কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-মহর্ষি-শ্রীবেদব্যাস-প্রণীতম্

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্

(মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

ভট্টপল্লীনিবাসি-

পণ্ডিতবর-শ্রীযুক্ত পঞ্চানন-তর্করত্ন

কর্তৃক অনুবাদিত ও সম্পাদিত।

শ্রী শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

কর্তৃক পরিবেশিত

নবভারত **পাবলিশার্স**

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্

(মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

ভট্টপল্লীনিবাসি-

পণ্ডিতবর-শ্রীযুক্ত পঞ্চানন-তর্করত্ন

কর্তৃক অনুবাদিত ও সম্পাদিত।

শ্রী শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

কর্তৃক পরিশোধিত

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

নবভারত পাবলিশার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা ও
প্রাণপুরুষ ঁশ্রী রণজিৎ সাহার
করকমলে এই বইটি উৎসর্গ করা হইল।

ভূমিকা

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—অতি সুমধুর, প্রাঞ্জল এবং পাঠকগণের কৌতূহলপ্রদ। একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠিতে প্রবৃত্তি হয় না। ইহাতে সুবিস্তৃত কৃষ্ণলীলা, দুর্গা, গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মনসা ও রাধিকা প্রভৃতির উপাখ্যান, কার্ত্তিক-গণেশের জন্ম-বিবরণ ও চরিতাবলী এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় যুদ্ধ প্রভৃতির নানাবিধ প্রস্তাব বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কলিকাল বর্ণনা, স্বপ্নাধ্যায়, দৈনন্দিন কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ, জাতি নির্ণয় ও পুরাণের জটিল মতের সুমীমাংসা এবং অনেক দেবদেবীর স্তব-কবচ এই পুরাণের অন্তর্গত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ পাঠ করিলে অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে। পাঠ না করিলে প্রকৃত পৌরাণিক হওয়া যায় না। এখানি উক্ত মহাপুরাণের ঠিক মূলানুযায়ী বঙ্গানুবাদ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ঠিক মূলানুযায়ী বঙ্গানুবাদ আর নাই। মূল বুঝিতে যাহারা সক্ষম নহেন, তাহাদিগের জন্যই এই অনুবাদের আবির্ভাব; এখন তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেই আমার আশা ও পরিশ্রম সফল হইবে।

এই পুরাণের অনুবাদক :—পণ্ডিত শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী, শ্রীজগন্নাথ বিদ্যার্ণব, শ্রীহেমচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ন্যায়বাগীশ, শ্রীমহেশচন্দ্র চূড়ামণি, শ্রীরঘুনন্দন ন্যায়বাগীশ, শ্রীকমলকৃষ্ণ স্মৃতিভূষণ এবং আমি। আদ্যোপান্ত পরিদর্শন আমিই করিয়াছি।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন

শ্রীরামঃ শরণম্

নবসংস্করণের ভূমিকা

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—অন্যতম মহাপুরাণ। প্রামাণিক বিষ্ণুপুরাণে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ যে মহাপুরাণ—তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। (বিষ্ণু পুরাণ ৩য় অংশ ৬ অধ্যায় ২৩ শ্লোক)

এই পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের পরম ব্রহ্মস্বরূপতা এবং তাঁহার আংশিকলীলা বর্ণিত হইয়াছে—সুতরাং ইহা 'বৈষ্ণব পুরাণ' বা সাত্ত্বিক পুরাণ।

এই পুরাণ চারটি খণ্ডে বিভক্ত। (১) ব্রহ্মখণ্ড (২) প্রকৃতিখণ্ড (৩) গণেশখণ্ড (৪) শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম খণ্ড।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের দাক্ষিণাত্যদেশে ব্রহ্মকৈবর্ত্তপুরাণ এরূপ নামান্তর পাওয়া যায়।

এখন এই দুই নামের অর্থ নির্বাচন এইভাবে করা যায় যে,—যে পুরাণে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত অর্থাৎ রূপান্তর বর্ণিত হইয়াছে।

বেদান্তমতে বিবর্ত্তবাদ স্বীকৃত, সাংখ্যমতে পরিণামবাদ এবং ন্যায়মতে কার্য্যকারণবাদ সমর্থিত হইয়াছে। সাংখ্যমতে প্রকৃতির বাহ্য অস্তিত্ব স্বীকৃত হওয়ায় প্রকৃতির রূপান্তরই পরিণামবাদের ফল।

কিন্তু বেদান্তমতে দৃশ্যমান জগতের বাহ্য অস্তিত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় অথচ আমাদের ইহা জ্ঞান-গোচর হইয়া থাকে—ইহাই বিবর্ত্ত।

যেমন শুক্তিতে রজত-ভ্রমজ্ঞান, রজ্জুতে সর্প-ভ্রমজ্ঞান হয়, রজত বা সর্প না থাকিলেও তাহার জ্ঞান হইতেছে, ইহাই বিবর্ত্ত। যদি বলা যায় শুক্তি ও রজ্জু এক একটি বাহ্যবস্তু—তাহাকে আশ্রয় করিয়া রজত ও সর্পজ্ঞান হইতেছে, ইহার উত্তর এই যে—সকল বাহ্যবস্তুই অলীক অর্থাৎ সৎ নহে বা একান্ত অসৎও নহে। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। অথচ যতক্ষণ আমাদের অবিদ্যা বা অজ্ঞান আছে, ততক্ষণ আমরা সেই ব্রহ্ম-আধারে অবিদ্যা-কল্পিত বিশ্বজগৎ নানাভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। যেমন স্বপ্নকালে কোনবস্তু না থাকিলেও বহুবিধ দৃশ্যবস্তুর আবির্ভাব হয় এবং তাহা তৎকালে সত্যরূপে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ এই সংসার অবিদ্যাকল্পিত এবং সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের আধারে তাহা সত্যরূপে বোধগম্য হয়। বস্তুতঃ বাহ্যজগৎ সত্য নহে ইহাই বেদান্ত-সিদ্ধান্ত। আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইলে এ বিশ্বজগৎ-এর সত্তা উপলব্ধি হইবে না। তাহা হইলে সত্য কি? সত্য একমাত্র ব্রহ্ম। তাহারই বিবর্ত্ত, প্রকৃতি তাঁহারই একটি রূপান্তর। তিনিই গণেশ, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই পরম ব্রহ্ম, ইহাই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয়।

পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার লীলার মধ্য দিয়া স্বরূপজ্ঞান করিলে মানব অবিদ্যামুক্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে, এই উদ্দেশ্যে এই পুরাণ রচিত হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যে ব্রহ্মকৈবর্ত্তপুরাণ এই নাম প্রচলিত হওয়ার কারণ এই যে কৈবর্ত্ত শব্দের অর্থ দাস। 'ব্রহ্ম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দাস্য লাভের উদ্দেশ্যে এই পুরাণ রচিত হইয়াছে। ভক্তিবাদের চরম গতি হইল, শ্রীকৃষ্ণভগবানের দাসত্বলাভ, তাহাই বুঝাইবার জন্য ব্রহ্মকৈবর্ত্তপুরাণ এই নামকরণ করা হইয়াছে।

অথবা শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম হইলেন কৈবর্ত্ত (ধীবর বা নৌ-কর্ণধার প্রায়) সংসার সমুদ্রে তিনি খেলা করিতেছেন, তিনি ভবসমুদ্র পারের কর্ণধার।

যাহা হউক, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদকে রূপায়িত করিবার জন্য এই পুরাণ লিখিত হইয়াছে।

যদিও এই পুরাণে দার্শনিক বিচার স্থান পায় নাই, তাহা হইলেও দার্শনিক তত্ত্বকে পৌরাণিক পরিচ্ছদে সজ্জিত করা হইয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে—"একমেবাদ্বিতীয়ং" 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই মূল সূত্রকে ও 'আনন্দং ব্রহ্ম' এই তিন ব্রহ্ম লক্ষণকে বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত করা হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ সর্বসমেত ২৭৪ অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রথম ব্রহ্মখণ্ডে ৩০ অধ্যায়, প্রকৃতিখণ্ডে ৬৬, গণেশখণ্ডে ৪৬ এবং শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ১৩২ অধ্যায়।

এই পুরাণের বক্তা সূতপুত্র সৌতি বেদব্যাসশিষ্য এবং প্রধান শ্রোতা শৌনক মুনি। নৈমিষারণ্য ইহার প্রকাশক্ষেত্র।

শ্রীকৃষ্ণের পরমব্রহ্মস্বরূপতা প্রতিপাদনই এই পুরাণের বিষয়বস্তু।

ব্রহ্মখণ্ডে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাই সৃষ্টির মূলকারণ। তাঁহারই ইচ্ছায় প্রকৃতির আবির্ভাব। তিনিই প্রধানা প্রকৃতি শ্রীদুর্গার গর্ভে গণেশ ও কার্ত্তিকরূপে আবির্ভূত হ'ন। এবং 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই সংক্ষিপ্ত উপনিষদ্ বাণী বীজস্বরূপ—গৃহীত হইয়া ব্রহ্মখণ্ড ও প্রকৃতিখণ্ডে ফল-ফুল পল্লবে সুসজ্জিত বৃহৎ মহীরুহে প্রকাশিত হইয়াছে।

'আনন্দং ব্রহ্ম'—ইহারই বিস্তৃতরূপ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। 'রসো বৈ সঃ' ব্রহ্ম যে রস অর্থাৎ আনন্দ-স্বরূপ তাহারই প্রকাশ—রাসলীলায়। সৃষ্টির মূলে চাই প্রকৃতির সহায়তা।

প্রকৃতি এই পুরাণমতে পঞ্চবিধ—(১) গণেশজননী দুর্গা, (২) লক্ষ্মী, (৩) সরস্বতী, (৪) সাবিত্রী ও (৫) রাধা।

প্রশব্দে প্রকৃষ্টা কৃতিশব্দের অর্থ সৃষ্টি। যে দেবী সৃষ্টিবিষয়ে পরমসমর্থা তিনিই প্রকৃতি। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী (সত্ত্ব রজঃ তমো গুণের সমষ্টি)।

প্রকৃতির প্রথম রূপান্তর দুর্গা, তিনিই গণেশজননী, শিবস্বরূপা, তিনি অনন্তা ও অনন্তগুণময়ী।

(২) লক্ষ্মী—এই পুরাণে লক্ষ্মী শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা পদ্মারূপে বর্ণিতা। ইনি পতিব্রতা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণতুল্যা, তিনিই বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী।

(৩) সরস্বতী—তিনি শাস্ত্রস্বরূপা, বীণাপুস্তকধারিণী; সুশীলা সত্ত্বস্বরূপা হরিপ্রিয়া।

(৪) সাবিত্রী—ইনি শ্রীকৃষ্ণের চতুর্থী প্রকৃতি, ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব বেদের এবং বেদাঙ্গ। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষের মূর্তি, বিপ্রজাতিগণের জাতিস্বরূপা, তপস্বিনী ব্রহ্মতেজোময়ী, শান্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

(৫) রাধা—প্রেম ও প্রাণের অধিষ্ঠাতৃদেবী। তিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা। ইনি বৃষভানুসুতা।

শ্রীকৃষ্ণের এই পাঁচটি মূল প্রকৃতি।

(ক) অতঃপর এই প্রকৃতির অংশরূপা—প্রধানা—গঙ্গা, ইনি নির্মলা, অহঙ্কারশূন্যা, সতী সাধ্বী ও নারায়ণের প্রিয়া।

(খ) প্রকৃতির অংশরূপা তুলসী, পরম পবিত্রা, (গ) মনসাদেবী অনন্ত নাগরাজের ভগিনী, নাগমাতা, নাগবাহিনী।

(ঘ) প্রকৃতিদেবীর ষষ্ঠাংশরূপা ষষ্ঠীদেবী।

(ঙ) প্রকৃতির আর একটি প্রধান অংশরূপে আবির্ভূতা মঙ্গলচণ্ডী।

(চ) আর একটি প্রধানাংশরূপা—দেবী কালী। ইনি কমলদললোচনা, এই দেবী কালিকা কৃষ্ণভক্তা, তেজে বিক্রমে ও গুণাবলীতে কৃষ্ণতুল্যা। এই মহাশক্তি পূজিতা হইলে চতুর্বর্গ ফল দান করিয়া থাকেন।

(ছ) প্রকৃতির আর একটি প্রধান অংশ দেবী বসুন্ধরা (পৃথিবী) সকলের আধার ও সর্বশস্য উৎপাদন কারিণী। ইনি রত্নগর্ভা—ইনি সর্বজনপূজিতা।

অতঃপর প্রকৃতির কলাস্বরূপা বিভিন্ন দেবের শক্তিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই পুরাণ মতে পরমাত্মা কৃষ্ণ গণেশ হইয়া এবং বিষ্ণুর কলা হইতে উৎপন্ন স্কন্দ (কার্তিকেয়) এই নামে, ভগবতী দুর্গার দুই পুত্র হ'ন।

শক্তি শব্দের অর্থ, ব্রহ্মাণ্ডাদির উৎপত্তি ও দেবদেবীগণের আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ শব্দের অর্থ—কৃষ্‌+ণ=কৃষি অর্থাৎ ভক্তি, 'ণ' শব্দের অর্থ দাস্য, যিনি ভক্তি ও দাস্য প্রদান করেন—তিনিই কৃষ্ণ। অথবা কৃষি শব্দের অর্থ সর্ব, 'ণ' শব্দের অর্থ বীজ=যিনি সর্ববীজস্বরূপ। ইনি পরমাত্মা।

রাধাকে মহাপ্রকৃতি বলা হইয়াছে। কোটি চন্দ্রের প্রভাহরণকারিণী রাধা, রাসমণ্ডলের অধীশ্বরী।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে 'রাধা' এই নামটির উল্লেখ নাই। রাসমণ্ডলের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং প্রাধানা গোপীর কথা বলা আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ইহাই প্রমাণ্য যে,—সমগ্র ভারতে 'রাধাকৃষ্ণ' এই নাম প্রচারিত হইয়াছে—রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি সমন্বিত অগণিত মন্দির স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে তাঁহার বাল্য ও কৈশোরে লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের সহিত এবিষয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বহু সাদৃশ্য আছে এজন্য ইহার বিস্তৃত আলোচনা হইতে বিরত হইলাম।

এই পুরাণখানির প্রকাশে নবভারত পাবলিশার্স কোং যে উদ্যম দেখাইয়াছেন,—তজ্জন্য আমি আশীর্বাদ করি—শ্রীমান্ রণজিৎ সাহাকে এবং আমার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান কৃষ্ণজীবন ভট্টাচার্য্য এম. এ. কে.—তাহাদের যেন অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ইতি

বৈশাখী পূর্ণিমা
১৩৯১

শ্রী শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

সূচীপত্র।

ব্রহ্মখণ্ড।

ব্রহ্মখণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত।

প্রকৃতিখণ্ড।

প্রকৃতিখণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত।

গণেশখণ্ড।

বিষয় পৃষ্ঠা।

গণেশখণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের সূচীপত্র সমাপ্ত।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

ব্রহ্মখণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

গণেশব্রহ্মেশ * সুরেশশেষাঃ
সুরাশ্চ সর্ব্বে মনবো মুনীন্দ্রাঃ।
সরস্বতীশ্রীগিরিজাদিকা যম্
নমন্তি দেব্যঃ প্রণমামি তং বিভুম্॥ ১
স্থূলাৎ স্থূলতমতনুং দধতং বিরাজং †
বিশ্বানি লোমবিবরেষু মহান্তি যস্য। ‡।
সৃষ্ট্যুন্মুখঃ স্বকলয়াপি সসর্জ্জ সূক্ষ্মাং
নিত্যাং সমেত্য সদসত্তমজং ভজামি॥ ২

ধ্যায়ন্তে ধ্যাননিষ্ঠাঃ সুরনরমনবো
যোগিনো যোগরূঢ়াঃ
সন্তঃ স্বপ্নেঽপি সন্তং কতি কতি জনিভি-
র্যং ন পশ্যন্তি তপ্তাঃ।
ধ্যায়ে স্বেচ্ছাময়ং তং ত্রিগুণপরমহো
নির্ব্বিকারং নিরীহং
ভক্তধ্যানৈকহেতোর্নিরুপমরুচিরং
শ্যামরূপং দধানম্॥ ৩
বন্দে কৃষ্ণং গুণাতীতং পরং ব্রহ্মাচ্যুতং যতঃ।
আবির্ব্বভূবুঃ প্রকৃতিব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ॥ ৪
অমৃতপরমপূর্ব্বং ভারতীকামধেনুং
শ্রুতিগণকৃতবৎসো ব্যাসদেবো দুদোহ।
অতিরুচিরপুরাণং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেতৎ
পিবত পিবত মুগ্ধা দুগ্ধমক্ষয্যমিষ্টম্॥ ৫
ভারতে নৈমিষারণ্যে ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ।
নিত্যাং নৈমিত্তিকীং কৃত্বা ক্রিয়ামূষুঃ কুশাসনে॥৬
এতস্মিন্নন্তরে সৌতিমাগচ্ছন্তং যদৃচ্ছয়া।
প্রণে... সুবিনীতং তং বিলোক্য দদুরাসনম্॥ ৭

---

* গণেশব্রহ্মেশেতি ব্রকারাৎ পূর্ব্বং লঘুত্ব-মার্ষম্।

† স্থূলাদিত্যাদি-পাদস্থানে "স্থূলাৎ স্থূলতমং তত্ত্বং দধতং সুবিরাজিতম্" ইত্যানুষ্টুভেন চ্ছন্দসা গ্রথিতং পাদদ্বয়ং বিশ্বানীত্যাদি বসন্ততিলকীয়ঞ্চ পাদত্রয়ং ক্বচিৎ পুস্তকে পঠ্যতে। উল্লিখিতপাঠে আর্ষত্বেন ন চ্ছন্দোভঙ্গঃ।

‡ "ব্রহ্মেশবিষ্ণুসুরদানবসিদ্ধপূর্ণবিশ্বানি লোমবিবরেষু মহান্তি যস্য" ইত্যপি পাঠঃ।

তং সম্পূজ্যাতিথিং ভক্ত্যা শৌনকো মুনিপুঙ্গবঃ।
সংপপ্রচ্ছ কুশলং শান্তং শান্তঃ পৌরাণিকং মুদা ॥
স্বাধ্বায়াসবিনির্ম্মুক্তং বসন্তং সুস্থিরাসনে।
সস্মিতং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞং পুরাণানাং পুরাণবিৎ ॥ ৯
পরং কৃষ্ণকথোপেতং পুরাণং শ্রুতিসুন্দরম্।
মঙ্গল্যং মঙ্গলার্হঞ্চ মঙ্গলং মঙ্গলায়নম্ ॥ ১০
সর্ব্বমঙ্গলবীজঞ্চ সর্ব্বদা মঙ্গলপ্রদম্।
সর্ব্বামঙ্গলবিঘ্নঞ্চ সর্ব্বসম্পৎকরং পরম্ ॥ ১১
হরিভক্তিপ্রদং শশ্বৎ সুখদং মোক্ষদং ভবে।
তত্ত্বজ্ঞানপ্রদং দারপুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনম্ ॥ ১২
পপ্রচ্ছ সুবিনীতঞ্চ বিনীতো মুনিসংসদি।
যথাকাশে তারকাণাং দ্বিজরাজো বিরাজতে।
তথা বিরাজমানং তং সূতজং মুনিমণ্ডলে* ॥ ১৩

শৌনক উবাচ।

প্রস্থানং ভবতঃ কুত্র কুত আয়াসি তে শিবম্।
কিমস্মাকং পুণ্যদিনং মন্যে ত্বদ্দর্শনেন চ ॥ ১৪
বয়মেব কলৌ ভীতা বিশিষ্টজ্ঞানবর্জ্জিতাঃ।
মুমুক্ষবো ভবে মগ্নাস্তদ্ধেতুস্ত্বমিহাগতঃ ॥ ১৫
ভবান্ সাধুর্ম্মহাভাগঃ পুরাণেষু পুরাণবিৎ।
সর্ব্বেষু চ পুরাণেষু নিষ্ণাতোঽতীব কৃপানিধিঃ ॥ ১৬
শ্রীকৃষ্ণে নিশ্চলা ভক্তির্যতো ভবতি শাশ্বতী।
তৎ কথ্যতাং মহাভাগ পুরাণং জ্ঞানবর্দ্ধনম্ ॥ ১৭
গরীয়সী চ যা মায়া কর্ম্মমূলনিকৃন্তনী।
সংসারসন্নিবদ্ধানাং নিগড়চ্ছেদকর্ত্তনী ॥ ১৮
ভবদাবাগ্নিদগ্ধানাং পীযূষবৃষ্টিবর্ষিণী।
সা সদানন্দদা সৌতে শশ্বচ্চেতসি জীবিনাম্ ॥ ১৯
যত্রাদৌ সর্ব্ববীজঞ্চ পরংব্রহ্ম নিরূপিতম্।
তস্য সৃষ্ট্যুন্মুখস্যাপি সৃষ্টেরুৎকীর্ত্তনং পরম্ ॥ ২০
সাকারং বা নিরাকারং পরমাত্মস্বরূপকম্।
কিমাকারঞ্চ তদ্‌ব্রহ্ম কিং ধ্যানং কিঞ্চ ভাবনম্ ॥
ধ্যায়ন্তি বৈষ্ণবাঃ কিং বা কিং বা সন্তশ্চ যোগিনঃ
মতং প্রধানং কেষাং বা গূঢ়ং বেদে নিরূপিতম্ ॥
প্রকৃতেশ্চ কিমাকারো যত্র বৎস নিরূপিতঃ।
গুণানাং লক্ষণং যত্র মহাজ্ঞানস্য নিশ্চয়ঃ ॥ ২৩
গোলোকবর্ণনং যত্র যত্র বৈকুণ্ঠবর্ণনম্।
বর্ণনং শিবলোকস্য যত্রান্যৎ স্বর্গবর্ণনম্ ॥ ২৪

* শেষার্দ্ধং বহুষু পুস্তকেষু নাস্তি।

অংশানাঞ্চ কলানাঞ্চ যত্র সৌতে নিরূপণম্।
কে প্রাকৃতাঃ কা প্রকৃতিঃ ক আত্মা প্রকৃতে পরঃ।
নিগূঢ়ং জন্ম যেষাং বা দেবানাং দেবযোষিতাম্।
সমুৎপত্তিঃ সমুদ্রাণাং শৈলানাং সরিতামপি ॥ ৬
কে বাংশাঃ প্রকৃতেশ্চাপি কলাঃ কা বা ভবন্তি হি
তাসাঞ্চ চরিতং ধ্যানং পূজাস্তোত্রাদিকং শুভম্ ॥
দুর্গাসরস্বতীলক্ষ্মীসাবিত্রীণাঞ্চ বর্ণনম্।
যত্রৈব রাধিকাখ্যানং সত্যাপূর্ব্বসুধোপমম্ * ॥ ২৮
জীবকর্ম্মবিপাকশ্চ নরকাণাঞ্চ বর্ণনম্।
কর্ম্মণাং খণ্ডনং যত্র যত্র তেভ্যো বিমোক্ষণম্ ॥ ২৯
যেষাঞ্চ জীবিনাং যদ্‌যৎ স্থানং যত্র শুভাশুভম্।
জীবিনাং কর্ম্মণো যস্মাদ্‌যাসু যাসু চ যোনিষু ॥ ৩০
জীবিনাংকর্ম্মণো যস্মাদ্‌যো যো রোগো ভবিষ্যতি।
মোক্ষণং কর্ম্মণো যস্মাৎ তেষাঞ্চ তন্নিরূপণম্ ॥ ৩১
মনসা তুলসী কালী গঙ্গা পৃথ্বী বসুন্ধরা।
আসাং যত্র শুভাখ্যানমন্যাসাঞ্চাপি যত্র বৈ ॥ ৩২
শালগ্রামশিলানাঞ্চ দানবানাঞ্চ নির্ণয়ঃ †।
গণেশ্বরস্য চরিতং যত্র তজ্জন্ম কর্ম্ম চ ॥ ৩৩
কবচস্তোত্রমন্ত্রাণাং গূঢ়ানাং যত্র বর্ণনম্।
যদপূর্ব্বমুপাখ্যানমশ্রুতং পরমাদ্ভুতম্।
কৃত্বা মনসি তৎ সর্ব্বং সাম্প্রতং বক্তুমর্হসি ॥ ৩৪
যত্র জন্মভ্রমো বিপ্র পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে।
পরিপূর্ণতমস্যাপি কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৩৫
জন্ম কস্য গৃহে লব্ধং পুণ্যে পুণ্যবতো মুনে।
সুতং প্রসূতা কা ধন্যা মান্যা পুণ্যবতী সতী ॥ ৩৬
আবির্ব্বভূব তদ্দেহাজ্জগতঃ কেন হেতুনা।
গত্বা কিং কৃতবাংস্তত্র কথং বা পুনরাগতঃ ॥ ৩৭
ভারাবতরণং কেন প্রার্থিতো গোশ্চকার সঃ।
বিধায় কং বা সেতুং স গোলোকং গতবান্ পুরা ॥
ইতীদমন্যদাখ্যানং পুরাণং দুর্লভং তথা।
দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং মুনীনাঞ্চ মনোনির্ম্মলকারণম্ ॥ ৩৯

* সত্যং পূর্ব্বসুধোপমমিতি বহুপুস্তকসম্মতঃ পাঠঃ পূর্ব্বসুধোপমমিত্যস্য নবীনামৃততুল্যমিত্যর্থঃ।

† ইতঃ পরম্—
অপূর্ব্বং যত্র বা সৌতে ধর্ম্মাধর্ম্মনিরূপণম্।
ইত্যেতৎ পদ্যার্দ্ধমধিকং কচিল্লভ্যতে।

অজ্ঞানাদ্যন্ময়া পৃষ্টমপৃষ্টং বা শুভাশুভম্ ।
সদ্যো বৈরাগ্যজননং তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৪০
শিষ্যপৃষ্টমপৃষ্টং বা ব্যাখ্যানং কুরুতে চ যঃ ।
স সদ্গুরুঃ সতাং শ্রেষ্ঠো যোগ্যাযোগ্যে চ যঃ সমঃ ॥ ৪১

সৌতিরুবাচ ।

সর্ব্বং কুশলমস্মাকং ত্বৎপাদপদ্মদর্শনাৎ ।
সিদ্ধক্ষেত্রাদাগতোঽহং যামি নারায়ণাশ্রমম্ ॥ ৪২
দৃষ্ট্বা বিপ্রসমূহঞ্চ নমস্কর্তুমিহাগতঃ ।
দৃষ্টঞ্চ নৈমিষারণ্যং পুণ্যদঞ্চাপি ভারতে ॥ ৪৩
দেবং বিপ্রং গুরুং দৃষ্ট্বা ন নমেদ্যঃ সুসম্ভ্রমাৎ ।
কালসূত্রং ব্রজতি স যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৪৪
হরির্ব্রাহ্মণরূপেণ শশ্বদ্ভ্রমতি ভারতে ।
সুকৃতী প্রণমেৎ পুণ্যং ব্রাহ্মণং হরিরূপিণম্ ॥ ৪৫
ভগবন্ যত্ত্বয়া পূর্ব্বং জ্ঞাতং সর্ব্বমভীপ্সিতম্ ।
সারভূতং পুরাণেষু ব্রহ্মবৈবর্ত্তমুত্তমম্ ॥ ৪৬
পুরাণোপপুরাণানাং বেদানাং ভ্রমভঞ্জনম্ ।
হরিভক্তিপ্রদং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞানবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৪৭
কামিনাং কামদঞ্চেদং মুমুক্ষূণাঞ্চ মোক্ষদম্ ।
ভক্তিপ্রদং বৈষ্ণবানাং কল্পবৃক্ষস্বরূপকম্ ॥ ৪৮
ব্রহ্মখণ্ডে ব্রহ্মবীজং পরব্রহ্মনিরূপণম্ ।
ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ সন্তো বৈষ্ণবা যৎ পরাৎপরম্ ॥
বৈষ্ণবা যোগিনঃ সন্তো ন চ ভিন্নাশ্চ শৌনক ।
অজ্ঞানপরিপাকেণ ভবন্তি যোগিনঃ ক্রমাৎ ॥ ৫০
সন্তো ভবন্তি যৎসঙ্গাদ্যোগে যোগেশযোগিনঃ * ।
প্রকৃতের্লক্ষণং তত্র কলাংশানাং নিরূপণম্ ॥ ৫১
কীর্ত্তেরুৎকীর্ত্তনং তাসাং প্রভাবশ্চ নিরূপিতঃ ।
সুকৃতীনাং দুষ্কৃতীনাং যদ্যৎ স্থানং শুভাশুভম্ ॥
বর্ণনং নরকাণাঞ্চ রোগাণাং মোক্ষণং ততঃ ।
ততো গণেশখণ্ডে চ তজ্জন্মপরিকীর্ত্তনম্ ॥ ৫৩
অতীবাপূর্ব্বচরিতং শ্রুতিবেদসুদুর্লভম্ ।
গণেশভৃগুসম্বাদঃ সর্ব্বতত্ত্বনিরূপণম্ ॥ ৫৪
নিগূঢ়কবচং স্তোত্রং মন্ত্রতন্ত্রনিরূপণম্ ।
শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডঞ্চ কীর্ত্তিতম্ ততঃ পরম্ ॥ ৫৫
ভারতে পুণ্যক্ষেত্রে চ শ্রীকৃষ্ণজন্মকর্ম্ম চ ।
ভুবো ভারাবতরণং ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলম্ ॥ ৫৬
সতাং সেতুবিধানঞ্চ জন্মখণ্ডনিরূপণম্ ।
ইদং তে কথিতং বিপ্র পুরাণপ্রবরং বরম্ ॥ ৫৭
চতুঃখণ্ডপরিমিতং সর্ব্বধর্ম্মনিরূপিতম্ ।
সর্ব্বেষামীপ্সিততমং সর্ব্বেষাং পূর্ব্বকারণম্ ॥ ৫৮
ব্রহ্মবৈবর্ত্তকং নাম সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদম্ ।
সারভূতং পুরাণেষু কেবলং বেদসম্মতম্ ॥ ৫৯
বিবৃতং ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন কৃষ্ণেন যত্র শৌনক ।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তকং তেন প্রবদন্তি পুরাবিদঃ ॥ ৬০
ইদং পুরাণসূত্রঞ্চ পুরা দত্তঞ্চ ব্রহ্মণে ।
নিরাময়ে চ গোলোকে কৃষ্ণেন পরমাত্মনা ॥ ৬১
মহাতীর্থে পুষ্করে চ দত্তং ধর্ম্মায় ব্রহ্মণা ।
ধর্ম্মেণেদং স্বপুত্রায় প্রীত্যা নারায়ণায় চ ॥ ৬২
নারায়ণোঽয়ং ভগবান্ প্রদদৌ নারদায় চ ।
নারদো ব্যাসদেবায় প্রদদৌ জাহ্নবীতটে ॥ ৬৩
ব্যাসঃ পুরাণসূত্রং তৎ সংব্যস্য বিপুলং মহৎ ।
মহৎ দদৌ সিদ্ধক্ষেত্রে পুণ্যদে সুমনোহরম্ ॥ ৬৪
যদিদং কথিতং ব্রহ্মংস্তৎ সমগ্রং নিশাময় ।
অষ্টাদশসহস্রন্তু ব্যাসেনেদং পুরাণকম্ ॥ ৬৫
পুরাণকাব্যশ্রবণে যৎ ফলং লভতে নরঃ ।
তৎ ফলং লভতে নূনমধ্যায়শ্রবণেন চ ॥ ৬৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে
সৌতি-শৌনকসংবাদেঽনুক্রমণিকা
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

কিমপূর্ব্বং শ্রুতং সৌতে পরমাদ্ভুতমীপ্সিতম্ ।
সর্ব্বং কথয় সংব্যস্য ব্রহ্মখণ্ডমনুত্তমম্ ॥ ১

সৌতিরুবাচ ।

বন্দে গুরোঃ পাদপদ্মং ব্যাসস্যামিততেজসঃ ।
হরিং দেবান্ দ্বিজানত্বা ধর্ম্মান্ বক্ষ্যে সনাতনান্ ॥ ২
যৎ শ্রুতং ব্যাসবক্ত্রেণ ব্রহ্মখণ্ডমনুত্তমম্ ।
অজ্ঞানান্ধতমোধ্বংসজ্ঞানবর্ত্মপ্রদীপকম্ ।

---

* যোগী যোগেশযোগিনঃ ইতি পাঠান্তরম্ । অস্মিংশ্চ পাঠে যৎসঙ্গাৎ যোগিনো ভবন্তি, অত্র স যোগী নিরূপিত ইত্যর্থঃ ।

জ্যোতিঃসমূহং প্রলয়ে পুরাসীৎ কেবলং দ্বিজ ॥৩
সূর্য্যকোটিপ্রভং নিত্যমসংখ্যং বিশ্বব্যাপকম্ ।
স্বেচ্ছাময়স্য চ বিভোস্তজ্জ্যোতিরুজ্জ্বলং মহৎ ॥৪
জ্যোতিরভ্যন্তরে লোকত্রয়মেব মনোহরম্ * ।
অদৃশ্যং যোগিভিঃ স্বপ্নে দৃশ্যং গম্যঞ্চ বৈষ্ণবৈঃ ॥
যোগেন ধৃতমীশেন চান্তরীক্ষস্থিতং পরম্ ।
আধিব্যাধিজরামৃত্যুশোকভীতিবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৬
সদ্রত্নরচিতাসংখ্যমন্দিরৈঃ পরিশোভিতম্ ।
লয়ে কৃষ্ণযুতং সৃষ্টৌ গোপগোপীভিরাবৃতম্ ॥ ৭
তদধো দক্ষিণে সব্যে পঞ্চাশৎকোটিযোজনাৎ ।
বৈকুণ্ঠং শিবলোকঞ্চ তৎসমং সুমনোহরম্ ॥ ৮
কোটিযোজনবিস্তীর্ণং বৈকুণ্ঠং মণ্ডলাকৃতম্ ।
লয়ে শূন্যঞ্চ সৃষ্টৌ চ লক্ষ্মীনারায়ণান্বিতম্ ॥ ৯
গোলোকাভ্যন্তরে জ্যোতিঃ সর্ব্বতেজোগুণান্বিতম্ ।
চতুর্ভুজৈঃ পার্ষদৈশ্চ জরামৃত্যুবিবর্জ্জিতৈঃ ॥ ১০
সব্যে চ শিবলোকঞ্চ কোটিযোজনবিস্তৃতম্ ।
লয়ে শূন্যঞ্চ সৃষ্টৌ চ সপার্ষদশিবান্বিতম্ ॥ ১১
গোলোকাভ্যন্তরে জ্যোতিরতীব সুমনোহরম্ । *
নবীননীরদশ্যামং রক্তপঙ্কজলোচনম্ ॥ ১২
শারদীয়পার্ব্বণেন্দুশোভামুষ্টশুভাননম্ ।
কোটিকন্দর্পলাবণ্যং লীলাধাম মনোহরম্ ॥ ১৩
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং সস্মিতং পীতবাসসম্ ।
সদ্রত্নভূষণৌঘেন ভূষিতং ভক্তবৎসলম্ ॥ ১৪
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং কস্তূরীকুঙ্কুমান্বিতম্ ।
শ্রীবৎসবক্ষঃসম্ভ্রাজং কৌস্তুভেন বিরাজিতম্ ॥১৫

---

* এতদগ্রে—
তেষামুপরি গোলোকং নিত্যমীশ্বরবদ্দ্বিজ ।
ত্রিকোটিযোজনায়ামবিস্তীর্ণং মণ্ডলাকৃতি ।
তেজঃস্বরূপং সুমহদ্রত্নভূমিময়ং পরম্ ॥
ইত্যয়ং সার্দ্ধঃ শ্লোকঃ ক্বচিদধিকোঽধিগম্যতে ।
* অতোঽনন্তরং—
পরমাহ্লাদকং শশ্বৎ পরমানন্দকারণম্ ।
ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ শশ্বদ্‌যোগেন জ্ঞানচক্ষুষা ॥
তদেবানন্দজনকং নিরাকারং পরাৎপরম্ ।
তজ্জ্যোতিরন্তরে রূপমতীব সুমনোহরম্ ॥
ইত্যেতৎ পদ্যদ্বয়মধিকং ক্বচিৎ পুস্তকে দৃষ্টমপি বহুস্থলস্থানান্তর্মূলং নিবেশিতম্ ।

সদ্রত্নসাররচিতং কিরীটমুকুটোজ্জ্বলম্ ।
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ১৬
তদেব পরমং ব্রহ্ম ভগবন্তং সনাতনম্ ।
স্বেচ্ছাময়ং সর্ব্ববীজং সর্ব্বাধারং পরাৎপরম্ ॥১৭
কিশোরবয়সং শান্তং গোপবেশবিধায়িনম্ ।
কোটিপূর্ণেন্দুশোভাঢ্যং ভক্তানুগ্রহকারকম্ ॥ ১৮
নিরীহং নির্ব্বিকারঞ্চ পরিপূর্ণতমং বিভুম্ ।
রাসমণ্ডলমধ্যস্থং শান্তং রাসেশ্বরং পরম্ ॥ ১৯
মঙ্গল্যং মঙ্গলার্হঞ্চ মঙ্গলং মঙ্গলপ্রদম্ ।
পরমানন্দবীজঞ্চ সত্যমক্ষরমব্যয়ম্ ॥ ২০
সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরং সর্ব্বসিদ্ধিরূপঞ্চ সিদ্ধিদম্ ।
প্রকৃতেঃ পরমীশানং নির্গুণং নিত্যবিগ্রহম্ ॥ ২১
আদ্যং পুরুষমব্যক্তং পুরুহূতং পুরুষ্টুতম্ * ।
সত্যং স্বতন্ত্রমেকঞ্চ পরমাত্মস্বরূপকম্ ॥ ২২
ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ শান্তাঃ শান্তং তৎ পরমায়ণম্ ।
এবং রূপং পরং বিভ্রদ্ † ভগবানেক এব সঃ ॥২৩
দিগ্‌ভিশ্চ নভসা সার্দ্ধং শূন্যং বিশ্বং দদর্শ হ ॥২৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতিশৌনকসম্বাদে পরব্রহ্মনিরূপণং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

সৌতিরুবাচ ।

দৃষ্ট্বা শূন্যময়ং বিশ্বমলোকঞ্চ ভয়ঙ্করম্ ।
নির্জ্জন্তু নির্জ্জলং ঘোরং নির্ব্বাতং তমসাবৃতম্ ॥১
বৃক্ষশৈলসমুদ্রাদিবিহীনং বিকৃতাকৃতম্ ।
নির্ম্মূর্ত্তিকঞ্চ নির্ব্বাতং নিঃশস্যং নিস্তৃণং দ্বিজ ॥২
আলোক্য মনসা সর্ব্বমেক এবাসহায়বান্ ।
স্বেচ্ছয়া স্রষ্টুমারেভে সৃষ্টিং স্বেচ্ছাময়ঃ প্রভুঃ ॥৩
আবির্ব্বভূবুঃ সর্ব্বাদৌ পুংসো দক্ষিণপার্শ্বতঃ ‡ ।
ভবকারণরূপাশ্চ মূর্ত্তিমন্তস্ত্রয়ো গুণাঃ ॥ ৪

---

* পুরুপ্লুতমিতি পাঠান্তরম্ ।
† পরিভ্রমন্নিতি পাঠে তু ছন্দোভঙ্গ আর্ষত্বাৎ সোঢ়ব্য এব ।
‡ আবির্ব্বভূবুঃ সর্ব্বেঽস্যেতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।

ততো মহানহঙ্কারঃ পঞ্চতন্মাত্রমেব চ।
রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দাশ্চৈবেতিসংজ্ঞকম্ * ॥ ৫
আবির্ব্বভূব তৎপশ্চাৎ স্বয়ং নারায়ণঃ প্রভুঃ।
শ্যামো যুবা পীতবাসা বনমালী চতুর্ভুজঃ ॥ ৬
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরঃ স্মেরমুখাম্বুজঃ।
রত্নভূষণভূষাঢ্যঃ শার্ঙ্গী কৌস্তুভভূষণঃ ॥ ৭
শ্রীবৎসবক্ষাঃ শ্রীবাসঃ শ্রীনিধিঃ শ্রীবিভাবনঃ।
শারদেন্দুপ্রভামুষ্টমুখেন্দুঃ সুমনোহরঃ ॥ ৮
কামদেবপ্রভামুষ্টরূপলাবণ্যসুন্দরঃ।
শ্রীকৃষ্ণপুরতঃ স্থিত্বা তুষ্টাব তং পুটাঞ্জলিঃ ॥ ৯

নারায়ণ উবাচ।

বরং বরেণ্যং বরদং বরার্হং বরকারণম্।
কারণং কারণানাঞ্চ কর্ম্ম তৎকর্ম্মকারণম্ ॥ ১০
তপসঃ ফলদং শশ্বত্তপস্বিনাঞ্চ তাপসম্।
বন্দে নবঘনশ্যামং স্বাত্মারামং মনোরমম্ ॥ ১১
নিষ্কামং কামরূপঞ্চ কামদং কামকারণম্।
সর্ব্বং সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্ববীজরূপমনুত্তমম্ ॥ ১২
বেদরূপং বেদবীজং বেদোক্তফলদং ফলম্।
বেদাঙ্গতদ্বিধানাঞ্চ সর্ব্ববেদবিদাং বরম্ ॥ ১৩
ইত্যুক্ত্বা ভক্তিযুক্তশ্চ স উবাস তদাজ্ঞয়া।
রত্নসিংহাসনে রম্যে পুরতঃ পরমাত্মনঃ ॥ ১৪
নারায়ণকৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ।
ত্রিসন্ধ্যঞ্চ পঠেন্নিত্যং পাপং তস্য ন বিদ্যতে ॥ ১৫
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ভার্য্যাহীনো লভেৎ প্রিয়াম্।
ভ্রষ্টরাজ্যো লভেদ্রাজ্যং ধনভ্রষ্টো ধনং লভেৎ ॥১৬
কারাগারবিপদ্গ্রস্তঃ স্তোত্রেণ মুচ্যতে সদা।
রোগাৎ প্রমুচ্যতে রোগী বর্ষং শ্রুত্বা তু সংযতঃ ॥
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে নারায়ণকৃতঃ শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্।

সৌতিরুবাচ।

আবির্বভূব তৎপশ্চাদাত্মনো বামপার্শ্বতঃ।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশঃ পঞ্চবক্ত্রো দিগম্বরঃ ॥ ১৮
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভজটাভারধরো বরঃ।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যস্ত্রিনেত্রশ্চন্দ্রশেখরঃ ॥ ১৯
ত্রিশূলপট্টিশধরো জপমালাকরঃ পরঃ।
জ্ঞানানন্দো মহাজ্ঞানী মহাজ্ঞানপ্রদঃ পরঃ ॥ ২০

* তন্মাত্রমেব চ। সংজ্ঞকাঃ ইতি বহুষু পুস্তকেষু পঠ্যতে। বচনবৈপরীত্যমার্ষম্।

চন্দ্রবৃন্দপ্রভামুষ্টমুখবৃন্দৈ মনোহরঃ।
বৈষ্ণবানাঞ্চ প্রবরঃ প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা ॥ ২১
শ্রীকৃষ্ণপুরতঃ স্থিত্বা তুষ্টাব তং পুটাঞ্জলিঃ।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গঃ সাশ্রুনেত্রঃ সগদ্গদঃ ॥ ২২

শ্রীমহাদেব উবাচ।

জয়স্বরূপং জয়দং জয়েশং জয়কারণম্।
প্রবরং জয়দানঞ্চ বন্দে তমপরাজিতম্ ॥ ২৩
বিশ্বং বিশ্বেশ্বরেশঞ্চ বিশ্বেশং বিশ্বকারণম্।
বিশ্বাধারঞ্চ বিশ্বস্থং কারণানাঞ্চ কারণম্ ॥ ২৪
বিশ্বরক্ষাকারণঞ্চ বিশ্বঘ্নং বিশ্বজং পরম্।
ফলবীজং ফলাধারং ফলঞ্চ তৎফলপ্রদম্ ॥ ২৫
তেজঃস্বরূপং তেজোদং সর্ব্বতেজস্বিনাং বরম্।
ইত্যেবমুক্ত্বা তং নত্বা রত্নসিংহাসনে বরে ॥ ২৬
নারায়ণঞ্চ সম্ভাষ্য স উবাস তদাসনে ॥ ২৭
ইতি শম্ভুকৃতং স্তোত্রং যো জনঃ সংযতঃ পঠেৎ
সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেত্তস্য বিজয়স্য পদে পদে ॥ ২৮
সন্ততির্বর্দ্ধতে মিত্রং ধনমৈশ্বর্য্যমেব চ।
শত্রুসৈন্যং ক্ষয়ং যাতি দুঃখানি দুরিতানি চ ॥ ২

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শিবকৃতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্।

সৌতিরুবাচ।

আবির্ব্বভূব তৎপশ্চাৎ কৃষ্ণস্য নাভিপঙ্কজাৎ।
মহাতপস্বী বৃদ্ধশ্চ কমণ্ডলুধরো বরঃ ॥ ৩০
শুক্লবাসাঃ শুক্লদন্তঃ শুক্লকেশশ্চতুর্ভুজঃ।
যোগীশং শিল্পিনামীশং সর্ব্বেষাং জনকো গুরুঃ ॥
তপসাং ফলদাতা চ প্রদাতা সর্ব্বসম্পদাম্।
স্রষ্টা বিধাতা কর্ত্তা চ হর্ত্তা চ সর্ব্বকর্ম্মণঃ ॥ ৩২
ধাতা চতুর্ণাং বেদানাং জ্ঞাতা বেদপ্রসূঃ পতিঃ।
শান্তঃ সরস্বতীকান্তঃ সুশীলশ্চ কৃপানিধিঃ ॥ ৩৩
শ্রীকৃষ্ণপুরতঃ স্থিত্বা তুষ্টাব তং পুটাঞ্জলিঃ।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গো ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ॥ ৩৪

ব্রহ্মোবাচ।

কৃষ্ণং বন্দে গুণাতীতং গোবিন্দমেকমক্ষরম্।
অব্যক্তমব্যয়ং ব্যক্তং গোপবেশবিধায়িনম্ ॥ ৩৫
কিশোরবয়সং শান্তং গোপীকান্তং মনোহরম্।
নবীননীরদশ্যামং কোটিকন্দর্পসুন্দরম্ ॥ ৩৬
বৃন্দাবনবনারণ্যে রাসমণ্ডলসংস্থিতম্।
রাসেশ্বরং রাসবাসং রাসোল্লাসসমুৎসুকম্ ॥ ৩৭

জ্যোতিঃসমূহং প্রলয়ে পুরাসীৎ কেবলং দ্বিজ ॥৩
সূর্য্যকোটিপ্রভং নিত্যমসংখ্যং বিশ্বব্যাপকম্ ।
স্বেচ্ছাময়স্য চ বিভোস্তজ্জ্যোতিরুজ্জ্বলং মহৎ ॥৪
জ্যোতিরভ্যন্তরে লোকত্রয়মেব মনোহরম্ * ।
অদৃশ্যং যোগিভিঃ স্বপ্নে দৃশ্যং গম্যঞ্চ বৈষ্ণবৈঃ ॥
যোগেন ধৃতমীশেন চান্তরীক্ষস্থিতং পরম্ ।
আধিব্যাধিজরামৃত্যুশোকভীতিবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৬
সদ্রত্নরচিতাসংখ্যমন্দিরৈঃ পরিশোভিতম্ ।
লয়ে কৃষ্ণযুতং সৃষ্টৌ গোপগোপীভিরাবৃতম্ ॥ ৭
তদধো দক্ষিণে সব্যে পঞ্চাশৎকোটিযোজনাৎ ।
বৈকুণ্ঠং শিবলোকঞ্চ তৎসমং সুমনোহরম্ ॥ ৮
কোটিযোজনবিস্তীর্ণং বৈকুণ্ঠং মণ্ডলাকৃতম্ ।
লয়ে শূন্যঞ্চ সৃষ্টৌ চ লক্ষ্মীনারায়ণান্বিতম্ ॥ ৯
গোলোকাভ্যন্তরে জ্যোতিঃ সর্ব্বতেজোগুণান্বিতম্ ।
চতুর্ভুজৈঃ পার্ষদৈশ্চ জরামৃত্যুবিবর্জ্জিতৈঃ ॥ ১০
সব্যে চ শিবলোকঞ্চ কোটিযোজনবিস্তৃতম্ ।
লয়ে শূন্যঞ্চ সৃষ্টৌ চ সপার্ষদশিবান্বিতম্ ॥ ১১
গোলোকাভ্যন্তরে জ্যোতিরতীব সুমনোহরম্ । *
নবীননীরদশ্যামং রক্তপঙ্কজলোচনম্ ॥ ১২
শারদীয়পার্ব্বণেন্দুশোভামুষ্টশুভাননম্ ।
কোটিকন্দর্পলাবণ্যং লীলাধাম মনোহরম্ ॥ ১৩
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং সস্মিতং পীতবাসসম্ ।
সদ্রত্নভূষণৌঘেন ভূষিতং ভক্তবৎসলম্ ॥ ১৪
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং কস্তূরীকুঙ্কুমান্বিতম্ ।
শ্রীবৎসবক্ষঃসম্ভ্রাজৎ কৌস্তুভেন বিরাজিতম্ ॥১৫

সদ্রত্নসাররচিতং কিরীটমুকুটোজ্জ্বলম্ ।
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ১৬
তদেব পরমং ব্রহ্ম ভগবন্তং সনাতনম্ ।
স্বেচ্ছাময়ং সর্ব্ববীজং সর্ব্বাধারং পরাৎপরম্ ॥১৭
কিশোরবয়সং শান্তং গোপবেশবিধায়িনম্ ।
কোটিপূর্ণেন্দুশোভাঢ্যং ভক্তানুগ্রহকারকম্ ॥ ১৮
নিরীহং নির্ব্বিকারঞ্চ পরিপূর্ণতমং বিভুম্ ।
রাসমণ্ডলমধ্যস্থং শান্তং রাসেশ্বরং পরম্ ॥ ১৯
মঙ্গল্যং মঙ্গলার্হঞ্চ মঙ্গলং মঙ্গলপ্রদম্ ।
পরমানন্দবীজঞ্চ সত্যমক্ষরমব্যয়ম্ ॥ ২০
সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরং সর্ব্বসিদ্ধিরূপঞ্চ সিদ্ধিদম্ ।
প্রকৃতেঃ পরমীশানং নির্গুণং নিত্যবিগ্রহম্ ॥ ২১
আদ্যং পুরুষমব্যক্তং পুরুহূতং পুরুষ্টুতম্ * ।
সত্যং স্বতন্ত্রমেকঞ্চ পরমাত্মস্বরূপকম্ ॥ ২২
ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ শান্তাঃ শান্তং তৎ পরমায়ণম্ ।
এবং রূপং পরং বিভ্রদ্ † ভগবানেক এব সঃ ॥২
দিগ্‌ভিশ্চ নভসা সার্দ্ধং শূন্যং বিশ্বং দদর্শ হ ॥২৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতিশৌনকসম্বাদে পরব্রহ্মনিরূপণং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

সৌতিরুবাচ ।

দৃষ্ট্বা শূন্যময়ং বিশ্বমলোকঞ্চ ভয়ঙ্করম্ ।
নির্জ্জন্তু নির্জ্জলং ঘোরং নির্ব্বাতং তমসাবৃতম্ ॥১
বৃক্ষশৈলসমুদ্রাদিবিহীনং বিকৃতাকৃতম্ ।
নির্ম্মূর্ত্তিকঞ্চ নির্ব্বাতং নিঃশস্যং নিস্তৃণং দ্বিজ ॥২
আলোক্য মনসা সর্ব্বমেক এবাসহায়বান্ ।
স্বেচ্ছয়া স্রষ্টুমারেভে সৃষ্টিং স্বেচ্ছাময়ঃ প্রভুঃ ॥৩
আবির্ব্বভূবঃ সর্ব্বাদৌ পুংসো দক্ষিণপার্শ্বতঃ ‡ ।
ভবকারণরূপাশ্চ মূর্ত্তিমন্তস্ত্রয়ো গুণাঃ ॥ ৪

---

* এতদগ্রে—
তেষামুপরি গোলোকং নিত্যমীশ্বরবদ্দ্বিজ ।
ত্রিকোটিযোজনায়ামবিস্তীর্ণং মণ্ডলাকৃতি ।
তেজঃস্বরূপং সুমহদ্রত্নভূমিময়ং পরম্ ॥
ইত্যয়ং সার্দ্ধঃ শ্লোকঃ ক্বচিদধিকোঽধিগম্যতে ।

* অতোঽনন্তরং—
পরমাহ্লাদকং শশ্বৎ পরমানন্দকারণম্ ।
ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ শশ্বদ্‌যোগেন জ্ঞানচক্ষুষা ॥
তদেবানন্দজনকং নিরাকারং পরাৎপরম্ ।
তজ্জ্যোতিরন্তরে রূপমতীব সুমনোহরম্ ॥
ইত্যেতৎ পদ্যদ্বয়মধিকং ক্বচিৎ পুস্তকে দৃষ্টমপি বহুস্থলস্থানান্তর্মূলং নিবেশিতম্ ।

* পুরুপ্লুতমিতি পাঠান্তরম্ ।

† পরিভ্রমন্নিতি পাঠে তু ছন্দোভঙ্গ আর্ষত্বাৎ সোঢ়ব্য এব ।

‡ আবির্ব্বভূবুঃ সর্ব্বেঽস্যেতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।

ততো মহানহঙ্কারঃ পঞ্চতন্মাত্রমেব চ।
রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দাশ্চৈবেতিসংজ্ঞকম্ * ॥ ৫
আবির্বভূব তৎপশ্চাৎ স্বয়ং নারায়ণঃ প্রভুঃ।
শ্যামো যুবা পীতবাসা বনমালী চতুর্ভুজঃ ॥ ৬
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরঃ স্মেরমুখাম্বুজঃ।
রত্নভূষণভূষাঢ্যঃ শার্ঙ্গী কৌস্তুভভূষণঃ ॥ ৭
শ্রীবৎসবক্ষাঃ শ্রীবাসঃ শ্রীনিধিঃ শ্রীবিভাবনঃ।
শারদেন্দুপ্রভামুষ্টমুখেন্দুঃ সুমনোহরঃ ॥ ৮
কামদেবপ্রভামুষ্টরূপলাবণ্যসুন্দরঃ।
শ্রীকৃষ্ণপুরতঃ স্থিত্বা তুষ্টাব তং পুটাঞ্জলিঃ ॥ ৯

নারায়ণ উবাচ।

বরং বরেণ্যং বরদং বরার্হং বরকারণম্।
কারণং কারণানাঞ্চ কর্ম্ম তৎকর্ম্মকারণম্ ॥ ১০
তপসঃ ফলদং শশ্বত্তপস্বিনাঞ্চ তাপসম্।
বন্দে নবঘনশ্যামং স্বাত্মারামং মনোরমম্ ॥ ১১
নিষ্কামং কামরূপঞ্চ কামদং কামকারণম্।
সর্ব্বং সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্ববীজরূপমনুত্তমম্ ॥ ১২
বেদরূপং বেদবীজং বেদোক্তফলদং ফলম্।
বেদাঙ্গতদ্বিধানাঞ্চ সর্ব্ববেদবিদাং বরম্ ॥ ১৩
ইত্যুক্ত্বা ভক্তিযুক্তশ্চ স উবাস তদাজ্ঞয়া।
রত্নসিংহাসনে রম্যে পুরতঃ পরমাত্মনঃ ॥ ১৪
নারায়ণকৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ।
ত্রিসন্ধ্যঞ্চ পঠেন্নিত্যং পাপং তস্য ন বিদ্যতে ॥ ১৫
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ভার্য্যাহীনো লভেৎ প্রিয়াম্।
ভ্রষ্টরাজ্যো লভেদ্রাজ্যং ধনভ্রষ্টো ধনং লভেৎ ॥ ১৬
কারাগারবিপদ্‌গ্রস্তঃ স্তোত্রেণ মুচ্যতে সদা।
রোগাৎ প্রমুচ্যতে রোগী বর্ষং শ্রুত্বা তু সংযতঃ ॥

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে নারায়ণকৃতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্।

সৌতিরুবাচ।

আবির্ব্বভূব তৎপশ্চাদাত্মনো বামপার্শ্বতঃ।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশঃ পঞ্চবক্ত্রো দিগম্বরঃ ॥ ১৮
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভজটাভারধরো বরঃ।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যস্ত্রিনেত্রশ্চন্দ্রশেখরঃ ॥ ১৯
ত্রিশূলপট্টিশধরো জপমালাকরঃ পরঃ।
জ্ঞানানন্দো মহাজ্ঞানী মহাজ্ঞানপ্রদঃ পরঃ ॥ ২০
চন্দ্রবৃন্দপ্রভামুষ্টমুখবৃন্দো মনোহরঃ।
বৈষ্ণবানাঞ্চ প্রবরঃ প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা ॥ ২১
শ্রীকৃষ্ণপুরতঃ স্থিত্বা তুষ্টাব তং পুটাঞ্জলিঃ।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গঃ সাশ্রুনেত্রঃ সগদ্গদঃ ॥ ২২

শ্রীমহাদেব উবাচ।

জয়স্বরূপং জয়দং জয়েশং জয়কারণম্।
প্রবরং জয়দানাঞ্চ বন্দে তমপরাজিতম্ ॥ ২৩
বিশ্বং বিশ্বেশ্বরেশঞ্চ বিশ্বেশং বিশ্বকারণম্।
বিশ্বাধারঞ্চ বিশ্বস্তং কারণানাঞ্চ কারণম্ ॥ ২৪
বিশ্বরক্ষাকারণঞ্চ বিশ্বঘ্নং বিশ্বজং পরম্।
ফলবীজং ফলাধারং ফলঞ্চ তৎফলপ্রদম্ ॥ ২৫
তেজঃস্বরূপং তেজোদং সর্ব্বতেজস্বিনাং বরম্।
ইত্যেবমুক্ত্বা তং নত্বা রত্নসিংহাসনে বরে ॥ ২৬
নারায়ণঞ্চ সম্ভাষ্য স উবাস তদাসনে ॥ ২৭
ইতি শম্ভুকৃতং স্তোত্রং যো জনঃ সংযতঃ পঠেৎ।
সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেত্তস্য বিজয়স্য পদে পদে ॥ ২৮
সন্ততির্বর্দ্ধতে মিত্রং ধনমৈশ্বর্য্যমেব চ।
শত্রুসৈন্যং ক্ষয়ং যাতি দুঃখানি দুরিতানি চ ॥ ২

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শিবকৃতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্।

সৌতিরুবাচ।

আবির্ব্বভূব তৎপশ্চাৎ কৃষ্ণস্য নাভিপঙ্কজাৎ।
মহাতপস্বী বৃদ্ধশ্চ কমণ্ডলুধরো বরঃ ॥ ৩০
শুক্লবাসাঃ শুক্লদন্তঃ শুক্লকেশশ্চতুর্ভুজঃ।
যোগীশঃ শিল্পিনামীশঃ সর্ব্বেষাং জনকো গুরুঃ ॥
তপসাং ফলদাতা চ প্রদাতা সর্ব্বসম্পদাম্।
স্রষ্টা বিধাতা কর্ত্তা চ হর্ত্তা চ সর্ব্বকর্ম্মণঃ ॥ ৩২
ধাতা চতুর্ণাং বেদানাং জ্ঞাতা বেদপ্রসূঃ পতিঃ।
শান্তঃ সরস্বতীকান্তঃ সুশীলশ্চ কৃপানিধিঃ ॥ ৩৩
শ্রীকৃষ্ণপুরতঃ স্থিত্বা তুষ্টাব তং পুটাঞ্জলিঃ।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গো ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ॥ ৩৪

ব্রহ্মোবাচ।

কৃষ্ণং বন্দে গুণাতীতং গোবিন্দমেকমক্ষরম্।
অব্যক্তমব্যয়ং ব্যক্তং গোপবেশবিধায়িনম্ ॥ ৩৫
কিশোরবয়সং শান্তং গোপীকান্তং মনোহরম্।
নবীননীরদশ্যামং কোটিকন্দর্পসুন্দরম্ ॥ ৩৬
বৃন্দাবনবনারণ্যে রাসমণ্ডলসংস্থিতম্।
রাসেশ্বরং রাসবাসং রাসোল্লাসসমুৎসুকম্ ॥ ৩৭

---

* তন্মাত্রমেব চ। সংজ্ঞকাঃ ইতি বহুষু পুস্তকেষু পঠ্যতে। বচনবৈপরীত্যমার্ষম্।

ইত্যেবমুক্ত্বা তং নত্বা রত্নসিংহাসনে বরে ।
নারায়ণেশৌ সম্ভাষ্য স উবাস তদাজ্ঞয়া ॥ ৩৮
ইতি ব্রহ্মকৃতং স্তোত্রং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ ।
পাপানি তস্য নশ্যন্তি দুঃস্বপ্নঃ সুস্বপ্নো ভবেৎ ॥৩৯
ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে শ্রীপুত্রপৌত্রবর্দ্ধিনী ।
অকীর্ত্তিঃ ক্ষয়মাপ্নোতি সৎকীর্ত্তির্বর্দ্ধতে চিরম্ ।
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ব্রহ্মকৃতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্ ।

সৌতিরুবাচ ।

আবির্ব্বভূব তৎপশ্চাদ্বক্ষসঃ পরমাত্মনঃ ।
সস্মিতঃ পুরুষঃ কশ্চিৎ শুক্লবর্ণো জটাধরঃ ॥ ৪১
সর্ব্বসাক্ষী চ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ।
সমঃ সর্ব্বত্র সদয়ো হিংসাকোপবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪২
ধর্ম্মজ্ঞানযুতো ধর্ম্মো ধর্ম্মিষ্ঠো ধর্ম্মদো ভবে ।
স এব কর্ম্মণাং ধর্ম্মঃ পরমাত্মানমীশ্বরম্ ।
শ্রীকৃষ্ণপুরতঃ স্থিত্বা তুষ্টাব তং কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৪৩

শ্রীধর্ম্ম উবাচ ।

কৃষ্ণং বিষ্ণুং বাসুদেবং পরমাত্মানমীশ্বরম্ ।
গোবিন্দং পরমানন্দমেকমক্ষরমচ্যুতম্ ॥ ৪৪
গোপেশ্বরং গোপীশং গোপং গোরক্ষকং বিভুম্ ।
গবামীশঞ্চ গোষ্ঠস্থং গোবৎসপুচ্ছধারিণম্ ॥ ৪৫
গোগোপগোপীমধ্যস্থং প্রধানং পুরুষোত্তমম্ ।
বন্দে নবঘনশ্যামং রাসবাসং মনোহরম্ ॥ ৪৬
ইত্যুচ্চার্য্য সমুত্তিষ্ঠন্ রত্নসিংহাসনে বরে ।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাংস্তান্ সম্ভাষ্য স উবাস হ ॥ ৪৭
চতুর্বিংশতিনামানি ধর্ম্মবক্ত্রোদ্গতানি চ ।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় স সুখী সর্ব্বতো জয়ী ॥৪৮
মৃত্যুকালে হরের্নাম তস্য সাধ্যং ভবেদ্ধ্রুবম্ ।
স যাত্যন্তে হরেঃ স্থানং হরিদাস্যং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥
নিত্যং ধর্ম্মঃ সজ্ঘটতে নাধর্ম্মে তত্র ভীর্ভবেৎ ।
চতুর্ব্বেদফলং তস্য শশ্বৎ করতলে ভবেৎ ॥ ৫০
তং দৃষ্ট্বা সর্ব্বপাপানি পলায়ন্তে ভয়েন চ ।
ভয়ানি চৈব দুঃখানি বৈনতেয়মিবোরগাঃ ॥ ৫১
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ধর্ম্মকৃতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্ ।

সৌতিরুবাচ ।

আবির্ব্বভূব কন্যৈকা ধর্ম্মস্য বামপার্শ্বতঃ ।
মূর্ত্তির্মূর্ত্তিমতী সাক্ষাদ্দ্বিতীয়া কমলালয়া ॥ ৫২
আবির্ব্বভূব তৎপশ্চান্মুখতঃ পরমাত্মনঃ ।
একা দেবী শুক্লবর্ণা বাণী পুস্তকধারিণী ॥ ৫৩
কোটিপূর্ণেন্দুশোভাঢ্যা শরৎপঙ্কজলোচনা ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা রত্নভূষণভূষিতা ॥ ৫৪
সস্মিতা সুদতী শ্যামা সুন্দরীনাঞ্চ সুন্দরী ।
স্রষ্ট্রী শ্রুতীনাং শাস্ত্রাণাং বিদুষাং জননী পরা ॥৫৫
বাগধিষ্ঠাতৃদেবী সা কবীনামিষ্টদেবতা ।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চ শান্তরূপা সরস্বতী ॥ ৫৬
গোবিন্দপুরতঃ স্থিত্বা জগৌ প্রথমতঃ সুখম্ ।
তন্নামগুণকীর্ত্তিশ্চ বীণয়া সা ননর্ত্ত চ ॥ ৫৭
কৃতানি যানি কর্ম্মাণি কল্পে কল্পে যুগে যুগে ।
তানি সর্ব্বাণি হরিণা তুষ্টাব তং পুটাঞ্জলিঃ ॥ ৫৮

সরস্বত্যুবাচ ।

রাসমণ্ডলমধ্যস্থং রাসোল্লাসসমুৎসুকম্ ।
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ রত্নভূষণভূষিতম্ ॥ ৫৯
রাসেশ্বরং রাসকরং বরং রাসেশ্বরীশ্বরম্ ।
রাসাধিষ্ঠাতৃদেবঞ্চ বন্দে রাসবিনোদিনম্ ॥ ৬০
রাসায়াসপরিশ্রান্তং রাসবাসবিহারিণম্ ।
রাসোৎসুকানাং গোপীনাং কান্তং শান্তং মনোহরম্ ॥ ৬১
প্রণম্য তং যামীত্যুক্ত্বা প্রহৃষ্টবদনা সতী ।
উবাস সা সকামা চ রত্নসিংহাসনে বরে ॥ ৬২
ইতি বাণীকৃতং স্তোত্রং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ ।
বুদ্ধিমান্ বলবান্ সোঽপি বিদ্যাবান্ পুত্রবান্ সদা ॥ ৬৩
ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে সরস্বতীকৃতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্ ।

সৌতিরুবাচ ।

আবির্ব্বভূব মনসঃ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
একা দেবী গৌরবর্ণা রত্নালঙ্কারভূষিতা ॥ ৬৪
পীতবস্ত্রপরীধানা সস্মিতা নবযৌবনা ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিদেবী সা সর্ব্বসম্পৎফলপ্রদা ॥ ৬৫
স্বর্গেষু স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসু ।
সা হরেঃ পুরতঃ স্থিত্বা পরমাত্মানমীশ্বরম্ ।
তুষ্টাব প্রণতা সাধ্বী ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরা ॥ ৬৬

মহালক্ষ্মীরুবাচ ।

সত্যস্বরূপং সত্যেশং সত্যবীজং সনাতনম্ ।
সত্যাধারঞ্চ সত্যস্থং সত্যমূলং নমাম্যহম্ ॥ ৬৭
ইত্যুক্ত্বা শ্রীহরিং নত্বা সা চোবাস সুখাসনে ।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা ভাসয়ন্তী দিশস্ত্বিষা ॥ ৬৮

আবির্ব্বভূব তৎপশ্চাদ্‌বুদ্ধেশ্চ পরমাত্মনঃ ।
সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃদেবী সা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ৬৯
নিদ্রাতৃষ্ণাক্ষুৎপিপাসাদয়াশ্রদ্ধাক্ষমাদিকাঃ ।
তাসাঞ্চ সর্ব্বশক্তীনামীশাধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥
ভয়ঙ্করী শতভুজা দুর্গা দুর্গার্ত্তিনাশিনী ।
আত্মনঃ শক্তিরূপা সা জগতাং জননীপরা ॥ ৭১
ত্রিশূলশক্তিশার্ঙ্গঞ্চ ধনুঃখড়্গাশরাণি চ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মমক্ষমালাকমণ্ডলূ ॥ ৭২
বজ্রমঙ্কুশপাশঞ্চ ভুষণ্ডীদণ্ডতোমরম্ ।
নারায়ণাস্ত্রং ব্রহ্মাস্ত্রং রৌদ্রং পাশুপতং তথা ॥৭৩
পার্জ্জন্যং বহ্নিগান্ধর্ব্বং বারুণং বিভ্রতী সতী ।
শ্রীকৃষ্ণপুরতঃ স্থিত্বা তুষ্টাব তং মুদান্বিতা ॥ ৭৪

প্রকৃতিরুবাচ ।

অহং প্রকৃতিরীশানাং সর্ব্বেষাং সর্ব্বরূপিণী ।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা চ ময়া চ শক্তিমজ্জগৎ ॥ ৭৫
ত্বয়া সৃষ্টির্ন স্বতন্ত্রা ত্বমেব জগতাং পতিঃ ।
পতিঃ পিতা চ স্রষ্টা চ সংহর্ত্তা চ পুনর্ব্বিধিঃ ॥ ৭৬
স্রষ্টুঃ স্রষ্টা চ সংহর্ত্তুঃ সংহর্ত্তা বেধসাং বিধিঃ ।
পরমানন্দরূপং ত্বাং বন্দে সানন্দপূর্ব্বকম্ ॥ ৭৭
চক্ষুর্নিমেষমাত্রেণ ব্রহ্মণঃ পতনং ভবেৎ ।
তস্য প্রভাবমতুলং বর্ণিতুং কঃ ক্ষমো বিভোঃ ॥ ৭৮
ভ্রূভঙ্গলীলামাত্রেণ বিষ্ণুকোটিং সৃজেত্তু যঃ ।
চরাচরাংশ্চ বিশ্বেষু দেবান্ ব্রহ্মপুরোগমান্ ॥ ৭৯
মদ্বিধাঃ কতিধা দেবীঃ স্রষ্টুং শক্তশ্চ লীলয়া ।
পরিপূর্ণতমং পূজ্যং বন্দে সানন্দপূর্ব্বকম্ ॥ ৮০
মহান্‌বিরাড়্‌যৎকলাংশোবিশ্বাসঙ্খ্যাশ্রয়োবিভোঃ*
বন্দে সানন্দপূর্ব্বং তং পরমাত্মানমীশ্বরম্ * ॥ ৮১
যঞ্চ স্তোতুমশক্তা বৈ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ।
দেবা অহঞ্চ বাণী চ বন্দে তং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৮২
দেবাশ্চ বিদুষাং শ্রেষ্ঠাঃ স্তোতুং শক্তা ন লক্ষিতুম্ ।
নির্লক্ষ্যং কঃ ক্ষমঃ স্তোতুং তং নিরীহং
নমাম্যহম্ ॥ ৮৩

ইত্যেবমুক্ত্বা সা দুর্গা রত্নসিংহাসনে বরে ।
উবাস নত্বা শ্রীকৃষ্ণং তুষ্টুবুস্তাং সুরেশ্বরাঃ ॥ ৮৪
ইতি দুর্গাকৃতং স্তোত্রং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
যঃ পঠেদর্চ্চনাকালে স জয়ী সর্ব্বতঃ সুখী ॥ ৮৫
দুর্গা তস্য গৃহং ত্যক্ত্বা নৈব যাতি কদাচন
ভবাব্ধৌ যশসাযাতি যাত্যন্তে শ্রীহরেঃ পুরঃ ॥ ৮৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে
সৌতিশৌনকসংবাদে দুর্গাকৃতং
শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং সমাপ্তশ্চ
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

সৌতিরুবাচ ।

আবির্ব্বভূব পশ্চাত্তু কৃষ্ণস্য রসনাগ্রতঃ ।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশা দেবী চৈকা মনোহরা ॥ ১
শুক্লবস্ত্রপরীধানা সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা ।
বিভ্রতী জপমালাঞ্চ সা সাবিত্রী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২
তুষ্টাব পুরতঃ স্থিত্বা পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
পুটাঞ্জলিপরা সাধ্বী ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরা ॥ ৩

সাবিত্র্যুবাচ ।

নমামি সর্ব্ববীজং ত্বাং ব্রহ্মবীজং সনাতনম্ ।
পরাৎ পরতরং শ্যামং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্ ॥ ৪
ইত্যুক্ত্বা সস্মিতা দেবী রত্নসিংহাসনে বরে ।
উবাস শ্রীহরিং নত্বা পুনরেব শ্রুতিপ্রসূঃ ॥ ৫
আবির্ব্বভূব তৎপশ্চাৎ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
মানসাচ্চ পুমানেকস্তপ্তকাঞ্চনসন্নিভঃ ॥ ৬
মনো মথ্নাতি সর্ব্বেষাং পঞ্চবাণেন কামিনাম্ ।
তন্নাম মন্মথস্তেন প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৭
তস্য পুংসো বামপার্শ্বাৎ কামস্য কামিনী বরা ।
বভূবাতীব ললিতা সর্ব্বেষাং মোহকারিণী ॥ ৮
রতির্ব্বভূব সর্ব্বেষাং তাং দৃষ্ট্বা সস্মিতাং সতীম্ ।
রতীতি তেন তন্নাম প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৯
হরিং স্তুত্বা তয়া সার্দ্ধমুবাস স হরেঃ পুরঃ ।
রত্নসিংহাসনে রম্যে পঞ্চবাণী ধনুর্দ্ধরঃ ॥ ১০
মারণং স্তম্ভনঞ্চৈব জৃম্ভণং শোষণং তথা ।
উন্মাদনং পঞ্চবাণঃ পঞ্চ বাণান্ বিভর্ত্তি সঃ ॥ ১১
বাণাংশ্চিক্ষেপ সর্ব্বাংশ্চ কামো বাণপরীক্ষয়া ।

---

* যৎ ইতি লুপ্তষষ্ঠীকমব্যয়পদম্ । বিশ্বাসংখ্যাশ্রয়ঃ অসংখ্যবিশ্বাশ্রয় ইত্যর্থঃ । বিশ্বাসংখ্যেতি পরনিপাত আর্ষঃ ।

* সানন্দপূর্ব্বমিত্যস্য আনন্দপূর্ব্বকং সানন্দঞ্চ ইত্যর্থঃ । সিদ্ধিশ্চার্ষী । এবমন্যত্র ।

সদ্যঃ সর্ব্বে সকামাশ্চ বভূবুরীশ্বরেচ্ছয়া ॥ ১২
রতিং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মণশ্চ রেতঃপাতো বভূব হ ।
তত্র তস্থৌ মহাযোগী বস্ত্রেণাচ্ছাদ্য লজ্জয়া ॥ ১৩
বস্ত্রং দগ্ধ্বা সমুত্তস্থৌ জলদাগ্নিঃ সুরেশ্বরঃ ।
কোটিতালপ্রমাণশ্চ সশিখশ্চ সমুজ্জ্বলঃ ॥ ১৪
কৃষ্ণস্তদ্বদনং দৃষ্ট্বা সর্জ্জাপঃ স্বলীলয়া ।
নিশ্বাসবায়ুনা সার্দ্ধং মুখবিন্দুং সমুদ্গিরন্ ॥ ১৫
বিশ্বৌঘং প্লাবয়ামাস মুখবিন্দুজলং দ্বিজ ।
তস্য কিঞ্চিজ্জলকণং বহ্নিং শান্তং চকার হ ॥১৬
ততঃপ্রভৃতি তেনাগ্নিস্তোয়ান্নির্ব্বাণতাং ব্রজেৎ ।
আবির্ভূতঃ পুমানেকস্তত্তদধিদেবতা ॥ ১৭
উত্তস্থৌ তজ্জলাদেকঃ পুমান্ স বরুণঃ স্মৃতঃ ।
জলাধিষ্ঠাতৃদেবোঽসৌ সর্ব্বেষাং যাদসাং পতিঃ ॥
আবির্ব্বভূব কন্যৈকা তদ্বহ্নের্বামপার্শ্বতঃ ।
স্বাহা চ বহ্নিপত্নীং তাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ১
জলেশস্য বামপার্শ্বাৎ কন্যা চৈকা বভূব হ ।
বরুণানীতি বিখ্যাতা বরুণস্য প্রিয়া সতী ॥ ২০
বভূব পবনঃ শ্রীমান্ বিষ্ণোর্নিশ্বাসবায়ুনা ।
স চ প্রাণস্য সর্ব্বেষাং নিশ্বাসস্তত্তনূদ্ভবঃ ॥ ২১
তস্য বায়োর্বামপার্শ্বাৎ কন্যা চৈকা বভূব হ ।
বায়োঃ পত্নী সা চ দেবী বায়বী পরিকীর্ত্তিতা ॥২২
কৃষ্ণস্য কামবাণেন রেতঃপাতো বভূব হ ।
জলে তদ্রেচনং চক্রে লজ্জয়া সুরসংসদি ॥ ২৩
সহস্রবৎসরান্তে তৎ ডিম্বরূপং বভূব হ ।
ততো মহান্ বিরাড়্জজ্ঞে বিশ্বৌঘাধার এব সঃ ॥
যস্যৈকলোমবিবরে বিশ্বস্য চ ব্যবস্থিতিঃ ।
স্থূলাৎ স্থূলতমঃ সোঽপি মহান্নাস্ত্যস্ততঃ পরম্ ॥ ২৫
স এব ষোড়শাংশোঽপি কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
মহান্ বিষ্ণুঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বাধারঃ সনাতনঃ ॥ ২৬
মহার্ণবে শয়ানঃ স পদ্মপত্রং যথা জলে ।
বভূবতুস্তৌ দৈত্যৌ দ্বৌ তস্য কর্ণমলোদ্ভবৌ ॥ ২৭
তৌ জলাচ্চ সমুত্থায় ব্রহ্মাণং হন্তুমুদ্যতৌ ।
নারায়ণশ্চ ভগবান্ জঘ্নতৌ তৌ জঘান হ ॥ ২৮
বভূব মেদিনী কৃৎস্না কার্ৎস্ন্যেন মেদসা তয়োঃ ।
তত্রৈব সন্তি বিশ্বানি সা চ দেবী বসুন্ধরা ॥ ২৯
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে
সৌতিশৌনকসংবাদে সৃষ্টিনিরূপণে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।
গোগোপগোপ্যো গোলোকে কিং নিত্যাঃ কিং
নু কল্পিতাঃ ।
মম সন্দেহভেদার্থং তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১
সৌতিরুবাচ ।
সর্ব্বাদিসৃষ্টৌ তাঃ ক্লৃপ্তাঃ প্রলয়ে প্রলয়ে স্থিতাঃ ।
সর্ব্বাদিসৃষ্টিকথনং যন্ময়া কথিতং দ্বিজ ॥ ২
সর্ব্বাদিসৃষ্টৌ ক্লৃপ্তৌ চ নারায়ণমহেশ্বরৌ ।
প্রলয়ে প্রলয়ে ব্যক্তৌ স্থিতৌ তৌ প্রকৃতিশ্চ সা ॥
সর্ব্বাদৌ ব্রহ্মকল্পস্য চরিতং কথিতং দ্বিজ ।
বারাহপাদ্মকল্পৌ দ্বৌ কথয়িষ্যামি শ্রোষ্যসি ॥ ৪
ব্রাহ্মবারাহপাদ্মাশ্চ কল্পাশ্চ ত্রিবিধা মুনে ।
যথা যুগানি চত্বারি ক্রমেণ কথিতানি চ ॥ ৫
সত্যত্রেতাদ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্ ।
ত্রিশতৈশ্চ ষষ্ট্যাধিকৈর্যুগৈর্দিব্যং যুগং স্মৃতম্ ॥ ৬
মন্বন্তরস্তু দিব্যানাং যুগানামেকসপ্ততিঃ ।
চতুর্দ্দশসু মনুষু গতেষু ব্রহ্মণো দিনম্ ॥ ৭
ত্রিশতৈশ্চ ষষ্ট্যধিকৈর্দ্দিনৈর্বর্ষঞ্চ ব্রহ্মণঃ ।
অষ্টোত্তরং বর্ষশতং বিধেরায়ুর্নিরূপিতম্ ॥ ৮
এতন্নিমেষকালস্য কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
ব্রহ্মণশ্চায়ুষা কল্পঃ কালবিদ্ভির্নিরূপিতঃ ॥ ৯
ক্ষুদ্রকল্পা বহুতরাস্তে সম্বর্ত্তাদয়ঃ স্মৃতাঃ ।
সপ্তকল্পান্তজীবী চ মার্কণ্ডেয়শ্চ তন্মতঃ ॥ ১০
ব্রহ্মণশ্চ দিনেনৈব স কল্পঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।
বিধেশ্চ সপ্তদিবসে মুনেরায়ুর্নিরূপিতম্ ॥ ১১
ব্রাহ্মবারাহপাদ্মাশ্চ ত্রয়ঃ কল্পা নিরূপিতাঃ ।
কল্পত্রয়ে যথাসৃষ্টি কথয়ামি নিশাময় ॥ ১২
ব্রাহ্মে চ মেদিনীং সৃষ্ট্বা স্রষ্টা সৃষ্টিং চকার সঃ ।
মধুকৈটভয়োশ্চৈব মেদসা চাজ্ঞয়া প্রভোঃ ॥ ১৩
বারাহে তাং সমুদ্ধৃত্য লুপ্তাং মগ্নাং রসাতলাৎ ।
বিষ্ণোর্বরাহরূপস্য দ্বারা চাতিপ্রযত্নতঃ ॥ ১৪
পাদ্মে বিষ্ণোর্নাভিপদ্মে স্রষ্টা সৃষ্টিং বিনির্মমে ।
ত্রিলোকীং ব্রহ্মলোকান্তাং নিত্যলোকত্রয়ং বিনা ॥
এতত্তু কালসংখ্যানমুক্তং সৃষ্টিনিরূপণে ।
কিঞ্চিন্নিরূপণং সৃষ্টেঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥১৬

শৌনক উবাচ।

অতঃ পরন্তু গোলোকে গোলোকেশো মহান বিভুঃ
এতান্ সৃষ্ট্বা কিং চকার তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১৭

সৌতিরুবাচ।

এতান্ সৃষ্ট্বা জগামাসৌ সুরম্যং রাসমণ্ডলম্।
এতৈঃ সমেতো ভগবানতীবকমনীয়কম্ ॥ ১৮
রম্যাণাং কল্পবৃক্ষাণাং মধ্যেঽতীব মনোহরম্।
সুবিস্তীর্ণঞ্চ সুষমং সুস্নিগ্ধং মণ্ডলাকৃতম্ ॥ ১৯
চন্দনাগুরুকস্তূরীকুঙ্কুমৈশ্চ সুসংস্কৃতম্।
দধিলাজশুক্লধান্যদূর্ব্বাপর্ণপরিপ্লুতম্ ॥ ২০
পট্টসূত্রগ্রন্থিযুক্তনবচন্দনপল্লবৈঃ।
সংযুক্তরম্ভাস্তম্ভানাং সমূহৈঃ পরিবেষ্টিতম্ ॥ ২১
সদ্রত্নসারনির্ম্মাণমণ্ডপানাং ত্রিকোটিভিঃ।
রত্নপ্রদীপজ্বলিতৈঃ পুষ্পধূপাধিবাসিতৈঃ ॥ ২২
শৃঙ্গারার্হভোগবস্তুসমূহপরিবেষ্টিতৈঃ।
অতীব ললিতাকল্পতল্পযুক্তৈঃ সুশোভিতম্ ॥ ২৩
তত্র গত্বা চ তৈঃ সার্দ্ধং সমুবাস জগৎপতিঃ।
দৃষ্ট্বা রাসং বিস্মিতাস্তে বভূবুর্মুনিসত্তম ॥ ২৪
আবির্ব্বভূব কন্যৈকা কৃষ্ণস্য বামপার্শ্বতঃ।
ধাবিত্বা পুষ্পমানীয় দদাবর্ঘ্যং প্রভোঃ পদে ॥ ২৫
রাসে সম্ভূয় গোলোকে সা দধাব হরেঃ পুরঃ।
তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরাবিদ্ভির্দ্বিজোত্তম ॥ ২৬
প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবী সা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
আবির্ব্বভূব প্রাণেভ্যঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী ॥
দেবী ষোড়শবর্ষীয়া নবযৌবনসংযুতা।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা সস্মিতা সুমনোহরা ॥ ২৮
সুকোমলাঙ্গী ললিতা সুন্দরীষু চ সুন্দরী।
বৃহন্নিতম্বভারার্ত্তা পীনশ্রোণীপয়োধরা ॥ ২৯
বন্ধুজীবজিতারক্তসুন্দরোষ্ঠাধরা বরা।
মুক্তাপঙ্ক্তিজিতা চারুদন্তপঙ্ক্ত্যা মনোহরা ॥ ৩০
শরৎপার্ব্বণকোটীন্দুশোভামৃষ্টশুভাননা।
চারুসীমন্তিনা চারুশরৎপঙ্কজলোচনা ॥ ৩১
খগেন্দ্রচঞ্চুবিজিতচারুনাসা মনোহরা।
স্বর্ণগেণ্ডুকবিজিতে গণ্ডযুগ্মে চ বিভ্রতী ॥ ৩২
দধতী চারুকর্ণে চ রত্নাভরণভূষিতে।
চন্দনাগুরুকস্তূরীযুক্তকুঙ্কুমবিন্দুভিঃ ॥ ৩৩
সিন্দূরবিন্দুসংযুক্তসুকপোলা মনোহরা।
সুসংস্কৃতং কেশপাশং মালতীমাল্যভূষিতম্ ॥ ৩৪
সুগন্ধকবরীভারং সুন্দরং দধতী সতী।
স্থলপদ্মপ্রভামুষ্টং পাদযুগ্মঞ্চ বিভ্রতী ॥ ৩৫
গমনং কুর্ব্বতী সা চ হংসখঞ্জনগঞ্জনম্।
সদ্রত্নসারনির্ম্মাণাং বনমালাং মনোহরাম্ ॥ ৩৬
হারং হীরকনির্ম্মাণং রত্নকেয়ূরকঙ্কণম্।
সদ্রত্নসারনির্ম্মাণং পাশকং সুমনোরম্ ॥৩৭
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং কণন্মঞ্জীররঞ্জিতম্।
নানাপ্রকারচিত্রাঢ্যং সুন্দরং পরিবিভ্রতী ॥ ৩৮
সা চ সম্ভাষ্য গোবিন্দং রত্নসিংহাসনে বরে।
উবাস সস্মিতা ভর্ত্তুঃ পশ্যন্তী মুখপঙ্কজম্ ॥ ৩৯
তস্যাশ্চ লোমকূপেভ্যঃ সদ্যো গোপাঙ্গনাগণাঃ।
আবির্ব্বভূব রূপেণ বেশেনৈব চ তৎসমাঃ ॥ ৪০
লক্ষকোটিপরিমিতঃ শশ্বৎ সুস্থিরযৌবনঃ।
সংখ্যাবিদ্ভিশ্চ সঙ্খ্যাতো গোলোকে গোপিকাগণঃ
কৃষ্ণস্য লোমকূপেভ্যঃ সদ্যো গোপগণো মুনে।
আবির্ব্বভূব রূপেণ বেশেনৈব চ তৎসমঃ ॥ ৪২
ত্রিংশৎকোটিপরিমিতঃ কমনীয়ো মনোহরঃ।
সঙ্খ্যাবিদ্ভিশ্চ সঙ্খ্যাতো বল্লবানাং গণঃ শ্রুতৌ ॥
কৃষ্ণস্য লোমকূপেভ্যঃ সদ্যশ্চাবির্ব্বভূব হ।
নানাবর্ণো গোগণশ্চ শশ্বৎসুস্থিরযৌবনঃ ॥ ৪৪
বলীবর্দ্দাঃ সুরভ্যশ্চ বৎসা নানাবিধাঃ শুভাঃ।
অতীব ললিতাঃ শ্যামা বহ্ব্যশ্চ কামধেনবঃ ॥ ৪৫
তেষামেকং বলীবর্দ্দং কোটিসিংহসমং বলে।
শিবায় প্রদদৌ কৃষ্ণো বাহনায় মনোহরম্ ॥ ৪৬
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিনখরন্ধ্রেভ্যো হংসপংক্তির্ম্মনোহরা।
আবির্ব্বভূব সহসা স্ত্রীপুম্বৎসসমন্বিতা ॥ ৪৭
তেষামেকং রাজহংসং মহাবলপরাক্রমম্।
বাহনায় দদৌ কৃষ্ণো ব্রহ্মণে চ তপস্বিনে ॥ ৪৮
বামকর্ণস্য বিবরাৎ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
গণঃ শ্বেততুরঙ্গাণামাবির্ভূতো মনোহরঃ ॥ ৪৯
তেষামেকঞ্চ শ্বেতাশ্বং ধর্ম্মায় বাহনায় চ।
দদৌ গোপাঙ্গনেশশ্চ সম্প্রীত্যা সুরসংসদি ॥৫০
দক্ষকর্ণস্য বিবরাৎ পুংসশ্চ সুরসংসদি।
আবির্ভূতা সিংহপঙ্ক্তির্ম্মহাবলপরাক্রমা ॥ ৫১
তেষামেকং দদৌ কৃষ্ণঃ প্রকৃত্যৈ পরমাদরম্।
অমূল্যবরমাল্যঞ্চ বরং যদভিবাঞ্ছিতম্ ॥ ৫২
কৃষ্ণো যোগেন যোগীন্দ্রশ্চকার রথপঞ্চকম্।
শুদ্ধরত্নেন্দ্রনির্ম্মাণাং মনোযায়ি মনোহরম্ ॥ ৫৩

লক্ষযোজনমূর্দ্ধে চ প্রস্থে চ শতযোজনম্ ।
লক্ষচক্রং বায়ুবহং লক্ষক্রীড়াগৃহান্বিতম্ ॥ ৫৪
শৃঙ্গারার্হভোগবস্তু-তল্পাসংখ্যসমন্বিতম্ ।
রত্নপ্রদীপলক্ষাণাং রাজিভিশ্চ বিরাজিতম্ ॥ ৫৫
নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্যং সদ্রত্নকলসোজ্জ্বলম্ ।
রত্নদর্পণভূষাঢ্যং শোভিতং শ্বেতচামরৈঃ ॥ ৫৬
বহ্নিশুদ্ধাংশুকৈশ্চিত্রৈর্মালাজালৈর্ব্বিভূষিতম্ ।
মণীন্দ্রমুক্তামাণিক্যহীরাহারবিরাজিতম্ ॥ ৫৭
আরক্তবর্ণরত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণকৃত্রিমৈঃ ।
পঙ্কজানামসংখ্যৈশ্চ সুন্দরৈশ্চ সুশোভিতম্ ॥ ৫৮
দদৌ নারায়ণায়ৈকং তেষাং মধ্যে দ্বিজোত্তম ।
একং দত্ত্বা রাধিকায়ৈ ররক্ষ শেষমাত্মনে ॥ ৫৯
আবির্ব্বভূব কৃষ্ণস্য গুহ্যদেশাত্ততঃ পরম্ ।
পিঙ্গলশ্চ পুমানেকঃ পিঙ্গলৈশ্চ গণৈঃ সহ ॥ ৬০
আবির্ভূতা যতো গুহ্যাং তেন তে গুহ্যকাঃ স্মৃতাঃ
যঃ পুমান্ স কুবেরশ্চ ধনেশো গুহ্যকেশ্বরঃ ॥ ৬১
বভূব কন্যকা চৈকা কুবেরবামপার্শ্বতঃ ।
কুবেরপত্নী সা দেবী সুন্দরীণাং মনোরমা ॥ ৬২
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ কুষ্মাণ্ডব্রহ্মরাক্ষসাঃ ।
বেতালা বিকৃতাস্তস্যাবির্ভূতা গুহ্যদেশতঃ ॥ ৬৩
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণো বনমালিনঃ ।
পীতবস্ত্রপরীধানাঃ সর্ব্বে শ্যামচতুর্ভুজাঃ ॥ ৬৪
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো রত্নভূষণভূষিতাঃ ।
আবির্ভূতাঃ পার্ষদাশ্চ কৃষ্ণস্য মুখতো মুনে ॥ ৬৫
চতুর্ভুজান্ পার্ষদাংশ্চ দদৌ নারায়ণায় চ ।
গুহ্যকান্ গুহ্যকেশায় ভূতাদীন্ শঙ্করায় চ ॥ ৬৬
দ্বিভুজাঃ শ্যামবর্ণাশ্চ জপমালাকরা বরাঃ ।
ধ্যায়ন্তশ্চরণাম্ভোজং কৃষ্ণস্য সততং মুদা ॥ ৬৭
দাস্যে নিযুক্তা দাসাশ্চৈবার্ঘ্যমাদায় যত্নতঃ ।
আবির্ভূতা বৈষ্ণবাশ্চ সর্ব্বে কৃষ্ণপরায়ণাঃ ॥ ৬৮
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গাঃ সাশ্রুনেত্রাঃ সগদ্গদাঃ ।
আবির্ভূতাঃ পাদপদ্মাৎ পাদপদ্মৈকমানসাঃ ॥ ৬৯
আবির্ব্বভূবুঃ কৃষ্ণস্য দক্ষনেত্রাদ্ভয়ঙ্করাঃ ।
ত্রিশূলপট্টিশধরাস্ত্রিনেত্রাশ্চন্দ্রশেখরাঃ ॥ ৭০
দিগম্বরামহাকায়া জ্বলদগ্নিশিখোপমাঃ ।
তে ভৈরবা মহাভাগাঃ শিবতুল্যাশ্চ তেজসা ॥ ৭১
রুরুসংহারকালাখ্যা অসিতক্রোধভীষণাঃ ।
মহাভৈরবখট্টাঙ্গাবিত্যষ্টৌ ভৈরবাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭২
আবির্ব্বভূব কৃষ্ণস্য বামনেত্রাদ্ভয়ঙ্করঃ
ত্রিশূলপট্টিশব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরগদাধরঃ ।
দিগম্বরো মহাকায়স্ত্রিনেত্রশ্চন্দ্রশেখরঃ ।
স ঈশানো মহাভাগো দিক্পালানামধীশ্বরঃ ॥ ৭৪
ডাকিন্যশ্চৈব যোগিন্যঃ ক্ষেত্রপালাঃ সহস্রশঃ ।
আবির্ব্বভূবুঃ কৃষ্ণস্য নাসিকাবিবরোদরাৎ ॥ ৭৫
সুরাস্ত্রিকোটিসংখ্যাতা দিব্যমূর্ত্তিধরা বরাঃ ।
আবির্ব্বভূবুঃ সহসা পুংসশ্চ পৃষ্ঠদেশতঃ ॥ ৭৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে
সৌতি-শৌনকসংবাদে সৃষ্টিনিরূপণে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

সৌতিরুবাচ ।

অথ কৃষ্ণো মহালক্ষ্মীং সাদরঞ্চ সরস্বতীম্ ।
নারায়ণায় প্রদদৌ রত্নেন্দ্রমালয়া সহ ॥ ১
সাবিত্রীং ব্রহ্মণে প্রাদান্মূর্ত্তিং ধর্ম্মায় সাদরম্ ।
রতিং কামায় রূপাঢ্যাং কুবেরায় মনোরমাম্ ॥ ২
অন্যাশ্চ যা যা অন্যোন্যো যাশ্চ যেভ্যঃ সমুদ্ভবাঃ ।
তস্মৈ তস্মৈ দদৌ কৃষ্ণস্তাং তাং রূপবতীংসতীম্ ॥
ততঃ শঙ্করমাহূয় সর্ব্বেশো যোগিনাং গুরুম্ ।
উবাচ প্রিয়মিত্যেবং গৃহাণ সিংহবাহিনীম্ ॥ ৪
শ্রীকৃষ্ণস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য নীললোহিতঃ ।
উবাচ ভীতঃ প্রণতঃ প্রাণেশং প্রভুমচ্যুতম্ ॥ ৫

শ্রীশঙ্কর উবাচ ।

অধুনাহং ন গৃহ্নামি প্রকৃতিং প্রাকৃতো যথা ।
ভক্তস্ত্যৈকব্যবহিতাং দাস্যমার্গবিরোধিনীম্ ॥ ৬
তত্ত্বজ্ঞানসমাচ্ছন্নাং যোগদ্বারকপাটিকাম্ ।
মুক্তীচ্ছাধ্বংসরূপঞ্চ সকামাং কামবর্দ্ধিনীম্ ॥ ৭
তপস্যাচ্ছন্নরূপাঞ্চ মহামোহকরণ্ডিকাম্ ।
ভবকারাগৃহে ঘোরে দৃঢ়াং নিগড়রূপিণীম্ ॥ * ৮
শশ্বদ্বিবুদ্ধিজননীং সদ্বুদ্ধিচ্ছেদকারিণীম্ ।
শশ্বদ্ভোগসারাঞ্চ † বিষয়েচ্ছাবিবর্দ্ধিনীম্ ॥ ৯

---

* এষঃ শ্লোকঃ ক্বচিৎ পুস্তকে নাস্তি ।
† সাধ্যাচ্চেতি ক্বাচিৎকঃ পাঠঃ ।

নেচ্ছামি গৃহিণীং নাথ বরং দেহি মদীপ্সিতম্ ।
যস্য যদ্বাঞ্ছিতং তস্মৈ তদ্দদাতি সদীশ্বরঃ ॥ ১০
ত্বদ্ভক্তিবিষয়ে দাস্যে লালসা বর্দ্ধতেঽনিশম্ ।
তৃপ্তির্ন জায়তে নামজপনে পাদসেবনে ॥ ১১
ত্বন্নাম পঞ্চবক্ত্রেন গুণঞ্চ মঙ্গলালয়ম্ ।
স্বপ্নে জাগরণে শশ্বদ্গায়ন্ গায়ন্ ভ্রমাম্যহম্ ॥ ১২
আকল্পকোটিকোটিঞ্চ ত্বদ্রূপধ্যানতৎপরম্ ।
ভোগেচ্ছাবিষয়ে নৈব যোগে তপসি মন্মনঃ ॥ ১৩
ত্বৎসেবনে পূজনে চ বন্দনে নামকীর্ত্তনে ।
সদোল্লসিতমেবাঞ্চ বিরতৌ বিরতিং লভেৎ ॥ ১৪
স্মরণং কীর্ত্তনং নাম-গুণয়োঃ শ্রবণং জপঃ ।
ত্বচ্চারুরূপধ্যানং ত্বৎপাদসেবাভিবন্দনম্ ॥ ১৫
সমর্পণঞ্চাত্মনশ্চ নিত্যং নৈবেদ্যভোজনম্ ।
বরং বরেশ দেহীদং নবধাভক্তিলক্ষণম্ ॥ ১৬
সার্ষ্টি-সালোক্য-সারূপ্য-সামীপ্য-সাম্য-লীনতাম্
বদন্তি ষড়্বিধাং মুক্তিং মুক্তা মুক্তিবিদো বিভো ॥
অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা ।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ সর্ব্বকামাবসায়িতা ॥ ১৮
সর্ব্বজ্ঞত্বং দূরশ্রবণং পরকায়প্রবেশনম্ ।
বাক্‌সিদ্ধিঃ কল্পবৃক্ষত্বং স্রষ্টুং সংহর্তুমীশতা ॥ ১৯
অমরত্বঞ্চ সর্ব্বাগ্র্যং সিদ্ধয়োঽষ্টাদশ স্মৃতাঃ ।
যোগাস্তপাংসি সর্ব্বাণি দানানি চ ব্রতানি চ ॥ ২০
যশঃ কীর্ত্তির্ব্বচঃ সত্যং ধর্ম্মাণ্যনশনানি চ ।
ভ্রমণং সর্ব্বতীর্থেষু স্নানমন্যসুরার্চ্চনম্ ॥ ২১
সুরার্চ্চাদর্শনং সপ্তদ্বীপসপ্তপ্রদক্ষিণম্ ।
স্নানং সর্ব্বসমুদ্রেষু সর্ব্বস্বর্গপ্রদর্শনম্ ॥ ২২
ব্রহ্মত্বঞ্চৈব রুদ্রত্বং বিষ্ণুত্বঞ্চ পরং পদম্ ।
অতোঽনির্ব্বচনীয়ানি বাঞ্ছনীয়ানি সন্তি বা ॥ ২৩
সর্ব্বাণ্যেতানি সর্ব্বেশ কথিতানি চ যানি চ ।
তব ভক্তি কলাংশস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ২৪
শর্ব্বস্য বচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণস্তং যোগিনাং গুরুম্ ।
প্রহস্যোবাচ বচনং সত্যং সর্ব্বসুখপ্রদম্ ॥ ২৫

শ্রীভগবানুবাচ ।

মৎসেবাং কুরু সর্ব্বেশ শর্ব্ব সর্ব্ববিদাং বর ।
কল্পকোটিশতং যাবৎ পূর্ণং শশ্বদহর্নিশম্ ॥ ২৬
বরস্তপস্বিনাং ত্বঞ্চ সিদ্ধানাং যোগিনাং তথা ।
জ্ঞানিনাং বৈষ্ণবানাঞ্চ সুরাণাঞ্চ সুরেশ্বর ॥ ২৭
অমরত্বং লভ ভব ভব * মৃত্যুঞ্জয়ো মহান্ ।
সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ বেদাংশ্চ সর্ব্বজ্ঞত্বঞ্চ মদ্বরাৎ ॥ ২৮
অসংখ্যব্রহ্মণাং পাতং লীলয়া বৎস দ্রক্ষ্যসি ।
অদ্যপ্রভৃতি জ্ঞানেন তেজসা বয়সা শিব ॥ ২৯
পরাক্রমেণ যশসা মহসা মৎসমো ভব ।
প্রাণানামধিকস্ত্বঞ্চ ন ভক্তস্ত্বৎপরো মম ॥ ৩০
ত্বৎপরো নাস্তি মে প্রেয়াংস্ত্বং মদীয়াত্মনঃ পরঃ ।
যে ত্বাং নিন্দন্তি পাপিষ্ঠা জ্ঞানহীনা বিচেতনাঃ ॥
পচ্যন্তে কালসূত্রে চ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ।
কল্পকোটিশতান্তে চ গ্রহীষ্যসি শিবাং শিব ॥ ৩২
মমাব্যর্থঞ্চ বচনং পালনং কর্ত্তুমর্হসি ।
ত্বন্মুখান্নির্গতং বাক্যং করোমি নাধুনেতি চ ॥ ৩৩
মদ্বাক্যঞ্চ স্ববাক্যঞ্চ পালনং তৎ করিষ্যসি ।
গৃহীত্বা প্রকৃতিং শম্ভো দিব্যং বর্ষসহস্রকম্ ॥ ৩৪
সুখং সুমহৎ শৃঙ্গারং করিষ্যসি ন সংশয়ঃ ।
ন কেবলং তপস্বী ত্বমীশ্বরো মৎসমো মহান্ ॥৩৫
কালে গৃহী তপস্বী চ যোগী স্বেচ্ছাময়ো হি যঃ ।
দুঃখঞ্চ দারসংযোগে যত্ত্বয়া কথিতং শিব ॥ ৩৬
কুস্ত্রী দদাতি দুঃখঞ্চ স্বামিনে ন পতিব্রতা ।
কুলে মহতি যা জাতা কুলজা কুলপালিকা ॥ ৩৭
করোতি পালনং স্নেহাৎ সৎপুত্রস্য সমং † পত্যিম্
পতির্বন্ধুর্গতির্ভর্ত্তা দৈবতং কুলযোষিতঃ ॥ ৩৮
পতিতোঽপতিতো বাপি কৃপণশ্চেশ্বরোঽথবা ।
অসৎকুলপ্রসূতা যাঃ পিত্রোর্দুঃশীলমিশ্রিতাঃ ॥৩৯
ধ্রুবং তাঃ পরভোগ্যাশ্চ পতিং নিন্দন্তি সন্ততম্ ।
অনয়োরতিরিক্তঞ্চ যা পশ্যতি পতিং সতী ॥ ৪০
গোলোকে স্বামিনা সার্দ্ধং কোটিকল্পং প্রমোদতে
ভবিতা সা শিবা শৈবী প্রকৃতির্ব্বৈষ্ণবী শিব ॥৪১
মদাজ্ঞয়া চ তাং সাধ্বীং গ্রহীষ্যসি ভবায় চ ।
প্রকৃত্যা যোনিসংযুক্তং ত্বল্লিঙ্গং তীর্থমৃৎকৃতম্ ॥৪২
তীর্থে সহস্রং সম্পূজ্য ভক্ত্যা পঞ্চোপচারতঃ ।
সদক্ষিণং সংযতো যঃ পবিত্রশ্চ জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪৩
কোটিকল্পঞ্চ গোলোকে মোদতে চ ময়া সহ ।
লক্ষং তীর্থে পূজয়েদ্যো বিধিবৎ সাধুদক্ষিণম্ ॥৪৪
ন চ্যুতিস্তস্য গোলোকাৎ স ভবেদাবয়োঃ সমঃ ।

---

* লভ লভ ভবেতি পাঠান্তরম্ ।
† শশ্বৎ পুত্রসমমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।

মৃত্তস্মগোশকৃৎপিণ্ডৈ তীর্থে বালুকয়াপি বা ॥ ৪৫
কৃত্বা লিঙ্গং সকৃৎ পূজ্য বসেৎ কল্পাযুতং দিবি।
প্রজাবান্ ভূমিমান্ বিদ্বান্ পুত্রবান্ ধনবাংস্তথা ॥
জ্ঞানবান্ মুক্তিমান্ সাধুঃ শিবলিঙ্গার্চ্চনাদ্ভবেৎ।
বৃলিঙ্গার্চ্চনস্থানমতীর্থং তীর্থমেব তৎ।
ভবেত্তত্র মৃতঃ পাপী শিবলোকং স গচ্ছতি ॥ ৪৭
মহাদেব মহাদেব মহাদেবেতিবাদিনঃ।
পশ্চাদ্যামি মহাত্রস্তো নামশ্রবণলোভতঃ ॥ ৪৮
শিবেতি শব্দমুচ্চার্য্য প্রাণাংস্ত্যজতি যো নরঃ।
কোটিজন্মার্জ্জিতাৎ পাপান্মুক্তো মুক্তিং প্রয়াতি সঃ
শিবং কল্যাণবচনং কল্যাণং মুক্তিবাচকম্।
যতস্তৎ প্রভবেত্তেন স শিবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫০
বিচ্ছেদে ধনবন্ধূনাং নিমগ্নঃ শোকসাগরে।
শিবেতি শব্দমুচ্চার্য্য লভেৎ সর্ব্বশিবং নরঃ ॥ ৫১
পাপঘ্নে বর্ত্ততে শিশ্চ বশ্চ মুক্তিপ্রদে তথা।
পাপঘ্নো মোক্ষদো নৃণাং শিবস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
শিবেতি চ শিবং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং তস্য নশ্যতি নিশ্চিতম্ ॥
ইত্যুক্ত্বা শূলিনে কৃষ্ণো দত্ত্বা কল্পতরুং মনুম্।
তত্ত্বজ্ঞানং মৃত্যুঞ্জয়মুবাচ সিংহবাহিনীম্ ॥ ৫৪

শ্রীভগবানুবাচ।

অধুনা তিষ্ঠ বৎসে ত্বং গোলোকে মম সন্নিধৌ।
কালে ভজিষ্যসি শিবং শিবদঞ্চ শিবায়নম্ ॥ ৫৫
তেজঃসু সর্ব্বদেবানামাবির্ভূয় বরাননে।
সংহৃত্য দৈত্যান্ সর্ব্বাংশ্চ ভবিতা সর্ব্বপূজিতা ॥
ততঃ কল্পবিশেষে চ সত্যং সত্যযুগে সতি।
ভবিতা দক্ষকন্যা ত্বং সুশীলা শম্ভুগেহিনী ॥ ৫৭
ততঃ শরীরং সন্ত্যজ্য যজ্ঞে ভর্ত্তুশ্চ নিন্দয়া
মেনায়াং শৈলভার্য্যায়াং ভবিতা পার্ব্বতীতি চ ॥
দিব্যং বর্ষসহস্রঞ্চ বিহরিষ্যসি শম্ভুনা।
পূর্ণং ততঃ সর্ব্বকালমভেদত্বং লভিষ্যসি ॥ ৫৯
কালে সর্ব্বেষু বিশ্বেষু মহাপূজা চ পূজিতে।
ভবিতা প্রতিবর্ষে চ শারদীয়া সুরেশ্বরি ॥ ৬০
গ্রামেষু নগরেষ্বেব পূজিতা গ্রামদেবতা।
ভবতী ভবিতেত্যেবং নামভেদেন চারুণা ॥ ৬১
মদাজ্ঞয়া শিবকৃতৈস্তন্ত্রৈর্নানাবিধৈরপি।
পূজাবিধিং বিধাস্যামি কবচং স্তোত্রসংযুতম্ ॥৬২
ভবিষ্যন্তি মহান্তশ্চ তবৈব পরিচারকাঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সিদ্ধাশ্চ ফলভাগিনঃ ॥ ৬৩
যে ত্বাং মাতর্ভজিষ্যন্তি পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে।
তেষাং যশশ্চ কীর্ত্তিশ্চ ধর্ম্মৈশ্বর্য্যঞ্চ বর্দ্ধতে ॥ ৬৪
ইত্যুক্ত্বা প্রকৃতিং তস্যৈ মন্ত্রমেকাদশাক্ষরম্।
দত্ত্বা সকামবীজঞ্চ মন্ত্ররাজমনুত্তমম্ ॥ ৬৫
চকার বিধিনা ধ্যানং ভক্তং ভক্তানুকম্পয়া।
শ্রীমায়াকামবীজাঢ্যং দদৌ মন্ত্রং দশাক্ষরম্ ॥ ৬৬
সৃষ্ট্যোপযোগিকীং শক্তিং সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ কামদাম্।
যদ্বিশিষ্টং কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞানং তস্যৈ দদৌ বিভুঃ ॥ ৬৭
ত্রয়োদশাক্ষরং মন্ত্রং দত্ত্বা তস্যৈ জগৎপতিঃ।
কবচং স্তোত্রসহিতং শঙ্করায় তথা দ্বিজ ॥ ৬৮
দত্ত্বা ধর্ম্মায় তং মন্ত্রং সিদ্ধিজ্ঞানং তদেব চ।
কামায় বহ্নয়ে চৈব কুবেরায় চ বায়বে ॥ ৬৯
এবং কুবেরাদিভ্যশ্চ দত্ত্বা মন্ত্রাদিকং পরম্।
বিধিঞ্চোবাচ সৃষ্ট্যর্থং বিধাতুর্ব্বিধিরেব সঃ ॥ ৭০

শ্রীভগবানুবাচ।

মদীয়ঞ্চ তপঃ কৃত্বা দিব্যং-বর্ষসহস্রকম্।
সৃষ্টিং কুরু মহাভাগ বিধে নানাবিধাং পরাম্ ॥৭১
ইত্যুক্ত্বা ব্রহ্মণে কৃষ্ণো দদৌ মালাং মনোরমাম্।
জগাম সার্দ্ধং গোপীভির্গোপৈর্বৃন্দাবনং তথা ॥ ২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে
সৌতিশৌনক-সংবাদে সৃষ্টিনিরূপণং
নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

সৌতিরুবাচ।

তদা ব্রহ্মা তপঃ কৃত্বা সিদ্ধিং প্রাপ্য যথেপ্সিতম্।
সসৃজে পৃথিবীমাদৌ মধুকৈটভমেদসা ॥ ১
সসৃজে পর্ব্বতানষ্টৌ প্রধানান্ সুমনোহরান্।
ক্ষুদ্রানসংখ্যান্ কিং ক্রমঃ প্রধানাখ্যাং নিশাময় ॥২
সুমেরুঞ্চৈব কৈলাসং মলয়ঞ্চ হিমালয়ম্।
উদয়ঞ্চ তথাস্তঞ্চ সুবেলং গন্ধমাদনম্ ॥ ৩
সমুদ্রান্ সসৃজে সপ্ত নদান্ কতিবিধা নদীঃ।
বৃক্ষাংশ্চ গ্রামনগরান্ সমুদ্রাখ্যাং নিশাময় ॥ ৪
লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলার্ণবান্।
লক্ষযোজনমানেন দ্বিগুণাংশ্চ পরাৎ পরান্ ॥ ৫

সপ্ত দ্বীপাংশ্চ তদ্ভূমিমণ্ডলে কমলাকৃতে।
উপদ্বীপাংস্তথা সপ্ত সীমশৈলাংশ্চ সপ্ত চ॥ ৬
নিবোধ বিপ্র দ্বীপাখ্যাং পুরা যা বিধিনা কৃতা।
জম্বুশাককুশপ্লক্ষক্রৌঞ্চন্যগ্রোধপৌষ্করান্॥ ৭
মেরোরষ্টসু শৃঙ্গেষু সস্থজেহষ্টৌ পুরীঃ প্রভুঃ।
অষ্টানাং লোকপালানাং বিহারায় মনোহরাঃ॥ ৮
মূলেহনন্তস্য নগরীং নির্ম্মায় জগতাং পতিঃ।
ঊর্দ্ধে স্বর্গাংশ্চ সপ্তৈব তেষামাখ্যাং নিশাময়॥ ৯
ভূর্লোকঞ্চ ভুবর্লোকং স্বর্লোকং সুমনোহরম্।
জনলোকং তপোলোকং সত্যলোকঞ্চ শৌনক॥১০
শৃঙ্গমূর্দ্ধ্নি ব্রহ্মলোকং জরাদিপরিবর্জ্জিতম্।
তদূর্দ্ধে ধ্রুবলোকঞ্চ সর্ব্বতঃ সুমনোহরম্॥ ১১
তদধঃ সপ্ত পাতালান্ নির্ম্মমে জগদীশ্বরঃ।
স্বর্গাতিরিক্তভোগাঢ্যানধোহধঃ ক্রমতো মুনে॥ ১২
অতলং বিতলঞ্চৈব সুতলঞ্চ তলাতলম্।
মহাতলঞ্চ পাতালং রসাতলমধস্ততঃ॥ ১৩
সপ্তদ্বীপৈঃ সপ্তস্বর্গৈঃ সপ্তপাতালসংজ্ঞকৈঃ।
এভির্লোকৈশ্চ ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মাধিকারমেব চ॥ ১৪
এবঞ্চাসংখ্যব্রহ্মাণ্ডং সর্ব্বং কৃত্রিমমেব চ।
মহাবিষ্ণোশ্চ লোমাঞ্চ বিবরেষু চ শৌনক॥ ১৫
প্রতিবিশ্বেষু দিক্পালা ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
সুরা নরাদয়ঃ সর্ব্বে সন্তি কৃষ্ণস্য মায়য়া॥ ১৬
ব্রহ্মাণ্ডগণনাং কর্ত্তুং ন ক্ষমো জগতাং পতিঃ।
ন শঙ্করো ন ধর্ম্মশ্চ ন চ বিষ্ণুশ্চ কে সুরাঃ॥১৭
সংখ্যাতুমীশ্বরঃ শক্তো ন সংখ্যাতুং তথাপি সঃ।
বিশ্বাকাশদিশঞ্চৈব সর্ব্বতো যদ্যপি ক্ষমঃ॥ ১৮
কৃত্রিমাণি চ বিশ্বানি বিশ্বস্থানি চ যানি চ।
অনিত্যানি চ বিপ্রেন্দ্র স্বপ্নবন্নশ্বরাণি চ॥ ১৯
বৈকুণ্ঠঃ শিবলোকশ্চ গোলোকশ্চ তয়োঃ পরঃ।
নিত্যো বিশ্ববহির্ভূতশ্চাত্মাকাশদিশো যথা॥ ২০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতি-শৌনক-সংবাদে সৃষ্টিনিরূপণং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ॥ ৭॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ।

সৌতিরুবাচ।

ব্রহ্মা বিশ্বং বিনির্ম্মায় সাবিত্র্যাং বরযোষিতি।
চকার বীর্য্যাধানঞ্চ কামুক্যাং কামুকো যথা॥
সা দিব্যং শতবর্ষঞ্চ ধৃত্বা গর্ভং সুদুঃসহম্।
সুপ্রসূতা চ সুষুবে চতুর্ব্বেদান্ মনোহরান্॥ ২
বিবিধান্ শাস্ত্রসঙ্ঘাংশ্চ তর্কব্যাকরণাদিকান্।
ষট্‌ত্রিংশৎসংখ্যকা দিব্যা রাগিণীঃ সুমনোহরাঃ॥
ষড়্‌রাগান্ সুন্দরাংশ্চৈব নানাতালসমন্বিতান্।
সত্যত্রেতাদ্বাপরাংশ্চ কলিঞ্চ কলহপ্রিয়ম্॥ ৪
বর্ষং মাসমৃতুঞ্চৈব তিথিং দণ্ডক্ষণাদিকম্।
দিনং রাত্রিঞ্চ বারাংশ্চ সন্ধ্যামুষসমেব চ॥ ৫
পুষ্টিঞ্চ দেবসেনাঞ্চ মেধাঞ্চ বিজয়াং জয়াম্।
ষট্ কৃত্তিকাশ্চ যোগাংশ্চ করণাংশ্চ তপোধন॥৬
দেবসেনা মহাষষ্ঠী কার্ত্তিকেয়প্রিয়া সতী।
মাতৃকাসু প্রধানা সা বালানামিষ্টদেবতা॥ ৭
ব্রাহ্মং পাদ্মঞ্চ বারাহং কল্পত্রয়মিদং স্মৃতম্।
নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চৈব দ্বিপরার্দ্ধঞ্চ প্রাকৃতম্॥ ৮
চতুর্ব্বিধঞ্চ প্রলয়ং কালঞ্চ মৃত্যুকন্যকাম্।
সর্ব্বান্ ব্যাধিগণাংশ্চৈব সা প্রসূয় স্তনং দদৌ॥
অথ ধাতুঃ পৃষ্ঠদেশাদধর্ম্মঃ সমজায়ত।
অলক্ষ্মীস্তদ্বামপার্শ্বাদ্বভূব তস্য কামিনী॥ ১০
নাভিদেশাদ্বিশ্বকর্ম্মা বভূব শিল্পিনাং গুরুঃ।
মহান্তো বসবোহষ্টৌ চ মহাবলপরাক্রমাঃ॥ ১১
অথ ধাতুশ্চ মনস আবির্ভূতাঃ কুমারকাঃ।
চত্বারঃ পঞ্চবর্ষীয়া জ্বলন্তো ব্রহ্মতেজসা॥ ১২
সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
সনৎকুমারো ভগবাংশ্চতুর্থো জ্ঞানিনাং বরঃ॥১৩
আবির্ব্বভূব মুখতঃ কুমারঃ কনকপ্রভঃ।
দিব্যরূপধরঃ শ্রীমান্ সস্ত্রীকঃ সুন্দরো যুবা॥ ১৪
ক্ষত্রিয়াণাং বীজরূপো নাম্না স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
যা স্ত্রী সা শতরূপা চ রূপাঢ্যা কমলাকলা॥ ১৫
সস্ত্রীকশ্চ মনুস্তস্থৌ ধাত্রাজ্ঞাপরিপালকঃ।
স্বয়ং বিধাতা পুত্রাংশ্চ তানুবাচ প্রহর্ষিতান্॥১৬
সৃষ্টিং কর্ত্তুং মহাভাগো মহাভাগবতান্ দ্বিজ।
জগ্মুস্তে চ নহীত্যুক্ত্বা তপ্তুং কৃষ্ণপরায়ণাঃ॥ ১৭
চুকোপ হেতুনা তেন বিধাতা জগতাং পতিঃ।

কোপাসক্তস্য চ বিধেস্ত্ললতো ব্রহ্মতেজসা॥ ১৮
আবির্ভূতা ললাটাচ্চ রুদ্রা একাদশ প্রভো।
কালাগ্নিরুদ্রঃ সংহর্ত্তা তেষামেকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১৯
সর্ব্বেষামেব বিশ্বানাং স এব তামসঃ স্মৃতঃ।
রাজসশ্চ স্বয়ং ব্রহ্মা শিবো বিষ্ণুশ্চ সাত্ত্বিকৌ॥২০
গোলোকনাথঃ কৃষ্ণশ্চ নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
পরমাজ্ঞানিনো মূর্খা বদন্তি তামসং শিবম্॥ ২১
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপঞ্চ নির্ম্মলং বৈষ্ণবাগ্রণীম্।
শৃণু নামানি রুদ্রাণাং বেদোক্তানি চ যানি চ॥ ২২
মহন্ মহাত্মা মতিমান্ ভীষণশ্চ ভয়ঙ্করঃ।
ঋতু * ধ্বজশ্চোর্দ্ধকেশঃ পিঙ্গলাক্ষো রুচিঃ শুচিঃ
পুলস্ত্যো দক্ষকর্ণাচ্চ পুলহো বামকর্ণতঃ।
দক্ষনেত্রাত্তথাত্রিশ্চ বামনেত্রাৎ ক্রতুঃ স্বয়ম্॥২৪
অরুণী † নাসিকারন্ধ্রাদঙ্গিরাশ্চ মুখাদ্রুচিঃ।
ভৃগুশ্চ বামপার্শ্বাচ্চ দক্ষো দক্ষিণপার্শ্বতঃ॥ ২৫
ছায়ায়াঃ কর্দমো জাতো নাভেঃ পঞ্চশিখস্তথা।
বক্ষসশ্চৈব বোঢ়ুশ্চ কণ্ঠদেশাচ্চ নারদঃ॥ ২৬
মরীচিঃ স্কন্ধদেশাচ্চৈবাপান্তরতমা গলাৎ।
বশিষ্ঠো রসনাদেশাৎ প্রচেতা অধরোষ্ঠতঃ॥ ২৭
হংসী ‡ চ বামকুক্ষেশ্চ দক্ষকুক্ষের্যতিঃ(১) স্বয়ম্।
সৃষ্টিং বিধাতুঃ স বিধিশ্চকারাজ্ঞাঃ সুতান্ প্রতি।
পিতুর্ব্বাক্যং সমাকর্ণ্য তমুবাচ স নারদঃ॥ ২৮

নারদ উবাচ।

পূর্ব্বমানয় মজ্জ্যেষ্ঠান্ সনকাদীন্ পিতামহ।
কারয়িত্বা দারযুক্তানস্মান্ বদ জগৎপতে॥ ২৯
পিত্রা তে তপসে যুক্তাঃ সংসারায় বয়ং কথম্।
অহো হন্ত প্রভোর্ব্বুদ্ধির্ব্বিপরীতায় কল্পতে॥ ৩০
কস্মৈ পুত্রায় পীযূষাং পরং দত্তং তপোঽধুনা।
কস্মৈ দদাসি বিষয়ং বিষমঞ্চ বিষাধিকম্॥ ৩১
অতীবনিম্নে ঘোরে চ ভবাব্ধৌ যঃ পতেৎ পিতঃ।
নিষ্কৃতিস্তস্য নাস্তীতি কোটিকল্পে গতেঽপি চ॥৩২
নিস্তারবীজং সর্ব্বেষাং বীজঞ্চ পুরুষোত্তমম্।
সর্ব্বদং ভক্তিদং দাস্যপ্রদং সত্যং কৃপাময়ম্॥ ৩৩
ভক্তৈকশরণং ভক্তবৎসলং স্বচ্ছমেব চ।
ভক্তপ্রিয়ং ভক্তনাথং ভক্তানুগ্রহকারকম্॥ ৩৪
ভক্তারাধ্যং ভক্তসাধ্যং বিহায় পরমেশ্বরম্।
মনো দধাতি কো মূঢ়ো বিষয়ে নাশকারণে॥ ৩৫
বিহায় কৃষ্ণসেবাঞ্চ পীযূষাদধিকাং প্রিয়াম্।
কো মূঢ়ো বিষমশ্নাতি বিষমং বিষয়াভিধম্॥ ৩৬
স্বপ্নবন্নশ্বরং তুচ্ছমসত্যং নাশকারণম্।
যথা দীপশিখাগ্রঞ্চ কীটানাং সুমনোহরম্॥ ৩৭
যথা বড়িশমাংসঞ্চ মৎস্যাপাতসুখপ্রদম্।
তথা বিষয়িণাং তাত বিষয়ং মৃত্যুকারণম্॥ ৩৮
ইত্যুক্ত্বা নারদস্তত্র বিররাম বিধেঃ পুরঃ।
তস্থৌ তাতং নমস্কৃত্য জ্বলদগ্নিশিখোপমঃ॥ ৩৯
ব্রহ্মা কোপপরীতশ্চ শশাপ তনয়ং দ্বিজ।
উবাচ কম্পিতাঙ্গশ্চ রক্তাস্যঃ স্ফুরিতাধরঃ॥ ৪০

ব্রহ্মোবাচ।

ভবিতা জ্ঞানলোপস্তে মচ্ছাপেন চ নারদ।
ক্রীড়ামৃগস্ত্বং সাধ্যশ্চ যোষিল্লুব্ধশ্চ লম্পটঃ॥ ৪১
স্থিরযৌবনযুক্তানাং রূপাঢ্যানাং মনোহরঃ।
পঞ্চাশৎকামিনীনাঞ্চ ভর্ত্তা চ প্রাণবল্লভঃ॥ ৪২
শৃঙ্গারশাস্ত্রবেত্তা চ মহাশৃঙ্গারলোলুপঃ।
নানাপ্রকারশৃঙ্গার-নিপুণানাং গুরোর্গুরুঃ॥ ৪৩
গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ প্রবরঃ সুস্বরশ্চ সুগায়নঃ।
বীণাবাদনসন্দর্ভনিষ্ণাতঃ স্থিরযৌবনঃ॥ ৪৪
প্রাজ্ঞো মধুরবাক্ শান্তঃ সুশীলঃ সুন্দরঃ সুধীঃ।
ভবিষ্যসি ন সন্দেহো নামতশ্চোপবর্হণঃ॥ ৪৫
তাভির্দিব্যং লক্ষযুগং বিহৃত্য নির্জ্জনে বনে।
পুনর্ম্মদীয়শাপেন দাসীপুত্রশ্চ তৎপরঃ॥ ৪৬
বৎস বৈষ্ণবসংসর্গাদ্বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টভোজনাৎ।
পুনঃ কৃষ্ণপ্রসাদেন ভবিষ্যসি মমাত্মজঃ॥ ৪৭
জ্ঞানং দাস্যামি তে দিব্যং পুনরেব পুরাতনম্।
অধুনা ভব নষ্টস্ত্বং * মৎসুতো নিপত ধ্রুবম্॥ ৪৮
ব্রহ্মেত্যুক্ত্বা সুতং বিপ্র বিররাম জগৎপতিঃ।

---

* শতেতি পাঠান্তরম্।

† অরণিরিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। অরুণিরিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। আরুণিরিতি চ ক্বচিৎ পাঠঃ। এবং সর্ব্বত্র।

‡ হংসঃ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ। হংসিরিতি চ ক্বচিৎ পাঠঃ। এবং সর্ব্বত্র।

(১) যতী ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

* নম্রস্ত্বমিত্যপি পাঠঃ।

রুরোদ নারদস্তত্র তমুবাচ পুটাঞ্জলিঃ *॥ ৪৯
নারদ উবাচ।
ক্রোধং সংহর সংহর্ত্তস্তাততাত জগদ্গুরো। †
স্রষ্টুস্তপস্বীশস্যাহো ক্রোধোঽয়ং মর্য্যনাকরঃ ॥৫০
শপেৎ পরিত্যজেদ্ বিদ্বান্ পুত্রমুৎপথগামিনম্।
তপস্বিনং সুতং শপ্তুং কথমর্হসি পণ্ডিত ॥ ৫১
জনির্ভবতু মে ব্রহ্মন্ যাসু যাসু চ যোনিষু।
ন জহাতু হরের্ভক্তির্ম্মামেবং দেহি মে বরম্ ॥ ৫২
পুত্রশ্চেজ্জগতাং ধাতুর্নাস্তি ভক্তির্হরেঃ পদে।
শূকরাদতিরিক্তশ্চ সোঽধমো ভারতে ভুবি ॥ ৫৩
জাতিস্মরো হরের্ভক্তিযুক্তঃ শূকরযোনিষু।
জনির্লভেৎ সপ্রসবো ‡ গোলোকং যাতি কর্ম্মণা ॥
গোবিন্দচরণাম্ভোজভক্তিমাধ্বীকমীপ্সিতম্।
পিবতাং বৈষ্ণবাদীনাং স্পর্শপূতা বসুন্ধরা ॥ ৫৫
তীর্থানি স্পর্শমিচ্ছন্তি বৈষ্ণবানাং পিতামহ।
পাপানাং পাপিদত্তানাং ক্ষালনায়াত্মনামপি ॥ ৫৬
মন্ত্রোপদেশমাত্রেণ নরা মুক্তাশ্চ ভারতে।
পরৈশ্চ কোটিপুরুষৈঃ পূর্ব্বৈঃ সার্দ্ধং হরেরহো ॥
কোটিজন্মার্জ্জিতাৎ পাপান্মন্ত্রগ্রহণমাত্রতঃ।
মুক্তাঃ শুধ্যন্তি যৎপূর্ব্বং কর্ম্ম নির্ম্মূলয়ন্তি চ ॥ ৫৮
পুত্রান্ দারাংশ্চ শিষ্যাংশ্চ সেবকান্ বান্ধবাংস্তথা
যো দর্শয়তি সন্মার্গং সদ্গতিস্তং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৫৯
যো দর্শয়ত্যসন্মার্গং শিষ্যৈর্ব্বিশ্বাসিতো গুরুঃ।
কুম্ভীপাকে স্থিতিস্তস্য যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৬০
স কিংগুরুঃ স কিন্তাতঃ স কিংস্বামী স কিংসুতঃ
যঃ শ্রীকৃষ্ণপদাম্ভোজে ভক্তিং দাতুমনীশ্বরঃ ॥ ৬১
শপ্তো নিরপরাধেন ত্বয়াহং চতুরানন।
ময়া শপ্তুং ত্বমুচিতো ঘ্নন্তং ঘ্নন্ত্যপি পণ্ডিতাঃ ॥ ৬২
কবচস্তোত্রপূজাভিঃ সহিতস্তে মনুর্ম্মনো।
লুপ্তো ভবতু মচ্ছাপাৎ প্রতিবিশ্বেষু নিশ্চিতম্ ॥৬৩
অপূজ্যো ভব বিশ্বেষু যাবৎ কল্পত্রয়ং পিতঃ।
গতেষু ত্রিষু কল্পেষু পূজ্যপূজ্যো ভবিষ্যসি ॥ ৬৪
অধুনা যজ্ঞভাগস্তে ব্রতাদিষ্বপি সুব্রত।
পূজনঞ্চাস্তু নামৈকং বন্দ্যো ভব সুরাদিভিঃ ॥ ৬৫
ইত্যুক্ত্বা নারদস্তত্র বিররাম পিতুঃ পুরঃ।
তস্থৌ সভায়াং স বিধির্হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৬৬
উপবর্হণগন্ধর্ব্বো নারদস্তেন হেতুনা।
দাসীপুত্রশ্চ শাপেন পিতুরেব চ শৌনক ॥ ৬৭
ততঃ পুনর্নারদশ্চ স বভূব মহানৃষিঃ।
জ্ঞানং প্রাপ চ যদ্ধর্ম্মাৎ কথয়িষ্যামি নাধুনা ॥ ৬৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতি--শৌনকসংবাদে ব্রহ্ম-নারদশাপো-পলম্ভনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

সৌতিরুবাচ।
অথ ব্রহ্মা স্বপুত্রাংস্তানাদিদেশ চ সৃষ্টয়ে।
সৃষ্টিং প্রচক্রুস্তে সর্ব্বে বিপ্রেন্দ্র নারদং বিনা ॥ ১
মরীচের্ম্মনসো জাতঃ কশ্যপশ্চ প্রজাপতিঃ।
অত্রের্নেত্রমলাচ্চন্দ্রঃ ক্ষীরোদে চ বভূব হ ॥ ২
প্রচেতসোঽপি মনসো গৌতমশ্চ বভূব হ।
পুলস্ত্যমানসঃ পুত্রো মৈত্রাবরুণ এব চ ॥ ৩
মনোশ্চ শতরূপায়াং তিস্রঃ কন্যাঃ প্রজজ্ঞিরে।
আকূতির্দেবহূতিশ্চ প্রসূতিস্তাঃ পতিব্রতাঃ ॥ ৪
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ দ্বৌ চ পুত্রৌ মনোহরৌ।
উত্তানপাদতনয়ো ধ্রুবঃ পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ৫
আকূতিং রুচয়ে প্রাদাদ্ দক্ষায় চ প্রসূতিকাম্।
দেবহূতিং কর্দ্দমায় যৎপুত্রঃ কপিলঃ স্বয়ম্ ॥ ৬
প্রসূত্যাং দক্ষবীজেন ষষ্টিকন্যাঃ প্রজজ্ঞিরে।
অষ্টৌ ধর্ম্মায় প্রদদৌ রুদ্রায়ৈকাদশ স্মৃতাঃ ॥ ৭
শিবায়ৈকাং সতীং প্রাদাৎ কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
সপ্তবিংশতিকন্যাশ্চ দক্ষশ্চন্দ্রায় দত্তবান্ ॥ ৮
নামানি ধর্ম্মপত্নীনাং মত্তো বিপ্র নিশাময়।
শান্তিঃ পুষ্টির্ধৃতিস্তুষ্টিঃ ক্ষমা শ্রদ্ধা মতিঃ স্মৃতিঃ ॥৯
শান্তেঃ পুত্রশ্চ সন্তোষঃ পুষ্টেঃ পুত্রো মহানভূৎ।
ধৃতের্ধৈর্য্যঞ্চ তুষ্টেশ্চ হর্ষদর্পৌ সুতৌ স্মৃতৌ ॥১০
ক্ষমাপুত্রঃ সহিষ্ণুশ্চ শ্রদ্ধাপুত্রশ্চ ধার্ম্মিকঃ।
মতের্জ্ঞানাভিধঃ পুত্রঃ স্মৃতের্জ্জাতিস্মরো মহান্ ॥
পূর্ব্বপত্ন্যাঞ্চ মূর্ত্ত্যাঞ্চ নরনারায়ণাবৃষী।
বভূবুরেতে ধর্ম্মিষ্ঠা ধর্ম্মপুত্রাশ্চ শৌনক ॥ ১২

---

* স্তাতমুবাচ সংপুটাঞ্জলিরিত্যপি পাঠঃ।

† ইতঃ পরং স্রষ্টুরিত্যাদি চরণাষ্টকং ক্বচিৎ পুস্তকে নাস্তি।

‡ সপ্রবরঃ ইত্যপি পাঠঃ।

নামানি রুদ্রপত্নীনাং সাবধানং নিবোধ মে ।
কলা কলাবতী কাষ্ঠা কালিকা কলহপ্রিয়া ॥ ১৩
কন্দলী ভীষণা রাস্না প্রম্লোচা ভূষণা শুকী ।
এতাসাং বহবঃ পুত্রা বভূবুঃ শিবপার্ষদাঃ ॥ ১৪
সা সতী স্বামিনিন্দায়াং তনুং তত্যাজ যজ্ঞতঃ ।
পুনর্ভূত্বা শৈলপুত্রী লেভে চ শঙ্করং পতিম্ ॥ ১৫
কশ্যপস্য প্রিয়াণাঞ্চ নামানি শৃণু ধার্ম্মিক ।
অদিতির্দেবমাতা যা দৈত্যমাতা দিতিস্তথা ॥ ১৬
সর্পমাতা তথা কদ্রুর্বিনতা পক্ষিসূস্তথা ।
সুরভিশ্চ গবাং মাতা মহিষাণাঞ্চ নিশ্চিতম্ ॥ ১৭
সারমেয়াদিজন্তূনাং সরমা সূশ্চতুষ্পদাম্ ।
দনুঃ প্রসূর্দ্দানবানামন্যাশ্চেত্যেবমাদিকাঃ ॥ ১৮
ইন্দ্রশ্চ দ্বাদশাদিত্যা উপেন্দ্রাদ্যাঃ সুরা মুনে ।
কথিতাশ্চাদিতেঃ পুত্রা মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ১৯
ইন্দ্রপুত্রো জয়ন্তশ্চ ব্রহ্মন্ শচ্যামজায়ত ।
আদিত্যস্য সবর্ণায়াং কন্যায়াং বিশ্বকর্ম্মণঃ ॥ ২০
শনৈশ্চরযমৌ পুত্রৌ কালিন্দী কন্যকা তথা ।
উপেন্দ্রবীর্য্যাৎ পৃথ্ব্যাস্তু মঙ্গলঃ সমজায়ত ॥ ২১

শৌনক উবাচ ।

কথং সৌতে স চোপেন্দ্রান্মঙ্গলঃ সমজায়ত ।
বসুন্ধরায়াং বলবান্ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২২

সৌতিরুবাচ ।

উপেন্দ্ররূপমালোক্য কামার্ত্তা চ বসুন্ধরা ।
বিধায় সুন্দরীবেশমক্ষতা প্রৌঢ়যৌবনা ॥ ২৩
মলয়ে নির্জ্জনে রম্যে চারুচন্দনপল্লবে ।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং রত্নভূষণভূষিতম্ ॥ ২৪
তং সুশীলং শয়ানঞ্চ শান্তং সস্মিতমীপ্সিতম্ ।
সস্মিতা তস্য তল্পে চ সহসা সমুপস্থিতা ॥ ২৫
সুরম্যাং মালতীমালাং দদৌ তস্মৈ বরাননা ।
সুগন্ধি চন্দনং চারু কস্তূরীকুঙ্কুমান্বিতম্ ॥ ২৬
উপেন্দ্রস্তন্মনো জ্ঞাত্বা কামী মন্মথপীড়িতম্ ।
নানাপ্রকারশৃঙ্গারং চকার চ তয়া সহ ॥ ২৭
তদঙ্গসঙ্গসংসক্তা মূর্চ্ছাং প্রাপ সতী তদা ।
মৃতেব নিদ্রিতেবাসৌ বীজাধানং কৃতে হরৌ ॥২৮
তাং বিলগ্নাঞ্চ সুশ্রোণীং সুখসম্ভোগমূর্চ্ছিতাম্ ।
বৃহন্মুক্তনিতম্বাঞ্চ সস্মিতাং বিপুলস্তনীম্ ॥ ২৯
ক্ষণং বক্ষসি কৃত্বা তাং তদোষ্ঠঞ্চ চুচুম্ব হ ।
বিহায় তত্র রহসি জগাম পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩০
উর্ব্বশী পথি গচ্ছন্তী বোধয়ামাস তাং মুনে ।
সা চ পপ্রচ্ছ বৃত্তান্তং কথয়ামাস ভূশ্চ তাম্ ॥৩১
বীর্য্যং সংবরণং কর্ত্তুং সা চাশক্তা চ দুর্ব্বলা ।
প্রবালস্যাকরে ত্রস্তা বীর্য্যন্যাসং চকার স ॥ ৩২
তেন প্রবালবর্ণশ্চ কুমারঃ সমপদ্যত ।
তেজসা সূর্য্যসদৃশো নারায়ণসুতো মহান্ ॥ ৩৩
মঙ্গলস্য প্রিয়া মেধা তস্যাং ঘণ্টেশ্বরো মহান্ ।
ব্রণদাতেতি তেজস্বী বিষ্ণুতুল্যো বভূব হ ॥ ৩৪
দিতের্হিরণ্যকশিপুর্হিরণ্যাক্ষৌ মহাবলৌ ।
কন্যা চ সিংহিকা বিপ্র সৈংহিকেয়শ্চ তৎসুতঃ ॥
নির্ঋতিঃ সিংহিকা সা চ তেন রাহুশ্চ নৈর্ঋতঃ ।
শূকরেণ হিরণ্যাক্ষো হ্যনপত্যো মৃতো যুবা ॥৩৬
হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রঃ প্রহ্লাদো বৈষ্ণবাগ্রণীঃ ।
বিরোচনশ্চ তৎপুত্রস্তৎপুত্রশ্চ বলিঃ স্বয়ম্ ॥ ৩৭
বলেঃ পুত্রো মহাযোগী বাণঃ শঙ্করকিঙ্করঃ ।
দিতের্ব্বংশশ্চ কথিতঃ কদ্রুবংশং নিবোধ মে ॥ ৩৮
অনন্তং বাসুকিঞ্চৈব কালিয়ঞ্চ ধনঞ্জয়ম্ ।
কর্কোটকং তক্ষকঞ্চ পদ্মমৈরাবতং তথা ॥ ৩৯
মহাপদ্মঞ্চ শঙ্কুঞ্চ শঙ্খং সংবরণন্তথা । *
ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ দুর্দ্ধর্ষং দুর্জ্জয়ং দুর্ম্মুখং বলম্ ॥ ৪০
গোক্ষং গোকামুখঞ্চৈব বিরূপাদীংশ্চ শৌনক ।
এতেষাং প্রবরাশ্চৈব যাবত্যঃ সর্পজাতয়ঃ ॥ ৪১
কন্যকা মনসাদেবী কমলাংশসমুদ্ভবা ।
তপস্বিনীনাং প্রবরা মহাতেজস্বিনী শুভা ॥ ৪২
যৎপতিশ্চ জরৎকারুর্নারায়ণকলোদ্ভবঃ ।
আস্তীকস্তনয়ো যস্যা বিষ্ণুতুল্যশ্চ তেজসা ॥ ৪৩
এতেষাং নামমাত্রেণ নাস্তি নাগভয়ং নৃণাম্ ।
কদ্রুবংশো নিগদিতো বিনতায়াশ্চ শ্রূয়তাম্ ॥ ৪৪
বৈনতেয়ারুণৌ পুত্রৌ বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমৌ ।
তদ্‌বভূবুঃ ক্রমেণৈব যাবত্যঃ পক্ষিজাতয়ঃ ॥ ৪৫
গাবশ্চ মহিষাশ্চৈব সুরভিপ্রভবা মুনে ।
সর্ব্বে বৈ সারমেয়াশ্চ বভূবুঃ সরমাসুতাঃ ॥ ৪৬
দানবাশ্চ দনোর্ব্বংশা অন্যাসামন্যজাতয়ঃ ।
উক্তঃ কশ্যপবংশশ্চ চন্দ্রাখ্যানং নিবোধ মে ॥ ৪৭
নামানি চন্দ্রপত্নীনাং সাবধানং নিশাময় ।
অত্যপূর্ব্বঞ্চ চরিতং পুরাণেষু পুরাতনম্ ॥ ৪৮

---

* ইত্যর্দ্ধং ক্বচিৎ পুস্তকে নাস্তি ।

অশ্বিনী ভরণী চৈব কৃত্তিকা রোহিণী তথা।
মৃগশীর্ষা তথার্দ্রা চ পূজ্যা সাধ্বী পুনর্ব্বসুঃ॥ ৪৯
পুষ্যাশ্লেষা মঘা পূর্ব্বফল্গুন্যুত্তরফল্গুনী।
হস্তা চিত্রা তথা স্বাতী বিশাখা চানুরাধিকা॥ ৫০
জ্যেষ্ঠা মূলা তথা পূর্ব্বাষাঢ়া চৈবোত্তরা স্মৃতা।
শ্রবণা চ ধনিষ্ঠা চ তথা শতভিষা শুভা॥ ৫১
পূর্ব্বোত্তরভাদ্রপদা রেবত্যন্তা বিধুপ্রিয়াঃ।
তাসাং মধ্যে চ শুভগা রোহিণী রসিকা বরা॥ ৫২
সন্ততং রসভাবেন চকার শশিনং বশম্।
রোহিণ্যুপগতশ্চন্দ্রো ন যাত্যন্যাশ্চ কামিনীম্॥ ৫৩
সর্ব্বা ভগিন্যঃ পিতরং কথয়ামাসুরাকৃতাঃ।
সপত্নীকৃতসন্তাপং প্রাণনাশকরং পরম্॥ ৫৪
দক্ষঃ প্রকুপিতশ্চন্দ্রং শশাপ মন্ত্রপূর্ব্বকম্।
শ্রুতং শ্বশুরশাপেন যক্ষ্মগ্রস্তো বভূব সঃ॥ ৫৫
দিনে দিনে যক্ষ্মণা স ক্ষীয়মাণশ্চ দুঃখিতঃ।
বপুষ্যর্দ্ধং ক্ষীয়মাণে শঙ্করং শরণং যযৌ॥ ৫৬
দৃষ্ট্বা চন্দ্রং শঙ্করশ্চ ক্লেশিতং শরণাগতম্।
করুণাসাগরস্তস্মৈ কৃপয়া চাভয়ং দদৌ॥ ৫৭
নির্ম্মুক্তং যক্ষ্মণা কৃত্বা স্বকপালে স্থলং দদৌ।
অমরো নির্ভয়ো ভূত্বা স তস্থৌ শিবশেখরে॥ ৫৮
তং শিবঃ শেখরে কৃত্বা বভূব চন্দ্রশেখরঃ।
নাস্তি দেবেষু লোকেষু শিবাৎ শরণপঞ্জরঃ॥ ৫৯
দক্ষকন্যাঃ পতিং যুক্তং দৃষ্ট্বা চ রুরুদুঃ পুনঃ।
আজগ্মুঃ শরণং তাত দক্ষং তেজস্বিনাং বরম্॥ ৬০
উচ্চৈশ্চ রুরুদুর্গত্বা নিহত্যাঙ্গং পুনঃপুনঃ।
তমূচুঃ কাতরং দীনা দীননাথং বিধেঃ সুতম্॥ ৬১

দক্ষকন্যা ঊচুঃ।

স্বামিসৌভাগ্যলাভায় ত্বমুক্তোঽস্মাভিরেব চ।
সৌভাগ্যমস্তু নস্তাত গতঃ স্বামী গুণান্বিতঃ॥ ৬২
স্থিতে চক্ষুষি হে তাত দৃষ্টং ধ্বান্তময়ং জগৎ। *
বিজ্ঞাতমধুনা স্ত্রীণাং পতিরেব হি লোচনম্॥ ৬৩
পতিরেব গতিঃ স্ত্রীণাং পতিঃ প্রাণাশ্চ সম্পদঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং হেতুঃ সেতুর্ভবার্ণবে॥ ৬৪
পতির্নারায়ণঃ স্ত্রীণাং ব্রতং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বং কর্ম্ম বৃথা তাসাং স্বামিনাং বিমুখাশ্চ যাঃ॥৬৫
স্নানঞ্চ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দক্ষিণা।
সর্ব্বদানানি পুণ্যানি ব্রতানি নিয়মানি চ॥ ৬৬
দেবার্চ্চনঞ্চানশনং সর্ব্বাণি চ তপাংসি চ।
স্বামিনঃ পাদসেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥৬৭
সর্ব্বেষাং বান্ধবানাঞ্চ প্রিয়ঃ পুত্রশ্চ যোষিতাম্।
স এব স্বামিনোঽংশশ্চ শতপুত্রাৎ পরঃ পতিঃ॥৬৮
অসদ্বংশপ্রসূতা যা সা দ্বেষ্টি স্বামিনং সদা।
যস্যা মনশ্চলং দুষ্টং সন্ততং পরপুরুষে॥ ৬৯
পতিতং রোগিণং দুষ্টং নির্ধনং গুণহীনকম্।
যুবানঞ্চৈব বৃদ্ধং বা ভজেত্তং ন ত্যজেৎ সতী॥৭০
সগুণং নির্গুণং বাপি যা দ্বেষ্টি সন্ত্যজেৎ পতিম্।
পচ্যতে কালসূত্রে সা যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥ ৭১
কীটৈঃ শকুনতুল্যৈশ্চ ভক্ষিতা সা দিবানিশম্।
ভুঙ্‌ক্তে মৃতবসামাংসং পিবেন্মূত্রঞ্চ তৃষ্ণয়া॥ ৭২
গৃধ্রঃ কোটিসহস্রাণি শতজন্মানি শূকরঃ।
শ্বাপদঃ শতজন্মানি সা ভবেদ্বন্ধুহা ততঃ॥ ৭৩
ততো মানবজন্মানি লভেচ্চেৎ পূর্ব্বকর্ম্মণঃ।
বিধবা ধনহীনা চ রোগযুক্তা ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ৭৪
দেহি নঃ কান্তদানঞ্চ কামপূরং বিধেঃ সুত।
বিধাত্রা সদৃশস্ত্বঞ্চ পুনঃ স্রষ্টুং ক্ষমো জগৎ॥ ৭৫
কন্যানাং বচনং শ্রুত্বা দক্ষঃ শঙ্করসন্নিধিম্।
জগাম শম্ভুস্তং দৃষ্ট্বা সমুত্থায় ননাম চ॥ ৭৬
দক্ষস্তস্মাশিষং কৃত্বা সমুবাচ কৃপানিধিম্।
তত্যাজ কোপং দুর্দ্ধর্ষং দৃষ্ট্বা চ প্রণতং শিবম্॥৭৭

দক্ষ উবাচ।

দেহি জামাতরং শম্ভো মদীয়ং প্রাণবল্লভম্।
মৎসুতানাঞ্চ প্রাণানাং পরমেব প্রিয়ং পতিম্॥৭৮
ন চেদ্দদাসি জামাতর্ম্মম জামাতরং বিভুম্।
দাস্যামি দারুণং শাপং তুভ্যং ত্বং কেন মুচ্যসে॥
দক্ষস্য বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ কৃপানিধিঃ।
সুধাধিকঞ্চ বচনং ব্রহ্মন্ শরণপঞ্জরঃ॥ ৮০

শিব উবাচ।

করোষি ভস্মসাচ্চেন্ন দদাসি শাপমেব চ।
নাহং দাতুং সমর্থশ্চ চন্দ্রঞ্চ শরণাগতম্॥ ৮১
শিবস্য বচনং শ্রুত্বা দক্ষস্তং শপ্তুমুদ্যতঃ।
শিবঃ সস্মার গোবিন্দং বিপন্মোক্ষণকারকম্॥ ৮২
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপধৃক্।
সমাযযৌ তয়োর্ম্মূলং তৌ তং ননমতুঃ ক্রমাৎ॥ ৮৩

---

* ইতঃ পরং বিজ্ঞাতমিত্যাদিকাঃ সার্দ্ধদ্বাদশ শ্লোকাঃ কেষুচিৎ পুস্তকেষু ন সন্তি।

দত্ত্বা শুভাশিষং তৌ স ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনঃ।
উবাচ শঙ্করং ব্যগ্রং তমঃপ্রধ্বংসকো দ্বিজঃ ॥ ৮৪

শ্রীভগবানুবাচ ।

ন চাত্মনঃ প্রিয়ঃ কশ্চিৎ শর্ব্ব সর্ব্বেষু বন্ধুষু।
আত্মানং রক্ষ দক্ষায় দেহি চন্দ্রং সুরেশ্বর ॥ ৮৫
তপস্বিনাং বরঃ শান্তস্ত্বমেব বৈষ্ণবাগ্রণীঃ ।
সমঃ সর্ব্বেষু জীবেষু হিংসাক্রোধবিবর্জ্জিতঃ ॥৮৬
দক্ষঃ ক্রোধী চ দুর্দ্ধর্ষস্তেজস্বী ব্রহ্মণঃ সুতঃ ।
শিষ্টো বিভেতি দুর্দ্ধর্ষং ন দুর্দ্ধর্ষশ্চ কশ্চন ॥ ৮৭
নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য শঙ্করঃ স্বয়ম্ ।
উবাচ নীতিসারঞ্চ নীতিবীজং পরাৎপরম্ ॥ ৮৮

শঙ্কর উবাচ।

তপো দাস্যামি তেজশ্চ সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ সম্পদম্ ।
প্রাণাংশ্চ ন সমর্থোঽহং প্রদাতুং শরণাগতম্ ॥৮৯
যো দদাতি ভয়েনৈব প্রপন্নং শরণাগতম্ ।
তঞ্চ ধর্ম্মঃ পরিত্যজ্য যাতি শপ্ত্বা সুদারুণম্ ॥ ৯০
সর্ব্বং ত্যক্তুং সমর্থোঽহং ন স্বধর্ম্মং জগৎপ্রভো ।
যঃ স্বধর্ম্মবিহীনশ্চ স চ সর্ব্ববহিষ্কৃতঃ ॥ ৯১
যশ্চ ধর্ম্মং সদা রক্ষেৎ ধর্ম্মস্তং পরিরক্ষতি ।
ধর্ম্মং বেদেশ্বর* ত্বঞ্চ কিং মাং ব্রূহি স্বমায়য়া ॥৯২
ত্বং সর্ব্বপাতা স্রষ্টা চ হন্তা চ পরিণামতঃ।
ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়া যস্য তস্য কস্মাদ্ভয়ং ভবেৎ ॥ ৯৩
শঙ্করস্য বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ সর্ব্বভাববিৎ ।
চন্দ্রং চন্দ্রাদ্বিনিষ্কৃষ্য দক্ষায় প্রদদৌ হরিঃ ॥ ৯৪
প্রতস্থাবৰ্দ্ধচন্দ্রশ্চ নির্ব্ব্যাধিঃ শিবশেখরে।
নিজগ্রাহ পরং চন্দ্রং বিষ্ণুদত্তং প্রজাপতিঃ ॥ ৯৫
যক্ষ্মগ্রস্তঞ্চ তং দৃষ্ট্বা দক্ষস্তুষ্টাব মাধবম্ ।
পক্ষে পূর্ণং কৃতং পক্ষে তং চকার হরিঃ স্বয়ম্ ॥৯৬
কৃষ্ণস্তেভ্যো বরং দত্ত্বা জগাম স্বালয়ং দ্বিজ।
দক্ষশ্চন্দ্রং গৃহীত্বা চ কন্যাভ্যঃ প্রদদৌ পুনঃ ॥৯৭
চন্দ্রস্তাশ্চ পরিপ্রাপ্য বিজহার দিবানিশম্।
সমং দদর্শ তাঃ সর্ব্বাস্তৎ প্রভৃত্যেব কম্পিতঃ ॥৯৮
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং কিঞ্চিৎসৃষ্টিক্রমং মুনে।
শ্রুতঞ্চ গুরুবক্ত্রেণ পুষ্করে মুনিসংসদি ॥ ৯৯
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতি-শৌনক-সংবাদে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

* ধর্ম্মবেদেশ্বরঃ ইতি বা পাঠঃ।

দশমোঽধ্যায়ঃ ।

সৌতিরুবাচ ।

ভৃগোঃ পুত্রশ্চ চ্যবনঃ শুক্রশ্চ জ্ঞানিনাং বরঃ ।
ক্রতোরপি ক্রিয়া ভার্য্যা বালিখিল্যানসূয়ত ॥ ১
ত্রয়ঃ পুত্রাশ্চাঙ্গিরসো বভূবুর্ম্মুনিসত্তমাঃ ।
বৃহস্পতিরুতথ্যশ্চ সম্বরশ্চাপি * শৌনক ॥ ২
বশিষ্ঠস্য সুতঃ শক্তিঃ শক্তেঃ পুত্রঃ পরাশরঃ ।
পরাশরসুতঃ শ্রীমান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নো হরিঃ ॥ ৩
ব্যাসপুত্রঃ শিবাংশশ্চ শুকশ্চ জ্ঞানিনাং বরঃ ।
বিশ্রবাশ্চ পুলস্ত্যস্য যস্য পুত্রো ধনেশ্বরঃ ॥ ৪

শৌনক উবাচ ।

অহো পুরাণবিদুষামতীব দুর্গমং বচঃ ।
ন বুদ্ধং বচনং কিঞ্চিদ্ধনেশজন্মপূর্ব্বকম্ ॥ ৫
অধুনা কথিতং জন্ম ধনেশস্যেশ্বরাদিদম্ ।
পুনর্ভিন্নক্রমং জন্ম ব্রবীষি কথমেব মাম্ ॥ ৬

সৌতিরুবাচ ।

বভূবুরেতে দিক্‌পালাঃ পুরা চ পরমেশ্বরাৎ ।
পুনশ্চ ব্রহ্মশাপেন স চ বিশ্রবসঃ সুতঃ ॥ ৭
গুরবে দক্ষিণাং দাতুমুতথ্যশ্চ ধনেশ্বরম্ ।
যযাচে কোটিস্বর্ণঞ্চ যত্নতশ্চ প্রচেতসে ॥ ৮
ধনেশো বিরসো ভূত্বা তস্মৈ তদ্দাতুমুদ্যতঃ ।
চকার ভস্মসাদ্ বিপ্র পুনর্জ্জন্ম ললাভ সঃ ॥ ৯
তেন বিশ্রবসঃ পুত্রঃ কুবেরশ্চ ধনাধিপঃ ।
রাবণঃ কুম্ভকর্ণশ্চ ধার্ম্মিকশ্চ বিভীষণঃ ॥ ১০
পুলহস্য সুতো বাৎস্যঃ শাণ্ডিল্যশ্চ রুচেঃ সুতঃ ।
সাবর্ণিগৌতমাজ্জজ্ঞে মুনিপ্রবর এব সঃ ॥ ১১
কাশ্যপঃ কশ্যপাজ্জাতো ভরদ্বাজো বৃহস্পতেঃ ।
স্বয়ং বাৎস্যশ্চ পুলহাৎ সাবর্ণিগৌতমাত্তথা ॥ ১২
শাণ্ডিল্যশ্চ রুচেঃ পুত্রো মুনিস্তেজস্বিনাং বরঃ।
বভূবুঃ পঞ্চগোত্রাশ্চ এতেষাং প্রবরা ভবে ॥ ১৩
বভূবুর্ব্রহ্মণো বক্ত্রাদন্যা ব্রাহ্মণজাতয়ঃ ।
তাঃ স্থিতা দেশভেদেষু গোত্রশূন্যাশ্চ শৌনক ॥ ১৪
চন্দ্রাদিত্যমনূনাঞ্চ প্রবরাঃ ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ ।
ব্রহ্মণো বাহুদেশাচ্চৈবান্যাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ ॥ ১৫
ঊরুদেশাচ্চ বৈশ্যাশ্চ পাদতঃ শূদ্রজাতয়ঃ ।
তাসাং সঙ্করজাতেন বভূবুর্বর্ণসঙ্করাঃ ॥ ১৬

* সম্বর্ত্তশ্চাতিশোভনঃ ইত্যপি পাঠঃ।

গোপনাপিতভিল্লাশ্চ তথা মোদককূবরৌ।
তাম্বূলিস্বর্ণকারৌ চ তথা বণিজজাতয়ঃ ॥ ১৭
ইত্যেবমাদ্যা বিপ্রেন্দ্র সচ্ছূদ্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শূদ্রাবিশোস্তু করণোঽম্বষ্ঠৌ বৈশ্যাদ্বিজন্মনোঃ ॥১৮
বিশ্বকর্ম্মা চ শূদ্রায়াং বীর্য্যাধানং চকার সঃ।
ততো বভূবুঃ পুত্রাশ্চ নবৈতে শিল্পকারিণঃ ॥ ১৯
মালাকার-কর্ম্মকার-শঙ্খকার-কুবিন্দকাঃ।
কুম্ভকারঃ কংসকারঃ ষড়েতে শিল্পিনাং বরাঃ ॥ ২০
সূত্রধারশ্চিত্রকারঃ স্বর্ণকারস্তথৈব চ।
পতিতাস্তে ব্রহ্মশাপাদযাজ্যা বর্ণসঙ্করাঃ ॥ ২১

শৌনক উবাচ।

কথং দেবো বিশ্বকর্ম্মা বীর্য্যাধানং চকার সঃ।
শূদ্রায়ামধমায়াঞ্চ কথং তে পতিতাস্ত্রয়ঃ ॥ ২২
কথং তেষু ব্রহ্মশাপো বভূব কেন হেতুনা।
হে পুরাণবিদাং শ্রেষ্ঠ তন্নঃ শংসিতুমর্হসি ॥ ২৩

সৌতিরুবাচ।

ঘৃতাচী কামতঃ কামং বেশং চক্রে মনোহরম্।
তাং দদর্শ বিশ্বকর্ম্মা গচ্ছন্তীং পুষ্করে পথি ॥ ২৪
আগচ্ছন্ রবিলোকাচ্চ প্রসাদোৎফুল্লমানসঃ।
তাং যযাচে স শৃঙ্গারং কামেন হৃতচেতনঃ ॥ ২৫
রত্নালঙ্কারভূষাঢ্যাং সর্ব্বাবয়বকোমলাম্।
যথা ষোড়শবর্ষীয়াং শশ্বৎ সুস্থিরযৌবনাম্ ॥ ২৬
বৃহন্নিতম্বভারার্ত্তাং মুনিমানসমোহিনীম্।
অতিবেগকটাক্ষেণ লোলাং কামাতিপীড়িতাম্ ॥ ২৭
তচ্ছ্রোণিং কঠিনাং দৃষ্ট্বা বায়ুনাংশুকসংহৃতাম্।
অতীবোচ্চৈঃ স্তনযুগং কঠিনং বর্ত্তুলাকৃতি ॥ ২৮
সস্মিতং চারু বক্ত্রঞ্চ শরচ্চন্দ্রবিনিন্দকম্।
পক্কবিম্বফলারক্তমোষ্ঠাধরমনোহরম্ ॥ ২৯
সিন্দূরবিন্দুসংযুক্তং কস্তূরীবিন্দুভিঃ সহ।
কপালমুজ্জ্বলং শশ্বৎ কপোলং মণিকুণ্ডলম্ ॥ ৩০
তমুবাচ প্রিয়াং শান্তাং কামশাস্ত্রবিশারদঃ।
কামাগ্নিবর্দ্ধনোদ্যোগি বচনং শ্রুতিসুন্দরম্ ॥ ৩১

বিশ্বকর্ম্মোবাচ।

অয়ি ক্ব যাসি ললিতে মম প্রাণাধিকে প্রিয়ে।
মম প্রাণাংশ্চাপহৃত্য স্থিরা ভব ক্ষণং শুভে ॥ ৩২
তবৈবান্বেষণং কৃত্বা ভ্রমামি জগতীতলম্।
স্বপ্রাণাংস্ত্যক্তুমিষ্টোঽহং ত্বাং ন দৃষ্ট্বা হুতাশনে ॥৩৩
ত্বং যাসীতি কামলোকং শ্রুত্বা রম্ভামুখেঽধুনা।
আগচ্ছন্নহমেবাদ্য চাস্মিন্ বর্ত্মন্যবস্থিতঃ ॥ ৩৪
অহো সরস্বতীতীরে পুষ্পোদ্যানে মনোহরে।
সুগন্ধিমন্দশীতেন বায়ুনা সুরভীকৃতে ॥ ৩৫
রম কান্তে ময়া সার্দ্ধং যূনা কান্তেন শোভনে।
বিদগ্ধায়া বিদগ্ধেন সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ ॥ ৩৬
স্থিরযৌবনসংযুক্তা ত্বমেব চিরজীবিনী।
কামুকী কোমলাঙ্গী চ সুন্দরীষু চ সুন্দরী ॥ ৩৭
মৃত্যুঞ্জয়বরেণৈব মৃত্যুকন্যা জিতা ময়া।
কুবেরভবনং কৃত্বা ধনং লব্ধং কুবেরতঃ ॥ ৩৮
রত্নমালা চ বরুণাদ্বায়োঃ স্ত্রীরত্নভূষণম্।
বহ্নিশুদ্ধং বস্ত্রযুগং বহ্নেঃ প্রাপ্তঞ্চ বেতনাৎ ॥৩৯
কামশাস্ত্রং কামদেবাদ্যোষিদ্রঞ্জনকারণম্।
শৃঙ্গারশিল্পং যৎ কিঞ্চিল্লব্ধং চন্দ্রাচ্চ দুর্ল্লভম্ ॥৪০
রত্নমালাং বস্ত্রযুগ্মং সর্ব্বাণি ভূষণানি চ।
তুভ্যং দাতুং হৃদি কৃতং প্রাপ্তং তৎক্ষণ এব চ।
গৃহে তাঞ্চৈব সংস্থাপ্য চাগতোঽন্বেষণে তব।
বিরামে সুখসম্ভোগে তুভ্যং দাস্যামি সাম্প্রতম্ ॥
কামুকস্য বচঃ শ্রুত্বা ঘৃতাচী সস্মিতা মুনে।
দদৌ প্রত্যুত্তরং শীঘ্রং নীতিযুক্তং মনোহরম্ ॥৪৩

ঘৃতাচ্যুবাচ।

ত্বয়া যদুক্তং ভদ্রং তৎ স্বীকারোঽধুনাপি চ।
কিন্তু সাময়িকং বাক্যং ব্রবিষ্যামি স্মরাতুর ॥ ৪৪
কামদেবালয়ং যামি কৃত্বা বেশঞ্চ তৎকৃতে।
যদ্দিনে যৎ কৃতে যামো বয়ং তেষাঞ্চ যোষিতঃ ॥৪৫
অদ্যাহং কামপত্নী চ গুরুপত্নী তবাধুনা।
ত্বয়োক্তমধুনেদঞ্চ পঠিতং কামদেবতঃ ॥ ৪৬
বিদ্যাদাতা মন্ত্রদাতা গুরুর্লক্ষগুণৈঃ পিতুঃ।
মাতুঃ সহস্রগুণতো নাস্ত্যন্যস্তৎসমো গুরুঃ ॥৪৭
গুরোঃ শতগুণৈঃ পূজ্যা গুরুপত্নী শ্রুতৌ শ্রুতা।
পিতুঃ শতগুণৈঃ পূজ্যা যথা মাতা বিচক্ষণ ॥ ৪৮
মাত্রা সহিতশৃঙ্গারে যাবান্ দোষঃ শ্রুতৌ শ্রুতঃ।
ততো লক্ষগুণো দোষো গুরুপত্নীসমাগমে ॥ ৪৯
মাতরিত্যেবশব্দেন যাঞ্চ সম্ভাষতে নরঃ।
সা মাতৃতুল্যা সত্যেন ধর্ম্মঃ সাক্ষী সতামপি ॥৫০
তয়া সহিতশৃঙ্গারে কালসূত্রং প্রযাতি সঃ।
তত্র ঘোরে বসত্যেব যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৫১
মাত্রা সহিতশৃঙ্গারে ততো দোষশ্চতুর্গুণঃ।
সার্দ্ধঞ্চ গুরুপত্ন্যা চ তল্লক্ষগুণ এব চ ॥ ৫২

কুম্ভীপাকে পতন্ত্যেব যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ ।
প্রায়শ্চিত্তং পাপিনশ্চ তস্য নৈব শ্রুতৌ শ্রুতম্ ॥
চক্রাকারং কুলালস্য তীক্ষ্ণধারঞ্চ খড়্গবৎ ।
বসামূত্রপুরীষঞ্চ পরিপূর্ণং সুদুস্তরম্ ॥ ৫৪
শূলবৎ কৃমিসংযুক্তং তপ্তমগ্নিসমদ্রবম্ ।
পাপিনাং তদ্বিহারঞ্চ কুম্ভীপাকং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥৫৫
যাবান্ দোষা হি পুংসাঞ্চ গুরুপত্নীসমাগমে ।
তাবাংশ্চ গুরুপত্ন্যাশ্চ তত্রৈব কামুকী যদি ॥ ৫৬
অদ্য যাস্যামি কামস্য মন্দিরং তস্য কামিনী ।
বেশং কৃত্বাগমিষ্যামি ত্বংকৃতেঽহং দিনান্তরে ॥৫৭
ঘৃতাচীবচনং শ্রুত্বা বিশ্বকর্ম্মা রুরোষ তাম্ ।
শশাপ শূদ্রযোনিঞ্চ ব্রজেতি স্বগতি শলে ॥ ৫৮
ঘৃতাচী তদ্বচঃ শ্রুত্বা তং শশাপ সুদারুণম্ ।
লভ জন্ম ভবে ত্বঞ্চ স্বর্গভ্রষ্টো ভবেতি চ ॥ ৫৯
ঘৃতাচীত্যেবমুক্ত্বা চ জগাম কামমন্দিরম্ ।
কামেন সুরতং কৃত্বা কথয়ামাস তাং কথাম্ ॥৬০
সা ভারতে চ কামোক্তা গোপস্য মদনস্য চ ।
পত্ন্যাং প্রয়াগে নগরে সংলাভ জন্ম শৌনক ॥ ৬১
জাতিস্মরা তৎপ্রসূতা বভূব চ তপস্বিনী ।
বরং ন বব্রে ধর্ম্মিষ্ঠা তপস্যায়াং মনো দধৌ ॥ ৬২
তপশ্চকার তপসা তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ ।
দিব্যঞ্চ শতবর্ষং সা গঙ্গাতীরে মনোরমে ॥ ৬৩
বীর্য্যেণ সুরকারোশ্চ নব পুত্রান্ প্রসূয় সা ।
পুনঃ স্বর্লোকং গত্বা চ সা ঘৃতাচী বভূব হ ॥ ৬৪

শৌনক উবাচ ।

কথং বীর্য্যং সা দধার সুরকারোস্তপস্বিনী ।
পুত্রান্নব প্রসূতা চ কুত্র বা কতি বা দিনাং ॥ ৬৫

সৌতিরুবাচ ।

বিশ্বকর্ম্মা তু তচ্ছাপং সমাকর্ণ্য রুষান্বিতঃ ।
জগাম ব্রহ্মণঃ স্থানং শোকেন হৃতচেতনঃ ॥ ৬৬
নত্বা স্তুত্বা চ ব্রহ্মাণং কথয়ামাস তাং কথাম্ ।
ললাভ জন্ম ব্রাহ্মণ্যাং পৃথিব্যামাজ্ঞয়া বিধেঃ ॥৬৭
স এব ব্রাহ্মণো ভূত্বা ভুবি কারুর্বভূব হ ।
নৃপাণাঞ্চ গৃহস্থানাং নানাশিল্পং চকার হ ॥ ৬৮
শিল্পঞ্চ কারয়ামাস সর্ব্বাংশ্চ সর্ব্বতঃ সদা ।
বিচিত্রং বিবিধং শিল্পমাশ্চর্য্যং সুমনোহরম্ ॥ ৬৯
একদা তু প্রয়াগে চ শিল্পং কৃত্বা নৃপস্য চ ।
স্নাতুং জগাম গঙ্গাঞ্চ দদর্শ তত্র কামিনীম্ ॥ ৭০

ঘৃতাচীং নবরূপাঞ্চ * যুবতিং তাং তপস্বিনীম্ ।
জাতিস্মরাং তাং বুবুধে স চ জাতিস্মরো দ্বিজ ॥৭১
দৃষ্ট্বা সকামঃ সহসা বভূব হৃতচেতনঃ ।
উবাচ মধুরং শান্তঃ শান্তাং তাঞ্চ তপস্বিনীম্ ॥ ৭২

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

অহোঽধুনা ত্বমত্রৈব ঘৃতাচি সুমনোহরে ।
মা মাং স্মরসি রম্ভোরু বিশ্বকর্ম্মাহমেব চ ॥ ৭৩
শাপমোক্ষং করিষ্যামি ভজ মাং তব সুন্দরি ।
ত্বংকৃতেঽতিদহত্যেব মনো মে স চ মন্মথঃ ॥ ৭৪
দ্বিজস্য বচনং শ্রুত্বা ঘৃতাচী নবরূপিণী † ।
উবাচ মধুরং শান্তা নীতিযুক্তং পরং বচঃ ॥ ৭৫

গোপিকোবাচ ।

তদ্দিনে কামকান্তাঽহমধুনা চ তপস্বিনী ।
কথং দাস্যামি শৃঙ্গারং গঙ্গাতীরে চ ভারতে ॥ ৭৯
বিশ্বকর্ম্মন্নিদং পুণ্যং কর্ম্মক্ষেত্রঞ্চ ভারতম্ ।
অত্র যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম ভোগোঽন্যত্র শুভাশুভম্ ॥
ধর্ম্মী মোক্ষকৃতে জন্ম সংলভ্য তপসঃ ফলাৎ ।
নিবদ্ধঃ কুরুতে কর্ম্ম মোহিতো বিষ্ণুমায়য়া ॥ ৭৮
ময়ি নারায়ণীশানা পরিতুষ্টা চ যং ভবেৎ ।
তস্মৈ দদাতি শ্রীকৃষ্ণভক্তিং তন্মন্ত্রমীপ্সিতম্ ॥ ৭
যো মূঢ়ো বিষয়াসক্তো লব্ধজন্মা চ ভারতে ।
বিহায় কৃষ্ণং সর্ব্বেশং স মুগ্ধো বিষ্ণুমায়য়া ॥ ৮০
সর্ব্বং স্মরামি দেবাহমহো জাতিস্মরা পুরা ।
ঘৃতাচী সুরবেশ্যাহমধুনা গোপকন্যকা ॥ ৮১
তপঃ করোমি মোক্ষার্থং গঙ্গাতীরে সুপুণ্যদে ‡ ।
নাত্র স্থলঞ্চ ক্রীড়ায়াঃ স্থিরস্ত্বং ভব কামুক ॥ ৮২
অন্যত্র কৃতপাপঞ্চ গঙ্গায়াঞ্চ বিনশ্যতি ।
গঙ্গাতীরে কৃতং পাপং সদ্যো লক্ষগুণং ভবেৎ ॥
তত্তু নারায়ণক্ষেত্রে তপসা চ বিনশ্যতি ।
যদ্যেবং কামতঃ কৃত্বা নিবৃত্তশ্চ ভবেৎ পুনঃ ॥ ৮৪
ঘৃতাচীবচনং শ্রুত্বা বিশ্বকর্ম্মা নরাকৃতিঃ ।
জগাম তাং গৃহীত্বা চ মলয়ং চন্দনালয়ম্ ॥ ৮৫
রম্যায়াং মলয়দ্রোণ্যাং পুষ্পতল্পে মনোরমে ।
পুষ্পচন্দনবাতেন সন্ততং সুরভীকৃতে ॥ ৮৬

---

* নররূপাঞ্চ ইতি বা পাঠঃ ।
† নররূপিণী ইত্যপি পাঠঃ ।
‡ সুখপ্রদে ইতি পাঠান্তরম্ ।

চকার সুখসম্ভোগং তয়া সহ সুনির্জ্জনে ।
পূর্ণং দ্বাদশবর্ষঞ্চ বুবুধে ন দিবানিশম্ ॥ ৮৭
বভূব গর্ভঃ কামিন্যাঃ পরিপূর্ণঃ সুদুর্ব্বহঃ ।
সা সুষাব চ তত্রৈব পুত্রান্নব * মনোহরান্ ॥ ৮৮
কৃতশিক্ষিতশিল্পাংশ্চ জ্ঞানযুক্তাংশ্চ শৌনক ।
পূর্ব্বপ্রাক্তনতো যোগ্যান্ বলযুক্তান্ বিচক্ষণান্ ॥৮৯
মালাকার-কর্ম্মকংসশঙ্খকার-কুবিন্দকান্ ।
কুম্ভকার-সূত্রধার-স্বর্ণচিত্রকরাংস্তথা ॥ ৯০
তৌ চ তেভ্যো বরং দত্ত্বা তান্ সংস্থাপ্য মহীতলে
মানবীং তনুমুৎসৃজ্য জগ্মতুর্নিজমন্দিরম্ ॥ ৯১
স্বর্ণকারঃ স্বর্ণচৌর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণানাং দ্বিজোত্তম ।
বভূব পতিতঃ সদ্যো ব্রহ্মশাপেন কর্ম্মণা ॥ ৯২
সূত্রধারো দ্বিজানান্তু শাপেন পতিতো ভুবি ।
শীঘ্রঞ্চ যজ্ঞকাষ্ঠানি ন দদৌ তেন হেতুনা ॥ ৯৩
ব্যতিক্রমেণ চিত্রাণাং সদ্যশ্চিত্রকরস্তথা ।
পতিতো ব্রহ্মশাপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ কোপতঃ ॥ ৯৪
কশ্চিদ্বণিগ্বিশেষশ্চ সংসর্গাৎ স্বর্ণকারিণঃ ।
স্বর্ণচৌর্য্যাদিদোষেণ পতিতো ব্রহ্মশাপতঃ ॥ ৯৫
কুলটায়াঞ্চ শূদ্রায়াং চিত্রকারস্য বীর্য্যতঃ ।
বভূবাট্টালিকাকারঃ পতিতো জারদোষতঃ ॥ ৯৬
অট্টালিকাকারবীজাৎ কুম্ভকারস্য যোষিতি ।
বভূব কোটকঃ সদ্যঃ পতিতো গৃহকারকঃ ॥ ৯৭
কুম্ভকারস্য বীজেন সদ্যঃ কোটকযোষিতি ।
বভূব তৈলকারশ্চ কুটিলঃ পতিতো ভুবি ॥ ৯৮
সদ্যঃ ক্ষত্রিয়বীজেন রাজপুত্রস্য যোষিতি ।
বভূব তীবরশ্চৈব পতিতো জারদোষতঃ ॥ ৯৯
তীবরস্য তু বীজেন তৈলকারস্য যোষিতি ।
বভূব পতিতো দস্যুর্লেটশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০০
লেটস্তীবরকন্যায়াং জনয়ামাস বরান্ ।
মাল্লবন্বং মাতরঞ্চ ভড়ং কোলং কলন্দরম্ ॥ ১০১
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রবীর্য্যেণ পতিতো জারদোষতঃ ।
সদ্যো বভূব চণ্ডালঃ সর্ব্বস্মাদধমোঽশুচিঃ ॥১০২

তীবরেণ চ চাণ্ডাল্যাং চর্ম্মকারো বভূব হ ।
চর্ম্মকার্য্যাঞ্চ চণ্ডালাম্মাংসচ্ছেদো বভূব হ ॥১০৩
মাংসচ্ছেদ্যাং তীবরেণ কোঞ্চশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ ।
কোঞ্চস্ত্রিয়াস্তু কৈবর্ত্তাৎ কর্ত্তারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥১০
সদ্যশ্চণ্ডালকন্যায়াং লেটবীর্য্যেণ শৌনক ।
বভূবতুস্তৌ দ্বৌ পুত্রৌ দুষ্টৌ হড্ডি-ডমৌ * তথা
ক্রমেণ হড্ডিকন্যায়াং সদ্যশ্চণ্ডালবীর্য্যতঃ ।
বভূবুঃ পঞ্চ পুত্রাশ্চ দুষ্টা বনচরাশ্চ তে ॥ ১০৬
লেটাৎ তীবরকন্যায়াং গঙ্গাতীরে চ শৌনক ।
বভূব সদ্যো যো বালো গঙ্গাপুত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
গঙ্গাপুত্রস্য কন্যায়াং বীর্য্যেণ বেশধারিণঃ ।
বভূব বেশধারী চ পুত্রো যুঙ্গী প্রকীর্ত্তিতঃ † ॥১০৮
বৈশ্যাৎ তীবরকন্যায়াং সদ্যঃ শুণ্ডী বভূব হ ।
শুণ্ডিযোষিতি বৈশ্যাত্তু পৌণ্ড্রকশ্চ বভূব হ ॥১০৯
ক্ষত্রাৎ করণকন্যায়াং রাজপুত্রো বভূব হ ।
রাজপুত্র্যাস্তু করণাদাগরীতি প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১১০
ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।
কলৌ তীবরসংসর্গাদ্ধীবরঃ পতিতো ভুবি ॥ ১১১
তীবর্য্যাং ধীবরাৎ পুত্রো বভূব রজকঃ স্মৃতঃ ।
রজক্যাং তীবরাচ্চৈব কোয়ালীতি ‡ বভূব হ ॥
নাপিতাদ্গোপকন্যায়াং সর্ব্বস্বী তস্য যোষিতি ।
ক্ষত্রাদ্বভূব ব্যাধশ্চ বলবান্ মৃগহিংসকঃ ॥ ১১৩
তীবরাৎ শুণ্ডিকন্যায়াং বভূবুঃ সপ্ত পুত্রকাঃ ।
তে কলৌ হড্ডিসংসর্গাদ্ বভূবুর্দস্যবঃ সদা ॥ ১১৪
ব্রাহ্মণ্যামৃষিবীর্য্যেণ ঋতোঃ প্রথমবাসরে ।
কুৎসিতশ্চোদরে জাতঃ কূদরস্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥১১৫
তদশৌচং বিপ্রতুল্যং পতিতো ঋতুদোষতঃ ।
সদ্যঃ কোটকসংসর্গাদধমো জগতীতলে ॥ ১১৬
ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়ামৃতোঃ প্রথমবাসরে ।
জাতঃ পুত্রো মহাদস্যুর্বলবাংশ্চ ধনুর্দ্ধরঃ ॥ ১১৭
চকার বাগতীতঞ্চ ক্ষত্রিয়েণাপি বারিতঃ ।
তেন জাত্যা স পুত্রশ্চ বাগতীতঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
ক্ষত্রবীর্য্যেণ শূদ্রায়ামৃতুদোষেণ পাপতঃ ।

---

* নবস্থানে "অষ্টৌ" ইতি বহুষু পুস্তকেষু পাঠঃ । এবমুত্তরত্র । তৎপাঠবৎসু চ পুস্তকেষু "মালাকার-কর্ম্মকার-শঙ্খকার-কুবিন্দকান্ । কুম্ভকার-সূত্রকার-স্বর্ণচিত্রকরাংস্তথা ॥" ইত্যেবং নবতিতমঃ শ্লোকঃ পঠ্যতে ।

* হড্ড্যন্তিমাবিতি বা পাঠঃ ।

† সদ্যো বভূব যো বালো কণকঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ । ইতি পাঠান্তরম্ ।

‡ কোদালীতি বা পাঠঃ ।

বলবন্তো দুরন্তাশ্চ বভূবুর্ম্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥ ১১৯
অবিদ্ধকর্ণাঃ ক্রূরাশ্চ নির্ভয়া রণদুর্জ্জয়াঃ ।
শৌচাচারবিহীনাশ্চ দুর্দ্ধর্ষা ধর্ম্মবর্জ্জিতাঃ ॥ ১২০
ম্লেচ্ছাৎ কুবিন্দকন্যায়াং জোলাজাতির্বভূব হ ।
জোলাৎ কুবিন্দকন্যায়াং শরাকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
বর্ণসঙ্করদোষেণ বহ্ব্যশ্চ শ্রুতজাতয়ঃ ।
তাসাং নামানি সংখ্যাশ্চ কো বা বক্তুং ক্ষমো দ্বিজ
বৈদ্যোঽশ্বিনীকুমারেণ জাতশ্চ বিপ্রযোষিতি ।
বৈদ্যবীর্য্যেণ শূদ্রায়াং বভূবুর্বহবো জনাঃ ॥ ২৩
তে চ গ্রাম্যগুণজ্ঞাশ্চ মন্ত্রৌষধিপরায়ণাঃ ।
তেভ্যশ্চ জাতাঃ শূদ্রায়াং যে ব্যালগ্রাহিণো ভুবি ॥

শৌনক উবাচ ।

কথং ব্রাহ্মণপত্ন্যাস্তু সূর্য্যপুত্রোঽশ্বিনীসুতঃ ।
অহো কেন বিপাকেন বীর্য্যাধানং চকার হ ॥১২৫

সৌতিরুবাচ ।

গচ্ছন্তীং তীর্থযাত্রায়াং ব্রাহ্মণীং রবিনন্দনঃ ।
দদর্শ কামুকঃ শান্তঃ পুষ্পোদ্যানে চ নির্জ্জনে ॥২
তয়া নিবারিতো যত্নাদ্বলেন বলবান্ সুরঃ ।
অতীব সুন্দরীং দৃষ্ট্বা বীর্য্যাধানং চকার সঃ ॥১২৭
দ্রুতং তত্যাজ গর্ভং সা পুষ্পোদ্যানে মনোহরে ।
সদ্যো বভূব পুত্রশ্চ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভঃ ॥ ১২৮
সপুত্রা স্বামিনো গেহং জগাম ব্রীড়িতা তদা ।
স্বামিনং কথয়ামাস যন্মার্গে দৈবসঙ্কটম্ ॥ ১২৯
বিপ্রো রোষেণ তত্যাজ তঞ্চ পুত্রং স্বকামিনীম্ ।
সরিদ্বভূব যোগেন সা চ গোদাবরী স্মৃতা ॥ ১৩০
পুত্রং চিকিৎসাশাস্ত্রঞ্চ পাঠয়ামাস যত্নতঃ ।
নানা শিল্পঞ্চ মন্ত্রঞ্চ স্বয়ং স রবিনন্দনঃ ॥ ১৩১
বিপ্রশ্চ জ্যোতির্গণনাদ্বেতনাচ্চ নিরন্তরম্ ।
বেদধর্ম্মপরিত্যক্তো বভূব গণকো ভুবি ॥ ১৩২
লোভী বিপ্রশ্চ শূদ্রাণামগ্রে দানং গৃহীতবান্ ।
গ্রহণে মৃতদানানামগ্রদানী বভূব সঃ ॥ ১৩৩
কশ্চিৎ পুমান্ ব্রহ্মযজ্ঞে যজ্ঞকুণ্ডাৎ সমুত্থিতঃ ।
স সূতো ধর্ম্মবক্তা চ মৎপূর্ব্বপুরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ১৩৪
পুরাণং পাঠয়ামাস তঞ্চ ব্রহ্মা কৃপানিধিঃ ।
পুরাণবক্তা সূতশ্চ যজ্ঞকুণ্ডসমুদ্ভবঃ ॥ ১৩৫
বৈশ্যায়াং সূতবীর্য্যেণ পুমানেকো বভূব হ ।
স ভট্টো বাবদূকশ্চ সর্ব্বেষাং স্তুতিপাঠকঃ ॥ ১৩৬
এতত্তে কথিতং কিঞ্চিৎ পৃথিব্যাং জাতিনির্ণয়ম্ ।
বর্ণসঙ্করদোষেণ বহ্ব্যোঽহন্যাঃ সন্তি জাতয়ঃ ॥১৩৭
সম্বন্ধো যেষু যেষাং যঃ সর্ব্বজাতিষু সর্ব্বতঃ ।
তত্ত্বং ব্রবীমি বেদোক্তং ব্রহ্মণা কথিতং পুরা ॥
পিতা তাতস্তু জনকো জন্মদাতরি বর্ত্ততে ।
অম্বা মাতা চ জননী গর্ভস্থল্যাং প্রসূরিতি ॥১৩৯
পিতামহঃ পিতৃপিতা তৎপিতা প্রপিতামহঃ ।
অত উর্দ্ধং জ্ঞাতয়শ্চ স্বগোত্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
মাতামহঃ পিতা মাতুঃ প্রমাতামহ এব চ ।
মাতামহস্য জনকস্তৎপিতা বৃদ্ধপূর্ব্বকঃ ॥ ১৪১
পিতামহী পিতুর্মাতা তৎশ্বশ্রূঃ প্রপিতামহী ।
তৎশ্বশ্রূশ্চ পরিজ্ঞেয়া সা বৃদ্ধপ্রপিতামহী ॥ ১৪২
মাতামহী মাতৃমাতা মাতৃতুল্যা চ পূজিতা ।
প্রমাতামহীতি জ্ঞেয়া প্রমাতামহকামিনী ॥ ১৪৩
বৃদ্ধমাতামহী জ্ঞেয়া তৎপিতুঃ কামিনী তথা ।
পিতৃভ্রাতা পিতৃব্যশ্চ মাতৃভ্রাতা চ মাতুলঃ ॥ ১৪৪
পিতৃষসা পিতুর্ভগ্নী মাতৃভগ্নী চ মাসুরী ।
সূনুশ্চ তনয়ঃ পুত্রো দায়াদশ্চাত্মজস্তথা ॥ ১৪৫
ধনভাগ্বীর্য্যজশ্চৈব পুংসি জন্যে চ বর্ত্ততে ।
জন্যায়াং দুহিতা কন্যা চাত্মজা পরিকীর্ত্তিতা ॥
পুত্রপত্নী বধূর্জ্ঞেয়া জামাতা দুহিতুঃ পতিঃ ।
পতিঃ প্রিয়শ্চ ভর্ত্তা চ স্বামী কান্তে চ বর্ত্ততে ॥ ৪৭
দেবরঃ স্বামিনো ভ্রাতা ননন্দা স্বামিনঃ স্বসা ।
শ্বশুরঃ স্বামিনস্তাতঃ শ্বশ্রূশ্চ স্বামিনঃ প্রসূঃ ॥ ১৪
ভার্য্যা জায়া প্রিয়া কান্তা স্ত্রী চ পত্ন্যাঞ্চ বর্ত্ততে ।
পত্নীভ্রাতা শ্যালকশ্চ পত্নীভগ্নী চ শ্যালিকা ॥ ১৪৯
পত্নীমাতা তথা শ্বশ্রূস্তৎপিতা শ্বশুরঃ স্মৃতঃ ।
সগর্ভঃ সোদরো ভ্রাতা সগর্ভা ভগিনী স্মৃতা ॥ ১৫০
ভগ্নীপুত্রো ভাগিনেয়ো ভ্রাতৃপুত্রশ্চ ভ্রাতৃজঃ ।
শ্যালস্য ভগিনীকান্তো ভগিনীপতিরেব চ ॥ ১৫১
শ্যালীপতিস্তু ভ্রাতা চ শ্বশুরৈকত্বহেতুনা ।
শ্বশুরস্তু পিতা জ্ঞেয়ো জন্মদাতুঃ সমো মুনে ॥১৫২
অন্নদাতা ভয়ত্রাতা পত্নীতাতস্তথৈব চ ।
বিদ্যাদাতা জন্মদাতা পঞ্চৈতে পিতরো নৃণাম্ ॥ ৫৩
অন্নদাতুশ্চ যা পত্নী ভগিনী গুরুকামিনী ।
মাতা চ তৎসপত্নী চ কন্যা পুত্রপ্রিয়া তথা ॥ ১৫৪
মাতুর্মাতা পিতুর্মাতা শ্বশ্রূঃ পিত্রোঃ স্বসুঃ সুতাঃ ।
পিতৃব্যাণী মাতুলানী মাতরশ্চ চতুর্দশ ॥ ১৫৫
পৌত্রস্তু পুত্রপুত্রে চ প্রপৌত্রস্তৎসুতেঽপি চ ।

তৎপুত্রাদ্যাশ্চ যে বংশাঃ কুলজাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
কন্যাপুত্রশ্চ দৌহিত্রস্তৎপুত্রাদ্যাশ্চ বান্ধবাঃ।
ভাগিনেয়সুতাদ্যাশ্চ পুরুষা বান্ধবাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৫৭
ভ্রাতৃপুত্রস্য পুত্রাদ্যাস্তে পুনর্জ্ঞাতয়ঃ স্মৃতাঃ।
গুরুপুত্রস্তথা ভ্রাতা পোষ্যঃ পরমবান্ধবঃ ॥ ১৫৮
গুরুকন্যা চ ভগিনী পোষ্যা মাতৃসমা মুনে।
পুত্রস্য চ গুরুভ্রাতা পোষ্যঃ সুস্নিগ্ধবান্ধবঃ ॥ ১৫৯
পুত্রস্য শ্বশুরো ভ্রাতা বন্ধুর্বৈবাহিকঃ স্মৃতঃ।
কন্যায়াঃ শ্বশুরে চৈব তৎসম্বন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১৬০
গুরুশ্চ কন্যকায়াশ্চ ভ্রাতা সুস্নিগ্ধবান্ধবঃ।
গুরুঃ শ্বশুরভ্রাতৄণাং গুরুতুল্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৬১
বন্ধুতা যেন সার্দ্ধঞ্চ তন্মিত্রং পরিকীর্ত্তিতম্।
মিত্রং সুখপ্রদং জ্ঞেয়ং দুঃখদো রিপুরুচ্যতে ॥১৬২
বান্ধবো দুঃখদো দৈবাৎ নিঃসম্বন্ধোঽসুখপ্রদঃ।
সম্বন্ধাস্ত্রিবিধাঃ পুংসাং বিপ্রেন্দ্র জগতীতলে ॥ ১৬৩
বিদ্যাজো যোনিজশ্চৈব প্রীতিজশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মিত্রন্তু প্রীতিজং জ্ঞেয়ং স সম্বন্ধঃ সুদুর্লভঃ ॥১৬৪
মিত্রমাতা মিত্রভার্য্যা মাতৃতুল্যা ন সংশয়ঃ।
মিত্রভ্রাতা মিত্রপিতা ভ্রাতৃপিতৃসমো নৃণাম্ ॥ ১৬৫
চতুর্থং নাম সম্বন্ধমিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ।
জারশ্চোপপতির্বন্ধুর্দুষ্টাসম্ভোগকর্ত্তরি ॥ ১৬৬
উপপত্ন্যাং নবজ্ঞা চ প্রেয়সী চিত্তহারিণী।
স্বামিতুল্যশ্চ জারশ্চ নবজ্ঞা গৃহিণীসমা ॥ ১৬৭
সম্বন্ধো দেশভেদে চ সর্ব্বদেশে বিগর্হিতঃ।
অবৈদিকো নিন্দিতশ্চ বিশ্বামিত্রেণ নির্ম্মিতঃ ॥ ১৬৮
দুস্ত্যজস্তু মহদ্ভিস্তু দেশভেদে চ সঞ্চরেৎ।
অকীর্ত্তিজনকঃ পুংসাং যোষিতাঞ্চ বিশেষতঃ ॥১৬৯
তেজীয়সাং ন দোষায় বিদ্যমানো যুগে যুগে ॥১৭০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতি-শৌনক-সংবাদে জাতিসম্বন্ধনির্ণয়ো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

দ্বিজঃ স ভার্য্যাং সন্ত্যজ্য কিঞ্চকারাবশেষতঃ।
আত্মনো বামভাগঞ্চ কিংনামা কস্য বংশজঃ ॥ ১*

সৌতিরুবাচ।

দ্বিজশ্চ সুতপা নাম ভারদ্বাজো মহামুনিঃ।
তপশ্চকার কৃষ্ণস্য লক্ষবর্ষং হিমালয়ে ॥ ২
মহাতপস্বী তেজস্বী প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা।
জ্যোতির্দ্দদর্শ কৃষ্ণস্য গগনে সহসা ক্ষণম্ ॥ ৩
বরং স বব্রে নির্লিপ্তমাত্মানং প্রকৃতেঃ পরম্।
মা চ মোক্ষং যযাচে তং দাস্যং ভক্তিঞ্চ নিশ্চলাম্
বভূবাকাশবাণীতি কুরু দারপরিগ্রহম্।
পশ্চাদ্দাস্যং প্রদাস্যামি ভক্তিং ভোগক্ষয়ে দ্বিজ ॥৫
পিতৄণাং মানসীং কন্যাং দদৌ তস্মৈ বিধিঃ স্বয়ম্
তস্যাং কল্যাণমিত্রশ্চ বভূব মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৬
যস্য স্মরণমাত্রেণ ন ভবেৎ কুলিশাদ্ভয়ম্।
নষ্টদ্রব্যং বন্ধুমিত্রং নূনং তৎস্মরণাল্লভেৎ ॥ ৭
কল্যাণমিত্রজননীং পরিত্যজ্য মহামুনিঃ।
শশাপ সূর্য্যপুত্রঞ্চ যজ্ঞভাগবর্জ্জিতো ভব ॥ ৮
সসোদরশ্চৈবাপূজ্যো ভবেতি চ সুরাধম।
ব্যাধিগ্রস্তো জড়াঙ্গশ্চ ভবেতোঽকীর্ত্তিমানিতি †৯
ইত্যুক্ত্বা সুতপা গেহে প্রতস্থৌ সূনুনা সহ।
অশ্বিভ্যাং সহিতঃ সূর্য্যঃ প্রযযৌ চ তদন্তিকম্ ॥১০
পুত্রাভ্যাং ব্যাধিযুক্তাভ্যাং সূর্য্যস্ত্রিজগতাং পতিঃ
মুনীন্দ্রঞ্চ সুতপসং প্রতুষ্টাব চ শৌনক ॥ ১১

সূর্য্য উবাচ।

ক্ষমস্ব ভগবন্ বিপ্র বিষ্ণুরূপ যুগে যুগে।
মম পুত্রাপরাধঞ্চ ভারদ্বাজ মুনীশ্বর ॥ ১২
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশাদ্যাঃ সুরাঃ সর্ব্বে চ সন্ততম্।
ভুঞ্জতে বিপ্রদত্তঞ্চ ফলপুষ্প জলাদিকম্ ॥ ১৩
ব্রাহ্মণাবাহিতা দেবাঃ শশ্বদ্বিশ্বেষু পূজিতাঃ।
ন চ বিপ্রাৎ পরো দেবো বিপ্ররূপী স্বয়ং হরিঃ ॥

---

* অশ্বিনোর্বা মহাভাগ কিংনামকস্য বংশজাবিতি পাঠঃ ক্বাচিৎকঃ।

† ভবতেঽকীর্ত্তিমানিতি পাঠস্তু প্রামাদিক এব।

ব্রাহ্মণে পরিতুষ্টে চ তুষ্টো নারায়ণঃ স্বয়ম্ ।
নারায়ণে চ সন্তুষ্টে সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ১৫
নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং ন চ কৃষ্ণাৎ পরঃ সুরঃ ।
ন শঙ্করাদ্বৈষ্ণবশ্চ ন সহিষ্ণুর্ধরাপরা ॥ ১৬
ন চ সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো ন সাধ্বী পার্ব্বতীসমা ।
ন দৈবাদ্বলবান্ কশ্চিন্ন চ পুত্রাৎ পরঃ প্রিয়ঃ ॥ ১৭
ন চ ব্যাধিসমঃ শত্রুর্ন চ পূজ্যো গুরোঃ পরঃ ।
নাস্তি মাতৃসমো বন্ধুর্ন চ মিত্রং পিতুঃ পরম্ ॥১৮
একাদশী ব্রতপরা * তপো নানশনাৎ পরম্ ।
পরং সর্ব্বধনং রত্নং বিদ্যা রত্নাৎ পরা যথা ॥ ১৯
সর্ব্বাশ্রমপরো বিপ্রো নাস্তি বিপ্রসমো গুরুঃ ।
বেদ-বেদাঙ্গ সর্ব্বার্থমিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ২০
সূর্য্যস্য বচনং শ্রুত্বা ভারদ্বাজো ননাম তম্ ।
নীরুজৌ চাপি তৎপুত্রৌ চকার তপসঃ ফলাৎ ॥
পশ্চাচ্চ তব পুত্রৌ চ যজ্ঞভাজৌ ভবিষ্যতঃ ।
ইত্যুক্ত্বা তঞ্চ সুতপাঃ প্রণম্য ভাস্করং মুনিঃ ॥ ২২
জগাম গঙ্গাং সন্তুষ্টো হরিসেবনতৎপরঃ ।
পুত্রাভ্যাং সহিতঃ সূর্য্যো জগাম নিজমন্দিরম্ ॥২৩
বভূবতুস্তৌ পূজ্যৌ চ যজ্ঞভাজৌ দ্বিজাজ্ঞয়া ।
এতৎ সূর্য্যকৃতং বিপ্র স্তোত্রং যো মানবঃপঠেৎ †
বিপ্রপাদপ্রসাদেন সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ ।
ব্রাহ্মণেভ্যো নম ইতি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ ॥২৫
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তানি তীর্থানি সাগরে ॥২৬
সাগরে যানি তীর্থানি বিপ্রপাদেষু তানি চ ।
বিপ্রপাদোদকক্লিন্না যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী ॥ ২৭
তাবৎ পুষ্করপাত্রেষু পিবন্তি পিতরো জলম্ ।
বিপ্রপাদোদকং পুণ্যং ভক্তিযুক্তশ্চ যঃ পিবেৎ ॥
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ।
মহারোগী যদি পিবেৎ বিপ্রপাদোদকং দ্বিজ ।
মুচ্যতে সর্ব্বরোগাচ্চ মাসমেকন্তু ভক্তিতঃ ॥ ২৯
অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা সন্ধ্যাপূতো হি যো দ্বিজঃ
স এব বিষ্ণুসদৃশো মা হরৌ বিমুখো যদি ॥ ৩০
ঘ্নন্তং বিপ্রং শপন্তং বা ন হন্যান্ন চ তং শপেৎ ।
গোভ্যঃ শতগুণং পূজ্যো হরিভক্তশ্চ ব্রাহ্মণঃ ॥৩১
পাদোদকঞ্চ নৈবেদ্যং ভুঙ্ক্তে বিপ্রস্য যো দ্বিজ ।
নিত্যং নৈবেদ্যভোজী যো রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥
একাদশ্যাং ন ভুঙ্ক্তে যো নিত্যং কৃষ্ণং সমর্চ্চয়েৎ
তস্য পাদোদকং প্রাপ্য স্থলং তীর্থং ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥
যো ভুঙ্ক্তেভোজনোচ্ছিষ্টং নিত্যংনৈবেদ্যভোজনম্
কৃষ্ণদেবস্য পূতোঽসৌ জীবন্মুক্তো মহীতলে ॥ ৩৪
অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্ ।
বিপ্রাণাং কুলজাতানামিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ৩৫
ব্রহ্ম চ ব্রহ্মপুত্রাশ্চ সর্ব্বে বিষ্ণুপরায়ণাঃ ।
ব্রাহ্মণস্তৎকুলে জাতো বিমুখশ্চ হরৌ কথম্ ॥ ৩৬
পিত্রোর্মাতামহাদীনাং সংসর্গস্য গুরোশ্চ বা ।
দোষেণ বিমুখাঃ কৃষ্ণে বিপ্রা জীবন্মৃতাশ্চ তে ॥ ৩৭
স কিংগুরুঃ স কিংতাতঃ স কিংপুত্রঃ স কিংসখা
স কিংরাজা স কিংবন্ধুর্ন দদ্যাদ্যো হরৌ মতিম্
অবৈষ্ণবাদ্দ্বিজাদ্বিপ্র চণ্ডালো বৈষ্ণবো বরঃ ।
সগণঃ শ্বপচো মুক্তো ব্রাহ্মণো নরকং ব্রজেৎ ॥৩৯
সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যং কৃষ্ণে বা বিমুখো দ্বিজঃ ।
স এব ব্রাহ্মণাভাসো বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৪০
গুরুবক্ত্রাদ্বিষ্ণুমন্ত্রো যস্য কর্ণে প্রবিশ্যতি ।
তং বৈষ্ণবং মহাপূতং জীবন্মুক্তং বদেদ্বিধিঃ ॥ ৪১
পুংসাং মাতামহাদীনাং শতৈঃ সার্দ্ধং হরেঃ পদম্
প্রয়াতি বৈষ্ণবঃ পুংসামাত্মনঃ কুলকোটিভিঃ ॥ ৪২
ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়-বিট্-শূদ্রাশ্চতস্রো জাতয়ো যথা ।
স্বতন্ত্রা জাতিরেকা চ বিশ্বেষু বৈষ্ণবাভিধা ॥ ৪৩
ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ শশ্বদ্গোবিন্দপদপঙ্কজম্ ।
ধ্যায়তে তাংশ্চ গোবিন্দঃ শশ্বত্তেষাঞ্চ সন্নিধৌ ॥৪৪
সুদর্শনং সন্নিযোজ্য ভক্তানাং রক্ষণায় চ ।
তথাপি ন হি নিশ্চিন্তোঽবতিষ্ঠেদ্ভক্তসন্নিধৌ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতি
শৌনক-সংবাদে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণপ্রশংসা
নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

---

* নৈকাদশী ব্রতপরা ইতি পাঠস্তু প্রামাদিক এব ।

† এতৎ সূর্য্যকৃতং স্তোত্রং যো নরো নিয়তঃ পঠেদিতি বা পাঠঃ ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

ঋষিবংশপ্রসঙ্গেন বভূবুর্ব্বিবিধাঃ কথাঃ ।
উপালম্ভেন প্রস্তাবাৎ কৌতুকেন শ্রুতা ময়া ॥ ১
প্রজা বা সসৃজুঃ কে বা ঊর্দ্ধরেতাশ্চ কশ্চন ।
পিত্রা সহ বিরোধেন নারদঃ কিঞ্চকার সঃ ॥ ২
পিতুঃ শাপেন পুত্রস্য কিং বভূব বিরোধতঃ ।
পিতুর্ব্বা পুত্রশাপেন সৌতে তৎকথ্যতাং শুভম্ ॥৩

সৌতিরুবাচ ।

হংসী যতিশ্চারুণী চ বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা ।
অপান্তরতমাশ্চৈব সনকাদ্যাশ্চ শৌনক ॥ ৪
এতৈর্ভিন্না চ বহবো ব্রহ্মপুত্রাশ্চ সন্ততম্ ।
সাংসারিকাঃ প্রজাবন্তো গুর্ব্বাজ্ঞাপরিপালকাঃ ॥৫
অপূজ্যঃ পুত্রশাপেন স্বয়ং ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ ।
তেনৈব ব্রহ্মণো মন্ত্রং নোপাসন্তে বিপশ্চিতঃ ॥ ৬
নারদো গুরুশাপেন গন্ধর্ব্বশ্চ বভূব সঃ ।
কথয়ামি সুবিস্তীর্ণং তদ্বৃত্তান্তং নিশাময় ॥ ৭
গন্ধর্ব্বরাজঃ সর্ব্বেষাং গন্ধর্ব্বাণাং বরো মহান্ ।
পরমৈশ্বর্য্যসংযুক্তঃ পুত্রহীনো হি কর্ম্মণা ॥ ৮
গুর্ব্বাজ্ঞয়া পুষ্করে স পরমেণ সমাধিনা ।
তপশ্চকার শম্ভোশ্চ কৃপালোর্দীনমানসঃ ॥ ৯
শিবস্য কবচং স্তোত্রং মন্ত্রঞ্চ দ্বাদশাক্ষরম্ ।
দদৌ গন্ধর্ব্বরাজায় বশিষ্ঠশ্চ কৃপানিধিঃ ॥ ১০
জজাপ পরমং মন্ত্রং দিব্যং বর্ষশতং মুনে ।
পুষ্করে স নিরাহারঃ পুত্রদুঃখেন তাপিতঃ ॥ ১১
বিরামে শতবর্ষস্য দদর্শ পুরতঃ শিবম্ ।
ভাসয়ন্তং দশ দিশো জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা ॥ ১২
শশ্বত্তেজঃস্বরূপঞ্চ ভগবন্তং সনাতনম্ ।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং ভক্তানুগ্রহকারকম্ ॥ ১৩
তপোরূপং তপোবীজং তপস্যাফলদং ফলম্ ।
শরণাগতভক্তায় দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্ ॥ ১৪
ত্রিশূলপট্টিশধরং বৃষভস্থং দিগম্বরম্ ।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং ত্রিনেত্রং চন্দ্রশেখরম্ ॥ ১৫
তপ্তস্বর্ণপ্রভামুষ্ট-জটাজালধরং বরম্ ।
নীলকণ্ঠঞ্চ সর্ব্বজ্ঞং নাগযজ্ঞোপবীতকম্ ॥ ১৬
সংহর্ত্তারঞ্চ সর্ব্বেষাং কালং মৃত্যুঞ্জয়ং পরম্ ।
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড-কোটিসঙ্কাশমীশ্বরম্ ॥ ১৭
তত্ত্বজ্ঞানপ্রদং শান্তং মুক্তিদং হরিভক্তিদম্ ।
দৃষ্ট্বা ননাম সহসা গন্ধর্ব্বো দণ্ডবদ্ভুবি ॥ ১৮
বশিষ্ঠদত্তস্তোত্রেণ তুষ্টাব পরমেশ্বরম্ ।
বরং বৃণুষ্বেতি শিবস্তমুবাচ কৃপানিধিঃ ।
স যযাচে হরের্ভক্তিং পুত্রং পরমবৈষ্ণবম্ ॥ ১৯
গন্ধর্ব্বস্য বচঃ শ্রুত্বা জহাস চন্দ্রশেখরঃ ।
উবাচ দীনং দীনেশো দীনবন্ধুঃ সনাতনঃ ॥ ২০

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

কৃতার্থস্ত্বং বরাদেকাদন্যচ্চর্ব্বিতচর্ব্বণম্ ।
গন্ধর্ব্বরাজ বৃণুষে কো বা তৃপ্তোঽতিমঙ্গলে ॥ ২১
যস্য ভক্তির্হরৌ বৎস সুদৃঢ়া সর্ব্বমঙ্গলা ।
স সমর্থঃ সর্ব্ববিশ্বং পূতং কর্ত্তুঞ্চ লীলয়া ॥ ২২
আত্মনঃ কুলকোটিঞ্চ শতং মাতামহস্য চ ।
পুরুষাণাং সমুদ্ধৃত্য গোলোকং যাতি নিশ্চিতম্ ॥
ত্রিবিধানি চ পাপানি কোটিজন্মার্জ্জিতানি চ ।
নিহত্য পুণ্যভোগঞ্চ হরিদাস্যং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥২৪
তাবৎ পত্নী সুতস্তাবৎ তাবদৈশ্বর্য্যমীপ্সিতম্ ।
সুখং দুঃখং নৃণাং তাবদ্ যাবৎ কৃষ্ণে ন মানসম্ ॥
কৃষ্ণে মনসি সঞ্জাতে ভক্তিখড়্গো দুরত্যয়ঃ ।
নরাণাং কর্ম্মবৃক্ষাণাং মূলচ্ছেদং করোত্যহো ॥২৬
ভবেদ্যেষাং সুকৃতিনাং পুত্রঃ পরমবৈষ্ণবাঃ ।
কুলকোটিঞ্চ তেষাং তে উদ্ধরন্ত্যবলীলয়া ॥ ২৭
চরিতার্থঃ পুমানেকাদ্বরমিচ্ছুর্ব্বরান্মহো ।
কিং বরেণ দ্বিতীয়েন পুংসাং তৃপ্তির্ন মঙ্গলে ॥২৮
ধনং সঞ্চিতমস্মাকং বৈষ্ণবানাং সুদুর্ল্লভম্ ।
শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিদাস্যঞ্চ ন বয়ং দাতুমুৎসুকাঃ ॥ ২৯
বরমন্যং বরং বৎস যত্তে মনসি বাঞ্ছিতম্ ।
ইন্দ্রত্বমমরত্বং বা ব্রহ্মত্বং লভ দুর্লভম্ ॥ ৩০
সর্ব্বসিদ্ধিং মহাযোগং জ্ঞানং মৃত্যুঞ্জয়াদিকম্ ।
সুখেন সর্ব্বং দাস্যামি হরিদাস্যং ত্যজ ক্ষম ॥ ৩১
শঙ্করস্য বচঃ শ্রুত্বা শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকঃ ।
উবাচ দীনো দীনেশং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্ ॥৩২

গন্ধর্ব্ব উবাচ ।

যচ্চক্ষুঃপতনেনৈব ব্রহ্মণঃ পতনং ভবেৎ ।
তদ্ব্রহ্মত্বং স্বপ্নতুল্যং কৃষ্ণভক্তো ন চেচ্ছতি ॥৩৩
ইন্দ্রত্বমমরত্বং বা সিদ্ধিযোগাদিকং শিব ।
জ্ঞানং মৃত্যুঞ্জয়াদ্যং বা নহি ভক্তস্য বাঞ্ছিতম্ ॥৩৪
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সাযুজ্যং শ্রীহরেরপি ।

ব্রাহ্মণে পরিতুষ্টে চ তুষ্টো নারায়ণঃ স্বয়ম্‌ ।
নারায়ণে চ সন্তুষ্টে সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ১৫
নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং ন চ কৃষ্ণাৎ পরঃ স্মৃতঃ ।
ন শঙ্করাদ্বৈষ্ণবশ্চ ন সহিষ্ণুর্ধরাপরা ॥ ১৬
ন চ সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো ন সাধ্বী পার্ব্বতীসমা ।
ন দৈবাদ্বলবান্‌ কশ্চিন্ন চ পুত্রাৎ পরঃ প্রিয়ঃ ॥ ১৭
ন চ ব্যাধিসমঃ শত্রুর্ন চ পূজ্যো গুরোঃ পরঃ ।
নাস্তি মাতৃসমো বন্ধুর্ন চ মিত্রং পিতুঃ পরম্‌ ॥১৮
একাদশী ব্রতপরা * তপো নানশনাৎ পরম্‌ ।
পরং সর্ব্বধনং রত্নং বিদ্যা রত্নাৎ পরা যথা ॥ ১৯
সর্ব্বাশ্রমপরো বিপ্রো নাস্তি বিপ্রসমো গুরুঃ ।
বেদ-বেদাঙ্গ সর্ব্বার্থমিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ২০
সূর্য্যস্য বচনং শ্রুত্বা ভারদ্বাজো ননাম তম্‌ ।
নীরুজো চাপি তৎপুত্রৌ চক্রতুস্তপসঃ ফলাৎ ॥
পশ্চাচ্চ তব পুত্রৌ চ যজ্ঞভাজৌ ভবিষ্যতঃ ।
ইত্যুক্ত্বা তঞ্চ সুতপাঃ প্রণম্য ভাস্করং মুনিঃ ॥ ২২
জগাম গঙ্গাং সন্তুষ্টো হরিসেবনতৎপরঃ ।
পুত্রাভ্যাং সহিতঃ সূর্য্যো জগাম নিজমন্দিরম্‌ ॥২৩
বভূবতুস্তৌ পূজ্যৌ চ যজ্ঞভাজৌ দ্বিজাজ্ঞয়া ।
এতৎ সূর্য্যকৃতং বিপ্র স্তোত্রং যো মানবঃ পঠেৎ †
বিপ্রপাদপ্রসাদেন সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ ।
ব্রাহ্মণেভ্যো নম ইতি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ ॥২৫
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তানি তীর্থানি সাগরে ॥২৬
সাগরে যানি তীর্থানি বিপ্রপাদেষু তানি চ ।
বিপ্রপাদোদকক্লিন্না যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী ॥ ২৭
তাবৎ পুষ্করপাত্রেষু পিবন্তি পিতরো জলম্‌ ।
বিপ্রপাদোদকং পুণ্যং ভক্তিযুক্তশ্চ যঃ পিবেৎ ॥
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ।
মহারোগী যদি পিবেৎ বিপ্রপাদোদকং দ্বিজ ।
মুচ্যতে সর্ব্বরোগাচ্চ মাসমেকন্তু ভক্তিতঃ ॥ ২৯
অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা সন্ধ্যাপূতো হি যো দ্বিজঃ
স এব বিষ্ণুসদৃশো মা হরৌ বিমুখো যদি ॥ ৩০

ঘ্নন্তং বিপ্রং শপন্তং বা ন হন্যান্ন চ তং শপেৎ ।
গোভ্যঃ শতগুণং পূজ্যো হরিভক্তশ্চ ব্রাহ্মণঃ ॥৩৬
পাদোদকঞ্চ নৈবেদ্যং ভুঙ্‌ক্তে বিপ্রস্য যো দ্বিজ ।
নিত্যং নৈবেদ্যভোজী যো রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥
একাদশ্যাং ন ভুঙ্‌ক্তে যো নিত্যং কৃষ্ণং সমর্চ্চয়েৎ
তস্য পাদোদকং প্রাপ্য স্থলং তীর্থং ভবেদ্‌ ধ্রুবম্‌ ॥
যো ভুঙ্‌ক্তেঽভোজনোচ্ছিষ্টং নিত্যংনৈবেদ্যভোজনম্‌
কৃষ্ণদেবস্য পূতোঽসৌ জীবন্মুক্তো মহীতলে ॥ ৩৪
অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্‌ ।
দ্বিজানাং কুলজাতানামিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ৩৫
ব্রহ্ম চ ব্রহ্মপুত্রাশ্চ সর্ব্বে বিষ্ণুপরায়ণাঃ ।
ব্রাহ্মণস্তৎকুলে জাতো বিমুখশ্চ হরৌ কথম্‌ ॥ ৩৬
পিত্রোর্মাতামহাদীনাং সংসর্গস্য গুরোশ্চ বা ।
দোষেণ বিমুখাঃ কৃষ্ণে বিপ্রা জীবন্মৃতাশ্চ তে ॥ ৩৭
স কিংগুরুঃ স কিংতাতঃ স কিংপুত্রঃ স কিংসখা
স কিংরাজা স কিংবন্ধুর্ন দদ্যাদ্‌যো হরৌ মতিম্‌
অবৈষ্ণবাদ্দ্বিজাদ্বিপ্র চণ্ডালো বৈষ্ণবো বরঃ ।
সগণঃ শ্বপচো মুক্তো ব্রাহ্মণো নরকং ব্রজেৎ ॥৩৯
সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যং কৃষ্ণে বা বিমুখো দ্বিজঃ ।
স এব ব্রাহ্মণাভাসো বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৪০
গুরুবক্ত্রাদ্বিষ্ণুমন্ত্রো যস্য কর্ণে প্রবিশ্যতি ।
তং বৈষ্ণবং মহাপূতং জীবন্মুক্তং বদেদ্বিধিঃ ॥ ৪১
পুংসাং মাতামহাদীনাং শতৈঃ সার্দ্ধং হরেঃ পদম্‌
প্রয়াতি বৈষ্ণবঃ পুংসামাত্মনঃ কুলকোটিভিঃ ॥ ৪২
ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়-বিট্‌-শূদ্রাশ্চতস্রো জাতয়ো যথা ।
স্বতন্ত্রা জাতিরেকা চ বিশ্বেষু বৈষ্ণবাভিধা ॥ ৪৩
ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ শশ্বদ্‌গোবিন্দপদপঙ্কজম্‌ ।
ধ্যায়তে তাংশ্চ গোবিন্দঃ শশ্বত্তেষাঞ্চ সন্নিধৌ ॥৪৪
সুদর্শনং সন্নিযোজ্য ভক্তানাং রক্ষণায় চ ।
তথাপি ন হি নিশ্চিন্তোঽবতিষ্ঠেদ্ভক্তসন্নিধৌ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতি শৌনক-সংবাদে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণপ্রশংসা নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

---

* নৈকাদশী ব্রতপরা ইতি পাঠস্তু প্রামাদিক এব ।

† এতৎ সূর্য্যকৃতং স্তোত্রং যো নরো নিয়তঃ পঠেদিতি বা পাঠঃ ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

ঋষিবংশপ্রসঙ্গেন বভূবুর্ব্বিবিধাঃ কথাঃ ।
উপালম্ভেন প্রস্তাবাৎ কৌতুকেন শ্রুতা ময়া ॥ ১
প্রজা বা সসৃজুঃ কে বা ঊর্দ্ধরেতাশ্চ কশ্চন ।
পিত্রা সহ বিরোধেন নারদঃ কিঞ্চকার সঃ ॥ ২
পিতুঃ শাপেন পুত্রস্য কিং বভূব বিরোধতঃ ।
পিতুর্ব্বা পুত্রশাপেন সৌতে তৎকথ্যতাং শুভম্ ॥৩

সৌতিরুবাচ ।

হংসী যতিশ্চারুণী চ বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা ।
অপান্তরতমাশ্চৈব সনকাদ্যাশ্চ শৌনক ॥ ৪
এতৈর্ভিন্না চ বহবো ব্রহ্মপুত্রাশ্চ সন্ততম্ ।
সাংসারিকাঃ প্রজাবন্তো গুর্ব্বাজ্ঞাপরিপালকাঃ ॥৫
অপূজ্যঃ পুত্রশাপেন স্বয়ং ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ ।
তেনৈব ব্রহ্মণো মন্ত্রং নোপাসন্তে বিপশ্চিতঃ ॥ ৬
নারদো গুরুশাপেন গন্ধর্ব্বশ্চ বভূব সঃ ।
কথয়ামি সুবিস্তীর্ণং তদ্বৃত্তান্তং নিশাময় ॥ ৭
গন্ধর্ব্বরাজঃ সর্ব্বেষাং গন্ধর্ব্বাণাং বরো মহান্ ।
পরমৈশ্বর্য্যসংযুক্তঃ পুত্রহীনো হি কর্ম্মণা ॥ ৮
গুর্ব্বাজ্ঞয়া পুষ্করে স পরমেণ সমাধিনা ।
তপশ্চকার শম্ভোশ্চ কৃপালোর্দীনমানসঃ ॥ ৯
শিবস্য কবচং স্তোত্রং মন্ত্রঞ্চ দ্বাদশাক্ষরম্ ।
দদৌ গন্ধর্ব্বরাজায় বশিষ্ঠশ্চ কৃপানিধিঃ ॥ ১০
জজাপ পরমং মন্ত্রং দিব্যং বর্ষশতং মুনে ।
পুষ্করে স নিরাহারঃ পুত্রদুঃখেন তাপিতঃ ॥ ১১
বিরামে শতবর্ষস্য দদর্শ পুরতঃ শিবম্ ।
ভাসয়ন্তং দশ দিশো জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা ॥ ১২
শশ্বত্তেজঃস্বরূপঞ্চ ভগবন্তং সনাতনম্ ।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং ভক্তানুগ্রহকারকম্ ॥ ১৩
তপোরূপং তপোবীজং তপস্যাফলদং ফলম্ ।
শরণাগতভক্তায় দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্ ॥ ১৪
ত্রিশূলপট্টিশধরং বৃষভস্থং দিগম্বরম্ ।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং ত্রিনেত্রং চন্দ্রশেখরম্ ॥ ১৫
তপ্তস্বর্ণপ্রভামুষ্ট-জটাজালধরং বরম্ ।
নীলকণ্ঠঞ্চ সর্ব্বজ্ঞং নাগযজ্ঞোপবীতকম্ ॥ ১৬
সংহর্ত্তারঞ্চ সর্ব্বেষাং কালং মৃত্যুঞ্জয়ং পরম্ ।
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড-কোটিসঙ্কাশমীশ্বরম্ ॥ ১৭
তত্ত্বজ্ঞানপ্রদং শান্তং মুক্তিদং হরিভক্তিদম্ ।
দৃষ্ট্বা ননাম সহসা গন্ধর্ব্বো দণ্ডবদ্ভুবি ॥ ১৮
বশিষ্ঠদত্তস্তোত্রেণ তুষ্টাব পরমেশ্বরম্ ।
বরং বৃণুষ্বেতি শিবস্তমুবাচ কৃপানিধিঃ ।
স যযাচে হরের্ভক্তিং পুত্রং পরমবৈষ্ণবম্ ॥ ১৯
গন্ধর্ব্বস্য বচঃ শ্রুত্বা জহাস চন্দ্রশেখরঃ ।
উবাচ দীনং দীনেশো দীনবন্ধুঃ সনাতনঃ ॥ ২০

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

কৃতার্থস্ত্বং বরাদেকাদন্যচ্চর্ব্বিতচর্ব্বণম্ ।
গন্ধর্ব্বরাজ বৃণুষে কো বা তৃপ্তোঽতিমঙ্গলে ॥ ২১
যস্য ভক্তির্হরৌ বৎস সুদৃঢ়া সর্ব্বমঙ্গলা ।
স সমর্থঃ সর্ব্ববিশ্বং পূতং কর্ত্তুঞ্চ লীলয়া ॥ ২২
আত্মনঃ কুলকোটিঞ্চ শতং মাতামহস্য চ ।
পুরুষাণাং সমুদ্ধৃত্য গোলোকং যাতি নিশ্চিতম্ ॥
ত্রিবিধানি চ পাপানি কোটিজন্মার্জ্জিতানি চ ।
নিহত্য পুণ্যভোগঞ্চ হরিদাস্যং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥২৪
তাবৎ পত্নী সুতস্তাবৎ তাবদৈশ্বর্য্যমীপ্সিতম্ ।
সুখং দুঃখং নৃণাং তাবদ্ যাবৎ কৃষ্ণে ন মানসম্ ॥
কৃষ্ণে মনসি সঞ্জাতে ভক্তিখড়্গো দুরত্যয়ঃ ।
নরাণাং কর্ম্মবৃক্ষাণাং মূলচ্ছেদং করোত্যহো ॥২৬
ভবেদ্যেষাং সুকৃতিনাং পুত্রঃ পরমবৈষ্ণবঃ ।
কুলকোটিশ্চ তেষাং তে উদ্ধরত্যবলীলয়া ॥ ২৭
চরিতার্থঃ পুমানেকাদ্বরমিচ্ছুর্ব্বরাদহো ।
কিং বরেণ দ্বিতীয়েন পুংসাং তৃপ্তির্ন মঙ্গলে ॥২৮
ধনং সঞ্চিতমস্মাকং বৈষ্ণবানাং সুদুর্ল্লভম্ ।
শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিদাস্যঞ্চ ন বয়ং দাতুমুৎসুকাঃ ॥ ২৯
বরয়ান্যং বরং বৎস যত্তে মনসি বাঞ্ছিতম্ ।
ইন্দ্রত্বমমরত্বং বা ব্রহ্মত্বং লভ দুর্লভম্ ॥ ৩০
সর্ব্বসিদ্ধিং মহাযোগং জ্ঞানং মৃত্যুঞ্জয়াদিকম্ ।
সুখেন সর্ব্বং দাস্যামি হরিদাস্যং ত্যজ ক্ষম ॥ ৩১
শঙ্করস্য বচঃ শ্রুত্বা শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকঃ ।
উবাচ দীনো দীনেশং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্ ॥৩২

গন্ধর্ব্ব উবাচ ।

যচ্চক্ষুঃপতনেনৈব ব্রহ্মণঃ পতনং ভবেৎ ।
তদ্ব্রহ্মত্বং স্বপ্নতুল্যং কৃষ্ণভক্তো ন চেচ্ছতি ॥৩৩
ইন্দ্রত্বমমরত্বং বা সিদ্ধিযোগাদিকং শিব ।
জ্ঞানং মৃত্যুঞ্জয়াদ্যং বা নহি ভক্তস্য বাঞ্ছিতম্ ॥৩৪
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সাযুজ্যং শ্রীহরেরপি ।

তত্র নির্ব্বাণমোক্ষঞ্চ নহি বাঞ্ছন্তি বৈষ্ণবাঃ ॥ ৩৫
শশ্বত্তং সুদৃঢ়ো ভক্তির্হরিদাস্যং সুদুর্লভম্।
স্বপ্নে জাগরণে ভক্তা বাঞ্ছন্ত্যেবং বরং বরম্ ॥৩৬
তদ্দাস্যং বৈষ্ণবস্তুতং দেহি কল্পতরো বরম্।
ত্বাং প্রাপ্য লভন্তে তুষ্টং বরমন্যং স বর্ব্বরঃ ॥৩৭
ন দাস্যসীদং চেচ্ছন্তো বরং তুচ্ছতিনঞ্চ মাম্।
কৃত্বা হি স্বশিরশ্ছেদং প্রাস্যামি হুতাশনে ॥ ৩৮
গন্ধর্ব্ববচনং শ্রুত্বা তমুবাচ কৃপানিধিঃ।
ভক্তং দীনঞ্চ ভক্তেশো ভক্তানুগ্রহকারকঃ ॥ ৩৯

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

হরিভক্তিং হরের্দ্দাস্যং পুত্রং পরমবৈষ্ণবম্।
চিরায়ুষঞ্চ গুণিনং শশ্বৎ সুস্থিরযৌবনম্ ॥ ৪০
জ্ঞানিনং সুন্দরবরং গুরুভক্তং জিতেন্দ্রিয়ম্।
গন্ধর্ব্বরাজ প্রবরং বরেমং লভ মা খিদ ॥ ৪১
ইত্যুক্ত্বা শঙ্করস্তস্মাজ্জগাম স্বালয়ং মুনে।
গন্ধর্ব্বরাজঃ সন্তুষ্ট আজগাম স্বমন্দিরম্ ॥ ৪২
প্রফুল্লমানসাঃ সর্ব্বে মানবাঃ সিদ্ধকর্ম্মণঃ।
নারদস্তস্য ভার্য্যায়াং লেভে জন্ম চ ভারতে ॥ ৪৩
সুষাব পুত্রং সা বৃদ্ধা পর্ব্বতে গন্ধমাদনে।
গুরুর্ব্বশিষ্ঠো ভগবান্ নাম চক্রে যথোচিতম্ ॥৪৪
বালকস্য চ তস্যৈব মঙ্গলং মঙ্গলে দিনে।
উপশব্দোহধিকার্থশ্চ পুজ্যে চ বর্হণঃ পুমান্।
পূজ্যানামধিকো বালস্তেনোপবর্হণাভিধঃ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতি-শৌনক-সংবাদে নারদজন্মকথনং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ।

সৌতিরুবাচ।

পুত্রোৎসবে চ রত্নানি ধনানি বিবিধানি চ।
গন্ধর্ব্বরাজঃ প্রদদৌ ব্রাহ্মণেভ্যো মুদান্বিতঃ ॥ ১
উপবর্হণস্য কালেন হরের্ম্মন্ত্রং সুদুর্লভম্।
বশিষ্ঠদ্বারা সম্প্রাপ্য চকার দুষ্করং তপঃ ॥ ২
একদা গণ্ডকীতীরে তঞ্চ সম্প্রাপ্তযৌবনম্।
গন্ধর্ব্বপত্ন্যো দদৃশুর্ম্মূর্চ্ছামাপুশ্চ তৎক্ষণম্ ॥ ৩
ততস্তীব্রং তপঃ কৃত্বা প্রাণান্ সন্ত্যজ্য যোগতঃ।
পঞ্চাশৎ তা বভূবুশ্চ কন্যাশ্চিত্ররথস্য চ ॥ ৪
উপবর্হণগন্ধর্ব্বং তাশ্চ তং বব্রিরে পতিম্।
মুদা মালা দদুস্তস্মৈ কামুক্যঃ পিতুরাজ্ঞয়া ॥ ৫
গৃহীত্বা তাশ্চ গন্ধর্ব্বো যুবা সুস্থিরযৌবনঃ।
দিব্যং ত্রিলক্ষবর্ষঞ্চ রেমে রহসি কামুকঃ ॥ ৬
ততোহপি সুচিরং রাজ্যং কৃত্বা তাভিঃ সহানিশম্
জগাম ব্রহ্মণঃ স্থানং হরিগাথাং জগৌ মুনে ॥ ৭
দৃষ্ট্বা রম্ভোরু-রম্ভোরুং নর্ত্তনে কঠিনং স্তনম্।
বভূব স্খলনং তস্য গন্ধর্ব্বস্য মহাত্মনঃ ॥ ৮
দ্রুতং তত্যাজ সঙ্গীতং মূর্চ্ছাং প্রাপ সভাতলে।
উচ্চৈঃ প্রজহসুর্দেবা ব্রহ্মা কোপাৎ শশাপ তম্ ॥
ব্রজ ত্বং শূদ্রযোনিঞ্চ গান্ধর্ব্বীং তনুমুৎসৃজ।
কালে বৈষ্ণবসংসর্গাৎ মৎপুত্রস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥১০
বিনা বিপত্তের্ম্মহিমা পুংসাং নৈব ভবেৎ সুত।
সুখং দুঃখঞ্চ সর্ব্বেষাং ক্রমেণ প্রভবেদিতি ॥১১
*উপবর্হণগন্ধর্ব্বস্তত্যাজ তাং তনুং তদা ॥ ১২
মূলাধারং স্বাধিষ্ঠানং মণিপূরমনাহতম্।
বিশুদ্ধমাজ্ঞাখ্যঞ্চেতি ভিত্ত্বা ষট্চক্রমেব চ ॥ ১৩
ইড়াং সুষুম্নাং মেধাঞ্চ পিঙ্গলাং প্রাণহারিণীম্।
সর্ব্বজ্ঞানপ্রদাঞ্চৈব মনঃসংযমনীন্তথা ॥ ১৪
বিশুদ্ধাঞ্চ নিরুদ্ধাঞ্চ বায়ুসঞ্চারিণীন্তথা।
তেজঃশুষ্ককরীঞ্চৈব বলপুষ্টিকরীন্তথা ॥ ১৫
বুদ্ধিসঞ্চারিণীঞ্চৈব জ্ঞানজৃম্ভণকারিণীম্।
সর্ব্বপ্রাণহরাঞ্চৈব পুনর্জ্জীবনকারিণীম্ ॥ ১৬
এতাঃ ষোড়শধা নাড়ীর্ভিত্ত্বা চ হংসমেব চ।
মনসা সহিতং ব্রহ্মরন্ধ্রমানীয় যোগতঃ ॥ ১৭
স্থিত্বা মুহূর্ত্তমাত্মানমাত্মন্যেব যুযোজ হ।
জাতিস্মরশ্চ যোগীন্দ্রঃ সম্প্রাপ ব্রহ্ম শৌনক ॥১৮
বীণাং ত্রিতন্ত্রীং দুষ্প্রাপ্যাং বামস্কন্ধে নিধায় চ।
শুদ্ধস্ফটিকমালাঞ্চ বিধৃত্য দক্ষিণে করে ॥ ১৯
সঞ্জল্পন্ পরমং ব্রহ্ম দেবসারং পরাৎ পরম্।
পরং নিস্তারবীজঞ্চ কৃষ্ণ ইত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥ ২০
প্রাচ্যাং কৃত্বা শিরঃস্থানং পশ্চিমে চরণদ্বয়ম্।
নিধায় দর্ভশয়নে শয়ানঃ পুরুষো যথা ॥ ২১
গন্ধর্ব্বরাজস্তং দৃষ্ট্বা ভার্য্যয়া সহ তৎক্ষণম্।

---

* ইতঃ পূর্ব্বম্—ইত্যেবমুক্ত্বা স বিধির্জগাম পুষ্করাদ্ গৃহম্। 'এতদর্দ্ধমধিকং ক্বচিৎ পুস্তকে পঠ্যতে।

যোগেন ব্রহ্ম সম্প্রাপ শ্রীকৃষ্ণং মনসা স্মরন্ ॥ ২২
পত্ন্যশ্চ বান্ধবাঃ সর্ব্বে বিলপ্য রুরুদুর্ভৃশম্।
জগ্মুঃ ক্রমেণ শোকার্ত্তা মোহিতা বিষ্ণুমায়য়া ॥২৩
পঞ্চাশদ্‌যোষিতাং মধ্যে প্রধানা মহিষী চ যা।
সাধ্বী মালাবতী নাম্না পরমা প্রেয়সী বরা ॥ ২৪
উচ্চৈ রুরোদ সা তীব্রং কান্তং কৃত্বা চ বক্ষসি।
ইত্যুবাচ চ শোকার্ত্তা কান্তং সম্বোধ্য যত্নতঃ ॥২৫

মালাবত্যুবাচ।

হে নাথ রমণশ্রেষ্ঠ বিদগ্ধ রসিকেশ্বর।
দর্শনং দেহি মাং বন্ধো নিমগ্নাং শোকসাগরে ॥২৬
বিশ্রস্তকেষু দকেষু রম্যে চন্দনকাননে।
পুষ্পভদ্রানদীতীরে পুষ্পোদ্যানে মনোহরে ॥ ২৭
চন্দনাচলসান্নিধ্যে চারুচন্দনকাননে।
পুষ্পচন্দনতল্পে চ চন্দনানিলবাসিতে ॥ ২৮
গন্ধমাদনশৈলৈকদেশে রম্যে নদীতটে।
পুংস্কোকিলনিনাদে চ মালতীজলশালিনি ॥ ২৯
শ্রীশৈলে শ্রীবনে দিব্যে শ্রীনিবাসনিষেবিতে।
শ্রীযুক্তে শ্রীপদাম্ভোজে পূতেঽচ্যুতকৃতে শুভে ॥
পুরা যা যা কৃতা ক্রীড়া বসন্তে রহসি ত্বয়া।
ময়া চ দুর্হৃদা সার্দ্ধং তয়া চ দূয়তে মনঃ ॥ ৩১
সুধাতুল্যেন বচসা সিক্তাহঞ্চ পুরা ত্বয়া।
দূয়তে সততং তেন পরমাত্মাতিদারুণম্ ॥ ৩২
সাধুনা সহ সংসর্গো বৈকুণ্ঠাদপি দুর্লভঃ।
অহো ততোঽতিবিচ্ছেদো মরণাদপি দুষ্করঃ ॥ ৩৩
তস্মাত্তেষাঞ্চ বিচ্ছেদঃ সাধুশোককরঃ পরঃ।
ততোঽপি বন্ধুবিচ্ছেদঃ শোকঃ পরমদারুণঃ ॥ ৩৪
ততোঽপত্যবিয়োগো হি মরণাদতিরিচ্যতে।
সর্ব্বস্মাৎ পতিভেদো হি তৎপরং নাস্তি সঙ্কটম্ ॥
শয়নে ভোজনে স্নানে স্বপ্নে জাগরণেঽপি চ।
স্বামিবিচ্ছেদদুঃখং হি নূত্ননূত্নং দিনে দিনে ॥ ৩৬
সর্ব্বশোকং বিস্মরেৎ স্ত্রী স্বামিসংযোগমাত্রতঃ।
বন্ধুমন্যং ন পশ্যামি যং দৃষ্ট্বা বিস্মরেৎ পতিম্ ॥৩৭
নাতো বিশিষ্টং পশ্যামি বান্ধবং স্বামিনা বিনা।
সাধ্বীনাং কুলজাতানামিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ৩৮
হে দিগীশাশ্চ দিক্‌পালা হে ধর্ম্ম হে প্রজাপতে।
গিরীশ কমলাকান্ত পতিদানঞ্চ দেহি মে ॥ ৩৯
ইত্যুক্ত্বা বিরহার্ত্তা সা কন্যা চিত্ররথস্য চ।
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ তত্রৈব দুর্গমে গহনে বনে ॥ ৪০
বিচেতনা তত্র তস্থৌ কান্তং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
পরিপূর্ণং দিবানক্তং সর্ব্বৈর্দ্দেবৈশ্চ রক্ষিতা ॥ ৪১
প্রভাতে চেতনাং প্রাপ্য বিললাপ ভৃশং মুহুঃ।
ইত্যুবাচ পুনস্তত্র হরিং সম্বোধ্য সা সতী ॥ ৪২

মালাবত্যুবাচ।

হে কৃষ্ণ জগতাং নাথ নাথ নাহং জগদ্বহিঃ।
ত্বমেব জগতাং পাতা মাং ন পাহি কথং প্রভো ॥
অয়ং ভর্ত্তাস্য ভার্য্যাহং মমেতি তব মায়য়া।
ত্বমেব বাস্তবো ভর্ত্তা সর্ব্বেষাং সর্ব্বকারণম্ ॥ ৪৪
গন্ধর্ব্বঃ কর্ম্মণা কান্তঃ কান্তাহমস্য কর্ম্মণা।
ক্ব গতঃ কর্ম্মভোগান্তে কুত্র সংস্থাপ্য মাং প্রিয়াম্
কো বা কস্যাঃ পতিঃ পুত্রঃ কা বা
কস্য প্রিয়া প্রভো।
সংযুনক্তি বিধাতা চ বিযুনক্তি চ কর্ম্মণা ॥ ৪৬
সংযোগে পরমানন্দো বিয়োগে প্রাণসঙ্কটঃ।
শশ্বজ্জগতি মূর্খস্য নাত্মারামস্য নিশ্চিতম্ ॥ ৪৭
নশ্বরো বিষয়ঃ সত্যং ভোগশ্চ বান্ধবো ভুবি।
স্বয়ং ত্যক্তঃ সুখায়ৈব দুঃখায় ত্যাজিতঃ পরৈঃ ॥
তস্মাৎ সন্তঃ স্বয়ং ত্যক্ত্বা পরমৈশ্বর্য্যমীপ্সিতম্।
ধ্যায়ন্তে সন্ততং কৃষ্ণ-পাদপদ্মং নিরাপদম্ ॥ ৪৯
সর্ব্বত্র জ্ঞানিনঃ সন্তঃ কা স্ত্রী জ্ঞানবতী ভুবি।
ততো মহ্যং বিমূঢ়ায়ৈ দাতুমর্হসি বাঞ্ছিতম্ ॥ ৫০
ন মে বাঞ্ছামরত্বে চ শক্রত্বে মোক্ষবর্ত্মনি।
ইমং কান্তং বরং দেহি চতুর্ব্বর্গকরং পরম্ ॥ ৫১
যাবতী কামিনীজাতির্জ্জগত্যাং জগদীশ্বর।
কস্যৈচিন্নহি দত্তশ্চ তেন ধাত্রেদৃশঃ পতিঃ ॥ ৫২
তস্মৈ দত্তা গুণাঃ সর্ব্বে রূপাণি বিবিধানি চ।
সুশীলানি চ সর্ব্বাণি চামরত্বং বিনা হরে ॥ ৫৩
রূপেণ চ গুণেনৈব তেজসা বিক্রমেণ চ।
জ্ঞানেন শান্ত্যা সন্তুষ্ট্যা হরিতুল্যঃ প্রভুর্ম্মম ॥ ৫৪
হরিভক্তো হরিসমো গাম্ভীর্য্যে সাগরো যথা।
দীপ্তিমান্ সূর্য্যতুল্যশ্চ শুদ্ধো বহ্নিসমস্তথা ॥ ৫৫
চন্দ্রতুল্যসুদৃশ্যশ্চ কন্দর্পসমসুন্দরঃ।
বুদ্ধ্যা বৃহস্পতিসমঃ কাব্যে কবিসমস্তথা ॥ ৫৬
বাণীব সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞঃ প্রতিভায়াং ভৃগোরিব।
কুবেরতুল্যো ধনবান্ মহান্ দাতা মনোরিব ॥ ৫৭
ধর্ম্মে ধর্ম্মসমো ধর্ম্মী সত্যে সত্যব্রতাধিকঃ।
কুমারতুল্যস্তপসা স্বাচারো ব্রহ্মণা সমঃ ॥ ৫৮

ঐশ্বর্য্যে শক্রতুল্যশ্চ সহিষ্ণুঃ পৃথিবীসমঃ ।
এবম্ভূতো মৃতঃ কান্তঃ প্রাণা যান্তি ন মে কথম্ ॥
অরে সুরা যজ্ঞভাজো ঘৃতং ভোক্তুং ক্ষমা ভুবি ।
ক্ষণেনাযজ্ঞভাজশ্চ করিষ্যামি চ লীলয়া ॥ ৬০
নারায়ণ জগৎকান্ত নাহমেব জগদ্বহিঃ ।
শীঘ্রং জীবয় মৎকান্তমন্যথা ত্বাং শপাম্যহম্ ॥৬১
প্রজাপতে পুত্রশাপাৎ ত্বমপূজ্যো মহীতলে ।
তবৈবানধিকারিত্বং করিষ্যাম্যধুনা ভবে ॥ ৬২
হে শম্ভো জ্ঞানলোপস্তে করিষ্যামি শপেন চ ।
ধর্ম্মলোপঞ্চ ধর্ম্মস্য করিষ্যাম্যবলীলয়া ॥ ৬৩
যমাধিকারং দূরঞ্চ করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ।
সত্যং কালং শপিষ্যামি মৃত্যুকন্যাং সুনিষ্ঠুরাম্ ॥
শপামি সর্ব্বানত্রৈব জরাং ব্যাধিং বিনাধুনা ।
ব্যাধিনা জরয়া মৃত্যুর্নহ্যভূচ্চ পতের্মম ॥ ৬৫
ইত্যুক্ত্বা কৌশিকীতীরং জগাম শপ্তুমেব তান্ ।
মালাবতী মহাসাধ্বী শবং কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥ ৬৬
তাং শপ্তুমুদ্যতাং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা দেবপুরোগমঃ ।
জগাম শরণং বিষ্ণুং তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ ॥ ৬৭
তত্র স্নাত্বা চ তুষ্টাব পরমাত্মানমীশ্বরম্ ।
বিষ্ণুং ব্রহ্মা জগৎকান্তমভীতং তঞ্চ ভীতবৎ ॥৬৮

ব্রহ্মোবাচ ।

উপবর্হণপত্নী সা কন্যা চিত্ররথস্য চ ।
কান্তহেতোশ্চ মাং দেবান্ শপেৎ ত্বং রক্ষ মাধব
স্মরন্তি সাধবঃ সন্তো জপন্তি যোগিনো মুদা ।
স্বপ্নে জাগরণে চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্ ॥ ৭০
শরণাগতদীনার্ত্ত-পরিত্রাণপরায়ণ ।
রক্ষ রক্ষ হৃষীকেশ ব্রজামঃ শরণং বয়ম্ ॥ ৭১
পূজা মে পুত্রশাপেন বিহতা সাম্প্রতং প্রভো ।
অধিকারহতং মাঞ্চ করোতি মালতী সতী ॥ ৭২
সর্ব্বাধিকারো ব্রহ্মাণ্ডে ত্বয়া দত্তঃ পুরা প্রভো ।
সম্পদেতাদৃশী নাথ যাস্যত্যেবাধুনা মম ॥ ৭৩

মহাদেব উবাচ ।

ত্বয়া দত্তং মহাজ্ঞানং গুপ্তং সর্ব্বেষু দুর্লভম্ ।
শতমন্বন্তরতপঃফলেন পুষ্করে পুরা ॥ ৭৪
ঐশ্বর্য্যং বা ধনং বাপি বিদ্যা বা বিক্রমোঽথবা ।
জ্ঞানস্য পরমার্থস্য কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ॥ ৭৫
সর্ব্বাজ্ঞাতং সর্ব্বগুপ্তমতীব দুর্লভং পরম্ ।
মম তত্ত্বজ্ঞানরত্নং শাপেন যাতি যোষিতঃ ॥ ৭৬
অহো পতিব্রতাতেজঃ সর্ব্বেষাং তেজসাং পরম্ ।
তেজোবলেন দগ্ধং মাং রক্ষ রক্ষ হরে হরে ॥ ৭৭

ধর্ম্ম উবাচ ।

সর্ব্বরত্নাৎ পরং রত্নং ধর্ম্ম এব সনাতনঃ ।
যাস্যত্যেবংবিধো ধর্ম্মস্ত্বয়া দত্তঃ পুরা প্রভো ॥ ৭৮
সপ্তমন্বন্তরতপঃ-ফলেন পরমেশ্বর ।
প্রাপ্তো ধর্ম্মোঽধুনা যাতি শাপেনযোষিতঃ প্রভো ॥

দেবা উচুঃ ।

যজ্ঞভাজো ঘৃতভুজো বয়মেব ত্বয়া কৃতাঃ ।
যোষিচ্ছাপেন তৎ সর্ব্বমধুনা যাতি মাধব ॥ ৮০
ইত্যুক্ত্বা সংযতাঃ সর্ব্বে তস্থুস্তত্র ভয়ার্দ্দিতাঃ ।
এতস্মিন্নন্তরেঽকস্মাদ্বাগ্বভূবাশরীরিণী ॥ ৮১
যূয়ং গচ্ছত তন্মূলং বিপ্ররূপী জনার্দ্দনঃ ।
পশ্চাদ্যাস্যতি শান্ত্যর্থমিতি বো রক্ষণায় চ ॥ ৮২
শ্রুত্বা তদ্বচনং দেবাঃ প্রহৃষ্টমনসোন্মুখাঃ ।
জগ্মুর্মালাবতীস্থানং কৌশিকীতীরমীশ্বরাঃ ॥ ৮৩
তামেব দদৃশুর্দ্দেবা দেবীং মালাবতীং সতীম্ ।
রত্নসারেন্দ্রভূষাভিরুজ্জ্বলাং কমলাকলাম্ ॥ ৮৪
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং সিন্দূরবিন্দুভূষিতাম্ ।
শরচ্চন্দ্রপ্রভাং শান্তাং দ্যোতয়ন্তীং দিশস্ত্বিষা ॥৮৫
পতিসেবামহদ্ধর্ম্ম-চিরসঞ্চিততেজসা ।
প্রজ্বলন্তীং সুপ্রদীপ্তশিখাং বহ্নেরিবোত্তমাম ॥৮৬
যোগাসনং কুর্ব্বতীঞ্চ শববক্ষঃস্থলস্থিতাম্ ।
সুরম্যাং স্বামিনো বীণাং* বিভ্রতীং দক্ষিণে করে ॥
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠকোটিভ্যাং শুদ্ধস্ফটিকমালিকাম্ ।
ভক্ত্যা স্নেহেন কান্তস্য বিভ্রতীং যোগমুদ্রয়া ॥ ৮৮
চারুচম্পকবর্ণাভাং বিম্বোষ্ঠীং রত্নমালিনীম্ ।
যথা ষোড়শবর্ষীয়াং শশ্বৎসুস্থিরযৌবনাম্ ॥ ৮৯
বৃহন্নিতম্বভারার্ত্তাং পীনশ্রোণিপয়োধরাম্ ।
পশ্যন্তীং শবমীশস্য শুভদৃষ্ট্যা পুনঃপুনঃ ॥ ৯০
এবম্ভূতাঞ্চ তাং দৃষ্ট্বা দেবাস্তে বিস্ময়ং যযুঃ ।
স্থগিতাশ্চ ক্ষণং তত্র ধার্ম্মিকা ধর্ম্মভীরবঃ ॥ ৯১
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতি-
শৌনক-সংবাদে মালাবতীবিলাপো নাম
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

---

* বিভ্রতীমিত্যাদিচরণচতুষ্টয়ং ক্বচিৎ পুস্তকে নাস্তি ।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

সৌতিরুবাচ।

তত্র স্থিত্বা ক্ষণং দেবা ব্রহ্মেশানপুরোগমাঃ।
যযুর্ম্মালাবতীমূলং পরং মঙ্গলদায়কাঃ॥ ১
মালাবতী সুরান্‌ দৃষ্ট্বা প্রণনাম পতিব্রতা।
রুরোদ কান্তং সংস্থাপ্য দেবানাং সন্নিধৌ মুনে॥২
এতস্মিন্নন্তরে তত্র কশ্চিদ্‌ ব্রাহ্মণবালকঃ।
আজগাম সুরাণাঞ্চ সভামতিমনোহরঃ॥ ৩
দণ্ডী ছত্রী শুক্লবাসা বিভ্রত্তিলকমুজ্জ্বলম্‌।
দীর্ঘপুস্তকহস্তশ্চ সুপ্রশান্তশ্চ সস্মিতঃ॥ ৪
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গঃ প্রজ্বলন্‌ ব্রহ্মতেজসা।
সুরান্‌ সম্ভাষ্য তত্রৈব বিস্মিতান্‌ বিষ্ণুমায়য়া॥ ৫
তত্রোবাস সভামধ্যে তারামধ্যে যথা শশী।
উবাচ দেবান্‌ সর্ব্বাংশ্চ মাতলীঞ্চ বিচক্ষণঃ॥ ৬

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কথমত্র সুরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মেশানপুরোগমাঃ।
স্বয়ং বিধাতা জগতাং স্রষ্টাত্র কেন কর্ম্মণা॥ ৭
সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডসংহর্ত্তা শম্ভুরত্র স্বয়ং বিভুঃ।
অহো ত্রিজগতাং সাক্ষী ধর্ম্মশ্চ সর্ব্বকর্ম্মণাম্‌॥ ৮
কথং রবিঃ কথং চন্দ্রঃ কথমত্র হুতাশনঃ।
কথং কালো মৃত্যুকন্যা কথং বাত্র যমাদয়ঃ॥ ৯
হে মালাবতি ত্বৎক্রোড়ে শবঃ কস্তেঽতিশুষ্কিতঃ।
জীবিতায়াঃ কথং মূলে যোষিতশ্চ পুমান্‌ শবঃ॥১০
ইত্যুক্ত্বা তাংশ্চ তাং* বিপ্রো বিররাম সভাতলে।
মালাবতী তং প্রণম্য সমুবাচ বিচক্ষণম্‌॥ ১১

মালাবত্যুবাচ।

আনন্দপূর্ব্বকং বন্দে বিপ্ররূপং জনার্দ্দনম্‌।
তুষ্টা দেবা হরিস্তুষ্টো যস্য পুষ্পাজলেন চ॥ ১২
অবধানং কুরু বিভো শোকার্ত্তায়া নিবেদনে।
সমা কৃপা সতাং শশ্বদ্‌ যোগ্যাযোগ্যে কৃপাবতাম্‌॥
উপবর্হণভার্য্যাহং কন্যা চিত্ররথস্য চ।
সর্ব্বে মালাবতীং কৃত্বা বদন্তি বিপ্রপুঙ্গব॥ ১৪
দিব্যং লক্ষযুগং প্রায়ঃ † স্থানে স্থানে মনোহরে।
কৃতা ক্রীড়া চ স্বচ্ছন্দমনেন স্বামিনা সহ॥ ১৫

প্রিয়ে স্নেহো হি সাধ্বীনাং যাবান্‌ বিপ্রেন্দ্র যোষিতাম্‌।
সর্ব্বং শাস্ত্রানুসারেণ জানাসি ত্বং বিচক্ষণ॥ ১৬
অকস্মাদ্‌ ব্রহ্মণঃ শাপাৎ প্রাণাংস্তত্যাজ মৎপতিঃ
দেবানুদ্দিশ্য বিলপে যথা জীবতি মৎপতিঃ॥ ১৭
স্বকার্য্যসাধনে সর্ব্বে ব্যগ্রাশ্চ জগতীতলে।
ভাবাভাবং ন জানন্তি কেবলং স্বার্থতৎপরাঃ॥১৮
সুখং দুঃখং ভয়ং শোকঃ সন্তাপঃ কর্ম্মণাং নৃণাম্‌
ঐশ্বর্য্যং পরমানন্দো জন্মমৃত্যুশ্চ মোক্ষণম্‌॥ ১৯
দেবাশ্চ সর্ব্বজনকা দাতারঃ কর্ম্মণাং ফলম্‌।
কর্ত্তারঃ কর্ম্মবৃক্ষাণাং মূলোচ্ছেদঞ্চ লীলয়া॥ ২০
ন হি দেবাৎ পরো বন্ধুর্ন হি দেবাৎ পরো বলী।
দয়াবান্‌ নহি দেবাচ্চ ন চ দাতা ততঃ পরঃ॥ ২১
সর্ব্বান্‌ দেবানহং যাচে পতিদানং মমেপ্সিতম্‌।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ফলদাংশ্চ সুরদ্রুমান্‌॥ ২২
যদি দাস্যন্তি দেবা মে কান্তদানং যথেপ্সিতম্‌।
ভদ্রং তদান্যথা তেভ্যো দাস্যামি স্ত্রীবধং ধ্রুবম্‌॥২৩
শপিষ্যামি চ সর্ব্বাংশ্চ দারুণং দুর্নিবারকম্‌।
দুর্নিবার্য্যঃ সতীশাপস্তপসা কেন বার্য্যতে॥ ২৪
ইত্যুক্ত্বা মালতী সাধ্বী শোকার্ত্তা সুরসংসদি।
বিররাম দ্বিজশ্রেষ্ঠস্তামুবাচ চ শৌনক॥ ২৫

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কর্ম্মণাং ফলদাতারো দেবাঃ সত্যঞ্চ মালতি।
ন সদ্যঃ সুচিরেণৈব ধান্যং কৃষকবন্নৃণাম্‌॥ ২৬
গৃহী চ কৃষকদ্বারা ক্ষেত্রে বান্যং বপেৎ সতি।
তদঙ্কুরো ভবেৎ কালে কালে বৃক্ষঃ ফলত্যপি॥২৭
কালে সুপক্বং ভবতি কালে প্রাপ্নোতি তদ্‌গৃহী।
এবং সর্ব্বং সমুন্নেয়ং চিরেণ কর্ম্মণঃ ফলম্‌॥ ২৮
অষ্ঠীং বপতি সংসারে গৃহস্থো বিষ্ণুমায়য়া।
কালে তদঙ্কুরো বৃক্ষঃ কালে প্রাপ্নোতি তৎফলম্‌॥
পুণ্যবান্‌ পুণ্যভূমৌ চ করোতি সুচিরং তপঃ।
তেষাঞ্চ ফলদাতারো দেবাঃ সত্যং ন সংশয়ঃ॥৩০
ব্রাহ্মণানাং মুখে ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠে চান্নজলং পয়ঃ *।
যো যজ্জুহোতি ভক্ত্যা চ স তৎ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্‌॥ ৩২
ন বলং ন চ সৌন্দর্য্যং নৈশ্বর্য্যং ন ধনং সুতঃ।

---

* তাং সতীমিতি বা পাঠঃ।
† রম্যে ইতি বহুসম্মতঃ পাঠঃ।

* হনষর এব চ ইতি বা পাঠঃ।

নৈব স্ত্রী ন চ সংকান্তঃ কিং ভবেৎ তপসা বিনা।
সেবতে প্রকৃতিং যো হি ভক্ত্যা জন্মনি জন্মনি।
স লভেৎ সুন্দরীংকান্তাং বিনীতাঞ্চ গুণান্বিতাম্।
শ্রিয়ঞ্চ নিশ্চলাং পুত্রং পৌত্রং ভূমিং বলং প্রজাম্
প্রকৃতেশ্চ বরেণৈব লভেদ্ভক্তোঽবলীলয়া॥ ৩৪
শিবং শিবস্বরূপঞ্চ শিবদং শিবকারণম্।
জ্ঞানানন্দং মহাত্মানং পরং মৃত্যুঞ্জয়ং পরম্॥ ৩৫
তমীশং সেবতে যো হি ভক্ত্যা জন্মনি জন্মনি।
পুমান্ প্রাপ্নোতি সংকান্তাং কামিনী চাপিসৎপতিম্
বিদ্যাং জ্ঞানং সুকবিতাং পুত্রং পৌত্রং পরাং শ্রিয়ম্।
বলং ধাং বিক্রমঞ্চ লভেৎ স তদ্বরেণ চ॥ ৩৭
ব্রহ্মাণং ভজতে যো হি লভেৎ সোঽপি প্রজাং শ্রিয়ম্।
বিদ্যামৈশ্বর্য্যমানন্দং বরেণ ব্রহ্মণো নরঃ॥ ৩৮
যো নরো ভজতে ভক্ত্যা দীননাথং দিনেশ্বরম্।
বিদ্যামারোগ্যমানন্দং ধনং পুত্রং লভেদ্‌ধ্রুবম্॥৩৯
গণেশ্বরং যো ভজতে দেবদেবং সনাতনম্।
সর্ব্বাগ্রপূজ্যং সর্ব্বেশং ভক্ত্যা জন্মনি জন্মনি॥ ৪০
বিঘ্ননাশো ভবেত্তস্য স্বপ্নে জাগরণেঽনিশম্।
পরমানন্দমৈশ্বর্য্যং পুত্রং পৌত্রং ধনং প্রজাঃ॥ ৪১
জ্ঞানং বিদ্যাং সুকবিতাং লভতে তদ্বরেণ চ।
ভজতে যো হি বিষ্ণুঞ্চ লক্ষ্মীকান্তং সুরেশ্বরম্॥৪২
বরার্থী চেল্লভেৎ সর্ব্বং নির্ব্বাণমন্যথা ধ্রুবম্।
শান্তং নিষেব্য পাতারং সত্যং সত্যং লভেন্নরঃ॥৪৩
সর্ব্বং তপঃ সর্ব্বধর্ম্মং যশঃ কীর্ত্তিমনুত্তমাম্।
বিষ্ণুং নিষেব্য সর্ব্বেশং যো মূঢ়ো লভতে বরম্॥
বিড়ম্বিতো বিধাত্রাসৌ মোহিতো বিষ্ণুমায়য়া।
মায়া নারায়ণীশানা সর্ব্বপ্রকৃতিরীশ্বরী॥ ৪৫
সা কৃপাং কুরুতে যঞ্চ বিষ্ণুমন্ত্রং দদাতি তম্।
ধর্ম্মং যো ভজতে ধর্ম্মো সর্ব্বধর্ম্মং লভেদ্ ধ্রুবম্॥
ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্
যো যং দেবং ভজেদ্ভক্ত্যা স চাদৌ লভতে চ তম্
কালে পশ্চাত্তেন সার্দ্ধং পরং বিষ্ণোঃ পদং লভেৎ
শ্রীকৃষ্ণং ভজতে যো হি নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদীনাং সেব্যং বীজং পরাৎপরম্
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম ভগবন্তং সনাতনম্॥ ৪৯
সাকারঞ্চ নিরাকারং জ্যোতিঃ স্বেচ্ছাময়ং বিভুম্।
সর্ব্বাধারঞ্চ সর্ব্বেশং পরমানন্দমীশ্বরম্॥ ৫০
নির্লিপ্তং সাক্ষিরূপঞ্চ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্।
জীবন্মুক্তঃ স সত্যং হি ন বরং লভতে সুধীঃ॥ ৫১
স সর্ব্বং মন্যতে তুচ্ছং সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
ব্রহ্মত্বমমরত্বং বা মোক্ষং যৎ তুচ্ছবৎ সতি॥ ৫২
ঐশ্বর্য্যং লোষ্ট্রতুল্যঞ্চ নশ্বরং চৈব মন্যতে।
ইন্দ্রত্বঞ্চ মনুত্বঞ্চ চিরজীবিত্বমেব বা॥ ৫৩
জলবুদ্বুদবদ্বুদ্ধ্বা চাতিতুচ্ছং ন গণ্যতে।
স্বপ্নে জাগরণে বাপি শশ্বৎ সেবাঞ্চ বাঞ্ছতি॥ ৫৪
দাস্যং বিনা ন যাচেত শ্রীকৃষ্ণস্য পদং পরম্।
তৎপাদাব্জে দৃঢ়াং ভক্তিং লব্ধা পূর্ণো নিরন্তরম্॥
পরিপূর্ণতমং ব্রহ্ম নিষেব্য সুস্থিরঃ সদা।
আত্মনঃ কুলকোটিঞ্চ শতং মাতামহস্য চ॥ ৫৬
শ্বশুরস্য শতং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য চাবলীলয়া।
দাসং দাসীং প্রসূং ভার্য্যাং পুত্রাদপি পরং শতম্
উদ্ধরেৎ কৃষ্ণভক্তশ্চ গোলোকং যাতি নিশ্চিতম্।
তাবদ্ গর্ভে বসেৎ কামী তাবতী যমযাতনা॥ ৫৮
তাবদ্ গৃহী চ ভোগার্থী যাবৎ কৃষ্ণং ন সেবতে।
গুরুবক্ত্রাদ্বিষ্ণুমন্ত্রো যস্য কর্ণে প্রবিশ্যতি॥ ৫৯
যমস্তল্লিখনং দূরং করোতি তৎক্ষণং ভিয়া।
মধুপর্কাদিকং ব্রহ্মা পুরৈব তন্নিযোজয়েৎ॥ ৬০
অহো বিলঙ্ঘ্য মল্লোকং মার্গেণানেন যাস্যতি।
তস্য বৈ নিষ্কৃতির্নাস্তি কল্পকোটিশতৈরপি॥ ৬১
দুরিতানি চ ভীতানি কোটিজন্মকৃতানি চ।
তং বিহায় পলায়ন্তে বৈনতেয়ং যথোরগাঃ॥ ৬২
পুরাতনং কৃতং কর্ম্ম যদ্‌যত্তস্য শুভাশুভম্।
ছিনত্তি কৃষ্ণচক্রেণ তীক্ষ্ণধারেণ সন্ততম্॥ ৬৩
তং বিহায় জরা মৃত্যুর্যাতি চক্রভিয়া সতি।
অন্যথা শতখণ্ডং তাং কুরুতে চ সুদর্শনঃ॥ ৬৪
নিঃশঙ্কো যাতি গোলোকং বিহায় মানবীং তনুম্
গত্বা দিব্যাং তনুং ধৃত্বা শ্রীকৃষ্ণং সেবতে সদা॥৬৫
যাবৎ কৃষ্ণো হি গোলোকে তাবদ্ ভক্তো বসেৎ সদা।
নিমেষং মন্যতে দাসো নশ্বরং ব্রহ্মণো বয়ঃ॥৬৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতি-শৌনক-সংবাদে ব্রাহ্মণ-মালাবতীসংবাদে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কেন রোগেণ হি মৃতোঽধুনা সাধ্বি তব প্রিয়ঃ।
সর্ব্বরোগচিকিৎসাঞ্চ জানামি চ চিকিৎসকঃ॥ ১
মৃততুল্যং মৃতং রোগাৎ সপ্তাহাভ্যন্তরে সতি।
মহাজ্ঞানেন তং জীবং জীবয়াম্যবলীলয়া॥ ২
জরাং মৃত্যুং যমং কালং ব্যাধিমানীয় তৎপুরঃ।
নিবধ্য দাতুং শক্তোঽহং ব্যাধো বদ্ধা পশুং যথা
যতো ন সঞ্চরেদ্ ব্যাধির্দেহেষু দেহধারিণাম্।
ব্যাধীনাং কারণং যদ্যৎ সর্ব্বং জানামি সুন্দরি॥৪
যতো ন সঞ্চরেদ্ ব্যাধিবীজং দুষ্টমমঙ্গলম্।
তদুপায়ং বিজানামি শাস্ত্রতত্ত্বানুসারতঃ॥ ৫
যো বা যোগেন খেদেন দেহত্যাগং করোতি চ।
তস্য তং জীবনোপায়ং জানামি যোগধর্ম্মতঃ॥ ৬
ব্রাহ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা স্ফীতা মালাবতী সতী।
সস্মিতা স্নিগ্ধচিত্তা সা তমুবাচ প্রহর্ষিতা॥ ৭

মালাবত্যুবাচ।

অহো শ্রুতং কিমাশ্চর্য্যং বচনং বালবক্ত্রতঃ।
বয়সাতিশিশুর্দৃষ্টো জ্ঞানং যোগবিদাং পরম্॥ ৮
ত্বয়া কৃতা প্রতিজ্ঞা চ কান্তং জীবয়িতুং ক্ষমঃ।
বিপরীতং ন সদ্বাক্যং তৎক্ষণং জীবিতঃ পতিঃ॥৯
জীবয়িষ্যসি মৎকান্তং পশ্চাদ্বেদবিদাং বরঃ।
যদ্যৎ পৃচ্ছামি সন্দেহান্তত্তবান্ বক্তুমর্হতি॥১০
সভায়াং জীবিতে কান্তে তস্য তীব্রস্য সন্নিধৌ।
ত্বাং হি প্রষ্টুং ন শক্তাহং বিদ্যমানে মদীশ্বরে॥১১
এতে ব্রহ্মাদয়ো দেবা বিদ্যমানাশ্চ সংসদি।
ত্বঞ্চ বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো ন চ কশ্চিন্মদীশ্বরঃ॥ ১২
নারীং রক্ষতি ভর্ত্তা চেৎ ন কোঽপিখণ্ডিতুং ক্ষমঃ
শাস্তিং করোতি যদি স ন কোঽপি রক্ষিতা ভুবি॥
এবং দেবেষু নো শক্তিঃ শক্রে বা ব্রহ্মরুদ্রয়োঃ।
স্ত্রীপুস্তাবশ্চ বোদ্ধব্যঃ স্বামী কর্ত্তা চ যোষিতাম্ ১৪
স্বামী কর্ত্তা চ হর্ত্তা চ শাস্তা পোষ্টা চ রক্ষিতা।
অভীষ্টদেবঃ পূজ্যশ্চ ন গুরুঃ স্বামিনঃ পরঃ॥ ১৫
কন্যা মৎকুলজাতা যা সা কান্তবশবর্ত্তিনী।
যা স্বতন্ত্রা চ সা দুষ্টা স্বভাবাৎ কুলটা ধ্রুবম্॥১৬
দুষ্টা পরপুমাংসঞ্চ সেবতে যা নরাধমা।
সা নিন্দতি পতিং শশ্বদসদ্বংশপ্রসূতিকা॥ ১৭
উপবর্হণভার্য্যাহং কন্যা চিত্ররথস্য চ।
বধূর্গন্ধর্ব্বরাজস্য কান্তভক্তা সদা দ্বিজ॥ ১৮
সর্ব্বং কালয়িতুং শক্তস্ত্বঞ্চ বেদবিদাং বর।
কালং যমং মৃত্যুকন্যাং মদভ্যাসং সমানয়॥ ১৯
মালাবতীবচঃ শ্রুত্বা বিপ্রো বেদবিদাং বরঃ।
সভামধ্যে সমাহূয় তান্ প্রত্যক্ষং চকার হ॥ ২০
দদর্শ মৃত্যুকন্যাঞ্চ প্রথমং মালতী সতী *।
কৃষ্ণবর্ণাং ঘোররূপাং রক্তাম্বরধরাং বরাম্॥ ২১
সস্মিতাং ষড়্ভুজাং শান্তাং দয়াযুক্তাং মহাসতীম্
কালস্য স্বামিনো বামে চতুঃষষ্টিসুতান্বিতাম্॥২২
কালং নারায়ণাংশঞ্চ দদর্শ সুব্রতা সতী।
মহোগ্ররূপং বিকটং গ্রীষ্মসূর্য্যসমপ্রভম্॥ ২৩
ষড়্বক্ত্রং ষোড়শভুজং চতুর্ব্বিংশতিলোচনম্।
ষট্পাদং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ রক্তাম্বরধরং পরম্॥ ২৪
দেবস্য দেবং বিকৃতং সর্ব্বসংহাররূপিণম্।
কালাধিদেবং সর্ব্বেশং ভগবন্তং সনাতনম্॥ ২৫
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যমক্ষমালাকরং বরম্।
জপন্তং পরমং ব্রহ্ম কৃষ্ণমাত্মানমীশ্বরম্॥ ২৬
সতী দদর্শ পুরতো ব্যাধিসঙ্ঘান্ সুদুর্জ্জয়ান্।
বয়সাতিমহাবৃদ্ধান্ স্তনন্ধান্ মাতৃসন্নিধৌ॥ ২৭
স্থূলপাদং কৃষ্ণবর্ণং ধর্ম্মিষ্ঠং রবিনন্দনম্।
জপন্তং পরমং ব্রহ্ম ভগবন্তং সনাতনম্॥ ২৮
ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারজ্ঞং পরং ধর্ম্মস্বরূপিণম্।
পাপিনামপি শাস্তারং দদর্শ পুরতো যমম্॥ ২৯
তাঞ্চ দৃষ্ট্বা চ নিঃশঙ্কা পপ্রচ্ছ প্রথমং যমম্।
মালাবতী মহাসাধ্বী প্রহৃষ্টবদনেক্ষণা॥ ৩০

মালাবত্যুবাচ।

হে ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মিষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ।
কালব্যতিক্রমে কান্তং কথং হরসি মে বিভো॥৩০

---

* প্রথমং মালতী সতীত্যনন্তরং কৃষ্ণবর্ণা-মিত্যাদি চরণাষ্টকং নাস্তি, কিন্তু মহোগ্ররূপাং বিকটাং গ্রীষ্মসূর্য্যসমপ্রভাম্। ষড়্বক্ত্রাং ষোড়শ-ভুজাং চতুর্ব্বিংশতিলোচনাম্। ষট্পাদাং কৃষ্ণ-বর্ণাঞ্চ রক্তাম্বরধরাং বরাম্ ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ পুস্তকে বর্ত্ততে স চ মহোগ্ররূপং বিকটমিত্যাদি-স্থানীয়ঃ।

যম উবাচ।
অপ্রাপ্তকালো ম্রিয়তে ন কশ্চিজ্জগতীতলে।
ঈশ্বরাজ্ঞাং বিনা সাধ্বি ন মৃতং চালয়াম্যহম্ ॥ ৩১
অহং কালো মৃত্যুকন্যা ব্যাধয়শ্চ সুদুর্জ্জয়াঃ।
নিষেকেণ প্রাপ্তকালং কালয়ন্তীশ্বরাজ্ঞয়া ॥ ৩৩
মৃত্যুকন্যা বিচারজ্ঞা যং প্রাপ্নোতি নিষেকতঃ।
তমহং কালয়াম্যেব পৃচ্ছ তাং কেন হেতুনা ॥ ৩৪
মালাবত্যুবাচ।
ত্বমপি স্ত্রী মৃত্যুকন্যা জানাসি স্বামিবেদনম্।
কথং হরসি মৎকান্তং জীবিতায়াং ময়ি প্রিয়ে ॥৩৫
মৃত্যুকন্যোবাচ।
পুরা বিশ্বসৃজা সৃষ্টাপ্যহমেবাত্র কর্ম্মণি।
ন চ ক্ষমা পরিত্যক্তুং বহুনা তপসা সতি ॥ ৩৬
সতী সতীনাং মধ্যে চ কাচিত্তেজস্বিনী বরা।
মাং হি ভস্মসাৎ কর্ত্তুং ক্ষমা যদি ভবেত্তবে ॥ ৩৭
সর্ব্বাপচ্ছান্তিরেবেহ তদা ভবতি সুন্দরি।
পুত্রাণাং স্বামিনঃ পশ্চাদ্ ভবিতা যত্তবিষ্যতি ॥৩৮
কালেন প্রেরিতাহঞ্চ মৎপুত্রা ব্যাধয়শ্চ বৈ।
ন মৎসুতানাং দোষশ্চ ন চ মে শৃণু নিশ্চিতম্ ॥৩৯
পৃচ্ছ কালং মহাত্মানং ধর্ম্মজ্ঞং ধর্ম্মসংসদি।
তদা যদুচিতং ভদ্রে তৎ করিষ্যসি নিশ্চিতম্ ॥ ৪০
মালাবত্যুবাচ।
হে কাল কর্ম্মণাং সাক্ষিন্ কর্ম্মরূপ সনাতন।
নারায়ণাংশ ভগবন্ নমস্তুভ্যং পরায় চ ॥ ৪১
কথং হরসি মৎকান্তং জীবিতায়াং ময়ি প্রভো।
জানাসি সর্ব্বদুঃখঞ্চ সর্ব্বজ্ঞস্ত্বং কৃপানিধে ॥ ৪২
কালপুরুষ উবাচ।
কো বাহং কো যমঃ কা চ মৃত্যুকন্যা চ ব্যাধয়ঃ।
বয়ং ভ্রমামঃ সততমীশাজ্ঞাপরিপালকাঃ ॥ ৪৩
যস্য সৃষ্টা চ প্রকৃতির্ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
সুরা মুনীন্দ্রা মনবো মানবাঃ সর্ব্বজন্তবঃ ॥ ৪৪
ধ্যায়ন্তে তৎপদাম্ভোজং যোগিনশ্চ বিচক্ষণাঃ।
জপন্তি শশ্বন্নামানি পুণ্যানি পরমাত্মনঃ ॥ ৪৫
যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
স্রষ্টা ব্রহ্মাজ্ঞয়া যস্য পাতা বিষ্ণুর্যদাজ্ঞয়া ॥ ৪৬
সংহর্ত্তা শঙ্করঃ সর্ব্বজগতাং যস্য শাসনাৎ।
ধর্ম্মশ্চ কর্ম্মণাং সাক্ষী যস্যাজ্ঞাপরিপালকঃ ॥ ৪৭
রাশিচক্রং গ্রহাঃ সর্ব্বে ভ্রমন্তি যস্য শাসনাৎ।
দিগীশাশ্চৈব দিক্পালা যস্যাজ্ঞাপরিপালকাঃ ॥ ৪
যস্যাজ্ঞয়া চ তরবঃ পুষ্পাণি চ ফলানি চ।
বিভ্রত্যেব দদত্যেব কালে মালাবতী-সতি ॥ ৪৯
যস্যাজ্ঞয়া জলাধারাঃ সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা।
ক্ষমাবতী চ পৃথিবী কম্পিতা চ ভয়েন চ ॥ ৫০
সৃষ্টা মোহিতা মায়া মায়য়া যস্য সন্ততম্।
সর্ব্বপ্রসূর্যা প্রকৃতিঃ সা ভীতা যদ্ভয়াদহো ॥ ৫১
যস্যান্তং ন বিদুর্ব্বেদা বস্তূনাং ভাবগা অপি।
পুরাণানি চ সর্ব্বাণি যস্যৈব স্তুতিপাঠকাঃ ॥ ৫২
যস্য নাম বিধির্ব্বিষ্ণুঃ সেবতে সুমহান্ বিরাট্।
ষোড়শাংশো ভগবতঃ স এব তেজসো বিভোঃ ॥৫৩
সর্ব্বেশ্বরঃ কালকালো মৃত্যোর্ম্মৃত্যুঃ পরাৎ পরঃ।
সর্ব্ববিঘ্নবিনাশায় তং কৃষ্ণং পরিচিন্তয় ॥ ৫৪
সর্ব্বাভীষ্টশ্চ ভর্ত্তারং প্রদাস্যতি কৃপানিধিঃ।
ইমে যৎপ্রেরিতাঃ সর্ব্বে স দাতা সর্ব্বসম্পদাম্ ৫৫
ইত্যুক্ত্বা কালপুরুষো বিররাম চ শৌনক।
কথাং কথিতুমারেভে পুনরেব তু ব্রাহ্মণঃ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে মালাবতী-কালপুরুষসংবাদে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৫॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ব্রাহ্মণ উবাচ।
পৃষ্টং কালো যমো মৃত্যুকন্যা ব্যাধিগণা অহো।
কস্তেঽধুনা চ সন্দেহস্তং পৃচ্ছ কন্যকে শুভে ॥ ১
ব্রাহ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা হৃষ্টা মালাবতী সতী।
যন্মনোনিহিতং প্রশ্নং চকার জগদীশ্বরম্ ॥ ২
মালাবত্যুবাচ।
ত্বয়া যৎকথিতো ব্যাধিঃ প্রাণিনাং প্রাণহারকঃ।
তৎকারণঞ্চ বিবিধং সর্ব্বং বেদে নিরূপিতম্ ॥ ৩
যতো ন সঞ্চরেদ্ ব্যাধির্দ্দুর্নিবারোঽশুভাবহঃ।
তদুপায়ঞ্চ সাকল্যং ভবান্ বক্তুমিহার্হতি ॥ ৪
যদ্যৎ পৃষ্টমপৃষ্টং বা জ্ঞাতমজ্ঞাতমেব বা।
সর্ব্বং কথয় তদ্ভদ্রং ত্বং গুরুর্দ্দীনবৎসলঃ ॥ ৫
মালাবতীবচঃ শ্রুত্বা বিপ্ররূপী জনার্দ্দনঃ।
সংহিতাং বক্তুমারেভে সংহিতার্থঞ্চ বৈদিকীম্ ॥৬
ব্রাহ্মণ উবাচ।
বন্দে তং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞং সর্ব্বকারণকারণম্।

বেদবেদাঙ্গবীজস্য বীজং শ্রীকৃষ্ণমীশ্বরম্ ॥ ৭
য ঈশশ্চতুরো বেদান্ সসৃজে মঙ্গলালয়ান্।
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যবীজরূপঃ সনাতনঃ ॥ ৮
ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যান্ দৃষ্ট্বা বেদান্ প্রজাপতিঃ।
বিচিন্ত্য তেষামর্থঞ্চৈবায়ুর্ব্বেদং চকার সঃ ॥ ৯
কৃত্বা তু পঞ্চমং বেদং ভাস্করায় দদৌ বিভুঃ।
স্বতন্ত্রসংহিতাং তস্মাদ্ভাস্করশ্চ চকার সঃ ॥ ১০
ভাস্করশ্চ স্বশিষ্যেভ্য আয়ুর্ব্বেদং স্বসংহিতাম্।
প্রদদৌ পাঠয়ামাস তে চক্রুঃ সংহিতাস্ততঃ ॥ ১১
তেষাং নামানি বিদুষাং তন্ত্রাণি তৎকৃতানি চ।
ব্যাধিপ্রণাশবীজানি সাধ্বি মত্তো নিশাময় ॥ ১২
ধন্বন্তরির্দ্দিবোদাসঃ কাশিরাজোঽশ্বিনীসুতৌ।
নকুলঃ সহদেবোঽর্কিশ্চ্যবনো জনকো বুধঃ ॥ ১৩
জাবালো জাজলিঃ পৈলঃ করথোঽগস্ত্য এব চ।
এতে বেদাঙ্গবেদজ্ঞাঃ ষোড়শ ব্যাধিনাশকাঃ ॥ ১৪
চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞানং নাম তন্ত্রং মনোহরম্।
ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান্ চকার প্রথমে সতি ॥ ১৫
চিকিৎসাদর্শনং নাম দিবোদাসশ্চকার সঃ।
চিকিৎসাকৌমুদীং দিব্যাং কাশিরাজশ্চকার সঃ ॥
চিকিৎসাসারতন্ত্রঞ্চ ভ্রমঘ্নঞ্চাশ্বিনীসুতৌ।
তন্ত্রং বৈদ্যকসর্ব্বস্বং নকুলশ্চ চকার সঃ ॥ ১৭
চকার সহদেবশ্চ ব্যাধিসিন্ধুবিমর্দ্দনম্।
জ্ঞানার্ণবং মহাতন্ত্রং যমরাজশ্চকার হ ॥ ১৮
চ্যবনো জীবদানশ্চ চকার ভগবানৃষিঃ।
চকার জনকো যোগী বৈদ্যসন্দেহভঞ্জনম্ ॥ ১৯
সর্ব্বসারং চন্দ্রসুতো জাবালস্তন্ত্রসারকম্।
বেদাঙ্গসারং তন্ত্রঞ্চ চকার জাজলির্মুনিঃ ॥ ২০
পৈলো নিদানং করথস্তন্ত্রং সর্ব্বধরং পরম্।
দ্বৈধনির্ণয়তন্ত্রঞ্চ চকার কুম্ভসম্ভবঃ ॥ ২১
চিকিৎসাশাস্ত্রবীজানি তন্ত্রাণ্যেতানি ষোড়শ।
ব্যাধিপ্রণাশবীজানি বলাধানকরাণি চ ॥ ২২
মথিত্বা জ্ঞানমন্থেনৈবায়ুর্ব্বেদপয়োনিধিম্।
ততস্তস্মাদুদাজহ্রুর্নবনীতানি কোবিদাঃ ॥ ২৩
এতানি ক্রমশো দৃষ্ট্বা দিব্যাং ভাস্করসংহিতাম্।
আয়ুর্ব্বেদং সর্ব্ববীজং সর্ব্বং জানামি সুন্দরি ॥ ২৪
ব্যাধেস্তত্র পরিজ্ঞানং বেদনায়াশ্চ নিগ্রহঃ।
এতদ্বৈদ্যস্য বৈদ্যত্বং, ন বৈদ্যঃ প্রভুরায়ুষঃ ॥ ২৫
আয়ুর্ব্বেদস্য বিজ্ঞাতা চিকিৎসাসু যথার্থবিৎ।
ধর্ম্মিষ্ঠশ্চ দয়ালুশ্চ তেন বৈদ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৬
জনকঃ সর্ব্বরোগাণাং দুর্ব্বারো দারুণো জ্বরঃ।
শিবভক্তশ্চ যোগী চ নিষ্ঠুরো বিকৃতাকৃতিঃ ॥ ২৭
ভীমস্ত্রিপাদস্ত্রিশিরাঃ ষড়্‌ভুজো নবলোচনঃ।
ভস্মপ্রহরণো রৌদ্রঃ কালান্তকযমোপমঃ ॥ ২৮
মন্দাগ্নিস্তস্য জনকো মন্দাগ্নের্জনকাস্ত্রয়ঃ।
পিত্তশ্লেষ্মসমীরাশ্চ প্রাণিনাং দুঃখদায়কাঃ ॥ ২৯
বায়ুজঃ পিত্তজশ্চৈব শ্লেষ্মজশ্চ তথৈব চ।
জ্বরভেদাশ্চ ত্রিবিধাশ্চতুর্থশ্চ ত্রিদোষজঃ ॥ ৩০
পাণ্ডুশ্চ কামলঃ কুষ্ঠঃ শোথঃ প্লীহা চ শূলকঃ।
জ্বরাতিসারগ্রহণী-কাসব্রণহলীমকাঃ ॥ ৩১
মূত্রকৃচ্ছ্রশ্চ গুল্মশ্চ রক্তদোষবিকারজঃ।
বিষমেহশ্চ কুব্জশ্চ গোদশ্চ গলগণ্ডকঃ ॥ ৩২
ভ্রমরী সন্নিপাতশ্চ বিসূচী দারুণী সতি।
এষাং ভেদপ্রভেদেন চতুঃষষ্ঠী রুজঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৩
মৃত্যুকন্যাসুতাশ্চৈতে জরা তস্যাশ্চ কন্যকা।
জরা চ ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং শশ্বদ্‌ভ্রমতি ভূতলম্ ॥ ৩৪
এতে চোপায়বেত্তারং ন গচ্ছন্তি চ সংযতম্।
পলায়ন্তে চ তং দৃষ্ট্বা বৈনতেয়মিবোরগাঃ ॥ ৩৫
চক্ষুর্জলঞ্চ ব্যায়ামঃ পাদাধস্তৈলমর্দ্দনম্।
কর্ণয়োর্মূর্দ্ধ্নি তৈলঞ্চ জরাব্যাধিবিনাশনম্ ॥ ৩৬
বসন্তে ভ্রমণং বহ্নি সেবাং স্বল্পং করোতি যঃ।
বালাঞ্চ সেবতে কালে জরা তং নোপগচ্ছতি ॥ ৩৭
খাতশীতোদকস্নায়ী সেবতে চন্দনদ্রবম্।
নোপযাতি জরা তঞ্চ নিদাঘেঽনিলসেবকম্ ॥ ৩৮
প্রাবৃষ্যুষ্ণোদকস্নায়ী ঘনতোয়ং ন সেবতে।
সময়ে চ সমাহারী জরা তং নোপগচ্ছতি ॥ ৩৯
শরদ্রৌদ্রং ন গৃহ্ণাতি ভ্রমণং তত্র বর্জ্জয়েৎ।
খাতস্নায়ী সমাহারী জরা তং নোপগচ্ছতি ॥ ৪০
খাতস্নায়ী চ হেমন্তে কালে বহ্নিঞ্চ সেবতে।
ভুঙ্‌ক্তে নবান্নমুষ্ণঞ্চ জরা তং নোপগচ্ছতি ॥ ৪১
শিশিরেঽংশুকবহ্নিঞ্চ নবোষ্ণান্নঞ্চ সেবতে।
য এবোষ্ণোদকস্নায়ী জরা তং নোপগচ্ছতি ॥ ৪২
সদ্যো মাংসং নবান্নঞ্চ বালা স্ত্রী ক্ষীরভোজনম্।
ঘৃতঞ্চ সেবতে যো হি জরা তং নোপগচ্ছতি ॥ ৪৩
ভুঙ্‌ক্তে সদন্নং ক্ষুৎকালে তৃষ্ণায়াং পীয়তে জলম্।
নিত্যং ভুঙ্‌ক্তে চ তাম্বুলং জরা তং নোপগচ্ছতি
দধি হৈয়ঙ্গবীনঞ্চ নবনীতং তথা গুড়ম্।

নিত্যং ভুঙ্ক্তে সংযমী যো জরা তং নোপগচ্ছতি
শুষ্কমাংসং স্ত্রিয়ং বৃদ্ধাং বালার্কং তরুণং দধি ।
সংসেবন্তং জরা যাতি প্রহৃষ্টা ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ৪৬
রাত্রৌ যে দধি সেবন্তে পুংশ্চলীশ্চ রজস্বলাঃ ।
তানুপৈতি জরা হৃষ্টা ভ্রাতৃভিঃ সহ সুন্দরি ॥ ৪৭
রজস্বলা চ কুলটা চাবীরা জারদূতিকা ।
শূদ্রযাজকপত্নী যা ঋতুহীনা চ যা সতি ॥ ৪৮
যো হি তাসামন্নভোজী ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ তু সঃ ।
তেন পাপেন সার্দ্ধং সা জরা তমুপগচ্ছতি ॥ ৪৯
পাপানাং ব্যাধিভিঃ সার্দ্ধং মিত্রতা সন্ততং ধ্রুবম্ ।
পাপং ব্যাধিজরাবীজং বিঘ্নবীজঞ্চ নিশ্চিতম্ ॥ ৫০
পাপেন জায়তে ব্যাধিঃ পাপেন জায়তে জরা ।
পাপেন জায়তে দৈন্যং দুঃখং শোকো ভয়ঙ্করঃ ॥৫১
তস্মাৎ পাপং মহাবৈরং দোষবীজমমঙ্গলম্ ।
ভারতে সন্ততং সন্তো নাচরন্তি ভয়াতুরাঃ ॥ ৫২
স্বধর্ম্মাচারযুক্তঞ্চ দীক্ষিতং হরিসেবকম্ ।
গুরুদেবাতিথীনাঞ্চ ভক্তং সক্তং তপঃসু চ ॥ ৫৩
ব্রতোপবাসযুক্তঞ্চ সদা তীর্থনিষেবকম্ ।
রোগা দ্রবন্তি তং দৃষ্ট্বা বৈনতেয়মিবোরগাঃ ॥ ৫৪
এতান্ জরা ন সেবেত ব্যাধিসঙ্ঘশ্চ দুর্জ্জয়ঃ ।
সর্ব্বং বোধ্যং সমে কালে কালে সর্ব্বং প্রসিষ্যতি
জরশ্চ সর্ব্বরোগাণাং জনকঃ কথিতঃ সতি ।
পিত্তশ্লেষ্মসমীরাশ্চ জরস্য জনকাস্ত্রয়ঃ ॥ ৫৬
এতে যথা সঞ্চরন্তি স্বয়ং যান্তি চ দেহিষু ।
তমেব বিবিধোপায়ং সাধ্বি মত্তো নিশাময় ॥ ৫৭
ক্ষুধি জাজ্বল্যমানায়ামাহারাভাব এব চ ।
প্রাণিনাং জায়তে পিত্তং চক্রে চ মণিপূরকে ॥ ৫৮
তালবিল্বফলং ভুক্ত্বা জলপানঞ্চ তৎক্ষণম্ ।
তদেব তু ভবেৎ পিত্তং সদ্যঃ প্রাণহরং পরম্ ॥৫৯
তপ্তোদকঞ্চ শরদি ভাদ্রে তিক্তং বিশেষতঃ ।
দৈবগ্রস্তশ্চ যো ভুঙ্ক্তে পিত্তং তস্য প্রজায়তে ॥৬০
সশর্করঞ্চ ধন্যাকং পিষ্টং শীতোদকান্বিতম্ ।
চণকং সর্ব্বগব্যঞ্চ দধিতক্রবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৬১
বিল্বতালফলং পক্কং সদ্য মৈক্ষবমেব চ ।
আর্দ্রকং মুদ্গসূপঞ্চ তিলপিষ্টং সশর্করম্॥ ৬২
পিত্তক্ষয়করং সদ্যো বলপুষ্টিপ্রদং পরম্ ।
পিত্তনাশঞ্চ তদ্বীজমুক্তমন্যৎ নিবোধ মে ॥ ৬৩
ভোজনানন্তরং স্নানং জলপানং বিনা তৃষা ।
তিলতৈলং স্নিগ্ধতৈলং স্নিগ্ধমামলকীদ্রবম্ ॥ ৬৪
পর্য্যুষিতান্নং তক্রঞ্চ পরং রম্ভাফলং দধি ।
মেঘাম্বু শর্করাতোয়ং সুস্নিগ্ধজলসেবনম্ ॥ ৬৫
নারিকেলোদকং রুক্ষস্নানং পর্য্যুষিতে জলে ।
তরমুজ্জাপক্কফলং সুপক্কং কর্কটীফলম্ ॥ ৬৬
বাতস্নানঞ্চ বর্ষাসু মূলকং শ্লেষ্মকারকম্ ।
ব্রহ্মরন্ধ্রে চ তজ্জন্ম মহদ্বীর্য্যবিনাশনম্ ॥ ৬৭
বহ্নিস্বেদং ভ্রষ্টভঙ্গং পক্কতৈলবিশেষকম্ ।
ভ্রমণং শুষ্কভক্ষ্যঞ্চ শুষ্কপক্কহরীতকী ॥ ৬৮
পিণ্ডারকমপক্কঞ্চ রম্ভাফলমপক্ককম্ ।
বেশবারঃ সিন্ধুবারমনাহারমপানকম্ ॥ ৬৯
সঘৃতং রোচনাচূর্ণং সঘৃতং শুষ্কশর্করম্ ।
মরীচপিপ্পলং শুষ্কমার্দ্রকং জীরকং মধু ॥ ৭০
দ্রব্যাণ্যেতানি গন্ধর্ব্বি সদ্যঃ শ্লেষ্মহরাণি চ ।
বলপুষ্টিকরাণ্যেব বায়ুবীজং নিশাময় ॥ ৭১
ভোজনানন্তরং সদ্যো গমনং ধাবনং তথা ।
ছেদনং বহ্নিতাপশ্চ শশ্বদ্‌ভ্রমণমৈথুনম্ ॥ ৭২
বৃদ্ধাস্ত্রীগমনঞ্চৈব মনঃসন্তাপ এব চ ।
অতিরুক্ষমনাহারো যুদ্ধং কলহ এব চ ॥ ৭৩
কটুবাক্যং ভয়ং শোকঃ কেবলং বায়ুকারণম্ ।
আজ্ঞাখ্যচক্রে তজ্জন্ম বিনাশায় তদৌষধম্ ॥ ৭৪
পক্কং রম্ভাফলঞ্চৈব সবীজং শর্করোদকম্ ।
নারিকেলোদকঞ্চৈব সদ্যস্তক্রং সুপিষ্টকম্ ॥ ৭৫
মাহিষং দধি মিষ্টঞ্চ কেবলং বা সশর্করম্ ।
সদ্যঃ পর্য্যুষিতান্নঞ্চ সৌবীরং শীতলোদকম্ ॥ ৭৬
পক্কতৈলবিশেষঞ্চ তিলতৈলঞ্চ কেবলম্ ।
লাঙ্গলীতালখর্জ্জূরমস্তু চামলকীদ্রবম্ ॥ ৭৭
শীতলোষ্ণোদকস্নানং সুস্নিগ্ধচন্দনদ্রবম্ ।
স্নিগ্ধপদ্মপত্রতল্পং সুস্নিগ্ধব্যজনানি চ ॥ ৭৮
এতত্তে কথিতং বৎসে সদ্যো বায়ুপ্রণাশনম্
বায়বস্ত্রিবিধাঃ পুংসাং ক্লেশসন্তাপকামজাঃ ॥ ৭৯
ব্যাধিসঙ্ঘশ্চ কথিতস্তন্ত্রাণি বিবিধানি চ ।
তানি ব্যাধিপ্রণাশায় কৃতানি সদ্ভিরেব চ ॥ ৮০
তন্ত্রাণ্যেতানি সর্ব্বাণি ব্যাধিক্ষয়করাণি চ ।
রসায়নাদয়ো যেষু চোপায়াশ্চ সুদুর্লভাঃ ॥ ৮১
বক্তুং সাধ্বি ন শক্নোমি যাথার্থ্যং বৎসরেণ চ ।
তেষাঞ্চ সর্ব্বতন্ত্রাণাং কৃতানাঞ্চ বিচক্ষণৈঃ ॥ ৮২
কেন রোগেণ ত্বং কান্তো মতঃ কথয় শোভনে ।

তদুপায়ং করিষ্যামি যেন জীবেদয়ং সতি ॥ ৮৩

সৌতিরুবাচ ।

ব্রাহ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা কন্যা চিত্ররথস্য চ ।
কথাং কথিতুমারেভে সা গন্ধর্ব্বী প্রহর্ষিতা ॥ ৮৪

মালাবত্যুবাচ ।

যোগেন প্রাণাংস্তত্যাজ ব্রহ্মণঃ শাপহেতুনা ।
সভায়াং লজ্জিতঃ কান্তো মম বিপ্র নিশাময় ॥ ৮৫
সর্ব্বং শ্রুতমপূর্ব্বঞ্চ শুভাখ্যানং মনোহরম্ ।
ভবেদ্ভবে কুতঃ কেষাং মহল্লভ্যং বিপদ্বিনা ॥ ৮৬
অধুনা মৎপ্রাণকান্তং দেহি দেহি বিচক্ষণ ।
নত্বা বঃ স্বামিনা সার্দ্ধং যাস্যামি স্বগৃহং প্রতি ॥৮৭
মালাবতীবচঃ শ্রুত্বা বিপ্ররূপী জনার্দ্দনঃ ।
সভাং জগাম দেবানাং শীঘ্রং বিপ্র তদন্তিকাং॥৮৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে মালাবতী-বিষ্ণুসংবাদে চিকিৎসাপ্রণয়নে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

সৌতিরুবাচ ।

দৃষ্ট্বা দ্বিজং দেবসঙ্ঘঃ প্রত্যুত্থানং চকার চ ।
পরস্পরঞ্চ সম্ভাষা বভূব তত্র সংসদি ॥ ১
ন তং বুবুধিরে দেবাঃ শ্রীহরিং বিপ্ররূপিণম্ ।
পৌর্ব্বাপর্য্যং বিস্মৃতাশ্চ মোহিতা বিষ্ণুমায়য়া ॥ ২
সুরান্ সম্বোধ্য বিপ্রশ্চ বাচা মধুরয়া দ্বিজ ।
উবাচ সত্যং পরমং প্রাণিনাং যৎ সুখাবহম্ ॥ ৩

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

উপবর্হণভার্য্যেয়ং কন্যা চিত্ররথস্য চ ।
যযাচে জীবদানঞ্চ স্বামিনঃ শোককর্ষিতা ॥ ৪
অধুনা কিমনুষ্ঠানমস্য কার্য্যস্য নিশ্চিতম্ ।
তস্মাৎ ব্রূত সুরাঃ সর্ব্বে নিত্যং যৎ সময়োচিতম্॥৫
শপ্তুকামা সুরান্ সর্ব্বান্ সাধ্বী তেজস্বিনী বরা ।
অহং ক্ষেমায় যুষ্মাকমাগতো বোধিতা সতী ॥ ৬
স্তুতিঃ কৃতা চ যুষ্মাভিঃ শ্বেতদ্বীপে হরেরপি ।
যুষ্মাকমীশো বিষ্ণুশ্চ কথমেবাত্র নাগতঃ ॥ ৭
বভূবাকাশবাণীতি পশ্চাদ্যাস্যতি কেশবঃ ।
বিপরীতং কথং ভূতং বাণীবাক্যমচঞ্চলম্ ॥ ৮
ব্রাহ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা স্বয়ং ব্রহ্মা জগদ্গুরুঃ ।
উবাচ বচনং সত্যং হিতং পরমমঙ্গলম্ ॥ ৯

ব্রহ্মোবাচ ।

মৎপুত্রো নারদঃ শপ্তো গন্ধর্ব্বশ্চোপবর্হণঃ ।
যোগেন প্রাণাংস্তত্যাজ পুনঃ শাপান্মমৈব হি ॥১০
কালং লক্ষযুগং ব্যাপ্য স্থিতিরস্য মহীতলে ।
শূদ্রযোনিং ততঃ প্রাপ্য ভবিতা মৎসুতঃ পুনঃ ॥১১
অস্য কালাবশেষস্য কিঞ্চিদস্তি দ্বিজোত্তম ।
তত্তু বর্ষসহস্রঞ্চৈবায়ুরস্যাস্তি সাম্প্রতম্ ॥ ১২
দাস্যামি জীবদানঞ্চ স্বয়ং বিষ্ণোঃ প্রসাদতঃ ।
যথৈনং ন স্পৃশেৎ শাপস্তং করিষ্যামি নিশ্চিতম্
নাগতো হরিরত্রেতি ত্বয়া যৎ কথিতং দ্বিজ ।
হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বাত্মা বিগ্রহঃ কৃত আত্মনঃ ॥ ১৪
স্বেচ্ছাময়ং পরং ব্রহ্ম ভক্তানুগ্রহবিগ্রহঃ ।
সর্ব্বং পশ্যতি সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বত্রাস্তি সনাতনঃ ॥ ১৫
বিঃ যশ্চ ব্যাপ্তিবচনো ণুশ্চ সর্ব্বত্রবাচকঃ ।
সর্ব্বব্যাপী চ সর্ব্বাত্মা তেন বিষ্ণুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১৬
অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতঃ পুমান্ ।
ভক্ত্যা চ যঃ স্মরেদ্বিষ্ণুং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥১৭
কর্ম্মারম্ভে চ মধ্যে বা শেষে বিষ্ণুঞ্চ যঃ স্মরেৎ ।
পরিপূর্ণং ভবেৎ কর্ম্ম বৈদিকঞ্চ ভবেদ্দ্বিজ ॥ ১৮
অহং স্রষ্টা চ জগতাং ব বিধাত সংহরো হরঃ ।
ধর্ম্মশ্চ কর্ম্মণাং সাক্ষী যস্যাজ্ঞাপরিপালকঃ ॥ ১৯
কালঃ সংহরতে লোকান্ যমঃ শাস্তা চ পাপিনাম্
উপৈতি মৃত্যুঃ সর্ব্বাংশ্চ ভিয়া যস্যাজ্ঞয়া সদা ॥২০
সর্ব্বেশা যা চ সর্ব্বাদ্যা প্রকৃতিঃ সর্ব্বসূঃ পুরা ।
সা ভীতা যস্য পুরতো যস্যাজ্ঞাপরিপালিকা ॥ ২১

মহেশ্বর উবাচ ।

পুত্রাণাং ব্রহ্মণস্তেষাং কস্য বংশোদ্ভবো ভবান্ ।
বেদানধীত্য ভবতা জ্ঞাতঃ কঃ সার এব চ ॥ ২২
শিষ্যঃ কস্য মুনীন্দ্রস্য কস্ত্বং নাম্না চ ভো দ্বিজ
বিতর্ক্যাকাতিরিক্তঞ্চ শিশুরূপোঽসি সাম্প্রতম্ ॥২৩
বিড়ম্বয়সি দেবাংশ্চ বিষ্ণুস্মাকমীশ্বরম্ ।
হৃদিস্থঞ্চ ন জানাসি পরমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ২৪
যস্মিন্ গতে পতেদ্দেহো দেহিনাং পরমাত্মনি ।
প্রয়াস্তি সর্ব্বে তৎপশ্চাৎ নরদেবানুগা ইব ॥ ২৫
জীবস্তৎপ্রতিবিম্বশ্চ মনো জ্ঞানঞ্চ চেতনা ।

প্রাণাশ্চেন্দ্রিয়বর্গাশ্চ বুদ্ধির্ম্মেধা ধৃতিঃ স্মৃতিঃ ॥ ২৬
নিদ্রা দয়া চ তন্দ্রা চ ক্ষুৎ তৃষ্ণা পুষ্টিরেব চ ।
শ্রদ্ধা সন্তুষ্টিরিচ্ছা চ ক্ষমালজ্জাদিকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৭
প্রয়াতি যৎপুরঃ শক্তিরীশ্বরে গমনোন্মুখে ।
এতে সর্ব্বে চ শক্তিশ্চ যস্যাজ্ঞাপরিপালকাঃ ॥ ২৮
ঈশ্বরে চ স্থিতে দেহী ক্ষমশ্চ সর্ব্বকর্ম্মসু ।
গতেঽস্পৃশ্যঃ শবস্ত্যাজ্যঃ কস্তং দেহী ন মন্যতে ॥
স্বয়ং ব্রহ্মা চ জগতাং বিধাতা সর্ব্বকারকঃ ।
পদারবিন্দমনিশং ধ্যায়তে স্রষ্টুমক্ষমঃ ॥ ৩০
যুগলক্ষং তপস্তপ্তং শ্রীকৃষ্ণস্য চ বেধসা ।
তদা বভূব জ্ঞানী চ জগৎ স্রষ্টুং ক্ষমস্তদা ॥ ৩১
অসংখ্যকালং সুচিরং তপস্তপ্তং হরের্ম্ময়া ।
তৃপ্তিং জগাম ন মনস্তপ্যতে কেন মঙ্গলে ॥ ৩২
অধুনা পঞ্চবক্ত্রেণ যন্নামগুণকীর্ত্তনম্ ।
গায়ন্ ভ্রমামি সর্ব্বত্র নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৩৩
মত্তো যাতি চ মৃত্যুশ্চ যন্নামগুণকীর্ত্তনাৎ ।
শশ্বজ্জপন্তং তন্নাম দৃষ্ট্বা মৃত্যুঃ পলায়তে ॥ ৩৪
সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডসংহর্ত্তাপ্যহং মৃত্যুঞ্জয়াভিধঃ ।
সুচিরং তপসা যস্য গুণনামানুকীর্ত্তনাৎ ॥ ৩৫
কালে তত্র বিলীনোঽহমাবির্ভূতস্ততঃ পুনঃ ।
ন কালো মম সংহর্ত্তা ন মৃত্যুর্যৎপ্রসাদতঃ ॥ ৩৬
গোলোকে যঃ স বৈকুণ্ঠে শ্বেতদ্বীপে স এব চ ।
অংশাংশিনোর্ন ভেদশ্চ ব্রহ্মন্ বহ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ ॥৩৭
ইন্দ্রায়ুশ্চৈব দিব্যানাং যুগানামেক সপ্ততিঃ ।
অষ্টাবিংশতিকে শক্রে গতে চ ব্রহ্মণো দিনম্ ॥৩৮
এতৎসংখ্যাবিশিষ্টস্য শতবর্ষায়ুষো বিধেঃ ।
পাতে লোচনপাতশ্চ যদ্বিষ্ণোঃ পরমাত্মনঃ ॥ ৩৯
অহং কপালঋষভঃ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
পারং মহিম্নঃ কো গচ্ছেন্ন জানামি চ কিঞ্চন ॥ ৪০
ইত্যুক্ত্বা শঙ্করস্তত্র বিররাম চ শৌনক ।
ধর্ম্মশ্চ বক্তুমারেভে যঃ সাক্ষী সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ৪১

ধর্ম্ম উবাচ ।

যৎপাণিপাদৌ সর্ব্বত্র চক্ষুশ্চ সর্ব্বদর্শনম্ ।
সর্ব্বান্তরাত্মা প্রত্যক্ষোঽপ্রত্যক্ষশ্চ দুরাত্মনঃ ॥৪২
অধুনাপি সভাং বিষ্ণুর্নায়াতি ইতি যদ্বচঃ ।
ত্বয়োক্তং তৎ কস্যা বুদ্ধ্যা মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ॥ ৪৩
মহন্নিন্দা ভবেদ্‌যত্র নৈব সাধুঃ শৃণোতি তাম্ ।
নিন্দকঃ শ্রোতৃভিঃ সার্দ্ধং কুম্ভীপাকং ব্রজেদ্‌যুগম্ ।
শ্রুত্বা দেবাত্মহান্নিন্দাং শ্রীবিষ্ণোঃ স্মরণাদ্‌বুধঃ ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ পুণ্যং প্রাপ্নোতি দুর্লভম্ ॥
কামতোঽকামতো বাপি বিষ্ণুনিন্দাং করোতি যঃ ।
যঃ শৃণোতি হসতি বা সভামধ্যে নরাধমঃ ॥ ৪৬
কুম্ভীপাকে পচতি স যাবদ্ধি ব্রহ্মণো বয়ঃ ।
স্থলং ভবেদপূতঞ্চ সুরাপাত্রং যথা দ্বিজ ॥ ৪৭
প্রাণী চ নরকং যাতি শ্রুতং তত্রৈব চেদ্‌ধ্রুবম্ ।
বিষ্ণুনিন্দা চ ত্রিবিধা ব্রহ্মণা কথিতা পুরা ॥ ৪৮
অপ্রত্যক্ষঞ্চ কুরুতে কিং বা তঞ্চ ন মন্যতে ।
দেবান্যসাম্যং কুরুতে জ্ঞানহীনো নরাধমঃ ॥ ৪৯
তস্যাত্র নিষ্কৃতির্নাস্তি যাবদ্বৈ ব্রহ্মণঃ শতম্ ।
গুরোর্নিন্দাং যঃ করোতি পিতুর্নিন্দাং নরাধমঃ ॥
স যাতি কালসূত্রঞ্চ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ।
বিষ্ণুর্গুরুশ্চ সর্ব্বেষাং জনকো জ্ঞানদায়কঃ ।
পোষ্টা পাতা ভয়ত্রাতা বরদাতা জগত্রয়ে ॥ ৫১
এষাঞ্চ বচনং শ্রুত্বা ত্রয়াণাং বিপ্রপুঙ্গবঃ ।
প্রহস্যোবাচ তান্ দেবান্ বাচা মধুরয়া পুনঃ ॥৫২

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

কা কৃতা বিষ্ণুনিন্দাহো হে দেবা ধর্ম্মশালিনঃ ।
নাগতো হরিরত্রেতি ব্যর্থাকাশসরস্বতী ॥ ৫৩
ইতি চোক্তং ময়া ভদ্রং ব্রূত ধর্ম্মার্থমীশ্বরাঃ ।
সভায়াং পাক্ষিকাঃ সন্তো ঘ্নন্তি তে শতপূরুষম্॥৫৪
যূয়ঞ্চ ভাবকা ব্রূত বিষ্ণুঃ সর্ব্বত্র সন্ততম্ ।
ইতি চেত্তৎ কথং যাতাঃ শ্বেতদ্বীপং বরায় চ ॥৫৫
অংশাংশিনোর্ন ভেদশ্চেদাত্মনশ্চেতি নিশ্চিতম্ ।
কলাং হিত্বা নিষেবন্তে সন্তঃ পূর্ণতমং কথম্ ॥ ৫৬
কোটিজন্মদুরারাধ্যমসাধ্যমসতামপি ।
আশা বলবতী পুংসাং কৃষ্ণং সেবিতুমিচ্ছতি ॥ ৫৭
কিং ক্ষুদ্রাঃ কিং মহান্তশ্চ বাঞ্ছন্তি পরমং পদম্ ।
লব্ধুমিচ্ছতি চন্দ্রঞ্চ বাহুভ্যাং বামনো যথা ॥ ৫৮
যো বিষ্ণুর্বিষয়ী বিশ্বে শ্বেতদ্বীপনিবাসকৃৎ ।
যূয়ং ব্রহ্মেশধর্ম্মাশ্চ দিক্‌পালাশ্চ দিগীশ্বরাঃ ॥ ৫৯
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদ্যাশ্চ সুরলোকাশ্চরাচরাঃ ।
এবং কতিবিধাঃ সন্তি প্রতিবিশ্বেষু সন্ততম্ ॥ ৬০
বিশ্বানাঞ্চ সুরাণাঞ্চ কঃ সংখ্যাং কর্ত্তুমীশ্বরঃ ।
সর্ব্বেষামীশ্বরঃ কৃষ্ণো ভক্তানুগ্রহবিগ্রহঃ ॥ ৬১
ঊর্দ্ধঞ্চ সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডাৎ বৈকুণ্ঠং সত্যমীপ্সিতম্ ।
তস্মাদূর্দ্ধঞ্চ গোলোকঃ পঞ্চাশৎকোটিযোজনম্ ॥৬২

চতুর্ভুজশ্চ বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীকান্তঃ সনাতনঃ।
সুনন্দ-নন্দ-কুমুদপার্ষদাদিভিরাবৃতঃ ॥ ৬৩
গোলোকে দ্বিভুজঃ কৃষ্ণো রাধাকান্তঃ সনাতনঃ।
গোপাঙ্গনাদিভির্যুক্তো দ্বিভুজৈর্গোপপার্ষদৈঃ ॥ ৬৪
পরিপূর্ণতমং ব্রহ্ম স চাত্মা সর্ব্বদেহিনাম্।
স্বেচ্ছাময়শ্চ বিহরেদ্রাসে বৃন্দাবনে সদা ॥ ৬৫
তজ্জ্যোতির্ম্মণ্ডলাকারং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্।
ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ সন্তঃ সন্ততঞ্চ নিরাময়ম্ ॥ ৬৬
নবীননীরদশ্যামং দ্বিভুজং পীতবাসসম্।
কোটিকন্দর্পলাবণ্যলীলাধাম মনোহরম্ ॥ ৬৭
কিশোরবয়সং শশ্বৎ শান্তং সস্মিতমীশ্বরম্।
ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ সন্তঃ সেবন্তে সত্যবিগ্রহম্ ॥৬৮
ত্বয়ঞ্চ বৈষ্ণবা ব্রূত কস্য বংশোদ্ভবো ভবান্।
শিষ্যঃ কস্য মুনীন্দ্রস্যেত্যেবং মাঞ্চ পুনঃপুনঃ ॥
যস্য বংশোদ্ভবোঽহঞ্চ যস্য শিষ্যশ্চ বালকঃ।
তস্যেদং বচনং শ্রুত্বা দেবসঙ্ঘা নিবোধত ॥ ৭০
শীঘ্রং জীবয় গন্ধর্ব্বং দেবেশ্বর সুরেশ্বর।
ব্যক্তো বিচারে মূর্খঃ কো বাগ্‌যুদ্ধে কিম্প্রয়োজনম্
ইত্যুক্ত্বা বালকস্তত্র বিপ্ররূপী জনার্দ্দনঃ।
বিররাম সভামধ্যে প্রজহাস চ শৌনক ॥ ৭২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে বিষ্ণু-সুরসঙ্ঘসংবাদে বিষ্ণুপ্রশংসা-প্রণয়নে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

সৌতিরুবাচ।

দেবাঃ সার্দ্ধং ব্রাহ্মণেন মোহিতা বিষ্ণুমায়য়া।
প্রযযুর্মালতীমূলং ব্রহ্মেশানপুরোগমাঃ ॥ ১
ব্রহ্মা কমণ্ডলুজলং দদৌ গাত্রে শবস্য চ।
সঞ্চারং মনসস্তস্য চকার সুন্দরং বপুঃ ॥ ২
জ্ঞানদানং দদৌ তস্মৈ জ্ঞানানন্দঃ শিবঃ স্বয়ম্।
ধর্ম্মজ্ঞানং স্বয়ং ধর্ম্মো জীবদানঞ্চ ব্রাহ্মণঃ ॥ ৩
বহ্নিদর্শনমাত্রেণ বভূব জঠরানলঃ।
কামদর্শনমাত্রেণ সর্ব্বকামঃ সুনিশ্চিতম্ ॥ ৪
তস্য বায়োরধিষ্ঠানাজ্জগৎপ্রাণস্বরূপিণঃ।
নিশ্বাসস্য চ সঞ্চারঃ প্রাণানাঞ্চ বভূব হ ॥ ৫
সূর্য্যাধিষ্ঠানমাত্রেণ দৃষ্টিশক্তির্বভূব হ।
বাক্যং বাণীদর্শনেন শোভা শ্রীদর্শনেন চ ॥ ৬
শবস্তথাপি নোত্তস্থৌ যথা শেতে জড়স্তথা।
বিশিষ্টবোধং ন প্রাপ চাধিষ্ঠানং বিনাত্মনঃ ॥ ৭
ব্রহ্মণো বচনাৎ সাধ্বী তুষ্টাব পরমেশ্বরম্।
স্নাত্বা শীঘ্রং সরিত্তোয়ে ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী ॥৮

মালাবত্যুবাচ।

বন্দে তং পরমাত্মানং সর্ব্বকারণকারণম্।
বিনা যেন শবাঃ সর্ব্বে প্রাণিনো জগতীতলে ॥ ৯
নির্লিপ্তং সাক্ষিরূপঞ্চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্মসু।
বিদ্যমানং ন দৃষ্টঞ্চ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ১০
যেন সৃষ্টা চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বাধারা পরাৎপরা।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং প্রসূর্যা ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ১১
জগৎস্রষ্টা স্বয়ং ব্রহ্মা নিয়তো যস্য সেবয়া।
পাতা বিষ্ণুশ্চ জগতাং সংহর্ত্তা শঙ্করঃ স্বয়ম্ ॥ ১২
ধ্যায়ন্তে যং সুরাঃ সর্ব্বে মুনয়ো মনবস্তথা।
সিদ্ধাশ্চ যোগিনঃ সন্তঃ সন্ততং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥১৩
সাকারঞ্চ নিরাকারং পরং স্বেচ্ছাময়ং বিভুম্।
বরং বরেণ্যং বরদং বরার্হং বরকারণম্ ॥ ১৪
তপঃফলং তপোবীজং তপসাঞ্চ ফলপ্রদম্।
স্বয়ং তপঃস্বরূপঞ্চ সর্ব্বরূপঞ্চ সর্ব্বতঃ ॥ ১৫
সর্ব্বাধারং সর্ব্ববীজং কর্ম্ম তৎকর্ম্মণাং ফলম্।
তেষাঞ্চ ফলদাতারং তদ্বীজং ক্ষয়কারণম্ ॥ ১৬
স্বয়ং তেজঃস্বরূপঞ্চ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্।
সেবা ধ্যানং ন ঘটতে ভক্তানাং বিগ্রহং বিনা॥ ১৭
তত্তেজো মণ্ডলাকারং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্।
অতীবকমনীয়ঞ্চ রূপং তত্র মনোহরম্ ॥ ১৮
নবীননীরদশ্যামং শরৎপঙ্কজলোচনম্।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যমীষদ্ধাস্যসমন্বিতম্ ॥ ১৯
কোটিকন্দর্পলাবণ্যলীলাধাম মনোহরম্।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং রত্নভূষণভূষিতম্ ॥ ২০
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং পীতকৌষেয়বাসসম্।
কিশোরবয়সং শান্তং রাধাকান্তমনন্তকম্ ॥ ১২
গোপাঙ্গনাপরিবৃতং কুত্রচিন্নির্জনে বনে।
কুত্রচিদ্রাসমধ্যস্থং রাধয়া পরিষেবিতম্ ॥ ২২
কুত্রচিদ্গোপবেশঞ্চ বেষ্টিতং গোপবালকৈঃ।
শতশৃঙ্গাচলোৎকৃষ্টে রম্যে বৃন্দাবনে বনে ॥ ২৩
নিকরং কামধেনূনাং রক্ষন্তং শিশুরূপিণম্।

গোলোকে বিরজাতীরে পারিজাতবনে বনে ॥ ২৪
বেণুং ক্বণন্তং মধুরং গোপীসম্মোহকারণম্ ।
নিরাময়ে চ বৈকুণ্ঠে কুত্রচিচ্চ চতুর্ভুজম্ ॥ ২৫
লক্ষ্মীকান্তং পার্ষদৈশ্চ সেবিতঞ্চ চতুর্ভুজৈঃ ।
কুত্রচিৎ স্বাংশরূপেণ জগতাং পালনায় চ ॥ ২৬
শ্বেতদ্বীপে বিষ্ণুরূপং পদ্ময়া পরিষেবিতম্ ।
কুত্রচিৎ স্বাংশকলয়া ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মরূপিণম্ ॥ ২৭
শিবস্বরূপং শিবদং স্বাংশেন শিবরূপিণম্ ।
স্বাত্মনঃ ষোড়শাংশেন সর্ব্বাধারং পরাৎপরম্ ॥ ২৮
স্বয়ং মহদ্বিরাড়্রূপং বিশ্বৌঘং যস্য লোমসু ।
লীলয়া স্বাংশকলয়া জগতাং পালনায় চ ॥ ২৯
নানাবতারং বিভ্রন্তং বীজং তেষাং সনাতনম্ ।
বসন্তং কুত্রচিৎ সন্তং যোগিনাং হৃদয়ে সতাম্ ॥৩০
প্রাণরূপং প্রাণিনাঞ্চ পরমাত্মানমীশ্বরম্ ।
তঞ্চ স্তোতুমশক্তাহমবলা নির্গুণং বিভুম্ ॥ ৩১
নির্লক্ষ্যঞ্চ নিরীহঞ্চ সারং বাঙ্মনসোঃ পরম্ ।
যং স্তোতুমক্ষমোঽনন্তঃ সহস্রবদনেন চ ॥ ৩২
পঞ্চবক্ত্রশ্চতুর্বক্ত্রো গজবক্ত্রঃ ষড়াননঃ ।
যং স্তোতুং ন ক্ষমা মায়া মোহিতা যস্য মায়য়া ॥৩৩
যং স্তোতুং ন ক্ষমা শ্রীশ্চ জড়ীভূতা সরস্বতী ।
বেদা ন শক্তা যং স্তোতুং কো বা বিদ্বাংশ্চ বেদবিৎ ॥ ৩৪
কিং স্তৌমি তমনীহঞ্চ শোকার্ত্তা স্ত্রী পরাৎপরম্ ।
ইত্যুক্ত্বা সা চ গন্ধর্ব্বী বিররাম রুরোদ চ ॥ ৩৫
কৃপানিধিং প্রণনাম ভয়ার্ত্তা চ পুনঃপুনঃ ।
কৃষ্ণশ্চ শক্তিভিঃ সার্দ্ধমধিষ্ঠানং চকার হ ॥ ৩৬
ভর্ত্তুরভ্যন্তরে তস্যাঃ পরমাত্মা নিরাকৃতিঃ ।
উত্থায় শীঘ্রং বীণাঞ্চ ধৃত্বা স্নাত্বা চ বাসসী ॥ ৩৭
প্রণনাম দেবসঙ্ঘং ব্রাহ্মণং পুরতঃ স্থিতম্ ।
নেদুর্দুন্দুভয়ো দেবাঃ পুষ্পবৃষ্টিঞ্চ চক্রিরে ॥ ৩৮
দৃষ্ট্বা চোপরি দম্পত্যোঃ প্রদদুঃ পরমাশিষম্ ।
গন্ধর্ব্বো দেবপুরতো ননর্ত্ত চ জগৌ ক্ষণম্ ॥ ৩৯
জীবিতৌ পিতরৌ প্রাপ দেবানাঞ্চ বরেণ চ ।
জগাম পত্ন্যা সার্দ্ধঞ্চ পিত্রা মাত্রা চ হর্ষিতঃ ॥ ৪০
উপবর্হণগন্ধর্ব্বো গন্ধর্ব্বনগরং পুনঃ ।
মালাবতী রত্নকোটিং ধনানি বিবিধানি চ ॥ ৪১
প্রদদৌ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ ভোজয়ামাস তান্ সতী ।
বেদাংশ্চ পাঠয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলম্ ॥ ৪২
মহোৎসবঞ্চ বিবিধং হরের্নামৈকমঙ্গলম্ ।
জগ্মুর্দেবাশ্চ স্বস্থানং বিপ্ররূপী হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৩
এতত্তে কথিতং সর্ব্বং স্তবরাজঞ্চ শৌনক ।
ইদং স্তোত্রং পুণ্যরূপং পূজাকালে তু যঃ পঠেৎ ॥
হরিভক্তিং হরের্দাস্যং লভতে বঞ্চবো জনঃ ।
বরার্থী যঃ পঠেদ্ভক্ত্যা চাস্তিকঃ পরমাস্থয়া ॥ ৪৫
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং নিশ্চিতং লভতে ফলম্ ।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং ধনার্থী লভতে ধনম্ ॥ ৪৬
ভার্য্যার্থী লভতে ভার্য্যাং পুত্রার্থী লভতে সুতম্ ।
ধর্ম্মার্থী লভতে ধর্ম্মং যশোঽর্থী লভতে যশঃ ॥ ৪৭
ভ্রষ্টরাজ্যো লভেদ্রাজ্যং প্রজাভ্রষ্টঃ প্রজাং লভেৎ ।
রোগার্ত্তো মুচ্যতে রোগাদ্বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥৪৮
ভয়ান্মুচ্যেত ভীতস্তু ধনং নষ্টধনো লভেৎ ।
দস্যুগ্রস্তো মহারণ্যে হিংস্রজন্তুসমন্বিতঃ ।
দাবাগ্নিদগ্ধো মুচ্যেত নিমগ্নশ্চ জলার্ণবে ॥ ৪৯

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে গন্ধর্ব্ব-জীবদান-মহাপুরুষস্তোত্রপ্রণয়নং নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সৌতিরুবাচ ।

মালাবতী ধনং দত্ত্বা ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রহর্ষিতা ।
চকার বিবিধং বেশং স্বাত্মনঃ স্বামিনঃ কৃতে ॥ ১
ভর্ত্তুশ্চকার শুশ্রূষাং পূজাঞ্চ সময়োচিতাম্ ।
তেন সার্দ্ধং সুরসিকা রেমে সা সুচিরং মুদা ॥ ২
মহাপুরুষস্তোত্রঞ্চ পূজাঞ্চ কবচং মনুম্ ।
বিস্মৃতং বোধয়ামাস স্বয়ং রহসি সুব্রতা ॥ ৩
পুরা দত্তং বশিষ্ঠেন স্তোত্রপূজাদিকং হরেঃ ।
গন্ধর্ব্বায় চ মালত্যৈ মন্ত্রমেকঞ্চ পুষ্করে ॥ ৪
বিস্মৃতং স্তোত্রকবচং বশিষ্ঠশ্চ কৃপানিধিঃ ।
গন্ধর্ব্বরাজং রহসি বোধয়ামাস শূলিনঃ ॥ ৫
এবং চকার রাজ্যঞ্চ কুবেরভবনোপমে ।
আশ্রমে পরমানন্দো গন্ধর্ব্বো বান্ধবৈঃ সহ ॥ ৬
যথা তথা গতাভিশ্চ স্ত্রীভিরন্যাভিরেব চ ।
আগত্য তাভিঃ স্বস্বামী সম্প্রাপ্তঃ পরয়া মুদা ॥ ৭

শৌনক উবাচ।
কিং স্তোত্রং কবচং বিষ্ণোর্ম্মন্ত্রপূজাবিধিঃ পুরা।
দত্তো বশিষ্ঠৈস্তাভ্যাঞ্চ তং ভবান্ বক্তুমর্হতি॥ ৮
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রঞ্চ শূলিনঃ কবচাদিকম্।
দত্তং গন্ধর্ব্বরাজায় বশিষ্ঠেন চ কিং পুরা॥ ৯
তদপি ব্রূহি হে সৌতে শ্রোতুং কৌতুহলং মম।
শঙ্করস্তোত্রকবচং মন্ত্রং দুর্গবিনাশনম্॥ ১০
সৌতিরুবাচ।
তুষ্টাব যেন স্তোত্রেণ মালতী পরমেশ্বরম্।
তদেব স্তোত্রং দত্তঞ্চ মন্ত্রঞ্চ কবচং শৃণু॥ ১১
ওঁ নমো ভগবতে রাসমণ্ডলেশায় স্বাহা।
ইমং মন্ত্রং কল্পতরুং প্রদদৌ ষোড়শাক্ষরম্॥ ১২
পুরা দত্তং কুমারায় ব্রহ্মণা পুষ্করে হরেঃ।
পুরা দত্তঞ্চ কৃষ্ণেন গোলোকে শঙ্করায় চ॥ ১৩
ধ্যানঞ্চ বিষ্ণোর্ব্বেদোক্তং শাশ্বতং সর্ব্বদুর্লভম্।
মূলেন সর্ব্বং দেয়ঞ্চ নৈবেদ্যাদিকমুত্তমম্॥ ১৪
অতীবগুপ্তকবচং পিতুর্ব্বক্ত্রান্ময়া শ্রুতম্।
পিত্রে দত্তং পুরা বিপ্র গঙ্গায়াং শূলিনা ধ্রুবম্॥১৫
শূলিনে ব্রহ্মণে দত্তং গোলোকে রাসমণ্ডলে।
ধর্ম্মায় গোপীকান্তেন কৃপয়া পরমাদ্ভুতম্॥ ১৬
ব্রহ্মোবাচ।
রাধাকান্ত মহাভাগ কবচং যৎ প্রকাশিতম্।
ব্রহ্মাণ্ডপাবনং নাম কৃপয়া কথয় প্রভো॥ ১৭
মাং মহেশঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ ভক্তঞ্চ ভক্তবৎসল।
ত্বৎপ্রসাদেন পুত্রেভ্যো দাস্যামি ভক্তিসংযুতঃ॥১৮
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
শৃণু বক্ষ্যামি ব্রহ্মেশ ধর্ম্মদং কবচং পরম্।
অহং দাস্যামি যুষ্মভ্যং গোপনীয়ং সুদুর্লভম্॥১৯
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং প্রাণতুল্যং মমৈব হি।
যত্তেজো মম দেহেঽস্তি তত্তেজঃ কবচেঽপি চ॥
কুরু সৃষ্টিমিদং ধৃত্বা ধাতা ত্রিজগতাং ভব।
সংহর্ত্তা ভব হে শম্ভো মম তুল্যো ভবে ভব॥ ২১
হে ধর্ম্ম ত্বমিমং ধৃত্বা ভব সাক্ষী চ কর্ম্মণাম্।
তপসাং ফলদাতা চ যূয়ং ভবত মদ্বরাৎ॥ ২২
ব্রহ্মাণ্ডপাবনস্যাস্য কবচস্য হরিঃ স্বয়ম্।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী দেবোঽহং জগদীশ্বরঃ॥ ২৩
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ত্রিলক্ষবারপঠনাৎ সিদ্ধিদং কবচং বিধে॥ ২৪
যো ভবেৎ সিদ্ধকবচো মম তুল্যো ভবেত্তু সঃ।
তেজসা সিদ্ধিযোগেন জ্ঞানেন বিক্রমেণ চ॥ ২৫
প্রণবো মে শিরঃ পাতু নমো রাসেশ্বরায় চ।
ভালং পায়ান্নেত্রযুগ্মং নমো রাধেশ্বরায় চ॥ ২৬
কৃষ্ণঃ পায়াৎ শ্রোত্রযুগ্মং হে হরে ঘ্রাণমেব চ।
জিহ্বিকাং বহ্নিজায়া তু কৃষ্ণায়েতি চ সর্ব্বতঃ॥২৭
শ্রীকৃষ্ণায় স্বাহেতি চ কণ্ঠং পাতু ষড়ক্ষরঃ।
হ্রীং কৃষ্ণায় নমো বক্ত্রং ক্লীংপূর্ব্বশ্চ ভুজদ্বয়ম্॥২৮
নমো গোপাঙ্গনেশায় স্কন্ধাবষ্টাক্ষরোঽবতু।
দন্তপংক্তিমোষ্ঠযুগ্মং নমো গোপীশ্বরায় চ॥ ২৯
ওঁ নমো ভগবতে রাসমণ্ডলেশায় স্বাহা।
স্বয়ং বক্ষঃস্থলং পাতু মন্ত্রোঽয়ং ষোড়শাক্ষরঃ॥৩০
ঐং কৃষ্ণায় স্বাহেতি চ কর্ণযুগ্মং সদাবতু।
ওঁ বিষ্ণবে স্বাহেতি চ কঙ্কালং সর্ব্বতোঽবতু॥৩১
ওঁ হরয়ে নম ইতি পৃষ্ঠং পাদং সদাবতু।
ওঁ গোবর্দ্ধনধারিণে স্বাহা সর্ব্বশরীরকম্। ৩২
প্রাচ্যাং মাং পাতু শ্রীকৃষ্ণ আগ্নেয্যাং
পাতু মাধবঃ।
দক্ষিণে পাতু গোপীশো নৈর্ঋত্যাং নন্দনন্দনঃ॥৩৩
বারুণ্যাং পাতু গোবিন্দো বায়ব্যাং রাধিকেশ্বরঃ।
উত্তরে পাতু রাসেশ ঐশান্যামচ্যুতঃ স্বয়ম্॥ ৩৪
সন্ততং সর্ব্বতঃ পাতু পরো নারায়ণঃ স্বয়ম্।
ইতি তে কথিতং ব্রহ্মন্ কবচং পরমাদ্ভুতম্॥ ৩৫
মম জীবনতুল্যঞ্চ যুষ্মভ্যং দত্তমেব চ।
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
কলাং নার্হন্তি তান্যেব কবচস্যৈব ধারণাৎ॥ ৩৬
গুরুমভ্যর্চ্য বিধিবদ্বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ।
স্নাত্বা তঞ্চ নমস্কৃত্য কবচং ধারয়েৎ সুধীঃ॥ ৩৭
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচো বিষ্ণুরেব ভবেদ্দ্বিজ॥ ৩৮
(ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরুষব্রহ্মাণ্ড-
পাবনং কবচং সমাপ্তম্।)
সৌতিরুবাচ।
শিবস্য কবচং স্তোত্রং শ্রূয়তামিতি শৌনক।
বশিষ্ঠেন চ যদ্দত্তং গন্ধর্ব্বায় চ যো মনুঃ॥ ৩৯
ওঁ নাম ভগবতে শিবায় স্বাহেতি চ মনুঃ।
দত্তো বশিষ্ঠেন পুরা পুষ্করে কৃপয়া বিভো॥ ৪০
অয়ং মন্ত্রো রাবণায় প্রদত্তো ব্রহ্মণা পুরা।

স্বয়ং শম্ভুশ্চ বাণায় তথা দুর্ব্বাসসে পুরা ॥ ৪১
মূলেন সর্ব্বং দেয়ঞ্চ নৈবেদ্যাদিকমুত্তমম্।
ধ্যায়েন্নিত্যাদিকং ধ্যানং বেদোক্তং সর্ব্বসম্মতম্ ॥
(ওঁ নমো মহাদেবায়।)
বাণাসুর উবাচ।
মহেশ্বর মহাভাগ কবচং যৎ প্রকাশিতম্।
সংসারপাবনং নাম কৃপয়া কথয় প্রভো ॥ ৪৩
মহেশ্বর উবাচ।
শৃণু বক্ষ্যামি হে বৎস কবচং পরমাদ্ভুতম্।
অহং তুভ্যং প্রদাস্যামি গোপনীয়ং সুদুর্লভম ॥৪৪
পুরা দুর্ব্বাসসে দত্তং ত্রৈলোক্যবিজয়ায় চ।
মমৈবেদঞ্চ কবচং ভক্ত্যা যো ধারয়েৎ সুধীঃ ॥৪৫
জেতুং শক্নোতি ত্রৈলোক্যং ভগবন্নবলীলয়া।
সংসারপাবনস্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ ॥ ৪৬
ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী দেবোঽহঞ্চ মহেশ্বরঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৭
পঞ্চলক্ষজপেনৈব সিদ্ধিদং কবচং ভবেৎ।
যো ভবেৎ সিদ্ধকবচো মম তুল্যো ভবেদ্ভুবি।
তেজসা সিদ্ধিযোগেন তপসা বিক্রমেণ চ ॥ ৪৮
শম্ভুর্মে মস্তকং পাতু মুখং পাতু মহেশ্বরঃ।
দন্তপংক্তিং নীলকণ্ঠোঽপ্যধরোষ্ঠং হরঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৯
কণ্ঠং পাতু চন্দ্রচূড়ঃ স্কন্ধৌ বৃষভবাহনঃ।
বক্ষঃস্থলং নীলকণ্ঠঃ পাতু পৃষ্ঠং দিগম্বরঃ ॥ ৫০
সর্ব্বাঙ্গং পাতু বিশ্বেশঃ সর্ব্বদিক্ষু চ সর্ব্বদা।
স্বপ্নে জাগরণে চৈব স্থাণুর্মে পাতু সন্ততম্ ॥ ৫১
ইতি তে কথিতং বাণ কবচং পরমাদ্ভুতম্।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ৫২
যৎ ফলং সর্ব্বতীর্থানাং স্নানেন লভতে নরঃ।
তৎ ফলং লভতে নূনং কবচস্যৈব ধারণাৎ ॥ ৫৩
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ভজেন্মাং যঃ সুমন্দধীঃ।
শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধিদায়কঃ ॥ ৫৪
(ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে শঙ্করকবচং সমাপ্তম্।)
সৌতিরুবাচ।
ইদঞ্চ কবচং প্রোক্তং স্তোত্রঞ্চ শৃণু শৌনক।
মন্ত্ররাজঃ কল্পতরুর্বশিষ্ঠো দত্তবান্ পুরা ॥ ৫৫
(ওঁ নমঃ শিবায়।)
বাণাসুর উবাচ।
বন্দে সুরাণাং সারঞ্চ সুরেশং নীললোহিতম্।
যোগীশ্বরং যোগবীজং যোগিনাঞ্চ গুরোর্গুরুম্ ॥৫৬
জ্ঞানানন্দং জ্ঞানরূপং জ্ঞানবীজং সনাতনম্।
তপসাং ফলদাতারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্ ॥ ৫৭
তপোরূপং তপোবীজং তপোধনধনং বরম্।
বরং বরেণ্যং বরদমীড্যং সিদ্ধগণৈর্ব্বরৈঃ ॥ ৫৮
কারণং ভুক্তিমুক্তীনাং নরকার্ণবতারণম্।
আশুতোষং প্রসন্নাস্যং করুণাময়সাগরম্ ॥ ৫৯
হিমচন্দনকুন্দেন্দু-কুমুদাম্ভোজসন্নিভম্।
ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপঞ্চ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্ ॥ ৬০
বিষয়াণাং বিভেদেন বিভ্রন্তং বহুরূপকম্।
জলরূপমগ্নিরূপমাকাশরূপমীশ্বরম্ ॥ ৬১
বায়ুরূপং চন্দ্ররূপং সূর্য্যরূপং মহৎ প্রভুম্।
আত্মনঃ স্বপদং দাতুং সমর্থমবলীলয়া ॥ ৬২
ভক্তজীবনমীশঞ্চ ভক্তানুগ্রহকারকম্।
বেদা ন শক্তা যং স্তোতুং কিমহং স্তৌমি
তং প্রভুম্ ॥ ৬৩
অপরিচ্ছিন্নমীশানমহো বাঙ্মনসোঃ পরম্।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং বৃষভস্থং দিগম্বরম্ ॥ ৬৪
ত্রিশূলপট্টিশধরং সস্মিতং চন্দ্রশেখরম্।
ইত্যুক্ত্বা স্তবরাজেন নিত্যং বাণঃ সুসংযতঃ ॥ ৬৫
প্রণমেৎ শঙ্করং ভক্ত্যা দুর্ব্বাসাশ্চ মুনীশ্বরঃ।
ইদং দত্তং বশিষ্ঠেন গন্ধর্ব্বায় পুরা মুনে ॥ ৬৬
কথিতঞ্চ মহাস্তোত্রং শূলিনঃ পরমাদ্ভুতম্।
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং পঠেদ্ভক্ত্যা চ যো নরঃ ॥
স্নানস্য সর্ব্বতীর্থানাং ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
অপুত্রো লভতে পুত্রং বর্ষমেকং শৃণোতি যঃ ॥৬৮
সংযতশ্চ হবিষ্যাশী প্রণম্য শঙ্করং গুরুম্।
গলৎকুষ্ঠী মহাশূলী বর্ষমেকং শৃণোতি যঃ ॥৬৯
অবশ্যং মুচ্যতে রোগাৎ ব্যাসবাক্যমিতি শ্রুতম্।
কারাগারেঽপি বদ্ধো যো নৈব প্রাপ্নোতি নির্বৃতিম্
স্তোত্রং শ্রুত্বা মাসমেকং মুচ্যতে বন্ধনাদ্ ধ্রুবম্ ॥
ভ্রষ্টরাজ্যো লভেদ্রাজ্যং ভক্ত্যা মাসং শৃণোতি যঃ
মাসং শ্রুত্বা সংযতশ্চ লভেদ্ভ্রষ্টধনো ধনম্ ॥ ৭২
যক্ষ্মগ্রস্তো বর্ষমেকমাস্তিকো যঃ শৃণোতি চেৎ।
নিশ্চিতং মুচ্যতে রোগাৎ শঙ্করস্য প্রসাদতঃ ॥ ৭৩
যঃ শৃণোতি সদা ভক্ত্যা স্তবরাজমিমং দ্বিজ।
তস্যাসাধ্যং ত্রিভুবনে নাস্তি কিঞ্চিচ্চ শৌনক ॥ ৭৪
কদাচিদ্বন্ধুবিচ্ছেদো ন ভবেৎ তস্য ভারতে।

অচলং পরমৈশ্বর্য্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৫
সুসংযতোঽতিভক্ত্যা চ মাসমেকং শৃণোতি যঃ ।
অভার্য্যো লভতে ভার্য্যাং সুবিনীতাং সতীং বরাম্
মহামূর্খশ্চ দুর্ম্মেধা মাসমেকং শৃণোতি যঃ ।
বুদ্ধিং বিদ্যাঞ্চ লভতে গুরূপদেশমাত্রতঃ ॥ ৭৭
কর্ম্মদুঃখী দরিদ্রশ্চ মাসং ভক্ত্যা শৃণোতি যঃ ।
ধ্রুবং বিত্তং ভবেৎ তস্য শঙ্করস্য প্রসাদতঃ ॥ ৭৮
ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা কৃত্বা কীর্ত্তিং সুদুর্লভাম্
নানাপ্রকারধর্ম্মঞ্চ যাত্যন্তে শঙ্করালয়ম্ ॥ ৭৯
পার্ষদপ্রবরো ভূত্বা সেবতে তত্র শঙ্করম্ ।
যঃ শৃণোতি ত্রিসন্ধ্যঞ্চ নিত্যং স্তোত্রমনুত্তমম্ ॥ ৮০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে
সৌতিশৌনক-সংবাদে স্তবরাজোঽষ্ট-
মনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সৌতিরুবাচ ।

মুদা মালাবতীসার্দ্ধং গন্ধর্ব্বশ্চোপবর্হণঃ ।
রেমে কালাবশেষঞ্চ তাভিশ্চ নির্জ্জনে বনে ॥ ১
গন্ধর্ব্বরাজো মুমুদে পুত্রদারাদিভিঃ সহ ।
নানাবিধং কৃত্যবরং মহৎ পুণ্যং চকার হ ॥ ২
রাজত্বং বুভুজে রাজা কুবেরভবনোপমে ।
রেমে সুশীলয়া সার্দ্ধং স্থিরযৌবনযুক্তয়া ॥ ৩
গন্ধর্ব্বরাজঃ কালে চ গঙ্গাতীরে মনোহরে ।
পত্ন্যা সার্দ্ধমসূংস্ত্যক্ত্বা বৈকুণ্ঠঞ্চ যযৌ মুদা ॥ ৪
শৈবঃ শিবপ্রসাদেন পুত্রস্য বিষ্ণুসেবয়া ।
বভূব দাসো বৈকুণ্ঠে বিষ্ণোঃ শ্যামশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ৫
কৃত্বা পিত্রোশ্চ সংকারং গন্ধর্ব্বশ্চোপবর্হণঃ ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বিপ্র ধনানি বিবিধানি চ ॥ ৬
কালে স্বয়ং ব্রহ্মশাপাৎ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা বিচক্ষণঃ ।
স জজ্ঞে বৃষলীগর্ভে ব্রহ্মবীর্য্যেণ শৌনক ॥ ৭
মালাবতী ব্রহ্মকুণ্ডে পুষ্করে ভারতে ভুবি ।
কৃত্বা তু বাঞ্ছিতং কামং প্রাণাংস্তত্যাজ সা সতী ॥৮॥
সৃঞ্জয়স্য তু পত্ন্যাঞ্চ মনুবংশোদ্ভবস্য চ ।
জজ্ঞে নৃপস্য সাধ্বী সা পুণ্যা জাতিস্মরা বরা ॥ ৯
উপবর্হণগন্ধর্ব্বঃ পতির্মে ভবিতেতি চ ।
ইতিকামা কামুকী সা সুন্দরী সুন্দরীবরা ॥ ১০

শৌনক উবাচ ।

ব্রহ্মবীর্য্যাৎ শূদ্রপত্ন্যাং গন্ধর্ব্বশ্চোপবর্হণঃ ।
জাতঃ কেন প্রকারেণ তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ১১

সৌতিরুবাচ ।

কান্যকুব্জে চ দেশে চ দ্রুমিলো গোপরাজকঃ ।
কলাবতী তস্য পত্নী বন্ধ্যা চাপি পতিব্রতা ॥ ১২
স্বামিদোষেণ সা বন্ধ্যা কালে চ ভর্ত্তুরাজ্ঞয়া ।
উপতস্থে বনে ঘোরে নরদং কাশ্যপং মুনিম্ ॥ ১৩
ধ্যায়মানঞ্চ শ্রীকৃষ্ণং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা ।
তস্থৌ সুবেশং কৃত্বা সা ধ্যানান্তঞ্চ মুনেঃ পুরঃ ॥১৪
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড-প্রভাতুল্যেন তেজসা ।
তপন্তং দূরতোঽপ্যেবং সমীপং গন্তুমক্ষমা ॥ ১৫
ধ্যানান্তে চ মুনিশ্রেষ্ঠঃ পরঃ কৃষ্ণপরায়ণঃ ।
দদর্শ পুরতো দূরে সুন্দরীং স্থিরযৌবনাম্ ॥ ১৬
চারুচম্পকবর্ণাভাং শরৎপঙ্কজলোচনাম্ ।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যাং রত্নভূষণভূষিতাম্ ॥ ১৭
বৃহন্নিতম্বভারার্ত্তাং পীনশ্রোণিপয়োধরাম্ ।
শোভিতাং পীতবস্ত্রেণ সস্মিতাং রক্তলোচনাম্ ॥১৮
মোহিতাং মুনিরূপেণ কামবাণপ্রপীড়িতাম্ ।
দর্শয়ন্তীং স্তনশ্রোণীং মৈথুনাসক্তচেতনাম্ ॥ ১৯
সিন্দূরবিন্দুভূষাঢ্যাং সুচারুকজ্জলোজ্জ্বলাম্ ।
পদালক্তকশোভাঢ্যাং রূপেণৈব যথোর্ব্বশীম্ ॥ ২০
মুনিঃ পপ্রচ্ছ দৃষ্ট্বা তাং কা ত্বং কামিনি নির্জ্জনে ।
কস্য পত্নী কথং বাত্র সত্যং ব্রূহি চ পুংশ্চলি ॥২১
মুনেশ্চ বচনং শ্রুত্বা কম্পিতা চ কলাবতী ।
উবাচ বিনয়েনৈব কৃত্বা চ শ্রীহরিং হৃদি ॥ ২২

কলাবত্যুবাচ ।

গোপিকাহং দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রুমিলস্য চ কামিনী ।
পুত্রার্থিনী চাগতাহং ত্বন্মূলং ভর্ত্তুরাজ্ঞয়া ॥ ২৩
বীর্য্যাধানং কুরু ময়ি স্ত্রী নোপেক্ষ্যা হ্যুপস্থিতা ।*
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা ॥ ২৪
বৃষলীবচনং শ্রুত্বা চুকোপ মুনিসত্তমঃ ।
উবাচ নীতং সত্যঞ্চ কোপপ্রস্ফুরিতাধরঃ ॥ ২৫

কাশ্যপ উবাচ ।

যঃ স্বলক্ষ্মীঞ্চ ভোগার্হাং পরায় দাতুমিচ্ছতি ।
তং সা ত্যজতি মূঢ়ঞ্চ বেদবাদ ইতি ধ্রুবম্ ॥ ২৬

---

* স্ত্রীং নোপেক্ষেদুপস্থিতামিতি পাঠান্তরম্ ।

ন ত্বং দ্রুমিলভোগাহা পুনরেব ভবিষ্যসি ।
বরক্তেন স্বয়ং ত্যক্তা ন গৃহ্লাতি চ তাং পুনঃ॥২৭
ঃ শূদ্রপত্নীং গৃহ্লাতি ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ ।
ন চণ্ডালো ভবেৎ সত্যং ন কর্ম্মার্হো দ্বিজাতিষু॥২৮
পিতৃশ্রাদ্ধে চ যজ্ঞে চ শিলাস্পর্শে সুরার্চ্চনে।
নাধিকারশ্চ তস্যৈবমিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥ ২৯
কুম্ভীপাকং স্বয়ং যাতি পাতয়িত্বা চ পূরুষান্ ।
মাতামহান্ স্বাত্মনশ্চ দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্ ॥ ৩০
তত্তর্পণং মূত্রমেব পিণ্ডং সদ্যঃ পুরীষকম্ ।
শালগ্রামস্য তৎস্পর্শে চোপবাসস্ত্রিরাত্রকম্ ॥ ৩১
তদিষ্টদেবো গৃহ্লাতি ন নৈবেদ্যং ন তজ্জলম্ ।
সন্ন্যাসিনাং ব্রাহ্মণানাং তদন্নঞ্চ পুরীষবৎ ॥ ৩২
কুম্ভীপাকে পচ্যতে স শক্রান্তং যাবদেব হি ।
একবিংশতিপূরুষৈঃ সার্দ্ধং সত্যঞ্চ পুংশ্চলি ॥ ৩৩
পাত্রোচ্ছিষ্টঞ্চ যো ভুঙ্ক্তে শূদ্রাণাং ব্রাহ্মণাধমঃ।
তত্তুল্যোঽধরভোজী চৈবেত্যাঙ্গিরসভাষিতম্ ॥ ৩৪
শূদ্রো বা যদি গৃহ্লাতি ব্রাহ্মণীং জ্ঞানদুর্ব্বলঃ ।
স পচ্যতে কালসূত্রে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ ৩৫
অষ্টাদশেন্দ্রাবচ্ছিন্নং কালঞ্চ কালসূত্রকে ।
ব্রাহ্মণী পচ্যতে তত্র ভক্ষিতা কৃমিভির্ধ্রুবম্ ॥ ৩৬
ততশ্চণ্ডালযোনৌ চ লব্ধা জন্ম চ ব্রাহ্মণী ।
শূদ্রশ্চ কুষ্ঠী ভবতি জ্ঞাতিভিঃ পরিবর্জ্জিতঃ॥ ৩৭
ইত্যুক্ত্বা চ মুনিশ্রেষ্ঠো বিররাম চ শৌনক ।
বৃষলী তৎপুরস্তস্থৌ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকা ॥ ৩৮
এতস্মিন্নন্তরে তেন পথা যাতি চ মেনকা ।
তস্যা উরুং স্তনং দৃষ্ট্বা মুনের্ব্বীর্য্যং পপাত হ ॥ ৩৯
ঋতুস্নাতা চ বৃষলী পীত্বা তত্র ক্ষণং মুদা ।
মুনিং প্রণম্য প্রহৃষ্টা প্রযযৌ ভর্ত্তুরন্তিকম্ ॥ ৪০
গত্বা প্রণম্য দ্রুমিলং কান্তা কান্তং মনোহরম্ ।
সর্ব্বং নিবেদয়ামাস বৃত্তান্তং গর্ভহেতুকম্ ॥ ৪১
কলাবতীবচঃ শ্রুত্বা প্রহৃষ্টবদনেক্ষণঃ ।
উবাচ কান্তাং মধুরং পরিণামসুখাবহম্ ॥ ৪২

দ্রুমিল উবাচ ।

বিপ্রস্য বীর্য্যং ত্বদ্গর্ভে বৈষ্ণবস্য মহাত্মনঃ ।
বৈষ্ণবো ভবিতা বালস্ত্বঞ্চ ভাগ্যবতী সতী ॥ ৪৩
যদ্গর্ভে বৈষ্ণবো জাতো যস্য বীর্য্যেণ বা সতি ।
তয়োর্যাতি চ বৈকুণ্ঠং পুরুষাণাং শতং শতম্ ॥৪৪
তৌ চ বিষ্ণুবিমানেন সদ্রত্ননির্ম্মিতেন চ ।
যাতৌ বৈকুণ্ঠনগরং জন্মমৃত্যুজরাহরম্ ॥ ৪৫
কস্যচিদ্ব্রাহ্মণস্যৈব গেহং গচ্ছ শুভাননে ।
পশ্চান্মমান্তিকং ভদ্রে যাস্যসীতি হরেঃ পুরঃ ॥৪৬
ইত্যুক্ত্বা গোপরাজশ্চ স্নাত্বা কৃত্বা তু তর্পণম্ ।
সম্পূজ্যাভীষ্টদেবঞ্চ ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দদৌ ॥ ৪৭
অশ্বানাঞ্চ চতুর্লক্ষং গজানাং লক্ষমেব চ ।
শতং মত্তগজেন্দ্রাণাং ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা ॥৪৮
উচ্চৈঃশ্রবঃপ্রকলক্ষং রথানাঞ্চ সহস্রকম্ ।
শকটানাং ত্রিলক্ষঞ্চ ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা ॥৪৯
গবাং দ্বাদশলক্ষঞ্চ মহিষাণাং ত্রিলক্ষকম্ ।
ত্রিলক্ষং রাজহংসানাং ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা ॥
পারাবতানাং লক্ষঞ্চ শুকানাঞ্চ শতং মুনে ।
লক্ষঞ্চ দাসদাসীনাং ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা ॥৫১
গ্রামাণাঞ্চ সহস্রঞ্চ নগরাণাং শতং শতম্ ।
ধান্যতণ্ডুলশৈলঞ্চ ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা ॥ ৫২
শতকোটিং সুবর্ণানাং রত্নানাঞ্চ সহস্রকম্ ।
মুদ্রাণাং কোটিকলসং ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা ॥
দদৌ তৈজসপাত্রাণাং ভূষণানামসংখ্যকম্ ।
তাং স্ত্রিয়ং রত্নভূষাঢ্যাং ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা ॥
রাজ্যং দত্ত্বা মহারাজোঽপ্যন্তর্ব্বাহে হরিং স্মরন্ ।
জগাম বদরীং গোপো মনোগামী মুদান্বিতঃ ॥৫৫
তত্র মাসং তপঃ কৃত্বা গঙ্গাতীরে মনোহরে ।
প্রাণাংস্তত্যাজ যোগেন সদ্যো দৃষ্টো মহর্ষিভিঃ ॥
স চ বিষ্ণুবিমানেন রত্নেন্দ্রনির্ম্মিতেন চ ।
সংযুক্তো বিষ্ণুদূতৈশ্চ বৈকুণ্ঠঞ্চ জগাম হ ॥ ৫৭
তত্র প্রাপ হরের্দাস্যং হরিদাসো বভূব সঃ ।
বৃত্তান্তঞ্চ কলাবত্যাঃ শ্রূয়তামিতি শৌনক ॥ ৫৮
গতে কলাবতী নাথে উচ্চৈশ্চ প্ররুরোদ হ ।
বহ্নৌ প্রাণাংস্ত্যক্তুকামা ব্রাহ্মণেনৈব রক্ষিতা ॥৫৯
ব্রাহ্মণো মাতরিত্যুক্ত্বা তাং গৃহীত্বা মুদান্বিতঃ ।
জগাম রত্নপূর্ণঞ্চ স্বগেহঞ্চ ক্ষণেন চ ॥ ৬০
সা বিপ্রগেহে সাধ্বী চ সুষাব তনয়ং বরম্ ।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা ॥ ৬১
তত্রস্থা যোষিতঃ সর্ব্বা দদৃশুর্ব্বালকং শুভম্ ।
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড-জিতং তং ব্রহ্মতেজসা ॥ ৬২
কামদেবাধিকং রূপে চন্দ্রাধিকশুভাননম্ ।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যং শরৎপঙ্কজলোচনম্ ॥ ৬৩
হস্তপাদাদিললিতং সুকপোলং মনোহরম্ ।

পদ্মচক্রাঙ্কিতং পাদপদ্মং রাতুলমুজ্জ্বলম্ ॥ ৬৪
করযুগ্মং রাতুলঞ্চ রুদন্তঞ্চ স্তনার্থিনম্ ।
যোষিতো বালকং দৃষ্ট্বা প্রযযুঃ স্বাশ্রমং মুদা ॥৬৫
পুত্রদারযুতো বিপ্রঃ প্রহৃষ্টশ্চ ননর্ত্ত হ ।
স বালো ববৃধে তত্র শুক্লপক্ষে যথা শশী ॥ ৬৬
পুপোষ ব্রাহ্মণস্তাঞ্চ সপুত্রাঞ্চ যথা সুতাম্ ॥ ৬৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতি-শৌনকসংবাদে উপবর্হণজন্মকথনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সৌতিরুবাচ ।

বভূব কালে বালশ্চ ক্রমেণ পঞ্চহায়নঃ ।
জাতিস্মরো জ্ঞানযুক্তঃ পূর্ব্বমন্ত্রস্মৃতঃ সদা ॥ ১
গীয়তে সততং কৃষ্ণযশোনামগুণাদিকম্ ।
ক্ষণং রোদিতি নৃত্যেন পুলকাঙ্কিতবিগ্রহঃ ॥ ২
কৃষ্ণসম্বন্ধিনীং গাথাং শৃণোতি যত্র যত্র বৈ ।
তৎসম্বন্ধি পুরাণঞ্চ তত্র তিষ্ঠতি বালকঃ ॥ ৩
ধূলিধূসরসর্ব্বাঙ্গো ধূলিনৈবেদ্যমীপ্সিতম্ ।
ধূলিষু প্রতিমাং কৃত্বা ধূলিনা পূজয়েদ্ধরিম্ ॥ ৪
পুলমাহ্বয়তে মাতা প্রাতরাশায় চেন্মুনে ।
হরিং সম্পূজ্য যামীতি মাতরং সংবদেৎ পুনঃ ॥৫

শৌনক উবাচ ।

কিং নাম বালকস্যাস্য জন্মন্যত্র বভূব হ ।
ব্যুৎপত্ত্যা সংজ্ঞয়া বাপি তত্ত্ববান্ বক্তুমর্হতি ॥ ৬

সৌতিরুবাচ ।

অনাবৃষ্ট্যবশেষে চ কালে বালো বভূব হ ।
নারং দদৌ জন্মকালে তেনায়ং নারদাভিধঃ ॥ ৭
দদাতি নারং জ্ঞানঞ্চ বালকেভ্যশ্চ বালকঃ ।
জাতিস্মরো মহাজ্ঞানী তেনায়ং নারদাভিধঃ ॥ ৮
বীর্য্যেণ নরদস্যৈব বভূব বালকো মুনে ।
মুনীন্দ্রস্য বরেণৈব তেনায়ং নারদাভিধঃ ॥ ৯

শৌনক উবাচ ।

শিশুনাম চ বিজ্ঞাতং ব্যুৎপত্ত্যা চ যথোচিতম্ ।
মুনীন্দ্রস্য কথং নাম নরদশ্চেতি মঙ্গলম্ ॥ ১০

সৌতিরুবাচ ।

অপত্যকায় বিপ্রায় ধর্ম্মপুত্রো নরো মুনিঃ ।
দদৌ পুত্রং কশ্যপায় তেনায়ং নরদাভিধঃ ॥ ১১

শৌনক উবাচ ।

অধুনা নামব্যুৎপত্তিঃ শ্রুতা সৌতে শিশোরপি ।
শূদ্রযোনৌ ব্রহ্মপুত্রে কথং স নারদাভিধঃ ॥ ১২

সৌতিরুবাচ ।

কল্পান্তরে ব্রহ্মকণ্ঠাদ্বভূবুর্বহবো নরাঃ ।
নরান্ দদৌ তৎকণ্ঠঞ্চ তেন তন্নরদং স্মৃতম্ ॥ ১৩
ততো বভূব বালশ্চ নরদাৎ কণ্ঠদেশতঃ ।
অতো ব্রহ্মা নাম চক্রে নারদশ্চেতি মঙ্গলম্ ॥ ১৪
সাম্প্রতং শিশুবৃত্তান্তং সাবধানং নিশাময় ।
উপালম্ভরহস্যেন বিশিষ্টং কিং প্রয়োজনম্ ॥ ১৫
ববৃধে গোপিকাবালো বিপ্রগেহে দিনে দিনে ।
সপুত্রাং পালিতাং চক্রে ব্রাহ্মণঃ স্বসুতাং যথা ১৬
এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রা আযযুর্বিপ্রমন্দিরম্ ।
শিশবঃ পঞ্চবর্ষীয়া মহাতেজস্বিনো যথা ॥ ১৭
প্রচ্ছন্নং হুতবন্তশ্চ গ্রীষ্মমধ্যাহ্নভাস্করম্ ।
মধুপর্কাদিকং দত্ত্বা তান্ ননাম গৃহী দ্বিজঃ ॥ ১৮
ফলমূলাদিকং কালে চত্বারো মুনিপুঙ্গবাঃ ।
বিপ্রদত্তং বুভুজিরে তচ্ছেষং বুভুজে শিশুঃ ॥১৯
চতুর্থকো মুনিস্তস্মৈ কৃষ্ণমন্ত্রং দদৌ মুদা ।
তেষাং দাসঃ স বভূব দ্বিজস্য মাতুরাজ্ঞয়া ॥ ২০
একদা শিশুমাতা চ গচ্ছন্তী নিশি বর্ত্মনি ।
মমার সর্পদষ্টা চ তৎক্ষণং স্মরতী হরিম্ ॥ ২১
সদ্যো জগাম বৈকুণ্ঠং বিষ্ণুযানেন সা সতী ।
বিষ্ণুপার্ষদসংযুক্তা সদ্রত্ননির্ম্মিতেন চ ॥ ২২
প্রাতর্বালো দ্বিজৈঃ সার্দ্ধং প্রযযৌ বিপ্রমন্দিরাৎ ।
তত্ত্বজ্ঞানং দদুস্তস্মৈ ব্রাহ্মণাশ্চ কৃপালবঃ ॥ ২৩
ব্রহ্মপুত্রাঃ শিশুং ত্যক্ত্বা স্বস্থানং প্রযযুঃ কিল ।
মহাজ্ঞানী শিশুস্তস্থৌ গঙ্গাতীরে মনোহরে ॥ ২৪
তত্র স্নাত্বা বিপ্রদত্তং বিষ্ণুমন্ত্রং জজাপ সঃ ।
ক্ষুৎপিপাসারোগশোকহরং বেদেষু দুর্ল্লভম্ ॥ ২৫
মহারণ্যে চ ঘোরে চ অশ্বত্থমূলসন্নিধৌ ।
কৃত্বা যোগাসনং তস্থৌ সুচিরং তত্র বালকঃ ॥ ২৬

শৌনক উবাচ ।

কং মন্ত্রং বালকঃ প্রাপ কুমারেণ চ ধীমতা ।
দত্তং পরং শ্রীহরেশ্চ তত্ত্ববান্ বক্তুমর্হতি ॥ ২৭

সৌতিরুবাচ ।

কৃষ্ণেন দত্তো গোলোকে কৃপয়া ব্রহ্মণে পুরা ।
দ্বাবিংশত্যক্ষরো মন্ত্রো বেদেষু চ সুদুর্ল্লভঃ ॥ ২৮

তঞ্চ ব্রহ্মা দদৌ ভক্ত্যা কুমারায় চ ধীমতে।
কুমারেণ স দত্তশ্চ মন্ত্রশ্চ শিশবে দ্বিজ ॥ ২৯
ওঁ শ্রী নমো ভগবতে রাসমণ্ডলেশ্বরায়।
শ্রীকৃষ্ণায় স্বাহেতি চ মন্ত্রোঽয়ং কল্পপাদপঃ ॥ ৩০
মহাপুরুষস্তোত্রঞ্চ পূর্ব্বোক্তং কবচঞ্চ যৎ।
অস্যোপযোগিকং ধ্যানং সামবেদোক্তমেব চ ॥ ৩১
তেজোমণ্ডলরূপে চ সূর্য্যকোটিসমপ্রভে।
যোগিভির্বাঞ্ছিতং ধ্যানযোগৈঃ সিদ্ধগণৈঃ সুরৈঃ॥৩২
ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবা রূপং তদভ্যন্তরসন্নিধৌ।
অতীবকমনীয়ানির্ব্বচনীয়ং মনোহরম্ ॥ ৩৩
নবীনজলদশ্যামং শরৎপঙ্কজলোচনম্।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যং পক্কবিম্বাধিকাধরম্ ॥ ৩৪
মুক্তাপংক্তিবিনিন্দৈক-দন্তপংক্তিমনোহরম্।
সস্মিতং মুরলীহস্তং হস্তাবলম্বনেন চ ॥ ৩৫
কোটিকন্দর্পলাবণ্যলীলাধামমনোহরম্।
চন্দ্রলক্ষপ্রভামৃষ্টং পুষ্টং শ্রীযুক্তবিগ্রহম্ ॥ ৩৬
ত্রিভঙ্গভঙ্গিমাযুক্তং দ্বিভুজং পীতবাসসম্।
রত্নকেয়ূরবলয়-রত্ননূপুরভূষিতম্ ॥ ৩৭
রত্নকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলবিরাজিতম্।
ময়ূরপুচ্ছচূড়ঞ্চ রত্নমালাবিভূষিতম্ ॥ ৩৮
শোভিতং জানুপর্য্যন্তং মালতীবনমালয়া।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং ভক্তানুগ্রহকারকম্ ॥ ৩৯
মণিনা কৌস্তভেন্দ্রেণ বক্ষঃস্থলসমুজ্জ্বলম্।
বীক্ষিতং গোপিকাভিশ্চ শশ্বদ্বঙ্কিমলোচনৈঃ ॥ ৪০
স্থিরযৌবনযুক্তাভির্বেষ্টিতাভিশ্চ সন্ততম্।
ভূষণৈর্ভূষিতাভিশ্চ রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতম্ ॥ ৪১
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদ্যৈশ্চ পূজিতং বন্দিতং স্তুতম্।
কিশোরং রাধিকাকান্তং শান্তরূপং পরাৎ পরম্ ॥
নির্লিপ্তং সাক্ষিরূপঞ্চ নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্।
ধ্যায়েৎ সর্ব্বেশ্বরং তঞ্চ পরমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ৪৩
ইদং তে কথিতং ধ্যানং স্তোত্রঞ্চ কবচং মুনে।
মন্ত্রোপযোগিকং সত্যং মন্ত্রশ্চ কল্পপাদপঃ ॥ ৪৪
সাম্প্রতং বালকস্তস্থৌ ধ্যানস্থস্তত্র * শৌনক।
দিব্যং বর্ষসহস্রঞ্চ নিরাহারঃ কৃশোদরঃ ॥ ৪৫
শক্তিমান্ পরিপুষ্টশ্চ সিদ্ধমন্ত্রপ্রভাবতঃ।
দদর্শ বালকো ধ্যানে দিব্যং লোকঞ্চ বালকম্ ॥৪৬
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ রত্নভূষণভূষিতম্।
কিশোরবয়সং শ্যামং গোপবেশঞ্চ সস্মিতম্ ॥ ৪৭
গোপৈর্গোপাঙ্গনাভিশ্চ বেষ্টিতং পীতবাসসম্।
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং চন্দনেন বিচর্চ্চিতম্ ॥ ৪৮
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদ্যৈশ্চ স্তূয়মানং পরাৎ পরম্।
দৃষ্ট্বা চ সুচিরং শান্তং শান্তশ্চ গোপিকাসুতঃ ॥৪৯
বিররাম চ শোকার্ত্তো যদা তদ্ দ্রষ্টুমক্ষমঃ।
রুরোদাশ্বত্থমূলে চ ন দৃষ্ট্বা বালকং শিশুঃ ॥ ৫০
বভূবাকাশবাণীতি রুদন্তং বালকং প্রতি।
সত্যং প্রবোধযুক্তঞ্চ হিতমেব মিতাক্ষরম্ ॥ ৫১
সকৃদ্ যদ্দর্শিতং রূপং তদেব নাধুনা পুনঃ।
অবিপক্ককষায়াণাং দুর্দ্দর্শঞ্চ কুযোগিনাম্ ॥ ৫২
এতস্মিন্ বিগ্রহেঽতীতে সম্প্রাপ্তে দিব্যবিগ্রহে।
পুনর্দ্রক্ষ্যসি গোবিন্দং জন্মমৃত্যুজরাহরম্ ॥ ৫৩
ইতি শ্রুত্বা বালকশ্চ বিররাম মুদান্বিতঃ।
কালে তত্যাজ তীর্থে চ তনুং কৃষ্ণং হৃদি স্মরন্ ৫৪
নেদুর্দুন্দুভয়ঃ স্বর্গে পুষ্পবৃষ্টির্বভূব হ।
বভূব শাপমুক্তশ্চ নারদশ্চ মহামুনিঃ ॥ ৫৫
তনুং ত্যক্ত্বা স জীবশ্চ বিলীনো ব্রহ্মবিগ্রহে।
বভূব প্রাক্তনান্নিত্যঃ কালভেদে তিরোহিতঃ ॥ ৫৬
আবির্ভাবস্তিরোভাবঃ স্বেচ্ছয়া নিত্যদেহিনাম্।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধির্ভক্তানাং নাস্তি শৌনক ॥ ৫৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতি-
শৌনকসংবাদে নারদশাপবিমোচনং নাম
একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সৌতিরুবাচ।

কতিকল্পান্তরেঽতীতে স্রষ্টুঃ সৃষ্টিবিধৌ পুনঃ।
মরীচিমিশ্রৈর্মুনিভিঃ সার্দ্ধং কণ্ঠাদ্বভূব সঃ ॥ ১
বিধের্নারদনাম্নশ্চ কণ্ঠদেশাদ্বভূব সঃ।
নারদশ্চেতি বিখ্যাতো মুনীন্দ্রস্তেন হেতুনা ॥ ২
যঃ পুত্রশ্চেতসো ধাতুর্বভূব মুনিপুঙ্গবঃ।
তেন প্রচেতা ইতি চ নাম চক্রে পিতামহঃ ॥ ৩
বভূব ধাতুর্যঃ পুত্রঃ সহসা দক্ষপার্শ্বতঃ।
সংকর্ম্মণি দক্ষশ্চ তেন দক্ষঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪

---

* ধ্যানে চ তত্র ইতি বা পাঠঃ।

বেদেষু কর্দ্দমঃ শব্দশ্ছায়ায়াং বর্ত্ততে স্ফুটম্ ।
বভূব কর্দ্দমাদ্বালঃ কর্দ্দমস্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥ ৫
তেজোভেদে মরীচিশ্চ বেদেষু বর্ত্ততে স্ফুটম্ ।
জাতঃ সদ্যোঽতিতেজস্বী মরীচিস্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥ ৬
ক্রতুসজ্ঞশ্চ বালেন কৃতো জন্মান্তরেঽধুনা ।
ব্রহ্মপুত্রেঽপি তন্নাম ক্রতুরিত্যভিধীয়তে ॥ ৭
প্রধানাঙ্গং মুখং ধাতুস্ততো জাতশ্চ বালকঃ ।
ইরস্তেজস্বিবচনোঽপ্যঙ্গিরাস্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥ ৮
অতিতেজস্বিনি ভৃগুর্বর্ত্ততে নাম্নি শৌনক ।
জাতঃ সদ্যোঽতিতেজস্বী ভৃগুস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৯
বালোঽপ্যরুণবর্ণশ্চ জাতঃ সদ্যোঽতিতেজসা ।
প্রজ্বলন্ন্ ক্ষতপসা চারুণী তেন কীর্ত্তিতঃ ॥ ১০
হংসা আত্মবশা যস্য যোগেন যোগিনো ধ্রুবম্ ।
বালঃ পরমযোগীন্দ্রস্তেন হংসী প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১১
বশীভূতশ্চ শিষ্টশ্চ জাতঃ সদ্যো হি বালকঃ ।
অতিপ্রিয়শ্চ ধাতুশ্চ বশিষ্ঠস্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥ ১২
সন্ততং যস্য যত্নশ্চ তপঃসু বালকস্য চ ।
প্রকীর্ত্তিতো যতিস্তেন সংযতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ১৩
পুলস্তপঃসু বেদেষু বর্ত্ততে প্রস্ফুটেঽপি চ ।
তপঃসঙ্ঘস্বরূপশ্চ পুলস্ত্যস্তেন বালকঃ ॥ ১৪
ত্রিগুণায়াং প্রকৃত্যাং ত্রিবিষ্ণবশ্চ প্রবর্ত্ততে ।
তয়োর্ভক্তিঃ সমা যস্য তেন বালোঽত্রিরুচ্যতে ॥১৫
জটা বহ্নিশিখারূপাঃ পঞ্চ সন্তি চ মস্তকে ।
তপস্তেজোভবা যস্য স চ পঞ্চশিখঃ স্মৃতঃ ॥ ১৬
অপান্তরতমে দেশে তপস্তেপেঽন্যজন্মনি ।
অপান্তরতমা নাম শিশোস্তেন প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৭
স্বপ্নং তপঃ সমাপ্নোতি বাহয়েৎ প্রাপয়েৎ পরান্ ।
উঢ়ঃ সমর্থস্তপসি বোঢ়ুস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৮
তপসস্তেজসা বালো দীপ্তিমান্ সততং মুনে ।
তপঃসু রোচতে চিত্তং রুচিস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৯
কোপকালে বভূবুর্যে স্রষ্টুরেকাদশ স্মৃতাঃ ।
রোদনাদেব রুদ্রাশ্চ কোপিতাস্তেন হেতুনা ॥ ২০

শৌনক উবাচ ।

রুদ্রেষেকতমো বালো মহেশ ইতি মে ভ্রমঃ ।
ভবান্ পুরাণতত্ত্বজ্ঞঃ সন্দেহং ছেত্তুমর্হতি ॥ ২১

সৌতিরুবাচ ।

বিষ্ণুঃ সত্ত্বগুণঃ পাতা ব্রহ্মা স্রষ্টা রজোগুণঃ ।
তমোগুণাস্তে রুদ্রাশ্চ দুর্নিবারা ভয়ঙ্করাঃ ॥ ২২
কালাগ্নিরুদ্রঃ সংহর্ত্তা তেষেকঃ শঙ্করাংশকঃ ।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপশ্চ শিবশ্চ শিবদঃ সতাম্ ॥ ২৩
অন্যে কৃষ্ণস্য চ কলাস্তাবংশৌ বিষ্ণুশঙ্করৌ ।
সমৌ সত্ত্বস্বরূপৌ দ্বৌ পরিপূর্ণতমস্য চ ॥ ২৪
উক্তং রুদ্রোদ্ভবে কালে কথং বিস্মরসি দ্বিজ ।
মায়য়া মোহিতাঃ সর্ব্বে মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ॥ ২৫
সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ ।
সনৎকুমারো ভগবাংশ্চতুর্থো ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥ ২৬
ব্রহ্মা স্রষ্টুং পূর্ব্বপুত্রানুবাচ তে ন সেহিরে ।
তেন প্রকোপিতো ধাতা রুদ্রাঃ কোপোদ্ভবা মুনে ॥
সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৌ দ্বাবানন্দবাচকৌ ।
আনন্দিতৌ চ বালৌ দ্বৌ ভক্তিপূর্ণতমৌ সদা॥২৮
সনাতনশ্চ শ্রীকৃষ্ণো নিত্যঃ পূর্ণতমঃ স্বয়ম্ ।
তদ্ভক্তস্তৎসমঃ সত্যং তেন বালঃ সনাতনঃ ॥ ২৯
সনত্তু নিত্যবচনঃ কুমারঃ শিশুবাচকঃ ।
সনৎকুমারং তেনৈবমুবাচ কমলোদ্ভবঃ ॥ ৩০
ব্রহ্মণো বালকানাঞ্চ ব্যুৎপত্তিঃ কথিতা মুনে ।
সাম্প্রতং নারদাখ্যানং শ্রূয়তাঞ্চ যথাক্রমম্ ॥ ৩১

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতি-শৌনকসংবাদে ব্রহ্মপুত্রব্যুৎপত্তিকথনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সৌতিরুবাচ ।

স্রষ্টা সৃষ্টিবিধানেন নিযোজ্য সর্ব্ববালকান্ ।
নারদং প্রেরয়ামাস সৃষ্টিং কর্ত্তুঞ্চ শৌনক ॥ ১
হিতং সত্যং বেদসারং পরিণামসুখাবহম্ ।
উবাচ নারদং ব্রহ্মা বেদবেদাঙ্গপারগম্ ॥ ২

ব্রহ্মোবাচ ।

এহি বৎস কুলশ্রেষ্ঠ নারদ প্রাণবল্লভ ।
জ্ঞানদীপশিখাজ্ঞান-তিমিরক্ষয়কারক ॥ ৩
সর্ব্বেষামপি বন্দ্যানাং জনকঃ পরমো গুরুঃ ।
বিদ্যাদাতা মন্ত্রদাতা দ্বৌ সমৌ চ পিতুঃ পরৌ ॥
তবাহং জনকঃ পুত্র বিদ্যাদাতা চ পালকঃ ।
মমাজ্ঞয়া চ মৎপ্রীত্যা কুরু দারপরিগ্রহম্ ॥ ৫
স চ শিষ্যঃ সোঽপি পুত্রো যশ্চাজ্ঞাং পালয়েদ্-গুরোঃ ।

ন ক্ষেমং তস্য মূঢ়স্য যো গুরোরবচস্করঃ ॥ ৬
স পণ্ডিতঃ স চ জ্ঞানী স ক্ষেমী স চ পুণ্যবান ।
গুরোর্বচস্করো যো হি ক্ষেমং তস্য পদে পদে ॥ ৭
সর্ব্বেষামাশ্রমাণাঞ্চ প্রধানং পুণ্যবান্ গৃহী ।
স্ত্রী পুত্র-পৌত্রযুক্তঞ্চ মন্দিরং তপসঃ ফলম্ ॥ ৮
পিতরঃ সর্ব্বকালে চ তিথিকালে চ দেবতাঃ ।
সর্ব্বে গৃহস্থমায়ান্তি নিপানমিব ধেনবঃ ॥ ৯
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং কুর্ব্বন্তি গৃহিণঃ সদা ।
ইহামুত্র সুখং পুণ্যং স্বর্গভোগঃ পরত্র চ ॥ ১০
জীবন্মুক্তো গৃহস্থশ্চ স্বধর্ম্মপরিপালকঃ ।
যশস্বী পুণ্যবাংশ্চৈব কীর্ত্তিমান্ ধনবান্ সুখী ॥১
যশস্বী কীর্ত্তিমান্ যো হি মৃতো জীবতি সন্ততম্ ।
যশঃকীর্ত্তিবিহীনো হি জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥ ১২
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা নারদো মুনিসত্তমঃ ।
উবাচ পিতরং ভীতঃ শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠতালুকঃ ॥ ১৩

নারদ উবাচ ।

একদা বাগ্বিরোধেন চোভয়োস্তাতপুত্রয়োঃ ।
হানির্বভূব দৈবেন মহতীবাযশস্করী ॥ ১৪
ময়া প্রাপ্তঞ্চ ত্বচ্ছাপাদ্গান্ধর্ব্বং শৌদ্রমেব চ ।
জন্ম কর্ম্ম চ মচ্ছাপাৎ ত্বমপূজ্যো ভবেহভবঃ ॥ ১৫
বভূব শাপো মুক্তো মে কালে তে ভবিতা বিধে ।
দোষায় কল্পতে শশ্বদ্বিরোধো ন শুভায় চ ॥ ১৬
স পিতা স গুরুর্বন্ধুঃ স পুত্রঃ স সদীশ্বরঃ ।
যঃ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে দৃঢ়াং ভক্তিঞ্চ কারয়েৎ ॥ ১৭
অসদ্বর্ত্মনি চাজ্ঞানাদ্গচ্ছন্তি যদি বালকাঃ ।
নিবর্ত্তয়তি তানেব স পিতা করুণানিধিঃ ॥ ১৮
কারয়িত্বা কৃষ্ণপাদে ভক্তিত্যাগঞ্চ যঃ পিতা ।
অন্যস্মিন্ বিষয়ে পুত্রং স কিং হন্ত প্রবর্ত্তয়েৎ॥১৯
দারগ্রহো হি দুঃখায় কেবলং ন সুখায় চ ।
তপঃ-স্বর্গ-ভুক্তি-মুক্তি-কর্ম্মণাং ব্যবধায়কঃ ॥ ২০
যোষিতস্ত্রিবিধা ব্রহ্মন্ গৃহিণাং মূঢ়চেতসাম্ ।
সাধ্বী ভোগ্যা চ কুলটাস্তাঃ সর্ব্বা স্বার্থতৎপরাঃ
পরলোকভিয়া সাধ্বী তথেহ যশসাত্মনঃ ।
কামস্নেহাচ্চ কুরুতে ভর্ত্তুঃ সেবাঞ্চ সন্ততম্ ॥ ২২
ভোগ্যা ভোগার্থিনী শশ্বৎ কামস্নেহেন কেবলম্ ।
কুরুতে কান্তসেবাঞ্চ ন চ ভোগাদৃতে ক্ষণম্ ॥২৩
বস্ত্রালঙ্কারসম্ভোগং সুস্নিগ্ধাহারমুত্তমম্ ।
যাবৎ প্রাপ্নোতি সা ভোগ্যা তাবচ্চ বশগা প্রিয়া ॥

কুলাঙ্গারসমা নারী কুলটা কুলনাশিনী ।
কপটাৎ কুরুতে সেবাং স্বামিনো ন চ ভক্তিতঃ ॥
সদা পুংযোগমাশংসুর্মনসা মদনাতুরা ।
আহারাদধিকং জারং প্রার্থয়ন্তী নবং নবম্ ॥ ২৬
জারার্থে স্বপতিং তাত হন্তুমিচ্ছতি পুংশ্চলী ।
তস্যাং যো বিশ্বসেন্মূঢ়ো জীবনং তস্য নিষ্ফলম্॥২৭
কথিতা যোষিতঃ সর্ব্বা উত্তমাধমমধ্যমাঃ ।
স্বাত্মারামা বিজানন্তি মনস্তাসাং ন পণ্ডিতাঃ ॥ ২৮
হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং শরৎপদ্মোৎসবং মুখম্ ।
সুধাসমং সুমধুরং বচনং স্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ২৯
প্রকোপে বিষতুল্যঞ্চ বিশ্বাসে সর্ব্বনাশনম্ ।
দুর্জ্ঞেয়স্তদভিপ্রায়ো নিগূঢ়ং কর্ম্ম কেবলম্ ॥ ৩০
সদা তাসামবিনয়ং প্রবলং সাহসং পরম্ ।
দোষোৎকর্ষং ছলোৎকর্ষং শশ্বন্মায়া দুরত্যয়া ॥৩১
পুংসশ্চাষ্টগুণঃ কামঃ শশ্বৎ কামো জগদ্গুরো ।
আহারো দ্বিগুণো নিত্যং নৈষ্ঠুর্য্যঞ্চ চতুর্গুণম্ ॥৩২
কোপঃ পুংসঃ ষড়্গুণশ্চ ব্যবসায়শ্চ নিশ্চিতম্ ।
যত্রেমে দোষনিবহাঃ কাস্থা তত্র পিতামহ ॥ ৩৩
কা ক্রীড়া কিং সুখং পুংসো বিণ্মূত্রপূয়বেশ্মনি ।
তেজঃ প্রনষ্টং সম্ভোগে দিবালাপে যশঃক্ষয়ঃ ॥ ৩৪
ধনক্ষয়স্ত্বতিপ্রীতৌ চাত্যাশক্তৌ বপুঃক্ষয়ঃ ।
সাহিত্যে পৌরুষং নষ্টং কলহে মান্যনাশনম্ ॥ ৩৫
সর্ব্বনাশশ্চ বিশ্বাসে ব্রহ্মন্ নারীষু কিং সুখম্ ।
যাবদ্ধনী চ তেজস্বী সশ্রীকো যোগ্যতাপরঃ ॥ ৩৬
পুমান্ নারীং বশীকর্ত্তুং সমর্থস্তাবদেব হি ।
রোগিণং নির্দ্ধনং বৃদ্ধং যোষিন্না প্রেক্ষতে প্রিয়ম্৩৭
লোকাচারভয়াত্তস্মৈ দদাত্যাহারমল্পকম্ ।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং ব্রহ্মন্নাত্মাগমো যথা ॥ ৩৮
সর্ব্বং জানাসি সর্ব্বজ্ঞ স্বাত্মারামেশ্বরো ভবান্ ।
অনুগ্রহং কুরু বিভো বিদায়ং দেহি সাম্প্রতম্ ॥৩৯
কৃষ্ণভক্তিং প্রার্থয়ামি ত্বয়ি কল্পতরৌ পরাম্ ।
ইত্যুক্ত্বা নারদস্তত্র ধৃত্বা তাতপদাম্বুজম্ ॥ ৪০
আজ্ঞাং যযাচে পিতরং গন্তুং তপসি মঙ্গলে ।
পুটাঞ্জলিযুতো ভূত্বা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ॥ ৪১
কৃত্বা প্রদক্ষিণং নত্বা ব্রহ্মাণং গন্তুমুদ্যতঃ ।
গচ্ছন্তং তনয়ং দৃষ্ট্বা বিধাতা জগতাং মুনে ॥ ৪২
রুরোদোচ্চৈর্মুক্তকণ্ঠং মহাসাংসারিকো যথা ।
করে ধৃত্বা সমালিঙ্গ্য চুচুম্ব চ পুনঃপুনঃ ॥ ৪৩

িরং বক্ষসি কৃত্বা চ বাসয়ামাস জানুনি।
স্বাত্মারামেশ্বরো ব্রহ্মা যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ ॥৫১
ভেদং সোঢ়ুং ন শশাক বিচ্ছেদো দুঃসহো নৃণাম্
কাতরঃ পুত্রভেদেন মোহিতো বিষ্ণুমায়য়া।
শোকার্ত্তো বক্তুমারেভে সুতং সংবোধ্য শৌনক ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ব্রহ্ম-
নারদ-সংবাদে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৩।

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

ত্বং গচ্ছ তপসে বৎস কিং মে সংসারকর্ম্মণি।
অহং যাস্যামি গোলোকং বিজ্ঞাতুং কৃষ্ণমীশ্বরম্ ১
সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
সনৎকুমারো বৈরাগী চতুর্থপুত্র এব চ ॥ ২
যতী হংসী চারুণী চ * বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
পুত্রাস্তপস্বিনঃ সর্ব্বে কিং মে সংসারকর্ম্মণি ॥ ৩
বচস্করো মরীচির্মে অঙ্গিরাশ্চ ভৃগুস্তথা।
রুচিরত্রিঃ কর্দ্দমশ্চ প্রচেতাশ্চ ক্রতুর্মনুঃ ॥ ৪
বশিষ্ঠো বশগঃ শশ্বৎ সর্ব্বেষু চ সুতেষু চ।
অন্যে বিবেকিনোঽসাধ্যাঃ কিং মে সংসারকর্ম্মণি
নিবোধ বৎস বক্ষ্যামি বেদোক্তং বচনং শুভম্।
পারম্পর্য্যক্রমপরং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্ ॥ ৬
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাংশ্চ সর্ব্বে বাঞ্ছন্তি পণ্ডিতাঃ।
বেদপ্রণিহিতানেতান্ সভাসু চ প্রশংসিতান্।
বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৭
আদৌ বিপ্রো যজ্ঞসূত্রং পরিধায় সুখং মখে।
সমধীত্য ততো বেদান্ দদাতি গুরুদক্ষিণাম্ ॥ ৮
ততঃ প্রকৃষ্টকুলজাং সুবিনীতাং সমুদ্বহেৎ।
সা সাধ্বী কুলজা যা চ পতিসেবাসু তৎপরা ॥ ৯
সদ্বংশে দুর্ব্বিনীতা চ প্রভবেন্ন কদাচন।
আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ ॥ ১০
অসদ্বংশপ্রসূতা যা পিত্রোর্দ্দোষেণ নারদ।
দুর্ব্বিনীতা চ সা দুষ্টা স্বতন্ত্রা সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ১১
ন বৎস দুষ্টাঃ সর্ব্বাশ্চ যোষিতঃ কমলাকলাঃ।
স্বর্বেশ্যাংশশ্চ কুলটা অসদ্বংশসমুদ্ভবাঃ ॥ ১২

নির্গুণং স্বামিনং সাধ্বী সেবতে চ প্রশংসতি।
ন সেবতে চ কুলটা প্রিয়ং নিন্দতি সদ্গুণম্ ॥ ১৩
সাধুঃ সদ্বংশজাং কন্যাং প্রযত্নেন পরিগ্রহেৎ।
তস্যাং পুত্রান্ সমুৎপাদ্য কৃষ্ণস্য তপসে ব্রজেৎ ॥
বরং হুতবহে বাসঃ সর্পবক্ত্রে চ কণ্টকে।
এতেভ্যো দুঃখদো বাসঃ স্ত্রিয়া দুর্ম্মুখয়া সহ ॥ ১৫
সমধীতো ময়া বেদং মহ্যং দেহি গুরুদক্ষিণাম্।
পুত্র দেহীদমেবেহ কুরু দারপরিগ্রহম্ ॥ ১৬
বৎস ত্বং কুলজাতাঞ্চ পূর্ণিপত্নীঞ্চ মালতীম্।
বিবাহং কুরু কল্যাণ কল্যাণে চ দিনক্ষণে ॥ ১৭
মনুবংশে ভবস্তেহ সৃঞ্জয়স্য গৃহে সতী।
ত্বং কৃতে জন্ম লব্ধা চ কুরুতে ভারতে তপঃ ॥ ১৮
গ্রহণং কুরু তাং রত্নমালাঞ্চ কমলাকলাম্।
ভারতে ন ভবেদ্ব্যর্থং জনানাং তপসঃ ফলম্ ॥ ১৯
আদৌ ভবেদ্ গৃহী লোকো বাণপ্রস্থস্ততঃ পরম্।
ততস্তপস্বী মোক্ষায় ক্রম এষ শ্রুতৌ শ্রুতঃ ॥ ২০
বৈষ্ণবানাং হরেরর্চ্চা তপস্যা চ শ্রুতৌ শ্রুতা।
বৈষ্ণবস্ত্বং গৃহে তিষ্ঠ কুরু কৃষ্ণপদার্চ্চনম্ ॥ ২১
অন্তর্ব্বাহে হরির্যস্য তস্য কিং তপসা [illegible]।
অন্তর্ব্বাহে হরির্যস্য তস্য কিং তপসা বৃথা ॥ ২২
তপসা হরিরারাধ্যো নান্যঃ কশ্চন বিদ্যতে।
যত্র তত্র কৃতং কৃষ্ণসেবনং পরমং তপঃ ॥ ২৩
বৎস মদ্বচনেনৈব গৃহে স্থিত্বা হরিং ভজ।
গৃহী ভব মুনিশ্রেষ্ঠ গৃহিণাং সর্ব্বদা সুখম্ ॥ ২৪
কামিন্যাং সুখসম্ভোগঃ স্বর্গভোগাৎ সুদুর্লভঃ।
তদ্দর্শনমুপস্পর্শং বাঞ্ছন্ত্যেব মুমুক্ষবঃ ॥ ২৫
সর্ব্বস্পর্শসুখাৎ স্ত্রীণামুপস্পর্শসুখং পরম্।
ততঃ সুখতমং পুত্রদর্শনং স্পর্শনং মুনে ॥ ২৬
সর্ব্বেভ্যঃ প্রেয়সী কান্তা প্রিয়া তেন প্রকীর্ত্তিতা।
পুত্রপ্রয়োজনা কান্তা শতকান্তাপ্রিয়ঃ সুতঃ ॥ ২৭
নাস্তি পুত্রাৎ পরো বন্ধুর্নাস্তি পুত্রাৎ পরঃ প্রিয়ঃ।
সর্ব্বেভ্যো জয়মন্বিচ্ছেৎ পুত্রাদেকাৎ পরাজয়ম্ ॥
ন চাত্মনি প্রিয়োঽর্থশ্চ তস্মাদপি প্রিয়ঃ সুতঃ।
অতঃ প্রিয়তমে পুত্রে স্নেহো [illegible] পরম্ ॥ ২৯
ইত্যেবমুক্ত্বা স ব্রহ্মা বিররাম চ শৌনক।
উবাচ বচনং তাতং নারদো জ্ঞানিনাং বরঃ ॥

নারদ উবাচ।

স্বয়ং বিস্ময় সম্প্রাপ্য স্বপুত্রং বেদদর্শনে।

---

* যতির্হংসশ্চারুণশ্চেত্যপি পাঠঃ।

প্রবর্ত্তয়ত্যসন্মার্গে স দয়ালুঃ কথং পিতা ॥ ৩১
জলবুদ্বুদবৎ সর্ব্বং সংসারমিতি নশ্বরম্ ।
জলরেখা যথা মিথ্যা তথা ব্রহ্মন্ জগত্রয়ম্ ॥ ৩২
বিহায় হরিদাস্যঞ্চ বিষয়ে যন্মনশ্চলম্ ।
দুর্লভং মানবং জন্ম বভূব তস্য নিষ্ফলম্ ॥ ৩৩
কা বা কস্য প্রিয়া পুত্রো বন্ধুঃ কো বা ভবার্ণবে ।
কর্ম্মোর্ম্মিভির্যোজনা চ তদপায়ো বিযোজনা ॥ ৩৪
সুকর্ম্ম কারয়েদ্ যো হি তন্মিত্রং স পিতা গুরুঃ ।
বিবুদ্ধিং কারয়েদ্ যো হি স রিপুশ্চ কথং পিতা ॥
ইত্যেবং কথিতং তাত বেদবীজং যথাগমম্ ।
ধ্রুবং তথাপি কর্ত্তব্যং তবাজ্ঞাপরিপালনম্ ॥ ৩৬
আদৌ যাস্যামি ভগবন্নরনারায়ণাশ্রমম্ ।
নারায়ণকথাং শ্রুত্বা করিষ্যে দারসংগ্রহম্ ॥ ৩৭
ইত্যেবমুক্ত্বা স মুনির্বিররাম পিতুঃ পুরঃ ।
পুষ্পবৃষ্টিস্তদুপরি তৎক্ষণেন বভূব হ ॥ ৩৮
ক্ষণং পিতুঃ পুরঃ স্থিত্বা নারদো মুনিসত্তমঃ ।
উবাচ চ পুনর্ব্বেদবচনং মঙ্গলপ্রদম্ ॥ ৩৯

নারদ উবাচ ।

দেহি মে কৃষ্ণমন্ত্রঞ্চ যন্মনোবাঞ্ছিতং মম ।
তৎসম্বন্ধি চ যজ্জ্ঞানং যত্র তদ্গুণবর্ণনম্ ॥ ৪০
ততঃ পশ্চাৎ করিষ্যামি ত্বৎপ্রীত্যা দারসংগ্রহম্ ।
মানসে পরিপূর্ণে চ কার্য্যং কর্ত্তুং পুমান্ সুখী ॥
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহৃষ্টঃ কমলোদ্ভবঃ ।
উবাচ পুনরেবেদং পুত্রং জ্ঞানবিদাং বরঃ ॥ ৪২

ব্রহ্মোবাচ ।

পত্যুর্মন্ত্রং পিতুর্মন্ত্রং ন গৃহ্নীয়াদ্বিচক্ষণঃ ।
বিবিক্তাশ্রমিণাঞ্চৈব ন পুত্র সুখদায়কঃ ॥ ৪৩
নিষেকাল্লভ্যতে মন্ত্রো গুরুর্ভর্ত্তা চ কামিনী ।
বিদ্যা সুখং ভয়ং দুঃখং পুরুষৈঃ স্বেচ্ছয়া ন চ ॥
মহেশ্বরস্তব গুরুঃ প্রাক্তনীয়ঃ পুরাতনঃ ।
গচ্ছ বৎস শিবং শান্তং শিবদং জ্ঞানিনাং গুরুম্ ॥
তত্রৈব ভগবন্মন্ত্রং জ্ঞানং লব্ধা পুরাতনাৎ ।
নারায়ণকথাং শ্রুত্বা শীঘ্রমাগচ্ছ মদ্গৃহম্ ॥ ৪৬
ইত্যুক্ত্বা জগতাং ধাতা বিররাম চ শৌনক ।
প্রণম্য পিতরং ভক্ত্যা শিবলোকং যযৌ মুনিঃ ॥ ৪৭
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতি-
শৌনকসংবাদে চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সৌতিরুবাচ ।

ক্ষণেন বিপ্রপ্রবরো মুদান্বিতো
জগাম শম্ভোঃ সদনং মনোহরম্ ।
ঊর্দ্ধং ধ্রুবাদ্যোজনলক্ষমীপ্সিতং
রত্নেন নির্ম্মাণকৃতঞ্চ শূলিনা ॥ ১
নিরাশ্রয়ে যোগবলেন শম্ভুনা
ধৃতং বিচিত্রং বিবিধালয়ান্বিতম্ ।
দৃষ্টং স্বপুণ্যাশয়সাধকৈর্বরৈ-
র্মুনীন্দ্রসারৈর্জ্বলিতং দিবানিশম্ ॥ ২
ময়ূখশূন্যং রবিচন্দ্রয়োর্মুনে
হুতাশনৈর্ব্বেষ্টিতমেব কেবলম্ ।
প্রাকাররূপৈরতিরিক্তবর্দ্ধিতৈ-
রুচ্চৈরসংখ্যৈরমিতৈঃ শিখোজ্জ্বলৈঃ ॥ ৩
পুরং বরং যোজনলক্ষবিস্তৃতং
ত্রিকোটিরত্নেন্দ্রগৃহান্বিতং সদা ।
বিরাজিতং হীরকসারনির্ম্মিতৈ-
শ্চিত্রৈর্ব্বিচিত্রৈর্ব্বিবিধৈর্মনোহরৈঃ ॥ ৪
মাণিক্যমুক্তামণিদর্পণৈর্যুতং
ন স্বপ্নদৃষ্টং দ্বিজ বিশ্বকর্ম্মণঃ ।
আকল্পমেকৈঃ শিবসেবিতৈর্জনৈ-
র্নিষেবিতং সন্ততমেব শৌনক ॥ ৫
সিদ্ধৈর্নিযুক্তং শতকোটিলক্ষকৈ-
স্ত্রিকোটিলক্ষৈশ্চ যুতং স্বপার্ষদৈঃ ।
যুক্তং ত্রিলক্ষৈর্ব্বিকটৈশ্চ ভৈরবৈঃ
ক্ষেত্রেশচতুর্লক্ষশতৈশ্চ বেষ্টিতম্ ॥ ৬
সুরদ্রুমৈর্ব্বেষ্টিতমেব সন্ততং
মন্দারবৃক্ষপ্রবরৈঃ সুপুষ্পিতৈঃ ।
বিরাজিতং সুন্দরকামধেনুভি-
র্যথা বলাকাশতকৈর্নভস্তলম্ ॥ ৭
দৃষ্ট্বা মুনির্ব্বিস্ময়মাপ মানসে
কিমত্র চিত্রং বুধ যোগিনাং গুরৌ ।
লোকং ত্রিলোকাচ্চ বিলক্ষণং পরং
ভী-মৃত্যু-রোগার্ত্তি-জরাহরং বরম্ ॥ ৮
দূরে সভামণ্ডলমধ্যগং শিবং
দদর্শ শান্তং শিবদং মনোহরম্ ।

পদ্মত্রিনেত্রং বিধুপঞ্চবক্ত্রকং
গঙ্গাধরং নির্ম্মলচন্দ্রশেখরম্ ॥ ৯
প্রতপ্তহেমাভজটাধরং বিভুং
দিগম্বরং শুভ্রমনন্তমক্ষরম্
মন্দাকিনীপুষ্করবীজমালয়া
কৃষ্ণেতি নামৈব মুদা * জপন্তম্ ॥ ১০
স্থনীলকণ্ঠং ভুজগেন্দ্রমণ্ডিতং
যোগীন্দ্র-সিদ্ধেন্দ্র-মুনীন্দ্রবন্দিতম্ ।
সিদ্ধেশ্বরং সিদ্ধিবিধানকারণং
মৃত্যুঞ্জয়ং কালযমান্তকারকম্ ॥ ১১
প্রসন্নহাস্যাস্যমনোহরং পরং
বিশ্বোদ্গাতীনাং শিবদং বরপ্রদম্ ।
সদাশুতোষং ভবরোষবর্জ্জিতং
ভক্তপ্রিয়ং ভক্তজনৈকবন্ধুম্ ॥ ১২
গত্বা সমীপং মুনিরেব শূলিনং
ননাম মূর্দ্ধ্না পুলকাঙ্কবিগ্রহম্ ।
বীণাং ত্রিতন্ত্রীং ক্বণয়ন্ পুনর্জ্জগৌ
কৃষ্ণং প্রতুষ্টাব কলং সুকণ্ঠঃ ॥ ১৩
দৃষ্ট্বা মুনীন্দ্রপ্রবরঞ্চ সম্মিতং
বিধেঃ সুতং বেদবিদাং বরিষ্ঠম্ ।
যোগীন্দ্র-সিদ্ধেন্দ্র-মহর্ষিভিঃ সহ
জবেন পীঠাদুদতিষ্ঠদীশ্বরঃ ॥ ১৪
দদৌ চ তস্মৈ মুনয়ে সসম্ভ্রম-
মালিঙ্গনঞ্চাশিষমাসনাদিকম্ ।
পপ্রচ্ছ ভদ্রং গমনপ্রয়োজনং
তপোধনং তং তপসাঞ্চ শৌনক ॥ ১৫
সদ্রত্নসিংহাসনসুন্দরে বরে
চোবাস শম্ভুর্বরপার্ষদৈঃ সহ ।
নোবাস স্রষ্টুস্তনয়ঃ পুটাঞ্জলি-
স্তুষ্টাব ভক্ত্যা প্রণতঃ প্রভুং দ্বিজ ॥ ১৬
গন্ধর্ব্বরাজেন কৃতেন নারদো
বেদোক্তস্তোত্রেণ শুভপ্রদেন চ ।
স্তুত্বা প্রণামং পুনরেব কৃত্বা
ভবাজ্ঞয়োবাস ভবস্য বামতঃ ॥ ১৭
চকার তত্রৈব নিবেদনং শিবে
মনোঽভিলাষং ভবকামপূরকে ।

* সদেতি চ পাঠঃ ।

শ্রুত্বা মুনেস্তদ্বচনং কৃপানিধি-
স্ত্র্যক্ষং প্রতিজ্ঞাং প্রচকার চোমিতি ॥ ১৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতি শৌনক-সংবাদে শিব-নারদসম্মেলনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সৌতিরুবাচ ।

হরেঃ স্তোত্রঞ্চ কবচং মন্ত্রং পূজাবিধিং পরম্ ।
হরং যযাচে দেবর্ষির্ধ্যানঞ্চ জ্ঞানমেব চ ॥ ১
স্তোত্রঞ্চ কবচং মন্ত্রং ধ্যানং পূজাবিধানকম্ ।
তৎপ্রাক্তনীয়ং জ্ঞানঞ্চ দদৌ তস্মৈ মহেশ্বরঃ ॥ ২
সর্ব্বং প্রাপ্য মুনিশ্রেষ্ঠঃ পরিপূর্ণমনোরথঃ ।
উবাচ প্রণতো ভক্ত্যা গুরুং প্রণতবৎসলম্ ॥ ৩

নারদ উবাচ ।

আহ্নিকং ব্রাহ্মণানাঞ্চ বদ বেদবিদাং বর ।
স্বধর্ম্মপালনং নিত্যং যতো ভবতি নিত্যশঃ ॥ ৪

শ্রীমহেশ্বর উবাচ ।

উত্থায় ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থপঙ্কজে ।
সূক্ষ্মে সহস্রপদ্মে চ নির্ম্মলে গ্লানিবর্জ্জিতে ॥ ৫
রাত্রিবাসঃ পরিত্যজ্য গুরুং তত্রৈব চিন্তয়েৎ ।
ব্যাখ্যামুদ্রাকরং প্রীতং সম্মিতং শিষ্যবৎসলম্ ॥ ৬
প্রসন্নবদনং শান্তং পরিতুষ্টং নিরন্তরম্ ।
সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মস্বরূপঞ্চ শিষ্যাণাং চিন্তয়েৎ সদা ॥ ৭
ধ্যাত্বা তদাজ্ঞামাদায় হৃৎপদ্মে নির্ম্মলে সিতে ।
সহস্রপত্রে বিস্তীর্ণে দেবমিষ্টং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৮
যস্য দেবস্য যদ্ধ্যানং তদ্রূপং তদ্বিচিন্তয়েৎ ।
গৃহীত্বা তদনুজ্ঞাঞ্চ কর্ত্তব্যং সময়োচিতম্ ॥ ৯
আদৌ ধ্যাত্বা গুরুং নত্বা সম্পূজ্য বিধিপূর্ব্বকম্ ।
পশ্চাত্তদাজ্ঞামাদায় ধ্যায়েদিষ্টং প্রপূজয়েৎ ॥ ১০
গুরুপ্রদর্শিতো দেবো মন্ত্রপূজাবিধির্জপঃ ।
ন দেবেন গুরুর্দৃষ্টস্তস্মাদ্দেবাদ্ গুরুঃ পরঃ ॥ ১১
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ ।
গুরুঃ প্রকৃতিরীশাদ্যা গুরুশ্চন্দ্রোঽনলো রবিঃ ॥ ১২
গুরুর্বায়ুশ্চ বরুণো গুরুর্মাতা পিতা সুহৃৎ ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম নাস্তি পূজ্যো গুরোঃ পরঃ ॥ ১৩
অভীষ্টদেবে রুষ্টে চ সমর্থো রক্ষণে গুরুঃ ।

ন সমর্থা গুরৌ রুষ্টে রক্ষণে সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ১৪
যস্তুষ্টো গুরুঃ শশ্বজ্জয়স্তস্য পদে পদে।
যস্য রুষ্টো গুরুস্তস্য সর্ব্বনাশশ্চ সর্ব্বদা ॥ ১৫
ন সম্পূজ্য গুরুং দেবং যো মূঢ়ঃ পূজয়েদ্ ভ্রমাৎ
ব্রহ্মহত্যাশতং পাপং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬
সামবেদে চ ভগবানিত্যুবাচ হরিঃ স্বয়ম্।
তস্মাদভীষ্টদেবাচ্চ গুরুঃ পূজ্যতমঃ পরঃ ॥ ১৭
গুরুনিষ্টং স্বপ্নং ধ্যাত্বা জ্ঞাত্বা চ সাধকো মুনে।
বেদোক্তস্থলমাসাদ্য বিণ্মূত্রমুৎসৃজেন্মুদা ॥ ১৮
জলং জলসমীপঞ্চ সরন্ধ্রং প্রাণিসন্নিধিম্।
দেবালয়সমীপঞ্চ বৃক্ষমূলঞ্চ বর্ত্ম চ ॥ ১৯
হলোৎকর্ষণস্থলঞ্চৈব শস্যক্ষেত্রঞ্চ গোষ্ঠকম্।
নদীকন্দরগর্ত্তঞ্চ পুষ্পোদ্যানঞ্চ পঙ্কিলম্ ॥ ২০
গ্রামস্যাভ্যন্তরঞ্চৈব নৃণাং গৃহসমীপকম্।
শস্কুসেতুশরবণং শ্মশানং বহ্নিসন্নিধিম্ ॥ ২১
ক্রীড়াস্থলং মহারণ্যং মঞ্চকাধঃস্থলং তথা।
বৃক্ষচ্ছায়াযুতং স্থানমন্তঃপ্রাণ্যবপন্নকম্ ॥ ২২
দূর্ব্বাস্থানং কুশস্থানং বল্মীকস্থানমেব চ।
বৃক্ষারোপণভূমিঞ্চ কার্য্যার্থঞ্চ পরিস্কৃতম্ ॥ ২৩
এতৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য সূর্য্যাতাপবিবর্জ্জিতম্।
কৃত্বা গর্ত্তং পুরীষঞ্চ মূত্রঞ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ২৪
পুরীষমূত্রোৎসর্গঞ্চ দিবা কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ।
পশ্চিমাভিমুখো রাত্রৌ সন্ধ্যায়াং দক্ষিণামুখঃ ॥ ২৫
মৌনী ভূত্বা চ নিশ্বাসং যথা গন্ধো ন সঞ্চরেৎ।
ত্যক্ত্বা মৃদা সমাচ্ছাদ্য শৌচং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ২৬
কৃত্বা তু লোষ্ট্রশৌচঞ্চ জলশৌচং ততঃ পরম্।
মৃদ্‌যুক্তং তজ্জলঞ্চৈব তৎপ্রমাণং নিশাময় ॥ ২৭
একাং লিঙ্গে মৃদং দদ্যাদ্বামহস্তে চতুষ্টয়ম্।
উভয়োর্হস্তয়োর্দ্দ্বে তু মূত্রশৌচং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৮
মূত্রশৌচঞ্চ দ্বিগুণং মৈথুনানন্তরং যদি।
মৈথুনানন্তরে শৌচং মূত্রশৌচং চতুর্গুণম্ ॥ ২৯
একা লিঙ্গে গুদে তিস্রস্তথা বামকরে দশ।
উভয়োঃ সপ্ত দাতব্যাঃ পাদৌ ষড়্‌ভিস্তু শুধ্যতঃ ॥ ৩০
পুরীষশৌচং বিপ্রাণাং গৃহিণামিদমেব চ।
বিধবানাঞ্চ দ্বিগুণং শৌচমেবং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩১
যতীনাং বৈষ্ণবানাঞ্চ ব্রহ্মচর্য্যব্রহ্মচারিণাম্।
চতুর্গুণঞ্চ গৃহিণাং তেষাং শৌচং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩২
নো যাবদ্ধনীয়েত দ্বিজঃ শূদ্রস্তথাঙ্গনা।
গন্ধলেপক্ষয়করং তেষাং শৌচং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩৩
শৌচং ক্ষত্রবিশোশ্চৈব দ্বিজানাং গৃহিণাং সমম্।
দ্বিগুণং বৈষ্ণবাদীনাং মুনীনাং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩৪
ন্যূনাধিকং ন কর্ত্তব্যং শৌচং শুদ্ধিমভীপ্সতা।
প্রায়শ্চিত্তং প্রযুঞ্জ্যেত বিহিতাতিক্রমে কৃতে ॥
শৌচং তন্নিয়মং মত্তঃ সাবধানং নিশাময়।
মৃচ্ছৌচে শুচির্ব্বিপ্রোঽপ্যশুচিশ্চ ব্যতিক্রমে ॥ ৩৬
বল্মীকমূষিকোৎখাতাং মৃদমন্তর্জ্জলাং তথা।
শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ নাদদ্যাল্লেপসম্ভবাম্ ॥ ৩৭
অন্তঃপ্রাণ্যবপন্নাঞ্চ হলোৎখাতাং বিশেষতঃ।
কুশমূলোত্থিতাঞ্চৈব দূর্ব্বামূলোত্থিতাং তথা ॥ ৩৮
অশ্বত্থমূলান্নীতাঞ্চ তথৈব শয়নোত্থিতাম্।
চতুষ্পথাচ্চ গোষ্ঠানাং গোষ্পদানাংতথৈব চ ॥ ৩৯
শস্যস্থলানাং ক্ষেত্রাণামুদ্যানানাং মৃদং ত্যজেৎ।
স্নাতো বাপ্যথবাস্নাতো বিপ্রঃ শৌচেন শুধ্যতি ॥
শৌচহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
কৃত্বা শৌচমিদং বিপ্রো মুখং প্রক্ষালয়েৎ সুধীঃ।
আদৌ ষোড়শগণ্ডূষৈর্মুখশুদ্ধিং বিধায় চ।
দন্তকাষ্ঠেন দন্তঞ্চ তৎপশ্চাৎ পরিমার্জ্জয়েৎ ॥ ৪২
পুনঃ ষোড়শগণ্ডূষৈর্মুখশুদ্ধিং সমাচরেৎ।
দন্তমার্জ্জনকাষ্ঠানাং নিয়মং শৃণু নারদ ॥ ৪৩
নিরূপিতং সামবেদে হরিণা চাহ্নিকক্রমে।
অপামার্গং সিন্ধুবারমাম্রঞ্চ করবীরকম্ ॥ ৪৪
খদিরঞ্চ শিরীষঞ্চ জাতিপুন্নাগশালকম্।
অশোকমর্জ্জুনঞ্চৈব ক্ষীরিবৃক্ষং কদম্বকম্ ॥ ৪৫
জম্বুকং বকুলং চোড্রং পলাশঞ্চ প্রশস্তকম্।
বদরীং পারিভদ্রঞ্চ মন্দারং শাল্মলীং তথা ॥ ৪৬
বৃক্ষং কণ্টকযুক্তঞ্চ লতাদিপরিবর্জ্জিতম্ ॥ ৪৭
পিপ্পলঞ্চ পিয়ালঞ্চ তিন্তিড়ীকঞ্চ তাড়কম্।
খর্জ্জূরং নারিকেলঞ্চ তালঞ্চ পরিবর্জ্জিতম্ ॥ ৪৮
দন্তশৌচবিহীনশ্চ সর্ব্বশৌচবিহীনকঃ।
শৌচহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৪৯
কৃত্বা শৌচং শুচির্বিপ্রো ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী।
প্রক্ষাল্য পাদমাচম্য প্রাতঃসন্ধ্যাং সমাচরেৎ ॥ ৫০
এবং ত্রিসন্ধ্যং সন্ধ্যাঞ্চ কুরুতে কুলজো দ্বিজঃ।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু ত্রিসন্ধ্যং যঃ সমাচরেৎ ॥ ৫১
ত্রিসন্ধ্যহীনোঽপ্যশুচিরনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
যদহ্না কুরুতে কর্ম্ম ন তস্যফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ৫২

নোপতিষ্ঠতি যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যস্তু পশ্চিমাম্।
স শূদ্রবদ্বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাদ্দ্বিজকর্ম্মণঃ॥ ৫৩
পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং পরিত্যজ্য মধ্যমাং পশ্চিমাং তথা
ব্রহ্মহত্যামাত্মহত্যাং প্রত্যহং লভতে দ্বিজঃ॥ ৫৪
একাদশীবিহীনো বা সন্ধ্যাহীনশ্চ যো দ্বিজঃ।
কল্পং ব্রজেৎ কালসূত্রং যথা হি বৃষলীপতিঃ॥৫৫
বিধায় প্রাতঃসন্ধ্যাঞ্চ গুরুমিষ্টং সুরং রবিম্।
ব্রহ্মাণমীশং বিষ্ণুঞ্চ মায়াং পদ্মাং সরস্বতীম্॥ ৫৬
প্রণম্য গুরুমাজ্যঞ্চ দর্পণং মধু কাঞ্চনম্।
স্পৃষ্ট্বা স্নানাদিকং কালে কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ॥
পুষ্করিণ্যান্তু বাপ্যান্তু যদা স্নানং সমাচরেৎ।
সমুদ্ধৃত্য পঞ্চপিণ্ডানাদৌ ধর্ম্মী বিচক্ষণঃ॥ ৫৮
নদ্যাং নদে কন্দরে বা তীর্থে বা স্নানমাচরেৎ।
কুর্য্যাৎ স্নাত্বা তু সঙ্কল্পং ততঃ স্নানং পুনর্ম্মুনে॥৫৯
শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামশ্চ বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
সঙ্কল্পো গৃহিণাঞ্চৈব কৃতপাতকনাশনম্॥ ৬০
বিপ্রঃ কৃত্বা তু সঙ্কল্পং মৃদং গাত্রে প্রলেপয়েৎ।
বেদোক্তমন্ত্রেণানেন দেহশুদ্ধীকৃতেন চ॥ ৬১
অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্॥ ৬২
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা।
আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয়॥ ৬৩
পুণ্যং দেহি মহাভাগে স্নানানুজ্ঞাং কুরুষ্ব মাম্।
ইত্যুক্ত্বা চ জলে নাভিপ্রমাণে মন্ত্রপূর্ব্বকম্॥ ৬৪
চতুর্হস্তপ্রমাণাঞ্চ কৃত্বা মণ্ডলিকাং শুভাম্।
তীর্থান্যাবাহয়েত্তত্র হস্তং দত্ত্বা তপোধন॥ ৬৫
যানি যানি চ তীর্থানি সর্ব্বাণি কথয়ামি তে॥ ৬৬
গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥৬৭
নলিনী নন্দিনী সীতা মালিনী চ মহাপথা।
বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা গঙ্গা ত্রিপথগামিনী॥ ৬৮
পদ্মাবতী ভোগবতী স্বর্ণরেখা চ কৌশিকী।
দক্ষা পৃথ্বী চ সুভগা বিশ্বকায়া শিবা মিতা॥ ৬৯
বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথা লোকপ্রসাদনী।
ক্ষেমা চ বৈষ্ণবী শান্তা শান্তিদা গোমতী সতী॥
সাবিত্রী তুলসী দুর্গা মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা রাধা লোপামুদ্রা দিতী রতিঃ॥ ৭১
অহল্যা চাদিতিঃ সংজ্ঞা স্বধা স্বাহাপারুন্ধতী।
শতরূপা দেবহূতীত্যেবমাদ্যাঃ স্মরেৎ সুধীঃ॥ ৭২
স্নাত্বা স্নাত্বা মহাপূতঃ কুর্য্যাত্তু তিলকং বুধঃ।
বাহ্বোর্ম্মূলে ললাটে চ কণ্ঠদেশে চ বক্ষসি॥ ৭৩
স্নানং দানং তপো হোমং দৈবঞ্চ পিতৃকর্ম্মসু।
তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং যাতি ললাটে তিলকং বিনা॥
ব্রাহ্মণস্তিলকং কৃত্বা কুর্য্যাৎ সন্ধ্যাঞ্চ তর্পণম্।
নমস্কৃত্য সুরান্ ভক্ত্যা গৃহং গচ্ছেন্মুদান্বিতঃ॥ ৭৫
প্রক্ষাল্য পাদং যত্নেন ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী।
মন্দিরং প্রবিশেৎ প্রাজ্ঞ ইত্যাহ হরিরেব চ॥ ৭৬
বিনা পাদৌ চ প্রক্ষাল্য স্নাত্বা বিশতি মন্দিরম্।
তস্য স্নানাদিকং নষ্টং জপহোমশ্চ পঞ্চমম্॥ ৭৭
পরিধায় স্নিগ্ধবস্ত্রং গৃহঞ্চ প্রবিশেদগৃহী।
রুষ্টা লক্ষ্মীর্গৃহাদ্যাতি শাপং দত্ত্বা সুদারুণম্॥ ৭৮
উর্দ্ধজঙ্ঘশ্চ যো বিপ্রঃ পাদৌ প্রক্ষালয়েদ্যদি।
তাবদ্ভবতি চাণ্ডালো যাবদ্গঙ্গাং ন পশ্যতি॥ ৭৯
উপবিশ্যাসনে ব্রহ্মন্নাচম্য সাধকঃ শুচিঃ।
পূজাং কুর্য্যাত্তু বেদোক্তাং ভক্তিযুক্তো হি সংযতঃ
শালগ্রামে মণৌ যন্ত্রে প্রতিমায়াং জলে স্থলে।
গোপৃষ্ঠে বা গুরৌ বিপ্রে প্রশস্তমর্চ্চনং হরেঃ॥ ৮১
সর্ব্বে প্রশস্তা পূজা চ শালগ্রামে চ নারদ।
সুরাণামেব সর্ব্বেষাং যত্রাধিষ্ঠানমেব চ॥ ৮২
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
শালগ্রামোদকেনৈব যোঽভিষেকং সমাচরেৎ॥৮৩
শালগ্রামজলং ভক্ত্যা নিত্যমশ্নাতি যো নরঃ।
জীবন্মুক্তঃ স চ ভবেদ্যাত্যন্তে কৃষ্ণমন্দিরম্॥ ৮৪
শালগ্রামশিলাচক্রং যত্র তিষ্ঠতি নারদ।
সচক্রো ভগবাংস্তত্র সর্ব্বতীর্থানি নিশ্চিতম্॥ ৮৫
তত্র যো হি মৃতো দেহী জ্ঞানাজ্ঞানেন দৈবতঃ।
রত্ননির্ম্মাণযানেন স যাতি শ্রীহরেঃ পদম্॥ ৮৬
শালগ্রামং বিনান্যত্র কঃ সাধুঃ পূজয়েদ্ধরিম্।
কৃত্বা তত্র হরেঃ পূজাং পরিপূর্ণং ফলং লভেৎ॥
পূজাধারশ্চ কথিতঃ শ্রূয়তাং পূজনক্রমঃ।
হরেঃ পূজাং বহুমতাং কথয়ামি যথাগমম্॥ ৮৮
কশ্চিদ্দদাতি হরয়ে চোপহারাণি ষোড়শ।
সুন্দরাণি পবিত্রাণি নিত্যং ভক্ত্যা চ বৈষ্ণবঃ॥ ৮৯
কশ্চিদ্দ্বাদশ দ্রব্যাণি পঞ্চ বস্তূনি কশ্চন।
যেষামেব যথা শক্তির্ভক্তির্মূলঞ্চ পূজনে॥ ৯০
আসনং বসনং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্।

পুষ্পং চন্দনধূপঞ্চ দীপনৈবেদ্যমুত্তমম্ ॥ ৯১
গন্ধমাল্যে চ শয্যা চ ললিতা সুবিলক্ষণা ।
জলমন্নঞ্চ তাম্বূলং সাধারং দেয়মেব চ ॥ ৯২
গন্ধান্নতল্পতাম্বূলং বিনা দ্রব্যাণি দ্বাদশ ।
পাদ্যার্ঘ্যজলনৈবেদ্যপুষ্পাণ্যেতানি পঞ্চ চ ॥ ৯৩
সর্ব্বাণ্যেতানি মূলেন দদ্যাৎ সাধকসত্তমঃ ।
গুরূপদিষ্টং মূলঞ্চ প্রশস্তং সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৯৪
আদৌ কৃত্বা ভূতশুদ্ধিং প্রাণায়ামং ততঃ পরম্ ।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গন্যাসঞ্চ মন্ত্রন্যাসং ততঃ পরম্ ॥ ৯৫
বর্ণন্যাসং বিনির্ব্বর্ত্ত্য চার্ঘ্যপাত্রং বিনির্দ্দিশেৎ ।
ত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা তত্র কূর্ম্মং প্রপূজয়েৎ ॥ ৯৬
জলেনাপূর্য শঙ্খঞ্চ তত্র সংস্থাপয়েদ্দ্বিজঃ ।
জলং সম্পূজ্য বিধিবৎ তীর্থান্যাবাহয়েত্ততঃ ॥ ৯৭
পূজোপকরণং তেন জলেন ক্ষালয়েৎ পুনঃ ।
ততো গৃহীত্বা পুষ্পঞ্চ কৃত্বা যোগাসনং শুচিঃ ॥ ৯৮
ধ্যানেন গুরুদত্তেন ধ্যায়েৎ কৃষ্ণমনন্যধীঃ ।
ধ্যাত্বা পাদ্যাদিকং সর্ব্বং দদ্যান্মূলেন সাধকঃ ॥ ৯৯
অঙ্গপ্রত্যঙ্গদেবঞ্চ তন্ত্রোক্তং পূজয়েদ্ধ্রুবম্ ।
মূলং জপ্ত্বা যথাশক্তি দেবে মন্ত্রং বিসর্জ্জয়েৎ ॥
দত্ত্বোপহারং বিবিধং স্তুত্বা চ কবচং পঠেৎ ।
ততঃ কৃত্বা পরীহারং মূর্দ্ধ্না চ প্রণমেদ্ভুবি ॥ ১০১
কৃত্বা চ দেবপূজাঞ্চ যজ্ঞং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ।
শ্রৌতস্মার্ত্তাগ্নিযুক্তঞ্চ বলিং দদ্যাত্ততো মুনে ॥১০২
নিত্যশ্রাদ্ধং যথাশক্তি দানং বিত্তানুরূপকম্ ।
কৃত্বা কৃতী চ বিহরেৎ ক্রম এষ শ্রুতৌ শ্রুতঃ॥১০৩
ইতি তে কথিতং সর্ব্বং বেদোক্তং সূত্রমুত্তমম্ ।
আহ্নিকস্ত চ বিপ্রাণাং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে শিব-
নারদসংবাদে আহ্নিকপ্রকরণকথনং
ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

ভক্ষ্যং কিং বাপ্যভক্ষ্যঞ্চ দ্বিজানাং গৃহিণাং প্রভো
যতীনাং বৈষ্ণবানাঞ্চ বিধবাব্রহ্মচারিণাম্ ॥ ১
কিং কর্ত্তব্যমকর্ত্তব্যমভোগ্যং ভোগ্যমেব বা ।
সর্ব্বং কথয় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ সর্ব্বকারণ ॥ ২

মহাদেব উবাচ ।

কশ্চিত্তপস্বী বিপ্রশ্চ নিরাহারী চিরং মুনিঃ ।
কশ্চিৎ সমীরণাহারী ফলাহারী চ কশ্চন ॥ ৩
অন্নাহারী যথাকালে গৃহী চ গৃহিণীযুতঃ ।
যেষামিচ্ছা চ যা ব্রহ্মন্ রুচীনাং বিবিধা গতিঃ ॥
হবিষ্যান্নং ব্রাহ্মণানাং প্রশস্তং গৃহিণাং সদা ।
নারায়ণোচ্ছিষ্টমিষ্টমনিবেদ্যমভক্ষ্যকম্ ॥ ৫
অন্নং বিষ্ঠা জলং মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্ ।
বিণ্মূত্রং সর্ব্বপাপোক্তমন্নঞ্চ হরিবাসরে ॥ ৬
ব্রাহ্মণঃ কামতোঽন্নঞ্চ যো ভুঙ্ক্তে হরিবাসরে ।
ত্রৈলোক্যজনিতং পাপং সোঽপি ভুঙ্ক্তে ন
সংশয়ঃ ॥ ৭
ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যঞ্চ নারদ ।
গৃহিভির্ব্রাহ্মণৈরন্নং সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে ॥ ৮
গৃহী শৈবশ্চ শাক্তশ্চ ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ ।
প্রয়াতি কালসূত্রঞ্চ ভুক্ত্বা চ হরিবাসরে ॥ ৯
কৃমিভিঃ শালমানৈশ্চ ভক্ষিতস্তত্র তিষ্ঠতি ।
বিণ্মূত্রভোজনং কৃত্বা যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১০
জন্মাষ্টমীদিনে চৈব শ্রীরামনবমীদিনে ।
শিবরাত্রৌ চ যো ভুঙ্ক্তে সোঽপি দ্বিগুণপাতকী॥
উপবাসাসমর্থশ্চ ফলমূলজলং পিবেৎ ।
নষ্টে শরীরে স ভবেদন্যথা চাত্মঘাতকঃ ॥ ১২
সকৃদ্ ভুঙ্ক্তে হবিষ্যান্নং বিষ্ণোর্নৈবেদ্যমেব চ ।
ন ভবেৎ প্রত্যবায়ী স চোপবাসফলং লভেৎ ॥১৩
একাদশ্যামনাহারী গৃহী বিপ্রশ্চ ভারতে ।
স চ তিষ্ঠতি বৈকুণ্ঠে যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ ॥ ১৪
গৃহিণাং শৈবশাক্তানামিদমুক্তঞ্চ নারদ ।
বিশেষতো বৈষ্ণবানাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্ ॥ ১৫
নিত্যং নৈবেদ্যভোজী যঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চ বৈষ্ণবঃ ।
নিত্যং শতোপবাসানাং জীবন্মুক্তঃ ফলং লভেৎ
বাঞ্ছন্তি তস্য সংস্পর্শং তীর্থানি সর্ব্বদেবতাঃ ।
আলাপং দর্শনঞ্চৈব সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৭
দ্বিঃস্বিন্নমন্নং পৃথুকং শুষ্কং দেশবিশেষকে ।
নাত্যন্তশস্তং বিপ্রাণাং ভক্ষণে চ নিবেদনে ॥ ১৮
অভক্ষ্যং তদ্ যতীনাং বৈ বিধবাব্রহ্মচারিণাম্ ।
তাম্বূলঞ্চ যথা ব্রহ্মন্ তথৈবৈতে বস্তুনী ধ্রুবম্ ॥ ১৯
তাম্বূলং বিধবাস্ত্রীণাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্ ।
তপস্বিনাঞ্চ বিপ্রেন্দ্র গোমাংসসদৃশং ধ্রুবম্ ॥ ২০

সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ চাভক্ষ্যং শৃণু নারদ ।
তদুক্তং সামবেদে চ হরিণা চাহ্নিকক্রমে ॥ ২১
তাম্রপাত্রে পয়ঃপানমুচ্ছিষ্টে ঘৃতভোজনম্ ।
দুগ্ধং লবণসার্দ্ধঞ্চ সদ্যো গোমাংসভক্ষণম্ ॥ ২২
নারিকেলোদকং কাংস্যে তাম্রপাত্রে স্থিতং মধু ।
ঐক্ষবং তাম্রপাত্রস্থং সুরাতুল্যং ন সংশয়ঃ ॥ ২৩
উত্থায় বামহস্তেন যস্তোয়ং পিবতি দ্বিজঃ ।
সুরাপী চ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ২৪
অনিবেদ্যং হরেরন্নং ভক্ষ্যশেষঞ্চ নিত্যশঃ ।
পীতশেষজলঞ্চৈব গোমাংসসদৃশং মুনে ॥ ২৫
বার্ত্তিঙ্গণফলঞ্চৈব গোমাংসং কার্ত্তিকে স্মৃতম্ ।
মাঘে চ মূলকঞ্চৈব কলম্বী শয়নে তথা ॥ ২৬
শ্বেতবর্ণঞ্চ তালঞ্চ মসূরং মৎস্যমেব চ ।
সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ ত্যাজ্যঞ্চ সর্ব্বদেশতঃ ॥ ২৭
মৎস্যাংশ্চ কামতো ভুক্ত্বা সোপবাসস্ত্র্যহং বসেৎ
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা শুদ্ধিমাপ্নোতি ব্রাহ্মণঃ ॥ ২৮
প্রতিপৎসু চ কুষ্মাণ্ডভক্ষণেঽর্থবিনাশনম্ ।
দ্বিতীয়ায়াঞ্চ বৃহতীভোজকো * ন স্মরেদ্ধরিম্ ॥ ২৯
অভক্ষ্যঞ্চ পটোলঞ্চ শত্রুবৃদ্ধিকরং পরম্ ।
তৃতীয়ায়াং চতুর্থ্যাঞ্চ মূলকং ধননাশনম্ ॥ ৩০
কলঙ্ককারণঞ্চৈব পঞ্চম্যাং বিল্বভক্ষণম্ ।
তির্য্যগ্‌যোনিং প্রাপয়েত্তু ষষ্ঠ্যাঞ্চ নিম্বভক্ষণম্ ॥ ৩১
রোগবৃদ্ধিকরঞ্চৈব নরাণাং তালভক্ষণম্ ।
সপ্তম্যাঞ্চ তথা তালং শরীরস্য চ নাশকম্ ॥ ৩২
নারিকেলফলং ভক্ষ্যমষ্টম্যাং বুদ্ধিনাশনম্ ।
তুম্বী নবম্যাং গোমাংসং দশম্যাঞ্চ কলম্বকম্ ॥ ৩৩
একাদশ্যাং তথা শিম্বী দ্বাদশ্যাং পূতিকা তথা ।
ত্রয়োদশ্যাস্তু বার্ত্তাকীভক্ষণং পুত্রনাশনম্ ॥ ৩৪
চতুর্দ্দশ্যাং মাষভক্ষ্যং মহাপাপকরং পরম্ ।
পঞ্চদশ্যাং তথা মাংসমভক্ষ্যং গৃহিণাং মুনে ॥ ৩৫
গৃহিণা প্রোক্ষিতং মাংসং ভক্ষ্যমন্যদিনেষু চ ।
প্রাতঃস্নানে তথা শ্রাদ্ধে পার্ব্বণে ব্রতবাসরে ॥ ৩৬
প্রশস্তং সার্ষপং তৈলং পক্বতৈলঞ্চ নারদ ।
কুহূপূর্ণেন্দুসংক্রান্তিচতুর্দ্দশ্যষ্টমীষু চ ॥ ৩৭
রবৌ শ্রাদ্ধে হতাহে চ দুষ্টং স্ত্রী তিলতৈলকম্ ।
মাষঞ্চ রক্তশাকঞ্চ কাংস্যপাত্রে চ ভোজনম্ ॥ ৩৮

* বৃহতীভোজনে ইতি বা পাঠঃ ।

নিষিদ্ধং শয়নে চৈব কূর্ম্মমাংসঞ্চ প্রোক্ষিতম্ ।
নিষিদ্ধং সর্ব্ববর্ণানাং দিবা স্বস্ত্রীনিষেবণম্ ॥ ৩৯
রাত্রৌ চ দধি ভক্ষ্যঞ্চ শয়নং সন্ধ্যয়োর্দ্দিনে ।
রজস্বলাস্ত্রীগমনমেতন্নরককারণম্ ॥ ৪০
রজস্বলাবীরান্নঞ্চ পুংশ্চল্যন্নস্য ভক্ষণম্ ।
শূদ্রাণাং যাজকান্নঞ্চ শূদ্রশ্রাদ্ধান্নমেব চ ॥ ৪১
অভক্ষ্যান্নঞ্চ বিপ্রর্ষে যদন্নং বৃষলীপতেঃ ।
ব্রহ্মন্ বার্দ্ধুষিকান্নঞ্চ গণকান্নমভক্ষ্যকম্ ॥ ৪২
অগ্রদানীদ্বিজান্নঞ্চ চিকিৎসাকারকস্য চ ।
হস্তাচিত্রাহরৌ তৈলমগ্রাহ্যঞ্চাপ্যভক্ষ্যকম্ ॥ ৪৩
মূলে মৃগে ভাদ্রপদে মাংসং গোমাংসতুল্যকম্ ।
অমায়াং কৃত্তিকায়াঞ্চ দ্বিজৈঃ ক্ষৌরং বিবর্জ্জিতম্
কৃত্বা তু মৈথুনং ক্ষৌরং যো দেবাংস্তর্পয়েৎ পিতৄন্
রুধিরং তদ্ভবেত্তোয়ং দাতা চ নরকং ব্রজেৎ ॥ ৪৫
যৎ কর্ত্তব্যমকর্ত্তব্যং যদভোজ্যঞ্চ ভোজ্যকম্ ।
সর্ব্বং তুভ্যং নিগদিতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে শিব-
নারদসংবাদে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যকথনং নাম
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

শ্রুতং সর্ব্বং জগন্নাথ ত্বৎপ্রসাদাজ্জগদ্‌গুরো ।
ভবান্ ব্রহ্মস্বরূপশ্চ বদ ব্রহ্মনিরূপণম্ ॥ ১
প্রভো কিং ব্রহ্ম সাকারং কিং নিরাকারমীশ্বরম্ ।
কিং তদ্বিশেষণং কিং বাপ্যবিশেষণমেব চ ॥ ২
কিং বা দৃশ্যমদৃশ্যং বা লিপ্তং দেহিষু কিং ন বা ।
কিং বা তল্লক্ষণং শস্তং বেদে বা কিং নিরূপণম্ ॥
ব্রহ্মাতিরিক্তা প্রকৃতিঃ কিং বা ব্রহ্মস্বরূপিণী ।
প্রকৃতের্লক্ষণং কিং বা সারভূতং শ্রুতৌ শ্রুতম্ ॥
কস্য সৃষ্টৌ চ প্রাধান্যং দ্বয়োর্মধ্যে বরং পরম্ ।
বিচার্য্য মনসা সর্ব্বং সর্ব্বজ্ঞ বদ মাং ধ্রুবম্ ॥ ৫
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা পঞ্চবক্ত্রঃ প্রহস্য চ ।
ভগবান্ বক্তুমারেভে পরং ব্রহ্মনিরূপণম্ ॥ ৬

মহাদেব উবাচ ।

যদ্‌যৎ পৃষ্টং ত্বয়া বৎস নিগূঢ়ং জ্ঞানমুত্তমম্ ।
সুদুর্লভঞ্চ বেদেষু পুরাণেষু চ নারদ ॥ ৭
অহং ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ শেষো ধর্ম্মো মহান্ বিরাট্

সর্ব্বং নিরূপিতং ব্রহ্মন্নস্মাভিঃ শ্রুতিভির্ন বা ॥ ৮
যদ্বিশেষণযুক্তঞ্চ দৃশ্যং প্রত্যক্ষমেব চ ।
তন্নিরূপিতমস্মাভির্ব্বেদে বেদবিদাং বর ॥ ৯
বৈকুণ্ঠে চ পুরা পৃষ্টো ধর্ম্মেণ ব্রহ্মণা ময়া ।
যদুবাচ হরিঃ কিঞ্চিন্নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ১০
সারভূতঞ্চ তত্ত্বানামজ্ঞানান্ধকলোচনম্ ।
দ্বৈধভ্রমতমোধ্বংসপ্রকৃষ্টপ্রদীপকম্ ॥ ১১
পরমাত্মস্বরূপঞ্চ পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ।
সর্ব্বদেহস্থিতং সাক্ষিস্বরূপং দেহিকর্ম্মণাম্ ॥ ১২
প্রাণাঃ পঞ্চ স্বয়ং বিষ্ণুর্মনো ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ ।
সর্ব্বজ্ঞানস্বরূপোঽহং শক্তিঃ প্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ১৩
আত্মাধীনা বয়ং সর্ব্বে স্থিতে তস্মিংশ্চ সংস্থিতাঃ
গতে গতাশ্চ পরমে নরদেবমিবানুগাঃ * ॥ ১৪
জীবস্তৎপ্রতিবিম্বশ্চ স চ ভোগী চ কর্ম্মণাম্ ।
যথার্কচন্দ্রয়োর্বিম্বো জলপূর্ণঘটেষু চ ॥ ১৫
বিম্বো ঘটেষু ভগ্নেষু প্রলীনশ্চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ।
তথা সৃষ্টৌ চ ভগ্নায়াং জীবো ব্রহ্মণি লীয়তে ॥১৬
একমেব পরং ব্রহ্ম শেষে বৎস ভবক্ষয়ে ।
বয়ং প্রলীনাস্তত্রৈব জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ১৭
তচ্চ জ্যোতিঃস্বরূপঞ্চ মণ্ডলাকারমেব চ ।
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডকোটিকোটিসমপ্রভম্ ॥ ১৮
আকাশমিব বিস্তীর্ণং সর্ব্বব্যাপকমব্যয়ম্ ।
সুখদৃশ্যং যথা চন্দ্রবিম্বং যোগিভিরেব চ ॥ ১৯
বদন্তি যোগিনস্তত্তু পরং ব্রহ্ম সনাতনম্
দিবানিশঞ্চ ধ্যায়ন্তে সত্যং তৎ সর্ব্বমঙ্গলম্ ॥
নিরীহঞ্চ নিরাকারং পরমাত্মানমীশ্বরম্ ।
স্বেচ্ছাময়ং স্বতন্ত্রঞ্চ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ২১
পরমানন্দরূপঞ্চ পরমানন্দকারণম্ ।
পরং প্রধানং পুরুষং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ২২
তত্রৈব লীনা প্রকৃতিঃ সর্ব্ববীজস্বরূপিণী ।
যথাগ্নৌ দাহিকা শক্তিঃ প্রভা সূর্য্যে যথা মুনে ॥২৩
যথা দুগ্ধে চ ধাবল্যং জলে শৈত্যং যথৈব চ ।
যথা শব্দশ্চ গগনে যথা গন্ধঃ ক্ষিতৌ সদা ॥ ২৫
তথা হি নির্গুণং ব্রহ্ম নির্গুণা প্রকৃতিস্তথা ।
সৃষ্ট্যুন্মুখেন তদ্‌ব্রহ্ম চাংশেন পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥ ২৫

স এব সগুণো বৎস প্রাকৃতো বিষয়ী স্মৃতঃ ।
সা চ তত্রৈব ত্রিগুণা পরা চ্ছায়াময়ী স্মৃতা ॥ ২৬
যথা মৃদা কুলালশ্চ ঘটং কর্ত্তুং ক্ষমঃ সদা ।
তথা প্রকৃত্যা তদ্‌ব্রহ্ম সৃষ্টিং স্রষ্টুং ক্ষমং মুনে ॥২৭
স্বর্ণেন কুণ্ডলং কর্ত্তুং স্বর্ণকারঃ ক্ষমো যথা ।
তথা ব্রহ্ম তয়া সার্দ্ধং সৃষ্টিং কর্ত্তুমিহেশ্বরম্ ॥ ২৮
কুলালসৃষ্টা ন চ মৃৎ নিত্যা এব সনাতনী ।
ন স্বর্ণকারসৃষ্টং তৎ স্বর্ণঞ্চ নিত্যমেব চ ॥ ২৯
নিত্যং তৎ পরমং ব্রহ্ম নিত্যা চ প্রকৃতিঃ স্মৃতা ।
দ্বয়োঃ সমঞ্চ প্রাধান্যমিতি কেচিদ্বদন্তি হি ॥ ৩০
মৃদং স্বর্ণং সমাহর্ত্তুং কুলালস্বর্ণকারকৌ ।
সমর্থৌ ন চ মৃৎস্বর্ণং তয়োরাহরণে ক্ষমম্ ॥ ৩১
তস্মাত্তদ্‌ব্রহ্ম প্রকৃতেঃ পরমেবেতি নারদ ।
ইতি কেচিদ্বদন্ত্যেব দ্বয়োশ্চ নিত্যতা ধ্রুবম্ ॥ ৩২
কেচিদ্বদন্তি তদ্‌ব্রহ্ম স্বয়ঞ্চ প্রকৃতিঃ পুমান্ ।
ব্রহ্মাতিরিক্তা প্রকৃতির্ব্বদন্তীতি চ কেচন ॥ ৩৩
তদ্‌ব্রহ্ম পরমং ধাম সর্ব্বকারণকারণম্
তদ্‌ব্রহ্ম লক্ষণং ব্রহ্মন্নিদং কিঞ্চিৎ শ্রুতৌ শ্রুতম্ ।
ব্রহ্ম চাত্মা চ সর্ব্বেষাং নির্লিপ্তং সাক্ষিরূপকম্ ।
সর্ব্বব্যাপি চ সর্ব্বাদিলক্ষণঞ্চ শ্রুতৌ শ্রুতম্ ॥ ৩৫
তদ্‌ব্রহ্মশক্তিঃ প্রকৃতিঃ সর্ব্ববীজস্বরূপিণী ।
যতস্তচ্ছক্তিমদ্ ব্রহ্ম চেদং প্রকৃতিলক্ষণম্ ॥ ৩৬
তেজোরূপঞ্চ তদ্ ব্রহ্ম ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ সদা ।
বৈষ্ণবাস্তন্ন মন্যন্তে যদ্ভক্তাঃ সূক্ষ্মবুদ্ধয়ঃ ।
তত্তেজঃ কস্য বাশ্চর্য্যং ধ্যায়ন্তে পুরুষং বিনা ॥ ৩৭
কারণেন বিনা কার্য্যং কুতো বা প্রভবেদ্ভবে ।
ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাস্তস্মাত্তত্র রূপং মনোহরম্ ॥ ৩৮
স্বেচ্ছাময়স্য পুংসশ্চ সাকারস্যাত্মনঃ সদা ।
তত্তেজোমণ্ডলাকারে সূর্য্যকোটিসমপ্রভে ॥ ৩৯
নিত্যং স্থূলঞ্চ প্রচ্ছন্নং গোলোকাভিধমেব চ ।
লক্ষকোটিযোজনঞ্চ চতুরস্রং মনোহরম্ ॥ ৪০
* সুদৃশ্যং বর্ত্তুলাকারং যথৈব চন্দ্রমণ্ডলম্ ।
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণং নিরাধারঞ্চ স্বেচ্ছয়া ॥ ৪১
ঊর্দ্ধঞ্চ নিত্যং বৈকুণ্ঠাৎ পঞ্চাশৎকোটিযোজনম্ ।
গো-গোপ-গোপীসংযুক্তং কল্পবৃক্ষসমন্বিতম্ ॥ ৪২

---

* নারদৈবমিবানুগা ইতি নাতিসঙ্গতঃ পাঠঃ ক্কাচিৎকঃ ।

* ইতঃ পূর্ব্বং "রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণৈর্গোপীনাগাবৃতং সদা।" ইত্যধিকং ক্কচিৎ পাঠঃ ।

কামধেনুভিরাকীর্ণং রাসমণ্ডলমণ্ডিতম্ ।
বৃন্দাবনবনচ্ছন্নং বিরজাবেষ্টিতং মুনে ॥ ৪৩
শতশৃঙ্গং শতশৃঙ্গৈঃ সুদীপ্তং দীপ্তমীপ্সিতম্ ।
লক্ষকোটিপরিমিতৈরাশ্রমৈঃ সুমনোহরৈঃ ॥ ৪৪
শতমন্দিরসংযুক্তমাশ্রমং সুমনোহরম্ ।
প্রাকারপরিখাযুক্তং পারিজাতবনান্বিতম্ ॥ ৪৫
কৌস্তুভেন্দ্রেণ মণিনা নির্ম্মাণকলসোজ্জ্বলৈঃ ।
হীরাসারবিনির্ম্মাণসোপানসজ্জসুন্দরৈঃ ॥ ৪৬
মণীন্দ্রসারনির্ম্মাণৈঃ কপাটদর্পণান্বিতৈঃ ।
নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্যৈরাশ্রমঞ্চ সুসংস্কৃতম্ ॥ ৪৭
ষোড়শদ্বারসংযুক্তং সুদীপ্তং রত্নদীপকৈঃ ।
রত্নসিংহাসনে রম্যে চামূল্যরত্ননির্ম্মিতে ॥ ৪৮
নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্যে রমন্তমীশ্বরং বরম্ ।
নবীননীরদশ্যামং কিশোরবয়সং শিশুম্ ॥ ৪৯
শরন্মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডপ্রভামোচনলোচনম্ ।
শরৎপার্ব্বণপূর্ণেন্দুশোভাচ্ছাদনমাননম্ ॥ ৫০
কোটিকন্দর্পলাবণ্যলীলানিন্দিতসুন্দরম্ ।
কোটিচন্দ্রপ্রভামুষ্টপুষ্ট শ্রীযুক্তবিগ্রহম্ ॥ ৫১
সস্মিতং মুরলীহস্তং সুপ্রশস্তং সুমঙ্গলম্ ।
বহ্নিসংস্কারপীতাংশুযুগলেন সমুজ্জ্বলম্ ॥ ৫২
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং কৌস্তুভেন বিরাজিতম্ ।
আজানুমালতীমালা-বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ৫৩
ত্রিভঙ্গভঙ্গিমাযুক্তং মণিমাণিক্যভূষিতম্ ।
ময়ূরপুচ্ছচূড়ঞ্চ সদ্রত্নমুকুটোজ্জ্বলম্ ॥ ৫৪
রত্নকেয়ূরবলয়-রত্নমঞ্জীররঞ্জিতম্ ।
রত্নকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলসুশোভিতম্ ॥ ৫৫
মুক্তাপঙ্ক্তিবিনিন্দৈকদশনং সুমনোহরম্ ।
পক্কবিম্বাধরৌষ্ঠঞ্চ নাসিকোন্নতশোভনম্ ॥ ৫৬
বীক্ষিতং গোপিকাভিশ্চ বেষ্টিতাভিশ্চ সততম্ ।
স্থিরযৌবনযুক্তাভিঃ সাস্মিতাভিশ্চ সাদরম্ ॥ ৫৭
ভূষিতাভিশ্চ সদ্রত্ননির্ম্মাণভূষণেন চ ।
সুরেন্দ্রৈশ্চ মুনীন্দ্রৈশ্চ মুনিভির্মানবেন্দ্রকৈ ॥ ৫৮
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানন্ত-ধর্ম্মাদ্যৈর্বন্দিতং মুদা ।
ভক্তপ্রিয়ং ভক্তনাথং ভক্তানুগ্রহকারকম্ ॥ ৫৯
রাসেশ্বরং সুরসিকং রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতম্ ।
এবং রূপমরূপং তং ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবা মুনে ॥ ৬০
সততং ধ্যেয়মস্মাকং পরমাত্মানমীশ্বরম্ ।
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৬১
স্বেচ্ছাময়ং নির্গুণঞ্চ নিরীহং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
সর্ব্বাধারং সর্ব্ববীজং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বমেব চ ॥ ৬২
সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বপূজ্যং সর্ব্বসিদ্ধিকরপ্রদম্ ।
স এব ভগবানাদির্গোলোকে দ্বিভুজঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৩
গোপবেশশ্চ গোপালৈঃ পার্ষদৈঃ পরিবেষ্টিতঃ ।
পরিপূর্ণতমঃ শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণো রাধিকেশ্বরঃ ॥ ৬৪
সর্ব্বান্তরাত্মা সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষঃ সর্ব্বগঃ স্মৃতঃ ।
কৃষিশ্চ সর্ব্ববচনো ণকারশ্চাত্মবাচকঃ ॥ ৬৫
সর্ব্বাত্মা চ পরং ব্রহ্ম তেন কৃষ্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
কৃষিশ্চ সর্ব্ববচনো নকারশ্চাদিবাচকঃ ॥ ৬৬
সর্ব্বাদিপুরুষো ব্যাপী তেন কৃষ্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
স এবাংশেন ভগবান্ বৈকুণ্ঠে চ চতুর্ভুজঃ ॥ ৬৭
চতুর্ভুজৈঃ পার্ষদৈস্তৈরাবৃতঃ কমলাপতিঃ ।
স এব কলয়া বিষ্ণুঃ পাতা চ জগতাং প্রভুঃ ॥ ৬৮
শ্বেতদ্বীপে সিন্ধুকন্যাপতিরেব চতুর্ভুজঃ ।
এতত্তু কথিতং সর্ব্বং পরং ব্রহ্মনিরূপণম্ ॥ ৬৯
অস্মাকং চিন্তনীয়ঞ্চ সেব্যং বন্দিতমীপ্সিতম্ ।
ইত্যুক্ত্বা শঙ্করস্তত্র বিররাম চ শৌনক ॥ ৩০
গন্ধর্ব্বরাজস্তোত্রেণ তুষ্টাব তঞ্চ নারদঃ ।
মুনিস্তোত্রেণ সন্তুষ্টো ভগবানাদিরচ্যুতঃ ।
জ্ঞানং মৃত্যুঞ্জয়স্তস্মৈ প্রদদৌ বরমীপ্সিতম্ ॥ ৭১
তং প্রণম্য মুনীন্দ্রশ্চ প্রহৃষ্টবদনেক্ষণঃ ।
তদাজ্ঞয়া পুণ্যরূপং যযৌ নারায়ণাশ্রমম্ ॥ ৭২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে
সৌতিশৌনকসংবাদে নারদপ্রস্থানং
নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সৌতিরুবাচ ।

দদর্শাশ্রমমাশ্চর্য্যং দেবর্ষির্নারদস্তথা ।
ঋষির্নারায়ণস্যৈব বদরীবনসংযুতম্ ॥ ১
নানাবৃক্ষফলাকীর্ণং পুংস্কোকিলরুতদ্রুতম্ । *
শরভেন্দ্রৈঃ কেশরীন্দ্রৈর্ব্যাঘ্রৌঘৈঃ পরিবেষ্টিতম্ ॥
ঋষীন্দ্রস্য প্রভাবেণ হিংসাভারবিবর্জ্জিতম্ ।
মহারণ্যমগম্যঞ্চ স্বর্গাধিকমনোহরম্ ॥ ৩

* শ্রুতমিতি পাঠঃ ক্বচিৎ বা ।

সিদ্ধেন্দ্রাণাং মুনীন্দ্রাণামাশ্রমাণাং ত্রিকোটিভিঃ
আবৃতং চন্দনারণ্যপারিজাতবনান্বিতম্ ॥ ৪
দদর্শ তমৃষীন্দ্রঞ্চ সভামধ্যে মনোহরম্ ।
ত্রিষষ্টিকোটিসিদ্ধেন্দ্রৈরাবৃতং সূর্য্যবর্চ্চসম্ ॥ ৫
ঋষীন্দ্রাণাঞ্চ পঞ্চাশৎকোটিভিশ্চান্বিতং মুদা ।
বিদ্যাধরীণাং নৃত্যঞ্চ পশ্যন্তং সস্মিতং দ্বিজ ॥ ৬
গন্ধর্ব্বকৃষ্ণসঙ্গীতং শ্রুতবন্তং মনোহরম্ ।
রত্নসিংহাসনে রম্যে বসন্তং যোগিনাং গুরুম্ ॥ ৩
জপন্তং পরমং ব্রহ্ম কৃষ্ণমাত্মানমীশ্বরম্ * ।
প্রণনাম চ তং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মপুত্রশ্চ শৌনক ॥ ৮
উত্থায় সহসালিঙ্গ্য যুযুজে পরমাশিষম্ ।
পপ্রচ্ছ কুশলং স্নেহাচ্চকারাতিথিপূজনম্ ॥ ৯
রত্নসিংহাসনে রম্যে বাসয়ামাস নারদম্ ।
নিবসন্নাসনে রম্যে বর্ত্মশ্রমবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১০
উবাচ তমৃষিশ্রেষ্ঠং ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ১১

নারদ উবাচ ।

অধীত্য বেদান্ সর্ব্বাংশ্চ পিতুঃ স্থানে সদ্গুর্মিন্ ।
জ্ঞানং সম্প্রাপ্য যোগীন্দ্রান্মন্ত্রঞ্চ শঙ্করাদ্বিভো ।
মনো মে ন হি তৃপ্নোতি দুর্নিবারঞ্চ চঞ্চলম্ ॥ ১২
দৃষ্টং ময়া ত্বৎপদাব্জং মনসা প্রেরিতেন চ ।
কিঞ্চিজ্জ্ঞানবিশেষঞ্চ লব্ধুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥১৩
যত্র কৃষ্ণগুণাখ্যানং জন্মমৃত্যুজরাহরম্ ।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদ্যাশ্চ সুরেন্দ্রশ্চ সুরা বিভো ॥ ১৪
কং চিন্তয়ন্তি মুনয়ো মনবশ্চ বিচক্ষণাঃ ।
কস্মাৎ সৃষ্টিশ্চ প্রভবেৎ কুত্র বা বিপ্রলীয়তে ॥ ১৫
কো বা সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বকারণকারকঃ ।
তস্যেশ্বরস্য কিং রূপং কর্ম্ম বা কিং জগৎপতেঃ ॥
বিচার্য্য মনসা সর্ব্বং তত্ত্ববান্ বক্তুমর্হতি ।
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য ভগবানৃষিঃ ॥ ১৭
কথাং কথিতুমারেভে পুণ্যাং ভুবনপাবনীম্ ॥ ১৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে সৌতি-
শৌনকসংবাদে নারায়ণং প্রতি নারদপ্রশ্নো
নাম ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

লম্বোদরো হরিরুমাপতিরীশশেষা
ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণা মনবো মুনীন্দ্রাঃ ।
বাণী শিবা ত্রিপথগা কমলাদিকা চ
সঞ্চিন্তয়েদ্ভগবতশ্চরণারবিন্দম্ ॥ ১
সংসারসাগরমতীব গভীরঘোরং
দারাদিসর্প-*-পরিবেষ্টিতচেষ্টিতাঙ্গম্ ।
সংলঙ্ঘ্য গন্তুমভিবাঞ্ছতি যো হি দাস্যং
সঞ্চিন্তয়েদ্ভগবতশ্চরণারবিন্দম্ ॥ ২
বেদাঙ্গবেদমুখনিঃসৃতকীর্ত্তিবংশৈ-
র্বেদাঙ্গবেদজনকস্য বিধেবিধাতুঃ ।
জন্মান্তকাদিভয়শোকবিদীর্ণদেহঃ
সঞ্চিন্তয়েদ্ভগবতশ্চরণারবিন্দম্ ॥ ৩
ভূধারণস্য দশনাগ্রকলেন কিং বা
বিশ্বানি লোমবিবরেষু বিভর্ত্তুরংশৈঃ ।
তস্যেশ্বরস্য চ বিভোঃ প্রকৃতেঃ পরস্য
সঞ্চিন্তয়েদ্ভগবতশ্চরণারবিন্দম্ † ॥ ৪
চক্ষুর্নিমেষপতিতো জগতাং বিধাতা
তৎকর্ম্ম বৎস কথিতুং ভুবি কঃ সমর্থঃ ।
সংক্ষেপ্য নারদ মুনে পরমাদরেণ
সঞ্চিন্তনং কুরু হরেশ্চরণারবিন্দম্ ॥ ৫
যূয়ং বয়ং তস্য কলাকলাংশাঃ
সুরেশসিদ্ধা মনবো মুনীন্দ্রাঃ ।

---

* আত্মন্যাত্মানমীশ্বরমিতি বা পাঠঃ ।

* দারা অপত্যেতি ক্বচিৎকঃ পাঠ আর্ষঃ ।
দাবাগ্নিসর্পেত্যপি পাঠঃ ক্বচিৎকঃ ।
† গোবর্দ্ধনোদ্ধরণকীর্ত্তিরতীব খিন্না
ভূর্ধারিতা চ দশনাগ্রকরেণ কিন্না ।
বিশ্বানি লোমবিবরেষু বিভর্ত্তুরাদেঃ
সঞ্চিন্তয়েদ্ভগবতশ্চরণারবিন্দম্ ॥
গোপাঙ্গনাবদনপঙ্কজষট্পদস্য
রাসেশ্বরস্য রসিকারমণস্য পুংসঃ ।
বৃন্দাবনে বিহরতো ব্রজবেশবিষ্ণোঃ
সঞ্চিন্তয়েদ্ভগবতশ্চরণারবিন্দম্ ॥
ইতি পাঠঃ ক্বচিৎকঃ ।

কলাবিশেষা ভবপাদ্মমুখ্যা
মহান্ বিরাড় যস্য কলাবিশেষঃ ॥ ৬
সহস্রশীর্ষা শিরসঃ প্রদেশে
বিভর্ত্তি সিদ্ধার্থমিদঞ্চ বিশ্বম্ ।
কূর্ম্মে চ শেষো মশকো গজে যথা
কূর্ম্মশ্চ কৃষ্ণস্য কলাকলাংশঃ ॥ ৭
গোলোকনাথস্য বিভোর্যশোঽমলং
শ্রুতৌ পুরাণে ন হি কিঞ্চন স্ফুটম্ ।
ন পাদ্মমুখ্যাঃ কথিতুং সমর্থাঃ
সর্ব্বেশ্বরং তং ভজ পাদ্মপুত্র ॥ ৮
বিশ্বেষু সর্ব্বেষু চ বিশ্বধাম্নঃ
সন্ত্যেব শশ্বদ্বিধিবিষ্ণুরুদ্রাঃ ।
তেষাঞ্চ সংখ্যাঃ শ্রুতয়শ্চ দেবাঃ
পরং ন জানন্তি তমীশ্বরং ভজ ॥ ৯
করোতি সৃষ্টিং স বিধের্ব্বিধাতা
বিধায় নিত্যাং প্রকৃতিং জগৎপ্রসূম্ ।
ব্রহ্মাদয়ঃ প্রাকৃতিকাশ্চ সর্ব্বে
ভক্তিপ্রদাং শ্রীং প্রকৃতিং ভজন্তি ॥ ১০
ব্রহ্মস্বরূপা প্রকৃতির্ন ভিন্না
যয়া চ সৃষ্টিং কুরুতে সনাতনঃ ।
স্ত্রিয়শ্চ সর্ব্বাঃ কলয়া জগৎসু
মায়া চ সর্ব্বে চ তয়া বিমোহিতাঃ ॥ ১১
নারায়ণী সা পরমা সনাতনী
শক্তিশ্চ পুংসঃ পরমাত্মনশ্চ ।
আত্মেশ্বরশ্চাপি যয়া চ শক্তিমাং-
স্তয়া বিনা স্রষ্টুমশক্ত এব ॥ ১২
গত্বা বিবাহং কুরু বৎস সাম্প্রতং
কর্ত্তুং প্রযুক্তঞ্চ পিতুর্নিদেশম্ ।
গুরোর্নিদেশং প্রতিপালকো ভবেৎ
সর্ব্বত্র পূজ্যো বিজয়ী চ সন্ততম্ ॥ ১৩
স্বপত্নীং পূজয়েদ্ যো হি বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ ।
প্রকৃতিস্তস্য সন্তুষ্টা যথা কৃষ্ণো দ্বিজার্চ্চনে ॥ ১৪
সা চ যোষিৎস্বরূপা চ প্রতিবিশ্বেষু মায়য়া ।
যোষিতামপমানেন পরাভূতা চ সা ভবেৎ ॥ ১৫
দিব্যা স্ত্রী পূজিতা যেন পতিপুত্রবতী সতী ।
প্রকৃতিঃ পূজিতা তেন সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী ॥ ১৬
মূলপ্রকৃতিরেকা সা পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী ।
সৃষ্টৌ পঞ্চবিধা সা চ বিষ্ণুমায়া সনাতনী ॥ ১৭
প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবী যা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
সর্ব্বাসাং প্রেয়সী কান্তা সা রাধা পরিকীর্ত্তিতা ।
নারায়ণপ্রিয়া লক্ষ্মীঃ সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী ।
বাগাধিষ্ঠাতৃদেবী যা সা চ পূজ্যা সরস্বতী ॥ ১৯
সাবিত্রী বেদমাতা চ পূজ্যরূপা বিধেঃ প্রিয়া ।
শঙ্করস্য প্রিয়া দুর্গা যস্যাঃ পুত্রো গণেশ্বরঃ ॥ ২০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে
সৌতিশৌনকসংবাদে ভগবৎস্বরূপকথনং
নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি ব্রহ্মখণ্ডং সমাপ্তম্।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্ ।

প্রকৃতিখণ্ডম্ ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

নারদ উবাচ ।

গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ।
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্মৃতা ॥ ১
আবির্ব্বভূব সা কেন কা বা সা জ্ঞানিনাং বরা ।
কিং বা তল্লক্ষণং সা চ বভূব পঞ্চধা কথম্ ॥ ২
সর্ব্বাসাং চরিতং পূজাবিধানং গুণমীপ্সিতম্ ।
অবতারঃ কুতঃ কস্যাস্তন্মাং ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩

নারায়ণ উবাচ ।

প্রকৃতের্লক্ষণং বৎস কো বা বক্তুং ক্ষমো ভবেৎ ।
কিঞ্চিত্তথাপি বক্ষ্যামি যৎ শ্রুতং রুদ্রবক্ত্রতঃ ॥ ৪
প্রকৃষ্টবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ ।
সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৫
গুণে প্রকৃষ্টসত্ত্বে চ প্রশব্দো বর্ত্ততে শ্রুতৌ ।
মধ্যমে রজসি কৃশ্চ তিশব্দস্তমসি স্মৃতঃ ॥ ৬
ত্রিগুণাত্মস্বরূপা যা সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা ।
প্রধানং সৃষ্টিকরণে প্রকৃতিস্তেন কথ্যতে ॥ ৭
প্রথমে বর্ত্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ ।
সৃষ্টেরাদ্যা চ যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৮
যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপো বভূব সঃ ।
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গং বামাঙ্গং প্রকৃতিঃ স্মৃতম্ ॥
সা চ ব্রহ্মস্বরূপা চ মায়া নিত্যা সনাতনী ।
তথাত্মা চ যথা শক্তির্যথাগ্নৌ দাহিকা স্মৃতা ॥ ১০
অতএব হি যোগীন্দ্রঃ স্ত্রীপুংভেদং ন মন্যতে ।
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মন্ শশ্বৎ পশ্যতি নারদ ॥ ১১
স্বেচ্ছাময়স্বেচ্ছয়া চ শ্রীকৃষ্ণস্য সিসৃক্ষয়া ।
সাবির্ব্বভূব সহসা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ১২
তদাজ্ঞয়া পঞ্চবিধা সৃষ্টিকর্ম্মণি ভেদতঃ ।
অথ ভক্তানুরোধাদ্বা ভক্তানুগ্রহবিগ্রহা ॥ ১৩
গণেশমাতা দুর্গা যা শিবরূপা শিবপ্রিয়া ।
নারায়ণী বিষ্ণুমায়া পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ১৪
ব্রহ্মাদিদেবৈর্মুনিভির্মনুভিঃ পূজিতা সদা ।
সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃদেবী সা ব্রহ্মরূপা সনাতনী ॥ ১৫
ধর্ম্মসত্যপুণ্যকীর্ত্তি-যশোমঙ্গলদায়িনী ।
সুখমোক্ষহর্ষদাত্রী শোকার্ত্তদুঃখনাশিনী ॥ ১৬
শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণা ।
তেজঃস্বরূপা পরমা তদধিষ্ঠাতৃদেবত ॥ ১৭

সর্ব্বশক্তিস্বরূপা চ শক্তিরীশস্য সন্ততম্।
সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধরূপা সিদ্ধিদা সিদ্ধিদেশ্বরী ॥ ১৮
বুদ্ধির্নিদ্রা ক্ষুৎ পিপাসা ছায়া তন্দ্রা দয়া স্মৃতিঃ।
জাতিঃ ক্ষান্তিশ্চ শান্তিশ্চ কান্তির্ভ্রান্তিশ্চচেতনা ॥
তুষ্টিঃ পুষ্টিস্তথা লক্ষ্মী র্বৃত্তির্মাতা তথৈব চ।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা সা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ২০
উক্তঃ শ্রুতৌ শ্রুতগুণশ্চাতিস্বল্পো যথাগমম্।
গুণোঽস্ত্যনন্তোঽনন্তায়া অপরাশ্চ নিশাময় ॥ ২১
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা যা পদ্মা চ পরমাত্মনঃ।
সর্ব্বসম্পৎস্বরূপা সা তদধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ২২
কান্তা দান্তাতিশান্তা চ সুশীলা সর্ব্বমঙ্গলা।
লোভমোহকামরোষাহঙ্কারপরিবর্জ্জিতা ॥ ২৩
ভক্তানুরক্তা পত্যুশ্চ সর্ব্বাদ্যা চ পতিব্রতা।
প্রাণতুল্যা ভগবতঃ প্রেমপাত্রী প্রিয়ংবদা ॥ ২৪
সর্ব্বশস্যাত্মিকা সর্ব্বজীবনোপায়রূপিণী।
মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে পতিসেবাবতী সদা ॥ ২৫
স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসু।
গৃহে চ গৃহলক্ষ্মীশ্চ মর্ত্ত্যানাং গৃহিণাং তথা ॥ ২৬
সর্ব্বপ্রাণিষু দ্রব্যেষু শোভারূপা মনোহরা।
প্রীতিরূপা পুণ্যবতাং প্রভারূপা নৃপেষু চ ॥ ২৭
বাণিজ্যরূপা বণিজাং পাপিনাং কলহঙ্করা।
দয়াময়ী ভক্তমাতা ভক্তানুগ্রহকারিণী ॥ ২৮
চপলে চপলা ভক্তসম্পদো রক্ষণায় চ।
জগজ্জীবন্মৃতং সর্ব্বং যয়া দেব্যা বিনা মুনে ॥ ২৯
শক্তির্দ্বিতীয়া কথিতা বেদোক্তা সর্ব্বসম্মতা।
সর্ব্বপূজ্যা সর্ব্ববন্দ্যা চান্যাং মত্তো নিশাময় ॥ ৩০
বাগ্বুদ্ধিবিদ্যাজ্ঞানাধিদেবতা পরমাত্মনঃ।
সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপা যা সা চ দেবী সরস্বতী ॥ ৩১
সুবুদ্ধিঃ কবিতা-মেধা-প্রতিভা-স্মৃতিদা সতাম্।
নানাপ্রকারসিদ্ধান্তভেদার্থকল্পনাপ্রদা ॥ ৩২
ব্যাখ্যা-বোধস্বরূপা চ সর্ব্বসন্দেহভঞ্জিনী।
বিচারকারিণী গ্রন্থকারিণী শক্তিরূপিণী ॥ ৩৩
সর্ব্বসঙ্গীতসন্ধানতালকারণরূপিণী।
বিষয়জ্ঞানবাগ্রূপা প্রতিবিশ্বেষু জীবিনাম্ ॥ ৩৪
ব্যাখ্যামুদ্রাকরা শান্তা বীণাপুস্তকধারিণী।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা যা সুশীলা শ্রীহরিপ্রিয়া ॥ ৩৫
হিমচন্দনকুন্দেন্দুকুমুদাম্ভোজসন্নিভা।
জপন্তী পরমাত্মানং শ্রীকৃষ্ণং রত্নমালয়া ॥ ৩৬
তপঃস্বরূপা তপসাং ফলদাত্রী তপস্বিনী।
সিদ্ধবিদ্যাস্বরূপা চ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা সদা ॥ ৩৭
দেবী তৃতীয়া গদিতা শ্রীযুক্তা জগদম্বিকা।
যথাগমং যথাকিঞ্চিদপরাং সন্নিবোধ মে ॥ ৩৮
মাতা চতুর্ণাং বেদানাং বেদাঙ্গানাঞ্চ ছন্দসাম্।
সন্ধ্যাবন্দনমন্ত্রাণাং তন্ত্রাণাঞ্চ বিচক্ষণা ॥ ৩৯
দ্বিজাতিজাতিরূপা চ জপরূপা তপস্বিনী।
ব্রাহ্ম্যতেজোময়ী শক্তিস্তদধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ৪০
যৎপাদরজসা পূতং জগৎ সর্ব্বঞ্চ নারদ।
দেবী চতুর্থী কথিতা পঞ্চমীং বর্ণয়ামি তে ॥ ৪২
প্রেমপ্রাণাধিদেবী যা পঞ্চপ্রাণস্বরূপিণী।
প্রাণাধিকপ্রিয়তমা সর্ব্বাদ্যা সুন্দরী বরা ॥ ৪২
সর্ব্বসৌভাগ্যযুক্তা চ মানিনী গৌরবান্বিতা।
বামার্দ্ধাঙ্গস্বরূপা চ গুণেন তেজসা সমা ॥ ৪৩
পরাবরা সর্ব্বব্রতা পরমাদ্যা সনাতনী।
পরমানন্দরূপা চ ধন্যা মান্যা চ পূজিতা ॥ ৪৪
রাসক্রীড়াধিদেবী চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
রাসমণ্ডলসম্ভূতা রাসমণ্ডলমণ্ডিতা ॥ ৪৫
রাসেশ্বরী সুরসিকা রাসবাসনিবাসিনী।
গোলোকবাসিনী দেবী গোপীবেশবিধায়িকা ॥ ৪৬
পরমাহ্লাদরূপা চ সন্তোষহর্ষরূপিণী।
নির্গুণা চ নিরাকারা নির্লিপ্তাত্মস্বরূপিণী ॥ ৪৭
নিরীহা নিরহঙ্কারা ভক্তানুগ্রহবিগ্রহা।
বেদানুসারধ্যানেন বিজ্ঞাতা সা বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪৮
দৃষ্টিদৃষ্টা ন সর্ব্বেশৈঃ সুরেন্দ্রৈর্মুনিপুঙ্গবৈঃ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা রত্নালঙ্কারভূষিতা ॥ ৪৯
কোটিচন্দ্রপ্রভামুষ্ট-শ্রীযুক্তভক্তবিগ্রহা।
শ্রীকৃষ্ণভক্তদাস্যৈকদাত্রী চ সর্ব্বসম্পদাম্ ॥ ৫০
অবতারে চ বারাহে বৃষভানুসুতা চ যা।
যৎপাদপদ্মসংস্পর্শপবিত্রা চ বসুন্ধরা ॥ ৫১
ব্রহ্মাদিভিরদৃষ্টা যা সর্ব্বদৃষ্টা চ ভারতে।
স্ত্রীরত্নসারসম্ভূতা কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা।
তথা ঘনে নবঘনে লোলা সৌদামিনী মুনে ॥ ৫২
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি প্রতপ্তং ব্রহ্মণা পুরা।
তৎপাদপদ্মনখরদৃষ্টয়ে চাত্মশুদ্ধয়ে।
ন চ দৃষ্টশ্চ স্বপ্নেঽপি প্রত্যক্ষস্যাপি কা কথা ॥ ৫৩
তেনৈব তপসা দৃষ্টা ভূবি বৃন্দাবনে বনে।
কথিতা পঞ্চমী দেবী সা রাধা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৫৪

অংশরূপা কলারূপা কলাংশাংশসমুদ্ভবাঃ।
প্রকৃতেঃ প্রতিবিশ্বেষু দেব্যশ্চ সর্ব্বযোষিতঃ॥ ৫৫
পরিপূর্ণতমাঃ পঞ্চবিধা দেব্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
যা যা প্রধানাংশরূপা বর্ণয়ামি নিশাময়॥ ৫৬
প্রধানাংশস্বরূপা চ গঙ্গা ভুবনপাবনী।
বিষ্ণুবিগ্রহসম্ভূতা দ্রবরূপা সনাতনী॥ ৫৭
পাপিপাপেধদাহায় জ্বলদিন্ধনরূপিণী।
দর্শস্পর্শস্নানপানৈর্নির্ব্বাণপদদায়িনী॥ ৫৮
গোলোকস্থানপ্রস্থান-সুসোপানস্বরূপিণী।
পবিত্ররূপা তীর্থানাং সরিতাঞ্চ পরাবরা॥ ৫৯
শম্ভুমৌলিজটামেরু-মুক্তাপঙ্‌ক্তিস্বরূপিণী।
তপঃসম্পাদনী সদ্যো ভারতে চ তপস্বিনাম্॥ ৬০
শঙ্খপদ্মক্ষীরনিভা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী।
নির্ম্মলা নিরহঙ্কারা সাধ্বী নারায়ণপ্রিয়া॥ ৬১
প্রধানাংশস্বরূপা চ তুলসী বিষ্ণুকামিনী।
বিষ্ণুভূষণরূপা চ বিষ্ণুপাদস্থিতা সতী॥ ৬২
তপঃসঙ্কল্পপূজাদিসদ্যঃসম্পাদনী মুনে।
সারভূতা চ পুষ্পাণাং পবিত্রা পুণ্যদা সদা॥ ৬৩
দর্শনস্পর্শনাভ্যাঞ্চ সদ্যোনির্ব্বাণদায়িনী।
কলৌ কলুষশুষ্কেধ্ম-দাহনায়াগ্নিরূপিণী॥ ৬৪
যৎপাদপদ্মসংস্পর্শাৎ সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
যৎস্পর্শদর্শং বাঞ্ছন্তি তীর্থানি চাত্মশুদ্ধয়ে॥ ৬৫
যয়া বিনা চ বিশ্বেষু সর্ব্বং কর্ম্মাতিনিষ্ফলম্।
মোক্ষদা যা মুমুক্ষূণাং কামিনাং সর্ব্বকামদা॥ ৬৬
কল্পবৃক্ষস্বরূপা চ ভারতে বিশ্বরূপিণী।
ত্রাণায় ভারতীনাঞ্চ প্রজানাং পরদেবতা॥ ৬৭
প্রধানাংশস্বরূপা চ মনসা কশ্যপাত্মজা।
শঙ্করপ্রিয়শিষ্যা চ মহাজ্ঞানবিশারদা॥ ৬৮
নাগেশ্বরস্যানন্তস্য ভগিনী নাগপূজিতা।
নাগেশ্বরী নাগমাতা সুন্দরী নাগবাহিনী॥ ৬৯
নাগেন্দ্রগণযুক্তা সা নাগভূষণভূষিতা।
নাগেন্দ্রবন্দিতা সিদ্ধযোগিনী নাগবাসিনী॥ ৭০
বিষ্ণুভক্তা বিষ্ণুরূপা বিষ্ণুপূজাপরায়ণা।
তপঃস্বরূপা তপসাং ফলদাত্রী তপস্বিনী॥ ৭১
দিব্যং ত্রিলক্ষবর্ষঞ্চ তপস্তপ্তং যয়া হরেঃ।
তপস্বিনীষু পূজ্যা চ তপস্বিষু চ ভারতে॥ ৭২
সর্পমন্ত্রাধিদেবী চ জ্বলন্তী ব্রহ্মতেজসা।
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা ব্রহ্মভাবনতৎপরা॥ ৭৩
জরৎকারুমুনেঃ পত্নী কৃষ্ণশম্ভু পতিব্রতা।
আস্তীকস্য মুনের্মাতা প্রবরস্য তপস্বিনাম্॥ ৭৪
প্রধানাংশস্বরূপা যা দেবসেনা চ নারদ।
মাতৃকাসু পূজ্যতমা সা চ ষষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা॥ ৭৫
শিশূনাং প্রতিবিশ্বেষু প্রতিপালনকারিণী।
তপস্বিনী বিষ্ণুভক্তা কার্ত্তিকেয়স্য কামিনী॥ ৭৬
ষষ্ঠাংশরূপা প্রকৃতেস্তেন ষষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা।
পুত্রপৌত্রপ্রদাত্রী চ ধাত্রী চ জগতাং সদা॥ ৭৭
সুন্দরী যুবতী রম্যা সততং ভর্ত্তুরন্তিকে।
স্থানে শিশূনাং পরমা বৃদ্ধরূপা চ যোগিনী॥ ৭৮
পূজা দ্বাদশমাসেষু যস্যাঃ ষষ্ঠ্যাস্তু সন্ততম্।
পূজা চ সূতিকাগারেঽপরা ষষ্ঠদিনে শিশোঃ॥ ৭৯
একবিংশতিমে চৈবা পূজা কল্যাণহেতুকী।
শশ্বন্নিয়মিতা চৈষা নিত্যা কাম্যাপ্যতঃ পরা॥ ৮০
মাতৃরূপা দয়ারূপা শশ্বদ্রক্ষণকারিণী।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে শিশূনাং স্বপ্নগোচরা॥ ৮১
প্রধানাংশস্বরূপা যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা।
প্রকৃতের্ম্মুখসম্ভূতা সর্ব্বমঙ্গলদা সদা॥ ৮২
সৃষ্টৌ মঙ্গলরূপা চ সংহারে কোপরূপিণী।
তেন মঙ্গলচণ্ডী সা পণ্ডিতৈঃ পরিকীর্ত্তিতা॥ ৮৩
প্রতিমঙ্গলবারেষু প্রতিবিশ্বেষু পূজিতা।
পঞ্চোপচারৈর্ভক্ত্যা চ যোষিদ্ভিঃ পরিপূজিতা॥ ৮৪
পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যযশোমঙ্গলদায়িনী।
শোকসন্তাপপাপার্ত্তি-দুঃখদারিদ্র্যনাশিনী॥ ৮৫
পরিতুষ্টা সর্ব্ববাঞ্ছাপ্রদাত্রী সর্ব্বযোষিতাম্।
রুষ্টা ক্ষণেন সংহর্ত্তুং শক্তা বিশ্বং মহেশ্বরী॥ ৮৬
প্রধানাংশস্বরূপা চ কালী কমললোচনা।
দুর্গাললাটসম্ভূতা রণে শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ॥ ৮৭
দুর্গার্দ্ধাংশস্বরূপা চ গুণেন তেজসা সমা।
কোটিসূর্য্যপ্রভামুষ্ট-পুষ্টজাজ্বল্যবিগ্রহা॥ ৮৮
প্রধানং সর্ব্বশক্তীনাং বরা বলবতী পরা।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা দেবী পরমা সিদ্ধযোগিনী॥ ৮৯
কৃষ্ণভক্তা কৃষ্ণতুল্যা তেজসা বিক্রমৈর্গুণৈঃ।
কৃষ্ণভাবনয়া শশ্বৎ কৃষ্ণবর্ণা সনাতনী॥ ৯০
সংহর্ত্তুং সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডং শক্তা নিঃশ্বাসমাত্রতঃ।
রণং দৈত্যৈঃ সমং তস্যাঃ ক্রীড়য়া লোকরক্ষয়া॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাংশ্চ দাতুং শক্তা চ পূজিতা।
ব্রহ্মাদিভিঃ স্তূয়মানা মুনিভির্ম্মনুভির্নরৈঃ॥ ৯২

প্রধানাংশস্বরূপা চ প্রকৃতেশ্চ বসুন্ধরা ।
আধারভূতা সর্ব্বেষাং সর্ব্বশস্যপ্রসূতিকা ॥ ৯৩
রত্নাকরা রত্নগর্ভা সর্ব্বরত্নাকরাশ্রয়া ।
প্রজাদিভিঃ প্রজেশৈশ্চ পূজিতা বন্দিতা সদা ॥৯৪
সর্ব্বোপজীব্যরূপা চ সর্ব্বসম্পদ্বিধায়িনী ।
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং নিরাধারং চরাচরম্ ॥ ৯৫
প্রকৃতেশ্চ কলা যা যাস্তা নিবোধ মুনীশ্বর ।
যস্য যস্য চ যাঃ পত্ন্যস্তাঃ সর্ব্বা বর্ণয়ামি তে ॥ ৯৬
স্বাহাদেবী বহ্নিপত্নী ত্রিষু লোকেষু পূজিতা ।
যয়া বিনা হবির্দত্তং ন গ্রহীতুং সুরাঃ ক্ষমাঃ ॥৯৭
দক্ষিণা যজ্ঞপত্নী চ দীক্ষা সর্ব্বত্র পূজিতা ।
যয়া বিনা চ বিশ্বেষু সর্ব্বং কর্ম্ম চ নিস্ফলম্ ॥ ৯৮
স্বধা পিতৃণাং পত্নী চ মুনিভির্মনুভির্নরৈঃ ।
পূজিতা পিতৃদানঞ্চ নিস্ফলঞ্চ যয়া বিনা ॥ ৯৯
স্বস্তিদেবী বায়ুপত্নী প্রতিবিশ্বেষু পূজিতা ।
আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ নিস্ফলঞ্চ যয়া বিনা ॥ ১০০
পুষ্টির্গণপতেঃ পত্নী পূজিতা জগতীতলে ।
যয়া বিনা পরিক্ষীণাঃ পুমাংসো যোষিতোঽপি চ ॥
অনন্তপত্নী তুষ্টিশ্চ পূজিতা বন্দিতা সদা ।
যয়া বিনা 'ন সন্তুষ্টঃ সর্ব্বলোকশ্চ সর্ব্বতঃ ॥ ১০২
ঈশানপত্নী সম্পত্তিঃ পূজিতা চ সুরৈর্নরৈঃ ।
সর্ব্বে লোকা দরিদ্রাশ্চ বিশ্বেষু চ যয়া বিনা ॥ ১০৩
ধৃতিঃ কপিলপত্নী চ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বত্র পূজিতা ।
সর্ব্বে লোকা অধৈর্য্যাশ্চ জগৎসু চ যয়া বিনা ॥
যমপত্নী ক্ষমা সাধ্বী সুশীলা সর্ব্বপূজিতা ।
সমুন্মত্তাশ্চ রুষ্টাশ্চ সর্ব্বে লোকা যয়া বিনা ॥ ১০৫
ক্রীড়াধিষ্ঠাতৃদেবী সা কামপত্নী রতিঃ সতী ।
কেলিকৌতুকহীনাশ্চ সর্ব্বে লোকা যয়া বিনা ॥
সত্যপত্নী সতী মুক্তিঃ পূজিতা জগতাং প্রিয়া ।
যয়া বিনা ভবেল্লোকো বন্ধুতারহিতঃ সদা ॥ ১০৭
মোহপত্নী দয়া সাধ্বী পূজিতা চ জগৎপ্রিয়া ।
সর্ব্বে লোকাশ্চ সর্ব্বত্র নিষ্ফলাশ্চ যয়া বিনা ॥ ১০৮
পুণ্যপত্নী প্রতিষ্ঠা সা পুণ্যরূপা চ পুজিতা ।
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং জীবন্মৃতপরং মুনে ॥ ১০৯
সুকর্ম্মপত্নী কীর্ত্তিশ্চ ধন্যা মান্যা চ পূজিতা ।
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং যশোহীনং মৃতং যথা ॥১১০
ক্রিয়া উদ্যোগপত্নী চ পূজিতা সর্ব্বসম্মতা ।
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বমুচ্ছন্নমিব নারদ ॥ ১১২ ।
অধর্ম্মপত্নী মিথ্যা সা সর্ব্বধূর্ত্তৈশ্চ পূজিতা ।
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বমুচ্ছন্নং বিধিনির্ম্মিতম্ ॥ ১১২
সত্যে অদর্শনা যা চ ত্রেতায়াং সূক্ষ্মরূপিণী ।
অর্দ্ধাবয়বরূপা চ দ্বাপরে সংবৃতা হি যা ॥ ১১৩
কলৌ মহাপ্রগল্ভা চ সর্ব্বত্র ব্যাপিকারণাৎ ।
কপটেন সমং ভ্রাত্রা ভ্রমত্যেব গৃহে গৃহে ॥ ১১৪
শান্তির্লজ্জা চ ভার্য্যে দ্বে সুশীলেহস্য চ পূজিতে ।
যাভ্যাং বিনা জগৎ সর্ব্বমুন্মত্তমিব নারদ ॥ ১১৫
জ্ঞানস্য তিস্রো ভার্য্যাশ্চ বুদ্ধির্মেধা স্মৃতিস্তথা ।
যাভির্বিনা জগৎ সর্ব্বং মূঢ়ং মৃতসমং সদা ॥ ১১৬
মূর্ত্তিশ্চ ধর্ম্মপত্নী সা কান্তিরূপা মনোহরা ।
পরমাত্মা চ বিশ্বৌঘা নিরাধারা যয়া বিনা ॥ ১১৭
সর্ব্বত্র শোভারূপা চ লক্ষ্মীর্মূর্ত্তিমতী সতী ।
শ্রীরূপা মূর্ত্তিরূপা চ মান্যা ধন্যা চ পূজিতা ॥ ১১৮
কালাগ্নিরুদ্রপত্নী চ নিদ্রা সা সিদ্ধযোগিনী :
সর্ব্বলোকাঃ সমাচ্ছন্না মায়াযোগেন রাত্রিষু ॥ ১১৯
কালস্য তিস্রো ভার্য্যাশ্চ সন্ধ্যারাত্রিদিনানি চ ।
যাভির্বিনা বিধাত্রা চ সংখ্যা কর্ত্তুং ন শক্যতে ॥
ক্ষুৎপিপাসে লোভভার্য্যে ধন্যে মান্যে চ পূজিতে
যাভ্যাং ব্যাপ্তং জগৎক্ষোভযুক্তং চিন্তিতমেব চ ॥
প্রভা চ দাহিকা চৈব দ্বে ভার্য্যে তেজসস্তথা ।
যাভ্যাং বিনা জগৎ স্রষ্টুং বিধাতা চ ন হীশ্বরঃ ॥
কালকন্যে মৃত্যুজরে প্রজ্বরস্য প্রিয়ে প্রিয়ে ।
যাভ্যাং জগৎ সমুচ্ছন্নং বিধাত্রা নির্ম্মিতে বিধৌ ॥
নিদ্রাকন্যা চ তন্দ্রা সা প্রীতিরন্যা সুখপ্রিয়ে ।
যাভ্যাং ব্যাপ্তং জগৎ সর্ব্বং বিধিপুত্র বিধের্বিধৌ ॥
বৈরাগ্যস্য চ দ্বে ভার্য্যে শ্রদ্ধা ভক্তিশ্চ পূজিতে ।
যাভ্যাং শশ্বজ্জগৎ সর্ব্বং জীবন্মুক্তমিদং মুনে ॥
অদিতির্দেবমাতা চ সুরভী চ গবাং প্রসূঃ ।
দিতিশ্চ দৈত্যজননী কদ্রুশ্চ বিনতা দনুঃ ॥ ১২৬
উপযুক্তাঃ সৃষ্টিবিধৌ এতাশ্চ প্রকৃতেঃ কলাঃ ।
কলাশ্চান্যাঃ সন্তি বহ্ব্যস্তাসু কাশ্চিন্নিবোধ মে ॥
রোহিণী চন্দ্রপত্নী চ সংজ্ঞা সূর্য্যস্য কামিনী ।
শতরূপা মনোর্ভার্য্যা শচীন্দ্রস্য চ গেহিনী ॥ ১২৮
তারা বৃহস্পতের্ভার্য্যা বশিষ্ঠস্যাপ্যরুন্ধতী ।
অহল্যা গৌতমস্ত্রী সাপ্যনসূয়াত্রিকামিনী ॥১২৯
দেবহূতিঃ কর্দ্দমস্য প্রসূতির্দক্ষকামিনী ।
পিতৃণাং মানসী কন্যা মেনকা সাম্বিকাপ্রসূঃ ॥

লোপামুদ্রা তথাহূতিঃ কুবেরকামিনী তথা ।
বরুণানী যমস্ত্রী চ বলের্বিন্ধ্যাবলীতি চ ॥ ১৩১
কুন্তী চ দময়ন্তী চ যশোদা দৈবকী সতী।
গান্ধারী দ্রৌপদী শৈব্যা সাবিত্রী সত্যবৎপ্রিয়া ॥
বৃকভানুপ্রিয়া সাধ্বী রাধামাতা কলাবতী ।
মন্দোদরী চ কৌশল্যা সুভদ্রা কৈটভী তথা ॥১৩৩
রেবতী সত্যভামা চ কালিন্দী লক্ষণা তথা ।
জাম্ববতী নাগ্নজিতী মিত্রবিন্দা তথাপরা ॥ ১৩৪
লক্ষণা রুক্মিণী সীতা স্বয়ং লক্ষ্মীঃ প্রকীর্ত্তিতা।
কলা যোজনগন্ধা চ ব্যাসমাতা মহাসতী ॥ ১৩৫
বাণপুত্রী তথোষা চ চিত্রলেখা চ তৎসখী ।
প্রভাবতী ভানুমতী তথা মায়াবতী সতী ॥ ১৩৬
রেণুকা চ ভৃগোর্মাতা হলিমাতা চ রোহিণী ।
একানংশা চ দুর্গা সা শ্রীকৃষ্ণভগিনী সতী ॥১৩৭
বহ্ব্যঃ সন্তি কলাশ্চৈবং প্রকৃতেরেব ভারতে ।
যা যাশ্চ গ্রামদেব্যস্তাঃ সর্ব্বাশ্চ প্রকৃতেঃ কলাঃ ॥
কলাংশাংশসমুদ্ভূতাঃ প্রতিবিশ্বেষু যোষিতঃ ।
যোষিতামপমানেন প্রকৃতেশ্চ পরাভবঃ ॥ ১৩৯
ব্রাহ্মণী পূজিতা যেন পতিপুত্রবতী সতী।
প্রকৃতিঃ পূজিতা তেন বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ ॥ ১৪০
কুমারী চাষ্টবর্ষীয়া বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ ।
পূজিতা যেন বিপ্রস্য প্রকৃতিস্তেন পূজিতা ॥ ১৪১
সর্ব্বাঃ প্রকৃতিসম্ভূতা উত্তমাধমমধ্যমাঃ ।
সত্ত্বাংশাশ্চোত্তমা জ্ঞেয়াঃ সুশীলাশ্চ পতিব্রতাঃ ॥
মধ্যমা রজসশ্চাংশাস্তাশ্চ ভোগ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সুখসম্ভোগবত্যাশ্চ স্বকার্য্যতৎপরাঃ সদা ॥ ১৪৩
অধমাস্তমসশ্চাংশা অজ্ঞাতকুলসম্ভবাঃ ।
দুর্মুখাঃ কুলটা ধূর্ত্তাঃ স্বতন্ত্রাঃ কলহপ্রিয়াঃ ॥ ১৪৪
পৃথিব্যাং কুলটা যাশ্চ স্বর্গে চাপ্সরসাং গণাঃ ।
প্রকৃতেস্তমসশ্চাংশাঃ পুংশ্চল্যঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
এবং নিগদিতং সর্ব্বং প্রকৃতেঃ পরিকীর্ত্তনম্ ।
তাঃ সর্ব্বাঃ পূজিতাঃ পৃথ্ব্যাং পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে
পূজিতা সুরথেনাদৌ দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ।
দ্বিতীয়ে রামচন্দ্রেণ রাবণস্য বধার্থিনা ॥ ১৪৭
তৎপশ্চাজ্জগতাং মাতা ত্রিষু লোকেষু পূজিতা ।
জাতাদৌ দক্ষপত্ন্যাঞ্চ নিহন্তুং দৈত্যদানবান্ ॥
ততো দেহং পরিত্যজ্য যজ্ঞে ভর্ত্তুশ্চ নিন্দয়া।
জজ্ঞে হিমবতঃ পত্ন্যাং লেভে পশুপতিং পতিম্ ॥
গণেশশ্চ স্বয়ং কৃষ্ণঃ স্কন্দো বিষ্ণুকলোদ্ভবঃ ।
বভূবতুস্তৌ তনয়ৌ পশ্চাত্তস্যাশ্চ নারদ ॥ ১৫০
লক্ষ্মীর্মঙ্গলভূপেন প্রথমে পরিপূজিতা।
ত্রিষু লোকেষু তৎপশ্চাদ্ দেবতামুনিমানবৈঃ ॥
সাবিত্রী চাপি প্রথমে ভক্ত্যা চ পরিপূজিতা ।
তৎপশ্চাৎ ত্রিষু লোকেষু দেবতামুনিমানবৈঃ ॥
আদৌ সরস্বতী দেবী ব্রহ্মণা পরিপূজিতা ।
তৎপশ্চাৎ ত্রিষু লোকেষু দেবতামুনিমানবৈঃ ॥
প্রথমে পূজিতা রাধা গোলোকে রাসমণ্ডলে ।
পৌর্ণমাস্যাং কার্ত্তিকস্য কৃষ্ণেন পরমাত্মনা ॥১৫৪
গোপিকাভিশ্চ গোপৈশ্চ বালিকাভিশ্চ বালকৈঃ ।
গবাং গণৈঃ সুরগণৈস্তৎপশ্চান্মায়য়া হরেঃ ॥১৫৫
তদা ব্রহ্মাদিভির্দেবৈর্মুনিভির্মনুভিস্তথা ।
পুষ্পধূপাদিভির্ভক্ত্যা পূজিতা বন্দিতা সদা ॥১৫৬
পৃথিব্যাং প্রথমে দেবী সুযজ্ঞেন চ পূজিতা ।
শঙ্করেণোপদিষ্টেন পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ॥ ১৫৭
ত্রিষু লোকেষু তৎপশ্চাদাজ্ঞয়া পরাত্মনঃ ।
পুষ্পধূপাদিভির্ভক্ত্যা পূজিতা মুনিভিঃ সুরৈঃ ॥
কলা যা যাঃ সুসম্ভূতাঃ পূজিতাস্তাশ্চ ভারতে ।
পূজিতা গ্রামদেবত্যো গ্রামে চ নগরে মুনে ॥ ১৫৯
এবং তে কথিতং সর্ব্বং প্রকৃতেশ্চরিতং শুভম্ ।
যথাগমং লক্ষণঞ্চ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥১৬০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদসংবাদে প্রকৃতিচরিত
সূত্রং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

সমাসেন শ্রুতং সর্ব্বং দেবীনাং চরিতং বিভো ।
বিবোধনায়াবোধস্য ব্যাসেন বক্তুমর্হসি ॥ ১
সৃষ্টিরাদ্যা সৃষ্টিবিধৌ কথমাবির্ব্বভূব হ ।
কথং বা পঞ্চধা ভূতা বদ বেদবিদাং বর ॥ ২
ভূতা যা যাশ্চ কলয়া তয়া ত্রিগুণয়া ভবে ।
ব্যাসেন তাসাং চরিতং শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্॥
তাসাং জন্মানুকথনং ধ্যানং পূজাবিধিং পরম্ ।
স্তোত্রং কবচমৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং বর্ণয় মঙ্গলম্ ॥ ৪

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।
নিত্যাত্মা চ নভো নিত্যং কালো নিত্যো দিশো যথা ।
বিশ্বেষাং গোলকং নিত্যংনিত্যো গোলোক এব চ
তদেকদেশো বৈকুণ্ঠো লম্বভাগঃ স নিত্যকঃ ।
তথৈব প্রকৃতির্নিত্যা ব্রহ্মলীনা সনাতনী ॥ ৬
যথাগ্নৌ দাহিকা চন্দ্রে পদ্মে শোভা প্রভা রবৌ ।
শশ্বদ্যুক্তা ন ভিন্না সা তথা প্রকৃতিরাত্মনি ॥ ৭
বিনা স্বর্ণং স্বর্ণকারঃ কুণ্ডলং কর্তুমক্ষমঃ ।
বিনা মৃদা কুলালো হি ঘটং কর্ত্তুং ন হীশ্বরঃ ॥ ৮
ন হি ক্ষমং তথা ব্রহ্ম সৃষ্টিং স্রষ্টুং তয়া বিনা ।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা সা তয়া চ শক্তিমান্ সদা ॥ ৯
ঐশ্বর্য্যবচনঃ শক্ চ তিঃ পরাক্রমবাচকঃ ।
তৎস্বরূপা তয়োর্দাত্রী যা সা শক্তিঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥১
সমৃদ্ধিবুদ্ধিসম্পত্তিযশসাং বচনো ভগঃ ।
তেন শক্তির্ভগবতী ভগরূপা চ সা সদা ॥ ১১
তয়া যুক্তঃ সদাত্মা চ ভগবাংস্তেন কথ্যতে ।
স চ স্বেচ্ছাময়ঃ কৃষ্ণঃ সাকারশ্চ নিরাকৃতিঃ ॥ ১২
তেজোরূপং নিরাকারং ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ সদা ।
বদন্তি তে পরং ব্রহ্ম পরমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ১৩
অদৃষ্টং সর্ব্বদ্রষ্টারং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বকারণম্ ।
সর্ব্বদং সর্ব্বরূপান্তমরূপং সর্ব্বপোষকম্ ॥ ১৪
বৈষ্ণবাস্তং ন মন্যন্তে তদ্ভক্তাঃ সূক্ষ্মদর্শিনঃ ।
বদন্তীতি কস্য তেজস্তে চ তেজস্বিনং বিনা ॥ ১৫
তেজোমণ্ডলমধ্যস্থং ব্রহ্মতেজস্বিনং পরম্ ।
স্বেচ্ছাময়ং সর্ব্বরূপং সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ১৬
অতীবসুন্দরং রম্যং বিভ্রতং সুমনোহরম্ ।
কিশোরবয়সং শান্তং সর্ব্বকান্তং পরাৎপরম্ ॥১৭
নবীননীরদাভাসং রাসৈকশ্যামসুন্দরম্
শরন্মধ্যাহ্নপদ্মস্য শোভামোচনলোচনম্ ॥ ১৮
মুক্তাসারবিনিন্দৈক-দন্তপঙ্ক্তিমনোহরম্ ।
ময়ূরপুচ্ছচূড়ঞ্চ মালতীমাল্যমণ্ডিতম্ ॥ ১৯
সুনসং সস্মিতং শশ্বদ্ভক্তানুগ্রহকারকম্ ।
জ্বলদগ্নিবিশুদ্ধৈকপীতাংশুকসুশোভিতম্ ॥ ২০
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং রত্নভূষণভূষিতম্ ।
সর্ব্বাধারঞ্চ সর্ব্বেশং সর্ব্বশক্তিযুতং বিভুম্ ॥ ২১
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদং সর্ব্বং স্বতন্ত্রং সর্ব্বমঙ্গলম্ ।
পরিপূর্ণতমং সিদ্ধং সিদ্ধিদং সিদ্ধিকারণম্ ॥ ২২
ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ শশ্বদেবংরূপং সনাতনম্ ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিশোকভীতিহরং পরম্ ॥ ২৩
ব্রহ্মণো বয়সা যস্য নিমেষ উপচর্য্যতে ।
স চাত্মা পরমং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ ২৪
কৃষিস্তদ্ভক্তিবচনো নশ্চ তদ্দাস্যবাচকঃ ।
ভক্তিদাস্যপ্রদাতা যঃ স কৃষ্ণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৫
কৃষিশ্চ সর্ব্ববচনো নকারো বীজবাচকঃ ।
সর্ব্ববীজং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ ২৬
অসংখ্যব্রহ্মণাং পাতে কালেঽতীতেঽপি নারদ ।
যদ্গুণানাং নাস্তি নাশস্তৎসমানো গুণেন চ ॥ ২৭
স কৃষ্ণঃ সর্ব্বসৃষ্ট্যাদৌ সিসৃক্ষুরেক এব চ ।
সৃষ্ট্যুন্মুখস্তদংশেন কালেন প্রেরিতঃ প্রভুঃ ॥ ২৮
স্বেচ্ছাময়ঃ স্বেচ্ছয়া চ দ্বিধারূপো বভূব হ ।
স্ত্রীরূপো বামভাগাংশো দক্ষিণাংশঃপুমান্ স্মৃতঃ ॥
তাং দদর্শ মহাকামী কামাধারঃ সনাতনঃ ।
অতীবকমনীয়াঞ্চ চারুচম্পকসন্নিভাম্ ॥ ৩০
চন্দ্রবিম্ববিনিন্দৈক-নিতম্বযুগলাং পরাম্ ।
সুচারুকদলীস্তম্ভনিন্দিতশ্রোণিসুন্দরীম্ ॥ ৩১
শ্রীযুক্তশ্রীফলাকারস্তনযুগ্মমনোরমাম্ ।
পুষ্ট্যা যুক্তাং সুললিতাং মধ্যক্ষীণাং মনোহরাম ॥
অতীব সুন্দরীং শান্তাং সস্মিতাং বক্রলোচনাম্ ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং রত্নভূষণভূষিতাম্ ॥ ৩৩
শশ্বচ্চক্ষুশ্চকোরাভ্যাং পিবন্তীং সন্ততং মুদা ।
কৃষ্ণস্য মুখচন্দ্রঞ্চ চন্দ্রকোটিবিনিন্দিতম্ ॥ ৩৪
কস্তূরীবিন্দুভিঃ সার্দ্ধমধশ্চন্দনবিন্দুনা ।
সমং সিন্দূরবিন্দুঞ্চ ভালমধ্যে চ বিভ্রতীম্ ॥ ৩৫
বঙ্কিমং কবরীভারং মালতীমাল্যভূষিতম্ ।
রত্নেন্দ্রসারহারঞ্চ দধতীং কান্তকামুকীম্ ॥ ৩৬
কোটিচন্দ্রপ্রভামৃষ্ট-পুষ্টশোভাসমন্বিতাম্ ।
গমনেন রাজহংস-গর্জখঞ্জনগঞ্জনীম্ ॥ ৩৭
দৃষ্টিমাত্রং তয়া সার্দ্ধং রাসেশো রাসমণ্ডলে ।
রাসোল্লাসেষু রহসি রাসক্রীড়াং চকার হ ॥ ৩৮
নানাপ্রকারশৃঙ্গারং শৃঙ্গারো মূর্ত্তিমানিব ।
চকার সুখসম্ভোগং যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ ॥ ৩৯
ততঃ স চ পরিশ্রান্তস্তস্যা যোনৌ জগৎপিতা ।
চকার বীর্য্যাধানঞ্চ নিত্যানন্দঃ শুভক্ষণে ॥ ৪০
গাত্রতো যোষিতস্তস্যাঃ সুরতান্তে চ সুব্রত ।
নিঃসসার শ্রমজলং শ্রান্তায়াস্তেজসা হরেঃ ॥ ৪১

মহারমণক্লিষ্টায়া নিশ্বাসশ্চ বভূব হ ।
তদাধারশ্রমজলং তৎসর্ব্বং বিশ্বগোলকম্ ॥ ৪২
স চ নিশ্বাসবায়ুশ্চ সর্ব্বাধারো বভূব হ ।
নিশ্বাসবায়ুঃ সর্ব্বেষাং জীবিনাঞ্চ ভবেষু চ ॥ ৪৩
বভূব মূর্ত্তিমদ্বায়োর্বামাঙ্গাৎ প্রাণবল্লভা ।
তৎপত্নী সা চ তৎপুত্রাঃ প্রাণাঃ পঞ্চ চ জীবিনাম্
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চৈবোদানো ব্যান এব চ ।
বভূবুরেব তৎপুত্রা অধঃপ্রাণাশ্চ পঞ্চ চ ॥ ৪৫
ধর্ম্মতোয়াধিদেবশ্চ বভূব বরুণো মহান্ ।
তদ্বামাঙ্গাচ্চ তৎপত্নী বরুণানী বভূব সা ॥ ৪৬
অথ সা কৃষ্ণশক্তিশ্চ কৃষ্ণাদ্গর্ভং দধার হ ।
শতমন্বন্তরং যাবজ্জ্বলন্তী ব্রহ্মতেজসা ॥ ৪৭
কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী সা কৃষ্ণপ্রাণাধিকপ্রিয়া ।
কৃষ্ণস্য সঙ্গিনী শশ্বৎ কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা ॥ ৪৮
শতমন্বন্তরাতীতকালেঽতীতেঽপি সুন্দরী ।
সুষাব ডিম্বং স্বর্ণাভং বিশ্বাধারালয়ং পরম্ ॥ ৪৯
দৃষ্ট্বা ডিম্বঞ্চ সা দেবী হৃদয়েন বিদূয়তা ।
উৎসসর্জ্জ চ কোপেন ব্রহ্মাণ্ডং গোলকে জলে ॥
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণশ্চ তত্ত্যাগং হাহাকারং চকার হ ।
শশাপ দেবীং দেবেশস্তৎক্ষণঞ্চ যথোচিতম্ ॥ ৫১
যতোঽপত্যং ত্বয়া ত্যক্তং কোপশীলে সুনিষ্ঠুরে ।
ভব ত্বমনপত্যাপি চাদ্য প্রভৃতি নিশ্চিতম্ ॥ ৫২
যা যাস্ত্বদংশরূপাশ্চ ভবিষ্যন্তি সুরস্ত্রিয়ঃ ।
অনপত্যাশ্চ তাঃ সর্ব্বাস্তৎসমা নিত্যযৌবনাঃ ॥ ৫৩
এতস্মিন্নন্তরে দেবীজিহ্বাগ্রাৎ সহসা ততঃ ।
আবির্বভূব কন্যৈকা শুক্লবর্ণা মনোহরা ॥ ৫৪
পীতবস্ত্রপরীধানা বীণাপুস্তকধারিণী ।
রত্নভূষণভূষাঢ্যা সর্ব্বশাস্ত্রাধিদেবতা ॥ ৫৫
অথ কালান্তরে সা চ দ্বিধারূপা বভূব হ ।
বামার্দ্ধাঙ্গা চ কমলা দক্ষিণার্দ্ধশ্চ রাধিকা ॥ ৫৬
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো দ্বিধারূপো বভূব হ ।
দক্ষিণার্দ্ধশ্চ দ্বিভুজো বামার্দ্ধশ্চ চতুর্ভুজঃ ॥ ৫৭
উবাচ বাণীং শ্রীকৃষ্ণস্ত্বমস্য কামিনী ভব ।
অত্রৈব মানিনী রাধা নৈব ভদ্রং ভবিষ্যতি ॥ ৫৮
এবং লক্ষ্মীঞ্চ প্রদদৌ তুষ্টো নারায়ণায় চ ।
স জগাম চ বৈকুণ্ঠং তাভ্যাং সার্দ্ধং জগৎপতিঃ ॥
অনপত্যে চ তে দ্বে চ যতো রাধাংশসম্ভবা ।
ভূতা নারায়ণাঙ্গাচ্চ পার্ষদাশ্চ চতুর্ভুজাঃ ॥ ৬০ ।
তেজসা বয়সা রূপগুণাভ্যাঞ্চ সমা হরেঃ ।
বভূবুঃ কমলাঙ্গাচ্চ দাসীকোট্যশ্চ তৎসমাঃ ॥ ৬১
অথ গোলোকনাথস্য লোম্নাং বিবরতো মুনে ।
ভূতাশ্চাসংখ্যগোপাশ্চ বয়সা তেজসা সমাঃ ॥ ৬২
রূপেণ চ গুণেনৈব বেশেন বিক্রমেণ চ ।
প্রাণতুল্যপ্রিয়াঃ সর্ব্বে বভূবুঃ পার্ষদা বিভোঃ ॥ ৬৩
রাধাঙ্গলোমকূপেভ্যো বভূবুর্গোপকন্যকাঃ ।
রাধাতুল্যাশ্চ সর্ব্বাস্তাঃ রাধাতুল্যপ্রিয়ংবদাঃ ॥ ৬৪
রত্নভূষণভূষাঢ্যাঃ শশ্বৎসুস্থিরযৌবনাঃ ।
অনপত্যাশ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ পুংসঃ শাপেন সন্ততম্ ॥
এতস্মিন্নন্তরে বিপ্র সহসা কৃষ্ণদেহতঃ ।
আবির্ব্বভূব সা দুর্গা বিষ্ণুমায়া সনাতনী ॥ ৬৬
দেবী নারায়ণীশানী সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী ।
বুদ্ধ্যধিষ্ঠাতৃদেবী সা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৬৭
দেবীনাং বীজরূপা চ মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ।
পরিপূর্ণতমা তেজঃস্বরূপা ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ৬৮
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সূর্য্যকোটিসমপ্রভা ।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যা সহস্রভুজসংযুতা ॥ ৬
নানাশস্ত্রাস্ত্রনিকরং বিভ্রতী সা ত্রিলোচনা ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা রত্নভূষণভূষিতা ॥ °০
যস্যাশ্চাংশাংশকলয়া বভূবুঃ সর্ব্বযোষিতঃ ।
সর্ব্বে বিশ্বস্থিতা লোকা মোহিতা মায়য়া যয়া ॥ ৭১
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদাত্রী চ কামিনাং গৃহবাসিনাম্ ।
কৃষ্ণভক্তিপ্রদাত্রী চ বৈষ্ণবানাঞ্চ বৈষ্ণবী ॥ ৭২
মুমুক্ষূণাং মোক্ষদাত্রী সুখিনাং সুখদায়িনী ।
স্বর্গেষু স্বর্গলক্ষ্মীঃ সা গৃহলক্ষ্মীর্গৃহেষ্বসৌ ॥ ৭৩
তপস্বিষু তপস্যা চ শ্রীরূপা সা নৃপেষু চ ।
যা চাগ্নৌ দাহিকারূপা প্রভারূপা চ ভাস্করে ॥ ৭৪
শোভাস্বরূপা চন্দ্রে চ পদ্মেষু চ সুশোভনা ।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা যা শ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মনি ॥ ৭৫
যয়া চ শক্তিমানাত্মা যয়া চ শক্তিমজ্জগৎ ।
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং জীবন্মৃতমিব স্থিতম্ ॥ ৭৬
যা চ সংসারবৃক্ষস্য বীজরূপা সনাতনী ।
স্থিতিরূপা বুদ্ধিরূপা ফলরূপা চ নারদ ॥ ৭৭
ক্ষুৎ পিপাসা দয়া শ্রদ্ধা নিদ্রা তন্দ্রা ক্ষমা ধৃতিঃ ।
শান্তির্লজ্জাতুষ্টিপুষ্টিভ্রান্তিকান্ত্যাদিরূপিণী ॥ ৭৮
যা চ সংস্তূয় সর্ব্বেশং তৎপুরঃ সমুবাস হ ।
রত্নসিংহাসনং তস্মৈ প্রদদৌ রাধিকেশ্বরঃ ॥ ৭৯

এতস্মিন্নন্তরে তত্র সস্ত্রীকশ্চ চতুর্মুখঃ।
পদ্মনাভো নাভিপদ্মান্নিঃসসার পুমান্ মুনে ॥ ৮০
কমণ্ডলুধরঃ শ্রীমাংস্তপস্বী জ্ঞানিনাং বরঃ।
চতুর্মুখৈস্তং তুষ্টাব প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা ॥ ৮১
সুন্দরী সুন্দরীশ্রেষ্ঠা শতচন্দ্রসমপ্রভা।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা রত্নভূষণভূষিতা ॥ ৮২
রত্নসিংহাসনে রম্যে সংস্তূয় সর্ব্বকারণম্।
উবাস স্বামিনা সার্দ্ধং কৃষ্ণস্য পুরতো মুদা ॥ ৮৩
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
বামার্দ্ধাঙ্গো মহাদেবো দক্ষিণো গোপিকাপতিঃ॥৮৪
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশঃ শতকোটিরবিপ্রভঃ।
ত্রিশূলপট্টিশধরো ব্যাঘ্রচর্ম্মধরো হরঃ ॥ ৮৫
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভজটাভারধরঃ পরঃ।
ভস্মভূষণগাত্রশ্চ সস্মিতশ্চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৮৬
দিগম্বরো নীলকণ্ঠঃ সর্পভূষণভূষিতঃ।
বিভ্রদ্দক্ষিণহস্তেন রত্নমালাং সুসংস্কৃতাম্ ॥ ৮৭
প্রজপন্ পঞ্চবক্ত্রেণ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্।
সত্যস্বরূপং শ্রীকৃষ্ণং পরমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ৮৮
কারণং কারণানাঞ্চ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিশোকভীতিহরং পরম্ ॥ ৮৯
সংস্তূয় মৃত্যোর্মৃত্যুং তং জাতো মৃত্যুঞ্জয়াভিধঃ।
রত্নসিংহাসনে রম্যে সমুবাস হরেঃ পুরঃ ॥ ৯০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে দেবদেব্যুৎপত্তি-র্নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

অথ ডিম্বো জলে তিষ্ঠন্ যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ।
ততঃ স্বকালে সহসা দ্বিধারূপো বভূব সঃ ॥ ১
তন্মধ্যে শিশুরেকশ্চ শতকোটিরবিপ্রভঃ।
ক্ষণং রোরূয়মাণশ্চ স্তনান্ধঃ পীড়িতঃ ক্ষুধা ॥ ২
মাতৃপিতৃপরিত্যক্তো জলমধ্যে নিরাশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মাণ্ডাসংখ্যনাথো * যো দদর্শোর্দ্ধমনাথবৎ ॥ ৩
স্থূলাৎস্থূলতমঃসোঽপি নাম্না যো হি * মহাবিরাট্
পরমাণুর্যথা সূক্ষ্মাৎ পরঃ স্থূলাত্তথাপ্যসৌ ॥ ৪
তেজসাং ষোড়শাংশোঽয়ং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
আধারোঽসংখ্যবিশ্বানাং মহাবিষ্ণুশ্চ প্রাকৃতঃ ॥ ৫
প্রত্যেকং রোমকূপেষু বিশ্বানি নিখিলানি চ।
অদ্যাপি তেষাং সংখ্যাঞ্চ কৃষ্ণো বক্তুং ন হি ক্ষমঃ
সংখ্যা চেদ্রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং তথা সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ ৭
প্রতিবিশ্বেষু সন্ত্যেবং ব্রহ্মাণ্ডং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৮
তত ঊর্দ্ধে চ বৈকুণ্ঠো ব্রহ্মাণ্ডাদ্বহিরেব সঃ।
স চ সত্যস্বরূপশ্চ শশ্বন্নারায়ণো যথা ॥ ৯
তদূর্দ্ধে চৈব গোলোকঃ পঞ্চাশৎকোটিযোজনাৎ।
নিত্যঃ সত্যস্বরূপশ্চ যথা কৃষ্ণস্তথাপ্যয়ম্ ॥ ১০
সপ্তদ্বীপমিতা পৃথ্বী সপ্তসাগরসংযুতা।
উনপঞ্চাশদুপদ্বীপাসংখ্যশৈলবনান্বিতা ॥ ১১
ঊর্দ্ধং সপ্ত স্বর্গলোকা ব্রহ্মলোকসমন্বিতাঃ।
পাতালানি চ সপ্তাধশ্চৈবং ব্রহ্মাণ্ডমেব চ ॥ ১২
ঊর্দ্ধং ধরায়া ভূর্লোকো ভুবর্লোকস্ততঃ পরঃ।
স্বর্লোকস্তু ততঃ পশ্চান্মহর্লোকস্ততো জনঃ ॥ ১৩
ততঃ পরস্তপোলোকঃ সত্যলোকস্ততঃ পরঃ।
ততঃ পরো ব্রহ্মলোকস্তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিতঃ ॥ ১৪
এবং সর্ব্বং কৃত্রিমঞ্চ ধরাভ্যন্তরমেব চ।
তদ্বিনাশে বিনাশশ্চ সর্ব্বেষামেব নারদ ॥ ১৫
তদ্বিনাশে বিনাশশ্চ বিশ্বসঙ্ঘমনিত্যকম্।
নিত্যৌ গোলোকবৈকুণ্ঠৌ সত্যৌ শশ্বদকৃত্রিমৌ ॥
লোমকূপে চ ব্রহ্মাণ্ডং প্রত্যেকমস্য নিশ্চিতম্।
এষাং সংখ্যাং ন জানাতি কৃষ্ণোঽন্যস্যাপি কা কথা ॥ ১৭
প্রত্যেকং প্রতিব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
তিস্রঃ কোট্যঃ সুরাণাঞ্চ সংখ্যা সর্ব্বত্র পুত্রক ॥১৮
দিগীশশ্চৈব দিক্পালা নক্ষত্রাণি গ্রহাদয়ঃ।
ভুবি বর্ণাশ্চ চত্বারোঽপ্যধো নাগাশ্চরাচরাঃ ॥ ১৯
অথ কালেন স বিরাড়ূর্দ্ধং দৃষ্ট্বা পুনঃ পুনঃ।
ডিম্বান্তরঞ্চ শূন্যঞ্চ ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন ॥ ২০
চিন্তামবাপ ক্ষুদ্যুক্তো রুরোদ চ পুনঃ পুনঃ।
জ্ঞানং প্রাপ্য তদা দধ্যৌ কৃষ্ণং পরমপুরুষম্ ॥২১

---

* ব্রহ্মাণ্ডনাথনাথ ইতি বা পাঠঃ।

* দব ইতি বা পাঠঃ।

ততো দদর্শ তত্রৈব ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্ ।
নবীননীরদশ্যামং দ্বিভুজং পীতবাসসম্ ॥ ২২
সস্মিতং মুরলীহস্তং ভক্তানুগ্রহকারকম্ ।
জহাস বালকস্তুষ্টো দৃষ্ট্বা জনকমীশ্বরম্ ॥ ২৩
বরং তস্মৈ দদৌ তুষ্টো বরেশঃ সময়োচিতম্ ।
মৎসমো জ্ঞানযুক্তশ্চ ক্ষুৎপিপাসাবিবর্জ্জিতঃ ॥২৪
ব্রহ্মাণ্ডাসংখ্যনিলয়ো ভব বৎস লয়াবধি ।
নিষ্কামো নির্ভয়শ্চৈব সর্ব্বেষাং বরদো বরঃ ।
জরামৃত্যুরোগশোক-পীড়াদিপরিবর্জ্জিতঃ ॥ ২৫
ইত্যুক্ত্বা তদ্দক্ষকর্ণে মহামন্ত্রং ষড়ক্ষরম্ ।
ত্রিকৃত্বঃ প্রজজাপাদৌ বেদাগমবরং পরম্ ॥ ২৬
প্রণবাদিচতুর্থ্যন্তং কৃষ্ণ ইত্যক্ষরদ্বয়ম্ ।
বহ্নিজায়ান্তমিষ্টঞ্চ সর্ব্ববিঘ্নহরং পরম্ ॥ ২৭
মন্ত্রং দত্ত্বা তদাহারং কল্পয়ামাস বৈ প্রভুঃ ।
শ্রূয়তাং তদ্‌ব্রহ্মপুত্র নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ২৮
প্রতিবিশ্বে যন্নৈবেদ্যং দদাতি বিষ্ণবে জনঃ ।
ষোড়শাংশং বিষয়িণো বিষ্ণোঃ পঞ্চদশাস্য বৈ ॥২৯
নির্গুণস্যাত্মনশ্চৈব পরিপূর্ণতমস্য চ ।
নৈবেদ্যেন চ কৃষ্ণস্য ন হি কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্ ॥
যদ্‌যদ্দদাতি নৈবেদ্যং যস্মৈ দেবায় যো জনঃ ।
স চ খাদতি তৎসর্ব্বং লক্ষ্মীদৃষ্ট্যা পুনর্ভবেৎ ॥ ৩১
তঞ্চ মন্ত্রং বরং দত্ত্বা তমুবাচ পুনর্বিভুঃ ।
বরমন্যং কিমিষ্টং তে তন্মে ব্রূহি দদামি তে ॥৩২
কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ মহাবিরাট্ ।
অদন্তো বালকস্তত্র বচনং সময়োচিতম্ ॥ ৩৩

মহাবিরাড়ুবাচ ।

বরং মে ত্বৎপদাম্ভোজে ভক্তির্ভবতু নিশ্চলা ।
সন্ততং যাবদায়ুর্মে ক্ষণং বা সুচিরঞ্চ বা ॥ ৩৪
ত্বদ্ভক্তিযুক্তো যো লোকে জীবন্মুক্তঃ স সন্ততম্ ।
ত্বদ্ভক্তিহীনো মূর্খশ্চ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥ ৩৫
কিং তজ্জপেন তপসা যজ্ঞেন পূজনেন চ ।
ব্রতেনৈবোপবাসেন পুণ্যেন তীর্থসেবয়া ॥ ৩৬
কৃষ্ণভক্তিবিহীনস্য মূর্খস্য জীবনং বৃথা ।
যেনাত্মনা জীবিতঞ্চ তমেব ন হি মন্যতে ॥ ৩৭
যাবদাত্মা শরীরেঽস্তি তাবৎ স শক্তিসংযুতঃ ।
পশ্চাদ্‌যান্তি গতে তস্মিন্ন স্বতন্ত্রাশ্চ শক্তয়ঃ ॥ ৩৮
স চ ত্বঞ্চ মহাভাগ সর্ব্বাত্মা প্রকৃতেঃ পরঃ ।
স্বেচ্ছাময়শ্চ সর্ব্বাদ্যো ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনঃ ॥৩৯
ইত্যুক্ত্বা বালকস্তত্র বিররাম চ নারদ ।
উবাচ কৃষ্ণঃ প্রত্যুক্তিং মধুরাং শ্রুতিসুন্দরীম্ ॥৪০

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

সুচিরং সুস্থিরং তিষ্ঠ যথাহং ত্বং তথা ভব ।
ব্রহ্মণোঽসংখ্যপাতে চ পাতস্তে ন ভবিষ্যতি ॥ ৪১
অংশেন প্রতিব্রহ্মাণ্ডে ত্বঞ্চ পুত্র বিরাড়্ ভব ।
ত্বন্নাভিপদ্মে ব্রহ্মা চ বিশ্বস্রষ্টা ভবিষ্যতি ॥ ৪২
ললাটে ব্রহ্মণশ্চৈব রুদ্রাশ্চৈকাদশৈব তু ।
শিবাংশেন ভবিষ্যন্তি সৃষ্টিসঞ্চরণায় বৈ ॥ ৪৩
কালাগ্নিরুদ্রস্তেষেকো বিশ্বসংহারকারকঃ ।
পাতা বিষ্ণুশ্চ বিষয়ী ক্ষুদ্রাংশেন ভবিষ্যতি ॥ ৪৪
মদ্ভক্তিযুক্তঃ সততং ভবিষ্যসি বরেণ মে ।
ধ্যানেন কমনীয়ং মাং নিত্যং দ্রক্ষ্যসি নিশ্চিতম্ ॥
মাতরং কমনীয়াঞ্চ মম বক্ষঃস্থলস্থিতাম্ ।
যামি লোকং তিষ্ঠ বৎসেত্যুক্ত্বা সোঽন্তরধীয়ত ॥
গত্বা স্বর্লোকং ব্রহ্মাণং শঙ্করং স উবাচ হ ।
স্রষ্টারং স্রষ্টুমীশঞ্চ সংহর্ত্তারঞ্চ তৎক্ষণাম্ ॥ ৪৭

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

সৃষ্টিং স্রষ্টুং গচ্ছ বৎস নাভিপদ্মোদ্ভবো ভব ।
মহাবিরাড়্‌লোমকূপে ক্ষুদ্রস্য চ বিধে শৃণু ॥ ৪৮
গচ্ছ বৎস মহাদেব ব্রহ্মভালোদ্ভবো ভব ।
অংশেন চ মহাভাগ স্বয়ঞ্চ সুচিরং তপ ॥ ৪৯
ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথো বিররাম বিধেঃ সুতঃ ।
জগাম নত্বা তং ব্রহ্মা শিবশ্চ শিবদায়কঃ ॥ ৫০
মহাবিরাড়্‌লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডগোলকে জলে ।
স বভূব বিরাট্ ক্ষুদ্রো বিরাড়ংশেন সাম্প্রতম্ ॥৫১
শ্যামো যুবা পীতবাসাঃ শয়ানো জলতল্পকে ।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যো বিশ্বরূপী জনার্দ্দনঃ ॥ ৫২
তন্নাভিকমলে ব্রহ্মা বভূব কমলোদ্ভবঃ ।
সম্ভূয় পদ্মদণ্ডশ্চ বভ্রাম যুগলক্ষকম্ ॥ ৫৩
নান্তং জগাম দণ্ডস্য পদ্মনাভস্য পদ্মজঃ ।
নাভিজস্য চ পদ্মস্য চিন্তামাপ পিতামহঃ ॥ ৫৪
স্বস্থানং পুনরাগত্য দধ্যৌ কৃষ্ণপদাম্বুজম্ ।
ততো দদর্শ ক্ষুদ্রং তং ধ্যানেন দিব্যচক্ষুষা ॥ ৫৫
শয়ানং জলতল্পে চ ব্রহ্মাণ্ডগোলকাবৃতে ।
যল্লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডং তঞ্চ তৎপরমীশ্বরম্ ॥ ৫৬
শ্রীকৃষ্ণঞ্চাপি গোলোকং গোপগোপীসমন্বিতম্ ।
তং সংস্তূয় বরং প্রাপ ততঃ সৃষ্টিং চকার সঃ ॥৫

বভূবুর্ব্রহ্মণঃ পুত্রা মানসাঃ সনকাদয়ঃ ।
ততো রুদ্রাঃ কপালাচ্চ শিবাংশৈকাদশ স্মৃতাঃ ॥
বভূব পাতা বিষ্ণুশ্চ ক্ষুদ্রস্য বামপার্শ্বতঃ ।
চতুর্ভুজশ্চ ভগবান্ শ্বেতদ্বীপনিবাসকৃৎ ॥ ৫৯
ক্ষুদ্রস্য নাভিপদ্মে চ ব্রহ্মা বিশ্বং সসর্জ্জ সঃ ।
স্বর্গং মর্ত্ত্যঞ্চ পাতালং ত্রিলোকং সচরাচরম্ ॥৬০
এবং সর্ব্বং লোমকূপে বিশ্বং প্রত্যেকমেব চ ।
প্রতিবিশ্বে ক্ষুদ্রবিরাড়্ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ॥ ৬১
ইত্যেবং কথিতং বৎস কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং শুভম্ ।
সুখদং মোক্ষদং সারং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণনারদসংবাদে বিশ্বনির্ণয়-
বর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

শ্রুতং সর্ব্বমপূর্ব্বঞ্চ ত্বৎপ্রসাদাৎ সুধোপমম্ ।
অধুনা প্রকৃতীনাঞ্চ ব্যাসং বর্ণয় পূজনম্ ॥ ১
কস্যাঃ পূজা কৃতা কেন কথং মর্ত্ত্যে প্রকাশিতা ।
কেন বা পূজিতা কা বা কেন কা বা স্তুতা মুনে ॥২
কবচং স্তোত্রমন্ত্রঞ্চ প্রভাবং চরিতং শুভম্ ।
কাভিঃ কেভ্যো বরো দত্তস্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩

নারায়ণ উবাচ ।

গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ।
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্মৃতা ॥ ৪
আসাং পূজা প্রসিদ্ধা চ প্রভাবঃ পরমাদ্ভুতঃ ।
সুধোপমঞ্চ চরিতং সর্ব্বমঙ্গলকারণম্ ॥ ৫
প্রকৃত্যংশাঃ কলা যাশ্চ তাসাঞ্চ চরিতং শুভম্ ।
সর্ব্বং বক্ষ্যামি তে ব্রহ্মন্ সাবধানং নিশাময় ॥ ৬
কালী বসুন্ধরা গঙ্গা ষষ্ঠী মঙ্গলচণ্ডিকা ।
তুলসী মনসা নিদ্রা স্বধা স্বাহা চ দক্ষিণা ॥ ৭
সঙ্ক্ষেপমাসাং চরিতং পুণ্যদং শ্রুতিসুন্দরম্ ।
জীবকর্ম্মবিপাকঞ্চ তচ্চ বক্ষ্যামি সুন্দরম্ ॥ ৮
দুর্গায়াশ্চৈব রাধায়া বিস্তীর্ণং চরিতং মহৎ ।
তচ্চ পশ্চাৎ প্রবক্ষ্যামি সঙ্ক্ষেপং ক্রমতঃ শৃণু ॥৯
আদৌ সরস্বতীপূজা শ্রীকৃষ্ণেন বিনির্ম্মিতা ।
যৎপ্রসাদান্মুনিশ্রেষ্ঠ মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ ॥ ১০
আবির্ভূতা যদা দেবী বক্ত্রতঃ কৃষ্ণযোষিতঃ ।
ইয়েষ কৃষ্ণং কামেন কামুকী কামরূপিণী ॥ ১১
স চ বিজ্ঞায় তদ্ভাবং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমাতরম্ ।
তামুবাচ হিতং সত্যং পরিণামসুখাবহম্ ॥ ১২

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

ভজ নারায়ণং সাধ্বি মদংশঞ্চ চতুর্ভুজম্ ।
যুবানং সুন্দরং সর্ব্বগুণযুক্তঞ্চ মৎসমম্ ॥ ১৩
কামদং কামিনীনাঞ্চ তাসাঞ্চ কামপূরকম্ ।
কোটিকন্দর্পলাবণ্য-লীলালঙ্কৃতমীশ্বরম্ ॥ ১৪
কান্তে কান্তঞ্চ মাং কৃত্বা যদি স্থাতুমিহেচ্ছসি ।
ত্বত্তো বলবতী রাধা ন তে ভদ্রং ভবিষ্যতি ॥ ১৫
যো যস্মাদ্বলবান্ সোঽপি ততোঽন্যং রক্ষিতুং ক্ষমঃ
কথং পরান্ সাধয়তি যদি স্বয়মনীশ্বরঃ ॥ ১৬
সর্ব্বেশঃ সর্ব্বশাস্তাহং রাধাং রাধিতুমক্ষমঃ ।
তেজসা মৎসমা সা চ রূপেণ চ গুণেন চ ॥ ১৭
প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবী সা প্রাণাংস্ত্যক্তুঞ্চ কঃ ক্ষমঃ ।
প্রাণতোঽপি প্রিয়ঃ কুত্র কেষাং বাস্তি চ কশ্চন ॥
ত্বং ভদ্রে গচ্ছ বৈকুণ্ঠং তব ভদ্রং ভবিষ্যতি ।
পতিং তমীশ্বরং কৃত্বা মোদস্ব সুচিরং সুখম্ ॥ ১৯
লোভ-মোহ-কাম-কোপ-মান-হিংসা-বিবর্জ্জিতা ।
তেজসা ত্বৎসমা লক্ষ্মী রূপেণ চ গুণেন চ ॥ ২০
তয়া সার্দ্ধং তব প্রীত্যা শশ্বৎ কালঃ প্রযাস্যতি ।
গৌরবং মন্বরাত্তুল্যং করিষ্যতি পতির্দ্বয়োঃ ॥ ২১
প্রতিবিশ্বেষু তে পূজাং মহতীং দয়িতে মুদা ।
মাঘস্য শুক্লপঞ্চম্যাং বিদ্যারম্ভেষু সুন্দরি ॥ ২২
মানবা মনবো দেবা মুনীন্দ্রাশ্চ মুমুক্ষবঃ ।
সন্তশ্চ যোগিনঃ সিদ্ধা নাগ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরাঃ ॥ ২৩
মদ্বরেণ করিষ্যন্তি কল্পে কল্পে লয়াবধি ।
ভক্তিযুক্তাশ্চ দত্ত্বা চৈবোপচারাংশ্চ ষোড়শ ॥ ২৪
কাণ্বশাখোক্তবিধিনা ধ্যানেন স্তবনেন চ ।
জিতেন্দ্রিয়াঃ সংযতাশ্চ ঘটে চ পুস্তকেঽপি চ ॥২৫
কৃত্বা সুবর্ণগুটিকাং গন্ধচন্দনচর্চ্চিতাম্ ।
কবচং তে গ্রহীষ্যন্তি কণ্ঠে বা দক্ষিণে ভুজে ॥ ২৬
পঠিষ্যন্তি চ বিদ্বাংসঃ পূজাকালে চ পূজিতে ।
ইত্যুক্ত্বা পূজয়ামাস তাং দেবীং সর্ব্বপূজিতঃ ॥২৭
ততস্তৎপূজনং চক্রুর্ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ।
অনন্তশ্চাপি ধর্ম্মশ্চ মুনীন্দ্রাঃ সনকাদয়ঃ ॥ ২৮
সর্ব্বে দেবাশ্চ মনবো নৃপাশ্চ মানবাদয়ঃ ।

বভূব পূজিতা নিত্যা সর্ব্বলোকৈঃ সরস্বতী ॥ ২৯

নারদ উবাচ ।

পূজাবিধানং স্তবনং ধ্যানং কবচমীপ্সিতম্ ।
পূজোপযুক্তং নৈবেদ্যং পুষ্পঞ্চ চন্দনাদিকম্ ॥ ৩০
বদ বেদবিদাং শ্রেষ্ঠ শ্রোতুং কৌতূহলং মম ।
বর্দ্ধতে সাম্প্রতং শশ্বৎ কিমিদং শ্রুতিসুন্দরম্ ॥৩১

নারায়ণ উবাচ ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি কাণ্বশাখোক্তপদ্ধতিম্ ।
জগন্মাতুঃ সরস্বত্যাঃ পূজাবিধিসমন্বিতাম্ ॥ ৩২
মাঘস্য শুক্লপঞ্চম্যাং বিদ্যারম্ভদিনেঽপি চ ।
পূর্ব্বেঽহ্নি সংযমং কৃত্বা তত্রাহ্নি সংযতঃ শুচিঃ ॥
স্নাত্বা নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা ঘটং সংস্থাপ্য ভক্তিতঃ ।
সংপূজ্য দেবষট্কঞ্চ নৈবেদ্যাদিভিরেব চ ॥ ৩৪
গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাম্ ।
সংপূজ্য সংযতোঽগ্রে চ ততোঽভীষ্টং প্রপূজয়েৎ
ধ্যানেন বক্ষ্যমাণেন ধ্যাত্বাবাহ্য ঘটে বুধঃ ।
ধ্যাত্বা পুনঃ ষোড়শোপচারেণ পূজয়েদ্‌ব্রতী ॥ ৩৬
পূজোপযুক্তনৈবেদ্যং যদ্‌যদ্বেদে নিরূপিতম্ ।
বক্ষ্যামি সাম্প্রতং কিঞ্চিদ্‌যথাধীতং যথাগমম্ ॥ ৩৭
নবনীতং দধি ক্ষীরং লাজাংশ্চ তিললড্ডুকম্ ।
ইক্ষুমিক্ষুরসং শুক্লবর্ণপক্কগুড়ং মধু ॥ ৩৮
স্বস্তিকং শর্করাং শুক্লধান্যস্যাক্ষতমক্ষতম্ ।
অস্বিন্নশুক্লধান্যস্য পৃথুকং শুক্লমোদকম্ ॥ ৩৯
ঘৃতসৈন্ধবসংস্কারৈর্হবিষ্যান্নঞ্চ ব্যঞ্জনৈঃ ।
যবগোধূমচূর্ণানাং পিষ্টকং ঘৃতসংস্কৃতম্ ॥ ৪০
পিষ্টকং স্বস্তিকস্যাপি পক্করম্ভাফলস্য চ ।
পরমান্নঞ্চ সঘৃতং মিষ্টান্নঞ্চ সুধোপমম্ ॥ ৪১
নারিকেলং তদুদকং কেশরুং মূলমার্দ্রকম্ ।
পক্করম্ভাফলং চারু শ্রীফলং বদরীফলম্ ॥ ৪২
কালদেশোদ্ভবং পক্কফলং শুক্লং সুসংস্কৃতম্ ।
সুগন্ধি শুক্লপুষ্পঞ্চ সুগন্ধি শুক্লচন্দনম্ ॥ ৪৩
নবীনশুক্লবস্ত্রঞ্চ শঙ্খঞ্চ সুমনোহরম্ ।
মাল্যঞ্চ শুক্লপুষ্পাণাং শুক্লহারঞ্চ ভূষণম্ ॥ ৪৪
যদ্দৃষ্টঞ্চ শ্রুতৌ ধ্যানং প্রশস্যং শ্রুতিসুন্দরম্ ।
তন্নিবোধ মহাভাগ ভ্রমভঞ্জনকারণম্ ॥ ৪৫
সরস্বতীং শুক্লবর্ণাং সস্মিতাং সুমনোহরাম ।
কোটিচন্দ্রপ্রভামুষ্টপুষ্টশ্রীযুক্তবিগ্রহাম্ ॥ ৪৬
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং সস্মিতাং সুমনোহরাম্ ।
রত্নসারেন্দ্রনির্ম্মাণ-বরভূষণভূষিতাম্ ॥ ৪৭
সুপূজিতাং সুরগণৈর্ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিভিঃ ।
বন্দে ভক্ত্যা বন্দিতাং তাং মুনীন্দ্রমনুমানবৈঃ ॥৪৮
এবং ধ্যাত্বা চ মূলেন সর্ব্বং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ ।
সংস্তূয় কবচং ধৃত্বা প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভুবি ॥ ৪৯
যেষাঞ্চেয়মিষ্টদেবী তেষাং নিত্যক্রিয়া মুনে ।
বিদ্যারম্ভে চ সর্ব্বেষাং বর্ষান্তে পঞ্চমীদিনে ॥ ৫০
সর্ব্বোপযুক্তো মূলশ্চ বৈদিকাষ্টাক্ষরঃ পরঃ ।
যেষাং যেনোপদেশো বা তেষাং মূলঃ স এব চ॥৫১
সরস্বতীচতুর্থ্যন্তো বহ্নিজায়ান্ত এব চ ।
লক্ষ্মীর্ম্মায়াদিকশ্চৈবং মন্ত্রোঽয়ং কল্পপাদপঃ ॥ ৫২
পুরা নারায়ণশ্চেমং বাল্মীকায় কৃপানিধিঃ ।
প্রদদৌ জাহ্নবীতীরে পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ॥ ৫৩
ভৃগুর্দদৌ চ শুক্রায় পুষ্করে সূর্য্যপর্ব্বণি ।
চন্দ্রপর্ব্বণি মারীচো দদৌ বাক্‌পতয়ে মুদা ॥ ৫৪
ভৃগবে চ দদৌ তুষ্টো ব্রহ্মা বদরিকাশ্রমে ।
আস্তীকায় জরৎকারুর্দদৌ ক্ষীরোদসন্নিধৌ ।
বিভাণ্ডকো দদৌ মেরৌ ঋষ্যশৃঙ্গায় ধীমতে ॥ ৫৫
শিবঃ কণাদমুনয়ে গৌতমায় দদৌ মুনে ।
সূর্য্যশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যায় তথা কাত্যায়নায় চ ॥ ৫৬
শেষঃ পাণিনয়ে চৈব ভরদ্বাজায় ধীমতে ।
দদৌ শাকটায়নায় সুতলে বলিসংসদি ॥ ৫৭
চতুর্লক্ষজপেনৈব মন্ত্রঃ সিদ্ধো ভবেন্নৃণাম্ ।
যদি স্যাৎ সিদ্ধমন্ত্রো হি বৃহস্পতিসমো ভবেৎ ॥৫৮
কবচং শৃণু বিপ্রেন্দ্র যদ্দত্তং বিধিনা পুরা ।
বিশ্বশ্রেষ্ঠং বিশ্বজয়ং ভৃগবে গন্ধমাদনে ॥ ৫৯

ভৃগুরুবাচ ।

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানবিশারদ ।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বজনক সর্ব্বেশ সর্ব্বপূজিত ॥ ৬০
সরস্বত্যাশ্চ কবচং ব্রূহি বিশ্বজয়ং প্রভো ।
অযাতযামমন্ত্রাণাং সমূহসংযুতং পরম্ ॥ ৬১

ব্রহ্মোবাচ ।

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্ব্বকামদম্ ।
শ্রুতিসারং শ্রুতিসুখং শ্রুত্যুক্তং শ্রুতিপূজিতম্॥৬২
উক্তং কৃষ্ণেন গোলোকে মহ্যং বৃন্দাবনে বনে ।
রাসেশ্বরেণ বিভুনা রাসেন রাসমণ্ডলে ॥ ৬৩
অতীব গোপনীয়ঞ্চ কল্পবৃক্ষসমং পরম্ ।
অশ্রুতাদ্ভুতমন্ত্রাণাং সমূহৈশ্চ সমন্বিতম্ ॥ ৬৪

যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ ব্রহ্মন্ বুদ্ধিমাংশ্চ বৃহস্পতিঃ।
যদ্ধৃত্বা ভগবান্ শুক্রঃ সর্ব্বদৈত্যেষু পূজিতঃ ॥৬৫
পঠনাদ্ধারণাদ্বাগ্মী কবীন্দ্রো বাল্মিকো মুনিঃ।
স্বায়ম্ভুবো মনুশ্চৈব যদ্ধৃত্বা সর্ব্বপূজিতঃ ॥ ৬৬
কণাদো গৌতমঃ কণ্বঃ পাণিনিঃ শাকটায়নঃ।
গ্রন্থং চকার যদ্ধৃত্বা দক্ষঃ কাত্যায়নঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৭
ধৃত্বা বেদবিভাগঞ্চ পুরাণান্যখিলানি চ।
চকার লীলামাত্রেণ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৮
শাতাতপশ্চ সম্বর্ত্তো বশিষ্ঠশ্চ পরাশরঃ।
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ গ্রন্থং যাজ্ঞবল্ক্যশ্চকার সঃ ॥ ৬৯
ঋষ্যশৃঙ্গো ভরদ্বাজশ্চাস্তীকো দেবলস্তথা।
জৈগীষব্যোঽথ জাবালির্যদ্ধৃত্বা সর্ব্বপূজিতঃ ॥ ৭০
কচস্যাস্য বিপ্রেন্দ্র ঋষিরেষ প্রজাপতিঃ।
স্বয়ং ছন্দশ্চ বৃহতী দেবো রাসেশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ৭১
সর্ব্বতত্ত্বপরিজ্ঞান-সর্ব্বার্থসাধনেষু চ।
কবিতাসু চ সর্ব্বাসু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭২
ওঁ হ্রীং সরস্বত্যৈ স্বাহা শিরো মে পাতু সর্ব্বতঃ।
শ্রীং বাগ্দেবতায়ৈ স্বাহা ভালং মে সর্ব্বদাঽবতু ॥
ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহেতি শ্রোত্রং পাতু নিরন্তরম্।
ওঁ শ্রীং হ্রীং ভারত্যৈ স্বাহা নেত্রযুগ্মং সদাঽবতু ॥
ঐং হ্রীং বাগ্বাদিন্যৈ স্বাহা নাসাং মে সর্ব্বতোঽবতু
হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা ওষ্ঠং সদাবতু ॥৩৫
ওঁ শ্রীং হ্রীং ব্রাহ্ম্যৈ স্বাহেতি দন্তপংক্তীঃ সদাবতু।
ঐঁ ইত্যেকাক্ষরো মন্ত্রো মম কণ্ঠং সদাবতু ॥ ৭৬
ওঁ হ্রীং হ্রীং পাতু মে গ্রীবাং স্কন্ধং মে শ্রীং সদাঽবতু।
শ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা বক্ষঃ সদাবতু ॥ ৭৭
ওঁ হ্রীং বিদ্যাস্বরূপায়ৈ স্বাহা মে পাতু নাভিকাম্
ওঁ হ্রীং হ্রীং বাণ্যৈ স্বাহেতি মম পৃষ্ঠং সদাবতু ॥
ওঁ সর্ব্ববর্ণাত্মিকায়ৈ পাদযুগ্মং সদাবতু।
ওঁ রাগাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু ॥৭৯
ওঁ সর্ব্বকণ্ঠবাসিন্যৈ স্বাহা প্রাচ্যাং সদাবতু।
ওঁ হ্রীং জিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহাগ্নিদিশি রক্ষতু ॥৮০
ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং সরস্বত্যৈ বুধজনন্যৈ স্বাহা।
সততং মন্ত্ররাজোঽয়ং দক্ষিণে মাং সদাবতু ॥৮১
ওঁ হ্রীং শ্রীং ত্র্যক্ষরো মন্ত্রো নৈর্ঋত্যাং মে সদাবতু।
কবিজিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহা মাং বারুণেঽবতু ॥ ৮২
ওঁ সদাম্বিকায়ৈ স্বাহা বায়ব্যে মাং সদাবতু।
ওঁ গদ্যপদ্যবাসিন্যৈ স্বাহা মামুত্তরেঽবতু ॥ ৮৩
ওঁ সর্ব্বশাস্ত্রবাসিন্যৈ স্বাহৈশান্যাং সদাবতু।
ওঁ হ্রীং সর্ব্বপূজিতায়ৈ স্বাহা চোর্দ্ধং সদাবতু ॥৮৪
ঐং হ্রীং পুস্তকবাসিন্যৈ স্বাহাধো মাং সদাবতু।
ওঁ গ্রন্থবীজরূপায়ৈ স্বাহা মাং সর্ব্বতোঽবতু ॥৮৫
ইতি তে কথিতং বিপ্র সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্।
ইদং বিশ্বজয়ং নাম কবচং ব্রহ্মরূপকম্ ॥ ৮৬
পুরা শ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রাৎ পর্ব্বতে গন্ধমাদনে।
তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ ॥ ৮৭
গুরুমভ্যর্চ্চ্য বিধিবদ্বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ;
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ কবচং ধারয়েৎ সুধীঃ ॥ ৮৮
পঞ্চলক্ষজপেনৈব সিদ্ধন্তু কবচং ভবেৎ।
যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচো বৃহস্পতিসমো ভবেৎ ॥৮৯
মহাবাগ্মী কবীন্দ্রশ্চ ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।
শক্নোতি সর্ব্বং জেতুং স কবচস্য প্রসাদতঃ ॥৯০
ইদং তে কাণ্বশাখোক্তং কথিতং কবচং মুনে।
স্তোত্রং পূজাবিধানঞ্চ ধ্যানঞ্চ বন্দনং তথা ॥ ৯১

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসম্বাদে সরস্বতীকবচং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

বাগ্দেবতায়াঃ স্তবনং শ্রূয়তাং সর্ব্বকামদম্।
মহামুনির্যাজ্ঞবল্ক্যো যেন তুষ্টাব তাং পুরা ॥ ১
গুরুশাপাচ্চ স মুনির্হতবিদ্যো বভূব হ।
তদা জগাম দুঃখার্ত্তো রবিস্থানঞ্চ পুণ্যদম্ ॥ ২
সম্প্রাপ্য তপসা সূর্য্যং কোণার্কে দৃষ্টিগোচরে।
তুষ্টাব সূর্য্যং শোকেন রুরোদ চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩
সূর্য্যস্তং পাঠয়ামাস বেদবেদাঙ্গমীশ্বরঃ।
উবাচ স্তুহি বাগ্দেবীং ভক্ত্যা চ স্মৃতিহেতবে ॥ ৪
তমিত্যুক্ত্বা দিননাথোঽপ্যন্তর্দ্ধানং চকার সঃ।
মুনিঃ স্নাত্বা চ তুষ্টাব ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ॥ ৫

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

কৃপাং কুরু জগন্মাতর্মামেব হতভেজসম্।

গুরুশাপাৎ স্মৃতিভ্রষ্টং বিদ্যাহীনঞ্চ দুঃখিতম্ ॥ ৬
জ্ঞানং দেহি স্মৃতিং দেহি বিদ্যাং বিদ্যাধিদেবতে।
প্রতিষ্ঠাং কবিতাং দেহি শক্তিং শিষ্যপ্রবোধিকাম্॥
গ্রন্থকর্তৃত্বশক্তিঞ্চ সচ্ছিষ্যং সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
প্রতিভাং সত্যভায়াঞ্চ বিচারক্ষমতাং শুভাম্।
লুপ্তং সর্ব্বং দৈববশাৎ নবীভূতং পুনঃ কুরু ॥ ৮
যথাঙ্কুরং ভস্মনি চ করোতি দেবতা পুনঃ।
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী ॥ ৯
সর্ব্ববিদ্যাধিদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ।
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং শশ্বজ্জীবন্মৃতং সদা ॥ ১০
জ্ঞানাধিদেবী যা তস্যৈ সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং মূকমুন্মত্তবৎ সদা ॥ ১১
বাগাধিষ্ঠাতৃদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ।
হিমাচন্দনকুন্দেন্দু-কুমুদাম্ভোজসন্নিভা ॥ ১২
বর্ণাধিদেবী যা তস্যৈ চাক্ষরায়ৈ নমো নমঃ।
বিসর্গবিন্দুমাত্রাসু যদধিষ্ঠানমেব চ ॥ ১৩
তদধিদেবী যা তস্যৈ ভারত্যৈ চ নমো নমঃ।
যয়া বিনাত্র সংখ্যাকৃৎ সংখ্যাং কর্ত্তুং ন শক্যতে॥
কালসংখ্যাস্বরূপা যা তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ।
ব্যাখ্যাস্বরূপা যা দেবী ব্যাখ্যাধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥১৫
ভ্রমসিদ্ধান্তরূপা যা তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ।
স্মৃতিশক্তির্জ্ঞানশক্তির্বুদ্ধিশক্তিস্বরূপিণী ॥ ১৬
প্রতিভা কল্পনাশক্তির্যা চ তস্যৈ নমো নমঃ।
সনৎকুমারো ব্রহ্মাণং জ্ঞানং পপ্রচ্ছ যত্র বৈ ॥১৭
বভূব জড়বৎ সোঽপি সিদ্ধান্তং কর্ত্তুমক্ষমঃ।
তদা জগাম ভগবানাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরঃ ॥ ১৭
উবাচ সততং স্তৌহি বাণীমিতি প্রজাপতিম্।
স চ তুষ্টাব তাং ব্রহ্মা চাজ্ঞয়া পরমাত্মনঃ ॥ ১৯
চকার তৎপ্রসাদেন তদা সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
যদাপ্যনন্তং পপ্রচ্ছ জ্ঞানমেকং বসুন্ধরা ॥ ২০
বভূব মূকবৎ সোঽপি সিদ্ধান্তং কর্ত্তুমক্ষমঃ।
তদা তাঞ্চ স তুষ্টাব সন্ত্রস্তঃ কশ্যপাজ্ঞয়া ॥ ২১
ততশ্চকার সিদ্ধান্তং নির্ম্মলং ভ্রমভঞ্জনম্।
ব্যাসঃ পুরাণসূত্রঞ্চ পপ্রচ্ছ বাল্মিকং যদা ॥ ২২
মৌনীভূতঃ স সস্মার ত্বামেব জগদম্বিকাম্।
তদা চকার সিদ্ধান্তং ত্বদ্বরেণ মুনীশ্বরঃ ॥ ২৩
সম্প্রাপ নির্ম্মলং জ্ঞানং প্রমাদধ্বংসকারণম্।
পুরাণসূত্রং শ্রুত্বা স ব্যাসঃ কৃষ্ণকলোদ্ভবঃ ॥ ২৪
ত্বাং সিষেবে স দধ্যৌ চ শতবর্ষঞ্চ পুষ্করে।
তদা ত্বত্তো বরং প্রাপ্য স কবীন্দ্রো বভূব হ ॥২৫
তদা বেদবিভাগঞ্চ পুরাণঞ্চ চকার হ।
যদা মহেন্দ্রঃ পপ্রচ্ছ তত্ত্বজ্ঞানং শিবাশিবম্ ॥ ২৬
ক্ষণং ত্বামেব সঞ্চিন্ত্য তস্মৈ জ্ঞানং দদৌ বিভুঃ।
পপ্রচ্ছ শব্দশাস্ত্রঞ্চ মহেন্দ্রশ্চ বৃহস্পতিম্ ॥ ২৭
দিব্যং বর্ষসহস্রঞ্চ স ত্বাং দধ্যৌ চ পুষ্করে।
তদা ত্বত্তো বরং প্রাপ্য দিব্যং বর্ষসহস্রকম্ ॥ ২৮
উবাচ শব্দশাস্ত্রঞ্চ তদর্থঞ্চ সুরেশ্বরম্।
অধ্যাপিতাশ্চ যৈঃ শিষ্যা যৈরধীতং মুনীশ্বরৈঃ ॥২৯
তে চ ত্বাং পরিসঞ্চিন্ত্য প্রবর্ত্তন্তে সুরেশ্বরি।
ত্বং সংস্তুতা পূজিতা চ মুনীন্দ্রমনুমানবৈঃ ॥ ৩০
দৈত্যেন্দ্রৈশ্চ সুরৈশ্চাপি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিভিঃ।
জড়ীভূতঃ সহস্রাস্যঃ পঞ্চবক্ত্রশ্চতুর্ম্মুখঃ ॥ ৩১
যাং স্তোতুং কিমহং স্তৌমি তামেকাস্যেন মানবঃ
ইত্যুক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ॥ ৩২
প্রণনাম নিরাহারো রুরোদ চ মুহুর্ম্মুহুঃ।
তদা জ্যোতিঃস্বরূপা সা তেনাদৃষ্টাপ্যুবাচ তম্ ॥৩৩
সুকবীন্দ্রো ভবেত্যুক্ত্বা বৈকুণ্ঠঞ্চ জগাম চ।
যাজ্ঞবল্ক্যকৃতং বাণীস্তোত্রং যঃ সংযতঃ পঠেৎ ॥৩৪
সুকবীন্দ্রো মহাবাগ্মী বৃহস্পতিসমো ভবেৎ।
মহামূর্খশ্চ দুর্ম্মেধা বর্ষমেকঞ্চ যঃ পঠেৎ।
স পণ্ডিতশ্চ মেধাবী সুকবিশ্চ ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসম্বাদে যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত বাণী-স্তবঃ পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

সরস্বতী সা বৈকুণ্ঠে স্বয়ং নারায়ণান্তিকে।
গঙ্গাশাপেন কলয়া কলহাদ্ভারতে সরিৎ ॥ ১
পুণ্যদা পুণ্যজননী পুণ্যতীর্থস্বরূপিণী।
পুণ্যবদ্ভির্নিষেব্যা চ স্থিতিঃ পুণ্যবতাং মুনে ॥ ২
তপস্বিনাং তপোরূপা তপস্যাকাররূপিণী।
কৃতপাপৈকদাহায় জ্বলদগ্নিস্বরূপিণী ॥ ৩
জ্ঞানে সরস্বতীতোয়ে মৃতং যৈর্মানবৈর্ভুবি।
তেষাং স্থিতিশ্চ বৈকুণ্ঠে সুচিরং হরিসংসদি ॥ ৪

ভারতে কৃতপাপশ্চ স্নাত্বা তত্রাবলীলয়া।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকে বসেচ্চিরম্ ॥ ৫
চতুর্দ্দশ্যাং পৌর্ণমাস্যামক্ষয়ায়াং দিনক্ষয়ে।
ব্যতীপাতে চ গ্রহণেঽন্যস্মিন্ পুণ্যদিনেঽপি চ ॥৬
অনুষঙ্গেণ যঃ স্নাতি হেলয়াশ্রদ্ধয়াপি বা।
সারূপ্যং লভতে নূনং বকুণ্ঠে স হরেরপি ॥ ৭
সরস্বতী মনুং তত্র মাসমেকন্তু যো জপেৎ।
মহামূর্খঃ কবীন্দ্রশ্চ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮
নিত্যং সরস্বতীতোয়ে যঃ স্নাতি মুণ্ডয়েন্নরঃ।
ন গর্ভবাসং কুরুতে পুনরেব স মানবঃ ॥ ৯
ইত্যেবং কথিতং কিঞ্চিদ্ভারতীগুণকীর্ত্তনম্।
সুখদং মোক্ষদং সারং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥১০
নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা নারদো মুনিসত্তমঃ।
পুনঃ পপ্রচ্ছ সন্দেহচ্ছেদং শৌনক সত্বরম্ ॥ ১১

নারদ উবাচ।

কথং সরস্বতীদেবী গঙ্গাশাপেন ভারতে।
কলয়া কলহেনৈব বভূব পুণ্যদা সরিৎ ॥ ১২
শ্রবণে শ্রুতিসারাণাং বর্দ্ধতে কৌতুকং মম।
কথামৃতানাং নো তৃপ্তিঃ কেন শ্রেয়সি তৃপ্যতে ॥১৩
কথং শশাপ সা গঙ্গা পূজিতাং তাং সরস্বতীম্।
শান্তা সত্ত্বস্বরূপা চ পুণ্যদা সর্ব্বদা সদা ॥ ১৪
তেজস্বিন্যোর্দ্বয়োর্বাদকারণং শ্রুতিসুন্দরম্।
সুদুর্লভং পুরাণেষু তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১৫

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি কথামেতাং পুরাতনীম্।
যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৬
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী গঙ্গা তিস্রো ভার্য্যা হরেরপি।
প্রেম্ণা সমাস্তাস্তিষ্ঠন্তি সততং হরিসন্নিধৌ ॥ ১৭
চকার সৈকদা গঙ্গা বিষ্ণোর্মুখনিরীক্ষণম্।
সস্মিতাতিসকামা চ সকটাক্ষং পুনঃ পুনঃ ॥ ১৮
বিভুর্জহাস তদ্বক্ত্রং নিরীক্ষ্য চ ক্ষণং মুদা।
ক্ষমাং চকার তদ্দৃষ্ট্বা লক্ষ্মীর্নৈব সরস্বতী ॥ ১৯
বোধয়ামাস তাং পদ্মা সত্ত্বরূপা চ সস্মিতা।
ক্রোধাবিষ্টা চ সা বাণী ন চ শান্তা বভূব হ ॥ ২০
উবাচ গঙ্গাং ভর্ত্তারং রক্তাস্যা রক্তলোচনা।
কম্পিতা কোপবেগেন শশ্বৎপ্রস্ফুরিতাধরা ॥ ২১

সরস্বত্যুবাচ।

সর্ব্বত্র সমতাবুদ্ধিঃ সদ্ভর্ত্তুঃ কামিনীং প্রতি।
ধর্ম্মিষ্ঠস্য বরিষ্ঠস্য বিপরীতা খলস্য চ ॥ ২২
জ্ঞাতং সৌভাগ্যমধিকং গঙ্গায়াং তে গদাধর।
কমলায়াঞ্চ তত্তুল্যং ন চকিঞ্চিন্ময়ি প্রভো ॥ ২৩
গঙ্গায়াঃ পদ্মযা সার্দ্ধং প্রীতিশ্চাপি সুসম্মতা।
ক্ষমাং চকার তেনেদং বিপরীতং হরিপ্রিয়া ॥ ২৪
কিং জীবনেন মেঽত্রৈব দুর্ভগায়াশ্চ সাম্প্রতম্।
নিষ্ফলং জীবনং তস্যা যা পত্যুঃ প্রেমবঞ্চিতা ॥ ২৫
ত্বাং সর্ব্বেশং সত্ত্বরূপং যে বদন্তি মনীষিণঃ।
তে চ মূর্খা ন বেদজ্ঞা ন জানন্তি মতিং তব ॥ ২৬
সরস্বতীবচঃ শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা তাং কোপসংযুতাম্।
মনসা স সমালোচ্য প্রজগাম বহিঃ সভাম্ ॥ ২৭
গতে নারায়ণে গঙ্গামুবাচ নির্ভয়ং রুষা।
বাগধিষ্ঠাতৃদেবী সা বাক্যং শ্রবণদুঃসহম্ ॥ ২৮
হে নির্লজ্জে সকামে ত্বং স্বামিগর্ব্বং করোষি কিম্
অধিকং স্বামিসৌভাগ্যং বিজ্ঞাপয়িতুমিচ্ছসি ॥২৯
মানচূর্ণং করিষ্যামি তবাদ্য হরিসন্নিধৌ।
কিং করিষ্যতি তে কান্তো মমৈব কান্তবল্লভে ॥৩০
ইত্যেবমুক্ত্বা গঙ্গায়াঃ কেশং গ্রহীতুমুদ্যতা।
বারয়ামাস তাং পদ্মা মধ্যদেশস্থিতা সতী ॥ ৩১
শশাপ বাণী তাং পদ্মাং মহাকোপবতী সতী।
বৃক্ষরূপা সরিদ্রূপা ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ৩২
বিপরীতং যতো দৃষ্ট্বা কিঞ্চিন্ন বক্তুমর্হসি।
সন্তিষ্ঠসি সভামধ্যে যথা বৃক্ষো যথা সরিৎ ॥ ৩৩
শাপং শ্রুত্বা চ সা দেবী ন শশাপ চুকোপ ন।
তত্রৈব দুঃখিতা তস্থৌ বাণীং ধৃত্বা করেণ চ ॥ ৩৪
অত্যুন্নতাঞ্চ তাং দৃষ্ট্বা কোপপ্রস্ফুরিতাননা।
উবাচ গঙ্গা তাং দেবীং পদ্মাঞ্চ পদ্মলোচনা ॥ ৩৫

গঙ্গোবাচ।

ত্বমুৎসৃজ মহোগ্রাঞ্চ পদ্মে কিং মে করিষ্যতি।
বাগ্দুষ্টা বাগধিষ্ঠাতৃদেবীয়ং কলহপ্রিয়া ॥ ৩৬
যাবতী যোগ্যতাস্যাশ্চ যাবতী শক্তিরেব বা।
তয়া করোতু বাদঞ্চ ময়া সার্দ্ধং সুদুর্ম্মুখা ॥ ৩৭
স্ববলং যন্মম বলং বিজ্ঞাপয়িতুমিচ্ছতি।
জানন্তু সর্ব্বে হ্যুভয়োঃ প্রভাবং বিক্রমং সতি ॥৩৮
ইত্যেবমুক্ত্বা সা দেবী বাণ্যৈ শাপং দদাবিতি।
সরিৎস্বরূপা ভবতু সা যা ত্বাঞ্চ শশাপ হ ॥ ৩৯
অধোমর্ত্ত্যং সা প্রয়াতু সন্তি যত্রৈব পাপিনঃ।
কলৌ তেষাঞ্চ পাপাংশং লভিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪

ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা তাং শশাপ সরস্বতী ।
ত্বমেব যাস্যসি মহীং পাপিপাপং লভিষ্যসি ॥ ৪১
এতস্মিন্নন্তরে তত্র ভগবানাজগাম হ ।
চতুর্ভুজশ্চতুর্ভিশ্চ পার্ষদৈশ্চ চতুর্ভুজৈঃ ॥ ৪২
সরস্বতীং করে ধৃত্বা বাসয়ামাস বক্ষসি ।
বোধয়ামাস সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞানং পুরাতনম্ ॥ ৪৩
শ্রুত্বা রহস্যং তাসাঞ্চ শাপস্য কলহস্য চ ।
উবাচ দুঃখিতাস্তাশ্চ বাক্যং সাময়িকং বিভুঃ ॥ ৪৪

শ্রীভগবানুবাচ ।

লক্ষ্মীস্ত্বং কলয়া গচ্ছ ধর্ম্মধ্বজগৃহং শুভে ।
অযোনিসম্ভবা ভূমৌ তস্য কন্যা ভবিষ্যসি ॥ ৪৫
তত্রৈব দৈবদোষেণ বৃক্ষত্বঞ্চ লভিষ্যসি ।
মদংশস্যাসুরস্যৈব শঙ্খচূড়স্য কামিনী ॥ ৪৬
ভূত্বা পশ্চাচ্চ মৎপত্নী ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ।
ত্রৈলোক্যপাবনী নাম্না তুলসীতি চ ভারতে ॥ ৪৭
কলয়া চ সরিদ্ভূত্বা শীঘ্রং গচ্ছ বরাননে ।
ভারতে ভারতীশাপান্নাম্না পদ্মাবতী ভব ॥ ৪৮
গঙ্গে যাস্যসি পশ্চাৎ ত্বমংশেন বিশ্বপাবনী ।
ভারতং ভারতীশাপাৎ পাপদাহায় দেহিনাম্ ॥ ৪৯
ভগীরথস্য তপসা তেন নীতা সুদুষ্করাৎ ।
নাম্না ভাগীরথী পূতা ভবিষ্যসি মহীতলে ॥ ৫০
মদংশস্য সমুদ্রস্য জায়া জায়ে মমাজ্ঞয়া ।
মৎকলাংশস্য ভূপস্য শান্তনোশ্চ সুরেশ্বরি ॥ ৫১
গঙ্গাশাপেন কলয়া ভারতং গচ্ছ ভারতি ।
কলহস্য ফলং ভুঙ্‌ক্ষ্ব সপত্নীভ্যাং সহাচ্যুতে ॥ ৫২
স্বয়ঞ্চ ব্রহ্মসদনং ব্রহ্মণঃ কামিনী ভব ।
গঙ্গা যাতু শিবস্থানমত্র পদ্মৈব তিষ্ঠতু ॥ ৫৩
শান্তা চ ক্রোধরহিতা মদ্ভক্তা সত্ত্বরূপিণী ।
মহাসাধ্বী মহাভাগা সুশীলা ধর্ম্মচারিণী ॥ ৫৪
যদংশকলয়া সর্ব্বা ধর্ম্মিষ্ঠাশ্চ পতিব্রতাঃ ।
শান্তরূপাঃ সুশীলাশ্চ প্রতিবিশ্বেষু যোষিতঃ ॥ ৫৫
তিস্রো ভার্য্যাস্ত্রয়ঃ শালাস্ত্রয়ো ভৃত্যাশ্চ বান্ধবাঃ ।
ধ্রুবং বেদবিরুদ্ধাশ্চ নহ্যেতে মঙ্গলপ্রদাঃ ॥ ৫৬
স্ত্রী পুংবচ্চ গৃহে যেষাং গৃহিণাং স্ত্রীবশঃ পুমান্ ।
নিষ্ফলঞ্চ জন্ম তেষামশুভঞ্চ পদে পদে ॥ ৫৭
মুখদুষ্টা যোনিদুষ্টা যস্য স্ত্রী কলহপ্রিয়া ।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং মহারণ্যং গৃহাদ্বরম্ ॥ ৫৮
জলানাঞ্চ স্থলানাঞ্চ ফলানাং প্রাপ্তিরেব চ ।
সততং সুলভা তত্র ন তেষাং তদ্গৃহেঽপি চ ॥ ৫৯
বরমগ্নৌ স্থিতির্হিংস্রজন্তূনাং সন্নিধৌ সুখম্ ।
অতোঽপি দুঃখং পুংসাঞ্চ দুষ্টস্ত্রীসন্নিধৌ ধ্রুবম্ ॥ ৬০
ব্যাধিজ্বালা বিষজ্বালা বরং পুংসাং বরাননে ।
দুষ্টস্ত্রীণাং মুখজ্বালা মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৬১
পুংসশ্চ স্ত্রীজিতস্যৈব জীবিতং নিষ্ফলং ধ্রুবম্ ।
যদহ্না কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফলভাগ্ভবেৎ ॥ ৬২
স নিন্দিতোঽত্র সর্ব্বত্র পরত্র নরকং ব্রজেৎ ।
যশঃকীর্ত্তিবিহীনো যো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥ ৬৩
বহ্বীনাঞ্চ সপত্নীনাং নৈকত্র শ্রেয়সী স্থিতিঃ ।
একভার্য্যঃ সুখী নৈব বহুভার্য্যঃ কদাচন ॥ ৬৪
গচ্ছ গঙ্গে শিবস্থানং ব্রহ্মস্থানং সরস্বতি ।
অত্র তিষ্ঠতু মদ্গেহে সুশীলা কমলালয়া ॥ ৬৫
সুসাধ্যা যস্য পত্নী চ সুশীলা চ পতিব্রতা ।
ইহ স্বর্গসুখং তস্য ধর্ম্মমোক্ষৌ পরত্র চ ॥ ৬৬
পতিব্রতা যস্য পত্নী স চ মুক্তঃ শুচিঃ সুখী ।
জীবন্মৃতোঽশুচির্দুঃখী দুঃশীলাপতিরেব যঃ ॥ ৬৭
ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথো বিররাম চ নারদ ।
অত্যুচ্চৈ রুরুদুর্দ্দেব্যঃ সমালিঙ্গ্য পরস্পরম্ ॥ ৬৮
তাশ্চ সর্ব্বাঃ সমালোচ্য ক্রমেণোচুঃ সদীশ্বরম্ ।
কম্পিতাঃ সাশ্রুনেত্রাশ্চ শোকেন চ ভয়েন চ ॥ ৬৯

সরস্বত্যুবাচ ।

বিদায়ং দেহি ভো নাথ দুষ্টাং মাং জন্মশোধনম্
সংস্বামিনা পরিত্যক্তাঃ কুত্র জীবন্তি কাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥
দেহত্যাগং করিষ্যামি যোগেন ভারতে ধ্রুবম্ ।
অত্যুচ্ছ্রিতো নিপতনং প্রাপ্তুমর্হতি নিশ্চিতম্ ॥ ৭১

গঙ্গোবাচ ।

অহং কেনাপরাধেন ত্বয়া ত্যক্তা জগৎপতে ।
দেহত্যাগং করিষ্যামি নির্দ্দোষায়া বধং লভ ॥ ৭২
নির্দ্দোষকামিনীত্যাগং করোতি যো জনো ভবে ।
স যাতি নরকং কল্পং কিং তে সর্ব্বেশ্বরস্য বা ॥ ৭৩

লক্ষ্মীরুবাচ ।

নাথ সত্ত্বস্বরূপস্ত্বং কোপঃ কথমহো তব ।
প্রসাদং কুরু ভার্য্যাভ্যঃ সদীশস্য ক্ষমা বরা ॥ ৭৪
ভারতং ভারতীশাপাদ্‌যাস্যামি কলয়া যদি ।
কতিকালং স্থিতিস্তত্র কদা দ্রক্ষ্যামি তে পদম্ ॥ ৭৫
দাস্যন্তি পাপিনঃ পাপং মহ্যং স্নানাবগাহনাৎ ।
কেন তেন বিভুক্তাহমাগমিষ্যামি তে পদম্ ॥ ৭৬

কলয়া তুলসীরূপা ধর্ম্মধ্বজসুতা সতী।
ভূত্বা কদা লভিষ্যামি ত্বৎপদাম্বুজমচ্যুত ॥ ৭
বৃক্ষরূপা ভবিষ্যামি তদধিষ্ঠাতৃদেবতা।
মামুদ্ধরিষ্যসি কদা তন্মে ব্রূহি কৃপানিধে ॥ ৭৮
গঙ্গা সরস্বতীশাপাদ্‌যদি যাস্যতি ভারতম্।
শাপেন মুক্তা পাপাচ্চ কদা ত্বাং বা লভিষ্যতি॥৭৯
গঙ্গাশাপেন সা বাণী যদি যাস্যতি ভারতম্।
কদা শাপাদ্বিনির্মুচ্য লভিষ্যতি পদং তব ॥ ৮০
তাং বাণীং ব্রহ্মসদনং গঙ্গাং বা শিবমন্দিরম্।
গন্তুং বদসি হে নাথ তৎ ক্ষমস্ব চ তে বচঃ ॥ ৮১
ইত্যুক্ত্বা কমলা কান্তপদং ধৃত্বা ননাম চ।
স্বকেশৈর্বেষ্টয়িত্বা চ রুরোদ চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৮২
উবাচ পদ্মনাভস্তাং পদ্মাং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যো ভক্তানুগ্রহকাতরঃ ॥ ৮৩

নারায়ণ উবাচ।

ত্বদ্বাক্যমাচরিষ্যামি স্ববাক্যঞ্চ সুরেশ্বরি।
সমতাঞ্চ করিষ্যামি শৃণু তৎক্রমমেব চ ॥ ৮৪
ভারতী যাতু কলয়া সরিদ্রূপা চ ভারতম্।
অর্দ্ধাংশা ব্রহ্মসদনং স্বয়ং তিষ্ঠতু মদ্‌গৃহে ॥ ৮৫
ভগীরথেন নীতা সা গঙ্গা যাস্যতি ভারতম্।
পূতং কর্ত্তুং ত্রিভুবনং স্বয়ং তিষ্ঠতু মদ্‌গৃহে ॥ ৮৬
তত্রৈব চন্দ্রমৌলেশ্চ মৌলিং প্রাপ্স্যতি দুর্লভম্।
ততঃ স্বভাবতঃ পূতাপ্যতিপূতা ভবিষ্যতি ॥ ৮৭
কলাংশাংশেন ত্বং গচ্ছ ভারতে কমলোদ্ভবে।
পদ্মাবতী সরিদ্রূপা তুলসী বৃক্ষরূপিণী ॥ ৮৮
কলেঃ পঞ্চসহস্রে চ গতে বর্ষে চ মোক্ষণম্।
যুষ্মাকং সরিতাং ভূয়ো মদ্‌গৃহে চাগমিষ্যথ ॥ ৮৯
সম্পদাং হেতুভূতা চ বিপত্তিঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
বিনা বিপত্তের্মহিমা কেষাং পদ্মে ভবেদ্ভবে ॥ ৯০
মন্মন্ত্রোপাসকানাঞ্চ সতাং স্নানাবগাহনাৎ।
যুষ্মাকং মোক্ষণং পাপাৎ পাপিদত্তাচ্চ স্পর্শনাৎ
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সন্ত্যসংখ্যানি সুন্দরি।
ভবিষ্যন্তি চ পূতানি মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৯২
মন্মন্ত্রোপাসকা ভক্তা ভ্রমন্তি ভারতে সতি।
পূতং কর্ত্তুং ভারতঞ্চ সুপবিত্রা মনোহরাঃ ॥ ৯৩
মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি পাদং প্রক্ষালয়ন্তি চ।
তৎস্থানঞ্চ মহাতীর্থং সুপবিত্রং ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥৯৪
স্ত্রীঘ্নো গোঘ্নঃ কৃতঘ্নশ্চ ব্রহ্মঘ্নো গুরুতল্পগঃ।
জীবন্মুক্তো ভবেৎ পূতো মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥৯৫
একাদশীবিহীনশ্চ সন্ধ্যাহীনোঽপ্যনাস্তিকঃ।
নরঘাতী ভবেৎ পূতো মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৯৬
অসিজীবী মসিজীবী ধাবকঃ শূদ্রযাজকঃ।
বৃষবাহো ভবেৎ পূতো মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৯৭
বিশ্বাসঘাতী মিত্রঘ্নো মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদায়কঃ।
স্থাপ্যহারী ভবেৎ পূতো মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥৯৮
ঋণগ্রস্তো বার্দ্ধুষিকো জারজঃ পুংশ্চলীপতিঃ।
পূতশ্চ পুংশ্চলীপুত্রো মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৯৯
শূদ্রাণাং সূপকারশ্চ দেবলো গ্রামযাজকঃ।
অদীক্ষিতো ভবেৎ পূতো মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ১০০
অশ্বত্থঘাতকশ্চৈব মদ্ভক্তনিন্দকস্তথা।
অনিবেদ্যভোজী বিপ্রশ্চ পূতো মদ্ভক্তদর্শনাৎ ॥
মাতরং পিতরং ভার্য্যাং ভ্রাতরং তনয়ং সুতাম্।
গুরোঃ কুলঞ্চ ভগিনীং বংশহীনঞ্চ বান্ধবম্ ॥১০২
শ্বশ্রূঞ্চ শ্বশুরঞ্চৈব যো ন পুষ্ণাতি নারদ।
স মহাপাতকী পূতো মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ১০৩
দেবদ্রব্যাপহারী চ বিপ্রদ্রব্যাপহারকঃ।
লাক্ষালৌহরসানাঞ্চ বিক্রেতা দুহিতুস্তথা ॥ ১০৪
মহাপাতকিনশ্চৈতে শূদ্রাণাং শবদাহকঃ।
ভবেয়ুরেতে পূতাশ্চ মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ১০৫

লক্ষ্মীরুবাচ

ভক্তানাং লক্ষণং ব্রূহি ভক্তানুগ্রহকারক।
যেষাং সন্দর্শনস্পর্শাৎ সদ্যঃপূতা নরাধমাঃ ॥ ১০৬
হরিভক্তিবিহীনাশ্চ মহাহঙ্কারসংযুতাঃ।
স্বপ্রশংসারতা ধূর্ত্তাঃ শঠাশ্চ সাধুনিন্দকাঃ ॥১০৭
পুনন্তি সর্ব্বতীর্থানি যেষাং স্নানাবগাহনাৎ।
যেষাঞ্চ পাদরজসা পূতা পাদোদকান্মহী ॥ ১০৮
যেষাং সন্দর্শনং স্পর্শং দেবা বাঞ্ছন্তি ভারতে।
সর্ব্বেষাং পরমো লাভো বৈষ্ণবানাং সমাগমঃ ॥
নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন বিষ্ণুভক্তাঃ ক্ষণাদহো ॥১১০

সৌতিরুবাচ।

মহালক্ষ্মীবচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মীকান্তশ্চ সস্মিতঃ।
নিগূঢ়তত্ত্বং কথিতুমৃষিশ্রেষ্ঠোপচক্রমে ॥ ১১১

নারায়ণ উবাচ।

ভক্তানাং লক্ষণং লক্ষ্মী গূঢ়ং শ্রুতিপুরাণয়োঃ।
পুণ্যস্বরূপং পাপঘ্নং সুখদং ভুক্তিমুক্তিদম্ ॥১১২

সারভূতং গোপনীয়ং ন বক্তব্যং খলেষু চ ।
ত্বাং পবিত্রাং প্রাণতুল্যাং কথয়ামি নিশাময় ॥
গুরুবক্ত্রাদ্বিষ্ণুমন্ত্রং যস্য কর্ণে প্রবিশ্যতি ।
বদন্তি বেদবেদাঙ্গাস্তং পবিত্রং নরোত্তমম্ ॥ ১১৪
পুরুষাণাং শতং পূর্ব্বং পূতং তজ্জন্মমাত্রতঃ ।
স্বর্গস্থং নরকস্থং বা মুক্তিং প্রাপ্নোতি তৎক্ষণম্ ॥
যৈঃ কৈশ্চিদ্‌যত্র বা জন্ম লব্ধং যেষু চ জন্মসু ।
জীবন্মুক্তাস্তে চ পূতা যান্তি কালে হরেঃ পদম্ ॥
মদ্ভক্তিযুক্তো মৎপূজানিযুক্তো মদ্‌গুণান্বিতঃ ।
মদ্‌গুণশ্লাঘনীয়শ্চ সন্নিবিষ্টশ্চ সন্ততম্ ॥ ১১৭
মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ সানন্দঃ পুলকান্বিতঃ ।
সগদ্‌গদঃ সাশ্রুনেত্রঃ স্বাত্মবিস্মৃত এব চ ॥ ১১৮
ন বাঞ্ছন্তি সুখং মুক্তিসালোক্যাদি চতুষ্টয়ম্ ।
ব্রহ্মত্বমমরত্বং বা তদ্বাঞ্ছা মম সেবনে ॥ ১১৯
ইন্দ্রত্বঞ্চ মনুত্বঞ্চ দেবত্বঞ্চ সুদুর্লভম্ ।
স্বর্গরাজ্যাদিভোগঞ্চ স্বপ্নে চ ন হি বাঞ্ছতি ॥ ১২০
ব্রহ্মস্থানি বিনশ্যন্তি দেবা ব্রহ্মাদয়স্তথা ।
কল্যাণভক্তিযুক্তশ্চ মদ্ভক্তো ন প্রণশ্যতি ॥ ১২১
ভ্রমন্তি ভারতে ভক্তা লব্ধা জন্ম সুদুর্লভম্ ।
তেঽপি যান্তি মহীং পূত্বা নরাস্তীর্থং মমালয়ম্ ॥
ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বং কুরু পদ্মে যথোচিতম্ ।
তদাজ্ঞয়া তাস্তচ্চক্রুর্হরিস্তস্থৌ সুখাসনে ॥ ১২৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদসম্বাদে সরস্বত্যুপাখ্যানং
নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

সরস্বতী পুণ্যক্ষেত্রমাজগাম চ ভারতম্ ।
গঙ্গাশাপেন কলয়া স্বয়ং তস্থৌ হরেঃ পদে ॥ ১
ভারতী ভারতং গত্বা ব্রাহ্মী চ ব্রহ্মণঃ প্রিয়া ।
বাগধিষ্ঠাতৃদেবী সা তেন বাণী চ কীর্ত্তিতা ॥ ২
সর্ব্ববিশ্বোপরিব্যাপী স্রোতস্যেব হি দৃশ্যতে ।
হরিঃ সরঃসু তস্যেয়ং তেন নাম্না সরস্বতী ॥ ৩
সরস্বতী নদীশা চ তীর্থরূপাতিপাবনী ।
পাপিপাপেধ্মদাহায় জ্বলদগ্নিস্বরূপিণী ॥ ৪
পশ্চাদ্ভগীরথানীতা মহীং ভাগীরথী শুভা ।
সমাজগাম কলয়া বাণীশাপেন নারদ ॥ ৫
তত্রৈব সময়ে তাঞ্চ দধার শিরসা শিবঃ ।
বেগং সোঢ়ুমশক্তায়া ভুবঃ প্রার্থনয়া বিভুঃ ॥ ৬
পদ্মা জগাম কলয়া সা চ পদ্মাবতী নদী ।
ভারতং ভারতীশাপাৎ স্বয়ং তস্থৌ হরেঃ পদে ॥ ৭
ততোঽন্যয়া সা কলয়া ললাভ জন্ম ভারতে ।
ধর্ম্মধ্বজসুতা লক্ষ্মীর্বিখ্যাতা তুলসীতি চ ॥ ৮
পুরা সরস্বতীশাপাৎ তৎপশ্চাদ্ধরিশাপতঃ ।
বভূব বৃক্ষরূপা সা কলয়া বিশ্বপাবনী ॥ ৯
কলেঃ পঞ্চসহস্রঞ্চ বর্ষং স্থিত্বা চ ভারতে ।
জগ্মুস্তত্র সরিদ্রূপং বিহায় শ্রীহরেঃ পদম্ ॥ ১০
যানি সর্ব্বাণি তীর্থানি কাশীং বৃন্দাবনং বিনা ।
যাস্যন্তি সার্দ্ধং তাভিশ্চ বৈকুণ্ঠমাজ্ঞয়া হরেঃ ॥ ১১
শালগ্রামো হরের্মূর্ত্তির্জগন্নাথশ্চ ভারতম্ ।
কলের্দশসহস্রান্তে যযৌ ত্যক্ত্বা হরেঃ পুরম্ ॥ ১২
বৈষ্ণবাশ্চ পুরাণানি সাঙ্খ্যানি শ্রাদ্ধতর্পণম্ ।
বেদোক্তানি চ কর্ম্মাণি যযুস্তৈঃ সার্দ্ধমেব চ ॥ ১৩
হরিপূজা হরের্নাম তৎকীর্ত্তিগুণকীর্ত্তনম্ ।
বেদাঙ্গানি চ শাস্ত্রাণি যযুস্তৈঃ সার্দ্ধমেব চ ॥ ১৪
সত্ত্বঞ্চ সত্যং ধর্ম্মশ্চ বেদাশ্চ গ্রাম্যদেবতাঃ ।
ব্রতং তপস্যানশনং যযুস্তৈঃ সার্দ্ধমেব চ ॥ ১৫
বামাচাররতাঃ সর্ব্বে মিথ্যাকাপট্যসংযুতাঃ ।
তুলসীবর্জ্জিতাঃ পূজা ভবিষ্যন্তি ততঃ পরম্ ॥ ১৬
একাদশীবিহীনাশ্চ সর্ব্বে ধর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ ।
হরিপ্রসঙ্গবিমুখা ভবিষ্যন্তি ততঃ পরম্ ॥ ১৭
শঠাঃ ক্রূরা দাম্ভিকাশ্চ মহাহঙ্কারসংযুতাঃ ।
চৌরাশ্চ হিংসকাঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি ততঃ পরম্ ॥
পুংসাং ভেদশ্চ স্ত্রীভেদো বিবাহো রাশিনির্ণয়ঃ ।
স্বস্বামিভেদো বস্তূনাং ন ভবিষ্যতি তৎপরম্ ॥ ১৯
সর্ব্বে জনাঃ স্ত্রীবশাশ্চ পুংশ্চল্যশ্চ গৃহে গৃহে ।
তর্জ্জনৈর্ভর্ৎসনৈঃ শশ্বৎ স্বামিনং তাড়য়ন্তি চ ॥ ২০
গৃহেশ্বরী চ গৃহিণী গৃহী ভৃত্যাধিকোঽধমঃ ।
চেটীভৃত্যসমৌ বধ্বাঃ শ্বশ্রূশ্চ শ্বশুরস্তথা ॥ ২১
কর্ত্তারো বলিনো গেহে যোনিসম্বন্ধবান্ধবাঃ ।
বিদ্যাসম্বন্ধিভিঃ সার্দ্ধং সম্ভাষোঽপি ন বিদ্যতে ॥
যথাপরিচিতা লোকাস্তথা পুংসশ্চ বান্ধবাঃ ।
সর্ব্বকর্ম্মাক্ষমাঃ পুংসো যোষিতামাজ্ঞয়া বিনা ॥ ২৩

ম্লেচ্ছশাস্ত্রং পঠিষ্যন্তি স্বশাস্ত্রাণি বিহায় চ।
ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং বংশাঃ শূদ্রাণাং সেবকাঃ কলৌ ॥
সূপকারা ভবিষ্যন্তি ধাবকা বৃষবাহকাঃ।
সত্যহীনা জনাঃ সর্ব্বে শস্যহীনা চ মেদিনী ॥ ২৫
ফলহীনাশ্চ তরবোঽপত্যহীনাশ্চ যোষিতঃ।
ক্ষীরহীনাস্তথা গাবঃ ক্ষীরং সর্পির্বিবর্জ্জিতম্ ॥ ২৬
দম্পতী প্রীতিহীনৌ চ গৃহিণঃ সুখবর্জ্জিতাঃ।
প্রতাপহীনা ভূপাশ্চ প্রজাশ্চ করপীড়িতাঃ ॥ ২৭
জলহীনা নদাঃ নদ্যো দীর্ঘিকাঃ কন্দরাদয়ঃ।
ধর্ম্মহীনাঃ পুণ্যহীনা বর্ণাশ্চত্বার এব চ ॥ ২৮
লক্ষেষু পুণ্যবান্ কোঽপি ন তিষ্ঠতি ততঃ পরম্।
কুৎসিতা বিকৃতাকারা নরা নার্য্যশ্চ বালকাঃ ॥ ২৯
কুবার্ত্তাঃ কুৎসিতাঃ শব্দাঃ ভবিষ্যন্তি ততঃ পরম্।
কেচিদ্‌গ্রামাশ্চ নগরা নরশূন্যা ভয়ানকাঃ ॥ ৩০
কেচিৎ স্বল্পকুটীরেণ নরেণ চ সমন্বিতাঃ।
অরণ্যানি ভবিষ্যন্তি গ্রামেষু নগরেষু চ ॥ ৩১
অরণ্যবাসিনঃ সর্ব্বে জনাশ্চ করপীড়িতাঃ।
শস্যানি চ ভবিষ্যন্তি তড়াগেষু নদীষু চ ॥ ৩২
প্রকৃষ্টানি চ ক্ষেত্রাণি শস্যহীনানি তৎপরম্।
হীনাঃ প্রকৃষ্টা ধনিনো বলদর্পসমন্বিতাঃ ॥ ৩৩
প্রকৃষ্টবংশজা হীনা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।
অলীকবাদিনো ধূর্ত্তাঃ শঠাশ্চ সত্যবাদিনঃ ॥ ৩৪
পাপিনঃ পুণ্যবন্তশ্চাপ্যশিষ্টাঃ শিষ্টমেব চ।
জিতেন্দ্রিয়ং লম্পটাশ্চ পুংশ্চল্যশ্চ পতিব্রতাম্ ॥ ৩৫
তপস্বিনঃ পাতকিনো বিষ্ণুভক্তমবৈষ্ণবাঃ।
অহিংসকং দয়াযুক্তং চৌরাশ্চ নরঘাতিনঃ ॥ ৩৬
ভিক্ষুবেশধরা ধূর্ত্তা নিন্দন্ত্যপহসন্তি চ।
ভূতাদিসেবানিপুণা জনানাং মন্দকারিণঃ ॥ ৩৭
পূজিতাস্তে ভবিষ্যন্তি বঞ্চকা জ্ঞানদুর্ব্বলাঃ।
বামনা ব্যাধিযুক্তাশ্চ নরা নার্য্যশ্চ সর্ব্বতঃ ॥ ৩৮
অল্পায়ুষো জরাযুক্তা যৌবনেষু কলৌ যুগে।
পলিতাঃ ষোড়শে বর্ষে মহান্ বৃদ্ধস্তু বিংশতৌ ৩৯
অষ্টবর্ষা চ যুবতী রজোযুক্তা চ গর্ভিণী।
বৎসরান্তে প্রসূতা স্ত্রী ষোড়শেন জরান্বিতা ॥ ৪০
এতাঃ কাশ্চিৎ সহস্রেষু সর্ব্বা বন্ধ্যাঃ কলৌ যুগে।
কন্যাবিক্রয়িণঃ সর্ব্বে বর্ণাশ্চত্বার এব চ ॥ ৪১
মাতৃজায়াবধূনাঞ্চ জারোপার্জ্জনভক্ষকাঃ।
কন্যানাং ভগিনীনাঞ্চ জারোপার্জ্জনজীবিনঃ ॥ ৪২

হরের্নামবিক্রয়িণো ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।
স্বয়মুৎসৃজ্য দানঞ্চ কীর্ত্তিবর্দ্ধনহেতবে ॥ ৪৩
তৎপশ্চান্মনসালোচ্য স্বয়মুল্লঙ্ঘয়িষ্যতি।
দেববৃত্তিং ব্রহ্মবৃত্তিং বৃত্তিং গুরুকুলস্য চ ॥ ৪৪
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা সর্ব্বমুল্লঙ্ঘয়িষ্যতি।
কন্যকাগামিনঃ কেচিৎ কেচিচ্চ শ্বশ্রূগামিনঃ ॥ ৪৫
কেচিদ্বধূগামিনশ্চ কেচিচ্চ সর্ব্বগামিনঃ।
ভগিনীগামিনঃ কেচিৎ সপত্নীমাতৃগামিনঃ ॥ ৪৬
ভ্রাতৃজায়াগামিনশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে।
অগম্যাগমনঞ্চৈব করিষ্যন্তি গৃহে গৃহে ॥ ৪৭
মাতৃযোনিং পরিত্যজ্য বিহরিষ্যন্তি সর্ব্বতঃ।
পত্নীনাং নির্ণয়ো নাস্তি ভ্রাতৃণাঞ্চ কলৌ যুগে ॥ ৪৮
প্রজানাঞ্চৈব গ্রামাণাং বস্তূনাঞ্চ বিশেষতঃ।
অলীকবাদিনঃ সর্ব্বে সর্ব্বে চৌরাশ্চ লম্পটাঃ ॥ ৪৯
পরস্পরং হিংসকাশ্চ সর্ব্বে চ নরঘাতিনঃ।
ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং বংশা ভবিষ্যন্তি চ পাপিনঃ ॥ ৫০
লাক্ষালৌহরসানাঞ্চ ব্যাপারং লবণস্য চ।
বৃষবাহা বিপ্রবংশা শূদ্রাণাং শবদাহিনঃ ॥ ৫১
শূদ্রান্নভোজিনঃ সর্ব্বে সর্ব্বে চ বৃষলীরতাঃ।
পঞ্চপর্ব্বপরিত্যক্তাঃ কুহূরাত্রৌ চ ভোজিনঃ ॥ ৫২
যজ্ঞসূত্রবিহীনাশ্চ সন্ধ্যাশৌচবিহীনকাঃ।
পুংশ্চলী বার্দ্ধুষাবীরা কুট্টনী চ রজস্বলা ॥ ৫৩
বিপ্রাণাং রন্ধনাগারে ভবিষ্যন্তি চ পাচিকাঃ।
অন্নানাং নির্ণয়ো নাস্তি যোনীনাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ৫৪
আশ্রমাণাং জনানাঞ্চ সর্ব্বে ম্লেচ্ছাঃ কলৌ যুগে ॥
এবং কলৌ সম্প্রবৃত্তে সর্ব্বে ম্লেচ্ছময়ে ভবে।
হস্তপ্রমাণে বৃক্ষে চাঙ্গুষ্ঠমানে চ মানবে ॥ ৫৬
বিপ্রস্য বিষ্ণুযশসঃ পুত্রঃ কল্কী ভবিষ্যতি।
নারায়ণকলাংশশ্চ ভগবান্ বলিনাং বলী ॥ ৫৭
দীর্ঘেণ করবালেন দীর্ঘঘোটকবাহনঃ।
ম্লেচ্ছশূন্যাঞ্চ পৃথিবীং ত্রিরাত্রেণ করিষ্যতি ॥ ৫৮
নির্ম্লেচ্ছাং বসুধাং কৃত্বা চান্তর্দ্ধানং করিষ্যতি।
অরাজকা চ বসুধা দস্যুগ্রস্তা ভবিষ্যতি ॥ ৫৯
স্থলপ্রমাণং ষড়্‌রাত্রং বর্ষধারাপ্লুতা মহী।
লোকশূন্যা বৃক্ষশূন্যা গৃহশূন্যা ভবিষ্যতি ॥ ৬০
ততশ্চ দ্বাদশাদিত্যাঃ করিষ্যন্ত্যাদয়ং মুনে।
প্রাপ্নোতি শুষ্কতাং পৃথ্বী সমা তেষাঞ্চ তেজসা ॥
কলৌ গতে চ দুর্দ্ধর্ষে সম্প্রবৃত্তে কৃতে যুগে।

তপঃসত্যসমাযুক্তো ধর্ম্মঃ পূর্ণো ভবিষ্যতি ॥ ৬২
তপস্বিনশ্চ ধর্ম্মিষ্ঠা বেদজ্ঞা ব্রাহ্মণা ভুবি ।
পতিব্রতাশ্চ ধর্ম্মিষ্ঠা যোষিতশ্চ গৃহে গৃহে ॥ ৬৩
রাজানঃ ক্ষত্রিয়াঃ সর্ব্বে বিপ্রভক্তা মহামুনে ।
প্রতাপবন্তো ধর্ম্মিষ্ঠাঃ পুণ্যকর্ম্মরতাঃ সদা ॥ ৬৪
বৈশ্যা বাণিজ্যনিরতা বিপ্রভক্তাশ্চ ধার্ম্মিকাঃ ।
শূদ্রাশ্চ পুণ্যশীলাশ্চ ধর্ম্মিষ্ঠা বিপ্রসেবিনঃ ॥ ৬৫
বিপ্রক্ষত্রবিশাং বংশা বিষ্ণুযজ্ঞপরায়ণাঃ ।
বিষ্ণুমন্ত্ররতাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুভক্তাশ্চ বৈষ্ণবাঃ ॥ ৬৬
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণজ্ঞা ধর্ম্মজ্ঞা ঋতুগামিনঃ ।
লেশো নাস্তি হ্যধর্ম্মাণাং ধর্ম্মপূর্ণে কৃতে যুগে ॥ ৬৭
ধর্ম্মস্ত্রিপাচ্চ ত্রেতায়াং দ্বিপাচ্চ দ্বাপরে স্মৃতঃ ।
কলৌ কৃতে চৈকপাচ্চ সর্ব্বলুপ্তস্ততঃ পরম্ ॥ ৬৮
বারাঃ সপ্ত যথা বিপ্র তিথয়ঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ ।
যথা দ্বাদশমাসাশ্চ ঋতবশ্চ ষড়েব চ ॥ ৬৯
দ্বৌ পক্ষৌ চায়নে দ্বে চ চতুর্ভিঃ প্রহরৈর্দিনম্ ।
চতুর্ভিঃ প্রহরৈ রাত্রির্মাসস্ত্রিংশদ্দিনৈস্তথা ॥ ৭০
বর্ষঃ পঞ্চবিধো জ্ঞেয়ঃ কালসংখ্যাবিধিক্রমে ।
যথা চায়ান্তি যান্ত্যেব তথা যুগচতুষ্টয়ম্ ॥ ৭১
বর্ষে পূর্ণে নরাণাঞ্চ দেবানাঞ্চ দিবানিশম্ ।
শতত্রয়ে ষষ্ট্যধিকে নরাণাঞ্চ যুগে গতে ।
দেবানাঞ্চ যুগো জ্ঞেয়ঃ কালসংখ্যাবিদাং মতম্ ॥
মন্বন্তরস্তু দিব্যানাং যুগানামেকসপ্ততিঃ ।
মন্বন্তরসমং জ্ঞেয়ঞ্চেন্দ্রায়ুঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৭৩
অষ্টাবিংশতিমে চেন্দ্রে গতে ব্রহ্মদিবানিশম্ ।
অষ্টোত্তরে বর্ষশতে গতে পাতশ্চ ব্রহ্মণঃ ॥ ৭৪
প্রলয়ঃ প্রাকৃতো জ্ঞেয়স্তত্রাদৃষ্টা বসুন্ধরা ।
জলপ্লুতানি বিশ্বানি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ॥ ৭৫
ঋষয়ো জীবিনঃ সর্ব্বে লীনাঃ কৃষ্ণে পরাৎপরে ।
তত্রৈব প্রকৃতির্লীনা তেন প্রাকৃতিকো লয়ঃ ॥ ৭৬
লয়ে প্রাকৃতিকেঽতীতে পাতে চ ব্রহ্মণো মুনে ।
নিমেষমাত্রং কালশ্চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৭৭
এবং নশ্যন্তি সর্ব্বাণি ব্রহ্মাণ্ডান্যখিলানি চ ।
স্থিতৌ গোলোক-বৈকুণ্ঠৌ শ্রীকৃষ্ণশ্চ সপার্ষদঃ ॥ ৭৮
নিমেষমাত্রং প্রলয়ং যত্র বিশ্বং জলপ্লুতম্ ।
নিমেষান্তরে কালে পুনঃ সৃষ্টিঃ ক্রমেণ চ ॥ ৭৯
এবং কতিবিধা সৃষ্টির্লয়ঃ কতিবিধোঽপি বা ।
কতিকৃত্বো গতায়াতঃ সংখ্যাং জানাতি কঃ পুমান্ ॥
সৃষ্টীনাঞ্চ লয়ানাঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ নারদ ।
ব্রহ্মাদীনাঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডে সংখ্যাং জানাতি কঃ পুমান্
ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ সর্ব্বেষামীশ্বরশ্চৈক এব সঃ ।
সর্ব্বেষাং পরমাত্মা চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥৮২
ব্রহ্মাদয়শ্চ তস্যাংশাস্তস্যাংশশ্চ মহান্ বিরাট্ ।
তস্যাংশশ্চ বিরাট্ ক্ষুদ্রস্তস্যাংশঃ প্রকৃতিঃ স্মৃতা ॥
স চ কৃষ্ণো দ্বিধাভূতো দ্বিভুজশ্চ চতুর্ভুজঃ ।
চতুর্ভুজশ্চ বৈকুণ্ঠে গোলোকে দ্বিভুজঃ স্বয়ম্ ॥৮৪
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং সর্ব্বং প্রাকৃতিকং ভবে ।
যদ্যৎ প্রাকৃতিকং সৃষ্টং সর্ব্বং নশ্বরমেব চ ॥ ৮৫
এবং বিদ্ধি সৃষ্টিহেতুং সত্যং নিত্যং সনাতনম্ ।
স্বেচ্ছাময়ং পরং ব্রহ্ম নির্লিপ্তং নির্গুণং পরম্ ॥৮.
নিরুপাধিং নিরাকারং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্ ।
অতীব কমনীয়ঞ্চ নবীননীরদপ্রভম্ ॥ ৮৭
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং গোপবেশকিশোরকম্ ।
সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বসেব্যঞ্চ পরমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ৮৮
করোতি ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডং জ্ঞানাত্মা কমলোদ্ভবম্ ।
শিবো মৃত্যুঞ্জয়শ্চৈব সংহর্ত্তা সর্ব্বতত্ত্ববিৎ ॥ ৮৯
যস্য জ্ঞানাদ্যত্তপসা সর্ব্বেশস্তৎসমো মহান্ ।
মহাবিভূতিযুক্তশ্চ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদা স্বয়ম্ ॥ ৯০
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বপাতা প্রদাতা সর্ব্বসম্পদাম্ ।
বিষ্ণুঃ সর্ব্বেশ্বরঃ শ্রীমান্ যস্য জ্ঞানাজ্জগৎপতিঃ ॥
মহামায়া চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বশক্তিমতীশ্বরী ।
যজ্জ্ঞানাদ্যস্য তপসা যদ্ভক্ত্যা যস্য সেবয়া ॥ ৯২
সাবিত্রী বেদমাতা চ বেদাধিষ্ঠাতৃদেবতা ।
পূজ্যা দ্বিজানাং বেদজ্ঞা যজ্জ্ঞানাদ্যস্য সেবয়া ॥
সর্ব্ববিদ্যাধিদেবী সা পূজ্যা চ বিদুষাং পরা ।
যৎসেবয়া যত্তপসা যস্য জ্ঞানাৎ সরস্বতী ॥ ৯৪
যৎসেবয়া যত্তপসা প্রদাত্রী সর্ব্বসম্পদাম্ ।
ধনধান্যাদিদেবী যা মহালক্ষ্মীঃ সনাতনী ॥ ৯৫
যৎসেবয়া যত্তপসা সর্ব্ববিশ্বেষু পূজিতা ।
সর্ব্বগ্রামাধিদেবী সা সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী ॥ ৯৬
সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্ববন্দ্যা সর্ব্বং প্রাপ পতিং সতী ।
সর্ব্বস্তুতা চ সর্ব্বজ্ঞা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ॥ ৯৭
কৃষ্ণবামাংশসম্ভূতা কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবতা ।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা প্রেম্না রাধিকা কৃষ্ণসেবয়া ॥ ৯৮
সর্ব্বাধিকঞ্চ রূপঞ্চ সৌভাগ্যমানগৌরবম্ ।
কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থানং পত্নীত্বং প্রাপ সেবয়া ॥ ৯৯

তপশ্চকার সা পূর্ব্বং শতশৃঙ্গে চ পর্ব্বতে।
দিব্যং যুগসহস্রঞ্চ নিরাহারা কৃশা সতী ॥ ১০০
কৃশাং নিশ্বাসরহিতাং দৃষ্ট্বা চন্দ্রকলোপমাম্।
কৃষ্ণো বক্ষঃস্থলে কৃত্বা রুরোদ কৃপয়া বিভুঃ ॥ ১০১
বরং তস্যৈ দদৌ সারং সর্ব্বেষামপি দুর্লভম্।
মম বক্ষঃস্থলে তিষ্ঠ ময়ি তে ভক্তিরস্ত্বিতি ॥ ১০২
সৌভাগ্যেন চ মানেন প্রেম্ণা চ গৌরবেণ চ।
ত্বং মে শ্রেষ্ঠা চ প্রেষ্ঠা চ জ্যেষ্ঠা চ সর্ব্বযোষিতাম্
বরিষ্ঠা চ গরিষ্ঠা চ সংস্তুতা পূজিতা ময়া।
সন্ততং তব সাধ্যোঽহং রাধ্যশ্চ প্রাণবল্লভে ॥১০৪
ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথশ্চকার চেতনাং ততঃ।
সপত্নীরহিতাং তাঞ্চ চকার প্রাণবল্লভাম্ ॥ ১০৫
অন্যা যা যাশ্চ দেব্যশ্চ পূজিতাস্তস্য সেবয়া।
তপস্যা যাদৃশী যাসাং তাসাং তাদৃক্ ফলং মুনে ॥
দিব্যং বর্ষসহস্রঞ্চ তপস্তপ্ত্বা হিমালয়ে।
দুর্গা চ তৎপদং ধ্যাত্বা সর্ব্বপূজ্যা বভূব হ ॥ ১০৭
সরস্বতী তপস্তপ্ত্বা পর্ব্বতে গন্ধমাদনে।
লক্ষবর্ষঞ্চ দিব্যঞ্চ সর্ব্ববন্দ্যা বভূব সা ॥ ১০৮
লক্ষ্মীর্যুগশতং দিব্যং তপস্তপ্ত্বা চ পুষ্করে।
সর্ব্বসম্পৎপ্রদাত্রী চ বভূব তস্য সেবয়া ॥ ১০৯
সাবিত্রী মলয়ে তপ্ত্বা দ্বিজপূজ্যা বভূব সা।
ষষ্টিং বর্ষসহস্রঞ্চ দিব্যং ধ্যাত্বা চ তৎপদম্ ॥১১০
শতমন্বন্তরং তপ্তং শঙ্করেণ পুরা বিভো।
শতমন্বন্তরঞ্চৈব ব্রহ্মণা তস্য ভক্তিতঃ।
শতমন্বন্তরং বিষ্ণুস্তপ্ত্বা পাতা বভূব হ ॥ ১১১
শতমন্বন্তরং ধর্ম্মস্তপ্ত্বা পূজ্যো বভূব হ।
মন্বন্তরং তপস্তেপে শেষো ভক্ত্যা চ নারদ ॥১১২
মন্বন্তরঞ্চ সূর্য্যশ্চ শক্রশ্চন্দ্রস্তথৈব চ ॥ ১১৩
দিব্যং শতযুগঞ্চৈব বায়ুস্তপ্ত্বা চ ভক্তিতঃ।
সর্ব্বপ্রাণঃ সর্ব্বপূজ্যঃ সর্ব্বাধারো বভূব সঃ ॥ ১১৪
এবং কৃষ্ণস্য তপসা সর্ব্বে দেবাশ্চ পূজিতাঃ।
মুনয়ো মানবা ভূপা ব্রাহ্মণাশ্চৈব পূজিতাঃ ॥১১৫
এবং তে কথিতং সর্ব্বং পুরাণঞ্চ তথাগমম্।
গুরুবক্ত্রাদ্‌যথা জ্ঞাতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে কাল-কলীশ্বর-
গুণনিরূপণং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ।

হরের্নিমেষমাত্রেণ ব্রহ্মণঃ পাত এব চ।
তস্য পাতে প্রাকৃতিকঃ প্রলয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১
প্রলয়ে প্রাকৃতে চোক্তং তত্রাদৃষ্টা বসুন্ধরা।
জলপ্লুতানি বিশ্বানি সর্ব্বে লীনা হরাবিতি ॥ ২
বসুন্ধরা তিরোভূতা কুত্র বা তত্র তিষ্ঠতি।
সৃষ্টের্বিধানসময়ে সাবির্ভূতা কথং পুনঃ ॥ ৩
কথং বভূব সা ধন্যা মান্যা সর্ব্বাশ্রয়া জয়া।
তস্যাশ্চ জন্মকথনং বদ মঙ্গলকারণম্ ॥ ৪

নারায়ণ উবাচ।

সর্ব্বাদিসৃষ্টৌ সর্ব্বেষাং জন্ম কৃষ্ণাদিতি শ্রুতিঃ।
আবির্ভাবস্তিরোভাবঃ সর্গেষু প্রলয়েষু চ ॥ ৫
শ্রূয়তাং বসুধাজন্ম সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্।
বিঘ্ননিঘ্নকরং পাপনাশনং পুণ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ৬
অহো কেচিদ্বদন্তীতি মধুকৈটভমেদসা।
বভূব বসুধা ধন্যা তদ্বিরুদ্ধমতং শৃণু ॥ ৭
ঊচতুস্তৌ পুরা বিষ্ণুং তুষ্টৌ যুদ্ধেন তেজসা।
আবাং জহি ন যত্রোর্ব্বী পয়সা সংবৃতেতি চ ॥ ৮
তয়োরুর্ব্বী বধকালে প্রত্যক্ষা সাভবৎ স্ফুটম্।
ততো বভূব মেদশ্চ মরণানন্তরং তয়োঃ ॥ ৯
মেদিনীতি চ বিখ্যাতেত্যুক্তং যৈস্তন্মতং শৃণু।
জলধৌতা কৃশা পূর্ব্বং বর্দ্ধিতা মেদসা যতঃ ॥ ১০
কথয়ামি চ তজ্জন্ম সার্থকং সর্ব্বসম্মতম্।
পুরা শ্রুতং যং শ্রুত্যুক্তং ধর্ম্মবক্ত্রাচ্চ পুষ্করে ॥ ১১
মহাবিরাট্‌শরীরস্থ জলস্থস্য চিরং স্ফুটম্।
মলো বভূব কালেন সর্ব্বাঙ্গব্যাপকো ধ্রুবম্ ॥ ১২
স চ প্রবিষ্টঃ সর্ব্বেষাং তল্লোম্নাং বিবরেষু চ।
কালেন মহতা তস্মাদ্বভূব বসুধা মুনে ॥ ১৩
প্রত্যেকং প্রতিলোম্নাঞ্চ কূপেষু সা স্থিরা স্থিতা।
আবির্ভূতা তিরোভূতা সজলা চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৪
আবির্ভূতা সৃষ্টিকালে তজ্জলাৎ পর্য্যুপস্থিতা।
প্রলয়ে চ তিরোভূতা জলাভ্যন্তরবস্থিতা ॥ ১৫
প্রতিবিশ্বেষু বসুধা শৈলকাননসংযুতা।
সপ্তসাগরসংযুক্তা সপ্তদ্বীপমিতা সতী ॥ ১৬
হিমাদ্রিমেরুসংযুক্তা গ্রহচন্দ্রার্কসংযুতা।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদ্যৈশ্চ সুরলোকৈঃ কৃতালয়া ॥ ১৭

পুণ্যতীর্থসমাযুক্তা পুণ্যভারতসংযুতা।
কাঞ্চনীভূমিসংযুক্তা সর্ব্বদুর্গসমন্বিতা॥ ১৮
পাতালসপ্ত তদধস্তদূর্দ্ধে ব্রহ্মলোককঃ।
ধ্রুবলোকশ্চ তত্রৈব সর্ব্ববিশ্বঞ্চ তত্র বৈ॥ ১৯
এবং সর্ব্বাণি বিশ্বানি পৃথিব্যাং নির্ম্মিতানি বৈ।
উর্দ্ধ্বে গোলোকবৈকুণ্ঠৌ নিত্যৌ বিশ্বপরৌ চ তৌ॥
নশ্বরাণি চ বিশ্বানি সর্ব্বাণি কৃত্রিমাণি চ।
প্রলয়ে প্রাকৃতে ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণশ্চ নিপাতনে॥ ২১
মহাবিরাড়াদিসৃষ্টৌ সৃষ্টঃ কৃষ্ণেন চাত্মনা।
নিত্যে স্থিতঃ স প্রলয়ে কাষ্ঠাকাশেশ্বরৈঃ সহ॥ ২২
ক্ষিত্যধিষ্ঠাতৃদেবী সা বারাহে পূজিতা সুরৈঃ।
মনুভির্ম্মুনিভির্বিপ্রৈর্গন্ধর্ব্বাদিভিরেব চ॥ ২৩
বিষ্ণোর্ব্বরাহরূপস্য পত্নী সা শ্রুতিসম্মতা।
তৎপুত্রো মঙ্গলো জ্ঞেয়ো ঘণ্টেশো মঙ্গলাত্মজঃ॥

নারদ উবাচ।

পূজিতা কেন রূপেণ বারাহে চ সুরৈর্ম্মহী।
বরাহেণ চ বারাহী সর্ব্বৈঃ সর্ব্বাশ্রয়া সতী॥ ২৫
তস্যাঃ পূজাবিধানঞ্চাপ্যধশ্চোদ্ধরণ ক্রমম্।
মঙ্গলং মঙ্গলস্যাপি জন্ম ব্যাসং বদ প্রভো॥ ২৬

নারায়ণ উবাচ।

বারাহে চ বরাহশ্চ ব্রহ্মণা সংস্তুতঃ পুরা।
উদ্দধার মহীং হত্বা হিরণ্যাক্ষং রসাতলাৎ॥ ২৭
জলে তাং স্থাপয়ামাস পদ্মপত্রং যথার্ণবে।
তত্রৈব নির্ম্মমে ব্রহ্মা সর্ব্ববিশ্বং মনোহরম্॥ ২৮
দৃষ্ট্বা তদধিদেবীঞ্চ সকামাং কামুকো হরিঃ।
বরাহরূপী ভগবান্ কোটিসূর্য্যসমপ্রভঃ॥ ২৯
কৃত্বা রতিকরীং শয্যাং মূর্ত্তিঞ্চ সুমনোহরাম্।
ক্রীড়াং চকার রহসি দিব্যবর্ষমহর্নিশম্॥ ৩০
সুখসম্ভোগসংস্পর্শান্মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ সুন্দরী।
বিদগ্ধায়া বিদগ্ধেন সঙ্গমোঽতিসুখপ্রদঃ॥ ৩১
বিষ্ণুস্তদঙ্গসংশ্লেষাদ্বুবুধে ন দিবানিশম্।
বর্ষান্তে চেতনাং প্রাপ্য কামী তত্যাজ কামুকীম্॥৩২
পূর্ব্বরূপঞ্চ বারাহং দধার চাবলীলয়া।
পূজাং চকার ভক্ত্যা চ ধ্যাত্বা চ ধরণীং সতীম্॥৩৩
ধূপৈর্দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ সিন্দূরৈরনুলেপনৈঃ।
বস্ত্রৈঃ পুষ্পৈশ্চ বলিভিঃ সম্পূজ্যোবাচ তাং হরিঃ

মহাবরাহ উবাচ।

সর্ব্বাধারা ভব শুভে সর্ব্বৈঃ সম্পূজিতা সুখম্।
মুনিভির্ম্মনুভির্দেবৈঃ সিদ্ধৈশ্চ মানবাদিভিঃ॥ ৩৫
অম্বুবাচীত্যাগদিনে গৃহারম্ভপ্রবেশনে।
বাপীতড়াগারম্ভে চ গৃহে চ কৃষিকর্ম্মণি॥ ৩৬
তব পূজাং করিষ্যন্তি মদ্বরেণ সুরাদয়ঃ।
মূঢ়া যে ন করিষ্যন্তি যাস্যন্তি নরকঞ্চ তে॥ ৩৭

বসুধোবাচ।

বহামি সর্ব্বং বারাহরূপেণাহং তবাজ্ঞয়া।
লীলামাত্রেণ ভগবন্ বিশ্বঞ্চ সচরাচরম্॥ ৩৮
মুক্তাং শুক্তিং হরেরর্চ্চাং শিবলিঙ্গং শিলাং তথা।
শঙ্খং প্রদীপং রত্নঞ্চ মাণিক্যং হীরকং মণিম্॥৩৯
যজ্ঞসূত্রঞ্চ পুষ্পঞ্চ পুস্তকং তুলসীদলম্।
জপমালাং পুষ্পমালাং কর্পূরঞ্চ সুবর্ণকম্॥ ৪০
গোরোচনাং চন্দনঞ্চ শালগ্রামজলং তথা।
এতান্ বোঢ়ুমশক্তাহং ক্লিষ্টা চ ভগবন্ শৃণু॥৪১

শ্রীভগবানুবাচ।

দ্রব্যাণ্যেতানি যে মূঢ়া অর্পয়িষ্যন্তি সুন্দরি।
তে যাস্যন্তি কালসূত্রং দিব্যং বর্ষশতং ত্বয়ি॥ ৪২
ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবান্ বিররাম চ নারদ।
বভূব তেন গর্ভেণ তেজস্বী মঙ্গলগ্রহঃ॥ ৪৩
পূজাং চক্রুঃ পৃথিব্যাশ্চ তে সর্ব্বে চাজ্ঞয়া হরেঃ।
কাণ্বশাখোক্তধ্যানেন তুষ্টুবুঃ স্তবনেন চ॥ ৪৪
দদুর্ম্মূলেন মন্ত্রেণ নৈবেদ্যাদিকমেব চ।
সংস্তুতা ত্রিষু লোকেষু পূজিতা সা বভূব হ॥ ৪৫

নারদ উবাচ।

কিং ধ্যানং স্তবনং কিং বা তস্যা মূলঞ্চ কিং বদ।
গূঢ়ং সর্ব্বপুরাণেষু শ্রোতুং কৌতূহলং মম॥ ৪৬

নারায়ণ উবাচ।

আদৌ চ পৃথিবী দেবী বরাহেণ চ পূজিতা।
ততো হি ব্রহ্মণা পশ্চাৎ ততশ্চ পৃথুনা পুরা॥৪৭
ততঃ সর্ব্বৈর্ম্মুনীন্দ্রৈশ্চ মনুভির্নারদাদিভিঃ।
ধ্যানঞ্চ স্তবনং মন্ত্রং শৃণু বক্ষ্যামি নারদ॥ ৪৮
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং বসুধায়ৈ স্বাহেত্যনেন পূজিতা*
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং শতচন্দ্রসমপ্রভাম্।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গীং সর্ব্বভূষণভূষিতাম্॥ ৫০

---

* ওঁ হ্রীং শ্রীং বাং বসুধায়ৈ স্বাহা।
ইত্যনেন মন্ত্রেণ পূজিতা বিষ্ণুনা পুরা।
ইতি পাঠশ্চ দৃশ্যতে।

রত্নাধারাং রত্নগর্ভাং রত্নাকরসমন্বিতাম্ ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং সস্মিতাং বন্দিতাং ভজে ॥
ধ্যানেনানেন সা দেবী সর্ব্বৈশ্চ পূজিতা ভবে ।
স্তবনং শৃণু বিপ্রেন্দ্র কাণ্বশাখোক্তমেব চ ॥ ৫২

বিষ্ণুরুবাচ ।

জয়ে জয় জয়াধারে জয়শীলে জয়প্রদে ।
যজ্ঞশূকরজায়ে চ জয়ং দেহি জয়াবহে ॥ ৫৩
মঙ্গলে মঙ্গলাধারে মঙ্গল্যে মঙ্গলপ্রদে ।
মঙ্গলার্থে মঙ্গলাংশে মঙ্গলং দেহি মে ভবে ॥ ৫৪
সর্ব্বাধারে সর্ব্ববীজে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে ।
সর্ব্বকামপ্রদে দেবি সর্ব্বেষ্টং দেহি মে ভবে ॥ ৫৫
পুণ্যস্বরূপে জীবানাং পুণ্যরূপে সনাতনি ।
পুণ্যাশ্রয়ে পুণ্যবতামালয়ে পুণ্যদে ভবে ॥ ৫৬
রত্নাধারে রত্নগর্ভে রত্নাকরসমন্বিতে ।
স্ত্রীরত্নরূপে রত্নাঢ্যে রত্নসারপ্রদে ভবে ॥ ৫৭
সর্ব্বশস্যালয়ে সর্ব্বশস্যাঢ্যে সর্ব্বশস্যদে ।
সর্ব্বশস্যহরে কালে সর্ব্বশস্যাত্মিকে ভবে ॥ ৫৮
ভূমে ভূমিপসর্ব্বস্বে ভূমিপালপরায়ণে ।
ভূমিপাহঙ্কাররূপে ভূমিং দেহি চ ভূমিদে ॥ ৫৯
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং তাং সংপূজ্য চ যঃ পঠেৎ ।
কোটি কোটি জন্ম জন্ম স ভবেদ্ভূমিপেশ্বরঃ ॥ ৬০
ভূমিদানকৃতং পুণ্যং লভতে পঠনাজ্জনঃ ।
ভূমিদানহরাৎ পাপাৎ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৬১
অম্বুবাচীভূখননপাপাৎ স মুচ্যতে ধ্রুবম্ ।
অন্যকূপে কূপদজাৎ পাপাৎ স মুচ্যতে ধ্রুবম্ ।
পরভূশ্রাদ্ধজাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬২
ভূমৌ বীর্য্যত্যাগপাপাদ্ভূমৌ দীপাদিস্থাপনাৎ ।
পাপাৎ প্রমুচ্যতে প্রাজ্ঞঃস্তোত্রস্য পঠনান্মুনে ।
অশ্বমেধশতং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
পৃথিব্যুপাখ্যানে পৃথিবীস্তোত্রং
নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

ভূমিদানকৃতং পুণ্যং পাপং তদ্ধরণেন যৎ ।
পরভূমৌ শ্রাদ্ধরূপং কূপে কূপদজং তথা ॥ ১
অম্বুবাচীভূখনন-বীজত্যাগজমেব চ ।
দীপাদিস্থাপনাৎ পাপং যৎ শ্রোতুমিচ্ছামি যত্নতঃ
অন্যদ্বা পৃথিবীজন্যং পাপং যৎ প্রশ্নতঃ পরম্ ।
যদস্তি তৎপ্রতীকারং বদ বেদবিদাং বর ॥ ৩

নারায়ণ উবাচ ।

বিতস্তিমাত্রং ভূমিঞ্চ যো দদাতি চ ভারতে ।
সন্ধ্যাপূতায় বিপ্রায় স যাতি বিষ্ণুমন্দিরম্ ॥ ৪
ভূমিঞ্চ সর্ব্বশস্যাঢ্যাং ব্রাহ্মণায় দদাতি যঃ ।
ভূমিরেণুপ্রমাণঞ্চ বর্ষং বিষ্ণুপদে স্থিতিঃ ॥ ৫
গ্রামং ভূমিঞ্চ ধান্যঞ্চ যো দদাত্যাদদাতি যঃ ।
সর্ব্বপাপাদ্বিনির্ম্মুক্তৌ চোভৌ বৈকুণ্ঠবাসিনৌ ॥ ৬
ভূমিং দাতুঞ্চ যৎকালে যঃ সাধুশ্চানুমোদতে ।
স প্রযাতি চ বৈকুণ্ঠং মিত্রগোত্রসমন্বিতঃ ॥ ৭
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং হরেত্তু যঃ ।
স তিষ্ঠতি কালসূত্রং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৮
তৎপুত্রপৌত্রপ্রভৃতির্ভূমিহীনঃ শ্রিয়া হতঃ ।
পুত্রহীনো দরিদ্রশ্চ অন্তে যাতি চ রৌরবম্ ॥ ৯
গবাং মার্গং বিনিষ্কৃষ্য যশ্চ শস্যং দদাতি চ ।
দিব্যং বর্ষশতঞ্চৈব কুম্ভীপাকে স তিষ্ঠতি ॥ ১০
গোষ্ঠং তড়াগং নিষ্কৃষ্য মার্গং শস্যং দদাতি যঃ ।
স চ তিষ্ঠত্যসীপত্রে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১১
পরকীয়তড়াগে চ পঙ্কমুদ্ধৃত্য চোৎসৃজেৎ ।
রেণুপ্রমাণবর্ষঞ্চ ব্রহ্মলোকে বসেন্নরঃ ॥ ১২
পিণ্ডং পিত্রে ভূমিভর্ত্তুর্ন প্রদায় চ মানবঃ ।
শ্রাদ্ধং করোতি যো মূঢ়ো নরকং যাতি নিশ্চিতম্
ভূমৌ প্রদীপং যোঽর্পয়তি স চান্ধঃ সপ্তজন্মসু ।
ভূমৌ শঙ্খঞ্চ সংস্থাপ্য কুষ্ঠং জন্মান্তরে লভেৎ ॥১৪
মুক্তামাণিক্যহীরঞ্চ সুবর্ণঞ্চ মণিং তথা ।
যশ্চ সংস্থাপয়েদ্ভূমৌ দরিদ্রঃ সপ্তজন্মসু ॥ ১৫
শিবলিঙ্গং শিলামর্চ্চ্যাং যশ্চার্পয়তি ভূতলে ।
শতমন্বন্তরং যাবৎ কৃমিভক্ষে স তিষ্ঠতি ॥ ১৬
স্রক্তং মন্ত্রং শিলাতোয়ং পুস্তকং তুলসীদলম্ ।
যশ্চার্পয়তি ভূমৌ চ স তিষ্ঠেন্নরকং যুগম্ ॥ ১৭

জপমালা পুষ্পমালাং কর্পূরং রোচনাং তথা।
যো মূঢ়শ্চার্পয়েদ্ভূমৌ স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥ ১৮
মুনে চন্দনকাষ্ঠঞ্চ রুদ্রাক্ষং কুশমূলকম্।
সংস্থাপ্য ভূমৌ নরকে বসেন্মন্বন্তরাবধি ॥ ১৯
পুস্তকং যজ্ঞসূত্রঞ্চ ভূমৌ সংস্থাপয়েত্তু যঃ।
ন ভবেদ্বিপ্রযোনৌ চ তস্য জন্মান্তরে জনিঃ ॥ ২০
ব্রহ্মহত্যাসমং পাপমিহ বৈ লভতে ধ্রুবম্।
গ্রন্থিযুক্তং যজ্ঞসূত্রং পূজ্যঞ্চ সর্ব্ববর্ণকৈঃ ॥ ২১
যজ্ঞং কৃত্বা তু যো ভূমিং ক্ষীরেণ ন হি সিঞ্চতি।
স যাতি তপ্তসূর্ম্মিঞ্চ সন্তপ্তঃ সর্ব্বজন্মসু ॥ ২২
ভূকম্পে গ্রহণে যো হি করোতি খননং ভুবঃ।
জন্মান্তরে মহাপাপী সোঽঙ্গহীনো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ২৩
ভবনং যত্র সর্ব্বেষাং ভূমিস্তেন প্রকীর্ত্তিতা।
বসু রত্নং যো দদাতি বসুধা চ বসুন্ধরা ॥ ২৪
হরেরূরৌ চ যা জাতা সা চোর্ব্বী পরিকীর্ত্তিতা।
ধরা ধরিত্রী ধরণী সর্ব্বেষাং ধরণাচ্চ সা ॥ ২৫
ইজ্যা চ যাগাধারাচ্চ ক্ষৌণী ক্ষীণা লয়ে চ সা।
মহালয়ে ক্ষয়ং যাতি ক্ষিতিস্তেন প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২৬
কাশ্যপী কশ্যপস্যেয়মচলা স্থিতিরূপতঃ।
বিশ্বম্ভরা তদ্ভরণাচ্চানন্তানন্তরূপতঃ ॥ ২৭
পৃথিবী পৃথুকন্যা সা বিস্তৃতত্বান্মহামুনে ॥ ২৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণনারদসংবাদে পৃথিব্যুপাখ্যানং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

শ্রুতং পৃথিব্যুপাখ্যানমতীব সুমনোহরম্।
গঙ্গোপাখ্যানমধুনা বদ বেদবিদাং বর ॥ ১
ভারতং ভারতীশাপাদাজগাম সুরেশ্বরী।
বিষ্ণুস্বরূপা পরমা স্বয়ং বিষ্ণুপদী সতী ॥ ২
কথং কুত্র যুগে কেন প্রার্থিতা প্রেরিতা পুরা।
তৎক্রমং শ্রোতুমিচ্ছামি পাপঘ্নং পুণ্যদং শুভম্

নারায়ণ উবাচ।

রাজরাজেশ্বরঃ শ্রীমান্ সগরঃ সূর্য্যবংশজঃ।
তস্য ভার্য্যা চ বৈদর্ভী শৈব্যা চ দ্বে মনোহরে ॥ ৪
সত্যস্বরূপঃ সত্যেষ্টঃ সত্যবাক্ সত্যভাবনঃ।
সত্যবর্গবিচারজ্ঞঃ পরং সত্যযুগোদ্ভবঃ ॥ ৫
একস্যামেকপুত্রশ্চ বভূব সুমনোহরঃ।
অসমঞ্জা ইতি খ্যাতঃ শৈব্যায়াং কুলবর্দ্ধনঃ ॥ ৬
অন্যা চারাধয়ামাস শঙ্করং পুত্রকামুকী।
বভূব গর্ভস্তস্যাশ্চ শিবস্য চ বরেণ চ ॥ ৭
গতে শতাব্দে পূর্ণে চ মাংসপিণ্ডং সুষাব সা।
তদ্দৃষ্ট্বা চ শিবং ধ্যাত্বা রুরোদোচ্চৈঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৮
শম্ভুর্ব্রাহ্মণরূপেণ তৎসমীপং জগাম হ।
চকার সংবিভজ্যৈতৎ পিণ্ডং ষষ্টিসহস্রধা ॥ ৯
সর্ব্বে বভূবুঃ পুত্রাশ্চ মহাবলপরাক্রমাঃ।
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড-প্রভামুষ্টকরা বরাঃ ॥ ১০
কপিলস্য কোপদৃষ্ট্যা বভূবুর্ভস্মসাচ্চ তে।
রাজা রুরোদ তচ্ছ্রুত্বা জগাম মরণং শুচা ॥ ১১
তপশ্চকারাসমঞ্জা গঙ্গানয়নকারণম্।
তপঃ কৃত্বা লক্ষবর্ষং মমার কালযোগতঃ ॥ ১২
অংশুমাংস্তস্য পুত্রশ্চ গঙ্গানয়নকারণম্।
তপঃ কৃত্বা লক্ষবর্ষং মমার কালযোগতঃ ॥ ১৩
দিলীপস্তস্য তনয়ো গঙ্গানয়নকারণম্
তপঃ কৃত্বা লক্ষবর্ষং যযৌ লোকান্তরং নৃপঃ* ॥ ১৪
ভগীরথস্তস্য পুত্রো মহাভাগবতঃ সুধীঃ।
বৈষ্ণবো বিষ্ণুভক্তশ্চ গুণবানজরামরঃ ॥ ১৫
তপঃ কৃত্বা লক্ষবর্ষং গঙ্গানয়নকারণম্।
দদর্শ কৃষ্ণং সুষ্টাস্যং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ॥ ১৬
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং কিশোরং গোপবেশকম্।
পরমাত্মানমীশঞ্চ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্ ॥ ১৭
স্বেচ্ছাময়ং পরং ব্রহ্ম পরিপূর্ণতমং বিভুম্।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদ্যৈশ্চ স্তুতং মুনিগণৈর্যুতম্ ॥ ১৮
নির্লিপ্তং সাক্ষিরূপঞ্চ নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং ভক্তানুগ্রহকারকম্।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানং রত্নভূষণভূষিতম্ ॥ ১৯

---

* যদি চ বহুষু পুস্তকেষু তপশ্চকারাসমঞ্জা ইত্যেতৎশ্লোকানন্তরং দিলীপস্তস্য তনয় ইত্যয়ং শ্লোকঃ, ততশ্চ অংশুমাংস্তস্য পুত্রশ্চেতি শ্লোকো দৃশ্যতে; তথাপি অংশুমতোঽসমঞ্জপুত্রত্বং দিলীপস্য চাংশুমৎপুত্রত্বং সর্ব্বসম্মতমিতি বিপরীতক্রমেণ শ্লোকাবেতৌ নিবেশিতৌ।

তুষ্টাব দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ ।
লীলয়া চ বরং প্রাপ্য বাঞ্ছিতং বংশতারণম্ ॥২০
তত্রাজগাম গঙ্গা সা স্মরণাৎ পরমাত্মনঃ ।
তং প্রণম্য প্রতস্থৌ চ তৎপুরঃ সম্পুটাঞ্জলিঃ ॥২১
উবাচ ভগবাংস্তত্র তাং দৃষ্ট্বা সুমনোহরাম্ ।
কুর্ব্বতীং স্তবনং দিব্যং পুলকাঙ্কিতবিগ্রহাম্ ॥২২
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।
ভারতং ভারতীশাপাদ্গচ্ছ শীঘ্রং সুরেশ্বরি ।
সগরস্য সুতান্ সর্ব্বান্ পূতং কুরু মমাজ্ঞয়া ॥ ২৩
ত্বৎস্পর্শবায়ুনা পূতা যাস্যন্তি মম মন্দিরম্ ।
বিভ্রতো দিব্যমূর্ত্তিং তে দিব্যস্যন্দনগামিনঃ ॥ ২৪
মৎপার্ষদা ভবিষ্যন্তি সর্ব্বকালনিরাময়াঃ ।
সমুচ্ছিদ্য কর্ম্মভোগং কৃতং জন্মনি জন্মনি ॥ ২৫
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং ভারতে যৎ কৃতং নৃণাম্
গঙ্গায়াঃ স্পর্শবাতেন নশ্যতি শ্রুতৌ শ্রুতম্ ॥ ২৬
স্পর্শনাদ্দর্শনাদ্দেব্যাঃ পুণ্যং দশগুণং ততঃ ।
মৌষলস্নানমাত্রেণ সামান্যদিবসে নৃণাম্ ॥ ২৭
শতকোটিজন্মপাপং নশ্যতীতি শ্রুতৌ শ্রুতম্ ।
যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ ॥ ২৮
জন্মসংখ্যার্জ্জিতান্যেব কামতোঽপি কৃতানি চ ।
তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি মৌষলস্নানতো নৃণাম্ ॥ ২৯
পুণ্যাহস্নানজং পুণ্যং বেদা নৈব বদন্তি চ ।
কেচিদ্বদন্তি তে দেবি ফলমেব যথাগমম্ ॥ ৩০
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদ্যাশ্চ সর্ব্বং নৈব বদন্তি চ ।
সামান্যদিবসস্নানে সঙ্কল্পং শৃণু সুন্দরি ॥ ৩১
পুণ্যং দশগুণঞ্চৈব মৌষলস্নানতঃ পরম্ ।
ততস্ত্রিংশদ্গুণং পুণ্যং রবিসংক্রমণে দিনে ॥ ৩২
অমায়াঞ্চাপি তত্তুল্যং দ্বিগুণং দক্ষিণায়নে ।
ততো দশগুণং পুণ্যং নরাণামুত্তরায়ণে ॥ ৩৩
চাতুর্ম্মাস্যপৌর্ণমাস্যোরনন্তং পুণ্যমেব চ ।
অক্ষয়ায়াঞ্চ তত্তুল্যং নৈতদ্বেদে নিরূপিতম্ ॥ ৩৪
অসংখ্যপুণ্যফলদমেতেষু স্নানদানকম্ ।
সামান্যদিবসস্নানাদ্দানাচ্ছতগুণং ফলম্ ॥ ৩৫
মন্বন্তরায়াং দেবেশি যুগাদ্যায়াং তথৈব চ ।
মাঘস্য সিতসপ্তম্যাং ভীষ্মাষ্টম্যাং তথৈব চ ।
তথাপ্যশোকাষ্টম্যাঞ্চ নবম্যাঞ্চ তথা হরেঃ ॥ ৩৬
ততোঽপি দ্বিগুণং পুণ্যং নন্দায়াং তব দুর্লভে ।
দশহরাদশম্যাঞ্চ যুগাদ্যাদি সমং ফলম্ ॥ ৩৭
নন্দাসমঞ্চ বারুণ্যাং মহৎপূর্ব্বে চতুর্গুণম্ ।
ততশ্চতুর্গুণং পুণ্যং দ্বিমহৎপূর্ব্বকে সতি ॥ ৩৮
পুণ্যং কোটিগুণঞ্চৈব সামান্যস্নানতো হি যৎ ।
চন্দ্রোপরাগসময়ে সূর্য্যে দশগুণং ততঃ ॥ ৩৯
পুণ্যোঽপ্যর্দ্ধোদয়ে কালে ততঃ শতগুণং ফলম্ ।
সর্ব্বেষামেব সঙ্কল্পো বৈষ্ণবানাং বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৪০
ফলসন্ধানরহিতা জীবন্মুক্তাশ্চ বৈষ্ণবাঃ ।
মৎপ্রীতিভক্তিকামস্তে সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৪১
গুরুবক্ত্রাদ্বিষ্ণুমন্ত্রো যস্য কর্ণে প্রবিশ্যতি ।
জীবন্মুক্তং বৈষ্ণবং তং বেদাঃ সর্ব্বে বদন্তি চ ॥৪২
পুরুষাণাং শতং পূর্ব্বং পিতৃকঞ্চ পরং শতম্ ।
মাতামহস্য চ শতং মাতরং মাতৃমাতরম্ ॥ ৪৩
ভগিনীং ভ্রাতরঞ্চৈব ভাগিনেয়ঞ্চ মাতুলম্ ।
শ্বশ্রূঞ্চ শ্বশুরঞ্চৈব গুরুপত্নীং গুরোঃ সুতম্ ॥ ৪৪
গুরুঞ্চ জ্ঞানদাতারং মিত্রঞ্চ সহচারিকম্ ।
ভৃত্যং শিষ্যং তথা চেটীং প্রজাঃ স্বাশ্রমসন্নিধৌ ॥
উদ্ধরেদাত্মনা সার্দ্ধং মন্ত্রগ্রহণমাত্রতঃ ।
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ৪৬
তস্য সংস্পর্শনাৎ পূতং তীর্থঞ্চ ভুবি ভারতম্ ।
তস্যৈব পাদরজসা সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা ।
পাদোদকপ্লুতস্থানং তীর্থমেব ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৪৭
অন্নং বিষ্ঠা জলং মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্ ।
বৈষ্ণবাশ্চ ন খাদন্তি নৈবেদ্যভোজিনঃ সদা ॥ ৪৮
বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নঞ্চ নিত্যং যে ভুঞ্জতে নরাঃ ।
পূতানি সর্ব্বতীর্থানি তেষাঞ্চ স্পর্শনাদহো ॥ ৪৯
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পুণ্যং নিত্যং যে ভুঞ্জতে নরাঃ
তেভ্যঃ পাপাঃ পলায়ন্তে   বনতেয়াদিবোরগাঃ ॥৫০
তেষাং দর্শনমাত্রেণ পূতঞ্চ ভুবনত্রয়ম্ ।
বিষ্ণোঃ সুদর্শনং চক্রং সততং তাংশ্চ রক্ষতি ॥৫১
মদ্গুণশ্রবণাদ্যে চ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহাঃ ।
গদ্গদাঃ সাশ্রুনেত্রাস্তে নরাশ্চ বৈষ্ণবোত্তমাঃ ॥৫২
পুত্রাদপি পরঃ স্নেহো ময়ি যেষাং নিরন্তরম্ ।
গৃহাদ্যাশ্চ ময়ি ন্যস্তাস্তে নরা বৈষ্ণবোত্তমাঃ ॥ ৫৩
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং মত্তঃ সর্ব্বং চরাচরম্ ।
সর্ব্বেষামহমাত্মেশ ইতিজ্ঞা বৈষ্ণবোত্তমাঃ ॥ ৫৪
অসংখ্যকোটিব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ।
প্রলয়ে ময়ি লীয়ন্তে চেতিজ্ঞা বৈষ্ণবোত্তমাঃ ॥৫৫
তেজঃস্বরূপং পরমং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্ ।

স্বেচ্ছাময়ং নির্গুণঞ্চ নিরীহং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥৫৬
সর্ব্বে প্রাকৃতিকা মত্ত আবির্ভূতাস্তিরোহিতাঃ।
ইতি জানন্তি যে দেবি তে নরা বৈষ্ণবোত্তমাঃ ॥৫৭
ইত্যেবমুক্ত্বা দেবেশো বিররাম তয়োঃ পুরঃ।
উবাচ তং ত্রিপথগা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরা ॥ ৫৮

গঙ্গোবাচ

যামি চেদ্ভারতং নাথ ভারতীশাপতঃ পুরা।
ত্বদাজ্ঞয়া চ রাজেন্দ্রতপসা চৈব সাম্প্রতম্ ॥ ৫৯
দাস্যন্তি পাপিনো মহ্যং পাপানি যানি কানি চ।
তানি মে কেন নশ্যন্তি তদুপায়ং বদ প্রভো ॥ ৬০
কতিকালং পরিমিতং স্থিতির্মে তত্র ভারতে।
কদা যাস্যামি সর্ব্বেশ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৬১
মমান্যদ্বাঞ্ছিতং যদ্যৎ সর্ব্বং জানাসি সর্ব্ববিৎ।
সর্ব্বান্তরাত্মা সর্ব্বজ্ঞ তদুপায়ং বদ প্রভো ॥ ৬২

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

জানামি বাঞ্ছিতং গঙ্গে তব সর্ব্বং সুরেশ্বরি।
পতিস্তে রুদ্ররূপোঽয়ং লবণোদো ভবিষ্যতি ॥৬৩
মমাংশঃ স সমুদ্রশ্চ ত্বঞ্চ লক্ষ্মীস্বরূপিণী।
বিদগ্ধায়া বিদগ্ধেন সঙ্গমো গুণবান্ ভুবি ॥ ৬৪
যাবত্যঃ সন্তি নদ্যশ্চ ভারত্যাদ্যাশ্চ ভারতে।
সৌভাগ্যা ত্বঞ্চ তাস্বেব লবণোদস্য সৌরতে ॥ ৬৫
অদ্যপ্রভৃতি দেবেশি কলেঃ পঞ্চসহস্রকম্।
বর্ষং স্থিতিস্তে ভারত্যাঃ শাপেন ভারতে ভুবি ॥৬৬
নিত্যং বার্নিধিনা সার্দ্ধং করিষ্যসি রহো রতিম্।
ত্বমেব রসিকা দেবী রসিকেন্দ্রেণ সংযুতা ॥ ৬৭
ত্বাং স্তোষ্যন্তি চ স্তোত্রেণ ভগীরথকৃতেন চ।
ভারতস্থা জনাঃ সর্ব্বে পূজয়িষ্যন্তি ভক্তিতঃ ॥ ৬৮
কৌথুমোক্তেন ধ্যানেন ধ্যাত্বা ত্বাং পূজয়িষ্যতি।
যঃ স্তৌতি প্রণমেন্নিত্যং সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ
গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥
সহস্রপাপিনাং স্নানাদ্যৎ পাপং তে ভবিষ্যতি।
মদ্ভক্তৈকদর্শনেন তদৈব হি বিনশ্যতি ॥ ৭১
পাপিনাস্তু সহস্রাণাং শবস্পর্শেন যৎ তব।
মন্মন্ত্রোপাসকস্নানাৎ তদঘঞ্চ বিনঙ্ক্ষ্যতি ॥ ৭২
যত্র যত্র ভবেদ্গঙ্গে মন্নামগুণকীর্ত্তনম্।
তত্রৈব ত্বমধিষ্ঠানং করিষ্যস্যঘমোচনাৎ ॥ ৭৩
সার্দ্ধং সরিদ্ভিঃ শ্রেষ্ঠাভিঃ সরস্বত্যাদিভিঃ শুভে।
তত্তু তীর্থং ভবেৎ সদ্যো যত্র মদ্‌গুণকীর্ত্তনম্ ॥৭৪
তদ্রেণুস্পর্শমাত্রেণ পূতো ভবতি পাতকী।
রেণুপ্রমাণং বর্ষঞ্চ স বৈকুণ্ঠে ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥৭৫
জ্ঞানেন ত্বয়ি যে ভক্ত্যা মন্নামস্মৃতিপূর্ব্বকম্।
সমুৎসৃজন্তি প্রাণাংশ্চ তে গচ্ছন্তি হরেঃ পদম্ ॥৭৬
পার্ষদপ্রবরাস্তে চ ভবিষ্যন্তি হরেশ্চিরম্।
লয়ং প্রাকৃতিকং তে চ দ্রক্ষ্যন্তি চাপ্যসংখ্যকম্ ॥
মৃতস্য বহুপুণ্যেন তচ্ছবং ত্বয়ি বিন্যসেৎ।
প্রয়াতি স চ বৈকুণ্ঠং যাবদস্থ্নাং স্থিতিস্ত্বয়ি ॥ ৭৮
কায়ব্যূহং ততঃ কৃত্বা ভোজয়িত্বা স্বকর্ম্মকম্।
তস্মৈ দদামি সারূপ্যং করোমি তঞ্চ পার্ষদম্ ॥ ৭৯
অজ্ঞানত্বাজ্জলস্পর্শাদ্যদি প্রাণান্ সমুৎসৃজেৎ।
তস্মৈ দদামি সারূপ্যং করোমি তঞ্চ পার্ষদম্ ॥ ৮০
অন্যত্র বা ত্যজেৎ প্রাণাংস্ত্বন্নামস্মৃতিপূর্ব্বকম্।
তস্মৈ দদামি সারূপ্যমসংখ্যপ্রলয়ং লয়ন্ ॥ ৮১
অন্যত্র বা ত্যজেৎ প্রাণান্ মন্নামস্মৃতিপূর্ব্বকম্।
তস্মৈ দদামি সালোক্যং যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ ॥৮২
তীর্থেঽপ্যতীর্থে মরণে বিশেষো নাস্তি কশ্চন।
মন্মন্ত্রোপাসকানাঞ্চ নিত্যং নৈবেদ্যভোজিনাম্ ॥৮৩
পূতং কর্ত্তুং স শক্তো হি লীলয়া ভুবনত্রয়ম্।
রত্নেন্দ্রসারযানেন গোলোকং স প্রয়াতি চ ॥ ৮৪
মদ্ভক্তবান্ধবা যে যে তে তে পুণ্যধিয়ঃ শুভে।
তে যান্তি রত্নযানেন গোলোকঞ্চ সুদুর্লভম্ ॥ ৮৫
যত্র তত্র মৃতা যে চ জ্ঞানাজ্ঞানেন বা সতি।
জীবন্মুক্তাশ্চ তে পূতা মদ্ভক্তসন্নিধানতঃ ॥ ৮৬
ইত্যুক্ত্বা শ্রীহরিস্তাঞ্চ তমুবাচ ভগীরথম্।
স্তুহি গঙ্গামিমাং ভক্ত্যা পূজাং কুর্ব্বিতি সাম্প্রতম্
ভগীরথস্তাং তুষ্টাব পূজয়ামাস ভক্তিতঃ।
কৌথুমোক্তেন ধ্যানেন স্তোত্রেণ চ পুনঃপুনঃ ॥৮৮
প্রণনাম চ শ্রীকৃষ্ণং পরমাত্মানমীশ্বরম্।
ভগীরথশ্চ গঙ্গা চ সোঽন্তর্দ্ধানং চকার হ ॥ ৮৯

নারদ উবাচ।

কেন ধ্যানেন স্তোত্রেণ কেন পূজাক্রমেণ চ।
পূজাং চকার নৃপতির্বদ বেদবিদাং বর ॥ ৯০

নারায়ণ উবাচ।

স্নাত্বা নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী।
সম্পূজ্য দেবষট্‌কঞ্চ সংযতো ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥৯১

গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাম্ ।
সম্পূজ্য দেবষট্কঞ্চ সোঽধিকারী চ পূজনে ॥ ৯২
গণেশং বিঘ্ননাশায় নিষ্পাপায় দিবাকরম্ ।
বহ্নিং স্বশুদ্ধয়ে বিষ্ণুং মুক্তয়ে পূজয়েন্নরঃ ॥ ৯৩
শিবং জ্ঞানায় জ্ঞানেশং শিবাঞ্চ বুদ্ধিবৃদ্ধয়ে ।
সম্পূজ্যৈতল্লভেৎ প্রাজ্ঞো বিপরীতমতোঽন্যথা॥৯৪
দধ্যাবনেন তদ্ধ্যানং শৃণু নারদ তত্ত্বতঃ ।
ধ্যানঞ্চ কৌথুমোক্তঞ্চ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৯৫
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং গঙ্গাং পাপপ্রণাশিনীম্ ।
কৃষ্ণবিগ্রহসম্ভূতাং কৃষ্ণতুল্যাং পরাং সতীম্ ॥ ৯৬
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং রত্নভূষণভূষিতাম্ ।
শরৎপূর্ণেন্দুশতক-প্রভামুষ্টিকরাং বরাম্ ॥ ৯৭
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং শশ্বৎসুস্থিরযৌবনাম্ ।
নারায়ণপ্রিয়াং শান্তাং সৎসৌভাগ্যসমন্বিতাম্ ॥৯৮
বিভ্রতীং কবরীভারং মালতীমাল্যসংযুতাম্ ।
সিন্দূরবিন্দুললিতাং সার্দ্ধং চন্দনবিন্দুভিঃ ॥ ৯৯
কস্তূরীপত্রকং গণ্ডে নানাচিত্রসমন্বিতাম্ ।
পক্কবিম্ববিনিন্দৈক চার্ব্বোষ্ঠপুটমুত্তমম্ ॥ ১০০
মুক্তাপঙ্ক্তিপ্রভামুষ্ট-দন্তপঙ্ক্তিমনোহরম্ ।
সুচারুবক্রনয়নাং সকটাক্ষং মনোরমাম্ ॥ ১০১
কঠিনশ্রীফলাকারং স্তনযুগ্মং সপত্রকম্ ।
বৃহৎশ্রোণীং সুকঠিনাং রম্ভাস্তম্ভবিনিন্দিতাম্॥১০২
স্থলপদ্মপ্রভামুষ্ট-পাদপদ্মযুগং বরম্ ।
রত্নপাশকসংযুক্তং কুঙ্কুমাক্তং সযাবকম্ ॥ ১০৩
দেবেন্দ্রমৌলিমন্দার-মকরন্দকণারুণম্ ।
সুরসিদ্ধমুনীন্দ্রৈশ্চ দত্তার্ঘ্যসংযুতং মুদা ॥ ১০৪
তপস্বিমৌলিনিকর-ভ্রমরশ্রেণিসংযুতম্ ।
মুক্তিপ্রদং মুমুক্ষূণাং কামিনাং স্বর্গভোগদম্॥১০৫
বরাং বরেণ্যাং বরদাং ভক্তানুগ্রহকাতরাম্ ।
শ্রীবিষ্ণোঃ পদদাত্রীঞ্চ ভজে বিষ্ণুপদীং সতীম্॥১০৬
ইত্যনেন চ ধ্যানেন ধ্যাত্বা ত্রিপথগাং শুভাম্ ।
দত্ত্বা সম্পূজয়েদ্ব্রহ্মন্নুপহারাণি ষোড়শ ॥ ১০৭
আসনং পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ স্নানীয়ঞ্চানুলেপনম্ ।
ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং তাম্বূলং শীতলং জলম্১০৮
বসনং ভূষণং মাল্যং গন্ধ আচমনীয়কম্ ।
মনোহরং সুতল্পঞ্চ দেয়ান্যেতানি ষোড়শ ॥ ১০৯
দত্ত্বা ভক্ত্যা চ প্রণমেৎ সন্তুয় সম্পুটাঞ্জলিঃ ।
সম্পূজ্যৈবম্প্রকারেণ সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ॥ ১০
স্তোত্রঞ্চ কৌথুমোক্তঞ্চ সংবাদং বিষ্ণুব্রহ্মণোঃ ।
শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পাপঘ্নঞ্চ সুপুণ্যদম্ ॥ ১১১

শ্রীব্রহ্মোবাচ ।

শ্রোতুমিচ্ছামি দেবেশ লক্ষ্মীকান্ত জগৎপ্রভো ।
বিষ্ণো বিষ্ণুপদীস্তোত্রং পাপঘ্নং পুণ্যকারণম্॥১১২

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

শিবসংগীতসংমুগ্ধশ্রীকৃষ্ণাঙ্গদ্রবোদ্ভবাম্ ।
রাধাঙ্গদ্রবসংসক্তাং তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥১১৩
যজ্জন্ম সৃষ্টেরাদৌ চ গোলোকে রাসমণ্ডলে ।
সন্নিধানে শঙ্করস্য তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১১৪
গোপৈর্গোপীভিরাকীর্ণে শুভে রাধামহোৎসবে ।
কার্ত্তিকীপূর্ণিমাজাতাং তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্১১৫
কোটিযোজনবিস্তীর্ণা দৈর্ঘ্যে লক্ষগুণা ততঃ ।
সমাবৃতা যা গোলোকং তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥
ষষ্টিলক্ষযোজনা যা ততো দৈর্ঘ্যে চতুর্গুণা ।
সমাবৃতা যা বৈকুণ্ঠং তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্॥১১৭
ত্রিংশল্লক্ষযোজনা যা ততো দৈর্ঘ্যে চতুর্গুণা ।
আবৃতা ব্রহ্মলোকং যা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥
ত্রিংশল্লক্ষযোজনা যা দৈর্ঘ্যে পঞ্চগুণা ততঃ ।
আবৃতা শিবলোকং যা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্১১৯
ষড়্‌যোজনবিস্তীর্ণা দৈর্ঘ্যে দশগুণা ততঃ ।
মন্দাকিনী যেন্দ্রলোকে তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥
লক্ষযোজনবিস্তীর্ণা দৈর্ঘ্যে সপ্তগুণা ততঃ ।
আবৃতা ধ্রুবলোকং যা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্১২১
লক্ষযোজনবিস্তীর্ণা দৈর্ঘ্যে দশগুণা ততঃ ।
আবৃতা চন্দ্রলোকং যা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥
ষষ্টিসহস্রযোজনা যা দৈর্ঘ্যে দশগুণা ততঃ ।
আবৃতা সূর্য্যলোকং যা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥
লক্ষযোজনবিস্তীর্ণা দৈর্ঘ্যে চ ষড়্গুণা ততঃ ।
আবৃতা সত্যলোকং যা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥
দশলক্ষযোজনা যা দৈর্ঘ্যে পঞ্চগুণা ততঃ ।
আবৃতা যা তপোলোকং তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥
সহস্রযোজনা যা চ দৈর্ঘ্যে সপ্তগুণা ততঃ ।
আবৃতা জনলোকং যা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্১২৬
সহস্রযোজনা যা সা দৈর্ঘ্যে সপ্তগুণা ততঃ ।
আবৃতা যা চ কৈলাসং তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥
পাতালে যা ভোগবতী বিস্তীর্ণা দশযোজনা ।
ততো দশগুণা দৈর্ঘ্যে তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥

ক্রোশৈকমাত্রবিস্তীর্ণা ততঃ ক্ষীণা ন কুত্রচিৎ।
ক্ষিতৌ চালকনন্দা যা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্॥১২৯
সত্যে যা ক্ষীরবর্ণা চ ত্রেতায়ামিন্দুসন্নিভা।
দ্বাপরে চন্দনাভা চ তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্॥১৩০
জলপ্রভা কলৌ যা চ নান্যত্র পৃথিবীতলে।
স্বর্গে চ নিত্যং ক্ষীরাভা তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্
যস্যাঃ প্রভাবমতুল্যং পুরাণে চ শ্রুতৌ শ্রুতম্।
যা পুণ্যদা পাপহর্ত্রী তাং গঙ্গাং প্রণমাম্যহম্॥
যত্তোয়কণিকাস্পর্শঃ পাপিনাঞ্চ পিতামহ।
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং কোটিজন্মার্জ্জিতং দহেৎ॥
ইত্যেবং কথিতং ব্রহ্মন্ গঙ্গাপদ্যৈকবিংশতিঃ।
স্তোত্ররূপঞ্চ পরমং পাপঘ্নং পুণ্যবীজকম্॥ ১৩৪
নিত্যং যো হি পঠেদ্ভক্ত্যা সংপূজ্য চ সুরেশ্বরীম্
অশ্বমেধফলং নিত্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৩৫
অপুত্রো লভতে পুত্রং ভার্য্যাহীনো লভেৎ প্রিয়াম্।
রোগান্মুচ্যেত রোগী চ বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥
অস্পষ্টকীর্ত্তিঃ সুযশা মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় গঙ্গাস্তোত্রমিদং শুভম্॥
শুভং ভবেত্তু দুঃস্বপ্নং গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ॥১৩৮
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গঙ্গাস্তোত্রম্।

নারায়ণ উবাচ।

ভগীরথোঽনয়া স্তুত্যা স্তুত্বা গঙ্গাঞ্চ নারদ।
জগাম তাং গৃহীত্বা চ যত্র নষ্টাশ্চ সাগরাঃ॥ ১৩৯
বৈকুণ্ঠং তে যযুস্তূর্ণং গঙ্গায়াঃ স্পর্শবায়ুনা।
ভগীরথেন সা নীতা তেন ভাগীরথী স্মৃতা॥ ১৪০
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং গঙ্গোপাখ্যানমুত্তমম্।
পুণ্যদং মোক্ষদং সারং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি

নারদ উবাচ।

শিবসঙ্গীতসম্মুগ্ধ-শ্রীকৃষ্ণে দ্রবতাং গতে।
দ্রবতাঞ্চ গতায়াঞ্চ রাধায়াং কিং বভূব হ॥ ১৪২
তত্রস্থাশ্চ জনা যে যে তে চ কিং চক্রুরুত্তমম্।
এতৎ সর্ব্বং সুবিস্তীর্ণং কৃত্বা বক্তুমিহার্হসি॥ ১৪৩

নারায়ণ উবাচ।

কার্ত্তিকীপূর্ণিমায়াঞ্চ রাধায়াঃ সুমহোৎসবে।
কৃষ্ণঃ সংপূজ্য তাং রাধামুবাস রাসমণ্ডলে॥ ১৪৪
কৃষ্ণেন পূজিতাং তাং তু সংপূজ্য হৃষ্টমানসাঃ।
ঊচুর্ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে ঋষয়ঃ সনকাদয়ঃ॥ ১৪৫
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণসংগীতঞ্চ সরস্বতী।
জগৌ সুন্দরতানেন বীণয়া চ মনোহরম্॥ ৪৬
তুষ্টো ব্রহ্মা দদৌ তস্যৈ রত্নেন্দ্রসারহারকম্।
শিরোমণীন্দ্রসারঞ্চ সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডদুর্লভম্॥ ১৪৭
কৃষ্ণঃ কৌস্তুভরত্নঞ্চ সর্ব্বরত্নাৎ পরং বরম্।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ-হারসারঞ্চ রাধিকা॥ ১৪৮
নারায়ণশ্চ ভগবান্ বনমালাং মনোহরাম্।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং লক্ষ্মীর্মকরকুণ্ডলম্॥ ১৪৯
বিষ্ণুমায়া ভগবতী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
দুর্গা নারায়ণীশানী বিষ্ণুভক্তিং সুদুর্লভাম্॥ ১৫০
ধর্ম্মবুদ্ধিঞ্চ ধর্ম্মশ্চ যশশ্চ বিপুলং ভবেৎ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকং বহ্নির্বায়ুশ্চ মণিনূপুরম্॥ ১৫১
এতস্মিন্নন্তরে শম্ভুর্ব্রহ্মণা প্রেরিতো মুহুঃ।
জগৌ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গীতং রাসোল্লাসসমন্বিতম্॥ ১৫২
মূর্চ্ছাং প্রাপুঃ সুরাঃ সর্ব্বে চিত্রপুত্তলিকা যথা।
ক্ষণেন চেতনাং প্রাপ্য দদৃশূ রাসমণ্ডলম্॥ ১৫৩
স্থলং সর্ব্বং জলাকীর্ণং রাধাকৃষ্ণবিহীনকম্।
অত্যুচ্চৈ রুরুদুঃ সর্ব্বে গোপগোপ্যঃ সুরা দ্বিজাঃ
ধ্যানেন ব্রহ্মা বুবুধে সর্ব্বমেবমভীপ্সিতম্।
গতশ্চ রাধয়া সার্দ্ধং শ্রীকৃষ্ণো দ্রবতামিতি॥ ১৫৫
ততো ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে তুষ্টুবুঃ পরমেশ্বরম্।
স্বমূর্ত্তিং দর্শয় বিভো বাঞ্ছিতং বরমেব নঃ॥ ১৫৬
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বাগ্বভূবাশরীরিণী।
তামেব শুশ্রুবুঃ সর্ব্বে সুব্যক্তাং মধুরান্বিতাম্॥১৫৭
সর্ব্বাত্মাহমিয়ং শক্তির্ভক্তানুগ্রহবিগ্রহা।
মমাপ্যস্যাশ্চ হে দেবা দেহেন চ কিমাবয়োঃ॥১৫৮
মনবো মানবাঃ সর্ব্বে মুনয়শ্চৈব বৈষ্ণবাঃ।
মন্মন্ত্রপূতা মাং দ্রষ্টুমাগমিষ্যন্তি মৎপদম্॥ ১৫৯
মূর্ত্তিং দ্রষ্টুঞ্চ সুব্যগ্রা যূয়ং যদি সুরেশ্বরাঃ।
করোতু শম্ভুস্তত্রৈব মদীয়ং বাক্যপালনম্॥ ১৬০
স্বয়ং বিধাতা ত্বং ব্রহ্মন্নাজ্ঞাং কুরু জগদ্গুরুম্।
কর্ত্তুং শাস্ত্রবিশেষঞ্চ বেদাঙ্গং সুমনোহরম্॥ ১৬১
অপূর্ব্বমন্ত্রনিকরৈঃ সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদৈঃ।
স্তোত্রৈশ্চ কবচৈর্ধ্যানৈর্যুতং পূজাবিধিক্রমৈঃ॥১৬২
মন্মন্ত্রকবচস্তোত্রং কৃত্বা যত্নেন গোপয়।
ভবন্তি বিমুখা যেন জনান্যং তৎ করিষ্যতি॥ ১৬৩
সহস্রেষু শতেষ্বেকো মন্মন্ত্রোপাসকো ভবেৎ।
তে তে জনা মন্ত্রপূতাশ্চাগমিষ্যন্তি মৎপদম্॥১৬

অন্যথা চ ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে গোলোকবাসিনঃ ।
নিষ্ফলং ভবিতা সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চৈব ব্রহ্মণঃ ॥ ১৬৫
জনাঃ পঞ্চপ্রকারাশ্চ যুক্তাঃ স্রষ্টুর্ভবে ভবে ।
পৃথিবীবাসিনঃ কেচিৎ কেচিৎ স্বর্গনিবাসিনঃ ॥১৬৬
অধোনিবাসিনঃ কেচিদ্‌ব্রহ্মলোকনিবাসিনঃ ।
কেচিদ্বা বৈষ্ণবাঃ কেচিন্মম লোকনিবাসিনঃ ॥১৬৭
ইদং কর্ত্তুং মহাদেবঃ করোতু দেবসংসদি ।
প্রতিজ্ঞাং সুদৃঢ়াং সদ্যস্ততো মূর্ত্তিঞ্চ দ্রক্ষ্যসি ॥১৬৮
ইত্যেবমুক্ত্বা গগনে বিররাম সনাতনঃ ।
তচ্ছ্রুত্বা চ জগন্নাথস্তমুবাচ শিবং মুদা ॥ ১৬৯
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা জ্ঞানেশো জ্ঞানিনাং বরঃ ।
গঙ্গাতোয়ং করে ধৃত্বা স্বীকারঞ্চ চকার সঃ ॥ ১৭০
সংযুক্তং বিষ্ণুমায়াদ্যৈর্মন্ত্রাদ্যৈঃ শাস্ত্রমুত্তমম্ ।
বেদসারং করিষ্যামি কৃষ্ণাজ্ঞাপালনায় চ ॥ ১৭১
গঙ্গাতোয়মুপস্পৃশ্য মিথ্যা যদি বদেজ্জনঃ ।
স যাতি কালসূত্রঞ্চ যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ ॥ ১৭২
ইত্যুক্তে শঙ্করে ব্রহ্মন্ গোলোকে সুরসংসদি ।
আবির্ব্বভূব শ্রীকৃষ্ণো রাধয়া সহ তৎপরম্ ॥ ১৭৩
তে তং দৃষ্ট্বা চ সংহৃষ্টাঃ সংস্তূয় পুরুষোত্তমম্ ।
পরমানন্দপূর্ণাশ্চ চক্রুশ্চ পুনরুৎসবম্ ॥ ১৭৪
কালেন শম্ভুর্ভগবান্ শাস্ত্রদীপং চকার সঃ ।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং সুগোপ্যঞ্চ সুদুর্লভম্॥১৭৫
সা এব দ্রবরূপা যা গঙ্গা গোলোকসম্ভবা ।
রাধাকৃষ্ণাঙ্গসম্ভূতা ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা ॥ ১৭৬
স্থানে স্থানে স্থাপিতা সা কৃষ্ণেন পরমাত্মনা ।
কৃষ্ণস্বরূপা পরমা সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডপূজিতা ॥ ১৭৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে গঙ্গোপাখ্যানং নাম

দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

কালেঃ পঞ্চসহস্রাব্দে সমতীতে সুরেশ্বরী ।
ক্ব গতা সা মহাভাগা তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১

নারায়ণ উবাচ ।

ভারতং ভারতীশাপাৎ সমাগম্যেশ্বরেচ্ছয়া ।
জগাম তঞ্চ বৈকুণ্ঠং শাপান্তে পুনরেব সা ॥ ২
ভারতী ভারতং ত্যক্ত্বা জগাম তং হরেঃ পদম্ ।
পদ্মাবতী চ শাপান্তে গঙ্গায়াশ্চৈব নারদ ॥ ৩
গঙ্গা সরস্বতী লক্ষ্মীশ্চৈতাস্তিস্রঃ প্রিয়া হরেঃ ।
তুলসীসহিতা ব্রহ্মংশ্চতস্রঃ কীর্ত্তিতাঃ শ্রুতৌ ॥ ৪

নারদ উবাচ ।

বভূব সা মুনিশ্রেষ্ঠ গঙ্গা নারায়ণপ্রিয়া ।
অহো কেন প্রকারেণ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৫

নারায়ণ উবাচ ।

পুরা বভূব গোলোকে সা গঙ্গা দ্রবরূপিণী ।
রাধাকৃষ্ণাঙ্গসম্ভূতা তদংশা তৎস্বরূপিণী ॥ ৬
দ্রবাধিষ্ঠাতৃরূপা যা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ।
নবযৌবনসম্পন্না রত্নাভরণভূষিতা ॥ ৭
শরন্মধ্যাহ্নপদ্মাস্যা সস্মিতা সুমনোহরা ।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা শরচ্চন্দ্রসমপ্রভা ॥ ৮
স্নিগ্ধপ্রভাতিসুস্নিগ্ধা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী ।
সুপীনকঠিনশ্রোণী সুনিতম্বযুগং বরম্ ॥ ৯
পীনোন্নতং সুকঠিনং স্তনযুগ্মং সুবর্ত্তুলম্ ।
সুচারু নেত্রযুগলং সকটাক্ষং সুবঙ্কিমম্ ॥ ১০
বঙ্কিমং কবরীভারং মালতীমাল্যসংযুতম্ ।
সিন্দূরবিন্দুললিতং সার্দ্ধং চন্দনবিন্দুভিঃ ॥ ১১
কস্তূরীপত্রিকাযুক্তং গণ্ডযুগ্মং মনোহরম্ ।
বন্ধুককুসুমাকারমধরোষ্ঠঞ্চ সুন্দরম্ ॥ ১২
পক্কদাড়িম্ববীজাভ-দন্তপঙ্‌ক্তিসমুজ্জ্বলম্ ।
বাসসী বহ্নিশুদ্ধে চ নীবীযুক্তে চ বিভ্রতী ॥ ১৩
সা সকামা কৃষ্ণপার্শ্বে সমুবাস সলজ্জিতা ।
বাসসা মুখমাচ্ছাদ্য লোচনাভ্যাং বিভোর্মুখম্ ॥ ১৪
নিমেষরহিতাভ্যাঞ্চ পিবন্তী সততং মুদা ।
প্রফুল্লবদনা হর্ষান্নবসঙ্গমলালসা ॥ ১৫
মূর্চ্ছিতা প্রভুরূপেণ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহা ।
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বিদ্যমানা চ রাধিকা ॥ ১৬
গোপীত্রিংশৎকোটিযুক্তা কোটিচন্দ্রসমপ্রভা ।
কোপেন রক্তপদ্মাস্যা রক্তপঙ্কজলোচনা ॥ ১৭
শ্বেতচম্পকবর্ণাভা গজেন্দ্রমন্দগামিনী ।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ-নানাভরণভূষিতা ॥ ১৮
অমূল্যরত্নখচিতমমূল্যং বহ্নিশৌচকম্ ।
পীতাভবস্ত্রযুগলং নীবীযুক্তঞ্চ বিভ্রতীম্ ॥ ১৯
স্থলপদ্মপ্রভামৃষ্টং কোমলঞ্চ সুরঞ্জিতম্ ।
কৃষ্ণদত্তার্ঘ্যসংযুক্তং বিন্যসন্তী পদাম্বুজম্ ॥ ২০

রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণ-বিমানাদবরুহ্য চ।
সখীভিঃ সেব্যমানা চ শ্বেতচামরবায়ুনা ॥ ২১
কস্তূরীবিন্দুভির্যুক্তং চন্দনেন্দুসমন্বিতম্।
দীপ্তদীপপ্রভাকারং সিন্দুরবিন্দুসুন্দরম্ ॥ ২২
দধতী ভালমধ্যে চ সীমন্তাধস্তথোজ্জ্বলে।
পারিজাতপ্রসূনানাং মাল্যযুক্তং সুবঙ্কিমম্ ॥ ২৩
সুচারুকবরীভারং কম্পয়ন্তী চ কম্পিতা।
সুচারুনাসাসংযুক্তমোষ্ঠং কম্পয়তী রুষা ॥ ২৪
গত্বোবাস কৃষ্ণপার্শ্বে রত্নসিংহাসনে বরে।
সখীনাঞ্চ সমূহৈশ্চ পরিপূর্ণা বিভোঃ সমা ॥ ২৫
তাঞ্চ দৃষ্ট্বা সমুত্তস্থৌ কৃষ্ণঃ সাদরপূর্ব্বকম্।
সম্ভাষ্য মধুরাভাষৈঃ সস্মিতশ্চ সসম্ভ্রমঃ ॥ ২৬
প্রণেমুরতিসন্ত্রস্তা গোপা নম্রাত্মকন্ধরাঃ।
তুষ্টুবুস্তে চ ভক্ত্যা চ তুষ্টাব পরমেশ্বরঃ ॥ ২৭
উত্থায় গঙ্গা সহসা সম্ভাষাঞ্চ চকার সা।
কুশলং পরিপপ্রচ্ছ ভীতাতিবিনয়েন চ ॥ ২৮
নম্রতাবস্থিতা * ত্রস্তা শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠতালুকা।
ধ্যানেন শরণাপন্না শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজে ॥ ২৯
তদ্ধৃৎপদ্মে স্থিতঃ কৃষ্ণো ভীতায়ৈ চাভয়ং দদৌ।
বভূব স্থিরচিত্তা সা সর্ব্বেশ্বরবরেণ চ ॥ ৩০
ঊর্দ্ধসিংহাসনস্থাঞ্চ রাধাং গঙ্গা দদর্শ সা।
সুস্নিগ্ধাং সুখদৃশ্যাঞ্চ জ্বলন্তীং ব্রহ্মতেজসা ॥ ৩১
অসংখ্যব্রহ্মণামাদ্যাঞ্চাদিসৃষ্টেঃ সনাতনীম্।
যথা দ্বাদশবর্ষীয়াং কন্যাঞ্চ নবযৌবনাম্ ॥ ৩২
বিশ্ববৃন্দে নিরুপমাং রূপেণ চ গুণেন চ।
শান্তাং কান্তামনন্তাং তামাদ্যন্তরহিতাং সতীম্ ॥ ৩৩
শুভাং সুভদ্রাং সুভগাং স্বামিসৌভাগ্যসংযুতাম্।
সৌন্দর্য্যে সুন্দরীশ্রেষ্ঠাং সর্ব্বাসু সুন্দরীষু চ ॥ ৩৪
কৃষ্ণার্দ্ধাঙ্গাং কৃষ্ণসমাং তেজসা বয়সা ত্বিষা।
পূজিতাঞ্চ মহালক্ষ্মীং মহালক্ষ্মীশ্বরেণ চ ॥ ৩৫
প্রচ্ছাদ্যমানাং প্রভয়া সভামীশস্য সুপ্রভাম্।
সখীদত্তং মুক্তবতীং তাম্বূলমন্যদুর্লভম্ ॥ ৩৬
অজন্যাং সর্ব্বজননীং ধন্যাং মান্যাঞ্চ মানিনীম্।
কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবীঞ্চ প্রাণপ্রিয়তমাং রমাম্ ॥ ৩৭
দৃষ্ট্বা রাসেশ্বরীং তৃপ্তিং ন জগাম সুরেশ্বরী।
নিমেষরহিতাভ্যাঞ্চ লোচনাভ্যাং পপৌ চ তাম্ ॥

এতস্মিন্নন্তরে রাধা জগদীশমুবাচ সা।
বাচা মধুরয়া শান্তা বিনীতা সস্মিতা মুনে ॥ ৩৯

রাধিকোবাচ।

কেয়ং প্রাণেশ কল্যাণী সস্মিতা ত্বন্মুখাম্বুজম্।
পশ্যন্তী সততং পার্শ্বে সকামারক্তলোচনা ॥ ৪০
মূর্চ্ছাং প্রাপ্নোতি রূপেণ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহা।
বস্ত্রেণ মুখমাচ্ছাদ্য নিরীক্ষন্তী পুনঃপুনঃ ॥ ৪১
ত্বঞ্চাপীমাং সংনিরীক্ষ্য সকামঃ সস্মিতঃ সদা।
ময়ি জীবতি গোলোকে ভূতা দুর্বৃত্তিরীদৃশী ॥ ৪২
ত্বমেব চৈবং দুর্বৃত্তং বারং বারং করোষি চ।
ক্ষমাং করোমি প্রেম্না চ স্ত্রীজাতিঃ স্নিগ্ধমানসা ॥ ৪৩
সংগৃহ্যেমাং প্রিয়ামিষ্টাং গোলোকাদ্গচ্ছ লম্পট।
অন্যথা ন হি তে ভদ্রং ভবিষ্যতি ব্রজেশ্বর ॥ ৪৪
দৃষ্টস্ত্বং বিরজাযুক্তো ময়া চন্দনকাননে।
ক্ষমা কৃতা ময়া পূর্ব্বং সখীনাং বচনাদহো ॥ ৪৫
ত্বয়া মচ্ছব্দমাত্রেণ তিরোধানং কৃতং পুরা।
দেহং সন্ত্যজ্য বিরজা নদীরূপা বভূব সা ॥ ৪৬
কোটিযোজনবিস্তীর্ণা ততো দৈর্ঘ্যে চতুর্গুণা।
অদ্যাপি বিদ্যমানা সা তব সংকীর্ত্তিরূপিণী। ৪৭
গৃহং ময়ি গতায়াঞ্চ পুনর্গত্বা তদন্তিকম্।
উচ্চৈরোদীর্বিরজে বিরজেতি চ সংস্মরন্ ॥ ৪৮
তদা তোয়াৎ সমুত্থায় সা যোগাৎ সিদ্ধযোগিনী।
সালঙ্কারা মূর্ত্তিমতী দদৌ তুভ্যঞ্চ দর্শনম্ ॥ ৪৯
ততস্তাঞ্চ সমাশ্লিষ্য বীর্য্যাধানং কৃতং ত্বয়া।
ততো বভূবুস্তস্যাঞ্চ সমুদ্রাঃ সপ্ত এব চ ॥ ৫০
দৃষ্টস্ত্বং শোভয়া গোপ্যা যুক্তশ্চম্পককাননে।
সদ্যো মচ্ছব্দমাত্রেণ তিরোধানং কৃতং ত্বয়া ॥ ৫১
শোভা দেহং পরিত্যজ্য জগাম চন্দ্রমণ্ডলম্।
ততস্তস্যাঃ শরীরঞ্চ স্নিগ্ধং তেজো বভূব হ ॥ ৫২
সম্বিভজ্য ত্বয়া দত্তং হৃদয়েন বিদূয়তা।
রত্নায় কিঞ্চিৎ স্বর্ণায় কিঞ্চিন্মণিবরায় চ ॥ ৫৩
কিঞ্চিৎ স্ত্রীণাং মুখাব্জেভ্যঃ কিঞ্চিদাজ্যে চ কিঞ্চন
কিঞ্চিৎ প্রকৃষ্টবস্ত্রেভ্যো রৌপ্যেভ্যশ্চাপি কিঞ্চন ॥ ৫৪
কিঞ্চিচ্চন্দনপঙ্কেভ্যস্তোয়েভ্যশ্চাপি কিঞ্চন।
কিঞ্চিৎ কিসলয়েভ্যশ্চ পুষ্পেভ্যশ্চাপি কিঞ্চন ॥ ৫৫
কিঞ্চিৎ ফলেভ্যঃ শস্যেভ্যঃ সুপক্কেভ্যশ্চ কিঞ্চন।
নৃপদেবগৃহেভ্যশ্চ সংস্কৃতেভ্যশ্চ কিঞ্চন ॥ ৫৬
দৃষ্টস্ত্বং প্রভয়া গোপ্যা যুক্তো বৃন্দাবনে বনে।

* নম্রভাগস্থিতেতি পাঠান্তরম্।

সদ্যো মচ্ছন্দমাত্রেণ তিরোধানং কৃতং ত্বয়া ॥ ৫৭
প্রভা দেহং পরিত্যজ্য জগাম সূর্য্যমণ্ডলম্।
ততস্তস্যাঃ শরীরঞ্চ তীক্ষ্ণং তেজো বভূব হ ॥ ৫৮
সম্বিভজ্য ত্বয়া দত্তং প্রেম্ণা প্ররুদতা পুরা।
বিসৃজ্য চক্ষুষোর্দত্তং লজ্জয়া মদ্ভয়েন চ ॥ ৫৯
হুতাশনায় কিঞ্চিচ্চ নৃপেভ্যশ্চাপি কিঞ্চন।
কিঞ্চিৎ পুরুষসজ্জেভ্যো দেবেভ্যশ্চাপি কিঞ্চন॥৬০
কিঞ্চিদ্দস্যুগণেভ্যশ্চ নাগেভ্যশ্চাপি কিঞ্চন।
ব্রাহ্মণেভ্যো মুনিভ্যশ্চ তপস্বিভ্যশ্চ কিঞ্চন ॥ ৬১
স্ত্রীভ্যঃ সৌভাগ্যযুক্তাভ্যো যশস্বিভ্যশ্চ কিঞ্চন।
তচ্চ দত্ত্বা চ সর্ব্বেভ্যঃ পূর্ব্বং রোদিতুমুদ্যতঃ ॥ ৬২
শান্ত্যা গোপ্যা যুতস্ত্বঞ্চ দৃষ্টোঽহং রাসমণ্ডলে।
বসন্তে পুষ্পশয্যায়াং মাল্যবান্ চন্দনোক্ষিতঃ ॥৬৩
রত্নপ্রদীপৈর্যুক্তশ্চ রত্ননির্ম্মাণমন্দিরে।
রত্নভূষণভূষাঢ্যো রত্নভূষিতয়া সহ ॥ ৬৪
ত্বয়া দত্তঞ্চ তাম্বূলং ভুক্তবত্যা সুরম্যয়া।
তয়া দত্তঞ্চ তাম্বূলং ভুক্তবান্ ত্বং পুরা বিভো ॥৬৫
সদ্যো মচ্ছব্দমাত্রেণ তিরোধানং কৃতং ত্বয়া।
শান্তির্দেহং পরিত্যজ্য ভিয়া লীনা ত্বয়ি প্রভো॥৬৬
ততস্তস্যাঃ শরীরঞ্চ গুণশ্রেষ্ঠং বভূব হ।
সংবিভজ্য ত্বয়া দত্তং প্রেম্ণা প্ররুদতা পুরা ॥৬৭
বিশ্বে বিষয়িণে কিঞ্চিৎ সত্ত্বরূপায় বিষ্ণবে।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপায়ৈ কিঞ্চিল্লক্ষ্যৈ পুরা বিভো ॥৬৮
ত্বন্মন্ত্রোপাসকেভ্যশ্চ বৈষ্ণবেভ্যশ্চ কিঞ্চন।
তপস্বিভ্যশ্চ ধর্ম্মায় ধর্ম্মিষ্ঠেভ্যশ্চ কিঞ্চন ॥ ৬৯
ময়া পূর্ব্বঞ্চ ত্বং দৃষ্টো গোপ্যা চ ক্ষময়া সহ।
সুবেশযুক্তো মালাবান্ গন্ধচন্দনসংযুতঃ ॥ ৭০
রত্নভূষিতয়া গন্ধচন্দনোক্ষিতয়া তয়া।
সুখেন মূর্চ্ছিতস্তল্পে পুষ্পে চন্দনসংযুতে ॥ ৭১
শ্লিষ্টো নিদ্রিতয়া সদ্যঃ সুখেন নবসঙ্গমাৎ।
ময়া প্রবোধিতা সা চ ভবাংশ্চ স্মরণং কুরু ॥ ৭২
গৃহীতং পীতবস্ত্রং তে মুরলী চ মনোহরা।
বনমালা কৌস্তভঞ্চাপ্যমূল্যং রত্নকুণ্ডলম্ ॥ ৭৩
পশ্চাৎ প্রদত্তং প্রেম্ণা চ সখীনাং বচনাদহো।
লজ্জয়া কৃষ্ণবর্ণোঽভূদ্ভবানদ্যাপি পশ্যতঃ ॥ ৭৪
ক্ষমা দেহং পরিত্যজ্য লজ্জয়া পৃথিবীং গতা।
ততস্তস্যাঃ শরীরঞ্চ গুণশ্রেষ্ঠং বভূব হ ॥ ৭৫
সংবিভজ্য ত্বয়া দত্তং প্রেম্ণা প্ররুদতা পুরা।

কিঞ্চিদ্দত্তং বিষ্ণবে চ বৈষ্ণবেভ্যশ্চ কিঞ্চন ॥ ৭৬
ধর্ম্মিষ্ঠেভ্যশ্চ ধর্ম্মায় দুর্ব্বলেভ্যশ্চ কিঞ্চন।
তপস্বিভ্যোঽপি দেবেভ্যঃ পণ্ডিতেভ্যশ্চ কিঞ্চন৭৭
এতত্তে কথিতং সর্ব্বং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি।
ত্বদ্‌গুণঞ্চ বহুতরং জানামি চাপরং প্রভো ॥ ৭৮
ইত্যেবমুক্ত্বা সা রাধা রক্তপঙ্কজলোচনা।
গঙ্গাং বক্তুং সমারেভে নম্রাস্যাং লজ্জিতাং সতীম্
গঙ্গা রহস্যং বিজ্ঞায় যোগেন সিদ্ধযোগিনী।
তিরোভূয় সভামধ্যাৎ স্বজলং প্রবিবেশ সা ॥ ৮০
রাধা যোগেন বিজ্ঞায় সর্ব্বত্রাবস্থিতাঞ্চ তাম্।
পানং কর্ত্তুং সমারেভে গণ্ডূষাৎ সিদ্ধযোগিনী ॥৮১
গঙ্গা রহস্যং বিজ্ঞায় যোগেন সিদ্ধযোগিনী।
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজে বিবেশ শরণং যযৌ ॥ ৮২
গোলোকঞ্চৈব বৈকুণ্ঠং ব্রহ্মলোকাদিকং তথা।
দদর্শ রাধা সর্ব্বত্র নৈব গঙ্গাং দদর্শ সা ॥ ৮৩
সর্ব্বতো জলশূন্যঞ্চ শুষ্কপঙ্কজগোলকম্।
জলজন্তুসমূহৈশ্চ মৃতদেহৈঃ সমন্বিতম্ ॥ ৮৪
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানন্ত-ধর্ম্মেন্দ্রেন্দুদিবাকরাঃ।
মনবো মানবাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সিদ্ধাস্তপস্বিনঃ ॥৮৫
গোলোকঞ্চ সমাজগ্মুঃ শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠতালুকাঃ।
সর্ব্বে প্রণেমুর্গোবিন্দং সর্ব্বেশং প্রকৃতেঃ পরম্ ৮৬
বরং বরেণ্যং বরদং বরিষ্ঠং বরকারণম্।
বরেশঞ্চ বরার্হঞ্চ সর্ব্বেষাং প্রবরং প্রভুম্ ॥ ৮৭
নিরীহঞ্চ নিরাকারং নির্লিপ্তঞ্চ নিরাশ্রয়ম্।
নির্গুণঞ্চ নিরুৎসাহং নির্ব্যূহঞ্চ নিরঞ্জনম্ ॥ ৮৮
স্বেচ্ছাময়ঞ্চ সাকারং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্।
সত্যস্বরূপং সত্যেশং সাক্ষিরূপং সনাতনম্ ॥ ৮৯
পরং পরেশং পরমং পরমাত্মানমীশ্বরম্।
প্রণম্য তুষ্টুবুঃ সর্ব্বে ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরাঃ ॥ ৯০
সগদ্গদাঃ সাশ্রুনেত্রাঃ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহাঃ।
সর্ব্বে সংস্তূয় সর্ব্বেশং ভগবন্তং পরং হরিম্ ॥ ৯১
জ্যোতির্ম্ময়ং পরং ব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণম্।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ-চিত্রসিংহাসনস্থিতম্ ॥ ৯২
সেব্যমানঞ্চ গোপালৈঃ শ্বেতচামরবায়ুনা।
গোপালিকানৃত্যগীতং পশ্যন্তং সস্মিতং মুদা ॥৯৩
পরিতো ব্যাপ্তং শশ্বদ্গোপৈশ্চ শতকোটিভিঃ।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং রত্নভূষণভূষিতম্ ॥ ৯৪
নবীননীরদশ্যামং কিশোরং পীতবাসসম্।

যথা দ্বাদশবর্ষীয়বালং গোপালরূপিণম্ ॥ ৯৫
কোটিচন্দ্রপ্রভামুষ্ট-পুষ্টশ্রীযুক্তবিগ্রহম্ ।
স্বতেজসা পরিবৃতং সুখদৃশ্যং মনোহরম্ ॥ ৯৬
কোটিকন্দর্পসৌন্দর্য্য-লীলালাবণ্যধামকম্ ।
দৃশ্যমানঞ্চ গোপীভিঃ সস্মিতাভিশ্চ সন্ততম্ ॥ ৯৭
ভূষণৈর্ভূষিতাভিশ্চ রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিতৈঃ ।
পিবন্তীভির্লোচনাভ্যাং মুখচন্দ্রং প্রভোর্মুদা ॥ ৯৮
প্রাণাধিকপ্রিয়তম-রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতম্ ।
তয়া প্রদত্তং তাম্বূলং ভুক্তবন্তং সুবাসিতম্ ॥ ৯৯
পরিপূর্ণতমং রাসে দদৃশুঃ সর্ব্বতঃ সুরাঃ ।
মুনয়ো মনবঃ সিদ্ধাস্তপসা চ তপস্বিনঃ ॥ ১০০
প্রহৃষ্টমানসাঃ সর্ব্বে জগ্মুঃ পরমবিস্ময়ম্ ।
পরস্পরং সমালোচ্য তে সমূচুশ্চতুর্ম্মুখম্ ॥ ১০১
নিবেদিতুং জগন্নাথং স্বাভিপ্রায়মভীপ্সিতম্ ।
ব্রহ্মা তদ্বচনং শ্রুত্বা বিষ্ণুং কৃষ্ণস্য দক্ষিণে ॥ ১০২
বামতো বামদেবঞ্চ জগাম কৃষ্ণসন্নিধিম্ ।
পরমানন্দযুক্তশ্চ পরমানন্দরূপকম্ ॥ ১০৩
সর্ব্বং কৃষ্ণময়ং ধাতা দদর্শ রাসমণ্ডলে ।
সর্ব্বং সম নবং বঞ্চ সম নাসনসংস্থিতম্ ॥ ১০৪
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং বন মালাবিভূষিতম্ ।
ময়ূরপুচ্ছচূড়ঞ্চ কৌস্তুভেন বিরাজিতম্ ॥ ১০৫
অতীবকমনীয়ঞ্চ সুন্দরং শান্তবিগ্রহম্ ।
গুণভূষণরূপেণ তেজসা বয়সা ত্বিষা ॥ ১০৬
বাসসা যশসাকৃত্যা মূর্ত্ত্যা ভঙ্গিময়া সমম্ ।
পরিপূর্ণতমং সর্ব্বং সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমন্বিতম্ ॥ ১০৭
কং সেব্যং সেবকং কং বা দৃষ্ট্বা নির্ব্বক্তুমক্ষমঃ ।
ক্ষণং তেজঃস্বরূপঞ্চ রূপং তত্র স্থিতং ক্ষণম্ ।
নিরাকারঞ্চ সাকারং দদর্শ দ্বিবিধং ক্ষণম্ ॥ ১০৮
একমেব ক্ষণং কৃষ্ণং রাধয়া সহিতং পরম্ ।
প্রত্যেকাসনসংস্থঞ্চ তয়া চ সহিতং ক্ষণম্ ॥ ১০৯
রাধারূপধরং কৃষ্ণং কৃষ্ণঃ পকলত্রকম্ ।
কিং স্ত্রীরূপঞ্চ পুংরূপং বিধাতা ধ্যাতুমক্ষমঃ॥১১০
হৃৎপদ্মস্থঞ্চ শ্রীকৃষ্ণং ধাতা ধ্যানেন চেতসা ।
চকার স্তবনং ভক্ত্যা পরিহারমনেকধা ॥ ১১১
ততঃ স চক্ষুরুন্মীল্য পুনশ্চ তদনুজ্ঞয়া ।
দদর্শ কৃষ্ণমেকঞ্চ রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতম্ ॥ ১১২
স্বপার্ষদৈঃ পরিবৃতং গোপীমণ্ডলমণ্ডিতম্ ।
পুনঃ প্রণেমুঃ সংস্তুষ্টাস্তুষ্টুবুশ্চ পুনশ্চ তে ॥ ১১৩

বিজ্ঞায় তদভিপ্রায়ং তানুবাচ সুরেশ্বরঃ ।
সর্ব্বান্তরাত্মা সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশঃ সর্ব্বভাবনঃ ॥১১৪

শ্রীভগবানুবাচ ।

আগচ্ছ কুশলং ব্রহ্মন্নাগচ্ছ কমলাপতে ।
ইহাগচ্ছ মহাদেব শশ্বৎ কুশলমস্তু বঃ ॥ ১১৫
আগতাঃ স্থ মহাভাগা গঙ্গানয়নকারণাৎ ।
গঙ্গা মচ্চরণাম্ভোজে ভয়েন শরণং গতা ॥ ১১৬
রাধেমাং পাতুমিচ্ছন্তী দৃষ্ট্বা মৎসন্নিধানতঃ ।
দাস্যামীমাং বহিষ্কৃত্য যূয়ং কুরুত নির্ভয়াম্ ॥ ১১৭
শ্রীকৃষ্ণস্য বচঃ শ্রুত্বা সস্মিতঃ কমলোদ্ভবঃ ।
তুষ্টাব সর্ব্বারাধ্যাং তাং রাধাং শ্রীকৃষ্ণপূজিতাম্ ॥
বক্ত্রৈশ্চতুর্ভিঃ সংস্তূয় ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ।
ধাতা চতুর্ণাং বেদানামুবাচ চতুরাননঃ ॥ ১১৯

ব্রহ্মোবাচ ।

গঙ্গা ত্বদঙ্গসম্ভূতা প্রভোশ্চ রাসমণ্ডলে ।
যুবয়োর্দ্রবরূপা সা মুগ্ধয়োঃ শঙ্করস্বরাৎ ॥ ১২০
কৃষ্ণাংশা চ ত্বদংশা চ ত্বৎকন্যাসদৃশী প্রিয়া ।
ত্বন্মন্ত্রগ্রহণং কৃত্বা করোতু তব পূজনম্ ॥ ১২১
ভবিষ্যতি পতিস্তস্যা বৈকুণ্ঠে চ চতুর্ভুজঃ ।
ভূগতায়াঃ কলায়াশ্চ লবণোদশ্চ বারিধিঃ ॥ ১২২
গোলোকস্থা চ যা রাধা সর্ব্বত্রস্থা ততোঽম্বিকা ।
তদাত্মিকা ত্বং দেবেশি সর্ব্বদা চ তবাত্মজা ॥১২৩
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা স্বীচকার চ সস্মিতা ।
বহির্ব্বভূব সাকৃষ্ণপাদাঙ্গুষ্ঠনখাগ্রতঃ ॥ ১২৪
তত্রৈব সংবৃতা শান্তা তস্থৌ তেষাঞ্চ মধ্যতঃ ।
উবাস তোয়াদুত্থায় তদধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ১২৫
তত্তোয়ং ব্রহ্মণা কিঞ্চিৎ স্থাপিতঞ্চ কমণ্ডলৌ ।
কিঞ্চিদ্দধার শিরসি চন্দ্রার্দ্ধে চন্দ্রশেখরঃ ॥ ১২৬
গঙ্গায়ৈ রাধিকামন্ত্রং প্রদদৌ কমলোদ্ভবঃ ।
তৎস্তোত্রং কবচং পূজাবিধানং ধ্যানমেব চ ॥ ১২৭
সর্ব্বং তৎসামবেদোক্তং পুরশ্চর্য্যাক্রমং তথা ।
গঙ্গা তামেব সম্পূজ্য বৈকুণ্ঠং প্রযযৌ সতী ॥১২৮
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী গঙ্গা তুলসী বিশ্বপাবনী ।
এতা নারায়ণস্যৈব চতস্রো যোষিতো মুনে ॥ ১২৯
তথা তং সস্মিতঃ কৃষ্ণো ব্রহ্মাণং সমুবাচ হ ।
সর্ব্বং কালস্য বৃত্তান্তং দুর্ব্বোধ্যমবিপশ্চিতাম্ ॥১৩০

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

গৃহাণ গঙ্গাং হে ব্রহ্মন্ হে বিষ্ণো হে মহেশ্বর ।

শৃণু কালস্য বৃত্তান্তং যদতীতং নিশাময় ॥ ১৩১
যূয়ঞ্চ যেঽন্যদেবাশ্চ মুনয়ো মনবস্তথা ।
সিদ্ধাস্তপস্বিনশ্চৈব যে যেঽত্রৈব সমাগতাঃ ॥ ১৩২
তে তে জীবন্তি গোলোকে কালচক্রবিবর্জ্জিতে ।
জলপ্লুতং সর্ব্ববিশ্বমাগতং প্রাকৃতে লয়ে ॥ ॥ ১৩৩
ব্রহ্মাদ্যা যেঽন্যবিশ্বস্থাস্তে লীনা অধুনা ময়ি ।
বৈকুণ্ঠঞ্চ বিনা সর্ব্বং সজলং পশ্য পদ্মজ ॥ ১৩৪
গত্বা সৃষ্টিং কুরু পুনর্ব্রহ্মলোকাদিকং ভবম্ ।
সব্রহ্মাণ্ডং বিরচয় পশ্চাদ্গঙ্গা চ যাস্যতি ॥ ১৩৫
এবমন্যেষু বিশ্বেষু সৃষ্ট্বা ব্রহ্মাদিকং পুনঃ ।
করোম্যহং পুনঃ সৃষ্টিং গচ্ছ শীঘ্রং সুরৈঃ সহ ॥
মচ্চক্ষুষোর্নিমেষেণ ব্রহ্মণঃ পতনং ভবেৎ ।
গতাঃ কতিবিধাস্তে চ ভবিষ্যন্তি চ বেধসঃ ॥ ১৩৭
ইত্যুক্ত্বা রাধিকানাথো জগামান্তঃপুরং মুনে ।
দেবা গত্বা পুনঃ সৃষ্টিং চক্রুরেব প্রযত্নতঃ ॥ ১৩৮
গোলোকে চ স্থিতা গঙ্গা বৈকুণ্ঠে শিবলোককে ।
ব্রহ্মলোকে তথান্যত্র যত্র তত্র পুরা স্থিতা ॥ ১৩৯
তত্রৈব সা গতা গঙ্গা চাজ্ঞয়া পরমাত্মনঃ ।
নির্গতা বিষ্ণুপাদাজ্জাৎ তেন বিষ্ণুপদী স্মৃতা ॥ ১৪০
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং গঙ্গোপাখ্যানমুত্তমম্ ।
সুখদং মোক্ষদং সারং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
গঙ্গোপাখ্যানে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

লক্ষ্মীঃ সরস্বতী গঙ্গা তুলসী লোকপাবনী ।
এতা নারায়ণস্যৈব চতস্রশ্চ প্রিয়া ইতি ॥ ১
গঙ্গা জগাম বৈকুণ্ঠমিদমেব শ্রুতং ময়া ।
কথং সা তস্য পত্নী চ বভূবেতি ন চ শ্রুতম্ ॥ ২

নারায়ণ উবাচ ।

গঙ্গা জগাম বৈকুণ্ঠং তৎপশ্চাজ্জগতাং বিধিঃ ।
গত্বোবাচ তয়া সার্দ্ধং প্রণম্য জগদীশ্বরম্ ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ ।

রাধা-কৃষ্ণাঙ্গসম্ভূতা যা দেবী দ্রবরূপিণী ।
তদধিষ্ঠাতৃদেবীয়ং রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ॥ ৪
নবযৌবনসম্পন্না সুশীলা সুন্দরীবরা ।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চ ক্রোধাহঙ্কারবর্জ্জিতা ॥ ৫
যদঙ্গসম্ভবা নান্যং বৃণোতীয়ঞ্চ ত্বং বিনা ।
অত্রাপি মানিনী রাধা মহাতেজস্বিনী বরা ॥ ৬
সমুদ্যতা পাতুমিমাং ভীতেয়ং বুদ্ধিপূর্ব্বকম্ ।
বিবেশ চরণাম্ভোজে কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৭
সর্ব্বং বিশুষ্কং গোলোকং দৃষ্ট্বাহমগমং তদা ।
গোলোকং যত্র কৃষ্ণশ্চ সর্ব্ববৃত্তান্তপ্রাপ্তয়ে ॥ ৮
সর্ব্বান্তরাত্মা সর্ব্বং নো জ্ঞাত্বাভিপ্রায়মেব চ ।
বহিশ্চকার গঙ্গাঞ্চ পাদাঙ্গুষ্ঠনখাগ্রতঃ ॥ ৯
দত্ত্বাস্যৈ রাধিকামন্ত্রং পূরয়িত্বা চ গোলকম্ ।
সম্প্রণম্য চ রাধেশং গৃহীত্বাত্রাগমং বিভো ॥ ১০
গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন গৃহাণেমাং সুরেশ্বরীম্ ।
সুরেশ্বরস্ত্বং রসিকো রসিকাং রসভাবন ॥ ১১
ত্বং রত্নং পুংসু দেবেষু স্ত্রীরত্নং স্ত্রীষ্বিয়ং সতী ।
বিদগ্ধায়া বিদগ্ধেন সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ ॥ ১২
উপস্থিতাঞ্চ যঃ কন্যাং ন গৃহ্লাতি মদেন চ ।
তং বিহায় মহালক্ষ্মী রুষ্টা যাতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৩
যো ভবেৎ পণ্ডিতঃ সোঽপি প্রকৃতিং নাবমন্যতে
সর্ব্বে প্রাকৃতিকাঃ পুংসঃ কামিন্যঃ প্রকৃতেঃ কলাঃ
ত্বমেব ভগবানাদ্যো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
অর্দ্ধাঙ্গো দ্বিভুজঃ কৃষ্ণোঽপ্যর্দ্ধাঙ্গেন চতুর্ভুজঃ ॥ ১৫
কৃষ্ণবামাংশসম্ভূতা বভূব রাধিকা পুরা ।
দক্ষিণাংশঃ স্বয়ং সা চ বামাংশঃ কমলা যথা ॥ ১৬
তেনেয়ং ত্বাং বৃণোত্যেব যতস্ত্বদ্দেহসম্ভবা ।
একাঙ্গৈক্যেব স্ত্রীপুংসোর্যথা প্রকৃতিপূরুষঃ ॥ ১৭
ইত্যেবমুক্ত্বা ধাতা চ তাং সমর্প্য জগাম সঃ ।
গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন তাং জগ্রাহ হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ১৮
শয্যাং রতিকরীং কৃত্বা পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতাম্ ।
রেমে রমাপতিস্তত্র গঙ্গয়া সহিতো মুদা ॥ ১৯
গাং পৃথ্বীঞ্চ গতা যস্মাৎ স্বস্থানং পরমাগতা ।
নির্গতা বিষ্ণুপাদাচ্চ গঙ্গা বিষ্ণুপদী স্মৃতা ॥ ২০
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ সা দেবী নবসঙ্গমমাত্রতঃ ।
রসিকা সুখসম্ভোগাদ্রসিকেশ্বরসংযুতা ॥ ২১
তদ্দৃষ্ট্বা দুঃখিতা বাণী সা পদ্মেৰ্ষ্যাবিবর্জ্জিতা ।
নিত্যমীর্ষ্যতি তাং বাণী ন চ গঙ্গা সরস্বতীম্ ॥ ২২
গঙ্গয়া সহ তস্যৈব তিস্রো ভার্য্যা রমাপতেঃ ।

সার্দ্ধং তুলস্যা পশ্চাচ্চ চতস্রস্তা বভূবিরে ॥ ২৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদসংবাদে গঙ্গাবিবাহো
নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

নারায়ণপ্রিয়া সাধ্বী কথং সা চ বভূব হ ।
তুলসী কুত্র সম্ভূতা কা বা সা পূর্ব্বজন্মনি ॥ ১
কস্য বা সা কুলে জাতা কস্য কন্যা তপস্বিনী ।
কেন বা তপসা সা চ সম্প্রাপ প্রকৃতেঃ পরম্ ॥২
নির্ব্বিকল্পং নিরীহঞ্চ সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপকম্ ।
নারায়ণং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ৩
সর্ব্বারাধ্যঞ্চ সর্ব্বেশং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বকারণম্ ।
সর্ব্বাধারং সর্ব্বরূপং সর্ব্বেষাং পরিপালকম্ ॥ ৪
কথমেতাদৃশী দেবী বৃক্ষত্বং সমবাপ হ ।
কথং বাপ্যসুরগ্রস্তা সা বভূব তপস্বিনী ॥ ৫
সন্দিগ্ধং মে মনো লোলং প্রেরয়েন্মাং মুহুর্ম্মুহুঃ ।
ছেত্তুমর্হসি সন্দেহং সর্ব্বসন্দেহভঞ্জন ॥ ৬

নারায়ণ উবাচ ।

মনুশ্চ দক্ষসাবর্ণিঃ পুণ্যবান্ বৈষ্ণবঃ শুচিঃ ।
যশস্বী কীর্ত্তিমাংশ্চৈব বিষ্ণোরংশসমুদ্ভবঃ ॥ ৭
তৎপুত্রো ধর্ম্মসাবর্ণির্ধর্ম্মিষ্ঠো বৈষ্ণবঃ শুচিঃ ।
তৎপুত্রো বিষ্ণুসাবর্ণির্বৈষ্ণবশ্চ জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৮
তৎপুত্রো দেবসাবর্ণির্বিষ্ণুব্রতপরায়ণঃ ।
তৎপুত্রো রাজসাবর্ণির্মহাবিষ্ণুপরায়ণঃ ॥ ৯
বৃষধ্বজশ্চ তৎপুত্রো বৃষধ্বজপরায়ণঃ ।
যস্যাশ্রমে স্বয়ং শম্ভুরাসীদ্দৈবযুগত্রয়ম্ ॥ ১০
পুত্রাদপি পরঃ স্নেহো নৃপে তস্মিন্ শিবস্য চ ।
ন চ নারায়ণং মেনে ন চ লক্ষ্মীং সরস্বতীম্ ॥ ১১
পূজাঞ্চ সর্ব্বদেবানাং দূরীভূতাং চকার সঃ ।
ভাদ্রে মাসি মহালক্ষ্মীপূজাং মত্তো বভঞ্জ হ ॥ ১২
মাঘে সরস্বতীপূজাং দূরীভূতাং চকার সঃ ।
যজ্ঞঞ্চ বিষ্ণুপূজাঞ্চ নিনিন্দ ন চকার সঃ ॥ ১৩
ন কোঽপি দেবো ভূপেন্দ্রং শশাপ শিবকারণাৎ ।
ভ্রষ্টশ্রীর্ভব ভূপেতি তং শশাপ দিবাকরঃ ॥ ১৪
শূলং গৃহীত্বা তং সূর্য্যং দধাব শঙ্করঃ স্বয়ম্ ।
পিত্রা সার্দ্ধং দিনেশশ্চ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ ॥ ১৫
শিবস্ত্রিশূলহস্তশ্চ ব্রহ্মলোকং যযৌ ক্রুধা ।
ব্রহ্মা সূর্য্যং পুরস্কৃত্য বৈকুণ্ঠঞ্চ যযৌ ভিয়া ॥ ১৬
শূলং গৃহীত্বা তং সূর্য্যং দধাব শঙ্করঃ স্বয়ম্ ।
ব্রহ্মকশ্যপমার্ত্তণ্ডাঃ সন্ত্রস্তাঃ শুষ্কতালুকাঃ ॥ ১৭
নারায়ণঞ্চ সর্ব্বেশং তে যযুঃ শরণং ভিয়া ।
মূর্দ্ধ্না প্রণেমুস্তে গত্বা তুষ্টুবুশ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ১৮
সর্ব্বে নিবেদনং চক্রুর্ভয়স্য কারণং হরেঃ ।
নারায়ণশ্চ কৃপয়া তেভ্যো হি অভয়ং দদৌ ॥ ১৯
স্থিরা ভবত হে ভীতা ভয়ং কিং বো ময়ি স্থিতে ।
স্মরন্তি যে যত্র তত্র মাং বিপত্তৌ ভয়ান্বিতাঃ ।
তাংস্তত্র গত্বা রক্ষামি চক্রহস্তস্ত্বরান্বিতঃ ॥ ২০
পাতাহং জগতাং দেবাঃ কর্ত্তাহং সততং সদা ।
স্রষ্টা চ ব্রহ্মরূপেণ সংহর্ত্তা শিবরূপতঃ ॥ ২১
শিবোঽহং ত্বমহঞ্চাপি সূর্য্যোঽহং ত্রিগুণাত্মকঃ ।
বিধায় নানারূপঞ্চ করোমি সৃষ্টিপালনম্ ॥ ২২
যূয়ং গচ্ছত ভদ্রং বো ভবিষ্যতি ভয়ং কুতঃ ।
অদ্যপ্রভৃতি বো নাস্তি মদ্বরাচ্ছঙ্করাদ্ভয়ম্ ॥ ২৩
আশুতোষঃ স ভগবান্ শঙ্করশ্চ সতাং গতিঃ ।
ভক্তাধীনশ্চ ভক্তেশো ভক্তাত্মা ভক্তবৎসলঃ ॥২৪
সুদর্শনং শিবশ্চৈব মম প্রাণাধিকপ্রিয়ঃ ।
ব্রহ্মাণ্ডেষু ন তেজস্বী হে ব্রহ্মন্ননয়োঃ পরঃ ॥ ২৫
শক্তঃ স্রষ্টুং মহাদেবঃ সূর্য্যকোটিঞ্চ লীলয়া ।
কোটিঞ্চ ব্রহ্মণামেবং কিমসাধ্যঞ্চ শূলিনঃ ॥ ২৬
বাহ্যজ্ঞানং তন্ন কিঞ্চিদ্ধ্যায়তো মাং দিবানিশম্ ।
মন্নাম মদ্গুণং ভক্ত্যা পঞ্চবক্ত্রেণ গীয়তে ॥ ২৭
অহমেবং চিন্তয়ামি তৎকল্যাণং দিবানিশম্ ।
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ॥২৮
শিবস্বরূপো ভগবান্ শিবাধিষ্ঠাতৃদেবকঃ ।
শিবং ভবতি তস্মাচ্চ শিবং তেন বিদুর্বুধাঃ ॥ ২
এতস্মিন্নন্তরে তত্রাজগাম শঙ্করঃ স্বয়ম্ ।
শূলহস্তো বৃষারূঢ়ো রক্তপঙ্কজলোচনঃ ॥ ৩০
অবরুহ্য বৃষাৎ তূর্ণং ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ।
ননাম ভক্ত্যা তং শান্তং লক্ষ্মীকান্তং পরাৎপরম্
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ রত্নালঙ্কারভূষিতম্ ।
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চক্রিণং বনমালিনম্ ॥ ৩২
নবীননীরদশ্যামং সুন্দরঞ্চ চতুর্ভুজম্ ।
চতুর্ভুজৈঃ সেবিতঞ্চ শ্বেতচামরবায়ুনা ॥ ৩৩

চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং ভূষিতং পীতবাসসা ।
লক্ষ্মীপ্রদত্ততাম্বূলং ভুক্তবন্তঞ্চ নারদ ॥ ৩৪
বিদ্যাধরীনৃত্যগীতং পশ্যন্তং সস্মিতং মুদা ।
ঈশ্বরং পরমাত্মানং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্ ॥ ৩৫
তং ননাম মহাদেবো ব্রহ্মাণঞ্চ ননাম সঃ ।
ননাম সূর্য্যো ভক্ত্যা চ সন্ত্রস্তশ্চন্দ্রশেখরম্ ॥৩৬
কশ্যপশ্চ মহাভক্ত্যা তুষ্টাব চ ননাম চ ।
শিবঃ সংস্তূয় সর্ব্বেশং সমুবাস সুখাসনে ॥ ৩৭
সুখাসনে সুখাসীনং বিশ্রান্তং চন্দ্রশেখরম্ ।
শ্বেতচামরবাতেন সেবিতং বিষ্ণুপার্ষদৈঃ ॥ ৩৮
অক্রোধং সত্ত্বসংসর্গাৎ প্রসন্নং সস্মিতং মুদা ।
স্তুবন্তঞ্চ * পঞ্চবক্ত্রৈঃ পরং নারায়ণং বিভুম্ ॥ ৩৯
তমুবাচ প্রসন্নাত্মা প্রসন্নং সুরসংসদি ।
পীযূষতুল্যমধুরং বচনং সুমনোহরম্ ॥ ৪০

শ্রীভগবানুবাচ ।

অত্যন্তমুপহাস্যঞ্চ শিবপ্রশ্নং শিবে শিবম্ !
লৌকিকং বৈদিকং প্রশ্নং ত্বাং পৃচ্ছামি তথাপি শম্ ॥ ৪১
তপসাং ফলদাতারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্ ।
সম্পৎপ্রশ্নং তপঃপ্রশ্নমযোগ্যং ত্বাঞ্চ সাম্প্রতম্ ॥৪২
জ্ঞানাধিদেবে সর্ব্বজ্ঞে জ্ঞানং পৃচ্ছামি কিং বৃথা ।
নিরাপদি বিপৎপ্রশ্নমলং মৃত্যুঞ্জয়ে হরে ॥ ৪৩
ত্বামেবাগমনপ্রশ্নমলং স্বাশ্রম আগমে ।
আগতোঽসি কথং ত্রস্ত ইত্যেবং বদ কারণম্ ॥৪৪

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

বৃষধ্বজঞ্চ মদ্ভক্তং মম প্রাণাধিকপ্রিয়ম্ ।
সূর্য্যঃ শশাপ ইতি মে কারণং ত্রস্তকোপয়োঃ ॥৪৫
পুত্রবাৎসল্যশোকেন সূর্য্যং হন্তুং সমুদ্যতঃ ।
স ব্রহ্মাণং প্রপন্নশ্চ সসূর্য্যশ্চ বিধিস্ত্বয়ি ॥ ৪৬
ত্বয়ি যে শরণাপন্না ধ্যানেন বচসাপি বা ।
নিরাপদস্তে নিঃশঙ্কা জরা মৃত্যুশ্চ তৈর্জ্জিতঃ ॥৪৭
সাক্ষাদ্যে শরণাপন্নাস্তৎফলং কিং বদামি ভোঃ ।
হরিস্মৃতিশ্চাভয়দা সর্ব্বমঙ্গলদা সদা ॥ ৪৮
কিং মে ভক্তস্য ভবিতা তন্মে ব্রূহি জগৎপ্রভো ।
শ্রীহতস্যাস্য মূঢ়স্য সূর্য্যশাপেন হেতুনা ॥ ৪৯

শ্রীভগবানুবাচ ।

কালোঽতিযাতো দৈবেন যুগানামেকবিংশতিঃ ।
বৈকুণ্ঠে ঘটিকার্দ্ধেন শীঘ্রং গচ্ছ নৃপালয়ম্ ॥ ৫০
বৃষধ্বজো মৃতঃ কালাদ্দুর্নিবার্য্যাৎ সুদারুণাৎ ।
হংসধ্বজশ্চ তৎপুত্রো মৃতঃ সোঽপি শ্রিয়া হতঃ
তৎপুত্রৌ চ মহাভাগৌ ধর্ম্মধ্বজকুশধ্বজৌ ।
হতশ্রিয়ৌ সূর্য্যশাপাৎ তৌ চ পরমবৈষ্ণবৌ ॥৫২
রাজ্যভ্রষ্টৌ শ্রিয়া ভ্রষ্টৌ কমলাতাপসাবুভৌ ।
তয়োশ্চ ভার্য্যয়োর্লক্ষ্মীঃ কলয়া চ জনিষ্যতি ॥৫৩
সম্পদ্যুক্তৌ তদা তৌ চ নৃপশ্রেষ্ঠৌ ভবিষ্যতঃ ।
মৃতস্তে সেবকঃ শম্ভো গচ্ছ যূয়ঞ্চ গচ্ছত ॥ ৫৪
ইত্যুক্ত্বা চ সলক্ষ্মীকঃ সভাতোঽভ্যন্তরং গতঃ ।
দেবা জগ্মুশ্চ সংহৃষ্টাঃ স্বাশ্রমং পরমং মুদা ॥ ৫৫
শিবশ্চ তপসে শীঘ্রং পরিপূর্ণতমং যযৌ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদসংবাদে তুলস্যুপাখ্যানে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

লক্ষ্মীং তৌ চ সমারাধ্য চোগ্রেণ তপসা মুনে ।
বরমিষ্টঞ্চ প্রত্যেকং সম্প্রাপতুরভীপ্সিতম্ ॥
মহালক্ষ্ম্যা বরেণৈব তৌ পৃথ্বীশৌ বভূবতুঃ ।
ধনবন্তৌ পুত্রবন্তৌ ধর্ম্মধ্বজকুশধ্বজৌ ॥ ২
কুশধ্বজস্য পত্নী চ দেবী মালাবতী সতী ।
সা সুষাব চ কালেন কমলাংশাং সুতাং সতীম্ ॥৩
সা চ ভূমিষ্ঠমাত্রেণ জ্ঞানযুক্তা বভূব হ ।
কৃত্বা বেদধ্বনিং স্পষ্টমুত্তস্থৌ সূতিকাগৃহে ॥ ৪
বেদধ্বনিং সা চকার জাতমাত্রেণ কন্যকা ।
তস্মাৎ তাঞ্চ বেদবতীং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৫
জাতমাত্রেণ সুস্নাতা জগাম তপসে বনম্ ।
সর্ব্বৈর্নিষিদ্ধা যত্নেন নারায়ণপরায়ণা ॥ ৬
একমন্বন্তরঞ্চৈব পুষ্করে চ তপস্বিনী ।
অত্যুগ্রাঞ্চ তপস্যাঞ্চ লীলয়া চ চকার সা ॥ ৭
তথাপি পুষ্টা ন ক্লিষ্টা নবযৌবনসংযুতা ।
শুশ্রাব খে চ সহসা সা বাচমশরীরিণীম্ ॥ ৮

---

* স্তূয়মানমিতি পাঠে কর্ত্তরি যক্শানচাবার্ষৌ ।

জন্মান্তরে তে ভর্ত্তা চ ভবিষ্যতি হরিঃ স্বয়ম্ ।
ব্রহ্মাদিভির্দুরারাধ্যং পতিং লপ্স্যসি সুন্দরি ॥ ৯
ইতি শ্রুত্বা তু সা রুষ্টা চকার চ পুনস্তপঃ ।
অতীব নির্জ্জনস্থানে পর্ব্বতে গন্ধমাদনে ॥ ১০
তত্রৈব সুচিরং তপ্ত্বা বিশ্বাস্য সমুবাস সা ।
দদর্শ পুরতস্তত্র রাবণং দুর্নিবারণম্ ॥ ১১
দৃষ্ট্বা সাতিথিভক্ত্যা চ পাদ্যং তস্মৈ দদৌ কিল ।
সুস্বাদুফলমূলঞ্চ জলঞ্চাপি সুশীতলম্ ॥ ১২
তচ্চ ভুক্ত্বা স পাপিষ্ঠশ্চোবাস তৎসমীপতঃ ।
চকার প্রশ্নমিতি তাং কা ত্বং কল্যাণি চেতি চ॥১৩
তাঞ্চ দৃষ্ট্বা বরারোহাং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ।
শরৎপদ্মোৎসবাস্যাঞ্চ সস্মিতাং সুদতীং সতীম্॥১৪
মূর্চ্ছামবাপ কৃপণঃ কামবাণপ্রপীড়িতঃ ।
তাং করেণ সমাকৃষ্য শৃঙ্গারং কর্ত্তুমুদ্যতঃ ॥ ১৫
সা সতী কোপদৃষ্ট্যা চ স্তম্ভিতং তং চকার হ ।
স জড়ো হস্তপাদাভ্যাং কিয়দ্বক্তুং ন চ ক্ষমঃ ॥ ১৬
তুষ্টাব মনসা দেবীং পদ্মাংশাং পদ্মলোচনাম্ ।
সা তৎস্তবেন সন্তুষ্টা প্রকৃতং তং চকার হ ॥ ১৭
শশাপ চ মদর্থে ত্বং বিনঙ্ক্ষ্যসি সবান্ধবঃ ।
স্পৃষ্টাহঞ্চ ত্বয়া কায়ং বিসৃজাম্যবলোকয় ॥ ১৮
ইত্যুক্ত্বা সা চ যোগেন দেহত্যাগং চকার হ ।
গঙ্গায়াং তাঞ্চ সংন্যস্য স্বগৃহং রাবণো যযৌ ॥ ১৯
অহো কিমদ্ভুতং দৃষ্টং কিং কৃতং বা ময়াধুনা ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য সংস্মৃত্য বিললাপ পুনঃপুনঃ ॥ ২০
সা চ কালান্তরে সাধ্বী বভূব জনকাত্মজা ।
সীতা দেবীতি বিখ্যাতা যদর্থে রাবণো হতঃ ॥২১
মহাতপস্বিনী সা চ তপসা পূর্ব্বজন্মনঃ ।
লেভে রামঞ্চ ভর্ত্তারং পরিপূর্ণতমং হরিম্ ॥ ২২
সম্প্রাপ্য তপসারাধ্য স্বামিনঞ্চ জগৎপতিম্ ।
সা রমা সুচিরং রেমে রামেণ সহ সুন্দরী ॥ ২৩
জাতিস্মরা চ স্মরতি তপসশ্চ ক্রমং পুরা ।
সুখেন তজ্জহৌ সর্ব্বং দুঃখঞ্চাপি সুখং ফলম্॥২৪
নানাপ্রকারবিভবং চকার সুচিরং সতী ।
সম্প্রাপ্য সুকুমারং তমতীবনবযৌবনম্ ॥ ২৫
গুণিনং রসিকং শান্তং কান্তবেশমনুত্তমম্ ।
স্ত্রীণাং মনোজ্ঞং সুচিরং তথা লেভে যথেপ্সিতম্ ॥
পিতৃসত্যপালনার্থং সত্যসন্ধো রঘূত্তমঃ ।
জগাম কাননং পশ্চাৎ কালেন চ বলীয়সা ॥ ২৭

তস্থৌ সমুদ্রনিকটে সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ।
দদর্শ তত্র বহ্নিঞ্চ বিপ্ররূপধরং হরিঃ ॥ ২৮
তং রামং দুঃখিতং দৃষ্ট্বা স চ দুঃখী বভূব হ ।
উবাচ কিঞ্চিৎ সত্যেষ্টং সত্যং সত্যপরায়ণঃ ॥ ২৯

বহ্নিরুবাচ ।

ভগবন্ শ্রূয়তাং বাক্যং কালেন যদুপস্থিতম্ ।
সীতাহরণকালোঽয়ং তবৈব সমুপস্থিতঃ ॥ ৩০
দৈবঞ্চ দুর্নিবার্য্যঞ্চ ন চ দৈবাৎ পরং বলম্ ।
মৎপ্রসূং ময়ি সংন্যস্য ছায়াং রক্ষান্তিকেঽধুনা॥৩১
দাস্যামি সীতাং তুভ্যঞ্চ পরীক্ষাসময়ে পুনঃ ।
দেবৈঃ প্রস্থাপিতোঽহঞ্চ ন চ বিপ্রো হুতাশনঃ ৩২
রামস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ন প্রকাশ্য চ লক্ষ্মণম্ ।
স্বীচকার চ স্বচ্ছন্দং হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৩৩
বহ্নির্যোগেন সীতায়া মায়াসীতাং চকার হ ।
তত্তুল্যগুণসর্ব্বাংশাং দদৌ রামায় নারদ ॥ ৩৪
সীতাং গৃহীত্বা স যযৌ গোপ্যং বক্তুং নিষিধ্য চ ।
লক্ষ্মণো নৈব বুবুধে গোপ্যমন্যস্য কা কথা ॥ ৩৫
এতস্মিন্নন্তরে রামো দদর্শ কনকং মৃগম্ ।
সীতা তং প্রেরয়ামাস তদর্থে যত্নপূর্ব্বকম্ ॥ ৩৬
সংন্যস্য লক্ষ্মণে রামো জানক্যা রক্ষণং বনে ।
স্বয়ং জগাম হন্তুং তং বিব্যাধ সায়কেন চ ॥ ৩৭
লক্ষ্মণেতি চ শব্দঞ্চ কৃত্বা চ মায়য়া মৃগঃ ।
প্রাণাংস্তত্যাজ সহসা পুরো দৃষ্ট্বা হরিং স্মরন্ ॥৩৮
মৃগরূপং পরিত্যজ্য দিব্যরূপং বিধায় চ ।
রত্ননির্ম্মাণযানেন বৈকুণ্ঠং স জগাম হ ॥ ৩৯
বৈকুণ্ঠদ্বারে দ্বার্য্যাসীৎ কিঙ্করো দ্বারপালয়োঃ ।
জয়বিজয়য়োশ্চৈব বলবাংশ্চ জিতাভিধঃ ॥ ৪০
শাপেন সনকাদীনাং সম্প্রাপ্য রাক্ষসীং তনুম্ ।
পুনর্জগাম তদ্দ্বারমাদৌ স দ্বারপালয়োঃ ॥ ৪১
অথ শব্দঞ্চ সা শ্রুত্বা লক্ষ্মণেতি চ বিক্লবম্ ।
সীতা তং প্রেরয়ামাস লক্ষ্মণং রামসন্নিধৌ ॥ ৪২
গতে চ লক্ষ্মণে রামং রাবণো দুর্নিবারণঃ ।
সীতাং গৃহীত্বা প্রযযৌ লঙ্কামেব স্বলীলয়া ॥ ৪৩
বিষসাদ চ রামশ্চ বনে দৃষ্ট্বা চ লক্ষ্মণম্ ।
তূর্ণঞ্চ স্বাশ্রমং গত্বা সীতাং নৈব দদর্শ সঃ ॥ ৪৪
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ্য সুচিরং বিললাপ ভৃশং পুনঃ ।
পুনর্বভ্রাম গহনে তদন্বেষণপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৫
কালে সম্প্রাপ্য তদ্বার্ত্তাং পক্ষিদ্বারা নদীতটে

সহায়ং বানরং কৃত্বা ববন্ধ সাগরং হরিঃ ॥ ৪৬
লঙ্কাং গত্বা রঘুশ্রেষ্ঠো জঘান সায়কেন চ।
সবান্ধবং রাবণঞ্চ সীতাং সম্প্রাপ্য দুঃখিতাম্ ॥ ৪৭
তাঞ্চ বহ্নিপরীক্ষাঞ্চ কারয়ামাস সত্বরম্।
হুতাশনস্তত্র কালে বাস্তবীং জানকীং দদৌ ॥ ৪৮
উবাচ চ্ছায়া বহ্নিঞ্চ রামঞ্চ বিনয়ান্বিতা।
করিষ্যামীতি কিমহং তদুপায়ং বদস্ব মে ॥ ৪৯

বহ্নিরুবাচ।

ত্বং গচ্ছ তপসে দেবি পুষ্করঞ্চ সুপুণ্যদম্।
কৃত্বা তপস্যাং তত্রৈব স্বর্গলক্ষ্মীর্ভবিষ্যসি ॥ ৫০
সা চ তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রতপ্য পুষ্করে তপঃ।
দিব্যং ত্রিলক্ষবর্ষঞ্চ স্বর্গে লক্ষ্মীর্বভূব হ ॥ ৫১
সা চ কালেন তপসা যজ্ঞকুণ্ডসমুদ্ভবা।
কামিনী পাণ্ডবানাঞ্চ দ্রৌপদী দ্রুপদাত্মজা ॥ ৫২
কৃতে যুগে বেদবতী কুশধ্বজসুতা শুভা।
ত্রেতায়াং রামপত্নী চ সীতেতি জনকাত্মজা ॥ ৫৩
তচ্ছায়া দ্রৌপদী দেবী দ্বাপরে দ্রুপদাত্মজা।
ত্রিহায়নীতি সা প্রোক্তা বিদ্যমানা যুগত্রয়ে ॥ ৫৪

নারদ উবাচ।

প্রিয়াঃ পঞ্চ কথং তস্যা বভূবুর্মুনিপুঙ্গব।
ইতি মে চিত্তসন্দেহং ভঞ্জ সন্দেহভঞ্জন ॥ ৫৫

নারায়ণ উবাচ।

লঙ্কায়াং বাস্তবী সীতা রামং সম্প্রাপ নারদ।
রূপযৌবনসম্পন্না চ্ছায়া চ বহুচিন্তিতা ॥ ৫৬
রামাগ্ন্যোরাজ্ঞয়া তপ্ত্বা যযাচে শঙ্করং বরম্।
কামাতুরা পতিব্যগ্রা প্রার্থয়ন্তী পুনঃপুনঃ ॥ ৫৭
পতিং দেহি পতিং দেহি পতিং দেহি ত্রিলোচন।
পতিং দেহি পতিং দেহি পঞ্চবারং চকার সা ॥ ৫৮
শিবস্তৎপ্রার্থনং শ্রুত্বা সস্মিতো রসিকেশ্বরঃ।
প্রিয়ে তব প্রিয়াঃ পঞ্চ ভবিষ্যন্তি বরং দদৌ ॥৫৯
তেন সা পাণ্ডবানাঞ্চ বভূব কামিনী প্রিয়া।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং প্রস্তাবং বাস্তবং শৃণু ॥ ৬০
অথ সম্প্রাপ্য লঙ্কায়াং সীতাং রামো মনোহরাম্
বিভীষণায় তাং লঙ্কাং দত্ত্বাযোধ্যাং যযৌ পুনঃ ॥৬১
একাদশসহস্রাব্দং কৃত্বা রাজ্যঞ্চ ভারতে।
জগাম সর্ব্বৈর্লোকৈশ্চ সার্দ্ধং বৈকুণ্ঠমেব চ ॥ ৬৩
কমলাংশা বেদবতী কমলায়াং বিবেশ সা।
কথিতং পুণ্যমাখ্যানং পুণ্যদং পাপনাশনম্ ॥ ৬৩
সততং মূর্ত্তিমন্তশ্চ বেদাশ্চত্বার এব চ।
সন্তি যস্যাশ্চ জিহ্বাগ্রে সা চ বেদবতী স্মৃতা ॥ ৬৪
কুশধ্বজসুতাখ্যানমুক্তং সংক্ষেপমেব চ।
ধর্ম্মধ্বজসুতাখ্যানং নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ৬৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

ধর্ম্মধ্বজস্য পত্নী চ মাধবীতি চ বিশ্রুতা।
নৃপেণ সার্দ্ধং সা রামা রেমে চ গন্ধমাদনে ॥ ১
শয্যাং রতিকরীং কৃত্বা পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতাম্।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গী পুষ্পচন্দনবায়ুনা ॥ ২
স্ত্রীরত্নমতিচার্ব্বঙ্গী রত্নভূষণভূষিতা।
কামুকী রসিকা শ্রেষ্ঠা রসিকাসনসংযুতা ॥ ৩
সুরতে বিরতির্নাস্তি তয়োঃ সুরতবিজ্ঞয়োঃ।
গতং বর্ষশতং দৈবং তৌ ন জ্ঞাতৌ দিবানিশম্ ॥৪
ততো রাজা মতিং প্রাপ্য সুরতাদ্বিররাম সঃ।
কামুকী সুন্দরী কিঞ্চিন্ন চ তৃপ্তিং জগাম সা ॥ ৫
দধার গর্ভং সা সদ্যো দৈবাব্দশতকং সতী।
শ্রীগর্ভা শ্রীযুতা সা চ সম্বভূব দিনে দিনে ॥ ৬
শুভক্ষণে শুভদিনে শুভযোগেন সংযুতে।
শুভলগ্নে শুভাংশে চ শুভস্বামিগৃহান্বিতে ॥ ৭
কার্ত্তিকীপূর্ণিমায়াঞ্চ সিতবারে চ পদ্মজ।
সুষাব সা চ পদ্মাংশাং পদ্মিনীং সুমনোহরাম্ ॥ ৮
পাদপদ্মযুগে পদ্মরাজীচিহ্নবিরাজিতাম্।
রাজরাজেশ্বরীলক্ষ্মীসর্ব্বাঙ্গভঙ্গিমাযুতাম্ ॥ ৯
রাজলক্ষ্মীলক্ষযুক্তাং রাজলক্ষ্ম্যধিদেবতাম্।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যাং শরৎপঙ্কজলোচনাম্ ॥ ১০
পক্কবিম্বাধরোষ্ঠীঞ্চ পশ্যন্তীং সস্মিতাং গৃহম্।
হস্তপাদতলারক্তাং নিম্ননাভিমনোরমাম্ ॥ ১১
তদধস্ত্রিবলীযুক্তাং নিতম্বযুগ্মবর্ত্তুলাম্।
শীতে সুখোষ্ণসর্ব্বাঙ্গীং গ্রীষ্মে চ সুখশীতলাম্ ॥১২
শ্যামাং সুকেশীং রুচিরাং ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলাম্।
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং সুন্দরীষ্বেকসুন্দরীম্ ॥ ১৩
নরা নার্য্যশ্চ তাং দৃষ্ট্বা তুলনাং দাতুমক্ষমাঃ।

তেন নাম্না চ তুলসীং তাং বদন্তি পুরাবিদঃ॥ ১৪
সা চ ভূমিষ্ঠমাত্রেণ স্রষ্টা চ প্রকৃতির্যথা।
সর্ব্বৈ নিষিদ্ধা তপসে জগাম বদরীবনম্॥ ১৫
তত্র দৈবাব্দলক্ষঞ্চ চকার পরমং তপঃ।
মম নারায়ণঃ স্বামী ভবিতেতি চ নিশ্চিতা॥ ১৬
গ্রীষ্মে পঞ্চতপাঃ শীতে তোয়াবস্থা চ প্রাবৃষি।
শ্মশানস্থা বৃষ্টিধারাং সহন্তীতি দিবানিশম্॥ ১৭
বিংশৎসহস্রবর্ষঞ্চ ফলতোয়াশনা চ সা।
ত্রিংশচ্ছতসহস্রাব্দং পত্রাহারা তপস্বিনী॥ ১৮
চত্বারিংশৎসহস্রাব্দং বায়্বাহারা কৃশোদরী।
ততো দশসহস্রাব্দং নিরাহারা বভূব সা॥ ১৯
নির্লক্ষ্যাঞ্চৈকপাদস্থাং দৃষ্ট্বা তাং কমলোদ্ভবঃ।
সমাযযৌ বরং দাতুং পরং বদরিকাশ্রমম্॥ ২০
চতুর্ম্মুখঞ্চ সা দৃষ্ট্বা ননাম হংসবাহনম্।
তামুবাচ জগৎকর্ত্তা বিধাতা জগতামপি॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ।

বরং বৃণুষ্ব তুলসি যত্তে মনসি বাঞ্ছিতম্।
হরিভক্তিঞ্চ মুক্তিং বাপ্যজরামরতামপি॥ ২২

তুলস্যুবাচ।

শৃণু তাত প্রবক্ষ্যামি যন্মে মনসি বাঞ্ছিতম্।
সর্ব্বজ্ঞস্যাপি পুরতঃ কা লজ্জা মম সাম্প্রতম্॥২৩
অহঞ্চ তুলসী গোপী গোলোকেঽহং স্থিতা পুরা।
কৃষ্ণপ্রিয়া কিঙ্করী চ তদংশা তৎসখী প্রিয়া॥ ২৪
গোবিন্দসহসম্ভুক্তামতৃপ্তাং মাঞ্চ মূর্চ্ছিতাম্।
রাসেশ্বরী সমাগত্য দদর্শ রাসমণ্ডলে॥ ২৫
গোবিন্দং ভর্ৎসয়ামাস মাং শশাপ রুষান্বিতা।
যাহি ত্বং মানবীং যোনিমিত্যেবঞ্চ পিতামহ॥ ২৬
মামুবাচ স গোবিন্দো মদংশং ত্বং চতুর্ভুজম্।
লভিষ্যসি তপস্তপ্ত্বা ভারতে ব্রহ্মণো বরাৎ॥ ২৭
ইত্যেবমুক্ত্বা দেবেশোঽপ্যন্তর্দ্ধানং চকার সঃ।
দেব্যা ভিয়া তনুং ত্যক্ত্বা লব্ধং জন্ম ময়া ভুবি॥২৮
অহং নারায়ণং কান্তং শান্তং সুন্দরবিগ্রহম্।
সাম্প্রতং লব্ধুমিচ্ছামি বরমেবঞ্চ দেহি মে॥২৯

ব্রহ্মোবাচ।

সুদামা নাম গোপশ্চ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসমুদ্ভবঃ।
তদংশশ্চাতিতেজস্বী ললাভ জন্ম ভারতে॥ ৩০
সাম্প্রতং রাধিকাশাপাদ্দনুবংশসমুদ্ভবঃ।
শঙ্খচূড় ইতি খ্যাতস্ত্রৈলোক্যে ন চ তৎপরঃ॥ ৩১
গোলোকে ত্বাং পুরা দৃষ্ট্বা কামোন্মথিতমানসঃ।
বিলম্বিতুং ন শশাক রাধিকায়াঃ প্রভাবতঃ॥ ৩২
স চ জাতিস্মরস্তপ্ত্বা ত্বাং ললাভ বরেণ চ।
জাতিস্মরাপি ত্বমপি সর্ব্বং জানাসি সুন্দরি॥ ৩৩
অধুনা তস্য পত্নী চ ভব ভাবিনি শোভনে।
পশ্চান্নারায়ণং কান্তং শান্তমেব লভিষ্যসি॥ ৩৪
শাপান্নারায়ণস্যৈব কলয়া দৈবযোগতঃ।
ভবিষ্যসি বৃক্ষরূপা ত্বং পূতা বিশ্বপাবনী॥ ৩৫
প্রধানং সর্ব্বপুষ্পাণাং বিষ্ণুপ্রাণাধিকা ভবে।
ত্বয়া বিনা চ সর্ব্বেষাং পূজা চ বিফলা ভবেৎ॥৩৬
বৃন্দাবনে বৃক্ষরূপা নাম্না বৃন্দাবনীতি চ।
ত্বৎপত্রৈর্গোপিকা গোপাঃ পূজয়িষ্যন্তি মাধবম্॥৩৭
বৃক্ষাধিদেবীরূপেণ সার্দ্ধং কৃষ্ণেন সন্ততম্।
বিহরিষ্যসি গোপেন স্বচ্ছন্দং মদ্বরেণ চ॥ ৩৮
ইত্যেব বচনং শ্রুত্বা সস্মিতা হৃষ্টমানসা।
প্রণনাম চ ব্রহ্মাণং তঞ্চ কিঞ্চিদুবাচ হ॥ ৩৯

তুলস্যুবাচ।

যথা মে দ্বিভুজে কৃষ্ণে বাঞ্ছা চ শ্যামসুন্দরে।
সত্যং ব্রবীমি হে তাত ন তথা চ চতুর্ভুজে॥ ৪০
অতৃপ্তাহঞ্চ গোবিন্দে দৈবাৎ শৃঙ্গারভঙ্গতঃ।
গোবিন্দস্যৈব বচনাৎ প্রার্থয়ামি চতুর্ভুজম্॥ ৪১
ত্বৎপ্রসাদেন গোবিন্দং পুনরেব সুদুর্লভম্।
ধ্রুবমেবং লভিষ্যামি রাধাভীতিং প্রমোচয়॥ ৪২

ব্রহ্মোবাচ।

গৃহাণ রাধিকামন্ত্রং দদামি ষোড়শাক্ষরম্।
তস্যাশ্চ প্রাণতুল্যা ত্বং মদ্বরেণ ভবিষ্যসি॥ ৪৩
শৃঙ্গারং যুবয়োর্গোপ্যমাজ্ঞাস্যতি চ রাধিকা।
রাধাসমা ত্বং শুভগা গোবিন্দস্য ভবিষ্যসি॥ ৪৪
ইত্যেবমুক্ত্বা দত্ত্বা চ দেব্যাশ্চ ষোড়শাক্ষরম্।
মন্ত্রং তস্যৈ জগদ্ধাতা স্তোত্রঞ্চ কবচং পরম্॥৪৫
সর্ব্বং পূজাবিধানঞ্চ পুরশ্চর্য্যাবিধিক্রমম্।
পরং শুভাশিষং কৃত্বা সোঽন্তর্দ্ধানং চকার হ॥৪৬
সা চ ব্রহ্মোপদেশেন পুণ্যে বদরিকাশ্রমে।
জজাপ পরমং মন্ত্রং যদিষ্টং পূর্ব্বজন্মনঃ॥ ৪৭
দিব্যং দ্বাদশবর্ষঞ্চ পূজাঞ্চৈব চকার সা।
বভূব সিদ্ধা সা দেবী তৎপ্রত্যাদেশমাপ চ॥ ৪৮
সিদ্ধে তপসি মন্ত্রে চ বরং প্রাপ্য যথেপ্সিতম্।
বুভুজে চ মহাভোগং যদ্বিশ্বেষু সুদুর্লভম্॥ ৪৯

প্রসন্নমানসা দেবী তত্যাজ তপসঃ ক্রমম্ ।
সিদ্ধে ফলে নরাণাঞ্চ দুঃখঞ্চ সুখমুত্তমম্ ॥ ৫০
ভুক্ত্বা পীত্বা চ সন্তুষ্টা শয়নঞ্চ চকার সা ।
তল্পে মনোরমে তত্র পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতে ॥ ৫১

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে তুলসীবরপ্রদানং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

তুলসী পরিতুষ্টা চ সুখাপহৃতমানসা ।
নবযৌবনসম্পন্না বৃষস্যন্তী বরাঙ্গনা ॥ ১
চিক্ষেপ পঞ্চবাণাংশ্চ পঞ্চবাণশ্চ তাং প্রতি ।
পুষ্পায়ুধেন সা দগ্ধা পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতা ॥ ২
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গী কম্পিতা রক্তলোচনা ।
ক্ষণং সা শুষ্কতাং প্রাপ ক্ষণং মূর্চ্ছামবাপ চ ॥ ৩
ক্ষণমুদ্বিগ্নতাং প্রাপ ক্ষণং তন্দ্রাং সুখাবহাম্ ।
ক্ষণং সা দাহনং প্রাপ ক্ষণং প্রাপ প্রমোহতাম্ ॥
ক্ষণং সা চেতনাং প্রাপ ক্ষণং প্রাপ বিষণ্নতাম্ ।
উত্তিষ্ঠন্তী ক্ষণং তল্পাদ্গচ্ছন্তী নিকটং ক্ষণম্ ॥ ৫
ভ্রমন্তী ক্ষণমুদ্বেগাদ্বিবশন্তী ক্ষণং পুনঃ ।
ক্ষণমেব সমুদ্বেগাৎ সুষ্বাপ পুনরেব সা ॥ ৬
পুষ্পচন্দনতল্পঞ্চ তদ্বভূবাতিকণ্টকম্ ।
বিষমাহারসুস্বাদু দিব্যরূপং ফলং জলম্ ॥ ৭
নিলয়ঞ্চ নিরাকারং সূক্ষ্মবস্ত্রং হুতাশনম্ ।
সিন্দূরপত্রকঞ্চৈব ব্রণতুল্যঞ্চ দুঃখদম্ ॥ ৮
ক্ষণং দদর্শ তন্দ্রায়াং সুবেশং পুরুষং সতী ।
সুন্দরঞ্চ যুবানঞ্চ সস্মিতং রসিকেশ্বরম্ ॥ ৯
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং রত্নভূষণভূষিতম্ ।
আগচ্ছন্তং মাল্যবন্তং পশ্যন্তং তন্মুখাম্বুজম্ ॥ ১০
কথয়ন্তং রতিকথাং চুম্বন্তমধরং মুহুঃ ।
সম্ভুক্তবন্তং তল্পে চ সমাশ্লিষ্যন্তমীপ্সিতম্ ।
পুনরেব তু গচ্ছন্তমাগচ্ছন্তং বসন্তকম্ ।
কান্ত ক্ব যাসি প্রাণেশ তিষ্ঠেত্যেবমুবাচ সা ॥ ১২
পুনশ্চ চেতনাং প্রাপ্য বিললাপ পুনঃপুনঃ ।
এবং তপোবনে সা চ তস্থৌ তত্রৈব নারদ ॥ ১৩

শঙ্খচূড়ো মহাযোগী জৈগীষব্যান্মনোহরম্ ।
কৃষ্ণস্য মন্ত্রং সম্প্রাপ্য কৃত্বা সিদ্ধিন্তু পুষ্করে ॥ ১৪
কবচঞ্চ গলে বদ্ধ্বা সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্ ।
ব্রহ্মণশ্চ বরং প্রাপ্য যত্তন্মনসি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৫
আজ্ঞয়া ব্রহ্মণঃ সোঽপি বদরীঞ্চ সমাযযৌ ।
আগচ্ছন্তং শঙ্খচূড়ং দদর্শ তুলসী মুনে ॥ ১৬
নবযৌবনসম্পন্নং কামদেবসমপ্রভম্ ।
শ্বেতচম্পকবর্ণাভং রত্নভূষণভূষিতম্ ॥ ১৭
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যং শরৎপঙ্কজলোচনম্ ।
রত্নসারবিনির্ম্মাণ-বিমানস্থং মনোহরম্ ॥ ১৮
রত্নকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলবিরাজিতম্ ॥ ১৯
পারিজাতপ্রসূনানাং মাল্যবন্তঞ্চ সস্মিতম্ ।
কস্তূরীকুঙ্কুমযুতং সুগন্ধিচন্দনান্বিতম্ ॥ ২০
সা দৃষ্ট্বা সন্নিধানে তং মুখমাচ্ছাদ্য বাসসা ।
সস্মিতা তং নিরীক্ষন্তী সকটাক্ষং পুনঃপুনঃ ॥ ২১
বভূবাতিনম্রমুখী নবসঙ্গমলজ্জিতা ।
কামুকী কামবাণেন পীড়িতা পুলকান্বিতা ॥ ২২
পিবন্তী তন্মুখাম্ভোজং লোচনাভ্যাঞ্চ সন্ততম্ ।
দদর্শ শঙ্খচূড়শ্চ কন্যামেকাং তপোবনে ॥ ২৩
পুষ্পচন্দনতল্পস্থাং বসন্তীং বাসসাবৃতাম্ ।
পশ্যন্তীং তন্মুখং শশ্বৎ সস্মিতাং সুমনোহরাম্ ॥ ২৪
সুপীনকঠিনশ্রোণীং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ।
মুক্তাপঙ্ক্তিপ্রভামুষ্ট-দন্তপঙ্ক্তিং সুবিভ্রতীম্ ॥ ২৫
পক্কবিম্বাধরৌষ্ঠীঞ্চ সুনাসাং সুন্দরীং বরাম্ ।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং শরচ্চন্দ্রসমপ্রভাম্ ॥ ২৬
স্বতেজসা পরিবৃতাং সুখদৃশ্যাং মনোরমাম্ ।
কস্তূরীবিন্দুভিঃ সার্দ্ধমধশ্চন্দনবিন্দুনা ॥ ২৭
সিন্দূরবিন্দুনা শশ্বৎ সীমন্তাধঃস্থলোজ্জ্বলাম্ ।
নিম্ননাভিগভীরাঞ্চ তদধস্ত্রিবলীযুতাম্ ॥ ২৮
করপদ্মস্থলারক্তাং নখচন্দ্রৈর্বিভূষিতাম্ ।
স্থলপদ্মপ্রভাযুক্তং পাদপদ্মঞ্চ বিভ্রতীম্ ॥ ২৯
আরক্তবর্ণং ললিতমলক্তকসমপ্রভাম্ ।
ঊর্দ্ধপঞ্চস্থলে পদ্মরাজরাজীবিরাজিতাম্ ॥ ৩০
শরদিন্দুবিনিন্দৈক-নখেন্দুরাজিরাজিতাম্ ।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ-পাশকাবলিসংযুতাম্ ॥ ৩১
মণীন্দ্রসারনির্ম্মাণ-কণন্মঞ্জীররঞ্জিতাম্ ।
দধতীং কবরীভারং মালতীমাল্যসংযুতম্ ॥ ৩২
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ-মকরাকৃতিরূপিণা ।

চিত্রকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলবিরাজিতাম্ ॥ ৩৩
রত্নেন্দ্রসারহারেণ স্তনমধ্যস্থলোজ্জ্বলাম্ ।
রত্নকঙ্কণকেয়ূর-শঙ্খভূষণভূষিতাম্ ॥ ৩৪
রত্নাঙ্গুরীয়কৈর্দিব্যৈরমূল্যাবলিরাজিতাম্ ॥ ৩৫
দৃষ্ট্বা তাং ললিতাং রম্যাং সুশীলাং সুদতীং সতীম্
উবাস তৎসমীপে চ মধুরং তামুবাচ স ॥ ৩৬

শঙ্খচূড় উবাচ ।

কা ত্বমত্র কস্য কন্যা ধন্যে মান্যে সুযোষিতাম্ ।
কা ত্বং মানিনি কল্যাণি সর্ব্বকল্যাণদায়িনি ॥ ৩৭
স্বর্গভোগাদিসারেঽতিবিহারে হাররূপিণি ।
সংসারে দারসারে চ মায়াধারে মনোহরে ॥ ৩৮
জগদ্বিলক্ষণক্ষামে মুনীন্দ্রমোহকারিণি ।
মৌনীভূতে কিঙ্করং মাং সম্ভাষাং কুরু সুন্দরি ॥
ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা সকামা বামলোচনা ।
সস্মিতা নম্রবদনা সকামং তমুবাচ সা ॥ ৪০

তুলস্যুবাচ ।

ধর্ম্মধ্বজসুতাহঞ্চ তপস্যায়াং তপোবনে ।
তপস্বিনীহ তিষ্ঠামি কস্ত্বং গচ্ছ যথাসুখম্ ॥ ৪১
কামিনীং কুলজাতাঞ্চ রহস্যেকাকিনীং সতীম্ ।
ন পৃচ্ছতি কুলে জাত এবমেব শ্রুতৌ শ্রুতম্ ॥ ৪২
লম্পটোঽসৎকুলে জাতো ধর্ম্মশাস্ত্রার্থমশ্রুতঃ ।
যো ন শ্রুতঃ শ্রুতেরর্থং স কামীচ্ছতি কামিনীম্ ॥
আপাতমধুরানন্তে অন্তকাং পুরুষস্য তাম্ ।
বিষকুম্ভাকাররূপামমৃতাস্যাঞ্চ সন্ততম্ ॥ ৪৪
হৃদয়ে ক্ষুরধারাভাং শশ্বন্মধুরভাষিণীম্ ।
স্বকার্য্যপরিনিষ্পত্তিতৎপরাং সততং সদা ॥ ৪৫
কার্য্যার্থে স্বামিবশগামন্যথৈবাবশাং সদা ।
স্বান্তর্মলিনরূপাঞ্চ প্রসন্নবদনেক্ষণাম্ ॥ ৪৬
শ্রুতৌ পুরাণে যাসাঞ্চ চরিত্রমনিরূপিতম্ ।
তাসু কো বিশ্বসেৎ প্রাজ্ঞোঽপ্রজ্ঞাশ্চৈব দুরাশয়াম্
তাসাং কো বা রিপুর্মিত্রং প্রার্থয়ন্তীং নবং নবম্ ।
দৃষ্ট্বা সুবেশং পুরুষমিচ্ছন্তীং হৃদয়ে সদা ॥ ৪৮
বাহ্যে স্বাত্মসতীত্বঞ্চ জ্ঞাপয়ন্তীং প্রযত্নতঃ ।
শশ্বৎকামাঞ্চ বামাঞ্চ কামাধারাং মনোহরাম্ ॥ ৪৯
বাহ্যে চ্ছলাচ্ছাদয়ন্তীং স্বান্তর্মৈথুনলালসাম্ ।
কান্তং গ্রসন্তীং রহসি বাহ্যেঽতীব সুলজ্জিতাম্ ॥
মানিনীং মৈথুনাভাবে কোপিনীং কলহাঙ্কুরাম্ ।
সন্তোষাং ভূরিসম্ভোগাৎ স্বল্পমৈথুনদুঃখিতাম্ ॥ ৫১
সুমিষ্টান্নাং শীততোয়াদাকাঙ্ক্ষন্তীঞ্চ মানসে ।
সুন্দরং রসিকং কান্তং যুবানং গুণিনং সদা ॥ ৫২
সুতাৎ পরমতিস্নেহং কুর্ব্বতীং রতিকর্ত্তরি ।
প্রাণাধিকপ্রিয়তমং সম্ভোগকুশলং প্রিয়ম্ ॥ ৫৩
পশ্যন্তীং রিপুতুল্যঞ্চ বৃদ্ধং বা মৈথুনাক্ষমম্ ।
কলহং কুর্ব্বতীং শশ্বৎ তেন সার্দ্ধং সুকোপনাম্ ॥
চর্চ্চয়া ভক্ষয়ন্তীং তং কীলাশ ইব গোরজঃ ।
দুঃসাহসস্বরূপাঞ্চ সর্ব্বদোষাশ্রয়াং সদা ॥ ৫৫
শশ্বৎকপটরূপাঞ্চ দুঃসাধ্যামপ্রতীতকাম্ ।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং দুস্ত্যাজ্যাং মোহরূপিণীম্ ॥
তপোমার্গার্গলাং শশ্বন্মুক্তিদ্বারকবাটিকাম্ ।
হরিভক্তিব্যবহিতাং সর্ব্বমায়াকরণ্ডিকাম্ ॥ ৫৭
সংসারকারাগারে চ শশ্বন্নিগড়রূপিণীম্ ।
ইন্দ্রজালস্বরূপাঞ্চ মিথ্যারতিস্বরূপিণীম্ ॥ ৫৮
বিভ্রতীং বাহ্যসৌন্দর্য্যমধোঽঙ্গমতিকুৎসিতম্ ।
নানাবিণ্মূত্রপূয়ানামাধারং মলসংযুতম্ ॥ ৫৯
দুর্গন্ধি দোষসংযুক্তং রক্তাক্তকমসংস্কৃতম্ ।
মায়ারূপং মায়িনাঞ্চ বিধিনা নির্ম্মিতং পুরা ॥ ৬০
বিষরূপাং মুমুক্ষূণামদৃশ্যামপ্যবাঞ্ছিতাম্ ॥ ৬১
ইত্যুক্ত্বা তুলসী তঞ্চ বিররাম চ নারদ ।
সস্মিতঃ শঙ্খচূড়শ্চ প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ৬২

শঙ্খচূড় উবাচ ।

ত্বয়া যৎ কথিতং দেবি ন চ সর্ব্বমলীককম্ ।
কিঞ্চিৎ সত্যমলীকঞ্চ কিঞ্চিন্মত্তো নিশাময় ॥ ৬৩
নির্ম্মিতং দ্বিবিধং ধাত্রা স্ত্রীরূপং সর্ব্বমোহনম্ ।
কৃত্যারূপং বাস্তবঞ্চ প্রশংস্যঞ্চাপ্রশংসিতম্ ॥ ৬৪
লক্ষ্মী-সরস্বতী-দুর্গা-সাবিত্রী-রাধিকাদিকম্ ।
সৃষ্টিসূত্রস্বরূপঞ্চাপ্যাদ্যং স্রষ্টুর্বিনির্ম্মিতম্ ॥ ৬৫
এতাসামংশরূপং যৎ স্ত্রীরূপং বাস্তবং স্মৃতম্ ।
তৎ প্রশংস্যং যশোরূপং সর্ব্বমঙ্গলকারণম্ ॥ ৬৬
শতরূপা দেবহূতিঃ স্বধা স্বাহা চ দক্ষিণা ।
ছায়াবতী রোহিণী চ বরুণানী শচী তথা ॥ ৬৭
কুবেরবায়ুপত্নী সাপ্যদিতিশ্চ দিতিস্তথা ।
লোপামুদ্রানুসূয়া চ কৈটভী তুলসী তথা ॥ ৬৮
অহল্যারুন্ধতী মেনা তারা মন্দোদরী পরা ।
দময়ন্তী বেদবতী গঙ্গা চ মনসা তথা ॥ ৬৯
পুষ্টিস্তুষ্টিঃ স্মৃতির্মেধা কালিকা চ বসুন্ধরা ।
ষষ্ঠী মঙ্গলচণ্ডী চ মূর্ত্তিশ্চ ধর্ম্মকামিনী । ৭০

স্বস্তিঃ শ্রদ্ধা চ কান্তিশ্চ তুষ্টিঃ কান্তিস্তথাপরা।
নিদ্রা তন্দ্রা ক্ষুৎপিপাসা সন্ধ্যা রাত্রির্দিনানি চ॥৭১
সম্পূর্ত্তির্বৃত্তিকীর্ত্ত্যশ্চ ক্রিয়াশোভাপ্রভাদিকম্।
যৎ স্ত্রীরূপঞ্চ সম্ভূতমুত্তমং তদ্‌যুগে যুগে ॥ ৭২
কৃত্যাস্বরূপং তদ্‌যত্তু স্বর্বেশ্যাদিকমেব চ।
তদপ্রশংস্যং বিশ্বেষু পুংশ্চলীরূপমেব চ ॥ ৭৩
সত্ত্বপ্রধানং যদ্রূপং তচ্চ শুদ্ধং স্বভাবতঃ।
তদুত্তমঞ্চ বিশ্বেষু সাধ্বীরূপং প্রশংসিতম্ ॥ ৭৪
তদ্বাস্তবঞ্চ বিজ্ঞেয়ং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
রজোরূপং তমোরূপং কৃত্যাসু দ্বিবিধং স্মৃতম্ ॥৭৫
স্থানাভাবাৎ ক্ষণাভাবান্মধ্যবৃত্তেরভাবতঃ।
দেহক্লেশেন রোগেণ সৎসংসর্গেণ সুন্দরি ॥ ৭৬
বহুগোষ্ঠ্যাবৃতেনৈব রিপুরাজভয়েন চ।
রজোরূপস্য সাধ্বীত্বমেতেনৈবোপজায়তে ॥ ৭৭
ইদং মধ্যমরূপঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
তমোরূপং দুর্নিবার্য্যমধমং তদ্বিদুর্বুধাঃ ॥ ৭৮
ন পৃচ্ছতি কুলে জাতঃ পণ্ডিতশ্চ পরস্ত্রিয়ম্।
নির্জ্জনেঽনির্জ্জনে বাপি রহস্যেব পরস্ত্রিয়ম্ ॥ ৭৯
আগচ্ছামি ত্বৎসমীপমাজ্ঞয়া ব্রহ্মণোঽধুনা।
গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন ত্বাং গ্রহীষ্যামি শোভনে ॥ ৮০
অহমেব শঙ্খচূড়ো দেববিদ্রাবকারকঃ।
দনুবংশোদ্ভবো বিশ্বে সুদামাহং হরেঃ পুরে ॥ ৮১
অহমষ্টসু গোপেষু গো-গোপী-পার্ষদেষু চ।
অধুনা দানবেন্দ্রোঽহং রাধিকায়াশ্চ শাপতঃ ॥ ৮২
জাতিস্মরোঽহং জানামি কৃষ্ণমন্ত্রপ্রভাবতঃ।
জাতিস্মরা ত্বং তুলসী সম্ভুক্তা হরিণা পুরা ॥ ৮৩
ত্বমেব রাধিকাশাপাজ্জাতাসি ভারতে ভুবি।
ত্বাং সম্ভোক্তুমুৎসুকোঽহং নালং রাধাভয়াৎ ততঃ
ইত্যেবমুক্ত্বা স পুমান্ বিররাম মহামুনে।
সস্মিতা তুলসী হৃষ্টা প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ৮৫

তুলস্যুবাচ।

এবংবিধো বুধো বিশ্বে বুধেষু চ প্রশংসিতঃ।
কান্তমেবংবিধং কান্তা শশ্বদিচ্ছাত কামতঃ ॥ ৮৬
ত্বয়াহমধুনা সত্যং বিচারেণ পরাজিতা।
স নিন্দিতশ্চাপ্যশুচির্যঃ পুমাংশ্চ স্ত্রিয়া জিতঃ ॥ ৮৭
নিন্দন্তি পিতরো দেবা বান্ধবা স্ত্রীজিতং জনম্।
স্ত্রীজিতং মনসা বাচা পিতা ভ্রাতা চ নিন্দতি ॥৮৮
শুধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন জাতকে মৃতকে তথা।
ভূমিপো দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহতঃ ॥ ৮৯
শূদ্রো মাসেন বেদেষু মাতৃবদ্বর্ণসঙ্করঃ।
অশুচিঃ স্ত্রীজিতঃ শুধ্যেচ্চিতাদাহনকালতঃ ॥ ৯০
ন গৃহ্লন্তীচ্ছয়া তস্য পিতরঃ পিণ্ডতর্পণম্।
ন গৃহ্লন্তীচ্ছয়া দেবাস্তস্য পুষ্পজলাদিকম্ ॥ ৯১
কিং তজ্জ্ঞানেন তপসা জপহোমপ্রপূজনৈঃ।
কিং বিদ্যয়া বা যশসা স্ত্রীভির্যস্য মনো হৃতম্ ॥ ৯২
বিদ্যাপ্রভাবজ্ঞানার্থং ময়া ত্বঞ্চ পরীক্ষিতঃ।
কৃত্বা পরীক্ষাং কান্তস্য বৃণোতি কামিনী বরম্ ॥৯৩
বরায় গুণহীনায় বৃদ্ধায়াজ্ঞানিনে তথা।
দরিদ্রায় চ মূর্খায় রোগিণে কুৎসিতায় চ ॥ ৯৪
অত্যন্তকোপযুক্তায় চাত্যন্তদুর্ম্মুখায় চ।
পঙ্গুলায়াঙ্গহীনায় চান্ধায় বধিরায় চ ॥ ৯৫
জড়ায় চৈব মূকায় ক্লীবতুল্যায় পাপিনে।
ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ সোঽপি যশ্চ কন্যাং দদাতি চ
শান্তায় গুণিনে চৈব যুনে চ বিদুষেঽপি চ।
বৈষ্ণবায় সুতাং দত্ত্বা দশবাজিফলং লভেৎ ॥ ৯৭
যঃ কন্যাপালনং কৃত্বা করোতি বিক্রয়ং যদি।
বিপদা ধনলাভেন কুম্ভীপাকং স গচ্ছতি ॥ ৯৮
কন্যামূত্রপুরীষঞ্চ তত্র ভক্ষতি পাতকী।
কৃমিভির্দংশিতঃ কাকৈর্যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৯৯
তদন্তে ব্যাধযোনৌ চ লভতে জন্ম নিশ্চিতম্।
বিক্রীণাতি মাংসভারং বহত্যেব দিবানিশম্ ॥১০০
ইত্যেবমুক্ত্বা তুলসী বিররাম তপোবনে।
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা তয়োরন্তিকমাযযৌ ॥ ১০১
মূর্দ্ধ্না ননাম তুলসী শঙ্খচূড়শ্চ নারদ।
উবাস তত্র দেবেশশ্চোবাচ চ তয়োর্হিতম্ ॥ ১০২

ব্রহ্মোবাচ।

কিং করোষি শঙ্খচূড় সংবাদমনয়া সহ।
গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন ত্বমিমাং গ্রহণং কুরু ॥ ১০৩
ত্বঞ্চ পুরুষরত্নঞ্চ স্ত্রীরত্নং স্ত্রীষিয়ং সতী।
বিদগ্ধায়া বিদগ্ধেন সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ ॥ ১০৪
নির্ব্বিরোধসুখং রাজন্ কো বা ত্যজতি দুর্লভম্।
যোঽবিরোধসুখত্যাগী স পশুর্নাত্র সংশয়ঃ ॥১০৫
কিং ত্বং পরীক্ষসে কান্তমীদৃশং গুণিনং সতি।
দেবানামসুরাণাঞ্চ দানবানাং বিমর্দ্দকম্ ॥ ১০৬
যথা লক্ষ্মীশ্চ লক্ষ্মীশে যথা কৃষ্ণে চ রাধিকা।
যথা ময়ি চ সাবিত্রী ভবানী চ ভবে যথা ॥ ১০৭

যথা ধরা বরাহে চ যথা মেনা হিমালয়ে।
যথাত্রাবনুসূয়া চ দময়ন্তী নলে যথা ॥ ১০৮
রোহিণী চ যথা চন্দ্রে যথা কামে রতিঃ সতী।
যথাদিতিঃ কশ্যপে চ বশিষ্ঠেঽরুন্ধতী যথা ॥ ১০৯
যথাহল্যা গৌতমে চ দেবহূতিশ্চ কর্দ্দমে ।
যথা বৃহস্পতৌ তারা শতরূপা মনৌ যথা ॥ ১১০
যথা চ দক্ষিণা যজ্ঞে যথা স্বাহা হুতাশনে।
যথা শচী মহেন্দ্রে চ যথা পুষ্টির্গণেশ্বরে ॥ ১১১
দেবসেনা যথা স্কন্দে ধর্ম্মে মূর্ত্তির্যথা সতী।
সৌভাগ্যসুপ্রিয়া ত্বঞ্চ শঙ্খচূড়ে তথা ভব ॥ ১১২
অনেন সার্দ্ধং সুচিরং সুন্দরেণ চ সুন্দরি।
স্থানে স্থানে বিহারঞ্চ যথেচ্ছং কুরু সন্ততম্ ॥১১৩
পশ্চাৎ প্রাপ্স্যসি গোবিন্দং গোলোকে পুনরেব চ
চতুর্ভুজঞ্চ বৈকুণ্ঠে শঙ্খচূড়ে মৃতে সতি ॥ ১১৪
ইত্যেবমাশিষং কৃত্বা স্বালয়ং প্রযযৌ বিধিঃ।
গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন জগৃহে তাঞ্চ দানবঃ ॥ ১১৫
স্বর্গে দুন্দুভিবাদ্যঞ্চ পুষ্পবৃষ্টির্বভূব হ।
স রেমে রাময়া সার্দ্ধং বাসগেহে মনোহরে ॥১১৬
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ তুলসী নবসঙ্গমসঙ্গতা।
নিমগ্না নির্জ্জনে সাধ্বী সম্ভোগসুখসাগরে ॥১১৭
চতুঃষষ্টিকলামানং চতুঃষষ্টিবিধং সুখম্ ।
কামশাস্ত্রে যন্নিরুক্তং রসিকানাং যথেপ্সিতম্ ॥১১৮
অঙ্গপ্রত্যঙ্গসংশ্লেষপূর্ব্বকং স্ত্রীমনোহরম্ ।
তৎ সর্ব্বং সুখশৃঙ্গারং চকার রসিকেশ্বরঃ ॥ ১১৯
অতীব রম্যে দেশে চ সর্ব্বজন্তুবিবর্জ্জিতে।
পুষ্পচন্দনতল্পে চ পুষ্পচন্দনবায়ুনা ॥ ১২০
পুষ্পোদ্যানে নদীতীরে, পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতে।
গৃহীত্বা রসিকাং রাসে পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতাম্ ॥১২১
ভূষিতাং ভূষণেনৈব রত্নভূষণভূষিতে।
সুরতে বিরতির্নাস্তি তয়োঃ সৌরতবিজ্ঞয়োঃ ॥১২২
জহার মানসং ভর্ত্তুর্লীলয়া তুলসী সতী।
চেতনাং রসিকায়াশ্চ জহার রসভাববিৎ ॥ ১২৩
বক্ষসশ্চন্দনং বাহ্বোস্তিলকং বিজহার সা।
স চ জগ্রাহ তস্যাশ্চ সিন্দূরবিন্দুপত্রকম্ ॥ ১২৪
স তদ্বক্ষসি তস্যাশ্চ নখরেখাং দদৌ মুদা।
সা দদৌ তদ্বামপার্শ্বে করভূষণলক্ষণম্ ॥ ১২৫
রাজা দন্তোষ্ঠপুটকে দদৌ দশনদংশনম্ ।
তদ্গণ্ডযুগলে সা চ প্রদদৌ তচ্চতুর্গুণম্ ॥ ১২৬

সুরতে বিরতৌ তৌ চ সমুত্থায় পরস্পরম্ ।
সুবেশং চক্রতুস্তত্র যত্তন্মনসি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১২৭
কুঙ্কুমাক্তং চন্দনেন সা তস্মৈ তিলকং দদৌ।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরে রম্যে চকার চানুলেপনম্ ॥১২৮
সুবাসিতঞ্চ তাম্বূলং বহ্নিশুদ্ধে চ বাসসী।
পারিজাতস্য কুসুমং নানাদুঃখবিনাশনম্ ॥ ১২৯
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণমঙ্গুরীয়কমুত্তমম্ ।
সুন্দরঞ্চ মণিবরং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্ ॥ ১৩০
দাসী তবাহমিত্যেবং সমুচ্চার্য্য পুনঃপুনঃ ।
ননাম পরয়া ভক্ত্যা স্বামিনং গুণশালিনম্ ॥১৩১
সস্মিতা তন্মুখাম্ভোজং লোচনাভ্যাং পপৌ পুনঃ।
নিমেষরহিতাভ্যাঞ্চ সকটাক্ষঞ্চ সুন্দরম্ ॥ ১৩২
স চ তাঞ্চ সমাকৃষ্য চকার বক্ষসি প্রিয়াম্ ।
সস্মিতং বাসসা ছন্নং দদর্শ মুখপঙ্কজম্ ॥ ১৩৩
চুচুম্ব কঠিনে গণ্ডে বিম্বোষ্ঠে পুনরেব চ।
দদৌ তস্মৈ বস্ত্রযুগ্মং বরুণাদাহৃতঞ্চ যৎ ॥ ১৩৪
দদৌ মঞ্জীরযুগ্মঞ্চ স্বাহায়াশ্চ হৃতঞ্চ যৎ।
কেয়ূরযুগ্মং ছায়ায়া রোহিণ্যাশ্চৈব কুণ্ডলম্ ॥১৩৫
অঙ্গুরীয়করত্নানি রত্যাশ্চ বরভূষণম্ ।
শঙ্খং সুরুচিরং চিত্রং যদ্দত্তং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ১৩৬
বিচিত্রপাশকশ্রেণীং শয্যাঞ্চাপি সুদুর্লভাম্ ।
ভূষণানি চ দত্ত্বা চ পরীহারং চকার হ ॥ ১৩৭
নির্ম্মায় কবরীভারং তস্যাশ্চ মাল্যসংযুতম্ ।
সুচিত্রং পত্রকং গণ্ডে জয়লেখসমং তথা ॥ ১৩৮
চন্দ্রলেখাত্রিভির্যুক্তং চন্দনেন সুগন্ধিনা।
পরিতঃ পরিতশ্চিত্রৈঃ সার্দ্ধং কুঙ্কুমবিন্দুভিঃ ॥১৩৯
জ্বলৎপ্রদীপাকারঞ্চ সিন্দূরতিলকং দদৌ।
তৎপাদপদ্মযুগলে স্থলপদ্মবিনিন্দিতে ॥ ১৪০
চিত্রালক্তকরাগঞ্চ নখরেষু দদৌ মুদা।
স্ববক্ষসি মুহুর্ন্যস্তং সরাগং চরণাম্বুজম্ ॥ ১৪১
হে দেবি তব দাসোঽহমিত্যুচ্চার্য্য পুনঃপুনঃ।
রত্ননির্ম্মাণযানেন তাঞ্চ কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥ ১৪২
তপোবনং পরিত্যজ্য রাজা স্থানান্তরং যযৌ।
মলয়ে দেবনিলয়ে শৈলে শৈলে বনে বনে ॥১৪৩
স্থানে স্থানেঽতিরম্যে চ পুষ্পোদ্যানেঽতিনির্জ্জনে
কন্দরে কন্দরে সিন্ধুতীরে চ সুন্দরে বনে ॥ ১৪৪
পুষ্পভদ্রানদীতীরে নীরবাতে মনোহরে।
পুলিনে পুলিনে দিব্যে নদ্যাং নদ্যাং নদে নদে ॥

মধৌ মধুকরণাঞ্চ মধুরধ্বনিনাদিতে।
বিন্ধ্যন্দনে সুবসনে চন্দনে গন্ধমাদনে॥ ১৪৬
দেবোদ্যানে দেববনে চিত্রে চন্দনকাননে।
চম্পকানাং কেতকীনাং মাধবীনাঞ্চ মাধবে ॥১৪৭
কুন্দানাং মালতীনাঞ্চ কুমুদাম্ভোজকাননে।
কল্পবৃক্ষে কল্পবৃক্ষে পারিজাতবনে বনে ॥ ১৪৮
নির্জ্জনে কাঞ্চনীস্থানে ধন্যে কাঞ্চনপর্ব্বতে।
কাঞ্চীবনে কিঙ্কনকে কঞ্চুকে কাঞ্চনাকরে ॥ ১৪৯
পুষ্পচন্দনতল্পে চ পুংস্কোকিলরুতশ্রুতে।
পুষ্পচন্দনসংযুক্তঃ পুষ্পচন্দনবায়ুনা॥ ১৫০
কামুক্যা কামুকঃ কামাৎ স রেমে রাময়া সহ।
ন তৃপ্তো দানবেন্দ্রশ্চ তৃপ্তিং নৈব জগাম সা ॥১৫১
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ববৃধে মদনস্তয়োঃ।
তয়া সহ সমাগত্য স্বাশ্রমং দানবস্ততঃ॥ ১৫২
রম্যক্রীড়ালয়ং কৃত্বা বিজহার পুনস্ততঃ।
এবং সম্বুভুজে রাজ্যং শঙ্খচূড়ঃ প্রতাপবান্ ॥১৫৩
একমন্বন্তরং পূর্ণং রাজরাজেশ্বরো বলী।
দেবানামসুরাণাঞ্চ দানবানাঞ্চ সন্ততম্ ॥ ১৫৪
গন্ধর্ব্বাণাং কিন্নরাণাং রাক্ষসানাঞ্চ শান্তিদঃ।
হৃতাধিকারা দেবাশ্চ চরন্তি ভিক্ষুকা যথা ॥ ১৫৫
পূজাহোমাদিকং তেষাং জহার বিষয়ং বলাৎ।
আশ্রয়ঞ্চাধিকারঞ্চ শস্ত্রাস্ত্রভূষণাদিকম্ ॥ ১৫৬
নিরুদ্যমাঃ সুরাঃ সর্ব্বে চিত্রপুত্তলিকা যথা।
তে চ সর্ব্বে বিষণ্ণাশ্চ প্রজগ্মুর্ব্রহ্মণঃ সভাম্ ॥১৫৭
বৃত্তান্তং কথয়ামাসু রুরুদুশ্চ ভৃশং মুহুঃ।
তদা ব্রহ্মা সুরৈঃ সার্দ্ধং জগাম শঙ্করালয়ম্ ॥১৫৮
সর্ব্বং সঙ্কথয়ামাস বিধাতা চন্দ্রশেখরম্।
ব্রহ্মা শিবশ্চ তৈঃ সার্দ্ধং বৈকুণ্ঠঞ্চ জগাম হ ॥১৫৯
সুদুর্লভং পরং ধাম জরামৃত্যুহরং পরম্।
সম্প্রাপ চ বরং দ্বারমাশ্রমাণাং হরেরহো ॥১৬০
দদর্শ দ্বারপালাংশ্চ রত্নসিংহাসনস্থিতান্।
শোভিতান্ পীতবস্ত্রৈশ্চ রত্নভূষণভূষিতান্ ॥ ১৬১
বনমালান্বিতান্ সর্ব্বান্ শ্যামসুন্দরবিগ্রহান্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরাংশ্চৈব চতুর্ভুজান্ ॥ ১৬২
সস্মিতান্ পদ্মবক্ত্রাংশ্চ পদ্মনেত্রান্ মনোহরান্।
ব্রহ্মা তান্ কথয়ামাস বৃত্তান্তং গমনার্থকম্ ॥১৬৩
তেঽনুজ্ঞাঞ্চ দদুস্তস্মৈ প্রবিবেশ তদাজ্ঞয়া।
এবঞ্চ ষোড়শ দ্বারান্ নিরীক্ষ্য কমলোদ্ভবঃ ॥১৬৪
দেবৈঃ সার্দ্ধং তানতীত্য প্রবিবেশ হরেঃ সভাম্।
দেবর্ষিভিঃ পরিবৃতাং পার্ষদৈশ্চ চতুর্ভুজৈঃ ॥ ১৬৫
নারায়ণস্বরূপৈশ্চ সর্ব্বৈঃ কৌস্তুভভূষিতৈঃ ॥
পূর্ণেন্দুমণ্ডলাকারাং চতুরস্রাং মনোহরাম্ ॥১৬৬
মণীন্দ্রসারনির্ম্মাণাং হীরসারসুশোভিতাম্।
অমূল্যরত্নখচিতাং রচিতাং স্বেচ্ছয়া হরেঃ ॥ ১৬৭
মাণিক্যমালাজালাঢ্যাং মুক্তাপঙ্‌ক্তিবিভূষিতাম্।
মণ্ডিতাং মণ্ডলাকারৈ রত্নদর্পণকোটিভিঃ ॥ ১৬৮
বিচিত্রৈশ্চিত্ররেখাভির্নানাচিত্রবিচিত্রিতাম্।
পদ্মরাগেন্দ্ররচিতৈ রচিতাং পদ্মকৃত্রিমৈঃ ॥ ১৬৯
সোপানশতকৈর্যুক্তাং স্যমন্তকবিনির্ম্মিতৈঃ।
পট্টসূত্রগ্রন্থিযুতৈশ্চারুচন্দনপল্লবৈঃ ॥ ১৭০
ইন্দ্রনীলমণিস্তম্ভৈর্বেষ্টিতাং সুমনোরমাম্।
সদ্রত্নপূর্ণকুম্ভানাং সমূহৈশ্চ সমন্বিতাম্ ॥ ১৭১
পারিজাতপ্রসূনানাং মালাজালৈর্বিরাজিতাম্।
কস্তূরীকুঙ্কুমাক্তৈশ্চ সুগন্ধিচন্দনদ্রবৈঃ ॥ ১৭২
সুসংস্কৃতান্তু সর্ব্বত্র বাসিতাং গন্ধবায়ুনা।
বিদ্যাধরীসমূহানাং সঙ্গীতৈশ্চ মনোহরাম্ ॥ ১৭৩
সহস্রযোজনায়ামাং পরিপূর্ণাঞ্চ কিঙ্করৈঃ।
দদর্শ শ্রীহরিং ব্রহ্মা শঙ্করশ্চ সুরৈঃ সহ ॥ ১৭৪
বসন্তং তন্মধ্যদেশে যথেন্দুং তারকাবৃতম্।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ-চিত্রসিংহাসনস্থিতম্ ॥ ১৭৫
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং বনমালাবিভূষিতম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণঞ্চ চতুর্ভুজম্ ॥ ১৭৬
নবীননীরদশ্যামং সুন্দরং সুমনোহরম্।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ-সর্ব্বভূষণভূষিতম্ ॥ ১৭৭
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং বিভ্রতং কেলিপঙ্কজম্।
পুরতো নৃত্যগীতঞ্চ পশ্যন্তং সস্মিতং মুদা ॥ ১৭৮
শান্তং সরস্বতীকান্তং লক্ষ্মীধৃতপদাম্বুজম্।
ভক্তপ্রদত্ততাম্বূলং ভুক্তবন্তং সুবাসিতম্ ॥ ১৭৯
গঙ্গয়া পরয়া ভক্ত্যা সেবিতং শ্বেতচামরৈঃ।
সর্ব্বৈশ্চ স্তূয়মানঞ্চ ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরৈঃ ॥ ১৮০
এবং বিশিষ্টং তং দৃষ্ট্বা পরিপূর্ণতমং বিভুম্।
ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ সর্ব্বে প্রণম্য তুষ্টুবুস্তদা ॥ ১৮১
সগদ্গদাঃ সাশ্রুনেত্রাঃ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহাঃ।
ভক্ত্যা পরময়া ভক্তা ভীতা নম্রাত্মকন্ধরাঃ ॥১৮২
পুটাঞ্জলিযুতো ভূত্বা বিধাতা জগতামপি।
বৃত্তান্তং কথয়ামাস বিনয়েন হরেঃ পুরঃ ॥ ১৮৩

হরিস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বভাববিৎ ।
প্রহস্যোবাচ ব্রহ্মাণং রহস্যঞ্চ মনোহরম্ ॥ ১৮৪
শ্রীভগবানুবাচ।
শঙ্খচূড়স্য বৃত্তান্তং সর্ব্বং জানামি পদ্মজ ।
মন্তক্তস্য চ গোপস্য মহাতেজস্বিনঃ পুরা ॥ ১৮৫
সুরাঃ শৃণুত তৎসর্ব্বমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
গোলোকস্যৈব চরিতং পাপঘ্নং পুণ্যকারণম্ ॥১৮
সুদামা নাম গোপশ্চ পার্ষদপ্রবরো মম ।
সম্প্রাপ দানবীং যোনিং রাধাশাপাৎ সুদারুণাৎ ॥
তত্রৈকদাহমগমং স্বালয়াদ্রাসমণ্ডলম্ ।
বিহায় মানিনীং রাধাং মম প্রাণাধিকাং পরাম্ ॥
সা মাং বিরজয়া সার্দ্ধং বিজ্ঞায় কিঙ্করীমুখাৎ ।
পশ্চাৎ ক্রুদ্ধা সা জগাম মাং দদর্শ চ তত্র চ ॥
বিরজাঞ্চ নদীরূপাং মাং জ্ঞাত্বা চ তিরোহিতম্ ।
পুনর্জগাম সা রুষ্টা স্বালয়ং সখীভিঃ সহ ॥ ১৯০
মাং দৃষ্ট্বা মন্দিরে দেবী সুদাম্না সহিতং পুরা ।
ভৃশং সা ভর্ৎসয়ামাস মৌনীভূতঞ্চ সুস্থিরম্ ॥ ১৯১
তচ্ছ্রুত্বাসহমানশ্চ সুদামা তাং চুকোপ হ ।
স চ তাং ভর্ৎসয়ামাস কোপেন মম সন্নিধৌ ॥
তচ্ছ্রুত্বা সা কোপযুক্তা রক্তপঙ্কজলোচনা ।
বহিষ্কর্ত্তুং চকারাজ্ঞাং সন্ত্রস্তা মম সংসদি ॥ ১৯৩
সখীলক্ষং সমুত্তস্থৌ দুর্ব্বারং তেজসোজ্জ্বলম্ ।
বহিশ্চকার তং তূর্ণং জল্পন্তঞ্চ পুনঃপুনঃ ॥১৯৪
সা চ তদ্বচনং শ্রুত্বা সমাক্রুষ্টা শশাপ তম্ ।
যাহি রে দানবীং যোনিমিত্যেবং দারুণং বচঃ ॥
তং গচ্ছন্তং শপন্তঞ্চ রুদন্তং মাং প্রণম্য চ ।
বারয়ামাস সা তুষ্টা রুদতী কৃপয়া পুনঃ ॥ ১৯৬
হে বৎস তিষ্ঠ মা গচ্ছ ক যাসীতি পুনঃপুনঃ ।
সমুচ্চার্য্য চ তৎপশ্চাজ্জগাম সা চ বিক্লবা ॥১৯৭
গোপ্যশ্চ রুরুদুঃ সর্ব্বা গোপাশ্চেতি সুদুঃখিতাঃ ।
তে সর্ব্বে রাধিকা চাপি তৎপশ্চাদ্বোধিতা ময়া ॥
আয়াস্যতি ক্ষণার্দ্ধেন কৃত্বা শাপস্য পালনম্ ।
সুদামা ত্বমিহাগচ্ছেত্যুবাচ সা নিবারিতা ॥ ১৯৯
গোলোকস্য ক্ষণার্দ্ধেন চৈকমন্বন্তরং ভবেৎ ।
পৃথিব্যাং জগতাং ধাতরিত্যেবং বচনং ধ্রুবম্ ॥
স এব শঙ্খচূড়শ্চ পুনস্তত্রৈব যাস্যতি ।
মহাবলিষ্ঠো যোগীশঃ সর্ব্বমায়াবিশারদঃ ॥ ২০১
মম শূলং গৃহীত্বা চ শীঘ্রং গচ্ছথ ভারতম্ ।
শিবঃ করোতু সংহারং মম শূলেন দানবম্ ॥২০২
মমৈব কবচং কণ্ঠে সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্ ।
বিভর্ত্তি দানবঃ শশ্বৎ সংসারবিজয়ী ততঃ ॥২০৩
তত্র ব্রহ্মন্ স্থিতে কণ্ঠে ন কোঽপি হিংসিতুং ক্ষমঃ ।
তচ্চ যাচ্ঞাং করিষ্যামি বিপ্ররূপোঽহমেব চ ॥
সতীত্বভঙ্গস্তৎপত্ন্যা যত্র কালে ভবিষ্যতি ।
তত্রৈব কালে তন্মৃত্যুরিতি দত্তো বরস্ত্বয়া ॥ ২০৫
তৎপত্ন্যাশ্চোদরে বীর্য্যমর্পয়িষ্যামি নিশ্চিতম্ ।
তৎক্ষণেনৈব তন্মৃত্যুর্ভাবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২০৬
পশ্চাৎ সা দেহমুৎসৃজ্য ভবিষ্যতি প্রিয়া মম ।
ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথো দদৌ শূলং হরায় চ ॥২০৭
শূলং দত্ত্বা যযৌ শীঘ্রং হরিরভ্যন্তরং মুদা ।
ভারতঞ্চ যযুর্দেবা ব্রহ্মরুদ্রপুরোগমাঃ ॥ ২০৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে তুলস্যুপাখ্যানে শঙ্খচূড়-বরপ্রসঙ্গো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

ব্রহ্মা শিবং সন্নিযোজ্য সংহারে দানবস্য চ ।
জগাম স্বালয়ং তূর্ণং যথাস্থানং মহামুনে ॥ ১
চন্দ্রভাগানদীতীরে বটমূলে মনোহরে ।
তত্র তস্থৌ মহাদেবো দেবনিস্তারহেতবে ॥ ২
দূতং কৃত্বা পুষ্পদন্তং গন্ধর্ব্বেশ্বরমীপ্সিতম্ ।
শীঘ্রং প্রস্থাপয়ামাস শঙ্খচূড়ান্তিকং মুনে ॥ ৩
স চেশ্বরাজ্ঞয়া শীঘ্রং যযৌ তন্নগরং বরম্ ।
মহেন্দ্রনগরোৎকৃষ্টং কুবেরভবনাধিকম্ ॥ ৪
পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণং দৈর্ঘ্যে তদ্দ্বিগুণং ভবেৎ ।
সপ্তভিঃ পরিখাভিশ্চ দুর্গমাভিঃ সমন্বিতম্ ॥ ৫
জ্বলদগ্নিনিভৈঃ শশ্বজ্জ্বলিতং রত্নকোটিভিঃ ।
যুক্তঞ্চ বীথিশতকৈর্মণিবেদিসমন্বিতৈঃ ॥ ৬
পরিতো বণিজাং সজ্জৈর্নানাবস্তুবিরাজিতৈঃ ।
সিন্দূরাকারমণিভির্নির্ম্মিতৈশ্চ বিচিত্রিতৈঃ ॥ ৭
ভূষিতং ভূষিতৈর্দিব্যৈরাশ্রমৈঃ শতকোটিভিঃ ।
গত্বা দদর্শ তন্মধ্যে শঙ্খচূড়ালয়ং বরম্ ॥ ৮
অতীব বলয়াকারং যথা পূর্ণেন্দুমণ্ডলম্ ।

জ্বলদগ্নিশিখাক্তাভিঃ পরিখাভিশ্চতসৃভিঃ ॥ ৯
সুদুর্গমঞ্চ শত্রূণামন্যেষাং সুগমং সুখম্ ।
অত্যুচ্চৈর্গগনস্পর্শি-মণিপ্রাচীরবেষ্টিতম্ ॥ ১০
রাজিতং দ্বাদশদ্বারৈর্দ্বারপালসমন্বিতৈঃ ।
রত্নকৃত্রিমপদ্মাঢ্যৈ রত্নদর্পণভূষিতৈঃ ॥ ১১
রত্নেন্দ্রচিত্ররাজীভিঃ সুদীপ্তাভির্বিরাজিতৈঃ ।
পরিতো রক্ষিতং শশ্বদ্দানবৈঃ শতকোটিভিঃ ॥ ১২
দিব্যাস্ত্রধারিভিঃ সর্ব্বৈর্মহাবলপরাক্রমৈঃ ।
সুন্দরৈশ্চ সুবেশৈশ্চ নানালঙ্কারভূষিতৈঃ ॥ ১৩
তান্ দৃষ্ট্বা পুষ্পদন্তোঽপি বরদ্বারং দদর্শ সঃ ।
দ্বারে নিযুক্তং পুরুষং শূলহস্তঞ্চ সস্মিতম্ ॥ ১৪
তিষ্ঠন্তং পিঙ্গলাক্ষঞ্চ তাম্রবর্ণং ভয়ঙ্করম্ ।
কথয়ামাস বৃত্তান্তং জগাম তদনুজ্ঞয়া ॥ ১৫
অতিক্রম্য নবদ্বারং জগামাভ্যন্তরং পুনঃ ।
ন কৈশ্চ রক্ষিতং শ্রুত্বা দূতরূপং রণস্য চ ॥ ১৬
গত্বা সোঽভ্যন্তরদ্বারং দ্বারপালমুবাচ হ ।
রণস্য সর্ব্ববৃত্তান্তং বিজ্ঞাপায়তুমীশ্বরম্ ॥ ১৭
স চ তং কথয়িত্বা চ দূতং গন্তুমুবাচ হ ।
স গত্বা শঙ্খচূড়ং তং দদর্শ সুমনোহরম্ ॥ ১৮
সভামণ্ডলমধ্যস্থং স্বর্ণসিংহাসনস্থিতম্ ।
মণীন্দ্রখচিতং ছত্রং রত্নদণ্ডসমন্বিতম্ ॥ ১৯
রত্নকৃত্রিমপুষ্পৈশ্চ প্রশস্তং শোভিতং সদা ।
ভৃত্যেন মস্তকন্যস্ত-স্বর্ণাচ্ছত্রমনোহরম্ * ॥ ২০
সেবিতং পার্ষদগণৈর্ব্ব্যজনৈঃ শ্বেতচামরৈঃ ।
সুবেশং সুন্দরং রম্যং [illegible]তম্ ॥ ২১
মাল্যানুলেপনং সূক্ষ্ম[illegible] মুনে ।
দানবেন্দ্রৈঃ পরিবৃতং সু[illegible]শ্চ ত্রিকোটিভিঃ ।
শতকোটিভিরন্যৈশ্চ ভ্রমদ্ভির্বস্ত্রধারিভিঃ ॥ ২২
এবম্ভূতঞ্চ তং দৃষ্ট্বা পুষ্পদন্তঃ সবিস্ময়ঃ ।
উবাচ রণবৃত্তান্তং যদুক্তং শঙ্করেণ চ ॥ ২৩

পুষ্পদন্ত উবাচ ।

রাজেন্দ্র শিবদূতোঽহং পুষ্পদন্তাভিধঃ প্রভো ।
যদুক্তং শঙ্করেণৈব তদ্ব্রবীমি নিশাময় ॥ ২৪
রাজ্যং দেহি চ দেবানামধিকারঞ্চ সাম্প্রতম্ ।
দেবাশ্চ শরণাপন্নাঃ সর্ব্বেশে শ্রীহরৌ বরে ॥ ২৫
হরির্দত্ত্বা স্বশূলঞ্চ তেন প্রস্থাপিতঃ শিবঃ ।
চন্দ্রভাগানদীতীরে বটমূলে ত্রিলোচনঃ ॥ ২৬
বিষয়ং দেহি তেষাঞ্চ যুদ্ধং বা কুরু নিশ্চিতম্ ।
গত্বা বক্ষ্যামি কিং শম্ভুমথবা বদ মামপি ॥ ২৭
দূতস্য বচনং শ্রুত্বা শঙ্খচূড়ঃ প্রহস্য চ ।
প্রভাতেঽহং গমিষ্যামি ত্বঞ্চ গচ্ছেত্যুবাচ হ ॥ ২৮
স গত্বোবাচ তূর্ণং তং বটমূলস্থমীশ্বরম্ ।
শঙ্খচূড়স্য বচনং তদীয়ং যৎ পরিচ্ছদম্ ॥ ২৯
এতস্মিন্নন্তরে স্কন্দ আজগাম শিবান্তিকম্ ।
বীরভদ্রশ্চ নন্দী চ মহাকালঃ সুভদ্রকঃ ॥ ৩০
বিশালাক্ষশ্চ বাণশ্চ পিঙ্গলাক্ষো বিকম্পনঃ ।
বিরূপো বিকৃতশ্চৈব মণিভদ্রশ্চ বাস্কলঃ ॥ ৩১
কপিলাক্ষো দীর্ঘদংষ্ট্রো বিকটস্তাম্রলোচনঃ ।
কালঙ্কটো বলীভদ্রঃ কালজিহ্বঃ কুটীচরঃ ॥ ৩২
বলোন্মত্তো রণশ্লাঘী দুর্জ্জয়ো দুর্গমস্তথা ।
অষ্টৌ চ ভৈরবা রৌদ্রা রুদ্রাশ্চৈকাদশ স্মৃতাঃ ॥ ৩৩
বসবো বাসবাদ্যাশ্চ চাদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ।
হুতাশনশ্চ চন্দ্রশ্চ বিশ্বকর্ম্মাশ্বিনৌ চ তৌ ॥ ৩৪
কুবেরশ্চ যমশ্চৈব জয়ন্তো নলকূবরঃ ।
বায়ুশ্চ বরুণশ্চৈব বুধশ্চ মঙ্গলস্তথা ॥ ৩৫
ধর্ম্মশ্চ শনিরীশানঃ কামদেবশ্চ বীর্য্যবান্ ।
উগ্রদংষ্ট্রা চোগ্রচণ্ডা কোট্টবী কৈটভী তথা ॥ ৩৬
স্বয়ং শতভুজা দেবী ভদ্রকালী ভয়ঙ্করী ।
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণ-বিমানোপরি সংস্থিতা ॥ ৩৭
রক্তবস্ত্রপরীধানা রক্তমাল্যানুলেপনা ।
নৃত্যন্তী চ হসন্তী চ গায়ন্তী সুস্বরং মুদা ॥ ৩৮
অভয়ং দদতী ভক্তমভয়া সা ভয়ং রিপুম্ ।
বিভ্রতীং বিকটাং জিহ্বাং সুলোলাং যোজনায়তাম্ ॥
খর্পরং বর্ত্তুলাকারং গভীরং যোজনায়তম্ ।
ত্রিশূলং গগনস্পর্শি শক্তিঞ্চ যোজনায়তাম্ ॥ ৪০
শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং শরাংশ্চাপং ভয়ঙ্করম্ ।
মুদ্গরং মুষলং বজ্রং খড়্গাং ফলকমুল্বণম্ ॥ ৪১
বৈষ্ণবাস্ত্রং বারুণাস্ত্রং বহ্নিঞ্চ নাগপাশকম্ ।
নারায়ণাস্ত্রং ব্রহ্মাস্ত্রং গান্ধর্ব্বং গারুড়ং তথা ॥ ৪২
পার্জ্জন্যঞ্চ পাশুপতং জৃম্ভণাস্ত্রঞ্চ পার্ব্বতম্ ।
মাহেশ্বরাস্ত্রং বায়ব্যং দণ্ডং সম্মোহনং তথা ।
অব্যর্থমস্ত্রশতকং দিব্যাস্ত্রশতকং পরম্ ॥ ৪৩
আগত্য তত্র তস্থৌ সা যোগিনীনাং ত্রিকোটিভিঃ ।

* মস্তকন্যস্তং (মস্তকে ন্যস্তং) স্বর্ণচ্ছত্রমিতি বহুপুস্তকসম্মতঃ পাঠঃ ।

সার্দ্ধঞ্চ ডাকিনীনাঞ্চ বিকটানাং ত্রিকোটিভিঃ ॥ ৪৪
ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ কুষ্মাণ্ডা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ।
বেতালাশ্চৈব যক্ষাশ্চ রাক্ষসাশ্চৈব কিন্নরাঃ ॥ ৪৫
তাভিশ্চৈব সহ স্কন্দঃ প্রণম্য চন্দ্রশেখরম্ ।
পিতুঃ পার্শ্বে সভায়াঞ্চ সমুবাস ভবাজ্ঞয়া ॥ ৪৬
অথ দূতে গতে তত্র শঙ্খচূড়ঃ প্রতাপবান্ ।
উবাচ তুলসীং বার্ত্তাং গত্বাভ্যন্তরমেব চ ॥ ৪৭
রণবার্ত্তাঞ্চ সা শ্রুত্বা শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকা ।
উবাচ মধুরং সাধ্বী হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৪৮

তুলস্যুবাচ ।

হে প্রাণনাথ হে বন্ধো তিষ্ঠ মে বক্ষসি ক্ষণম্ ।
হে প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেব রক্ষ মে জীবনং ক্ষণম্ ॥ ৪৯
ভুঙক্ষ্ব জন্মসমাধানং যদ্বৈ মনসি বাঞ্ছিতম্ ।
পশ্যামি ত্বাং ক্ষণং কিঞ্চিল্লোচনাভ্যাং পিপাসিতা
আন্দোলয়ন্তি প্রাণা মে মনো দগ্ধঞ্চ সন্ততম্ ।
দুঃস্বপ্নঞ্চ ময়া দৃষ্টঞ্চাদ্যৈব চরমে নিশি ॥ ৫১
তুলসীবচনং শ্রুত্বা ভুক্ত্বা পীত্বা নৃপেশ্বরঃ ।
উবাচ বচনং প্রাজ্ঞো হিতং সত্যং যথোচিতম্ ॥৫২

শঙ্খচূড় উবাচ ।

কালে নিয়োজিতং সর্ব্বং কর্ম্মভোগনিবন্ধনে ।
শুভং হর্ষঃ সুখং দুঃখং ভয়শোকমমঙ্গলম্ ॥ ৫৩
কালে ভবন্তি বৃক্ষাশ্চ স্কন্ধবন্তশ্চ কালতঃ ।
ক্রমেণ পুষ্পবন্তশ্চ ফলবন্তশ্চ কালতঃ ॥ ৫৪
তে সর্ব্বে ফলিনঃ কালে কালে কালং প্রয়ান্তি চ
ভবন্তি কালে ভূতানি কালে কালং প্রয়ান্তি চ ।
কালে ভবন্তি বিশ্বানি কালে নশ্যন্তি সুন্দরি ॥ ৫৫
কালে সৃজতি স্রষ্টা চ পাতা পাতি চ কালতঃ ।
সংহর্ত্তা সংহরেৎ কালে সঞ্চরন্তি ক্রমেণ তে ॥৫৬
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনামীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
স্রষ্টা পাতা চ সংহর্ত্তা তং কৃষ্ণং ভজ সন্ততম্ ॥৫৭
কালে স এব প্রকৃতিং নির্ম্মায় স্বেচ্ছয়া প্রভুঃ ।
নির্ম্মায় প্রাকৃতান্ সর্ব্বান্ বিশ্বস্থাংশ্চ চরাচরান্ ॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সর্ব্বং কৃত্রিমমেব চ ।
প্রভবন্তি চ কালেন নশ্যন্ত্যপি চ নশ্বরাঃ ॥ ৫৯
ভজ সত্যং পরং ব্রহ্ম রাধেশং ত্রিগুণাৎ পরম্ ।
সর্ব্বেশং সর্ব্বরূপঞ্চ সর্ব্বাত্মানং তমীশ্বরম্॥ ৬০
জলং জলেন সৃজতি জলং পাতি জলেন যঃ ।
হরেজ্জলং জলেনৈব তং কৃষ্ণং ভজ সন্ততম্ ॥ ৬১
যস্যাজ্ঞয়া বাতি বাতঃ শীঘ্রগামী চ সন্ততম্ ।
যস্যাজ্ঞয়া চ তপনস্তপত্যেব যথাক্ষণম্ ॥ ৬২
যথাক্ষণং বর্ষতীন্দ্রো মৃত্যুশ্চরতি জন্তুষু ।
যথাক্ষণং দহত্যগ্নিশ্চন্দ্রো ভ্রমতি ভীতবৎ ॥ ৬৩
মৃত্যোর্মৃত্যুং কালকালং যমস্য চ যমং পরম্ ।
বিভুং স্রষ্টুশ্চ স্রষ্টারং পাতুশ্চ পালকং ভবে ॥৬৪
সংহর্ত্তারঞ্চ সংহর্ত্তুস্তং কৃষ্ণং শরণং ব্রজ ।
কো বন্ধুশ্চৈব কেষাং বা সর্ব্ববন্ধুং ভজ প্রিয়ে ॥
অহং কোবা চ ত্বং কা বা বিধিনা চোদিতঃ পুরা ।
ত্বয়া সার্দ্ধং কর্ম্মণা চ বিধিনৈব বিয়োজিতঃ ॥ ৬৬
অজ্ঞানী কাতরঃ শোকে বিপত্তৌ চ ন পণ্ডিতঃ ।
সুখং দুঃখং ভ্রমত্যেব চক্রনেমিক্রমেণ চ ॥ ৬৭
নারায়ণং তং সর্ব্বেশং কান্তং প্রাপ্স্যসি নিশ্চিতম্
তপঃ কৃতং যদর্থে চ পুরা বদরিকাশ্রমে ॥ ৬৮
ময়া ত্বং তপসা লব্ধা ব্রহ্মণশ্চ বরেণ চ ।
হরেরর্থে তব তপো হরিং প্রাপ্স্যসি কামিনি ।
বৃন্দাবনে চ গোবিন্দং গোলোকে ত্বং ভবিষ্যসি ॥
অহং যাস্যামি তল্লোকং তনুং ত্যক্ত্বা চ দানবীম্ ।
তত্র দ্রক্ষ্যসি মাং ত্বঞ্চ তাঞ্চ দ্রক্ষ্যামি সন্ততম্ ॥৭০
আগমং রাধিকাশাপাদ্ভারতঞ্চ সুদুর্ল্লভম্ ।
পুনর্যাস্যামি তত্রৈব কঃ শোকো মে শৃণু প্রিয়ে ॥
ত্বঞ্চ দেহং পরিত্যজ্য দিব্যরূপং বিধায় চ ।
তৎকালং প্রাপ্স্যসি হরিং মা কান্তে কাতরা ভব
ইত্যুক্ত্বা চ দিনান্তে চ তথা সার্দ্ধং মনোহরে ।
সুষ্বাপ শোভনে তল্পে পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতে॥ ৭৩
নানাপ্রকারবিভবং চকার রত্নমন্দিরে ॥ ৭৪
রত্নপ্রদীপসংযুক্তে স্ত্রীরত্নং প্রাপ্য সুন্দরীম্ ।
নিনায় রজনীং রাজা ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ ॥ ৭৫
কৃত্বা বক্ষসি কান্তাং তাং রুদতীমতিদুঃখিতাম্ ।
কৃশোদরীং নিরাহারাং নিমগ্নাং শোকসাগরে ॥৭৬
পুনস্তাং বোধয়ামাস দিব্যজ্ঞানেন জ্ঞানবিৎ ।
পুরা কৃষ্ণেণ যদ্দত্তং ভাণ্ডীরে চ তদুত্তমম্ ॥ ৭৭
স চ তস্যৈ দদৌ তচ্চ সর্ব্বশোকহরং বরম্ ॥ ৭৮
জ্ঞানং সম্প্রাপ্য সা দেবী প্রসন্নবদনেক্ষণা ।
ক্রীড়াং চকার হর্ষেণ সর্ব্বং মত্বেতি নশ্বরম্ ॥ ৭৯
তৌ দম্পতী চ ক্রীড়ার্ত্তৌ নিমগ্নৌ সুখসাগরে ।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গৌ মূর্চ্ছিতৌ নির্জ্জনে মুনে ॥
অঙ্গপ্রত্যঙ্গসংযুক্তৌ সুপ্রীতৌ সুরতোৎসুকৌ ।

একাঙ্গৌ চ তথা তৌ দ্বৌ চার্দ্ধনারীশ্বরৌ যথা ॥৮১
প্রাণেশ্বরঞ্চ তুলসী মেনে প্রাণাধিকং পরম্।
প্রাণাধিকাঞ্চ তাং মেনে রাজা প্রাণাধিকেশ্বরীম্॥
তৌ স্থিতৌ সুখসুপ্তৌ চ তন্দ্রিতৌ সুন্দরৌ সমৌ
সুবেশৌ সুখসম্ভোগাদচেষ্টৌ সুমনোহরৌ ॥ ৮৩
ক্ষণং সচেতনৌ তৌ চ কথয়ন্তৌ রসাশ্রয়াম্।
কথাং মনোহরাং দিব্যাং হসন্তৌ চ ক্ষণং পুনঃ॥
ভুক্তবন্তৌ চ তাম্বূলং প্রদত্তঞ্চ পরস্পরম্।
পরস্পরং সেবিতৌ চ সুপ্রীত্যা শ্বেতচামরৈঃ ॥৮৫
ক্ষণং শয়ানৌ সানন্দৌ বসন্তৌ চ ক্ষণং পুনঃ।
ক্ষণং কেলিনিযুক্তৌ চ রসভাবসমন্বিতৌ ॥ ৮৬
সুরতের্বিরতির্নাস্তি তৌ তদ্বিষয়পণ্ডিতৌ।
সততং জয়যুক্তৌ দ্বৌ ক্ষণং নৈব পরাজিতৌ ॥৮৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদসংবাদে তুলস্যুপাখ্যানে
তুলসীশঙ্খচূড়সম্ভোগো নাম
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণং মনসা ধ্যাত্বা রাজা কৃষ্ণপরায়ণঃ।
উত্থায় ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে পুষ্পতল্পান্মনোহরাৎ ॥ ১
রাত্রিবাসঃ পরিত্যজ্য স্নাত্বা মঙ্গলবারিণা।
ধৌতে চ বাসসী ধৃত্বা কৃত্বা তিলকমুজ্জ্বলম্ ॥ ২
চকারাহ্নিকমাবশ্যমভীষ্টদেববন্দনম্।
দধ্যাজ্যমধুলাজঞ্চ দদর্শ বাস্তুমঙ্গলম্ ॥ ৩
রত্নশ্রেষ্ঠং মণিশ্রেষ্ঠং বস্ত্রশ্রেষ্ঠঞ্চ কাঞ্চনম্।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ ভক্ত্যা যথা নিত্যঞ্চ নারদ ॥ ৪
অমূল্যরত্নং যৎ কিঞ্চিন্মুক্তামাণিক্যহীরকম্।
দদৌ বিপ্রায় গুরবে যাত্রামঙ্গলহেতবে ॥ ৫
গজরত্নমশ্বরত্নং ধেনুরত্নং মনোহরম্।
দদৌ সর্ব্বং দরিদ্রায় বিপ্রায় মঙ্গলায় চ ॥ ৬
ভাণ্ডারাণাং সহস্রঞ্চ নগরাণাং ত্রিলক্ষকম্।
গ্রামাণাং শতকোটিঞ্চ ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা ॥৭
পুত্রং কৃত্বা চ রাজেন্দ্রং সুচন্দ্রং দানবেষু চ।
পুত্রে সমর্প্য ভার্য্যাঞ্চ রাজ্যঞ্চ সর্ব্বসম্পদম্ ॥ ৮
প্রজানুচরসঙ্ঘঞ্চ ভাণ্ডারবাহনাদিকম্।
স্বয়ং সন্নাহযুক্তশ্চ ধনুষ্পাণির্ব্বভূব হ ॥ ৯
ভৃত্যদ্বারা ক্রমেণৈব চকার সৈন্যসঞ্চয়ম্।
অশ্বানাঞ্চ ত্রিলক্ষেণ লক্ষেণ বরহস্তিনাম্ ॥ ১০
রথানামযুতেনৈব ধানুষ্কাণাং ত্রিকোটিভিঃ।
ত্রিকোটিভিশ্চর্ম্মিণাঞ্চ শূলিনাঞ্চ ত্রিকোটিভিঃ ॥১১
কৃতা সেনা পরিমিতা দানবেন্দ্রেণ নারদ।
তস্যাং সেনাপতিশ্চৈকো যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ১২
মহারথঃ স বিজ্ঞেয়ো রথিনাং প্রবরো রণে।
ত্রিলক্ষাক্ষৌহিণীসেনাপতিং কৃত্বা নরাধিপঃ ॥১৩
ত্রিংশদক্ষৌহিণীবাদ্যভাণ্ডৌঘঞ্চ চকার হ।
বহির্বভূব শিবিরান্মনসা শ্রীহরিং স্মরন্ ॥ ১৪
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণ-বিমানমারুরোহ সঃ।
গুরুবর্গান্ পুরস্কৃত্য প্রযযৌ শঙ্করান্তিকম্ ॥ ১৫
পুষ্পভদ্রানদীতীরং যত্রাক্ষয়বটং শুভম্।
সিদ্ধাশ্রমঞ্চ সিদ্ধানাং সিদ্ধক্ষেত্রঞ্চ নামতঃ ॥ ১৬
কপিলস্য তপঃস্থানং পুণ্যক্ষেত্রঞ্চ ভারতে।
পশ্চিমোদধিপূর্ব্বে চ মলয়স্য চ পশ্চিমে ॥ ১৭
শ্রীশৈলোত্তরভাগে চ গন্ধমাদনদক্ষিণে।
পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণা দৈর্ঘ্যে শতগুণা তথা ॥ ১৮
শাশ্বতী জলপূর্ণা চ পুষ্পভদ্রা নদী তথা।
লবণোদপ্রিয়াভার্য্যা শশ্বৎসৌভাগ্যসংযুতা ॥ ১৯
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশা ভারতে চ সুপুণ্যদা।
শরাবতীমিশ্রিতা চ নির্গতা সা হিমালয়াৎ ॥ ২০
গোমন্তং বামতঃ কৃত্বা প্রবিষ্টা পশ্চিমোদধৌ।
তত্র গত্বা শঙ্খচূড়ো দদর্শ চন্দ্রশেখরম্ ॥ ২১
বটমূলে সমাসীনং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্।
কৃত্বা যোগাসনং স্থিত্বা মুদা যুক্তঞ্চ সস্মিতম্ ॥ ২২
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা।
ত্রিশূলপট্টিশধরং ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরং বরম্ ॥ ২৩
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং জটাজালঞ্চ বিভ্রতম্।
ত্রিনেত্রং পঞ্চবক্ত্রঞ্চ নাগযজ্ঞোপবীতিনম্ ॥ ২৪
মৃত্যুঞ্জয়ং মৃত্যুমৃত্যুং বিশ্বমৃত্যুকরং পরম্।
ভক্তমৃত্যুহরং শান্তং গৌরীকান্তং মনোরমম্ ॥২৫
তপসাং ফলদাতারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্।
আশুতোষং প্রসন্নাস্যং ভক্তানুগ্রহকারকম্ ॥ ২৬
বিশ্বনাথং বিশ্বরূপং বিশ্ববীজঞ্চ বিশ্বজম্।
বিশ্বম্ভরং বিশ্ববরং বিশ্বসংহারকারণম্ ॥ ২৭

কারণং কারণানাঞ্চ নরকার্ণবতারণম্ ।
জ্ঞানপ্রদং জ্ঞানবীজং জ্ঞানানন্দং সনাতনম্ ॥২৮
অবরুহ্য বিমানাচ্চ তং দৃষ্ট্বা দানবেশ্বরঃ ।
সর্ব্বৈঃ সার্দ্ধং ভক্তিযুক্তঃ শিরসা প্রণনাম সঃ ॥২৯
বামতো ভদ্রকালীঞ্চ স্কন্দঞ্চ তৎপুরঃস্থিতম্ ।
আশিষঞ্চ দদৌ তস্মৈ কালী স্কন্দশ্চ শঙ্করঃ ॥ ৩০
উত্তস্থুর্দানবং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে নন্দীশ্বরাদয়ঃ ।
পরস্পরঞ্চ সম্ভাষাং তে চক্রুস্তত্র সাম্প্রতম্ ॥ ৩১
রাজা কৃত্বা চ সম্ভাষামুবাস শিবসন্নিধৌ ।
প্রসন্নাত্মা মহাদেবো ভগবাংস্তমুবাচ হ ॥ ৩২

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

বিধাতা জগতাং ব্রহ্মা পিতা ধর্ম্মস্য ধর্ম্মবিৎ।
মরীচিস্তস্য পুত্রশ্চ বৈষ্ণবশ্চাপি ধার্ম্মিকঃ ॥ ৩৩
কশ্যপশ্চাপি তৎপুত্রো ধর্ম্মিষ্ঠশ্চ প্রজাপতিঃ ।
দক্ষঃ প্রীত্যা দদৌ তস্মৈ ভক্ত্যা কন্যাস্ত্রয়োদশ ॥৩৪
তাস্বেকা চ দনুঃ সাধ্বী তৎসৌভাগ্যেন বর্দ্ধিতা ।
চত্বারিংশদ্দনোঃ পুত্রা দানবাস্তেজসোজ্জ্বলাঃ ॥৩৫
তেষ্বেকো বিপ্রচিত্তিশ্চ মহাবলপরাক্রমঃ ।
তৎপুত্রো ধার্ম্মিকো দম্ভো বিষ্ণুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ
জজাপ পরমং মন্ত্রং পুষ্করে লক্ষবৎসরম্ ।
শুক্রাচার্য্যং গুরুং কৃত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৩৭
তদা ত্বাং তনয়ং পাপ বরং কৃষ্ণপরায়ণম্ ।
পুরা ত্বং পার্ষদো গোপো গোপেষ্বষ্টসু ধার্ম্মিকঃ ॥
অধুনা রাধিকাশাপাজ্জাতস্তে দানবেশ্বরঃ ।
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং ভ্রমং মেনে চ বৈষ্ণবঃ ॥ ৩৯
সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈক্যং হরেরপি।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বৈষ্ণবাঃ সেবনং বিনা ॥ ৪০
ব্রহ্মত্বমমরত্বং বা তুচ্ছং মেনে চ বৈষ্ণবঃ ।
ইন্দ্রত্বং বা কুবেরত্বং * ন মেনে গণনাসু চ ॥৪১
কৃষ্ণভক্তস্য তে কিং বা দেবানাং বিষয়ে ভ্রমে ।
দেহি রাজ্যঞ্চ দেবানাং মৎপ্রীতিং কুরু ভূমিপ ॥
সুখং স্বরাজ্যে ত্বং তিষ্ঠ দেবাস্তিষ্ঠন্তু স্বে পদে ।
অলং ভ্রাতৃবিরোধেন সর্ব্বে কশ্যপবংশজাঃ ॥ ৪৩
যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ ।
জ্ঞাতিদ্রোহস্য পাপস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥
স্বসম্পদাঞ্চ হানিঞ্চ যদি রাজেন্দ্র মন্যসে ।
সর্ব্বাবস্থা চ সমতাং কেষাং যাতি চ সর্ব্বদা ॥৪৫
ব্রহ্মণশ্চ তিরোভাবো লয়ে প্রাকৃতিকে সতি ।
আবির্ভাবঃ পুনস্তস্য প্রভবেদীশ্বরেচ্ছয়া ॥ ৪৬
জ্ঞানবৃদ্ধিশ্চ তপসা স্মৃতির্লোকস্য নিশ্চিতম্ ।
করোতি সৃষ্টিং জ্ঞানেন স্রষ্টা সোঽপি ক্রমেণ চ
পরিপূর্ণতমো ধর্ম্মঃ সত্যে সত্যাশ্রয়ঃ সদা ।
ত্রিভাগঃ সোঽপি ত্রেতায়াং দ্বিভাগো দ্বাপরে স্মৃতঃ
একভাগঃ কলেঃ পূর্ব্বে তদ্হ্রাসশ্চ ক্রমেণ চ ।
কলামাত্রং কলেঃ শেষে কুহ্বাং চন্দ্রকলা যথা ॥৪৯
যাদৃক্ তেজো রবেগ্রীষ্মে ন তাদৃক্ শিশিরে পুনঃ
দিনে চ যাদৃঙ্মধ্যাহ্নে সায়ং প্রাতর্ন তৎসমম্ ॥ ৫০
উদয়ং যাতি কালেন বালতাঞ্চ ক্রমেণ চ ।
প্রকাণ্ডতাঞ্চ তৎপশ্চাৎ কালেঽস্তং পুনরেব সঃ ॥
দিনে প্রচ্ছন্নতাং যাতি কালেন দুর্দ্দিনে ঘনে ।
রাহুগ্রস্তে কম্পিতশ্চ পুনরেব প্রসন্নতাম্ ॥ ৫২
পরিপূর্ণতমশ্চন্দ্রঃ পূর্ণিমায়াঞ্চ যাদৃশঃ ।
তাদৃশো ন ভবেন্নিত্যং ক্ষয়ং যাতি দিনে দিনে ॥৫৩
পুনঃ স পুষ্টিতাং যাতি পরং কুহ্বা দিনে দিনে ।
সম্পদ্‌যুক্তঃ শুক্লপক্ষে কৃষ্ণে ম্লানশ্চ যক্ষ্মণা ॥ ৫৪
রাহুগ্রস্তে দিনে ম্লানো দুর্দ্দিনে নিবিড়ে ঘনে ।
কালে চেন্দ্রো ভবেচ্ছুদ্ধো ভ্রষ্টশ্রীঃ কালভেদকে ॥
ভবিষ্যতি বলিশ্চেন্দ্রো ভ্রষ্টশ্রীঃ সুতলেঽধুনা ।
কালেন পৃথ্বী শস্যাঢ্যা সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা ॥ ৫৬
কালে জলে নিমগ্না সা তিরোভূতা বিপদ্গতা ।
কালে নশ্যন্তি বিশ্বানি প্রভবন্ত্যেব কালতঃ ॥ ৫৭
চরাচরাশ্চ কালেন নশ্যন্তি প্রভবন্তি চ ।
ঈশ্বরস্যৈব সমতা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৫৮
অহং মৃত্যুঞ্জয়ো যস্মাদসংখ্যং প্রাকৃতং লয়ম্ ।
অদর্শঞ্চাপি দ্রক্ষ্যামি বারং বারং পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৯
স চ প্রকৃতিরূপঞ্চ স এব পুরুষঃ স্মৃতঃ ।
স চাত্মা স চ জীবশ্চ নানারূপধরঃ পরঃ ॥ ৬০
করোতি সততং যো হি তন্নামগুণকীর্ত্তনম্ ।
কালং মৃত্যুং স জয়তি জন্মরোগজরাভয়ম্ ॥ ৬১
স্রষ্টা কৃতো বিধিস্তেন পাতা বিষ্ণুঃ কৃতো ভবে ।
অহং কৃতশ্চ সংহর্ত্তা বয়ং বিষয়িণঃ কৃতাঃ ॥ ৬২
কালাগ্নিরুদ্রং সংহারে নিযোজ্য বিষয়ে নৃপঃ ।
অহং করোমি সততং তন্নামগুণকীর্ত্তনম্ ॥ ৬৩
তেন মৃত্যুঞ্জয়োঽহঞ্চ জ্ঞানেনানেন নির্ভয়ঃ ।

---

* মনুত্বং বেতি পাঠান্তরম্ ।

মৃত্যুর্মৃত্যো ভয়াদ্যাতি বৈনতেয়াদিবোরগঃ ॥ ৬৪
ইত্যুক্ত্বা স চ সর্ব্বেশঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বভাবনঃ ।
বিররাম চ সর্ব্বশ্চ সভামধ্যে চ নারদ ॥ ৬৫
রাজা তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রশশংস পুনঃ পুনঃ ।
উবাচ মধুরং দেবং পরং বিনয়পূর্ব্বকম্ ॥ ৬৬

শঙ্খচূড় উবাচ ।

ত্বয়া যৎ কথিতং নাথ সর্ব্বং সত্যঞ্চ নানৃতম্ ।
তথাপি কিঞ্চিদ্যাথার্থ্যং শ্রূয়তাং মন্নিবেদনম্ ॥৬৭
জ্ঞাতিদ্রোহে মহৎ পাপং ত্বয়োক্তমধুনাত্র যৎ ।
গৃহীত্বা তস্য সর্ব্বস্বং কুতঃ প্রস্থাপিতো বলিঃ ॥৬৮
ময়া সমুদ্ধৃতং সর্ব্বমৃদ্ধমৈশ্বর্য্যমীশ্বরঃ ।
সুতলাচ্চ সমুদ্ধর্ত্তুং নালং সোঽপি গদাধরঃ ॥ ৬৯
সভ্রাতৃকো হিরণ্যাক্ষঃ কথং দেবৈশ্চ হিংসিতঃ ।
শুম্ভাদয়শ্চাসুরাশ্চ কথং দেবৈর্নিপাতিতাঃ ॥ ৭০
পুরা সমুদ্রমথনে পীযূষং ভক্ষিতং সুরৈঃ ।
ক্লেশভাজো বয়ং তত্র তৈঃ সর্ব্বফলভাজনৈঃ ॥৭১
ক্রীড়াভাণ্ডমিদং বিশ্বং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
যস্মৈ তত্র স দদাতি তস্যৈশ্বর্য্যং ভবেৎ তদা ॥৭২
দেবদানবয়োর্ব্বাদঃ শশ্বন্নৈমিত্তিকঃ সদা ।
পরাজয়ো জয়স্তেষাং কালেঽস্মাকং ক্রমেণ চ ॥৭৩
তত্রাবয়োর্বিরোধে চাগমনং নিষ্ফলং তব ।
মম সম্বন্ধিনো বন্ধোরীশ্বরস্য মহাত্মনঃ ॥ ৭৪
ইয়ন্তে মহতী লজ্জা স্পর্দ্ধাস্মাভিঃ সহাধুনা ।
ততোঽধিকা চ সমরে কীর্ত্তিহানিঃ পরাজয়ে ॥৭৫
শঙ্খচূড়বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য চ ত্রিলোচনঃ ।
যথোচিতং সুমধুরমুবাচ দানবেশ্বরম্ ॥ ৭৬

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

যুষ্মাভিঃ সহ যুদ্ধং মে ব্রহ্মবংশসমুদ্ভবৈঃ ।
কা লজ্জা মহতী রাজন্নকীর্ত্তির্ব্বা পরাজয়ে ॥ ৭৭
যুদ্ধমাদৌ হরেরেব মধুনা কৈটভেন চ ।
হিরণ্যকশিপোশ্চৈব সহ তেনাত্মনা নৃপ ॥ ৭৮
হিরণ্যাক্ষস্য যুদ্ধঞ্চ পুনস্তেন গদাভৃতা ।
ত্রিপুরৈঃ সহ যুদ্ধঞ্চ ময়া চাপি পুরা কৃতম্ ॥ ৭৯
সর্ব্বেশ্বর্য্যাঃ সর্ব্বমাতুঃ প্রকৃত্যাশ্চ বভূব হ ।
সহ শুম্ভাদিভিঃ পূর্ব্বং সমরং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৮০
পার্ষদপ্রবরস্ত্বঞ্চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
যে যে হতাশ্চ তে দৈত্যা ন হি কেঽপি ত্বয়া সমাঃ ॥ ৮১
কা লজ্জা মহতী রাজন্নকীর্ত্তির্ব্বা পরাজয়ে ।
সুরাণাং শরণস্যৈব প্রেষিতস্য হরেরহো ॥ ৮২
দেহি রাজ্যঞ্চ দেবানাং বাগ্ব্যয়ে কিং প্রয়োজনম্ ।
যুদ্ধং বা কুরু মৎ সার্দ্ধমিতি মে নিশ্চিতং বচঃ ॥
ইত্যুক্ত্বা শঙ্করস্তত্র বিররাম চ নারদ ।
উত্তস্থৌ শঙ্খচূড়শ্চ স্বামাত্যৈঃ সহ সত্বরঃ ॥ ৮৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে তুলস্যুপাখ্যানে শিব-শঙ্খচূড়সংবাদোঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

শিবং প্রণম্য শিরসা দানবেন্দ্রঃ প্রতাপবান্ ।
সমারুরোহ যানঞ্চ স্বামাত্যৈঃ সহ সত্বরঃ ॥ ১
শিবঃ স্বসৈন্যং দেবাংশ্চ প্রেরয়ামাস সত্বরঃ ।
দানবেন্দ্রঃ সসৈন্যশ্চ যুদ্ধারম্ভো বভূব হ ॥ ২
স্বয়ং মহেন্দ্রো যুযুধে সার্দ্ধঞ্চ বৃষপর্ব্বণা ।
ভাস্করো যুযুধে বিপ্রচিত্তিনা সহ সত্বরঃ ॥ ৩
দম্ভেন সহ চন্দ্রশ্চ চকার সমরং পরম্ ।
কালেশ্বরেণ কালশ্চ গোকর্ণেন হুতাশনঃ ॥ ৪
কুবেরঃ কালকেয়েন বিশ্বকর্ম্মা ময়েন চ ।
ভয়ঙ্করেণ মৃত্যুশ্চ সংহারেণ যমস্তথা ॥ ৮
কলবিঙ্কেন বরুণশ্চঞ্চলেন সমীরণঃ ।
বুধশ্চ ঘৃতপৃষ্ঠেন রক্তাক্ষেণ শনৈশ্চরঃ ॥ ৬
জয়ন্তো রত্নসারেণ বসবো বর্চ্চসাং গণৈঃ ।
অশ্বিনৌ চ দীপ্তিমতা ধূম্রেণ নলকূবরঃ ॥ ৭
ধনুর্দ্ধরেণ ধর্ম্মশ্চ মণ্ডূকাক্ষেণ মঙ্গলঃ ।
শোভাকরেণৈবেশানঃ পীঠরেণ চ মন্মথঃ ॥ ৮
উল্কামুখেন ধূম্রেণ খড়্গেনাপি ধ্বজেন চ ।
কাকীমুখেন পিণ্ডেন ধূম্রেণ সহ নন্দিনা ॥ ৯
বিশ্বেন চ পলাশেন চাদিত্যা যুযুধুঃ পরম্ ।
একাদশ মহারুদ্রাশ্চৈকাদশভয়ঙ্করৈঃ ॥ ১০
মহামারী চ যুযুধে চোগ্রদণ্ডাদিভিঃ সহ ।
নন্দীশ্বরাদয়ঃ সর্ব্বে দানবানাং গণৈঃ সহ ॥ ১১
যুযুধুশ্চ মহাযুদ্ধে প্রলয়ে চ ভয়ঙ্করে ।
বটমূলে চ শম্ভুশ্চ তস্থৌ কাল্যা সুতেন চ ॥১২

সর্ব্বে চ যুযুধঃ সৈন্যসমূহাঃ সততং মুনে।
রত্নসিংহাসনে রম্যে কোটিভির্দ্দানবৈঃ সহ ॥ ১৩
উবাচ শঙ্খচূড়শ্চ রত্নভূষণভূষিতঃ।
শঙ্করস্য চ যোধাশ্চ যুদ্ধে সর্ব্বে পরাজিতাঃ ॥ ১৪
দেবাশ্চ দুদ্রুবুঃ সর্ব্বে ভীতাশ্চ ক্ষতবিক্ষতাঃ।
চকার কোপং স্কন্দশ্চ দেবেভ্যশ্চাভয়ং দদৌ ॥ ১৫
বলঞ্চ স্বগণানাঞ্চ বর্দ্ধয়ামাস তেজসা।
স্বয়মেকশ্চ যুযুধে দানবানাং গণৈঃ সহ ॥ ১৬
অক্ষৌহিণীনাং শতকং সমরে স জঘান হ।
খর্পরং পাতয়ামাস কালী কমললোচনা ॥ ১৭
পপৌ রক্তং দানবানাং ক্রুদ্ধা সা শতখর্পরম্‌।
দশলক্ষং গজেন্দ্রাণাং শতলক্ষঞ্চ ঘোটকম্‌ ॥ ১৮
সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ লীলয়া।
কবন্ধানাং সহস্রঞ্চ ননর্ত্ত সমরে মুনে ॥ ১৯
স্কন্দস্য শরজালেন দানবাঃ ক্ষতবিক্ষতাঃ।
ভীতাশ্চ দুদ্রুবুঃ সর্ব্বে মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ২০
বৃষপর্ব্বা বিপ্রচিত্তির্দম্ভশ্চাপি বিকঙ্কণঃ।
স্কন্দেন সার্দ্ধং যুযুধুস্তে চ সর্ব্বে ক্রমেণ চ ॥ ২১
মহামারী চ যুযুধে ন বভূব পরাঙ্মুখী।
বভূবুস্তে চ সংক্ষুব্ধাঃ স্কন্দস্য শক্তিপীড়য়া ॥ ২২
নেদুর্দুন্দুভয়ঃ স্বর্গে পুষ্পবৃষ্টির্বভূব হ।
স্কন্দস্যোপরি তত্রৈব সমরে চ ভয়ঙ্করে ॥ ২৩
স্কন্দস্য সমরং দৃষ্ট্বা মহদদ্ভুতমুল্বণম্‌।
দানবানাং ক্ষয়করং যথা প্রাকৃতিকং লয়ম্‌।
রাজা বিমানমারুহ্য শরবর্ষং চকার হ ॥ ২৪
নৃপস্য শরবৃষ্টিশ্চ ঘনস্য বর্ষণং যথা।
মহাঘোরান্ধকারশ্চ বহ্ন্যুত্থানং বভূব হ ॥ ২৫
দেবাঃ প্রদুদ্রুবুশ্চান্যে সর্ব্বে নন্দীশ্বরাদয়ঃ।
এক এব কার্ত্তিকেয়স্তস্থৌ সমরমূর্দ্ধনি ॥ ২৬
পর্ব্বতানাঞ্চ সর্পাণাং শিলানাং শাখিনাং তথা।
শশ্বচ্চকার বৃষ্টিঞ্চ দুর্ব্বাহ্যাঞ্চ তরঙ্করীম্‌ ॥ ২৭
নৃপস্য শরবৃষ্ট্যা চ প্রচ্ছন্নঃ শিবনন্দনঃ।
নীরদেন চ সান্দ্রেণ সংচ্ছন্নো ভাস্করো যথা ॥ ২৮
ধনুশ্চিচ্ছেদ স্কন্দস্য দুর্ব্বহঞ্চ ভয়ঙ্করম্‌।
বভঞ্জ চ রথং দিব্যং চিচ্ছেদ রথঘোটকান্‌ ॥ ২৯
ময়ূরং জর্জ্জরীভূতং দিব্যাস্ত্রেণ চকার সঃ।
শক্তিং চিক্ষেপ সূর্য্যাভাং তস্য বক্ষসি ঘাতিনীম্‌ ॥ ৩০
ক্ষণং মূর্চ্ছাঞ্চ সম্প্রাপ্য চকার চেতনাং পুনঃ।
গৃহীত্বাস্যদ্ধনুর্দিব্যং যদ্দত্তং বিষ্ণুনা পুরা ॥ ৩১
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণযানমারুহ্য কার্ত্তিকঃ।
শস্ত্রাস্ত্রঞ্চ গৃহীত্বা চ চকার রণমুল্বণম্‌ ॥ ৩২
সর্পাংশ্চ পর্ব্বতাংশ্চৈব বৃক্ষাংশ্চ প্রস্তরাংস্তথা।
সর্ব্বাংশ্চিচ্ছেদ কোপেন দিব্যাস্ত্রেণ শিবাত্মজঃ ॥
বহ্নিং নির্ব্বাপয়ামাস পার্জ্জন্যেন প্রতাপবান্‌।
রথং ধনুশ্চ চিচ্ছেদ শঙ্খচূড়স্য লীলয়া ॥ ৩৪
সন্নাহং সারথিং রত্নকিরীটমুকুটোজ্জ্বলম্‌।
চিক্ষেপ শক্তিমুল্কাভাং দানবেন্দ্রস্য বক্ষসি ॥ ৩৫
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ্য রাজা চ চেতনাঞ্চ চকার সঃ।
আরুরোহ যানমন্যদ্ ধনুর্জগ্রাহ সত্বরঃ ॥ ৩৬
চকার শরজালঞ্চ মায়য়া মায়িনাং বরঃ।
গুহঞ্চাচ্ছাদ্য সমরে শরজালেন নারদ ॥ ৩৭
জগ্রাহ শক্তিমব্যর্থাং শতসূর্য্যসমপ্রভাম্‌।
প্রলয়াগ্নিশিখারূপাং বিষ্ণোশ্চ তেজসাবৃতাম্‌ ॥ ৩৮
চিক্ষেপ তাঞ্চ কোপেন মহাবেগেন কার্ত্তিকে।
পপাত শক্তিস্তদ্গাত্রে বহ্নিরাশিরিবোজ্জ্বলা ॥ ৩৯
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ শক্ত্যা চ কার্ত্তিকেয়ো মহাবলঃ।
কালী গৃহীত্বা তং ক্রোড়ে নিনায় শিবসন্নিধৌ ॥
শিবস্তত্রাপি জ্ঞানেন জীবয়ামাস লীলয়া।
দদৌ বলমনন্তঞ্চ স চোত্তস্থৌ প্রতাপবান্‌ ॥ ৪১
কালী জগাম সমরং ররক্ষ কার্ত্তিকং শিবঃ।
বীরাস্তামনুজগ্মুশ্চ তে চ নন্দীশ্বরাদয়ঃ ॥ ৪২
সর্ব্বে দেবাশ্চ গন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসকিন্নরাঃ।
বাদ্যভাণ্ডশ্চ বহুশঃ শতকোটির্বলাহকাঃ ॥ ৪৩
সা চ গত্বা চ সংগ্রামং সিংহনাদং চকার হ।
দেব্যাশ্চ সিংহনাদেন প্রাপুর্মূর্চ্ছাঞ্চ দানবাঃ ॥ ৪৪
অট্টাট্টহাসমশিবং চকার চ পুনঃপুনঃ।
হৃষ্টা পপৌ চ মাধ্বীকং ননর্ত্ত রণমূর্দ্ধনি ॥ ৪৫
উগ্রদংষ্ট্রা চোগ্রচণ্ডা কোট্টবী চ পপৌ মধু।
যোগিনীনাং ডাকিনীনাং গণঃ সুরগণাদয়ঃ ॥ ৪৬
দৃষ্ট্বা কালীং শঙ্খচূড়ঃ শীঘ্রমাজিং সমাযযৌ।
দানবাশ্চ ভয়ং প্রাপু রাজা তেভ্যোঽভয়ং দদৌ ॥
কালী চিক্ষেপ বহ্নিঞ্চ প্রলয়াগ্নিশিখোপমম্‌।
রাজা নির্ব্বাপয়ামাস পার্জ্জন্যেনাবলীলয়া ॥ ৪৮
চিক্ষেপ বারুণং সা চ তং তীব্রং মহদদ্ভুতম্‌।
গান্ধর্ব্বেণ চ চিচ্ছেদ দানবেন্দ্রশ্চ লীলয়া ॥ ৪৯
মাহেশ্বরং প্রচিক্ষেপ কালী বহ্নিশিখোপমম্‌।

রাজা জঘান তচ্ছীঘ্রং বৈষ্ণবেনাবলীলয়া (১) ॥
নারায়ণাস্ত্রং সা দেবী চিক্ষেপ মন্ত্রপূর্ব্বকম্ ।
রাজা ননাম তদ্‌দৃষ্ট্বা চাবরুহ্য রথাদহো ॥ ৫১
ঊর্দ্ধং জগাম তচ্চাস্ত্রং প্রলয়াগ্নিশিখোপমম্ ।
পপাত শঙ্খচূড়শ্চ ভক্ত্যা চ দণ্ডবদ্ভুবি ॥ ৫২
ব্রহ্মাস্ত্রং সা চ চিক্ষেপ যত্নতো মন্ত্রপূর্ব্বকম্ ।
ব্রহ্মাস্ত্রেণ মহারাজো নির্ব্বাণঞ্চ চকার হ ॥ ৫৩
চিক্ষেপাতীব দিব্যাস্ত্রং সা দেবী মন্ত্রপূর্ব্বকম্ ।
রাজা দিব্যাস্ত্রজালেন নির্ব্বাণঞ্চ চকার হ ॥ ৫৪
দেবী চিক্ষেপ শক্তিঞ্চ যত্নতো যোজনায়তাম্ ।
রাজা তীক্ষ্ণাস্ত্রজালেন শতখণ্ডং চকার হ ॥ ৫৫
জগ্রাহ মন্ত্রপূর্ব্বঞ্চ দেবী পাশুপতং রুষা ।
নিক্ষেপ্তুং সা নিষিদ্ধা চ বাগ্‌ভূবাশরীরিণী ॥ ৫৬
মৃত্যুঃ পাশুপতে নাস্তি নৃপস্য চ মহাত্মনঃ ।
যাবদস্ত্যেব কণ্ঠেঽস্য কবচঞ্চ হরেরিতি ॥ ৫৭
যাবৎ সতীত্বমস্ত্যেব সত্যাশ্চ নৃপযোষিতঃ ।
তাবদস্য জরামৃত্যুর্নাস্তীতি ব্রহ্মণো বরঃ ॥ ৫৮
ইত্যাকর্ণ্য ভদ্রকালী ন তচ্চিক্ষেপ সা সতী ।
শতলক্ষং দানবানাং জগ্রাহ লীলয়া ক্রুধা ॥ ৫৯
গ্রস্তুং জগাম বেগেন শঙ্খচূড়ং ভয়ঙ্করী ।
দিব্যাস্ত্রেণ সুতীক্ষ্ণেন বারয়ামাস দানবঃ ॥ ৬০
খড়্গং চিক্ষেপ সা দেবী গ্রীষ্মসূর্য্যোপমং পরম্ ।
দিব্যাস্ত্রেণ দানবেন্দ্রঃ শতখণ্ডং চকার সঃ ॥ ৬১
পুনর্গ্রস্তুং মহাদেবী বেগেন চ জগাম তম্ ।
সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরঃ শ্রীমান্ ববৃধে দানবেশ্বরঃ * ॥ ৬২
বেগেন মুষ্টিনা কালী কোপযুক্তা ভয়ঙ্করী ।
বভঞ্জাথ রথং তস্য জঘান সারথিং সতী ॥ ৬৩
সা চ শূলঞ্চ চিক্ষেপ প্রলয়াগ্নিশিখোপমম্ ।
বামহস্তেন জগ্রাহ শঙ্খচূড়শ্চ লীলয়া ॥ ৬৪
মুষ্ট্যা জঘান তং দেবী মহাকোপেন বেগতঃ ।
বভ্রাম ব্যথয়া দৈত্যঃ ক্ষণং মূর্চ্ছামবাপ হ ॥ ৬৫
ক্ষণেন চেতনাং প্রাপ্য সমুত্তস্থৌ প্রতাপবান্ ।
ন চকার বাহুযুদ্ধং দেব্যা সহ ননাম তাম্ ॥ ৬৬
দেব্যাশ্চাস্ত্রঞ্চ চিচ্ছেদ জগ্রাহ চ স্বতেজসা ।
নাস্ত্রং চিক্ষেপ তাং ভক্ত্যা মাতৃবুদ্ধ্যা চ বৈষ্ণবঃ ॥
গৃহীত্বা দানবং দেবী ভ্রাময়িত্বা পুনঃপুনঃ ।
ঊর্দ্ধে চ প্রেরয়ামাস মহাবেগেন কোপতঃ ॥ ৬৮
ঊর্দ্ধাৎ পপাত বেগেন শঙ্খচূড়ঃ প্রতাপবান্ ।
নিপত্য চ সমুত্তস্থৌ প্রণম্য ভদ্রকালিকাম্ ॥ ৬৯
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণবিমানাস্থং মনোহরম্ ।
আরুরোহ হর্ষযুক্তো নবিশ্রান্তো মহারণে ॥ ৭০
দানবানাঞ্চ ক্ষতজং মাংসঞ্চ বিপুলং ক্ষুধা ।
পীত্বা ভুক্ত্বা ভদ্রকালী জগাম শঙ্করান্তিকম্ ॥ ৭১
উবাচ রণবৃত্তান্তং পৌর্ব্বাপর্য্যং যথাক্রমম্ ।
শ্রুত্বা জহাস শম্ভুশ্চ দানবানাং বিনাশনম্ ॥ ৭২
লক্ষঞ্চ দানবেন্দ্রাণামবশিষ্টং রণেঽধুনা ।
উদ্‌বৃত্তং ভূভৃতা সার্দ্ধং তদগ্রভুক্তমীশ্বর ॥ ৭৩
সংগ্রামে দানবেন্দ্রশ্চ হন্তুং পাশুপতেন বৈ ।
অবধ্যস্তব রাজেতি বাগ্‌ভূবাশরীরিণী ॥ ৭৪
রাজেন্দ্রশ্চ মহাজ্ঞানী মহাবলপরাক্রমঃ ।
ন চ চিক্ষেপ ময্যস্ত্রং চিচ্ছেদ মম শায়কম্ ॥ ৭৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে তুলস্যুপাখ্যানে কালী-শঙ্খচূড়যুদ্ধে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

শিবস্তত্ত্বং সমাকর্ণ্য তত্ত্বজ্ঞানবিশারদঃ ।
যযৌ স্বয়ঞ্চ সমরং স্বগণৈঃ সহ নারদ ॥ ১
শঙ্খচূড়ঃ শিবং দৃষ্ট্বা বিমানাদবরুহ্য চ ।
ননাম পরয়া ভক্ত্যা দণ্ডবৎ পতিতো ভুবি ॥ ২
তং প্রণম্য চ বেগেন বিমানমারুরোহ সঃ ।
তূর্ণং চকার সন্নাহং ধনুর্জগ্রাহ দুর্ব্বহম্ ॥ ৩
শিবদানবয়োর্যুদ্ধং পূর্ণমব্দং বভূব হ ।
ন বভূবতুরনয়োর্ব্রহ্মন্ জয়পরাজয়ৌ ॥ ৪
ন্যস্তশস্ত্রশ্চ ভগবান্ ন্যস্তশস্ত্রশ্চ দানবঃ ।
রথস্থঃ শঙ্খচূড়শ্চ বৃষস্থো বৃষভধ্বজঃ ॥ ৫
দানবানাঞ্চ শতকমুদ্‌বৃত্তঞ্চ বভূব হ ।
রণে যে যে মৃতাঃ শম্ভুর্জীবয়ামাস তান্ বিভুঃ ॥ ৬
অতো বিষ্ণুর্মহামায়ো বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপধৃক্ ।
আগত্য চ রণস্থানমুবাচ দানবেশ্বরম্ ॥ ৭

---

(১) বৈষ্ণবেন হেলয়েতি বা পাঠঃ ।

* নিবারয়ামাস চ তাং সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরো বরঃ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।

বৃদ্ধব্রাহ্মণ উবাচ।

দেহি ভিক্ষাঞ্চ রাজেন্দ্র মহ্যং বিপ্রায় সাম্প্রতম্।
ত্বং সর্ব্বসম্পদাং দাতা যন্মে মনসি বাঞ্ছিতম্॥ ৮
নিরাহারায় বৃদ্ধায় তৃষিতায়াতুরায় চ।
পশ্চাৎ ত্বাং কথয়িষ্যামি পুরঃ সত্যঞ্চ কুর্ব্বিতি॥
ওমিত্যুবাচ রাজেন্দ্রঃ প্রসন্নবদনেক্ষণঃ।
কবচার্থী জনশ্চাহমিত্যুবাচেতি মায়য়া॥ ১০
তৎ শ্রুত্বা দানবশ্রেষ্ঠো দদৌ কবচমুত্তমম্।
গৃহীত্বা কবচং দিব্যং জগাম হরিরেব চ॥ ১১
শঙ্খচূড়স্য রূপেণ জগাম তুলসীং প্রতি।
গত্বা তস্যাং মায়য়া চ বীর্য্যাধানং চকার হ॥ ১২
অথ শম্ভুহরেঃ শূলং জগ্রাহ দানবং প্রতি।
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড-শতকপ্রভমুজ্জ্বলম্॥ ১৩
নারায়ণাধিষ্ঠিতাগ্রং ব্রহ্মাধিষ্ঠিতমধ্যকম্।
শিবাধিষ্ঠিতমূলঞ্চ কালাধিষ্ঠিতধারকম্॥ ১৪
কিরণাবলিসংযুক্তং প্রলয়াগ্নিশিখোপমম্।
দুর্নিবার্য্যঞ্চ দুর্দ্ধর্ষমব্যর্থং বৈরিঘাতকম্॥ ১৫
তেজসা চক্রতুল্যঞ্চ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রসারকম্।
শিবকেশবয়োরন্যদুর্ব্বহঞ্চ ভয়ঙ্করম্॥ ১৬
ধনুঃসহস্রং দৈর্ঘ্যেণ প্রস্থেন শতহস্তকম্।
সজীবং ব্রহ্মরূপঞ্চ নিত্যরূপমনির্ম্মিতম্॥ ১৭
সংহর্ত্তুং সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডমলঞ্চ স্বাবলীলয়া।
চিক্ষেপ ঘূর্ণনং কৃত্বা শঙ্খচূড়ে চ নারদ॥ ১৮
রাজা চাপং পরিত্যজ্য শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজম্।
ধ্যানং চকার ভক্ত্যা চ কৃত্বা যোগাসনং ধিয়া॥১৯
শূলঞ্চ ভ্রমণং কৃত্বা পপাত দানবোপরি।
চকার ভস্মসাৎ তঞ্চ সরথঞ্চাবলীলয়া॥ ২০
রাজা ধৃত্বা দিব্যরূপং কিশোরগোপবেশকম্।
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং রত্নভূষণভূষিতম্॥ ২১
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণং বেষ্টিতং গোপকোটিভিঃ।
গোলোকাদাগতং যানমারুহ্য তৎপুরং যযৌ॥ ২২
গত্বা ননাম শিরসা রাধামাধবয়োর্ম্মুনে।
ভক্ত্যা তচ্চরণাম্ভোজং রাসে বৃন্দাবনে বনে॥ ২৩
সুদামানং তৌ চ দৃষ্ট্বা প্রসন্নবদনেক্ষণৌ।
ক্রোড়ে চকার স্নেহেন প্রেম্ণাতিপরিসংপ্লুতৌ॥
অথ শূলঞ্চ বেগেন প্রযযৌ শূলিনঃ করম্।
শঙ্করস্তেন শূলেন শূলপাণির্ব্বভূব সঃ॥ ২৫
স শিবস্তেন শূলেন দানবস্যাস্থিজালকম্।
প্রেম্ণা চ প্রেরয়ামাস লবণোদে চ সাগরে॥ ২৬
অস্থিভিঃ শঙ্খচূড়স্য শঙ্খজাতির্ব্বভূব হ।
নানাপ্রকাররূপা চ শশ্বৎপূতা সুরার্চ্চনে॥ ২৭
প্রশস্তং শঙ্খতোয়ঞ্চ দেবানাং প্রীতিদং পরম্।
তীর্থতোয়স্বরূপঞ্চ পবিত্রং শম্ভুনা বিনা॥ ২৮
শঙ্খশব্দো ভবেদ্যত্র তত্র লক্ষ্মীশ্চ সুস্থিরা।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু যঃ স্নাতঃ শঙ্খবারিণা॥ ২৯
শঙ্খে হরেরধিষ্ঠানং যত্র শঙ্খস্ততো হরিঃ।
তত্রৈব সততং লক্ষ্মীর্দূরীভূতমমঙ্গলম্॥ ৩০
স্ত্রীণাঞ্চ শঙ্খধ্বনিভিঃ শূদ্রাণাঞ্চ বিশেষতঃ।
ভীতা রুষ্টা যাতি লক্ষ্মীঃ স্থলমন্যৎ স্থলাত্ততঃ॥৩১
শিবশ্চ দানবং হত্বা শিবলোকং জগাম সঃ।
প্রহৃষ্টো বৃষমারুহ্য স্বগণৈশ্চ সমাবৃতঃ॥ ৩২
সুরাঃ স্ববিষয়ং প্রাপুঃ পরমানন্দসংযুতাঃ।
নেদুর্দ্দুন্দুভয়ঃ স্বর্গে জগুর্গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ॥ ৩৩
বভূব পুষ্পবৃষ্টিশ্চ শিবস্যোপরি সন্ততম্।
প্রশশংসুঃ সুরাস্তঞ্চ মুনীন্দ্রপ্রবরাদয়ঃ॥ ৩৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসম্বাদে তুলস্যুপাখ্যানে শঙ্খচূড়বধো নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

নারায়ণশ্চ ভগবান্ বীর্য্যাধানং চকার হ।
তুলস্যাং কেন রূপেণ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥ ১

নারায়ণ উবাচ।

নারায়ণশ্চ ভগবান্ দেবানাং সাধনেন চ।
শঙ্খচূড়স্য রূপেণ রেমে তদ্রাময়া সহ॥ ২
শঙ্খচূড়স্য কবচং গৃহীত্বা বিষ্ণুমায়য়া।
পুনর্বিধায় তদ্রূপং জগাম তুলসীগৃহম্॥ ৩
দুন্দুভিং বাদয়ামাস তুলসীদ্বারসন্নিধৌ।
জয়শব্দং চরদ্বারা বোধয়ামাস সুন্দরীম্॥ ৪
তচ্ছ্রুত্বা সা চ সাধ্বী চ পরমানন্দসংযুতা।
রাজমার্গং গবাক্ষেণ দদর্শ পরমাদরাৎ॥ ৫
ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দত্ত্বা কারয়ামাস মঙ্গলম্।
বন্দিভ্যো ভিক্ষুকেভ্যশ্চ বন্দকেভ্যো ধনং দদৌ

অবরুহ্য রথাদ্দেবো দেব্যাশ্চ ভবনং যযৌ ।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং সুন্দরং সুমনোহরম্ ॥ ৭
দৃষ্ট্বা চ পুরতঃ কান্তং শান্তং কান্তা মুদান্বিতা ।
তৎপাদং ক্ষালয়ামাস ননাম চ রুরোদ চ ॥ ৮
রত্নসিংহাসনে রম্যে বাসয়ামাস কামুকী ।
তাম্বূলঞ্চ দদৌ তস্মৈ কর্পূরাদিসুবাসিতম্ ॥ ৯
অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলা ক্রিয়া ।
রণাগতঞ্চ প্রাণেশং পশ্যন্ত্যাশ্চ পুনর্গৃহে ॥ ১০
সস্মিতা সকটাক্ষঞ্চ সকামা পুলকাঙ্কিতা ।
পপ্রচ্ছ রণবৃত্তান্তং কান্তং মধুরয়া গিরা ॥ ১১

তুলস্যুবাচ ।

অসংখ্যবিশ্বসংহর্ত্র্যা সার্দ্ধমাজৌ তব প্রভো ।
কথং বভূব বিজয়স্তন্মে ব্রূহি কৃপানিধে ॥ ১২
তুলসীবচনং শ্রুত্বা প্রহস্য কমলাপতিঃ ।
শঙ্খচূড়স্য রূপেণ তামুবাচামৃতং বচঃ ॥ ১৩

শ্রীহরিরুবাচ ।

আবয়োঃ সমরং কান্তে পূর্ণমব্দং বভূব হ ।
নাশো বভূব সর্ব্বেষাং দানবানাঞ্চ কামিনি ॥ ১৪
প্রীতিঞ্চ কারয়ামাস ব্রহ্মা চ স্বয়মাবয়োঃ ।
দেবানামধিকারশ্চ প্রদত্তো ব্রহ্মণাজ্ঞয়া ॥ ১৫
ময়াগতং স্বভবনং শিবলোকং শিবো গতঃ ।
ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথঃ শয়নঞ্চ চকার হ ॥ ১৬
রেমে রমাপতিস্তত্র রাময়া সহ নারদ ।
সা সাধ্বী সুখসম্ভোগাদাকর্ষণব্যতিক্রমাৎ ।
সর্ব্বং বিতর্কয়ামাস কস্ত্বমেবেত্যুবাচ হ ॥ ১৭

তুলস্যুবাচ ।

কো বা ত্বং বদ মায়েশ ভুক্তাহং মায়য়া ত্বয়া ।
দূরীকৃতং মৎসতীত্বমথবা ত্বাং শপামি হ ॥ ১৮
তুলসীবচনং শ্রুত্বা হরিঃ শাপভয়েন চ ।
দধার লীলয়া ব্রহ্মন্ স্বমূর্ত্তিং সুমনোহরাম্ ॥ ১৯
দদর্শ পুরতো দেবী দেবদেবং সনাতনম্ ।
নবীননীরদশ্যামং শরৎপঙ্কজলোচনম্ ॥ ২০
কোটিকন্দর্পলীলাভং রত্নভূষণভূষিতম্ ।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং শোভিতং পীতবাসসা ॥ ২১
তং দৃষ্ট্বা কামিনী কামান্মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ লীলয়া ।
পুনশ্চ চেতনাং প্রাপ্য পুনঃ সা তমুবাচ হ ॥ ২২

তুলস্যুবাচ ।

হে নাথ তে দয়া নাস্তি পাষাণসদৃশস্য চ ।
ছলেন ধর্ম্মভঙ্গেন মম স্বামী ত্বয়া হতঃ ॥ ২৩
পাষাণসদৃশস্ত্বঞ্চ দয়াহীনো যতঃ প্রভো ।
তস্মাৎ পাষাণরূপস্ত্বং ভবে দেব ভবাধুনা ॥ ২৪
যে বদন্তি দয়াসিন্ধুং ত্বাং তে ভ্রান্তা ন সংশয়ঃ ।
ভক্তো বিনাপরাধেন পরার্থে চ কথং হতঃ ॥ ২৫
সর্ব্বাত্মা ত্বঞ্চ সর্ব্বজ্ঞো ন জানাসি পরব্যথাম্ ।
অতস্ত্বমেকজন্মনি স্মমেব বিস্মরিষ্যসি ॥ ২৬
ইত্যুক্ত্বা চ মহাসাধ্বী নিপত্য চরণে হরেঃ ।
ভৃশং রুরোদ শোকার্ত্তা বিললাপ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ২৭
তস্যাশ্চ করুণাং দৃষ্ট্বা করুণাময়সাগরঃ ।
নয়েন তাং বোধয়িতুমুবাচ কমলাপতিঃ ॥ ২৮

শ্রীভগবানুবাচ ।

তপস্ত্বয়া কৃতং সাধ্বি মদর্থে ভারতে চিরম্ ।
ত্বদর্থে শঙ্খচূড়শ্চ চকার সুচিরং তপঃ ॥ ২৯
কৃত্বা ত্বাং কামিনীং কামী বিজহার চ তৎফলাৎ ।
অধুনা দাতুমুচিতং তবৈব তপসঃ ফলম্ ॥ ৩০
ইদং শরীরং ত্যক্ত্বা চ দিব্যং দেহং বিধায় চ ।
রাসে রম ময়া সার্দ্ধং ত্বং রমাসদৃশী ভব ॥ ৩১
ইয়ং তনুর্নদীরূপা গণ্ডকীতি চ বিশ্রুতা ।
পূতা সুপুণ্যদা নৃণাং পুণ্যা ভবতু ভারতে ॥ ৩২
তব কেশসমূহশ্চ পুণ্যবৃক্ষো ভবত্বিতি ।
তুলসীকেশসম্ভূতঃ তুলসীতি চ বিশ্রুতঃ ॥ ৩২
ত্রিলোকেষু চ পুষ্পাণাং পত্রাণাং দেবপূজনে ।
প্রধানরূপা তুলসী ভবিষ্যতি বরাননে ॥ ৩৪
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে বৈকুণ্ঠে মম সন্নিধৌ ।
ভবন্তু তুলসীবৃক্ষা বরাঃ পুষ্পেষু সুন্দরি ॥ ৩৫
গোলোকে বিরজাতীরে রাসে বৃন্দাবনে ভুবি ।
ভাণ্ডীরে চম্পকবনে রম্যে চন্দনকাননে ॥ ৩৬
মাধবী-কেতকী-কুন্দ-মল্লিকা-মালতীবনে ।
ভবন্তু তরবস্তত্র পুণ্যস্থানেষু পুণ্যদাঃ ॥ ৩৭
তুলসীতরুমূলে চ পুণ্যদেশে সুপুণ্যদে ।
অধিষ্ঠানন্ত তীর্থানাং সর্ব্বেষাঞ্চ ভবিষ্যতি ॥ ২৮
তত্রৈব সর্ব্বদেবানাং মমাধিষ্ঠানমেব চ ।
তুলসীপত্রপতনপ্রাপ্তয়ে চ বরাননে ॥ ৩৯
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ।
তুলসীপত্রতোয়েন যোঽভিষেকং সমাচরেৎ ॥ ৪০
সুধাঘটসহস্রেণ যা তুষ্টির্ন ভবেদ্ধরেঃ ।
সা চ তুষ্টির্ভবেন্নৃণাং তুলসীপত্রদানতঃ ॥ ৪১

গবাময়ুতদানেন যৎ ফলং লভতে নরঃ।
তুলসীপত্রদানেন তৎ ফলং লভতে সতি ॥ ৪২
তুলসীপত্রতোয়ঞ্চ মৃত্যুকালে চ যো লভেৎ।
স মুচ্যতে সর্ব্বপাপাদ্ বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥৪৩
নিত্যং যস্তুলসীতোয়ং ভুঙ্ক্তে ভক্ত্যা চ মানবঃ।
স এব জীবন্মুক্তশ্চ গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥ ৪৪
নিত্যং যস্তুলসীং দত্ত্বা পূজয়েন্মাঞ্চ মানবঃ।
লক্ষাশ্বমেধজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৫
তুলসীং স্বকরে ধৃত্বা দেহে ধৃত্বা চ মানবঃ।
প্রাণাংস্ত্যজতি তীর্থেষু বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥৪৬
তুলসীকাষ্ঠনির্ম্মাণমালাং গৃহ্লাতি যো নরঃ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য লভতে নিশ্চিতং ফলম্ ॥৪৭
তুলসীং স্বকরে ধৃত্বা স্বীকারং যো ন রক্ষতি।
স যাতি কালসূত্রঞ্চ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৪৮
করোতি মিথ্যা শপথং তুলস্যা যো হি মানবঃ।
স যাতি কুম্ভীপাকঞ্চ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৪৯
তুলসীতোয়কণিকাং মৃত্যুকালে চ যো লভেৎ।
রত্নযানং সমারুহ্য বৈকুণ্ঠং স প্রয়াতি চ ॥ ৫০
পূর্ণিমায়ামমায়াঞ্চ দ্বাদশ্যাং রবিসংক্রমে।
তৈলাভ্যঙ্গে চ স্নানে চ মধ্যাহ্নে নিশি সন্ধ্যয়োঃ ॥
অশৌচেঽশুচিকালে বা রাত্রিবাসোঽন্বিতে নরাঃ।
তুলসীং যে বিচিন্বন্তি তে ছিন্দন্তি হরেঃ শিরঃ ॥
ত্রিরাত্রং তুলসীপত্রং শুদ্ধং পর্য্যুষিতং সতি।
শ্রাদ্ধে ব্রতে বা দানে বা প্রতিষ্ঠায়াং সুরার্চ্চনে ॥
ভূগতং তোয়পতিতং যদ্দত্তং বিষ্ণবে সতি।
শুদ্ধন্তু তুলসীপত্রং ক্ষালনাদন্যকর্ম্মণি ॥ ৫৪
বৃক্ষাধিষ্ঠাতৃদেবী যা গোলোকে চ নিরাময়ে।
কৃষ্ণেন সার্দ্ধং রহসি নিত্যক্রীড়াং করিষ্যতি ॥৫৫
নদ্যধিষ্ঠাতৃদেবী যা ভারতে চ সুপুণ্যদা।
লবণোদস্য পত্নী চ মদংশস্য ভবিষ্যতি ॥ ৫৬
ত্বঞ্চ স্বয়ং মহাসাধ্বী বৈকুণ্ঠে মম সন্নিধৌ।
রমাসমা চ রাসে চ ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৭
অহঞ্চ শৈলরূপী চ গণ্ডকীতীরসন্নিধৌ।
অধিষ্ঠানং করিষ্যামি ভারতে তব শাপতঃ ॥ ৫৮
বজ্রকীটাশ্চ কৃময়ো বজ্রদংষ্ট্রাশ্চ তত্র বৈ।
তচ্ছিলাকুহরে চক্রং করিষ্যন্তি মদীয়কম্ ॥ ৫৯
একদ্বারে চতুশ্চক্রং বনমালাবিভূষিতম্।
নবীননীরদশ্যামং লক্ষ্মীনারায়ণাভিধম্ ॥ ৬০
একদ্বারে চতুশ্চক্রং নবীননীরদোপমম্।
লক্ষ্মীজনার্দ্দনং জ্ঞেয়ং রহিতং বনমালয়া ॥ ৬১
দ্বারদ্বয়ে চতুশ্চক্রং গোষ্পদেন সমন্বিতম্।
রঘুনাথাভিধং জ্ঞেয়ং রহিতং বনমালয়া ॥ ৬২
অতিক্ষুদ্রং দ্বিচক্রঞ্চ নবীনজলদপ্রভম্।
দধিবামনাভিধং জ্ঞেয়ং গৃহিণাঞ্চ সুখপ্রদম্ ॥ ৬৩
অতিক্ষুদ্রং দ্বিচক্রঞ্চ বনমালাবিভূষিতম্।
বিজ্ঞেয়ং শ্রীধরং দেবং শ্রীপ্রদং গৃহিণাং সদা ॥৬৪
স্থূলঞ্চ বর্ত্তুলাকারং রহিতং বনমালয়া।
দ্বিচক্রং স্ফুটমত্যন্তং জ্ঞেয়ং দামোদরাভিধম্ ॥৬৫
মধ্যমং বর্ত্তুলাকারং দ্বিচক্রং বাণবিক্ষতম্।
রণরামাভিধং জ্ঞেয়ং শরতূণসমন্বিতম্ ॥ ৬৬
মধ্যমং সপ্তচক্রঞ্চ ছত্রতূণসমন্বিতম্।
রাজরাজেশ্বরং জ্ঞেয়ং রাজসম্পৎপ্রদং নৃণাম্ ॥ ৬৭
দ্বিসপ্তচক্রং স্থূলঞ্চ নবীনজলদপ্রভম্।
অনন্তাখ্যঞ্চ বিজ্ঞেয়ং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্ ॥ ৬৮
চক্রাকারং দ্বিচক্রঞ্চ সশ্রীকং জলদপ্রভম্।
সগোষ্পদং মধ্যমঞ্চ বিজ্ঞেয়ং মধুসূদনম্ ॥ ৬৯
সুদর্শনৈকচক্রং গুপ্তচক্রং গদাধরম্।
দ্বিচক্রং হয়বক্ত্রাভং হয়গ্রীবং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৭০
অতীব বিস্তৃতাস্যঞ্চ দ্বিচক্রং বিকটং সতি।
নরসিংহাভিধং জ্ঞেয়ং সদ্যো বৈরাগ্যদং নৃণাম্ ॥৭১
দ্বিচক্রং বিস্তৃতাস্যঞ্চ বনমালাসমন্বিতম্।
লক্ষ্মীনৃসিংহং বিজ্ঞেয়ং গৃহিণাং সুখদং সদা ॥ ৭২
দ্বারদেশে দ্বিচক্রঞ্চ সশ্রীকঞ্চ সমং স্ফুটম্।
বাসুদেবঞ্চ বিজ্ঞেয়ং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৭৩
প্রদ্যুম্নং সূক্ষ্মচক্রঞ্চ নবীননীরদপ্রভম্।
শুষিরে ছিদ্রবহুলং গৃহিণাঞ্চ সুখপ্রদম্ ॥ ৭৪
দ্বে চক্রে চৈকলগ্নে চ পৃষ্ঠে যত্র তু পুষ্কলম্।
সঙ্কর্ষণন্তু বিজ্ঞেয়ং সুখদং গৃহিণাং সদা ॥ ৭৫
অনিরুদ্ধন্তু পীতাভং [illegible]লঞ্চাতিশোভনম্।
সুখপ্রদং গৃহস্থানা[illegible] প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৭৬
শালগ্রামশিলা[illegible] যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ।
তত্রৈব লক্ষ্মীর্ব্বসতি সর্ব্বতীর্থসমন্বিতা ॥ ৭৭
যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ ॥ ৭৮
ছত্রাকারে ভবেদ্রাজ্যং বর্ত্তুলে চ মহাশ্রিয়ম্।
দুঃখঞ্চ শকটাকারে শূলাগ্রে মরণং ধ্রুবম্ ॥ ৭৯

বিকৃতাস্যে চ দারিদ্র্যং পিঙ্গলে হানিরেব চ ।
ভগ্নে চক্রে ভবেদ্ ব্যাধির্বিদীর্ণে মরণং ধ্রুবম্ ॥
ব্রতং দানং প্রতিষ্ঠা চ শ্রাদ্ধঞ্চ দেবপূজনম্ ।
শালগ্রামশিলায়াশ্চৈবাধিষ্ঠানাৎ প্রশস্তকম্ ॥ ৮১
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ।
শালগ্রামশিলাতোয়ৈর্যোঽভিষেকং সমাচরেৎ ॥ ৮২
সর্ব্বদানেষু যৎ পুণ্যং প্রাদক্ষিণ্যে ভুবো যথা ।
সর্ব্বযজ্ঞেষু তীর্থেষু ব্রতেষ্বনশনেষু চ ॥ ৮৩
তস্য স্পর্শঞ্চ বাঞ্ছন্তি তীর্থানি নিখিলানি চ ।
জীবন্মুক্তো মহাপূতো ভবেদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৮৪
পাঠে চতুর্ণাং বেদানাং তপসাং করণে সতি ।
তৎ পুণ্যং লভতে নূনং শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ ॥৮৫
শালগ্রামশিলাতোয়ং নিত্যং ভুঙ্‌ক্তে চ যো নরঃ ।
সুরেপ্সিতং প্রসাদঞ্চ জন্মমৃত্যুজরাহরম্ ॥ ৮৬
তস্য স্পর্শঞ্চ বাঞ্ছন্তি তীর্থানি নিখিলানি চ ।
জীবন্মুক্তো মহাপূতোঽপ্যন্তে যাতি হরেঃ পদম্ ॥
তত্রৈব হরিণা সার্দ্ধমসংখ্যং প্রাকৃতং লয়ম্ ।
পশ্যত্যেব হি দাস্যে চ নিযুক্তো দাস্যকর্ম্মণি ॥৮৮
যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ ।
তঞ্চ দৃষ্ট্বা ভিয়া যান্তি বৈনতেয়মিবোরগাঃ ॥ ৮৯
তৎপাদপদ্মরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা ।
পুংসাং লক্ষং তৎপিতৃণাং নিস্তারস্তস্য জন্মনঃ ॥৯০
শালগ্রামশিলাতোয়ং মৃত্যুকালে চ যো লভেৎ ।
সর্ব্বপাপাদ্বিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥৯১
নির্ব্বাণমুক্তিং লভতে কর্ম্মভোগাদ্বিমুচ্যতে ।
বিষ্ণুপদে প্রলীনশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৯২
শালগ্রামশিলাং ধৃত্বা মিথ্যাবাদং বদেত্তু যঃ ।
স যাতি কূর্ম্মদংষ্ট্রঞ্চ যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ ॥ ৯৩
শালগ্রামশিলাং স্পৃষ্ট্বা স্বীকারং যো ন পালয়েৎ ।
স প্রয়াত্যসিপত্রঞ্চ লক্ষমন্বন্তরাধিকম্ ॥ ৯৪
তুলসীপত্রবিচ্ছেদং শালগ্রামে করোতি যঃ ।
তস্য জন্মান্তরে কান্তে স্ত্রীবিচ্ছেদো ভবিষ্যতি ॥৯৫
তুলসীপত্রবিচ্ছেদং শঙ্খে যো হি করোতি চ ।
ভার্য্যাহীনো ভবেৎ সোঽপি রোগী চ সপ্তজন্মসু ॥৯৬
শালগ্রামঞ্চ তুলসীং শঙ্খমেকত্র এব চ ।
যো রক্ষতি মহাজ্ঞানী স ভবেৎ শ্রীহরিপ্রিয়ঃ ॥৯৭
সকৃদেব হি যো যস্যাং বীর্য্যাধানং করোতি চ ।
তদ্বিচ্ছেদে তস্য দুঃখং ভবেদেব পরস্পরম্ ॥ ৯৮
ত্বং প্রিয়া শঙ্খচূড়স্য চৈকমন্বন্তরাবধি ।
শঙ্খেন সার্দ্ধং ত্বদ্ভেদঃ কেবলং দুঃখদস্তব ॥ ৯৯
ইত্যুক্ত্বা শ্রীহরিস্তাঞ্চ বিররাম চ সাদরম্ ।
সা চ দেহং পরিত্যজ্য দিব্যরূপং দধার হ ॥১০০
যথা শ্রীশ্চ তথা সা চাপ্যুবাস হরিবক্ষসি ।
প্রজগাম তয়া সার্দ্ধং বৈকুণ্ঠং কমলাপতিঃ ॥ ১০১
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী গঙ্গা তুলসী চাপি নারদ ।
হরেঃ প্রিয়াশ্চতস্রশ্চ বভূবুরীশ্বরস্য চ ॥ ১০২
সদ্যস্তদ্দেহজাতা চ বভূব গণ্ডকী নদী ।
হরেরংশেন শৈলশ্চ তত্তীরে পুণ্যদো নৃণাম্ ॥১০৩
কুর্ব্বন্তি তত্র কীটাশ্চ শিলাং বহুবিধাং মুনে ।
জলে পতন্তি যা যাশ্চ জলদাভাশ্চ নিশ্চিতম্ ॥১০৪
স্থলস্থাঃ পিঙ্গলা জ্ঞেয়াশ্চোপতাপাদ্রবেরিতি ।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদসংবাদে তুলস্যুপাখ্যানে
একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

তুলসী চ জগৎপূজ্যা পূতা নারায়ণপ্রিয়া ।
তস্যাঃ পূজাবিধানঞ্চ স্তোত্রং কিং ন শ্রুতং ময়া ॥১
কেন পূজ্যা স্তুতা কেন পুরা প্রথমতো মুনে ।
ভবপূজ্যা সা বভূব কেন বা বদ মামহো ॥ ২

সূত উবাচ ।

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য মুনিপুঙ্গবঃ ।
কথাং কথিতুমারেভে পুণ্যরূপাং পুরাতনীম্ ॥ ৩

নারায়ণ উবাচ ।

হরিঃ সম্প্রাপ্য তুলসীং রেমে চ রময়া সহ ।
রমাসমাং তাং সুভগাং চকার গৌরবেণ চ ॥ ৪
সেহে লক্ষ্মীশ্চ গঙ্গা চ তস্যাশ্চ নবসঙ্গমম্ ।
সৌভাগ্যং গৌরবং কোপান্ন সেহে চ সরস্বতী ॥ ৫
সা তাং জঘান কলহে মানিনী হরিসন্নিধৌ ।
ব্রীড়য়া স্বাপমানাচ্চ সান্তর্দ্ধানং চকার হ ॥ ৬
সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরী দেবী জ্ঞানিনী সিদ্ধযোগিনী ।
বভূবাদর্শনং কোপাৎ সর্ব্বত্র চ হরেরহো ॥ ৭
হরির্ন দৃষ্ট্বা তুলসীং বোধয়িত্বা সরস্বতীম্ ।

তদনুজ্ঞাং গৃহীত্বা চ জগাম তুলসীবনম্ ॥ ৮
তত্র গত্বা চ স্নাত্বা চ তুলস্যা তুলসীং সতীম্।
পূজয়ামাস ধ্যাত্বা তাং স্তোত্রং ভক্ত্যা চকার হ ॥৯
লক্ষ্মী-মায়া-কাম-বাণী-বীজপূর্ব্বং দশাক্ষরম্।
বৃন্দাবনীতি ঙেহন্তঞ্চ বহ্নিজায়ান্তমেব চ ॥ ১০
অনেন কল্পতরুণা মন্ত্ররাজেন নারদ ।
পূজয়েচ্চ বিধানেন সর্ব্বসিদ্ধিং লভেন্নরঃ ॥ ১১
ঘৃতদীপেন ধূপেন সিন্দূরচন্দনেন চ।
নৈবেদ্যেন চ পুষ্পেণ চোপহারেণ নারদ ॥ ১২
হরিস্তোত্রেণ তুষ্টা সা চাবির্ভূয় মহীরুহাৎ ।
প্রপন্না চরণাম্ভোজে জগাম শরণং শুভম্ ॥ ১৩
বরং তস্যৈ দদৌ বিষ্ণুর্জগৎপূজ্যা ভবেতি চ ।
অহং ত্বাঞ্চ ধরিষ্যামি স্বমূর্দ্ধ্নি বক্ষসীতি চ ॥ ১৪
সর্ব্বে ত্বাং ধারয়িষ্যন্তি স্বয়ং মূর্দ্ধ্নি সুরাদয়ঃ ।
ইত্যুক্ত্বা তাং গৃহীত্বা চ প্রযয়ৌ স্বালয়ং বিভুঃ ॥

নারদ উবাচ ।

কিং ধ্যানং স্তবনং কিং বা কিং বা পূজাবিধিক্রমম্
তুলস্যাশ্চ মহাভাগ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১৬

নারায়ণ উবাচ ।

অন্তর্হিতায়াং তস্যাঞ্চ গত্বা চ তুলসীবনম্ ।
হরিঃ সম্পূজ্য তুষ্টাব তুলসীং বিরহাতুরঃ ॥ ১৭

শ্রীভগবানুবাচ ।

বৃন্দারূপা চ বৃক্ষাশ্চ যদৈকত্র ভবন্তি চ ।
বিদুর্বুধাস্তেন বৃন্দাং মৎপ্রিয়াং ত্বাং ভজাম্যহম্ ॥
পুরা বভূব সা দেবী হ্যাদৌ বৃন্দাবনে বনে।
তেন বৃন্দাবনী খ্যাতা তাং সৌভাগ্যাং ভজা-
ম্যহম্ ॥ ১৯
অসংখ্যেষু চ বিশ্বেষু পূজিতা যা নিরন্তরম্ ।
তেন বিশ্বপূজিতাখ্যাং জগৎপূজ্যাং ভজাম্যহম্ ॥
অসংখ্যানি চ বিশ্বানি পবিত্রাণি যথা সদা।
তাং বিশ্বপাবনীং দেবীং বিরহেণ স্মরাম্যহম্ ॥২১
দেবা ন তুষ্টা পুষ্পাণাং সমূহেন যয়া বিনা ।
তাং পুষ্পসারাং শুদ্ধাঞ্চ দ্রষ্টুমিচ্ছামি শোকতঃ॥২২
বিশ্বে যৎ প্রাপ্তিমাত্রেণ ভক্ত্যানন্দো ভবেদ্ধ্রুবম্ ।
নন্দিনী তেন বিখ্যাতা সা প্রীতা ভবতাদ্ধি মে ॥২৩
যস্যা দেব্যাঃ সমং নাস্তি বিশ্বেষু নিখিলেষু চ ।
তুলসী তেন বিখ্যাতা তাং যামি শরণং প্রিয়াম্॥২৪
কৃষ্ণজীবনরূপা যা শশ্বৎ প্রিয়তমা সতী ।
তেন কৃষ্ণজীবনীতি সা মে রক্ষতু জীবনম্ ॥ ২৫
ইত্যেবং স্তবনং কৃত্বা তত্র তস্থৌ রমাপতিঃ ।
দদর্শ তুলসীং সাক্ষাৎ পাদপদ্মে নতাং সতীম্ ॥২৬
রুদতীমভিমানেন মানিনীং মানপূজিতাম্ ।
প্রিয়াং দৃষ্ট্বা প্রিয়ঃ শীঘ্রং বাসয়ামাস বক্ষসি ॥ ২৭
ভারত্যাজ্ঞাং গৃহীত্বা চ স্বালয়ঞ্চ যযৌ হরিঃ ।
ভারত্যা সহ তৎপ্রীতিং কারয়ামাস সত্বরম্ ॥ ২৮
বরং বিষ্ণুর্দদৌ তস্যৈ বিশ্বপূজ্যা ভবেতি চ ।
শিরোধার্য্যা চ সর্ব্বেষাং বন্দ্যা মান্যা মমেতি চ॥২৯
বিষ্ণোর্বরেণ সা দেবী পরিতুষ্টা বভূব হ ।
সরস্বতী তামাশ্লিষ্য বাসয়ামাস সন্নিধৌ ॥ ৩০
লক্ষ্মীর্গঙ্গা সস্মিতা তাং সমাশ্লিষ্য চ নারদ ।
গৃহং প্রবেশয়ামাস বিনয়েন সতী তদা ॥ ৩১
বৃন্দাং বৃন্দাবনীং বিশ্বপাবনীং বিশ্বপূজিতাম্ ।
পুষ্পসারাং নন্দিনীঞ্চ তুলসীং কৃষ্ণজীবনীম্ ॥ ৩২
এতন্নামাষ্টকঞ্চৈতৎ স্তোত্রং নামার্থসংযুতম্ ।
যঃ পঠেৎ তাঞ্চ সম্পূজ্য সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥
কার্ত্তিকীপূর্ণিমায়াঞ্চ তুলস্যা জন্ম মঙ্গলম্ ।
তত্র তস্যাশ্চ পূজা চ বিহিতা হরিণা পুরা ॥ ৩৪
তস্যাং যঃ পূজয়েৎ তাঞ্চ ভক্ত্যা চ বিশ্বপাবনীম্ ।
সর্ব্বপাপাদ্বিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৩৫
কার্ত্তিকে তুলসীপত্রং বিষ্ণবে যো দদাতি চ ।
গবাময়ুতদানস্য ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ৩৬
অপুত্রো লভতে পুত্রং প্রিয়াহীনো লভেৎ প্রিয়াম্
বন্ধুহীনো লভেদ্বন্ধুং স্তোত্রস্মরণমাত্রতঃ ॥ ৩৭
রোগী প্রমুচ্যতে রোগাদ্বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ।
ভয়ান্মুচ্যেত ভীতস্তু পাপান্মুচ্যেত পাতকী ॥ ৩৮
ইত্যেবং কথিতং স্তোত্রং ধ্যানং পূজাবিধিং শৃণু ।
ত্বমেব ধ্যানং জানাসি কাণ্বশাখোক্তমেব চ ॥ ৩৯
যদ্বৃক্ষে পূজয়েৎ তাঞ্চ ভক্ত্যা চাবাহনং বিনা ।
ধ্যাত্বা ষোড়শোপচারৈর্ধ্যানং পাতকনাশনম্ ॥ ৪০
তুলসীং পুষ্পসারাঞ্চ সতীং পূজ্যাং মনোহরাম্ ।
কৃৎস্নপাপেধ্মদাহায় জ্বলদগ্নিশিখোপমাম্ ॥ ৪১
পুষ্পেষু তুলনাপ্যস্যা নাসীদ্দেবীষু যা মুনে ।
পবিত্ররূপা সর্ব্বাসু তুলসী সা চ কীর্ত্তিতা ॥ ৪২
শিরোধার্য্যাঞ্চ সর্ব্বেষামীপ্সিতাং বিশ্বপাবনীম্ ।
জীবন্মুক্তাং মুক্তিদাঞ্চ ভজে তাং হরিভক্তিদাম্ ॥৪৩
ইতি ধ্যাত্বা চ সম্পূজ্য স্তুত্বা চ প্রণমেদ্বুধঃ ।

উক্তং তুলস্যুপাখ্যানং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদসংবাদে তুলস্যুপাখ্যানং
নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

তুলস্যুপাখ্যানমিদং শ্রুতমীশ সুধোপমম্।
যত্তু সাবিত্র্যুপাখ্যানং তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১
পুরা যেন সমুদ্ভূতা সা শ্রুতা চ শ্রুতিপ্রসূঃ।
কেন বা পূজিতা দেবী প্রথমে কৈশ্চ বা পরে ॥২

নারায়ণ উবাচ।

ব্রহ্মণা বেদজননী পূজিতা প্রথমে মুনে।
দ্বিতীয়ে চ দেবগণৈস্তৎপশ্চাদ্বিদুষাং গণৈঃ॥ ৩
তদা চাশ্বপতিঃ পূর্ব্বং পূজয়ামাস ভারতে।
তৎপশ্চাৎ পূজয়ামাসুর্ব্বর্ণাশ্চত্বার এব চ ॥ ৪

নারদ উবাচ।

কো বা সোঽশ্বপতির্ব্রহ্মন্ কেন বা তেন পূজিতা
সর্ব্বপূজ্যা চ সাবিত্রী তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৫

নারায়ণ উবাচ।

মদ্রদেশে মহারাজো বভূবাশ্বপতির্মুনে।
বৈরিণাং বলহর্ত্তা চ মিত্রাণাং দুঃখনাশনঃ ॥ ৬
আসীৎ তস্য মহারাজ্ঞী মহিষী ধর্ম্মচারিণী।
মালতীতি চ সা খ্যাতা যথা লক্ষ্মী গদাভৃতঃ ॥ ৭
সা চ রাজ্ঞী মহাবন্ধ্যা বশিষ্ঠস্যোপদেশতঃ।
চকারারাধনং ভক্ত্যা সাবিত্র্যাশ্চৈব নারদ ॥ ৮
প্রত্যাদেশং ন সা প্রাপ মহিষী ন দদর্শ তাম্।
গৃহং জগাম সা দুঃখাদ্ধৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৯
রাজা তাং দুঃখিতাং দৃষ্ট্বা বোধয়িত্বা নয়েন বৈ।
সাবিত্র্যাস্তপসে ভক্ত্যা জগাম পুষ্করং তদা ॥ ১০
তপশ্চচার তত্রৈব সংযতঃ শতবৎসরম্।
ন দদর্শ চ সাবিত্রীং প্রত্যাদেশো বভূব হ ॥ ১১
শুশ্রাবাকাশবাণীঞ্চ নৃপেন্দ্রশ্চাশরীরিণীম্।
গায়ত্রীদশলক্ষঞ্চ জপং কুর্ব্বিতি নারদ ॥ ১২
এতস্মিন্নন্তরে তত্র প্রজগাম পরাশরঃ।
প্রণনাম নৃপস্তঞ্চ মুনির্নৃপমুবাচ হ ॥ ১৩

পরাশর উবাচ।

সকৃজ্জপশ্চ গায়ত্র্যাঃ পাপং দিনকৃতং হরেৎ।
দশধাপ্রজপান্নৃণাং দিবারাত্র্যঘমেব চ ॥ ১৪
শতধা চ জপাচ্চৈবং পাপং মাসার্জ্জিতং পরম্।
সহস্রধা জপশ্চৈবং কল্মষং বৎসরার্জ্জিতম্ ॥ ১৫
লক্ষো জন্মকৃতং পাপং দশলক্ষস্ত্রিজন্মনঃ।
সর্ব্বজন্মকৃতং পাপং শতলক্ষো বিনশ্যতি ॥ ১৬
করোতি মুক্তিং বিপ্রাণাং জপো দশগুণস্ততঃ।
করং সর্পফণাকারং কৃত্বা তু উর্দ্ধমুদ্রিতম্ ॥ ১৭
আনম্রমূর্দ্ধমচলং প্রজপেৎ প্রাঙ্মুখো দ্বিজঃ।
অনামিকামধ্যদেশাদধোবামক্রমেণ চ ॥ ১৮
তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং জপস্যৈষ ক্রমঃ করে।
শ্বেতপঙ্কজবীজানাং স্ফাটিকানাঞ্চ সংস্কৃতাম্ ॥১৯
কৃত্বা বা মালিকাং রাজন্ জপেৎ তীর্থে সুরালয়ে
সংস্থাপ্য মালামশ্বত্থপত্রসপ্তসু সংযতঃ ॥ ২০
কৃত্বা গোরোচনাক্তাঞ্চ গায়ত্র্যা স্নাপয়েৎ সুধীঃ।
গায়ত্রীশতকং তস্যাং জপেচ্চ বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২১
অথবা পঞ্চগব্যেন স্নাতা মালা চ সংস্কৃতা।
অথ গঙ্গোদকেনৈব স্নাতা বাতিসুসংস্কৃতা ॥ ২২
এবং ক্রমেণ রাজর্ষে দশলক্ষং জপং কুরু।
সাক্ষাদ্দ্রক্ষ্যসি সাবিত্রীং ত্রিজন্মপাতকক্ষয়াৎ॥২৩
নিত্যং নিত্যং ত্রিসন্ধ্যাঞ্চ করিষ্যসি দিনে দিনে।
মধ্যাহ্নে চাপি সায়াহ্নে প্রাতরেব শুচিঃ সদা ॥ ২৪
সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
যদহ্না কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফলভাগ্‌ভবেৎ ॥ ২৫
নোপতিষ্ঠতি যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যশ্চ পশ্চিমাম্।
স শূদ্রবদ্বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাদ্দ্বিজকর্ম্মণঃ ॥ ২৬
যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং যস্ত্রিসন্ধ্যাং করোতি চ।
স চ সূর্য্যসমো বিপ্রস্তেজসা তপসা সদা ॥ ২৭
তৎপাদপদ্মরজসা সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা।
জীবন্মুক্তঃ স তেজস্বী সন্ধ্যাপূতো হি যো দ্বিজঃ২৮
তীর্থানি চ পবিত্রাণি তস্য স্পর্শনমাত্রতঃ।
ততঃ পাপানি যান্ত্যেব বৈনতেয়াদিবোরগাঃ ॥ ২৯
ন গৃহ্নন্তি সুরাঃ পূজাং পিতরঃ পিণ্ডতর্পণম্।
স্বেচ্ছয়া চ দ্বিজাতেশ্চ ত্রিসন্ধ্যারহিতস্য চ ॥ ৩০
বিষ্ণুমন্ত্রবিহীনশ্চ বিষহীনো যথোরগঃ।
একাদশীবিহীনশ্চ বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩১
হরেরনৈবেদ্যভোজী ধাবকো বৃষবাহকঃ।
শূদ্রান্নভোজী বিপ্রশ্চ বিষহীনো যথোরগঃ ॥৩২
শবদাহী চ শূদ্রাণাং যো বিপ্রো বৃষলীপতিঃ।

শূদ্রাণাং সূপকারশ্চ বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩৩
শূদ্রাণাঞ্চ প্রতিগ্রাহী শূদ্রযাজী চ যো দ্বিজঃ।
অসিজীবী মসীজীবী বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩৪
যো বিপ্রোঽবীরান্নভোজী ঋতুস্নাতান্নভোজকঃ।
ভগজীবী বার্দ্ধুষিকো বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩৫
যঃ কন্যাবিক্রয়ী বিপ্রো যো হরের্নামবিক্রয়ী।
যো দুগ্ধবিক্রয়ী ভূপ বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩৬
সূর্য্যোদয়ে চ দ্বির্ভোজী মৎস্যভোজী চ যো দ্বিজঃ।
শিলাপূজাদিরহিতো বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৩৭
ইত্যুক্ত্বা চ মুনিশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বং পূজাবিধিক্রমম্।
তমুবাচ চ সাবিত্র্যা ধ্যানাদিকমভীপ্সিতম্ ॥ ৩৮
দত্ত্বা সর্ব্বং নৃপেন্দ্রায় প্রযযৌ স্বালয়ং মুনিঃ।
রাজা সম্পূজ্য সাবিত্রীং দদর্শ বরমাপ সঃ ॥ ৩৯

নারদ উবাচ।

কিং বা ধ্যানঞ্চ সাবিত্র্যাঃ কিং বা পূজাবিধানকম্।
স্তোত্রং মন্ত্রঞ্চ কিং দত্ত্বা প্রযযৌ স পরাশরঃ ॥ ৪০
নৃপঃ কেন বিধানেন সম্পূজ্য শ্রুতিমাতরম্।
বরঞ্চ কিং বা সম্প্রাপ বদ সোঽশ্বপতির্নৃপঃ ॥ ৪১

নারায়ণ উবাচ।

জ্যৈষ্ঠে কৃষ্ণত্রয়োদশ্যাং শুদ্ধে কালে চ সংযতঃ।
ব্রতমেব চতুর্দ্দশ্যাং ব্রতী ভক্ত্যা সমাচরেৎ ॥ ৪২
ব্রতং চতুর্দ্দশাব্দঞ্চ দ্বিসপ্তফলসংযুতম্।
দত্ত্বা দ্বিসপ্তনৈবেদ্যং পুষ্পধূপাদিকং তথা ॥ ৪৩
বস্ত্রং যজ্ঞোপবীতঞ্চ ভোজ্যঞ্চ বিধিপূর্ব্বকম্।
সংস্থাপ্য মঙ্গলঘটং ফলশাখাসমন্বিতম্ ॥ ৪৪
গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাম্।
সম্পূজ্য পূজয়েদিষ্টং ঘটে আবাহিতে মুনে ॥ ৪৫
শৃণু ধ্যানঞ্চ সাবিত্র্যাশ্চোক্তং মধ্যন্দিনে চ যৎ।
স্তোত্রং পূজাবিধানঞ্চ মন্ত্রঞ্চ সর্ব্বকামদম্ ॥ ৪৬
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং জ্বলন্তীং ব্রহ্মতেজসা।
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড-সহস্রসমসন্নিভাম্ ॥ ৪৭
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং রত্নভূষণভূষিতাম্।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং ভক্তানুগ্রহকাতরাম্ ॥ ৪৮
সুখদাং মুক্তিদাং শান্তাং কান্তাঞ্চ জগতাং বিধেঃ।
সর্ব্বসম্পৎস্বরূপাঞ্চ প্রদাত্রীং সর্ব্বসম্পদাম্ ॥ ৪৯
বেদাধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ বেদশাস্ত্রস্বরূপিণীম্।
বেদবীজস্বরূপাঞ্চ ভজে তাং বেদমাতরম্ ॥ ৫০
ধ্যাত্বা ধ্যানেন চানেন দত্ত্বা পুষ্পং স্বমূর্দ্ধনি।
পুনর্ধ্যাত্বা ঘটে ভক্ত্যা দেবীমাবাহয়েদ্ব্রতী ॥ ৫১
দত্ত্বা ষোড়শোপচারং বেদোক্তমন্ত্রপূর্ব্বকম্।
সম্পূজ্য স্তুত্বা প্রণমেদেবং দেবীং বিধানতঃ ॥ ৫২
আসনং পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ স্নানীয়ঞ্চানুলেপনম্।
ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং তাম্বূলং শীতলং জলম্ ॥
বসনং ভূষণং রম্যং গন্ধমাচমনীয়কম্।
মনোহরং সুতল্পঞ্চ দেয়ান্যেতানি ষোড়শ ॥ ৫৪
দারুসারবিকারঞ্চ হেমাদিনির্ম্মিতঞ্চ বা।
দেবাধারং পুণ্যদঞ্চ ময়া তুভ্যং নিবেদিতম্ ॥ ৫৫
তীর্থোদকঞ্চ পাদ্যঞ্চ পুণ্যদং প্রীতিদং মহৎ।
পূজাঙ্গভূতং শুদ্ধঞ্চ ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্ ॥ ৫৬
পবিত্ররূপমর্ঘ্যঞ্চ দূর্ব্বাপুষ্পাক্ষতান্বিতম্।
পুণ্যদং শঙ্খতোয়াক্তং ময়া তুভ্যং নিবেদিতম্ ॥ ৫৭
সুগন্ধি ধাত্রীতৈলঞ্চ দেহসৌন্দর্য্যকারণম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা স্নানীয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৫৮
মলয়াচলসম্ভূতং দেহশোভাবিবর্দ্ধনম্।
সুগন্ধযুক্তং সুখদং ময়া তুভ্যং নিবেদিতম্ ॥ ৫৯
গন্ধদ্রব্যোদ্ভবঃ পুণ্যঃ প্রীতিদো দিব্যগন্ধদঃ।
ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥
জগতাং দর্শনীয়ঞ্চ দর্শনং দীপ্তিকারণম্।
অন্ধকারধ্বংসবীজং ময়া তুভ্যং নিবেদিতম্ ॥ ৬১
তুষ্টিদং পুষ্টিদঞ্চৈব প্রীতিদং ক্ষুদ্বিনাশনম্।
পুণ্যদং স্বাদুরূপঞ্চ নৈবেদ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৬২
তাম্বূলঞ্চ বরং রম্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্।
তুষ্টিদং পুষ্টিদঞ্চৈব ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্ ॥ ৬৩
সুশীতলং বাসিতঞ্চ পিপাসানাশকারণম্।
জগতাং বীজরূপঞ্চ জীবনং পতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৬৪
দেহশোভাস্বরূপঞ্চ সভাশোভাবিবর্দ্ধনম্।
কার্পাসজঞ্চ কৃমিজং বসনং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৬৫
কাঞ্চনাদিবিনির্ম্মাণং শ্রীযুক্তং শ্রীকরং সদা।
সুখদং পুণ্যদঞ্চৈব ভূষণং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৬৬
নানাপুষ্পবিনির্ম্মাণং পুষ্পচন্দনসংযুতম্।
প্রীতিদং পুণ্যদঞ্চৈব মাল্যঞ্চ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৬৭
সর্ব্বমঙ্গলরূপশ্চ সর্ব্বমঙ্গলদো বরঃ।
পুণ্যপ্রদশ্চ গন্ধাঢ্যো গন্ধশ্চ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৬৮
শুদ্ধং শুদ্ধিপ্রদঞ্চৈব শুদ্ধানাং প্রীতিদং মহৎ।
রম্যঞ্চাচমনীয়ঞ্চ ময়া দত্তং প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ৬৯
রত্নসারাদিনির্ম্মাণং পুষ্পচন্দনসংযুতম্।

সুখদং পুণ্যদঞ্চৈব সুতল্পং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৭০
নানাবৃক্ষসমুদ্ভূতং নানারূপসমন্বিতম্ ।
ফলস্বরূপং ফলদং ফলঞ্চ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৭১
সিন্দূরঞ্চ বরং রম্যং ভালশোভাবিবর্দ্ধনম্ ।
পূরণং ভূষণানাঞ্চ সিন্দূরং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৭২
বিশুদ্ধগ্রন্থিসংযুক্তং পুণ্যসূত্রবিনির্ম্মিতম্ ।
পবিত্রং বেদমন্ত্রেণ যজ্ঞসূত্রঞ্চ গৃহ্যতাম্ ॥ ৭৩
দ্রব্যাণ্যেতানি মূলেন দত্বা স্তোত্রং পঠেৎ সুধীঃ
ততঃ প্রণম্য বিপ্রায় ব্রতী দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্ ॥ ৭৪
সাবিত্রীতি চতুর্থ্যন্তং বহ্নিজায়ান্তমেব চ ।
লক্ষ্মী-মায়া-কামপূর্ব্বং মন্ত্রমষ্টাক্ষরং বিদুঃ ॥ ৭৫
মধ্যন্দিনোক্তং স্তোত্রঞ্চ সর্ব্ববাঞ্ছাফলপ্রদম্ ।
বিপ্রজীবনরূপঞ্চ নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ৭৬
কৃষ্ণেন দত্তা সাবিত্রী গোলোকে ব্রহ্মণে পুরা ।
ন যাতি সা তেন সার্দ্ধং ব্রহ্মলোকঞ্চ নারদ ॥ ৭৭
ব্রহ্মা কৃষ্ণাজ্ঞয়া ভক্ত্যা তুষ্টাব বেদমাতরম্ ।
তদা সা পরিতুষ্টা চ ব্রহ্মাণং চকমে সতী ॥ ৭৮

ব্রহ্মোবাচ ।

নারায়ণস্বরূপে চ নারায়ণি সনাতনি ।
নারায়ণাৎ সমুদ্ভূতে প্রসন্না ভব সুন্দরি ॥ ৭৯
তেজঃস্বরূপে পরমে পরমানন্দরূপিণি ।
দ্বিজাতীনাং জাতিরূপে প্রসন্না ভব সুন্দরি ॥ ৮০
নিত্যে নিত্যপ্রিয়ে দেবি নিত্যানন্দস্বরূপিণি ।
সর্ব্বমঙ্গলরূপে চ প্রসন্না ভব সুন্দরি ॥ ৮১
সর্ব্বস্বরূপে বিপ্রাণাং মন্ত্রসারে পরাৎপরে ।
সুখদে মোক্ষদে দেবি প্রসন্না ভব সুন্দরি ॥ ৮২
বিপ্রপাপেধ্মদাহায় জ্বলদগ্নিশিখোপমে ।
ব্রহ্মতেজঃপ্রদে দেবি প্রসন্না ভব সুন্দরি ॥ ৮৩
কায়েন মনসা বাচা যৎ পাপং কুরুতে দ্বিজঃ ।
তত্তৎ স্মরণমাত্রেণ ভস্মীভূতং ভবিষ্যতি ॥ ৮৪
ইত্যুক্ত্বা জগতাং ধাতা তত্র তস্থৌ চ সংসদি ।
সাবিত্রী ব্রহ্মণা সার্দ্ধং ব্রহ্মলোকং জগাম সা ॥ ৮৫
অনেন স্তবরাজেন সংস্তূয়াশ্বপতির্নৃপঃ ।
দদর্শ তাঞ্চ সাবিত্রীং বরং প্রাপ মনোগতম্ ॥ ৮৬
স্তবরাজমিদং পুণ্যং ত্রিসন্ধ্যায়াঞ্চ যঃ পঠেৎ ।
পাঠে চতুর্ণাং বেদানাং যৎ ফলং তল্লভেদ্ ধ্রুবম্ ॥

ইতি সাবিত্র্যুপাখ্যানে সাবিত্রীস্তোত্রপ্রকরণং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায় ॥ ২৩

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

শ্রুত্বা তেন সোঽশ্বপতিঃ সম্পূজ্য বিধিপূর্ব্বকম্ ।
দদর্শ তত্র তাং দেবীং সহস্রার্কসমপ্রভাম্ ॥ ১
উবাচ সা তং রাজানং প্রসন্না সস্মিতা সতী ।
যথা মতা স্বপুত্রঞ্চ দ্যোতয়ন্তী দিশস্ত্বিষা ॥ ২

সাবিত্র্যুবাচ ।

জানামি হে মহারাজ যৎ তে মনসি বর্ত্ততে ।
বাঞ্ছিতং তব পত্ন্যাশ্চ সর্ব্বং দাস্যামি নিশ্চিতম্ ॥৩
সাধ্বী কন্যাভিলাষঞ্চ করোতি তব কামিনী ।
ত্বং প্রার্থয়সি পুত্রঞ্চ ভবিষ্যতি ক্রমেণ তে ॥ ৪
ইত্যুক্ত্বা সা মহাদেবী ব্রহ্মলোকং জগাম হ ।
রাজা জগাম স্বগৃহং তৎকন্যাদৌ বভূব হ ॥৫
আরাধনাচ্চ সাবিত্র্যা বভূব কমলাকলা ।
সাবিত্রীতি চ তন্নাম চকারাশ্বপতির্নৃপঃ ॥ ৬
কালেন সা বর্দ্ধমানা বভূব চ দিনে দিনে ।
রূপযৌবনসম্পন্না শুক্লে চন্দ্রকলা যথা ॥ ৭
সা বরং বরয়ামাস দ্যুমৎসেনাত্মজং তথা ।
সত্যবন্তং সত্যবন্তং নানাগুণসমন্বিতম্ ॥ ৮
রাজা তস্মৈ দদৌ তাঞ্চ রত্নভূষণভূষিতাম্ ।
স চ তেন যৌতুকেন তাং গৃহীত্বা গৃহং যযৌ ॥ ৯
স চ সংবৎসরেঽতীতে সত্যবান্ সত্যবিক্রমঃ ।
জগাম ফলকাষ্ঠার্থং প্রহর্ষং পিতুরাজ্ঞয়া ॥ ১০
জগাম সাধ্বী সাবিত্রী তৎপশ্চাদ্দৈবযোগতঃ ।
নিপত্য বৃক্ষাদ্দৈবেন প্রাণাংস্তত্যাজ সত্যবান্ ॥১১
যমস্তজ্জীবপুরুষং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠসমং মুনে ।
গৃহীত্বা গমনং চক্রে তৎপশ্চাৎ প্রযযৌ সতী ॥১২
পশ্চাৎ তাং সুন্দরীং দৃষ্ট্বা যমঃ সংযমনীপতিঃ ।
উবাচ মধুরং সাধ্বীং সাধূনাং প্রবরো মহান্ ॥১৩

যম উবাচ ।

অহো ক্ব যাসি সাবিত্রি গৃহীত্বা মানুষীং তনুম্ ।
যদি যাস্যসি কান্তেন সার্দ্ধং দেহং তদা ত্যজ ॥১৪
গন্তুং মর্ত্ত্যো ন শক্নোতি গৃহীত্বা পাঞ্চভৌতিকম্ ।
দেহঞ্চ যমলোকঞ্চ নশ্বরং নশ্বরঃ সদা ॥ ১৫
ভর্ত্তুস্তে কালপূর্ণঞ্চ বভূব ভারতে সতি ।
স কর্ম্মফলভোগার্থং সত্যবান্ যাতি মদ্গৃহম্ ॥১৬
কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে ।

সুখং দুঃখং ভয়ং শোকং কর্ম্মণৈব প্রপদ্যতে ॥১৭
কর্ম্মণেন্দ্রো ভবেজ্জীবো ব্রহ্মপুত্রঃ স্বকর্ম্মণা ।
স্বকর্ম্মণা হরের্দ্দাসো জন্মাদিরহিতো ভবেৎ ॥ ১৮
স্বকর্ম্মণা সর্ব্বসিদ্ধিমমরত্বং লভেদ্ধ্রুবম্ ।
লভেৎ স্বকর্ম্মণা বিষ্ণোঃ সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্ ॥১৯
কর্ম্মণা ব্রাহ্মণত্বঞ্চ মুক্তিঞ্চৈব স্বকর্ম্মণা ।
সুরত্বঞ্চ মনুত্বঞ্চ রাজেন্দ্রত্বং লভেন্নরঃ ॥ ২০
কর্ম্মণা চ মুনীন্দ্রত্বং তপস্বিত্বঞ্চ কর্ম্মণা ।
কর্ম্মণা ক্ষত্রিয়ত্বঞ্চ বৈশ্যত্বঞ্চ স্বকর্ম্মণা ॥ ২১
কর্ম্মণা চৈব শূদ্রত্বমন্ত্যজত্বং স্বকর্ম্মণা ।
স্বকর্ম্মণা চ ম্লেচ্ছত্বং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২২
স্বকর্ম্মণা জঙ্গমত্বং স্থাবরত্বং স্বকর্ম্মণা ॥ ২৩
স্বকর্ম্মণা চ শৈলত্বং বৃক্ষত্বঞ্চ স্বকর্ম্মণা ।
স্বকর্ম্মণা পশুত্বঞ্চ পক্ষিত্বঞ্চ স্বকর্ম্মণা ॥ ২৪
কর্ম্মণা ক্ষুদ্রজন্তুত্বং কৃমিত্বঞ্চ সকর্ম্মণা ।
স্বকর্ম্মণা চ সর্পত্বং গন্ধর্ব্বত্বং স্বকর্ম্মণা ॥ ২৫
স্বকর্ম্মণা রাক্ষসত্বং কিন্নরত্বং স্বকর্ম্মণা ।
স্বকর্ম্মণা চ যক্ষত্বং কুষ্মাণ্ডত্বং স্বকর্ম্মণা ॥ ২৬
স্বকর্ম্মণা চ প্রেতত্বং বেতালত্বং স্বকর্ম্মণা ।
ভূতত্বঞ্চ পিশাচত্বং ডাকিনীত্বং স্বকর্ম্মণা॥ ২৭
দৈত্যত্বং দানবত্বঞ্চ অসুরত্বং স্বকর্ম্মণা ।
কর্ম্মণা পুণ্যবান্ জীবো মহাপাপী স্বকর্ম্মণা ॥ ২৮
কর্ম্মণা চাঙ্গহীনশ্চ বধিরশ্চ স্বকর্ম্মণা । *
কর্ম্মণা সুন্দরোঽরোগী মহারোগী চ কর্ম্মণা ॥ ২৯
কর্ম্মণা নরকং যান্তি জীবাঃ স্বর্গং স্বকর্ম্মণা ।
কর্ম্মণা শক্রলোকঞ্চ সূর্য্যলোকং স্বকর্ম্মণা ॥ ৩০
কর্ম্মণা চন্দ্রলোকঞ্চ বহ্নিলোকং স্বকর্ম্মণা ।
কর্ম্মণা বায়ুলোকঞ্চ কর্ম্মণা বরুণালয়ম্ ॥ ৩১
ব্রহ্মন্ কুবেরলোকঞ্চ নরো যাতি স্বকর্ম্মণা ।
কর্ম্মণা ধ্রুবলোকঞ্চ শিবলোকং স্বকর্ম্মণা ॥ ৩২
যাতি নক্ষত্রলোকঞ্চ সত্যলোকং স্বকর্ম্মণা ।
জনলোকং তপোলোকং মহর্লোকং স্বকর্ম্মণা ॥ ৩৩
স্বকর্ম্মণা চ পাতালং ব্রহ্মলোকং স্বকর্ম্মণা ।
কর্ম্মণা ভারতং পুণ্যং সর্ব্বেপ্সিতবরং পরম্ ॥ ৩৪
কর্ম্মণা যাতি বৈকুণ্ঠং গোলোকঞ্চ নিরাময়ম্ ।
কর্ম্মণা চিরজীবিত্বং ক্ষণায়ুশ্চ স্বকর্ম্মণা ॥ ৩৫

* অত্র—কর্ম্মণা চান্ধকাণশ্চ কুৎসিতশ্চ স্বকর্ম্মণা । ইতি পাঠঃ কাচিৎকঃ ।

কর্ম্মণা কোটিকল্পায়ুঃ ক্ষীণায়ুশ্চ স্বকর্ম্মণা ।
জীবসঞ্চারমাত্রায়ুর্গর্ভেঃ ক্ষীণঃ স্বকর্ম্মণা ॥ ৩৬
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং মহাতত্ত্বঞ্চ সুন্দরি ।
কর্ম্মণা তে মৃতো ভর্ত্তা গচ্ছ বৎসে যথাসুখম্ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে কর্ম্মবিপাকে কর্ম্ম-সর্ব্বহেতু-প্রদর্শনং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

যমস্য বচনং শ্রুত্বা সাবিত্রী চ পতিব্রতা ।
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা তমুবাচ মনস্বিনী ॥ ১

সাবিত্র্যুবাচ ।

কিং কর্ম্ম বা শুভং ধর্ম্মরাজ কিং বাশুভং নৃণাম্ ।
কর্ম্ম নির্ম্মূলয়ন্ত্যেবং কেন বা সাধবো জনাঃ ॥ ২
কর্ম্মণাং বীজরূপঃ কঃ কো বা কর্ম্মফলপ্রদঃ ।
কিং কর্ম্ম তদ্ভবেৎ কেন কো বা তদ্ধেতুরেব চ ॥ ৩
কো বা কর্ম্মফলং ভুঙ্ক্তে কো বা নির্লিপ্ত এব চ
কো বা দেহী কশ্চ দেহঃ কো বাত্র কর্ম্মকারকঃ ॥
কিং বিজ্ঞানং মনো বুদ্ধিঃ কে বা প্রাণাঃ শরীরিণাম্
কানীন্দ্রিয়াণি কিং তেষাং লক্ষণং দেবতাশ্চ কাঃ॥৪
ভোক্তা ভোজয়িতা কো বা কো ভোগঃ কা চ নিষ্কৃতিঃ ।
কো জীবঃ পরমাত্মা কস্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৬

যম উবাচ ।

বেদপ্রণিহিতং কর্ম্ম তন্মন্যে মঙ্গলং পরম্ ।
অবৈদিকন্তু যৎ কর্ম্ম তদেবাশুভমেব চ ॥ ৭
অহৈতুকী বিষ্ণুসেবা সঙ্কল্পরহিতা সতাম্ ।
কর্ম্মনির্ম্মূলরূপা চ সা এব হরিভক্তিদা ॥ ৮
হরিভক্তো নরো যশ্চ স চ মুক্তঃ শ্রুতৌ শ্রুতম্ ।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-শোক-ভীতিবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৯
মুক্তিশ্চ দ্বিবিধা সাধ্বি শ্রুত্যুক্তা সর্ব্বসম্মতা ।
নির্ব্বাণপদদাত্রী চ হরিভক্তিপ্রদা নৃণাম্ ॥ ১০
হরিভক্তিস্বরূপাঞ্চ মুক্তিং বাঞ্ছন্তি বৈষ্ণবাঃ ।
অন্যে নির্ব্বাণরূপাঞ্চ মুক্তিমিচ্ছন্তি সাধবঃ ॥ ১১

কর্ম্মণো বীজরূপশ্চ সন্ততং তৎফলপ্রদঃ ।
কর্ম্মরূপশ্চ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ১২
সোঽপি তদ্ধেতুরূপশ্চ কর্ম্ম তেন ভবেৎ সতি ।
জীবঃ কর্ম্মফলং ভুঙ্ক্তে আত্মা নির্লিপ্ত এব চ ॥১৩
আত্মনঃ প্রতিবিম্বশ্চ দেহী জীবঃ স এব চ ।
পাঞ্চভৌতিকরূপশ্চ দেহো নশ্বর এব চ ॥ ১৪
পৃথিবী বায়ুরাকাশো জলং তেজস্তথৈব চ ।
এতানি ভূতরূপাণি স্রষ্টুঃ সৃষ্টিবিধৌ হরেঃ ॥ ১৫
কর্ত্তা ভোক্তা চ দেহী চ স্বাত্মা ভোজয়িতা সদা ।
ভোগো বিভবভেদশ্চ নিষ্কৃতির্ম্মুক্তিরেব চ ॥ ১৬
সদসদ্ভেদবীজঞ্চ জ্ঞানং নানাবিধং ভবেৎ ।
বিষয়াণাং বিভাগানাং ভেদবীজঞ্চ কীর্ত্তিতম্ ॥ ১৭
বুদ্ধির্বিবেচনারূপা সা জ্ঞানজননী শ্রুতৌ ।
বায়ুভেদাশ্চ প্রাণাশ্চ বলরূপাশ্চ দেহিনাম্ ॥ ১৮
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ প্রবরমীশ্বরাংশসমূহকম্ ।
প্রেরকং কর্ম্মণাঞ্চৈব দুর্নিবার্য্যঞ্চ দেহিনাম্ ॥ ১৯
অনিরূপ্যমদৃশ্যঞ্চ জ্ঞানভেদো মনঃ স্মৃতম্ ॥ ২০
লোচনং শ্রবণং ঘ্রাণং ত্বগ্‌জিহ্বাদিকমিন্দ্রিয়ম্ ।
অঙ্গিনামঙ্গরূপঞ্চ প্রেরকং সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ২১
রিপুরূপং মিত্ররূপং সুখদং দুঃখদং সদা ।
সূর্য্যো বায়ুশ্চ পৃথিবী বাণ্যাদ্যা দেবতাঃ স্মৃতাঃ ॥
প্রাণদেহাদিভৃদ্‌যো হি স জীবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥২৩
পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
কারণং কারণানাঞ্চ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্ ॥২৪
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং ময়া পৃষ্টং যথাগমম্ ।
জ্ঞানিনাং জ্ঞানরূপঞ্চ গচ্ছ বৎসে যথাসুখম্ ॥ ২৫

সাবিত্র্যুবাচ ।

ত্যক্ত্বা ক্ব যামি কান্তং বা ত্বাং বা জ্ঞানার্ণবং বুধম্
যদ্‌যৎ করোমি প্রশ্নঞ্চ তত্ত্ববান্ বক্তুমর্হতি ॥ ২৬
কাং কাং যোনিং যাতি জীবঃ কর্ম্মণা কেন বা যম
কেন বা কর্ম্মণা স্বর্গং কেন বা নরকং পিতঃ ॥ ২৭
কেন বা কর্ম্মণা মুক্তিঃ কেন ভক্তির্ভবেদ্ধরেঃ ।
কেন বা কর্ম্মণা রোগী চারোগী কেন কর্ম্মণা ॥২৮
কেন বা দীর্ঘজীবী চ কেনাল্পায়ুশ্চ কর্ম্মণা ।
কেন বা কর্ম্মণা দুঃখী কেন বা কর্ম্মণা সুখী ॥ ২৯
অঙ্গহীনশ্চ কাণশ্চ বধিরঃ কেন কর্ম্মণা ।
অন্ধো বা কৃপণো বাপি প্রমত্তঃ কেন কর্ম্মণা ॥ ৩০
ক্ষিপ্তোঽতিলুব্ধ কশ্চৈব কেন বা নরঘাতকঃ ।
কেন সিদ্ধিমবাপ্নোতি সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্ ॥ ৩১
কেন বা ব্রাহ্মণত্বঞ্চ তপস্বিত্বঞ্চ কেন বা ।
স্বর্গভোগাদিকং কেন বৈকুণ্ঠং কেন কর্ম্মণা ॥ ৩২
গোলোকং কেন বা ব্রহ্মন্ সর্ব্বোৎকৃষ্টং নিরাময়ম্
নরকং বা কতিবিধং কিংসংখ্যং নাম কিঞ্চ বা ॥
কো বা কং নরকং যাতি কিয়ন্তং তেষু তিষ্ঠতি ।
পাপিনাং কর্ম্মণা কেন কো বা ব্যাধিঃ প্রজায়তে ।
যদ্‌যদস্তি ময়া পৃষ্টং তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে সাবিত্র্যুপাখ্যানে যম-সাবিত্রীসংবাদে কর্ম্মবিপাকে সাবিত্রী-প্রশ্নো নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৫॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

সাবিত্রীবচনং শ্রুত্বা জগাম বিস্ময়ং যমঃ ।
প্রহস্য বক্তুমারেভে কর্ম্মপাকঞ্চ জীবিনাম্ ॥ ১

যম উবাচ ।

কন্যা দ্বাদশবর্ষীয়া বৎসে ত্বং বয়সাধুনা ।
জ্ঞানং তে পূর্ব্ববিদুষাং যোগিনাং জ্ঞানিনাং পরম্
সাবিত্রীবরদানেন ত্বং সাবিত্রীকলা সতী ।
প্রাপ্তা পুরা ভূভৃতা চ তপসা তৎসমা শুভে ॥ ৩
যথা শ্রীঃ শ্রীপতেঃ ক্রোড়ে ভবানী চ ভবোরসি ।
যথা রাধা চ শ্রীকৃষ্ণে সাবিত্রী ব্রহ্মবক্ষসি ॥ ৪
ধর্ম্মোরসি যথা মূর্ত্তিঃ শতরূপা মনৌ যথা ।
কর্দ্দমে দেবহূতিশ্চ বশিষ্ঠেঽরুন্ধতী যথা ॥ ৫
অদিতিঃ কশ্যপে চাপি যথাঽহল্যা চ গৌতমে ।
যথা শচী মহেন্দ্রে চ যথা চন্দ্রে চ রোহিণী ॥ ৬
যথা রতিঃ কামদেবে যথা স্বাহা হুতাশনে ।
যথা স্বধা পিতৃষু চ যথা সংজ্ঞা দিবাকরে ॥ ৭
বরুণানী চ বরুণে যজ্ঞে চ দক্ষিণা যথা ।
যথা ধরা বরাহে চ দেবসেনা চ কার্ত্তিকে ।
সৌভাগ্যা সুপ্রিয়া ত্বঞ্চ ভব সত্যবতি প্রিয়ে ॥ ৮
ইতি তুভ্যং বরং দত্তমপরঞ্চ যদীপ্সিতম্ ।
বৃণু দেবি মহাভাগে সর্ব্বং দাস্যামি নিশ্চিতম্ ॥৯

সাবিত্র্যুবাচ।

ত্যবদৌরসেনৈব পুত্রাণাং শতকং মম।
ভবিষ্যতি মহাভাগ বরমেবমভীপ্সিতম্ ॥ ১০
মৎপিতুঃ পুত্রশতকং শ্বশুরস্য চ চক্ষুষী।
রাজ্যলাভো ভবত্বেবং বরমেব মদীপ্সিতম্ ॥ ১১
অন্তে সত্যবতা সার্দ্ধং যাস্যামি হরিমন্দিরম্।
সমতীতে লক্ষবর্ষে দেহীমং মে জগৎপ্রভো ॥১২
জীবকর্ম্মবিপাকঞ্চ শ্রোতুং কৌতূহলঞ্চ মে।
বিশ্ববিস্তারবীজঞ্চ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১৩

যম উবাচ।

ভবিষ্যতি মহাসাধ্বি সর্ব্বং মানসিকং তব।
জীবকর্ম্মবিপাকঞ্চ কথয়ামি নিশাময় ॥ ১৪
শুভানামশুভানাঞ্চ কর্ম্মণা জন্ম ভারতে।
পুণ্যক্ষয়ে তু সর্ব্বত্র নান্যত্র ভুঞ্জতে জনাঃ ॥ ১৫
সুরা দৈত্যা দানবাশ্চ গন্ধর্ব্বা রাক্ষসাদয়ঃ।
নরশ্চ কর্ম্মজনকো ন সর্ব্বে জীবিনঃ সতি ॥ ১৬
বিশিষ্টজীবিনঃ কর্ম্ম ভুঞ্জতে সর্ব্বযোনিষু ॥ ১৭
বিশেষতো মানবাশ্চ ভ্রমন্তি সর্ব্বযোনিষু।
শুভাশুভং ভুঞ্জতে চ কর্ম্ম পূর্ব্বার্জ্জিতং পরম্ ॥
শুভেন কর্ম্মণা যান্তি তে স্বর্গাদিকমেব চ।
কর্ম্মণা চাশুভেনৈব ভ্রমন্তি নরকেষু চ ॥ ১৯
কর্ম্মনির্ম্মূলনে মুক্তিঃ সা চোক্তা দ্বিবিধা মতা।
নির্ব্বাণরূপা সেবা চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ২০
রোগী কুকর্ম্মণা জীবশ্চারোগী শুভকর্ম্মণা।
দীর্ঘজীবী চ ক্ষীণায়ুঃ সুখী দুঃখী চ নিশ্চিতম্ ॥২১
অন্ধাদয়শ্চাঙ্গহীনাঃ কুৎসিতেন চ কর্ম্মণা।
সিদ্ধ্যাদিকমবাপ্নোতি সর্ব্বোৎকৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥২২
সামান্যং কথিতং সর্ব্বং বিশেষং শৃণু সুন্দরি।
সুদুর্ল্লভং সুভোগ্যঞ্চ পুরাণেষু শ্রুতিষ্বপি ॥ ২৩
দুর্ল্লভা মানবী জাতিঃ সর্ব্বজাতিষু ভারতে।
সর্ব্বাভ্যো ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রশস্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥২৪
বিষ্ণুভক্তো দ্বিজশ্চৈব গরীয়ান্ ভারতে ততঃ।
নিষ্কামশ্চ সকামশ্চ বৈষ্ণবো দ্বিবিধঃ সতি ॥ ২৫
সকামাচ্চ প্রধানঞ্চ নিষ্কামো ভক্ত এব চ।
কর্ম্মভোগী সকামশ্চ নিষ্কামো নিরুপদ্রবঃ ॥ ২৬
স যাতি দেহং ত্যক্ত্বা চ পদং নিষ্কোর্নিরাময়ম্।
পুনরাগমনং নাস্তি তেষাং নিষ্কামিণাং সতি ॥২৭
যে সেবন্তে চ দ্বিভুজং কৃষ্ণমাত্মানমীশ্বরম্।
গোলোকং যান্তি তে ভক্তা দিব্যরূপঞ্চ ধারিণঃ ॥
যে চ নারায়ণং ভক্তাঃ সেবন্তে চ চতুর্ভুজম্।
বৈকুণ্ঠং যান্তি তে সর্ব্বে দিব্যরূপবিধারিণঃ ॥ ২৯
সকামিনো বৈষ্ণবাশ্চ গত্বা বৈকুণ্ঠমেব চ।
ভারতং পুনরায়ান্তি তেষাং জন্ম দ্বিজাতিষু ॥ ৩০
কালেন তে চ নিষ্কামা ভবিষ্যন্তি ক্রমেণ চ।
ভক্তিঞ্চ নির্ম্মলাং বুদ্ধিং তেভ্যো দাস্যতি নিশ্চিতম্ ॥ ৩১
ব্রাহ্মণা বৈষ্ণবাদন্যে সকামাঃ সর্ব্বজন্মসু।
ন তেষাং নির্ম্মলা বুদ্ধির্বিষ্ণুভক্তিবিবর্জ্জিতা ॥ ৩২
তীর্থাশ্রিতা দ্বিজা যে চ তপস্যানিরতাঃ সতি।
তে যান্তি ব্রহ্মলোকঞ্চ পুনরায়ান্তি ভারতম্ ॥ ৩৩
স্বধর্ম্মনিরতা যে চ তীর্থান্যত্রনিবাসিনঃ।
ব্রজন্তি তে সত্যলোকং পুনরায়ান্তি ভারতম্ ॥৩৪
স্বধর্ম্মনিরতা বিপ্রাঃ সূর্য্যভক্তাশ্চ ভারতে।
ব্রজন্তি সূর্য্যলোকং তে পুনরায়ান্তি ভারতম্ ॥
স্বধর্ম্মনিরতা বিপ্রাঃ শৈবাঃ শাক্তাশ্চ গাণপাঃ।
তে যান্তি শিবলোকঞ্চ পুনরায়ান্তি ভারতম্ ॥৩৬
যে বিপ্রা অন্যদেবেষ্টাঃ স্বধর্ম্মনিরতাঃ সতি।
তে গত্বা শক্রলোকঞ্চ পুনরায়ান্তি ভারতম্ ॥ ৩৭
হরিভক্তাশ্চ নিষ্কামাঃ স্বধর্ম্মরহিতা দ্বিজাঃ।
তেঽপি যান্তি হরের্লোকং ক্রমাদ্ভক্তিবলাদহো ॥
স্বধর্ম্মরহিতা বিপ্রা দেবান্যসেবিনঃ সদা।
ভ্রষ্টাচারাশ্চ বালাশ্চ তে যান্তি নরকং ধ্রুবম্ ॥৩৯
স্বধর্ম্মনিরতাশ্চৈবং বর্ণাশ্চত্বার এব চ।
ভবন্ত্যেব শুভস্যৈব কর্ম্মণঃ ফলভাগিনঃ ॥ ৪০
স্বধর্ম্মরহিতাস্তে চ নরকং যান্তি হি ধ্রুবম্।
ভারতে চ ভবন্ত্যেব কর্ম্মণঃ ফলভাগিনঃ ॥ ৪১
স্বধর্ম্মনিরতা বিপ্রাঃ স্বধর্ম্মনিরতায় চ।
কন্যাং দদতি বিপ্রায় চন্দ্রলোকং ব্রজন্তি তে ॥
বসন্তি তত্র তে সাধ্বি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ।
সালঙ্কৃতায়া দানে চ দ্বিগুণং ফলমুচ্যতে ॥ ৪৩
সকামা যান্তি তল্লোকং ন নিষ্কামাশ্চ বৈষ্ণবাঃ।
তে প্রয়ান্তি বিষ্ণুলোকং ফলসন্ধানবর্জ্জিতাঃ ॥ ৪৪
গবাঞ্চ রজতং ভার্য্যাং বস্ত্রং শস্যং ফলং জলম্।
যে দদত্যেব বিপ্রেভ্যস্তল্লোকং তে ব্রজন্তি চ ॥৪৫
বসন্তি তে চ তল্লোকে যাবন্মন্বন্তরং সতি।
সুচিরাং সুচিরং বাসং কুর্ব্বন্তি তত্র তে জনাঃ ॥

যো দদাতি সুবর্ণঞ্চ গাঞ্চ তাম্রাদিকং সতি।
তে যান্তি সূর্য্যলোকঞ্চ শুচয়ে ব্রাহ্মণায় চ॥ ৪৭
বসন্তি তত্র তে লোকে বর্ষাণামযুতং সতি।
বিপুলে চ চিরং বাসং কুর্ব্বন্তি চ নিরাময়াঃ॥৪৮
দদাতি ভূমিং বিপ্রেভ্যো ধান্যানি বিপুলানি চ।
স যাতি বিষ্ণুলোকঞ্চ শ্বেতদ্বীপং মনোহরম্॥ ৪৯
তত্রৈব নিবসত্যেব যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।
বিপুলং বিপুলে বাসং করোতি পুণ্যবান্ সতি॥
গৃহং দদতি বিপ্রায় যে জনা ভক্তিপূর্ব্বকম্।
তে যান্তি বসুলোকঞ্চ চিরং তত্র বসন্তি তে॥ ৫১
গৃহরেণুপ্রমাণাব্দং দানং পুণ্যদিনে যদি।
বিপুলং বিপুলে বাসং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ সতি॥৫২
যস্মৈ যস্মৈ চ দেবায় যো দদাতি গৃহং নরঃ।
স যাতি তস্য লোকঞ্চ রেণুমানাব্দমেব চ॥ ৫৩
সৌধে চতুর্গুণং পুণ্যং পূর্ত্তে শতগুণং ফলম্।
প্রকৃষ্টেঽষ্টগুণং তস্মাদিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥ ৫৪
যো দদাতি তড়াগঞ্চ সর্ব্বভূতায় ভারতে।
স যাতি জনলোকঞ্চ বর্ষাণামযুতং সতি॥ ৫৫
বাপ্যাং ফলং শতগুণং প্রাপ্নোতি মানবঃ সদা।
সেতুশঙ্কুপ্রদানেন তড়াগস্য ফলং লভেৎ॥ ৫৬
ধনুশ্চতুঃসহস্রেণ দৈর্ঘ্যমানেন নিশ্চিতম্।
ন্যূনা বা তাবতী প্রস্থে সা বাপী পরিকীর্ত্তিতা॥
দশবাপীসমা কুল্যা যদি পাত্রায় দীয়তে।
ফলং দদাতি দ্বিগুণং যদি সালঙ্কৃতা ভবেৎ॥ ৫৮
যৎ ফলঞ্চ তড়াগে চ পঙ্কোদ্ধারে চ তৎ ফলম্।
বাপ্যাশ্চ পঙ্কোদ্ধারেণ বাপীতুল্যফলং লভেৎ॥৫৯
অশ্বত্থবৃক্ষমারোপ্য প্রতিষ্ঠাঞ্চ করোতি যঃ।
স চ যাতি তপোলোকং বর্ষাণামযুতং পরম্॥ ৬০
পুষ্পোদ্যানং যো দদাতি সাবিত্রি সর্ব্বভূতয়ে।
স বসেৎ ধ্রুবলোকে চ বর্ষাণামাযুতং ধ্রুবম্॥৬১
যো দদাতি বিমানঞ্চ বিষ্ণবে ভারতে সতি।
বিষ্ণুলোকে বসেৎ সোঽপি যাবন্মন্বন্তরং পরম্॥৬২
চিত্রযুক্তে চ বিপুলে ফলং তস্য চতুর্গুণম্।
রথার্দ্ধং শিবিকাদানে ফলমেব লভেদ্ধ্রুবম্॥ ৬৩
যো দদাতি ভক্তিযুক্তো হরয়ে দোলমন্দিরম্।
বিষ্ণুলোকে বসেৎ সোঽপি যাবন্মন্বন্তরং পরম্॥
রাজমার্গং সৌধযুক্তং যঃ করোতি পতিব্রতে।
বর্ষাণা মযুতং সোঽপি শক্রলোকে মহীয়তে॥ ৬৫
ব্রাহ্মণেভ্যোঽপি দেবেভ্যো দানে সমফলং লভেৎ
যচ্চ দত্তঞ্চ তস্তোক্তুং ন দত্তং নোপতিষ্ঠতে॥ ৬৬
ভুক্ত্বা স্বর্গাদিকং সৌখ্যং পুণ্যবান্ জন্ম ভারতে।
লভেদ্বিপ্রকুলেষ্বেব ক্রমেণৈবোত্তমাদিষু॥ ৬৭
ভারতে পুণ্যবান্ বিপ্রো ভুক্ত্বা স্বর্গাদিকং পরম্।
পুনঃ সোঽপি ভবেদ্বিপ্রশ্চৈবঞ্চ * ক্ষত্রিয়াদয়ঃ॥
ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যো বা কল্পকোটিশতেন চ।
তপসা ব্রাহ্মণত্বঞ্চ ন প্রাপ্নোতি শ্রুতৌ শ্রুতম্॥৬৯
স্বধর্ম্মরহিতা বিপ্রা নানাযোনিং ব্রজন্তি চ।
ভুক্ত্বা চ কর্ম্মভোগঞ্চ বিপ্রযোনিং লভেৎ পুনঃ॥
না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্॥ ৭১
দেবতীর্থসহায়েন কায়ব্যূহেন শুধ্যতি।
এতৎ তে কথিতং সর্ব্বং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমর্হসি॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে সাবিত্র্যুপাখ্যানে কর্ম্মবিপাকে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সাবিত্র্যুবাচ।

প্রযান্তি স্বর্গমন্যঞ্চ যেন যেনৈব কর্ম্মণা।
মানবাঃ পুণ্যবন্তশ্চ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥ ১

যম উবাচ।

অন্নদানঞ্চ বিপ্রায় যঃ করোতি চ ভারতে।
অন্নপ্রমাণবর্ষঞ্চ শক্রলোকে মহীয়তে॥ ২
অন্নদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
নাত্র পাত্রপরীক্ষা স্যান্ন কালনিয়মঃ ক্বচিৎ॥ ৩
দেবেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো বা দদাতি চাসনং যদি।
মহীয়তে বহ্নিলোকে বর্ষাণামযুতং ধ্রুবম্॥ ৪
যো দদাতি চ বিপ্রায় দিব্যাং ধেনুং পয়স্বিনীম্।
তল্লোমমানবর্ষঞ্চ বৈকুণ্ঠে চ মহীয়তে॥ ৫
চতুর্গুণং পুণ্যদিনে তীর্থে শতগুণং ফলম্।
দানে নারায়ণক্ষেত্রে ফলং কোটিগুণং ভবেৎ॥৬
গাং যো দদাতি বিপ্রায় ভারতে ভক্তিপূর্ব্বকম্।
বর্ষাণামযুতঞ্চৈব চন্দ্রলোকে মহীয়তে॥ ৭

---

* ন পুনরিতি পাঠঃ ক্বাচিৎকঃ।

যশ্চোভয়মুখীদানং করোতি ব্রাহ্মণায় চ।
তল্লোমমানবর্ষঞ্চ বৈকুণ্ঠে চ মহীয়তে ॥ ৮
যো দদাতি ব্রাহ্মণায় শালগ্রামং সবস্ত্রকম্ ।
মহীয়তে স বৈকুণ্ঠে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৯
যো দদাতি ব্রাহ্মণায় ছত্রঞ্চ সুমনোহরম্ ।
বর্ষাণাময়ুতং সোঽপি মোদতে বরুণালয়ে ॥ ১০
বিপ্রায় পাদুকাযুগ্মং যো দদাতি চ ভারতে।
মহীয়তে বায়ুলোকে বর্ষাণাময়ুতং সতি ॥ ১১
যে দদাতি ব্রাহ্মণায় শয্যাং দিব্যাং মনোহরাম্।
মহীয়তে চন্দ্রলোকে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ১২
যো দদাতি প্রদীপঞ্চ দেবায় ব্রাহ্মণায় চ।
যাবন্মন্বন্তরং সোঽপি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৩
সম্প্রাপ্য মানবীং যোনিং চক্ষুষ্মাংশ্চ ভবেদ্ধ্রুবম্
ন যাতি যমলোকঞ্চ তেন পুণ্যেন সুন্দরি ॥ ১৪
করোতি গজদানঞ্চ যো হি বিপ্রায় ভারতে।
যাবদিন্দ্রো নরস্তাবদিন্দ্রস্যার্দ্ধাসনে বসেৎ ॥ ১৫
ভারতে যোঽশ্বদানঞ্চ করোতি ব্রাহ্মণায় চ।
মোদতে বারুণে লোকে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১৬
প্রকৃষ্টাং শিবিকাং যো হি দদাতি ব্রাহ্মণায় চ।
মহীয়তে বিষ্ণুলোকে যাবন্মন্বন্তরং সতি ॥ ১৭
যো দদাতি চ বিপ্রায় ব্যজনং শ্বেতচামরম্।
মহীয়তে বায়ুলোকে বর্ষাণাময়ুতং ধ্রুবম্ ॥ ১৮
ধান্যাচলং যো দদাতি ব্রাহ্মণায় চ ভারতে।
স চ ধান্যপ্রমাণাব্দং বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ ১৯
ততঃ স্বযোনিং সম্প্রাপ্য চিরজীবী ভবেৎ সুখী।
দাতা গ্রহীতা তৌ দ্বৌ চ ধ্রুবং বৈকুণ্ঠগামিনৌ॥২০
সততং শ্রীহরের্নাম ভারতে যো জপেন্নরঃ।
স এব চিরজীবী চ ততো মৃত্যুঃ পলায়তে ॥ ২১
যো নরো ভারতে বর্ষে দোলনং কারয়েদ্ধরেঃ।
পূর্ণিমারজনীশেষে জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ২২
ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা যাত্যন্তে বিষ্ণুমন্দিরম্।
নিশ্চিতং নিবসেৎ তত্র শতমন্বন্তরাবধি ॥ ২৩
ফল্গুত্তরফল্গুন্যাং ততোঽপি দ্বিগুণং ভবেৎ।
কল্পান্তজীবী স ভবেদিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ২৪
তিলদানং ব্রাহ্মণায় যঃ করোতি চ ভারতে।
তিলপ্রমাণবর্ষঞ্চ মোদতে বিষ্ণুমন্দিরে ॥ ২৫
ততঃ স্বযোনিং সম্প্রাপ্য চিরজীবী ভবেৎ সুখী।
তাম্রপাত্রস্থদানেন দ্বিগুণঞ্চ ফলং লভেৎ ॥ ২৬

সালঙ্কৃতাঞ্চ ভোগ্যাঞ্চ সবস্ত্রাং সুন্দরীং প্রিয়াম্।
যো দদাতি ব্রাহ্মণায় ভারতে চ পতিব্রতাম্ ॥ ২৭
মহীয়তে চন্দ্রলোকে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ।
তত্র স্বর্বেশ্যয়া সার্দ্ধং মোদতে চ দিবানিশম্ ॥ ২৮
ততো গন্ধর্ব্বলোকে চ বর্ষাণাময়ুতং সতি।
দিবানিশং কৌতুকেন চোর্ব্বশ্যা সহ মোদতে ॥২৯
ততো জন্মসহস্রঞ্চ প্রাপ্নোতি সুন্দরীং প্রিয়াম্।
সতীং সৌভাগ্যযুক্তাঞ্চ কোমলাং প্রিয়বাদিনীম্৩০
দদাতি সফলং বৃক্ষং ব্রাহ্মণায় চ যো নরঃ।
ফলপ্রমাণবর্ষঞ্চ শক্রলোকে মহীয়তে ॥ ৩১
পুনঃ স্বযোনিং সম্প্রাপ্য লভতে সুতমুত্তমম্।
সফলানাঞ্চ বৃক্ষাণাং সহস্রঞ্চ প্রশংসিতম্ ॥ ৩২
কেবলং ফলদানঞ্চ ব্রাহ্মণায় দদাতি যঃ।
সুচিরং স্বর্গবাসঞ্চ কৃত্বা যাতি চ ভারতম্ ॥ ৩৩
নানাদ্রব্যসমাযুক্তং নানাশস্যসমন্বিতম্ ।
দদাতি যশ্চ বিপ্রায় ভারতে বিপুলং গৃহম্ ॥ ৩৪
কুবেরলোকে বসতে স চ মন্বন্তরাবধি।
ততঃ স্বযোনিং সম্প্রাপ্য মহাংশ্চ ধনবান্ ভবেৎ ॥
যো জনঃ শস্যসংযুক্তাং ভূমিঞ্চ রুচিরাং সতি।
দদাতি ভক্ত্যা বিপ্রায় পুণ্যক্ষেত্রে চ বা সতি ॥২৬
মহীয়তে স বৈকুণ্ঠে মন্বন্তরশতং ধ্রুবম্।
পুনঃ স্বযোনিং সম্প্রাপ্য মহাংশ্চ ধনবান্ ভবেৎ
তং ন ত্যজতি ভূমিশ্চ জন্মনাং শতকং পরম্।
শ্রীমাংশ্চ ধনবাংশ্চৈব পুত্রবাংশ্চ প্রজেশ্বরঃ ॥৩৮
সপ্রজঞ্চ প্রকৃষ্টঞ্চ গ্রামং দদ্যাদ্দ্বিজাতয়ে।
লক্ষমন্বন্তরঞ্চৈব বৈকুণ্ঠে স মহীয়তে ॥ ৩৯
পুনঃ স্বযোনিং সম্প্রাপ্য গ্রামলক্ষং লভেদ্ধ্রুবম্।
ন জহাতি চ তং পৃথ্বী জন্মনাং লক্ষমেব চ ॥ ৪০
সপ্রজং সুপ্রকৃষ্টঞ্চ পক্বশস্যসমন্বিতম্ ।
নানাপুষ্করিণীবৃক্ষ-ফলভোগসমন্বিতম্ ॥ ৪১
নগরং যশ্চ বিপ্রায় দদাতি ভারতে ভুবি।
মহীয়তে স বৈকুণ্ঠে দশলক্ষেন্দ্রকালকম্ ॥ ৪২
পুনঃ স্বযোনিং সম্প্রাপ্য রাজেন্দ্রো ভারতে ভবেৎ
নগরাণাঞ্চ নিযুতং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৩
ধরা তং ন জহাত্যেব জন্মনাং নিযুতং ধ্রুবম্।
পরমৈশ্বর্য্যসংযুক্তো ভবেদেব মহীতলে ॥ ৪৪
নগরাণাঞ্চ শতকং দেশং যো হি দ্বিজাতয়ে।
সুপ্রকৃষ্টং প্রজাযুক্তং দদাতি ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৫

বাপীতড়াগসংযুক্তং নানাবৃক্ষসমন্বিতম্ ।
মহীয়তে স বৈকুণ্ঠে কোটিমন্বন্তরাবধি ॥ ৪৬
পুনঃ স্বযোনিং সম্প্রাপ্য জম্বূদ্বীপপতির্ভবেৎ ।
পরমৈশ্বর্য্যসংযুক্তো যথা শক্রস্তথা ভুবি ॥ ৪৭
মহী তং ন জহাত্যেব জন্মনাং কোটিমেব চ ।
কল্পান্তজীবী স ভবেদ্রাজরাজেশ্বরো মহান্ ॥ ৪৮
স্বাধকারং সমগ্রঞ্চ যো দদাতি দ্বিজাতয়ে ।
চতুর্গুণং ফলঞ্চান্তে ভবেৎ তস্য ন সংশয়ঃ ॥ ৪৯
জম্বূদ্বীপং যো দদাতি ব্রাহ্মণায় পতিব্রতে ।
ফলং শতগুণঞ্চান্তে ভবেৎ তস্য ন সংশয়ঃ ॥ ৫০
সপ্তদ্বীপমহীদাতুঃ সর্ব্বতীর্থানুসেবিনঃ ।
সর্ব্বেষাং তপসাং কর্ত্তুঃ সর্ব্বোপবাসকারিণঃ ॥৫১
সর্ব্বদানপ্রদাতুশ্চ সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরস্য চ ।
অস্ত্যেব পুনরাবৃত্তির্ন ভক্তস্য হরেরহো ॥ ৫২
অসংখ্যব্রহ্মণাং পাতং পশ্যন্তি বৈষ্ণবাঃ সতি ।
নিবসন্তি হি গোলোকে বৈকুণ্ঠে বা হরেঃ পদে ॥
বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকশ্চ বিহায় মানবীং তনুম্ ।
বিভর্ত্তি দিব্যরূপঞ্চ জন্মমৃত্যুজরাপহম্ ॥ ৫৪
লব্ধা বিষ্ণোশ্চ সারূপ্যং বিষ্ণুসেবাং করোতি চ ।
স চ পশ্যতি গোলোকে হ্যসংখ্যং প্রাকৃতং লয়ম্ ॥
পশ্যন্তি দেবাঃ সিদ্ধাশ্চ বিশ্বানি নিখিলানি চ ।
কৃষ্ণভক্তা ন পশ্যন্তি জন্মমৃত্যুজরাপহাঃ ॥ ৫৬
কার্ত্তিকে তুলসীদানং করোতি হরয়ে চ যঃ ।
যুগং পত্রপ্রমাণঞ্চ মোদতে হরিমন্দিরে ॥ ৫৭
পুনঃ স্বযোনিং সম্প্রাপ্য হরিভক্তিং লভেদ্ধ্রুবম্ ।
সুখী চ চিরজীবী চ স ভবেদ্ভারতে ভুবি ॥ ৫৮
ঘৃতপ্রদীপং হরয়ে কার্ত্তিকে যো দদাতি চ ।
পলপ্রমাণবর্ষঞ্চ মোদতে হরিমন্দিরে ॥ ৫৯
পুনঃ স্বযোনিং সম্প্রাপ্য বিষ্ণুভক্তিং লভেদ্ধ্রুবম্
মহাধনাঢ্যঃ স ভবেচ্চক্ষুষ্মাংশ্চৈব দীপ্তিমান্ ॥৬০
মাঘং যঃ স্নাতি গঙ্গায়ামরুণোদয়কালতঃ ।
যুগষষ্টিসহস্রাণি মোদতে হরিমন্দিরে ॥ ৬১
পুনঃ স্বযোনিং সম্প্রাপ্য বিষ্ণুভক্তিং লভেদ্ধ্রুবম্
জিতেন্দ্রিয়াণাং প্রবরঃ স ভবেদ্ভারতে ভুবি ॥ ৬২
মাঘং যঃ স্নাতি গঙ্গায়াং প্রয়াগে চারুণোদয়ে ।
বৈকুণ্ঠে মোদতে সোঽপি লক্ষমন্বন্তরাবধি ॥ ৬৩
পুনঃ স্বযোনিং সম্প্রাপ্য বিষ্ণুমন্ত্রং লভেদ্ধ্রুবম্ ।
ত্যক্ত্বা চ মানুষং দেহং পুনর্যাতি হরেঃ পদম্ ॥৬৪
নাস্তি তৎপুনরাবৃত্তির্বৈকুণ্ঠাচ্চ মহীতলে ।
করোতি হরিদাস্যঞ্চ লব্ধা সারূপ্যমেব চ ॥ ৬৫
নিত্যস্নায়ী চ গঙ্গায়াং স পূতঃ সূর্য্যবদ্ভুবি ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য লভতে নিশ্চিতং ফলম্ ॥৬৬
তস্যৈব পাদরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা ।
মোদতে স চ বৈকুণ্ঠে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৬৭
পুনঃ স্বযোনিং সম্প্রাপ্য তপস্বিপ্রবরো ভবেৎ ।
স্বধর্ম্মনিরতঃ শুদ্ধো বিদ্বাংশ্চ সুজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬৮
মীনকর্কটয়োর্মধ্যে গাঢ়ং তপতি ভাস্করে ।
ভারতে যে দদাত্যেব জলমেব সুবাসিতম্ ॥ ৬৯
মোদতে স চ বৈকুণ্ঠে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ।
পুনঃ স্বযোনিং সম্প্রাপ্য সুখী নিষ্কপটো ভবেৎ ॥
বৈশাখে হরয়ে ভক্ত্যা যো দদাতি চ চন্দনম্ ।
যুগষষ্টিসহস্রাণি মোদতে বিষ্ণুমন্দিরে ॥ ৭১
পুনঃ স্বযোনিং সম্প্রাপ্য রূপবাংশ্চ সুখী ভবেৎ ।
যজ্ঞসূত্রেণ তৎ পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭২
বৈশাখে শক্তুদানঞ্চ যঃ করোতি দ্বিজাতয়ে ।
শক্তুরেণুপ্রমাণাব্দং মোদতে বিষ্ণুমন্দিরে ॥ ৭৩
করোতি ভারতে যো হি কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতম্ ।
শতজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৪
বৈকুণ্ঠে মোদতে সোঽপি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ।
পুনঃ স্বযোনিং সম্প্রাপ্য কৃষ্ণভক্তিং লভেদ্ধ্রুবম্ ।
ইহৈব ভারতে বর্ষে শিবরাত্রিং করোতি যঃ ।
মোদতে শিবলোকে চ সপ্তমন্বন্তরাবধি ॥ ৭৬
শিবায় শিবরাত্রৌ চ বিল্বপত্রং দদাতি যঃ ।
পত্রপ্রমাণঞ্চ যুগং মোদতে শিবমন্দিরে ॥ ৭৭
পুনঃ স্বযোনিং সম্প্রাপ্য শিবভক্তিং লভেদ্ধ্রুবম্ ।
বিদ্যাবান্ পুত্রবাংশ্চাপি প্রজাবান্ ভূমিমান্ ভবেৎ
চৈত্রমাসেঽথবা মাঘে শঙ্করং যোঽর্চ্চয়েদ্ব্রতী ।
করোতি নর্ত্তনং ভক্ত্যা বেত্রপাণির্দিবানিশম্ ॥ ৭৯
মাসং বাপ্যর্দ্ধমাসং বা দশ সপ্ত দিনানি বা ।
দিনমানং যুগং সোঽপি শিবলোকে মহীয়তে ॥৮০
শ্রীরামনবমীং যো হি করোতি ভারতে নরঃ ।
সপ্তমন্বন্তরং যাবন্মোদতে বিষ্ণুমন্দিরে ॥ ৮১
পুনঃ স্বযোনিং সম্প্রাপ্য রামভক্তিং লভেদ্ধ্রুবম্ ।
জিতেন্দ্রিয়াণাং প্রবরো মহাংশ্চ ধার্ম্মিকো ভবেৎ ;
শারদীয়াং মহাপূজাং প্রকৃতের্যঃ করোতি চ ।
নানা পুষ্পৈঃ সুগন্ধৈশ্চ ভক্তিযুক্তাদিভির্ব্বরৈঃ ॥৮৩

নৈবেদ্যৈরুপহারৈশ্চ ধূপদীপাদিভির্যুতাম্ ।
ত্যগীতাদিভির্বাদ্যৈর্নানাকৌতুকমঙ্গলৈঃ ॥ ৮৪
শিবলোকে বসেৎ সোঽপি সপ্তমন্বন্তরাবধি ।
পুনঃ স্বযোনিং সম্প্রাপ্য বুদ্ধিঞ্চ নির্ম্মলাং লভেৎ
অচলাং শ্রিয়মাপ্নোতি পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধিনীম্ ।
মহাপ্রভাবযুক্তশ্চ গজবাজিসমন্বিতঃ ॥ ৮৬
রাজরাজেশ্বরঃ সোঽপি ভবেদেব ন সংশয়ঃ ।
ভাদ্রশুক্লাষ্টমীং প্রাপ্য মহালক্ষ্মীঞ্চ যোঽর্চ্চয়েৎ ॥
নিত্যং ভক্ত্যা পক্ষমেকং পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ।
দত্ত্বা তস্মৈ প্রকৃষ্টানি চোপহারাণি ষোড়শ ॥ ৮৮
বৈকুণ্ঠে মোদতে সোঽপি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ।
পুনঃ স্বযোনিং সম্প্রাপ্য রাজরাজেশ্বরো ভবেৎ ॥
কার্ত্তিকীপূর্ণিমায়াঞ্চ কৃত্বা তু রাসমণ্ডলম্ ।
গোপানাং শতকং কৃত্বা গোপীনাং শতকং তথা ॥
শিলায়াং প্রতিমায়াং বা শ্রীকৃষ্ণং রাধয়া সহ ।
ভারতে পুজয়েদ্দত্ত্বা চোপহারাণি ষোড়শ ॥ ৯১
গোলোকে চ বসেৎ সোঽপি যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ
ভারতং পুনরাগত্য হরিভক্তিং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৯২
ক্রমেণ সুদৃঢ়াং ভক্তিং লব্ধ্বা মন্ত্রং হরেরপি ।
দেহং ত্যক্ত্বা চ গোলোকং পুনরেব প্রযাতি সঃ ॥
তত্র কৃষ্ণস্য সারূপ্যং সম্প্রাপ্য পার্ষদো ভবেৎ ।
পুনস্তৎপতনং নাস্তি জরামৃত্যুহরো মহান্ ॥ ৯৪
শুক্লাং বাপ্যথবা কৃষ্ণাং করোত্যেকাদশীঞ্চ যঃ ।
বৈকুণ্ঠে মোদতে সোঽপি যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ ॥
ভারতং পুনরাগত্য হরিভক্তিং লভেদ্ধ্রুবম্ ।
পুনর্যাতি চ বৈকুণ্ঠং ন তস্য পতনং ভবেৎ ॥ ৯৬
ভাদ্রে শুক্লে চ দ্বাদশ্যাং যঃ শক্রং পূজয়েন্নরঃ ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি শক্রলোকে মহীয়তে ॥ ৯৭
রবিবারার্কসংক্রান্ত্যাং সপ্তম্যাং শুক্লপক্ষতঃ ।
সম্পূজ্যার্কং হবিষ্যান্নং যঃ করোতি চ ভারতে ॥
মহীয়তে সোঽর্কলোকে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ।
ভারতং পুনরাগত্য চারোগী শ্রীযুতো ভবেৎ ॥৯৯
জ্যৈষ্ঠশুক্লচতুর্দ্দশ্যাং সাবিত্রীং যো হি পূজয়েৎ ।
মহীয়তে ব্রহ্মলোকে সপ্তমন্বন্তরাবধি ॥ ১০০
পুনর্মহীং সমাগত্য শ্রীমানতুলবিক্রমঃ ।
চিরজীবী ভবেৎ সোঽপি জ্ঞানবান্ সম্পদা যুতঃ
মাঘস্য শুক্লপঞ্চম্যাং পূজয়েদ্যঃ সরস্বতীম্ ।
সংযতো ভক্তিতো দত্ত্বা চোপহারাণি ষোড়শ ॥
মহীয়তে স বৈকুণ্ঠে যাবদ্ব্রহ্মদিবানিশম্ ।
সম্প্রাপ্য চ পুনর্জ্জন্ম স ভবেৎ কবিপণ্ডিতঃ ॥১০
গাং সুবর্ণাদিকং যো হি ব্রাহ্মণায় দদাতি চ ।
নিত্যং জীবনপর্য্যন্তং ভক্তিযুক্তশ্চ ভারতে ॥১০৪
গবাং লোমপ্রমাণাব্দদ্বিগুণং বিষ্ণুমন্দিরে ।
মোদতে হরিণা সার্দ্ধং ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ ॥
ততঃ পুনরিহাগত্য রাজরাজেশ্বরো ভবেৎ ।
গোমাংশ্চ পুত্রবান্ বিদ্বান্ জ্ঞানবান্ সর্ব্বতঃ সুখী ॥ ১০৬
ভোজয়েদ্ যো হি মিষ্টান্নং ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ ভারতে ।
বিপ্রলোমপ্রমাণাব্দং মোদতে বিষ্ণুমন্দিরে ॥১০৭
ততঃ পুনরিহাগত্য বিষ্ণুভক্তিং লভেদ্ধ্রুবম্ ।
যদি নারায়ণক্ষেত্রে ফলং কোটিগুণং লভেৎ ॥১০৮
নাম্নাং কোটিং হরের্যো হি ক্ষেত্রে নারায়ণে জপেৎ
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো জীবন্মুক্তো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥১০৯
লভতে ন পুনর্জ্জন্ম বৈকুণ্ঠে স মহীয়তে ।
লভেদ্বিষ্ণোশ্চ সারূপ্যং ন তস্য পতনং ভবেৎ ॥
যঃ শিবং পূজয়েন্নিত্যং কৃত্বা লিঙ্গঞ্চ পার্থিবম্ ।
যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং স যাতি শিবমন্দিরম্ ॥ ১১১
মৃদাং রেণুপ্রমাণাব্দং শিবলোকে মহীয়তে ।
ততঃ পুনরিহাগত্য রাজেন্দ্রো ভারতে ভবেৎ ॥
শিলায়াং যোঽর্চ্চয়েন্নিত্যং শিলাতোয়ঞ্চ ভক্ষতি ।
মহীয়তে স বৈকুণ্ঠে যাবদ্বৈ ব্রহ্মণঃ শতম্ ॥ ১১৩
ততো লব্ধ্বা পুনর্জ্জন্ম হরিভক্তিং সুদুর্লভাম্ ।
মহীয়তে বিষ্ণুলোকে ন তস্য পতনং ভবেৎ ॥১১৪
তপাংসি চৈব সর্ব্বাণি ব্রতানি নিখিলানি চ ।
কৃত্বা তিষ্ঠতি বৈকুণ্ঠে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১১৫
ততো লব্ধ্বা পুনর্জ্জন্ম রাজেন্দ্রো ভারতে ভবেৎ ।
ততো মুক্তো ভবেৎ পশ্চাৎ পুনর্জন্ম নবিদ্যতে ॥
যঃ স্নাতি সর্ব্বতীর্থেষু ভুবি কৃত্বা প্রদক্ষিণম্ ।
স চ নির্ব্বাণতাং যাতি ন তজ্জন্ম ভবেদ্ভুবি ॥১১৭
পুণ্যক্ষেত্রে ভারতে চ যোঽশ্বমেধং করোতি চ ।
অশ্বলোমপ্রমাণাব্দং শক্রস্যার্দ্ধাসনে বসেৎ ॥ ১১৮
চতুর্গুণং রাজসূয়ে ফলমাপ্নোতি মানবঃ ।
নরমেধেঽশ্বমেধার্দ্ধং গোমেধে চ তদেব চ ॥১১৯
পুত্রেষ্টৌ চ তদর্দ্ধঞ্চ সুপুত্রঞ্চ লভেদ্ ধ্রুবম্ ।
লভতে লাঙ্গলেষ্টৌ চ গোমেধসদৃশং ফলম্ ॥১২০
তৎ সমানঞ্চ বিপ্রেষ্টৌ বৃদ্ধিযাগে চ তৎফলম্ ।

পদ্মযজ্ঞে তদৰ্দ্ধঞ্চ ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১২১
বিশোকে চ বিশোকঞ্চ পদ্মার্দ্ধং স্বর্গমশ্নুতে ।
বিজয়ে বিজয়ী রাজা স্বর্গং পদ্মসমং লভেৎ ॥১১২
প্রাজাপত্যে প্রজালাভো ভূরৃদ্ধির্ভূভৃতাং ভবেৎ ।
ইহ রাজপ্রিয়ং লব্ধা পদ্মার্দ্ধং স্বর্গমশ্নুতে ॥ ১২৩
ঋদ্ধিযাগে মহৈশ্বর্য্যং স্বর্গে পদ্মসমং ভবেৎ ॥১২৪
বিষ্ণুযজ্ঞঃ প্রধানঞ্চ সর্ব্বযজ্ঞেষু সুন্দরি ।
ব্রহ্মণা চ কৃতঃ পূর্ব্বং মহান্ সম্ভারসংযুতঃ ॥
বভূব কলহো যত্র দক্ষশঙ্করয়োঃ সতি ।
শেপুশ্চ নন্দিনং বিপ্রা নন্দী বিপ্রাংশ্চ কোপতঃ ॥
যতো হেতোর্দক্ষযজ্ঞং বভঞ্জ চন্দ্রশেখরঃ ॥ ১২৭
চকার বিষ্ণুযজ্ঞঞ্চ পুরা দক্ষঃ প্রজাপতিঃ ।
ধর্ম্মশ্চ কশ্যপশ্চৈব শেষশ্চাপি চ কর্দ্দমঃ ॥ ১২৮
স্বায়ম্ভুবো মনুশ্চৈব তৎপুত্রশ্চ প্রিয়ব্রতঃ ।
শিবঃ সনৎকুমারশ্চ কপিলশ্চ ধ্রুবস্তথা ॥ ১২৯
রাজসূয়সহস্রাণি সমৃদ্ধ্যা চ ক্রতুর্ভবেৎ ।
রাজসূয়সহস্রাণাং ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ।
বিষ্ণুযজ্ঞাৎ পরো যজ্ঞো নাস্তি বেদে ফলপ্রদঃ ॥
বহুকল্পান্তজীবী চ জীবন্মুক্তো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ।
জ্ঞানেন তপসা চৈব বিষ্ণুতুল্যো ভবেদিহ ॥১৩১
দেবানাঞ্চ যথা বিষ্ণুর্বৈষ্ণবানাং যথা শিবঃ ।
শাস্ত্রাণাঞ্চ যথা বেদা আশ্রমাণাঞ্চ ব্রাহ্মণা ॥ ১৩২
তীর্থানাঞ্চ যথা গঙ্গা পবিত্রাণাঞ্চ বৈষ্ণবাঃ ।
একাদশী ব্রতানাঞ্চ পুষ্পাণাং তুলসী যথা ॥১৩৩
নক্ষত্রাণাং যথা চন্দ্রঃ পক্ষিণাং গরুড়ো যথা ।
যথা স্ত্রীণাঞ্চ প্রকৃতিরাধারাণাং বসুন্ধরা ॥ ১৩৪
শীঘ্রগাণাঞ্চেন্দ্রিয়াণাং চঞ্চলানাং যথা মনঃ ।
প্রজাপতীনাং ব্রহ্মা চ প্রজেশানাং প্রজাপতিঃ ॥
বৃন্দাবনং বনানাঞ্চ বর্ষাণাং ভারতং যথা ।
শ্রীমতাঞ্চ যথা শ্রীশ্চ বিদুষাঞ্চ সরস্বতী ॥ ১৩৬
পতিব্রতানাং দুর্গা চ সুভগানাঞ্চ রাধিকা ।
বিষ্ণুযজ্ঞস্তথা বৎসে যজ্ঞেষু চ মহানিতি ॥ ১৩৭
অশ্বমেধশতেনৈব শক্রত্বং লভতে ধ্রুবম্ ।
সহস্রেণ বিষ্ণুপদং সম্প্রাপ্য মৃত্যুমেব চ ॥ ১৩৮
স্নানঞ্চ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষণম্ ।
সর্ব্বেষাঞ্চ ব্রতানাঞ্চ তপসাং ফলমেব চ ॥ ১৩৯
পাঠশ্চতুর্ণাং বেদানাং প্রাদক্ষিণ্যং ভুবস্তথা ।
ফলবীজমিদং সর্ব্বং মুক্তিদং কৃষ্ণসেবনম্ ॥ ১৪০
পুরাণেষু চ বেদেষু চেতিহাসেষু সর্ব্বতঃ ।
নিরূপিতং সারভূতং কৃষ্ণপাদাম্বুজার্চ্চনম্ ॥ ১৪১
তদ্বর্ণনঞ্চ তদ্ধ্যানং তন্নাম-গুণকীর্ত্তনম্ ।
তৎস্তোত্রং স্মরণঞ্চৈব বন্দনং জপ এব চ ॥ ১৪২
তৎপাদোদকনৈবেদ্যভক্ষণং নিত্যমেব চ ।
সর্ব্বসম্মতমিত্যেবং সর্ব্বেপ্সিতমিদং সতি ॥১৪৩
ভজ কৃষ্ণং পরং ব্রহ্ম নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
গৃহাণ স্বামিনং বৎসে সুখং গচ্ছ স্বমন্দিরম্ ॥
এষ তে কথিতঃ সর্ব্বো বিপাকঃ কর্ম্মণাং নৃণাম্ ।
সর্ব্বেপ্সিতঃ সর্ব্বমতঃ পরং তত্ত্বপ্রদো নৃণাম্ ॥১৪৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে সাবিত্র্যু-
পাখ্যানে কর্ম্মবিপাককথনং নাম
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

হরেরুৎকীর্ত্তনং শ্রুত্বা সাবিত্রী যমবক্ত্রতঃ ।
সাশ্রুনেত্রা সপুলকা যমং পুনরুবাচ সা ॥ ১

সাবিত্র্যুবাচ ।

হরেরুৎকীর্ত্তনং ধর্ম্ম স্বকুলোদ্ধারণং ধ্রুবম্ ।
শ্রোতৃণাঞ্চৈব বক্তৃণাং জন্মমৃত্যুজরাহরম্ ॥ ২
দানানাঞ্চ ব্রতানাঞ্চ সিদ্ধীনাং তপসাং পরম্ ।
যোগানাঞ্চৈব বেদানাং কীর্ত্তনং সেবনং হরেঃ ॥৩
মুক্তত্বমমরত্বং বা সর্ব্বসিদ্ধত্বমেব বা ।
শ্রীকৃষ্ণসেবনস্যৈব কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৪
ভজামি কেন বিধিনা শ্রীকৃষ্ণং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
মূঢ়াং মামবলাং তাত বদ বেদবিদাং বর ॥ ৫
শুভকর্ম্মবিপাকশ্চ শ্রুতো নৃণাং মনোহরঃ ।
কর্ম্মাশুভবিপাকঞ্চ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৬
ইত্যুক্ত্বা সা সতী ব্রহ্মন্ ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরা ।
তুষ্টাব ধর্ম্মরাজঞ্চ বেদোক্তেন স্তবেন চ ॥ ৭

সাবিত্র্যুবাচ ।

তপসা ধর্ম্মমারাধ্য পুষ্করে ভাস্করঃ পুরা ।
ধর্ম্মাংশং যং সুতং প্রাপ ধর্ম্মরাজং নমাম্যহম্ ॥ ৮
সমতা সর্ব্বভূতেষু যস্য সর্ব্বস্য সাক্ষিণঃ ।
অতো যন্নাম শমন ইতি তং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৯

যেনান্তশ্চ কৃতো বিশ্বে সর্ব্বেষাং জীবিনাং পরম্।
কর্ম্মানুরূপকালে চ তং কৃতান্তং নমাম্যহম্ ॥ ১০
বিভর্ত্তি দণ্ডং দণ্ডায় পাপিনাং শুদ্ধিহেতবে।
নমামি তং দণ্ডধরং যঃ শাস্তা সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ১১
বিশ্বে চ কলয়ত্যেব যঃ সর্ব্বায়ুশ্চ সন্ততম্।
অতীব দুর্নিবার্য্যঞ্চ তং কালং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১২
তপস্বী বৈষ্ণবো ধর্ম্মী সংযমী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
জীবিনাং কর্ম্মফলদং তং যমং প্রণমাম্যহম্ ॥ ১৩
স্বাত্মারামশ্চ সর্ব্বজ্ঞো মিত্রং পুণ্যকৃতাং ভবে।
পাপিনাং ক্লেশদো যস্তং পুণ্যমিত্রং নমাম্যহম্ ॥
যজ্জন্ম ব্রহ্মণো বংশে জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা।
যো ধ্যায়তি পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মবংশং নমাম্যহম্ ॥১৫
ইত্যুক্ত্বা সা চ সাবিত্রী প্রণনাম যমং মুনে।
যমস্তাং বিষ্ণুভজনং কর্ম্মপাকমুবাচ হ ॥ ১৬
ইদং যমাষ্টকং নিত্যং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
যমাৎ তস্য ভয়ং নাস্তি সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥১৭
মহাপাপী যদি পঠেন্নিত্যং ভক্ত্যা চ নারদ।
যমঃ করোতি তং শুদ্ধং কায়ব্যূহেন নিশ্চিতম্ ॥১৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে সাবিত্রীকৃতযম-স্তোত্রং নামাষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৮॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

যমস্তস্যৈ বিষ্ণুমন্ত্রং দত্ত্বা চ বিধিপূর্ব্বকম্।
কর্ম্মাশুভবিপাকঞ্চ তামুবাচ রবেঃ সুতঃ ॥ ১

যম উবাচ।

শুভকর্ম্মবিপাকশ্চ শ্রুতৌ নানাবিধঃ সতি।
কর্ম্মাশুভবিপাকঞ্চ কথয়ামি নিশাময় ॥ ২
নানাপ্রকারং স্বর্গঞ্চ যাতি জীবঃ স্বকর্ম্মণা।
কুকর্ম্মণা চ নরকং যাতি নানাবিধং নরঃ ॥ ৩
নরকাণাঞ্চ কুণ্ডানি সন্তি নানাবিধানি চ।
নানাপুরাণভেদেন নামভেদানি তানি চ ॥ ৪
বিস্তৃতানি গভীরাণি ক্লেশদানি চ জীবিনাম্।
ভয়ঙ্করাণি ঘোরাণি হে বৎসে কুৎসিতানি চ ॥৫
ষড়শীতিশ্চ কুণ্ডানি সংযমন্যাঞ্চ সন্তি চ।
নিবোধ তেষাং নামানি প্রসিদ্ধানি শ্রুতৌ সতি ॥৬
বহ্নিকুণ্ডং তপ্তকুণ্ডং ক্ষারকুণ্ডং ভয়ানকম্।
বিট্‌কুণ্ডং মূত্রকুণ্ডঞ্চ শ্লেষ্মকুণ্ডঞ্চ দুঃসহম্ ॥ ৭
গরকুণ্ডং বসাকুণ্ডং দূষিকাকুণ্ডমেব চ।
শুক্রকুণ্ডমসৃক্‌কুণ্ড-মশ্রুকুণ্ডঞ্চ কুৎসিতম্ ॥ ৮
কুণ্ডং গাত্রমলানাঞ্চ কর্ণবিট্‌কুণ্ডমেব চ।
মজ্জাকুণ্ডং মাংসকুণ্ডং নখকুণ্ডঞ্চ দুস্তরম্ ॥ ৯
লোম্নাং কুণ্ডং কেশকুণ্ডমস্থিকুণ্ডঞ্চ দুঃখদম্।
তাম্রকুণ্ডং লৌহকুণ্ডং প্রতপ্তং ক্লেশদং মহৎ ॥১০
তীক্ষ্ণকণ্টককুণ্ডঞ্চ বিষকুণ্ডঞ্চ বিঘ্নদম্।
ঘর্ম্মকুণ্ডং তপ্তসুরাকুণ্ডঞ্চাপি প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১১
প্রতপ্ততৈলকুণ্ডঞ্চ দন্তকুণ্ডঞ্চ দুর্ব্বহম্।
কৃমিকুণ্ডং পূয়কুণ্ডং সর্পকুণ্ডং দুরন্তকম্ ॥ ১২
মশকুণ্ডং দংশকুণ্ডং ভীমং লবণকুণ্ডকম্।
কুণ্ডঞ্চ বজ্রদংষ্ট্রাণাং বৃশ্চিকানাঞ্চ সুব্রতে ॥ ১৩
শরকুণ্ডং শূলকুণ্ডং খড়্গকুণ্ডঞ্চ ভীষণম্।
গোলকুণ্ডং নক্রকুণ্ডং কাককুণ্ডং শুচাস্পদম্ ॥১৪
সঞ্চানকুণ্ডং বাজকুণ্ডং বজ্রকুণ্ডং সুদুস্তরম্।
তপ্তপাষাণকুণ্ডঞ্চ তীক্ষ্ণপাষাণকুণ্ডকম্ ॥ ১৫
লালাকুণ্ডং মসীকুণ্ডং চূর্ণকুণ্ডং সুদারুণম্।
চক্রকুণ্ডং বক্রকুণ্ডং কূর্ম্মকুণ্ডং মহোল্বণম্ ॥ ১৬
জ্বালাকুণ্ডং ভস্মকুণ্ডং পূতিকুণ্ডঞ্চ সুন্দরি।
তপ্তশূর্ম্ম্যসিপত্রং ক্ষুরধারং সূচীমুখম্ ॥ ১৭
গোধামুখং নক্রমুখং গজদংশঞ্চ গোমুখম্।
কুম্ভীপাকং কালসূত্রমবটোদমরুন্তুদম্ ॥ ১৮
পাংশুভোজং পাশবেষ্টং শূলপ্রোতং প্রকম্পনম্।
উল্কামুখমন্ধকূপং বেধনং দণ্ডতাড়নম্ ॥ ১৯
জালবদ্ধং দেহচূর্ণং দলনং শোষণং কষম্।
সর্পজ্বালামুখং জিহ্মং ধূমান্ধং নাগবেষ্টনম্ ॥২০
কুণ্ডান্যেতানি সাবিত্রি পাপিনাং ক্লেশদানি চ।
নিযুক্তৈঃ কিঙ্করগণৈ রক্ষিতানি চ সন্ততম্ ॥ ২১
দণ্ডহস্তৈঃ শূলহস্তৈঃ পাশহস্তৈর্ভয়ঙ্করৈঃ।
শক্তিহস্তৈর্গদাহস্তৈর্মদমত্তৈশ্চ দারুণৈঃ ॥ ২২
তমোযুক্তৈর্দ্দয়াহীনৈর্দু র্নিবার্য্যৈশ্চ সর্ব্বতঃ।
তেজস্বিভিশ্চ নিঃশঙ্কৈস্তাম্রপিঙ্গললোচনৈঃ ॥২৩
যোগযুক্তৈঃ সিদ্ধযোগৈর্নানারূপধরৈর্ব্বরৈঃ।
আসন্নমৃত্যুভির্দৃষ্টৈঃ পাপিভিঃ সর্ব্বজীবিভিঃ ॥ ২৪
স্বকর্ম্মনিরতৈঃ শৈবৈঃ শাক্তৈঃ সৌরৈশ্চ গাণপৈঃ

অদৃষ্টৈঃ পুণ্যকৃদ্ভিশ্চ সিদ্ধৈর্যোগিভিরেব চ ॥ ২৫
স্বধর্ম্মনিরতৈর্ব্বাপি বিরতৈর্ব্বা স্বতন্ত্রকৈঃ।
কলবদ্ভিশ্চ নিঃশঙ্কৈঃ স্বপ্নাদৃষ্টৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ ॥ ১৬
এতৎ তে কথিতং সাধ্বি কুণ্ডসংখ্যানিরূপণম্।
যেষাং নিবাসো যৎ কুণ্ডং নিবোধ কথয়ামি তে ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে সাবিত্র্যুপাখ্যানে যম-সাবিত্রী-সংবাদে নরককুণ্ড-সংখ্যানং নামৈকোনত্রিংশো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

যম উবাচ।

হরিসেবারতঃ শুদ্ধো যোগী সিদ্ধো ব্রতী সতি।
তপস্বী ব্রহ্মচারী চ ন যাতি নরকং যতী ॥ ১
কটুবাচা বান্ধবাংশ্চ খলত্বেন চ যো নরঃ।
দগ্ধং করোতি বলবান্ বহ্নিকুণ্ডং প্রযাতি সঃ ॥ ২
গাত্রলোমপ্রমাণাব্দং তত্র স্থিত্বা হুতাশনে।
পশুযোনিমবাপ্নোতি রৌদ্রে দগ্ধস্ত্রিজন্মনি ॥ ৩
ব্রাহ্মণং তৃষিতং ক্ষুব্ধং প্রতপ্তং গৃহমাগতম্।
ন ভোজয়তি যো মূঢ়স্তপ্তকুণ্ডং প্রযাতি সঃ ॥ ৪
তত্র লোমপ্রমাণাব্দং স্থিত্বা তত্র চ দুঃখিতঃ।
তপ্তস্থলে বহ্নিতুল্যে পক্ষী চ সপ্তজন্মসু ॥ ৫
রবিবারার্কসংক্রান্ত্যামমায়াং শ্রাদ্ধবাসরে।
বস্ত্রাণাং ক্ষারসংযোগং করোতি যো হি মানবঃ ॥ ৬
স যাতি ক্ষারকুণ্ডঞ্চ সূত্রমানাব্দমেব চ।
স ব্রজেদ্রজকীং যোনিং সপ্তজন্মসু ভারতে ॥ ৭
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং হরেৎ তু যঃ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিট্‌কুণ্ডঞ্চ প্রযাতি সঃ ॥ ৮
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিড়্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিট্‌কৃমিশ্চ পুনর্ভুবি ॥ ৯
পরকীয়তড়াগে চ তড়াগং যঃ করোতি চ।
উৎসৃজেদ্দৈবদোষেণ মূত্রকুণ্ডং প্রযাতি সঃ ॥ ১০
তদ্রেণুমানবর্ষঞ্চ তন্ত্রোজী তত্র তিষ্ঠতি।
ভারতে গোধিকা চৈব স ভবেৎ সপ্তজন্মসু ॥ ১১
একাকী মিষ্টমশ্নাতি শ্লেষ্মকুণ্ডং প্রয়াতি সঃ।
পূর্ণমব্দশতঞ্চৈব তদ্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি ॥ ১২
পুনঃ পূর্ণশতাব্দঞ্চ স প্রেতো ভারতে ভবেৎ।
শ্লেষ্মমূত্রগরঞ্চৈব পূয়ং ভুঙ্ক্তে ততঃ শুচিঃ ॥ ১৩
পিতরং মাতরঞ্চৈব গুরুভার্য্যাং সুতং সুতাম্।
যো ন পুষ্ণাত্যনাথঞ্চ গরকুণ্ডং প্রয়াতি সঃ ॥ ১৪
পূর্ণমব্দসহস্রঞ্চ তদ্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি।
ততো ব্রজেদ্ভূতযোনিং শতবর্ষং ততঃ শুচিঃ ॥ ১৫
দৃষ্ট্বাতিথিং বক্রচক্ষুঃ করোতি যো হি মানবঃ।
পিতৃদেবাস্তস্য জলং ন গৃহ্নন্তি চ পাপিনঃ ॥ ১৬
যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
ইহৈব লভতে চান্তে দূষিকাকুণ্ডমাব্রজেৎ ॥ ১৭
পূর্ণমব্দশতঞ্চৈব তদ্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি।
ততো নরো ভবেদ্ভূমৌ দরিদ্রঃ সপ্তজন্মসু ॥ ১৮
দত্ত্বা দ্রব্যঞ্চ বিপ্রায় চান্যস্মৈ দীয়তে যদি।
স তিষ্ঠতি বসাকুণ্ডে তদ্ভোজী শতবৎসরম্ ॥ ১৯
ততো ভবেৎ স চণ্ডালস্ত্রিজন্মনি ততঃ শুচিঃ।
কৃকলাসো ভবেৎ সোঽপি ভারতে সপ্তজন্মসু।
ততো ভবেন্মানবশ্চ দরিদ্রোঽল্পায়ুরেব চ ॥ ২০
পুমাংসং কামিনী বাপি কামিনীং বা পুমানথ।
যঃ শুক্রং পায়য়ত্যেব শুক্রকুণ্ডং প্রয়াতি সঃ ॥ ২১
পূর্ণমব্দশতঞ্চৈব তদ্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি।
যোনিকৃমিঃ শতাব্দঞ্চ ভবেদ্ভুবি ততঃ শুচিঃ ॥ ২২
সন্তাড্য চ গুরুং বিপ্রং রক্তপাতঞ্চ কারয়েৎ।
স চ তিষ্ঠত্যসৃক্‌কুণ্ডে তদ্ভোজী শতবৎসরম্ ॥ ২৩
ততো ভবেদ্ব্যাধজন্ম সপ্তজন্মসু ভারতে।
ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নোতি মানবশ্চ ক্রমেণ চ ॥ ২৪
অশ্রু স্রবন্তং গায়ন্তং ভক্তং দৃষ্ট্বা চ গদ্গদম্।
শ্রীকৃষ্ণগুণসঙ্গীতে হসত্যেব হি যো নরঃ ॥ ২৫
স বসেদশ্রুকুণ্ডে চ তদ্ভোজী শতবৎসরম্।
ততো ভবেৎ স চণ্ডালস্ত্রিজন্মনি ততঃ শুচিঃ ॥ ২৬
করোতি খলতাং শশ্বদশুদ্ধহৃদয়ো নরঃ।
কুণ্ডং গাত্রমলানাঞ্চ স চ যাতি দশাব্দকম্ ॥ ২৭
ততঃ স গর্দ্দভীং যোনিমবাপ্নোতি ত্রিজন্মনি।
ত্রিজন্মনি চ শার্গালীং ততঃ শুদ্ধো ভবেদ্ধ্রুবম্ ২৮
বধিরং যো হসত্যেব নিন্দত্যেবাভিমানতঃ।
স বসেৎ কর্ণবিট্‌কুণ্ডে তদ্ভোজী শতবৎসরম্ ॥ ২৯
ততো ভবেৎ স বধিরো দরিদ্রঃ সপ্তজন্মসু।
সপ্তজন্মস্বঙ্গহীনস্ততঃ শুদ্ধিং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৩০
লোভাৎ স্বপালনার্থায় জীবিনং হন্তি যো নরঃ।

মজ্জাকুণ্ডে বসেৎ সোঽপি তদ্ভোজী লক্ষবর্ষকম্॥৩১
ততো ভবেৎ স শশকো মীনশ্চ সপ্তজন্মসু।
এণাদয়শ্চ কর্ম্মভ্যস্ততঃ শুদ্ধিং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৩২
স্বকন্যাপালনং কৃত্বা বিক্রীণাতি হি যো নরঃ।
অর্থলোভান্মহামূঢ়ো মাংসকুণ্ডং প্রয়াতি সঃ ॥৩৩
কন্যালোমপ্রমাণাব্দং তদ্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি।
তঞ্চ দণ্ডপ্রহারঞ্চ করোতি যমকিঙ্করঃ ॥ ৩৪
মাংসভারং মূর্দ্ধ্নি কৃত্বা রক্তধারাং লিহেৎ ক্ষুধা।
ততো হি ভারতে পাপী কন্যাবিট্সু কৃমির্ভবেৎ॥৩৫
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ব্যাধশ্চ সপ্তজন্মসু।
ত্রিজন্মনি বরাহশ্চ কুক্কুরঃ সপ্তজন্মসু ॥ ৩৬
সপ্তজন্মসু মণ্ডূকো জলৌকা সপ্তজন্মসু।
সপ্তজন্মসু কাকশ্চ ততঃ শুদ্ধিং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৩৭
ব্রতানামুপবাসানাং শ্রাদ্ধাদীনাঞ্চ সংযমে।
ন করোতি ক্ষৌরকর্ম্ম সোঽশুচিঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥৩৮
স চ তিষ্ঠতি কুণ্ডেষু নখাদীনাঞ্চ সুন্দরি।
তদেব দিনমানাব্দং তদ্ভোজী দণ্ডতাড়িতঃ ॥ ৩৯
সকেশং পার্থিবং লিঙ্গং যো বার্চ্চয়তি ভারতে।
স তিষ্ঠতি কেশকুণ্ডে রেণুপ্রমাণবর্ষকম্ ॥ ৪০
তদন্তে যাবনীং যোনিং প্রয়াতি হরকোপতঃ।
শতাব্দান্ শুদ্ধিমাপ্নোতি স্বকুলং লভতে ধ্রুবম্ ॥
পিতৃণাং যো বিষ্ণুপদে পিণ্ডং নৈব দদাতি চ।
স চ তিষ্ঠত্যস্থিকুণ্ডে স্বলোমাব্দং মহোল্বণে ॥ ৪২
ততঃ স্বযোনিং সম্প্রাপ্য খঞ্জঃ সপ্তসু জন্মসু।
ভবেন্মহাদরিদ্রশ্চ ততঃ শুদ্ধো হি দণ্ডতঃ ॥ ৪৩
যঃ সেবতে মহামূঢ়ো গুর্ব্বিণীঞ্চ স্বকামিনীম্।
প্রতপ্ততাম্রকুণ্ডে চ শতবর্ষং স তিষ্ঠতি ॥ ৪৪
অবীরান্নঞ্চ যো ভুঙ্ক্তে ঋতুস্নাতান্নমেব চ।
লৌহকুণ্ডে শতাব্দঞ্চ স চ তিষ্ঠতি তপ্তকে ॥ ৪৫
স ব্রজেদ্ রাজকীং যোনিং কার্ম্মারীং সপ্তজন্মসু।
মহাব্রণী দরিদ্রশ্চ ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ৪৬
যো হি ঘর্ম্মাক্তহস্তেন দেবদ্রব্যমুপস্পৃশেৎ।
শতবর্ষপ্রমাণঞ্চ ঘর্ম্মকুণ্ডে স তিষ্ঠতি ॥ ৪৭
যঃ শূদ্রেণাভ্যনুজ্ঞাতো ভুঙ্ক্তে শূদ্রান্নমেব চ।
স চ তপ্তসুরাকুণ্ডে শতাব্দং তিষ্ঠতি দ্বিজঃ ॥ ৪৮
ততো ভবেচ্ছূদ্রযাজী ব্রাহ্মণঃ সপ্তজন্মসু।
শূদ্রশ্রাদ্ধান্নভোজী চ ততঃ শুদ্ধো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥
।গুরুষ্টা কটুবাচা যা তাড়য়েৎ স্বামিনং সদা।
তীক্ষ্ণকণ্টককুণ্ডে সা তদ্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি ॥ ৫০
তাড়িতা মম দূতেন দণ্ডেন চ চতুর্যুগম্।
তত উচ্চৈঃশ্রবাঃ সপ্তজন্মস্বেব ততঃ শুচিঃ ॥ ৫১
বিষেণ জীবনং হন্তি নির্দ্দয়ো যো হি পামরঃ।
বিষকুণ্ডে চ তদ্ভোজী সহস্রাব্দঞ্চ তিষ্ঠতি ॥ ৫১
ততো ভবেন্নৃঘাতী চ ব্রণী চ সপ্তজন্মসু।
সপ্তজন্মসু কুষ্ঠী চ ততঃ শুদ্ধো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৫৩
দণ্ডেন তাড়য়েদ্যো হি বৃষঞ্চ বৃষবাহকঃ।
ভৃত্যদ্বারা স্বতন্ত্রো বা পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ॥ ৫৪
প্রতপ্ততৈলকুণ্ডে চ স তিষ্ঠতি চতুর্যুগম্।
গবাং লোমপ্রমাণাব্দং বৃষো ভবতি তৎপরম্ ॥৫৫
দন্তেন হন্তি জীবং যো লৌহেন বড়িশেন বা।
দন্তকুণ্ডে বসেৎ সোঽপি বর্ষাণামযুতং সতি ॥৫৬
ততঃ স্বযোনিং সম্প্রাপ্য চোদরব্যাধিসংযুতঃ।
জন্মনৈকেন ক্লেশেন ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ৫৭
যো ভুঙ্ক্তে চ বৃথামাংসং মৎস্যভোজী চ ব্রাহ্মণঃ
হরেরনৈবেদ্যভোজী কৃমিকুণ্ডং প্রয়াতি সঃ ॥৫৮
স্বলোমমানবর্ষঞ্চ তদ্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি।
ততো ভবেন্ম্লেচ্ছজাতিস্ত্রিজন্মনি ততো দ্বিজঃ ॥
ব্রাহ্মণঃ শূদ্রযাজী যঃ শূদ্রশ্রাদ্ধান্নভোজকঃ।
শূদ্রাণাং শবদাহী চ পূয়কুণ্ডং ব্রজেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৬০
যাবল্লোমপ্রমাণাব্দং যজমানস্য সুব্রতে।
তাড়িতো মম দূতেন তদ্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি ॥ ৬১
ততো ভারতমাগত্য স শূদ্রঃ সপ্তজন্মসু।
মহাশূলী দরিদ্রশ্চ ততঃ শুদ্ধঃ পুনর্দ্বিজঃ ॥ ৬২
কৃষ্ণপাদমস্তকস্থং সর্পং হন্তি চ যো নরঃ।
স স্বলোমপ্রমাণাব্দং সর্পকুণ্ডং প্রয়াতি চ ॥ ৬৩
সর্পেণ ভক্ষিতঃ সোঽপি মম দূতেন তাড়িতঃ।
বসেচ্চ সর্পবিড়্ভোজী ততঃ সর্পো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥
ততো ভবেন্মানবশ্চৈবাল্পায়ুর্দদ্রুসংযুতঃ।
মহাক্লেশেন তন্মৃত্যুঃ সর্পেণ ভক্ষিতো ধ্রুবম্ ॥৬৫
বিধিং প্রদত্ত্বা জীবাংশ্চ ক্ষুদ্রজন্তূংশ্চ হন্তি যঃ।
স দংশমশয়োঃ কুণ্ডে জন্তুমানাব্দকং বসেৎ ॥
দিবানিশং ভক্ষিতস্তৈরনাহারশ্চ শব্দকৃৎ।
হস্তপাদাদিবদ্ধশ্চ মম দূতেন তাড়িতঃ ॥ ৬৭
ততো ভবেৎ ক্ষুদ্রজন্তুজাতিশ্চ যাবতী মৃতা।
ততো ভবেন্মানবশ্চ সোঽঙ্গহীনস্ততঃ শুচিঃ ॥ ৬৮
যো মূঢ়ো মধু গৃহ্লাতি হত্বা চ মধুমক্ষিকাঃ।

স এব গরলে কুণ্ডে জীবিমানাব্দকং বসেৎ ॥
ভক্ষিতো গরলৈর্দগ্ধো যমদূতেন তাড়িতঃ ।
ততো হি মক্ষিকাজাতিস্ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ৭০
অর্থলোভেন যো ভূপঃ প্রজাদণ্ডং করোতি চ ।
বৃশ্চিকানাঞ্চ কুণ্ডেষু তল্লোমাব্দং বসেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৭১
ততো বৃশ্চিকজাতিশ্চ সপ্তজন্মসু ভারতে ।
ততো নরশ্চাঙ্গহীনো ব্যাধিযুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ৭২
ব্রাহ্মণঃ শস্ত্রধারী যো হ্যন্যেষাং ধাবকো ভবেৎ ।
সন্ধ্যাহীনশ্চ মূঢ়শ্চ হরিভক্তিবিহীনকঃ ॥ ৭৩
স তিষ্ঠতি স্বলোমাব্দং কুণ্ডাদিষু শরাদিষু ।
বিদ্ধঃ শরাদিভিঃ শশ্বৎ ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ৭
কারাগারে সান্ধকারে নিবধ্নাতি প্রজাশ্চ যঃ ।
প্রমত্তঃ স্বল্পদোষেণ গোলকুণ্ডং প্রয়াতি সঃ ॥ ৭৫
সপঙ্কতপ্ততোয়াক্তং সান্ধকারং ভয়ঙ্করম্ ।
তীক্ষ্ণদংষ্ট্রৈশ্চ কীটৈশ্চ সংযুক্তং গোলকুণ্ডকম্ ॥
কীটৈর্বিদ্ধো বসেৎ তত্র প্রজালোমাব্দমেব চ ।
ততো ভবেৎ প্রজাভৃত্যস্ততঃ শুদ্ধো নরো ভুবি ॥
সরোবরাদুত্থিতাংশ্চ নক্রাদীন্ হন্তি যঃ সতি ।
নক্রকণ্টকমানাব্দং নক্রকুণ্ডং প্রয়াতি সঃ ॥ ৭৮
ততো নক্রাদিজাতিশ্চ ভবেন্নদ্যাদিষু ধ্রুবম্ ।
ততঃ সদ্যোঽপি শুদ্ধো হি দণ্ডেনৈব নরঃ পুনঃ ॥
বক্ষঃশ্রোণীস্তনাস্যঞ্চ যঃ পশ্যতি পরস্ত্রিয়াঃ ।
কামেন কামুকো যো হি পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ॥
স বসেৎ কাককুণ্ডে চ কাকৈশ্চ ক্ষুন্নলোচনঃ ।
ততঃ স্বলোমমানাব্দং ততশ্চান্ধস্ত্রিজন্মনি ॥ ৮১
স্বর্ণস্তেয়ী চ যো মূঢ়ো ভারতে সুরবিপ্রয়োঃ ।
স চ সঞ্চানকুণ্ডে চ স্বলোমাব্দং বসেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৮২
তাড়িতো মম দূতেন সঞ্চানৈঃ ক্ষুণ্নলোচনঃ ।
তদ্বিড়্ভোজী চ তত্রৈব ততশ্চান্ধস্ত্রিজন্মনি ॥ ৮৩
সপ্তজন্ম দরিদ্রশ্চ মহাক্রূরশ্চ পাতকী ।
ভারতে স্বর্ণকারশ্চ স চ স্বর্ণবণিক্ ততঃ ॥ ৮৪
যো ভারতে তাম্রচৌরো লৌহচৌরশ্চ সুন্দরি ।
স চ লোমপ্রমাণাব্দং বাজকুণ্ডং প্রয়াতি সঃ ॥ ৮৫
তত্রৈব বাজবিড়্ভোজী বাজৈশ্চ ক্ষুণ্নলোচনঃ ।
তাড়িতো মম দূতেন ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ৮৬
ভারতে দেবচৌরশ্চ দেবদ্রব্যাদিহারকঃ ।
সুদুষ্করে বজ্রকুণ্ডে স্বলোমাব্দং বসেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৮৭
দেহদগ্ধো হি তদ্বজ্রৈরনাহারশ্চ শব্দকৃৎ ।
তাড়িতো মম দূতেন ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ৮৮
রৌপ্যগব্যাংশুকানাঞ্চ যশ্চৌরঃ সুরবিপ্রয়োঃ ।
তপ্তপাষাণকুণ্ডে চ স্বলোমাব্দং বসেদ্ধ্রুবম্ ॥৮৯
ত্রিজন্মনি বকঃ সোঽপি শ্বেতহংসস্ত্রিজন্মনি ।
জন্মৈকং শঙ্খচিল্লশ্চ ততোঽন্যে শ্বেতপক্ষিণঃ ॥৯০
ততো রক্তবিকারী চ শূলী চ মানবো ভবেৎ ।
সপ্তজন্মসু চাল্পায়ুস্ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ৯১
রৈত্যকাংস্যাদিপাত্রঞ্চ যো হরেৎ সুরবিপ্রয়োঃ ।
তীক্ষ্ণপাষাণকুণ্ডে চ স্বলোমাব্দং বসেদ্ধ্রুবম্ ॥
স ভবেদশ্বজাতিশ্চ ভারতে সপ্তজন্মসু ।
ততোঽধিকাঙ্গজাতিশ্চ পাদরোগী ততঃ শুচিঃ ॥
পুংশ্চল্যন্নঞ্চ যো ভুঙ্ক্তে পুংশ্চলীজীব্যজীবনঃ ।
স্বলোমমানবর্ষঞ্চ লালাকুণ্ডে বসেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৯৪
তাড়িতো মম দূতেন তদ্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি ।
ততশ্চক্ষুঃশূলরোগী ততঃ শুদ্ধঃ ক্রমেণ চ ॥ ৯৫
ম্লেচ্ছসেবী মসীজীবি যো বিপ্রো ভারতে ভুবি ।
স চ তপ্তমসীকুণ্ডে স্বলোমাব্দং বসেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৯৬
তাড়িতো মম দূতেন তদ্ভোজী তত্র তিষ্ঠতি ।
তত্র ত্রিজন্মনি ভবেৎ কৃষ্ণবর্ণপশুঃ সতি ॥ ৯৭
ত্রিজন্মনি ভবেচ্ছাগঃ কৃষ্ণসর্পস্ত্রিজন্মনি ।
ততশ্চ তালবৃক্ষশ্চ ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ৯৮
ধান্যাদিশস্যং তাম্বূলং যো হরেৎ সুরবিপ্রয়োঃ ।
আসনঞ্চ তথা তল্পং চূর্ণকুণ্ডং প্রয়াতি সঃ ॥ ৯৯
শতাব্দং তত্র নিবসেন্মম দূতেন তাড়িতঃ ।
ততো ভবেন্মেষজাতিঃ কুক্কুটশ্চ ত্রিজন্মনি ॥ ১০০
ততো ভবেদ্বামনশ্চ কাসব্যাধিযুতো ভুবি ।
বংশহীনো দরিদ্রশ্চ বাল্পায়ুশ্চ ততঃ শুচিঃ ॥ ১০১
ভোগং করোতি বিপ্রাণাং হৃত্বা দ্রব্যঞ্চ যো নরঃ ।
স বসেচ্চক্রকুণ্ডশ্চ শতাব্দং দণ্ডতাড়িতঃ ॥ ১০২
ততো ভবেন্মানবশ্চ তৈলকারস্ত্রিজন্মনি ।
ব্যাধিযুক্তো ভবেদ্রোগী বংশহীনস্তত. শুচিঃ ॥
বান্ধবেষু চ বিপ্রেষু করোতি বক্রতাং নরঃ ।
প্রয়াতি বক্রকুণ্ডঞ্চ বসেৎ তত্র যুগং সতি ॥ ১০৪
ততো ভবেৎ স বক্রাঙ্গো হীনাঙ্গঃ সপ্তজন্মসু ।
দরিদ্রো বংশহীনশ্চ ভার্য্যাহীনস্ততঃ শুচিঃ ॥১০৫
শয়নে কূর্ম্মমাংসঞ্চ হি ব্রাহ্মণো যো ভক্ষতি ।
কূর্ম্মকুণ্ডে বসেৎ সোঽপি শতাব্দং কূর্ম্মভক্ষিতঃ ॥
ততো ভবেৎ কূর্ম্মজন্ম ত্রিজন্মনি চ শূকরঃ ।

ত্রিজন্মনি বিড়ালশ্চ ময়ূরশ্চ ত্রিজন্মনি ॥ ১০৭
ঘৃততৈলাদিকঞ্চৈব যো হরেৎ সুরবিপ্রয়োঃ ।
স যাতি জ্বালাকুণ্ডঞ্চ ভস্মকুণ্ডঞ্চ পাতকী ॥ ১০৮
তত্র স্থিত্বা শতাব্দঞ্চ স ভবেৎ তৈলপায়িকা ।
সপ্তজন্ম মৎস্যরঙ্গো ভূষিকশ্চ ততঃ শুচিঃ ॥ ১০৯
সুগন্ধিতৈলধাত্রীঞ্চ গন্ধদ্রব্যান্যমেব বা ।
ভারতে পুণ্যবর্ষে চ যো হরেৎ সুরবিপ্রয়োঃ ॥ ১১০
বসেদ্দুর্গন্ধিকুণ্ডে চ ভবেদ্গন্ধো দিবানিশম্ ।
স্বলোমমানবর্ষঞ্চ ততো দুর্গন্ধিকা ভবেৎ ॥ ১১১
দুর্গন্ধিকা সপ্তজন্ম মৃগনাভিস্ত্রিজন্মনি ।
সপ্তজন্ম সুগন্ধিশ্চ ততো হি মানবো ভবেৎ ॥১১২
বলেনৈব খলত্বেন হিংসারূপেণ বা সতি ।
বলিষ্ঠশ্চ হরেদ্ভূমিং ভারতে পরপৈতৃকীম্ ॥ ১১৩
স বসেৎ তপ্তশূর্ম্ম্যাঞ্চ ভবেৎ তপ্তো দিবানিশম্ ।
তপ্ততৈলে যথা জীবো দগ্ধো ভ্রমতি সন্ততম্ ॥১১৪
ভস্মসান্ন ভবত্যেব ভোগদেহো ন নশ্যতি ।
সপ্তমন্বন্তরং পাপী সন্তপ্তস্তত্র তিষ্ঠতি ॥ ১১৫
শব্দং করোত্যনাহারো মম দূতেন তাড়িতঃ ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিট্কৃমির্ভারতে ততঃ ॥ ১১৬
ততো ভবেদ্ভূমিহীনো দরিদ্রশ্চ ততঃ শুচিঃ ।
ততঃ স্বযোনিং সম্প্রাপ্য শুভকর্ম্মা ভবেৎ পুনঃ ॥
ছিনত্তি জীবিনঃ খড়্গৈর্দয়াহীনঃ সুদারুণঃ ।
নরঘাতী হন্তি নরমর্থলোভেন ভারতে ॥ ১১৮
অসিপত্রে স চ বসেদ্যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ।
তেষু চেদ্ব্রাহ্মণান্ হন্তি শতমন্বন্তরং তদা ॥ ১১৯
ছিন্নাঙ্গশ্চ ভবেৎ পাপী খড়্গাধারেণ সন্ততম্ ।
অনাহারঃ শব্দকৃচ্চ মম দূতেন তাড়িতঃ ॥ ১২০
সঞ্চানঃ শতজন্মানি শতজন্মানি শূকরঃ ।
কুক্কুরঃ সপ্তজন্মানি শৃগালঃ সপ্তজন্মসু ॥ ১২১
ব্যাঘ্রশ্চ সপ্ত জন্মানি বৃকশ্চৈব ত্রিজন্মনি ।
জন্মসপ্ত গণ্ডকশ্চ মহিষশ্চ ত্রিজন্মনি ॥ ১২২
গ্রামং বা নগরং বাপি দাহনং যঃ করোতি চ ।
ক্ষুরধারে বসেৎ সোঽপি ছিন্নাঙ্গস্ত্রিযুগং সতি১২৩
ততঃ প্রেতো ভবেৎ সদ্যো বহ্নিবক্ত্রো ভ্রমেন্মহীম্
সপ্তজন্মামেধ্যভোজী খদ্যোতঃ সপ্তজন্মসু ॥ ১২৪
ততো ভবেন্মহাশূলী মানবঃ সপ্তজন্মসু ।
সপ্তজন্ম গলৎকুষ্ঠী ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ১২৫
পরকর্ণে মুখং দত্ত্বা পরনিন্দাং করোতি যঃ ।
পরদোষে মহাশ্লাঘী দেবব্রাহ্মণনিন্দকঃ ॥ ১২৬
সূচীমুখে স চ বসেৎ সূচীবিদ্ধো যুগত্রয়ম্ ।
ততো ভবেদ্বৃশ্চিকশ্চ সর্পশ্চ সপ্তজন্মসু ॥ ১২৭
বজ্রকীটঃ সপ্তজন্ম ভস্মকীটস্ততঃ পরম্ ।
ততো ভবেন্মানবশ্চ মহাব্যাধিস্ততঃ শুচিঃ ॥ ১২৮
গৃহিণাঞ্চ গৃহং ভিত্ত্বা বস্তুস্তেয়ং করোতি যঃ ।
গাশ্চ ছাগাংশ্চ মেষাংশ্চ যাতি গোধামুখঞ্চ সঃ ॥
ততো ভবেৎ সপ্তজন্ম গোজাতির্ব্যাধিসংযুতা ।
ত্রিজন্ম মেষজাতিশ্চ চ্ছাগজাতিস্ত্রিজন্মনি ॥ ১৩০
ততো ভবেন্মানবশ্চ নিত্যরোগী দরিদ্রকঃ ।
ভার্য্যাহীনো বন্ধুহীনঃ সন্তাপিতস্ততঃ শুচিঃ ॥১৩১
সামান্যদ্রব্যচৌরশ্চ যাতি নক্রমুখং যুগম্ ।
ততো ভবেন্মানবশ্চ মহারোগী ততঃ শুচিঃ ॥১৩২
হন্তি গাশ্চ গজাংশ্চৈব তুরগাংশ্চ নরাংস্তথা ।
স যাতি গজদংশঞ্চ মহাপাপী যুগত্রয়ম্ ॥ ১৩৩
তাড়িতো মম দূতেন গজদন্তেন সন্ততম্ ।
স ভবেদ্গজজাতিশ্চ তুরগশ্চ ত্রিজন্মনি ।
গোজাতির্ম্লেচ্ছজাতিশ্চ ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥
জলং পিবন্তীং তৃষিতাং গাং বারয়তি যো নরঃ ।
তচ্ছুশ্রূষাবিহীনশ্চ গোমুখং যাতি মানবঃ ॥ ১৩৫
নরকং গোমুখাকারং কৃমিতপ্তোদকান্বিতম্ ।
তত্র তিষ্ঠতি সন্তপ্তো যাবন্মন্বন্তরাবধি ॥ ১৩৬
ততো নরোঽপি গোহীনো মহারোগী দরিদ্রকঃ ।
সপ্তজন্মান্ত্যজাতিশ্চ ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ১৩৭
গোহত্যাং ব্রহ্মহত্যাঞ্চ যঃ করোত্যাতিদেশিকীম্ ।
যো হি গচ্ছেদগম্যাঞ্চ সন্ধ্যাহীনোঽপ্যদীক্ষিতঃ ॥
প্রতিগ্রাহী যন্তীর্থেষু গ্রামযাজী চ দেবলঃ ।
শূদ্রাণাং সূপকারশ্চ প্রমত্তো বৃষলীপতিঃ ॥ ১৩৯
গোহত্যাং ব্রহ্মহত্যাঞ্চ স্ত্রীহত্যাঞ্চ করোতি যঃ ।
ভিক্ষুহত্যাং ভ্রূণহত্যাং মহাপাপী চ ভারতে ॥
কুম্ভীপাকে স চ বসেদ্ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ।
তাড়িতো মম দূতেন ঘূর্ণমানশ্চ সন্ততম্ ॥ ১৪১
ক্ষণং পততি বহ্নৌ চ ক্ষণং পততি কণ্টকে ।
ক্ষণঞ্চ তপ্ততৈলেষু তপ্ততোয়েষু চ ক্ষণম্ ॥ ১৪২
ক্ষণঞ্চ তপ্তপাষাণে তপ্তলৌহে ক্ষণং ততঃ ।
গৃধ্রঃ কোটিসহস্রাণি শতজন্মানি শূকরঃ ॥ ১৪৩
কাকশ্চ সপ্ত জন্মানি সর্পশ্চ সপ্তজন্মসু ।
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি ততশ্চ বিট্কৃমির্ভবেৎ ॥ ১৪৪

ততো ভবেৎ সপ্তবৃষলো গলৎকুষ্ঠী দরিদ্রকঃ।
যক্ষ্মগ্রস্তো বংশহীনো ভার্য্যাহীনস্ততঃ শুচিঃ ॥১৪৫

সাবিত্র্যুবাচ।

ব্রহ্মহত্যাঞ্চ গোহত্যাং কিংবিধামতিদেশিকীম্।
কা বা নৃণামগম্যা বা কো বা সন্ধ্যাবিহীনকঃ॥
অদীক্ষিতঃ পুমান্ কো বা কো বা তীর্থে প্রতিগ্রহী।
দ্বিজঃ কো বা গ্রামযাজী কো বা বিপ্রশ্চ দেবলঃ॥
শূদ্রাণাং সূপকারশ্চ প্রমত্তো বৃষলীপতিঃ।
এতেষাং লক্ষণং সর্ব্বং বদ বেদবিদাং বর ॥১৪৮

যম উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণে চ তদর্চ্চায়াং মৃন্ময্যাং প্রকৃতৌ তথা।
শিবে চ শিবলিঙ্গে চ সূর্য্যে সূর্য্যমণৌ তথা ॥১৪৯
গণেশে বা তদর্চ্চায়ামেবং সর্ব্বত্র সুন্দরি।
যঃ করোতি ভেদবুদ্ধিং ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ॥
স্বগুরৌ স্বেষ্টদেবেষু জন্মদাতরি মাতরি।
করোতি ভেদবুদ্ধিং যো ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ॥
বৈষ্ণবেষ্বন্যভক্তেষু ব্রাহ্মণেষ্বিতরেষু চ।
করোতি সমতাং যে হি ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু নঃ॥
যো মূঢ়ো বিষ্ণুনৈবেদ্যে চান্যনৈবেদ্যকে তথা।
হরেঃ পাদোদকেষ্বন্যদেবপাদোদকে তথা।
করোতি সমতাং যো হি ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ॥
সর্ব্বেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে সর্ব্বকারণকারণে।
সর্ব্বাদ্যে সর্ব্বদেবানাং সেব্যে সর্ব্বাত্মনীশ্বরে॥
মায়য়ানেকরূপে বাপ্যেক এব হি নির্গুণে।
করোত্যন্যেন সমতাং ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ॥১৫৫
পিতৃদেবার্চ্চনং পৌর্ব্বাপরবেদবিনির্ম্মিতম্।
যঃ করোতি নিষেধঞ্চ ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ ১৫৬
যে নিন্দন্তি হৃষীকেশং তন্মন্ত্রোপাসকং তথা।
পবিত্রাণাং পবিত্রঞ্চ ব্রহ্মহত্যাং লভন্তি তে ॥১৫৭
যে নিন্দন্তি বিষ্ণুমায়াং বিষ্ণুভক্তিপ্রদাং সতি।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপাঞ্চ প্রকৃতিং সর্ব্বমাতরম্ ॥ ১৫৮
সর্ব্বদেবীস্বরূপাঞ্চ সর্ব্বাদ্যাং সর্ব্ববন্দিতাম্।
সর্ব্বকারণরূপাঞ্চ ব্রহ্মহত্যাং লভন্তি তে ॥ ১৫৯
কৃষ্ণজন্মাষ্টমীং রামনবমীং পুণ্যদাং পরাম্।
শিবরাত্রিং তথা চৈকাদশীং বারং রবেস্তথা॥১৬০
পঞ্চ পর্ব্বাণি পুণ্যানি যে ন কুর্ব্বন্তি মানবাঃ।
লভন্তে ব্রহ্মহত্যাং তে চাণ্ডালাধিকপাপিনঃ ॥১৬১

অম্বুবাচ্যাং ভূখননং জলে শৌচাদিকঞ্চ যে।
কুর্ব্বন্তি ভারতে বৎসে ব্রহ্মহত্যাং লভন্তি তে॥
গুরুঞ্চ মাতরং তাতং সাধ্বীং ভার্য্যাং সুতং সুতাম্।
এতাংশ্চ যো ন পুষ্ণাতি ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ॥
বিবাহো যস্য ন ভবেন্ন পশ্যতি সুতঞ্চ যঃ।
হরিভক্তিবিহীনো যো ব্রহ্মহত্যাং লভেদ্ধ্রুবম্॥
হরেরনৈবেদ্যভোজী নিত্যং বিষ্ণুং ন পূজয়েৎ।
পুণ্যং পার্থিবলিঙ্গং বা ব্রহ্মহত্যাং লভেত্তু সঃ॥
আহারং কুর্ব্বতীং গাঞ্চ পিবন্তীং যো নিবারয়েৎ।
যাতি গোবিপ্রয়োর্ম্মধ্যে গোহত্যাঞ্চ লভেত্তু সঃ ১৬৬
দণ্ডৈর্গাস্তাড়য়েন্মূঢ়ো যো বিপ্রো বৃষবাহকঃ।
দিনে দিনে গবাং হত্যাং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥
দদাতি গোভ্য উচ্ছিষ্টং যাজয়েদ্বৃষবাহকম্।
ভোজয়েদ্বৃষবাহান্নং স গোহত্যাং লভেদ্ধ্রুবম্॥
বৃষলীপতিং যাজয়েদ্যো ভুঙ্ক্তেঽন্নং তস্য যো নর
গোহত্যাশতকং সোঽপি লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥
পাদং দদাতি বহ্নৌ চ গাঞ্চ পাদেন তাড়য়েৎ।
গৃহং বিশেদধৌতাঙ্ঘ্রিঃ স্নাত্বা গোবধমালভেৎ॥
যো ভুঙ্ক্তেঽস্নিগ্ধপাদেন শেতে স্নিগ্ধাঙ্ঘ্রিরেব চ।
সূর্য্যোদয়ে চ দ্বির্ভোজী স গোহত্যাং লভেদ্ধ্রুবম্॥
অবীরান্নঞ্চ যো ভুঙ্ক্তে যোনিজীবী চ ব্রাহ্মণঃ।
যস্ত্রিসন্ধ্যাবিহীনশ্চ ব্রহ্মহত্যাং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥১৭২
পিতৃংশ্চ পর্ব্বকালে চ তিথিকালে চ দেবতাঃ।
ন সেবতেঽতিথিং যো হি গোহত্যাং স লভেদ্ধ্রুবম্ ॥ ১৭৩
স্বভর্ত্তরি চ কৃষ্ণে চ ভেদবুদ্ধিং করোতি যা।
কটূক্ত্যা তাড়য়েৎ কান্তং সা গোহত্যাং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥ ১৭৪
গোমার্গখননং কৃত্বা দদাতি শস্যমেব চ।
তড়াগে বা তদূর্দ্ধে বা স গোহত্যাং লভেদ্ধ্রুবম্॥
প্রায়শ্চিত্তং গোবধস্য যঃ করোতি ব্যতিক্রমম্।
অর্থলোভাদথাজ্ঞানাৎ স গোহত্যাং লভেদ্ধ্রুবম্॥
রাজকে দৈবকে যত্নাদ্গোস্বামী গাং ন পালয়েৎ।
দুঃখং দদাতি যো মূঢ়ো গোহত্যাং স লভেদ্ধ্রুবম্
প্রাণিনং লঙ্ঘয়েদ্যো হি দেবার্চ্চামনলং জলম্।
নৈবেদ্যং পুষ্পমন্নঞ্চ গোহত্যাং লভতে ধ্রুবম্॥
শশ্বন্নাস্তীতি বাদী যো মিথ্যাবাদী প্রতারকঃ।

দেবদ্বেষী গুরুদ্বেষী স গোহত্যাং লভেদ্ধ্রুবম্॥১৭৯
দেবতাপ্রতিমাং দৃষ্ট্বা গুরুং বা ব্রাহ্মণং সতি।
সম্ভ্রমান্ন নমেদ্যো হি স গোহত্যাং লভেদ্ধ্রুবম্॥
ন দদাত্যাশিষং কোপাৎ প্রণতায় চ যো দ্বিজঃ।
বিদ্যার্থিনে চ বিদ্যাঞ্চ স গোহত্যাং লভেদ্ধ্রুবম্॥
গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা চ কথিতা চাতিদেশিকী।
যথা শ্রুতং সূর্য্যবক্ত্রাৎ কিং ভূয়ঃশ্রোতুমিচ্ছসি॥
সাবিত্র্যুবাচ।
বাস্তবে চাতিদেশে চ সম্বন্ধে পাপপুণ্যয়োঃ।
ন্যূনাধিক্যে চ কো ভেদস্তন্মাং ব্যাখ্যাতুমর্হসি১৮৩
যম উবাচ।
কুত্রাপি বাস্তবঃ শ্রেষ্ঠো ন্যূনাতিদেশিকঃ সতি।
কুত্রাতিদেশিকঃ শ্রেষ্ঠো বাস্তবো ন্যূন এব চ॥
কুত্র বা সমতা সাধ্বি তয়োর্বেদপ্রমাণতঃ।
করোতি তত্র নাস্থাং যো গুরুহত্যাং লভেত্তু সঃ॥
পুরা পরিচয়ে বিপ্রে বিদ্যামন্ত্রপ্রদাতরি।
গুরৌ পিতৃত্বমারোপো বাস্তবাচ্ছ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥১৮৬
পিতুঃ শতগুণে মাতা মাতুঃ শতগুণে তথা।
বিদ্যামন্ত্রপ্রদাতা চ গুরুঃ পূজ্যঃ শ্রুতের্মতঃ॥১৮৭
গুরুতো গুরুপত্নী চ গৌরবেণ গরীয়সী।
যথেষ্টদেবপত্নী চ পূজ্যা চাভীষ্টদেবতা॥ ১৮৮
বিপ্রঃ শিবসমোঽয়ঞ্চ বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমঃ।
রাজাতিদেশিকাচ্ছ্রেষ্ঠো বাস্তবো গুণলক্ষতঃ॥১৮৯
সর্ব্বং গঙ্গাসমং তোয়ং সর্ব্বে ব্যাসসমা দ্বিজাঃ।
গ্রহণে সূর্য্যশশিনোশ্চাত্রৈব সমতা তয়োঃ॥ ১৯০
আতিদেশিকহত্যায়া বাস্তবঞ্চ চতুর্গুণঃ।
সম্মতঃ সর্ব্বদেবানামিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥ ১৯১
আতিদেশিকহত্যায়া ভেদশ্চ কথিতঃ সতি।
যা যাগম্যা নৃণামেব নিবোধ কথয়ামি তে॥ ১৯২
স্বস্ত্রী গম্যা চ সর্ব্বেষামিতি বেদনিরূপিতম্।
অগম্যা চ তদন্যা যা ইতি বেদবিদো বিদুঃ॥১৯৩
সামান্যং কথিতং সর্ব্বং বিশেষং শৃণু সুন্দরি।
অত্যগম্যাশ্চ যা যাশ্চ নিবোধ কথয়ামি তে॥১৯৪
শূদ্রাণাং বিপ্রপত্নী চ বিপ্রাণাং শূদ্রকামিনী।
অত্যগম্যা চ নিন্দ্যা চ লোকে বেদে পতিব্রতে॥
শূদ্রশ্চ ব্রাহ্মণীং গচ্ছন্ ব্রহ্মহত্যাশতং লভেৎ।
তৎসমং ব্রাহ্মণী চাপি কুম্ভীপাকং ব্রজেদ্ ধ্রুবম্॥
যদি শূদ্রাং ব্রজেদ্বিপ্রো বৃষলীপতিরেব সঃ।
স ভ্রষ্টো বিপ্রজাতেশ্চ চণ্ডালাৎ সোঽধমঃ স্মৃতঃ
বিষ্ঠাসমশ্চ তৎপিণ্ডো মূত্রতুল্যঞ্চ তর্পণম্।
তৎপিতৄণাং সুরাণাঞ্চ পূজনে তৎসমং সতি॥১৯৮
কোটিজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং সন্ধ্যার্চ্চাতপসার্জ্জিতম্।
দ্বিজস্য বৃষলীভোগান্নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ১৯৯
ব্রাহ্মণশ্চ সুরাপীতী বিড়্ভোজী বৃষলীপতিঃ।
হরিবাসরভোজী চ কুম্ভীপাকং ব্রজেদ্ধ্রুবম্॥২০০
গুরুপত্নীং রাজপত্নীং সপত্নীমাতরং প্রসূম্।
সুতাং পুত্রবধূং শ্বশ্রূং সগর্ভাং ভগিনীং সতি॥
সোদরভ্রাতৃজায়াঞ্চ মাতুলানীং পিতৃপ্রসূম্।
মাতুঃ প্রসূং তৎস্বসারং ভগিনীং ভ্রাতৃকন্যকাম্॥
শিষ্যাঞ্চ শিষ্যপত্নীঞ্চ ভাগিনেয়স্য কামিনীম্।
ভ্রাতুষ্পুত্রপ্রিয়াঞ্চৈবাত্যগম্যামাহ পদ্মজঃ॥ ২০৩
এতাস্বেকামনেকাং বা যো ব্রজেন্মানবোঽধমঃ।
স মাতৃগামী বেদেষু ব্রহ্মহত্যাশতং লভেৎ॥ ২০৪
অকর্ম্মার্হোঽপি সোঽস্পৃশ্যো লোকে বেদেঽতি-
নিন্দিতঃ।
স যাতি কুম্ভীপাকঞ্চ মহাপাপী সুদুষ্করম্॥ ২০৫
করোত্যশুদ্ধাং সন্ধ্যাঞ্চ সন্ধ্যাং বা ন করোতি যঃ।
ত্রিসন্ধ্যাং বর্জ্জয়েদ্যো বা সন্ধ্যাহীনশ্চ স দ্বিজঃ॥
বৈষ্ণবঞ্চ তথা শৈবং শাক্তং সৌরঞ্চ গাণপম্।
যোঽহঙ্কারান্ন গৃহ্ণাতি মন্ত্রং সোঽদীক্ষিতঃ স্মৃতঃ॥
প্রবাহমবধিং কৃত্বা যাবদ্ধস্তচতুষ্টয়ম্।
তত্র নারায়ণঃ স্বামী গঙ্গাগর্ভান্তরে বরে॥ ২০৮
তত্র নারায়ণক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে হরেঃ পদে।
বারাণস্যাং বদর্য্যাঞ্চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে॥ ২০৯
পুষ্করে ভাস্করক্ষেত্রে প্রভাসে রাসমণ্ডলে।
হরিদ্বারে চ কেদারে সোমে বদরপাচনে॥ ২১০
সরস্বতীনদীতীরে পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে।
গোদাবর্য্যাঞ্চ কৌশিক্যাং ত্রিবেণ্যাঞ্চ হিমালয়ে॥
এতেষন্যেষু যো দানং প্রতিগৃহ্ণাতি কামতঃ।
স চ তীর্থপ্রতিগ্রাহী কুম্ভীপাকং প্রয়াতি চ॥ ২১
শূদ্রাতিরিক্তযাজী যো গ্রামযাজী চ কীর্ত্তিতঃ।
দেবদ্রব্যোপজীবী চ দেবলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২১৩
শূদ্রপাকোপজীবী যঃ সূপকার ইতি স্মৃতঃ।
সন্ধ্যাপূজাবিহীনশ্চ প্রমত্তঃ পতিতঃ স্মৃতঃ॥২১৪
উক্তং পূর্ব্বপ্রকরণে লক্ষণং বৃষলীপতেঃ॥ ২১৫
এতে মহাপাতকিনঃ কুম্ভীপাকং প্রয়ান্তি তে।

কুণ্ডান্যন্যানি যে যান্তি নিবোধ কথয়ামি তে ॥২১৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
সাবিত্র্যুপাখ্যানে পাপিনরকনিরূপণং
নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

যম উবাচ ।

হরিসেবাং বিনা সাধ্বি ন ভবেৎ কর্ম্মখণ্ডনম্ ।
শুভকর্ম্ম স্বর্গবীজং নরকঞ্চ কুকর্ম্মণা ॥ ১
পুংশ্চল্যন্নঞ্চ যো ভুঙ্ক্তে বেশ্যান্নঞ্চ পতিব্রতে ।
তে তু ব্রজেদ্দ্বিজো যো হি কালসূত্রং প্রয়াতি সঃ॥২
শতবর্ষং কালসূত্রে স্থিত্বা শূদ্রো ভবেদ্ধ্রুবম্ ।
তত্র জন্মনি রোগী চ ততঃ শুদ্ধো ভবেদ্দ্বিজঃ ॥ ৩
পতিব্রতা চৈকপত্নী দ্বিতীয়ে কুলটা স্মৃতা ।
তৃতীয়ে ধর্ষিণী জ্ঞেয়া চতুর্থে পুংশ্চলী স্মৃতা ॥ ৪
বেশ্যা চ পঞ্চমে ষষ্ঠে যুগ্মী * চ সপ্তমেঽষ্টমে ।
অত ঊর্দ্ধে মহাবেশ্যা সাস্পৃশ্যা সর্ব্বজাতিষু ॥ ৫
যো দ্বিজঃ কুলটাং গচ্ছেদ্ধর্ষিণীং পুংশ্চলীমপি ।
যুগ্মীং বেশ্যাং মহাবেশ্যামবটোদং প্রয়াতি সঃ ॥ ৬
শতাব্দং কুলটাগামী ধৃষ্টাগামী চতুর্গুণম্ ।
ষড়্গুণং পুংশ্চলীগামী বেশ্যাগামী গুণাষ্টকম্ ॥ ৭
যুগ্মীগামী দশগুণং বসেৎ তত্র ন সংশয়ঃ ।
মহাবেশ্যাগামুক ততঃ শতগুণং বসেৎ ॥ ৮
তদেব সর্ব্বগামী চেত্যেবমাহ পিতামহঃ ।
তত্রৈব যাতনাং ভুঙ্ক্তে মম দূতেন তাড়িতঃ ॥ ৯
তিত্তিরিঃ কুলটাগামী ধৃষ্টগামী চ বায়সঃ ।
কোকিলঃ পুংশ্চলীগামী বেশ্যাগামী বৃকস্তথা ॥১০
যুগ্মীগামী শূকরশ্চ সপ্তজন্মসু ভারতে ।
মহাবেশ্যাগামুকশ্চ শ্মশানে শাল্মলিস্তরুঃ ॥ ১১
যো ভুঙ্ক্তে জ্ঞানহীনশ্চ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ।
অরুন্তুদং স যাত্যেব চন্দ্রমানাব্দমেব চ ॥ ১২
ততো ভবেন্মানবশ্চ উদরীব্যাধিসংযুতঃ ।
গুল্মযুক্তশ্চ কাণশ্চ দন্তহীনস্ততঃ শুচিঃ ॥ ১৩
বাক্প্রদত্তাঞ্চ কন্যাঞ্চ যশ্চান্যস্মৈ দদাতি চ ।
স বসেৎ পাংশুভোজে চ তদ্ভোজী চ শতাব্দকম্ ॥
দত্তাপহারী যঃ সাধ্বি পাশবেষ্টং শতাব্দকম্ ।
নিবসেৎ শরশয্যায়াং মম দূতেন তাড়িতঃ ॥ ১৫
ন পূজয়েদ্‌যো হি ভক্ত্যা শিবলিঙ্গঞ্চ পার্থিবম্ ।
স যাতি শূলিনঃ কোপাৎ শূলপ্রোতং সুদারুণম্ ॥
স্থিত্বা শতাব্দং তত্রৈব শ্বাপদঃ সপ্তজন্মসু ।
ততো ভবেদ্দেবলশ্চ সপ্তজন্ম ততঃ শুচিঃ ॥ ১৭
করোতি দণ্ডং যো বিপ্রং যস্তয়াৎ কম্পতে দ্বিজঃ ।
প্রকম্পনে বসেৎ সোঽপি বিপ্রলোমাব্দমেব চ॥১৮
প্রকোপবদনা কোপাৎ স্বামিনং যা চ পশ্যতি ।
কটূক্তিং তঞ্চ বদতি যাতি চোল্কামুখঞ্চ সা ॥ ১৯
উল্কাং দদাতি বক্ত্রে চ সন্ততং মম কিঙ্করঃ ।
দণ্ডেন তাড়য়েন্মূর্দ্ধ্নি তল্লোমাব্দপ্রমাণকম্ ॥ ২০
ততো ভবেন্মানবী চ বিধবা সপ্তজন্মসু ।
ভুক্ত্বা দুঃখঞ্চ বৈধব্যং ব্যাধিযুক্তা ততঃ শুচিঃ ॥২১
যা ব্রাহ্মণী শূদ্রভোগ্যা সান্ধকূপং প্রয়াতি চ ।
তপ্তশৌচোদকে ধ্বান্তে তদাহারা দিবানিশম্ ॥ ২২
নিবসেদতিসন্তপ্তা মম দূতেন তাড়িতা ।
শৌচোদকে নিমগ্না চ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ২৩
কাকী জন্মসহস্রাণি শতজন্মানি শূকরী ।
কুক্কুরী শতজন্মানি শৃগালী সপ্তজন্মসু ॥ ২৪
পারাবতী সপ্তজন্ম বানরী সপ্তজন্মসু ।
ততো ভবেৎ সা চণ্ডালী সর্ব্বভোগ্যা চ ভারতে ॥
ততো ভবেচ্চ রজকী যক্ষ্মগ্রস্তা চ পুংশ্চলী ।
ততঃ কুষ্ঠযুতা তৈলকারী শুদ্ধা ভবেৎ ততঃ ॥ ২৬
বেশ্যা বসেদ্বেধনে চ যুগ্মী চ দণ্ডতাড়নে ।
জালবন্ধে মহাবেশ্যা কুলটা দেহচূর্ণকে ॥ ২৭
স্বৈরিণী দলনে চৈব ধৃষ্টা চ শোষণে তথা ।
নিবসেদ্‌যাতনাযুক্তা মম দূতেন তাড়িতা ॥ ২৮
বিণ্মূত্রভক্ষণং তত্র যাবন্মন্বন্তরং সতি ।
ততো ভবেদ্বিট্‌কৃমিশ্চ বর্ষলক্ষং ততঃ শুচিঃ ॥২৯
ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণীং গচ্ছেৎ ক্ষত্রিয়ামপি ক্ষত্রিয়ঃ ।
বৈশ্যো বৈশ্যাঞ্চ শূদ্রাঞ্চ শূদ্রো বাপি ব্রজেদ্‌যদি॥৩০
স্ববর্ণপরদারী চ কষং যাতি তয়া সহ ।
ভুক্ত্বা কষায়তপ্তোদং নিবসেদ্দ্বাদশাব্দকম্ ॥ ৩১
ততো বিপ্রো ভবেচ্ছুদ্ধশ্চৈবঞ্চ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ ।
যোষিতশ্চাপি শুধ্যন্তীত্যেবমাহ পিতামহঃ ॥ ৩২
ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণীং গচ্ছেদ্ বৈশ্যো বাপি পতিব্রতে
মাতৃগামী ভবেৎ সোঽপি শূলঞ্চ নরকং ব্রজেৎ ।

---

* সর্ব্বত্র যুগ্মীত্যত্র যুঞ্জেতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।

শূর্পাকারৈশ্চ কৃমিভির্ব্রাহ্মণ্যা সহ ভক্ষিতঃ।
প্রতপ্তমূত্রভোজী চ মম দূতেন তাড়িতঃ ॥ ৩৪
তত্রৈব যাতনাং ভুঙ্‌ক্তে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশ।
জন্মসপ্ত বরাহশ্চ ছাগলশ্চ ততঃ শুচিঃ ॥ ৩৫
করে ধৃত্বা চ তুলসীং প্রতিজ্ঞাং যো ন পালয়েৎ।
মিথ্যা বা শপথং কুর্য্যাৎস চ জ্বালামুখং ব্রজেৎ ॥
গঙ্গাতোয়ং করে ধৃত্বা প্রতিজ্ঞাং যো ন পালয়েৎ
শিলাং বা দেবপ্রতিমাং স চ জ্বালামুখং ব্রজেৎ ॥
মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যো হি বিশ্বাসঘাতকঃ।
মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদশ্চৈব স চ জ্বালামুখং ব্রজেৎ ॥৩৮
এতে তত্র বসন্ত্যেব যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ।
যথাঙ্গারপ্রদগ্ধাশ্চ মম দূতৈশ্চ তাড়িতাঃ ॥ ৩৯
চণ্ডালস্তুলসীস্পর্শী সপ্তজন্ম ততঃ শুচিঃ।
ম্লেচ্ছো গঙ্গাজলস্পর্শী পঞ্চজন্ম ততঃ শুচিঃ ॥৪০
শিলাস্পর্শী বিট্‌কৃমিশ্চ সপ্তজন্ম চ সুন্দরি।
অর্চ্চাস্পর্শী ব্রণকৃমির্জন্মসপ্ত ততঃ শুচিঃ ॥ ৪১
দক্ষহস্তপ্রদাতা চ সর্পশ্চ সপ্তজন্মসু।
ততো ভবেদ্ধস্তহীনো মানবশ্চ ততঃ শুচিঃ ॥ ৪২
মিথ্যাবাদী দেবগৃহে দেবলঃ সপ্তজন্মসু।
বিপ্রাদিস্পর্শকারী যঃ সোঽগ্রদানী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥
ততো ভবন্তি মূকাস্তে বধিরাশ্চ ত্রিজন্মনি।
ভার্য্যাহীনা বংশহীনা বুদ্ধিহীনাস্ততঃ শুচিঃ ॥ ৪৪
মিত্রদ্রোহী চ নকুলঃ কৃতঘ্নশ্চাপি গণ্ডকঃ।
বিশ্বাসঘাতী ব্যাঘ্রশ্চ সপ্তজন্মসু ভারতে ॥ ৪৫
মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদশ্চৈব ভল্লূকঃ সপ্তজন্মসু।
পূর্ব্বান্ সপ্ত পরান্ সপ্ত পুরুষান্ হন্তি চাত্মনঃ ॥
নিত্যক্রিয়াবিহীনশ্চ জড়ত্বেন যুতো দ্বিজঃ।
যস্যানাস্থা বেদবাক্যে মন্দং হসতি সন্ততম্ ॥ ৪৭
ব্রতোপবাসহীনশ্চ সদ্বাক্যপরনিন্দকঃ।
জিহ্মে জিহ্মো বসেৎ সোঽপি শতাব্দঞ্চ হিমোদকে
জলজন্তুর্ভবেৎ সোঽপি শতজন্ম ক্রমেণ চ।
ততো নানাপ্রকারশ্চ মৎস্যজাতিস্ততঃ শুচিঃ ॥৪৯
যঃ করোত্যপহারঞ্চ দেবব্রাহ্মণয়োর্ধনম্।
পাতয়েৎ স স্বপুরুষান্ দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্ ॥৫০
স্বয়ং যাতি চ ধূমান্ধং ধূমধ্বান্তসমন্বিতম্।
ধূমক্লিষ্টো ধূমভোজী বসেৎ তত্র চতুর্যুগম্ ॥ ৫১
ততো মূষিকজাতিশ্চ শতজন্মানি ভারতে।
ততো নানাবিধাঃ পক্ষি-জাতয়ঃ কৃমিজাতয়ঃ ॥ ৫২
ততো নানাবিধা বৃক্ষ-জাতয়শ্চ ততো নরঃ।
ভার্য্যাহীনো বংশহীনো শবরো ব্যাধিসংযুতঃ ॥৫৩
ততো ভবেৎ স্বর্ণকারঃ স সুবর্ণবণিক্ ততঃ।
ততো যবনসেবী চ ব্রাহ্মণো গণকস্ততঃ ॥ ৫৪
বিপ্রো দৈবজ্ঞোপজীবী বৈদ্যজীবী চিকিৎসকঃ।
লাক্ষালোহাদিব্যাপারী রসাদিবিক্রয়ী চ যঃ ॥ ৫৫
স যাতি নাগবেষ্টঞ্চ নাগৈর্ব্বেষ্টিত এব চ।
বসেৎ স্বলোমমানাব্দং তত্রৈব নাগদংশিতঃ ॥ ৫৬
ততো ভবেৎ স গণকো বৈদ্যশ্চ সপ্তজন্মসু।
গোপশ্চ কর্ম্মকারশ্চ শঙ্খকারস্ততঃ শুচিঃ ॥ ৫৭
প্রসিদ্ধানি চ কুণ্ডানি কথিতানি পতিব্রতে।
অন্যানি চাপ্রসিদ্ধানি ক্ষুদ্রাণি তত্র সন্তি বৈ ॥৫৯
সন্তি পাতকিনস্তেষু স্বকর্ম্মফলভোগিনঃ।
ভ্রমন্তি নানাযোনিং তে কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে সাবিত্র্যুপাখ্যানে
সাবিত্রীযমসংবাদে কুণ্ডপাপিনির্ণয়ো
নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

সাবিত্র্যুবাচ।

ধর্ম্মরাজ মহাভাগ বেদবেদাঙ্গপারগ।
নানাপুরাণেতিহাসপঞ্চরাত্রপ্রদর্শক ॥ ১
সর্ব্বেষু সারভূতং যৎ সর্ব্বেষ্টং সর্ব্বসম্মতম্।
কর্ম্মচ্ছেদবীজরূপং প্রশংস্যং সুখদং নৃণাম্ ॥ ২
যশঃপ্রদং ধর্ম্মদঞ্চ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্।
যেন যামীং ন তে যান্তি যাতনাং ভবদুঃখদাম্ ॥ ৩
কুণ্ডানি চ ন পশ্যন্তি তত্র নৈব পতন্তি চ।
ন ভবেদ্যেন জন্মাদি তৎ কর্ম্ম বদ সুব্রত ॥ ৪
কিমাকারাণি কুণ্ডানি কতি তেষাং মিতানি চ।
কেন রূপেণ তত্রৈব তিষ্ঠন্তি পাপিনঃ সদা ॥ ৫
স্বদেহে ভস্মসাদ্ভূতে যান্তি লোকান্তরং নরাঃ।
কেন দেহেন বা ভোগং ভুঞ্জতে বা শুভাশুভম্ ॥ ৬
সুচিরং ক্লেশভোগেন কথং দেহো ন নশ্যতি।
দেহো বা কিংবিধো ব্রহ্মংস্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৭
সাবিত্রীবচনং শ্রুত্বা ধর্ম্মরাজো হরিং স্মরন্।
কথাং কথিতুমারেভে গুরুং নত্বা চ নারদ ॥ ৮

যম উবাচ ।

বৎসে চতুর্ষু বেদেষু ধর্ম্মেষু সংহিতাসু চ ।
পুরাণেষ্বিতিহাসেষু পঞ্চরাত্রাদিকেষু চ ॥ ৯
অন্যেষু সর্ব্বশাস্ত্রেষু বেদাঙ্গেষু চ সুব্রতে ।
সর্ব্বেষ্টসারভূতঞ্চ মঙ্গলং কৃষ্ণসেবনম্ ॥ ১০
জন্ম-মৃত্যু-জরা-রোগ-শোক-সন্তাপতারণম্ ।
সর্ব্বমঙ্গলরূপঞ্চ পরমানন্দকারণম্ ॥ ১১
কারণং সর্ব্বসিদ্ধীনাং নরকার্ণবতারণম্ ।
ভক্তিবৃক্ষাঙ্কুরকরং কর্ম্মবৃক্ষনিকৃন্তনম্ ॥ ১২
গোলোকমার্গসোপানমবিনাশিপদপ্রদম্ ।
সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যাদিপ্রদং শুভে ॥
কুণ্ডানি যমদূতঞ্চ যমঞ্চ যমকিঙ্করান্ ।
ন হি পশ্যন্তি স্বপ্নেন শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করাঃ সতি ॥ ১৪
হরিব্রতং যে কুর্ব্বন্তি গৃহিণঃ কর্ম্মভোগিণঃ ।
যে স্নান্তি হরিতীর্থে চ নাশ্নন্তি হরিবাসরে ॥ ১৫
প্রণমন্তি হরিং নিত্যং হর্য্যর্চ্চাং পূজয়ন্তি চ ।
ন যান্তি তে চ ঘোরাঞ্চ নরাঃ সংযমনীং পুরীম্ ॥১৬
ত্রিসন্ধ্যপূতা বিপ্রাশ্চ শুদ্ধাচারসমন্বিতাঃ ।
সধর্ম্মনিরতাঃ শান্তা ন যান্তি যমমন্দিরম্ ॥ ১৭
তে স্বর্গভোগিনোঽন্যে চ শুদ্ধা দেবান্যকিঙ্করাঃ ।
যান্ত্যায়ান্তি চ স্বর্গঞ্চ মর্ত্ত্যঞ্চ ন হি নির্বৃতাঃ ॥ ১৮
নির্বৃতিং ন হি লপ্স্যন্তি কৃষ্ণসেবাং বিনা নরাঃ ।
স্বধর্ম্মনিরতাশ্চাপি স্বধর্ম্মবিরতাস্তথা ॥ ১৯
গচ্ছন্তো মর্ত্ত্যলোকঞ্চ দুর্দ্ধর্ষা মম কিঙ্করাঃ ।
ভীতাঃ কৃষ্ণোপাসকাচ্চ বৈনতেয়াদিবোরগাঃ ॥২০
স্বদূতং পাশহস্তঞ্চ গচ্ছন্তং তং বদাম্যহম্ ।
যাস্যসীতি চ সর্ব্বত্র হরিভক্তাশ্রমং বিনা ॥ ২১
কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকানাং নামানি চ নিকৃন্তনম্ ।
করোতি নখরাঞ্জল্যা চিত্রগুপ্তশ্চ ভীতবৎ ॥ ২২
মধুপর্কাদিকং ব্রহ্মা তেষাঞ্চ কুরুতে পুনঃ ।
বিলঙ্ঘ্য ব্রহ্মলোকঞ্চ গোলোকং গচ্ছতাং সতাম্ ॥
দুরিতানি চ নশ্যন্তি তেষাং সংস্পর্শমাত্রতঃ ।
যথা সুপ্রজ্বলদ্বহ্নৌ শুষ্কাণি চ তৃণানি চ ॥ ২৪
প্রাপ্নোতি মোহঃ সম্মোহং তাংশ্চ দৃষ্ট্বা চ ভীতবৎ
কামশ্চ কামিনং যাতি লোভক্রোধৌ ততঃ সতি ॥
মৃত্যুঃ পলায়তে রোগো জরা শোকো ভয়ং তথা ।
কালঃ শুভাশুভং কর্ম্ম হর্ষশোকভয়ং তথা ॥ ২৬
যে যে ন যান্তি যামীং তাং কথিতাস্তে ময়া সতি ।
শৃণু দেহবিবরণং কথয়ামি যথাগমম্ ॥ ২৭
পৃথিবী বায়ুরাকাশং তেজস্তোয়মিতি স্ফুটম্ ।
দেহিনাং দেহবীজঞ্চ স্রষ্টুঃ সৃষ্টিবিধৌ পরম্ ॥২৮
পৃথিব্যাদিপঞ্চভূতৈর্যো দেহো নির্ম্মিতো ভবেৎ ।
স কৃত্রিমো নশ্বরশ্চ ভস্মসাচ্চ ভবেদিহ ॥ ২৯
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণঞ্চ যং জীবঃ পুরুষাকৃতিঃ ।
বিভর্ত্তি দেহং জীবস্তং তদ্রূপং ভোগহেতবে ॥৩০
স দেহো ন ভবেত্তস্য জ্বলদগ্নৌ মমালয়ে ।
জলে ন নষ্টো দেহী বা প্রহারে সুচিরে কৃতে ॥৩১
ন শস্ত্রে চ ন চাস্ত্রে চ সুতীক্ষ্ণে কণ্টকে তথা ।
তপ্তদ্রবে তপ্তলৌহে তপ্তপাষাণ এব চ ॥ ৩২
প্রতপ্তপ্রতিমাশ্লেষেঽপ্যত্যূর্দ্ধপতনেঽপি চ ।
কথিতো দেবি বৃত্তান্তঃ কারণঞ্চ যথাগমম্ ॥ ৩৩
কুণ্ডানাং লক্ষণং সর্ব্বং নিবোধ কথয়ামি তে ॥৩৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে সাবিত্র্যুপাখ্যানে
যমসাবিত্রীসংবাদে দ্বাত্রিংশো
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

যম উবাচ ।

পূর্ণেন্দুমণ্ডলাকারং সর্ব্বকুণ্ডঞ্চ বর্ত্তুলম্ ।
অতীব নিম্নং পাষাণভেদৈশ্চ খচিতং সতি ॥ ১
ন নশ্বরঞ্চাপ্রলয়ং নির্ম্মিতঞ্চেশ্বরেচ্ছয়া ।
পাতকিনাং ক্লেশদঞ্চ নানারূপং তদালয়ম্ ॥ ২
জ্বলদঙ্গাররূপঞ্চ শতহস্তশিখান্বিতম্ ।
পরিতঃ ক্রোশমানঞ্চ বহ্নিকুণ্ডং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩
মহচ্ছব্দং প্রকুর্ব্বদ্ভিঃ পাপিভিঃ পরিপূরিতম্ ।
রক্ষিতং মম দূতৈশ্চ তাড়িতৈশ্চাপি সন্ততম্ ॥ ৪
প্রতপ্তোদকপূর্ণঞ্চ হিংস্রজন্তুসমন্বিতম্ ।
মহাঘোরান্ধকারঞ্চ পাপিসঙ্ঘেন সঙ্কুলম্ ॥ ৫
প্রকুর্ব্বতা কাকুশব্দং প্রহারৈর্ব্বিগতেন চ ।
ক্রোশার্দ্ধমানং মদ্দূতৈস্তাড়িতেন চ রক্ষিতম্ ॥ ৬
তপ্তক্ষারোদকৈঃ পূর্ণং নক্রৈশ্চ পরিবেষ্টিতম্ ।
সঙ্কুলং পাপিভিশ্চৈব ক্রোশমানং ভয়ানকম্ ॥ ৭
ত্রাহীতি শব্দং কুর্ব্বদ্ভির্মম দূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ ।

প্রচলদ্ভিরনাহারৈঃ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকৈঃ ॥ ৮
বিড়্দ্রবৈরেব পূর্ণঞ্চ ক্রোশমানঞ্চ কুৎসিতম্ ।
অতিদুর্গন্ধসংযুক্তং ব্যাপ্তং পাপিভিরেব চ ॥ ৯
তাড়িতৈর্ম্মম দূতৈশ্চ অনাহারৈরুপদ্রুতৈঃ ।
রক্ষেতি শব্দং কুর্ব্বাণস্তৎকীটৈরেব ভক্ষিতৈঃ ॥১০
তপ্তসূত্রদ্রবৈঃ পূর্ণং সূত্রকীটৈশ্চ সঙ্কুলম্ ।
যুক্তং মহাপাপিভিশ্চ তৎকীটৈর্দ্দংশিতৈঃ সদা ॥
গব্যূতিমানং ধ্বান্তাক্তং শব্দকৃদ্ভিশ্চ সন্ততম্ ।
মন্দূতৈস্তাড়িতৈর্ঘোরৈঃ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকৈঃ ॥১২
শ্লেষ্মপূর্ণং ক্রোশমিতং তৎকীটৈর্ভক্ষিতৈর্ম্মুদা ।
তদ্ভোজিভিঃ পাপিভিশ্চ তৎকীটৈর্ভক্ষিতৈঃ সদা ॥
ক্রোশার্দ্ধং গরপূর্ণঞ্চ গরভোজিভিরন্বিতম্ ।
গরকীটৈর্ভক্ষিতৈশ্চ পাপিভিঃ পূর্ণমেব চ ॥ ১৪
তাড়িতৈর্ম্মম দূতৈশ্চ শব্দকৃদ্ভিশ্চ কম্পিতৈঃ ।
সর্পাকৃতৈর্ব্বজ্রদংষ্ট্রৈঃ শুষ্ককণ্ঠৈঃ সুদারুণৈঃ ॥১৫
নেত্রয়োর্মলপূর্ণঞ্চ ক্রোশার্দ্ধং কীটসংযুতম্ ।
পাপিভিঃ সঙ্কুলং শশ্বৎ কুর্ব্বদ্ভিঃ কীটভক্ষিতৈঃ॥১৬
বসারসেন পূর্ণঞ্চ ক্রোশতুর্য্যং সুদুঃসহম্ ।
তদ্ভোজিভিঃ পাতকিভির্ব্যাপ্তং দূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ ॥
শুক্রপূর্ণং ক্রোশতুর্য্যং শুক্রকীটৈশ্চ ভক্ষিতৈঃ ।
ক্রন্দদ্ভিঃ পাপিভিঃ শশ্বৎ সঙ্কুলং ব্যাকুলৈর্ভিয়া॥১৮
দুর্গন্ধিরক্তপূর্ণঞ্চ বাপীমানং গভীরকম্ ।
তদ্ভোজিভিঃ পাপিভিশ্চ সঙ্কুলং কীটভক্ষিতৈঃ॥১৯
পূর্ণং নেত্রাশ্রুভির্নৃণাং বাপ্যার্দ্ধং পাপিভির্যুতম্ ।
তাড়িতৈর্ম্মম দূতেন তদ্ভক্ষ্যৈঃ কীটভক্ষিতৈঃ ॥২০
নৃণাং গাত্রমলৈঃ পূর্ণং তদ্ভক্ষ্যৈঃ পাপিভির্যুতম্ ।
তাড়িতৈর্ম্মম দূতৈশ্চ ব্যগ্রৈশ্চ কীটভক্ষিতৈঃ ॥ ২১
কর্ণবিট্পরিপূর্ণঞ্চ তদ্ভক্ষ্যৈঃ পাপিভির্যুতম্ ।
বাপীতুর্য্যপ্রমাণঞ্চ রুদদ্ভিঃ কীটভক্ষিতৈঃ ॥ ২২
ত্রাহীতি শব্দং কুর্ব্বদ্ভিস্ত্রাসিতৈশ্চ ভয়ানকৈঃ ।
বাপীতুর্য্যপ্রমাণঞ্চ নখাদিকচতুষ্টয়ম্ ।
পাপিভিঃ সঙ্কুলং শশ্বন্মম দূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ ॥ ২৩
প্রতপ্ততাম্রকুণ্ডঞ্চ তাম্রপর্য্যুল্মকান্বিতম্ ।
তাম্রাণাং প্রতিমালক্ষৈঃ প্রতপ্তৈরাবৃতং সদা ॥ ২৪
প্রত্যেকং প্রতিমাশ্লিষ্টৈ রুবদ্ভিঃ পাপিভির্যুতম্ ।
গব্যূতিমানং বিস্তীর্ণং মম দূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ ॥ ২৫
প্রতপ্তলৌহধারঞ্চ জ্বলদঙ্গারসংযুতম্ ।
লৌহানাং প্রতিমালক্ষৈঃ প্রতপ্তৈরাবৃতং সদা ॥২৬
প্রত্যেকং প্রতিমাশ্লিষ্টৈঃ শশ্বদ্বিচলিতৈর্ভিয়া ।
রক্ষ রক্ষেতি শব্দঞ্চ কুর্ব্বদ্ভির্দূততাড়িতৈঃ ॥ ২৭
মহাপাতকিভির্যুক্তং দ্বিগব্যূতিপ্রমাণকম্ ।
ভয়ানকং ধ্বান্তযুক্তং লৌহকুণ্ডং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥২
ঘর্ম্মকুণ্ডং তপ্তসুরাকুণ্ডং বাপ্যর্দ্ধমেব চ ।
তদ্ভোজিভিঃ পাপিভিশ্চ ব্যাপ্তং মদ্দূততাড়িতৈঃ
অধঃ শাল্মলিবৃক্ষস্য তীক্ষ্ণকণ্টককুণ্ডকম্ ।
লক্ষপৌরুষমানঞ্চ ক্রোশমানঞ্চ দুঃখদম্ ॥ ৩০
ধনুর্ম্মানৈঃ কণ্টকৈশ্চ সুতীক্ষ্ণৈঃ পরিবেষ্টিতম্ ।
প্রত্যেকং কণ্টকৈর্বিদ্ধং মহাপাতকিভির্যুতম্ ॥৩১
বৃক্ষাগ্রান্নিপতদ্ভিশ্চ মম দূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ ।
জলং দেহীতি শব্দঞ্চ কুর্ব্বদ্ভিঃ শুষ্কতালুকৈঃ ॥৩২
মহাভয়াতিব্যগ্রৈশ্চ দণ্ডেন ভগ্নমস্তকৈঃ ।
প্রচলদ্ভির্যথা তপ্ততৈলে জীবিভিরেব চ ॥ ৩৩
বিষৌঘৈস্তক্ষকাদীনাং পূর্ণঞ্চ ক্রোশমানকম্ ।
তদ্ভক্ষ্যৈঃ পাপিভির্যুক্তং মম দূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ ॥
প্রতপ্ততৈলপূর্ণঞ্চ কীটাদিপরিবর্জ্জিতম্ ।
তদ্ভক্ষ্যৈঃ পাপিভির্যুক্তং দিগ্ধগাত্রৈশ্চ চেষ্টিতৈঃ ॥
কাকুশব্দং প্রকুর্ব্বদ্ভিশ্চলদ্ভির্দূততাড়িতৈঃ ।
মহাপাতকিভির্যুক্তং দ্বিগব্যূতিপ্রমাণকম্ ॥ ৩৬
শস্ত্রকুণ্ডং ধ্বান্তযুক্তং ক্রোশমানং ভয়ানকম্ ।
শূলাকারৈঃ সুতীক্ষ্ণাগ্রৈর্লৌহশস্ত্রৈশ্চ বেষ্টিতম্ ॥
শস্ত্রতল্পস্বরূপঞ্চ ক্রোশতুর্য্যপ্রমাণকম্ ।
পাতকিভির্বেষ্টিতঞ্চ কুন্তবিদ্ধৈশ্চ চেষ্টিতৈঃ ॥ ৩৮
তাড়িতৈর্ম্মম দূতৈশ্চ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকৈঃ ।
কীটৈঃ শকুলমানৈশ্চ সর্পমানৈর্ভয়ঙ্করৈঃ ॥ ৩৯
তীক্ষ্ণদন্তৈশ্চ বিকৃতৈর্ব্যাপ্তং ধ্বান্তযুতং সতি ।
মহাপাতকিভির্যুক্তং ভীতৈশ্চ কীটভক্ষিতৈঃ ।
রুদদ্ভিঃ ক্রোশমানঞ্চ মম দূতেন তাড়িতৈঃ ॥ ৪০
অতিদুর্গন্ধসংযুক্তং ক্রোশার্দ্ধং পূয়সংযুতম্ ।
তদ্ভক্ষ্যৈঃ পাপিভির্যুক্তং মম দূতেন তাড়িতৈঃ ॥৪১
দ্বিগব্যূতিপ্রমাণঞ্চ হিমতোয়প্রপূরিতম্ ।
তালবৃক্ষপ্রমাণৈশ্চ সর্পকোটিভিরাবৃতম্ ॥ ৪২
সর্পবেষ্টিতগাত্রৈশ্চ পাপিভিঃ সর্পভক্ষিতৈঃ ।
সঙ্কুলং শব্দকৃদ্ভিশ্চ মম দূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ ॥ ৪৩
কুণ্ডত্রয়ং মশাদীনাং পূর্ণঞ্চ মশকাদিভিঃ ।
সর্ব্বং ক্রোশার্দ্ধমানঞ্চ মহাপাতকিভির্যুতম্ ॥ ৪৪
হস্তপাদাদিভির্বদ্ধৈঃ ক্ষতৈঃ ক্ষতজলোহিতৈঃ ।

হাহেতি শব্দং কুর্ব্বদ্ভিঃ প্রচলদ্ভিশ্চ সন্ততম্ ॥ ৪৫
বজ্রবৃশ্চিকয়োঃ কুণ্ডং তাভ্যাঞ্চ পরিপূরিতম্ ।
বাপ্যর্দ্ধং পাপিভির্যুক্তং বজ্রবৃশ্চিকদংশিতৈঃ ॥ ৪৬
কুণ্ডত্রয়ং শরাদীনাং তৈরেব পরিপূরিতম্ ।
তৈর্বিদ্ধৈঃ পাপিভির্যুক্তং বাপ্যর্দ্ধং রক্তলোহিতৈঃ
তপ্তপঙ্কোদকৈঃ পূর্ণং সধ্বান্তং গোলকুণ্ডকম্ ।
বিণ্মূত্রশ্লেষ্মভক্ষ্যৈশ্চ সংযুক্তং শতকে টিভিঃ ।
কাকৈশ্চ বিকৃতাকারৈর্ধনুর্লক্ষঞ্চ পাপিভিঃ ॥ ৪৮
সঞ্চানবাজয়োঃ কুণ্ডং তাভ্যাঞ্চ পরিপূরিতম্ ।
ভক্ষিতৈঃ পাপিভির্যুক্তং শব্দকৃদ্ভিশ্চ সন্ততম্ ॥ ৪৯
ধনুঃশতং বজ্রযুক্তং পাপিভিঃ সঙ্কুলং সদা ।
শব্দকৃদ্ভির্বজ্রদংষ্ট্রৈরন্তর্ধ্বান্তময়ং সদা ॥ ৫০
বাপীদ্বিগুণমানঞ্চ তপ্তপ্রস্তরনির্ম্মিতম্ ।
জ্বলদঙ্গারসদৃশং চলদ্ভিঃ পাপিভির্যুতম্ ॥ ৫১
ক্ষুরধারোপলৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পাষাণৈর্নির্ম্মিতং পরম্ ।
মহাপাতকিভির্যুক্তং ক্ষতং ক্ষতজলোহিতৈঃ ॥৫২
দুর্গন্ধিলালাপূর্ণঞ্চ তন্তুভক্ষ্যৈঃ পাপিভির্যুতম্ ।
ক্রোশমানং গভীরঞ্চ মম দূতৈশ্চ তাড়িতৈঃ ॥৫৩
তপ্তুতোয়াঞ্জনাকারৈঃ পরিপূর্ণং ধনুঃশতম্ ।
চলদ্ভিঃ পাপিভির্যুক্তং মম দূতেন তাড়িতৈঃ ॥ ৫৪
কুণ্ডং কুলালচক্রাভং ঘূর্ণমানঞ্চ সন্ততম্ ।
সুতীক্ষ্ণং ষোড়শারঞ্চ ঘূর্ণিতৈঃ পাপিভির্যুতম্ ॥ ৫৫
অতীব বক্রনিম্নঞ্চ দ্বিগব্যূতিপ্রমাণকম্ ।
কন্দরাকারনির্ম্মাণং তপ্তোদকসমন্বিতম্ ॥ ৫৬
মহাপাতকিভির্যুক্তং ভক্ষিতৈর্জলজন্তুভিঃ ।
চলদ্ভিঃ শব্দকৃদ্ভিশ্চ ধ্বান্তযুক্তং ভয়ানকম্ ॥ ৫৭
কোটিভির্বিকৃতাকারৈঃ কচ্ছপৈশ্চ সুদারুণৈঃ ।
জলস্থৈঃ সংযুতং তৈশ্চ ভক্ষিতৈঃ পাপিভির্যুতম্ ৫৮
জ্বালাকলাপৈস্তেজোভির্নির্ম্মাণং ক্রোশমানকম্ ।
শব্দকৃদ্ভিশ্চ কৃমিভিঃ পাপিভিঃ সংযুতং সদা ॥ ৫
ক্রোশমানং গভীরঞ্চ তপ্তভস্মভিরন্বিতম্ ।
শশ্বচ্চলদ্ভিঃ সংযুক্তং পাপিভির্ভস্মভক্ষিতৈঃ ॥ ৬০
তপ্তপাষাণলৌহানাং সমূহৈঃ পরিপূরিতম্ ।
পাপিভির্দগ্ধগাত্রৈশ্চ যুক্তঞ্চ শুষ্কতালুকৈঃ ॥ ৬১
ক্রোশমানং ধ্বান্তময়ং গভীরমতিদারুণৈঃ ।
তাড়িতৈর্মম দূতৈশ্চ দগ্ধকুণ্ডং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৬২
অতীবোর্ম্মিযুক্ততোয়ং প্রতপ্তক্ষারসংযুতম্ ।
নানাপ্রকারবিকৃত-জলজন্তুসমন্বিতম্ ॥ ৬৩
দ্বিগব্যূতিপ্রমাণঞ্চ গভীরং ধ্বান্তসংযুতম্ ।
তন্তুভক্ষ্যৈঃ পাপিভির্যুক্তং দংশিতৈর্জলজন্তুভিঃ ॥ ৬৪
চলদ্ভিঃ ক্রন্দমানৈশ্চ ন পশ্যদ্ভিঃ পরস্পরম্ ।
উত্তপ্ত ত্যূর্ম্মিকুণ্ডঞ্চ কীর্ত্তিতঞ্চ ভয়ানকম্ ॥ ৬৫
অসিবন্ধারপত্রস্থাপ্যুচ্চৈস্তালতরোরধঃ ।
ক্রোশার্দ্ধমানকুণ্ডঞ্চ পতৎপত্রসমন্বিতম্ ॥ ৬৬
পাপিনাং রক্তপূর্ণঞ্চ বৃক্ষাগ্রাৎ পততাং পরম্ ।
পরিত্রাহীতি শব্দঞ্চ কুর্ব্বতামসতামপি ॥ ৬৭
গভীরং ধ্বান্তসংযুক্তং রক্তকীটসমন্বিতম্ ।
তদসীপত্রকুণ্ডঞ্চ কীর্ত্তিতঞ্চ ভয়ানকম্ ॥ ৬৮
ধনুঃশতপ্রমাণঞ্চ ক্ষুরাকারাস্ত্রসঙ্কুলম্ ।
পাপিনাং রক্তপূর্ণঞ্চ ক্ষুরধারং ভয়ানকম্ ॥ ৬৯
সূচীরাশ্যস্ত্রসংযুক্তং পাপিরক্তৌঘপূরিতম্ ।
পঞ্চাশদ্ধনুরায়ামং ক্লেশদঞ্চ সূচীমুখম্ ॥ ৭০
কস্যচিজ্জন্তুভেদস্য গোধেভ্যস্য মুখাকৃতম্ ।
কূপরূপং গভীরঞ্চ ধনুর্ব্বিংশৎপ্রমাণকম্ ॥ ৭১
মহাপাতকিনাঞ্চৈব মহাক্লেশকরং পরম্ ।
তৎকীটভক্ষিতানাঞ্চ নম্রাস্যানাঞ্চ সন্ততম্ ॥ ৭২
কুণ্ডং নক্রমুখাকারং ধনুঃষোড়শমানকম্ ।
গভীরং কূপরূপঞ্চ পাপিভিঃ সঙ্কুলং সদা ॥ ৭৩
গজেন্দ্রাণাং সমূহেন ব্যাপ্তং কুণ্ডাকৃতং স্থলম্ ।
গজদন্তহতানাঞ্চ পাপিনাং রক্তপূরিতম্ ॥ ৭৪
তৎকীটভক্ষিতানাঞ্চ কাকুশব্দকৃতাং সদা ।
ধনুঃশতপ্রমাণঞ্চ কীর্ত্তিতং গজদংশনম্ ॥ ৭৫
ধনুস্ত্রিংশৎপ্রমাণঞ্চ কুণ্ডঞ্চ গোমুখাকৃতি ।
পাপিনাং দুঃখদঞ্চৈব গোমুখং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৭৬
ভ্রমিতং কালচক্রেণ সন্ততঞ্চ ভয়ানকম্ ।
কুম্ভাকারং ধ্বান্তযুক্তং দ্বিগব্যূতিপ্রমাণকম্ ॥ ৭৭
লক্ষপৌরুষমানঞ্চ গভীরমতিবিস্তৃতম্ ।
কুত্রচিত্তপ্ততৈলাক্ত-কুণ্ডাভ্যন্তরিতং পরম্ ॥ ৭৮
কুত্রচিত্তপ্তলৌহাদি-তাম্রাদিকুণ্ডমেব চ ।
পাপিনাঞ্চ প্রধানৈশ্চ মহাপাতকিভির্যুতম্ ॥ ৭৯
পরস্পরং ন পশ্যদ্ভিঃ শব্দকৃদ্ভিশ্চ সন্ততম্ ।
তাড়িতৈর্মম দূতৈশ্চ দণ্ডৈশ্চ মুষলৈস্তথা ॥ ৮০
ঘূর্ণমানৈঃ পতদ্ভিশ্চ মূর্চ্ছিতৈশ্চ মুহুর্ম্মুহুঃ ।
পাতিতৈর্মম দূতৈশ্চ চাতুর্য্যাৎ পতিতৈঃ ক্ষণম্॥৮১
যাবন্তঃ পাপিনঃ সন্তি সর্ব্বকুণ্ডেষু সুন্দরি ।
ততশ্চতুর্গুণাঃ সন্তি কুম্ভীপাকে চ দুষ্করে ॥ ৮২

সুচিরং পতিতাশ্চৈব ভোগদেহাবিবর্জ্জিতাঃ। *
সর্ব্বকুণ্ডপ্রধানঞ্চ কুম্ভীপাকং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৮৩
কালনির্ম্মিতসূত্রেণ নিবদ্ধা যত্র পাপিনঃ।
উত্থাপিতাশ্চ মদ্দূতৈঃ ক্ষণমেব নিমজ্জিতাঃ ॥ ৮৪
নিশ্বাসবদ্ধাঃ সুচিরং কুণ্ডাদভ্যন্তরে তদা।
অতীব ক্লেশযুক্তাশ্চ ভোগদেহা ন নশ্বরাঃ ॥ ৮৫
দণ্ডেন মুষলেনৈব মম দূতৈশ্চ তাড়িতাঃ।
প্রতপ্ততোয়যুক্তঞ্চ কালসূত্রং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৮৬
অবটঃ কূপভেদশ্চ যত্তোদঞ্চ তদাকৃতি।
প্রতপ্ততোয়পূর্ণঞ্চ ধনুর্ব্বিংশৎপ্রমাণকম্ ॥ ৮৭
ব্যাপ্তং মহাপাপিভিশ্চ দগ্ধগাত্রৈশ্চ সন্ততম্।
মদ্দূতৈস্তাড়িতৈঃ শশ্বদবটোদং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৮৮
যত্তোয়স্পর্শমাত্রেণ সর্ব্বব্যাধিশ্চ পাপিনাম্।
ভবেদকস্মাৎ পততাং যত্র কুণ্ডে ধনুঃশতে ॥ ৮৯
সর্ব্বারুষা পাপিনশ্চ তুদন্তি যত্র সন্ততম্।
হা হেতি শব্দং কুর্ব্বন্তস্তদেবারুন্তুদং বিদুঃ ॥ ৯০
তপ্তপাংশুভিরাকীর্ণং জ্বলদ্ভিস্ত সদগ্ধকৈঃ।
তদ্ভক্ষ্যৈঃ পাপিভির্যুক্তং পাংশুভোজং প্রকীর্ত্তিতম্
পতন্মাত্রে চ পাপী চ পাশেন বেষ্টিতো ভবেৎ।
ক্রোশমানে চ কুণ্ডে চ তৎপাশবেষ্টনং বিদুঃ॥
পতন্মাত্রেণ পাপী চ শূলেন গ্রথিতো ভবেৎ।
ধনুর্ব্বিংশৎপ্রমাণঞ্চ শূলপ্রোতং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৯৩
পততাং পাপিনাং যত্র ভবেদেব প্রকম্পনম্।
অতীব হিমতোয়ে চ ক্রোশার্দ্ধঞ্চ প্রকম্পনম্ ॥ ৯৪
দদত্যেব হি মদ্দূতা যত্রোল্কাঃ পাপিনাং মুখে।
ধনুর্ব্বিংশৎপ্রমাণঞ্চ তদুল্কাভিশ্চ সঙ্কুলম্ ॥ ৯৫
লক্ষপৌরুষমানঞ্চ গভীরঞ্চ ধনুঃশতম্।
নানাপ্রকারকৃমিভিঃ সংযুক্তঞ্চ ভয়ানকৈঃ ॥ ৯৬
অত্যন্ধকারব্যাপ্তং যৎ কূপাকারঞ্চ বর্ত্তুলম্।
তদ্ভক্ষ্যৈঃ পাপিভির্যুক্তং ন পশ্যদ্ভিঃ পরস্পরম্ ॥৯৭
তপ্ততোয়প্রদগ্ধৈশ্চ চলদ্ভিঃ কীটভক্ষিতৈঃ।
ধ্বান্তেন চক্ষুষা চান্ধৈরন্ধকূপং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৯৮
নানাপ্রকারশস্ত্রৌঘৈর্যত্র বিদ্ধাশ্চ পাপিনঃ।
ধনুর্ব্বিংশৎপ্রমাণঞ্চ বেধনং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥৯৯
দণ্ডেন তাড়িতা যত্র মম দূতৈশ্চ পাপিনঃ।
ধনুঃষোড়শমানঞ্চ তৎ কুণ্ডং দণ্ডতাড়নম্ ॥ ১০০
নিরুদ্ধাশ্চ মহাজালৈর্যথা মীনাশ্চ পাপিনঃ।
ধনুস্ত্রিংশৎপ্রমাণঞ্চ জালবদ্ধং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১০১
পততাং পাপিনাং কুণ্ডে দেহাশ্চূর্ণা ভবন্তি হ।
লৌহবেদীনিবদ্ধাস্তে কোটিপৌরুষমানকম্ ॥ ১০২
গভীরং ধ্বান্তযুক্তঞ্চ ধনুর্ব্বিংশৎপ্রমাণকম্।
মূর্চ্ছিতানাং জড়ানাঞ্চ দেহচূর্ণং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥১০৩
দলিতাঃ পাপিনো যত্র মদ্দূতৈর্মুষলৈঃ সদা।
ধনুঃষোড়শমানঞ্চ তৎ কুণ্ডং দলনং স্মৃতম্ ॥ ১০৪
পতন্মাত্রে যত্র পাপী শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকঃ।
বালুকাসু চ তপ্তাসু ধনুস্ত্রিংশৎপ্রমাণকম্ ॥ ১০৫
শতপৌরুষমানঞ্চ গভীরং ধ্বান্তসংযুতম্।
জলাহারবিরহিতং শোষণং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥১০৬
নানাচর্ম্মকষায়োদং বিণ্মূত্রৈঃ পরিপূরিতম্।
দুর্গন্ধযুক্তং তদ্ভক্ষ্যৈঃ পাপিভিঃ সঙ্কুলং কষম্॥১০৭
সর্পাকারমুখং কুণ্ডং ধনুর্দ্বাদশমানকম্।
তপ্তলৌহবালুকাভিঃ পূর্ণং পাতকিভির্যুতম্ ॥ ১০৮
অন্তরাগ্নিশিখানাঞ্চ জ্বালাব্যাপ্তমুখং সদা।
ধনুর্ব্বিংশৎপ্রমাণস্য যস্য কুণ্ডস্য সুন্দরি ॥ ১০৯
জ্বালাভির্দগ্ধগাত্রৈশ্চ পাপিভির্ব্যক্তমেব যৎ।
তন্মহৎক্লেশদং শশ্বৎ কুণ্ডং জ্বালামুখং স্মৃতম্॥১১০
পতন্মাত্রাদ্যত্র পাপী মূর্চ্ছিতো জিহ্মিতো ভবেৎ
তপ্তেষ্টকাভ্যন্তরিতং বাপ্যর্দ্ধং জিহ্মকুণ্ডকম্ ॥ ১১১
ধূমান্ধকারযুক্তঞ্চ ধূমান্ধৈঃ পাপিভির্যুতম্।
ধনুঃশতং শ্বাসবদ্ধৈর্ধূমান্ধং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১১২
পতন্মাত্রাদ্যত্র পাপী নাগৈশ্চ বেষ্টিতো ভবেৎ।
ধনুঃশতং নাগপূর্ণং তন্নাগবেষ্টকুণ্ডকম্ ॥ ১১৩
ষড়শীতিশ্চ কুণ্ডানি ময়োক্তানি নিশাময়।
লক্ষণঞ্চাপি তেষাঞ্চ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥১১৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে সাবিত্র্যুপাখ্যানে
সাবিত্রীযমসংবাদে কুণ্ডলক্ষণকথনং
নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

---

* সুচিরং পচ্যমানাশ্চ ভোগদেহা ন নশ্বরাঃ
ইতি চ পাঠঃ।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

সাবিত্র্যুবাচ ।

হরিভক্তিং দেহি মহ্যং সারভূতাং সুদুর্লভাম্ ।
সর্ব্বং শ্রুতঞ্চ প্রাপ্তঞ্চ নাবশিষ্টো বরো মম ॥ ১
কিঞ্চিৎ কথয় মে ধর্ম্মং শ্রীকৃষ্ণগুণকীর্ত্তনম্ ।
পুংসাং লক্ষোদ্ধারবীজং নরকার্ণবতারণম্ ॥ ২
কারণং মুক্তিসারাণাং সর্ব্বাশুভনিবারণম্ ।
পাবনং কর্ম্মবৃক্ষাণাং কৃতপাপৌঘহারণম্ ॥ ৩
মুক্তয়ঃ কতিধা সন্তি কিং বা তাসাঞ্চ লক্ষণম্ ।
হরিভক্তিমুক্তিভেদং নিষেকস্যাপি লক্ষণম্ ॥ ৪
তত্ত্বজ্ঞানবিহীনা চ স্ত্রীজাতির্বিধিনির্ম্মিতা ।
কিং তজ্জ্ঞানং সারভূতং বদ বেদবিদাং বর ॥ ৫
সর্ব্বদানমনশনং তীর্থস্নানং ব্রতং তপঃ ।
অজ্ঞানজ্ঞানদানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৬
পিতুঃ শতগুণৈর্মাতা গৌরবেণাতি নিশ্চিতম্ ।
মাতুঃ শতগুণৈঃ পূজ্যো জ্ঞানদাতা গুরুঃ প্রভো ॥ ৭

যম উবাচ ।

পূর্ব্বং সর্ব্ববরো দত্তো যত্তে মনসি বাঞ্ছিতম্ ।
অধুনা হরিভক্তিস্তে বৎসে ভবতু মদ্বরাৎ ॥ ৮
শ্রোতুমিচ্ছসি কল্যাণি শ্রীকৃষ্ণগুণকীর্ত্তনম্ ।
বক্তৄণাং প্রশ্নকর্ত্তৄণাং শ্রোতৄণাং কুলতারণম্ ॥ ৯
শেষো বক্ত্রসহস্রেণ ন হি যদ্বক্তুমীশ্বরঃ ।
মৃত্যুঞ্জয়ো ন ক্ষমশ্চ বক্তুং পঞ্চমুখেন চ ॥ ১০
ধাতা চতুর্ণাং বেদানাং বিধাতা জগতামপি ।
ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখেনৈব নালং বিষ্ণুশ্চ সর্ব্ববিৎ ॥ ১১
কার্ত্তিকেয়ঃ ষণ্মুখেন নাপি বক্তুমলং ধ্রুবম্ ।
ন গণেশঃ সমর্থশ্চ যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ ॥ ১২
সারভূতাশ্চ শাস্ত্রাণাং বেদাশ্চত্বার এব চ ।
কলামাত্রং যদ্গুণানাং ন বিদন্তি বুধাশ্চ যে ॥ ১৩
সরস্বতী চ যত্নেন নালং যদ্গুণবর্ণনে ।
সনৎকুমারো ধর্ম্মশ্চ সনকশ্চ সনাতনঃ ॥ ১৪
সনন্দঃ সনকঃ সূর্য্যো যেঽন্যে চ ব্রহ্মণঃ সুতাঃ ।
বিচক্ষণা ন যদ্বক্তুং কে বান্যে জড়বুদ্ধয়ঃ ॥ ১৫
ন যদ্বক্তুং ক্ষমাঃ সিদ্ধা মুনীন্দ্রা যোগিনস্তথা ।
কে বান্যে চ বয়ং কে বা ভগবদ্গুণবর্ণনে ॥ ১৬
ধ্যায়ন্তে যৎপদাম্ভোজং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ।
অতিসাধ্যং স্বভক্তানাং তদন্যেষাং সুদুর্লভম্ ॥ ১৭
কশ্চিৎ কিঞ্চিদ্বিজানাতি তদ্গুণোৎকীর্ত্তনং মহৎ
অতিরিক্তং বিজানাতি ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং বরঃ ॥ ১৮
অতোঽতিরিক্তং জানাতি গণেশো জ্ঞানিনাং গুরুঃ
সর্ব্বাতিরিক্তং জানাতি সর্ব্বজ্ঞঃ শম্ভুরেব চ ॥ ১৯
তস্মৈ দত্তং পুরা জ্ঞানং কৃষ্ণেন পরমাত্মনা ।
অতীবনির্জ্জনে রম্যে গোলোকে রাসমণ্ডলে ॥ ২০
তত্রৈব কথিতং কিঞ্চিৎ স্বগুণোৎকীর্ত্তনং পুনঃ ।
ধর্ম্মায় কথয়ামাস শিবলোকে শিবঃ স্বয়ম্ ॥ ২১
ধর্ম্মস্তং কথয়ামাস পুষ্করে ভাস্করায় চ ।
যমারাধ্য মম পিতা মাং প্রাপ তপসা সতি ॥ ২২
পূর্ব্বং স্ববিষয়ঞ্চাহং ন গৃহ্লামি প্রযত্নতঃ ।
বৈরাগ্যযুক্তস্তপসে গন্তুমিচ্ছামি সুব্রতে ॥ ২৩
তদা মাং কথয়ামাস পিতা তদ্গুণকীর্ত্তনম্ ।
যথাগমং তদ্বদামি নিবোধাতীব দুর্গমম্ ॥ ২৪
তদ্গুণং স ন জানাতি তদন্যস্য চ কা কথা ।
যথাকাশো ন জানাতি স্বান্তমেব বরাননে ॥ ২৫
সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ সর্ব্বকারণকারণম্ ।
সর্ব্বেশ্বরশ্চ সর্ব্বাদ্যঃ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বরূপধৃক্ ॥ ২৬
নিত্যরূপী নিত্যদেহী নিত্যানন্দো নিরাকৃতিঃ ।
নিরঙ্কুশশ্চ নিঃশঙ্কো নির্গুণশ্চ নিরাশ্রয়ঃ ॥ ২৭
নির্লিপ্তঃ সর্ব্বসাক্ষী চ সর্ব্বাধারঃ পরাৎপরঃ ।
তদ্বিকারা চ প্রকৃতিস্তদ্বিকারাশ্চ প্রাকৃতাঃ ॥ ২৮
স্বয়ং পুমাংশ্চ প্রকৃতিঃ স্বয়ঞ্চ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
রূপং বিধত্তেঽরূপশ্চ ভক্তানুগ্রহহেতবে ॥ ২৯
অতীব কমনীয়ঞ্চ সুন্দরং সুমনোহরম্ ।
নবীননীরদশ্যামং কিশোরং গোপবেশকম্ ॥ ৩০
কন্দর্পকোটিলাবণ্য-লীলাধামমনোহরম্ ।
শরন্মধ্যাহ্নপদ্মানাং শোভামোচনলোচনম্ ॥ ৩১
শরৎপার্ব্বণকোটীন্দুশোভাপ্রচ্ছাদনাননম্ ।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ-রত্নাভরণভূষিতম্ ॥ ৩২
সস্মিতং শোভিতং শশ্বদমূল্যপীতবাসসা ।
পরংব্রহ্মস্বরূপঞ্চ জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা ॥ ৩৩
সুখদৃশ্যঞ্চ শান্তঞ্চ রাধাকান্তমনন্তকম্ ।
গোপীভির্বীক্ষ্যমাণঞ্চ সাস্মিতাভিঃ সমন্ততঃ ॥ ৩৪
রাসমণ্ডলমধ্যস্থং রত্নসিংহাসনস্থিতম্ ।
বংশীং ক্বণন্তং দ্বিভুজং বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ৩৫
কৌস্তুভেন মণীন্দ্রেণ শশ্বদ্বক্ষঃস্থলোজ্জ্বলম্ ।
কুঙ্কুমাবীরকস্তূরী-চন্দনার্চ্চিতবিগ্রহম্ ॥ ৩৬

চারুচম্পকমালাঢ্যং মালতীমাল্যমণ্ডিতম্ ।
চারুচম্পকশোভাঢ্যং চূড়াবঙ্কিমরাজিতম্ ॥ ৩৭
এবম্ভূতঞ্চ ধ্যায়ন্তে ভক্তা ভক্তিপরিপ্লুতাঃ ।
যদ্ভয়াজ্জগতাং ধাতা বিধত্তে সৃষ্টিমেব চ ॥ ৩৮
কর্ম্মানুরূপলিখনং করোতি সর্ব্বকর্ম্মিণাম্ ।
তপসাং ফলদাতা চ কর্ম্মণাঞ্চ যদাজ্ঞয়া ॥ ৩৯
বিষ্ণুঃ পাতা চ সর্ব্বেষাং যদ্ভয়াৎ পাতি সন্ততম্ ।
কালাগ্নিরুদ্রঃ সংহর্ত্তা সর্ব্ববিশ্বেষু যদ্ভয়াৎ ॥ ৪০
শিবো মৃত্যুঞ্জয়শ্চৈব জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ ।
যজ্জ্ঞানদানাৎ সিদ্ধেশো যোগীশঃ সর্ব্ববিৎস্বয়ম্ ॥
পরমানন্দযুক্তশ্চ ভক্তিবৈরাগ্যসংযুতঃ ।
যৎপ্রসাদাদ্বাতি বাতঃ প্রবরঃ শীঘ্রগামিণাম্ ॥ ৪২
তপনশ্চ প্রতপতি যদ্ভয়াৎ সন্ততং সতি ।
যদাজ্ঞয়া বর্ষতীন্দ্রো মৃত্যুশ্চরতি জন্তুষু ॥ ৪৩
যদাজ্ঞয়া দহেদ্বহ্নির্জলমেব সুশীতলম্ ।
দিশো রক্ষন্তি দিক্পালা মহাভীতা যদাজ্ঞয়া ॥৪৪
ভ্রমন্তি রাশিচক্রঞ্চ গ্রহাশ্চ যদ্ভয়েন চ ।
ভয়াৎ ফলন্তি বৃক্ষাশ্চ পুষ্পন্ত্যপি চ যদ্ভয়াৎ ॥ ৪৫
ভয়াৎ ফলানি পক্কানি নিস্ফলাস্তরবো ভয়াৎ ।
যদাজ্ঞয়া স্থলস্থাশ্চ ন জীবন্তি জলেষু চ ॥ ৪৬
তথা স্থলে জলস্থাশ্চ ন জীবন্তি যদাজ্ঞয়া ।
অহং নিয়মকর্ত্তা চ ধর্ম্মাধর্ম্মস্য যদ্ভয়াৎ ॥ ৪৭
কালশ্চ কালয়েৎ সর্ব্বং ভ্রমত্যেব যদাজ্ঞয়া ।
অকালে নাহরেৎ কালো মৃত্যুশ্চ যদ্ভয়েন চ ॥ ৪৮
জ্বলদগ্নৌ পতন্তঞ্চ গভীরে চ জলার্ণবে ।
বৃক্ষাগ্রাৎ তীক্ষ্ণখড়্গে চ সর্পাদীনাং মুখেষু চ ॥৪৯
নানাশস্ত্রাস্ত্রবিদ্ধঞ্চ রণেষু বিষমেষু চ ।
পুষ্পচন্দনতল্পে চ বন্ধুবর্গৈশ্চ রক্ষিতম্ ।
শয়ানং তন্ত্রমন্ত্রৈশ্চ কালে কালো হরেদ্ভয়াৎ ॥ ৫০
ধত্তে বায়ুস্তোয়রাশিং তোয়ং কূর্ম্মং যদাজ্ঞয়া ॥ ৫১
কূর্ম্মোঽনন্তং স চ ক্ষৌণীং সমুদ্রান্ সপ্ত পর্ব্বতান্
সর্ব্বাংশ্চৈব ক্ষমারূপা নানারত্নং বিভর্ত্তি চ ॥ ৫২
যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি লীয়ন্তেঽন্তে চ তত্র চ ।
ইন্দ্রায়ুশ্চৈব দিব্যানাং যুগানামেকসপ্ততিঃ ॥ ৫৩
অষ্টাবিংশচ্ছক্রপাতে ব্রহ্মণশ্চৈত্যহর্নিশম্ ।
অষ্টাধিকে পঞ্চশতে সহস্রে পঞ্চবিংশতৌ ॥ ৫৪
যুগে নরাণাং শক্রায়ুরেবং সংখ্যাবিদো বিদুঃ ।
এবং ত্রিংশদ্দিনৈর্মাসো দ্বাভ্যাস্তাভ্যামৃতুঃ স্মৃতঃ॥৫৫
ঋতুভিঃ ষড়্ভিরেবাব্দঃ শতাব্দং ব্রহ্মণো বয়ঃ ।
ব্রহ্মণশ্চ নিপাতে চ চক্ষুরুন্মীলনং হরেঃ ॥ ৫৬
চক্ষুর্নিমীলনে তস্য লয়ং প্রাকৃতিকং বিদুঃ ॥ ৫৭
প্রলয়ে প্রাকৃতাঃ সর্ব্বে দেবাদ্যাশ্চ চরাচরাঃ ।
লীনা ধাতরি ধাতা চ শ্রীকৃষ্ণনাভিপঙ্কজে ॥ ৫৮
বিষ্ণুঃ ক্ষীরোদশায়ী চ বৈকুণ্ঠে যশ্চতুর্ভুজঃ ।
বিলীনো বামপার্শ্বে চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৫৯
রুদ্রাদ্যা ভৈরবাদ্যাশ্চ যাবন্তশ্চ শিবানুগাঃ ।
শিবাধারে শিবে লীনা জ্ঞানানন্দে সনাতনে ॥ ৬০
জ্ঞানাধিদেবঃ কৃষ্ণস্য মহাদেবঃ স চাত্মনঃ ।
তস্য জ্ঞানে বিলীনশ্চ বভূব চ ক্ষণং হরেঃ ॥ ৬১
দুর্গায়াং বিষ্ণুমায়ায়াং বিলীনাঃ সর্ব্বশক্তয়ঃ ।
সা চ কৃষ্ণস্য বুদ্ধৌ চ বুদ্ধ্যধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ৬২
নারায়ণাংশঃ স্কন্দশ্চ লীনো বক্ষসি তস্য চ ।
শ্রীকৃষ্ণাংশশ্চ তদ্বাহৌ দেবাধীশো গণেশ্বরঃ ॥৬৩
পদ্মাংশাশ্চাপি পদ্মায়াং সা রাধায়াঞ্চ সুব্রতে ।
গোপ্যশ্চাপি চ তস্যাঞ্চ সর্ব্বাশ্চ দেবযোষিতঃ ॥ ৬৪
কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী সা তস্য প্রাণেষু সা স্থিতা ।
সাবিত্রী চ সরস্বত্যাং বেদশাস্ত্রাণি যানি চ ॥ ৬৫
স্থিতা বাণী চ জিহ্বায়াং তস্যৈব পরমাত্মনঃ ।
গোলোকস্য চ গোপাশ্চ বিলীনাস্তস্য লোমসু ॥ ৬৬
তৎপ্রাণেষু চ সর্ব্বেষাং প্রাণা বাতা হুতাশনঃ ।
জঠরাগ্নৌ বিলীনশ্চ জলং তদ্রসনাগ্রতঃ ॥ ৬৭
বৈষ্ণবাশ্চরণাম্ভোজে পরমানন্দসংযুতাঃ ।
সারাৎসারতরা ভক্তি-রসপীযূষপায়িনঃ ।
বিরাট্ ক্ষুদ্রশ্চ মহতি লীনঃ কৃষ্ণে মহান্ বিরাট্ ॥
যস্যৈব লোমকূপেষু বিশ্বানি নিখিলানি চ ।
যস্য চক্ষুর্নিমেষেণ মহাংশ্চ প্রলয়ো ভবেৎ ॥ ৬৯
চক্ষুরুন্মীলনে সৃষ্টির্যস্যৈব পুনরেব চ ।
যাবৎকালো নিমেষেণ তাবদুন্মীলনে বয়ঃ ॥ ৭০
ব্রহ্মণশ্চ শ ব্দে চ সৃষ্টিস্তত্র লয়ঃ পুনঃ ।
ব্রহ্মসৃষ্টিলয়ানাঞ্চ সংখ্যা নাস্ত্যেব সুব্রতে ।
যথা ভূরজসাঞ্চৈবাসংখ্যানাঞ্চ নিশাময় ॥ ৭১
চক্ষুর্নিমেষে প্রলয়ো যস্য সর্ব্বান্তরাত্মনঃ ।
উন্মীলনে পুনঃ সৃষ্টির্ভবেদেবেচ্ছয়া হরেঃ ॥ ৭২
তদ্গুণোৎকীর্ত্তনং বক্তুং ব্রহ্মাণ্ডেষু চ কঃ ক্ষমঃ
যথা শ্রুতং তাতবক্ত্রাৎ তথোক্তঞ্চ যথাগমম্ ।
মুক্তয়শ্চ চতুর্ব্বেদৈর্নিরুক্তাশ্চ চতুর্ব্বিধাঃ ॥ ৭৪

তৎপ্রধানা হরের্ভক্তির্মুক্তেরপি গরীয়সী।
সালোক্যদা হরেরেকা চান্যা সারূপ্যদা পরা ॥ ৭৫
সামীপ্যদা চ নির্ব্বাণ-দাত্রী চৈবমিতি স্মৃতিঃ।
ভক্তাস্তা ন হি বাঞ্ছন্তি বিনা তৎসেবনাদিকম্ ॥ ৭৬
সিদ্ধত্বমমরত্বঞ্চ ব্রহ্মত্বঞ্চাবহেলয়া।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-ভয়শোকাদিখণ্ডনম্ ॥ ৭৭
দিব্যরূপধারণঞ্চ নির্ব্বাণং মোক্ষদং বিদুঃ।
মুক্তিশ্চ সেবারহিতা ভক্তিঃ সেবাবিবর্দ্ধিনী।
ভক্তিমুক্ত্যোরয়ং ভেদো নিষেকলক্ষণং শৃণু ॥ ৭৮
বিদুর্ব্বুধা নিষেকঞ্চ ভোগঞ্চ কৃতকর্ম্মণাম্।
তৎখণ্ডনঞ্চ শুভদং শ্রীকৃষ্ণসেবনং পরম্ ॥ ৭৯
তত্ত্বজ্ঞানমিদং সাধ্বি সারঞ্চ লোকবেদয়োঃ।
বিঘ্নঘ্নং শুভদঞ্চোক্তং গচ্ছ বৎসে যথাসুখম্ ॥৮০
ইত্যুক্ত্বা সূর্য্যপুত্রশ্চ জীবয়িত্বা চ তৎপতিম্।
তস্যৈ শুভাশিষং দত্ত্বা গমনং কর্ত্তুমুদ্যতঃ ॥ ৮১
দৃষ্ট্বা যমঞ্চ গচ্ছন্তং সাবিত্রী তং প্রণম্য চ।
রুরোদ চরণে ধৃত্বা সদ্বিচ্ছেদোঽতিদুঃখদঃ ॥ ৮২
সাবিত্রীরোদনং দৃষ্ট্বা যম এব কৃপানিধিঃ।
তামিত্যুবাচ সন্তুষ্টো রুরোদ চাপি নারদ ॥ ৮৩

যম উবাচ।

লক্ষবর্ষং সুখং ভুক্ত্বা পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে।
অন্তে যাস্যসি গোলোকে শ্রীকৃষ্ণভবনং শুভে ॥৮৪
গত্বা চ স্বগৃহং ভদ্রে সাবিত্র্যাশ্চ ব্রতং কুরু।
দ্বিসপ্তবর্ষপর্য্যন্তং নারীণাং মোক্ষকারণম্ ॥ ৮৫
জ্যৈষ্ঠে কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং সাবিত্র্যাশ্চ ব্রতং শুভম্।
শুক্লাষ্টম্যাং ভাদ্রপদে মহালক্ষ্ম্যা ব্রতং শুভম্ ॥৮৬
দ্ব্যষ্টবর্ষব্রতঞ্চেদং প্রত্যব্দপক্ষমেব চ।
করোতি পরয়া ভক্ত্যা সা যাতি চ হরেঃ পদম্ ॥৮৭
প্রতিমঙ্গলবারে চ দেবীং মঙ্গলচণ্ডিকাম্।
প্রতিমাসং শুক্লষষ্ঠ্যাং ষষ্ঠীং মঙ্গলদায়িকাম্ ॥ ৮৮
তথা চাষাঢ়সংক্রান্ত্যাং মনসাং সর্ব্বসিদ্ধিদাম্।
রাধাং রাসে চ কার্ত্তিক্যাং কৃষ্ণপ্রাণাধিকাং প্রিয়াম্ ॥ ৮৯
উপোষ্য শুক্লাষ্টম্যাঞ্চ প্রতিমাসে বরপ্রদাম্।
বিষ্ণুমায়াং ভগবতীং দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্ ॥ ৯০
প্রকৃতিং জগদম্বাঞ্চ পতিপুত্রবতীষু চ।
পতিব্রতাসু শুদ্ধাসু যন্ত্রেষু প্রতিমাসু চ ॥ ৯১
যা নারী পূজয়েদ্ভক্ত্যা ধনসন্তানহেতবে।
ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা যাত্যন্তে শ্রীহরেঃ পদম্
ইত্যুক্ত্বা তাং ধর্ম্মরাজো জগাম নিজমন্দিরম্।
গৃহীত্বা স্বামিনং সা চ সাবিত্রী চ নিজালয়ম্ ॥ ৯৩
সাবিত্রী সত্যবন্তঞ্চ বৃত্তান্তঞ্চ যথাক্রমম্।
অন্যাংশ্চ কথয়ামাস বান্ধবাংশ্চৈব নারদ ॥ ৯৪
সাবিত্রীজনকঃ পুত্রান্ সম্প্রাপ চ ক্রমেণ চ।
শ্বশুরশ্চক্ষুষী রাজ্যং সা চ পুত্রান্ বরেণ চ ॥ ৯৫
লক্ষবর্ষং সুখং ভুক্ত্বা পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে।
জগাম স্বামিনা সার্দ্ধং গোলোকং সা পতিব্রতা ৯৬
সবিতুশ্চাধিদেবী সা মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
সবিত্রী চাপি বেদানাং সাবিত্রী তেন কীর্ত্তিতা॥৯৭
ইত্যেবং কথিতং বৎস সাবিত্র্যাখ্যানমুত্তমম্।
জীবকর্ম্মবিপাকশ্চ কিং পুনঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৯৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদসংবাদে সাবিত্র্যুপাখ্যানং
নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণস্যাত্মনশ্চৈব নির্গুণস্য নিরাকৃতেঃ।
সাবিত্রী-যমসংবাদে শ্রুতং সুনির্ম্মলং যশঃ ॥ ১
তদ্গুণোৎকীর্ত্তনং সত্যং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি লক্ষ্ম্যুপাখ্যানমীশ্বর ॥ ২
কেনাদৌ পূজিতা সাপি কিম্ভূতা কেন বা পুরা।
তদ্গুণোৎকীর্ত্তনং সত্যং বদ বেদবিদাং বর ॥ ৩

নারায়ণ উবাচ।

সৃষ্টেরাদৌ পুরা ব্রহ্মন্ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
দেবী বামাংশসম্ভূতা বভূব রাসমণ্ডলে ॥ ৪
অতীব সুন্দরী শ্যামা ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা।
যথা দ্বাদশবর্ষীয়া শশ্বৎসুস্থিরযৌবনা ॥ ৫
শ্বেতচম্পকবর্ণাভা সুখদৃশ্যা মনোহরা।
শরৎপার্ব্বণকোটীন্দু-প্রভাপ্রচ্ছাদনাননা ॥ ৬
শরন্মধ্যাহ্নপদ্মানাং শোভামোচনলোচনা।
সা চ দেবী দ্বিধা ভূতা সহসৈবেশ্বরেচ্ছয়া ॥ ৭
সমা রূপেণ বর্ণেন তেজসা বয়সা ত্বিষা।
যশসা বাসসা মূর্ত্ত্যা ভূষণেন গুণেন চ ৮

স্মিতেন বীক্ষণেনৈব বচসা গমনেন চ ।
মধুরেণ স্বরেণৈব নয়েনানুনয়েন চ ॥ ৯
তদ্বামাংশো মহালক্ষ্মীর্দক্ষিণাংশশ্চ রাধিকা ।
রাধাদৌ বরয়ামাস দ্বিভুজঞ্চ পরাৎপরম্ ॥ ১০
মহালক্ষ্মীশ্চ তৎপশ্চাৎ চকমে কমনীয়কম্ ।
কৃষ্ণস্তদ্গৌরবেণৈব দ্বিধারূপো বভূব হ ॥ ১১
দক্ষিণাংশশ্চ দ্বিভুজো বামাংশশ্চ চতুর্ভুজঃ ।
চতুর্ভুজায় দ্বিভুজো মহালক্ষ্মীং দদৌ পুরা ॥ ১২
লক্ষ্যতে দৃশ্যতে বিশ্বং স্নিগ্ধদৃষ্ট্যা যয়ানিশম্ ।
দেবীষু যা চ মহতী মহালক্ষ্মীশ্চ সা স্মৃতা ॥ ১৩
দ্বিভুজো রাধিকাকান্তো লক্ষ্যাঃ কান্তশ্চতুর্ভুজঃ ।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপৈশ্চ গোপৈর্গোপীভিরাবৃতঃ ॥ ১৪
চতুর্ভুজশ্চ বৈকুণ্ঠং প্রযযৌ পদ্ময়া সহ ।
সর্ব্বাংশেন সমৌ তৌ দ্বৌ কৃষ্ণনারায়ণৌ পরৌ ॥
মহালক্ষ্মীশ্চ যোগেন নানারূপা বভূব সা ।
বৈকুণ্ঠে চ মহালক্ষ্মীঃ পরিপূর্ণতমা পরা ॥ ১৬
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চ সর্ব্বসৌভাগ্যসংযুতা ।
প্রেম্ণা সা চ প্রধানঞ্চ সর্ব্বাসু রমণীষু চ ॥ ১৭
স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ শক্রসম্পৎস্বরূপিণী ।
পাতালেষু চ মর্ত্ত্যেষু রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসু ॥ ১৮
গৃহলক্ষ্মীর্গৃহেষ্বেব গৃহিণী চ কলাংশয়া ।
সম্পৎস্বরূপা গৃহিণাং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলা ॥ ১৯
গবাং প্রসূঃ সা সুরভী দক্ষিণা যজ্ঞকামিনী ।
ক্ষীরোদসিন্ধুকন্যা সা শ্রীরূপা পদ্মিনীষু চ ॥ ২০
শোভারূপা চ চন্দ্রে চ সূর্য্যমণ্ডলমণ্ডিতা ।
বিভূষণেষু রত্নেষু ফলেষু চ জলেষু চ ॥ ২১
নৃপেষু নৃপপত্নীষু দিব্যস্ত্রীষু গৃহেষু চ ।
সর্ব্বশস্যেষু বস্ত্রেষু স্থানেষু সংস্কৃতেষু চ ॥ ২২
প্রতিমাসু চ দেবানাং মঙ্গলেষু ঘটেষু চ ।
মাণিক্যেষু চ মুক্তাসু মাল্যেষু চ মনোহরা ॥ ২৩
মণীন্দ্রেষু চ হীরেষু ক্ষীরেষু চন্দনেষু চ ।
বৃক্ষশাখাসু রম্যাসু নবমেঘেষু বস্তুষু ॥ ২৪
বৈকুণ্ঠে পূজিতা সাদৌ দেবী নারায়ণেন চ ।
দ্বিতীয়ে ব্রহ্মণা ভক্ত্যা তৃতীয়ে শঙ্করেণ চ ॥ ২৫
বিষ্ণুনা পূজিতা সা চ ক্ষীরোদে ভারতে মুনে ।
স্বায়ম্ভুবেন মনুনা মানবেন্দ্রেশ্চ সর্ব্বতঃ ॥ ২৬
ঋষীন্দ্রৈশ্চ মুনীন্দ্রৈশ্চ সদ্ভিশ্চ গৃহিভির্ভবে ।
গন্ধর্ব্বাদ্যৈশ্চ নাগাদ্যৈঃ পাতালেষু চ পূজিতা ॥২৭

শুক্লাষ্টম্যাং ভাদ্রপদে কৃতা পূজা চ ব্রহ্মণা ।
ভক্ত্যা চ পক্ষপর্য্যন্তং ত্রিষু লোকেষু নারদ ॥ ২৮
চৈত্রে পৌষে চ ভাদ্রে চ পুণ্যে মঙ্গলবাসরে
বিষ্ণুনা নির্ম্মিতা পূজা ত্রিষু লোকেষু ভক্তিতঃ ॥২৯
বর্ষান্তে পৌষসংক্রান্ত্যাং মেধ্যামাবাহ্য * প্রাঙ্গণে
মনুস্তাং পূজয়ামাস সা ভূতা ভুবনত্রয়ে ॥ ৩০
রাজেন্দ্রেণ পূজিতা সা মঙ্গলেনৈব মঙ্গলা ।
কেদারেণৈব বীরেণ বলেন † সুবলেন চ ॥ ৩১
ধ্রুবেণোত্তানপাদেন শক্রেণ বলিনা তথা ।
কশ্যপেন চ দক্ষেণ মনুনা চ বিবস্বতা ॥ ৩২
প্রিয়ব্রতেন চন্দ্রেণ কুবেরেণৈব বায়ুনা ।
যমেন বহ্নিনা চৈব বরুণেনৈব পূজিতা ॥ ৩৩
এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বৈশ্চ বন্দিতা পূজিতা সদা ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিদেবী সা সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী ॥ ৩৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদসংবাদে লক্ষ্ম্যুপাখ্যানে
পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

নারায়ণপ্রিয়া সা চ বরা বৈকুণ্ঠবাসিনী ।
বৈকুণ্ঠাধিষ্ঠাতৃদেবী মহালক্ষ্মীঃ সনাতনী ॥ ১
কথং বভূব সা দেবী পৃথিব্যাং সিন্ধুকন্যকা ।
কিং তদ্ধ্যানঞ্চ কবচং সর্ব্বঃ পূজাবিধিক্রমঃ ॥ ২
পুরা কেন স্তুতাদৌ সা তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩

নারায়ণ উবাচ ।

পুরা দুর্ব্বাসসঃ শাপাদ্‌ভ্রষ্টশ্রীশ্চ পুরন্দরঃ ।
বভূব দেবসঙ্ঘশ্চ মর্ত্ত্যলোকশ্চ নারদ ॥ ৪
লক্ষ্মীঃ স্বর্গাদিকং ত্যক্ত্বা রুষ্টা পরমদুঃখিতা ।
গত্বা লীনা চ বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্ম্যাঞ্চ নারদ ॥ ৫
তদা শোকাদ্‌যযুর্দেবা দুঃখিতা ব্রহ্মণঃ সভাম্ ।
ব্রহ্মাণঞ্চ পুরস্কৃত্য যযুর্বৈকুণ্ঠমেব চ ॥ ৬
বৈকুণ্ঠে শরণাপন্না দেবা নারায়ণে পরে ।
অতীব দৈন্যযুক্তাশ্চ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকাঃ ॥ ৭

---

* আরোপ্য ইতি বা পাঠঃ ।
† নীলেন নলেনেতি চ পাঠঃ ।

তদা লক্ষ্মীশ্চ কলয়া পুরা নারায়ণাজ্ঞয়া।
বভূব সিন্ধুকন্যা সা শক্রসম্পৎস্বরূপিণী ॥ ৮
তথা মথিত্বা ক্ষীরোদং দেবা দৈত্যগণৈঃ সহ।
সম্প্রাপ্য চ বরং লক্ষ্ম্যাস্তাঞ্চ তত্র দদর্শ চ ॥ ৯
সুরাদিভ্যো বরং দত্ত্বা বরমন্যঞ্চ বিষ্ণবে।
দদৌ প্রসন্নবদনা তুষ্টা ক্ষীরোদশায়িনে ॥ ১০
দেবাশ্চাপ্যসুরগ্রস্তং রাজ্যং প্রাপুশ্চ তদ্বরাৎ।
তাং সম্পূজ্য চ সংস্তূয় সর্ব্বত্র চ দিবৌকসঃ ॥১১

নারদ উবাচ।

কথং শশাপ দুর্ব্বাসা মুনিশ্রেষ্ঠঃ পুরন্দরম্।
কেন দোষেণ বা ব্রহ্মন্ ব্রহ্মিষ্ঠং ব্রহ্মবিৎ পুরা ॥ ১২
মমন্থে কেন রূপেণ জলধিস্তৈঃ সুরাদিভিঃ।
কেন স্তোত্রেণ সা দেবী শক্রসাক্ষাদ্বভূব হ ॥ ১৩
কো বা তয়োশ্চ সংবাদো বভূব তদ্বদ প্রভো ॥ ১৪

নারায়ণ উবাচ।

মধুপানপ্রমত্তশ্চ ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ পুরা।
ক্রীড়াং চকার রহসি রম্ভয়া সহ কামুকঃ ॥ ১৫
কৃত্বা ক্রীড়াং তয়া সার্দ্ধং কামুক্যা হৃতচেতনঃ।
তস্থৌ তত্র মহারণ্যে কামোন্মথিতচেতনঃ ॥ ১৬
কৈলাসশিখরং যান্তং বৈকুণ্ঠাদৃষিপুঙ্গবম্।
দুর্ব্বাসসং দদর্শেন্দ্রো জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা ॥ ১৭
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড-সহস্রপ্রভমীশ্বরম্।
প্রতপ্তকাঞ্চনাকার-জটাভারমহোজ্জ্বলম্।
শুক্লযজ্ঞোপবীতঞ্চ চীরং দণ্ডং কমণ্ডলুম্।
মহোজ্জ্বলঞ্চ তিলকং বিভ্রতং চন্দ্রসন্নিভম্ ॥ ১৯
সমন্বিতং শিষ্যলক্ষৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ।
দৃষ্ট্বা ননাম শিরসা সম্ভ্রমাৎ তং পুরন্দরঃ ॥ ২০
শিষ্যবর্গঞ্চ ভক্ত্যা চ তুষ্টাব চ মুদান্বিতঃ।
মুনিনা চ সশিষ্যেণ তস্মৈ দত্তাঃ শুভাশিষঃ ॥ ২১
বিষ্ণুদত্তং পারিজাতপুষ্পঞ্চ সুমনোহরম্।
জরা-মৃত্যু-রোগ-শোকহরং মোক্ষকরং পরম্ ॥২২
শক্রঃ পুষ্পং গৃহীত্বা চ প্রমত্তো রাজসম্পদা।
ভ্রমেণ স্থাপয়ামাস তদেব হস্তিমস্তকে ॥ ২৩
হস্তী তৎস্পর্শমাত্রেণ রূপেণ চ গুণেন চ।
তেজসা বয়সা কান্ত্যা বিষ্ণুতুল্যো বভূব সঃ ॥ ২৪
ত্যক্তশক্রো গজেন্দ্রশ্চ জগাম ঘোরকাননম্।
ন শশাক মহেন্দ্রস্তং রক্ষিতুং তেজসা মুনে ॥ ২৫
তং পুষ্পং ত্যক্তবন্তঞ্চ দৃষ্ট্বা শক্রং মুনীশ্বরঃ।
তমুবাচ মহারুষ্টঃ শশাপ স রুষান্বিতঃ ॥ ২৬
অরে শ্রিয়া প্রমত্তস্ত্বং কথং মামবমন্যসে।
মদ্দত্তপুষ্পং দত্তঞ্চ গর্ব্বেণ হস্তিমস্তকে ॥ ২৭
বিষ্ণোর্নিবেদিতং পুষ্পং নৈবেদ্যং বা ফলং জলম্
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং ত্যাগেন ব্রহ্মহা জনঃ ॥২৮
ভ্রষ্টশ্রীর্ভ্রষ্টবুদ্ধিশ্চ ভ্রষ্টজ্ঞানো ভবেন্নরঃ।
যস্ত্যজেদ্বিষ্ণুনৈবেদ্যং ভাগ্যেনোপস্থিতং শুভম্ ॥
প্রাপ্তিমাত্রেণ যো ভুঙ্‌ক্তে ভক্ত্যা বিষ্ণুনিবেদিতম্
পুংসাং শতং সমুদ্ধৃত্য জীবন্মুক্তঃ স্বয়ং ভবেৎ ॥৩০
বিষ্ণুনৈবেদ্যভোজী যো নিত্যন্তু প্রণমেদ্ধরিম্।
পূজয়েৎ স্তৌতি বা ভক্ত্যা স বিষ্ণুসদৃশো ভবেৎ
তৎস্পর্শবায়ুনা সদ্যস্তীর্থৌঘশ্চ বিশুধ্যতি।
তৎপাদরজসা মূঢ় সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা ॥ ৩২
পুংশ্চল্যন্নমবীরান্নং শূদ্রশ্রাদ্ধান্নমেব চ।
যদ্ধরেরনিবেদ্যঞ্চ বৃথামাংসমভক্ষ্যকম্ ॥ ৩৩
শিবলিঙ্গপ্রদত্তান্নং যদন্নং শূদ্রযাজিনাম্।
চিকিৎসকদ্বিজানাঞ্চ দেবলান্নং তথৈব চ ॥ ৩৪
কন্যাবিক্রয়িণামন্নং যদন্নং যোনিজীবিনাম্।
অনুষ্ণান্নং পর্য্যুষিতং সর্ব্বভক্ষ্যাবশেষকম্ ॥ ৩৫
শূদ্রাপতিদ্বিজানাঞ্চ বৃষবাহদ্বিজান্নকম্।
অদীক্ষিতদ্বিজানাঞ্চ যদন্নং শবদাহিনাম্ ॥ ৩৬
অগম্যাগামিনাঞ্চৈব দ্বিজানামন্নমেব চ।
মিত্রদ্রুহাং কৃতঘ্নানামন্নং বিশ্বাসঘাতিনাম্ ॥ ৩৭
মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদানাঞ্চ ব্রাহ্মণানাং তথৈব।
এতৎ সর্ব্বং বিশুধ্যেত বিষ্ণুনৈবেদ্যভক্ষণাৎ ॥৩৮
বিষ্ণুসেবী স্বকীয়ানাং বংশানাং কোটিমুদ্ধরেৎ।
হরেরভক্তো বিপ্রশ্চ স্বঞ্চ রক্ষিতুমক্ষমঃ ॥ ৩৯
অজ্ঞানাদ্‌যদি গৃহ্নাতি বিষ্ণোর্নির্ম্মাল্যমেব চ।
সপ্তজন্মার্জ্জিতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৪০
জ্ঞাত্বা ভক্ত্যা চ গৃহ্লাতি বিষ্ণোর্নৈবেদ্যমেব চ।
কোটিজন্মার্জ্জিতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৪১
যস্মাৎ সংস্থাপিতং পুষ্পং গর্ব্বেণ হস্তিমস্তকে।
তস্মাদ্‌যুষ্মান্ পরিত্যজ্য যাতু লক্ষ্মীর্হরেঃ পরম্ ॥
নারায়ণস্য ভক্তোঽহং ন বিভেমীশ্বরং বিধিম্।
কালং মৃত্যুং জরাঞ্চৈব কানন্যান্ গণয়ামি চ ॥৪৩
কিং করিষ্যতি তে তাতঃ কশ্যপশ্চ প্রজাপতিঃ।
বৃহস্পতির্গুরুশ্চৈব নিঃশঙ্কস্য চ মে হরেঃ ॥ ৪৪
ইদং পুষ্পং যস্য মূর্দ্ধ্নি তস্যৈব পূজনং পুরঃ।

মূর্দ্ধচ্ছেদে শিবশিশোশ্ছিত্ত্বেদং যোজয়িষ্যতি ॥ ৪৫
ইতি শ্রুত্বা মহেন্দ্রশ্চ ধৃত্বা তচ্চরণদ্বয়ম্।
উচ্চৈ রুরোদ শোকার্ত্তস্তমুবাচ ভয়াকুলঃ॥ ৪৬
ইন্দ্র উবাচ।
দত্তঃ সমুচিতঃ শাপো মহ্যং মত্তায় তে প্রভো।
হৃতা ত্বয়া চেৎ সম্পত্তিঃ কিয়জ্‌জ্ঞানঞ্চ দেহি মে।
ঐশ্বর্য্যং বিপদাং বীজং জ্ঞানপ্রচ্ছন্নকারণম্।
মুক্তিমার্গার্গলং দার্ঢ্যহরিভক্তিব্যবায়কম্ ॥ ৪৮
জন্ম-মৃত্যু-জরা-রোগ-শোক-ভীতাঙ্কুরং পরম্।
সম্পত্তিতিমিরান্ধঞ্চ মুক্তিমার্গং ন পশ্যতি ॥ ৪৯
সম্পন্মত্তঃ সুমূঢ়শ্চ সুরামত্তঃ সচেতনঃ।
বান্ধবৈর্ব্বেষ্টিতঃ সোঽপি বন্ধুদ্বেষকরো মুনে ॥ ৫০
সম্পন্মদপ্রমত্তশ্চ বিষয়ান্ধশ্চ বিহ্বলঃ।
মহাকামী রাজসিকঃ সত্ত্বমার্গং ন পশ্যতি ॥ ৫১
দ্বিবিধো বিষয়ান্ধশ্চ রাজসস্তামসঃ স্মৃতঃ।
অশাস্ত্রজ্ঞস্তামসশ্চ শাস্ত্রজ্ঞো রাজসঃ স্মৃতঃ ॥ ৫২
শাস্ত্রে চ দ্বিবিধং মার্গং দর্শয়েন্মুনিপুঙ্গব।
প্রবৃত্তিবীজমেকঞ্চ নিবৃত্তেঃ কারণং পরম্ ॥ ৫৩
চরন্তি জীবিনশ্চাদৌ প্রবৃত্তৌ দুঃখবর্ত্মনি।
স্বচ্ছন্দে চ প্রসন্নে চ নির্ব্বিরোধে চ সন্ততম্ ॥ ৫৪
আপাতমধুনো লোভাৎ ক্লেশে চ সুখমানিনঃ।
পরিণামনাশবীজে জন্ম-মৃত্যু-জরাকরে ॥ ৫৫
অনেকজন্মপর্য্যন্তং কৃত্বা চ ভ্রমণং মুদা।
স্বকর্ম্মবিহিতায়াঞ্চ নানাযোন্যাং ক্রমেণ চ ॥ ৫৬
ততঃ কৃষ্ণানুগ্রহাচ্চ সৎসঙ্গং লভতে জনঃ।
সহস্রেষু শতেষ্বেকো ভবাব্ধিপারকারণম্ ॥ ৫৭
সাধুঃ সত্ত্বপ্রদীপেন মুক্তিমার্গং প্রদর্শয়েৎ।
তদা করোতি যত্নঞ্চ জীবী বন্ধনখণ্ডনে ॥ ৫৮
অনেকজন্মযোগেন তপসানশনেন চ।
তদা লভেন্মুক্তিমার্গং নির্ব্বিঘ্নং সুখদং পরম্ ॥৫৯
ইদং শ্রুতং গুরোর্ব্বক্ত্রাৎ প্রসঙ্গাবসরেণ চ।
ন হি পৃষ্টমতোঽন্যচ্চ জঞ্জালজালবেষ্টিতঃ ॥ ৬০
অধুনা বিধিনা দত্তো বিপত্তো জ্ঞানসাগরঃ।
সম্পদ্রূপা বিপদিয়ং মম নিস্তারকারিণী ॥ ৬১
জ্ঞানসিন্ধো দীনবন্ধো মহ্যং দীনায় সাম্প্রতম্।
দেহি কিঞ্চিজ্‌জ্ঞানসারং ভবপারং দয়ানিধে ॥৬২
ইন্দ্রস্য বচনং শ্রুত্বা প্রহস্য জ্ঞানিনাং গুরুঃ।
জ্ঞানং কথিতুমারেভে হৃতিতুষ্টঃ সনাতনঃ ॥ ৬২

মুনিরুবাচ।
অহো মহেন্দ্র মঙ্গল্যং মার্গেষ্টং দ্রষ্টুমিচ্ছসি।
আপাতদুঃখবীজঞ্চ পরিণামসুখাবহম্ ॥ ৬৪
স্বগর্ভযাতনানাশ পীড়াখণ্ডনকারণম্!
দুষ্পারাসারদুর্ব্বার-সংসারার্ণবতারণম্ ॥ ৬৫
কর্ম্মবৃক্ষাঙ্কুরচ্ছেদ-কারণং সর্ব্বতারণম্।
সন্তোষসন্ততিকরং প্রবরং সর্ব্ববর্ত্মনাম্ ॥ ৬৬
দানেন তপসা বাপি ব্রতেনানশনাদিনা।
কর্ম্মণা স্বর্গভোগাদিসুখং ভবতি জীবিনাম্ ॥ ৬৭
পূর্ব্বকাম্যকর্ম্মণাঞ্চ মূলং সঞ্ছিদ্য যত্নতঃ।
অধুনেদং মোক্ষবীজং সঙ্কল্পাভাব এব চ ॥ ৬৮
যৎ কর্ম্ম সাত্ত্বিকং কুর্য্যাদসঙ্কল্পিতমেব চ।
সর্ব্বং কৃষ্ণার্পণং কৃত্বা পরে ব্রহ্মণি লীয়তে ॥ ৬৯
সাংসারিকাণামেতত্তু নির্ব্বাণমোক্ষণং বিদুঃ।
নেচ্ছন্তি বৈষ্ণবাস্তত্তু সেবাবিরহকাতরাঃ ॥ ৭০
সেবাং কুর্ব্বন্তি তে নিত্যং বিধায় দেহমুত্তমম্।
গোলোকে বাপি বৈকুণ্ঠে ভক্তৈব পরমাত্মনঃ ॥৭১
হরিসেবাদিরূপাঞ্চ মুক্তিমিচ্ছন্তি বৈষ্ণবাঃ।
জীবন্মুক্তাশ্চ তে শক্র স্বকুলোদ্ধারকারিণঃ ॥ ৭২
স্মরণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোরর্চ্চনং পাদসেবনম্।
বন্দনং স্তবনং নিত্যং ভক্ত্যা নৈবেদ্যভক্ষণম্ ॥৭৩
চরণোদকপানঞ্চ তন্মন্ত্রজপনং পরম্।
ইদং নিস্তারবীজঞ্চ সর্ব্বেষামীপ্সিতং ভবেৎ ॥৭৪
ইদং মৃত্যুঞ্জয়ং জ্ঞানং দত্তং মৃত্যুঞ্জয়েন মে।
তচ্ছিষ্যোঽহঞ্চ নিঃশঙ্কস্তৎপ্রসাদাচ্চ সর্ব্বতঃ ॥৭৫
স জন্মদাতা স গুরুঃ স চ বন্ধুঃ সতাং পরঃ।
যো দদাতি হরের্ভক্তিং ত্রৈলোক্যে চ সুদুর্লভাম্
দর্শয়েদন্যমার্গঞ্চ শ্রীকৃষ্ণসেবনং বিনা।
স চ তং নাশয়ত্যেবং ধ্রুবং তদ্বধভাগ্‌ভবেৎ ॥৭৭
সন্ততং জপতাং কৃষ্ণনাম মঙ্গলকারণম্।
মঙ্গলং বর্দ্ধতে নিত্যং ন ভবেদায়ুষো ব্যয়ঃ ॥৭৮
তেভ্যোঽভ্যুপৈতি কালশ্চ মৃত্যুশ্চ রোগ এব চ।
সন্তাপশ্চৈব শোকশ্চ বৈনতেয়াদিবোরোগাঃ ॥৭৯
কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকশ্চ ব্রাহ্মণঃ শ্বপচোঽপি বা।
ব্রহ্মলোকং সমুল্লঙ্ঘ্য যাতি গোলোকমুত্তমম্ ॥৮০
ব্রহ্মণা পূজিতঃ সোঽপি মধুপর্কাদিনা চ বৈ।
স্তুতঃ সুরৈশ্চ সিদ্ধৈশ্চ পরমানন্দভাবনঃ॥ ৮১
জ্ঞানসারং তপঃসারং ব্রহ্মসারং পরং শিবম্।

শিবেনোক্তং যোগসারং শ্রীকৃষ্ণপাদসেবনম্ ॥৮২
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যৈব স্বপ্নবং।
ভজ সত্যং পরং ব্রহ্ম রাধেশং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥৮৭
অতীব সুখদং সারং ভক্তিদং মুক্তিদং পরম্।
সিদ্ধিযোগপ্রদঞ্চৈব দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্ ॥ ৮৪
যোগিনামপি সিদ্ধানাং যতীনাঞ্চ তপস্বিনাম্।
সর্ব্বেষাং কর্ম্মভোগোঽস্তি ন নারায়ণসেবিনাম্ ॥
ভস্মসাচ্চ ভবেৎ পাপং যত্নুপস্পর্শমাত্রতঃ।
জ্বলদগ্নৌ পাতিতে যথা শুষ্কেন্ধনং তথা ॥ ৮৬
ততো রোগা বিবেপন্তে পাপানি চ ভয়ানি চ।
দূরতশ্চ পলায়ন্তে যমদূতা যথা ভয়াৎ ॥ ৮৭
তাবন্নিবদ্ধঃ সংসারে কারাগারে বিধের্জ্জনঃ।
ন যাবৎ কৃষ্ণমন্ত্রঞ্চ প্রাপ্নোতি গুরুবক্ত্রতঃ ॥ ৮৮
কৃতকর্ম্মভোগরূপ-নিগড়চ্ছেদকারণম্।
মায়াজালোচ্ছেদকরং মায়াপাশনিকৃন্তনম্ ॥ ৮৯
গোলোকমার্গসোপানং নিস্তারবীজকারণম্।
ভক্ত্যঙ্কুরস্বরূপঞ্চ নিত্যং বৃদ্ধমনশ্বরম্ ॥ ৯০
সারঞ্চ সর্ব্বতপসাং যোগানাঞ্চ তথৈব চ।
সিদ্ধীনাং বেদপাঠানাং ব্রতাদীনাঞ্চ নিশ্চিতম্ ॥৯১
দানানাং তীর্থস্নানানাং যজ্ঞাদীনাং পুরন্দর।
পূজানামুপবাসানামিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ৯২
পুংসাং লক্ষং পিতৃণাঞ্চ শতং মাতামহস্য চ।
পূর্ব্বং পরঞ্চ তৎসংখ্যং পিতরং মাতরং গুরুম্ ॥
সহোদরং কলত্রঞ্চ বন্ধুং শিষ্যঞ্চ কিঙ্করম্।
সমুদ্ধরেচ্চ শ্বশুরং শ্বশ্রূং কন্যাঞ্চ তৎসুতম্ ॥ ৯৪
স্বাত্মানঞ্চ সতীর্থঞ্চ গুরুপত্নীং গুরোঃ সুতম্।
উদ্ধরেদ্বলবান্ ভক্তো মন্ত্রগ্রহণমাত্রতঃ ॥ ৯৫
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
তৎস্পর্শপূতস্তীর্থৌঘঃ সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা ॥৯৬
অনেকজন্মপর্য্যন্তং দীক্ষাহীনো ভ্রমেন্নরঃ।
তদন্ত্যদেব মন্ত্রঞ্চ লভতে পুণ্যশেষতঃ ॥ ৯৭
সপ্তজন্মোপদেবানাং কৃত্বা সেবাং স্বকর্ম্মতঃ।
লভতে চ রবের্ম্মন্ত্রং সাক্ষিণঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ৯৮
জন্মত্রয়ং ভাস্করঞ্চ নিষেব্য মানবঃ শুচিঃ।
লভেদ্গাণেশমন্ত্রঞ্চ সর্ব্ববিঘ্নহরং পরম্ ॥ ৯৯
জন্মত্রয়ং তং নিষেব্য নির্ব্বিঘ্নশ্চ ভবেন্নরঃ।
বিঘ্নেশস্য প্রসাদেন দিব্যজ্ঞানং লভেন্নরঃ ॥ ১০০
তদা জ্ঞানপ্রদীপেন সমালোচ্য মহামতিঃ।
অজ্ঞানান্ধতমং হিত্বা মহামায়াং ভজেন্নরঃ ॥১০১
বিষ্ণুমায়াঞ্চ প্রকৃতিং দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্।
সিদ্ধিদাং সিদ্ধিরূপাঞ্চ পরমাং সিদ্ধযোগিনীম্ ॥
বাণীরূপাঞ্চ পদ্মাঞ্চ ভদ্রাং কৃষ্ণপ্রিয়াত্মিকাম্।
নানারূপাং তাং নিষেব্য জন্মনাং শতকং নরঃ ॥
তৎপ্রসাদাত্তবেজ্‌জ্ঞানী জ্ঞানানন্দং তদা ভজেৎ।
কৃষ্ণজ্ঞানাধিদেবঞ্চ মহাজ্ঞানং সনাতনম্ ॥ ১০৪
শিবং শিবস্বরূপঞ্চ শিবদং শিবকারণম্।
পরমানন্দরূপঞ্চ পরমানন্দদায়িনম্ ॥ ১০৫
সুখদং মোক্ষদঞ্চৈব দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্।
অমরত্বপ্রদঞ্চৈব দীর্ঘায়ুষ্ট্বপ্রদং পরম্ ॥ ১০৬
ইন্দ্রত্বঞ্চ মনুত্বঞ্চ দাতুং শক্তঞ্চ লীলয়া।
রাজেন্দ্রত্বপ্রদঞ্চৈব জ্ঞানদং হরিভক্তিদম্ ॥ ১০৭
জন্মত্রয়ং সমারাধ্য চাশুতোষপ্রসাদতঃ।
সর্ব্বদস্য বরেণৈব নির্ম্মলং জ্ঞানমালভেৎ ॥ ১০৮
নির্ম্মলজ্ঞানদীপেন সপ্রদীপেন তত্ত্ববিৎ।
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যৈব পশ্যতি ॥ ১০৯
দয়ানিধেঃ প্রসাদেন শঙ্করস্য মহাত্মনঃ।
বরদস্য বরেণৈব হরিভক্তিং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥ ১১০
তদা নির্ব্বৃতিমাপ্নোতি সারাৎসারাং পরাৎপরাম্।
যত্র দেহে লভেন্মন্ত্রং অদেহাবধি ভারতে ॥ ১১১
তং পাঞ্চভৌতিকং ত্যক্ত্বা বিভর্ত্তি দিব্যরূপকম্।
করোতি দাস্যং গোলোকে বৈকুণ্ঠে বা হরেঃ পদম্ ॥ ১১২
পরমানন্দসংযুক্তো মোহাদিষু বিবর্জ্জিতঃ।
ন বিদ্যতে পুনর্জ্জন্ম পুনরাগমনং সুর।
পুনশ্চ ন পিবেৎ ক্ষীরং ধ্রুবং মাতৃস্তনং পরম্ ॥
বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকানাং গঙ্গাদিতীর্থসেবিনাম্।
স্বধর্ম্মিণাঞ্চ ভিক্ষূণাং পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১১৪
তীর্থে পরিত্যজেৎ পাপং নিত্যং কৃত্বা হরিং ভজেৎ।
অয়ং নিরূপিতো ধাত্রা স্বধর্ম্মস্তীর্থসেবিনাম্ ॥ ১১৫
তন্নাম মন্ত্রং প্রজপেৎ তৎসেবাদিষু তৎপরঃ।
তদ্‌ব্রতোপবাসরত ইত্যেবং বিষ্ণুসেবিনাম্ ॥১১৬
সদন্নে বা কদন্নে বা লোষ্ট্রে বা কাঞ্চনে তথা।
সমবুদ্ধির্যস্য শশ্বৎ স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ ॥ ১১৭
দণ্ডং কমণ্ডলুং রক্তবস্ত্রমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ।
নিত্যং প্রবাসী নৈকত্র স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ ॥

শুদ্ধাচারদ্বিজান্নঞ্চ ভুঙ্ক্তে লোভাদিবর্জ্জিতঃ।
কিন্তু কিঞ্চিন্ন যাচেত স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ ১১৯
শশ্বন্মৌনী ব্রহ্মচারী সম্ভাষালাপবর্জ্জিতঃ।
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং পশ্যেৎ স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥
সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিশ্চ হিংসামায়াদিবর্জ্জিতঃ।
ক্রোধাহঙ্কাররহিতঃ স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥ ১২১
ন ব্যাপারী নাশ্রমী চ সর্ব্বকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
ধ্যায়েন্নারায়ণং শশ্বৎ স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥১২২
অযাচিতোপস্থিতঞ্চ মিষ্টামিষ্টঞ্চ ভুক্তবান্।
ন যাচতে ভক্ষণার্থী স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ ১২৩
ন চ পশ্যেন্মুখং স্ত্রীণাং ন তিষ্ঠেৎ তৎসমীপতঃ।
দারবীমপি যোষাঞ্চ ন স্পৃশেদ্যঃ স ভিক্ষুকঃ।
অয়ং সন্ন্যাসিনাং ধর্ম্ম ইত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥১২৪
বিপর্য্যয়ে বিনাশশ্চ জন্ম যাম্যং ভয়ং ভবেৎ।
জন্মদুঃখং যাম্যদুঃখং জীবিনামতিদারুণম্॥ ১২৫
সুরশূকরযোনৌ বা গর্ভে দুঃখং সমং সুর।
যোনৌ বা ক্ষুদ্রজন্তূনাং পশ্বাদীনাং তথৈব চ॥
গর্ভে স্মরন্তি সর্ব্বে তে জীবিনো বিষ্ণুমায়য়া।
বিস্মরেন্নির্গতো জীবী গর্ভাচ্চ বিষ্ণুমায়য়া।
স্বদেহং পাতি যত্নেন সুরো বা কীট এব বা॥১২৭
যোনেরভ্যন্তরে শুক্রে পতিতে পুরুষস্য চ।
শুক্রশোণিতযুক্তশ্চ সহসা তৎক্ষণং ভবেৎ॥১২৮
রক্তাধিকে মাতৃসমশ্চেতরে পিতুরাকৃতিঃ।
যুগ্মাহে চ ভবেৎ পুত্রঃ কন্যকা তদ্বিপর্য্যয়ে॥১২৯
রবি-ভৌম-গুরূণাঞ্চ বারে চেৎ তদ্ভবেৎ সুতঃ।
অযুগ্মাহে তদিতরে বারে চ কন্যকা ভবেৎ॥ ১৩০
প্রথমপ্রহরে জন্ম যস্য সোঽল্পায়ুরেব চ।
দ্বিতীয়ে মধ্যমশ্চৈব তৃতীয়ে তৎপরো ভবেৎ॥
চতুর্থে চিরজীবী চ ক্ষণানুরূপকো ভবেৎ।
দুঃখী বাথ সুখী বাপি পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপতঃ॥ ১৩২
যাদৃশে চ ক্ষণে জন্ম প্রসবস্তাদৃশে ভবেৎ।
প্রসূতিক্ষণচর্চ্চাঞ্চ কুর্ব্বন্ত্যেব বিচক্ষণাঃ॥ ১৩৩
কললন্ত্বেকরাত্রেণ বর্দ্ধয়েচ্চ দিনে দিনে।
সপ্তমে বদরাকারো মাসে গণ্ডুসমো ভবেৎ॥১৩৪
মাসত্রয়ে মাংসপিণ্ডো হস্তপাদাদিবর্জ্জিতঃ।
সর্ব্বাবয়বসম্পন্নো দেহী মাসে চ পঞ্চমে॥ ১৩৫
ভবেত্তু জীবনঞ্চারঃ ষণ্মাসে সর্ব্বতত্ত্ববিৎ।
দুঃখী স্বল্পস্থলস্থায়ী শকুন্ত ইব পিঞ্জরে॥ ১৩৬
মাতৃজগ্ধান্নপানঞ্চ ভুঙ্ক্তেঽমেধ্যস্থলে স্থিতঃ।
হা হেতি শব্দং কৃত্বা চ চিন্তয়েদীশ্বরং পরম্॥
এবঞ্চ চতুরো মাসান্ ভুক্ত্বা পরমযাতনাম্।
প্রেরিতো বায়ুনা কালে গর্ভাচ্চ নির্গতো ভবেৎ।
দিগ্দেশকালাব্যুৎপন্নো বিস্মৃতো বিষ্ণুমায়য়া।
শশ্বদ্বিণ্মূত্রসংযুক্তঃ শিশুশ্চ শৈশবাবধি॥ ১৩৯
পরায়ত্তোঽপ্যক্ষমশ্চ মশকাদিনিবারণে।
কীটাদিভুক্তো দুঃখী চ রৌতি তত্র পুনঃপুনঃ॥
স্তনান্ধোঽপ্যসমর্থশ্চ যাচ্ঞাং কর্ত্তুমভীপ্সিতম্।
ন বাণী নিঃসরেৎ তস্য পৌগণ্ডাবধি পাপতঃ॥১৪১
পৌগণ্ডে যাতনাং ভুক্ত্বা প্রাপ্নোতি যৌবনং পুনঃ
ন স্মরেন্মায়য়া দেহী গর্ভাদিযাতনাং পুনঃ॥ ১৪২
আহার-মৈথুনার্ত্তশ্চ নানামোহাদিবেষ্টিতঃ।
পুত্রং কলত্রমনুগং যত্নেন পরিপালয়েৎ॥ ১৪৩
এবং যাবৎ সমর্থশ্চ তাবদেব হি পূজিতঃ।
অসমর্থঞ্চ মন্যন্তে বান্ধবা গোজরং যথা॥ ১৪৪
যদাতীবজরাযুক্তো জড়োঽতিবধিরো ভবেৎ।
কাসশ্বাসাদিযুক্তশ্চ পরায়ত্তোঽতিমূঢ়বৎ॥ ১৪৫
তদন্তরেঽনুতাপঞ্চ করোতি সন্ততং পুনঃ।
ন সেবিতো হরিস্তীর্থং সৎসঙ্গশ্চাপি তাপসঃ॥
পুনশ্চ মানবীং যোনিং লভামি ভারতে যদি।
তদা তীর্থং গমিষ্যামি ভজামি কৃষ্ণমিত্যহো॥
ইত্যেবমাদি মনসি কুর্ব্বন্তং তং জড়ং সুর।
গৃহ্ণাতি যমদূতশ্চ কালে প্রাপ্তেঽতিদারুণঃ॥ ১৪৮
স পশ্যেদ্যমদূতঞ্চ পাশহস্তঞ্চ দণ্ডিনম্।
অতীব কোপরক্তাক্ষং বিকৃতাকারমুল্বণম্॥ ১৪৯
দুর্নিবার্য্যমুপায়ৈশ্চ বলিষ্ঠঞ্চ ভয়ঙ্করম্।
তদ্দৃষ্টং সর্ব্বসিদ্ধিজ্ঞং সর্ব্বাদৃষ্টং পুরঃস্থিতম্॥ ১৫০
দৃষ্টিমাত্রান্মহাভীতো বিণ্মূত্রঞ্চ সমুৎসৃজেৎ।
তদা প্রাণাংস্ত্যজেৎ সদ্যো দেহঞ্চ পাঞ্চভৌতিকম্
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং গৃহীত্বা যমকিঙ্করঃ।
বিন্যস্য ভোগদেহে চ স্বস্থানং স্থাপয়েদ্দ্রুতম্॥
জীবী গত্বা যমং পশ্যেৎ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞমেব চ।
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ সস্মিতং সুস্থিরং পরম্॥ ১৫৩
ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারজ্ঞং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বতোমুখম্।
বিশ্বেষ্বেকাধিকারঞ্চ বিধাত্রা বর্দ্ধিতং পুরা॥ ১৫৪
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানং রত্নভূষণভূষিতম্।
বেষ্টিতং পার্ষদগণৈর্দূতৈশ্চাপি ত্রিকোটিভিঃ॥

জপন্তং শ্রীকৃষ্ণনাম শুদ্ধস্ফাটিকমালয়া ।
ধ্যায়মানং তৎপদাব্জং পুলকাঞ্চিতবিগ্রহম্ ॥ ২৫৬
সগদ্গদং সাশ্রুনেত্রং সর্ব্বত্র সমদর্শিনম্ ।
অতীব কমনীয়ঞ্চ শশ্বৎসুস্থিরযৌবনম্ ॥ ১৫৭
স্বতেজসা প্রজ্বলন্তং সুখদৃশ্যং বিচক্ষণম্ ।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাভং চিত্রগুপ্তপুরঃস্থিতম্ ॥ ১৫৮
পুণ্যাত্মনাং শান্তরূপং পাপিনাঞ্চ ভয়ঙ্করম্ ।
তদ্দৃষ্ট্বা প্রণমেদ্দেহী মহাভীতশ্চ তিষ্ঠতি ॥ ১৫৯
চিত্রগুপ্তবিচারেণ যেষাং যদুচিতং ফলম্ ।
শুভাশুভঞ্চ কুরুতে তদেব রবিনন্দনঃ ॥ ১৬০
এবং তেষাং গতায়াতে নিবৃত্তির্নাস্তি জীবিনাম্ ।
নিবৃত্তিহেতুরূপঞ্চ শ্রীকৃষ্ণপাদসেবনম্ ॥ ১৬১
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং বরং প্রার্থয় বাঞ্ছিতম্ ।
সর্ব্বং দাস্যামি তে বৎস ন মেহসাধ্যঞ্চ কিঞ্চন ॥

মহেন্দ্র উবাচ ।

ইন্দ্রত্বঞ্চ গতং ভদ্রং কিমৈশ্বর্য্যে প্রয়োজনম্ ।
কল্পবৃক্ষ মুনিশ্রেষ্ঠ দেহি মে পরমং পদম্ ॥ ৬৩
মহেন্দ্রস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য মুনিপুঙ্গবঃ ।
তমুবাচ বচঃ সত্যং বেদোক্তং সারমেব চ ॥ ১৬৪

দুর্ব্বাসা উবাচ ।

পরং পদং বিষয়িণাং মহেন্দ্রাতিসুদুর্ল্লভম্ ।
মুক্তির্মুমুক্ষুবিধানাঞ্চ ন লয়ে প্রাকৃতেহপি চ ॥ ১৬৫
আবির্ভাবঃ সৃষ্টিবিধৌ তিরোভাবো লয়েহপি চ ।
যথা জাগরণং সুপ্তির্ভবত্যেব ক্রমেণ চ ॥ ২৬৬
যথা ভ্রমতি কালশ্চ তথা বিষয়িণো ধ্রুবম্ ।
চক্রনেমিক্রমেণৈব নিত্যমেবেশ্বরেচ্ছয়া ॥ ১৬৭
ফলমেকং ভবেদেব যথা বিপলষষ্টিভিঃ ।
ষষ্টিভিশ্চ পলৈর্দ্দণ্ডো মুহূর্ত্তং দ্বিগুণাৎ ততঃ ॥
ত্রিংশদেব মুহূর্ত্তাশ্চ ভবেদেব দিবানিশম্ ।
দশপঞ্চ দিবারাত্রিঃ পক্ষমেকং বিদুর্বুধাঃ ॥ ১৬৯
পক্ষাভ্যাং শুক্লকৃষ্ণাভ্যাং মাস এব বিধীয়তে ।
ঋতুর্দ্বাভ্যাঞ্চ মাসাভ্যাং সংখ্যাবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
ঋতুত্রয়েণায়নঞ্চ তাভ্যাং দ্বাভ্যাঞ্চ বৎসরঃ ।
বিংশৎসহস্রাধিকৈরেব ত্রিচত্বারিংশলক্ষকৈঃ ॥
বৎসরৈর্নরমানৈশ্চ যুগাশ্চত্বার এব চ ।
ষষ্ট্যধিকে পঞ্চশতে সহস্রে পঞ্চত্রিংশতৌ ॥ ১৭১
যুগে নরাণাং শক্রায়ুর্মনোরায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ।
দিগ্লক্ষেন্দ্রনিপাতেহষ্টসহস্রাধিক এব চ ॥ ১৭৩
নিপাতো ব্রহ্মণস্তত্র ভবেৎ প্রাকৃতিকো লয়ঃ ।
লয়ে প্রাকৃতিকে বৎস কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ১৭৪
চক্ষুর্নিমেষঃ সৃষ্টিশ্চ পুনরুন্মীলনে তথা ।
ব্রহ্মসৃষ্টিলয়ানাঞ্চ সংখ্যা নাস্তি শ্রুতৌ শ্রুতম্ ॥
যথা পৃথিব্যা রেণূনামিত্যাহ চন্দ্রশেখরঃ ।
এতেষাং মোক্ষণং নাস্তি কথিতানি চ যানি চ ॥
সৃষ্টিসূত্রস্বরূপাণি চান্য- বৃণু বরং সুর ।
মুনীন্দ্রস্য বচঃ শ্রুত্বা দেবেন্দ্রো বিস্মিতো মুনে ॥
আত্মনঃ পূর্ব্বমৈশ্বর্য্যং বরয়ামাস তত্র বৈ ।
তৎ প্রাপ্স্যসি চিরেণৈবেত্যুক্ত্বা স প্রযযৌ গৃহম্ ॥
ইন্দ্রো ললাভ জ্ঞানঞ্চ ন সম্পদ্বিপদং বিনা ॥ ১৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
মুনীন্দ্র-সুরেন্দ্রসংবাদে লক্ষ্ম্যুপাখ্যানে
ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

হরের্গুণং সমাকর্ণ্য জ্ঞানং প্রাপ্য পুরন্দরঃ ।
কিং চকার গৃহং গত্বা তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১

নারায়ণ উবাচ ।

শ্রীকৃষ্ণস্য গুণং শ্রুত্বা বীতরাগো বভূব সঃ ।
বৈরাগ্যং বর্দ্ধয়ামাস তস্য ব্রহ্মন্ দিনে দিনে ॥ ২
মুনিস্থানাদ্গৃহং গত্বা স দদর্শামরাবতীম্ ।
দৈত্যৈরসুরসঙ্ঘৈশ্চ সমাকীর্ণাং ভয়াকুলাম্ ॥ ৩
বিষণ্ণবান্ধবাং কুত্র বন্ধুহীনাঞ্চ কুত্রচিৎ ।
পিতৃ-মাতৃ-কলত্রাদি-বিহীনামতিচঞ্চলাম্ ॥ ৪
শত্রুগ্রস্তাঞ্চ তাং দৃষ্ট্বা জগাম বাক্‌পতিং প্রতি ।
শক্রো মন্দাকিনীতীরে দদর্শ গুরুমীশ্বরম্ ॥ ৫
ধ্যায়মানং পরং ব্রহ্ম গঙ্গাতোয়স্থিতং পরম্ ।
সূর্য্যাভিসম্মুখং পূর্ব্বমুখঞ্চ বিশ্বতোমুখম্ ॥ ৬
সাশ্রুনেত্রং পুলকিতং পরমানন্দসংযুতম্ ।
বরিষ্ঠঞ্চ গরিষ্ঠঞ্চ ধর্ম্মিষ্ঠমিষ্টসেবিনাম্ ॥ ৭
প্রিয়ঞ্চ বন্ধুবর্গাণামতিশ্রেষ্ঠঞ্চ জ্ঞানিনাম্ ।
জ্যেষ্ঠঞ্চ ভ্রাতৃবর্গাণাং নেষ্টঞ্চ সুরবৈরিণাম্ ॥ ৮
দৃষ্ট্বা গুরুং জপন্তঞ্চ তত্র তস্থৌ সুরেশ্বরঃ ।
প্রহরান্তে গুরুং দৃষ্ট্বা চোত্থিতং প্রণনাম সঃ ॥ ৯

প্রণম্য চরণাম্ভোজে রুরোদোচ্চৈর্ম্মুহুর্ম্মুহুঃ ।
বৃত্তান্তং কথয়ামাস ব্রহ্মশাপাদিকং তথা ॥ ১০
পুনর্বরোপলব্ধিঞ্চ জ্ঞানপ্রাপ্তিং সুদুর্লভাম্ ।
বৈরিগ্রস্তাঞ্চ স্বপুরীং ক্রমেণৈব সুরেশ্বরঃ ॥ ১১
শিষ্যস্য বচনং শ্রুত্বা সতাং বুদ্ধিমতাং বরঃ ।
বৃহস্পতিরুবাচেদং কোপরক্তাস্যলোচনঃ ॥ ১২

গুরুরুবাচ ।

শ্রুতং সর্ব্বং সুরশ্রেষ্ঠ মা রোদীর্বচনং শৃণু ।
ন কাতরো হি নীতিজ্ঞো বিপত্তৌ চ কদাচন ॥১৩
সম্পত্তির্ব্বা বিপত্তির্বা নশ্বরা স্বপ্নরূপিণী ।
পূর্ব্বস্বকর্ম্মায়ত্তা চ স্বয়ং কর্ত্তা তয়োরপি ॥ ১৪
সর্ব্বেষাঞ্চ ভ্রমত্যেব শশ্বজ্জন্মনি জন্মনি ।
চক্রনেমিক্রমেণৈব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ১৫
ভুঙ্‌ক্তে হি স্বকৃতং কর্ম্ম সর্ব্বত্র চাপি ভারতে ।
শুভাশুভঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্ ॥১৬
মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি ।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ॥১৭
ইত্যেবমুক্তং বেদে চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা ।
সাম্নি কৌথুমশাখায়াং সম্বোধ্য কমলোদ্ভবম্ ॥১৮
জন্মভোগাবশেষে চ সর্ব্বেষাং কৃতকর্ম্মণাম্ ।
অনুরূপঞ্চ তেষাঞ্চ ভারতে নান্যথৈব হি ॥ ১৯
কর্ম্মণা ব্রহ্মশাপঞ্চ কর্ম্মণা চ শুভাশিষম্ ।
কর্ম্মণা চ মহালক্ষ্মীং লভেদ্দৈন্যঞ্চ কর্ম্মণা ॥ ২০
কোটিজন্মার্জ্জিতং কর্ম্ম জীবিনামনুগচ্ছতি ।
ন হি ত্যজেদ্বিনা ভোগাৎ ছায়েব পুরন্দর ॥২১
কালভেদে দেশভেদে পাত্রভেদে চ কর্ম্মণাম্ ।
ন্যূনতাধিকতা বাপি তাবদেব হি কর্ম্মণাম্ ॥ ২২
বস্তুদানে চ বস্তূনাং সমং পুণ্যং সমে দিনে ।
দিনভেদে কোটিগুণমসংখ্যং বাধিকং ততঃ ॥২৩
সমে দেশে চ বস্তূনাং দানে পুণ্যং সুরেশ্বর ।
দেশভেদে কোটিগুণমসংখ্যং বাধিকং তথা ॥ ২৪
সমে পাত্রে সমং পুণ্যং বস্তূনাং কর্ত্তুরেব চ ।
পাত্রভেদে শতগুণমসংখ্যং বা ততোঽধিকম্ ॥২৫
যথা ফলন্তি শস্যানি ন্যূনানি বাধিকানি চ ।
কৃষকাণাং ক্ষেত্রভেদে পাত্রভেদে ফলং তথা ॥২
সামান্যদিবসে বিপ্রে দানং সমফলং ভবেৎ ।
অমায়াং রবিসংক্রান্ত্যাং ফলং শতগুণং ভবেৎ ।
চাতুর্ম্মাস্য-পৌর্ণমাস্যোরনন্তফলমেব চ ॥ ২৭
গ্রহণে শশিনঃ কোটিগুণঞ্চ ফলমেব চ ।
সূর্য্যস্য গ্রহণে চাপি ততো দশগুণং ফলম্ ॥ ২৮
অক্ষয়ায়ামক্ষয়ঞ্চ বাসংখ্যং ফলমুচ্যতে ।
এতমন্যত্র পুণ্যাহে ফলাধিক্যং ভবেদিহ ॥ ২৯
যথা দানে তথা স্নানে জপে সৎপুণ্যকর্ম্মসু ।
এবং সর্ব্বত্র বোদ্ধব্যং নরাণাং কর্ম্মণাং ফলম্ ॥
সামান্যদেশে দানঞ্চ বিপ্রে সমফলং ভবেৎ ।
তীর্থে দেবগৃহে চৈব ফলং শতগুণং স্মৃতম্ ॥ ৩১
গঙ্গায়াঞ্চ কোটিগুণং ক্ষেত্রে নারায়ণেঽব্যয়ম্ ।
কুরুক্ষেত্রে বদর্য্যাঞ্চ কাশ্যাং কোটিগুণং তথা ॥৩২
যথা চৈব কোটিগুণং তথা চ বিষ্ণুমন্দিরে ।
কেদারে চ লক্ষগুণং হরিদ্বারে তথা ফলম্ ॥ ৩৩
পুষ্করে ভাস্করক্ষেত্রে দশলক্ষগুণং ফলম্ ।
এবং সর্ব্বত্র বোদ্ধব্যং ফলাধিক্যং ক্রমেণ চ ॥৩৪
সামান্যব্রাহ্মণে দানে সমমেব ফলং লভেৎ ।
লক্ষং ত্রিসন্ধ্যপূতে চ পণ্ডিতে চ জিতেন্দ্রিয়ে ॥
বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকে চ বুধে কোটিগুণং ফলম্ ।
এবং সর্ব্বত্র বোদ্ধব্যং ফলাধিক্যং ভবেৎ ততঃ ॥
এবং দণ্ডেন সূত্রেণ শরাবেণ জলেন চ ।
কুম্ভং নির্ম্মাতি চক্রেণ কুম্ভকারো মৃদা ভুবি ॥ ৩৭
তথৈব কর্ম্মসূত্রেণ ফলং ধাতা দদাতি চ ।
যস্যাজ্ঞয়া সৃষ্টিবিধৌ তঞ্চ নারায়ণং ভজ ॥ ৩৮
স বিধাতা বিধাতুশ্চ পাতুঃ পাতা জগত্ত্রয়ে ।
স্রষ্টুঃ স্রষ্টা চ সংহর্ত্তুঃ সংহর্ত্তা কালকালকঃ ॥৩৯
মহাবিপত্তৌ সংসারে যঃ স্মরেন্মধুসূদনম্ ।
বিপত্তৌ তস্য সম্পত্তির্ভবেদিত্যাহ শঙ্করঃ ॥ ৪০
ইত্যেবমুক্ত্বা জীবশ্চ সমালিঙ্গ্য সুরেশ্বরম্ ।
দত্ত্বা শুভাশিষশ্চেষ্টং বোধয়ামাস নারদ ॥ ৪১

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
লক্ষ্ম্যুপাখ্যানে মহেন্দ্রগুরুসংবাদে
সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

হরিং ধ্যাত্বা হরির্ব্রহ্মন্ জগাম ব্রহ্মণঃ সভাম্ ।
বৃহস্পতিং পুরস্কৃত্য সর্ব্বৈঃ সুরগণৈঃ সহ ॥ ১
শীঘ্রং গত্বা ব্রহ্মলোকং দৃষ্ট্বা চ কমলোদ্ভবম্ ।
প্রণেমুর্দ্দেবতাঃ সর্ব্বাঃ গুরুণা সহ নারদ ॥ ২
বৃত্তান্তং কথয়ামাস সুরাচার্য্যো বিধিং বিভুম্ ।
প্রহস্যোবাচ তচ্ছ্রুত্বা মহেন্দ্রং কমলোদ্ভবঃ ॥ ৩

ব্রহ্মোবাচ ।

বৎস মদ্বংশজাতোঽসি প্রপৌত্রো মে বিচক্ষণঃ ।
বৃহস্পতেশ্চ শিষ্যস্ত্বং সুরাণামধিপঃ স্বয়ম্ ॥ ৪
মাতামহশ্চ দক্ষশ্চ বিষ্ণুভক্তঃ প্রতাপবান্ ।
কুলত্রয়ং যস্য শুদ্ধঞ্চ কথং সোঽহঙ্কৃতো ভবেৎ ॥ ৫
মাতা পতিব্রতা যস্য পিতা শুদ্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
মাতামহো মাতুলশ্চ কথং সোঽহঙ্কৃতো ভবেৎ ॥
জনঃ পৈতৃকদোষেণ দোষান্মাতামহস্য চ ।
গুরোর্দোষান্নীতিদোষৈর্হরিদ্বেষী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৭
সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ সর্ব্বদেহেষ্ববস্থিতঃ ।
যস্য দেহাৎ স প্রয়াতি স শবস্তৎক্ষণং ভবেৎ ॥৮
মনোঽহমিন্দ্রিয়েশোঽপি জ্ঞানরূপো হি শঙ্করঃ ।
বিষ্ণুঃ প্রাণশ্চ প্রকৃতির্বুদ্ধির্ভগবতী সতী ॥ ৯
নিদ্রাদয়ঃ শক্তয়শ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতেঃ কলাঃ ।
আত্মনঃ প্রতিবিম্বশ্চ জীবো ভোগী শরীরভৃৎ ॥
আত্মনীশে গতে দেহাৎ সর্ব্বে যান্তি সসম্ভ্রমাৎ ।
যথা চাধ্বনি গচ্ছন্তং নরদেবমিবানুগাঃ ॥ ১১
অহং শিবশ্চ শেষশ্চ বিষ্ণুর্ধর্ম্মো মহান্ বিরাট্ ।
বয়ং যদংশা ভক্তাশ্চ তৎপুষ্পং ত্যক্তং ত্বয়া ॥১২
শিবেন পূজিতং পাদপদ্মং পুষ্পেণ যেন চ ।
তচ্চ দুর্ব্বাসসা দত্তং দৈবেন ত্যক্তং সুর ॥ ১৩
তৎপুষ্পং মস্তকে যস্য কৃষ্ণপাদাব্জপ্রচ্যুতম্ ।
সর্ব্বেষাঞ্চ সুরাণাঞ্চ তৎপূজা পুরতো ভবেৎ ॥১৪
দৈবেন বঞ্চিতস্ত্বঞ্চ দৈবঞ্চ বলবত্তরম্ ।
ভাগ্যহীনং জনং মূঢ়ং কো বা রক্ষিতুমীশ্বরঃ ॥১৫
কৃষ্ণং ন মন্যতে যো হি শ্রীনাথং সর্ব্ববন্দিতম্ ।
প্রয়াতি রুষ্টা তদ্দাসী মহালক্ষ্মীর্বিহায় তম্ ॥ ১৬
শতযজ্ঞেন যা লব্ধা দীক্ষিতেন ত্বয়া পুরা ।
সা শ্রীর্গতাধুনা কোপাৎ কৃষ্ণনির্ম্মাল্যবর্জ্জনাৎ ॥১৭
অধুনা গচ্ছ বৈকুণ্ঠং ময়া চ গুরুণা সহ ।
নিষেব্য তত্র শ্রীনাথং শ্রিয়ং প্রাপ্স্যসি তত্বরাৎ ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা স ব্রহ্মা সর্ব্বৈঃ সুরগণৈঃ সহ ।
শীঘ্রং জগাম বৈকুণ্ঠং যত্র শ্রীশস্তয়া সহ ॥ ১৯
তত্র গত্বা পরং ব্রহ্ম ভগবন্তং সনাতনম্ ।
দৃষ্ট্বা তেজঃস্বরূপঞ্চ প্রজ্বলন্তং স্বতেজসা ॥ ২০
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড-শতকোটিসমপ্রভম্ ।
শান্তঞ্চানাদিমধ্যান্তং লক্ষ্মীকান্তমনন্তকম্ ॥ ২১
চতুর্ভুজৈঃ পার্ষদৈশ্চ সরস্বত্যান্বিতং শুভম্ ।
ভক্ত্যা চতুর্ভির্বেদৈশ্চ গঙ্গয়া পরিষেবিতম্ ॥ ২২
তং প্রণেমুঃ সুরাঃ সর্ব্বে মূর্দ্ধ্না ব্রহ্মপুরোগমাঃ ।
ভক্তিনম্রাঃ সাশ্রুনেত্রাস্তুষ্টুবুঃ পুরুষোত্তমাঃ ॥ ২৩
বৃত্তান্তং কথয়ামাস স্বয়ং ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলিঃ ।
রুরুদুর্দ্দেবতাঃ সর্ব্বাঃ স্বাধিকারচ্যুতাশ্চ তাঃ ॥ ২৪
স দদর্শ সুরগণং বিপদ্গ্রস্তং ভয়াকুলম্ ।
বস্ত্রভূষণশূন্যঞ্চ বাহনাদিবিবর্জ্জিতম্ ॥ ২৫
শোভাশূন্যং হতশ্রীকমতিনিষ্প্রতিভং পরম্ ।
উবাচ কাতরং দৃষ্ট্বা প্রপন্নভয়ভঞ্জনঃ ॥ ২৬

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

মা ভৈর্ব্রহ্মন্ হে সুরাশ্চ ভয়ং কিং বো ময়ি স্থিতে ।
দাস্যামি লক্ষ্মীমচলাং পরমৈশ্বর্য্যবর্দ্ধিনীম্ ॥ ২৭
কিন্তু মদ্বচনং কিঞ্চিৎ শ্রূয়তাং সময়োচিতম্ ।
হিতং সত্যং সারভূতং পরিণামসুখাবহম্ ॥ ২৮
জনাশ্চাসংখ্যবিশ্বস্থা মদধীনাশ্চ সন্ততম্ ।
যথা তথাহং মদ্ভক্তৈঃ পরাধীনঃ স্বতন্ত্রকঃ ॥ ২৯
যং যং রুষ্টো হি মদ্ভক্তো মৎপরো হি নিরঙ্কুশঃ ।
তদ্গৃহেঽহং ন তিষ্ঠামি পদ্মায়া সহ নিশ্চিতম্ ॥৩০
দুর্ব্বাসাঃ শঙ্করাংশশ্চ বৈষ্ণবো মৎপরায়ণঃ ।
তচ্ছাপাদাগতোঽহঞ্চ সশ্রীকো বো গৃহাদপি ॥৩১
যত্র শঙ্খধ্বনির্নাস্তি তুলসী চ শিলার্চ্চনম্ ।
ন ভোজনঞ্চ বিপ্রাণাং ন পদ্মা তত্র তিষ্ঠতি ॥ ৩২
মদ্ভক্তানাঞ্চ মন্নিন্দা যত্র যত্র ভবেৎ সুরাঃ ।
মহারুষ্টা মহালক্ষ্মীস্ততো যাতি পরাভবাৎ ॥ ৩৩
মদ্ভক্তিহীনো যো মূঢ়ো যো ভুঙ্ক্তে হরিবাসরে ।
মম জন্মদিনে চাপি যাতি শ্রীস্তদ্গৃহাদপি ॥ ৩৪
মন্নামবিক্রয়ী যশ্চ বিক্রীণাতি স্বকন্যকাম্ ।
যত্রাতিথির্ন ভুঙ্ক্তে চ মৎপ্রিয়া যাতি তদ্গৃহাৎ ॥

পাপিনাং যো গৃহং যাতি শূদ্রশ্রাদ্ধান্নভোজকঃ।
মহারুষ্টা ততো যাতি মন্দিরাৎ কমলালয়া ॥ ৩৬
শূদ্রাণাং শবদাহী চ ভাগ্যহীনশ্চ ব্রাহ্মণঃ।
যাতি রুষ্টা তদ্গৃহাচ্চ দেবী কমলবাসিনী ॥ ৩৭
শূদ্রাণাং সূপকারো যো ব্রাহ্মণো বৃষবাহকঃ।
তত্তোয়পানভীতা চ কমলা যাতি তদ্গৃহাৎ ॥ ৩৮
বিপ্রো যবনসেবী চ দেবলঃ শূদ্রযাজকঃ।
তত্তোয়পানভীতা চ বৈষ্ণবী যাতি তদ্গৃহাৎ ॥ ৩৯
বিশ্বাসঘাতী মিত্রঘ্নো নরঘাতী কৃতঘ্নকঃ।
যোঽগম্যাগামুকো বিপ্রো মত্তার্থ্যা যাতি তদ্গৃহাৎ
অশুদ্ধহৃদয়ঃ ক্রূরো হিংসকো নিন্দকো দ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণাৎ শূদ্রজাতশ্চ যাতি দেবী চ তদ্গৃহাৎ ॥
যো বিপ্রঃ পুংশ্চলীপুত্রো মহাপাপী চ তৎপতিঃ।
অবীরান্নঞ্চ যো ভুঙ্ক্তে তস্মাদ্যাতি জগৎপ্রসূঃ ॥
তৃণং ছিনত্তি নখরৈস্তৈর্বা যো হি লিখেন্মহীম্।
রুক্ষো মলিনবাসাশ্চ সা প্রয়াতি চ তদ্গৃহাৎ ॥ ৪৩
সূর্য্যোদয়ে চ দ্বির্ভোজী দিবাশায়ী চ ব্রাহ্মণঃ।
দিবামৈথুনকারী চ তস্মাদ্যাতি হরিপ্রিয়া ॥ ৪৪
আচারহীনো যো বিপ্রো যশ্চ শূদ্রপ্রতিগ্রহী।
অদীক্ষিতো হি যো মূঢ়স্তস্মাল্লোলা প্রয়াতি চ ॥ ৪৫
স্নিগ্ধপাদশ্চ নগ্নো বা যঃ শেতে জ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
শশ্বদ্ধসতি বাচালো যাত্যেব তদ্গৃহাৎ সতী ॥ ৪৬
শিরঃস্নাতশ্চ তৈলেন যোঽন্যদঙ্গমুপস্পৃশেৎ।
স্বাঙ্গে চ বাদয়েদ্বাদ্যং রম্যা যাতি চ তদ্গৃহাৎ ॥ ৪৭
ব্রতোপবাসহীনো যঃ সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্দ্বিজঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যস্তস্মাদ্যাতি হরিপ্রিয়া ॥ ৪৮
ব্রাহ্মণং নিন্দয়েদ্যো হি তাংশ্চ দ্বেষ্টি চ সন্ততম্।
জীবহিংসী দয়াহীনো যাতি সর্ব্বপ্রসূস্ততঃ ॥ ৪৯
যত্র যত্র হরেরর্চ্চা হরেরুৎকীর্ত্তনং শুভম্।
তত্র তিষ্ঠতি সা দেবী কমলা সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ৫০
যত্র প্রশংসা কৃষ্ণস্য তদ্ভক্তস্য পিতামহ।
সা চ কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী তত্র তিষ্ঠতি সন্ততম্ ॥ ৫১
যত্র শঙ্খধ্বনিঃ শঙ্খঃ শিলা চ তুলসীদলম্।
তৎসেবা বন্দনং ধ্যানং তত্র সা পরিতিষ্ঠতি ॥ ৫২
শিবলিঙ্গার্চ্চনং যত্র তস্য চোৎকীর্ত্তনং শুভম্।
দুর্গার্চ্চনং তদ্গুণাশ্চ তত্র পদ্মনিবাসিনী ॥ ৫৩
বিপ্রাণাং সেবনং যত্র তেষাঞ্চ ভোজনং শুভম্।
অর্চ্চনং সর্ব্বদেবানাং তত্র পদ্মমুখী সতী ॥ ৫৪
ইত্যুক্ত্বা চ সুরান্ সর্ব্বান্ রমামাহ রমাপতিঃ।
ক্ষীরোদসাগরে জন্ম কলয়া চ লভেতি চ ॥ ৫৫
ইত্যুক্ত্বা তান্ জগন্নাথো ব্রহ্মাণং পুনরাহ চ।
মথিত্বা সাগরং লক্ষ্মীং দেবেভ্যো দেহি পদ্মজ ॥ ৫৬
ইত্যুক্ত্বা কমলাকান্তো জগামাভ্যন্তরং মুনে।
দেবাশ্চিরেণ কালেন যযুঃ ক্ষীরোদসাগরম্ ॥ ৫৭
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা কূর্ম্মং কৃত্বা চ ভাজনম্।
কৃত্বা শেষং মন্থপাশং সুরাশ্চক্রুশ্চ ঘর্ষণম্ ॥ ৫৮
ধন্বন্তরিঞ্চ পীযূষমুচ্চৈঃশ্রবসমীপ্সিতম্।
নানারত্নং হস্তিরত্নং প্রাপুর্লক্ষ্মীং সুদর্শনম্ ॥ ৫৯
বনমালাং দদৌ সা চ ক্ষীরোদশায়িনে মুনে।
সর্ব্বেশ্বরায় রম্যায় বিষ্ণবে বৈষ্ণবী সতী ॥ ৬০
দেবৈঃ স্তুতা পূজিতা চ ব্রহ্মণা শঙ্করেণ চ।
দদৌ দৃষ্টিং সুরগৃহে ব্রহ্মশাপবিমোচনে ॥ ৬১
প্রাপুর্দেবাঃ স্ববিষয়ং দৈত্যৈর্গ্রস্তং ভয়ঙ্করৈঃ।
মহালক্ষ্মীপ্রসাদেন বরদানেন নারদ ॥ ৬২
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং লক্ষ্ম্যুপাখ্যানমুত্তমম্।
সুখদং সারভূতঞ্চ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৬৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে-মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে লক্ষ্ম্যুপাখ্যানে
অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

হরেরুৎকীর্ত্তনং ভদ্রং শ্রুতং তজ্জ্ঞানমুত্তমম্।
ঈপ্সিতং লক্ষ্ম্যুপাখ্যানং ধ্যানং স্তোত্রাদিকং বদ ॥
হরিণা পূজিতা পূর্ব্বং ততো ব্রহ্মাদিভিস্তথা।
শক্রেণ ভ্রষ্টরাজ্যেন সার্দ্ধং সুরগণেন চ ॥ ২
পূজিতা কেন ধ্যানেন বিধিনা কেন বা পুরা।
স্তুতা বা কেন স্তোত্রেণ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩

নারায়ণ উবাচ।

স্নাত্বা তীর্থে পুরা শক্রো ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী।
ঘটং সংস্থাপ্য ক্ষীরোদে দেবষট্কঞ্চ পূজয়েৎ ॥ ৪
গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাম্।
এতান্ ভক্ত্যা সমভ্যর্চ্চ্য পুষ্পগন্ধাদিভিস্তথা ॥ ৫
তত্রাবাহ্য মহালক্ষ্মীং পরমৈশ্বর্য্যরূপিণীম্।
পূজাং চকার দেবেশো ব্রহ্মণা চ পুরোধসা ॥ ৬

পুরঃস্থিতেষু মুনিষু ব্রাহ্মণেষু গুরৌ তথা।
দেবাদিষু চ দেবেশে জ্ঞানানন্দে শিবে মুনে॥ ৭
পারিজাতস্য পুষ্পঞ্চ গৃহীত্বা চন্দনোক্ষিতম্।
ধ্যাত্বা দেবীং মহালক্ষ্মীং পূজয়ামাস নারদ॥ ৮
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং যদ্দত্তং ব্রহ্মণে পুরা।
হরিণা তেন ধ্যানেন তন্নিবোধ বদামি তে॥ ৯
সহস্রদলপদ্মস্য কর্ণিকাবাসিনীং পরাম্।
শরৎপার্ব্বণকোটীন্দুপ্রভামুষ্টিকরীং বরাম্॥ ১০
স্বতেজসা প্রজ্বলন্তীং সুখদৃশ্যাং মনোহরাম্।
প্রতপ্তকাঞ্চননিভাং শোভাং মূর্ত্তিমতীং সতীম্॥১১
রত্নভূষণভূষাঢ্যাং শোভিতাং পীতবাসসা।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং শশ্বৎসুস্থিরযৌবনাম্॥ ১২
সর্ব্বসম্পৎপ্রদাত্রীঞ্চ মহালক্ষ্মীং ভজে শুভাম্।
ধ্যানেনানেন তাং ধ্যাত্বা নানোপহারসংযুতঃ॥ ১৩
সম্পূজ্য ব্রহ্মবাক্যেণ চোপহারাণি ষোড়শ।
দদৌ ভক্ত্যা বিধানেন প্রত্যেকং মন্ত্রপূর্ব্বকম্।
প্রশংস্যানি প্রহৃষ্টানি দুর্লভানি বরাণি চ। ১৪
অমূল্যরত্নসারঞ্চ নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
আসনঞ্চ প্রসন্নঞ্চ মহালক্ষ্মি প্রগৃহ্যতাম্॥ ১৫
শুদ্ধং গঙ্গোদকমিদং সর্ব্ববন্দিতমীপ্সিতম্।
পাপেধ্মবহ্নিরূপঞ্চ গৃহ্যতাং কমলালয়ে॥ ১৬
পুষ্প-চন্দন-দূর্ব্বাদিসংযুতং জাহ্নবাজলম্।
শঙ্খগর্ভস্থিতং শুদ্ধং গৃহ্যতাং পদ্মবাসিনি॥ ১৭
সুগন্ধি বিষ্ণুতৈলঞ্চ সুগন্ধ্যামলকীজলম্।
দেহসৌন্দর্য্যবীজঞ্চ গৃহ্যতাং শ্রীহরিপ্রিয়ে॥ ১৮
বৃক্ষনির্য্যাসরূপঞ্চ গন্ধদ্রব্যাদিসংযুতম্।
শ্রীকৃষ্ণকান্তে ধূপঞ্চ পবিত্রঞ্চ প্রগৃহ্যতাম্॥ ১৯
মলয়াচলসম্ভূতং বৃক্ষসারং মনোহরম্।
সুগন্ধযুক্তং সুখদং চন্দনং দেবি গৃহ্যতাম্॥ ২০
জগচ্চক্ষুঃস্বরূপঞ্চ প্রাণরক্ষণকারণম্।
প্রদীপং শুদ্ধরূপঞ্চ গৃহ্যতাং পরমেশ্বরি॥ ২১
নানোপহাররূপঞ্চ নানারসসমন্বিতম্।
নানাস্বাদুকরঞ্চৈব নৈবেদ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ২২
অন্নব্রহ্মস্বরূপঞ্চ প্রাণরক্ষণকারণম্।
তুষ্টিদং পুষ্টিদঞ্চৈবমন্নঞ্চ প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ২৩
শাল্যক্ষতসুপক্কঞ্চ শর্করাগব্যসংযুতম্।
সুস্বাদুযুক্তং পদ্মে চ পরমান্নং প্রগৃহ্যতাম্॥ ২৪
শর্করাগব্যপক্কঞ্চ সুস্বাদু সুমনোহরম্।
ময়া নিবেদিতং লক্ষ্মি স্বস্তিকং প্রতিগৃহ্যতাম্॥২৫
নানাবিধানি রম্যাণি পক্কানি চ ফলানি চ।
স্বাদুযুক্তানি কমলে গৃহ্যতাং ফলদানি চ॥ ২৬
সুরভিস্তন্যসংযুক্তং সুস্বাদু সুমনোহরম্।
মর্ত্ত্যামৃতঞ্চ গব্যঞ্চ গৃহ্যতামচ্যুতপ্রিয়ে॥ ২৭
সুস্বাদু রসসংযুক্তমিক্ষুবৃক্ষরসোদ্ভবম্।
অগ্নিপক্কমপক্কং বা গুড়ঞ্চ দেবি গৃহ্যতাম্॥ ২৮
যব-গোধূমশস্যানাং চূর্ণরেণুসমুদ্ভবম্।
সুপক্কগুড়গব্যাক্তং মিষ্টান্নং দেবি গৃহ্যতাম্॥ ২৯
শস্যচূর্ণোদ্ভবং পক্কং স্বস্তিকাদিসমন্বিতম্।
ময়া নিবেদিতং দেবি পিষ্টকং প্রতিগৃহ্যতাম্॥৩০
পার্থিবো বৃক্ষভেদশ্চ বিবিধদ্রব্যকারণম্।
সুস্বাদু রসসংযুক্ত ইক্ষুশ্চ প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ৩১
শীতবায়ুপ্রদঞ্চৈব দাহে চ সুখদং পরম্।
কমলে গৃহ্যতাঞ্চেদং ব্যজনং শ্বেতচামরম্॥ ৩২
তাম্বূলঞ্চ বরং রম্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্।
জিহ্বাজাড্যচ্ছেদকরং তাম্বূলং দেবি গৃহ্যতাম্॥৩৩
সুবাসিতং শীতলঞ্চ পিপাসানাশকারণম্
জগজ্জীবনরূপঞ্চ জীবনং দেবি গৃহ্যতাম্॥ ৩৪
দেহসৌন্দর্য্যবীজঞ্চ সদা শোভাবিবর্দ্ধনম্।
কার্পাসজঞ্চ কৃমিজং বসনং দেবি গৃহ্যতাম্॥ ৩৫
রত্নস্বর্ণবিকারশ্চ দেহভূষাবিবর্দ্ধনম্।
শোভাধানং শ্রীকরঞ্চ ভূষণং প্রতিগৃহ্যতাম্ *॥ ৩৬
নানাকুসুমনির্ম্মাণং বহুশোভাপ্রদং † পরম্।
সুর-ভূপপ্রিয়ং শুদ্ধং মাল্যং দেবি প্রগৃহ্যতাম্॥
শুদ্ধিদঃ শুদ্ধরূপশ্চ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলঃ।
গন্ধবস্তূদ্ভবো রম্যো গন্ধো দেবি প্রগৃহ্যতাম্॥৩৮
পুণ্যতীর্থোদকঞ্চৈব বিশুদ্ধং শুদ্ধিদং সদা।
গৃহ্যতাং কৃষ্ণকান্তে চ রম্যমাচমনীয়কম্॥ ৩৯
রত্নসারাদিনির্ম্মাণং পুষ্পচন্দনসংযুতম্।
রত্নভূষণভূষাঢ্যং সুতল্পং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ৪০
যদ্যদ্দ্রব্যমপূর্ব্বঞ্চ পৃথিব্যামতিদুর্লভম্।
দেব-ভূপার্হভোগ্যঞ্চ তদ্দ্রব্যং দেবি গৃহ্যতাম্॥৪১
দ্রব্যাণ্যেতানি দত্ত্বা চ মূলেন দেবপুঙ্গবঃ।
মূলং জজাপ ভক্ত্যা চ দশলক্ষং বিধানতঃ॥ ৪২

---

* শ্রীঃ প্রগৃহ্যতাম্ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
† শোভাশ্রয়মিতি চ পাঠঃ।

জপেন দশলক্ষেণ মন্ত্রসিদ্ধির্বভূব হ ।
মন্ত্রশ্চ ব্রহ্মণা দত্তঃ কল্পবৃক্ষশ্চ সর্ব্বদঃ ॥ ৪৩
লক্ষ্মীর্মায়া কামবাণী ঙেঽন্তঃ কমলবাসিনী ।
স্বাহান্তো বৈদিকো মন্ত্ররাজোঽয়ং দ্বাদশাক্ষরঃ ॥
কুবেরোঽনেন মন্ত্রেণ সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্তবান্ ।
রাজরাজেশ্বরো দক্ষ-সাবর্ণির্ম্মনুরেব সঃ ॥ ৪৫
মঙ্গলোঽনেন মন্ত্রেণ সপ্তদ্বীপবতীপতিঃ ।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ কেদারো নৃপ এব চ ॥ ৪৬
এতে চ সিদ্ধা রাজেন্দ্রা মন্ত্রেণানেন নারদ ।
সিদ্ধে মন্ত্রে মহালক্ষ্মীঃ শক্রায় দর্শনং দদৌ ॥ ৪৭
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণ-বিমানস্থা বরপ্রদা ।
সপ্তদ্বীপবতীং পৃথ্বীং ছাদয়ন্তী ত্বিষা চ সা ॥ ৪৮
শ্বেতচম্পকবর্ণাভা রত্নভূষণভূষিতা ।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যা ভক্তানুগ্রহকাতরা ॥ ৪৯
বিভ্রতী রত্নমালাঞ্চ কোটিচন্দ্রসমপ্রভাম্ ।
দৃষ্ট্বা জগৎপ্রসূং শান্তাং তুষ্টাব তাং পুরন্দরঃ ॥৫০
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গঃ সাশ্রুনেত্রঃ কৃতাঞ্জলিঃ ।
ব্রহ্মণা চ প্রদত্তেন স্তোত্ররাজেন সংযতঃ ।
সর্ব্বাভীষ্টপ্রদেনৈব বৈদিকেনৈব তত্র চ ॥ ৫১

ইন্দ্র উবাচ ।

ওঁ নমো মহালক্ষ্ম্যৈ ।

নমঃ কমলবাসিন্যৈ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ ।
কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ সারায়ৈ পদ্মায়ৈ চ নমো নমঃ ॥ ৫২
পদ্মপত্রেক্ষণায়ৈ চ পদ্মাস্যায়ৈ নমো নমঃ ।
পদ্মাসনায়ৈ পদ্মিন্যৈ বৈষ্ণব্যৈ চ নমো নমঃ ॥৫৩
সর্ব্বসম্পৎস্বরূপায়ৈ সর্ব্বদাত্র্যৈ নমো নমঃ ।
সুখদায়ৈ মোক্ষদায়ৈ সিদ্ধিদায়ৈ নমো নমঃ ॥৫৪
হরিভক্তিপ্রদাত্র্যৈ চ হর্ষদায়ৈ নমো নমঃ ।
কৃষ্ণবক্ষঃস্থিতায়ৈ চ কৃষ্ণেশায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৫৫
চন্দ্রশোভাস্বরূপায়ৈ রত্নপদ্মে চ শোভনে ।
সম্পত্ত্যধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ মহাদেব্যৈ নমো নমঃ ॥৫৬
শস্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ চ শস্যায়ৈ চ নমো নমঃ ।
নমো বুদ্ধিস্বরূপায়ৈ বুদ্ধিদায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৫৭
বৈকুণ্ঠে যা মহালক্ষ্মীর্লক্ষ্মীঃ ক্ষীরোদসাগরে ।
স্বর্গলক্ষ্মীরিন্দ্রগেহে রাজলক্ষ্মীর্নৃপালয়ে ॥ ৫৮
গৃহলক্ষ্মীশ্চ গৃহিণাং গেহে চ গৃহদেবতা ।
সুরভী সা গবাং মাতা দক্ষিণা যজ্ঞকামিনী ॥ ৫৯
অদিতির্দেবমাতা ত্বং কমলা কমলালয়ে ।
স্বাহা ত্বঞ্চ হবির্দ্দানে কব্যদানে স্বধা স্মৃতা ॥ ৬০
ত্বং সহিষ্ণুস্বরূপা চ সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা ।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ত্বং নারায়ণপরায়ণা ॥ ৬১
ক্রোধহিংসাবর্জ্জিতা চ বরদা চ শুভাননা ।
পরমার্থপ্রদা ত্বঞ্চ হরিদাস্যপ্রদা পরা ॥ ৬২
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং ভস্মীভূতমসারকম্ ।
জীবন্মৃতঞ্চ বিশ্বঞ্চ শবতুল্যং যয়া বিনা ॥ ৬৩
সর্ব্বেষাঞ্চ পরা মাতা সর্ব্ববান্ধবরূপিণী ।
যয়া বিনা ন সম্ভাষ্যো বান্ধবৈর্বান্ধবঃ সদা ॥ ৬৪
ত্বয়া হীনো বন্ধুহীনস্ত্বয়া যুক্তঃ সবান্ধবঃ ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ত্বঞ্চ কারণরূপিণী ॥ ৬৫
যথা ত্বং সর্ব্বদা মাতা সর্ব্বেষাং সর্ব্ববিশ্বতঃ ॥ ৬৬
মাতৃহীনঃ স্তনান্ধশ্চ স চেজ্জীবতি দৈবতঃ ।
ত্বয়া হীনো জনঃ কোঽপি ন জীবত্যেব নিশ্চিতম্
সুপ্রসন্নস্বরূপা ত্বং মাং প্রসন্না ভবাম্বিকে ।
বৈরিগ্রস্তঞ্চ বিষয়ং দেহি মহ্যং সনাতনি ॥ ৬৮
বয়ং যাবৎ ত্বয়া হীনা বন্ধুহীনাশ্চ ভিক্ষুকাঃ ।
সর্ব্বসম্পদ্বিহীনাশ্চ তাবদেব হরিপ্রিয়ে ॥ ৬৯
রাজ্যং দেহি শ্রিয়ং দেহি বলং দেহি সুরেশ্বরি ।
কীর্ত্তিং দেহি ধনং দেহি যশো মহ্যঞ্চ দেহি মে ॥
কামং দেহি মতিং দেহি ভোগান্ দেহি হরিপ্রিয়ে
জ্ঞানং দেহি চ ধর্ম্মঞ্চ সর্ব্বসৌভাগ্যমীপ্সিতম্ ॥৭১
প্রভাবঞ্চ প্রতাপঞ্চ সর্ব্বাধিকারমেব চ ।
জয়ং পরাক্রমং যুদ্ধে পরমৈশ্বর্য্যমেব চ ॥ ৭২
ইত্যুক্ত্বা চ মহেন্দ্রশ্চ সর্ব্বৈঃ সুরগণৈঃ সহ ।
প্রণনাম সাশ্রুনেত্রো মূর্দ্ধ্না চৈব পুনঃপুনঃ ॥ ৭৩
ব্রহ্মা চ শঙ্করশ্চৈব শেষো ধর্ম্মশ্চ কেশবঃ ।
সর্ব্বে চক্রুঃ পরীহারং সুরার্থে চ পুনঃপুনঃ ॥৭৪
দেবেভ্যশ্চ বরং দত্ত্বা পুষ্পমালাং মনোহরাম্ ।
কেশবায় দদৌ লক্ষ্মীঃ সন্তুষ্টা সুরসংসদি ॥ ৭৫
যযুর্দ্দেবাশ্চ সন্তুষ্টাঃ স্বং স্বং স্থানঞ্চ নারদ ।
দেবী যযৌ হরেঃ ক্রোড়ং হৃষ্টা ক্ষীরোদশায়িনঃ ॥
যযতুশ্চৈব স্বগৃহং ব্রহ্মেশানৌ চ নারদ ।
দত্ত্বা শুভাশিষং তৌ চ দেবেভ্যঃ প্রীতিপূর্ব্বকম্ ॥
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ ।
কুবেরতুল্যঃ স ভবেদ্রাজরাজেশ্বরো মহান্ ॥ ৭৮
সিদ্ধস্তোত্রং যদি পঠেৎ সোঽপি কল্পতরুর্নরঃ ।
পঞ্চলক্ষজপেনৈব স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্ ॥ ৭৯

সিদ্ধস্তোত্রং যদি পঠেন্মাসমেকঞ্চ সংযতঃ।
মহাসুখী চ রাজেন্দ্রো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৮০
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহালক্ষ্মীস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

নারদ উবাচ।

পুষ্পং দুর্ব্বাসসা দত্তমস্ত্যেব যস্য মস্তকে।
তস্য সর্ব্বপুরঃপূজেত্যুক্তং পূর্ব্বং ত্বয়া প্রভো ॥৮১
তদেব স্থাপিতং পুষ্পং গজেন্দ্রস্যৈব মস্তকে।
কুতো জন্ম গণেশস্য স চ মত্তো বনং গতঃ ॥ ৮২
মূর্দ্ধচ্ছেদে গণপতেঃ শনের্দ্দৃষ্ট্যা পুরা মুনে।
তৎস্কন্ধে যোজয়ামাস হস্তিমস্তং হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ৮
অধুনোক্তং দেবষট্কং সম্পূজ্য চ পুরন্দরঃ।
পূজয়ামাস লক্ষ্মীঞ্চ ক্ষীরোদে চ সুরৈঃ সহ ॥ ৮৪
অহো পুরাণবক্তৄণাং দুর্ব্বোধং বচনং নৃণাম্।
সুব্যক্তমস্য সিদ্ধান্তং বদ বেদবিদাং বর ॥ ৮৫

নারায়ণ উবাচ।

যদা শশাপ শক্রঞ্চ দুর্ব্বাসা মুনিপুঙ্গবঃ।
তদা নাস্ত্যেব তজ্জন্ম পূজাকালে বভূব সঃ ॥ ৮৬
সুচিরং দুঃখিতা দেবা বভ্রমুর্ব্রহ্মশাপতঃ।
পশ্চাৎ সম্প্রাপ তাং লক্ষ্মীং বরেণ চ হরের্মুনে ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণনারদসংবাদে লক্ষ্ম্যুপাখ্যানং নামৈকোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

নারায়ণ মহাভাগ নারায়ণসম প্রভো।
রূপেণ চ গুণেনৈব যশসা তেজসা ত্বিষা ॥ ১
ত্বমেব জ্ঞানিনাং শ্রেষ্ঠঃ সিদ্ধানাং যোগিনাং তথা।
মহালক্ষ্ম্যা উপাখ্যানং বিজ্ঞাতং মহদদ্ভুতম্ ॥ ২
তপস্বিনাং মুনীনাঞ্চ পরো বেদবিদাং তথা।
অন্যৎ কিঞ্চিদুপাখ্যানং নিগূঢ়ং বদ সাম্প্রতম্ ॥৩
অতীব গোপনীয়ং যদুপযুক্তঞ্চ সর্ব্বতঃ।
অপ্রকাশ্যং পুরাণেষু বেদোক্তধর্ম্মসংযুতম্ ॥ ৪

নারায়ণ উবাচ।

নানাপ্রকারমাখ্যানমপ্রকাশ্যং পুরাণতঃ।
শ্রুতৌ কতিবিধং গূঢ়মাস্তে ব্রহ্মন্ সুদুর্লভম্ ॥ ৫
তেষু যৎ সারভূতঞ্চ শ্রোতুং কিং বা ত্বমিচ্ছসি
তন্মে ব্রূহি মহাভাগ পশ্চাদ্বক্ষ্যামি তৎ পুনঃ ॥ ৬

নারদ উবাচ।

স্বাহা দেবহবির্দ্দানে প্রশস্তা সর্ব্বকর্ম্মসু।
পিতৃদানে স্বধা শস্তা দক্ষিণা সর্ব্বতো বরা ॥ ৭
এতাসাং চরিতং জন্ম ফলং প্রাধান্যমেব চ।
শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বদ্বক্ত্রাৎ বদ বেদবিদাং বর ॥ ৮

সৌতিরুবাচ।

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য মুনিপুঙ্গবঃ।
কথাং কথিতুমারেভে পুরাণোক্তাং পুরাতনীম্ ॥৯

নারায়ণ উবাচ।

সৃষ্টেঃ প্রথমতো দেবাশ্চাহারার্থং যযুঃ পুরা।
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মসভামগম্যাং সুমনোহরম্ ॥ ১০
গত্বা নিবেদনং চক্রুরাহারহেতুকং মুনে।
ব্রহ্মা শ্রুত্বা প্রতিজ্ঞায় সিষেবে শ্রীহরিং পরম্ ॥
যজ্ঞরূপো হি ভগবান্ কলয়া চ বভূব সঃ।
যজ্ঞে যদ্যদ্ধবির্দ্দানং দত্তং তেভ্যশ্চ ব্রহ্মণা ॥ ১২
হবির্দদতি বিপ্রাশ্চ ভক্ত্যা চ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।
সুরা নৈব প্রাপ্নুবন্তি তদ্দানং মুনিপুঙ্গব ॥ ১৩
দেবা বিষণ্ণাস্তে সর্ব্বে তৎসভাঞ্চ পুনর্যযুঃ।
গত্বা নিবেদনং চক্রুরাহারাভাবহেতুকম্ ॥ ১৪
ব্রহ্মা শ্রুত্বা তু ধ্যানেন শ্রীকৃষ্ণং শরণং যযৌ।
পূজাং চকার প্রকৃতিং ধ্যানেনৈব তদাজ্ঞয়া ॥ ১৫
প্রকৃতিঃ কলয়া চৈব সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী।
বভূব দাহিকা শক্তিরগ্নেঃ স্বাহা স্বকামিনী ॥ ১৬
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড-প্রভাচ্ছাদনকারিণী।
অতীব সুন্দরী রামা রমণীয়া মনোহরা ॥ ১৭
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যা ভক্তানুগ্রহকাতরা।
উবাচেতি বিধেরগ্রে পদ্মযোনে বরং বৃণু ॥ ১৮
বিধিস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সম্ভ্রমাৎ সমুবাচ তাম্ ॥ ১৯

ব্রহ্মোবাচ।

ত্বমগ্নের্দ্দাহিকা শক্তির্ভব পত্নী চ সুন্দরি।
দগ্ধুং ন শক্তস্ত্বকৃতী হুতাশশ্চ ত্বয়া বিনা ॥ ২০
ত্বন্নামোচ্চার্য্য মন্ত্রান্তে যো দাস্যতি হবির্নরঃ।
সুরেভ্যস্তৎ প্রাপ্নুবন্তি সুরাশ্চানন্দপূর্ব্বকম্ ॥ ২১
অগ্নেঃ সম্পৎস্বরূপা চ শ্রীরূপা চ গৃহেশ্বরী।
দেবানাং পূজিতা শশ্বন্নরাদীনাং ভবাম্বিকে ॥ ২২
ব্রহ্মণশ্চ বচঃ শ্রুত্বা সা বিষণ্ণা বভূব হ।

তমুবাচ স্বয়ং দেবী স্বাভিপ্রায়ং স্বয়ম্ভুবম্ ॥ ২৩
স্বাহোবাচ ।
অহং কৃষ্ণং ভজিষ্যামি তপসা সুচিরেণ চ ।
ব্রহ্মংস্তদন্যদ্‌যৎ কিঞ্চিৎ স্বপ্নবদ্‌ভ্রম এব চ ॥ ২৪
বিধাতা জগতাং ত্বঞ্চ শম্ভুর্মৃত্যুঞ্জয়ঃ প্রভুঃ ।
বিভর্ত্তি শেষো বিশ্বঞ্চ ধর্ম্মঃ সাক্ষী চ দেহিনাম্ ॥
সর্ব্বাদ্যপূজ্যো দেবানাং গণেষু চ গণেশ্বরঃ ।
প্রকৃতিঃ সর্ব্বসূঃ সর্ব্বপূজিতা যৎপ্রসাদতঃ ॥ ২৬
ঋষয়ো মুনয়শ্চৈব পূজিতা যং নিষেব্য চ ।
যৎপাদপদ্মং পদ্মৈকভাবেন চিন্তয়াম্যহম্ ॥ ২৭
পদ্মাস্যা পাদ্মমিত্যুক্ত্বা পদ্মনাভানুসারতঃ ।
জগাম তপসে পাদ্মে পাদ্মাদীশস্য পাদ্মজা ॥ ২৮
তপস্তেপে লক্ষবর্ষমেকপাদেন পাদ্মজা ।
তদা দদর্শ শ্রীকৃষ্ণং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ২৯
অতীব কমনীয়ঞ্চ রূপং দৃষ্ট্বা চ সুন্দরী ।
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ কামেন কামেশস্য চ কামুকী ॥ ৩০
বিজ্ঞায় তদভিপ্রায়ং সর্ব্বজ্ঞস্তামুবাচ সঃ ।
সমুত্থাপ্য চ স্বক্রোড়ে ক্ষীণাঙ্গীং তপসা চিরম্ ॥
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।
বারাহে চ ত্বমংশেন মম পত্নী ভবিষ্যসি ।
নাম্না নাগ্নজিতী কন্যা কান্তে নগ্নজিতস্য চ ॥ ৩২
অধুনাগ্নের্দাহিকা ত্বং ভব পত্নী চ ভাবিনি ।
মন্ত্রাঙ্গরূপা পূতা চ মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যসি ॥ ৩৩
বহ্নিস্ত্বাং ভক্তিভাবেন সম্পূজ্য চ গৃহেশ্বরীম্ ।
রমিষ্যতে ত্বয়া সার্দ্ধং রামযা রমণীয়য়া ॥ ৩৪
ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে দেবো দেবীমাশ্বাস্য নারদ ।
তত্রাজগাম সন্ত্রস্তো বহ্নির্ব্রহ্মনিদেশতঃ ॥ ৩৫
সামবেদোক্তধ্যানেন ধ্যাত্বা তাং জগদম্বিকাম্ ।
সম্পূজ্য পরিতুষ্টাব পাণিং জগ্রাহ মন্ত্রতঃ ॥ ৩৬
তদা দিব্যং বর্ষশতং স রেমে রাময়া সহ ।
অতীব নির্জ্জনে রম্যে সম্ভোগসুখদে সদা ॥ ৩৭
বভূব গর্ভস্তস্যাশ্চ হুতাশস্য চ তেজসা ।
তদ্দধার চ সা দেবী দিব্যং দ্বাদশবৎসরম্ ॥ ৩৭
ততঃ সুষাব পুত্রাংশ্চ রমণীয়ান্ মনোহরান্ ।
দক্ষিণাগ্নি-গার্হপত্যা হবনীয়ান্ ক্রমেণ চ ॥ ৩৯
ঋষয়ো মুনয়শ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ ।
স্বাহান্তং মন্ত্রমুচ্চার্য্য হবির্দদতি নিত্যশঃ ॥ ৪০
স্বাহাযুক্তঞ্চ মন্ত্রঞ্চ যো গৃহ্ণাতি প্রশস্তকম্ ।
সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেৎ তস্য ব্রহ্মন্ গ্রহণমাত্রতঃ ॥ ৪১
বিষহীনো যথা সর্পো বেদহীনো যথা দ্বিজঃ ।
পতিসেবাবিহীনা স্ত্রী বিদ্যাহীনো যথা নরঃ ॥ ৪২
ফলশাখাবিহীনশ্চ যথা বৃক্ষো হি নিন্দিতঃ ।
স্বাহাহীনস্তথা মন্ত্রো ন কুতঃ ফলদায়কঃ ॥ ৪৩
পরিতুষ্টা দ্বিজাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সম্প্রাপুরাহুতিম্ ।
স্বাহান্তেনৈব মন্ত্রেণ সফলং সর্ব্বকর্ম্ম চ ॥ ৪৪
ইত্যেবং বর্ণিতং সর্ব্বং স্বাহোপাখ্যানমুত্তমম্ ।
সুখদং মোক্ষদং সারং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি
নারদ উবাচ ।
স্বাহাপূজাবিধানঞ্চ ধ্যানং স্তোত্রং মুনীশ্বর ।
সম্পূজ্য বহ্নিস্তুষ্টাব যেন তাং বদ মে প্রভো ॥ ৪৬
নারায়ণ উবাচ ।
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং স্তোত্রং পূজাবিধানকম্ ।
বদামি শ্রূয়তাং ব্রহ্মন্ সাবধানং নিশাময় ॥ ৪৭
সর্ব্বযজ্ঞারম্ভকালে শালগ্রামে ঘটেঽথবা ।
স্বাহাং সম্পূজ্য যত্নেন যজ্ঞং কুর্য্যাৎ ফলাপ্তয়ে ॥
স্বাহাং মন্ত্রাঙ্গপূতাঞ্চ মন্ত্রসিদ্ধিস্বরূপিণীম্ ।
সিদ্ধাঞ্চ সিদ্ধিদাং নৃণাং কর্ম্মণাং ফলদাং ভজে ॥
ইতি ধ্যাত্বা চ মূলেন দত্ত্বা পাদ্যাদিকং নরঃ ।
সর্ব্বসিদ্ধিং লভেৎ স্তুত্বা মূলং স্তোত্রং মুনে শৃণু ॥
ওঁ হ্রীং শ্রীং বহ্নিজায়ায়ৈ দেব্যৈ স্বাহেত্যনেন চ
যঃ পূজয়েচ্চ তাং দেবীং সর্ব্বেষ্টিং লভতে ধ্রুবম্
বহ্নিরুবাচ ।
স্বাহাদ্যা প্রকৃতেরংশা মন্ত্রতন্ত্রাঙ্গরূপিণী ।
মন্ত্রাণাং ফলদাত্রী চ ধাত্রী চ জগতাং সতী ॥ ৫২
সিদ্ধিস্বরূপা সিদ্ধা চ সিদ্ধিদা সর্ব্বদা নৃণাম্ ।
হুতাশদাহিকাশক্তিস্তৎ প্রাণাধিকরূপিণী ॥ ৫৩
সংসারসাররূপা চ ঘোরসংসারতারিণী ।
দেবজীবনরূপা চ দেবপোষণকারিণী ॥ ৫৪
ষোড়শৈতানি নামানি যঃ পঠেদ্ভক্তিসংযুতঃ ।
সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেৎ তস্য চেহলোকে পরত্র চ ॥ ৫৫
নাঙ্গহীনং ভবেৎ তস্য সর্ব্বকর্ম্ম সুশোভনম্
অপুত্রো লভতে পুত্রমভার্য্যো লভতে প্রিয়াম্ ॥ ৫৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
স্বাহোপাখ্যানং নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি স্বধোপাখ্যানমুত্তমম্‌ ।
পিতৄণাঞ্চ তৃপ্তিকরং শ্রাদ্ধানাং ফলবর্দ্ধনম্‌ ॥ ১
সৃষ্টেরাদৌ পিতৃগণান্‌ সসর্জ্জ জগতাং বিধিঃ ।
চতুরশ্চ মূর্ত্তিমতস্ত্রীংশ্চ তেজঃস্বরূপিণঃ ॥ ২
দৃষ্ট্বা সপ্ত পিতৃগণান্‌ সিদ্ধরূপান্‌ মনোহরান্‌ ।
আহারং সসৃজে তেষাং শ্রাদ্ধতর্পণপূর্ব্বকম্‌ ॥ ৩
স্নানং তর্পণপর্য্যন্তং শ্রাদ্ধান্তং দেবপূজনম্‌ ।
আহ্নিকঞ্চ ত্রিসন্ধ্যান্তং বিপ্রাণাঞ্চ শ্রুতৌ শ্রুতম্‌॥
নিত্যং ন কুর্য্যাদ্‌যো বিপ্রস্ত্রিসন্ধ্যং শ্রাদ্ধতর্পণম্‌ ।
বলিং বেদধ্বনিং সোঽপি বিষহীনো যথোরগঃ ॥ ৫
হরিসেবাবিহীনশ্চ শ্রীহরেরনিবেদ্যভুক্‌ ।
তস্যান্তং সূতকং তস্য ন কর্ম্মার্হঃ স নারদ ॥ ৬
ব্রহ্মা শ্রাদ্ধাদিকং সৃষ্ট্বা জগাম পিতৃহেতবে ।
ন প্রাপ্নুবন্তি পিতরো দদতি ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ ৭
সর্ব্বে প্রজগ্মুঃ ক্ষুধিতা বিষণ্ণা ব্রহ্মণঃ সভাম্‌ ।
সর্ব্বং নিবেদনং চক্রুস্তমেব জগতাং বিধিম্‌ ॥ ৮
ব্রহ্মা চ মানসীং কন্যাং সসৃজে চ মনোহরাম্‌ ।
রূপযৌবনসম্পন্নাং শতচন্দ্রসমপ্রভাম্‌ ॥ ৯
বিদ্যাবতীং গুণাবতীমতিরূপবতীং সতীম্‌ ।
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রত্নভূষণভূষিতাম্‌ ॥ ১০
বিশুদ্ধাং প্রকৃতেরংশাং সস্মিতাং বরদাং শুভাম্‌ ।
স্বধাভিধানাং সুদতীং লক্ষ্মীলক্ষণসংযুতাম্‌ ॥ ১১
শতপদ্মপদন্যস্তপাদপদ্মঞ্চ বিভ্রতীম্‌ ।
পত্নীং পিতৄণাং পদ্মাস্যাং পদ্মজাং পদ্মলোচনাম্‌ ॥
পিতৃভ্যস্তাং দদৌ কন্যাং তুষ্টেভ্যস্তুষ্টিরূপিণীম্‌ ।
ব্রাহ্মণাংশ্চোপদেশঞ্চ চকার গোপনীয়কম্‌ ॥ ১৩
স্বধান্তং মন্ত্রমুচ্চার্য্য পিতৃভ্যো দেহি চেতি চ ।
ক্রমেণ তেন বিপ্রাশ্চ পিত্রে দানং দদুঃ পুরা ॥১৪
স্বাহা শস্তা দেবদানে পিতৃদানে স্বধা বরা ।
সর্ব্বত্র দক্ষিণা শস্তা হতং যজ্ঞমদক্ষিণম্‌ ॥ ১৫
পিতরো দেবতা বিপ্রা মুনয়ো মনবস্তথা ।
পূজাং চক্রুঃ স্বধাং শান্তাং তুষ্টুবুঃ পরমাদরম্‌ ॥ ১৬
দেবাদয়শ্চ সন্তুষ্টাঃ পরিপূর্ণমনোরথাঃ ।
বিপ্রাদয়শ্চ পিতরঃ স্বধাদেবীবরেণ চ ॥ ১৭
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং স্বধোপাখ্যানমুত্তমম্‌ ।
সর্ব্বেষাঞ্চ তুষ্টিকরং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৮

নারদ উবাচ ।

স্বধাপূজাবিধানঞ্চ ধ্যানং স্তোত্রং মহামুনে ।
শ্রোতুমিচ্ছামি যত্নেন বদ বেদবিদাং বর ॥ ১৯

নারায়ণ উবাচ ।

তদ্ধ্যানং স্তবনং ব্রহ্মন্‌ বেদোক্তং সর্ব্বসম্মতম্‌ ।
সর্ব্বং জানাসি চ কথং জ্ঞাতুমিচ্ছসি বৃদ্ধয়ে ॥ ২০
শরৎকৃষ্ণত্রয়োদশ্যাং মঘায়াং শ্রাদ্ধবাসরে ।
স্বধাং সম্পূজ্য যত্নেন ততঃ শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ ॥২১
স্বধাংনাভ্যর্চ্চ্য যো বিপ্রঃ শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদহম্মতিঃ ।
ন ভবেৎ ফলভাক্‌ সত্যং শ্রাদ্ধস্য তর্পণস্য চ ॥২২
ব্রহ্মণো মানসীং কন্যাং শশ্বৎসুস্থিরযৌবনাম্‌ ।
পূজ্যাং পিতৄণাং দেবানাং শ্রাদ্ধানাং ফলদাং ভজে
ইতি ধ্যাত্বা শালগ্রামেঽপ্যথবা শোভনে ঘটে ।
দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং তস্যৈ মূলেনেতি শ্রুতৌ শ্রুতম্‌
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং স্বধাদেব্যৈ স্বাহেতি চ মহামনুম্‌
সমুচ্চার্য্য চ সম্পূজ্য স্তুত্বা তাং প্রণমেদ্দ্বিজঃ ॥ ২৫
স্তোত্রং শৃণু মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র বিশারদ ।
সর্ব্ববাঞ্ছাপ্রদং নৃণাং ব্রহ্মণা যৎ কৃতং পুরা ॥ ২৬

ব্রহ্মোবাচ ।

স্বধোচ্চারণমাত্রেণ তীর্থস্নায়ী ভবেন্নরঃ ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥ ২৭
স্বধা স্বধা স্বধেত্যেবং যদি বারত্রয়ং স্মরেৎ ।
শ্রাদ্ধস্য ফলমাপ্নোতি বলেশ্চ তর্পণস্য চ ॥ ২৮
শ্রাদ্ধকালে স্বধাস্তোত্রং যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ ।
লভেচ্ছ্রাদ্ধশতানাঞ্চ পুণ্যমেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৯
স্বধা স্বধা স্বধেত্যেবং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ ।
প্রিয়াং বিনীতাং স লভেৎ সাধ্বীং পুত্রং গুণান্বিতম্‌ ॥ ৩০
পিতৄণাং প্রাণতুল্যা ত্বং দ্বিজজীবনরূপিণী ।
শ্রাদ্ধাধিষ্ঠাতৃদেবী চ শ্রাদ্ধাদীনাং ফলপ্রদা ॥ ৩১
বহির্গচ্ছ মন্মনসঃ পিতৄণাং তুষ্টিহেতবে ।
সম্প্রীতয়ে দ্বিজাতীনাং গৃহিণাং বৃদ্ধিহেতবে ॥ ৩২
নিত্যা ত্বং নিত্যরূপাসি গুণরূপাসি সুব্রতে ।
আবির্ভাবস্তিরোভাবঃ সৃষ্টৌ চ প্রলয়ে তব ॥ ৩৩
ওঁ স্বস্তি চ নমঃ স্বাহা স্বধা ত্বং দক্ষিণা তথা ।
নিরূপিতাশ্চতুর্ব্বেদে ষট্‌ প্রশস্তাশ্চ কর্ম্মিণাম্‌ ॥৩৪
পুরাসীত্ত্বং স্বধা গোপী গোলোকে রাধিকাসখী ।

ধৃতোরসি স্বমাত্মানং কৃষ্ণং তেন স্বধা স্মৃতা ॥ ৩৫
ধ্বস্তা ত্বং রাধিকাশাপাদ্গোলোকাদ্বিশ্বমাগতা ।
কৃষ্ণাশ্লিষ্টা তয়া দৃষ্টা পুরা বৃন্দাবনে বনে ॥ ৩৬
কৃষ্ণালিঙ্গনপুণ্যেন ভূতা মে মানসী সুতা ।
অতৃপ্তা সুরেতৌ তেন চতুর্ণাং স্বামিনাং প্রিয়া ॥৩৭
স্বাহা সা সুন্দরী গোপী পুরাসীদ্রাধিকাসখী ।
স্বং কৃষ্ণমাহ রত্যে তেন স্বাহা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩৮
কৃষ্ণেন সার্দ্ধং সুচিরং বসন্তে রাসমণ্ডলে ।
প্রমত্তা সুরতৌ শ্লিষ্টা দৃষ্টা সা রাধয়া পুরা ॥ ৩৯
তস্যাঃ শাপেন প্রধ্বস্তা গোলোকাদ্বিশ্বমাগতা ।
কৃষ্ণালিঙ্গনপুণ্যেন বভূব বহ্নিকামিনী ॥ ৪০
পবিত্ররূপা পরমা দেবানাং বন্দিতা নৃণাম্ ।
যন্নামোচ্চারণেনৈব নরো মুচ্যতে পাতকাৎ ॥ ৫১
যা সুশীলাভিধা গোপী পুরাসীদ্রাধিকাসখী ।
উবাস দক্ষিণে ক্রোড়ে কৃষ্ণস্য রাধিকাগ্রতঃ ॥ ৪২
প্রধ্বস্তা সা চ তচ্ছাপ দ্গোলোকাদ্বিশ্বমাগতা ।
কৃষ্ণালিঙ্গনপুণ্যেন সা বভূব চ দক্ষিণা ॥ ৪৩
সুপ্রেয়সী রতৌ দক্ষা প্রশস্তা সর্ব্বকর্ম্মসু ।
উবাস দক্ষিণে ভর্ত্তুর্দক্ষিণা তেন কীর্ত্তিতা ॥ ৪৪
বভূবুস্তিস্রো গোপ্যশ্চ স্বধা স্বাহা চ দক্ষিণা ।
কর্ম্মিণাং কর্ম্মপূর্ণার্থং পুরা চৈবেশ্বরেচ্ছয়া ॥ ৪৫
ইত্যেবমুক্ত্বা স ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকেষু সংসদি ।
তস্থৌ চ সহসা সদ্যঃ স্বধা সাবির্ব্বভূব হ ॥ ৪৬
তদা পিতৃভ্যঃ প্রদদৌ তামেব কমলাননাম্ ।
তাং সম্প্রাপ্য যযুস্তে চ পিতরশ্চ প্রহর্ষিতাঃ ॥৪৭
স্বধাস্তোত্রমিদং পুণ্যং যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ ।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু বেদপাঠফলং লভেৎ ॥ ৪৮

ইতি স্বধোপাখ্যানমেকচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

উক্তং স্বাহা-স্বধাখ্যানং সাবধানং নিশাময় ।
গোপী সুশীলা গোলোকে পুরাসীৎ প্রেয়সী হরেঃ
রাধা প্রধানা সধ্রীচী ধন্যা মান্যা মনোহরা ।
অতীব সুন্দরী রামা সুভগা সুদতী সতী ॥ ২
বিদ্যাবতী গুণবতী সতী রূপবতী রতিঃ ।
কলাবতী কোমলাঙ্গী কান্তা কমললোচনা ॥ ৩
সুশ্রোণী সুস্তনী শ্যামা ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা ।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যা রত্নালঙ্কারভূষিতা ॥ ৪
শ্বেতচম্পকবর্ণাভা বিম্বোষ্ঠী মৃগলোচনা ।
কামশাস্ত্রসুনিষ্ণাতা কামিনী হংসগামিনী ॥ ৫
ভাবানুরক্তা ভাবজ্ঞা কৃষ্ণস্য প্রিয়ভাবিনী ।
রসজ্ঞা রসিকা রাসে রাসেশস্য রসোৎসুকা ॥ ৬
উবাস দক্ষিণে ক্রোড়ে রাধায়াঃ পুরতঃ পুরা ।
সম্বভূব নম্রমুখো ভয়েন মধুসূদনঃ ॥ ৭
দৃষ্ট্বা রাধাঞ্চ পুরতো গোপীনাং প্রবরাং বরাম্ ।
মানিনীং রক্তবদনাং রক্তপঙ্কজলোচনাম্ ॥ ৮
কোপেন কম্পিতাঙ্গীঞ্চ কোপনাং কোপদর্শনাম্ ।
কোপেন নিষ্ঠুরং বক্তুমুদ্যতাং স্ফুরিতাধরাম্ ॥ ৯
বেগেন তামাগচ্ছন্তীং বিজ্ঞায় চ তদন্তরম্ ।
বিরোধভীতো ভগবানন্তর্দ্ধানং চকার সঃ ॥ ১০
পলায়মানং তং শান্তং সত্ত্বাধারং সুবিগ্রহম্ ।
বিলোক্য কম্পিতা গোপী সুশীলান্তর্দ্দধৌ ভিয়া ॥
বিলোক্য সঙ্কটং তত্র গোপীনাং লক্ষকোটয়ঃ ।
পুটাঞ্জলিযুতা ভীতা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরাঃ ॥ ১২
রক্ষ রক্ষেত্যুক্তবত্যো হে দেবীতি পুনঃপুনঃ ।
যযুর্ভয়েন শরণং তস্যাশ্চরণপঙ্কজে ॥ ১৩
ত্রিলক্ষকোটয়ো গোপাঃ সুদামাদয় এব চ ।
যযুর্ভয়েন শরণং তৎপদাব্জে চ নারদ ॥ ১৪
পলায়মানং কান্তঞ্চ বিজ্ঞায় পরমেশ্বরী ।
পলায়ন্তীং সহচরীং সুশীলাঞ্চ শশাপ সা ॥ ১৫
অদ্যপ্রভৃতি গোলোকং সা চেদায়াতি গোপিকা।
সদ্যো গমনমাত্রেণ ভস্মসাচ্চ ভবিষ্যতি ॥ ১৬
ইত্যেবমুক্ত্বা তত্রৈব দেবদেবীশ্বরী রুষা ।
রাসেশ্বরী রাসমধ্যে রাসেশমাজুহাব হ ॥ ১৭
নালোক্য পুরতঃ কৃষ্ণং রাধা বিরহকাতরা ।
যুগকোটিসমং মেনে ক্ষণভেদেন সুব্রতা ॥ ১৮
হে কৃষ্ণ হে প্রাণনাথাগচ্ছ প্রাণাধিকপ্রিয় ।
প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবেহ প্রাণা যান্তি ত্বয়া বিনা ॥ ১৯
স্ত্রীগর্ব্বঃ পতিসৌভাগ্যাদ্বর্দ্ধতে চ দিনে দিনে ।
সুস্ত্রী চেদ্বিভবো যস্মাৎ তং ভজেদ্ধর্ম্মতঃ সদা ॥২০
পতির্বন্ধুঃ কুলস্ত্রীণামধিদেবঃ সদাগতিঃ ।
পরং সম্পৎস্বরূপশ্চ স গতির্দেবমূর্ত্তিমান্ ॥ ২১
ধর্ম্মদঃ সুখদঃ শশ্বৎ প্রীতিদঃ শান্তিদঃ সদা ।
সম্মানদো মানদশ্চ মান্যশ্চ মানখণ্ডনঃ ॥ ২২

সারাৎ সারতমঃ স্বামী বন্ধূনাং বন্ধুবর্দ্ধনঃ।
ন চ ভর্ত্তুঃ সমো বন্ধুর্বন্ধো বন্ধুষু দৃশ্যতে॥ ১৩
ভরণাদেব ভর্ত্তায়ং পালনাৎ পতিরুচ্যতে।
শরীরেশাচ্চ স স্বামী কামদাৎ কান্ত এব চ॥ ২৪
বন্ধুশ্চ সুখবর্দ্ধাচ্চ প্রীতিদানাৎ প্রিয়ঃ পরঃ।
ঐশ্বর্য্যদানাদীশশ্চ প্রাণেশাৎ প্রাণনাথকঃ॥ ২৫
রতিদানাচ্চ রমণঃ প্রিয়ো নাস্তি প্রিয়াৎ পরঃ।
পুত্রস্তু স্বামিনঃ শুক্রাজ্জায়তে তেন স প্রিয়ঃ॥২৬
শতপুত্রাৎ পরঃ স্বামী কুলজানাং প্রিয়ঃ সদা।
অসৎকুলপ্রসূতা যা কান্তং বিজ্ঞাতুমক্ষমা॥ ২৭
স্নানঞ্চ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষণম্।
প্রাদক্ষিণ্যং পৃথিব্যাশ্চ সর্ব্বাণি চ তপাংসি চ॥২৮
সর্ব্বাণ্যেব ব্রতানীতি মহাদানানি যানি চ।
উপোষণানি পুণ্যানি যান্যন্যানি চ বিশ্বতঃ॥ ২৯
গুরুসেবা-বিপ্রসেবা-দেবসেবাদিকঞ্চ যৎ।
স্বামিনঃ পদসেবায়াঃ কলাং নার্হতি ষোড়শীম্॥ ৩০
গুরুবিপ্রেষ্টদেবেষু সর্ব্বেভ্যশ্চ পতির্গুরুঃ।
বিদ্যাদাতা যথা পুংসাং কুলজানাং তথা প্রিয়ঃ॥৩১
গোপীত্রিলক্ষকোটীনাং গোপানাঞ্চ তথৈব চ।
ব্রহ্মাণ্ডানামসংখ্যানাং তত্রস্থানাং তথৈব চ॥ ৩২
রসাদিগোলকান্তানামীশ্বরী যৎপ্রসাদতঃ।
অহং ন জানে তং কান্তং স্ত্রীস্বভাবো দুরত্যয়ঃ॥
ইত্যুক্ত্বা রাধিকা কৃষ্ণং তত্র দধ্যৌ সুভক্তিতঃ।
আরাৎ সম্প্রাপ তং তেন বিজহার চ তত্র বৈ॥
অথ সা দক্ষিণা দেবী ধ্বস্তা গোলোকতো মুনে।
সুচিরঞ্চ তপস্তপ্ত্বা বিবেশ কমলাতনৌ॥ ৩৫
অথ দেবাদয়ঃ সর্ব্বে যজ্ঞং কৃত্বা সুদুষ্করম্।
ন লভন্তে ফলং তেষাং বিষণ্ণাঃ প্রযযুর্বিধিম্॥ ৩৬
বিধিনিবেদনং শ্রুত্বা দেবাদীনাং জগৎপতিম্।
দধ্যৌ সুচিন্তিতো ভক্ত্যা তৎপ্রত্যাদেশমাপ সঃ॥
নারায়ণশ্চ ভগবান্ মহালক্ষ্ম্যাশ্চ দেহতঃ।
বিনিষ্ক্রম্য মর্ত্ত্যলক্ষ্মীং ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দদৌ॥৩৮
ব্রহ্মা দদৌ তাং যজ্ঞায় পূর্ণার্থং কর্ম্মণাং সতাম্।
যজ্ঞঃ সম্পূজ্য বিধিবৎ তাং তুষ্টাব রমাং মুদা॥৩৯
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং চন্দ্রকোটিসমপ্রভাম্।
অতীব কমনীয়াঞ্চ সুন্দরীং সুমনোহরাম্॥ ৪০
কমলাস্যাং কোমলাঙ্গীং কমলায়তলোচনাম্।
কমলাসনপূজ্যাঞ্চ কমলাঙ্গসমুদ্ভবাম্॥ ৪১

বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং বিম্বোষ্ঠীং সুদতীং সতীম্।
বিভ্রতীং কবরীভারং মালতীমাল্যমণ্ডিতম্॥ ৪২
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং রত্নভূষণভূষিতাম্।
সুবেশাঢ্যাঞ্চ সুস্নাতাং মুনিমানসমোহিনীম্॥ ৪৩
কস্তূরীবিন্দুভিঃ সার্দ্ধং সুগন্ধিচন্দনান্বিতাম্।
সিন্দূরবিন্দুনাত্যন্ত-মলকাধঃস্থলোজ্জ্বলাম্॥ ৪৪
সুপ্রশস্তনিতম্বাঢ্যাং বৃহচ্ছ্রোণিপয়োধরাম্।
কামদেবাধাররূপাং কামবাণপ্রপীড়িতাম্॥ ৪৫
তাং দৃষ্ট্বা রমণীয়াঞ্চ যজ্ঞো মূর্চ্ছামবাপ হ।
পত্নীং তামেব জগ্রাহ বিধিবোধিতপূর্ব্বকম্॥ ৪৬
দিব্যং বর্ষশতঞ্চৈব তাং গৃহীত্বা সুনির্জ্জনে।
যজ্ঞো রেমে মুদা যুক্তো রাময়া রময়া সহ॥ ৪৭
গর্ভং দধার সা দেবী দিব্যং দ্বাদশবৎসরম্।
ততঃ সুষাব পুত্রঞ্চ ফলঞ্চ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
কর্ম্মণাং পূর্ণরূপা চ দক্ষিণা কর্ম্মণাং সতাম্।
পরিপূর্ণে কর্ম্মণি চ তৎপুত্রঃ ফলদায়কঃ॥ ৪৯
যজ্ঞোঽপি দক্ষিণাসার্দ্ধং পুত্রেণ চ ফলেন চ।
কর্ম্মিণাং ফলদাতা চেত্যেবং বেদবিদো বিদুঃ॥৫০
যজ্ঞশ্চ দক্ষিণাং প্রাপ্য পুত্রঞ্চ ফলদায়কম্।
ফলং দদৌ চ সর্ব্বেভ্যঃ কর্ম্মিভ্য ইতি নারদ॥ ৫১
তদা দেবাদয়স্তুষ্টাঃ পরিপূর্ণমনোরথাঃ।
স্বস্থানং প্রযযুঃ সর্ব্বে ধর্ম্মবক্ত্রাদিদং শ্রুতম্॥ ৫২
কৃত্বা কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ তূর্ণং দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্।
তৎক্ষণং ফলমাপ্নোতি বেদৈরুক্তমিদং মুনে॥৫৩
কর্ম্মী কর্ম্মণি পূর্ণে চ তৎক্ষণাদ্যদি দক্ষিণাম্।
ন দদ্যাদ্ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দৈবেনাজ্ঞানতোঽথবা।
মুহূর্ত্তে সমতীতে চ দ্বিগুণা সা ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ৫৪
একরাত্রব্যতীতে তু ভবেচ্ছতগুণা চ সা।
ত্রিরাত্রে তদ্দশগুণা সপ্তাহে দ্বিগুণা ততঃ॥ ৫৫
মাসে লক্ষগুণা প্রোক্তা ব্রাহ্মণানাঞ্চ বর্দ্ধতে।
সংবৎসরে ব্যতীতে তু সা ত্রিকোটিগুণা ভবেৎ॥
কর্ম্ম তদ্যজমানানাং সর্ব্বাঞ্চ নিষ্ফলং ভবেৎ।
স চ ব্রহ্মস্বাপহারী ন কর্ম্মার্হোঽশুচির্নরঃ॥ ৫৭
দরিদ্রো ব্যাধিযুক্তশ্চ তেন পাপেন পাতকী।
তদ্গৃহাদ্যাতি লক্ষ্মীশ্চ শাপং দত্ত্বা সুদারুণম্॥ ৫
পিতরো নৈব গৃহ্নন্তি তদ্দত্তং শ্রাদ্ধতর্পণম্।
এবং সুরাশ্চ তৎপূজাং তদ্দত্তামগ্নিরাহুতিম্॥ ৫৯
দাতা ন দীয়তে দানং গ্রহীতা তন্ন যাচতে।

উভৌ তৌ নরকং যাতশ্ছিন্নরজ্জুর্যথা ঘটঃ ॥ ৬০
নার্পয়েদ্‌যজমানশ্চেদ্‌যাচিতারঞ্চ দক্ষিণাম্ ।
ভবেদ্‌ব্রহ্মস্বাপহারী কুম্ভীপাকং ব্রজেদ্‌ধ্রুবম্ ॥৬১
বর্ষলক্ষং বসেৎ তত্র যমদূতেন তাড়িতঃ।
ততো ভবেৎ স চণ্ডালো ব্যাধিযুক্তো দরিদ্রকঃ ॥
পাতয়েৎ পুরুষান্ সপ্ত পূর্ব্বাংশ্চ সপ্তজন্মনাম্।
ইত্যেবং কথিতং বিপ্র কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

নারদ উবাচ।

যৎ কর্ম্ম দক্ষিণাহীনং কো ভুঙক্তে তৎফলং মুনে
পূজাবিধিং দক্ষিণায়াঃ পুরা যজ্ঞকৃতং বদ ॥ ৬৪

নারায়ণ উবাচ।

কর্ম্মণোঽদক্ষিণস্যৈব কুত এব ফলং মুনে।
সদক্ষিণে কর্ম্মণি চ ফলমেব প্রবর্ত্ততে ॥ ৬৫
যা যা কর্ম্মণি সামগ্রী বলির্ভুঙক্তে চ তাং মুনে।
বলয়ে তৎ প্রদত্তঞ্চ বামনেন পুরা মুনে ॥ ৬৬
অশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধদ্রব্যমশ্রাদ্ধং দানমেব চ।
বৃষলীপতিবিপ্রাণাং পূজাদ্রব্যাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৬৭
গুরোরভক্তস্য কর্ম্ম বলির্ভুঙক্তে ন সংশয়ঃ ॥ ৬৮
দক্ষিণায়াশ্চ যদ্ধ্যানং স্তোত্রং পূজাবিধিক্রমম্।
তৎ সর্ব্বং কাণ্বশাখোক্তং প্রবক্ষ্যামি নিশাময় ॥ ৬৯
পুরা সম্প্রাপ্য তাং যজ্ঞঃ কর্ম্মদক্ষাঞ্চ দক্ষিণাম্।
মুমোহ তস্যা রূপেণ তুষ্টাব কামকাতরঃ ॥ ৭০

যজ্ঞ উবাচ।

পুরা গোলোকগোপীয়ং গোপীনাং প্রবরা পরা।
রাধাসমা তৎসখী চ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী প্রিয়ে ॥ ৭১
কার্ত্তিকীপূর্ণিমায়াস্তু রাসে রাধামহোৎসবে।
আবির্ভূতা দক্ষিণাংশাৎ কৃষ্ণস্য তেন দক্ষিণা ॥ ৭২
পুরা ত্বঞ্চ সুশীলাখ্যা শীলেন শোভনেন চ।
কৃষ্ণদক্ষাংশবাসাচ্চ রাধাশাপাচ্চ দক্ষিণা ॥ ৭৩
গোলোকাৎ ত্বং পরিধ্বস্তা মম ভাগ্যাদুপস্থিতা।
কৃপাং কুরু ত্বমেবাদ্য স্বামিনং কুরু মাং প্রিয়ে ॥
কর্ম্মিণাং কর্ম্মণাং দেবী ত্বমেব ফলদা সদা।
ত্বয়া বিনা চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বং কর্ম্ম চ নিষ্ফলম্ ॥৭৫
ফলশাখাবিহীনশ্চ যথা বৃক্ষো মহীতলে।
ত্বয়া বিনা তথা কর্ম্ম কর্ম্মিণাঞ্চ ন শোভতে ॥ ৭৬
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাশ্চ দিক্‌পালাদয় এব চ।
কর্ম্মণশ্চ ফলং দাতুং ন শক্তাশ্চ ত্বয়া বিনা ॥ ৭৭
কর্ম্মরূপী স্বয়ং ব্রহ্মা ফলরূপী মহেশ্বরঃ।
যজ্ঞরূপী বিষ্ণুরহং ত্বমেষাং সাররূপিণী ॥ ৭৮
ফলদাতা পরং ব্রহ্ম নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স্বয়ং কৃষ্ণশ্চ ভগবান্ ন চ শক্তস্ত্বয়া বিনা ॥ ৭৯
ত্বমেব শক্তিঃ কান্তে মে শশ্বজ্জন্মনি জন্মনি।
সর্ব্বকর্ম্মণি শক্তোঽহং ত্বয়া সহ বরাননে ॥ ৮০
ইত্যুক্ত্বা তৎপুরস্তস্থৌ যজ্ঞাধিষ্ঠাতৃদেবকঃ।
তুষ্টা বভূব সা দেবী ভেজে তং কমলাকলা ॥ ৮১
ইদঞ্চ দক্ষিণাস্তোত্রং যজ্ঞকালে চ যঃ পঠেৎ।
ফলঞ্চ সর্ব্বযজ্ঞানাং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮২
রাজসূয়ে বাজপেয়ে গোমেধে নরমেধকে।
অশ্বমেধে লাঙ্গলে চ বিষ্ণুযজ্ঞে যশস্করে ॥ ৮৩
ধনদে ভূমিদে ফল্গৌ পুত্রেষ্টৌ গজমেধকে।
লৌহযজ্ঞে স্বর্ণযজ্ঞে পাটলিব্যাধিখণ্ডনে ॥ ৮৪
শিবযজ্ঞে রুদ্রযজ্ঞে শক্রযজ্ঞে চ বন্ধুকে।
ইষ্টৌ বরুণযাগে চ কন্দুকে বৈরিমর্দ্দনে ॥ ৮৫
শুচিযাগে ধর্ম্মযাগে রেচনে পাপমোচনে।
বন্ধনে কর্ম্মযাগে চ মণিযাগে সুভদ্রকে ॥ ৮৬
এতেষাঞ্চ সমারম্ভে ইদং স্তোত্রঞ্চ যঃ পঠেৎ।
নির্ব্বিঘ্নেন চ তৎকর্ম্ম সাঙ্গং ভবতি নিশ্চিতম্ ॥৮৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে দক্ষিণাস্তোত্রং সমাপ্তম্।

ইদং স্তোত্রঞ্চ কথিতং ধ্যানং পূজাবিধানকম্।
শালগ্রামে ঘটে বাপি দক্ষিণাং পূজয়েৎ সুধীঃ ॥ ৮৮
লক্ষ্মীদক্ষাংশসম্ভূতাং দক্ষিণাং কমলাকলাম্।
সর্ব্বকর্ম্মসু দক্ষাঞ্চ ফলদাং সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ৮৯
বিষ্ণোঃ শক্তিস্বরূপাঞ্চ সুশীলাং শুভদাং ভজে।
ধ্যাত্বা তেনৈব বরদাং মূলেন পূজয়েৎ সুধীঃ ॥ ৯০
দত্ত্বা পাদ্যাদিকং দেব্যৈ বেদোক্তেন চ নারদ।
ওঁ হ্রীং ক্লীং শ্রীং দক্ষিণায়ৈ স্বাহেতি চ বিচক্ষণঃ ॥
পূজয়েদ্বিধিবদ্ভক্ত্যা দক্ষিণাং সর্ব্বপূজিতাম্।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং দক্ষিণাখ্যানমুত্তমম্ ॥ ৯২
সুখদং প্রীতিদঞ্চৈব ফলদং সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
ইদঞ্চ দক্ষিণাখ্যানং যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ ॥ ৯৩
অঙ্গহীনঞ্চ তৎকর্ম্ম ন ভবেদ্ভারতে ভুবি।
অপুত্রো লভতে পুত্রং নিশ্চিতঞ্চ গুণান্বিতম্ ॥৯৪
ভার্য্যাহীনো লভেদ্ভার্য্যাং সুশীলাং সুন্দরীং পরাম্
বরারোহাং পুত্রবতীং বিনীতাং প্রিয়বাদিনীম্ ॥৯৫
পতিব্রতাং সুব্রতাঞ্চ শুদ্ধাঞ্চ কুলজাং বরাম্।

বিদ্যাহীনো লভেদ্বিদ্যাং ধনহীনো ধনং লভেৎ ॥
ভূমিহীনো লভেদ্ভূমিং প্রজাহীনো লভেৎ প্রজাম্
সঙ্কটে বন্ধুবিচ্ছেদে বিপত্তৌ বন্ধনে তথা।
মাসমেকমিদং শ্রুত্বা মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে দক্ষিণোপাখ্যানং নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

অনেকাসাঞ্চ দেবীনাং শ্রুতমাখ্যানমুত্তমম্।
অন্যাসাং চরিতং ব্রহ্মন্ বদ বেদবিদাং বর ॥ ১

নারায়ণ উবাচ।

সর্ব্বাসাং চরিতং বিপ্র বেদেষস্তি পৃথক্ পৃথক্।
পূর্ব্বোক্তানাঞ্চ দেবীনাং ত্বং কাসাং শ্রোতুমিচ্ছসি

নারদ উবাচ।

ষষ্ঠী মঙ্গলচণ্ডী চ মনসা প্রকৃতেঃ কলা।
ব্যুৎপত্তিমাসাং চরিতং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৩

নারায়ণ উবাচ।

ষষ্ঠাংশা প্রকৃতের্যা চ সা চ ষষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা।
বালকাধিষ্ঠাতৃদেবী বিষ্ণুমায়া চ বালদা ॥ ৪
মাতৃকাসু চ বিখ্যাতা দেবসেনাভিধা চ সা।
প্রাণাধিকপ্রিয়া সাধ্বী স্কন্দভার্য্যা চ সুব্রতা ॥ ৫
আয়ুঃপ্রদা চ বালানাং ধাত্রী রক্ষণকারিণী।
সততং শিশুপার্শ্বস্থা যোগেন সিদ্ধযোগিনী ॥ ৬
তস্যাঃ পূজাবিধৌ ব্রহ্মন্নিতিহাসবিধিং শৃণু।
যচ্ছ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রেণ সুখদং পুত্রদং পরম্ ॥ ৭
রাজা প্রিয়ব্রতশ্চাসীৎ স্বায়ম্ভুবমনোঃ সুতঃ।
যোগীন্দ্রো নোদ্বহেদ্ভার্য্যাং তপস্যাসু রতঃ সদা ॥৮
ব্রহ্মাজ্ঞয়া চ যত্নেন কৃতদারো বভূব হ।
সুচিরং কৃতদারশ্চ ন লভেৎ তনয়ং মুনে ॥ ৯
পুত্রেষ্টিযজ্ঞং তঞ্চাপি কারয়ামাস কশ্যপঃ।
মালিন্যৈ তস্য কান্তায়ৈ মুনির্যজ্ঞচরুং দদৌ ॥ ১০
ভুক্ত্বা চরুঞ্চ তস্যাশ্চ সদ্যো গর্ভো বভূব হ।
দধার তঞ্চ সা দেবী দৈবং দ্বাদশবৎসরম্ ॥ ১১
ততঃ সুষাব সা ব্রহ্মন্ কুমারং কনকপ্রভম্।
সর্ব্বাবয়বসম্পন্নং মৃতমুত্তারলোচনম্ ॥ ১২
তং দৃষ্ট্বা রুরুদুঃ সর্ব্বা নার্য্যশ্চ বান্ধবস্ত্রিয়ঃ।
মূর্চ্ছামবাপ তন্মাতা পুত্রশোকেন সুব্রত ॥ ১৩
শ্মশানঞ্চ যযৌ রাজা গৃহীত্বা বালকং মুনে।
রুরোদ তত্র কান্তারে পুত্রং কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥ ১৪
নোৎসৃজেদ্বালকং রাজা প্রাণাংস্ত্যক্তুং সমুদ্যতঃ।
জ্ঞানযোগং বিসস্মার পুত্রশোকাৎ সুদারুণাৎ ॥১৫
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বিমানঞ্চ দদর্শ হ।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং মণিরাজবিরাজিতম্ ॥ ১৬
তেজসা জ্বলিতং শশ্বচ্ছোভিতং ক্ষৌমবাসসা।
নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্যং পুষ্পমালাবিরাজিতম্ ॥ ১৭
দদর্শ তত্র দেবীঞ্চ কমনীয়াং মনোহরাম্।
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং শশ্বৎ সুস্থিরযৌবনাম্ ॥ ১৮
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং রত্নভূষণভূষিতাম্।
কৃপাময়ীং যোগসিদ্ধাং ভক্তানুগ্রহকাতরাম্ ॥১৯
দৃষ্ট্বা তাং পুরতো রাজা তুষ্টাব পরমাদরম্।
চকার পূজনং তস্যা বিহায় বালকং ভুবি ॥ ২০
পপ্রচ্ছ রাজা তাং দৃষ্ট্বা গ্রীষ্মসূর্য্যসমপ্রভাম্।
তেজসা জ্বলিতাং শান্তাং কান্তাং স্কন্দস্য নারদ ॥

প্রিয়ব্রত উবাচ।

কথং সুশোভনে শান্তে কস্য কান্তাসি সুব্রতে।
কস্য কন্যা বরারোহে ধন্যা মান্যা চ যোষিতাম্ ॥২২
নৃপেন্দ্রস্য বচঃ শ্রুত্বা জগন্মঙ্গলদায়িনী।
উবাচ দেবসেনা সা দেবরক্ষণকারিণী ॥ ২৩
দেবানাং দৈত্যগ্রস্তানাং পুরা সেনা বভূব সা।
জয়ং দদৌ চ তেভ্যশ্চ দেবসেনা চ তেন সা ॥২৪

দেবসেনোবাচ।

ব্রহ্মণো মানসী কন্যা দেবসেনাহমীশ্বরী।
সৃষ্ট্বা মাং মনসো ধাতা দদৌ স্কন্দায় ভূমিপ ॥ ২৫
মাতৃকাসু চ বিখ্যাতা স্কন্দসেনা চ সুব্রতা।
বিশ্বে ষষ্ঠীতি বিখ্যাতা ষষ্ঠাংশা প্রকৃতের্যতঃ ॥ ২৬
অপুত্রায় পুত্রদাহং প্রিয়দাত্র্যপ্রিয়ায় চ।
ধনদা চ দরিদ্রেভ্যোঽকর্ম্মিণে শুভকর্ম্মদা ॥ ২৭
সুখং দুঃখং ভয়ং শোকো হর্ষো মঙ্গলমেব চ।
সম্পত্তিশ্চ বিপত্তিশ্চ সর্ব্বং ভবতি কর্ম্মণা ॥ ২৮
কর্ম্মণা বহুপুত্রী চ বংশহীনশ্চ কর্ম্মণা।
কর্ম্মণা বহুভার্য্যশ্চ ভার্য্যাহীনশ্চ কর্ম্মণা ॥ ২৯
কর্ম্মণা চ দরিদ্রশ্চ ধনাঢ্যশ্চ স্বকর্ম্মণা।
কর্ম্মণা রূপবাংশ্চৈব রোগী শশ্বৎ স্বকর্ম্মণা ॥ ৩০
কর্ম্মণা মৃতপুত্রঞ্চ কর্ম্মণা চিরজীবিনম্।

কর্ম্মণা গুণবন্তঞ্চ ধর্ম্মণা চাঙ্গহীনকম্ ॥ ৩১
তস্মাৎ কর্ম্ম পরং রাজন্ সর্ব্বেভ্যশ্চ শ্রুতৌ শ্রুতম্
কর্ম্মরূপী চ ভগবান্ তদ্বরাৎ ফলদো হরিঃ ॥৩২
ইত্যেবমুক্ত্বা সা দেবী গৃহীত্বা বালকং মুনে।
মহাজ্ঞানেন সহসা জীবয়ামাস লীলয়া ॥ ৩৩
রাজা দদর্শ তং বালং সস্মিতং কনকপ্রভম্।
দেবসেনা চ পশ্যন্তং নৃপমম্বরমেব চ ॥ ৩৪
গৃহীত্বা বালকং দেবী গগনং গন্তুমুদ্যতা।
পুনস্তুষ্টাব তাং রাজা শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকঃ ॥ ৩৫
নৃপস্তোত্রেণ সা দেবী পরিতুষ্টা বভূব হ।
উবাচ তং নৃপং ব্রহ্মন্ বেদোক্তং কর্ম্ম নির্ম্মিতম্ ॥

দেবসেনোবাচ।

ত্রিষু লোকেষু রাজা ত্বং স্বায়ম্ভুবমনোঃ সুতঃ।
মম পূজাঞ্চ সর্ব্বত্র কারয়িত্বা স্বয়ং কুরু ॥ ৩৭
তদা দাস্যামি পুত্রং তে কুলপদ্মং মনোহরম্।
সুব্রতং নাম বিখ্যাতং গুণবন্তং সুপণ্ডিতম্ ॥ ৩৮
জাতিস্মরঞ্চ যোগীন্দ্রং নারায়ণপরায়ণম্।
শতক্রতুকরং শ্রেষ্ঠং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ বন্দিতম্ ॥ ৩৯
মত্তমাতঙ্গলক্ষাণাং ধৃতবন্তং বলং শুভম্।
ধন্বিনং গুণিনং শুদ্ধং বিদুষাং প্রিয়মেব চ ॥ ৪০
যোগিনং জ্ঞানিনঞ্চৈব সিদ্ধরূপং তপস্বিনম্।
যশস্বিনঞ্চ লোকেষু দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্ ॥ ৪২
ইত্যেবমুক্ত্বা সা দেবী তস্মৈ তদ্বালকং দদৌ।
রাজা চকার স্বীকারং তৎপূজার্থঞ্চ সুব্রতঃ ॥ ৪২
জগাম দেবী স্বর্গঞ্চ দদৌ তস্মৈ শুভং বরম্।
আজগাম মহারাজঃ স্বগৃহং হৃষ্টমানসঃ ॥ ৪৩
আগত্য কথয়ামাস বৃত্তান্তং পুত্রহেতুকম্।
দেবীঞ্চ পূজয়ামাস ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দদৌ ॥ ৪৪
রাজা চ প্রতিমাসেষু শুক্লষষ্ঠ্যাং মহোৎসবম্।
ষষ্ঠ্যা দেব্যাশ্চ যত্নেন কারয়ামাস সর্ব্বতঃ ॥ ৪৫
বালানাং সূতিকাগারে ষষ্ঠাহে যত্নপূর্ব্বকম্।
তৎপূজাং কারয়ামাস চৈকবিংশতিবাসরে ॥ ৫৬
বালানাং শুভকার্য্যে চ শুভান্নপ্রাশনে তথা।
সর্ব্বত্র বর্দ্ধয়ামাস স্বয়মেব চকার হ ॥ ৪৭
ধ্যানং পূজাবিধানঞ্চ স্তোত্রং মত্তো নিশাময়।
যচ্ছ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রেণ কৌথুমোক্তঞ্চ সুব্রত ॥ ৪৮
শালগ্রামে ঘটে বাথ বটমূলেঽথবা মুনে।
ভিত্ত্যাং পুত্তলিকাং কৃত্বা পূজয়িত্বা বিচক্ষণঃ ॥৪৯
ষষ্ঠাংশাং প্রকৃতেঃ শুদ্ধাং সুপ্রতিষ্ঠাঞ্চ সুব্রতাম্।
সুপুত্রদাঞ্চ শুভদাং দয়ারূপাং জগৎপ্রসূম্ ॥ ৫০
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রত্নভূষণভূষিতাম্।
পবিত্ররূপাং পরমাং দেবসেনাং পরাং ভজে ॥৫১
ইতি ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ।
পুনর্ধ্যাত্বা চ মূলেন পূজয়েৎ সুব্রতাং সতীম্ ॥৫২
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ৈশ্চ গন্ধ-পুষ্প-প্রদীপকৈঃ।
নৈবেদ্যৈর্ব্বিবিধৈশ্চাপি ফলেন শোভনেন চ ॥ ৫৩
মূলম্ ওঁ হ্রীং ষষ্ঠীদেব্যৈ স্বাহেতি বিধিপূর্ব্বকম্।
অষ্টাক্ষরং মহামন্ত্রং যথাশক্তি জপেন্নরঃ ॥ ৫৪
তত্র স্তুত্বা চ প্রণমেদ্ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতঃ।
স্তোত্রঞ্চ সামবেদোক্তং ধন-পুত্র-ফলপ্রদম্ ॥ ৫৫
অষ্টাক্ষরং মহামন্ত্রং লক্ষধা যো জপেন্মুনে।
স পুত্রং লভতে নূনমিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ৫৬
স্তোত্রং শৃণু মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বেষাঞ্চ শুভাবহম্।
বাঞ্ছাপ্রদঞ্চ সর্ব্বেষাং গূঢ়ং বেদে চ নারদ ॥ ৫৭

প্রিয়ব্রত উবাচ।

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ সিদ্ধ্যৈ শান্ত্যৈ নমো নমঃ।
শুভায়ৈ দেবসেনায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥৫৮
বরদায়ৈ পুত্রদায়ৈ ধনদায়ৈ নমো নমঃ।
সুখদায়ৈ মোক্ষদায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫৯
শক্তিষষ্ঠাংশরূপায়ৈ সিদ্ধায়ৈ চ নমো নমঃ।
মায়ায়ৈ সিদ্ধযোগিন্যৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥৬০
সারায়ৈ সারদায়ৈ চ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ।
সারায়ৈ সারদায়ৈ চ পারায়ৈ সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ৬১
বালাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ চ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ।
কল্যাণদায়ৈ কল্যাণ্যৈ ফলদায়ৈ চ কর্ম্মণাম্ ॥৬২
প্রত্যক্ষায়ৈ চ ভক্তানাং ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ।
পূজ্যায়ৈ স্কন্দকান্তায়ৈ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৬৩
দেবরক্ষণকারিণ্যৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপায়ৈ বন্দিতায়ৈ নৃণাং সদা ॥ ৬৪
হিংসা-ক্রোধবর্জ্জিতায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ।
ধনং দেহি প্রিয়াং দেহি পুত্রং দেহি সুরেশ্বরি ॥৬৫
ধর্ম্মং দেহি যশো দেহি ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ।
ভূমিং দেহি প্রজাং দেহি বিদ্যাং দেহি সুপূজিতে
কল্যাণঞ্চ জয়ং দেহি ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬৭
ইতি দেবীঞ্চ সংস্তূয় লেভে পুত্রং প্রিয়ব্রতঃ।

যশস্বিনঞ্চ রাজেন্দ্রং ষষ্ঠীদেবীপ্রসাদতঃ ॥ ৬৮
ষষ্ঠীস্তোত্রমিদং ব্রহ্মন্ যঃ শৃণোতি চ বৎসরম্।
অপুত্রো লভতে পুত্রং বরং সুচিরজীবিনম্ ॥ ৬৯
বর্ষমেকঞ্চ যা ভক্ত্যা সংস্তূয়েদং শৃণোতি চ।
সর্ব্বপাপাদ্বিনির্ম্মুক্তা মহাবন্ধ্যা প্রসূয়তে ॥ ৭০
বীরপুত্রঞ্চ গুণিনং বিদ্যাবন্তং যশস্বিনম্।
সুচিরায়ুষ্মন্তমেব ষষ্ঠীদেবীপ্রসাদতঃ ॥ ৭১
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতাপত্যা চ যা ভবেৎ।
বর্ষং শ্রুত্বা লভেৎ পুত্রং ষষ্ঠীদেবীপ্রসাদতঃ ॥ ৭২
রোগযুক্তে চ বালে চ পিতা মাতা শৃণোতি চ।
মাসঞ্চ মুচ্যতে বালঃ ষষ্ঠীদেবীপ্রসাদতঃ ॥ ৭৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে ষষ্ঠ্যুপাখ্যানে ষষ্ঠীস্তোত্রং নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

কথিতং ষষ্ঠ্যুপাখ্যানং ব্রহ্মপুত্র যথাগমম্।
দেবী মঙ্গলচণ্ডী যা তদাখ্যানং নিশাময় ॥ ১
তস্যাঃ পূজাদিকং সর্ব্বং ধর্ম্মবক্ত্রাচ্চ যচ্ছ্রুতম্।
শ্রুতিসম্মতমেবেষ্টং সর্ব্বেষাং বিদুষামপি ॥ ২
দক্ষায়াং বর্ত্ততে চণ্ডী কল্যাণেষু চ মঙ্গলম্।
মঙ্গলেষু চ যা দক্ষা সা চ মঙ্গলচণ্ডিকা ॥ ৩
পূজ্যায়াং বিদ্যতে চণ্ডী মঙ্গলোঽপি মহীসুতঃ।
মঙ্গলাভীষ্টদেবী যা সা বা মঙ্গলচণ্ডিকা ॥ ৪
মঙ্গলো মনুবংশশ্চ সপ্তদ্বীপাবনীপতিঃ।
তস্য পূজাভীষ্টদেবী তেন মঙ্গলচণ্ডিকা ॥ ৫
মূর্ত্তিভেদেন সা দুর্গা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
কৃপারূপাতিপ্রত্যক্ষা যোষিতামিষ্টদেবতা ॥ ৬
প্রথমে পূজিতা সা চ শঙ্করেণ পুরা পরা।
ত্রিপুরস্য বধে ঘোরে বিষ্ণুনা প্রেরিতেন চ ॥ ৭
ব্রহ্মন্ ব্রহ্মোপদেশেন দুর্গগ্রস্তেন সঙ্কটে।
আকাশাৎ পতিতে যানে দৈত্যেন পাতিতে রুষা
ব্রহ্মবিষ্ণুপদিষ্টশ্চ দুর্গাং তুষ্টাব শঙ্করঃ।
সা চ মঙ্গলচণ্ডী চ বভূব রূপভেদতঃ ॥ ৯
উবাচ পুরতঃ শম্ভোর্ভয়ং নাস্তীতি তে প্রভো।
ভগবান্ বৃষরূপশ্চ সর্ব্বেশশ্চ বভূব হ।
যুদ্ধশক্তিস্বরূপাঽহং ভবিষ্যামি তদাজ্ঞয়া ॥ ১০
ময়াত্মনা চ হরিণা সহায়েন বৃষধ্বজ।
জহি দৈত্যঞ্চ শত্রুঞ্চ সুরাণাং পদঘাতকম্ ॥ ১১
ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতা দেবী শম্ভোঃ শক্তির্বভূব সা।
বিষ্ণুদত্তেন শস্ত্রেণ জঘান তমুমাপতিঃ ॥ ১২
মুনীন্দ্র পতিতে দৈত্যে সর্ব্বে দেবা মহর্ষয়ঃ।
তুষ্টুবুঃ শঙ্করং দেবা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরাঃ ॥ ১৩
সদ্যঃ শিরসি শম্ভোশ্চ পুষ্পবৃষ্টির্বভূব হ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ সন্তুষ্টো দদৌ তস্মৈ শুভাশিষম্ ॥১৪
ব্রহ্মবিষ্ণূপদিষ্টশ্চ সুস্নাতঃ শঙ্করঃ শুচিঃ।
পূজয়ামাস তাং শক্তিং দেবীং মঙ্গলচণ্ডিকাম্ ॥১৫
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ৈশ্চ বলিভির্বিবিধৈরপি।
পুষ্প-চন্দন-নৈবেদ্যৈর্ভক্ত্যা নানাবিধৈর্ম্মুনে ॥ ১৬
ছাগৈর্মেষৈশ্চ মহিষৈর্গ ডৈর্মায়াতিভিস্তথা।
বস্ত্রালঙ্কারমাল্যৈশ্চ পায়সৈঃ পিষ্টকৈরপি ॥ ১৭
মধুভিশ্চ সুধাভিশ্চ পক্কৈর্নানাবিধৈঃ ফলৈঃ।
সঙ্গীতৈর্নর্ত্তনৈর্বাদ্যৈরুৎসবৈঃ কৃষ্ণকীর্ত্তনৈঃ ॥১৮
ধ্যাত্বা মধ্যন্দিনোক্তেন ধ্যানেন ভক্তিপূর্ব্বকম্।
দদৌ দ্রব্যাণি মূলেন মন্ত্রেণৈব চ নারদ ॥ ১৯
ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ সর্ব্বপূজ্যে দেবি মঙ্গলচণ্ডিকে
ঐং ক্রং ফট্ স্বাহেত্যেবং চাপ্যেকবিংশাক্ষরো
মনুঃ ॥ ২০
পূজ্যঃ কল্পতরুশ্চৈব ভক্তানাং সর্ব্বকামদঃ।
দশলক্ষজপেনৈব মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্ ॥ ২১
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্যস্য স বিষ্ণুঃ সর্ব্বকামদঃ।
ধ্যানঞ্চ শ্রূয়তাং ব্রহ্মন্ বেদোক্তং সর্ব্বসম্মতম্ ॥২২
দেবীং ষোড়শবর্ষীয়াং শশ্বৎসুস্থিরযৌবনাম্।
সর্ব্বরূপগুণাঢ্যাঞ্চ কোমলাঙ্গীং মনোহরাম্ ॥ ২৩
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং চন্দ্রকোটিসমপ্রভাম্।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং রত্নভূষণভূষিতাম্ ॥ ২৪
বিভ্রতীং কবরীভারং মল্লিকামাল্যভূষিতম্।
বিম্বোষ্ঠীং সুদতীং শুদ্ধাং শরৎপদ্মনিভাননাম্ ॥২৫
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং সুনীলোৎপললোচনাম্।
জগদ্ধাত্রীঞ্চ দাত্রীঞ্চ সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বসম্পদাম্ ॥২৬
সংসারসাগরে ঘোরে পোতরূপাং বরাং ভজে।২
দেব্যাশ্চ ধ্যানমিত্যেবং স্তবনং শ্রূয়তাং মুনে।
প্রযতং সঙ্কটগ্রস্তো যেন তুষ্টাব শঙ্করঃ ॥ ২৮

শঙ্কর উবাচ ।

রক্ষ রক্ষ জগন্মাতর্দেবি মঙ্গলচণ্ডিকে ।
হারিকে বিপদাং রাশের্হর্ষমঙ্গলকারিকে ॥ ২৯
হর্ষমঙ্গলদক্ষে চ হর্ষমঙ্গলচণ্ডিকে ।
শুভে মঙ্গলদক্ষে চ শুভমঙ্গলচণ্ডিকে ॥ ৩০
মঙ্গলে মঙ্গলার্হে চ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলে ।
সতাং মঙ্গলদে দেবি সর্ব্বেষাং মঙ্গলালয়ে ॥ ৩১
পূজ্যে মঙ্গলবারে চ মঙ্গলাভীষ্টদেবতে ।
পূজ্যে মঙ্গলভূপস্য মনুবংশস্য সন্ততম্ ॥ ৩২
মঙ্গলাধিষ্ঠাতৃদেবি মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলে ।
সংসারমঙ্গলাধারে মোক্ষমঙ্গলদায়িনি ॥ ৩৩
সারে চ মঙ্গলাধারে পারে চ সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ।
প্রতিমঙ্গলবারে চ পূজ্যে চ মঙ্গলপ্রদে ॥ ৩৪
স্তোত্রেণানেন শম্ভুশ্চ স্তুত্বা মঙ্গলচণ্ডিকাম্ ।
প্রতিমঙ্গলবারে চ পূজাং কৃত্বা গতঃ শিবঃ ॥৩৫
দেব্যাশ্চ মঙ্গলস্তোত্রং যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ ।
তন্মঙ্গলং ভবেচ্ছশ্বন্ন ভবেৎ তদমঙ্গলম্ ॥ ৩৬
প্রথমে পূজিতা দেবী শিবেন সর্ব্বমঙ্গলা ।
দ্বিতীয়ে পূজিতা দেবী মঙ্গলেন গ্রহেণ চ ॥ ৩৭
তৃতীয়ে পূজিতা ভদ্রে মঙ্গলেন নৃপেণ চ ।
চতুর্থে মঙ্গলে বারে সুন্দরীভিশ্চ পূজিতা ॥ ৩৮
পঞ্চমে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি-নরৈর্মঙ্গলচণ্ডিকা ।
পূজিতা প্রতিবিশ্বেষু বিশ্বেশপূজিতা সদা ॥ ৩৯
ততঃ সর্ব্বত্র সম্পূজ্যা সা বভূব সুরেশ্বরী ।
দেবাদিভিশ্চ মুনিভির্মনুভির্ম্মানবৈর্মুনে ॥ ৪০
দেব্যাশ্চ মঙ্গলস্তোত্রং যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ ।
তন্মঙ্গলং সর্ব্বেচ্ছশ্বন্ ভবেত্তদমঙ্গলম্ ।
বর্দ্ধেতে তৎপুত্র-পৌত্রৌ মঙ্গলেষ্টে দিনে দিনে ॥৪১

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে মঙ্গলোপাখ্যানং তৎস্তোত্রকথনং নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

উক্তং দ্বয়োরুপাখ্যানং ব্রহ্মপুত্র যথাগমম্ ।
শ্রূয়তাং মনসাখ্যানং যচ্ছ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রতঃ ॥ ১
কন্যা সা চ ভববতী কশ্যপস্য চ মানসী ।
তেনেয়ং মনসা দেবী মনসা যা চ দীব্যতি ॥ ২
মনসা ধ্যায়তে যা বা পরমাত্মানমীশ্বরম্ ।
তেন সা মনসা দেবী যোগেন তেন দীব্যতি ॥ ৩
আত্মারামা চ সা দেবী বৈষ্ণবী সিদ্ধযোগিনী ।
ত্রিযুগঞ্চ তপস্তপ্ত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৪
জরৎকারুশরীরঞ্চ দৃষ্ট্বা যৎ ক্ষীণমীশ্বরঃ ।
গোপীপতির্নাম চক্রে জরৎকারুরিতি প্রভুঃ ॥৫
বাঞ্ছিতঞ্চ দদৌ তস্যৈ কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ ।
পূজাঞ্চ কারয়ামাস চকার চ পুনঃ স্বয়ম্ ।
স্বর্গে চ নাগলোকে চ পৃথিব্যাং ব্রহ্মলোকতঃ ॥৬
ভৃশং জগৎসু গৌরী সা সুন্দরী চ মনোহরা ।
জগদ্গৌরীতি বিখ্যাতা তেন সা পূজিতা সতী ॥ ৭
শিবশিষ্যা চ সা দেবী তেন শৈবীতি কীর্ত্তিতা ।
বিষ্ণুভক্তাতীব শশ্বদ্বৈষ্ণবী তেন নারদ ॥ ৮
নাগানাং প্রাণরক্ষিত্রী যজ্ঞে জন্মেজয়স্য * চ ।
নাগেশ্বরীতি বিখ্যাতা সা নাগভগিনী তথা ॥ ৯
বিষং সংহর্ত্তুমীশা সা তেন বিষহরীতি সা ।
সিদ্ধিং যোগং হরাৎ প্রাপ তেনাতিসিদ্ধযোগিনী ॥
মহাজ্ঞানঞ্চ গোপ্যঞ্চ মৃতসঞ্জীবনীং পরাম্ ।
মহাজ্ঞানযুতাং তাঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ১১
আস্তীকস্য মুনীন্দ্রস্য মাতা সা চ তপস্বিনঃ ।
আস্তীকমাতা বিখ্যাতা জগৎসু সুপ্রতিষ্ঠিতা ॥১২
প্রিয়া মুনের্জরৎকারোর্মুনীন্দ্রস্য মহাত্মনঃ ।
যোগিনো বিশ্বপূজ্যস্য জরৎকারুপ্রিয়া ততঃ ॥ ১৩
জরৎকারুর্জগদ্গৌরী মনসা সিদ্ধযোগিনী ।
বৈষ্ণবী নাগভগিনী শৈবী নাগেশ্বরী তথা ॥ ১৪
জরৎকারুপ্রিয়াস্তীকমাতা বিষহরীতি চ ।
মহাজ্ঞানযুতা চৈব সা দেবী বিশ্বপূজিতা ॥ ১৫
দ্বাদশৈতানি নামানি পূজাকালে চ যঃ পঠেৎ ।
তস্য নাগভয়ং নাস্তি তস্য বংশোদ্ভবস্য চ ॥১৬

---

* জনমেজয়স্যেত্যর্থে অকারলোপ আর্ষঃ ।

নাগভীতে চ শয়নে নাগগ্রস্তে চ মন্দিরে ।
নাগক্ষতে মহাদুর্গে নাগবেষ্টিতবিগ্রহে ॥ ১৭
ইদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ।
নিত্যং পঠেদ্‌যস্তং দৃষ্ট্বা নাগবর্গঃ পলায়তে ॥ ১৮
দশলক্ষজপেনৈব স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্ ।
স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেদ্‌যস্য স বিষং ভোক্তুমীশ্বরঃ ॥১৯
নাগৌঘং ভূষণং কৃত্বা স ভবেন্নাগবাহনঃ ।
নাগাসনো নাগতল্পো মহাসিদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ২০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদসংবাদে মনসোপাখ্যানে
মনসাস্তোত্রং নাম পঞ্চচত্বা-
রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

পূজাবিধানং স্তোত্রঞ্চ শ্রূয়তাং মুনিপুঙ্গব ।
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং দেবীপূজাবিধানকম্ ॥ ১
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রত্নভূষণভূষিতাম্ ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্ ॥ ২
মহাজ্ঞানযুতাঞ্চৈব প্রবরাং জ্ঞানিনাং সতীম্ ।
সিদ্ধাধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ সিদ্ধাং সিদ্ধিপ্রদাং ভজে ॥ ৩
ইতি ধ্যাত্বা চ তাং দেবীং মূলেনৈব প্রপূজয়েৎ ।
নৈবেদ্যৈর্ব্বিবিধৈর্দীপৈঃ পুষ্পৈর্ধূপানুলেপনৈঃ ॥৪
মূলমন্ত্রশ্চ বেদোক্তো ভক্তানাং বাঞ্ছিতপ্রদঃ :
মুনে কল্পতরুর্নাম সুসিদ্ধো দ্বাদশাক্ষরঃ ॥ ৫
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্রীং * ঐং মনসাদেব্যৈ স্বাহেতি
কীর্ত্তিতঃ ।
পঞ্চলক্ষজপেনৈব মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্ ॥ ৬
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্‌যস্য স সিদ্ধো জগতীতলে ।
সুধাসমং বিষং তস্য ধন্বন্তরিসমো ভবেৎ ॥ ৭
ব্রহ্মন্নাষাঢ়সংক্রান্ত্যাং গূঢ়াশাখাসু যত্নতঃ ।
দেবীমিষাম্ভমাবাহ্য পূজয়েদ্‌যো হি ভক্তিতঃ ॥ ৮
পঞ্চম্যাং মনসাখ্যায়াং দেব্যৈ দদ্যাচ্চ যো বলিম্
ধনবান্ পুত্রবাংশ্চৈব কীর্ত্তিমান্ স ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥৯

পূজাবিধানং কথিতং তদাখ্যানং নিশাময় ।
কথয়ামি মহাভাগ যচ্ছ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রতঃ ॥ ১০
পুরা নাগভয়াক্রান্তা বভূবুর্মানবা ভুবি ।
যান্ যান্ খাদন্তি নাগাশ্চ ন তে জীবন্তি নারদ ॥১১
মন্ত্রাংশ্চ সসৃজে ভীতঃ কশ্যপো ব্রহ্মণার্থিতঃ ।
বেদবীজানুসারেণ চোপদেশেন ব্রহ্মণঃ ॥ ১২
মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবীং তাং মনসাং সসৃজে ততঃ ।
তপসা মনসা তেন বভূব মনসা চ সা ॥ ১৩
কুমারী সা চ সম্ভূয় জগাম শঙ্করালয়ম্ ।
ভক্ত্যা সম্পূজ্য কৈলাসে তুষ্টাব চন্দ্রশেখরম্ ॥ ১৪
দিব্যং বর্ষসহস্রঞ্চ তং নিষেব্য মুনেঃ সুতা ।
আশুতোষো মহেশশ্চ তাঞ্চ তুষ্টো বভূব হ ॥ ১৫
মহাজ্ঞানং দদৌ তস্যৈ পাঠয়ামাস সাম চ ।
কৃষ্ণমন্ত্রং কল্পতরুং দদাবষ্টাক্ষরং মুনে ॥ ১৬
লক্ষ্মী-মায়া-কামবীজং ঙেহন্তং কৃষ্ণপদং ঠঠঃ ।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং পূজনক্রমম্ ॥ ১৭
সর্ব্বপূজ্যঞ্চ স্তবনং ধ্যানং ভুবনপাবনম্ ।
পুরশ্চর্য্যাক্রমঞ্চাপি বেদোক্তং সর্ব্বসম্মতম্ ॥ ১৮
প্রাপ্য মৃত্যুঞ্জয়াজ্‌জ্ঞানং পরং মৃত্যুঞ্জয়ং সতী ।
জগাম তপসা সাধ্বী পুষ্করং শঙ্করাজ্ঞয়া ॥ ১৯
ত্রিযুগঞ্চ তপস্তপ্ত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
সিদ্ধা বভূব সা দেবী দদর্শ পুরতঃ প্রভুম্ ॥ ২০
দৃষ্ট্বা কৃশাঙ্গীং বালাঞ্চ কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ ।
পূজাঞ্চ কারয়ামাস চকার চ হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ২১
বরঞ্চ প্রদদৌ তস্যৈ পূজিতা ত্বং ভবে ভব ।
বরং দত্ত্বা চ কল্যাণ্যৈ সদ্যশ্চান্তর্দধে বিভুঃ ॥ ২২
প্রথমে পূজিতা সা চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা ।
দ্বিতীয়ে শঙ্করেণৈব কশ্যপেন সুরেণ চ ॥ ২৩
মনুনা মুনিনা চৈব নাগেন মানবাদিনা ।
বভূব পূজিতা সা চ ত্রিষু লোকেষু সুব্রতা ॥ ২৪
জরৎকারুমুনীন্দ্রায় কশ্যপস্তাং দদৌ পুরা ।
অযাচিতো মুনিশ্রেষ্ঠো জগ্রাহ ব্রহ্মণাজ্ঞয়া ॥ ২৫
কৃত্বোদ্বাহং মহাযোগী বিশ্রান্তস্তপসা চিরম্ ।
সুষাপ দেব্যা জঘনে বটমূলে চ পুষ্করে ॥ ২৬
নিদ্রাং জগাম স মুনিঃ স্মৃত্বা নিদ্রেশমীশ্বরম্ ।
জগামাস্তং দিনকরঃ সায়ংকাল উপস্থিতঃ ॥ ২৭
সঞ্চিন্ত্য মনসা তত্র মনসা সা পতিব্রতা ।
ধর্ম্মলোপভয়েনৈব চকারালোকনং সতী ॥ ২৮

---

* ক্রীমিত্যত্র ক্লীমিতি চ পাঠো দৃশ্যতে ।

অকৃত্বা পশ্চিমাং সন্ধ্যাং নিত্যাঞ্চৈব দ্বিজন্মনাম্ ।
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং লভিষ্যতি পতির্মম ॥ ২৯
নোপতিষ্ঠতি যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যস্তু পশ্চিমাম্
স এব চাশুচির্নিত্যং ব্রহ্মহত্যাদিকং লভেৎ ॥ ৩০
বেদোক্তমিতি সঞ্চিন্ত্য বোধয়ামাস তং মুনিম্ ।
স চ বুদ্ধা মুনিশ্রেষ্ঠশ্চুকোপ তাং ভৃশং মুনিঃ ॥৩১

জরৎকারুরুবাচ ।

কথং মে সুব্রতে সাধ্বি নিদ্রাভঙ্গঃ কৃতস্ত্বয়া ।
ব্যর্থং ব্রতাদিকং তস্যা যা ভর্ত্তুশ্চাপকারিণী ॥ ৩২
তপশ্চানশনঞ্চৈব ব্রতং দানাদিকঞ্চ যৎ ।
ভর্ত্তুরপ্রিয়কারিণ্যাঃ সর্ব্বং ভবতি নিষ্ফলম্ ॥ ৩৩
যয়া পতিঃ পূজিতশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ পূজিতস্তয়া ।
পতিব্রতাব্রতার্থঞ্চ পতিরূপী হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ৩৪
সর্ব্বদানং সর্ব্বযজ্ঞঃ সর্ব্বতীর্থনিষেবণম্ ।
সর্ব্বং তপো ব্রতং সর্ব্বমুপবাসাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৩৫
সর্ব্বধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ সর্ব্বদেবপ্রপূজনম্ ।
তৎ সর্ব্বং স্বামিসেবায়াঃ কলাং নার্হতি ষোড়শীম্
সুপুণ্যে ভারতে বর্ষে পতিসেবাং করোতি যা ।
বৈকুণ্ঠং স্বামিনা সার্দ্ধং সা যাতি ব্রহ্মণঃ শতম্ ॥৩৭
বিপ্রিয়ং কুরুতে ভর্ত্তুর্বিপ্রিয়ং বদতি প্রিয়ম্ ।
অসৎকুলপ্রজাতা যা তৎফলং শ্রূয়তাং সতি ॥৩৮
কুম্ভীপাকং ব্রজেৎ সা চ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ।
ততো ভবতি চাণ্ডালী পতিপুত্রবিবর্জ্জিতা ॥ ৩৯
ইত্যুক্ত্বা চ মুনিশ্রেষ্ঠো বভূব স্ফুরিতাধরঃ ।
চকম্পে মনসা সাধ্বী ভয়েনোবাচ তং পতিম্ ॥৪০

মনসোবাচ ।

সন্ধ্যালোপভয়েনৈব নিদ্রাভঙ্গঃ কৃতস্তব ।
কুরু শান্তিং মহাভাগ দুষ্টায়া মম সুব্রত ॥ ৪১
শৃঙ্গারাহারনিদ্রাণাং যশ্চ ভঙ্গং করোতি চ ।
স ব্রজেৎ কালসূত্রঞ্চ স্বামিনশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৪২
ইত্যুক্ত্বা মনসা দেবী স্বামিনশ্চরণাম্বুজে ।
পপাত ভক্ত্যা ভীতা চ রুরোদ চ পুনঃপুনঃ ॥ ৪২
কুপিতঞ্চ মুনিং দৃষ্ট্বা শ্রীসূর্য্যং শপ্তুমুদ্যতম্
তত্রাজগাম ভগবান্ সন্ধ্যয়া সহ নারদ ॥ ৪৪
তত্রাগত্য মুনিশ্রেষ্ঠমুবাচ ভাস্করঃ স্বয়ম্ ।
বিনয়েন চ ভীতশ্চ তয়া সহ যথোচিতম্ ॥ ৪৫

শ্রীসূর্য্য উবাচ ।

সূর্য্যাস্তসময়ং দৃষ্ট্বা ধর্ম্মলোপভয়েন চ ।
ত্বাং বোধয়ামাস বিপ্র নাহমস্তং গতস্তদা ॥ ৪৬
ক্ষমস্ব ভগবান্ ব্রহ্মন্ মাং শপ্তুং নোচিতং মুনে ।
ব্রাহ্মণানাঞ্চ হৃদয়ং নবনীতসমং তথা ॥ ৪৭
তেষাং ক্ষণার্দ্ধং ক্রোধশ্চ ততো ভস্ম ভবেজ্জগৎ ।
পুনঃ স্রষ্টুং দ্বিজঃ শক্তো ন তেজস্বী দ্বিজাৎ পরঃ ॥
ব্রহ্মণো বংশসম্ভূতঃ প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা ।
শ্রীকৃষ্ণং ভাবয়েন্নিত্যং ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্ ॥৪৯
সূর্য্যস্য বচনং শ্রুত্বা দ্বিজস্তুষ্টো বভূব হ ।
সূর্য্যো জগাম স্বস্থানং গৃহীত্বা ব্রাহ্মণাশিষম্ ॥৫০
তত্যাজ মনসাং বিপ্র প্রতিজ্ঞাপালনায় চ ।
রুদতীং শোকযুক্তাঞ্চ হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৫১
সা সস্মার গুরুং শম্ভুমিষ্টদেবং হরিং বিধিম্ ।
কশ্যপং জন্মদাতারং বিপত্তৌ ভয়কর্ষিতা ॥ ৫২
তত্রাজগাম ভগবান্ গোপীশঃ শম্ভুরেব চ ।
বিধিশ্চ কশ্যপশ্চৈব মনসা পরিচিন্তিতঃ ॥ ৫৩
দৃষ্ট্বা বিপ্রোঽভীষ্টদেবং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা প্রণনাম মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৫৪
নমশ্চকার শম্ভুঞ্চ ব্রহ্মাণং কশ্যপং তদা ।
কথমাগমনং দেব ইতি প্রশ্নং চকার সঃ ॥ ৫৫
ব্রহ্মা তদ্বচনং শ্রুত্বা সহসা সময়োচিতম্ ।
তমুবাচ নমস্কৃত্য হৃষীকেশপদাম্বুজম্ ॥ ৫৬

ব্রহ্মোবাচ ।

যদি ত্যক্তা ধর্ম্মপত্নী ধর্ম্মিষ্ঠা মনসা সতী ।
কুরুষ্বাস্যাং সুতোৎপত্তিং স্বধর্ম্মপালনায় বৈ ॥৫৭
যতী বা ব্রহ্মচারী বা ভিক্ষুর্বনচরোঽপি বা ।
জায়ায়াঞ্চ সুতোৎপত্তিং কৃত্বা পশ্চাদ্ভবেন্মুনিঃ ॥৫৮
অকৃত্বা তু সুতোৎপত্তিং বৈরাগী যস্ত্যজেৎ
প্রিয়াম্ ।
স্রবেৎ তপস্তৎপুণ্যঞ্চ চালন্যাঞ্চ যথা জলম্ ॥ ৫৯
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা জরৎকারুর্মুনীশ্বরঃ ।
চকার তন্নাভিস্পর্শং যোগেন মন্ত্রপূর্ব্বকম্ ॥ ৬০
তস্মৈ শুভাশিষং দত্ত্বা যযুর্দেবা মুদান্বিতাঃ ।
মুদান্বিতা চ মনসা জরৎকারুর্মুদান্বিতঃ ॥ ৬১
মুনেঃ করস্পর্শমাত্রাৎ সদ্যো গর্ভো বভূব হ ।
মনসায়া মুনিশ্রেষ্ঠ মুনিশ্রেষ্ঠ উবাচ তাম্ ॥ ৬২

জরৎকারুরুবাচ ।

গর্ভেণানেন মনসে তব পুত্রো ভবিষ্যতি ।
জিতেন্দ্রিয়াণাং প্রবরো ধর্ম্মিষ্ঠো বৈষ্ণবাগ্রণীঃ ॥৬

তেজস্বী চ তপস্বী চ যশস্বী চ গুণান্বিতঃ !
বরো বেদবিদাঞ্চৈব জ্ঞানিনাং যোগিনাং তথা ॥৬৪
স চ পুত্রো বিষ্ণুভক্তো ধার্ম্মিকঃ কুলমুদ্ধরেৎ ।
নৃত্যন্তি পিতরঃ সর্ব্বে যজ্জন্মমাত্রতো মুদা ॥ ৬৫
পতিব্রতা সুশীলা যা সা প্রিয়া প্রিয়বাদিনী ।
ধর্ম্মিষ্ঠপুত্রমাতা চ কুলজা কুলপালিকা ॥ ৬৬
হরিভক্তিপ্রদো বন্ধুস্তদিষ্টং যৎ সুখপ্রদম্ ।
যো বন্ধচ্ছিৎ স চ পিতা হরের্ব্বর্ত্মপ্রদর্শকঃ ॥ ৬৭
সা গর্ভধারিণী যা চ গর্ভবাসবিমোচনী ।
বিষ্ণুমন্ত্রপ্রদাতা চ স গুরুর্বিষ্ণুভক্তিদঃ ॥ ৬৮
গুরুশ্চ জ্ঞানদাতা চ তজ্জ্ঞানং কৃষ্ণভাবনম্ ।
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং যতো বিশ্বং চরাচরম্ ॥ ৬৯
আবির্ভূতং তিরোভূতং কিং বা জ্ঞানং তদন্যতঃ ।
বেদজং যোগজং যদ্‌যৎ তৎসারং পরিসেবনম্ ॥৭০
তত্ত্বানাং সারভূতঞ্চ হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্ ।
দত্তং জ্ঞানং ময়া তুভ্যং স স্বামী জ্ঞানদো হি যঃ
জ্ঞানাৎ প্রমুচ্যতে বন্ধাৎ স রিপুর্যো হি বন্ধদঃ ।
বিষ্ণুভক্তিযুতং জ্ঞানং দদাতি স হি যো গুরুঃ ॥৭২
স রিপুঃ শিষ্যঘাতী চ যতো বন্ধান্ন মুচ্যতে ।
জননীগর্ভজাৎ ক্লেশাদ্‌যমতাড়নজাৎ তথা ।
ন মোচয়েদ্‌যঃ স কথং গুরুস্তাতো হি বান্ধবঃ ॥৭৩
পরমানন্দরূপঞ্চ কৃষ্ণমার্গমনশ্বরম্ ।
ন দর্শয়েদ্‌যঃ স কথং কীদৃশো বান্ধবো নৃণাম্ ॥৭৪
ভজ সাধ্বি পরং ব্রহ্মাচ্যুতং কৃষ্ণঞ্চ নির্গুণম্ ।
নির্ম্মূলঞ্চ পুরাকর্ম্ম ভবেদ্‌যৎসেবয়া ধ্রুবম্ ॥ ৭৫
ময়া চ্ছলেন ত্বং ত্যক্তা ক্ষম দেবি মম প্রিয়ে ।
ক্ষমাযুতানাং সাধ্বীনাং সত্ত্বাৎ ক্রোধো ন বিদ্যতে ॥ ৭৬
পুষ্করে তপসে যামি গচ্ছ দেবি যথা সুখম্ ।
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজে ধ্যানবিচ্ছেদকাতরঃ ॥ ৭৭
ধনাদিষু স্ত্রিয়াং প্রীতিঃ প্রবৃত্তিবর্ত্ম গচ্ছতাম্ ।
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজে নিস্পৃহাণাং মনোরথাঃ ॥ ৭৮
জরৎকারুবচঃ শ্রুত্বা মনসা শোককাতরা ।
সা সাশ্রুনেত্রা বিনয়াদুবাচ প্রাণবল্লভম্ ॥ ৭৯

মনসোবাচ ।

দোষেণাহং ত্বয়া ত্যক্তা নিদ্রাভঙ্গেণ তে প্রভো ।
যত্র স্মরামি ত্বাং বন্ধো তত্র মামাগমিষ্যসি ॥ ৮০
বন্ধুভেদঃ ক্লেশতমঃ পুত্রভেদস্ততঃ পরঃ ।
প্রাণেশভেদঃ প্রাণানাং বিচ্ছেদাৎ সর্ব্বতঃ পরঃ॥
পতিঃ পতিব্রতানাঞ্চ শতপুত্রাধিকঃ প্রিয়ঃ ।
সর্ব্বস্মাচ্চ প্রিয়ঃ স্ত্রীণাং প্রিয়স্তেনোচ্যতে বুধৈঃ ॥
পুত্রে যথৈকপুত্রাণাং বৈষ্ণবানাং যথা হরৌ ।
নেত্রে যথৈকনেত্রাণাং তৃষিতানাং যথা জলে ॥৮৩
ক্ষুধিতানাং যথান্নে চ কামুকানাং যথা স্ত্রিয়াম্ ।
যথা পরস্বে চৌরাণাং যথা জারে কুযোষিতাম্ ॥৮৪
বিদুষাঞ্চ যথা শাস্ত্রে বাণিজ্যে বণিজাং যথা ।
তথা শশ্বন্মনঃ কান্তে সাধ্বীনাং যোষিতাং প্রভো ॥
ইত্যুক্ত্বা মনসা দেবী পপাত স্বামিনঃ পদে ।
ক্ষণং চকার ক্রোড়ে তাং কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ ॥৮৬
নেত্রোদকেন মনসাং স্নাপয়ামাস তাং মুনিঃ ।
সাশ্রুণা চ মুনেঃ ক্রোড়ং সিষেচ ভেদকাতরা ॥৮৭
তদাজ্ঞানেন তৌ দ্বৌ চ বিশোকৌ চ বভূবতুঃ ।
স্মারং স্মারং পদাম্ভোজং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥৮৮
জগাম তপসে বিপ্রঃ স কান্তাং সুপ্রবোধ্য চ ।
জগাম মনসা শম্ভোঃ কৈলাসং মন্দিরং গুরোঃ ॥
পার্ব্বতী বোধয়ামাস মনসাং শোককর্ষিতাম্ ।
শিবশ্চাতীবজ্ঞানেন শিবেন চ শিবালয়ঃ ॥ ৯০
সুপ্রশস্তদিনে সাধ্বী সুষাব মঙ্গলে ক্ষণে ।
নারায়ণাংশং পুত্রঞ্চ জ্ঞানিনাং যোগিনাং গুরুম্ ॥
গর্ভস্থিতো মহাজ্ঞানং শ্রুত্বা শঙ্করবক্ত্রতঃ ।
স বভূব চ যোগীন্দ্রো যোগিনাং জ্ঞানিনাং গুরুঃ ॥
জাতকং কারয়ামাস বাচয়ামাস মঙ্গলম্ ।
বেদাংশ্চ পাঠয়ামাস শিবায় চ শিবঃ শিশোঃ ॥৯৩
রত্নত্রিকোটিলক্ষঞ্চ ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ শিবঃ ।
পার্ব্বতী চ গবাং লক্ষং রত্নানি বিবিধানি চ ॥৯৪
শম্ভুশ্চ চতুরো বেদান্ বেদাঙ্গানিতরাংস্তথা ।
বালকং পাঠয়ামাস জ্ঞানং মৃত্যুঞ্জয়ং পরম্ ॥ ৯৫
ভক্তিরস্তি স্বকান্তে চাভীষ্টে দেবে হরৌ গুরৌ ।
যস্মাত্তেন চ তৎপুত্রো বভূবাস্তীক এব চ ॥ ৯৬
জগাম তপসে বিষ্ণোঃ পুষ্করং শঙ্করাজ্ঞয়া ।
সম্প্রাপ্য চ মহামন্ত্রং তপশ্চ পরমাত্মনঃ ॥ ৯৭
দিব্যং বর্ষত্রিলক্ষঞ্চ তপস্তপ্ত্বা তপোধনঃ ।
আজগাম মহাযোগী নমস্কর্ত্তুং শিবং প্রভুম্ ॥ ৯৮
শঙ্করঞ্চ নমস্কৃত্য কৃত্বা চ বালকং পুরঃ ।
সা চাজগাম মনসা কশ্যপস্যাশ্রমং পিতুঃ ॥ ৯৯
তাং সপুত্রাং সুতাং দৃষ্ট্বা মুদং প্রাপ প্রজাপতিঃ ।

শতলক্ষঞ্চ রত্নানাং ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুনে ॥১০০
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস অসংখ্যানিচ্ছয়া শিশোঃ।
অদিতিশ্চ দিতিশ্চান্যা মুদং প্রাপুঃ পরং তথা ১০১
সা সপুত্রা চ সুচিরং তস্থৌ তাতালয়ে তদা।
তদীয়ং পুনরাখ্যানং বক্ষ্যামি তন্নিশাময় ॥ ১০২
অথাভিমন্যুতনয়ে ব্রহ্মশাপঃ পরিক্ষিতে।
বভূব সহসা ব্রহ্মন্ দৈবদোষেণ কর্ম্মণা ॥ ১০৩
সপ্তাহে সমতীতে তু তক্ষকস্ত্বাঞ্চ ভোক্ষ্যতি।
শশাপ শৃঙ্গী চেতীদং কৌশিক্যাশ্চ জলেন চ ॥
রাজা শ্রুত্বা তৎপ্রবৃত্তিং গঙ্গাদ্বারং জগাম সঃ।
তত্র তস্থৌ চ সপ্তাহং শুশ্রাব ধর্ম্মসংহিতাম্ ॥১০৫
সপ্তাহে সমতীতে তু গচ্ছন্তং তক্ষকং পথি।
ধন্বন্তরির্নৃপং ভোক্তুং দদর্শ গামুকো নৃপম্ ॥১০৬
তয়োর্ব্বভূব সংবাদঃ সপ্রীতিশ্চ পরস্পরম্।
ধন্বন্তরির্ম্মণিং প্রাপ তক্ষকঃ স্বেচ্ছয়া দদৌ ॥১০৭
স যযৌ তং গৃহীত্বা তু তুষ্টঃ প্রহৃষ্টমানসঃ।
তক্ষকো ভক্ষয়ামাস নৃপঞ্চ মঞ্চকস্থিতম্ ॥ ১০৮
রাজা জগাম বৈকুণ্ঠং স্মারং স্মারং হরিং গুরুম্।
সংকারং কারয়ামাস পিতুর্জন্মেজয়ঃ শুচা ॥ ১০৯
রাজা চকার যজ্ঞঞ্চ সর্পসত্রং ততো মুনে।
প্রাণাংস্তত্যাজসর্পাণাং সমূহো ব্রহ্মতেজসা ॥১১০
স তক্ষকশ্চ ভীতশ্চ মহেন্দ্রং শরণং যযৌ।
সেন্দ্রঞ্চ তক্ষকং হন্তুং বিপ্রবর্গঃ সমুদ্যতঃ ॥ ১১১
অথ দেবাশ্চ মুনয়শ্চাযযুর্মনসান্তিকম্।
তাং তুষ্টাব মহেন্দ্রশ্চ ভয়কাতরবিহ্বলঃ ॥ ১১২
তত আস্তীক আগত্য যজ্ঞঞ্চ মাতুরাজ্ঞয়া।
মহেন্দ্রতক্ষকপ্রাণান্ যযাচে ভূমিপং বরম্ ॥১১৩
দদৌ বরং নৃপশ্রেষ্ঠঃ কৃপয়া ব্রাহ্মণাজ্ঞয়া।
যজ্ঞং সমাপ্য বিপ্রেভ্যো দক্ষিণাঞ্চ দদৌ মুদা ॥
বিপ্রাশ্চ মুনয়ো দেবা গত্বা চ মনসান্তিকম্।
মনসাং পূজয়ামাসুস্তুষ্টুবুশ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১১৫
শক্রঃ সম্ভৃতসম্ভারো ভক্তিযুক্তঃ সদা শুচিঃ।
মনসাং পূজয়ামাস তুষ্টাব পরমাদরম্ ॥ ১১৬
দত্ত্বা ষোড়শোপচারৈর্ব্বলিঞ্চ তৎপ্রিয়ং তদা।
প্রদদৌ পরিতুষ্টশ্চ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-সুরাজ্ঞয়া ॥ ১১৭
সম্পূজ্য মনসাদেবীং প্রযযুঃ স্বালয়ঞ্চ তে।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং কিং ভূয়ঃ শ্রোতু-
মিচ্ছসি ॥ ১১৮

নারদ উবাচ।

কেন তুষ্টাব স্তোত্রেণ মহেন্দ্রো মনসাং সতীম্।
পূজাবিধিক্রমং তস্যাঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥

নারায়ণ উবাচ।

সুস্নাতঃ শুচিরাচান্তো ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী।
রত্নসিংহাসনে দেবীং বাসয়ামাস ভক্তিতঃ ॥১২০
স্বর্গগঙ্গাজলেনৈব বহুকুম্ভস্থিতেন চ।
স্নাপয়ামাস মনসাং মহেন্দ্রো বেদমন্ত্রতঃ ॥ ১২১
বাসসী বাসয়ামাস বহ্নিশুদ্ধে মনোরমে।
সর্ব্বাঙ্গে চন্দনং দত্ত্বা পাদ্যার্ঘ্যং ভক্তিসংযুতঃ ॥
গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাম্।
সম্পূজ্য দেবষট্কঞ্চ পূজয়ামাস তাং সতীম্ ॥১২৩
ওঁ হ্রীং শ্রীং মনসাদেব্যৈ স্বাহেত্যেবঞ্চ মন্ত্রতঃ।
দশাক্ষরেণ মন্ত্রেণ দদৌ সর্ব্বং যথোচিতম্ ॥ ১২৪
দত্ত্বা ষোড়শোপচারং ভক্তিতো দুর্লভং হরিঃ।
পূজয়ামাস ভক্ত্যা চ ব্রহ্মণা প্রেরিতো মুদা ॥১২৫
বাদ্যং নানাপ্রকারঞ্চ বাদয়ামাস তত্র বৈ।
বভূব পুষ্পবৃষ্টিশ্চ নভসো মনসোপরি ॥ ১২৬
দেববিপ্রাজ্ঞয়া তত্র ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাজ্ঞয়া।
তুষ্টাব সাশ্রুনেত্রশ্চ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহঃ ॥ ১২৭

মহেন্দ্র উবাচ।

দেবি ত্বাং স্তোতুমিচ্ছামি সাধ্বীনাংপ্রবরাং বরাম্।
পরাৎপরাঞ্চ পরমাং ন হি স্তোতুং ক্ষমোঽধুনা ॥
স্তোত্রাণাং লক্ষণং বেদে স্বভাবাখ্যানতৎপরম্।
ন ক্ষমঃ প্রকৃতিং বক্তুং গুণানাং তব সুব্রতে ॥১২৯
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ত্বং কোপহিংসাবিবর্জ্জিতা।
ন চ শপ্তো মুনিস্তেন ত্যক্তয়া চ ত্বয়া যতঃ ॥১৩০
ত্বং ময়া পূজিতা সাধ্বি জননী চ যথাদিতিঃ।
দয়ারূপা চ ভগিনী ক্ষমারূপা যথা প্রসূঃ ॥ ১৩১
ত্বয়া মে রক্ষিতাঃ প্রাণাঃ পুত্রদারাঃ সুরেশ্বরি।
অহং করোমি ত্বাং পূজ্যাং প্রীতিশ্চ বর্দ্ধতে মম ॥
নিত্যা যদ্যপি পূজ্যা ত্বং ভবেহত্র জগদম্বিকে।
তথাপি তব পূজাঞ্চ বর্দ্ধয়ামি চ সর্ব্বতঃ ॥ ১৩৩
যে ত্বামাষাঢ়সংক্রান্ত্যাং পূজয়িষ্যন্তি ভক্তিতঃ।
পঞ্চম্যাং মনসাখ্যায়ামিষান্তং বা দিনে দিনে ॥১৩
পুত্রপৌত্রাদয়স্তেষাং বর্দ্ধন্তে চ ধনানি চ।
যশস্বিনঃ কীর্ত্তিমন্তো বিদ্যাবন্তো গুণান্বিতাঃ ॥১৩
যে ত্বং ন পূজয়িষ্যন্তি নিন্দন্ত্যজ্ঞানতো জনাঃ।

লক্ষ্মীহীনা ভবিষ্যন্তি তেষাং নাগভয়ং সদা ॥১৩৬
ত্বং স্বর্গলক্ষ্মীঃ স্বর্গে চ বৈকুণ্ঠে কমলাকলা।
নারায়ণাংশো ভগবান্ জরৎকারুর্মুনীশ্বরঃ ॥ ১৩৭
তপসা তেজসা ত্বাঞ্চ মনসা সসৃজে পিতা।
অস্মাকং রক্ষণায়ৈব তেন ত্বং মনসাভিধা ॥ ১৩৮
মনসা দেবি তুং শক্তা স্বাত্মনা সিদ্ধযোগিনী।
তেন ত্বং মনসা দেবী পূজিতা বন্দিতা ভবে ॥১৩৯
যাং ভক্ত্যা মনসাং দেবাঃ পূজয়ন্ত্যনিশং ভৃশম্।
তেন ত্বাং মনসাদেবীং প্রবদন্তি পুরাবিদঃ ॥১৪০
সত্ত্বরূপা চ দেবি ত্বং শশ্বৎ সত্ত্বনিষেবয়া।
যো হি যদ্ভাবয়েন্নিত্যং স তৎ প্রাপ্নোতি তৎসমঃ ॥
ইন্দ্রশ্চ মনসাং স্তুত্বা গৃহীত্বা ভগিনীঞ্চ তাম্।
প্রজগাম স্বভবনং ভূষাবাসপরিচ্ছদাম্ ॥ ১৪২
পুত্রেণ সার্দ্ধং সা দেবী চিরং তস্থৌ পিতুর্গৃহে।
ভ্রাতৃভিঃ পূজিতা শশ্বন্মান্যা বন্দ্যা চ সর্ব্বতঃ ॥১৪৩
গোলোকাৎ সুরভী ব্রহ্মন্ অত্রাগত্য সুপূজিতাম্।
স্নাপয়িত্বা চ ক্ষীরেণ পূজয়ামাস সাদরম্ ॥ ১৪৪
জ্ঞানঞ্চ কথয়ামাস সুগোপ্যং সর্ব্বদুর্লভম্।
তয়া দেবৈঃ পূজিতা সা স্বর্গলোকং পুনর্যযৌ ॥১৪৫
ইদং স্তোত্রং পুণ্যবীজং তাং সম্পূজ্য চ যঃ পঠেৎ
তস্য নাগভয়ং নাস্তি তস্য বংশোদ্ভবস্য চ ॥ ১৪৭
বিষং ভবেৎ সুধাতুল্যং সিদ্ধস্তোত্রং যদা পঠেৎ।
পঞ্চলক্ষজপেনৈব সিদ্ধস্তোত্রো ভবেন্নরঃ।
সর্পশায়ী ভবেৎ সোঽপি নিশ্চিতং সর্পবাহনঃ ॥১৪৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে মনসোপাখ্যানে স্তোত্রকথনং নাম ষট্চত্বারিংশো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কা বা সা সুরভী দেবী গোলোকাদাগতা চ যা।
তজ্জন্মচরিতং ব্রহ্মন্ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১

নারায়ণ উবাচ।

গবামধিষ্ঠাতৃদেবী গবামাদ্যা গবাং প্রসূঃ।
গবাং প্রধানা সুরভী গোলোকে চ সমুদ্ভবা ॥ ২
সর্ব্বাদিসৃষ্টেঃ কথনং কথয়ামি নিশাময়।
বভূব যেন তজ্জন্ম পুরা বৃন্দাবনে বনে ॥ ৩
একদা রাধিকানাথো রাধয়া সহ কৌতুকাৎ।
গোপাঙ্গনাপরিবৃতঃ পুণ্যং বৃন্দাবনং যযৌ ॥ ৪
সহসা তত্র রহসি বিজহার চ কৌতুকাৎ।
বভূব ক্ষীরপানেচ্ছা তদা স্বেচ্ছাময়স্য চ ॥ ৫
সসৃজে সুরভীং দেবো লীলয়া কামপার্শ্বতঃ।
বৎসযুক্তাং দুগ্ধবতীং বৎসানাঞ্চ মনোরমাম্ ॥ ৬
দৃষ্ট্বা সবৎসাং সুদামা রত্নভাণ্ডে দুদোহ চ।
ক্ষীরং সুধাতিরিক্তঞ্চ জন্মমৃত্যুহরং পরম্ ॥ ৭
তদুষ্ণঞ্চ পয়ঃ স্বাদু পপৌ গোপীপতিঃ স্বয়ম্।
সরো বভূব পয়সো ভাণ্ডবিভ্রংশনেন চ ॥ ৮
দীর্ঘে চ বিস্তৃতে চৈব পরিতঃ শতযোজনম্।
গোলোকেষু প্রসিদ্ধশ্চ স চ ক্ষীরসরোবরঃ ॥ ৯
গোপিকানাঞ্চ রাধায়াঃ ক্রোড়াবাপী বভূব সা।
রত্নেন খচিতা তূর্ণং ভূতা বাপীশ্বরেচ্ছয়া ॥ ১০
বভূব কামধেনূনাং সহসা লক্ষকোটয়ঃ।
তাবন্তো হি চ বৎসাশ্চ সুরভীলোমকূপতঃ ॥ ১১
তাসাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ সংবভূবুরসংখ্যকাঃ।
কথিতা চ গবাং সৃষ্টিস্তয়া চ পূরিতং জগৎ ॥১২
পূজাং চকার ভগবান্ সুরভ্যাশ্চ পুরা মুনে।
ততো বভূব তৎপূজা ত্রিষু লোকেষু দুর্লভা ॥ ১৩
দীপান্বিতাপরদিনে শ্রীকৃষ্ণস্যাজ্ঞয়া ভবে।
বভূব সুরভীপূজা ধর্ম্মবক্ত্রাদিতি শ্রুতম্ ॥ ১৪
ধ্যানং স্তোত্রং মূলমন্ত্রং যদ্যৎ পূজাবিধিক্রমম্।
বেদোক্তঞ্চ মহাভাগ নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ১৫
ওঁ সুরভ্যৈ নম ইতি মন্ত্রস্তস্যাঃ ষড়ক্ষরঃ।
সিদ্ধো লক্ষজপেনৈব ভক্তানাং কল্পপাদপঃ ॥ ১৬
ধ্যানং তদ্যজুর্ব্বেদোক্তং পূজনং সর্ব্বসম্মতম্।
ঋদ্ধিদাং বৃদ্ধিদাঞ্চৈব মুক্তিদাং সর্ব্বকামদাম্ ॥১৭
লক্ষ্মীস্বরূপাং পরমাং রাধাসহচরীং পরাম্।
গবামধিষ্ঠাতৃদেবীং গবামাদ্যাং গবাং প্রসূম্ ॥ ১৮
পবিত্ররূপাং পূজ্যাঞ্চ ভক্তানাং সর্ব্বকামদাম্।
যয়া পূতং সর্ব্ববিশ্বং তাং দেবীং সুরভীং ভজে ॥
ঘটে বা ধেনুশিরসি বন্ধস্তম্ভে গবাঞ্চ বা।
শালগ্রামে জলেঽগ্নৌ বা সুরভীং পূজয়েদ্দ্বিজঃ ॥২০
দীপান্বিতাপরদিনে পূর্ব্বাহ্ণে ভক্তিসংযুতঃ।
যঃ পূজয়েচ্চ সুরভীং স চ পূজ্যো ভবেদ্ভুবি ॥২১

একদা ত্রিষু লোকেষু বারাহে বিষ্ণুমায়য়া।
ক্ষীরং জহার সহসা চিন্তিতাশ্চ সুরাদয়ঃ ॥ ২২
তে গত্বা ব্রহ্মলোকঞ্চ ব্রহ্মণে তুষ্টুবুঃ সদা।
তদাজ্ঞয়া চ সুরভীং তুষ্টাব পাকশাসনঃ ॥ ২৩

মহেন্দ্র উবাচ।

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ সুরভ্যৈ চ নমো নমঃ।
গবাং বীজস্বরূপায়ৈ নমস্তে জগদম্বিকে ॥ ২৪
নমো রাধাপ্রিয়ায়ৈ চ পদ্মাংশায়ৈ নমো নমঃ।
নমঃ কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ চ গবাং মাত্রে নমো নমঃ ॥২৫
কল্পবৃক্ষস্বরূপায়ৈ সর্ব্বেষাং সততং পরম্।
শ্রীদায়ৈ ধনদায়ৈ চ বুদ্ধিদায়ৈ নমো নমঃ ॥ ২৬
শুভদায়ৈ প্রসন্নায়ৈ গোপ্রদায়ৈ নমো নমঃ।
যশোদায়ৈ কীর্ত্তিদায়ৈ ধর্ম্মজ্ঞায়ৈ নমো নমঃ ॥ ২৭
স্তোত্রশ্রবণমাত্রেণ তুষ্টা হৃষ্টা জগৎপ্রসূঃ।
আবির্ভূতা সা তত্রৈব ব্রহ্মলোকে সনাতনী ॥ ২৮
মহেন্দ্রায় বরং দত্ত্বা বাঞ্ছিতঞ্চাপি দুর্লভম্।
জগাম সা চ গোলোকং যযুর্দেবাদয়ো গৃহম্ ॥ ২৯
বভূব বিশ্বং সহসা দুগ্ধপূর্ণঞ্চ নারদ।
দুগ্ধাদ্ঘৃতং ততো যজ্ঞস্ততঃ প্রীতিঃ সুরস্য চ ॥ ৩০
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং ভক্তিযুক্তশ্চ যঃ পঠেৎ।
স গোমান্ ধনবাংশ্চৈব কীর্ত্তিমান্ পুণ্যবান্ ভবেৎ
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা যাত্যন্তে কৃষ্ণমন্দিরম্ ॥
সুচিরং নিবসেৎ তত্র করোতি কৃষ্ণসেবনম্।
ন পুনর্ভবনং তস্য ব্রহ্মপুত্র ভবে ভবেৎ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদসংবাদে সুরভ্যুপাখ্যানং
নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

নারায়ণ মহাভাগ নারায়ণপরায়ণ।
নারায়ণাংশ ভগবন্ ব্রূহি নারায়ণীং কথাম্ ॥ ১
শ্রুতং সুরভ্যুপাখ্যানমতীব সুমনোহরম্।
গোপ্যং সর্ব্বপুরাণেষু পুরাবিদ্ভিঃ প্রশংসিতম্ ॥ ২
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি রাধিকাখ্যানমুত্তমম্ ॥ ৩

নারায়ণ উবাচ।

পুরা কৈলাসশিখরে ভগবন্তং সনাতনম্।
সিদ্ধেশং সিদ্ধিদং সর্ব্বস্বরূপং শঙ্করং বরম্ ॥ ৪
প্রফুল্লবদনং প্রীতং সস্মিতং মুনিভিঃ স্তুতম্।
কুমারায় প্রবোচন্তং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৫
রাসোৎসবরসাখ্যানং রাসমণ্ডলবর্ণনম্।
তদাখ্যানাবসানে চ প্রস্তাবাবসরে সতী ॥ ৬
পপ্রচ্ছ পার্ব্বতী স্মীতা সস্মিতা প্রাণবল্লভম্।
স্তবনং কুর্ব্বতী ভীতা প্রাণেশেন প্রসাদিতা ॥ ৭
প্রোবাচ তাং মহাদেবো মহাদেবীং সুরেশ্বরীম্।
অপূর্ব্বং রাধিকাখ্যানং পুরাণেষু সুদুর্লভম্ ॥ ৮

পার্ব্বত্যুবাচ।

আগমং নিখিলং নাথ শ্রুতং সর্ব্বমনুত্তমম্।
পঞ্চরাত্রাদিকং নীতিশাস্ত্রং যোগঞ্চ যোগিনাম্ ॥ ৯
সিদ্ধানাং সিদ্ধিশাস্ত্রঞ্চ নানাতন্ত্রং মনোহরম্।
ভক্তানাং ভক্তিশাস্ত্রঞ্চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ১০
দেবীনামপি সর্ব্বাসাং চরিতং ত্বন্মুখাম্বুজাৎ।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি রাধিকাখ্যানমুত্তমম্ ॥ ১১
শ্রুতৌ শ্রুতং প্রশংসা চ রাধায়াশ্চ সমাসতঃ।
ত্বন্মুখাৎ কাণ্বশাখায়াং ব্যাসেন তাবতাধুনা ॥ ১২
আগমাখ্যানকালে চ ভবতা স্বীকৃতং পুরা।
ন হীশ্বরব্যাহৃতিশ্চ মিথ্যা ভবিতুমর্হতি ॥ ১৩
তদুৎপত্তিঞ্চ তদ্ধ্যানং নাম্নো মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
পূজাবিধানং চরিতং স্তোত্রং কবচমীপ্সিতম্ ॥ ১৪
আরাধনবিধানঞ্চ পূজাপদ্ধতিমীপ্সিতাম্।
সাম্প্রতং ব্রূহি ভগবন্ মাং ভক্তাং ভক্তবৎসল ॥
কথং ন কথিতং পূর্ব্বমাগমাখ্যানকালতঃ।
পার্ব্বতীবচনং শ্রুত্বা নম্রবক্ত্রো বভূব সঃ ॥ ১৬
পঞ্চবক্ত্রশ্চ ভগবান্ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকঃ। *
স্বসত্যভঙ্গভীতশ্চ মৌনীভূতো হি চিন্তিতঃ ॥ ১৭
সস্মার কৃষ্ণং ধ্যানেনাভীষ্টদেবং কৃপানিধিম্।
তদনুজ্ঞাঞ্চ সম্প্রাপ্য স্বার্দ্ধাঙ্গাং তামুবাচ সঃ ॥ ১৮
নিষিদ্ধোঽহং ভগবতা কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
আগমারম্ভসময়ে রাধাখ্যানপ্রসঙ্গতঃ ॥ ১৯
মদর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা ত্বং ন মদ্ভিন্না স্বরূপতঃ।
অতোঽনুজ্ঞাং দদৌ কৃষ্ণো মহ্যং বক্তুং মহেশ্বরি ॥

---

* শুষ্ককণ্ঠো জগৎপতিরিতি বা পাঠঃ।

মাদৃষ্টদেবকান্তায়া রাধায়াশ্চরিতং সতি।
অতীব গোপনীয়ঞ্চ সুখদং কৃষ্ণভক্তিদম্ ॥ ২১
জানামি তদহং দুর্গে সর্ব্বং পূর্ব্বাপরং বরম্।
যজ্জানামি রহস্যঞ্চ ন তদ্ব্রহ্মা ফণীশ্বরঃ ॥ ২২
ন তৎ সনৎকুমারশ্চ ন চ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
ন দেবেন্দ্রো মুনীন্দ্রাশ্চ সিদ্ধেন্দ্রাঃ সিদ্ধপুঙ্গবাঃ ॥
মত্তো বলবতী ত্বঞ্চ প্রাণাংস্ত্যক্তুং সমুদ্যতা।
অতস্ত্বাং গোপনীয়ঞ্চ কথয়ামি সুরেশ্বরি ॥ ২৪
শৃণু দুর্গে প্রবক্ষ্যামি রহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
চরিতং রাধিকায়াশ্চ দুর্ল্লভঞ্চ সুপুণ্যদম্ ॥ ২৫
পুরা বৃন্দাবনে রম্যে গোলোকে রাসমণ্ডলে।
শতশৃঙ্গৈকদেশে চ মালতী-মল্লিকাবনে ॥ ২৬
রত্নসিংহাসনে রম্যে তস্থৌ তত্র জগৎপতিঃ।
স্বেচ্ছাময়শ্চ ভগবান্ বভূব রমণোৎসুকঃ ॥ ২৭
রমণীং কর্ত্তুমিচ্ছা চ তদ্বভূব সুরেশ্বরী।
ইচ্ছয়া চ ভবেৎ সর্ব্বং তস্য স্বেচ্ছাময়স্য চ ॥ ২৮
এতস্মিন্নন্তরে দুর্গে দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
দক্ষিণাঙ্গঞ্চ শ্রীকৃষ্ণো বামাঙ্গং সা চ রাধিকা ॥ ২৯
বভূব রমণী রম্যা রাসে সা রমণোৎসুকা।
অমূল্যরত্নাভরণা রত্নসিংহাসনস্থিতা ॥ ৩০
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা কোটিপূর্ণশশিপ্রভা।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা রাজিতা চ স্বতেজসা ॥ ৩১
সস্মিতা সুদতী শুদ্ধা শরৎপদ্মনিভাননা।
বিভ্রতী কবরীং রম্যাং মালতীমাল্যমণ্ডিতাম্ ॥৩২
রত্নমালাঞ্চ দধতী গ্রীষ্মসূর্য্যসমপ্রভা।
মুক্তাহারেণ শুভ্রেণ গঙ্গাধারানিভেন চ ॥ ৩৩
সংযুক্তং বর্ত্তুলোত্তুঙ্গং সুমেরুগিরিসন্নিভম্।
কঠিনং সুন্দরং দৃশ্যং কস্তূরীপত্রচিহ্নিতম্ ॥ ৩৪
মাঙ্গল্যং মঙ্গলার্হঞ্চ স্তনযুগ্মঞ্চ বিভ্রতী।
নিতম্বশ্রোণিভারার্ত্তা নবযৌবনসংযুতা ॥ ৩৫
কামাতুরাং সস্মিতাং তাং দদর্শ রসিকেশ্বরঃ।
দৃষ্ট্বা কান্তাং জগৎকান্তো বভূব রমণোৎসুকঃ ॥
দৃষ্ট্বা রিরংসুং কান্তঞ্চ সা দধাব হরেঃ পুরঃ।
তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরাবিদ্ভির্মহেশ্বরি ॥ ৩৭
রাধা ভজতি শ্রীকৃষ্ণং স চ তাঞ্চ পরস্পরম্।
উভয়োঃ সর্ব্বসাম্যঞ্চ সদা সন্তো বদন্তি চ ॥ ৩৮
ভবনং ধাবনং রাসে স্মরত্যালিঙ্গনং জপাৎ।
তেন জল্পতি সঙ্কেতাদ্‌বংশ্যা রাধাং মদীশ্বরঃ ॥ ৩৯
রা-শব্দোচ্চারণাদ্ভক্তো রাতি মুক্তিং সুদুর্লভাম্।
ধা-শব্দোচ্চারণাদ্দুর্গে ধাবত্যেব হরেঃ পরম্ ॥ ৪০
কৃষ্ণবামাংশসম্ভূতা রাধা রাসেশ্বরী পুরা।
তস্যাশ্চাংশাংশকলয়া বভূবুর্দেবযোষিতঃ ॥ ৪১
রা ইত্যাদানবচনো ধা চ নির্ব্বাণবাচকঃ।
যতোহবাপ্নোতি মুক্তিঞ্চ সা চ রাধা প্রকীর্ত্তিতা ॥
বভূব গোপীসঙ্ঘশ্চ রাধায়া লোমকূপতঃ।
শ্রীকৃষ্ণলোমকূপৈশ্চ বভূবুঃ সর্ব্ববল্লবাঃ ॥ ৪৩
রাধাবামাংশভাগেন মহালক্ষ্মীর্বভূব সা।
চতুর্ভুজস্য সা পত্নী দেবী বৈকুণ্ঠবাসিনী ॥ ৪৪
তদংশা রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসম্পৎপ্রদায়িনী।
তদংশা মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ গৃহিণাঞ্চ গৃহে গৃহে ॥ ৪৫
শস্যাধিষ্ঠাতৃদেবী চ সা এব গৃহদেবতা ॥ ৪৬
স্বয়ং রাধা কৃষ্ণপত্নী কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা।
প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবী চ তস্যৈব পরমাত্মনঃ ॥ ৪৭
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যৈব পার্ব্বতি।
ভজ সত্যং পরংব্রহ্ম রাধেশং ত্রিগুণাৎ পরম্ ॥
পরং প্রধানং পরমং পরমাত্মানমীশ্বরম্।
সর্ব্বাদ্যং সর্ব্বপূজ্যঞ্চ নিরীহং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ৪৯
স্বেচ্ছাময়ং নিত্যরূপং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্।
তদ্ভিন্নানাঞ্চ দেবানাং প্রাকৃতং রূপমেব চ ॥ ৫০
তস্য প্রাণাধিকা রাধা বহুসৌভাগ্যসংযুতা।
মহাবিষ্ণোঃ প্রসূঃ সা চ মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ৫১
মানিনীং রাধিকাং সন্তঃ সদা সেবন্তি নিত্যশঃ।
সুলভং যৎপদাম্ভোজং ব্রহ্মাদীনাং সুদুর্লভম্ ॥৫২
স্বপ্নে রাধাপদাম্ভোজং ন হি পশ্যন্তি বল্লবাঃ।
স্বয়ং দেবী হরেঃ ক্রোড়ে ছায়ারূপেণ কামিনী ॥
স চ দ্বাদশগোপানাং রায়াণঃ প্রবরঃ প্রিয়ে।
শ্রীকৃষ্ণাংশশ্চ ভগবান্ বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমঃ ॥ ৫৪
সুদামশাপাৎ সা দেবী গোলোকাদাগতা মহীম্।
বৃষভানুগৃহে জাতা তন্মাতা চ কলাবতী ॥ ৫৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদসংবাদে হর-গৌরী-সংবাদে
রাধোপাখ্যানং নামাষ্টচত্বারিং-
শোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

পার্ব্বত্যুবাচ ।

কথং সুদামশাপঞ্চ সা চ দেবী ললাভ হ ।
কথং শশাপ ভৃত্যো হি স্বাভীষ্টদেবকামিনীম্ ॥ ১
ভগবানুবাচ ।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি রহস্যং পরমাদ্ভুতম্ ।
গোপ্যং সর্ব্বপুরাণেষু শুভদং ভক্তিমুক্তিদম্ ॥ ২
একদা রাধিকেশশ্চ গোলোকে রাসমণ্ডলে ।
শতশৃঙ্গপর্ব্বতৈকদেশে বৃন্দাবনে বনে ॥ ৩
গৃহীত্বা বিরজাং গোপীং সৌভাগ্যাং রাধিকা-
সমাম্ ।
ক্রীড়াং চকার ভগবান্ রত্নভূষণভূষিতঃ ॥ ৪
রত্নপ্রদীপসংযুক্তে রত্ননির্ম্মাণমণ্ডলে ।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণতল্পে চম্পকচর্চ্চিতে ॥ ৫
কস্তূরী-কুঙ্কুমাসক্তে সুগন্ধিচন্দনার্চ্চিতে ।
সুগন্ধিমালতীমালা-সমূহপরিশোভিতে ॥ ৬
সুরতের্বিরতির্নাস্তি দম্পতী রতিপণ্ডিতৌ ।
তৌ দ্বৌ পরস্পরাসক্তৌ সুখসম্ভোগতন্দ্রিতৌ ॥ ৭
মন্বন্তরাণাং লক্ষশ্চ কালঃ পরিমিতো গতঃ ।
গোলোকস্য স্বল্পকালে জন্মাদিরহিতস্য চ ॥ ৮
দূত্যশ্চতস্রো জ্ঞাত্বা চ কথয়ামাসু রাধিকাম্ ।
শ্রুত্বা পরমরুষ্টা সা তত্যাজ হরিমীশ্বরী ॥ ৯
প্রবোধিতা সখীভিশ্চ কোপরক্তাস্যলোচনা ।
বিহায় রত্নালঙ্কারং বহ্নিশুদ্ধাংশুকে শুভে ॥ ১০
ক্রীড়াপদ্মঞ্চ সদ্রত্নামূল্যদর্পণমুজ্জ্বলম্ ।
চকার লোপং বস্ত্রেণ সিন্দূরং চিত্রপত্রকম্ ॥ ১১
প্রক্ষাল্য তোয়াঞ্জলিভির্মুখরাগমলক্তকম্ ।
বিস্রস্তকবরীভারা মুক্তকেশী প্রকম্পিতা ॥ ১২
শুক্লবস্ত্রপরীধানা রুক্ষা বেশাদিবর্জ্জিতা ।
যযৌ যানান্তিকং তূর্ণং প্রিয়ালীভির্নিবারিতা ॥ ১৩
আজুহাব সখীসঙ্ঘং সরোষস্ফুরিতাধরা ।
শশ্বৎকম্পান্বিতাঙ্গীশগোপীভিঃ পরিবারিতা ॥ ১৪
তাভির্ভক্ত্যানতাভিশ্চ কাতরাভিশ্চ সংস্তুতা ।
আরুরোহ রথং দিব্যমমূল্যরত্ননির্ম্মিতম্ ॥ ১৫
সহস্রচক্রযুক্তঞ্চ নানাচিত্রসমন্বিতম্ ।
নানাবিচিত্রবসনৈঃ সূক্ষ্মৈঃ ক্ষৌমৈর্বিরাজিতম্ ॥ ১৬
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণদর্পণৈঃ পরিশোভিতম্ ।
মণীন্দ্রজালমালালী-পুষ্পমালাবিরাজিতম্
সদ্রত্নকলসৈর্যুক্তং রম্যৈর্মন্দিরকোটিভিঃ ।
ত্রিলক্ষকোটিভিঃ সার্দ্ধং গোপীভিশ্চ প্রিয়ালিভিঃ
যযৌ রথেন তেনৈব সুমনোযায়িনা প্রিয়ে ।
শ্রুত্বা কোলাহলং গোপঃ সুদামা কৃষ্ণপার্ষদঃ ॥ ১৯
কৃষ্ণং কৃত্বা সাবধানং গোপৈঃ সার্দ্ধং পলায়িতঃ ।
ভয়েন কৃষ্ণঃ সন্ত্রস্তো বিহায় বিরজাং সতীম্ ॥ ২০
স্বপ্রেমভঙ্গভীতশ্চ তিরোধানং চকার সঃ ।
সা সতী সময়ং জ্ঞাত্বা বিচার্য্য স্বহৃদি ক্রুধা ॥ ২১
রাধাপ্রকোপভীতা চ প্রাণাংস্তত্যাজ তৎক্ষণম্ ।
বিরজালিগণাস্তত্র ভয়বিহ্বলকাতরাঃ ॥ ২২
প্রযযুঃ শরণং সাধ্বীং বিরজাং তৎক্ষণং ভিয়া ।
গোলোকে সা সরিদ্রূপা বভূব শৈলকন্যকে ॥ ২৩
কোটিযোজনবিস্তীর্ণা দৈর্ঘ্যে শতগুণা তথা ।
গোলোকং বেষ্টয়ামাস পরিখেব মনোহরা ॥ ২৪
বভূবুঃ ক্ষুদ্রনদ্যশ্চ তদাল্যা গোপ্য এব চ ॥ ২৫
সর্ব্বা নদ্যস্তদংশাশ্চ প্রতিবিশ্বেষু সুন্দরি ।
ইতি সপ্ত সমুদ্রাশ্চ বিরজানন্দনা ভুবি ॥ ২৬
তথাগত্য ভগবতী রাধা রাসেশ্বরী পুরা ।
ন দৃষ্ট্বা বিরজাং কৃষ্ণং স্বগৃহঞ্চ পুনর্যযৌ ॥ ২৭
জগাম কৃষ্ণস্তাং রাধাং গোপালৈরষ্টভিঃ সহ ।
গোপীভির্দ্বা নিযুক্তাভির্বারিতশ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ২৮
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণঞ্চ সা দেবী ভর্ৎসনঞ্চ চকার তম্ ।
সুদামা ভর্ৎসয়ামাস তামেব কৃষ্ণসন্নিধৌ ॥ ২৯
ক্রুদ্ধা শশাপ সা দেবী সুদামানং সুরেশ্বরী ।
গচ্ছ ত্বমাসুরীং যোনিং গচ্ছ ক্রূরমতে দ্রুতম্ ॥ ৩০
শশাপ তাং সুদামা চ ত্বমিতো গচ্ছ ভারতম্ ।
ভব গোপী গোপকন্যা গোপীভিঃ স্বাভিরেব চ ॥
তত্র তে কৃষ্ণবিচ্ছেদো ভবিষ্যতি শতং সমাঃ ।
তত্র ভারাবতরণং ভগবাংশ্চ করিষ্যতি ॥ ৩২
ইত্যেবমুক্ত্বা সুদামা প্রণম্য মাতরং হরিম্ ।
সাশ্রুনেত্রো মোহযুক্তস্ততশ্চ গন্তুমুদ্যতঃ ॥ ৩৩
রাধা জগাম তৎপশ্চাৎ সাশ্রুনেত্রাতিবিহ্বলা ।
বৎস ক যাসীত্যুচ্চার্য্য পুত্রবিচ্ছেদকাতরা ॥ ৩৪
কৃষ্ণস্তাং বোধয়ামাস বিজ্ঞায় চ কৃপাময়ীম্ ।
শীঘ্রং সম্প্রাপ্স্যসি সুতং মা রুদেত্যেবমেব চ ॥
স চাসুরঃ শঙ্খচূড়ো বভূব তুলসীপতিঃ ।
মৎশূলভিন্নঃ কালেন গোলোকঞ্চ জগাম সঃ ॥

রাধা জগাম বারাহে গোকুলং ভারতং সতি ।
বৃষভানোশ্চ বৈশ্যস্য সা চ কন্যা বভূব হ ॥ ৩৭
অযোনিসম্ভবা দেবী বায়ুগর্ভা কলাবতী ।
সুষাব মায়য়া বায়ুং সা তত্রাবির্ব্বভূব হ ॥ ৩৮
অতীতে দ্বাদশাব্দে তু দৃষ্ট্বা তাং নবযৌবনাম্‌ ।
সার্দ্ধং রায়াণবৈশ্যেন তৎসম্বন্ধং চকার সঃ ॥ ৩৯
ছায়াং সংস্থাপ্য তদ্গেহে সান্তর্দ্ধানং চকার হ ।
বভূব তস্য বৈশ্যস্য বিবাহশ্ছায়য়া সহ ॥ ৪০
গতে চতুর্দ্দশাব্দে তু কংসভীতিশ্ছলেন চ ।
জগাম গোকুলং কৃষ্ণঃ শিশুরূপী জগৎপতিঃ ॥৪১
কৃষ্ণমাতা যশোদা যা রায়াণস্তৎসহোদরঃ ।
গোলোকে গোপকৃষ্ণাংশঃ সম্বন্ধাৎ কৃষ্ণমাতুলঃ ॥
কৃষ্ণেন সহ রাধায়াঃ পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে ।
বিহারং কারয়ামাস বিধিনা জগতাং বিধিঃ ॥ ৪৩
স্বপ্নে রাধাপদাম্ভোজং ন হি পশ্যন্তি বল্লবাঃ ।
স্বয়ং রাধা হরেঃ ক্রোড়ে চ্ছায়া রায়াণমন্দিরে ॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি তপস্তেপে পুরা বিধিঃ ॥ ৪৫
রাধিকাচরণাম্ভোজ-দর্শনার্থী চ পুষ্করে ।
ভারাবতরণে ভূমের্ভারতে নন্দগোকুলে ॥ ৪৬
দদর্শ তৎপদাম্ভোজং তপসস্তৎফলেন চ ।
কিঞ্চিৎকালঞ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে ॥৪৭
রেমে গোলোকনাথশ্চ রাধয়া সহ ভারতে ।
ততঃ সুদামশাপেন বিচ্ছেদশ্চ বভূব হ ॥ ৪৮
তত্র ভারাবতরণং ভূমেঃ কৃষ্ণশ্চকার সঃ ।
বৃষভানুশ্চ নন্দশ্চ যযৌ গোলোকমুত্তমম্‌ ॥ ৪৯
সর্ব্বে গোপাশ্চ গোপ্যশ্চ যযুস্তা যাঃ সমাগতাঃ ।
ছায়া গোপাশ্চ গোপ্যশ্চ প্রাপুর্মুক্তিঞ্চ সন্নিধৌ ॥৫০
রেমিরে তাশ্চ তত্রৈব সার্দ্ধং কৃষ্ণেন পর্ব্বতি ।
ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষকোট্যশ্চ গোপ্যো গোপাশ্চ তৎ-
সমাঃ ।
গোলোকং প্রযযুর্মুক্তাঃ সার্দ্ধং কৃষ্ণেন রাধয়া ॥৫১
দ্রোণঃ প্রজাপতির্নন্দো যশোদা তৎপ্রিয়া ধরা ।
সম্প্রাপ্য পূর্ব্বতপসা পরমাত্মানমীশ্বরম্‌ ॥ ৫২
বসুদেবঃ কশ্যপশ্চ দেবকী চাদিতী সতী ।
দেবমাতা দেবপিতা প্রতিকল্পে স্বভাবতঃ ॥ ৫৩
পিতৃণাং মানসী কন্যা রাধামাতা কলাবতী ।
বসুদামাপি গোলোকাদ্‌বৃষভানুঃ সমাযযৌ ॥৫৪
ইত্যেবং কথিতং দুর্গে রাধিকাখ্যানমুত্তমম্‌ ।
সম্পৎকরং পাপহরং পুত্র-পৌত্রবিবর্দ্ধনম্‌ ॥৫৫
শ্রীকৃষ্ণশ্চ দ্বিধারূপো দ্বিভুজশ্চ চতুর্ভুজঃ ।
চতুর্ভুজশ্চ বৈকুণ্ঠে গোলোকে দ্বিভুজঃ স্বয়ম্‌ ॥৫৬
চতুর্ভুজস্য পত্নী চ মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী ।
গঙ্গা চ তুলসী চৈব দেবী নারায়ণপ্রিয়া ॥ ৫৭
শ্রীকৃষ্ণপত্নী সা রাধা তদর্দ্ধাঙ্গসমুদ্ভবা ।
তেজসা বয়সা সাধ্বী রূপেণ চ গুণেন চ ॥ ৫৮
আদৌ রাধাং সমুচ্চার্য্য পশ্চাৎ কৃষ্ণং বদেদ্‌বুধঃ ।
ব্যতিক্রমে ব্রহ্মহত্যাং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৫৯
কার্ত্তিকীপূর্ণিমায়াঞ্চ গোলোকে রাসমণ্ডলে ।
চকার পূজাং রাধায়াস্তৎসম্বন্ধিমহোৎসবম্‌ ॥ ৬০
সদ্রত্নগুটিকায়াঞ্চ কৃত্বা তৎকবচং হরিঃ ।
দধার কণ্ঠে বাহৌ চ দক্ষিণে সহ গোপকৈঃ ॥৬১
কৃত্বা ধ্যানঞ্চ ভক্ত্যা চ স্তোত্রমেব চকার সঃ ।
রাধাচর্ব্বিততাম্বূলং চখাদ মধুসূদনঃ ॥ ৬২
রাধা পূজ্যা চ কৃষ্ণস্য তৎপূজ্যো ভগবান্‌ প্রভুঃ ।
পরস্পরাভীষ্টদেবো ভেদকৃন্নরকং ব্রজেৎ ॥ ৬৩
দ্বিতীয়ে পূজিতা সা চ ধর্ম্মেণ ব্রহ্মণাজ্ঞয়া ।
অনন্তেন বাসুকিনা রবিণা শশিনা পুরা ॥ ৬৪
মহেন্দ্রেণ চ রুদ্রেণ মনুনা মানবেন চ ।
সুরেন্দ্রৈশ্চ মুনীন্দ্রৈশ্চ সর্ব্ববিপ্রৈশ্চ পূজিতা ॥৬৫
তৃতীয়ে পূজিতা সা চ সপ্তদ্বীপেশ্বরেণ চ ।
ভারতেন সুযজ্ঞেন পাত্রৈর্মিত্রৈর্মুদান্বিতৈঃ ॥ ৬৬
ব্রাহ্মণেনাভিশপ্তেন দৈবদোষেণ ভূভৃতা ।
ব্যাধিগ্রস্তেন দুঃস্থেন দুঃখিনা চ বিদূয়তা ॥ ৬৭
সম্প্রাপ রাজ্যং ভ্রষ্টশ্রীঃ স চ রাধাবরেণ চ ।
ব্রহ্মদত্তেন স্তোত্রেণ স্তুত্বা চ পরমেশ্বরীম্‌ ॥ ৬৮
অভেদ্যং কবচং তস্যাঃ কণ্ঠে বাহৌ দধার সঃ ।
ধ্যাত্বা চকার পূজাঞ্চ পুষ্করে শতবৎসরম্‌ ॥ ৬৯
অন্তে জগাম গোলোকং রত্নযানেন ভূমিপঃ ।
ইতি তে কথিতং সর্ব্বং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদসংবাদে হর-গৌরী-সংবাদে
রাধোপাখ্যানং নামৈকোন-পঞ্চাশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

পার্ব্বত্যুবাচ ।

কো বা সুযজ্ঞনৃপতিঃ কুত্র বংশে সমুদ্ভবঃ ।
কথং বিপ্রাভিশপ্তশ্চ কথং সংপ্রাপ রাধিকাম্ ॥ ১
সর্ব্বাত্মনশ্চ কৃষ্ণস্য পত্নীঞ্চ কৃষ্ণপূজিতাম্ ।
কথং বিমূত্রধারা চ সিষেবে পরমেশ্বরীম্ ॥ ২
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি তপস্তেপে পুরা বিধিঃ ।
যৎপাদাম্ভোজরেণূনাং লব্ধয়ে পুষ্করে বিভুঃ ॥ ৩
কথং দদর্শ তাং দেবীং মহালক্ষ্মীং পরাং সতীম্ ।
দুর্দর্শামপি যুষ্মাকং দৃষ্টা সা বা কথং নৃণাম্ ॥ ৪
কথং ত্রিজগতাং ধাতা তস্মৈ তৎকবচং দদৌ ।
ধ্যানং পূজাবিধিস্তোত্রং তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৫

মহাদেব উবাচ ।

স্বায়ম্ভুবো মনুর্দেবি মনূনামাদিরেব চ ।
ব্রহ্মাত্মজস্তপস্বী চ শতরূপাপতিঃ প্রভুঃ ॥ ৬
উত্তানপাদস্তৎপুত্রস্তৎপুত্রো ধ্রুব এব চ ।
ধ্রুবস্য কীর্ত্তির্বিখ্যাতা ত্রৈলোক্যে শৈলকন্যকে ॥
উৎকলস্তস্য পুত্রশ্চ নারায়ণপরায়ণঃ ।
সহস্রং রাজসূয়ানাং পুষ্করে স চকার হ ॥ ৮
সর্ব্বাণি রত্নপাত্রাণি ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা ।
অমূল্যরত্নরাশীনাং সহস্রং তেজসাবৃতম্ ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ রাজা যজ্ঞান্তে সুমহোৎসবে ॥
দৃষ্ট্বা তচ্ছোভনং যজ্ঞং বিধাতা জগতাং প্রিয়ে ।
সুযজ্ঞং নাম নৃপতেশ্চকার সুরসংসদি ॥ ১০
স চ রাজা সুযজ্ঞশ্চ মনুবংশসমুদ্ভবঃ ।
অন্নদাতা রত্নদাতা দাতা চ সর্ব্বসম্পদাম্ ॥ ১১
দশলক্ষং গবাঞ্চৈব রত্নশৃঙ্গং পরিচ্ছদম্ ।
নিত্যং দদৌ স বিপ্রেভ্যো মুদা যুক্তঃ সুদক্ষিণম্ ॥
গবাং দ্বাদশলক্ষাণাং দদৌ নিত্যং মুদান্বিতঃ ।
সুপক্কানি চ মাংসানি ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ পার্ব্বতি ॥ ১৩
ষট্‌কোটিং ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজয়ামাস নিত্যশঃ ।
চূষ্য-চর্ব্ব্য-লেহ্য-পেয়ৈরতিতৃপ্তং দিনে দিনে ॥ ১৪
বিপ্রলক্ষং সুপক্কান্নং ভোজয়ামাস তৎপরম্ ।
পূপমন্নঞ্চ সুপাক্ক-মমেধ্যমাংসবর্জ্জিতম্ ॥ ১৫
বিপ্রা ভোজনকালে চ মনুবংশসমুদ্ভবম্ ।
ন তুষ্টবুঃ সুযজ্ঞঞ্চ তুষ্টুবুস্তৎপিতৄংশ্চ তে ॥ ১৬
দিনে সুযজ্ঞযজ্ঞান্তে ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষকোটয়ঃ ।
চক্রুঃ সুভোজনং বিপ্রাশ্চাতিতৃপ্তাশ্চ সুন্দরি ॥ ১৭
গৃহীতানি চ রত্নানি স্বগৃহং বোঢ়ুমক্ষমাঃ ।
বৃষলেভ্যো দদৌ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পথি চ তত্যজুঃ
বিপ্রাণাং ভোজনান্তে চ বিপ্রান্যেভ্যো দদৌ নৃপঃ
তথাপ্যুর্ব্বরিতং তত্র চান্নরাশিসহস্রকম্ ॥ ১৯
কৃত্বা যজ্ঞং মহাবাহুঃ সমুবাস সুসংসদি ।
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণ-চ্ছত্রকোটিসমন্বিতঃ ॥ ২০
রত্নসিংহাসনে রম্যে চাবৃতে চ সুসংস্কৃতে ।
চন্দনোদকসংমৃষ্টে রম্যে চন্দনপল্লবৈঃ ॥ ২১
শাখাযুক্তপূর্ণকুম্ভ-রম্ভাবৃক্ষৈশ্চ শোভিতে ।
চন্দনাগুরু-কস্তুরী-ফল-সিন্দূরসংযুতে ॥ ২২
বসু-বাসব-চন্দ্রেন্দ্র-রুদ্রাদিত্যসমন্বিতে ।
মুনি-মানব-মন্বাদি-ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবান্বিতে ॥ ২৩
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বিপ্র একঃ সমাযযৌ ।
রুক্ষো মলিনবাসাশ্চ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকঃ ॥ ২৪
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ মালা-চন্দনচর্চ্চিতম্ ।
রাজানমাশিষং চক্রে সস্মিতঃ সম্পুটাঞ্জলিঃ ॥ ২৫
প্রণনাম নৃপস্তঞ্চ নোত্তস্থৌ কিঞ্চিদেব হি ।
সভাসদশ্চ নোত্তস্থুর্জহসুঃ স্বল্পমেব চ ॥ ২৬
বেদেভ্যোঽপি চ দেবেভ্যো নমস্কৃত্য দ্বিজোত্তমঃ ।
শশাপ নৃপতিং ক্রোধাৎ তত্র তিষ্ঠন্নিরঙ্কুশঃ ॥ ২৭
গচ্ছ দূরমতো রাজ্যাদ্ভ্রষ্টশ্রীর্ভব পামর ।
ভবাচিরং গলৎকুষ্ঠী বুদ্ধিহীনোপ্যুপদ্রুতঃ ॥ ২৮
ইত্যুক্ত্বা কম্পিতঃ ক্রোধাৎ সভাস্থান্ শপ্তুমুদ্যতঃ
যে তত্র জহসুঃ সর্ব্বে সমুত্তস্থুঃ সভাসদঃ ॥ ২৯
সর্ব্বে চক্রুঃ পরীহারং ক্রোধং তত্যাজ ব্রাহ্মণঃ ।
রাজাগত্য তং প্রণম্য রুরোদ ভয়কাতরঃ ॥ ৩০
নিঃসসার সভামধ্যাদ্ধৃদয়েন বিদূয়তা ।
ব্রাহ্মণো গূঢ়রূপী চ প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা ॥ ৩১
তৎপশ্চান্মুনয়ঃ সর্ব্বে প্রযযুর্ভয়কাতরাঃ ।
হে বিপ্র তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি সমুচ্চার্য্য পুনঃপুনঃ ॥ ৩২
পুলহশ্চ পুলস্ত্যশ্চ প্রচেতা ভৃগুরঙ্গিরাঃ ।
মরীচিঃ কশ্যপশ্চৈব বশিষ্ঠঃ ক্রতুরেব চ ॥ ৩৩
শুক্রো বৃহস্পতিশ্চৈব দুর্ব্বাসা লোমশস্তথা ।
গৌতমশ্চ কণাদশ্চ কণ্বঃ কাত্যায়নঃ কঠঃ ॥ ৩৪
পাণিনির্জাজলিশ্চৈব ঋষ্যশৃঙ্গো বিভাণ্ডকঃ ।
আপিশলিস্তৈতিলিশ্চ মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ ॥ ৩৫
সনকশ্চ সনন্দশ্চ বোঢ়ুঃ পৈলঃ সনাতনঃ ।

সনৎকুমারো ভগবান্ নর-নারায়ণাবৃষী ॥ ৩৬
পরাশরো জরৎকারুঃ সম্বর্ত্তঃ করথস্তথা।
ঔর্ব্বশ্চ চ্যবনশ্চৈব ভরদ্বাজশ্চ বাল্মীকিঃ ॥ ৩৭
অগস্ত্যোঽত্রিরুতথ্যশ্চ সম্বর্ত্তোঽস্তীক আসুরিঃ।
শিলালির্লাঙ্গলিশ্চৈব শাকল্যঃ শাকটায়নঃ ॥ ৩৮
গর্গো বাৎস্যঃ পঞ্চশিখো জমদগ্নাশ্চ দেবলঃ।
জৈগীষব্যো বামদেবো বালিখিল্যাদয়স্তথা ॥ ৩৯
শক্তিদক্ষঃ কর্দ্দমশ্চ প্রস্কন্নঃ কপিলস্তথা।
বিশ্বামিত্রশ্চ কৌৎসশ্চ ঋচীকোঽপ্যঘমর্ষণঃ ॥ ৪০
এতে চান্যে চ মুনয়ঃ পিতরোঽগ্নির্হরিঃ প্রিয়ঃ।
দিক্পালা দেবতাঃ সর্ব্বে বিপ্রপশ্চাৎ সমাযযুঃ ॥৪১
ব্রাহ্মণং বোধয়ামাসুর্বাসয়ামাসুরীশ্বরি।
সমূচুস্তং ক্রমেণৈব নীতিং নীতিবিশারদাঃ ॥ ৪২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসম্বাদে হর-গৌরীসম্বাদে পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

কিমূচুর্ব্রাহ্মণং ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণা ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
নীতিজ্ঞা নীতিবচনং তন্মাৎ ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১

মহাদেব উবাচ।

তুষ্টং কৃত্বা ব্রাহ্মণঞ্চ স্তবেন বিনয়েন চ।
ক্রমেণ বক্তুমারেভে মুনিসঙ্ঘো বরাননে ॥ ২

সনৎকুমার উবাচ।

ত্বৎপশ্চাদাগতা লক্ষ্মীঃ কীর্ত্তিঃ সত্ত্বং যশস্তথা।
সুশীলঞ্চ মহৈশ্বর্য্যং পিতরোঽগ্নিঃ সুরাস্তথা ॥ ৩
আগতা নৃপগেহেভ্যঃ কৃত্বা ভ্রষ্টশ্রিয়ং নৃপম্।
ভব তুষ্টো দ্বিজশ্রেষ্ঠ আশুতোষশ্চ ব্রাহ্মণঃ ॥ ৪
ব্রাহ্মণানাস্তু হৃদয়ং কোমলং নবনীতবৎ।
শুদ্ধং সুনির্ম্মলঞ্চৈব মার্জ্জিতং তপসা মুনে ॥ ৫
ক্ষমস্ব গচ্ছ বিপ্রেন্দ্র শুদ্ধং কুরু নৃপালয়ম্ ॥ ৬

গুরুরুবাচ।

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
পিতরস্তস্য দেবাশ্চ বহ্নিশ্চৈব তথৈব চ ॥ ৭
নিরাশাঃ প্রতিগচ্ছন্তি চাতিথেরপ্রতিগ্রহাৎ।
ক্ষমস্ব গচ্ছ বিপ্রেন্দ্র শুদ্ধং কুরু নৃপালয়ম্ ॥ ৮
স্ত্রীঘ্নৈর্গোঘ্নৈঃ কৃতঘ্নৈশ্চ ব্রহ্মঘ্নৈর্গুরুতল্পগৈঃ।
তুল্যদোষো ভবত্যেতৈর্যস্যাতিথিরনর্চ্চিতঃ ॥ ৯

পুলস্ত্য উবাচ।

যে পশ্যন্তি বক্রদৃষ্ট্যা চাতিথিং গৃহমাগতম্।
দত্ত্বা স্বপাপং তস্মৈ তৎপুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ ১০
ক্ষমস্ব নৃপদোষঞ্চ গচ্ছ বৎস যথাসুখম্।
রাজা স্বকর্ম্মদোষেণ নোত্তস্থৌ তং ক্ষমাং কুরু ॥১১

পুলহ উবাচ।

রাজশ্রিয়া বিদ্যয়া বা ব্রাহ্মণং যোঽবমন্যতে।
ত্রিসন্ধ্যাহীনো বিপ্রশ্চ শ্রীহীনঃ ক্ষত্রিয়ো ভবেৎ ॥
একাদশীবিহীনশ্চ বিষ্ণুনৈবেদ্যবঞ্চিতঃ।
ক্ষমস্ব গচ্ছ বিপ্রেন্দ্র শুদ্ধং কুরু নৃপালয়ম্ ॥ ১৩

ক্রতুরুবাচ।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যো বা শূদ্র এব চ।
দীক্ষাহীনো ভবেৎ সে ঽপি ব্রাহ্মণং যোঽবমন্যতে
ধনহীনঃ পুত্রহীনো ভার্য্যাহীনো ভবেদ্ধ্রুবম্।
ক্ষমস্ব গচ্ছ ভগবন্ গচ্ছ বৎস নৃপালয়ম্ ॥ ১৫

অঙ্গিরা উবাচ।

জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণো ভূত্বা ব্রাহ্মণং যোঽবমন্যতে।
বৃষবাহো ভবেৎ সোঽপি ভারতে সপ্তজন্মসু ॥১৬

মরীচিরুবাচ।

পুণ্যক্ষেত্রে ভারতে চ দেবঞ্চ ব্রাহ্মণং গুরুম্।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনশ্চ স ভবেদ্‌যোঽবমন্যতে ॥ ১৭

কশ্যপ উবাচ।

বৈষ্ণবং ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা যো হ্যসত্যবমন্যতে।
বিষ্ণুমন্ত্রবিহীনশ্চ তৎপূজাবিরতো ভবেৎ ॥ ১৮

প্রচেতা উবাচ।

অতিথিং ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা নাভ্যুত্থানং করোতি যঃ।
পিতৃমাতৃভক্তিহীনঃ স ভবেদ্ভারতে ভুবি ॥ ১৯
প্রাপ্নোতি কৌঞ্জরীং যোনিং স মূঢ়ঃ সপ্তজন্মসু।
শীঘ্রং গচ্ছ দ্বিজশ্রেষ্ঠ রাজানমাশিষং কুরু ॥ ২০

দুর্ব্বাসা উবাচ।

গুরুং বা ব্রাহ্মণং বাপি দেবতাপ্রতিমামপি।
দৃষ্ট্বা শীঘ্রং ন নমেদ্যঃ স ভবেৎ শূকরো ভুবি ॥২১
মিথ্যাসাক্ষ্যং তং ঘটতে ভবেদ্বিশ্বাসঘাতকঃ।
ক্ষমস্ব সর্ব্বমস্মাবমাতিথ্যগ্রহণং কুরু ॥ ২২

রাজোবাচ ।
হলেন কথিতো ধর্ম্মো যুষ্মাভির্মুনিপুঙ্গবৈঃ ।
সর্ব্বং কৃত্বা চ বিস্ফোটং মাঞ্চ মূঢ়ং প্রবোধয় ॥২৩
স্ত্রীঘ্ন-গোঘ্ন-কৃতঘ্নানাং গুরুস্ত্রীগামিনাং তথা ।
ব্রহ্মঘ্নানাঞ্চ কো দোষো মাং ব্রূত কোবিদাং বরাঃ
বশিষ্ঠ উবাচ ।
কামতো গোবধে রাজন্ বধং তীর্থং বসেন্নরঃ ।
যবযাবকভোজী চ করেণ চ জলং পিবেৎ ॥ ২৫
তদা ধেনুশতং দিব্যং ব্রাহ্মণেভ্যঃ সদক্ষিণম্ ।
দত্ত্বা মুক্তি পাপাচ্চ ভোজয়িত্বা দ্বিজং শতম্ ॥ ২৬
প্রায়শ্চিত্তে চ ক্ষীণে চ সর্ব্বপাপান্ন মুচ্যতে ।
পাপাবশেষাত্তবতি দুঃখী চাণ্ডাল এব চ ॥ ২৭
আতিদেশিকহত্যায়াং তদর্দ্ধং ফলমশ্নুতে ।
প্রায়শ্চিত্তানুকল্পেন সর্ব্বপাপান্ মুচ্যতে ॥ ২৮
শুক্র উবাচ ।
গোহত্যাদ্বিগুণং পাপং স্ত্রীহত্যায়াং ভবেদ্ ধ্রুবম্
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি কালসূত্রে বসেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ২৯
ততো ভবেন্মহাপাপী শূকরঃ সপ্তজন্মসু ।
ততো ভবতি সর্পশ্চ সপ্তজন্ম ততঃ শুচিঃ ॥ ৩০
বৃহস্পতিরুবাচ ।
স্ত্রীহত্যাদ্বিগুণাৎ পাপাৎ ব্রহ্মহত্যা ভবেদ্গুরুঃ ।
লক্ষবর্ষং মহাঘোরে কুম্ভীপাকে বসেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৩১
ততো ভবেন্মহাপাপী বিষ্ঠাকীটঃ শতাব্দকম্ ।
ততো ভবতি সর্পশ্চ জন্মসপ্ত ততঃ শুচিঃ ॥ ৩২
গৌতম উবাচ ।
দোষঃ কৃতঘ্নে রাজেন্দ্র ব্রহ্মহত্যাচতুর্গুণঃ ।
নিষ্কৃতির্নাস্তি বেদে চ কৃতঘ্নানাঞ্চ নিশ্চিতম্ ॥ ৩৩
রাজোবাচ ।
লক্ষণঞ্চ কৃতঘ্নানাং বদ বেদবিদাং বর ।
কৃতঘ্নঃ কতিধা প্রোক্তঃ কেষু কো দোষ এব চ ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ উবাচ ।
কৃতঘ্নাঃ ষোড়শবিধাঃ সামবেদে নিরূপিতাঃ ।
সর্ব্বঃ প্রত্যেকদোষেণ প্রত্যেকং ফলমশ্নুতে ॥ ৩৫
কৃতে সত্যে চ পুণ্যে চ স্বধর্ম্মে তপসি স্থিতে
প্রতিজ্ঞায়াঞ্চ দানে চ স্বগোষ্ঠীপরিপালনে ॥ ৩৬
গুরুকৃত্যে দেবকৃত্যে কাম্যকৃত্যে দ্বিজার্চ্চনে ।
নিত্যকৃত্যে চ বিশ্বাসে পরধর্ম্মপ্রদানয়োঃ ॥ ৩৭
এতান্ যো হন্তি পাপিষ্ঠঃ স কৃতঘ্ন ইতি স্মৃতঃ ।
এতেষাং সন্তি লোকাশ্চ তজ্জন্ম ভিন্নযোনিষু ॥
যান্ যাংশ্চ নরকাংস্তে চ যান্তি রাজেন্দ্র পাপিনঃ
তে তে চ নরকাঃ সন্তি যমলোকে চ নিশ্চিতম্ ॥
সুযজ্ঞ উবাচ ।
কে কিং কৃত্বা কৃতঘ্নাশ্চ কান্ কান্ গচ্ছন্তিরৌরবান্
প্রত্যেকং শ্রোতুমিচ্ছামি বক্তুমর্হসি মে প্রভো ॥
কাত্যায়ন উবাচ ।
কৃত্বা শপথরূপঞ্চ সত্যং হন্তি ন পালয়েৎ ।
স কৃতঘ্নঃ কালসূত্রে বসেদেব চতুর্যুগম্ ॥ ৪১
সপ্তজন্মসু কাকশ্চ সপ্তজন্মসু পেচকঃ ।
ততঃ শূদ্রো মহাব্যাধী সপ্তজন্ম ততঃ শুচিঃ ॥ ৪২
সনন্দ উবাচ ।
পুণ্যং কৃত্বা বদত্যেবং কীর্ত্তিবর্দ্ধনহেতুনা ।
স কৃতঘ্নস্তপ্তশূর্ম্ম্যাং বসত্যেবং যুগত্রয়ম্ ॥ ৪৩
পঞ্চজন্মসু মণ্ডূকস্ত্রিষু জন্মসু কর্কটী ।
ততো মূকো নরো ব্যাধী দরিদ্রশ্চ ততঃ শুচিঃ ॥
সনাতন উবাচ ।
স্বধর্ম্মং হন্তি যো বিপ্রঃ সন্ধ্যাত্রয়বিবর্জ্জিতঃ ।
অতর্পণঞ্চ যৎ স্নানং বিষ্ণুনৈবেদ্যবঞ্চিতঃ ॥ ৪৫
বিষ্ণুপূজাবিহীনশ্চ বিষ্ণুমন্ত্রবিহীনকঃ ।
একাদশীবিহীনশ্চ কৃষ্ণস্য জন্মবাসরে ॥ ৪৬
শিবরাত্রৌ চ যো ভুঙ্ক্তে শ্রীরামনবমীদিনে ।
পিতৃকৃত্যে দেবকৃত্যে স কৃতঘ্ন ইতি স্মৃতঃ ॥ ৪৭
কুম্ভীপাকে বসত্যেব যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ।
ততশ্চাণ্ডালতাং যাতি সপ্তজন্মসু নিশ্চিতম্ ॥ ৪৮
শতজন্মানি গৃধ্রশ্চ শতজন্মানি শূকরঃ ।
ততো ভবেদ্ব্রাহ্মণশ্চ শূদ্রাণাং সূপকারকঃ ॥ ৪৯
ততো ভবেজ্জন্ম সপ্ত ব্রাহ্মণো বৃষবাহকঃ ।
শূদ্রাণাং শবদাহী চ ভবেৎ সপ্তসু জন্মসু ॥ ৫০
দ্বিজো ভূত্বা জন্মসপ্ত ভারতে বৃষলীপতিঃ ।
ভুক্ত্বা স্বভোগমেষাঞ্চ ভ্রমিত্বা যাতি রৌরবম্ ॥৫১
পুনঃপুনঃ পাপযোনিং নরকঞ্চ পুনঃপুনঃ ।
ততো ভবেদ্গার্দ্দভশ্চ মার্জ্জারঃ পঞ্চজন্মসু ॥ ৫২
পঞ্চজন্মসু মণ্ডূকো ভবেচ্ছুদ্ধস্ততঃ ক্রমাৎ ॥ ৫৩
সুযজ্ঞ উবাচ ।
শূদ্রাণাং পাককরণে শূদ্রাণাং শবদাহনে
শূদ্রান্নভোজনে বাপি শূদ্রস্ত্রীগমনেঽপি চ ॥ ৫৪
ব্রাহ্মণানাঞ্চ কো দোষো বৃষাণাং বাহনে তথা ।

এতান্ সর্ব্বান্ সমালোচ্য শ্রূয়তাং নিশ্চয়ং মুনে॥

পরাশর উবাচ।

শূদ্রাণাং সূপকারশ্চ যো বিপ্রো জ্ঞানপূর্ব্বকম্।
অসীপত্রে বসত্যেবং যুগানামেকসপ্ততিম্॥ ৫৬
ততো ভবেদ্গার্দ্দভশ্চ মূষিকঃ সপ্তজন্মসু।
তৈলপায়ী সপ্তজন্ম ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ॥ ৫৭

জরৎকারুরুবাচ।

ভৃত্যদ্বারা স্বয়ং বাপি যো বিপ্রো বৃষবাহকঃ।
স কৃতঘ্ন ইতি খ্যাতঃ প্রসিদ্ধো ভারতে নৃপ॥৫৮
ব্রহ্মহত্যাসমং পাপং তন্নিত্যং বৃষতাড়নে।
বৃষপৃষ্ঠে ভারদানাৎ পাপং তদ্দ্বিগুণং ভবেৎ॥ ৫৯
সূর্য্যাতপে বাহয়েদ্যঃ ক্ষুধিতং তৃষিতং বৃষম্।
ব্রহ্মহত্যাশতং পাপং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৬০
অন্নং বিষ্ঠা জলং মূত্রং বিপ্রাণাং বৃষবাহিনাম্।
নাধিকারো ভবেৎ তস্য পিতৃদেবার্চ্চনে নৃপ॥ ৬১
নানাকুণ্ডে বসত্যেবং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।
বিষ্ঠাভক্ষ্যং মূত্রজলং তত্র তস্য ভবেদ্ ধ্রুবম্॥ ৬২
ত্রিসন্ধ্যং তাড়য়েৎ তঞ্চ শূলেন যমকিঙ্করঃ।
উল্কাং দদাতি মুখতঃ সূচ্যা কৃন্ততি সন্ততম্॥ ৬৩
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াঞ্চ কৃমিস্ততঃ।
ততঃ কাকো জন্মপঞ্চ জন্মপঞ্চ বকস্তথা॥ ৬৪
জন্মপঞ্চ গৃধ্রকশ্চ শৃগালঃ সপ্তজন্মসু।
ততো দরিদ্রঃ শূদ্রশ্চ মহাব্যাধী ততঃ শুচিঃ॥ ৬৫

ভরদ্বাজ উবাচ।

শূদ্রাণাং শবদাহী যঃ স কৃতঘ্ন ইতি স্মৃতঃ।
শবপ্রমাণং রাজেন্দ্র ব্রহ্মহত্যা লভেদ্ ধ্রুবম্॥৬৬
তত্তুল্যযোনিভ্রমণাৎ তত্তুল্যনরকাচ্ছুচিঃ॥ ৬৭
যো দোষো ব্রাহ্মণানাঞ্চ শূদ্রাণাং শবদাহনে।
তাবদেব ভবেদ্দোষঃ শূদ্রাণাং শ্রাদ্ধভোজনে॥ ৬৮

বিভাণ্ডক উবাচ।

পিতৃশ্রাদ্ধে চ শূদ্রাণাং ভুঙ্ক্তে যো ব্রাহ্মণোঽধমঃ
সুরাপীতী ব্রহ্মঘাতী পিতৃদেবার্চ্চনাদ্বহিঃ॥ ৭৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

যো দোষো ব্রাহ্মণানাঞ্চ শূদ্রস্ত্রীগমনে নৃপ।
বেদোক্তঞ্চ সাবধানং তদ্বক্ষ্যামি নিশাময়॥ ৭০
কৃতঘ্নানাং প্রধানশ্চ যো বিপ্রো বৃষলীপতিঃ।
কৃমিদংষ্ট্রে বসেৎ সোঽপি যাবদিন্দ্রাঃ শতং শতম্
কৃমিভক্ষ্যো ভবেৎ সোঽপি বিহ্বলো যমকিঙ্করৈঃ
প্রতিমায়াং তপ্তলৌহ্যামাশ্লেষয়তি নিত্যশঃ॥ ৭২
ততশ্চ পুংশ্চলীযোনৌ কৃমির্ভবতি নিশ্চিতম্।
এবং বর্ষসহস্রাণি ততঃ শূদ্রস্ততঃ শুচিঃ॥ ৭৩

সুযজ্ঞ উবাচ।

অন্যেষাঞ্চ কৃতঘ্নানাং বদ কিং তৎ ফলং মুনে।
শ্লাঘ্যো মে ব্রহ্মশাপশ্চ কস্য সম্পদ্বিপদ্বিনা॥
ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং মম
আগতাস্তু যতো ভুক্ত্বা মদ্গেহে মুনয়ঃ সুরাঃ॥ ৭৫

ইতি প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণনারদ-সংবাদে এক-পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫১॥

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

অন্যেষাঞ্চ কৃতঘ্নানাং যদ্যৎ কর্ম্মফলং প্রভো।
তেষাং কিমূচুর্ম্মুনয়ো বেদবেদাঙ্গপারগাঃ॥ ১

মহেশ্বর উবাচ।

প্রশ্নং কুর্ব্বতি রাজেন্দ্রে সর্ব্বেষু মুনিষু প্রিয়ে।
তত্র প্রবক্তুমারেভে ঋষির্নারায়ণো মহান্॥ ২

নারায়ণ উবাচ।

স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং হরেত্তু যঃ।
স কৃতঘ্ন ইতি জ্ঞেয়ঃ ফলঞ্চ শৃণু ভূমিপ॥ ৩
যাবন্তো রেণবঃ সিক্তা বিপ্রাণাং নেত্রবিন্দুভিঃ।
তাবদ্বর্ষসহস্রঞ্চ শূলপ্রোতে স তিষ্ঠতি॥ ৪
তপ্তাঙ্গারঞ্চ তদ্ভক্ষ্যং পানঞ্চ তপ্তমূত্রকম্।
তপ্তাঙ্গারে চ শয়নং তাড়িতো যমকিঙ্করৈঃ॥ ৫
তদন্তে চ মহাপাপী বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ।
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি দেবমানেন ভারতে॥ ৬
ততো ভবেদ্ভূমিহীনঃ পূজাহীনশ্চ মানবঃ।
দরিদ্রঃ কৃপণো রোগী শূদ্রো নিন্দ্যস্ততঃ শুচিঃ॥৭
হন্তি যঃ পরকীর্ত্তিঞ্চ স্বকীর্ত্তিং বা নরাধমঃ।
স কৃতঘ্ন ইতি খ্যাতস্তৎফলঞ্চ নিশাময়॥ ৮
অন্ধকূপে বসেৎ সোঽপি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ।
কীটৈর্নকুলমানৈশ্চ ভক্ষিতঃ সন্ততং নৃপ॥ ৯
তপ্তক্ষারোদকং বাপি নিত্যং পিবতি খাদতি।
ততঃ সর্পো জন্মসপ্ত কাকঃ পঞ্চ ততঃ শুচিঃ॥১০

দেবল উবাচ।

ব্রহ্মস্বং বা গুরুস্বং বা দেবস্বং বাপি যো হরেৎ

স কৃতঘ্ন ইতি জ্ঞেয়ো মহাপাপী চ ভারতে॥ ১১
অবটোদে বসেৎ সোঽপি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ।
ততো ভবেৎ সুরাপীতী ততঃ শূদ্রস্ততঃ শুচিঃ॥১২
জৈগীষব্য উবাচ।
পিতৃমাতৃগুরূংশ্চাপি ভক্তিহীনো ন পালয়েৎ।
বাচা চ তাড়য়েন্নিত্যং স্বামিনং কুলটা চ যা॥১৩
সা কৃতঘ্নীতি বিখ্যাতা ভারতে পাপিনীবরা।
বহ্নিকুণ্ডং মহাঘোরং স চ সা চ প্রয়াতি চ॥ ১৪
তত্র বহ্নৌ বসত্যেব যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।
ততো ভবেজ্জলৌকা চ জন্মসপ্ত ততঃ শুচিঃ॥১৫
বাল্মীকিরুবাচ।
যথা তরুষু বৃক্ষত্বং সর্ব্বত্র ন জহাতি চ।
তথা কৃতঘ্নতা রাজন্ সর্ব্বপাপেষু বর্ত্ততে॥ ১৬
মিথ্যাসাক্ষ্যং যো দদাদি কামক্রোধাত্তথা ভয়াৎ।
সভায়াং পাক্ষিকং বক্তি স কৃতঘ্ন ইতি স্মৃতঃ॥১৭
পুণ্যমাত্রঞ্চাপি রাজন্ যো হন্তি স কৃতঘ্নকঃ।
সর্ব্বত্রাপি চ সর্ব্বেষাং পুণ্যহানৌ কৃতঘ্নতা॥ ১৮
মিথ্যাসাক্ষ্যং পাক্ষিকং বা ভারতে বক্তি যো নৃপ
যাবদিন্দ্রাঃ সহস্রঞ্চ সর্পকুণ্ডে বসেদ্ধ্রুবম্॥ ১৯
সন্ততং বেষ্টিতৈঃ সর্পৈর্ভীতশ্চ ভক্ষিতস্তথা।
ভুঙ্ক্তে চ সর্পবিণ্মূত্রং যমদূতেন তাড়িতঃ॥ ২০
কৃকলাসো ভবেৎ তত্র ভারতে সপ্তজন্মসু।
সপ্তজন্মসু মণ্ডূকঃ পিতৃভিঃ সপ্তভিঃ সহ॥ ২১
ততো ভবেচ্চ বৃক্ষশ্চ মহারণ্যে চ শাল্মলিঃ।
ততো ভবেন্নরো মূকস্ততঃ শূদ্রস্ততঃ শুচিঃ॥ ২২
আস্তীক উবাচ।
গুর্ব্বঙ্গনানাং গমনে মাতৃগামী ভবেন্নরঃ।
নরাণাং মাতৃগমনে প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে॥ ২৩
ভারতে নৃপতিশ্রেষ্ঠ যো দোষো মাতৃগামিণাম্।
ব্রাহ্মণীগমনে চৈব শূদ্রাণাং তাবদেব হি॥ ২৪
তাবদেব হি ব্রাহ্মণ্যা দোষঃ শূদ্রস্য মৈথুনে।
কন্যানাং পুত্রপত্নীনাং শ্বশ্রূণাং গমনে তথা॥ ২৫
সগর্ভভ্রাতৃপত্নীনাং ভগিনীনাং তথৈব চ।
দোষং বক্ষ্যামি রাজেন্দ্র যদাহ কমলোদ্ভবঃ॥ ২৬
যঃ করোতি মহাপাপী এতাভিঃ সহ মৈথুনম্।
জীবন্মৃতো ভবেৎ সোঽপি চাণ্ডালাস্পৃশ্য এব চ॥
নাধিকারো ভবেৎ তস্য সূর্য্যমণ্ডলদর্শনে।
শালগ্রামং তজ্জলঞ্চ তুলস্যাশ্চ দলং জলম্॥ ২৮
সর্ব্বতীর্থজলঞ্চৈব বিপ্রপাদোদকং তথা।
স্পষ্টুঞ্চ ন চ শক্নোতি বিট্‌তুল্যঃ পাতকী নরঃ॥
দেবং গুরুং ব্রাহ্মণঞ্চ নমস্কর্ত্তুং ন চার্হতি।
বিষ্ঠাদিকং তদন্নঞ্চ জলং মূত্রাদিকং তথা॥ ৩০
দেবতাঃ পিতরো বিপ্রা নৈব গৃহ্ণন্তি ভারতে।
ভবেৎ তদঙ্গবাতেন তীর্থমঙ্গারবাহনম্॥ ৩১
সপ্তরাত্রমুপবসেদ্ দেবস্পর্শাৎ সুরো দ্বিজঃ।
ভারাক্রান্তা চ পৃথিবী তদ্ভারং বোঢ়ুমক্ষমা॥ ৩২
তৎপাপাৎ পতিতো দেশঃ কন্যাবিক্রয়িণো যথা।
তৎস্পর্শাচ্চ তদালাপাৎ শয়নাশ্রয়ভোজনাৎ॥৩৩
নৃণাঞ্চ তৎসমঃ পাপো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
কুম্ভীপাকে বসেৎ সোঽপি যাবদ্বৈ ব্রহ্মণঃ শতম্॥
দিবানিশং ভ্রমেৎ তত্র চক্রাবর্ত্তং নিরন্তরম্।
দগ্ধশ্চাগ্নিশিখাভিশ্চ যমদূতৈশ্চ তাড়িতঃ॥ ৩৫
এবং নিত্যং মহাপাপী ভুঙ্ক্তে নিরয়যাতনাম্।
আহারশ্চাস্তি সর্ব্বত্র কুম্ভীপাকে বিবর্জ্জিতঃ॥৩৬
গতে প্রাকৃতিকে ঘোরে মহতি প্রলয়ে তথা।
পুনঃ সৃষ্টিসমারম্ভে তন্নিবাসো ভবেৎ পুনঃ॥ ৩৭
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি কৃমিশ্চ পুংশ্চলীভগে।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াঞ্চ কৃমির্ভবেৎ।
ততো ভবতি চাণ্ডালো ভার্য্যাহীনো নপুংসকঃ॥
জন্মসপ্ত গলৎকুষ্ঠী চাণ্ডালাস্পৃশ্য এব চ।
ততস্তীর্থে ভবেদ্ধ্বাঙ্ক্ষঃ ক্ষুধিতঃ সপ্তজন্মসু॥ ৩৯
সপ্তজন্মসু সর্পশ্চ ভার্য্যাহীনো নপুংসকঃ।
সপ্তজন্মসু শূদ্রশ্চ গলৎকুষ্ঠী নপুংসকঃ॥ ৪০
ততো ভবেদ্‌ব্রাহ্মণশ্চাপ্যন্ধকুষ্ঠী নপুংসকঃ।
এবং লব্ধা জন্মসপ্ত মহাপাপী ভবেচ্ছুচিঃ॥ ৪১
মুনয় উচুঃ।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বমস্মাভির্ব্বো যথাগমম্।
এভিস্তুল্যো ভবেদ্দোষোঽপ্যতিথীনাং পরাভবে॥
প্রণামং কুরু বিপ্রেন্দ্রং গৃহং প্রাপয় নিশ্চিতম্।
সম্পূজ্য ব্রাহ্মণং যত্নাদ্‌গৃহীত্বা ব্রাহ্মণাশিষঃ॥ ৪৩
বনং গচ্ছ মহারাজ তপস্যাং কুরু সত্বরম্।
ব্রহ্মশাপবিনির্ম্মুক্তঃ পুনরেবাগমিষ্যসি॥ ৪৪
ইত্যুক্ত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে যযুস্তূর্ণং স্বমন্দিরম্।
সুরাশ্চাপি চ রাজানো বন্ধুবর্গাশ্চ পার্ব্বতি॥ ৪৫
ইতি প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে হর-গৌরীসংবাদে দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥ ৫২॥

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

পার্ব্বত্যুবাচ ।

গতেষু মুনিসঙ্ঘেষু শ্রুত্বা কর্ম্মফলং নৃণাম্ ।
কিং চকার নৃপশ্রেষ্ঠো ব্রহ্মশাপেন বিহ্বলঃ ॥ ১
অতিথির্ব্রাহ্মণো বাপি কিং চকার তদা প্রভো ।
জগাম নৃপগেহং বা ন বা তদ্বক্তুমর্হসি ॥ ২

মহেশ্বর উবাচ ।

গতেষু মুনিসঙ্ঘেষু নিন্দাগ্রস্তো নরাধিপঃ ।
প্রেরিতস্ত বশিষ্ঠেন ধর্ম্মিষ্ঠেন পুরোধসা ॥ ৩
পপাত দণ্ডবদ্ভূমৌ পাদয়োর্ব্রাহ্মণস্য চ ।
ত্যক্ত্বা মন্যুং দ্বিজশ্রেষ্ঠো দদৌ তস্মৈ শুভাশিষম্ ॥
সস্মিতং ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা ত্যক্তমন্যুং কৃপাময়ম্ ।
উবাচ নৃপতিশ্রেষ্ঠঃ সাশ্রুনেত্রঃ পুটাঞ্জলিঃ ॥ ৫

রাজোবাচ ।

কুত্র বংশে ভবান্ জাতঃ কিং নাম ভবতঃ প্রভো ।
কিং নাম বা পিতুর্ব্রূহি ক্ব বাসঃ কথমাগতঃ ॥ ৬
বিপ্ররূপী স্বয়ং বিষ্ণুর্গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ ।
সাক্ষাৎ স মূর্ত্তিমানগ্নিঃ প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা ॥ ৭
কো বা গুরুস্তে ভগবন্নিষ্টদেবশ্চ ভারতে ।
তব বেশঃ কথময়ং জ্ঞানপূর্ণস্য সাম্প্রতম্ ॥ ৮
গৃহাণ রাজ্যং নিখিলমৈশ্বর্য্যং কোষমেব চ ।
স্বভৃত্যং কুরু মে পুত্রং মাঞ্চ দাসীং স্ত্রিয়ং মুনে ॥৯
সপ্তসাগর সংযুক্তাং সপ্তদ্বীপাং বসুন্ধরাম্ ।
নববর্ষোপদ্বীপান্তাং সশৈলবনশোভিতাম্ ॥ ১০
ময়া ভৃত্যেন ত্বং শাধি রাজেন্দ্রো ভব ভারতে ।
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণে তিষ্ঠ সিংহাসনে বরে ॥ ১১
নৃপস্য বচনং শ্রুত্বা জহাস মুনিপুঙ্গবঃ ।
উবাচ পরমং তত্ত্বং মদ্দত্তং সর্ব্বদুর্ল্লভম্ ॥ ১২

অতিথিরুবাচ ।

মরীচির্ব্রহ্মণঃ পুত্রস্তৎপুত্রঃ কশ্যপঃ স্বয়ম্ ।
কশ্যপস্য সুতাঃ সর্ব্বে প্রাপ্তা দেবত্বমীপ্সিতম্ ॥১৩
তেষু তুষ্টো মহাজ্ঞানী চকার পরমং তপঃ ।
দিব্যং বর্ষসহস্রঞ্চ পুষ্করে দুষ্করং তপঃ ॥ ১৪
সিষেবে ব্রাহ্মণার্থঞ্চ দেবদেবং হরিং পরম্ ।
নারায়ণাদ্বরং প্রাপ বিপ্রস্তেজস্বিনং সুতম্ ॥ ১৫
ততো বভূব তেজস্বী বিশ্বরূপস্তপোধনঃ ।
পুরোধসং চকারেন্দ্রো বাক্পতৌ তং ক্রুধাগতে ॥
মাতামহেভ্যো দৈত্যেভ্যো দত্তবন্তং ঘৃতাহুতিম্ ।
চিচ্ছেদ তং সুনাসীরো ব্রাহ্মণং মাতুরাজ্ঞয়া ॥১৭
বিশ্বরূপস্য তনয়ো বিরূপো মৎপিতা নৃপ ।
অহঞ্চ সুতপা নাম বৈরাগী কাশ্যপো দ্বিজঃ ॥১৮
মহাদেবো মম গুরুর্বিদ্যা-জ্ঞান-মনুপ্রদঃ ।
অভীষ্টদেবঃ সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥১৯
চিন্তয়ামি তৎপদাব্জং ন মে বাঞ্ছাস্তি সম্পদি ।
সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্য-সামীপ্যং রাধিকাপতেঃ ॥
তেন দত্তং ন গৃহ্লামি বিনা তৎসেবনং শুভম্ ।
ব্রহ্মত্বমমরত্বং বা ন মন্যে জলবিম্ববৎ ॥ ২১
ভক্তিব্যবহিতং মিথ্যাভ্রমমেব তু নশ্বরম্ ।
ইন্দ্রত্বং বা মনুত্বং বা সৌরত্বং বা নরাধিপ ॥ ২২
ন মন্যে জলরেখেতি নৃপত্বং কেন গণ্যতে ।
শ্রুত্বা সুযজ্ঞযজ্ঞে তু মুনীনাং গমনং নৃপ ॥ ২৩
লালসা বিষ্ণুভক্তের্মে প্রাপ্তিহেতুমিহাগতঃ ।
কেবলানুগৃহীতস্ত্বং ন হি শপ্তো ময়াধুনা ॥ ২৪
সমুদ্ধৃতশ্চ পতিতো ঘোরে নিম্নে ভবার্ণবে ।
ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ ॥ ২৫
তে পুনন্ত্যুরুকালেন কৃষ্ণভক্তাশ্চ দর্শনাৎ ।
রাজন্নির্গম্যতাং গেহাদ্ দেহি রাজ্যং সুতায় চ ॥২৬
পুত্রে ন্যস্য প্রিয়াং সাধ্বীং গচ্ছ বৎস বনং ত্বরা ।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যৈব ভূমিপ ॥ ২৭
শ্রীকৃষ্ণং ভজ রাধেশং পরমাত্মানমীশ্বরম্ ।
ধ্যানাসাধ্যং দুরারাধ্যং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদিভিঃ ॥ ২৮
আবির্ভূতৈস্তিরোভূতৈঃ প্রাকৃতৈঃ প্রকৃতেঃ পরম্ ।
ব্রহ্মা স্রষ্টা হরিঃ পাতা হরঃ সংহারকারকঃ ॥ ২৯
দিক্পালাশ্চ দিগীশাশ্চ ভ্রমন্তি যস্য মায়য়া ।
যদাজ্ঞয়া বাতি বায়ুঃ সূর্য্যো দিনপতিঃ সদা ॥ ৩০
নিশাপতিঃ শশী শশ্বচ্ছস্যসুস্নিগ্ধকারকঃ ।
কালেন মৃত্যুশ্চরতি সর্ব্ববিশ্বেষু ভীতবৎ ॥ ৩১
কালে বর্ষতি শক্রশ্চ দহত্যগ্নিশ্চ কালতঃ ।
ভীতবদ্বিশ্বশাস্তা চ প্রজাসংযমনো যমঃ ॥ ৩২
কালঃ সংহরতে কালে কালঃ সৃজতি পাতি চ ।
স্বদেশে চ সমুদ্রশ্চ স্বদেশে চ বসুন্ধরা ॥ ৩৩
স্বদেশে পর্ব্বতাশ্চৈব স্বঃ পাতালাঃ স্বদেশতঃ ।
স্বর্লোকাঃ সপ্ত রাজেন্দ্র সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ॥ ৩৪
শৈলসাগরসংযুক্তাঃ পাতালাঃ সপ্ত এব চ ।
এভির্লোকৈশ্চ ব্রহ্মাণ্ডং ডিম্বাকারং জলপ্লুতম্ ॥

সন্ত্যেব প্রতিব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ।
সুরা নরাশ্চ নাগাশ্চ গন্ধর্ব্বা রাক্ষসাদয়ঃ ॥ ৩৬
আপাতালাদ্‌ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তং ডিম্বরূপকম্ ।
ইদমেব তু ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মণঃ কৃত্রিমং নৃপ ॥ ৩৭
নাভিপদ্মে বিরাড়্‌বিষ্ণোঃ ক্ষুদ্রস্য জলশায়িনঃ ।
স্থিতং যথা পদ্মবীজং কর্ণিকারঞ্চ পঙ্কজে ॥ ৩৮
এবং সোঽপি শয়ানশ্চ জলতল্পে সুবিস্তৃতে ।
ধ্যায়তে স মহাযোগী প্রাকৃতঃ প্রকৃতেঃ পরম্ ।
কালভীতশ্চ কালেশং কৃষ্ণমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ৩৯
মহাবিষ্ণোর্লোমকূপে সাধারঃ সোঽস্তি বিস্তৃতে।
লোম্নাং কূপেষু প্রত্যেকমেবং বিশ্বানি সন্তি বৈ ॥
মহাবিষ্ণোর্গাত্রলোম্নাং ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ ভূমিপ ।
সংখ্যাং কর্ত্তুং ন শক্নোতি কৃষ্ণোঽপ্যন্যস্য কা কথা
মহান্ বিষ্ণুঃ প্রাকৃতিকঃ সোঽপি ডিম্বোদ্ভবঃ সদা
ভবেৎ কৃষ্ণেচ্ছয়া ডিম্বঃ প্রকৃতের্গর্ভসম্ভবঃ ॥ ৪২
সর্ব্বাধারো মহাবিষ্ণুঃ কালভীতঃ স শঙ্কিতঃ ।
কালেশং ধ্যায়তে শশ্বৎ কৃষ্ণমাত্মানমীশ্বরম্ ॥৪৩
এবঞ্চ সর্ব্ববিশ্বস্থা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ।
মহান্ বিরাট্ ক্ষুদ্রবিরাট্ সর্ব্বে প্রাকৃতিকাঃ সদা ॥
সা সর্ব্ববীজরূপা চ মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ।
কালে লীনা চ কালেশে কৃষ্ণে তং ধ্যায়তে সদা ॥
এবং সর্ব্বে কালভীতাঃ প্রকৃতিঃ প্রাকৃতাস্তথা ।
আবির্ভূতাস্তিরোভূতাঃ কালেন পরমাত্মনি ॥ ৪৬
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং মহাজ্ঞানং সুদুর্লভম্ ।
শিবেন গুরুণা দত্তং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৪৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদসংবাদে হর-গৌরীসম্বাদে
ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥৫৩॥

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

রাজোবাচ ।

কুত্রাধারো মহাবিষ্ণোঃ সর্ব্বাধারস্য তস্য চ ।
কালভীতস্য কতি চ কালমায়ুর্মুনীশ্বরঃ ॥ ১
ক্ষুদ্রস্য কতিচিৎ কালং ব্রহ্মণঃ প্রকৃতেস্তথা ।
মনোরিন্দ্রস্য চন্দ্রস্য সূর্য্যস্যায়ুস্তথৈব চ ॥ ২
অন্যেষাঞ্চ জনানাঞ্চ প্রাকৃতানাং পরং বয়ঃ ।
বেদোক্তং সুবিচার্য্যৈব নৃপ সন্দিহাসং বদ ॥ ৩
বিশ্বেষামূর্দ্ধভাগে চ কশ্চ বা লোক এব চ ।
কথয়স্ব মহাভাগ সন্দেহচ্ছেদনং কুরু ॥ ৪

মুনিরুবাচ ।

বিশ্বেষাং গোলোকং রাজন্ বিস্তৃতঞ্চ নভঃসমম্ ।
শশ্বন্নিত্যং ডিম্বরূপং শ্রীকৃষ্ণেচ্ছাসমুদ্ভবম্ ॥ ৫
জলেন পরিপূর্ণঞ্চ কৃষ্ণস্য মুখবিন্দুনা।
সৃষ্টৌন্মুখস্যাদিসর্গে পরিশ্রান্তস্য ক্রীড়তঃ ॥ ৬
প্রকৃত্যা সহ যুক্তস্য কলয়া নিজয়া নৃপ ।
তত্রাধারো মহাবিষ্ণোর্বিশ্বাধারস্য বিস্তৃতঃ ॥ ৭
প্রকৃতের্গর্ভসম্ভূত-ডিম্বোদ্ভূতস্য ভূমিপ ।
সুবিস্তৃতে জলাধারে শয়ানশ্চ মহাবিরাট্ ॥ ৮
রাধেশ্বরস্য কৃষ্ণস্য ষোড়শাংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
দূর্ব্বাদলশ্যামরূপঃ সস্মিতশ্চ চতুর্ভুজঃ ॥ ৯
বনমালাধরঃ শ্রীমান্ শোভিতঃ পীতবাসসা ।
ঊর্দ্ধং নভসি সংবিষ্টো নিত্যবৈকুণ্ঠ এব চ ॥ ১০
আত্মাকাশসমো নিত্যো বর্ত্তুলশ্চন্দ্রবিম্ববৎ ।
ঈশ্বরেচ্ছাসমুদ্ভূতো নির্লক্ষশ্চ নিরাশ্রয়ঃ ॥ ১১
আকাশবৎ সুবিস্তারশ্চামূল্যরত্ননির্ম্মিতঃ ।
তত্র নারায়ণঃ শ্রীমান্ বনমালী চতুর্ভুজঃ ॥ ১২
লক্ষ্মী-সরস্বতী-গঙ্গা-তুলসীপতিরীশ্বরঃ ।
সুনন্দ-নন্দ-কুমুদ-পার্ষদাদিভিরাবৃতঃ ॥ ১৩
সর্ব্বেশঃ সর্ব্বসিদ্ধেশো ভক্তানুগ্রহবিগ্রহঃ ।
শ্রীকৃষ্ণশ্চ দ্বিধাভূতো দ্বিভুজশ্চ চতুর্ভুজঃ ॥ ১৪
চতুর্ভুজশ্চ বৈকুণ্ঠে গোলোকে দ্বিভুজঃ স্বয়ম্ ।
ঊর্দ্ধো বৈকুণ্ঠদেশাচ্চ পঞ্চাশৎকোটিযোজনাৎ ॥১৫
গোলোকো বর্ত্তুলাকারো বিশিষ্টঃ সর্ব্বলোকতঃ ।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণৈর্মন্দিরৈশ্চ বিভূষিতঃ ॥ ১৬
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণৈঃ স্তম্ভসোপানচিত্রকৈঃ ।
মণীন্দ্রদর্পণাসক্তৈঃ কবাটকলসোজ্জ্বলৈঃ ॥ ১৭
নানাচিত্রবিচিত্রৈশ্চ শিবিরৈশ্চ বিরাজিতঃ ।
কোটিযোজনবিস্তীর্ণো দৈর্ঘ্যে শতগুণোঽপি চ॥১৮
বিরজাসরিদাকীর্ণঃ শতশৃঙ্গেণ বেষ্টিতঃ ।
সরিদর্দ্ধপ্রমাণেন দৈর্ঘ্যেণ বিস্তৃতেন চ ॥ ১৯
শৈলার্দ্ধপরিমাণেন যুক্তো বৃন্দাবনেন চ ।
তদর্দ্ধমাননির্ম্মাণ-রাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ ॥ ২০
সরিচ্ছৈলবনাদীনাং মধ্যে গোলোক এব চ ।
যথা পঙ্কজমধ্যে চ কর্ণিকারো মনোহরঃ ॥ ২১
তত্র গো-গোপ-গোপীভির্গোপীশো রাসমণ্ডলে ।

রাসেশ্বরীরাধিকয়া সংযুক্তঃ সন্ততং নৃপ ॥ ২২
দ্বিভুজো মুরলীহস্তঃ শিশুগোপালরূপধৃক্‌।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানো রত্নভূষণভূষিতঃ।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গো রত্নমালাবিরাজিতঃ ॥ ২৩
রত্নসিংহাসনস্থশ্চ রত্নচ্ছত্রেণ ছত্রিতঃ।
শশ্বৎ সুপ্রিয়গোপালৈঃ সেবিতঃ শ্বেতচামরৈঃ ॥২
গোপীভিঃ সেবিতাভিশ্চ মালাচন্দনচর্চ্চিতঃ।
সস্মিতা-সকটাক্ষাভিঃ সুবেশাভিশ্চ বীক্ষিতঃ ॥ ২৫
কথিতং লোকনির্ম্মাণং যথাশক্তি যথাগমম্‌।
যথা শ্রুতং শম্ভুবক্ত্রাৎ কালমানং নিশাময় ॥ ২৬
ষট্‌পলং পাত্রনির্ম্মাণং গভীরং চতুরঙ্গুলম্‌ ॥ ২৭
স্বর্ণমাষৈঃ কৃতচ্ছিদ্রং দণ্ডৈশ্চ চতুরঙ্গুলৈঃ।
যাবজ্জলপ্লুতং পাত্রং তৎকালং দণ্ডমেব চ ॥ ২৮
দণ্ডদ্বয়ে মুহূর্ত্তঞ্চ যামস্তস্য চতুর্গুণঃ।
বাসরশ্চাষ্টভির্যামৈঃ পক্ষঃ পঞ্চদশঃ স্মৃতঃ ॥ ২৯
মাসো দ্বাভ্যাঞ্চ পক্ষাভ্যাং বর্ষো দ্বাদশমাসকৈঃ।
মাসেন চ নরাণাঞ্চ পিতৃণাং তদহর্নিশম্‌ ॥ ৩০
কৃষ্ণপক্ষে দিনং প্রোক্তং শুক্লে রাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা
বৎসরেণ নরাণাঞ্চ দেবানাঞ্চ দিবানিশম্‌ ॥ ৩১
উত্তরায়ণে দিনং প্রোক্তং রাত্রিশ্চ দক্ষিণায়নে।
যুগকর্ম্মানুরূপঞ্চ নরাদীনাং বয়ো নৃপ ॥ ৩২
প্রকৃতেঃ প্রাকৃতানাঞ্চ ব্রহ্মাদীনাং নিশাময়।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্‌ ॥ ৩৩
দিব্যৈর্দ্বাদশসাহস্রৈঃ সাবধানং নিশাময়।
চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈকং কৃতাদিষু যথাযুগম্‌ ॥ ৩৪
তেষাঞ্চ সন্ধ্যা-সন্ধ্যাংশৌ দ্বে সহস্রে প্রকীর্ত্তিতে ॥
ত্রিচত্বারিংশল্লক্ষেণ বিংশৎসহস্রাধিকেন চ।
চতুর্যুগং পরিমিতং নরমানক্রমেণ চ ॥ ৩৬
সপ্তদশলক্ষমিতমষ্টাবিংশৎসহস্রকম্‌।
নৃমানেন কৃতযুগং সংখ্যাবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতম্‌ ॥ ৩৭
দ্বিষড়্‌লক্ষপরিমিতং ষণ্ণবতিসহস্রকম্‌।
ত্রেতাযুগং পরিমিতং কালবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতম্‌ ॥৩৮
অষ্টলক্ষপরিমিতং চতুঃষষ্টিসহস্রকম্‌।
প্রমিতো দ্বাপরশ্চৈব প্রোক্তঃ সংখ্যাবিপশ্চিতা ॥
চতুর্লক্ষপরিমিতং দ্বাত্রিংশচ্চ সহস্রকম্‌।
নৃমানাব্দং কলিযুগং বিদুঃ কালবিপশ্চিতঃ ॥ ৪০
যথা চ সপ্ত বারাশ্চ তিথয়ঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ।
দিবা রাত্রিশ্চ পক্ষৌ দ্বৌ মাসো বর্ষঞ্চ নির্ম্মিতম্‌ ॥

যথা ভ্রমন্তি সততমেবমেব চতুর্যুগম্‌।
যথা যুগানি রাজেন্দ্র তথা মন্বন্তরাণি চ ॥ ৪২
মন্বন্তরন্তু দিব্যানাং যুগানামেকসপ্ততিঃ।
এবং ক্রমাদ্‌ভ্রমন্ত্যেব মনবশ্চ চতুর্দ্দশ ॥ ৪৩
ষষ্ট্যধিকং পঞ্চশতং পঞ্চবিংশৎসহস্রকম্‌।
নরমানযুগঞ্চৈব পরং মন্বন্তরং স্মৃতম্‌ ॥ ৪৪
আখ্যানঞ্চ মনূনাঞ্চ ধর্ম্মিষ্ঠানাং নরাধিপ।
যচ্ছ্রুতং শিববক্ত্রেণ তৎ ত্বং মত্তো নিশাময় ॥ ৪৫
আদ্যো মনুর্ব্রহ্মপুত্রঃ শতরূপা পতিব্রতা।
ধর্ম্মিষ্ঠানাং বরিষ্ঠশ্চ গরিষ্ঠো মনুষু প্রভুঃ ॥ ৪৬
স্বায়ম্ভুবঃ শম্ভুশিষ্যো বিষ্ণুব্রতপরায়ণঃ।
জীবন্মুক্তো মহাজ্ঞানী ভবতঃ প্রপিতামহঃ ॥ ৪৭
রাজসূয়সহস্রঞ্চ চকার নর্ম্মদাতটে।
ত্রিলক্ষমশ্বমেধঞ্চ ত্রিলক্ষনরমেধকম্‌ ॥ ৪৮
গোমেধঞ্চ চতুর্লক্ষং বিধিবন্মহদদ্ভুতম্‌।
ব্রাহ্মণানাং ত্রিকোটিঞ্চ ভোজয়ামাস নিত্যশঃ ॥ ৪৯
পঞ্চলক্ষগবাং মাংসৈঃ সুপক্কৈর্ঘৃতসংস্কৃতৈঃ।
চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়৺র্মিষ্টদ্রব্যসুদুর্লভৈঃ ॥ ৫০
অমূল্যরত্নলক্ষঞ্চ দশকোটিসুবর্ণকম্‌।
স্বর্ণশৃঙ্গযুতং দিব্যং গবাং লক্ষং সুপূজিতম্‌ ॥ ৫১
বহ্নিশুদ্ধঞ্চ বস্ত্রঞ্চ মণীন্দ্রাণাঞ্চ লক্ষকম্‌।
ভূমিঞ্চ সর্ব্বশস্যাঢ্যাং গজেন্দ্ররত্নলক্ষকম্‌ ॥ ৫২
ত্রিলক্ষমশ্বরত্নঞ্চ শাতকুম্ভবিনির্ম্মিতম্‌।
সহস্ররথরত্নঞ্চ শিবিকালক্ষমেব চ ॥ ৫৩
ত্রিকোটিস্বর্ণপাত্রঞ্চ সান্নং সজলমীপ্সিতম্‌।
ত্রিকোটিস্বর্ণপাত্রঞ্চ কর্পূরাদিসুবাসিতম্‌ ॥ ৫৪
তাম্বূলং সুবিচিত্রঞ্চ স্বর্ণপাত্রপ্রপূরিতম্‌।
রত্নেন্দ্রসারখচিতং রচিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৫৫
বহ্নিশুদ্ধাংশুকৈশ্চিত্রৈ রাজিতং মাল্যজালকৈঃ।
নিত্যং দদৌ ব্রাহ্মণেভ্যো বিষ্ণুপ্রীত্যা শিবাজ্ঞয়া ॥
সম্প্রাপ্য শঙ্করাজ্‌জ্ঞানং কৃষ্ণমন্ত্রং সুদুর্লভম্‌।
সম্প্রাপ্য কৃষ্ণদাস্যঞ্চ গোলোকঞ্চ জগাম সঃ ॥৫৭
দৃষ্ট্বা মুক্তং স্বপুত্রঞ্চ প্রহৃষ্টশ্চ প্রজাপতিঃ।
তুষ্টাব শঙ্করং তুষ্টঃ সংহৃষ্টে মনুমন্ত্রকম্‌ ॥ ৫৮
স চ স্বয়ম্ভূপুত্রশ্চ পুরঃ স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
স্বারোচিষো মনুশ্চৈব দ্বিতীয়ো বহ্নিনন্দনঃ ॥ ৫৯
রাজা বদান্যো ধর্ম্মিষ্ঠঃ স্বায়ম্ভুবসমো মহান্‌।
প্রিয়ব্রতসুতাবন্যৌ দ্বৌ মনূ ধর্ম্মিণাং বরৌ ॥ ৬০

তৌ তৃতীয়চতুর্থৌ চ বৈষ্ণবৌ তাপসোত্তমৌ
তৌ চ শঙ্করশিষ্যৌ চ কৃষ্ণভক্তিপরায়ণৌ ॥ ৬১
ধর্ম্মিষ্ঠানাং বরিষ্ঠশ্চ রৈবতঃ পঞ্চমো মনুঃ।
ষষ্ঠশ্চ চাক্ষুষো জ্ঞেয়ো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ ॥ ২
শ্রাদ্ধদেবঃ সূর্য্যসুতো বৈষ্ণবঃ সপ্তমো মনুঃ।
সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো বৈষ্ণবো মনুরষ্টমঃ ॥ ৬৩
নবমো দক্ষসাবর্ণির্বিষ্ণুব্রতপরায়ণঃ।
দশমো ব্রহ্মসাবর্ণির্ব্রহ্মজ্ঞানবিশারদঃ ॥ ৬৪
ততশ্চ ধর্ম্মসাবর্ণির্মনুরেকাদশঃ স্মৃতঃ।
ধর্ম্মিষ্ঠশ্চ বরিষ্ঠশ্চ বৈষ্ণবানাং সদাব্রতী ॥ ৬৫
জ্ঞানী চ রুদ্রসাবর্ণির্মনুশ্চ দ্বাদশঃ স্মৃতঃ।
ধর্ম্মাত্মা দেবসাবর্ণির্মনুরেব ত্রয়োদশঃ ॥ ৬৬
চতুর্দ্দশো মহাজ্ঞানী চন্দ্রসাবর্ণিরেব চ।
যাবদায়ুর্মনূনাঞ্চৈবেন্দ্রাণাং তাবদেব হি ॥ ৬৭
চতুর্দ্দশেন্দ্রে বিচ্ছিন্নে ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে।
তাবতী ব্রহ্মণো রাত্রিঃ সা চ ব্রাহ্মী নিশা নৃপ ॥৬৮
কালরাত্রিশ্চ সা জ্ঞেয়া বেদেষু পরিকীর্ত্তিতা।
ব্রহ্মণো বাসরে রাজন্ ক্ষুদ্রঃ কল্পঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৬৯
এবং সপ্তকল্পজীবী মার্কণ্ডেয়ো মহাতপাঃ ॥ ৭০
ব্রহ্মলোকাদধঃ সর্ব্বে লোকা দগ্ধাশ্চ তত্র বৈ ॥৭১
উত্থিতেনৈব সহসা সঙ্কর্ষণমুখাগ্নিনা।
চন্দ্রার্কব্রহ্মপুত্রাশ্চ ব্রহ্মলোকং গতা ধ্রুবম্ ॥ ৭২
ব্রাহ্মীরাত্রিব্যতীতে তু পুনশ্চ সসৃজে বিধিঃ।
তস্যাং ব্রহ্মনিশায়াঞ্চ ক্ষুদ্রঃ প্রলয় উচ্যতে ॥ ৭৩
দেবাশ্চ মনবশ্চৈব তত্র দগ্ধা নরাদয়ঃ।
এবং ত্রিংশদ্দিবারাত্রৈর্ব্রহ্মণো মাস এব চ ॥ ৭৪
এবং পঞ্চাশদব্দে তু গতে চ ব্রহ্মণো নৃপ।
দৈনন্দিনস্তু প্রলয়ো বেদেষু পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭৫
মোহরাত্রিশ্চ সা প্রোক্তা বেদবিদ্ভিঃ পুরাতনৈঃ।
ততঃ সর্ব্বে প্রনষ্টাশ্চ চন্দ্রার্কাদি-দিগীশ্বরাঃ ॥ ৩৬
আদিত্যা বসবো রুদ্রা মুনীন্দ্রা মানবাদয়ঃ।
ঋষয়ো মনবশ্চৈব গন্ধর্ব্বা রাক্ষসাদয়ঃ ॥ ৭৭
মার্কণ্ডেয়ো লোমশশ্চ মুনয়শ্চৈব জীবিনঃ
ইন্দ্রদ্যুম্নশ্চ নৃপতিশ্চাকূপারশ্চ কচ্ছপঃ ॥ ৭৮
নাড়ীজঙ্ঘো বকশ্চৈব সর্ব্বে নষ্টাশ্চ তত্র বৈ।
ব্রহ্মলোকাদধঃ সর্ব্বে লোকা নাগালয়াস্তথা ॥ ৭৯
ব্রহ্মলোকং যযুঃ সর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রাদয়স্তথা।
গতে দৈনন্দিনে ব্রহ্মা লোকাংশ্চ সসৃজে পুনঃ ॥
এবং শতাব্দপর্য্যন্তং পরমায়ুশ্চ ব্রহ্মণঃ।
ব্রহ্মণশ্চ নিপাতেন মহাকল্পো ভবেন্নৃপ ॥ ৮১
প্রকীর্ত্তিতা মহারাত্রিঃ সা এব চ পুরাতনৈঃ।
ব্রহ্মণাঞ্চ নিপাতে চ ব্রহ্মাণ্ডৌঘো জলপ্লুতঃ ॥ ৮২
বেদমাতা চ সাবিত্রী বেদা ধর্ম্মাদয়স্তথা।
সর্ব্বে প্রনষ্টা মৃত্যুশ্চ প্রকৃতিঞ্চ শিবং বিনা ॥ ৮৩
নারায়ণে প্রলীনাশ্চ বিশ্বস্থা বৈষ্ণবাস্তথা।
কালাগ্নিরুদ্রঃ সংহর্ত্তা সর্ব্বরুদ্রগণৈঃ সহ ॥ ৮৪
মৃত্যুঞ্জয়ে মহাদেবে লীনঃ সত্ত্বে তমোগুণঃ।
ব্রহ্মণাঞ্চ নিপাতেন নিমেষঃ প্রকৃতের্ভবেৎ ॥ ৮৫
নারায়ণস্য শম্ভোশ্চ মহাবিষ্ণোশ্চ নিশ্চিতম্।
নিমেষান্তে পুনঃ সৃষ্টির্ভবেৎ কৃষ্ণেচ্ছয়া নৃপ ॥ ৮৬
কৃষ্ণো নিমেষরহিতো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
সগুণানাং নিমেষশ্চ কালসংখ্যাবয়ো মিতম্ ॥ ৮৭
ন নির্গুণস্য নিত্যস্য চাদ্যন্তরহিতস্য চ।
নিমেষাণাং সহস্রেণ প্রকৃতের্দণ্ড উচ্যতে ॥ ৮৮
ষষ্টিদণ্ডাত্মকস্তথা বাসরশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মাসস্ত্রিংশদ্দিবারাত্রৈর্বর্ষং দ্বাদশমাসকৈঃ ॥ ৮৯
এবং গতে শতাব্দে চ শ্রীকৃষ্ণে প্রকৃতের্লয়ঃ।
প্রকৃত্যাঞ্চ প্রলীনায়াং শ্রীকৃষ্ণে প্রাকৃতো লয়ঃ ॥
সর্ব্বান্ সংহৃত্য সা চৈকা মহাবিষ্ণোঃ প্রসূস্তু যা।
কৃষ্ণবক্ষসি লীনা চ মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ৯১
শাক্তা বদন্তি তাং দুর্গাং বিষ্ণুমায়াং সনাতনীম্।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপাঞ্চ প্রেম্ণা প্রাণাধিকাং তথা ॥৯২
বুদ্ধ্যধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ কৃষ্ণস্য নির্গুণাত্মিকাম্।
যন্মায়ামোহিতাশ্চৈব ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ॥ ৯৩
বৈষ্ণবাস্তাং মহালক্ষ্মীং পরাং রাধাং বদন্তি তে।
যদর্দ্ধাঙ্গা মহালক্ষ্মীঃ প্রিয়া নারায়ণস্য চ ॥ ৯৪
প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ প্রেম্ণা প্রাণাধিকাং বরাম্।
শশ্বৎপ্রেমময়ীং শক্তিং নির্গুণাং নির্গুণস্য চ ॥৯৫
নারায়ণশ্চ শম্ভুশ্চ সংহৃত্য স্বগণান্ বহূন্।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপী চ কৃষ্ণে লীনশ্চ নির্গুণে ॥ ৯৬
গোপা গোপ্যশ্চ গাবশ্চ সুরভ্যশ্চ নরাধিপ।
সর্ব্বে লীনাঃ প্রকৃত্যাঞ্চ প্রকৃতিঃ প্রকৃতীশ্বরে ॥ ৯৭
মহাবিষ্ণৌ প্রলীনাশ্চ তে সর্ব্বে ক্ষুদ্রবিষ্ণবঃ।
মহাবিষ্ণুঃ প্রকৃত্যাঞ্চ সা চৈবং পরমাত্মনি ॥ ৯৮
প্রকৃতির্যোগনিদ্রা চ শ্রীকৃষ্ণনেত্রপদ্ময়োঃ।
অধিষ্ঠানং চকারৈবং মায়য়া চেশ্বরেচ্ছয়া ॥ ৯৯

প্রকৃতের্বাসরং যাবন্মিতং কালং প্রকীর্ত্তিতম্ ।
তাবদ্বৃন্দাবনে নিদ্রা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ১০০
অমূল্যরত্নতল্পে চ বহ্নিশুদ্ধাংশুকার্চ্চিতে ।
গন্ধচন্দনমাল্যানাং বায়ুনা সুরভীকৃতে ॥ ১০১
পুনঃ প্রজাগরে তস্য সর্ব্বসৃষ্টির্ভবেৎ পুনঃ ।
এবং সর্ব্বে প্রাকৃতাশ্চ শ্রীকৃষ্ণং নির্গুণং বিনা ॥
তদ্বন্দনং তৎস্মরণং তস্য ধ্যানং তদর্চ্চনম্ ।
কীর্ত্তনং তদ্গুণানাঞ্চ মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১০২
এতত্তে কথিতং সর্ব্বং যদ্‌যন্মৃত্যুঞ্জয়াচ্ছ্রুতম্ ।
যথাগমং মহারাজ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১০৪
সুযজ্ঞ উবাচ।
কালাগ্নিরুদ্রো বিশ্বানাং সংহর্ত্তা চ তমোগুণঃ ।
ব্রহ্মণোঽন্তে বিলীনশ্চ সত্ত্বে মৃত্যুঞ্জয়ে শিবে ॥১০৫
শিবো লীনো নির্গুণে চেৎ শ্রীকৃষ্ণে প্রাকৃতে লয়ে
কথং তব গুরোর্নাম মৃত্যুঞ্জয় ইতি শ্রুতৌ ॥ ১০৬
কথং বা মূলপ্রকৃতির্মহাবিষ্ণোঃ প্রসূরিয়ম্ ।
অসংখ্যানি চ বিশ্বানি বসন্তি যস্য লোমসু ॥ ১০৭
সুতপা উবাচ।
ব্রহ্মণোঽন্তে মৃত্যুকন্যা প্রনষ্টা জলবিম্ববৎ ।
সংহর্ত্তা সর্ব্বলোকানাং ব্রহ্মাদীনাং নরাধিপ ॥১০৮
কতিধা মৃত্যুকন্যানাং ব্রহ্মণাং কোটিশো লয়ে ।
কালেন লীনঃ শম্ভুশ্চ সত্ত্বরূপী চ নির্গুণে ॥ ১০৯
মৃত্যুকন্যা জিতা শশ্বচ্ছিবেন গুরুণা মম
ন মৃত্যুনা জিতঃ শম্ভুঃ কল্পে কল্পে শ্রুতৌ শ্রুতম্ ॥
শম্ভোর্নারায়ণস্যৈব প্রকৃতেশ্চ নরাধিপ ।
নিত্যানাং লীনতা নিত্যে তন্মায়া ন তু বাস্তবী ॥
স্বয়ং পুমান্ নির্গুণশ্চ কালেন সগুণঃ স্বয়ম্ ।
স্বয়ং নারায়ণঃ শম্ভুর্মায়য়া প্রকৃতিঃ স্বয়ম্ ॥ ১১২
তদংশস্তৎসমঃ শশ্বদ্যথা বহ্নেঃ স্ফুলিঙ্গবৎ ॥ ১১৩
যে যে চ ব্রহ্মণা সৃষ্টা রুদ্রাদিত্যাদয়স্তথা ।
কল্পে কল্পে জিতাস্তে তে ন শিবো মৃত্যুনা জিতঃ ॥
ন শিবো ব্রহ্মণা সৃষ্টঃ সত্যো নিত্যঃ সনাতনঃ ।
কতিধা ব্রহ্মণাং পাতো যন্নিমেষেণ ভূমিপ ॥ ১১৫
অথাদিসর্গে শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃত্যাঞ্চ জগদ্গুরুঃ ।
চকার বীর্য্যাধানঞ্চ পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে ॥ ১১৬
তদ্বামাংশসমুদ্ভূতা রাসে রাসেশ্বরী পুরা ।
গর্ভং দধার সা রাধা যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ ॥ ১১৭
ততঃ সুষাব সা ডিম্বং গোলোকে রাসমণ্ডলে ।
চুকোপ ডিম্বং সা দৃষ্ট্বা হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ১১৮
তড্ডিম্বং প্রেরয়ামাস তদধো বিশ্বগোলকে ।
ত্যক্তাপত্যং মহাদেবী রুরোদ চ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥১১৯
কৃষ্ণস্তাং বোধয়ামাস মহাযোগেন যোগবিৎ ।
বভূব তস্যাড্ডিম্বাচ্চ সর্ব্বাধারো মহাবিরাট্ ॥১২০
সুযজ্ঞ উবাচ ।
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবনং সার্থকং মম ।
শাপো মে বররূপঞ্চ বভূব ভক্তিকারকঃ ॥ ১২১
সুদুর্লভা হরের্ভক্তিঃ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলা ।
ন তস্যাশ্চ সমং বিপ্র বেদেষু মুক্তিপঞ্চকম্ ॥ ১২২
যথা ভক্তির্মম ভবেৎ শ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মনি ।
সুদুর্লভা চ সর্ব্বেষাং তৎ কুরুষ্ব মহামুনে ॥ ১২৩
ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন কৃষ্ণভক্তাশ্চ দর্শনাৎ ॥ ১২৪
সর্ব্বেষামাশ্রমাণাঞ্চ দ্বিজাতির্জাতিরুত্তমা ।
স্বধর্ম্মনিরতাশ্চৈব তেষু শ্রেষ্ঠাশ্চ ভারতে ॥ ১২৫
কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকশ্চ কৃষ্ণভক্তিপরায়ণঃ ।
নিত্যং নৈবেদ্যভোজী চ ততঃ শ্রেষ্ঠো মহান্ শুচিঃ
ত্বাং বৈষ্ণবং দ্বিজশ্রেষ্ঠং মহাজ্ঞানার্ণবং পরম্ ।
সম্প্রাপ্য শিবশিষ্যঞ্চ কং যামি শরণং মুনে ॥১২৭
অধুনাহং গলৎকুষ্ঠী তব শাপান্মহামুনে ।
কথং তপস্যামশুচির্নাধিকারী করোমি চ ॥ ১২৮
সুতপা উবাচ ।
হরিভক্তিপ্রদাত্রী সা বিষ্ণুমায়া সনাতনী ।
সা চ যাননুগৃহ্লাতি তেভ্যো ভক্তিং দদাতি চ ॥
যাংশ্চ মায়া মোহয়তি তেভ্যস্তাং ন দদাতি চ ।
করোতি বঞ্চনাং তাংশ্চ নশ্বরেণ ধনেন চ ॥১৩০
কৃষ্ণপ্রেমময়ীং শক্তিং প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবতাম্ ।
ভজ রাধাং নির্গুণাং তাং প্রদাত্রীং সর্ব্বসম্পদাম্
শীঘ্রং যাস্যসি গোলোকং তদনুগ্রহসেবয়া ।
সা সেবিতা শ্রীকৃষ্ণেন সর্ব্বারাধ্যেন পূজিতা ॥১৩২
ধ্যানাসাধ্যং দুরারাধ্যং ভক্তাঃ সংসেব্য নির্গুণম্ ।
সুচিরেণ চ গোলোকং প্রযান্তি বহুজন্মতঃ ॥১৩৩
কৃপাময়ীঞ্চ সংসেব্য ভক্তা যান্ত্যচিরেণ চ ।
সা প্রসূশ্চ মহাবিষ্ণোঃ সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী ॥১৩৪
বিপ্রপাদোদকং ভুক্ত্বা সহস্রবর্ষসংযতঃ ।
কামদেবস্বরূপঞ্চ রোগহীনো ভবিষ্যসি ॥ ১৩৫
বিপ্রপাদোদকক্লিন্না যাবৎ তিষ্ঠতি মেদিনী ।

তাবৎ পুষ্করপাত্রেষু পিবন্তি পিতরো জলম্ ॥১৩৬
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তানি তীর্থানি সাগরে।
সাগরে যানি তীর্থানি পাদে বিপ্রস্য দক্ষিণে ॥১৩৭
বিপ্রপাদোদকঞ্চৈব পাপ-ব্যাধিবিনাশনম্।
সর্ব্বতীর্থোদকসমং ভক্তিমুক্তিপ্রদং শুভম্ ॥১৩৮
বিপ্রো মানবরূপী চ দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
বিপ্রেণ দত্তং দ্রব্যঞ্চ ভুঞ্জতে সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ১৩৯
ইত্যেবমুক্ত্বা বিপ্রশ্চ গৃহীত্বা তস্য পূজনম্।
জগাম গৃহমিত্যুক্ত্বা চায়াস্যে বৎসরান্তরে ॥ ১৪০
ভক্ত্যা চ বুভুজে রাজা বিপ্রপাদোদকং শিবে।
বিপ্রঞ্চ পূজয়ামাস ভোজয়ামাস বৎসরম্ ॥ ১৪১
সংবৎসরব্যতীতে তু নির্ম্মুক্তে ব্যাধিতো নৃপে।
আজগাম মুনিশ্রেষ্ঠঃ সুতপাঃ কাশ্যপাগ্রণীঃ ॥ ১৪২
রাধাপূজাবিধানঞ্চ স্তোত্রঞ্চ কবচং মনুম্।
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং দদৌ তস্মৈ নৃপায় চ ॥১৪৩
রাজন্ নির্গম্যতাং শীঘ্রমিত্যুক্ত্বা তপসে মুনিঃ।
জগাম স্বালয়ং দুর্গে নির্জগাম ত্বরা নৃপঃ ॥ ১৪৪
রুরুদুর্ব্বান্ধবাঃ সর্ব্বে ত্রিরাত্রং শোকমূর্চ্ছিতাঃ।
ভার্য্যাশ্চ তত্যজুঃ প্রাণান্ পুত্রো রাজা বভূব হ ॥
সুযজ্ঞঃ পুষ্করং গত্বা চকার দুষ্করং তপঃ।
দিব্যং বর্ষশতং রাজা জজাপ পরমং মনুম্ ॥১৪৬
তদা দদর্শ গগনে বয়ঃস্থাং পরমেশ্বরীম্।
স তদ্দর্শনমাত্রেণ নিষ্পাপশ্চ বভূব হ ॥ ১৪৭
তত্যাজ মানুষং দেহং দিব্যাং মূর্ত্তিং দধার সঃ ॥
সা দেবী তেন যানেন রত্নেন্দ্রনির্ম্মিতেন চ।
নৃপং নীত্বা চ গোলোকং স্তোত্রতুষ্টা যযৌ তদা ॥
রাজা দদর্শ গোলোকং নদ্যা বিরজয়াবৃতম্।
বেষ্টিতং পর্ব্বতেনৈব শতশৃঙ্গেণ চারুণা ॥ ১৫০
শ্রীবৃন্দাবনসংযুক্তং রাসমণ্ডলমণ্ডিতম্।
গো-গোপী-গোপনিকরৈঃ শোভিতৈঃ পরিশোভিতম্ ॥ ১৫১
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণমন্দিরৈঃ সুমনোহরৈঃ।
নানাচিত্রবিচিত্রৈশ্চ রাজিতং পরিশোভিতম্ ॥১৫২
সপ্তত্রিংশদুপবনৈঃ কল্পবৃক্ষসমন্বিতৈঃ।
পারিজাতদ্রুমাকীর্ণৈর্ব্বেষ্টিতং কামধেনুভিঃ ॥১৫৩
আকাশবৎ সুবিস্তীর্ণং বর্ত্তুলং চন্দ্রবিম্ববৎ।
অত্যূর্দ্ধমপি বৈকুণ্ঠাৎ পঞ্চাশৎকোটিযোজনম্ ॥১৫৪
শূন্যস্থিতং নিরাধারং ধ্রুবমেবেশ্বরেচ্ছয়া।
আত্মাকাশসমং নিত্যমস্মাকঞ্চ সুদুর্লভম্ ॥ ১৫৫
অহং নারায়ণোঽনন্তো ব্রহ্মা বিষ্ণুর্মহান্ বিরাট্।
ধর্ম্মঃ ক্ষুদ্রবিরাট্ সন্ত্যো গঙ্গা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ॥১৫৬
ত্বং বিষ্ণুমায়া সাবিত্রী তুলসী চ গণেশ্বরঃ।
সনৎকুমারঃ স্কন্দশ্চ নর-নারায়ণাবৃষী ॥ ১৫৭
কপিলো দক্ষিণা যজ্ঞো ব্রহ্মপুত্রায় যোগিনঃ।
পবনো বরুণশ্চৈব চন্দ্রঃ সূর্য্যো হুতাশনঃ ॥ ১৫৮
কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকাশ্চ ভারতস্থাশ্চ বৈষ্ণবাঃ।
এভির্দৃষ্টশ্চ গোলোকো নান্যৈর্দৃষ্টঃ কদাচন ॥১৫৯
নিরাময়ে চ তত্রৈব রত্নসিংহাসনে স্থিতম্।
রত্নমালাকিরীটৈশ্চ ভূষিতং রত্নভূষণৈঃ ॥ ১৬০
নির্ম্মলৈঃ পীতবস্ত্রৈশ্চ বহ্নিশুদ্ধৈর্বিরাজিতম্।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং কিশোরগোপরূপিণম্ ॥১৬১
নবীনজলদশ্যামং শ্বেতপঙ্কজলোচনম্।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যমীষদ্ধাস্যমনোহরম্ ॥ ১৬২
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্।
স্বেচ্ছাময়ং পরং ব্রহ্ম নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্॥১৬৩
ধ্যানাসাধ্যং দুরারাধ্যমস্মাকঞ্চ সুদুর্লভম্।
প্রিয়ৈর্দ্বাদশগোপালৈঃ সেবিতং শ্বেতচামরৈঃ ॥
বীক্ষিতং গোপিকাবৃন্দৈঃ সস্মিতৈঃ সুমনোহরৈঃ।
পীড়িতৈঃ কামবাণৈশ্চ শশ্বৎসুস্থিরযৌবনৈঃ॥১৬৫
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানৈ রত্নভূষণভূষিতৈঃ।
রাসমণ্ডলমধ্যস্থং শ্রীকৃষ্ণঞ্চ পরাৎপরম্ ॥ ১৬৬
দদর্শ রাজা তত্রৈব রাধয়া দর্শিতং তথা।
স্তুতং চতুর্ভির্বেদৈশ্চ মূর্ত্তিমদ্ভির্মনোহরৈঃ ॥ ১৬৭
রাগিণীনাঞ্চ রাগাণামতীবসুমনোহরম্।
শ্রুতবন্তঞ্চ সঙ্গীতং যন্ত্রবক্ত্রোত্থিতং শিবে ॥ ১৬৮
নিত্যয়া চ সনাতন্যা প্রকৃত্যা সত্যয়া ত্বয়া।
শশ্বৎপূজিতপাদাব্জমখণ্ডতুলসীদলৈঃ ॥ ১৬৯
কস্তূরী-কুঙ্কুমাক্তৈশ্চ গন্ধচন্দনচর্চ্চিতৈঃ।
দূর্ব্বাভিঃ সাক্ষতাভিশ্চ পারিজাতপ্রসূনকৈঃ।
নির্ম্মলৈর্বিরজাতোয়ৈর্দত্তার্ঘ্যৈরপি শোভিতৈঃ ॥১৭০
সুপ্রসন্নং সুতন্ত্রঞ্চ সর্ব্বকারণকারণম্।
সর্ব্বং সর্ব্বান্তরাত্মানং সর্ব্বেশং সর্ব্বজীবনম্ ॥১৭১
সর্ব্বাধারং পরং পূজ্যং ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্।
সর্ব্বসম্পৎস্বরূপঞ্চ দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্ ॥১৭২
সর্ব্বমঙ্গলরূপঞ্চ সর্ব্বমঙ্গলকারণম্।
সর্ব্বমঙ্গলদং সর্ব্বমঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্ ॥ ১৭৩

তং দৃষ্ট্বা নৃপতিস্ত্রস্তো হ্যবরুহ্য রথাৎ ত্বরা।
সাশ্রুনেত্রঃ পুলকিতো মূর্দ্ধ্না চ প্রণনাম চ ॥ ১৭৪
পরমাত্মা দদৌ তস্মৈ স্বদাস্যঞ্চ শুভাশিষম্।
স্বভক্তিং নিশ্চলাং সত্যামস্মাকঞ্চ সুদুর্লভাম্ ॥১৭৫
রাধাবরুহ্য স্বরথাদুবাস কৃষ্ণবক্ষসি।
গোপীভিঃ সুপ্রিয়াভিশ্চ সেবিতা শ্বেতচামরৈঃ ॥
সন্তাষিতা শ্রীকৃষ্ণেন সস্মিতেন চ পূজিতা।
সমুত্থিতেন সহসা ভক্ত্যা চ সম্ভ্রমেণ চ ॥ ১৭৭
আদৌ রাধাং সমুচ্চার্য্য পশ্চাৎ কৃষ্ণঞ্চ মাধবম্।
প্রবদন্তি চ বেদেষু বেদবিদ্ভিঃ পুরাতনৈঃ ॥ ১৭৮
বিপর্য্যয়ং যে বদন্তি যে নিন্দন্তি জগৎপ্রসূম্।
কৃষ্ণ প্রাণাধিকাং প্রেমময়ীং শক্তিঞ্চ রাধিকাম্॥১৭৯
তে পচ্যন্তে কালসূত্রে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।
ভবন্তি স্ত্রীপুত্রহীনা রোগিণঃ সপ্তজন্মসু ॥ ১৮০
ইত্যেবং কথিতং দুর্গে রাধিকাখ্যানমুত্তমম্।
সা ত্বং সতী ভগবতী বৈষ্ণবী চ সনাতনী ॥ ১৮১
নারায়ণী বিষ্ণুমায়া মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
মায়য়া মাং পৃচ্ছসি ত্বং সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বরূপিণী ॥
স্ত্রীজাতিষধিদেবী চ পরা জাতিস্মরা বরা।
কথিতং রাধিকাখ্যানং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে হর-গৌরীসংবাদে কালাদিনিরূপণং নাম চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

শ্রীকৃষ্ণস্য স্থিতে মন্ত্রে যুষ্মাকমীশ্বরস্য চ।
কথং জগ্রাহ রাধায়া মন্ত্রঞ্চ বৈষ্ণবো নৃপঃ ॥ ১
কিং বিধানঞ্চ কিংধ্যানং কিং স্তোত্রং কবচঞ্চ কিম্
কিং মন্ত্রঞ্চ দদৌ রাজ্ঞে তাং পূজাপদ্ধতিং বদ ॥২

মহেশ্বর উবাচ

হে বিপ্র কং ভজামীতি প্রশ্নং কুর্ব্বতি রাজনি।
শীঘ্রং প্রাপ্নোমি গোলোকং কস্যারাধনতো মুনে॥৩
ইত্যুক্তবন্তং রাজেন্দ্রমুবাচ ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
তৎসেবয়া চ তল্লোকং প্রাপ্স্যসে বহুজন্মতঃ ॥ ৪
তৎপ্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবীং ভজ রাধাং পরাৎপরাম্।
কৃপাময়ীপ্রসাদেন শীঘ্রং প্রাপ্নোষি তৎপদম্ ॥ ৫
ইত্যুক্ত্বা রাধিকামন্ত্রং দদৌ তস্মৈ ষড়ক্ষরম্।
ওঁ রাধেতি চতুর্থ্যন্তং বহ্নিজায়ান্তমেব চ ॥ ৬
প্রাণায়ামং ভূতশুদ্ধিং মন্ত্রন্যাসং তথৈব চ।
করাঙ্গন্যাসমেবঞ্চ ধ্যানং সর্ব্বসুদুর্লভম্ ॥ ৭
স্তোত্রঞ্চ কবচং তঞ্চ শিক্ষয়ামাস ভক্তিতঃ।
রাজা তেন ক্রমেণৈব জজাপ পরমং মনুম্ ॥ ৮
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
কৃষ্ণস্তাং পূজয়ামাস পুরা ধ্যানেন যেন চ ॥ ৯
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং কোটিচন্দ্রসমপ্রভাম্।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যাং শরৎপঙ্কজলোচনাম্ ॥ ১০
সুশ্রোণীং সুনিতম্বাঞ্চ পক্কবিম্বাধরাং বরাম্।
মুক্তাপঙ্ক্তিবিনিন্দৈক-দন্তপঙ্ক্তিমনোহরাম্ ॥ ১১
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং ভক্তানুগ্রহকাতরাম্।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং রত্নমালাবিভূষিতাম্ ॥ ১২
রত্নকেয়ূরবলয়াং রত্নমঞ্জীররঞ্জিতাম্।
রত্নকেয়ূরযুগ্মেন বিচিত্রেণ বিরাজিতাম্ ॥ ১৩
সূর্য্যপ্রভাচ্ছাদিতেন গণ্ডস্থলবিরাজিতাম্।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ-বহুলীযুগ্মভূষিতাম্ ॥ ১৪
সদ্রত্নসারনির্ম্মাণ-কিরীটমুকুটোজ্জ্বলাম্।
রত্নাঙ্গুরীয়সংযুক্তাং রত্নপাষকশোভিতাম্।
বিভ্রতীং কবরীভারং মালতীমাল্যভূষিতম্ ॥ ১৫
রূপাধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ গজেন্দ্রমন্দগামিনীম্।
গোপীভিঃ সুপ্রিয়াভিশ্চ সেবিতাং শ্বেতচামরৈঃ ॥
কস্তূরীবিন্দুভিঃ সার্দ্ধমধশ্চন্দনবিন্দুনা।
সিন্দূরবিন্দুনা চারুসীমন্তাধঃস্থলোজ্জ্বলাম্ ॥ ১৭
নিত্যাং সুপূজিতাং ভক্ত্যা কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
কৃষ্ণসৌভাগ্যসংযুক্তাং কৃষ্ণপ্রাণাধিকাং বরাম্ ॥১৮
কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবীঞ্চ নির্গুণাঞ্চ পরাৎপরাম্।
মহাবিষ্ণুবিধাত্রীঞ্চ দাত্রীঞ্চ সর্ব্বসম্পদাম্ ॥ ১৯
কৃষ্ণভক্তিপ্রদাং শান্তাং মূলপ্রকৃতিমীশ্বরীম্।
বৈষ্ণবীং বিষ্ণুমায়াঞ্চ কৃষ্ণপ্রেমময়ীং শুভাম্ ॥ ২০
রাসমণ্ডলমধ্যস্থাং রত্নসিংহাসনস্থিতাম্।
রাসে রাসেশ্বরযুতাং রাধাং রাসেশ্বরীং ভজে ॥২১
ধ্যাত্বা পুষ্পং মূর্দ্ধ্নি দত্ত্বা পুনর্ধ্যায়েজ্জগৎপ্রসূম্।
দদ্যাৎ পুষ্পং পুনর্ধ্যাত্বা চোপহারাণি ষোড়শ ॥২২
আসনং বসনং পাদ্যমর্ঘ্যং গন্ধানুলেপনম্।
ধূপং দীপং সুপুষ্পঞ্চ স্নানীয়ং রত্নভূষণম্ ॥ ২৩

নানাপ্রকারনৈবেদ্যং তাম্বূলং বাসিতং জলম্ ।
মধুপর্কং রত্নতল্পমুপচারাণি ষোড়শ ॥ ২৪
প্রত্যেকং বেদমন্ত্রেণ দত্তং ভক্ত্যা চ ভূভৃতা ।
মন্ত্রাংশ্চ শৃণুতাং দুর্গে বেদোক্তান্ সর্ব্বসম্মতান্ ॥
রত্নসারবিকারঞ্চ নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা ।
বরং সিংহাসনং রম্যং রাধে পূজাসু গৃহ্যতাম্ ॥
অমূল্যরত্নখচিতমমূল্যং সূক্ষ্মমেব চ ।
বহ্নিশুদ্ধং নির্ম্মলঞ্চ বসনং দেবি গৃহ্যতাম্ ॥ ২৭
সদ্রত্নসারপাত্রস্থং নানাতীর্থোদকং শুভে ।
পাদপ্রক্ষালনার্থঞ্চ রাধে পাদ্যং প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ২৮
দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খস্থং সদূর্ব্বাপুষ্পচন্দনম্ ।
পূতং যুক্তং তীর্থতোয়ৈ রাধেঽর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্
পার্থিবদ্রব্যসম্ভূতমতীবসুরভীকৃতম্ ।
মঙ্গলার্হং পবিত্রঞ্চ রাধে গন্ধং গৃহাণ মে ॥ ৩০
শ্রীখণ্ডচূর্ণং সুস্নিগ্ধং কস্তূরীকুঙ্কুমান্বিতম্ ।
সুগন্ধযুক্তং দেবেশি গৃহ্যতামনুলেপনম্ ॥ ৩১
বৃক্ষনির্য্যাসসংযুক্তং পার্থিবদ্রব্যসংযুতম্ ।
জ্বলদগ্নিশিখাপূতং ধূপং দেবি গৃহাণ মে ॥ ৩২
অন্ধকারভয়ধ্বস্তমমূল্যং রত্নসঙ্কুলম্ ।
রত্নপ্রদীপং শোভাঢ্যং গৃহাণ পরমেশ্বরি ॥ ৩৩
পারিজাতপ্রসূনঞ্চ গন্ধচন্দনচর্চ্চিতম্ ।
অতীবসৌরভং রম্যং গৃহাণ পরমেশ্বরি ॥ ৩৪
সুগন্ধামলকীচূর্ণং সুস্নিগ্ধং সুমনোহরম্ ।
বিষ্ণুতৈলসমাযুক্তং স্নানীয়ং দেবি গৃহ্যতাম্ ॥ ৩৫
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং কেয়ূরবলয়াদিকম্ ।
শঙ্খং সুশোভনং রাধে গৃহ্যতাং ভূষণং মম ॥ ৩৬
কালদেশোদ্ভবং পক্বফলঞ্চ লড্ডুকাদিকম্ ।
পরমান্নঞ্চ মিষ্টান্নং নৈবেদ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৩৭
তাম্বূলঞ্চ বরং রম্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্ ।
সর্ব্বভোগাধিকং স্বাদু তাম্বূলং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥৩৮
আসবং রত্নপাত্রস্থং সুস্বাদু সুমনোহরম্ ।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি ॥ ৩৯
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণং বহ্নিশুদ্ধাংশুকান্বিতম্ ।
পুষ্পচন্দনচর্চ্চাঢ্যং পর্য্যঙ্কং দেবি গৃহ্যতাম্ ॥ ৪০
এবং সম্পূজ্য দেবীং তাং দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্
যত্নেন পূজয়েদ্দেবীং নায়িকাষ্টৌ ব্রতে ব্রতী ॥ ৪১
প্রাগাদিক্রমযোগেণ দক্ষিণাবর্ত্ততঃ প্রিয়ে ।
ভক্ত্যা পঞ্চোপচারেণ সুপ্রিয়াঃ পরিচারিকাঃ ॥৪২
মালাবতীং পূর্ব্বকোণে বহ্নিকোণে চ মাধবীম্ ।
দক্ষিণে রত্নমালাঞ্চ সুশীলাং নৈর্ঋতে সতি ॥ ৪৩
পশ্চিমে চ শশিকলাং পারিজাতাঞ্চ মারুতে ।
পদ্মাবতীমুত্তরে চ ঐশান্যাং সুন্দরীং তথা ॥ ৪৪
যূথিকা-মালতী-পদ্ম-মালাং দত্বা ব্রতে ব্রতী ।
পরিহারঞ্চ কুরুতে সামবেদোক্তমেব চ ॥ ৪৫
ত্বং দেবি জগতাং মাতা বিষ্ণুমায়া সনাতনী ।
কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী চ কৃষ্ণপ্রাণাধিকা শুভা ॥ ৪৬
কৃষ্ণপ্রেমময়ী শক্তিঃ কৃষ্ণসৌভাগ্যরূপিণী ।
কৃষ্ণভক্তিপ্রদে রাধে নমস্তে মঙ্গলপ্রদে ॥ ৪৭
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবনং সার্থকং মম ।
পূজিতাসি ময়া সা চ যা শ্রীকৃষ্ণেন পূজিতা ॥৪৮
কৃষ্ণবক্ষসি যা রাধা সর্ব্বসৌভাগ্যসংযুতা ।
রাসে রাসেশ্বরীরূপা রাধা বৃন্দাবনে বনে ॥ ৪৯
কৃষ্ণপ্রিয়া চ গোলোকে তুলসীকাননেঽতুলা ।
চম্পাবতী কৃষ্ণসঙ্গে ক্রীড়া চম্পককাননে ॥ ৫০
চন্দ্রাবলী চন্দ্রবনে শতশৃঙ্গে সতী সতি ।
বিরজাদর্পহন্ত্রী চ বিরজাতটকাননে ॥ ৫১
পদ্মাবতী পদ্মবনে কৃষ্ণা কৃষ্ণসরোবরে ।
ভদ্রা কুঞ্জকুটীরে চ কাম্যা চ কাম্যকে বনে ॥ ৫২
বৈকুণ্ঠে চ মহালক্ষ্মীর্বাণী নারায়ণোরসি ।
ক্ষীরোদে সিন্ধুকন্যা চ মর্ত্ত্যে লক্ষ্মীর্হরিপ্রিয়া ॥ ৫৩
সর্ব্বস্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মীর্দেবদুঃখবিনাশিনী ।
সনাতনী বিষ্ণুমায়া দুর্গা শঙ্করবক্ষসি ॥ ৫৪
সাবিত্রী বেদমাতা চ কলয়া কৃষ্ণবক্ষসি ।
কলয়া ধর্ম্মপত্নী ত্বং নরনারায়ণপ্রসূঃ ॥ ৫৫
কলয়া তুলসী ত্বঞ্চ গঙ্গা ভুবনপাবনী ।
লোমকূপোদ্ভবা গোপ্যঃ কলাংশা রোহিণী রতিঃ ॥
কলাকলাংশরূপা চ শতরূপা শচী দিতিঃ ।
অদিতির্দেবমাতা চ ত্বৎকলাংশা হরিপ্রিয়া ॥ ৫৭
দেব্যশ্চ মুনিপত্ন্যশ্চ ত্বৎকলাকলয়া শুভে ।
কৃষ্ণভক্তিং কৃষ্ণদাস্যং দেহি মে কৃষ্ণপূজিতে ॥৫৮
এবং কৃত্বা পরীহারং স্তুত্বা চ কবচং পঠেৎ ।
পুরা কৃতং স্তোত্রমেতদ্ভক্তি-দাস্যপ্রদং শুভম্ ॥
এবং নিত্যং পূজয়েদ্যো বিষ্ণুতুল্যঃ স ভারতে ।
জীবন্মুক্তশ্চ পূতশ্চ গোলোকং যাতি নিশ্চিতম্ ॥
কার্ত্তিকীপূর্ণিমায়াঞ্চ রাধাং যঃ পূজয়েচ্ছিবে ।
এবং ক্রমেণ প্রত্যব্দং রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥ ৬১

পরমৈশ্বর্য্যযুক্তশ্চ ইহ লোকে স পুণ্যবান্।
সর্ব্বপাপাদ্বিনির্ম্মুক্তো যাত্যন্তে বিষ্ণুমন্দিরম্ ॥ ৬২
আদাবেবং ক্রমেণৈব রাসে বৃন্দাবনে বনে।
স্তুতা সা পূজিতা রাধা শ্রীকৃষ্ণেন পুরা সতি ॥ ৬৩
সম্পূজ্য তাং দ্বিতীয়ে চ রাধামেবং ক্রমেণ চ।
স্তবরেণ চ সম্প্রাপ বিধাতা বেদমাতরম্ ॥ ৬৪
নারায়ণো মহালক্ষ্মীং প্রাপ যাং পূজ্য ভারতীম্।
গঙ্গাঞ্চ তুলসীঞ্চৈব পরাং ভুবনপাবনীম্ ॥ ৬৫
বিষ্ণুঃ ক্ষীরোদশায়ী চ প্রাপ সিন্ধুসুতাং তথা ॥
মৃতায়াং দক্ষকন্যায়াং ময়া কৃষ্ণাজ্ঞয়া পুরা।
ত্বমেব দুর্গা সম্প্রাপ্তা পূজিতা পুষ্করে চ সা ॥ ৬৭
অদিতিং কশ্যপঃ প্রাপ চন্দ্রঃ সম্প্রাপ রোহিণীম্।
কামো রতিঞ্চ সম্প্রাপ ধর্ম্মো মূর্ত্তিং পতিব্রতাম্॥
দেবাশ্চ মুনয়শ্চৈব যাং সম্পূজ্য পতিব্রতাম্
সম্প্রাপ যদ্বরেণৈব ধর্ম্ম-কামার্থ-মোক্ষকম্ ॥ ৬৯
এবং পূজাবিধানঞ্চ কথিতঞ্চ স্তবং শৃণু ॥ ৭০
একদা মানিনী রাধা বভূবাদর্শনা প্রভোঃ।
সংসক্তস্য তুলস্যাঞ্চ গোপ্যাঞ্চ তুলসীবনে ॥ ৭১
সা সংহৃত্য স্বমূর্ত্তিশ্চ কলাঃ সর্ব্বাশ্চ লীলয়া।
সর্ব্বে বভূবুর্দেবাশ্চ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ॥ ৭২
ভ্রষ্টৈশ্বর্য্যাশ্চ নিশ্রীকা ভার্য্যাহীনা হ্যুপদ্রুতাঃ।
তে চ সর্ব্বে সমালোচ্য শ্রীকৃষ্ণং শরণং যযুঃ ॥৭৩
তেষাং স্তোত্রেণ সন্তুষ্টঃ স্নাত্বা সপূজ্য তাং শুচিঃ।
তুষ্টাব পরমাত্মা স সর্ব্বেষাং রাধিকাং সতীম্ ॥৭৪

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

এবমেব প্রিয়োঽহং তে প্রেমেদমেব তে ময়ি।
সুব্যক্তমদ্য কাপট্যবচনং তে বরাননে ॥ ৭৫
হে কৃষ্ণ ত্বং মম প্রাণা জীবাত্মেতি চ সন্ততম্।
যদ্ব্রূহি নিত্যং প্রেম্ণা চ সাম্প্রতং তে কুতো গতঃ
তস্মাৎ সর্ব্বমলং কান্তে বচনং জগদম্বিকে।
ক্ষুরধারঞ্চ হৃদয়ং স্ত্রীজাতীনাঞ্চ সর্ব্বতঃ ॥ ৭৭
অস্মাকং বচনং সত্যং যদ্ব্রবীমীতি তদ্ধ্রুবম্।
পঞ্চপ্রাণাধিদেবী ত্বং ত্বঞ্চ প্রাণাধিকেতি মে ॥৭৮
শক্তো ন রক্ষিতুং ত্বাঞ্চ যান্তি প্রাণাস্ত্বয়া বিনা।
বিনাধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ কো বা কুত্র চ জীবতি ॥ ৭৯
মহাবিষ্ণোশ্চ মাতা ত্বং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
সগুণা ত্বঞ্চ কলয়া নির্গুণা স্বয়মেব তু ॥ ৮০
জ্যোতীরূপা নিরাকারা ভক্তানুগ্রহবিগ্রহা।
ভক্তানাং রুচিবৈচিত্র্যান্নানামূর্ত্তীশ্চ বিভ্রতী ॥ ৮১
মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে ভারতী চ সতাং প্রসূঃ।
পুণ্যক্ষেত্রে ভারতে চ সতী চ পার্ব্বতী তথা ॥৮২
তুলসী পুণ্যরূপা চ গঙ্গা ভুবনপাবনী।
ব্রহ্মলোকে চ সাবিত্রী কলয়া ত্বং বসুন্ধরা ॥ ৮৩
গোলোকে রাধিকা ত্বঞ্চ সর্ব্বগোপালকেশ্বরী।
ত্বয়া বিনাহং নির্জ্জীবো হ্যশক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৮৪
শিবঃ শক্তস্ত্বয়া শক্ত্যা শবাকারস্ত্বয়া বিনা।
বেদকর্ত্তা স্বয়ং ব্রহ্মা বেদমাত্রা ত্বয়া সহ ॥ ৫৮
নারায়ণস্ত্বয়া লক্ষ্ম্যা জগৎপাতা জগৎপতিঃ।
ফলং দদাতি যজ্ঞশ্চ ত্বয়া দক্ষিণয়া সহ ॥ ৮৬
বিভর্ত্তি সৃষ্টিং শেষশ্চ ত্বাং কৃত্বা মস্তকে বিভুঃ।
বিভর্ত্তি গঙ্গারূপাং ত্বাং মূর্দ্ধ্নি গঙ্গাধরঃ শিবঃ ॥৮৭
শক্তিমচ্চ জগৎ সর্ব্বং শবরূপং ত্বয়া বিনা।
বক্তা সর্ব্বস্ত্বয়া বাণ্যা মূকস্ত্বয়া বিনা ॥ ৮৮
যথা মৃদা ঘটং কর্ত্তুং কুলালঃ শক্তিমান্ সদা।
সৃষ্টিং স্রষ্টুং তথাহঞ্চ প্রকৃত্যা চ ত্বয়া সহ ॥ ৮৯
ত্বয়া বিনা জড়শ্চাহং সর্ব্বত্র চ ন শক্তিমান্।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ত্বং ত্বমাগচ্ছ মমান্তিকম্ ॥ ৯০
বহ্নৌ ত্বং দাহিকাশক্তির্নাগ্নিস্তৎপুত্ত্বয়া বিনা।
শোভাস্বরূপা চন্দ্রে ত্বং ত্বাং বিনা ন স সুন্দরঃ॥
প্রভারূপা হি সূর্য্যে ত্বং ত্বাং বিনা ন স ভানুমান্
ন কামঃ কামিনীবন্ধুস্ত্বয়া রত্যা বিনা প্রিয়ে ॥৯২
ইত্যেবং স্তবনং কৃত্বা তাং সম্প্রাপ জগৎপ্রভুঃ।
দেবা বভূবুঃ সস্ত্রীকাঃ সভার্য্যাঃ শক্তিসংযুতাঃ।
সস্ত্রীকঞ্চ জগৎ সর্ব্বং বভূব শৈলকন্যকে ॥ ৯৩
গোপীপূর্ণশ্চ গোলোকো বভূব তৎপ্রসাদতঃ।
রাজ্ঞা জগাম গোলোকমিতি স্তুত্বা হরিপ্রিয়াম্ ॥৯৪
শ্রীকৃষ্ণেন কৃতং স্তোত্রং রাধায়া যঃ পঠেন্নরঃ।
কৃষ্ণভক্তিঞ্চ তদ্দাস্যং স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥৯৫
স্ত্রীবিচ্ছেদে যঃ শৃণোতি মাসমেকমিদং শুচিঃ।
অচিরাল্লভতে ভার্য্যাং হত্বা বিঘ্নং শতং শতম্ ॥৯৬
ভার্য্যাহীনো ভাগ্যহীনো বর্ষমেকং শৃণোতি যঃ।
অচিরাল্লভতে ভার্য্যাং সুশীলাং সুন্দরীং সতীম্ ॥
পুরা ময়া চ ত্বং প্রাপ্তা স্তোত্রেণানেন পর্ব্বতি।
মৃতায়াং দক্ষকন্যায়ামাজ্ঞয়া পরমাত্মনঃ ॥ ৯৮
স্তোত্রেণানেন সম্প্রাপ্তা সাবিত্রী ব্রহ্মণা পুরা।
পুরা দুর্ব্বাসসঃ শাপান্নিঃশ্রীকা দেবতাগণাঃ।

স্তোত্রেণানেন দেবৈস্তৈঃ সম্প্রাপ্তা শ্রীঃ সুদুর্লভা ॥
শৃণোতি বর্ষমেকঞ্চ পুত্রার্থো লভতে সুতম্।
মহাব্যাধী রোগমুক্তো ভবেৎ স্তোত্রপ্রসাদতঃ ॥
কার্ত্তিকীপূর্ণিমায়ান্তু তাং তাং সম্পূজ্য পঠেন্নরঃ।
অচলাং শ্রিয়মাপ্নোতি রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥১০
নারী শৃণোতি চেৎ স্তোত্রং স্বামিসৌভাগ্যতাং লভেৎ।
ভক্ত্যা শৃণোতি চেৎ স্তোত্রং বন্ধনান্মুচ্যতে ধ্রুবম্
নিত্যং পঠতি যো ভক্ত্যা রাধাং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ
স প্রয়াতি চ গোলোকং নির্ম্মুক্তো ভববন্ধনাৎ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে হর-গৌরী-সংবাদে রাধাপূজাস্তোত্রং নাম পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥৫৫॥

ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

পূজাবিধানং স্তোত্রঞ্চ শ্রুতমত্যদ্ভুতং ময়া।
অধুনা কবচং ব্রূহি শ্রোষ্যামি ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥ ১

মহেশ্বর উবাচ।

শৃণু বক্ষ্যামি হে দুর্গে কবচং পরমাদ্ভুতম্।
পুরা মহ্যং নিগদিতং গোলোকে পরমাত্মনা ॥ ২
অতিগুহ্যং পরং তত্ত্বং সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্।
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ব্রহ্মা সম্প্রাপ বেদমাতরম্ ॥ ৩
যদ্ধৃত্বাহং তব স্বামী সর্ব্বমাতুঃ সুরেশ্বরি।
নারায়ণশ্চ যদ্ধৃত্বা মহালক্ষ্মীমবাপ সঃ ॥ ৪
যদ্ধৃত্বা পরমাত্মা চ নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
বভূব শক্তিমান্ কৃষ্ণঃ সৃষ্টিং স্রষ্টুং পুরা বিভুঃ ॥৫
বিষ্ণুঃ পাতা চ যদ্ধৃত্বা সম্প্রাপ সিন্ধুকন্যকাম্।
শেষো বিভর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডং মূর্দ্ধ্নি সর্ষপবদ্যতঃ ॥ ৬
লোমকূপেষু প্রত্যেকং ব্রহ্মাণ্ডানি মহান্ বিরাট্।
বিভর্ত্তি ধারণাদ্যস্য সর্ব্বাধারো বভূব সঃ ॥ ৭
যদ্ধারণাচ্চ পঠনাদ্ধর্ম্মঃ সাক্ষী চ সর্ব্বতঃ।
যদ্ধারণাৎ কুবেরশ্চ ধনাধ্যক্ষশ্চ ভারতে ॥ ৮
ইন্দ্রঃ সুরাণামীশশ্চ পঠনাদ্ধারণাদ্যতঃ।
নৃপাণাং মনুরীশশ্চ পঠনাদ্ধারণাদ্যতঃ ॥ ৯
শ্রীমাংশ্চন্দ্রশ্চ যদ্ধৃত্বা রাজসূয়ং চকার সঃ।
স্বয়ং সূর্য্যস্ত্রিলোকেশঃ পঠনাদ্ধারণাদ্যতঃ ॥ ১০
যদ্ধৃত্বা পঠনাদগ্নির্জগৎ পূতং করোতি চ।
যদ্ধৃত্বা বাতি বাতোঽয়ং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১১
যদ্ধৃত্বা চ স্বতন্ত্রো হি মৃত্যুশ্চরতি জন্তুষু।
ত্রিসপ্তকৃত্বো নিঃক্ষত্রাং চকার চ বসুন্ধরাম্ ॥ ২১
জামদগ্ন্যশ্চ রামশ্চ পঠনাদ্ধারণাদ্যতঃ।
পপৌ সমুদ্রং যদ্ধৃত্বা পঠনাৎ কুম্ভসম্ভবঃ ॥ ১৩
সনৎকুমারো ভগবান্ যদ্ধৃত্বা জ্ঞানিনাং গুরুঃ।
জীবন্মুক্তৌ চ সিদ্ধৌ চ নর-নারায়ণাবৃষী ॥ ১৪
যদ্ধৃত্বা পঠনাৎ সিদ্ধো বশিষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রকঃ।
সিদ্ধেশঃ কপিলো যস্মাৎ যস্মাদ্দক্ষঃ প্রজাপতিঃ ॥
যস্মাদ্ভৃগুশ্চ মাং দ্বেষ্টি কূর্ম্মোঽশেষং বিভর্ত্তি চ।
সর্ব্বাধারো যতো বায়ুর্ব্বরুণঃ পবনো যতঃ ॥ ১৬
ঈশানো দিক্পতিশ্চৈব যমঃ শাস্তা যতঃ শিবে।
কালঃ কালাগ্নিরুদ্রশ্চ সংহর্ত্তা জগতাং যতঃ ॥১৭
যদ্ধৃত্বা গৌতমঃ সিদ্ধঃ কশ্যপশ্চ প্রজাপতিঃ।
বসুদেবসুতাং প্রাপ চৈকানংশাঞ্চ তৎকলাম্ ॥১৮
পুরা স্বজায়াবিচ্ছেদে দুর্ব্বাসা মুনিপুঙ্গবঃ।
সম্প্রাপ রামঃ সীতাঞ্চ রাবণেন হৃতাং পুরা ॥১৯
পুরা নলশ্চ সম্প্রাপ দময়ন্তীং যতঃ সতীম্।
শঙ্খচূড়ো মহাবীরো দৈত্যানামীশ্বরো যতঃ ॥ ২০
বৃষো বহতি মাং দুর্গে যতো হি গরুড়ো হরিম্।
এবং সম্প্রাপ সংসিদ্ধিং সিদ্ধাশ্চ মুনয়ঃ পুরা ॥২১
যদ্ধৃত্বা চ মহালক্ষ্মীঃ প্রদাত্রী বরসম্পদাম্।
সরস্বতী সতাং শ্রেষ্ঠা যতঃ ক্রীড়াবতী রতিঃ ॥২২
সাবিত্রী বেদমাতা চ যতঃ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
সিন্ধুকন্যা মর্ত্ত্যলক্ষ্মীর্যতো বিষ্ণুমবাপ সা ॥ ২৩
যদ্ধৃত্বা তুলসী পূতা গঙ্গা ভুবনপাবনী।
যদ্ধৃত্বা সর্ব্বশস্যাঢ্যা সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা ॥ ২৪
যদ্ধৃত্বা মনসা দেবী সিদ্ধা চ বিশ্বপূজিতা।
যদ্ধৃত্বা দেবমাতা চ বিষ্ণুং পুত্রমবাপ সা ॥ ২৫
পতিব্রতা চ যদ্ধৃত্বা লোপামুদ্রাপ্যরুন্ধতী।
লেভে চ কপিলং পুত্রং দেবহূতির্যতঃ সতী ॥২৬
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ সুতৌ প্রাপ চ তৎপ্রসূঃ ॥২৭
ত্বন্মাতা চাপি সম্প্রাপ ত্বাং দেবীং গিরিজাং যতঃ
এবং সর্ব্বে সিদ্ধগণাঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ।
শ্রীজগন্মঙ্গলস্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ ॥ ২৮

ঋষিশ্ছন্দোঽস্য গায়ত্রী দেবী রাসেশ্বরী স্বয়ম্ ।
শ্রীকৃষ্ণভক্তিসম্প্রাপ্তৌ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥২৯
শিষ্যায় কৃষ্ণভক্তায় ব্রাহ্মণায় প্রকাশয়েৎ ।
শঠায় পরশিষ্যায় দত্ত্বা মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩১
রাজ্যং দেয়ং শিরো দেয়ং ন দেয়ং কবচং প্রিয়ে ।
কণ্ঠে ধৃতমিদং ভক্ত্যা কৃষ্ণেন পরমাত্মনা ॥ ৩২
ময়া দৃষ্টঞ্চ গোলোকে ব্রহ্মণা বিষ্ণুনা পুরা ।
ওঁ রাধেতি চতুর্থ্যন্তং বহ্নিজায়ান্তমেব চ ॥ ৩২
কৃষ্ণেনোপাসিতো মন্ত্রঃ কল্পবৃক্ষঃ শিরোঽবতু ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং রাধিকাঙেঽন্তং বহ্নিজায়ান্তমেব চ ॥
কপালং নেত্রযুগ্মঞ্চ শ্রোত্রযুগ্মং সদাঽবতু ।
ওঁ রাং হ্রীং শ্রীং রাধিকেতি ঙেঽন্তং বহ্নিপ্রিয়ান্তকম্
মস্তকং কেশসঙ্ঘাংশ্চ মন্ত্ররাজঃ সদাবতু ।
রাং রাধেতি চতুর্থ্যন্তং বহ্নিজায়ান্তমেব চ ॥ ৩৫
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদঃ পাতু কপোলং নাসিকাং মুখম্ ।
ক্লীং হ্রীং কৃষ্ণপ্রিয়াঙেঽন্তং কণ্ঠং পাতু নমোঽন্তকম্
ওঁ রাং রাসেশ্বরীঙেঽন্তং স্কন্ধং পাতু নমোঽন্তকম্
ওঁ রাং রাসবিলাসিন্যৈ পৃষ্ঠং পাতু সদাবতু ॥ ৩৭
বৃন্দাবনবিলাসিন্যৈ স্বাহা বক্ষঃ সদাবতু ।
তুলসীবনবাসিন্যৈ স্বাহা পাতু নিতম্বকম্ ॥ ৩৮
কৃষ্ণপ্রাণাধিকাঙেঽন্তং স্বাহান্তং প্রণবাদিকম্ ।
পাদযুগ্মঞ্চ সর্ব্বাঙ্গং সন্ততং পাতু সর্ব্বতঃ ॥ ৩৯
রাধা রক্ষতু প্রাচ্যাঞ্চ বহ্নৌ কৃষ্ণপ্রিয়াবতু ।
দক্ষে রাসেশ্বরী পাতু গোপীশা নৈর্ঋতেঽবতু ॥৪০
পশ্চিমে নির্গুণা পাতু বায়ব্যে কৃষ্ণপূজিতা ।
উত্তরে সন্ততং পাতু মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ৪১
সর্ব্বেশ্বরী সদৈশান্যাং পাতু মাং সর্ব্বপূজিতা ।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে স্বপ্নে জাগরণে তথা ॥ ৪২
মহাবিষ্ণোশ্চ জননী সর্ব্বতঃ পাতু সন্ততম্
কবচং কথিতং দুর্গে শ্রীজগন্মঙ্গলং পরম্ ॥ ৪৩
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং গূঢ়াদ্‌গূঢ়তরং পরম্ ।
তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ ॥ ৪৪
গুরুমভ্যর্চ্চ্য বিধিবদ্বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ ।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ ধৃত্বা বিষ্ণুসমো ভবেৎ ॥৪৫
শতলক্ষজপেনৈব সিদ্ধঞ্চ কবচং ভবেৎ ।
যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচো ন দগ্ধো বহ্নিনা ভবেৎ ॥৪৬
এতস্মাৎ কবচাদ্দুর্গে রাজা দুর্য্যোধনঃ পুরা ।
বিশারদো জলস্তম্ভে বহ্নিস্তম্ভে চ নিশ্চিতম্ ॥৪৭

ময়া সনৎকুমারায় পুরা দত্তঞ্চ পুষ্করে ।
সূর্য্যপর্ব্বণি মেরৌ চ স সান্দীপনয়ে দদৌ ॥ ৪৮
বলায় তেন দত্তঞ্চ দদৌ দুর্য্যোধনায় সঃ ।
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ৪৯
নিত্যং পঠতি ভক্ত্যেদং তন্মন্ত্রোপাসকশ্চ যঃ ।
বিষ্ণুতুল্যো ভবেন্নিত্যং রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥ ৫০
স্নানেন সর্ব্বতীর্থানাং সর্ব্বদানেন যৎ ফলম্ ।
সর্ব্বতশ্চোপবাসে চ পৃথিব্যাশ্চ প্রদক্ষিণে ॥ ৫১
সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষায়াং নিত্যঞ্চ সত্যরক্ষণে ।
নিত্যং শ্রীকৃষ্ণসেবায়াং কৃষ্ণনৈবেদ্যভক্ষণে ॥ ৫২
পাঠে চতুর্ণাং বেদানাং যৎ ফলঞ্চ লভেন্নরঃ ।
তৎ ফলং লভতে নূনং পঠনাৎ কবচস্য চ ॥ ৫৩
রাজদ্বারে শ্মশানে চ সিংহব্যাঘ্রান্বিতে বনে ।
দাবাগ্নৌ সঙ্কটে চৈব দস্যুচৌরান্বিতে ভয়ে ॥ ৫৪
কারাগারে বিপদ্‌গ্রস্তে ঘোরে চ দৃঢ়বন্ধনে ।
ব্যাধিযুক্তো ভবেন্মুক্তো ধারণাৎ কবচস্য চ ॥ ৫৫
ইত্যেতৎ কথিতং দুর্গে তবৈবেদং মহেশ্বরি !
ত্বমেব সর্ব্বরূপা মাং মায়া পৃচ্ছসি মায়য়া ॥ ৫৬

নারায়ণ উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা রাধিকাখ্যানং স্মারং স্মারঞ্চ মাধবম্ ।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গঃ সাশ্রুনেত্রো বভূব সঃ ॥ ৫৭
ন কৃষ্ণসদৃশো দেবো ন গঙ্গাসদৃশী সরিৎ ।
ন পুষ্করসমং তীর্থং নাশ্রমো ব্রাহ্মণাৎ পরঃ ॥৫৮
পরমাণুপরং সূক্ষ্মং মহাবিষ্ণোঃ পরো মহান্ ।
নভঃপরঞ্চ বিস্তীর্ণং যথা নাস্ত্যেব নারদ ॥ ৫৯
তথা ন বৈষ্ণবাজ্জ্ঞানী যোগীন্দ্রঃ শঙ্করাৎ পরঃ ।
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহা জিতাস্তেনৈব নারদ ॥৬০
স্বপ্নে জাগরণে শশ্বৎ কৃষ্ণধ্যানরতঃ শিবঃ ।
যথা কৃষ্ণস্তথা শম্ভুর্ন ভেদো মাধবেশয়োঃ ॥ ৬১
যথা শম্ভুর্বৈষ্ণবেষু যথা দেবেষু মাধবঃ ।
তথেদং কবচং বৎস কবচেষু প্রশস্তকম্ ॥ ৬২
শিবেতি মঙ্গলার্থঞ্চ বকারো দাতৃবাচকঃ ।
মঙ্গলানাং প্রদাতা যঃ স শিবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৬৩
নরাণাং সন্ততং বিশ্বে শং কল্যাণং করোতি যঃ ।
কল্যাণং মোক্ষবচনং স এব শঙ্করঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৪
ব্রহ্মাদীনাং সুরাণাঞ্চ মুনীনাং বেদবাদিনাম্ ।
তেষাঞ্চ মহতাং দেবো মহাদেবঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৬৫
মহতী পূজিতা বিশ্বে মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ।

তস্যা দেবঃ পূজিতশ্চ মহাদেবঃ স চ স্মৃতঃ ॥ ৬৬
বিশ্বস্থানাঞ্চ সর্ব্বেষাং মহতামীশ্বরঃ স্বয়ম্ ।
মহেশ্বরঞ্চ তেনেমং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৬৭
হে ব্রহ্মপুত্র ধন্যোঽসি যদ্‌গুরুশ্চ মহেশ্বরঃ ।
শ্রীকৃষ্ণভক্তিদাতা যো ভবান্ পৃচ্ছতি মাঞ্চ কিম্ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে রাধিকোপাখ্যানং
নাম ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

সর্ব্বাখ্যানং শ্রুতং ব্রহ্মন্নতীব পরমাদ্ভুতম্ ।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি দুর্গোপাখ্যানমুত্তমম্ ॥ ১
দুর্গা নারায়ণীশানা বিষ্ণুমায়া শিবা সতী ।
নিত্যা সত্যা ভগবতী সর্ব্বাণী সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ২
অম্বিকা বৈষ্ণবী গৌরী পার্ব্বতী চ সনাতনী ।
নামানি কৌথুমোক্তানি সর্ব্বেষাং শুভদায়িনী ॥ ৩
অর্থং ষোড়শনাম্নাঞ্চ সর্ব্বেষামীপ্সিতং বরম্ ।
ব্রূহি বেদবিদাং শ্রেষ্ঠ বেদোক্তং সর্ব্বসম্মতম্ ॥ ৪
কেন বা পূজিতা সাদৌ দ্বিতীয়ে কেন বা পুরা ।
তৃতীয়ে বা চতুর্থে বা কেন সর্ব্বত্র পূজিতা ॥ ৫

নারায়ণ উবাচ ।

অর্থং ষোড়শনাম্নাঞ্চ বিষ্ণুর্বেদে চকার সঃ ।
পুনঃ পৃচ্ছসি জ্ঞাত্বা ত্বং কথয়ামি যথাগমম্ ॥ ৬
দুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে চ কর্ম্মণি ।
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি ॥ ৭
মহাভয়েঽতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা ॥৮
যশসা তেজসা রূপৈর্নারায়ণসমা গুণৈঃ ।
শক্তির্নারায়ণস্যেয়ং তেন নারায়ণী স্মৃতা ॥ ৯
ঈশানঃ সর্ব্বসিদ্ধ্যর্থে চাশব্দো দাতৃবাচকঃ ।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাত্রী যা সাপীশানা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১০
সৃষ্টা মায়া পুরা সৃষ্টৌ বিষ্ণুনা পরমাত্মনা ।
মোহিতং মায়য়া বিশ্বং বিষ্ণুমায়া প্রকীর্ত্তিতা ॥১১
শিবকল্যাণরূপা চ শিবদা চ শিবপ্রিয়া ।
প্রিয়ে দাতরি চাশব্দঃ শিবা তেন প্রকীর্ত্তিতা ॥১২
সদ্‌বুদ্ধ্যধিষ্ঠাতৃদেবী বিদ্যমানা যুগে যুগে ।
পতিব্রতা সুশীলা যা সা সতী পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১৩
যথা নিত্যো হি ভগবান্ নিত্যা ভগবতী তথা ।
স্বমায়য়া তিরোভূতা তত্রেশে প্রাকৃতে লয়ে ॥ ১৪
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যৈব কৃত্রিমম্ ।
দুর্গা সত্যস্বরূপা সা প্রকৃতির্ভগবান্ যথা ॥ ১৫
সিদ্ধ্যৈশ্বর্য্যাদিকং সর্ব্বং যস্যামস্তি যুগে যুগে ।
সিদ্ধ্যাদিকে ভগো জ্ঞেয়স্তেন ভগবতী স্মৃতা ॥১৬
সর্ব্বান্ মোক্ষং প্রাপয়তি জন্ম-মৃত্যু-জরাদিকম্ ।
চরাচরাংশ্চ বিশ্বস্থান্ সর্ব্বাণী তেন কীর্ত্তিতা ॥১৭
মঙ্গলং মোক্ষবচনঞ্চাশব্দো দাতৃবাচকঃ ।
সর্ব্বান্ মোক্ষান্ যা দদাতি সা এব সর্ব্বমঙ্গলা ॥১
হর্ষে সম্পদি কল্যাণে মঙ্গলং পরিকীর্ত্তিতম্ ।
তাংস্তু দদাতি যা দেবী সা এব সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ১৯
অম্বেতি মাতৃবচনং বন্দনে পূজনেঽপি চ ।
পূজিতা বন্দিতা মাতা জগতাং তেন সাম্বিকা ॥২০
বিষ্ণুভক্তা বিষ্ণুরূপা বিষ্ণোঃ শক্তিস্বরূপিণী ।
সৃষ্টৌ চ বিষ্ণুনা সৃষ্টা বৈষ্ণবী তেন কীর্ত্তিতা ॥২১
গৌরঃ পীতে চ নির্লিপ্তে পরে ব্রহ্মণি নির্ম্মলে ।
তস্যাত্মনঃ শক্তিরিয়ং গৌরী তেন প্রকীর্ত্তিতা ॥২২
গুরুঃ শম্ভুশ্চ সর্ব্বেষাং তস্য শক্তিঃ প্রিয়া সতী ।
গুরুঃ কৃষ্ণশ্চ তন্মায়া গৌরী তেন প্রকীর্ত্তিতা ॥২৩
তিথিভেদে কল্পভেদে পর্ব্বভেদে প্রভেদতঃ ।
খ্যাতৌ তেষু চ বিখ্যাতা পার্ব্বতী তেন কীর্ত্তিতা ॥
মহোৎসবাবশেষশ্চ পর্ব্বন্নিতি প্রকীর্ত্তিতম্ ।
তস্যাধিদেবী যা সা চ পার্ব্বতী পরিকীর্ত্তিতা ॥২৫
পর্ব্বতস্য সুতা দেবী সাবির্ভূতা চ পর্ব্বতে ।
পর্ব্বতাধিষ্ঠাতৃদেবী পার্ব্বতী তেন কীর্ত্তিতা ॥ ২৬
সর্ব্বকালে সনা প্রোক্তা বিদ্যমানে তনোতি চ ।
সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে চ বিদ্যমানা সনাতনী ॥ ২৭
অর্থঃ ষোড়শনাম্নাঞ্চ কীর্ত্তিতশ্চ মহামুনে ।
যথাগমঞ্চ বেদোক্তোপাখ্যানঞ্চ নিশাময় ॥ ২৮
প্রথমে পূজিতা সা চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা ।
বৃন্দাবনে চ সৃষ্ট্যাদৌ গোলোকে রাসমণ্ডলে ॥ ২৯
মধুকৈটভভীতেন ব্রহ্মণা সা দ্বিতীয়তঃ ।
ত্রিপুরপ্রেরিতেনৈব তৃতীয়ে ত্রিপুরারিণা ॥ ৩০
ভ্রষ্টশ্রিয়া মহেন্দ্রেণ শাপাদ্দুর্ব্বাসসঃ পুরা ।
চতুর্থে পূজিতা দেবী ভক্ত্যা ভগবতী সতী ॥ ৩১

তদা মুনীন্দ্রৈঃ সিদ্ধেন্দ্রৈঃ দেবৈশ্চ মুনিপুঙ্গবৈঃ।
পূজিতা সর্ব্ববিশ্বেষু বভূব সর্ব্বতঃ সদা ॥ ৩২
তেজঃসু সর্ব্বদেবানাং সাবির্ভূতা পুরা মুনে।
সর্ব্বে দেবা দদুস্তস্যৈ শস্ত্রাণি ভূষণানি চ ॥ ৩৩
দুর্গাদয়শ্চ দৈত্যাশ্চ নিহতা দুর্গয়া তয়া।
দত্তং স্বরাজ্যং দেবেভ্যো বরঞ্চ যদভীপ্সিতম্ ॥৩৪
কল্পান্তরে পূজিতা সা সুরথেন মহাত্মনা।
রাজ্ঞা মেধসশিষ্যেণ মৃন্ময়্যাঞ্চ সরিত্তটে ॥ ৩৫
মেষাদিভিশ্চ মহিষৈঃ কৃষ্ণসারৈশ্চ মণ্ডকৈঃ।
ছাগৈর্ম্মেষৈশ্চ কুষ্মাণ্ডৈঃ পক্ষিভির্ব্বলিভির্মুনে ॥ ৩৬
বেদোক্তানি চ দত্ত্বৈবমুপচারাণি ষোড়শ।
ধ্যাত্বা চ কবচং ধৃত্বা সম্পূজ্য চ বিধানতঃ ॥ ৩৭
রাজা কৃত্বা পরীহারং বরং প্রাপ যথেপ্সিতম্।
মুক্তিং সম্প্রাপ বৈশ্যশ্চ সম্পূজ্য চ সরিত্তটে ॥৩৮
তুষ্টাব রাজা বৈশ্যশ্চ ততঃ স্থানান্তরং যযৌ ॥ ৩৯
ত্যক্ত্বা দেহঞ্চ বৈশ্যশ্চ পুষ্করে দুষ্করং তপঃ।
কৃত্বা জগাম গোলোকং দুর্গাদেবীবরেণ সঃ ॥ ৪০
রাজা যযৌ স্বরাজ্যঞ্চ প্রাপ্য নিষ্কণ্টকং বলী।
ভোগঞ্চ বুভুজে ভূপঃ ষষ্টিং বর্ষসহস্রকম্ ॥ ৪১
ভার্য্যাং স্বরাজ্যং সংন্যস্য পুত্রে স কালযোগতঃ।
মনুর্ব্বভূব সাবর্ণিস্তপ্ত্বা চ পুষ্করে তপঃ ॥ ৪২
ইত্যেবং কথিতং বৎস সমাসেন যথাগমম্।
দুর্গাখ্যানং মুনিশ্রেষ্ঠ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৪৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে দুর্গোপাখ্যানং
নাম সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥৫৭॥

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কস্য বংশোদ্ভবো রাজা সুরথো ধর্ম্মিণাং বরঃ।
কথং সম্প্রাপ জ্ঞানঞ্চ মেধসাজ্জ্ঞানিনাং বরাৎ ॥
কস্য বংশোদ্ভবো ব্রহ্মন্ মেধসো মুনিসত্তমঃ।
বভূব কুত্র সংবাদো নৃপস্য মুনিনা সহ ॥ ২
বভূব কুত্র সাক্ষাদ্বা মুনীশ-নৃপবৈশ্যয়োঃ।
ব্যাসেন শ্রোতুমিচ্ছামি বদ বেদবিদাং বর ॥ ৩

নারায়ণ উবাচ।

অত্রিশ্চ ব্রহ্মণঃ পুত্রস্তস্য পুত্রো নিশাকরঃ।
স চ কৃত্বা রাজসূয়ং দ্বিজরাজো বভূব হ ॥ ৪
গুরুপত্ন্যাঞ্চ তারায়াং তস্বভূব বুধঃ সুতঃ।
বুধপুত্রশ্চ চৈত্রশ্চ তৎপৌত্রঃ সুরথশ্চ সঃ ॥ ৫

নারদ উবাচ।

গুরুপত্ন্যাঞ্চ তারায়াং বভূব তৎসুতঃ কথম্।
অহো ব্যতিক্রমং ব্রূহি বেদস্য চ মহামুনে ॥ ৬

নারায়ণ উবাচ।

সম্পন্মত্তো মহাকামী দদর্শ জাহ্নবীতটে।
তারাং সুরগুরোঃ পত্নীং ধর্ম্মিষ্ঠাঞ্চ পতিব্রতাম্ ॥৭
সুস্নাতাং সুন্দরীং রম্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
সুশ্রোণীং সুনিতম্বাঞ্চ মধ্যক্ষীণাং মনোহরাম্ ॥ ৮
সুদতীং কোমলাঙ্গীঞ্চ নবযৌবনসংযুতাম্।
সূক্ষ্মবস্ত্রপরীধানাং রত্নভূষণভূষিতাম্ ॥
কস্তূরীবিন্দুনা সার্দ্ধমধশ্চন্দনবিন্দুনা।
সিন্দূরবিন্দুনা চারুভালমধ্যস্থলোজ্জ্বলাম্ ॥ ১০
বায়ুনাধোবস্ত্রহীনাং সকামাং বক্রলোচনাম্।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যাং পক্কবিম্বাধরাং বরাম্ ॥ ১১
সস্মিতাং নম্রবক্ত্রাঞ্চ লজ্জয়া চন্দ্রদর্শনাৎ।
গচ্ছন্তীং স্বগৃহং হর্ষাদ্গজেন্দ্রমন্দগামিনীম্ ॥ ১২
তাং দৃষ্ট্বা মন্মথাক্রান্তশ্চন্দ্রো লজ্জাং জহৌ মুনে।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গঃ সকামস্তামুবাচ হ ॥ ১৩

চন্দ্র উবাচ।

যোষিচ্ছ্রেষ্ঠে ক্ষণং তিষ্ঠ বরিষ্ঠে রসিকাসু চ।
সুবিদগ্ধে বিদগ্ধানাং মনো হরসি সন্ততম্ ॥ ১৪
নিষেব্য প্রকৃতিং জন্মসহস্রকামসাগরে।
তপঃফলেন ত্বাং প্রাপ বৃহচ্ছ্রোণিং বৃহস্পতিঃ ॥১৫
অহো তপস্বিনা সার্দ্ধমবিদগ্ধেন বেধসা।
যোষিতাং ত্বং রসবতী শশ্বৎ কামাতুরা বরা ॥ ১৬
কিং বা সুখঞ্চ বিজ্ঞানামবিজ্ঞেষু সমাগমে।
বিদগ্ধায়া বিদগ্ধেন সঙ্গমঃ সুখসাগরঃ ॥ ১৭
কামেন কামিনী ত্বঞ্চ দগ্ধাসি ব্যর্থমীশ্বরি।
কর্ম্মণো বাক্যদোষাদ্বা কো জনাতি মনঃ স্ত্রিয়াঃ ॥
দিনে দিনে বৃথা যাতি দুর্লভং নবযৌবনম্।
নবীনযৌবনস্থায়া বৃদ্ধেন স্বামিনা তব ॥ ১৯
শশ্বত্তপস্যাযুক্তঃ স কৃষ্ণমাত্মানমীপ্সিতম্।
স্বপ্নে জাগরণে বাপি ধ্যায়তে চ বৃহস্পতিঃ ॥ ২০
সর্ব্বকামরসজ্ঞা ত্বং নিকামং কামমীপ্সিতম্।
কামুকী ধ্যায়তে শশ্বদ্ যুনঃ শৃঙ্গারমাত্মনা ॥ ২১

অন্যশ্চ ত্বন্মনঃকামো ভিন্নং ত্বত্তর্ত্তুরীপ্সিতম্ ।
কা প্রীতিঃ সঙ্গমে কান্তে দ্বয়োর্বিষয়ভিন্নয়োঃ ॥২২
বাসন্তীপুষ্পতল্পে চ গন্ধচন্দনচর্চ্চিতে ।
বসন্তে মাং গৃহীত্বা চ মোদস্ব মাধবীবনে ॥ ২৩
নির্জ্জনে চন্দনবনে সুগন্ধিপুষ্পচর্চ্চিতে ।
ভবতী যুবতী ভাগ্যবতী তত্রৈব মোদতাম্ ॥ ২৪
চন্দনে চম্পকবনে শীতচম্পকবায়ুনা ।
রম্যে চম্পকতল্পে চ ক্রীড়াং কুরু ময়া সহ ॥ ২৫
রম্যায়াং মলয়দ্রোণ্যাং মন্দচন্দনবায়ুনা ।
রামে রম ময়া সার্দ্ধমতীবনির্জ্জনে বনে ॥ ২৬
স্বর্ণরেখাতটবনে নর্ম্মদাপুলিনে শুভে ।
সুরাণাং বাঞ্ছিতে স্থানে রতিং কুরু ময়া সহ ॥২৭
ইত্যুক্ত্বা মদনোন্মত্তো মদনাধিকসুন্দরঃ ।
পপাত চরণে দেব্যা মন্দো মন্দাকিনীতটে ॥ ২৮
নিরুদ্ধমার্গা চন্দ্রেণ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকা ।
অভীতোবাচ কোপেন রক্তপঙ্কজলোচনা ॥ ২৯
তারকোবাচ ।
ধিগ্‌ধিক্ ত্বাং ন তৃণং মন্যে পরস্ত্রীলম্পটং শঠম্ ।
অত্রেরভাগ্যাৎ ত্বং পুত্রো ব্যর্থং তে জন্ম জীবনম্
অরে কৃত্বা রাজসূয়মাত্মানং মন্যসে বলী ।
বভূব পুণ্যং তে ব্যর্থং বিপ্রস্ত্রীষু চ যন্মনঃ ॥ ৩১
যস্য চিত্তং পরস্ত্রীষু সোঽশুচিঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ।
ন কর্ম্মফলভাক্ পাপী নিন্দ্যো বিশ্বেষু সর্ব্বতঃ॥৩২
হংসি চেন্মে সতীত্বঞ্চ যক্ষ্মগ্রস্তো ভবিষ্যসি ।
অত্যুচ্ছ্রিতো নিপতনং প্রাপ্নোতীতি শ্রুতৌ শ্রুতম্
দুষ্টানাং দর্পহা কৃষ্ণো দর্পং তে নিহনিষ্যতি ।
ত্যজ মাং মাতরং বৎস যদি তে শং ভবিষ্যতি ॥
ইত্যুক্ত্বা তারকা সাধ্বী রুরোদ চ মুহুর্মুহুঃ ।
চকার সাক্ষিণং ধর্ম্মং সূর্য্যং বায়ুং হুতাশনম্ ॥৩৫
ব্রহ্মাণং পরমাত্মানমাকাশং পবনং ধরাম্ ।
দিনং রাত্রিঞ্চ সন্ধ্যাঞ্চ সর্ব্বং সুরগণং মুনে ॥ ৩৬
তারকাবচনং শ্রুত্বা ন ভীতঃ স চুকোপ হ ।
করে ধৃত্বা রথে তূর্ণং স্থাপয়ামাস সুন্দরীম্ ॥ ৩৭
রথঞ্চ চালয়ামাস মনোযায়ী মনোহরম্ ।
মনোহরাং গৃহীত্বা তাং স চ রেমে মনোহরম্ ॥
বিষ্কন্দকে সুরসনে নন্দনে পুষ্পভদ্রকে ।
পুষ্করে চ নদীতীরে পুষ্পিতে পুষ্পকাননে ॥৩৯
সুগন্ধিপুষ্পতল্পে চ পুষ্পচন্দনবায়ুনা ।
নির্জ্জনে মলয়দ্রোণ্যাং স্নিগ্ধচন্দনচর্চ্চিতে ॥ ৪০
শলে শৈলে নদে নদ্যাং শৃঙ্গারং কুর্ব্বতোস্তয়োঃ
গতং বর্ষশতং হর্ষান্মুহূর্ত্তমিব নারদ ॥ ৪১
বভূব শরণাপন্নো ভীতো দৈত্যেষু চন্দ্রমাঃ ।
তেজস্বিনি তথা শুক্রে তেষাঞ্চ বলিনাং গুরৌ ॥৪২
অভয়ঞ্চ দদৌ তস্মৈ কৃপয়া ভৃগুনন্দনঃ ।
গুরুং জহাস দেবানাং স্ববিপক্ষং বৃহস্পতিম্ ॥৪৩
সভায়াং জহসুর্হৃষ্টা বলিনো দিতিনন্দনাঃ ।
অভয়ঞ্চ দদুস্তস্মৈ ভীতায় চ কলঙ্কিনে ॥ ৪৪
সতী সতীত্বধ্বংসেন পাপানি চন্দ্রমণ্ডলে ।
বভূব শশরূপঞ্চ কলঙ্কং নির্ম্মলে মলম্ ॥ ৪৫
উবাচ তং মহাভীতং শুক্রো বেদবিদাং বরঃ ।
হিতং তথ্যং বেদযুক্তং পরিণামসুখাবহম্ ॥ ৪৬
শুক্র উবাচ ।
ত্বমহো ব্রহ্মণঃ পৌত্রোঽপ্যত্রের্ভগবতঃ সুতঃ ।
দুর্নীতং কর্ম্ম তে পুত্র নীচবন্ন যশস্করম্ ॥ ৪৭
রাজসূয়পুণ্যফলে নির্ম্মলে কীর্ত্তিমণ্ডলে ।
সুধারাশৌ সুরাবিন্দুরূপমঙ্কমুপার্জ্জিতম্ ॥ ৪৮
ত্যজ দেবগুরোঃ পত্নীং প্রসূমিব মহাসতীম্ ।
ধর্ম্মিষ্ঠস্য বরিষ্ঠস্য ব্রাহ্মণস্য বৃহস্পতেঃ ॥ ৪৯
শম্ভোঃ সুরাণামীশস্য গুরুপুত্রস্য ব্রহ্মণঃ ।
পুত্রস্যাঙ্গিরসঃ শশ্বজ্জ্বলতো ব্রহ্মতেজসা ॥ ৫০
শত্রোরপি গুণা বাচ্যা দোষা বাচ্যা গুরোরপি ।
ইতি সদ্বংশজাতানাং স্বভাবশ্চ সতামপি ॥ ৫১
ন শত্রুর্মে সুরগুরোঃ পরো বিশ্বে নিশাকর ।
তথাপি সদ্ব্যাখ্যানং বর্ণিতং ধর্ম্মসংসদি ॥ ৫২
যত্র লোকাশ্চ ধর্ম্মিষ্ঠাস্তত্র ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ।
যতো ধর্ম্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ ॥ ৫৩
গৌরেকং পঞ্চ চ ব্যাঘ্রী সিংহী সপ্ত প্রসূয়তে ।
হিংসকাঃ প্রলয়ং যান্তি ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম্ ॥৫৪
দেবাশ্চ গুরবো বিপ্রাঃ শক্তা যদ্যপি রক্ষিতুম্ ।
তথাপি নহি রক্ষন্তি ধর্ম্মঘ্নং পাপিনং জনম্ ॥ ৫৫
কুলটাবিপ্রপত্নীনাং গমনে সুরবিপ্রয়োঃ ।
ব্রহ্মহত্যাষোড়শাংশপাতকঞ্চ ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৫৬
তাসামুপস্থিতানাঞ্চ গমনে তচ্চতুর্থকম্ ।
ত্যাগে ধর্ম্মো নাস্তি পাপমিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥৫৭
বিপ্রপত্নীসতীনাঞ্চ গমনে চ বলেন চেৎ ।
ব্রহ্মহত্যাশতং পাপং ভবেদেব শ্রুতৌ শ্রুতম্ ॥৫৮

ধর্ম্মং চর মহাভাগ ব্রাহ্মণীং ত্যজ সাম্প্রতম্।
কৃত্বানুতাপং পাপাচ্চ নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥ ৫৯
উপায়েন চ তে পাপং দূরীভূতং করোম্যহম্।
শরণাগতস্য ভীতস্য ময়ি দেবস্য ধর্ম্মতঃ॥ ৬০
শস্ত্রহীনঞ্চ ভীতঞ্চ দীনঞ্চ শরণাগতম্।
যো ন রক্ষতি ধর্ম্মিষ্ঠঃ কুম্ভীপাকে বসেদ্‌যুগম্॥৬১
রাজসূয়শতানাঞ্চ রক্ষিতা লভতে ফলম্।
পরমৈশ্বর্য্যযুক্তশ্চ ধর্ম্মেণ স ভবেদিহ॥ ৬২
ইত্যুক্ত্বা চ দৈত্যগুরুঃ স্বর্গে মন্দাকিনীতটে।
স্নাত্বা তং স্নাপয়ামাস বিষ্ণুপূজাং চকার সঃ॥ ৬৩
বিষ্ণুপাদোদকং পুণ্যং তন্নৈবেদ্যং শুভপ্রদম্।
গঙ্গোদকঞ্চ চন্দ্রঞ্চ ভোজয়ামাস পুণ্যদম্॥ ৬৪
ক্রোড়ে কৃত্বা তু তং ভীতং লজ্জিতং পাপকর্ম্মণা
ঈষদ্ধাস্য * ইত্যুবাচ স্মারং স্মারং হরিং মুনে॥৬৫

শুক্র উবাচ।

যদ্যদ্য মে তপঃ সত্যং সত্যং পূজাফলং হরেঃ।
সত্যং ব্রতফলঞ্চৈব সত্যং সত্যবচঃফলম্॥ ৬৬
তীর্থস্নানফলং সত্যং সত্যং দানফলং যদি।
উপবাসফলং সত্যং পাপামুক্তো ভবান্ ভব॥ ৬৭
ত্রিসন্ধ্যহীনং বিপ্রঞ্চ বিষ্ণুপূজাবিহীনকম্।
তং গচ্ছতু মহাঘোরং চন্দ্রপাপং সুদারুণম্॥ ৬৮
স্বভার্য্যাং বঞ্চনং কৃত্বা যঃ প্রয়াতি পরস্ত্রিয়ম্।
স যা তু নরকং ঘোরং চন্দ্রপাপেন পাতকী॥৬৯
বাচা বা তাড়য়েৎ কান্তং দুঃশীলা দুর্ম্মুখা চ যা।
সা যুগং চন্দ্রপাপেণ যাতু লালামুখং ধ্রুবম্॥ ৭০
অনৈবেদ্যং বৃথান্নঞ্চ যশ্চ ভুঙ্‌ক্তে হরের্দ্বিজঃ।
স যাতু কালসূত্রঞ্চ চন্দ্রপাপাচ্চতুর্যুগম্॥ ৭১
অম্বুবাচ্যাং ভূখননং করোতি যো নরাধমঃ।
চন্দ্রপাপাদ্‌যুগশতং কালসূত্রং স গচ্ছতু॥ ৭২
স্বকান্তং বঞ্চনং কৃত্বা যা যাতি পরপুরুষম্।
সা যাতু বহ্নিকুণ্ডঞ্চ চন্দ্রপাপাচ্চতুর্যুগম্॥ ৭৩
কীর্ত্তিং করোতি রজসা পরকীর্ত্তিং বিলুপ্য চ।
স যুগং চন্দ্রপাপেণ কুম্ভীপাকঞ্চ গচ্ছতু॥ ৭৪
পিতরং মাতরং ভার্য্যাং যো ন পুষ্ণাতি পাতকী।
স্বগুরুং চন্দ্রপাপেণ যাতু চাণ্ডালতাং ধ্রুবম্॥ ৭৫
কুলটান্নমবীরান্নমৃতুস্নাতান্নমেব চ।
যোঽশ্নাতি চন্দ্রপাপঞ্চ তং যাতু পাপিনং ধ্রুবম্ ৭৬
স যাতু তেন পাপেন কুম্ভীপাকং চতুর্যুগম্।
তস্মাদুত্তীর্য্য চাণ্ডালীং যোনিমাপ্নোতু পাতকী॥৭৭
দিবসে যো গ্রাম্যধর্ম্মং মহাপাপী করোতি চ।
যো গচ্ছেৎকামতঃ কামী গুর্ব্বিণীং বা রজস্বলাম্।
তং যাতু চন্দ্রপাপঞ্চ মহাঘোরঞ্চ পাপিনম্।
স যাতু তেন পাপেন কালসূত্রং চতুর্যুগম্॥ ৭৯
মুখং শ্রোণীং স্তনঞ্চাপি যঃ পশ্যতি পরস্ত্রিয়াঃ।
কামতঃ কামদগ্ধশ্চ তং যাতু চন্দ্রকল্মষম্॥ ৮০
স যাতু লালাভক্ষঞ্চ চন্দ্রপাপাচ্চতুর্যুগম্।
তস্মাদুত্তীর্য্য ভবতু চাণ্ডালোঽঙ্গো নপুংসকঃ॥৮১
কুহূ-পূর্ণেন্দু-সংক্রান্ত্যাং চতুর্দ্দশ্যষ্টমীষু চ।
মাষং মসূরং লকুচং যশ্চ ভুঙ্‌ক্তে রবের্দ্দিনে॥৮২
কুরুতে গ্রাম্যধর্ম্মঞ্চ তং যাতু চন্দ্রকিল্বিষম্।
চতুর্যুগং কালসূত্রং তেন পাপেন গচ্ছতু॥ ৮৩
তস্মাদুত্তীর্য্য চাণ্ডালীং যোনিমাপ্নোতু পাতকী।
সপ্তজন্ম মহারোগী দরিদ্রঃ কুব্জ এব চ॥ ৮৪
একাদশ্যাঞ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে কৃষ্ণজন্মাষ্টমীদিনে।
শিবরাত্রৌ মহাপাপী তং যাতু চন্দ্রপাতকম্॥৮৫
স যাতু কুম্ভীপাকঞ্চ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ।
তেন পাপেন প্রাপ্নোতু চাণ্ডালীং যোনিমেব চ॥
তাম্রস্থং দুগ্ধমাধ্বীকমুচ্ছিষ্টে ঘৃতমেব চ।
নারিকেলোদকং কাংস্যে দুগ্ধং সলবণং তথা॥৮৭
পীতশেষজলঞ্চৈব ভক্ষ্যাবশেষমোদনম্।
ওদনং যোঽসকৃদ্‌ভুঙ্‌ক্তে সূর্য্যে নাস্তং গতে দ্বিজঃ
তং যাতু চন্দ্রপাপঞ্চ দুর্নিবারঞ্চ দারুণম্।
স যাতু তেন পাপেন চান্ধকূপং চতুর্যুগম্॥ ৮৯
স্বকন্যাবিক্রয়ী বিপ্রো দেবলো বৃষবাহকঃ।
শূদ্রাণাং শবদাহী চ তেষাঞ্চ সূপকারকঃ॥ ৯০
অশ্বত্থতরুঘাতী চ বিষ্ণু-বৈষ্ণবনিন্দকঃ।
তং যাতু চন্দ্রপাপঞ্চ দারুণং পাপিনং ভৃশম্॥৯১
স যাতু তস্মাৎ পাপাচ্চ তপ্তশূর্ম্মীঞ্চ পাতকী।
শশ্বদ্দগ্ধো ভবতু স যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥ ৯২
তস্মাদুত্তীর্য্য চাণ্ডালীং যোনিং প্রাপ্নোতু পাতকী
সপ্তজন্ম স চাণ্ডালো বৃক্ষশ্চ জন্মপঞ্চ চ॥ ৯৩
গর্দ্দভো জন্মশতকং শূকরো জন্মসপ্ত চ।
তীর্থধ্বাঙ্ক্ষো জন্মসপ্ত বিট্‌কৃমির্জ্জন্মপঞ্চ চ।
জলৌকা জন্মশতকং শুচির্ভবতু তৎপরম্॥ ৯৪

* কুশহস্ত ইতি পাঠান্তরম্।

বৃথামাংসঞ্চ যো ভুঙ্ক্তে স্বার্থপাকান্নমেব চ।
তদ্দণ্ডং মহাপাপী স যাতু চন্দ্রপাতকম্ ॥ ৯৫
স যাত্বনেন পাপেন চাসীপত্রং চতুর্যুগম্।
ততো ভবতু সর্পশ্চ স শুচিঃ সপ্তজন্ম চ ॥ ৯৬
বিপ্রো বার্দ্ধুষিকো যো হি যোনিজীবী চিকিৎসকঃ
হরের্নাম্নাঞ্চ বিক্রেতা যশ্চ বা স্বাঙ্গবিক্রয়ী ॥ ৯৭
স্বধর্ম্মকথকশ্চৈব যশ্চ স্বাত্মপ্রশংসকঃ।
মসীজীবী ধাবকশ্চ কুলটাপোষ্য এব চ ॥ ৯৮
তং যাতু চন্দ্রপাপঞ্চ চন্দ্রো ভবতু বিজ্বরঃ।
স যাতু তেন পাপেন শূলপ্রোতং সুদারুণম্ ॥ ৯৯
তত্র বিদ্ধো ভবতু স যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ।
ততো দরিদ্রো রোগী চ দীক্ষাহীনো নরঃ পশুঃ ॥
লাক্ষা-মাংস-রসানাঞ্চ তিলানাং লবণস্য চ।
অশ্বানাঞ্চৈব লৌহানাং বিক্রেতা নরঘাতকঃ ॥
চৌরশ্চ বিপ্রো ঘট্টীশস্তং যাতু চন্দ্রপাতকম্।
স যাতু তেন পাপেন ক্ষুরধারং সুদুঃসহম্ ॥ ১০২
তত্র ছিন্নো ভবতু স যাবদিন্দ্রসহস্রকম্।
তস্মাদুত্তীর্য্য ভবতু শৃগালঃ সপ্তজন্মসু ॥ ১০৩
সপ্তজন্ম চ মার্জ্জারো মহিষো জন্মপঞ্চকম্।
সপ্তজন্ম চ ভল্লূকঃ কুক্করঃ সপ্তজন্ম চ ॥ ১০৪
হংসশ্চ * জন্মশতকং কর্কটী জন্মপঞ্চকম্।
গোধিকা জন্মশতকং গণ্ডবঃ সপ্তজন্মসু ॥ ১০৫
সপ্তজন্ম চ মণ্ডূকস্ততশ্চ মানবাধমঃ।
কর্ম্মকারশ্চ রজকস্তৈলকারশ্চ বার্দ্ধকী ॥ ১০৬
নাবিকঃ শবজীবী চ ব্যাধশ্চ স্বর্ণকারকঃ।
কুম্ভকারো লৌহকারস্ততঃ ক্ষত্রস্ততো দ্বিজঃ ॥
ইতি চন্দ্রং শুচিং কৃত্বা স উবাচ তু তারকাম্।
ত্যক্ত্বা চন্দ্রং মহাসাধ্বি গচ্ছ কান্তমিতি দ্বিজ ॥
প্রায়শ্চিত্তং বিনা পূতা ত্বমেব শুদ্ধমানসা।
অকামা যা বলিষ্ঠেন নাস্ত্রী জারেণ দুষ্যতি ॥ ১০৯
ইত্যেবমুক্ত্বা শুক্রশ্চ চন্দ্রঞ্চ তারকাং সতীম্।
সস্মিতাং সস্মিতশ্চৈব চকার চ শুভাশিষম্ ॥ ১১০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদসংবাদে দুর্গোপাখ্যানং
নামাষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

বৃহস্পতিঃ কিং চকার তারকাহরণান্তরে।
কথং সম্প্রাপ তাং সাধ্বীং তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥

নারায়ণ উবাচ।

দৃষ্ট্বা বিলম্বং তারায়া স্নাত্যাশ্চাপি গুরুঃ স্বয়ম্।
প্রস্থাপয়ামাস শিষ্যমন্বেষার্থঞ্চ স্বর্ণদীম্ ॥ ২
শিষ্যো গত্বা স্বর্ণদীঞ্চ সম্প্রাপ্য লোকবক্ত্রতঃ।
রুদন্নুবাচ স গুরুং তারকাহরণং মুনে ॥ ৩
শ্রুত্বা সুরগুরুর্বার্ত্তাং শশিনা চ প্রিয়াং হৃতাম্।
মুহূর্ত্তং প্রাপ মূর্চ্ছাঞ্চ ততঃ সম্প্রাপ চেতনাম্ ॥ ৪
রুরোদোচ্চৈঃ সশিষ্যশ্চ হৃদয়েন বিদূয়তা।
শোকেন লজ্জয়া বিপ্রো বিললাপ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৫
উবাচ শিষ্যান্ সম্বোধ্য নীতিঞ্চ শ্রুতিসম্মতাম্।
সাশ্রুনেত্রঃ সাশ্রুনেত্রান্ শোকার্ত্তঃ শোককর্ষিতান্

বৃহস্পতিরুবাচ।

হে বৎসাঃ কেন শপ্তোঽহং ন জানে কারণং পরম্
দুঃখং ধর্ম্মবিরুদ্ধো যঃ সপ্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥ ৭
যস্য নাস্তি সতী ভার্য্যা গৃহেষু প্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥ ৮
ভাবানুরক্তা বনিতা হৃতা যস্য চ শত্রুণা।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥ ৯
সুশীলা সুন্দরী ভার্য্যা গতা যস্য গৃহাদহো।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥ ১০
যস্য মাতা গৃহে নাস্তি গৃহিণী বা সুহাসিতা।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥ ১১
প্রিয়াহীনং গৃহং যস্য পূর্ণং দ্রবিণবন্ধুভিঃ।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥ ১২
ভার্য্যাশূন্যা বনসমাঃ সভার্য্যাশ্চ গৃহা গৃহাঃ।
গৃহিণী চ গৃহং প্রোক্তং ন গৃহং গৃহমুচ্যতে ॥ ১৩
অশুচিঃ স্ত্রীবিহীনশ্চ দৈবে পৈত্র্যে চ কর্ম্মণি।
যদহ্না কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফলভাগ্‌ভবেৎ ॥ ১৪
দাহিকাশক্তিহীনশ্চ যথা মন্দো হুতাশনঃ।
প্রভাহীনো যথা সূর্য্যঃ শোভাহীনো যথা শশী ॥ ১৫
শক্তিহীনো যথা জীবো যথা চাত্মা তনুং বিনা।
বিনাধানং যথা ধেয়ো যথেশঃ প্রকৃতিং বিনা ॥ ১৬
ন চ শক্তো যথা যজ্ঞঃ ফলদাং দক্ষিণাং বিনা।

* আখুশ্চেতি পাঠান্তরম্।

কর্ম্মণাঞ্চ ফলং দাতুং সামগ্রীং মূলমেব চ ॥ ১৭
বিনা স্বর্ণং স্বর্ণকারো যথাশক্তঃ সকর্ম্মণি।
যথাশক্তঃ কুলালশ্চ মৃত্তিকাঞ্চ বিনা দ্বিজাঃ ॥ ১৮
যথা গৃহী ন শক্তশ্চ সন্ততং সর্ব্বকর্ম্মণি।
ভার্য্যামূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ ভার্য্যামূলা গৃহাস্তথা ॥
ভার্য্যামূলং সুখং সর্ব্বং গৃহস্থানাং গৃহে সদা।
ভার্য্যামূলঃ সদা হর্ষো ভার্য্যামূলঞ্চ মঙ্গলম্ ॥ ২০
ভার্য্যামূলশ্চ সংসারো ভার্য্যামূলঞ্চ সৌরতম্।
যথা রথশ্চ রথিনাং গৃহিণাঞ্চ তথা গৃহম্ ॥ ২১
সর্ব্বরত্নপ্রধানঞ্চ স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।
গৃহীতা সা গৃহস্থৈনৈবেত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ২২
যথা জলং বিনা পদ্মং পদ্মং শোভাং বিনা যথা।
তথৈব চ গৃহসুখং গৃহিণাং গৃহিণীং বিনা ॥ ২৩
ইত্যেবমুক্ত্বা স গুরুঃ প্রবিবেশ মুহুর্ম্মুহুঃ।
গৃহং বহির্নিঃসসার ভূয়ো ভূয়ঃ শুচান্বিতঃ ॥ ২৪
মুহুর্ম্মুহুশ্চ মূর্চ্ছাঞ্চ চেতনাং সমবাপ সঃ।
ভূয়ো ভূয়ো রুরোদোচ্চৈঃ স্মারং স্মারং প্রিয়া-
গুণম্ ॥ ২৫
অথান্তরং মহাজ্ঞানী জ্ঞানিভিশ্চ প্রবোধিতঃ।
সচ্ছিষ্যৈর্মুনিভিশ্চান্যৈঃ পুরন্দরগৃহং যযৌ ॥ ২৬
স গুরুঃ পূজিতস্তেন চাতিথ্যেন মরুত্বতা।
তমুবাচ স্ববৃত্তান্তং হৃদি শল্যমিবাপ্রিয়ম্ ॥ ২৭
বৃহস্পতিবচঃ শ্রুত্বা রক্তপঙ্কজলোচনঃ।
তমুবাচ মহেন্দ্রশ্চ কোপপ্রস্ফুরিতাধরঃ ॥ ২৮

মহেন্দ্র উবাচ।

দূতানাঞ্চ সহস্রন্তু গচ্ছন্তু চারকর্ম্মণি।
অতীব নিপুণং দক্ষং তত্ত্বপ্রাপ্তিনিমিত্তকম্ ॥ ২৯
যত্রাস্তি পাতকী চন্দ্রস্তন্মাত্রা * তারয়া সহ।
গচ্ছামি তত্র সন্নদ্ধঃ সর্ব্বৈর্দেবগণৈঃ সহ ॥ ৩০
ত্যজ চিন্তাং মহাভাগ সর্ব্বে ভদ্রং ভবিষ্যতি।
ভদ্রবীজং দুর্গমিদং কস্য সম্পদ্বিপদ্বিনা ॥ ৩১
ইত্যুক্ত্বা চ সুনাসীরো দূতানাঞ্চ সহস্রকম্।
তূর্ণং প্রস্থাপয়ামাস তৎকর্ম্মনিপুণং মুনে ॥ ৩২
তে দূতাশ্চ বর্ষশতং যযুর্নির্জ্জনমেব চ।
সুদুর্লঙ্ঘ্যঞ্চ বিশ্বেষু ভ্রমিত্বা শুক্রমাযযুঃ ॥ ৩৩

*মন্মাত্রেতি কচিৎ পাঠঃ।

চন্দ্রঞ্চ শুক্রভবনে তৎপ্রপন্নঞ্চ বিজ্বরম্।
দৃষ্ট্বা সতারকং ভীতং কথয়ামাসুরীশ্বরম্ ॥ ৩৪
ইতি শ্রুত্বা সুনাসীরো নম্রবক্ত্রং বৃহস্পতিম্।
উবাচ শোকসন্তপ্তো হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৩৫

মহেন্দ্র উবাচ।

শৃণু নাথ প্রবক্ষ্যামি পরিণামসুখাবহম্।
ভয়ং ত্যজ মহাভাগ সর্ব্বে ভদ্রং ভবিষ্যতি ॥ ৩৬
ত্বয়া ন হি জিতঃ শুক্রো ন ময়া দিতিনন্দনঃ।
এতদালোচ্য চন্দ্রশ্চ জগাম শরণং কবিম্ ॥ ৩৭
গচ্ছ শীঘ্রং ব্রহ্মলোকমস্মাভিঃ সার্দ্ধমেব চ।
ব্রহ্মণা সহ যাস্যামঃ কৈলাসং শঙ্করং বরম্ ॥ ৩৮
ইত্যুক্ত্বা চ মহেন্দ্রশ্চ সন্তপ্তো গুরুণা সহ।
জগাম ব্রহ্মলোকঞ্চ সুখদৃশ্যং নিরাময়ম্ ॥ ৩৯
তত্র দৃষ্ট্বা চ ব্রহ্মাণং ননাম গুরুণা সহ।
প্রোবাচ সর্ব্ববৃত্তান্তং দেবানামীশ্বরং বরম্ ॥ ৪০
মহেন্দ্রবচনং শ্রুত্বা জহাস কমলোদ্ভবঃ।
স্মিতং তথ্যং নীতিসারমুবাচ বিনয়ান্বিতম্ ॥ ৪১

ব্রহ্মোবাচ।

যো দদাতি পরস্মৈ চ দুঃখমেব চ সর্ব্বতঃ।
তস্মৈ দদাতি দুঃখঞ্চ শাস্তা কৃষ্ণঃ সনাতনঃ ॥ ৪২
অহং স্রষ্টা চ সৃষ্টেশ্চ পাতা বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
তথা রুদ্রশ্চ সংহর্ত্তা দদাতি চ শিবং শিবঃ ॥ ৪৩
নিরন্তরং সর্ব্বসাক্ষী ধর্ম্মশ্চ সর্ব্বকারণঃ।
সর্ব্বে দেবা বিষয়িণঃ কৃষ্ণাজ্ঞাপরিপালকাঃ ॥ ৪৪
বৃহস্পতিরুতথ্যশ্চ সম্বর্ত্তশ্চ জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ত্রয়শ্চাঙ্গিরসঃ পুত্রা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ॥ ৪৫
সম্বর্ত্তায় চ শিষ্যায় ন চ কিঞ্চিদ্দদৌ গুরুঃ।
স বভূব তপস্বী চ ধ্যায়তে কৃষ্ণমীশ্বরম্ ॥ ৪৬
উতথ্যস্য মধ্যমস্য ভার্য্যাঞ্চ গুর্ব্বিণীং সতীম্।
জহার কামতস্তাঞ্চ ভ্রাতৃজায়ামকামুকীম্ ॥ ৪৭
ভ্রাতৃজায়াপহারী চ মাতৃগামী ভবেন্নরঃ।
ব্রহ্মহত্যাসহস্রঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৮
স যাতি কুম্ভীপাকঞ্চ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।
তস্মাদুত্তীর্য্য পাপী চ বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥ ৪৯
বর্ষকোটিসহস্রাণি তত্র স্থিত্বা চ পাতকী।
ততো ভবেন্মহাপাপী বর্ষকোটিসহস্রকম্।
পুংশ্চলীযোনিগর্ত্তে চ কৃমিশ্চৈব পুরন্দর ॥ ৫০
গৃধ্রঃ কোটিসহস্রাণি শতজন্মানি কুক্কুরঃ।

ভ্রাতৃজায়াপহরণাচ্ছতজন্মানি শূকরঃ ॥ ৫১
যো দদাতি ন দায়ঞ্চ বলিষ্ঠো দুর্ব্বলায় চ ।
স যাতি কুম্ভীপাকঞ্চ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৫২
ন ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি ।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্মং শুভাশুভম্ ॥৫৩
জগদ্গুরোঃ শিবস্যাপি গুরুপুত্রো বৃহস্পতিঃ ।
জ্ঞাতং করোতু বৃত্তান্তমীশ্বরং বলিনাং বরম্ ॥৫৪
সর্ব্বে সমূহা দেবানাং সন্নদ্ধাশ্চ সবাহনাঃ ।
মধ্যস্থা মুনয়শ্চৈব তিষ্ঠন্তু নর্ম্মদাতটে ॥ ৫৫
পশ্চাদহঞ্চ যাস্যামি পুণ্যঞ্চ নর্ম্মদাতটম্ ।
গুরুস্তদ্গুরুপুত্রোঽপি শীঘ্রং যাতু শিবালয়ম্ ॥৫৬

মহেন্দ্র উবাচ ।

কথং বা বেদকর্ত্তুশ্চ সিদ্ধানাং যোগিনাং গুরোঃ ।
মৃত্যুঞ্জয়স্য শম্ভোশ্চ গুরুপুত্রো বৃহস্পতিঃ ॥ ৫৭
অঙ্গিরাস্তব পুত্রশ্চ তৎপুত্রশ্চ বৃহস্পতিঃ ।
ত্বত্তো জ্ঞানী মহাদেবঃ কথং শিষ্যো গুরোঃ পিতুঃ ॥ ৫৮

ব্রহ্মোবাচ ।

কথেয়মতিগুপ্তা চ পুরাণেষু পুরন্দর ।
ইমাং পুরা প্রবৃত্তিশ্চ কথয়ামি নিশাময় ॥ ৬৮
মৃতবৎসা কর্দ্দমেস্বাভার্য্যা চাঙ্গিরসঃ পুরা ।
ব্রতং চকার মদ্বাক্যাৎ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৬০
কৃতং পুংসবনং নাম বর্ষমেকং চকার সা ।
সনৎকুমারো ভগবান্ কারয়ামাস তাং ব্রতম্ ॥
তদাগত্য চ গোলোকাৎ পরমাত্মা কৃপাময়ঃ ।
স্বেচ্ছাময়ং পরং ব্রহ্ম ভক্তানুগ্রহবিগ্রহঃ ॥ ৬২
সুব্রতামনশনক্ষীনাং তামুবাচ কৃপানিধিঃ ।
প্রণতাং সাশ্রুনেত্রাঞ্চ বিনীতাঞ্চ তয়া স্তুতঃ ॥ ৬৩

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

গৃহাণেদং ব্রতফলং মম তেজঃসমন্বিতম্ ।
ভুঙ্‌ক্ষ মদ্বরপুত্রস্তে ভবিষ্যতি মদংশতঃ ॥ ৬৪
পতির্গুরুশ্চ দেবানাং বৃহতাং জ্ঞানিনাং বরঃ ।
পুত্রস্তে ভবিতা সাধ্বি মদ্বরেণ বৃহস্পতিঃ ॥ ৬৫
মদ্বরেণ ভবেদ্‌যো হি স চ মদ্বরপুত্রকঃ ।
ত্বদ্গর্ভে মম পুত্রোঽয়ং চিরজীবী ভবিষ্যতি ॥৬৬
বরজো বীর্য্যজশ্চৈব ক্ষেত্রজঃ পালকস্তথা ।
বিদ্যামন্ত্রপ্রদানাঞ্চ গৃহীতা সপ্তমঃ সুতঃ ॥ ৬৭
ইত্যুক্ত্বা রাধিকানাথঃ স্বর্লোকঞ্চ জগাম সঃ ।
শ্রীকৃষ্ণবরপুত্রোঽয়ং জ্ঞানী সুরগুরুঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৮
মৃত্যুঞ্জয়ং মহাজ্ঞানং শিবায় প্রদদৌ পুরা ।
দিব্যং বর্ষত্রিলক্ষঞ্চ তপশ্চক্রে হিমালয়ে ॥ ৬৯
স্বযোগং জ্ঞানমখিলং তেজঃ স্বাত্মসমং পরম্ ।
স্বশক্তিং বিষ্ণুমায়াঞ্চ স্বাংশঞ্চ বাহনং বৃষম্ ॥ ৭০
স্বমূলঞ্চ স্বকবচং স্বমন্ত্রং দ্বাদশাক্ষরম্ ।
কৃপাময়ঃ স্তুতস্তেন শ্রীকৃষ্ণশ্চ পরাৎপরঃ ॥ ৭১
শিবলোকে শিবা সা চ বিষ্ণুমায়া শিবপ্রিয়া ।
শক্তির্নারায়ণস্যেয়ং তেন নারায়ণী স্মৃতা ॥ ৭২
তেজঃসু সর্ব্বদেবানাং সাবির্ভূতা সনাতনী ।
জঘান দৈত্যনিকরং দেবেভ্যঃ প্রদদৌ পদম্ ॥৭৩
কল্পান্তে দক্ষকন্যা চ সা মূলপ্রকৃতিঃ সতী ।
পিতৃযজ্ঞে তনুং ত্যক্ত্বা যোগেন সিদ্ধযোগিনী ॥৭৪
বভূব শৈলকন্যা সা সাধ্বী চ ভর্তৃনিন্দয়া ।
কালেন কৃষ্ণতপসা শঙ্করং প্রাপ শঙ্করী ॥ ৭৫
শ্রীকৃষ্ণো হি গুরুঃ শম্ভোঃ পরমাত্মা পরাৎপরঃ ।
কৃষ্ণস্য বরপুত্রোঽয়ং স্বয়মেব বৃহস্পতিঃ ॥ ৭৬
অতো হেতোঃ সুরগুরুর্গুরুপুত্রঃ শিবস্য চ ।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বমতিগুহ্যং পুরাতনম্ ॥ ৭৭
ইতি প্রধানসম্বন্ধঃ শ্রুতশ্চ কথিতো ময়া ।
পারম্পরিকমন্যশ্চ কথয়ামি নিশাময় ॥ ৭৮
দুর্ব্বাসা গরুড়শ্চৈব শঙ্করাংশঃ প্রতাপবান্ ।
শিষ্যো চাঙ্গিরসস্তৌ দ্বৌ গুরুপুত্রোঽথবা ততঃ ॥
প্রাণাধিকায়াং সত্যাঞ্চ মৃতায়াং দক্ষশাপতঃ ।
স্বজ্ঞানং স্বঞ্চ ভগবান্ বিসস্মার স্বমোহতঃ ॥ ৮০
স্মরণং কারয়ামাস কৃষ্ণেন প্রেরিতোঽঙ্গিরাঃ ।
অতো হেতোর্গুরুরিব শিবস্য মৎসুতশ্চ সঃ ॥ ৮২
শীঘ্রং গচ্ছতু কৈলাসং স্বয়মেব বৃহস্পতিঃ ।
ত্বং গচ্ছ পুত্র সন্নদ্ধঃ সদেবো নর্ম্মদাতটম্ ॥ ৮২
ইত্যুক্ত্বা জগতাং ধাতা বিররাম চ নারদ ।
গুরুর্যযৌ চ কৈলাসং মহেন্দ্রো নর্ম্মদাতটম্ ॥ ৮৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে দুর্গোপাখ্যানে
একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৯॥

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

নারায়ণ মহাভাগ বেদবেদাঙ্গপারগ।
নিপীতঞ্চ সুধাখ্যানং ত্বন্মুখেন্দুবিনিঃসৃতম্ ॥ ১
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি কিমুবাচ বৃহস্পতিঃ।
শিবঞ্চ গত্বা কৈলাসং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্ ॥ ২
জগৎকর্ত্তা বিধাতা চ কিং বা তং প্রত্যুবাচ সঃ।
এতৎ সর্ব্বং সমালোচ্য বদ বেদবিদাং বর ॥ ৩

নারায়ণ উবাচ।

শীঘ্রং গত্বা চ কৈলাসং ভ্রষ্টশ্রীঃ শঙ্করং গুরুঃ।
প্রণম্য তস্থৌ পুরতো লজ্জামলিনবিগ্রহঃ ॥ ৪
দৃষ্ট্বা গুরুসুতং শম্ভুরুদতিষ্ঠৎ কুশাসনাৎ।
আলিঙ্গনং দদৌ তস্মৈ শীঘ্রং মঙ্গলমাশিষম্ ॥ ৫
আসনে বাসয়িত্বা চ পপ্রচ্ছ কুশলং বচঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং ভীতং তং লজ্জিতং শিবঃ ॥৬

শঙ্কর উবাচ।

কথমেবংবিধস্ত্বঞ্চ দুঃখী মলিনবিগ্রহঃ।
সাশ্রুনেত্রো লজ্জিতশ্চ ভীতস্তৎকারণং বদ ॥ ৭
কিং বা তপস্যা হীনা তে সন্ধ্যা হীনাথবা মুনে।
কিং বা শ্রীকৃষ্ণসেবা চ বিহীনা দেবদোষতঃ ॥ ৮
কিং বা গুরৌ ভক্তিহীনোঽভীষ্টদেবেঽথবা হরৌ।
কিং বা ন রক্ষিতুং শক্তঃ প্রপন্নং শরণাগতম্ ॥৯
কিং বাতিথিস্তে বিমুখঃ কিং বা পোষ্যা বুভুক্ষিতাঃ
কিং বা স্বতন্ত্রা স্ত্রী সা তে কিং বা পুত্রোঽবচস্করঃ
সুশাসিতো ন শিষ্যো বা কিং ভৃত্যাশ্চোত্তরপ্রদাঃ
কিং বা তে বিমুখা লক্ষ্মীঃ কিংবা রুষ্টো গুরুস্তব ॥
গরিষ্ঠশ্চ বরিষ্ঠশ্চ শশ্বৎসন্তুষ্টমানসঃ,
গুরুস্তব বশিষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ সতামহো ॥ ১২
কিং বা রুষ্টোঽভীষ্টদেবঃ কিং বা রুষ্টাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ
কিং বা রুষ্টা বৈষ্ণবাশ্চ * কিং বা তে প্রবলো রিপুঃ ॥ ১৩
কিং বা তে বন্ধুবিচ্ছেদো বিগ্রহো বলিনা সহ।
কিং বা পদং পরগ্রস্তং কিং বা বন্ধুর্ধনঞ্চ বা ॥১৪
কেন তে বা কৃতা নিন্দা খলেন পাপিনা মুনে।
কেন বা ত্বং পরিত্যক্তঃ প্রিয়েণ বান্ধবেন বা ॥ ১৫
বন্ধুস্ত্যাক্তস্ত্বয়া কিং বা বৈরাগ্যেণ ক্রুধাথ বা।
কিং বা তীর্থে ন হি স্নানং ন দত্তং পুণ্যবাসরে ॥
গুরুনিন্দা বন্ধুনিন্দা খলবক্ত্রাচ্ছ্রুতাথবা।
গুরুনিন্দা হি সাধূনাং মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ১৭
অসদ্বংশপ্রজাতানাং খলানাং নিন্দনং সতাম্।
দুঃশীলমেবমসতাং শশ্বন্নারকিণামিহ ॥ ১৮
পরপ্রশংসকাঃ সন্তঃ পুণ্যবন্তো হি ভারতে।
শশ্বন্মঙ্গলযুক্তাশ্চ রাজন্তে মনসা সদা ॥ ১৯
পুত্রে যশসি তোয়ে চ সমৃদ্ধে চ পরাক্রমে।
ঐশ্বর্য্যে বা প্রতাপে চ প্রজা-ভূমি-ধনেষু চ ॥ ২০
বচনেষু চ বুদ্ধৌ চ স্বভাবে চ পবিত্রতঃ।
আচারে ব্যবহারে চ জ্ঞায়তে হৃদয়ং নৃণাম্ ॥ ২১
যাদৃগ্‌যেষাঞ্চ হৃদয়ং তাদৃক্ তেষাঞ্চ মঙ্গলম্।
যাদৃগ্‌যেষাং পূর্ব্বপুণ্যং তাদৃক্ তেষাঞ্চ মানসম্ ॥
ইত্যুক্ত্বা চ মহাদেবো বিররাম সুসংসদি।
তমুবাচ মহাবক্তা স্বয়মেব বৃহস্পতিঃ ॥ ২৩

বৃহস্পতিরুবাচ।

অকথ্যমেব বৃত্তান্তং কথয়ামি কিমীশ্বর।
লোকাঃ কর্ম্মবশীভূতাস্তৎ কর্ম্ম যৎ কৃতং পুরা ॥২৪
স্বকর্ম্মণাং ফলং ভুঙ্‌ক্তে জন্তুর্জন্মনি জন্মনি।
ন হি নষ্টঞ্চ তৎ কর্ম্ম বিনা ভোগাচ্চ ভারতে ॥২৫
সুখং দুঃখং ভয়ং শোকং নরাণাং ভারতে প্রভো
কেচিদ্বদন্তীতি ভবেৎ স্বকৃতেন চ কর্ম্মণা ॥ ২৬
কেচিদ্বদন্তি দৈবেন স্বভাবেনেতি কেচন।
ত্রিবিধাশ্চ মতা বেদে বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ॥ ২৭
স্বয়ঞ্চ কর্ম্মজনকস্তৎ কর্ম্ম দৈবকারণম্।
স্বভাবো জায়তে নৃণামাত্মনঃ পূর্ব্বকর্ম্মণঃ ॥ ২৮
স্বকর্ম্মণা চ সর্ব্বেষাং জন্তুনাং প্রতিজন্মনি।
সুখং দুঃখং ভয়ং শোকমাত্মনা চ প্রজায়তে ॥ ২৯
স্বকর্ম্মফলভোক্তা চ জীবো হি সগুণঃ সদা।
আত্মা ভোজয়িতা সাক্ষী নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥
স এবাত্মা সর্ব্বসেব্যঃ সর্ব্বেষাঞ্চ ফলপ্রদঃ।
স চ সৃজতি দৈবঞ্চ স্বভাবং কর্ম্ম এব চ ॥ ৩১
কর্ম্মণা চ নৃণাং লজ্জা প্রশংসা চ প্রফুল্লতা।
লজ্জাবীজঞ্চ বৃত্তান্তং তথাপি কথয়ামি তে ॥ ৩২
ইত্যুক্ত্বা সর্ব্ববৃত্তান্তমুবাচ তং বৃহস্পতিঃ।
শ্রুত্বা বভূব নম্রাস্যো লজ্জেশো লজ্জয়া মুনে ॥ ৩৩
জপমালা করাদ্‌ভ্রষ্টা কোপাবিষ্টস্য শূলিনঃ।

* বান্ধবাশ্চেতি পাঠঃ কাচিৎকঃ।

বভূব সদ্যঃ কম্পশ্চ রক্তপঙ্কজলোচনঃ ॥ ৩৪
সংহর্ত্তুরীশো রুদ্রস্য বিষ্ণোঃ পাতুঃ সখা শিবঃ।
স্রষ্টুঃ স্তব্যশ্চ মান্যশ্চ স্বাত্মৈব পরমাত্মনঃ ॥ ৩৫
নির্গুণস্য চ কৃষ্ণস্য প্রকৃতীশস্য নারদ।
কোপাৎ প্রবক্তুমারেভে শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকঃ ॥৩৬

শিব উবাচ।

শিবমস্তু চ সাধূনাং বৈষ্ণবানাং সতামিহ।
অবৈষ্ণবানামসতামশিবঞ্চ পদে পদে ॥ ৩৭
দদাতি বৈষ্ণবেভ্যশ্চ যো দুঃখমুচ্ছ্রিতো জনঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্তস্য সংহর্ত্তা বিঘ্নস্তস্য পদে পদে ॥ ৩৮
অবৈষ্ণবানাং হৃদয়ং ন হি শুদ্ধং সদা মলম্।
শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রস্মরণং মনোনৈর্ম্মল্যকারণম্ ॥ ৩৯
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
বিষ্ণুমন্ত্রোপাসনয়া ক্ষীয়তে কর্ম্ম বৈ নৃণাম্ ॥ ৪০
অহো শ্রীকৃষ্ণদাসানাং কঃ স্বভাবঃ সুনির্ম্মলঃ।
হৃতভার্য্যামুচ্ছ্রিতশ্চ ন শশাপ রিপুং গুরুঃ ॥ ৪১
গুরুর্যস্য বশিষ্ঠশ্চ ক্রোধহীনশ্চ ধার্ম্মিকঃ।
হন্তারঞ্চ পুত্রশতং ন শশাপ রিপুং মুনিঃ ॥ ৪২
নিশ্বাসেন সুরগুরোর্ভ্রাতুর্মম বৃহস্পতেঃ।
ভস্মীভূতো নিমেষেণ শতচন্দ্রো ভবিষ্যতি ॥ ৪৩
তথাপি তং ন শশাপ ধর্ম্মলঙ্ঘনভয়েন চ।
তপস্যা যায়তে শপ্তুঃ কোপাবিষ্টস্য নিত্যশঃ ॥ ৪৪
অহো অত্রেরসৎপুত্রঃ পরস্ত্রীলুব্ধকঃ শঠঃ।
তপস্বিনো বৈষ্ণবস্য ব্রহ্মপুত্রস্য ধর্ম্মিণঃ ॥ ৪৫
ধর্ম্মিষ্ঠা ব্রহ্মণঃ পুত্রা বৈষ্ণবা ব্রাহ্মণাস্তথা।
কেচিদ্দেবা দ্বিজা দৈত্যাঃ পৌত্রাশ্চ বিবিধা মতাঃ
যে সাত্ত্বিকা ব্রাহ্মণাস্তে দেবা রাজর্ষিকাস্তথা।
দৈত্যাস্তামসিকা রৌদ্রা বলিষ্ঠাশ্চোদ্ধতাঃ সদা ॥৪৭
স্বধর্ম্মনিরতা বিপ্রা নারায়ণপরায়ণাঃ।
শৈবাঃ শাক্তাশ্চ তে দেবা দৈত্যাঃ পূজাবিবর্জ্জিতাঃ
মুমুক্ষবো বিষ্ণুভক্তা ব্রাহ্মণা দাস্যলিপ্সবঃ।
ঐশ্বর্য্যলিপ্সবো দেবাশ্চাসুরাস্তামসাস্তথা ॥ ৪৯
ব্রাহ্মণানাং স্বধর্ম্মশ্চ কৃষ্ণস্যার্চ্চনমীপ্সিতম্।
নিষ্কামাণাং নির্গুণস্য পরস্য প্রকৃতেরপি ॥ ৫০
যে ব্রাহ্মণা বৈষ্ণবাশ্চ স্বতন্ত্রাঃ পরমং পদম্।
যান্ত্যন্যোপাসকাশ্চান্যৈঃ সার্দ্ধঞ্চ প্রাকৃতে লয়ে ॥৫১
বর্ণানাং ব্রাহ্মণাঃ শ্রেষ্ঠাঃ সাধবো বৈষ্ণবা যদি।
বিষ্ণুমন্ত্রবিহীনেভ্যো দ্বিজেভ্যঃ শ্বপচো বরঃ ॥ ৫২

পরিপক্কা বিপক্কা বা বৈষ্ণবাঃ সাধবশ্চ যে।
সন্ততং পাতি তাংশ্চৈব বিষ্ণুচক্রং সুদর্শনম্ ॥৫৩
যথা বহ্নৌ শুষ্কতৃণং ভস্মীভূতং ভবিষ্যতি।
তথা পাপং বৈষ্ণবেষু তেজস্বিষু হুতাশবৎ ॥ ৫৪
গুরুবক্ত্রাদ্বিষ্ণুমন্ত্রো যস্য কর্ণে প্রবিশ্যতি।
তং বৈষ্ণবং মহাপূতং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৫৫
পুংসাং শতং পিতৃণাঞ্চ শতং মাতামহস্য চ।
স্বসোদরাংশ্চ জননীমুদ্ধরন্ত্যেব বৈষ্ণবাঃ ॥ ৫৬
গয়ায়াং পিণ্ডদানেন পিণ্ডদাঃ পিণ্ডভোজিনম্।
সমুদ্ধরন্তি পুংসাঞ্চ বৈষ্ণবাশ্চ শতং শতম্ ॥ ৫৭
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
যমস্তস্মান্মহাভীতো বৈনতেয়াদিবোরগাঃ ॥ ৫৮
নিষ্পুণ্যন্ত্যেব তীর্থানি গঙ্গাদীনি চ ভারতে।
কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকাশ্চ স্পর্শমাত্রেণ বাক্পতে ॥ ৫৯
পাপানি পাপিনাং তীর্থে যাবন্তি প্রভবন্তি চ।
নশ্যন্তি তানি সর্ব্বাণি বৈষ্ণবস্পর্শমাত্রতঃ ॥ ৬০
কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকানাং রজসা পাদপদ্ময়োঃ।
সদ্যো মুক্তা পাতকেভ্যো হৃষ্টা পূতা বসুন্ধরা ॥৬১
বায়ুশ্চ পবনো বহ্নিঃ সূর্য্যঃ সর্ব্বং পুনাতি চ।
এতে পূতা বৈষ্ণবানাং স্পর্শমাত্রেণ লীলয়া ॥ ৬২
অহং সর্ব্বশ্চ শেষশ্চ ধর্ম্মঃ সাক্ষী চ কর্ম্মণাম্।
এতে হৃষ্টাশ্চ বাঞ্ছন্তি বৈষ্ণবানাং সমাগমম্ ॥ ৬৩
ফলং কর্ম্মানুরূপেণ সর্বেষাং ভারতে ভবেৎ।
ন ভবেৎ তদ্বৈষ্ণবে চ সিদ্ধধান্যে যথাঙ্কুরঃ ॥ ৬৪
হন্তি তেষাং কর্ম্ম পূর্ব্বং ভক্তানাং ভক্তবৎসলঃ।
কৃপয়া স্বপদং তেভ্যো দদাত্যেব কৃপানিধিঃ ॥ ৬৫
তেজস্বিনাঞ্চ প্রবরং বৈষ্ণবং ভৃগুনন্দনম্।
স চন্দ্রো দুর্ব্বলো ভীতঃ শুক্রঞ্চ শরণং যযৌ ॥৬৬
সুদর্শনাদ্বলিষ্ঠঞ্চ শুক্রং জেতুং ন শক্তিমান্।
তথাপি চোদ্ধরিষ্যামি তারাং মন্ত্রণয়া গুরো ॥ ৬৭
ভজ সত্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণমাত্মানমীশ্বরম্।
সুপ্রসন্নে ভগবতি পত্নীং প্রাপ্স্যসি লীলয়া ॥ ৬৮
মন্ত্রং তস্য প্রদাস্যামি ভ্রাতঃ কল্পতরুং বরম্।
কোটিজন্মাঘনিঘ্নঞ্চ সর্ব্বমঙ্গলকারণম্ ॥ ৬৯
শরণং যাহি গোবিন্দং পরমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ৭০
তাবদ্ভবেচ্ছা ভোগেচ্ছা স্ত্রীষু স্বেচ্ছা নৃণামিহ।
যাবদ্গুরুমুখাম্ভোজান্ন প্রাপ্নোতি মনুং হরেঃ ॥৭১
সম্প্রাপ্য দুর্লভং মন্ত্রং বিতৃষ্ণো হি ভবেন্নরঃ।

ইন্দ্রত্বমমরত্বঞ্চ ন হি বাঞ্ছন্তি বৈষ্ণবাঃ ॥ ৭২
ন হি বাঞ্ছন্তি মোক্ষঞ্চ দাস্যং ভক্তিং বিনা হরেঃ ।
ভক্তিনির্ম্মূলনং ভক্তো ন করোতি চ মোক্ষণম্ ॥৭
জ্ঞানং মৃত্যুঞ্জয়ত্বঞ্চ সর্ব্বসিদ্ধত্বমীপ্সিতম্ ।
বাক্‌সিদ্ধত্বঞ্চ ব্রহ্মত্বং ভক্তানাং ন হি বাঞ্ছিতম্ ॥৭৪
ভক্তিং বিহায় কৃষ্ণস্য বিষয়ং যো হি বাঞ্ছতি ।
বিষমত্তি সুধাং ত্যক্ত্বা বঞ্চিতো বিষ্ণুমায়য়া ॥ ৭৫
অহং ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ ধর্ম্মোঽনন্তশ্চ কশ্যপঃ ।
কপিলশ্চ কুমারশ্চ নরনারায়ণাবৃষী ॥ ৭৬
স্বায়ম্ভুবো মনুশ্চৈব প্রহ্লাদশ্চ পরাশরঃ ।
ভৃগুঃ শুক্রশ্চ দুর্ব্বাসা বশিষ্ঠঃ ক্রতুরঙ্গিরাঃ ॥ ৭৭
বলিশ্চ বালিখিল্যাশ্চ বরুণশ্চ হুতাশনঃ ।
বায়ুঃ সূর্য্যশ্চ গরুড়ো দক্ষো গণপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৮
এতে পরা ভক্তবরাঃ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
যে চ যস্য কলাঃ শ্রেষ্ঠাস্তে তদ্ভক্তিপরায়ণাঃ ॥ ৭৯
ইত্যুক্ত্বা শঙ্করস্তস্মৈ দদৌ কল্পতরুং মনুম্ ।
লক্ষ্মীমায়াকামবীজং ঙেহন্তং কৃষ্ণপদং মুনে ॥ ৮০
পরং পূজাবিধানঞ্চ স্তোত্রঞ্চ কবচং মুনে ।
তৎপুরশ্চরণং ধ্যানং সিদ্ধে মন্দাকিনীতটে ॥ ৮১
গুরুঃ সম্প্রাপ্য তং মন্ত্রং শঙ্করাচ্চ জগদ্‌গুরোঃ ।
বিতৃষ্ণো হি ভবাব্ধৌ চ বভূব তমুবাচ হ ॥ ৮২

বৃহস্পতিরুবাচ ।

আজ্ঞাং কুরু জগন্নাথ যামি তপ্তুং হরেস্তপঃ ।
তারা তিষ্ঠতু তত্রৈব ন তয়া মে প্রয়োজনম্ ॥৮৩
পশ্যামি বিষতুল্যঞ্চ সর্ব্বং নশ্বরমীশ্বর ।
শ্রীকৃষ্ণং শরণং যামি সত্যং নিত্যঞ্চ নির্গুণম্ ॥৮৪

মহাদেব উবাচ ।

পরগ্রস্তাং স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা ন প্রশংস্যং তপো মুনে ।
সম্ভাবিতস্য দুশ্চর্য্যা মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৮৫
পুরো গচ্ছ মহাভাগ তমেব নর্ম্মদাতটম্ ।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবাস্তত্রাহং যামি সত্বরম্ ॥ ৮৬
শিবস্য বচনং শ্রুত্বা যযৌ সুরগুরুঃ স্বয়ম্ ।
আযযৌ চ মহাভাগ শঙ্করো নর্ম্মদাতটম্ ॥ ৮৭
সগণং শঙ্করং দৃষ্ট্বা প্রসন্নবদনেক্ষণম্ ।
প্রণেমুর্দেবতাঃ সর্ব্বা মনবো মুনয়স্তথা ॥ ৮৮
ননাম শম্ভুঃ শিরসা বিষ্ণুঞ্চ কমলোদ্ভবম্ ।
দদতুস্তৌ মহেশায় প্রেম্ণালিঙ্গনমাশিষম্ ॥ ৮৯
এতস্মিন্নন্তরে তত্র চাগমচ্চ বৃহস্পতিঃ ।
প্রণনাম মহাদেবং বিষ্ণুঞ্চ কমলোদ্ভবম্ ॥ ৯০
সূর্য্যং ধর্ম্মমনন্তঞ্চ নরং মাঞ্চ মুনীশ্বরান্ ।
শ্বশুরং পিতরং ভক্ত্যা চোবাস তত্র সংসদি ॥৯১
সঞ্চিন্ত্য মনসা যুক্তিমুবাচ তত্র সংসদি ।
স্বয়ং বিষ্ণুশ্চ ভগবান্ ব্রহ্মাণং চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৯২

বিষ্ণুরুবাচ ।

* যুবাঞ্চ মুনয়শ্চৈব সমুদ্রপুলিনং ত্বরা ।
শুক্রং কঞ্চিচ্চ মধ্যস্থং প্রস্থাপয়িতুমর্হসি ॥ ৯৩
বিগ্রহেণৈব বিষমং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
মদাশিষা সুরগুরুস্তারাং প্রাপ্স্যতি নিশ্চিতম্ ॥
সুরৈঃ স্তুতশ্চ সন্তুষ্টঃ শুক্রাচার্য্যো ভবিষ্যতি ।
সুরৈঃ শুক্রশ্চ ন জিতঃ কৃষ্ণচক্রেণ রক্ষিতঃ ॥ ৯৫
রিপুর্বলিষ্ঠঃ স্তোত্রেণ বশীভূত ইতি শ্রুতিঃ ।
ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৯৬
স্তুতো ব্রহ্মাদিভির্দেবৈঃ প্রণতৈঃ পরিপূজিতঃ ।
গতে চ জগতাং নাথে শ্বেতদ্বীপঞ্চ নারদ ॥ ৯৭
চিন্তিতাশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে বিষণ্মানসাস্তথা ।
মুনীন্ দেবাংশ্চ সম্বোধ্য ব্রহ্মা চ তত্র সংসদি ॥
উবাচ নীতিসারঞ্চ সম্মতং শঙ্করেণ চ ॥ ৯৯

ব্রহ্মোবাচ ।

মম শম্ভোশ্চ বিষ্ণোশ্চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বসাক্ষিণঃ ।
অস্মাকঞ্চ সমঃ স্নেহো দৈত্যে দেবে চ পুত্রকাঃ ॥
দৈত্যানাঞ্চ গুরৌ শুক্রে প্রপন্নশ্চ নিশাকরঃ ।
ন জিতশ্চ সুরৈঃ শুক্রঃ পূজিতো দিতিনন্দনৈঃ ॥
তারাহেতোরহং যামি শুক্রস্য ভবনং সুরাঃ ।
সর্ব্বে সমুদ্রপুলিনং যান্তু বিষ্ণোর্নিদেশতঃ ॥ ১০২
ইত্যুক্ত্বা জগতাং ধাতা জগাম শুক্রসন্নিধিম্ ।
প্রযযুর্দেবতা বিপ্রাঃ সমুদ্রপুলিনং মুনে ॥ ১০৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে তারোদ্ধারণ-
প্রস্তাবে ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬০

---

* যুবাভ্যাং প্রার্থ্যমানো হি যুবয়োশ্চ স্তবেন চ ।
শ্বেতদ্বীপাদাগতোঽস্মি পরিতুষ্টঃ স্তবেন চ ॥
শুক্রাশ্রমসমীপন্তু সর্ব্বা গচ্ছন্তু দেবতাঃ ।
ইতঃ পূর্ব্বমিত্যধিকঃ পাঠঃ কাচিৎকঃ ॥

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
ততঃ পরং কিং রহস্যং বভূবাসুরদেবয়োঃ।
শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ পরং কৌতূহলং মম॥ ১
নারায়ণ উবাচ।
ব্রহ্মা জগাম নিলয়ং শুক্রস্য চ মহাত্মনঃ।
নানাদৈত্যগণাকীর্ণং রত্নমন্দিরভূষিতম্॥ ২
পঞ্চাশৎকোটিভিঃ শিষ্যৈঃ পরীতং ব্রতবাদিভিঃ।
সপ্তভিঃ পরিখাভিশ্চ বেষ্টিতং দুর্গমেব চ॥ ৩
রক্ষিতং রক্ষকগণৈর্দৈত্যৈশ্চ শতকোটিভিঃ।
পদ্মরাগবিরচিতৈঃ প্রাচীরৈঃ পরিশোভিতম্॥ ৪
দদর্শ জগতাং ধাতা সভায়াং ভৃগুনন্দনম্।
স্তুতং মুনিগণৈর্দৈত্যৈ রত্নসিংহাসনস্থিতম্॥ ৫
জপন্তং পরমং ব্রহ্ম কৃষ্ণমাত্মানমীশ্বরম্।
শতসূর্য্যপ্রভং শশ্বজ্জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা॥ ৬
দৃষ্ট্বা পৌত্রং প্রভাযুক্তং বিধাতা হৃষ্টমানসঃ।
আত্মানং কৃতিনং মেনে পুত্রং পৌত্রঞ্চ নারদ॥ ৭
দৃষ্ট্বা পিতামহং শুক্রো ধাতারং জগতাং প্রভুম্।
উত্থায় সহসা ভীতঃ প্রণনাম পুটাঞ্জলিঃ॥ ৮
প্রদায় পূজয়ামাস উপচারাণি ষোড়শ।
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা সম্ভ্রমেণ যথাগমম্॥ ৯
বিদ্যামন্ত্রপ্রদাতারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ফলদং সর্ব্বেষাং বিশ্বতো বরম্॥ ১০
শুক্রস্য স্তবনেনৈব সন্তুষ্টো জগতাং পতিঃ।
অবরুহ্য রথাৎ তূর্ণমুবাস তত্র সংসদি॥ ১১
শুক্রেণ শিরসা দত্তে রত্নসিংহাসনে বরে।
তেজসা জ্বলিতে রম্যে নির্ম্মিতে বিশ্বকর্ম্মণা॥ ১২
শুক্রঃ প্রণম্য ব্রহ্মাণং কুমারং সনকং ক্রতুম্।
বশিষ্ঠঞ্চ মরীচিঞ্চ সনন্দঞ্চ সনাতনম্॥ ১৩
কপিলঞ্চ পঞ্চশিখং বোঢ়ুমঙ্গিরসং মুনে।
ধর্ম্মং মাঞ্চ নরং ভক্ত্যা প্রণনাম পুটাঞ্জলিঃ॥ ১৪
প্রত্যেকং পূজয়ামাস সাদরঞ্চ যথোচিতম্।
সিংহাসনেষু রম্যেষু বাসয়ামাস ধার্ম্মিকঃ॥ ১৫
প্রহৃষ্টবদনাঃ সর্ব্বে প্রণেমুর্দিতিনন্দনাঃ।
ঋষিসঙ্ঘঞ্চ ব্রহ্মাণং তুষ্টুবুশ্চ যথাগমম্॥ ১৬
সর্ব্বান্ সংপূজ্য স কবিরুবাচ চ পুটাঞ্জলিঃ।
সাশ্রুনেত্রঃ সপুলকঃ প্রণতো বিনয়ান্বিতঃ॥ ১৭

শুক্র উবাচ।
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্।
স্বয়ং বিধাতা ভগবান্ সাক্ষাদ্দৃষ্টঃ স্বমন্দিরে॥১৮
সাক্ষাদ্দৃষ্টাশ্চ তৎপুত্রা ভগবন্তঃ সনাতনাঃ।
তুষ্টঃ কৃষ্ণোঽদ্য মামেব পরমাত্মা পরাৎপরঃ॥
কৃতার্থং কর্ত্তুমীশা মাং যুষ্মাভিঃ স্বাগতং শিশুম্।
স্বাত্মারামেষু কুশলপ্রশ্ন এব বিড়ম্বনম্॥ ২০
পবিত্রং কর্ত্তুমীশা মাং হেতুরাগমনে চ বঃ।
অপরং ব্রূহি কিং বাপি শাধি নঃ করবাম কিম্॥
ব্রহ্মোবাচ।
উদ্বিগ্নশ্চিরবিচ্ছেদাৎ ত্বাং পৌত্রং দ্রষ্টুমাগতঃ।
বিচ্ছেদঃ পুত্রপৌত্রাণাং মরণাদতিরিচ্যতে॥ ২২
কুশলং তে মুনিশ্রেষ্ঠ পুত্রয়োশ্চাপি যোষিতঃ।
কুশলং তে স্বধর্ম্মাণাং কাম্যানাং তপসামপি॥২৩
দিনে দিনে পরিচ্ছিন্নং শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনমীপ্সিতম্।
স্বগুরোঃ সেবনং নিত্যমবিচ্ছিন্নং ভবেৎ তব॥২৪
গুর্ব্বিষ্টয়োঃ পূজনঞ্চ সর্ব্বমঙ্গলকারণম্।
পাপাধিরোগশোকঘ্নং পুণ্যহর্ষপ্রদং শুভম্॥ ২৫
অভীষ্টদেবঃ সন্তুষ্টো গুরৌ তুষ্টে নৃণামিহ।
ইষ্টদেবে চ সন্তুষ্টে সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥ ২৬
গুরুর্বিপ্রঃ সুরো রুষ্টো যেষাং পাতকিনামিহ।
তেষাঞ্চ কুশলং নাস্তি বিঘ্নশ্চাপি পদে পদে॥ ২৭
তুষ্টশ্চ সন্ততং বৎস শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবাংস্তব ভক্ত্যা চ নির্গুণঃ॥ ২৮
তব তুষ্টো গুরুরহং বিধাতা জগতামপি।
ময়ি তুষ্টে হরিস্তুষ্টো হরৌ তুষ্টে তু দেবতাঃ॥২৯
সাম্প্রতং শৃণু মে হেতুং গমনস্য মুনীশ্বর।
প্রেষিতস্য সুরাণাঞ্চ বিশ্বসংহর্ত্তুরেব চ॥ ৩০
শিবস্য গুরুপুত্রস্য সাধ্বীং তারাং বৃহস্পতেঃ।
অপহৃত্য নিশানাথস্তবৈব শরণাগতঃ॥ ৩১
শম্ভুর্ধর্ম্মশ্চ সূর্য্যশ্চ শক্রোঽনন্তশ্চ পুত্রকাঃ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা দিক্পালাশ্চ দিগীশ্বরাঃ॥
যুদ্ধায়াতীব সন্নদ্ধাস্ত্রিস্রঃ কোট্যশ্চ দেবতাঃ।
নাগাঃ কিম্পুরুষাশ্চৈব যক্ষ-রাক্ষস-কিন্নরাঃ॥ ৩৩
ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ কুষ্মাণ্ডা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ।
কিরাতাশ্চৈব গন্ধর্ব্বাঃ সমুদ্রপুলিনেঽধুনা॥ ৩৪
তারকাময়সংগ্রামে মধ্যস্থোঽহং সুতৈঃ সহ।
দেহি তারাং রণং কিংবা ত্যজ চন্দ্রঞ্চ কামিনম্॥

শুক্র উবাচ।

আগচ্ছন্তু সুরাঃ সর্ব্বে সন্নদ্ধা রণদুর্ম্মদাঃ।
যোৎস্যে বিনা মহেশঞ্চ সর্ব্বেষাঞ্চ গুরুং পরম্॥

দৈত্যা উচুঃ।

উভয়েষাং গুরুঃ শম্ভুর্মান্যো বন্দ্যশ্চ সর্ব্বদা।
ধর্ম্মশ্চ সাক্ষী সর্ব্বেষাং ত্বমেব চ পিতামহ॥ ৩৭
অন্যাংশ্চ তৃণতুল্যাংশ্চ নহি মন্যামহে বয়ম্।
আগচ্ছন্তু চ যোৎস্যামো ব্রজ ব্রূহি জগদ্‌গুরো॥
কৃপয়া গুরুপুত্রস্য যদ্যায়াতি মহেশ্বরঃ।
অগ্রে নাস্ত্রং বিধাস্যামঃ পশ্চান্মোক্ষ্যামহে প্রভো॥

ব্রহ্মোবাচ।

কালাগ্নিরুদ্রঃ সংহর্ত্তা বিশ্বস্য বিলনাং বরঃ।
হে বৎসাস্তেন সার্দ্ধঞ্চ কো বা যুদ্ধং করিষ্যতি॥
ভদ্রকালী জগন্মাতা খড়্গা-খর্পরধারিণী।
তয়া দুরত্যয়া সার্দ্ধং কো বা যুদ্ধং করিষ্যতি॥৪০
সা সহস্রভুজা দেবী মুণ্ডমালা-বিভূষণা।
যোজনায়তবক্ত্রা চ দশযোজনবিস্তৃতা॥ ৪২
সপ্ততালপ্রমাণাশ্চ যস্যা দন্তা ভয়ানকাঃ।
ক্রোশপ্রমাণজিহ্বা চ মহালোলা ভয়ঙ্করী॥ ৪৩
অতীবরৌদ্রাঃ সন্নদ্ধা ভীমাঃ শঙ্করকিঙ্করাঃ।
অতিভীমা ভৈরবাশ্চ নন্দী চ রণকর্কশঃ।
শিবস্য পার্ষদাঃ সর্ব্বে মহাবলপরাক্রমাঃ॥ ৪৪
সহস্রমূর্দ্ধ্নঃ শেষস্য ফণৈকদেশকোণতঃ।
বিশ্বং সর্ষপতুল্যঞ্চ কো বা যোদ্ধা চ তৎসমঃ॥ ৪৫
কালাগ্নিরুদ্রঃ সংহর্ত্তা যস্য শম্ভোশ্চ কিঙ্করঃ।
শূলিনস্ত্রিপুরঘ্নশ্চ প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা॥ ৪৬
যস্য পাশুপতাস্ত্রেণ দুর্নিবার্য্যেণ পুত্রকাঃ।
ভস্মীভূতং ভবেদ্‌বিশ্বং দৈত্যানাঞ্চৈব কা কথা॥৪৭
যস্য শূলেন ভিন্নশ্চ শঙ্খচূড়ঃ প্রতাপবান্।
সুদামা পার্ষদবরঃ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ॥ ৪৮
ত্রিকোটিসূর্য্যসদৃশস্তেজস্বী পরমাদ্ভুতঃ।
রাধাকবচকণ্ঠশ্চ সর্ব্বদৈত্যজনেশ্বরঃ॥ ৪৯
মধুকৈটভয়োর্হন্তা হিরণ্যকশিপোশ্চ যঃ।
স চ বিষ্ণুঃ সমায়াতি শ্বেতদ্বীপাৎ স চ প্রভুঃ॥৫০
ইত্যুক্ত্বা জগতাং ধাতা বিররাম চ সংসদি।
প্রহস্যোবাচ প্রহ্লাদো দানবানামপীশ্বরঃ॥ ৫১

প্রহ্লাদ উবাচ।

নমস্তুভ্যং জগদ্ধাতঃ সর্ব্বেষাং প্রাক্তনেশ্বর।
সর্ব্বপূজ্য সর্ব্বনাথ কিং বক্ষ্যামি তবাগ্রতঃ॥ ৫২
হিরণ্যকশিপোর্হন্তা মধুকৈটভয়োশ্চ যঃ।
স কলা যস্য কৃষ্ণস্য পরিপূর্ণতমস্য চ॥ ৫৩
সর্ব্বান্তরাত্মনস্তস্য চক্রং নাম সুদর্শনম্।
অস্মাকং লোকমস্মাংশ্চ শশ্বদ্রক্ষতি দুঃসহম্॥৫৪
ততো ন বলবান্ শম্ভুর্ন চ পাশুপতং বিধে।
ন চ কালী ন শেষশ্চ ন চ রুদ্রাদয়ঃ সুরাঃ॥ ৫৫
যস্য লোমসু বিশ্বানি নিখিলানি জগৎপতে।
সর্ব্বাধারস্য চ বিভো স্থূলাৎ স্থূলতরস্য চ॥ ৫৬
ষোড়শাংশো ভগবতঃ স এব চ মহাবিরাট্।
অনন্তো ন ততঃ স্থূলো ন কালী বৃহতী ততঃ॥৫৭
আগচ্ছন্তু সুরাঃ সর্ব্বে যুদ্ধং কুর্ব্বন্তু সাম্প্রতম্।
ন বিভেমি শরেভ্যশ্চ ন চ পাশুপতাদ্বরাৎ॥ ৫৮
নমস্তস্মৈ ভগবতে শিবায় শিবরূপিণে।
নমোঽনন্তায় সাধুভ্যো বৈষ্ণবেভ্যঃ প্রজাপতে॥৫৯
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদেন নির্জ্জরোঽহং নিরাময়ঃ।
ন মে স্বাত্মা বলং ব্রহ্মংস্তদ্বলং যৎ প্রভোর্বলম্॥
স্বপাপেন মৃতস্তাতো বিষ্ণোশ্চ বিষ্ণুনিন্দয়া।
নিবন্ধাচ্ছঙ্খচূড়শ্চ দর্পাচ্চ মধুকৈটভৌ॥ ৬১
ত্রিপুরঃ কিঙ্করোঽস্মাকং বীরত্বেন ন গণ্যতে।
তথাপি প্রেরিতস্তেন স রথস্থো মহেশ্বরঃ॥ ৬২
ইত্যুক্ত্বা দানবশ্রেষ্ঠো বিররাম চ সংসদি॥ ৬৩

ব্রহ্মোবাচ।

বিনাশকারণং যুদ্ধমুভয়োর্দ্দৈত্য-দেবয়োঃ।
সুপ্রীতাচরণং বৎস সর্ব্বমঙ্গলকারণম্॥ ৬৪
তারাং ভিক্ষাং দেহি মহ্যং ভিক্ষুকায় চ ব্রহ্মণে।
বিমুখে ভিক্ষুকে রাজন্ গৃহস্থঃ সর্ব্বপাপভাক্॥৬৫

সনৎকুমার উবাচ।

স্বকীর্ত্তিং রক্ষ রাজেন্দ্র সিংহস্ত্বং সুরদৈত্যয়োঃ।
যস্য ভিক্ষুর্জগদ্ধাতা তস্য কীর্ত্তেশ্চ কা কথা॥ ৬৬

সনাতন উবাচ।

ন জিতশ্চ সুরৈরিন্দ্রৈশ্চ ব্রহ্মেশানপুরোগমৈঃ।
রক্ষিতঃ কৃষ্ণচক্রেণ বৈষ্ণবঃ পুণ্যবান্ শুচিঃ॥৬৭

সনন্দ উবাচ।

যস্যেষ্টদেবঃ সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
গুরুশ্চ বৈষ্ণবঃ শুক্রঃ স চ কেন জিতো মহান্॥

সনক উবাচ।

পুণ্যবান্ ন জিতঃ কেন জিতঃ পাপী স্বপাতকৈঃ

পুণ্যদীপো ন নির্ব্বাতি পাষণ্ডেনৈব বায়ুনা ॥৬৯
ঋষয় উচুঃ।
দেহি তারাং মহাভাগ চন্দ্রং প্রণাধিকং বিধেঃ।
স্বকীর্ত্তিং রক্ষ সুচিরং প্রার্থয়ামঃ পুনঃ পুনঃ ॥৭০
প্রহ্লাদ উবাচ।
স্থিতে মদীশ্বরে সাক্ষান্ন হি ভৃত্যো বিরাজতে।
কর্ত্তারং ব্রূহি মন্নাথং গুরুং শুক্রং সতাং বরম্ ৭১
শিষ্যাণামাধিপত্যে চ সাধূনাং গুরুরীশ্বরঃ।
গুরৌ সমর্পিতং সর্ব্বং সর্ব্বৈশ্বর্য্যং মুনীশ্বরে ॥৭২
বয়ং ভৃত্যাশ্চ পোষ্যাশ্চ স্বগুরোঃ পরিচারকাঃ।
তে চ শিষ্যাঃ কুশলিনঃ গুর্ব্বাজ্ঞাং পালয়ন্তি যে ॥
প্রহ্লাদস্য বচঃ শ্রুত্বা চকার প্রার্থনং কবিম্।
দদৌ শুক্রশ্চ তারাং তাং চন্দ্রঞ্চ মলিনং মুনে ॥৭৪
দত্ত্বা তারাং বিধুং শুক্রঃ প্রণনাম বিধেঃ পদে।
নমস্কৃত্য মুনিভ্যশ্চ প্রণতঃ স্বপুরং যযৌ ॥ ৭৫
ব্রহ্মা দদর্শ তারাঞ্চ প্রণতাং স্বপদে সতীম্।
লজ্জয়া নম্রবক্ত্রাঞ্চ রুদতীং গুর্ব্বিণীং মুনে ॥ ৭৬
চন্দ্রঞ্চ প্রণতং ধাতা ক্রোড়ে সংস্থাপ্য মায়য়া।
উবাচ মলিনাং তারাং কাতরাঞ্চ কৃপাময়ঃ ॥ ৭৭
তারে ত্যজ ভয়ং মাতর্ভয়ং কিং তে ময়ি স্থিতে।
সৌভাগ্যযুক্তা স্বপতের্ভবিষ্যসি বরেণ মে ॥ ৭৮
দুর্ব্বলা বলিনা গ্রস্তা নিষ্কামা ন চ্যুতা ভবেৎ।
প্রায়শ্চিত্তেন শুদ্ধা সা ন স্ত্রী জারেণ দুষ্যতি ॥৭৯
সকামা কামতো জারং ভজতে স্বসুখেন চ।
প্রায়শ্চিত্তান্ন শুদ্ধা সা স্বামিনা পরিবর্জ্জিতা ॥৮০
কুম্ভীপাকে পচ্যতে সা যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।
অন্নং বিষ্ঠা জলং মূত্রং স্পর্শনং সর্ব্বপাপদম্ ॥৮১
পাপীয়স্যাশ্চ তস্যাশ্চ সাধুভিঃ পরিবর্জ্জিতম্।
কস্য গর্ভং বদ শুভে গচ্ছ বৎসে গুরোর্গৃহম্ ॥৮২
ত্যজ লজ্জাং মহাভাগে সর্ব্বঞ্চ প্রাক্তনাদ্ভবেৎ।
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ সতী তদা।
চন্দ্রস্য গর্ভং হে তাত বিভর্ম্মি দৈবযোগতঃ ॥ ৮৩
সর্ব্বে মে সাক্ষিণঃ সন্তি দুর্ব্বলায়াঃ প্রজাপতে।
তদা জগ্রাহ চন্দ্রো মাং দয়াহীনশ্চ দুর্ম্মতিঃ ॥ ৮৪
ইত্যুক্ত্বা তারকা দেবী সুষাব কনকপ্রভম্।
কুমারং সুন্দরং তত্র জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা ॥ ৮৫
গৃহীত্বা তনয়ং চন্দ্রো নত্বা ব্রহ্মাণমীশ্বরম্।
জগাম স স্বভবনং ব্রহ্মা সিন্ধুতটং যযৌ ॥ ৮৬
সাধ্বীং তারাঞ্চ গুরবে দেবেভ্যোঽপ্যভয়ং দদৌ
আশিষং শম্ভু-ধর্ম্মাভ্যাং ব্রহ্মলোকং যযৌ
বিধিঃ ॥ ৮৮
দেবা যযুঃ স্বভবনং স্বগৃহঞ্চ বৃহস্পতিঃ।
ভাবানুরক্তবনিতাং সম্প্রাপ্য হৃষ্টমানসঃ ॥ ৮৮
তারকাগর্ভসম্ভূতঃ স এব চ বুধঃ স্বয়ম্।
তেজস্বী সদ্গৃহো ব্রহ্মংশ্চন্দ্রস্য তনয়ো মহান্ ॥৮৯
স এব নন্দনবনে চিত্রাং সম্প্রাপ নির্জ্জনে।
ঘৃতাচ্যা গর্ভসম্ভূতাং কুবেরস্য চ রেতসা ॥ ৯০
দৃষ্ট্বা চ নির্জ্জনে রম্যাং কন্যাং কমললোচনাম্।
অতীবযৌবনস্থাঞ্চ বালাং দ্বাদশবার্ষিকীম্ ॥ ৯১
গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন তাং জগ্রাহ বিধেঃ সুত।
তস্যামতীব রহসি বীর্য্যাধানং চকার সঃ ॥ ৯২
বভূব রাজা চিত্রায়াং চৈত্রশ্চ মণ্ডলেশ্বরঃ।
সপ্তদ্বীপপতিঃ পৃথ্বী-প্রশাস্তা ধার্ম্মিকো বলী ॥৯৩
শতনদ্যো ঘৃতানাঞ্চ দধ্নো নদ্যঃ শতানি চ।
শতানি নদ্যো দুগ্ধানাং মধুনদ্যশ্চ ষোড়শ ॥ ৯৪
দশ নদ্যশ্চ তৈলানাং শর্করা লক্ষরাশয়ঃ।
মিষ্টান্নানাং স্বস্তিকানাং লক্ষরাশ্যশ্চ নিত্যশঃ ॥ ৯৫
পঞ্চকোটিগবাং মাংসং সপূপং সান্নমেব চ।
এতেষাঞ্চ নদীরাশীন্ ভুভুজতে ব্রাহ্মণা মুনে ॥৯৬
গবাং লক্ষঞ্চ রত্নানাং মণীনাং লক্ষমেব চ।
শতলক্ষং সুবর্ণানাং লক্ষঞ্চ সূক্ষ্মবাসসাম্ ॥ ৯৭
রত্নানাং ভূষণং পাত্রমতীব সুমনোহরম্।
দদৌ দ্বিজাতয়ে রাজা নিত্যঞ্চ জীবনাবধি ॥ ৯৮
তস্য পুত্রস্য চৈত্রশ্চ রাজাধিরথ এব চ।
তস্য পুত্রশ্চ সুরথশ্চক্রবর্ত্তী বৃহচ্ছ্রবাঃ ॥ ৯৯
মহাজ্ঞানঞ্চ সম্প্রাপ্য মেধসো মুনিসত্তমাৎ।
ভেজে পুরা বিষ্ণুমায়াং পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে॥
শরৎকালে মহাপূজাং চকার স সরিত্তটে।
বৈশ্যেন সার্দ্ধং স মহান্ জ্ঞানিনা মুনিসত্তম ॥১০১
রাজা কলিঙ্গদেশস্য বিরাধশ্চ বিশাং বরঃ।
তস্য পুত্রো মহাযোগী দ্রুমিণো জ্ঞানিনাং বরঃ ॥
দ্রুমিণো বৈষ্ণবঃ প্রাজ্ঞঃ পুষ্করে দুষ্করং তপঃ।
কৃত্বা সমাধিং সম্প্রাপ জ্ঞানিনং বৈষ্ণবাগ্রণীম্ ॥
পুত্রদারৈর্নিরস্তশ্চ ধনলোভাদ্দুরাত্মভিঃ ॥ ১০৪
স চ কোটিসুবর্ণঞ্চ নিত্যং দত্ত্বা জলং পপৌ।
মুক্তিং সম্প্রাপ সংসেব্য বিষ্ণুমায়াং সনাতনীম্ ॥

রাজা লেভে মনুত্বঞ্চ রাজ্যং নিষ্কণ্টকং মুনে ।
উবাচ মধুরং বাক্যং ধাতা ত্রিজগতাং পতিঃ ॥১০৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে তারাহরণে
একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

কথং রাজা মহাজ্ঞানং সম্প্রাপ মুনিসত্তম ।
বৈশ্যো মুক্তিং মেধসাচ্চ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১

নারায়ণ উবাচ ।

ধ্রুবস্য পৌত্রো বলবান্ নন্দিরুংকলনন্দনঃ ।
স্বায়ম্ভুবমনোর্বংশঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২
অক্ষৌহিণীনাং শতকং গৃহীত্বা সৈন্যমেব চ ।
কোলাঞ্চ বেষ্টয়ামাস সুরথস্য মহামতেঃ ॥ ৩
যুদ্ধং বভূব নিয়তং পূর্ণমব্দঞ্চ নারদ ।
চিরজীবী বৈষ্ণবশ্চ জিগায় সুরথং নৃপঃ ॥ ৪
একাকী সুরথো ভীতো নন্দিনা চ বহিষ্কৃতঃ ।
নিশায়াং হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্ ॥ ৫
দদর্শ তত্র বৈশ্যঞ্চ পুষ্পভদ্রানদীতটে ।
তয়োর্বভূব সম্প্রীতিঃ কৃতবান্ধবয়োর্মুনে ॥ ৬
বৈশ্যেন সার্দ্ধং নৃপতির্জগাম মেধসাশ্রমম্ ।
পুষ্করং দুষ্করং পুণ্য-ক্ষেত্রঞ্চ ভারতে সতাম্ ॥ ৭
দদর্শ তত্র নৃপতির্মুনিং তং তীব্রতেজসম্ ।
শিষ্যেভ্যশ্চ প্রবোচন্তং ব্রহ্মতত্ত্বং সুদুর্লভম্ ॥ ৮
রাজা ননাম বৈশ্যশ্চ শিরসা মুনিপুঙ্গবম্ ।
মুনিস্তৌ পূজয়ামাস দদৌ তাভ্যাং শুভাশিষম্ ॥৯
প্রশ্নং চকার কুশলং জাতিং নাম পৃথক্ পৃথক্ ।
দদৌ প্রত্যুত্তরং রাজা ক্রমেণ মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ১০

সুরথ উবাচ ।

রাজাহং সুরথো ব্রহ্মংশ্চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ ।
বহির্ভূতঃ স্বরাজ্যাচ্চ নন্দিনা বলিনাধুনা ॥ ১১
কমুপায়ং করিষ্যামি কথং রাজ্যং ভবেন্মম ।
তস্মাৎ ব্রূহি মহাভাগ ত্বয্যেব শরণাগতম্ ॥ ১২
অয়ং বৈশ্যঃ সমাধিশ্চ স্বগৃহাচ্চ বহিষ্কৃতঃ ।
পুত্রৈঃ কলত্রৈর্দৈবেন ধনলোভেন ধার্ম্মিকঃ ॥ ১৩
ব্রাহ্মণায় দদৌ নিত্যং রত্নকোটিং দিনে দিনে ।
নিষিধ্যমানঃ পুত্রৈশ্চ কলত্রৈর্বান্ধবৈরয়ম্ ॥ ১৪
কোপান্নিরাকৃতস্তৈশ্চ পুনরন্বেষিতঃ শুচা ।
অয়ং গৃহঞ্চ ন যযৌ বিরক্তো জ্ঞানবান্ শুচিঃ ॥
পুত্রাশ্চ পিতৃশোকেন গৃহং ত্যক্ত্বা যযুর্বনম্ ।
দত্ত্বা ধনানি বিপ্রেভ্যো বিরক্তাঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥১৬
সুদুর্লভং হরের্দাস্যং বৈশ্যস্যাস্য চ বাঞ্ছিতম্ ।
কথং প্রাপ্নোতি নিষ্কামস্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১৭

মেধস উবাচ ।

করোতি মায়য়াচ্ছন্নং বিষ্ণুমায়া দুরত্যয়া ।
নির্গুণস্য চ কৃষ্ণস্য ত্রিগুণা বিশ্বমাজ্ঞয়া ॥ ১৮
কৃপাং করোতি যেষাং সা ধর্ম্মিণাঞ্চ কৃপাময়ী ।
তেভ্যো দদাতি কৃপয়া কৃষ্ণভক্তিং সুদুর্লভাম্ ॥১৯
যেষাং মায়াবিনাং মায়া ন করোতি কৃপাং নৃপ ।
মায়য়া তান্ নিবধ্নাতি মোহজালেন দুর্গতান্ ॥ ২০
নশ্বরেঽনিত্যসংসারে ভ্রমেণ বর্ব্বরাঃ সদা ।
কুর্ব্বন্তি নিত্যবুদ্ধিঞ্চ বিহায় পরমেশ্বরম্ ॥ ২১
দেবমন্যং নিষেবন্তে তন্মন্ত্রঞ্চ জপন্তি চ ।
মিথ্যা কিঞ্চিন্নিমিত্তঞ্চ কৃত্বা মনসি লোভতঃ ॥ ২২
হরেঃ কলা দেবতাশ্চ নিষেব্য জন্মসপ্ত চ ।
তদা প্রকৃত্যাঃ কৃপয়া সেবন্তে প্রকৃতিং তদা ॥ ২৩
নিষেব্য বিষ্ণুমায়াঞ্চ সপ্তজন্ম কৃপাময়ীম্ ।
শিবে ভক্তিং লভন্তে তে জ্ঞানানন্দে সনাতনে ॥
জ্ঞানাধিষ্ঠাতৃদেবঞ্চ নিষেব্য শঙ্করং হরেঃ ।
অচিরাদ্বিষ্ণুভক্তিঞ্চ প্রাপ্নুবন্তি মহেশ্বরাৎ ॥ ২৫
সেবন্তে সগুণং সত্ত্বং বিষ্ণুং বিষয়িণং সদা ।
সত্ত্বজ্ঞানাচ্চ পশ্যন্তি জ্ঞানঞ্চ নির্ম্মলং নরাঃ ॥ ২৬
নিষেব্য সগুণং বিষ্ণুং সাত্ত্বিকা বৈষ্ণবা নরাঃ ।
লভন্তে নির্গুণে ভক্তিং শ্রীকৃষ্ণে প্রকৃতেঃ পরে ॥
কুর্ব্বন্তি গ্রহণং সন্তো মন্ত্রং তস্য নিরাময়ম্ ।
নিষেব্য নির্গুণং দেবং তে জপন্তি চ নির্গুণাঃ ॥২৮
অসংখ্যব্রহ্মণঃ পাতং তে চ পশ্যন্তি বৈষ্ণবাঃ ।
দাস্যং কুর্ব্বন্তি সততং গোলোকে চ নিরাময়ে ॥
কৃষ্ণভক্তাৎ কৃষ্ণমন্ত্রং যো গৃহ্নাতি নরোত্তমঃ ।
পুরুষাণাং সহস্রঞ্চ স্বপিতৄণাং সমুদ্ধরেৎ ॥ ৩০
মাতামহানাং পুরুষ-সহস্রং মাতরং তথা ।
দাসাদিকং সমুদ্ধৃত্য গোলোকং স প্রয়াতি চ ॥
ভবার্ণবে মহাঘোরে কর্ণধারস্বরূপিণী ।

পারং করোতি দুর্গা তান্ কৃষ্ণভক্ত্যা চ নৌকয়া।
স্বকর্ম্মবন্ধনং ছেত্তুং বৈষ্ণবানাঞ্চ বৈষ্ণবী।
তীক্ষ্ণশস্ত্রস্বরূপা সা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ॥ ৩৩
বিবেচনা চাবরণী শক্তেঃ শক্তির্দ্বিধা নৃপ।
পূর্ব্বাং দদাতি ভক্তায় চেতরায় পরাং পরা॥ ৩৪
সত্যস্বরূপঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্মাৎ সর্ব্বঞ্চ নশ্বরম্।
বুদ্ধির্বিবেচনেত্যেবং বৈষ্ণবানাং সতামপি॥ ৩৫
নিত্যরূপা মমেয়ং শ্রীরিতি চাবরণী চ ধীঃ।
অবৈষ্ণবানামসতাং কর্ম্মভোগভুজামহো॥ ৩৬
অহং প্রচেতসঃ পুত্রঃ পৌত্রশ্চ ব্রহ্মণো নৃপ।
ভজামি কৃষ্ণমাত্মানং জ্ঞানং সম্প্রাপ্য শঙ্করাৎ॥
গচ্ছ রাজন্ নদীতীরং ভজ দুর্গাং সনাতনীম্।
বুদ্ধিমাবরণী তুভ্যং দেবী দাস্যতি কামিনে॥ ৩৮
নিষ্কামায় চ বৈশ্যায় বৈষ্ণবায় চ বৈষ্ণবী।
বুদ্ধিং বিবেচনাং শুদ্ধাং দাস্যত্যেব কৃপাময়ী॥৩৯
ইত্যুক্ত্বা চ মুনিশ্রেষ্ঠো দদৌ তাভ্যাং কৃপানিধিঃ।
পূজাবিধানং দুর্গায়াঃ স্তোত্রঞ্চ কবচং মনুম্॥ ৪০
বৈশ্যো মুক্তিঞ্চ সম্প্রাপ তাং নিষেব্য কৃপাময়ীম্
রাজা রাজ্যং মনুত্বঞ্চ পরমৈশ্বর্য্যমীপ্সিতম্॥ ৪১
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং দুর্গোপাখ্যানমুত্তমম্।
সুখদং মোক্ষদং সারং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে দুর্গোপাখ্যানে
সুরথ-মেধস-সংবাদে দ্বিষষ্টি-
তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬২॥

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

নারায়ণ মহাভাগ বদ বেদবিদাং বর।
রাজা কেন প্রকারেণ সিষেবে প্রকৃতিং পরাম্॥১
সমাধির্নাম বৈশ্যো বা নিষ্কামং নির্গুণং বিভুম্।
ভেজে কেন প্রকারেণ প্রকৃতেরুপদেশতঃ॥ ২
কিং বা পূজাবিধানঞ্চ ধ্যানং বা মনুমেব চ।
কিং স্তোত্রং কবচং কিং বা দদৌ রাজ্ঞে মহামুনিঃ
তস্মৈ বৈশ্যায় প্রকৃতিঃ কিং বা জ্ঞানং দদৌ পরম্
সাক্ষাদ্বভূব সহসা কেন বা প্রকৃতিস্তয়োঃ॥ ৪
জ্ঞানং সম্প্রাপ্য বৈশ্যশ্চ কিং পদং প্রাপ দুর্লভম্
গতির্বভূব রাজ্ঞশ্চ কা বা তাঞ্চ শৃণোম্যহম্॥ ৫

নারায়ণ উবাচ।

রাজা মন্ত্রঞ্চ সম্প্রাপ বৈশ্যশ্চ মেধসান্মুনেঃ।
স্তোত্রঞ্চ কবচং দেব্যা ধ্যানঞ্চৈব পুরশ্চিক্রয়াম্॥ ৬
জজাপ পরমং মন্ত্রং রাজা বৈশ্যশ্চ পুষ্করে।
স্নাত্বা ত্রিকালং বর্ষঞ্চ ততঃ সিদ্ধো বভূব সঃ॥ ৭
সাক্ষাদ্বভূব তত্রৈব মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
রাজ্ঞে দদৌ রাজ্যবরং মনুত্বং বাঞ্ছিতং সুখম্॥ ৮
জ্ঞানং নিগূঢ়ং বৈশ্যায় দদৌ চাতিসুদুর্লভম্।
যদ্দত্তং শূলিনে পূর্ব্বং কৃষ্ণেন পরমাত্মনা॥ ৯
নিরাহারমতিক্লিষ্টং দৃষ্ট্বা বৈশ্যং কৃপাময়ী।
রুরোদ কৃত্বা ক্রোড়ে তমচেষ্টং শ্বাসবর্জ্জিতম্॥
চেতনং কুরু ভো বৎসেত্যুচ্চার্য্য চ পুনঃপুনঃ।
চেতনাঞ্চ দদৌ তস্মৈ স্বয়ং চৈতন্যরূপিণী॥ ১১
সম্প্রাপ্য চেতনাং বৈশ্যো রুরোদ প্রকৃতেঃ পুনঃ।
তমুবাচ প্রসন্না সা কৃপয়াতিকৃপাময়ী॥ ১২

প্রকৃতিরুবাচ।

বরং বৃণুষ্ব হে বৎস যৎ তে মনসি বর্ত্ততে।
ব্রহ্মত্বমমরত্বং বা ততো বাতিসুদুর্লভম্॥ ১৩
ইন্দ্রত্বং বা মনুত্বং বা সর্ব্বসিদ্ধিত্বমেব চ।
তুচ্ছং তুভ্যং ন দাস্যামি নশ্বরং বালবঞ্চনম্॥ ১৪

বৈশ্য উবাচ।

ব্রহ্মত্বমমরত্বং বা মাতর্মে ন হি বাঞ্ছিতম্।
অতোঽতিদুর্লভং কিং বা ন জানে তদভীপ্সিতম্॥
ত্বামেব শরণাপন্নো দেহি যদ্বাঞ্ছিতং তব।
অনশ্বরং সর্ব্বসারং বরং মে দাতুমর্হসি॥ ১৬

প্রকৃতিরুবাচ।

অদেয়ং নাস্তিং মে তুভ্যং দাস্যামি মম বাঞ্ছিতম্।
যতো যাস্যসি গোলোকং পদমেব সুদুর্লভম্॥ ১৭
সর্ব্বসারঞ্চ যজ্জ্ঞানং সুরর্ষীণাং সুদুর্লভম্।
তদ্গৃহতাং মহাভাগ গচ্ছ বৎস হরেঃ পরম্॥১৮
স্মরণং বন্দনং ধ্যানমর্চ্চনং গুণকীর্ত্তনম্।
শ্রবণং ভাবনং সেবা সর্ব্বং কৃষ্ণে নিবেদনম্॥১৯
এতদেব বৈষ্ণবানাং নবধা ভক্তিলক্ষণম্।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-যমতাড়নখণ্ডনম্॥ ২০
আয়ুর্হরতি লোকানাং রবিরেব হি সন্ততম্।
নবধা-ভক্তিহীনানামসতাং পাপিনাম্ প॥ ২১

ভক্তাস্তদ্গতচিত্তাশ্চ বৈষ্ণবাশ্চিরজীবিনঃ।
জীবন্মুক্তাশ্চ নিষ্পাপা জন্মাদিপরিবর্জ্জিতাঃ॥ ২২
শিবঃ শেষশ্চ ধর্ম্মশ্চ ব্রহ্মা বিষ্ণুর্মহান্ বিরাট্।
সনৎকুমারঃ কপিলঃ সনকশ্চ সনন্দনঃ॥ ২৩
বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখো দক্ষো নারদশ্চ সনাতনঃ।
ভৃগুর্মরীচির্দুর্ব্বাসাঃ কশ্যপঃ পুলহোঽঙ্গিরাঃ॥ ২৪
মেধসো লোমশঃ শুক্রো বশিষ্ঠঃ ক্রতুরেব চ।
বৃহস্পতিঃ কর্দ্দমশ্চ শক্তিরত্রিঃ পরাশরঃ॥ ২৫
মার্কণ্ডেয়ো বলিশ্চৈব প্রহ্লাদশ্চ গণেশ্বরঃ।
যমঃ সূর্য্যশ্চ বরুণো বায়ুশ্চন্দ্রো হুতাশনঃ॥ ২৬
অকূপার উলূকশ্চ নাড়ীজঙ্ঘশ্চ বায়ুজঃ।
নরনারায়ণৌ কূর্ম্ম ইন্দ্রদ্যুম্নো বিভীষণঃ॥ ২৭
নবধাভক্তিযুক্তাশ্চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
এতে মহান্তো ধর্ম্মিষ্ঠা ভক্তানাং প্রবরাস্তথা॥ ২৮
যে তদ্ভক্তাস্তে তদংশা জীবন্মুক্তাশ্চ সন্ততম্।
পাপাপহারাস্তীর্থানাং পৃথিব্যাশ্চ বিশাম্পতে॥২৯
ঊর্দ্ধে চ সপ্ত স্বর্গাশ্চ সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
অধঃ সপ্ত চ পাতালা এতদ্ব্রহ্মাণ্ডমেব চ॥ ৩০
এবংবিধানাং বিশ্বানাং সংখ্যা নাস্ত্যেব পুত্রক।
এবঞ্চ প্রতিবিশ্বেষু ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ॥ ৩১
দেবা দেবর্ষয়শ্চৈব মনবো মানবাদয়ঃ।
সর্ব্বাশ্রমাশ্চ সর্ব্বত্র সন্তি বদ্ধাশ্চ মায়য়া॥ ৩২
মহাবিষ্ণোর্লোমকূপে সন্তি বিশ্বানি যস্য চ।
স ষোড়শাংশঃ কৃষ্ণস্য চাত্মনশ্চ মহাবিরাট্॥ ৩৩
ভজ সত্যং পরং ব্রহ্ম নিত্যং নির্গুণমচ্যুতম্।
প্রকৃতেঃ পরমীশানং কৃষ্ণমাত্মানমীপ্সিতম্॥ ৩৪
নিরীহঞ্চ নিরাকারং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
নিষ্কামং নির্ব্বিরোধঞ্চ নিত্যানন্দং সনাতনম্॥৩৫
স্বেচ্ছাময়ং সর্ব্বরূপং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্।
তেজঃস্বরূপং পরমং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্॥ ৩৬
ধ্যানাসাধ্যং দুরারাধ্যং শিবাদীনাঞ্চ যোগিনাম্।
সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বপূজ্যং সর্ব্বঞ্চ সর্ব্বকামদম্॥ ৩৭
সর্ব্বাধারঞ্চ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বানন্দকরং পরম্।
সর্ব্বধর্ম্মপ্রদং সর্ব্বং সর্ব্বজ্ঞং প্রাণরূপিণম্॥ ৩৮
সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপঞ্চ সর্ব্বকারণকারণম্।
সুখদং মোক্ষদং সারং পাররূপঞ্চ ভক্তিদম্॥ ৩৯
দাস্যদং ধর্ম্মদঞ্চৈব সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং সতাম্।
সর্ব্বং তদতিরিক্তঞ্চ নশ্বরং কৃত্রিমং সদা॥ ৪০
পরাৎপরতরং শুদ্ধং পরিপূর্ণতমং শিবম্।
যথাসুখং গচ্ছ বৎস ভগবন্তমধোক্ষজম্॥ ৪১
কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরং মন্ত্রং গৃহাণ কৃষ্ণদাস্যদম্।
পুষ্করং দুষ্করং গত্বা দশলক্ষমিমং জপ॥৪২
দশলক্ষজপেনৈব মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেৎ তব।
ইত্যুক্ত্বা সা ভগবতী তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ৪৩
বৎসো নত্বা চ তাং ভক্ত্যা জগাম পুষ্করং মুনে।
পুষ্করে দুষ্করং তপ্ত্বা সম্প্রাপ কৃষ্ণমীশ্বরম্।
ভগবত্যাঃ প্রসাদেন কৃষ্ণদাসো বভূব সঃ॥ ৪৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে দুর্গোপাখ্যানে
সুরথ-মেধস-সংবাদেত্রিষষ্টি-
তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৩॥

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

রাজা যেন ক্রমেণৈব ভেজে তাং প্রকৃতিং পরাম্
তৎ শ্রূয়তাং মহাভাগ বেদোক্তং ক্রমমেব চ॥ ১
স্নাত্বাচম্য মহারাজ কৃত্বা ন্যাসত্রয়ং তদা।
স্বকরাঙ্গাঙ্গমন্ত্রাণাং ভূতশুদ্ধিং চকার সঃ॥ ২
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা কৃত্বা চ স্বাঙ্গশোধনম্।
ধ্যাত্বা দেবীঞ্চ মৃন্ময্যাং চকারাবাহনং তদা॥ ৩
পুনর্ধ্যাত্বা চ ভক্ত্যা চ পূজয়ামাস ভক্তিতঃ।
দেব্যাশ্চ দক্ষিণে ভাগে সংস্থাপ্য কমলালয়াম্॥ ৪
সম্পূজ্য ভক্তিভাবেন ভক্ত্যা পরমধার্ম্মিকঃ।
দেবষট্কং সমাবাহ্য দেব্যাশ্চ পুরতো ঘটে॥ ৫
ভক্ত্যা চ পূজয়ামাস বিধিপূর্ব্বকং নারদ।
গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাম্॥ ৬
দেবষট্কঞ্চ সম্পূজ্য নমস্কৃত্য বিচক্ষণঃ।
তদা ধ্যায়েন্মহাদেবীং ধ্যানেনানেন ভক্তিতঃ॥ ৭
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং পরং কল্পতরুং মুনে।
ধ্যায়েন্নিত্যং মহাদেবীং মূলপ্রকৃতিমীশ্বরীম্॥ ৮
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদীনাং পূজ্যাং বন্দ্যাং সনাতনীম্
নারায়ণীং বিষ্ণুমায়াং বৈষ্ণবীং বিষ্ণুভক্তিদাম্॥ ৯
সর্ব্বস্বরূপাং সর্ব্বেশাং সর্ব্বাধারাং পরাৎপরাম্।
সর্ব্ববিদ্যা-সর্ব্বমন্ত্র-সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণীম্॥ ১০

সগুণাং নির্গুণাং সত্যাং বরাং স্বেচ্ছাময়ীং সতীম্,
মহাবিষ্ণোশ্চ জননীং কৃষ্ণস্যার্দ্ধাঙ্গসম্ভবাম্ ॥ ১১
কৃষ্ণপ্রিয়াং কৃষ্ণশক্তিং কৃষ্ণবুদ্ধ্যধিদেবতাম্ ।
কৃষ্ণস্তুতাং কৃষ্ণপূজ্যাং কৃষ্ণবন্দ্যাং কৃপাময়ীম্ ॥ ১২
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং কোটিসূর্য্যসমপ্রভাম্ ।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং ভক্তানুগ্রহকাতরাম্ ॥ ১৩
দুর্গাং শতভুজাং দেবীং মহাদুর্গতিনাশিনীম্ ।
ত্রিলোচনপ্রিয়াং সাধ্বীং ত্রিগুণাঞ্চ ত্রিলোচনাম্ ॥
ত্রিলোচনপ্রাণরূপাং শুদ্ধার্দ্ধচন্দ্রশেখরাম্ ।
বিভ্রতীং কবরীভারং মালতীমাল্যশোভিতম্ ॥ ১৫
বর্ত্তুলং বামবক্রঞ্চ শম্ভোর্মানসমোহনম্ ।
রত্নকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলবিরাজিতম্ ॥ ১৬ ॥
নাসাদক্ষিণভাগেন বিভ্রতীং গজমৌক্তিকম্ ।
অমূল্যরত্নবহুলীং বিভ্রতীং শ্রবণোপরি ॥ ১৭
মুক্তাপংক্তিবিনিন্দৈক-দন্তপংক্তিসুশোভনাম্ ।
পক্কবিম্বাধরোষ্ঠীঞ্চ সুপ্রসন্নাং সুমঙ্গলাম্ ॥ ১৮
চিত্রপত্রাবলীরম্য-কপোলযুগলোজ্জ্বলাম্ ।
রত্নকেয়ূরবলয়-রত্নমঞ্জীররঞ্জিতাম্ ॥ ১৯
রত্নকঙ্কণভূষাঢ্যাং রত্নপাশকশোভিতাম্ ।
রত্নাঙ্গুরীয়নিকরৈঃ করঙ্গুলিচয়োজ্জ্বলাম্ ॥ ২০
পদাঙ্গুলিনখাসক্তালক্তরেখাসুশোভনাম্ ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং গন্ধচন্দনচর্চ্চিতাম্ ॥ ২১
বিভ্রতীং স্তনযুগ্মঞ্চ কস্তূরীচিত্রশোভিতম্ ।
সর্ব্বরূপগুণবতীং গজেন্দ্রমন্দগামিনীম্ ॥ ২২
অতীব কান্তাং শান্তাঞ্চ নীতান্তাং যোগসিদ্ধিষু ।
বিধাতুশ্চ বিধাত্রীঞ্চ সর্ব্বধাত্রীঞ্চ শঙ্করীম্ ॥ ২৩
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যামতীবসুমনোহরাম্ ।
কস্তূরীবিন্দুভিঃ সার্দ্ধমধশ্চন্দনবিন্দুনা ॥ ২৪
সিন্দূরবিন্দুনা শশ্বদ্ভালমধ্যস্থলোজ্জ্বলাম্ ।
পরং মধ্যাহ্নকমলপ্রভামোচনলোচনাম্ ॥ ২৫
চারুকজ্জলরেখাভ্যাং সর্ব্বতশ্চ সমুজ্জ্বলাম্ ।
কোটিকন্দর্পলাবণ্য-লীলানিন্দিতবিগ্রহাম্ ॥ ২৬
রত্নসিংহাসনস্থাঞ্চ সদ্রত্নমুকুটোজ্জ্বলাম্ ।
সৃষ্টৌ স্রষ্টুঃ শিল্পরূপাং দয়াং পাতুশ্চ পালনে ॥২৭
সংহারকালে সংহর্ত্তুঃ পরাং সংহাররূপিণীম্ ।
নিশুম্ভশুম্ভমথিনীং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্ ॥ ২৮
পুরা ত্রিপুরযুদ্ধে চ সংস্তুতাং ত্রিপুরারিণা ।
মধুকৈটভয়োর্যুদ্ধে বিষ্ণুশক্তিস্বরূপিণীম্ ॥ ২৯
সর্ব্বদৈত্যনিহন্ত্রীঞ্চ রক্তবীজবিনাশিনীম্ ।
নৃসিংহশক্তিরূপাঞ্চ হিরণ্যকশিপোর্বধে ॥ ৩০
বরাহশক্তিং বারাহীং হিরণ্যাক্ষবধে তথা ।
পরব্রহ্মস্বরূপাঞ্চ সর্ব্বশক্তিং সদা ভজে ॥ ৩১
ইতি ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ ।
পুনর্ধ্যাত্বা চৈব কুর্য্যাদ্দুর্গামাবাহনন্ততঃ ॥ ৩২
প্রকৃতেঃ প্রতিমাং ধৃত্বা মন্ত্রমেবং পঠেন্নরঃ ।
জীবন্যাসং ততঃ কুর্য্যন্মন্ত্রনানেন যত্নতঃ ॥ ৩৩
এহ্যেহি ভগবত্যম্ব শিবলোকাৎ সনাতনি ।
গৃহাণ মম পূজাঞ্চ শারদীয়াং সুরেশ্বরি ॥ ৩৪ ॥
ইহাগচ্ছ জগৎপূজ্যে তিষ্ঠ তিষ্ঠ মহেশ্বরি ।
হে মাতরস্যামর্চ্চায়াং সন্নিরুদ্ধা ভবাম্বিকে ॥ ৩৫
ইহাগচ্ছন্তু ত্বৎপ্রাণাশ্চাধঃপ্রাণৈঃ সহাচ্যুতে ।
ইহাগচ্ছন্তু ত্বরিতং তব চ সর্ব্বশক্তয়ঃ ॥ ৩৬
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং চ দুর্গায়ৈ বহ্নিজায়ান্তমেব চ ।
সমুচ্চার্য্যোরসি প্রাণাঃ সন্তিষ্ঠন্তু সদাশিবে ॥ ৩৭
সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিদেবাস্তে ইহাগচ্ছন্তু চণ্ডিকে ।
ইহাগচ্ছন্তু তে শক্ত্য ইহাগচ্ছতু ঈশ্বরঃ ॥ ৩৮
ইত্যাবাহ্য মহাদেবীং পরিহারং করোতি চ ।
মন্ত্রেণানেন বিপ্রেন্দ্র তং শৃণুষ্ব সমাহিতঃ ॥ ৩৯
স্বাগতং ভগবত্যম্ব শিবলোকাচ্ছিবপ্রিয়ে ।
প্রসাদং কুরু মাং ভদ্রে ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে ॥
ধন্যে ঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং মম ।
আগতাসি যতো দুর্গে মাহেশ্বরি মদালয়ম্ ॥ ৪১
অদ্য মে সফলং জন্ম সার্থকং জীবনং মম ।
পূজয়ামি যতো দুর্গাং পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ॥ ২
ভারতে ভারতীং পূজ্যাং দুর্গাং যঃ পূজয়েদ্বুধঃ ।
সোঽন্তে যাতি চ তল্লোকং পরমৈর্য্যবানিহ ॥ ৪৩
কৃত্বা চ বৈষ্ণবীপূজাং বিষ্ণুলোকং ব্রজেৎ সুধীঃ ।
মাহেশ্বরীঞ্চ সম্পূজ্য শিবলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৪৪
সাত্ত্বিকী তামসী চৈব ত্রিধা পূজা চ রাজসী ।
ভগবত্যাশ্চ বেদোক্তা চোত্তমা মধ্যমাধমা ॥ ৪৫
সাত্ত্বিকী বৈষ্ণবানাঞ্চ শাক্তাদীনাঞ্চ রাজসী ।
অদীক্ষিতানামসতাং বন্যানাং তামসী স্মৃতা ॥ ৪৬
জীবহত্যাবিহীনা যা বরা পূজা চ বৈষ্ণবী ।
বৈষ্ণবা যান্তি গোলোকং বৈষ্ণবীবরদানতঃ ॥৪৭
মাহেশ্বরা রাজসা চ বলিদানসমন্বিতা ।
শাক্তাদয়ো রাজস্যাশ্চ কৈলাসং যান্তি তে তয়া ॥

কিরাতা নরকং যান্তি তামসস্থাং পূজয়া তথা ॥ ৪৯
ত্বমেব জগতাং মাতশ্চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৫০
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিহরা ত্বঞ্চ পরাৎপরা।
সুখদা মোক্ষদা ভদ্রা কৃষ্ণভক্তিপ্রদা সদা ॥ ৫১
নারায়ণি মহাভাগে দুর্গে দুর্গতিনাশিনি।
দুর্গেতিস্মৃতিমাত্রেণ যাতি দুর্গং নৃণামিহ ॥ ৫২
ইতি কৃত্বা পরীহারং দেব্যা বামে চ সাধকঃ।
ত্রিপদ্যা উপরিষ্টাত্তু কুর্য্যাচ্চ শঙ্খস্থাপনম্ ॥ ৫৪
তত্র দত্ত্বা জলং পূর্ণং দূর্ব্বাং পুষ্পঞ্চ চন্দনম্।
ধৃত্বা দক্ষিণহস্তেন মন্ত্রমেবং পঠেন্নরঃ ॥ ৫৪
শঙ্খস্থং পুণ্যশঙ্খানাং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলঃ।
প্রভবঃ শঙ্খচূড়াস্থ্যঃ পুরা কল্পে পবিত্রকঃ ॥ ৫৫
ততোঽর্ঘ্যপাত্রং সংস্থাপ্য বিধিনানেন পণ্ডিতঃ।
দত্ত্বা সম্পূজয়েদ্দেবীমুপচারেণ ষোড়শ ॥ ৫৬
ত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা সজলেন কুশেন চ।
কূর্ম্মং শেষং ধরিত্রীঞ্চ সম্পূজ্য তত্র ধার্ম্মিকঃ ॥ ৫৭
ত্রিপদীং স্থাপয়েত্তত্র ত্রিপদ্যাং শঙ্খমেব চ।
শঙ্খে ত্রিভাগতোয়ঞ্চ দত্ত্বা সম্পূজয়েৎ ততঃ ॥ ৫৮
গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥
স্বর্ণরেখে কনখলে পারিভদ্রে চ গণ্ডকি।
শ্বেতগঙ্গে চন্দ্ররেখে পম্পে চম্পে চ গোমতি ॥৬০
পদ্মাবতীতি পর্ণাশে বিশাশে বিরজে শুভে।
শতহ্রদে মন্দাকিনি * জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥
বহ্নিং সূর্য্যঞ্চ বিষ্ণুঞ্চ গণেশং বরুণং শিবম্।
পূজয়েৎ তত্র তোয়ে চ তুলস্যা চন্দনেন চ।
নৈবেদ্যানি চ সর্ব্বাণি প্রোক্ষয়েৎ তজ্জলেন চ ॥
ততো দদ্যাচ্চ প্রত্যেকমুপচারাণি ষোড়শ।
আসনং বসনং পাদ্যং স্নানীয়মনুলেপনম্ ॥ ৬৩
মধুপর্কমর্ঘ্যগন্ধৌ পুষ্পং নৈবেদ্যমীপ্সিতম্।
পুনরাচমনীয়ঞ্চ তাম্বূলং রত্নভূষণম্।
ধূপং প্রদীপং তল্পঞ্চেত্যুপচারাণি ষোড়শ ॥ ৬৪
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং নানাচিত্রবিরাজিতম্।
বরং সিংহাসনশ্রেষ্ঠং গৃহ্যতাং শঙ্করপ্রিয়ে ॥ ৬৫
অতন্তুসূত্রপ্রভবমীশ্বরেচ্ছাবিনির্ম্মিতম্।
জ্বলদগ্নিবিশুদ্ধঞ্চ বসনং গৃহ্যতাং শিবে ॥ ৬৬
অমূল্যরত্নপাত্রস্থং নির্ম্মলং জাহ্নবীজলম্।
পাদপ্রক্ষালনার্থায় দুর্গে পাদ্যং প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ৬৭
সুগন্ধ্যামলকীস্নিগ্ধদ্রব্যমেব সুদুর্লভম্।
সুপক্বং বিষ্ণুতৈলঞ্চ গৃহ্যতাং পরমেশ্বরি ॥ ৬৮
কস্তূরীকুঙ্কুমাক্তঞ্চ সুগন্ধিচন্দনদ্রবম্।
সুবাসিতং জগন্মাতর্গৃহ্যতামনুলেপনম্ ॥ ৬৯
মাধ্বীকং রত্নপাত্রস্থং সুপবিত্রং সুমঙ্গলম্।
মধুপর্কং মহাদেবি গৃহ্যতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ॥ ৭০
বৃক্ষভেদমূলচূর্ণং গন্ধদ্রব্যসমন্বিতম্।
সুপবিত্রং মঙ্গলার্হং দেবি গন্ধং গৃহাণ মে ॥ ৭১
পবিত্রশঙ্খপাত্রস্থং দূর্ব্বা-পুষ্পাক্ষতান্বিতম্।
স্বর্গমন্দাকিনীতোয়মর্ঘ্যং চণ্ডি গৃহাণ মে ॥ ৭২
সুগন্ধিপুষ্পশ্রেষ্ঠঞ্চ পারিজাততরূদ্ভবম্।
মালত্যাদিপুষ্পমাল্যং গৃহ্যতাং জগদম্বিকে ॥ ৭৩
দিব্যং সিদ্ধান্নমামান্নং পিষ্টকং পায়সাদিকম্।
মিষ্টান্নং লড্ডুকফলং নৈবেদ্যং গৃহ্যতাং শিবে ॥
সুবাসিতং শীততোয়ং কর্পূরাদিসসংস্কৃতম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহ্যতাং শৈলকন্যকে ॥৭৫
গুবাকপর্ণচূর্ণঞ্চ কর্পূরাদিসুবাসিতম্।
সর্ব্বভোগবরং রম্যং তাম্বূলং দেবি গৃহ্যতাম্ ॥৭৬
অত্যমূল্যরত্নসার-নির্ম্মাণমীশ্বরেচ্ছয়া।
সর্ব্বাঙ্গশোভনকরং ভূষণং দেবি গৃহ্যতাম্ ॥ ৭৭
তরুনির্য্যাসচূর্ণঞ্চ গন্ধবস্তুসমন্বিতম্।
হুতাশনশিখাশুদ্ধং ধূপং দেবি গৃহাণ মে ॥ ৭৮
দিব্যরত্নবিশেষঞ্চ সান্দ্রধ্বান্তনিরাকৃতম্।
সুপবিত্রং প্রদীপঞ্চ গৃহাণ পরমেশ্বরি ॥ ৭৯
রত্নসারবিনির্ম্মাণং দিব্যপর্য্যঙ্কমুত্তমম্।
সূক্ষ্মবস্ত্রসমাকীর্ণং দেবি তল্পং প্রগৃহ্যতাম্॥ ৮০
এবং সম্পূজ্য তাং দুর্গাং দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং মুনে।
ততোঽষ্টনায়িকা দেব্যা যত্নতঃ পরিপূজয়েৎ ॥ ৮১
উগ্রচণ্ডাং প্রচণ্ডাঞ্চ চণ্ডোগ্রাং চণ্ডনায়িকাম্।
অতিচণ্ডাঞ্চ চামুণ্ডাং চণ্ডাং চণ্ডবতীং তথা ॥ ৮২
পদ্মে চাষ্টদলে চৈতাঃ প্রাগাদিক্রমতস্ততঃ।
পঞ্চোপচারৈঃ সম্পূজ্য ভৈরবান্মধ্যদেশতঃ ॥ ৮৩
আদৌ মহাভৈরবঞ্চ সংহারভৈরবং তথা।
অসিতাঙ্গভৈরবঞ্চ রুরুভৈরবমেব চ ॥ ৮৪

* চেলগঙ্গে ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

ততঃ কালভৈরবঞ্চ ক্রোধভৈরবমেব চ।
তাম্রচূড়ং চন্দ্রচূড়মন্তে চ ভৈরবদ্বয়ম্ ॥ ৮৫
এতান্ সম্পূজ্য মধ্যে চ নব শক্তীশ্চ পূজয়েৎ।
তত্র পদ্মে চাষ্টদলে মধ্যে চ ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ৮৬
বৈষ্ণবীঞ্চৈব ব্রহ্মাণীং রৌদ্রাং মাহেশ্বরীং তথা।
নারাসিংহীঞ্চ বারাহীমিন্দ্রাণীং কার্ত্তিকীং তথা॥
সর্ব্বশক্তিস্বরূপাঞ্চ প্রধানাং সর্ব্বমঙ্গলাম্।
নব শক্তীশ্চ সম্পূজ্য ঘটে দেবাংশ্চ পূজয়েৎ ॥৮৮
শঙ্করং কার্ত্তিকেয়ঞ্চ সূর্য্যং সোমং হুতাশনম্।
বায়ুঞ্চ বরুণঞ্চৈব দেব্যান্তেষ্টীং বটুং তথা ॥ ৮৯
চতুঃষষ্টিযোগিনীশ্চ সম্পূজ্য বিধিপূর্ব্বকম্।
যথাশক্তি বলিং দত্ত্বা করোতি স্তবনং বুধঃ ॥ ৯০
কবচঞ্চ গলে বদ্ধা পঠিত্বা ভক্তিপূর্ব্বকম্।
ততঃ কৃত্বা পরীহারং নমস্কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৯১
বলিদানবিধানঞ্চ শ্রূয়তাং মুনিসত্তম।
মায়াতিং মহিষং ছাগং দদ্যান্মেষাদিকং শুভম্ ॥
সহস্রবর্ষং সুপ্রীতা দুর্গা মায়াতিদানতঃ।
মহিষেণ বর্ষশতং দশবর্ষঞ্চ ছাগলাৎ ॥ ৯৩
বর্ষং মেষেণ কুষ্মাণ্ডৈঃ পক্ষিভির্হরিণৈস্তথা।
দশবর্ষং কৃষ্ণসারৈঃ সহস্রাব্দঞ্চ গণ্ডকৈঃ ॥ ৯৪
কৃত্রিমৈঃ পিষ্টনির্ম্মাণৈঃ ষণ্মাসং পশুভিস্তথা।
মাসং মুকাসাদিফলৈরক্ষতৈরিতি নারদ ॥ ৯৫
যুবকং ব্যাধিহীনঞ্চ সশৃঙ্গং লক্ষণান্বিতম্।
বিশুদ্ধমবিকারাঙ্গং সুবর্ণং পুষ্টমেব চ ॥ ৯৬
শিশুনা বলিনা দাতুর্হন্তি পুত্রঞ্চ চণ্ডিকা।
বৃদ্ধেনৈব গুরুজনং কৃশেন বান্ধবস্তথা ॥ ৯৭
ধনঞ্চৈবাধিকাঙ্গেন হীনাঙ্গেন প্রজাং তথা।
কামিনীং শৃঙ্গভঙ্গেন কাণেন ভ্রাতরস্তথা ॥ ৯৮
খণ্টিকেন ভবেন্মৃত্যুর্বিঘ্নঞ্চ চিত্রমস্তকে।
হন্তং মিত্রং তাম্রপৃষ্ঠে ভ্রষ্টশ্রীঃ পুচ্ছহীনতঃ ॥ ৯৯
মায়াতীনাঞ্চ নির্ণীতং শ্রূয়তাং মুনিসত্তম।
বক্ষ্যাম্যথর্ব্ববেদোক্তং ফলহানির্ব্যতিক্রমে ॥ ১০০
পিতৃ-মাতৃ-বিহীনঞ্চ যুবকং ব্যাধিহীনকম্।
বিবাহিতং দীক্ষিতঞ্চ পরদারবিহীনকম্ ॥ ১০১
অজারকং বিশুদ্ধঞ্চ সচ্ছূদ্রং মূলকং বরম্।
তদ্বন্ধুভ্যো ধনং দত্ত্বা ক্রীতং মূল্যাতিরেকতঃ ॥
স্নাপয়িত্বা চ তং ধর্ম্মী সম্পূজ্য বস্ত্রচন্দনৈঃ।
মাল্যৈর্ধূপৈশ্চ সিন্দূরৈর্দধি-গোরোচনাদিভিঃ ॥
তঞ্চ বর্ষং ভ্রাময়িত্বা চরদ্বারেণ যত্নতঃ।
বর্ষান্তে চ সমুৎসৃজ্য দুর্গায়ৈ তং নিবেদয়েৎ ॥১৯৪
অষ্টমী-নবমীসন্ধৌ দদ্যান্মায়াতিমেব চ।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং বলিদানপ্রসঙ্গতঃ ॥ ১০৫
বলিং দত্ত্বা চ স্তুত্বা চ ধৃত্বা চ কবচং বুধঃ।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ দদ্যাদ্বিপ্রায় দক্ষিণাম্ ॥১০৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে দুর্গোপাখ্যানে
চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

শ্রুতং সর্ব্বং মহাভাগ সুধারসপরং বরম্।
স্তোত্রঞ্চ কবচং পূজাং ফলং কালং বদ প্রভো ॥

নারায়ণ উবাচ।

আর্দ্রায়াং বোধয়েদ্দেবীং মূলেনৈব প্রবেশয়েৎ।
উত্তরেণার্চ্চনং কৃত্বা শ্রবণায়াং বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ২ ॥
আদ্রাযুক্তনবম্যান্তু কৃত্বা দেব্যাশ্চ বোধনম্।
পূজায়াঃ শতবার্ষিক্যাঃ ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৩
মূলায়ান্তু প্রবেশেন নরমেধফলং লভেৎ।
উত্তরে পূজনং কৃত্বা রাজপেয়ফলং লভেৎ ॥ ৪
কৃত্বা বিসর্জ্জনং দেব্যাঃ শ্রবণায়াঞ্চ মানবঃ।
লক্ষ্মীঞ্চ পুত্রপৌত্রাণাং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫
ভুবঃ প্রদক্ষিণং পুণ্যং পূজায়াং লভতে নরঃ।
নক্ষত্রহীনে বর্ষে চেৎ পার্ব্বত্যাশ্চৈব নারদ ॥ ৬
নবম্যাং বোধনং কৃত্বা পক্ষং সম্পূজ্য মানবঃ।
অশ্বমেধফলং লব্ধা দশম্যাঞ্চ বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ৭
সপ্তম্যাং পূজনং কৃত্বা বলিং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
অষ্টম্যাং পূজনং শস্তং বলিদানবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৮
অষ্টম্যাং বলিদানেন বিপত্তির্জ্জায়তে নৃণাম্।
দদ্যাদ্বিচক্ষণো ভক্ত্যা নবম্যাং বিধিবদ্বলিম্ ॥ ৯
বলিদানেন বিপ্রেন্দ্র দুর্গাপ্রীতির্ভবেন্নৃণাম্।
হিংসাজন্যঞ্চ পাপঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০
উৎসর্গকর্ত্তা দাতা চ ছেত্তা পোষ্টা চ রক্ষকঃ।
অগ্রপশ্চান্নিবদ্ধা চ সপ্তৈতে বধভাগিনঃ ॥ ১১
যো যং হন্তি স তং হন্তি চেতি বেদোক্তমেব চ।
কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবীপূজাং বৈষ্ণবাস্তেন হেতুনা ॥ ১২

এবং সম্পূজ্য সুরথঃ পূর্ণং বর্ষঞ্চ ভক্তিতঃ।
কবচঞ্চ গলে বদ্ধ্বা তুষ্টাব পরমেশ্বরীম্ ॥ ১৩
স্তোত্রেণ পরিতুষ্টা সা তস্য সাক্ষাদ্বভূব হ।
স দদর্শ পুরো দেবীং গ্রীষ্মসূর্য্যসমপ্রভাম্ ॥ ১৪
তেজঃস্বরূপাং পরমাং সগুণাং নির্গুণাং বরাম্।
দৃষ্ট্বা তাং কমনীয়াঞ্চ তেজোমণ্ডলমধ্যতঃ ॥ ১৫
স্বেচ্ছাময়ীং কৃপারূপাং ভক্তানুগ্রহকাতরাম্।
পুনস্তুষ্টাব রাজেন্দ্রো ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ॥ ১৬
স্তবেন পরিতুষ্টা সা সস্মিতা ভক্তিপূর্ব্বকম্।
উবাচ সত্যং রাজেন্দ্রং কৃপয়া জগদম্বিকা ॥ ১৭

প্রকৃতিরুবাচ।

সাক্ষাৎ সম্প্রাপ্য মাং রাজন্ বৃণোষি বিভবং বরম্
দদামি তুভ্যং বিভবং সাম্প্রতং বাঞ্ছিতং তব ॥১৮
নির্জ্জিত্য সর্ব্বান্ শত্রূংশ্চ লভ রাজ্যমকণ্টকম্।
ভবিষ্যসি মহারাজ সাবর্ণিরষ্টমো মনুঃ ॥ ১৯
দদামি তুভ্যং জ্ঞানঞ্চ পরিণামে নরাধিপ।
ভক্তিং দাস্যঞ্চ পরমে শ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মনি ॥ ২০
বৃণোতি বিভবং যো হি সাক্ষান্মাংপ্রাপ্য মন্দধীঃ।
মায়য়া বঞ্চিতঃ সোঽপি বিষমত্যামৃতং ত্যজেৎ ॥
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং সর্ব্বং নশ্বরমেব চ।
নিত্যং সত্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণং নির্গুণমচ্যুতম্ ॥২২
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদীনামহমাদ্যা পরাৎপরা।
সগুণা নির্গুণা চাপি বরা স্বেচ্ছাময়ী সদা ॥ ২৩
নিত্যানিত্যা সর্ব্বরূপা সর্ব্বকারণকারণা।
বীজরূপা চ সর্ব্বেষাং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ২৪
পুণ্যে বৃন্দাবনে রম্যে গোলোকে রাসমণ্ডলে।
রাধা প্রাণাধিকাহঞ্চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ২৫
অহং দুর্গা বিষ্ণুমায়া বুদ্ধ্যধিষ্ঠাতৃদেবতা।
অহং লক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে স্বয়ং দেবী সরস্বতী ॥ ২৬
সাবিত্রী বেদমাতাহং ব্রহ্মাণী ব্রহ্মলোকতঃ।
অহং গঙ্গা চ তুলসী সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা ॥ ২৭
নানাবিধাহং কলয়া মায়য়া সর্ব্বযোষিতঃ।
সাহং কৃষ্ণেন সৃষ্টা চ ভ্রূভঙ্গলীলয়া নৃপ ॥ ২৮
ভ্রূভঙ্গলীলয়া সৃষ্টো যেন পুংসা মহাবিরাট্।
যস্য লোমাঞ্চ কূপেষু বিশ্বানি সন্তি নিত্যশঃ ॥ ২৯
অসংখ্যানি চ তান্যেব কৃত্রিমাণি চ মায়য়া।
অনিত্যেষু নিত্যবুদ্ধিং সর্ব্বে কুর্ব্বন্তি সন্ততম্ ॥৩০
সপ্তসাগরসংযুক্তা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
তদধঃ সপ্ত পাতালাঃ সপ্ত লোকাশ্চ তৎপরে ॥ ৩১
এবং বিশ্বঞ্চ নির্ম্মাণং ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মণাহৃতম্।
প্রত্যেকং সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ॥ ৩২
সর্ব্বেষামীশ্বরঃ কৃষ্ণ ইতি জ্ঞানং পরাৎপরম্।
বেদানাঞ্চ ব্রতানাঞ্চ তীর্থানাং তপসাং তথা ॥ ৩৩
দেবানাঞ্চৈব পুণ্যানাং সারঃ কৃষ্ণ ইতি স্মৃতঃ।
তদ্ভক্তিহীনো যো মূঢ়ঃ স চ জীবন্মৃতো ধ্রুবম্ ॥
পবিত্রাণি চ তীর্থানি তদ্ভক্তস্পর্শবায়ুনা।
তন্মন্ত্রোপাসকশ্চৈব জীবন্মুক্ত ইতি স্মৃতঃ ॥ ৩৫
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ।
বিনা জপেন তপসা বিনা তীর্থেন পূজয়া ॥ ৩৬
মাতামহানাং শতকং পিতৄণাঞ্চ সহস্রকম্।
পুংসামেবং সমুদ্ধৃত্য গোলোকং স চ গচ্ছতি ॥
ইদং জ্ঞানং সারভূতং কথিতং তে নরাধিপ।
মন্বন্তরান্তে ভোগান্তে ভক্তিং দাস্যামি তে হরৌ
ন ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ॥৩৯
অহং যমনুগৃহ্ণামি তস্মৈ দাস্যামি নির্ম্মলাম্।
নিশ্চলাং সুদৃঢ়াং ভক্তিং শ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মনি ॥
করোমি বঞ্চনাং যং যং তেভ্যো দাস্যামি সম্পদম্
প্রাতঃস্বপ্নস্বরূপাঞ্চ মিথ্যেতি ভ্রমরূপিণীম্ ॥ ৪১
ইতি তে কথিতং জ্ঞানং গচ্ছ বৎস যথাসুখম্।
ইত্যুক্ত্বা চ মহাদেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৪২
রাজা সম্প্রাপ্য রাজ্যঞ্চ নত্বা তাং প্রযযৌ গৃহম্।
ইতি তে কথিতং বৎস দুর্গোপাখ্যানমুত্তমম্ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে দুর্গোপাখ্যানে
প্রকৃতি-সুরথ-সংবাদে জ্ঞানকথনং
পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৫॥

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

শ্রুতং সর্ব্বং নাবশিষ্টং কিঞ্চিদেব হি নিশ্চিতম্।
প্রকৃতেঃ কবচং স্তোত্রং ব্রূহি মে মুনিসত্তম ॥ ১

নারায়ণ উবাচ।

পুরা স্তুতা সা গোলোকে কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
সম্পূজ্য মধুমাসে চ প্রীতেন রাসমণ্ডলে ॥ ২

মধুকৈটভয়োর্যুদ্ধে দ্বিতীয়ে বিষ্ণুনা পুরা।
তত্রৈব কালে সা দুর্গা ব্রহ্মণা প্রাণসঙ্কটে ॥ ৩

চতুর্থে সংস্তুতা দেবী ভক্ত্যা চ ত্রিপুরারিণা।
পুরা ত্রিপুরযুদ্ধে চ মহাঘোরতরে মুনে ॥ ৪

পঞ্চমে সংস্তুতা দেবী বৃত্রাসুরবধে তথা।
শক্রেণ সর্ব্বদেবৈশ্চ ঘোরে চ প্রাণসঙ্কটে ॥ ৫

তদা মুনীন্দ্রৈর্ম্মনুভির্ম্মানবৈঃ সুরথাদিভিঃ।
স্তুতা চ পূজিতা সা চ কল্পে কল্পে পরাৎপরা ॥ ৬

স্তোত্রঞ্চ শ্রূয়তাং ব্রহ্মন্ সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনম্।
সুখদং মোক্ষদং সারং ভবাব্ধিপারকারণম্ ॥ ৭

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ত্বমেব সর্ব্বজননী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
ত্বমেবাদ্যা সৃষ্টিবিধৌ স্বেচ্ছয়া ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ৮

কার্য্যার্থে সগুণা ত্বঞ্চ বস্তুতো নির্গুণা স্বয়ম্।
পরব্রহ্মস্বরূপা ত্বং সত্যা নিত্যা সনাতনী ॥ ৯

তেজঃস্বরূপা পরমা ভক্তানুগ্রহবিগ্রহা।
সর্ব্বস্বরূপা সর্ব্বেশা সর্ব্বাধারা পরাৎপরা ॥ ১০

সর্ব্ববীজস্বরূপা চ সর্ব্বপূজ্যা নিরাশ্রয়া।
সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বতোভদ্রা সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলা ॥ ১১

সর্ব্ববুদ্ধিস্বরূপা চ সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী।
সর্ব্বজ্ঞানপ্রদা দেবী সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বভাবিনী ॥ ১২

স্বাহা চ দেবদানে চ পিতৃদানে স্বধা স্বয়ম্।
দক্ষিণা সর্ব্বদানে চ সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী ॥ ১৩

নিদ্রা ত্বঞ্চ দয়া ত্বঞ্চ তৃষ্ণা ত্বঞ্চাত্মনশ্চ মে।
ক্ষুৎ ক্ষান্তিঃ শান্তিরীশা চ কান্তিঃ সৃষ্টিশ্চ শাশ্বতী

শ্রদ্ধা পুষ্টিশ্চ তন্দ্রা চ লজ্জা শোভা দয়া সদা।
সতাং সম্পৎস্বরূপা চ বিপত্তিরসতামিহ ॥ ১৫

প্রীতিরূপা পুণ্যবতী পাপিনাং কলহাঙ্কুরা।
শশ্বৎকর্ম্মময়ী শক্তিঃ সর্ব্বদা সর্ব্বজীবিনাম্ ॥ ১৬

দেবেভ্যঃ স্বপদং দাত্রী ধাতুর্ধাত্রী কৃপাময়ী।
হিতায় সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বাসুরবিনাশিনী ॥ ১৭

যোগনিদ্রা যোগরূপা যোগধাত্রী চ যোগিনী।
সিদ্ধিস্বরূপা সিদ্ধানাং সিদ্ধিদা সিদ্ধযোগিনী ॥

মাহেশ্বরী চ ব্রহ্মাণী বিষ্ণুমায়া চ বৈষ্ণবী।
ভদ্রদা ভদ্রকালী চ সর্ব্বলোকভয়ঙ্করী ॥ ১৯

গ্রামে গ্রামে গ্রামদেবী গৃহদেবী গৃহে গৃহে।
সিতাং কীর্ত্তিঃ প্রতিষ্ঠা চ নিন্দা ত্বমসতাং সদা ॥

মহাযুদ্ধে মহামারী দুষ্টসংহাররূপিণী।
রক্ষাস্বরূপা শিষ্টানাং মাতেব হিতকারিণী ॥ ২১

বন্দ্যা পূজ্যা স্তুতা ত্বঞ্চ ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
ব্রহ্মণ্যরূপা বিপ্রাণাং তপস্যা চ তপস্বিনাম্ ॥ ২২

বিদ্যা বিদ্যাবতাং ত্বঞ্চ বুদ্ধির্বুদ্ধিমতাং সতাম্।
মেধাস্মৃতিস্বরূপা চ প্রতিভা প্রতিভাবতাম্ ॥ ২৩

রাজ্ঞাং প্রতাপরূপা চ বিশাং বাণিজ্যরূপিণী।
সৃষ্টৌ সৃষ্টিস্বরূপা ত্বং রক্ষারূপা চ পালনে ॥ ২৪

তথান্তে ত্বং মহামারী বিশ্বস্য বিশ্বপূজিতে।
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ মোহিনী ॥ ২৫

দুরত্যয়া মে মায়া ত্বং যয়া সম্মোহিতং জগৎ।
যয়া মুগ্ধো হি বিদ্বাংশ্চ মোক্ষমার্গং ন পশ্যতি ॥২৬

ইত্যাত্মনা কৃতং স্তোত্রং দুর্গায়া দুর্গনাশনম্।
পূজাকালে পঠেদ্যো হি সিদ্ধির্ভবতি বাঞ্ছিতা ॥২৭

বন্ধ্যা চ কাকবন্ধ্যা চ মৃতবৎসা চ দুর্ভগা।
শ্রুত্বা স্তোত্রং বর্ষমেকং সুপুত্রং লভতে ধ্রুবম্ ॥২৮

কারাগারে মহাঘোরে যো বদ্ধো দৃঢ়বন্ধনে।
শ্রুত্বা স্তোত্রং মাসমেকং বন্ধনান্মুচ্যতে ধ্রুবম্ ॥২৯

যক্ষ্মগ্রস্তো গলৎকুষ্ঠী মহাশূলী মহাজ্বরী।
শ্রুত্বা স্তোত্রং বর্ষমেকং সদ্যো রোগাৎ প্রমুচ্যতে

পুত্রভেদে প্রজাভেদে পত্নীভেদে চ দুর্গতঃ।
শ্রুত্বা স্তোত্রং মাসমেকং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

রাজদ্বারে শ্মশানে চ মহারণ্যে রণস্থলে।
হিংস্রজন্তুসমীপে চ শ্রুত্বা স্তোত্রং প্রমুচ্যতে ॥৩২

গৃহদাহে চ দাবাগ্নৌ দস্যুশত্রু-* সমন্বিতে।
স্তোত্রশ্রবণমাত্রেণ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৩

মহাদরিদ্রো মূর্খশ্চ বর্ষং স্তোত্রং পঠেৎ তু যঃ।
বিদ্যাবান্ ধনবাংশ্চৈব স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে দুর্গাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

নারদ উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞানবিশারদ।
ব্রহ্মাণ্ডমোহনং নাম প্রকৃতেঃ কবচং বদ ॥ ৩৫

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু বক্ষ্যামি হে বৎস কবচঞ্চ সুদুর্লভম্।
শ্রীকৃষ্ণেনৈব কথিতং কৃপয়া ব্রহ্মণে পুরা ॥ ৩৬

ব্রহ্মণা কথিতং সর্ব্বং ধর্ম্মায় জাহ্নবীতটে।
ধর্ম্মেণ দত্তং মহ্যঞ্চ কৃপয়া পুষ্করে পুরা ॥ ৩৭

---

* দস্যুসৈন্যেতি পাঠঃ কাচিৎকঃ।

ত্রিপুরারিশ্চ যদ্ধৃত্বা জঘান ত্রিপুরং পুরা।
মুমোচ ব্রহ্মা যদ্ধৃত্বা মধুকৈটভয়োর্ভয়াৎ ॥ ৩৮
সঞ্জহার রক্তবীজং যদ্ধৃত্বা ভদ্রকালিকা।
যদ্ধৃত্বা চ মহেন্দ্রশ্চ সম্প্রাপ কমলালয়াম্ । ৩৯
যদ্ধৃত্বা চ মহাকালশ্চিরজীবী চ ধার্ম্মিকঃ।
যদ্ধৃত্বা চ মহাজ্ঞানী নন্দী সানন্দপূর্ব্বকম্ ॥ ৪০
যদ্ধৃত্বা চ মহাযোদ্ধা বাণঃ শক্রভয়ঙ্করঃ।
যদ্ধৃত্বা শিবতুল্যশ্চ দুর্ব্বাসা জ্ঞানিনাং বরঃ ॥ ৪১
ওঁ দুর্গেতি চতুর্থ্যন্তঃ স্বাহান্তো মে শিরোঽবতু।
মন্ত্রঃ ষড়ক্ষরোঽয়ঞ্চ ভক্তানাং কল্পপাদপঃ ॥ ৪২
বিচারো নাস্তি বেদে চ গ্রহণেঽস্য মনোর্মুনে।
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ বিষ্ণুতুল্যো ভবেন্নরঃ ॥ ৪৩
মম বক্ত্রং সদা পাতু ওঁ দুর্গায়ৈ নমোঽন্তকঃ।
ওঁ দুর্গে রক্ষেতি মন্ত্রঃ কণ্ঠং পাতু সদা মম।
ওঁ হ্রীং শ্রীং ইতি মন্ত্রোঽয়ং স্কন্ধং পাতু নিরন্তরম্।
শ্রীং শ্রীং ক্লীং * ইতি পৃষ্ঠঞ্চ পাতু মে সর্ব্বতঃ সদা।
হ্রীং মে বক্ষঃস্থলং পাতু হস্তং শ্রীমিতি সন্ততম্।
ঐং হ্রীং শ্রীং † পাতু সর্ব্বাঙ্গং স্বপ্নে জাগরণে তথা।
প্রাচ্যাং মাং পাতু প্রকৃতিঃ পাতু বহ্নৌ চ চণ্ডিকা
দক্ষিণে ভদ্রকালী চ নৈর্ঋতে চ মহেশ্বরী।
বারুণে পাতু বারাহী বায়ব্যাং সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ৪৭
উত্তরে বৈষ্ণবী পাতু তথৈশান্যাং শিবপ্রিয়া।

* হ্রীং শ্রীং ক্লীং ইতি পাঠান্তরম্।
† শ্রী শ্রীং হ্রীং শ্রীং ইতি কচিৎ পঠ্যতে।

জলে স্থলে চান্তরীক্ষে পাতু মাং জগদম্বিকা ॥ ৪৮
ইতি তে কথিতং বৎস কবচঞ্চ সুদুর্লভম্।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ ॥ ৪৯
গুরুমভ্যর্চ্চ্য বিধিবদ্-বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ।
কবচং ধারয়েদ্যস্তু সোঽপি বিষ্ণুর্ন সংশয়ঃ ॥ ৫০
স্নানে চ সর্ব্বতীর্থানাং পৃথিব্যাশ্চ প্রদক্ষিণে।
যৎ ফলং লভতে লোকস্তদেতদ্ধারণে মুনে ॥ ৫১
পঞ্চলক্ষজপেনৈব সিদ্ধমেতদ্ভবেদ্ ধ্রুবম্।
লোকশ্চ সিদ্ধকবচং নাস্ত্রং বিধ্যতি সঙ্কটে ॥ ৫২
ন তস্য মৃত্যুর্ভবতি জলে বহ্নৌ বিষে ধ্রুবম্।
জীবন্মুক্তো ভবেৎ সোঽপি সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরঃ স্বয়ম্।
যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচো বিষ্ণুতুল্যো ভবেদ্ধ্রুবম্।
কথিতং প্রকৃতেঃ খণ্ডং সুধাখণ্ডাৎ পরং মুনে ॥ ৫৩
যা এব মূলপ্রকৃতির্যস্যাঃ পুত্রো গণেশ্বরঃ।
কৃত্বা কৃষ্ণব্রতং সা চ লেভে গণপতিং সুতম্।
স্বাংশেন কৃষ্ণো ভগবান্ বভূব চ গণেশ্বরঃ ॥ ৫৫
শ্রুত্বা চ প্রকৃতেঃ খণ্ডং সুশ্রবঞ্চ সুধোপমম্।
ভোজয়িত্বা চ দধ্যন্নং তস্মৈ দদ্যাচ্চ কাঞ্চনম্ ॥৫৬
সবৎসাং সুরভীং রম্যাং দদ্যাচ্চ ভক্তিপূর্ব্বকম্।
বর্দ্ধতে পুত্রপৌত্রাদির্যশস্বী তৎপ্রসাদতঃ।
লক্ষ্মীর্বসতি অন্তে তু গেহে হন্তে গোলোকমাপ্নুয়াৎ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে দুর্গোপাখ্যানে
প্রকৃতিকবচং নাম ষট্‌ষষ্টি-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৬ ॥

ইতি প্রকৃতিখণ্ডং সমাপ্তম্।

—ঃ০ঃ—

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

গণেশখণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

শ্রুতং প্রকৃতিখণ্ডং তদমৃতার্ণবমুত্তমম্।
সর্ব্বোৎকৃষ্টমীপ্সিতঞ্চ মূঢ়ানাং জ্ঞানবর্দ্ধনম্॥ ১
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি গণেশখণ্ডমীশ্বর।
তজ্জন্মচরিতং নৃণাং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্॥ ২
কথং জজ্ঞে সুরশ্রেষ্ঠঃ পার্ব্বত্যা উদরং বিনা।
দেবী কেন প্রকারেণ ললাভ তাদৃশং সুতম্॥ ৩
স চাংশঃ কস্য দেবস্য কথং জন্ম ললাভ সঃ।
অযোনিসম্ভবঃ কিং বা কিং বাসৌ যোনিসম্ভবঃ॥
কিং বা তদ্‌ব্রহ্মতেজো বা কিয়ানেব পরাক্রমঃ।
কা তপস্যা চ কিং জ্ঞানং কিং বা তন্নির্ম্মলং যশঃ
কথং তস্য পুরঃ পূজা বিশ্বেষু নিখিলেষু চ।
স্থিতে নারায়ণে শম্ভৌ জগদীশে চ ব্রহ্মণি॥ ৬
পুরাণেষু নিগূঢ়ঞ্চ তজ্জন্ম পরিকীর্ত্তিতম্।
কথং বা গজবক্ত্রোঽয়মেকদন্তো মহোদরঃ॥ ৭
এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ শ্রোতুং কৌতূহলং মম।
সুবিস্তীর্ণং মহাভাগ তদতীব মনোহরম্॥ ৮

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি রহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
পাপসন্তাপহরণং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনম্॥ ৯
সর্ব্বমঙ্গলদং সারং সর্ব্বশ্রুতিমনোহরম্।
সুখদং মোক্ষবীজঞ্চ পাপমূল-* নিকৃন্তনম্॥ ১০

দৈত্যার্দ্দিতানাং দেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবা।
দেবী সংহৃত্য দৈত্যৌঘান্ দক্ষকন্যা বভূব হ॥ ১১
সা চ নাম্না সতী দেবী স্বামিনো নিন্দয়া পুরা।
দেহং সন্ত্যজ্য যোগেন জাতা শৈলপ্রিয়োদরে॥ ১২
শঙ্করায় দদৌ তাঞ্চ পার্ব্বতীং পর্ব্বতো মুদা।
তাং গৃহীত্বা মহাদেবো জগাম নির্জ্জনং বনম্॥ ১৩
শয্যাং রতিকরীং কৃত্বা পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতাম্।
স রেমে নর্ম্মদাতীরে পুষ্পোদ্যানে তয়া সহ॥ ১৪
সহস্র-বর্ষ-পর্য্যন্তং দৈবমানেন নারদ।
তয়োর্ব্বভূব শৃঙ্গারো বিপরীতাদিকঃ পরম্॥ ১৫
দুর্গাঙ্গস্পর্শমাত্রেণ কামেন মূর্চ্ছিতঃ শিবঃ।
মূর্চ্ছিতা সা শিবস্পর্শাদ্‌বুবুধে ন দিবানিশম্॥ ১৬
হংসকারণ্ডবাকীর্ণে পুংস্কোকিলরুতশ্রুতে।
নানাপুষ্পবিকসিতে ভ্রমরধ্বনিসংযুতে॥ ১৭
সুগন্ধিকুসুমাক্তেন বায়ুনা সুরভীকৃতে।
অতীবসুখদে রম্যে সর্ব্বজন্তুবিবর্জ্জিতে॥ ১৮
দৃষ্ট্বা তয়োস্তচ্ছৃঙ্গারং চিন্তাং প্রাপুঃ সুরাঃ পরাম্।
ব্রহ্মাণঞ্চ পুরস্কৃত্য যযুর্নারায়ণান্তিকম্॥ ১৯
তং নত্বা কথয়ামাস ব্রহ্মা বৃত্তান্তমীপ্সিতম্।
সন্তস্থুর্দ্দেবতাঃ সর্ব্বাশ্চিত্রপুত্তলিকা যথা॥ ২০

ব্রহ্মোবাচ।

সহস্রবর্ষ-পর্য্যন্তং দেবমানেন শঙ্করঃ।
রতৌ রতশ্চ নিশ্চেষ্টো ন যোগী বিররাম হ॥ ২১
মৈথুনে চ বিরামে চ দম্পত্যোর্জ্জগদীশ্বর।
কিম্ভূতং ভবিতাপত্যং তন্নঃ কথিতুমর্হসি॥ ২২

---

* অত্র কর্ম্মমূলনিকৃন্তনমিতি পাঠঃ সমীচীনত্বা প্রতিভাতি।

ভগবানুবাচ ।

চিন্তা নাস্তি জগদ্ধাতঃ সর্ব্বং ভদ্রং ভবিষ্যতি ।
ময়ি যে শরণাপন্নাস্তেষাং দুঃখং কুতো বিধে ॥২৩
যেনোপায়েন তদ্বীর্য্যং ভূমৌ পততি নিশ্চিতম্ ।
তৎ কুরুষ প্রযত্নেন সার্দ্ধং দেবগণেন চ ॥ ২৪
পতেৎ তু শম্ভোর্বীর্য্যং তৎ পার্ব্বত্যা উদরে যদি
ততোহপত্যঞ্চ ভবিতা সুরাসুরবিমর্দ্দকম্ ॥ ২৫ ।
ততঃ শক্রাদয়ঃ সর্ব্বে সুরা নারায়ণাজ্ঞয়া ।
প্রযযুর্নর্ম্মদাতীরং যযৌ ব্রহ্মা নিজালয়ম্ ॥ ২৬
তত্রৈব সর্ব্বতদ্রোণী-বহির্দ্দেশে সুরাঃ পরাঃ ।
বিষণ্ণবদনাঃ সর্ব্বে বভূবুর্ভয়কাতরাঃ ॥ ২৭
শক্রো রাজা কুবেরঞ্চ কুবেরো বরুণং তথা ।
সমীরণং তং বরুণো বরুণঞ্চ যমঃ স্বয়ম্ ॥ ২৮
বহ্নিস্তং প্রেরয়ামাস ভাস্করশ্চ হুতাশনম্ ।
ভাস্করঞ্চ তথা চন্দ্র ঈশানশ্চন্দ্রমেব চ ॥ ২৯
এবং দেবাঃ প্রেরয়ন্তি দেবাংশ্চ রতিভঞ্জনে ।
হরশৃঙ্গারভঙ্গঞ্চ কুর্ব্বিত্যুক্ত্বা পরস্পরম্ ॥ ৩০
দ্বারস্থিতো বক্রশিরাঃ শক্রঃ প্রাহ মহেশ্বরম্ ॥৩১

ইন্দ্র উবাচ ।

কিং করোষি মহাদেব যোগীশ্বর নমোঽস্তু তে ।
জগদীশ জগদ্বীজ ভক্তানাং ভয়ভঞ্জন ॥ ৩২
হরির্জগামেত্যুক্ত্বৈব মাজগাম চ ভাস্করঃ ।
সংবীক্ষ্যোবাচ দ্বারস্থো ভয়ার্ত্তো বক্রচক্ষুষা ॥৩৩

সূর্য্য উবাচ ।

কিং করোষি মহাদেব জগতাং পরিপালক ।
সুরশ্রেষ্ঠ মহাভাগ পার্ব্বতীশ নমোঽস্তু তে ॥৩৪
ইত্যেবমুক্ত্বা শ্রীসূর্য্যঃ প্রজগাম ভয়াতুরঃ ।
আজগাম তথা চন্দ্র উবাচ বক্রকন্ধরঃ ॥ ৩৫

চন্দ্র উবাচ ।

কিং করোষি ত্রিলোকেশ ত্রিলোচন নমোঽস্তু তে
আত্মারাম পূর্ণকাম পুণ্য-শ্রবণ-কীর্ত্তন ॥ ৩৬
ইত্যেবমুক্ত্বা ভীতশ্চ বিররাম নিশাপতিঃ ।
সংবীক্ষ্যোবাচ দ্বারস্থঃ স্বয়মেব সমীরণঃ ॥ ৩৭

পবন উবাচ ।

কিং করোষি জগন্নাথ জগদ্বন্দ্যো নমোঽস্তু তে ।
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাং বীজরূপ সনাতন ॥ ৩৮
ইত্যেব স্তবনং শ্রুত্বা যোগ-জ্ঞান-বিশারদঃ ।
ত্যক্তুকামো ন তত্যাজ শৃঙ্গারং পার্ব্বতীভয়াৎ ॥
দৃষ্ট্বা সুরান্ ভয়ার্ত্তাংশ্চ পুনঃ স্তোতুং সমুদ্যতান্
বিজহৌ সুখসম্ভোগং কণ্ঠলগ্নাঞ্চ পার্ব্বতীম্ ॥৪০
উত্তিষ্ঠতো মহেশস্য ত্রস্তস্য লজ্জিতস্য চ ।
ভূমৌ পপাত তদ্বীর্য্যং ততঃ স্কন্দো বভূব হ ॥৪১
পশ্চাৎ তাং কথয়িষ্যামি কথামতিমনোহরাম্ ।
স্কন্দজন্মপ্রসঙ্গেন সাম্প্রতং বাঞ্ছিতং শৃণু ॥ ৪২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশ-
খণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

ত্যক্ত্বা রতিং মহাদেবো দদর্শ পুরতঃ সুরান্ ।
পলায়ধ্বমিত্যুবাচ কৃপয়া পার্ব্বতীভয়াৎ ॥ ১
দেবাঃ পলায়িতা ভীতাঃ পার্ব্বতীশাপহেতুনা ।
ব্রহ্মাণ্ডসর্ব্বসংহর্ত্তা চকম্পে পার্ব্বতীভয়াৎ ॥ ২
তল্পাদুত্থায় সা দুর্গা ন চ দৃষ্ট্বা পুরঃ সুরান্ ।
সমুত্থিতং কোপবহ্নিং স্তম্ভয়ামাস দেহতঃ ॥ ৩
অদ্যপ্রভৃতি তে দেবা ব্যর্থবীর্য্যা ভবন্ত্বিতি ।
শশাপ দেবী তান্ দেবানতিরুষ্টা বভূব হ ॥ ৪
ততঃ শিবঃ শিবাং দৃষ্ট্বা ক্রোধসংরক্তলোচনাম্ ।
রুদতীং নম্রবদনাং লিখন্তীং ধরণীতলম্ ॥ ৫
শিবস্তাং দুঃখিতাং দৃষ্ট্বা ক্রোধসংরক্তলোচনাম্ ।
হস্তে গৃহীত্বা দেবেশো বাসয়ামাস বক্ষসি * ।
অতীবভীতসন্ত্রস্ত উবাচ মধুরং বচঃ ॥ ৬

শঙ্কর উবাচ ।

কথং রুষ্টা গিরিশ্রেষ্ঠ-দন্যে ধন্যে মনোহরে ।
মম সৌভাগ্যরূপে চ প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবতে ।
কিং তেঽভীষ্টং করিষ্যামি বদ মাং জগদম্বিকে ॥
ব্রহ্মাণ্ডসজ্জানিখিলে কিমসাধ্যমিহাবয়োঃ ।
অহো নিরপরাধং মাং প্রসন্না ভব সুন্দরি ।
দৈবাদজ্ঞাতদোষস্য শাস্তিং মে কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৮
ত্বয়া যুক্তঃ শিবোঽহঞ্চ সর্ব্বেষাং শিবদায়কঃ ।
ত্বয়া বিনা হীশ্বরশ্চ শবতুল্যোঽশিবঃ সদা ॥ ৯

---

* এতৎশ্লোকস্য দ্বিতীয়তৃতীয়চরণে কচিৎ পুস্তকে ন দৃশ্যেতে ।

প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ বুদ্ধিস্ত্বং শক্তিস্ত্বঞ্চ ক্ষমা দয়া।
তুষ্টিস্ত্বঞ্চ তথা পুষ্টিঃ শান্তিস্ত্বং ক্ষান্তিরেব চ।
ক্ষুৎ ত্বং ছায়া তথা নিদ্রা তন্দ্রা শ্রদ্ধা সুরেশ্বরি ॥
সর্ব্বাধারস্বরূপা ত্বং সর্ব্ববীজস্বরূপিণী ।
স্মিতপূর্ব্বং বদ বচঃ সাম্প্রতং সরসং শিবে ॥ ১১
ত্বৎকোপবিষসন্দষ্টং তেন জীবয় মাং মৃতম্ ॥ ১২
শঙ্করস্য বচঃ শ্রুত্বা কোপযুক্তা চ পার্ব্বতী।
উবাচ মধুরং দেবী হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ১৩

পার্ব্বত্যুবাচ ।

কিং বাহং কথয়িষ্যামি † সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বরূপিণম্ ।
আত্মারামং পূর্ণকামং সর্ব্বদেহেষ্ববস্থিতম্ ॥ ১৪
কামিনী-মানসং কামমপ্রজ্ঞং স্বামিনং বদেৎ।
সর্ব্বেবাং হৃদয়জ্ঞঞ্চ হৃদিস্থং কথয়ামি কিম্ ॥১৫
সুগোপ্যং সর্ব্বনারীণাং লজ্জাজনককারণম্।
অকথ্যমপি সর্ব্বাসাং তথাপি কথয়ামি তে॥ ১৬
সুখেষু মধ্যে স্ত্রীণাঞ্চ বিভবেষু সুরেশ্বর।
সৎপুংসা সহ সম্ভোগো নির্জ্জনেষু পরং সুখম্ ॥
তদ্ভঙ্গেন চ যদ্দুঃখং তৎসমং নাস্তি চ স্ত্রিয়াঃ।
কান্তানাং কান্তবিচ্ছেদঃ শোকঃ পরমদারুণঃ ॥১৮
কৃষ্ণপক্ষে যথা চন্দ্রঃ ক্ষীয়মাণো দিনে দিনে।
তথা কান্তং বিনা কান্তা ক্ষীণকান্তিঃ ক্ষণে ক্ষণে ॥
চিন্তাজ্বরশ্চ সর্ব্বেষা-* মুপতাপশ্চ বাসসাম্।
সাধ্বীনাং কান্তবিচ্ছেদস্তরগাণাঞ্চ মৈথুনম্ ॥ ২০
রতিভঙ্গো দুঃখমেকং দ্বিতীয়ং বীর্য্যপাতনম্।
দুঃখাতিরেকদুঃখঞ্চ তৃতীয়মনপত্যতা ॥ ২১
ত্রৈলোক্যকান্তঃ কান্তস্ত্বং ন চ লব্ধো ময়া সুতঃ।
যা স্ত্রী পুত্রবিহীনা চ জীবনং তদসার্থকম্ ॥ ২২
জন্মান্তরসুখং পুণ্যং তপোদানসমুদ্ভবম্ ।
সদ্বংশজাতপুত্রশ্চ পরত্রেহ সুখপ্রদঃ ॥ ২৩
সুপুত্রঃ স্বামিনোহংশশ্চ স্বামিতুল্যসুখপ্রদঃ।
কুপুত্রশ্চ কুলাঙ্গারো মনস্তাপায় কেবলম্ ॥ ২৪
স্বামী স্বাংশেন স্বস্ত্রীণাং গর্ভে জন্ম লভেদ্ধ্রুবম্।
সাধ্বী স্ত্রী মাতৃতুল্যা চ সততং হিতকারিণী ॥২৫
অসাধ্বী বৈরিতুল্যা চ শশ্বৎসন্তাপদায়িনী ।
মুখদুষ্টা যোনিদুষ্টা চৈবাসাধ্বীতি হি স্মৃতা ॥ ২৬
কমুপায়ং করিষ্যামি বদ যোগীশ্বরেশ্বর।
উপায়সিন্ধো তপসাং সর্ব্বেষাঞ্চ ফলপ্রদঃ ॥ ২৭
ইত্যুক্ত্বা পার্ব্বতী দেবী নম্রবক্ত্রা রুরোদ হ * ।
প্রহস্য শঙ্করো দেবো বোধয়ামাস পার্ব্বতীম্ ॥ ২৮
সৎপুত্রবীজং সুখদং সন্তাপনাশকারণম্ ।
মিতং স্নিগ্ধং সুরুচিরং প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ২৯

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশ-
খণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

মহাদেব উবাচ ।

শৃণু পার্ব্বতি বক্ষ্যামি তব ভদ্রং ভবিষ্যতি।
উপায়তঃ কার্য্যসিদ্ধির্ভবেদেব জগত্রয়ে ॥ ১
সর্ব্ববাঞ্ছিতসিদ্ধস্য বীজরূপং সুমঙ্গলম্ ।
মনসঃ প্রীতিজননমুপায়ং কথয়ামি তে ॥ ২
হরেরারাধনং কৃত্বা ব্রতং কুরু বরাননে।
ব্রতঞ্চ পুণ্যকং নাম বর্ষমেকং করিষ্যসি ॥ ৩
মহাকঠোরবীজঞ্চ বাঞ্ছাকল্পতরুং পরম্ ।
সুখদং পুণ্যদং সারং পুত্রদং সম্পদাং প্রদম্ † ॥
নদীনাঞ্চ যথা গঙ্গা দেবানাঞ্চ হরির্যথা।
বৈষ্ণবানাং যথাহঞ্চ দেবীনাং ত্বং যথা প্রিয়ে ॥ ৫
বর্ণানাঞ্চ যথা বিপ্রস্তীর্থানাং পুষ্করো যথা ।
পুষ্পাণাং পারিজাতঞ্চ পত্রাণাং তুলসী যথা ॥ ৬
যথা পুণ্যপ্রদানাঞ্চ তিথিরেকাদশী স্মৃতা ।
রবিবারশ্চ বারাণাং যথা পুণ্যপ্রদঃ শিবে ॥ ৭
মাসানাং মার্গশীর্ষশ্চ ঋতূনাং মাধবো যথা।
সংবৎসরো বৎসরাণাং যুগানাঞ্চ কৃতং যথা ॥ ৮
বিদ্যাপ্রদশ্চ পূজ্যানাং গুরূণাং জননী যথা।
সাধ্বী পত্নী যথাপ্তানাং বিশ্বস্তানাং মনো যথা ॥৯
যথা ধনানাং রত্নঞ্চ প্রিয়াণাঞ্চ যথা পতিঃ।
যথা পুত্রশ্চ বন্ধূনাং বৃক্ষাণাং কল্পপাদপঃ ॥ ১০

---

† কিম্বহং কথয়িষ্যামীতি বহুষু পাঠঃ।
* চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণামিতি কৃতে তু সাধু স্যাৎ।

* বভূব হ ইতি চ বহুষু পাঠঃ।
† সর্ব্বসম্পদমিতি পাঠঃ ক্বাচিৎকঃ। স চার্ষঃ।

ফলানাঞ্চ চূতফলং বর্ষাণাং ভারতং যথা ।
বৃন্দাবনং বনানাঞ্চ শতরূপা চ যোষিতাম্ ॥ ১১
যথা কাশী পুরীণাঞ্চ সূর্য্যস্তেজস্বিনাং যথা ।
যথেন্দুঃ সুখদানাঞ্চ সুন্দরাণাঞ্চ মন্মথঃ ॥ ১২
শাস্ত্রাণাঞ্চ যথা বেদাঃ সিদ্ধানাং কপিলো যথা ।
হনূমান্ বানরাণাঞ্চ ক্ষেত্রাণাং ব্রাহ্মণাননম্ ॥১৩
যশোদানাং যথা বিদ্যা কবিতা চ মনোহরা ।
আকাশশ্চ * ব্যাপকানামঙ্গানাং লোচনং যথা ॥
বিভবানাং হরিকথা সুখানাং হরিচিন্তনম্ ।
স্পর্শনাং পুত্রসংস্পর্শো হিংস্রাণাঞ্চ যথা খলঃ ॥
পাপানাঞ্চ যথা মিথ্যা পাপিনীনাঞ্চ পুংশ্চলী ।
পুণ্যানাঞ্চ যথা সত্যং তপসাং হরিসেবনম্ ॥ ১৬
যথা ঘৃতঞ্চ গব্যানাং যথা ব্রহ্মা তপস্বিনাম্ ।
অমৃতং ভক্ষ্যবস্তূনাং শস্যানাং ধান্যকং যথা ॥ ১৭
পুণ্যদানাং যথা তোয়ং শুদ্ধানাঞ্চ হুতাশনঃ ।
সুবর্ণং তৈজসানাঞ্চ মিষ্টানাং প্রিয়ভাষণম্ ॥ ১৮
গরুড়ঃ পক্ষিণাঞ্চৈব হস্তিনামিন্দ্রবাহনম্ ।
যোগিনাঞ্চ কুমারশ্চ দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ ॥ ১৯
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথো জীবো বুদ্ধিমতাং যথা ।
সুকবীনাং যথা শুক্রঃ কাব্যানাঞ্চ পুরাণকম্ ॥২০
স্রোতস্বতাং সমুদ্রশ্চ যথা পৃথ্বী ক্ষমাবতাম্ ।
ইষ্টানাঞ্চ যথা মুক্তির্হরিভক্তিশ্চ সম্পদাম্ ॥ ২১
পবিত্রাণাং বৈষ্ণবাশ্চ বর্ণানাং প্রণবো যথা ।
বিষ্ণুমন্ত্রশ্চ মন্ত্রাণাং বীজানাং প্রকৃতির্যথা ॥ ২২
বিদুষাঞ্চ যথা বাণী গায়ত্রী ছন্দসাং যথা ।
যথা কুবেরো যক্ষাণাং সর্পাণাং বাসুকির্য্যথা ॥ ২৩
যথা পিতা তে শৈলানাং গবাঞ্চ সুরভী যথা ।
বেদানাং সামবেদশ্চ তৃণানাঞ্চ যথা কুশঃ ॥ ২৪
সুখদানাং যথা লক্ষ্মীর্মনশ্চ শীঘ্রগামিনাম্ ।
অক্ষরাণামকারশ্চ হিতৈষিণাং পিতা যথা ॥ ২৫
শালগ্রামশ্চ যন্ত্রাণাং পশূনাং বিষ্ণুপঞ্জরঃ ।
চতুষ্পদানাং পঞ্চাস্যো মানবো জীবিনাং যথা ॥ ২৬
যথা স্বান্তমিন্দ্রিয়াণাং মন্দাগ্নিশ্চ রুজাং যথা ।
বলানাঞ্চ যথা শক্তী রংহঃ শক্তিমতাং যথা * ॥২
মহান্ বিরাট্ চ স্থূলানাং সূক্ষ্মাণাং পরমাণুকঃ ।
যথেন্দ্র আদিতেয়ানাং দৈত্যানাঞ্চ বলির্যথা ॥ ২৮
প্রহ্লাদশ্চৈব সাধূনাং দাতৄণাং দধিচির্যথা ।
ব্রহ্মাস্ত্রঞ্চাপি শস্ত্রাণাং চক্রাণাঞ্চ সুদর্শনম্ ॥ ২৯
নৃণাং শ্রীরামচন্দ্রশ্চ ধন্বিনাং † লক্ষ্মণো যথা ।
সর্ব্বাধারঃ সর্ব্বসেব্যঃ সর্ব্ববীজশ্চ সর্ব্বদঃ ।
সর্ব্বসারো যথা কৃষ্ণো ব্রতানাং পুণ্যকং তথা ॥৩০
ব্রতং কুরু মহাভাগে ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্ ।
সর্ব্বসারশ্চ পুত্রস্তে ব্রতাদেব ভবিষ্যতি ॥ ৩১
ব্রতারাধ্যশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব্বেষাং বাঞ্ছিতপ্রদঃ ।
জনো যৎসেবনান্মুক্তঃ পিতৃভিঃ কোটিভিঃ সহ ॥৩২
হরিমন্ত্রমুপাদায় হরিসেবাং করোতি যঃ ।
ভারতে জন্ম সফলমাত্মনঃ স করোতি চ ॥ ৩৩
উদ্ধৃত্য কোটিপুরুষান্ বৈকুণ্ঠং যাতি নিশ্চিতম্ ।
শ্রীকৃষ্ণপার্ষদো ভূত্বা সুখং তত্রৈব মোদতে ॥ ৩৪
সহোদরান্ স্বভৃত্যাংশ্চ স্ববন্ধূন্ সহচারিণঃ ।
স্বস্ত্রিয়ঞ্চ সমুদ্ধৃত্য ভক্তো যাতি হরেঃ পদম্ ॥ ৩৫
তস্মাদ্‌গৃহাণ গিরিজে হরের্মন্ত্রং সুদুর্লভম্ ।
জপ মন্ত্রং ব্রতে তত্র পিতৄণাং মুক্তিকারণম্ ॥ ৩৬
ইত্যুক্ত্বা শঙ্করো দেবো গত্বা গিরিজয়া সহ ।
শীঘ্রঞ্চ জাহ্নবীতীরং হরের্মন্ত্রং মনোহরম্ ॥ ৩৭
তস্যৈ দদৌ চ সম্প্রীত্যা কবচং স্তোত্রসংযুতম্ ।
পূজাবিধাননিয়মং কথয়ামাস তাং মুনে ॥ ৩৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশ-
খণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

---

* আত্মাকাশৌ ব্যাপকানামিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। স চ ন সম্যক্ বস্তুদ্বয়োল্লেখাদক্রমতা-দোষোৎপত্তেঃ ।

* বলিনাঞ্চ যথা শক্তী রংহঃ শক্তিমতাং যথা ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।

† নৃপাণাং রামচন্দ্রশ্চ, বীরাণামিতি বা পাঠঃ

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

শ্রুত্বা ব্রতবিধানঞ্চ দুর্গা প্রহৃষ্টমানসা।
সর্ব্বং ব্রত-বিধানঞ্চ সম্প্রাষ্টুমুপচক্রমে ॥ ১

পার্ব্বত্যুবাচ ।

সর্ব্বং ব্রতবিধানং মাং বদ বেদবিদাং বর ।
হে নাথ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো পরাৎপর ॥ ২
কানি ব্রতোপযুক্তানি দ্রব্যাণি চ ফলানি চ ।
সময়ং নিয়মং ভক্ষ্যং বিধানং তৎফলং প্রভো ॥
দেহি মহ্যং বিনীতায়ৈ নিযুক্তং সৎপুরোহিতম্ ।
পুষ্পোপহারান্ বিপ্রাংশ্চ দ্রব্যাহরণকিঙ্করান্ ॥ ৪
অন্যানি চোপযুক্তানি ময়াজ্ঞাতানি যানি চ ।
সন্নিযোজয় তৎ সর্ব্বং স্ত্রীণাং স্বামীশ সর্ব্বদঃ ॥৫
পিতা কৌমারকালে চ সর্ব্বপালনকারকঃ ।
ভর্ত্তা মধ্যে সুতঃ শেষে ত্রিধাবস্থা চ যোষিতাম্ ॥
ততোঽশোকঃ প্রাণতুল্যাং দত্বা সৎস্বামিনে সুতাম্
স্বামী নির্বৃতিমাপ্নোতি সংন্যস্য স্বসুতে প্রিয়াম্ ॥৭
বন্ধুত্রয়যুতা যা স্ত্রী সা চ ভাগ্যবতী পরা ।
কিঞ্চিদ্বিহীনা মধ্যা চ সর্ব্বহীনাধমা ভুবি ॥ ৮
এতেষাঞ্চ সমীপস্থা প্রশংস্যা সা জগত্রয়ে ।
নিন্দিতান্যেষু সংন্যস্তা সর্ব্বমেতৎ শ্রুতৌ শ্রুতম্ ॥
সর্ব্বাত্মা ভগবাংস্ত্বঞ্চ সর্ব্বসাক্ষী চ সর্ব্ববিৎ ।
দেহি মহ্যং পুত্রবরং স্বাত্মনির্বৃতিহেতুকম্ ॥ ১০
স্বাত্মবোধানুমানেন মহাত্মনি নিবেদিতম্ ।
সর্ব্বান্তরাভিপ্রায়জ্ঞং বোধজ্ঞং বোধয়ামি কিম্ ॥
ইত্যুক্ত্বা পার্ব্বতী প্রীত্যা পপাত স্বামিনঃ পদে ।
কৃপাসিন্ধুশ্চ ভগবান্ প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ১২

মহাদেব উবাচ ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি বিধানং নিয়মং ফলম্ ।
ফলানি চৈব দ্রব্যাণি ব্রতোপযোগিকানি চ ॥ ১৩
বিপ্রাণাং শতকং শুদ্ধং ফলপুষ্পোপহারকম্ ।
কিঙ্করাণাঞ্চ শতকং দ্রব্যাহরণকারকম্ ॥ ১৪
দাসীনাং শতকং লক্ষং নিযুক্তঞ্চ পুরোহিতম্ ।
সর্ব্বব্রতবিধানজ্ঞং বেদবেদান্তপারগম্ ॥ ১৫
প্রবরং হরিভক্তানাং সর্ব্বজ্ঞং জ্ঞানিনাং বরম্ ।
সনৎকুমারং মত্তুল্যং গৃহাণ ব্রতহেতবে ॥ ১৬
দেবি শুদ্ধে চ কালে চ পরং নিয়মপূর্ব্বকম্ ।
মাঘে শুক্লত্রয়োদশ্যাং ব্রতারম্ভঃ শুভঃ প্রিয়ে ॥
গাত্রং সুনির্ম্মলং কৃত্বা শিরঃসংস্কারপূর্ব্বকম্ ।
উপোষ্য পূর্ব্বদিবসে বস্ত্রং প্রক্ষাল্য যত্নতঃ ॥ ১৮
অরুণোদয়বেলায়াং তল্পাদুত্থায় সুব্রতী ।
মুখপ্রক্ষালনং কৃত্বা স্নাত্বা চ নির্ম্মলে জলে ॥ ১৯
আচম্য মন্ত্রপূতো * হি হরিস্মরণপূর্ব্বকম্ ।
দত্বার্ঘ্যং হরয়ে ভক্ত্যা গৃহমাগত্য সত্বরম্ ॥ ২০
ধৌতে চ বাসসী ধৃত্বা উপবিশ্যাসনে শুচৌ ।
আচম্য তিলকং কৃত্বা নির্ব্বাহ্য স্বাহ্নিকং পুনঃ ॥
ঘটমারোপণং কৃত্বা স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকম্ ।
পুরোহিতস্য বরণং পুরঃ কৃত্বা প্রযত্নতঃ ।
সঙ্কল্পং বেদবিহিতং ব্রতমেতৎ সমাচরেৎ † ॥২২
ব্রতে দ্রব্যাণি নিত্যানি চোপচারাণি ষোড়শ ।
দেয়ানি নিত্যং দেবেশি কৃষ্ণায় পরমাত্মনে ॥ ২৩
আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্ ।
মধুপর্কশ্চ স্নানীয়ং বস্ত্রাণি ভূষণানি চ ॥ ২৪
সুগন্ধপুষ্পধূপঞ্চ দীপনৈবেদ্যবন্দনম্ ।
যজ্ঞসূত্রঞ্চ তাম্বূলং কর্পূরাদিসুবাসিতম্ ॥ ২৫
দ্রব্যাণ্যেতানি পূজায়াশ্চাঙ্গরূপাণি সুন্দরি ।
দেবি কিঞ্চিদ্বিহীনেনৈবাঙ্গহানিঃ প্রজায়তে ॥ ২৬
অঙ্গহীনঞ্চ যৎ কর্ম্ম চাঙ্গহীনো যথা নরঃ ॥ ২৭
অঙ্গহীনে চ কার্য্যে চ ফলহানিঃ প্রজায়তে ॥ ২৮
অষ্টোত্তরশতং পুষ্পং পারিজাতস্য বিষ্ণবে ।
দেয়ং প্রতিদিনং দুর্গে স্বাত্মনো রূপহেতবে ॥ ২৯
শ্বেতচম্পকপুষ্পাণাং লক্ষমক্ষতমীপ্সিতম্ ।
প্রদেয়ং হরয়ে ভক্ত্যা বর্ণসৌন্দর্য্যহেতবে ॥ ৩০
সহস্রপত্রপদ্মানামক্ষতং পুষ্পলক্ষকম্ ।
ভক্ত্যা দেয়ঞ্চ হরয়ে মুখসৌন্দর্য্যহেতবে ॥ ৩১
অমূল্যরত্নরচিতং দর্পণানাং সহস্রকম্ ।
দেয়ং নারায়ণায়ৈব নেত্রয়োর্দীপ্তিহেতবে ॥ ৩২
নীলোৎপলানাং লক্ষঞ্চ দেয়ং কৃষ্ণায় ভক্তিতঃ ।
ব্রতাঙ্গভূতং দেবেশি চক্ষুষো রূপহেতবে ॥ ৩৩
হিমালয়োদ্ভবং লক্ষং রুচিরং শ্বেতচামরম্ ।
প্রদেয়ং কেশবায়ৈব কেশসৌন্দর্য্যহেতবে ॥ ৩৪
অমূল্যরত্নরচিতং পুটকানাং সহস্রকম্ ।

---

* যত্নপূত ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।
† সমারভেদিতি পাঠান্তরম্ ।

প্রদেয়ং গোপিকেশায় নাসিকারূপহেতবে ॥ ৩৫
বন্ধূকপুষ্পলক্ষঞ্চ দেয়ং রাধেশ্বরায় চ।
সৌম্যোষ্ঠাধরয়োশ্চৈব বহুসৌন্দর্য্যহেতবে ॥ ৩৬
মুক্তাফলানাং লক্ষঞ্চ দন্তসৌন্দর্য্যহেতবে।
দেয়ং গোলোকনাথায় শৈলজে ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥
রত্নগণ্ডুকলক্ষঞ্চ গণ্ডসৌন্দর্য্যহেতবে।
মদীশ্বরায় দাতব্যং ব্রতে শৈলেন্দ্রকন্যকে ॥ ৩৮
রত্নপাশকলক্ষঞ্চ দেয়ং ব্রহ্মেশ্বরায় চ।
ওষ্ঠাধঃস্থলরূপায় প্রাণেশি ভক্তিতো ব্রতে ॥ ৩৯
কর্ণভূষণলক্ষঞ্চ রত্নসারবিনির্ম্মিতম্।
দেয়ং সর্ব্বেশ্বরায়ৈব কর্ণসৌন্দর্য্যহেতবে ॥ ৪০
মাধ্বীককলসানাঞ্চ লক্ষং রত্নবিনির্ম্মিতম্।
দেয়ং বিশ্বেশ্বরায়ৈব স্বরসৌন্দর্য্যহেতবে ॥ ৪১
সুধাপূর্ণঞ্চ কুম্ভানাং সহস্রং রত্ননির্ম্মিতম্।
দেয়ং কৃষ্ণায় দেবেশি বাক্যসৌন্দর্য্যহেতবে ॥ ৪২
রত্নপ্রদীপলক্ষঞ্চ গোপবেশবিধায়িনে।
দেয়ং কিশোরবেশায় দৃষ্টিসৌন্দর্য্যহেতবে ॥ ৪৩
ধুস্তূরকুসুমাকারং রত্নপাত্রসহস্রকম্।
দেয়ং গোরক্ষকায়ৈব গলসৌন্দর্য্যহেতবে ॥ ৪৪
সদ্রত্নসাররচিত-পদ্মনালসহস্রকম্।
দেয়ং চণ্ডকপালায় বাহুসৌন্দর্য্যহেতবে ॥ ৪৫
লক্ষঞ্চ রক্তপদ্মানাং করসৌন্দর্য্যহেতবে।
দেয়ং গোপাঙ্গনেশায় নারায়ণি হরিব্রতে ॥ ৪৬
অঙ্গুরীয়কলক্ষঞ্চ রত্নসারবিনির্ম্মিতম্।
অঙ্গুলীনাঞ্চ রূপার্থং দেয়ং দেবেশ্বরায় চ ॥ ৪৭
মণীন্দ্রসারলক্ষঞ্চ শ্বেতবর্ণং মনোহরম্।
দেয়ং মুনীন্দ্রনাথায় নখসৌন্দর্য্যহেতবে ॥ ৪৮
সদ্রত্নসারহারাণাং লক্ষঞ্চাতিমনোহরম্।
দেয়ং মদনমোহায় বক্ষঃসৌন্দর্য্যহেতবে ॥ ৪৯
সুপক্কশ্রীফলানাঞ্চ লক্ষঞ্চ সুমনোহরম্।
দেয়ং সিদ্ধেন্দ্রনাথায় স্তনসৌন্দর্য্যহেতবে ॥ ৫০
সদ্রত্নবর্ত্তুলাকারং পাত্রলক্ষং মনোহরম্।
দেয়ং পদ্মালয়েশায় দেহস্থ রূপহেতবে ॥ ৫১
সদ্রত্নসাররচিতং নাভীনাঞ্চ সহস্রকম্।
প্রদেয়ং পদ্মনাভায় নাভীসৌন্দর্য্যহেতবে ॥ ৫২
সদ্রত্নসাররচিতং নখচন্দ্রসহস্রকম্।
নিতম্বসৌন্দর্য্যার্থঞ্চ প্রদেয়ং চক্রপাণয়ে ॥ ৫৩
সুবর্ণরম্ভাস্তম্ভানাং লক্ষঞ্চ সুমনোহরম্।
প্রদেয়ং শ্রীনিবাসায় শ্রোণিসৌন্দর্য্যহেতবে ॥ ৫
শতপত্রস্থলাব্জানাং লক্ষমম্লানমক্ষতম্।
প্রদেয়ং পদ্মনেত্রায় পাদসৌন্দর্য্যহেতবে ॥ ৫৫
সুবর্ণরচিতানাঞ্চ খঞ্জনানাং সহস্রকম্।
গতিসৌন্দর্য্যহেত্বর্থং দেয়ং লক্ষ্মীশ্বরায় চ ॥ ৫৬
রাজহংসসহস্রঞ্চ গজেন্দ্রাণাং সহস্রকম্।
সুবর্ণরচিতং দেয়ং হরয়ে গতিহেতবে ॥ ৫৭
সুবর্ণচ্ছত্রলক্ষঞ্চ দেয়ং নারায়ণায় চ।
বিচিত্রং রত্নসারেণ মূর্দ্ধসৌন্দর্য্যহেতবে ॥ ৫৮
মালতীনাঞ্চ কুসুমমক্ষতং লক্ষমীশ্বরি।
দেয়ং বৃন্দাবনেশায় হাস্যসৌন্দর্য্যহেতবে ॥ ৫৯
অমূল্যরত্নলক্ষঞ্চ দেয়ং নারায়ণায় বৈ।
সুব্রতে ব্রতপূর্ণার্থং শীলসৌর্য্যহেতবে ॥ ৬০
স্বচ্ছস্ফটিকসঙ্কাশং মণীন্দ্রসারলক্ষকম্।
দেয়ং মুনীন্দ্রনাথায় মনঃসৌন্দর্য্যহেতবে ॥ ৬১
প্রবালসারসঙ্কাশং মণিসারসহস্রকম্।
দেয়ং কৃষ্ণায় ভক্ত্যা চ প্রিয়ানুরাগবৃদ্ধয়ে ॥ ৬২
মাণিক্যসারলক্ষঞ্চ দেয়ং কৃষ্ণায় যত্নতঃ।
জন্মনঃ কোটিপর্য্যন্তং স্বামিসৌভাগ্যহেতবে ॥ ৬৩
কুষ্মাণ্ডং নারিকেলঞ্চ জম্বীরং শ্রীফলং তথা।
ফলান্যেতানি দেয়ানি হরয়ে পুত্রহেতবে ॥ ৬৪
রত্নেন্দ্রসারলক্ষঞ্চ দেয়ং কৃষ্ণায় যত্নতঃ।
অসংখ্যজন্মপর্য্যন্তং স্বামিনো ধনবৃদ্ধয়ে ॥ ৬৫
বাদ্যং নানাপ্রকারঞ্চ কাংস্যতালাদিকং পরম্।
ব্রতে সম্পত্তিবৃদ্ধ্যর্থং শ্রীহরিং শ্রাবয়েদ্‌ব্রতী ॥ ৬৬
পায়সং পিষ্টকং সর্পিঃ শর্করাক্তং মনোহরম্।
প্রদেয়ং হরয়ে ভক্ত্যা * স্বামিনো ভোগবৃদ্ধয়ে ॥ ৬৭
সুগন্ধিপুষ্পমালানাং লক্ষমক্ষতমীপ্সিতম্।
প্রদেয়ং হরয়ে ভক্ত্যা হরিভক্তিবিবৃদ্ধয়ে ॥ ৬৮
নৈবেদ্যানি চ দেয়ানি স্বাদূনি মধুরাণি চ।
শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিপ্রাপ্ত্যর্থং দুর্গে নানাবিধানি চ ॥ ৬৯
নানাবিধানি পুষ্পাণি তুলসীসংযুতানি চ।
শ্রীকৃষ্ণপ্রীতয়ে ভক্ত্যা ব্রতে দেয়ানি সুব্রতে ॥ ৭০
ব্রাহ্মণানাং সহস্রঞ্চ প্রত্যহং ভোজয়েদ্‌ব্রতী।
আত্মনঃ শস্যবৃদ্ধ্যর্থং ব্রতে জন্মনি জন্মনি ॥ ৭১

---

* স্বামিনো ভোগবৃদ্ধয় ইত্যাদিকং চরণ-চতুষ্টয়ং ক্বচিন্নাস্তি।

৭পুষ্পাঞ্জলিশতং দেয়ং নিত্যং পূর্ণঞ্চ পূজনে ।
প্রণামশতকং দেবি কর্ত্তব্যং ভক্তিবৃদ্ধয়ে ॥ ৭২
ষণ্মাসাংশ্চ হবিষ্যান্নং মাসান্ পঞ্চ ফলাদিকম্ ।
হবিঃ পক্বং জলং পক্বং ব্রতে ভক্ষেচ্চ সুব্রতে ॥
রত্নপ্রদীপশতকং বহ্নিং দদ্যাদ্দিবানিশম্ ।
রাত্রৌ কুশাসনং কৃত্বা নিত্যং জাগরণং ব্রতে ॥৭৪
স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ শ্রবণং গুহ্যভাষণম্ ।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ ॥ ৭৫
মৈথুনাষ্টবিধং * ত্যাজ্যং ব্রতে ক্রীড়াবিবৃদ্ধয়ে ।
সম্পূর্ণে চ ব্রতে দেবি প্রতিষ্ঠা তদনন্তরম্ ॥ ৭৬
ত্রিশতঞ্চ ষষ্ট্যধিকং ডল্লকং বস্ত্রসংযুতম্ ।
সভোজ্যং সোপবীতঞ্চ সোপহারং মনোহরম্ ॥
ত্রিশতঞ্চ ষষ্ট্যধিকং সহস্রং বিপ্রভোজনম্ ।
ত্রিশতঞ্চ ষষ্ট্যধিকং সহস্রং তিলহোমকম্ ॥ ৭৮
ত্রিশতঞ্চ ষষ্ট্যধিকং সহস্রং স্বর্ণমেব চ ।
দেয়া ব্রতসমাপ্তৌ চ দক্ষিণা বিধিবোধিতা ॥ ৭৯
অন্যাং সমাপ্তিদিবসে কথয়িষ্যামি দক্ষিণাম্ ।
এতদ্ব্রতফলং দেবি দৃঢ়া ভক্তির্হরৌ ভবেৎ ॥ ৮০
হরিতুল্যো ভবেৎ পুত্রো বিখ্যাতো ভুবনত্রয়ে ।
সৌন্দর্য্যং স্বামিসৌভাগ্যমৈশ্বর্য্যং বিপুলং ধনম্ ॥
সর্ব্ববাঞ্ছিতসিদ্ধীনাং বাজং জন্মনি জন্মনি ।
ইত্যেবং কথিতং দেবি ব্রতং কুরু মহেশ্বরি ॥ ৮২
পুত্রস্তে ভবিতা সাধ্বীত্যুক্ত্বা স বিররাম হ ॥৮২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে
নারায়ণ-নারদসংবাদে ব্রতবিধানং
নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

---

* স্বপ্নমৈথুনকর্মিতি পাঠস্তু ন সঙ্গতঃ ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

শ্রুত্বা ব্রতবিধানঞ্চ দুর্গা প্রহৃষ্টমানসা ।
পুনঃ পপ্রচ্ছ কান্তং সা দিব্যাং ব্রতকথাং শুভাম্
পার্ব্বত্যুবাচ ।
কিমদ্ভুতং * শ্রুতং নাথ বিধানং ফলমস্য চ † ।
অয়ি কান্ত কথাং ব্রূহি ব্রতং কেন প্রকাশিতম্ ॥২
মহাদেব উবাচ ।
শতরূপা মনোঃ পত্নী পুত্রদুঃখেন দুঃখিতা ।
ব্রহ্মণঃ স্থানমাগত্য সা ব্রহ্মাণমুবাচ হ ॥ ৩
শতরূপোবাচ ।
ব্রহ্মন্ কেন প্রকারেণ বন্ধ্যায়াশ্চ সুতো ভবেৎ ।
তন্মে ব্রূহি জগদ্ধাতঃ সৃষ্টিকারণকারণ ॥ ৪
মজ্জন্ম নিষ্ফলং ব্রহ্মন্নৈশ্বর্য্যং ধনমেব চ ।
কিঞ্চিন্ন শোভতে গেহে বিনা পুত্রেণ শ্রীমতাম্ ‡
তপোদানোদ্ভবং পুণ্যং জন্মান্তরসুখাবহম্ ।
সুখদো মোক্ষদঃ প্রীতিদাতা পুত্রশ্চ পুত্রিণাম্ ॥ ৬
পুত্রী পুত্রমুখং দৃষ্ট্বা শতাশ্বমেধজং ফলম্ ।
পুন্নামনরকত্রাণ-কারণং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ৭
পুত্রোপায়ং যদি বিধে বদ মাং তাপসংযুতাম্ ।
তদা ভদ্রং ন চেদ্ভর্ত্রা সহ যাস্যামি কাননম্ ॥ ৮
গৃহাণ রাজ্যমৈশ্বর্য্যং ধনং পৃথ্বীং প্রজাবহাম্ ।
কিমেতেনাবয়োস্তাত বিনা পুত্রৈরপুত্রিণোঃ ॥ ৯
অপুত্রিণো মুখং দ্রষ্টুং বিদ্বান্ নোৎসহতেঽশিবম্
মুখং দর্শয়িতুং লজ্জাং সমবাপ্নোত্যপুত্রকঃ ॥ ১০
অথবা গরলং ভুক্ত্বা প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্ ।
অপুত্রং পুত্রমশিবং গৃহাণ স্ত্রীবিহীনকম্ ॥ ১১
ইত্যেবমুক্ত্বা সা সাক্ষাদ্ব্রহ্মণশ্চ রুরোদ হ ।
কৃপানিধিশ্চ তাং দৃষ্ট্বা প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ১২
ব্রহ্মোবাচ ।
শৃণু বৎসে প্রবক্ষ্যামি পুত্রোপায়ং সুখাবহম্ ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যাদিবীজঞ্চ সর্ব্ববাঞ্ছাপ্রদং শুভম্ ॥ ১৩

---

* ব্রতমিতি পাঠঃ ক্বাচিৎকঃ ।
† ফলমেব চেতি বা পাঠঃ ।
‡ পুত্রিণামিতি ক্বচিৎ পাঠঃ । স চ সঙ্গত ইব ন প্রতীয়তে ।

মাঘশুক্লত্রয়োদশ্যাং ব্রতমেতৎ সুপুণ্যকম্ ।
কর্ত্তব্যং শুদ্ধকালে চ কৃষ্ণারাধ্যঞ্চ সর্ব্বদম্ * ॥১৪
সংবৎসরঞ্চ কর্ত্তব্যং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনম্ ।
বেদোক্তানি চ দ্রব্যাণি ব্রতে দেয়ানি সুব্রতে ॥১৫
ব্রতঞ্চ কাণ্বশাখোক্তং সর্ব্ববাঞ্ছিতসিদ্ধিদম্ ।
কৃত্বা পুত্রং লভ শুভে বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমম্ ॥ ১৬
ব্রহ্মণশ্চ বচঃ শ্রুত্বা সা কৃত্বা ব্রতমুত্তমম্ ।
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ লেভে পুত্রৌ মনোহরৌ ॥১৭
ব্রতং কৃত্বা দেবহূতির্লেভে সিদ্ধেশ্বরং সুতম্ ।
নারায়ণাংশং কপিলং পুণ্যকং পুণ্যদং শুভম্ ॥১৮
অরুন্ধতীদং কৃত্বা তু লেভে শক্তিং সুতং শুভা ।
শক্তিকান্তা ব্রতং কৃত্বা সুতং লেভে পরাশরম্ ॥১৯
অদিতিশ্চ ব্রতং কৃত্বা লেভে বামনকং সুতম্ ।
শচী জয়ন্তং পুত্রঞ্চ লেভে কৃত্বেদমীশ্বরি ॥ ২০
উত্তানপাদপত্নীদং কৃত্বা লেভে ধ্রুবং সুতম্ ।
কুবেরজায়া কৃত্বেদং লেভে চ নলকূবরম্ ॥ ২১
সূর্য্যপত্নী মনুং লেভে কৃত্বেদং ব্রতমুত্তমম্ ।
অত্রিপত্নী সুতং চন্দ্রং লেভে কৃত্বেদমুত্তমম্ ॥ ২২
লেভে চাঙ্গিরসঃ পত্নী কৃত্বেদং ব্রতমুত্তমম্ ।
বৃহস্পতিং সুরগুরুং পুত্রমস্য প্রভাবতঃ ॥ ২৩
ভৃগোর্ভার্য্যা ব্রতং কৃত্বা লেভে দৈত্যগুরুং সুতম্ ।
শুক্রং নারায়ণাংশঞ্চ সর্ব্বতেজস্বিনাং পরম্ ॥২৪
ইত্যেবং কথিতং দেবি ব্রতানাঞ্চ ব্রতমুত্তমম্ ।
ত্বমেব কুরু কল্যাণি হিমালয়সুতে শুভে ॥ ২৫
সাধ্যং রাজেন্দ্রপত্নীনাং দেবীনাঞ্চ সুখাবহম্ ।
ব্রতমেতন্মহাসাধ্বি সাধ্বীনাং প্রাণতঃ প্রিয়ম্ ॥
ব্রতস্যাস্য প্রভাবেণ স্বয়ং গোপাঙ্গনেশ্বরঃ ।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বদেবানাং তব পুত্রো ভবিষ্যতি ॥ ২৭
ইত্যুক্ত্বা শঙ্করস্তত্র বিররাম চ নারদ ।
ব্রতং চকার সা দেবী প্রহৃষ্টা শঙ্করাজ্ঞয়া ॥ ২৮
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ।
সুখদং মোক্ষদং সারং গণেশজন্মকারণম্ ॥ ২৯

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে ব্রতকথাপ্রকরণং
নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা নারদো হৃষ্টমানসঃ ।
কিং পপ্রচ্ছ পুনঃ সাধো তন্মে ব্রূহি তপোধন ॥১

সূত উবাচ ।

নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা নারদো হৃষ্টমানসঃ ।
ব্রতারম্ভবিধানঞ্চ সম্প্রষ্টুমুপচক্রমে ॥ ২

নারদ উবাচ ।

কৃতং কেন প্রকারেণ ব্রতমেতচ্ছুভাবহম্ ।
তন্মে ব্রূহি মুনিশ্রেষ্ঠ পার্ব্বত্যা ভর্ত্তুরাজ্ঞয়া ॥ ৩
ললাভ জন্ম গোপীশঃ কৃতে সুব্রতয়া ব্রতে ।
ব্রহ্মন্ কেন প্রকারেণ তন্নঃ শংসিতুমর্হসি ॥ ৪

নারায়ণ উবাচ ।

কথয়িত্বা কথাং দিব্যাং বিধানঞ্চ ব্রতস্য চ ।
স্বয়ং বিধাতা তপসাং জগাম তপসে শিবঃ ॥ ৫
হরেরারাধনব্যগ্রো মূর্ত্তিভেদধরো হরেঃ ।
হরিসেবনশীলশ্চ * হরিধ্যানপরায়ণঃ † ॥ ৬
পরমানন্দপূর্ণশ্চ জ্ঞানানন্দঃ সনাতনঃ ।
দিবানিশং ন জানাতি হরিমন্তর্ব্বহিঃ স্মরন্ ॥ ৭
প্রহৃষ্টমানসা দেবী পার্ব্বতী ভর্ত্তুরাজ্ঞয়া ।
কিঙ্করান্ প্রেরয়ামাস বিপ্রাংশ্চ ব্রতহেতবে ॥ ৮
আনীয় সর্ব্বদ্রব্যাণি ব্রতোপযোগিকানি চ ।
ব্রতং কর্ত্তুং সমারেভে শুভদা সা শুভক্ষণে ॥ ৯
সনৎকুমারো ভগবানাজগাম বিধেঃ সুতঃ ।
মূর্ত্তিমাংস্তেজসাং রাশিঃ প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা ॥১০
ব্রহ্মা জগাম হৃষ্টশ্চ ব্রহ্মলোকাৎ সভার্য্যকঃ ।
অতিত্রস্তো হি ভগবানাজগাম মহেশ্বরঃ ॥ ১১
বিষ্ণুঃ ক্ষীরোদশায়ী চ সলক্ষ্মীকশ্চতুর্ভুজঃ ।
ভগবান্ জগতাং পাতা শান্তো ভর্ত্তা সপার্ষদঃ ॥১২
বনমালাধরঃ শ্যামো ভূষিতো রত্নভূষণৈঃ ।
মহাসম্ভৃতসম্ভারো রত্নযানেন নারদ ॥ ১৩
সনকশ্চ সনন্দশ্চ কপিলশ্চ সনাতনঃ ।
আসুরিশ্চ ক্রতুর্হংসী বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখোঽরুণিঃ ॥
যতিশ্চ সুমতিশ্চৈব বশিষ্ঠশ্চ সহানুগঃ ।

---

* কৃষ্ণমারাধ্যঞ্চ পুণ্যদামিতি সাধুঃ ।

* হরিভাবনশীলশ্চ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।
† হরিস্মৃতিপরায়ণ ইতি বা পাঠঃ ।

পুলহশ্চ পুলস্ত্যশ্চ অত্রিশ্চ ভৃগুরঙ্গিরাঃ ॥ ১৫
অগস্ত্যশ্চ প্রচেতাশ্চ দুর্ব্বাসাশ্চ্যবনস্তথা ।
মরীচিঃ কশ্যপঃ কণ্বো জরৎকারুশ্চ গৌতমঃ ॥১৬
বৃহস্পতিরুতথ্যশ্চ সংবর্ত্তঃ সৌভরিস্তথা ।
জাবালো জমদগ্নিশ্চ জৈগীষব্যশ্চ দেবলঃ ॥ ১৭
গোকামুখশ্চক্রুরথঃ * পারিভদ্রঃ পরাশরঃ ।
বিশ্বামিত্রো বামদেব ঋষ্যশৃঙ্গো বিভাণ্ডকঃ ॥ ১৮
মার্কণ্ডেয়ো মৃকণ্ডুশ্চ পুষ্করো লোমশস্তথা ।
কৌৎসো বৎসশ্চ দক্ষশ্চ কালাগ্নিরঘমর্ষণঃ ॥ ১৯
কাত্যায়নঃ কণাদশ্চ পাণিনিঃ শাকটায়নঃ ।
শঙ্কুরাপিশলিশ্চৈব শাকল্যঃ শঙ্খ এব চ ॥ ২০
এতে চান্যে চ বহবঃ সশিষ্যা মুনয়ো মুনে ।
আবাঞ্চ ধর্ম্মপুত্রৌ চ নরনারায়ণৌ সমৌ ॥ ২১
দিক্পালাশ্চ তথা দেবা যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরাঃ ।
আজগ্মুঃ পর্ব্বতাঃ সর্ব্বে সগণাঃ পার্ব্বতীব্রতে ॥
হিমালয়ঃ শৈলরাজঃ সাপত্যশ্চ সভার্য্যকঃ ।
সগণঃ সানুগশ্চৈব রত্নভূষণভূষিতঃ ॥ ২৩
মহাসস্ত তসম্ভারো নানাদ্রব্যসমন্বিতঃ ।
মণিমাণিক্যরত্নানি ব্রতোপযোগিকানি চ ॥ ২৪
নানাপ্রকারবস্তূনি জগতাং দুর্লভানি চ ।
লক্ষঞ্চ গজরত্নানামশ্বরত্নং ত্রিলক্ষকম্ ॥ ২৫
দশলক্ষং গবাং রত্নং শতলক্ষং সুবর্ণকম্ ।
রুচকানাং হীরকাণাং স্পর্শানাঞ্চ তথৈব চ ॥ ২৬
মুক্তানাঞ্চ চতুর্লক্ষং কৌস্তুভানাং সহস্রকম্ ।
সুস্বাদুমিষ্টদ্রব্যাণাং লক্ষভারাণি কৌতুকী ।
অনন্তরত্নপ্রভব আজগাম সুতাব্রতে ॥ ২৭
ব্রাহ্মণা মনবঃ সিদ্ধা নাগা বিদ্যাধরাস্তথা ।
ভিক্ষবো ভিক্ষুকাশ্চৈব বন্দিনঃ পার্ব্বতীব্রতে ॥ ২৮
বিদ্যাধরী নর্ত্তকী চ নর্ত্তকোঽপ্সরসাং গণাঃ ।
নানাবিধা বাদ্যভাণ্ডা আজগ্মুঃ শিবমন্দিরম্ ॥ ২৯
কৈলাসরাজমার্গঞ্চ চন্দনেন সুসংস্কৃতম্ ।
আম্রপল্লবসূত্রাক্তং কদলীস্তম্ভশোভিতম্ ॥ ৩০
দূর্ব্বা-ধান্য-পর্ণ-লাজ-ফল-পুষ্প-বিভূষিতম্ ।
নির্ম্মিতং পদ্মরাগেণ দদৃশুস্তে গণা মুদা ॥ ৩১
ঊষুঃ সিংহাসনেষ্বেতে পূজিতাঃ শঙ্করেণ চ ।
কৈলাসবাসিনঃ সর্ব্বে পরমানন্দসংযুতাঃ ॥ ৩২

দানাধ্যক্ষঃ সুনাসীরঃ কুবেরঃ কোষরক্ষকঃ ।
আদেষ্টা চ স্বয়ং সূর্য্যঃ পরিবেষ্টা জলাধিপঃ ॥ ৩৩
দধ্নাং নদ্যঃ সহস্রাণি দুগ্ধানাঞ্চ তথৈব চ ।
সহস্রাণি ঘৃতানাঞ্চ গুড়ানাঞ্চ শতানি চ ॥ ৩৪
মাধ্বীকানাং সহস্রাণি তৈলানাঞ্চ শতানি চ ।
লক্ষাণি চৈব তক্রাণাং বভূবুঃ পার্ব্বতীব্রতে ॥৩৫
পীযূষাণাঞ্চ কুম্ভানি শতলক্ষাণি নারদ ।
মিষ্টান্নানাং শর্করাণাং বভূবুর্লক্ষরাশয়ঃ ॥ ৩৬
যবগোধূমচূর্ণানাং ঘৃতাক্তানাঞ্চ নারদ ।
স্বস্তিকানাঞ্চ পূপানাং বভূবুর্লক্ষরাশয়ঃ ॥ ৩৭
গুড়সংস্কৃতলাজানাং বভূবুঃ কোটিরাশয়ঃ ।
শালীনাং পৃথুকানাঞ্চ রাশীনাং দশকোটয়ঃ ॥ ৩৮
তণ্ডুলানাঞ্চ রাশীনাং মুনে সংখ্যা ন বিদ্যতে ।
স্বর্ণ-রৌপ্য-প্রবালানাং মণীনাঞ্চ মহামুনে ॥ ৩৯
বভূবুঃ পর্ব্বতাস্তত্র কৈলাসে পার্ব্বতীব্রতে ॥ ৪০
পায়সং পিষ্টকঞ্চৈব শাল্যন্নং সুমনোহরম্ ।
চকার লক্ষ্মীঃ পাকঞ্চ ব্যঞ্জনং ঘৃতসংস্কৃতম্ ॥ ৪১
বুভুজে দেবর্ষিগণৈঃ সার্দ্ধং নারায়ণঃ স্বয়ম্ ।
বভূবুর্লক্ষবিপ্রাশ্চ পরিবেশনকারকাঃ ॥ ৪২
তাম্বুলঞ্চ দদৌ তেভ্যঃ কর্পূরাদিসুবাসিতম্ ।
রত্নসিংহাসনং তেভ্যো বিপ্রলক্ষাঃ সুদক্ষকাঃ ॥৪৩
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ বিষ্ণুং ক্ষীরোদশায়িনম্ ।
সেব্যমানং পার্ষদৈশ্চ সস্মিতৈঃ শ্বেতচামরৈঃ ॥৪৪
ঋষিভিঃ স্তূয়মানঞ্চ সিদ্ধৈর্দেবগণৈস্তথা ।
বিদ্যাধরীণাং নৃত্যানি পশ্যন্তং সস্মিতং মুদা ॥৪৫
গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ সঙ্গীতং শ্রুতবন্তং মনোহরম্ ।
পপ্রচ্ছ শঙ্করো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মেশং ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥৪৬
ব্রহ্মণা প্রেরিতো যুক্তং ব্রতকর্ত্তব্যমীপ্সিতম্ ।
দেবর্ষিগণপূর্ণায়াং সভায়াং স পুটাঞ্জলিঃ ॥ ৪৭

মহাদেব উবাচ ।

মদীয়ং প্রার্থনং নাথ শ্রীনিবাস শৃণু প্রভো ।
তপঃস্বরূপ তপসাং কর্ম্মণাঞ্চ ফলপ্রদ ॥ ৪৮
ব্রতানাং জপ-যজ্ঞানাং পূজানাং সর্ব্বপূজিত ।
সর্ব্বেষাং বীজরূপেণ বাঞ্ছাকল্পতরো হরে ॥ ৪৯
সুপুণ্যকব্রতং কর্ত্তুং ব্রহ্মন্নিচ্ছতি পার্ব্বতী ।
পুত্রার্থিনী সা শোকার্ত্তা হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৫০
রতিভঙ্গে কৃতে দেবৈর্বীর্য্যব্যর্থশুচান্বিতা ।
প্রবোধিতা ময়া সাধ্বী বিবিধৈর্ব্বচনামৃতৈঃ ॥ ৫১

---

* বক্রুরথ ইতি বা পাঠঃ ।

সৎপুত্রং স্বামিসৌভাগ্যং সুব্রতা যাচতে ব্রতে।
তাভ্যাং বিনা ন সন্তুষ্টা স্বপ্রাণাংস্ত্যক্তুমিচ্ছতি ॥
পুরা ত্যক্ত্বা স্বদেহঞ্চ পিতৃযজ্ঞে চ ভাবিনী।
মন্নিন্দয়া শৈলগেহে পুনর্জ্জন্ম ললাভ সা ॥ ৫৩
সর্ব্বং জানাসি বৃত্তান্তং সর্ব্বজ্ঞং ত্বাং বদামি কিম্
কাঙ্ক্ষা তাং বদ তত্ত্বজ্ঞ পরিণামশুভপ্রদাম্ ॥ ৫৪
দুর্নিবার্য্যশ্চ সর্ব্বেষাং স্ত্রীস্বভাবশ্চ চাপলঃ।
দুস্ত্যাজ্যং যোগিভিঃ সিদ্ধৈরস্মাভিশ্চ তপস্বিভিঃ ॥
জিতেন্দ্রিয়ৈর্জ্জিতক্রোধৈঃ স্ত্রীরূপং মোহকারণম্।
সর্ব্বমায়াকরণ্ডশ্চ সর্ব্ববন্ধনকারণম্ * ॥ ৫৬
ব্রহ্মাস্ত্রং কামদেবস্য দুর্ভেদ্যং জয়কারণম্।
অনির্ম্মিতঞ্চ বিধিনা সর্ব্বাদ্যং বিধিপূর্ব্বজম্ ॥ ৫৭
মোক্ষদ্বারকপাটঞ্চ হরিভক্তিনিরোধনম্।
সংসারবন্ধনস্তম্ভ-রজ্জুরূপমকৃন্তনম্ ॥ ৫৮
বৈরাগ্যনাশবীজঞ্চ শশ্বদ্রাগবিবর্দ্ধনম্।
পত্তনং সাহসানাঞ্চ দোষাণামালয়ঃ সদা ॥ ৫৯
অপ্রত্যয়ানাং ক্ষেত্রঞ্চ স্বয়ং কপটমূর্ত্তিমৎ।
অহঙ্কারাশ্রয়ং শশ্বদ্বিষকুম্ভপয়োমুখম্ † ॥ ৬০
সর্ব্বৈরসাধ্যমানঞ্চ দুরারাধ্যঞ্চ সর্ব্বদা।
স্বকার্য্যসাধ্যঞ্চারাধ্যং কলহাঙ্কুরকারণম্ ॥ ৬১
সর্ব্বং নিবেদিতং নাথ কর্ত্তব্যং বক্তুমর্হসি।
কার্য্যং সর্ব্বং পরামর্ষং পরিণামসুখাবহম্ ॥ ৬২

নারায়ণ উবাচ।

ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবান্ নিরীক্ষ্য ব্রহ্মণো মুখম্।
বিররাম সভামধ্যে স্তুত্বা চ কমলাপতিম্ ॥ ৬৩
শঙ্করস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য জগদীশ্বরঃ।
হিতং মিতঞ্চ বচনং প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ৬৪

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

সুপুণ্যকব্রতং সারং সতীসন্তানহেতবে।
স্বামিসৌভাগ্যবীজঞ্চ পত্নী তে কর্ত্তুমিচ্ছতি ॥৬৫
সর্ব্বারাধ্যং দুরারাধ্যং সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
সুখদং মোক্ষসারঞ্চ মোক্ষদং পার্ব্বতীশ্বর ॥ ৬৬
আত্মা সাক্ষিস্বরূপশ্চ জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ।
নিরাশ্রয়শ্চ নির্লিপ্তো নিরুপাধিনিরাময়ঃ ॥ ৬৭
ভক্তপ্রাণশ্চ ভক্তেশো ভক্তানুগ্রহকারকঃ।
দুরারাধ্যো হি যোঽন্যেষাং ভক্তানামতিসাধ্যকঃ ॥
ভক্তাধীনো হি ভগবান্ সর্ব্বসিদ্ধো হি নিষ্কলঃ।
তে যস্য চ কলাঃ পুংসো ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ॥৬৯
মহাবিরাড্‌যদংশশ্চ নির্লিপ্তঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
অব্যগ্রো বিগ্রহশ্চাগ্রো ভক্তানুগ্রহবিগ্রহঃ ॥ ৭০
গ্রহগ্রহো গ্রহাণাঞ্চ গ্রহনিগ্রহকারকঃ।
ত্রিকোটিজন্মসাধ্যশ্চ ন সাধ্যো ভবতা বিনা ॥ ৭১
লব্ধা হি ভারতে জন্ম হরিভক্তিং লভেন্নরঃ।
সেবনং ক্ষুদ্রদেবানাং কৃত্বা সপ্তসু জন্মসু ॥ ৭২
সূর্য্যমন্ত্রমবাপ্নোতি কেবলং স তদাশিষা।
সূর্য্যমন্ত্রং সমারাধ্য ত্রিষু জন্মসু ভারতে ॥ ৭৩
প্রাপ্নোতি শৈবং মন্ত্রঞ্চ সর্ব্বদং মানবো মুদা।
সংসেব্য পরয়া ভক্ত্যা ত্বামেব সপ্তজন্মসু ॥ ৭৪
প্রাপ্নোতি মায়ামন্ত্রঞ্চ ত্বৎপদাব্জপ্রসাদতঃ।
শতং জন্ম সমারাধ্য মায়াং নারায়ণীং পরাম্ ॥৭৫
নারায়ণকলাং সেব্যাং সমবাপ্নোতি মানবঃ।
কলাং নিষেব্য বর্ষেঽত্র পুণ্যক্ষেত্রে সুদুর্ল্লভে ॥৭৬
কৃষ্ণভক্তিমবাপ্নোতি ভক্তসংসর্গহেতুকীম্।
সম্প্রাপ্য ভক্তিং নিষ্পক্কাং ভ্রামং ভ্রামঞ্চ ভারতে
প্রাপ্নোতি পরিপক্কাঞ্চ ভক্তিং ভক্তনিষেবয়া।
তদা ভক্তপ্রসাদেন দেবানামাশিষা শিব ॥ ৭৮
শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রং প্রাপ্নোতি নির্ব্বাণফলদং পরম্।
কৃষ্ণব্রতং কৃষ্ণমন্ত্রং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৭৯
কৃষ্ণতুল্যো ভবেদ্ভক্তশ্চিরং কৃষ্ণনিষেবয়া ॥ ৮০
মহতি প্রলয়ে পাতঃ সর্ব্বেষাং শর্ব্ব নিশ্চিতম্।
ন পাতঃ কৃষ্ণভক্তানাং সাধূনামবিনাশিনাম্ ॥ ৮১
অবিনাশিনি গোলোকে মোদন্তে কৃষ্ণকিঙ্করাঃ।
হসন্তি তে সুনিশ্চিন্তা দেবান্ ব্রহ্মাদিকান্ শিব॥
ত্বং সংহর্ত্তা চ সর্ব্বেষাং ন ভক্তানাং মহেশ্বর।
মায়া মোহয়তে সর্ব্বান্ ভক্তান্ ন কৃপয়া মম ॥৮৩
মায়া নারায়ণী মাতা সর্ব্বেষাং কৃষ্ণভক্তিদা।
ন কৃষ্ণভক্তিং প্রাপ্নোতি বিনা মায়ানিষেবণম্ ॥৮৪
সা চ নারায়ণী মাতা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণভক্তা কৃষ্ণতুল্যাবিনাশিনী * ॥ ৮৫
সা চ তেজঃস্বরূপা চ স্বেচ্ছাবিগ্রহধারিণী।
আবির্ভূতা চ দেবানাং তেজসাসুরনিগ্রহে ॥ ৮৬

---

* কামবর্দ্ধনকারণমিতি পাঠান্তরম্।
† সুধামুখমিত্যপি পাঠঃ।

*কৃষ্ণতুল্যাবিনাশিনীতি পাঠান্তরম্।

নিহত্য দৈত্যসঙ্ঘাংশ্চ দক্ষপত্ন্যাঞ্চ ভারতে।
ললাভ দক্ষতপসা জন্ম চানেকজন্মনঃ ॥ ৮৭
ত্যক্ত্বা দেহং পিতুর্যজ্ঞে সা সতী তব নিন্দয়া।
জগাম দেবী গোলোকং কৃষ্ণশক্তিঃ সনাতনী ॥ ৮৮
গৃহীত্বা নিগ্রহং তস্যা গুণরূপাশ্রয়ং পরম্।
ভ্রামং ভ্রামং ভারতে ত্বং বিষণ্ণোঽভূঃ পুরা স্মর
প্রবোধিতো ময়া ত্বঞ্চ শ্রীশৈলেষু সরিত্তটে।
ললাভ জন্ম সা শৈলকান্তায়ামচিরেণ চ ॥ ৯০
করোতু পুণ্যকং সাধ্বী সুব্রতা সুব্রতং শিবা।
রাজসূয়সহস্রাণাং পুণ্যং শঙ্কর পুণ্যকে ॥ ৯১
রাজসূয়সহস্রাণাং ব্রতে যত্র ধনব্যয়ঃ।
ন সাধ্যং সর্ব্বসাধ্বীনাং ব্রতমেতং ত্রিলোচন ॥৯২
স্বয়ং গোলোকনাথশ্চ পুণ্যকস্য প্রভাবতঃ।
পার্ব্বতীগর্ভজাতশ্চ তব পুত্রো ভবিষ্যতি ॥ ৯৩
স্বয়ং দেবগণানাঞ্চ যস্মাদীশঃ কৃপানিধিঃ।
গণেশ ইতি বিখ্যাতো ভবিষ্যতি জগত্ত্রয়ে ॥ ৯৪
যস্য স্মরণমাত্রেণ বিঘ্ননিঘ্নং ভবেদ্ ধ্রুবম্।
জগতাং হেতুনা তেন বিঘ্ননিঘ্নাভিধো বিভুঃ ॥ ৯৫
নানাবিধানি দ্রব্যাণি যস্মাদ্দেয়ানি পুণ্যকে।
ভুক্ত্বা লম্বোদরস্তঞ্চ তেন লম্বোদরঃ স্মৃতঃ ॥ ৯৬
শনিদৃষ্ট্যা শিরশ্ছেদাদ্গজবক্ত্রেণ যোজিতঃ।
গজাননঃ শিশুস্তেন নিষেকঃ কেন বার্য্যতে ॥ ৯৭
পর্শুনা পর্শুরামস্য যদেকদন্তখণ্ডনম্।
ভবিষ্যতি নিষেকেণ চৈকদন্তাভিধঃ শিশুঃ ॥ ৯৮
পূজ্যশ্চ সর্ব্বদেবানামস্মাকং জগতাং বিভুঃ।
সর্ব্বাগ্রে পূজনং তস্য ভবিতা মদ্বরেণ বৈ ॥ ৯৯
পূজাসু সর্ব্বদেবানামগ্রে সম্পূজ্য তং জনঃ।
পূজাফলমবাপ্নোতি নির্ব্বিঘ্নেন বৃথান্যথা ॥ ১০০
গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বিষ্ণুং শম্ভুং হুতাশনম্।
দুর্গামেতান্ সন্নিষেব্য পূজয়েদ্দেবতান্তরম্ ॥ ১০১
গণেশপূজনে বিঘ্ননির্ব্বিঘ্নং জগতাং ভবেৎ।
নির্ব্যাধিঃ সূর্য্যপূজায়াং শুচিঃ শ্রীবিষ্ণুপূজনে ॥
মোক্ষশ্চ পাপনাশশ্চ যশশৈশ্চর্য্যবর্দ্ধনম্।
তত্ত্বজ্ঞানং সুতত্ত্বানাং বীজং শঙ্করপূজনম্ ॥ ১০৩
সুবুদ্ধি-সুস্ত্রী-সদ্ভূমি-সুপ্রজা-বন্ধুকারণম্।
হরিভক্তিপ্রদঞ্চৈব পরং দুর্গার্চ্চনং শিবম্ ॥ ১০৪
নিধনে সংস্কৃতাগ্নিঞ্চ জ্ঞানমৃত্যুং লভেন্নরঃ।
দাতা ভোক্তা চ ভবতি শঙ্করাগ্নিনিষেবণাৎ ॥ ১০৫
বিপরীতং ত্রিজগতামেতেষাং পূজনং বিনা।
এবং ক্রমো মহাদেব কল্পে কল্পেঽস্তি নিশ্চিতম্ ॥
এতে শশ্বদ্বিদ্যমানা নিত্যাঃ সৃষ্টিপরায়ণাঃ।
আবির্ভাবতিরোভাবৌ চৈতেষামীশ্বরেচ্ছয়া ॥ ১০৭
ইত্যুক্ত্বা শ্রীহরিস্তত্র বিররাম সভাতলে।
প্রহৃষ্টা দেবতা বিপ্রাঃ পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে ব্রতাজ্ঞা-
গ্রহণং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

হরেরাজ্ঞাং সমাদায় হরঃ প্রহৃষ্টমানসঃ।
উবাচ পার্ব্বতীং প্রীত্যা হরিসংলাপমঙ্গলম্ ॥ ১
শিবাজ্ঞাং তাং সমাদায় শিবা প্রহৃষ্টমানসা।
বাদ্যঞ্চ বাদয়ামাস মঙ্গলং মঙ্গলব্রতে ॥ ২
সুস্নাতা সুদতী শুদ্ধা বিভ্রতী ধৌতবাসসী।
সংস্থাপ্য রত্নকলসং শুক্লধান্যোপরিস্থিতম্ ॥ ৩
আম্রপল্লবসংযুক্তং ফলাক্ষতসুশোভিতম্।
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কঙ্কুমেন বিভূষিতম্ ॥ ৪
রত্নাসনস্থা রত্নাঢ্যা রত্নোদর-* সুতা সতী।
রত্নসিংহাসনস্থাংশ্চ সম্পূজ্য মুনিপুঙ্গবান্ ॥ ৫
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ সম্পূজ্য চ পুরোহিতম্।
চন্দনাগুরুকস্তূরীরত্নভূষণভূষিতম্ ॥ ৬
সংস্থাপ্য পুরতো ভক্ত্যা দিক্পালান্ রত্নভূষিতান্
দেবান্তরানাগতাংশ্চ † সমর্চ্চ্য বিধিবোধিতম্ ॥ ৭
সমর্চ্চ্য পরয়া ভক্ত্যা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরান্।
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমেন বিরাজিতান্ ॥ ৮
বহ্নিশুদ্ধাংশুবস্ত্রৈশ্চ সদ্রত্নভূষণেন চ।
পূজার্হদ্রব্যবিবিধৈঃ পূজিতান্ পুণ্যকে মুনে ॥ ৯
সমারেভে ব্রতং দেবী স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকম্।
আবাহ্যাভীষ্টদেবং তং শ্রীকৃষ্ণং মঙ্গলে ঘটে ॥১০

---

* রত্নোদ্ভবেতি পাঠান্তরম্।

† দেবান্তরাংশ্চ নাগাংশ্চেতি পাঠঃ ক্বাচিৎকঃ।

ভক্ত্যা দদৌ ক্রমেণৈব চোপচারাণি ষোড়শ।
যানি ব্রতবিধেয়ানি দেয়ানি বিবিধানি চ॥ ১১
প্রদদৌ তানি সর্ব্বাণি প্রত্যেকং ফলদানি চ।
ব্রতোক্তমুপহারঞ্চ দুর্লভং ভুবনত্রয়ে॥ ১২
তচ্চ সর্ব্বং দদৌ ভক্ত্যা সুব্রতে সুব্রতা সতী।
দত্ত্বা সর্ব্বাণি দ্রব্যাণি বেদমন্ত্রেণ সা সতী॥ ১৩
হোমঞ্চ কারয়ামাস ত্রিলক্ষং তিলসর্পিষা।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস দেবানতিথিপূজিতান্॥১৪
কর্ত্তব্যমেবং কর্ত্তব্যে সুব্রতে সুব্রতা সতী।
প্রত্যহং সাবধানঞ্চ চকার পূর্ণবৎসরম্॥ ১৫
সমাপ্তিদিবসে বিপ্রস্তামুবাচ পুরোহিতঃ।
সুব্রতে সুব্রতে মহ্যং দেহীতি পতিদক্ষিণাম্॥১৬
শ্রুত্বা পুরোহিতোক্তং সা বিলপ্য সুরসংসদি।
মূর্চ্ছাং প্রাপ মহামায়া মায়ামোহিতচেতসা॥১৭
তাং তে চ মূর্চ্ছিতাং দৃষ্ট্বা প্রহস্য মুনিপুঙ্গবাঃ।
শঙ্করং প্রেষয়ামাসুর্ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ নারদ॥ ১৮
সম্প্রেরিতশিবশ্চৈব শিবাং বোধয়িতুং মুনে।
শিবঃ সমুদ্যমং চক্রে প্রবক্তুং বদতাং বরঃ॥ ১৯

মহাদেব উবাচ।

উত্তিষ্ঠ ভদ্রে ভদ্রন্তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
সাম্প্রতং চেতনং কৃত্বা মদীয়ং বচনং শৃণু॥ ২০
শিবঃ শিবাং তামিত্যুক্ত্বা শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকাম্।
বক্ষসি স্থাপয়ামাস কারয়ামাস চেতনাম্॥ ২১
হিতং সত্যং মিতং সর্ব্বং পরিণামসুখাবহম্।
যশস্করঞ্চ ফলদং প্রবক্তুমুপচক্রমে॥ ২২
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যদ্বেদে ন নিরূপিতম্।
সর্ব্বসম্মতমিষ্টঞ্চ ধর্ম্মার্থং ধর্ম্মসংসদি॥ ২৩
সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং দেবি সারভূতা তু দক্ষিণা।
যশোদা ফলদা নিত্যং ধর্ম্মিষ্ঠে ধর্ম্ম্যকর্ম্মণি॥ ২৪
দৈবং বা পৈতৃকং বাপি নিত্যং নৈমিত্তিকং প্রিয়ে
যৎ কর্ম্ম দক্ষিণাহীনং তৎ সর্ব্বং নিস্ফলং ভবেৎ
দাতা চ কর্ম্মণা তেন কালসূত্রং ব্রজেদ্ ধ্রুবম্॥২৫
ইহান্তে দৈন্যমাপ্নোতি শত্রুণা পরিপীড়িতঃ।
দক্ষিণা বিপ্রমুদ্দিশ্য তৎকালন্তু ন দীয়তে॥ ২৬
তন্মুহূর্ত্তে ব্যতীতে তু দক্ষিণা দ্বিগুণা ভবেৎ॥২৭
মাসে পঞ্চশতগুণা ষণ্মাসে তচ্চতুর্গুণা।
সংবৎসরে ব্যতীতে তু তৎ কর্ম্ম নিস্ফলং ভবেৎ
দাতা চ নরকং যাতি যাবদ্বর্ষসহস্রকম্।
পুত্রং পৌত্রং ধনৈশ্বর্য্যং ক্ষয়মাপ্নোতি পাতকাৎ।
ধর্ম্মো নষ্টো ভবেৎ তস্য ধর্ম্মহীনে চ কর্ম্মণি॥ ২৯

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

রক্ষ স্বধর্ম্মং ধর্ম্মিষ্ঠে ধর্ম্মজ্ঞে ধর্ম্মকর্ম্মণি।
সর্ব্বেষাঞ্চ ভবেদ্রক্ষা স্বধর্ম্মপরিপালনে॥ ৩০

ব্রহ্মোবাচ।

যশ্চ কেন নিমিত্তেন ন ধর্ম্মং পরিরক্ষতি।
ধর্ম্মে নষ্টে চ ধর্ম্মজ্ঞে তস্য ধর্ম্মো বিনশ্যতি॥ ৩১

ধর্ম্ম উবাচ।

মাং রক্ষ যত্নতঃ সাধ্বি প্রদায় পতিদক্ষিণাম্।
ময়ি স্থিতে মহাসাধ্বি সর্ব্বং ভদ্রং ভবিষ্যতি॥৩২

দেবা উচুঃ।

ধর্ম্মং রক্ষ মহাসাধ্বি কুরু পূর্ণং ব্রতং সতি।
বয়ং তব ব্রতে পূর্ণে কুর্ম্মস্তে পূর্ণমানসম্॥ ৩৩

মুনয় উচুঃ।

কৃত্বা সাধ্বি পূর্ণহোমং দেহি বিপ্রায় দক্ষিণাম্।
স্থিতেষস্মাসু ধর্ম্মজ্ঞে কিমভদ্রং ভবিষ্যতি॥ ৩৪

সনৎকুমার উবাচ।

শিবে শিবং দেহি মহ্যং ন চেদ্ব্রতফলং ব্রতে।
সুচিরং সঞ্চিতস্যাপি স্বাত্মনস্তপসঃ ফলম্॥ ৩৫
কর্ম্মণ্যদক্ষিণে সাধ্বি যাগস্যাহন্তু তৎ ফলম্।
প্রাপ্স্যামি যজমানস্য সম্পূর্ণকর্ম্মণঃ ফলম্॥ ৩৬

পার্ব্বত্যুবাচ।

কিং কর্ম্মণা মে দেবেশাঃ কিং মে দক্ষিণয়া মুনে।
কিং পুত্রেণ চ ধর্ম্মেণ যত্র ভর্ত্তা চ দক্ষিণা॥ ৩৭
যদি ভূমির্ম্ময়া ত্যক্তা যদি বৃক্ষশ্চ দৈবতঃ।
গতে চ কারণে কার্য্যং কুতঃ শস্যং কুতঃ ফলম্॥
প্রাণাস্ত্যক্তাঃ স্বেচ্ছয়া চেদ্দেহেন কিং প্রয়োজনম্
দৃষ্টিশক্তিবিহীনেন চক্ষুষা কিং প্রয়োজনম্॥ ৩৯
শতপুত্রসমঃ স্বামী সাধ্বীনাঞ্চ সুরেশ্বরাঃ।
যদি ভর্ত্তা ব্রতে দেয়ঃ কিং ব্রতেন সুতেন বা॥ ৪০
ভর্ত্তুর্ব্বংশশ্চ তনয়ঃ কেবলং ভর্ত্তৃমূলকঃ।
যত্র মূলং ভবেদ্ভ্রষ্টং তদ্বাণিজ্যঞ্চ নিষ্ফলম্॥ ৪১

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

পুত্রাদপি পরঃ স্বামী ধর্ম্মশ্চ স্বামিনঃ পরঃ।
নষ্টে ধর্ম্মে চ ধর্ম্মিষ্ঠে স্বামিনা কিং সুতেন বা॥

ব্রহ্মোবাচ।

স্বামিনশ্চ পরো ধর্ম্মো ধর্ম্মাৎ সত্যঞ্চ সুব্রতে।

ত্যং সঙ্কল্পিতং কর্ম্ম ন ভ্রষ্টং কুরু সুব্রতে ॥ ৪৩
পার্ব্বত্যুবাচ।
নিরূপিতশ্চ বেদেষু স্বশব্দো ধনবাচকঃ।
তদ্‌যস্যাস্তীতি স স্বামী বেদজ্ঞ শৃণু মদ্বচঃ ॥ ৪৪
তস্য দাতা সদা স্বামী ন চ স্বং স্বামিনো ভবেৎ।
অহো ব্যবস্থা ভবতাং বেদজ্ঞা নাম বোধতঃ ॥ ৪৫
ধর্ম্ম উবাচ।
পত্নীং বিনান্যৎ স্বং সাধ্বি স্বামিনং দাতুমক্ষমম্।
দম্পতী ধ্রুবমেকাঙ্গৌ দ্বয়োর্দানে চ দ্বৌ সমৌ ॥
পার্ব্বত্যুবাচ।
পিতা দদাতি জামাত্রে স চ গৃহ্লাতি তৎসুতাম্।
ন শ্রুতং বিপরীতঞ্চ শ্রুতৌ শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ৪৭
দেবা উচুঃ।
বুদ্ধিস্বরূপা ত্বং দুর্গে বুদ্ধিমন্তো বয়ং ত্বয়া।
বেদজ্ঞে বেদবাদেষু কে বা ত্বাং জেতুমীশ্বরাঃ ॥৪৮
নিরূপিতা পুণ্যকে তু ব্রতে স্বামী চ দক্ষিণা।
শ্রুতৌ শ্রুতো যঃ স্বধর্ম্মো বিপরীতো হ্যধর্ম্মকঃ ॥৪৯
পার্ব্বত্যুবাচ।
কেবলং বেদমাশ্রিত্য কঃ করোতি বিনির্ণয়ম্।
বলবান্ লৌকিকো বেদাল্লোকাচারঞ্চ কস্ত্যজেৎ ॥
বেদে প্রকৃতি-পুংসোশ্চ গরীয়ান্ পুরুষো ধ্রুবম্।
বিবোধত সুরাঃ প্রাজ্ঞা বালাহং কথয়ামি কিম্ ॥
বৃহস্পতিরুবাচ।
ন পুমাংসং বিনা সৃষ্টির্ন সাধ্বি প্রকৃতিং বিনা।
শ্রীকৃষ্ণশ্চ দ্বয়োঃ স্রষ্টা সমৌ প্রকৃতি-পূরুষৌ ॥৫২
পার্ব্বত্যুবাচ।
যঃ কৃষ্ণঃ স্রষ্টা সর্ব্বেষাং সোহংশেন সগুণঃ পুমান্
পুমান্ গরীয়ান্ প্রকৃতেস্তথাপি ন ততশ্চ সা ॥৫৩
এতস্মিন্নন্তরে দেবা মুনয়স্তত্র সংসদি।
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণমাকাশে দদৃশূ রথম্ ॥ ৫৪
পার্ষদৈশ্চ পরিবৃতং সর্ব্বৈঃ শ্যামৈশ্চতুর্ভুজৈঃ।
বনমালাপরিবৃতৈ রত্নভূষণভূষিতৈঃ ॥ ৫৫
অবরুহ্য মুদা যানাদাজগাম সভাতলম্।
তুষ্টুবুস্তং সুরেন্দ্রাস্তে দেবং বৈকুণ্ঠবাসিনম্ ॥ ৫৬
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধরমীশং চতুর্ভুজম্।
লক্ষ্মী-সরস্বতীকান্তং শান্তং তং সুমনোহরম্ ॥৫৭
সুখদৃশ্যমভক্তানামদৃশ্যং কোটিজন্মভিঃ।
কোটিকন্দর্পলীলাভং কোটিচন্দ্রসমপ্রভম্ ॥ ৫৮
অমূল্যরত্নরচিত-চারুভূষণভূষিতম্।
সেব্যং ব্রহ্মাদিদেবৈশ্চ সেবকৈঃ সন্ততং স্তুতম্ ॥
তস্তাসয়া চ প্রচ্ছন্নৈর্বেষ্টিতঞ্চ সুরর্ষিভিঃ।
বাসয়ামাসুস্তং তে চ রত্নসিংহাসনে বরে ॥ ৬০
তং প্রণেমুশ্চ শিরসা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ।
সম্পুটাঞ্জলয়ঃ সর্ব্ব পুলকাঙ্গাশ্রুলোচনাঃ ॥ ৬১
স সস্মিতস্তান্ পপ্রচ্ছ সর্ব্বেং মধুরয়া গিরা।
প্রবোধিতঃ সুবোধজ্ঞ প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ৬২
নারায়ণ উবাচ।
সহ বুদ্ধ্যা বুদ্ধিমন্তো ন বক্তুমুচিতং সুরাঃ।
সর্ব্বে শক্ত্যানয়া বিশ্বে শক্তিমন্তো হি জীবিনঃ ॥
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং সর্ব্বং প্রাকৃতিকং জগৎ।
সত্যং সত্যং বিনা মাঞ্চ মায়াশক্তিঃ প্রকাশিতা ॥
আবির্ভূতা চ সা মত্তঃ সৃষ্টৌ দেবী মদিচ্ছয়া।
তিরোহিতা চ সা শেষে সৃষ্টিসংহারণে ময়ি ॥ ৬৫
সৃষ্টিকর্ত্রী চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বেষাং জননী পরা।
মম তুল্যা চ মন্মায়া তেন নারায়ণী স্মৃতা ॥ ৬৬
সুচিরঞ্চ তপস্তপ্তং শম্ভুনা ধ্যায়তা চ মাম্।
তেন তস্মৈ ময়া দত্তা তপসাং ফলরূপিণী ॥ ৬৭
ব্রতঞ্চ লোকশিক্ষার্থমস্যা ন স্বার্থমেব চ।
স্বয়ং ব্রতানাং তপসাং ফলদাত্রী জগত্রয়ে ॥ ৬৮
মায়য়া মোহিতাঃ সর্ব্বে কিমস্যা বাস্তবং ব্রতম্।
সাধ্যমস্যা বৃক্ষফলং কল্পে কল্পে পুনঃপুনঃ ॥ ৬৯
সুরেশ্বরা মদংশাশ্চ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
কলাঃ কলাংশরূপাংশ-জীবিনশ্চ সুরাদয়ঃ ॥ ৭০
মৃদা বিনা ঘটং কর্ত্তুং কুলালশ্চ যথাক্ষমঃ।
বিনা স্বর্ণং স্বর্ণকারঃ কুণ্ডলং কর্ত্তুমক্ষমঃ।
বিনা শক্ত্যা তথাহঞ্চ স্বসৃষ্টিং কর্ত্তুমক্ষমঃ ॥ ৭১
শক্তিপ্রধানা সৃষ্টিশ্চ সর্ব্বদর্শনসম্মতা।
অহমাত্মা হি নির্লিপ্তোঽহদৃশ্যঃ সাক্ষী চ দেহিনাম্
দেহাঃ প্রাকৃতিকাঃ সর্ব্বে নশ্বরাঃ পাঞ্চভৌতিকাঃ।
অহং নিত্যশরীরী চ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহঃ * ॥৭৩
সর্ব্বাধারা চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বাত্মাহং জগৎসু চ ॥৭৪
মহমাত্মা মনো ব্রহ্মা জ্ঞানরূপো মহেশ্বরঃ।
পঞ্চ প্রাণাঃ স্বয়ং বিষ্ণুর্বুদ্ধিঃ প্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ৭৫

* ভানুবিগ্রহবিগ্রহ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

মেধানিদ্রাদয়শ্চৈতাঃ সর্ব্বাশ্চ প্রকৃতেঃ কলাঃ।
সা চ শৈলেন্দ্রকন্যৈষা ইতি বেদে নিরূপিতম্ ॥৭৬
অহং গোলোকনাথশ্চ বৈকুণ্ঠেশঃ সনাতনঃ।
গোপীগোপৈঃ পরিবৃতস্তত্রৈব দ্বিভুজঃ স্বয়ম্।
চতুর্ভুজোঽত্র দেবেশো লক্ষ্মীশঃ পার্ষদৈর্বৃতঃ ॥ ৭৭
ঊর্দ্ধং পরশ্চ বৈকুণ্ঠাৎ পঞ্চাশৎকোটিযোজনে।
মমাশ্রয়শ্চ গোলোকস্তত্রাহং গোপিকাপতিঃ ॥ ৭৮
ব্রতারাধ্যো হি দ্বিভুজঃ স চ তৎফলদায়কঃ।
যদ্রূপং চিন্তয়েদ্‌যো হি তচ্চ তৎফলদায়কম্ ॥ ৭৯
ব্রতং পূর্ণং কুরু শিবে শিবং দত্ত্বা চ দক্ষিণাম্।
পুনঃ সমুচিতং মূল্যং দত্ত্বা নাথং গৃহীষ্যসি ॥ ৮০
বিষ্ণুদেহা যথা গাবো বিষ্ণুদেহস্তথা শিবঃ।
দ্বিজায় দত্ত্বা গোমূল্যং গৃহাণ স্বামিনং শুভে ॥ ৮১
যজ্ঞে পত্নীং যথা দাতুং ক্ষমঃ স্বামী সদৈব তু।
তথা সা স্বামিনং দাতুমীশ্বরীতি শ্রুতের্মতম্ ॥ ৮২
ইত্যুক্ত্বা তাং সভামধ্যে তত্রৈবান্তরধীয়ত।
হৃষ্টাস্তে স চ সংহৃষ্টা দক্ষিণাং দাতুমুদ্যতা ॥৮৩
কৃত্বা শিবা পূর্ণহোমং সা শিবং দক্ষিণাং দদৌ।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা চ জগ্রাহ কুমারো দেবসংসদি ॥ ৮৪
উবাচ দুর্গা সন্ত্রস্তা শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকা।
পুটাঞ্জলিযুতা বিপ্রং হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৮৫

পার্ব্বত্যুবাচ।

গোমূল্যং মৎপতিসমমিতি বেদে নিরূপিতম্।
গবাং লক্ষং প্রযচ্ছামি দেহি মৎস্বামিনং দ্বিজ ॥
তদা দাস্যামি বিপ্রেভ্যো দানানি বিবিধানি চ।
আত্মহীনো হি দেহশ্চ কিং কর্ম্ম কর্ত্তুমীশ্বরঃ ॥৮৭

সনৎকুমার উবাচ।

গবাং লক্ষেণ মে দেবি বিপ্রস্য কিং প্রয়োজনম্।
দদাত্যমূল্যরত্নঞ্চ গবাং প্রত্যর্পণেন কঃ ॥ ৮৮
স্বস্য স্বস্য স্বয়ং কর্ত্তা শর্ব্বঃ সর্ব্বো জগত্রয়ে।
কর্ত্তুরেবেপ্সিতং কর্ম্ম ভবেৎ কিং বা পরেচ্ছয়া ॥
দিগম্বরং পুরঃ কৃত্বা ভ্রমিষ্যামি জগত্রয়ম্।
বালকানাং বালিকানাং সমূহস্মিতকারণম্ ॥ ৯০
ইত্যুক্ত্বা ব্রহ্মণঃ পুত্রো গৃহীত্বা শঙ্করং মুনে।
সন্নিধৌ বাসয়ামাস তেজস্বী দেবসংসদি ॥ ৯১
দৃষ্ট্বা শিবং গৃহ্যমাণং কুমারেণ চ পার্ব্বতী।
সমুদ্যতা তনুং ত্যক্তুং শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকা ॥ ৯২
বিচিন্ত্য মনসা সাধ্বীত্যেবমেব দুরত্যয়ম্।
ন দৃষ্টোঽভীষ্টদেবশ্চ ন চ প্রাপ্তফলং ব্রতম্ * ॥
এতস্মিন্নন্তরে দেবাঃ পার্ব্বতীসহিতাস্তদা।
সদ্যো দদৃশুরাকাশে তেজসাং নিকরং পরম্ ॥৯৪
কোটিসূর্য্যপ্রভোর্দ্ধঞ্চ প্রজ্বলচ্চ দিশো দশ।
কৈলাসশৈলং প্রতপৎ সর্ব্বদেবাদিভির্যুতম্ ॥৯৫
সর্ব্বান্ কুর্ব্বচ্চ প্রচ্ছন্নং বিস্তীর্ণং মণ্ডলাকৃতি।
দৃষ্ট্বা তচ্চ ভগবতস্তষ্টুবুস্তে ক্রমেণ চ ॥ ৯৬

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

ব্রহ্মাণ্ডানি চ সর্ব্বাণি যল্লোমবিবরেষু চ।
সোঽয়ং তে ষোড়শাংশশ্চ কে বয়ং যো মহান্ বিরাট্ ॥ ৯৭

ব্রহ্মোবাচ।

বেদোপযুক্তং † দৃশ্যং যৎ প্রত্যক্ষং দ্রষ্টুমীশ্বরঃ।
স্তোতুং তদ্‌বর্ণিতুমহং শক্তঃ কিং স্তৌমি তৎপর

মহাদেব উবাচ।

জ্ঞানাধিষ্ঠাতৃদেবোঽহং স্তৌমি জ্ঞানপরঞ্চ কিম্
সর্ব্বানির্ব্বচনীয়ং যৎ তৎ ত্বাং স্বেচ্ছাময়ং বিভুম্

ধর্ম্ম উবাচ।

অদৃশ্যমবতারেষু যদ্দৃশ্যং সর্ব্বজন্তুভিঃ।
কিং স্তৌমি তেজোরূপং তদ্ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্ ॥

দেবা উচুঃ।

কে বয়ং ত্বৎকলাংশাশ্চ কিং বা ত্বাং স্তোতুমীশ্বরাঃ
স্তোতুং ন শক্তা বেদা যং ন চ শক্তা সরস্বতী ॥

মুনয় উচুঃ।

বেদান্ পঠিত্বা বিদ্বাংসো বয়ং কিং বেদকারণম্
স্তোতুমীশা ন বাণী চ ত্বাঞ্চ বাঙ্মনসোঃ পরম্ ॥

সরস্বত্যুবাচ।

বাগধিষ্ঠাতৃদেবীং মাং বদন্তি বেদবাদিনঃ।
কিঞ্চিন্ন শক্তা ত্বাং স্তোতুমহো বাঙ্মনসোঃ পরম্

সাবিত্র্যুবাচ।

বেদপ্রসূরহং নাথ স্রষ্টা ত্বং কলয়া পুরা।
কিং স্তৌমি স্ত্রীস্বভাবেন সর্ব্বকারণকারণম্ ॥

লক্ষ্মীরুবাচ।

ত্বদংশবিষ্ণুকান্তাহং জগৎপোষণকারিণী।

---

* প্রাপ্তং ফলং ব্রত ইতি বা পাঠঃ।
† বেদ উপযুক্তমিতি সাধু।

ত্যং সঙ্কল্পিতং কর্ম্ম ন ভ্রষ্টং কুরু সুব্রতে ॥ ৪৩
পার্ব্বত্যুবাচ ।
নিরূপিতশ্চ বেদেষু স্বশব্দো ধনবাচকঃ ।
তদ্‌যস্যাস্তীতি স স্বামী বেদজ্ঞ শৃণু মদ্বচঃ ॥ ৪৪
তস্য দাতা সদা স্বামী ন চ স্বং স্বামিনো ভবেৎ ।
অহো ব্যবস্থা ভবতাং বেদজ্ঞা নাম বোধতঃ ॥ ৪৫
ধর্ম্ম উবাচ ।
পত্নীং বিনান্যং স্বং সাধ্বি স্বামিনং দাতুমক্ষমম্ ।
দম্পতী ধ্রুবমেকাঙ্গৌ দ্বয়োর্দানে চ দ্বৌ সমৌ ॥
পার্ব্বত্যুবাচ ।
পিতা দদাতি জামাত্রে স চ গৃহ্লাতি তৎসুতাম্ ।
ন শ্রুতং বিপরীতঞ্চ শ্রুতৌ শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ৪৭
দেবা উচুঃ ।
বুদ্ধিস্বরূপা ত্বং দুর্গে বুদ্ধিমন্তো বয়ং ত্বয়া ।
বেদজ্ঞে বেদবাদেষু কে বা ত্বাং জেতুমীশ্বরাঃ ॥৪৮
নিরূপিতা পুণ্যকে তু ব্রতে স্বামী চ দক্ষিণা ।
শ্রুতৌ শ্রুতো যঃ স্বধর্ম্মো বিপরীতো হ্যধর্ম্মকঃ ॥৪৯
পার্ব্বত্যুবাচ ।
কেবলং বেদমাশ্রিত্য কঃ করোতি বিনির্ণয়ম্ ।
বলবান্ লৌকিকো বেদাল্লোকাচারঞ্চ কস্ত্যজেৎ ॥
বেদে প্রকৃতি-পুংসোশ্চ গরীয়ান্ পুরুষো ধ্রুবম্ ।
বিবোধত সুরাঃ প্রাজ্ঞা বালাহং কথয়ামি কিম্ ॥
বৃহস্পতিরুবাচ ।
ন পুমাংসং বিনা সৃষ্টির্ন সাধ্বি প্রকৃতিং বিনা ।
শ্রীকৃষ্ণশ্চ দ্বয়োঃ স্রষ্টা সমৌ প্রকৃতি-পূরুষৌ ॥৫২
পার্ব্বত্যুবাচ ।
যঃ কৃষ্ণঃ স্রষ্টা সর্ব্বেষাং সোহংশেন সগুণঃ পুমান্
পুমান্ গরীয়ান্ প্রকৃতেস্তথাপি ন ততশ্চ সা ॥৫৩
এতস্মিন্নন্তরে দেবা মুনয়স্তত্র সংসদি ।
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণমাকাশে দদৃশূ রথম্ ॥ ৫৪
পার্ষদৈশ্চ পরিবৃতং সর্ব্বৈঃ শ্যামৈশ্চতুর্ভুজৈঃ ।
বনমালাপরিবৃতৈ রত্নভূষণভূষিতৈঃ ॥ ৫৫
অবরুহ্য মুদা যানাদাজগাম সভাতলম্ ।
তুষ্টুবুস্তং সুরেন্দ্রাস্তে দেবং বৈকুণ্ঠবাসিনম্ ॥ ৫৬
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধরমীশং চতুর্ভুজম্ ।
লক্ষ্মী-সরস্বতীকান্তং শান্তং তং সুমনোহরম্ ॥৫৭
সুখদৃশ্যমভক্তানামদৃশ্যং কোটিজন্মভিঃ ।
কোটিকন্দর্পলীলাভং কোটিচন্দ্রসমপ্রভম্ ॥ ৫৮
অমূল্যরত্নরচিত-চারুভূষণভূষিতম্ ।
সেব্যং ব্রহ্মাদিদেবৈশ্চ সেবকৈঃ সন্ততং স্তুতম্ ॥
তস্তাসয়া চ প্রস্থন্নৈর্বেষ্টিতঞ্চ সুরর্ষিভিঃ ।
বাসয়ামাসুস্তং তে চ রত্নসিংহাসনে বরে ॥ ৬০
তং প্রণেমুশ্চ শিরসা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ।
সম্পুটাঞ্জলয়ঃ সর্ব্ব পুলকাঙ্গাশ্রুলোচনাঃ ॥ ৬১
স সস্মিতস্তান্ পপ্রচ্ছ সর্ব্বেং মধুরয়া গিরা ।
প্রবোধিতঃ সুবোধজ্ঞ প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ৬২
নারায়ণ উবাচ ।
সহ বুদ্ধ্যা বুদ্ধিমন্তো ন বক্তুমুচিতং সুরাঃ ।
সর্ব্বে শক্ত্যানয়া বিশ্বে শক্তিমন্তো হি জীবিনঃ ॥
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং সর্ব্বং প্রাকৃতিকং জগৎ ।
সত্যং সত্যং বিনা মাঞ্চ মায়াশক্তিঃ প্রকাশিতা ॥
আবির্ভূতা চ সা মত্তঃ সৃষ্টৌ দেবী মদিচ্ছয়া ।
তিরোহিতা চ সা শেষে সৃষ্টিসংহারণে ময়ি ॥ ৬৫
সৃষ্টিকর্ত্রী চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বেষাং জননী পরা ।
মম তুল্যা চ মন্মায়া তেন নারায়ণী স্মৃতা ॥ ৬৬
সুচিরঞ্চ তপস্তপ্তং শম্ভুনা ধ্যায়তা চ মাম্ ।
তেন তস্মৈ ময়া দত্তা তপসাং ফলরূপিণী ॥ ৬৭
ব্রতঞ্চ লোকশিক্ষার্থমস্যা ন স্বার্থমেব চ ।
স্বয়ং ব্রতানাং তপসাং ফলদাত্রী জগত্রয়ে ॥ ৬৮
মায়য়া মোহিতাঃ সর্ব্বে কিমস্যা বাস্তবং ব্রতম্ ।
সাধ্যমস্যা বৃক্ষফলং কল্পে কল্পে পুনঃপুনঃ ॥ ৬৯
সুরেশ্বরা মদংশাশ্চ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ।
কলাঃ কলাংশরূপাংশ-জীবিনশ্চ সুরাদয়ঃ ॥ ৭০
মৃদা বিনা ঘটং কর্ত্তুং কুলালশ্চ যথাক্ষমঃ ।
বিনা স্বর্ণং স্বর্ণকারঃ কুণ্ডলং কর্ত্তুমক্ষমঃ ।
বিনা শক্ত্যা তথাহঞ্চ স্বসৃষ্টিং কর্ত্তুমক্ষমঃ ॥ ৭১
শক্তিপ্রধানা সৃষ্টিশ্চ সর্ব্বদর্শনসম্মতা ।
অহমাত্মা হি নির্লিপ্তোঽহদৃশ্যঃ সাক্ষী চ দেহিনাম্
দেহাঃ প্রাকৃতিকাঃ সর্ব্বে নশ্বরাঃ পাঞ্চভৌতিকাঃ ।
অহং নিত্যশরীরী চ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহঃ * ॥৭৩
সর্ব্বাধারা চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বাত্মাহং জগৎসু চ ॥৭৪
মহমাত্মা মনো ব্রহ্মা জ্ঞানরূপো মহেশ্বরঃ ।
পঞ্চ প্রাণাঃ স্বয়ং বিষ্ণুর্বুদ্ধিঃ প্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ৭৫

---

* ভানুবিগ্রহবিগ্রহ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।

মেধানিদ্রাদয়শ্চৈতাঃ সর্ব্বাশ্চ প্রকৃতেঃ কলাঃ।
সা চ শৈলেন্দ্রকন্যৈষা ইতি বেদে নিরূপিতম্ ॥৭৬
অহং গোলোকনাথশ্চ বৈকুণ্ঠেশঃ সনাতনঃ।
গোপীগোপৈঃ পরিবৃতস্তত্রৈব দ্বিভুজঃ স্বয়ম্।
চতুর্ভুজোঽত্র দেবেশো লক্ষ্মীশঃ পার্ষদৈর্বৃতঃ ॥ ৭৭
ঊর্দ্ধং পরশ্চ বৈকুণ্ঠাৎ পঞ্চাশৎকোটিযোজনে।
মমাশ্রয়শ্চ গোলোকস্তত্রাহং গোপিকাপতিঃ ॥ ৭৮
ব্রতারাধ্যো হি দ্বিভুজঃ স চ তৎফলদায়কঃ।
যদ্রূপং চিন্তয়েদ্‌যো হি তচ্চ তৎফলদায়কম্ ॥ ৭৯
ব্রতং পূর্ণং কুরু শিবে শিবং দত্বা চ দক্ষিণাম্।
পুনঃ সমুচিতং মূল্যং দত্বা নাথং গৃহীষ্যসি ॥ ৮০
বিষ্ণুদেহা যথা গাবো বিষ্ণুদেহস্তথা শিবঃ।
দ্বিজায় দত্ত্বা গোমূল্যং গৃহাণ স্বামিনং শুভে ॥ ৮১
যজ্ঞে পত্নীং যথা দাতুং ক্ষমঃ স্বামী সদৈব তু।
তথা সা স্বামিনং দাতুমীশ্বরীতি শ্রুতের্মতম্ ॥ ৮২
ইত্যুক্ত্বা তাং সভামধ্যে তত্রৈবান্তরধীয়ত।
হৃষ্টাস্তে স চ সংহৃষ্টা দক্ষিণাং দাতুমুদ্যতা ॥৮৩
কৃত্বা শিবা পূর্ণহোমং সা শিবং দক্ষিণাং দদৌ।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা চ জগ্রাহ কুমারো দেবসংসদি ॥ ৮৪
উবাচ দুর্গা সন্ত্রস্তা শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকা।
পুটাঞ্জলিযুতা বিপ্রং হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৮৫

পার্ব্বত্যুবাচ।

গোমূল্যং মৎপতিসমমিতি বেদে নিরূপিতম্।
গবাং লক্ষং প্রযচ্ছামি দেহি মৎস্বামিনং দ্বিজ ॥
তদা দাস্যামি বিপ্রেভ্যো দানানি বিবিধানি চ।
আত্মহীনো হি দেহশ্চ কিং কর্ম্ম কর্ত্তুমীশ্বরঃ ॥৮৭

সনৎকুমার উবাচ।

গবাং লক্ষেণ মে দেবি বিপ্রস্য কিং প্রয়োজনম্।
দদাত্যমূল্যরত্নঞ্চ গবাং প্রত্যর্পণেন কঃ ॥ ৮৮
স্বস্থ স্বস্থ স্বয়ং কর্ত্তা শর্ব্বঃ সর্ব্বো জগত্রয়ে।
কর্ত্তুরেবেপ্সিতং কর্ম্ম ভবেৎ কিং বা পরেচ্ছয়া ॥
দিগম্বরং পুরঃ কৃত্বা ভ্রমিষ্যামি জগত্রয়ম্।
বালকানাং বালিকানাং সমূহস্মিতকারণম্ ॥ ৯০
ইত্যুক্ত্বা ব্রহ্মণঃ পুত্রো গৃহীত্বা শঙ্করং মুনে।
সন্নিধৌ বাসয়ামাস তেজস্বী দেবসংসদি ॥ ৯১
দৃষ্ট্বা শিবং গৃহ্যমাণং কুমারেণ চ পার্ব্বতী।
সমুদ্যতা তনুং ত্যক্তুং শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকা ॥ ৯২
বিচিন্ত্য মনসা সাধ্বীত্যেবমেব দুরত্যয়ম্।
ন দৃষ্টোঽভীষ্টদেবশ্চ ন চ প্রাপ্তফলং ব্রতম্ * ॥
এতস্মিন্নন্তরে দেবাঃ পার্ব্বতীসহিতাস্তদা।
সদ্যো দদৃশুরাকাশে তেজসাং নিকরং পরম্ ॥৯৪
কোটিসূর্য্যপ্রভোর্দ্ধঞ্চ প্রজ্বলচ্চ দিশো দশ।
কৈলাসশৈলং প্রতপং সর্ব্বদেবাদিভির্যুতম্ ॥৯৫
সর্ব্বান্ কুর্ব্বচ্চ প্রচ্ছন্নং বিস্তীর্ণং মণ্ডলাকৃতি।
দৃষ্ট্বা তচ্চ ভগবতস্তুষ্টুবুস্তে ক্রমেণ চ ॥ ৯৬

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

ব্রহ্মাণ্ডানি চ সর্ব্বাণি যল্লোমবিবরেষু চ।
সোঽয়ং তে ষোড়শাংশশ্চ কে বয়ং যো মহান্ বিরাট্ ॥ ৯৭

ব্রহ্মোবাচ।

বেদোপযুক্তং † দৃশ্যং যৎ প্রত্যক্ষং দ্রষ্টুমীশ্বরঃ।
স্তোতুং তদ্‌বর্ণিতুমহং শক্তঃ কিং স্তৌমি তৎপর

মহাদেব উবাচ।

জ্ঞানাধিষ্ঠাতৃদেবোঽহং স্তৌমি জ্ঞানপরঞ্চ কিম্
সর্ব্বানির্ব্বচনীয়ং যং তং ত্বাং স্বেচ্ছাময়ং বিভুম্

ধর্ম্ম উবাচ।

অদৃশ্যমবতারেষু যদ্দৃশ্যং সর্ব্বজন্তুভিঃ।
কিং স্তৌমি তেজোরূপং তদ্ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্ ॥

দেবা ঊচুঃ।

কে বয়ং ত্বৎকলাংশাশ্চ কিং বা ত্বাং স্তোতুমীশ্বরাঃ
স্তোতুং ন শক্তা বেদা যং ন চ শক্তা সরস্বতী ॥

মুনয় ঊচুঃ।

বেদান্ পঠিত্বা বিদ্বাংসো বয়ং কিং বেদকারণম্
স্তোতুমীশা ন বাণী চ ত্বাঞ্চ বাঙ্মনসোঃ পরম্ ॥

সরস্বত্যুবাচ।

বাগধিষ্ঠাতৃদেবীং মাং বদন্তি বেদবাদিনঃ।
কিঞ্চিন্ন শক্তা ত্বাং স্তোতুমহো বাঙ্মনসোঃ পরম্

সাবিত্র্যুবাচ।

বেদপ্রসূরহং নাথ স্রষ্টা ত্বং কলয়া পুরা।
কিং স্তৌমি স্ত্রীস্বভাবেন সর্ব্বকারণকারণম্ ॥

লক্ষ্মীরুবাচ।

ত্বদংশবিষ্ণুকান্তাহং জগৎপোষণকারিণী।

---

* প্রাপ্তং ফলং ব্রত ইতি বা পাঠঃ।
† বেদ উপযুক্তমিতি সাধু।

কিং স্তৌমি ত্বৎকলা স্রষ্টা জগতাং বীজকারণম্ ॥

হিমালয় উবাচ।

হসন্তি সন্তো মাং নাথ কর্ম্মণা স্থাবরং পরম্।
স্তোতুং সমুদ্যতং ক্ষুদ্রং কিং স্তৌমি স্তোতুমক্ষমঃ
ক্রমেণ সর্ব্বে তং স্তুত্বা দেবা বিররমুর্ম্মুনে।
দেব্যশ্চ মুনয়ঃ সর্ব্বে পার্ব্বতী স্তোতুমুদ্যতা ॥১০৭
ধৌতবস্ত্রজটাভারং বিভ্রতী সুব্রতা ব্রতে।
প্রেরিতা পরমাত্মানং ব্রতারাধ্যং শিবেন চ ॥১০৮
জ্বলদগ্নিশিখারূপা তেজোমূর্ত্তিমতী সতী।
তপসাং ফলদা মাতা জগতাং সর্ব্বকারণম্ ॥১০৯

পার্ব্বত্যুবাচ।

কৃষ্ণ জানাসি মাং ভদ্র নাহং ত্বাং জ্ঞাতুমীশ্বরী।
কে বা জানন্তি বেদজ্ঞা বেদা বা বেদকারকাঃ॥
ত্বদংশাস্ত্বাং ন জানন্তি কথং জ্ঞাস্যন্তি ত্বৎকলাঃ।
ত্বঞ্চাপি তত্ত্বং জানাসি কিমন্যে জ্ঞাতুমীশ্বরাঃ॥
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতমোঽব্যক্তঃ স্থূলাৎ স্থূলতমো মহান্
বিশ্বস্ত্বং বিশ্বরূপশ্চ বিশ্ববীজং সনাতনঃ ॥ ১১২
কার্য্যং ত্বং কারণং ত্বঞ্চ কারণানাঞ্চ কারণম্।
তেজঃস্বরূপো ভগবান্ নিরাকারো নিরাশ্রয়ঃ ॥
নির্লিপ্তো নির্গুণঃ সাক্ষী স্বাত্মারামঃ পরাৎপরঃ।
প্রকৃতীশো বিরাড়্বীজং বিরাড়্রূপস্ত্বমেব চ।
সগুণস্ত্বং প্রকৃতিকঃ কলয়া সৃষ্টিহেতবে ॥ ১১৪
প্রকৃতিস্ত্বং পুমাংস্ত্বঞ্চ ত্বদন্যো ন ক্বচিদ্ভবে।
জীবস্ত্বং সাক্ষিণো ভোগী স্বাত্মনঃ প্রতিবিম্বকঃ॥
কর্ম্ম ত্বং কর্ম্মবীজং ত্বং কর্ম্মণাং ফলদায়কঃ।
ধ্যায়ন্তি যোগিনস্তেজস্ত্বদীয়মশরীরিণম্।
কেচিচ্চতুর্ভুজং শান্তং লক্ষ্মীকান্তং মনোহরম্ ॥
বৈষ্ণবাশ্চৈব সাকারং কমনীয়ং মনোহরম্।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধরং পীতাম্বরং পরম্ ॥ ১১৭
দ্বিভুজং কমনীয়ঞ্চ কিশোরং শ্যামসুন্দরম্।
শান্তং গোপাঙ্গনাকান্তং রত্নভূষণভূষিতম্ ॥ ১১৮
এবং তেজস্বিনং ভক্তাঃ সেবন্তে সন্ততং মুদা।
ধ্যায়ন্তি যোগিনো যৎ তৎ কুতস্তেজস্বিনং বিনা।
তৎ তেজো বিভ্রতাং দেব দেবানাং তেজসা পুরা
আবির্ভূতা সুরাণাঞ্চ বধায় ব্রহ্মণঃ স্তুতা ॥ ১২০
নিত্যা তেজঃস্বরূপাহং বিধৃত্য বিগ্রহং বিভো।
স্ত্রীরূপং কমনীয়ঞ্চ বিধায় সমুপস্থিতা ॥ ১২১
মায়য়া তব মায়াহং মোহয়িত্বাঽসুরান্ পুরা।
নিহত্য সর্ব্বান্ শৈলেন্দ্রমগং তং হিমালয়ম্ ॥
ততোঽহং সংস্তুতা দেবৈস্তারকাখ্যেণ পীড়িতৈঃ।
অভবং দক্ষজায়ায়াং শিবস্ত্রী তত্র জন্মনি ॥ ১২৩
ত্যক্ত্বা দেহং দক্ষযজ্ঞে শিবাহং শিবনিন্দয়া।
অভবং শৈলজায়ায়াং শৈলজা চ স্বকর্ম্মণা ॥ ১২৪
অনেকতপসা প্রাপ্তঃ শিবশ্চাত্রাপি জন্মনি।
পাণিং জগ্রাহ মে যোগী প্রার্থিতো ব্রহ্মণা বিভুঃ ॥
শৃঙ্গারজঞ্চ তত্তেজো নালভং দেবমায়য়া।
স্তৌমি ত্বামেব দেবেশ পুত্রদুঃখেন দুঃখিতা ॥১২৬
ব্রতে ভবদ্বিধং পুত্রং লব্ধুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্।
দেবেশ বিহিতা বেদে সাঙ্গে স্বস্বামিদক্ষিণা ॥১২৭
শ্রুত্বা সর্ব্বং কৃপাসিন্ধো কৃপাং মাং কর্ত্তুমর্হসি।
ইত্যুক্ত্বা পার্ব্বতী তত্র বিররাম চ নারদ ॥ ১২৮
ভারতে পার্ব্বতীস্তোত্রং যঃ শৃণোতি সুসংযতঃ।
সৎপুত্রং লভতে নূনং বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমম্ ॥
সংবৎসরহবিষ্যাশী হরিমভ্যর্চ্চ্য ভক্তিতঃ।
সুপুণ্যকব্রতফলং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩০
বিষ্ণুস্তোত্রমিদং ব্রহ্মন্ সর্ব্বসম্পত্তিবর্দ্ধনম্।
সুখদং মোক্ষদং সারং স্বামিসৌভাগ্যবর্দ্ধনম্ ॥১৩১
সর্ব্বসৌন্দর্য্যবীজঞ্চ যশোরাশিবিবর্দ্ধনম্।
হরিভক্তিপ্রদং তত্ত্বজ্ঞানবুদ্ধিবিবর্দ্ধনম্ ॥ ১৩২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে পুণ্যকব্রতে
পার্ব্বতীকৃত-শ্রীকৃষ্ণকথনং নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

পার্ব্বতীস্তবনং শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণঃ করুণানিধিঃ।
স্বরূপং দর্শয়ামাস সর্ব্বাদৃশ্যং সুদুর্লভম্ ॥ ১
স্তুত্বা দেবী ধ্যানলগ্না কৃষ্ণৈকতানমানসা।
দদর্শ তেজসাং মধ্যে রূপং সংসার-* মোহনম্ ॥২
সদ্রত্নসারনির্ম্মাণে হীরকেণ পরিষ্কৃতে।
যুক্তে মাণিক্যমালাভী রত্নপূর্ণে মনোরথে ॥ ৩

---

* স্বরূপং সারেতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

বহ্নিসংশুদ্ধপীতাংশু-ধরং বংশীকরং পরম্ ।
বনমালাগলং শ্যামং রত্নভূষণভূষিতম্ ॥ ৪
কিশোরবয়সং বেশবিচিত্রং চন্দনাঙ্কিতম্ ।
চারুস্মিতাস্যমাঢ্যং তং শারদেন্দুবিনিন্দকম্ ॥ ৫
মালতীমাল্যসংযুক্ত-ময়ূরপুচ্ছচূড়কম্ ।
গোপাঙ্গনাপরিবৃতং রাধাবক্ষঃস্থলোজ্জ্বলম্ ॥ ৬
কোটিকন্দর্পলাবণ্য-লীলাধাম মনোহরম্ ।
অতীবহৃষ্টং সর্ব্বেষ্টং ভক্তানুগ্রহকারকম্ ॥ ৭
দৃষ্ট্বা রূপং রূপবতী পুত্রং তদনুরূপকম্ ।
মনসা বরয়ামাস বরং সম্প্রাপ্য তংক্ষণম্ ॥ ৮
বরং দত্ত্বা বরেশস্তু যদ্‌যন্মনসি বাঞ্ছিতম্ ।
দত্ত্বাভীষ্টং সুরেভ্যশ্চ ততস্তেজোঽন্তরধীয়ত ॥ ৯
কুমারং বোধয়িত্বা তু দেবা দেব্যৈ দিগম্বরম্ ।
দদুর্নিরূপমং তত্র প্রহৃষ্টায়ৈ মুদান্বিতাঃ ॥ ১০
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ দুর্গা রত্নানি বিবিধানি চ ।
সুবর্ণানি চ ভিক্ষুভ্যো বন্দিভ্যো বিশ্ববন্দিতা ॥ ১১
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস দেবাংশ্চ পর্ব্বতাংস্তথা ।
শঙ্করং পূজয়ামাস চোপহারৈরনুত্তমৈঃ ॥ ১২
দুন্দুভিং বাদয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলম্ ।
সঙ্গীতং গায়য়ামাস হরিসম্বন্ধি সুন্দরম্ ॥ ১৩
ব্রতং সমাপ্য সা দুর্গা দত্ত্ব দানানি সস্মিতা ।
সর্ব্বাংশ্চ ভোজয়িত্বা তু বুভুজে স্বামিনা সহ ॥ ১৪
তাম্বূলঞ্চ বরং রম্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্ ।
ক্রমাৎ প্রদায় সর্ব্বেভ্যো বুভুজে তেন কৌতুকাৎ
পয়ঃফেননিভাং শয্যাং রম্যাং সদ্রত্ননির্ম্মিতাম্ ।
পুষ্পচন্দনসংযুক্তাং কস্তূরীকুঙ্কুমান্বিতাম্ ।
রহসি স্বামিনা সার্দ্ধং সুষ্বাপ পরমেশ্বরী ॥ ১৬
কৈলাসস্থৈকদেশে চ রম্যে চন্দনকাননে ।
সুগন্ধিকুসুমাক্তেন বায়ুনা সুরভীকৃতে ॥ ১৭
ভ্রমরধ্বনিসংযুক্তে পুংস্কোকিলরুতশ্রুতে ।
বিজহার সুরসিকা তত্র তেন সহাম্বিকা ॥ ১৮
রেতঃপতনকালে চ স বিষ্ণুর্বিষ্ণুমায়য়া ।
বিধায় বিপ্ররূপস্তু আজগাম রতেগৃহম্ ॥ ১৯
রুক্ষবস্ত্রং বিনা তৈলং কুচেলং ভিক্ষুকং মুনে ।
অতীবশুক্লদশনং তৃষ্ণয়া পরিপীড়িতম্ ॥ ২০
অতীবকৃশগাত্রঞ্চ বিভ্রং তিলকমুজ্জ্বলম্ ।
বহুকাকুস্বরং দীনং দৈন্যাৎ কুৎসিতমূর্ত্তিমৎ ॥ ২১
আজুহাব মহাদেব মতিবৃদ্ধোঽহমযাচকঃ ।
দণ্ডাবলম্বনং কৃত্বা রতিদ্বারেঽতিদুর্ব্বলঃ ॥ ২২

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

কিং করোষি মহাদেব রক্ষ মাং শরণাগতম্ ।
সপ্তরাত্রিরতেঽতীতে পারণাকাঙ্ক্ষিণং ক্ষুধা ॥ ২৩
কিং করোষি মহাদেব হে তাত করুণানিধে ।
পশ্য বৃদ্ধং জরাগ্রস্তং তৃষ্ণয়া পরিপীড়িতম্ ॥ ২৪
মাতরুত্তিষ্ঠ মামন্নং প্রযচ্ছ বাসিতং জলম্ ।
অনন্তরত্নোদ্ভবজে রক্ষ মাং শরণাগতম্ ॥ ২৫
মাতর্মাতর্জগন্মাত রেহি নাহং জগদ্বহিঃ ।
সীদামি তৃষ্ণয়া কস্মাৎ স্থিতায়ামাত্মমাতরি ॥ ২৬
ইতি কাকুস্বরং শ্রুত্বা শিবস্তোত্তিষ্ঠতো মুনে ।
পপাত বীর্য্যং শয্যায়াং ন যোনৌ প্রকৃতেস্তদা ॥
উত্তস্থৌ পার্ব্বতী ত্রস্তা সূক্ষ্মবস্ত্রং বিধায় চ ।
আজগাম রতিদ্বারং পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ ॥ ২৮
দদর্শ ব্রাহ্মণং দীনং জরয়া পরিপীড়িতম্ ।
বৃদ্ধং ললিতগাত্রঞ্চ বিভ্রতং দণ্ডমানতম্ ॥ ২৯
তপস্বিনমশাস্ত্রঞ্চ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকম্ ।
কুর্ব্বন্তং পরয়া ভক্ত্যা প্রণামং স্তবনং তয়োঃ ॥ ৩০
শ্রুত্বা তদ্বচনং তত্র নীলকণ্ঠঃ সুধোপমম্ ।
উবাচ পরয়া প্রীত্যা প্রসন্নস্তং প্রহস্য চ ॥ ৩১

শঙ্কর উবাচ ।

গৃহন্তে কুত্র বিপ্রর্ষে বদ বেদবিদাং বর ।
কিন্নাম ভবতঃ ক্ষিপ্রং জ্ঞাতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥

পার্ব্বত্যুবাচ ।

আগতোঽসি কুতো বিপ্র মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ ।
অদ্য মে সফলং জন্ম ব্রাহ্মণো মদ্‌গৃহেঽতিথিঃ ॥
অতিথিঃ পূজিতো যেন ত্রিজগৎ তেন পূজিতম্ ।
তত্রৈবাধিষ্ঠিতা দেবা ব্রাহ্মণা গুরবো দ্বিজ ॥ ৩৪
তীর্থান্যতিথিপাদেষু শশ্বৎ তিষ্ঠন্তি নিশ্চিতম্ ।
তৎপাদধৌততোয়েন মিশ্রিতানি লভেদ্‌গৃহী ॥ ৩৫
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ।
অতিথিঃ পূজিতো যেন স্বাত্মশক্ত্যা যথোচিতম্ ॥ ৩৬
মহাদানানি সর্ব্বাণি কৃতানি তেন ভূতলে ।
অতিথিঃ পূজিতো যেন ভারতে ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ৩৭
নানাপ্রকারপুণ্যানি বেদোক্তানি চ যানি চ ।
অন্যে বাতিথিসেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ৩৮
অপূজিতোঽতিথির্যস্য ভবনাদ্বিনিবর্ত্ততে ।
পিতৃদেবাগ্নয়ঃ পশ্চাদ্‌গুরবো যান্ত্যপূজিতাঃ ॥ ৩৯

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
তানি সর্ব্বাণি লভতে নাভ্যর্চ্চ্যাতিথিমীপ্সিতম্ ॥ ৪০

ব্রাহ্মণ উবাচ।

জানাসি বেদান্ বেদজ্ঞে বেদোক্তং কুরু পূজনম্।
ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং পীড়িতো মাতর্ব্বচনঞ্চ শ্রুতৌ শ্রুতম্
ব্যাধিযুক্তো নিরাহারো যদা বানশনব্রতী।
মনোরথেনোপহারং ভোক্তুমিচ্ছতি মানবঃ ॥ ৪২

পার্ব্বত্যুবাচ।

ভোক্তুমিচ্ছসি কিং বিপ্র ত্রৈলোক্যে যৎ সুদুর্লভম্
ভোক্তুমর্হসি মে সাক্ষান্মজ্জন্ম সফলং কুরু ॥ ৪৩

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ব্রতে সুব্রতয়া সর্ব্বমুপহারং ত্বয়া কৃতম্।
নানাবিধং মিষ্টমিষ্টং ভোক্তুং শ্রুত্বা সমাগতঃ ॥ ৪৪
সুব্রতে তব পুত্রোঽহমগ্রে মাং পূজয়িষ্যসি।
দত্ত্বা মিষ্টানি বস্তূনি ত্রৈলোক্যে দুর্লভানি চ ॥ ৪৫
তাতাঃ পঞ্চবিধাঃ প্রোক্তা মাতরো বিবিধাঃ স্মৃতাঃ
পুত্রঃ পঞ্চবিধঃ সাধ্বি কথিতো বেদবাদিভিঃ ॥ ৪৬
বিদ্যাদাতান্নদাতা চ ভয়াৎ ত্রাতা চ জন্মদঃ।
কন্যাদাতা চ বেদোক্তা নরাণাং পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৭
গুরুপত্নী গর্ভধাত্রী স্তনদাত্রী পিতুঃ স্বসা।
স্বসা মাতুঃ সপত্নী চ পুত্রভার্য্যান্নদায়িকা ॥ ৪৮
ভৃত্যঃ শিষ্যশ্চ পোষ্যশ্চ বীর্য্যজঃ শরণাগতঃ।
ধর্ম্মপুত্রাশ্চ চত্বারো বীর্য্যজো ধনভাক্ সতি ॥ ৪৯
ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং পীড়িতো মাতর্বৃদ্ধোঽহং শরণাগতঃ।
সাম্প্রতং তব বন্ধ্যায়া অনাথঃ পুত্র এব চ ॥ ৫০
পিষ্টকং পরমান্নঞ্চ সুপক্কানি ফলানি চ।
নানাবিধানি পিষ্টানি কালদেশোদ্ভবানি চ ॥ ৫১
পক্কান্নং স্বস্তিকং ক্ষীরমিক্ষুমিক্ষুবিকারজম্।
ঘৃতং দধি চ শাল্যন্নং ঘৃতপক্কঞ্চ ব্যঞ্জনম্ ॥ ৫২
লড্ডুকানি তিলানাঞ্চ ভৃষ্টানাং সগুড়ানি চ।
মম জ্ঞাতানি বস্তূনি সুধাযাবকমীশ্বরি ॥ ৫৩
তাম্বূলঞ্চ বরং রম্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্।
জলং সুনির্ম্মলং স্বাদু দ্রব্যাণ্যেতানি বাসিতম্ ॥ ৫৪
দ্রব্যাণি যানি ভুক্ত্বা মে চারুলম্বোদরং ভবেৎ।
অনন্তরত্নোদ্ভবজে তানি মহ্যং প্রদাস্যসি ॥ ৫৫
স্বামী তে ত্রিজগৎকর্ত্তা প্রদাতা সর্ব্বসম্পদাম্।
মহালক্ষ্মীস্বরূপা ত্বং সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়িনী ॥ ৫৬
রত্নসিংহাসনং দ্রব্য-মমূল্যং রত্নভূষণম্।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকং চারু প্রদাস্যসি সুদুর্লভম্ ॥ ৫৭
সুদুর্লভং হরের্মন্ত্রং হরৌ ভক্তিং দৃঢ়াং সতি।
হরিপ্রিয়া হরেঃ শক্তিস্ত্বমেব সর্ব্বদা সদা ॥ ৫৮
জ্ঞানং মৃত্যুঞ্জয়ং নাম দাতৃশক্তিং সুখপ্রদাম্।
সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ কিং মাতরদেয়ং স্বসুতায় চ ॥ ৫৯
মনঃ সুনির্ম্মলং কৃত্বা ধর্ম্মে তপসি সন্ততম্।
করিষ্যসি সর্ব্বপরে ন কামে জন্মহেতুকে ॥ ৬০
স্বকামাৎ কুরুতে কর্ম্ম কর্ম্মণো ভোগ এব চ।
ভোগী শুভাশুভৌ জ্ঞেয়ৌ তৌ হেতূ সুখ-
দুঃখয়োঃ ॥ ৬১
দুঃখং ন কস্মাদ্ভবতি সুখং বা জগদম্বিকে।
সর্ব্বং স্বকর্ম্মণো ভোগস্তেন তদ্বিরতো বুধঃ ॥ ৬২
কর্ম্ম নির্ম্মূলয়ন্ত্যেব সন্তো হি সততং মুদা।
হরিভাবনবুদ্ধ্যা তৎ তপসা ভক্তসঙ্গতঃ ॥ ৬৩
ইন্দ্রিয়দ্রব্যসংযোগ-সুখং বিধ্বংসাবধি।
হরিসংলাপরূপঞ্চ সুখং তৎ সার্ব্বকালিকম্ ॥ ৬৪
হরিস্মরণশীলানাং নায়ুর্যাতি সতাং সতি।
ন তেষামীশ্বরঃ কালো ন চ মৃত্যুঞ্জয়ো ধ্রুবম্ ॥ ৬৫
চিরং জীবন্তি যে ভক্তা ভারতে চিরজীবিনঃ।
সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ বিজ্ঞায় স্বচ্ছন্দং সর্ব্বগামিণঃ ॥ ৬৬
জাতিস্মরা হরের্ভক্তা জানন্তি কোটিজন্মনঃ।
কথয়ন্তি কথাং জন্ম লভন্তে স্বেচ্ছয়া মুদা ॥ ৬৭
পরং পুনন্তি তে পূতাস্তীর্থানি স্বাবলীলয়া *।
বৈষ্ণবানাং পদস্পর্শাৎ সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা ॥ ৬৮
তদ্গোদোহনমাত্রঞ্চ তীর্থং যত্র বসন্তি তে ॥ ৬৯
গুরোরাস্যাদ্বিষ্ণুমন্ত্রঃ শ্রুতৌ যস্য প্রবিশ্যতি।
তং বৈষ্ণবং তীর্থপূতং প্রবদন্তি পুরাবিদঃ ॥ ৭০
পুরুষাণাং শতং পূর্ব্বমুদ্ধরন্তি শতং পরম্।
লীলয়া ভারতে ভক্ত্যা সোদরান্ মাতরং তথা ॥
মাতামহানাং পুরুষান্ দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্।
মাতুঃ প্রসূমুদ্ধরন্তি দারুণাদ্যমতাড়নাৎ ॥ ৭২
ভক্তদর্শনমাত্রেণৈবং মানবাঃ প্রাপ্নুবন্তি যে।
তে যাতাঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতাঃ ॥ ৭৩
ন লিপ্তাঃ পাতকে ভক্তাঃ সন্ততং হরিমানসাঃ।
যথাগ্নয়ঃ সর্ব্বভক্ষা যথা দ্রব্যেষু বায়বঃ ॥ ৭৪

---

* ইতঃ পরং পুণ্যক্ষেত্রেঽত্র সেবায়ৈ পরার্থঞ্চ ভ্রমন্তি তে ইত্যধিকং ক্বচিৎ পঠ্যতে।

ত্রিকোটিজন্মনো জন্তুঃ প্রাপ্নোতি জন্ম মানুষম্ ।
প্রাপ্নোতি ভক্তসঙ্গং স মানুষাং কোটিজন্মনঃ ॥ ৭৫
ভক্তসঙ্গাদ্ভবেদ্ভক্তেরঙ্কুরো জীবিনঃ সতি ।
অভক্তদর্শনাদেব স চ প্রাপ্নোতি শুষ্কতাম্ ॥ ৭৬
পুনঃ প্রফুল্লতাং যাতি বৈষ্ণবালাপমাত্রতঃ ।
অঙ্কুরশ্চাবিনাশী চ বর্দ্ধতে প্রতিজন্মনি ॥ ৭৭
ততরে বর্দ্ধমানস্য হরিদাস্যং ফলং সতি ।
পরিণামে ভক্তিপাকে পার্ষদশ্চ ভবেদ্ধরেঃ ॥ ৭৮
মহতি প্রলয়ে নাশো ন ভবেৎ তস্য নিশ্চিতম্ ।
সর্ব্বসৃষ্টেশ্চ সংহারে ব্রহ্মলোকস্য ব্রহ্মণঃ ॥ ৭৯
তস্মান্নারায়ণে ভক্তিং দেহি নারায়ণাম্বিকে ।
ন ভবেদ্বিষ্ণুভক্তিশ্চ বিষ্ণুমায়ে ত্বয়া বিনা ॥ ৮০
ত্বদ্ব্রতং লোকশিক্ষার্থং তত্তপস্তব পূজনম্ ।
সর্ব্বেষাং ফলদাত্রী ত্বং নিত্যরূপা সনাতনী ॥ ৮১
গণেশরূপঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কল্পে কল্পে তবাত্মজঃ ।
ত্বৎক্রোড়মাগতঃ ক্ষিপ্রমিত্যুক্ত্বান্তরধীয়ত ॥ ৮২
কৃত্বান্তর্দ্ধানমীশশ্চ বালরূপং বিধায় সঃ ।
জগাম পার্ব্বতীতল্পং মন্দিরাভ্যন্তরস্থিতম্ ॥ ৮৩
তল্পস্থে শিববীর্য্যে চ মিশ্রিতঃ স বভূব হ ।
দদর্শ গেহশিখরং প্রসূতো বালকো যথা ॥ ৮৪
শুদ্ধচম্পকবর্ণাভঃ কোটিচন্দ্রসমপ্রভঃ ।
সুখদৃশ্যঃ সর্ব্বজনৈশ্চক্ষূরশ্মিবিবর্দ্ধকঃ ॥ ৮৫
অতীবসুন্দরতনুঃ কামদেববিমোহনঃ ।
মুখং নিরুপমং বিভ্রচ্ছারদেন্দুবিনিন্দকম্ ॥ ৮৬
সুন্দরে লোচনে বিভ্রচ্চারুপদ্মবিনিন্দকে ।
ওষ্ঠাধরপুটং বিভ্রৎ পক্কবিম্ববিনিন্দকম্ ॥ ৮৭
কপালঞ্চ কপোলং তদতীবসুমনোহরম্ ।
নাসাগ্রং রুচিরং বিভ্রৎ খগেন্দ্রচঞ্চুনিন্দিতম্ ॥ ৮৮
ত্রৈলোক্যেষু নিরুপমং সর্ব্বাঙ্গং বিভ্রদুত্তমম্ ।
শয়ানঃ শয়নে তস্মিন্ প্রেরয়ন্ হস্তপাদকম্ ॥ ৮৯

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে গণেশোৎপত্তি-
র্নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

হরৌ তিরোহিতে ভূতে দুর্গা চ শঙ্করস্তদা ।
ব্রাহ্মণান্বেষণং কৃত্বা বভ্রাম পুরতো মুনে ॥ ১

পার্ব্বত্যুবাচ ।

অয়ে বিপ্রেন্দ্রাতিবৃদ্ধঃ ক্ব গতোঽসি ক্ষুধাতুরঃ ।
হে তাত দর্শনং দেহি প্রাণাংশ্চ রক্ষ মে বিভো ॥
শিব শীঘ্রং সমুত্তিষ্ঠ ব্রাহ্মণান্বেষণং কুরু ।
ক্ষণন্নুমনসোরেব প্রত্যক্ষমাবয়োর্গতঃ ॥ ৩
অগৃহীত্বা গৃহাং পূজাং গৃহিণোহতিথিরীশ্বর ।
যদি যাতি ক্ষুধার্ত্তশ্চ তস্য কিং জীবনং বৃথা ॥ ৪
পিতরস্তন্ন গৃহ্নন্তি পিণ্ডদানঞ্চ তর্পণম্ ।
তস্যাহুতিং ন গৃহ্নন্তি বহ্নিঃ পুষ্পং জলং সুরাঃ ॥
হব্যং পুষ্পং জলং দ্রব্যমশুচেশ্চ সুরাসমম্ ।
অমেধ্যসদৃশঃ পিণ্ডঃ স্পর্শনং পুণ্যনাশনম্ ॥ ৬
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বাগভূদশরীরিণী ।
কৈবল্যমুক্তা সা দুর্গা তাং শুশ্রাব শুচাতুরা ॥ ৭
শান্তা ভব জগন্মাতঃ স্বসুতং পশ্য মন্দিরে ।
কৃষ্ণং গোলোকনাথং তং পরিপূর্ণতমং পরম্ ॥ ৮
সুপুণ্যকব্রততরোঃ ফলরূপং সনাতনম্ ।
যং তেজো যোগিনঃ শশ্বদ্ধ্যায়ন্তে সন্ততং মুদা ॥
ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবা দেবা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ।
যস্য পূজাস্য সর্ব্বাগ্রে কল্পে কল্পে চ পূজনম্ ॥ ১০
যস্য স্মরণমাত্রেণ সর্ব্ববিঘ্নো বিনশ্যতি ।
পুণ্যরাশিস্বরূপঞ্চ স্বসুতং পশ্য মন্দিরে ॥ ১১
কল্পে কল্পে ধ্যায়সে যং জ্যোতীরূপং সনাতনম্ ।
পশ্যধ্রুবং মুক্তিদং পুত্রং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্ ॥ ১২
তব বাঞ্ছাপূর্ণবীজং তপঃকল্পতরোঃ ফলম্ ।
সুন্দরং স্বসুতং পশ্য কোটিকন্দর্পনিন্দকম্ ॥ ১৩
নায়ং বিপ্রঃ ক্ষুধার্ত্তশ্চ বিপ্ররূপী জনার্দ্দনঃ ।
কিং বা বিলপসে দুর্গে ক্ব বা বৃদ্ধঃ ক্ব চাতিথিঃ ।
সরস্বতীত্যেবমুক্ত্বা বিররাম চ নারদ ॥ ১৪
ত্রস্তা শ্রুত্বাকাশবাণীং জগাম স্বালয়ং সতী ।
দদর্শ বালং পর্য্যঙ্কে শয়ানং সস্মিতং মুদা ॥ ১
পশ্যন্তং গেহশিখরং শতচন্দ্রসমপ্রভম্ ।
স্বপ্রভাপটলেনৈব দ্যোতয়ন্তং মহীতলম্ ॥ ১৬
কুর্ব্বন্তং ভ্রমণং তল্পে পশ্যন্তং স্বেচ্ছয়া মুদা ।

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
তানি সর্ব্বাণি লভতে নাভ্যর্চ্চ্যাতিথিমীপ্সিতম্ ॥ ৪০
ব্রাহ্মণ উবাচ।
জানাসি বেদান্ বেদজ্ঞে বেদোক্তং কুরু পূজনম্ ।
ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং পীড়িতো মাতর্ব্বচনঞ্চ শ্রুতৌ শ্রুতম্
ব্যাধিযুক্তো নিরাহারো যদা বানশনব্রতী।
মনোরথেনোপহারং ভোক্তুমিচ্ছতি মানবঃ ॥ ৪২
পার্ব্বত্যুবাচ।
ভোক্তুমিচ্ছসি কিং বিপ্র ত্রৈলোক্যে যৎ সুদুর্লভম্
ভোক্তুমর্হসি মে সাক্ষান্মজ্জন্ম সফলং কুরু ॥ ৪৩
ব্রাহ্মণ উবাচ।
ব্রতে সুব্রতয়া সর্ব্বমুপহারং ত্বয়া কৃতম্ ।
নানাবিধং মিষ্টমিষ্টং ভোক্তুং শ্রুত্বা সমাগতঃ ॥৪৪
সুব্রতে তব পুত্রোঽহমগ্রে মাং পূজয়িষ্যসি।
দত্ত্বা মিষ্টানি বস্তূনি ত্রৈলোক্যে দুর্লভানি চ ॥৪৫
তাতাঃ পঞ্চবিধাঃ প্রোক্তা মাতরো বিবিধাঃ স্মৃতাঃ
পুত্রঃ পঞ্চবিধঃ সাধ্বি কথিতো বেদবাদিভিঃ ॥ ৪৬
বিদ্যাদাতান্নদাতা চ ভয়াৎ ত্রাতা চ জন্মদঃ ।
কন্যাদাতা চ বেদোক্তা নরাণাং পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥৪৭
গুরুপত্নী গর্ভধাত্রী স্তনদাত্রী পিতুঃ স্বসা।
স্বসা মাতুঃ সপত্নী চ পুত্রভার্য্যান্নদায়িকা ॥ ৪৮
ভৃত্যঃ শিষ্যশ্চ পোষ্যশ্চ বীর্য্যজঃ শরণাগতঃ ।
ধর্ম্মপুত্রাশ্চ চত্বারো বীর্য্যজো ধনভাক্ সতি ॥ ৪৯
ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং পীড়িতো মাতর্বৃদ্ধোঽহং শরণাগতঃ ।
সাম্প্রতং তব বন্ধ্যায়া অনাথঃ পুত্র এব চ ॥ ৫০
পিষ্টকং পরমান্নঞ্চ সুপক্কানি ফলানি চ।
নানাবিধানি পিষ্টানি কালদেশোদ্ভবানি চ ॥ ৫১
পক্কান্নং স্বস্তিকং ক্ষীরমিক্ষুমিক্ষুবিকারজম্ ।
ঘৃতং দধি চ শাল্যন্নং ঘৃতপক্কঞ্চ ব্যঞ্জনম্ ॥ ৫২
লড্ডুকানি তিলানাঞ্চ ভৃষ্টানাং সগুড়ানি চ।
মম জ্ঞাতানি বস্তূনি সুধাধাবকমীশ্বরি ॥ ৫৩
তাম্বূলঞ্চ বরং রম্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্ ।
জলং সুনির্ম্মলং স্বাদু দ্রব্যাণ্যেতানি বাসিতম্ ॥৫৪
দ্রব্যাণি যানি ভুক্ত্বা মে চারুলম্বোদরং ভবেৎ।
অনন্তরত্নোদ্ভবজে তানি মহ্যং প্রদাস্যসি ॥ ৫৫
স্বামী তে ত্রিজগৎকর্ত্তা প্রদাতা সর্ব্বসম্পদাম্ ।
মহালক্ষ্মীস্বরূপা ত্বং সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়িনী ॥ ৫৬
রত্নসিংহাসনং দ্রব্য-মমূল্যং রত্নভূষণম্ ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকং চারু প্রদাস্যসি সুদুর্লভম্ ॥ ৫৭
সুদুর্লভং হরের্মন্ত্রং হরৌ ভক্তিং দৃঢ়াং সতি।
হরিপ্রিয়া হরেঃ শক্তিস্ত্বমেব সর্ব্বদা সদা ॥ ৫৮
জ্ঞানং মৃত্যুঞ্জয়ং নাম দাতৃশক্তিং সুখপ্রদাম্ ।
সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ কিং মাতরদেয়ং স্বসুতায় চ ॥ ৫৯
মনঃ সুনির্ম্মলং কৃত্বা ধর্ম্মে তপসি সন্ততম্ ।
করিষ্যসি সর্ব্বপরে ন কামে জন্মহেতুকে ॥ ৬০
স্বকামাৎ কুরুতে কর্ম্ম কর্ম্মণো ভোগ এব চ।
ভোগী শুভাশুভৌ জ্ঞেয়ৌ তৌ হেতু সুখ-
দুঃখয়োঃ ॥ ৬১
দুঃখং ন কস্মাদ্ভবতি সুখং বা জগদম্বিকে।
সর্ব্বং স্বকর্ম্মণো ভোগস্তেন তদ্বিরতো বুধঃ ॥ ৬২
কর্ম্ম নির্ম্মূলয়ন্ত্যেব সন্তো হি সততং মুদা।
হরিভাবনবুদ্ধ্যা তৎ তপসা ভক্তসঙ্গতঃ ॥ ৬৩
ইন্দ্রিয়দ্রব্যসংযোগ-সুখং বিধ্বংসাবধি।
হরিসংলাপরূপঞ্চ সুখং তৎ সার্ব্বকালিকম্ ॥ ৬৪
হরিস্মরণশীলানাং নায়ুর্যাতি সতাং সতি।
ন তেষামীশ্বরঃ কালো ন চ মৃত্যুঞ্জয়ো ধ্রুবম্ ॥৬৫
চিরং জীবন্তি যে ভক্তা ভারতে চিরজীবিনঃ।
সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ বিজ্ঞায় স্বচ্ছন্দং সর্ব্বগামিণঃ ॥ ৬৬
জাতিস্মরা হরের্ভক্তা জানন্তি কোটিজন্মনঃ।
কথয়ন্তি কথাং জন্ম লভন্তে স্বেচ্ছয়া মুদা ॥ ৬৭
পরং পুনন্তি তে পূতাস্তীর্থানি স্বাবলীলয়া *।
বৈষ্ণবানাং পদস্পর্শাৎ সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা ॥ ৬৮
তদ্গোদোহনমাত্রঞ্চ তীর্থং যত্র বসন্তি তে ॥ ৬৯
গুরোরাস্যাদ্বিষ্ণুমন্ত্রঃ শ্রুতৌ যস্য প্রবিশ্যতি।
তং বৈষ্ণবং তীর্থপূতং প্রবদন্তি পুরাবিদঃ ॥ ৭০
পুরুষাণাং শতং পূর্ব্বমুদ্ধরন্তি শতং পরম্।
লীলয়া ভারতে ভক্ত্যা সোদরান্ মাতরং তথা ॥
মাতামহানাং পুরুষান্ দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্ ।
মাতুঃ প্রসূমুদ্ধরন্তি দারুণাদ্যমতাড়নাৎ ॥ ৭২
ভক্তদর্শনমাত্রেণ যং মানবাঃ প্রাপ্নুবন্তি যে।
তে যাতাঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতাঃ ॥ ৭৩
ন লিপ্তাঃ পাতকে ভক্তাঃ সন্ততং হরিমানসাঃ।
যথাগ্নয়ঃ সর্ব্বভক্ষা যথা দ্রব্যেষু বায়বঃ ॥ ৭৪

---

* ইতঃ পরং পুণ্যক্ষেত্রেঽত্র সেবায়ৈ পরার্থঞ্চ ভ্রমন্তি তে ইত্যধিকং ক্বচিৎ পঠ্যতে।

ত্রিকোটিজন্মনো জন্তুঃ প্রাপ্নোতি জন্ম মানুষম্ ।
প্রাপ্নোতি ভক্তসঙ্গং স মানুষাৎ কোটিজন্মনঃ ॥৭৫
ভক্তসঙ্গাদ্ভবেদ্ভক্তেরঙ্কুরো জীবিনঃ সতি ।
অভক্তদর্শনাদেব স চ প্রাপ্নোতি শুষ্কতাম্ ॥ ৭৬
পুনঃ প্রফুল্লতাং যাতি বৈষ্ণবালাপমাত্রতঃ ।
অঙ্কুরশ্চাবিনাশী চ বর্দ্ধতে প্রতিজন্মনি ॥ ৭৭
ততরে বর্দ্ধমানস্য হরিদাস্যং ফলং সতি ।
পরিণামে ভক্তিপাকে পার্ষদশ্চ ভবেদ্ধরেঃ ॥ ৭৮
মহতি প্রলয়ে নাশো ন ভবেৎ তস্য নিশ্চিতম্ ।
সর্ব্বস্থষ্টেশ্চ সংহারে ব্রহ্মলোকস্য ব্রহ্মণঃ ॥ ৭৯
তস্মান্নারায়ণে ভক্তিং দেহি নারায়ণাম্বিকে ।
ন ভবেদ্বিষ্ণুভক্তিশ্চ বিষ্ণুমায়ে ত্বয়া বিনা ॥ ৮০
ত্বদ্ব্রতং লোকশিক্ষার্থং ত্বত্তপস্তব পূজনম্ ।
সর্ব্বেষাং ফলদাত্রী ত্বং নিত্যরূপা সনাতনী ॥ ৮১
গণেশরূপঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কল্পে কল্পে তবাত্মজঃ ।
ত্বৎক্রোড়মাগতঃ ক্ষিপ্রমিত্যুক্ত্বান্তরধীয়ত ॥ ৮২
কৃত্বান্তর্দ্ধানমীশশ্চ বালরূপং বিধায় সঃ ।
জগাম পার্ব্বতীতল্পং মন্দিরাভ্যন্তরস্থিতম্ ॥ ৮৩
তল্পস্থে শিববীর্য্যে চ মিশ্রিতঃ স বভূব হ ।
দদর্শ গেহশিখরং প্রসূতো বালকো যথা ॥ ৮৪
শুদ্ধচম্পকবর্ণাভঃ কোটিচন্দ্রসমপ্রভঃ ।
সুখদৃশ্যঃ সর্ব্বজনৈশ্চক্ষূরশ্মিবিবর্দ্ধকঃ ॥ ৮৫
অতীবসুন্দরতনুঃ কামদেববিমোহনঃ ।
মুখং নিরুপমং বিভ্রচ্ছারদেন্দুবিনিন্দকম্ ॥ ৮৬
সুন্দরে লোচনে বিভ্রচ্চারুপদ্মবিনিন্দকে ।
ওষ্ঠাধরপুটং বিভ্রৎ পক্কবিম্ববিনিন্দকম্ ॥ ৮৭
কপালঞ্চ কপোলং তদতীবসুমনোহরম্ ।
নাসাগ্রং রুচিরং বিভ্রৎ খগেন্দ্রচঞ্চুনিন্দিতম্ ॥ ৮৮
ত্রৈলোক্যেষু নিরুপমং সর্ব্বাঙ্গং বিভ্রদুত্তমম্ ।
শয়ানঃ শয়নে তস্মিন্ প্রেরয়ন্ হস্তপাদকম্ ॥৮৯

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে গণেশোৎপত্তি-
র্নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

হরৌ তিরোহিতে ভূতে দুর্গা চ শঙ্করস্তদা ।
ব্রাহ্মণান্বেষণং কৃত্বা বভ্রাম পুরতো মুনে ॥ ১

পার্ব্বত্যুবাচ ।

অয়ে বিপ্রেন্দ্রাতিবৃদ্ধঃ ক গতোঽসি ক্ষুধাতুরঃ ।
হে তাত দর্শনং দেহি প্রাণাংশ্চ রক্ষ মে বিভো ॥
শিব শীঘ্রং সমুত্তিষ্ঠ ব্রাহ্মণান্বেষণং কুরু ।
ক্ষণন্নূনমনোরেব প্রত্যক্ষমাবয়োর্গতিঃ ॥ ৩
অগৃহীত্বা গৃহাৎ পূজাং গৃহিণোঽতিথিরীশ্বর ।
যদি যাতি ক্ষুধার্ত্তশ্চ তস্য কিং জীবনং বৃথা ॥ ৪
পিতরস্তন্ন গৃহ্নন্তি পিণ্ডদানঞ্চ তর্পণম্ ।
তস্যাহুতিং ন গৃহ্নন্তি বহ্নিঃ পুষ্পং জলং সুরাঃ ॥
হব্যং পুষ্পং জলং দ্রব্যমশুচেশ্চ সুরাসমম্ ।
অমেধ্যসদৃশঃ পিণ্ডঃ স্পর্শনং পুণ্যনাশনম্ ॥ ৬
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বাগ্বভূবাশরীরিণী ।
কৈবল্যমুক্তা সা দুর্গা তাং শুশ্রাব শুচাতুরা ॥ ৭
শান্তা ভব জগন্মাতঃ স্বসুতং পশ্য মন্দিরে ।
কৃষ্ণং গোলোকনাথং তং পরিপূর্ণতমং পরম্ ॥ ৮
সুপুণ্যকব্রততরোঃ ফলরূপং সনাতনম্ ।
যং তেজো যোগিনঃ শশ্বদ্ধ্যায়ন্তে সন্ততং মুদা ॥
ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবা দেবা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ।
যস্য পূজ্যস্য সর্ব্বাগ্রে কল্পে কল্পে চ পূজনম্ ॥ ১০
যস্য স্মরণমাত্রেণ সর্ব্ববিঘ্নো বিনশ্যতি ।
পুণ্যরাশিস্বরূপঞ্চ স্বসুতং পশ্য মন্দিরে ॥ ১১
কল্পে কল্পে ধ্যায়সে যৎ জ্যোতীরূপং সনাতনম্ ।
পশ্যধ্রুবং মুক্তিদং পুত্রং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্ ॥ ১২
তব বাঞ্ছাপূর্ণবীজং তপঃকল্পতরোঃ ফলম্ ।
সুন্দরং স্বসুতং পশ্য কোটিকন্দর্পনিন্দকম্ ॥ ১৩
নায়ং বিপ্রঃ ক্ষুধার্ত্তশ্চ বিপ্ররূপী জনার্দ্দনঃ ।
কিং বা বিলপসে দুর্গে ক বা বৃদ্ধঃ ক চাতিথিঃ ।
সরস্বতীত্যেবমুক্ত্বা বিররাম চ নারদ ॥ ১৪
ত্রস্তা শ্রুত্বাকাশবাণীং জগাম স্বালয়ং সতী ।
দদর্শ বালং পর্য্যঙ্কে শয়ানং সস্মিতং মুদা ॥ ১
পশ্যন্তং গেহশিখরং শতচন্দ্রসমপ্রভম্ ।
স্বপ্রভাপটলেনৈব দ্যোতয়ন্তং মহীতলম্ ॥ ১৬
কুর্ব্বন্তং ভ্রমণং তল্পে পশ্যন্তং স্বেচ্ছয়া মুদা ।

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
তানি সর্ব্বাণি লভতে নাভ্যর্চ্চ্যাতিথিমীপ্সিতম্‌ ॥ ৪০
ব্রাহ্মণ উবাচ।
জানাসি বেদান্‌ বেদজ্ঞে বেদোক্তং কুরু পূজনম্‌।
ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যাং পীড়িতো মাতর্বচনঞ্চ শ্রুতৌ শ্রুতম্‌
ব্যাধিযুক্তো নিরাহারো যদা বানশনব্রতী।
মনোরথেনোপহারং ভোক্তুমিচ্ছতি মানবঃ ॥ ৪২
পার্ব্বত্যুবাচ।
ভোক্তুমিচ্ছসি কিং বিপ্র ত্রৈলোক্যে যৎ সুদুর্লভম্‌
ভোক্তুমর্হসি মে সাক্ষান্মজ্জন্ম সফলং কুরু ॥ ৪৩
ব্রাহ্মণ উবাচ।
ব্রতে সুব্রতয়া সর্ব্বমুপহারং ত্বয়া কৃতম্‌।
নানাবিধং মিষ্টমিষ্টং ভোক্তুং শ্রুত্বা সমাগতঃ ॥৪৪
সুব্রতে তব পুত্ত্রোঽহমগ্রে মাং পূজয়িষ্যসি।
দত্ত্বা মিষ্টানি বস্তূনি ত্রৈলোক্যে দুর্লভানি চ ॥৪৫
তাতাঃ পঞ্চবিধাঃ প্রোক্তা মাতরো বিবিধাঃ স্মৃতাঃ
পুত্ত্রঃ পঞ্চবিধঃ সাধ্বি কথিতো বেদবাদিভিঃ ॥ ৪৬
বিদ্যাদাতান্নদাতা চ ভয়াৎ ত্রাতা চ জন্মদঃ।
কন্যাদাতা চ বেদোক্তা নরাণাং পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥৪৭
গুরুপত্নী গর্ভধাত্রী স্তনদাত্রী পিতুঃ স্বসা।
স্বসা মাতুঃ সপত্নী চ পুত্রভার্য্যান্নদায়িকা ॥ ৪৮
ভৃত্যঃ শিষ্যশ্চ পোষ্যশ্চ বীর্য্যজঃ শরণাগতঃ।
ধর্ম্মপুত্ত্রাশ্চ চত্বারো বীর্য্যজো ধনভাক্‌ সতি ॥ ৪৯
ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যাং পীড়িতো মাতর্বৃদ্ধোঽহং শরণাগতঃ।
সাম্প্রতং তব বন্ধ্যায়া অনাথঃ পুত্র এব চ ॥ ৫০
পিষ্টকং পরমান্নঞ্চ সুপক্বানি ফলানি চ।
নানাবিধানি পিষ্টানি কালদেশোদ্ভবানি চ ॥ ৫১
পক্বান্নং স্বস্তিকং ক্ষীরমিক্ষুমিক্ষুবিকারজম্‌।
ঘৃতং দধি চ শাল্যন্নং ঘৃতপক্বঞ্চ ব্যঞ্জনম্‌ ॥ ৫২
লড্ডুকানি তিলানাঞ্চ ভৃষ্টানাং সগুড়ানি চ।
মম জ্ঞাতানি বস্তূনি সুধাযাবকমীশ্বরি ॥ ৫৩
তাম্বূলঞ্চ বরং রম্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্‌।
জলং সুনির্ম্মলং স্বাদু দ্রব্যাণ্যেতানি বাসিতম্‌ ॥৫৪
দ্রব্যাণি যানি ভুক্ত্বা মে চারুলম্বোদরং ভবেৎ।
অনন্তরত্নোদ্ভবজে তানি মহ্যং প্রদাস্যসি ॥ ৫৫
স্বামী তে ত্রিজগৎকর্ত্তা প্রদাতা সর্ব্বসম্পদাম্‌।
মহালক্ষ্মীস্বরূপা ত্বং সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়িনী ॥ ৫৬
রত্নসিংহাসনং দ্রব্য-মমূল্যং রত্নভূষণম্‌।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকং চারু প্রদাস্যসি সুদুর্লভম্‌ ॥ ৫৭
সুদুর্লভং হরের্মন্ত্রং হরৌ ভক্তিং দৃঢ়াং সতি।
হরিপ্রিয়া হরেঃ শক্তিস্ত্বমেব সর্ব্বদা সদা ॥ ৫৮
জ্ঞানং মৃত্যুঞ্জয়ং নাম দাতৃশক্তিং সুখপ্রদাম্‌।
সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ কিং মাতরদেয়ং স্বসুতায় চ ॥ ৫৯
মনঃ সুনির্ম্মলং কৃত্বা ধর্ম্মে তপসি সন্ততম্‌।
করিষ্যসি সর্ব্বপরে ন কামে জন্মহেতুকে ॥ ৬০
স্বকামাৎ কুরুতে কর্ম্ম কর্ম্মণো ভোগ এব চ।
ভোগী শুভাশুভৌ জ্ঞেয়ৌ তৌ হেতূ সুখ-
দুঃখয়োঃ ॥ ৬১
দুঃখং ন কস্মাদ্‌ভবতি সুখং বা জগদম্বিকে।
সর্ব্বং স্বকর্ম্মণো ভোগস্তেন তদ্বিরতো বুধঃ ॥ ৬২
কর্ম্ম নির্ম্মূলয়ন্ত্যেব সন্তো হি সততং মুদা।
হরিভাবনবুদ্ধ্যা তৎ তপসা ভক্তসঙ্গতঃ ॥ ৬৩
ইন্দ্রিয়দ্রব্যসংযোগ-সুখং বিধ্বংসাবধি।
হরিসংলাপরূপঞ্চ সুখং তৎ সার্ব্বকালিকম্‌ ॥ ৬৪
হরিস্মরণশীলানাং নায়ুর্যাতি সতাং সতি।
ন তেষামীশ্বরঃ কালো ন চ মৃত্যুঞ্জয়ো ধ্রুবম্‌ ॥৬৫
চিরং জীবন্তি যে ভক্তা ভারতে চিরজীবিনঃ।
সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ বিজ্ঞায় স্বচ্ছন্দং সর্ব্বগামিণঃ ॥ ৬৬
জাতিস্মরা হরের্ভক্তা জানন্তি কোটিজন্মনঃ।
কথয়ন্তি কথাং জন্ম লভন্তে স্বেচ্ছয়া মুদা ॥ ৬৭
পরং পুনন্তি তে পূতাস্তীর্থানি স্বাবলীলয়া *।
বৈষ্ণবানাং পদস্পর্শাৎ সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা ॥ ৬৮
তদ্গোদোহনমাত্রঞ্চ তীর্থং যত্র বসন্তি তে ॥ ৬৯
গুরোরাস্যাদ্বিষ্ণুমন্ত্রঃ শ্রুতৌ যস্য প্রবিশ্যতি।
তং বৈষ্ণবং তীর্থপূতং প্রবদন্তি পুরাবিদঃ ॥ ৭০
পুরুষাণাং শতং পূর্ব্বমুদ্ধরন্তি শতং পরম্‌।
লীলয়া ভারতে ভক্ত্যা সোদরান্‌ মাতরং তথা ॥
মাতামহানাং পুরুষান্‌ দশ পূর্ব্বান্‌ দশাপরান্‌।
মাতুঃ প্রসূমুদ্ধরন্তি দারুণাদ্‌যমতাড়নাৎ ॥ ৭২
ভক্তদর্শনমাত্রেণ্যং মানবাঃ প্রাপ্নুবন্তি যে।
তে যাতাঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতাঃ ॥ ৭৩
ন লিপ্তাঃ পাতকে ভক্তাঃ সন্ততং হরিমানসাঃ।
যথাগ্নয়ঃ সর্ব্বভক্ষা যথা দ্রব্যেষু বায়বঃ ॥ ৭৪

---

* ইতঃ পরং পুণ্যক্ষেত্রেঽত্র সেবায়ৈ পরার্থঞ্চ ভ্রমন্তি তে ইত্যধিকং ক্বচিৎ পঠ্যতে।

ত্রিকোটিজন্মনো জন্তুঃ প্রাপ্নোতি জন্ম মানুষম্।
প্রাপ্নোতি ভক্তসঙ্গং স মানুষাং কোটিজন্মনঃ ॥৭৫
ভক্তসঙ্গাদ্ভবেদ্ভক্তেরঙ্কুরো জীবিনঃ সতি।
অভক্তদর্শনাদেব স চ প্রাপ্নোতি শুষ্কতাম্ ॥ ৭৬
পুনঃ প্রফুল্লতাং যাতি বৈষ্ণবালাপমাত্রতঃ।
অঙ্কুরশ্চাবিনাশী চ বৰ্দ্ধতে প্রতিজন্মনি ॥ ৭৭
ততরে বর্দ্ধমানস্য হরিদাস্যং ফলং সতি।
পরিণামে ভক্তিপাকে পার্ষদশ্চ ভবেদ্ধরেঃ ॥ ৭৮
মহতি প্রলয়ে নাশো ন ভবেৎ তস্য নিশ্চিতম্।
সর্ব্বসৃষ্টেশ্চ সংহারে ব্রহ্মলোকস্য ব্রহ্মণঃ ॥ ৭৯
তস্মান্নারায়ণে ভক্তিং দেহি নারায়ণাম্বিকে।
ন ভবেদ্বিষ্ণুভক্তিশ্চ বিষ্ণুমায়ে ত্বয়া বিনা ॥ ৮০
ত্বদ্‌ব্রতং লোকশিক্ষার্থং ত্বত্তপস্তব পূজনম্।
সর্ব্বেষাং ফলদাত্রী ত্বং নিত্যরূপা সনাতনী ॥ ৮১
গণেশরূপঃ শ্রীকৃষ্ণঃ কল্পে কল্পে তবাত্মজঃ।
ত্বৎক্রোড়মাগতঃ ক্ষিপ্রমিত্যুক্ত্বান্তরধীয়ত ॥ ৮২
কৃত্বান্তর্দ্ধানমীশশ্চ বালরূপং বিধায় সঃ।
জগাম পার্ব্বতীতল্পং মন্দিরাভ্যন্তরস্থিতম্ ॥ ৮৩
তল্পস্থে শিববীর্য্যে চ মিশ্রিতঃ স বভূব হ।
দদর্শ গেহশিখরং প্রসূতো বালকো যথা ॥ ৮৪
শুদ্ধচম্পকবর্ণাভঃ কোটিচন্দ্রসমপ্রভঃ।
সুখদৃশ্যঃ সর্ব্বজনৈশ্চক্ষুরশ্মিবিবর্দ্ধকঃ ॥ ৮৫
অতীবসুন্দরতনুঃ কামদেববিমোহনঃ।
মুখং নিরুপমং বিভ্রচ্ছারদেন্দুবিনিন্দকম্ ॥ ৮৬
সুন্দরে লোচনে বিভ্রচ্চারুপদ্মবিনিন্দকে।
ওষ্ঠাধরপুটং বিভ্রৎ পক্ববিম্ববিনিন্দকম্ ॥ ৮৭
কপালঞ্চ কপোলং তদতীবসুমনোহরম্।
নাসাগ্রং রুচিরং বিভ্রৎ খগেন্দ্রচঞ্চুনিন্দিতম্ ॥ ৮৮
ত্রৈলোক্যেষু নিরুপমং সর্ব্বাঙ্গং বিভ্রদুত্তমম্।
শয়ানঃ শয়নে তস্মিন্ প্রেরয়ন্ হস্তপাদকম্ ॥ ৮৯

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে গণেশোৎপত্তি-
র্নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

হরৌ তিরোহিতে ভূতে দুর্গা চ শঙ্করস্তদা।
ব্রাহ্মণান্বেষণং কৃত্বা বভ্রাম পুরতো মুনে ॥ ১
পার্ব্বত্যুবাচ।
অয়ে বিপ্রেন্দ্রাতিবৃদ্ধঃ ক্ব গতোঽসি ক্ষুধাতুরঃ।
হে তাত দর্শনং দেহি প্রাণাংশ্চ রক্ষ মে বিভো ॥
শিব শীঘ্রং সমুত্তিষ্ঠ ব্রাহ্মণান্বেষণং কুরু।
ক্ষণেনৈব মনোরেব প্রত্যক্ষমাবয়োর্গতিঃ ॥ ৩
অগৃহীত্বা গৃহাৎ পূজাং গৃহিণোঽতিথিরীশ্বর।
যদি যাতি ক্ষুধার্ত্তশ্চ তস্য কিং জীবনং বৃথা ॥ ৪
পিতরস্তন্ন গৃহ্নন্তি পিণ্ডদানঞ্চ তর্পণম্।
তস্যাহুতিং ন গৃহ্নন্তি বহ্নিঃ পুষ্পং জলং সুরাঃ ॥
হব্যং পুষ্পং জলং দ্রব্যমশুচেশ্চ সুরাসমম্।
অমেধ্যসদৃশঃ পিণ্ডঃ স্পর্শনং পুণ্যনাশনম্ ॥ ৬
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বাগ্‌ভূবাশরীরিণী।
কৈবল্যমুক্তা সা দুর্গা তাং শুশ্রাব শুচাতুরা ॥ ৭
শান্তা ভব জগন্মাতঃ স্বসুতং পশ্য মন্দিরে।
কৃষ্ণং গোলোকনাথং তং পরিপূর্ণতমং পরম্ ॥ ৮
সুপুণ্যকব্রততরোঃ ফলরূপং সনাতনম্।
যং তেজো যোগিনঃ শশ্বদ্ধ্যায়ন্তে সন্ততং মুদা ॥
ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবা দেবা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ।
যস্য পূজ্যস্য সর্ব্বাগ্রে কল্পে কল্পে চ পূজনম্ ॥ ১০
যস্য স্মরণমাত্রেণ সর্ব্ববিঘ্নো বিনশ্যতি।
পুণ্যরাশিস্বরূপঞ্চ স্বসুতং পশ্য মন্দিরে ॥ ১১
কল্পে কল্পে ধ্যায়সে যং জ্যোতীরূপং সনাতনম্।
পশ্যধ্বং মুক্তিদং পুত্রং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্ ॥ ১২
তব বাঞ্ছাপূর্ণবীজং তপঃকল্পতরোঃ ফলম্।
সুন্দরং স্বসুতং পশ্য কোটিকন্দর্পনিন্দকম্ ॥ ১৩
নায়ং বিপ্রঃ ক্ষুধার্ত্তশ্চ বিপ্ররূপী জনার্দ্দনঃ।
কিং বা বিলপসে দুর্গে ক্ব বা বৃদ্ধঃ ক্ব চাতিথিঃ।
সরস্বতীত্যেবমুক্ত্বা বিররাম চ নারদ ॥ ১৪
ত্রস্তা শ্রুত্বাকাশবাণীং জগাম স্বালয়ং সতী।
দদর্শ বালং পর্য্যঙ্কে শয়ানং সস্মিতং মুদা ॥ ১
পশ্যন্তং গেহশিখরং শতচন্দ্রসমপ্রভম্।
স্বপ্রভাপটলেনৈব দ্যোতয়ন্তং মহীতলম্ ॥ ১৬
কুর্ব্বন্তং ভ্রমণং তল্পে পশ্যন্তং স্বেচ্ছয়া মুদা।

উমেতি শব্দং কুর্ব্বন্তং রুদন্তং তং স্তনার্থিনম্ ॥
দৃষ্ট্বা তদদ্ভুতং রূপং ত্রস্তা শঙ্করসন্নিধিম্ ।
গত্বেত্যুবাচ প্রাণেশং মঙ্গলং সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ১৮
পার্ব্বত্যুবাচ ।
গৃহমাগচ্ছ প্রাণেশ তপসাং ফলদায়কম্ ।
কল্পে কল্পে ধ্যায়সে যং তং পশ্যাগত্য মন্দিরম্ ॥
শীঘ্রং পুত্রমুখং পশ্য পুণ্যবীজং মহোৎসবম্ ।
পুন্নাম-নরক-ত্রাণ-কারণং ভবতারণম্ ॥ ২০
স্নানঞ্চ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষণম্ ।
পুত্রস্য দর্শনস্যাস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ২১
সর্ব্বদানেন যৎ পুণ্যং যৎ পৃথিব্যাং প্রদক্ষিণাৎ ।
পুত্রদর্শনপুণ্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ২২
সর্ব্বৈস্তপোভির্যৎ পুণ্যং যদেবানশনৈর্ব্রতৈঃ ।
সৎপুত্রোদ্ভবপুণ্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥২৩
যদ্‌বিপ্রভোজনৈঃ পুণ্যং যদেব সুরসেবনৈঃ ।
সৎপুত্রপ্রাপ্তিপুণ্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥
পার্ব্বতীবচনং শ্রুত্বা শিবঃ প্রহৃষ্টমানসঃ ।
আজগাম স্বভবনং ক্ষিপ্রং স্বকান্তয়া সহ ॥ ২৫
দদর্শ তল্পে স্বসুতং তপ্তকাঞ্চনসন্নিভম্ ।
হৃদয়স্থঞ্চ যদ্রূপং তদেবাতিমনোহরম্ ॥ ২৬
দুর্গা তল্পাৎ সমাদায় কৃত্বা বক্ষসি তং সুতম্ ।
চুচুম্বানন্দজলধৌ নিমগ্না সেত্যুবাচ হ ॥ ২৭
পার্ব্বত্যুবাচ ।
সম্প্রাপ্যামূল্যরত্নং ত্বাং পূর্ণং মে বৎস মানসম্ ।
যথা মনো দরিদ্রস্য সহসা প্রাপ্য সদ্ধনম্ ॥ ২৮
কান্তে সুচিরমায়াতে প্রোষিতে যোষিতো যথা ।
মানসং পরিপূর্ণঞ্চ বভূব চ তথা মম ॥ ২৯
সুচিরং গতমায়ান্তমেকপুত্রা যথা সুতম্ ।
দৃষ্ট্বা তুষ্টা যথা বৎস তথাহমপি সাম্প্রতম্ ॥ ৩০
সদ্রত্নং সুচিরং ভ্রষ্টং প্রাপ্য হৃষ্টো যথা জনঃ ।
অনাবৃষ্টৌ সুবৃষ্টিঞ্চ সম্প্রাপ্যাহং তথা সুতম্ ॥ ৩১
যথা সুচিরমন্ধানাং স্থিতানাঞ্চ নিরাশ্রয়ে ।
চক্ষুঃ সুনির্ম্মলং প্রাপ্য মনঃ পূর্ণং তথৈব মে ॥৩২
দুস্তরে সাগরে ঘোরে পতিতানাঞ্চ সঙ্কটে ।
সনাবিকাং † প্রাপ্য নৌকাং মনঃ পূর্ণং তথা মম
তৃষ্ণয়া শুষ্ককণ্ঠানাং সুচিরঞ্চ সুশীতলম্ ।
সুবাসিতং জলং প্রাপ্য মনঃ পূর্ণং তথা মম ॥৩৪
দাবাগ্নিপতিতানাঞ্চ স্থিতানাঞ্চ নিরাশ্রয়ে ।
নিরগ্নিমাশ্রয়ং প্রাপ্য মনঃ পূর্ণং তথা মম ॥ ৩৫
চিরং বুভুক্ষিতানাঞ্চ ব্রতোপবাসকারিণাম্ ।
সদন্নং পুরতো দৃষ্ট্বা মনঃ পূর্ণং তথা মম ॥ ৩৬
ইত্যুক্ত্বা পার্ব্বতী তত্র ক্রোড়ে কৃত্বা স্ববালকম্ ।
প্রীত্যা স্তনং দদৌ তস্মৈ পরমানন্দমানসা ॥ ৩৭
ক্রোড়ে চকার ভগবান্ বালকং হৃষ্টমানসঃ ।
চুচুম্ব গণ্ডং বেদোক্তাং যুযুজে চাশিষং মুদা ॥ ৩৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে গণেশদর্শনং
নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।
তৌ দম্পতী বহির্গত্বা পুত্রমঙ্গলহেতবে ।
বিবিধানি চ রত্নানি ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ * মুদা ॥১
বন্দিভ্যো ভিক্ষুকেভ্যশ্চ দানানি বিবিধানি চ ।
নানাবিধানি বাদ্যানি বাদয়ামাস শঙ্করঃ ॥ ২
হিমালয়শ্চ রত্নানাং দদৌ লক্ষং দ্বিজাতয়ে ।
সহস্রঞ্চ গজেন্দ্রাণামশ্বানাঞ্চ ত্রিলক্ষকম্ ॥ ৩
দশলক্ষং গবাঞ্চৈব পঞ্চলক্ষং সুবর্ণকম্ ।
মুক্তা-মাণিক্য-রত্নানি মণিশ্রেষ্ঠানি যানি চ ॥ ৪
অন্যান্যপি চ দানানি বস্ত্রাণি ভূষণানি চ ।
সর্ব্বাণ্যমূল্যরত্নানি ক্ষীরোদসম্ভবানি চ ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বিষ্ণুঃ কৌস্তুভং কৌতুকান্বিতঃ
ব্রহ্মা বিশিষ্টদানানি বিপ্রাণাং বাঞ্ছিতানি চ ।
সুদুর্লভানি হৃষ্টৌ চ ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা ॥ ৬
ধর্ম্মঃ সূর্য্যশ্চ শক্রশ্চ দেবাশ্চ মুনয়স্তথা ।
গন্ধর্ব্বাঃ পর্ব্বতা দেব্যো দদুর্দানং ক্রমেণ চ ॥ ৭
পরশানাং সহস্রাণি রুচকানাং শতানি চ ।
শতানি কৌস্তুভানাঞ্চ হীরকাণাং শতানি চ ॥ ৮
মাণিক্যানাং সহস্রাণি রত্নানাঞ্চ শতানি চ ।

* পূর্ণমেব সনাতনমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।
† পণ্ডিতস্য চ সঙ্কটে । অনৌকস্য ইতি বা পাঠঃ

* দদাবিতি আর্ষং দদতুরিতি সাধু ।

হরিন্দ্রমণীন্দ্রাণাং সহস্রাণি মুদান্বিতা ॥ ৯
গবাং রত্নানি চ গজরত্নলক্ষাণ্ডং সহস্রকম্ ।
অযুতাশ্বরত্নানি শ্বেতবর্ণানি কৌতুকাৎ ॥ ১০
শতলক্ষং সুবর্ণানাং বহ্নিশুদ্ধাংশুকানি চ ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ ব্রহ্মংস্তত্র ক্ষীরোদকন্যকা ॥ ১১
হারঞ্চামূল্যরত্নানাং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্ ।
অতীবনির্ম্মলং সারং সূর্য্যভানুবিনিন্দকম্ ॥ ১২
পরিষ্কৃতঞ্চ মাণিক্যৈর্হীরকৈশ্চ বিরাজিতম্ ।
রম্যং কৌস্তুভমধ্যস্থং দদৌ দেবী সরস্বতী ॥ ১৩
ত্রৈলোক্যসারহারঞ্চ সদ্রত্নসারনির্ম্মিতম্ ।
ভূষণানি চ সর্ব্বাণি সা সাবিত্রী দদৌ মুদা ॥ ১৪
লক্ষং সুবর্ণলোষ্টানাং ধনানি বিবিধানি চ
শতান্যমূল্যরত্নানাং কুবেরশ্চ দদৌ মুদা ॥ ১৫
দানানি দত্ত্বা বিপ্রেভ্যস্তে সর্ব্বে দদৃশুঃ শিশুম্ ।
পরমানন্দসংযুক্তা শিবপুত্রোৎসবে মুনে ॥ ১৬
ভারং বোঢ়ুমশক্তাশ্চ ব্রাহ্মণা বন্দিনস্তথা ।
স্থায়ং স্থায়ঞ্চ গচ্ছন্তো ধনানাং পথি কাতরাঃ ॥ ১৭
কথয়ন্তি কথাঃ সর্ব্বে বিশ্রান্তাঃ পূর্ব্বদায়িনাম্ ।
বৃদ্ধা শৃণ্বন্তি মুদিতা যুবানো ভিক্ষুকা মুনে ॥ ১৮
বিষ্ণুঃ প্রমুদিতস্তত্র বাদয়ামাস দুন্দুভিম্ ।
সঙ্গীতং গাপয়ামাস কারয়ামাস নর্ত্তনম্ ॥ ১৯
বেদাংশ্চ পাঠয়ামাস পুরাণানি চ নারদ ।
মুনীন্দ্রানানয়ামাস পূজয়ামাস তান্ মুদা ॥ ২০
আশিষং দাপয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলম্ ।
সার্দ্ধং দেবৈশ্চ দেবীভির্দ্দদৌ তস্মৈ শুভাশিষম্ ॥

বিষ্ণুরুবাচ ।

শিবেন তুল্যং জ্ঞানং তে পরমায়ুশ্চ বালক ।
পরাক্রমো ময়া তুল্যঃ সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরো ভব ॥ ২২

ব্রহ্মোবাচ ।

যশসা তে জগৎ পূর্ণং সর্ব্বপূজ্যো ভবাচিরম্ ।
সর্ব্বেষাং পুরতঃ পূজা ভবত্বতিসুদুর্লভা ॥ ২৩

ধর্ম্ম উবাচ ।

ময়া তুল্যঃ সুধর্ম্মিষ্ঠো ভবান্ ভব সুদুর্লভঃ ।
সর্ব্বজ্ঞশ্চ দয়াযুক্তো হরিভক্তো হরেঃ সমঃ ॥ ২৪

মহাদেব উবাচ ।

দাতা ভব ময়া তুল্যো হরিভক্তশ্চ বুদ্ধিমান্ ।
বিদ্যাবান্ পুণ্যবান্ শান্তো দান্তশ্চ প্রাণবল্লভ ॥

লক্ষ্মীরুবাচ ।

মম স্থিতিশ্চ গেহে তে দেহে ভবতু শাশ্বতী ।
পতিব্রতা ময়া তুল্যা শান্তা কান্তা মনোহরা ॥ ২৬

সরস্বত্যুবাচ ।

ময়া তুল্যা সুকবিতা ধারণাশক্তিরেব চ ।
স্মৃতির্ব্বিবেচনাশক্তি র্ভবত্বতিশয়া সুত ॥ ২৭

সাবিত্র্যুবাচ ।

বৎসাহং বেদজননী বেদজ্ঞাতা ভবাচিরম্ ।
মন্মন্ত্রজপশীলশ্চ প্রবরো বেদবাদিনাম্ ॥ ২৮

হিমালয় উবাচ ।

শ্রীকৃষ্ণে তে মতিঃ শশ্বদ্ভক্তির্ভবতু শাশ্বতী ।
শ্রীকৃষ্ণতুল্যো ভগবান্ * ভব কৃষ্ণপরায়ণঃ ॥ ২৯

মেনকোবাচ ।

সমুদ্রতুল্যো গাম্ভীর্য্যে কামতুল্যশ্চ রূপবান্ ।
শ্রীযুক্তঃ শ্রীপতিসমো ধর্ম্মে ধর্ম্মসমো ভব ॥ ৩০

বসুন্ধরোবাচ ।

ক্ষমাশীলো ময়া তুল্যঃ শরণ্যঃ সর্ব্বরত্নবান্ ।
নির্ব্বিঘ্নো বিঘ্ননিঘ্নশ্চ ভব বৎস শুভাশ্রয়ঃ ॥ ৩১

পার্ব্বত্যুবাচ ।

তাততুল্যো মহাযোগী সিদ্ধঃ সিদ্ধিপ্রদঃ শুভঃ
মৃত্যুঞ্জয়শ্চ ভগবান্ ভবত্বতিবিশারদঃ ॥ ৩২

নারায়ণ উবাচ ।

ঋষয়ো মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ সর্ব্বে যুযুজুরাশিষম্ ।
ব্রাহ্মণা বন্দিনশ্চৈব যুযুজুঃ সর্ব্বমঙ্গলম্ ॥ ৩৩
সর্ব্বং তে কথিতং বৎস সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্ ।
গণেশজন্মকথনং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনম্ ॥ ৩৪
ইমং সুমঙ্গলাধ্যায়ং যঃ শৃণোতি সুসংযতঃ
সর্ব্বমঙ্গলসংযুক্তঃ স ভবেন্মঙ্গলালয়ঃ ॥ ৩৫
অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো লভতে ধনম্ ।
কৃপণো লভতে সত্ত্বং শশ্বৎ সম্পৎপ্রদায়ি চ ॥
ভার্য্যার্থী লভতে ভার্য্যাং প্রজার্থী লভতে প্রজাঃ
আরোগ্যং লভতে রোগী সৌভাগ্যং দুর্ভগা লভেৎ
ভ্রষ্টং পুত্রং নষ্টধনং প্রোষিতঞ্চ প্রিয়ং লভেৎ । †
শোকাবিষ্টঃ সদানন্দং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৮

---

* গুণবানিতি বা পাঠঃ ।
† লভে দিতি আর্ষং লভেত ইতি সাধু ।

গণেশাখ্যানশ্রবণে যৎ ফলং লভতে নরঃ।
তৎ ফলং লভতে নূনমধ্যায়শ্রবণে মুনে ॥ ৩৯
অয়ঞ্চ মঙ্গলাধ্যায়ো যস্য গেহে চ তিষ্ঠতি।
সদা মঙ্গলসংযুক্তঃ স ভবেন্নাত্রসংশয়ঃ ॥ ৪০
যাত্রাকালে চ পুণ্যাহে যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ।
সর্ব্বাভীষ্টং স লভতে শ্রীগণেশপ্রসাদতঃ ॥ ৪১

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে গণেশোদ্ভবো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

হরিস্তমাশিষং কৃত্বা রত্নসিংহাসনে বরে।
দেবৈশ্চ মুনিভিঃ সার্দ্ধমুবাচ তত্র সংসদি ॥ ১
দক্ষিণে শঙ্করস্তস্য বামে ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ।
পুরতো জগতাং সাক্ষী ধর্ম্মো ধর্ম্মবতাং বরঃ ॥ ২
আবাং ধর্ম্মসমীপে চ সূর্য্যঃ শক্রঃ কলানিধিঃ।
দেবাশ্চ মুনয়ঃ শৈলাঃ ব্রহ্মন্নূষুঃ সুখাসনে ॥ ৩
ননর্ত্ত নর্ত্তকশ্রেণী জগুর্গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
শ্রুতিসারং শ্রুতিসুখং তুষ্টুবুঃ শ্রুতয়ো হরিম্ ॥ ৪
এতস্মিন্নন্তরে তত্র দ্রষ্টুং শঙ্করনন্দনম্।
আজগাম মহাযোগী সূর্য্যপুত্রঃ শনৈশ্চরঃ ॥ ৫
অত্যন্তনম্রবদন ঈষন্মুদিতলোচনঃ।
অন্তর্ব্বহিঃ স্মরন্ কৃষ্ণং কৃষ্ণৈকগতমানসঃ ॥ ৬
তপঃফলাশী তেজস্বী জ্বলদগ্নিশিখোপমঃ।
অতীবসুন্দরঃ শ্যামঃ পীতাম্বরধরো বরঃ ॥ ৭
প্রণম্য বিষ্ণুং ব্রহ্মাণং শিবং ধর্ম্মং রবিং সুরান্।
মুনীন্দ্রান্ বালকং দ্রষ্টুং জগাম তদনুজ্ঞয়া ॥ ৮
প্রধানদ্বারমাসাদ্য শিবতুল্যপরাক্রমম্।
দ্বারিণং শূলহস্তঞ্চ বিশালাক্ষমুবাচ হ ॥ ৯

শনৈশ্চর উবাচ।

শিবাজ্ঞয়া শিশুং দ্রষ্টুং যামি শঙ্করকিঙ্কর।
বিষ্ণুপ্রমুখদেবানাং মুনীনামনুরোধতঃ ॥ ১০
গত্বা তামীশ্বরীমীড্য পার্ব্বতীসন্নিধিং সুধ।
পুনর্যামি শিশুং দৃষ্ট্বা বিষয়ারক্তমানসঃ ॥ ১১

বিশালাক্ষ উবাচ।

আজ্ঞাবহো ন দেবানাং নাহং শঙ্করকিঙ্করঃ।
দ্বারং দাতুং ন শক্তোঽহং বিনাত্মমাতুরাজ্ঞয়া ॥
ইত্যুক্ত্বাভ্যন্তরং গত্বা প্রেরয়িত্বা শিবাজ্ঞয়া।
দদৌ দ্বারং গ্রহেশায় চক্ষুঃকোণাজ্ঞয়া ততঃ ॥ ১৩
শনিরভ্যন্তরং গত্বা ননাম নম্রকন্ধরঃ।
রত্নসিংহাসনস্থাঞ্চ পার্ব্বতীং সস্মিতাং মুদা ॥ ১৪
সখীভিঃ পঞ্চভিঃ শশ্বৎসেবিতাং শ্বেতচামরৈঃ।
সখিদত্তঞ্চ তাম্বূলং ভুক্তবন্তীং সুবাসিতম্ ॥ ১৫
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানং রত্নভূষণভূষিতাম্।
পশ্যন্তীং নর্ত্তকীনৃত্যং পুত্রবক্ষঃস্থলস্থিতাম্ ॥ ১৬
নতং সূর্য্যসুতং দৃষ্ট্বা দুর্গা সম্ভাষ্য সাদরম্।
শুভাশিষং দদৌ তস্মৈ পৃষ্ট্বা তন্মঙ্গলং শুভা ॥ ১৭

পার্ব্বত্যুবাচ।

কথমানম্রবক্ত্রস্ত্বং শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্।
কথং ন পশ্য মাং সাধো বালকং বা গ্রহেশ্বর ॥

শনিরুবাচ।

সর্ব্বে স্বকর্ম্মণা সাধ্বি ভুঞ্জতে তপসঃ ফলম্।
শুভাশুভঞ্চ যৎ কর্ম্ম কোটিকল্পৈর্ন লুপ্যতে ॥ ১৯
কর্ম্মণা জায়তে জন্তুর্ব্রহ্মেন্দ্রসূর্য্যমন্দিরে।
কর্ম্মণা নরগেহেষু পশ্বাদিষু চ কর্ম্মণা ॥ ২০
কর্ম্মণা নরকং যাতি বৈকুণ্ঠং যাতি কর্ম্মণা।
স্বকর্ম্মণা চ রাজেন্দ্রো ভৃত্যস্তস্য স্বকর্ম্মণা ॥ ২১
কর্ম্মণা সুন্দরঃ শশ্বদ্ব্যাধিযুক্তঃ স্বকর্ম্মণা।
কর্ম্মণা বিষয়ী মাতর্নির্লিপ্তশ্চ স্বকর্ম্মণা ॥ ২২
কর্ম্মণা ধনবান্ লোকো দৈন্যযুক্তঃ স্বকর্ম্মণা।
সংকুটুম্বঃ সুকর্ম্মা চ কর্ম্মণা বন্ধুকণ্টকঃ ॥ ২৩
সুভার্য্যশ্চ সুপুত্রশ্চ সুখী শশ্বৎ স্বকর্ম্মণা।
অপুত্রকশ্চ কুস্ত্রীবান্ নিস্ত্রীকশ্চ সুকর্ম্মণা ॥ ২৪
ইতিহাসঞ্চাতিগোপ্যং শৃণু শঙ্করবল্লভে।
অকথ্যং জননীসাক্ষাল্লজ্জাজনককারণম্ ॥ ২৫
আবাল্যাৎ কৃষ্ণভক্তোঽহং কৃষ্ণধ্যানৈকমানসঃ।
তপস্যাসু রতঃ শশ্বদ্বিষয়ে বিরতঃ সদা ॥ ২৬
পিতা দদৌ বিবাহে তু কন্যাং চিত্ররথস্য চ।
অতিতেজস্বিনী শশ্বৎ তপস্যাসু রতা সতী ॥ ২৭
একদা সা ঋতুস্নাতা সুবেশং স্বং বিধায় চ।
রত্নালঙ্কারসংযুক্তা মুনিমানসমোহিনী ॥ ২৮
হরিপাদধ্যায়মানং মাং পশ্যন্তীত্যুবাচ হ।

মৎসমীপং সমাগত্য সস্মিতা লোললোচনা ॥ ২৯
শশাপ মামপশ্যন্তং ঋতুনষ্টা সুকোপতঃ ।
বাহ্যজ্ঞানবিহীনঞ্চ ধ্যানৈকতানমানসম্ ॥ ৩০
ন দৃষ্টাহং ত্বয়া যেন ন কৃতমৃতুরক্ষণম্ ।
ত্বয়া দৃষ্টঞ্চ যদ্বস্তু মূঢ় সর্ব্বং বিনশ্যতি ॥ ৩১
অহঞ্চ বিরতো ধ্যানে তামতোষং পুরা সতি ।
শাপং মোক্তুং ন শক্তা সা পশ্চাত্তাপং চকার হ ॥
তেন মাতর্ন পশ্যামি কিঞ্চিদ্বস্তু স্বচক্ষুষা ।
ততঃ প্রভৃতিনম্রাস্যঃ প্রাণিহিংসাভয়াদহম্ ॥ ৩৩
শনৈশ্চরবচঃ শ্রুত্বা জহাস পার্ব্বতী মুনে ।
উচ্চৈঃ প্রজহসুঃ সর্ব্বা নর্ত্তক্যঃ কিঙ্করীগণাঃ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে শনি-পার্ব্বতী-
সংবাদো নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

দুর্গা তদ্বচনং শ্রুত্বা সস্মার হরিমীশ্বরম্ ।
ঈশ্বরেচ্ছাবশীভূতং জগদেবেত্যুবাচ হ ॥ ১
সা চ দেববশীভূতা শনিং প্রোবাচ কৌতুকাৎ ।
পশ্য মাং মচ্ছিশুমিতি নিষেকঃ কেন বার্য্যতে ॥২
পার্ব্বতীবচনং শ্রুত্বা শনির্মেনে হৃদা স্বয়ম্ ।
পশ্যামি কিং ন পশ্যামি পার্ব্বতীসুতমিত্যহো ॥ ৩
যদি বালো ময়া দৃষ্টস্তস্য বিঘ্নো ভবেদ্ধ্রুবম্ ।
ইত্যেবমুক্ত্বা ধর্ম্মিষ্ঠো ধর্ম্মং কৃত্বা তু সাক্ষিণম্ ।
বালং দ্রষ্টুং মনশ্চক্রে ন বালমাতরং শনিঃ ॥ ৪
বিষণ্ণমানসঃ পূর্ব্বং শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকঃ ।
সব্যালোচনকোণেন দদর্শ চ শিশোর্মুখম্ ॥ ৫
শনেশ্চ দৃষ্টিমাত্রেণ চিচ্ছেদ মস্তকং মুনে ।
চক্ষুর্নিবারয়ামাস তস্থৌ নম্রাননঃ শনিঃ ॥ ৬
প্রতস্থৌ পার্ব্বতীক্রোড়ে তৎসর্ব্বাঙ্গঃ সুলোহিতঃ
বিবেশ মস্তকং কৃষ্ণে গত্বা গোলোকমীপ্সিতম্ ॥৭
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ সা দেবী বিলপ্য চ ভৃশং মুহুঃ ।
মৃতা ইব পৃথিব্যাস্তু কৃত্বা বক্ষসি বালকম্ ॥ ৮
বিস্মিতাস্তে সুরাঃ সর্ব্বে চিত্রপুত্তলিকা যথা ।
দেব্যশ্চ শৈলা গন্ধর্ব্বাঃ শিবকৈলাসবাসিনঃ ॥ ৯
তান্ সর্ব্বান্ মূর্চ্ছিতান্ দৃষ্ট্বারুহ্য গরুড়ং হরিঃ ।
জগাম পুষ্পভদ্রাং স উত্তরস্যাং দিশি স্থিতাম্ ॥১০
পুষ্পভদ্রানদীতীরে দদর্শ কাননে স্থিতম্ ।
গজেন্দ্রং নিদ্রিতং তত্র শয়ানং হস্তিনীযুতম্ ॥১১
দিশ্যুত্তরস্যাং শিরসং মূর্চ্ছিতং সুরতশ্রমাৎ ।
পরিতঃ শাবকান্ কৃত্বা পরমানন্দমানসম্ ॥ ১২
শীঘ্রং সুদর্শনেনৈব চিচ্ছেদ তচ্ছিরো মুদা ।
স্থাপয়ামাস গরুড়ে রুধিরাক্তং মনোহরম্ ॥ ১৩
গজচ্ছিন্নাঙ্গবিক্ষেপাৎ প্রবোধং প্রাপ্য হস্তিনী ।
শাবকান্ বোধয়ামাস রুদন্তী চাশুভং সদা ॥ ১৪
রুরোদ শাবকৈঃ সার্দ্ধং সা বিলপ্য শুচাতুরা ।
তুষ্টাব কমলাকান্তং ভ্রামরন্তং সুদর্শনম্ ॥ ১৫
নিষেকং খণ্ডিতুং শক্তং নিষেকজনকং বিভুম্ ।
নিষেকভোগদাতারং ভোগনিস্তারকারণম্ ॥ ১৬
প্রভুস্তৎস্তবনাৎ তুষ্টস্তস্যৈ বিপ্র বরং দদৌ ।
মুণ্ডান্মুণ্ডং বিনিঃসৃত্য যুযুজে তদ্গজে মুদা ॥ ১৭
জীবয়ামাস তং তত্র ব্রহ্মজ্ঞানেন ব্রহ্মবিৎ ।
সর্ব্বাঙ্গে যোজয়ামাস গজস্য চরণাম্বুজম্ ॥ ১৮
ত্বং জীবাকল্পপর্য্যন্তং পরিবারৈঃ সমং গজ ।
ইত্যুক্ত্বা চ মনোযায়ী কৈলাসমাজগাম সঃ ॥ ১৯
আগত্য পার্ব্বতীস্থানং বালং কৃত্বা স্ববক্ষসি ।
রুচিরং তচ্ছিরঃ কৃত্বা যোজয়ামাস বালকে ॥ ২০
ব্রহ্মস্বরূপো ভগবান্ ব্রহ্মজ্ঞানেন লীলয়া ।
জীবনং জীবয়ামাস হুংকারোচ্চারণেন চ ॥ ২১
পার্ব্বতীং বোধয়িত্বা তু দত্বা ক্রোড়ে চ তং শিশুম্
বোধয়ামাস তাং নাথ আধ্যাত্মিকবিবোধনৈঃ ॥২২

বিষ্ণুরুবাচ ।

ব্রহ্মাদিকীটপর্য্যন্তং জগদ্ভুঙ্ক্তে স্বকর্ম্মণাম্ ।
ফলং বুদ্ধিস্বরূপাসি ত্বং ন জানাসি কিং শিবে ॥২৩
কল্পকোটিশতং ভোগো জীবিনাং তৎ স্বকর্ম্মণাম্
উপস্থিতং ভবেন্নিত্যং প্রতিযোনৌ * শুভাশুভম্
ইন্দ্রঃ স্বকর্ম্মণা কীটযোনৌ জন্ম লভেৎ সতি ।
কীটশ্চাপি ভবেদিন্দ্রঃ পূর্ব্বকর্ম্মফলেন বৈ ॥ ২৫
সিংহোঽপি মক্ষিকাং হন্তমক্ষমঃ প্রাক্তনং বিনা ।
মশকো হস্তিনং হন্তুং ক্ষমঃ স্বপ্রাক্তনেন চ ॥২৬
সুখং দুঃখং ভয়ং শোকমানন্দং কর্ম্মণঃ ফলম্ ।
সুকর্ম্মণঃ সুখং হর্ষমিতরে পাপকর্ম্মণঃ ॥ ২৭

---

* প্রতিযোনাবিত্যার্ষং প্রতিযোনীতি সাধু ।

ইহৈব কর্ম্মণো ভোগঃ পরত্র চ শুভাশুভম্ ।
কর্ম্মোপার্জ্জনযোগ্যঞ্চ পুণ্যক্ষেত্রঞ্চ ভারতম্ ॥ ২৮
কর্ম্মণঃ ফলদাতা চ বিধাতা চ বিধেরপি ।
মৃত্যোর্ম্মৃত্যুঃ কালকালে নিষেকস্য নিষেককৃৎ ॥২৯
সংহর্ত্তুরপি সংহর্ত্তা পাতুঃ পাতা পরাৎপরঃ ।
গোলোকনাথঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্ ॥৩০
বয়ং যস্য কলাঃ পুংসো ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ।
মহাবিরাড়্যদংশশ্চ যল্লোমবিবরে জগৎ ॥ ৩১
কলাংশাঃ কেঽপি তদ্দুর্গে কলাংশাংশাশ্চ কেচন ।
চরাচরং জগৎ সর্ব্বং তত্তস্তেন বিনায়কঃ ॥ ৩২
শ্রীবিষ্ণোর্ব্বচনং শ্রুত্বা পরিতুষ্টা চ পার্ব্বতী ।
স্তনং দদৌ চ শিশবে তং প্রণম্য গদাধরম্ ॥৩৩
তুষ্টাব পার্ব্বতী তুষ্টা প্রেরিতা শঙ্করেণ চ ।
পুটাঞ্জলিযুতা ভক্ত্যা বিষ্ণুং তং কমলাপতিম্ ॥৩৪
আশিষং যুযুজে বিষ্ণুঃ শিশুঞ্চ শিশুমাতরম্ ।
দদৌ গলে বালকস্য কৌস্তুভঞ্চ স্বভূষণম্ ॥ ২৫
ব্রহ্মা দদৌ স্বমুকুটং ধর্ম্মশ্চ রত্নভূষণম্ ।
ক্রমেণ দেব্যো রত্নানি দদুঃ সর্ব্বা যথোচিতম্ ॥ ২৬
তুষ্টাব তং মহাদেবশ্চাতীব-হৃষ্টমানসঃ ।
দেবাশ্চ মুনয়ঃ শৈলা গন্ধর্ব্বাঃ সর্ব্বযোষিতঃ ॥ ৩৭
দৃষ্ট্বা শিবঃ শিবা চৈব বালকং মৃতজীবিতম্ ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ তত্র কোটিরত্নানি নারদ ॥ ৩৮
অশ্বানাঞ্চ গজানাঞ্চ সহস্রাণি শতানি চ ।
বন্দিভ্যঃ প্রদদৌ তত্র বালকে মৃতজীবিতে ॥ ৩৯
হিমালয়শ্চ সংহৃষ্টো হৃষ্টা দেবাশ্চ তত্র বৈ ।
দদুর্দানানি বিপ্রেভ্যো বন্দিভ্যঃ সর্ব্বযোষিতঃ ॥৪০
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলম্ ।
বেদাংশ্চ পাঠয়ামাস পুরাণানি রমাপতিঃ ॥ ৪১
শনিং সলজ্জিতং দৃষ্ট্বা পার্ব্বতী কোপশালিনী ।
শশাপ চ সভামধ্যেঽপ্যঙ্গহীনো ভবেতি চ ॥ ৪২
দৃষ্ট্বা শপ্তং শনিং সূর্য্যঃ কশ্যপশ্চ যমস্তথা ।
তেঽতিরুষ্টাঃ সমুত্তস্থুর্গামুকাঃ শঙ্করালয়াৎ ॥ ৪৩
রক্তাক্ষাস্তে রক্তমুখাঃ কোপপ্রস্ফুরিতাধরাঃ ।
তাং ধর্ম্মং সাক্ষিণং কৃত্বা বিষ্ণুঞ্চ শপ্তুমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪
ব্রহ্মা তান্ বোধয়ামাস বিষ্ণুনা প্রেরিতঃ সুরৈঃ ।
রক্তাস্যাং পার্ব্বতীঞ্চৈব কোপপ্রস্ফুরিতাধরাম্ ॥ ৪৫
ব্রহ্মাণমূচুস্তে তত্র ক্রমেণ সময়োচিতম্ ।
ভীরবো দেবতাঃ সর্ব্বে মুনয়ঃ পর্ব্বতাস্তথা ॥ ৪৬

কশ্যপ উবাচ ।

দুর্দ্দিষ্টোঽয়ং প্রাক্তনেন পত্নীশাপেন সর্ব্বদা ।
বালং দদর্শ যত্নেন তথৈব মাতুরাজ্ঞয়া ॥ ৪৭

শ্রীসূর্য্য উবাচ ।

তং ধর্ম্মং সাক্ষিণং কৃত্বা পুত্রস্য মাতুরাজ্ঞয়া ।
মৎপুত্রোঽতিপ্রযত্নেন দদর্শ পার্ব্বতীসুতম্ ॥ ৪৮
যথা নিরপরাধেন মৎপুত্রং সা শশাপ হ ।
তৎপুত্রস্যাঙ্গভঙ্গশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৯

যম উবাচ ।

প্রদায় স্বয়মাজ্ঞাঞ্চ শশাপ চ স্বয়ং কথম্ ।
বয়ং শপামঃ কোঽধর্ম্মো জিঘাংসোশ্চ জিঘাংসনে ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

শশাপ পার্ব্বতী রুষ্টা স্ত্রীস্বভাবাচ্চ চাপলাৎ ।
সর্ব্বেষাং সাধনেনৈব ক্ষন্তুমর্হন্তি সাধবঃ ॥ ৫১
দুর্গে ত্বমাজ্ঞাং দত্ত্বা চ পুত্রদর্শনহেতবে ।
কথং শপসি নির্দ্দোষমতিথিং ত্বদ্গৃহাগতম্ ॥ ৫২
ইত্যুক্ত্বা শনিমাদায় বোধয়িত্বা তু পার্ব্বতীম্ ।
তাং তং সমর্পণং চক্রে শাপমোচনহেতবে ॥ ৫৩
বভূব পার্ব্বতী তুষ্টা ব্রহ্মণো বচনান্মুনে ।
শান্তা বভূবুস্তে তত্র দিনেশ-যম-কশ্যপাঃ ॥ ৫৪
উবাচ পার্ব্বতী তত্র সন্তুষ্টা তং শনৈশ্চরম্ ।
প্রসাদিতা শিবেনৈব ব্রহ্মণা পরিসান্ত্বিতা ॥ ৫৫

পার্ব্বত্যুবাচ ।

গ্রহরাজো ভব শনে মদ্বরেণ হরিপ্রিয় ।
চিরজীবী চ যোগীন্দ্রো হরিভক্তস্য কা বিপৎ ॥৫৬
অদ্যপ্রভৃতি নির্ব্বিঘ্নে হরৌ ভক্তির্দৃঢ়াস্তু তে ।
মচ্ছাপামোঘতো বৎস কিঞ্চিৎ খঞ্জো ভবিষ্যতি ॥
ইত্যুক্ত্বা পার্ব্বতী তুষ্টা বালং কৃত্বা চ বক্ষসি ।
উবাস যোষিতাং মধ্যে তস্মৈ দত্ত্বা শুভাশিষম্ ॥
শনির্জগাম দেবানাং সমীপং হৃষ্টমানসঃ ।
প্রণম্য ভক্ত্যা তাং ব্রহ্মন্নম্বিকাং জগদম্বিকাম্ ॥৫৯

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে
নারায়ণ-নারদসংবাদে বিঘ্নোপশমনং
নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

———

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

অথ বিষ্ণুঃ শুভে কালে দেবৈশ্চ মুনিভিঃ সহ ।
পূজয়ামাস তং বালমুপহারৈরনুত্তমৈঃ ॥ ১
সর্ব্বাগ্রে তব পূজা চ ময়া দত্তা সুরোত্তম ।
সর্ব্বপূজ্যশ্চ যোগীন্দ্রো ভব বৎসেত্যুবাচ তম্ ॥২
বনমালা দদৌ তস্মৈ ব্রহ্মজ্ঞানঞ্চ মুক্তিদম্ ।
সর্ব্বসিদ্ধিং প্রদায়ৈব চকারাত্মসমং হরিঃ ॥ ৩
দদৌ দ্রব্যাণি চারূণি চোপচারাণি ষোড়শ ।
তন্নামকরণং চক্রে মুনিভিশ্চ সমং সুরৈঃ ॥ ৪
বিঘ্নেশশ্চ গণেশশ্চ হেরম্বশ্চ গজাননঃ ।
লম্বোদরশ্চৈকদন্তঃ শূর্পকর্ণো বিনায়কঃ ॥ ৫
এতান্যষ্টৌ চ নামানি তচ্চকার সনাতনঃ ।
আশিষং দাপয়ামাস চানয়ামাস তান্ মুনীন্ ॥ ৬
সিদ্ধাসনং দদৌ ধর্ম্মস্তস্মৈ ব্রহ্মা কমণ্ডলুম্ ।
শঙ্করো যোগপট্টঞ্চ তত্ত্বজ্ঞানং সুদুর্লভম্ ॥ ৭
রত্নসিংহাসনং শক্রঃ সূর্য্যশ্চ মণিকুণ্ডলে ।
মাণিক্যমালাং চন্দ্রশ্চ কুবেরশ্চ কিরীটকম্ ॥ ৮
বহ্নিশুদ্ধঞ্চ বসনং দদৌ তস্মৈ হুতাশনঃ ।
রত্নচ্ছত্রঞ্চ বরুণো বায়ূ রত্নাঙ্গুরীয়কম্ ॥ ৯
ক্ষীরোদোদ্ভবসদ্রত্ন-রচিতং বলয়ং বরম্ ।
মঞ্জীরঞ্চাপি কেয়ূরং দদৌ পদ্মালয়া মুনে ॥ ১০
কণ্ঠভূষাঞ্চ সাবিত্রী ভারতী হারমুজ্জ্বলম্ ।
ক্রমেণ সর্ব্বদেবাশ্চ দেব্যশ্চ যৌতুকং দদুঃ ॥১২
মুনয়ঃ পর্ব্বতাশ্চৈব রত্নানি বিবিধানি চ ।
বসুন্ধরা দদৌ তস্মৈ বাহনায় চ মূষিকম্ ॥ ১২
ক্রমেণ দেবা দেব্যশ্চ মুনয়ঃ পর্ব্বতাদয়ঃ ।
গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরা যক্ষা মনবো মানবাস্তথা ॥ ১৩
নানাবিধানি দ্রব্যাণি স্বাদূনি মধুরাণি চ ।
পূজাং চক্রুশ্চ তে সর্ব্বে ক্রমেণ ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥১৪
পার্ব্বতী জগতাং মাতা স্মেরাননসরোরুহা ।
রত্নসিংহাসনে পুত্রং বাসয়ামাস নারদ ॥ ১৫
সর্ব্বতীর্থোদকানাঞ্চ কলসানাং শতেন চ ।
স্নাপয়ামাস বেদোক্ত-মন্ত্রেণ মুনিভিঃ সহ ॥ ১৬
অগ্নিশৌচে চ বসনে দদৌ তস্মৈ সতী মুদা ॥১৭
গোদাবর্য্যুদকং পাদ্যমর্ঘ্যং গঙ্গোদকেন চ ।
দূর্ব্বাভিরক্ষতৈঃ পুষ্পৈশ্চন্দনেন সমন্বিতম্ ॥ ১৮
পুষ্করোদকমানীয় পুনরাচমনায়কম্ ।
মধুপর্কং রত্নপাত্রেরাসবং শর্করান্বিতম্ ॥ ১৯
স্নানীয়ং বিষ্ণুতৈলঞ্চ স্বর্বৈদ্যেন বিনির্ম্মিতম্ ।
অমূল্যরত্নরচিত-চারূণি ভূষণানি চ ॥ ২০
পারিজাতপ্রসূনানাং মাল্যানাং শতকানি চ ।
মালতীচম্পকাদীনাং পুষ্পাণি বিবিধানি চ ॥ ২১
পূজার্হাণি চ পত্রাণি তুলসীবর্জ্জিতানি চ ।
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমাণি চ সারদা ॥ ২২
রত্নপ্রদীপনিকরং ধূপঞ্চ পরতো দদৌ ।
তৎপ্রিয়ঞ্চৈব নৈবেদ্যং তিললড্ডুকপর্ব্বতম্ ॥২৩
যবগোধূমচূর্ণানাং পিষ্টকানাঞ্চ পর্ব্বতম্ ।
পক্বান্নানাং পর্ব্বতঞ্চ সুস্বাদু সুমনোহরম্ ॥ ২৪
পর্ব্বতং স্বস্তিকানাঞ্চ সুস্বাদু শর্করান্বিতম্ ।
গুড়াক্তানাঞ্চ লাজানাং পৃথুকানাঞ্চ পর্ব্বতম্ ॥২৫
শাল্যন্নানাং পিষ্টকানাং পর্ব্বতং ব্যঞ্জনৈঃ সহ ।
কলসানাঞ্চ পয়সাং লক্ষাণি প্রদদৌ মুদা ॥ ২৬
লক্ষাণি কলসানাঞ্চ দধ্নাং নারদ পূজনে ।
মধূনাং কলসানাঞ্চ ত্রিলক্ষাণি চ সুন্দরী ॥ ২৭
সর্পিষাং কলসানাঞ্চ পঞ্চলক্ষাণি সারদা ।
দাড়িমানাং শ্রীফলানামসংখ্যানি ফলানি চ ॥ ২৮
খর্জ্জূরাণাং করঞ্জানাং জম্বূনাং বিবিধানি চ ।
আম্রাণাং পনসানাঞ্চ কদলীনাঞ্চ নারদ ।
ফলানি নারিকেলানামসংখ্যানি দদৌ মুদা ॥ ২৯
অন্যানি পরিপক্বানি কালদেশোদ্ভবানি চ ।
দদৌ তানি মহামায়া স্বাদূনি মধুরাণি চ ॥ ৩০
স্বচ্ছং সুনির্ম্মলঞ্চৈব কর্পূরাদিসুবাসিতম্ ।
গঙ্গাজলঞ্চ পানার্থং পুনরাচমনীয়কম্ ॥ ৩১
তাম্বূলঞ্চ বরং রম্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্ ।
সুবর্ণপাত্রশতকং পরিপূর্ণঞ্চ নারদ ॥ ৩২
শৈলেশ্বরী শৈলরাজঃ শৈলজা শৈলরাজজঃ ।
শৈলরাজপ্রিয়ামাত্যাঃ পুপূজুঃ শৈলজাত্মজম্ ॥৩৩
ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গণেশ্বরায় ব্রহ্মরূপায় চারবে ।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদেশায় বিঘ্নেশায় নমো নমঃ ॥ ৩৪
ইত্যনেনৈব মন্ত্রেণ দত্ত্বা দ্রব্যাণি ভক্তিতঃ ।
সর্ব্বে প্রমুদিতাস্তত্র ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ॥ ৩৫
দ্বাত্রিংশদক্ষরো মালা-মন্ত্রোঽয়ং সর্ব্বকামদঃ ।
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাং ফলদঃ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ ॥৩৬
পঞ্চলক্ষজপেনৈব মন্ত্রসিদ্ধিস্তু মন্ত্রিণঃ ।

মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্যস্য স চ বিষ্ণুশ্চ ভারতে ॥ ৩৭
বিঘ্নানি চ পলায়ন্তে তন্নামস্মরণেন চ ।
মহাবাগ্মী মহাসিদ্ধঃ সর্ব্বসিদ্ধিসমন্বিতঃ ॥ ৩৮
বাক্পতির্জড়তাং যাতি তস্য সাক্ষাৎ সুনিশ্চিতম্ ।*
মহাকবীন্দ্রো গুণবান্ বিদুষাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ ॥ ৩৯
সম্পূজ্যানেন মন্ত্রেণ দেবা আনন্দসংপ্লুতাঃ ।
নানাবিধানি বাদ্যানি বাদয়ামাসুরুৎসবে ॥ ৪০
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাসুঃ কারয়ামাসুরুৎসবম্ ।
দদুর্দ্দানানি তেভ্যশ্চ বন্দিভ্যশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৪১

নারায়ণ উবাচ ।

অথ বিষ্ণুঃ সভামধ্যে সম্পূজ্য তং গণেশ্বরম্ ।
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা সর্ব্ববিঘ্নবিনায়কম্ ॥ ৪২

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ ।

ঈশ ত্বাং স্তোতুমিচ্ছামি ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্ ।
নিরূপিতুমশক্তোঽহং মনুরূপমনূহকম্ ॥ ৪৩
প্রবরং সর্ব্বদেবানাং সিদ্ধানাং যোগিনাং গুরুম্ ।
সর্ব্বস্বরূপং সর্ব্বেশং জ্ঞানরাশিস্বরূপিণম্ ॥ ৪৪
অব্যক্তমক্ষরং নিত্যং সত্যমাত্মস্বরূপিণম্ ।
বায়ুতুল্যাতিনির্লিপ্তং চাক্ষতং সর্ব্বসাক্ষিণম্ ॥ ৪৫
সংসারার্ণবপারে চ মায়াপোতে সুদুর্লভম্ ।
কর্ণধারস্বরূপঞ্চ ভক্তানুগ্রহকারকম্ ॥ ৪৬
বরং বরেণ্যং বরদং বরদানামপীশ্বরম্ ।
সিদ্ধং সিদ্ধিস্বরূপঞ্চ সিদ্ধিদং সিদ্ধিসাধনম্ ॥ ৪৭
ধ্যানাতিরিক্তং ধ্যেয়ঞ্চ ধ্যানাসাধ্যঞ্চ ধার্ম্মিকম্ ।
ধর্ম্মস্বরূপং ধর্ম্মজ্ঞং ধর্ম্মাধর্ম্মফলপ্রদম্ ॥ ৪৮
বীজং সংসারবৃক্ষাণামঙ্কুরঞ্চ তদাশ্রয়ম্ ।
স্ত্রী-পুং-নপুংসকানাঞ্চ রূপমেতদতীন্দ্রিয়ম্ ॥ ৪৯
সর্ব্বাদ্যমগ্রপূজ্যঞ্চ সর্ব্বপূজ্যং গুণার্ণবম্ ।
স্বেচ্ছয়া সগুণং ব্রহ্ম নির্গুণঞ্চাপি স্বেচ্ছয়া ॥ ৫০
সমং প্রকৃতিরূপঞ্চ প্রাকৃতং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
ত্বাং স্তোতুমক্ষমোঽনন্তঃ সহস্রবদনেন চ ॥ ৫১
ন ক্ষমঃ পঞ্চবক্ত্রশ্চ ন ক্ষমশ্চতুরাননঃ ।
সরস্বতী ন শক্তা চ ন শক্তোঽহং তব স্তুতৌ ।
ন শক্তাশ্চ চতুর্ব্বেদাঃ কে বা তে বেদবাদিনঃ ॥৫২
ইত্যেবং স্তবনং কৃত্বা সুরেশং সুরসংসদি ।
সুরেশশ্চ সুরৈঃ সার্দ্ধং বিররাম রমাপতিঃ ॥ ৫৩
ইদং বিষ্ণুকৃতং স্তোত্রং গণেশস্য চ যঃ পঠেৎ ।
সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে ভক্তিযুক্তঃ সমাহিতঃ ॥৫৪
তদ্বিঘ্ননিঘ্নং কুরুতে বিঘ্নেশঃ সততং মুনে ।
বর্দ্ধয়েৎ সর্ব্বকল্যাণং কল্যাণজনকঃ সদা ॥ ৫৫
যাত্রাকালে পঠিত্বা তু যো যাতি ভক্তিপূর্ব্বকম্ ।
তস্য সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫৬
তেন দৃষ্টঞ্চ দুঃস্বপ্নং সুস্বপ্নমুপজায়তে ।
কদাপি ন ভবেৎ তস্য গ্রহপীড়া চ দারুণা ॥ ৫৭
ভবেদ্বিনাশঃ শত্রূণাং বন্ধূনাঞ্চ বিবর্দ্ধনম্ ।
শশ্বদ্বিঘ্নবিনাশশ্চ শশ্বৎসম্পদ্বিবর্দ্ধনম্ । ৫৮
স্থিরা ভবেদ্গৃহে লক্ষ্মীঃ পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনী ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যমিহ প্রাপ্য অন্তে বিষ্ণুপদং লভেৎ ॥৫৯
ফলঞ্চাপি চ তীর্থানাং যজ্ঞানাং যদ্ভবেদ্ধ্রুবম্ ।
মহতাং সর্ব্বদানানাং শ্রীগণেশপ্রসাদতঃ ॥ ৬০

ইতি বিষ্ণুকৃতং গণেশস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

নারদ উবাচ ।

শ্রুতং স্তোত্রং গণেশস্য পূজনঞ্চ মনোহরম্ ।
কবচং শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতং ভবতারণম্ ॥৬১

নারায়ণ উবাচ ।

পূজায়াং বিনিবৃত্তায়াং সভামধ্যে শনৈশ্চরঃ ।
উবাচ বিষ্ণুং সর্ব্বেষাং ত্রাসিতো জগতাং গুরুম্ ॥

শনৈশ্চর উবাচ ।

সর্ব্বদুঃখবিনাশায় দুঃখপ্রশমনায় চ ।
কবচং বিঘ্নবিঘ্নস্য বদ বেদবিদাং বর ॥ ৬৩
বভূবৈষাং বিবাদশ্চ শক্ত্যা চ মায়য়া সহ ।
উদ্বিগ্নশমনার্থঞ্চ কবচং ধারয়াম্যহম্ ॥ ৬৪

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ ।

বিনায়কস্য কবচং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্ ।
সুগোপ্যঞ্চ পুরাণেষু দুর্লভঞ্চাগমেষু চ ॥ ৬৫
উক্তং কৌথুমশাখায়াং সামবেদে মনোহরম্ ।
কবচং বিঘ্ননাশস্য সর্ব্ববিঘ্নহরং পরম্ ॥ ৬৬
রাজ্যং দেয়ং শিরো দেয়ং প্রাণা দেয়াশ্চ সূর্য্যজ ।
এবম্ভূতঞ্চ কবচং ন দেয়ং প্রাণসঙ্কটে ॥ ৬৭
আবির্ভাবস্তিরোভাবঃ স্বেচ্ছয়াস্য চ মায়য়া ।
নিত্যোঽয়মেকদন্তশ্চ কবচং চাস্য বৎসক ॥ ৬৮
পূজাস্য নিত্যা স্তোত্রঞ্চ কল্পে কল্পেঽস্তি সন্ততম্ ।

---

* বাক্পতির্জগতাং যাতি তস্য সাক্ষাৎ সুনিশ্চিতম্ । ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ স চাসঙ্গতঃ ।

অস্যাস্য জন্মনঃ পূর্ব্বং মুনয়শ্চ সিষেবিরে ॥ ৬৯
যথা মদবতারেষু জন্মবিগ্রহধারণম্ ।
তথা গণেশ্বরস্যাপি জন্ম শৈলসুতোদরে ॥ ৭০
যদ্ধৃত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে জীবন্মুক্তাশ্চ ভারতে ।
নিঃশঙ্কাশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে শত্রুপক্ষবিমর্দ্দকাঃ ॥ ৭১
কবচং বিভ্রতাং মৃত্যুর্ন যাতি সন্নিধিং ভিয়া ।
নায়ুর্ব্যয়ো নাস্তভঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডে ন পরাজয়ঃ ॥ ৭২
দশলক্ষজপেনৈব সিদ্ধঞ্চ কবচং ভবেৎ ।
যো ভবেৎ সিদ্ধকবচো মৃত্যুং জেতুং স চ ক্ষমঃ
অসিদ্ধকবচো বাগ্মী চিরজীবী মহীতলে ।
সর্ব্বত্র বিজয়ী পূজ্যো ভবেদ্‌গ্রহণমাত্রতঃ ॥ ৭৪
মালামন্ত্রমিদং পুণ্যং কবচঞ্চেদমেব চ ।
বিভ্রতাং সর্ব্বপাপানি প্রণশ্যন্তি সুনিশ্চিতম্ ॥ ৭৫
ভূত-প্রেত-পিশাচাশ্চ কুষ্মাণ্ডা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ।
ডাকিন্যো যোগিন্যশ্চৈব বেতালাদয় এব চ ॥ ৭৬
বালগ্রহা গ্রহাশ্চৈব ক্ষেত্রপালাদয়স্তথা ।
তেষাঞ্চ শব্দমাত্রেণ পলায়ন্তে চ ভীরবঃ ॥ ৭৭
আধয়ো ব্যাধয়ো রোগাঃ শোকাশ্চৈব ভয়াবহাঃ ।
ন যান্তি সন্নিধিং তেষাং গরুড়স্য যথোরগাঃ ॥ ৭৮
ঋজবে গুরুভক্তায় স্বশিষ্যায় প্রকাশয়েৎ ।
খলায় পরশিষ্যায় দত্ত্বা মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৯
সংসারমোহনস্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ ।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ বৃহতী দেবো লম্বোদরঃ স্বয়ম্ ।
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৮০
সর্ব্বেষাং কবচানাঞ্চ সারভূতমিদং মুনে ।
ওঁ গোঁ গঁ * শ্রীগণেশায় স্বহা মে পাতু
মস্তকম্ ॥৮১
দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রো ললাটং মে সদাবতু ॥৯১
ওঁ হ্রীং ক্লীং শ্রীং গমিতি চ সন্ততং পাতু লোচনম্
তালুকং পাতু বিঘ্নেশঃ সন্ততং ধরণীতলে ॥ ৮২
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং গমিতি চ দন্ততং পাতু
নাসিকাম্ ।
ওঁ গৌং গং শূর্পকর্ণায় স্বাহা পাত্বধরং মম ॥ ৮৩
দন্তানি তালুকাং জিহ্বাং পাতু মে ষোড়শাক্ষরঃ ।
ওঁ লং শ্রীং লম্বোদরায়েতি স্বাহা গণ্ডং সদাবতু ॥
ওঁ ক্লীং হ্রীং বিঘ্ননাশায় স্বাহা কর্ণং সদাবতু ।
ওঁ শ্রীং গং গজাননায়েতি স্বাহা স্কন্ধং সদাবতু ॥
ওঁ হ্রীং ক্লীং বিনায়কায়েতে স্বাহা পৃষ্ঠং সদাবতু
ওঁ হ্রীং ক্লীমিতি কঙ্কালং পাতু বক্ষঃস্থলঞ্চ গম্ ।
করৌ পাদৌ সদা পাতু সর্ব্বাঙ্গং বিঘ্ননিঘ্নকৃৎ ॥৮৬
প্রাচ্যাং লম্বোদরঃ পাতু আগ্নেয্যাং বিঘ্ননায়কঃ ।
দক্ষিণে পাতু বিঘ্নেশো নৈঋ্ত্যাস্তু গজাননঃ ॥
পশ্চিমে পার্ব্বতীপুত্রো বায়ব্যাং শঙ্করাত্মজঃ ।
কৃষ্ণস্যাংশশ্চোত্তরে চ পরিপূর্ণতমস্য চ ॥ ৮৮
ঐশান্যামেকদন্তশ্চ হেরম্বঃ পাতু চোর্দ্ধতঃ ।
গণাধিপ ইত্যধঃ পাতু সর্ব্বপূজ্যশ্চ সর্ব্বতঃ ।
স্বপ্নে জাগরণে চৈব পাতু মাং যোগিনাং গুরুঃ ॥
ইতি তে কথিতং বৎস সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্ ।
সংসারমোহনং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৯০
শ্রীকৃষ্ণেন পুরা দত্তং গোলোকে রাসমণ্ডলে ।
বৃন্দাবনে বিনীতায় মহ্যং দিনকরাত্মজ ॥ ৯১
ময়া দত্তঞ্চ তুভ্যঞ্চ যস্মৈ কস্মৈ ন দাস্যসি ।
পরং বরং সর্ব্বপূজ্যং সর্ব্বসঙ্কটতারণম্ ॥ ৯২
গুরুমভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ কবচং ধারয়েত্তু যঃ ।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সোহপি বিষ্ণুর্ন সংশয়ঃ ॥
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ ।
গ্রহেন্দ্র কবচস্যাস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৯৪
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো ভজেচ্ছঙ্করাত্মজম্ ।
শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধিদায়কঃ ॥ ৯৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে সংসারমোহনং কবচম্ ।

দত্ত্বেদং সূর্য্যপুত্রায় বিররাম সুরেশ্বরঃ ।
পরমানন্দসংযুক্তা দেবা ঊষুঃ সমীপতঃ ॥ ৯৬

ইতি গণেশখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে
গণেশ পূজা-স্তব-কবচ-কথনং নাম
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৩॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

দেবা বিষ্ণুসভায়াং তে সর্ব্বে প্রহৃষ্টমানসাঃ ।
গন্ধর্ব্ব মুনয়ঃ শৈলাঃ পশ্যন্তঃ সুমহোৎসবম্ ॥ ১
এতস্মিন্নন্তরে দুর্গা স্মেরাননসরোরুহা ।
উবাচ বিষ্ণুং প্রণতা দেবেশং দেবসংসদি ॥২

* ওঁ গৌ হুঁ ইতি চ পাঠঃ ।

পার্ব্বত্যুবাচ ।
ত্বং পাতা সর্ব্বজগতাং নাথ নাহং জগদ্বহিঃ ।
কথং মৎস্বামিনো বীর্য্যং নামোঘং রক্ষিতং প্রভো
রতিভঙ্গে কৃতে দেবৈর্ব্রহ্মণা প্রেরিতৈস্ত্বয়া ।
ভূমৌ নিপতিতং বীর্য্যং কেন দেবেন নিহ্নুতম্ *
সর্ব্বে দেবাস্ত্বং পুরস্তস্তদন্বেষণমীশ্বর ।
অরাজকং কথং যুক্তং তিষ্ঠতি ত্বয়ি রাজনি ॥ ৫
পার্ব্বতীবচনং শ্রুত্বা প্রহস্য জগদীশ্বরঃ ।
উবাচ দেববর্গাংশ্চ মুনিবর্গে চ তিষ্ঠতি ॥ ৬
শ্রীবিষ্ণুরুবাচ ।
দেবাঃ শৃণুত মদ্বাক্যং পার্ব্বতীবচনং শ্রুতম্ ।
শিবস্যামোঘবীর্য্যং যৎ তৎ পুরা কেন নিহ্নুতম্ ॥
সভামানয় তং ক্ষিপ্রং ন চেৎ স দণ্ডমর্হতি ।
স কো রাজা ন শাস্তা যঃ প্রজাবাধ্যশ্চ পাক্ষিকঃ ॥৮
বিষ্ণোস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সমালোচ্য পরস্পরম্ ।
উচুঃ সর্ব্বে ক্রমেণৈব ত্রাসিতাঃ পুরতো হরেঃ ॥৯
ব্রহ্মোবাচ ।
তদ্বীর্য্যং নিহ্নুতং যেন পুণ্যভূমৌ চ ভারতে ।
স বঞ্চিতো ভবত্বত্র পুণ্যাহে পুণ্যকর্ম্মণি ॥১০
মহাদেব উবাচ ।
স্ববীর্য্যং নিহ্নুতং যেন পুণ্যভূমৌ চ ভারতে ।
স বঞ্চিতো ভবত্বত্র সেবনে পূজনে তব ॥ ১১
যম উবাচ ।
স বঞ্চিতো ভবত্বত্র শরণাগতরক্ষণে ।
একাদশীব্রতে চৈব তদ্বীর্য্যং যেন নিহ্নুতম্ ॥ ১২
ইন্দ্র উবাচ ।
তদ্বীর্য্যং নিহ্নুতং যেন পাপিনা পাপমোচন ।
ভবত্বত্র যশো লুপ্তং তৎপুণ্যকর্ম্মসন্ততম্ ॥ ১৩
বরুণ উবাচ ।
ভবিতা তৎ কলৌ জন্ম সন্ন্যাসং ভারহেতবে ।
ভবিতাস্য কলৌ জন্ম বর্ষে বা ভারতেতরে ।
শূদ্রযাজক পত্ন্যাশ্চ * গর্ভে তদ্‌যেন নিহ্নুতম্ ॥১৪
কুবের উবাচ ।
স্বাপ্যহারীস ভবতু বিশ্বাসঘ্নশ্চ মিত্রহা ।
সত্যঘ্নশ্চ কৃতঘ্নশ্চ তদ্বীর্য্যং যেন নিহ্নুতম্ ॥ ১৫

ঈশান উবাচ ।
পরদ্রব্যাপহারী চ স ভবত্বত্র ভারতে ।
নরঘাতী গুরুদ্রোহী তদ্বীর্য্যং যেন নিহ্নুতম্ ॥ ১৬
রুদ্রা উচুঃ ।
তে মিথ্যাবাদিনঃ সন্তু ভারতে পারদারিকাঃ ।
গুরুনিন্দারতাঃ শশ্বৎ তদ্বীর্য্যং যৈশ্চ নিহ্নুতম্ ॥১৭
কামদেব উবাচ ।
কৃত্বা প্রতিজ্ঞাং যো মূঢ়ো ন পালয়তি বিভ্রমাৎ ।
ভাজনং তস্য পাপস্য স ভবেদ্‌যেন নিহ্নুতম্ ॥১৮
সর্ব্বেবিদ্যাবৃচতুঃ ।
মাতুঃ পিতুর্গুরোশ্চৈব স্ত্রী-পুত্রাণাঞ্চ পোষণে ।
ভবতাং বঞ্চিতৌ তৌ চ যাভ্যাং বীর্য্যঞ্চ নিহ্নুতম্
সর্ব্বে দেবা উচুঃ ।
মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদাতারস্তে ভবন্ত্বত্র ভারতে ।
অপুত্রিণো দরিদ্রাশ্চ যৈশ্চ বার্য্যঞ্চ নিহ্নুতম্ ॥২০
দেবপত্ন্য উচুঃ ।
তা নিন্দন্তু স্বভর্ত্তারঞ্চ গচ্ছন্তু পরপুরুষম্ ।
সন্তু বন্ধুবিহীনাশ্চ যাভির্বীর্য্যঞ্চ নিহ্নুতম্ ॥ ২১
দেবানাং বচনং শ্রুত্বা দেবীনাঞ্চ হরিঃ স্বয়ম্ ।
কর্ম্মণাং সাক্ষিণং ধর্ম্মং সূর্য্যং চন্দ্রং হুতাশনম্ ॥২২
পবনং পৃথিবীং তোয়ং সন্ধ্যে রাত্রিং দিনং মুনে ।
উবাচ জগতাং কর্ত্তা পাতা শাস্তা জগত্রয়ে ॥ ২৩
শ্রীবিষ্ণুরুবাচ ।
দেবৈর্ন নিহ্নুতং বীর্য্যং তদেতৎ কেন নিহ্নুতম্ ।
তদমোঘং ভগবতো মহেশস্য জগদ্‌গুরোঃ ॥ ২৪
যূয়ঞ্চ সাক্ষিণো বিশ্বে সন্ততং সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ।
যুষ্মাভির্নিহ্নুতং কিং বা কিং ভূতং বক্তুমর্হথ ॥২৫
ঈশ্বরস্য বচঃ শ্রুত্বা সভায়াং কম্পিতাশ্চ তে ।
পরস্পরং সমালোচ্য ক্রমেণোচুঃ পুরো হরেঃ ॥২৬
ধর্ম্ম উবাচ ।
রতেরুত্তিষ্ঠতো বীর্য্যং পপাত বসুধাতলে ।
ময়া জ্ঞাতমমোঘং তৎ শঙ্করস্য প্রকোপতঃ ॥২৭
ক্ষিতিরুবাচ ।
বীর্য্যং বোঢ়ুমশক্তাহং তদ্‌বহ্নৌ ন্যক্ষিপং পুরা ।
অতীবদুর্ব্বহং ব্রহ্মন্নবলা ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ২৮

* ইদানীং সর্ব্বত্র নিহ্নুতমিত্যত্র নিহ্নুতমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।

* ভবত্বত্র কলৌ জন্ম বর্ষেঽস্য ভারতেতরে । শূদ্রজাতকপত্ন্যাশ্চেতি পাঠশ্চ দৃশ্যতে ।

অগ্নিরুবাচ ।

বীর্য্যং বোঢ়ুমশক্তোঽহং ন্যক্ষিপং শরকাননে ।
দুর্ব্বলস্য জগন্নাথ কিং যশঃ কিঞ্চ পৌরুষম্ ॥ ২৯

বায়ুরুবাচ ।

শরেষু পতিতং বীর্য্যং সদ্যো বালো বভূব হ ।
অতীবসুন্দরো বিষ্ণো স্বর্ণরেখানদীতটে ॥ ৩০

সূর্য্য উবাচ ।

রুদন্তং বালকং দৃষ্ট্বাঽগমমস্তাচলং প্রতি ।
প্রেরিতঃ কালচক্রেণ নিশি সংস্থাতুমক্ষমঃ ॥ ৩২

চন্দ্র উবাচ ।

রুদন্তং বালকং প্রাপ্য গৃহীত্বা কৃত্তিকাগণঃ ।
জগাম স্বালয়ং বিষ্ণো গচ্ছন্ বদরিকাশ্রমাৎ ॥ ৩২

জলমুবাচ ।

অম্বুং * রুদন্তমানীয় স্তনং দত্ত্বা স্তনার্থিনে ।
বর্দ্ধয়ামাসুরীশস্য সুতং সূর্য্যাধিকপ্রভম্ ॥ ৩৩

সন্ধ্যোবাচ ।

অধুনা কৃত্তিকানাঞ্চ সতাং তৎ পোষ্যপুত্রকঃ ।
তন্নাম চক্রুস্তাঃ প্রেম্ণা কার্ত্তিকশ্চেতি কৌতুকাৎ

রাত্রিরুবাচ ।

ন চক্রুর্বালকং তাশ্চ লোচনানামগোচরম্ ।
প্রাণেভ্যোঽপি প্রেমপাত্রং যঃ পোষ্টা তস্য পুত্রকঃ

দিনমুবাচ ।

যানি যানি চ বস্তূনি ত্রৈলোক্যে দুর্লভানি চ ।
প্রশংসিতানি স্বাদূনি ভোজয়ামাসুরেব তম্ ॥ ৩৫

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা সন্তুষ্টো মধুসূদনঃ ।
তে সর্ব্বে হরিমিত্যূচুঃ সভায়াং হৃষ্টমানসাঃ ॥ ৩৭

পুত্রস্য বার্ত্তাং সম্প্রাপ্য পার্ব্বতী হৃষ্টমানসা ।
কোটিরত্নানি বিপ্রেভ্যো দদৌ বহুধনানি চ ।
দদৌ সর্ব্বাণি বিপ্রেভ্যো বাসাংসি বিবিধানি চ ॥
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী মেনা সাবিত্রী সর্ব্বযোষিতঃ ।
বিষ্ণুশ্চ সর্ব্বদেবাশ্চ ব্রাহ্মণেভ্যো দদুর্ধনম্ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে কার্ত্তিকপ্রবৃত্তি-
প্রাপ্তির্নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥১৪॥

---

* ভান্তমিতি বা পাঠঃ ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

পুত্রস্য বার্ত্তাং সম্প্রাপ্য পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ ।
প্রেরিতো বিষ্ণুনা দেবৈর্মুনিভিঃ পর্ব্বতৈর্মুনে ॥ ১
দূতান্ প্রস্থাপয়ামাস মহাবলপরাক্রমান্ ।
বীরভদ্রং বিশালাক্ষং শঙ্কুকর্ণং কবন্ধকম্ ॥ ২
নন্দীশ্বরং মহাকালং বজ্রদন্তং ভগন্দনম্ * ।
গোকামুখং দধিমুখং জ্বলদগ্নিশিখোপমম্ ॥ ৩
লক্ষঞ্চ ক্ষেত্রপালানাং ভূতানাঞ্চ ত্রিলক্ষকম্ ।
বেতালানাং চতুর্লক্ষং যক্ষাণাং পঞ্চলক্ষকম্ ॥ ৪
কুষ্মাণ্ডানাং চতুর্লক্ষং ত্রিলক্ষং ব্রহ্মরক্ষসাম্ ।
ডাকিনীনাঞ্চ লক্ষাণাং যোগিনীনাং ত্রিলক্ষকম্ ॥৫
রুদ্রাংশ্চ ভৈরবাংশ্চৈব শিবতুল্যপরাক্রমান্ ।
অন্যাংশ্চ বিকৃতাকারানসংখ্যানপি নারদ ॥ ৬
তে সর্ব্বে শিবদূতাশ্চ নানাশস্ত্রাস্ত্রপাণয়ঃ ।
কৃত্তিকানাঞ্চ ভবনং বেষ্টয়ামাসুরুন্মদাঃ ॥ ৭
দৃষ্ট্বা তান্ কৃত্তিকাঃ সর্ব্বা ভয়বিহ্বলমানসাঃ ।
কার্ত্তিকং কথয়ামাসুর্জ্জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা ॥ ৮

কৃত্তিকা উচুঃ ।

বৎস সৈন্যান্যসংখ্যানি বেষ্টয়ামাসুরালয়ম্ ।
ন জানীমো বয়ং কস্য করবাম চ † কার্ত্তিক ॥ ৯

কার্ত্তিকেয় উবাচ ।

ভয়ং ত্যজত কল্যাণ্যো ভয়ং কিং বো ময়ি স্থিতে
দুর্নিবার্য্যো বিধেকশ্চ মাতরঃ কেন বার্য্যতে ॥ ১০
এতস্মিন্নন্তরে তত্র সৈন্যেন্দ্রো নন্দিকেশ্বরঃ ।
পুরতঃ কার্ত্তিকস্যাপি তিষ্ঠংস্তাঃ সমুবাচ হ ॥ ১১

নন্দীশ্বর উবাচ ।

ভ্রাতঃ প্রবৃত্তিং শৃণু মে মাতরশ্চ শুভাবহম্ ।
প্রেষিতস্য সুরেন্দ্রস্য সংহর্ত্তুঃ শঙ্করস্য চ ॥ ১২
কৈলাসে সর্ব্বদেবাশ্চ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ।
সভায়াং তে বসন্তশ্চ গণেশোৎসবমঙ্গলম্ ॥১৩
শৈলেন্দ্রকন্যা তং বিষ্ণুং জগতাং পরিপালকম্
সম্বোধ্য কথয়ামাস ত্বদন্বেষণহেতুকম্ ॥ ১৪

---

* ভগন্দরমিতি বা পাঠঃ ।
† করালানি চেতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।

পপ্রচ্ছ দেবান্ বিষ্ণুস্তান্ ক্রমেণাবাপ্তিহেতবে।
প্রত্যুত্তরং দদুস্তে তু প্রত্যেকঞ্চ যথোচিতম্ ॥ ১৫
ত্বমত্র কৃত্তিকাস্থানে কথয়ামাসুরীশ্বরম্।
সর্ব্বে ধর্ম্মাদয়ো দেবা ধর্ম্মাধর্ম্মস্য সাক্ষিণঃ ॥ ১৬
যা বভূব রহঃক্রীড়া পার্ব্বতী-শিবয়োঃ পুরা।
দৃষ্টস্য চ সুরৈঃ শম্ভোর্বীর্য্যং ভূমৌ পপাত হ ॥ ১৭
ভূমিস্তদক্ষিপদ্বহ্নৌ বহ্নিশ্চ শরকাননে।
তত্তু লব্ধং কৃত্তিকাভিরধুনা গচ্ছ সাম্প্রতম্ ॥ ১৮
তবাভিষেকং বিষ্ণুশ্চ করিষ্যতি সুরৈঃ সহ।
হনিষ্যসি তারকাখ্যং সর্ব্বশস্ত্রং লভিষ্যসি ॥ ১৯
পুত্রস্ত্বং বিশ্বহর্ত্তুশ্চ ত্বাং গোপ্তুমক্ষমা ইমাঃ।
নাগ্নিং গোপ্তুং যথাশক্তঃ শুষ্কবৃক্ষঃ স্বকোটরে ॥২০
দীপ্তিমাংস্ত্বঞ্চ বিশ্বেষু নাসাং গেহেষু শোভসে।
যথা পতন্ মহাকূপে দ্বিজরাজো ন রাজতে ॥ ২১
করোষি জগদালোকং নাচ্ছন্নোঽস্যাঙ্গতেজসা *।
যথা সূর্য্যঃ করাচ্ছন্নো ন ভবেন্মানবস্য চ ॥ ২২
বিষ্ণুস্ত্বঞ্চ জগদ্ব্যাপী নাসাং ব্যাপ্যোঽসি শাম্ভব।
যথা ন কেষাং ব্যাপ্যঞ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপকং নভঃ
যোগীন্দ্রো নানুলিপ্তস্ত্বং ভোগী চেৎ পরপোষণে।
নৈব লিপ্তো যথাত্মা চ কর্ম্মভোগেষু জীবিনাম্ ॥২৪
বিশ্বাধারস্ত্বমীশশ্চ নাসৃতে সম্ভবেৎ স্থিতিঃ।
সাগরস্য যথা নদ্যাং সরিতামাশ্রয়স্য চ ॥ ২৫
ন হি সর্ব্বেশ্বরাবাসঃ সম্ভবেৎ কৃত্তিকালয়ে।
গরুড়স্য যথা বালঃ ক্ষুদ্রে চ চটকোদরে ॥ ২৬
ত্বাঞ্চ দেবা ন জানন্তি ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্।
গুণানাং তেজসাং রাশিং যথা জ্ঞানমযোগিনঃ ॥
ত্বামনির্ব্বচনীয়ঞ্চ কথং জানন্তি কৃত্তিকাঃ।
যথা পরাং হরের্ভক্তিমভক্তা মূঢ়চেতসঃ ॥ ২৮
ভ্রাতর্যোগ্যং ন জানন্তি তে তৎ কুর্ব্বন্ত্যনাদরম্।
নাদ্রিয়ন্তে যথা ভেকাস্তেকবাসাশ্চ পঙ্কজান্ ॥ ২৯

কার্ত্তিক উবাচ।

ভ্রাতঃ সর্ব্বং বিজানামি জ্ঞানং ত্রৈকালিকঞ্চ যৎ
জ্ঞানী ত্বং কা প্রশংসা তে যতো মৃত্যুঞ্জয়াশ্রিতঃ ॥
কর্ম্মণা জন্ম যেষাং বা যাসু যাসু চ যোনিষু।
তাসু তে নির্বৃতিং ভ্রাতঃ প্রাপ্নুবন্তি চ সন্ততম্ ॥
যে যত্র সন্তি সন্তো বা মূঢ়া বা কর্ম্মভোগতঃ।
তেঽপি তং বহু মন্যন্তে মোহিতা বিষ্ণুমায়য়া ॥৩২
সাম্প্রতং জগতাং মাতা বিষ্ণুমায়া সনাতনী।
সর্ব্বাদ্যা বিষ্ণুমায়া চ সর্ব্বদা বিষ্ণুমঙ্গলা ॥ ৩৩
শৈলেন্দ্রপত্নীগর্ভে সা ললাভ জন্ম ভারতে।
দারুণঞ্চ তপস্তপ্ত্বা সম্প্রাপ শঙ্করং পতিম্ ॥ ৩৪
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যৈব কৃত্রিমম্।
সর্ব্বে কৃষ্ণোদ্ভবাঃ কালে বিলীনাস্তত্র কেবলম্ ॥৩৫
কল্পে কল্পে জগন্মাতা মাতা মে প্রতিজন্মনি।
যজ্জন্ম মায়য়া বদ্ধো নিত্যঃ সৃষ্টিবিধাবহম্ ॥ ৩৬
প্রকৃতেরুদ্ভবাঃ সর্ব্বা জগৎসু সর্ব্বযোষিতঃ।
কাশ্চিদংশাঃ কলাঃ কাশ্চিৎ কলাংশাংশেন কাশ্চন ॥৩৭
কৃত্তিকা জ্ঞানবত্যশ্চ যোগিন্যঃ প্রকৃতে কলাঃ।
স্তনেনাভির্ব্বর্দ্ধিতোঽহমুপহারেণ সন্ততম্ ॥ ৩৮
তাসামহং পোষ্যপুত্রো মদস্বাঃ পোষণাদিমাঃ।
তস্যাশ্চ প্রকৃতেঃ পুত্রো যতস্তৎস্বামিবীর্য্যতঃ ॥৩৯
ন গর্ভজোঽহং শৈলেন্দ্র-কন্যায়া নন্দিকেশ্বর।
সা চ মে ধর্ম্মতো মাতা যথেমাঃ সর্ব্বসম্মতাঃ ॥৪০
স্তনদাত্রী গর্ভধাত্রী ভক্ষ্যদাত্রী গুরুপ্রিয়া।
অভীষ্টদেবপত্নী চ পিতুঃ পত্নী চ কন্যকাঃ ॥ ৪১
সগর্ভকন্যা ভগিনী পুত্রপত্নী প্রিয়াপ্রসূঃ।
মাতুর্মাতা পিতুর্মাতা সোদরস্য প্রিয়া তথা ॥ ৪২
মাতুঃ পিতুশ্চ ভগিনী মাতুলানী তথৈব চ।
জনানাং বেদাবহিতা মাতরঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ ॥৪৩
ইমাশ্চ সর্ব্বসিদ্ধিজ্ঞাঃ পরমৈশ্বর্য্যসংযুতাঃ।
ন ক্ষুদ্রা ব্রহ্মণঃ কন্যাস্ত্রিষু লোকেষু পূজিতাঃ ॥৪৪
বিষ্ণুনা প্রেরিতস্ত্বঞ্চ শম্ভোঃ পুত্রসমো মহান্।
গচ্ছ যামি ত্বয়া সার্দ্ধং দ্রক্ষ্যামি দেবতাকুলম্ ॥৪৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে নন্দিকার্ত্তিক-সংবাদে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৫॥

---

* নাচ্ছন্নঃ স্বাঙ্গতেজসা ইতি নাচ্ছন্নঃ স্বাঃ স্বতেজসা ইতি চ পাঠঃ ক্বাচিৎকঃ।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

ইত্যেবমুক্ত্বা তং শীঘ্রং সম্বোধ্য কৃত্তিকাগণম্ ।
উবাচ নীতিযুক্তঞ্চ বচনং শঙ্করাত্মজঃ ॥ ১

কার্ত্তিক উবাচ ।

যাস্যামি শঙ্করস্থানং দ্রক্ষ্যামি দেবতাকুলম্ ।
মাতরং বন্ধুবর্গাংশ্চ বিদায়ং দেহি মাতরঃ ॥ ২
দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং জন্ম কর্ম্ম শুভাবহম্ ।
সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ ন চ দৈবাৎ পরং বলম্ ॥৩
কৃষ্ণায়ত্তঞ্চ তদ্দৈবং স চ দৈবাৎ পরস্ততঃ ।
ভজন্তি সততং সন্তঃ পরমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ৪
দৈবং বর্দ্ধয়িতুং শক্তঃ ক্ষয়ং কর্ত্তুং স্বলীলয়া ।
ন দৈববদ্ধস্তদ্ভক্তশ্চাবিনাশী চ নির্ণয়ঃ ॥ ৫
তস্মাদ্ভজত গোবিন্দং মোহং ত্যজত দুঃখদম্ ।
সুখদং মোক্ষদং সারং জন্ম-মৃত্যু-ভয়াপহম্ ॥ ৬
পরমানন্দজননং মোহজালনিকৃন্তনম্ ।
শশ্বদ্ভজন্তি যং সর্ব্বে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ॥ ৭
কোঽহং ভবাব্ধৌ যুষ্মাকং কা বা যূয়ং মমাম্বিকাঃ ।
তৎ কর্ম্মস্রোতসা সর্ব্বং পুঞ্জীভূতঞ্চ ফেনবৎ ॥ ৮
সংশ্লেষং বিপরীতং বা তৎ সর্ব্বমীশ্বরেচ্ছয়া ।
ব্রহ্মাণ্ডমীশ্বরাধীনমস্বতন্ত্রং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥ ৯
জলবুদ্বুদবৎ সর্ব্বমনিত্যঞ্চ জগত্রয়ম্ ।
মায়ামনিত্যে কুর্ব্বন্তি মায়য়া মূঢ়চেতসঃ ॥ ১০
সন্তস্তত্র ন লিপ্যন্তে বায়ুবৎ কৃষ্ণচেতসঃ ।
তস্মান্মোহং পরিত্যজ্য বিদায়ং দেহি মাতরঃ ॥১১
ইত্যেবমুক্ত্বা তা নত্বা সার্দ্ধং শঙ্করপার্ষদৈঃ ।
যাত্রাং চকার ভগবান্ মনসা শ্রীহরিং স্মরন্ ॥১২
এতস্মিন্নন্তরে তত্র দদর্শ রথমুত্তমম্ ।
বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মাণং হীরকেণ পরিষ্কৃতম্ ॥ ১৩
সদ্রত্নসাররচিতং মাণিক্যেন বিরাজিতম্ ।
পারিজাতপ্রসূনানাং মালাজালৈশ্চ শোভিতম্ ॥
মণীন্দ্রদর্পণৈঃ শ্বেত-চামরৈরতিশোভিতম্ ।
ক্রীড়ার্হমন্দিরৈ রম্যৈশ্চিত্রৈশ্চিত্রিতং বরম্ ॥১৫
শতচক্রং সুবিস্তীর্ণং মনোযায়ি মনোহরম্ ।
প্রস্থাপিতঞ্চ পার্ব্বত্যা বেষ্টিতং পার্ষদের্ব্বরৈঃ ॥১৬
তমারোহন্তং যানং তা হৃদয়েন বিদূয়তা ।
সহসা চেতনাং প্রাপ্য মুক্তকেশ্যঃ শুচাতুরাঃ ॥১৭
দৃষ্ট্বা চ স্বপুরঃ স্কন্দং স্তম্ভিতা অতিশোকতঃ ।
উন্মত্তা ইব তত্রৈব বক্তুমারেভিরে স্ত্রিয়া ॥ ১৮

কৃত্তিকা উচুঃ ।

কিং কুর্ম্মঃ ক্ব চ যাস্যামো বয়ং বৎস ত্বদাশ্রয়াঃ ।
বিহায়াস্মান্ ক্ব যাসি ত্বং নায়ং ধর্ম্মস্তবাধুনা ॥ ১৯
স্নেহেন বর্দ্ধিতোঽস্মাভিঃ পুত্রোঽস্মাকং স্বধর্ম্মতঃ ।
নায়ং ধর্ম্মো মাতৃবর্গানুপযুক্তঃ সুতস্ত্যজেৎ ॥ ২০
ইত্যুক্ত্বা কৃত্তিকাঃ সর্ব্বাঃ কৃত্বা বক্ষসি কার্ত্তিকম্ ।
পুনর্মূর্চ্ছামবাপুস্তাঃ সুতবিচ্ছেদদারুণাঃ ॥ ২১
কুমারো বোধয়িত্বা তা অধ্যাত্মবচনেন বৈ ।
তাভিশ্চ পার্ষদৈঃ সার্দ্ধমারুরোহ রথং মুনে ॥ ২২
পূর্ণকুম্ভং দ্বিজং বেশ্যাং শুক্লধান্যঞ্চ দর্পণম্ ।
দধ্যাজ্যং মধু লাজঞ্চ পুষ্পং দূর্ব্বাক্ষতং সিতম্ ॥২৩
বৃষং গজেন্দ্রং তুরগং জ্বলদগ্নিং সুবর্ণকম্ ।
পর্ণঞ্চ পরিপক্কানি ফলানি বিবিধানি চ ॥ ২৪
পতিপুত্রবতীং নারীং প্রদীপং মণিমুত্তমম্ ।
মুক্তাং প্রসূনমালাঞ্চ সদ্যো মাংসঞ্চ চন্দনম্ ॥ ২৫
দদর্শৈতানি বস্তূনি মঙ্গলানি পুরো মুনে ।
শৃগালং নকুলং কুম্ভং * শবং বামে শুভাবহম্ ॥
রাজহংসং ময়ূরঞ্চ খঞ্জনঞ্চ শুকং পিকম্ ।
পারাবতং শঙ্খচিল্লং চক্রবাকঞ্চ মঙ্গলম্ ॥ ২৭
কৃষ্ণসারঞ্চ সুরভীং চমরীং শ্বেতচামরম্ ।
ধেনুং বৎসপ্রযুক্তাঞ্চ পতাকাং দক্ষিণে শুভাম্ ॥২৮
নানাপ্রকারবাদ্যঞ্চ শুশ্রাব মঙ্গলধ্বনিম্ ।
হরিশব্দস্য সঙ্গীতং ঘণ্টাশঙ্খধ্বনিং তথা ॥২৯
দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা মঙ্গলং স জগাম তাতমন্দিরম্ ।
ক্ষণেনানন্দযুক্তশ্চ মনোযায়িরথেন চ ॥ ৩০
কুমারঃ প্রাপ্য কৈলাসং ন্যগ্রোধাক্ষয়মূলকে ।
ক্ষণং তস্থৌ কৃত্তিকাভিঃ পার্ষদপ্রবরৈঃ সহ ॥৩১
পার্ব্বতী মঙ্গলং কৃত্বা রাজমার্গং মনোহরম্ ।
পদ্মরাগৈরিন্দ্রনীলৈঃ সংস্কৃতং পরিতঃ পরম্ ॥৩২
রম্ভাস্তম্ভসমূহৈশ্চ পট্টসূত্রপ্রবর্দ্ধিতৈঃ ।
অখণ্ডপল্লবৈর্যুক্ত-পূর্ণকুম্ভসুশোভিতম্ ॥ ৩৩
পূর্ণলাজফলৈর্ব্যাপ্তং সিক্তং চন্দনবারিভিঃ ।
রত্নপ্রদীপাসংখ্যৈশ্চ মণিরাজৈর্বিরাজিতম্ ॥ ৩৪

---

* চাষমিতি বা পাঠঃ ।

নট-নর্ত্তক-বেশ্যানামুৎসবৈঃ সঙ্কুলং সদা ।
বন্দিভির্বিপ্রবর্গৈশ্চ দূর্ব্বা-পুষ্পকরৈর্যুতম্‌ ॥ ৩৫
• পতিপুত্রবতীভিশ্চ সাধ্বীভিশ্চ সমন্বিতম্‌ ।
লক্ষ্মীং সরস্বতীং গঙ্গাং সাবিত্রীং তুলসীং রতিম্‌
অরুন্ধতীমহল্যাঞ্চ দিতিং তারাং মনোরমাম্‌ ।
অদিতিং শতরূপাঞ্চ শচীং সন্ধ্যাঞ্চ রোহিণীম্‌ ॥৩৭
অনসূয়াঞ্চ স্বাহাঞ্চ সংজ্ঞাং বরুণকামিনীম্‌ ।
আকূতিঞ্চ প্রসূতিঞ্চ দেবহূতিঞ্চ মেনকাম্‌ ॥ ৩৮
তামেকপাটলামেক-পর্ণাং মৈনাককামিনীম্‌ ।
বসুন্ধরাঞ্চ মনসাং পুরস্কৃত্য সমাযযৌ ॥ ৩৯
রম্ভা তিলোত্তমা মেনা ঘৃতাচী মোহিনী শুভা ।
উর্ব্বশী রত্নমালা চ [illegible] ললিতা কলা ॥ ৪০
কদম্বমালা সুরসা বনমালা চ সুন্দরী ।
এতাশ্চান্যাশ্চ বহ্ব্যশ্চ বিপ্রেন্দ্রাপ্সরসাং গণাঃ ॥
সঙ্গীত-নর্ত্তনপরাঃ সস্মিতা বেশসংযুতাঃ ।
করতালকরাঃ সর্ব্বা জগ্মুরানন্দপূর্ব্বকম্‌ ॥ ৪২
দেবাশ্চ মুনয়ঃ শৈলা গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাস্তথা ।
সর্ব্বে যযুঃ প্রমুদিতাঃ কুমারস্যানুসর্জ্জনে ॥ ৪৩
নানাপ্রকারবাদ্যৈশ্চ রুদ্রৈশ্চ পার্ষদৈঃ সহ ।
ভৈরবৈঃ ক্ষেত্রপালৈশ্চ যযৌ সার্দ্ধং সার্দ্ধং মহেশ্বর
অথ শক্তিধরো হৃষ্টো দৃষ্ট্বারাৎ পার্ব্বতীং তদা ।
অবরুহ্য রথাৎ তূর্ণং শিরসা প্রণনাম হ ॥ ৪৫
তং পদ্মাপ্রমুখং দেবীগণঞ্চ মুনিকামিনীম্‌ ।
শিবঞ্চ পরয়া ভক্ত্যা সর্ব্বান্‌ সম্ভাষ্য যত্নতঃ ॥ ৪৬
পার্ব্বতী কার্ত্তিকং দৃষ্ট্বা ক্রোড়ে কৃত্বা চুচুম্ব চ ।
শঙ্করশ্চ সুরাঃ শৈলা দেব্যশ্চ শৈলযোষিতঃ ॥৪৭
পার্ব্বতীপ্রমুখা দেব্যো দেবাশ্চ শঙ্করস্তথা ।
শৈলাশ্চ মুনয়ঃ সর্ব্বে দদুস্তস্মৈ শুভাশিষম্‌ ॥ ৪৮
কুমারঃ স গণৈঃ সার্দ্ধমাগত্য চ শিবালয়ম্‌ ।
দদর্শ তং সভামধ্যে বিষ্ণুং ক্ষীরোদশায়িনম্‌ ॥ ৪৯
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ রত্নভূষণভূষিতম্‌ ।
ধর্ম্ম-ব্রহ্মেন্দ্র-চন্দ্রার্ক-বহ্নি-বায়্বাদিভির্যুতম্‌ ॥ ৫০
ঈষদ্ধাস্যং প্রসন্নাস্যং ভক্তানুগ্রহকারকম্‌ ।
স্তুতং মুনীন্দ্রৈর্দেবেন্দ্রৈঃ সেবিতং শ্বেতচামরৈঃ ॥৫১
তং দৃষ্ট্বা জগতাং নাথং ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ।
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গৈঃ শিরসা প্রণনাম হ ॥ ৫২
বিধিং ধর্ম্মং দেবাংশ্চ মুনীন্দ্রাংশ্চ মুদান্বিতান্‌ ।
প্রণনাম চ প্রত্যেকং প্রাপ তেষাং শুভাশিষম্‌ ॥৫৩
সর্ব্বান্‌ সম্ভাষ্য প্রত্যেকমুবাস কনকাসনে ।
দদৌ ধনানি বিপ্রেভ্যঃ পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ ॥৫৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে কার্ত্তিকা-গমনং
নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

অথ বিষ্ণুর্জগৎকান্তো হৃষ্টঃ কৃত্বা শুভক্ষণম্‌ ।
রত্নসিংহাসনে রম্যে বাসয়ামাস কার্ত্তিকম্‌ ॥ ১
নানাবিধানি বাদ্যানি কাংস্যতালাদিকানি চ ।
নানাবিধানি যন্ত্রাণি বাদয়ামাস কৌতুকাৎ ॥ ২
বেদমন্ত্রাভিষিক্তৈশ্চ সর্ব্বতীর্থোদপূর্ণকৈঃ ।
সদ্রত্নকুম্ভশতকৈঃ স্নাপয়ামাস তং মুদা ॥ ৩
সদ্রত্নসাররচিত-কিরীটমুকুটাঙ্গদম্‌ ।
অমূল্যরত্নরচিত-ভূষণানি বহূনি চ ॥ ৪
বহ্নিশুদ্ধাংশুকে দিব্যে ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবে ।
কৌস্তুভং বনমালাঞ্চ তস্মৈ চক্রং দদৌ মুদা ॥ ৫
ব্রহ্মা দদৌ যজ্ঞসূত্রং বেদাংশ্চ বেদমাতরঃ ।
সন্ধ্যামন্ত্রং কৃষ্ণমন্ত্রং স্তোত্রঞ্চ কবচং হরেঃ ॥ ৬
কমণ্ডলুঞ্চ ব্রহ্মাস্ত্রং বিদ্যাঞ্চ বৈরিমর্দ্দিনীম্‌ ।
ধর্ম্মো ধর্ম্মমতিং দিব্যাং সর্ব্বজীবে দয়াং দদৌ ॥৭
পরং মৃত্যুঞ্জয়ং জ্ঞানং সর্ব্বশাস্ত্রাববোধনম্‌ ।
শশ্বৎসুখপ্রদং তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ সুমনোহরম্‌ ॥ ৮
যোগতত্ত্বং সিদ্ধিতত্ত্বং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্‌ ।
শূলং পিণাকং পরশুং শক্তিং পাশুপতং ধনুঃ ॥৯
সংহারাস্ত্রবিনিক্ষেপং তৎসংহারং দদৌ শিবঃ ।
শ্বেতচ্ছত্রং রত্নমালাং দদৌ তস্মৈ জলেশ্বরঃ ॥১০
গজেন্দ্রঞ্চ মহেন্দ্রশ্চ সুধাকুম্ভং সুধানিধিঃ ।
মনোযায়িরথং সূর্য্যঃ সন্নাহঞ্চ মনোরমম্‌ ॥ ১১
যমদণ্ডং যমশ্চৈব মহাশক্তিং হুতাশনঃ ।
নানাশস্ত্রাণ্যুপায়ানি সর্ব্বে দেবা দদুর্মুদা ॥ ১২
কামশাস্ত্রং কামদেবো দদৌ তস্মৈ মুদান্বিতঃ ।
ক্ষীরোদোঽমূল্যরত্নানি বিশিষ্টং রত্ননূপুরম্‌ ॥ ১৩
পার্ব্বতী সস্মিতা হৃষ্টা পরমানন্দমানসা ।
মহাবিদ্যাং সুশীলাঞ্চ বিদ্যাং মেধাং দয়াং স্মৃতিম্‌
বুদ্ধিং সুনির্ম্মলাং শান্তিং তুষ্টিং পুষ্টিং ক্ষমাং
ধৃতিম্‌ ।

সুদৃঢ়াঞ্চ হরৌ ভক্তিং হরিদাস্যং দদৌ মুদা ॥ ১৫
প্রজাপতির্দ্দেবসেনাং রত্নভূষণভূষিতাম্ ।
সুবিনীতাং সুশীলাঞ্চ সুন্দরীং সুমনোহরাম্ ॥১৬
দদৌ তস্মৈ বিবাহেন বেদমন্ত্রেণ নারদ ।
যাং বদন্তি মহাষষ্ঠীং পণ্ডিতাঃ শিশুপালিকাম্ ॥১৭
অভিষিচ্য কুমারঞ্চ সর্ব্বে দেবা যযুর্গৃহম্ ।
মুনয়শ্চৈব গন্ধর্ব্বাঃ প্রণম্য জগদীশ্বরান্ ॥ ১৮
নারায়ণঞ্চ ব্রহ্মাণং ধর্ম্মং তুষ্টাব শঙ্করঃ ।
প্রণনাম হরিং তাতং ধর্ম্মমালিঙ্গ্য নারদ ॥ ১৯
প্রীত্যা যযৌ চ শৈলেন্দ্রঃ সগণঃ শঙ্করার্চ্চিতঃ ।
যে যে তত্রাগতাঃ সর্ব্বে যযুরানন্দপূর্ব্বকম্ ॥ ২০
পরমানন্দসংযুক্তো দেব্যা সহ মহেশ্বরঃ ।
কালান্তরে চ তান্ সর্ব্বান্ পুনরানীয় শঙ্করঃ ॥২১
পুষ্টিং দদৌ বিবাহেন গণেশায় মহাত্মনে ।
সুতাভ্যাং স্বগণৈঃ সার্দ্ধং পার্ব্বতী হৃষ্টমানসা ॥২২
সিষেবে স্বামিনঃ পাদপদ্মং সা সর্ব্বকামদম্ ।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং কুমারস্যাভিষেচনম্ ॥২৩
বিবাহঃ পূজনং তস্য গণেশস্য বিবাহকম্ ।
পার্ব্বতীপুত্রলাভশ্চ দেবানাঞ্চ সমাগমঃ ।
কা তে মনসি বাঞ্ছাস্তি কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে কুমারাভিষেকো
নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৭॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

নারায়ণ মহাভাগ বেদবেদাঙ্গপারগ ।
পৃচ্ছামি ত্বামহং কিঞ্চিদতিসন্দেহমীশ্বর ॥ ১
সুতস্য ত্রিদশেশস্য শঙ্করস্য মহাত্মনঃ ।
বিঘ্ননিঘ্নস্য যদ্বিঘ্নমীশ্বরস্য কথং প্রভো ॥ ২
পরিপূর্ণতমঃ শ্রীমান্ পরমাত্মা পরাৎপর ।
গোলোকনাথঃ স্বাংশেন পার্ব্বতীতনয়ঃ স্বয়ম্ ॥ ৩
অহো ভগবতস্তস্য মস্তকচ্ছেদনং বিভো ।
গ্রহদৃষ্ট্যা গ্রহেশস্য তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি ॥ ৪

নারায়ণ উবাচ ।

সাবধানং শৃণু ব্রহ্মন্নিতিহাসং পুরাতনম্ ।
বিঘ্নেশস্য বিঘ্নমিদং বভূব যেন নারদ ॥ ৫
একদা শঙ্করঃ সূর্য্যং জঘান পরমক্রুধা ।
মালিসুমালিহন্তারং শূলেন ভক্তবৎসলঃ ॥ ৬
শ্রীসূর্য্যোঽব্যর্থশূলেন শিবতুল্যেন তেজসা ।
জহার চেতনাং সদ্যো রথাচ্চ নিপপাত হ ॥ ৭
দদর্শ কশ্যপঃ পুত্রং মৃতমুত্তানলোচনম্ ।
কৃত্বা বক্ষসি তং শোকাদ্বিললাপ ভৃশং মুহুঃ ॥৮
হাহাকারং সুরাস্ত্রস্তাশ্চক্রুর্বিললপুর্ভৃশম্ ।
অন্ধীভূতং জগৎ সর্ব্বং বভূব তমসাবৃতম্ ॥ ৯
নিষ্প্রভং তনয়ং দৃষ্ট্বা শশাপ কশ্যপঃ শিবম্ ।
তপস্বী ব্রহ্মণঃ পৌত্রঃ প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা ॥১০
মৎপুত্রস্য যথা বক্ষশ্ছিন্নং শূলেন তেঽনঘ ।
ত্বৎপুত্রস্য শিরশ্ছিন্নমেবম্ভূতং ভবিষ্যতি ॥ ১১
শিবশ্চ বিগতক্রোধঃ ক্ষণেনৈবাশুতোষকঃ ।
ব্রহ্মজ্ঞানেন তং সূর্য্যং জীবয়ামাস তৎক্ষণাৎ ॥১২
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশানামংশশ্চ ত্রিগুণাত্মকঃ ।
সূর্য্যশ্চ চেতনাং প্রাপ্য সমুত্তস্থৌ পিতুঃ পুরঃ ॥১৩
ননাম পিতরং ভক্ত্যা শঙ্করং ভক্তবৎসলম্ ।
বিজ্ঞায় শম্ভোঃ শাপঞ্চ কশ্যপঞ্চ চুকোপ হ ॥১৪
বিষয়ং নৈব জগ্রাহ কোপেনৈবমুবাচ হ ।
বিষয়ঞ্চ পরিত্যজ্য ভজামি কৃষ্ণমীশ্বরম্ ॥ ১৫
সর্ব্বং তুচ্ছমনিত্যঞ্চ নশ্বরং চেশ্বরং বিনা ।
বিহায় মঙ্গলং সত্যং বিদ্বান্ নেচ্ছেদমঙ্গলম্ ॥ ১৬
দেবৈশ্চ প্রেরিতো ব্রহ্মা সমাগত্য সসম্ভ্রমঃ ।
বোধয়িত্বা রবিং তত্র যুযোজ বিষয়ে প্রভুঃ ॥ ১৭
শিবস্তমাশিষং কৃত্বা ব্রহ্মা চ স্বালয়ং মুদা ।
জগাম কশ্যপশ্চৈব স্বরাশিং রবিরেব চ ॥ ১৮
অথ মালী সুমালী চ ব্যাধিগ্রস্তৌ বভূবতুঃ ।
শ্বিত্রৌ গলিতসর্ব্বাঙ্গৌ শক্তিহীনৌ হতপ্রভৌ ॥
তাবুবাচ স্বয়ং ব্রহ্মা যুবাঞ্চ ভজতাং রবিম্ ।
সূর্য্যকোপেন গলিতৌ যুবামেব হতপ্রভৌ ॥ ২০
সূর্য্যস্য কবচস্তোত্রং সর্ব্বং পূজাবিধিং বিধিঃ ।
জগাম কথয়িত্বা তৌ ব্রহ্মলোকং সনাতনঃ ॥ ২
ততস্তৌ পুষ্করং গত্বা সিষেবাতে রবিং মুনে ।
স্নাত্বা ত্রিকালং ভক্ত্যা চ জপন্তৌ মন্ত্রমুত্তমম্ ॥
ততঃ সূর্য্যাদ্বরং প্রাপ্য নিজরূপৌ বভূবতুঃ ।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছ

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে বিঘ্নেশ-সংবিঘ্ন-
প্রশ্নো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৮॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কিং স্তোত্রং কবচং ব্রহ্মন ব্রহ্মণা চ দয়ালুনা।
দানবাভ্যাং পুরা দত্তং সূর্য্যস্য পরাত্মনঃ॥ ১
কিং বা পূজাবিধানং বা কিং মন্ত্রং ব্যাধিনাশনম্।
সর্ব্বং চাস্য মহাভাগ তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি॥ ২

সূত উবাচ।

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ করুণানিধিঃ।
স্তোত্রঞ্চ কবচং মন্ত্রমুবাচ পূজনক্রমম্॥ ৩

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি শ্রীসূর্য্যপূজনক্রমম্।
স্তোত্রঞ্চ কবচং সর্ব্ব-পাপ-ব্যাধি-বিমোচনম্॥ ৪
মালি-সুমালিনৌ দৈত্যৌ ব্যাধিগ্রস্তৌ বভূবতুঃ।
বিধিং সস্মরতুস্তৌ তু শিবমন্ত্রপ্রসাদকম্॥ ৫
ব্রহ্মা গত্বা চ বৈকুণ্ঠং পপ্রচ্ছ কমলাপতিম্।
শিবং তত্রৈব গচ্ছন্তং বসন্তং হরিসন্নিধৌ॥ ৬

ব্রহ্মোবাচ।

মালিসুমালিনৌ দৈত্যৌ ব্যাধিগ্রস্তৌ বভূবতুঃ।
কমুপায়ং বদ ব্রহ্মংস্তয়োর্ব্যাধিবিনাশনে॥ ৭

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

কৃত্বা সূর্য্যস্য সেবাঞ্চ পুষ্করে পূর্ণবৎসরম্।
ব্যাধিহন্তুর্মদংশস্য তৌ চ মুক্তৌ ভবিষ্যতঃ॥ ৮

শঙ্কর উবাচ।

সূর্য্যস্য স্তোত্রং কবচং মন্ত্রং কল্পতরুং পরম্।
দেহি তাভ্যাং জগৎকান্ত ব্যাধিহন্তুর্মহাত্মনঃ॥ ৯
আরাৎ সম্পৎপ্রদাতারৌ সর্ব্বদাতা হরিঃ স্বয়ম্।
ব্যাধিহন্তা দিনকরো যস্য যো বিষয়ো বিধে॥ ১০
তয়োরনুমতিং প্রাপ্য যযৌ দৈত্যগৃহং বিধিঃ।
প্রণম্য তৌ তং পৃষ্ট্বা চ তস্মৈ দদতুরাসনম্॥ ১১
তাবুবাচ স্বয়ং ব্রহ্মা গলিতৌ চ দয়ানিধিঃ।
শুদ্ধাবাহাররহিতৌ পূয়দুর্গন্ধিসংযুতৌ॥ ১২

ব্রহ্মোবাচ।

গৃহীত্বা কবচং স্তোত্রং মন্ত্রং পূজাবিধিক্রমম্।
গত্বা হি পুষ্করং বৎসৌ ভজথঃ প্রণতৌ রবিম্॥ ১৩

তাবূচতুঃ।

ভজাবঃ কেন বিধিনা কেন মন্ত্রেণ বা বিধে।
কিং স্তোত্রং কবচং কিং বা তদাবাভ্যাং প্রদেহি চ

ব্রহ্মোবাচ।

কৃত্বা ত্রিকালং স্নানঞ্চ মন্ত্রেণানেন ভাস্করম্।
সংসেব্য ভাস্করং ভক্ত্যা নীরুজৌ চ ভবিষ্যথঃ॥ ১৫
ওঁ হ্রীং নমো ভগবতে সূর্য্যায় পরমাত্মনে স্বাহা
ইত্যেনেন চ মন্ত্রেণ সাবধানং দিবাকরম্॥ ১৬
সম্পূজ্য ভক্ত্যা দত্ত্বা চৈবোপহারাণি ষোড়শ।
এবং সংবৎসরং যাবদ্ ধ্রুবং যুক্তৌ ভবিষ্যথঃ॥ ১৭
অপূর্ব্বং কবচং তস্য যুবাভ্যাং প্রদদাম্যহম্।
যদ্দত্তং গুরুণা পূর্ব্বমিন্দ্রায় প্রীতিপূর্ব্বকম্॥ ১৮
তং সহস্রভগাঙ্গায় শাপেন গৌতমস্য চ।
অহল্যাহরণেনৈব পাপযুক্তায় সঙ্কটে॥ ১৯

বৃহস্পতিরুবাচ।

ইন্দ্র শৃণু প্রবক্ষ্যামি কবচং পরমাদ্ভুতম্।
যদ্ধৃত্বা মুনয়ঃ পূতা জীবন্মুক্তাশ্চ ভারতে॥ ২০
কবচং বিভ্রতো ব্যাধির্ন যাতি সন্নিধিং ভিয়া।
যথা দৃষ্ট্বা বৈনতেয়ং পলায়ন্তে ভুজঙ্গমাঃ॥ ২১
শুদ্ধায় গুরুভক্তায় স্বশিষ্যায় প্রকাশয়েৎ।
খলায় পরশিষ্যায় দত্ত্বা মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ॥ ২২
জগদ্বিলক্ষণস্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী দেবো দিনকরঃ স্বয়ম্॥ ২৩
ব্যাধিপ্রণাশে সৌন্দর্য্যে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
সদ্যঃপূতকরং সারং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥ ২৪
ওঁ ক্লীং হ্রীং (শ্রীং) শ্রীং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা মে পাতু মস্তকম্।
অষ্টাদশাক্ষরো মন্ত্রঃ কপালং মে সদাবতু॥ ২৫
ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা মে পাতু নাসিকাম্।
চক্ষুর্মে পাতু সূর্য্যশ্চ তারকাঞ্চ বিকর্ত্তনঃ।
ভাস্করো মেঽধরং পাতু দন্তং দিনকরঃ সদা॥২৬
প্রচণ্ডঃ পাতু গণ্ডং মে মার্ত্তণ্ডঃ কর্ণমেব চ।
মিহিরশ্চ সদা স্কন্ধং পূষা জঙ্ঘে চ পাতু মে॥ ২৭
বক্ষঃ পাতু রবিঃ শশ্বন্নাভিং সূর্য্যঃ স্বয়ং সদা।
কঙ্কালং মে সদা পাতু সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ॥ ২৮
করৌ পাতু সদা ব্রধ্নঃ পাতু পাদৌ প্রভাকরঃ।
বিভাকরো মে সর্ব্বাঙ্গং পাতু সন্ততমীশ্বরঃ॥ ২৯
ইতি তে কথিতং বৎস কবচং সুমনোহরম্।
জগদ্বিলক্ষণং নাম ত্রিজগৎসু সুদুর্লভম্॥ ৩০
পুরা দত্তঞ্চ মনবে পুলস্ত্যঃ পুষ্করে মুদা।

ময়া দত্তঞ্চ তুভ্যঞ্চ যস্মৈ কস্মৈ ন দাস্যসি ॥ ৩১
ব্যাধিতো মুচ্যসে ত্বঞ্চ কবচস্য প্রসাদতঃ।
ভবানরোগী শ্রীমাংশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩২
লক্ষবর্ষহবিষ্যেণ যৎ ফলং লভতে নরঃ।
তৎ ফলং লভতে নূনং কবচস্যাস্য ধারণাৎ ॥ ৩৩
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো মূঢ়ো ভাস্করং ভজেৎ।
দশলক্ষপ্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধিদায়কঃ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে সূর্য্যকবচং সমাপ্তম্।

ব্রহ্মোবাচ।

ধৃত্বেদং কবচং বৎসৌ কৃত্বা চ স্তবনং রবেঃ।
যুবাং ব্যাধিবিমুক্তৌ চ নিশ্চিতন্ত ভবিষ্যথঃ ॥ ৩৫
স্তবনং সামবেদোক্তং সূর্য্যস্য ব্যাধিমোচনম্।
সর্ব্বপাপহরং সারং শ্রীরারোগ্যকরং পরম্ ॥ ৩৬

(ব্রহ্মোবাচ।)

ত্বং ব্রহ্ম পরমং ধাম জ্যোতীরূপং সনাতনম্।
ত্বামহং স্তোতুমিচ্ছামি ভক্তানুগ্রহকারকম্ ॥ ৩৭
ত্রৈলোক্যলোচনং লোকনাথং পাপপ্রমোচনম্।
তপসাং ফলদাতারং দুঃখদং পাপিনাং সদা ॥ ৩৮
কর্ম্মানুরূপফলদং কর্ম্মবীজং দয়ানিধিম্।
কর্ম্মরূপং ক্রিয়ারূপমরূপং কর্ম্মবীজকম্ ॥ ৩৯
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশানামংশঞ্চ ত্রিগুণাত্মকম্।
ব্যাধিদং ব্যাধিহন্তারং শোক-মোহ-ভয়াপহম্ ॥ ৪০
সুখদং মোক্ষদং সারং ভক্তিদং সর্ব্বকামদম্।
সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বরূপং সাক্ষিণং সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
প্রত্যক্ষং সর্ব্বলোকানামপ্রত্যক্ষমনূহকম্।
শশ্বদ্রসহরং পশ্চাদ্রসদং সর্ব্বসিদ্ধিদম্ ॥ ৪২
সিদ্ধিস্বরূপং সিদ্ধেশং সিদ্ধানাং পরমং গুরুম্।
স্তবরাজমিতি প্রোক্তং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং পরম।
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং সর্ব্বব্যাধেঃ প্রমুচ্যতে ॥
আন্ধ্যং কুষ্ঠঞ্চ দারিদ্র্যং রোগঃ শোকো ভয়ং কলিঃ
তস্য নশ্যতি বিশ্বেশ শ্রীসূর্য্যকৃপয়া ধ্রুবম্ ॥ ৪৪
মহাকুষ্ঠী চ গলিতো চক্ষুর্হীনো মহাব্রণী।
যক্ষ্মগ্রস্তো মহাশূলী নানাব্যাধিযুতোঽপি বা।
মাসং কৃত্বা হবিষ্যান্নং শ্রুত্বা স মুচ্যতে ধ্রুবম্ ॥ ৪৫
স্নানঞ্চ সর্ব্বতীর্থানাং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
পুষ্করং গচ্ছথঃ শীঘ্রং ভাস্করং ভজথঃ সুতৌ ॥ ৪৬
ইত্যেবমুক্ত্বা স বিধর্জগাম স্বালয়ং মুদা।
তৌ নিষেব্য দিনেশং তং নীরুজৌ তৌ বভূবতুঃ ॥

ইত্যেবং কথিতং বৎস কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি।
সর্ব্ববিঘ্নহরং সারং বিঘ্নেশবিঘ্নকারণম্ * ॥ ৪৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে বিঘ্নকারণকথনং নামোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

হরেরংশসমুৎপন্নো হরিতুল্যো ভবান্ ধিয়া।
তেজসা বিক্রমেণৈব মৎপ্রশ্নং শ্রোতুমর্হতি ॥ ১
বিঘ্ননিঘ্নস্য যদ্বিঘ্নং শ্রুতং তৎ পরমাদ্ভুতম্।
তদ্বিঘ্নকারিণঞ্চৈব বিশ্বকারণবক্ত্রতঃ ॥ ২
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি স্বাত্মসন্দেহভঞ্জনম্।
ত্রৈলোক্যনাথতনয়ে গজাস্যযোজনা কথম্ ॥ ৩
স্থিতেষ্বাস্যেষু সর্ব্বেষাং জন্তূনাং জন্তসম্ভবে †।
বিশিষ্টানাং স্বরূপেষু নানারূপেষু রূপিণাম্ ॥ ৪

নারায়ণ উবাচ।

গজাস্যযোজনায়াশ্চ কারণং শৃণু নারদ।
গোপ্যং সর্ব্বপুরাণেষু বেদেষু চ সুদুর্লভম্ ॥ ৫
তারণং সর্ব্বদুঃখানাং কারণং সর্ব্বসম্পদাম্।
হারণং বিপদাঞ্চৈব রহস্যং পাপমোচনম্ ॥ ৬
মহালক্ষ্ম্যাশ্চ চরিতং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্।
সুখদং মোক্ষদঞ্চৈব চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্ ॥ ৭
শৃণু তাত প্রবক্ষ্যেঽহমিতিহাসং পুরাতনম্।
রহস্যং পাদ্মকল্পস্য পুরা তাতমুখাচ্ছ্রুতম্ ॥ ৮
একদৈব মহেন্দ্রশ্চ পুষ্পভদ্রাং নদীং যযৌ।
মহাসম্পন্মদোন্মত্তঃ কামী রাজশ্রিয়ান্বিতঃ ॥ ৯
তত্তীরে চ রহঃস্থানে পুষ্পোদ্যানে মনোহরে।
অতীবদুর্গমেঽরণ্যে সর্ব্বজন্তুবিবর্জ্জিতে ॥ ১০
ভ্রমরধ্বনিসংযুক্তে পুংস্কোকিলরুতশ্রুতে।
সুগন্ধিপুষ্পসংশ্লিষ্ট-বায়ুনা সুরভীকৃতে ॥ ১১
দদর্শ রম্ভাং তত্রৈব চন্দ্রলোকাৎ সমাগতাম্।
সুরতশ্রমবিভ্রাস-কামুকীং কামকামুকীম্ ॥ ১২

---

* ইতঃ পরং স্তোত্রেণানেন তং স্তুত্বা মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বাচিৎকঃ।

† সম্ভবেতি বা পাঠঃ।

ইচ্ছন্তীমীপ্সিতাং ক্রীড়াং গচ্ছন্তীং মদনাশ্রমম্
একাকিনীমুন্মনস্কাং মন্মথোদ্গাতমানসাম্ ॥ ১৩
সুশ্রোণীং সুদতীং শ্যামাং বিম্বাধরমনোহরাম্ ।
বৃহন্নিতম্বভারার্ত্তাং গজেন্দ্রমন্দগামিনীম্ ॥ ১৪
সস্মিতাস্যশরচ্চন্দ্রং সকটাক্ষঞ্চ বিভ্রতীম্ ।
বিভ্রতীং কবরীং রম্যাং মালতীমাল্যশোভিতাম্ ॥
বহ্নিশুদ্ধাংশুকধরাং রত্নভূষণভূষিতাম্ ।
কস্তূরীবিন্দুনা সার্দ্ধং সিন্দূরবিন্দুমণ্ডিতাম্ ॥ ১৬
নীলোৎপলবিনিন্দৈক-কজ্জলোজ্জ্বললোচনাম্ ।
মণিকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলবিরাজিতাম্ ॥ ১৭
প্রত্যুন্নতং সুকঠিনং প[illegible]বিরাজিতম্ ।
সুখদং রসিকানাঞ্চ স্তনযুগ্মঞ্চ বিভ্রতীম্ ॥ ১৮
সর্ব্বশোভাঢ্যবেশাঢ্যাং সুভগাং সুরতোৎসুকাম্ ।
প্রাণাধিকাঞ্চ দেবানাং স্বচ্ছাং স্বচ্ছন্দগামিনাম্ ॥
বরামপ্সরসং রম্যামতীবস্থিরযৌবনাম্ ।
গুণ-রূপবতীং শান্তাং মুনিমানসমোহিনীম্ ॥ ২০
দৃষ্ট্বা তামতিবেশাঢ্যাং তৎকটাক্ষেণ পীড়িতঃ ।
ইন্দ্রোঽতীন্দ্রিয়চাপল্যাৎ প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ২১

ইন্দ্র উবাচ ।

ক্ব গচ্ছসি বরারোহে কুতো বাগমনং তব * ।
ময়া দৃষ্টাসি সুচিরাৎ কঃ প্রিয়োঽস্তি তবাধুনা †
তবান্বেষণকর্ত্তাহং শ্রুত্বা বাচিকবক্রুতঃ ।
শশ্বৎ তবানুরক্তশ্চ কামন্যাং গণয়ামি তে ॥ ২৩
সুবাসিতজলার্থী যঃ কিমিচ্ছেৎ পঙ্কিলং জলম্ ।
পঙ্কং নেচ্ছেচ্চন্দনার্থী পঙ্কজার্থী ন চোৎপলম্ ॥
সুধার্থী ন সুরামিচ্ছেদ্দুগ্ধার্থী ন জলাবিলম্ ।
সুগন্ধিপুষ্পশায়ী যো ন চাম্রতল্পমিচ্ছতি ॥ ২৫
যঃ স্বর্গী নরকং নেচ্ছেৎ সুভোগী ন কুভোজনম্ ।
পণ্ডিতৈঃ সহ সংবাসী নেচ্ছেন্মূর্খেণ সঙ্গতিম্ * ।
বিহায় রত্নাভরণং কোঽপীচ্ছেল্লৌহভূষণম্ ॥ ২৬
স্বামাশ্লিষ্য মহাবিজ্ঞাং কো মূঢ়ো গন্তুমিচ্ছতি ।
বিহায় গঙ্গাং কো বিজ্ঞো নদীমন্যাঞ্চ বাঞ্ছতি ॥২৭

ইন্দ্রিয়ৈশ্চেন্দ্রিয়রতিং বর্দ্ধমানাঞ্চ সেবনৈঃ ।
বরং প্রার্থয়িতারশ্চ জীবিনশ্চ সুখার্থিনঃ ॥ ২৮
ইত্যেবমুক্ত্বা মঘবানবরুহ্য গজেশ্বরাৎ ।
ভক্তিযুক্তশ্চ পুরতস্তস্থৌ তস্যাশ্চ নারদ ॥২৯
শ্রুত্বা তদ্বচনং রম্ভা মহাশৃঙ্গারলোলুপা ।
জহাসানম্রবদনা পুলকাঞ্চিতবিগ্রহা ॥ ৩০
স্মেরাননকটাক্ষেণ স্তনোরুদর্শনেন চ ।
কামাগ্ন্যাহুতিবাক্যেন জহার তস্য চেতনাম্ ॥ ৩১
মিতং সারং সুমধুরং সুস্নিগ্ধং কোমলং প্রিয়ম্ ।
পুরুষায়ত্তবীজঞ্চ প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ৩২

রম্ভোবাচ ।

যাস্যামি বাঞ্ছিতং যত্র প্রশ্নেন তব কিং ফলম্ ।
নাহং সন্তোষজননী ধূর্ত্তানাং দৃষ্টিমিত্রতা ॥ ৩৩
যথা মধুকরো লোভাৎ সর্ব্বপুষ্পরসং লভেৎ ।
স্বাদু যত্রাতিরিক্তং স তত্র তিষ্ঠতি সন্ততম্ ॥ ৩৪
তথৈব লম্পটপুমান্ ভ্রমেদ্ভ্রমরবৎ সদা ।
ন বিবদ্ধো হি স সেব্যো বায়ুবদ্রসমাহরেৎ ॥ ৩৫
সুপুমানঙ্গবৎ স্ত্রীণাং যথা শাখাশ্চ শাখিষু ।
লম্পটঃ কাকবল্লোলঃ ফলং ভুক্ত্বা প্রযাতি চ ॥ ৩৬
স্বকার্য্যমুদ্ধরেদ্যাবৎ তাবদ্বাসপ্রয়োজনম্ ।
স্থিতিঃ কার্য্যানুরোধেন যথা কাষ্ঠে হুতাশনঃ ॥ ৩৭
যাবৎ তড়াগে তোয়ানি তাবদ্যাদাংসি তেষু চ ।
শুষ্কারম্ভে চ তোয়ানাং যান্তি স্থানান্তরং পুনঃ ॥৩৮
ত্বং দেবানামীশ্বরোঽসি কামিনীনাঞ্চ বাঞ্ছিতঃ ।
পুমাংসং রসিকং শশ্বদ্বাঞ্ছন্তি রসিকাঃ সুখাৎ ॥
যুবানং রসিকং শান্তং সুযশং সুন্দরং প্রিয়ম্ ।
গুণিনং ধনিনং স্বচ্ছং কান্তমিচ্ছতি কামিনী ॥ ৪০
দুঃশীলং রোগিণং বৃদ্ধং রতিশক্তিবিহীনকম্ ।
অদাতারমবিজ্ঞঞ্চ নৈব বাঞ্ছন্তি যোষিতঃ ॥ ৪১
কা মূঢ়া ন চ বাঞ্ছতি ত্বামেব গুণসাগরম্ ।
তবাজ্ঞাকারিণীং দাসীং গৃহাণাত্র যথাসুখম্ ॥ ৪২
ইত্যুক্ত্বা সস্মিতা সা চ তং পপৌ বক্রচক্ষুষা ।
কামাগ্নিদগ্ধা বিগত-লজ্জা তস্থৌ সমীপতঃ ॥ ৪৩
জ্ঞাত্বা ভাবং স্মরার্ত্তায়াঃ স্মরশাস্ত্রবিশারদঃ ।
গৃহীত্বা তাং পুষ্পতল্পে বিজহার তয়া সহ ॥ ৪৪
সহসা রহসি প্রৌঢ়াং নগ্নাঞ্চ সুভগাং বরাম্ ।
পক্কবিম্বাধরৌষ্ঠীঞ্চ চুচুম্ব চুম্বিতস্তয়া ॥ ৪৫
নানাপ্রকারশৃঙ্গারং বিপরীতাদিকং মুনে ।

---

* ক্ব গতাসি মনোহরে ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।
† ময়া দৃষ্টাপি সুচিরমপ্রিয়েণ তথাধুনেতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।
* নেচ্ছেৎ কামিনীসন্নিধিমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।

চকার কামী তত্রৈব শৃঙ্গারো মূর্ত্তিমানিব ॥ ৪৬
তৌ কামাহিতচিত্তৌ মা বুবুধাতে দিবানিশম্ ।
শশ্বত্তদ্গতচিত্তৌ চ কামার্ত্তৌ জ্ঞানবর্জ্জিতৌ ॥ ৪৭
স চ কৃত্বা স্থলে ক্রীড়াং তয়া সহ সুরেশ্বরঃ ।
যযৌ জলবিহারার্থং পুষ্পভদ্রানদীজলম্ ॥ ৪৮
স চকার জলক্রীড়াং তয়া সহ ক্ষণং মুদা ।
জলাং স্থলে স্থলাৎ তোয়ে বিজহার পুনঃপুনঃ ॥৪৯
এতস্মিন্নন্তরে তেন বর্ত্মনা মুনিপুঙ্গবঃ ।
সশিষ্যো যাতি দুর্ব্বাসা বৈকুণ্ঠাচ্ছঙ্করালয়ে ॥ ৫০
তঞ্চ দৃষ্ট্বা মুনীন্দ্রঞ্চ দেবেন্দ্রঃ স্তব্ধমানসঃ ।
নানামাগত্য সহসা দদৌ তস্মৈ স চাশিষঃ ॥ ৫১
পারিজাতপ্রসূনং যদ্দত্তং নারায়ণেন বৈ ।
তচ্চ দত্তং মহেন্দ্রায় মুনীন্দ্রেণ মহাত্মনা ॥ ৫২
দত্ত্বা পুষ্পং মহাভাগস্তমুবাচ কৃপানিধিঃ ।
মাহাত্ম্যং তস্য যৎ কিঞ্চিদপূর্ব্বং মুনিসত্তমঃ ॥ ৫৩
দুর্ব্বাসা উবাচ ।
সর্ব্ববিঘ্নহরং পুষ্পং নারায়ণনিবেদিতম্ ।
মূর্দ্ধ্নীদং যস্য দেবেন্দ্র জয়স্তস্যৈব সর্ব্বতঃ ॥ ৫৪
পুরঃ পূজা চ সর্ব্বেষাং দেবানামগ্রণীর্ভবেৎ ।
তচ্ছায়েব মহালক্ষ্মীর্ন জহাতি কদাপি তম্ ॥ ৫৫
জ্ঞানেন তেজসা বুদ্ধ্যা বিক্রমেণ বলেন চ ।
সর্ব্বদেবাধিকঃ শ্রীমান্ হরিতুল্যপরাক্রমঃ ॥ ৫৬
ভক্ত্যা মূর্দ্ধ্নি ন গৃহ্লাতি যোঽহঙ্কারেণ পামরঃ ।
নৈবেদ্যঞ্চ হরেরেব স ভ্রষ্টশ্রীঃ সজাতিভিঃ ॥ ৫৭
ইত্যুক্ত্বা শঙ্করাংশশ্চ জগাম শঙ্করালয়ম্ ।
শক্রো রম্ভান্তিকে পুষ্পং সংস্থাপ্য গজমস্তকে॥৫৮
শক্রং ভ্রষ্টশ্রিয়ং দৃষ্ট্বা সা জগাম সুরালয়ম্ ।
পুংশ্চলী যোগ্যমিচ্ছন্তী নাপরং চঞ্চলাধমা ॥ ৫৯
দেবরাজং পরিত্যজ্য গজরাজো মহাবলী ।
প্রবিবেশ মহারণ্যং তং নিক্ষিপ্য স্বতেজসা ॥ ৬০
তত্রৈব করিণীং প্রাপ্য মত্তঃ সম্বুভুজে বলাৎ ।
সা বভূব তদ্বশগা যোষিজ্জাতিঃ সুখার্থিনী ॥ ৬১
তয়োর্বভূবাপত্যানাং নিবহস্তত্র কাননে ।
হরিস্তন্মস্তকং ছিত্ত্বা যুযোজ তেন বালকে ॥ ৬২
ইত্যেবং কথিতং বৎস কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ।
গজাস্যযোজনায়াশ্চ কারণং পাপনাশনম্ ॥ ৬৩
গজাস্যযোজনহেতুকথনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২০॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।
তে দেবা ব্রহ্মশাপেন নিঃশ্রীকাঃ কেন বা প্রভো ।
বভূবুস্তদ্রহস্যঞ্চ গোপনীয়ং সুদুর্লভম্ ॥ ১
কথং বা প্রাপুরেতে তাং কমলাং জগতাং প্রসূম্
কিং চকার মহেন্দ্রশ্চ তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ২
নারায়ণ উবাচ ।
গজেন্দ্রেণ পরাভূতো রম্ভয়া চ সুমন্দধীঃ ।
ভ্রষ্টশ্রীর্দৈন্যযুক্তশ্চ স জগামামরাবতীম্ ॥ ৩
তাং দদর্শ নিরানন্দো নিরানন্দাং পুরীং মুনে ।
দৈত্যগ্রস্তাং বন্ধুহীনাং ঘোরবর্গৈঃ সমাকুলাম্ ॥ ৪
সর্ব্বং শ্রুত্বা দূতমুখাজ্জগাম মন্দিরং গুরোঃ ।
তেন দেবগণৈঃ সার্দ্ধং জগাম ব্রহ্মণঃ সভাম্ ॥ ৫
গত্বা ননাম তং শক্রঃ সুরৈঃ সার্দ্ধং যথা গুরুম্ ।
তুষ্টাব বেদবিধিনা স্তোত্রেণ ভক্তিসংযুতঃ ।
প্রবৃত্তিং কথয়ামাস বাক্পতিস্তং প্রজাপতিম্ ॥ ৬
শ্রুত্বা ব্রহ্মা নম্রবক্ত্রঃ প্রবক্তুমুপচক্রমে ।
ব্রহ্মোবাচ ।
মৎপ্রপৌত্রোঽসি দেবেন্দ্র শশ্বদ্রাজন্ শ্রিয়া জ্বলন্
লক্ষ্মীসমাশচীভর্ত্তা পরস্ত্রীলোলুপঃ সদা ॥ ৭
গৌতমস্যাভিশাপেন ভগাঙ্গঃ সুরসংসদি ।
পুনর্লজ্জাবিহীনস্ত্বং পরস্ত্রীরতিলোলুপঃ ॥ ৮
যঃ পরস্ত্রীষু নিরতস্তস্য শ্রীর্বা কুতো যশঃ ।
স য নিন্দ্যঃ পাপযুক্তঃ শশ্বৎ সর্ব্বসভাসু চ ॥ ৯
নৈবেদ্যং শ্রীহরেরেব দত্তং দুর্ব্বাসসা চ তে ।
গজমূর্দ্ধ্নি ত্বয়া ন্যস্তং রম্ভয়া হৃতচেতসা ॥ ১০
ক সা রম্ভা সর্ব্বভোগ্যা কাধুনা ত্বং শ্রিয়া হতঃ ।
পদ্মা ত্যক্তা যন্নিমিত্তাদাগতা ত্বত্তঃ ক্ষণেন সা ॥১১
বেশ্যা স শ্রীকমিচ্ছন্তী নিঃশ্রীকং ন চ চঞ্চলা ।
নবং নবং প্রার্থয়ন্তী পরিনিন্দ্য পুরাতনম্ ॥ ১২
যদ্গতং তদ্গতং বৎস নিষেকং ন নিবর্ত্ততে ।
ভজ নারায়ণং ভক্ত্যা পদ্মায়াঃ প্রাপ্তিহেতবে ॥১৩
ইত্যুক্ত্বা তং জগৎস্রষ্টুঃ স্তোত্রঞ্চ কবচং দদৌ ।
নারায়ণস্য মন্ত্রঞ্চ নারায়ণপরায়ণঃ ॥ ১৪
স তৈঃ সার্দ্ধঞ্চ গুরুণা জগাম মন্ত্রমীপ্সিতম্ ।
গৃহীত্বা কবচং তেন তুষ্টাব পুষ্করে হরিম্ ॥ ১৫
বর্ষমেকং নিরাহারো ভারতে পুণ্যদে শুভে ।

সিষেবে কমলাকান্তং কমলাপ্রাপ্তিহেতবে ॥ ১৬
আবির্ভূয় হরিস্তস্মৈ বাঞ্ছিতঞ্চ বরং দদৌ ।
লক্ষ্মীস্তোত্রঞ্চ কবচং মন্ত্রমৈশ্বর্য্যবিবর্দ্ধনম্ ॥ ১৭
দত্ত্বা জগাম বৈকুণ্ঠমিন্দ্রঃ ক্ষীরোদমেব চ ।
গৃহীত্বা কবচং স্তুত্বা প্রাপ পদ্মালয়াং মুনে ॥ ১৮
স্ববৈরিণং বিজিত্য চ স ললাভামরাবতীম্ ।
প্রত্যেকঞ্চ সুরাঃ সর্ব্বে স্বালয়ং প্রাপুরীপ্সিতম্ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে শক্র-লক্ষ্মীপ্রাপ্তি র্নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২১॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

আবির্ভূয় হরিস্তস্মৈ কিং স্তোত্রকবচং দদৌ ।
মহালক্ষ্ম্যাশ্চ লক্ষ্মীশস্তন্মে ব্রূহি তপোধন ॥ ১

নারায়ণ উবাচ ।

পুষ্করে চ তপস্তপ্ত্বা বিররাম সুরেশ্বরঃ ।
আবির্ব্বভূব তত্রৈব ক্লিষ্টং দৃষ্ট্বা হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ২
তমুবাচ হৃষীকেশো বরং বৃণু যথেপ্সিতম্ ।
স চ বব্রে বরং লক্ষ্মীমীশস্তস্মৈ দদৌ মুদা ॥ ৩
বরং দত্ত্বা হৃষীকেশঃ প্রবক্তুমুপচক্রমে ।
হিতং সত্যঞ্চ সারঞ্চ পরিণামসুখাবহম্ ॥ ৪

মধুসূদন উবাচ ।

গৃহাণ কবচং শক্র সর্ব্বদুঃখবিনাশনম্ ।
পরমৈশ্বর্য্যজনকং সর্ব্বশত্রুবিমর্দ্দনম্ ॥ ৫
ব্রহ্মণে চ পুরা দত্তং সংসারে চ জলপ্লুতে ।
যদ্ধৃত্বা জগতাং শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুতো বিধিঃ ॥ ৬
বভূবুর্মুনয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুতা যতঃ ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদস্যাস্য কবচস্য ঋষির্বিধিঃ ॥ ৭
পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দশ্চ সা দেবী স্বয়ং পদ্মালয়া সুর ।
সিদ্ধ্যৈশ্বর্য্যজয়েষ্বেব বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
যদ্ধৃত্বা কবচং লোকঃ সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ ॥ ৮
মস্তকং পাতু মে পদ্মা কণ্ঠং পাতু হরিপ্রিয়া ।
নাসিকাং পাতু মে লক্ষ্মীঃ কমলা পাতু লোচনম্ ॥
কেশান্ কেশবকান্তা চ কপালং কমলালয়া ।
জগৎপ্রসূর্গণ্ডযুগ্মং স্কন্ধং সম্পৎপ্রদা সদা ॥ ১০
ওঁ শ্রীং ক্রীং কমলবাসিন্যৈ স্বাহা পৃষ্ঠং সদাবতু ।
ওঁ শ্রীং পদ্মালয়ায়ৈ স্বাহা বক্ষঃ সদাবতু ।
পাতু শ্রীর্মম কঙ্কালং বাহুযুগ্মঞ্চ শ্রীং নমঃ ॥ ১১
শ্রীং ক্রীং * লক্ষ্ম্যৈ নমঃ পাদৌ পাতু মে সন্ততং চিরম্ ॥ ১২
ওঁ হ্রীং ক্রীং শ্রীং নমঃ পদ্মায়ৈ স্বাহা পাতু নিতম্বকম্ ।
ওঁ শ্রীং মহালক্ষ্ম্যৈ স্বাহা সর্ব্বাঙ্গং পাতু মে সদা
ওঁ হ্রীং ক্রীং শ্রীং ক্লীং মহালক্ষ্ম্যৈ স্বাহা মাং পাতু সর্ব্বতঃ
ইতি তে কথিতং বৎস সর্ব্বসম্পৎকরং পরম্ ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ১৫
গুরুমভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ কবচং ধারয়েৎ তু যঃ ।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ স সর্ব্ববিজয়ী ভবেৎ ॥১৬
মহালক্ষ্মী গৃহং তস্য ন জহাতি কদাচন ।
তস্য চ্ছায়েব সততং সা চ জন্মনি জন্মনি ॥ ১৭
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ভজেল্লক্ষ্মীং সুমন্দধীঃ ।
শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধিদায়কঃ ॥ ১৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে লক্ষ্মীকবচং সমাপ্তম্ ।

নারায়ণ উবাচ ।

দত্ত্বা তস্মৈ চ কবচং মন্ত্রঞ্চ ষোড়শাক্ষরম্ ।
সন্তুষ্টশ্চ জগন্নাথো জগতাং হিতকারণম্ ॥ ১৯
ওঁ হ্রীং ক্রীং শ্রীং ক্লীং নমো মহালক্ষ্ম্যৈ হরিপ্রিয়ায়ৈ স্বাহা ।
দদৌ তস্মৈ চ কৃপয়া ইন্দ্রায় চ মহামুনে ॥ ২০
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং গোপনীয়ং সুদুর্লভম্ ।
সিদ্ধৈর্মুনীন্দ্রৈর্দুষ্প্রাপ্যং ধ্রুবং সিদ্ধিপ্রদং শুভম্ ॥
শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং শতচন্দ্রসমপ্রভাম্ ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং রত্নভূষণভূষিতাম্ ।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং ভক্তানুগ্রহকারিকাম্ ॥ ২২
কস্তূরীবিন্দুমধ্যস্থ-সিন্দূরবিন্দুভূষণাম্ ।
অমূল্যরত্নরচিতকুণ্ডলোজ্জ্বলভূষিতাম্ ।
বিভ্রতীং কবরীভারং মালতীমাল্যশোভিতম্ ॥২৩
সহস্রদলপদ্মাস্যাং স্বস্থাঞ্চ সুমনোহরাম্ ।
শান্তাঞ্চ শ্রীহরেঃ কান্তাং তাং ভজেজ্জগতাং প্রসূ
ধ্যানেনানেন দেবেন্দ্র ধ্যাত্বা লক্ষ্মীং মনোহরাম্ ।
ভক্ত্যা দাস্যসি তস্যৈ তান্যুপচারাণি ষোড়শ ॥

---

* ওঁ হ্রীং শ্রীং ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।

স্তুত্বানেন স্তবেনৈব বক্ষ্যমাণেন বাসব।
নত্বা বরং গৃহীত্বা চ লভিষ্যসি চ নির্ব্বৃতিম্‌॥ ২৬
স্তবনং শৃণু দেবেন্দ্র মহালক্ষ্যাঃ সুখপ্রদম্‌।
কথয়ামি সুগোপ্যঞ্চ ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্‌॥ ২৭

নারায়ণ উবাচ।

দেবি ত্বাং স্তোতুমিচ্ছামি ন ক্ষমঃ স্তোতুমীশ্বরীম্‌
বুদ্ধেরগোচরাং সূক্ষ্মাং তেজোরূপাং সনাতনীম্‌॥
অত্যনির্ব্বচনীয়াঞ্চ কো বা নির্ব্বক্তুমীশ্বরঃ।
স্বেচ্ছাময়ীং নিরাকারাং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহাম্‌॥ ২৯
স্তৌমি বাঙ্মনসোঃ পারাং কিং বাহং জগদম্বিকে
পারাং চতুর্ণাং বেদানাং পারবীজাং ভবার্ণবে॥ ৩০
সর্ব্বশস্যাধিদেবীঞ্চ সর্ব্বাসামপি সম্পদাম্‌॥ ৩১
যোগিনাঞ্চৈব যোগানাং জ্ঞানানাং জ্ঞানিনাং তথা
বেদানাঞ্চ বেদবিদাং জননীং বর্ণয়ামি কিম্‌॥ ৩২
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বমবস্তু নিষ্ফলং ধ্রুবম্‌।
যথা স্তনান্ধবালানাং মাত্রা বস্তু ত্বয়া সহ॥ ৩৩
প্রসীদ জগতাং মাতা রক্ষাস্মানতিকাতরান্‌।
বয়ং ত্বচ্চরণাম্ভোজে প্রপন্নাঃ শরণং গতাঃ॥ ৩৪
নমঃ শক্তিস্বরূপায়ৈ জগন্মাত্রে নমো নমঃ।
জ্ঞানদায়ৈ বুদ্ধিদায়ৈ সর্ব্বদায়ৈ নমো নমঃ॥ ৩৫
হরিভক্তিপ্রদায়িন্যৈ মুক্তিদায়ৈ নমো নমঃ।
সর্ব্বজ্ঞায়ৈ সর্ব্বদায়ৈ মহালক্ষ্ম্যৈ নমো নমঃ॥৩৬
কুপুত্রাঃ কুত্রচিৎ সন্তি ন কুত্রচিৎ কুমাতরঃ।
কুত্র মাতা পুত্রদোষাৎ তং বিহায় চ গচ্ছতি॥৩৭
হে মাতর্দর্শনং দেহি স্তনান্ধান্‌ বালকানিব।
কৃপাং কুরু কৃপাসিন্ধু-প্রিয়েঽস্মান্‌ ভক্তবৎসলে॥
ইত্যেবং কথিতং বৎস পদ্মায়াশ্চ শুভাবহম্‌।
সুখদং মোক্ষদং সারং শুভদং সম্পদঃ প্রদম্‌॥
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং পূজাকালে চ যঃ পঠেৎ
মহালক্ষ্মীর্গৃহং তস্য ন জহাতি কদাচন॥ ৪০
ইত্যুক্ত্বা শ্রীহরিস্তঞ্চ তত্রৈবান্তরধীয়ত।
দেবো জগাম ক্ষীরোদং সুরৈঃ সার্দ্ধং তদাজ্ঞয়া॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ সংবাদে লক্ষ্মীস্তবাদিকথনং
নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

ইন্দ্রশ্চ গুরুণা সার্দ্ধং সুরৈশ্চ হৃষ্টমানসঃ।
জগাম শীঘ্রং পদ্মায়ৈ তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ॥১
কবচঞ্চ গলে বদ্ধা সদ্রত্নগুটিকান্বিতম্‌।
মনসা স্তবনং দিব্যং স্মারং স্মারং পুনঃপুনঃ॥২
তে সর্ব্বে ভক্তিযুক্তাশ্চ তুষ্টুবুঃ কমলালয়াম্‌।
সাশ্রুনেত্রাতিদীনাশ্চ ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরাঃ॥ ৩
সা তেষাং স্তবনং শ্রুত্বা সদ্যঃ সাক্ষাদ্বভূব হ।
সহস্রদলপদ্মস্থা শতচন্দ্রসমপ্রভা॥ ৪
জগদ্ব্যাপ্তং সুপ্রভয়া জগন্মাত্রা যয়া মুনে।
তানুবাচ জগদ্ধাত্রী হিতং সারং যথোচিতম্‌॥ ৫

মহালক্ষ্মীরুবাচ।

বৎসা নেচ্ছামি বো গেহান্‌ গন্তুং নৈব ক্ষমাধুনা।
ভ্রষ্টানাং ব্রহ্মশাপেন বিভেমি ব্রহ্মশাপতঃ॥ ৬
প্রাণা মে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে শশ্বৎ পুত্রাধিকপ্রিয়াঃ।
বিপ্রদত্তঞ্চ যৎ কিঞ্চিদুপজীব্যং সদৈব নঃ॥ ৭
বিপ্রা ব্রুবন্তু মাং তুষ্টা যাস্যামি চ তদাজ্ঞয়া।
মামপূজ্যাং ধ্রুবং কর্ত্তুং ক্ষমাস্তে চ তপস্বিনঃ॥৮
গুরুভির্ব্রাহ্মণৈর্দেবৈর্ভিক্ষুভির্বৈষ্ণবৈস্তথা।
যদভাগ্যং ভবেদ্দৈবাৎ তে শপ্তাঃ সন্তি সন্ততম্‌॥
নারায়ণশ্চ ভগবান্‌ বিভেতি ব্রহ্মশাপতঃ।
সর্ব্ববীজশ্চ ভগবান্‌ সর্ব্বেশশ্চ সনাতনঃ॥ ১০
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মন্‌ ব্রাহ্মণা হৃষ্টমানসাঃ।
আজগ্মুঃ সস্মিতাঃ সর্ব্বে জ্বলন্তো ব্রহ্মতেজসা॥১১
অঙ্গিরাশ্চ প্রচেতাশ্চ ক্রতুশ্চ ভৃগুরেব চ।
পুলহশ্চ পুলস্ত্যশ্চ মরীচিরত্রিরেব চ॥ ১২
সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
সনৎকুমারো ভগবান্‌ সাক্ষান্নারায়ণাত্মকঃ॥ ১৩
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
দুর্ব্বাসাঃ কশ্যপোঽগস্ত্যো গৌতমঃ কর্ণ এব চ॥
আবাং কাত্যায়নশ্চৈব কণাদঃ পাণিনিস্তথা।
মার্কণ্ডেয়ো লোমশশ্চ বশিষ্ঠো ভগবান্‌ স্বয়ম্‌॥১৫
ব্রাহ্মণা বিবিধৈর্দ্রব্যৈঃ পূজয়ামাসুরীশ্বরীম্‌।
দেবাশ্চারণ্যনৈবেদ্যৈঃ পরিহারেণ ভক্তিতঃ॥ ১৬
স্তুত্বা মুনীন্দ্রাস্তাং ভক্ত্যা চক্রুরারাধনং মুদা।
আগচ্ছ দেবভবনং মর্ত্ত্যঞ্চ জগদম্বিকে॥ ১৭

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা তানুবাচ জগৎপ্রসূঃ ।
পরিতুষ্টা গামুকী চ নির্ভয়া ব্রাহ্মণাজ্ঞয়া ॥ ১৮

মহালক্ষ্মীরুবাচ ।

গৃহান্ যাস্যামি দেবানাং যুষ্মাকমাজ্ঞয়া দ্বিজাঃ ।
যেষাং গেহং ন গচ্ছামি শৃণুধ্বং ভারতেষু চ ॥১৯
স্থিরা পুণ্যবতাং গেহে সুনীতিবেদিনামহম্ ।
গৃহস্থানাং নৃপাণাং বা পুত্রবৎ পালয়ামি তান্ ॥২০
যং যং রুষ্টো গুরুর্দেবো মাতা তাতশ্চ বান্ধবাঃ ।
অতিথিঃ পিতৃলোকশ্চ ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥২১
মিথ্যাবাদী চ যঃ শশ্বদনাস্তীতি বাচকঃ সদা ।
সত্ত্বহীনশ্চ দুঃশীলো ন গেহং তস্য যাম্যহম্ ॥ ২২
সত্যহীনঃ স্থাপ্যহারী মিথ্যাসাক্ষীপ্রদায়কঃ ।
বিশ্বাসঘ্নঃ কৃতঘ্নো যো ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥২৩
চিন্তাগ্রস্তো ভয়গ্রস্তঃ শত্রুগ্রস্তোঽতিপাতকী ।
ঋণগ্রস্তোঽতিকৃপণো ন গেহং যামি পাপিনাম্ ॥
দীক্ষাহীনশ্চ শোকার্ত্তো মন্দধীঃ স্ত্রীজিতঃ সদা ।
পুংশ্চল্যাপতিপুত্রো যো তদ্গেহং নৈব যাম্যহম্ ॥
যো দুর্ব্বাক্ কলহাবিষ্টঃ কলিঃ শশ্বদ্যদালয়ে ।
স্ত্রী প্রধানা গৃহে যস্য ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥ ২৬
যত্র নাস্তি হরেঃ পূজা তদীয়গুণকীর্ত্তনম্ ।
নোৎসুকস্তৎপ্রশংসায়াং ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥
কন্যান্নবেদবিক্রেতা নরঘাতী চ হিংসকঃ ।
নরকাগারসদৃশং ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥ ২৮
মাতরং পিতরং ভার্য্যাং গুরুপত্নীং গুরুং সুতম্ ।
অনাথাং ভগিনীং কন্যামনন্যাশ্রয়বান্ধবান্ ॥ ২৯
কার্পণ্যাদ্যো ন পুষ্ণাতি সঞ্চয়ং কুরুতে সদা ।
তদ্গেহান্নরকাগারান্ন যামি ভমুনীশ্বরাঃ ॥ ৩০
দশনং বসনং যস্য সমলং রুক্ষমস্তকম্ ।
বিকৃতৌ গ্রাস-হাসৌ চ ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥৩১
মূত্রং পুরীষমুৎসৃজ্য যস্তৎ পশ্যতি মন্দধীঃ ।
যঃ শেতে স্নিগ্ধপাদেন ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥৩২
অধৌতপাদশায়ী যো নগ্নঃ শেতেঽতিনিদ্রিতঃ ।
সন্ধ্যাশায়ী দিবাশায়ী ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥ ৩৩
মূর্দ্ধ্নি তৈলং পুরো দত্ত্বা যোঽন্যদঙ্গমুপস্পৃশেৎ ।
দদাতি পশ্চাদ্গাত্রে বা ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥৩৪
দত্ত্বা তৈলং মূর্দ্ধ্নি গাত্রে বিণ্মূত্রং যঃ সমুৎসৃজেৎ ।
প্রণমেদাহরেৎ পুষ্পং ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥৩৫
তৃণং ছিনত্তি নখরৈর্নখরৈর্ব্বিলিখেন্মহীম্ ।
গাত্রে পাদে মলং যস্য ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥৩৬
স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং সুরস্য চ ।
যো হরেদ্ জ্ঞানশীলশ্চ ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥৩৭
যৎ কর্ম্ম দক্ষিণাহীনং কুরুতে মূঢ়ধীঃ শঠঃ ।
স পাপী পুণ্যহীনশ্চ ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥ ৩৮
মন্ত্রবিদ্যোপজীবী চ গ্রামযাজী চিকিৎসকঃ ।
সূপকৃদ্দেবলশ্চৈব ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥ ৩৯
বিবাহকর্ম্মকার্য্যং বা যো নিহন্তি চ কোপতঃ ।
দিবামৈথুনকারী যো ন যামি তস্য মন্দিরম্ ॥৪০
ইত্যুক্ত্বা চ মহালক্ষ্মীরন্তর্দ্ধানং চকার হ ।
দদৌ দৃষ্টিঞ্চ দেবানাং গৃহে মর্ত্ত্যে চ নারদ ॥ ৪১
তাং প্রণম্য সুরাঃ সর্ব্বে মুনয়শ্চ মুদান্বিতাঃ ।
প্রজগ্মুঃ স্বালয়ং শীঘ্রং শক্রত্যক্তং সুহৃদ্যুতম্ ॥৪
নেদুর্দুন্দুভয়ঃ স্বর্গে বভূবুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ।
প্রাপুর্দ্দেবাঃ স্বরাজ্যঞ্চ নিশ্চলাং কমলাং মুনে ॥৪৩
ইত্যেবং কথিতং বৎস লক্ষ্মীচরিতমুত্তমম্ ।
সুখদং মোক্ষদং সারং কিং পুনঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে
নারায়ণ-নারদসংবাদে লক্ষ্মীচরিতং নাম
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

নারায়ণ মহাভাগ হরেরংশসমুদ্ভব ।
সর্ব্বং শ্রুতং ত্বৎপ্রসাদাদ্গণেশচরিতং শুভম্ ॥১
দন্তদ্বয়যুতং বক্ত্রং গজরাজস্য বালকে ।
বিষ্ণুনা যোজিতং ব্রহ্মন্নেকদন্তঃ কথং শিশুঃ ॥২
কুতো গতোঽস্য দন্তোঽন্যস্তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি ।
সর্ব্বেশ্বরস্ত্বং সর্ব্বজ্ঞঃ কৃপাবান্ ভক্তবৎসলঃ ॥ ৩

সূত উবাচ ।

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা স্মেরাননসরোরুহঃ ।
একদন্তস্য কথনং প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ৪

নারায়ণ উবাচ ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যেঽহমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
একদন্তস্য চরিতং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্ ॥ ৫
একদা কার্ত্তবীর্য্যশ্চ জগাম মৃগয়াং মুনে ।

মৃগান্ নিহত্য বহুলান্ পরিশ্রান্তো বভূব সঃ ॥৬
নিশামুখে দিনেঽতীতে তত্র তস্থৌ বনে নৃপঃ ।
জমদগ্ন্যাশ্রমাভ্যাসে উপোষ্য সৈন্যসংযুতঃ ॥ ৭
প্রাতঃ সরোবরে রাজা স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতঃ ।
দত্তাত্রেয়েণ দত্তঞ্চ জজাপ ভক্তিতো মনুম্ ॥ ৮
মুনির্দদর্শ রাজানং শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকম্ ।
প্রীত্যা সম্ভাষয়ামাস পপ্রচ্ছ কুশলং মুনিঃ ॥ ৯
ননাম সম্ভ্রমাদ্রাজা মুনিং সূর্য্যসমপ্রভম্ ।
স চ তস্মৈ দদৌ প্রীত্যা প্রণতায় শুভাশিষম্ ॥১০
বৃত্তান্তং কথয়ামাস রাজা চানশনাদকম্ ।
সম্ভ্রমেণৈব মুনিনা ত্রস্তং রাজা নিমন্ত্রিতঃ ॥ ১১
বিজ্ঞাপ্য তং মুনশ্রেষ্ঠঃ প্রযযৌ স্বালয়ং মুদা ।
লক্ষ্মীমাং কামধেনুং কথয়ামাস মাতরম্ ॥ ১২
উবাচ সা মুনিং ভীতং ভয়ং কিং তে ময়ি স্থিতে
জগদ্ভোজয়িতুং শক্তস্ত্বং ময়া কো নৃপো মুনে ॥১৩
রাজভোজনযোগ্যার্হং যদ্যদ্দ্রব্যং প্রযাচতে
সর্ব্বং তুভ্যং প্রদাস্যামি ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্ ॥
সৌবর্ণানি রাজতানি পাত্রাণি বিবিধানি চ ।
ভোজনার্হাণ্যসংখ্যানি পাকপাত্রাণি যানি চ ॥ ১৫
পাত্রাণি স্বাদুপূর্ণানি প্রদদৌ মুনয়ে চ সা ।
নানাবিধানি স্বাদূনি পরিপক্কফলানি চ ॥ ১৬
পনসাম্রনারিকেলশ্রীফলানি চ নারদ ।
রাশীভূতান্যসংখ্যানি স্বাদূনি লড্ডুকানি চ ॥ ১৭
যব-গোধূমচূর্ণানাং পিষ্টকানাং বহূনি চ ।
পক্বান্নানাং পর্ব্বতঞ্চ পরমান্নস্য কন্দরম্ ॥ ১৮
দুগ্ধানাঞ্চ ঘৃতানাঞ্চ নদীং দধ্নাং দদৌ মুদা ।
শর্করাণাং তথা রাশিং মোদকানাঞ্চ পর্ব্বতম্ ।
পৃথুকানাং সুশালীনাং পর্ব্বতং প্রদদৌ মুদা ॥১৯
তাম্বূলং প্রদদৌ পূর্ণং কর্পূরাদিসুবাসিতম্ ।
নৃপযোগ্যং কৌতুকঞ্চ সুন্দরং বস্ত্রভূষণম্ ॥ ২০
মুনিঃ সন্তুষ্টমনসা রো দৃষ্ট্বা দ্রব্যং মনোহরম্ ।
ভোজয়ামাস রাজানং সসৈন্যমবলীলয়া ॥ ২১
যদ্দৃষ্ট্বা সুদুর্লভং বস্তু পরিপূর্ণং নৃপেশ্বরঃ ।
জগাম বিস্ময়ং রাজা দৃষ্ট্বা পাত্রমুবাচ হ ॥ ২২

রাজোবাচ ।

দ্রব্যাণ্যেতানি সচিব দুর্লভাঃশ্রুতানি চ ।
সমাসাধ্যানি সহসা কাগতাঽবলোকয় ॥ ২৩
নৃপাজ্ঞয়া চ সচিবঃ সর্ব্বং দৃষ্ট্বা মুনের্গৃহে ।
রাজানং কথয়ামাস বৃত্তান্তং মহদদ্ভুতম্ ॥ ২৪

সচিব উবাচ ।

দৃষ্টং সর্ব্বং মহারাজ নিবোধ মুনিমন্দিরম্ ।
বহ্নিকুণ্ডযুক্তকাষ্ঠ-কুশ-পুষ্প-ফলান্বিতম্ ॥ ২৫
কৃষ্ণচর্ম্মস্রুবস্রুগ্ভিঃ শিষ্যসঙ্ঘৈশ্চ সঙ্কুলম্ ।
তৈজসাধারশস্যাদি-ধনাদিপরিবর্জ্জিতম্ ॥ ২৬
বৃক্ষচর্ম্মপরিধানা দৃষ্টা নির্ভূষণাঃ প্রিয়াঃ ।
বৃক্ষচর্ম্মপরীধানা দৃষ্টাঃ পুত্রা * জটাধরাঃ ॥ ২৭
গৃহৈকদেশে দৃষ্টা সা কপিলৈকা মনোহরা ।
চার্ব্বঙ্গী চন্দ্রবর্ণাভা রক্তপঙ্কজলোচনা ॥ ২৮
জ্বলন্তী তেজসা তত্র পূর্ণা সূর্য্যসমপ্রভা ।
সর্ব্বসম্পদ্‌গুণাধারা সাক্ষাদিব হরিপ্রিয়া ॥ ২৯
স দৈববোধিতো রাজা দুর্বুদ্ধিঃ সচিবাজ্ঞয়া ।
মুনিং যযাচে তাং ধেনুং নিবদ্ধঃ কালপাশতঃ ॥৩০
কিং বা পুণ্যঞ্চ কা বুদ্ধির্বিবেকঃ সর্ব্বতো বলী ।
পুণ্যবান্ বুদ্ধিমান্ দৈবাদ্দ্বিজেন্দ্রো যাচতে দ্বিজম্ ॥ ৩১
পুণ্যাৎ প্রজায়তে কর্ম্ম পুণ্যরূপঞ্চ ভারতে ।
পাপাৎ প্রজায়তে কর্ম্ম পাপরূপং ভয়াবহম্ ॥ ৩২
পুণ্যাৎ কৃত্বা স্বর্গভোগং জন্ম পুণ্যস্থলে নৃণাম্ ।
পাপাদ্ভোক্তা চ নরকং কুৎসিতে জন্ম জীবিনাম্
জীবিনাং নিষ্কৃতির্নাস্তি স্থিতে কর্ম্মণি নারদ ।
তেন কুর্ব্বন্তি সন্তশ্চ সন্ততং কর্ম্মণঃ ক্ষয়ম্ ॥ ৩৪
সা বিদ্যা তৎ তপো জ্ঞানং স গুরুঃ স চ বান্ধবঃ
সা মাতা স পিতা পুত্রস্তৎক্ষয়ং কারয়েৎ তু যঃ ॥
জীবিনাং দারুণো রোগঃ কর্ম্ম-ভোগঃ শুভাশুভঃ ।
ভক্তো বৈদ্যস্তং নিহন্তি কৃষ্ণভক্তিরসায়নাৎ ॥৩৬
মায়া দদাতি তাং ভক্তিং প্রতিজন্মনিষেবিতা ।
পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী ভক্তায় বুদ্ধিদায়িনী ॥ ৩৭
পরা পরমভক্তায় মায়াময়ৈ দদাতি চ ।
মায়াং দত্ত্বা মোহয়িতুং ন বিবেকং কদাচন ॥৩৮
মায়াবিমোহিতো রাজা মুনিমানাম্র যত্নতঃ ।
উবাচ বিনয়ং ভক্ত্যা পুটাঞ্জলিযুতো মুদা ॥ ৩৯

রাজোবাচ ।

ভিক্ষাং দেহি কল্পতরো কামধেনুঞ্চ কামদাম্ ।

---

* সর্ব্বে ইতি চ পাঠঃ ।

মহ্যং ভক্তায় ভক্তেশ ভক্তানুগ্রহকারক ॥ ৪০
যুষ্মদ্বিধানাং দাতৄণামদেয়ং নাস্তি ভারতে ।
দধিচির্দেবতাভ্যশ্চ দদৌ স্বাস্থি পুরা শ্রুতম্ ॥ ৪১
ভ্রূভঙ্গলীলামাত্রেণ তপোরাশে তপোধন ।
সমূহং কামধেনূনাং স্রষ্টুং শক্তোহসি ভারতে ॥৪২
মুনিরুবাচ ।
অহো ব্যতিক্রমং রাজন্ ব্রবীষি শঠ বঞ্চক ।
দানং দাস্যামি বিপ্রোহহং ক্ষত্রিয়ায় নৃপাধম ॥৪৩
কৃষ্ণেন দত্তা গোলোকে ব্রহ্মণে পরমাত্মনা ।
কামধেনুরিয়ং যস্মে ন দেয়া প্রাণতঃ প্রিয়া ॥ ৪৪
ব্রহ্মণা ভৃগবে দত্তা প্রিয়পুত্রায় ভূমিপ ।
মহ্যং দত্তা চ ভৃগুণা কপিলা পৈতৃকী মম ॥ ৪৫
গোলোকজা কামধেনুর্দুর্লভা ভুবনত্রয়ে ।
লীলামাত্রাৎ কথমহং কপিলাং স্রষ্টুমীশ্বরঃ ॥ ৪৬
নাহং রে হালিকো মূঢ় ত্বয়া নোত্থাপিতোহবুধ ।
ক্ষণেন ভস্মসাৎ কর্ত্তুং ক্ষমোহহমতিথিং বিনা ॥৪৭
গৃহং গচ্ছ গৃহং গচ্ছ মৎকোপং নব বর্দ্ধয় ।
পুত্রদারাদিকং পশ্য দৈববাধিত পামর ॥ ৪৮
মুনেস্তদ্বচনং শ্রুত্বা চুকোপ স নরাধিপঃ ।
নত্বা মুনিং সৈন্যমধ্যং প্রযযৌ বিধিবাধিতঃ ॥ ৪৯
গত্বা সৈন্যসকাশং স কোপপ্রস্ফুরিতাধরঃ ।
কিঙ্করান্ প্রেষয়ামাস ধেনুমানয়িতুং বলাৎ ॥ ৫০
কপিলাসন্নিধিং গত্বা রুরোদ মুনিপুঙ্গবঃ ।
কথয়ামাস বৃত্তান্তং শোকেন হতচেতনঃ ॥ ৫১
রুদন্তং ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা সুরভিস্তমুবাচ হ ।
সাক্ষাল্লক্ষ্মীস্বরূপা সা ভক্তানুগ্রহকাতরা ॥ ৫২
সুরভিরুবাচ ।
ইন্দ্রো বা হালিকো বাপি স্ববস্তু দাতুমীশ্বরঃ ।
শাস্তা পালয়িতা দাতা স্ববস্তূনাঞ্চ সন্ততম্ ॥ ৫৩
স্বেচ্ছয়া চেন্নৃপেন্দ্রায় মাং দদাতি তপোধন ।
তেন সার্দ্ধং গমিষ্যামি স্বেচ্ছয়া চ তবাজ্ঞয়া ॥ ৫৪
অথবা ন দদাসি ত্বং ন গমিষ্যামি তে গৃহাৎ ।
মত্তো দত্তেন সৈন্যেন দূরীভূতং নৃপং কুরু ॥ ৫৫
কথং রোদিষি সর্ব্বজ্ঞ মায়ামোহিতচেতনঃ ।
সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ কালসাধ্যো ন চাত্মনঃ ॥ ৫৬
ত্বং বা কো মে তবাহং কা সম্বন্ধ কালযোজিতঃ ।
যাবদেব হি সম্বন্ধো মমত্বং তাবদেব হি ॥ ৫৭
মনো জানাতি তদ্দ্রব্যমাত্মনশ্চাপি কেবলম্ ।
দুঃখঞ্চ তস্য বিচ্ছেদাদ্যাবৎ স্বত্বঞ্চ তত্র বৈ ॥ ৫৮
ইত্যুক্ত্বা কামধেনুশ্চ সুষাব বিবিধানি চ ।
শস্ত্রাণ্যস্ত্রাণি সৈন্যানি সূর্য্যতুল্যপ্রভাণি চ ॥ ৫৯
নির্গতাঃ কপিলাবক্ত্রাৎ ত্রিকোটিখড়্গধারিণঃ ।
বিনিঃসৃতা নাসিকায়াঃ শূলিনঃ পঞ্চকোটয়ঃ ॥ ৬০
বিনিঃসৃতা লোচনাভ্যাং শতকোটিধনুর্দ্ধরাঃ ।
কপালান্নিঃসৃতাঃ বীরাস্ত্রিকোটিদণ্ডধারিণঃ ॥ ৬১
বক্ষঃস্থলান্নিঃসৃতাশ্চ ত্রিকোটিশক্তিধারিণঃ ।
শতকোটিগদাহস্তাঃ পৃষ্ঠদেশাদ্বিনির্গতাঃ ॥ ৬২
বিনিঃসৃতাঃ পাদতলাদ্বাদ্যভাণ্ডাঃ সহস্রশঃ ।
জঙ্ঘাদেশান্নিঃসৃতাশ্চ ত্রিকোটিরাজপুত্রকাঃ ॥ ৬৩
বিনির্গতা গুহ্যদেশাৎ ত্রিকোটিম্লেচ্ছজাতয়ঃ ।
দত্ত্বা সৈন্যানি কপিলা মুনয়ে নির্ভয়ং দদৌ ॥ ৬৪
যুদ্ধং কুর্ব্বন্তু সৈন্যানি ত্বং ন যাসীত্যুবাচ হ ।
মুনিঃ সস্ত্রস্তসন্তারৈর্হর্ষযুক্তো বভূব হ ॥ ৬৫
নৃপেণ প্রেরিতো ভৃত্যো নৃপং সর্ব্বমুবাচ হ ।
কাপিলাসৈন্যবৃত্তান্তমাত্মবর্গপরাজয়ম্ ॥ ৬৬
তচ্ছ্রুত্বা নৃপশার্দ্দূলস্ত্রস্তঃ কাতরমানসঃ ।
দূতদ্বারা চ সৈন্যানি চাজহার স্বদেশতঃ ॥ ৬৭
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে
চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।
হরিং স্মরন্ কার্ত্তবীর্য্যো হৃদয়েন বিদূয়তা ।
দূতং প্রস্থাপয়ামাস কুপিতো মুনিসন্নিধিম্ ॥ ১
যুদ্ধং দেহি মুনিশ্রেষ্ঠ কিং বা ধেনুঞ্চ বাঞ্ছিতাম্ ।
মহ্যং ভৃতায়াতিথয়ে সুবিচার্য্য যথোচিতম্ ॥ ২
দূতস্য বচনং শ্রুত্বা জহাস মুনিপুঙ্গবঃ ।
হিতং সত্যং নীতিসারং সর্ব্বং দূতমুবাচ হ ॥ ৩
মুনিরুবাচ ।
দৃষ্টো * নৃপো নিরাহারঃ সমানীতো ময়া গৃহম্ ।
বিবিধঞ্চ যথাশক্ত্যা ভোজিতশ্চ যথোচিতম্ ॥ ৫
কপিলাং যাচতে রাজা মম প্রাণাধিকাং বলাৎ ।
তাং দাতুমক্ষমো দূত যুদ্ধং দাস্যামি নিশ্চিতম্ ॥৫

---

* দৃষ্টেতি পাঠান্তরম্ ।

মুনেস্তদ্বচনং শ্রুত্বা দূতঃ সর্ব্বমুবাচ হ।
নৃপেন্দ্রঞ্চ সভামধ্যে সন্নাহসংযুতং ভিয়া ॥ ৬
মুনিশ্চ কপিলামাহ সাম্প্রতং কিং করোম্যহম্।
কর্ণধারং বিনা নৌকা তথা সৈন্যং ময়া বিনা ॥ ৭
কপিলা চ দদৌ তস্মৈ শস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
যুদ্ধশাস্ত্রোপদেশঞ্চ সন্ধানমৌপযোগিকম্ ॥ ৮
জয়ো ভবতু তে বিপ্র যুদ্ধে জেষ্যসি নিশ্চিতম্।
তব মৃত্যুর্ন ভবিতা চাব্যর্থাস্ত্রং বিনা ধ্রুবম্ ॥ ৯
নৃপেণ সার্দ্ধং তে যুদ্ধমযুক্তং ব্রাহ্মণস্য চ।
দত্তাত্রেয়স্য শিষ্যেণৈবাব্যর্থশক্তিধারিণা।
ইত্যুক্ত্বা কপিলা ব্রহ্মন্ বিররাম মনস্বিনী ॥ ১০
মুনির্মনস্বী সৈন্যঞ্চ সজ্জীভূতং চকার হ।
গৃহীত্বা সর্ব্বসৈন্যঞ্চ প্রজগাম রণস্থলম্ ॥ ১১
রাজা জগাম যুদ্ধায় ননাম মুনিপুঙ্গবম্।
উভয়োঃ সৈন্যয়োর্যুদ্ধং বভূব বহুদুষ্করম্ ॥ ১২
রাজসৈন্যং জিতং সর্ব্বং কপিলাসেনয়া বলাৎ।
বিচিত্রঞ্চ রথং রাজ্ঞো বভঞ্জ লীলয়া রণে ॥ ১৩
ধনুশ্চিচ্ছেদ সন্নাহং সা সেনা কাপিলা মুদা।
নৃপেন্দ্রঃ কাপিলেয়ানি সৈন্যানি জেতুমক্ষমঃ ॥১৪
সৈন্যানি তৎ শস্ত্রবৃষ্ট্যা ন্যস্তশস্ত্রং চকার হ।
শরবৃষ্ট্যা শস্ত্রবৃষ্ট্যা রাজা মূর্চ্ছামবাপ হ ॥ ১৫
কিঞ্চিৎ সৈন্যং মৃতং রাজ্ঞঃ কিঞ্চিদেব পলায়িতম্
মুনীন্দ্রো মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা নৃপেন্দ্রমতিথিং মুনে ॥১৬
কৃপানিধিশ্চ কৃপয়া তৎ সৈন্যং বিসসর্জ্জ হ।
গত্বা সৈন্যং বিলীনঞ্চ কপিলায়াশ্চ কৃত্রিমম্ ॥ ১৭
নৃপায় মুনিনা শীঘ্রং দত্ত্বা চরণরেণবঃ।
আশীর্ব্বাদঃ প্রদত্তঞ্চ জয়োঽস্ত্বিতি কৃপালুনা ॥১৮
কমণ্ডলুজলং দত্ত্বা কারয়ামাস চেতনাম্।
স রাজা চেতনাং প্রাপ্য সমুত্থায় রণাজিরে ॥ ১৯
মূর্দ্ধ্না ননাম ভক্ত্যা চ মুনিশ্রেষ্ঠং পুটাঞ্জলিঃ।
মুনিঃ শুভাশিষং দত্ত্বা চকারালিঙ্গনং নৃপম্ ॥ ২০
পুনস্তং স্নাপয়িত্বা চ ভোজয়ামাস যত্নতঃ।
নাবনীতঞ্চ হৃদয়ং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সন্ততম্ ॥ ২১
অন্যেষাং খুরধারাভমসাধ্যং দারুণং সদা।
উবাচ তং মুনিশ্রেষ্ঠ গৃহং গচ্ছন্ নৃপাধিপঃ ॥ ২২

রাজোবাচ।

রণং দেহি মহাবাহো ধেনুং কিং বা মমেপ্সিতাম্
নৃপ-মুনিযুদ্ধকথনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৫॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

হরিং স্মরন্ মুনিশ্রেষ্ঠো বাক্যং শ্রুত্বা চ ভূভৃতঃ।
হিতং সত্যং নীতিসারং প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ১

মুনিরুবাচ।

গৃহং গচ্ছ মহাভাগ রক্ষ ধর্ম্মং সনাতনম্।
সর্ব্বসম্পৎ স্থিতা শশ্বৎ স্থিতে ধর্ম্মে সুনিশ্চিতম্ ॥
ত্বাঞ্চ দৃষ্ট্বা নিরাহারং সমানীয় গৃহং নৃপ।
তব পূজামকরবং যথাশক্ত্যা বিধানতঃ ॥ ৩
সাম্প্রতং মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা পাদরেণুং শুভাশিষম্।
অদদাং চেতনাং প্রাপ্য বক্তুমেবোচিতং ন চ ॥৪
নৃপস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রণম্য মুনিপুঙ্গবম্।
রথমন্যমারুরোহ যুদ্ধং দেহীত্যুবাচ হ ॥ ৫
মুনিঃ কৃত্বা চ সন্নাহং তং যোদ্ধুমুপচক্রমে।
রাজা তং যুযুধে তত্র কোপেন হতচেতনঃ ॥ ৬
কপিলাদত্তশস্ত্রেণ ন্যস্তশস্ত্রং চকার তম্।
কপিলাদত্তয়া শক্ত্যা পুনর্মূর্চ্ছামবাপ হ ॥ ৭
পুনশ্চ চেতনাং প্রাপ্য রাজা রাজীবলোচনঃ।
রাজা তং যুযুধে তত্র কোপেন পুনরেব চ ॥ ৮
বহ্নিঞ্চ যোজয়ামাস সমরে মুনিপুঙ্গবম্।
মুনির্নির্ব্বাপয়ামাস বারুণেনাবলীলয়া ॥ ৯
নৃপেন্দ্রো বারুণং সৃষ্ট্বা চিক্ষেপ সমরে মুনিম্।
বায়ব্যাস্ত্রেণ স মুনিঃ শময়ামাস লীলয়া ॥ ১০
বায়ব্যাস্ত্রং নৃপশ্রেষ্ঠশ্চিক্ষেপ সমরে তদা।
গান্ধর্ব্বেণ মুনিশ্রেষ্ঠঃ শময়ামাস তৎক্ষণম্ ॥ ১১
নাগাস্ত্রঞ্চ নৃপশ্রেষ্ঠশ্চিক্ষেপ রণমূর্দ্ধনি।
গারুড়েন মুনিশ্রেষ্ঠো জঘান তৎক্ষণং মুনে ॥ ১২
মাহেশ্বরং মহাস্ত্রঞ্চ শতসূর্য্যসমপ্রভম্।
চিক্ষেপ নৃপতিশ্রেষ্ঠো দ্যোতয়ন্তং দিশো দশ ॥১৩
বৈষ্ণবাস্ত্রেণ দিব্যেন ত্রিলোকব্যাপকেন চ।
মুনির্নির্ব্বাপয়ামাস বহুযত্নেন নারদ ॥ ১৪
মুনির্নারায়ণাস্ত্রঞ্চ চিক্ষেপ মন্ত্রপূর্ব্বকম্।
শস্ত্রং দৃষ্ট্বা মহারাজো ননাম শরণং যযৌ ॥ ১৫
ঊর্দ্ধঞ্চ ভ্রমণং কৃত্বা ক্ষণং দীপ্ত্যা দিশো দশ ;
প্রলয়াগ্নিসমং তত্র স্বয়মন্তরধীয়ত ॥ ১৬
জৃম্ভণাস্ত্রঞ্চ স মুনিশ্চিক্ষেপ রণমূর্দ্ধনি।
নিদ্রাং প্রাপ তেন রাজা সুষাপ চ মৃতো যথা ॥

দৃষ্ট্বা নৃপং নিদ্রিতঞ্চ অর্দ্ধচন্দ্রেণ তৎক্ষণম্ ।
চিচ্ছেদ সারথিং যানং ধনুর্ব্বাণং মুনিস্তদা ॥১৮
মুকুটঞ্চ ক্ষুরপ্রেণ ছত্রং সন্নাহমেব চ ।
অস্ত্রং তূণং বাজিগণং বিবিধে ন চ ভূভৃতঃ ॥ ১৯
মুনিস্তৎসচিবান্ সর্ব্বান্ নাগাস্ত্রেণাবলীলয়া ।
নিবধ্য স্থাপয়ামাস প্রহৃষ্য সমরস্থলে ॥ ২০
মুনিস্তং বোধয়ামাস স্বমন্ত্রেণাবলীলয়া ।
নিবদ্ধান্ সচিবান্ সর্ব্বান্ দর্শয়ামাস ভূমিপম্ ॥২১
দর্শয়িত্বা নৃপং তাংশ্চ মোক্ষয়ামাস তৎক্ষণম্ ।
নৃপেন্দ্রমাশিষং কৃত্বা গৃহং গচ্ছেত্যুবাচ হ ॥ ২২
রাজা কোপাৎ সমুত্থায় শূলমুদ্যম্য যত্নতঃ ।
চিক্ষেপ তং মুনিশ্রেষ্ঠং মুনিঃ শক্ত্যা জঘান তম্ ॥
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা সমাগত্য রণস্থলম্ ।
সুপ্রীতিং কারয়ামাস সুনীতা চ পরস্পরম্ ॥ ২৪
মুনির্ননাম ব্রহ্মাণং তুষ্টাব চ রণস্থলে ।
রাজা নত্বা বিধিং বিপ্রং স্বালয়ং প্রযযৌ তদা ॥২৫
মুনির্যযৌ চ স্বগৃহং স্বগৃহং কমলোদ্ভবঃ ।
ইত্যেবং কথিতং কিঞ্চিদপরং কথয়ামি তে ॥ ২৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে ভূপমুনিযুদ্ধ-
বর্ণনে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

হরিং স্মৃত্বা গৃহং গত্বা রাজা বিস্মিতমানসঃ ।
পুনর্জগামারণ্যঞ্চ জমদগ্ন্যাশ্রমং তদা ॥ ১
রথানাঞ্চ চতুর্লক্ষং রথিনাং দশলক্ষকম্ ।
অশ্বেন্দ্রাণাং গজেন্দ্রাণাং পদাতীনামসংখ্যকম্ ॥২
রাজেন্দ্রাণাং সহস্রঞ্চ মহাবলপরাক্রমম্ ।
মহাসমৃদ্ধিযুক্তশ্চ ত্রৈলোক্যং জেতুমীশ্বরঃ ॥ ৩
সমৃদ্ধ্যা বেষ্টয়ামাস জমদগ্ন্যাশ্রমং মুদা ।
রথস্থো বর্ম্মযুক্তশ্চ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনঃ স্বয়ম্ ॥ ৪
সৈন্যশব্দৈর্ব্বাদ্যশব্দৈর্নৃণাং কোলাহলৈর্মুনেঃ ।
জমদগ্ন্যাশ্রমস্থাশ্চ মূর্চ্ছামাপুর্ভয়েন চ ॥ ৫
পুরীং প্রবিশ্য বলবান্ গৃহীত্বা কপিলাং শুভাম্ ।
গৃহং গন্তুং মনশ্চক্রে দুর্ব্বুদ্ধিরসদাশ্রয়ঃ ॥ ৬
সমুত্তস্থৌ মুনিশ্রেষ্ঠো গৃহীত্বা সশরং ধনুঃ ।
একাকী মুক্তগাত্রশ্চ দত্তং নত্বা হরিং স্মরন্ ॥ ৭
আশ্রমস্থান্ জনান্ সর্ব্বান্ সমাশ্বাস্য চ যত্নতঃ ।
আজগাম রণস্থানং নিঃশঙ্কো নৃপতেঃ পুরঃ ॥ ৮
চকার শরজালঞ্চ স মুনির্মন্ত্রপূর্ব্বকম্ ।
চচ্ছাদ স্বাশ্রমং তৈশ্চ মানবং কর্ম্মণা যথা ॥ ৯
অপরং শরজালঞ্চ চকার মুনিপুঙ্গবঃ ।
তৈরেব বারণং চক্রে সর্ব্বসৈন্যং যথাক্রমম্ ॥১০
মুনিনা শরজালেন সর্ব্বসৈন্যং সমাবৃতম্ ।
তানি সর্ব্বাণি গুপ্তানি পত্রাণি পঞ্জরে যথা ॥ ১১
রাজা দৃষ্ট্বা মুনিশ্রেষ্ঠমবরুহ্য রথাৎ পুরঃ ।
সার্দ্ধং নৃপেন্দ্রৈর্ভক্ত্যা চ প্রণনাম পুটাঞ্জলিঃ ॥১২
নত্বারুরোহ যানং স মুনেঃ প্রাপ্য শুভাশিষম্ ।
আরুরোহ নৃপেন্দ্রাশ্চ স্বযানান্ হৃষ্টমানসঃ ॥ ১৩
নৃপৈঃ সার্দ্ধং নৃপশ্রেষ্ঠশ্চিক্ষেপ মুনিপুঙ্গবম্ ।
অস্ত্রং শস্ত্রং গদাং শক্তিং জঘান লীলয়া মুনিঃ ।
মুনিশ্চিক্ষেপ দিব্যাস্ত্রং চিচ্ছেদ লীলয়া নৃপঃ ॥ ১৪
শূলং চিক্ষেপ নৃপতির্জঘান তং তদা মুনিঃ ।
অপরং শরজালঞ্চ চিক্ষেপ মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ১৫
শস্ত্রৌঘৈর্দুর্নিবার্য্যৈশ্চ খণ্ডখণ্ডং নৃপা যযুঃ ।
নিবদ্ধাঃ শরজালেন ন চ শক্তাঃ পলায়িতুম্ ॥ ১৬
জৃম্ভণাস্ত্রেণ মুনিনা তে চ সর্ব্বে বিজৃম্ভিতাঃ ।
হস্ত্যশ্ব-রথ-পাদাত-সহিতং সর্ব্বসৈন্যকম্ ॥ ১৭
রাজানং নিদ্রিতং দৃষ্ট্বা ন জঘান মুনীশ্বরঃ ।
গৃহীত্বা কপিলাং হৃষ্টো রুদতীং শোকমূর্চ্ছিতাম্ ।
বোধয়িত্বা পুরঃ কৃত্বা স্বগৃহং গন্তুমুদ্যতঃ ॥ ১৮
এতস্মিন্নন্তরে রাজা চেতনাং প্রাপ্য নারদ ।
নিবারয়ামাস মুনিং গৃহীত্বা সশরং ধনুঃ ॥ ১৯
জগাম কপিলা ব্রহ্ম স্বস্থানঞ্চ রণস্থলাৎ ।
মুনিশ্চ তস্থৌ নিঃশঙ্কো গৃহীত্বা সশরং ধনুঃ ॥২০
ব্রহ্মাস্ত্রঞ্চ নৃপশ্রেষ্ঠঃ প্রচিক্ষেপ মনিং তদা ।
ব্রহ্মাস্ত্রেণ মুনীন্দ্রস্য সদ্যো নির্ব্বাণতাং গতম্ ॥২১
দিব্যাস্ত্রেণ মুনিশ্রেষ্ঠো নৃপস্য সশরং ধনুঃ ।
রথঞ্চ সারথিঞ্চৈব চচ্ছেদ কর্ম্ম দুষ্করম্ ॥ ২২
অথ রাজা মহাক্রুদ্ধো দদর্শ স্বসমীপতঃ ।
দত্তেন দত্তাং শক্তিং তামেকপুরুষঘাতিনীম্ ॥ ২৩
জগ্রাহ নত্বা দত্তং তং প্রণম্য শক্তিমুন্মনাঃ ।
ঘূর্ণয়ামাস তত্রৈব শতসূর্য্যসমপ্রভাম্ ॥ ২৪
যৎ তেজঃ সর্ব্বদেবানাং তেজো নারায়ণস্য চ ।

শস্ত্রোশ্চ ব্রহ্মণশ্চৈব মায়াস্ত্রাশ্চৈব নারদ ॥ ২৫
তত্রৈবাবাহয়ামাস স যোগী মন্ত্রপূর্ব্বকম্।
তেজসা দ্যোতয়ামাস গগনঞ্চ দিশো দশ ॥ ২৬
দৃষ্ট্বা ক্ষিপন্তীং তাং দেবা হাহাকারং চকার হ।
আকাশস্থাশ্চ সমরং পশ্যন্তো দুঃখিতা হৃদা ॥ ২৭
চিক্ষেপ তাং ঘূর্ণয়িত্বা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনঃ স্বয়ম্।
সদ্যঃ পপাত সা শক্তির্জ্জলন্তী মুনিবক্ষসি ॥ ২৮
বিদার্য্যোরো মুনেঃ শক্তির্জগাম হরিসন্নিধিম্।
দত্তায় হরিণা দত্তা দত্তেনৈব নৃপায় সা ॥ ২৯
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ্য স মুনিঃ প্রাণাংস্তত্যাজ তৎক্ষণম্
তেজোঽম্বরে ভ্রাময়িত্বা ব্রহ্মলোকং জগাম হ ॥
যুদ্ধে মুনিং মৃতং দৃষ্ট্বা রুরোদ কপিলা মুহুঃ।
হে তাত তাতেত্যুচ্চার্য্য গোলোকং সা জগাম হ ॥
সর্ব্বং সা কথয়ামাস গোলোকে কৃষ্ণমীশ্বরম্।
রত্নসিংহাসনস্থং তং গোপৈর্গোপীভিরাবৃতম্ ॥৩২
কৃষ্ণেন ব্রহ্মণে দত্তা ব্রহ্মণা ভৃগবে পুরা।
সা প্রীতা পুষ্করে ব্রহ্মন্ ভৃগুণা জমদগ্নয়ে ॥ ৩৩
নত্বা তং কামধেনূনাং সমূহং সা জগাম হ।
তদশ্রুবিন্দুনা মর্ত্ত্যে রত্নসঙ্ঘো বভূব হ ॥ ৩৪
অথ রাজা তং নিহত্য বোধয়িত্বা স্বসৈন্যকম্।
প্রায়শ্চিত্তং বিনির্ব্বর্ত্য জগাম স্বালয়ং মুদা ॥ ৩৫
প্রাণনাথং মৃতং শ্রুত্বা জগাম রেণুকা সতী।
মুনিং বক্ষসি সংস্থাপ্য ক্ষণং মূর্চ্ছামবাপ সা ॥ ৩৬
তদা সা চেতনাং প্রাপ্য ন রুরোদ পতিব্রতা।
এহি বৎস ভৃগো রাম রাম রামেত্যুবাচ হ ॥ ৩৭
আজগাম ভৃগুস্তূর্ণং ক্ষণেন পুষ্করাদহো।
ননাম মাতরং ভক্ত্যা মনোযায়ী চ যোগবিৎ ॥৩৮
দৃষ্ট্বা রামো মৃতং তাতং শোকার্ত্তাং জননীং সতীম্
আকর্ণ্য রণবৃত্তান্তং প্রয়ান্তীং কপিলাং শুচা ॥ ৩৯
বিললাপ ভৃশং তত্র হে তাত জননীতি চ।
চিতাং চকার যোগীন্দ্রশ্চন্দনৈরাজ্যসংযুতাম্ ॥ ৪০
রেণুকা রামমাদায় তূর্ণং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
চুচুম্ব গণ্ডে শিরসি রুরোদোচ্চৈর্ভৃশং মুহুঃ ॥ ৪১
রাম রাম মহাবাহো ক্ব যামি ত্বাং বিহায় চ।
বৎস বৎসেতি কৃত্বৈবং বিললাপ ভৃশং মুহুঃ ॥ ৪২
ময়ং প্রাণাধিক হে বৎস মদীয়ং বচনং শৃণু।
পিত্রোঃ শেষং ক্রিয়াং কৃত্বা পুত্র যুদ্ধং ন যাস্যসি ॥
গৃহে তিষ্ঠ সুখং বৎস তপস্যাং কুরু শাশ্বতীম্।
সমরং নৈব সুখদং দারুণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ সহ ॥ ৪৪
স মাতুর্বচনং শ্রুত্বা প্রতিজ্ঞাং তাং চকার হ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নির্ভূপাং করিষ্যামি ধ্রুবং মহীম্ ॥
কার্ত্তবীর্য্যং হনিষ্যামি লীলয়া ক্ষত্রিয়াধমম্।
পিতৄংশ্চ তর্পয়িষ্যামি ক্ষত্রিয়ক্ষতজেন চ ॥ ৪৬
ইত্যুদীর্য্য পুরো মাতুর্বিললাপ মুহুর্ম্মুহুঃ।
হিতং তথ্যং নীতিসারং বোধয়ামাস মাতরম্ ॥

রাম উবাচ।

পিতুঃ শাসনহন্তারং পিতুর্ব্বধবিধায়কম্।
যো ন হন্তি মহামূঢ়ো রৌরবং স ব্রজেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৪
অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ পিতুর্ব্বন্ধোর্বিহিংসকঃ * ॥৪৯
সততং মন্দকারী চ নিন্দকঃ কটুবাচকঃ।
একাদশৈতে পাপিষ্ঠা বধার্হা বেদসম্মতাঃ ॥ ৫০
দ্বিজানাং দ্রবিণাদানং স্থানান্নির্যাপণং সতি।
বপনং তাড়নঞ্চৈব বধমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৫১
এতস্মিন্নন্তরে তত্র আজগাম ভৃগুঃ স্বয়ম্।
অতিত্রস্তো মনস্বী চ হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৫২
দৃষ্ট্বা চ রেণুকা রামো বিনয়ঞ্চ চকার হ।
স তাবুবাচ বেদোক্তং পরলোকহিতায় চ ॥ ৫৩

ভৃগুরুবাচ।

মদ্বংশজাতো জ্ঞানী ত্বং কথং বিলপসে সুত।
জলবুদ্বুদবৎ সর্ব্বং সংসারে চ চরাচরম্ ॥ ৫৪
সত্যসারং সত্যবীজং কৃষ্ণং চিন্তয় পুত্রক।
যদ্গতং তদ্গতং বৎস গতং মা পুনরাগতম্ ॥
যদ্ভাব্যং তদ্ভবত্যেব ভবিতা যদ্ভবিষ্যতি।
সত্যং নৈষেকিকং কর্ম্ম নিষেকঃ কেন বার্য্যতে ॥
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ তৎ কৃষ্ণেন নিরূপিতম্।
নিরূপিতং যৎ তৎ কর্ম্ম কেন বৎস নিবার্য্যতে ॥
মায়াবীজং মায়িনাঞ্চ শরীরং পাঞ্চভৌতিকম্।
সঙ্কেতপূর্ব্বকং নাম প্রাতঃস্বপ্নসমং সুত ॥ ৫৮
ক্ষুধা-নিদ্রা-দয়া-শান্তি-ক্ষমা-কান্ত্যাদয়স্তথা।
যান্তি প্রাণা মনো জ্ঞানং প্রয়াতে পরমাত্মনি ॥
বুদ্ধিশ্চ শক্তয়ঃ সর্ব্বা রাজেন্দ্রমিব কিঙ্করাঃ।
সর্ব্বে তমনুগচ্ছন্তি তং কৃষ্ণং ভজ যত্নতঃ ॥ ৬০
কে বা কেষাঞ্চ পিতরঃ কে বা কেষাং সুতাঃ সুত

---

* যড়েতে আততায়িনঃ ইতি বা পাঠঃ।

কর্ম্মোর্ম্মিপ্রেরিতাঃ সর্ব্বে ভবাব্ধৌ দুস্তরে পরম্ ॥
জ্ঞানিনো মা রুদন্ত্যেব মা রোদী পুত্র সাম্প্রতম্ ।
বেদেনাশ্রুপ্রপতনাম্মৃতানাং নরকং ধ্রুবম্ ॥ ৬২
সাঙ্কেতা বন্ধুমুচ্চার্য্য যদ্‌রুদন্তি চ বান্ধবাঃ ।
শতবর্ষং রুদিত্বা তং ন প্রাপ্নুবন্তি নিশ্চিতম্ ॥ ৬৩
পার্থিবাংশঞ্চ পৃথিবী গৃহ্লাতি শ্রুতিনোদিতম্ ।
তোয়াংশঞ্চ যথা তোয়ং শূন্যাংশং গগনং স্মৃতম্ ।
বায়ুংশঞ্চ তথা বায়ুস্তেজস্তেজোহংশকং ধ্রুবম্ ॥
সর্ব্বে বিলীনাঃ সর্ব্বেষু কিমায়াস্যতি রোদনাৎ ।
নাম-শ্রুতি-যশঃ-কর্ম্মকথামাত্রাবশেষিতম্ ॥ ৬৫
বেদোক্তকৈব যৎ কর্ম্ম কুরু তৎ পারলৌকিকম্ ।
স চ বন্ধুঃ স পুত্রশ্চ পরলোকহিতায় যঃ ॥ ৬৬
ভৃগোস্তদ্বচনং শ্রুত্বা শোকং তত্যাজ তৎক্ষণম্ ।
রেণুকা চ মহাসাধ্বী তং বক্তুমুপচক্রমে ॥ ৬৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে ভৃগুরেণুকাসংবাদে সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

রেণুকোবাচ ।

ব্রহ্মন্নুগমিষ্যামি প্রাণনাথস্য সাম্প্রতম্ ।
ঋতোশ্চতুর্থদিবসে মৃতোহয়মদ্য মানদঃ ॥ ১
কর্ত্তব্যা কা ব্যবস্থাত্র বদ বেদবিদাং বর ।
ত্বমাগতো মে সহসা পুণ্যেন কতিজন্মনাম্ ॥ ২

ভৃগুরুবাচ ।

অহো পুণ্যবতো ভর্ত্তুরনুগচ্ছ মহাসতি ।
চতুর্থদিবসং শুদ্ধং স্বামিনঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৩
শুদ্ধা ভর্ত্তুশ্চতুর্থেহহ্নি ন শুদ্ধা দৈব-পৈত্রয়োঃ ।
দৈবে কর্ম্মণি পৈত্রে চ পঞ্চমেহহ্নি বিশুধ্যতি ॥৪
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ ।
তদ্বৎ স্বামিনমাদায় সাধ্বী স্বর্গং প্রযাতি চ ॥ ৫
মোদতে স্বামিনা তত্র যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ।
অত উর্দ্ধং কর্ম্মভোগং ভুঙ্‌ক্ষ্ব সাধ্বি শুভাশুভম্
স পুত্রো ভক্তিদাতা যঃ সা চ স্ত্রী যানুগচ্ছতি ।
স বন্ধুর্দানদাতা যঃ স শিষ্যো গুরুমর্চ্চয়েৎ ॥ ৭
সোহভীষ্টদেবো যো রক্ষেৎ স রাজা পালয়েৎ প্রজাঃ
স চ স্বামী প্রিয়াং ধর্ম্মে মতিং দাতুমিহেশ্বরঃ ॥ ৮
স গুরুর্ধর্ম্মদাতা যো হরিভক্তিপ্রদায়কঃ ।
এতে প্রশংস্যা বেদেষু পুরাণেষু চ নিশ্চিতম্ ॥ ৯

রেণুকোবাচ ।

গন্তং স্বস্বামিনা সার্দ্ধং কা শক্তা ভারতে মুনে ।
কা বাপ্য শক্তা নার্য্যশ্চ তন্মে ব্রূহি তপোধন ॥ ১০

ভৃগুরুবাচ ।

বালাপত্যাশ্চ গর্ভিণ্যো হ্যদৃষ্টঋতবস্তথা ।
রজস্বলা চ কুলটা গলিতব্যাধিসংযুতা ॥ ১১
পতিসেবাবিহীনা যা অভক্তা কটুবাচিকা ।
এতা গচ্ছন্তি চেদ্দৈবান্ন কান্তং প্রাপ্নুবন্তি তাঃ ॥
সংস্কৃতাগ্নিং পুরো দত্ত্বা চিতায়াং শায়নং পতিম্ ।
কান্তাশ্চমনুগচ্ছন্তি কান্তঞ্চেৎ প্রাপ্নুবন্তি তাঃ ॥১৩
অনুগচ্ছন্তি যাঃ কান্তং তমেব প্রাপ্নুবন্তি তাঃ ।
সার্দ্ধং কৃত্বা পুণ্যভোগং প্রতি জন্মনি জন্মনি ॥ ১৪
ইয়ং তে কথিতা সাধ্বি ব্যবস্থা গৃহিণাং ধ্রুবম্ ।
তীর্থে জ্ঞানমৃতানাঞ্চ বৈষ্ণবানাঞ্চ শ্রূয়তাম্ ॥ ১৫
যা সাধ্বী বৈষ্ণবং কান্তং যত্র যত্রানুগচ্ছতি ।
প্রযাতি স্বামিনা সার্দ্ধং বৈকুণ্ঠং হরিসন্নিধম্ ॥ ১৬
বিশেষো নাস্তি ভক্তানাং তীর্থে বাপ্যত্র নারদ ।
মরণে চ সমফলং মুক্তানাং কৃষ্ণভাবিনাম্ ॥ ১৭
তয়োঃ পাতো নাস্তি তস্মান্মহতি প্রলয়ে সতি ।
নারায়ণং তং ভজেত পুমান্ স্ত্রী কমলালয়াম্ ॥
তীর্থে জ্ঞানমৃতশ্চাপি বৈকুণ্ঠং যাতি নিশ্চিতম্ ।
সভার্য্যো মোদতে তত্র যাবদ্দৈবে ব্রহ্মণঃ শতম্ ॥
ইত্যুক্তা রেণুকাং তত্র পশ্চাদ্রামমুবাচ হ ।
বেদোক্তবচনং সর্ব্বং স ভৃগুঃ সময়োচিতম্ ॥ ২০
এহি বৎস মহাভাগ ত্যজ শোকমমঙ্গলম্ ।
উত্তানং কুরু তাতঞ্চ দক্ষিণাশিরসং ভৃগো ॥ ২১
বস্ত্রং যজ্ঞোপবীতঞ্চ নূতনং পরিধাপয় ।
অনশ্রুনয়নো ভূত্বা সন্তিষ্ঠ দক্ষিণামুখঃ ॥ ২২
অরণীসম্ভবাগ্নিঞ্চ গৃহাণ ভক্তিপূর্ব্বকম্ ।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সর্ব্বাণি স্মরণং কুরু ॥ ২৩
গয়াদীনি চ তীর্থানি যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ ।
কুরুক্ষেত্রঞ্চ গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চ সরিদ্বরাম্ ॥ ২৪
কৌশিকীং চন্দ্রভাগাঞ্চ সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্ ।
গণ্ডকীমবকাশাঞ্চ পনসাং সরযূং তথা ॥ ২৫
পুষ্পভদ্রাঞ্চ ভদ্রাঞ্চ নর্ম্মদাঞ্চ সরস্বতীম্ ।
গোদাবরীঞ্চ কাবেরীং স্বর্ণরেখাঞ্চ পুষ্করম্ ॥ ২৬

রৈবতঞ্চ সহ্যাহঞ্চ শ্রীশৈলং গন্ধমাদনম্ ।
হিমালয়ঞ্চ কৈলাসং সুমেরুং রত্নপর্ব্বতম্ ॥ ২৭
বারাণসীং প্রয়াগঞ্চ পুণ্যং বৃন্দাবনং বনম্ ।
হরিদ্বারঞ্চ বদরীং স্মারং স্মারং পুনঃপুনঃ ॥ ২৮
চন্দনাগুরু-কস্তূরীং সুগন্ধি কুসুমং তথা ।
প্রদায় বাসসাচ্ছাদ্য স্থাপয়েমং চিতোপরি ॥ ২৯
কর্ণাক্ষি-নাসিকাস্যেষু শলাকাঞ্চ হিরণ্ময়ীম্ ।
কৃত্বা নির্ম্মন্থনং তাত দেহি বিপ্রায় সাদরম্ ॥ ৩০
সতিলং তাম্রপাত্রঞ্চ ধেনুঞ্চ রজতং তথা ।
সদক্ষিণং সুবর্ণঞ্চ দত্ত্বাগ্নিং দেহকাতরম্ ॥ ৩১
কৃত্বা তু দুষ্কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা ।
মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতম্ ॥ ৩২
ওঁ ধর্ম্মাধর্ম্মসমাযুক্তং লোভ-মোহসমাবৃতম্ ।
দহেয়ং সর্ব্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু ॥
ইমং মন্ত্রং পঠিত্বা তু তাত কৃত্বা প্রদক্ষিণম্ ।
মন্ত্রেণানেন জনকং দেহগ্নিঞ্চ হরিং স্মরন্ ॥ ৩৪
ওঁ অস্মাৎ ত্বমধিজাতোঽসি ত্বদয়ং জায়তাং পুনঃ
অসৌ লোকায় স্বর্গায় স্বাহেতি বদ সাম্প্রতম্ ॥৩৫
অগ্নিং দেহি শিরঃস্থানে হে ভৃগো ভ্রাতৃভিঃ সহ ।
তচ্চকার ভৃগুঃ সর্ব্বং সগোত্রৈরাজ্ঞয়া ভৃগোঃ ॥৩৬
অথ পুত্রং রেণুকা সা কৃত্বা পুত্রং স্ববক্ষসি ।
উবাচ কিঞ্চিদ্বচনং পরিণামসুখাবহম্ ॥ ৩৭
অবিরোধো ভবাব্ধৌ চ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্ ।
বিরোধো নাশবীজঞ্চ সর্ব্বোপদ্রবকারণম্ ॥ ৩৮
অকর্ত্তব্যো বিরোধো বৈ দারুণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ সহ ।
প্রতিজ্ঞয়া চেৎ কর্ত্তব্যো মদীয়ং বচনং শৃণু ॥ ৩৯
আলোচ্য ব্রহ্মণা সার্দ্ধং ভৃগুণা দিব্যমন্ত্রিণা ।
যথোচিতঞ্চ কর্ত্তব্যং সদ্ভিরালোচনং শুভম্ ॥ ৪০
ইত্যুক্ত্বা তং পরিত্যজ্য কান্তং কৃত্বা স্ববক্ষসি ।
সা সুষাপ চিতায়াঞ্চ পশ্যন্তী তং হরিং স্মরন্ ॥৪
বহ্নিং দদৌ চিতায়াঞ্চ স রামো ভ্রাতৃভিঃ সহ ।
ভ্রাতৃভিঃ পিতৃশিষ্যৈশ্চ সার্দ্ধং স বিললাপ চ ॥৪২
রাম রামেতি রামেতি বাক্যমুচ্চার্য্য সা সতী ।
পুরস্তং পশুরামস্য ভস্মীভূতা বভূব সা ॥ ৪৩
ভর্ত্তুর্নাম সমাকর্ণ্য তত্রাজগ্মুর্হরেশ্চরাঃ ।
রথস্থা শ্যামবর্ণাশ্চ সর্ব্বে চারুচতুর্ভুজাঃ ॥ ৪৪
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারিণো বনমালিনঃ ।
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনঃ পীতকৌষেয়বাসসঃ ॥ ৪৫
রথে কৃত্বা রেণুকাং তাং গত্বা তে ব্রহ্মলোককম্ ।
জমদগ্নিং সমদায় প্রজগ্মুর্হরিসন্নিধিম্ ॥ ৪৬
তৌ দম্পতী চ বৈকুণ্ঠে তস্থতুর্হরিসন্নিধৌ ।
কৃত্বা দাস্যং হরেঃ শশ্বৎ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্ ॥ ৪৭
অথ রামো ব্রাহ্মণৈশ্চ ভৃগুণা সহ নারদ ।
পিত্রোঃ শেষক্রিয়াং কৃত্বা ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দদৌ
গো-ভূ-হিরণ্য-বাসাংসি দিব্যশয্যাং মনোরমাম্ ।
সুবর্ণাধারসহিতাং জলমন্নঞ্চ চন্দনম্ ॥ ৪৯
রত্নদীপং রৌপ্যশৈলং সুবর্ণাসনমুত্তমম্ ।
সুবর্ণাধারসহিতং তাম্বূলঞ্চ সুবাসিতম্ ॥ ৫০
ছত্রঞ্চ পাদুকাঞ্চৈব ফলং মাল্যং মনোহরম্ ।
ফলমূলং জলঞ্চৈব মিষ্টান্নঞ্চ মনোহরম্ ।
ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দত্ত্বা ব্রহ্মলোকং জগাম সঃ ॥৫১
দদর্শ ব্রহ্মলোকং স শাতকুম্ভবিনির্ম্মিতম্ ।
স্বর্ণপ্রাকারসংযুক্তং স্বর্ণকুম্ভবিভূষিতম্ ॥ ৫২
দদর্শ তত্র ব্রহ্মাণং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা ।
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ রত্নভূষণভূষিতম্ ॥ ৫৩
সিদ্ধেন্দ্রৈশ্চ মুনীন্দ্রৈশ্চ ঋষীন্দ্রৈঃ পরিবেষ্টিতম্ ।
বিদ্যাধরীণাং নৃত্যঞ্চ পশ্যন্তং সস্মিতং মুদা ॥ ৫৪
সঙ্গীতং শ্রুতবন্তঞ্চ গীয়মানঞ্চ গায়নৈঃ ।
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমেন বিরাজিতম্ ॥ ৫৫
তপসাং ফলদাতারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্ ।
ধাতারং সর্ব্বজগতাং কর্ত্তারমীশ্বরং পরম্ ॥ ৫৬
পরিপূর্ণতমং ব্রহ্ম জপন্তং কৃষ্ণমীশ্বরম্ ।
গুহ্যযোগং প্রবোচন্তং পৃচ্ছন্তং শিষ্যমণ্ডলম্ ॥ ৫৭
দৃষ্ট্বা তমব্যয়ং ভক্ত্যা প্রণনাম ভৃগুঃ পুরঃ ।
উচ্চৈশ্চ রোদনং কৃত্বা স্ববৃত্তান্তমুবাচ হ ॥ ৫৮

ভৃগুরুবাচ ।

ব্রহ্মংস্ত্বদ্বংশজাতোঽহং জমদগ্নিসুতো বিধে ।
পিতামহস্ত্বমস্মাকং ত্বাং বিনা কথয়ামি কম্ ॥ ৫৯
মৃগয়ামাগতং ভূপমুপোষন্তং পিতা মম ।
পারণাং কারয়ামাস কপিলাদত্তবস্তুনা ॥ ৬০
স রাজা কপিলালোভাৎ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনঃ স্বয়ম্ ।
ঘাতয়ামাস মত্তাতমিত্যুক্ত্বোচ্চৈ রুরোদ সঃ ॥ ৬১
নিরুধ্য বাষ্পং স পুনরুবাচ করুণানিধিম্ ।
মাতা মে রেণুকা সাধ্বী মাং বিহায় জগদ্‌গুরো ॥
অধুনাহমনাথশ্চ ত্বং মে মাতা পিতা গুরুঃ ।
কর্ত্তা পালয়িতা দাতা পাহি মাং শরণাগতম্

আগতোহহং তব সভাং প্রমাতুর্মাতুরাজ্ঞয়া।
উপায়েন জগন্নাথ মদ্বৈরিসূদনং কুরু ॥ ৬৪
স রাজা স চ ধর্ম্মিষ্ঠঃ স দয়ালুর্যশস্করঃ।
স পূজ্যঃ স স্থিরশ্রীশ্চ যো দীনং পরিপালয়েৎ ॥
উচ্চৈর্নীচং সমং দৃষ্ট্বা যঃ প্রজাং ন চ পালয়েৎ।
তদ্দোষাদ্যাতি রুষ্টা শ্রীঃ স ভবেদ্ভ্রষ্টসম্পদঃ ॥৬৬
শ্রুত্বা বিপ্র বটোর্ব্বাক্যং করুণাসাগরো বিধিঃ।
দত্ত্বা শুভাশিষং তস্মৈ বাসয়ামাস বক্ষসি ॥ ৬৭
শ্রুত্বা ভৃগোঃ প্রতিজ্ঞাঞ্চ বিস্মিতশ্চতুরাননঃ।
অতীবদুষ্করাং ঘোরাং বহুজীবিবিঘাতিনীম্ ॥ ৬৮
নিষেকেণ ভবেৎ সর্ব্বমিতি কৃত্বা তু মানসে।
উবাচ পরশুরামং তং পরিণামসুখাবহম্ ॥ ৬৯

ব্রহ্মোবাচ।

প্রতিজ্ঞা দুর্লভা বৎস বহুজীবিবিঘাতিনী।
সৃষ্টিরেষা ভগবতঃ সন্তবেদীশ্বরেচ্ছয়া ॥ ৭০
সৃষ্টিঃ সৃষ্টা ময়া পুত্র ক্লেশেনৈবেশ্বরাজ্ঞয়া।
সৃষ্টিলুপ্তা প্রতিজ্ঞা তে দারুণা করুণাপরা ॥ ৭১
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নির্ভূপাং কর্ত্তুমিচ্ছসি মেদিনীম্।
একক্ষত্রিয়দোষেণ তজ্জাতিং হন্তুমিচ্ছসি ॥ ৭২
ব্রহ্মন্ ক্ষত্রিয়-বিট্‌শূদ্রৈস্ত্রিভিঃ সৃষ্টিশ্চ শাশ্বতী।
আবির্ভূতা তিরোভূতা হরেরেব পুনঃপুনঃ ॥ ৭৩
অব্যর্থা ত্বৎপ্রতিজ্ঞা চ ভবিতা প্রাক্তনেন চ।
বহ্বায়াসেন তে কার্য্য-সিদ্ধির্ভবিতুমর্হতি ॥ ৭৪
শিবলোকং গচ্ছ বৎস শঙ্করং শরণং ব্রজ।
পৃথিব্যাং বহবো ভূপাঃ সন্তি শঙ্করকিঙ্করাঃ ॥ ৭৫
বিনাজ্ঞয়া মহেশস্য কো বা তান্ হন্তুমীশ্বরঃ।
বিভ্রতঃ কবচং দিব্যং শক্তেশ্চ শঙ্করস্য চ ॥ ৭৬
উপায়ং কুরু যত্নেন জয়বীজং শুভাবহম্।
উপায়তঃ সমারব্ধাঃ সর্ব্বে সিধ্যন্ত্যপক্রমে ॥ ৭৭
কৃষ্ণস্য মন্ত্রং কবচং গ্রহণং কুরু শঙ্করাৎ।
দুর্ল্লভং বৈষ্ণবং তেজঃ শৈবং শাক্তং বিজেষ্যতে
গুরুস্তে জগতাং নাথঃ শিবো জন্মনি জন্মনি।
মন্ত্রো মন্ত্রো ম যুক্তস্তে যো যুক্তঃ স ভবেদ্বিধিঃ ॥
নিষেকাল্লভ্যতে মন্ত্রঃ কান্তঃ কান্তা গুরুঃ সুরঃ।
স্বয়মেবোপতিষ্ঠন্তে যে যেষাং তেষু তে ধ্রুবম্ ॥৮০
ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম গৃহীত্বা কবচং বরম্।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নির্ভূপাং করিষ্যসি মহীং ভৃগো ॥৮১
দিব্যং পাশুপতং তুভ্যং দাতা দাস্যতি শঙ্করঃ।
তেন দেয়েন মন্ত্রেণ ক্ষত্রসঙ্ঘং বিজেষ্যতে ॥ ৮২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে গণেশখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

ঊনত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা প্রণম্য চ জগদ্গুরুম্।
স্ফীতস্তস্মাদ্বরং প্রাপ্য শিবলোকং জগাম সঃ ॥ ১
লক্ষযোজনমূর্দ্ধঞ্চ ব্রহ্মলোকাদ্বিলক্ষণম্।
অত্যনির্ব্বচনীয়ঞ্চ বায়্বাধারং মনোহরম্ ॥ ২
বৈকুণ্ঠং দক্ষিণে যস্য গৌরীলোকশ্চ বামতঃ।
যদধো ধ্রুবলোকশ্চ সর্ব্বলোকাৎ পরঃ স্মৃতঃ ॥৩
তেষামূর্দ্ধঞ্চ গোলোকঃ পঞ্চাশৎকোটিযোজনম্।
অত ঊর্দ্ধং ন লোকশ্চ সর্ব্বোপরি চ স স্মৃতঃ ॥৪
মনোযায়ী স যোগীন্দ্রঃ শিবলোকং দদর্শ হ।
উপমানোপমেয়াভ্যাং রহিতং মহদদ্ভুতম্ ॥ ৫
যোগীন্দ্রাণাঞ্চ প্রবরৈঃ সিদ্ধবিদ্যাবিশারদৈঃ।
কোটিকল্পতপঃপূতৈঃ পুণ্যবদ্ভির্নিষেবিতম্ ॥ ৬
বেষ্টিতং কল্পবৃক্ষাণাং সমূহৈর্ব্বাঞ্ছিতপ্রদৈঃ।
সমূহৈঃ কামধেনূনামসংখ্যানাং বিরাজিতম্ ॥ ৭
মধুমুগ্ধমধুলিহাং মধুরধ্বনিমোহিতম্।
নবপল্লবসংযুক্ত-পুংস্কোকিলরুতশ্রুতম্ ॥ ৮
যোগেন যোগিনা সৃষ্টং স্বেচ্ছয়া শঙ্করেণ চ।
শিল্পিনাং গুরুণা স্বপ্নে ন দৃষ্টং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৯
জন্তুভির্ব্বেষ্টিতং ব্রহ্মন্ যোগস্থৈর্নিরাময়ৈঃ।
সরোবরশতৈর্দিব্যৈঃ পদ্মরাজিবিরাজিতৈঃ ॥ ১০
পারিজাততরূণাঞ্চ বনরাজিবিরাজিতৈঃ।
পুষ্পোদ্যানায়ুতৈর্যুক্তং সদা চাতি সুশোভিতম্ ॥ ১১
মণীন্দ্রসাররচিতৈঃ শোভিতৈর্মণিবেদিভিঃ।
রাজমার্গশতৈর্দিব্যৈরভ্যন্তরবিভূষিতম্ ॥ ১২
মণীন্দ্রসারনির্ম্মাণ-শতকোটিগৃহৈর্যুতম্।
নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্যৈর্মণীন্দ্রকলসোজ্জ্বলৈঃ ॥ ১৩
তন্মধ্যদেশে রম্যে চ দদর্শ শঙ্করালয়ম্।
মণীন্দ্রসারনির্ম্মাণ-প্রাকারং সুমনোহরম্ ॥ ১৪
অত্যূর্দ্ধমম্বরস্পর্শি ক্ষীরনীরনিভং পরম্।

ষোড়শদ্বারসংযুক্তং শোভিতং শতমন্দিরৈঃ ॥ ১৫
অমূল্যরত্নরচিতৈ রত্নসোপানভূষিতৈঃ।
রত্নস্তম্ভকপাটৈশ্চ হীরকেণ পরিষ্কৃতৈঃ ॥ ১৬
মাণিক্যজালমালাভিঃ সদ্রত্নকলসোজ্জ্বলৈঃ।
নানাচিত্রবিচিত্রেণ চিত্রিতৈঃ সুমনোহরৈঃ ॥ ১৭
আলয়স্য পুরস্তত্র সিংহদ্বারং দদর্শ সঃ।
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণ-কবাটেন বিভূষিতম্ ॥ ১৮
শোভিতং বেদিকাভিশ্চ বাহ্যাভ্যন্তরতঃ সদা।
রচিতাভিঃ পদ্মরাগৈর্মহামরকতৈর্গৃহম্ ॥ ১৯
নানাপ্রকারচিত্রেণ চিত্রিতং সুমনোহরম্।
দ্বারে নিযুক্তৌ দদর্শ দ্বারপালৌ ভয়ঙ্করৌ ॥ ২০
মহাকরালদন্তাস্যৌ বিকৃতৌ রক্তলোচনৌ
দগ্ধশৈলপ্রতীকাশৌ মহাবলপরাক্রমৌ ॥ ২১
বিভূতিভূষিতাঙ্গৌ চ ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরৌ বরৌ।
পিঙ্গলাক্ষৌ বিশালাক্ষৌ জটিলৌ চ ত্রিলোচনৌ ॥
ত্রিশূলপট্টিশধরৌ জ্বলন্তৌ ব্রহ্মতেজসা।
তৌ দৃষ্ট্বা মনসা ভীতস্ত্রস্তঃ কিঞ্চিদুবাচ হ ॥ ২৩
বিনয়েন বিনীতশ্চ দুর্ব্বিনীতৌ মহোল্বণৌ *।
আত্মনঃ সর্ব্ববৃত্তান্তং কথয়ামাস তৎপুরঃ ॥ ২৪
বিপ্রস্য বচনং শ্রুত্বা কৃপাযুক্তৌ বভূবতুঃ।
গৃহীত্বাজ্ঞাং চরদ্বারা শঙ্করস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৫
প্রবেষ্টুমাজ্ঞাং দদতুরীশ্বরানুচরাবিমৌ।
ভৃগুস্তদাজ্ঞামাদায় প্রবিবেশ হরিং স্মরন্ ॥ ২৬
প্রত্যেকং ষোড়শদ্বারং দদর্শ সুমনোহরম্।
দ্বারপালান্ নিযুক্তাংশ্চ নানাচিত্রবিচিত্রিতম্ ॥ ২৭
দৃষ্ট্বা তাং মহদাশ্চর্য্যাং দদর্শ শূলিনঃ সভাম্।
নানাসিদ্ধগণাকীর্ণাং মহর্ষিগণসেবিতাম্ ॥ ২৮
পারিজাতপ্রসূনাক্ত-বায়ুনা সুরভীকৃতাম্।
দদর্শ তত্র দেবেশং শঙ্করং চন্দ্রশেখরম্ ॥ ২৯
ত্রিশূলপট্টিশধরং ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরং পরম্।
বিভূতিভূষিতাঙ্গং তং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্ ॥ ৩০
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ রত্নভূষণভূষিতম্।
মহাশিবং শিবকরং শিববীজং শিবাশ্রয়ম্ ॥ ৩১
আত্মারামং পূর্ণকামং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্।
ঈষদ্ধাস্যং প্রসন্নাস্যং ভক্তানুগ্রহকারকম্ ॥ ৩২
শশ্বজ্জ্যোতিঃস্বরূপঞ্চ লোকানুগ্রহবিগ্রহম্।

* মহবলাবিতি বা পাঠঃ।

ধৃতবন্তং জটাজালং দক্ষকন্যাস্থিভূষিতম্ ॥ ৩৩
তপসাং ফলদাতারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্ ॥ ৩৪
গুহ্যং ব্রহ্ম প্রবোচন্তং শিষ্যেভ্যস্তত্ত্বমুদ্রয়া।
স্তূয়মানঞ্চ যোগীন্দ্রৈঃ সিদ্ধেন্দ্রৈঃ পরিষেবিতম্ ॥ ৩৫
পার্ষদপ্রবরৈঃ শশ্বৎ সেবিতং শ্বেতচামরৈঃ।
ধ্যায়মানং পরং ব্রহ্ম পরিপূর্ণতমং পরম্ ॥ ৩৬
স্বেচ্ছাময়ং গুণাতীতং জরা-মৃত্যুহরং পরম্।
জ্যোতীরূপঞ্চ সর্ব্বাদ্যং শ্রীকৃষ্ণং প্রকৃতেঃ পরম্।
ধ্যায়ন্তং পরমানন্দং পুলকাঞ্চিতবিগ্রহম্।
বিহ্বলং * সাশ্রুনেত্রঞ্চ উদ্গায়ন্তং গুণার্ণবম্ ॥ ৩৮
ভৈরবৈন্দ্রে † রুদ্রগণৈঃ ক্ষেত্রপালৈশ্চ বেষ্টিতম্
মূর্দ্ধ্না ননাম তং দৃষ্ট্বা পর্শুরামোঽতিসাদরম্ ॥ ৩৯
তদ্বামে কার্ত্তিকেয়ঞ্চ দক্ষিণে চ গণেশ্বরম্।
নন্দীশ্বরং মহাকালং বীরভদ্রঞ্চ তৎপুরঃ।
ক্রোড়ে দদর্শ কালীং তাং গৌরীং শৈলেন্দ্র-
কন্যকাম্ ॥ ৪০
ননাম সর্ব্বান্ মূর্দ্ধ্না চ ভক্ত্যা চ পরয়া মুদা।
দৃষ্ট্বা হরং পরং সারং তং স্তোতুমুপচক্রমে ॥ ৪১
সগদ্গদপদং দীনং সাশ্রুনেত্রোঽতিকাতরঃ।
পুটাঞ্জলিযুতঃ শান্তঃ শোকার্ত্তঃ শোকনাশনম্ ॥ ৪২

পরশুরাম উবাচ।

ঈশ ত্বাং স্তোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতং স্তোতুমক্ষমঃ।
অক্ষরাক্ষরবীজঞ্চ কিং বা স্তৌমি নিরীহকম্ ॥ ৪৩
ন যোজনাং কর্ত্তুমীশো দেবেশং স্তোতুমীপ্সিতম্ ‡।
বেদা ন শক্তা যং স্তোতুং কস্ত্বাং স্তোতুমিহে-
শ্বরঃ ॥ ৪৪
বুদ্ধের্ব্বাঙ্মনসোঃ পারং সারাৎসারং পরাৎপরম্।
জ্ঞানবুদ্ধেরসাধ্যঞ্চ সিদ্ধং সিদ্ধৈর্নিষেবিতম্ ॥ ৪৫
যমাকাশমিবাসীন-মনন্তমাদিমব্যয়ম্।
বিশ্বতন্ত্রমতন্ত্রঞ্চ স্বতন্ত্রং তন্ত্রবীজকম্ ॥ ৪৬
ধ্যানাসাধ্যং দুরারাধ্য মতসাধ্যং কৃপানিধিম্।
ত্রাহি মাং করুণাসিন্ধো দীনবন্ধোঽতিদীনকম্ ॥ ৪৭
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্।

* মুখরমিত্যপি পাঠঃ।
† ভবেন্দ্রৈশ্চ ইতি পাঠঃ ক্বাচিৎকঃ।
‡ স্তৌমি মূঢ়ধীরিতি চ পাঠঃ।

আগতোঽহং তব সভাং প্রমাতুর্মাতুরাজ্ঞয়া।
উপায়েন জগন্নাথ মদ্বৈরিসূদনং কুরু ॥ ৬৪
স রাজা স চ ধর্ম্মিষ্ঠঃ স দয়ালুর্যশস্করঃ।
স পূজ্যঃ স স্থিরশ্রী-চ যো দীনং পরিপালয়েৎ ॥
উচ্চৈর্নীচং সমং দৃষ্ট্বা যঃ প্রজাং ন চ পালয়েৎ।
তদ্দোষাদ্‌যাতি রুষ্টা শ্রীঃ স ভবেদ্‌ভ্রষ্টসম্পদঃ ॥৬৬
শ্রুত্বা বিপ্র বটোর্ব্বাক্যং করুণাসাগরো বিধিঃ।
দত্ত্বা শুভাশিষং তস্মৈ বাসয়ামাস বক্ষসি ॥ ৬৭
শ্রুত্বা ভৃগোঃ প্রতিজ্ঞাঞ্চ বিস্মিতশ্চতুরাননঃ।
অতীবদুষ্করাং ঘোরাং বহুজীবিবিঘাতিনীম্ ॥ ৬৮
নিষেকেণ ভবেৎ সর্ব্বমিতি কৃত্বা তু মানসে।
উবাচ পর্শুরামং তং পরিণামসুখাবহম্ ॥ ৬৯

ব্রহ্মোবাচ।

প্রতিজ্ঞা দুর্লভা বৎস বহুজীবিবিঘাতিনী।
সৃষ্টিরেষা ভগবতঃ সন্তবেদীশ্বরেচ্ছয়া ॥ ৭০
সৃষ্টিঃ সৃষ্টা ময়া পুত্র ক্লেশেনৈবেশ্বরাজ্ঞয়া।
সৃষ্টিলুপ্তা প্রতিজ্ঞা তে দারুণা করুণাপরা ॥ ৭১
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নির্ভূপাং কর্ত্তুমিচ্ছসি মেদিনীম্।
একক্ষত্রিয়দোষেণ তজ্জাতিং হন্তুমিচ্ছসি ॥ ৭২
ব্রহ্মন্ ক্ষত্রিয়-বিট্‌শূদ্রৈস্ত্রিভিঃ সৃষ্টিশ্চ শাশ্বতী।
আবির্ভূতা তিরোভূতা হরেরেব পুনঃপুনঃ ॥ ৭৩
অব্যর্থা ত্বৎপ্রতিজ্ঞা চ ভবিতা প্রাক্তনেন চ।
বহ্বায়াসেন তে কার্য্য-সিদ্ধির্ভবিতুমর্হতি ॥ ৭৪
শিবলোকং গচ্ছ বৎস শঙ্করং শরণং ব্রজ।
পৃথিব্যাং বহবো ভূপাঃ সন্তি শঙ্করকিঙ্করাঃ ॥ ৭৫
বিনাজ্ঞয়া মহেশস্য কো বা তান্ হন্তুমীশ্বরঃ।
বিভ্রতঃ কবচং দিব্যং শক্তেশ্চ শঙ্করস্য চ ॥ ৭৬
উপায়ং কুরু যত্নেন জয়বীজং শুভাবহম্।
উপায়তঃ সমারব্ধাঃ সর্ব্বে সিধ্যন্ত্যপক্রমে ॥ ৭৭
কৃষ্ণস্য মন্ত্রং কবচং গ্রহণং কুরু শঙ্করাৎ।
দুর্লভং বৈষ্ণবং তেজঃ .শবং শাক্তং বিজেষ্যতে
গুরুস্তে জগতাং নাথঃ শিবো জন্মনি জন্মনি।
মন্ত্রো মন্ত্রো ম যুক্তস্তে যো যুক্তঃ স ভবেদ্‌বিধিঃ ॥
নিষেকাল্লভ্যতে মন্ত্রঃ কান্তঃ কান্তা গুরুঃ সুরঃ।
স্বয়মেবোপতিষ্ঠন্তে যে যেষাং তেষু তে ধ্রুবম্ ॥৮০
ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম গৃহীত্বা কবচং বরম্।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নির্ভূপাং করিষ্যসি মহীং ভৃগো ॥৮১
দিব্যং পাশুপতং তুভ্যং দাতা দাস্যতি শঙ্করঃ।
তেন দেয়েন মন্ত্রেণ ক্ষত্রসঙ্ঘং বিজেষ্যতে ॥ ৮২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে গণেশখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা প্রণম্য চ জগদ্‌গুরুম্।
স্ফীতস্তস্মাদ্‌বরং প্রাপ্য শিবলোকং জগাম সঃ ॥ ১
লক্ষযোজনমূর্দ্ধঞ্চ ব্রহ্মলোকাদ্‌বিলক্ষণম্।
অত্যনির্ব্বচনীয়ঞ্চ বায়ুাধারং মনোহরম্ ॥ ২
বৈকুণ্ঠং দক্ষিণে যস্য গৌরীলোকশ্চ বামতঃ।
যদধো ধ্রুবলোকশ্চ সর্ব্বলোকাৎ পরঃ স্মৃতঃ ॥৩
তেষামূর্দ্ধঞ্চ গোলোকঃ পঞ্চাশৎকোটিযোজনম্।
অত ঊর্দ্ধং ন লোকশ্চ সর্ব্বোপরি চ স স্মৃতঃ ॥৪
মনোযায়ী স যোগীন্দ্রঃ শিবলোকং দদর্শ হ।
উপমানোপমেয়াভ্যাং রহিতং মহদদ্ভুতম্ ॥ ৫
যোগীন্দ্রাণাঞ্চ প্রবরৈঃ সিদ্ধবিদ্যাবিশারদৈঃ।
কোটিকল্পতপঃপূতৈঃ পুণ্যবদ্ভির্নিষেবিতম্ ॥ ৬
বেষ্টিতং কল্পবৃক্ষাণাং সমূহৈর্ব্বাঞ্ছিতপ্রদৈঃ।
সমূহৈঃ কামধেনূনামসংখ্যানাং বিরাজিতম্ ॥ ৭
মধুমুগ্ধমধুলিহাং মধুরধ্বনিমোহিতম্।
নবপল্লবসংযুক্ত-পুংস্কোকিলরুতশ্রুতম্ ॥ ৮
যোগেন যোগিনা সৃষ্টং স্বেচ্ছয়া শঙ্করেণ চ।
শিল্পিনাং গুরুণা স্বপ্নে ন দৃষ্টং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৯
জন্তুভির্ব্বেষ্টিতং ব্রহ্মন্ যোগসৃষ্টৈর্নিরাময়ৈঃ।
সরোবরশতৈর্দিব্যৈঃ পদ্মরাজিবিরাজিতৈঃ ॥ ১০
পারিজাততরূণাঞ্চ বনরাজিবিরাজিতৈঃ।
পুষ্পোদ্যানাযুতৈর্যুক্তং সদা চ.তি সুশোভিতম্ ॥১১
মণীন্দ্রসাররচিতৈঃ শোভিতৈর্ম্মণিবেদিভিঃ।
রাজমার্গশতৈর্দিব্যৈরভ্যন্তরবিভূষিতম্ ॥ ১২
মণীন্দ্রসারনির্ম্মাণ-শতকোটিগৃহৈর্যুতম্।
নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্যৈর্মণীন্দ্রকলসোজ্জ্বলৈঃ ॥ ১৩
তন্মধ্যদেশে রম্যে চ দদর্শ শঙ্করালয়ম্।
মণীন্দ্রসারনির্ম্মাণ-প্রাকারং সুমনোহরম্ ॥ ১৪
অত্যূর্দ্ধমম্বরস্পর্শি ক্ষীরনীরনিভং পরম্।

ষোড়শদ্বারসংযুক্তং শোভিতং শতমন্দিরৈঃ ॥ ১৫
অমূল্যরত্নরচিতৈ রত্নসোপানভূষিতৈঃ ।
রত্নস্তম্ভকপাটৈশ্চ হীরকেণ পরিষ্কৃতৈঃ ॥ ১৬
মাণিক্যজালমালাভিঃ সদ্রত্নকলসোজ্জ্বলৈঃ ।
নানাচিত্রবিচিত্রেণ চিত্রিতৈঃ সুমনোহরৈঃ ॥ ১৭
আলয়স্য পুরস্তত্র সিংহদ্বারং দদর্শ সঃ ।
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণ-কবাটেন বিভূষিতম্ ॥ ১৮
শোভিতং বেদিকাভিশ্চ বাহ্যাভ্যন্তরতঃ সদা ।
রচিতাভিঃ পদ্মরাগৈর্মহামরকতৈর্গৃহম্ ॥ ১৯
নানাপ্রকারচিত্রেণ চিত্রিতং সুমনোহরম্ ।
দ্বারে নিযুক্তৌ দদর্শ দ্বারপালৌ ভয়ঙ্করৌ ॥ ২০
মহাকরালদন্তাস্যৌ বিকৃতৌ রক্তলোচনৌ
দগ্ধশৈলপ্রতীকাশৌ মহাবলপরাক্রমৌ ॥ ২১
বিভূতিভূষিতাঙ্গৌ চ ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরৌ বরৌ ।
পিঙ্গলাক্ষৌ বিশালাক্ষৌ জটিলৌ চ ত্রিলোচনৌ ॥
ত্রিশূলপট্টিশধরৌ জ্বলন্তৌ ব্রহ্মতেজসা ।
তৌ দৃষ্ট্বা মনসা ভীতস্ত্রস্তঃ কিঞ্চিদুবাচ হ ॥ ২৩
বিনয়েন বিনীতশ্চ দুর্ব্বিনীতৌ মহোল্বণৌ * ।
আত্মনঃ সর্ব্ববৃত্তান্তং কথয়ামাস তৎপুরঃ ॥ ২৪
বিপ্রস্য বচনং শ্রুত্বা কৃপাযুক্তৌ বভূবতুঃ ।
গৃহীত্বাজ্ঞাং চরদ্বারা শঙ্করস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৫
প্রবেষ্টুমাজ্ঞাং দদতুরীশ্বরানুচরাবিমৌ ।
ভৃগুস্তদাজ্ঞামাদায় প্রবিবেশ হরিং স্মরন্ ॥ ২৬
প্রত্যেকং ষোড়শদ্বারং দদর্শ সুমনোহরম্ ।
দ্বারপালান্ নিযুক্তাংশ্চ নানাচিত্রবিচিত্রিতম্ ॥ ২৭
দৃষ্ট্বা তাং মহদাশ্চর্য্যাং দদর্শ শূলিনঃ সভাম্ ।
নানাসিদ্ধগণাকীর্ণাং মহর্ষিগণসেবিতাম্ ॥ ২৮
পারিজাতপ্রসূনাক্ত-বায়ুনা সুরভীকৃতাম্ ।
দদর্শ তত্র দেবেশং শঙ্করং চন্দ্রশেখরম্ ॥ ২৯
ত্রিশূলপট্টিশধরং ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরং পরম্ ।
বিভূতিভূষিতাঙ্গং তং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্ ॥ ৩০
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ রত্নভূষণভূষিতম্ ।
মহাশিবং শিবকরং শিববীজং শিবাশ্রয়ম্ ॥ ৩১
আত্মারামং পূর্ণকামং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ।
ঈষদ্ধাস্যং প্রসন্নাস্যং ভক্তানুগ্রহকারকম্ ॥ ৩২
শশ্বজ্জ্যোতিঃস্বরূপঞ্চ লোকানুগ্রহবিগ্রহম্ ।

* মহবসাবিতি বা পাঠঃ ।

ধৃতবন্তং জটাজালং দক্ষকন্যাস্থিভূষিতম্ ॥ ৩৩
তপসাং ফলদাতারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্ ।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্ ॥ ৩৪
গুহ্যং ব্রহ্ম প্রবোচন্তং শিষ্যেভ্যস্তত্ত্বমুদ্রয়া ।
স্তূয়মানঞ্চ যোগীন্দ্রৈঃ সিদ্ধেন্দ্রৈঃ পরিষেবিতম্ ॥ ৩৫
পার্ষদপ্রবরৈঃ শশ্বং সেবিতং শ্বেতচামরৈঃ ।
ধ্যায়মানং পরং ব্রহ্ম পরিপূর্ণতমং পরম্ ॥ ৩৬
স্বেচ্ছাময়ং গুণাতীতং জরা-মৃত্যুহরং পরম্ ।
জ্যোতীরূপঞ্চ সর্ব্বাদ্যং শ্রীকৃষ্ণং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
ধ্যায়ন্তং পরমানন্দং পুলকাঙ্কিতবিগ্রহম্ ।
বিহ্বলং * সাশ্রুনেত্রঞ্চ উদ্গায়ন্তং গুণার্ণবম্ ॥ ৩৮
ভৈরবেন্দ্রৈ † রুদ্রগণৈঃ ক্ষেত্রপালৈশ্চ বেষ্টিতম্
মূর্দ্ধ্না ননাম তং দৃষ্ট্বা পর্শুরামোঽতিসাদরম্ ॥ ৩৯
তদ্বামে কার্ত্তিকেয়ঞ্চ দক্ষিণে চ গণেশ্বরম্ ।
নন্দীশ্বরং মহাকালং বীরভদ্রঞ্চ তৎপুরঃ ।
ক্রোড়ে দদর্শ কালীং তাং গৌরীং শৈলেন্দ্র-
কন্যকাম্ ॥ ৪০
ননাম সর্ব্বান্ মূর্দ্ধ্না চ ভক্ত্যা চ পরয়া মুদা ।
দৃষ্ট্বা হরং পরং সারং তং স্তোতুমুপচক্রমে ॥ ৪১
সগদ্গদপদং দীনং সাশ্রুনেত্রোঽতিকাতরঃ ।
পুটাঞ্জলিযুতঃ শান্তঃ শোকার্ত্তঃ শোকনাশনম্ ॥ ৪২

পরশুরাম উবাচ ।

ঈশ ত্বাং স্তোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতং স্তোতুমক্ষমঃ ।
অক্ষরাক্ষরবীজঞ্চ কিং বা স্তৌমি নিরীহকম্ ॥ ৪৩
ন যোজনাং কর্ত্তুমীশো দেবেশং স্তোতুমীপ্সিতম্ ‡
বেদা ন শক্তা যং স্তোতুং কস্তাং স্তোতুমিহে-
শ্বরঃ ॥ ৪৪
বুদ্ধের্ব্বাঙ্মনসোঃ পারং সারাৎসারং পরাৎপরম্ ।
জ্ঞানবুদ্ধেরসাধ্যঞ্চ সিদ্ধং সিদ্ধৈর্নিষেবিতম্ ॥ ৪৫
যমাকাশমিবাসীন-মনন্তমাদিমব্যয়ম্ ।
বিশ্বতন্ত্রমতন্ত্রঞ্চ স্বতন্ত্রং তন্ত্রবীজকম্ ॥ ৪৬
ধ্যানাসাধ্যং দুরারাধ্য মতিসাধ্যং কৃপানিধিম্ ।
ত্রাহি মাং করুণাসিন্ধো দীনবন্ধোঽতিদীনকম্ ॥ ৪৭
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্

* মুখর'মত্যপি পাঠঃ ।
† ভৈরবৈন্দ্রেশ্চ ইতি পাঠঃ ক্বাচিৎকঃ ।
‡ স্তৌমি মূঢ়ধীরিতি চ পাঠঃ ।

স্বপ্নাদৃষ্টঞ্চ ভক্তানাং পশ্যামি চক্ষুষাধুনা ॥ ৪৮
শক্রাদয়ঃ সুরগণাঃ কলয়া যস্য সম্ভবাঃ।
চরাচরাঃ কলাংশেন তং নমামি মহেশ্বরম্ ॥ ৪৯
যং ভাস্করস্বরূপঞ্চ শশিরূপং হুতাশনম্।
জলরূপং বায়ুরূপং তং নমামি মহেশ্বরম্ ॥ ৫০
স্ত্রীরূপং ক্লীবরূপঞ্চ পুংরূপঞ্চ বিভর্ত্তি যঃ।
সর্ব্বাধারং সর্ব্বরূপং তং নমামি মহেশ্বরম্ ॥ ৫১
দেব্যা কঠোরতপসা যো লব্ধো গিরিকন্যয়া।
দুর্লভস্তপসাং যো হি তং নমামি মহেশ্বরম্ ॥ ৫২
সর্ব্বেষাং কল্পবৃক্ষঞ্চ বাঞ্ছাধিকফলপ্রদম্।
আশুতোষং ভক্তবন্ধুং তং নমামি মহেশ্বরম্ ॥৫৩
অনন্তবিশ্বসৃষ্টীনাং সংহর্ত্তারং ভয়ঙ্করম্।
ক্ষণেন লীলামাত্রেণ তং নমামি মহেশ্বরম্ ॥ ৫৪
যঃ কালঃ কালকালশ্চ কালবীজঞ্চ কালজঃ।
অজঃ প্রজশ্চ যঃ সর্ব্বস্তং নমামি মহেশ্বরম্ ॥ ৫৫
ইত্যেবমুক্ত্বা স ভৃগুঃ পপাত চরণাম্বুজে।
আশিষঞ্চ দদৌ তস্মৈ সুপ্রসন্নো বভূব সঃ ॥ ৫৬
জামদগ্ন্যকৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেদ্ভক্তিসংযুতঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ শিবলোকং স গচ্ছতি ॥ ৫৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশ-
খণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে
উনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৯॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শঙ্কর উবাচ।

কস্ত্বং বটো কস্য পুত্রঃ ক্ব বাসঃ স্তবনং কথম্।
কিং বা তেঽহং করিষ্যামি বাঞ্ছিতং বদ সাম্প্রতম্ ॥ ১

পার্ব্বত্যুবাচ।

শোকাকুলং ত্বাং পশ্যামি বিমনস্কং সুবিস্মিতম্।
বয়সাতিশিশুং শান্তং গুণেন গুণিনাং বরম্ ॥ ২

ভৃগুরুবাচ।

জমদগ্নিসুতোঽহঞ্চ ভৃগুবংশসমুদ্ভবঃ।
মাতা মে রেণুকা সাধ্বী পরশুরামশ্চ নামতঃ ॥ ৩
ক্রৌণীহি মাং দয়াসিন্ধো বিদ্যাপণ্যেন কিঙ্করম্।
মহীশ শরণাপন্নং রক্ষ মাং দীনবৎসল ॥ ৪
মৃগয়ামাগতং ভূপমুপোষিতং পিতা মম।
চকারাতিথ্যমানীয় কপিলাদত্তবস্তুনা ॥ ৫
রাজা তং কপিলালোভাদ্ঘাতয়ামাস মন্দধীঃ।
কপিলা তং মৃতং দৃষ্ট্বা গোলোকঞ্চ জগাম সা ॥৬
মাতানুগমনং চক্রে অনাথোঽহঞ্চ সাম্প্রতম্।
ত্বং মে পিতা শিবা মাতা রক্ষ মাং পুত্রবৎ প্রভো ॥ ৭
ময়া কৃতা প্রতিজ্ঞা চ শোকেনৈবাতিদুষ্করা।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নির্ভূপাং করিষ্যামি মহীমিতি ॥ ৮
কার্ত্তবীর্য্যং হনিষ্যামি সমরে তাতঘাতকম্।
ইতেবং পরিপূর্ণং মে ভগবান্ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ৯
ব্রাহ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা দুর্গামুখং হরঃ।
বভূবানম্রবক্ত্রশ্চ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকঃ * ॥ ১০

পার্ব্বত্যুবাচ।

তপস্বিন্ বিপ্রপুত্র ক্ষ্মাং নির্ভূপাং কর্ত্তুমিচ্ছসি।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ কোপেন সাহসস্তে মহান্ বটো ॥ ১১
হন্তুমিচ্ছসি নিঃশস্ত্রঃ সহস্রার্জ্জুনমীশ্বরম্।
ভ্রূভঙ্গলীলয়া যস্য রাবণস্য পরাজয়ঃ ॥ ১২
তস্মৈ প্রদত্তং দত্তেন শ্রীহরেঃ কবচং বটো।
শক্তিরব্যর্থরূপা চ যয়া তে হিংসিতঃ পিতা ॥ ১৩
হরের্মন্ত্রঞ্চ স্তবনং ধ্যায়তে তদ্দিবানিশম্।
কো বা শক্নোতি তং হন্তুং ন পশ্যামীহ ভূতলে ॥
অরে বিপ্র গৃহং গচ্ছ কিং করিষ্যতি শঙ্করঃ।
অন্যে ভূপাশ্চ মদ্ভৃত্যাঃ কা ভীস্তেষাং ময়ি স্থিতে

ভদ্রকাল্যুবাচ।

অরে বিপ্রবটো জান্মু নির্ভূপান্ কর্ত্তুমিচ্ছসি।
যথা হি বামনশ্চন্দ্রং করেণাহর্ত্তুমিচ্ছতি ॥ ১৬
নানাযজ্ঞকৃতঃ পুণ্যান্ বহাবলপরাক্রমান্।
দিগম্বরসহায়েন মদ্ভৃত্যান্ হন্তুমিচ্ছসি ॥ ১৭
স তয়োর্বচনং শ্রুত্বা রুরোদোচ্চৈশ্চ শোকতঃ।
সহসা পুরতস্তেষাং প্রাণাংস্ত্যক্তুং সমুদ্যতঃ ॥ ১৮
বিপ্রস্য রোদনং দৃষ্ট্বা শঙ্করঃ করুণানিধিঃ।
পশ্যন্ দুর্গাঞ্চ কালীঞ্চ কৃত্বাতিবিনয়ং বিভুঃ ॥ ১৯
তয়োরনুমতিং প্রাপ্য সর্ব্বেষাং ভক্তবৎসলঃ।
জমদগ্নিসুতং সদ্যঃ প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ২০

শঙ্কর উবাচ।

অদ্যপ্রভৃতি হে বৎস ত্বং মে পুত্রসমো মহান্।

---

* শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠতালুকা ইতি পাঠঃ ক্বাচিৎকঃ।

দাস্যামি মন্ত্রং গুহ্যং তে ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্ ॥২১
এবম্ভূতঞ্চ কবচং দাস্যামি পরমাদ্ভুতম্ ।
লীলয়া মৎপ্রসাদেন কার্ত্তবীর্য্যং হনিষ্যসি ॥ ২২
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নির্ভূপাং করিষ্যসি মহীং দ্বিজ ।
জগৎ তে যশসা পূর্ণং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩
ইত্যুক্ত্বা শঙ্করস্তস্মৈ দদৌ মন্ত্রং সুদুর্লভম্ ।
ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ২৪
স্তবং পূজাবিধানঞ্চ পুরশ্চরণপূর্ব্বকম্ ।
মন্ত্রসিদ্ধেরনুষ্ঠানং যথাবন্নিয়মক্রমম্ ॥ ২৫
সিদ্ধিস্থানং কালসংখ্যাং কথয়ামাস নারদ ।
বেদবেদাঙ্গনিখিলং পাঠয়ামাস তৎক্ষণম্ ॥ ২৬
নাগপাশং পাশুপতং ব্রহ্মাস্ত্রঞ্চ সুদুর্লভম্ ।
বহ্নিং নারায়ণাস্ত্রঞ্চ বায়ব্যং বারুণং তথা ॥ ২৭
গান্ধর্ব্বং গারুড়ঞ্চৈব জৃম্ভণাস্ত্রং তথৈব চ ।
গদাং শক্তিং তথা পাশং শুভমব্যর্থমুত্তমম্ ॥ ২৮
নানাপ্রকারশস্ত্রাস্ত্রং মন্ত্রঞ্চ বিধিপূর্ব্বকম্ ।
শস্ত্রাস্ত্রাণাঞ্চ সংহারং বিক্ষেপমক্ষয়ং ধনুঃ ॥ ২৯
আত্মরক্ষণসন্ধানং সংগ্রামবিজয়ক্রমম্ ।
মায়াযুদ্ধঞ্চ বিবিধং হুঙ্কারং মন্ত্রপূর্ব্বকম্ ॥ ৩০
রক্ষণঞ্চ স্বসৈন্যানাং পরসৈন্যবিমর্দ্দনম্ ।
নানাপ্রকারমতুলমুপায়ং রণসঙ্কটে ।
সংসারমোহিনীং বিদ্যাং জন্মমৃত্যুহরাং হরেঃ ॥৩১
স্থিত্বা চিরং গুরোর্বাসে সর্ব্ববিদ্যাং বিবোধ সঃ ।
তীর্থে কৃত্বা মন্ত্রসিদ্ধিং তাংশ্চ নত্বা জগাম সঃ ॥৩২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশ-
খণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি কিং মন্ত্রং ভগবন্ হরঃ ।
কৃপয়া পশুরামায় কিং স্তোত্রং কবচং দদৌ ॥ ১
কো বাস্য মন্ত্রস্যারাধ্যঃ কিং ফলং কবচস্য চ ।
স্তবনস্য ফলং কিং বা তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ২

নারায়ণ উবাচ ।

মন্ত্রারাধ্যো হি ভগবান্ পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্ ।
গোলোকনাথঃ শ্রীকৃষ্ণো গোপগোপীশ্বরঃ প্রভুঃ ॥
ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্ ।
স্তবরাজং মহাপুণ্যং বিভূতিযোগসম্ভবম্ ॥ ৪
মন্ত্রং কল্পতরুং নাম সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ।
প্রদদৌ পশুরামায় রত্নপর্ব্বতসন্নিধৌ ॥ ৫
স্বয়ম্প্রভানদীতীরে পারিজাতবনান্তরে ।
আশ্রমে লোকদেবস্য মাধবস্য চ সন্নিধৌ ॥ ৬

মহাদেব উবাচ ।

বৎস গচ্ছ মহাভাগ ভৃগুবংশসমুদ্ভব ।
পুত্রাধিকোঽসি প্রেম্ণা মে কবচগ্রহণং কুরু ॥ ৭
শৃণু রাম প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মাণ্ডে পরমাদ্ভুতম্ ।
ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম শ্রীকৃষ্ণস্য জয়াবহম্ ॥ ৮
শ্রীকৃষ্ণেন পুরা দত্তং গোলোকে রাধিকাশ্রমে ।
রাসমণ্ডলমধ্যে চ মহ্যং বৃন্দাবনে বনে ॥ ৯
অতিগুহ্যতরং তত্ত্বং সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্ ।
পুণ্যাৎ পুণ্যতরঞ্চৈব পরং স্নেহাদ্বদামি তে ॥ ১০
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্দেবী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ।
শুম্ভং নিশুম্ভং মহিষং রক্তবীজং জঘান হ ॥১১
যদ্ধৃত্বাহঞ্চ জগতাং সংহর্ত্তা সর্ব্বতত্ত্ববিৎ ।
অবধ্যং ত্রিপুরং পূর্ব্বং দুরন্তমবলীলয়া ॥ ১২
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ব্রহ্মা সসৃজে সৃষ্টিমুত্তমাম্ ।
যদ্ধৃত্বা ভগবান্ শেষো বিধত্তে বিশ্বমেব চ ॥ ১৩
যদ্ধৃত্বা কূর্ম্মরাজশ্চ শেষং ধত্তেঽবলীলয়া ।
যদ্ধৃত্বা ভগবান্ বায়ুর্বিশ্বাধারো বিভুঃ স্বয়ম্ ॥ ১৪
যদ্ধৃত্বা বরুণঃ সিদ্ধঃ কুবেরশ্চ ধনেশ্বরঃ ।
যদ্ধৃত্বা পঠনাদিন্দ্রো দেবানামধিপঃ স্বয়ম্ ॥ ১৫
যদ্ধৃত্বা ভাতি ভুবনে তেজোরাশিঃ স্বয়ং রবিঃ ।
যদ্ধৃত্বা পঠনাচ্চন্দ্রো মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ১৬
অগস্ত্যঃ সাগরান্ সপ্ত যদ্ধৃত্বা পঠনাৎ পপৌ ।
চকার তেজসা পূর্ণং দৈত্যং বাতাপিসংজ্ঞকম্ ॥১৭
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্দেবী সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা ।
যদ্ধৃত্বা পঠনাৎ পূতা গঙ্গা ভুবনপাবনী ॥ ১৮
যদ্ধৃত্বা জগতাং সাক্ষী ধর্ম্মো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ ।
সর্ব্ববিদ্যাধিদেবী সা যচ্চ ধৃত্বা সরস্বতী ॥ ১৯
যদ্ধৃত্বা জগতাং লক্ষ্মীরন্নদাত্রী পরাৎপরা ।
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্দেবান্ সাবিত্রী প্রসুষাব চ ॥ ২০
দেবাশ্চ ধর্ম্মবক্তারো যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ভৃগো ।
যদ্ধৃত্বা পঠনাচ্ছুদ্ধস্তেজস্বী হব্যবাহনঃ ॥ ২১

সনৎকুমারো ভগবান্ যদ্ধৃত্বা জ্ঞানিনাং বরঃ ॥২২
দাতব্যং কৃষ্ণভক্তায় সাধবে চ মহাত্মনে ।
শঠায় পরশিষ্যায় দত্ত্বা মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩
ত্রৈলোক্যবিজয়স্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ ।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী দেবো রাসেশ্বরঃ স্বয়ম্ ॥ ২৪
ত্রৈলোক্যবিজয়প্রাপ্তৌ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
পরাৎপরঞ্চ কবচং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্ ॥ ২৫
প্রণবো মে শিরঃ পাতু শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ সদা ।
সদা পায়াৎ কপালং কৃষ্ণায় স্বাহেতি পঞ্চাক্ষরঃ ॥
কৃষ্ণেতি পাতু নেত্রে চ কৃষ্ণস্বাহেতি তারকাম্ ।
হরয়ে নম ইত্যেবং ভ্রূলতাং পাতু মে সদা ॥ ২৭
ওঁ গোবিন্দায় স্বাহেতি নাসিকাং পাতু সন্ততম্ ।
গোপালায় নমো গণ্ডৌ পাতু মে সর্ব্বতঃ সদা ॥২৮
শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ কর্ণৌ পাতু কল্পতরুর্মম ।
ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ শশ্বৎ পাতু মেঽধরযুগ্মকম্ ॥ ২৯
ওঁ গোবিন্দায় স্বাহেতি দন্তাবলিং মে সদাবতু ।
ওঁ কৃষ্ণায় দন্তরন্ধ্রং দন্তোর্দ্ধং ক্লীং সদাবতু ॥৩০
ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় স্বাহেতি জিহ্বিকাং পাতু মে সদা ।
রাসেশ্বরায় স্বাহেতি তালুকং পাতু মে সদা ॥ ৩১
রাধিকেশায় স্বাহেতি কণ্ঠং পাতু সদা মম ।
নমো গোপাঙ্গনেশায় বক্ষঃ পাতু সদা মম ॥ ৩২
ওঁ গোপেশায় স্বাহেতি স্কন্ধং পাতু সদা মম ।
নমঃ কিশোরবেশায় স্বাহা পৃষ্ঠং সদাবতু ॥ ৩৩
উদরং পাতু মে নিত্যং মুকুন্দায় নমঃ সদা ।
ওঁ হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহেতি করৌ পাদৌ সদা মম ॥ ৩৪
ওঁ বিষ্ণবে নমো বাহুযুগ্মং পাতু সদা মম ।
ওঁ হ্রীং ভগবতে স্বাহা নখরং পাতু মে সদা ॥৩৫
ওঁ নমো নারায়ণায়েতি নখরন্ধ্রং সদাবতু ।
ওঁ হ্রীং হ্রীং পদ্মনাভায় নাভিং পাতু সদা মম ॥
ওঁ সর্ব্বেশায় স্বাহেতি কঙ্কালং পাতু মে সদা ।
ওঁ গোপীরমণায় স্বাহা নিতম্বং পাতু মে সদা ॥
ওঁ গোপীরমণনাথায় পাদৌ পাতু সদা মম ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং রসিকেশায় স্বাহা সর্ব্বং সদাবতু ॥
ওঁ কেশবায় স্বাহেতি মম কেশান্ সদাবতু ।
নমঃ কৃষ্ণায় স্বাহেতি ব্রহ্মরন্ধ্রং সদাবতু ॥ ৩৯
ওঁ মাধবায় স্বাহেতি লোমানি মে সদাবতু ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং রসিকেশায় স্বাহা সর্ব্বং সদাবতু ॥
পরিপূর্ণতমঃ কৃষ্ণঃ প্রাচ্যাং মাং সর্ব্বদাবতু ।
স্বয়ং গোলোকনাথো মামাগ্নেয্যাং দিশি রক্ষতু ॥
পূর্ণব্রহ্মস্বরূপশ্চ দক্ষিণে মাং সদাবতু ।
নৈর্ঋত্যাং পাতু মাং কৃষ্ণঃ পশ্চিমে পাতু মাং হরিঃ ॥ ৪২
গোবিন্দঃ পাতু মাং শশ্বদ্বায়ব্যাং দিশি নিত্যশঃ
উত্তরে মাং সদা পাতু রসিকানাং শিরোমণিঃ ॥৪৩
ঐশান্যাং মাং সদা পাতু বৃন্দাবনবিহারকৃৎ ।
বৃন্দাবনীপ্রাণনাথঃ পাতু মামূর্দ্ধদেশতঃ ॥ ৪৪
সদৈব মাধবঃ পাতু বলিহারী মহাবলঃ ।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে নৃসিংহঃ পাতু মাং সদা ॥
স্বপ্নে জাগরণে শশ্বৎ পাতু মাং মাধবঃ সদা ।
সর্ব্বান্তরাত্মা নির্লিপ্তো রক্ষ মাং সর্ব্বতো বিভুঃ ॥
ইতি তে কথিতং বৎস সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্ ।
ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৪৭
ময়া শ্রুতং কৃষ্ণবক্ত্রাৎ প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ ।
গুরুমভ্যর্চ্য বিধিবৎ কবচং ধারয়েৎ তু যঃ ॥৪৮
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সোঽপি বিষ্ণুর্ন সংশয়ঃ ।
স চ ভক্তো বসেদ্যত্র লক্ষ্মীর্বাণী বসেৎ ততঃ ॥৪৯
যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচো জীবন্মুক্তো ভবেৎ তু সঃ ।
নিশ্চিতং কোটিবর্ষাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥৫০
রাজসূয়সহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ ।
অশ্বমেধাযুতান্যেব নরমেধাযুতানি চ ॥ ৫১
মহাদানানি যান্যেব প্রাদক্ষিণ্যং ভুবস্তথা ।
ত্রৈলোক্যবিজয়স্যাস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥৫২
ব্রতোপবাস-নিয়মাঃ স্বাধ্যায়াধ্যয়নং তপঃ * ।
স্নানঞ্চ সর্ব্বতীর্থেষু নাস্যার্হন্তি কলামপি ॥ ৫৩
সিদ্ধত্বমমরত্বঞ্চ দাসত্বং শ্রীহরেরপি ।
যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচঃ সর্ব্বং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥
স ভবেৎ সিদ্ধকবচো দশলক্ষং জপেৎ তু যঃ ।
যো ভবেৎ সিদ্ধকবচঃ সর্ব্বজ্ঞঃ স ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥৫৫
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ভজেৎ কৃষ্ণং সুমন্দধীঃ ।
কোটিকল্পপ্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধিদায়কঃ ॥ ৫৬
গৃহীত্বা কবচং বৎস মহীং নিঃক্ষত্রিয়াং কুরু ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নিঃশঙ্কঃ সদানন্দোঽবলীলয়া ॥৫৭

* তথেতি চ ক্বচিৎ পাঠঃ ।

রাজ্যং দেয়ং শিরো দেয়ং প্রাণা দেয়াশ্চ পুত্রক ।
এবম্ভূতঞ্চ কবচং ন দেয়ং প্রাণসঙ্কটে ॥ ৫৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে কবচপ্রদানং
নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ভৃগুরুবাচ ।

সম্প্রাপ্তং কবচং নাথ শশ্বৎ সর্ব্বাঙ্গরক্ষণম্ ।
সুখদং মোক্ষদং সারং শত্রুসংহারকারণম্ ॥ ১
অধুনা ভগবন্মন্ত্রং স্তোত্রং পূজাবিধিং প্রভো ।
দেহি মহ্যমনাথায় শরণাগতপালক ॥ ২

মহাদেব উবাচ ।

ওঁ শ্রীং নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় পরিপূর্ণতমায় চ ।
স্বাহেত্যনেন মন্ত্রেণ ভজ গোপীশ্বরং বিভুম্ ॥ ৩
মন্ত্রেষু মন্ত্ররাজোঽয়ং মহান্ সপ্তদশাক্ষরঃ ।
সিদ্ধোঽয়ং পঞ্চলক্ষেণ জপেন মুনিপুঙ্গব ॥ ৪
তদ্দশাংশঞ্চ হবনং তদ্দশাংশাভিষেচনম্ ।
তর্পণং তদ্দশাংশঞ্চ তদ্দশাংশঞ্চ ভোজনম্ ॥ ৫
সুবর্ণানাঞ্চ শতকং পুরশ্চরণদক্ষিণা ।
মন্ত্রসিদ্ধস্য পুংসশ্চ বিশ্বং করতলং মুনে ॥ ৬
শক্তঃ পাতুং সমুদ্রাংশ্চ বিশ্বং সংহর্ত্তুমীশ্বরঃ ।
পাঞ্চভৌতিকদেহেন বৈকুণ্ঠং গন্তুমীশ্বরঃ ॥ ৭
তস্য সংস্পর্শমাত্রেণ পদপঙ্কজরেণুনা ।
পূতানি সর্ব্বতীর্থানি সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা ॥ ৮
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং শৃণু মন্মুখতো মুনে ।
সর্ব্বেশ্বরস্য কৃষ্ণস্য ভক্তি-মুক্তি-প্রদায়ি চ ॥ ৯
নবীনজলদশ্যামং নীলেন্দীবরলোচনম্ ।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যমীষদ্ধাস্যং মনোহরম্ ॥ ১০
কোটিকন্দর্পলাবণ্য-লীলাধাম-মনোহরম্ ।
রত্নসিংহাসনস্থং তং রত্নভূষণভূষিতম্ ॥ ১১
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং পীতাম্বরধরং বরম্ ।
বীক্ষ্যমাণঞ্চ গোপীভিঃ সস্মিতাভিশ্চ সন্ততম্ ॥ ১২
প্রফুল্লমালতীমালা-বনমালাবিভূষিতম্ ।
দধতং কুন্দপুষ্পাঢ্যাং চূড়াং চন্দ্রকচর্চ্চিতাম্ ॥ ১৩
প্রেক্ষাং ক্ষিপন্তীং নভসশ্চন্দ্রতারান্বিতস্য চ ।
রত্নভূষণসর্ব্বাঙ্গং রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতম্ ॥ ১৪
সিদ্ধেন্দ্রৈশ্চ মুনীন্দ্রৈশ্চ দেবেন্দ্রৈঃ পরিষেবিতম্ ।
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশৈশ্চ শ্রুতিভিশ্চ স্তুতং ভজে ॥ ১৫
ধ্যানেনানেন তং ধ্যাত্বা চোপচারাণি ষোড়শ ।
দত্ত্বা ভক্ত্যা চ সম্পূজ্য সর্ব্বজ্ঞত্বং লভেৎ পুমান্ ॥
আদ্যং পাদ্যমাসনঞ্চ বসনং ভূষণং তথা ।
গামর্ঘ্যং মধুপর্কঞ্চ যজ্ঞসূত্রমনুত্তমম্ ॥ ১৭
ধূপ-দীপৌ চ নৈবেদ্যং পুনরাচমনীয়কম্ ।
নানাপ্রকারপুষ্পঞ্চ তাম্বূলঞ্চ সুবাসিতম্ ॥ ১৮
চন্দনাগুরুকস্তুরী দিব্যতল্পং মনোহরম্ ।
ভক্ত্যা ভগবতে দেয়ং মাল্যং পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্ ॥ ১৯
ততঃ ষড়ঙ্গং সম্পূজ্য পার্ষদান্ সম্পূজয়েদ্গণম্ ।
শ্রীদামানং সুদামানং বসুদামানমেব চ ॥ ২০
হরিভানুং চন্দ্রভানুং সূর্য্যভানুং সুভানুকম্ ।
পার্ষদপ্রবরান্ সপ্ত পূজয়েদ্ভক্তিভাবতঃ ॥ ২১
গোপীশ্বরীং রাধিকাঞ্চ মূলপ্রকৃতিমীশ্বরীম্ ।
কৃষ্ণশক্তিং কৃষ্ণপূজ্যাং পূজয়েদ্ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ২২
গোপগোপীগণং শান্তং মাং ব্রহ্মাণঞ্চ পার্ব্বতীম্ ।
লক্ষ্মীং সরস্বতীং পৃথ্বীং সর্ব্বদেবং নবগ্রহম্ ॥ ২৩
দেবষট্কং সমভ্যর্চ্চ্য পুনঃ পঞ্চোপচারতঃ ।
পঞ্চদেবং ক্রমেণৈব শ্রীকৃষ্ণং পূজয়েৎ সুধীঃ ॥ ২৪
গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাম্ ।
সমভ্যর্চ্চ্য দেবষট্কমিষ্টদেবঞ্চ পূজয়েৎ ॥ ২৫
গণেশং বিঘ্ননাশায় ব্যাধিনাশায় ভাস্করম্ ।
আত্মনঃ শুদ্ধয়ে বহ্নিং শ্রীবিষ্ণুং মুক্তিহেতবে ॥ ২৬
জ্ঞানায় শঙ্করং দুর্গাং পরমৈশ্বর্য্যহেতবে ।
সম্পূজনে ফলমিদং বিপরীতমপূজনে ॥ ২৭
ততঃ কৃত্বা পরীহারমিষ্টদেবঞ্চ ভক্তিতঃ ।
স্তোত্রঞ্চ সামবেদোক্তং পঠেদ্ভক্ত্যা চ তচ্ছৃণু ॥ ২৮

মহাদেব উবাচ ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পরং জ্যোতিঃ সনাতনম্ ।
নির্লিপ্তং পরমাত্মানং নমামি সর্ব্বকারণম্ ॥ ২৯
স্থূলাৎ স্থূলতমং দেবং সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতমং পরম্ ।
সর্ব্বদৃশ্যমদৃশ্যঞ্চ স্বেচ্ছাচারং নমাম্যহম্ ॥ ৩০
সাকারঞ্চ নিরাকারং সগুণং নির্গুণং প্রভুম্ ।
সর্ব্বাধারঞ্চ সর্ব্বঞ্চ স্বেচ্ছারূপং নমাম্যহম্ ॥ ৩১
অতীবকমনীয়ঞ্চ রূপং নিরুপমং বিভুম্ ।
করালরূপমত্যন্তং বিভ্রতং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৩২

কর্ম্মণঃ কর্ম্মরূপং তং সাক্ষিণং সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ।
যঞ্চাক্ষ ফলদাতারং সর্ব্বরূপং নমাম্যহম্ ॥ ৩৩
স্রষ্টা পাতা চ সংহর্ত্তা কলয়া মূর্ত্তিভেদতঃ।
নানামূর্ত্তিকলাংশেন যঃ পুমাংস্তং নমাম্যহম্ ॥ ৩৪
স্বয়ং প্রকৃতিরূপশ্চ মায়য়াশ্চ স্বয়ং পুমান্।
তয়োঃ পরং স্বঃং শশ্বৎ তং নমামি পরাৎপরম্ ॥
স্ত্রীপুংনপুংসকং রূপং যো বিভর্ত্তি স্বমায়য়া।
স্বয়ং মায়া স্বয়ং মায়ী যো দেবস্তং নমাম্যহম্ ॥৩৬
তারণং সর্ব্বদুঃখানাং সর্ব্বকারণকারণম্ ।
ধারণং সর্ব্ববিশ্বানাং সর্ব্ববীজং নমাম্যহম্ ॥ ৩৭
তেজস্বিনাং রবির্যো হি সর্ব্বজাতিষু ব্রাহ্মণঃ।
নক্ষত্রাণাঞ্চ যশ্চন্দ্রস্তং নমামি জগৎপ্রভুম্ ॥ ৩৮
রুদ্রাণাং বৈষ্ণবানাঞ্চ জ্ঞানিনাং যো হি শঙ্করঃ।
নাগানাং যো হি শেষশ্চ তং নমামি জগৎপতিম্ ॥
প্রজাপতীনাং যো ব্রহ্মা সিদ্ধানাং কপিলঃ স্বয়ম্।
সনৎকুমারো মুনিষু তং নমামি জগদ্গুরুম্ ॥ ৪০
দেবানাং যো হি বিষ্ণুশ্চ দেবীনাং প্রকৃতিঃ স্বয়ম্
স্বায়ম্ভুবো মনূনাং যো মানবেষু চ বৈষ্ণবঃ।
নারীণাং শতরূপা চ বহুরূপং নমাম্যহম্ ॥ ৪১
ঋতূনাং যো বসন্তশ্চ মাসানাং মার্গশীর্ষকঃ।
একাদশী তিথীনাঞ্চ নমামি সর্ব্বরূপিণম্ ॥ ৪২
সাগরঃ সরিতাং যশ্চ পর্ব্বতানাং হিমালয়ঃ।
বসুন্ধরা সহিষ্ণূনাং তং সর্ব্বং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৪৩
পত্রাণাং তুলসীপত্রং দারুরূপেষু চন্দনম্।
বৃক্ষাণাং কল্পবৃক্ষো যস্তং নমামি জগৎপতিম্ ॥৪৪
পুষ্পাণাং পারিজাতশ্চ শস্যানাং ধান্যমেব চ।
অমৃতং ভক্ষ্যবস্তূনাং নানারূপং নমাম্যহম্ ॥ ৪৫
ঐরাবতো গজেন্দ্রাণাং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্।
কামধেনুশ্চ ধেনূনাং সর্ব্বরূপং নমাম্যহম্ ॥ ৪৬
তৈজসানাং সুবর্ণঞ্চ ধনানাং ধান্যমেব চ।
যঃ কেশরী পশূনাঞ্চ বররূপং নমাম্যম ॥ ৪৭
যক্ষাণাঞ্চ কুবেরো যো গ্রহাণাঞ্চ বৃহস্পতিঃ।
দিক্পালানাং মহেন্দ্রশ্চ তং নমামি পরং বরম্ ॥
বেদসঙ্ঘশ্চ শাস্ত্রাণাং পণ্ডিতানাং সরস্বতী।
অক্ষরাণামকারো যস্তৎ প্রধানং নমাম্যহম্ ॥ ৪৯
মন্ত্রাণাং বিষ্ণুমন্ত্রশ্চ তীর্থানাং জাহ্নবী স্বয়ম্।
ইন্দ্রিয়াণাং মনো যো হি সর্ব্বশ্রেষ্ঠং নমাম্যহম্ ॥
সুদর্শনঞ্চ শস্ত্রাণাং ব্যাধীনাং বৈষ্ণবো জ্বরঃ।
তেজসাং ব্রহ্মতেজশ্চ বরেণ্যঞ্চ নমাম্যহম্ ॥ ৫১
নিষেকশ্চ বলবতাং মনশ্চ শীঘ্রগামিণাম্।
কালঃ কলয়তাং যো হি তং নমামি বিলক্ষণম্ ॥৫২
জ্ঞানদাতা গুরূণাঞ্চ মাতৃরূপশ্চ বন্ধুষু।
মিত্রেষু জন্মদাতা যস্তং সারং প্রণমাম্যহম্ ॥৫৩
শিল্পিনাং বিশ্বকর্ম্মা যঃ কামদেবশ্চ রূপিণাম্।
পতিব্রতা যঃ পত্নীনাং নমস্যং তং নমাম্যহম্ ॥৫৪
প্রিয়েষু পুত্ররূপো যো নৃপরূপো নরেষু চ।
শালগ্রামশ্চ যন্ত্রাণাং তং বিশিষ্টং নমাম্যহম্ ॥৫৫
ধর্ম্মঃ কল্যাণবীজানাং বেদানাং সামবেদকঃ।
ধর্ম্মাণাং সত্যরূপো যো বিশিষ্টং তং নমাম্যহম্ ॥
জলে শৈত্যস্বরূপো যো গন্ধরূপশ্চ ভূমিষু।
শব্দরূপশ্চ গগনে তং প্রণম্যং নমাম্যহম্ ॥ ৫৭
ক্রতূনাং রাজসূয়ো যো গায়ত্রী ছন্দসাঞ্চ যঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথস্তং গরিষ্ঠং নমাম্যহম্ ॥ ৫৮
ক্ষীরস্বরূপো গব্যানাং পবিত্রাণাঞ্চ পাবকঃ।
পুণ্যদানাঞ্চ যস্তোয়ং তং নমামি শুভপ্রদম্ ॥ ৫৯
তৃণানাং কুশরূপো যো ব্যাধিরূপশ্চ বৈরিণাম্।
গুণানাং শান্তরূপো যশ্চিত্ররূপং নমাম্যহম্ ॥ ৬০
তেজোরূপো জ্ঞানরূপঃ সর্ব্বরূপশ্চ যো মহান্।
সর্ব্বানির্ব্বচনীয়ঞ্চ তং নমামি স্বয়ং বিভুম্ ॥ ৬১
সর্ব্বাধারেষু যো বায়ুর্যথাত্মা নিত্যরূপিণাম্।
আকাশো ব্যাপকানাং যো ব্যাপকং তং নমাম্যহম্
বেদানির্ব্বচনীয়ং যং ন স্তোতুং পণ্ডিতঃ ক্ষমঃ।
যদনির্ব্বচনীয়ঞ্চ কো বা তং স্তোতুমীশ্বরঃ ॥ ৬৩
বেদা ন শক্তা যং স্তোতুং জড়ীভূতা সরস্বতী।
তঞ্চ বাঙ্মনসোঃ পারং কো বিদ্বান্ স্তোতুমীশ্বরঃ ॥
শুদ্ধতেজঃস্বরূপঞ্চ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্।
অতীবকমনীয়ঞ্চ শ্যামরূপং নমাম্যহম্ ॥ ৬৫
দ্বিভুজং মুরলীবক্ত্রং কিশোরং সস্মিতং মুদা।
শশ্বদ্গোপাঙ্গনাভিশ্চ বীক্ষ্যমাণং নমাম্যহম্ ॥ ৬৬
রাধয়া দত্ততাম্বূলং ভুক্তবন্তং মনোহরম্।
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ তমীশং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৬৭
রত্নভূষণভূষাঢ্যং সেবিতং শ্বেতচামরৈঃ।
পার্ষদপ্রবরৈর্গোপকুমারৈস্তং নমাম্যহম্ ॥ ৬৮
বৃন্দাবনান্তরে রম্যে রাসোল্লাসসমুৎসুকম্।
রাসমণ্ডলমধ্যস্থং নমামি রসিকেশ্বরম্ ॥ ৬৯
শতশৃঙ্গে মহাশৈলে গোলোকে রত্নপর্ব্বতে।

বিরজাপুলিনে রম্যে প্রণমামি বিহারিণম্ ॥ ৭০
পরিপূর্ণতমং শান্তং রাধাকান্তং মনোহরম্ ।
সত্যং ব্রহ্মস্বরূপঞ্চ নিত্যং কৃষ্ণং নমাম্যহম্ ॥৭১
শ্রীকৃষ্ণস্য স্তোত্রমিদং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ ।
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাং স দাতা ভারতে ভবেৎ ॥
হরিদাস্যং হরৌ ভক্তিং লভেৎ স্তোত্রপ্রসাদতঃ ।
ইহ লোকে জগৎপূজ্যো বিষ্ণুতুল্যো ভবেদ্ধ্রুবম্
সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরঃ শান্তোঽপ্যন্তে যাতি হরেঃ পদম্ ।
তেজসা যশসা ভাতি যথা সূর্য্যো মহীতলে ॥ ৭৪
জীবন্মুক্তঃ কৃষ্ণভক্তঃ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ ।
অরোগী গুণবান্ বিদ্বান্ পুত্রবান্ ধনবান্ সদা ॥
ষড়ভিজ্ঞো দশবলো মনোযায়ী ভবেদ্ধ্রুবম্ ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদশ্চৈব স দাতা সর্ব্বসম্পদাম্ ।
কল্পবৃক্ষসমঃ শশ্বদ্ভবেৎ কৃষ্ণপ্রসাদতঃ ॥ ৭৬
ইত্যেবং কথিতং স্তোত্রং ত্বং বৎস গচ্ছ পুষ্করম্
তত্র কৃত্বা মন্ত্রসিদ্ধিং পশ্চাৎ প্রাপ্স্যসি বাঞ্ছিতম্ ॥
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নির্ভূপাং কুরু পৃথ্বীং যথাসুখম্ ।
মমাশিষা মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদতঃ ॥ ৭৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে স্তবপ্রদানং
নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

শিবং প্রণম্য স ভৃগুর্দুর্গাং কালীং মুদান্বিতঃ ।
গত্বা পুষ্করতীর্থঞ্চ মন্ত্রসিদ্ধিং চকার হ ॥ ১
স বভূব নিরাহারো মাসং ভক্তিসমন্বিতঃ ।
ধ্যায়ন্ কৃষ্ণপদাম্ভোজং বায়ুশুদ্ধিং চকার সঃ ॥২
দদর্শ চক্ষুরুন্মীল্য গগনং তেজসা বৃতম্ ।
দিশো দশ দ্যোতয়ন্তং সমাচ্ছন্নদিবাকরম্ ॥ ৩
তেজোমণ্ডলমধ্যস্থং রত্নযানং দদর্শ হ ।
দদর্শ তত্র পুরুষমতীবসুন্দরং বরম্ ॥ ৪
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং ভক্তানুগ্রহকারকম্ ।
মূর্দ্ধ্না প্রণম্য দণ্ডবদ্বরং বব্রে তমীশ্বরম্ ॥ ৫
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নির্ভূপাং করিষ্যামি মহীমিতি ।
পদারবিন্দে সুদৃঢ়াং তাং ভক্তিমনপায়িনীম্ ॥ ৬
দাস্যং সুদুর্ল্লভং শশ্বৎ ত্বৎপাদাব্জে চ দেহি মে ।
কৃষ্ণস্তস্মৈ বরং দত্ত্বা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৭
ভৃগুঃ প্রণম্য ভবনং জগাম তং পরাৎপরম্ ।
পস্পন্দ দক্ষিণাঙ্গঞ্চ পরং মঙ্গলসূচকম্ ॥ ৮
বাঞ্ছাপ্রতীতজননং সুস্বপ্নঞ্চ দদর্শ হ ।
মনঃপ্রসন্নং স্ফীতঞ্চ তস্য ভূব দিবানিশম্ ।
সন্তোষ্য স্বজনং সর্ব্বং গৃহে তস্থৌ মুদান্বিতঃ ॥ ৯
স্বশিষ্যান্ পিতৃশিষ্যাংশ্চ ভ্রাতৃবর্গাংশ্চ বান্ধবান্ ।
আনীয়ানীয় বিবিধান্ মন্ত্রাংশ্চ স চকার হ ॥ ১০
পৌর্ব্বাপর্য্যং স্ববৃত্তান্তং তানেবোক্ত্বা শুভক্ষণে ।
তৈরেব সার্দ্ধং বলবান্ বভূব গমনোন্মুখঃ ॥ ১১
দদর্শ মঙ্গলং রামঃ শুশ্রাব জয়সূচকম্ ।
বুবুধে মনসা সর্ব্বং স্বজয়ং বৈরিসংক্ষয়ম্ ॥ ১২
যাত্রাকালে চ পুরতঃ শুশ্রাব সহসা মুনিঃ ।
হরিশব্দং শঙ্খশব্দং ঘণ্টা-দুন্দুভিবাদনম্ ॥ ১৩
আকাশবাণীং সঙ্গীতং জয়স্তে ভবিতেতি চ ।
নরেঙ্গিতঞ্চ কল্যাণং মেঘশব্দং জয়াবহম্ ॥ ১৪
চকার যাত্রাং ভগবান্ শ্রুত্বৈবং বিবিধং শুভম্ ।
দদর্শ পুরতো বিপ্র-বন্দি-দৈবজ্ঞ-ভিক্ষুকান্ ॥ ১৫
জ্বলৎপ্রদীপং বিভ্রন্তীং পতিপুত্রবতীং সতীম্ ।
পুরো দদর্শ ঘোরাস্যাং নানাভূষণভূষিতাম্ ॥ ১৬
শবং শিবাং পূর্ণকুম্ভং চাষঞ্চ নকুলং তথা ।
গচ্ছন্ দদর্শ রামশ্চ যাত্রামঙ্গলসূচকম্ ॥ ১৭
কৃষ্ণসারং গজং সিংহং তুরগং গণ্ডকং দ্বিপম্ ।
চমরীং রাজহংসঞ্চ চক্রবাকং শুকং পিকম্ ॥ ১৮
ময়ূরং খঞ্জনঞ্চৈব শঙ্খচিল্লং চকোরকম্ ।
পারাবতং বলাকাঞ্চ কারণ্ডং চাতকং চটম্ ॥ ১৯
সৌদামিনীং শক্রচাপং সূর্য্যং সূর্য্যসভাং শুভাম্
সদ্যোমাংসং সজীবঞ্চ মৎস্যং শঙ্খং সুবর্ণকম্ ॥২০
মাণিক্যং রজতং মুক্তাং মণীন্দ্রঞ্চ প্রবালকম্ ।
দধি লাজং শুক্লধান্যং শুক্লপুষ্পঞ্চ কুঙ্কুমম্ ॥ ২১
পর্ণং পতাকাং ছত্রঞ্চ দর্পণং শ্বেতচামরম্ ।
ধেনুং বৎসপ্রযুক্তাঞ্চ রথস্থং ভূমিপং তথা ॥ ২২
দুগ্ধমাজ্যং তথা পূগমমৃতং পায়সং তথা ।
শালগ্রামং পক্বফলং স্বস্তিকং শর্করাং মধু ॥ ২৩
মার্জ্জারঞ্চ বৃষেন্দ্রঞ্চ মেষ-পর্ব্বত-মূষিকম্ ।
মেঘাচ্ছন্নস্য চ রবেরুদয়ং চন্দ্রমণ্ডলম্ ॥ ২৪
কস্তুরীব্যজনং তোয়ং হরিদ্রাং তীর্থমৃত্তিকাম্ ।
সিদ্ধার্থং সর্ষপং দূর্ব্বাং বিপ্রবালঞ্চ বালিকাম্ ॥ ২৫
মৃগং বেশ্যাঞ্চ ভ্রমরং কর্পূরং পীতবাসসম্ ।

গোমূত্রং গোপুরীষঞ্চ গোধূলিং গোপদাঙ্কিতম্ ॥২৬
গোষ্ঠং গবাং বর্ত্ম রম্যাং গোশালাং গোরতিং শুভাম্
ভূষণং দেবপ্রতিমাং জ্বলদগ্নিং মহোৎসবম্ ॥২৭
তাম্রঞ্চ স্ফটিকং বৈদ্যং সিন্দূরং মাল্যচন্দনম্ ॥২৮
গন্ধঞ্চ হীরকং রত্নং দদর্শ দক্ষিণে শুভম্।
সুগন্ধিবায়োরাঘ্রাণং প্রাপ বিপ্রাশিষং শুভম্ ॥২৯
ইত্যেবং মঙ্গলং জ্ঞাত্বা প্রযযৌ স মুদান্বিতঃ।
অস্তং গতে দিনকরে নর্ম্মদাতীরসন্নিধৌ ॥ ৩০
তত্রাক্ষয়বটং দিব্যং দদর্শ সুমনোহরম্।
অত্যূর্দ্ধবিস্তৃতমতি-পুণ্যাশ্রমপদং পরম্ ॥ ৩১
পৌলস্ত্যতপসঃ স্থানং সুগন্ধিবায়ুনান্বিতম্।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনাভ্যাসে তত্র তস্থৌ গণৈঃ সহ ॥ ৩২
সুষ্বাপ পুষ্পশয্যায়াং কিঙ্করৈঃ পরিষেবিতঃ।
নিদ্রাং যযৌ পরিশ্রান্তঃ পরমানন্দসংযুতঃ ॥ ৩৩
নিশাত্তিশেষে স ভৃগুশ্চারু স্বপ্নং দদর্শ হ।
ন চিন্তিতং যন্মনসা বায়ু-পিত্ত-কফং বিনা ॥ ৩৪
গজাশ্ব-শৈল-প্রাসাদ-গো-বৃক্ষফলিতেষু চ।
আরুহ্যমাণমাত্মানং রুদন্তং কৃমিভক্ষিতম্ ॥ ৩৫
আরুহ্যমাণমাত্মানং নৌকায়াং চন্দনোক্ষিতম্।
ধৃতবন্তং পুষ্পমালাং শোভিতং পীতবাসসা ॥ ৩৬
বিণ্মূত্রোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং বসা-পূয়সমন্বিতম্।
বীণাং বরাং বাদয়ন্তমাত্মানঞ্চ দদর্শ হ ॥ ৩৭
বিস্তীর্ণপদ্মপত্রেশ্চ স্বং দদর্শ সরিত্তটে।
দধ্যাজ্য-মধুসংযুক্তং ভুক্তবন্তঞ্চ পায়সম্ ॥ ৩৮
ভুক্তবন্তঞ্চ তাম্বূলং লভন্তং ব্রাহ্মণাশিষম্।
ফল-পুষ্প-প্রদীপঞ্চ পশ্যন্তং স্বং দদর্শ হ ॥ ৩৯
পরিপক্কফলং ক্ষীরমুষ্ণান্নং শর্করান্বিতম্।
স্বস্তিকং ভুক্তবন্তং স্বং দদর্শ চ পুনঃপুনঃ ॥ ৪০
জলৌকসা বৃশ্চিকেন মীনেন ভুজগেন চ।
ভক্ষিতং ভীতমাত্মানং পলায়ন্তং দদর্শ সঃ ॥ ৪১
ততো দদর্শ চাত্মানং মণ্ডলং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
পতিপুত্রবতীং নারীং পশ্যন্তং সস্মিতং দ্বিজম্॥ ৪২
সুবেশয়া কন্যকয়া সস্মিতেন দ্বিজেন চ।
দদর্শ শ্লিষ্টমাত্মানং তুষ্টেন পরিতুষ্টয়া ॥ ৪৩
ফলিতং পুষ্পিতং বৃক্ষং দেবতাপ্রতিমাং নৃপম্।
গজস্থঞ্চ রথস্থঞ্চ পশ্যন্তং স্বং দদর্শ হ ॥ ৪৪
পীতবস্ত্রপরীধানাং রত্নালঙ্কারভূষিতাম্।
বিশন্তীং ব্রাহ্মণীং গেহং পশ্যন্তং স্বং দদর্শ হ ॥৪৫
শঙ্খঞ্চ স্ফাটিকং শ্বেতমালাং মুক্তাঞ্চ চন্দনম্।
সুবর্ণং রজতং রত্নং পশ্যন্তং স্বং দদর্শ হ ॥ ৪৬
গজং বৃষঞ্চ সর্পঞ্চ শ্বেতঞ্চ শ্বেতচামরম্।
নীলোৎপলং দর্পণঞ্চ ভার্গবঃ স্বং দদর্শ হ ॥ ৪৭
রথস্থং নবরত্নস্থং মালতীমাল্যভূষিতম্।
রত্নসিংহাসনস্থং স্বং ভৃগুঃ স্বপ্নে দদর্শ হ ॥ ৪৮
পদ্মশ্রেণীং পূর্ণকুম্ভং * দধি লাজং ঘৃতং মধু।
পর্ণচ্ছত্রং ছত্রিণঞ্চ ভৃগুঃ স্বপ্নে দদর্শ হ ॥ ৪৯
বকপঙ্‌ক্তিং হংসপঙ্‌ক্তিং কন্যাপঙ্‌ক্তিং ব্রতান্বিতাম্
পূজয়ন্তীং ঘটশুভং ভৃগুঃ স্বপ্নে দদর্শ হ ॥ ৫০
মণ্ডপস্থং দ্বিজগণং-পূজয়ন্তং হরং হরিম্।
জয়োঽস্ত্বিত্যুক্তবন্তং তং ভৃগুঃ স্বপ্নে দদর্শ হ ॥৫১
সুধাবৃষ্টিং পর্ণবৃষ্টিং ফলবৃষ্টিঞ্চ শাশ্বতীম্।
পুষ্পচন্দনবৃষ্টিঞ্চ ভৃগুঃ স্বপ্নে দদর্শ হ ॥ ৫২
সদ্যোমাংসং জীবমৎস্যং শ্বশুরং শ্বেতখঞ্জনম্।
সরোবরঞ্চ তীর্থানি ভৃগুঃ স্বপ্নে দদর্শ হ ॥ ৫৩
পারাবতং শুকং চাষং শঙ্খচিল্লঞ্চ চাতকম্।
ব্যাঘ্রং সিংহঞ্চ সুরভীং ভৃগুঃ স্বপ্নে দদর্শ হ ॥৫৪
গোরোচনাং হরিদ্রাঞ্চ শুক্লধান্যাচলং বরম্।
জ্বলদগ্নিং তথা দূর্ব্বাং ভৃগুঃ স্বপ্নে দদর্শ হ ॥ ৫৫
দেবালয়সমূহঞ্চ শিবলিঙ্গঞ্চ পূজিতম্।
অর্চ্চিতাং মৃন্ময়ীং শৈবাং ভৃগুঃ স্বপ্নে দদর্শ হ ॥
যব-গোধূমচূর্ণানাং পিষ্টানি লড্ডুকানি চ।
ভৃগুর্দদর্শ স্বপ্নে চ বুভুজে চ পুনঃপুনঃ ॥ ৫৭
দিব্যবস্ত্রপরীধানো রত্নভূষণভূষিতঃ।
অগম্যাগমনং স্বপ্নে চকার ভৃগুনন্দনঃ ॥ ৫৮
দদর্শ নর্ত্তকীং বেশ্যাং রুধিরঞ্চ সুরাং পপৌ।
রুধিরোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গঃ স্বপ্নে চ ভৃগুনন্দনঃ ॥ ৫৯
পক্ষিণাং পীতবর্ণানাং মানুষাণাঞ্চ নারদ।
মাংসানি বুভুজে রামো হৃষ্টঃ স্বপ্নেঽরুণোদয়ে ॥৬০
অকস্মান্নিগড়ৈর্ব্বদ্ধং ক্ষতং শস্ত্রেণ স্বং ভৃগুম্।
দৃষ্ট্বা চ বুবুধে প্রাতঃ সমুত্তস্থৌ হরিং স্মরন্ ॥ ৬১
অতীবহৃষ্টঃ স্বপ্নেন প্রাতঃকৃত্যং চকার সঃ।
মনসা বুবুধে সর্ব্বং বিজেষ্যামি রিপুং ধ্রুবম্ ॥৬২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৩॥

---

* পথশ্রেণীং পূর্ণকুম্ভামিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

স প্রাতরাহ্নিকং কৃত্বা সমালোচ্য চ তৈঃ সহ ।
দূতং প্রস্থাপয়ামাস কার্ত্তবীর্য্যাশ্রমং ভৃগুঃ ॥ ১
স দূতঃ শীঘ্রমাগত্য বসন্তং রাজসংসদি ।
বেষ্টিতং সচিবৈঃ সার্দ্ধমুবাচ নৃপতীশ্বরম্ ॥ ২

রামদূত উবাচ ।

নর্ম্মদাতীরসান্নিধ্যে ন্যগ্রোধাক্ষয়মূলকে ।
স ভৃগুর্ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং ত্বং তত্র গন্তুমর্হসি ॥ ৩
যুদ্ধং কুরু মহারাজ জ্ঞাতিভির্জ্ঞাতিভিঃ সহ ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নির্ভূপাং করিষ্যতি মহীমিতি ॥ ৪
ইত্যুক্ত্বা রামদূতশ্চ জগাম রামসন্নিধিম্ ।
রাজা পিধায় সন্নাহং সমরং গন্তুমুদ্যতঃ ॥ ৫
গচ্ছন্তং সমরং দৃষ্ট্বা প্রাণেশং সা মনোরমা ।
তমেব বারয়ামাস বাসয়ামাস সন্নিধৌ ॥ ৬
রাজা মনোরমাং দৃষ্ট্বা প্রসন্নবদনেক্ষণঃ ।
তামুবাচ সভামধ্যে বাক্যং মানসিকং মুনে ॥

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন উবাচ ।

মামেবাহ্বয়তে কান্তে জমদগ্নিসুতো মহান্ ।
স তিষ্ঠন্ নর্ম্মদাতীরে রণায় ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ৮
সম্প্রাপ্য শঙ্করাচ্ছস্ত্রং মন্ত্রঞ্চ কবচং হরেঃ ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নির্ভূপাং কর্ত্তুমিচ্ছতি মেদিনীম্ ॥৯
আন্দোলয়তি মে প্রাণান্ মনঃ সংক্ষুভিতং মুহুঃ ।
শশ্বৎ স্ফুরতি বামাঙ্গং দৃষ্টং স্বপ্নং শৃণু প্রিয়ে ॥১০
তৈলাভ্যঙ্গিতমাত্মানমদর্শং গর্দ্দভোপরি ।
বিভ্রন্তমোড্রপুষ্পস্য মাল্যঞ্চ রক্তচন্দনম্ ॥ ১১
রক্তবস্ত্রপরীধানং লৌহালঙ্কারভূষিতম্ ।
হসন্তঞ্চৈব ক্রীড়ন্তং নির্ব্বাণাঙ্গাররাশিনা ॥ ১২
ভস্মাচ্ছন্নাঞ্চ পৃথিবীং জবাপুষ্পান্বিতাং সতি ।
রহিতং চন্দ্র-সূর্য্যাভ্যাং রক্তসন্ধ্যান্বিতং নভঃ ॥১৩
মুক্তকেশাঞ্চ নৃত্যন্তীং বিধবাং ছিন্ননাসিকাম্ ।
রক্তবস্ত্রপরীধানামদর্শমট্টহাসিনীম্ ॥ ১৪
সশবামগ্নিরহিতাং চিতাং ভস্মসমন্বিতাম্ ।
ভস্মবৃষ্টিমসৃগ্‌বৃষ্টিমঙ্গারবৃষ্টিমীশ্বরি ॥ ১৫
পক্বতালফলাকীর্ণাং পৃথিবীমস্থিসংযুতাম্ ।
অদর্শং খর্পরাশিঞ্চ ছিন্নকেশনখান্বিতম্ ॥ ১৬
পর্ব্বতং লবণানাঞ্চ রাশীভূতং কপর্দ্দকম্ ।
চূর্ণানাঞ্চৈব [illegible]তৈলানামদর্শং কন্দরং নিশি ॥ ১৭
অদর্শং পু[illegible]তং বৃক্ষমশোক-করবীরয়োঃ ।
তালবৃক্ষঞ্চ ফলিতং তত্র তত্র পতৎফলম্ ॥ ১৮
স্বকরাৎ পূর্ণকলসঃ পপাত চ বভঙ্গ চ ।
ইত্যদর্শঞ্চ গগনাৎ সম্পতচ্চন্দ্রমণ্ডলম্ ॥ ১৯
অদর্শমম্বরাৎ সূর্য্যমণ্ডলং সম্পতদ্ভুবি ।
উল্কাপাতং ধূমকেতুং গ্রহণং চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ ॥ ২০
বিকৃতাকা[illegible]বিকটাস্যং দিগম্বরম্ ।
আগচ্ছন্ত[illegible] অদর্শঞ্চ ভয়ানকম্ ॥ ২১
বালা [illegible] বস্ত্রভূষণভূষিতা ।
[illegible] মদ্গেহাদিত্যদর্শমহং নিশি ॥ ২২
বিদায়ং দেহি রাজেন্দ্র ত্বদ্গেহাদ্যামি কাননম্ ।
বদসি ত্বং [illegible] চ [illegible]দর্শমহং শুচা ॥ ২৩
রুষ্টো [illegible] শপতি সন্ন্যাসী চ তথা গুরুঃ ।
ভি[illegible] নৃত্যন্তীত্যদর্শ পরম্ ॥ ২৪
চঞ্চলানা[illegible]ণাং কাকানাং নিকরৈঃ সদা ।
পীড়িতং [illegible]দর্শমহং নিশি ॥ ২৫
[illegible]তৈলপী[illegible]ভ্রামিতম্ ।
[illegible]মীশ্বরি ॥ ২৫
নৃত্যন্তি [illegible] গানং গায়ন্তি মে গৃহে ।
[illegible]দর্শমহং নিশি ॥ ২৭
[illegible] কেশাকেশীতি কুর্ব্বতঃ ।
[illegible] সমরং রাত্রৌ কাকানাঞ্চ শুনামিতি ॥ ২৮
মো[illegible] চ পি[illegible] শ্মশানং শবসংযুতম্ ।
রক্তবস্ত্রং শুক্লবস্ত্রমদর্শং নিশি কামিনি ॥ ২৯
কৃষ্ণাম্বরা কৃষ্ণবর্ণা নগ্না চ মুক্তকেশিনী ।
বিধবা শ্লিষ্যতি চ মামদর্শং নিশি শোভনে ॥ ৩০
নাপিতো মুণ্ডিতো মুণ্ডং শ্মশ্রুশ্রেণীং মম প্রিয়ে ।
বক্ষঃস্থলঞ্চ নখরমিত্যদর্শমহং নিশি ॥ ৩১
পাদুকাচর্ম্মরজ্জূনামদর্শং রাশিমুল্বণম্ ।
চক্রং ভ্রমন্তং ভূমৌ চ কুলালস্যেতি সুন্দরি ॥ ৩২
বাত্যয়া ঘূর্ণমানঞ্চ শুষ্কবৃক্ষং সমুত্থিতম্ ।
ঘূর্ণ্যমানং কবন্ধঞ্চ দদর্শ নিশি সুব্রতে ॥ ৩৩
গ্রথিতাং মুণ্ডমালাঞ্চ ঘূর্ণ্যমানাঞ্চ বাত্যয়া ।
অতীবঘোরদশনামিত্যদর্শমহং পরে ॥ ৩৪
ভূত-প্রেতা মুক্তকেশা বমন্তশ্চ হুতাশনম্ ।
মাং ভীষয়ন্তি সততমিত্যদর্শমহং নিশি ॥ ৩৫
দগ্ধজীবং দগ্ধবৃক্ষং ব্যাধিগ্রস্তং নরং পরম্ ।

অঙ্গহীনঞ্চ বৃষলমিত্যদর্শমহং নিশি ॥ ৩৬
গেহ-পর্ব্বত-বৃক্ষাণাং সহসা পতনং পরম্ ।
মহুর্ম্মুহুর্বজ্রপাতমিত্যদর্শমহং নিশি ॥ ৩৭
কুক্কুরাণাং শৃগালানাং রোদনঞ্চ মুহুর্ম্মুহুঃ ।
গৃহে গৃহে চ নিয়তমিত্যদর্শমহং নিশি ॥ ৩৮
অধোমস্তমূর্দ্ধপাদং মুক্তকেশং দিগম্বরম্ ।
ভূমৌ ভ্রমন্তং গচ্ছন্তমিত্যদর্শমহং নরম্ ॥ ৩৯
বিকৃতাকারশব্দঞ্চ গ্রামাধিদেবরোদনম্ ।
প্রাতঃ শ্রুত্বাববোধঞ্চ কমুপায়ং বদাধুনা ॥ ৪০
নৃপতের্ব্বচনং শ্রুত্বা হৃদয়েন বিদূয়তা ।
রুদন্তী তং সগদ্গদমুবাচ সা নৃপেশ্বরম্ ॥ ৪১

মনোরমোবাচ ।

হে নাথ রমণশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বমহীভৃতাম্ ।
প্রাণাতিরেক প্রাণেশ শৃণু বাক্যং শুভাবহম্ ॥ ৪২
নারায়ণাংশো ভগবান্ জামদগ্ন্যো মহাবলী ।
সৃষ্টিসংহর্ত্তুরীশস্য শিষ্যোঽহয়ং জগতঃ প্রভোঃ ॥ ৪৩
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নি[illegible]পাং [illegible]রষ্যা[illegible] মহীমিতি ।
প্রতিজ্ঞা যস্য রাম তেন সার্দ্ধং র[illegible]ং ত্যজ ॥ ৪৪
পা[illegible] নং রাবণং জিত্বা শূরং স্বমপি মন্যসে ।
স ত্বয়া ন জিতো নাথ স্বপাপেন পরাজিতঃ ॥ ৪৫
যো ন রক্ষতি ধর্ম্মঞ্চ তস্য কো রক্ষতা ভুবি ।
স নশ্যতি স্বয়ং মূঢ়ো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥ ৪৬
শুভাশুভস্য সততং সাক্ষী ধর্ম্মস্য কর্ম্মণঃ ।
আত্মারামঃ স্থিতঃ প্রান্তে মূঢ়স্তং ন হি পশ্যতি ॥ ৪৭
পুত্রদারাদিকং যদ্‌যৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যমধর্ম্মবিৎ ।
জলবুদ্বুদবৎ সর্ব্বমনিত্যং নশ্বরং নৃপ ॥ ৪৮
সংসারং স্বপ্নসদৃশং মত্বা সন্তোঽত্র ভারতে ।
ধ্যায়ন্তে সততং ধর্ম্মং তপঃ কুর্ব্বন্তি ভক্তিতঃ ॥ ৪৯
দম্ভেন দত্তং যজ্ঞজ্ঞানং তৎ সর্ব্বং বিস্মৃতং ত্বয়া ।
অস্তি তে দ্বিবিপ্রহিংসায়াং কুবুদ্ধে স্বমনঃ কথং ॥ ৫০
সুখার্থে মৃগয়াং গত্বা তত্রোপোষ্য দ্বিজাশ্রমে ।
ভুক্ত্বা মিষ্টমপূর্ব্বঞ্চ হতো বিপ্রো নিরর্থকঃ ॥ ৫১
গুরু-বিপ্র-সুরাণাঞ্চ যঃ করোতি পরাভবম্ ।
অভীষ্ট দেবস্তং রুষ্টো বিপত্তিস্তস্য সন্নিধৌ ॥ ৫২
শরণং কুরু রাজেন্দ্র দত্তাত্রেয়পদাম্বুজম্ ।
গুরৌ ভক্তিশ্চ সর্ব্বেষাং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী ॥ ৫৩
গুরুদেবং সমভ্যর্চ্চ্য তং ভৃগুং শরণং ব্রজ ।
বিপ্রেদো[illegible]প্রসন্নে চ ক্ষত্রিয়াণাং ন হি ক্ষতিঃ ॥
বিপ্রস্য কিঙ্করোঃ ভূপৌ বৈশ্যো ভূপস্য ভূমিপ ।
সর্ব্বেষাং কিঙ্করাঃ শূদ্রা ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ ॥ ৫৫
অযশঃ শরণং শত্রুং ক্ষত্রিয়স্য চ ক্ষত্রিয়ে ।
মহদ্‌যশস্তচ্ছরণং গুরু-দেব-দ্বিজেষু চ ॥ ৫৬
ব্রাহ্মণে পরিতুষ্টে চ সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ৫৭
ইত্যেবমুক্ত্বা রাজেন্দ্রং ক্রোড়ে কৃত্বা মহাসতী ।
মুহুর্ম্মুহুর্ম্মুখং দৃষ্ট্বা বিললাপ রুরোদ চ ॥ ৫৮
ক্ষণং তিষ্ঠ মহারাজ পুনরেবমুবাচ সা ।
স্নানং কুরু মহারাজ ভোজয়িষ্যামি বাঞ্ছিতম্ ॥ ৫৯
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কস্তুমাবীরমুত্তমম্ ।
অনুলেপং করিষ্যামি সর্ব্বাঙ্গে তব সুন্দরে ॥ ৬০
ক্ষণং সিংহাসনে তিষ্ঠ ক্ষণং বক্ষসি মে প্রভো ।
সভায়াং রচিতে তল্পে পশ্যামি শুভশোধনম্ ॥ ৬১
শতপুত্রাধিকঃ প্রেম্ণা সতীনাঞ্চ পতির্ন্নৃপ ।
নিরূপিতো ভগবতা বেদেষু হরিণা স্বয়ম্ ॥ ৬২
মনোরমাবচঃ শ্রুত্বা রাজা পরমপণ্ডিতঃ ।
বোধয়ামাস তাং রাজ্ঞীং দদৌ প্রত্যুত্তরং পুনঃ ॥

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন উবাচ ।

শৃণু কান্তে প্রবক্ষ্যামি শ্রুতং সর্ব্বং ত্বয়োদিতম্ ।
শোকার্ত্তানাঞ্চ বচনং ন প্রশস্তং সভাসু চ ॥ ৬৪
সুখং দুঃখং ভয়ং শোকঃ কলহঃ প্রাপ্তিরেব চ ।
কর্ম্মভোগার্হকালেন সর্ব্বং ভবতি সুন্দরি ॥ ৬৫
কালো দদাতি রাজত্বং কালো মৃত্যুং পুনর্ভবম্ ।
কালঃ সৃজতি সংসারং কালঃ সংহরতে পুনঃ ॥ ৬৬
করোতি পালনং কালঃ কালরূপী জনার্দ্দনঃ ।
কালস্য কালঃ শ্রীকৃষ্ণো বিধার্ব্বিধিরেব চ ॥ ৬৭
সংহর্ত্তুরপি সংহর্ত্তা পাতুঃ পাতা নিষেককৃৎ ।
স নিষেকো নিষেকেণ দদাতি তপসাং ফলম্ ।
কঃ কেন হন্যতে জন্তুর্ন্নিষেকেণ বিনা সতি ॥ ৬৮
স্রষ্টা সৃজতি সৃষ্টিঞ্চ সংহর্ত্তা সংহরেৎ পুনঃ ।
পাতা পাতি চ ভূতানি যস্যাজ্ঞাং পরিপালয়েৎ ॥
যস্যাজ্ঞয়া বাতি বাতঃ সন্ততং ভয়বিহ্বলঃ ।
শশ্বৎ সঞ্চরতে মৃত্যুঃ সূর্য্যস্তাপতি সন্ততম্ ॥ ৭০
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নিঃ কালো ভ্রমতি ভীতবৎ ।
তিষ্ঠন্তি স্থাবরাঃ সর্ব্বে চরন্তি সন্ততং চরাঃ ॥ ৭১
বৃক্ষাশ্চ পুষ্পিতাঃ কালে ফলিতাঃ পল্লবান্বিতাঃ ।
শুষ্যন্তি কালতঃ কালে বর্দ্ধন্তে চ তদাজ্ঞয়া ॥ ৭২
আবির্ভূতা তিরোভূতা সৃষ্টিরেব তদাজ্ঞয়া ।

তস্যাজ্ঞয়া ভবেৎ সর্ব্বং ন কিঞ্চিৎ স্বেচ্ছয়া নৃণাম্
নারায়ণাংশো ভগবান্ পরশুরামো মহাবলঃ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নির্ভূপাং করিষ্যতি মহীমিতি ॥ ৭৪
প্রতিজ্ঞা বিফলা তস্য ন ভবেৎ তু কদাচন।
নিশ্চিতং তস্য বধ্যোঽহমিতি জানামি সুব্রতে ॥ ৭৫
জ্ঞাত্বা সর্ব্বং ভবিষ্যঞ্চ শরণং যামি তং কথম্।
প্রতিষ্ঠিতানাঞ্চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৭৬
ইত্যেবমুক্ত্বা রাজেন্দ্রঃ সমরং গন্তুমুদ্যতঃ।
বাদ্যঞ্চ বাদয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলম্ ॥ ৭৭
শতকোটিনৃপাণাঞ্চ রাজেন্দ্রাণাং ত্রিলক্ষকম্।
অক্ষৌহিণীনাং শতকং মহাবলপরাক্রমম্ ॥ ৭৮
অশ্বানাঞ্চ গজানাঞ্চ পদাতীনাং তথৈব চ।
অসংখ্যকং রথানাঞ্চ গৃহীত্বা গন্তুমুদ্যতঃ ॥ ৭৯
বভূব স্তম্ভিতা সাধ্বী দৃষ্ট্বা তং গমনোন্মুখম্।
ধৃতবন্তঞ্চ সন্নাহমক্ষয়ং সশরং ধনুঃ ॥ ৮
ক্রীড়াগারে ক্ষণং তস্থৌ কৃত্বা কান্তং স্ববক্ষসি।
পশ্যন্তী তন্মুখাম্ভোজং চুচুম্ব চ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৮১

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশ-
খণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে
চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৪॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

মনোরমা প্রাণনাথং ক্ষণং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
ভবিষ্যং মনসা চক্রে যদ্যৎ স্বামিমুখাচ্ছ্রুতম্ ॥ ১
পুত্রাংশ্চ পুরতঃ কৃত্বা বান্ধবাংশ্চ স্বকিঙ্করান্।
সা সস্মার হরিপদং মেনেঽসত্যং ভবং মুনে ॥ ২
যোগেন ভিত্ত্বা ষট্চক্রং বায়ুং সংস্থাপ্য মূর্দ্ধনি।
ব্রহ্মরন্ধ্রস্থকমলে সহস্রদলসংযুতে ॥ ৩
স্বান্তমাকৃষ্য বিষয়াজ্জলবুদ্বুদসন্নিভাৎ।
সংস্থাপ্য বদ্ধা জ্ঞানেন লোলং ব্রহ্মণি নিষ্কলে ॥৪
ত্রিবিধং কর্ম্ম সংন্যস্য নির্ম্মূলমপুনর্ভবম্।
তত্র প্রাণাংশ্চ তত্যাজ ন চ প্রাণাধিকং প্রিয়ম্*
স রাজা তাং মৃতাং দৃষ্ট্বা বিললাপ রুরোদ চ।
সন্নাহং সম্পরিত্যজ্য কৃত্বা বক্ষস্যুবাচ তাম্ ॥ ৫

রাজোবাচ।

মনোরমে সমুত্তিষ্ঠ ন যাস্যামি রণাজিরে।
পশ্য মাং চেতনাং প্রাপ্য বিলপন্তং মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৭
মনোরমে সমুত্তিষ্ঠ ময়া সার্দ্ধং গৃহং ব্রজ।
ন করিষ্যামি সমরং ভৃগুণা সহ ভাবিনি ॥ ৮
মনোরমে সমুত্তিষ্ঠ শ্রীশৈলং ব্রজ সুন্দরি।
তত্র ক্রীড়াং করিষ্যামি ত্বয়া সার্দ্ধং যথা পুরা ॥ ৯
মনোরমে সমুত্তিষ্ঠ ব্রজ গোদাবরীং প্রিয়ে
জলক্রীড়াং করিষ্যামি ত্বয়া সার্দ্ধং যথা পুরা ॥ ১০
মনোরমে সমুত্তিষ্ঠ নন্দনং ব্রজ সুন্দরি।
পুষ্পভদ্রানদীতীরে বিহরিষ্যামি নির্জ্জনে ॥ ১১
মনোরমে সমুত্তিষ্ঠ মলয়ং ব্রজ সুন্দরি।
ত্বয়া সার্দ্ধং রমিষ্যামি তত্র চন্দনকাননে ॥ ১২
শীতেন গন্ধযুক্তেন বায়ুনা সুরভীকৃতে।
ভ্রমরধ্বনিসংযুক্তে পুংস্কোকিলরুতশ্রুতে ॥ ১৩
চন্দনাগুরুকস্তূরীং মমাঙ্গে লেপনং কুরু।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং পশ্য মাং সস্মিতে সতি ॥১৪
সুধাতুল্যং সুমধুরং বচনং রচয় প্রিয়ে
কুটিলভ্রুবিকারঞ্চ কথং ন কুরুষেঽধুনা ॥ ১৫
নৃপস্য রোদনং শ্রুত্বা বাগ্বভূবাশরীরিণী।
স্থিরো ভব মহারাজ করোষি রোদনং কথম্ ॥১৬
ত্বং মহাজ্ঞানিনাং শ্রেষ্ঠো দত্তাত্রেয়প্রসাদতঃ।
জলবুদ্বুদবৎ সর্ব্বং সংসারং পশ্য শোভনম্ ॥ ১৭
কমলাংশা চ সা সাধ্বী জগাম কমলালয়ম্।
ত্বমেব গচ্ছ বৈকুণ্ঠং রণং কৃত্বা রণাজিরে ॥ ১৮
ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা জহৌ শোকং নরাধিপঃ ॥
ততশ্চন্দনকাষ্ঠেন চিতাং দিব্যাং চকার হ ॥ ১৯
সংস্কারাগ্নিং কারয়িত্বা পুত্রদ্বারা দদাহ তাম্।
নানাবিধানি রত্নানি ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা ॥ ২০
নানাবিধানি দানানি বস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
মনোরমায়াঃ পুণ্যেন ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা ॥২১
ভুজ্যতাং ভুজ্যতাং শশ্বদ্দীয়তাং দীয়তামিতি।
শব্দো বভূব সর্ব্বত্র কার্ত্তবীর্য্যাশ্রমে মুনে ॥ ২২
কোষেষু স্বাধিকারেষু স্থিতং যদ্যদ্ধনং তদা।
মনোরমায়াঃ পুণ্যেন ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা ॥ ২
রাজা জগাম সমরং হৃদয়েন বিদূয়তা।
সার্দ্ধং সৈন্যসমূহৈশ্চ বাদ্যভাণ্ডৈরসংখ্যকৈঃ ॥২৪
দদর্শামঙ্গলং রাজা পুরো বর্ত্মনি বর্ত্মনি
যযৌ তথাপি সমরং নাজগাম গৃহং পুনঃ ॥ ২৫

---

* নৃপপ্রাণাধিকপ্রিয়া ইত্যপি পাঠঃ।

মুক্তকেশীং ছিন্ননাসাং রুদতীঞ্চ দিগম্বরাম্।
কৃষ্ণবস্ত্রপরীধানামপরাং বিধবামপি ॥ ২৬
মুখদুষ্টাং যোনিদুষ্টাং ব্যাধিযুক্তাঞ্চ কুট্টিনীম্।
পতিপুত্রবিহীনাঞ্চ ডাকিনীং পুংশ্চলীমহো ॥ ২৭
কুম্ভকারং তৈলকারং ব্যাধং সর্পোপজীবিনম্।
কুচেলমতিরুক্ষাঙ্গং নগ্নং কাষায়বাসিনম্ ॥ ২৮
বসাবিক্রয়িণঞ্চৈব কন্যাবিক্রয়িণং তথা।
চিতাং দগ্ধশবং ভস্ম নির্ব্বাণাঙ্গারমেব চ ॥ ১৯
সর্পক্ষতনরং সর্পং গোধাঞ্চ শশকং বিষম্।
শ্রাদ্ধপাকঞ্চ পিণ্ডঞ্চ মোটকঞ্চ তিলাংস্তথা ॥ ৩০
দেবলং বৃষবাহঞ্চ শূদ্রশ্রাদ্ধান্নভোজিনম্।
শূদ্রান্নপাচকং শূদ্র-যাজকং গ্রমযাজকম্ ॥ ৩১
কুশপুত্তলিকাঞ্চৈব শবদাহনকারিণম্।
শূন্যকুম্ভং ভগ্নকুম্ভং তৈলং লবণমস্থি চ ॥ ৩২
কার্পাসং কচ্ছপং চূর্ণং কুক্কুরং শব্দকারিণম্।
দক্ষিণে চ শৃগালঞ্চ কুর্ব্বন্তং ভৈরবং রবম্ ॥ ৩৩
কপর্দ্দকঞ্চ ক্ষৌরঞ্চ ছিন্নকেশং নখং মলম্।
কলহঞ্চ বিলাপঞ্চ বিলাপকারিণং জনম্ ॥ ৩৪
অমঙ্গলং রুদন্তঞ্চ রুদন্তং শোককারিণম্।
মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদাতারং চৌরঞ্চ নরঘাতিনম্ ॥ ৩৫
পুংশ্চলীপতিপুত্রৌ চ পুংশ্চল্যোদনভোজিনম্।
দেবতাগুরু-বিপ্রাণাং বস্ত্র-বিত্তাপহারিণম্ ॥ ৩৬
দত্তাপহারিণং দস্যুং হিংসকং সূচকং খলম্।
পিতৃ-মাতৃবিরক্তঞ্চ দ্বিজাশ্বত্থবিঘাতিনম্ ॥ ৩৭
সত্যঘ্নঞ্চ কৃতঘ্নঞ্চ স্থাপ্যাপহারিণং জনম্।
বিপ্রদ্রুহং মিত্রদ্রুহং ক্ষতং বিশ্বাসঘাতকম্ ॥ ৩৮
গুরু-দেব-দ্বিজানাঞ্চ নিন্দকং স্বাঙ্গঘাতকম্।
জীবানাং ঘাতকঞ্চৈব স্বাঙ্গহীনঞ্চ নির্দ্দয়ম্ ॥ ৩৯
ব্রতোপবাসহীনঞ্চ দীক্ষাহীনং নপুংসকম্।
গলিতব্যাধিগাত্রঞ্চ কাণং বধিরমেব চ ॥ ৪০
পুক্কসং ছিন্নলিঙ্গঞ্চ সুরামত্তং সুরাং তথা।
ক্ষিপ্তং বমন্তং রুধিরং মহিষং গর্দ্দভং তথা ॥ ৪১
মূত্রং পুরীষং শ্লেষ্মাণং কম্পিনং নৃকপালকম্।
ঝঞ্ঝাবাতং রক্তবৃষ্টিং বাদ্যঞ্চ বৃক্ষপাতনম্ ॥ ৪২
শুকঞ্চ শূকরং গৃধ্রং শ্যেনং কঙ্কঞ্চ ভল্লুকম্।
পাশঞ্চ শুষ্ককাষ্ঠঞ্চ বায়সং গন্ধকং তথা ॥ ৪৩
অগ্রদানিব্রাহ্মণঞ্চ তন্ত্রমন্ত্রোপজীবনম্।
বৈদ্যঞ্চ রক্তপুষ্পঞ্চ ঔষধং তুষমেব চ ॥ ৪৪

কুবার্ত্তাং মৃতবার্ত্তাঞ্চ রিপুবার্ত্তাঞ্চ * দারুণম্।
দুর্গন্ধবাতং দুঃশব্দং রাজা সম্প্রাপ বর্ত্মনি ॥ ৪৫
মনশ্চ কুৎসিতং প্রাণাঃ ক্ষুভিতাশ্চ নিরন্তরম্।
বামাঙ্গস্পন্দনং দেহজাড্যং রাজ্ঞো বভূব হ ॥ ৪৬
তথাপি রাজা নিঃশঙ্কো দদর্শ যুদ্ধমঙ্গলম্।
সর্ব্বসৈন্যসমাযুক্তঃ প্রবিবেশ রণাজিরম্ ॥ ৪৭
অবরুহ্য রথাৎ তূর্ণং দৃষ্ট্বা চ পুরতো ভৃগুম্।
ননাম দণ্ডবদ্ভূমৌ রাজেন্দ্রৈঃ সহ ভক্তিতঃ ॥ ৪৮
আশিষং যুযুজে রামঃ স্বর্গং যাহীতি বাঞ্ছিতম্।
তেষাং সদ্যস্তদ্বভূব দুর্লঙ্ঘ্যা ব্রাহ্মণাশিষঃ ॥ ৪৯
ভৃগুং প্রণম্য রাজেন্দ্রো রাজেন্দ্রৈঃ সহ তৎক্ষণাৎ
আরুরোহ রথং তূর্ণং নানাসজ্জসমন্বিতম্ ॥ ৫০
নানাপ্রকারবাদ্যঞ্চ দুন্দুভিং মুরজাদিকম্।
বাদয়ামাস সহসা ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ ধনম্ ॥ ৫১
উবাচ রামো রাজেন্দ্রং রাজেন্দ্রাণাঞ্চ সংসদি।
হিতং সত্যং নীতিসারং বাক্যং বেদবিদাং বরঃ ॥

পরশুরাম উবাচ।

অয়ে রাজেন্দ্র ধর্ম্মিষ্ঠ চন্দ্রবংশসমুদ্ভব।
বিষ্ণোরংশস্য শিষ্যস্ত্বং দত্তাত্রেয়স্য ধীমতঃ ॥ ৫৩
স্বয়ং বিদ্বাংশ্চ বেদাংশ্চ শ্রুত্বা বেদবিদো মুখাৎ।
কথং দুর্ব্বুদ্ধিরধুনা সজ্জনানাং বিড়ম্বনা ॥ ৫৪
অহনঃ কপিলালোভান্নিরীহং ব্রাহ্মণং কথম্।
ব্রাহ্মণী শোকসন্তপ্তা ভর্ত্রা সার্দ্ধং গতা সতী ॥ ৫৫
কিং করিষ্যতি তে ভূপ পরত্রৈবানয়োর্বধাৎ।
সর্ব্বং মিথ্যৈব সংসারং পদ্মপত্রে যথা জলম্ ॥ ৫৬
সৎকীর্ত্তিশ্চাথ দুষ্কীর্ত্তিঃ কথামাত্রাবশেষিতা।
বিড়ম্বনং বা কিমতো দুষ্কীর্ত্তিশ্চ সতামহো ॥ ৫৭
ক্ব গতা কপিলা ত্বং ক্ব ক্ব বিবাদো মুনিঃ কুতঃ।
যৎ কৃতং বিদুষা রাজ্ঞা ন কৃতং হালিকেন তৎ ॥
ত্বামুপোষন্তমীশং তং দৃষ্ট্বা তাতো হি ধার্ম্মিকঃ।
পারণং কারয়ামাস দত্তং তস্য ফলং ত্বয়া ॥ ৫৯
অধীতং বিধিবদ্দত্তং ব্রাহ্মণেভ্যো দিনে দিনে।
জগৎ তে যশসা পূর্ণমযশো বার্দ্ধকে কথম্ ॥ ৬০
দাতা বরিষ্ঠো ধর্ম্মিষ্ঠো যশস্বান্ পুণ্যবান্ সুধীঃ।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনসমো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ৬১
পুরাতনা বদন্তীতি বন্দিনো ধরণীতলে।

---

* বিপ্রশাপঞ্চেতি বা পাঠঃ।

যো বিখ্যাতঃ পুরাণেষু তস্য দুষ্কীর্ত্তিরিদৃশী ॥ ৬২
দুর্ব্বাক্যং দুঃসহং রাজংস্তীক্ষ্ণাস্ত্রাদপি জীবিনাম্ ।
সঙ্কটেঽপি সতাং বক্ত্রাদ্দুক্তির্ন বিনির্গতা ॥৬৩
ন দদামি দুরুক্তিং তে প্রকৃতং কথয়াম্যহম্ ।
উত্তরং দেহি রাজেন্দ্র মহ্যং রাজেন্দ্রসংসদি ॥৬৪
সূর্য্য-চন্দ্র-মনূনাঞ্চ বংশাঃ সন্ত্যত্র সংসদি
সত্যং বদ সভায়াঞ্চ শৃণ্বন্তু পিতরঃ সুরাঃ ॥ ৬৫
শৃণ্বন্তু সর্ব্বে রাজেন্দ্রাঃ সদসদ্বক্তুমীশ্বরাঃ ।
পশ্যন্তো হি সমং সন্তঃ পাক্ষিকং ন বদন্তি চ ।
ইত্যুক্ত্বা পশু রামশ্চ বিররাম রণস্থলে ।
রাজা বৃহস্পতিসমঃ প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ৬৭

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন উবাচ ।

অয়ে রাম হরেরংশো হরিভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
শ্রুতো ধর্ম্মো মুখাদ্‌যেষাং ত্বঞ্চ তেষাং গুরোর্গুরুঃ
কর্ম্মণা ব্রাহ্মণো জাতঃ করোতি ব্রহ্মভাবনম্ ।
স্বধর্ম্মনিরতঃ শুদ্ধস্তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ ৬৯
অন্তর্ব্বহিশ্চ মননাৎ করোতি কর্ম্ম জন্মনি ।
মৌনী শশ্বদ্‌বদেৎ কালে যো হি স মুনিরুচ্যতে॥
স্বর্ণে লোষ্টে গৃহেঽরণ্যে পঙ্কে সুস্নিগ্ধচন্দনে ।
সমতা ভাবনা যস্য স যোগী পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭১
সর্ব্বজীবেষু যো বিষ্ণুং ভাবয়েৎ সমতা-ধিয়া ।
হরৌ করোতি ভক্তিঞ্চ হরিভক্তঃ স চ স্মৃতঃ ॥ ৭২
তপো ধনং ব্রাহ্মণানাং তপঃ কল্পতরুর্যথা
তপস্যা কামধেনুশ্চ সন্ততং তপসি স্পৃহা ॥ ৭৩
ঐশ্বর্য্যে ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ বাণিজ্যে চ তথা বিশাম্ ।
শূদ্রাণাং বিপ্রসেবৈব স্পৃহা বেদে বিনিন্দিতা * ॥
ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ তপসি স্পৃহাতীবাপ্রশংসিতা † ।
ব্রাহ্মণানাং বিবাদে চ স্পৃহাতীববিনিন্দিতা ॥ ৭৫
রাগী রাজসিকং স্বর্গং কুরুতে কর্ম্ম রাগতঃ ।
রাগান্ধশ্চ রাজসিকস্তেন রাজা প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭৬
রাগতঃ কামধেনুশ্চ ময়া ভিক্ষা কৃতা মুনে ।
কো দোষস্তেন মে জাতঃ ক্ষত্রিয়স্যানুরাগিণঃ ॥৭৭
কুতঃ কস্য মুনেরস্তি কামধেনুস্ত্বয়া বিনা ।
স্পৃহা রণে বা ভোগে বা যুষ্মাকঞ্চ ব্যতিক্রমঃ ॥

ত্রিংশদক্ষৌহিণীং সেনাং রাজেন্দ্রাণাং ত্রিকোটিকাঃ
নিহত্যায়ান্তমেকো মাং নিহন্তুমহনং মুনে ॥ ৭৯
আত্মানং হন্তুমায়ান্তমপি বেদাঙ্গপারগম্ ।
ন দোষো হননে তস্য ন তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥ ৮০
প্রায়শ্চিত্তং হিংসকানাং ন বেদেষু নিরূপিতম্ ।
বধে সমুচিতে তেষামিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ৮১
পিত্রা তে নিহতা ভূপা মহাবলপরাক্রমাঃ ।
ইদানীং রাজপুত্রাশ্চ শিশবোঽত্র সমাগতাঃ ॥ ৮২
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নির্ভূপাং কৃৎস্নাং কর্ত্তুং মহীমিতি ।
ত্বয়া কৃতা প্রতিজ্ঞা যা তস্যাশ্চ পালনং কুরু ॥ ৮৩
ক্ষত্রিয়াণাং রণো ধর্ম্মো রণে মৃত্যুর্ন গর্হিতঃ ।
রণে স্পৃহা ব্রাহ্মণানাং লোকে বেদে বিড়ম্বনা ॥
তপোধনানাং বিপ্রাণাং বাঞ্ছানাং যুগে যুগ ।
শান্তিস্বস্ত্যয়নং কর্ম্ম বিপ্র-ধর্ম্মো ন সঙ্গরঃ ॥ ৮৫
ক্ষত্রিয়াণাং বলং যুদ্ধং ব্যাপারশ্চ বলং বিশাম্ ।
ভিক্ষা বলং ভিক্ষুকাণাং শূদ্রাণাং বিপ্রসেবনম্ ॥
হরৌ ভক্তির্হরের্দাস্যং বৈষ্ণবানাং বলং হরিঃ ।
হিংসা বলং খলানাঞ্চ তপস্যা চ তপস্বিনাম্ ॥ ৮৭
বলং বেশশ্চ বেশ্যানাং যোষিতাং যৌবনং বলম্ ।
বলং প্রতাপো ভূপানাং বালানাং রোদনং বলম্ ॥
সতাং সত্যং বলং মিথ্যা বলমেবাসতাং সদা ।
অনুগানামনুগমঃ স্বল্পস্বানাঞ্চ সঞ্চয়ঃ ॥ ৮৯
বিদ্যা বলং পণ্ডিতানাং বাণিজ্যং বণিজাং বলম্ ।
শশ্বৎকুকর্ম্মশীলানাং গাম্ভীর্য্যং সাহসং বলম্ ॥৯০
ধনং বলঞ্চ ধনিনাং শুচীনাঞ্চ বিশেষতঃ ।
বলং বিবেকঃ শান্তানাং গুণিনাং বলমেকতা ॥ ৯১
গুণো বলঞ্চ গুণিনাং চৌরাণাং চৌর্য্যমেব চ ।
প্রিয়বাক্যঞ্চ কাপট্যমধর্ম্মঃ পুংশ্চলীবলম্ ॥
হিংসা চ হিংস্রজন্তূনাং সতীনাং পতিসেবনম্ ।
বলং সৎপুরুষাণাঞ্চ শিষ্যাণাং গুরুসেবনম্ ॥ ৯৩
বলং ধর্ম্মো গৃহস্থানাং ভৃত্যানাং রাজসেবনম্ ।
বলং স্তবঃ স্তাবকানাং ব্রহ্ম চ ব্রহ্মচারিণাম্ ॥ ৯৪
যতীনাঞ্চ সদাচারো ন্যাসঃ সন্ন্যাসিনাং বলম্ ।
পাপং বলং পাতকিনামশক্তানাং হরির্ব্বলম্ ॥৯৫
পুণ্যং বলং পুণ্যবতাং প্রজানাং নৃপতির্ব্বলম্ ।
ফলং বলঞ্চ বৃক্ষাণাং জলধীনাং জলং বলম্ ॥ ৯৬
জলং বলঞ্চ শস্যানাং মৎস্যানাঞ্চ জলং বলম্ ।
শান্তির্ব্বলঞ্চ ভূপানাং বিপ্রাণাঞ্চ বিশেষতঃ ॥৯৭

---

* বেদেষনিন্দিতেতি বা পাঠঃ ।
† স্পৃহাতীবপ্রশংসিতেতি চ পাঠঃ ক্বাচিৎকঃ ।

বিপ্রোঽশান্তো রণেঽদ্যোগী নৈব দৃষ্টো ন চ শ্রুতঃ ।
স্থিতে নারায়ণে দেবে বভূবাদ্য বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৯৮
ইত্যেবমুক্ত্বা রাজেন্দ্রো বিররাম রণাজিরে ।
তস্যৈতদ্বচনং শ্রুত্বা সর্ব্বস্তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯৯
রামস্য ভ্রাতরঃ সর্ব্বে সুতীক্ষ্ণশস্ত্রপাণয়ঃ ।
আরেভিরে রণং কর্ত্তুং মহাবীরাস্তদাজ্ঞয়া ॥ ১০০
রণোন্মুখাংশ্চ তান্ দৃষ্ট্বা মৎস্যরাজো মহাবলঃ ।
সমারেভে রণং কর্ত্তুং মঙ্গলো মঙ্গলাশয়ঃ ॥ ১০১
শরজালেন রাজেন্দ্রো বারয়ামাস তানপি ।
চিচ্ছিদুঃ শরজালঞ্চ জমদগ্নিসুতাস্তদা ॥ ১০২
রাজা চিক্ষেপ দিব্যাস্ত্রং শতসূর্য্যপ্রভং মুনে ।
মাহেশ্বরেণ মুনয়শ্চিচ্ছিদুশ্চাবলীলয়া ॥ ১০৩
দিব্যাস্ত্রেণৈব মুনয়শ্চিচ্ছিদুঃ সশরং ধনুঃ ।
রথঞ্চ সারথিঞ্চৈব রাজ্ঞঃ সন্নাহমেব চ ॥ ১০৪
ন্যস্তশস্ত্রং নৃপং দৃষ্ট্বা মুনয়ো হর্ষবিহ্বলাঃ ।
দধার শূলিনঃ শূলং মৎস্যরাজজিঘাংসয়া ॥ ১০৫
শূলনিক্ষেপসময়ে বাগ্বভূবাশরীরিণী ।
শূলং ত্যজত বিপ্রেন্দ্রাঃ শিবস্যাব্যর্থমেব চ ॥ ১০৬
শিবস্য কবচং দিব্যং দত্তং দুর্ব্বাসসা পুরা ।
মৎস্যরাজগলেঽস্তীতি সর্ব্বাবয়বরক্ষণম্ ॥ ১০৭
প্রাণানাঞ্চ প্রদাতারং কবচং যাচতং নৃপম্ ।
শ্রুত্বৈবাকাশবাণীঞ্চ শূঙ্গী সন্ন্যাসবেশকৃৎ ॥ ১০৮
যযাচে কবচং ভূপং জমদগ্নিসুতো মহান্ ।
রাজা দদৌ চ কবচং ব্রহ্মাণ্ডবিজয়ং পরম্ ॥ ১০৯
গৃহীত্বা কবচং তস্য শূলেনৈব জঘান হ ।
পপাত মৎস্যরাজশ্চ শতচন্দ্রসমাননঃ ।
মহাবলিষ্ঠো গুণবান্ চন্দ্রবংশসমুদ্ভবঃ ॥ ১১০

নারদ উবাচ ।

শিবস্য কবচং ব্রূহি মৎস্যরাজেন যদ্ধৃতম্ ।
নারায়ণ মহাভাগ শ্রোতুং কৌতূহলং মম ॥ ১১১

নারায়ণ উবাচ ।

কবচং শৃণু বিপ্রেন্দ্র শঙ্করস্য মহাত্মনঃ ।
ব্রহ্মাণ্ডবিজয়ং নাম সর্ব্বাবয়বরক্ষণম্ ॥ ১১২
পুরা দুর্ব্বাসসা দত্তং মৎস্যরাজায় ধীমতে ।
দত্ত্বা ষড়ক্ষরং মন্ত্রং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১১৩
স্থিতে চ কবচে দেহে নাস্তি মৃত্যুশ্চ জীবিনাম্ ।
অস্ত্রে শস্ত্রে জলে বহ্নৌ সিদ্ধিশ্চেন্নাস্তি সংশয়ঃ ॥
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্বাণঃ শিবত্বং প্রাপ লীলয়া ।
বভূব শিবতুল্যশ্চ যদ্ধৃত্বা নন্দিকেশ্বরঃ ॥ ১১৫
বীরশ্রেষ্ঠো বীরভদ্রো বভূব ধারণাদ্যতঃ ।
ত্রৈলোক্যবিজয়ী রাজা হিরণ্যকশিপুঃ স্বয়ম্ ॥ ১১৬
হিরণ্যাক্ষশ্চ বিজয়ী বভূব ধারণাদ্যতঃ ।
যদ্ধৃত্বা পঠনাৎ সিদ্ধো দুর্ব্বাসা বিশ্বপূজিতঃ ॥ ১১৭
জৈগীষব্যো মহাযোগী পঠনাদ্ধারণাদ্যতঃ ।
যদ্ধৃত্বা বামদেবশ্চ দেবলশ্চ্যবনঃ স্বয়ম্ ।
অগস্ত্যশ্চ পুলস্ত্যশ্চ বভূব বিশ্বপূজিতঃ ॥ ১১৮
ওঁ নমঃ শিবায়েতি চ মস্তকং মে সদাবতু ।
ওঁ নমঃ শিবায়েতি চ স্বাহা ভালং সদাবতু ॥ ১১৯
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং শিবায়েতি স্বাহা নেত্রে সদাবতু
ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং শিবায়েতি নমো মে পাতু নাসিকাম্ ॥ ১২০
ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় স্বাহা কণ্ঠং সদাবতু ।
ওঁ হ্রীং শ্রীং হূং সংহারকর্ত্রে স্বাহা কর্ণৌ সদাবতু ॥ ১২১
ওঁ হ্রীং শ্রীং পঞ্চবক্ত্রায় স্বাহা দন্তং সদাবতু ।
ওঁ হ্রীং মহেশায় স্বাহা চাধরং পাতু মে সদা ॥
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ত্রিনেত্রায় স্বাহা কেশান্ সদাবতু ।
ওঁ হ্রীং ঐং মহাদেবায় স্বাহা বক্ষঃ সদাবতু ॥
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং ঐং রুদ্রায় স্বাহা নাভিং সদাবতু ।
ওঁ হ্রীং ঐং শ্রীং ঈশ্বরায় স্বাহা পৃষ্ঠং সদাবতু ॥
ওঁ শ্রীং ক্লীং মৃত্যুঞ্জয়ায় স্বাহা ভ্রূশ্চ সদাবতু ।
ওঁ হূং শ্রীং ক্লীং ঈশানায় স্বাহা পার্শ্বং সদাবতু ॥
ওঁ হ্রীং ঈশ্বরায় স্বাহা উদরং পাতু মে সদা ।
ওঁ শ্রীং ক্লীং * মৃত্যুঞ্জয়ায় স্বাহা বাহূ সদাবতু ॥
ওঁ হূং শ্রীং ক্লীং ঈশ্বরায় স্বাহা পাতু করৌ মম ।
ওঁ মহেশ্বরায় রুদ্রায় নিতম্বং পাতু মে সদা ॥ ১২৩
ওঁ হ্রীং শ্রীং ভূতনাথায় স্বাহা পাদৌ সদাবতু ।
ওঁ সর্ব্বেশ্বরায় সর্ব্বায় স্বাহা সর্ব্বং সদাবতু ॥ ১২৮
প্রাচ্যাং মাং পাতু ভূতেশ আগ্নেয্যাং পাতু শঙ্করঃ
দক্ষিণে পাতু মাং রুদ্রো নৈর্ঋত্যাং স্থাণুরেব চ ॥

* ঐং ক্লীং ইতি চ পাঠঃ।

পশ্চিমে খণ্ডপরশুর্ব্বায়ব্যাং চন্দ্রশেখরঃ।
উত্তরে গিরিশঃ পাতু ঐশান্যামীশ্বরঃ স্বয়ম্ ॥১৩০
ঊর্দ্ধে মৃড়ঃ সদা পাতু অধো মৃত্যুঞ্জয়ঃ স্বয়ম্।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে স্বপ্নে জাগরণে সদা ॥১৩১
পিনাকী পাতু মাং প্রীত্যা ভক্তঞ্চ ভক্তবৎসলঃ ॥
ইতি তে কথিতং বৎস কবচং পরমাদ্ভুতম্।
দশলক্ষজপেনৈব সিদ্ধির্ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৩৩
যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচো রুদ্রতুল্যো ভবেদ্ধ্রুবম্।
তব স্নেহান্ময়া খ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ ॥১৩৪
কবচং কাণ্বশাখোক্তমতিগোপ্যং সুদুর্লভম্।
অশ্বমেধসহস্রাণি রাজসূয়শতানি চ ॥ ১৩৫
সর্ব্বাণি কবচস্যাস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ১৩৬
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বসিদ্ধীশো মনোযায়ী ভবেদ্ধ্রুবম্।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ভজেদ্যঃ শঙ্করং প্রভুম্।
শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধিদায়কঃ ॥ ১৩৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে শঙ্কর-কবচকথনং
নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

মৎস্যরাজে নিপতিতে রাজা যুদ্ধবিশারদঃ।
রাজেন্দ্রান্ প্রেষয়ামাস যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদান্ ॥ ১
বৃহদ্বলং সোমদত্তং বিদর্ভং মিথিলেশ্বরম্।
নিষধাধিপতিঞ্চৈব মগধাধিপতিং তথা ॥ ২
আযযুঃ সমরং যোদ্ধুং পর্শুরামং মহারথাঃ।
ত্রিভিরক্ষৌহিণীভিশ্চ সেনাভিঃ সহ নারদ ॥ ৩
রামস্য ভ্রাতরঃ সর্ব্বে বীরাস্তীক্ষ্ণাস্ত্রপাণয়ঃ।
বারয়ামাসুরস্ত্রৈশ্চ তানেব রণমূর্দ্ধনি ॥ ৪
তে বীরাঃ শরজালেন দিব্যাস্ত্রেণ প্রযত্নতঃ।
বারয়ামাসুরেকৈকং ভ্রাতৃবর্গান্ ভৃগোস্তথা ॥ ৫
আযযৌ সমরং শীঘ্রং দৃষ্ট্বা তাংশ্চ পরাজিতান্।
পিনাকহস্তঃ স ভৃগুর্জ্জ্বলদগ্নিশিখোপমঃ ॥ ৬
চিক্ষেপ নাগপাশঞ্চ পর্শুরামো মহাবলঃ।
চিচ্ছেদ তং গারুড়েন সোমদত্তো মহাবলঃ ॥ ৭
ভৃগুঃ শঙ্করশূলেন সোমদত্তং জঘান হ।
বৃহদ্বলঞ্চ গদয়া বিদর্ভং মুষ্টিভিস্তথা ॥ ৮
মৈথিলং মুদ্গরেণৈব শক্ত্যা চ নৈষধং তথা।
মাগধং চরণোদ্ঘাতৈরস্ত্রজালেন সৈনিকান্ ॥ ৯
নিহত্য নিখিলান্ ভূপান্ সংহারাগ্নিসমো রণে।
দুদ্রাব কার্ত্তবীর্য্যঞ্চ পর্শুরামো মহাবলঃ ॥ ১০
দৃষ্ট্বা তং যোদ্ধুমায়ান্তং রাজানশ্চ মহারথাঃ।
আযযুঃ সমরং কর্ত্তুং কার্ত্তবীর্য্যং নিবার্য্য চ ॥ ১১
কান্যকুব্জাশ্চ শতশঃ সৌরাষ্ট্রাঃ শতশস্তথা।
রাঢ়ীয়াঃ শতশশ্চৈব বারেন্দ্রাঃ শতশস্তথা ॥ ১২
সৌহ্মা বঙ্গাশ্চ শতশো মহারাষ্ট্রাস্তথা দশ।
কতিধা গুর্জ্জরাতীয়াঃ কালিঙ্গাঃ শতশস্তথা ॥ ১৩
কৃত্বা তে শরজালঞ্চ তমাচ্ছন্নহ্রেব বৈ।
তং ছিত্ত্বাভ্যুত্থিতো রামো নীহারমিব ভাস্করঃ ॥ ১৪
ত্রিরাত্রং যুযুধে রামস্তৈঃ সার্দ্ধং সমরাজিরে।
দ্বাদশাক্ষৌহিণীং সেনাং ততশ্চিচ্ছেদ পর্শুনা ॥১৫
রম্ভাস্তম্ভসমূহঞ্চ যথা খড়্গেন লীলয়া।
ছিত্ত্বা সেনাং ভূপবর্গং জঘান শিবশূলতঃ ॥ ১৬
সর্ব্বাংস্তান্ নিহতান্ দৃষ্ট্বা সূর্য্যবংশসমুদ্ভবঃ।
আজগাম সুচন্দ্রশ্চ লক্ষরাজেন্দ্রসংযুতঃ ॥ ১৭
দ্বাদশাক্ষৌহিণীভিশ্চ সেনাভিঃ সহ সংযুগে।
কোপেন যুযুধে রামং সিংহং সিংহো যথা রণে ॥১৮
ভৃগুঃ শঙ্করশূলেন নৃপলক্ষং নিহত্য চ।
দ্বাদশাক্ষৌহিণীং সেনাং জঘান পর্শুনা বলী ॥১৯
নিহত্য সর্ব্বাঃ সেনাশ্চ সুচন্দ্রং যুযুধে বলী।
নাগাস্ত্রং প্রেরয়ামাস নির্যুধ্যন্তং ভৃগুঃ স্বয়ম্ ॥ ২০
নাগপাশঞ্চ চিচ্ছেদ গারুড়েন নৃপেশ্বরঃ।
জহাস চ ভৃগুং রাজা সমরে চ পুনঃপুনঃ ॥ ২১
ভৃগুর্নারায়ণাস্ত্রঞ্চ চিক্ষেপ রণমূর্দ্ধনি।
অস্ত্রং যযৌ তং নিহন্তুং শতসূর্য্যসমপ্রভম্ ॥ ২২
দৃষ্ট্বাস্ত্রং নৃপশার্দ্দূলশ্চাবরুহ্য রথাৎ ক্ষণাৎ।
ন্যস্তশস্ত্রঃ প্রণনাম স্তুত্বা নারায়ণং শিবম্ ॥ ২৩
অমেব প্রণতং ত্যক্ত্বা যযৌ নারায়ণান্তিকম্।
অস্ত্ররাজো ভগবতো রামঃ সম্প্রাপ বিস্ময়ম্ ॥ ২৪
ভৃগুঃ শক্তিঞ্চ মুষলং তোমরং পট্টিশং তথা।
গদাং পর্শুঞ্চ কোপেন চিক্ষেপ নৃপহিংসয়া ॥ ২৫
জগ্রাহ কালী তান্ সর্ব্বাংশ্চন্দ্রস্যন্দনমাস্থিতা।
চিক্ষেপ শিবশূলং স নৃপমালা বভূব তৎ ॥ ২৬

দদর্শ পুরতো রামো ভদ্রকালীং জগৎপ্রসূম্।
বহন্তীং মুণ্ডমালাঞ্চ বিকটাস্যাং ভয়ঙ্করীম্ ॥ ২৭
বিহায় শস্ত্রমস্ত্রঞ্চ পিনাকঞ্চ ভৃগুস্তদা।
তুষ্টাব তাং মহামায়াং ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ॥ ২৮

পরশুরাম উবাচ।

নমঃ শঙ্করকান্তায়ৈ সারায়ৈ তে নমো নমঃ।
নমো দুর্গতিনাশিন্যৈ মায়ায়ৈ তে নমো নমঃ ॥ ২৯
নমো নমো জগদ্ধাত্র্যৈ জগৎকর্ত্র্যৈ নমো নমঃ।
নমোঽস্তু তে জগন্মাত্রে কারণায়ৈ নমো নমঃ ॥৩০
প্রসীদ জগতাং মাতঃ সৃষ্টিসংহারকারিণি।
ত্বৎপাদে শরণং যামি প্রতিজ্ঞাং সার্থকাং কুরু ৩১
ত্বয়ি মে বিমুখায়াঞ্চ কো মাং রক্ষিতুমীশ্বরঃ।
ত্বং প্রসন্না ভব শুভে মাং ভক্তং ভক্তবৎসলে ॥
যুষ্মাভিঃ শিবলোকে চ মহ্যং দত্তো বরঃ পুরা।
তং বরং সফলং কর্ত্তুং ত্বমর্হসি বরাননে ॥ ৩৩
পর্শুরামস্তবং শ্রুত্বা প্রসন্নাভবদম্বিকা।
মা ভৈরিত্যেবমুক্ত্বা তু তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৩৪
এতদ্ভৃগুকৃতং স্তোত্রং ভক্তিযুক্তশ্চ যঃ পঠেৎ।
মহাভয়াৎ সমুত্তীর্ণঃ স ভবেদবলীলয়া ॥ ৩৫
স পূজিতশ্চ ত্রৈলোক্যে ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ
জ্ঞানিশ্রেষ্ঠো ভবেচ্চৈব বৈরিপক্ষবিমর্দ্দকঃ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে ভৃগুকৃতং কালীস্তোত্রম্।

এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা ভৃগুং ধর্ম্মভৃতাং বরম্।
আগত্য কথয়ামাস রহস্যং রামমেব চ ॥ ৩৭

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু রাম মহাভাগ রহস্যং পূর্ব্বমেব চ।
সুচন্দ্রজয়হেতুঞ্চ প্রতিজ্ঞাসার্থকায় চ ॥ ৩৮
দশাক্ষরী মহাবিদ্যা দত্তা দুর্ব্বাসসা পুরা।
সুচন্দ্রায়ৈব কবচং ভদ্রকাল্যাঃ সুদুর্লভম্ ॥ ৩৯
কবচং ভদ্রকাল্যাশ্চ দেবানাঞ্চ সুদুর্লভম্।
কবচং তৎকালে তস্য সর্ব্বশত্রুবিমর্দ্দকম্ ॥ ৪০
অতীব পূজ্যং শস্তঞ্চ ত্রৈলোক্যজয়কারণম্।
তস্মিন্ স্থিতে চ কবচে কস্তং জেতুমলং ভুবি ॥৪১
ভৃগো গচ্ছতু ভিক্ষার্থং করোতু প্রার্থনাং নৃপম্।
সূর্য্যবংশোদ্ভবো রাজা দাতা পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ৪২
প্রাণাংশ্চ কবচং মন্ত্রং সর্ব্বং দাস্যতি নিশ্চিতম্ ॥
ভৃগুঃ সন্ন্যাসিবেশেন গত্বা রাজান্তিকং মুনে।
ভিক্ষাং চকার মন্ত্রঞ্চ কবচং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৪৪
রাজা দদৌ চ মন্ত্রঞ্চ কবচং পরমাদরম্।
ততঃ শঙ্করশূলেন জঘান তং নৃপং ভৃগুঃ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশ-
খণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে
ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৬॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কবচং শ্রোতুমিচ্ছামি তাঞ্চ বিদ্যাং দশাক্ষরীম্।
নাথ ত্বত্তো হি সর্ব্বজ্ঞ ভদ্রকাল্যাশ্চ সাম্প্রতম্ ॥১

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি মহাবিদ্যাং দশাক্ষরীম্।
গোপনীয়ঞ্চ কবচং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্ ॥ ২
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকায়ৈ স্বাহেতি চ
মহামুনুম্ *।
দুর্ব্বাসা হি দদৌ রাজ্ঞে পুষ্করে সূর্য্যপর্ব্বণি ॥ ৩
দশলক্ষজপেনৈব মন্ত্রসিদ্ধিঃ কৃতা পুরা।
পঞ্চলক্ষজপেনৈব রাজ্ঞা কবচমুত্তমম্ ॥ ৪
বভূব সিদ্ধকবচোঽপ্যযোধ্যামাজগাম সঃ।
কৃৎস্নাং হি পৃথিবীং জিগ্যে কবচস্য প্রসাদতঃ ॥৫

নারদ উবাচ।

শ্রুতা দশাক্ষরী বিদ্যা ত্রিষু লোকেষু দুর্লভা।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং ব্রূহি মে প্রভো ॥৬

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু বক্ষ্যামি রাজেন্দ্র কবচং পরমাদ্ভুতম্।
নারায়ণেন যদ্দত্তং কৃপয়া শূলিনে পুরা ॥ ৭
ত্রিপুরস্য বধে ঘোরে শিবস্য বিজয়ায় চ।
তদেব শূলিনা দত্তং দুর্ব্বাসসে পুরা মুনে ॥ ৮
দুর্ব্বাসসা চ যদ্দত্তং সুচন্দ্রায় মহাত্মনে।
অতিগুহ্যতরং তত্ত্বং সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্ ॥ ৯
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকায়ৈ স্বাহা মে পাতু
মস্তকম্।
ক্লীং কপালং সদা পাতু হ্রীং হ্রীং হ্রীং ইতি
লোচনে ॥ ১০
ওঁ হ্রীং ত্রিলোচনে স্বাহা নাসিকাং মে সদাবতু।
ক্রীং কালিকে রক্ষ রক্ষ স্বাহা দন্তং সদাবতু ॥১১

---

* মহামন্ত্রমিতি বহুপুস্তকসম্মতঃ পাঠঃ।

হ্রীং ভদ্রকালিকে স্বাহা পাতু মেঽধরযুগ্মকম্‌।
ওঁ হ্রীং হ্রীং ক্লীং কালিকায়ৈ স্বাহা কণ্ঠং সদাবতু
ওঁ হ্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা কর্ণযুগ্মং সদাবতু।
ওঁ ক্রীং ক্রীং ক্রীং কাল্যৈ স্বাহা মম স্কন্ধং সদাবতু ॥ ১৩
ওঁ ক্রীং ভদ্রকাল্যৈ স্বাহা মম বক্ষঃ সদাবতু।
ওঁ ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা মম নাভিং সদাবতু ॥১৪
ওঁ হ্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা মম পৃষ্ঠং সদাবতু।
রক্তবীজবিনাশিন্যৈ স্বাহা হস্তৌ সদাবতু ॥ ১৫
ওঁ হ্রীং ক্লীং মুণ্ডমালিন্যৈ স্বাহা পাদৌ সদাবতু।
ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ স্বাহা সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু ॥
প্রাচ্যাং পাতু মহাকালী আগ্নেয্যাং রক্তদন্তিকা।
দক্ষিণে পাতু চামুণ্ডা নৈর্ঋত্যাং পাতু কালিকা ॥
শ্যামা চ বারুণে পাতু বায়ব্যাং পাতু চণ্ডিকা।
উত্তরে বিকটাস্যা চ ঐশান্যাং সাট্টহাসিনী ॥ ১৮
ঊর্দ্ধং পাতু লোলজিহ্বা মায়াদ্যা পাত্বধঃ সদা।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে পাতু বিশ্বপ্রসূঃ সদা ॥১৯
ইতি তে কথিতং বৎস সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্‌।
সর্ব্বেষাং কবচানাঞ্চ সারভূতং পরাৎপরম্‌ ॥ ২০
সপ্তদ্বীপেশ্বরো রাজা সুচন্দ্রোঽস্য প্রসাদতঃ।
কবচস্য প্রসাদেন মান্ধাতা পৃথিবীপতিঃ ॥ ২১
প্রচেতা লোমশশ্চৈব যতঃ সিদ্ধো বভূব হ।
যতো হি যোগিনাং শ্রেষ্ঠঃ সৌভরিঃ পিপ্পলায়নঃ ॥
যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচঃ সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরো ভবেৎ।
মহাদানানি সর্ব্বাণি তপাংসি চ ব্রতানি চ।
নিশ্চিতং কবচস্যাস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্‌ ॥২৩
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ভজেৎ কালীং জগৎপ্রসূম্‌।
শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধিদায়কঃ ॥ ২৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশ-
খণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে
সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৭॥

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

সুচন্দ্রে পতিতে ব্রহ্মন্‌ রাজেন্দ্রাণাং শিরোমণৌ।
আজগাম পুষ্করাক্ষঃ সেনাত্র্যক্ষৌহিণীযুতঃ ॥ ১
সূর্য্যবংশোদ্ভবো রাজা সুচন্দ্রতনয়ো মহান্‌।
মহালক্ষ্মীসেবকশ্চ লক্ষ্মীমান্‌ সূর্য্যসন্নিভঃ ॥ ২
মহালক্ষ্ম্যাশ্চ কবচং গলে যস্য মনোহরম্‌।
পরমৈশ্বর্য্যসংযুক্তস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী ততঃ ॥ ৩
তং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরঃ সর্ব্বে পশু রামস্য ধীমতঃ।
আযযুঃ সমরং কর্ত্তুং নানাশস্ত্রাস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৪
রাজেন্দ্রঃ শরজালেন চ্ছাদয়ামাস লীলয়া।
চিচ্ছিদুঃ শরজালঞ্চ তে বীরাশ্চাবলীলয়া ॥ ৫
চিচ্ছিদুঃ স্যন্দনং রাজ্ঞস্তে বীরাঃ পঞ্চবাণতঃ।
সারথিং পঞ্চবাণেন রথাশ্বং দশবাণতঃ ॥ ৬
তদ্ধনুঃ সপ্তবাণেন তূণঞ্চ পঞ্চবাণতঃ।
চিচ্ছিদুস্তদ্ভ্রাতৃবর্গান্‌ বিপ্রাঃ শঙ্করশূলতঃ ॥ ৭
তে চ ত্র্যক্ষৌহিণীং সেনাং নিজঘ্নুশ্চাবলীলয়া।
হস্তং নৃপেন্দ্রং তে বীরাঃ শিবশূলং নিচিক্ষিপুঃ।
গলে বভূব তচ্ছূলং রাজ্ঞঃ পুষ্করমালিকা ॥ ৮
শক্তিঞ্চ পরিঘঞ্চৈব ভুষুণ্ডীং মুদ্গরং তথা।
গদাঞ্চ চিক্ষিপুর্ব্বিপ্রাঃ কোপেন জ্বলদগ্নয়ঃ ॥ ৯
তানি শস্ত্রাণি চূর্ণানি নৃপেন্দ্রদেহযোগতঃ।
বিস্মিতা ভ্রাতরঃ সর্ব্বে ভৃগোরেব মহামুনে ॥ ১০
রথং ধনুশ্চ শস্ত্রাণি চাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
সেনাং প্রস্থাপয়ামাস কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনঃ স্বয়ম্‌ ॥১১
রাজা স্যন্দনমারুহ্য পুষ্করাক্ষো মহাবলঃ।
চকার শরজালঞ্চ মহাঘোরতরং মুনে ॥ ১২
চিচ্ছিদুঃ শরজালঞ্চ তে বীরাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
রাজা প্রস্বাপনেনৈব নিদ্রিতাংস্তাংশ্চকার হ ॥১৩
ভ্রাতৄংশ্চ নিদ্রিতান্‌ দৃষ্ট্বা পশু রামো মহাবলঃ।
ক্ষতবিক্ষতসর্ব্বাঙ্গান্‌ বোধয়ামাস তত্ত্বতঃ ॥ ১৪
বোধয়িত্বা তান্‌ নিবার্য্য জগাম রণমূর্দ্ধনি।
চিক্ষেপ পশুং কোপেন শীঘ্রং রাজজিঘাংসয়া ॥
ছিত্ত্বা রাজ্ঞঃ কিরীটঞ্চ পশুর্ভূমৌ পপাত হ।
জগ্রাহ পশুং শীঘ্রঞ্চ পশু রামো মহাবলঃ ॥ ১৬
তদা শঙ্করশূলঞ্চ চিক্ষেপ মন্ত্রপূর্ব্বকম্‌।
নৃপস্য কুণ্ডলং ছিত্ত্বা জগাম শিবসন্নিধিম্‌ ॥ ১৭

দদর্শ পুরতো রামো ভদ্রকালীং জগৎপ্রসূম্।
বহন্তীং মুণ্ডমালাঞ্চ বিকটাস্যাং ভয়ঙ্করীম্ ॥ ২৭
বিহায় শস্ত্রমস্ত্রঞ্চ পিনাকঞ্চ ভৃগুস্তদা।
তুষ্টাব তাং মহামায়াং ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ॥ ২৮

পরশুরাম উবাচ।

নমঃ শঙ্করকান্তায়ৈ সারায়ৈ তে নমো নমঃ।
নমো দুর্গতিনাশিন্যৈ মায়ায়ৈ তে নমো নমঃ ॥ ২৯
নমো নমো জগদ্ধাত্র্যৈ জগৎকর্ত্র্যৈ নমো নমঃ।
নমোহস্তু তে জগন্মাত্রে কারণায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৩০
প্রসীদ জগতাং মাতঃ সৃষ্টিসংহারকারিণি।
ত্বৎপাদে শরণং যামি প্রতিজ্ঞাং সার্থকাং কুরু ৩১
ত্বয়ি মে বিমুখায়াঞ্চ কো মাং রক্ষিতুমীশ্বরঃ।
ত্বং প্রসন্না ভব শুভে মাং ভক্তং ভক্তবৎসলে ॥
যুষ্মাভিঃ শিবলোকে চ মহ্যং দত্তো বরঃ পুরা।
তং বরং সফলং কর্ত্তুং ত্বমর্হসি বরাননে ॥ ৩৩
পর্শুরামস্তবং শ্রুত্বা প্রসন্নাভবদম্বিকা।
মা ভৈরিত্যেবমুক্ত্বা তু তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৩৪
এতদ্ভৃগুকৃতং স্তোত্রং ভক্তিযুক্তশ্চ যঃ পঠেৎ।
মহাভয়াৎ সমুত্তীর্ণঃ স ভবেদবলীলয়া ॥ ৩৫
স পূজিতশ্চ ত্রৈলোক্যে ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ
জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠো ভবেচ্চৈব বৈরিপক্ষবিমর্দ্দকঃ ॥ ৩৬
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে ভৃগুকৃতং কালীস্তোত্রম্।
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা ভৃগুং ধর্ম্মভৃতাং বরম্।
আগত্য কথয়ামাস রহস্যং রামমেব চ ॥ ৩৭

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু রাম মহাভাগ রহস্যং পূর্ব্বমেব চ।
সুচন্দ্রজয়হেতুঞ্চ প্রতিজ্ঞাসার্থকায় চ ॥ ৩৮
দশাক্ষরী মহাবিদ্যা দত্তা দুর্ব্বাসসা পুরা।
সুচন্দ্রায়ৈব কবচং ভদ্রকাল্যাঃ সুদুর্লভম্ ॥ ৩৯
কবচং ভদ্রকাল্যাশ্চ দেবানাঞ্চ সুদুর্লভম্।
কবচং তৎকালে তস্য সর্ব্বশত্রুবিমর্দ্দকম্ ॥ ৪০
অতীব পূজ্যং শস্তঞ্চ ত্রৈলোক্যজয়কারণম্।
তস্মিন্ স্থিতে চ কবচে কস্তং জেতুমলং ভুবি ॥ ৪১
ভৃগো গচ্ছতু ভিক্ষার্থং করোতু প্রার্থনাং নৃপম্।
সূর্য্যবংশোদ্ভবো রাজা দাতা পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ৪২
প্রাণাংশ্চ কবচং মন্ত্রং সর্ব্বং দাস্যতি নিশ্চিতম্ ॥
ভৃগুঃ সন্ন্যাসিবেশেন গত্বা রাজান্তিকং মুনে।
ভিক্ষাং চকার মন্ত্রঞ্চ কবচং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৪৪
রাজা দদৌ চ মন্ত্রঞ্চ কবচং পরমাদরম্।
ততঃ শঙ্করশূলেন জঘান তং নৃপং ভৃগুঃ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশ-
খণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে
ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥৩৬॥

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কবচং শ্রোতুমিচ্ছামি তাঞ্চ বিদ্যাং দশাক্ষরীম্।
নাথ ত্বত্তো হি সর্ব্বজ্ঞ ভদ্রকাল্যাশ্চ সাম্প্রতম্ ॥১

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি মহাবিদ্যাং দশাক্ষরীম্।
গোপনীয়ঞ্চ কবচং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্ ॥ ২
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকায়ৈ স্বাহেতি চ
মহামনুম্ *।
দুর্ব্বাসা হি দদৌ রাজ্ঞে পুষ্করে সূর্য্যপর্ব্বণি ॥ ৩
দশলক্ষজপেনৈব মন্ত্রসিদ্ধিঃ কৃতা পুরা।
পঞ্চলক্ষজপেনৈব রাজ্ঞা কবচমুত্তমম্ ॥ ৪
বভূব সিদ্ধকবচোঽপ্যযোধ্যামাজগাম সঃ।
কৃৎস্নাং হি পৃথিবীং জিগ্যে কবচস্য প্রসাদতঃ ॥৫

নারদ উবাচ।

শ্রুতা দশাক্ষরী বিদ্যা ত্রিষু লোকেষু দুর্লভা।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং ব্রূহি মে প্রভো ॥৬

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু বক্ষ্যামি রাজেন্দ্র কবচং পরমাদ্ভুতম্।
নারায়ণেন যদ্দত্তং কৃপয়া শূলিনে পুরা ॥ ৭
ত্রিপুরস্য বধে ঘোরে শিবস্য বিজয়ায় চ।
তদেব শূলিনা দত্তং দুর্ব্বাসসে পুরা মুনে ॥ ৮
দুর্ব্বাসসা চ যদ্দত্তং সুচন্দ্রায় মহাত্মনে।
অতিগুহ্যতরং তত্ত্বং সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্ ॥ ৯
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকায়ৈ স্বাহা মে পাতু
মস্তকম্।
ক্লীং কপালং সদা পাতু হ্রীং হ্রীং হ্রীং ইতি
লোচনে ॥ ১০
ওঁ হ্রীং ত্রিলোচনে স্বাহা নাসিকাং মে সদাবতু।
ক্রীং কালিকে রক্ষ রক্ষ স্বাহা দন্তং সদাবতু ॥১১

---

* মহামন্ত্রমিতি বহুপুস্তকসম্মতঃ পাঠঃ।

হ্রীং ভদ্রকালিকে স্বাহা পাতু মেঽধরযুগ্মকম্‌।
ওঁ হ্রীং হ্রীং ক্লীং কালিকায়ৈ স্বাহা কণ্ঠং সদাবতু
ওঁ হ্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা কর্ণযুগ্মং সদাবতু।
ওঁ ক্রীং ক্রীং ক্রীং কাল্যৈ স্বাহা মম স্কন্ধং সদাবতু॥ ১৩
ওঁ ক্রীং ভদ্রকাল্যৈ স্বাহা মম বক্ষঃ সদাবতু।
ওঁ ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা মম নাভিং সদাবতু॥১৪
ওঁ হ্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা মম পৃষ্ঠং সদাবতু।
রক্তবীজবিনাশিন্যৈ স্বাহা হস্তৌ সদাবতু॥ ১৫
ওঁ হ্রীং ক্লীং মুণ্ডমালিন্যৈ স্বাহা পাদৌ সদাবতু।
ওঁ হ্রীং চামুণ্ডায়ৈ স্বাহা সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু॥
প্রাচ্যাং পাতু মহাকালী আগ্নেয্যাং রক্তদন্তিকা।
দক্ষিণে পাতু চামুণ্ডা নৈর্ঋত্যাং পাতু কালিকা॥
শ্যামা চ বারুণে পাতু বায়ব্যাং পাতু চণ্ডিকা।
উত্তরে বিকটাস্যা চ ঐশান্যাং সাট্টহাসিনী॥ ১৮
ঊর্দ্ধং পাতু লোলজিহ্বা মায়াদ্যা পাত্বধঃ সদা।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে পাতু বিশ্বপ্রসূঃ সদা॥১৯
ইতি তে কথিতং বৎস সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্‌।
সর্ব্বেষাং কবচানাঞ্চ সারভূতং পরাৎপরম্‌॥ ২০
সপ্তদ্বীপেশ্বরো রাজা সুচন্দ্রোঽস্য প্রসাদতঃ।
কবচস্য প্রসাদেন মান্ধাতা পৃথিবীপতিঃ॥ ২১
প্রচেতা লোমশশ্চৈব যতঃ সিদ্ধো বভূব হ।
যতো হি যোগিনাং শ্রেষ্ঠঃ সৌভরিঃ পিপ্পলায়নঃ॥
যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচঃ সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরো ভবেৎ।
মহাদানানি সর্ব্বাণি তপাংসি চ ব্রতানি চ।
নিশ্চিতং কবচস্যাস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্‌॥২৩
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ভজেৎ কালীং জগৎপ্রসূম্‌।
শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধিদায়কঃ॥ ২৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশ-
খণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে
সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥৩৭॥

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

সুচন্দ্রে পতিতে ব্রহ্মন্‌ রাজেন্দ্রাণাং শিরোমণৌ।
আজগাম পুষ্করাক্ষঃ সেনাত্র্যক্ষৌহিণীযুতঃ॥ ১
সূর্য্যবংশোদ্ভবো রাজা সুচন্দ্রতনয়ো মহান্‌।
মহালক্ষ্মীসেবকশ্চ লক্ষ্মীমান্‌ সূর্য্যসন্নিভঃ॥ ২
মহালক্ষ্ম্যাশ্চ কবচং গলে যস্য মনোহরম্‌।
পরমৈশ্বর্য্যসংযুক্তস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী ততঃ॥ ৩
তং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরঃ সর্ব্বে পর্শুরামস্য ধীমতঃ।
আযযুঃ সমরং কর্ত্তুং নানাশস্ত্রাস্ত্রপাণয়ঃ॥ ৪
রাজেন্দ্রঃ শরজালেন চ্ছাদয়ামাস লীলয়া।
চিচ্ছিদুঃ শরজালঞ্চ তে বীরাশ্চাবলীলয়া॥ ৫
চিচ্ছিদুঃ স্যন্দনং রাজ্ঞস্তে বীরাঃ পঞ্চবাণতঃ।
সারথিং পঞ্চবাণেন রথাশ্বং দশবাণতঃ॥ ৬
তদ্ধনুঃ সপ্তবাণেন তূণঞ্চ পঞ্চবাণতঃ।
চিচ্ছিদুস্তদ্ভ্রাতৃবর্গান্‌ বিপ্রাঃ শঙ্করশূলতঃ॥ ৭
তে চ ত্র্যক্ষৌহিণীং সেনাং নিজঘ্নুশ্চাবলীলয়া।
হন্তুং নৃপেন্দ্রং তে বীরাঃ শিবশূলং নিচিক্ষিপুঃ।
গলে বভূব তচ্ছূলং রাজ্ঞঃ পুষ্করমালিকা॥ ৮
শক্তিঞ্চ পরিঘঞ্চৈব ভুষুণ্ডীং মুদ্গরং তথা।
গদাঞ্চ চিক্ষিপুর্ব্বিপ্রাঃ কোপেন জ্বলদগ্নয়ঃ॥ ৯
তানি শস্ত্রাণি চূর্ণানি নৃপেন্দ্রদেহযোগতঃ।
বিস্মিতা ভ্রাতরঃ সর্ব্বে ভৃগোরেব মহামুনে॥ ১০
রথং ধনুশ্চ শস্ত্রাণি চাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
সেনাং প্রস্থাপয়ামাস কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনঃ স্বয়ম্‌॥১১
রাজা স্যন্দনমারুহ্য পুষ্করাক্ষো মহাবলঃ।
চকার শরজালঞ্চ মহাঘোরতরং মুনে॥ ১২
চিচ্ছিদুঃ শরজালঞ্চ তে বীরাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
রাজা প্রস্বাপনেনৈব নিদ্রিতাংস্তাংশ্চকার হ॥১৩
ভ্রাতৄংশ্চ নিদ্রিতান্‌ দৃষ্ট্বা পর্শুরামো মহাবলঃ।
ক্ষতবিক্ষতসর্ব্বাঙ্গান্‌ বোধয়ামাস তত্ত্বতঃ॥ ১৪
বোধয়িত্বা তান্‌ নিবার্য্য জগাম রণমূর্দ্ধনি।
চিক্ষেপ পর্শুং কোপেন শীঘ্রং রাজজিঘাংসয়া॥
ছিত্ত্বা রাজ্ঞঃ কিরীটঞ্চ পর্শুর্ভূমৌ পপাত হ।
জগ্রাহ পর্শুং শীঘ্রঞ্চ পর্শুরামো মহাবলঃ॥ ১৬
তদা শঙ্করশূলঞ্চ চিক্ষেপ মন্ত্রপূর্ব্বকম্‌।
নৃপস্য কুণ্ডলং ছিত্ত্বা জগাম শিবসন্নিধিম্‌॥ ১৭

রাজা নিহন্তুং তং রামং শরজালং চকার হ।
চিচ্ছেদ শরজালঞ্চ পশু'রামশ্চ লীলয়া॥ ১৮
ক্রমেণ রাজা নানাস্ত্রং চিক্ষেপ মন্ত্রপূর্ব্বকম্‌।
তক্চিচ্ছেদ ক্রমেণৈব ভৃগুঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ॥ ১৯
ভৃগুশ্চিক্ষেপ নানাস্ত্রং মহাসন্ধানপূর্ব্বকম্‌।
তচ্চিচ্ছেদ মহারাজঃ সন্ধানেনাবলীলয়া॥ ২০
রামশ্চিক্ষেপ ব্রহ্মাস্ত্রং সন্ধানমন্ত্রপূর্ব্বকম্‌।
রাজা নির্ব্বাপণং চক্রে সন্ধানেনাবলীলয়া॥ ২১
সর্ব্বাণ্যস্ত্রাণি শস্ত্রাণি রামঃ পাশুপতং বিনা।
চিক্ষেপ কোপবিভ্রান্তো ভূপশ্চিচ্ছেদ তানি চ॥২২
রামঃ স্নাত্বা শিবং নত্বাক্ষিপং * পাশুপতং মুনে
নারায়ণশ্চ ভগবানুবাচ বিপ্ররূপধৃক্‌॥ ২৩

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কিং করোষি ভৃগো বৎস ত্বমেব জ্ঞানিনাং বরঃ।
নরং হন্তুং পাশুপতং কোপাৎ কিং ক্ষিপসি ভ্রমাৎ॥ ২৪
বিশ্বং পাশুপতেনৈব ভবেদ্ভস্ম চ সত্বরম্‌।
সর্ব্বঘ্নঞ্চ শস্ত্রমিদং বিনা শ্রীকৃষ্ণমীশ্বরম্‌॥ ২৫
অহং † পাশুপতং জেতুমলমেব সুদর্শনম্‌।
হরেঃ সুদর্শনঞ্চৈব সর্ব্বাস্ত্রপরিমর্দ্দকম্‌॥ ২৬
পাশুপতং পশুপতের্হরেরেব সুদর্শনম্‌।
এতে প্রধানে সর্ব্বেষামস্ত্রাণাঞ্চ জগত্রয়ে॥ ২৭
ত্যজ পাশুপতং ব্রহ্মন্‌ মদীয়ং বচনং শৃণু।
যথা জেষ্যসি রাজানং পুষ্করাক্ষং মহাবলম্‌॥ ২৮
কার্ত্তবীর্য্যমজেতারং যথা জেষ্যসি সাম্প্রতম্‌।
শ্রূয়তাং সাবধানেন তং সর্ব্বং কথয়ামি তে॥২৯
মহালক্ষ্ম্যাশ্চ কবচং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্‌।
ভক্ত্যা চ পুষ্করাক্ষেণ ধৃতং কণ্ঠে বিধানতঃ॥ ৩০
পরং দুর্গতিনাশিন্যাঃ কবচং পরমাদ্ভুতম্‌।
ধৃতঞ্চ দক্ষিণে বাহৌ পুষ্করাক্ষসুতেন চ॥ ৩১
কবচস্য প্রসাদেন বিশ্বং জেতুং ক্ষমৌ চ তৌ।
কো জেতা চ ত্রিভুবনে দেহে চ কবচে স্থিতে॥৩২
অহং যাস্যামি ভিক্ষার্থং সন্নিধানে তয়োর্মুনে।
করিষ্যামি চ তদ্ভিক্ষাং প্রতিজ্ঞাসফলায় তে॥৩৩
ব্রাহ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা রামঃ সন্তুষ্টমানসঃ।
উবাচ ব্রাহ্মণং বৃদ্ধং হৃদয়েন বিদূয়তা॥ ৩৪

পরশুরাম উবাচ।

ন জানামি মহাপ্রাজ্ঞ কস্ত্বং ব্রাহ্মণরূপধৃক্‌।
শীঘ্রঞ্চ ব্রূহি মাং মূঢ়ং তদা গচ্ছ নৃপান্তিকম্‌॥৩৫
পশু'রামবচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য ব্রাহ্মণঃ স্বয়ম্‌।
অহং বিষ্ণুরেবমুক্ত্বা যযৌ ভিক্ষিতুমীশ্বরঃ॥ ৩৬
গত্বা তয়োঃ সন্নিধানং যযাচে কবচঞ্চ তৌ।
দদতুস্তৌ চ কবচে বিষ্ণবে বিষ্ণুমায়য়া।
গৃহীত্বা কবচে বিষ্ণুর্বৈকুণ্ঠং প্রজগাম সঃ॥ ৩৭

নারদ উবাচ।

মহালক্ষ্ম্যাশ্চ কবচং কেন দত্তং মহামুনে।
পুষ্করাক্ষায় ভূপায় শ্রোতুং কৌতূহলং মম॥ ৩৮
কবচঞ্চাপি দুর্গায়াঃ পুষ্করাক্ষসুতায় চ।
দুর্লভং কেন বা দত্তং তদ্ভবান্‌ বক্তুমর্হতি॥ ৩৯
কবচঞ্চাপি কিম্ভূতং তয়োশ্চ তস্য কিং ফলম্‌।
মন্ত্রৌ চ তৌ কিম্প্রাকারৌ তন্মে ব্রূহি জগদ্‌গুরো

নারায়ণ উবাচ।

দত্তং সনৎকুমারেণ পুষ্করাক্ষায় ধীমতে।
মহালক্ষ্ম্যাশ্চ কবচং মন্ত্রশ্চাপি দশাক্ষরঃ॥ ৪১
স্তবনঞ্চাপি গোপ্যং বৈ চোক্তং তচ্চরিতঞ্চ যৎ।
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং পূজাবিধিমনোহরম্‌॥ ৪২
দুর্গায়াশ্চাপি কবচং দত্তং দুর্ব্বাসসা পুরা।
স্তবনঞ্চাপি গোপ্যঞ্চ মন্ত্রশ্চাপি দশাক্ষরঃ॥ ৪৩
পশ্চাত্তোষ্যসি তং সর্ব্বং দেব্যাশ্চ পরমাদ্ভুতম্‌।
মহাযুদ্ধসমারম্ভে দত্তং প্রার্থনয়া চ যৎ॥ ৪৪
মহালক্ষ্ম্যাশ্চ মন্ত্রঞ্চ শৃণু তং কথয়ামি তে।
ওঁ শ্রীং কমলবাসিন্যৈ স্বাহেতি পরমাদ্ভুতম্‌॥৪৫
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং শৃণু পূজাবিধিং মুনে।
দত্তং তস্মৈ কুমারেণ পুষ্করাক্ষায় ধীমতে॥ ৪৬
সহস্রদলপদ্মস্থাং পদ্মনাভপ্রিয়াং সতীম্‌।
পদ্মালয়াং পদ্মবক্ত্রাং পদ্মপত্রাভলোচনাম্‌॥ ৪৭
পদ্মপুষ্পপ্রিয়াং পদ্মপুষ্পতল্পাধিশায়িনীম্‌।
পদ্মিনীং পদ্মহস্তাঞ্চ পদ্মমালাবিভূষিতাম্‌॥ ৪৮
পদ্মভূষণভূষাঢ্যাং পদ্মশোভাবিবর্দ্ধিনীম্‌।
পদ্মকাননং পশ্যন্তীং সস্মিতাং তাং ভজে মুদা॥৪৯
চন্দনাষ্টদলে পদ্মে পদ্মপুষ্পেণ পূজয়েৎ।
গণং সম্পূজ্য দত্ত্বা চৈবোপচারাণি ষোড়শ॥ ৫০
ততস্তস্যা চ প্রণমেৎ সাধকো ভক্তিপূর্ব্বকম্‌।

---

* ক্ষিপ্তুমিতি পাঠস্তু ন সঙ্গতঃ।
† অহো ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

কবচং শ্রূয়তাং ব্রহ্মন্ সর্ব্বসারং বদামি তে ॥ ৫১

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু বিপ্রেন্দ্র পদ্মায়াঃ কবচং পরমং শুভম্।
পদ্মনাভেন যদ্দত্তং নাভিপদ্মে চ ব্রহ্মণে ॥ ৫২
সম্প্রাপ্য কবচং ব্রহ্মা তৎপদ্মে সসৃজে জগৎ।
পদ্মালয়াপ্রসাদেন সলক্ষ্মীকো বভূব সঃ ॥ ৫৩
পদ্মালয়াবরং প্রাপ্য পাদ্মশ্চ জগতাং প্রভুঃ।
পাদ্মেন পদ্মকল্পে চ কবচং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৫৪
দত্তং সনৎকুমারায় প্রিয়পুত্রায় ধীমতে।
কুমারেণ চ যদ্দত্তং পুষ্করায় চ নারদ ॥ ৫৫
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্‌ব্রহ্মা সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরো মহান্।
পরমৈশ্বর্য্যসংযুক্তঃ সর্ব্বসম্পৎসমন্বিতঃ ॥ ৫৬
যদ্ধৃত্বা চ ধনাধ্যক্ষঃ কুবেরশ্চ ধনাধিপঃ।
স্বায়ম্ভুবো মনুঃ শ্রীমান্ পঠনাদ্ধারণাদ্‌যতঃ ॥ ৫৭
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ লক্ষ্মীবন্তৌ যতো মুনে।
পৃথুঃ পৃথ্বীপতিঃ সদ্যো বভূব ধারণাদ্‌যতঃ ॥ ৫৮
কবচস্য প্রসাদেন স্বয়ং দক্ষঃ প্রজাপতিঃ।
ধর্ম্মশ্চ কর্ম্মণাং সাক্ষী পাতা যস্য প্রসাদতঃ ॥ ৫৯
যদ্ধত্তে দক্ষিণে বাহৌ বিষ্ণুঃ ক্ষীরোদশায়কঃ।
ভক্ত্যা বিধত্তে কণ্ঠে চ শেষো নারায়ণাংশকঃ ॥৬০
যদ্ধৃত্বা বামনং লেভে কশ্যপশ্চ প্রজাপতিঃ।
সর্ব্বদেবাধিপঃ শ্রীমান্ মহেন্দ্রো ধারণাদ্‌যতঃ ॥৬১
রাজা মরুত্তো ভগবান্ বভূব ধারণাদ্‌যতঃ।
ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ নহুষো যস্য ধারণাৎ ॥
বিশ্বং বিজিগ্যে খট্বাঙ্গঃ পঠনাদ্‌ধারণাদ্‌যতঃ।
মুচুকুন্দো যতঃ শ্রীমান্ মান্ধাতৃতনয়ো মহান্ ॥৬৩
সর্ব্বসম্পৎপ্রদস্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ বৃহতী দেবী পদ্মালয়া স্বয়ম্ ॥ ৬৪
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
পুণ্যবীজঞ্চ মহতাং কবচং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৬৫
ওঁ হ্রীঁং কমলবাসিন্যৈ স্বাহা মে পাতু মস্তকম্।
ওঁ মে পাতু কপালঞ্চ লোচনে শ্রীং শ্রিয়ৈঃ নমঃ ॥
ওঁ শ্রীং শ্রিয়ৈ স্বাহেতি চ কর্ণযুগ্মং সদাবতু।
ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং মহালক্ষ্ম্যৈ স্বাহা মে পাতু নাসিকাম্ ॥ ৬৭
ওঁ শ্রীং পদ্মালয়ায়ৈ চ স্বাহা দন্তং সদাবতু।
ওঁ শ্রীং কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ চ দন্তরন্ধ্রং সদাবতু ॥ ৬৮
ওঁ শ্রীং নারায়ণেশায়ৈ মম কণ্ঠং সদাবতু।
ওঁ শ্রীং কেশবকান্তায়ৈ মম স্কন্ধং সদাবতু ॥ ৬৯
ওঁ শ্রীং পদ্মনিবাসিন্যৈ স্বাহা নাভিং সদাবতু।
ওঁ হ্রীং শ্রীং সংসারমাত্রে মম বক্ষঃ সদাবতু ॥৭০
ওঁ শ্রীং শ্রীং কৃষ্ণকান্তায়ৈ স্বাহা পৃষ্ঠং সদাবতু।
ওঁ হ্রীং শ্রীং শ্রিয়ৈ স্বাহা মম হস্তৌ সদাবতু ॥
শ্রীং শ্রীনিবাসকান্তায়ৈ মম পাদৌ সদাবতু।
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং শ্রিয়ৈ স্বাহা সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু ॥ ৭২
প্রাচ্যাং পাতু মহালক্ষ্মীরাগ্নেয্যাং কমলালয়া।
পদ্মা মাং দক্ষিণে পাতু নৈঋত্যাং শ্রীহরিপ্রিয়া ॥
পদ্মালয়া পশ্চিমে মাং বায়ব্যাং পাতু শ্রীঃ স্বয়ম্।
উত্তরে কমলা পাতু ঐশান্যাং সিন্ধুকন্যকা ॥ ৭৪
নারায়ণেশী পাতূর্দ্ধমধো বিষ্ণুপ্রিয়াবতু।
সন্ততং সর্ব্বতঃ পাতু বিষ্ণুপ্রাণাধিকা মম ॥ ৭৫
ইতি তে কথিতং বৎস সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৭৬
সুবর্ণপর্ব্বতং দত্ত্বা মেরুতুল্যং দ্বিজালয়ে।
যৎ ফলং লভতে ধর্ম্মী কবচেন ততোঽধিকম্ ॥
গুরুমভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ কবচং ধারয়েৎ তু যঃ।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ স শ্রীমান্ প্রতিজন্মনি ॥
অস্তি লক্ষ্মীর্গৃহে তস্য নিশ্চলা শতপূরুষম্।
দেবৈন্দ্রৈশ্চাসুরেন্দ্রৈশ্চ সোঽবধ্যো নিশ্চিতং ভবেৎ
স সর্ব্বপুণ্যবান্ ধীমান্ সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু যস্যেদং কবচং গলে ॥ ৮০
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং লোভ-মোহ-ভয়ৈরপি।
গুরুভক্তায় শিষ্যায় শরণায় প্রকাশয়েৎ ॥ ৮১
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ভজেল্লক্ষ্মীং জগৎপ্রসূম্।
কোটিসঙ্খ্যপ্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধিদায়কঃ ॥৮২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৮॥

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কবচং কথিতং ব্রহ্মন্ পদ্মায়াশ্চ মনোহরম্।
পরং দুর্গতিনাশিন্যাঃ কবচং কথয় প্রভো ॥ ১
পদ্মাক্ষপ্রাণতুল্যঞ্চ জীবনং বলকারণম্।

বচানাঞ্চ যৎ সারং দুর্গাসেবনকারণম্ ॥ ২

নারায়ণ উবাচ ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি দুর্গায়াঃ কবচং শুভম্ ।
শ্রীকৃষ্ণেনৈব যদ্দত্তং গোলোকে ব্রহ্মণে পুরা ॥ ৩
ব্রহ্মা ত্রিপুরসংগ্রামে শঙ্করায় দদৌ পুরা ।
জঘান ত্রিপুরং রুদ্রো যদ্ধৃত্বা ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ৪
হরো দদৌ গৌতমায় পদ্মাক্ষায় চ গৌতমঃ ।
যতো বভূব পদ্মাক্ষঃ সপ্তদ্বীপেশ্বরো জয়ী ॥ ৫
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ব্রহ্মা জ্ঞানবান্ শক্তিমান্ ভুবি ।
শিবো বভূব সর্ব্বজ্ঞো যোগিনাঞ্চ গুরুর্যতঃ ॥ ৬
শিবতুল্যো গৌতমশ্চ বভূব মুনিসত্তমঃ ।
ব্রহ্মাণ্ডবিজয়স্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ ॥ ৭
ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী দেবী দুর্গতিনাশিনী ।
ব্রহ্মাণ্ডবিজয়েষেব বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৮
পুণ্যতীর্থঞ্চ মহতাং কবচং পরমাদ্ভুতম্ ।
ওঁ হ্রীং দুর্গতিনাশিন্যৈ স্বাহা মে পাতু মস্তকম্ ॥৯
হ্রীং মে পাতু কপালঞ্চ ওঁ হ্রীং শ্রীমিতি লোচনে
পাতু মে কর্ণযুগ্মঞ্চ ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ সদা ॥ ১০
ওঁ হ্রীং শ্রীমিতি নাসাং মে সদা পাতু চ সর্ব্বতঃ
শ্রীং হ্রীং ক্লীমিতি * দন্তাংশ্চ পাতু ক্লীমোষ্ঠ-
যুগ্মকম্ ॥ ১১
ক্রীং ক্রীং ক্রীং পাতু কণ্ঠঞ্চ দুর্গে রক্ষতু গণ্ডকম্
স্কন্ধং দুর্গবিনাশিন্যৈ স্বাহা পাতু নিরন্তরম্ ॥ ১২
বক্ষো বিপদ্বিনাশিন্যৈ স্বাহা মে পাতু সর্ব্বতঃ ।
দুর্গে দুর্গে রক্ষণীতি স্বাহা নাভিং সদাবতু ॥ ১৩
দুর্গে দুর্গে রক্ষ রক্ষ পৃষ্ঠং মে পাতু সর্ব্বতঃ
ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈঃ স্বাহা চ হস্তৌ পাদৌ সদাবতু ॥
শ্রীং হ্রীং দুর্গায়ৈ স্বাহা চ সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু ।
প্রাচ্যাং পাতু মহামায়া আগ্নেয্যাং পাতু
কালিকা ॥ ১৫
দক্ষিণে দক্ষকন্যা চ নৈঋত্যাং শিবসুন্দরী ।
পশ্চিমে পার্ব্বতী পাতু বারাহী বারুণে সদা ॥১৬
কুবেরমাতা কৌবের্য্যাং ঐশান্যামীশ্বরী সদা ।
ঊর্দ্ধে নারায়ণী পাতু অম্বিকাধঃ সদাবতু ॥ ১৭
জ্ঞানে জ্ঞানপ্রদা পাতু স্বপ্নে নিদ্রা সদাবতু ।
ইতি তে কথিতং বৎস সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্ ॥ ১৮
ব্রহ্মাণ্ডবিজয়ং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্ ।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু যৎ ফলম্ ॥ ১৯
সর্ব্বব্রতোপবাসে চ তৎ ফলং লভতে নরঃ ।
গুরুমভ্যর্চ্চ্য বিধিবদ্বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ ॥ ২০
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ কবচং ধারয়েৎ তু যঃ ।
স চ ত্রৈলোক্যবিজয়ী সর্ব্বশত্রুপ্রমর্দ্দকঃ ॥ ২১
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ভজেদ্দুর্গতিনাশিনীম্ ।
শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধিদায়কঃ ॥ ২২
কবচং কাণ্বশাখোক্তামুক্তং নারদ সুন্দরম্ ।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং গোপনীয়ং সুদুর্লভম্ ॥ ৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে দুর্গাকবচকথনং নাম একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

তে গৃহীত্বা চ বকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠঞ্চ গন্তুং মতিং ।
সপুত্রঞ্চ সহস্রাক্ষং জঘান ভৃগুনন্দনঃ ॥ ১
কৃত্বা যুদ্ধন্তু সপ্তাহং ব্রহ্মাস্ত্রেণ প্রযত্নতঃ ।
রাজা কবচহীনোঽপি সপুত্রশ্চ পপাত হ ॥ ২
পতিতে তু সহস্রাক্ষে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনঃ স্বয়ম্ ।
আজগাম মহাবীরো দ্বিলক্ষাক্ষৌহিণীযুতঃ ॥ ৩
সুবর্ণরথমারুহ্য রত্নসারপরিচ্ছদম্ ।
নানাস্ত্রং পরিতঃ কৃত্বা তস্থৌ সমরমূর্দ্ধনি ॥ ৪
পরশুরামশ্চ * সমরে তং রাজেন্দ্রং দদর্শ হ ।
রত্নালঙ্কারভূষাঢ্যো রাজেন্দ্রকোটিভিঃ সহ ॥ ৫
রত্নাতপত্রভূষাঢ্যং রত্নলঙ্কারভূষিতম্ ।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং সস্মিতং সুমনোহরম্ ॥ ৬
রাজা দৃষ্ট্বা মুনীন্দ্রং তমবরুহ্য রথাদহো ।
প্রণম্য রথমারুহ্য তস্থৌ নৃপগণৈঃ সহ ॥ ৭
দদৌ শুভাশিষং তস্মৈ রামশ্চ সময়োচিতম্ ।
প্রত্যাবধিগতার্থঞ্চ স্বর্গং গচ্ছেতি সানুগঃ ॥ ৮
উভয়োঃ সেনয়োর্যুদ্ধং বভূব তত্র নারদ ।
পলায়িতা রামশিষ্যা ভ্রাতরশ্চ মহাবলাঃ ।

---

* হ্রীং শ্রীং হ্রীমিতি বা পাঠঃ ।

* পরশুরামশ্চেতি পাঠে ছন্দোভঙ্গঃ সোঢ়ব্যঃ ।

ক্ষতবিক্ষতসর্ব্বাঙ্গাঃ কার্ত্তবীর্য্যপ্রপীড়িতাঃ ॥ ৯
নৃপস্য শরজালেন রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ ।
ন দদর্শ স্বসৈন্যঞ্চ রাজসৈন্যং স্বমেব চ ॥ ১০
চিক্ষেপ বহ্নিং রামশ্চ বভূবাগ্নিময়ং রণে ।
নির্ব্বাপয়ামাস রাজা বারুণেনাবলীলয়া ॥ ১১
চিক্ষেপ রামো গন্ধর্ব্বং শৈলসর্পসমন্বিতম্ ।
বায়ব্যেন মহারাজঃ প্রেরয়ামাস লীলয়া ॥ ১২
চিক্ষেপ রামো নাগাস্ত্রং দুর্নিবার্য্যং ভয়ঙ্করম্ ।
গারুড়েন মহারাজঃ প্রেরয়ামাস লীলয়া ॥ ১৩
মাহেশ্বরঞ্চ ভগবাংশ্চিক্ষেপ ভৃগুনন্দনঃ ।
নির্ব্বাপয়ামাস রাজা বৈষ্ণবাস্ত্রেণ লীলয়া ॥ ১৪
ভৃগুশ্চিক্ষেপ ব্রহ্মাস্ত্রং নৃপনাশায় নারদ ।
ব্রহ্মাস্ত্রেণ চ ভূপস্য প্রাপ নির্ব্বাপণং রণে ॥ ১৫
দত্তদত্তঞ্চ যচ্ছূলমব্যর্থং মন্ত্রপূর্ব্বকম্ ।
জগ্রাহ রাজা সমরে পশুর্রামবধায় চ ॥ ১৬
শূলং দদর্শ রামশ্চ শতসূর্য্যসমপ্রভম্ ।
প্রলয়াগ্নিশিখোদ্রিক্তং দুর্নিবার্য্যং সুরৈরপি ॥ ১৭
পপাত শূলং সমরে রামস্যোপরি নারদ ।
মূর্চ্ছামবাপ স ভৃগুঃ পপাত চ হরিং স্মরন্ ॥ ১৮
পতিতে পশুর্রামে চ সর্ব্বে দেবা ভয়াকুলাঃ ।
আজগ্মুঃ সমরং তত্র ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ॥ ১৯
শঙ্করশ্চ মহাজ্ঞানী মহাজ্ঞানেন লীলয়া ।
ব্রাহ্মণং জীবয়ামাস তূর্ণং নারায়ণাজ্ঞয়া ॥ ২০
ভৃগুশ্চ চেতনাং প্রাপ্য দদর্শ পুরতঃ সুরান্ ।
প্রণনাম পরং ভক্ত্যা লজ্জানম্রাত্মকন্ধরঃ ॥ ২১
রাজা দৃষ্ট্বা সুরেশাংশ্চ ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ।
প্রণম্য শিরসা মূর্দ্ধ্না তুষ্টাব পরমেশ্বরান্ ॥ ২২
তত্রাজগাম ভগবান্ দত্তাত্রেয়ো রণস্থলম্ ।
শিষ্যরক্ষানিমিত্তেন কৃপালুর্ভক্তবৎসলঃ ॥ ২৩
ভৃগুঃ পাশুপতাস্ত্রঞ্চ জগ্রাহ কোপসংযুতঃ ।
দত্তদত্তেন দৃষ্টেন বভূব স্তম্ভিতো রণে ॥ ২৪
দদর্শ স্তম্ভিতো রামো রাজানং রণমূর্দ্ধনি ।
নানাপার্ষদযুক্তেন কৃষ্ণেন রক্ষিতং রণে ॥ ২৫
সুদর্শনং প্রজ্বলন্তং ভ্রমণং কুর্ব্বতা সদা ।
সস্মিতেন স্তুতেনৈব ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরৈঃ ॥ ২৬
গোপালশতযুক্তেন গোপবেশবিধারিণা ।
নবীনজলদাভেন বংশীহস্তেন বাদয়ন্ ॥ ২৭
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বাগ্বভূবাশরীরিণী ।
দত্তেন দত্তং কবচং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ২৮
রাজ্ঞোঽস্তি দক্ষিণে বাহৌ সদ্রত্নগুটিকান্বিতম্ ।
গৃহীতকবচে শম্ভৌ ভিক্ষয়া যোগিনাং গুরৌ ॥ ২৯
তদা হন্তুং নৃপং শক্তো ভৃগুশ্চেতি চ নারদ ।
শ্রুত্বাশরীরিণীং বাণীং শঙ্করো দ্বিজরূপধৃক্ ॥ ৩০
ভিক্ষাং কৃত্বা তু কবচমানীয় চ নৃপস্য চ ।
শম্ভুনা ভৃগবে দত্তং কৃষ্ণস্য কবচঞ্চ যৎ ॥ ৩১
এতস্মিন্নন্তরে দেবা জগ্মুঃ স্বস্থানমুত্তমম্ ।
উবাচ পশুর্রামশ্চ রাজানং সমরং প্রতি ॥ ৩২

পরশুরাম উবাচ ।

রাজেন্দ্রোত্তিষ্ঠ সমরং কুরু সাহসপূর্ব্বকম্ ।
কালভেদে জয়ো নৃণাং কালভেদে পরাজয়ঃ ॥৩৩
অধীতং বিধিবদ্দত্তং কৃৎস্না পৃথ্বী সুশাসিতা ।
যশঃ কৃতঞ্চ সংগ্রামে ত্বয়াহং মূর্চ্ছিতোঽধুনা ॥৩৪
জিতাঃ সর্ব্বে চ রাজেন্দ্রা লীলয়া রাবণো জিতঃ ।
জিতোঽহং দত্তশূলেন শম্ভুনা জীবিতঃ পুনঃ ॥ ৫
রামস্য বচনং শ্রুত্বা রাজা পরমধার্ম্মিকঃ ।
মূর্দ্ধ্না প্রণম্য তং ভক্ত্যা যথার্থোক্তিমুবাচ হ ॥ ৩৬

রাজোবাচ ।

কিমধীতং কিং বা দত্তং কা বা পৃথ্বী সুশাসিতা ।
গতাঃ কতিবিধা ভূপা মাদৃশা ধরণীতলে ॥ ৩৭
বুদ্ধিস্তেজো বিক্রমশ্চ বিবিধা রণমন্ত্রণা ।
শ্রীরৈশ্বর্য্যং তথা জ্ঞানং দানশক্তিশ্চ লৌকিকম্ ॥
আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা পরমং তপঃ ।
সর্ব্বং মনোরমাসঙ্গে গতমেব মম প্রভো ॥ ৩৯
সা চ স্ত্রী প্রাণতুল্যা মে সাধ্বী পদ্মাংশসম্ভবা ।
যজ্ঞেষু পত্নী মাতেব স্নেহে ক্রীড়নসঙ্গিনী ॥ ৪০
আবাল্যাৎ সঙ্গিনী শশ্বচ্ছয়নে ভোজনে রণে ।
তাং বিনা প্রাণহীনোঽহং বিষহীনো যথোরগঃ ॥৪১
ত্বয়া ন দৃষ্টং যুদ্ধং মে পুরেয়ং শোচনা স্থিতা ।
দ্বিতীয়শোচনা বিপ্র হতোঽহং ব্রাহ্মণেন চ ॥ ৪২
কালে সিংহঃ শৃগালঞ্চ শৃগালঃ সিংহমেব চ ।
কালে ব্যাঘ্রং হন্তি মৃগো গজেন্দ্রং হরিণস্তথা ॥৪৩
মহিষং মক্ষিকা কালে গরুড়ঞ্চ তথোরগঃ ।
কিঙ্করঃ স্তৌতি রাজেন্দ্রং কালে রাজা চ কিঙ্করম্
ইন্দ্রশ্চ মানবঃ কালে কালে ব্রহ্মা মরিষ্যতি ।
তিরোভূতা চ প্রকৃতিঃ কালে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে ॥ ৪৫
মরিষ্যন্তি সুরাঃ সর্ব্বে ত্রিলোকস্থাশ্চরাচরাঃ ।

সর্ব্বে কালে লয়ং যান্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥৪৬
কালস্য কালঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্রষ্টুঃ স্রষ্টা যথেচ্ছয়া।
সংহর্ত্তা চৈব সংহর্ত্তুঃ পাতুঃ পাতা পরাৎপরঃ ॥৪৭
মহান্ স্থূলাৎ স্থূলতমঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতমঃ কৃশঃ।
পরমাণুপরঃ কালঃ কালশ্চ কালভেদকঃ ॥ ৪৮
যস্য লোমানি বিশ্বানি স পুমাংশ্চ মহাবিরাট্।
তেজসা ষোড়শাংশশ্চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৪৯
ততঃ ক্ষুদ্রবিরাড় জাতঃ সর্ব্বেষাং কারণং পরম্।
যঃ স্রষ্টা চ স্বয়ং ব্রহ্মা যন্নাভিকমলোদ্ভবঃ ॥ ৫০
নাভেঃ কমলদণ্ডস্য যোঽন্তং ন প্রাপ যত্নতঃ।
ভ্রমণাল্লক্ষবর্ষঞ্চ ততঃ স্বস্থানসংস্থিতঃ ॥ ৫১
তপশ্চক্রে ততস্তত্র লক্ষবর্ষঞ্চ বায়ুভুক্।
ততো দদর্শ গোলোকং শ্রীকৃষ্ণঞ্চ সপার্ষদম্ ॥ ৫২
গোপগোপীপরিবৃতং দ্বিভুজং মুরলীকরম্।
রত্নসিহাসনস্থঞ্চ রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতম্ ॥ ৫৩
দৃষ্ট্বানুজ্ঞাং গৃহীত্বা চ প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ।
ঈশ্বরেচ্ছাঞ্চ বিজ্ঞায় স্রষ্টুং সৃষ্টিং মনো দধে ॥ ৫৪
যঃ শিবঃ সৃষ্টিসংহর্ত্তা স চ স্রষ্টুর্ললাটজঃ।
বিষ্ণুঃ পাতা ক্ষুদ্রবিরাট্ শ্বেতদ্বীপনিবাসকৃৎ ॥ ৫৫
সৃষ্টিকারণভূতাশ্চ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
সন্তি বিশ্বেষু সর্ব্বেষু শ্রীকৃষ্ণস্য কলোদ্ভবাঃ ॥ ৫৬
তেঽপি দেবাঃ প্রাকৃতিকাঃ প্রাকৃতশ্চ মহাবিরাট্।
সর্ব্বপ্রসূতা প্রকৃতিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ৫৭
ন শক্তঃ পরমেশোঽপি তাং শক্তিং প্রকৃতিং বিনা
সৃষ্টিং বিধাতুং মায়েশো ন সৃষ্টির্মায়য়া বিনা ॥ ৫৮
সা চ কৃষ্ণে তিরোভূত্বা সৃষ্টিসংহারপালকে।
সাবির্ভূতা সৃষ্টিকালে সা চ নিত্যা মহেশ্বরী ॥ ৫৯
কুলালশ্চ ঘটং কর্ত্তুং যথাশক্তো মৃদং বিনা।
স্বর্ণং বিনা স্বর্ণকারঃ কুণ্ডলং কর্ত্তুমক্ষমঃ ॥ ৬০
সা চ শক্তিঃ সৃষ্টিকালে পঞ্চধা চেশ্বরেচ্ছয়া।
রাধা পদ্মা চ সাবিত্রী দুর্গা দেবী সরস্বতী ॥ ৬১
প্রাণাধিষ্ঠাত্রী যা দেবী কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
প্রাণাধিকপ্রিয়তমা সা রাধা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৬২
ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাতৃদেবী সর্ব্বমঙ্গলকারিণী।
পরমানন্দরূপা চ সা লক্ষ্মীঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥ ৬৩
বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেবী যা পরমেশস্য দুর্লভা।
বেদশাস্ত্রযোগমাতা সা সাবিত্রী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৬৪
বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রী যা দেবী সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী।
সর্ব্বজ্ঞানাত্মিকা সর্ব্বা সা দুর্গা দুর্গনাশিনী ॥ ৬৫
বাগধিষ্ঠাত্রী যা দেবী শাস্ত্রজ্ঞানপ্রদা সদা।
কৃষ্ণকণ্ঠোদ্ভবা সা চ যা চ দেবী সরস্বতী ॥ ৬৬
পঞ্চধাদৌ স্বয়ং দেবী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
ততঃ সৃষ্টিক্রমেণৈব বহুধা কলয়া চ সা ॥ ৬৭
যোষিতঃ প্রকৃতেরংশাঃ পুমাংসঃ পুরুষস্য চ।
মায়য়া সৃষ্টিকালে চ তদ্বিনা ন ভবেদ্ভবঃ ॥ ৬৮
সৃষ্টিশ্চ প্রতিবিশ্বেষু ব্রহ্মন্ ব্রহ্মোদ্ভবা সদা।
পাতা বিষ্ণুশ্চ সংহর্ত্তা শিবঃ শশ্বচ্ছিবপ্রদঃ ॥ ৬৯
দত্তদত্তং জ্ঞানমিদং রাম মহ্যঞ্চ পুষ্করে।
দীক্ষাকালে চ মাধ্যাঞ্চ মুনিপ্রবরসন্নিধৌ ॥ ৭০
ইত্যুক্ত্বা কার্ত্তবীর্য্যশ্চ রামং নত্বা চ সস্মিতঃ।
আরুরোহ রথং শীঘ্রং গৃহীত্বা সশরং ধনুঃ ॥ ৭১
রামস্ততো রাজসৈন্যং ব্রহ্মাস্ত্রেণ জঘান হ।
নৃপং পাশুপতেনৈব লীলয়া শ্রীহরিং স্মরন্ ॥৭২
এবং ত্রিঃসপ্তকৃত্বশ্চ ক্রমেণ চ বসুন্ধরাম্।
রামশ্চকার নির্ভূপাং লীলয়া চ শিবং স্মরন্ ॥ ৭৩
গর্ভস্থং মাতৃক্রোড়স্থং শিশুং বৃদ্ধঞ্চ মধ্যমম্।
জঘান ক্ষত্রিয়ং রামঃ প্রতিজ্ঞাপালনায় বৈ ॥ ৭৪
কার্ত্তবীর্য্যশ্চ গোলোকং জগাম কৃষ্ণসন্নিধিম্।
জগাম পর্শুরামশ্চ স্বালয়ং শ্রীহরিং স্মরন্ ॥ ৭৫
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নির্ভূপাং মহীং দৃষ্ট্বা মহেশ্বরঃ।
পর্শুনা রমণং দৃষ্ট্বা পর্শুরামং চকার তম্ ॥ ৭৬
দেবাশ্চ মুনয়ো দেব্যঃ সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরাঃ।
সর্ব্বে চক্রুঃ পুষ্পবৃষ্টিং রামমূর্দ্ধনি নারদ ॥ ৭৭
স্বর্গে দুন্দুভয়ো নেদুর্হরিশব্দো বভূব হ।
পর্শুরামস্য যশসা শুভ্রেণ পূরিতং জগৎ ॥ ৭৮
ব্রহ্মা ভৃগুশ্চ শুক্রশ্চ চ্যবনো বাল্মীকিস্তথা।
জমদগ্নির্ব্রহ্মলোকাদাজগাম প্রহর্ষিতঃ ॥ ৭৯
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গাঃ সানন্দাশ্রুসমন্বিতাঃ।
দূর্ব্বা-পুষ্প-করাঃ সর্ব্বে কুর্ব্বন্তো মঙ্গলাশিষম্ ॥ ৮০
প্রণনাম চ তান্ রামো দণ্ডবৎ পতিতো ভুবি।
ক্রোড়ে চকার ব্রহ্মাদৌ ক্রমাৎ তাতেতি সংবদন্
তমুবাচ স্বয়ং ব্রহ্মা পর্শুরামং জগদ্গুরুঃ।
হিতং নীতং বেদসারং পরিণামসুখাবহম্ ॥ ৮২

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু রাম প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বসম্পৎকরং পরম্।
কাণ্বশাখোক্তবচনং সত্যঞ্চ সর্ব্বসম্মতম্ ॥ ৮৩

পূজ্যানামেব সর্ব্বেষামিষ্টঃ পূজ্যতমঃ পরঃ ।
জনকো জন্মদানাচ্চ পালনাচ্চ পিতা স্মৃতঃ ॥ ৮৪
গরীয়ান্‌ জন্মদাতুশ্চ সোঽন্নদাতা পিতা মুনে ।
বিনান্নং নশ্বরো দেহোঽনিত্যশ্চ পিতুরুদ্ভবঃ ॥৮৫
তয়োঃ শতগুণৈর্ম্মাতা পূজ্যা মান্যা চ বন্দিতা ।
গর্ভধারণ-পোষাভ্যাং সা চ তাভ্যাং গরীয়সী ॥ ৮৬
তেভ্যঃ শতগুণৈঃ পূজ্যোঽভীষ্টদেবঃ শ্রুতৌ শ্রুতঃ
জ্ঞান-বিদ্যা-মন্ত্রদাতাভীষ্টদেবাৎ পরো গুরুঃ ॥৮৭
গুরুবদ্‌গুরুপুত্রশ্চ গুরুপত্নী ততোঽধিকা ।
দেবে রুষ্টে গুরু রক্ষেদ্‌গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন ॥৮৮
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রিয়ঃ পরঃ ॥ ৮৯
গুরুর্জ্ঞানং দদাত্যেব জ্ঞানঞ্চ হরিভক্তিদম্‌ ।
হরিভক্তিপ্রদাতা যঃ কো বা বন্ধুস্ততঃ পরঃ ॥ ৯০
অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্নো জ্ঞানদীপং যতো লভেৎ ।
লব্ধা চ নির্ম্মলং পশ্যেৎ কো বা বন্ধুস্ততঃ পরঃ ॥
গুরুদত্তঞ্চ মন্ত্রঞ্চ জপ্ত্বা জ্ঞানং ততো লভেৎ ।
সর্ব্বজ্ঞত্বঞ্চ সিদ্ধিঞ্চ কো বা বন্ধুস্ততোঽধিকঃ ॥৯২
সুখং জয়তি সর্ব্বত্র বিদ্যয়া গুরুদত্তয়া ।
যয়া পূজ্যোঽপি জগতি কো বা বন্ধুস্ততোঽধিকঃ ।
বিদ্যান্ধো বা ধনান্ধো বা যো মূঢ়ো ন ভজেদ্‌গুরুম্‌
ব্রহ্মহত্যাধিকং পাপং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৯৪
দরিদ্রং পতিতং ক্ষুদ্রং নরবুদ্ধ্যাচরেদ্‌ গুরুম্‌ ।
সোঽশুচিস্তীর্থস্নাতোঽপি নাধিকারী চ কর্ম্মসু ॥৯৫
অভীষ্টদেবঃ শ্রীকৃষ্ণো গুরুস্তে শঙ্করঃ স্বয়ম্‌ ।
শরণং গচ্ছ হে পুত্র দেবাৎ পূজ্যতমং গুরুম্‌* ॥
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নির্ভূপা ত্বয়া পৃথ্বী কৃতা যতঃ ।
প্রাপ্তা ত্বয়া হরের্ভক্তিস্তং শিবং শরণং ব্রজ ॥ ৯৭
শিবঞ্চ শিবরূপঞ্চ শিবদং শিবকারণম্‌ ।
শিববাক্যং শিবেশং তং গুরুং ত্বং শরণং ব্রজ ॥
গোলোকনাথো ভগবানংশেন শিবরূপধৃক্‌ ।
ইষ্টদেবঞ্চ স গুরুস্তমেব শরণং ব্রজ ॥ ৯৯
আত্মা কৃষ্ণঃ শিবো জ্ঞানং মনোঽহং সর্ব্বজীবিষু
প্রাণা বিষ্ণোশ্চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বশক্তিযুতা সুত ॥১০০
জ্ঞানদং জ্ঞানরূপঞ্চ জ্ঞানবীজং সনাতনম্‌ ।
মৃত্যুঞ্জয়ং কালকালং তং গুরুং শরণং ব্রজ ॥১০১
ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপং তং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্‌ ।
শরণং ব্রজ সর্ব্বজ্ঞং ভগবন্তং সনাতনম্‌ ॥ ১০২
প্রকৃতির্লক্ষবর্ষঞ্চ তপস্তপ্ত্বা যমীশ্বরম্‌ ।
কান্তং প্রিয়পতিং লেভে তং গুরুং শরণং ব্রজ ॥
ইত্যুক্ত্বা মুনিভিঃ সার্দ্ধং জগাম কমলোদ্ভবঃ ।
রামশ্চ গত্বং কৈলাসং মনশ্চক্রে চ নারদ ॥ ১০৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশ-
খণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে
চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

হরেশ্চ কবচং ধৃত্বা কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং মহীম্‌ ।
রামো জগাম কৈলাসং নমস্কর্ত্তুং শিবং গুরুম্‌ ॥
গুরুপত্নীং শিবামম্বাং দ্রষ্টুং গুরুসুতৌ চ তৌ ।
গুণৈর্নারায়ণসমৌ কার্ত্তিকেয়-গণেশ্বরৌ ॥ ২
মনোযায়ী মহাত্মা চ শীঘ্রং সম্প্রাপ্য তৎক্ষণম্‌ ।
দদর্শ নগরং রম্যমতীব-সুমনোহরম্‌ ॥ ৩
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশৈর্ম্মণিভিঃ সুমনোহরৈঃ ।
সুবর্ণভূমিসদৃশৈ রাজমার্গৈর্বিরাজিতম্‌ ॥ ৪
সিন্দূরাকারবর্ণৈশ্চ বেষ্টিতং মণিবেদিভিঃ ।
সংযুক্তং যুক্তনিলয়ৈঃ পূরিতং মণিমণ্ডপৈঃ ॥ ৫
যক্ষাণামালয়ৈর্দিব্যৈঃ সংযুক্তং শতকোটিভিঃ ।
কপাটস্তম্ভসোপানৈঃ শোভিতৈর্ম্মণিনির্ম্মিতৈঃ ॥৬
সুবর্ণকলসৈর্দিব্যৈ রাজিতৈঃ শ্বেতচামরৈঃ !
রত্নকাঞ্চনপূর্ণৈশ্চ যক্ষেন্দ্রগণবেষ্টিতৈঃ ॥ ৭
রত্নভূষণভূষাঢ্যৈ-র্দীপিতৈঃ সুন্দরীগণৈঃ ।
বালিকাভির্বালকৈশ্চ চিত্রপুত্তলিকাকরৈঃ ॥ ৮
ক্রীড়দ্ভিঃ সস্মিতৈঃ শশ্বৎ স্বচ্ছন্দঞ্চ বিরাজিতৈঃ।
পারিজাতদ্রুমগণৈঃ স্বর্ণদীতীরনীরজৈঃ ॥ ৯
আকীর্ণং পুষ্পজালৈশ্চ পুষ্পিতৈশ্চ সুগন্ধিভিঃ ।
কল্পবৃক্ষাশ্রিতৈঃ সিদ্ধৈঃ কামধেনুপুরস্কৃতৈঃ ॥ ১০
সিদ্ধবিদ্যাধিনিপুণৈঃ পুণ্যবদ্ভির্নিষেবিতম্‌ ।
বটবৃক্ষৈরক্ষয়ৈশ্চ ত্রিলক্ষযোজনোচ্ছ্রিতৈঃ ॥ ১১
শতযোজনবিস্তীর্ণৈঃ শতস্কন্ধসমন্বিতৈঃ ।
অসংখ্যশাখানিকরৈ-রসংখ্যফলসংযুতৈঃ ॥ ১২

---

* দেবমর্চ্চ্যং জগদ্‌গুরুমিতি পাঠান্তরম্‌ ।

নানাপক্ষিগণাকীর্ণৈঃ সুমনোহরশব্দিতৈঃ।
কম্পিতৈঃ শীতবাতেন মণ্ডিতঞ্চ সুগন্ধিনা॥ ১৩
পুষ্পোদ্যানসহস্রেণ সরসাঞ্চ শতেন চ।
সিদ্ধেন্দ্রালয়লক্ষৈশ্চ মণিরত্নবিকারজৈঃ॥ ১৪
রামশ্চ দৃষ্ট্বা নগরমতীবহৃষ্টমানসঃ।
দদর্শ পুরতো রম্যং শ্রীযুক্তং শঙ্করাশ্রমম্॥ ১৫
সুবর্ণস্থূলশতকৈর্ম্মণিভিঃ স্বর্ণবর্ণকৈঃ।
খচিতং রত্নসারেণ রচিতং বিশ্বকর্ম্মণা॥ ১৬
চতুর্যোজনবিস্তীর্ণং ত্রিপঞ্চযোজনোচ্ছ্রিতম্।
চতুরস্রং চতুষ্কোণং প্রাকারং সুমনোহরম্॥ ১৩
দ্বারং রত্নকপাটেন নানাচিত্রান্বিতেন চ
যুক্তং মণীন্দ্রবেদীভির্ম্মণিস্তম্ভবিরাজিতৈঃ॥ ১৮
তদ্দক্ষিণে বৃষেন্দ্রঞ্চ বামে সিংহঞ্চ নারদ।
নন্দীশ্বরং মহাকালং পিঙ্গলাক্ষং ভয়ঙ্করম্॥ ১৯
বিশালাক্ষঞ্চ বাণঞ্চ বিরূপাক্ষং মহাবলম্।
বিকটাক্ষং ভাস্করাক্ষং রক্তাক্ষং বিকটোদরম্॥২০
সংহারভৈরবং কাল-ভৈরবঞ্চ ভয়ঙ্করম্।
রুরু-ভৈরবমীশানং মহা-ভৈরবমেব চ॥ ২১
কৃষ্ণাঙ্গ-ভৈরবঞ্চৈব ক্রোধ-ভৈরবমুল্বণম্।
কপাল-ভৈরবঞ্চৈব রুদ্র-ভৈরবমেব চ॥ ২২
সিদ্ধেন্দ্রাংশ্চ রুদ্রগণান্ বিদ্যাধরাংশ্চ গুহ্যকান্।
ভূতান্ প্রেতান্ পিশাচাংশ্চ কুষ্মাণ্ডান্ ব্রহ্মরাক্ষসান্
বেতালান্ দানবাংশ্চৈব যোগীন্দ্রাংশ্চ জটাধরান্।
যক্ষান্ কিম্পুরুষাংশ্চৈব কিন্নরাংশ্চ দদর্শ হ॥ ২৪
তান্ দৃষ্ট্বা নন্দীকেশাজ্ঞাং গৃহীত্বা ভৃগুনন্দনঃ।
তান্ সম্ভাষ্যাভ্যন্তরঞ্চ জগামানন্দমানসঃ॥ ২৫
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণং দদর্শ শতমন্দিরম্।
অমূল্যরত্নকলসৈর্জ্জলদ্ভিশ্চ বিরাজিতম্॥ ২৬
অমূল্যরত্নরচিতৈর্মুক্তানির্ম্মলদর্পণৈঃ।
হীরাসারবিকারৈশ্চ কপাটৈশ্চ বিরাজিতম্॥ ২৭
গোরোচনাভির্ম্মণিভির্যুতং স্তম্ভসহস্রকৈঃ।
মণিসারবিকারৈশ্চ সোপানৈঃ পরিষেবিতম্॥ ১৮
দদর্শাভ্যন্তরং দ্বারং নানাচিত্রেণ চিত্রিতম্।
মুক্তামাণিক্যগ্রথিতৈর্মালাজালৈর্বিরাজিতম্॥ ২৯
দদর্শ কার্ত্তিকং বামে দক্ষিণে চ গণেশ্বরম্।
বীরভদ্রং মহাকায়ং শিবতুল্যপরাক্রমম্॥ ৩
প্রধানপার্ষদগণান্ ক্ষেত্রপালাংশ্চ নারদ।
রত্নসিংহাসনস্থাংশ্চ রত্নভূষণভূষিতান্॥ ৩১
তান্ সম্ভাষ্য ভৃগুঃ শীঘ্রং মহাবলপরাক্রমঃ।
পশুর্হস্তঃ পশুরামো গমনং কর্ত্তুমুদ্যতঃ॥ ৩২
গচ্ছন্তং তং গণেশশ্চ ক্ষণং তিষ্ঠেত্যুবাচ হ।
নিদ্রিতো নিদ্রয়া যুক্তো মহাদেবোঽধুনেতি চ॥৩৩
ঈশ্বরাজ্ঞাং গৃহীত্বাহমত্রাগত্য ক্ষণান্তরে।
ত্বয়া সার্দ্ধং গমিষ্যামি ভ্রাতস্তিষ্ঠেতি সাম্প্রতম্॥ ৩৪
শ্রুত্বা গণেশবচনং পশুরামো মহাবলঃ।
বৃহস্পতিসমো বক্তা প্রবক্তুমুপচক্রমে॥ ৩৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সংবাদে একচত্বা-
রিংশোঽধ্যায়ঃ॥৪১॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

পরশুরাম উবাচ।

যাস্যাম্যন্তঃপুরং ভ্রাতঃ প্রণামং কর্ত্তুমীশ্বরম্।
প্রণম্য মাতরং ভক্ত্যা যাস্যামি ত্বরিতং গৃহম্॥ ১
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নির্ভূপা কৃতা পৃথ্বী চ লীলয়া।
কার্ত্তবীর্য্যঃ সুচন্দ্রশ্চ হতো যস্য প্রসাদতঃ॥ ২
নানাবিদ্যা যতো লব্ধা নানাশাস্ত্রং সুদুর্লভম্।
তং গুরুং জগতাংনাথং দ্রষ্টুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্॥৩
সগুণং নির্গুণঞ্চৈব ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্।
সত্যং সত্যস্বরূপঞ্চ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্॥ ৪
স্বেচ্ছাময়ং দয়াসিন্ধুং দীনবন্ধুং মুনীশ্বরম্।
আত্মারামং পূর্ণকামং ব্যক্তাব্যক্তং পরাৎ পরম্॥
পরাপরাণাং স্রষ্টারং পুরুহূতং পুরস্কৃতম্।
পুরাণং পরমাত্মানমীশানমাদিমব্যয়ম্॥ ৬
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং সর্ব্বমঙ্গলকারণম্।
সর্ব্বমঙ্গলদং শান্তং সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদং বরম্॥ ৭
আশুতোষং প্রসন্নাস্যং শরণাগতবৎসলম্।
ভক্তাভয়প্রদং ভক্তবৎসলং সমদর্শনম্॥ ৮
ইত্যুক্ত্বা পশুরামশ্চ তস্থৌ গণপতেঃ পুরঃ।
বাচা মধুরয়া তত্র তমুবাচ গণেশ্বরঃ॥ ৯

গণেশ উবাচ।

ক্ষণং তিষ্ঠ ক্ষণং তিষ্ঠ শৃণু ভ্রাতরিদং বচঃ।
রহঃস্থলনিযুক্তশ্চ ন দৃষ্টঃ স্ত্রীযুতঃ পুমান্॥ ১০
স্ত্রীসংযুক্তঞ্চ পুরুষং যঃ পশ্যতি নরাধমঃ।
করোতি রসভঙ্গং বা কালসূত্রং ব্রজেদ্ধ্রুবম্॥ ১

তত্র তিষ্ঠতি পাপীয়ান্‌ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ।
বিশেষতশ্চ পিতরং গুরুং ভূতপতিং দ্বিজ ॥ ১২
রহঃ সুরতিসংসক্তং ন হি পশ্যেদ্‌বিচক্ষণঃ ।
কামতঃ কোপতো বাপি যঃ পশ্যেৎ সুরতোন্মুখম্‌ ॥
স্ত্রীবিচ্ছেদো ভবেৎ তস্য ধ্রুবং সপ্তসু জন্মসু ।
শ্রোণীং বক্ষঃস্থলং বক্ত্রং যঃ পশ্যতি পরস্ত্রিয়াঃ ।
কামতোঽপি বিমূঢ়শ্চ সোঽন্ধো ভবতি নিশ্চিতম্‌
গণেশস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য ভৃগুনন্দনঃ ।
তমুবাচ মহাকোপান্নিষ্ঠুরং বচনং মুনে ॥ ১৫

পরশুরাম উবাচ ।

অহো শ্রুতং কিং বচনমপূর্ব্বং নীতমুত্তমম্‌ ।
ইদমেব নয়ং নৈবং শ্রুতমীশ্বরবক্ত্রতঃ ॥ ১৬
শ্রুতং শ্রুতৌ বাক্যমিদং কামিনাঞ্চ বিকারিণাম্‌ ।
নির্ব্বিকারস্য চ শিশোর্ন দোষঃ কশ্চিদেব হি ॥ ১৭
যাস্যাম্যন্তঃপুরং ভ্রাতস্তব কিং তিষ্ঠ বালক ।
যথাদৃষ্টিং করিষ্যামি কার্য্যঞ্চ সময়োচিতম্‌ ॥ ১৮
তবৈব তাতো মাতা চ এবমেব নিরূপিতঃ ।
জগতাং পিতরৌ নৌ চ পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ ॥১৯
পার্ব্বতী স্ত্রী পুমান্‌ শম্ভুরিতি কৈর্ন নিরূপিতঃ ।
সর্ব্বরূপঃ শঙ্করশ্চ সর্ব্বরূপা চ পার্ব্বতী ॥ ২০
গুণাতীতস্য কা ক্রীড়া তদ্ভঙ্গো বা কুতো বিভো ।
ক্রীড়া লজ্জা ভীতির্ভঙ্গো গ্রাম্যস্য নেশ্বরস্য চ ।
স্তনান্ধং বালকং দৃষ্ট্বা পিত্রোর্লজ্জা কুতো ভবেৎ ॥
লজ্জায়াশ্চ কুতো লজ্জা লজ্জেশস্য চ তৎ কুতঃ ।
লজ্জা লজ্জামবাপ্নোতি তাপং কিং বা হুতাশনঃ ॥
শীতং শীতমহো বিপ্র নিদাঘো দাহমেব চ ।
ভীতির্ভীতিমবাপ্নোতি মৃত্যোর্মৃত্যুর্বিভেতি কিম্‌ ॥
কুতো জরো জরং হন্তি ব্যাধিং ব্যাধিশ্চ জীর্য্যতি
সংহর্ত্তারঞ্চ সংহর্ত্তা কালঃ কালাদ্বিভেতি চ ॥ ২৪
স্রষ্টা সৃজতি স্রষ্টারং পাতা স্বং পাতি তন্মতঃ ।
ক্ষুৎ ক্ষুধং সমবাপ্নোতি তৃষ্ণা তৃষ্ণাং প্রয়াতি কিম্‌
নিদ্রা নিদ্রাঞ্চ শ্রীঃ শোভাং শান্তিঃশান্তিঞ্চ তন্মতঃ
পুষ্টিঃ পুষ্টিমবাপ্নোতি তুষ্টিস্তুষ্টিং ক্ষমা ক্ষমাম্‌ ।
আত্মনঃ পরমাত্মাস্তি শক্তিঃ শক্তের্বিভেতি কিম্‌ ॥
লোভ-মোহ-কাম-ক্রোধাঃ স্বাত্মনা ন হি বাধিতাঃ
দয়া ন বদ্ধা দয়য়া নেচ্ছা বদ্ধেচ্ছয়া প্রভো ॥ ২৭
জ্ঞান-বুদ্ধ্যোঃ কো বিকারো জরামাবাধতে জরাম্‌ ।
চিন্তা ন চিন্তয়া গ্রস্তা চক্ষুঃ স্বঞ্চ ন পশ্যতি ॥ ২৮
হর্ষো মুদং কিং প্রাপ্নোতি শোকং শোকো ন বাধতে ।
কা বিপত্তির্ব্বিপত্তেশ্চ সম্পত্তিঃ সম্পদঃ কুতঃ ॥
মেধায়া ধারণা শক্তিঃ স্মৃতের্বা স্মরণং কুতঃ ।
ন দগ্ধঃ স্বপ্রতাপেন বিবস্বানিতি সম্মতঃ ॥ ৩০
বিপরীতমতো ভ্রাতস্ত্বয়ৈবাচরিতোঽধুনা ।
ন শ্রুতোঽয়ং গুরুমুখান্ন দদর্শ শ্রুতৌ শ্রুতঃ ॥৩১
ইত্যুক্ত্বা পর্শুরামশ্চ প্রহস্য চ পুনঃপুনঃ ।
শীঘ্রং গন্তুং মনশ্চক্রে গুরোরভ্যন্তরং মুদা ॥ ৩২
পর্শুরামবচঃ শ্রুত্বা জিতক্রোধো গণেশ্বরঃ ।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপশ্চ প্রহস্য তমুবাচ হ ॥ ৩৩

গণেশ উবাচ ।

অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্নো জ্ঞানং প্রাপ্নোতি জ্ঞানিনঃ ।
পিতুর্ভ্রাতুর্মুখাজ্‌জ্ঞানং দুর্লভং ভাগ্যবান্‌ লভেৎ ॥
শ্রুতং জ্ঞানং বিশিষ্টঞ্চ জ্ঞানিনামপি দুর্লভম্‌ ।
কিঞ্চিন্মম মন্দবুদ্ধেঃ শৃণু ভ্রাতর্নিবেদনম্‌ ॥ ৩৫
যো নির্গুণঃ স নির্লিপ্তঃ শক্তিভ্যো ন হি সংযুতঃ
সিসৃক্ষুরাশ্রিতঃ শক্তৌ নির্গুণঃ সগুণো ভবেৎ* ॥
যাবন্তি চ শরীরাণি ভোগার্হাণি মহামুনে ।
প্রাকৃতানি চ সর্ব্বাণি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহং বিনা ॥ ৩৭
ধ্যায়ন্তে যোগিনস্তঞ্চ শুদ্ধজ্যোতিঃস্বরূপিণম্‌ ।
হস্তপাদাদিরহিতং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্‌ ॥ ৩৮
বৈষ্ণবাস্তং নমস্যন্তি ভক্তানুগ্রহকারকম্‌ ।
কুতো বভূব তজ্জ্যোতিরহো তেজস্বিনা বিনা ॥৩৯
জ্যোতিরভ্যন্তরে নিত্যং শরীরং শ্যামসুন্দরম্‌ ।
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং সস্মিতং পীতবাসসম্‌ ॥ ৪০
অতীবামূল্যসদ্রত্ন-ভূষণেন বিভূষিতম্‌ ।
জ্যোতিরভ্যন্তরে মূর্ত্তিং পশ্যন্তি কৃপয়া বিভোঃ †॥
তদা দাস্যে নিযুক্তাস্তে ভবন্ত্যেবেশ্বরেচ্ছয়া ।
যোগস্তপো বা দাস্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্‌ ॥
যদা সৃষ্টুন্মুখঃ কৃষ্ণঃ সসৃজে প্রকৃতিং সদা ।
স তস্যাং বীর্য্যপাতঞ্চ বীর্য্যাড্‌ডিম্বো বভূব হ ‡ ॥

---

* এষ শ্লোকঃ ক্বচিৎ পুস্তকে নাস্তি ।

† বিভো ইতি পাঠঃ ক্বাচিৎকঃ ।

‡ তদ্‌যোনীমর্পয়েদ্বীর্য্যং বীর্য্যাড্‌ডিম্বো বভূব হ ইতি চ পাঠঃ ।

দিব্যেন লক্ষবর্ষেণ গর্ভাড্ ডিম্বো বিনির্গতঃ ।
তদা চকার নিশ্বাসং ততো বায়ুর্ব্বভূব হ ॥ ৪৪
নিশ্বাসেন সমং ভ্রাতর্মুখবিন্দুর্বিনির্গতঃ ।
ততো বভূব সহসা জলরাশির্হরেঃ পুরঃ ॥ ৪৫
তজ্জলে চ স্থিতো ডিম্বো দিব্যবর্ষঞ্চ লক্ষকম্ ।
ততো বভূব সহসা বিশ্বাধারো মহাবিরাট্ ॥ ৪৬
যাবন্তি গাত্রে লোমানি তস্য সন্তি মহাত্মনঃ ।
ব্রহ্মাণ্ডানি চ তাবন্তি বিদ্যমানানি নিশ্চিতম্ ॥৪৭
তত্রৈব প্রতিব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ।
দেবাশ্চ মুনয়শ্চৈব বিদ্যমানাশ্চরাচরাঃ ॥ ৪৮
মহাবিরাড়াশ্রয়শ্চ সর্ব্বস্য চ জনস্য চ ।
নিশ্বাসবায়ুর্ভগবান্ বভূব শ্রীহরের্মুনে ॥ ৪৯
মহাবিষ্ণুশ্চ কলয়া ততঃ ক্ষুদ্রবিরাড়্ভূৎ ।
তন্নাভিকমলে ব্রহ্মা শঙ্করস্তল্ললাটজঃ ॥ ৫০
বিষ্ণুস্তদংশঃ পাতা যঃ শ্বেতদ্বীপনিবাসকৃৎ ।
এবং তে প্রতিব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ॥৫১
স্বয়ঞ্চ স্বাংশকলয়া নানামূর্ত্তিধরো হরিঃ ।
তদা ভবশ্চ সগুণঃ সর্ব্বশক্তিযুতস্তদা ॥ ৫২
কথং লজ্জাদিরহিতঃ স চ স্বেচ্ছাময়ো মহান্ ।
সর্ব্বদা সর্ব্বভোগার্হঃ সর্ব্বশক্তিসমন্বিতঃ ॥ ৫৩
লজ্জা নাস্ত্যেব লজ্জায়ামতোঽয়ং সর্ব্বসম্মতঃ ।
যা চ লজ্জাবতী দেবী তস্যা লজ্জা কুতো গতা ॥৫৪
সর্ব্বশক্তিমতী দুর্গা প্রকৃত্যা সা চ শৈলজা ।
তস্যা লজ্জাদয়ঃ সন্তি সর্ব্বদা সর্ব্বসম্মতাঃ ॥ ৫৫
পঞ্চধা যা চ প্রকৃতিঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বভূব হ ।
রাধা পদ্মা চ সাবিত্রী দুর্গা দেবী সরস্বতী ॥ ৫৬
প্রাণাধিষ্ঠাত্রী যা দেবী কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
প্রাণাধিকা প্রিয়া সা চ রাধাস্তি তস্য বক্ষসি ॥৫৭
বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী যা দেবী সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ প্রিয়া ।
লক্ষ্মীর্নারায়ণস্যৈব সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী ॥ ৫৮
সরস্বতী দ্বিধা ভূত্বা কৃষ্ণস্য মুখনির্গতা ।
সাত্র ব্রহ্মণঃ কান্তা স্বয়ং নারায়ণস্য চ ॥ ৫৯
বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রী যা দেবী * জ্ঞানস্থঃ শক্তিসংযুতা ।
সা দুর্গা শূলিনঃ কান্তা তস্যা লজ্জা কুতো গতা ॥

প্রকৃতিঃ পঞ্চধা ভ্রাতর্গোলকে চ বভূব হ ।
ইমাঃ প্রধানাঃ কলয়া বভূবানেকধাপি সা ॥ ৬১
বিপ্রেন্দ্র নিত্যং বৈকুণ্ঠং ব্রহ্মাণ্ডাৎ পরমুচ্যতে ।
অবিনাশিস্থলং শশ্বল্লয়ে প্রাকৃতিকে ধ্রুবম্ ॥ ৬২
তত্র নারায়ণো দেবঃ কৃষ্ণার্দ্ধাংশশ্চতুর্ভুজঃ ।
বনমালী পীতবাসাঃ শক্ত্যা চ পদ্ময়া সহ ॥ ৬২
স্বয়ং কৃষ্ণশ্চ গোলোকে দ্বিভুজঃ শ্যামসুন্দরঃ ।
সস্মিতো মুরলীহস্তো রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতঃ ॥ ৬৪
গো-গোপ-গোপীভিঃ শশ্বৎ সংযুক্তো গোপরূপধৃক্ ।
পরিপূর্ণতমঃ শ্রীমান্ নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥৬৫
স্বেচ্ছাময়ঃ স্বতন্ত্রস্ত পরমানন্দরূপধৃক্ ।
সুরাঃ কলোদ্ভবা যস্য ষোড়শাংশো মহাবিরাট্ ॥৬৬
যতো ভবন্তি বিশ্বানি স্থূলসূক্ষ্মাদিকানি চ ।
পুনস্তত্র প্রলীয়ন্তে এবমেব মুহুর্মুহুঃ ॥ ৬৭
গোলোকমূর্দ্ধং বৈকুণ্ঠাৎ পঞ্চাশৎকোটিযোজনম্ ।
নাস্তি লোকস্তদূর্দ্ধে চ নাস্তি কৃষ্ণাৎ পরঃ প্রভুঃ ॥
ইদং শ্রুতং শম্ভুবক্ত্রান্ময়া তে কথিতং দ্বিজ
ক্ষণং তিষ্ঠাধুনা ভ্রাতরীশ্বরঃ সুরতোন্মুখঃ ॥ ৬৯

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে
নারায়ণ-নারদসংবাদে পশুরামসংবাদে
জ্ঞাননিরূপণং নাম দ্বিচত্বা-
রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

গণেশবচনং শ্রুত্বা স তদা বেগতঃ সুধীঃ ।
পশুহস্তঃ পশুরামো নির্ভয়ো গন্তুমুদ্যতঃ ॥ ১
গণেশ্বরস্তদা দৃষ্ট্বা শীঘ্রমুত্থায় যত্নতঃ ।
বারয়ামাস সম্প্রীত্যা চকার বিনয়ং পুনঃ ॥ ২
রামস্তং প্রেষয়ামাস হুং কৃত্বা তু পুনঃপুনঃ ।
বভূব চ ততস্তত্র বাগ্‌যুদ্ধং হস্তকর্ষণম্ ॥ ৩
পশুং নিক্ষেপণং কর্ত্তুং মনশ্চক্রে ভৃগুস্তদা ।
হাহা কৃত্বা কার্ত্তিকেয়ো বোধয়ামাস সংসদি ॥ ৪
অব্যর্থমস্ত্রং হে ভ্রাতর্গুরুপুত্রে কথং ক্ষিপ ।
গুরুবদ্‌গুরুপুত্রঞ্চ মা ভবান্ হন্তুমর্হতি ॥ ৫

---

* সর্ব্বত্র "অধিষ্ঠাতৃদেবী যা" ইতি বিশুদ্ধ-পাঠঃ কাচিৎ কঃ।

পশুর্ং ক্ষিপন্তং কুপিতং রক্তপদ্মদলেক্ষণম্ ।
গণেশো বোধয়ামাস নিবর্ত্তস্বেত্যুবাচ তম্ ॥ ৬
পুনর্গণেশং রামশ্চ প্রেরয়ামাস কোপতঃ ।
পপাত দূরতো বেগাচ্ছিন্নমানো গজাননঃ ॥ ৭
গজাননঃ সমুত্থায় ধর্ম্মং কৃত্বা তু সাক্ষিণম্ ।
পুনস্তং বোধয়ামাস জিতক্রোধঃ শিবাত্মজঃ ॥ ৮
নিবর্ত্তস্ব নিবর্ত্তস্বেত্যুচ্চার্য্য চ পুনঃপুনঃ ।
প্রবেশনে তে কা শক্তিরীশ্বরাজ্ঞাং বিনা প্রভো ॥৯
মম ভ্রাতা ত্বমতিথির্বিদ্যাসম্বন্ধতো ধ্রুবম্ ।
ঈশ্বরপ্রিয়শিষ্যশ্চ সহামি তেন হেতুনা ॥ ১০
ন হ্যহং কার্ত্তবীর্য্যশ্চ ভূপাস্তে ক্ষুদ্রজন্তবঃ ।
অতো বিপ্র ন জানাসি মাঞ্চ বিশ্বেশ্বরাত্মজম্ ॥ ১১
ক্ষণং তিষ্ঠ নিবর্ত্তস্ব সমরে ব্রাহ্মণাতিথে ।
ক্ষণান্তরে ত্বয়া সার্দ্ধং যাস্যামীশ্বরসন্নিধিম্ ॥ ১২

নারায়ণ উবাচ ।

হেরম্ববচনং শ্রুত্বা প্রজহাস পুনঃপুনঃ ।
পশুর্ং ক্ষেপ্তুং মনশ্চক্রে প্রণম্য শঙ্করং হরিম্ ॥১৩
পশুর্ং ক্ষিপন্তং কোপেন পশুরামং গজাননঃ ।
দৃষ্ট্বা মুমূর্ষুং দেবেশো ধর্ম্মং কৃত্বা তু সাক্ষিণম্ ॥১৪
চকার হস্তং যোগেন স তদা কোটিযোজনম্ ।
যোগীন্দ্রস্তত্র সন্তিষ্ঠন্ ভ্রাময়িত্বা পুনঃপুনঃ ॥ ১৫
শতধা বেষ্টয়িত্বা তু ভ্রাময়িত্বা তু তত্র বৈ ।
ঊর্দ্ধমুত্তোল্য বেগেন ক্ষুদ্রাহিং গরুড়ো যথা ॥ ১৬
সপ্ত দ্বীপাংশ্চ শৈলাংশ্চ কাঞ্চনীং সপ্ত সাগরান্ ।
ক্ষণেন দর্শয়ামাস রামং যোগেন স্তম্ভিতম্ ॥ ১৭
হস্তপাদাদ্যনায়ত্তং জড়ং সর্ব্বাঙ্গকম্পিতম্ ।
পুনস্তং ভ্রাময়ামাস দর্পিতং দর্পনাশনঃ ॥ ১৮
ভূর্লোকঞ্চ ভুবর্লোকং স্বর্লোকঞ্চ সুরেশ্বরঃ ।
জনলোকং তপোলোকং ধ্রুবলোকঞ্চ তৎপরম্ ॥
গৌরীলোকং শম্ভুলোকং দর্শয়ামাস নারদ ।
দর্শয়িত্বা তু ব্রহ্মাণ্ডং স পপৌ সপ্ত সাগরান্ ॥২০
পুনরুদ্গিরণং চক্রে সনক্রসাগরোদকম্ ।
তত্র সমর্পয়ামাস গভীরে সাগরোদকে ॥ ২১
মুমূর্ষন্তং সন্তরন্তং পুনর্জগ্রাহ লীলয়া ।
পুনস্তত্র ভ্রাময়িত্বা ব্রহ্মাণ্ডাদূর্দ্ধমুত্তমম্ ॥ ২২
বৈকুণ্ঠং দর্শয়ামাস সলক্ষ্মীকং চতুর্ভুজম্ ।
ক্ষণং তত্র ভ্রাময়িত্বা যোগীন্দ্রো যোগমায়য়া ॥২৩
পুনঃ করঞ্চ যোগেন বর্দ্ধয়ামাস লীলয়া ।
গোলোকং দর্শয়ামাস বিরজাঞ্চ নদীশ্বরীম্ ॥ ২৪
বৃন্দাবনং শতশৃঙ্গং শৈলেন্দ্রং রাসমণ্ডলম্ ।
গোপগোপাদিভিঃ সার্দ্ধং শ্রীকৃষ্ণং শ্যামসুন্দরম্ ॥
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং সস্মিতং সুমনোহরম্ ।
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ রত্নভূষণভূষিতম্ ॥ ২৬
তেজসা কোটিসূর্য্যাভং রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতম্ ।
এবং কৃষ্ণং দর্শয়িত্বা প্রণময্য পুনঃপুনঃ ॥২৭
ক্ষণেন লম্বমানস্থ ভ্রাময়িত্বা পুনঃপুনঃ ।
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণমিষ্টদেবং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ।
ভ্রূণহত্যাদিকং পাপং ভৃগোর্দূরং চকার হ ॥ ২৮
ন ভবেদ্‌যাতনা নষ্টা বিনা ভোগেন পাপজা ।
স্বল্পাঞ্চ বুভুজে রামো গতাস্থা কৃষ্ণদর্শনাৎ ॥ ২৯
ক্ষণেন চেতনাং প্রাপ্য পপাত বেগতো ভুবি ।
বভূব দূরীভূতঞ্চ গণেশস্তম্ভনং ভৃগোঃ ॥ ৩০
সস্মার কবচং স্তোত্রং গুরুদত্তং সুদুর্লভম্ ।
অভীষ্টদেবং শ্রীকৃষ্ণং গুরুং শম্ভুং জগদ্‌গুরুম্ ॥
চিক্ষেপ পশুর্মব্যর্থং শিবতুল্যঞ্চ তেজসা ।
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড-প্রভাশতগুণং মুনে ॥ ৩২
পিতুরব্যর্থমস্ত্রঞ্চ দৃষ্ট্বা গণপতিঃ স্বয়ম্ ।
জগ্রাহ বামদন্তেন নাস্ত্রং ব্যর্থং চকার হ ॥ ৩৩
নিপত্য পশুর্বেগেন ছিত্ত্বা দন্তং সমূলকম্ ।
জগাম রামহস্তঞ্চ মহাদেববরেণ চ ॥ ৩৪
হাহেতি শব্দমাকাশে দেবাশ্চক্রুর্মহাভিয়া ।
বীরভদ্র-কার্ত্তিকেয়-ক্ষেত্রপালাশ্চ পার্ষদাঃ ॥ ৩৫
পপাত ভূমৌ দন্তশ্চ সরক্তঃ শব্দমুচ্চরন্ ।
যথা গৈরিকযুক্তশ্চ মহাস্ফাটিকপর্ব্বতঃ ॥ ৩৬
শব্দেন মহতা বিপ্র চকম্পে পৃথিবী ভিয়া ।
কৈলাসস্থা জনাঃ সর্ব্বে মূর্চ্ছামাপুঃ ক্ষণং ভিয়া ॥ ৩৭
নিদ্রা বভঞ্জ নিদ্রায়া নিদ্রেশস্য জগৎপ্রভোঃ ।
আজগাম বহিঃ শম্ভুঃ পার্ব্বত্যা সহ সম্ভ্রমাৎ ॥৩৮
পুরো দদর্শ হেরম্বং লোহিতাস্যং ক্ষতাননম্ ।
ভগ্নদন্তং জিতক্রোধং সস্মিতং লজ্জিতং মুনে ॥
পপ্রচ্ছ পার্ব্বতী শীঘ্রং স্কন্দং কিমিতি পুত্রক ।
স চ তাং কথয়ামাস বার্ত্তাং পৌর্ব্বাপরীং ভিয়া ॥
চুকোপ দুর্গা কৃপয়া রুরোদ চ মুহুর্মুহুঃ ।
উবাচ শম্ভোঃ পুরতঃ পুত্রং কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥ ৪১
সম্বোধ্য শম্ভুং শোকেন ভিয়া বিনয়পূর্ব্বকম্ ।

উবাচ প্রণতা সাধ্বী প্রণতার্ত্তিহরং পতিম্ ॥ ৪২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে নারায়ণ-নারদ সংবাদে গণেশ দন্ত ভঙ্গোনাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

সর্ব্বে জানন্তি জগতি দুর্গাং শঙ্করকিঙ্করীম্।
অপেক্ষারহিতা দাসী তস্যাশ্চ জীবনং বৃথা ॥ ১
ঈশ্বরস্য সমাঃ সর্ব্বাস্তৃণপর্ব্বতজাতয়ঃ।
দাসীপুত্রস্য শিষ্যস্য কস্য দোষ ইতি প্রভো ॥ ২
বিচারং কর্ত্তুমুচিতং ত্বঞ্চ ধর্ম্মবিদাং বরঃ।
বীরভদ্রঃ কার্ত্তিকেয়ঃ পার্ষদাঃ সন্তি সাক্ষিণঃ ॥ ৩
সাক্ষ্যে মিথ্যাং কো বদেদ্বা দ্বাবেষাং ভ্রাতরৌ সমৌ
সাক্ষ্যে সমে শত্রু-মিত্রে সতাং ধর্ম্মনিরূপণে ॥ ৪
সাক্ষী সভায়াং যৎ সাক্ষ্যং জানন্নপ্যন্যথা বদেৎ।
কামতঃ ক্রোধতো বাপি লোভেন চ ভয়েন চ ॥
স যাতি কুম্ভীপাকঞ্চ নিপাত্য শতপূরুষম্।
তৈশ্চ সার্দ্ধং বসেৎ তত্র যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৫
অহং বোধয়িতুং শক্তা নির্ন্নেত্রী চ দ্বয়োরপি।
তথাপি তব সাক্ষাত্তু মমাজ্ঞা নিন্দিতা শ্রুতৌ ॥ ৬
কিঙ্করাণাং প্রভা কুত্র নৃপে বসতি সংসদি।
উদিতে ভাস্করে পৃথ্ব্যাং খদ্যোতো হি যথা প্রভো
সুচিরং তপসা প্রাপ্তং ত্বদীয়ং চরণাম্বুজম্।
পরিত্যাগভয়েনৈব সন্ততং ভীতয়া ময়া ॥ ৯
যৎ কিঞ্চিৎ কোপশোকাভ্যামুক্তং মোহনতৎপরম্
তৎ ক্ষমস্ব জগন্নাথ পুত্রস্নেহাচ্চ দারুণাৎ ॥ ১০
ত্বয়া যদি পরিত্যক্তা তদা পুত্রেণ তেন কিম্।
সাধ্ব্যাঃ সদ্বংশজায়াশ্চ শতপুত্রাধিকঃ পতিঃ ॥ ১১
অসদ্বংশপ্রসূতা যা দুঃশীলা জ্ঞানবর্জ্জিতা।
স্বামিনং মন্যতে নাসৌ পিত্রোর্দ্দোষেণ কুৎসিতা ॥
কুৎসিতং পতিতং মূঢ়ং দরিদ্রং রোগিণং জড়ম্।
কুলজা বিষ্ণুতুল্যঞ্চ কান্তং পশ্যতি সন্ততম্ ॥ ১৩
হুতাশনো বা সূর্য্যো বা সর্ব্বতেজস্বিনাং পরঃ।
পতিব্রতাতেজসশ্চ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ১৪
মহাদানানি পুণ্যানি ব্রতান্যনশনানি চ।
তপাংসি পতিসেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥
পুত্রো বাপি পিতা বাপি বান্ধবোঽথ সহোদরঃ।
যোষিতাং কুলজাতানাং ন কশ্চিৎ স্বামিনঃ সমঃ ॥
ইত্যুক্ত্বা স্বামিনং দুর্গা দদর্শ পুরতো ভৃগুম্।
শম্ভোঃ পদাব্জং সেবন্তং নির্ভয়ং তমুবাচ হ ॥ ১৬

পার্ব্বত্যুবাচ।

অয়ে রাম মহাভাগ ব্রহ্মবংশঃ সুপণ্ডিতঃ।
পুত্রোঽসি জমদগ্নেশ্চ শিষ্যোঽস্য যোগিনাং গুরোঃ
মাতা তে রেণুকা সাধ্বী পদ্মাংশা সৎকুলোদ্ভবা।
মাতামহো ব্রহ্মবংশ্চ মাতুলশ্চ ততোঽধিকঃ ॥ ১৯
ত্বঞ্চ রেণুকভূপস্য মনুবংশোদ্ভবস্য চ।
দৌহিত্রো মাতুলঃ সাধুঃ শূরো বিষ্ণুযশা নৃপঃ ॥ ২০
কস্য দোষেণ দুর্দ্ধর্ষস্ত্বং ন জানেঽহমুদ্ধতঃ।
যেষাং দোষৈর্জনো দুষ্টস্তব তে শুদ্ধমানসাঃ ॥ ২১
অমোঘং প্রাপ্য পরশুং গুরুঞ্চ করুণানিধিম্।
পরীক্ষাং ক্ষত্রিয়ে কৃত্বা বভূবাস্য সুতে পুনঃ ॥ ২২
গুরবে দক্ষিণাং দাতুমুচিতঞ্চ শ্রুতৌ শ্রুতম্।
ভগ্নো দন্তস্তৎসুতস্য চ্ছেদয়স্ব চ মস্তকম্ ॥ ২৩
গণেশ্বরং রণে জিত্বা স্থিতশ্চেদাবয়োঃ পুরঃ।
মা ত্বং লব্ধাশিষো ভূত্বা পূজিতোঽভূর্জগত্রয়ে ॥২৪
পশুর্নামোঘবীর্য্যেণ শঙ্করস্য বরেণ চ।
হন্তুং শক্তঃ শৃগালঞ্চ সিংহং শার্দ্দূলমাখুভুক্ ॥২৫
ত্বদ্বিধং লক্ষকোটিঞ্চ হন্তুং শক্তো গণেশ্বরঃ।
জিতেন্দ্রিয়াণাং প্রবরো ন হি হন্তি চ মক্ষিকাম্ ॥
তেজসা কৃষ্ণতুল্যোঽয়ং কৃষ্ণাংশশ্চ গণেশ্বরঃ
দেবাশ্চান্যে কৃষ্ণকলাঃ পূজাস্য পুরতস্ততঃ ॥ ২৭
ব্রতপ্রভাবতঃ প্রাপ্তঃ শঙ্করস্য বরেণ চ।
শেকেনাতিকঠোরেণ ন হি সম্পদ্বিপদ্বিনা ॥ ২৮
ইত্যুক্ত্বা পার্ব্বতী রোষাৎ তং রামং হন্তুমুদ্যতা।
রামঃ সস্মার তং কৃষ্ণং প্রণম্য মনসা গুরুম্ ॥ ২৯
এতস্মিন্নন্তরে দুর্গা দদর্শ পুরতো দ্বিজম্।
অতীববামনং বালং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ॥ ৩০
শুক্লদন্তং শুক্লবস্ত্রং শুক্লযজ্ঞোপবীতিনম্।
দণ্ডিনং ছত্রিণঞ্চৈব দধতং তিলকোজ্জ্বলম্ ॥ ৩১
দধতং তুলসীমালাং সস্মিতং সুমনোহরম্।
রত্নকেয়ূরবলয়ং রত্নমালাবিভূষিতম্ ॥ ৩২
রত্ননূপুরপাদঞ্চ সদ্রত্নমুকুটোজ্জ্বলম্।
রত্নকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলবিরাজিতম্ ॥ ৩৩
স্থিরমুদ্রাং দর্শয়ন্তং ভক্তং বামকরেণ চ।

দক্ষিণেঽভয়মুদ্রাঞ্চ ভক্তেশং ভক্তবৎসলম্ ॥ ৩৪
বালিকাবালকগণৈর্নাগরৈঃ সস্মিতৈর্যুতম্ ।
কৈলাসবাসিভিঃ সর্ব্বৈরাবৃদ্ধৈরীক্ষিতং মুদা ॥ ৩৫
তং দৃষ্ট্বা সম্ভ্রমাচ্ছম্ভুঃ সভৃত্যঃ সহপুত্রকঃ ।
মূর্দ্ধ্না ভক্ত্যা প্রণনাম দুর্গা চ দণ্ডবদ্ভুবি ॥ ৩৬
আশিষং প্রদদৌ বালঃ সর্ব্বেভ্যো বাঞ্ছিতপ্রদঃ ।
তং দৃষ্ট্বা বালকাঃ সর্ব্বে মহাশ্চর্য্যং যযুর্ভিয়া ॥৩৭
দত্ত্বা তস্মৈ শিবো ভক্ত্যা চোপহারাণি ষোড়শ ।
পূজাং চকার শ্রুত্যুক্তাং পরিপূর্ণতমস্য চ ॥ ৩৮
তুষ্টাব কাণ্বশাখোক্ত-স্তোত্রেণ নতকন্ধরঃ ।
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গো ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৩৯
রত্নসিংহাসনস্থং তমুবাচ শঙ্করঃ স্বয়ম্ ।
অতীবতেজসা সর্ব্বং প্রচ্ছন্নীকৃতমেব চ ॥ ৪০
শঙ্কর উবাচ।
আত্মারামেষু কুশলপ্রশ্নোঽতীববিড়ম্বনম্ ।
তে শশ্বৎ কুশলাধারাঃ কুশলাকুশলপ্রদাঃ ॥ ৪১
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্ ।
প্রাপ্তস্ত্বমথিতির্ব্রহ্মন্ কৃষ্ণসেবাফলোদয়াৎ ॥ ৪২
পরিপূর্ণতমঃ কৃষ্ণো লোকনিস্তারহেতবে ।
কলয়া পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে চ কৃপানিধিঃ ॥ ৪৩
অতিথিঃ পূজিতো যেন পুজিতাঃ সর্ব্বদেবতাঃ ।
অতিথির্যস্য সন্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৪
স্নানেন সর্ব্বতীর্থানাং সর্ব্বদানেন যৎ ফলম্ ।
সর্ব্বব্রতোপবাসাভ্যাং সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষয়া ॥ ৪৫
সর্ব্বৈস্তপোভির্বিবিধৈর্নিত্যৈর্নৈমিত্তিকাদিভিঃ ।
তদেবাতিথিসেবায়াঃ কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ॥৪৬
সোঽতিথির্যস্য ভগ্নাশো যাতি রুষ্টশ্চ মন্দিরাৎ ;
কোটিজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তস্য নশ্যতি নিশ্চিতম্ ॥
স্ত্রী-গোঘ্নশ্চ কৃতঘ্নশ্চ ব্রহ্মঘ্নো গুরুতল্পগঃ ।
পিতৃ-মাতৃ-গুরূণাঞ্চ নিন্দকো নরঘাতকঃ ॥ ৪৮
সন্ধ্যাহীনোঽশ্বত্থঘাতী সত্যঘ্নো হরিনিন্দকঃ ।
ব্রহ্মস্বস্থাপ্যহারী চ মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদায়কঃ ॥ ৪৯
মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ বৃষবাহশ্চ সূপকৃৎ ।
শবদাহী গ্রামযাজী ব্রাহ্মণো বৃষলীপতিঃ ॥ ৫০
শূদ্রশ্রাদ্ধান্নভোজী চ শূদ্রশ্রাদ্ধেষু ভোজকঃ ।
কন্যাবিক্রয়কারী চ শ্রীহরের্নামবিক্রয়ী ॥ ৫১
লাক্ষা-মাংস-লৌহ-রস-তিলানাং লবণস্য চ ।
বিক্রেতা ব্রাহ্মণশ্চৈব তুরগাণাং গবাং তথা ॥৫২
একাদশী-কৃষ্ণসেবা-হীনো বিপ্রশ্চ ভারতে ।
এতে মহাপাতকিন-স্ত্রিষু লোকেষু নিন্দিতাঃ ॥৫৩
কালসূত্রে চ নরকে পচন্তি ব্রহ্মণঃ শতম্ ।
এতেভ্যোঽপ্যধিকঃ সোঽপি যস্মাতিথিঃ পরাঙ্মুখঃ
নারায়ণ উবাচ ।
শঙ্করস্য বচঃ শ্রুত্বা সন্তুষ্টঃ শ্রীহরিঃ স্বয়ম্ ।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা তমুবাচ জগৎপতিঃ ॥ ৫৫
শ্রীবিষ্ণুরুবাচ ।
শ্বেতদ্বীপাদাগতোঽহং জ্ঞাত্বা কোলাহলঞ্চ বঃ ।
পশুরামস্য রক্ষার্থং কৃষ্ণভক্তস্য সাম্প্রতম্ ॥ ৫৬
নৈতেষাং কৃষ্ণভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ ।
রক্ষামি তাংশ্চক্রহস্তো গুরুমন্যুং বিনা শিব ॥৫৭
নাহং পাতা গুরৌ রুষ্টে বলবদ্গুরুহেলনম্ ।
তৎপরঃ পাতকী নাস্তি সেবাহীনো গুরোশ্চ যঃ ॥
মান্যঃ পূজ্যশ্চ সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বেষাং জনকো ভবেৎ
অহো যস্য প্রসাদেন সর্ব্বান্ পশ্যতি মানবঃ ॥ ৫৯
জনকো জন্মদানাচ্চ রক্ষণাচ্চ পিতা নৃণাম্ ।
ততো বিস্তীর্ণকরণাৎ কলয়া স প্রজাপতিঃ ॥ ৬০
পিতুঃ শতগুণৈর্মাতা পোষণাদ্গর্ভধারণাৎ ।
বন্দ্যা পূজ্যা চ মান্যা চ প্রসূরূপা বসুন্ধরা ॥ ৬১
মাতুঃ শতগুণৈর্বন্দ্যঃ পূজ্যো মান্যোঽন্নদায়কঃ ।
যদ্বিনা নশ্বরো দেহো বিষ্ণুশ্চ কলয়ান্নদঃ ॥ ৬২
অন্নদাতুঃ শতগুণোঽভীষ্টদেবঃ পরঃ স্মৃতঃ।
গুরুস্তস্মাচ্ছতগুণো বিদ্যামন্ত্রপ্রদায়কঃ ॥ ৬৩
অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্নং জ্ঞানদীপেন চক্ষুষা ।
যঃ সর্ব্বার্থং দর্শয়তি তৎপরঃ কোঽপি বান্ধবঃ ॥৬৪
গুরুদত্তেন মন্ত্রেণ তপসেষ্টসুখং লভেৎ ।
সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বসিদ্ধিং তৎপরঃ কোঽপি বান্ধবঃ ॥
সর্ব্বং জয়তি সর্ব্বত্র বিদ্যয়া গুরুদত্তয়া।
তস্মাৎ পূজ্যো হি জগতি কো বা বন্ধুস্ততোঽধিকঃ
বিদ্যান্ধো বা ধনান্ধো বা যো মূঢ়ো ন
ভজেদ্ গুরুম্ ।
ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ পাপৈঃ স লিপ্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥
দরিদ্রং পতিতং ক্ষুদ্রং নর-বুদ্ধ্যাচরেদ্গুরুম্ ।
সোঽশুচিস্তীর্থস্নাতোঽপি নাধিকারী চ কর্ম্মসু ॥
পিতরং মাতরং ভার্য্যাং গুরুং পত্নীগুরুং পরম্ ।
যো ন পুষ্ণাতি কাপট্যাৎ স মহাপাতকী শিব ॥৬৯
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ ।

উবাচ প্রণতা সাধ্বী প্রণতার্ত্তিহরং পতিম্ ॥ ৪২
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে নারায়ণ-নারদ সংবাদে গণেশ দন্ত ভঙ্গোনাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ।

সর্ব্বে জানন্তি জগতি দুর্গাং শঙ্করকিঙ্করীম্।
অপেক্ষারহিতা দাসী তস্যাশ্চ জীবনং বৃথা ॥ ১
ঈশ্বরস্য সমাঃ সর্ব্বাস্তৃণপর্ব্বতজাতয়ঃ।
দাসীপুত্রস্য শিষ্যস্য কস্য দোষ ইতি প্রভো ॥ ২
বিচারং কর্ত্তুমুচিতং ত্বঞ্চ ধর্ম্মবিদাং বরঃ।
বীরভদ্রঃ কার্ত্তিকেয়ঃ পার্ষদাঃ সন্তি সাক্ষিণঃ ॥ ৩
সাক্ষ্যে মিথ্যাং কো বদেদ্বা দ্বাবেষাং ভ্রাতরৌ সমৌ
সাক্ষ্যে সমে শক্র-মিত্রে সতাং ধর্ম্মনিরূপণে ॥ ৪
সাক্ষী সভায়াং যৎ সাক্ষাং জানন্নপ্যন্যথা বদেৎ।
কামতঃ ক্রোধতো বাপি লোভেন চ ভয়েন চ ॥
স যাতি কুম্ভীপাকঞ্চ নিপাত্য শতপুরুষম্।
তৈশ্চ সার্দ্ধং বসেৎ তত্র যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৫
অহং বোধয়িতুং শক্তা নির্ন্নেত্রী চ দ্বয়োরপি।
তথাপি তব সাক্ষাত্তু মমাজ্ঞা নিন্দিতা শ্রুতৌ ॥ ৬
কিঙ্করাণাং প্রভা কুত্র নৃপে বসতি সংসদি।
উদিতে ভাস্করে পৃথ্ব্যাং খদ্যোতো হি যথা প্রভো
সুচিরং তপসা প্রাপ্তং ত্বদীয়ং চরণাম্বুজম্।
পরিত্যাগভয়েনৈব সন্ততং ভীতয়া ময়া ॥ ৯
যৎ কিঞ্চিৎ কোপশোকাভ্যামুক্তং মোহনতৎপরম্
তৎ ক্ষমস্ব জগন্নাথ পুত্রস্নেহাচ্চ দারুণাৎ ॥ ১০
ত্বয়া যদি পরিত্যক্তা তদা পুত্রেণ তেন কিম্।
সাধ্ব্যাঃ সদ্বংশজায়াশ্চ শতপুত্রাধিকঃ পতিঃ ॥ ১১
অসদ্বংশপ্রসূতা যা দুঃশীলা জ্ঞানবর্জ্জিতা।
স্বামিনং মন্যতে নাসৌ পিত্রোর্দোষেণ কুৎসিতা ॥
কুৎসিতং পতিতং মূঢ়ং দরিদ্রং রোগিণং জড়ম্।
কুলজা বিষ্ণুতুল্যঞ্চ কান্তং পশ্যতি সন্ততম্ ॥ ১৩
হুতাশনো বা সূর্য্যো বা সর্ব্বতেজস্বিনাং পরঃ।
পতিব্রতাতেজসশ্চ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ১৪
মহাদানানি পুণ্যানি ব্রতান্যনশনানি চ।
তপাংসি পতিসেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥
পুত্রো বাপি পিতা বাপি বান্ধবোঽথ সহোদরঃ।
যোষিতাং কুলজাতানাং ন কশ্চিৎ স্বামিনঃ সমঃ ॥
ইত্যুক্ত্বা স্বামিনং দুর্গা দদর্শ পুরতো ভৃগুম্।
শম্ভোঃ পদাব্জং সেবন্তং নির্ভয়ং তমুবাচ হ ॥ ১৬

পার্ব্বত্যুবাচ।

অয়ে রাম মহাভাগ ব্রহ্মবংশঃ সুপণ্ডিতঃ।
পুত্রোঽসি জমদগ্নেশ্চ শিষ্যোঽস্য যোগিনাং গুরোঃ
মাতা তে রেণুকা সাধ্বী পদ্মাংশা সৎকুলোদ্ভবা।
মাতামহো বন্ধুবশ্চ মাতুলশ্চ ততোঽধিকঃ ॥ ১৯
ত্বঞ্চ রেণুকভূপস্য মনুবংশোদ্ভবস্য চ।
দৌহিত্রো মাতুলঃ সাধুঃ শূরো বিষ্ণুযশা নৃপঃ ॥ ২০
কস্য দোষেণ দুর্দ্ধর্ষস্ত্বং ন জানেঽহমুদ্ধতঃ।
যেষাং দোষৈর্জনো দুষ্টস্তব তে শুদ্ধমানসাঃ ॥ ২১
অমোঘং প্রাপ্য পর্শুঞ্চ গুরুঞ্চ করুণানিধিম্।
পরীক্ষাং ক্ষত্রিয়ে কৃত্বা বভূবাস্য সুতে পুনঃ ॥ ২২
গুরবে দক্ষিণাং দাতুমুচিতঞ্চ শ্রুতৌ শ্রুতম্।
ভগ্নো দন্তস্তৎসুতস্য চ্ছেদয়স্ব চ মস্তকম্ ॥ ২৩
গণেশ্বরং রণে জিত্বা স্থিতশ্চেদাবয়োঃ পুরঃ।
মা ত্বং লব্ধাশিষো ভূত্বা পূজিতোঽভূর্জগত্রয়ে ॥ ২৪
পর্শুনামোঘবীর্য্যেণ শঙ্করস্য বরেণ চ।
হন্তুং শক্তঃ শৃগালঞ্চ সিংহং শার্দ্দূলমাখুভুক্ ॥ ২৫
ত্বদ্বিধং লক্ষকোটিঞ্চ হন্তুং শক্তো গণেশ্বরঃ।
জিতেন্দ্রিয়াণাং প্রবরো ন হি হন্তি চ মক্ষিকাম্ ॥
তেজসা কৃষ্ণতুল্যোঽয়ং কৃষ্ণাংশশ্চ গণেশ্বরঃ
দেবাশ্চান্যে কৃষ্ণকলাঃ পূজাস্য পুরতস্ততঃ ॥ ২৭
ব্রতপ্রভাবতঃ প্রাপ্তঃ শঙ্করস্য বরেণ চ।
শেকেনাতিকঠোরেণ ন হি সম্পদ্বিপদ্বিনা ॥ ২৮
ইত্যুক্ত্বা পার্ব্বতী রোষাৎ তং রামং হন্তুমুদ্যতা।
রামঃ সস্মার তং কৃষ্ণং প্রণম্য মনসা গুরুম্ ॥ ২৯
এতস্মিন্নন্তরে দুর্গা দদর্শ পুরতো দ্বিজম্।
অতীববামনং বালং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ॥ ৩০
শুক্লদন্তং শুক্লবস্ত্রং শুক্লযজ্ঞোপবীতিনম্।
দণ্ডিনং ছত্রিণঞ্চৈব দধতং তিলকোজ্জ্বলম্ ॥ ৩১
দধতং তুলসীমালাং সস্মিতং সুমনোহরম্।
রত্নকেয়ূরবলয়ং রত্নমালাবিভূষিতম্ ॥ ৩২
রত্ননূপুরপাদঞ্চ সদ্রত্নমুকুটোজ্জ্বলম্।
রত্নকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলবিরাজিতম্ ॥ ৩৩
স্থিরমুদ্রাং দর্শয়ন্তং ভক্তং বামকরেণ চ।

দক্ষিণেঽভয়মুদ্রাঞ্চ ভক্তেশং ভক্তবৎসলম্ ॥ ৩৪
বালিকাবালকগণৈর্নাগরৈঃ সস্মিতৈর্যুতম্ ।
কৈলাসবাসিভিঃ সর্ব্বৈরাবৃদ্ধৈরীক্ষিতং মুদা ॥ ৩৫
তং দৃষ্ট্বা সম্ভ্রমাচ্ছম্ভুঃ সভৃত্যঃ সহপুত্রকঃ ।
মূর্দ্ধ্না ভক্ত্যা প্রণনাম দুর্গা চ দণ্ডবদ্ভুবি ॥ ৩৬
আশিষং প্রদদৌ বালঃ সর্ব্বেভ্যো বাঞ্ছিতপ্রদঃ ।
তং দৃষ্ট্বা বালকাঃ সর্ব্বে মহাশ্চর্য্যং যযুর্ভিয়া ॥৩৭
দত্ত্বা তস্মৈ শিবো ভক্ত্যা চোপহারাণি ষোড়শ ।
পূজাং চকার শ্রুত্যুক্তাং পরিপূর্ণতমস্য চ ॥ ৩৮
তুষ্টাব কাণ্বশাখোক্ত-স্তোত্রেণ নতকন্ধরঃ ।
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গো ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৩৯
রত্নসিংহাসনস্থং তমুবাচ শঙ্করঃ স্বয়ম্ ।
অতীবতেজসা সর্ব্বং প্রচ্ছন্নীকৃতমেব চ ॥ ৪০

শঙ্কর উবাচ।

আত্মারামেষু কুশলপ্রশ্নোঽতীববিড়ম্বনম্ ।
তে শশ্বৎ কুশলাধারাঃ কুশলাকুশলপ্রদাঃ ॥ ৪১
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্ ।
প্রাপ্তস্ত্বমথিতির্ব্রহ্মন্ কৃষ্ণসেবাফলোদয়াৎ ॥ ৪২
পরিপূর্ণতমঃ কৃষ্ণো লোকনিস্তারহেতবে ।
কলয়া পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে চ কৃপানিধিঃ ॥ ৪৩
অতিথিঃ পূজিতো যেন পূজিতাঃ সর্ব্বদেবতাঃ ।
অতিথির্যস্য সন্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৪
স্নানেন সর্ব্বতীর্থানাং সর্ব্বদানেন যৎ ফলম্ ।
সর্ব্বব্রতোপবাসাভ্যাং সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষয়া ॥ ৪৫
সর্ব্বৈস্তপোভির্বিবিধৈর্নিত্যৈর্নৈমিত্তিকাদিভিঃ ।
তদেবাতিথিসেবায়াঃ কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ॥৪৬
সোঽতিথির্যস্য ভগ্নাশো যাতি রুষ্টশ্চ মন্দিরাৎ ।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তস্য নশ্যতি নিশ্চিতম্ ॥
স্ত্রী-গোঘ্নশ্চ কৃতঘ্নশ্চ ব্রহ্মঘ্নো গুরুতল্পগঃ ।
পিতৃ-মাতৃ-গুরূণাঞ্চ নিন্দকো নরঘাতকঃ ॥ ৪৮
সন্ধ্যাহীনোঽশ্বত্থঘাতী সত্যঘ্নো হরিনিন্দকঃ ।
ব্রহ্মস্বস্থাপ্যহারী চ মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদায়কঃ ॥ ৪৯
মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ বৃষবাহশ্চ সূপকৃৎ ।
শবদাহী গ্রামযাজী ব্রাহ্মণো বৃষলীপতিঃ ॥ ৫০
শূদ্রশ্রাদ্ধান্নভোজী চ শূদ্রশ্রাদ্ধেষু ভোজকঃ ।
কন্যাবিক্রয়কারী চ শ্রীহরের্নামবিক্রয়ী ॥ ৫১
লাক্ষা-মাংস-লৌহ-রস-তিলানাং লবণস্য চ ।
বিক্রেতা ব্রাহ্মণশ্চৈব তুরগাণাং গবাং তথা ॥৫২
একাদশী-কৃষ্ণসেবা-হীনো বিপ্রশ্চ ভারতে ।
এতে মহাপাতকিন-স্ত্রিষু লোকেষু নিন্দিতাঃ ॥৫৩
কালসূত্রে চ নরকে পচন্তি ব্রহ্মণঃ শতম্ ।
এতেভ্যোঽপ্যধিকঃ সোঽপি যস্যাতিথিঃ পরাঙ্মুখঃ

নারায়ণ উবাচ।

শঙ্করস্য বচঃ শ্রুত্বা সন্তুষ্টঃ শ্রীহরিঃ স্বয়ম্ ।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা তমুবাচ জগৎপতিঃ ॥ ৫৫

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

শ্বেতদ্বীপাদাগতোঽহং জ্ঞাত্বা কোলাহলঞ্চ বঃ ।
পশুরামস্য রক্ষার্থং কৃষ্ণভক্তস্য সাম্প্রতম্ ॥ ৫৬
নৈতেষাং কৃষ্ণভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ ।
রক্ষামি তাংশ্চক্রহস্তো গুরুমন্যং বিনা শিব ॥৫৭
নাহং পাতা গুরৌ রুষ্টে বলবদ্গুরুহেলনম্ ।
তৎপরঃ পাতকী নাস্তি সেবাহীনো গুরোশ্চ যঃ ॥
মান্যঃ পূজ্যশ্চ সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বেষাং জনকো ভবেৎ
অহো যস্য প্রসাদেন সর্ব্বান্ পশ্যতি মানবঃ ॥ ৫৯
জনকো জন্মদানাচ্চ রক্ষণাচ্চ পিতা নৃণাম্ ।
ততো বিস্তীর্ণকরণাৎ কলয়া স প্রজাপতিঃ ॥ ৬০
পিতুঃ শতগুণৈর্মাতা পোষণাদ্গর্ভধারণাৎ ।
বন্দ্যা পূজ্যা চ মান্যা চ প্রসূরূপা বসুন্ধরা ॥ ৬১
মাতুঃ শতগুণৈর্বন্দ্যঃ পূজ্যো মান্যোঽন্নদায়কঃ ।
যদ্বিনা নশ্বরো দেহো বিষ্ণুশ্চ কলয়ান্নদঃ ॥ ৬২
অন্নদাতুঃ শতগুণোঽভীষ্টদেবঃ পরঃ স্মৃতঃ।
গুরুস্তস্মাচ্ছতগুণো বিদ্যামন্ত্রপ্রদায়কঃ ॥ ৬৩
অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্নং জ্ঞানদীপেন চক্ষুষা ।
যঃ সর্ব্বার্থং দর্শয়তি তৎপরঃ কোঽপি বান্ধবঃ ॥৬৪
গুরুদত্তেন মন্ত্রেণ তপসেষ্টসুখং লভেৎ ।
সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বসিদ্ধিং তৎপরঃ কোঽপি বান্ধবঃ ॥
সর্ব্বং জয়তি সর্ব্বত্র বিদ্যয়া গুরুদত্তয়া ।
তস্মাৎ পূজ্যো হি জগতি কো বা বন্ধুস্ততোঽধিকঃ
বিদ্যাঢ্যো বা ধনাঢ্যো বা যো মূঢ়ো ন
ভজেদ্ গুরুম্ ।
ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ পাপৈঃ স লিপ্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥
দরিদ্রং পতিতং ক্ষুদ্রং নর-বুদ্ধ্যাচরেদ্গুরুম্ ।
সোঽশুচিস্তীর্থস্নাতোঽপি নাধিকারী চ কর্ম্মসু ॥
পিতরং মাতরং ভার্য্যাং গুরুং পত্নীগুরুং পরম্ ।
যো ন পুষ্ণাতি কাপট্যাৎ স মহাপাতকী শিব ॥৬৯
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ ।

গুরুরেব পরং ব্রহ্ম গুরুর্ভাস্কররূপকঃ ॥ ৭০
গুরুশ্চন্দ্রস্তথেন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ বরুণোঽনলঃ।
সর্ব্বরূপো হি ভগবান্ পরমাত্মা স্বয়ং গুরুঃ ॥ ৭১
নাস্তি বেদাৎ পরং শাস্ত্রং ন হি কৃষ্ণাৎ পরঃ সুরঃ
নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং ন পুষ্পং তুলসীপরম্ ॥৭২
নাস্তি ক্ষমাবতী ভূমেঃ পুত্রান্নাস্ত্যপরঃ প্রিয়ঃ।
ন চ দৈবাৎ পরা শক্তির্ব্রতং নৈকাদশীং বিনা ॥৭৩
শালগ্রামাৎ পরো যন্ত্রো ন ক্ষেত্রং ভারতাৎ পরম্
পরং পুণ্যস্থলানাঞ্চ পুণ্যং বৃন্দাবনং যথা ॥ ৭৪
মোক্ষদানাং যথা কাশী বৈষ্ণবানাং যথা শিবঃ।
ন পার্ব্বতীপরা সাধ্বী ন গণেশাৎ পরো বলী ॥৭৫
ন চ বিদ্যাসমো বন্ধুর্নাস্তি কশ্চিদ্‌গুরোঃ পরঃ।
বিদ্যাদাতুঃ পুত্রদারৌ তৎসমৌ নাত্র সংশয়ঃ ॥৭৬
গুরুস্ত্রিয়াঞ্চ পুত্রে চ বভূব রামহেলনম্।
পরং সম্মার্জ্জনং কর্ত্তুমাগতোঽহং তবালয়ম্ ॥ ৭৭

নারায়ণ উবাচ।

ইত্যেবমুক্ত্বা শম্ভুঞ্চ দুর্গাং সম্বোধ্য নারদ।
উবাচ ভগবাংস্তত্র সত্যসারং পরং বচঃ ॥ ৭৮

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মদীয়ং বচনং শুভম্।
হিতং নীতং বেদসারং পরিণামসুখাবহম্ ॥ ৭৯
যথা তে গজবক্ত্রশ্চ কার্ত্তিকেয়শ্চ পার্ব্বতি।
রামস্তথা তে পুত্রোঽপি নাস্ত্যেষু ন্যূনতা সতি *
নাস্ত্যেষু স্নেহভেদশ্চ তব বা শঙ্করস্য চ।
বিচার্য্য সর্ব্বং সর্ব্বজ্ঞে কুরু মাতর্যথোচিতম্ ॥ ৮১
পুত্রেণ সার্দ্ধং পুত্রস্য বিবাদো দৈবদোষতঃ।
দৈবং হন্তুং কোঽপি শক্তো দৈবঞ্চ বলবৎ পরম্
পুত্রাভিধানং বেদেষু পশ্য বৎসে বরাননে।
একদন্ত ইতি খ্যাতং সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্ ॥ ৮৩
পুত্রনামাষ্টকং স্তোত্রং সামবেদোক্তমীশ্বরি।
শৃণুষ্বাবহিতং মাতঃ সর্ব্ববিঘ্নহরং পরম্ ॥ ৮৪
গণেশমেকদন্তঞ্চ হেরম্বং বিঘ্ননায়কম্।
লম্বোদরং শূর্পকর্ণং গজবক্ত্রং গুহাগ্রজম্ ॥ ৮৫
নামাষ্টার্থঞ্চ পুত্রস্য শৃণু মাতর্হরপ্রিয়ে।
স্তোত্রাণাং সারভূতঞ্চ সর্ব্ববিঘ্নহরং পরম্ ॥ ৮৬

* তথা পরশুরামশ্চ ভার্গবো নাত্র সংশয়ঃ। ইতি চ পাঠঃ।

জ্ঞানার্থবাচকো গশ্চ ণশ্চ নির্ব্বাণবাচকঃ।
তয়োরীশং পরং ব্রহ্ম গণেশং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৮৭
একশব্দঃ প্রধানার্থো দন্তশ্চ বলবাচকঃ।
বলং প্রধানং সর্ব্বস্মাদেকদন্তং নমাম্যহম্ ॥ ৮৮
দীনার্থবাচকো হেশ্চ রম্বঃ পালকবাচকঃ।
পরিপালকং দীনানাং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৮৯
বিপত্তিবাচকো বিঘ্নো নায়কঃ খণ্ডনার্থকঃ।
বিপৎখণ্ডনকারং তং নমামি বিঘ্ননায়কম্ ॥ ৯০
বিষ্ণুদত্তৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্যস্য লম্বোদরং পুরা।
পিত্রা দত্তৈশ্চ বিবিধৈর্বন্দে লম্বোদরঞ্চ তম্ ॥ ৯১
শূর্পাকারৌ চ যৎকর্ণৌ বিঘ্নবারণকারণৌ।
সম্পদৌ জ্ঞানরূপৌ চ শূর্পকর্ণং নমাম্যহম্ ॥ ৯২
বিষ্ণুপ্রসাদপুষ্পঞ্চ যন্মূর্দ্ধ্নি মুনিদত্তকম্।
তদ্গজেন্দ্রবক্ত্রযুতং গজবক্ত্রং নমাম্যহম্ ॥ ৯৩
গুহস্যাগ্রে চ জাতোঽয়মাবির্ভূতো হরালয়ে।
বন্দে গুহাগ্রজং দেবং সর্ব্বদেবাগ্রপূজিতম্ ॥ ৯৪
এতন্নামাষ্টকং দুর্গে নামভিঃ সংযুতং পরম্।
পুত্রস্য পশ্য বেদে চ তদা কোপং যথা কুরু ॥ ৯৫
এতন্নামাষ্টকং স্তোত্রং নামার্থসংযুতং শুভম্।
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং স সুখী সর্ব্বতো জয়ী ॥
ততো বিঘ্নাঃ পলায়ন্তে বৈনতেয়াদ্‌যথোরগাঃ।
গণেশ্বরপ্রসাদেন মহাজ্ঞানী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৯৭
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ভার্য্যার্থী বিপুলাং স্ত্রিয়ম্।
মহাজড়ঃ কবীন্দ্রশ্চ বিদ্যাবাংশ্চ ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৯৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে গণেশস্তোত্র-কথনং নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

পার্ব্বতীং বোধয়িত্বা তু বিষ্ণু রামমুবাচ হ।
হিতং সারং নীতিসারং পরিণামসুখাবহম্ ॥ ১

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

রাম ত্বমধুনা সত্যমপরাধী শ্রুতের্মতঃ।
কোপাৎ কৃত্বা দন্তভগ্নং গণেশস্য স্থিতোঽসিবে* ॥

* অসি বৈ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

ময়োক্তেনৈব স্তোত্রেণ স্তুত্বা গণপতিং পরম্।
কাণ্বশাখোক্তস্তোত্রেণ স্তুহি দুর্গাং জগৎপ্রসূম্ ॥৩
শ্রীকৃষ্ণস্য পরা শক্তির্বুদ্ধিরূপা জগৎপ্রভোঃ।
অস্যাশ্চ তব রুষ্টায়াং হতবুদ্ধির্ভবিষ্যসি ॥ ৪
সর্ব্বশক্তিস্বরূপেয়মনয়া শক্তিমজ্জগৎ।
অনয়া শক্তিমান্ কৃষ্ণো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥৫
সৃষ্টিং কর্ত্তুং ন শক্তশ্চ ব্রহ্মা শক্ত্যানয়া বিনা।
বয়মস্যাঃ প্রসূতাশ্চ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ॥ ৬
সুরসঙ্ঘেঽসুরগ্রস্তে কালে ঘোরতরে দ্বিজ।
তেজঃসু সর্ব্বদেবানা-মাবির্ভূতা পুরা সতী ॥ ৭
কৃষ্ণাজ্ঞয়াসুরান্ হত্বা দত্বা তেভ্যঃ পদং ততঃ।
দক্ষপত্ন্যাং জনিং লেভে দক্ষস্য তপসা পুরা ॥ ৮
ভার্য্যা ভূত্বা শঙ্করস্য পুনঃ পত্যুশ্চ নিন্দয়া।
দেহং ত্যক্ত্বা শৈলপত্ন্যাং জনিং লেভে পুরা সতী
শঙ্করস্তপসা লব্ধো যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ।
লব্ধো গণপতিঃ পুত্রঃ কৃষ্ণাংশঃ কৃষ্ণসেবয়া ॥ ১০
যমেব ধ্যায়সে নিত্যং তং ন জানাসি বালক।
স এব ভগবান্ কৃষ্ণশ্চাংশেন পার্ব্বতীসুতঃ ॥ ১১
পুটাঞ্জলির্নতো ভূত্বা স্তুহি দুর্গাং শিবপ্রিয়াম্।
শিবাং শিবপ্রদাং শৈবাং শিববীজাং শিবেশ্বরীম্
শিবায়াঃ স্তোত্ররাজেন কৃতেন শূলিনা পুরা।
ত্রিপুরস্য বধে ঘোরে ব্রহ্মণা প্রেরিতেন চ ॥ ১৩
ইত্যুক্ত্বা শ্রীপদং শীঘ্রং জগাম শ্রীনিকেতনম্।
গতে হরৌ হরিং স্মৃত্বা রামস্তাং স্তোতুমুদ্যতঃ ॥১৪
বিষ্ণুদত্তেন স্তোত্রেণ সর্ব্ববিঘ্নহরেণ চ।
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাণাং কারণেন চ নারদ ॥ ১৫
পুটাঞ্জলিযুতো ভূত্বা স্নাত্বা গঙ্গোদকে শুভে।
গুরুং প্রণম্য ভক্তেশং ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী ॥
আচম্য নত্বা মূর্দ্ধ্না তাং ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গশ্চানন্দাশ্রুসমন্বিতঃ ॥ ১৭

পরশুরাম উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণস্য চ গোলোকে পরিপূর্ণতমস্য চ।
আবির্ভূতা বিগ্রহতঃ পুরা সৃষ্ট্যুন্মুখস্য চ ॥ ১৮
সূর্য্যকোটিপ্রভাযুক্তা বস্ত্রালঙ্কারভূষিতা।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা সস্মিতা সুমনোহরা ॥ ১৯
নবযৌবনসম্পন্না সিন্দূরবিন্দুশোভিতা।
ললিতা কবরীভারং মালতীমাল্যমণ্ডিতম্ ॥ ২০
অহোঽনির্ব্বচনীয়াং ত্বাং চার্ব্বীং মূর্ত্তিঞ্চ বিভ্রতীম্
মোক্ষপ্রদা মুমুক্ষূণাং মহাবিষ্ণোর্বিধিঃ স্বয়ম্ ॥ ২১
মুমোহ ক্ষণমাত্রেণ দৃষ্ট্বা ত্বাং সর্ব্বমোহিনীম্।
রাসে সম্ভূয় সহসা সস্মিতা ধাবিতা পুরা ॥ ২২
সম্ভিঃ খ্যাতা তেন রাধা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
কৃষ্ণস্ত্বাং সহসাহূয় বীর্য্যাধানং চকার হ ॥ ২৩
ততো ডিম্বং মহজ্জজ্ঞে ততো ভূতো মহাবিরাট্।
যস্যৈব লোমকূপেষু ব্রহ্মাণ্ডান্যখিলানি চ ॥ ২৪
তচ্ছৃঙ্গারক্রমেণৈব ত্বন্নিশ্বাসো বভূব হ।
স নিশ্বাসো মহাবায়ুঃ স বিরাড়্বিশ্বধারকঃ ॥ ২৫
তব ঘর্ম্মজলেনৈব পুপ্লাব বিশ্বগোলকম্।
স বিরাড়্বিশ্বনিলয়ো জলরাশির্বভূব হ ॥ ২৬
ততস্ত্বং পঞ্চধাভূয় পঞ্চ মূর্ত্তীশ্চ বিভ্রতী।
প্রাণাধিষ্ঠাত্রী যা মূর্ত্তিঃ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকাং রাধাং তাং বদন্তি পুরাবিদঃ ॥ ২৭
বেদাধিষ্ঠাত্রী যা মূর্ত্তির্বেদশাস্ত্রপ্রসূরপি।
তাং সাবিত্রীং শুদ্ধরূপাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥২৮
ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী মূর্ত্তিঃ শান্তিশ্চ শান্তরূপিণাম্।
লক্ষ্মীং বদন্তি সন্তস্তাং শুদ্ধাং সত্ত্বস্বরূপিণীম্ ॥২৯
রাগাধিষ্ঠাত্রী যা দেবী শুক্লমূর্ত্তিঃ সতাং প্রসূঃ।
সরস্বতীং তাং শাস্ত্রজ্ঞাং শাস্ত্রজ্ঞাঃ প্রবদন্ত্যহো ॥
বুদ্ধিবিদ্যাসর্ব্বশক্তির্যা মূর্ত্তিরধিদেবতা।
সর্ব্বমঙ্গলদাং সন্তো বদন্তি সর্ব্বমঙ্গলাম্ ॥ ৩১
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যা সর্ব্বমঙ্গলরূপিণী।
সর্ব্বমঙ্গলবীজস্য শিবস্য মন্দিরেঽধুনা ॥ ৩২
শিবে শিবাস্বরূপা ত্বং লক্ষ্মীর্নারায়ণান্তিকে।
সরস্বতী চ সাবিত্রীর্বেদসূর্ব্রহ্মণঃ প্রিয়া ॥ ৩৩
রাধা রাসেশ্বরস্যৈব পরিপূর্ণতমস্য চ।
পরমানন্দরূপস্য পরমানন্দরূপিণী ॥ ৩৪
ত্বৎকলাংশাংশকলয়া দেবানামপি যোষিতঃ ॥ ৩৫
ত্বদ্বিদ্যা যোষিতঃ সর্ব্বাস্ত্বং সর্ব্ববীজরূপিণী।
ছায়া সূর্য্যস্য চন্দ্রস্য রোহিণী সর্ব্বমোহিনী ॥ ৩৬
শচী শক্রস্য কামস্য কামিনী রতিরীশ্বরী।
বরুণানী জলেশস্য বায়োঃ স্ত্রী প্রাণবল্লভা ॥ ৩৭
বহ্নেঃ প্রিয়া যা স্বাহা চ কুবেরস্য চ সুন্দরী।
যমস্য চ সুশীলা চ নৈর্ঋতস্য চ কৈটভী ॥ ৩৮
ঈশানস্য শশিকলা শতরূপা মনোঃ প্রিয়া।
দেবহূতিঃ কর্দ্দমস্য বশিষ্ঠস্যাপ্যরুন্ধতী ॥ ৩৯
অদিতির্দ্দেবমাতা যা মুদ্রাগস্ত্যমুনেঃ প্রিয়া।

অহল্যা গৌতমস্যাপি সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা ॥ ৪০
গঙ্গা চ তুলসী চাপি পৃথিব্যাং যা সরিদ্বরা।
এতাঃ সর্ব্বাশ্চ যা অন্যাঃ সর্ব্বাস্ত্বং কলয়াম্বিকে ॥
গৃহলক্ষ্মীর্গৃহে নৃণাং রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসু।
তপস্বিনাং তপস্যা ত্বং গায়ত্রী ব্রাহ্মণস্য চ ॥ ৪২
সতাং সত্ত্বস্বরূপা ত্বমসতাং কলহাঙ্কুরা।
জ্যোতীরূপা নির্গুণস্য শক্তিস্ত্বং সগুণস্য চ ॥৪৩
সূর্য্যে প্রভাস্বরূপা ত্বং দাহিকা চ হুতাশনে।
জলে শৈত্যস্বরূপা চ শোভারূপা নিশাকরে ॥ ৪৪
ত্বং ভূমৌ গন্ধরূপা চ আকাশে শব্দরূপিণী।
ক্ষুৎপিপাসাদয়স্ত্বঞ্চ জীবিনাং সর্ব্বশক্তয়ঃ ॥ ৪৫
সর্ব্ববীজস্বরূপা ত্বং সংসারে সাররূপিণী।
স্মৃতির্ম্মেধা চ বুদ্ধির্ব্বা জ্ঞানশক্তির্বিপশ্চিতাম্ ॥৪৬
কৃষ্ণেন বিদ্যা যা দত্তা সর্ব্বজ্ঞানপ্রসূঃ শুভা।
শূলিনে কৃপয়া সা ত্বং যতো মৃত্যুঞ্জয়ঃ শিবঃ ॥৪৭
সৃষ্টি-পালন-সংহারশক্তয়স্ত্রিবিধাশ্চ যাঃ।
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশানাং সা ত্বমেব নমোঽস্তু তে ॥৪৮
মধুকৈটভভীত্যা চ ত্রস্তো ধাতা প্রকম্পিতঃ।
স্তুত্বা মুমোচ যাং দেবীং তাং মূর্দ্ধ্না প্রণমাম্যহম্ ॥
মধুকৈটভয়োর্যুদ্ধে ত্রাতাসৌ বিষ্ণুরীশ্বরীম্।
বভূব শক্তিমান্ স্তুত্বা তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥
ত্রিপুরস্য মহাযুদ্ধে সরথে পতিতে শিবে।
যাং তুষ্টুবুঃ সুরাঃ সর্ব্বে তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥
বিষ্ণুনা বৃষরূপেণ স্বয়ং শম্ভুঃ সমুত্থিতঃ।
জঘান ত্রিপুরং স্তুত্বা তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥৫২
যদাজ্ঞয়া বাতি বাতঃ সূর্য্যস্তপতি সন্ততম্।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নিস্তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৫৩
যদাজ্ঞয়া চ কালশ্চ শশ্বদ্ভ্রমতি বেগতঃ।
মৃত্যুশ্চরতি জন্ত্বোঘে তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহম্ ॥৫৪
স্রষ্টা সৃজতি সৃষ্টিঞ্চ পাতা পাতি যদাজ্ঞয়া।
সংহর্ত্তা সংহরেৎ কালে তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহম্
জ্যোতিঃস্বরূপো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণো নির্গুণঃ স্বয়ম্।
যয়া বিনা ন শক্তশ্চ সৃষ্টিং কর্ত্তুং নমামি তাম্ ॥৫৬
রক্ষ রক্ষ জগন্মাত-রপরাধং ক্ষমস্ব মে।
শিশূনামপরাধেন তাংশ্চ মাতা ন কুপ্যতি ॥ ৫৭
ইত্যুক্ত্বা পর্শুরামশ্চ প্রণম্য তাং রুরোদ হ।
তুষ্টা দুর্গা নম্রমেণ চাভয়ঞ্চ বরং দদৌ ॥ ৫৮
অমরো ভব হে পুত্র বৎস সুস্থিরতাং ব্রজ।
শর্ব্বপ্রসাদাৎ সর্ব্বত্র জয়োঽস্তু তব সন্ততম্ ॥৫৯
সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবাংস্তুষ্টোঽস্তু সন্ততং হরিঃ।
ভক্তির্ভবতু তে কৃষ্ণে শিবদে চ শিবে গুরৌ ॥৬০
ইষ্টদেবে গুরৌ যস্য ভক্তির্ভবতি শাশ্বতী।
তং হন্তুং ন হি শক্তাশ্চ রুষ্টাশ্চ সর্ব্বদেবতাঃ ॥৬১
শ্রীকৃষ্ণস্য চ ভক্তস্ত্বং শিষ্যশ্চ শঙ্করস্য চ।
গুরুপত্নীং স্তৌষি যস্মাৎ কস্ত্বাং হন্তুমিহেশ্বরঃ ॥৬২
অহো ন কৃষ্ণভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ।
অন্যদেবেষু যে ভক্তা ন ভক্তা বা নিরঙ্কুশাঃ ॥ ৬৩
চন্দ্রমা বলবাংস্তুষ্টো যেষাং ভাগ্যবতাং ভৃগো।
তেষাং তারাগণা রুষ্টাঃ কিং কুর্ব্বন্তি চ দুর্ব্বলাঃ ॥
যস্য তুষ্টঃ সভায়াং চেন্নরদেবো মহান্ সুখী।
তস্য কিং বা করিষ্যন্তি রুষ্টা ভৃত্যাশ্চ দুর্ব্বলাঃ ॥
ইত্যুক্ত্বা পার্ব্বতী তুষ্টা দত্ত্বা রামং শুভাশিষম্।
জগামান্তঃপুরং তূর্ণং হরিশব্দো বভূব হ ॥ ৬৬
কাণ্বশাখোক্তস্তোত্রঞ্চ পূজাকালে চ যঃ পঠেৎ।
যাত্রাকালে চ প্রাতর্ব্বা বাঞ্ছিতার্থং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং কন্যার্থী কন্যকাং লভেৎ।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং প্রজার্থী চাপ্নুয়াৎ প্রজাম্
ভ্রষ্টরাজ্যো লভেদ্রাজ্যং ধনভ্রষ্টো ধনং লভেৎ ॥
যস্য রুষ্টো গুরুর্দেবো রাজা বা বান্ধবোঽথবা।
তস্য তুষ্টশ্চ বরদঃ স্তোত্ররাজপ্রসাদতঃ ॥ ৬৯
দস্যুগ্রস্তোঽহিগ্রস্তশ্চ শত্রুগ্রস্তো ভয়ানকঃ।
ব্যাধিগ্রস্তো ভবেন্মুক্তঃ স্তোত্রস্মরণমাত্রতঃ ॥ ৭০
রাজদ্বারে শ্মশানে চ কারাগারে চ বন্ধনে।
জলরাশৌ নিমগ্নশ্চ মুক্তো ভবতি স্তোত্রতঃ ॥ ৭১
স্বামিভেদে পুত্রভেদে মিত্রভেদে চ দারুণে।
স্তোত্রস্মরণমাত্রেণ বাঞ্ছিতার্থং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৭২
কৃত্বা হবিষ্যং বর্ষঞ্চ স্তোত্ররাজং শৃণোতি যা।
ভক্ত্যা দুর্গাঞ্চ সম্পূজ্য মহাবন্ধ্যা প্রসূয়তে ॥ ৭৩
লভতে সা দিব্যপুত্রং জ্ঞানিনং চিরজীবিনম্।
অসৌভাগ্যা চ সৌভাগ্যং ষণ্মাসশ্রবণাল্লভেৎ ॥৭৪
নবমাসং কাকবন্ধ্যা মৃতবৎসা চ ভক্তিতঃ।
স্তোত্ররাজং যা শৃণোতি পুত্রং লভতে ধ্রুবম্ ॥৭৫
কন্যামাতা পুত্রহীনা পঞ্চ মাসং শৃণোতি যা।
ঘটে সম্পূজ্য দুর্গাঞ্চ সা পুত্রং সা লভতে ধ্রুবম্ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশখণ্ডে
পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

স্তুত্বা দুর্গাং পর্শুরামো হর্ষবিহ্বলমানসঃ ।
হরিণোক্তেন স্তোত্রেণ প্রতুষ্টাব গণেশ্বরম্ ॥ ১
পূজাং চকার ভক্ত্যা চ নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈরপি ।
ধূপদীপৈশ্চ গন্ধৈশ্চ পুষ্পৈশ্চ তুলসীং বিনা ॥ ২
সম্পূজ্য ভ্রাতরং ভক্ত্যা স রামঃ শঙ্করাজ্ঞয়া ।
গুরুপত্নীং গুরুং নত্বা গমনং কর্ত্তুমুদ্যতঃ ॥ ৩

নারদ উবাচ ।

পূজাং ভগবতশ্চক্রে রামো গণপতের্যদা ।
নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈঃ পুষ্পৈস্তুলসীঞ্চ বিনা কথম্ ॥৪
তুলসী সর্ব্বপুষ্পাণাং মান্যা ধন্যা মনোহরা ।
কথং পূতাং সারভূতাং ন গৃহ্লাতি গণেশ্বরঃ ॥ ৫

নারায়ণ উবাচ ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যেঽহমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
ব্রহ্মকল্পস্য বৃত্তান্তং নিগূঢ়ঞ্চ মনোহরম্ ॥ ৬
একদা তুলসী দেবী প্রোদ্ভিন্নবযৌবনা ।
তীর্থং ভ্রমন্তী তপসা নারায়ণপরায়ণা ॥ ৭
দদর্শ গঙ্গাতীরে সা গণেশং যৌবনান্বিতম্ ।
অতীবসুন্দরং শুদ্ধং সস্মিতং পীতবাসসম্ ॥ ৮
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং রত্নভূষণভূষিতম্ ।
ধ্যায়ন্তং কৃষ্ণপাদাব্জং জন্ম-মৃত্যু-জরাপহম্ ॥ ৯
জিতেন্দ্রিয়াণাং প্রবরং যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুম্ ।
অরূপহার্য্যং নিষ্কামং সকামা তমুবাচ হ ॥ ১০

তুলস্যুবাচ ।

অয়ে কিং ধ্যায়সে দেব শান্তরূপ গজানন ।
কথং লম্বোদরো দেহো গজবক্ত্রং কথং তব ॥১১
একদন্তঃ কথং বক্ত্রে বদামুষ্য চ কারণম্ ।
ত্যজ ধ্যানং মহাভাগ সায়ং কাল উপস্থিতঃ ॥১২
ইত্যুক্ত্বা তুলসী দেবী প্রজহাস পুনঃপুনঃ ।
পরা চেতসি দগ্ধা সা কামবাণৈঃ সুদারুণৈঃ ॥১৩
গণেশস্য প্রধানাঙ্গে দত্ত্বা কিঞ্চিজ্জলং মুনে ।
জঘান তর্জ্জন্যগ্রেণ নিষ্পন্দং কৃষ্ণমানসম্ ॥ ১৪
বভূব ধ্যানভঙ্গশ্চ তস্য নারদ চেতনম্ ।
দুঃখঞ্চ ধ্যানভেদেন সম্বিচ্ছেদো হি শোকদঃ ॥১৫
ধ্যানং ত্যক্ত্বা হরিং স্মৃত্বা দদর্শ কামিনীং পুরঃ ।
নবযৌবনসম্পন্নাং সস্মিতাং কামপীড়িতাম্ ॥ ১৬
লম্বোদরশ্চ তাং দৃষ্ট্বা পরং বিনয়পূর্ব্বকম্ ।
উবাচ সস্মিতঃ শান্তঃ শান্তাং কামাতুরাং বশী ॥১৭

গণেশ উবাচ ।

কা ত্বং বৎসে কস্য কন্যে মাতর্ম্মাং ব্রূহি কিং শুভে ।
পাপদোঽশুভদঃ শশ্বদ্ধ্যানভঙ্গস্তপস্বিনাম্ ॥ ১৮
কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং হন্তু বিঘ্নং কৃপানিধিঃ ।
মদ্ধ্যানভঙ্গজো দোষো নাসৌ ভবতু তে শুভে ॥
গণেশবচনং শ্রুত্বা তমুবাচ স্মরাতুরা ।
সস্মিতং সকটাক্ষঞ্চ দেবং মধুরয়া গিরা ॥ ২০

তুলস্যুবাচ ।

ধর্ম্মধ্বজস্য কন্যাঽহ-মপ্রৌঢ়া চ তপস্বিনী ।
তপস্যা মে স্বামিনোঽর্থং ত্বং স্বামী ভব মে প্রভো ॥ ২১
তুলসীবচনং শ্রুত্বা গণেশঃ শ্রীহরিং স্মরন্ ।
তামুবাচ মহাপ্রাজ্ঞঃ প্রাজ্ঞাং মধুরয়া গিরা ॥ ২২

গণেশ উবাচ ।

হে মাতর্নাস্তি মে বাঞ্ছা ঘোরে দারপরিগ্রহে ।
দারগ্রহো হি দুঃখায় ন সুখায় কদাচন ॥ ২৩
হরিভক্তের্ব্যবায়শ্চ তপস্যা-নাশহেতুকঃ ।
মোক্ষদ্বার-কপাটঞ্চ ভববন্ধন-পাশকঃ ॥ ২৪
গর্ভবাসকরঃ শশ্বৎ তত্ত্বজ্ঞান-নিকৃন্তনঃ ।
সংশয়ানাং সমারম্ভো দুস্ত্যাজ্যো বুধৈরপি ॥২৫
গেহোঽয়ং করণানাঞ্চ সর্ব্বমায়াকরণ্ডকঃ ।
সাহসানাং সমূহশ্চ দোষাণাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ২৬
নিবর্ত্তস্ব মহাভাগে পশ্যান্যং কামুকং পতিম্ ।
কামুকেনৈব কামুক্যাঃ সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ ॥
ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা কোপাৎ তং সা শশাপ হ
দারগ্রহস্তে ভবিতা সা সাধ্বীতি গণেশ্বরম্ ॥ ২৮
ইত্যাকর্ণ্য সুরশ্রেষ্ঠস্তাং শশাপ শিবাত্মজঃ ।
দেবি ত্বমসুরগ্রস্তা ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ২৯
তৎপশ্চান্মহতাং শাপাদ্বৃক্ষত্বং ভবিতেতি চ ।
মহাতপস্বীত্যুক্ত্বৈব বিররাম চ নারদ ॥ ৩০
শাপং শ্রুত্বা তু তুলসী প্ররুরোদ পুনঃপুনঃ ।
তুষ্টাব চ সুরশ্রেষ্ঠং স প্রসন্ন উবাচ তাম্ ॥ ৩১

গণেশ উবাচ ।

পুষ্পাণাং সারভূতা ত্বং ভবিষ্যসি মনোরমে ।
কলাংশেন মহাভাগে স্বয়ং নারায়ণপ্রিয়া ॥ ৩২

প্রিয়া ত্বং সর্ব্বদেবানাং শ্রীকৃষ্ণস্য বিশেষতঃ।
পূতা বিমুক্তিদা নৃণাং মম ত্যাজ্যা চ সর্ব্বদা ॥৩৩
ইত্যুক্ত্বা তাং সুরশ্রেষ্ঠো জগাম তপসে পুনঃ।
হরেরারাধনব্যগ্রো বদরীসন্নিধিং যযৌ ॥ ৩৪
জগাম তুলসী দেবী হৃদয়েন বিদূয়তা।
নিরাহারা তপশ্চক্রে পুষ্করে লক্ষবর্ষকম্ ॥ ৩৫
পশ্চান্মুনীন্দ্রশাপেন গণেশস্য চ নারদ।
সা প্রিয়া শঙ্খচূড়স্য বভূব সুচিরং মুনে ॥ ৩৬
ততঃ শঙ্করশূলেন সংমমারাসুরেশ্বরঃ।
সা কলাংশেন বৃক্ষত্বং স্বয়ং নারায়ণপ্রিয়া ॥ ৩৭
কথিতশ্চেতিহাসস্তে শ্রুতো ধর্ম্মমুখাৎ পুরা।
মোক্ষপ্রদশ্চ সারশ্চ পুরাণেন প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৮
পরশুরামো মহাভাগো জগাম তপসে বনম্।
প্রণম্য শঙ্করং দুর্গাং সম্পূজ্য চ গণেশ্বরম্ ॥ ৩৯
পূজিতো বন্দিতঃ সর্ব্বৈঃ সুরেন্দ্রমুনিপুঙ্গবৈঃ।
পার্ব্বতী-শিবসান্নিধ্যে তত্র তস্থৌ গণেশ্বরঃ ॥ ৪০
ইদং গণপতেঃ খণ্ডং যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ।
স রাজসূয়যজ্ঞস্য ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ৪১
অপুত্রো লভতে পুত্রং শ্রীগণেশ-প্রসাদতঃ।
ধীরং বীরঞ্চ ধনিনং গুণিনং চিরজীবিনম্ ॥ ৪২
যশস্বিনং পুত্রিণাঞ্চ বিদ্বাংসং সুকবীশ্বরম্।
জিতেন্দ্রিয়াণাং প্রবরং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্ ॥৪৩
সুপবিত্রং সদাচারং প্রশংস্যং বৈষ্ণবং ভবে।
অহিংসকং দয়ালুঞ্চ তত্ত্বজ্ঞানবিশারদম্ ॥ ৪৪
ভক্ত্যা গণেশং সম্পূজ্য বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ।
শ্রুত্বা গণপতেঃ খণ্ডং মহাবন্ধ্যা প্রসূয়তে ॥ ৪৫
মৃতবৎসা কাকবন্ধ্যা ব্রহ্মন্ পুত্রং লভেদ্ধ্রুবম্।
অদূষিতং দূষিতা যা সা চ শুদ্ধা লভেৎ সুতম্ ॥
সম্পূর্ণং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং শ্রুত্বা যল্লভতে ফলম্।
তৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যঃ শ্রুত্বেদং খণ্ডমুত্তমম্ ॥৪৭
বাঞ্ছাং কৃত্বা তু মনসি শৃণোতি পরমাস্থিতঃ।
তস্মৈ দদাতি সর্ব্বেষ্টং সুরশ্রেষ্ঠো গণেশ্বরঃ ॥ ৪৮
শ্রুত্বা গণপতেঃ খণ্ডং বিঘ্ননাশায় যত্নতঃ।
স্বর্ণযজ্ঞোপবীতঞ্চ শ্বেতচ্ছত্রাশ্বমাল্যকম্ ॥ ৪৯
প্রদীয়তে বাচকায় স্বস্তিকং তিললড্ডুকম্।
পরিপক্বফলান্যেব দেশকালোদ্ভবানি চ ॥ ৫০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গণেশ-খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে ষট্-চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি গণেশখণ্ডম্ সম্পূর্ণ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

শ্রুতং প্রথমতো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মখণ্ডং মনোহরম্।
ব্রহ্মণো বদনাম্ভোজাৎ পরমাদ্ভুতমেব চ ॥ ১
ততস্তদ্বচনাৎ তূর্ণং সমাগত্য তবান্তিকম্।
শ্রুতং প্রকৃতিখণ্ডঞ্চ সুধাখণ্ডাৎ পরং বরম্ ॥ ২
ততো গণপতেঃ খণ্ডমখণ্ডজন্মখণ্ডনম্।
ন মে তৃপ্তং মনো লোলং বিশিষ্টং শ্রোতুমিচ্ছতি
শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডঞ্চ জন্মাদিখণ্ডনং নৃণাম্।
প্রদীপং সর্ব্বতত্ত্বানাং কর্ম্মঘ্নং হরিভক্তিদম্ ॥ ৪
সদ্যো বৈরাগ্যজনকং ভবরোগনিকৃন্তনম্।
কারণং মুক্তিবীজানাং ভবাব্ধিতারণং পরম্ ॥ ৫
কর্ম্মোপভোগরোগাণাং খণ্ডনে চ রসায়নম্।
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজ-প্রাপ্তিসোপানকারণম্ ॥ ৬
জীবনং বৈষ্ণবানাঞ্চ জগতাং পাবনং পরম্।
বদ বিস্তরশো ভক্তং শিষ্যং মাং শরণাগতম্ * ॥৭
কেন বা প্রার্থিতঃ কৃষ্ণ আজগাম মহীতলম্।
সর্ব্বাংশৈরেক এবেশঃ পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্ ॥ ৮
যুগে কুত্র কুতো হেতোঃ কুত্র বাবির্ব্বভূব হ।
বসুদেবোঽস্য জনকঃ কোঽথবা কা বা চ দৈবকী ॥৯
বদ কস্য কুলে জন্ম মায়য়া সুবিড়ম্বনম্।
কিং চকার সমাগত্য কেন রূপেণ বা হরিঃ ॥ ১০
জগাম গোকুলং কংস-ভয়েন সূতিকাগৃহাৎ।
কথং কংসাৎ কীটতুল্যাদ্ভয়মীশস্য * ভস্মং মুনে ॥
হরির্ব্বা গোপবেশেন গোকুলে কিং চকার হ।
কুতো গোপাঙ্গনাসার্দ্ধং বিজহার জগৎপতিঃ ॥১২
কা বা গোপাঙ্গনাঃ কে বা গোপালা বালরূপিণঃ ॥
কা বা যশোদা কো নন্দঃ কিং বা পুণ্যং চকার হ
কথং রাধা পুণ্যবতী দেবী গোলোকবাসিনী।
ব্রজে বা ব্রজকন্যা সা বভূব প্রেয়সী হরেঃ ॥ ১৪
কথং গোপ্যো দুরারাধ্যং সম্প্রাপুরীশ্বরং পরম্।
কথং তাশ্চ পরিত্যজ্য জগাম মথুরাং পুনঃ ॥ ১৫
ভারাবতারণং কৃত্বা কিং বিধায় জগাম সঃ।
কথয়স্ব মহাভাগ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনম্ ॥ ১৬
সুদুর্লভাং হরিকথাং তরণিং ভবতারণে।
নিষেক-ভোগ-সুলভ-ক্লেশ-চ্ছেদন-কর্ত্তনীম্ ॥ ১৭
পাপেন্ধনানাং দহনে জ্বলদগ্নিশিখামিব।
পুংসাং শ্রুতবতাং কোটি-জন্মকিল্বিষনাশিনীম্ ॥১৮
মুক্তিং কর্ণসুধারম্যাং শোকসাগরনাশিনীম্
মহ্যং ভক্তায় শিষ্যায় জ্ঞানং দেহি কৃপানিধে ॥১৯
তপো-জপ-মহাদান-পৃথিবী-তীর্থদর্শনাৎ।

---

* বিস্তারং বদ মাং ভক্তং শিষ্যঞ্চেতি কশ্চিৎ পাঠঃ।

* অভয়স্য ইতি বা পাঠঃ।

শ্রুতিপাঠানশনাদ্ব্রত-† দেবার্চ্চনাদপি ॥ ২০
দীক্ষায়াঃ সর্ব্বযজ্ঞেষু যৎ ফলং লভতে নরঃ।
ষোড়শীং জ্ঞানদানস্য কলাং নার্হন্তি তৎ ফলম্ ॥
পিত্রাং প্রেষিতা জ্ঞানা-দানায় তব সন্নিধিম্।
সুধা সমুদ্রং সম্প্রাপ্য ন কো বা পাতুমিচ্ছতি ॥২২

নারায়ণ উবাচ।

ময়াজ্ঞাতোহসি ধন্যস্ত্বং পুণ্যরাশিঃ সুমূর্ত্তিমান্।
করোষি ভ্রমণং লোকান্ পাবিতুং কুলপাবন ॥২৩
জনানাং হৃদয়ং সদ্যঃ সুব্যক্তং বচনেন বৈ।
শিষ্যে কলত্রে কন্যায়াং দৌহিত্রে বান্ধবেহপি চ ॥
পুত্রে পৌত্রে চ বচসি প্রতাপে যশসি শ্রিয়াম্।
বুদ্ধৌ বারিণি বিদ্যায়াং জায়তে হৃদয়ং নৃণাম্ ॥২৫
জীবন্মুক্তোহসি পূতস্ত্বং শুদ্ধভক্তো গদাভৃতঃ।
পুনাসি পাদরজসা সর্ব্বাধারাং বসুন্ধরাম্ ॥ ২৬
পুনাসি লোকান্ সর্ব্বাংশ্চ স্বয়ং বিগ্রহদর্শনাৎ।
সুমঙ্গলাং হরিকথাং তেন তাং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥২৭
যত্র কৃষ্ণকথাঃ সন্তি তত্রৈব সর্ব্বদেবতাঃ।
ঋষয়ো মুনয়শ্চৈব তীর্থানি নিখিলানি চ ॥ ২৮
কথাঃ শ্রুত্বা তথান্তে তে যান্তি সন্তো নিরাপদম্।
ভবন্তি তানি তীর্থানি যেষু কৃষ্ণকথাঃ শুভাঃ ॥২৯
সদ্যঃ কৃষ্ণকথাবক্তা স্বস্য পুংসাং শতং শতম্।
সমুদ্ধৃত্য শ্রুতবতাং পুনাতি নিখিলং কুলম্ ॥ ৩০
প্রষ্টা তু প্রশ্নমাত্রেণ পুনাতি কুলমাত্মনঃ।
শ্রোতা শ্রবণমাত্রেণ সকুলং স্বস্ববান্ধবান্ ॥ ৩১
শতজন্মতপঃপূতো জন্মেদং ভারতে ভবেৎ।
করোতি সফলং জন্ম শ্রুত্বা হরিকথামৃতম্ ॥ ৩২
অর্চ্চনং বন্দনং মন্ত্রজপং সেবনমেব চ।
স্মরণং কীর্ত্তনং শশ্বদ্গুণশ্রবণমীপ্সিতম্ ॥ ৩৩
নিবেদনং স্বস্য দাস্যং নবধা ভক্তিলক্ষণম্।
করোতি জন্ম সফলং শ্রুত্বৈতানি চ ভারতে ॥ ৩৪
ন চ বিঘ্নো ভবেৎ তস্য পরমায়ুর্ন নশ্যতি।
ন যাতি তৎপরঃ কালো বৈনতেয়মিবোরগঃ ॥ ৩৫
ন জহাতি সমীপঞ্চ ক্ষণং তস্য হরিঃ স্বয়ম্।
উপতিষ্ঠন্তি তূর্ণং তমণিমাদিকসিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৬
সুদর্শনং ভ্রমত্যেব তস্য পার্শ্বে দিবানিশম্।
কৃষ্ণাজ্ঞয়া চ রক্ষার্থং কো বা কিং কর্ত্তুমীশ্বরঃ ॥৩৭

ন যান্তি তৎসমীপঞ্চ স্বপ্নেহপি যমকিঙ্করাঃ।
জ্বলদগ্নিং যথা দৃষ্ট্বা শলভা ন ব্রজন্তি তম্ ॥ ৩৮
ব্যাধয়ো বিপদঃ শোকা বিঘ্নানি ন প্রয়ান্তি তম্।
ন যাতি তৎসমীপঞ্চ মৃত্যুর্মৃত্যুভয়ান্মুনে ॥ ৩৯
ঋষয়ো মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ সন্তুষ্টাঃ * সর্ব্বদেবতাঃ।
স চ সর্ব্বত্র নিঃশঙ্কঃ সুখী কৃষ্ণপ্রসাদতঃ ॥ ৪০
তব কৃষ্ণকথায়াঞ্চ রতিরাত্যন্তিকী সদা।
জনকস্য স্বভাবো হি জন্যে তিষ্ঠতি নিশ্চিতম্ ॥৪১
বিপ্রেন্দ্র কা প্রশংসেয়ং জন্ম তে ব্রহ্মমানসে।
যস্য যত্র কুলে জন্ম তন্মতিস্তাদৃশী ভবেৎ ॥ ৪২
পিতা বিধাতা জগতাং কৃষ্ণপাদাব্জসেবয়া।
নিত্যং করোতি যঃ শশ্বন্নবধা ভক্তিলক্ষণম্ ॥ ৪৩
রতিঃ কৃষ্ণকথায়াঞ্চ যস্যাশ্রুপুলকোদ্গমঃ।
মনো নিমগ্নং তত্রৈব স ভক্তঃ কথিতো বুধৈঃ ॥৪৪
পুত্রদারাদিকং সর্ব্বং জানাতি যো হরেরপি।
আত্মনা মনসা বাচা স ভক্তঃ কথিতো বুধৈঃ † ॥
দয়াস্তি সর্ব্বজীবেষু সর্ব্বং কৃষ্ণময়ং জগৎ।
যো জানাতি মহাজ্ঞানী স ভক্তো বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥
নির্জ্জনে তীর্থসম্পর্কে নিঃশঙ্কা যে মুদান্বিতাঃ।
ধ্যায়ন্তে চরণাম্ভোজং শ্রীহরেস্তে চ বৈষ্ণবাঃ ॥৪৭
শশ্বদ্যে নাম গায়ন্তি গুণং মন্ত্রং জপন্তি চ।
কুর্ব্বন্তি শ্রবণং গাথা বদন্তি তেঽতিবৈষ্ণবাঃ ॥৪৮
লব্ধা মিষ্টানি বস্তূনি প্রদাতুং হরয়ে মুদা।
তূর্ণং যস্য মনো হৃষ্টং স ভক্তো জ্ঞানিনাং বরঃ ॥
যন্মনো হরিপাদাব্জে স্বপ্নে জ্ঞানে দিবানিশম্।
পূর্ব্বকর্ম্মোপভোগঞ্চ বহির্ভুঙ্ক্তে স বৈষ্ণবঃ ॥৫০
গুরুবক্ত্রাদ্বিষ্ণুমন্ত্রো যস্য কর্ণে বিশত্যয়ম্।
তং বৈষ্ণবং মহাপূতং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৫১
পূর্ব্বান্ সপ্ত পরান্ সপ্ত সপ্ত মাতামহাদিকান্।
সোদরানুদ্ধরেদ্ভক্তঃ স্বপ্রসূঞ্চ প্রসূপ্রসূম্ ॥ ৫২
কলত্রং কন্যকাং বন্ধুং শিষ্যং দৌহিত্রমাত্মনঃ।
কিঙ্করং কিঙ্করীং পুত্র-মুদ্ধরেদ্বৈষ্ণবঃ সদা ॥ ৫৩
সদা বাঞ্ছন্তি তীর্থানি বৈষ্ণবস্পর্শদর্শনে।
পাপিদত্তানি পাপানি তেষাং নশ্যন্তি সঙ্গতঃ ॥৫৪
গোদোহনক্ষণং যাবদ্যত্র তিষ্ঠন্তি বৈষ্ণবঃ।

---

† অনশনব্রতেতি বা পাঠঃ।

* তং তুষ্টা ইত্যপি পাঠঃ।
† অয়ং শ্লোকঃ ক্বচিৎ পুস্তকে নাস্তি।

তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি সন্তি তাবন্মহীতলে ॥ ৫৫
ধ্রুবং তত্র মৃতঃ পাপী মুক্তো যাতি হরেঃ পদম্।
যথৈব জ্ঞানগঙ্গায়া-মন্তে কৃষ্ণস্মৃতৌ যথা ॥ ৫৬
তুলসীকাননে গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে পদে।
বৃন্দারণ্যে হরিদ্বারে তীর্থেষন্যেষু বা যথা ॥ ৫৭
পাপানি পাপিনাং যান্তি তীর্থস্নানাবগাহনাৎ।
তেষাং পাপানি নশ্যন্তি বৈষ্ণবস্পর্শবায়ুনা ॥ ৫৮
ন হি স্থাতুং শক্নুবন্তি পাপান্যেব কৃতানি চ।
জ্বলদগ্নৌ যথা দত্তশুষ্কাণি চ তৃণানি চ ॥ ৫৯
ভক্তং বর্ত্মনি গচ্ছন্তং যে যে পশ্যন্তি মানবাঃ।
সপ্তজন্মকৃতাঘানি তেষাং নশ্যন্তি নিশ্চিতম্ ॥ ৬০
যে নিন্দন্তি হৃষীকেশং তদ্ভক্তং পুণ্যরূপিণম্।
শতজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তেষাং নশ্যতি নিশ্চিতম্ ॥
তে পচ্যন্তে মহাঘোরে কুম্ভীপাকে ভয়ানকে।
ভক্ষিতাঃ কীটসঙ্ঘেন যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ ॥ ৬২
তস্য দর্শনমাত্রেণ পুণ্যং নশ্যতি নিশ্চিতম্।
গঙ্গাং স্নাত্বা রবিং দৃষ্ট্বা তদা বিদ্বান্ বিশুধ্যতি ॥
বৈষ্ণবস্পর্শমাত্রেণ মুক্তো ভবতি পাতকী।
তস্য পাপানি হন্ত্যেব স্বান্তস্থো মধুসূদনঃ ॥ ৬৪
ইত্যেবং কথিতো বিপ্র বিষ্ণু-বৈষ্ণবয়োর্গুণঃ।
অধুনা শ্রীহরের্জন্ম নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ৬৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-
জন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সম্বাদে
বিষ্ণু-বৈষ্ণবগুণপ্রশংসা নাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

যেন বা প্রার্থিতঃ কৃষ্ণ আজগাম মহীতলম্।
যং যং বিধায় ভূমৌ স জগাম স্বালয়ং বিভুঃ ॥ ১
ভারাবতারণোপায়ং দুষ্টানাঞ্চ বধোদ্যমম্।
সর্ব্বং তে কথয়িষ্যামি সুবিচার্য্য বিধানতঃ ॥ ২
অধুনা গোপবেশঞ্চ গোকুলাগমনং হরেঃ।
রাধা গোপালিকা যেন নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ৩
শঙ্খচূড়বধে পূর্ব্বং সংক্ষেপাৎ কথিতং শ্রুতম্।
অধুনা তৎ সুবিস্তার্য্য নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ৪
শ্রীদাম্নঃ কলহশ্চৈব বভূব রাধয়া সহ।
শ্রীদামা শঙ্খচূড়শ্চ শাপাৎ তস্যা বভূব হ ॥ ৫
রাধাং শশাপ শ্রীদামা যা হি যোনিঞ্চ মানবীম্।
ব্রজে ব্রজাঙ্গনা ভূত্বা বিচরন্ চ ভূতলে ॥ ৬
ভীতা শ্রীদামশাপাৎ সা শ্রীকৃষ্ণং সমুবাচ হ
গোপীরূপা ভবিষ্যামি শ্রীদামা মাং শশাপ
কমুপায়ং করিষ্যামি বদ মাং ভয়ভঞ্জন।
ত্বয়া বিনা কথমহং ধরিষ্যামি স্বজীবনম্ ॥ ৮
ক্ষণেন মে যুগশতং কালং নাথ ত্বয়া বিনা।
চক্ষুর্নিমেষবিরহাদ্ভবেদ্দগ্ধং মনো মম ॥ ৯
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাভ-সুধাপূর্ণাননং তব।
নাথ চক্ষুশ্চকোরাভ্যাং পিবাম্যহমহর্নিশম্ ॥ ১০
ত্বমাত্মা মে মনঃ প্রাণা দেহমাত্রং বদাম্যহম্।
দৃষ্টিশক্তিশ্চ চক্ষুস্ত্বং জীবনং পরমং ধনম্ ॥ ১১
স্বপ্নে জ্ঞানে ত্বয়ি মনঃ স্মরামি ত্বৎপদাম্বুজম্।
তব দাস্যং বিনা নাথ ন জীবামি ক্ষণং বিভো ॥ ১২
কৃষ্ণস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বোধয়ামাস সুন্দরীম্।
বক্ষসি প্রেয়সীং কৃত্বা চকার নির্ভয়াঞ্চ তাম্ ॥ ১৩
মহীতলং গমিষ্যামি বারাহে চ বরাননে।
ময়া সার্দ্ধং ভূগমনং জন্ম তেঽপি নিরূপিতম্ ॥ ১৪
ব্রজং গত্বা ব্রজে দেবি বিহরিষ্যামি কাননে।
মম প্রাণাধিকা ত্বঞ্চ ভয়ং কিং তে ময়ি স্থিতে ॥ ১৫
তামিত্যুক্ত্বা হরিস্তত্র বিররাম জগৎপতিঃ।
অতো হেতোর্জগন্নাথো জগাম নন্দ-গোকুলম্ ॥ ১৬
কিং বা তস্য ভয়ং কস্মাদ্ভয়ান্তকারকস্য চ।
মায়াভয়চ্ছলেনৈব জগাম রাধিকান্তিকম্ ॥ ১৭
বিজহার তয়া সার্দ্ধং গোপবেশং বিধায় সঃ।
সহ গোপাঙ্গনাভিশ্চ প্রতিজ্ঞাপালনায় চ ॥ ১৮
ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ কৃষ্ণঃ সমাগত্য মহীতলম্।
ভারাবতারণং কৃত্বা জগাম স্বালয়ং বিভুঃ ॥ ১৯

নারদ উবাচ।

শ্রীদাম্নঃ কলহশ্চৈব কথং বা রাধয়া সহ।
সংক্ষেপাৎ কথিতং পূর্ব্বং সংব্যস্য কথয়াধুনা ॥

নারায়ণ উবাচ।

একদা রাধয়া সার্দ্ধং গোলোকে শ্রীহরিঃ স্বয়ম্।
বিজহার মহারণ্যে বিজনে রাসমণ্ডলে।
রাধিকা সুখসম্ভোগাদ্বুবুধে ন স্বকং পরম্ ॥ ২১
কৃত্বা বিহারং শ্রীকৃষ্ণস্তামতৃপ্তাং বিহায় চ।

গোপিকাং বিরজামন্যাং শৃঙ্গারার্থং জগাম হ ॥ ২২
বৃন্দারণ্যে চ বিরজা সুভগা রাধিকা সমা।
তস্যা বয়স্যাঃ সুন্দর্য্যো গোপীনাং শতকোটয়ঃ ॥২৩
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা গোপী ধন্যা মান্যা চ যোষিতাম্।
রত্নসিংহাসনস্থা সা দদর্শ হরিমন্তিকে ॥ ২৪
মনোহরাস্তাঞ্চ শরচ্চন্দ্রনিভাননাম্।
মস্মিতাক সস্মিতাঞ্চ পশ্যন্তীং বক্রচক্ষুষা ॥ ২৫
মদাষোড়শবর্ষীয়াং প্রোদ্ভিন্ননবযৌবনাম্।
রত্নালঙ্কারশোভাঢ্যাং ভূষিতাং সূক্ষ্মবাসসা ॥ ২৬
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গীং কামবাণপ্রপীড়িতাম্।
দৃষ্ট্বাতাং শ্রীহরিস্তূর্ণং বিজহার তয়া সহ ॥ ২৭
পুষ্পতল্পে মহারণ্যে নির্জ্জনে রত্নমণ্ডপে।
মূর্চ্ছামবাপ বিরজা কৃষ্ণশৃঙ্গারকৌতুকাৎ ॥ ২৮
কৃত্বা বক্ষসি প্রাণেশং কোটিকন্দর্পসন্নিভম্।
তয়াসক্তং শ্রীহরিঞ্চ রত্নমণ্ডপসংস্থিতম্ ॥ ২৯
দৃষ্ট্বা চ রাধিকাল্যাঞ্চ চক্রুস্তাঞ্চ নিবেদনম্।
তাসাঞ্চ বচনং শ্রুত্বা সুষাপ চ চুকোপ চ ॥ ৩০
ভৃশং রুরোদ সা দেবী রক্তপঙ্কজলোচনা।
তা উবাচ মহাদেবী মাং তং দর্শয়িতুং ক্ষমাঃ ॥৩১
যদি সত্যং ব্রূত যূয়ং ময়া সার্দ্ধং প্রগচ্ছত।
করিষ্যামি ফলং গোপ্যাঃ কৃষ্ণস্য চ যথোচিতম্ ॥
কো রক্ষিতাদ্য তস্যাশ্চ ময়ি শাস্তিং প্রকু ্তি।
শীঘ্রমানয়তাস্যাশ্চ তয়া সার্দ্ধং হরিং প্রিয়াঃ।
অন্তর্বক্রং সস্মিতঞ্চ বিষকুম্ভং সুধামুখম্ ॥ ৩৩
মদাশ্রয়ং সমাগন্তং যূয়ং দাস্যো ন দাস্যথ।
তমেব মণ্ডপং রম্যং যাত সংরক্ষতেশ্বরম্ ॥ ৩৪
রাধিকাবচনং শ্রুত্বা কাশ্চিদ্গোপ্যো ভয়ান্বিতাঃ ॥
তাঃ সর্ব্বাঃ সম্পুটাঞ্জল্যো ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরাঃ ॥২৭
তামূচুঃ পুরতঃ স্থিত্বা সর্ব্বা এব প্রিয়াং সতীম্।
বয়ং তং দর্শয়িষ্যামো বিরজাসহিতং প্রভুম্ ॥ ৩৬
তাসাঞ্চ বচনং শ্রুত্বা রথমারুহ্য সুন্দরী।
জগাম সার্দ্ধং গোপীভিস্ত্রিষষ্টিশতকোটিভিঃ ॥ ৩৭
রত্নেন্দ্রসাররচিতং কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্।
মণীন্দ্রসাররচিত কলসানাং ত্রিকোটিভিঃ ॥ ৩৮
রাজিতৈশ্চিত্র রাজীভি-র্বৈজয়ন্তীবিরাজিতম্।
লক্ষচক্রসমাযুক্তং মনোযায়িমনোহরম্ ॥ ৩৯
মণিসারবিকারৈশ্চ কোটিস্তম্ভৈঃ সুশোভিতম্।
নানাচিত্রবিচিত্রেণ সহিতৈঃ সুমনোহরৈঃ ॥ ৪০
সিন্দূরাকারমণিভি-র্মধ্যদেশবিভূষিতৈঃ।
রত্নকৃত্রিমসজ্জৈশ্চ রথচক্রোর্দ্ধসংস্থিতৈঃ ॥ ৪১
চতুর্লক্ষপরিমিতৈ-শ্চিত্রঘণ্টাসমন্বিতৈঃ।
চিত্রনূপুরশোভাঢ্য-র্বিচিত্রৈশ্চ বিরাজিতৈঃ ॥৪২
মণিমন্দিরলক্ষৈশ্চ রত্নসারবিনির্ম্মিতৈঃ।
মণিসারকবাটৈশ্চ শোভিতৈশ্চিত্ররাজিভিঃ ॥ ৪৩
মণীন্দ্রসারকলসৈঃ শেখরোজ্জ্বলিতৈর্যুতম্।
ভোগদ্রব্যসমাযুক্তং বেশদ্রব্যসমন্বিতৈঃ ॥ ৪৪
শোভিতং রত্নশয্যাভীরত্নপাত্রপুটান্বিতম্।
হিরণ্ময়ীনাং বেদীনাং সমূহেন সমন্বিতম্ ॥ ৪৫
কুঙ্কুমাভমণীনাঞ্চ সোপানকোটিভির্যুতম্।
স্যমন্তকৈঃ কৌস্তুভৈশ্চ রুচকৈঃ প্রবরৈস্তথা ॥৪৬
পদ্মকৃত্রিমকোটীনাং শতকৈশ্চ সুশোভিতম্।
চিত্রকাননবাপীভি-র্বিশিষ্টাভির্বিরাজিতম্ ॥ ৪৭
রত্নেন্দ্রসাররচিতং কলসোজ্জ্বলশেখরম্।
শতযোজনমূর্দ্ধঞ্চ দশযোজনবিস্তৃতম্ ॥ ৪৮
পারিজাতপ্রসূনানাং মালাকোটিবিরাজিতম্।
কুন্দানাং করবীরাণাং যূথিকানাং তথৈব চ ॥ ৪৯
সুচারুচম্পকানাঞ্চ নাগেশানাং মনোহরৈঃ।
মল্লিকানাং মালতীনাং মাধবীনাং সুগন্ধিনাম্ ॥৫০
কদম্বানাঞ্চ মালানাং কদম্বৈশ্চ বিরাজিতম্।
সহস্রদলপদ্মানাং মালাপদ্মৈর্বিভূষিতম্ ॥ ৫১
চিত্রপুষ্পোদ্যানসরঃ-কাননৈশ্চ বিভূষিতম্।
সর্ব্বেষাং নানাঞ্চ শ্রেষ্ঠং বায়ুবহং পরম্ ॥ ৫২
সৎসূক্ষ্মবস্ত্রসারাণাং বরৈরাচ্ছাদিতং বরম্।
রত্নদর্পণলক্ষাণাং শতকৈশ্চ সমন্বিতম্ ॥ ৫৩
শ্বেতচামরকোটিভি-র্বজ্রমুষ্টিভিরন্বিতম্।
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমদ্রব্যচর্চ্চিতৈঃ ॥ ৫৪
পারিজাতপ্রসূনানাং কোটিতল্পৈর্বিরাজিতম্।
কোটিঘণ্টাসমাযুক্তং পতাকাকোটিভির্যুতম্ ॥ ৫৪
রত্নশয্যা-কোটিভিশ্চ চিত্রবস্ত্র-পরিচ্ছদৈঃ।
চন্দনাক্তৈশ্চম্পকানাং কুঙ্কুমৈশ্চ বিচর্চ্চিতৈঃ ॥৫৬
পুষ্পোপধানসংযুক্ত-শৃঙ্গারার্হাভিরন্বিতম্।
অদৃষ্টৈরশ্রুতৈর্দ্রব্যৈ সুন্দরৈশ্চ বিভূষিতম্ ॥ ৫৭
এবম্ভূতাদ্রথাৎ তূর্ণাবরুহ্য হরিপ্রিয়া।
জগাম সহসা দেবী তং রত্নমণ্ডপং মুনে ॥ ৫৮
দ্বারে নিযুক্তং দদর্শ দ্বারপালং মনোহরম্।
লক্ষগোপপরিবৃতং স্মেরাননসরোরুহম্ ॥ ৫৯

গোপং শ্রীদামনামানং শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়ঙ্করম্।
তমুবাচ রুষা দেবী রক্তপঙ্কজলোচনা ॥ ৬০
দূরং গচ্ছ গচ্ছ দূরং রতিলম্পটকিঙ্কর।
কীদৃশীং মৎপরাং কান্তাং দ্রক্ষ্যামি ত্বৎপ্রভোরহম্
রাধিকাবচনং শ্রুত্বা নিঃশঙ্কঃ পুরতঃ স্থিতঃ।
তামেব ন দদৌ গন্তুং বেত্রপাণির্মহাবলঃ ॥ ৬২
তূর্ণঞ্চ রাধিকাস্যাশ্চ শ্রীদামানং সুকিঙ্করম্।
বলেন প্রেরয়ামাসুঃ কোপেন স্ফুরিতাধরাঃ ॥ ৬৩
শ্রুত্বা কোলাহলং শব্দং গোলোকানাং হরিঃ স্বয়ম্
জ্ঞাত্বা চ কোপিতাং রাধামন্তর্দ্ধানং চকার হ ॥ ৬৪
বিরজা রাধিকাশব্দা-দন্তর্দ্ধানং হরেরপি।
দৃষ্ট্বা রাধা ভয়ার্ত্তা সা জহৌ প্রাণাংশ্চ যোগতঃ ॥
সদ্যস্তত্র সরিদ্রূপং তচ্ছরীরং বভূব হ।
ব্যাপ্তঞ্চ বর্ত্তুলাকারং তয়া গোলোকমেব চ ॥ ৬৬
কোটিযোজনবিস্তীর্ণং প্রস্থেহতিনিম্নমেব চ।
দৈর্ঘ্যে দশগুণং চারু নানারত্নাকরং পরম্ ॥ ৬৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে বিরজানন্দ-প্রস্তাবো নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥২॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

রাধা রতিগৃহং গত্বা ন দদর্শ হরিং মুনে।
বিরজাঞ্চ সরিদ্রূপাং দৃষ্ট্বা গেহং জগাম সা ॥ ১
শ্রীকৃষ্ণো বিরজাং দৃষ্ট্বা সরিদ্রূপাং প্রিয়াং সতীম্
উচ্চৈ রুরোদ বিরজা তীরে নীরমনোহরে ॥ ২
মমান্তিকং সমাগচ্ছ প্রেয়সীনাং পরে বরে।
ত্বয়া বিনাহং সুভগে কথং জীবামি সুন্দরি ॥ ৩
নদ্যধিষ্ঠাতৃদেবী ত্বং ভব মূর্ত্তিমতী সতি।
মমাশিষা রূপবতী সুন্দরী যোষিতাং বরা ॥ ৪
পূর্ব্বরূপাচ্চ সৌভাগ্যা-দিদানীমধিকা ভব।
পুরাতনং শরীরং তে সরিদ্রূপমভূৎ সতি ॥ ৫
জলাদুত্থায় চাগচ্ছ বিধায় নূতনাং তনূম্।
আজগাম হরেরগ্রং সাক্ষাদ্ রাধেব সুন্দরী ॥ ৬
পীতবস্ত্রপরীধানা স্মেরাননসরোরুহা।
পশ্যন্তং প্রাণনাথঞ্চ পশ্যন্তী বক্রচক্ষুষা ॥ ৭
নিতম্বশ্রোণিভারার্ত্তা পীনোন্নতপয়োধরা।
মানিনী মানিনীনাঞ্চ গজেন্দ্রমন্দগামিনী ॥ ৮
সুন্দরী সুন্দরীণাঞ্চ ধন্যা মান্যা চ যোষিতাম্।
চারুচম্পকবর্ণাভা পক্কবিম্বাধরা বরা ॥ ৯
পক্কদাড়িম্ববীজাভ-দন্তপঙ্ক্তিমনোহরা।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যা ফুল্লেন্দীবরলোচনা ॥ ১০
কস্তূরীবিন্দুনা সার্দ্ধং সিন্দূরবিন্দুভূষিতা।
চারুপত্রকশোভাঢ্যা সুচারুকবরীযুতা ॥ ১১
রত্নকুণ্ডলগণ্ডস্থা * ভূষিতা রত্নমালয়া।
গজমৌক্তিকনাসাগ্রা মুক্তাহারবিরাজিতা ॥ ১২
রত্নকঙ্কণ-কেয়ূর-চারু-শঙ্খ-করোজ্জ্বলা।
কিঙ্কিণীজালশব্দাঢ্যা রত্নমঞ্জীররঞ্জিতা ॥ ১৩
তাঞ্চ রূপবতীং দৃষ্ট্বা প্রেমোদ্রেকাৎ জগৎপতিঃ।
চকারালিঙ্গনং তূর্ণং চুচুম্ব চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৪
নানাপ্রকারশৃঙ্গারং বিপরীতাদিকং বিভুঃ।
রহসি প্রেয়সীং প্রাপ্য চকার চ পুনঃপুনঃ ॥ ১৫
বিরজা সা রজোযুক্তা ধৃত্বা বীর্য্যমমোঘকম্।
সদ্যো বভূব তত্রৈব ধন্যা গর্ভবতী সতী ॥ ১৬
দধার গর্ভমীশস্য দিব্যং বর্ষশতঞ্চ সা।
ততঃ সুষাব তত্রৈব পুত্রান্ সপ্ত মনোহরান্ ॥ ১৭
মাতা সা সপ্তপুত্রাণাং শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়া সতী।
তস্থৌ তত্র সুখাসীনা সার্দ্ধং পুত্রৈশ্চ সপ্তভিঃ ॥১৮
একদা হরিণা সার্দ্ধং বৃন্দারণ্যে সুনির্জ্জনে।
বিজহার পুনঃ সাধ্বী শৃঙ্গারাসক্তমানসা ॥ ১৯
এতস্মিন্নন্তরে তত্র মাতুঃ ক্রোড়ং জগাম হ।
কনিষ্ঠপুত্রস্তস্যাশ্চ ভ্রাতৃভিঃ পীড়িতো ভিয়া ॥ ২০
ভীতং স্বতনয়ং দৃষ্ট্বা তত্যাজ তাং কৃপানিধিঃ।
ক্রোড়ে চকার বালং সা কৃষ্ণো রাধাগৃহং যযৌ ॥
প্রবোধ্য বালং সা সাধ্বী ন দদর্শান্তিকে প্রিয়ম্।
বিললাপ ভৃশং তত্র শৃঙ্গারাতৃপ্তমানসা ॥ ২২
শশাপ স্বসুতং কোপাল্লবণোদো ভবিষ্যসি।
কদাপি তে জলং কেচিৎ ন খাদিষ্যন্তি জীবিনঃ ॥
শশাপ সর্ব্বান্ বালাংশ্চ যান্ত মূঢ়া মহীতলম্।
গচ্ছধ্বঞ্চ মহীং মূঢ়া জম্বুদ্বীপং মনোহরম্ ॥ ২৪
স্থিতির্নৈকত্র যুষ্মাকং ভবিষ্যতি পৃথক্ পৃথক্।
দ্বীপে দ্বীপে স্থিতিং কৃত্বা তিষ্ঠন্তু সুখিনঃ সুতাঃ ॥

---

* রত্নমণ্ডলমধ্যস্থেতি চ পাঠঃ।

দ্বীপস্থাভির্নদীভিশ্চ সহ ক্রীড়ন্তু নির্জ্জনে।
কনিষ্ঠো মাতৃশাপাচ্চ লবণোদো বভূব হ॥ ২৬
কনিষ্ঠঃ কথয়ামাস মাতৃশাপঞ্চ বালকান্।
আজগ্মুর্দুঃখিতাঃ সর্ব্বে মাতৃস্থানঞ্চ বালকাঃ॥ ২৭
শ্রুত্বা বিবরণং সর্ব্বে প্রজগ্মুর্ধরণীতলম্।
প্রণম্য চরণং মাতুর্ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরাঃ॥ ২৮
সপ্তদ্বীপে সমুদ্রাশ্চ সপ্ত তস্থুর্বিভাগশঃ।
কনিষ্ঠাদ্বৃদ্ধপর্য্যন্তং দ্বিগুণং দ্বিগুণং মুনে॥ ২৯
লবণেক্ষু-সুরা সর্পির্দ্দধি-দুগ্ধ-জলার্ণবাঃ।
এতেষাঞ্চ জলং পৃথ্ব্যাং শস্যার্থঞ্চ ভবিষ্যতি॥ ৩০
ব্যাপ্তাঃ সমুদ্রাঃ সপ্তৈব সপ্তদ্বীপাং বসুন্ধরাম্।
রুরুদুর্বালকাঃ সর্ব্বে মাতৃ-ভ্রাতৃ-শুচান্বিতাঃ॥ ৩১
রুরোদ চ ভৃশং সাধ্বী পুত্রবিচ্ছেদকাতরা।
মূর্চ্ছামবাপ শোকেন পুত্রাণাং ভর্তুরেব চ॥ ৩২
তাং শোকসাগরে মগ্নাং বিজ্ঞায় রাধিকাপতিঃ।
আজগাম পুনস্তস্যাঃ স্মেরাননসরোরুহঃ॥ ৩৩
দৃষ্ট্বা হরিং সা তত্যাজ শোকং রোদনমেব চ।
আনন্দসাগরে মগ্না দৃষ্ট্বা কান্তং বভূব হ॥ ৩৪
চকার শ্রীহরিং ক্রোড়ে বিজহার স্মরাতুরা।
তাঞ্চ পুত্রপরিত্যক্তাং হরিস্তুষ্টো বভূব হ॥ ৩৫
বরং তস্যৈ দদৌ প্রীত্যা প্রসন্নবদনেক্ষণঃ।
কান্তে নিত্যং তব স্থানমাগমিষ্যামি নিশ্চিতম্॥ ৩৬
যথা রাধা তৎসমা ত্বং ভবিষ্যসি প্রিয়া মম।
পুত্রান্ রক্ষসি নিত্যং ত্বং মদ্বরস্য প্রভাবতঃ॥ ৩৭
ইত্যুক্তবন্তং শ্রীকৃষ্ণং বসন্তং বিরজান্তিকে।
দৃষ্ট্বা রাধাবয়স্যাশ্চ কথয়ামাসুরীশ্বরীম্॥ ৩৮
শ্রুত্বা রুরোদ সা দেবী সুষ্বাপ ক্রোধমন্দিরে।
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো জগাম রাধিকান্তিকম্॥ ৩৯
স তস্থৌ রাধিকাদ্বারে শ্রীদাম্না সহ নারদ।
রাসেশ্বরী হরিং দৃষ্ট্বা রুষ্টা বাচা প্রিয়ং পুরঃ॥ ৪০
মত্তো বহুতরাঃ কান্তা গোলোকে সন্তি তে হরে।
যাহি তাসাং সন্নিধানং ময়া তে কিং প্রয়োজনম্॥
বিরজা প্রেয়সী কান্তা সরিদ্রূপা বভূব হ।
দেহং ত্যক্ত্বা মম ভয়াৎ তথাপি যাসি তাং প্রতি
তত্তীরে মন্দিরং কৃত্বা তিষ্ঠ তিষ্ঠ চ যাহি তাম্।
নদী বভূব সা ত্বঞ্চ নদো ভবিতুমর্হসি॥ ৪৩
নদস্য নদ্যা সার্দ্ধঞ্চ সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ।
স্বজাতৌ পরমা প্রীতিঃ শয়নে ভোজনে সুখাৎ॥
দেবচূড়ামণেঃ ক্রীড়া নদ্যা সার্দ্ধং ময়েরিতম্।
মহাজনঃ স্মেরমুখঃ শ্রুত্বা সদ্যো ভবিষ্যতি॥ ৪৫
যে ত্বাং বদন্তি সর্ব্বেশং তে কিং জানন্তি ত্বন্মনঃ।
ভগবান্ সর্ব্বভূতাত্মা নদীং সম্ভোক্তুমিচ্ছতি॥ ৪৬
ইত্যুক্ত্বা রাধিকা দেবী বিররাম রুষান্বিতা।
নোত্তস্থৌ ভূমিশয়নাদ্‌গোপীলক্ষসমন্বিতা॥ ৪৭
কাশ্চিচ্চামরহস্তাশ্চ কাশ্চিৎ সূক্ষ্মাংশুকাকরাঃ।
কাশ্চিৎ তাম্বূলহস্তাশ্চ কাশ্চিন্মালাকরা বরাঃ॥ ৪৮
বাসিতোদকরাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ পদ্মকরা বরাঃ।
কাশ্চিৎ সিন্দূরহস্তাশ্চ মাল্যহস্তাশ্চ কাশ্চন॥ ৪৯
রত্নালঙ্কারহস্তাশ্চ কাশ্চিৎ কজ্জলবাহিকাঃ।
বেণুবীণাকরাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ কঙ্কতিকাকরাঃ॥
কাশ্চিদাবীরহস্তাশ্চ যন্ত্রহস্তাশ্চ কাশ্চন।
সুগন্ধিতৈলহস্তাশ্চ কাশ্চন প্রমদোত্তমাঃ।
করতালকরাঃ কাশ্চিৎ গেণ্ডুহস্তাশ্চ কাশ্চন॥ ৫১
কাশ্চিন্মৃদঙ্গ-মুরজ-মুরলী-তালকারিকাঃ।
সঙ্গীতনিপুণাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিন্নর্ত্তনতৎপরাঃ॥ ৫২
ক্রীড়াবস্তুকরাঃ কাশ্চিন্মধুহস্তাশ্চ কাশ্চন।
সুধাপাত্রকরাঃ কাশ্চিদজ্ঘ্রিপীঠকরাঃ পরাঃ॥ ৫৩
বেশবস্তুকরাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিচ্চরণসেবিকাঃ।
পুটাঞ্জলিকরাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ স্তুতিপরা বরাঃ॥
এবং কতিবিধাঃ সন্তি রাধিকাপুরতো মুনে।
বহির্দ্দেশস্থিতাঃ কাশ্চিৎ কোটিশঃ কোটিশঃ সদা॥
কাশ্চিদ্দ্বারনিযুক্তাশ্চ বয়স্যা বেত্রধারিকাঃ।
কৃষ্ণমভ্যন্তরং গন্তুং ন দদুর্দ্বারসংস্থিতম্॥ ৫৬
পুরঃ স্থিতং তং প্রাণেশং রাধা পুনরুবাচ সা।
নানুরূপমসত্যকথ্যমযোগ্যমতিকর্কশম্॥ ৫৭

রাধিকোবাচ।

হে কৃষ্ণ বিরজাকান্ত গচ্ছ মৎপুরতো হরে।
কথং দুনোষি মাং লোল-রতিচৌরাতিলম্পট॥ ৫৮
শীঘ্রং পদ্মাবতীং গচ্ছ রত্নমালাং মনোরমাম্।
অথবা বনমালাং বা রূপেণাপ্রতিমাং ব্রজ॥ ৫৯
হে নদীকান্ত দেবেশ দেবানাঞ্চ গুরোর্গুরো।
ময়া জ্ঞাতোঽসি ভদ্রং তে গচ্ছ গচ্ছ মমাশ্রমাৎ॥
শশ্বৎ তে মানুষাণাঞ্চ ব্যবহারশ্চ লম্পট।
লভতাং মানুষীং যোনিং গোলোকাদ্‌ব্রজ ভারতম্
হে সুশীলে শশিকলে হে পদ্মাবতি মাধবি।
নিবার্য্যতাঞ্চ ধূর্তোঽয়মস্যাত্র কিং প্রয়োজনম্॥ ৬২

রাধিকাবচনং শ্রুত্বা তমূচুর্গোপিকা হরিম্ ।
হিতং তথ্যঞ্চ বিনয়ং সারং যৎ সময়োচিতম্ ॥৬৩
কাশ্চিদূচুরিতি হরে গচ্ছ স্থানান্তরং ক্ষণম্ ।
রাধাকোপাপনয়নে গময়িষ্যামি হে বয়ম্ ॥ ৬৪
কাশ্চিদূচুরতিপ্রীত্যা ক্ষণং গচ্ছ গৃহান্তরম্ ।
তবৈব বর্দ্ধিতা রাধা ত্বাং বিনা কশ্চ রক্ষতি ॥ ৬৫
কাশ্চিদূচুরিতি প্রেম্ণা রাধিকায়া হরিং মুনে ।
ক্ষণং বৃন্দাবনং গচ্ছ মানাপনয়নাবধি ॥ ৬৬
কাশ্চিদিত্যূচুরীশঞ্চ পরিহাসপরং বচঃ ।
মানাপনয়নং ভক্ত্যা কামিন্যাঃ কুরু কামুক ॥ ৬৭
কাশ্চনোচুরিতীশং ত্বং যাহি জায়ান্তরং তব ।
লোলুপস্য ফলং নাথ করিষ্যামো যথোচিতম্ ॥৬৮
কাশ্চনোচুরিতি হরিং সস্মিতং পুরতঃ স্থিতম্ ।
গত্বা সমীপমুত্থায় মানাপনয়নং কুরু ॥ ৬৯
কাশ্চনোচুরিতি প্রাণ-নাথং গোপ্যো হুরক্ষরম্ ।
কঃ ক্ষমঃ সাম্প্রতং দ্রষ্টুং রাধিকামুখপঙ্কজম্ ॥৭০
কাশ্চনোচুরিতি বিভুং ব্রজ স্থানান্তরং হরে ।
কোপাপনয়নে কালে পুনরাগমনং তব ॥ ৭১
কাশ্চনোচুরিতীদং ত্বং প্রগল্ভাঃ প্রমদোত্তমাঃ ।
বয়ং ত্বাং বারয়িষ্যামো ন চেদ্‌যাহি গৃহান্তরম্ ॥৭২
কাশ্চিন্নিবারয়ামাসু-র্মাধবং প্রমদোত্তমাঃ ।
স্মিতবক্ত্রঞ্চ সর্ব্বেশং স্বচ্ছমক্রোধমীশ্বরম্ ॥ ৭৩
গোপীভির্ব্বার্য্যমাণে চ জগৎকারণকারণে ।
সদ্যশ্চুকোপ শ্রীদামা হরৌ গেহান্তরে গতে ॥৭৪
কোপাদুবাচ শ্রীদামা রাধিকাং পরমেশ্বরীম্ ।
রক্তপদ্মেক্ষণাং রুষ্টাং রক্তপঙ্কজলোচনঃ ॥ ৭৫

শ্রীদামোবাচ ।

কথং বদসি মাতস্ত্বং কটুবাক্যং মদীশ্বরম্ !
বিচারণাং বিনা দেবি করোষি ভর্ৎসনং বৃথা ॥৭৬
ব্রহ্মানন্তেশধর্ম্মেশং জগৎকারণকারণম্ ।
বাণীপদ্মালয়ামায়াপ্রকৃতীশঞ্চ নির্গুণম্ ॥ ৭৭
আত্মারামং পূর্ণকামং করোষি ত্বং বিড়ম্বনম্ ।
দেবীনাং প্রবরা ত্বঞ্চ নিবোধ যস্য সেবয়া ॥ ৭৮
যস্য পাদার্চ্চনেনৈব সর্ব্বেষামীশ্বরী পরা ।
তং ন জানাসি কল্যাণি কিমহং বক্তুমীশ্বরঃ ॥৭৯
ভ্রূভঙ্গলীলয়া কৃষ্ণঃ স্রষ্টুং শক্তশ্চ ত্বদ্বিধাঃ ।
কোটিশঃ কোটিদেবীস্ত্বং ন জানাসি চ নির্গুণম্ ॥
বৈকুণ্ঠে শ্রীহরেরস্য চরণাম্বুজমার্জ্জনম্ ।
করোতি কেশৈঃ শশ্বচ্ছ্রীঃ সেবনং ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥
সরস্বতী চ স্তবনৈঃ কর্ণপীযূষসুন্দরৈঃ ।
সন্ততং স্তৌতি যং ভক্ত্যা ন জানাসি তমীশ্বরম্ ॥
ভীতা চ প্রকৃতির্মায়া সর্ব্বেষাং জীবরূপিণী ।
সন্ততং স্তৌতি যং ভক্ত্যা তং ন জানাসি মানিনি
স্তুবন্তি সততং বেদা মহিম্নঃ ষোড়শীং কলাম্ ।
কদাপি তং ন জানন্তি তং ন জানাসি ভামিনি ॥
বক্ত্রৈশ্চতুর্ভির্যং ব্রহ্মা বেদানাং জনকো বিভুঃ
স্তৌতি সেবাঞ্চ কুরুতে চরণাম্ভোজমীশ্বরি ॥ ৮
শঙ্করঃ পঞ্চভির্ব্বক্ত্রৈঃ স্তৌতি যং যোগিনাং গ
সাশ্রুপূর্ণঃ সপুলকঃ সেবতে চরণাম্বুজম্ ॥৮৬
শেষঃ সহস্রবদনৈঃ পরমাত্মানমীশ্বরম্ ।
সততং স্তৌতি ভক্ত্যা চ সেবতে চরণাম্বুজম্ ॥
ধর্ম্মঃ পাতা চ সর্ব্বেষাং সাক্ষী চ জগতাং পতিঃ ।
ভক্ত্যা চ চরণাম্ভোজং সেবতে সততং মুদা ॥ ৮৮
শ্বেতদ্বীপনিবাসী যঃ পাতা বিষ্ণুঃ স্বয়ং বিভুঃ ।
অস্যাংশশ্চ তথা চায়ং ধ্যায়তেঽনুক্ষণং পরম্ ॥৮৯
সুরাসুর-মুনীন্দ্রাশ্চ মনবো মানবা বুধাঃ ।
সেবন্তে ন হি পশ্যন্তি স্বপ্নেঽপি চরণাম্বুজম্ ॥ ৯০
ক্ষিপ্রং রোষং পরিত্যজ্য ভজ পাদাম্বুজং হরেঃ ।
ভ্রূভঙ্গলীলামাত্রেণ সৃষ্টিসংহর্ত্তুরেব চ ॥ ৯১
নিমেষমাত্রাদস্যৈব ব্রহ্মণঃ পতনং ভবেৎ ।
যস্যৈকদিবসে হ্যষ্টা-বিংশতীন্দ্রাঃ পতন্ত্যপি ॥৯২
এবমষ্টোত্তরশত-মায়ুর্যস্য জগদ্বিধেঃ ।
ত্বং বা কান্যাশ্চ বা রাধে মদীশ্বরবশেঽখিলম্ ॥৯৩
শ্রীদাম্নো বচনং শ্রুত্বা কেবলং কটুমুল্বণম্ ।
সদ্যশ্চুকোপ সা ব্রহ্মন্নুত্থায় তমুবাচ হ ॥ ৯৪
রাসেশ্বরী বহির্গত্বা তমুবাচ হ নিষ্ঠুরম্ ।
স্ফুরদোষ্ঠী মুক্তকেশী রক্তাম্ভোরুহলোচনা ॥ ৯৫

রাধিকোবাচ ।

রে রে জাল্ম মহামূঢ় শৃণু লম্পটকিঙ্কর ।
ত্বঞ্চ জানাসি সর্ব্বার্থং ন জানামি ত্বদীশ্বরম্ ॥৯৬
ত্বদীশ্বরো হি শ্রীকৃষ্ণো ন হ্যস্মাকং ব্রজাধম ।
জানামি জনকং স্তৌষি সদা নিন্দসি মাতরম্ ॥৯৭
যথাসুরাশ্চ ত্রিদশান্ নিত্যং নিন্দন্তি সন্ততম্ ।
তথা নিন্দসি মাং মূঢ় তস্মাৎ ত্বমসুরো ভব ॥ ৯৮
গোপ ব্রজাসুরীং যোনিং গোলোকাচ্চ বহির্ভব ।
ময়াদ্য শপ্তো মূঢ়স্ত্বং কস্ত্বাং রক্ষিতুমীশ্বরঃ ॥ ৯৯

রাসেশ্বরী তমিত্যুক্ত্বা সুষ্বাপ বিররাম চ।
বয়স্যাঃ সেবয়ামাসু-শ্চামরৈ রত্নমুষ্টিভিঃ ॥ ১০০
শ্রুত্বা চ বচনং তস্যাঃ কোপেন স্ফুরিতাধরঃ।
শশাপ তাঞ্চ শ্রীদামা ব্রজ যোনিঞ্চ মানুষীম্ ॥১০১
মনুষ্যা ইব কোপস্তে তস্মাৎ ত্বং মানুষী ভুবি।
ভবিষ্যসি ন সন্দেহো ময়া শপ্তা ত্বমম্বিকে ॥ ১০২
ছায়য়া কলয়া চাপি পরগ্রস্তা * কলঙ্কিনী।
মূঢ়া রায়াণপত্নীং ত্বাং বক্ষ্যন্তি জগতীতলে ॥১০৩
রায়ানঃ শ্রীহরেরংশো বৈশ্যো বৃন্দাবনে বনে।
ভবিষ্যতি মহাযোগী রাধাশাপেন গর্ভজঃ ॥ ১০৪
গোকুলে প্রাপ্য তং কৃষ্ণং বিহৃত্য বস কাননে।
ভবিতা তে বর্ষশতং বিচ্ছেদো হরিণা সহ।
পুনঃ প্রাপ্য তমীশঞ্চ গোলোকমাগমিষ্যসি ॥১০৫
তামিত্যুক্ত্বা চ নত্বা চ স জগাম হরেঃ পুরঃ।
গত্বা প্রণম্য শ্রীকৃষ্ণং শাপাখ্যানমুবাচ হ ॥ ১০
আনুপূর্ব্ব্যাৎ তু তৎসর্ব্বং রুরোদ চ ভৃশং ব্রজঃ।
উবাচ তং রুদন্তঞ্চ গচ্ছন্তং ধরণীতলম্ ॥ ১০৭
ন জেতা তে ত্রিভুবনে হ্যসুরেন্দ্রো ভবিষ্যসি ॥১০৮
কালে শঙ্করশূলেন দেহং ত্যক্ত্বা মমান্তিকম্।
আগমিষ্যসি পঞ্চাশদ্যুগেঽতীতে মদাশিষা ॥ ১০৯
শ্রীকৃষ্ণস্য বচঃ শ্রুত্বা তমুবাচ শুচান্বিতঃ।
তদ্ভক্তিরহিতং মাঞ্চ কদাচিন্ন করিষ্যসি ॥ ১১০
ইত্যুক্ত্বা স হরিং নত্বা জগাম স্বাশ্রমাদ্বহিঃ।
পশ্চাজ্জগাম সা দেবী রুরোদ চ পুনঃপুনঃ ॥১১১
ক যাসি বৎসেত্যুচ্চার্য্য বিললাপ ভৃশং সতী।
স এব শঙ্খচূড়শ্চ বভূব তুলসীপতিঃ ॥ ১১২
গতে শ্রীদাম্নি সা দেবী জগামেশ্বরসন্নিধিম্।
সর্ব্বং নিবেদয়মাস হরিঃ প্রত্যুত্তরং দদৌ ॥ ১১৩
শোকাতুরাঞ্চ তাং কৃষ্ণো বোধয়ামাস প্রেয়সীম্।
শঙ্খচূড়শ্চ কা ন সম্প্রাপ পুনরীশ্বরম্ ॥ ১১৪
রাধা জগাম ধরণীং বারাহে হরিণা সহ।
বৃকভানুগৃহে জন্ম লেভে গোকুলে মুনে ॥ ১১৫
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণাখ্যানমুত্তমম্।
সর্ব্বেষাং বাঞ্ছিতং সারং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে রাধা-শ্রীদামশা-
পোদ্ভবো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩॥

---

* পরস্রস্তেতি বা পাঠঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কেন বা প্রার্থিতঃ কৃষ্ণো মহীঞ্চ কেন হেতুনা।
আজগাম জগন্নাথো বদ বেদবিদাং বর ॥ ১

নারায়ণ উবাচ।

পুরা বারাহকল্পে সা ভারাক্রান্তা বসুন্ধরা।
ভৃশং বভূব শোকার্ত্তা ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ ॥ ২
সুরৈশ্চাসুরসন্তপ্তৈর্ভৃশমুদ্বিগ্নমানসৈঃ।
সার্দ্ধং টতস্তাং দুর্গমাঞ্চ জগাম বেধসঃ সভাম্ ॥৩
দদর্শ তস্যাং দেবেশং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা।
ঋষীন্দ্রৈশ্চ মুনীন্দ্রৈশ্চ সিদ্ধেন্দ্রৈঃ সেবিতং মুদা ॥৪
অপ্সরোগণনৃত্যঞ্চ পশ্যন্তং সস্মিতং মুদা।
গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ সঙ্গীতং শ্রুতবন্তং মনোহরম্ ॥ ৫
জপন্তং পরমং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যক্ষরদ্বয়ম্।
ভক্ত্যানন্দাশ্রুপূর্ণং তং পুলকাঙ্কিতবিগ্রহম্ ॥ ৬
ভক্ত্যা সা ত্রিদশৈঃ সার্দ্ধং প্রণম্য চতুরাননম্।
সর্ব্বং নিবেদনং চক্রে দৈত্যভারাদিকং মুনে।
সাশ্রুপূর্ণা সপুলকা তুষ্টাব চ রুরোদ চ ॥ ৭
তামুবাচ জগদ্ধাতা কথং স্তৌষি চ রোদিষি ॥ ৮
কথমাগমনং ভদ্রে বদ ভদ্রং ভবিষ্যতি।
সুস্থিরা ভব কল্যাণি ভয়ং কিং তে ময়ি স্থিতে ॥৯
আশ্বাস্য পৃথিবীং ব্রহ্মা দেবান্ পপ্রচ্ছ সাদরম্।
কথমাগমনং দেবা যুষ্মাকং মম সন্নিধিম্ ॥ ১০
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা দেবা উচুঃ প্রজাপতিম্।
ভারাক্রান্তা চ বসুধা দৈত্যগ্রস্তা বয়ং প্রভো ॥ ১১
ত্বমেব জগতাং স্রষ্টা শীঘ্রং নো নিষ্কৃতিং কুরু।
গতিস্ত্বমস্যা ভো ব্রহ্মন্ নির্বৃতিং কর্ত্তুমর্হসি ॥১২
পীড়িতা যেন ভারেণ পৃথিবীয়ং পিতামহ।
বয়ং তেনৈব দুঃখার্ত্তা-স্তদ্ভারহরণং কুরু ॥ ১৩
দেবানাং বচনং শ্রুত্বা পপ্রচ্ছ তাং জগদ্বিধিঃ ॥ ১৪
দূরীকৃত্য ভয়ং বৎসে সুখং তিষ্ঠ মমান্তিকে ॥১৫
কেষাং ভারমশক্তা ত্বং সোঢ়ুং পদ্মবিলোচনে।
অপনেষ্যামি তং ভদ্রে ভদ্রংতে ভবিতা ধ্রুবম্ ॥১৬
তস্য সা বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ স্বপীড়নম্।
পীড়িতা যেন-যেনৈবং প্রসন্নবদনেক্ষণা ॥ ১৭

ক্ষিতিরুবাচ।

শৃণু তাত প্রবক্ষ্যামি স্বকীয়াং মানসীং ব্যথাম্।
বিনা বন্ধুং স্ববিশ্বাসং নান্যং কথিতুমর্হতি ॥ ১৮

স্ত্রীজাতিরবলা শশ্বদ্রক্ষণীয়া স্ববন্ধুভিঃ।
জনকস্বামিপুত্রৈশ্চ গর্হিতান্যৈশ্চ নিশ্চিতম্॥ ১৯
ত্বয়া সৃষ্টা জগত্তাত ন লজ্জা কথিতুং মম।
যেষাং ভারৈঃ পীড়িতাহং শ্রূয়তাং কথয়ামি তে॥
কৃষ্ণভক্তিবিহীনা যে যে চ তদ্ভক্তনিন্দকাঃ।
তেষাং মহাপাতকিনা-মশক্তা ভারবাহনে॥ ২১
স্বধর্ম্মাচারহীনা যে নিত্যকৃত্যবিবর্জ্জিতাঃ।
শ্রদ্ধাহীনাশ্চ বেদেষু তেষাং ভারেণ পীড়িতা॥ ২২
পিতৃ-মাতৃ-গুরু-স্ত্রীণাং পোষণং পুত্র-পোষ্যয়োঃ।
যে ন কুর্ব্বন্তি তেষাঞ্চ ন শক্তা ভারবাহনে॥ ২৩
যে মিথ্যাবাদিনস্তাত দয়াসত্যবিহীনকাঃ।
নিন্দকা গুরুদেবানাং তেষাং ভারেণ পীড়িতা॥ ২৪
মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদায়কঃ।
বিশ্বাসঘ্নঃ স্থাপ্যহারী তেষাং ভারেণ পীড়িতা॥ ২৫
কল্যাণসূক্তসামানি হরের্নামৈকমঙ্গলম্।
কুর্ব্বন্তি বিক্রয়ংতে বৈ তেষাং ভারেণ পীড়িতা॥ ২৬
জীবঘাতী গুরুদ্রোহী গ্রামযাজী চ লুব্ধকঃ।
শবদাহী শূদ্রভোজী তেষাং ভারেণ পীড়িতা॥ ২৭
পূজাযজ্ঞোপবাসানি ব্রতানি নিয়মানি চ।
যে যে মূঢ়া নিহন্তারস্তেষাং ভারেণ পীড়িতা॥ ২৮
সদা দ্বিষন্তি যে পাপা গো-বিপ্র-সুর-বৈষ্ণবান্।
হরিং হরিকথাভক্তিং তেষাং ভারেণ পীড়িতা॥ ২৯
শঙ্খাদীনাঞ্চ ভারেণ পীড়িতাহং যথা বিধে।
ততোঽধিকেন দৈত্যানাং তেষাং ভারেণ পীড়িতা
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্ব-মনাথায়া নিবেদনম্।
ত্বয়া যদি সনাথাহং প্রতিকারং কুরু প্রভো॥ ৩১
ইত্যেবমুক্ত্বা বসুধা রুরোদ চ মুহুর্ম্মুহুঃ।
ব্রহ্মা তদ্রোদনং দৃষ্ট্বা তামুবাচ কৃপানিধিঃ।
ভারং তবাপনেষ্যামি দস্যূনামপ্যুপায়তঃ॥ ৩২
উপায়তোঽপি কার্য্যাণি সিধ্যন্ত্যেব বসুন্ধরে।
কালেন ভারহরণং করিষ্যতি মদীশ্বরঃ॥ ৩৩
যন্ত্রং মঙ্গলকুম্ভঞ্চ শিবলিঙ্গঞ্চ কুঙ্কুমম্।
মধু কাষ্ঠং চন্দনঞ্চ কস্তূরীং তীর্থমৃত্তিকাম্॥ ৩৪
খড়্গং গণ্ডকখড়্গাঞ্চ স্ফটিকং পদ্মরাগকম্।
ইন্দ্রনীলং সূর্য্যমণিং রুদ্রাক্ষকুশমূলকম্॥ ৩৫
শালগ্রামশিলাশঙ্খং তুলসীং প্রতিমাং জলম্।
শঙ্খং প্রদীপনালাঞ্চ শিলার্চ্চাং স্ফাটিকাং তথা॥
নির্ম্মাল্যঞ্চৈব নৈবেদ্যং হরিদ্বর্ণমণিং তথা॥ ৩৭

গ্রন্থিযুক্তং যজ্ঞসূত্রং দর্পণং শ্বেতচামরম্।
গোরোচনাঞ্চ মুক্তাঞ্চ শুক্তিং মাণিক্যমেব চ।
পুরাণসংহিতাং বহ্নিং কর্পূরং পরশুং তথা॥ ৩৮
রজতং কাঞ্চনঞ্চৈব প্রবালং রত্নমেব চ।
কুশদ্বিজং তীর্থতোয়ং গব্যং গোমূত্র-গোময়ম্॥ ৩৯
ত্বয়ি যে স্থাপয়িষ্যন্তি মূঢ়াশ্চৈতানি সুন্দরি।
পচ্যন্তে কালসূত্রে বৈ বর্ষাণাময়ুতং ধ্রুবম্॥ ৪০
ব্রহ্মা পৃথ্বীং সমাশ্বাস্য দেবতাভিস্তয়া সহ।
জগাম জগতাং ধাতা কৈলাসং শঙ্করালয়ম্॥ ৪১
গত্বা তমাশ্রমং রম্যং দদর্শ শঙ্করং বিধিঃ।
বসন্তমক্ষয়বট-মূলে চ সরিতস্তটে॥ ৪২
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানং দক্ষকন্যাস্থিভূষণম্।
ত্রিশূলপট্টিশধরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্॥ ৪৩
নানাসিদ্ধৈঃ পরিবৃতং যোগীন্দ্রগণসেবিতম্।
পরিতোঽপ্সরসাং নৃত্যং পশ্যন্তং সস্মিতং মুদা॥
গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ সঙ্গীতং শ্রুতবন্তং কুতূহলাৎ।
পশ্যন্তীং পার্ব্বতীং প্রীত্যা পশ্যন্তং বক্রচক্ষুষা॥ ৪৫
জপন্তং পঞ্চবক্ত্রেণ হরের্নামৈকমঙ্গলম্।
মন্দাকিনীপদ্মবীজ-মালয়া পুলকাঙ্কিতম্॥ ৪৬
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা তস্যাবগ্রে স ধূর্জ্জটেঃ।
পৃথিব্যা সুরসঙ্ঘৈশ্চ সার্দ্ধং প্রণতকন্ধরৈঃ॥ ৪৭
উত্তস্থৌ শঙ্করঃ শীঘ্রং ভক্ত্যা দৃষ্ট্বা জগদ্গুরুম্।
ননাম মূর্দ্ধ্না সম্প্রীত্যা লব্ধবানাশিষং ততঃ॥ ৪৮
প্রণেমুর্দেবতাঃ সর্ব্বাঃ শঙ্করং চন্দ্রশেখরম্।
প্রণনাম ধরা ভক্ত্যা চাশিষং যুযুজে হরঃ॥ ৪৯
বৃত্তান্তং কথয়ামাস পার্ব্বতীশং প্রজাপতিঃ।
শ্রুত্বা নতমুখস্তূর্ণং শঙ্করো ভক্তবৎসলঃ॥ ৫০
ভক্তাপায়ং সমাকর্ণ্য পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ।
বভূবতুস্তৌ দুঃখার্ত্তৌ বোধয়ামাস তৌ বিধিঃ॥ ৫১
ততো ব্রহ্মা মহেশশ্চ সুরসঙ্ঘান্ বসুন্ধরাম্।
গৃহং প্রস্থাপয়ামাস সমাশ্বাস্য প্রযত্নতঃ॥ ৫২
ততো দেবেশ্বরৌ তূর্ণমাগত্য ধর্ম্মমন্দিরম্।
সহ তেন সমালোচ্য প্রজগ্মুর্ভবনং হরেঃ॥ ৫৩
বৈকুণ্ঠং পরমং ধাম জরা-মৃত্যুহরং পরম্।
বায়ুনা ধার্য্যমাণঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডাদূর্দ্ধমুত্তমম্॥ ৫৪
কোটিযোজনমূর্দ্ধঞ্চ ব্রহ্মলোকাৎ সনাতনম্।
ন বর্ণনীয়ং কবিভির্বিচিত্রং রত্ননির্ম্মিতম্॥ ৫৫
পদ্মরাগৈরিন্দ্রনীলৈ রাজমার্গবিভূষিতম্।

তে মনোযায়িনঃ সর্ব্বে সম্প্রাপুস্তং মনোহরম্।
হরেরন্তঃপুরং গত্বা দদৃশুঃ শ্রীহরিং সুরাঃ॥ ৫৬
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ রত্নালঙ্কারভূষিতম্।
রত্নকেয়ূর-বলয়-রত্ন-নূপুর-শোভিতম্॥ ৫৭
রত্নকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলবিরাজিতম্।
পীতবস্ত্রপরীধানং বনমাল বিভূষিতম্॥ ৫৮
শান্তং সরস্বতীকান্তং লক্ষ্মীধৃতপদাম্বুজম্।
কোটিকন্দর্পলীলাভং স্মিতবক্ত্রং চতুর্ভুজম্॥ ৫৯
সুনন্দ-নন্দ-কুমুদৈঃ পার্ষদৈরুপসেবিতম্
চন্দ-নোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং সুরত্নমুকুটোজ্জ্বলম্॥ ৬০
পরমানন্দরূপঞ্চ ভক্তানুগ্রহকাতরম্।
তং প্রণেমুঃ সুরেন্দ্রাশ্চ ভক্ত্যা ব্রহ্মাদয়ো মুনে॥
তুষ্টুবুঃ পরয়া ভক্ত্যা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরাঃ।
পরমানন্দভারার্ত্তাঃ পুলকাঙ্কিত বিগ্রহাঃ॥ ৬২

ব্রহ্মোবাচ।

নমামি কমলাকান্তং শান্তং সর্ব্বেশমচ্যুতম্।
বয়ং যস্য কলাভেদাঃ কলাংশকলয়া সুরাঃ॥ ৬৩
মনবশ্চ মুনীন্দ্রাশ্চ মানবাশ্চ চরাচরাঃ।
কলা কলাংশকলয়া ভূতাস্ত্বত্তো নিরঞ্জন॥ ৬৪

শঙ্কর উবাচ।

ত্বামক্ষয়মক্ষরং বা রামমব্যক্তমীশ্বরম্।
অনাদিমাদিমানন্দ-রূপিণং সর্ব্বরূপিণম্॥ ৬৫
অণিমাদিকসিদ্ধীনাং কারণং সর্ব্বকারণম্।
সিদ্ধিজ্ঞং সিদ্ধিদং সিদ্ধি-রূপং কস্তোতুমীশ্বর॥৬৬

ধর্ম্ম উবাচ।

বেদে নিরূপিতং বস্তু বর্ণনীয়ং বিচক্ষণৈঃ।
বেদেঽনির্ব্বচনীয়ং যৎ তন্নির্ব্বক্তুঞ্চ কঃ ক্ষমঃ॥৬৭
যস্যাসম্ভাবনীয়ং যদ্‌গুণরূপং নিরঞ্জনম্।
তদতিরিক্তঞ্চ স্তবনং কিমহং স্তৌমি নির্গুণম্॥৬৮
ব্রহ্মাদীনামিদং স্তোত্রং ষট্‌শ্লোকোক্তং মহামুনে।
পঠিত্বা মুচ্যতে দুর্গাদ্‌বাঞ্ছিতঞ্চ লভেন্নরঃ॥ ৬৯
দেবানাং স্তবনং শ্রুত্বা তানুবাচ হরিঃ স্বয়ম্।
গোলোকং যাত যূয়ঞ্চ যামি পশ্চাচ্ছ্রিয়া সহ॥ ৭০
নরনারায়ণৌ তৌ দ্বৌ শ্বেতদ্বীপনিবাসিনৌ।
এতে যাস্যন্তি গোলোকং তথ দেবী সরস্বতী॥৭১
অনন্তো মম মায়া চ কার্ত্তিকেয়ো গণাধিপঃ।
সা সাবিত্রী বেদমাতা পশ্চাদ্‌যাস্যতি নিশ্চিতম্॥৭২
অত্রাহং দ্বিভুজঃ কৃষ্ণো গোপীভী রাধয়া সহ।
অত্রাহং কমলাযুক্তঃ সুনন্দাদিভিরাবৃতঃ॥ ৭৩
নারায়ণশ্চ কৃষ্ণোঽহং শ্বেতদ্বীপনিবাসকৃৎ।
মমৈবান্যে কলাঃ সর্ব্বে দেবা ব্রহ্মাদয়ঃ স্মৃতাঃ॥৭৪
কলা কলাংশ-কলয়া সুরাসুরনরাদয়ঃ।
গোলোকং যাত যূয়ঞ্চ কার্য্যসিদ্ধির্ভবিষ্যতি॥ ৭৫
বয়ং পশ্চাদ্‌গমিষ্যামঃ সর্ব্বেষামিষ্টসিদ্ধয়ে।
ইত্যুক্ত্বৈবং সভামধ্যে বিররাম হরিঃ স্বয়ম্॥ ৭৬
প্রণম্য দেবতাঃ সর্ব্বা জগ্মুর্গোলোকমদ্ভুতম্।
বিচিত্রং পরমং ধাম জরা-মৃত্যুহরং পরম্॥ ৭৭
ঊর্দ্ধং বৈকুণ্ঠতোঽগম্যং পঞ্চাশৎকোটিযোজনম্।
বায়ুনা ধার্য্যমাণঞ্চ নির্ম্মিতং স্বেচ্ছয়া বিভোঃ॥৭৮
তমনির্ব্বচনীয়ঞ্চ দেবাস্তে গমনোন্মুখাঃ।
তে মনোযায়িনঃ সর্ব্বে সম্প্রাপুর্ব্বিরজাতটম্॥৭৯
দৃষ্ট্বা দেবাঃ সরিত্তীরং বিস্ময়ং পরমং যযুঃ।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং সুবিস্তীর্ণং মনোহরম্॥ ৮০
মুক্তা মাণিক্য-পরশমণি-রত্নাকরান্বিতম্।
কৃষ্ণ-শুভ্র-হরিদ্রক্ত-মণিরাজিবিরাজিতম্॥ ৮১
প্রবালাঙ্কুরমুদ্ভূতং কুত্রচিৎ সুমনোহরম্।
পরমামূল্যসদ্রত্না-কররাজীবিভূষিতম্॥ ৮২
বিধেরদৃশ্যমাশ্চর্য্যং নিধিশ্রেষ্ঠাকরান্বিতম্।
পদ্মরাগেন্দ্রনীলানা-মাকরং কুত্রচিন্মুনে॥ ৮৩
কুত্রচিচ্চ মরকতা-করশ্রেণীসমন্বিতম্।
স্যমন্তকাকরং কুত্র কুত্রচিদ্রুচকাকরম্॥ ৮৪
অমূল্যপীতবর্ণৈক-মণিশ্রেণ্যাকরান্বিতম্।
রত্নাকরং কুত্রচিচ্চ কুত্রচিৎ কৌস্তুভাকরম্॥ ৮৫
কুত্রানির্ব্বচনীয়ানাং মণীনামাকরং পরম্।
কুত্রচিৎ কুত্রচিদ্রম্য-বিহারস্থলমুত্তমম্॥ ৮৬
দৃষ্ট্বা তু পরমাশ্চর্য্যং জগ্মুস্তৎপারমীশ্বরাঃ।
দদৃশুঃ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং শতশৃঙ্গং মনোহরম্॥ ৮৭
পারিজাততরূণাঞ্চ বনরাজীবিরাজিতম্।
কল্পবৃক্ষৈঃ পরিবৃতং বেষ্টিতং কামধেনুভিঃ॥ ৮৮
কোটিযোজনমূর্দ্ধঞ্চ দৈর্ঘ্যং দশগুণোত্তরম্।
শৈলপ্রস্থপরিমিতং পঞ্চাশৎকোটিযোজনম্॥ ৮৯
প্রাকারাকারমস্যৈব শিখরে রাসমণ্ডলম্।
দশযোজনবিস্তীর্ণং বর্ত্তুলাকারমুত্তমম্॥ ৯০
পুষ্পোদ্যানসহস্রেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
সঙ্কুলেন মধুভ্রাণাং সমূহেন সমন্বিতম্॥ ৯১
সুরত্নদ্রব্যসংযুক্তৈ রাজিতং রতিমন্দিরৈঃ।

রত্নমণ্ডপকোটীনাং সহস্রেণ সমন্বিতম্ ॥ ৯২
রত্নসোপানযুক্তেন সদ্রত্নকলসেন চ ।
হরিন্মণীনাং স্তম্ভেন শোভিতেন চ শোভিতম্ ॥৯৩
সিন্দূরবর্ণমণিভিঃ পরিতঃ খচিতেন চ ।
ইন্দ্রনীলৈর্মধ্যভাগ-মণ্ডিতেন মনোহরৈঃ ॥ ৯৪
রত্নপ্রাকারসংযুক্তং মণিভেদৈর্বিরাজিতম্ ।
দ্বারৈঃ কবাটসংযুক্তৈশ্চতুর্ভিশ্চ বিরাজিতম্ ॥ ৯৫
বস্ত্রগ্রন্থিসমাযুক্তৈরসালপল্লবান্বিতৈঃ ।
পরিতঃ কদলীস্তম্ভ-সমূহৈশ্চ সমন্বিতম্ ॥ ৯৬
শুক্লধান্য-পর্ণ-লাজফল-দূর্ব্বাঙ্কুরান্বিতম্ ।
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমদ্রবচর্চ্চিতম্ ॥ ৯৭
বেষ্টিতং গোপকন্যানাং সমূহৈঃ কোটিশো মুনে ।
রত্নালঙ্কারসংযুক্তৈ রত্নমালাবিরাজিতৈঃ ॥৯৮
রত্নকঙ্কণকেয়ূর-রত্ননূপুরভূষিতৈঃ ।
রত্নকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলবিরাজিতৈঃ ॥ ৯৯
রত্নাঙ্গুরীয়ললিতৈ-র্হস্তাঙ্গুলিবিভূষিতৈঃ ।
রত্নপাশকবৃন্দৈশ্চ বিরাজিতপদাঙ্গুলৈঃ ॥ ১০০
ভূষিতৈ রত্নভূষাভিঃ সদ্রত্নমুকুটোজ্জ্বলৈঃ ।
গজেন্দ্রমুক্তালঙ্কারৈ-র্নাসিকামধ্যরাজিতৈঃ ॥ ১০১
সিন্দূরবিন্দুনা সার্দ্ধমলকাধঃস্থলৈর্জলৈঃ ।
চারুচম্পকবর্ণৈশ্চ-শ্চন্দনদ্রবচর্চ্চিতৈঃ ॥ ১০২
পীতবস্ত্রপরীধানৈ-বিম্বাধরমনোহরৈঃ ।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাণাং প্রভামুষ্টমুখোজ্জ্বলৈঃ ॥ ১০৩
শরৎপ্রফুল্লপদ্মানাং শোভামোচনলোচনৈঃ ।
কস্তূরীপাত্রকাযুক্ত-রেখাক্তকজ্জলোজ্জ্বলৈঃ ॥১০৪
প্রফুল্লমালতীমালাজালৈঃ কবরশোভিতৈঃ ।
মধুলুব্ধমধুভ্রাণাং সমূহৈশ্চাপি সঙ্কুলৈঃ ॥ ১০৫
চারুণা গমনেনৈব গজখঞ্জনগঞ্জনৈঃ ।
বক্রভ্রূভঙ্গসংযোগ-স্বল্পস্মিতসমন্বিতৈঃ ॥ ১০৬
পক্বদাড়িম্ববীজাভ-দন্তপঙ্ক্তিবিরাজিতৈঃ ।
খগেন্দ্রচঞ্চুশোভাঢ্য-নাসিকোন্নতভূষিতৈঃ ॥ ১০৭
গজেন্দ্রগণ্ডযুগ্মাভ-স্তনভারনতৈরিব ।
নিতম্বকঠিনশ্রোণি-পীনভারভরানতৈঃ ॥ ১০৮
কন্দর্পশরচেষ্টাভির্জ্জর্জ্জরীভূতমানসৈঃ ।
দর্পণৈঃ পূর্ণচন্দ্রাস্য-সৌন্দর্য্যদর্শনোৎসুকৈঃ ॥১০৯
রাধিকাচরণাম্ভোজ-সেবাসক্তমনোরথৈঃ ।
সুন্দরীণাং সমূহৈশ্চ রক্ষিতং রাধিকাজ্ঞয়া ॥ ১১০
ক্রীড়াসরোবরাণাঞ্চ লক্ষৈশ্চ পরিবেষ্টিতম্ ।
শ্বেতরক্তলোহিতৈশ্চ বেষ্টিতৈঃ পদ্মরাজিতৈঃ ।
গুঞ্জদ্ভির্মধুভ্রাণাং সমূহসঙ্কুলৈঃ সদা ॥ ১১১
পুষ্পোদ্যানসহস্রেণ পুষ্পিতেন সমন্বিতম্ ।
কোটিকুঞ্জকুটীরৈশ্চ পুষ্পশয্যাসমন্বিতৈঃ ॥ ১১২
ভোগদ্রব্যসকর্পূর-তাম্বূলবস্ত্রসংযুতৈঃ ।
রত্নপ্রদীপৈঃ পরিতঃ শ্বেতচামরদর্পণৈঃ ॥১১৩
বিচিত্রপুষ্পমালাভিঃ শোভিতৈঃ শোভিতং মুনে
তং রাসমণ্ডলং দৃষ্ট্বা জগ্মুস্তে পর্ব্বতাদ্বহিঃ ॥১১৪
ততো বিলক্ষণং রম্যং দদৃশুঃ সুন্দরং বনম্ ।
বনং বৃন্দাবনং নাম রাধামাধবয়োঃ প্রিয়ম্ ॥ ১১৫
ক্রীড়াস্থানং তয়োরেব কল্পবৃক্ষচয়ান্বিতম্ ।
বিরজাতীরনীরাক্তৈঃ কল্পিতং মন্দবায়ুভিঃ ॥ ১১৬
কস্তূরীযুক্তপত্রাক্তৈঃ সর্ব্বত্র সুরভীকৃতম্ ।
নবপল্লবসংযুক্তং পরপুষ্টরুতশ্রুতম্ ॥ ১১৭
কুত্র কেলিকদম্বনাং কদম্বৈঃ কমনীয়কম্ ।
মন্দারাণাং চন্দনানাং চম্পকানাং তথৈব চ ॥ ১১৮
সুগন্ধিকুসুমানাঞ্চ গন্ধেন সুরভীকৃতম্ ।
আম্রাণাং নাগরঙ্গানাং পনসানাং তথৈব চ ॥১১৯
তালানাং নারিকেলানাং বৃন্দৈর্বৃন্দাবনং বনম্ ।
জম্বূনাং বদরীণাঞ্চ খর্জ্জূরাণাং বিশেষতঃ ॥ ১২০
গুবাকাম্রাতকানাঞ্চ জম্বীরাণাঞ্চ নারদ ।
কদলীনাং শ্রীফলানাং দাড়িম্বানাং মনোহরৈঃ ॥
সুপক্বফলসংযুক্তৈঃ সমূহৈশ্চ বিরাজিতম্ ।
পিয়ালানাঞ্চ সালানা-মশ্বত্থানাং তথৈব চ ॥ ১২২
নিম্বানাং শাল্মলীনাঞ্চ তিন্তিড়ীনাঞ্চ শোভনৈঃ ।
অন্যেষাং তরুভেদানাং সঙ্কুলৈঃ সঙ্কুলং সদা ॥১২৩
পরিতঃ কল্পবৃক্ষাণাং বৃন্দৈর্বৃন্দৈর্বিরাজিতম্ ।
মল্লিকা-মালতী কুন্দং কেতকী মাধবীলতা ॥ ১২৪
এতাসাঞ্চ সমূহৈশ্চ যূথিকাভিঃ সমন্বিতম্ ।
চারুকুঞ্জকুটীরৈস্তৈঃ পঞ্চাশৎকোটিভির্মুনে ॥ ১২৫
রত্নপ্রদীপদীপৈশ্চ ধূপেন সুরভীকৃতৈঃ ।
শৃঙ্গারদ্রব্যযুক্তৈশ্চ বাসিতৈর্গন্ধবায়ুভিঃ ॥ ১২৬
চন্দনাক্তৈঃ পুষ্পতল্পৈর্মালাজালসমন্বিতৈঃ ।
মধুলুব্ধমধুভ্রাণাং কলশব্দৈশ্চ শব্দিতম্ ॥ ১২৭
রত্নালঙ্কারশোভাঢ্যৈর্গোপীবৃন্দৈশ্চ বেষ্টিতম্ ।
পঞ্চাশৎকোটিগোপীভী রক্ষিতং রাধিকাজ্ঞয়া ॥
দ্বাত্রিংশৎকাননং তত্র রম্যং রম্যং মনোহরম্ ।
বৃন্দাবনাভ্যন্তরিতং নির্জ্জনস্থানমুত্তমম্ ॥ ১২৯

সুপক্কমধুরস্বাদু-ফলৈর্বৃন্দাবনং মুনে ।
গোষ্ঠানাঞ্চ গবানাঞ্চ সমূহৈশ্চ সমন্বিতম্ ॥ ১৩০
পুষ্পোদ্যানসহস্রেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা ।
মধুলুব্ধমধুব্রাণাং সমূহেন সমন্বিতম্ ॥ ১৩১
পঞ্চাশৎকোটিগোপানাং নিবাসৈশ্চ বিরাজিতম্ ।
শ্রীকৃষ্ণতুল্যরূপাণাং সদ্রত্নগঠিতৈর্বরৈঃ ॥ ১৩২
দৃষ্ট্বা বৃন্দাবনং রম্যং যযুর্গোলোকমীশ্বরাঃ ।
পরিতো বর্ত্তুলাকারং কোটিযোজনবিস্তৃতম্ ॥ ১৩৩
রত্নপ্রাকারসংযুক্তং চতুর্দ্বারান্বিতং মুনে ।
গোপানাঞ্চ সমূহৈশ্চ দ্বারপালৈঃ সমন্বিতম্ ॥ ১৩৩
আশ্রমৈ রত্নখচিতৈর্নানাভোগসমন্বিতৈঃ ।
গোপানাং কৃষ্ণভৃত্যানাং পঞ্চাশৎকোটিভির্যুতম্ ॥
ভক্তানাং গোপবৃন্দামাশ্রমৈঃ শতকোটিভিঃ ।
ততোঽধিকসুনির্ম্মাণৈঃ সদ্রত্নগঠিতৈর্যুতম্ ॥ ১৩৬
আশ্রমৈঃ পাধদানাঞ্চ ততোঽধিকবিলক্ষণৈঃ ।
সুমূল্যরত্নরচিতৈঃ সংযুক্তং দশকোটিভিঃ ॥ ১৩৭
পার্ষদপ্রবরাণাঞ্চ শ্রীকৃষ্ণরূপধারিণাম্ ।
আশ্রমৈঃ কোটিভির্যুক্তং সদ্রত্নেন বিনির্ম্মিতৈঃ ॥
রাধিকাশুদ্ধভক্তানাং গোপীনামাশ্রমৈর্বরৈঃ ।
সদ্রত্নরচিতৈর্দ্রব্যৈ-র্দ্বাত্রিংশৎকোটিভির্যুতম্ ॥১৩৯
তাসাঞ্চ কিঙ্করীণাঞ্চ ভবনৈঃ সুমনোহরৈঃ ।
মণিরত্নাদিরচিতৈঃ শোভিতং দশকোটিভিঃ ॥১৪০
শতজন্ম তপঃপূতা ভক্তা যে ভারতে ভুবি ।
হরিভক্তিদৃঢ়াযুক্তাঃ কর্ম্মনির্ব্বাণকারকাঃ ॥ ১৪১
স্বপ্নে জ্ঞানে হরের্ধ্যানে নিবিষ্টমানসা মুনে ।
রাধাকৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রজপন্তো দিবানিশম্ ॥১৪২
তেষাং শ্রীকৃষ্ণভক্তানাং নিবাসঃ সুমনোহরৈঃ ।
সদ্রত্নমণিনির্ম্মাণৈর্নানাভোগসমন্বিতৈঃ ॥ ১৪৩
পুষ্পশয্যা-পুষ্পমালা-শ্বেতচামরশোভিতৈঃ ।
রত্নদর্পণশোভাঢ্যৈর্হরিমণিসমন্বিতৈঃ ॥ ১৪৪
অমূল্যরত্নকলস-সমূহান্বিতশেখরৈঃ ।
সূক্ষ্মবস্ত্রাভ্যন্তরিতৈঃ সংযুক্তং শতকোটিভিঃ ॥১৪৫
দেবাস্তমদ্ভুতং দৃষ্ট্বা কিয়দ্দূরং যযুর্মুদা ।
তত্রাক্ষয়বটং রম্যং দদৃশুর্জগদীশ্বরাঃ ॥ ১৪৬
পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণ-মূর্দ্ধে তদ্দ্বিগুণং মুনে ।
সহস্রস্কন্ধসংযুক্তং শাখাসংখ্যসমন্বিতম্ ॥ ১৪৭
রত্নপক্কফলাকীর্ণং শোভিতং রত্নবেদিভিঃ ।
কৃষ্ণস্বরূপাংস্তন্মূলে দদৃশুর্বল্লবান্ শিশূন্ ॥১৪৮
পীতবস্ত্রপরীধানান্ ক্রীড়াসক্তমনোহরান্ ।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গান্ রত্নভূষণভূষিতান্ ॥ ১৪৯
দদৃশুস্তত্র দেবেশাঃ পার্ষদপ্রবরান্ হরেঃ ।
ততো বিদূরে দদৃশূ রাজমার্গং মনোহরম্ ॥ ১৫০
সিন্দূরাকারমণিভিঃ পরিতো রচিতং মুনে ।
ইন্দ্রনীলৈঃ পদ্মরাগৈর্হীরকৈ রুচকৈস্তথা ॥ ১৫২
নির্ম্মিতৈর্বেদিভির্যুক্তং পরিতো রত্নমণ্ডপম্ ।
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমদ্রবচর্চ্চিতম্ ॥ ১৫২
দধি-পর্ণ-লাজ-ফল-পুষ্পদূর্ব্বাঙ্কুরান্বিতৈঃ ।
সূক্ষ্মসূত্রগ্রন্থিযুক্ত-শ্রীখণ্ডপল্লবান্বিতৈঃ ॥ ১৫৩
রম্ভাস্তম্ভসমূহৈশ্চ কুঙ্কুমাক্তৈর্ব্বিরাজিতম্ ।
সদ্রত্নমঙ্গলঘটৈঃ ফলশাখাসমন্বিতৈঃ ॥ ১৫৪
সিন্দূরকুঙ্কুমাক্তৈশ্চ গন্ধচন্দনচর্চ্চিতৈঃ ।
ভূষিতৈঃ পুষ্পমালাভিঃ পরিতো ভূষিতং পরম্ ॥
গোপিকানাং সমূহৈশ্চ ক্রীড়াসক্তৈশ্চ বেষ্টিতম্ ॥
বহুমূল্যেন রত্নেন রত্নসোপাননির্ম্মিতান্ ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকৈ রম্যৈঃ শ্বেতচামরদর্পণৈঃ ॥১৫৭
রত্নতল্পবিচিত্রৈশ্চ পুষ্পমাল্যৈর্ব্বিরাজিতান্ ।
ষোড়শদ্বারসংযুক্তান্দ্বারপালৈশ্চ রক্ষিতান্ ॥১৫৮
পরিতঃ পরিখাযুক্তান রত্নপ্রাকারবেষ্টিতান্ ।
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমদ্রবচর্চ্চিতান্ ।
এতান্ মনোরমান্ দৃষ্ট্বা তে দেবা গমনোন্মুখাঃ ॥
জগ্মুঃ শীঘ্রং কিয়দ্দূরং দদৃশুঃ সুন্দরং ততঃ ।
আশ্রমং রাধিকায়াশ্চ রাসেশ্বর্য্যাশ্চ নারদ ॥ ১৬০
দেবাধিদেব্যা গোপীনাং বরায়াশ্চারুনির্ম্মিতম্ ।
প্রাণাধিকায়াঃ কৃষ্ণস্য রম্যং দ্রব্যং মনোহরম্ ॥
সর্ব্বানির্ব্বচনীয়ঞ্চ পণ্ডিতৈর্ন নিরূপিতম্
সুচারুবর্ত্তুলাকারং ষড়্গব্যূতিপ্রমাণকম্ ॥ ১৬১
শতমন্দিরসংযুক্তং জ্বলিতং রত্নতেজসা ।
অমূল্যরত্নসারাণাং বরৈর্বিরচিতং বরম্ ॥ ১৬২
দুলঙ্ঘ্যাভির্গভীরাভিঃ পরিখাভিঃ সুশোভিতম্ ।
কল্পবৃক্ষৈঃ পরিবৃতং পুষ্পোদ্যানশতান্তরম্ ॥
সুমূল্যরত্নরচিতং প্রাকারৈঃ পরিবেষ্টিতম্ ॥ ১৬৫
সদ্রত্নবেদিকাযুক্তং যুক্তৈর্দ্বারৈশ্চসপ্তভিঃ ।
সংযুক্তরত্নচিত্রৈশ্চ বিচিত্রৈর্বহুলৈর্মুনে ॥ ১৬৬
প্রধানদ্বারসপ্তভ্যঃ ক্রমশঃ ক্রমশো মুনে ।
সর্ব্বতোঽপি ততস্তত্র ষোড়শদ্বারসংযুতম্ ॥ ১৬৭
দেবা দৃষ্ট্বা চ প্রাকারং সহস্রধনুরুচ্ছ্রিতম্ ।

সদ্রত্নক্ষুদ্রকলস-সমূহৈঃ সুমনোহরৈঃ।
সুদীপ্তং তেজসা রম্যং পরমং বিস্ময়ং যযুঃ ॥ ১৬৮
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য কিয়দ্দূরং যযুর্মুদা।
পুরতো গচ্ছতাং তেষাং পশ্চাদ্ভূতং তদাশ্রমম্ ॥
গোপানাং গোপিকানাঞ্চ দদৃশুরাশ্রমান্ পরান্।
সুমূল্যরত্নরচিতান্ শতকোটিমিতান্ মুনে ॥ ১৭০
দর্শং দর্শঞ্চ পরিতো গোপানাং সর্ব্বমাশ্রমম্।
গোপিকানাঞ্চাপরং বা রম্যং রম্যং নবং নবম্ ॥
গোলোকং নিখিলং দৃষ্ট্বা পুনরন্তং যযুঃ সুরাঃ।
তদেব বর্ত্তুলাকারং রম্যং বৃন্দাবনং বনম্ ॥ ১৭২
দদৃশুঃ শতশৃঙ্গঞ্চ তদ্বহির্ব্বিরজানদীম্।
বিরজান্তং যযুর্দেবা দদৃশুঃ শূন্যমেব চ ॥১৭৩
বায়্বাধারঞ্চ গোলোকং সদ্রত্নময়মদ্ভুতম্।
ঈশ্বরেচ্ছাবিনির্ম্মাণাং রাধিকাস্থানবন্ধনাৎ ॥ ১৭৪
সুরুং সহস্রৈঃ সরসাং কেবলং মঙ্গলালয়ম্।
নৃত্যঞ্চ দদৃশুস্তত্র দেবাশ্চ সুমনোহরম্ ॥ ১৭৫
সুতালং চারু সঙ্গীতং রাধাকৃষ্ণগুণান্বিতম্।
শ্রুত্বৈব গীতপীযূষং মূর্চ্ছামাপুঃ সুরা মুনে ॥ ১৭৬
ক্ষণেন চেতনাং প্রাপ্য তে দেবাঃ কৃষ্ণমানসাঃ।
দদৃশুঃ পরমাশ্চর্য্যং স্থানে স্থানে মনোহরম্ ॥১৭৭
দদৃশুর্গোপিকাঃ সর্ব্বা নানাবেশবিধায়িকাঃ।
কাশ্চিন্মৃদঙ্গহস্তাশ্চ কাশ্চিদ্বীণাকরা বরাঃ ॥ ১৭৮
কাশ্চিচ্চামরহস্তাশ্চ করতালকরাঃ পরাঃ।
কাশ্চিদ্যন্ত্রবাদ্যহস্তা রত্ননূপুরশব্দিতাঃ ॥ ১৭৯
সদ্রত্নকিঙ্কিণীজাল-শব্দেন শব্দিতাঃ পরাঃ।
কাশ্চিন্মগুককুম্ভাশ্চ নৃত্যভেদমনোরথাঃ ॥ ১৮০
পুংবেশনায়িকাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ তাসাঞ্চ নায়িকা
কৃষ্ণবেশধরাঃ কাশ্চিদ্রাধাবেশধরাঃ পরাঃ ॥ ১৮১
কাশ্চিৎ সংযোগবিরতাঃ কাশ্চিদালিঙ্গনে রতাঃ।
ক্রীড়াসক্তাশ্চ তা দৃষ্ট্বা সস্মিতা জগদীশ্বরাঃ ॥১৮২
প্রগচ্ছন্তঃ কিয়দ্দূরং দদৃশুরাশ্রমান্ বহূন্।
রাধাসখীনাং গেহানি প্রধানানাঞ্চ নারদ ॥ ১৮৩
রূপেণৈব গুণেনৈব বেশেন যৌবনেন চ।
সৌভাগ্যেনৈব বয়সা সদৃশীনাঞ্চ তত্র বৈ ॥ ১৮৪
ত্রয়স্ত্রিংশদ্বয়স্যাশ্চ রাধিকায়াশ্চ গোপিকাঃ।
বেশানির্ব্বচনীয়াশ্চ তাসাং নামানি চ শৃণু ॥ ১৮৫
সুশীলা চ শশিকলা যমুনা মাধবী রতিঃ।
কদম্বমালা কুন্তী চ জাহ্নবী চ স্বয়ম্প্রভা ॥ ১৮৬
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী সাবিত্রী চ সুধামুখী।
শুভা পদ্মা পারিজাতা গৌরী চ সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ১৮৭
কালিকা কমলা দুর্গা ভারতী চ সরস্বতী।
গঙ্গাম্বিকা মধুমতী চম্পা,পর্ণা চ সুন্দরী ॥ ১৮৮
কৃষ্ণপ্রিয়া সতী চৈব নন্দনী নন্দনেতি চ।
এতাসাং সমরূপাণাং রত্নধাতুবিচিত্রিতান্ ॥ ১৮৯
নানাপ্রকারচিত্রেণ চিত্রিতান্ সুমনোহরান্।
অমূল্যরত্নকলস-সমূহৈঃ শিখরোজ্জ্বলান্ ॥
সদ্রত্নরচিতান্ শুভ্রান্ মণিশ্রেষ্ঠেন সংযুতান্
ব্রহ্মাণ্ডাদ্বহিরূর্দ্ধঞ্চ নাস্তি লোকং তদূর্দ্ধকম্
ঊর্দ্ধে শূন্যময়ং সর্ব্বং তদন্তা সৃষ্টিরেব চ।
রসাতলেভ্যঃ সপ্তভ্যো নাস্ত্যধঃ সৃষ্টিরেব চ ॥ ১৯২
তদধশ্চ জলং ধ্বান্ত-মগম্যব্যমদৃশ্যকম্।
ব্রহ্মাণ্ডান্তং তদ্বহিশ্চ সর্ব্বং মত্তো নিশাময় ॥ ১৯৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে
নারায়ণ-নারদ-সম্বাদে গোলোকবর্ণনং
নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

গোলোকং নিখিলং দৃষ্ট্বা দেবাস্তে হৃষ্টমানসাঃ।
পুনরাজগ্মু * রাধায়াঃ প্রধানদ্বারমেব চ ॥ ১
সদ্রত্নমণিনির্ম্মাণ-বেদিকাদ্বয়সংযুতম্।
হরিদ্রাকারমণিনা বজ্রসংমিশ্রিতেন চ ॥ ২
অমূল্যরত্নরচিত-কপাটেন বিভূষিতম্।
দ্বারে নিযুক্তং দদৃশুর্বীরভানুমনুত্তমম্ ॥ ৩
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ রত্নভূষণভূষিতম্।
পীতবস্ত্রপরীধানং সদ্রত্নমুকুটোজ্জ্বলম্ ॥ ৪
দ্বারং চিত্রবিচিত্রেণ চিত্রিতং পরমাদ্ভুতম্।
সর্ব্বং নিবেদনং চক্রুর্দেবা দৌবারিকং মুদা ॥ ৫
তানুবাচ দ্বারপালো নিঃশঙ্কস্ত্রিদশেশ্বরান্।
নাহং বিনাজ্ঞয়া গন্তুং দাতুং সাম্প্রতমীশ্বরাঃ ॥ ৬
কিঙ্করান্ প্রেষয়ামাস শ্রীকৃষ্ণস্থানমেব চ।
হরেরনুজ্ঞাং সম্প্রাপ্য দদৌ গন্তুং সুরান্ মুনে ॥৭
তং সম্ভাষ্য যযুর্দেবা দ্বিতীয়দ্বারমুত্তমম্।

---

* আজগ্মু রাধায়া ইত্যত্র হ্রস্বোকারকত্বমার্ষম্

ততোঽধিকং বিচিত্রঞ্চ সুন্দরং সুমনোহরম্ ॥ ৮
দ্বারে নিযুক্তং দদৃশু-শ্চন্দ্রভানঞ্চ নারদ।
কিশোরং শ্যামলং চারু-স্বর্ণবেত্রধরং বরম্ ॥ ৯
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ রত্নভূষণভূষিতম্।
গোপালঞ্চসমূহেন পঞ্চলক্ষেণ শোভিতম্ ॥ ১০
তং সম্ভাষ্য যযুর্দেবা-স্তৃতীয়ং দ্বারমুত্তমম্ ॥ ১০
ততোঽতিসুন্দরং চিত্রং জ্বলিতং মণিতেজসা॥১১
দ্বারে নিযুক্তং দদৃশুঃ সূর্য্যভানঞ্চ নারদ।
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং কিশোরং শ্যামসুন্দরম্ ॥ ১২
মণিকুণ্ডলযুগ্মেন কপোলঞ্চ বিরাজিতং ॥ ১৩
রত্নকুণ্ডলিনং শ্রেষ্ঠং প্রেষ্ঠং রাধেশয়োঃ পরম্।
নবলক্ষেণ গোপেন বেষ্টিতঞ্চ নৃপেন্দ্রবৎ ॥ ১৪
তং সম্ভাষ্য যযুর্দেবাশ্চতুর্থদ্বারমেব চ।
তেভ্যো বিলক্ষণং রম্যং সুদীপ্তং মণিতেজসা ॥১৫
অত্যদ্ভুতবিচিত্রেণ ভূষিতং সুমনোহরম্।
দ্বারে নিযুক্তং দদৃশুর্বসুভানং ব্রজেশ্বরম্ ॥ ১৬
কিশোরং সুন্দরবরং মণিদণ্ডকরং পরম্।
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ রম্যভূষণভূষিতম্ ॥ ১৭
পক্কবিম্বাধরৌষ্ঠঞ্চ সস্মিতং সুমনোহরম্।
তং সম্ভাষ্য যযুর্দেবাঃ পঞ্চমদ্বারমেব চ ॥ ১৮
বজ্রভিত্তিস্থিতৈশ্চিত্র-বিচিত্রৈর্জ্বলিতং পরম্।
দ্বারপালঞ্চ দদৃশুর্দেবভানাভিধায়কম্ ॥ ১৯
চারুসিংহাসনস্থঞ্চ রত্নভূষণভূষিতম্।
ময়ূরপুচ্ছচূড়ঞ্চ রত্নমালাবিভূষিতম্ ॥ ২০
কদম্বপুষ্পসংযুক্তং সদ্রত্নকুণ্ডলোজ্জ্বলম্।
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমদ্রবচর্চ্চিতম্ ॥ ২১
নৃপেন্দ্রবরতুল্যঞ্চ দশলক্ষপ্রজান্বিতম্।
তং বেত্রপাণিং সম্ভাষ্য যযুর্দেবা মুদান্বিতাঃ ॥ ২২
বিলক্ষণং দ্বারষট্‌কং চিত্ররাজীবিরাজিতম্।
বজ্রভিত্তিযুগ্মযুক্তং পুষ্পমাল্যবিভূষিতম্ ॥ ২৩
দ্বারে নিযুক্তং দদৃশুঃ শক্রভানং ব্রজেশ্বরম্।
নানালঙ্কারশোভাঢ্যং দশলক্ষপ্রজান্বিতম্ ॥ ২৪
শ্রীখণ্ডপল্লবাসক্ত-কপোলং কুণ্ডলোজ্জ্বলম্।
তূর্ণং সুরাস্তং সম্ভাষ্য যযুর্দ্বারঞ্চ সপ্তমম্ ॥ ২৫
নানাপ্রকারচিত্রঞ্চ ষড়্ভ্যশ্চাতিবিলক্ষণম্।
দ্বারে নিযুক্তং দদৃশু রত্নভানং হরেঃ প্রিয়ম্ ॥ ২৬
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং পুষ্পমালাবিভূষিতম্।
ভূষিতং ভূষিতৈ রম্যৈর্মণিরত্নমনোহরৈঃ ॥ ২৭
গোপৈর্দ্বাদশলক্ষৈশ্চ রাজেন্দ্রমিব রাজিতম্।
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ স্মেরাননসরোরুহম্ ॥ ২৮
তং বেত্রহস্তং সম্ভাষ্য জগ্মুর্দেবেশ্বরা মুদা।
বিচিত্রমষ্টমং দ্বারং সপ্তভ্যোঽপি বিলক্ষণম্ ॥২৯
দৌবারিকং তে দদৃশুঃ সুপার্শ্বং সুমনোহরম্।
সস্মিতং সুন্দরবরং শ্রীখণ্ডতিলকোজ্জ্বলম্ ॥ ৩০
বন্ধুজীবাধরৌষ্ঠঞ্চ রত্নকুণ্ডলমণ্ডিতম্।
সর্ব্বালঙ্কারশোভাঢ্যং রত্নদণ্ডধরং বরম্ ॥ ৩১
গোপৈর্দ্বাদশলক্ষৈশ্চ কিশোরৈশ্চ সমন্বিতম্।
ততঃ শীঘ্রং যযুর্দেবা নবমদ্বারমীপ্সিতম্ ॥ ৩২
বজ্রসদ্রত্নরচিত-চতুর্ব্বেদীসমন্বিতম্ :
অপূর্ব্বং চিত্রবিচিত্রং মালাজালৈর্বিরাজিতম্ ॥৩৩
দ্বারপালঞ্চ দদৃশুঃ সুবলং ললিতাকৃতিম্।
নানাভূষণভূষাঢ্যং ভূষণার্হং মনোহরম্ ॥ ৩৪
ব্রজৈর্দ্বাদশলক্ষৈশ্চ সংযুক্তং সুমনোহরম্।
তং দণ্ডহস্তং সম্ভাষ্য সুরা দ্বারান্তরং যযুঃ ॥ ৩৫
বিশিষ্টং দশমদ্বারং দৃষ্ট্বা তে বিস্মিতাঃ সুরাঃ।
সর্ব্বানির্ব্বচনীয়ঞ্চাপ্যদৃষ্টমশ্রুতং মুনে ॥ ৩৬
দদৃশুর্দ্বারপালঞ্চ সুদামানঞ্চ সুন্দরম্।
রূপানির্ব্বচনীয়ঞ্চ কৃষ্ণতুল্যং মনোহরম্ ॥ ৩৭
গোপবিংশতিলক্ষাণাং সমূহৈঃ পরিবারিতম্।
তং দণ্ডহস্তং দৃষ্ট্বৈব জগ্মুর্দ্বারান্তরং সুরাঃ ॥ ৩৮
দ্বারমেকাদশাখ্যঞ্চ সুচিত্রমহদদ্ভুতম্।
দ্বারপালঞ্চ তত্রস্থং শ্রীদামানং ব্রজেশ্বরম্ ॥ ৩৯
রাধিকাপুত্রতুল্যঞ্চ পীতবস্ত্রেণ ভূষিতম্।
অমূল্যরত্নরচিত-রম্যসিংহাসনস্থিতম্ ॥ ৪০
অমূল্যরত্নভূষাভি-র্ভূষিতং সুমনোহরম্।
চন্দনাগুরুকস্তূরী কুঙ্কুমেণ বিরাজিতম্ ॥ ৪১
গণ্ডস্থলকপোলার্হ-সদ্রত্নকুণ্ডলোজ্জ্বলম্।
সদ্রত্নশ্রেষ্ঠরচিত-বিচিত্রমুকুটোজ্জ্বলম্ ॥ ৪২
প্রফুল্লমালতীমালা-জালৈঃ সর্ব্বাঙ্গভূষিতম্।
কোটিগোপৈঃ পরিবৃতং রাজেন্দ্রাধিকমুজ্জ্বলম্ ॥৪৩
তং সম্ভাষ্য যযুর্দ্বারং দ্বাদশাখ্যং সুরা মুদা।
অমূল্যরত্নরচিত-বেদিকাভিঃ সমন্বিতম্ ॥ ৪৪
সর্ব্বেষাং দুর্লভং চিত্র-মদৃশ্যমশ্রুতং মুনে।
বজ্রভিত্তিস্থিতং চিত্র-সুন্দরং সুমনোহরম্ ॥ ৪৫
দ্বারে নিযুক্তা দদৃশুর্দেবা গোপাঙ্গনা বরাঃ।
রূপযৌবনসম্পন্না রত্নাভরণভূষিতাঃ ॥ ৪৬

পীতবস্ত্রপরীধানাঃ কবরীভারশোভিতাঃ।
সুগন্ধিমালতীমালা-জালৈঃ সর্ব্বাঙ্গভূষিতাঃ॥ ৪৭
রত্নকঙ্কণ-কেয়ুর-রত্ননূপুর-ভূষিতাঃ।
রত্নকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলবিরাজিতাঃ॥ ৪৮
চন্দনাগুরু-কস্তূরী-কুঙ্কুমদ্রবচর্চ্চিতাঃ।
পীনশ্রোণিভরানম্রা নিতম্বভারপীড়িতাঃ॥ ৪৯
গোপীনাং শতকোটীনাং শ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠা হরেরপি।
গোপীনাং কোটিশো দৃষ্ট্বা সুরাস্তে বিস্ময়ং যযুঃ॥
সম্ভাষ্য তা মুদা যুক্তা যযুর্দ্বারান্তরং মুনে।
ততশ্চ ক্রমশো বিপ্র ত্রিষু দ্বারেষু তত্র বৈ॥ ৫১
গোপাঙ্গনানাং শ্রেষ্ঠাশ্চ দদৃশুঃ সুমনোহরাঃ।
বরাণাঞ্চ বরা রম্যা ধন্যা মান্যাশ্চ শোভনাঃ॥ ৫২
সর্ব্বাঃ সৌভাগ্যযুক্তাশ্চ রাধিকায়াঃ প্রিয়াঃ স্মৃতা।
ভূষিতা ভূষণৈঃ রম্যৈঃ প্রোদ্ভিন্নবযৌবনাঃ॥ ৫৩
এবং দ্বারত্রয়ং দৃষ্ট্বা সুজ্ঞানাদদ্ভুতাশ্রয়ম্।
অদৃশ্যমতিরম্যঞ্চাপ্যনিরূপ্যং বিচক্ষণৈঃ॥ ৫৪
তাস্তাঃ সম্ভাষ্য দেবাস্তে বিস্মিতা যযুরীশ্বরাঃ।
রাধিকাভ্যন্তরং দ্বারং ষোড়শাখ্যং মনোহরম্॥ ৫৫
সর্ব্বাসাঞ্চ বিধানানাং গোপ্যং গোপাঙ্গনাগণৈঃ।
ত্রয়স্ত্রিংশদ্বয়স্থানাং বয়স্থানিকরৈর্মুনে॥ ৫৬
বেশানির্ব্বচনীয়ৈশ্চ নানাগুণসমন্বিতৈঃ।
রূপযৌবনসম্পন্নৈ রত্নালঙ্কারভূষিতৈঃ॥ ৫৭
রত্নকঙ্কণ-কেয়ুর-রত্ননূপুর-ভূষিতৈঃ।
সদ্রত্নকিঙ্কিণীজালৈ-র্মধ্যদেশবিভূষিতৈঃ॥ ৫৮
রত্নকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলবিরাজিতঃ।
প্রফুল্লমালতীমালা-জালৈর্বক্ষঃস্থলোজ্জ্বলৈঃ॥ ৫৯
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাণাং প্রভামুষ্টমুখেন্দুভিঃ।
পারিজাতপ্রসূনানাং মালাজালেন বেষ্টিতৈঃ॥ ৬০
সুরম্যকবরীভারৈ-র্ভূষণৈর্ভূষিতৈর্বরৈঃ।
পক্কবিম্বাধরোষ্ঠৈশ্চ স্মেরাননসরোরুহৈঃ॥ ৬১
পক্কদাড়িম্ববীজাভৈঃ শোভিতৈর্দন্তপঙ্‌ক্তিভিঃ।
চারুচম্পকবর্ণাভৈ-র্মধ্যস্থলকৃশৈর্মুনে॥ ৬২
গজমৌক্তিকযুক্তাভির্নাসিকাভির্ব্বিরাজিতৈঃ।
খগেন্দ্রচারুচঞ্চূনাং শোভামুষ্টিকরৈশ্চ তৈঃ *॥৬৩
গজেন্দ্রগণ্ডকঠিন-স্তনভারভরানতৈঃ।
পীনশ্রোণিভরার্ত্তৈশ্চ মুকুন্দপদমানসৈঃ॥ ৬৪
নিমেষরহিতা দেবা দ্বারস্থা দদৃশুশ্চ তাঃ।
সদ্রত্নমণিরত্নৈশ্চ বেদিকাযুগ্মশোভিতম্॥ ৬৫
হরিন্মণীনাং স্তম্ভানাং সমূহৈঃ সংযুতং সদা।
সিন্দূরাকারমণিভি-র্মধ্যস্থলবিরাজিতৈঃ॥ ৬৬
পারিজাতপ্রসূনানাং মালাজালৈর্ব্বিভূষিতম্।
তৎসম্পর্কৈর্গন্ধবাহৈঃ সর্ব্বত্র সুরভীকৃতম্॥ ৬৭
দৃষ্ট্বা তৎ পরমাশ্চর্য্যং রাধিকাভ্যন্তরং সুরাঃ।
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজদর্শনোৎসুকমানসাঃ॥ ৬৮
তাঃ সম্ভাষ্য যযুঃ শীঘ্রং পুলকাঞ্চিতবিগ্রহাঃ।
ভক্ত্যুদ্রেকাদশ্রুপূর্ণাঃ কিঞ্চিন্নম্রাত্মকন্ধরাঃ॥ ৬৯
আরাৎ তে দদৃশুর্দেবা রাধিকাভ্যন্তরং বরং।
মন্দিরাণাঞ্চ মধ্যস্থং চতুঃশালং মনোহরম্॥ ৭০
অমূল্যরত্নসারাণাং সারেণ রচিতং পরম্।
নানারত্নমণিস্তম্ভৈ-র্বজ্রযুক্তৈশ্চ ভূষিতম্॥ ৭১
পারিজাতপ্রসূনানাং মালাজালৈর্বিরাজিতম্।
মুক্তাসমূহৈর্মাণিক্যৈঃ শ্বেতচামরদর্পণৈঃ॥ ৭২
অমূল্যরত্নসারাণাং কলসৈর্ভূষিতং মুনে।
পট্টসূত্রগ্রন্থিযুক্ত-শ্রীখণ্ডপল্লবান্বিতৈঃ॥ ৭৩
মণিস্তম্ভসমূহৈশ্চ রম্যপ্রাঙ্গণভূষিতম্।
চন্দনাগুরু-কস্তূরী-কুঙ্কুমদ্রবসংযুতম্॥ ৭৪
শুক্লধান্য-শুক্লপুষ্প-প্রবাল-ফলতণ্ডুলৈঃ।
পূর্ণদূর্ব্বাক্ষতৈর্লাজৈ-র্নির্মঞ্ছনবিভূষিতম্॥ ৭৫
ফলরত্নৈ রত্নকুম্ভৈঃ সিন্দূরকুঙ্কুমান্বিতৈঃ।
পারিজাতপ্রসূনানাং মালাযুক্তৈর্বিরাজিতম্॥ ৭৬
প্রসূনাক্তৈর্গন্ধবহৈঃ সর্ব্বত্র সুরভীকৃতম্।
সর্ব্বানির্ব্বচনীয়ঞ্চ যদ্দ্রব্যমনিরূপিতম্॥ ৭৭
ব্রহ্মাণ্ডদুর্লভং যদ্‌যদ্-বস্তুভিস্তৈর্বিরাজিতম্।
রত্নশয্যা সুললিতা সূক্ষ্মবস্ত্রপরিচ্ছদা॥ ৭৮
পারিজাতপ্রসূনানাং মালাজালৈঃ সুশোভিতম্।
কোটিশো রত্নকুম্ভাশ্চ রত্নপাত্রাণি নারদ॥ ৭৯
অমূল্যানি চ চারূণি তৈস্তৈরেব বিভূষিতম্।
নানাপ্রকারবাদ্যানাং কলনাদনিনাদিতম্॥ ৮০
স্বরযন্ত্রৈশ্চ বীণাভি-র্গোপীসঙ্গীতসুশ্রুতম্।
মোহিতং বাদ্যশব্দৈশ্চ মৃদঙ্গানাঞ্চ নারদ॥ ৮১
গোপানাং কৃষ্ণতুল্যানাং সমূহৈঃ পরিবারিতম্।
রাধাসখীনাং গোপীনাং বৃন্দৈর্বৃন্দৈর্বিরাজিতম্॥৮২
রাধাকৃষ্ণগুণোদ্রেক-পদসঙ্গীতসুশ্রুতম্।

* শোভামুষ্টাভিরেব চ ইত্যপি ক্বাচিৎকঃ পাঠঃ।

এবমভ্যন্তরং দৃষ্ট্বা বভূবুর্বিস্মিতাঃ সুরাঃ ॥ ৮৩
শুশ্রুবুর্মধুরং গীতং দদৃশুর্নৃত্যমুত্তমম্।
তত্র তস্থুঃ সুরাঃ সর্ব্বে ধ্যানৈকতানমানসাঃ ॥ ৮৪
রত্নসিংহাসনং রম্যং দদৃশুস্ত্রিদশেশ্বরাঃ।
ধনুঃশতপ্রমাণঞ্চ পরিতো মণ্ডলাকৃতি ॥ ৮৫
সদ্রত্নকুম্ভকলস-সমূহৈশ্চ সমন্বিতম্।
চিত্রপুত্তলিকাপুষ্প-চিত্রকাননভূষিতম্ ॥ ৮৬
তত্র তেজঃসমূহঞ্চ সূর্য্যাকোটিসমপ্রভম্।
প্রভয়া জ্বলিতং ব্রহ্মন্নাশ্চর্য্যং মহদদ্ভুতম্ ॥ ৮৭
গুতালপ্রমাণং তদ্ব্যাপ্তমূর্দ্ধং সমন্ততঃ।
তেজো মুষ্টঞ্চ সর্ব্বেষাং ব্যাপ্তাশ্রমবিরাজিতম্ ॥ ৮৮
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্ববীজং চক্ষুরোধকরং পরম্।
দৃষ্ট্বা তেজঃস্বরূপঞ্চ তে দেবা ধ্যানতৎপরাঃ ॥ ৮৯
প্রণেমুঃ পরয়া ভক্ত্যা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরাঃ।
পরমানন্দসংযোগা-দশ্রুপূর্ণবিলোচনাঃ।
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গা বাঞ্ছাপূর্ণমনোরথাঃ ॥ ৯০
নত্বা তেজঃস্বরূপঞ্চ তমীশং ত্রিদশেশ্বরাঃ।
অত্রোত্থায় ধ্যানযুক্তাঃ প্রতস্থুস্তেজসঃ পুরঃ ॥ ৯১
ধ্যাত্বৈবং জগতাং ধাতা বভূব সম্পুটাঞ্জলিঃ।
দক্ষিণে শঙ্করং কৃত্বা বামে ধর্ম্মঞ্চ নারদ ॥ ৯২
ভক্ত্যুদ্রেকাৎ প্রতুষ্টাব ধ্যানৈকতানমানসঃ।
পরাৎ পরং গুণাতীতং পরমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ৯৩

ব্রহ্মোবাচ।

বরং বরেণ্যং বরদং বরদানাঞ্চ কারণম্।
কারণং সর্ব্বভূতানাং তেজোরূপং নমাম্যহম্ ॥৯৪
মঙ্গল্যং মঙ্গলার্হঞ্চ মঙ্গলং মঙ্গলপ্রদম্।
সমস্তমঙ্গলাধানং তেজোরূপং নমাম্যহম্ ॥ ৯৫
স্থিতং সর্ব্বত্র নির্লিপ্ত-মাত্মরূপং পরাৎপরম্।
নিরীহমবিতর্ক্যঞ্চ তেজোরূপং নমাম্যহম্ ॥ ৯৬
সগুণং নির্গুণং ব্রহ্ম জ্যোতীরূপং সনাতনম্।
সাকারঞ্চ নিরকারং তেজোরূপং নমাম্যহম্ ॥ ৯৭
তমনির্ব্বচনীয়ঞ্চ ব্যক্তমব্যক্তমেককম্।
স্বেচ্ছাময়ং সর্ব্বরূপং তেজোরূপং নমাম্যহ ॥৯৮
গুণত্রয়বিভাগায় রূপত্রয়ধরং পরম্।
কলয়া তে সুরাঃ সর্ব্বে কিং জানন্তি শ্রুতেঃ পরম্ ॥ ৯৯
সর্ব্বাধারং সর্ব্বরূপং সর্ব্ববীজমবীজকম্।
সর্ব্বান্তকমনন্তঞ্চ * তেজোরূপং নমাম্যহম্ ॥১০০
লক্ষ্যং যদ্গুণরূপঞ্চ বর্ণনীয়ং বিচক্ষণৈঃ।
কিং বর্ণয়ামি লক্ষন্তে তেজোরূপং নমাম্যহম্ ॥
অশরীরং বিগ্রহবদিন্দ্রিয়বদতীন্দ্রিয়ম্।
যদসাক্ষি সর্ব্বসাক্ষি তেজোরূপং নমাম্যহম্ ॥১০২
গমনার্হমপাদং যদচক্ষুঃ সর্ব্বদর্শনম্।
হস্তাস্যহীনং যদ্ভোক্তৃ তেজোরূপং নমাম্যহম্ ॥১০৩
বেদে নিরূপিতং বস্তু সন্তঃ শক্তাশ্চ বর্ণিতুম্।
বেদেঽনিরূপিতং যৎ তৎ তেজোরূপং নমাম্যহম্
সর্ব্বেশং যদনীশং যৎ সর্ব্বাদি যদনাদি যৎ।
সর্ব্বাত্মকমনাত্মং যৎ তেজোরূপং নমাম্যহম্ ॥১০৫
অহং বিধাতা জগতাং বেদানাং জনকঃ স্বয়ম্।
পাতা ধর্ম্মো হরো হর্ত্তা স্তোতুং শক্তা ন কেঽপি যৎ ॥ ১০৬
সেবয়া তব ধর্ম্মোঽয়ং রক্ষিতারঞ্চ রক্ষতি।
তবাজ্ঞয়া যৎ সংহর্ত্তা ত্বয়া কালে নিরূপিতে ॥১০৭
নিষেকলিপিকর্ত্তাহং ত্বৎপাদাম্ভোজসেবয়া।
কর্ম্মিণাং ফলদাতা চ ত্বদ্ভক্তানাঞ্চ ন প্রভুঃ ॥ ১০৮
ব্রহ্মাণ্ডে ডিম্বসদৃশে ভূত্বা বিষয়িণো বয়ম্।
এবং কতিবিধাঃ সন্তি তেষ্বনন্তেষু সেবকাঃ ॥ ১০৯
যথা ন সংখ্যা রেণূনাং তথা তেষামণীয়নাম্।
সর্ব্বেষাং জনকশ্চেশো যস্তং স্তোতুঞ্চ কে ক্ষমাঃ ॥
একৈকলোমবিবরে ব্রহ্মাণ্ডমেকমেককম্।
যস্যৈব মহতো বিষ্ণোঃ ষোড়শাংশস্তবৈব সঃ ॥
ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ সর্ব্বে তবৈতদ্রূপমীপ্সিতম্।
ন ভক্তা দাস্যনিরতাঃ সেবন্তে চরণাম্বুজম্ ॥ ১১২
কিশোরং সুন্দরতরং যদ্রূপং কমনীয়কম্।
মন্ত্রধ্যানানুরূপঞ্চ দর্শয়াস্মাকমীশ্বর ॥ ১১৩
নবীনজলদশ্যামং পীতাম্বরধরং পরম্।
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং সস্মিতং সুমনোহরম্ ॥ ১১৪
ময়ূরপুচ্ছচূড়ঞ্চ মালতীজালমণ্ডিতম্।
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমদ্রবচর্চ্চিতম্ ॥ ১১৫
অমূল্যরত্নসারাণাং সুবিভূষণভূষিতম্।
অমূল্যরত্নরচিত-কিরীটমুকুটোজ্জ্বলম্ ॥ ১১৬
শরৎপ্রফুল্লপদ্মানাং প্রভামুষ্টাস্যচন্দ্রকম্।
পক্কবিম্ববিনিন্দৈকমোষ্ঠাধরবিনিন্দিতম্ ॥ ১১৭

* সর্ব্বান্তঃকরণং তঞ্চেতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

পক্বদাড়িম্ববীজাভ-দন্তপঙ্ক্তিমনোরমম্।
কেলিকদম্বমূলেষু স্থিতং রাসরসোৎসুকম্ ॥১১৮
গোপীবক্ত্রস্মিতনুং রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতম্।
এবং বাঞ্ছিতরূপং তে দ্রষ্টুং কেলিরসোৎসুকম্ ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা বিশ্বসৃট্ প্রণনাম পুনঃপুনঃ।
এতৎস্তোত্রেণ তুষ্টাব ধর্ম্মোঽপি শঙ্করঃ স্বয়ম্ ॥
ননাম ভূয়ো ভূয়শ্চ সাশ্রুপূর্ণবিলোচনঃ।
তিষ্ঠন্তোঽপি পুনঃ স্তোত্রং প্রচক্রুস্ত্রিদশেশ্বরাঃ ॥
ব্যাপ্তাস্তত্রামরাঃ সর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণতেজসা মুনে।
স্তবরাজমিমং নিত্যং ধর্ম্মেশ-ব্রহ্মভিঃ কৃতম্ ॥১২২
পূজাকালে হরেরেব ভক্তিযুক্তশ্চ যঃ পঠেৎ।
সদুর্লভাং দৃঢ়াং ভক্তিং নিশ্চলাং লভতে হরেঃ ॥
সুরাসুর-মুনীন্দ্রাণাং দুর্লভং দাস্যমেব চ।
অণিমাদিকসিদ্ধিঞ্চ সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্ ॥ ১২৪
ইহৈব বিষ্ণুতুল্যশ্চ বিখ্যাতঃ পূজিতো ধ্রুবম্।
বাক্সিদ্ধির্মন্ত্রসিদ্ধিশ্চ ভবেৎ তস্য বিনিশ্চিতম্ ১২৫
সর্ব্বসৌভাগ্যমারোগ্যং যশসা পূরিতং জগৎ।
পুত্রশ্চ বিদ্যা-কবিতা-নিশ্চলাকমলান্বিতঃ ॥ ১২৬
পত্নী পতিব্রতা সাধ্বী সুশীলাঃ সুস্থিরাঃ প্রজাঃ।
কীর্ত্তিশ্চ চিরকালীনাপ্যন্তে কৃষ্ণান্তিকে স্থিতিঃ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-
জন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

ধ্যাত্বা স্তুত্বা চ তিষ্ঠন্তো দেবাস্তে তেজসঃ পুরঃ।
দদৃশুস্তেজসো মধ্যে শরীরং কমনীয়কম্ ॥ ১
সজলাম্ভোদবর্ণাভং সস্মিতং সুমনোহরম্।
পরমাহ্লাদকং রূপং ত্রৈলোক্যচিত্তমোহনম্ ॥ ২
গণ্ডস্থল-কপোলাভ্যাং জ্বলন্মকরকুণ্ডলম্।
সদ্রত্ননূপুরাভ্যাঞ্চ চরণাম্ভোজরাজিতম্ ॥ ৩
বহ্নিশুদ্ধহরিদ্রাভ-বস্ত্রামূল্যবিরাজিতম্।
মণিরত্নেন্দ্রসারাণাং স্বেচ্ছাকৌতুকনির্ম্মিতৈঃ ॥ ৪
ভূষিতং ভূষণৈ রম্যৈ-স্তদ্রূপেণৈব ভূষিতৈঃ।
বিনোদমুরলীযুক্ত-বিম্বাধরমনোহরম্ ॥ ৫
প্রসন্নেক্ষণপঙ্কজং ভক্তানুগ্রহকাতরম্।
সদ্রত্ন-গুড়ি... ...রঃস্থলোজ্জ্বলম্ ॥ ৬
কৌস্তুভাস... ...প্রভেজসোজ্জ্বলম্।
অত্র তেজসি ... ...দৃশু রাধিকাভিধাম্ ॥ ৭
পশ্যন্তং সস্মিত... ...ং পশ্যন্তীং বক্রচক্ষুষা।
মুক্তাপঙ্ক্তিবিনি...-দন্তপঙ্ক্তিবিরাজিতাম্ ॥ ৮
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং শরৎপঙ্কজলোচনাম্।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাভাবিনিন্দাস্যমনোহরাম্ ॥৯
বন্ধুজীবপ্রভামুষ্টাধরৌষ্ঠরুচিরাং বরাম্।
রণন্মঞ্জীরযুগ্মেন পাদাম্বুজবিরাজিতাম্ ॥ ১০
মণীন্দ্রাণাং প্রভামোষ-নখরাজীবিরাজিতাম্।
কুঙ্কুমাভাসমাচ্ছাদ্য-পাদাধোরাগভূষিতাম্ ॥ ১১
অমূল্যরত্নসারাণাং পাশকশ্রেণিশোভিতাম্।
হুতাশনবিশুদ্ধাংশু-কামূল্যাঞ্চলিতোজ্জ্বলাম্ ॥ ১২
মহামণীন্দ্রসারাণাং কিঙ্কিণীমধ্যসংযুতাম্।
সদ্রত্নহারকেয়ূর-করকঙ্কণভূষিতাম্ ॥ ১৩
রত্নেন্দ্ররচিতোৎকৃষ্ট-কপোলোজ্জ্বলকুণ্ডলাম্।
কর্ণোপরি-মণীন্দ্রাণাং কর্ণভূষণভূষিতাম্ ॥ ১৪
খগেন্দ্রচঞ্চুনাসাগ্র-গজেন্দ্রমৌক্তিকান্বিতাম্।
মালতীমালয়া বদ্ধ * কবরীভারবিভ্রতীম্ ॥ ১৫
মণীনাং কৌস্তুভেন্দ্রাণাং বক্ষঃস্থলসুশোভিতাম্।
পারিজাতপ্রসূনানাং মালাজালোজ্জ্বলাং বরাম্ ॥১৫
রত্নাঙ্গুরীয়নিকরৈঃ করাঙ্গুলিবিভূষিতাম্ ॥ ১৭
দিব্যশঙ্খবিকারৈশ্চ চিত্ররাগবিভূষিতৈঃ।
সূক্ষ্মসূত্রকৃতৈ রম্যৈ-র্ভূষিতাং শঙ্খভূষণৈঃ ॥ ১৮
সদ্রত্নসারগুটিকা-রক্তসূত্রাক্তশোভিতাম্।
প্রতপ্তস্বর্ণবর্ণাভামাচ্ছাদ্য চারুবিগ্রহাম্ ॥ ১৯
নিতম্বশ্রোণিললিতাং স্তনপীনোন্নতাং নতাম্।
ভূষিতাং ভূষণৈঃ সর্ব্বৈস্তৎসৌন্দর্য্যেণভূষিতৈঃ ॥
বিস্মিতাস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বেশমীশ্বরীং বরাম্।
তুষ্টুবুস্তে সুরাঃ সর্ব্বে পূর্ণসর্ব্বমনোরথাঃ ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ।

তব চরণসরোজে মন্মনশ্চঞ্চরীটো
ভ্রমতু সততমীশ প্রেমভক্ত্যাসবাক্তে।
ভবনমরণরোগাৎ পাহি শান্ত্যৌষধাক্তে।

---

* বক্রেতি বক্রমিতি চ ক্বচিৎ পাঠঃ।

সুদৃঢ়সুপরিপক্কাং দেহি ভক্তিঞ্চ দাস্যম্ ॥ ২২
শঙ্কর উবাচ।
ভবজলধিনিমগ্নশ্চিত্তমীনো মদীয়ো
ভ্রমতি সততমস্মিন্ ঘোরসংসারকূপে।
বিষয়মতিবিনিন্দ্যং সৃষ্টিসংহাররূপ-
মপনয় তব ভক্তিং দেহি পাদারবিন্দে ॥ ২৩
ধর্ম্ম উবাচ।
তব নিজজনসার্দ্ধং সঙ্গমো মে মদীশ
ভবতু বিষয়বন্ধচ্ছেদনে তীক্ষ্ণখড়্গঃ।
তব চরণসরোজস্থানদানৈকহেতু-
র্জনুষি জনুষি ভক্তিং দেহি পাদারবিন্দে ॥ ২৪
নারায়ণ উবাচ।
ইত্যেবং স্তবনং কৃত্বা পরিপূর্ণৈকমানসাঃ।
কামপুরস্য পুরত-স্তিষ্ঠন্তো রাধিকাপতেঃ ॥ ২৫
সুরাণাং স্তবনং শ্রুত্বা তানুবাচ কৃপানিধিঃ।
হিতং তথ্যঞ্চ বচনং স্মেরাননসরোরুহঃ ॥ ২৬
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
তিষ্ঠতাগচ্ছত পুরীং মদীয়াং নাত্র সংশয়ঃ।
শিবাশ্রয়াণাং কুশলং প্রষ্টুং যুক্তমসাম্প্রতম্ ॥ ২৭
নিশ্চিন্তা ভবতাত্রৈব কা চিন্তা বো ময়ি স্থিতে ॥
স্থিতোঽহং সর্ব্বজীবেষু প্রত্যক্ষোঽহং স্তবেন বৈ
যুষ্মাকং যদভিপ্রায়ং সর্ব্বং জানামি নিশ্চিতম্ ॥২৯
শুভাশুভঞ্চ যৎ কর্ম্ম কালে খলু ভবিষ্যতি।
মহৎ ক্ষুদ্রঞ্চ যৎ কর্ম্ম সর্ব্বং কালকৃতং সুরাঃ ॥৩০
স্বস্বকালে চ তরবঃ ফলিনঃ পুষ্পিণঃ সদা।
পরিপক্কফলাঃ কালে কালেঽপক্বফলান্বিতাঃ ॥ ৩১
সুখং দুঃখং বিপৎ সম্পৎ শোকশ্চিন্তা শুভাশুভম্
স্বকর্ম্মফলনিষ্ঠঞ্চ সর্ব্বং কালেঽপ্যুপস্থিতম্ ॥ ৩২
ন হি কস্য প্রিয়ঃ কো বা বিপ্রিয়ো বা জগত্রয়ে।
কালে কার্য্যবশাৎ সর্ব্বে ভবন্ত্যেবাপ্রিয়াঃ প্রিয়াঃ ॥
রাজানো মনবঃ পৃথ্ব্যাং দৃষ্টা যুষ্মাভিস্তত্র বৈ।
স্বকর্ম্মফলপাকেন সর্ব্বে কালবশং গতাঃ ॥ ৩৪
যুষ্মাকমধুনাত্রৈব গোলোকে যৎ ক্ষণং গতম্।
পৃথিব্যাং তৎক্ষণেনৈব সপ্তমন্বন্তরং গতম্ ॥ ৩৫
ইন্দ্রাঃ সপ্ত গতাস্তত্র দেবেন্দ্রশ্চাষ্টমোঽধুনা।
কালচক্রং ভ্রমত্যেবং মদীয়ঞ্চ দিবানিশম্ ॥ ৩৬
ইন্দ্রাশ্চ মনবো ভূপাঃ সর্ব্বে কালবশং গতাঃ।
কীর্ত্তিঃ পৃথ্বী পুণ্যমস্বং কথামাত্রাবশেষিতাঃ ॥ ৩৭
অধুনাপি চ রাজানো দুষ্টাশ্চ হরিনিন্দকাঃ।
বভূবুর্বহবো ভূমৌ মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ৩৮
সর্ব্বে যাস্যন্তি কালেন কালান্তকবশং ধ্রুবম্ ॥২৯
উপস্থিতোঽপি কালোঽয়ং বাতো বাতি নিরন্তরম্
বহ্নির্দহতি সূর্য্যশ্চ তপত্যেব মমাজ্ঞয়া ॥ ৪০
ব্যাধয়ঃ সন্তি দেহেষু মৃত্যুশ্চরতি জন্তুষু।
বর্ষন্ত্যেতে জলধরাঃ সর্ব্বে দেবা মমাজ্ঞয়া ॥ ৪১
ব্রহ্মণ্যনিষ্ঠা বিপ্রাশ্চ তপোনিষ্ঠাস্তপোধনাঃ।
ব্রহ্মর্ষয়ো ব্রহ্মনিষ্ঠা যোগনিষ্ঠাশ্চ যোগিনঃ ॥ ৪২
তে সর্ব্বে মত্তয়াদ্ভীতাঃ স্বধর্ম্মকর্ম্মতৎপরাঃ।
মদ্ভক্তাশ্চৈব নিঃশঙ্কাঃ কর্ম্মনির্ম্মূলকারকাঃ ॥ ৪৩
দেবাঃ কালস্য কালোঽহং বিধাতা ধাতুরেব চ।
সংহারকর্ত্তুঃ সংহর্ত্তা পাতুঃ পাতা পরাৎপরঃ ॥৪৪
মমাজ্ঞয়ায়ং সংহর্ত্তা নাম্না তেন হরঃ স্মৃতঃ।
ত্বং বিশ্বসৃক্ সৃষ্টিহেতোঃ পাতা ধর্ম্মশ্চ রক্ষণাৎ ॥
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং সর্ব্বেষামহমীশ্বরঃ।
স্বকর্ম্মফলদাতাহং কর্ম্মনির্ম্মূলকারকঃ ॥ ৪৬
অহং যান্ সংহরিষ্যামি কস্তেষামপি রক্ষিতা।
যানহং পালয়িষ্যামি তেষাং হন্তা ন কোঽপি চ ॥
সর্ব্বেষামপি সংহর্ত্তা স্রষ্টা পাতাহমেব চ।
নাহং শক্তশ্চ ভক্তানাং সংহারে নিত্যদেহিনাম্ ॥
ভক্তা মমানুগা নিত্যং মৎপাদার্চ্চনতৎপরাঃ।
অহং ভক্তান্তিকে শশ্বৎ তেষাং রক্ষণহেতবে ॥৪৯
সর্ব্বে নশ্যন্তি ব্রহ্মাণ্ডে প্রভবন্তি পুনঃপুনঃ।
ন মে ভক্তাঃ প্রণশ্যন্তি নিঃশঙ্কাশ্চ নিরাপদঃ ॥৫০
ততো হিপশ্চিতঃ সর্ব্বে দাস্যং বাঞ্ছন্তি নো বরম্।
যে মাং দাস্যং প্রযাচন্তে ধন্যাস্তেঽন্যে চ বঞ্চিতাঃ ॥
জন্ম-মৃত্যু-জরাব্যাধি-ভয়ঞ্চ যমতাড়না।
অন্যেষাং কর্ম্মিণামস্তি ন ভক্তানাঞ্চ কর্ম্মিণাম্ ॥৫২
ভক্তা ন লিপ্তাঃ পাপেষু পুণ্যেষু সর্ব্বকর্ম্মণঃ।
অহং ধুনোমি তেষাঞ্চ কর্ম্মভোগাংশ্চ নিশ্চিতম্ ॥
অহং প্রাণাশ্চ ভক্তানাং ভক্তাঃ প্রাণা মমাপি চ।
ধ্যায়ন্তি যে চ মাং নিত্যং তান্ স্মরামি দিবানিশম্
চক্রং সুদর্শনং নাম ষোড়শারং সুতীক্ষ্ণকম্।
যত্তেজঃষোড়শাংশোঽপি নাস্তি সর্ব্বেষু জীবিষু ॥
ভক্তান্তিকে তু তচ্চক্রং দত্ত্বা রক্ষার্থমীপ্সিতম্।
তথাপি ন প্রতীতির্মে যামি তেষাঞ্চ সন্নিধিম্ ॥ ৫৬
ন মে স্বাস্থ্যঞ্চ বৈকুণ্ঠে গোলোকে রাধিকান্তিকে।

যত্র তিষ্ঠন্তি ভক্তাস্তে তত্র তিষ্ঠাম্যহর্নিশম্ ॥ ৫৭
প্রাণেভ্যঃ প্রেয়সী রাধা স্থিতোরসি দিবানিশম্।
স্বয়ং প্রাণাধিকা লক্ষ্মী র্ন মে ভক্তাৎপরাপ্রিয়া *
ভক্তদত্তঞ্চ যদ্দ্রব্যং ভক্ত্যাশ্নামি সুরেশ্বরাঃ।
অভক্তদত্তং নাশ্নামি ধ্রুবং ভুঙক্তে বলিঃ স্বয়ম্ ॥
স্ত্রী-পুত্র-স্বজনাংস্ত্যক্ত্বা ধ্যায়ন্তি মামহর্নিশম্।
যুষ্মান্ বিহায় তান্ নিত্যং স্মরাম্যহমহর্নিশম্ ॥৬০
দ্বেষ্টা সদা যে ভক্তানাং ব্রাহ্মণানাং গবামপি।
ক্রতূনাং দেবতানাঞ্চ হিংসাং কুর্ব্বন্তি নিশ্চিতম্ ॥
তদাচিরং তে নশ্যন্তি যথা বহ্নৌ তৃণানি চ।
ন কোঽপি রক্ষিতা তেষাং ময়ি হন্তর্য্যুপস্থিতে ॥
যাস্যামি পৃথিবীং দেবা যাত যূয়ং স্বমালয়ম্।
যূয়ঞ্চৈবাংশরূপেণ শীঘ্রং গচ্ছত ভূতলম্ ॥ ৬৩
ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথো গোপানাহূয় গোপিকাম্।
উবাচ মধুরং সত্যং বাক্যং তৎসময়োচিতম্ ॥৬৪
গোপা গোপ্যশ্চ শৃণুত যাত নন্দব্রজং পরম্।
বৃষভানুগৃহং ক্ষিপ্রং গচ্ছ ত্বমপি রাধিকে ॥ ৬৫
বৃষভানুপ্রিয়া সাধ্বী নাম্না গোপী কলাবতী।
সুবলস্য সুতা সা চ কমলাংশসমুদ্ভবা ॥ ৬৬
পিতৄণাং মানসী কন্যা ধন্যা মান্যা চ যোষিতাম্।
পুরা দুর্ব্বাসসঃ শাপাজ্জন্ম তস্যা ব্রজে গৃহে ॥ ৬৭
তস্যাং লভস্ব ত্বং জন্ম শীঘ্রং নন্দব্রজং ব্রজ।
ত্বামহং বালরূপেণ গৃহ্নামি কমলাননে ॥ ৬৮
ত্বং মে প্রাণাধিকে রাধে তব প্রাণাধিকোঽপ্যহম্।
ন কিঞ্চিদাবয়োর্ভিন্ন-মেকাঙ্গং সর্ব্বদৈব হি ॥ ৬৯
শ্রুত্বৈবং রাধিকা তত্র রুরোদ প্রেমবিহ্বলা।
পপৌ চক্ষুশ্চকোরাভ্যাং মুখচন্দ্রং হরের্মুনে ॥ ৭০
জনুর্লভত গোপাশ্চ গোপ্যশ্চ পৃথিবীতলে।
গোপানামুত্তমানাঞ্চ মন্দিরে মন্দিরে শুভে ॥ ৭১
এতস্মিন্নন্তরে সর্ব্বে দদৃশূ রথমুত্তমম্।
মণিরত্নেন্দ্রসারেণ হীরকেণ পরিচ্ছদম্ ॥ ৭২
শ্বেতচামরলক্ষেণ শোভিতং দর্পণাযুতৈঃ।
সূক্ষ্মকাষায়বস্ত্রেণ বহ্নিশুদ্ধেন ভূষিতম্ ॥ ৭৩
সদ্রত্নকলসানাঞ্চ সহস্রেণ সুশোভিতম্।
পারিজাতপ্রসূনানাং মালাজালৈর্ব্বিরাজিতম্ ॥৭৪
পার্ষদপ্রবরৈর্যুক্তং শাতকুম্ভময়ং শুভম্।
তেজঃস্বরূপমতুলং শতসূর্য্যসমপ্রভম্ ॥ ৭৫
তত্রস্থং পুরুষং শ্যাম-সুন্দরং কমনীয়কম্।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধরং পীতাম্বরং পরম্ ॥ ৭৬
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং বনমালাবিভূষিতম্।
চন্দনাগুরু-কস্তূরী-কুঙ্কুমদ্রবচর্চ্চিতম্ ॥ ৭৭
চতুর্ভুজং স্মেরবক্ত্রং ভক্তানুগ্রহকাতরম্।
মণিরত্নেন্দ্রসারাণাং সারভূষণভূষিতম্ ॥ ৭৮
দেবীং তদ্বামতো রম্যাং শুক্লবর্ণাং মনোহরাম্।
বেণুবীণাগ্রন্থহস্তাং ভক্তানুগ্রহকাতরাম্।
বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ জ্ঞানরূপাং সরস্বতীম্ ॥ ৭৯
অপরাং দক্ষিণে রম্যাং শরচ্চন্দ্রসমপ্রভাম্।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সস্মিতাং সুমনোহরাম্ ॥ ৮০
সদ্রত্নকুণ্ডলাভ্যাঞ্চ সুকপোলবিরাজিতাম্।
অমূল্যরত্নখচিতা-মূল্যবস্ত্রেণ ভূষিতাম্ ॥ ৮১
অমূল্যরত্নকেয়ূর-কর-কঙ্কণশোভিতাম্।
সদ্রত্নসারমঞ্জীর-কলশব্দসমন্বিতাম্ ॥ ৮২
পারিজাতপ্রসূনানাং মালা-বক্ষঃস্থলোজ্জ্বলাম্।
প্রফুল্লমালতীমালা-সংযুক্তকবরীং শুভাম্ ॥ ৮৩
শরচ্চন্দ্রপ্রভামুষ্ট-মুখচারুবিভূষিতাম্ ॥ ৮৪
কস্তূরীবিন্দুসংযুক্ত-সিন্দূরতিলকান্বিতাম্।
সুচারুকজ্জলাসক্ত-শরৎপঙ্কজলোচনাম্ ॥ ৮৫
সহস্রদলসংযুক্ত-লীলাকমলসংযুতাম্।
নারায়ণঞ্চ পশ্যন্তং পশ্যন্তীং বক্রচক্ষুষা ॥ ৮৬
অবরুহ্য রথাৎ তূর্ণং সস্ত্রীকঃ সহপার্ষদঃ।
জগাম চ সমাং রম্যাং গোপ-গোপীসমন্বিতাম্ ॥৮৭
দেবা গোপাশ্চ গোপ্যশ্চ তুষ্টুবুঃ প্রাঞ্জলয়ো মুদা।
সামবেদোক্তস্তোত্রেণ কৃতেন চ সুরর্ষিভিঃ ॥ ৮৮
গত্বা নারায়ণো দেবো বিলীনঃ কৃষ্ণবিগ্রহে।
দৃষ্ট্বা চ পরমাশ্চর্য্যং তে সর্ব্বে বিস্ময়ং যযুঃ ॥ ৮৯
এতস্মিন্নন্তরে তত্র শাতকুম্ভময়াদ্রথাৎ।
অবরুহ্য স্বয়ং বিষ্ণুঃ পাতা চ জগতাং পতিঃ ॥ ৯০
আজগাম চতুর্বাহু-বনমালাবিভূষিতঃ।
পীতাম্বরধরঃ শ্রীমান্ সস্মিতঃ সুমনোহরঃ ॥ ৯১
সর্ব্বালঙ্কারশোভাঢ্যঃ সূর্য্যকোটিসমপ্রভঃ।
উত্তস্থুস্তে চ তং দৃষ্ট্বা তুষ্টুবুঃ প্রণতা মুনে ॥ ৯২
স চাপি লীনস্তত্রৈব রাধিকেশ্বরবিগ্রহে।
তে দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ৯৩
সংবিলীনে হরেরঙ্গে শ্বেতদ্বীপনিবাসিনি।

* পরাস্ত্রয় ইতি চ পাঠঃ।

এতস্মিন্নন্তরে তূর্ণ-মাজগাম ত্বরান্বিতঃ ॥ ৯৪
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশো নাম্না সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ।
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ শতসূর্য্যসমপ্রভঃ ॥ ৯৫
আগতং তুষ্টুবুঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বা তং বিষ্ণুবিগ্রহম্।
স চাগত্য নতস্কন্ধ-স্তুষ্টাব রাধিকেশ্বরম্ ॥ ৯৬
সহস্রমূর্দ্ধা ভক্ত্যা চ প্রণনাম চ নারদ।
আবাঞ্চ ধর্ম্মপুত্রৌ দ্বৌ নরনারায়ণাভিধৌ ॥ ৯৭
লীনোঽহং কৃষ্ণপাদাব্জে বভূব ফাল্গুনো বরঃ।
ব্রহ্মেশ-শেষ-ধর্ম্মাশ্চ তস্থুরেকত্র তত্র বৈ ॥ ৯৮
এতস্মিন্নন্তরে দেবা দদৃশূ রথমুত্তমম্।
স্বর্ণসারবিকারঞ্চ নানারত্নপরিচ্ছদম্ ॥ ৯৯
মণীন্দ্রসারসংযুক্তং বহ্নিশুদ্ধাংশুকান্বিতম্।
শ্বেতচামরসংযুক্তং ভূষিতং দর্পণাযুতৈঃ ॥ ১০০
সদ্রত্নসারকলসসমূহেন বিরাজিতম্।
পারিজাতপ্রসূনানাং মালাজালৈঃ সুশোভিতম্ ॥
সহস্রচক্রসংযুক্তং মনোযায়ি মনোরমম্।
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড-প্রভামোষকরং পরম্ ॥ ১০২
মুক্তা-মাণিক্য-বজ্রাণাং সমূহেন সমুজ্জ্বলম্।
চিত্রপুত্তলিকা-পুষ্প-সরঃকাননচিত্রিতম্ ॥ ১০৩
দেবানাং দানবানাঞ্চ রথানাং প্রবরং মুনে।
যত্নেন শঙ্করপ্রীত্যা নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ১০৪
পঞ্চাশদ্যোজনোর্দ্ধঞ্চ চতুর্যোজনবিস্তৃতম্।
রতিতল্পসমাযুক্তৈঃ শোভিতং শতমন্দিরৈঃ ॥ ১০৫
তত্রস্থাং দদৃশুর্দ্দেবীং রত্নালঙ্কারভূষিতাম্।
প্রদগ্ধস্বর্ণসারাণাং প্রভামোষকরদ্যুতিম্ ॥ ১০৬
তেজঃস্বরূপামতুলাং মূলপ্রকৃতিমীশ্বরীম্।
সহস্রভুজসংযুক্তাং নানায়ুধসমন্বিতাম্ ॥ ১০৭
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং ভক্তানুগ্রহকাতরাম্।
গণ্ডস্থল-কপোলাভ্যাং সদ্রত্নকুণ্ডলোজ্জ্বলাম্।
রত্নেন্দ্রসাররচিত-ক্বণন্মঞ্জীররঞ্জিতাম্ ॥ ১০৮
মণীন্দ্রমেখলাযুক্ত-মধ্যদেশসুশোভনাম্।
সদ্রত্নসারকেয়ূর-করকঙ্কণভূষিতাম্ ॥ ১০৯
মন্দারপুষ্পমালাভি-রুরঃস্থলসমুজ্জ্বলাম্।
নিতম্বকঠিনশ্রোণি-পীনোন্নতকুচানতাম্ ॥ ১১০
শরৎসুধাকরাভাস-বিনিন্দাস্যমনোহরাম্।
কজ্জলোজ্জ্বলরেখাক্ত-শরৎপঙ্কজলোচনাম্ ॥ ১১১
চন্দনাগুরুকস্তুরী-চিত্রপত্রকভূষিতাম্।
নবীনবন্ধুজীবাভা-মোষ্ঠাধরসুশোভিতাম্ ॥ ১১২
মুক্তাপঙক্তিপ্রভামুষ্ট-দন্তরাজিবিরাজিতাম্।
প্রফুল্লমালতীমালা-সংসক্তকবরীং বরাম্ ॥ ১১৩
পক্ষীন্দ্রচঞ্চুনাসাগ্র-গজেন্দ্রমৌক্তিকান্বিতাম্ ॥২১৪
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাসার-জ্বলিতেন সমুজ্জ্বলাম্।
সিংহপৃষ্ঠসমারূঢ়াং সুতাভ্যাং সহিতাং মুদা ॥১১৫
অবরুহ্য রথাৎ পূর্ণং শ্রীকৃষ্ণং প্রণনাম চ।
সুতাভ্যাং সহসা দেবী সমুবাস বরাসনে ॥ ১১৬
গণেশঃ কার্ত্তিকেয়শ্চ নত্বা কৃষ্ণং পরাৎ পরম্।
ননাম শঙ্করং ধর্ম্ম-মনন্তং কমলোদ্ভবম্ ॥ ১১৭
উত্তস্থুরারাৎ তে দেবা দৃষ্ট্বা তৌ ত্রিদশেশ্বরৌ।
আশিষঞ্চ দদুর্দ্দেবা বাসয়ামাস * সন্নিধৌ।
তাভ্যাং সহ সদালাপং চক্রুর্দেবা মুদান্বিতাঃ ॥১১৮
তস্থুর্দেবাঃ সভামধ্যে দেবী চ পুরতো হরেঃ।
গোপা গোপ্যশ্চ বহুশো বভূবুর্ব্বিস্ময়াকুলাঃ ॥১১৯
উবাচ কমলাং কৃষ্ণঃ স্মেরাননসরোরুহঃ।
ত্বং গচ্ছ ভীষ্মকগৃহং নানারত্নসমন্বিতম্ ॥ ১২০
বৈদর্ভ্যা উদরে জন্ম লভ দেবি সনাতনি।
তব পাণিং গ্রহীষ্যামি গত্বাহং কুণ্ডিনং সতি ॥১২১
তা দেব্যঃ পার্ব্বতীং দৃষ্ট্বা সমুত্থাপ্য ত্বরান্বিতাঃ।
রত্নসিংহাসনে রম্যে বাসয়ামাসুরীশ্বরীম্ ॥ ১২২
বিপ্রেন্দ্র পার্ব্বতী লক্ষ্মীর্বাগধিষ্ঠাতৃদেবতা।
তস্থুরেকাসনে তত্র সম্ভাষ্য চ যথোচিতম্ ॥ ১২৩
তাশ্চ সম্ভাষয়ামাসুঃ সম্প্রীত্যা গোপকন্যকাঃ।
ঊষুর্গোপালিকাঃ কাশ্চিন্মুদা তাসাঞ্চ সন্নিধৌ ॥১২৪
শ্রীকৃষ্ণঃ পার্ব্বতীং তত্র সমুবাচ জগৎপতিঃ।
দেবি ত্বমংশরূপেণ ব্রজ নন্দব্রজং শুভে ॥ ১২৫
উদরে চ যশোদায়াঃ কল্যাণি নন্দরেতসা।
লভ জন্ম মহামায়ে সৃষ্টিসংহারকারিণি ॥ ১২৬
গ্রামে গ্রামে চ পূজাং তে কারয়িষ্যামি ভূতলে।
কাৎস্নে মহীতলে ভক্ত্যা নগরে নগরেষু চ ॥১২৭
ত্বাং তত্রাধিষ্ঠাতৃদেবীং পূজয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
দ্রব্যৈর্নানাবিধৈর্দিব্যৈ-র্বলিভিশ্চ মুদান্বিতাঃ ॥১২৮
ত্বয়ি ভূস্পর্শমাত্রেণ সূতিকামন্দিরে শিবে।

* বাসয়ামাসেত্যস্য দেবগণ ইতি কর্ত্তৃপদ-মূহ্যম্। বাসয়ামাসু ইতি চ পাঠঃ অত্র বিসর্গ-লোপ আর্ষঃ।

পিতা মাং তত্র সংস্থাপ্য ত্বামাদায় গমিষ্যতি ॥
কংসদর্শনমাত্রেণ গমিষ্যসি শিবান্তিকম্ ।
ভারাবতারণং কৃত্বা গমিষ্যামি স্বমাশ্রমম্ ॥১৩০
ইত্যুক্ত্বা শ্রীহরিস্তূর্ণমুবাচ চ ষড়াননম্ ।
অংশরূপেণ বৎস ত্বং গমিষ্যসি মহীতলম্ ॥১৩১
জাম্ববত্যাশ্চ গর্ভে চ লভ জন্ম সুরেশ্বর ।
অংশেন দেবতাঃ সর্ব্বা গচ্ছন্তু ধরণীতলম্ ।
ভারহারং করিষ্যামি বসুধায়াশ্চ নিশ্চিতম্ ॥ ১৩২
ইত্যুক্ত্বা রাধিকানাথ-স্তস্থৌ সিংহাসনে বরে ।
তস্থুর্দেবাশ্চ দেব্যশ্চ গোপা গোপ্যশ্চ নারদ ॥ ১৩৩
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা সমুত্তস্থৌ হরেঃ পুরঃ ।
পুটাঞ্জলির্জগন্নাথ-মুবাচ বিনয়ান্বিতঃ ॥ ২৩৪

ব্রহ্মোবাচ ।

অবধানং কুরু বিভো কিঙ্করস্য নিবেদনে ;
আজ্ঞাং কুরু মহাভাগ কস্য কুত্র স্থলং ভুবি ॥১৩৫
ভর্ত্তা পাতোদ্ধারকর্ত্তা সেবকানাং প্রভুঃ সদা ।
সভৃত্যঃ সর্ব্বদা ভক্ত ঈশ্বরাজ্ঞাং করোতি যঃ ॥
কে দেবাঃ কেন রূপেণ দেব্যশ্চ কলয়া কয়া ।
কুত্র কস্যাভিধেয়ঞ্চ বিষয়ঞ্চ মহীতলে ॥ ১৩৭
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ জগৎপতিঃ ।
যস্য যত্রাবকাশঞ্চ কথয়ামি বিধানতঃ ॥ ১৩৮

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

কামদেবো রৌক্মিণেয়ো রতির্মায়াবতী সতী ।
শম্বরস্য গৃহে যা চ চ্ছায়ারূপেণ সংস্থিতা ॥ ১৩৯
ত্বং তস্য পুত্রো ভবিতা নাম্নানিরুদ্ধ এব চ ।
ভারতী শোণিতপুরে বাণপুত্রী ভবিষ্যতি ॥ ১৪০
অনন্তো দৈবকীগর্ভাদ্ রৌহিণেয়ো জগৎপতিঃ ।
মায়য়া গর্ভসঙ্কর্ষান্নাম্না সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪১
কালিন্দী সূর্য্যতনয়া গঙ্গাংশেন মহীতলে ।
অর্দ্ধাংশেনৈব তুলসী লক্ষ্মণা রাজকন্যকা ॥ ১৪২
সাবিত্রী বেদমাতা চ নাম্না নাগ্নজিতী সতী ।
বসুন্ধরা সত্যভামা শৈব্যা দেবী সরস্বতী ॥ ১৪৩
রোহিণী মিত্রবিন্দা চ ভবিতা রাজকন্যকা ।
সূর্য্যপত্নী রত্নমালা কালিন্দী চ জগদ্গুরোঃ ॥ ১৪৪
স্বাহাংশেন সুশীলা চ রুক্মিণ্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়ো নব ।
দুর্গার্দ্ধাংশা জাম্ববতী মহিষীণাং দশ স্মৃতাঃ ॥ ১৪৫
অর্দ্ধাংশেন শৈলপুত্রী যাতু জাম্ববতী গৃহম্ ।
কৈলাসে শঙ্করাজ্ঞা চ বভূব পার্ব্বতীং প্রতি * ॥
কৈলাসগামিনং বিষ্ণুং শ্বেতদ্বীপনিবাসিনম্ ।
আলিঙ্গনং দেহি কান্তে নাস্তি দোষো মমাজ্ঞয়া ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

কথং শিবাজ্ঞা তাং দেবীং বভূব রাধিকাপতে ।
বিষ্ণোঃ সন্তানে পূর্ব্বং শ্বেতদ্বীপনিবাসিনঃ ॥১৪৮

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

পুরা গণেশং দ্রষ্টুঞ্চ প্রজগ্মুঃ সর্ব্বদেবতাঃ ।
শ্বেতদ্বীপাৎ স্বয়ং বিষ্ণুর্জগাম শঙ্করস্তবাৎ ॥ ১৪৯
দৃষ্ট্বা গণেশং মুদিতঃ সমুবাস সুখাসনে ।
সুখেন দদৃশুঃ সর্ব্বে ত্রৈলোক্যমোহনং বপুঃ ॥ .
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং পীতাম্বরধরং বরম্ ।
সুন্দরং শ্যামরূপঞ্চ নবযৌবনসংযুতম্ ॥ ১৫১
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমদ্রবসংযুতম্ ।
রত্নালঙ্কারশোভাঢ্যং স্মেরাননসরোরুহম্ ॥ ১৫২
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ পার্ষদৈঃ পরিবেষ্টিতম্ ।
বন্দিতেন সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ শিবেন পূজিতং স্তুতম্ ॥
তং দৃষ্ট্বা পার্ব্বতী বিষ্ণুং প্রসন্নবদনেক্ষণা ।
মুখমাচ্ছাদনং চক্রে বাসসা ব্রীড়য়া সতী ॥ ১৫৪
অতীবসুন্দরং রূপং দর্শং দর্শং পুনঃপুনঃ ।
দদর্শ মুখমাচ্ছাদ্য নিমেষরহিতা সতী ॥ ১৫৫
পরমাদ্ভুতবেশঞ্চ সস্মিতা বক্রচক্ষুষা ।
সুখসাগরসংমগ্না বভূব পুলকাঞ্চিতা ॥ ১৫৬
ক্ষণং দদর্শ পঞ্চাস্যং শুভ্রবর্ণং ত্রিলোচনম্ ।
ত্রিশূলপট্টিশধরং কন্দর্পকোটিসুন্দরম্ ॥ ১৫৭
ক্ষণং দদর্শ শ্যামং তমেকাস্যঞ্চ দ্বিলোচনম্ ।
চতুর্ভুজং পীতবস্ত্রং বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ১৫৮
একং ব্রহ্ম মূর্ত্তিভেদমভেদং বা নিরূপিতম্ ।
দৃষ্ট্বা বভূব সা মায়া সকামা বিষ্ণুমায়য়া ॥ ১৫৯
মদংশাশ্চ ত্রয়ো দেবা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ।
তাভ্যামুৎকর্ষপাদাচ্চ শ্রেষ্ঠঃ সত্ত্বগুণাত্মকঃ ॥ ১৬০

---

* অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মকমিদং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণমিতি শ্রীমদ্ভাগবতাদৌ কথিতং, সম্প্রতি গণনয়া পুনরত্র একবিংশতিসহস্রশ্লোকা লভ্যন্তে তত্রিসহস্রশ্লোকা অত্র প্রক্ষিপ্তা ইত্যকামেনাপি বাচ্যমিতঃ সপ্তবিংশতিশ্লোকাঃ প্রাক্ষিপ্তান্তর্গতা এব ।

দৃষ্ট্বা তং পার্ব্বতী ভক্ত্যা পুলকাঙ্কিতবিগ্রহা।
মনসা পূজয়ামাস পরমাত্মানমীশ্বরম্॥ ১৬১
দুর্গান্তরাভিপ্রায়ঞ্চ বুবুধে শঙ্করঃ স্বয়ম্।
সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবানন্তর্যামী জগৎপতিঃ॥ ১৬২
দুর্গাঞ্চ নির্জ্জনীভূয় তামুবাচ হরঃ স্বয়ম্।
বোধয়ামাস বিবিধং হিতং তথ্যমখণ্ডিতম্॥ ১৬৩
শঙ্কর উবাচ।
নিবেদনং মদীয়ঞ্চ নিবোধ শৈলকন্যকে।
শৃঙ্গারং দেহি ভদ্রং তে হরয়ে পরমাত্মনে॥ ১৬৪
অহং ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ ব্রহ্মৈকঞ্চ সনাতনম্।
দেবৈকো ভেদরহিতো বিষয়ান্মূর্ত্তিভেদকঃ॥ ১৬৫
একা প্রকৃতিঃ সর্ব্বেষাং মাতা ত্বং সর্ব্বরূপিণী।
স্বয়ম্ভুবশ্চ বাণী ত্বং লক্ষ্মীর্নারায়ণোরসি॥ ১৬৬
মম বক্ষসি দুর্গা ত্বং নিবোধ ধ্যাত্মকং সতি।
শিবস্য বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ সুরেশ্বরী॥ ১৬৭
পার্ব্বত্যুবাচ।
দীনবন্ধো কৃপাসিন্ধো তব মামকৃপা কথম্।
সুচিরং তপসা লব্ধো নাথস্ত্বং জগতাং ময়া॥ ১৬
মাদৃশীং কিঙ্করীং নাথ ন পরিত্যক্তুমর্হসি।
অযোগ্যমীদৃশং বাক্যং মাং মা বদ মহেশ্বর॥১৬৯
তব বাক্যং মহাদেব করিষ্যাম্যেব পালনম্।
দেহান্তরে জন্ম লব্ধা ভজিষ্যামি হরিং হর॥ ১৭০
ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা বিররাম মহেশ্বরঃ।
উচ্চৈর্জহাসাভয়দঃ পার্ব্বত্যৈ চাভয়ং দদৌ॥১৭১
তৎপ্রতিজ্ঞাপালনায় পার্ব্বতী জাম্ববদ্গৃহে।
লভিষ্যতি জনুর্ধাতর্নাম্না জাম্ববতী সতী॥ ১৭২
ব্রহ্মোবাচ।
ভূমৌ কতিবিধে ভূপে সংস্থিতে পার্ব্বতী কথম্।
ললাভ ভারতে জন্ম নিন্দিতে ভাল্লুকে গৃহে।১৭৩
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
রামাবতারে ত্রেতায়াং দেবাংশাশ্চ যযুর্মহীম্।
হিমালয়াংশো ভল্লূকো জাম্ববান্ রামকিঙ্করঃ॥১৭৪
রামস্য বরদানেন চিরজীবী প্রিয়া যুতঃ।
কোটিসিংহবলাধানং বিধত্তে চ মহাবলঃ॥ ১৭৫
পিতুর্বংশগৃহং গত্বা * জগামাংশেন ভূতলম্।

এবং পূর্ব্বস্য বৃত্তান্তং কথিতং শৃণু মন্মুখাৎ॥১৭৬
সর্ব্বেষাঞ্চ সুরাণাঞ্চ-বাংশা গচ্ছন্তু ভূতলম্।
নৃপপুত্রা মৎসহায়া ভবিষ্যন্তি রণে † বিধে॥১৭৭
কমলাকলয়া সর্ব্বা ভবন্তু নৃপকন্যকাঃ।
মন্মহিষ্যো ভবিষ্যন্তি সহস্রাণাঞ্চ ষোড়শ॥ ১৭৮
ধর্ম্মোঽয়মংশরূপেণ পাণ্ডুপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
বায়োরংশাদ্ভীমসেনোবজ্রাংশাদর্জ্জুনঃ‡ স্বয়ম্॥
নকুলঃ সহদেবশ্চ স্বর্বৈদ্যাংশসমুদ্ভবঃ।
সূর্য্যাংশঃ কর্ণবীরশ্চ বিদুরঃ শমনঃ স্বয়ম্॥ ১৮০
দুর্য্যোধনঃ কলেরংশঃ সমুদ্রাংশশ্চ শান্তনুঃ।
অশ্বত্থামা শঙ্করাংশো দ্রোণো বহ্ন্যংশসম্ভবঃ॥
চন্দ্রাংশোঽপ্যভিমন্যুশ্চ ভীষ্মশ্চৈব স্বয়ং বসুঃ।
বসুদেবঃ কশ্যপাংশোঽপ্যদিত্যংশা চ দেবকী॥
বস্বংশো নন্দগোপশ্চ যশোদা বসুকামিনী।
দ্রৌপদী কমলাংশা চ যজ্ঞকুণ্ডসমুদ্ভবা॥ ১৮৩
হুতাশনাংশো ভগবান্ ধৃষ্টদ্যুম্নো মহাবলঃ।
সুভদ্রা শতরূপাংশা দৈবকীগর্ভসম্ভবা॥ ১৮৪
দেবা গচ্ছন্তু পৃথিবীমংশেন ভারহারকাঃ।
কলয়া দেবপত্ন্যশ্চ গচ্ছন্তু পৃথিবীতলম্॥ ১৮৫
ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবান্ বিররাম চ নারদ।
সর্ব্বং বিবরণং শ্রুত্বা তত্রোবাস প্রজাপতিঃ॥১৮৬
কৃষ্ণস্য বামে বাগ্দেবী দক্ষিণে কমলালয়া।
পুরতো দেবতাঃ সর্ব্বাঃ পার্ব্বতী চাপি নারদ॥১৮৭
গোপ্যো গোপাশ্চ পুরতো রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতা।
এতস্মিন্নন্তরে সা চ তমুবাচ ব্রজেশ্বরী॥ ১৮৮
রাধিকোবাচ
শৃণু নাথ প্রবক্ষ্যামি কিঙ্করীবচনং প্রভো।
প্রাণা দহন্তি সততমান্দোলয়তি মে মনঃ॥ ১৮৯
চক্ষুর্নিমীলনং কর্ত্তুমশক্তা তব দর্শনে।
ত্বয়া বিনা কথং নাথ যাস্যামি ধরণীতলম্॥ ১৯০
কতিকালান্তরং বন্ধো মেলনং মে ত্বয়া সহ।
প্রাণেশ্বর ব্রূহি সত্যং ভবিষ্যত্যেব গোকুলে॥১৯১
নিমেষঞ্চ যুগশতং ভবিতা মে ত্বয়া বিনা।
কং দ্রক্ষ্যামি ক যাস্যামি কো বা মাং পালয়িষ্যতি

* দুর্গেতি চ পাঠঃ।

† বনে ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।
‡ নরর্ষিরর্জ্জুনে ইতি চ পাঠঃ।

মাতরং পিতরং বন্ধুং ভ্রাতরং ভগিনীং সুতম্।
ত্বয়া বিনাহং প্রাণেশ চিন্তয়ামি ন কং ক্ষণম্॥
করোষি মায়য়াচ্ছন্নং মাঞ্চেন্মায়েশ ভূতলে।
বিস্মৃতাং বিভবং দত্ত্বা সত্যং মে শপথং কুরু॥
অনুক্ষণং মম মনো মধুপো মধুসূদন।
করোতু ভ্রমণং নিত্যং সমাধ্বীকে পদাম্বুজে॥১৯৫
যত্র তত্র চ যস্যাং বা যোনৌ জন্ম ভবত্বিদম্।
ত্বং স্বস্য স্মরণং দাস্যং মহ্যং দাস্যসি বাঞ্ছিতম্॥
কৃষ্ণস্ত্বং রাধিকাহঞ্চ প্রেমসৌভাগ্যমাবয়োঃ।
ন বিস্মরামি ভূমৌ চ দেহি মহ্যং পরং বরম্॥১৯৭
যথা তন্বা সহ প্রাণাঃ শরীরং ছায়য়া সহ।
তথাবয়োর্জন্ম যাতু দেহি মহ্যং বরং বিভো॥ ১৯৮
চক্ষুর্নিমেষবিচ্ছেদো ভবিতা নাবয়োর্দিবি।
তত্রাগত্যাপি কুত্রাপি দেহি মহ্যং বরং প্রভো॥
মম প্রাণৈস্তব তনুঃ কেন বা কারুণা হরে।
আত্মনো মুরলী-পাদৌ মনসা বা বিনির্ম্মিতৌ॥
স্ত্রিয়ঃ কতিবিধাঃ সন্তি পুরুষা বা পুরুষ্টুতঃ।
নাস্তি কুত্রাপি কান্তা বা কান্তাসক্তা চ মাদৃশী॥
তব দেহার্দ্ধভাগেন কেন বাহং বিনির্ম্মিতা।
ইদমেবাবয়োর্ভেদো নাস্ত্যতস্ত্বয়ি মে মনঃ॥ ২০২
মমাত্মমানসপ্রাণাংস্ত্বয়ি সংস্থাপ্য কেন বা।
তবাত্মমানসপ্রাণা ময়ি বাসং স্থিতা অপি॥ ২০৩
অতো নিমেষবিরহদাত্মনো ক্লিষ্টবং মনঃ।
প্রদগ্ধং সন্ততং প্রাণা দহন্তি বিরহশ্রুতৌ॥ ২০৪
ইত্যেবমুক্ত্বা সা দেবী তত্রৈব সুরসংসদি।
ভূয়ো ভূয়ো রুরোদোচ্চৈ-ধৃ্ত্বা তচ্চরণাম্বুজে॥
ক্রোড়ে কৃত্বা চ তাং কৃষ্ণো মুখং সংমৃজ্য বাসসা।
বোধয়ামাস বিবিধং সত্যং তথ্যং হিতং বচঃ॥২০৬

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

আধ্যাত্মিকং পরং যোগং শোকচ্ছেদনকারণম্।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যোগীন্দ্রাণাঞ্চ দুর্লভম্॥ ২০৭
আধারাধেয়য়োঃ সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডং পশ্য সুন্দরি।
আধারব্যতিরেকেণ নাস্ত্যাধেয়স্য সম্ভবঃ॥ ২০৮
ফলাধারঞ্চ পুষ্পঞ্চ পুষ্পাধারশ্চ পল্লবঃ।
স্কন্ধশ্চ পল্লবাধারঃ স্কন্ধাধারস্তরুঃ স্বয়ম্॥ ২০৯
বৃক্ষাধারোঽপ্যঙ্কুরশ্চ বীজশক্তিসমন্বিতঃ।
অষ্টিরেবাঙ্কুরাধার-শ্চাষ্ট্যাধারো বসুন্ধরা॥ ২১০
শেষো বসুন্ধরাধারঃ শেষাধারো হি কচ্ছপঃ।
বায়ুশ্চ কচ্ছপাধারো বায়্বাধারোঽহমেব চ॥ ২১১
মমাধারস্বরূপ ত্বং ত্বয়ি তিষ্ঠামি শাশ্বতম্।
ত্বঞ্চ শক্তিসমূহা চ মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী॥ ২১২
ত্বং শরীরস্বরূপাসি ত্রিগুণাধাররূপিণী।
তবাত্মাহং নিরীহশ্চ চেষ্টাবাংশ্চ ত্বয়া সহ॥ ২১৩
পুরুষ দ্বীর্য্যমুৎপন্নং বীর্য্যাৎ সন্ততিরেব চ।
তয়োরাধাররূপা চ কামিনী প্রকৃতেঃ কলা॥ ২১৪
বিনা দেহেন কুত্রাত্মা ক্ব শরীরং বিনাত্মনা।
প্রাধান্যঞ্চ দ্বয়োর্দেবি বিনা দ্বাভ্যাং কুতো ভবঃ॥
ন কুত্রাপ্যাবয়োর্ভেদো রাধে সংসারবীজয়োঃ।
যত্রাত্মা তত্র দেহশ্চ ন ভেদো বিনয়েন কিম্॥২১৬
যথা ক্ষীরে চ ধাবল্যং দাহিকা চ হুতাশনে।
ভূমৌ গন্ধো জলে শৈত্যং তথা ত্বয়ি মম স্থিতিঃ॥
ধাবল্যদুগ্ধয়োরৈক্যং দাহিকানলয়োর্যথা।
ভূগন্ধ-জলশৈত্যানাং নাস্তি ভেদস্তথাবয়োঃ॥ ২১৮
ময়া বিনা ত্বং নির্জ্জীবা চাদৃশ্যোঽহং ত্বয়া বিনা।
ত্বয়া বিনা ভবং কর্ত্তুং নালং সুন্দরি নিশ্চিতম্॥
বিনা মৃদা ঘটং কর্ত্তুং যথা নালং কুলালকঃ।
বিনা স্বর্ণং স্বর্ণকারোঽলঙ্কারং কর্ত্তুমক্ষমঃ॥ ২২০
স্বয়মাত্মা যথা নিত্য-স্তথা ত্বং প্রকৃতিঃ স্বয়ম্।
সর্ব্বশক্তিসমাযুক্তা সর্ব্বাধারা সনাতনী॥ ২২১
মম প্রাণসমা লক্ষ্মীর্বাণী চ সর্ব্বমঙ্গলা।
ব্রহ্মেশানন্তধর্ম্মাশ্চ ত্বং মে প্রাণাধিকা প্রিয়া॥২২২
সমীপস্থা ইমে সর্ব্বে সুরা দেব্যশ্চ রাধিকে।
এতেভ্যোঽপ্যধিকা নো চেৎ কথং বক্ষঃস্থলস্থিতা
ত্যজাশ্রুমোক্ষণং রাধে ভ্রান্তিঞ্চ নিষ্ফলাং সতি।
বিহায় শঙ্কাং নিঃশঙ্কে বৃষভানুগৃহং ব্রজ॥ ২২৪
কলাবত্যাশ্চ জঠরে মাসানাং নব সুন্দরি।
বায়ুনা পূরয়িত্বা চ গর্ভং রোধয় মায়য়া॥ ২২৫
দশমে সমনুপ্রাপ্তে ত্বমাবির্ভব ভূতলে।
আত্মরূপং পরিত্যজ্য শিশুরূপং বিধায় চ॥ ২২৬
বায়ুনিঃসরণে কালে কলাবত্যাঃ সমীপতঃ।
ভূমৌ বিবস্ত্রীভূয় পতিত্বা রোদিষি ধ্রুবম্॥ ২২৭
অযোনিসম্ভবা ত্বঞ্চ ভবিতা গোকুলে সতি।
অযোনিসম্ভবোঽহঞ্চ নাবয়োর্গর্ভসংস্থিতিঃ॥ ২২৮
ভূমিষ্ঠমাত্রাং ভাত্রা মাং গোকুলং প্রাপয়িষ্যতি।
তব হেতোর্গমিষ্যামি কৃত্বা কংসভয়চ্ছলম্॥ ২২৯
যশোদামন্দিরে মাঞ্চ সানন্দে নন্দনন্দনম্।

নিত্যং দ্রক্ষ্যসি কল্যাণি সমাশ্লেষণপূর্ব্বকম্‌ ॥২৩০
স্মৃতিস্তে ভবিতা কালে বরেণ মম রাধিকে ।
স্বচ্ছন্দং বিহরিষ্যামি নিত্যং বৃন্দাবনে বনে ॥ ২৩১
ত্রিঃসপ্তশতকোটিভি-র্গোপীভির্গোকুলং ব্রজ ।
ত্রয়স্ত্রিংশদ্বয়স্যাভিঃ সুশীলাদিভিরেব চ ॥ ২৩২
সংস্থাপ্য সংখ্যারহিতা গোপীর্গোলোক এব চ ।
সমাশ্বাস্য প্রবোধৈশ্চ মিতয়া চ সুধাগিরা ॥ ২৩৩
অহং গোপানসখ্যাংশ্চ সংস্থাপ্যাত্রৈব রাধিকে ।
বসুদেবাশ্রয়ং পশ্চাদ্‌যাস্যামি মথুরাং পুরীম্‌ ॥ ২৩৪
ব্রজং ব্রজন্ত ক্রীড়ার্থং মম সঙ্গে প্রিয়াং প্রিয়াঃ ।
বল্লবানাং গৃহে জন্ম লভন্ত গোপকোটয়ঃ ॥২৩৫
ইত্যেবমুক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণো বিররাম চ নারদ ।
ঊষুর্দেবাশ্চ দেব্যশ্চ গোপা গোপ্যশ্চ তত্র বৈ ॥
ব্রহ্মেশ-ধর্ম্ম-শেষাশ্চ শ্রীকৃষ্ণং তৎপরাৎপরম্‌ ।
শিবা-পদ্মা-সরস্বত্য-স্তুষ্টুবুঃ পরয়া মুদা ॥ ২৩৭
ভক্তা গোপাশ্চ গোপ্যশ্চ বিরহজ্বরকাতরাঃ ।
তত্র সংভূয় শ্রীকৃষ্ণং প্রণেমুঃ প্রেমবিহ্বলাঃ ॥২৩৮
প্রাণাধিকং প্রিয়ং কান্তং রাধা পূর্ণমনোরথা ।
পরিতুষ্টাব ভক্ত্যা চ বিরহজ্বরকাতরা ॥ ২৩৯
সাশ্রুপূর্ণাতিদীনাঞ্চ দৃষ্ট্বা রাধাং ভয়াকুলাম্‌ ।
প্রবোধবচনং সত্যমুবাচ তাং হরিঃ স্বয়ম্‌ ॥ ২৪০

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

প্রাণাধিকে মহাদেবি স্থিরা ভব ভয়ং ত্যজ ।
যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ কা চিন্তা তে ময়ি স্থিতে ॥ ২৪১
কিন্তু তে কথয়িষ্যামি কিঞ্চিদেবাস্ত্যমঙ্গলম্‌ ।
বর্ষাণাং শতকং পূর্ণং ত্বদ্বিচ্ছেদো ময়া সহ ॥২৪২
শ্রীদামশাপজন্যেন কর্ম্মভোগেণ সুন্দরি ।
ভবিষ্যত্যেব মম চ মথুরাগমনং ততঃ ॥ ২৪৩
তত্র ভারাবতরণং পিত্রোর্বন্ধনমোক্ষণম্‌ ।
মালাকার-তন্তুবায়-কুব্জিকায়াশ্চ মোক্ষণম্‌ ॥ ২৪৪
ঘাতয়িত্বা চ যবনং মুচকুন্দস্য মোক্ষণম্‌ ।
দ্বারকায়াশ্চ নির্ম্মাণং রাজসূয়স্য দর্শনম্‌ ॥ ২৪৫
উদ্বাহং রাজকন্যানাং সহস্রাণাঞ্চ ষোড়শ ।
দশাধিকশতস্যাপি শত্রূণাং দমনং তথা ॥ ২৪৬
মিত্রোপকরণঞ্চৈব বাণপূর্য্যাশ্চ দাহনম্‌ ।
হরস্য জৃম্ভণং তত্র বাণস্য ভুজকর্ত্তনম্‌ ॥ ২৪৭
পারিজাতস্য হরণং যদ্‌যৎ কর্ম্মান্যদেব চ ।
গমনং তীর্থযাত্রায়াং মুনিসজ্ঞপ্রদর্শনম্‌ ॥ ২৪৮
সন্তাষণঞ্চ বন্ধূনং যজ্ঞসম্পাদনং পিতুঃ ।
শুভক্ষণে পুনস্তত্র ত্বয়া সার্দ্ধং প্রদর্শনম্‌ ॥ ২৪৯
করিষ্যামি চ তত্রৈব গোপিকানাঞ্চ দর্শনম্‌ ।
তুভ্যমাধ্যাত্মিকং দত্ত্বা পুনঃ সত্যং ত্বয়া সহ ॥২৫০
দিবানিশমবিচ্ছেদো ময়া সার্দ্ধমতঃ পরম্‌ ।
ভবিষ্যতি ত্বয়া সার্দ্ধং পুনরাগমনং ব্রজম্‌ ॥ ২৫১
কান্তে বিচ্ছেদসময়ে বর্ষাণাং শতকে সতি ।
নিত্যং সম্মীলনং স্বপ্নে ভবিষ্যতি ত্বয়া সহ ॥২৫২
মম নারায়ণাংশো যস্তস্য যানঞ্চ দ্বারকাম্‌ ।
শতবর্ষান্তরে সাধ্যমেতান্যেব সুনিশ্চিতম্‌ ॥ ২৫৩
ভবিষ্যতি পুনস্তত্র বনে বাসং ত্বয়া সহ ।
পুনঃ পিত্রোশ্চ গোপানাং শোকসম্মর্জ্জনং পরম্‌
কৃত্বা ভারাবতরণং পুনরাগমনং মম ।
ত্বয়া সহাপি গোলোকং গোপৈর্গোপীভিরেব চ ॥
মম নারায়ণাংশস্য বাণ্যা চ পদ্ময়া সহ ।
বৈকুণ্ঠাগমনং রাধে নিত্যস্য পরমাত্মনঃ ॥ ২৫৬
শ্বেতদ্বীপং ধর্ম্মগেহ-মংশানাঞ্চ ভবিষ্যতি ।
দেবানাঞ্চৈব দেবীনামংশা যাস্যন্তি স্বক্ষয়ম্‌ ।
পুনঃ সংস্থিতিরত্রৈব গোলোকে মে ত্বয়া সহ ॥
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং ভবিষ্যঞ্চ শুভাশুভম্‌ ।
ময়া নিরূপিতং যত্তৎ কান্তে কেন
নিবার্য্যতে ॥ ২৫৮
ইত্যেবমুক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণঃ কৃত্বা রাধাং স্ববক্ষসি ।
তস্থৌ তস্থুঃ সুরাঃ সর্ব্বে সুরপত্ন্যশ্চ বিস্মিতাঃ ॥
উবাচ শ্রীহরির্দেবান্‌ দেবীশ্চ সময়োচিতম্‌ ।
দেবা গচ্ছত কার্য্যার্থং স্বালয়ং বিষয়োচিতম্‌ ॥২৬০
গচ্ছ পার্ব্বতি কৈলাসং সুতাভ্যাং স্বামিনা সহ ।
ময়া নিয়োজিতং কর্ম্ম সর্ব্বং কালে ভবিষ্যতি ॥
ভবিতা কলয়া জন্ম সর্ব্বেষাঞ্চ ময়োদিতম্‌ ।
ক্ষুদ্রাণাঞ্চৈব মহতাং দেবং লম্বোদরং বিনা ॥২৬২
প্রণম্য শ্রীহরিং দেবাঃ স্বালয়ং প্রযযুর্মুদা ।
লক্ষ্মীং সরস্বতীং ভক্ত্যা প্রণম্য পুরুষোত্তমম্‌ ॥
হরিণা যোজিতং কর্ম্ম কর্ত্তুং ব্যগ্রা মহীং যযুঃ ।
ভত্র । নিরূপিতং স্থানং দেবানামপি দুর্লভম্‌ ॥২৬৪
উবাচ রাধিকাং কৃষ্ণো বৃষভানুগৃহং ব্রজ ।
গোপ-গোপীসমূহৈশ্চ সহ পূর্ব্বৈর্নিরূপিতৈঃ ॥২৬৫
অহং যাস্যামি মথুরাং বসুদেবালয়ে প্রিয়ে ।
পশ্চাৎ কংসভয়ব্যাজাদ্‌ গোকুলং তব সন্নিধিম্‌ ॥

রাধা প্রণম্য শ্রীকৃষ্ণং রক্তপঙ্কজলোচনা
ভৃশং রুরোদ পুরতঃ প্রেমবিচ্ছেদকাতরা ॥ ২৬৭
স্থায়ং স্থায়ং কচিদ্ যান্তী গত্বা গত্বা পুনঃপুনঃ।
পুনঃপুনঃ সমাগত্য দর্শং দর্শং হরের্ম্মুখম্ ॥২৬৮
পপৌ চক্ষুশ্চকোরাভ্যাং নিমেষরহিতা সতী।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাভ-সুধাপূর্ণং প্রভোর্ম্মুখম্ ॥ ২৬৯
ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য সপ্তধা পরমেশ্বরী।
প্রণম্য সপ্তধা চৈব পুনস্তস্থৌ হরেঃ পুরঃ ॥ ২৭০
আজগ্মুর্গোপিকানাঞ্চ ত্রিঃসপ্তশতকোটয়ঃ।
আজগাম চ গোপানাং সমূহঃ কোটিসংখ্যকঃ ॥
গোপানাং গোপিকানাঞ্চ সমূহৈঃ সহ রাধিকা।
পুনঃ প্রণম্য তং রাধা তত্র তস্থৌ চ নারদ ॥২৭২
ত্রয়স্ত্রিংশদ্বয়স্যাভি-র্গোপীভিঃ সহ সুন্দরী।
গোপানাঞ্চ সমূহৈশ্চ প্রণম্য প্রযযৌ মহীম্ ॥২৭৩
হরিণা যোজিতং স্থানং প্রজগ্মুর্নন্দগোকুলম্।
বৃষভানুগৃহং রাধা গোপী গোপগৃহং যযৌ ॥ ২৭৪
মহীং গতায়াং রাধায়াং গোপীভিঃ সহ গোপকৈঃ
বভূব শ্রীহরিঃ সত্যঃ পৃথিবীগমনোন্মুখঃ ॥ ২৭৫
সম্ভাষ্য গোপান্ গোপীশ্চ নিযোজ্য স্বীয়কর্ম্মণি।
মনোযায়ী জগন্নাথো জগাম মথুরাং হরিঃ ॥ ২৭৬
পূর্ব্বং যদ্যৎ প্রসূতঞ্চ দেবকী-বসুদেবয়োঃ।
বভূব সদ্যস্তৎ কংসঃ পুত্রষট্কং জঘান হ ॥২৭৭
শেষাংশং সপ্তমং গর্ভং মায়য়াকৃষ্য গোকুলে।
নিধায় রোহিণীগর্ভে জগাম চাজ্ঞয়া হরেঃ ॥ ২৭৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

ব্যস্যাতিরেকং কৃষ্ণস্য মহৎ পুণ্যকরং পরম্।
বদ জন্ম মহাভাগ জন্ম-মৃত্যু-জরাপহম্ ॥ ১
বসুদেবঃ কস্য পুত্রঃ কস্য কন্যা চ দেবকী।
কো বা বসুর্দেবকী বা বিবাহঞ্চ তয়োর্বদ ॥ ২
কথং জঘান কংসস্তৎপুত্রষট্কং সুদারুণঃ।
কস্মিন্ দিনে হরের্জন্ম শ্রোতুমিচ্ছামি তদ্বদ ॥ ৩

নারায়ণ উবাচ।

কশ্যপো বসুদেবশ্চ দেবমাতা চ দেবকী।
পূর্ব্বপুণ্যফলেনৈব সম্প্রাপ শ্রীহরিং সুতম্ ॥ ৪
দেবমীঢ়াম্মারিষায়াং বসুদেবো মহানভূৎ।
যস্য জন্মনি দেবশ্চ বাদয়ামাস দুন্দুভিম্ ॥ ৫
আনকঞ্চ মহাহৃষ্টঃ শ্রীহরের্জনকঞ্চ তম্।
সন্তঃ পুরাতনাস্তেন বদন্ত্যানকদুন্দুভিম্ ॥ ৬
আহুকস্য সুতঃ শ্রীমান্ যদুবংশসমুদ্ভবঃ।
দেবকো জ্ঞানসিন্ধুশ্চ তস্য কন্যা চ দেবকী ॥ ৭
গর্গো যদুকুলাচার্য্যঃ সম্বন্ধং বসুনা সহ।
দেবক্যাঃ কারয়ামাস বিধিবচ্চ যথোচিতম্ ॥ ৮
মহাসম্ভৃতসম্ভারো বসুদেবঃ শুভক্ষণে।
উদ্বাহে দেবকীং তস্মৈ দেবকঃ প্রদদৌ কিল ॥ ৯
অশ্বানাঞ্চ সহস্রাণি স্বর্ণপাত্রাণি নারদ।
সালঙ্কৃতানাং দাসীনাং শতানি সুন্দরাণি চ ॥ ১০
নানাবিধানি দ্রব্যাণি রত্নানি বিবিধানি চ।
মণিশ্রেষ্ঠানি বস্ত্রাণি রত্নপাত্রাণি নারদ ॥ ১১
সদ্রত্নভূষিতাং কন্যাং শতচন্দ্রসমপ্রভাম্।
ত্রৈলোক্যমোহিনীং ধন্যাং মান্যাং শ্রেষ্ঠাঞ্চ যোষিতাম্
রূপাধারাং গুণাধারাং সস্মিতাং বক্রলোচনাম্।
নবসঙ্গমযোগ্যাঞ্চ প্রোদ্ভিন্ননবযৌবনাম্ ॥ ১৩
তাং গৃহীত্বা রথে কৃত্বা প্রস্থানমকরোৎ তদা।
কংসো হৃষ্টঃ সহচরো ভগিন্যুদ্বাহকর্ম্মণি ॥ ১৪
তস্যা রথসমীপস্থোঽগচ্ছৎ কংসোঽপি তৎক্ষণাৎ
কংসং সম্বোধ্য গগনে বাগ্বভূবাশরীরিণী ॥ ১৫
কথং হৃষ্টোঽসি রাজেন্দ্র শৃণু সত্যবচো হিতম্।
দেবক্যা অষ্টমো গর্ভো মৃত্যুহেতুস্তবৈব হি ॥ ১৬
শ্রুত্বৈবং দেবকীং কংসঃ খড়্গহস্তো মহাবলঃ।
দৈববাক্যাদ্‌ভয়াৎ কোপাৎ পাপিষ্ঠো হন্তুমুদ্যতঃ ॥
তাং হন্তুমুদ্যতং দৃষ্ট্বা বসুদেবঃ সুপণ্ডিতঃ।
বোধয়ামাস নীতিজ্ঞো নীতিশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ১৮

বসুদেব উবাচ।

রাজনীতিং ন জানাসি শৃণু মে বচনং হিতম্।
যশস্করঞ্চ দোষঘ্নং শাস্ত্রোক্তং সময়োচিতম্ ॥ ১৯
অস্যা এবাষ্টমো গর্ভো মৃত্যুশ্চেৎ তব ভূমিপ।
ইমাং হত্বা চ দুষ্কীর্ত্তিং করোষি নরকং কথম্ ॥২০
বধে চ ক্ষুদ্রজন্তূনাং হিংসকানাঞ্চ পণ্ডিতঃ।
কার্ষাপণং সমুৎসৃজ্য মৃত্যুকালে প্রমুচ্যতে ॥ ২১

অহিংসকানাং ক্ষুদ্রাণাং বধে শতগুণং ধ্রুবম্।
প্রায়শ্চিত্তং মৃত্যুকালে কথিতং পদ্মযোনিনা॥ ২২
বধে বিশিষ্টজন্তূনাং পশ্বাদীনাঞ্চ কামতঃ।
ততঃ শতগুণং পাপং নিশ্চিতং মনুরব্রবীৎ॥ ২৩
নরাণাং ম্লেচ্ছজাতীনাং বধে শতগুণং ততঃ।
ম্লেচ্ছানাঞ্চ শতানাঞ্চ যৎ পাপং লভতে বধে॥২৪
সচ্ছূদ্রৈকস্য চ বধে তৎ পাপং লভতে পুমান্।
সচ্ছূদ্রাণাং শতানাঞ্চ যৎ পাপং লভতে বধে॥২৫
তৎ পাপং লভতে ননং গোবধৈকেন নিশ্চিতম্।
গবাং দশগুণং পাপং ব্রাহ্মণস্য বধে ভবেৎ॥ ২৬
বিপ্রহত্যা সমং পাপং স্ত্রীবধে লভতে নরঃ॥ ২৭
বিশেষতো হি ভগিনী পোষ্যা চ শরণাগতা।
স্ত্রীহত্যাশতপাপঞ্চ ভবেদস্যা বধে নৃপ॥ ২৮
তপো জপঞ্চ দানঞ্চ পূজনং তীর্থদর্শনম্।
বিপ্রাণাং ভোজনং হোমং স্বর্গার্থং কুরুতে নরঃ॥
জলবুদ্বুদবৎ সর্ব্বং স্বপ্নতুল্যং ভয়ং ধ্রুবম্।
পশ্যন্তি সততং সন্তো ধর্ম্মং কুর্ব্বন্তি যত্নতঃ॥ ৩০
ভগিনীং ত্যজ * ধর্ম্মিষ্ঠ স্ববংশপদ্মভাস্কর।
বুধাঃ কতিবিধাঃ সন্তি সভায়াং পৃচ্ছ তান্ নৃপ॥৩১
অস্যাশ্চৈবাষ্টমে গর্ভে যদপত্যং ভবেন্নম।
বন্ধো তুভ্যং প্রদাস্যামি তেন মে কিং প্রয়োজনম্
অথবা যান্যপত্যানি ভবন্তি জ্ঞানিনাং বর।
তানি সর্ব্বাণি দাস্যামি ততো নৈকো বরপ্রিয়ঃ॥৩
ভগিনীং ত্যজ রাজেন্দ্র কন্যাতুল্যাং প্রিয়াং তব।
মিষ্টান্নপানদানেন বর্দ্ধিতামনুজাং সদা॥ ৩৪
বসুদেববচঃ শ্রুত্বা তত্যাজ ভগিনীং নৃপঃ।
বসুদেবঃ প্রিয়াং নীত্বা জগাম নিজমন্দিরম্॥ ৩৫
ক্রমাদপত্যষট্কঞ্চ যদ্‌যদ্‌ভূতঞ্চ নারদ।
দদৌ তস্মৈ বসুঃ সত্যাং স জঘান ক্রমেণ তান্॥
দৈবক্যাঃ সপ্তমে গর্ভে কংসো রক্ষাং দদৌ ভিয়া
রোহিণীজঠরে মায়া তমাকৃষ্য ররক্ষ চ॥ ৩৭
রক্ষকাঃ কথয়ামাসুর্-গর্ভস্রাবো বভূব হ।
তস্মাদ্বভূব ভগবান নাম্না সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ॥ ৩৮
তস্যা এবাষ্টমো গর্ভো বায়ুপূর্ণো বভূব হ॥ ৩৯
গতে চ নবমে মাসি দশমে সমুপস্থিতে।

দৃষ্টিং দদৌ চ গর্ভে চ ভগবান্ সর্ব্বদর্শনিঃ॥ ৪০
স্বয়ং রূপবতী দেবী সর্ব্বাসাং যোষিতাং বরা।
বভূব দর্শনাৎ সদ্যঃ সুন্দরী সা চতুর্গুণা॥ ৪১
দদর্শ দৈবকীং কংসঃ প্রফুল্লবদনেক্ষণাম্।
তেজসা প্রজ্বলন্তীঞ্চ মায়ামিব দিশো দশ॥ ৪২
যথা জ্যোতিঃ সমূহানাং রাশিং মূর্ত্তিমতীমিব।
দৃষ্ট্বা তামসুরেন্দ্রশ্চ বিস্ময়ং পরমং যযৌ॥ ৪৩
অস্মাদ্ গর্ভাদপত্যঞ্চ মৃত্যুবীজং মমৈব চ।
ইত্যেবমুক্ত্বা কংসশ্চ দদৌ রক্ষাং প্রযত্নতঃ।
দেবকীবসুদেবঞ্চ সপুত্রদারা ররক্ষ চ॥ ৪৪
পূর্ণে চ দশমে মাসি গর্ভঃ পূর্ণো বভূব হ।
বভূব সাচলস্পন্দা জড়রূপা চ নারদ॥ ৪৫
গর্ভে চ বায়ুনা পূর্ণে নির্লিপ্তো ভগবান্ স্থিতঃ।
হৃৎপদ্মদেশে দৈবক্যা হ্যধিষ্ঠানং চকার হ॥ ৪৬
সা বিশ্বম্ভরগর্ভা চ মন্দিরাভ্যন্তরে সতী।
উবাচ জড়রূপা সা ক্লেশযুক্তা বভূব হ॥ ৪৭
উবাস চ ক্ষণং দেবী ক্ষণমুত্থায় তিষ্ঠতি।
ক্ষণং ব্রজতি পাদৈকং ক্ষণং সুষাপ তত্র বৈ॥৪৮
দৃষ্ট্বা চ দেবকীং শীঘ্রং বসুদেবো মহামনাঃ।
প্রসূতিসময়ং দৃষ্ট্বা সস্মার হরিমীশ্বরম্॥ ৪৯
রত্নপ্রদীপসংযুক্ত-মন্দিরে সুমনোহরে।
স্থাপয়ামাস খড়্গঞ্চ লৌহতোয়ং হুতাশনম্॥ ৫০
মন্ত্রজ্ঞঞ্চ নরঞ্চৈব বন্ধুপত্নীর্ভয়াকুলঃ।
বিদ্বাংসং ব্রাহ্মণঞ্চৈব ততো বন্ধূংশ্চ সাদরম্॥৫১
এতস্মিন্নন্তরে তস্যাং রাত্রৌ দ্বিপ্রহরে গতে।
ব্যাপ্তঞ্চ গগনং মেঘৈঃ ক্ষণদ্যুতিসমন্বিতৈঃ॥ ৫২
ববুশ্চ বায়বশ্চাষ্টৌ যযুর্নিদ্রাঞ্চ রক্ষকাঃ।
অচেষ্টিতশ্চ শয়নে মৃতা ইব বিচেতনাঃ॥ ৫৩
এতস্মিন্নন্তরে তত্রে-বাজগ্মুস্ত্রিদশেশ্বরাঃ।
তুষ্টুবুর্ধর্ম্ম-ব্রহ্মেশা গর্ভস্থং পরমেশ্বরম্॥ ৫৪

দেবা ঊচুঃ।

স্বপদযোনিরযোনিস্ত্র-মনন্তোঽব্যয় এব চ।
জ্যোতিঃস্বরূপো হ্যনঘঃ সগুণো নির্গুণো মহান্॥
ভক্তানুরোধাৎ সাকারো নিরাকারো নিরঙ্কুশঃ।
স্বেচ্ছাময়শ্চ সর্ব্বেশঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বগুণাশ্রয়ঃ॥ ৫৬
সুখদো দুঃখদো দুর্গো দুর্জ্জনান্তক এব চ।
নির্ব্যূহো নিখিলাধারো নিঃশঙ্কো নিরুপদ্রবঃ॥৫৭
নিরুপাধিশ্চ নির্লিপ্তো নিরীহো নিধনান্তকঃ।

* ভগ্নীঞ্চ ত্যজেতি ত্যজ ভগিনীঞ্চেতি বা প্রামাঃ পাঠঃ।

আত্মারামঃ পূর্ণকামো নির্দ্দোষো নিত্য এব চ ॥৫৮
সুভগো দুর্ভগো বাগ্মী দুরারাধ্যো দুরত্যয়ঃ।
বেদহেতুশ্চ বেদাশ্চ বেদাঙ্গো বেদবিদ্বিভুঃ ॥ ৫৯
ইত্যেবমুক্ত্বা দেবাশ্চ প্রণেমুশ্চ মুহুর্ম্মুহুঃ।
হর্ষাশ্রুলোচনাঃ সর্ব্বে ববৃষুঃ কুসুমানি চ ॥ ৬০
দ্বিচত্বারিংশন্নামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
দৃঢ়াং ভক্তিং হরের্দাস্যং লভতে বাঞ্ছিতঞ্চ যৎ ॥৬১

ইতি ব্রহ্মাদিকৃতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্।

নারায়ণ উবাচ।

ইত্যেবং স্তবনং কৃত্বা দেবাস্তে স্বালয়ং যযুঃ।
বভূব জলবৃষ্টিশ্চ নিশ্চেষ্টা মথুরাপুরী ॥ ৬২
ঘোরান্ধকারনিগড়া বভূব যামিনী মুনে।
গতে চ সপ্তমুহূর্ত্তে চাষ্টমে সমুপস্থিতে ॥ ৬৩
বেদাতিরিক্তো দুর্জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টশুভক্ষণে।
শুভগ্রহৈর্দৃষ্টলগ্নেঽপ্যদৃষ্টশ্চাশুভগ্রহৈঃ ॥ ৬৪
অর্দ্ধরাত্রে সমুৎপন্নে রোহিণ্যামষ্টমীতিথৌ।
জয়ন্তীযোগযুক্তে চ চার্দ্ধচন্দ্রোদয়ে মুনে ॥ ৬৫
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা ক্ষণং লগ্নং ভীতাঃ সূর্য্যাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
গমনে ক্রমমুল্লঙ্ঘ্য জগ্মুর্মীনং শুভাশুভাঃ ॥ ৬৬
সুপ্রসন্না গ্রহাঃ সর্ব্বে বভূবুস্তত্র সংস্থিতাঃ।
একাদশস্থাস্তে প্রীত্যা মুহূর্ত্তং ধাতুরাজ্ঞয়া ॥ ৬৭
ববৃষুশ্চ জলধরা ববুর্বাতাঃ সুশীতলাঃ।
সুপ্রসন্না চ পৃথিবী প্রসন্নাশ্চ দিশো দশ ॥ ৬৮
ঋষয়ো মনবশ্চৈব যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরাঃ।
দেবাদেব্যশ্চ মুদিতা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৬৯
জগুর্গন্ধর্ব্বরাজেন্দ্রা বিদ্যাধর্য্যশ্চ নারদ।
সুখেন সুস্রুবুর্নদ্যো জজ্বলুশ্চাগ্নয়ো মুদা ॥ ৭০
নেদুর্দুন্দুভয়ঃ স্বর্গে চানকাশ্চ মনোরমাঃ।
পারিজাতপ্রসূনানাং পুষ্পবৃষ্টির্বভূব হ ॥ ৭১
জগাম সূতিকাগেহং নারীরূপং বিধায় ভূঃ।
জয়শব্দঃ শঙ্খশব্দো হরিশব্দো বভূব হ ॥ ৭২
এতস্মিন্নন্তরে তত্র পপাত দৈবকী সতী।
নিঃসসার চ বায়ুশ্চ দৈবকীজঠরাৎ ততঃ ॥ ৭৩
তত্রৈব ভগবান্ কৃষ্ণো দিব্যরূপং বিধায় চ।
হৃৎপদ্মকোষাদ্দৈবক্যা বহিরাবির্বভূব হ ॥ ৭৪
অতীবকমনীয়ঞ্চ শরীরং সুমনোহরম্।
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ৭৫
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং ভক্তানুগ্রহকাতরম্।
মণিরত্নেন্দ্রসারাণাং ভূষিতৈশ্চ বিভূষিতম্ ॥ ৭৬
নবীননীরদশ্যামং শোভিতং পীতবাসসা।
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমদ্রবচার্চ্চিতম্ ॥ ৭৭
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যং বিম্বাধরমনোহরম্।
ময়ূরপুচ্ছচূড়ঞ্চ সদ্রত্নমুকুটোজ্জ্বলম্ ॥ ৭৮
ত্রিভঙ্গবঙ্কমধ্যঞ্চ বনমালাবিভূষিতম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং চারু-কৌস্তুভেন বিরাজিতম্ ॥ ৭৯
কিশোরবয়সং শান্তং কান্তং ব্রহ্মেশয়োঃ পরম্।
দদর্শ বসুদেবশ্চ পুরতো দৈবকী মুনে।
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা বিস্ময়ং পরমং যযৌ ॥ ৮০
পুটাঞ্জলিযুতো ভূত্বা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ।
সাশ্রুপূর্ণঃ সপুলকো দেবতাতঃ স্ত্রিয়া সহ ॥ ৮১

বসুদেব উবাচ।

ত্বামতীন্দ্রিয়মব্যক্ত-মক্ষরং নির্গুণং বিভুম্।
ধ্যানাসাধ্যঞ্চ সর্ব্বেষাং পরমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ৮২
স্বেচ্ছাময়ং সর্ব্বরূপং স্বেচ্ছারূপধরং পরম্।
নির্লিপ্তং পরমং ব্রহ্ম বীজরূপং সনাতনম্ ॥ ৮৩
স্থূলাৎ স্থূলতরং ব্যাপ্ত-মতিসূক্ষ্মমদর্শনম্।
স্থিতং সর্ব্বশরীরেষু সাক্ষিরূপমদৃশ্যকম্ ॥ ৮৪
শরীরবন্তং সগুণ-মশরীরং গুণোৎকরম্।
প্রকৃতিং প্রকৃতীশঞ্চ প্রাকৃতং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥৮৫
সর্ব্বেশং সর্ব্বরূপঞ্চ সর্ব্বান্তকরমব্যয়ম্।
সর্ব্বাধারং নিরাধারং নির্ব্যূহং স্তৌমি কিং বিভো ॥
অনন্তঃ স্তবনেঽশক্তোঽশক্তা দেবী সরস্বতী।
যং স্তোতুমসমর্থশ্চ পঞ্চবক্ত্রঃ ষড়াননঃ ॥ ৮৭
চতুর্ম্মুখো বেদকর্ত্তা যং স্তোতুমক্ষমঃ সদা।
গণেশো ন সমর্থশ্চ যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ ॥৮৮
ঋষয়ো দেবতাশ্চৈব মুনীন্দ্র-মনু-মানবাঃ।
স্বপ্নে তেষামদৃশ্যঞ্চ ত্বামেবং কিং স্তুবন্তি তে ॥ ৮৯
শ্রুতয়স্তবনেঽশক্তাঃ কিং স্তুবন্তি বিপশ্চিতঃ।
বিহায়ৈবং শরীরঞ্চ বালো ভবিতুমর্হসি ॥ ৯০
বসুদেবকৃতং স্তোত্রং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
ভক্তিং দাস্যমবাপ্নোতি শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজে ॥ ৯১
বিশিষ্টপুত্রং লভতে হরিদাসং গুণান্বিতম্।
সঙ্কটং নিস্তরেৎ তূর্ণং শত্রুভীতাৎ প্রমুচ্যতে ॥৯২

ইতি বসুদেবকৃতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্।

নারায়ণ উবাচ।

বসুদেববচঃ শ্রুত্বা তমুবাচ হরিঃ স্বয়ম্।
প্রসন্নবদনঃ শ্রীমান্ ভক্তানুগ্রহকাতরঃ॥ ৯৩

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

তপসাঞ্চ ফলেনৈব পুত্ত্রোঽহং তব সাম্প্রতম্।
বরং বৃণুষ ভদ্রং তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৯৪
পুরা তপস্বিনাং শ্রেষ্ঠঃ পৃশ্নিস্ত্বঞ্চ প্রজাপতিঃ।
পত্নী তে সুতপেয়ঞ্চ তপসারাধিতস্ত্বয়া॥ ৯৫
পুত্ত্রো মৎসদৃশস্তত্র দৃষ্ট্বা মাঞ্চ বৃতো বরঃ।
ময়া দত্তো বরস্তভ্যং মৎসমো ভবিতা সুতঃ॥ ৯৬
দত্ত্বা তুভ্যং বরং তাত মনসালোচ্য চিন্তিতম্।
মৎসমো নাস্তি ভুবনে পুত্ত্রোঽহং তেন হেতুনা॥
তপসাঞ্চ প্রভাবেণ ত্বমেব কশ্যপঃ স্বয়ম্।
সুতপা দেবমাতেয়-মদিতিশ্চ পতিব্রতা॥ ৯৮
অধুনা কশ্যপাংশস্ত্বং বসুদেবঃ পিতা মম।
দৈবকী দেবমাতেয়-মদিতেরংশসম্ভবা॥ ৯৯
ততোঽদিত্যা বামনোঽহং পুত্ত্রস্তেঽহংশসম্ভবঃ।
অধুনা পরিপূর্ণোঽহং পুত্ত্রস্তে তপসঃ ফলাৎ॥
ময়ি ত্বং পুত্ত্রভাবেণ ব্রহ্মভাবেণ বা পুনঃ।
মাং প্রাপ্স্যসি মহাপ্রাজ্ঞ জীবন্মুক্তো ভবিষ্যসি॥
যশোদাভবনং শীঘ্রং মাং গৃহীত্বা ব্রজং ব্রজ।
সংস্থাপ্য তত্র মাং তাত মায়ামাদায় স্থাপয়॥১০২
ইত্যুক্ত্বা শ্রীহরিস্তত্র বালরূপো বভূব হ।
নগ্নং ভূমৌ শয়ানঞ্চ দদর্শ শ্যামলং সুতম্॥ ১০৩
দৃষ্ট্বা স বালকং তত্র মোহিতো বিষ্ণুমায়য়া।
কিং বা দৃষ্টঞ্চ তন্দ্রায়া-মপূর্ব্বং সূতিকাগৃহে॥১০৪
ইত্যুক্ত্বা বসুদেবশ্চ সমালোচ্য স্ত্রিয়া সহ।
গৃহীত্বা বালকং ক্রোড়ে জগাম নন্দগোকুলম্॥
গত্বা নন্দব্রজং শীঘ্রং বিবেশ সূতিকাগৃহম্।
দদর্শ শয়নে সুপ্তাং যশোদাং নিদ্রয়ান্বিতাম্।
নিদ্রান্বিতঞ্চ নন্দঞ্চ সর্ব্বং তত্র গৃহে স্থিতম্॥১০৬
দদর্শ বালিকাং নগ্নাং তপ্তকাঞ্চনসন্নিভাম্।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং পশ্যন্তীং গৃহশেখরম্॥ ১০৭
তাং দৃষ্ট্বা বসুদেবশ্চ বিস্ময়ং পরমং যযৌ॥ ১০৮
সংস্থাপ্য তত্র পুত্ত্রঞ্চ কন্যামাদায় সত্বরম্।
জগাম মথুরাং ত্রস্তঃ স্বকান্তাসূতিকাগৃহম্॥ ১০৯
স্থাপয়ামাস তত্রৈব মহামায়াঞ্চ বালিকাম্।
রোরূয়মাণাং তামেব দৃষ্ট্বা হৃষ্টা * চ দৈবকী॥
রোদনেনৈব সা বালা বোধয়ামাস রক্ষকান্।
উত্থায় রক্ষকাঃ শীঘ্রং জগৃহুর্ব্বালিকাং তদা॥ ১১১
গৃহীত্বা বালিকাং তে চ প্রজগ্মুঃ কংসসন্নিধিম্।
জগাম দৈবকী পশ্চাদ্বসুদেবশ্চ শোকতঃ॥ ১১২
দৃষ্ট্বা চ বালিকাং কংসো নাতিহৃষ্টো মহামুনে।
রোরূয়মাণাং কল্যাণীং তদ্দয়া ন বভূব হ॥ ১১৩
তাং গৃহীত্বা চ পাষাণে নষ্টুং যাতঃ সুদারুণঃ।
উবাচ বসুদেবশ্চ দৈবকী পরমাদরম্॥ ১১৪
ভো ভো কংস নৃপশ্রেষ্ঠ নীতিশাস্ত্রবিশারদ।
নিবোধ বাক্যং সত্যঞ্চ নীতিযুক্তং মনোহরম্॥১১৫
হতাবয়োঃ পুত্ত্রষট্কং দয়া তে নাস্তি বান্ধব।
অধুনা চাষ্টমে গর্ভে বালিকামবলাং মম॥১১৬
হত্বা কিং তে মহৈশ্বর্য্যং ভবিষ্যতি মহীতলে।
ত্বামেব হন্তুমবলা কিং ক্ষমা রণমূর্দ্ধনি॥ ১১৭
ইত্যেবমুক্ত্বা তং বসুর্দ্দৈবকী চ সভাতলে।
রুরোদ পুরতস্তত্র কংসস্য চ দুরাত্মনঃ॥ ১১৮
কংসস্তয়োর্ব্বচঃ শ্রুত্বা তামুবাচ সুদারুণঃ।
শৃণু বাক্যং মদীয়ঞ্চ নিবোধ বোধয়ামি তে॥১১৯

কংস উবাচ।

তৃণেন পর্ব্বতং হন্তুং শক্তো ধাতা চ দৈবতঃ।
কীটেন সিংহশার্দ্দুলং মশকেন গজং তথা॥১২০
শিশুনা চ মহাবীরং মহান্তং ক্ষুদ্রজন্তুভিঃ।
মূষিকেণ চ মার্জ্জারং মণ্ডূকেন ভুজঙ্গমম্॥ ১২১
এবং জন্যেন জনকং ভক্ষ্যেণৈব চ ভক্ষকম্।
বহ্নিনা চ জলং নষ্টং বহ্নিং শুষ্কতৃণেন চ॥১২২
পীতাঃ সপ্ত সমুদ্রাশ্চ দ্বিজেনৈকেন জন্মনা।
ধাতুর্গতির্বিচিত্রা চ দুর্জ্জ্ঞেয়া ভুবনত্রয়ে॥ ১২৩
দৈবেন বালিকা নষ্টুং মাং সমর্থা ভবিষ্যতি।
বালিকাঞ্চ বধিষ্যামি নাত্র কালবিচারণা॥ ১২৪
ইত্যেবমুক্ত্বা কংসশ্চ গৃহীত্বা বালিকাং তদা।
হন্তুমারব্ধবান্ কংস-স্তমুবাচ বসুস্তদা॥ ১২৫
বৃথা হিংসিতবান্ রাজন্ দেহি বালাং কৃপানিধে।
স তচ্ছ্রুত্বা বিচারজ্ঞঃ কংসস্তুষ্টো মহামুনে॥১২৬
সম্বোধ্য যান্তং † তত্রৈব বাগ্বভূবাশরীরিণী।

---

* হৃষ্ট ইত্যপি পাঠঃ।
† সম্বোধয়ন্তমিতি চ পাঠঃ।

হে কংস হংসি কাং মূঢ় ন বিজ্ঞেয়া বিধের্গতিঃ ॥
কুত্রচিৎ তে নিহন্তাস্তি কালে ব্যক্তো ভবিষ্যতি ।
শ্রুত্বৈবং দৈববাণীঞ্চ তত্যাজ বালিকাং নৃপঃ ॥১২৮
বসুদেবো দেবকী চ তামাদায় মুদান্বিতঃ ।
জগ্মতুঃ স্বগৃহং তৌ চ কন্যাং কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥১২৯
মৃতামিব পুনঃ প্রাপ্য ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ ধনম্ ।
সা পরা ভগিনী বিপ্র কৃষ্ণস্য পরাত্মনঃ ।
একানংশেতি বিখ্যাতা পার্ব্বত্যংশসমুদ্ভবা ॥১৩০
বসুস্তাং দ্বারকায়াস্তু রুক্মিণ্যুদ্বাহকর্ম্মণি ।
দদৌ দুর্ব্বাসসে ভক্ত্যা শঙ্করাংশায় ভক্তিতঃ ॥১৩১
এবং নিগদিতং সর্ব্বং কৃষ্ণজন্মানুকীর্ত্তনম্ ।
জন্ম-মৃত্যু-জরাবিঘ্নং সুখদং পুণ্যদং মুনে ॥ ১৩২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-
জন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সম্বাদে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

জন্মাষ্টমীব্রতং ব্রূহি ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্ ।
ফলং জয়ন্তীযোগস্য সামান্যেন চ সাম্প্রতম্ ॥ ১
কো বা দোষোঽপ্যকরণে ভোজনে বা মহামুনে ।
উপবাসফলং কিং বা জয়ন্ত্যাঞ্চ সুসংযতঃ ॥ ২
ব্রতপূজাবিধানঞ্চ সংযমস্য চ সাম্প্রতম্ ।
উপবাস-পারণয়োঃ সুবিচার্য্য বদ প্রভো ॥ ৩

নারায়ণ উবাচ ।

কৃত্বা হবিষ্যং সপ্তম্যাং সংযতঃ পারণে তথা ।
অরুণোদয়বেলায়াং সমুত্থায় পরেঽহনি ॥ ৪
প্রাতঃকৃত্যং সংবিধায় স্নাত্বা সঙ্কল্পমাচরেৎ ।
ব্রতোপবাসয়োর্ব্রহ্মন্ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিহেতুকম্ ॥ ৫
মন্বাদিদিবসে প্রাপ্তে যৎ ফলং স্নানপূজনৈঃ ।
ফলং ভাদ্রপদেঽষ্টম্যাং ভবেৎ কোটিগুণং দ্বিজ ॥
তস্যাং তিথৌ বারিমাত্রং পিতৄণাং যঃ প্রযচ্ছতি ।
গয়াশ্রাদ্ধং কৃতং তেন শতাব্দং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭
স্নাত্বা নিত্যক্রিয়াং কৃত্বা নির্ম্মায় সূতিকাগৃহম্ ।
লৌহখড়্গং বহ্নিজালৈ-র্যুক্তং রক্ষকসঞ্জকৈঃ ॥৮
তত্র দ্রব্যং বহুবিধং নাড়িচ্ছেদনকর্ত্তনীম্ ।
ধাত্রীস্বরূপাং নারীঞ্চ যত্নতঃ স্থাপয়েদ্বুধঃ ॥ ৯
পূজাদ্রব্যাণি চারূণি সোপচারাণি ষোড়শ ।
ফলান্যষ্টৌ চ মিষ্টানি দ্রব্যাণ্যেব হি নারদ ॥ ১০
জাতীফলঞ্চ কঙ্কোলং দাড়িম্বং শ্রীফলং তথা ।
নারিকেলঞ্চ জম্বীরং কুষ্মাণ্ডঞ্চ মনোহরম্ ॥ ১১
আসনং বসনং পাদ্যং মধুপর্কং তথৈব চ ।
অর্ঘ্যমানচমনীয়ঞ্চ স্নানীয়ং শয়নং তথা ॥ ১২
গন্ধপুষ্পঞ্চ নৈবেদ্যং তাম্বূলমনুলেপনম্ ।
ধূপ-দীপৌ ভূষণঞ্চে-বোপচারাণি ষোড়শ ॥ ১৩
পাদপ্রক্ষালনং কৃত্বা ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী ।
আচম্য চাসনে স্থিত্বা স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকম্ ॥ ১৪
ঘটমারোপণং কৃত্বা সম্পূজ্য পঞ্চ দেবতাঃ ।
ঘট আবাহনং কৃত্বা শ্রীকৃষ্ণং পরমেশ্বরম্ ॥ ১৫
বসুদেবং দেবকীঞ্চ যশোদাং নন্দমেব চ ।
রোহিণীং বলদেবঞ্চ ষষ্ঠীদেবীং বসুন্ধরাম্ ॥ ১৬
রোহিণীঞ্চৈব ব্রহ্মাণমষ্টমীং স্থানদেবতাম্ ।
অশ্বত্থাম-বলী চৈব হনূমন্তং বিভীষণম্ ॥ ১৭
কৃপং পরশুরামঞ্চ ব্যাসদেবং মৃকণ্ডুজম্ ।
সর্ব্বমাবাহনং কৃত্বা ধ্যানং কুর্য্যাদ্ধরেস্তথা ॥ ১৮
পুষ্পকং মস্তকে ন্যস্য পুনর্ধ্যায়েদ্ বিচক্ষণঃ ।
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং শৃণু বক্ষ্যামি নারদ ।
ব্রহ্মণা কথিতং পূর্ব্বং কুমারায় মহাত্মনে ॥ ১৯

বালং নীলাম্বুদাভং * অতিশয়রুচিরং
স্মেরবক্ত্রাম্বুজং তং
ব্রহ্মেশানন্তধর্ম্মৈঃ কতি কতি দিবসৈঃ
স্তূয়মানং পরং যৎ ।
ধ্যানাসাধ্যং ঋষীন্দ্রৈর্মুনিমনুজবরৈঃ
সিদ্ধসঙ্ঘৈরসাধ্যং
যোগীন্দ্রাণামচিন্ত্যং অতিশয়মতুলং
সাক্ষিরূপং ভজেঽহম্ ॥ ২০

ধ্যাত্বা পুষ্পঞ্চ দত্ত্বা তু তৎসর্ব্বং মন্ত্রপূর্ব্বকম্ ।
দত্ত্বা ব্রতী ব্রতং কুর্য্যাচ্ছৃণু মন্ত্রং যথাক্রমম্ ॥ ২১
আসনং সর্ব্বশোভাঢ্যং সদ্রত্নমণিনির্ম্মিতম্ ।
বিচিত্রিতঞ্চ চিত্রেণ গৃহ্যতাং শোভনং হরে ॥ ২২
বসনং বহ্নিশৌচঞ্চ নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা ।
প্রতপ্তস্বর্ণখচিতং চিত্রিতং গৃহ্যতাং হরে ॥ ২৩

---

* অত্র প্রথমতৃতীয়চতুর্থপাদেঽসন্ধিরার্ষঃ ।

পাদপ্রক্ষালনার্থঞ্চ স্বর্ণপাত্রস্থিতং জলম্।
পবিত্রং নির্ম্মলং চারু পুষ্পং পাদ্যঞ্চ গৃহ্যতাম্ ॥২৪
মধুসর্পির্দধিক্ষীর-শর্করা-সংযুতং পরম্।
স্বর্ণপাত্রস্থিতং দেয়ং সাধারং গৃহ্যতাং হরে॥ ২৫
দূর্ব্বাক্ষতং শুক্লপুষ্পং স্বচ্ছতোয়সমন্বিতম্।
চন্দনাগুরুকস্তূরী-সহিতং গৃহ্যতাং হরে॥ ২৬
সুস্বাদু স্বচ্ছতোয়ঞ্চ বাসিতং গন্ধবস্তুনা।
শুদ্ধমাচমনীয়ঞ্চ গৃহ্যতাং পরমেশ্বর॥ ২৭
গন্ধদ্রব্যসমাযুক্তং বিষ্ণুতৈলং সুবাসিতম্।
আমলক্যা দ্রবঞ্চৈব স্নানীয়ং গৃহ্যতাং হরে॥ ২৮
সদ্রত্নমণিসারেণ রচিতাং সুমনোহরাম্।
ছাদিতাং সূক্ষ্মবস্ত্রেণ শয্যাং গৃহাণ হে হরে॥ ২৯
চূর্ণঞ্চ বৃক্ষভেদানানাং মূলানাং দ্রবসংযুতম্।
কস্তূরীরসসংযুক্তং গন্ধং গৃহাণ হে হরে॥ ৩০
পুষ্পং সুগন্ধসংযুক্তং বনস্পতিসমুদ্ভবম্।
সুপ্রিয়ং সর্ব্বদেবানাং গৃহ্যতাং পরমেশ্বর॥ ৩১
শর্করাস্বস্তিকাক্তঞ্চ মিষ্টদ্রব্যসমন্বিতম্।
সুপক্বফলসংযুক্তং নৈবেদ্যং গৃহ্যতাং হরে॥ ৩২
লড্ডুকং মোদকঞ্চৈব সর্পিঃ ক্ষীরং গুড়ং মধু।
নবোদ্ধৃতং দধি তক্রং নৈবেদ্যং গৃহ্যতাং হরে॥৩৩
তাম্বূলং ভোগসারঞ্চ কর্পূরাদিসমন্বিতম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহ্যতাং পরমেশ্বর॥ ৩৪
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমদ্রবসংযুতম্।
আবীরচূর্ণং রুচিরং গৃহ্যতাং পরমেশ্বর॥ ৩৫
তরুভেদরসোৎকর্ষো গন্ধযুক্তোঽগ্নিনা সহ।
সুপ্রিয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং গৃহ্যতাং হরে॥
ঘোরান্ধকারনাশৈক-হেতুরেব শুভাবহঃ।
সুপ্রদীপ্তো দীপ্তিকরো দীপোঽয়ং গৃহ্যতাং হরে।
পবিত্রং নির্ম্মলং তোয়ংকর্পূরাদিসুবাসিতম্।
জীবনং সর্ব্বজীবানাং পানার্থং গৃহ্যতাং হরে॥৩৮
নানাপুষ্পসমাযুক্তং গ্রথিতং সূক্ষ্মতন্তুনা।
শরীরভূষণবরং মাল্যঞ্চ প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ৩৯
দত্ত্বা দেয়ানি দ্রব্যাণি পূজোপযোগিতানি চ।
ব্রতস্থানস্থিতং দ্রব্যং হরয়ে দেয়মেব চ॥ ৪
ফলানি তরুবীজানি স্বাদূনি সুন্দরাণি চ।
বংশবৃদ্ধিকরাণ্যেব গৃহ্যতাং পরমেশ্বর॥ ৪১
আবাহিতাংশ্চ দেবাংশ্চ প্রত্যেকং পূজয়েদ্ব্রতী।
সম্পূজ্য ভক্তিভাবেন দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্ ॥৪২
সুনন্দনন্দকুমুদান্ গোপান্ গোপীশ্চ রাধিকাম্।
গণেশং কার্ত্তিকেয়ঞ্চ ব্রহ্মাণঞ্চ শিবং শিবাম্ ॥৪৩
লক্ষ্মীং সরস্বতীঞ্চৈব দিক্পালাংশ্চ গ্রহাংস্তথা।
শেষং সুদর্শনঞ্চৈবং পার্ষদপ্রবরাংস্তথা॥ ৪৪
সম্পূজ্য সর্ব্বদেবাংশ্চ প্রণম্য দণ্ডবদ্ভুবি।
ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ নৈবেদ্যং দত্ত্বা দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্ ॥৪৫
কথাঞ্চ জন্মাধ্যায়োক্তাং শৃণুয়াদ্ভক্তিভাবতঃ।
তদা কুশাসনে স্থিত্বা কুর্য্যাজ্জাগরণং ব্রতী॥ ৪৬
প্রভাতে চাহ্নিকং কৃত্বা সম্পূজ্য শ্রীহরিং সদা।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা চ চকার হরিকীর্ত্তনম্॥ ৪৭

নারদ উবাচ।

ব্রতকালব্যবস্থাঞ্চ বেদোক্তাং সর্ব্বসম্মতাম্।
বেদাঙ্গঞ্চ সমালোচ্য সংহিতাঞ্চ পুরাতনীং॥ ৪৮
উপবাসে জাগরণে ব্রতে বা কিং ফলং ভবেৎ।
কিং বা পাপং তত্র ভুক্ত্বা বদ বেদবিদাং বর ॥৪৯

নারায়ণ উবাচ।

অষ্টমী-পাদসংযুক্তা রাত্র্যর্দ্ধে যদি দৃশ্যতে।
স এব মুখ্যকালশ্চ তত্র জাতঃ স্বয়ং হরিঃ॥ ৫০
জয়ং পুণ্যঞ্চ কুরুতে জয়ন্তী তেন সা স্মৃতা।
তত্রোপোষ্য ব্রতং কৃত্বা কুর্য্যাজ্জাগরণং বুধঃ॥৫১
সর্ব্বাপবাদঃ কালোঽয়ং প্রধানঃ সর্ব্বসম্মতঃ।
ইতি বেদবিদাং বাণী চেত্যুক্তা বেধসা পুরা॥৫২
তত্র জাগরণং কৃত্বা চোপোষ্য যদ্ব্রতং ভবেৎ।
কোটিজন্মার্জ্জিতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥৫৩
বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমীসহিতাষ্টমী।
সা সর্ক্ষাপি ন কর্ত্তব্যা সপ্তমীসহিতাষ্টমী॥ ৫৪
অবিদ্ধায়াস্তু সর্ক্ষায়াং জাতো দৈবকীনন্দনঃ।
দেববেদাঙ্গগুপ্তেঽতিবিশিষ্টে মঙ্গলে ক্ষণে।
ব্যতীতে পদ্মযোনৌ চ ব্রতী কুর্য্যাচ্চ পারণম্ ॥৫৫
তিথ্যন্তে চ হরিং স্মৃত্বা কৃত্বা দেবাসুরার্চ্চনম্।
পারণং পাবনং পুংসাং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥ ৫৬
উপবাসাঙ্গভূতঞ্চ ফলদং শুদ্ধিকারণম্।
সর্ব্বেষেবোপবাসেষু দিবা পারণমিষ্যতে॥ ৫৭
অন্যথা ফলহানিঃ স্যাদ্ব্রতধারণপারণম্॥ ৫৮
ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যা-দৃতে বৈ রোহিণীব্রতাৎ।
নিশায়াং পারণং কুর্য্যাদ্-বর্জ্জয়িত্বা মহানিশাম্ ॥৫৯
পূর্ব্বাহ্নে পারণং শস্তং কৃত্বা বিপ্রসুরার্চ্চনম্।
সর্ব্বেষাং সম্মতং কুর্য্যা-দৃতে বৈ রোহিণীব্রতম্॥

বুধসোমসমাযুক্তা জয়ন্তী যদি লভ্যতে।
ন কুর্য্যাদ্গর্ভবাসঞ্চ তত্র কৃত্বা ব্রতং ব্রতী ॥ ৬১
উদয়ে চাষ্টমী কিঞ্চি-ন্নবমী সকলা যদি।
ভবেদ্‌বুধেন্দুসংযুক্তা প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুতা ॥ ৬২
অপি বর্ষশতেনাপি লভ্যতে ব ন লভ্যতে।
ব্রতী চ তদ্‌ব্রতং কৃত্বা পুংসাং কোটীঃ সমুদ্ধরেৎ
নৃণাং বিনা ব্রতেনাপি ভক্তানাং বিত্তবর্জ্জিতাৎ।
কৃত্বৈবোপবাসেন প্রীতো ভবতি মাধবঃ ॥ ৬৪
ভক্ত্যা নানোপচারেণ রাত্রৌ জাগরণেন চ।
ফলং দদাতি দৈত্যারি-র্জয়ন্তীব্রতসম্ভবম্ ॥ ৬৫
বিত্তশাঠ্যমকুর্ব্বাণঃ সম্যক্ ফলমবাপ্নুয়াৎ।
কুর্ব্বাণো বিত্তশাঠ্যঞ্চ লভতেঽসদৃশং ফলম্ ॥ ৬৬
অষ্টম্যামথ রোহিণ্যাং ন কুর্য্যাৎ পারণং বুধঃ।
হন্যাৎ পূর্ব্বকৃতং পুণ্য-মুপবাসার্জ্জিতং ফলম্ ॥
তিথিরষ্টগুণং হন্তি নক্ষত্রঞ্চ চতুর্গুণম্।
তস্মাৎ প্রযত্নতঃ কুর্য্যাৎ তিথিভান্তে চ পারণম্ ॥
মহানিশায়াং প্রাপ্তায়াং তিথিভান্তং যদা ভবেৎ।
তৃতীয়েঽহ্নি মুনিশ্রেষ্ঠ পারণং কুরুতে ব্রতী ॥ ৬৯
যন্মুহূর্ত্তে ব্যতীতে তু রাত্রাবেব মহানিশা।
লভতে ব্রহ্মহত্যাঞ্চ তত্র ভুক্ত্বা চ নারদ ॥ ৭০
গোমাংস-বিণ্মূত্রসমং তাম্বূলঞ্চ ফলং জলম্।
পুংসামভক্ষ্যং শুদ্ধায়া-মোদনস্যাপি কা কথা ॥ ৭১
ত্রিযামাং রজনীং প্রাহু-স্ত্যক্ত্বাদ্যন্ত চতুষ্টয়ম্।
নাড়ীনাং তদুভে সন্ধ্যে দিবসাদ্যন্তসংজ্ঞিতে ॥ ৭২
জন্মাষ্টম্যাঞ্চ শুদ্ধায়াং কৃত্বা জাগরণং ব্রতম্।
শতজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৩
জন্মাষ্টম্যাঞ্চ শুদ্ধায়া-মুপোষ্য কেবলং নরঃ।
অশ্বমেধফলং তস্য ব্রতং জাগরণং বিনা ॥ ৭৪
যদ্‌বাল্যে যচ্চ কৌমারে যৌবনে যচ্চ বার্দ্ধকে।
সপ্তজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৫
শ্রীকৃষ্ণজন্মদিবসে যশ্চ ভুঙ্‌ক্তে নরাধমঃ।
স ভবেন্মাতৃগামী চ ব্রহ্মহত্যাশতং লভেৎ ॥ ৭৬
কোটিজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তস্য নশ্যতি নিশ্চিতম্।
অনর্হশ্চাশুচিঃ শশ্বদ্দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি ॥ ৭৭
অন্তে বসেৎ কালসূত্রে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।
কৃমিভিঃ শূলতুল্যৈশ্চ,তীক্ষ্ণদংষ্ট্রৈশ্চ ভক্ষিতঃ ॥
পাপী ততঃ সমুত্থায় ভারতে জন্ম চেল্লভেৎ।
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াঞ্চ কৃমির্ভবেৎ ॥ ৭৯

গৃধ্রঃ কোটিসহস্রাণি শতজন্মানি শূকরঃ।
শ্বাপদং শতজন্মানি শৃগালঃ শতজন্মসু ॥ ৮০
সপ্তজন্মসু সর্পশ্চ কাকশ্চ সপ্তজন্মসু।
ততো ভবেন্নরো মূকো গলৎকুষ্ঠী সদাতুরঃ ॥ ৮১
ততো ভবেৎ পণ্ডঘ্নশ্চ ব্যালগ্রাহী ততো ভবেৎ।
তদন্তে চ ভবেদ্দস্যু-র্ধর্ম্মহীনো নরঘ্নকঃ ॥ ৮২
ততো ভবেৎ স রজক-স্তৈলকারস্ততো ভবেৎ।
ততো ভবেদ্দেবলশ্চ ব্রাহ্মণশ্চ সদাশুচিঃ ॥ ৮৩
উপবাসাসমর্থশ্চে-দেকং বিপ্রঞ্চ ভোজয়েৎ।
তাবদ্ধনানি বা দদ্যাৎ যদ্ভুক্তাদ্ দ্বিগুণং ভবেৎ ॥
সহস্রসম্মিতাং দেবীং জপেদ্‌বা প্রাণসংযমম্।
কুর্য্যাদ্ দ্বাদশসংখ্যাকং যথা তু তদ্‌ব্রতে নরঃ * ॥
ইত্যেবং কথিতং বৎস শ্রুতং যদ্ধর্ম্মবক্ত্রতঃ।
ব্রতোপবাসপূজানাং বিধানমকৃতে চ যৎ ॥ ৮৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে
নারায়ণ-নারদসংবাদে জন্মাষ্টমীব্রতাদি-
নিরূপণপ্রস্তাবোঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

সংস্থাপ্য গোকুলে কৃষ্ণং যশোদামন্দিরে বসুঃ।
জগাম স্বগৃহং নন্দঃ কিং চকার সুতোৎসবম্ ॥ ১
কিং চকার হরিস্তত্র কতি বর্ষং স্থিতির্বিভোঃ।
বালক্রীড়নকং তস্য বর্ণয় ক্রমশঃ প্রভো ॥ ২
পুরা কৃতা যা প্রতিজ্ঞা গোলোকে রাধয়া সহ।
তৎ কৃতং কেন হরিণা প্রতিজ্ঞাপালনং বনে ॥ ৩
কীদৃগ্‌বৃন্দাবনং রাসমণ্ডলং কিংবিধং বদ।
রাসক্রীড়াং জলক্রীড়াং সংব্যস্য বর্ণয় প্রভো ॥ ৪
নন্দস্তপঃ কিং চকার যশোদা চাথ রোহিণী।
হরেঃ পূর্ব্বঞ্চ হলিনঃ কুত্র জন্ম বভূব হ ॥ ৫
পীযূষখণ্ডমাখ্যান-মপূর্ব্বং শ্রীহরেঃ স্মৃতম্।
বিশেষতঃ কবিমুখে কাব্যং নূত্নং পদে পদে ॥ ৬
স্বরাসমণ্ডলং ক্রীড়াং বর্ণয় স্বয়মেব চ।
পরোক্ষবর্ণনং কাব্যং প্রশস্তং দৃশ্যবর্ণনম্ ॥ ৭

---

* ন যস্মা তত্র তে নর ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

শ্রীকৃষ্ণাংশো ভবান্ সাক্ষাদ্যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ
যো যস্যাংশঃ স চ জন-স্তস্যৈব সুখতঃ সুখী ॥ ৮
ত্বয়ৈব বর্ণিতৌ পাদে বিলীনো তু যুবাং হরেঃ ।
সাক্ষাদ্ গোলোকনাথং-শস্ত্বমেব তৎসমো মহান্

নারায়ণ উবাচ ।

ব্রহ্মেশ-শেষ-বিঘ্নেশাঃ কূর্ম্মো ধর্ম্মোঽহমেব চ
নরশ্চ কার্ত্তিকেয়শ্চ শ্রীকৃষ্ণাংশা বয়ং নব ॥ ১০
অহো গোলোকনাথস্য মহিমা কেন বর্ণিতঃ ।
যং স্বয়ং নো বিজানীমো কিং নারদ * বিপশ্চিতঃ
শূকরো বামনঃ কল্কী বৌদ্ধঃ কপিল-মীনকৌ ।
এতে চাংশাঃ কলাশ্চান্যে সন্ত্যেব কতিধা মুনে ॥
পূর্ণো নৃসিংহো রামশ্চ শ্বেতদ্বীপবিরাজিতঃ ।
পরিপূর্ণতমঃ কৃষ্ণো বৈকুণ্ঠে গোকুলে স্বয়ম্ ॥ ১৩
বৈকুণ্ঠে কমলাকান্তো রূপভেদশ্চতুর্ভুজঃ ।
গোলোকে গোকুলে রাধাকান্তোঽয়ং দ্বিভুজঃ স্বয়ম্ ॥ ১৪
অস্যৈব তেজো নিত্যঞ্চ চিন্তাং কুর্ব্বন্তি যোগিনঃ ।
ভক্তাঃ পাদাম্বুজং তেজঃ কুতস্তেজস্বিনং বিনা ॥
শৃণু বিপ্র বর্ণয়ামি যশোদা-নন্দয়োস্তপঃ ।
রোহিণ্যাশ্চ যতো হেতোর্দদৃশুস্তে হরের্ম্মুখম্ ॥১৬
বসূনাং প্রবরো নন্দো নাম্না দ্রোণস্তপোধনঃ ।
তস্য পত্নী ধরা সাধ্বী যশোদা সা তপস্বিনী ॥১৭
রোহিণী সর্পমাতা চ কদ্রুঃ কিংসর্পকারিণী ।
এতেষাং জন্মচরিতং নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ১৮
একদা চ ধরাদ্রোণৌ পর্ব্বতে গন্ধমাদনে ।
পুণ্যদে ভারতে বর্ষে গৌতমাশ্রমসন্নিধৌ ॥ ১৯
তপশ্চকার তত্রৈব বর্ষাণামযুতং মুনে ।
কৃষ্ণস্য দর্শনার্থঞ্চ নির্জ্জনে সুপ্রভাতটে ॥ ২০
ন দদর্শ হরিং দ্রোণো ধরা চৈব তপস্বিনী ।
কৃত্বাগ্নিকুণ্ডং বৈরাগ্যাৎ প্রবেষ্টুং সমুপস্থিতৌ ॥২১
তৌ মর্ত্তুকামৌ দৃষ্ট্বা চ বাগ্বভূবাশরীরিণী ।
দ্রক্ষ্যথঃ শ্রীহরিং পৃথ্ব্যাং গোকুলে পুত্ররূপিণম্ ॥
জন্মান্তরে বসুশ্রেষ্ঠ দুর্দর্শং যোগিনাং বিভুম্ ।
ধ্যানাসাধ্যঞ্চ বিদুষাং ব্রহ্মাদীনাঞ্চ বন্দিতম্ ॥ ২৩
শ্রুত্বৈবং তদ্ধরা-দ্রোণৌ জগ্মতুঃ স্বালয়ং সুখাৎ
লব্ধ্বা তু ভারতে জন্ম দৃষ্টং তাভ্যাং হরের্ম্মুখম্ ॥২৪

যশোদানন্দয়োরেব কথিতং চরিতং ময়া ।
সুযোগ্যং দেবতানাঞ্চ রোহিণীচরিতং শৃণু ॥ ২৫
একদা দেবতামাতা পুষ্পোৎসবদিনে সতী ।
বিজ্ঞাপনং চরদ্বারা চকার কশ্যপং মুনে ॥ ২৬
সুস্নাতা সুন্দরী দেবী রত্নালঙ্কারভূষিতা ।
চকার বেশং বিবিধং দদর্শ দর্পণে মুখম্ ॥ ২৭
কস্তূরীবিন্দুনা সার্দ্ধং সিন্দূরবিন্দুসংযুতম্ ।
রত্নকুণ্ডলশোভাঢ্যং পত্রাভরণভূষিতম্ ॥ ২৮
গজমৌক্তিকসংযুক্ত * নাসাগ্রং সুমনোহরম্ ।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যং শরৎপঙ্কজলোচনম্ ।
বক্রভঙ্গিমসংযুক্তং বিচিত্রকজ্জলোজ্জ্বলম্ ॥ ২৯
পক্কদাড়িম্ববীজাভ-দন্তরাজিবিরাজিতম্ ।
পক্কবিম্বাধরৌষ্ঠঞ্চ সস্মিতং সুন্দরং সদা ॥ ৩০
অতীবকমনীয়ঞ্চ মুনীন্দ্রচিত্তমোহনম্ ॥ ৩১
এবম্ভূতং মুখং দৃষ্ট্বা সুন্দরী স্বগৃহং স্থিতা ।
পশ্যন্তী পতিমার্গঞ্চ কামবাণপ্রপীড়িতা ॥ ৩২
শুশ্রাব বার্ত্তামদিতিঃ কশ্যপং কদ্রুসংযুতম্ ।
রসভারসমারম্ভে তস্যা বক্ষঃস্থলস্থিতম্ ॥ ৩৩
শ্রুত্বা চুকোপ সাধ্বী সা হতাশা রতিকাতরা ।
ন শশাপ পতিং প্রেম্ণা শশাপ সর্পমাতরম্ ॥৩৪
ন দেবালয়যোগ্যা সা ধার্ম্মিষ্ঠা ধর্ম্মনাশিনী ।
দূরং গচ্ছতু স্বর্লোকাদ্-যাতু যোনিঞ্চ মানবীম্ ॥৩৫
শ্রুত্বৈবং সা চরদ্বারা শশাপ দেবমাতরম্ ।
সা চৈব মানবীং যোনিং যাতু মর্ত্ত্যে জরায়ুতাম্ ॥
কশ্যপো বোধয়ামাস কদ্রুঞ্চ সর্পমাতরম্ ।
কালে যাস্যসি মর্ত্ত্যঞ্চ ময়া সহ শুচিস্মিতে ॥ ৩৭
ত্যজ ভীতিং লভ মুদং দ্রক্ষ্যসি শ্রীহরের্ম্মুখম্ ।
এবমুক্ত্বা কশ্যপশ্চ প্রজগামাদিতের্গৃহম্ ॥ ৩৮
বাঞ্ছাপূর্ণঞ্চ তস্যাশ্চ চকার ভগবান্ বিভুঃ ।
ঋতৌ তত্র মহেন্দ্রশ্চ বভূব হ সুরর্ষভ ॥ ৩৯
অদিতির্দৈবকী চৈব সর্পমাতা চ রোহিণী ।
কশ্যপো বসুদেবশ্চ শ্রীকৃষ্ণজনকো মহান্ ॥ ৪০
রহস্যং গোপনীয়ঞ্চ সর্ব্বং নিগদিতং মুনে ।
অধুনা বলদেবস্য জন্মাখ্যানং মুনে শৃণু ॥ ৪১
অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য সহস্রশিরসঃ প্রভোঃ ।
রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যারত্নঞ্চ প্রেয়সী ॥ ৪২

* ন বেদাঃ কিমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।

* সৌন্দর্য্যমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।

জগাম গোকুলং সাধ্বী বসুদেবাজ্ঞয়া মুনে ।
সঙ্কর্ষণস্থ রক্ষার্থং কংসভীতাং পলায়িতা ॥ ৪৩
দৈবক্যাঃ সপ্তমং গর্ভং মায়া কৃষ্ণাজ্ঞয়া তদা ।
রোহিণ্যা জঠরে তত্র স্থাপয়ামাস গোকুলে ।
সংস্থাপ্য চ যদা গর্ভং কৈলাসং সা জগাম হ ॥৪৪
দিনান্তরে কতিপয়ে রোহিণী নন্দমন্দিরে ॥ ৪৫
সুষাব পুত্রং কৃষ্ণাংশ-তপ্তরৌপ্যাভমীশ্বরম্।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা ॥ ৪৬
তস্যৈব জন্মমাত্রেণ দেবা মুমুদিরে তদা ।
স্বর্গে দুন্দুভয়ো নেদু-রানকা মুরজাদয়ঃ ।
জয়শব্দং শঙ্খশব্দং চক্রুর্দেবা মুদান্বিতাঃ ॥ ৪৭
নন্দো হৃষ্টো ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং বহুবিধং দদৌ ।
চিচ্ছেদ নাড়ীং ধাত্রী চ স্নাপয়ামাস বালকম্ ॥৪৮
জয়শব্দং দদুর্গোপ্যঃ সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ ।
পরপুত্রোৎসবং নন্দ-শ্চকার পরমাদরাৎ ॥ ৪৯
দদৌ যশোদা গোপীভ্যো ব্রাহ্মণীভ্যো ধনং মুদা ।
নানাবিধানি দ্রব্যাণি সিন্দূরং তৈলমেব চ ॥ ৫০
ইত্যেবং কথিতং বৎস যশোদানন্দয়োস্তপঃ ।
জন্মাখ্যানঞ্চ হলিনো রোহিণীচরিতং তথা ॥ ৫১
অধুনা বাঞ্ছনীয়ং তে নন্দপুত্রোৎসবং শৃণু ।
সুখদং মোক্ষদং সারং জন্ম-মৃত্যু-জরাপহম্ ॥৫২
মঙ্গলং কৃষ্ণচরিতং বৈষ্ণবানাঞ্চ জীবনম্ ।
সর্ব্বাশুভবিনাশঞ্চ ভক্তিদাস্যপ্রদং হরেঃ ॥ ৫৩
বসুদেবশ্চ শ্রীকৃষ্ণং সংস্থাপ্য নন্দমন্দিরে ।
গৃহীত্বা বালিকাং হৃষ্টো জগাম নিজমন্দিরম্ ॥৫৪
কথিতং চরিতং তস্যাঃ শ্রুতং তন্মুখতো * মুনে ।
অধুনা গোকুলে কৃষ্ণ-চরিতং শৃণু মঙ্গলম্ ॥ ৫৫
বসুদেবে গৃহং যাতে যশোদা নন্দ এব চ ।
মঙ্গলে সূতিকাগারে জজাগার জয়াশ্রিতে ॥ ৫৬
দদর্শ পুত্রং ভূমিষ্ঠং নবীননীরদপ্রভম্ ।
অতীবসুন্দরং নগ্নং পশ্যন্তং গৃহশেখরম্ ॥ ৫৭
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যং নীলেন্দীবরলোচনম্ ।
রুদন্তঞ্চ হসন্তঞ্চ রেণুসংযুক্তবিগ্রহম্ ॥ ৫৮
হস্তদ্বয় ভুবি ন্যস্তং প্রেরয়ন্তং পদাম্বুজম্ ।
দৃষ্ট্বা নন্দঃ প্রিয়াসার্দ্ধং হরিং হৃষ্টো বভূব হ ॥৫৯

ধাত্রী তং স্নাপয়ামাস শীততোয়েন বালকম্ ।
চিচ্ছেদ নাড়ীং বালস্য হর্ষাদ্‌গোপ্যো জয়ং দদুঃ ॥
আজগ্মুর্গোপিকাঃ সর্ব্বা বৃহচ্ছ্রোণ্যশ্চলৎকুচাঃ ।
বালিকাশ্চ বয়স্থাশ্চ বিপ্রপত্ন্যশ্চ সূতিকাম্ ॥ ৬১
আশিষং যুযুজুঃ সর্ব্বা দদৃশুর্বালকং মুদা ।
ক্রোড়েষু চক্রুঃ প্রশসংশুরুষুস্তত্র চ কাশ্চন ॥ ৬২
নন্দঃ সচেলঃ স্নাত্বা চ ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী ।
পারম্পর্য্যবিধিং তত্র চকার হৃষ্টমানসঃ ॥ ৬৩
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলম্ ।
বাদ্যানি বাদয়ামাস বন্দিভ্যশ্চ দদৌ ধনম্ ॥ ৬৪
ততো নন্দশ্চ স নন্দং ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দদৌ ।
সদ্রত্নানি প্রবালানি হীরকাণি চ সাদরম্ ॥ ৬৫
তিলানাং পর্ব্বতান্ সপ্ত সুবর্ণকাঞ্চনং মুনে ।
রৌপ্যং ধান্যাচলং বস্ত্রং গোসহস্রং মনোরমম্ ॥
দধি দুগ্ধং শর্করাঞ্চ নবনীতং ঘৃতং মধু ।
মিষ্টান্নং লড্ডুকৌঘঞ্চ স্বাদূনি মোদকানি চ ॥৬৭
ভূমিঞ্চ সর্ব্বশস্যাঢ্যাং বায়ুবেগান্ তুরঙ্গমান্ ।
তাম্বূলানি চ তৈলানি দত্ত্বা হৃষ্টো বভূব হ ॥ ৬৮
রক্ষিতুং সূতিকাগারং যোজয়ামাস ব্রাহ্মণান্ ।
তন্ত্রমন্ত্রজ্ঞমনুজান্ স্থবিরান্ গোপিকাগণান্ ॥৬৯
বেদঞ্চ পাঠয়ামাস হরের্নামৈকমঙ্গলম্ ।
ভক্ত্যা চ ব্রাহ্মণদ্বারা পূজয়ামাস দেব তাঃ ॥ ৭০
সস্মিতা বিপ্রপত্ন্যশ্চ বয়স্থাঃ স্থবিরা বরাঃ ।
বালিকা বালকযুতা আজগ্মুর্নন্দমন্দিরম্ ।
তেভ্যোঽপি প্রদদৌ রত্নং ধনানি বিবিধানি চ ॥ *
গোপালিকাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ রত্নালঙ্কারভূষিতাঃ ।
সস্মিতাঃ শীঘ্রগামিন্য আজগ্মুর্নন্দমন্দিরম্ ।
সূক্ষ্মবস্ত্রাণি রৌপ্যাণি গোসহস্রাণি সাদরম্ ॥ ৭২
নানাবিধাশ্চ গণকা জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদাঃ ।
বাক্‌সিদ্ধাঃ পুস্তককরা আজগ্মুর্নন্দমন্দিরম্ ॥ ৭৩
নন্দস্তেভ্যো নমস্কৃত্য চকার বিনয়ং মুদা ।
আশিষং যুযুজুঃ সর্ব্বে দদৃশুর্বালকং পরম্ ॥ ৭৪
এবং সত্ত্বতসস্তারো বভূব ব্রজপুঙ্গবঃ ।
গণনাং কারয়ামাস যদ্‌ভবিষ্যং শুভাশুভম্ ॥ ৭৫

* যং সুখদমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।

* সার্দ্ধশ্লোকোঽয়ং ক্বচিৎ পুস্তকে ন দৃশ্যতে ।

এবং ববর্দ্ধ বালশ্চ শুক্লপক্ষে যথা শশী।
নন্দালয়ে হলী চৈব ভুঙ্‌ক্তে মাতুঃ পয়োধরম্ ॥৭৬
যশোদা রোহিণী হৃষ্টা তত্র পুত্রোৎসবে মুদা।
তৈল-সিন্দূর-তাম্বূলং ধনং তাভ্যো দদৌ মুনে॥
দত্ত্বাশিষশ্চ শিরসি তাশ্চ তে স্বালয়ং যযুঃ।
যশোদা-রোহিণী-নন্দাস্তস্থুর্গেহে মুদান্বিতাঃ॥ ৭৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে নন্দপুত্রোৎসবো-নাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

অথ কংসঃ সভামধ্যে স্বর্ণসিংহাসনস্থিতঃ।
শুশ্রাব বাচং গগনে শৃণু ত্বমশরীরিণীম্॥ ১
কিং করোষি মহামূঢ় চিন্তাং স্বশ্রেয়সঃ কুরু।
জাতঃ কালো ধরণ্যাং তে তিষ্ঠোপায়ে নরাধিপ॥২
নন্দায় তনয়ং দত্ত্বা বসুদেবস্তবান্তকঃ।
কন্যামাদায় তুভ্যঞ্চ দত্ত্বা স মায়য়া স্থিতঃ॥ ৩
মায়া সা কন্যকেয়ঞ্চ বাসুদেবঃ স্বয়ং হরিঃ।
তব হন্তা গোকুলে চ বর্দ্ধতে নন্দমন্দিরে॥ ৪
দৈবকীসপ্তমো গর্ভো ন সুস্রাব মৃতং শ্রুতম্।
স্থাপয়ামাস মায়া তং রোহিণীজঠরে কিল॥ ৫
তত্র জাতশ্চ শেষাংশো বলদেবো মহাবলঃ।
গোকুলে তৌ চ বর্দ্ধেতে কালো তে নন্দমন্দিরে॥
শ্রুত্বা তদ্‌বচনং রাজা বভূব নতকন্ধরঃ।
চিন্তামবাপ সহসা তত্যাজাহারমুন্মনাঃ॥ ৭
পূতনাঞ্চ সমানীয় প্রাণেভ্যঃ প্রেয়সীং সতীম্।
উবাচ ভগিনীং রাজা সভামধ্যে চ নীতিবিৎ॥ ৮

কংস উবাচ।

পূতনে গোকুলং গচ্ছ কার্য্যার্থং নন্দমন্দিরে।
বিষাক্তঞ্চ স্তনং কৃত্বা শিশবে দেহি সত্বরম্॥ ৯
ত্বং মনোযায়িনী বৎসে মায়াশাস্ত্রবিশারদা।
মায়ামানুষরূপঞ্চ বিধায় ব্রজ যোগিনি॥ ১০
দুর্ব্বাসসো মহামন্ত্রং প্রাপ্য সর্ব্বত্র-গামিনী।
সর্ব্বরূপং বিধাতুং ত্বং শক্তাসি সুপ্রতিষ্ঠিতে॥ ১১
ইত্যুক্ত্বা তাং মহারাজ-স্তস্থৌ সংসদি নারদ।
জগাম পূতনা কংসং প্রণম্য কামচারিণী॥ ১২
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা নানালঙ্কারভূষিতা।
বিভ্রতী কবরীভারং মালতীমাল্যসংযুতম্॥ ১৩
কস্তূরীবিন্দুনা সার্দ্ধং সিন্দূরং বিভ্রতী মুদা।
মঞ্জীর-রসনাভ্যাঞ্চ কলশব্দং প্রকুর্ব্বতী॥ ১৪
সম্প্রাপ্য গোষ্ঠং দদর্শ নন্দাশ্রমমনোহরম্।
পরিখাভির্গভীরাভি-র্দুর্লঙ্ঘ্যাভিশ্চ বেষ্টিতম্॥১৫
রচিতং প্রস্তরৈর্দিব্যৈ-র্নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
ইন্দ্রনীলৈর্ম্মরকতৈঃ পদ্মরাগৈশ্চ ভূষিতম্॥ ১৬
সুবর্ণকলসৈর্দ্দিব্যৈ-শ্চিত্রিতৈঃ শেখরোজ্জ্বলম্।
প্রাকারৈর্গগনস্পর্শৈ-শ্চতুর্দ্বারসমন্বিতৈঃ॥ ১৭
যুক্তৈর্লৌহকবাটৈশ্চ দ্বারপালসমন্বিতৈঃ।
বেষ্টিতং সুন্দরং রম্যং সুন্দরীগণবেষ্টিতম্॥ ১৮
মুক্তা-মাণিক্য-পরশৈঃ পুণ্যৈ রত্নাদিভির্ধনৈঃ।
স্বর্ণপাত্রঘটাকীর্ণং গবাং কোটিভিরন্বিতম্॥ ১৯
ভরণীয়ৈঃ কিঙ্করৈশ্চ গোপলক্ষৈঃ সমন্বিতম্।
দাসীনাঞ্চ সহস্রৈশ্চ কর্ম্মব্যগ্রৈঃ সমন্বিতম্॥ ২০
প্রবিবেশাশ্রমং সাধ্বী সস্মিতা সুমনোহরা।
দৃষ্ট্বা তাং প্রবিশন্তীং তা গোপ্যো দুষ্টাং ন মেনিরে *॥ ২১
কিং বা পদ্মালয়া দুর্গা কৃষ্ণং দ্রষ্টুং সমাগতা।
প্রণেমুর্গোপিকাঃ সর্ব্বাঃ পপ্রচ্ছুঃ কুশলঞ্চ তাম্।
দদৌ সিংহাসনং পাদ্যং বাসয়ামাস তত্র বৈ॥২২
পপ্রচ্ছ কুশলং সা চ গোপানাং বালকস্য চ।
উবাস সস্মিতা সাধ্বী পাদ্যং জগ্রাহ সাদরম্॥২৩
তামূচুর্গোপিকাঃ সর্ব্বাঃ কা ত্বমীশ্বরি সাম্প্রতম্।
বাসস্তে কুত্র কিং নাম কিং বাত্র কর্ম্ম তদ্‌বদ॥২৪
তাসাঞ্চ বচনং শ্রুত্বা তা উবাচ মনোহরা।
মথুরাবাসিনী গোপী সাম্প্রতং বিপ্রকামিনী॥২৫
শ্রুতং বাচিকবক্ত্রেণ তত্ত্বং মঙ্গলসূচকম্।
বভূব স্থবিরে কালে নন্দপুত্রো মহানিতি॥ ২৬
শ্রুত্বাগতাহং তং দ্রষ্টু-মাশিষং কর্ত্তুমীপ্সিতম্।
পুত্রমানয় তং দৃষ্ট্বা যামি কৃত্বা ত্বমাশিষম্॥ ২৭
ব্রাহ্মণীবচনং শ্রুত্বা যশোদা হৃষ্টমানসা।
প্রণম্য চ সুতং ক্রোড়ে দদৌ ব্রাহ্মণযোষিতে॥২৮

---

* দৃষ্ট্বা তাং প্রবিবেশন্তীং তা গোপ্যো বহু মেনিরে ইত্যপি পাঠঃ।

কৃত্বা ক্রোড়ে শিশুং সাধ্বী চুচুম্ব চ পুনঃপুনঃ।
স্তনং দদৌ সুখাসীনা হরিং পুণ্যবতী সতী ॥ ২৯
অহোঽদ্ভুতোঽয়ং বালস্তে সুন্দরো গোপসুন্দরি।
গুণৈর্নারায়ণসমো বালোঽয়মিত্যুবাচ হ ॥ ৩০
হৃষ্টো বিষস্তনং পীত্বা জহাস বক্ষসি স্থিতঃ।
তস্যাঃ প্রাণৈঃ সহ পপৌ বিষক্ষীরং সুধামিব ॥ ৩১
তত্যাজ বালকং সাধ্বী প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা পপাত চ।
বিকৃতাকারবদনা চোত্তানবদনং † মুনে ॥ ৩২
স্থূলদেহং পরিত্যজ্য সূক্ষ্মদেহং বিবেশ সা।
আরুরোহ রথং শীঘ্রং রত্নসারবিনির্ম্মিতম্ ॥ ৩৩
পার্ষদপ্রবরৈর্দিব্যৈ-র্ব্বেষ্টিতং সুমনোহরৈঃ।
শ্বেতচামরলক্ষেণ বেষ্টিতং লক্ষদর্পণৈঃ ॥ ৩৪
বহ্নিশৌচেন বস্ত্রেণ সূক্ষ্মেণ শোভিতং বরম্।
নানাচিত্রবিচিত্রৈশ্চ সদ্রত্নকলসৈর্যুতম্ ॥ ৩৫
সুন্দরং শতচক্রঞ্চ জ্বলিতং রত্নতেজসা।
পার্ষদাস্তাং রথে কৃত্বা জগ্মুর্গোলোকমুত্তমম্ ॥ ৩৬
দৃষ্ট্বা তমদ্ভুতং গোপা গোপিকাশ্চাতিবিস্মিতাঃ।
কংসঃ শ্রুত্বা চ তৎ সর্ব্বং বিস্মিতশ্চ বভূব হ ॥ ৩৭
যশোদা বালকং নীত্বা ক্রোড়ে কৃত্বা স্তনং দদৌ।
মঙ্গলং কারয়ামাস বিপ্রদ্বারা শিশোর্মুনে ॥ ৩৮
দদাহ দেহং তস্যাশ্চ নন্দঃ সানন্দপূর্ব্বকম্।
চন্দনাগুরুকস্তূরী-সমং সম্প্রাপ্য সৌরভম্ ॥ ৩৯

নারদ উবাচ।

সা বা কা রাক্ষসীরূপা মুনে পুণ্যবতী সতী।
কেন পুণ্যেন তং দৃষ্ট্বা জগাম কৃষ্ণমন্দিরম্ ॥ ৪০

নারায়ণ উবাচ।

বলিযজ্ঞে বামনস্য দৃষ্ট্বা রূপং মনোহরম্।
বলিকন্যা রত্নমালা পুত্রস্নেহং চকার তম্ ॥ ৪১
মনসা মানসং চক্রে পুত্রস্য সদৃশো মম।
ভবেদ্যদি স্তনং দত্ত্বা করোমি তঞ্চ বক্ষসি ॥ ৪২
হরিস্তন্মানসং জ্ঞাত্বা পপৌ জন্মান্তরে স্তনম্।
দদৌ মাতৃগতিং তস্যৈ কামপূরকৃপানিধিঃ ॥ ৪৩
দত্ত্বা বিষস্তনং কৃষ্ণং পূতনা রাক্ষসী মুনে।
মুক্তিং মাতৃগতিং প্রাপ্য কং ভজামি বিনা হরিম্
ইত্যেবং কথিতং বিপ্র শ্রীকৃষ্ণগুণবর্ণনম্।
পদে পদে সুমধুরং প্রবরং কথয়ামি তে ॥ ৪৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম খণ্ডে পূতনামোক্ষণপ্রস্তাবো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

একদা গোকুলে সাধ্বী যশোদা নন্দগেহিনী।
গৃহকর্ম্মণি সংযুক্তা কৃত্বা বালং স্ববক্ষসি ॥ ১
বায়ুরূপং তৃণাবর্ত্ত-মাগচ্ছন্তঞ্চ গোকুলে।
শ্রীহরির্মনসা জ্ঞাত্বা ভারযুক্তো বভূব হ ॥ ২
ভারাক্রান্তা যশোদা চ তত্যাজ বালকং তদা।
শয়ানং কারয়িত্বা চ জগাম যমুনাং মুনে ॥ ৩
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বায়ুরূপধরোঽসুরঃ।
আদায় তং ভ্রাময়িত্বা গত্বা চ শতযোজনম্ ॥ ৪
বভঞ্জ বৃক্ষশাখাশ্চ অন্ধীভূতঞ্চ গোকুলম্।
চকার সদ্যো মায়াবী পুনস্তত্র পপাত হ ॥ ৫
অসুরোঽপি হরিস্পর্শাৎ জগাম হরিমন্দিরম্।
সুন্দরং রথমারুহ্য কৃত্বা কর্ম্মক্ষয়ং স্বকম্ ॥ ৬
পাণ্ড্যদেশোদ্ভবো রাজা শাপাদ্দুর্ব্বাসসোঽসুরঃ।
শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শাৎ গোলোকং স জগাম হ ॥ ৭
বাত্যারূপেণ তে গোপা গোপ্যশ্চ ভয়বিহ্বলাঃ।
ন দৃষ্ট্বা বালকং তত্র শয়ানং শয়নে মুনে ॥ ৮
সর্ব্বে নিজঘ্নুঃ স্বং বক্ষঃস্থলং শোকাকুলা ভয়াৎ।
কেচিন্মূর্চ্ছামবাপুশ্চ রুরুদুশ্চাপি কেবলম্ ॥ ৯
অন্বেষণং প্রকুর্ব্বন্তো দদৃশুর্বালকং ব্রজাঃ।
ধূলিধূসরসর্ব্বাঙ্গং পুষ্পোদ্যানান্তরে স্থিতম্ ॥ ১০
বাটৈকদেশ-* সরস-স্তীরে নীরসমীপতঃ।
পশ্যন্তং গগনং শশ্বদ্রুদন্তং ভয়কাতরম্ ॥ ১১
গৃহীত্বা বালকং নন্দঃ কৃত্বা বক্ষসি সত্বরম্।
দর্শং দর্শং মুখং তস্য রুরোদ চ সুতান্বিতঃ।
যশোদা রোহিণী শীঘ্রং দৃষ্ট্বা বালং রুরোদ চ।
কৃত্বা বক্ষসি তদ্বক্ত্রং চুচুম্ব চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৩

---

† চোত্তারবদনেতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

* বাদ্যৈকদেশে ইতি বা পাঠঃ।

মঙ্গলং কারয়ামাস স্নাপয়ামাস বালকম্ ।
স্তনং দদৌ যশোদা চ প্রসন্নবদনেক্ষণা ॥ ১৪

নারদ উবাচ।

কথং শশাপ দুর্ব্বাসাঃ পাণ্ড্যদেশোদ্ভবং নৃপম্ ।
সুবিচার্য্য বদ ব্রহ্মন্নিতিহাসং পুরাতনম্ ॥ ১৫

নারায়ণ উবাচ ।

পাণ্ড্যদেশোদ্ভবো রাজা সহস্রাক্ষঃ প্রতাপবান্ ।
স্ত্রীসহস্রং সমাদায় কামবাণপ্রপীড়িতঃ ॥ ১৬
মনোহরে নির্জ্জনে চ পর্ব্বতে গন্ধমাদনে ।
বিজহার নদীতীরে পুষ্পোদ্যানে মনোরমে ॥ ১৩
নানাপ্রকারশৃঙ্গারং বিপরীতাদিকং নৃপঃ ।
নখদন্তক্ষতাঙ্গঞ্চ কামিনীনাং চকার সঃ ॥ ১৮
কৃত্বা মূর্ত্তিসহস্রঞ্চ যোগীন্দ্রো নৃপতীশ্বরঃ ।
কৃত্বা স্থলে বিহারঞ্চ জলক্রীড়াং চকার সঃ ॥ ১৯
নার্য্যো বিবসনাঃ সর্ব্বা নগ্নাশ্চ নৃপমূর্ত্তয়ঃ ।
বিজহ্রুশ্চ পুষ্পভদ্রা-নদীতীরে মনোরমে ॥ ২০
এতস্মিন্নন্তরে তেন পথা যাতি মহামুনিঃ ।
শিষ্যলক্ষৈঃ পরিবৃতঃ কৈলাসং শঙ্করং প্রতি ॥২১
দৃষ্ট্বা মুনিং মহামত্তো নোত্তস্থৌ ন ননাম চ ।
বাচা হস্তেন রাজা তু সম্ভাষাং ন চকার হ ॥ ২২
দৃষ্ট্বা চুকোপ নৃপতিং শশাপ স্ফুরিতাধরঃ ।
অসুরো ভব পাপিষ্ঠ যোগাদ্‌ভ্রষ্টো ভুবং ব্রজ ॥২৩
ভারতে লক্ষবর্ষঞ্চ স্থাতব্যং তে নরাধম ।
ততো হরিপদস্পর্শাদ্‌গোলোকং যাস্যসি ধ্রুবম্ ॥২৪
স্থানে স্থানে হে মহিষ্যো জনিং লভত ভারতে ।
রাজেন্দ্রগেহে রাজেন্দ্রাদ্‌ভবিষ্যথ মনোহরাঃ ॥ ২৫
ইত্যুক্ত্বা তু মুনীন্দ্রশ্চ জগাম শঙ্করালয়ম্ ।
হাহাশব্দং বিচক্রুশ্চ শিষ্যসঙ্ঘাঃ কৃপালবঃ ॥ ২৬
গতে মুনীন্দ্রে রাজেন্দ্রো রুরোদ চ সরিত্তটে ।
রুরুদূ রমণীয়াশ্চ রমণ্যো বিরহাতুরাঃ ॥ ২৭
হে নাথ রমণশ্রেষ্ঠেত্যুচ্চার্য্য চ পুনঃপুনঃ ।
ত্বাং বিনা বা ক যাস্যামো বয়ং ত্বং বা ক যাস্যসি ॥ ২৮
পুনর্ন বিহরিষ্যাম-স্ত্বয়া সার্দ্ধং সুনির্জ্জনে ।
ন করিষ্যসি রাজ্যং ত্বং ন যাস্যামো গৃহং বয়ম্ ॥
শরচ্চন্দ্রপ্রভামুষ্টং ন দ্রক্ষ্যামো মুখং তব ।
প্রসারিতাভ্যাং বাহুভ্যাং নানয়িষ্যামস্ত্বামুরঃ ॥৩০
ইত্যুক্ত্বা রুরুদুঃ সর্ব্বাঃ পুরস্কৃত্য নরাধিপম্ ।
মূর্চ্ছামবাপুশ্চরণং ধৃত্বা রাজ্ঞঃ সরিত্তটে ॥ ৩১
রাজাগ্নিকুণ্ডং নির্ম্মায় নারীভিঃ সহ নারদ ।
স্মৃত্বা হরিপদাম্ভোজং জ্বলদগ্নৌ বিবেশ হ ॥ ৩২
হাহাকারং সুরাঃ সর্ব্বে প্রচক্রুর্গগনস্থিতাঃ ।
ইত্যূচুর্মুনয়শ্চৈব দৈবঞ্চ বলবত্তরম্ ॥ ৩৩
স চ রাজা তৃণাবর্ত্তো জগাম হরিমন্দিরম্ ।
মহিষ্যো ভারতে বর্ষে লেভিরে জন্ম বাঞ্ছিতম্ ॥৩৪
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং হরের্মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ।
মোক্ষণং নৃপতেশ্চৈব মুনীন্দ্রশাপহেতুকম্ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে তৃণাবর্ত্তবধো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

একদা মন্দিরে নন্দ-পত্নী সানন্দপূর্ব্বকম্ ।
কৃত্বা বক্ষসি গোবিন্দং ক্ষুধিতঞ্চ স্তনং দদৌ ॥ ১
এতস্মিন্নন্তরে গোপ্য আজগ্মুর্নন্দমন্দিরম্ ।
স্থবিরাশ্চ বয়স্থাশ্চ বালিকা বালকান্বিতাঃ ॥ ২
অতৃপ্তং বালকং শীঘ্রং সংন্যস্য শয়নে সতী ।
প্রণনাম সমুত্থায় কর্ম্মণ্যোত্থানিকে মুদা ॥ ৩
তৈল-সিন্দূর-তাম্বূলং দদৌ তাভ্যো মুদান্বিতা ।
মিষ্টবস্তূনি বস্ত্রাণি ভূষণানি চ গোপিকাঃ ॥ ৪
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো রুরোদ ক্ষুধিতস্তদা ।
প্রেরয়িত্বা তু চরণং মায়েশো মায়য়া বিভুঃ ॥ ৫
পপাত চরণং তস্য প্রবীণে শকটে মুনে ।
বিশ্বম্ভরপদাঘাতাৎ তচ্চ চূর্ণং বভূব হ ॥ ৬
বভঞ্জ শকটং পেতুর্ভগ্নকাষ্ঠানি তত্র বৈ ।
পপাত দধি দুগ্ধঞ্চ নবনীতং ঘৃতং মধু ॥ ৭
দৃষ্ট্বাশ্চর্য্যং গোপিকাশ্চ দুদ্রুবুর্বল্লবা স্বরাৎ ।
দদৃশুর্ভগ্নশকট-মিন্ধনাভ্যন্তরে শিশুম্ ॥ ৮
ভগ্নং ভাণ্ডসমূহঞ্চ পতিতং মধু গোরসম্ ।
প্রেরয়িত্বা তু কাষ্ঠানি জগ্রাহ বালকং তদা ॥ ৯
মায়ালক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং রুদন্তং ক্ষুধিতং ক্রুধা ।
স্তনং দদৌ যশোদা তং রুরোদ চ ভৃশং শুচা ॥১০
পপ্রচ্ছুর্বালকান্ গোপা বভঞ্জ শকটং কথম্ ।
কিঞ্চিদ্ধেতুং ন পশ্যামি সহসেতি কিমদ্ভুতম্ ॥১১

ইত্যূচুর্বালকাঃ সর্ব্বে গোপাঃ শৃণুত তদ্বচঃ।
শ্রীকৃষ্ণস্য পদাঘাতাদ্ভগ্নং শকটং ধ্রুবম্ ॥ ১২
শ্রুত্বা তদ্বচনং গোপা গোপ্যশ্চ জহসুর্মুদা।
ন হি জগ্মুঃ প্রতীতিঞ্চ মিথ্যেত্যূচুর্ব্রজে ব্রজাঃ ॥১৩
শিশোঃ স্বস্ত্যয়নং তূর্ণং চক্রুর্ব্রাহ্মণপুঙ্গবাঃ।
হস্তং দত্ত্বা শিশোর্গাত্রে পপাঠ কবচং দ্বিজঃ ॥১৪
বদামি তৎ তে বিপ্রেন্দ্র কবচং সর্ব্বরক্ষণম্।
যদ্দত্তং মায়য়া পূর্ব্বং ব্রহ্মণে নাভিপঙ্কজে ॥ ১৫
নিদ্রিতে জগতীনাথে জলে চ জলশায়িনে।
ভীতায় স্তুতিকর্ত্রে চ মধুকৈটভয়োর্ভয়াৎ ॥ ১৬

যোগনিদ্রোবাচ।

দূরীভূতং কুরু ভয়ং ভয়ং কিং তে হরৌ স্থিতে।
স্থিতায়াং ময়ি চ ব্রহ্মন্ সুখং তিষ্ঠ জগৎপতে ॥
শ্রীহরিঃ পাতু তে বক্ত্রং মস্তকং মধুসূদনঃ।
শ্রীকৃষ্ণশ্চক্ষুষী পাতু নাসিকাং রাধিকাপতিঃ ॥ ১৮
কর্ণযুগ্মঞ্চ কণ্ঠঞ্চ কপালং পাতু মাধবঃ।
কপোলং পাতু গোবিন্দঃ কেশাংশ্চ কেশবঃ স্বয়ম্
অধরোষ্ঠং হৃষীকেশো দন্তপঙ্ক্তিং গদাগ্রজঃ।
রাসেশ্বরশ্চ রসনাং তালুকাং বামনোহবতু ॥ ২০
বক্ষঃ পাতু মুকুন্দস্তে জঠরং পাতু দৈত্যহা।
জনার্দ্দনঃ পাতু নাভিং পাতু বিষ্ণুশ্চ মেহনম্ ॥২১
নিতম্বযুগ্মং গুহ্যঞ্চ পাতু তে পুরুষোত্তমঃ।
জানুযুগ্মং জানকীশঃ পাতু তে সর্ব্বদা বিভুঃ ॥২২
হস্তযুগ্মং নৃসিংহশ্চ পাতু সর্ব্বত্র সঙ্কটে।
পাদযুগ্মং বরাহশ্চ পাতু বঃ সর্ব্বদা বিভুঃ ॥ ২৩
ঊর্দ্ধে নারায়ণঃ পাতু অধস্তাৎ কমলাপতিঃ।
পাতু পূর্ব্বে চ গোপালঃ পাতু বহ্নৌ দশাস্যহা ॥২৪
বনমালী পাতু যাম্যাং বৈকুণ্ঠঃ পাতু নৈর্ঋতে।
বারুণে বাসুদেবশ্চ পাতু তে জলজাসনঃ ॥ ২৫
পাতু তে সন্ততমজো বায়ব্যাং বিষ্টরশ্রবাঃ।
উত্তরে চ সদা পাতু চানন্তোহন্তকরঃ স্বয়ম্ ॥ ২৬
ঐশান্যামীশ্বরঃ পাতু সর্ব্বত্র পাতু শত্রুজিৎ।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে নিদ্রায়াং পাতু রাঘবঃ ॥২৭
ইত্যেবং কথিতং ব্রহ্মন্ কবচং পরমাদ্ভুতম্।
কৃষ্ণেন কৃপয়া দত্তং স্মৃতেনৈব পুরা ময়া ॥ ২৮
শুম্ভেন সহ সংগ্রামে নিলক্ষ্যে ঘোরদারুণে।
গগনস্থিতো ময়া সদ্যঃ প্রাপ্তিমাত্রেণ সজ্জিতঃ ॥২৯
কবচস্য প্রভাবেণ ধরণ্যাং পতিতো মৃতঃ।
পূর্ব্বং বর্ষশতং খে চ কৃত্বা যুদ্ধং ভয়াবহম্ ॥ ৩০
মৃতে শুম্ভে চ গোবিন্দঃ কৃপালুর্গগনে স্থিতঃ।
মাল্যঞ্চ কবচং দত্ত্বা গোলোকং স জগাম হ ॥ ৩১
কল্পান্তরস্য বৃত্তান্তং কৃপয়া কথিতং মুনে।
আভ্যাং তব ভয়ং নাস্তি কবচস্য প্রভাবতঃ ॥ ৩২
কোটিশঃ কোটিশো নষ্টা ময়া দৃষ্টাশ্চ সর্ব্বশঃ।
অহঞ্চ হরিণা সার্দ্ধং কল্পে কল্পে স্থিরা সদা ॥ ৩৩
ইত্যুক্ত্বা কবচং দত্ত্বা সান্তর্দ্ধানং চকার হ।
নিঃশঙ্কো নাভিকমলে তস্থৌ স কমলোদ্ভবঃ ॥ ৩৪
সুবর্ণগুটিকায়াস্ত কৃত্বেদং কবচং পরম্।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ বধ্নীয়াদ্যঃ সুধীঃ সদা ॥৩৫
বিষাগ্নি-সর্প-শত্রুভ্যো ভয়ং তস্য ন বিদ্যতে।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে নিদ্রায়াং রক্ষতীশ্বরঃ ॥ ৩৬
সংগ্রামে বজ্রপাতে চ বিপত্তৌ প্রাণসঙ্কটে।
কবচস্য বলাদেব সদ্যো নিঃশঙ্কতাং ব্রজেৎ ॥ ৩৭
বদ্ধ্বেদং কবচং কণ্ঠে শঙ্করস্ত্রিপুরং পুরা।
জঘান লীলামাত্রেণ দুরন্তমসুরেশ্বরম্ ॥ ৩৮
বদ্ধ্বেদং কবচং কালী রক্তবীজং চখাদ সা।
সহস্রশীর্ষা ধৃত্বেদং বিশ্বং ধত্তে তিলং যথা ॥ ৩৯
আবাং সনৎকুমারশ্চ ধর্ম্মঃ সাক্ষী চ কর্ম্মণাম্।
কবচস্য প্রসাদেন সর্ব্বত্র জয়িনো বয়ম্ ॥ ৪০
ন্যস্য নন্দশিশোঃ কণ্ঠে জগাম কবচং দ্বিজঃ।
আত্মনঃ কবচং কণ্ঠে দধার চ স্বয়ং হরিঃ ॥ ৪১
প্রভাবং কথিতং সর্ব্বং কবচস্য হরেস্তথা।
অনন্তস্যাচ্যুতস্যৈব প্রভাবমতুলং মুনে ॥ ৪২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে শকটভঞ্জন-কবচন্যাসো দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

অপরং কৃষ্ণমাহাত্ম্যং শৃণু কিঞ্চিন্মহামুনে।
বিঘ্ননিঘ্নং পাপহরং মহৎ পুণ্যকরং পরম্ ॥ ১
একদা নন্দপত্নী সা কৃত্বা কৃষ্ণং স্ববক্ষসি।
স্বর্ণসিংহাসনস্থা চ ক্ষুধিতং তং স্তনং দদৌ ॥ ২
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বিপ্রেন্দ্রৈকঃ সমাগতঃ।

বৃতঃ শিষ্যসমূহৈশ্চ প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা ॥ ৩
প্রজপন্ পরমং ব্রহ্ম শুদ্ধস্ফটিকমালয়া ।
দণ্ডী ছত্রী শুক্লদন্তঃ শোভিতঃ শুক্লবাসসা ।
জ্যোতির্গ্রন্থো মূর্ত্তিমাংশ্চ বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ৪
পরিবিভ্রজ্জটাভারং তপ্তকাঞ্চনসন্নিভম্ ।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যো গৌরাঙ্গঃ পদ্মলোচনঃ ॥ ৫
যোগীন্দ্রো ধূর্জ্জটেঃ শিষ্যঃ শুদ্ধভক্তো গদাভৃতঃ ।
ব্যাখ্যামুদ্রাকরঃ শ্রীমান্ শিষ্যানধ্যাপয়ন্মুদা ॥ ৬
বেদব্যাখ্যাং কতিবিধাং প্রকুর্ব্বন্নবলীলয়া ।
একীভূয় চতুর্বেদ-স্তেজো বা মূর্ত্তিমানিব ॥ ৭
সাক্ষাৎ সরস্বতীকণ্ঠঃ সিদ্ধান্তৈকবিশারদঃ ।
ধ্যানৈকনিষ্ঠঃ শ্রীকৃষ্ণ-পাদাম্ভোজে দিবানিশম্ ॥ ৮
জীবন্মুক্তো হি সিদ্ধেশঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শনঃ ।
তং দৃষ্ট্বা সা সমুত্তস্থৌ যশোদা প্রণনাম চ ॥৯
পাদ্যং গাং মধুপর্কঞ্চ স্বর্ণসিংহাসনং দদৌ ।
বালকং বন্দয়ামাস মুনীন্দ্রং সস্মিতং মুদা ॥ ১০
মুনিশ্চ মনসা চক্রে প্রণামশতকং হরিম্ ।
আশিষং প্রদদৌ প্রীত্যা বেদমন্ত্রোপযোগিকম্ ॥১১
প্রণেমুশ্চৈব শিষ্যাশ্চ তে তাং যুযুজুরাশিষম্ ।
শিষ্যান্ পাদ্যাদিকং ভক্ত্যা প্রদদৌ চ পৃথক্ পৃথক্
সশিষ্যোঽঙ্ঘ্রিযুগ্মঞ্চ প্রক্ষাল্য সমুবাস সুখাসনে ।
সমুদ্যতা সা তং প্রষ্টুং পুটাঞ্জলিযুতা সতী ॥ ১৩
স্বক্রোড়ে বালকং কৃত্বা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরা ।
আত্মারামং মঙ্গলঞ্চ প্রষ্টুং যদ্যপি ন ক্ষমা ॥ ১৪
তথাপি ভবতো নাম্ন শিবং পৃচ্ছামি সাম্প্রতম্ ।
অবলা বুদ্ধিহীনা যা দোষং ক্ষন্তুং সদার্হতি ॥ ১৫
মূঢ়স্য সন্তস্তং দোষং ক্ষমাং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ ॥ ১৬
অঙ্গিরা বাথ বাত্রির্বা মরীচির্গৌতমোঽথবা ।
ক্রতুঃ কিং বা প্রচেতা বা পুলস্ত্যঃ পুলহোঽথবা ॥
দুর্ব্বাসাঃ কর্দ্দমস্তং বা বশিষ্ঠো গর্গ এব বা ।
জৈগীষব্যো দেবলো বা কপিলো বা স্বয়ং বিভুঃ ॥
সনৎকুমারঃ সনকঃ সনন্দো বা সনাতনঃ ।
বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখো বা ত্বমাসুরিঃ সৌভরিঃ কিমু ॥
বিশ্বামিত্রোঽথ বাল্মীকো বামদেবোঽথ কশ্যপঃ ।
সম্বর্ত্তঃ কিমুতথ্যো বা কিং কচো বা বৃহস্পতিঃ ॥
ভৃগুঃ শুক্রশ্চ চ্যবনো নরো নারায়ণোঽথবা ।
শক্তিঃ পরাশরো ব্যাসঃ শুকদেবোঽথ জৈমিনিঃ ॥
মার্কণ্ডেয়ো লোমশশ্চ কণ্বঃ কাত্যায়নস্তথা ।
আস্তীকো বা জরৎকারু- ঋষ্যশৃঙ্গো বিভাণ্ডকঃ ॥২
পৌলস্ত্যস্ত্বমগস্ত্যো বা শরদ্বান্ শৃঙ্গিরেব চ ।
শমীকোঽরিষ্টনেমিশ্চ মাণ্ডব্যঃ পৈল এব চ ॥ ২৩
পাণিনির্বা কণাদো বা শাকল্যঃ শাকটায়নঃ ।
অষ্টাবক্রো ভাগুরির্বা সুমন্তুর্বংস এব বা ॥ ২৪
জাবালির্বা যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ বৈশম্পায়ন এব বা ।
গৌতির্হংসী পিপ্পলাদো মৈত্রেয়ঃ করথস্তথা ॥ ২৫
উপমন্যুর্গৌরমুখোঽরুণিরৌর্ব্বোঽথ কাক্ষিবান্ ।
ভরদ্বাজো বেদশিরাঃ শঙ্কুকর্ণোঽথ শৌনকঃ ॥ ২৬
এতেষাং পুণ্যশ্লোকানাং কো ভবান্ বদ মে প্রভো
প্রত্যুত্তরার্হা নাহং চেৎ তথাপি বক্তুমর্হসি ॥ ২৭
কিঙ্করঃ কিঙ্করী বাপি সমর্থা প্রষ্টুমীশ্বরম্ ।
যো যস্য সেবানিরতঃ স কং পৃচ্ছতি তং বিনা ॥২৮
ধন্যাহং কৃতকৃত্যাহং সফলং জীবনং মম ।
ত্বৎপাদাব্জরজঃস্পর্শাজ্জন্মকোট্যংহঃ ক্ষয়ঃ ॥ ২৯
ত্বৎপাদোদকসংস্পর্শাৎ সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা ।
তবাগমনমাত্রেণ তীর্থীভূতো মমাশ্রমঃ ॥ ৩০
যে যে শ্রুতাঃ শ্রুতৌ ব্রহ্মন্ শ্রুতিসারা মহাজনাঃ
তেষামেকো ময়া দৃষ্টঃ পূর্ব্বপুণ্যফলোদয়াৎ ॥ ৩১
শিষ্যা বেদা মূর্ত্তিমন্তো গ্রীষ্মমধ্যাহ্নভাস্করাঃ ।
গোকুলং মৎকুলং সদ্যঃ পুনন্তি পাদরেণুনা ॥৩২
আশিষং কর্ত্তুমর্হন্তি প্রসন্নমনসা শিশুম্ ।
পূর্ণং স্বস্ত্যয়নং ক্ষেমং বিপ্রাশীর্বচনং ধ্রুবম্ ॥৩৩
ইত্যেবমুক্ত্বা নন্দস্ত্রী ভক্ত্যা তস্থৌ মুনেঃ পুরঃ ।
চরং প্রস্থাপয়ামাস নন্দমানয়িতুং সতী ॥ ৩৪
যশোদাবচনং শ্রুত্বা জহাস মুনিপুঙ্গবঃ ।
জহসুঃ শিষ্যসঙ্ঘাশ্চ ভাসয়ন্তো দিশো দশ ॥ ৩৫
হিতং তথ্যং নীতিযুক্তং মহৎ প্রীতিকরং পরম্ ।
তামুবাচ মুদা যুক্তঃ শুদ্ধবুদ্ধির্মহামুনিঃ ॥ ৩৬

গর্গ উবাচ ।

সুধাময়ং তে বচনং লৌকিকং সময়োচিতম্ ।
যস্য যত্র কুলে জন্ম স এব তাদৃশো ভবেৎ ॥ ৩৭
সর্ব্বেষাং গোপপদ্মানাং গিরিভানুশ্চ ভাস্করঃ ।
পত্নী পদ্মা সমা তস্য নাম্না পদ্মাবতী সতী ॥ ৩৮
তস্যাঃ কন্যা যশোদা ত্বং যশোবর্দ্ধনকারিণী ।
বল্লবানাং প্রবরো লব্ধো নন্দশ্চ বল্লভঃ ॥ ৩৯
নন্দো যশ্চ কৃষ্ণ যা ভদ্রে বালো যো যেন বাগতঃ ।
জানামি নির্জ্জনে সর্ব্বং বক্ষ্যামি নন্দসন্নিধিম্ ॥৪০

গর্গোঽহং যদুবংশানাং চিরকালং পুরোহিতঃ ।
প্রস্থাপিতোঽহং বসুনা নাম্নসাধ্যে চ কর্ম্মণি ॥৪১
এতস্মিন্নন্তরে নন্দঃ শ্রুতমাত্রং জগাম হ ।
ননাম দণ্ডবদ্ভূমৌ মূর্দ্ধ্না তং মুনিপুঙ্গবম্ ।
শিষ্যান্ ননাম মূর্দ্ধ্না চ তে তং যুযুজুরাশিষম্ ॥৪২
সমুত্থায়াসনাং তূর্ণং যশোদাং নন্দমেব চ ।
গৃহীত্বাভ্যন্তরং রম্যং জগাম বিদুষাং বরঃ ॥ ৪৩
গর্গো নন্দো যশোদা চ সপুত্রোর্মুর্মুদান্বিতাঃ ।
গর্গ উবাচ তৌ বাক্যং নিগূঢ়ং নির্জ্জনে মুনে ॥৪৪

গর্গ উবাচ ।

অয়ে নন্দ প্রবক্ষ্যামি বচনং তে শুভাবহম্ ।
প্রস্থাপিতোঽহং বসুনা যেন তৎ শ্রূয়তামিতি ॥৪৫
বসুনা সূতিকাগারে শিশুঃ প্রত্যর্পণঃ কৃতঃ ।
পুত্রোঽয়ং বসুদেবস্য জ্যেষ্ঠস্য তস্য চ ধ্রুবম্ ।
কন্যা তে তেন নীতা চ মথুরাং কংসভীরুণা ॥৪৬
অস্যান্নপ্রাশনায়াহং নামানুকরণায় চ ।
গূঢ়েন প্রেষিতস্তেন তাভ্যাং যোগং কুরু ব্রজ ॥৪৭
পূর্ণব্রহ্মস্বরূপোঽয়ং শিশুস্তে মায়য়া মহীম্ ।
আগত্য ভারহরণং কর্ত্তা ধাত্রা চ সাধিতঃ ॥ ৪৮
গোলোকনাথো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণো রাধিকাপতিঃ ।
নারায়ণো যো বৈকুণ্ঠে কমলাকান্ত এব চ ॥ ৪৯
শ্বেতদ্বীপনিবাসী যঃ পাতা বিষ্ণুশ্চ সোঽপ্যজঃ ।
কপিলোঽপ্যেতদংশশ্চ নরনারায়ণাবৃষী ॥ ৫০
একীভূয় চ সর্ব্বেষাং তেজসাং রাশিমূর্ত্তিমান্ ।
তং বসুং দর্শয়িত্বা চ শিশুরূপী বভূব হ ॥ ৫১
সাম্প্রাতং সূতিকাগারা-দাজগাম তবালয়ম্ ।
অযোনিসম্ভবশ্চায়মাবির্ভূতো মহীতলে ॥ ৫২
বায়ুপূর্ণং মাতৃগর্ভং কৃত্বা চ মায়য়া হরিঃ ।
আবির্ভূয় বসুং মূর্ত্তিং দর্শয়িত্বা জগাম হ ॥ ৫৩
যুগে যুগে বর্ণভেদো নামভেদোঽস্য বল্লব ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥৫৪
শুক্লবর্ণঃ সত্যযুগে সুতীব্রস্তেজসাবৃতঃ ;
ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽয়ং পীতোঽয়ং দ্বাপরে বিভুঃ ॥
কৃষ্ণবর্ণঃ কলৌ শ্রীমান্ তেজসাং রাশিরেব চ ।
পরিপূর্ণতমং ব্রহ্ম তেন কৃষ্ণ ইতি স্মৃতঃ ॥ ৫৬
ব্রহ্মণো বাচকঃ কোঽয়-মৃকারোঽনন্তবাচকঃ ।
শিবস্য বাচকঃ ষশ্চ ণকারো ধর্ম্মবাচকঃ ॥ ৫৭
অকারো বিষ্ণোর্বচনঃ শ্বেতদ্বীপনিবাসিনঃ ।
নরনারায়ণার্থস্য বিসর্গো বাচকঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৮
সর্ব্বেষাং তেজসাং রাশিঃ সর্ব্বমূর্ত্তিস্বরূপকঃ ।
সর্ব্বাধারঃ সর্ব্ববীজস্তেন কৃষ্ণ ইতি স্মৃতঃ ॥ ৫৯
কৃষির্নির্ব্বাণবচনো ণকারো মোক্ষ এব চ ।
অকারো দাতৃবচন-স্তেন কৃষ্ণ ইতি স্মৃতঃ ॥ ৬০
কৃষির্নিশ্চেষ্টবচনো ণকারো ভক্তিবাচকঃ ।
অকারো দাতৃবচন-স্তেন কৃষ্ণ ইতি স্মৃতঃ ॥ ৬১
কর্ম্মনির্ম্মূলবচনঃ কৃষি-র্ণো দাস্যবাচকঃ ।
অকারঃ প্রাপ্তিবচন-স্তেন কৃষ্ণ ইতি স্মৃতঃ ॥ ৬২
নাম্নাং ভগবতো নন্দ কোটীনাং স্মরণে চ যৎ ।
তৎ ফলং লভতে নূনং কৃষ্ণেতি-স্মরণান্নরঃ ॥ ৬৩
যদ্বিধং স্মরণে পুণ্যং বচনাচ্ছ্রবণাৎ তথা ।
কোটিজন্মাংহসো নাশো ভবেদ্যৎস্মরণাদিকাৎ ॥
বিষ্ণোর্নাম্নাঞ্চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বাৎ সারং পরাৎপরম্
কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম সুন্দরং ভক্তি-দাস্যদম্ ॥৬৫
ককারোচ্চারণাদ্ভক্তঃ কৈবল্যং জন্ম-মৃত্যুহম্ ।
ঋকারাদ্দাস্যমতুলং ষকারাদ্ভক্তি নিশ্চলা ॥ ৬৬
ণকারাৎ সহবাসঞ্চ তৎসমং কামমেব চ ।
তৎসারূপ্যং বিসর্গাচ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৬৭
ককারোচ্চরণান্নন্দ বেপন্তে যমকিঙ্করাঃ ।
ঋকারোক্তেরনিষ্টানি ষকারাৎ পাতকানি চ ॥ ৬৮
ণকারোচ্চারণাদ্রোগা অকারান্মৃত্যুরেব চ ।
ধ্রুবং সর্ব্বে পলায়ন্তে নামোচ্চারণভীরবঃ ॥ ৬৯
মৃত্যুক্তিশ্রবণোদ্যোগাদ্ কৃষ্ণনাম্নো ব্রজেশ্বর ।
রথং গৃহীত্বা ধাবন্তি গোলোকাৎ কৃষ্ণকিঙ্করাঃ ॥৭০
পৃথিব্যা রজসঃ সংখ্যাং কর্ত্তুং শক্তা বিপশ্চিতঃ ।
নাম্নঃ প্রভাবং সংখ্যানং সন্তো বক্তুং ন চ ক্ষমাঃ
পুরা শঙ্করবক্ত্রেণ নাম্নোঽস্য মহিমা শ্রুতঃ ।
গুণ-নামপ্রভাবঞ্চ কিঞ্চিজ্জানাতি মদ্গুরুঃ ॥ ৭২
ব্রহ্মানন্তশ্চ ধর্ম্মশ্চ সুরষি-মনু-মানবাঃ ।
বেদাঃ সন্তো ন জানন্তি মহিম্নঃ ষোড়শীং কলাম্ ॥
ইত্যেবং কথিতো নন্দ মহিমা তে সুতস্য চ ।
যথামতি যথাজ্ঞাতং গুরুবক্ত্রাদ্যথা শ্রুতম্ ॥ ৭৪
কৃষ্ণঃ পীতাম্বরঃ কংসধ্বংসী চ বিষ্টরশ্রবাঃ ।
দেবকীনন্দনঃ শ্রীশো যশোদানন্দনো হরিঃ ॥ ৭৫
সনাতনোঽচ্যুতো বিষ্ণুঃ সর্ব্বেশঃ সর্ব্বরূপধৃক্ ।
সর্ব্বাধারঃ সর্ব্বগতিঃ সর্ব্বকারণকারণঃ ॥ ৭৬
রাধাবন্ধূ রাধিকাত্মা রাধিকাজীবনঃ স্বয়ম্ ।

রাধিকাসহচারী চ রাধামানসপূরকঃ ॥ ৭৭
রাধাধনো রাধিকাঙ্গো রাধিকাসক্তমানসঃ।
রাধাপ্রাণো রাধিকেশো রাধিকারমণঃ স্বয়ম্ ॥ ৭৮
রাধিকাচিত্তচৌরশ্চ রাধাপ্রাণাধিকঃ প্রভুঃ।
পরিপূর্ণতমং ব্রহ্ম গোবিন্দো গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৭৯
নামান্যেতানি কৃষ্ণস্য শ্রুতানি সাম্প্রতং ব্রজ।
জন্ম-মৃত্যুহরাণ্যেব রক্ষ নন্দ শুভক্ষণে ॥ ৮০
কৃতং নিরূপণং নাম্নাং কনিষ্ঠস্য যথা শ্রুতম্।
জ্যেষ্ঠস্য হলিনো নাম্নঃ সঙ্কেতং শৃণু মে মুখাৎ ॥
গর্ভসঙ্কর্ষণাদেব নাম্না সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ।
নাস্ত্যন্তোঽস্যৈব বেদেষু তেনানন্ত ইতি স্মৃতঃ ॥৮
বলদেবো বলোদ্রেকাদ্ হলী চ হলধারণাৎ।
শিতিবাসো নীলবাসো মুষলী মুষলায়ুধাৎ ॥ ৮৩
রেবতীসহসম্ভোগা-দ্রেবতীরমণঃ স্বয়ম্।
রোহিণীগর্ভবাসাচ্চ রৌহিণেয়ো মহামতিঃ ॥ ৮৪
ইত্যেবং জ্যেষ্ঠপুত্রস্য শ্রুতং নাম নিবেদিতম্।
যাস্যাম্যহং গৃহং নন্দ সুখং তিষ্ঠ স্বমন্দিরে ॥ ৮৫
ব্রাহ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা নন্দস্তব্ধো বভূব হ।
নিশ্চেষ্টা নন্দপত্নী চ জহাস বালকঃ স্বয়ম্ ॥ ৮৬
প্রণম্যোবাচ নন্দস্তং বাক্যং বিনয়পূর্ব্বকম্।
পুটাঞ্জলিযুতো ভূত্বা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ॥ ৮৭

নন্দ উবাচ।

গতশ্চেৎ ত্বং তদা কর্ম্ম করিষ্যত্যেব কো মহান্।
স্বয়ং শুভক্ষণং কৃত্বা কুরু নামান্নপ্রাশনম্ ॥ ৮৮
যন্নামৌঘশ্চ কথিতো রাধাপ্রাণাধিকং দশ।
তস্য কিং কারণং নাথ কা বা রাধেতি তদ্বদ ॥
নন্দস্য বচনং শ্রুত্বা জহাস মুনিপুঙ্গবঃ।
নিগূঢ়ং পরমং তত্ত্বং রহস্যং কথয়ামি তে ॥ ৯০

গর্গ উবাচ।

শৃণু নন্দ প্রবক্ষ্যেঽহমিতিহাসং পুরাতনম্।
পুরা গোলোকবৃত্তান্তং শ্রুতং শঙ্করবক্ত্রতঃ ॥ ৯১
শ্রীদাম্নো রাধয়া সার্দ্ধং বভূব কলহে মহান্।
শ্রীদামা শাপাদ্দৈত্যশ্চ গোপী রাধা চ গোকুলে ॥
বৃষভানুসুতা সা চ মাতা যস্যাঃ কলাবতী।
কৃষ্ণস্যার্দ্ধাঙ্গসম্ভূতা নাথস্য সদৃশী সতী ॥ ৯৩
গোলোকবাসিনী সেয়মত্র কৃষ্ণাজ্ঞয়াধুনা।
অযোনিসম্ভবা দেবী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ৯৪
মাতুর্গর্ভং বায়ুপূর্ণং কৃত্বা চ মায়য়া সতী।
বায়ুনিঃসারণে কালে ধৃত্বা চ শিশুবিগ্রহম্ ॥ ৯৫
আবির্ব্বভূব সা সদ্যঃ পৃথ্ব্যাং কৃষ্ণোপদেশতঃ।
বর্দ্ধতে সা ব্রজে রাধা শুক্লে চন্দ্রকলা যথা ॥ ৯৬
শ্রীকৃষ্ণতেজসো-ঽর্দ্ধেন সা চ মূর্ত্তিমতী সতী।
একা মূর্ত্তির্দ্বিধা ভূত ভেদো বেদেঽনিরূপিতঃ ॥ ৯৭
ইয়ং স্ত্রী স পুমান্ কিংবা সা বা কান্তা পুমানয়ম্
দ্বে রূপে তেজসা তুল্যে রূপেণ চ গুণেন চ ॥ ৯৮
পরাক্রমেণ বুদ্ধ্যা বা জ্ঞানেন সম্পদাপি চ।
পুরতো গমনেনৈব কিন্তু সা বয়সাধিকা।
ধ্যায়তে তাময়ং শশ্ব-দিমং সা স্মরতি প্রিয়ম্ ॥৯৯
রচিতা সাস্য প্রাণৈশ্চ তৎপ্রাণৈর্মূর্ত্তিমানয়ম্।
অস্য রাধানুরোধেন গোকুলাগমনং পরম্ ॥ ১০০
স্বীকারং সার্থকং কর্ত্তুং গোলোকে যৎ কৃতং পুরা ॥ ১০১
কংসভীতিচ্ছলেনৈব গোলোকাদ্গমনং হরেঃ।
প্রতিজ্ঞাপালনার্থঞ্চ ভয়েশস্য ভয়ং কুতঃ ॥ ১০২
রাধাশব্দস্য ব্যুৎপত্তিঃ সামবেদে নিরূপিতা।
নারায়ণস্তামুবাচ ব্রহ্মাণং নাভিপঙ্কজে ॥ ১০৩
ব্রহ্মা তাং কথয়ামাস ব্রহ্মলোকে চ শঙ্করম্।
পুরা কৈলাসশিখরে মামুবাচ মহেশ্বরঃ ॥ ১০৪
দেবানাং দুর্লভাং নন্দ নিশাময় বদামি তে।
সুরাসুর-মুনীন্দ্রাণাং বাঞ্ছিতাং মুক্তিদাং পরাম্ ॥
রেফো হি কোটিজন্মাঘং কর্ম্মভোগং শুভাশুভম্।
আকারো গর্ভবাসঞ্চ মৃত্যুঞ্চ রোগমুৎসৃজেৎ ॥১০৬
ধকার আয়ুষোহানি-মাকারো ভববন্ধনম্।
শ্রবণ-স্মরণোক্তিভ্যঃ প্রণশ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১০৭
রাকারো নিশ্চলাং ভক্তিং দাস্যং কৃষ্ণপদাম্বুজে।
সর্ব্বেপ্সিতং সদানন্দং সর্ব্বসিদ্ধৌঘমীশ্বরম্ ॥১০৮
ধকারঃ সহবাসঞ্চ তত্তুল্যকালমেব চ।
দদাতি সার্ষ্টিং সারূপ্যং তত্ত্বজ্ঞানং হরেঃ সমম্ ॥
আকারস্তেজসো রাশিং দানশক্তিং হরৌ যথা।
যোগশক্তিং যোগমতিং সর্ব্বকালং হরিস্মৃতিম্।
শ্রুত্যুক্তিস্মরণাদ্যোগান্মোহজালঞ্চ কিল্বিষম্।
রোগ-শোক-মৃত্যুযমা বেপন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥১১১
রাধা-মাধবয়োঃ কিঞ্চিৎ স্তবাখ্যানঞ্চ যচ্ছ্রুতম্।
তদুক্তঞ্চ যথাজ্ঞানং সাকল্যং বক্তুমক্ষমঃ ॥ ১১২
আরাদ্বৃন্দাবনে নন্দ বিবাহো ভবিতানয়োঃ।
পুরোহিতো জগদ্ধাতা কৃত্বাগ্নিং সাক্ষিণং মুদা ॥

কুবেরপুত্রমোক্ষঞ্চ গব্যাপহৃত্য ভক্ষণম্ ।
হিংসনং ধেনুকস্যৈব কাননে তালভক্ষণম্ ॥ ১১৪
বক-কেশি-প্রলম্বানাং হিংসনং চাবলীলয়া ।
মোক্ষণং দ্বিজপত্নীনাং মিষ্টান্নপানভোজনম্ ॥ ১১৫
ভঞ্জনং শক্রযাগস্য শক্রাদ্গোকুলরক্ষণম্ ।
গোপীনাং বস্ত্রহরণং ব্রতসম্পাদনং তথা ॥ ১১৬
তাভ্যঃ পুনর্বস্ত্রদানং বরদানং যথেপ্সিতম্ ।
চেতসাং হরণং তাসাময়ং বংশ্যা করিষ্যতি ॥ ১১৭
রাসোৎসবং মহদ্রম্যং সর্ব্বেষাং হর্ষবর্দ্ধনম্ ।
পূর্ণচন্দ্রোদয়ে নক্তং বসন্তে রাসমণ্ডলে ॥ ১১৮
গোপীনাং নবসম্ভোগাৎ কৃত্বা পূর্ণং মনোরথম্ ।
তাভিঃ সহ জলক্রীড়াং করিষ্যতি কুতূহলাৎ ॥ ১১৯
বিচ্ছেদোঽস্য বর্ষশতং শ্রীদামশাপহেতুকম্ ।
গোপালৈর্গোপিকাভিশ্চ ভবিতা রাধয়া সহ ॥ ১২০
মথুরাগমনে তত্র গোপীনাং শোকবর্দ্ধনম্ ।
পুনঃ প্রবোধনং তাসাং দানাদাধ্যাত্মিকস্য চ ॥১২১
স্যন্দনাক্রূরয়ো রক্ষাং সদ্যস্তাভ্যঃ করিষ্যতি ।
রথমারোহণং কৃত্বা পুনরাগমনং হরেঃ ॥ ১২২
পিতৃ-ভ্রাতৃ-ব্রজৈঃ সার্দ্ধং বিলঙ্ঘ্য যমুনাং ব্রজ ।
অক্রূরায় জ্ঞানদানং দর্শয়িত্বা স্বকং জলে ॥ ১২৩
কৌতুকেন চ সায়াহ্নে নগরোৎসবদর্শনম্ ।
মালাকার-তন্তুবায়-কুব্জানাং বন্ধমোক্ষণম্ ॥ ১২৪
ধনুর্ভঙ্গং শঙ্করস্য যাগস্থানপ্রদর্শনম্ ।
হিংসনং গজমল্লানাং দর্শনং নৃপতেঃ সভাম্ ॥১২৫
কংসস্য হিংসনং সদ্যঃ পিত্রোর্নিগড়মোক্ষণম্ ।
প্রবোধনঞ্চ যুষ্মাক-মুগ্রসেনাভিষেচনম্ ॥ ১২৬
তস্য পুত্রবধূনাঞ্চ জ্ঞানাচ্ছোকাপনোদনম্ ।
ভ্রাতুঃ স্বস্যোপনয়নং বিদ্যাদানং মুনের্মুখাৎ । ১২৭
গুরুপুত্রপ্রদানঞ্চ পুনরাগমনং গৃহম্ ।
ছলনং নৃপসৈন্যানাং যবনস্য দুরাত্মনঃ ॥ ১২৮
নির্ম্মাণং দ্বারকায়াশ্চ মুচুকুন্দস্য মোক্ষণম্ ।
দ্বারকাগমনঞ্চৈব যাদবৈঃ সহ কৌতুকাৎ ॥ ১২৯
স্ত্রীসঙ্গানাং বিহরণং তাভিঃ সার্দ্ধঞ্চ ক্রীড়নম্ ।
সৌভগ্যবর্দ্ধনং তাসাং পুত্রপৌত্রাদিকস্য চ ॥১৩০
মণিসম্বন্ধিনো মিথ্যা-কলঙ্কস্য চ মোক্ষণম্ ।
সাহায্যং পাণ্ডবানাঞ্চ ভারাবতরণাদিকম্ ॥ ১৩১
নিষ্পন্নং রাজসূয়স্য ধর্ম্মপুত্রস্য লীলয়া ।
পারিজাতস্য হরণং শক্রাহঙ্কারমর্দ্দনম্ ॥ ১৩২

ব্রতপূর্ণঞ্চ সত্যায়া বাণস্য ভুজকৃন্তনম্ ।
দমনং শিবসৈন্যানাং হরস্য জৃম্ভণং পরম্ ॥ ১৩৩
হরণং বাণপুত্র্যাশ্চ-বানিরুদ্ধস্য মোক্ষণম্ ।
বাণপূর্য্যাশ্চ দহনং বিপ্রদারিদ্র্যভঞ্জনম্ ।
বিপ্রপুত্রপ্রদানঞ্চ দুষ্টানাং দমনাদিকম্ ।
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন যুষ্মাভিঃ সহ দর্শনম্ ॥ ১৩৫
কৃত্বা চ রাধয়া সার্দ্ধং ব্রজমাগমিতা পুনঃ ।
প্রস্থাপয়িতা দ্বারায়াং পরং নারায়ণাংশকম্ ॥১৩৬
সর্ব্বং নিষ্পাদনং কৃত্বা গোলোকং রাধয়া সহ ।
সমিষ্যত্যেব গোলোক-নাথোঽয়ং জগতাং পতিঃ ॥
নারায়ণশ্চ বৈকুণ্ঠং গমিতা পদ্ময়া সহ ।
ধর্ম্মগৃহং ঋষী দ্বৌ চ বিষ্ণুঃ ক্ষীরোদমেব চ ॥১৩৮
ইত্যেবং কথিতং নন্দ ভবিষ্যং বেদনির্ণয়ম্ ।
শ্রূয়তাং সাম্প্রতং কর্ম্ম যদর্থে গমনং মম ॥ ১৩৯
মাঘে শুক্লচতুর্দশ্যাং কুরু কর্ম্ম শুভক্ষণে ।
গুরুবারে চ রেবত্যাং বিশুদ্ধে চন্দ্রতারকে ॥১৪০
চন্দ্রস্থে মীনলগ্নে চ সম্পূর্ণচন্দ্রদর্শনে * ।
বণিজে করণোৎকৃষ্টে শুভযোগে মনোহরে ॥ ১৪১
সুদুর্লভে দিনে তত্র সর্ব্বোৎকৃষ্টোপযোগিকে ।
আলোচ্য পণ্ডিতৈঃ সার্দ্ধং কুরু কর্ম্ম মুদান্বিতঃ ॥
ইত্যুক্ত্বা বহিরাগত্য সমুবাস মুনীশ্বরঃ ।
হৃষ্টো নন্দো যশোদা চ কর্ম্মোদ্যোগং চকার হ ॥
এতস্মিন্নন্তরে দ্রষ্টুং গর্গং গোপাশ্চ গোপিকাঃ ।
বালকা বালিকাশ্চৈব আজগ্মুর্নন্দমন্দিরম্ ॥ ২৪৪
দদৃশুস্তে মুনিশ্রেষ্ঠং গ্রীষ্মমধ্যাহ্নভাস্করম্ ।
শিষ্যসঙ্ঘৈঃ পরিবৃতং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা ।
গূঢ়যোগং প্রবোচন্তং সিদ্ধয়ে পৃচ্ছতে মুদা ॥১৪৫
পশ্যন্তং সস্মিতং নন্দ-ভবনানাং পরিচ্ছদম্ ।
স্বর্ণসিংহাসনস্থঞ্চ যোগমুদ্রাধরং বরম্ ॥ ১৪
ভূত-ভব্য-ভবিষ্যাংশ্চ পশ্যন্তং জ্ঞানচক্ষুষা ॥১৪৭
হৃদীশ্বরং প্রপশ্যন্তং সিদ্ধিমন্ত্রপ্রভাবতঃ ।
বহির্যশোদা ক্রোড়ে চ তাদৃশং সস্মিতং শিশুম্ ॥
মহেশদত্তধ্যানেন যদ্রূপঞ্চ নিরূপিতম্ ।
তদ্দৃষ্ট্বা পরমপ্রীত্যা ভূতপূর্ণমনোরথম্ ॥ ১৪৯
সাশ্রুনেত্রং পুলকিতং নিমগ্নং ভক্তিসাগরে ।
হৃদি পূজাং প্রণামঞ্চ কুর্ব্বন্তং যোগচর্চ্চয়া ॥ ১৫০

---

* লগ্নেশপূর্ণদর্শনে ইতি বা পাঠঃ ।

মূর্দ্ধ্না প্রণেমুস্তে তঞ্চ স চ তানাশিষং দদৌ।
আসনস্থো মুনিস্তস্থৌ তে জগ্মুঃ স্বালয়ং মুদা ॥
নন্দঃ সানন্দযুক্তশ্চ বহুমঙ্গলপত্রিকাঃ।
প্রস্থাপয়ামাস শীঘ্র-মারাদ্দূরস্থিতান্ মুদা ॥ ১৫২
দধিকুল্যাং দুগ্ধকুল্যাং ঘৃতকুল্যাং প্রপূরিতাম্।
গুড়কুল্যাং তৈলকুল্যাং মধুকুল্যাঞ্চ বিস্তৃতাম্।
নবনীতকুল্যাং পূর্ণাঞ্চ তক্রকুল্যাং যদৃচ্ছয়া।
শর্করোদককুল্যাঞ্চ পরিপূর্ণাঞ্চ লীলয়া ॥ ১৫৪
তণ্ডুলানাঞ্চ শালীনা-মুচ্চৈশ্চ শতপর্ব্বতম্।
পৃথুকানাং শৈলশতং লবণানাঞ্চ সপ্ত চ ॥ ১৫৫
পরিপক্বফলানাঞ্চ তত্র ষোড়শ পর্ব্বতান্।
যব-গোধূমপূর্ণানাং পক্বলড্ডুকপিষ্টকৈঃ ॥ ১৫৬
মোদকানাঞ্চ শৈলঞ্চ স্বস্তিকানাঞ্চ পর্ব্বতান্।
কপর্দ্দকানামত্যুচ্চৈঃ শৈলান্ সপ্ত চ নারদ ॥ ১৫৭
কর্পূরাদিকযুক্তানাং তাম্বুলানাঞ্চ মন্দিরম্।
বিস্তৃতং দ্বারহীনঞ্চ বাসিতোদকসংযুতম্ ॥ ১৫৮
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমেণ সমন্বিতম্।
নানাবিধানি রত্নানি স্বর্ণানি বিবিধানি চ ॥ ১৫৯
মুক্তাফলানি রম্যাণি প্রবালানি মুদান্বিতঃ।
নানাবিধানি চারূণি বাসাংসি ভূষণানি চ ॥ ১৬০
পুত্রান্নপ্রাশনে নন্দঃ কারয়ামাস কৌতুকাৎ।
প্রাঙ্গণং কদলীস্তম্ভৈ রসালনবপল্লবৈঃ ॥ ১৬১
গ্রথিতৈঃ সূক্ষ্মসূত্রেণ বেষ্টয়ামাস কৌতুকাৎ।
সংস্কারযুক্তং রুচিরং চন্দনদ্রবচর্চ্চিতম্ ॥ ১৬২
যুক্তং মঙ্গলকুম্ভৈশ্চ ফলপল্লবসংযুতৈঃ।
চন্দনাগুরকস্তূরী-পুষ্পমাল্যবিরাজিতৈঃ ॥ ১৬৩
মাল্যানাং বরবস্ত্রাণাং রাশিভিশ্চ সুশোভিতম্।
গবাঞ্চ মধুপর্কাণা-মাসনানাঞ্চ নারদ ॥ ১৬৪
ফলানাং জলজানাঞ্চ সমূহৈশ্চ সমন্বিতম্।
নানাপ্রকারৈর্বাদ্যৈশ্চ দুন্দুভিভির্মনোহরৈঃ ॥ ১৬৫
ঢক্কানাং দুন্দুভীনাঞ্চ পটহানাং তথৈব চ।
মৃদঙ্গমুরজাদীনা-মানকানাং সমূহকৈঃ ॥ ১৬৬
বংশী-সন্নহনী-কাংস্য-স্বরযন্ত্রৈশ্চ শব্দিতম্।
বিদ্যাধরীণাং নৃত্যেন ভঙ্গিমাভ্রমণেন চ ॥ ১৬৭
গন্ধর্ব্বনায়কানাঞ্চ সঙ্গীতৈর্মূর্চ্ছনীকৃতম্।
স্বর্ণসিংহাসনানাঞ্চ রথানাং নিকরৈর্বৃতম্ ॥ ১৬৮
এতস্মিন্নন্তরে নন্দ-মুবাচ বাচিকো মুদা।
আজগ্মুর্গিরিভানুশ্চ সস্ত্রীকঃ সহ কিঙ্করঃ ॥ ১৬৯
রথানাঞ্চ চতুর্লক্ষং গজানাঞ্চ তথৈব চ।
তুরঙ্গাণাঞ্চ কোটিশ্চ শিবিকানাং তথৈব চ ॥ ১৭০
ঋষীন্দ্রাণাং মুনীন্দ্রাণাং বিপ্রাণাঞ্চ বিপশ্চিতাম্।
বন্দীনাং ভিক্ষুকাণাঞ্চ সমূহশ্চ সমীপতঃ ॥ ১৭১
গোপানাং গোপিকানাঞ্চ সংখ্যাং কর্ত্তুঞ্চ কঃ ক্ষমঃ
পশ্চাগত্য বহির্ভূয়েত্যুবাচ প্রাঙ্গণে স্থিতঃ ॥ ১৭২
শ্রুত্বৈবং তাননুব্রজ্য সমানীয় ব্রজেশ্বরঃ।
প্রাঙ্গণে বাসয়ামাস পূজয়ামাস সত্বরম্ ॥ ১৭৩
ঋষ্যাদিকসমূহঞ্চ প্রণম্য শিরসা ভুবি।
পাদ্যাদিকন্তু তেভ্যশ্চ প্রদদৌ সুসমাহিতঃ ॥ ১৭৪
বস্তুভির্বন্ধুভিঃ পূর্ণং বভূব নন্দমন্দিরম্।
ন কোঽপি কস্য শব্দঞ্চ শ্রোতুং শক্তশ্চ তত্র বৈ॥
ত্রিমুহূর্ত্তং কুবেরশ্চ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতয়ে মুদা।
চকার স্বর্ণবৃষ্ট্যা চ পরিপূর্ণঞ্চ গোকুলম্ ॥ ১৭৬
যৌতুকাপহ্নবং চক্রু-র্বন্ধুবর্গাশ্চ ব্রীড়য়া
আনম্রকন্ধরাঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বা নন্দস্য সম্পদম্ ॥ ১৭৭
নন্দঃ কৃতাহ্নিকঃ পূতো ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী।
চন্দনাগুরুকস্তূরীং কুঙ্কুমেনৈব ভূষিতঃ ॥ ১৭৮
উবাস পাদৌ প্রক্ষাল্য স্বর্ণপীঠে মনোহরে।
গর্গস্যৈব মুনীন্দ্রাণাং গৃহীত্বাজ্ঞাং ব্রজেশ্বরঃ ॥১৭৯
সংস্মৃত্য বিষ্ণুমাচান্তঃ স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকম্।
কৃত্বা কর্ম্ম চ বেদোক্তং ভোজয়ামাস বালকম্ ॥১৮০
গর্গবাক্যানুসারেণ বালকস্য মুদান্বিতঃ।
কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম ররক্ষ চ শুভক্ষণে ॥ ১৮১
সঘৃতং ভোজয়িত্বা চ কৃত্বা নাম জগৎপতেঃ।
বাদ্যাদীন্ বাদয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলম্ ॥ ১৮২
নানাবিধানি রত্নানি স্বর্ণানি ভূষণানি চ
ভক্ষদ্রব্যাণি বসাংসি ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা ॥১৮৩
বন্দিভ্যো ভিক্ষুকেভ্যশ্চ সুবর্ণং বিপুলং দদৌ।
ভারাক্রান্তাশ্চ তে সর্ব্বে ন শক্তা গন্তুমেব চ ॥১৮৪
ব্রাহ্মণান্ বন্ধুবর্গাংশ্চ ভিক্ষুকাংশ্চ বিশেষতঃ।
মিষ্টান্নৈঃ ভোজয়ামাস পরিপূর্ণং মনোহরম্ ॥১৮৫
দীয়তাং দীয়তাং পূর্ণং খাদ্যতাং খাদ্যতামিতি।
বভূব শব্দোঽত্যুচ্চৈশ্চ সন্ততং নন্দগোকুলে ॥১৮৬
রত্নানি পরিপূর্ণানি বাসাংসি ভূষণানি চ।
প্রবালানি সুবর্ণানি মণিসারাণি যানি চ ॥ ১৮৭
চারূণি স্বর্ণপাত্রাণি কৃতানি বিশ্বকর্ম্মণা।
দত্ত্বা গর্গায় বিনয়ং চকার ব্রজপুঙ্গবঃ ॥ ১৮৮

শিষ্যেভ্যঃ স্বর্ণভারাংশ্চ প্রদদৌ বিস্ময়ান্বিতঃ ।
দ্বিজেভ্যোঽপ্যবশিষ্টেভ্যঃ পরিপূর্ণানি নারদ ॥১৮৯

নারায়ণ উবাচ ।

গৃহীত্বা শ্রীহরিং গর্গো জগাম নিভৃতং মুদা ।
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা প্রণম্য চ তমীশ্বরম্ ॥ ১০
সাশ্রুনেত্রঃ সপুলকো ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ।
পুটাঞ্জলিযুতো ভূত্বা হরেশ্চরণপঙ্কজে ॥ ১৯১

গর্গ উবাচ ।

হে কৃষ্ণ জগতাং নাথ ভক্তানাং ভয়ভঞ্জন ।
প্রসন্নো ভব মামীশ দেহি দাস্যং পদাম্বুজে ॥১৯২
ত্বৎপিত্রা মে ধনং দত্তং তেন কিং মে প্রয়োজনম্
দেহি মে নিশ্চলাং ভক্তিং ভক্তানামভয়প্রদাম্ ॥
অণিমাদিষু সিদ্ধেষু যোগেষু মুক্তিষু প্রভো ।
জ্ঞানতত্ত্বেঽমরত্বে বা কিঞ্চিন্নাস্তি স্পৃহা মম ॥১৯৪
ইন্দ্রত্বে বা মনুত্বে বা স্বর্গভোগং ফলং চিরম্ ।
নাস্তি মে মনসো বাঞ্ছা ত্বৎপাদসেবনং বিনা ॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমীপ্সিতম্ ।
নাহং গৃহ্লামি তে ব্রহ্মং-স্ত্বৎপাদসেবনং বিনা ॥
গোলোকে বাপি পাতালে বাসে তুল্যং মনোরথম্
কিন্তু তে চরণাম্ভোজে সন্ততং স্মৃতিরস্তু মে ॥১৯৭
বেদাঙ্গং শঙ্করাৎ প্রাপ্য কতিজন্মফলোদয়াৎ ।
সর্ব্বজ্ঞোঽহং সর্ব্বদর্শী সর্ব্বত্র গতিরস্তি মে ॥১৯৮
কৃপাং কুরু কৃপাসিন্ধো দীনবন্ধো পদাম্বুজে ।
রক্ষ মামভয়ং দত্ত্বা মৃত্যুর্মে কিং করিষ্যতি ॥ ১৯৯
সর্ব্বেষামীশ্বরঃ শর্ব্ব-স্ত্বৎপাদাম্ভোজসেবয়া ।
মৃত্যুঞ্জয়োঽন্তকারশ্চ বভূব যোগিনাং গুরুঃ ॥ ২০০
ব্রহ্মা বিধাতা জগতাং ত্বৎপাদাম্ভোজসেবয়া ।
যস্যৈকদিবসে ব্রহ্মন্ পতন্তীন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ২০১
ত্বৎপাদসেবয়া ধর্ম্মঃ সাক্ষী চ সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ।
পাতা চ ফলদাতা চ জিত্বা কালং সুদুর্জ্জয়ম্ ॥২০২
সহস্রবদনঃ শেষো যৎপাদপদ্মসেবয়া ।
ধত্তে সিদ্ধার্থবদ্বিশ্বং শিরসা চৈব মেদিনীম্ ॥২০৩
সর্ব্বসম্পদ্বিধাত্রী যা দেবীনাঞ্চ পরাৎপরা ।
করোতি সতত লক্ষ্মীঃ কেশৈস্ত্বৎপাদমার্জ্জনম্ ॥
প্রকৃতির্বীজরূপা সা সর্ব্বেষাং শক্তিরূপিণী ।
স্মারং স্মারং ত্বৎপদাব্জং বভূব ত্বৎপরাৎপরা ॥
পার্ব্বতী সর্ব্বদেবীশা সর্ব্বেষাং বুদ্ধিরূপিণী ।
ত্বৎপাদসেবয়া কান্তং ললাভ শিবমীশ্বরম্ ॥ ২০৬
বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেবী যা জ্ঞানমাতা সরস্বতী ।
পূজ্যা বভূব সর্ব্বেষাং ত্বৎপাদাম্ভোজসেবয়া ॥২০৭
সাবিত্রী বেদমাতা চ পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ।
ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণানাঞ্চ গতিস্ত্বৎপাদসেবয়া ॥ ২০৮
ক্ষমা জগদ্বিধর্ত্রী চ রত্নগর্ভা বসুন্ধরা ।
প্রসূতা সর্ব্বশস্যানাং ত্বৎপাদপদ্মসেবয়া ॥ ২০৯
রাধাবামাংশসম্ভূতা তব তুল্যা চ তেজসা ।
স্থিত্বা বক্ষসি তে পাদং সেবতেঽন্যস্য কা কথা ॥
যথা শর্ব্বাদয়ো দেবাঃ দেব্যঃ পদ্মাদয়ো যথা ।
তৎসমং নাথ কুরু মামীশ্বরস্য সমা কৃপা ॥ ২১১
ন যাস্যামি গৃহং নাথ ন গৃহ্লামি ধনং তব ।
কৃত্বা মাং রক্ষ পাদাব্জ-সেবায়াং সেবকং রতম্ ২১২
ইতি স্তুত্বা সাশ্রুনেত্রঃ পপাত চরণে হরেঃ ।
রুরোদ চ ভৃশং ভক্ত্যা পুলকাঙ্কিতবিগ্রহঃ ॥২১৩
গর্গস্য বচনং শ্রুত্বা জহাস ভক্তবৎসলঃ ।
উবাচ তং স্বয়ং কৃষ্ণো ময়ি তে ভক্তিরস্ত্বিতি ॥
ইদং গর্গকৃতং স্তোত্রং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ ।
দৃঢ়াং ভক্তিং হরের্দাস্যং স্মৃতিঞ্চ লভতে ধ্রুবম্ ॥
জন্ম-মৃত্যু-জরা-রোগ-শোক-মোহাতিসঙ্কটাৎ ।
তীর্ণো ভবতি শ্রীকৃষ্ণ-দাসঃ সেবনতৎপরঃ ॥২১৬
কৃষ্ণস্য ভবনং কালে কৃষ্ণসার্দ্ধং প্রমোদতে ।
কদাপি ন ভবেৎ তস্য বিচ্ছেদো হরিণা সহ ॥২১৭

(ইতি গর্গকৃতস্তোত্রম্ ।)

নারায়ণ উবাচ ।

হরিং মুনিঃ স্তবং কৃত্বা নন্দায় তং দদৌ মুদা ।
উবাচ তং গৃহং যামি কুর্বাজ্ঞামিতি বল্লব ॥২১৮
অহো বিচিত্রং সংসারং মোহজালেন বেষ্টিতম্ ।
সম্মীলনঞ্চ বিরহো নরাণাং সিন্ধুফেনবৎ ॥ ২১৯
গর্গস্য বচনং শ্রুত্বা রুরোদ নন্দ এব চ ।
সদ্বিচ্ছেদো হি সাধূনাং মরণাদতিরিচ্যতে ॥২২০
সর্ব্বশিষ্যৈঃ পরিবৃতং মুনীন্দ্রং গন্তুমুদ্যতম্ ।
সর্ব্বে নন্দাদয়ো গোপাঃ রুদন্তো গোপিকাস্তথা ।
প্রণেমুঃ পরয়া প্রীত্যা চক্রুস্তং বিনয়ং মুনে ॥২২১
দত্ত্বাশিষং মুনিশ্রেষ্ঠো জগাম মথুরাং মুদা ॥ ২২২
ঋষয়ো মুনয়শ্চৈব বন্ধুবর্গাশ্চ বল্লবাঃ ।
সর্ব্বে জগ্মুর্ধনৈঃ পূর্ণাং স্বালয়ং হৃষ্টমানসাঃ ॥২২৩
প্রজগ্মুর্বন্দিনঃ সর্ব্বে পরিপূর্ণমনোরথাঃ
মিষ্টদ্রব্যাংশুকোৎকৃষ্ট-তুরগস্বর্ণভূষণৈঃ ॥ ২২৪

আকণ্ঠপূর্ণভক্ষ্যাশ্চ ভিক্ষুকা গন্তুমক্ষমাঃ।
সর্ব্ববস্তুভরাদেব পরিশ্রান্তা মুদান্বিতাঃ॥ ২২৫
সুমন্দগামিনঃ কেচিৎ কেচিদ্ভূমৌ চ শেরতে।
কেচিদ্বর্ত্মনি তিষ্ঠন্ত-শ্চোত্তিষ্ঠন্তশ্চ কেচন॥২২৬
কেচিন্নৃত্যং প্রকুর্ব্বন্তো গায়ন্তস্তত্র কেচন।
কেচিদ্বহুবিধা গাথাঃ কথয়ন্তঃ পুরাতনাঃ॥ ২২৭
মরুত্ত-শ্বেত-সগর-মান্ধাতৄণাঞ্চ ভূভৃতাম্।
উত্তানপাদ-নহুষ-নলাদীনাঞ্চ যা কথা।
শ্রীর ম্যাশ্বমেধস্য রন্তিদেবস্য কর্ম্মণাম্॥ ২২৮
যেষাং যেষাং নৃপাণাঞ্চ শ্রুত্বা বৃদ্ধমুখাৎ কথাঃ।
কথয়ন্ত চ তাঃ কেচিচ্ছ্রুতবন্তশ্চ কেচন॥ ২২৯
স্বাপং স্বাপং গতাঃ কেচিৎ স্বাপং স্বাপঞ্চ কেচন।
এবং সর্ব্বে প্রমুদিতাঃ প্রজগ্মুঃ স্বালয়ং ব্রজাৎ॥
হৃষ্টো নন্দো যশোদা চ বালং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
তস্থৌ স্বমন্দিরে রম্যে কুবেরভবনোপমে॥ ২৩১
এবং প্রবর্দ্ধিতৌ রামৌ শুক্লে চন্দ্রকলোপমৌ।
গবাং পুচ্ছঞ্চ ভিত্তিঞ্চ ধৃত্বা চোত্তস্থতুর্মুদা॥ ২৩২
শব্দার্থং বা তদর্দ্ধংবা ক্ষমৌ বক্তুং দিনে দিনে।
মিত্রোর্হর্ষঞ্চ বর্দ্ধন্তৌ গচ্ছন্তৌ প্রাঙ্গণে মুনে॥২৩৩
বালো দ্বিপাদং পাদং বা গন্তুং শক্তো বভূব হ।
গন্তুং শক্তো হি জানুভ্যাং প্রাঙ্গণে বা গজে
হারিঃ॥ ২৩৪
বর্ষাধিকো হি বয়সা কৃষ্ণাৎ সঙ্কর্ষণঃ স্বয়ম্।
তয়োর্মুদং বর্দ্ধয়ন্তৌ জানুভ্যাং তৌ দিনে দিনে॥
ব্রজন্তৌ গোকুলে বালৌ প্রহৃষ্টগমনে ক্ষমৌ।
স্ফুটবাক্যমুক্তবন্তৌ মায়াবিগ্রহবালকৌ॥ ২৩৬
গর্গো জগাম মথুরাৎ বসুদেবাশ্রমং মুনে।
স তং ননাম ভক্ত্যা চ পপ্রচ্ছ কুশলং তয়োঃ॥
মুনিস্তং কথয়ামাস কুশলং সুমহোৎসবম্।
আনন্দাশ্রুনিমগ্নশ্চ শ্রুতমাত্রাদ্বভূব হ॥ ২৩৮
দেবকী পরমপ্রীত্যা পপ্রচ্ছ চ পুনঃপুনঃ।
আনন্দাশ্রুনিমগ্না সা রুরোদ চ মুহুর্মুহুঃ॥২৩৯
গর্গস্তাবাশিষং কৃত্বা জগাম স্বালয়ং মুদা।
স্বগৃহে তস্থতুস্তৌ চ কুবেরভবনোপমে॥ ২৪০
যত্র কল্পে যথা চেষ্টং তত্র তুমুপবর্হণঃ।
পঞ্চাশৎকামিনানাঞ্চ পতির্গন্ধর্ব্বপুঙ্গবঃ॥ ২৪১
তাসাং প্রাণাধিকস্ত্বঞ্চ শৃঙ্গারনিপুণো যুবা।
ততোহভূর্ব্রহ্মণঃ শাপাদ্দাসীপুত্রো দ্বিজস্য চ॥
ততোহধুনা ব্রহ্মপুত্রো বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টভোজনাৎ।
সর্ব্বদর্শী চ সর্ব্বজ্ঞঃ স্মারকো হরিসেবয়া॥ ২৪৩
কথিতং কৃষ্ণচরিতং নামান্নপ্রাশনান্বিতম্।
জন্ম-মৃত্যু-জরানিঘ্নমপরং কথয়ামি তে॥ ২৪৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণনারদসংবাদে শ্রীকৃষ্ণান্নপ্রাশন-নামকরণপ্রস্তাবস্ত্রয়োদশো-হধ্যায়ঃ॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশোহধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

একদা নন্দপত্নী সা স্নানার্থং যমুনাং যযৌ।
গব্যপূর্ণং গৃহং দৃষ্ট্বা জহাস মধুসূদনঃ॥ ১
দধিদুগ্ধাজ্যতক্রঞ্চ নবনীতং মনোরমম্।
গৃহস্থিতঞ্চ যৎ কিঞ্চিচ্চখাদ মধুসূদনঃ॥ ২
মধু হৈয়ঙ্গবীনং যৎ স্বস্তিকং শকটস্থিতম্।
ভুক্ত্বা পীতাংশুকৈর্বক্ত্র-সংস্কারং কর্ত্তুমুদ্যতম্॥ ৩
দদর্শ বালকং গোপী স্নাত্বাগত্য স্বমন্দিরম্।
গব্যশূন্যং ভগ্নভাণ্ডং মধ্বাদিরিক্তভাজনম্॥ ৪
দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ বালাংশ্চ অহো কর্ম্মেদমদ্ভুতম্।
যূয়ং বদত সত্যঞ্চ কৃতং কেন সুদারুণম্॥ ৫
যশোদাবচনং শ্রুত্বা সর্ব্বমূচুশ্চ বালকাঃ।
চখাদ সত্যং বালস্তে নাস্মভ্যং দত্তমেব চ॥ ৬
বালানাং বচনং শ্রুত্বা চুকোপ নন্দগেহিনী।
বেত্রং গৃহীত্বা দুদ্রাব রক্তপঙ্কজলোচনা॥ ৭
পলায়মানং গোবিন্দং গ্রহীতুং ন শশাক সা।
ধ্যানাসাধ্যং শিবাদীনাং দুরাপমপি যোগিনাম্॥ ৮
যশোদা ভ্রমণং কৃত্বা বিশ্রান্তা ধর্ম্মসংযুতা।
তস্থৌ কোপবতী সা চ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকা॥ ৯
বিশ্রান্তাং মাতরং দৃষ্ট্বা কৃপালুঃ পুরুষোত্তমঃ।
সন্তস্থৌ পুরতো মাতুঃ সস্মিতো জগদীশ্বরঃ॥ ১০
করে ধৃত্বা চ তং গোপী সমানীয় স্বমালয়ম্।
বদ্ধা বস্ত্রেণ বৃক্ষে চ তত্তাড় মধুসূদনম্॥ ১১
বদ্ধা কৃষ্ণং যশোদা সা জগাম স্বালয়ং প্রতি।
হরিস্তস্থৌ বৃক্ষমূলে জগতাং পতিরীশ্বরঃ॥ ১২
শ্রীকৃষ্ণস্পর্শমাত্রেণ সহসা তত্র নারদ।
পপাত বৃক্ষঃ শৈলাভঃ শব্দং কৃত্বা সুদারুণম্॥ ১৩

সুবেশঃ পুরুষো দিব্যো বৃক্ষাদাবির্ব্বভূব হ।
দিব্যং স্যন্দনমারুহ্য জগাম স্বালয়ং সুরঃ ॥ ১৪
প্রণম্য জগতীনাথং শাতকুম্ভপরিচ্ছদঃ।
কিশোরঃ সস্মিতো গৌরো রত্নালঙ্কারভূষিতঃ ॥ ১৫
সা বৃক্ষপতনং দৃষ্ট্বা ভয়ত্রস্তা ব্রজেশ্বরী।
ক্রোড়ে চকার বালং তং রুদন্তং শ্যামসুন্দরম্ ॥ ১৬
আজগ্মুর্গোকুলস্থাশ্চ গোপা গোপ্যশ্চ তদ্গৃহম্।
যশোদাং ভর্ৎসয়ামাসুঃ শান্তিং চক্রুঃ শিশুং তদা
আশিষং যুযুজুর্বিপ্রা বন্দিভ্যশ্চ ধনং দদৌ।
দ্বিজেন কারয়ামাস নামসঙ্কীর্ত্তনং হরেঃ ॥ ১৮
সুমতির্নাস্তি তে সত্যং জ্ঞাতং নন্দ ব্রজেশ্বরি।
অত্যন্তস্থবিরে কালে তনয়োঽয়ং বভূব হ ॥ ১৯
ধনং ধান্যঞ্চ রত্নং বা তৎ সর্ব্বং পুত্রহেতুকম্।
ন ভক্ষিতং যৎ পুত্রেণ তদ্দ্রব্যং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥
পুত্রং বদ্ধা গব্যহেতো-র্বৃক্ষমূলে চ নিষ্ঠুরে।
গৃহকর্ম্মণি সুব্যগ্রা দৈবাদ্বৃক্ষঃ পপাত হ ॥ ২১
বৃক্ষস্য পতনাদ্গোপী ভাগ্যাদ্বালোঽপি জীবিতঃ।
প্রনষ্টে বালকে মূঢ়ে বস্তূনাং কিং প্রয়োজনম্ ॥ ২২
ইত্যুক্ত্বা তাং জনাঃ সর্ব্বে প্রযযুর্নিজমন্দিরম্।
উবাচ পত্নীং নন্দশ্চ রক্তপঙ্কজলোচনঃ ॥ ২৩

নন্দ উবাচ।

যাস্যামি তীর্থমদ্যৈব কণ্ঠে কৃত্বা তু বালকম্।
অথবা ত্বং গৃহাদ্গচ্ছ ত্বয়া মে কিং প্রয়োজনম্ ॥
শতকূপাধিকং বাপী শতবাপীসমং সরঃ।
সরঃশতাধিকো যজ্ঞঃ পুত্রো যজ্ঞশতাধিকঃ ॥ ২৫
তপোদানোদ্ভবং পুণ্যং জন্মান্তরসুখপ্রদম্।
সুখপ্রদোঽপি সৎপুত্র ইহৈব চ পরত্র চ ॥ ২৬
সর্ব্বেষাঞ্চ প্রিয়া পত্নী বাসনাবন্ধশৃঙ্খলা।
মায়া মূর্ত্তিময়ী সাক্ষাৎ স্নেহমোহকরণ্ডিকা ॥ ২৭
ততোঽধিকঃ প্রিয়ঃ পুত্রঃ প্রাণেভ্যোঽপি সুনি-
শ্চিতম্।
পুত্রাদপি পরো বন্ধুর্ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ২৮
এবমুক্ত্বা স্বভার্য্যাঞ্চ তস্থৌ নন্দঃ স্বমন্দিরে।
যশোদা রোহিণী চৈব নিযুক্তা গৃহকর্ম্মণি ॥ ২৯

নারদ উবাচ।

সুবেশঃ পুরুষঃ কো বা বৃক্ষরূপী চ গোকুলে।
ভগবন্ হেতুনা কেন বৃক্ষত্বং সমবাপ হ ॥ ৩০

নারায়ণ উবাচ।

কুবেরতনয়ঃ শ্রীমান্ নাম্না চ নলকূবরঃ।
জগাম নন্দনবনং ক্রীড়ার্থং সহ রম্ভয়া ॥ ৩১
নির্জ্জনে সরসস্তীরে পুষ্পোদ্যানে মনোহরে।
বটবৃক্ষসমীপে চ সৌরভে পুষ্পবায়ুনা ॥ ৩২
বিধায় পুষ্পশয়নং রত্নদীপৈশ্চ দীপিতঃ।
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমদ্রবচর্চ্চিতম্।
পরিতঃ পুষ্পমাল্যৈশ্চ ক্ষৌমবস্ত্রৈশ্চ বেষ্টিতম্ ॥ ৩৩
তত্র রম্ভাং সমানীয় বিজহার যথেচ্ছয়া।
শৃঙ্গারাষ্টপ্রকারশ্চ বিপরীতাদিকং সুখম্ ॥ ৩৪
চুম্বনং ষট্প্রকারঞ্চ যথাস্থানং নিরূপিতম্।
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সংযোগ-ত্রিবিধাশ্লেষণং মুদা ॥ ৩৫
নখ-দন্ত-করক্রীড়াং চকার রসিকেশ্বরঃ।
জলাৎ স্থলে স্থলাৎ তোয়ে কামশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৩৬
রতিভোগং প্রকুর্ব্বন্তং দদর্শ দেবলো মুনিঃ।
নগ্নাং রম্ভাং মুক্তকেশীং পীনশ্রোণিপয়োধরাম্ ॥
নখদন্তক্ষতাঙ্গীঞ্চ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহাম্।
পশ্যন্তীং প্রাণনাথঞ্চ পশ্যন্তং সস্মিতং মুদা ॥ ৩৮
বক্রভ্রূভঙ্গসংযুক্তাং দদর্শ তাঞ্চ কামুকীম্।
রত্নকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলবিরাজিতাম্ ॥ ৩৯
রত্নকেয়ূর-বলয়-রত্ন-নূপুরভূষিতাম্ ॥ ৪০
বিচিত্ররত্নমাল্যৈশ্চ পুষ্পমাল্যৈশ্চ ভূষিতাম্।
কিঙ্কিণীজালসংযুক্তাং সিন্দূরবিন্দুশোভিতাম্ ॥ ৪১
তয়া যুক্তং পুলকিতং নোত্তিষ্ঠন্তং স্মরাতুরম্।
বৃক্ষত্বং যাহি পাপিষ্ঠেত্যুবাচ মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৪২
শশাপ রম্ভাং কামার্ত্তাং মানুষী ত্বং ভবেতি চ।
জন্মেজয়স্য সৌভাগ্যা ভবিতা কামিনীতি চ ॥ ৪২
ত্বমেব গোকুলং গচ্ছ বৃক্ষরূপী ভবেতি চ।
শ্রীকৃষ্ণস্পর্শমাত্রেণ পুনরায়াস্যসি গৃহম্ ॥ ৪৪
রম্ভে ত্বমিন্দ্রসম্ভোগাৎ পুনরায়াস্যসি ব্রজ।
ইত্যেবমুক্ত্বা স মুনির্জগাম নিজমন্দিরম্ ॥ ৪৫
কুবেরতনয়ঃ শ্রীমান্ স জগাম নিজালয়ম্।
ইত্যেবং কথিতং বিপ্র রম্ভাস্থানং বদামি তে ॥ ৪৬
সুচন্দ্রস্য গৃহে রম্ভা ললাভ জন্ম ভারতে।
কন্যা লক্ষ্মীস্বরূপা চ বভূব সুন্দরী বরা ॥ ৪৭
তাঞ্চ সালঙ্কৃতাং কৃত্বা সুচন্দ্রো নৃপতীশ্বরঃ।
নানাযৌতুকসংযুক্তাং দদৌ জন্মেজয়ায় চ ॥ ৪৮
জন্মেজয়স্য সুভগা বভূব মহিষীশ্বরী।

স্থানে স্থানে নির্জ্জনে চ রাজা রেমে তয়া সহ ॥৪৯
একদা নৃপতিশ্রেষ্ঠোঽপ্যশ্বমেধেন দীক্ষিতঃ।
অশ্বসংজ্ঞপনং কৃত্বা তস্থৌ শক্রশ্চ মন্দিরে ॥৫০
যজ্ঞাশ্বং রুচিরং শ্রুত্বা কৌতুকেন বপুষ্টমা।
দ্রষ্টুং জগাম সা সাধ্বী চাশ্বমেকাকিনী মুদা ॥৫১
শক্রোঽশ্বান্নির্গতো ভূত্বা ধর্ষয়ামাস তাং সতীম্।
তয়া নিবার্য্যমাণশ্চ রেমে তত্র তয়া সহ ॥ ৫২
মূর্চ্ছামবাপ শক্রশ্চ বুবুধে ন দিবানিশম্।
সা চ সম্ভোগমাত্রেণ দেহং তত্যাজ যোগতঃ ॥৫৩
নৃপস্য লজ্জয়া ভীত্যা শক্রঃ স্বর্গং জগাম হ।
রাজা শ্রুত্বা মৃতাং দৃষ্ট্বা বিললাপ ভৃশং মুহুঃ ॥ ৫৪
যজ্ঞং সমাপ্য বিপ্রেভ্যো দদৌ পূর্ণাঞ্চ দক্ষিণাম্।
রম্ভা চ মানবং দেহং ত্যক্ত্বা স্বর্গং জগাম হ ॥৫৫
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং বৃক্ষার্জ্জুনবিভঞ্জনম্।
নলকূবরমোক্ষঞ্চ রম্ভায়াশ্চ মহামুনে ॥ ৫৬
পুণ্যদং কৃষ্ণচরিতং জন্ম-মৃত্যু-জরাপহম্।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্ব-মপরং কথয়ামি তে ॥ ৫৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে বৃক্ষার্জ্জুনভঞ্জনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

একদা কৃষ্ণসহিতো নন্দো বৃন্দাবনং যযৌ।
তত্রোপবনভাণ্ডীরে চারয়ামাস গোকুলম্ ॥ ১
সরঃসু স্বাদু তোয়ঞ্চ পায়য়ামাস তৎ পপৌ।
উবাস বটমূলে চ বালং কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥ ২
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো মায়াবালকবিগ্রহঃ।
চকার মায়য়াকস্মান্মেঘাচ্ছন্নং নভো মুনে ॥ ৩
মেঘাবৃতং নভো দৃষ্ট্বা শ্যামলং কাননান্তরম্।
ঝঞ্ঝাবাতং মেঘশব্দং বজ্রশব্দঞ্চ দারুণম্ ॥ ৪
বৃষ্টিধারামতিস্থূলাং কম্পমানাংশ্চ পাদপান্।
দৃষ্ট্বৈবং পতিতস্কন্ধান্ নন্দো ভয়মবাপ হ ॥ ৫
কথং যাস্যামি গোবৎসং বিহায় স্বাশ্রমং প্রতি।
গৃহং যদি ন যাস্যামি ভবিতা বলকস্য কিম্ ॥ ৬
এবং নন্দে প্রবদতি রুরোদ শ্রীহরিস্তদা।
মায়াভিয়া ভয়েভ্যশ্চ পিতুঃ কণ্ঠং দধার সঃ ॥ ৭
এতস্মিন্নন্তরে রাধা জগাম কৃষ্ণসন্নিধিম্।
গমনং কুর্ব্বতী রাজ-হংসখঞ্জনগঞ্জনম্ ॥ ৮
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাভ-চারুবক্ত্রা মনোহরা।
শরন্মধ্যাহ্নপদ্মানাং শোভামোচনলোচনা ॥ ৯
পরিতো নেত্রপক্ষ্মশ্রী-বিচিত্রকজ্জলোজ্জ্বলা।
খগেন্দ্রচঞ্চুচারু-শ্রীসজ্জানাশকনাসিকা ॥ ১০
তন্মধ্যস্থলশোভাঢ্য-স্থূলমুক্তাফলোজ্জ্বলা।
কবরীবেশসংযুক্তা মালতীমাল্যবেষ্টিতা ॥ ১১
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড-প্রভামুষ্টককুণ্ডলা।
পক্কবিম্বফলানাং শ্রী-মুষ্টৌষ্ঠাধরযুগ্মকা ॥ ১২
মুক্তাপঙ্ক্তিপ্রভান্যক-দন্তপঙ্ক্তিসমুজ্জ্বলা।
ঈষৎপ্রফুল্লকুন্দানাং সুপ্রভানাশিতস্মিতা ॥ ১৩
কস্তূরীবিন্দুসংযুক্ত সিন্দূরবিন্দুসংযুতা।
কপোলমলকাযুক্তং বিভ্রতী শ্রীযুতং সতী ॥ ১৪
সুচারুবর্ত্তুলাকার-কপোলপুলকান্বিতা।
মণিরত্নেন্দ্রসারাণাং হারোরঃস্থলভূষিতা ॥ ১৫
সুচারু শ্রীফলদ্বন্দ্বং কঠিনস্তনসঙ্গতা।
পত্রাবলীশ্রিয়া যুক্তা দীপ্তা সদ্রত্নতেজসা ॥ ১৬
সুচারুবর্ত্তুলাকার-মুদরং সুমনোহরম্।
বিচিত্রত্রিবলীযুক্ত-নিম্ননাভিঞ্চ বিভ্রতী ॥ ১৭
সদ্রত্নসাররচিত-মেখলাজালভূষিতা।
কামাস্ত্রসারভ্রূভঙ্গযোগীন্দ্রচিত্তমোহিনী ॥ ১৮
কঠিনশ্রোণিযুগলং করিণীকুম্ভনিন্দিতম্।
স্থলপদ্মপ্রভামুষ্ট-চরণং দধতী মুদা ॥ ১৯
রত্নপাবকসংযুক্তং যাবকদ্রবভূষিতম্।
মণীন্দ্রশোভাসংমুষ্ট-সালক্তকপুনর্ভবম্।
সদ্রত্নসাররচিত-ক্বণন্মঞ্জীররঞ্জিতম্ ॥ ২০
রত্নকঙ্কণকেয়ূর-চারুশঙ্খবিভূষিতা।
রত্নাঙ্গুরীয়নিকর-বহ্নিশুদ্ধাংশুকোজ্জ্বলা।
চারুচম্পকপুষ্পাণাং প্রভামুষ্টকলেবরা ॥ ২১
সহস্রদলসংযুক্তং ক্রীড়াকমলমুজ্জ্বলম্।
মুখশ্রীদর্শনার্থঞ্চ বিভ্রতী রত্নদর্পণম্ ॥ ২২
দৃষ্ট্বা তাং নির্জ্জনে নন্দো বিস্ময়ং পরমং যযৌ।
চন্দ্রকোটিপ্রভাজুষ্টাং ভাসয়ন্তীং দিশো দশ ॥ ২৩
উবাচ তাং সাশ্রুনেত্রো ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ।
জানামি ত্বাং গর্গমুখাৎ পদ্মাধিকপ্রিয়াং হরেঃ ॥২৪
জানামীমং মহাবিষ্ণোঃ পরং নির্গুণমচ্যুতম্।
তথাপি মোহিতোঽহঞ্চ মানবো বিষ্ণুমায়য়া ॥ ২৫

গৃহাণ প্রাণনাথঞ্চ গচ্ছ ভদ্রে যথাসুখম্ ।
পশ্চাদ্দাস্যসি মৎপুত্রং কৃত্বা পূর্ণং মনোরথম্ ॥২৬
ইত্যুক্ত্বা স দদৌ তস্যৈ রুদন্তং বালকং ভিয়া।
জগ্রাহ বালকং রাধা জহাস মধুরং সুখাৎ ॥ ২৭
উবাচ নন্দং সা যত্নান্ন প্রকাশ্যং রহস্যকম্ ।
অহং দৃষ্টা ত্বয়ানেন কতিজন্মফলোদয়াৎ ॥ ২৮
প্রাজ্ঞস্ত্বং গর্গবচনাৎ সর্ব্বং জানাসি কারণম্ ।
অকথ্যমাবযোর্গোপ্যং চরিত্রং গোকুলে ব্রজঃ ॥২৯
বরং বৃণু ব্রজেশ ত্বং যৎ তে মনসি বাঞ্ছিতম্ ।
দদামি লীলয়া তুভ্যং দেবানামপি দুর্লভম্ ॥ ৩০
রাধিকাবচনং শ্রুত্বা তামুবাচ ব্রজেশ্বরঃ ।
যুবয়োশ্চরণে ভক্তিং দেহি নান্যত্র মে স্পৃহা ॥৩১
যুবয়োঃ সন্নিধৌ বাসং দাস্যসি ত্বং সুদুর্লভম্ ।
আবাভ্যাং দেহি জগতামম্বিকে পরমেশ্বরি ॥ ৩২
শ্রুত্বা নন্দস্য বচনমুবাচ পরমেশ্বরী ।
দাস্যামি দাস্যমতুল-মিদানীং ভক্তিরস্তু তে ॥ ৩৩
আবয়োশ্চরণাম্ভোজে যুবয়োশ্চ দিবানিশম্ ।
প্রফুল্লহৃদয়ে শশ্বৎ স্মৃতিরস্তু সুদুর্লভা ॥ ৩৪
মায়া যুবাঞ্চ প্রচ্ছন্নৌ ন করিষ্যতি মদ্বরাৎ ।
গোলোকে যাস্যথোঽন্তে চ বিহায় মানবীং তনুম্
এবমুক্ত্বা তু সানন্দং কৃত্বা কৃষ্ণং স্ববক্ষসি ।
গত্বা দূরে তং নিনায় বাহুভ্যাঞ্চ যথেপ্সিতম্ ॥ ৩৬
কৃত্বা বক্ষসি তং কামাৎ শ্লেষং শ্লেষং চুচুম্ব হ ।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গী সম্মার রাসমণ্ডলম্ ॥ ৩৭
এতস্মিন্নন্তরে রাধা মায়াসদ্রত্নমণ্ডপম্ ।
দদর্শ রত্নকলস-শতকেন সমন্বিতম্ ॥৩৮
নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্যং চিত্রকাননশোভিতম্ ।
সিন্দূরাকারমণিভিঃ স্তম্ভসঙ্ঘৈর্বিরাজিতম্ ॥ ৩৯
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমদ্রবযুক্তয়া ।
সংযুক্তং মালতীমালা-সমূহপুষ্পশয্যয়া ॥ ৪০
নানাভোগসমাকীর্ণং দিব্যদর্পণসংযুতম্ ।
মণীন্দ্রমুক্তামাণিক্য-মালাজালৈর্বিভূষিতম্ ॥ ৪১
মণীন্দ্রসাররচিত-কবাটেন বিরাজিতম্ ।
ভূষিতং ভূষণৈর্বস্ত্রৈঃ পতাকানিকরৈর্বরৈঃ ॥ ৪২
কুঙ্কুমাকারমণিভিঃ সপ্তসোপানসংযুতম্ ।
যুক্তং ষট্‌পদসন্দোহৈঃ পুষ্পোদ্যানঞ্চ পুষ্পিতৈঃ ॥
সা দেবী মণ্ডপং দৃষ্ট্বা জগামাভ্যন্তরং মুদা ।
দদর্শ তত্র তাম্বূলং কর্পূরাদিসুবাসিতম্ ॥ ৪৪

জলঞ্চ রত্নকুম্ভস্থং শীতং স্বচ্ছং সুধোপমম্ ।
সুধামধুভ্যাং পূর্ণানি রত্নকুম্ভানি নারদ ॥ ৪৫
পুরুষং কমনীয়ঞ্চ কিশোরং শ্যামসুন্দরম্ ।
কোটিকন্দর্পলীলাভং চন্দনেন বিভূষিতম্ ॥
শয়ানং পুষ্পশয্যায়াং সস্মিতং সুমনোহরম্ ।
পীতবস্ত্রপরীধানং প্রসন্নবদনেক্ষণম্ ॥ ৪৭
মণীন্দ্রসারনির্ম্মাণ-ক্বণন্মঞ্জীররঞ্জিতম্ ।
সদ্রত্নসারনির্ম্মাণ-কেয়ূরবলয়ান্বিতম্ ॥ ৩৮
মণীন্দ্রকুণ্ডলাভ্যাঞ্চ গণ্ডস্থলবিরাজিতম্ ।
কৌস্তুভেন মণীন্দ্রেণ বক্ষঃস্থলসমুজ্জ্বলম্ ॥ ৪৯
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্য-প্রভামুষ্টমুখোজ্জ্বলম্ ।
শরৎ প্রফুল্লকমলঃ প্রভামোচনলোচনম্ ॥ ৫০
মালতীমাল্যসংশ্লিষ্ট-শিখিপুচ্ছসুশোভিতম্ ।
ত্রিভঙ্গচূড়াং বিভ্রন্তং পশ্যন্তং রত্নমন্দিরম্ ॥ ৫১
ক্রোড়ং বালকশূন্যঞ্চ দৃষ্ট্বা তং নবযৌবনম্ ।
সর্ব্বস্মৃতিস্বরূপা সা তথাপি বিস্ময়ং যযৌ ॥ ৫২
রূপং রাসেশ্বরী দৃষ্ট্বা মুমোহ সুমনোহরম্ ।
কামাক্ষকুক্ষ্যঃকোরাভ্যাং মুখচন্দ্রং পপৌ মুদা ॥৫৩
নিমেষরহিতা রাধা নবসঙ্গমলালসা ।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গী সস্মিতা মদনাতুরা ॥ ৫৪
তামুবাচ হরিস্তত্র স্মেরাননসরোরুহাম্ ।
নবসঙ্গমযোগ্যাঞ্চ পশ্যন্তীং বক্রচক্ষুষা ॥ ৫৫

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

রাধে স্মরসি গোলোকে বৃত্তান্তং স্মরণং যদি ।
অদ্য পূর্ণং করিষ্যামি স্বীকৃতং যৎ পুরা প্রিয়ে ॥
ত্বং মে প্রাণাধিকা রাধা প্রেয়সী শ্রেয়সী পরা ।
যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ ভেদো হি নাবয়োর্ধ্রুবম্ ॥ ৫৭
যথা ক্ষীরে চ ধাবল্যং যথাগ্নৌ দাহিকা সতি ।
যথা পৃথিব্যাং গন্ধশ্চ তথাহং ত্বয়ি সন্ততম্ ॥ ৫৮
বিনা মৃদা ঘটং কর্ত্তুং বিনা স্বর্ণেন কুণ্ডলম্ ।
কুলালঃ স্বর্ণকারশ্চ ন হি শক্তঃ কদাচন ॥ ৫৯
তথা ত্বয়া বিনা সৃষ্টিং ন চ কর্ত্তুমহং ক্ষমঃ ।
সৃষ্টেরাধারভূতা ত্বং বীজরূপোঽহমচ্যুতঃ ॥ ৬০
আগচ্ছ শয়নং সাধ্বি কুরু বক্ষঃস্থলোজ্জ্বলম্ ।
ত্বং মে শোভাস্বরূপাসি দেহস্য ভূষণং যথা ॥ ৬১
কৃষ্ণং বদন্তি মাং লোকাস্ত্বয়ৈব রহিতং যদা ।
শ্রীকৃষ্ণঞ্চ তদা তে হি ত্বয়ৈব সহিতং পরমম্ ॥৬২
ত্বঞ্চ শ্রীস্ত্বঞ্চ সম্পত্তি-স্ত্বমাধারস্বরূপিণী ।

সর্ব্বশক্তিস্বরূপাসি সর্ব্বেষাঞ্চ সমাপি চ ॥ ৬৩
ত্বং স্ত্রী পুমানহং রাধে নেতি বেদেষু নির্ণয়ঃ।
ত্বঞ্চ সর্ব্বস্বরূপাসি সর্ব্বরূপোঽহমক্ষরে ॥ ৬৪
যদা তেজঃস্বরূপোঽহং তেজোরূপাসি ত্বং তদা।
ন শরীরী যদাহঞ্চ তদাত্বমশরীরিণী ॥ ৬৫
সর্ব্ববীজস্বরূপোঽহং যদা যোগেন সুন্দরি।
ত্বঞ্চ শক্তিস্বরূপাসি সর্ব্বস্ত্রীরূপধারিণী ॥ ৬৬
মমার্দ্ধাংশস্বরূপা ত্বং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
শক্ত্যা বুদ্ধ্যা চ জ্ঞানেন মম তুল্যা চ তেজসা ॥৬৭
আবয়োর্ভেদবুদ্ধিঞ্চ যঃ করোতি নরাধমঃ।
তস্য বাসঃ কালসূত্রে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৬৮
পূর্ব্বান্ সপ্ত পরান্ সপ্ত পুরুষান্ পাতয়ত্যধঃ।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তস্য নশ্যতি নিশ্চিতম্ ॥
অজ্ঞানাদাবয়োর্নিন্দাং যে কুর্ব্বন্তি নরাধমাঃ।
পচ্যন্তে নরকে তাবদ্‌যাবদ্বৈ ব্রহ্মণঃ শতম্ ॥ ৭০
রাশব্দং কুর্ব্বতে ত্রস্তো দদামি ভক্তিমুত্তমাম্।
ধাশব্দং কুর্ব্বতঃ পশ্চাদ্‌যামি শ্রবণলোভতঃ ॥ ৭১
যে সেবন্তে চ দত্ত্বা মামুপচারাণি ষোড়শ।
যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং নিত্যং ভক্ত্যা সুসংযুতাঃ ॥ ৭২
যা প্রীতির্জায়তে তত্র রাধাশব্দাৎ ততোঽধিকঃ।
তে প্রিয়া মে যথা রাধে রাধাবক্তা ততোঽধিকঃ ॥
ব্রহ্মানন্তঃ শিবো ধর্ম্মো নরনারায়ণাবৃষী।
কপিলশ্চ গণেশশ্চ কার্ত্তিকেয়শ্চ মৎপ্রিয়ঃ ॥ ৭৪
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী প্রকৃতিস্তথা।
মম প্রিয়াশ্চ দেব্যশ্চ তাস্তথাপি ন তে সমাঃ ॥৭৫
তে সর্ব্বে প্রাণতুল্যা মে ত্বং মে প্রাণাধিকা সতি
ভিন্নস্থানস্থিতাস্তে চ ত্বঞ্চ বক্ষঃস্থলস্থিতা ॥ ৭৬
যো মে চতুর্ভুজো মূর্ত্তির্বিভর্ত্তি বক্ষসি শ্রিয়ম্।
যোঽহং কৃষ্ণস্বরূপস্ত্বাং বিভর্ম্মি হৃদয়ং সদা ॥ ৭৭
ইত্যেবমুক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণ-স্তস্থৌ তল্পে মনোহরে।
উবাচ রাধিকা নাথং ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরা ॥ ৭৮

রাধিকোবাচ।

স্মরামি সর্ব্বং জানামি বিস্মরামি কথং প্রভো।
যৎ ত্বং বদসি সর্ব্বাহং ত্বৎপাদাব্জপ্রসাদতঃ ॥৭৯
মায়াং করোষি মায়েশ মাং ভক্তাং কথমীদৃশীম্।
ত্বন্মায়য়া ভ্রমন্ত্যেব মদ্বিধাঃ কতিধা জনাঃ ॥ ৮০
ভক্তস্যৈকস্য শাপেন গোপিকাহং মহীতলে।
শতবর্ষঞ্চ বিচ্ছেদো ভবিতা মে ত্বয়া সহ ॥ ৮১
ঈশ্বরস্যাপ্রিয়াঃ কেচিৎ প্রিয়াশ্চ কুত্র কেচন।
যে যথা তং নিষেবন্তে তেষু তস্য তথা কৃপা ॥ ৮২
তৃণঞ্চ পর্ব্বতং কর্ত্তুং সক্ষমঃ পর্ব্বতং তৃণম্।
তথাপি যোগ্যাযোগ্যেষু দম্পত্যোশ্চ সমা কৃপা ॥
তিষ্ঠন্ত্যহং শয়ানস্ত্বং কথাভির্যদ্‌গতং বিভো।
তৎ ক্ষণঞ্চ যুগশতং নাহং প্রাপয়িতুং ক্ষমা ॥ ৮৪
বক্ষঃস্থলে চ শিরসি দেহি তে চরণাম্বুজম্।
জুনোতি মন্মনঃ সদ্য-স্ত্বদীয়বিরহানলাৎ ॥ ৮৫
পুরঃ পপাত মে দৃষ্টি-স্ত্বদীয়চরণাম্বুজে।
নীতা ময়া সাতিক্লেশাদ্ দ্রষ্টুমঙ্গং কলেবরম্ ॥৮৬
প্রত্যেকমঙ্গং দৃষ্ট্বৈব দত্তা সা তে মুখাম্বুজে।
দৃষ্ট্বা মুখারবিন্দঞ্চ নান্যং গন্তুং ন সা ক্ষমা ॥ ৮৭
রাধিকাবচনং শ্রুত্বা জহাস পুরুষোত্তমঃ।
তামুবাচ হিতং তথ্যং শ্রুতিস্মৃতিনিরূপিতম্ ॥ ৮৮

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

যদেবাচরণং যত্র দেশে জন্মনি বা প্রিয়ে।
ন খণ্ডনীয়ং তৎ তত্র ময়া পূর্ব্বং নিরূপিতম্ ॥৮৯
তিষ্ঠ ভদ্রে ক্ষণং ভদ্রং করিষ্যামি তব প্রিয়ে।
ত্বন্মনোরথপূর্ণস্য স্বয়ং কালঃ সমাগতঃ ॥ ৯০
যস্য যল্লিখনং পূর্ব্বং যত্র কালে নিরূপিতম্।
তদেব খণ্ডিতুং রাধে ক্ষমে নাহঞ্চ কো বিধিঃ ॥৯১
বিধাতুশ্চ বিধাতাহং যেষাং যল্লিখনং কৃতম্।
ব্রহ্মাদীনাঞ্চ ক্ষুদ্রাণাং ন তৎ খণ্ড্যং কদাচন ॥ ৯২
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা জগাম পুরতো হরেঃ।
মালাকমণ্ডলুকর ঈষৎস্মেরচতুর্মুখঃ ॥ ৯৩
গত্বা ননাম তং কৃষ্ণং প্রতুষ্টাব যথাগমম্।
সাশ্রুনেত্রঃ পুলকিতো ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ॥ ৯৪
স্তুত্বা নত্বা জগদ্ধাতা জগাম হরিসন্নিধিম্।
পুনর্নত্বা হরিং ভক্ত্যা জগাম রাধিকান্তিকম্ ॥ ৯৫
মূর্দ্ধ্না ননাম ভক্ত্যা চ মাতুস্তচ্চরণাম্বুজম্।
চকার সম্ভ্রমেণৈব জটাজালেন বেষ্টিতম্ ॥ ৯৬
কমণ্ডলুজলেনৈব শীঘ্রং প্রক্ষালিতং মুদা।
যথাগমং প্রতুষ্টাব পুটাঞ্জলিযুতঃ পুনঃ ॥ ৯৭

ব্রহ্মোবাচ।

হে মাতস্ত্বৎপাদপদ্মোজং দৃষ্টং কৃষ্ণপ্রসাদতঃ।
সুদুর্লভঞ্চ সর্ব্বেষাং ভারতে চ বিশেষতঃ ॥ ৯৮
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্তং পুরা ময়া।
ভারতে পুষ্করে তীর্থে কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৯৯

আজগাম বরং দাতুং বরদাতা হরিঃ স্বয়ম্ ।
বরং বৃণীষ্বেত্যুক্তেঽস্মিন্ স্বাভীষ্টশ্চ বৃতো মুদা ॥
রাধিকাচরণাম্ভোজং সর্ব্বেষামপি দুর্লভম্ ।
হে গুণাতীত মে শীঘ্র-মধুনৈব প্রদর্শয় ॥ ১০১
মায়াং ত্যক্ত্বা হরিরয়-মুবাচ মাং তপস্বিনম্ ।
দর্শয়িষ্যামি কালেন বৎসেদানীং ক্ষমেতি চ ॥ ১০২
ন হীশ্বরাজ্ঞা বিফলা তেন দৃষ্টং পদাম্বুজম্ ।
সর্ব্বেষাং বাঞ্ছিতং মাত-র্গোলোকে ভারতেঽধুনা ॥
সর্ব্বা দেব্যঃ প্রকৃত্যংশা জন্যাঃ প্রাকৃতিকা ধ্রুবম্
ত্বং কৃষ্ণার্দ্ধাঙ্গসম্ভূতা তুল্যা কৃষ্ণেন সর্ব্বতঃ ॥১০৪
শ্রীকৃষ্ণস্ত্বময়ং রাধা ত্বং রাধা বা হরিঃ স্বয়ম্ ।
ন হি বেদেষু মে দৃষ্ট ইতি কেন নিরূপিতম্ ॥১০৫
ব্রহ্মাণ্ডাদ্বহিরূর্দ্ধে চ গোলোকোঽস্তি যথাম্বিকে ।
বৈকুণ্ঠশ্চাপ্যজন্যশ্চ ত্বমজন্যা তথাম্বিকে ॥ ১০৬
যথা সমস্তব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণাংশাংশজীবিনঃ ।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ত্বং তথা তেষু স্থিতা তদা ॥১০৭
পুরুষাশ্চ হরেরংশা-স্ত্বদংশা নিখিলাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
আত্মায়ং দেহরূপস্ত্ব-মস্যাধারস্ত্বমেব চ ॥ ১০৮
অস্য প্রাণৈশ্চ ত্বং মাত-স্ত্বৎপ্রাণৈরয়মীশ্বরঃ ।
কিমহো নির্ম্মিতঃ কেন কারুণা শিল্পকারিণা ॥১০৯
নিত্যোঽয়ঞ্চ যথা কৃষ্ণ-স্ত্বঞ্চ নিত্যা তথাম্বিকে ।
অস্যাংশা ত্বং ত্বদংশো বাপ্যয়ং কেন নিরূপিতঃ ॥
অহং বিধাতা জগতাং বেদানাং জনকঃ স্বয়ম্ ।
তং পঠিত্বা গুরুমুখাদ্ভবন্ত্যেব বুধা জনাঃ ॥ ১১১
গুণানাং বা স্তবানান্তে শতাংশং বক্তুমক্ষমঃ ।
বেদো বা পণ্ডিতো বান্যঃ কো বা ত্বাং স্তোতু-
মীশ্বরঃ ।
স্তবানাং জনকং জ্ঞানং বুদ্ধিমালাম্বিকা স্মৃতা ॥
ত্বং বুদ্ধের্জননী মাতঃ কো বা ত্বাং স্তোতুমীশ্বরঃ ।
যদ্বস্তু দৃষ্টং সর্ব্বেষাং তন্নির্ব্বক্তুং বুধোঽক্ষমঃ ॥
যদদৃষ্টাশ্রুতং বস্তু তন্নির্ব্বক্তুঞ্চ কঃ ক্ষমঃ ।
অহং মহেশোঽনন্তশ্চ স্তোতুং ত্বাং কোঽপি ন
ক্ষমঃ ॥ ১১৪
সরস্বতী ন বেদশ্চ ক্ষমামঃ স্তোতুমীশ্বরি ।
যথাগমং তথোক্তঞ্চ ন মাং নিন্দিতুমর্হতি ॥১১৫
ঈশ্বরাণামীশ্বরীণাং যোগ্যাযোগ্যে সমা কৃপা ॥১১৬
জনস্য প্রতিপাল্যস্য ক্ষণে দোষঃ ক্ষণে গুণঃ ।
জননী জনকো যো বা সর্ব্বং ক্ষমতি স্নেহতঃ ॥

ইত্যুক্ত্বা জগতাং ধাতা তস্থৌ চ পুরতস্তয়োঃ ।
প্রণম্য চরণাম্ভোজং সর্ব্বেষাং বন্দ্যমীপ্সিতম্ ॥
ব্রহ্মণা চ কৃতং স্তোত্রং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ ।
রাধামাধবয়োঃ পাদে ভক্তিং দাস্যং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥
কর্ম্ম নির্ম্মূলনং কৃত্বা জিত্বা মৃত্যুং সুদুর্জ্জয়ম্
বিলঙ্ঘ্য সর্ব্বলোকাংশ্চ যাতি গোলোকমুত্তমম্ ॥

ইতি ব্রহ্মণা কৃতং শ্রীরাধাস্তোত্রম্ ।

নারায়ণ উবাচ ।

ব্রহ্মণঃ স্তবনং শ্রুত্বা তমুবাচ হ রাধিকা ।
বরং বৃণু বিধাতস্ত্বং যৎ তে মনসি বাঞ্ছিতম্ ॥১২১
রাধিকাবচনং শ্রুত্বা তামুবাচ জগদ্বিধিঃ ।
বরঞ্চ যুবয়োঃ পাদ-পদ্মে ভক্তিঞ্চ দেহি মে ॥১২২
ইত্যুক্তে চ বিধৌ রাধা তূর্ণমোমিত্যুবাচ হ ।
পুনর্ননাম তাং ভক্ত্যা বিধাতা জগতাং পতিঃ ॥
তদা ব্রহ্মা তয়োর্মধ্যে প্রজ্বাল্য চ হুতাশনম্ ।
হরিং সংস্মৃত্য হবনং চকার বিধিনা বিধিঃ ॥১২৪
উত্থায় শয়নাৎ কৃষ্ণ উবাস বহ্নিসন্নিধৌ ।
ব্রহ্মণোক্তেন বিধিনা চকার হবনং স্বয়ম্ ॥ ১২৫
প্রণম্য চ হরিং রাধাং দেবানাং জনকঃ স্বয়ম্ ।
তাঞ্চ তং কারয়ামাস সপ্তধা চ প্রদক্ষিণম্ ॥১২৬
পুনঃ প্রদক্ষিণং রাধাং কারয়িত্বা হুতাশনম্ ।
প্রণম্য চ পুনঃ কৃষ্ণং বাসয়ামাস তাং বিধিঃ ॥১২৭
তস্যা হস্তঞ্চ শ্রীকৃষ্ণং গ্রাহয়ামাস তদ্বিধিঃ ।
বেদোক্তসপ্তমন্ত্রাংশ্চ পাঠয়ামাস মাধবম্ ॥ ১২৮
সংস্থাপ্য রাধিকাহস্তং হরের্বক্ষসি বেদবিৎ ।
শ্রীকৃষ্ণহস্তং রাধায়াঃ পৃষ্ঠদেশে প্রজাপতিঃ ।
স্থাপয়িত্বা চ মন্ত্রাংশ্চ পাঠয়ামাস রাধিকাম্ ॥১২৯
পারিজাতপ্রসূনানাং মালামাজানুলম্বিতাম্ ।
শ্রীকৃষ্ণস্য গলে ব্রহ্মা রাধাদ্বারা দদৌ মুদা ॥ ১৩০
প্রণময্য পুনঃ কৃষ্ণং রাধাঞ্চ কমলোদ্ভবঃ ।
রাধাগলে হরিদ্বারা দদৌ মালাং মনোরমাম্ ॥১৩১
পুনশ্চ বাসয়ামাস শ্রীকৃষ্ণং কমলোদ্ভবঃ ।
তদ্বামপার্শ্বে রাধাঞ্চ সস্মিতাং কৃষ্ণচেতসম্ ॥১৩২
পুটাঞ্জলিং কারয়িত্বা মাধবং রাধিকাং বিধিঃ ।
পাঠয়ামাস বেদোক্তান্ পঞ্চ মন্ত্রাংশ্চ নারদ ॥১৩৩
প্রণময্য পুনঃ কৃষ্ণং সমর্প্য রাধিকাং বিধিঃ ।
কন্যকাঞ্চ যথা তাতো ভক্ত্যা তস্থৌ হরেঃ পুরঃ ॥
এতস্মিন্নন্তরে দেবাঃ সানন্দপুলকোদ্গমাঃ ।

দুন্দুভিং বাদয়ামাসু-রানকং মুরজাদিকম্ ॥ ১৩৫
পারিজাতপ্রসূনানাং পুষ্পবৃষ্টিং চকার হ ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপ্রবরা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ১৩৬
তুষ্টাব শ্রীহরিং ব্রহ্মা তমুবাচ হ সস্মিতঃ ।
যুবয়োশ্চরণাম্ভোজে ভক্তিং মে দেহি দক্ষিণাম্ ॥
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ হরিঃ স্বয়ম্ ।
মদীয়চরণাম্ভোজে সুদৃঢ়া ভক্তিরস্তু তে ॥ ১৩৮
স্বস্থানং গচ্ছ ভদ্রং তে ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ।
ময়া নিয়োজিতং কর্ম্ম কুরু বৎস মমাজ্ঞয়া ॥ ১৩৯
ঈশ্বরস্য বচঃ শ্রুত্বা বিধাতা জগতাং মুনে ।
প্রণম্য রাধাং কৃষ্ণঞ্চ জগাম স্বালয়ং মুদা ॥ ১৪০
গতে ব্রহ্মণি সা দেবী সস্মিতা বক্রচক্ষুষা ।
দর্শং দর্শং হরের্ব্বক্ত্রং চচ্ছাদ ব্রীড়য়া মুখম্ ॥ ১৪১
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গী কামবাণপ্রপীড়িতা ।
প্রণম্য শ্রীহরিং ভক্ত্যা জগাম শয়নং হরেঃ ॥ ১৪২
চন্দনাগুরুপঙ্কঞ্চ কস্তূরীকুঙ্কুমান্বিতম্ ।
ললাটে তিলকং দত্ত্বা দদৌ কৃষ্ণস্য বক্ষসি ॥ ১৪৩
সুধাপূর্ণং রত্নপাত্রং মধুপূর্ণং মনোহরম্ ।
প্রদদৌ হরয়ে ভক্ত্যা বুভুজে জগতাং পতিঃ ॥ ১৪৪
তাম্বূলঞ্চ বরং রম্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্ ।
দদৌ কৃষ্ণায় সা রাধা সাদরং বুভুজে হরিঃ ॥ ১৪৫
চখাদ সস্মিতা রাধা হরিদত্তং সুধারসম্ ।
তাম্বূলং তেন দত্তঞ্চ বুভুজে পুরতো হরেঃ ॥ ১৪৬
কৃষ্ণশ্চর্ব্বিততাম্বূলং রাধিকায়ৈ দদৌ মুদা ।
চখাদ পরয়া ভক্ত্যা পপৌ তন্মুখপঙ্কজম্ ॥ ১৪৭
রাধাচর্ব্বিততাম্বূলং যযাচে মধুসূদনঃ ।
জহাস ন দদৌ রাধা ক্ষমেত্যুক্তং তথা মুদা ॥ ১৪৮
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমদ্রবমুত্তমম্ ।
রাধিকায়াশ্চ সর্ব্বাঙ্গে প্রদদৌ মাধবঃ স্বয়ম্ ॥ ১৪৯
যঃ কামো ধ্যায়তে নিত্যং যস্যৈব চরণাম্বুজম্ ।
বভূব স তস্য বশো রাধাসন্তোষকারণাৎ ॥ ১৫০
যদ্ভৃত্য ভৃত্যৈর্মদনো জিতঃ সর্ব্বক্ষণং মুনে ।
স্বেচ্ছাময়ো হি ভগবান্ জিতস্তেন কুতূহলাৎ ॥
করে ধৃত্বা চ তাং কৃষ্ণঃ স্থাপয়ামাস বক্ষসি ।
চকার শিথিলং বস্ত্রং চুম্বনঞ্চ চতুর্ব্বিধম্ ॥ ১৫২
বভূব রতিযুদ্ধেন বিচ্ছিন্না ক্ষুদ্রঘণ্টিকা ।
চুম্বনেনৌষ্ঠরাগঞ্চ আশ্লেষেণ চ পত্রকম্ ॥ ১৫৩
শৃঙ্গারেণৈব কবরী সিন্দূরতিলকং মুনে ।
জগামালক্তকাঙ্কুরশ্চ বিপরীতাদিকেন চ ॥ ১৫৪
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গী বভূব নবসঙ্গমাৎ ।
মূর্চ্ছামবাপ সা রাধা বুবুধে ন দিবানিশম্ ॥ ১৫৫
প্রত্যঙ্গেনৈব প্রত্যঙ্গ-মঙ্গেনাঙ্গং সমাশ্লিষৎ ।
শৃঙ্গারাষ্টবিধং কৃষ্ণ-শ্চকার কামশাস্ত্রবিৎ ॥ ১৫৬
পুনস্তাঞ্চ সমাকৃষ্য সস্মিতাং বক্রলোচনাম্ ।
ক্ষতবিক্ষতসর্ব্বাঙ্গীং নখদন্তৈশ্চকার হ ॥ ১৫৭
কঙ্কণানাং কিঙ্কিণীনাং মঞ্জীরাণাং মনোহরঃ ।
বভূব শব্দস্তত্রৈব শৃঙ্গারসমরোদ্ভবঃ ॥ ১৫৮
চকার রহিতাং রাধাং কবরীবেষবাসসা ।
নির্জ্জনে কৌতুকাৎ কৃষ্ণঃ কামশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ১৫৯
চূড়াবেশাংশুকৈর্হীনং চকার তঞ্চ রাধিকা ।
ন কস্য কস্মাদ্ধানিশ্চ তৌ দ্বৌ কার্য্যবিশারদৌ ॥
জগ্রাহ রাধাংস্তাং তু মাধবো রত্নদর্পণম্ ।
মুরলীং মাধবকরাজ্জগ্রাহ রাধিকা বলাৎ ॥ ১৬১
চিত্তাপহারং রাধায়াশ্চকার মাধবো রসাৎ ।
জহার রাধিকা রসান্মাধবস্যাপি মানসম্ ॥ ১৬২
নিবৃত্তে কামযুদ্ধে চ সস্মিতা বক্রলোচনা ।
প্রদদৌ মুরলীং প্রীত্যা শ্রীকৃষ্ণায় মহামুনে ॥১৬৩
প্রদদৌ দর্পণং কৃষ্ণঃ ক্রীড়াকমলমুজ্জ্বলম্ ।
চকার কবরীং রম্যাং সিন্দূরতিলকং দদৌ ॥ ১৬৪
বিচিত্রপত্রকং বেশং চকারৈবম্বিধং হরিঃ ।
বিশ্বকর্ম্মা ন জানাতি সখ নামপি কা কথা ॥ ১৬৫
বেষং বিধাতুং কৃষ্ণস্য যদা রাধা সমুদ্যতা ।
বভূব শিশুরূপঃ স কৈশোরঞ্চ বিহায় চ ॥ ১৬৬
দদর্শ বালকং রাধা রুদন্তং পীড়িতং ক্ষুধা ।
যাদৃশং প্রদদৌ নন্দো ভীরুং তাদৃশমচ্যুতম্ ॥ ১৬৭
নিশশ্বাস চ সা রাধা হৃদয়েন বিদূয়তা ।
ইতস্ততস্তং পশ্যন্তী শোকার্ত্তা বিরহাতুরা ॥ ১৬৮
উবাচ কৃষ্ণমুদ্দিশ্য কাকূক্তিমিতি কাতরা ।
মায়াং করোষি মায়েশ কিঙ্করীং কথমীদৃশীম্ ॥
ইত্যেবমুক্তা সা রাধা পপাত চ রুরোদ চ ।
রুরোদ কৃষ্ণস্তত্রৈব বাগ্বভূবাশরীরিণী ॥ ১৭০
কথং রোদিষি রাধে ত্বং স্মর কৃষ্ণপদাম্বুজম্ ।
আরাসমণ্ডলং যাবন্নক্তমত্রাগমিষ্যসি ॥ ১৭১
করিষ্যসি রতিং নিত্যং হরিণা সার্দ্ধমীপ্সিতম্ ।
ছায়াং বিধায় স্বগৃহে স্বয়মাগত্য মা রুদঃ ॥ ১৭২
কৃত্বা ক্রোড়ে চ মায়েশং প্রাণেশং বালরূপিণম্ ।

ত্যজ শোকং গৃহং গচ্ছ সুন্দরীতি প্রবোধিনী॥
শ্রুত্বৈবং বচনং রাধা কৃত্বা ক্রোড়ে চ বালকম্।
দদর্শ পুষ্পোদ্যানঞ্চ বনং সদ্রত্নমণ্ডপম্॥ ১৭৪
তূর্ণং বৃন্দাবনাদ্রাধা জগাম নন্দমন্দিরম্।
সা মনোযায়িনী দেবী নিমেষার্দ্ধেন নারদ॥ ১৭৫
সংসিক্তস্নিগ্ধমুন্মুক্ত-বসনা রক্তলোচনা।
যশোদায়ৈ শিশুং দাতুমুদ্যতা সেত্যুবাচ হ॥১৭৬
গৃহীত্বেমং শিশুং স্থূলং * রুদন্তঞ্চ ক্ষুধাতুরম্।
গোষ্ঠে ত্বংস্বামিনা দত্তং প্রাপ্তাতিযাতনা পথি॥
সংসিক্তবসনা বৃষ্টের্মেঘ-চ্ছন্নেঽতিদুর্দ্দিনম্।
পিচ্ছিলে দুর্গমোদ্রেকে যশোদে বোঢ়ুমক্ষমা॥
গৃহাণ বালকং ভদ্রে স্তনং দত্ত্বা প্রবোধয়।
গৃহং চিরপরিত্যক্তং যামি তিষ্ঠ স্বয়ং সতি॥১৭৯
ইত্যুক্ত্বা বালকং দত্ত্বা জগাম স্বালয়ং সতী।
যশোদা বালকং নীত্বা চুচুম্ব চ স্তনং দদৌ॥ ১৮০
বহির্নিবিষ্টা সা রাধা স্বগৃহে গৃহকর্ম্মণি।
নিত্যং নক্তং রতিং তত্র চকার হরিণা সহ॥ ১৮১
ইত্যেবং কথিতং বৎস শ্রীকৃষ্ণচরিতং শুভম্।
সুখদং মোক্ষদং পুণ্য-মপরং কথয়ামি তে॥১৮২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে
নারায়ণ-নারদসংবাদে রাধা-কৃষ্ণ-বিবাহো
নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥১৫॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

মাধবো বালকৈঃ সার্দ্ধমেকদা গোধনৈঃ সহ।
ভুক্ত্বা পীত্বা চ ক্রীড়ার্থং জগাম শ্রীবনং মুনে॥১
তত্র নানাবিধাং ক্রীড়াং চকার মধুসূদনঃ।
কৃত্বা তাং শিশুভিঃ সার্দ্ধং চালয়ামাস গোধনম্॥২
যযৌ মধুবনং তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণো গোধনৈঃ সহ।
তত্র স্বাদু জলং পীত্বা বলেন সহ বালকঃ॥ ৩
তত্রৈকদৈত্যো বলবান্ শ্বেতবর্ণো ভয়ঙ্করঃ।
বিকৃতাকারবদনো বকাকারশ্চ শৈলবৎ॥ ৪
দৃষ্ট্বা চ গোকুলং গোষ্ঠে শিশুভির্বলকেশবৌ।

* তূর্ণমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

যথাগস্ত্যশ্চ বাতাপিং সর্ব্বং জগ্রাহ লীলয়া॥ ৫
বকগ্রস্তং হরিং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে দেবা ভয়ান্বিতাঃ।
চক্রুর্হাহেতি সন্ত্রস্তা ধাবন্তঃ শস্ত্রপাণয়ঃ॥ ৬
শক্রশ্চিক্ষেপ বজ্রঞ্চ মুনেরস্থিবিনির্ম্মিতম্।
ন মমার বকস্তস্মাৎ পক্ষমেকং দদাহ চ॥ ৭
নীহারাস্ত্রং শশধরঃ শীতার্ত্তস্তেন নারদ।
যমদণ্ডং সূর্য্যপুত্র-স্তেন কুণ্ঠো বভূব হ॥ ৮
বায়ব্যাস্ত্রঞ্চ বায়ুশ্চ তেন স্থানান্তরং যযৌ।
বরুণশ্চ শিলাবৃষ্টিং চকার তেন পীড়িতঃ॥ ৯
হুতাশনশ্চ বহ্নিঞ্চ পক্ষান্ তেন দদাহ চ।
কুবেরস্বার্দ্ধচন্দ্রেণ ছিন্নপাদো বভূব হ॥ ১০
ঈশানস্য চ শূলেন বভূব মূর্চ্ছিতোঽসুরঃ।
ঋষয়ো মুনয়শ্চৈব কৃষ্ণং চক্রুর্ভিয়াশিষম্॥ ১১
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণঃ প্রজ্জ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা।
দদাহ দৈত্যং সর্ব্বাঙ্গং বাহ্যাভ্যন্তরমীশ্বরঃ॥ ১২
তং সর্ব্বং বমনং কৃত্বা প্রাণাংস্তত্যাজ দানবঃ।
বকং নিহত্য বলবান্ শিশুভির্গোধনৈঃ সহ।
যযৌ কেলিকদম্বানাং কাননং সুমনোহরম্॥ ১৩
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বৃষরূপধরোঽসুরঃ।
নাম্না প্রলম্বো ভগবান্ মহাবৃর্ত্তশ্চ শৈলবৎ॥ ১৪
শৃঙ্গাভ্যাঞ্চ হরিং কৃত্বা ভ্রাময়ামাস তত্র বৈ।
তুক্রুর্বালকাঃ সর্ব্বে রুরুদুশ্চ ভয়াতুরাঃ॥ ১৫
বলো জহাস বলবান্ জ্ঞাত্বা ভ্রাতরমীশ্বরম্।
বালকান্ বোধয়ামাস ভয়ং কিমিত্যুবাচ হ॥ ১৬
তদ্বিষাণং গৃহীত্বা চ স্বয়ং শ্রীমধুসূদনঃ।
ভ্রাময়িত্বা চ গগনে পাতয়ামাস ভূতলে॥ ১৭
প্রাণাংস্তত্যাজ দৈত্যেন্দ্রো নিপত্য চ মহীতলে।
জহসুর্বালকাঃ সর্ব্বে ননৃতুশ্চ জগুর্মুদা॥ ১৮
হত্বা প্রলম্বং শ্রীকৃষ্ণো বলেন সহ সত্বরঃ।
গোধনং চালয়ামাস যযৌ ভাণ্ডীরমীশ্বরঃ॥ ১৯
গচ্ছন্তং মাধবং দৃষ্ট্বা কেশী দৈত্যেশ্বরো বলী।
বেষ্টয়ামাস তং শীঘ্রং খুরেণ বিলিখন্মহীম্॥ ২০
মূর্দ্ধ্নি কৃত্বা হরিং দুষ্টো গগনং শতযোজনম্।
উৎপত্য ভ্রাময়ামাস পপাত চ মহীতলে॥ ২১
জগ্রাহ স হরিং পাপী চর্ব্বয়ামাস কোপতঃ।
স ভগ্নদন্তো দৈত্যশ্চ বজ্রাদ্বিচর্ব্বণাদহো॥ ২২
শ্রীকৃষ্ণতেজসা দগ্ধঃ প্রাণাংস্তত্যাজ ভূতলে।
স্বর্গে দুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টির্বভূব হ॥ ২৩

এতস্মিন্নন্তরে তত্র পার্ষদা দিব্যরূপিণঃ।
তত্রাজগ্মুঃ স্যন্দনস্থা দ্বিভুজাঃ পীতবাসসঃ ॥ ২৪
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো বনমালাবিভূষিতাঃ।
বিনোদমুরলীহস্তাঃ কণন্মঞ্জীররঞ্জিতাঃ ॥ ২৫
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গাঃ কমনীয়া মনোহরাঃ।
কুঙ্কুমদ্রবসংযুক্তা গোপবেশধরা বরাঃ ॥ ২৬
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যা ভক্তানুগ্রহকাতরাঃ।
প্রদীপ্তং রথমাদায় রত্নসারবিনির্ম্মিতম্ ॥ ২৭
ভাণ্ডীরবনমাজগ্মুর্যত্র সন্নিহিতো হরিঃ।
দিব্যবস্ত্রপরীধানা রত্নালঙ্কারভূষিতাঃ ॥ ২৮
প্রণময্য হরিং নীত্বা জগ্মুর্গোলোকমুত্তমম্ ॥ ২৯
মুক্তং দেহং পরিত্যজ্য বৈষ্ণবাঃ পুরুষাস্তদা।
সম্প্রাপ্য দানবীং যোনিং বভূবুঃ কৃষ্ণপার্ষদাঃ ॥৩০

নারদ উবাচ।

কে তে চ দিব্যপুরুষা বৈষ্ণবা দৈত্যরূপিণঃ।
কথয়স্ব মহাভাগ শ্রুতং কিং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৩১

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যেঽহমিতিহাসং পুরাতনম্।
শ্রুতং মহেশবদনাৎ সূর্য্যপর্ব্বণি পুষ্করে ॥ ৩২
হরের্গুণপ্রসঙ্গেন কথয়ামাস শঙ্করঃ।
সম্পৃষ্টো মুনিসঙ্ঘৈশ্চ ময়া ধর্ম্মেণ ব্রহ্মণা ॥ ৩৩
ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ কথাং ভুবনপাবনীম্।
কথয়ামি সুবিস্তার্য্য সাবধানং নিশাময় ॥ ৩৪
গন্ধর্ব্বেশো গন্ধবাহঃ পর্ব্বতে গন্ধমাদনে।
মহাংস্তপস্বিপ্রবরো হরিসেবনতৎপরঃ ॥ ৩৫
বভূবুশ্চতুরঃ পুত্রা গন্ধর্ব্বপ্রবরা মুনে।
সস্মরুঃ কৃষ্ণপাদাব্জং স্বপ্নে জ্ঞানে দিবানিশম্ ॥৩৬
তে চ দুর্ব্বাসসঃ শিষ্যাঃ শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনতৎপরাঃ।
নিত্যং দত্ত্বা চ কমলং সম্পূজ্য চ পপুর্জ্জলম্ ॥ ৩৭
বসুদেবঃ সুহোত্রশ্চ সুপার্শ্বশ্চ সুদর্শকঃ।
চত্বারো বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠাস্তেপুস্তে পুষ্করে তপঃ।
চিরকালং তপস্তপ্ত্বা বভূবুঃ সিদ্ধসঙ্গিনঃ ॥ ৩৮
জ্যেষ্ঠো দুর্ব্বাসসো যোগং সম্প্রাপ্য যোগিনাং বরঃ
সিদ্ধশ্চাহৃতদারশ্চ প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা ॥ ৩৯
সদ্যো দেহং পরিত্যজ্য বভূব কৃষ্ণপার্ষদঃ।
একদা ভ্রাতরস্তে চ * জগ্মুশ্চিত্রসরোবরম্ ॥ ৪০

পদ্মানি কৃষ্ণপূজার্থমাহর্ত্তুমুদয়ে রবেঃ ॥ ৪১
পদ্মানাং চয়নং কৃত্বা গচ্ছতো বৈষ্ণবান্ মুনে।
দৃষ্ট্বা নিবদ্ধা সংজগ্মুঃ সর্ব্বে শঙ্করকিঙ্করাঃ ॥ ৪২
বলিষ্ঠা দুর্ব্বলান্ নীত্বা জগ্মুঃ শঙ্করসন্নিধিম্।
তে সর্ব্বে শঙ্করং দৃষ্ট্বা প্রণেমুঃ শিরসা ভুবি ॥৪৩
তানুবাচ শিবঃ শীঘ্রং প্রযুজ্যাশিষমুত্তমাম্।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যো ভক্তানুগ্রহকাতরঃ ॥ ৪৪

শিব উবাচ।

কে যূয়ং পদ্মহর্ত্তারঃ পার্ব্বত্যাশ্চ সরোবরে।
লক্ষযক্ষৈ রক্ষণীয়ে পার্ব্বতীব্রতহেতবে ॥ ৪৫
নিত্যং সহস্রকমলং দদাতি হরয়ে সতী।
ব্রতে চৈত্রমাসিকে ভক্ত্যা পতিসৌভাগ্যবর্দ্ধনে ॥৪৬
শিবস্য বচনং শ্রুত্বা তমূচুর্ব্বৈষ্ণবা ভিয়া।
পুটাঞ্জলিযুতাঃ সর্ব্বে ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরাঃ ॥ ৪৭

গন্ধর্ব্বা উচুঃ।

বয়ং গন্ধর্ব্বপ্রবরা গন্ধবাহসুতাঃ প্রভো।
হরয়ে কমলং দত্ত্বা পিবামো জলমীশ্বর ॥ ৪৮
বয়ং ন জ্ঞামহে নাথ পার্ব্বত্যা রক্ষিতং সরঃ।
গৃহাণ কমলং সর্ব্বমস্মাকঞ্চ ফলং কুরু ॥ ৪৯
ন দাস্যামোঽদ্য কমলং পাস্যাবো[illegible] জলং হর।
কিং বা কথং ন পাস্যামস্তভ্যং দত্তানি তানি চ ॥
নিত্যং ধ্যাত্বা যৎপদাব্জং পদ্মেন পূজয়ামহে।
সাক্ষাৎ তস্মৈ প্রদত্ত্বা চ পদ্মং পূতা বয়ং বিভো ॥
একং ব্রহ্ম ক্ব দ্বিতীয়ং ক্ব দেহঃ ক্ব চ রূপবান্।
ভক্তানুগ্রহতো দেহো রূপভেদশ্চ মায়য়া ॥ ৫২
কিন্তু গৃহাণ পদ্মানি ত্বমেব মৎপ্রভুঃ প্রভো।
যতো ন মানসং পূর্ণং তদ্রূপং দর্শয়াচ্যুত ॥ ৫৩
দ্বিভুজং কমনীয়ঞ্চ কিশোরং শ্যামসুন্দরম্।
বিনোদমুরলীহস্তং পীতাম্বরধরং পরম্ ॥ ৫৪
একবক্ত্রং দ্বিনয়নং চন্দনাগুরুচর্চ্চিতম্।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং রত্নালঙ্কারভূষিতম্ ॥ ৫৫
ময়ূরপুচ্ছচূড়ঞ্চ মালতীমাল্যভূষিতম্।
কৌস্তুভেন মণীন্দ্রেণ বক্ষঃস্থলসমুজ্জ্বলম্ ॥ ৫৬
পারিজাতপ্রসূনানাং মালারাজিবিরাজিতম্।
কোটিকন্দর্পলাবণ্য-লীলাধাম মনোহরম্ ॥ ৫৭
গোপীসঙ্ঘৈর্দৃশ্যমানং সস্মিতৈর্বক্রলোচনৈঃ।
নবযৌবনসম্পন্নং রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতম্ ॥ ৫৮
ব্রহ্মাদিভিঃ স্তূয়মানং বন্দ্যং ধ্যেয়মভীপ্সিতম্।

* ভ্রাতুরস্তে চেতি কচিৎ পাঠঃ।

আত্মারামং পূর্ণকামং ভক্তানুগ্রহকাতরম্ ॥ ৫৯
ইত্যুক্ত্বা পুরতঃ শম্ভোস্তস্থুর্গন্ধর্ব্বপুঙ্গবাঃ।
শ্রীকৃষ্ণরূপস্মরণাৎ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহাঃ ॥ ৬০
গন্ধর্ব্বাণাং বচঃ শ্রুত্বা শিবস্তানিত্যুবাচ হ।
শ্রীকৃষ্ণরূপস্মরণাৎ সাশ্রুপূর্ণত্রিলোচনঃ ॥ ৬১
ময়ৈব য়ূয়ং বিজ্ঞাতা বৈষ্ণবপ্রবরা মহীম্।
পূতাং কর্ত্তুঞ্চ ভ্রমথ চরণাম্ভোজরেণুনা ॥ ৬২
অহং বাঞ্ছাং করোম্যেব শ্রীকৃষ্ণভক্তদর্শনম্।
সমাগমো হি সাধূনাং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভঃ ॥ ৬৩
পার্ব্বত্যাশ্চ সুরাণাঞ্চ সদা য়ূয়ং মম প্রিয়াঃ।
আত্মনশ্চাত্মভক্তেভ্যো বৈষ্ণবাশ্চ প্রিয়াশ্চ নঃ ॥
কিন্তু যোষঞ্চ ন ভবেন্ময়া যৎ স্বীকৃতং পুরা।
তৎ শ্রূয়তাং মহাভাগাঃ পার্ব্বতীব্রতকর্ম্মণি ॥ ৬৫
সরস্যত্রৈব পদ্মানি যৈর্হৃতানি ব্রতান্তরে।
তে তুর্ণমাসুরীং যোনিং গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥৬৬
ন হি শ্রীকৃষ্ণভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ।
সম্প্রাপ্য দানবীং যোনিং গোলোকং যাস্যথ ধ্রুবম্
য়ূয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপঞ্চ প্রত্যক্ষং দ্রষ্টুমুৎসুকাঃ।
ধ্রুবং দ্রক্ষ্যথ হে বৎসা বৃন্দারণ্যে চ ভারতে ॥ ৬৮
দ্রষ্টা কৃষ্ণং ততো মৃত্যুং সম্প্রাপ্য বৈষ্ণবোত্তমাঃ।
দিব্যং স্যন্দনমারুহ্য গমিষ্যথ হরেগৃর্হম্ ॥ ৬৯
অধুনা বাঞ্ছনীয়ঞ্চ রূপং দ্রষ্টুমিহোৎসুকাঃ।
তৎ সর্ব্বং পশ্যথেত্যুক্ত্বা দর্শয়ামাস তচ্ছিবঃ ॥ ৭০
রূপং দৃষ্ট্বা সাশ্রুনেত্রাঃ প্রণম্য সর্ব্বরূপিণম্।
আজগ্মুর্দানবীং যোনিমিমে তে দানবেশ্বরাঃ ॥ ৭১
বসুদেবঃ পুরা মুক্তঃ সুহোত্রশ্চ বকাসুরঃ।
সুদর্শনঃ প্রলম্বোঽয়ং স্বয়ং কেশী সুপার্শ্বকঃ ॥৭২
হরস্য বরদানেন দৃষ্ট্বা রূপমনুত্তমম্।
মৃত্যুং সম্প্রাপ্য শ্রীকৃষ্ণাজ্জগ্মুস্তে কৃষ্ণমন্দিরম্ ॥ ৭৩
ইত্যেবং কথিতং বিপ্র হরেশ্চরিতমদ্ভুতম্।
বক-কেশি-প্রলম্বানাং মোক্ষণং মোক্ষকারকম্ ॥৭৪

নারদ উবাচ।

শ্রুতং সর্ব্বং মহাভাগ ত্বৎপ্রসাদাদ্যদদ্ভুতম্।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি পার্ব্বত্যা কিং ব্রতং কৃতম্
কো বারাধ্যো ব্রতস্যাস্য কিং ফলং নিয়মশ্চ কঃ।
কানি দ্রব্যাণি ভগবন্ ব্রতোপযোগিকানি চ ॥ ৭৬
কলিকালং ব্রতং কিং বা প্রতিষ্ঠায়াং নিরূপণম্।
সুবিচার্য্য বদ বিভো শ্রোতুং কৌতুহলং মম ॥৭৭

নারায়ণ উবাচ।

ব্রতং ত্রৈমাসিকং নাম পতিসৌভাগ্যবর্দ্ধনম্।
আরাধ্যো ভগবান্ কৃষ্ণো রাধয়া সহিতো মুনে ॥৭৮
বিষুবে চ সমারম্ভঃ সমাপ্তির্দক্ষিণায়নে।
সংযম্য পূর্ব্বদিবসে কৃত্বাবশ্যং হবিষ্যকম্ ॥ ৭৯
স্নাত্বা বৈশাখসংক্রান্ত্যাং সঙ্কল্প্য জাহ্নবীতটে।
ঘটে মণৌ শালগ্রামে জলে বা পূজয়েদ্ব্রতী ॥৮০
ধ্যায়েদ্ভক্ত্যা চ রাধেশং সম্পূজ্য পঞ্চদেবতাঃ।
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ৮১
নবীননীরদশ্যামং পীতকৌষেয়বাসসম্।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যমীষদ্ধাস্যসমন্বিতম্ ॥ ৮২
শরৎপ্রফুল্লপদ্মাক্ষ-মঞ্জুলাঞ্জনরঞ্জিতম্।
মানসং গোপিকানাঞ্চ মোহয়ন্তং মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৮৩
রাধয়া দৃশ্যমানঞ্চ রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতম্।
ব্রহ্মানন্তেশ-ব্রহ্মাদ্যৈঃ স্তূয়মানং পরং ভজে ॥ ৮৪
ধ্যাত্বা কৃষ্ণঞ্চ ধ্যানেন তমারাধ্য ব্রতী মুদা।
ধ্যায়েৎ তথা রাধিকাঞ্চ ধ্যানং মধ্যন্দিনেরিতম্ ॥
রাধাং রাসেশ্বরীং রম্যাং রাসোল্লাসরসোৎসুকাম্
রাসমণ্ডলমধ্যস্থাং রাসাধিষ্ঠাতৃদেবতাম্ ॥ ৮৬
রাসেশবক্ষঃস্থলস্থাং রসিকাং রসিকপ্রিয়াম্।
রসিকাপ্রবরাং বামাং রম্যাং চারুমনোরমাম্ ॥ ৮৭
শরদ্রাজীবরাজীনাং প্রভামোচনলোচনাম্।
বক্রভ্রূভঙ্গসংযুক্তা-মঞ্জনেনৈব রঞ্জিতাম্ ॥ ৮৮
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যা-মীষদ্ধাস্যমনোহরাম্।
চারুচম্পকবর্ণাভাং চন্দনেন বিভূষিতাম্ ॥ ৮৯
কস্তূরীবিন্দুনা সার্দ্ধং সিন্দূরবিন্দুশোভিতাম্।
চারুপত্রাবলীযুক্তাং বহ্নিশুদ্ধাংশুকোজ্জ্বলাম্ ॥৯০
সদ্রত্নকুণ্ডলাভ্যাঞ্চ সুকপোলস্থলোজ্জ্বলাম্।
রত্নেন্দ্রসারহারেণ বক্ষঃস্থলবিরাজিতাম্ ॥ ৯১
রত্নকঙ্কণকেয়ূর-কিঙ্কিণী-রত্নরঞ্জিতাম্।
সদ্রত্নসাররুচির-কণন্মঞ্জীররঞ্জিতাম্ ॥ ৯২
ব্রহ্মাদিভিশ্চ সেব্যেন শ্রীকৃষ্ণেনৈব সেবিতাম্।
সর্ব্বেশেন স্তূয়মানাং সর্ব্ববীজাং ভজাম্যহম্ ॥ ৯৩
ইতি ধ্যাত্বা তু কৃষ্ণেন সহিতাং তাঞ্চ পূজয়েৎ।
ভক্ত্যা দত্ত্বা প্রতিদিন-মুপচারাণি ষোড়শ ॥ ৯৪
প্রত্যেকঞ্চ পৃথক্ কৃত্বা সর্ব্বং দদ্যাদ্ব্রতী
সহস্রকমলং দিব্যং ফলমষ্টোত্তরং মুনে ॥ ৯৫
রাধিকাসহকৃষ্ণায় দদ্যাৎ পুষ্পং ফলং ব্রতী।

দদ্যাদ্ভক্ত্যা চ কৃষ্ণায় স্বাহেত্যুচ্চার্য্য যত্নতঃ ॥ ৯৬
রসালস্য কদল্যা বা রম্ভায়াঃ পক্বমেব বা।
নিত্যমষ্টোত্তরশতং দদ্যাদ্ভক্ত্যাক্ষতং ফলম্ ॥ ৯৭
নিত্যঞ্চ ভোজয়েদ্ভক্ত্যা ব্রাহ্মণানাং শতং মুনে ॥ ৯৮
হোমং কুর্য্যাদ্‌ব্রতী নিত্যমষ্টোত্তরশতাহুতিম্।
দদ্যাদ্ভক্ত্যা চ কৃষ্ণায় রাধিকাসহিতায় চ ॥ ৯৯
তিলেন হবনং কুর্য্যাদাজ্যমিশ্রেণ নারদ।
বাদ্যঞ্চ বাদয়েন্নিত্যং কারয়েদ্ধরিকীর্ত্তনম্ ॥ ১০০
এবং মাসত্রয়ং কৃত্বা প্রতিষ্ঠা তদনন্তরম্।
প্রতিষ্ঠাদিবসে তত্র বিধানং শৃণু নারদ ॥ ১০১
কমলানাঞ্চ নবতি-সহস্রাণ্যক্ষতানি চ।
ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি নব বিপ্রেন্দ্র যত্নতঃ।
ভোজয়েৎ পরমান্নানি স্বাদূনি পিষ্টকানি চ ॥ ১০২
ফলং দশাধিকং সপ্ত-শতং নবসহস্রকম্।
দদ্যান্নানাবিধং দ্রব্যং নৈবেদ্যং সুমনোহরম্ ॥ ১০৩
সংস্কৃতাগ্নিঞ্চ সংস্থাপ্য হোমং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
নবতিসহস্রাহুতিং সঘৃতেন তিলেন চ ॥ ১০৪
সবস্ত্রঞ্চ সভোজ্যঞ্চ যজ্ঞসূত্রফলান্বিতম্।
গন্ধপুষ্পার্চ্চিতং ভক্ত্যা দদ্যান্নবতিভল্লকম্ ॥ ১০৫
দদ্যান্নবতিকুম্ভাংশ্চ শীততোয়প্রপূরিতান্।
এবংবিধং ব্রতং কৃত্বা দদ্যাদ্বিপ্রায় দক্ষিণাম্ ॥ ১০৬
দক্ষিণায়াঃ পরিমিতং বেদেষু যন্নিরূপিতম্।
বৃষেন্দ্রাণাং সহস্রঞ্চ স্বর্ণশৃঙ্গসমন্বিতম্ ॥ ১০৭
ইত্যেবং কথিতং বিপ্র ব্রতং ত্রৈমাসিকং পরম্।
বিশিষ্টসন্ততিকরং পতিসৌভাগ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ১০৮
ব্রতস্যাস্য প্রভাবেণ সৌভাগ্যং শতজন্মনি।
সৎপুত্রজননী সা চ ভবেজ্জন্মশতং ধ্রুবম্ ॥ ১০
কদাপি ন ভবেৎ তস্যা ভেদশ্চ পতিপুত্রয়োঃ।
দাসতুল্যো ভবেৎ পুত্রো ভর্ত্তা চ সুবশঙ্করঃ ॥ ১১০
অনুক্ষণং ভবেদ্রাধা-কৃষ্ণভক্তিযুতা সতী।
ভবেদ্‌ব্রতপ্রভাবেণ স্বপ্নে জ্ঞানে হরিস্মৃতিঃ ॥ ১১১
ব্রতঞ্চ সামবেদোক্তং কৃতং পূর্ব্বং মযাবয়োঃ।
সর্ব্বেষাঞ্চ ব্রতানাঞ্চ শ্রেষ্ঠং শৃণু বদামি তে ॥ ১১২
স্বায়ম্ভুবস্য চ মনোঃ শতরূপাভিধা সতী।
তয়া কৃতং প্রথমতঃ কৃত্বাগস্ত্যং পুরোহিতম্ ॥ ১১৩
তদা কৃতং দেবহূত্যা চারুহূত্যা তদা কৃতম্।
পুরোহিতং পুলস্ত্যঞ্চ কৃত্বা শ্রুত্যুক্তয়া মুনে ॥ ১১৪
চকার রোহিণী তং তু ক্রতুং কৃত্বা পুরোহিতম্।
রতিশ্চকার তদ্ভক্ত্যা গৌতমস্তৎপুরোহিতঃ ॥ ১১৫
চকার তদ্‌ব্রতং ভক্ত্যা তারয়া গুরুকান্তয়া।
মহৎ সম্ভৃতসন্তারো বশিষ্ঠস্তৎপুরোহিতঃ ॥ ১১৬
তদ্দৃষ্ট্বা গুরুপত্ন্যাশ্চ মুদা শচ্যা কৃতং ব্রতম্।
মহৎ সম্ভৃতসম্ভারস্তৎপুরোধা বৃহস্পতিঃ ॥ ১১৭
ব্রতং চকার স্বাহা চ সর্ব্বতোহপি বিলক্ষণম্।
অতিসম্ভৃতসন্তারো মরীচিস্তৎপুরোহিতঃ ॥ ১১৮
তদ্দৃষ্ট্বা পার্ব্বতী ব্রহ্মন্ বাচ শঙ্করং মুদা।
পুটাঞ্জলিযুতা দেবী ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরা ॥ ১১৯

পার্ব্বত্যুবাচ।

আজ্ঞাং কুরু জগন্নাথ করোমি ব্রতমুত্তমম্।
আবয়োরিষ্টদেবস্য ব্রতানাঞ্চ পরং ব্রতম্ ॥ ১২০
হরেরারাধনং নাথ সর্ব্বমঙ্গলকারণম্।
ইষ্টং দত্তং শ্রুতেঃ পাঠস্তীর্থং পৃথ্ব্যাঃ প্রদক্ষিণম্।
হরেরারাধনস্যাপি কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ১২১
বহিরভ্যন্তরে যস্য হরিস্মৃতিরনুক্ষণম্।
জীবন্মুক্তস্য তস্যৈব মুক্তির্ভবতি দর্শনাৎ ॥ ১২২
তস্য পাদাব্জরজসা সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা।
তস্য দর্শনমাত্রেণ পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥ ১২৩
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ ধর্ম্মশ্চ শেষস্ত্বঞ্চ গণেশ্বরঃ।
ধ্যায়ং ধ্যায়ং যৎপদাব্জং তেজসা তৎসমো মহান্
যশ্চ যং সততং ধ্যায়েৎ স তমাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
গুণেন তেজসা বুদ্ধ্যা জ্ঞানেন তৎসমো ভবেৎ ॥
কৃষ্ণস্য স্মরণাদ্ধ্যানাৎ তপসা তস্য সেবয়া।
প্রাপ্তস্তৎসদৃশঃ স্বামী ত দৃশো হি বিলক্ষণঃ ॥ ১২৬
ময়া প্রাপ্তো হি গুণবান্ স্বামী বা পুত্র এব চ।
স লব্ধো লীলয়া সর্ব্বঃ পূর্ণং তন্মানসং মুদা ॥ ১২৭
স্বামী ত্বং সদৃশঃ পুত্রো কার্ত্তিকেয়গণেশ্বরৌ।
পিতা হিমাদ্রিঃ কৃষ্ণাংশো মম কিং দুর্লভং প্রভো ॥ ১২৮ ॥
ভর্ত্তুঃ পুত্রস্য তাতস্য গর্ব্বং কুর্ব্বন্তি যোষিতঃ।
অতিযোগ্যাস্ত্রয়ো যাসাং তাসাং কিং দুর্লভং কুতঃ
পার্ব্বতীবচনং শ্রুত্বা সুপ্রীতঃ শঙ্করঃ স্বয়ম্।
প্রহস্যোবাচ মধুরং পুলকাঙ্কিতবিগ্রহঃ ॥ ১৩০

শঙ্কর উবাচ।

মহালক্ষ্মীস্বরূপাসি কিমসাধ্যং তবেশ্বরি।
সর্ব্বসম্পৎস্বরূপা ত্বমনন্তশক্তিরূপিণী ॥ ১৩২
ত্বঞ্চ যস্য গৃহে দেবি স সর্ব্বৈশ্বর্য্যভাজনম্।

ন লক্ষ্মীর্যদ্‌গৃহে তস্য জীবনান্মরণং বরম্ ॥ ১৩২
অহং ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ ত্বয়া শক্ত্যা শুভপ্রদে।
সংহারসৃষ্টিরক্ষাণাং ত্বৎপ্রসাদাদ্‌বয়ং ক্ষমাঃ ॥ ১৩৩
কো বা হিমালয়ঃ কোঽহং কৌ কার্ত্তিকগণেশ্বরৌ
ত্বদ্বিহীনা অশক্তাশ্চ ত্বয়া চ বয়মীশ্বরাঃ ॥ ১৩৪
যুক্তা পতিব্রতায়াশ্চ ভর্ত্তুরাজ্ঞা শ্রুতৌ শ্রুতা।
গৃহীত্বাজ্ঞামীশ্বরস্য ব্রতং কুরু পতিব্রতে।
ব্রতমেতৎ কৃতং যাভিস্তাভ্যঃ কুরু বিলক্ষণম্ ॥১৩৫
সনৎকুমারো ভগবান্ ব্রতে তেঽস্য পুরোহিতঃ।
কমলানাং ব্রাহ্মণানাং দ্রব্যাণাং দায়কোঽপ্যহম্ ॥
কুবেরং দ্রব্যকোষে চ রক্ষকং কুরু সুন্দরি।
ব্রতে চ দানাধ্যক্ষোঽহং ধনদাত্রী চ শ্রীঃ স্বয়ম্ ॥
পাচকো বহ্নিদেবশ্চ বরুণো জলদায়কঃ।
বস্তূনাং বাহকা যক্ষাস্তদধ্যক্ষঃ ষড়াননঃ ॥ ১৩৮
স্নানসংস্কারকর্ত্তা চ ব্রতেঽত্র পবনঃ স্বয়ম্।
পরিবেষ্টা স্বয়ং শক্রশ্চন্দ্রোঽধিষ্ঠায়কো ব্রতে ॥১৩৯
সূর্য্যশ্চ দাতুং নির্ব্বক্তা যোগ্যাযোগ্যে যথোচিতম্।
ব্রতোপযুক্তং যদ্‌দ্রব্যং দত্ত্বা নিয়মিতং প্রিয়ে।
অতোঽধিকং ফলং পুষ্পং হরয়ে দেহি সুন্দরি ॥
ব্রতে নিয়মিতান্ বিপ্রান্ ভোজয়িত্বা
ততোঽধিকান্।
অসঙ্খ্যান্ ব্রাহ্মণান্ দেবি ভক্ত্যা কুরু নিমন্ত্রণম্ ॥
সমাপ্তিদিবসে স্বর্ণং দেহ্যং রত্নপ্রবালকম্।
ব্রতোক্তাং দক্ষিণাং দত্ত্বা সর্ব্বং দেহি দ্বিজাতয়ে ॥
ইত্যুক্ত্বা শঙ্করস্তাঞ্চ কারয়ামাস তদ্‌ব্রতম্।
ব্রতং চকার সা দুর্গা সর্ব্বাভ্যশ্চ বিলক্ষণম্ ॥১৪৪
ইত্যেবং কথিতং বিপ্র পার্ব্বত্যা যদ্‌ব্রতং কৃতম্।
ব্রতং বোঢ়ুমশক্তাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ পার্ব্বতীব্রতে ॥১৪৫
ইতিহাসঃ শ্রুতঃ সর্ব্বঃ প্রকৃতং শৃণু নারদ।
শ্রীকৃষ্ণবালচরিতং নৃত্যং নৃত্যং পদে পদে ॥ ১৪৬
হত্বা তান্ দানবেন্দ্রাংশ্চ শিশুভির্গোকুলৈঃ সহ।
জগাম স্বগৃহং কৃষ্ণঃ কুবেরভবনোপমম্ ॥ ১৪৭
সর্ব্বেভ্যো বনবার্ত্তা চ প্রদত্তা শিশুভির্মুদা।
শ্রুত্বৈবং বিস্মিতাঃ সর্ব্বে নন্দো ভয়মবাপ হ ॥১৪৮
আনীয় বৃদ্ধান্ গোপাংশ্চ স্থবিরা গোপিকাস্তথা।
যুক্তিং চকার ...তঃ সার্দ্ধমালোচ্য সময়োচিতাম্।
কৃত্বা যুক্তিঞ্চ গোপেশস্তং স্থানং ত্যক্তুমুদ্যতঃ।
গন্তুং বৃন্দাবনং গোপৈঃ শকটং রচিতং তদা ॥১৫০
নন্দাজ্ঞাঞ্চ সমাকর্ণ্য তে সর্ব্বে গন্তুমুদ্যতাঃ।
গোপাশ্চ গোপিকাশ্চৈব বালকা বালিকাস্তদা ॥১৫১
কৃষ্ণেন হলিনা সার্দ্ধং প্রযযুস্তদ্‌বনং মুদা।
কৃষ্ণগুণঞ্চ গায়ন্তো নানাবেষসমন্বিতাঃ ॥ ১৫২
বেণুপ্রবাদকাঃ কেচিৎ কেচিচ্ছৃঙ্গপ্রবাদিনঃ।
করতালকরাঃ কেচিদ্‌বীণাহস্তাশ্চ কেচন ॥ ১৫৩
স্বরযন্ত্রকরাঃ কেচিচ্ছৃঙ্গহস্তাশ্চ কেচন।
নবপল্লবকর্ণাশ্চ কেচিদ্গোপালবালকাঃ ॥ ১৫৪
কেচিন্মুকুলকর্ণাশ্চ পুষ্পকর্ণাশ্চ কেচন।
কেচিৎ পল্লবচূড়াশ্চ পুষ্পচূড়াশ্চ কেচন ॥ ১৫৫
বনপুষ্পমাল্যকরাঃ কেচিদাজানুমালিনঃ।
গোপালবালকাঃ সর্ব্বে বিপ্রেন্দ্র নবকোটয়ঃ ॥ ১৫৬
জগ্মুর্গোপ্যো বয়স্থাশ্চ কোটিশঃ কোটিশো মুদা।
বৃদ্ধাশ্চ কোটিশস্তত্র বৃহচ্ছ্রোণ্যশ্চলৎকুচাঃ ॥ ১৫৭
রাধিকাসহচারিণ্যো বালা গোপালিকা মুনে।
তাঃ সুশীলাদয়ো ভব্যা নানালঙ্কারভূষিতাঃ।
দিব্যবস্ত্রপরীধানাঃ সস্মিতাস্তা যযুর্মুদা ॥ ১৫৮
কাশ্চিচ্ছিবিকামারুহ্য রথমারুহ্য কাশ্চন।
রাধা স্যন্দনমারুহ্য শাতকুম্ভপরিচ্ছদম্ ॥ ১৫৯
নন্দঃ সুনন্দঃ শ্রীদামা গিরিভানুর্বিভাকরঃ।
বীরভানশ্চন্দ্রভানো গজস্থাঃ প্রযযুর্মুদা ॥ ১৬০
তাভির্যুক্তা যযৌ দেবী রত্নালঙ্কারভূষিতা।
যশোদা রোহিণী চৈব নানালঙ্কারভূষিতা ॥ ১৬১
শ্রীকৃষ্ণবলদেবৌ তৌ রত্নালঙ্কারভূষিতৌ।
স্বর্ণস্যন্দনমাস্থায় জগ্মতুঃ পরয়া মুদা ॥ ১৬২
কোটিশঃ কোটিশো গোপা বৃদ্ধাশ্চ যৌবনান্বিতাঃ।
অশ্বস্থাশ্চ গজস্থাশ্চ রথস্থাশ্চৈব কেচন ॥ ১৬৩
গোপা যযুর্মুদা যুক্তাশ্চোদ্ধৃতা নন্দকিঙ্করাঃ।
বৃষস্থা গর্দ্দভস্থাশ্চ সঙ্গীততালতৎপরাঃ ॥ ১৬৪
অপরা রাধিকাদাস্যস্ত্রিসপ্তশতকোটয়ঃ।
মুদান্বিতাঃ সস্মিতাশ্চ স্বর্ণালঙ্কারভূষিতাঃ ॥ ১৬৫
কাশ্চিৎ সিন্দূরহস্তাশ্চ কাশ্চিৎ কজ্জলবাহিকাঃ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকানাঞ্চ বাহিকাশ্চৈব কাশ্চন ॥ ১৬৬
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুম-দ্রববাহিকাঃ।
স্বর্ণপাত্রকরাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিদ্দর্পণবাহিকাঃ ॥১৬৭
শ্বেতচামরহস্তাশ্চ কাশ্চিৎ তাম্বূলবাহিকাঃ।
কাশ্চিদ্গোগুকহস্তাশ্চ কাশ্চিৎ পুত্তলিকাকরাঃ ॥
ভোগদ্রব্যকরাঃ কাশ্চিৎ ক্রীড়াদ্রব্যকরা বরাঃ।

বেষদ্রব্যকরাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিন্মালাকরা বরাঃ ॥১৬৯
কাশ্চিদ্দ্যাবকহস্তাশ্চ প্রযযুর্গোপিকা মুদা।
কাশ্চিৎ সঙ্গীতনিরতাঃ কাশ্চিচ্চিত্রকরান্বিতাঃ ॥
কোটিশঃ কোটিশে রম্যাঃ প্রযযুঃ শিবিকাং মুনে।
কোটিশঃ কোটিশশ্চাশ্বাঃ কোটিশঃ কোটিশো রথাঃ
কোটিশঃ কোটিশশ্চৈব শকটা দ্রব্যপূরিতাঃ।
কোটিশঃ কোটিশশ্চৈব বৃষেন্দ্রা দ্রব্যবাহকাঃ ॥১৭২
কোটিশোহপ্যশ্ববয়সাং দশলক্ষাণি হস্তিনাম্।
কুথাঙ্কুশপ্রযুক্তানি যযুর্বৃন্দাবনং বনম্ ॥ ১৭৩
সর্ব্বে বৃন্দাবনং গত্বা দৃষ্ট্বা শূন্যং গৃহং মুনে।
বৃক্ষমূলে যথাস্থানে তস্থুরূর্যথোচিতে ॥ ১৭৪
উবাচ গোপান্ শ্রীকৃষ্ণো গৃহাংশ্চেষ্টতমা ব্রজাঃ।
অদ্য সন্তিষ্ঠতেত্যেবং নিবোধ ত বচো মম ॥ ১৭৫

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

অত্র স্থানে গৃহাঃ সন্তি প্রচ্ছন্না দেবনির্ম্মিতাঃ।
দেবপ্রীতিং বিনা শক্তা ন হি দ্রষ্টুঞ্চ কেচন ॥১৭৬
অদ্য তিষ্ঠত গোপালাঃ সম্পূজ্য বনদেবতাম্।
প্রাতর্দ্রক্ষ্যথ গৃহান্ রম্যান্ দ্রক্ষ্যথাত্র ধ্রুবং মুদা ॥
ধূপৈর্দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্বহুভিঃ পুষ্পচন্দনৈঃ।
দেবীঞ্চ বটমূলস্থাং পূজাং কুরুত চণ্ডিকাম্ ॥১৭৮
কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা গোপাঃ সম্পূজ্য দেবতাম্।
ভুক্ত্বা ভোগং দিনে রাত্রৌ তত্রৈব সুষুপুর্ম্মুদা ॥১৭৯

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে বক-কেশি-প্রলম্ববধ-বৃন্দাবনগমনপ্রস্তাবঃ ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

সুপ্তেষু ব্রজবৃন্দেষু নক্তং বৃন্দাবনে বনে।
সুনিদ্রিতে চ নিদ্রেশে মাতৃবক্ষঃস্থলস্থিতে ॥ ১
নিদ্রিতাসু চ গোপীষু রম্যতল্পস্থিতাসু চ।
যূনীষু সুখসম্ভোগো-ন্মত্তানহতাসু চ ॥ ২
কাসুচিৎ শিশুযুক্তাসু কাসুচিদ্ভর্ত্তৃসন্নিধৌ।
কাসুচিচ্ছকটস্থাসু কাসুচিৎ স্যন্দনেষু চ ॥ ৩
পূর্ণেন্দুকৌমুদীযুক্তে স্বর্গাদপি মনোহরে।
নানাপ্রকারকুসুম-বায়ুনা সুরভীকৃতে ॥ ৪
সর্ব্বপ্রাণিনি নিশ্চেষ্টে মুহূর্ত্তে পঞ্চমে গতে।
তত্রাজগাম ভবনে শিল্পিনাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ ॥ ৫
বিভ্রদ্দিব্যাংশুকং সূক্ষ্মং রত্নমালাং মনোহরাম্।
রত্নালঙ্কারমতুলং শ্রীমন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ৬
জ্ঞানেন বয়সা বৃদ্ধো দর্শনীয়ঃ কিশোরবৎ।
অতীবসুন্দরঃ শ্রীমান্ কামদেবসমপ্রভঃ ॥ ৭
বিশিষ্টশিল্পনিপুণৈঃ সার্দ্ধং শিল্পৈস্ত্রিকোটিভিঃ।
মণিসারহেমরত্নৈর্লোহাস্ত্রন্যস্তহস্তকৈঃ ॥ ৮
আজগ্মুর্যক্ষনিকরাঃ কুবেরবরকিঙ্করাঃ।
শৈলজপ্রস্তরকরা অঞ্জনাকারমূর্ত্তয়ঃ ॥ ৯
বিকৃতাকারবদনাঃ পিঙ্গলাক্ষা মহোদরাঃ।
স্ফাটিকারক্তবেশাশ্চ দীর্ঘস্কন্ধাশ্চ কেচন ॥ ১০
পদ্মরাগকরাঃ কেচি-দিন্দ্রনীলকরা বরাঃ।
কেচিৎ স্যমন্তককরা শ্চন্দ্রকান্তকরাস্তথা ॥ ১১
সূর্য্যকান্তকরাশ্চান্যে প্রভাকরকরা বরাঃ।
কেচিৎ পরশুহস্তাশ্চ লৌহসারকরা বরাঃ ॥ ১২
কেচিচ্চ গন্ধসারাণাং মণীন্দ্রাণাঞ্চ হারকাঃ।
কেচিচ্চামরহস্তাশ্চ কেচিদ্দর্পণবাহকাঃ।
স্বর্ণপাত্রঘটাদীনাং বাহকাশ্চৈব কেচন ॥ ১৩
বিশ্বকর্ম্মা চ সামগ্রীং দৃষ্ট্বাতিসুমনোহরাম্।
নগরং কর্ত্তুমারেভে ধ্যাত্বা কৃষ্ণং শুভক্ষণে ॥ ১৪
পঞ্চযোজনপর্য্যন্তং ভারতে শ্রেষ্ঠমুত্তমম্।
পুণ্যক্ষেত্রং তীর্থসার-মতিপ্রিয়তমং হরেঃ ॥ ১৫
তত্র স্থানং মুমুক্ষূণাং পরং নির্ব্বাণকারণম্।
গোলোকস্য চ গোপানাং সর্ব্বেষাং বাঞ্ছিতং পদম্
চতুষ্কোটিচতুঃশালং তত্রৈবাতিমনোহরম্।
কবাটস্তম্ভসোপান-সহিতং প্রস্তরৈর্বরৈঃ ॥ ১৭
চিত্রপুত্তলিকাপুষ্প-কজ্জলোজ্জ্বলশেখরম্।
শৈলজাশ্মবিনির্ম্মাণ-বেদীপ্রাঙ্গণসংযুতম্ ॥ ১৮
শিলাপ্রাকারসংযুক্তং প্রচকারাবলীলয়া।
যথোচিতবৃহৎক্ষুদ্র-দ্বারদ্বয়সমন্বিতম্ ॥ ১৯
ততঃ কোটিচতুঃশাল-মতীবসুমনোহরম্।
স্ফাটিকাকারমণিভি-র্মুদা যুক্তো বিনির্ম্মমে ॥ ২০
সোপানৈর্গন্ধসারাণাং স্তম্ভৈঃ শঙ্খবিনির্ম্মিতৈঃ।
কবাটৈর্লোহসারাণাং রাজতৈঃ কলসোজ্জ্বলৈঃ।
বজ্রসারবিনির্ম্মাণৈঃ প্রাকারৈঃ পরিশোভিতৈঃ ॥২১
কৃত্বাশ্রমং বল্লবানাং যথাস্থানে যথোচিতম্।
বৃষভানুগৃহং রম্যং কর্ত্তুমারব্ধবান্ পুনঃ ॥ ২২

প্রাকারপরিখাযুক্তং চতুর্দ্বারান্বিতং পরম্।
চারুবিংশচ্চতুঃশালং মহামণিবিনির্ম্মিতম্ ॥ ২৩
ব্যক্তভানুবিকারৈশ্চ স্থূণিকানিকরৈর্বরৈঃ।
সুবর্ণাকারমণিভি-রারোহৈরতিসুন্দরম্ ॥ ২৪
লৌহসারকবাটৈশ্চ সংযুক্তং চিত্রকৃত্রিমৈঃ।
মন্দিরে মন্দিরে রম্যে সুবর্ণকলসোজ্জ্বলম্ ॥ ২৫
তদাশ্রমৈকদেশে চ নির্জ্জনেঽতিমনোরমে।
চারুচম্পকবৃক্ষাণা-মুদ্যানাভ্যন্তরং মুনে ॥ ২৬
সম্ভোগার্থং কলাবত্যাঃ স্বামিনা সহ কৌতুকাৎ।
বিশিষ্টেন মণীন্দ্রেণ চকারাট্টালিকালয়ম্ ॥ ২৭
যুক্তং নবভিরারোহৈ-রিন্দ্রনীলবিনির্ম্মিতৈঃ।
স্থূণাকবাটনিকরৈর্গন্ধসারবিকারজৈঃ।
অত্যুন্নতমনোরম্যং সর্ব্বতোঽপি বিলক্ষণম্ ॥ ২৮

নারদ উবাচ।

কলাবতী কা ভগবন্ কস্য পত্নী মনোরমা।
যত্নতো যদ্গৃহং রম্যং নির্ম্মমে সুরকারুণা ॥ ২৯

নারায়ণ উবাচ।

পিতৃণাং মানসী কন্যা কমলাংশা কলাবতী।
যস্যাশ্চ তনয়া রাধা কৃষ্ণপ্রাণাধিকা প্রিয়া।
শ্রীকৃষ্ণার্দ্ধাংশসম্ভূতা তেন তুল্যা চ তেজসা ॥ ৩০
যস্যাশ্চ চরণাম্ভোজ-রজঃপূতা বসুন্ধরা।
যস্যাঞ্চ সুদৃঢ়াং ভক্তিং সন্তো বাঞ্ছন্তি সন্ততম্ ॥ ৩১

নারদ উবাচ।

পিতৃণাং মানসীং কন্যাং ব্রজে তিষ্ঠন্ ব্রজো মুনে
মানবঃ কেন পুণ্যেন কথমাপ সুদুর্লভাম্ ॥ ৩২
বৃষভানুর্ব্রজপতিঃ পুরাসীৎ কো মহানসৌ।
তস্য বা কেন তপসা রাধা কন্যা বভূব হ ॥ ৩৩

সূত উবাচ।

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা মহর্ষির্জ্ঞানিনাং বরঃ।
প্রহস্যোবাচ প্রীত্যা তমিতিহাসং পুরাতনম্ ॥ ৩৪

নারায়ণ উবাচ।

বভূবুঃ কন্যকাস্তিস্রঃ পিতৃণাং মানসাৎ পুরা।
কলাবতী-রত্নমালা মেনকাশ্চাতিদুর্লভাঃ ॥ ৩৫
রত্নমালা চ জনকং বরয়ামাস কামুকী।
শৈলাধিপং হরেরংশং মেনকা সা হিমালয়ম্ ॥ ৩৬
দুহিতা রত্নমালায়া অযোনিসম্ভবা সতী।
শ্রীরামপত্নী শ্রীঃ সাক্ষাৎ সীতা সত্যপরায়ণা ॥ ৩৭
কন্যকা মেনকায়াশ্চ পার্ব্বতী সা পুরা সতী।
অযোনিসম্ভবা সা চ হরের্মায়া সনাতনী ॥ ৩৮
সা লেভে তপসা দেবী শিবং নারায়ণাত্মকম্।
কলাবতী সুচন্দ্রঞ্চ মনুবংশসমুদ্ভবম্ ॥ ৩৯
স চ রাজা হরেরংশঃ সম্প্রাপ্য তাং কলাবতীম্।
মেনে পুণ্যবতাং শ্রেষ্ঠ-মাত্মানমতিসুন্দরীম্ ॥ ৪০
অহোরূপমহো বেষমহো অস্যা নবং বয়ঃ।
সুকোমলাঙ্গং ললিতং শরচ্চন্দ্রাধিকাননম্ ॥ ৪১
গমনং দুর্লভমহো গজখঞ্জনগঞ্জনম্।
কটাক্ষৈর্মোহিতুং শক্তা মুনীন্দ্রাণাঞ্চ মানসম্ ॥ ৪২
শ্রোণিযুগ্মং সুললিতং রম্ভাস্তম্ভবিনিন্দিতম্।
স্তনদ্বন্দ্বং সুকঠিনমতিপীনোন্নতং মুনে ॥ ৪৩
নিতম্বযুগলং চারু রথচক্রবিনিন্দিতম্।
হস্তৌ পাদৌ চ রক্তৌ চ পক্কবিম্বফলাধরম্ ॥ ৪৪
পক্কদাড়িম্ববীজাভ-দন্তপঙ্ক্তিমনোহরম্।
শরন্মধ্যাহ্নপদ্মানাং প্রভামোচনলোচনম্ ॥ ৪৫
ভূষণৈর্ভূষিতং রূপং রূপং সদ্রত্নভূষণম্।
ইতীব মত্বা দৃষ্ট্বা চ কামবাণপ্রপীড়িতঃ ॥ ৪৬
দিব্যস্যন্দনমারুহ্য কামুক্যা সহ কামুকঃ।
ক্রীড়াং চকার রহসি স্থানে স্থানে মনোহরে ॥ ৪৭
রম্যায়াং মলয়দ্রোণ্যাং চন্দনাগুরুবায়ুনা।
চারুচম্পকপুষ্পাণাং তল্পে রতিসুখাবহে ॥ ৪৮
মালতীমল্লিকানাঞ্চ পুষ্পোদ্যানে সুপুষ্পিতে।
পুষ্পভদ্রানদীতীরে নীরজেঽতিসুনির্জ্জনে ॥ ৪৯
তত্র গঙ্গাসুপুলিনে গন্ধমাদনগহ্বরে।
গোদাবরীনদীতীরে নির্জ্জনে কেতকীবনে ॥ ৫০
পশ্চিমাব্ধিতটান্তস্থ-কাননে জন্তুবর্জ্জিতে।
নন্দনে মলয়দ্রোণ্যাং কাবেরীতীরজে বনে ॥ ৫১
শৈলে শৈলে সুরম্যে চ নদ্যাং নদ্যাং নদে নদে
দ্বীপে দ্বীপে চ রহসি স রেমে রাময়া সহ ॥ ৫২
নবসঙ্গমসংযোগাদ্বুবুধে ন দিবানিশম্।
এবং বর্ষসহস্রং তদ্গতমেব মুহূর্ত্তবৎ ॥ ৫৩
কৃত্বা বিহারং সুচিরং স বিরক্তো বভূব হ।
জগাম তপসে বিন্ধ্য শৈলতীর্থং তয়া সহ ॥ ৫৪
ভার তঽতিপ্রশংস্যঞ্চ পুলহাশ্রমমুত্তমম্।
তপস্তেপে নৃপস্তত্র দিব্যবর্ষসহস্রকম্ ॥ ৫৫
মোক্ষাকাঙ্ক্ষী নিস্পৃহশ্চ নিরাহারঃ কৃশোদরঃ।
মূর্চ্ছামাপন্মুনিশ্রেষ্ঠো ধ্যাত্বা কৃষ্ণপদাম্বুজম্ ॥ ৫৬
তদ্গাত্রে ব্যাপ্তবল্মীকং সাধ্বী দূরং চকার সা ॥ ৫৭

নিশ্চেষ্টিতং পতিং দৃষ্ট্বা ত্যক্তং প্রাণৈশ্চ পঞ্চভিঃ
মাংসশোণিতরিক্তং তমস্থিসংসক্তবিগ্রহম্ ॥ ৫৮
উচ্চৈরুরোদ শোকার্ত্তা নির্জ্জনেঽতি কলাবতী।
হে নাথ নাথেত্যুচ্চার্য্য কৃত্বা বক্ষসি মূর্চ্ছিতম্ ॥ ৫৯
বিললাপ মহাভীতা দীনা পতিপরায়ণা।
দৃষ্ট্বা নৃপং নিরাহারং কৃশং ধমনিসংযুতম্ ॥ ৬০
শ্রুত্বা চ রোদনং সত্যাঃ কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ।
আবির্ব্বভূব জগতাং বিধাতা কমলোদ্ভবঃ ॥ ৬১
ক্রোড়ে কৃত্বা চ তং তূর্ণং রুরোদ ভগবান্ বিভুঃ ॥
ব্রহ্মা কমণ্ডলুজলে-নাসিচ্য নৃপবিগ্রহম্।
জীবং সঞ্চারয়ামাস ব্রহ্মজ্ঞানেন ব্রহ্মবিৎ ॥ ৬৩
নৃপেন্দ্রশ্চেতনাং প্রাপ্য পুরো দৃষ্ট্বা প্রজাপতিম্।
প্রণনাম চ তং দৃষ্ট্বা তঞ্চ কামনমপ্রভঃ ॥ ৬৪
তমুবাচেতি সন্তুষ্টো বরং বৃণু যথেপ্সিতম্।
স বিধের্বচনং শ্রুত্বা বব্রে নির্ব্বাণমীপ্সিতম্ ॥ ৬৫
দয়ানিধিস্তং দয়য়া বরং দাতুং সমুদ্যতঃ।
প্রসন্নবদনঃ শ্রীমান্ স্মেরাননসরোরুহঃ ॥ ৬৬
কৃত্বানুমানং মনসি শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকা।
তমুবাচ সতী ত্রস্তা বরং দাতুং সমুদ্যতম্ ॥ ৬৭

কলাবত্যুবাচ।

যদি মুক্তিং নৃপেন্দ্রায় দদাসি কমলোদ্ভব।
অহোঽবলায়া মে ব্রহ্মন্ কা গতির্ভবিতা বদ ॥ ৬৮
বিনা কান্তেন কান্তায়াঃ কা শোভা চতুরানন।
ব্রতং পতিব্রতায়াশ্চ পতিরেব শ্রুতৌ শ্রুতম্ ॥ ৬৯
গুরুশ্চাভীষ্টদেবশ্চ তপোধর্ম্মময়ঃ পতিঃ।
সর্ব্বেষাঞ্চ প্রিয়তমো ন বন্ধুঃ স্বামিনঃ পরঃ ॥ ৭০
সর্ব্বধর্ম্মাৎ পরো ব্রহ্মন্ পতিসেবা সুদুর্লভা।
স্বামিসেবাবিহীনায়াঃ সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৭১
ব্রতং দানং তপঃ পূজা জপহোমাদিকঞ্চ যৎ।
স্নানঞ্চ সর্ব্বতীর্থেষু পৃথিব্যাশ্চ প্রদক্ষিণম্ ॥ ৭২
দীক্ষা চ সর্ব্বযজ্ঞেষু মহাদানানি যানি চ।
পঠনং সর্ব্ববেদানাং সর্ব্বাণি চ তপাংসি চ ॥ ৭৩
বেদজ্ঞানং ব্রাহ্মণানাং ভোজনং দেবসেবনম্।
এতানি স্বামিসেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥
স্বামিসেবাবিহীনা যা বদন্তি স্বামিনে কটুম্।
পচন্তি কালসূত্রে তা যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৭৫
সর্পপ্রমাণাঃ কৃময়ো দশন্তি চ দিবানিশম্।
সন্ততং বিপরীতঞ্চ কুর্ব্বন্তি শব্দমুল্বণম্ ॥ ৭৬

মূত্রশ্লেষ্মপুরীষঞ্চ কুর্ব্বন্তি ভক্ষণং সদা।
মুখে তাসাং দদত্যেবমুল্কাঞ্চ যমকিঙ্করাঃ ॥ ৭৭
ভুক্ত্বা ভোগ্যঞ্চ নরকে কৃমিযোনিং প্রযান্তি তাঃ।
ভক্ষন্তি জন্মশতকং রক্তমাংসপুরীষকম্ ॥ ৭৮
শ্রুত্বাহং বিদুষাং বক্ত্রাদ্বেদবাক্যং সুনিশ্চিতম্।
জানামি কিঞ্চিদবলা ত্বং বেদজনকো বিভুঃ ॥ ৭৯
গুরোর্গুরুশ্চ বিদুষাং যোগিনাং জ্ঞানিনাং তথা।
সর্ব্বজ্ঞমেবম্ভূতং ত্বাং বোধয়ামি কিমচ্যুত ॥ ৮০
প্রাণাধিকোঽয়ং কান্তো মে যদি মুক্তো বভূব হ।
মম কো রক্ষিতা ব্রহ্মন্ ধর্ম্মস্য যৌবনস্য চ ॥ ৮১
কৌমারে রক্ষিতা তাতো দত্ত্বা পাত্রায় সৎকৃতী।
সর্ব্বদা রক্ষিতা কান্তস্তদভাবে চ তৎসুতঃ ॥ ৮২
ত্রিষবস্থাসু নারীণাং রক্ষিতারস্ত্রয়ঃ সদা।
যাঃ স্বতন্ত্রাশ্চ তা নষ্টাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ ॥ ৮৩
অসৎকুলপ্রসূতাস্তাঃ কুলটা দুষ্টমানসাঃ।
শতজন্মকৃতং পুণ্যং তাসাং নশ্যতি পদ্মজ ॥ ৮৪
পুত্রস্নেহো যথা বাল্যে তথা যৌবনবার্দ্ধকে।
পতিব্রতানাং কান্তে চ সর্ব্বকালে সমস্পৃহা ॥ ৮৫
সুতে স্তনান্ধে যঃ স্নেহো যাকাঙ্ক্ষাবেতি ক্ষোভিতে
পতিস্নেহস্য সাধ্বীনাং কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥
স্তনান্ধে স্তনদানান্তং মিষ্টান্নে ভোজনাবধি।
কান্তে চিত্তং সতীনাঞ্চ স্বপ্নে জ্ঞানে চ সন্ততম্ ॥
দুঃখার্ত্তো বন্ধুবিচ্ছেদঃ পুত্রাণাঞ্চ ততোঽধিকঃ।
সুদারুণঃ স্বামিনশ্চ দুঃখং নাতঃ পরং স্ত্রিয়াঃ ॥ ৮৮
অবিদগ্ধা যথা দগ্ধা জ্বলদগ্নৌ বিষাদনে।
তথা বিদগ্ধা দগ্ধা স্যাদ্বিদগ্ধবিরহানলে ॥ ৮৯
নান্নে তৃষ্ণা জলে তৃষ্ণা সাধ্বীনাং স্বামিনা বিনা।
বিরহাগ্নৌ মনো দগ্ধং বহ্নৌ শুষ্কতৃণং যথা ॥ ৯০
ন হি কান্তাৎ পরো বন্ধুর্ন হি কান্তাৎ পরঃ প্রিয়ঃ
ন হি কান্তাৎ পরো দেবো ন হি কান্তাৎ
পরো গুরুঃ ॥ ৯১
ন হি কান্তাৎ পরো ধর্ম্মো ন হি কান্তাৎ পরং
ধনম্।
ন হি কান্তাৎ পরাঃ প্রাণা ন কঃ কান্তাৎ পরঃ
স্ত্রিয়াঃ ॥ ৯২
নিমগ্নং কৃষ্ণপাদাব্জে বৈষ্ণবানাং যথা মনঃ।
যথৈকপুত্রে মাতুশ্চ যথা স্ত্রীষু চ কামিনাম্ ॥ ৯৩
ধনেষু কৃপণানাঞ্চ চিরকালার্জ্জিতেষু চ।

যথা ভয়েষু ভীতানাং শাস্ত্রেষু বিদুষাং যথা ॥ ৯৪
স্তনান্ধানাং যথাম্বাসু শিল্পেষু শিল্পিনাং যথা ।
যথা জারে পুংশ্চলীনাং সাধ্বীনাঞ্চ তথা প্রিয়ে ॥
মরণং জীবনং তাসাং জীবনং মরণাধিকম্ ।
সম্ভর্ত্তৃরহিতানাঞ্চ শোকেন হতচেতসাম্ ॥ ৯৬
শোকং নিমগ্নমন্যেষাং কালেন পানভোজনাৎ ।
বিপরীতঃ কান্তশোকো বর্দ্ধতে ভক্ষণাদহো ॥ ৯৭
কর্ম্মচ্ছায়া সতীনাঞ্চ সঙ্গিনীনাং সতী বরা ।
ইতরে ভোগদেহান্তে সাধ্বী জন্মনি জন্মনি ॥ ৯৮
করোষি চেজ্জগদ্ধাতরিমং মুক্তং ময়া বিনা ।
ত্বাং শপ্ত্বাহং ত্বয়ি বিভো পশ্য দাস্যামি স্ত্রীবধম্ ॥
শ্রুত্বা কলাবতীবাক্যমুবাচ বিস্মিতো বিধিঃ ।
হিতং পীযূষসদৃশং ভয়সম্বিগ্নমানসঃ ॥ ১০০

ব্রহ্মোবাচ ।

বৎসে মুক্তিং ন দাস্যামি স্বামিনে তে ত্বয়া বিনা ।
মুক্তং কর্ত্তুং ত্বয়া সার্দ্ধং সাম্প্রতং নাহমীশ্বরঃ ॥
মাতর্ভক্তির্বিনা ভোগাদ্দুর্লভা সর্ব্বসম্মতা ।
নির্ব্বাণতাং সমাপ্নোতি ভোগী ভোগনিকৃন্তনে ॥
কতি বর্ষং স্বর্গভোগং কুরুষ্ব স্বামিনা সহ ।
ততস্তু যুবয়োর্জন্ম ভারতে ভবিতা সতি ॥ ১০৩
যদা ভবিষ্যতি সতি কন্যা তে রাধিকা স্বয়ম্ ।
জীবন্মুক্তৌ তয়া সার্দ্ধং গেলোকঞ্চ গমিষ্যথঃ ॥১০৪
কতি কালং নৃপশ্রেষ্ঠ ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগং স্ত্রিয়া সহ ।
সাধবঃ সত্ত্বযুক্তাশ্চ মা মাং শপ্তুং ত্বমর্হসি ॥ ১০৫
জীবন্মুক্তাঃ সমাঃ সন্তঃ কৃষ্ণপাদাব্জমানসাঃ ।
বাঞ্ছন্তি হরিদাস্যঞ্চ দুর্লভং ন চ নির্বৃতম্ ॥ ১০৬
ইত্যুক্ত্বা তৌ বরং দত্ত্বা সন্তস্থৌ পুরতস্তয়োঃ ।
যযতুস্তৌ তং প্রণম্য জগাম স্বালয়ং বিধিঃ ॥ ১০৭
আজগ্মতুস্তৌ কালেন ভুক্ত্বা ভোগঞ্চ ভারতে ।
পদং পুণ্যপ্রদং দিব্যং ব্রহ্মাদীনাঞ্চ বাঞ্ছিতম্ ॥১০৮
সুচন্দ্রো বৃষভানুশ্চ ললাভ জন্ম গোকুলে ।
পদ্মাবত্যাশ্চ জঠরে সুরভানস্য তেজসা ॥ ১০৯
জাতিস্মরো হরেরংশঃ শুক্লপক্ষে যথা শশী ।
ববর্দ্ধানুদিনং তত্র ব্রজগেহে ব্রজাধিপঃ ॥ ১১০
সর্ব্বজ্ঞশ্চ মহাযোগী হরিপাদাব্জমানসঃ ।
নন্দবন্ধুর্বদান্যশ্চ রূপবান্ গুণবান্ সুধীঃ ॥ ১১১
কলাবতী কান্যকুব্জে বভূবাযোনিসম্ভবা ।
জাতিস্মরা মহাসাধ্বী সুন্দরী কমলাকলা ॥ ১১২
কান্যকুব্জে নৃপশ্রেষ্ঠো ভলন্দন উরুক্রমঃ ।
স তাং সম্প্রাপ যোগান্তে যজ্ঞকুণ্ডসমুত্থিতাম্ ॥
নগ্নাং হসন্তীং রূপাঢ্যাং স্তনান্ধামিব বালিকাম্ ।
তেজসা প্রজ্বলন্তীঞ্চ প্রতপ্তকাঞ্চনপ্রভাম্ ॥ ১১৪
কৃত্বা বক্ষসি রাজেন্দ্রঃ স্বকান্তায়ৈ দদৌ মুদা ।
মালাবতী স্তনং দত্ত্বা তাং পুপোষ প্রহর্ষিতা ॥ ১১৫
তদন্নপ্রাশনদিনে সতাং মধ্যে শুভক্ষণে ।
নামরক্ষণকালে চ বাগ্বভূবাশরীরিণী ।
কলাবতীতি কন্যায়া নাম রক্ষ নৃপেতি চ ॥ ১১৬
ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা তচ্চকার মহীপতিঃ ।
বিপ্রেভ্যো ভিক্ষুকেভ্যশ্চ বন্দিভ্যশ্চ ধনং দদৌ ॥
সর্ব্বেভ্যো ভোজয়ামাস চকার সুমহোৎসবম্ ।
সা কালেন রূপবতী যৌবনস্থা বভূব হ ॥ ১১৮
অতীবসুন্দরী রম্যা মুনিমানসমোহিনী ।
চারুচম্পকবর্ণাভা শরচ্চন্দ্রনিভাননা ॥ ১১৯
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যা প্রফুল্লপদ্মলোচনা ।
নিতম্বশ্রোণিভারার্ত্তা স্তনভারনতা সতী ॥ ১২০
দিব্যবস্ত্রপরীধানা রত্নালঙ্কারভূষিতা ।
গচ্ছন্তী রাজমার্গে চ গজেন্দ্রমন্দগামিনী ॥ ১২১
দদর্শ নন্দঃ পথি তাং গচ্ছংস্তীর্থং মুদান্বিতঃ ।
জিতেন্দ্রিয়শ্চ জ্ঞানী চ মূর্চ্ছামাপ তথাপি চ ॥ ১২২
ত্রস্তো লোকান্ পথি গতান্ তূর্ণং পপ্রচ্ছ সাদরম্
গচ্ছন্তী কস্য কন্যেয়মিতি হোবাচ তং জনম্ ॥১২৩
ভলনন্দস্য নৃপতেঃ কন্যা নাম্না কলাবতী ।
কমলাকলয়া ধন্যা সম্ভূতা নৃপমন্দিরে ॥ ১২৪
কৌতুকেন চ গচ্ছন্তী ক্রীড়ার্থং সখিমন্দিরম্ ।
ব্রজ ব্রজে ব্রজশ্রেষ্ঠেত্যুক্ত্বা লোকো জগাম হ ॥
প্রহৃষ্টমানসো নন্দো জগাম রাজমন্দিরম্ ।
অবরুহ্য রথাৎ তূর্ণং বিবেশ নৃপতেঃ সভাম্ ॥ ১২৬
উত্থায় রাজা সম্ভাষ্য স্বর্ণসিংহাসনং দদৌ ॥ ১২৭
ইষ্টালাপং বহুবিধং চকার চ পরস্পরম্ ।
বিনয়াবনতো নন্দঃ সম্বন্ধোক্তিং চকার হ ॥ ১২৮

নন্দ উবাচ ।

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি বিশেষং বচনং শুভম্ ।
সম্বন্ধং কুরু কন্যায়া বিশিষ্টেন চ সাম্প্রতম্ ॥ ১২৯
সুরভানসুতঃ শ্রীমান্ বৃষভানো ব্রজাধিপঃ ।
নারায়ণাংশো গুণবান্ সুন্দরশ্চ সুপণ্ডিতঃ ॥ ১৩০
স্থিরযৌবনযুক্তশ্চ যোগী জাতিস্মরো যুবা ।

কন্যা তেঽযোনিসম্ভূতা যজ্ঞকুণ্ডসমুদ্ভবা ॥ ১৩১
ত্রৈলোক্যমোহিনী শান্তা কমলাংশা কলাবতী।
স চ যোগ্যস্ত্বদ্দুহিতুস্তদ্‌যোগ্যা তে চ কন্যকা।
বিদগ্ধায়া বিদগ্ধেন সম্বন্ধো গুণবান্ নৃপ ॥ ১৩২
ইত্যেবমুক্ত্বা নন্দস্তু বিররাম চ সংসদি।
উবাচ তং নৃপশ্রেষ্ঠো বিনয়াবনতো মুনে ॥ ১৩৩
সম্বন্ধো হি বিধিবশো ন মে সাধ্যো ব্রজাধিপ।

ভলন্দন উবাচ।

প্রজাপতির্যোগকর্ত্তা জন্মদাতাহমেব চ ॥ ১৩৪
কা কস্ত পত্নী কন্যা বা বরঃ কো বাত্মসাধনঃ।
ধর্ম্মানুরূপফলদঃ সর্ব্বেষাং কারণং বিধিঃ ॥ ১৩৫
ভবিতব্যং কৃতং কর্ম্ম তদমোঘং শ্রুতৌ শ্রুতম্।
অন্যথা নিষ্ফলং সর্ব্বমনীশস্যোদ্যমো যথা ॥ ১৩৬
বৃষভানপ্রিয়া ধাত্রা লিখিতা চেৎ সুতা মম।
পুরা ভূতৈব কো বাহং কেনান্যেন নিবার্য্যতে ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা রাজেন্দ্রো বিনয়ানতকন্ধরঃ।
মিষ্টান্নং ভোজয়ামাস সাদরেণ চ নারদ ॥ ১৩৮
নৃপানুজ্ঞামুপাদায় ব্রজশ্রেষ্ঠো ব্রজং গতঃ।
গত্বা স কথয়ামাস সুরভানস্য সংসদি ॥ ১৩৯
সুরভানশ্চ যত্নেন নন্দেন চ সসাদরম্।
সম্বন্ধং যোজয়ামাস গর্গদ্বারা চ সত্বরম্ ॥ ১৪০
বিবাহকালে রাজেন্দ্রো বিপুলং যৌতুকং দদৌ।
গজরত্নমশ্বরত্নং রত্নাদিমণিভূষণম্ ॥ ১৪১
বৃষভানুর্মুদা যুক্তঃ প্রাপ্য তাঞ্চ কলাবতীম্।
রেমে সুনির্জ্জনে রম্যে বুবুধে ন দিবানিশম্ ॥ ১৪২
চক্ষুর্নিমেষবিরহাদাকুলা স্বামিনা বিনা।
ব্যাকুলো বৃষভানশ্চ ক্ষণেন চ তয়া বিনা ॥ ১৪৩
জাতিস্মরা চ সা কন্যা মায়ামানুষরূপিণী।
জাতিস্মরো হরেরংশো বৃষভানো মুদান্বিতঃ ॥ ১৪৪
ববর্দ্ধ চ তয়োঃ প্রেম নিত্যং নিত্যং নবং নবম্।
সদা সকামা সা প্রৌঢ়া স চ কামসমো যুবা ॥ ১৪৫
তয়োঃ কন্যা চ কালেন রাধিকা সা বভূব হ।
দৈবাৎ শ্রীদামশাপেন শ্রীকৃষ্ণস্যাজ্ঞয়া সতী ॥ ১৪৬
অযোনিসম্ভবা সা চ কৃষ্ণপ্রাণাধিকা সতী।
যস্য দর্শনমাত্রেণ তৌ তু মুক্তৌ বভূবতুঃ ॥ ১৪৭
ইতিহাসশ্চ কথিতঃ প্রকৃতং শৃণু সাম্প্রতম্।
পাপেন্ধনানাং দাহে চ জ্বলদগ্নিশিখোপমম্ ॥ ১৪৮
বৃষভান্বাশ্রমং কৃত্বা শিল্পিনাং প্রবরো মুদা।
স্থানান্তরং বিশ্বকর্ম্মা জগাম স্বগণৈঃ সহ ॥ ১৪৯
ক্রোশমাত্রং স্থলং চারু মনসালোচ্য তত্ত্ববিৎ।
আশ্রমং কর্ত্তুমারেভে নন্দস্য সুমহাত্মনঃ ॥ ১৫০
কৃত্বানুমানং বুদ্ধ্যা চ সর্ব্বতোঽপি বিলক্ষণম্।
পরিখাভির্গভীরাভিশ্চতুর্ভিঃ সংযুতং বরম্ ॥ ১৫১
দুর্লঙ্ঘ্যাভির্বৈরিভিশ্চ খচিতাভিশ্চ প্রস্তরৈঃ।
পুষ্পোদ্যানৈঃ পুষ্পিতাভিঃ পারাবারেষু পুষ্পিতৈঃ
চারুচম্পকবৃক্ষৈশ্চ পুষ্পিতৈঃ সুমনোহরৈঃ।
পরিতো বাসিতাভিশ্চ সুগন্ধিবায়ুনা সহ ॥ ১৫৩
আম্রৈর্গুবাকৈঃ পনসৈঃ খর্জ্জূরৈর্নারিকেলকৈঃ।
দাড়িম্বৈঃ শ্রীফলৈর্ভৃঙ্গৈর্জম্বীরৈর্নাগরঙ্গকৈঃ ॥ ১৫৪
তুঙ্গৈরাম্রতকৈর্জম্বূ-সমূহৈশ্চ ফলান্বিতৈঃ।
কদলীনাং কেতকীনাং কদম্বানাং কদম্বকৈঃ ॥ ১৫৫
সর্ব্বতঃ শোভিতাভিশ্চ ফলিনৈঃ পুষ্পিতৈরহো।
ক্রীড়ার্হাভির্নিগূঢ়াভির্বাঞ্ছিতাভিশ্চ সর্ব্বদা ॥ ১৫৬
পরিখাণাং রহঃস্থানে চকার মার্গমুত্তমম্।
দুর্গমং পরবর্গাণাং স্বেষাঞ্চ সুগমং সদা ॥ ১৫৭
সঙ্কেতেন মণিস্তম্ভৈশ্ছাদিতৈঃ স্বল্পপাথসা।
স্তম্ভসীমাকৃতমহো ন সঙ্কীর্ণং ন বিস্তৃতম্ ॥ ১৫৮
পরিখোপরিভাগে চ প্রাকারং সুমনোহরম্।
ধনুঃশতপ্রমাণঞ্চ চকারাতিসমুচ্ছ্রিতম্ ॥ ১৫৯
প্রস্তরস্য প্রমাণঞ্চ পঞ্চবিংশতিহস্তকম্।
সিন্দূরাকারমণিভির্নির্ম্মাণমতিসুন্দরম্ ॥ ১৬০
বাহ্যে দ্বাভ্যাঞ্চ সংযুক্ত-মন্তরে সপ্তভিস্তথা।
সর্ব্বাভিঃ সংনিরুদ্ধাভির্মণিসারকপাটকৈঃ ॥ ১৬১
চতুর্ব্বিংশচ্চতুঃশালং পদ্মরাগৈশ্চকার হ।
গন্ধসারবিকারৈশ্চ স্থূণিকানিকরৈর্বরৈঃ ॥ ১৬২
কুঙ্কুমাকারমণিভি-রারোহনিকরৈর্যুতম্।
হরিন্মণীনাং কলসৈশ্চিত্রযুক্তৈর্বিরাজিতম্ ॥ ১৬৩
মণিসারবিকারৈশ্চ কপাটৈভ্যঃ সুশোভিতম্।
স্বর্ণসারবিকারৈশ্চ কলসোজ্জ্বলশেখরম্ ॥ ১৬৪
নন্দালয়ং বিনির্ম্মায় বভ্রাম নগরং পুনঃ।
রাজমার্গান্ নববিধান্ স চ চারু চকার হ ॥ ১৬৫
রক্তভানুবিকারৈশ্চ বেদিভিশ্চ সুপক্বৈঃ।
পারাবারে চ পরিতো নিবদ্ধাংশ্চ মনোহরান্ ॥ ১৬৬
বাণিজ্যার্হৈশ্চ বণিজাং পরিতো মণিমণ্ডপৈঃ।
সর্ব্বতো দক্ষিণে বামে জ্বলদ্ভিশ্চ বিরাজিতান্ ॥
ততো বৃন্দাবনং গত্বা নির্ম্মমে রাসমণ্ডলম্।

সুন্দরং বর্ত্তুলাকারং মণিপ্রাকারসংযুতম্ ॥ ১৬৮
পরিতো যোজনায়ামং মণিবেদিভিরন্বিতম্ ।
মণিসারবিকারৈশ্চ মণ্ডপৈর্নবকোটিভিঃ ॥ ১৬৯
শৃঙ্গারার্হৈশ্চ চিত্রাঢ্যৈ রতিতল্পসমন্বিতৈঃ
নানাজাতিপ্রসূনানাং বায়ুনা সুরভীকৃতৈঃ ॥ ১৭০
রত্নপ্রদীপসংযুক্তৈঃ সুবর্ণকলসোজ্জ্বলৈঃ ।
পুষ্পোদ্যানৈঃ পুষ্পিতৈশ্চ সরোভিশ্চ সুশোভিতম্
রাসস্থানং বিনির্ম্মায় জগামান্যস্থলং পুনঃ ।
দৃষ্ট্বা বৃন্দাবনং রম্যং পরিতুষ্টো বভূব হ ॥ ১৭২
বৃন্দাবনাভ্যন্তরে চ স্থানে স্থানে সুনির্জ্জনে ।
কৃত্বা পরিমিতং বুদ্ধ্যা মনসালোচ্য যত্নতঃ ॥ ১৭৩
বিলক্ষণানি রম্যাণি ত্রয়স্ত্রিংশদ্বনানি চ ।
রাধামাধবয়োরেব ক্রীড়ার্থঞ্চ বিনির্ম্মমে ॥ ১৭৪
ততো মধুবনাভ্যাসে নির্জ্জনেঽতিমনোহরে ।
বটমূলসমীপে চ সরসঃ পশ্চিমে তটে ॥ ১৭৫
চম্পকোদ্যানপূর্ব্বে চ কেতকীবনমধ্যতঃ ।
পুনস্তয়োশ্চ ক্রীড়ার্থং চকার রত্নমণ্ডপম্ ॥ ১৭৬
স্বর্ণমূল্যশতগুণৈ-দুর্লভৈর্মণিভির্মুদা ।
চতুর্ভির্বেদিকাভিশ্চ পরীতমতিসুন্দরম্ ॥ ১৭৭
সদ্রত্নসাররচিতৈ রাজিতং স্থূণিকাশতৈঃ ।
অমূল্যরত্নরচিতৈ-র্নানাচিত্রেণ চিত্রিতৈঃ ।
কপাটৈর্নবভির্যুক্তং নবদ্বারে মনোহরে ॥ ১৭৮
রত্নেন্দ্রচিত্রকলসৈঃ কৃত্রিমৈশ্চ ত্রিকোটিভিঃ ।
পরিতঃ পুরতো ভিত্ত্যামূর্দ্ধঞ্চ পরিশোভিতম্ ॥১৭৯
মহামণীন্দ্রবিকৃতৈ-রারোহৈর্নবভির্যুতম্ ।
সদ্রত্নসাররচিত-কলসোজ্জ্বলশেখরম্ ॥ ১৮০
পতাকাতোরণৈর্যুক্তং শোভিতং শ্বেতচামরৈঃ ।
সর্ব্বতঃ পুরতো দীপ্ত-মমূল্যরত্নদর্পণৈঃ ॥ ১৮১
ধনুঃপ্রমাণশতক-মূর্দ্ধমগ্নিশিখোপমম্ ।
শতহস্তপ্রমাণঞ্চ প্রস্তারং বর্ত্তুলাকৃতম্ ॥ ১৮২
শোভিতং রত্নতল্পৈশ্চ তদভ্যন্তরমুত্তমম্ ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকৈর্দিব্যৈ-র্মালাজালৈর্বিরাজিতম্ ॥
পারিজাতপ্রসূনানাং মাল্যোপাধানসংযুতৈঃ ।
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমৈঃ সুরভীকৃতৈঃ ॥ ১৮৪
নবশৃঙ্গারযোগ্যৈশ্চ কামবর্দ্ধনকারিভিঃ ।
মালতীচম্পকানাঞ্চ পুষ্পরাজিভিরন্বিতৈঃ ॥ ১৮৫
সকর্পূরৈশ্চ তাম্বূলৈঃ সদ্রত্নপাত্রসংস্থিতৈঃ ।
বজ্রসারেণ খচিতৈ-র্মুক্তাজালবিলম্বিভিঃ ॥ ১৮৬
রত্নপাত্রঘটাকীর্ণং রত্নাঙ্ঘ্রিপ্রপীঠসংযুতম্ ।
রত্নসিংহাসনৈর্যুক্তং রত্নচিত্রেণ চিত্রিতৈঃ ॥১৮৭
ক্ষরিতৈশ্চন্দ্রকান্তেভ্যঃ সুষিক্তং জলবিন্দুভিঃ ।
শীতবাসিততোয়েন সংযুক্তং ভোগবস্তুভিঃ ॥ ১৮৮
দৃষ্ট্বা রতিগৃহং রম্যং নগরঞ্চ পুনর্যযৌ ।
যেষাং যানি মন্দিরাণি তন্নামানি লিলেখ সঃ ॥
মুদা যুক্তো বিশ্বকর্ম্মা শিষ্যৈর্যক্ষগণৈঃ সহ ।
নিদ্রেশং নিদ্রিতং নত্বা প্রযযৌ স্বালয়ং মুনে ॥
সর্ব্বত্রৈবং সুকৃতিনাং সমস্তং ভবতীচ্ছয়া ।
নেহাশ্চর্য্যঞ্চ নগরং বভূবেশেচ্ছয়া ভুবি ॥ ১৯১
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং হরেশ্চরিতমঙ্গলম্ ।
সুখদং পাতকহরং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

নারদ উবাচ ।

কথং বৃন্দাবনং নাম কাননস্যাস্য ভারতে ।
ব্যুৎপত্তিরস্তি সংজ্ঞা বা তৎ ত্বং বদ সুতত্ত্ববিৎ ॥

সূত উবাচ ।

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা ঋষির্নারায়ণো মুদা ।
প্রহস্যোবাচ নিখিলং তত্ত্বমেব পুরাতনম্ ॥ ১৯৪

নারায়ণ উবাচ ।

পুরা কেদারনৃপতিঃ সপ্তদ্বীপপতিঃ স্বয়ম্ ।
আসীৎ সত্যযুগে ব্রহ্মন্ সত্যধর্ম্মরতঃ সদা ॥১৯৫
স রেমে সহ নারীভিঃ পুত্রপৌত্রগণৈঃ সহ ।
পুত্রানিব প্রজাঃ সর্ব্বাঃ পালয়ামাস ধার্ম্মিকঃ ॥
কৃত্বা শতক্রতুং রাজা লেভে নেন্দ্রত্বমীপ্সিতম্ ।
কৃত্বা নানাবিধং পুণ্যং ফলাকাঙ্ক্ষী ন চ স্বয়ম্ ॥
নিত্যং নৈমিত্তিকং সর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিপূর্ব্বকম্ ।
কেদারতুল্যো রাজেন্দ্রো ন ভূতো ভবিতা পুনঃ ॥
পুত্রেষু রাজ্যং সন্ন্যস্য প্রিয়াস্ত্রৈলোক্যমোহিনীঃ ।
জৈগীষব্যোপদেশেন জগাম তপসে বনম্ ॥ ১৯৯
হরেরৈকান্তিকং ভক্তো ধ্যায়তে সন্ততং হরিম্ ।
শশ্বৎ সুদর্শনং চক্রমস্তি যৎসন্নিধৌ মুনে ॥ ২০০
চিরং তপ্ত্বা নৃপশ্রেষ্ঠো গোলোকঞ্চ জগাম সঃ ।
কেদারনাম তৎ তীর্থং তন্নাম্না চ বভূব হ ।
অত্রাদ্যাপি মৃতঃ প্রাণী সদ্যোমুক্তো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥
কমলাংশে তস্য কন্যা নাম্না বৃন্দা তপস্বিনী ।
ন বব্রে সা বরং কঞ্চিদ্-যোগশাস্ত্রবিশারদা ॥ ২০২
দত্তং দুর্ব্বাসসা তস্যৈ হরের্মন্ত্রং সুদুর্লভম্ ॥ ২০৩
সা বিরক্তা গৃহং ত্যক্ত্বা জগাম তপসে বনম্ ।

ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি তপস্তেপে সুনির্জ্জনে ॥ ২০৪
আবির্ব্বভূব শ্রীকৃষ্ণস্তৎপুরো ভক্তবৎসলঃ ।
প্রসন্নবদনঃ শ্রীমান্ বরং বৃণ্বিত্যুবাচ হ ॥ ২০৫
দৃষ্ট্বা চ রাধিকাকান্তং শান্তং সুন্দরবিগ্রহম্ ।
মূর্চ্ছামবাপ সা সদ্যঃ কামবাণপ্রপীড়িতা ॥ ২০৬
সা চ শীঘ্রং বরং বব্রে পতিস্ত্বং মে ভবেতি চ ।
তথাস্তূক্ত্বা চ রহসি চিরং রেমে তয়া সহ ॥ ১০৭
সা জগাম চ গোলোকং কৃষ্ণেন সহ কৌতুকাৎ ।
রাধাসমা চ সৌভাগ্যাদ্‌গোপীশ্রেষ্ঠা বভূব হ ॥২০৮
বৃন্দা যত্র তপস্তেপে তৎ তু বৃন্দাবনং স্মৃতম্ ।
বৃন্দা যত্র কৃতক্রীড়া তেন বা মুনিপুঙ্গব ॥ ১০৯
অথান্যথেতিহাসঞ্চ শৃণুষ বৎস পুণ্যদম্ ।
যেন বৃন্দাবনং নাম নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ১১০
কুশধ্বজস্য কন্যে দ্বে ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদে ।
তুলসী-বেদবত্যৌ চ বিরক্তে ভবকর্ম্মণি ॥ ২১১
তপস্তপ্ত্বা বেদবতী প্রাপ নারায়ণং বরম্ ।
সীতা জনককন্যা সা সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিতা ॥ ১১২
তুলসী চ তপস্তপ্ত্বা বাঞ্ছাং কৃত্বা পতিং হরিম্ ।
দৈবাদ্দুর্ব্বাসসঃ শাপাৎ প্রাপ্য শঙ্খাসুরং পতিম্
পশ্চাৎ সম্প্রাপ কমলা-কান্তং কান্তং মনোহরম্ ।
সা এব হরিশাপেন বৃক্ষরূপা সুরেশ্বরী ॥ ২১৪
তস্যাঃ শাপেন চ হরিঃ শালগ্রামো বভূব হ ।
তথা তস্থৌ চ সততং শিলাবক্ষসি সুন্দরী ॥ ২১৫
বিস্তীর্ণং কথিতং সর্ব্বং তুলসীচরিতঞ্চ তে ।
তথাপি চ প্রসঙ্গেন কিঞ্চিদুক্তং মুনে পুনঃ ॥২১৬
তস্যা নামান্তরং বৃন্দা তদিদঞ্চ তপোবনম্ ।
তেন বৃন্দাবনং নাম প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ২১৭
অথবা তে প্রবক্ষ্যামি পরং হেত্বন্তরং শৃণু ।
যেন বৃন্দাবনং নাম পুণ্যক্ষেত্রস্য ভারতে ॥ ২১৮
রাধাষোড়শনাম্নাঞ্চ বৃন্দানাম শ্রুতৌ শ্রুতম্ ।
তস্যাঃ ক্রোড়াবনং রম্যং তেন বৃন্দাবনং স্মৃতম্ ॥
গোলোকে প্রীতয়ে তস্যাঃ কৃষ্ণেন নির্ম্মিতং পুরা ।
ক্রীড়ার্থং ভূমি তন্নাম্না বনং বৃন্দাবনং স্মৃতম্ ॥২২০

নারদ উবাচ ।

কানি ষোড়শ নামানি রাধিকায়া জগদ্‌গুরো
তানি মে বদ শিষ্যায় শ্রোতুং কৌতুহলং মম ॥
শ্রুতং নাম্নাং সহস্রাণি সামবেদে নিরূপিতম্ ।
তথাপি শ্রোতুমিচ্ছামি ভক্তো নামানি ষোড়শ ॥

অভ্যন্তরাণি তেষাং বা তদন্যান্যেব বা বিভো ।
অহো পুণ্যস্বরূপাণি ভক্তানাং বাঞ্ছিতানি চ ॥২২৩
নামানি তেষাং ব্যুৎপত্তিং সর্ব্বেষাং দুর্লভানি চ ।
পাবনানি জগন্মাতুর্জ্জগতাং মূঢ়রূপিণাম্ ॥ ২২৪

নারায়ণ উবাচ ।

রাধা রাসেশ্বরী রাস-বাসিনী রসিকেশ্বরী ।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা কৃষ্ণ-প্রিয়া কৃষ্ণস্বরূপিণী ॥ ২২৫
কৃষ্ণবামাংশসম্ভূতা পরমানন্দরূপিণী ।
কৃষ্ণা বৃন্দাবনী বৃন্দা বৃন্দাবনবিনোদিনী ॥ ২২৬
চন্দ্রাবতী চন্দ্রকান্তা শতচন্দ্রনিভাননা ।
নামান্যেতানি সারাণি তেষামভ্যন্তরাণি চ ॥ ২২৭
রাধেত্যেবঞ্চ সংসিদ্ধা রাকারো দানবাচকঃ ।
ধা নির্ব্বাণঞ্চ তদ্দাত্রী তেন রাধা প্রকীর্ত্তিতা ॥২২৮
রাসেশ্বরস্য পত্নীয়ং তেন রাসেশ্বরী স্মৃতা ।
রাসে চ বাসো যস্যাশ্চ তেন সা রাসবাসিনী ॥
সর্ব্বাসাং রসিকানাঞ্চ দেবীনামীশ্বরী পরা ।
প্রবদন্তি সদা সন্তস্তেন তাং রসিকেশ্বরীম্ ॥ ২৩০
প্রাণাধিকা প্রেয়সী সা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা সা চ কৃষ্ণেন পরিকীর্ত্তিতা ॥ ২৩১
কৃষ্ণস্যাতিপ্রিয়া কান্তা কৃষ্ণো বাস্যাঃ প্রিয়ঃ সদা ।
সর্ব্বৈর্দেবগণৈরুক্তা * তেন কৃষ্ণপ্রিয়া স্মৃতা ॥
কৃষ্ণরূপং সংবিধাতুং যা শক্তা চাবলীলয়া ।
সর্ব্বাংশৈঃ কৃষ্ণসদৃশী তেন কৃষ্ণস্বরূপিণী ॥ ২৩৩
বামার্দ্ধাঙ্গেন কৃষ্ণস্য যা সম্ভূতা পুরা সতী ।
কৃষ্ণবামাংশসম্ভূতা তেন কৃষ্ণেন কীর্ত্তিতা ॥ ২৩৪
পরমানন্দরাশিশ্চ স্বয়ং মূর্ত্তিমতী সতী ।
শ্রুতিভিঃ কীর্ত্তিতা তেন পরমানন্দরূপিণী ॥ ২৩৫
কৃষির্মোক্ষার্থবচনো ণ এবোৎকৃষ্টবাচকঃ ।
আকারো দাতৃবচনস্তেন কৃষ্ণাত্র কীর্ত্তিতা ॥ ২৩৬
অস্তি বৃন্দাবনং যস্যাস্তেন বৃন্দাবনী স্মৃতা ।
বৃন্দাবনস্যাধিদেবী তেন বাথ প্রকীর্ত্তিতা ॥২৩৭
বৃন্দঃ সমূহবচঃ সখ্যরকারোঽপ্যস্তিবাচকঃ † ।
সখিবৃন্দোঽস্তি যস্যাশ্চ সা বৃন্দা পরিকীর্ত্তিতা ॥২৩৮
মুদ্বাচকো বিনোদশ্চ সা অস্যা অস্তি তত্র চ ।
বেদা বদন্তি তাং তেন বৃন্দাবনবিনোদিনীম্ ॥ ২৩৯

---

* উক্তেতি সবকারপাঠস্তু প্রামাদিক এব ।
† সখিশব্দেঽত্র প্রাধান্যেন পুংলিঙ্গতা ।

নখচন্দ্রাবলী যস্যা বক্ত্রচন্দ্রোঽস্তি সন্ততম্ ।
তেন চন্দ্রাবলী সা চ কৃষ্ণেন কীর্ত্তিতা পুরা ॥২৪০
কান্তিরস্তি চন্দ্রতুল্যা সদা যস্যা দিবানিশম্ ।
সা চন্দ্রকান্তা হর্ষেণ হরিণা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ২৪১
শতচন্দ্রপ্রভা যস্যাশ্চাননেঽস্তি দিবানিশম্ ।
মুনিনা কীর্ত্তিতা তেন শতচন্দ্রপ্রভাননা ॥ ২৪২
ইতি ষোড়শনামোক্ত-মর্থব্যাখ্যানসংযুতম্ ।
নারায়ণেন দত্তং যদ্ব্রহ্মণে নাভিপঙ্কজে ॥ ২৪৩
ব্রহ্মণা চ পুরা দত্তং ধর্ম্মায় জনকায় মে ।
ধর্ম্মেণ কৃপয়া দত্তং মহ্যমাদিত্যপর্ব্বণি ।
পুষ্করে চ মহাতীর্থে পুণ্যাহে দেবসংসদি ॥ ২৪৪
রাধাপ্রভাবপ্রস্তাবে সুপ্রসন্নেন চেতসা ।
ইদং স্তোত্রং মহা পুণ্যং তুভ্যং দত্তং মহামুনে ॥
যাবজ্জীবমিদং স্তোত্রং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ ।
রাধামাধবয়োঃ পাদ-পদ্মে ভক্তির্ভবেদিহ ॥ ২৪৬
অন্তে লভেৎ তয়োর্দাস্যং শশ্বৎ সহচরো ভবেৎ ।
অণিমাদিকসিদ্ধিঞ্চ সম্প্রাপ্য নিত্যবিগ্রহম্ ॥ ২৪৭
ব্রতদানোপবাসৈশ্চ সর্ব্বৈর্নিয়মপূর্ব্বকৈঃ ।
চতুর্ণাঞ্চৈব বেদানাং পাঠৈঃ সর্ব্বার্থসংযুতৈঃ ॥২৪৮
সর্ব্বেষাং যজ্ঞতীর্থানাং করণৈর্বিধিবোধিতৈঃ ।
প্রাদক্ষিণ্যেন ভূমেশ্চ কৃৎস্নায়া এব সপ্তধা ॥ ২৪৯
শরণাগতরক্ষায়ামজ্ঞানে জ্ঞানদানতঃ ।
দেবানাং বৈষ্ণবানাঞ্চ দর্শনেনাপি যৎ ফলম্ ॥২৫০
তদেব স্তোত্রপাঠস্য কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ।
স্তোত্রস্যাস্য প্রভাবেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ২৫১
ইতি শ্রীনারায়ণ-প্রোক্তং রাধাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।

নারদ উবাচ ।

সম্প্রাপ্তং পরমাশ্চর্য্যং স্তোত্রং সর্ব্বসুদুর্লভম্ ।
কবচঞ্চাপি দেব্যাশ্চ সংসারবিজয়ং বিভো ॥ ২৫২
কৃতং স্তোত্রং সুযত্নেন সম্প্রাপ্তং তাপখণ্ডনম্ ।
শ্রুত্বা কৃষ্ণকথাং চিত্রাং ত্বৎপাদাব্জপ্রসাদতঃ ॥২৫৩
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি যদ্রহস্যঞ্চ তদ্বদ ।
প্রাতশ্চ নগরং দৃষ্ট্বা কিমুচুর্ব্রজবা মুনে ॥ ২৫৪

নারায়ণ উবাচ ।

গতায়াং তত্র যামিন্যাং গতে চ বিশ্বকর্ম্মণি ।
অরুণোদয়বেলায়াং জনাঃ সর্ব্বে জজাগরুঃ ॥ ২৫৫
উত্থায় দৃষ্ট্বা নগরং স্বর্গাদপি বিলক্ষণম্ ।
কিমাশ্চর্য্যং কিমাশ্চর্য্য-মিত্যূচুর্ব্রজবাসিনঃ ॥ ২৫৬
কাংশ্চিদ্গোপান্ কেচিদূচুঃ কস্যাং সর্ব্বমভূদিদম্
জানে ন কেন রূপেণ কো ভূমৌ প্রভবেদিতি ॥
বুবুধে মনসা নন্দো গর্গবাক্যমনুস্মরন্ ।
শ্রীহরেরিচ্ছয়া সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ২৫৮
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং যস্য ভ্রূভঙ্গলীলয়া ।
আবির্ভূতং তিরোভূতং তস্যাসাধ্যঞ্চ কিং কৃতঃ ॥
বিবরেষ্বপি যল্লোম্নাং ব্রহ্মাণ্ডান্যখিলানি চ ।
ঈশস্য তস্য মহাবিষ্ণোঃ কিমসাধ্যং হরেরহো ॥ ২৬০
ব্রহ্মানন্তেশধর্ম্মাশ্চ ধ্যায়ন্তে যৎপদাম্বুজম্ ।
কিমসাধ্যং তদংশস্য মায়ামানুষরূপিণঃ ॥ ২৬১
ভ্রামং ভ্রামং তন্নগরং দর্শং দর্শং গৃহং গৃহম্ ।
পাঠং পাঠঞ্চ নামানি সর্ব্বেভ্যো নিলয়ং দদৌ ॥
কৃত্বা শুভক্ষণং নন্দো বৃষভানুশ্চ কৌতুকী ।
চকার স্বগণৈঃ সার্দ্ধং তদাশ্রমপ্রবেশনম্ ॥ ২৬৩
সর্ব্বে বৃন্দাবনস্থাশ্চ প্রসন্নবদনেক্ষণাঃ ।
মুদা প্রবেশনং চক্রুঃ স্বং স্বমাশ্রমমণ্ডলম্ ॥ ২৬৪
সর্ব্বে মুমুদিরে গোপাঃ স্বস্বস্থানে মনোহরে ।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং নির্ম্মাণং নগরস্য চ ॥২৬৫
বালকা বালিকাশ্চৈব চিক্রীড়ুশ্চ প্রহর্ষিতাঃ ।
শ্রীকৃষ্ণো বলদেবশ্চ শিশুভিঃ সহ কৌতুকাৎ ॥
ক্রীড়াং চকার তত্রৈব স্থানে স্থানে মনোহরে ।
বনে বনে চ শ্রীরাস-মণ্ডলস্য চ নারদ ॥ ২৬৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে শ্রীবৃন্দা-বননগরবর্ণনচরিত্রপ্রস্তাবো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

অহো কিমদ্ভুতং সূত রহস্যং সুমনোহরম্ ।
শ্রুতং কৃষ্ণস্য চরিতং সুখদং মোক্ষদং পরম্ ॥ ১
শ্রুত্বা নগরনির্ম্মাণং দেবর্ষির্নারদো মুনিঃ ।
কিং পপ্রচ্ছ ধর্ম্মপুত্রং হরেশ্চরিতমঙ্গলম্ ॥ ২

সূত উবাচ ।

শ্রুত্বা নগরনির্ম্মাণং নারদো মুনিসত্তমঃ ।
পপ্রচ্ছ কৃষ্ণচরিতমপরং সুমনোহরম্ ॥ ৩

নারদ উবাচ।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যানচরিতং পীযূষং মুনিসত্তম।
জ্ঞানসিন্ধো নিগদ মাং শিষ্যঞ্চ শরণাগতম্ ॥ ৪
নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা মুদা নারায়ণঃ স্বয়ম্।
উবাচ পরমীশস্য চরিতং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৫
নারায়ণ উবাচ।
একদা বালকৈঃ সার্দ্ধং বলেন সহ মাধবঃ।
জগাম শ্রীমধুবনং যমুনাতীরনীরজম্ ॥ ৬
বিচেরুর্গোসমূহাশ্চ চিক্রীড়ুর্বালকাস্তথা।
বিশ্রান্তাস্তৃট্পরীতাশ্চ ক্ষুধাভিঃ পরিপীড়িতাঃ ॥ ৭
তমূচুর্গোপশিশবঃ শ্রীকৃষ্ণং পরমেশ্বরম্।
ক্ষুধাস্মান্ বাধতে কৃষ্ণ কিং কুর্ম্মো ব্রূহি কিঙ্করান্
শিশূনাং বচনং শ্রুত্বা তানুবাচ দয়ানিধিঃ।
স্মিতং তথ্যঞ্চ বচনং প্রসন্নবদনেক্ষণঃ ॥ ৯
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
বালা গচ্ছত বিপ্রাণাং যজ্ঞস্থানং সুখাবহম্।
অন্নং যাচত তং শীঘ্রং ব্রাহ্মণাংশ্চ ক্রতূন্মুখান্ ॥
বিপ্রা আঙ্গিরসাঃ সর্ব্বে স্বাশ্রমে শ্রীবনান্তিকে।
যজ্ঞং কুর্ব্বন্তি বিপ্রাশ্চ শ্রুতিস্মৃতিবিশারদাঃ ॥১১
নিস্পৃহা বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে মাং যজন্তি মুমুক্ষবঃ।
মায়য়া মাং ন জানন্তি মায়ামানুষরূপিণম্ ॥ ১২
ন চেদ্দদতি যুষ্মভ্যমন্নং বিপ্রাঃ ক্রতুন্মুখাঃ।
তৎকান্তা যাচত ক্ষিপ্রং দয়াযুক্তাঃ শিশূন্ প্রতি ॥
শ্রীকৃষ্ণবচনং শ্রুত্বা যযুর্বালকপুঙ্গবাঃ।
পুরতো ব্রহ্মণানাঞ্চ তস্থুরানতকন্ধরাঃ ॥ ১৪
ইত্যূচুর্বালকাঃ শীঘ্রমন্নং দত্ত দ্বিজোত্তমাঃ।
ন শুশ্রুবুর্দ্বিজাঃ কেচিৎ কেচিচ্ছ্রুত্বা স্থিতাঃ স্মিতাঃ
তে যযু রন্ধনাগারং ব্রাহ্মণ্যো যত্র পাচিকাঃ।
গত্বা বালা বিপ্রভার্য্যাঃ প্রণেমুর্নতকন্ধরাঃ ॥ ১৬
নত্বেত্যূচুর্বালকাশ্চ বিপ্রভার্য্যাঃ পতিব্রতাঃ।
অন্নং দত্ত মাতরোহস্মান্ ক্ষুধার্ত্তানপি বালকান্ ॥
বালানাং বচনং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা তাংশ্চ মনোহরান্।
পপ্রচ্ছ সাদরং সাধ্ব্যঃ স্মেরাননসরোরুহাঃ ॥ ১৮
বিপ্রপত্ন্য উচুঃ।
কে যূয়ং প্রেষিতাঃ কেন কানি নামানি বো বদ।
দাস্যামোহন্নং বহুবিধৈর্ব্যঞ্জনৈঃ সহিতং বরম্ ॥
ব্রাহ্মণীনাং বচঃ শ্রুত্বা ত উচুস্তে মুদান্বিতাঃ।
স্নিগ্ধা হসন্তঃ স্ফীতাশ্চ সর্ব্বে গোপালবালকাঃ ॥২০

বালা উচুঃ।
প্রেষিতা রামকৃষ্ণাভ্যাং বয়ং ক্ষুৎপীড়িতা ভৃশম্।
দত্তান্নং মাতরোহস্মভ্যং ক্ষিপ্রং যামস্তদন্তিকম্ ॥
ইতোহতিদূরে ভাণ্ডীর-বনাভ্যন্তর এব চ।
বটমূলে মধুবনে বসন্তৌ রামকেশবৌ ॥ ২২
বিশ্রান্তৌ ক্ষুধিতৌ তৌ বো যাচেতেহন্নঞ্চ মাতরঃ
কিমু দেয়ং ন বা দেয়ং শীঘ্রং বদত নোহধুনা ॥২৩
গোপানাং বচনং শ্রুত্বা হৃষ্টানন্দাশ্রুলোচনাঃ।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গাস্তৎপাদাব্জমনোরথাঃ ॥ ২৪
নানাব্যঞ্জনসংযুক্তং শাল্যন্নং সুমনোহরম্।
পায়সং পিষ্টকং স্বাদু দধি ক্ষীরং ঘৃতং মধু ॥ ২৫
রৌপ্যে কাংস্যে রাজতে চ পাত্রে কৃত্বা মুদান্বিতাঃ
তাঃ সর্ব্বা বিপ্রপত্ন্যশ্চ প্রযযুঃ কৃষ্ণসন্নিধৌ ॥ ২৬
নানামনোরথং কৃত্বা মনসা গমনোন্মুখাঃ।
পতিব্রতাস্তা ধন্যাশ্চ শ্রীকৃষ্ণদর্শনোৎসুকাঃ ॥ ২৭
গত্বা দদৃশুঃ শ্রীকৃষ্ণং সবলং সহবালকম্।
বটমূলে বসন্তং তমুড়ুমধ্যে যথোড়ুপম্ ॥ ২৮
শ্যামং কিশোরবয়সং পীতকৌষেয়বাসসম্।
সুন্দরং সস্মিতং শান্তং রাধাকান্তং মনোহরম্ ॥২৯
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যং রত্নালঙ্কারভূষিতম্।
রত্নকেয়ূর-বলয়-রত্ননূপুরভূষিতম্ ॥ ৩০
আজানুলম্বিতাং শুভ্রাং বিভ্রতং রত্নমালিকাম্।
মালতীমালয়া কণ্ঠ-বক্ষঃস্থলবিরাজিতম্ ॥ ৩১
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমার্চ্চিতবিগ্রহম্।
সুনসং সুকপোলঞ্চ তুষ্টুবুর্মধুসূদনম্ ॥ ৩২
পক্কদাড়িম্ববীজাভং বিভ্রতং দন্তমুত্তমম্।
শিখিপুচ্ছসমাযুক্ত-বদ্ধচূড়ং পরাৎপরম্ ॥ ৩৩
কদম্বপুষ্পযুগ্মাভ্যাং কর্ণমূলবিরাজিতম্।
ধ্যানাসাধ্যং যোগিনাঞ্চ ভক্তানুগ্রহকাতরম্ ॥ ৩৪
ব্রহ্মেশধর্ম্মশেষেন্দ্রৈঃ স্তূয়মানং মুনীশ্বরৈঃ।
দৃষ্ট্বৈবমীশ্বরং ভক্ত্যা প্রণেমুর্দ্বিজযোষিতঃ।
স্বাসাং জ্ঞানানুরূপঞ্চ তুষ্টুবুর্মধুসূদনম্ ॥ ৩৫
বিপ্রপত্ন্য উচুঃ
ত্বং ব্রহ্ম পরমং ধাম নিরীহো নিরহঙ্কৃতঃ।
নির্গুণশ্চ নিরাকারঃ সাকারঃ সগুণঃ স্বয়ম্ ॥ ৩৬
সাক্ষিরূপশ্চ নির্লিপ্তঃ পরমাত্মা নিরাকৃতিঃ।
প্রকৃতিঃ পুরুষস্ত্বঞ্চ কারণঞ্চ তয়োঃ পরঃ ॥ ৩৭
সৃষ্টিস্থিত্যন্তবিষয়ে যে চ দেবাস্ত্রয়ঃ পরাঃ।

তে ত্বদংশাঃ সর্ব্ববীজা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ॥ ৩
যস্য লোমাঞ্চ বিবরেষ্বখিলং বিশ্বমীশ্বর।
মহাবিরাড়্মহাবিষ্ণুস্ত্বং তস্য জনকো বিভো ॥
তেজস্ত্বঞ্চাপি তেজস্বী জ্ঞানং জ্ঞানী চ তৎপরঃ।
বেদেঽনির্ব্বচনীয়স্ত্বং কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ ॥ ৪০
মহদাদিসৃষ্টিসূত্রং পঞ্চতন্মাত্রমেব চ।
বীজং ত্বং সর্ব্বশক্তীনাং সর্ব্বশক্তিস্বরূপকঃ ॥ ৪১
সর্ব্বশক্তীশ্বরঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বশক্ত্যাশ্রয়ঃ সদা।
ত্বমনহঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ সর্ব্বানন্দঃ সনাতনঃ ॥৪২
অহোঽপ্যাকারহীনস্ত্বং সর্ব্ব-বিগ্রহবানপি।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং বিষয়ং জানাসি নেন্দ্রিয়ী ভবান্ ॥
সরস্বতী জড়ীভূতা যৎস্তোত্রে যন্নিরূপণে।
জড়ীভূতো মহেশশ্চ শেষো ধর্ম্মো বিধিঃ স্বয়ম্ ॥৪৪
পার্ব্বতী কমলা রাধা সাবিত্রী বেদসূরপি।
বেদশ্চ জড়তাং যাতি কে বা শক্তা বিপশ্চিতঃ ॥
বয়ং কিং স্তবনং কুর্ম্মোঽযোগ্যাঃ প্রাজ্ঞেশ্বরেশ্বর।
প্রসন্নো ভব নো দেব দীনবন্ধো কৃপাং কুরু ॥ ৪৬
ইত্যবমুক্ত্বা তাঃ পত্ন্যঃ পেতুস্তচ্চরণাম্বুজে।
অভয়ং প্রদদৌ তাশ্চ প্রসন্নবদনেক্ষণঃ ॥ ৪৭
বিপ্রপত্ন্যা কৃতং স্তোত্রং পূজাকালে চ যঃ পঠেৎ।
স গতিং বিপ্রপত্নীনাং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৮

(ইতি বিপ্রপত্নীকৃতং স্তোত্রং সমাপ্তম্ ।)

নারায়ণ উবাচ।

তাঃ পাদাম্ভোজপতিতা দৃষ্ট্বা শ্রীমধুসূদনঃ।
বরং বৃণুত কল্যাণং ভবিতা চেত্যুবাচ হ ॥ ৪৯
শ্রীকৃষ্ণস্য বচঃ শ্রুত্বা বিপ্রপত্ন্যো মুদান্বিতাঃ।
তমূচুর্বচনং ভক্ত্যা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরাঃ ॥ ৫০

বিপ্রপত্ন্য ঊচুঃ।

বরং বৎস ন গৃহ্ণীমো নঃ স্পৃহা ত্বৎপদাম্বুজে।
দেহি স্বদাস্যমস্মভ্যং দৃঢ়াং ভক্তিং সুদুর্লভাম্ ॥৫১
পশ্যামোঽনুক্ষণং বক্ত্র-সরোজং তব কেশব।
অনুগ্রহং কুরু বিভো ন যাস্যামো গৃহং পুনঃ ॥ ৫২
দ্বিজপত্নীবচঃ শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণঃ করুণানিধিঃ।
ওমিত্যুক্ত্বা ত্রিলোকেশস্তস্থৌ বালকসংসদি ॥ ৫৩
প্রদত্তং বিপ্রপত্নীভির্মিষ্টমন্নং সুধোপমম্
বালকান্ ভোজয়িত্বা তু স্বয়ঞ্চ বুভুজে হরিঃ ॥ ৫৪
এতস্মিন্নন্তরে তত্র শাতকুম্ভরথং বরম্।
দদৃশুর্বিপ্রপত্ন্যশ্চ পতন্তং গগনাদহো ॥ ৫৫
রত্নদর্পণসংযুক্তং রত্নসারপরিচ্ছদম্।
রত্নস্তম্ভৈস্তনিরুদ্ধঞ্চ সদ্রত্নকলসোজ্জ্বলম্ ॥ ৫৬
শ্বেতচামরসংযুক্তং বহ্নিশুদ্ধাংশুকান্বিতম্।
পারিজাতপ্রসূনানাং মালাজালৈর্বিরাজিতম্ ॥ ৫৭
শতচন্দ্রসমাযুক্তং মনোযাস্নি মনোহরম্।
বেষ্টিতং পার্ষদৈর্দিব্যৈর্বনমালাবিভূষিতৈঃ ॥ ৫৮
পীতবস্ত্রপরীধানৈ রত্নালঙ্কারভূষিতৈঃ।
নবযৌবনসম্পন্নৈঃ শ্যামলৈঃ সুমনোহরৈঃ ॥ ৫৯
দ্বিভুজৈর্ম্মুরলীহস্তৈর্গোপবেশধরৈর্বরৈঃ।
শিখিপুচ্ছগুঞ্জমালা-বদ্ধবঙ্কিমচূড়কৈঃ ॥ ৬০
অবরুহ্য রথাৎ তূর্ণং তে প্রণম্য হরেঃ পদম্।
রথমারোহণং কর্ত্তুমূচুর্ব্রাহ্মণকামিনীঃ ॥ ৬১
বিপ্রভার্য্যা হরিং নত্বা জগ্মুর্গোলোকমীপ্সিতম্।
বভূবুর্গোপিকাঃ সদ্য-স্ত্যক্ত্বা মানুষবিগ্রহান্ ॥ ৬২
হরিশ্ছায়াং বিনির্ম্মায় তাসাঞ্চ বিষ্ণুমায়য়া।
প্রস্থাপয়ামাস গৃহান্ ব্রাহ্মণানাং স্বয়ং বিভুঃ ॥৬৩
বিপ্রাশ্চ ভার্য্যা উদ্দিশ্য পরং সন্দিগ্ধমানসাঃ।
অন্বেষণং প্রকুর্ব্বন্তো দদৃশুঃ পথি কামিনীঃ ॥ ৬৪
দৃষ্ট্বোচুর্ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে তাস্তে চ বিনয়ান্বিতাঃ।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গাঃ প্রসন্নবদনেক্ষণাঃ ॥ ৬৫

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ।

অহোঽতিধন্যা যূয়ঞ্চ দৃষ্টো যুষ্মাভিরীশ্বরঃ।
অস্মাকং জীবনং ব্যর্থং বেদপাঠোঽপ্যনর্থকঃ ॥ ৬৬
বেদে পুরাণে সর্ব্বত্র বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্।
হরের্বিভূতয়ঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বেষাং জনকো হরিঃ ॥৬৭
তপো জপো ব্রতং দানং বেদাধ্যয়নমর্চ্চনম্।
তীর্থস্নানমনশনং সর্ব্বেষাং ফলদো হরিঃ ॥ ৬৮
শ্রীকৃষ্ণঃ সেবিতো যেন কিং তস্য তপসাং ফলৈঃ
প্রাপ্তঃ কল্পতরুর্যেন কিং তস্যান্যেন শাখিনা ॥ ৬৯
শ্রীকৃষ্ণো হৃদয়ে যস্য কিং তস্য কর্ম্মভিঃ কৃতৈঃ।
কিং পীতসাগরস্যৈব পৌরুষং কূপলঙ্ঘনে ॥ ৭০
ইত্যেবমুক্ত্বা বিপ্রাশ্চ গৃহীত্বা কামিনীবরাঃ।
প্রজগ্মুঃ স্বগৃহং হৃষ্টাস্তাভিঃ সার্দ্ধঞ্চ রেমিরে ॥৭১
তাসাং ততোঽধিকং প্রেম ক্রীড়াসু সর্ব্বকর্ম্মসু।
দাক্ষিণ্যং মায়য়া শক্তা ব্রাহ্মণা ন বিতর্কিতুম্ ॥৭২
অথ নারায়ণঃ সোঽয়ং বলেন শিশুভিঃ সহ।
জগাম স্বালয়ং তূর্ণং পূর্ণংব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৭৩

ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং হরের্ম্মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ।
পুরা শ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রাৎ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

নারদ উবাচ ।

ঋষীন্দ্র কেন পুণ্যেন বভূব বিপ্রযোষিতাম্ ।
মুনিন্দ্রাণাঞ্চ সিদ্ধানাং দুর্লভা গতিরীদৃশী ॥ ৭৫
ইমাঃ কা বা পুণ্যবত্যঃ পুরা তস্থুর্মহীতলম্ ।
আজগ্মুঃ কেন দোষেণ বদ সন্দেহভঞ্জন ॥ ৭৬

নারায়ণ উবাচ ।

সপ্তর্ষীণাং রমণ্যশ্চ রূপেণাপ্রতিমাঃ পরাঃ ।
গুণবত্যঃ সুশীলাশ্চ স্বধর্ম্মিষ্ঠাঃ পতিব্রতাঃ ॥ ৭৭
নবীনযৌবনাঃ সর্ব্বাঃ পীনশ্রোণিপয়োধরাঃ ।
দিব্যবস্ত্রপরীধানা রত্নালঙ্কারভূষিতাঃ ॥ ৭৮
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাঃ স্মেরাননসরোরুহাঃ ।
মুনীনাং মানসং শক্তা মোহিতুং বক্রচক্ষুষা ॥ ৭৯
দৃষ্ট্বা তাসাং স্তনশ্রোণিমুখানি সুন্দরাণি চ ।
অনলশ্চকমে তাশ্চ মদনানলপীড়িতঃ ॥ ৮০
অগ্নিস্থানাস্থিতানাঞ্চ শিখয়া সুরতোন্মুখঃ ।
পস্পর্শাঙ্গানি তাসাঞ্চ বভূব হতচেতনঃ ॥ ৮১
পতিব্রতা ন জানন্তি পতিপাদাব্জমানসাঃ ।
অগ্নিরঙ্গানি তাসাঞ্চ দর্শং স্পর্শং মুমোহ চ ॥৮২
বহ্নেশ্চ মানসং জ্ঞাত্বা ভগবানঙ্গিরাঃ স্বয়ম্ ।
শশাপ তমিত্যুবাচ সর্ব্বভক্ষো বভূব হ ॥ ৮৩
বহ্নিঃ সচেতনো ভূত্বা তুষ্টাব মুনিপুঙ্গবম্ ।
ব্রীড়য়া নম্রবদনশ্চকম্পে ব্রহ্মতেজসা ॥ ৮৪
ক্রুদ্ধো মুনিঃ পরস্পৃষ্ট-কামিনীশ্চ শশাপ হ ।
যাত যূয়ং পাপযুক্তা মানুষীং যোনিমেব চ ॥ ৮৫
ভারতে ব্রাহ্মণানাঞ্চ গৃহে লভত জন্ম বৈ ।
করিষ্যন্তি বিবাহঞ্চ যুষ্মান্ নঃ কুলজা দ্বিজাঃ ॥৮৬
শ্রুত্বা বাক্যং মুনেস্তাশ্চ রুরুদুঃ প্রেমবিহ্বলাঃ ।
পুটাঞ্জলিযুতাঃ সর্ব্বা ইত্যূচুস্তং বিদাং বরম্ ॥ ৮৭

মুনিপত্ন্য উচুঃ ।

ন ত্যজাস্মান্ মুনিশ্রেষ্ঠ নিষ্পাপাশ্চ পতিব্রতাঃ ।
অজানন্তীঃ পরস্পৃষ্টা ন চ নস্ত্যক্তুমর্হতি ॥ ৮৮
ভক্তানাং কিঙ্করীণাঞ্চ ন দণ্ডং কর্ত্তুমর্হতি ।
যুষ্মাকং চরণাম্ভোজং কদা দ্রক্ষ্যামহে বয়ম্ ॥৮৯
খড়্গাচ্ছেদাদ্বজ্রপাতাৎ সর্ব্বপ্রহরণান্মুনে ।
দারুণঃ কান্তবিচ্ছেদঃ সাধ্বীনাং দুঃসহঃ সদা ॥৯০
ব্রহ্মিষ্ঠানাং গুণবতাং পরান্ কান্তান্ মহামুনীন্ ।
এবম্ভূতান্ কথং ত্যক্ত্বা যাস্যামঃ পৃথিবীতলম্ ॥ ৯১
যাস্যামো যদি বিপ্রেন্দ্র কদাত্রাগমনং বদ ।
অজ্ঞানস্পর্শদোষাণাং ন স্যান্নো বিধিবোধিতঃ ॥ ৯২
অহল্যয়া পুনঃ প্রাপ্তঃ স্বামীন্দ্রস্য প্রধর্ষণাৎ ।
সা সম্ভোগাৎ পুনঃ শুদ্ধা স্পর্শাৎ কিং
বর্জ্জিতা বয়ম্ ॥৯৩
বিচারং কুরু ধর্ম্মিষ্ঠ বেদবেদাঙ্গপারগ ।
বেদকর্ত্তুশ্চ পুত্রস্ত্বং সর্ব্ববেদবিদাং বরঃ ॥ ৯৪
অন্যেষাঞ্চ ভয়াৎ কান্তা ব্রজন্তি শরণং পতিম্ ।
স্বকান্তভয়সংবিগ্নাঃ শরণং কং ব্রজন্তি তাঃ ॥ ৯৫
অভয়ং দেহি ধর্ম্মিষ্ঠ ভয়যুক্তাভ্য এব চ ।
পুত্রে শিষ্যে কলত্রে চ কো দণ্ডং কর্ত্তুমক্ষমঃ ॥৯৬
দুর্ব্বলঃ সবলো বাপি স্ববস্তূনামপীশ্বরঃ ।
স্বদ্রব্যং বিক্রয়ং কর্ত্তুং ন চান্যো রক্ষিতুং ক্ষমঃ ॥
কামিনীনাং বচঃ শ্রুত্বা দয়ালুর্মুনিপুঙ্গবঃ ।
প্রেম্ণা রুরোদ তাসাঞ্চ নিরীক্ষ্য মুখপঙ্কজম্ ॥ ৯৮
বেদবেদাঙ্গপারজ্ঞো জ্ঞানিনাং যোগিনাং বরঃ ।
পত্নীবিচ্ছেদবিষয়ে মূর্চ্ছাং প্রাপ তথাপি সঃ ॥ ৯৯
সর্ব্বে বভূবুঃ শোকার্ত্তা বিরহোদ্বিগ্নমানসাঃ ।
নিরীক্ষ্য তাসাং বক্ত্রাণি তস্থৌ পুত্তলিকা যথা ॥
কৃত্বা বিলাপং সুচিরং সর্ব্ববেদবিদাং বরঃ ।
ভ্রাতৃভিশ্চ সহালোচ্য তা উবাচ শুচাতুরঃ ॥১০১

অঙ্গিরা উবাচ ।

যূয়ং শৃণুত বক্ষ্যামি বচনং সত্যমেব চ ।
স্বকর্ম্মভোগিনাং ভোগমাকর্ম্মান্তং শ্রুতৌ শ্রুতম্ ॥
গতো ভোগশ্চ যুষ্মাকমস্মাভিঃ সহ নিশ্চিতম্ ।
গতে ভোগে পুনর্ভোগো ন হি বেদে নিরূপিতঃ ॥
শুভাশুভঞ্চ যৎ কর্ম্ম ভারতে কৃতিভিঃ কৃতম্ ।
মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কান্তা জন্মকোটিশতৈরপি ॥১০৪
পরভুক্তাঞ্চ কান্তাঞ্চ যো ভুঙ্ক্তে স নরাধমঃ ।
স পচ্যতে কালসূত্রে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ১০৫
ন সা দৈবে ন সা পৈত্র্যে পাকার্হা পাপসংযুতা ।
তস্যাশ্চালিঙ্গনে ভর্ত্তা ভ্রষ্টশ্রীস্তেজসা হতঃ ॥১০৬
দেবতাঃ পিতরস্তস্য হব্যদানেন তর্পণে ।
সুখিনো ন ভবন্ত্যেবমিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ১০৭
তস্মাৎ প্রযত্নৈর্ভার্য্যাঞ্চ রক্ষণং কুরুতে সুধীঃ ।
অন্যথা পাপভাগ্ভূত্বা নিশ্চিতং নরকং ব্রজেৎ ।
পদে পদে সাবধানঃ কান্তাং রক্ষতি পণ্ডিতঃ ।

প্রতীতিস্থলী যোষা দোষাণাঞ্চ করণ্ডিকা ॥ ১০৯
কলত্রং পাকপাত্রঞ্চ সদা রক্ষিতুমর্হতি।
পরস্পর্শাদশুদ্ধঞ্চ শুদ্ধং স্বস্পর্শনে সদা ॥ ১১০
স্বকান্তং বঞ্চনং কৃত্বা পরং গচ্ছতি যাধমা।
কুম্ভীপাকং সা প্রযাতি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ১১১
তামেব যমদূতাশ্চ সংস্থাপ্য নরকান্তরে।
উত্তিষ্ঠন্তীং বিকৃবাঞ্চ কুর্ব্বন্তি দণ্ডতাড়নম্ ॥ ১১২
সর্পপ্রমাণাঃ কীটাশ্চ তীক্ষ্নদন্তা সুদারুণাঃ।
দশন্তি পুংশ্চলীং তত্র সন্ততং তাং দিবানিশম্ ॥
বিকৃতাকারশব্দঞ্চ করোতি শাশ্বতং ভিয়া।
ন মমার প্রহারেণ সূক্ষ্মদেহবিধারিণী ॥ ১১৪
মুহূর্ত্তার্দ্ধং সুখং ভুক্ত্বা লোকেহত্র যশসা হতা
পতিতা পরলোকে চ গতিমেতাদৃশীং লভেৎ ॥
পরস্পৃষ্টা চ যা নারী যা স্পৃহাং কুরুতে পরম্।
সাপি দুষ্টা পরিত্যাজ্যা চেত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ১১৬
তস্মান্নারী পরৈর্যত্নাদদৃষ্টা কৃতিভিঃ কৃতা।
অসূর্য্যম্পশ্যা যে দারাঃ শুদ্ধাস্তে চ পতিব্রতাঃ ॥
স্বচ্ছন্দগামিনী যা চ স্বতন্ত্রা শূকরীসমা।
অন্তর্দ্দৃষ্টা সদা সৈব নিশ্চিতং পরগামিনী ॥ ১১৮
স্বামিসাধ্যা চ যা নারী কুলধর্ম্মভিয়া স্থিতা।
কান্তেন সার্দ্ধং সা কান্তা বৈকুণ্ঠং যাতি নিশ্চিতম্
যাত যূয়ঞ্চ পৃথিবীং মানুষীং যোনিমীপ্সিতাম্।
কৃষ্ণ-দর্শনমাত্রেণ গোলোকং যাস্যথ ধ্রুবম্ ॥ ১২০
হরিণা নির্ম্মিতা চ্ছায়া যুষ্মাকং যোগমায়য়া।
তা বিপ্রমন্দিরে স্থিত্বা চাগমিষ্যন্তি নো গৃহম্ ॥
পুনরংশেন নঃ পত্ন্যো ভবিষ্যথ ন সংশয়ঃ।
যুষ্মাকং মম শাপশ্চ বভূব চ বরাধিকঃ ॥ ১২২
ইত্যেবমুক্ত্বা স মুনির্বিররাম শুচান্বিতঃ।
তাশ্চাগত্য মহীং শাপাদ্বভূবুর্বিপ্রযোষিতঃ ॥ ১২৩
দত্ত্বান্নং হরয়ে ভক্ত্যা প্রজগ্মুর্হরিমন্দিরম্
বভূব নিশ্চিতং তাসাং শাপশ্চ সম্পদোহধিকঃ ॥
নিন্দনীয়াচ্চ সম্পত্তের্বিপত্তির্মহতো বরা।
অহো সদ্যঃ সতাং কোপশ্চোপকারায় কল্পতে ॥
বিনা বিপত্তের্মহিমা কুতঃ কস্য ভবেদ্ভুবি।
ভূতাঃ কান্তপরিত্যাগান্মুক্তা ব্রাহ্মণযোষিতঃ ॥১২৬
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং হরেশ্চরিতমুত্তমম্।
অহো পুণ্যবতীনাঞ্চ মোক্ষাখ্যানং মনোহরম্ ॥১২৭
শ্রীকৃষ্ণাখ্যানং বিপ্রেন্দ্র নূতনং নূতনং পদে পদে।
ন হি তৃপ্তিঃ শ্রুতবতাং কেন শ্রেয়সি তৃপ্যতে ॥
যাবদ্গাম্যং তৎ কথিতং যচ্ছ্রুতং গুরুবক্ত্রতঃ।
বদ মাং বাঞ্ছিতং যৎ তে কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

নারদ উবাচ।

যদ্‌যচ্ছ্রুতং ত্বয়া পূর্ব্বং গুরুবক্ত্রাৎ কৃপানিধে।
মঙ্গলং কৃষ্ণ-চরিতং তন্মে ব্রূহি জগদ্‌গুরো ॥ ১৩০

সূত উবাচ।

শ্রুত্বা দেবর্ষিবচনমৃষির্নারায়ণঃ স্বয়ম্।
অপরং কৃষ্ণমাহাত্ম্যং প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ১৩১

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-
খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে বিপ্র-
পত্নীমোক্ষণ-প্রস্তাবো নাম
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৮॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

একদা বালকৈঃ সার্দ্ধং বলদেবং বিনা হরিঃ।
জগাম যমুনাতীরং যত্র কালীয়মন্দিরম্ ॥ ১
পরিপক্কফলং ভুক্ত্বা যমুনাতীরজে বনে।
স্বেচ্ছাময়স্তৃটপরীতশ্চখাদ নির্ম্মলং জলম্ ॥ ২
গোকুলং কালয়ামাস শিশুভিঃ সহ কাননে।
বিজহার চ তৈঃ সার্দ্ধং স্থাপয়ামাস গোকুলম্ ॥ ৩
ক্রীড়ানিমগ্নচিত্তোঽহয়ং বালকাশ্চ মুদান্বিতাঃ।
ভুক্ত্বা নবতৃণং গাবো বিষতোয়ং পপুর্ম্মুনে ॥ ৪
বিষাক্তঞ্চ জলং পীত্বা দারুণান্তকচেষ্টয়া।
জ্বালাভিঃ কালকূটানাং সদ্যঃ প্রাণাংশ্চ তত্যজুঃ ॥
দৃষ্ট্বা মৃতং গোসমূহং গোপাশ্চিন্তাকুলা ভিয়া।
বিষণ্ণবদনাঃ সর্ব্বে তমূচুর্মধুসূদনম্ ॥ ৬
জ্ঞাত্বা সর্ব্বং জগন্নাথো জীবয়ামাস গোকুলম্।
উত্তস্থুস্তৎক্ষণং গাবো দদৃশুঃ শ্রীহরের্ম্মুখম্ ॥ ৭
কৃষ্ণঃ কদম্বমারুহ্য যমুনাতীরনীরজম্।
পপাত সর্পভবনে নীরমধ্যে নরাকৃতিঃ ॥ ৮
শতহস্তপ্রমাণঞ্চ জলোত্থানং বভূব হ।
বালা হর্ষবিষাদঞ্চ মেনিরে তত্র নারদ ॥ ৯
সর্পো নরাকৃতিং দৃষ্ট্বা কালীয়ঃ ক্রোধবিহ্বলঃ।
জগ্রাস শ্রীহরিং তূর্ণং তপ্তং লৌহং যথা নরঃ ॥১০

দগ্ধকণ্ঠোদরো নাগশ্চোদ্বমো ব্রহ্মতেজসা।
প্রাণা যান্তীত্যেবমুক্ত্বা চকারোদ্বমনং পুনঃ ॥ ১১
ভগ্নদন্তো রক্তমুখঃ কৃষ্ণবজ্রাঙ্গচর্ব্বণাৎ।
ভগ্নবক্ত্রশ্চ ভগবানুত্তস্থৌ মস্তকোপরি ॥ ১২
নাগো বিশ্বম্ভরাক্রান্তঃ স প্রাণাংস্ত্যক্তুমুদ্যতঃ।
চকারোদ্বমনং রক্তং পপাত মূর্চ্ছিতো মুনে ॥ ১৩
দৃষ্ট্বা তং মূর্চ্ছিতং নাগা রুরুদুঃ প্রেমবিহ্বলাঃ।
কেচিৎ পলায়িতা ভীতাঃ কেচিৎ প্রবিবিশুর্বিলম্ ॥
মরণাভিমুখং কান্তং দৃষ্ট্বা হি সুবলা সতী।
নাগিনীভিঃ সহ প্রেম্ণা রুরোদ পুরতো হরেঃ ॥১৫
পুটাঞ্জলিযুতা তূর্ণং প্রণম্য শ্রীহরিং ভিয়া।
ধৃত্বা পাদারবিন্দঞ্চ তমুবাচ ভয়াকুলা ॥ ১৬

সুবলোবাচ।

হে জগৎকান্ত কান্তং মে দেহি মানঞ্চ মানদ।
পতিঃ প্রাণাধিকঃ স্ত্রীণাং নাস্তি বন্ধুশ্চ তৎপরঃ ॥
অয়ি সুরবরনাথ প্রাণনাথং মদীয়ং
ন কুরু বধমনন্ত প্রেমসিন্ধো সুবন্ধো।
অখিলভুবনবন্ধো রাধিকাপ্রেমসিন্ধো
পতিমিহ কুরু দানং মে বিধাতুর্বিধাতঃ ॥ ১৮
ত্রিনয়ন-বিধি-শেষাঃ ষণ্মুখশ্চাস্যসঙ্ঘৈঃ।
স্তবনবিষয়জাড্যাঃ স্তোতুমীশা ন বাণী।
ন খলু নিখিলবেদাঃ স্তোতুমীশাঃ কিমন্যে
স্তবনবিষয়শক্তাঃ সন্তি সন্তস্তবৈব ॥ ১৯
কুমতিরহমবিজ্ঞা যোষিতাং স্বাধমা বা।
ক্ব ভুবনগতিরীশশ্চক্ষুষোঽগোচরো মে।
বিধি-হরি-হর-শেষৈঃ স্তূয়মানশ্চ যস্ত্বং
মনু-মনুজ-মুনীশৈঃ স্তোতুমিচ্ছামি তং ত্বাম্ ॥২০
স্তবনবিষয়ভীতা পার্ব্বতী যস্য পত্নী
শ্রুতিগণজনয়িত্রী স্তোতুমীশা ন যং তম্।
কলিকলুষনিমগ্না বেদবেদাঙ্গশাস্ত্র-
শ্রবণবিষয়মূঢ়া স্তোতুমিচ্ছামি কিং ত্বাম্ ॥ ২১
শয়ানো রত্নপর্য্যঙ্কে রত্নভূষণভূষিতঃ।
রত্নভূষণভূষাঙ্গ-রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতঃ ॥ ২২
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গঃ স্মেরাননসরোরুহঃ।
প্রোদ্যৎপ্রেমরসাম্ভোধৌ নিমগ্নঃ সন্ততং সুখাৎ ॥
মল্লিকামালতীমালা-জালৈঃ শোভিতশেখরঃ।
পারিজাতপ্রসূনানাং গন্ধামোদিতমানসঃ ॥ ২৪
পুংস্কোকিলকলধ্বানৈ-র্ভ্রমরধ্বনিসংযুতৈঃ।
কুসুমেষুবিকারেণ পুলকাঞ্চিতবিগ্রহঃ ॥ ২৫
প্রিয়াপ্রদত্ততাম্বূলং ভুক্তবান্ যঃ সদা মুনে।
বন্দেঽহং তৎপদাম্ভোজং ব্রহ্মেশ-শেষবন্দিতম্ ॥
লক্ষ্মী-সরস্বতী-দুর্গা-জাহ্নবী-বেদমাতৃভিঃ।
সেবিতং সিদ্ধসঙ্ঘৈশ্চ মুনীন্দ্রৈর্ম্মুনিভিঃ সদা ॥২৭
বেদা ন শক্তা যং স্তোতুং জড়ীভূতা বিচক্ষণাঃ।
তমনির্ব্বচনীয়ঞ্চ কিং স্তৌমি নাগবল্লভা ॥ ২৮

নিষ্কারণায়াখিলকারণায়
সর্ব্বেশ্বরায়াপি পরাৎপরায়।
স্বয়ংপ্রকাশায় পরাবরায়
পরাবরাণামধিপায় তে নমঃ ॥ ২৯
হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ সুরাসুরেশ
ব্রহ্মেশ শেষেশ প্রজাপতীশ।
মুনীশ মন্বীশ চরাচরেশ
সিদ্ধীশ সিদ্ধেশ গুণেশ পাহি ॥ ৩০
ধর্ম্মেশ ধর্ম্মীশ শুভাশুভেশ
বেদেশ বেদেষ্বনিরূপিতশ্চ।
সর্ব্বেশ সর্ব্বাত্মক সর্ব্ববন্ধো
জীবীশ জীবেশ্বর পাহি মৎপ্রভুম্ ॥ ৩১

ইত্যেবং স্তবনং কৃত্বা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরা।
বিধৃত্য চরণাম্ভোজং তস্থৌ নাগেশ্বরী ভিয়া ॥৩২
নাগপত্নীকৃতং স্তোত্রং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
সর্ব্বপাপাৎ প্রমুক্তশ্চ স যাতি শ্রীহরেঃ পদম্ ॥৩৩
ইহ লোকে হরৌ ভক্তিমন্তে দাস্যং লভেদ্ধ্রুবম্।
লভতে পার্ষদো ভূত্বা সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্ ॥ ৩৪
(ইতি নাগপত্নীকৃত-শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্ ।)

নারদ উবাচ।

নাগপত্নীবচঃ শ্রুত্বা কিমুবাচ হরিঃ স্বয়ম্।
কথয়স্ব মহাভাগ রহস্যং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৩৫

সূত উবাচ।

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ ধর্ম্মনন্দনঃ।
উবাচ পরমাখ্যানং মধুরঞ্চ পদে পদে ॥ ৩৬

নারায়ণ উবাচ।

নাগপত্নী স্তবং শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণস্তামুবাচ হ।
পুটাঞ্জলিযুতাং পাদ-পতিতাং ভয়বিহ্বলাম্ ॥ ৩৭

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ নাগেশি বরং বৃণু ভয়ং ত্যজ।
গৃহাণ কান্তং হে মাতর্মদ্বরাদজরামরম্ ॥৩৮

কালিন্দীহ্রদমুৎসৃজ্য স্বকীয়ভবনং ব্রজ ।
ভর্ত্রা সগোষ্ঠ্যা সার্দ্ধঞ্চ গচ্ছ বৎসে ত্বমীপ্সিতম্‌ ॥
অদ্যপ্রভৃতি নাগেশি ভূতা কন্যা চ ত্বং মম ।
তৎপ্রাণাধিক এবায়ং জামাতা ন চ সংশয়ঃ ॥ ৪০
মৎপাদপদ্মচিহ্নেন গরুড়স্ত্বৎপতিং শুভে ।
কৃত্বা চ স্তবনং ভক্ত্যা প্রণমিষ্যতি মৎপদম্‌ ॥ ৪১
ত্যজ ত্বং গরুড়াদ্ভীতিং শীঘ্রং রমণকং ব্রজ ।
হ্রদান্নির্গচ্ছ হে ভদ্রে বরং বৃণু যথেপ্সিতম্‌ ।
শ্রীকৃষ্ণস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রসন্নবদনেক্ষণা ।
উবাচ সাশ্রুনেত্রা সা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরা ॥ ৪৩

সুবলোবাচ ।

বরং দাস্যসি চেন্মহ্যং বরদেশ্বর হে পিতঃ
ত্বৎপাদাব্জে দৃঢ়াং ভক্তিং নিশ্চলাং দাতুমর্হসি ॥
মন্মনস্ত্বৎপদাম্ভোজে ভ্রমতু ভ্রমরো যথা ।
তব স্মৃতের্বিস্মৃতির্মে কদাপি ন ভবিষ্যতি ॥ ৪৫
স্বকান্তে মম সৌভাগ্যং কান্তোঽয়ং জ্ঞানিনাং বরঃ
ইত্যেবং প্রার্থনীয়ঞ্চ পরিপূর্ণং কুরু প্রভো ॥ ৪৬
ইত্যেবমুক্ত্বা সর্পস্ত্রী প্রতস্থৌ পুরতো হরেঃ ।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যং দদর্শ শ্রীহরের্মুখম্‌ ॥ ৪৭
লোচনাভ্যাং পপৌ বক্ত্রং নিমেষরহিতা সতী ।
সর্ব্বাঙ্গপুলকোদ্ভিন্না স্বানন্দাশ্রুপরিপ্লুতা ॥ ৪৮
সুন্দরং বালকং দৃষ্ট্বা পরং স্নেহং প্রকুর্ব্বতী ।
উবাচ পুনরেবং তং ভক্ত্যুদ্রিক্তপরিপ্লুতা ॥ ৪৯
ন যাস্যামি রমণকং তত্র নাস্তি প্রয়োজনম্‌ ।
সর্পঃ করোতু সংসারং কুরু মাং নিজকিঙ্করীম্‌ ॥৫০
ন বাঞ্ছা মম হে কৃষ্ণ সালোক্যাদিচতুষ্টয়ে ।
ত্বৎপাদাম্বুজসেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্‌ ॥৫১
বিনা ত্বৎপাদসেবাঞ্চ যো বাঞ্ছতি বরান্তরং ।
ভারতে দুর্লভং জন্ম লব্ধাসৌ বঞ্চিতঃ স্বয়ম্‌ ॥ ৫২
নাগপত্নীবচঃ শ্রুত্বা স্মেরাননসরোরুহঃ ।
প্রসন্নবদনঃ শ্রীমানোমিত্যেবমুবাচ হ ॥ ৫৩
এতস্মিন্নন্তরে দিব্যঃ সদ্রত্নসারনির্ম্মিতঃ ।
আজগাম রথস্তূর্ণং প্রদীপ্তস্তেজসা মুনে ॥ ৫৪
পার্ষদপ্রবরৈর্যুক্তো বস্ত্রমালাপরিচ্ছদঃ ।
শতচক্রো বায়ুবেগো মনোযায়ী মনোহরঃ ॥ ৫৫
অবরুহ্য রথাৎ তূর্ণং শ্যামলাঃ শ্যামকিঙ্করাঃ ।
প্রণম্য কৃষ্ণং নীত্বা তাং জগ্মুর্গোলোকমুত্তমম্‌ ॥৫৬
হরিশ্চ মায়াং বিনির্ম্মায় দদৌ সর্পায় মায়য়া ॥ ৫৭
স চ কিঞ্চিন্ন বুবুধে মোহিতো বিষ্ণুমায়য়া ।
অবরুহ্য সর্পমূর্দ্ধ্নঃ শ্রীকৃষ্ণঃ করুণানিধিঃ ।
দদৌ হস্তঞ্চ কৃপয়া শীঘ্রং কালীয়মস্তকে ॥ ৫৮
সম্প্রাপ্য চেতনাং সদ্যো দদর্শ পুরতো হরিম্‌ ।
পুটাঞ্জলিযুতাং সোঽশ্রুপূর্ণাঞ্চ সুবলাং সতীম্‌ ॥
প্রণনাম হরিং সদ্যো রুরোদ প্রেমবিহ্বলঃ ।
ভক্ত্যুদ্রেকাৎ সাশ্রুনেত্রং পুলকাঞ্চিতবিগ্রহম্‌ ॥৬০
তূষ্ণীম্ভূতঞ্চ তং দৃষ্ট্বা তমুবাচ কৃপানিধিঃ ।
সদীশ্বরস্য সততং যোগ্যাযোগ্যে সমা কৃপা ॥ ৬১

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

বরং বৃণু ত্বং কালীয় যৎ তে মনসি বাঞ্ছিতম্‌ ।
ত্বং মে প্রাণাধিকো বৎস সুখং তিষ্ঠ ভয়ং ত্যজ ॥
তস্যাহমনুগৃহ্লামি যোঽতিভক্তো মমাংশজঃ ।
কিঞ্চিৎ তদ্দমনং কৃত্বা প্রসাদং হি করোম্যহম্‌ ॥
ত্বদ্বংশজাতান্‌ সর্পাংশ্চ হন্তি যো মানবাধমঃ ।
ব্রহ্মহত্যাসমং পাপং ভবিতা তস্য নিশ্চিতম্‌ ॥৬৪
মৎপাদপদ্মচিহ্নে যঃ করোতি দণ্ডতাড়নম্‌ ।
দ্বিগুণং ব্রহ্মহত্যায়া ভবিতা তস্য কিল্বিষম্‌ ॥ ৬৫
লক্ষ্মীর্যাস্যতি তদ্গেহাৎ শাপং দত্ত্বা সুদারুণম্‌ ।
বংশায়ুর্যশসাং হানির্ভবিতা তস্য নিশ্চিতম্‌ ॥৬৬
ধ্রুবং বর্ষশতং কালসূত্রে যাস্যতি দারুণে ।
ত্বৎপ্রমাণাঃ কীটসঙ্ঘা দংশিষ্যন্তি চ সন্ততম্‌ ॥ ৬৭
ভোগান্তে জন্ম লব্ধা চ তন্মৃত্যুস্তস্য দংশনাৎ ।
তস্য বংশোদ্ভবানাঞ্চ ত্বদ্বংশাদ্ভবিতা ভয়ম্‌ ॥ ৬৮
যে চ ত্বদ্বংশজং দৃষ্ট্বা তৎ পদাঙ্কং মদীয়কম্‌ ।
প্রণমিষ্যন্তি ভক্ত্যা তে মুচ্যন্তে সর্ব্বপাতকাৎ ॥৬৯
গচ্ছ শীঘ্রং রমণকং ত্যজ ভীতিং খগাধিপাৎ ।
মৎপদাঙ্কং মূর্দ্ধ্নি দৃষ্ট্বা ভক্ত্যা চ প্রণমিষ্যতি ॥ ৭০
তব ত্বদ্বংশজাতানাং গরুড়ান্ন ভয়ং ধ্রুবম্‌ ।
সর্ব্বেষাং জ্ঞাতিবর্গাণাং বরোঽদ্য ভব মদ্বরাৎ ॥
বরং কিমপরং বৎস বাঞ্ছিতং বরয়াধুনা ।
ভয়ং ত্যক্ত্বা কথয় মাং ত্বদীয়ভয়ভঞ্জনম্‌ ॥ ৭২
শ্রীকৃষ্ণবচনং শ্রুত্বা কালীয়ঃ কম্পিতো ভিয়া ।
পুটাঞ্জলিযুতো ভূত্বা তমুবাচ ভুজঙ্গমঃ ॥ ৭৩

কালীয় উবাচ ।

বরেঽস্মিন্‌ মম বিভো বাঞ্ছা নাস্তি বরপ্রদ ।
ভক্তিং স্মৃতিং ত্বৎপদাব্জে দেহি জন্মনি জন্মনি ॥
জন্ম ব্রহ্মকুলে বাপি তির্য্যগ্‌যোনিষু বা মম ।

তত্ত্ববেৎ সফলং তচ্চেৎ স্মৃতস্ত্বচ্চরণাম্বুজে ॥ ৭৫
তন্নিস্ফলঃ স্বর্গবাসো নাস্তি যস্য স্মৃতিস্তব।
ত্বৎপদধ্যানযুক্তস্য যৎ তৎ স্থানঞ্চ তৎপরম্‌ ॥৭৬
ক্ষণং বা কোটিকল্পং বা পুরুষায়ুশ্চ যস্তথা।
যদি তৎসেবয়া যাতি সফলো নিস্ফলোঽন্যথা ॥৭৭
তেষ কায়ুঃক্ষয়ো নাস্তি যে ত্বৎপাদাব্জসেবকাঃ।
ন সন্তি জন্ম-মরণ-রোগ-শোকার্ত্তি-ভীতয়ঃ ॥ ৭৮
ইন্দ্রত্বে চামরত্বে বা ব্রহ্মত্বে চাতিদুর্লভে।
বাঞ্ছা নাস্ত্যেব ভক্তানাং ত্বৎপাদসেবনং বিনা ॥৭৯
সুজীর্ণপটখণ্ডস্য সমং তন্নমেব বা।
পশ্যন্তি ভক্তাঃ কিঞ্চান্যৎ সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্‌ ॥৮০
সম্প্রাপ্য ত্বন্মনুং ব্রহ্মন্ননন্তাদ্‌যাবদেব হি *।
তাবৎ বৃন্দাবনেনৈব ত্বদ্বর্ণোঽহমনুগ্রহাৎ ॥ ৮১
মাঞ্চ ভক্ষমপরং বা বিধায় গরুড়ঃ স্বয়ম্‌।
দেশাদ্‌দূরঞ্চ হুঙ্কারং চকার দৃঢ়ভক্তিমান্‌ ॥ ৮২
ভবতা চ দৃঢ়া ভক্তির্দত্তা মে বরদেশ্বর।
স চ ভক্তশ্চ ভক্তোঽহং ন মাং ভোক্তুং ক্ষমো-
ঽধুনা ॥ ৮৩
ত্বৎপাদপদ্মচিহ্নাক্তং দৃষ্ট্বা শ্রীমস্তকং মম।
সদোষং গুণযুক্তং মাং সোঽধুনা ত্যক্তুমর্হতি ॥৮৪
মম বাধ্যাশ্চ নাগেন্দ্রা ন তদ্বধ্যোঽহমীশ্বর।
ভয়ং ন কেভ্যঃ সর্ব্বত্র তমনন্তং গুরুং বিনা ॥৮৫
যৎ দেবেন্দ্রাশ্চ দেবাশ্চ মুনয়ো মনবো নরাঃ।
স্বপ্নে ধ্যানে ন পশ্যন্তি চক্ষুষোর্গোচরঃ স মে ॥৮৬
ভক্তানুরোধাৎ সাকারঃ কুতস্তে বিগ্রহো বিভো।
সগুণস্ত্বঞ্চ সাকারো নিরাকারশ্চ নির্গুণঃ ॥ ৮৭
স্বেচ্ছাময়ঃ সর্ব্বধাম সর্ব্ববীজং সনাতনঃ।
সর্ব্বেষামীশ্বরঃ সাক্ষী সর্ব্বাত্মা সর্ব্বরূপধৃক্‌ ॥ ৮৮
ব্রহ্মেশ-শেষ-ধর্ম্মেন্দ্রা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
স্তোতুং যমীশং তে জাড্যাঃ সর্পঃ স্তোষ্যতি তং
বিভুম্‌ ॥ ৮৯
হে নাথ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো ক্ষমাধমম্‌।
খলস্বভাবাদজ্ঞানাদ্‌গ্রস্তস্ত্বং চর্ব্বিতো ময়া ॥ ৯০
নাস্ত্রস্পৃশ্যো যথাকাশো ন দৃশ্যশ্চাপ্যলক্ষ্যকঃ।
দুষ্প্রেক্ষ্যো হি ন চাবর্য্যস্তথা তেজস্ত্বমেব চ ॥ ৯১

ইত্যেবমুক্ত্বা নাগেন্দ্রঃ পপাত চরণাম্বুজে।
ওমিত্যুক্ত্বা হরিস্তুষ্টঃ সর্ব্বং তস্মৈ বরং দদৌ ॥৯২
নাগরাজকৃতং স্তোত্রং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
তদ্বংশজানাং তস্যাপি নাগেভ্যো ন ভয়ং ভবেৎ ॥
স নাগশয্যাং কৃত্বৈব স্বপ্তুং শক্তঃ সদা ভুবি।
বিষপীযূষয়োর্ভেদো নাস্ত্যেব তস্য ভক্ষণে ॥ ৯৪
নাগগ্রস্তে নাগঘাতে প্রাণান্তে বিষভোজনে।
স্তোত্রশ্রবণমাত্রেণ সুস্থো ভবতি মানবঃ ॥ ৯৫
ভূর্জ্জে কৃত্বা স্তোত্রমিদং কণ্ঠে বা দক্ষিণে করে।
বিভর্ত্তি যো ভক্তিযুক্তো ন নাগেভ্যোঽপি তদ্ভয়ম্‌ ॥
যত্র গেহে স্তোত্রমিদং নাগস্তত্রৈব তিষ্ঠতি।
বিষাগ্নিবজ্রভীতিশ্চ ন ভবেৎ তত্র নিশ্চিতম্‌ ॥ ৯৭
ইহ লোকে হরৌ ভক্তিং স্মৃতিঞ্চ সততং লভেৎ।
অন্তে চ স্বকুলং পূতা দাস্যঞ্চ লভতে ধ্রুবম্‌ ॥৯৮
(ইতি কালীয়কৃতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্‌।)

নারায়ণ উবাচ।

নাগেন্দ্রায় বরং দত্ত্বা পুনস্তং জগদীশ্বরঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং পরিণামসুখাবহম্‌ ॥ ৯৯

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

গচ্ছ বৎস রমণকং যথেন্দ্রনগরং পরম্‌।
সার্দ্ধং স্বগোষ্ঠ্যা নাগেন্দ্র যমুনাজলবর্ত্মনা ॥ ১০০
শ্রুত্বা নাগো হরেরাজ্ঞাং রুরোদ প্রেমবিহ্বলঃ।
কদা দ্রক্ষ্যামি ত্বৎপাদ-পদ্মং নাথেত্যুবাচ হ ॥১০১
প্রণম্য শতকৃত্বশ্চ স্ত্রিয়া গোষ্ঠ্যা মহেশ্বরম্‌।
জগাম জলমার্গেণ কালীয়ো বিরহাতুরঃ ॥ ১০২
যমুনাহ্রদতোয়ঞ্চ বভূবামৃতকল্পকম্‌।
প্রসন্না জন্তবঃ সর্ব্বে বভূবুস্তত্র নারদ ॥ ১০৩
গত্বা দদর্শ ভবনং যথেন্দ্রনগরং পরম্‌।
আজ্ঞয়া চ কৃপাসিন্ধোর্নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ১০৪
তত্র তস্থৌ চ নাগেন্দ্রঃ স্ত্রিয়া পুত্রৈর্গুণৈঃ সহ।
নিঃশঙ্কো হর্ষযুক্তশ্চ হরিভাবনতৎপরঃ ॥ ১০৫
ইত্যেবং কথিতং বৎস হরেশ্চরিতমদ্ভুতম্‌।
সুখদং মোক্ষদং সারং পরং কিং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

সূত উবাচ।

মহর্ষেবচনং শ্রুত্বা নারদো হর্ষবিহ্বলঃ।
ঋষিং পপ্রচ্ছ সন্দেহং সর্ব্বসন্দেহভঞ্জনম্‌ ॥ ১০৭

নারদ উবাচ।

কথং বিহায় কালীয়ঃ স্বপূর্ব্বভবনং পরম্‌।

---

* "সম্প্রাপ্যস্তন্মনুর্ব্রহ্মন্ননন্তাদ্‌যাবদেব হি" ইতি ক্বাচিৎকঃ পাঠোঽত্র সঙ্গচ্ছতেতরাম্‌।

জগাম যমুনাতীরং তন্মে ব্রূহি জগদ্গুরো ॥ ১০৮

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যেঽহমিতিহাসং পুরাতনম্।
পুরা শ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রান্মলয়ে সূর্য্যপর্ব্বণি ॥ ১০৯
কৃষ্ণাখ্যানপ্রসঙ্গেন সুপ্রভাপাশ্চিমে তটে।
পপ্রচ্ছ ধর্ম্মং পুলহঃ কথিতুং মুনিসংসদি ॥ ১১০
ইদমাখ্যানমাশ্চর্য্যমুবাচ তং কৃপানিধিঃ।
তত্র শ্রুতং ময়া ব্রহ্মন্ নিবোধ কথয়ামি তে ॥১১১
শেষাজ্ঞয়া নাগগণাঃ প্রতিসংবৎসরং ভিয়া
কার্ত্তিকীপূর্ণিমায়াস্তু করোতি গরুড়ার্চ্চনম্। ১১২
পুষ্পৈর্ধূপৈশ্চ দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্বলিভিস্তথা।
পুষ্করে চ মহাতীর্থে সুস্নাতা ভক্তিসংযুতাঃ ॥১১৩
তস্য পূজাঞ্চ কালীয়ো ন করোত্যত্যহঙ্কৃতঃ।
নাগঃ পূজোপকরণং বলাদ্ভক্ষিতুমুদ্যতঃ ॥ ১১৪
চক্রুর্নিবারণং নাগা নীতিমূচুর্মদোদ্ধতম্।
ন শক্তা বারণে তে চেদাবির্ভূতঃ খগেশ্বরঃ ॥ ১১৫
দৃষ্ট্বা খগেশ্বরং নাগাঃ কালীয়প্রাণরক্ষয়া।
প্রাণশক্ত্যা চ যুযুধুর্যাবৎ সূর্য্যোদয়ং মুনে ॥ ১১৬
পক্ষীন্দ্রতেজসা সর্ব্বে সমুদ্বিগ্নাঃ পলায়িতাঃ।
অনন্তং শরণং জগ্মুঃ সর্ব্বেষামভয়প্রদম্ ॥ ১১৭
পলায়নপরান্ দৃষ্ট্বা নাগাংশ্চ করুণানিধিঃ।
তত্র তস্থৌ স নিঃশঙ্কঃ কালীয়স্তং দদর্শ হ ॥১১৮
স্মৃত্বা হরিপদাম্ভোজং কালীয়ো যুযুধে রণে।
মুহূর্ত্তঞ্চ তয়োর্যুদ্ধং বভূবাতীবদারুণম্ ॥ ১১৯
পরাজিতশ্চ নাগেন্দ্রঃ খগেন্দ্রতেজসা ততঃ।
ভিয়া পলায়নং কৃত্বা জগাম যমুনাহ্রদম্ ॥ ১২০
ন তং সৌভরিশাপেন খগেন্দ্রো গন্তুমীশ্বরঃ।
তত্র তস্থুর্ভিয়া নাগা জগ্মুঃ পশ্চাচ্চ তদ্গণাঃ ॥

নারদ উবাচ।

কথং তং সৌভরেঃ শাপো বভূব গরুড়ে মুনে
কথং ন শক্তো গন্তুং তং হ্রদমীশ্বরবাহনঃ ॥ ১২২

নারায়ণ উবাচ।

দিব্যং শতসহস্রঞ্চ বর্ষাণাং তত্র সৌভরিঃ।
তপস্তপ্ত্বা মহাসিদ্ধো দধৌ কৃষ্ণপদাম্বুজম্ ॥ ১২৩
সমীপে ধাবমানস্য শকুলো যমুনাজলে।
গণেন সার্দ্ধং নিঃশঙ্কঃ করোতি ভ্রমণং মুদা ॥১২৪
পুচ্ছমুত্তোল্য বহুধা পরিতঃ পরমেচ্ছয়া।
মুনিং প্রদক্ষিণীকৃত্য যাত্যায়াতি মুদান্বিতঃ ॥ ১২৫

শকুলং সুমহাপীনং দর্শং দর্শং খগাধিপঃ।
জগ্রাহ চঞ্চ্বা তূর্ণঞ্চ মুনীন্দ্রস্য সমীপতঃ ॥ ১২৬
গচ্ছন্তং তং মীনমুখং দদর্শ কোপচক্ষুষা।
প্রাকোপত মুনির্দৃষ্ট্বা মীনস্তোয়ে পপাত হ ॥১২৭
তমুবাচ মুনীন্দ্রশ্চ পুনরাদাতুমুদ্যতম্।
মীনশ্চ গরুড়ত্রাসাৎ তস্থৌ মুনিসমীপতঃ ॥ ১২৮

সৌভরিরুবাচ।

গচ্ছ দূরং গচ্ছ দূরং খগেন্দ্র মৎসমীপতঃ।
কা যোগ্যতা মৎপুরস্তে গ্রহীতুং জীবমুত্তমম্ ॥১২৯
শ্রীকৃষ্ণবাহনং জ্ঞাত্বা চাত্মানং বহু মন্যসে।
ত্বদ্বিধান্ কোটিশঃ কৃষ্ণঃ শক্তঃ স্রষ্টুঞ্চ বাহনান্ ॥
করোমি ভস্মসাৎ তূর্ণং ত্বাঞ্চ ভ্রূভঙ্গলীলয়া।
বাহনশ্চ ত্বমীশস্য ন বয়ং তস্য কিঙ্করাঃ ॥ ১৩১
অদ্যপ্রভৃতি পক্ষীন্দ্র যদ্যাগচ্ছসি মে হ্রদম্
মদীয়শাপাৎ তূর্ণঞ্চ ভস্মসাত্তু ভবিতা ধ্রুবম্ ॥ ১৩২
মুনীন্দ্রস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রচকম্পে খগেশ্বরঃ।
স্মারং স্মারং কৃষ্ণপাদং তং প্রণম্য জগাম হ ॥১৩৩
ততঃ প্রভৃতি বিপ্রেন্দ্র পতগেন্দ্রস্য সন্ততম্।
হ্রদস্য শ্রুতিমাত্রেণ কম্পো ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৩৪
ইতিহাসশ্চ কথিতো যচ্ছ্রুতো ধর্ম্মবক্ত্রতঃ।
রহস্যঞ্চ শ্রুতিসুখং প্রকৃতং শৃণু মঙ্গলম্ ॥ ১৩৫
বিলম্বায় সুচিরং বালা নোত্তস্থৌ তজ্জলাদ্ধরিঃ।
চক্রুর্বিষাদং মোহাচ্চ রুরুদুর্যমুনাতটে ॥ ১৩৬
স্ববক্ষোদ্ঘাতনং চক্রুঃ কেচিদ্বালাঃ শুচাকুলাঃ।
কেচিন্নিপতিতা ভূমৌ মূর্চ্ছামাপুর্হরিং বিনা ॥১৩৭
হ্রদং প্রবেষ্টুং কেচিচ্চ বিরহেণ সমুদ্যতাঃ।
কেচিদ্গোপালবালাশ্চ কুর্ব্বন্তস্তন্নিবারণম্ ॥ ১৩৮
কৃত্বা বিলাপং কেচিৎ তু প্রাণাংস্ত্যক্তুং সমুদ্যতাঃ
তান্ কেচিজ্জ্ঞাতবন্তশ্চ রক্ষাং চক্রুঃ প্রযত্নতঃ ॥
কেচিদূচুশ্চ হাহেতি কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কেচন।
কেচিজ্জ্ঞাতুং প্রবৃত্তিঞ্চ প্রযযুর্নন্দসন্নিধিম্ ॥ ২৪
কেচিৎ সম্মিলিতাস্তত্র শোকমোহভয়াতুরাঃ।
ইত্যূচুঃ কিং করিষ্যামঃ কুতোঽস্মাকং গতো হরিঃ
হে নন্দসূনো হে কৃষ্ণ প্রাণানামধিকপ্রিয়।
হে বন্ধো দর্শনং দেহীত্যূচুঃ প্রাণাঃ প্রয়ান্তি নঃ ॥
এতস্মিন্নন্তরে কেচিদ্বালকা নন্দসন্নিধিম্।
সম্প্রাপুরতিলোলাশ্চ রুদন্তো ভয়বিহ্বলাঃ।
প্রবৃত্তিমূচুস্তং শীঘ্রং যশোদামুনতো বলম্ ॥ ১৪৩

গোপালা গোপিকাশ্চৈব রক্তপঙ্কজলোচনাঃ।
শ্রুত্বা বার্ত্তাঞ্চ তে সর্ব্বে শীঘ্রং জগ্মুঃ শুচান্বিতাঃ॥
কলিন্দনন্দিনীতীরং রুদদ্ভির্বালকৈর্যুতম্।
গত্বা সম্মিলিতাঃ সর্ব্বে রুরুদুঃ শোকমূর্চ্ছিতাঃ॥
হ্রদং বিশন্তি কেচিচ্চ কেচিচ্চক্রুর্নিবারণম্।
গোপা গোপালিকাশ্চৈব জম্মুরঙ্গানি শোকতঃ॥
কেচিদ্বিললপুস্তত্র মূর্চ্ছামাপুশ্চ কাশ্চন॥ ১৪৭
হ্রদং বিশন্তীং তাং রাধাং বারয়ামাসুরেব তে।
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ সা শোকস্মৃতা ইব সরিত্তটে॥১৪৮
বিলপ্যাতিভৃশং নন্দো মূর্চ্ছাং প্রাপ পুনঃ পুনঃ।
ভূয়োঽপি রোদনং কৃত্বা ভূয়ো মূর্চ্ছাং জগাম হ॥
বিলপন্তং ভৃশং নন্দং যশোদাং শোকমূর্চ্ছিতাম্।
রুদতো বালকান্ দৃষ্ট্বা বালিকাশ্চ শুচান্বিতাঃ।
সর্ব্বাংশ্চ বোধয়ামাস বলশ্চ জ্ঞানিনাং বরঃ॥ ১৪৯

বলদেব উবাচ।

গোপা গোপালিকা বালাঃ সর্ব্বে শৃণ্বন্তু মদ্বচঃ।
হে নন্দ জ্ঞানিনাং শ্রেষ্ঠ গর্গবাক্যস্মৃতিং কুরু॥
জগদ্বিভর্ত্তুঃ শেষস্য সংহর্ত্তুঃ শঙ্করস্য চ।
স্বয়ং বিধাতুর্জগতামীশ্বরস্য কুতো বিপৎ॥ ১৫২
বিবরেষু চ লোম্নাঞ্চ যস্য ব্রহ্মাণ্ডসংহতিঃ।
তস্যেশস্য মহাবিষ্ণোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য কুতো ভয়ম্॥১৫৩
কালান্তকস্যান্তকস্য মৃত্যোর্মৃত্যোরথাত্মনঃ।
বিধাতুঃ সংবিধাতুশ্চ ভুবি কস্মাৎ পরাজয়ঃ॥১৫৪
পরমাণুপরোঽনূহঃ স্থূলা স্থূলতরঃ পরঃ।
বিদ্যমানোঽপ্যদৃশ্যশ্চ হৃদিস্থো যোগিনামপি॥১৫৫
দিশাং নাস্তি সমাহারো দৃশ্যো নাকার এব চ।
নাপি বাধেশ্বরো বাধ্য ইত্যূচুঃ শ্রুতয়ঃ স্ফুটম্॥১৫৬
নাত্মা দৃশ্যো নাস্ত্রলক্ষ্যো ন বধ্যো ন হি নাশকঃ।
ন হি দাহ্যো ন হিংস্যশ্চাপীদমাধ্যাত্মিকা বিদুঃ॥
বিগ্রহোঽস্যৈব কৃষ্ণস্য ভক্তধ্যানার্থমেব চ।
জ্যোতিঃস্বরূপস্য বিভোর্নাদ্যন্তমধ্যমাত্মনঃ॥ ১৫৮
জলপ্লুতে চ ব্রহ্মাণ্ডে জলশায়ী জনার্দ্দনঃ।
যন্নাভিপদ্মজে ব্রহ্মা তস্যেশস্য হ্রদে বিপৎ॥১৫৯
যৎকশ্চ ক্ষমো গ্রস্তুং ব্রহ্মাণ্ডমখিলং পিতঃ।
ন তথাপি মদীশং তং গ্রস্তুং সর্পঃ ক্ষমো ভবেৎ
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বমাধ্যাত্মিকমনুত্তমম্।
নিগূঢ়ং যোগিনাং সারং সংশয়চ্ছেদকারণম্॥১৬১
বলদেববচঃ শ্রুত্বা গর্গবাক্যমনুস্মরন্।
তত্যাজ শোকং নন্দশ্চ ব্রজাশ্চ ব্রজযোষিতঃ॥১৬২
প্রবোধং মেনিরে সর্ব্বে ন যশোদা ন রাধিকা।
কৃষ্ণবিচ্ছেদসময়ে প্রবোধে ন স্থিরং মনঃ॥ ১৬৩
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণমুৎপতন্তং জলান্মুনে।
দদৃশুঃ সুপ্রসন্নাশ্চ ব্রজাশ্চ ব্রজযোষিতঃ॥ ১৬৪
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যং সস্মিতং সুমনোহরম্।
অস্নিগ্ধবস্ত্রমস্নিগ্ধ-মলুপ্তচন্দনাঞ্জনম্॥ ১৬৫
সর্ব্বাভরণসংযুক্তং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা।
ময়ূরপুচ্ছচূড়ঞ্চ বংশীবদনমচ্যুতম্॥ ১৬৬
যশোদা বালকং দৃষ্ট্বা কৃত্বা বক্ষসি সস্মিতা।
চুচুম্ব বদনাম্ভোজং প্রসন্নবদনেক্ষণা॥ ১৬৭
ক্রোড়ে চকার নন্দশ্চ বলশ্চ রোহিণী মুদা।
নিমেষরহিতাঃ সর্ব্বে দদৃশুঃ শ্রীহরের্মুখম্॥ ১৬৮
প্রেমান্ধা বালকাঃ সর্ব্বে চক্রুরালিঙ্গনং হরেঃ।
পপুশ্চক্ষুশ্চকোরৈশ্চ মুখচন্দ্রঞ্চ গোপিকাঃ॥ ১৬৯
এতস্মিন্নন্তরে তত্র সহসা কাননান্তরম্।
দাবাগ্নির্বেষ্টয়ামাস তৈঃ সর্ব্বৈঃ সহ গোকুলম্॥
দৃষ্ট্বা শৈলপ্রমাণাগ্নিং পরিতঃ কাননান্তরে।
প্রমাদং মেনিরে সর্ব্বে ভয়মাপুশ্চ সঙ্কটে॥ ১৭১
শ্রীকৃষ্ণং তুষ্টুবুঃ সর্ব্বে সম্পুটাঞ্জলয়ো ব্রজাঃ।
বালা গোপ্যশ্চ সন্ত্রস্তা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরাঃ॥ ১৭২

সর্ব্বে উচুঃ।

যথা সংরক্ষিতং ব্রহ্মন্ সর্ব্বাপৎস্বেব নঃ কুলম্।
তথা রক্ষাং কুরু পুনর্দাবাগ্নের্মধুসূদন॥ ১৭৩
ত্বমিষ্টদেবতাস্মাকং ত্বমেব কুলদেবতা।
বহ্নির্বা বরুণো বাপি চন্দ্রো বা সূর্য্য এব বা॥ ১৭৪
যমঃ কুবেরঃ পবন ঈশানাদ্যাশ্চ দেবতাঃ।
ব্রহ্মেশ-শেষ-ধর্ম্মাদ্যা মুনীন্দ্রা মনবঃ স্মৃতাঃ॥১৭৫
মানবাশ্চ তথা দৈত্যা যক্ষরাক্ষসকিন্নরাঃ।
যে যে চরাচরাশ্চৈব সর্ব্বে তব বিভূতয়ঃ॥ ১৭৬
স্রষ্টা পাতা চ সংহর্ত্তা জগতাঞ্চ জগৎপতে।
আবির্ভাবস্তিরোভাবঃ সর্ব্বেষাঞ্চ তবেচ্ছয়া॥ ১৭৭
অভয়ং দেহি গোবিন্দ বহ্নিসংহরণং কুরু।
বয়ং ত্বাং শরণং যামো রক্ষ নঃ শরণাগতান্॥১৭৮
ইত্যেবমুক্ত্বা তে সর্ব্বে তস্থুর্ধ্যায়ৎ পদাম্বুজম্।
দূরীভূতশ্চ দাবাগ্নিঃ শ্রীকৃষ্ণামৃতদৃষ্টিতঃ॥ ১৭৯
দূরীভূতেঽত্র দাবাগ্নৌ বিপত্তৌ প্রাণসঙ্কটে।
স্তোত্রমেতৎ পঠিত্বা চ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥১৮০

শক্রসৈন্যং ক্ষয়ং যাতি সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ।
ইহ লোকে হরের্ভক্তিমন্তে দাস্যং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥
(ইতি শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।)

নারায়ণ উবাচ।

দাবাগ্নিমোক্ষণং কৃত্বা তৈঃ সর্ব্বৈঃ সহ নারদ।
জগাম শ্রীহরির্গেহং কুবেরভবনোপমম্ ॥ ১৮২
ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং নন্দঃ পরিপূর্ণতমং দদৌ।
ভোজনং কারয়ামাস জ্ঞাতিবর্গাংশ্চ বান্ধবান্ ॥১৮৩
নানাবিধং মঙ্গলঞ্চ হরের্নামানুকীর্ত্তনম্।
বেদাংশ্চ পাঠয়ামাস বিপ্রদ্বারা মুদান্বিতঃ ॥ ১৮৪
এবং মুমুদিরে সর্ব্বে বৃন্দারণ্যে গৃহে গৃহে।
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজে ধ্যানৈকতানমানসাঃ ॥ ১৮৫
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং হরেশ্চরিতমঙ্গলম্।
কলিকিল্বিষকাষ্ঠানাং দাহনে দহনোপমম্ ॥ ১৮৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে দাবাগ্নি-মোক্ষণমেকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ।

একদা বালকৈঃ সার্দ্ধং বলেন সহ মাধবঃ।
ভুক্ত্বা পীত্বানুলিপ্তশ্চ বৃন্দারণ্যং জগাম হ ॥ ১
ক্রীড়াং চকার ভগবান্ কৌতুকেন চ তৈঃ সহ।
ক্রীড়ানিমগ্নচিত্তানাং দূরং তদ্গোকুলং যযৌ ॥ ২
তস্য প্রভাবং বিজ্ঞাতুং বিধাতা জগতাং পতিঃ।
চকারাপহৃবং গাশ্চ বৎসাংশ্চ বালকানপি ॥ ৩
বিজ্ঞায় তদভিপ্রায়ং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকারকঃ।
পুনশ্চকার তৎ সর্ব্বং যোগীন্দ্রো যোগমায়য়া ॥ ৪
জগাম শ্রীহরির্গেহং চারয়িত্বা তু গোকুলম্।
বলেন বালকৈঃ সার্দ্ধং ক্রীড়াকৌতুকমানসঃ ॥ ৫
এবং চকার ভগবান্ বর্ষমেকঞ্চ প্রত্যহম্।
গমনাগমনং গোভির্বলেন বালকৈঃ সহ ॥ ৬
ব্রহ্মা প্রভাবং বিজ্ঞায় লজ্জানম্রাত্মকন্ধরঃ।
আজগাম হরেঃ স্থানং ভাণ্ডীরবটমূলকম্ ॥ ৭
দদর্শ কৃষ্ণং তত্রৈব গোপালগণবেষ্টিতম্।
যথা পার্ব্বণচন্দ্রঞ্চ বিভান্তং ভগণৈঃ সহ ॥ ৮
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ বসন্তং সস্মিতং মুদা।
পীতবস্ত্রপরীধানং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা ॥ ৯
রত্ন-কেয়ূর-বলয়-রত্নমঞ্জীররঞ্জিতম্।
রত্নকুণ্ডলযুগ্মাভ্যাং সুকপোলস্থলোজ্জ্বলম্ ॥ ১০
কোটিকন্দর্পলাবণ্য-লীলাধাম মনোহরম্।
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমার্চ্চিতবিগ্রহম্ ॥ ১১
পারিজাতপ্রসূনানাং মালাজালৈর্বিরাজিতম্।
মালতীমাল্যসংযুক্ত-ময়ূরপুচ্ছচূড়কম্ ॥ ১২
স্বাঙ্গসৌন্দর্য্যদীপ্ত্যা চ কৃতভূষিতভূষণম্।
নবীননীরদশ্যামং প্রোদ্ভিন্ননবযৌবনম্ ॥ ১৩
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রস্য প্রভামুষ্টাস্যসুন্দরম্।
পক্কবিম্বাধরৌষ্ঠঞ্চ খগেন্দ্রচঞ্চুনাসিকম্ ॥ ১৪
শরন্মধ্যাহ্নপদ্মানাং প্রভামোচনলোচনম্।
মুক্তাপঙ্ক্তিবিনিন্দৈক-দন্তপঙ্ক্তিমনোহরম্ ॥ ১৫
কৌস্তুভেন মণীন্দ্রেণ বক্ষঃস্থলসমুজ্জ্বলম্।
শান্তঞ্চ রাধিকাকান্তং পরিপূর্ণতমং পরম্ ॥ ১৬
এতদ্ভূতং প্রভুং দৃষ্ট্বা প্রণনামাতিবিস্মিতঃ।
দর্শং দর্শমীশ্বরং তং প্রণনাম পুনঃ পুনঃ ॥ ১৭
যদ্দৃষ্টং হৃদয়াম্ভোজে তদ্রূপং বহিরেব চ।
যা মূর্ত্তিঃ পুরতো দৃষ্টা সা পশ্চাৎ পরিতস্ততঃ ॥
তত্র বৃন্দাবনে সর্ব্বং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণময়ং মুনে।
ধ্যায়ং ধ্যায়ঞ্চ তদ্রূপং তত্র তস্থৌ জগদ্বিধিঃ ॥১৯
গাবো বৎসাশ্চ বালাশ্চ লতাগুল্মাশ্চ বীরুধঃ।
সর্ব্বং বৃন্দাবনং ব্রহ্মা শ্যামরূপং দদর্শ হ ॥ ২০
দৃষ্ট্বৈবং পরমাশ্চর্য্যং পুনর্ধ্যানং চকার হ।
দদর্শ ত্রিজগদ্ব্রহ্মা নান্যৎ কৃষ্ণং বিনা মুনে ॥ ২১
ক্ব চ বৃক্ষঃ ক্ব বা শৈলঃ ক্ব মহী ক্ব চ সাগরাঃ।
ক্ব দেবাঃ ক্ব চ গন্ধর্ব্বাঃ ক্ব মুনীন্দ্রাঃ ক্ব মানবাঃ ॥
ক্ব চাত্মা ক্ব জগদ্বীজং ক্ব স্বর্গা গাব এব চ।
সর্ব্বঞ্চ সদৃশং ব্রহ্মা দদর্শ মায়য়া হরেঃ ॥ ২৩
কঃ কৃষ্ণো জগতাং নাথঃ কা বা মায়াবিভূতয়ঃ।
সর্ব্বং কৃষ্ণময়ং দৃষ্ট্বা কিঞ্চিন্নির্ব্বক্তুমক্ষমঃ ॥ ২৪
কং স্তৌমি কিং করোমীতি মনসৈবং প্রকৃত্য চ।
তত্র স্থিত্বা জগদ্ধাতা জপং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ ॥ ২৫
সুখং যোগাসনং কৃত্বা বভূব সম্পুটাঞ্জলিঃ।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গঃ সাশ্রুনেত্রোঽতিদীনবৎ ॥ ২৬
ঈড়াং সুষুম্নাং মেধ্যাঞ্চ পিঙ্গলাং নলিনীং ধ্রুবাম্
নাড়ীষট্‌কঞ্চ যোগেন নিবধ্য চ প্রযত্নতঃ ॥ ২৭
মূলাধারং স্বাধিষ্ঠানং মণিপূরমনাহতম্।

বিশুদ্ধং পরমাজ্ঞাখ্যং ষট্‌চক্রঞ্চ নিবধ্য চ ॥ ২৮
লঙ্ঘনং কারয়িত্বা চ তৎ ষট্‌চক্রং ক্রমাদ্বিধিঃ ।
ব্রহ্মরন্ধ্রং সমানীয় বায়ুপূর্ণং চকার হ ॥ ২৯
নিবধ্য বায়ুং মেধ্যাং তাং সমানীয় হৃদম্বুজম্ ।
তং বায়ুং ভ্রাময়িত্বা চ যোজয়ামাস মেধয়া ॥ ৩০
এবং কৃত্বা তু নিষ্পন্নো যো দত্তো হরিণা পুরা ।
জজাপ পরমং মন্ত্রং তং তস্যৈকাদশাক্ষরম্ ॥ ৩১
মুহূর্ত্তঞ্চ জপং কৃত্বা ধ্যায়ং ধ্যায়ং পদাম্বুজম্ ।
দদর্শ হৃদয়াম্ভোজে সর্ব্বং তেজোময়ং মুনে ॥ ৩২
অত্তেজসোঽন্তরে রূপমতীব সুমনোহরম্ ।
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং ভূষিতং পীতবাসসা ॥ ৩৩
শ্রুতিমূলস্থবিন্যস্ত-জ্বলন্মকরকুণ্ডলম্ ।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং ভক্তানুগ্রহকাতরম্ ।
নবীনজলদাকার-শ্যামসুন্দরবিগ্রহম্ ॥ ৩৪
স্থিতং জন্তুষু সর্ব্বেষু নির্লিপ্তং সাক্ষিরূপিণম্
আত্মারামং পূর্ণকামং জগদ্ব্যাপি জগৎপরম্ ॥৩৫
সর্ব্বস্বরূপং সর্ব্বেষাং বীজরূপং সনাতনম্ ।
সর্ব্বাধারং সর্ব্ববরং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্ ॥ ৩৬
সর্ব্বারাধ্যং সর্ব্বগুরুং সর্ব্বমঙ্গলকারণম্ ।
সর্ব্বমন্ত্রস্বরূপঞ্চ সর্ব্বসম্পৎকরং বরম্ ॥ ৩৭
যদ্দৃষ্টং ব্রহ্মরন্ধ্রে চ হৃদি তদ্বহিরেব চ ।
দৃষ্ট্বা চ পরমাশ্চর্য্যং তুষ্টাব পরমেশ্বরম্ ॥ ৩৮
যৎ স্তোত্রঞ্চ পুরা দত্তং হরিণৈকার্ণবে মুনে ।
তমীশং তেন বিধিনা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ॥ ৩৯

ব্রহ্মোবাচ ।

সর্ব্বস্বরূপং সর্ব্বেশং সর্ব্বকারণকারণম্ ।
সর্ব্বানির্ব্বচনীয়ং তং নমামি শিশুরূপিণম্ ॥ ৪০
শক্তীশং শক্তিবীজঞ্চ শক্তিরূপধরং পরম্ ।
শক্তিযুক্তমযুক্তঞ্চ স্তৌমি স্বেচ্ছাময়ং বিভুম্ ॥৪১
সংসারসাগরে ঘোরে শক্তিনৌকাসমন্বিতম্ ।
কৃপানিধিং কর্ণধারং নমামি ভক্তবৎসলম্ ॥ ৪২
আত্মস্বরূপমেকান্তং লিপ্তং নির্লিপ্তমেব চ ।
সগুণং নির্গুণং ব্রহ্ম স্তৌমি স্বেচ্ছাস্বরূপিণম্ ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিদেবং তমিন্দ্রিয়ালয়মেব চ ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়স্বরূপঞ্চ বিরাড়্রূপং নমাম্যহম্ ॥ ৪৪
বেদঞ্চ বেদজনকং সর্ব্ববেদাঙ্গরূপিণম্ ।
সর্ব্বমন্ত্রস্বরূপঞ্চ নমামি পরমেশ্বরম্ । ৪৫
সারাৎ সারতরং দ্রব্যমপূর্ব্বমনিরূপিতম্ ।
স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রঞ্চ যশোদানন্দনং ভজে ॥ ৪৬
সান্তং সর্ব্বশরীরেষু তমদৃষ্টমনূহকম্ ।
ধ্যানাসাধ্যং বিদ্যমানং যোগীন্দ্রাণাং গুরুং ভজে ॥
রাসমণ্ডলমধ্যস্থং রাসোল্লাসসমুৎসুকম্ ।
গোপীভিঃ সেব্যমানঞ্চ তং রাধেশং নমাম্যহম্ ॥
সতাং সদৈব সন্তং তমসন্তমসতামপি ।
যোগীশং যোগিনাং যোগং নমামি শিবসেবিতম্ ॥
মন্ত্রবীজং মন্ত্ররাজং মন্ত্রদং ফলদং ফলম্ ।
মন্ত্রসিদ্ধিস্বরূপং তং নমামি চ পরাৎপরম্ ॥ ৫০
সুখং দুঃখঞ্চ সুখদং দুঃখদং পুণ্যমেব চ ।
পুণ্যদং শুভদঞ্চৈব শুভবীজং নমাম্যহম্ ॥ ৫১
ইত্যেবং স্তবনং কৃত্বা দত্ত্বা গোবৎস-বালকান্ ।
নিপত্য দণ্ডবদ্ভূমৌ রুরোদ প্রণনাম চ ॥ ৫২
দদর্শ চক্ষুরুন্মীল্য বিধাতা জগতাং মুনে ।
ভাণ্ডীরবটমূলস্থং রত্নসিংহাসনস্থিতম্ ॥ ৫৩
বেষ্টিতং সর্ব্বগোপালৈরেকমেব মহোহরম্ ।
পুনঃ প্রণম্য তং ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকং যযৌ স্বয়ম্ ॥৫৪
ব্রহ্মণা চ কৃতং স্তোত্রং নিত্যং ভক্ত্যা চ যঃ পঠেৎ ।
ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা যাত্যন্তে শ্রীহরেঃ পদম্
লভতে দাস্যমতুলং স্থানমীশ্বরসন্নিধৌ ।
লব্ধা চ কৃষ্ণসারূপ্যং পার্ষদপ্রবরো ভবেৎ ॥ ৫৬

(ইতি ব্রহ্মকৃতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।)

নারায়ণ উবাচ

গতে জগৎকারণে চ ব্রহ্মলোকঞ্চ ব্রহ্মণি ।
শ্রীকৃষ্ণো বালকৈঃ সার্দ্ধং জগাম স্বালয়ং বিভুঃ ॥
গাবো বৎসাশ্চ বালাশ্চ জগ্মুর্ব্বর্ষান্তরে গৃহম্ ।
শ্রীকৃষ্ণমায়য়া সর্ব্বে মেনিরে তে দিনান্তরম্ ॥ ৫৮
গোপা গোপালিকাঃ কিঞ্চিৎ তর্কিতুং ন ক্ষমাস্তদা
যোগিনাং কৃত্রিমং সর্ব্বং কিং নূতনং বা পুরাতনম্ ॥
ইত্যেবং কথিতং বিপ্র শ্রীকৃষ্ণচরিতং শুভম্ ।
সুখদং মোক্ষদং পুণ্যং সর্ব্বকালসুখাবহম্ ॥ ৬০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে গোবৎসহরণং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২০॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

একদানন্দযুক্তশ্চ নন্দগোপো ব্রজে মুনে।
দুন্দুভিং বাদয়ামাস শক্রযাগকৃতোদ্যমঃ ॥ ১
দধি ক্ষীরং ঘৃতং তক্রং নবনীতং গুড়ং মধু।
এতান্যাদায় শক্রস্য পূজাং কুর্ব্বন্ত্বিতি ব্রুবন্ ॥ ২
যে যে সন্ত্যত্র নগরে গোপা গোপ্যশ্চ বালকাঃ।
বালিকাশ্চ দ্বিজা ভূপা বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ ভক্তিতঃ ॥৩
ইত্যেবং শ্রাবয়িত্বা চ স্বয়মেব মুদান্বিতঃ।
যষ্টিমারোপয়ামাস রম্যস্থানে সুবিস্তৃতে ॥ ৪
দদৌ তত্র ক্ষৌমবস্ত্রং মালাজালং মনোহরম্।
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমদ্রবমেব চ ॥ ৫
স্নাতঃ কৃতাহ্নিকো ভক্ত্যা ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী।
উবাস স্বর্ণপীঠে স প্রক্ষালিতপদাম্বুজঃ ॥ ৬
নানাপ্রকারপাত্রৈশ্চ ব্রাহ্মণৈশ্চ পুরোহিতৈঃ।
গোপালৈর্গোপিকাভিশ্চ বালাভিঃ সহ বালকৈঃ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্রাজগ্মুর্নগরবাসিনঃ।
মহৎসম্ভৃতসম্ভারা নানোপায়নসংযুতাঃ ॥ ৮
আজগ্মুর্মুনয়ঃ সর্ব্বে জ্বলন্তো ব্রহ্মতেজসা।
শান্তাঃ শিষ্যগণৈঃ সার্দ্ধং বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ॥ ৯
গর্গশ্চ গালবশ্চৈব শাকল্যঃ শাকটায়নঃ।
গৌতমঃ করথঃ কণ্বো বাৎস্যঃ কাত্যায়নস্তথা ॥ ১০
সৌভরির্বামদেবশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ পাণিনিঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গো গৌরমুখো ভরদ্বাজশ্চ বামনঃ ॥ ১১
কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ শৃঙ্গী সুমন্তুর্জৈমিনিঃ কঠঃ।
পরাশরশ্চ মৈত্রেয়ো বৈশম্পায়ন এব চ ॥ ১২
ব্রাহ্মণাশ্চ কতিবিধা ভিক্ষুকা বন্দিনস্তথা।
ভূপা বৈশ্যাশ্চ শূদ্রাশ্চ সমাজগ্মুর্মহোৎসবে ॥ ১৩
দৃষ্ট্বা মুনীন্দ্রান্ নন্দশ্চ ব্রাহ্মণান্ ভূমিপাংস্তথা।
স্বর্ণপীঠাৎ সমুত্তস্থৌ ব্রজাশ্চোত্তস্থুরেব চ ॥ ১৪
প্রণম্য বাসয়ামাস মুনীন্দ্র-বিপ্র-ভূমিপান্।
তেষামনুমতিং প্রাপ্য তত্রোবাস পুনর্মুদা ॥ ১৫
পাকঞ্চ যষ্টিনিকটে কর্ত্তুমাজ্ঞাং চকার হ।
পাকপ্রাজ্ঞব্রাহ্মণানাং শতমানীয় সাদরাৎ ॥ ১৬
তত্র রত্নপ্রদীপাশ্চ জজ্বলুঃ পরিতঃ সদা।
অন্ধীভূতঞ্চ ধূপেন স্থানং তৎ সুরভীকৃতম্ ॥ ১৭
নানাবিধানি পুষ্পাণি মাল্যানি বিবিধানি চ।
নৈবেদ্যঞ্চ বহুবিধমপূর্ব্বং সুমনোহরম্ ॥ ১৮
তিললড্ডুকপূর্ণঞ্চ ভল্লকানাং সহস্রকম্।
স্বস্তিকৈঃ পরিপূর্ণঞ্চ ভল্লকানাং সহস্রকম্।
কলসানাং সহস্রঞ্চ পূর্ণং শর্করয়া মুনে ॥ ১৯
যবগোধূমচূর্ণানাং লড্ডুকৈর্মধুরৈর্বরৈঃ।
ঘৃতপক্বৈর্বিপ্রকৃতৈঃ পূর্ণানি কলসানি চ ॥ ২০
বৃক্ষপক্কানি রম্যাণি চারুরম্ভাফলানি চ।
ফলানি পরিপক্কানি কালদেশোদ্ভবানি চ ॥ ২১
ক্ষীরাণাং কুম্ভলক্ষাণি দধ্নাং তাবন্তি নারদ!
মধূনাং কুম্ভশতকং সর্পিঃকুম্ভসহস্রকম্ ॥ ২২
কলসানাঞ্চ শতকং পূর্ণঞ্চ নবনীতকৈঃ।
কলসানাং ত্রিলক্ষাণি তক্রপূর্ণানি নিশ্চিতম্ ॥ ২৩
ঘটানাং পঞ্চলক্ষাণি গুড়পূর্ণানি নিশ্চিতম্।
বিষ্ণুতৈলেন পূর্ণঞ্চ কলসানাং সহস্রকম্ ॥ ২৪
বৃষেন্দ্রাশ্চ বহুবিধা ভোগার্হদ্রব্যবাহকাঃ।
নানাবিধানি বাদ্যানি চারূণি মধুরাণি চ ॥ ২৫
বাদকাঃ স্বরযন্ত্রাণি বাদয়ামাসুরুৎসবে।
নানাবিধানি পাত্রাণি সৌবর্ণরাজতানি চ ॥ ২৬
বস্ত্রাণি বরণার্হাণি চারূণি ভূষণানি চ।
স্বর্ণপীঠানি চ ব্রহ্মন্নাজগ্মুর্যষ্টিসন্নিধিম্ ॥ ২৭
ছাগলানাং সহস্রাণি মহিষাণাং শতানি চ।
মেষকাণাঞ্চ লক্ষাণি মায়াতীনাঞ্চ ষোড়শ ॥ ২৮
শতান্যেব গণ্ডকানামাজগ্মুর্যষ্টিসন্নিধিম্।
প্রোক্ষিতানি চ সর্ব্বাণি রক্ষিতানি চ রক্ষকৈঃ ॥২৯
বালকানাং বালিকানাং বৃদ্ধানাং বৃদ্ধযোষিতাম্।
যূনাঞ্চ যুবতীনাঞ্চ সংখ্যাং কর্ত্তুঞ্চ কঃ ক্ষমঃ ॥ ৩০
গায়কানাঞ্চ সঙ্গীতং নর্ত্তকানাঞ্চ নর্ত্তনম্।
শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা জনাঃ সর্ব্বে মুমুহুঃ সুমহোৎসবে ॥৩১
রম্ভোর্ব্বশী মেনকা চ ঘৃতাচী মোহিনী রতী।
প্রভাবতী ভানুমতী বিপ্রচিত্তী তিলোত্তমা ॥ ৩২
চন্দ্রপ্রভা সুপ্রভা চ রত্নমালা মদালসা।
রেণুকা রমণী ব্রহ্মন্নেতা আজগ্মুরুৎসবে ॥ ৩৩
তাসাং নৃত্যেন গীতেন স্তনাস্যশ্রোণিদর্শনাৎ।
রূপেণ বক্রদৃষ্ট্যা চ মূর্চ্ছামাপুশ্চ মানবাঃ ॥ ৩৪
এতস্মিন্নন্তরে শীঘ্রমাজগাম হরিঃ স্বয়ম্।
গোপালবালকৈঃ সার্দ্ধং বলেন বলশালিনা ॥ ৩৫
দৃষ্ট্বা তঞ্চ জনাঃ সর্ব্বে সম্ভ্রমা হর্ষবিহ্বলাঃ।
উত্তস্থুরারাত্তীত্তাশ্চ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহাঃ ॥ ৩৬

বিশুদ্ধং পরমাজ্ঞাখ্যং ষট্‌চক্রঞ্চ নিবধ্য চ ॥ ২৮
লঙ্ঘনং কারয়িত্বা চ তৎ ষট্‌চক্রং ক্রমাদ্বিধিঃ ।
ব্রহ্মরন্ধ্রং সমানীয় বায়ুপূর্ণং চকার হ ॥ ২৯
নিবধ্য বায়ুং মেধ্যাং তাং সমানীয় হৃদম্বুজম্ ।
তং বায়ুং ভ্রাময়িত্বা চ যোজয়ামাস মেধ্যয়া ॥ ৩০
এবং কৃত্বা তু নিষ্পন্নো যো দত্তো হরিণা পুরা ।
জজাপ পরমং মন্ত্রং তং তস্যৈকাদশাক্ষরম্ ॥ ৩১
মুহূর্ত্তঞ্চ জপং কৃত্বা ধ্যায়ং ধ্যায়ং পদাম্বুজম্ ।
দদর্শ হৃদয়াম্ভোজে সর্ব্বং তেজোময়ং মুনে ॥ ৩২
অন্তেজসোহন্তরে রূপমতীব সুমনোহরম্ ।
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং ভূষিতং পীতবাসসা ॥ ৩৩
শ্রুতিমূলসুবিন্যস্ত-জ্বলম্মকরকুণ্ডলম্ ।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং ভক্তানুগ্রহকাতরম্ ।
নবীনজলদাকার-শ্যামসুন্দরবিগ্রহম্ ॥ ৩৪
স্থিতং জন্তুষু সর্ব্বেষু নির্লিপ্তং সাক্ষিরূপিণম্
আত্মারামং পূর্ণকামং জগদ্ব্যাপি জগৎপরম্ ॥৩৫
সর্ব্বস্বরূপং সর্ব্বেষাং বীজরূপং সনাতনম্ ।
সর্ব্বাধারং সর্ব্ববরং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্ ॥ ৩৬
সর্ব্বারাধ্যং সর্ব্বগুরুং সর্ব্বমঙ্গলকারণম্ ।
সর্ব্বমন্ত্রস্বরূপঞ্চ সর্ব্বসম্পৎকরং বরম্ ॥ ৩৭
যদ্দৃষ্টং ব্রহ্মরন্ধ্রে চ হৃদি তদ্বহিরেব চ ।
দৃষ্ট্বা চ পরমাশ্চর্য্যং তুষ্টাব পরমেশ্বরম্ ॥ ৩৮
যৎ স্তোত্রঞ্চ পুরা দত্তং হরিণৈকার্ণবে মুনে ।
তমীশং তেন বিধিনা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ॥ ৩৯

ব্রহ্মোবাচ ।

সর্ব্বস্বরূপং সর্ব্বেশং সর্ব্বকারণকারণম্ ।
সর্ব্বানির্ব্বচনীয়ং তং নমামি শিশুরূপিণম্ ॥ ৪০
শক্তীশং শক্তিবীজঞ্চ শক্তিরূপধরং পরম্ ।
শক্তিযুক্তমযুক্তঞ্চ স্তৌমি স্বেচ্ছাময়ং বিভুম্ ॥৪১
সংসারসাগরে ঘোরে শক্তিনৌকাসমন্বিতম্ ।
কৃপানিধিং কর্ণধারং নমামি ভক্তবৎসলম্ ॥ ৪২
আত্মস্বরূপমেকান্তং লিপ্তং নির্লিপ্তমেব চ ।
সগুণং নির্গুণং ব্রহ্ম স্তৌমি স্বেচ্ছাস্বরূপিণম্ ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিদেবং তমিন্দ্রিয়ালয়মেব চ ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়স্বরূপঞ্চ বিরাড্রূপং নমাম্যহম্ ॥ ৪৪
বেদঞ্চ বেদজনকং সর্ব্ববেদাঙ্গরূপিণম্ ।
সর্ব্বমন্ত্রস্বরূপঞ্চ নমামি পরমেশ্বরম্ । ৪৫
সারাৎ সারতরং দ্রব্যমপূর্ব্বমনিরূপিতম্ ।
স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রঞ্চ যশোদানন্দনং ভজে ॥ ৪৬
সান্তং সর্ব্বশরীরেষু তমদৃষ্টমনূহকম্ ।
ধ্যানাসাধ্যং বিদ্যমানং যোগীন্দ্রাণাং গুরুং ভজে ॥
রাসমণ্ডলমধ্যস্থং রাসোল্লাসসমুৎসুকম্ ।
গোপীভিঃ সেব্যমানঞ্চ তং রাধেশং নমাম্যহম্ ॥
সতাং সদৈব সন্তং তমসন্তমসতামপি ।
যোগীশং যোগিনাং যোগং নমামি শিবসেবিতম্ ॥
মন্ত্রবীজং মন্ত্ররাজং মন্ত্রদং ফলদং ফলম্ ।
মন্ত্রসিদ্ধিস্বরূপং তং নমামি চ পরাৎপরম্ ॥ ৫০
সুখং দুঃখঞ্চ সুখদং দুঃখদং পুণ্যমেব চ ।
পুণ্যদং শুভদঞ্চৈব শুভবীজং নমাম্যহম্ ॥ ৫১
ইত্যেবং স্তবনং কৃত্বা দত্ত্বা গোবৎস-বালকান্ ।
নিপত্য দণ্ডবদ্ভূমৌ রুরোদ প্রণনাম চ ॥ ৫২
দদর্শ চক্ষুরুন্মীল্য বিধাতা জগতাং মুনে ।
ভাণ্ডীরবটমূলস্থং রত্নসিংহাসনস্থিতম্ ॥ ৫৩
বেষ্টিতং সর্ব্বগোপালৈরেকমেব মহোহরম্ ।
পুনঃ প্রণম্য তং ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকং যযৌ স্বয়ম্ ॥৫৪
ব্রহ্মণা চ কৃতং স্তোত্রং নিত্যং ভক্ত্যা চ যঃ পঠেৎ ।
ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা যাত্যন্তে শ্রীহরেঃ পদম্
লভতে দাস্যমতুলং স্থানমীশ্বরসন্নিধৌ ।
লব্ধ্বা চ কৃষ্ণসারূপ্যং পার্ষদপ্রবরো ভবেৎ ॥ ৫৬

(ইতি ব্রহ্মকৃতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।)

নারায়ণ উবাচ

গতে জগৎকারণে চ ব্রহ্মলোকঞ্চ ব্রহ্মণি ।
শ্রীকৃষ্ণো বালকৈঃ সার্দ্ধং জগাম স্বালয়ং বিভুঃ ॥
গাবো বৎসাশ্চ বালাশ্চ জগ্মুর্ব্বর্ষান্তরে গৃহম্ ।
শ্রীকৃষ্ণমায়য়া সর্ব্বে মেনিরে তে দিনান্তরম্ ॥ ৫৮
গোপা গোপালিকাঃ কিঞ্চিৎ তর্কিতুং ন ক্ষমাস্তদা
যোগিনাং কৃত্রিমং সর্ব্বং কিং নূতনং বা পুরাতনম্ ॥
ইত্যেবং কথিতং বিপ্র শ্রীকৃষ্ণচরিতং শুভম্ ।
সুখদং মোক্ষদং পুণ্যং সর্ব্বকালসুখাবহম্ ॥ ৬০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে গোবৎস-হরণং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২০॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

একদানন্দযুক্তশ্চ নন্দগোপো ব্রজে মুনে।
দুন্দুভিং বাদয়ামাস শক্রযাগকৃতোদ্যমঃ ॥ ১
দধি ক্ষীরং ঘৃতং তক্রং নবনীতং গুড়ং মধু।
এতান্যাদায় শক্রস্য পূজাং কুর্ব্বন্ত্বিতি ব্রুবন্ ॥ ২
যে যে সন্ত্যত্র নগরে গোপা গোপ্যশ্চ বালকাঃ।
বালিকাশ্চ দ্বিজা ভূপা বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ ভক্তিতঃ ॥৩
ইত্যেবং শ্রাবয়িত্বা চ স্বয়মেব মুদান্বিতঃ।
যষ্টিমারোপয়ামাস রম্যস্থানে সুবিস্তৃতে ॥ ৪
দদৌ তত্র ক্ষৌমবস্ত্রং মালাজালং মনোহরম্।
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমদ্রবমেব চ ॥ ৫
স্নাতঃ কৃতাহ্নিকো ভক্ত্যা ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী।
উবাস স্বর্ণপীঠে স প্রক্ষালিতপদাম্বুজঃ ॥ ৬
নানাপ্রকারপাত্রৈশ্চ ব্রাহ্মণৈশ্চ পুরোহিতৈঃ।
গোপৈর্গোপিকাভিশ্চ বালাভিঃ সহ বালকৈঃ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্রাজগ্মুর্নগরবাসিনঃ।
মহৎসম্ভৃতসম্ভারা নানোপায়নসংযুতাঃ ॥ ৮
আজগ্মুর্মুনয়ঃ সর্ব্বে জ্বলন্তো ব্রহ্মতেজসা।
শান্তাঃ শিষ্যগণৈঃ সার্দ্ধং বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ॥ ৯
গর্গশ্চ গালবশ্চৈব শাকল্যঃ শাকটায়নঃ।
গৌতমঃ করথঃ কণ্বো বাৎস্যঃ কাত্যায়নস্তথা ॥ ১০
সৌভরির্বামদেবশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ পাণিনিঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গো গৌরমুখো ভরদ্বাজশ্চ বামনঃ ॥ ১১
কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ শৃঙ্গী সুমন্তুর্জৈমিনিঃ কঠঃ।
পরাশরশ্চ মৈত্রেয়ো বৈশম্পায়ন এব চ ॥ ১২
ব্রাহ্মণাশ্চ কতিবিধা ভিক্ষুকা বন্দিনস্তথা।
ভূপা বৈশ্যাশ্চ শূদ্রাশ্চ সমাজগ্মুর্মহোৎসবে ॥ ১৩
দৃষ্ট্বা মুনীন্দ্রান্ নন্দশ্চ ব্রাহ্মণান্ ভূমিপাংস্তথা।
স্বর্ণপীঠাৎ সমুত্তস্থৌ ব্রজস্থশ্চোত্তস্থুরেব চ ॥ ১৪
প্রণম্য বাসয়ামাস মুনীন্দ্র-বিপ্র-ভূমিপান্।
তেষামনুমতিং প্রাপ্য তত্রোবাস পুনর্মুদা ॥ ১৫
পাকঞ্চ যষ্টিনিকটে কর্ত্তুমাজ্ঞাং চকার হ।
পাকপ্রাজ্ঞব্রাহ্মণানাং শতমানীয় সাদরাৎ ॥ ১৬
তত্র রত্নপ্রদীপাশ্চ জজ্বলুঃ পরিতঃ সদা।
অন্ধীভূতঞ্চ ধূপেন স্থানং তৎ সুরভীকৃতম্ ॥ ১৭
নানাবিধানি পুষ্পাণি মাল্যানি বিবিধানি চ।
নৈবেদ্যঞ্চ বহুবিধমপূর্ব্বং সুমনোহরম্ ॥ ১৮
তিললড্ডুকপূর্ণঞ্চ ভল্লকানাং সহস্রকম্।
স্বস্তিকৈঃ পরিপূর্ণঞ্চ ভল্লকানাং সহস্রকম্।
কলসানাং সহস্রঞ্চ পূর্ণং শর্করয়া মুনে ॥ ১৯
যবগোধূমচূর্ণানাং লড্ডুকৈর্মধুরৈর্বরৈঃ।
ঘৃতপক্কৈর্বিপ্রকৃতৈঃ পূর্ণানি কলসানি চ ॥ ২০
বৃক্ষপক্কানি রম্যাণি চারুরম্ভাফলানি চ।
ফলানি পরিপক্কানি কালদেশোদ্ভবানি চ ॥ ২১
ক্ষীরাণাং কুম্ভলক্ষাণি দধ্নাং তাবন্তি নারদ।
মধূনাং কুম্ভশতকং সর্পিঃকুম্ভসহস্রকম্ ॥ ২২
কলসানাঞ্চ শতকং পূর্ণঞ্চ নবনীতকৈঃ।
কলসানাং ত্রিলক্ষাণি তক্রপূর্ণানি নিশ্চিতম্ ॥ ২৩
ঘটানাং পঞ্চলক্ষাণি গুড়পূর্ণানি নিশ্চিতম্।
বিষ্ণুতৈলেন পূর্ণঞ্চ কলসানাং সহস্রকম্ ॥ ২৪
ম্লেচ্ছেন্দ্রাশ্চ বহুবিধা ভোগার্হদ্রব্যবাহকাঃ।
নানাবিধানি বাদ্যানি চারূণি মধুরাণি চ ॥ ২৫
বাদকাঃ স্বরযন্ত্রাণি বাদয়ামাসুরুৎসবে।
নানাবিধানি পাত্রাণি সৌবর্ণরাজতানি চ ॥ ২৬
বস্ত্রাণি বরণার্হাণি চারূণি ভূষণানি চ।
স্বর্ণপীঠানি চ ব্রহ্মন্নাজগ্মুর্যষ্টিসন্নিধিম্ ॥ ২৭
ছাগলানাং সহস্রাণি মহিষাণাং শতানি চ।
মেষকাণাঞ্চ লক্ষাণি মায়াতীনাঞ্চ ষোড়শ ॥ ২৮
শতান্যেব গণ্ডকানামাজগ্মুর্যষ্টিসন্নিধিম্।
প্রোক্ষিতানি চ সর্ব্বাণি রক্ষিতানি চ রক্ষকৈঃ ॥২৯
বালকানাং বালিকানাং বৃদ্ধানাং বৃদ্ধযোষিতাম্।
যূনাঞ্চ যুবতীনাঞ্চ সংখ্যাং কর্ত্তুঞ্চ কঃ ক্ষমঃ ॥ ৩০
গায়কানাঞ্চ সঙ্গীতং নর্ত্তকানাঞ্চ নর্ত্তনম্।
শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা জনাঃ সর্ব্বে মুমুহুঃ সুমহোৎসবে ॥৩১
রম্ভোর্ব্বশী মেনকা চ ঘৃতাচী মোহিনী রতী।
প্রভাবতী ভানুমতী বিপ্রচিত্তী তিলোত্তমা ॥ ৩২
চন্দ্রপ্রভা সুপ্রভা চ রত্নমালা মদালসা।
রেণুকা রমণী ব্রহ্মন্নেতা আজগ্মুরুৎসবে ॥ ৩৩
তাসাং নৃত্যেন গীতেন স্তনাস্যশ্রোণিদর্শনাৎ।
রূপেণ বক্রদৃষ্ট্যা চ মূর্চ্ছামাপুশ্চ মানবাঃ ॥ ৩৪
এতস্মিন্নন্তরে শীঘ্রমাজগাম হরিঃ স্বয়ম্।
গোপালবালকৈঃ সার্দ্ধং বলেন বলশালিনা ॥ ৩৫
দৃষ্ট্বা তঞ্চ জনাঃ সর্ব্বে সম্ভ্রমা হর্ষবিহ্বলাঃ।
উত্তস্থুরারাত্তীত্তাশ্চ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহাঃ ॥ ৩৬

ক্রোড়াস্থানাং সমায়ান্তং শান্তং সুন্দরবিগ্রহম্ ।
বিনোদমুরলী-বেণু-শব্দশব্দসমন্বিতম্ ॥ ৩৭
সদ্রত্নসারভূষাভির্ভূষিতং কৌতুকেন চ ।
চন্দনাগুরুপঙ্কেন চর্চ্চিতং শ্যামবিগ্রহম্ ॥ ৩৮
শরন্মধ্যাহ্নপদ্মাস্যং পশ্যন্তং রত্নদর্পণৈঃ ।
চারুচন্দ্রকচন্দ্রেণ কস্তূরীবিন্দুনা সহ ।
শশাঙ্কেন যথাকাশং ভালমধ্যে বিরাজিতম্ ॥ ৩৯
মালতীমালয়া শ্যাম কণ্ঠবক্ষঃস্থলোজ্জ্বলম্ ॥
বকপঙ্ক্ত্যা যথাকাশং শারদীয়ং সুনির্ম্মলম ॥ ৪০
চারুণা পীতবস্ত্রেণ শোভিতশ্যামবিগ্রহম্ ।
বিভান্তং বিদ্যুতা শশ্বন্নবীননীরদং যথা ॥ ৪১
কুন্দপ্রসূনৈর্গুঞ্জাভির্বদ্ধবঙ্কিমচূড়কম্ ।
যথেন্দ্রধনুষা ভাতা বিভান্তং ভগণৈর্নভঃ ॥ ৪২
রত্নকুণ্ডলদীপ্ত্যা চ স্মিতবক্ত্রং সুশোভিতম্ ।
শরৎপ্রফুল্লপদ্মঞ্চ দ্যুমণেঃ কিরণৈর্যথা ॥ ৪৩
বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাশ্চ মুনয়ো বল্লবা মুদা ।
প্রণম্য বাসয়ামাসু রত্নসিংহাসনে বিভুম্ ॥ ৪৪
উবাস স্বর্ণপীঠে স তেষাং মধ্যে জগৎপতিঃ ।
যথা বভৌ শরচ্চন্দ্রো জ্যোতিষামন্তরে চ খে ॥ ৪৫
স্তুত্বা তমূষুস্তে সর্ব্বে জগতামীশ্বরং পরম্ ।
স্বেচ্ছাময়ং গুণাতীতং জ্যোতীরূপং সনাতনম্॥ ৪৬
দৃষ্ট্বা মহোৎসবং শীঘ্রমুবাচ পিতরং হরিঃ ।
বিদুষাং দুর্লভাং নীতিং নীতিশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৪৭

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

ভো ভো বল্লবরাজেন্দ্র কিং করোষীহ সুব্রত ।
আরাধ্যঃ কশ্চ কা পূজা কিং ফলং পূজনে ভবেৎ
ফলেন সাধনং কিং বা কঃ সাধ্যঃ সাধনেন চ ।
দেবে রুষ্টে ভবেৎ কিং বা পূজায়াঃ প্রতিবন্ধকে ॥
তুষ্টো দেবঃ কিং দদাতি ফলমত্র পরত্র কিম্ ।
কাচিদ্দদাত্যত্র ফলং পরত্র নেহ কা চ ন ॥ ৫০
কাচিচ্চ নোভয়ত্রাপি চোভয়ত্রাপি কাচন ।
অবেদবিহিতা পূজা সর্ব্বহানিকরণ্ডিকা ॥ ৫১
পূজেয়মধুনা বা তে কিম্ বা পুরুষক্রমাৎ ।
দৃষ্টো দেবস্ত্বয়া কিংস্বিৎ পূজা যদনুসারিণী ॥ ৫২
সাক্ষাৎ খাদতি দেবস্তে সাক্ষাৎ কিং বা ন খাদতি
সাক্ষাদ্ভুঙ্‌ক্তে চ যো দেবঃ সুপ্রশস্তং তদর্চ্চনম্ ॥
পৃথিব্যাং ব্রাহ্মণা দেবা ইতি বেদৈর্নিরূপিতম্ ।
সর্ব্বেষাং পূজনাৎ তাত সুপ্রশস্তং দ্বিজার্চ্চনম্ ॥৫৪
সাক্ষাৎ খাদতি নৈবেদ্যং বিপ্ররূপী জনার্দ্দনঃ ।
ব্রাহ্মণে পরিতুষ্টে চ সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ৫৫
কিং তস্য দেবপূজায়াং যো নিযুক্তো দ্বিজার্চ্চনে ।
পূজিতা ব্রাহ্মণা যেন পূজিতাঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ৫৬
দেবায় দত্ত্বা নৈবেদ্যং ন দত্তং ব্রাহ্মণায় চেৎ ।
ভস্মীভূতঞ্চ তদ্দ্রব্যং পূজনং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৫৭
বিপ্রায় দেবনৈবেদ্যং দানাদ্ধ্রুবমনন্তকম্ ।
তুষ্টো দেবো বরং দত্ত্বা প্রয়াতি চ স্বমন্দিরম্ ॥ ৫৮
দত্ত্বা দেবায় নৈবেদ্যং মূঢ়ো ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদি ।
দত্তাপহারী দেবস্বং ভুক্ত্বা চ নরকং ব্রজেৎ ॥ ৫৯
দেবদত্তং ন ভোক্তব্যং নৈবেদ্যঞ্চ বিনা হরেঃ ।
প্রশস্তং সর্ব্বদেবেষু বিষ্ণোর্নৈবেদ্যভোজনম্ ॥৬০
অন্নং বিষ্ঠা জলং মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্ ।
সর্ব্বেষাঞ্চ ক্রমমিদং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ ॥ ৬১
ন দত্ত্বা বস্তু দেবায় দত্তং বিপ্রায় চেৎ সুধীঃ ।
ভুক্ত্বা বিপ্রমুখে দেবাস্তুষ্টাঃ স্বর্গং প্রয়ান্তি চ ॥ ৬২
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন বিপ্রাণামর্চ্চনং কুরু ।
প্রশস্তফলদাতৄণামিহ লোকে পরত্র চ ॥ ৬৩
জপস্তপশ্চ পূজা বা যজ্ঞদানং মহোৎসবঃ ।
সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং সারো বিপ্রতুষ্টিশ্চ দক্ষিণা ॥ ৬৪
ব্রাহ্মণানাং শরীরেষু তিষ্ঠন্তি সর্ব্বদেবতাঃ ।
পাদেষু সর্ব্বতীর্থানি পুণ্যানি পাদধূলিষু ॥ ৬৫
পাদোদকেষু বিপ্রাণাং তীর্থতোয়ানি সন্তি চ ।
তৎস্পর্শাৎ সর্ব্বতীর্থেষু স্নানজন্যফলং ভবেৎ ॥৬৬
নশ্যন্তি ভক্ষণাদ্রোগা ভক্তিভাবেন বল্লব ।
সপ্তজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৭
পাপং পঞ্চবিধং কৃত্বা যো বিপ্রং প্রণমেদ্দ্বিজঃ ।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৬৮
ব্রাহ্মণস্পর্শমাত্রেণ মুক্তো ভবতি পাতকী ।
দর্শনান্মুচ্যতে পাপাদিতি বেদে নিরূপিতম্ ॥ ৬৯
অপ্রজ্ঞো বাথ প্রজ্ঞো বা ব্রাহ্মণো বিষ্ণুবিগ্রহঃ ।
বিপ্রাঃ প্রাণাধিকা বিষ্ণোর্যে বিপ্রা হরিসেবিনঃ ॥
দ্বিজানাং হরিভক্তানাং প্রভাবো দুর্লভঃ শ্রুতৌ ।
যেষাং পাদাব্জরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা ॥ ৭১
তেষাঞ্চ পাদচিহ্নং যৎ তীর্থং তৎ পরিকীর্ত্তিতম্ ।
তেষাঞ্চ স্পর্শমাত্রেণ তীর্থপাপং প্রণশ্যতি ॥ ৭২
আলিঙ্গনাৎ সদালাপাৎ তেষামুচ্ছিষ্টভোজনাৎ ।
দর্শনাৎ স্পর্শনাচ্চৈব সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৭৩

ভ্রমণে সর্ব্বতীর্থানাং যৎ পুণ্যং স্নানতো ভবেৎ।
হরিদাসস্য বিপ্রস্য তৎ পুণ্যং দর্শনাল্লভেৎ ॥ ৭৪
যে বিপ্রা হরয়ে দত্ত্বা নিত্যমন্নঞ্চ ভুঞ্জতে।
উচ্ছিষ্টভোজনাৎ তেষাং হরের্দাস্যং লভেন্নরঃ ॥৭৫
ন দত্ত্বা হরয়ে ভক্ত্যা ভুঞ্জতে চ ভ্রমাদপি।
পুরীষসদৃশং যস্য জলং মূত্রসমং ভবেৎ ॥ ৭৬
ভক্তহস্তগতং বস্তু তদ্বিষ্ণোরেব বল্লব।
অদত্ত্বা হরয়ে ভুক্ত্বা দেবস্বভোজকো ভবেৎ ॥ ৭৭
শূদ্রশ্চেদ্ধরিভক্তশ্চ নৈবেদ্যভোজনোঽর্হকঃ।
আমান্নং হরয়ে দত্ত্বা পাকং কৃত্বা চ খাদতি ॥ ৭৮
বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যানাং শালগ্রামশিলার্চ্চনে।
অধিকারো ন শূদ্রাণাং হরেরেবার্চ্চনে তথা ॥ ৭৯
দ্রব্যাণ্যেতানি গোপেন্দ্র বিপ্রেভ্যশ্চেন্ন দাস্যসি।
ভস্মীভূতানি সর্ব্বাণি ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৮০
অন্নঞ্চ সর্ব্বজীবেভ্যঃ পুণ্যার্থং দাতুমর্হসি।
দত্ত্বা বিশিষ্টজীবেভ্যো বিশিষ্টং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮১
ততো দত্ত্বা মানুষেভ্যো লভতেঽষ্টগুণং ফলম্।
ততো বিশিষ্টং শূদ্রেভ্যো দত্ত্বা তদ্দ্বিগুণং ফলম্ ৮২
দত্ত্বান্নং বৈশ্যজাতিভ্যস্ততশ্চাষ্টগুণং ফলম্।
ক্ষত্রিয়েভ্যোঽপি বৈশ্যানাং দত্ত্বান্নং দ্বিগুণং ভবেৎ
ক্ষত্রিয়াণাং শতগুণং বিপ্রেভ্যোঽন্নং প্রদায় চ।
বিপ্রাণাঞ্চ শতগুণং শাস্ত্রজ্ঞে ব্রাহ্মণে ফলম্ ॥৮৪
শাস্ত্রজ্ঞানাং শতগুণং ভক্তে বিপ্রে লভেদ্ধ্রুবম্।
স চান্নং হরয়ে দত্ত্বা ভুঙ্ক্তে ভক্ত্যা চ সাদরম্ ॥
বিষ্ণবে ভক্তবিপ্রায় দত্ত্বা দাতুশ্চ যৎ ফলম্।
তৎ ফলং লভতে নূনং ভক্তব্রাহ্মণভোজনে ॥ ৮৬
ভক্তে তুষ্টে হরিস্তুষ্টো হরৌ তুষ্টে চ দেবতাঃ।
ভবন্তি সিক্তাঃ শাখাশ্চ যথা মূলনিষেচনাৎ ॥ ৮৭
দ্রব্যাণ্যেতানি দেবায় যদ্যেকস্মৈ প্রযচ্ছতি।
সর্ব্বে দেবা বিতুষ্টাশ্চেদ্দৈবেকঃ কিং করিষ্যতি ॥৮৮
অথবা ত্বঞ্চ বস্তূনি দেহি গোবর্দ্ধনায় চ।
গা বর্দ্ধয়তি যো নিত্যং তেন গোবর্দ্ধনঃ স্মৃতঃ ॥ ৮৯
গোবর্দ্ধনসমস্তাত পুণ্যবান্ ন হি ভূতলে।
নিত্যং দদাতি গোভ্যো যে নবীনানি তৃণানি চ ॥
তীর্থস্নানেষু যৎ পুণ্যং যৎ পুণ্যং বিপ্রভোজনে।
যৎ পুণ্যঞ্চ মহাদানে যৎ পুণ্যং হরিসেবনে ॥ ৯১
সর্ব্বব্রতোপবাসেষু সর্ব্বেষ্বেব তপঃসু চ।
ভুবঃ পর্য্যটনে যৎ তু সত্যবাক্যেষু যদ্ভবেৎ ॥ ৯২
সর্ব্বে দেবা গবামঙ্গে তীর্থানি তৎপদেষু চ।
তদ্গুহ্যেষু স্বয়ং লক্ষ্মীস্তিষ্ঠত্যেব সদা পিতঃ ॥ ৯৩
গোষ্পদাক্তমৃদা যো হি তিলকং কুরুতে নরঃ।
তীর্থস্নাতো ভবেৎ সদ্যোঽভয়ং তস্য পদে পদে ॥
গাবস্তিষ্ঠন্তি যত্রৈব তৎ তীর্থং পরিকীর্ত্তিতম্।
প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা নরস্তত্র সদ্যো মুক্তো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥
ব্রাহ্মণানাং গবামঙ্গং যো হন্তি মানবাধমঃ
ব্রহ্মহত্যাসমং পাপং ভবেৎ তস্য ন সংশয়ঃ ॥ ৯৬
নারায়ণাংশান্ বিপ্রাংশ্চ গাশ্চ যে ঘ্নন্তি মানবাঃ।
কালসূত্রঞ্চ তে যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৯৭
ইত্যেবমুক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণো বিররাম চ নারদ।
আনন্দযুক্তো নন্দশ্চ তমুবাচ স্মিতাননঃ ॥ ৯৮

নন্দ উবাচ।

পৌর্ব্বাপরীয়ং পূজেতি মহেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ।
সুবৃষ্টিসাধনী সাধ্যং সর্ব্বশস্যং মনোহরম্।
শস্যানি জীবিনাং প্রাণাঃ শস্যাজ্জীবন্তি জীবিনঃ ॥
পূজয়ন্তি ব্রজস্থাশ্চ মহেন্দ্রং পুরুষক্রমাৎ।
মহোৎসবং বৎসরান্তে নির্ব্বিঘ্নায় শিবায় চ ॥ ১০০
ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা বলেন সহ মাধবঃ।
উচ্চৈর্জহাস চ পুনরুবাচ পিতরং মুদা ॥ ১০১

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

অহো শ্রুতং বিচিত্রং তে বচনং পরমাদ্ভুতম্।
উপহাস্যং লোকশাস্ত্রে বেদেষ্বেব বিগর্হিতম্ ॥ ১০২
নিরূপণং নাস্তি কুত্র শক্রাদ্বৃষ্টিঃ প্রজায়তে।
অপূর্ব্বং নীতিবচনং শ্রুতমদ্য মুখাৎ তব ॥ ১০৩
শৃণু নীতিং শ্রুতবতাং হে তাত নানয়ং বদ।
বচনং সামবেদোক্তং সন্তো জানন্তি সর্ব্বতঃ ॥১০৪
প্রশ্নং কুরুষ মন্ত্রাংশ্চ বিবুধানপি সংসদি।
ব্রুবন্তু পরমার্থঞ্চ কিমিন্দ্রাদ্বৃষ্টিরেব চ ॥ ১০৫
সূর্য্যাদ্ধি জায়তে তোয়ং তোয়াচ্ছস্যানি শাখিনঃ।
তেভ্যোঽন্নানি ফলান্যেব তেভ্যো জীবন্তি জীবিনঃ
সূর্য্যগ্রস্তঞ্চ নীরঞ্চ কালে তস্মাৎ সমুদ্ভবঃ।
সূর্য্যো মেঘাদয়ঃ সর্ব্বে বিধাত্রা তে নিরূপিতাঃ ॥
তোয়যুক্তো জলধরো গজশ্চ সাগরো মরুৎ।
শস্যাধিপো নৃপো মন্ত্রী বিধাত্রা তে নিরূপিতাঃ ॥
জলাঢ়কানাং শস্যানাং তৃণানাঞ্চ নিরূপিতম্।
সর্ব্বেঽব্দেঽব্দেঽস্ত্যেব তৎ সর্ব্বং কল্পে কল্পে যুগে যুগে
হস্তী সমুদ্রাদাদায় করেণ জলমীপ্সিতম্।

দদ্যাদ্ঘনায় তদ্দদ্যাদ্বাতেন প্রেরিতো ঘনঃ ॥১১০
স্থানে স্থানে পৃথিব্যাঞ্চ কালে কালে যথোচিতম্।
ঈশেচ্ছয়াবির্ভূতঞ্চ ন ভূতং প্রতিবন্ধকম্ ॥ ১১১
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ মহৎ ক্ষুদ্রঞ্চ মধ্যমম্।
ধাত্রা নিরূপিতং কর্ম্ম কেন তাত নিবার্য্যতে ॥১১২
জগচ্চরাচরং সর্ব্বং কৃতং তেনেশ্বরাজ্ঞয়া।
আদৌ বিনির্ম্মিতো ভক্ষ্যঃ পশ্চাজ্জীব ইতি স্মৃতম্
অভ্যাসাচ্চ স্বভাবো হি স্বভাবাৎ কর্ম্ম এব চ।
জায়তে কর্ম্মণা ভোগো জীবিনাং সুখদুঃখয়োঃ ॥
যাতনা-জন্মমরণং রোগ-শোক-ভয়ানি চ।
সমুৎপত্তিবিপদ্বিদ্যা কবিতা বা যশোঽযশঃ ॥১১৫
পুণ্যঞ্চ স্বর্গবাসঞ্চ শাপং নরকসংস্থিতিঃ।
মুক্তির্ভক্তির্হরের্দ্দাস্যং কর্ম্মণা ঘটতে নৃণাম্ ॥১১৬
সর্ব্বেষাং জনকো হীশশ্চাভ্যাস-শীল-কর্ম্মণাম্।
ধাতুশ্চ ফলদাতা চ সর্ব্বং তস্যেচ্ছয়া ভবেৎ ॥১১৭
বিনির্ম্মিতো বিরাডযেন তত্ত্বানি প্রকৃতির্জগৎ।
কূর্ম্মঃ শেষশ্চ ধরণী চাব্রহ্মস্তম্ব এব চ ॥ ১১৮
যস্যাজ্ঞয়া মরুৎ কূর্ম্মং কূর্ম্মঃ শেষং বিভর্ত্তি চ।
শেষো বসুন্ধরাং মূর্দ্ধ্না সা চ সর্ব্বং চরাচরম্ ॥১১৯
যস্যাজ্ঞয়া সদা বাতি জগৎপ্রাণো জগত্রয়ে।
তপতি ভ্রমণং কৃত্বা ভূর্লোকং সুপ্রভাকরঃ ॥১২০
দহত্যগ্নিঃ সঞ্চরতে মৃত্যুশ্চ সর্ব্বজন্তুষু।
বিভ্রতি শাখিনঃ কালে পুষ্পাণি চ ফলানি চ ॥
স্বস্বস্থানে সমুদ্রাশ্চ তূর্ণং মজ্জন্ত্যধোঽধুনা।
তমীশং ভজ ভক্ত্যা চ কো বা কিং কর্ত্তুমীশ্বরঃ ॥
ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ কতিবিধমাবির্ভূতং তিরোহিতম্।
বিধয়শ্চ কতিবিধা যস্য ভ্রূভঙ্গলীলয়া ॥ ১২৩
মৃত্যোর্মৃত্যুঃ কালকালো বিধাতুর্বিধিরেব চ।
ব্রজ তং শরণং তাত স তে রক্ষাং করিষ্যতি ॥
অহোঽষ্টাবিংশতীন্দ্রাণাং পতনে যদহর্নিশম্।
বিধাতুরেব জগতামষ্টোত্তরশতায়ুষঃ ॥ ১২৫
নিমেষাদ্যস্য পতনং নির্গুণস্যাত্মনঃ প্রভোঃ।
এবম্ভূতে তিষ্ঠতীশে শক্রঃ পূজ্যো বিড়ম্বনম্ ॥১২৬
ইত্যেবমুক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণো বিররাম চ নারদ।
প্রশশংসুশ্চ মুনয়ো ভগবন্তং সভাসদঃ ॥ ১২৭
নন্দঃ সপুলকো হৃষ্টঃ সভায়াং সাশ্রুলোচনঃ।
আনন্দযুক্তা মনুজা যদি পুত্রৈঃ পরাজিতাঃ ॥১২৮
শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞাং সমাদায় চকার স্বস্তিবাচনম্।
ক্রমেণ বরণং তত্র সর্ব্বেষাং স চকার হ ॥ ১২৯
পর্ব্বতস্য মুনীন্দ্রাণাং চকার পূজনং মুদা।
বুধানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ গবাং বহ্নেশ্চ সাদরম্ ॥১৩০
তত্র পূজাসমাপ্তৌ চ মঙ্গলেষু মহোৎসবে।
নানাপ্রকারবাদ্যানাং বভূব শব্দমুল্বণম্ ॥ ১৩১
জয়শব্দঃ শঙ্খশব্দো হরিশব্দো বভূব হ
বেদমঙ্গলচণ্ডীঞ্চ পপাঠ মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ১৩২
বন্দিনাং প্রবরো ডিণ্ডী কংসস্য সচিবপ্রিয়ঃ।
উচ্চৈঃ পপাঠ পুরতো মঙ্গলং মঙ্গলাষ্টকম্ ॥১৩৩
কৃষ্ণঃ শৈলান্তিকং গত্বা দিব্যাং মূর্ত্তিং বিধায় চ।
বস্তু খাদামি শৈলোঽস্মি বরং বৃণ্বিত্যুবাচ হ ॥১৩৪
উবাচ নন্দং শ্রীকৃষ্ণঃ পশ্য শৈলং পিতঃ পুরঃ।
বরং প্রার্থয় ভদ্রং তে ভবিতা চেত্যুবাচ হ ॥১৩৫
হরের্দ্দাস্যং হরের্ভক্তিং বরং বব্রে স বল্লবঃ।
দ্রব্যং ভুক্ত্বা বরং দত্ত্বা সোঽন্তর্দ্ধানং চকার হ ॥
মুনীন্দ্রান্ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব ভোজয়িত্বা চ গোপপঃ।
বন্দিভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ মুনিভ্যশ্চ ধনং দদৌ ॥
মুনিভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ নত্বা নন্দো মুদান্বিতঃ।
রামকৃষ্ণৌ পুরস্কৃত্য সগণঃ স্বালয়ং যযৌ ॥ ১৩৮
রৌপ্যং বস্ত্রং সুবর্ণঞ্চ বরমশ্বং মণিং তথা।
ভক্ষ্যদ্রব্যং বহুবিধং বন্দিনে ডিণ্ডিনে দদৌ ॥১৩৯
স্তুত্বা নত্বা রামকৃষ্ণৌ মুনয়ো ব্রাহ্মণা যযুঃ।
যযুরপ্সরসঃ সর্ব্বা গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাস্তথা ॥ ১৪০
রাজানো বল্লবাঃ সর্ব্বে চাগতা যে মহোৎসবে।
সর্ব্বে প্রণম্য শ্রীকৃষ্ণং যযুরাদরপূর্ব্বকম্ ॥ ১৪১
এতস্মিন্নন্তরে শক্রঃ কোপপ্রস্ফুরিতাধরঃ।
মখভঙ্গং বহুবিধাং নিন্দাং শ্রুত্বা সুরেশ্বরঃ ॥১৪২
মরুদ্ভির্নারদৈঃ * সার্দ্ধং রথমারুহ্য সাদরম্।
জগাম নন্দনগরং বৃন্দারণ্যং মনোহরম্ ॥ ১৪৩
সর্ব্বে দেবা যযুঃ পশ্চাদ্যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদাঃ।
শস্ত্রাস্ত্রপাণয়ঃ কোপাদ্রথমারুহ্য নারদ ॥ ১৪৪
বায়ুশব্দৈর্মেঘশব্দৈঃ সৈন্যশব্দৈর্ভয়ানকৈঃ।
চকম্পে নগরং সর্ব্বং নন্দো ভয়মবাপ হ ॥ ৪৫
ভার্য্যাং সম্বোধ্য স্বগণমুবাচ শোককাতরঃ।
রহঃস্থলং সমানীয় নীতিশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ১৪৬

নন্দ উবাচ।

হে যশোদে সমাগচ্ছ রচনং শৃণু রোহিণি।

* স্বগণৈরিতি পাঠস্তু কাচিৎকঃ।

রামকৃষ্ণৌ সমাদায় ব্রজ দূরং ব্রজাৎ প্রিয়ে ॥১৪৭
বালকা বালিকা নার্য্যো যান্ত দূরং ভয়াকুলাঃ ।
বলবন্তশ্চ গোপালাস্তিষ্ঠন্ত মৎসমীপতঃ ॥ ১৪৮
পশ্চাচ্চ নির্গমিষ্যামো বয়ঞ্চ প্রাণসঙ্কটাৎ ।
ইত্যুক্ত্বা বল্লবশ্রেষ্ঠঃ সম্মার শ্রীহরিং ভিয়া ॥১৪৯
পুটাঞ্জলিযুতো ভূত্বা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ।
স্তোত্রেণ কৌথুমোক্তেন তুষ্টাব শ্রীশচীপতিম্ ॥
ইন্দ্রঃ সুরপতিঃ শক্রোঽদিতিজঃ পবনাগ্রজঃ ।
সহস্রাক্ষো ভগাঙ্গশ্চ কশ্যপাত্মজ এব চ ॥ ১৫১
বিড়োজাশ্চ সুনাশীরো মরুত্বান্ পাকশাসনঃ ।
সর্ব্বেষাং জনকঃ শ্রীমান্ শচীশো দৈত্যসূদনঃ ॥
বজ্রহস্তঃ কামসখা গৌতমীব্রতনাশনঃ ।
বৃত্রহা বাসবশ্চৈব দধীচিদেহভিক্ষুকঃ ॥ ১৫৩
জিষ্ণুশ্চ বামনভ্রাতা পুরুহূতঃ পুরন্দরঃ ।
দিবস্পতিঃ শতমখঃ সুত্রামা গোত্রভিদ্বিভুঃ ॥১৫৪
লেখর্ষভো বলারাতির্জম্ভভেদী স্বরাট্ স্বয়ম্ ।
সংক্রন্দনো দুশ্চ্যবনস্তুরাষাণ্মেঘবাহনঃ ॥ ১৫৫
আখণ্ডলো হরিহয়ো নমুচিপ্রাণনাশনঃ ।
বৃদ্ধশ্রবা বৃষশ্চৈব দৈত্য(স)-দর্পনিসূদনঃ ॥ ১৫৬
ষট্চত্বারিংশন্নামানি পাপদগ্ধানি নিশ্চিতম্ ।
স্তোত্রমেতৎ কৌথুমোক্তং নিত্যং যদি পঠেন্নরঃ ।
মহাবিপত্তৌ শক্রস্তং বজ্রহস্তশ্চ রক্ষতি ॥ ১৫৭
অতিবৃষ্টেঃ শিলাবৃষ্টের্বজ্রপাতাচ্চ দারুণাৎ ।
কদাপি ন ভয়ং তস্য রক্ষিতা বাসবঃ স্বয়ম্ ॥১৫৮
যত্র গেহে স্তোত্রমিদং যো বা জানাতি পুণ্যবান্ ।
ন তত্র বজ্রপতনং শিলাবৃষ্টিশ্চ নারদ ॥ ১৫৯

(ইতি শক্রস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।)

স্তোত্রং নন্দমুখাচ্ছ্রুত্বা চুকোপ মধুসূদনঃ ।
উবাচ পিতরং নীতিং প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা ॥১৬০
কং স্তৌষি ভীরো কো বেন্দ্রস্ত্যজ ভীতিং মমান্তিকে ।
ক্ষণার্দ্ধে ভস্মসাৎ কর্ত্তুং ক্ষমোঽহমবলীলয়া ॥১৬
গাশ্চ বৎসাশ্চ বালাংশ্চ যোষিতো বা ভয়াতুরাঃ ।
গোবর্দ্ধনস্য কুহরে সংস্থাপ্য তিষ্ঠ নির্ভয়ম্ ॥ ১৬২
বালস্য বচনং শ্রুত্বা তচ্চকার মুদান্বিতঃ ।
হরির্দ্দধার শৈলং তং বামহস্তেন দণ্ডবৎ ॥ ১৬৩
এতস্মিন্নন্তরে তত্র দীপ্তেঽহতি রত্নতেজসা ।
অন্ধীভূতঞ্চ সহসা বভূব রজসাবৃতম্ ॥ ১৬৪
সবাতমেঘনিকরৈশ্চচ্ছাদ গগনং মুনে ।
বৃন্দাবনে বভূবাতিবৃষ্টিরেব নিরন্তরম্ ॥ ১৬৫
শিলাবৃষ্টির্বজ্রবৃষ্টিরুল্কাপাতঃ সুদারুণঃ ।
সমস্তং পর্ব্বতস্পর্শাৎ পতিতং দূরতস্ততঃ ॥ ১৬৬
নিষ্ফলস্তৎসমারম্ভো যথানীশোদ্যমো মুনে ।
দৃষ্ট্বা মোঘঞ্চ তৎ সর্ব্বং সদ্যঃ শক্রশ্চুকোপ হ ॥
জগ্রাহামোঘকুলিশং দধীচেরস্থিনির্ম্মিতম্ ।
দৃষ্ট্বা তং বজ্রহস্তঞ্চ জহাস মধুসূদনঃ ॥ ১৬৮
সমস্তং স্তম্ভয়ামাস বজ্রমেবাতিদারুণম্ ।
মহামরুদ্গণং মেঘং চকার স্তম্ভনং বিভুঃ ॥১৬৯
সর্ব্বে তস্থুর্নিশ্চলাস্তে ভিত্তৌ পুত্তলিকা যথা ।
হরিণা জৃম্ভিতঃ শক্রঃ সদ্যস্তন্দ্রামবাপ হ ॥ ১৭০
দদর্শ সর্ব্বং তন্দ্রায়াং তত্র কৃষ্ণময়ং জগৎ ।
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং রত্নালঙ্কারভূষিতম্ ॥ ৭১
পীতবস্ত্র পরীধানং রত্নসিংহাসনস্থিতম্ ।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং ভক্তানুগ্রহকাতরম্ ॥ ১৭২
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গমেবম্ভূতং চরাচরম্ ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুততমং তত্র সদ্যো মূর্চ্ছামবাপ হ ॥ ১৭৩
জজাপ পরমং মন্ত্রং প্রদত্তং গুরুণা পুরা ।
সহস্রদলপদ্মস্থং দদর্শ জ্যোতিরুজ্জ্বলম্ ॥ ১৭৪
তত্রান্তরে দিব্যরূপমতীবসুমনোহরম্ ।
নবীনজলদোৎকর্ষ-শ্যামসুন্দরবিগ্রহম্ ॥ ১৭৫
সদ্রত্নসারনির্ম্মাণ-জ্বলন্মকরকুণ্ডলম্ ।
মণীন্দ্রসাররচিত-কিরীটোজ্জ্বলবিগ্রহম্ ॥ ১৭৬
জ্বলতা কৌস্তুভেন্দ্রেণ কণ্ঠবক্ষঃস্থলোজ্জ্বলম্ ।
মণিকেয়ূর-বলয়-মণিমঞ্জীররঞ্জিতম্ ।
অন্তর্বহিঃ সমং দৃষ্ট্বা তুষ্টাব পরমেশ্বরম্ ॥ ১৭৭

ইন্দ্র উবাচ ।

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম জ্যোতীরূপং সনাতনম্ ।
গুণাতীতং নিরাকারং স্বেচ্ছাময়মনন্তকম্ ॥ ১৭৮
ভক্তধ্যানায় সেবায়ৈ নানারূপধরং পরম্ ।
শুক্ল-রক্ত-পীত-শ্যামং যুগানুক্রমমেব চ ॥ ১৭৯
শুক্লং তেজঃস্বরূপঞ্চ সত্যে সত্যস্বরূপিণম্ ।
ত্রেতায়াং কুঙ্কুমাকারং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা ॥ ৮০
দ্বাপরে পীতবর্ণঞ্চ শোভিতং পীতবাসসা ।
কৃষ্ণবর্ণাং কলৌ কৃষ্ণং পরিপূর্ণতমং বিভুম্ ॥১৮১
নবনীরধরোৎকৃষ্ট-শ্যামসুন্দরবিগ্রহম্ ।

নন্দৈকনন্দনং বন্দে যশোদাজীবনং প্রভুম্‌ ॥ ১৮২
গোপিকাচেতনহরং রাধাপ্রাণাধিকং পরম্‌ ।
বিনোদমুরলীশব্দং কুর্ব্বন্তং কৌতুকেন চ ॥ ১৮৩
রূপেণাপ্রতিমেনৈব রত্নভূষণভূষিতম্‌ ।
কন্দর্পকোটিসৌন্দর্য্যং বিভ্রতং শান্তমীশ্বরম্‌ ॥ ১৮৪
ক্রীড়ন্তং রাধয়া সার্দ্ধং বৃন্দারণ্যে চ কুত্রচিৎ ।
কুত্রচিন্নির্জ্জনে রম্যে রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতম্‌ ॥ ১৮৫
জলক্রীড়াং প্রকুর্ব্বন্তং রাধয়া সহ কুত্রচিৎ ।
রাধিকাকবরীভারং কুর্ব্বন্তং কুত্রচিন্মুদা ॥ ১৮৬
কুত্রচিদ্রাধিকাপাদে দত্তবন্তমলক্তকম্‌ ।
রাধাচর্ব্বিততাম্বূলং গৃহ্নন্তং কুত্রচিন্মুদা ॥ ৮৭
পশ্যন্তং কুত্রচিদ্রাধাং পশ্যন্তীং বক্র
দত্তবন্তঞ্চ রাধায়ৈ কৃত্বা মালাঞ্চ কুত্রচিৎ ।
কুত্রাচদ্রাধয়া সার্দ্ধং গচ্ছন্তং রাসমণ্ডলম্‌ ॥ ১৮৮
রাধাদত্তাং গলে মালাং দত্তবন্তঞ্চ কুত্রচিৎ ।
সার্দ্ধং গোপালিকাভিশ্চ বিহরন্তঞ্চ কুত্রচিৎ ॥১৮৯
রাধাং গৃহীত্বা গচ্ছন্তং বিহায় তাশ্চ কুত্রচিৎ ।
বিপ্রপত্নীদত্তমন্নং ভুক্তবন্তঞ্চ কুত্রচিৎ ॥ ১৯০
ভুক্তবন্তং তালফলং বালকৈঃ সহ কুত্রচিৎ ।
বস্ত্রং গোপালিকানাঞ্চ হরন্তং কুত্রচিন্মুদা ॥ ১৯১
গায়ন্তং রম্যসঙ্গীতং কুত্রচিদ্বালকৈঃ সহ ।
কালীয়মূর্দ্ধ্নি পাদাব্জং দত্তবন্তঞ্চ কুত্রচিৎ ॥ ১৯২
গবাং গণং ব্যাহরন্তং কুত্রচিদ্বালকৈঃ সহ ।
বিনোদমুরলীশব্দং কুর্ব্বন্তং কুত্রচিন্মুদা ॥ ১৯৩
স্তুত্বানেন স্তবেনেন্দ্রঃ প্রণনাম হরিং ভিয়া ।
পুরা দত্তেন গুরুণা রণে বৃত্রাসুরৈঃ সহ ॥ ১৯৪
কৃষ্ণেন দত্তং কৃপয়া ব্রহ্মণে চ তপস্যতে ।
একাদশাক্ষরো মন্ত্রঃ কবচং সর্ব্বলক্ষণম্‌ ॥ ১৯৫
দত্তমেতৎ কুমারায় পুষ্করে ব্রহ্মণা পুরা ।
কুমারোঽঙ্গিরসে দত্ত গুরবেঽঙ্গিরসা মুনে ॥ ১৯৬
ইদমিন্দ্রকৃতং স্তোত্রং নিত্যং ভক্ত্যা চ যঃ পঠেৎ
ইহ প্রাপ্য দৃঢ়াং ভক্তিমন্তে দাস্যং লভেদ্‌ ধ্রুবম্‌ ॥
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-শোকেভ্যো মুচ্যতে নরঃ ।
ন হি পশ্যতি স্বপ্নেন যমদূতং যমালয়ম্‌ ॥ ১৯৮

(ইতি শক্রকৃতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্‌ ।)

নারায়ণ উবাচ ।

ইন্দ্রস্য বচনং শ্রুত্বা প্রসন্নঃ শ্রীনিকেতনঃ ।
প্রীত্যা তস্মৈ বরং দত্ত্বা স্থাপয়ামাস পর্ব্বতম্‌ ॥ *
প্রণম্য শ্রীহরিং শক্রঃ প্রযযৌ স্বগণৈঃ সহ ।
গহ্বরস্থা জনাঃ সর্ব্বে প্রজগ্মুর্গহ্বরাদ্‌গৃহম্‌ ॥২০০
তে সর্ব্বে মেনিরে কৃষ্ণং পরিপূর্ণতমং বিভুম্‌ ।
পুরস্কৃত্য ব্রজস্থাংশ্চ প্রযযৌ স্বালয়ং হরিঃ ॥ ২০১
তুষ্টাব নন্দঃ পুত্রং তং পূর্ণব্রহ্ম সনাতনম্‌ ।
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গো ভক্তিপূর্ণাশ্রুলোচনঃ ॥ ২০২

নন্দ উবাচ ।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ২০৩
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণপরাত্মনে ।
অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ড-ধামনাম্নে নমোঽস্তু তে ॥২০৪
নমো মৎস্যাদিরূপাণাং বীজরূপায় সাক্ষিণে ।
নির্লিপ্তায় নির্গুণায় নিরাকারায় তে নমঃ ॥ ২০৫
অতিসূক্ষ্মস্বরূপায় ধ্যানসাধ্যায় যোগিনাম্‌ ।
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশানাং বন্দ্যায় নিত্যরূপিণে ॥২০৬
ধাম্নে চতুর্ণাং বর্ণানাং যুগেষেব চতুর্ষু চ ।
শুক্ল-রক্ত-পীত-শ্যামাভিধানগুণশালিনে ॥ ২০৭
যোগিনে যোগরূপায় গুরবে যোগিনামপি ।
সিদ্ধেশ্বরায় সিদ্ধায় সিদ্ধানাং গুরবে নমঃ ॥ ২০৮
যং স্তোতুমক্ষমো ব্রহ্মা বিষ্ণুর্যং স্তোতুমক্ষমঃ ।
যং স্তোতুমক্ষমো রুদ্রঃ শেষো যং স্তোতুমক্ষমঃ ॥
যং স্তোতুমক্ষমো ধর্ম্মো যং স্তোতুমক্ষমো বিধিঃ ।
যং স্তোতুমক্ষমো লম্বোদরশ্চাপি ষড়াননঃ ॥২১০
যং স্তোতুমক্ষমা ব্রহ্ম-ঋষয়ঃ সনকাদয়ঃ ।
কপিলো ন ক্ষমঃ স্তোতুং সিদ্ধেন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ
ন শক্তো স্তবনং কর্ত্তুং নরনারায়ণাবৃষী ।
অন্যে জড়ধিয়ঃ কে বা স্তোতুং শক্তাঃ পরাৎপরম্‌
বেদা ন শক্তা নো বাণী ন চ লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ।
ন রাধা স্তবনে শক্তা কিং স্তুবন্তি বিপশ্চিতঃ ॥
ক্ষমস্ব নিখিলং ব্রহ্মন্নপরাধং ক্ষণে ক্ষণে ।
রক্ষ মাং করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো ভবার্ণবে ॥ ২১৪
পুরা তীর্থে তপস্তপ্ত্বা প্রাপ্তঃ পুত্রঃ সনাতনঃ ।
স্বকীয়চরণাম্ভোজে ভক্তিং দাস্যঞ্চ দেহি মে ॥২১৫
ব্রহ্মত্বমমরত্বং বা সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্‌ ।
ত্বৎপাদাম্বুজদাস্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্‌ ॥

---

* পূর্ব্ববদিতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।

ইন্দ্রত্বং বা সুরত্বং বা সম্প্রাপ্তিঃ স্বর্গসিদ্ধয়োঃ।
রাজত্বং চিরজীবিত্বং সুধিয়ো গণয়ন্তি কিম্ ॥ ২১৭
এতদ্যৎ কথিতং সর্ব্বং ব্রহ্মত্বাদিকমীশ্বর।
ভক্তসঙ্গক্ষণার্দ্ধস্য নোপমাং তে কিমর্হতি ॥ ২১৮
ত্বদ্ভক্তস্য ত্বৎসদৃশঃ কস্তং তর্কিতুমীশ্বরঃ।
ক্ষণার্দ্ধালাপমাত্রেণ পারং কর্ত্তুং স চেশ্বরঃ ॥২১৯
ভক্তসঙ্গাদ্ভবত্যেব ভক্ত্যঙ্কুরমনশ্বরম্।
ত্বদ্ভক্তজলদালাপ জলসেকেন বর্দ্ধতে ॥ ২২০
অভক্তালাপতাপাচ্চ শুষ্কতাং যাতি তৎক্ষণম্।
ত্বদ্গুণস্মৃতিসেকাচ্চ সর্ব্বং তৎ তৎক্ষণে স্ফুটম্ ॥
ত্বদ্ভক্ত্যঙ্কুরমুদ্ভূতং স্ফীতং মানসজং পরম্।
ন নাশ্যং বর্দ্ধনীয়ং তন্নিত্যং নিত্যং ক্ষণে ক্ষণে ॥
ততঃ সম্প্রাপ্য ব্রহ্মত্বং ভক্তস্য জীবনাবধি।
দদাত্যেব ফলং তস্মৈ হরিদাস্যমনুত্তমম্ ॥ ২২৩
সম্প্রাপ্য দুর্লভং দাস্যং যদি দাসো বভূব হ।
সুনিস্পৃহেণ তেনৈব জিতং সর্ব্বং ভয়াদিকম্ ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা ভক্ত্যা চ নন্দস্তস্থৌ হরেঃ পুরঃ।
প্রসন্নবদনঃ কৃষ্ণো দদৌ তস্মৈ তদীপ্সিতম্ ॥২২৫
এবং নন্দকৃতং স্তোত্রং নিত্যং ভক্ত্যা চ যঃ পঠেৎ
সুদৃঢ়াং ভক্তিমাপ্নোতি সদ্যো দাস্যং লভেদ্ধরেঃ ॥
তপস্তপ্তং যদা দ্রোণস্তীর্থে চ ধরয়া সহ।
স্তোত্রং তস্মৈ পুরা দত্তং ব্রহ্মণা তং সুদুর্লভম্ ॥
হরেঃ ষড়ক্ষরো মন্ত্রঃ কবচং সর্ব্বলক্ষণম্।
ইহ সৌভরিণা দত্তং তস্মৈ তুষ্টেন পুষ্করে ॥২২৮
তদেব কবচং স্তোত্রং স চ মন্ত্রঃ সুদুর্লভঃ।
ব্রহ্মণোঽংশেন মুনিনা নন্দায় চ তপস্যতে ॥২২৯
মন্ত্রং স্তোত্রঞ্চ কবচমিষ্টদেবো গুরুস্তথা।
যা যস্য বিদ্যা প্রাচীনা ন তাং ত্যজতি নিশ্চিতম্ ॥
ইত্যেবং কথিতং স্তোত্রং শ্রীকৃষ্ণাখ্যানমদ্ভুতম্।
সুখদং মোক্ষদং সারং ভববন্ধনমোচনম্ ॥ ২৩১

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে ইন্দ্রযাগ-ভঞ্জনে নন্দকৃত-স্তোত্রপ্রস্তাবো নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২১॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

একদা রাধিকানাথো বনে সহ বালকৈঃ
জগাম তং তালবনং পরিপক্কফলান্বিতম্ ॥ ১
বৃক্ষাণাং রক্ষিতা দৈত্যঃ খররূপী চ ধেনুকঃ।
কোটিসিংহসমবলো দেবানাং দর্পনাশনঃ ॥ ২
শরীরং পর্ব্বতসমং কূপতুল্যে চ লোচনে।
ঈষাপঙ্‌ক্তিসমা দন্তাস্তুণ্ডং পর্ব্বতগহ্বরম্ ॥ ৩
শতহস্তপরিমিতা জিহ্বা লোলা ভয়ানকা।
প্রাসাদসদৃশী নাভিঃ শব্দস্তস্য ভয়ানকঃ ॥ ৪
দৃষ্ট্বা তালবনং বালা হর্ষমাপুরনিন্দিতাঃ।
কৌতুকাৎ কৃষ্ণমূচুস্তে স্মেরাননসরোরুহাঃ ॥ ৫

বালা উচুঃ।

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে
মহাবল বলভ্রাতঃ সমস্তবলিনাং বর ॥ ৬
অবধানং কুরু বিভো চেষ্টাং কর্ত্তুং বয়ং ক্ষমাঃ।
ভঙ্‌ক্তুং চালয়িতুং বৃক্ষান্ পাতিতুঞ্চ ফলানি চ ॥৭
কিন্তত্র দৈত্যো বলবান্ খররূপী চ ধেনুকঃ।
অজিতস্ত্রিদশৈঃ সর্ব্বৈর্মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৮
দুর্নিবার্য্যশ্চ সর্ব্বেষাং কংসস্য সচিবো মহান্।
হিংসকঃ সর্ব্বজন্তূনাং বনানামস্তি রক্ষিতা ॥ ৯
সুবিস্তার্য্য জগৎকান্ত বদ নো বদতাং বর।
যুক্তং কার্য্যমযুক্তং বা কর্ত্তব্যমথবা ন বা ॥ ১০
বালকানাং বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ মধুসূদনঃ।
উবাচ মধুরং বালান্ বচনং তং সুখাবহম্ ॥ ১১

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

কিং বো দৈত্যাদ্ভয়ং বালা যূয়ং মৎসহচারিণঃ।
বৃক্ষং গত্বা চালয়িত্বা ফলানি খাদতাভয়ম্ ॥ ১২
শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞাং সমাদায় বালকা বলশালিনঃ।
উৎপেতুর্বৃক্ষশিখরং ক্ষুধিতাশ্চ ফলার্থিনঃ ॥ ১৩
নানাপ্রকারবর্ণানি স্বাদূনি সুন্দরাণি চ।
ফলানি পাতয়ামাসুঃ পরিপক্কানি নারদ ॥ ১৪
কেচিদ্বভঞ্জুর্বৃক্ষাংশ্চ গলয়ামাসুরেব চ।
কেচিৎ কোলাহলং চক্রুর্ননৃতুস্তত্র কেচন ॥ ১৫
অবরুহ্য তরুভ্যশ্চ বালকা বলশালিনঃ।
ফলান্যাদায় গচ্ছন্তো দদৃশুর্দৈত্যপুঙ্গবম্ ॥ ১৬
মহাবলং মহাকায়ং ঘোরগর্দ্দভরূপিণম্।

আগচ্ছন্তং ঘোরনাদং কুর্ব্বন্তং শব্দমুল্বণম্ ॥ ১৭
তং দৃষ্ট্বা রুরুদুঃ সর্ব্বে ফলানি তত্যজুর্ভিয়া ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি শব্দঞ্চ প্রচক্রুর্ব্বহুধা ভৃশম্ ॥ ১৮
অস্মান্ রক্ষ সমাগচ্ছ কৃষ্ণ করুণানিধে ।
হে সঙ্কর্ষণ নো রক্ষ প্রাণা নো যান্তি দানবাৎ ॥১৯

হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ হরে মুরারে
গোবিন্দ দামোদর দীনবন্ধো ।
গোপীশ গোপেশ ভয়ার্ণবেহস্মা-
ননন্ত নারায়ণ রক্ষ রক্ষ ॥ ২০
ভয়েহভয়ে বাথ শুভেহশুভে বা
সুখেষু দুঃখেষু চ দীননাথ ।
ত্বয়া বিনান্যৎ শরণং ভয়ার্ণবে
ন নোঽস্তি হে মাধব রক্ষ রক্ষ ॥ ২১
জয় জয় জয়সিন্ধো কৃষ্ণভক্তৈকবন্ধো
বহুতরভয়যুক্তান্ বালকান্ রক্ষ রক্ষ ।
জহি দনুজকুলানামীশমস্মাকমন্তং
সুরকুলবরদর্পং বর্দ্ধয়ৈনং নিহত্য ॥ ২২

বালানাং বিরুবং শ্রুত্বা বলেন সহ মাধবঃ ।
আজগাম শিশুস্থানং ভয়হা ভক্তবৎসলঃ ॥ ২৩
ভয়ং নাস্তি ভয়ং নাস্তীত্যুক্ত্বা দুদ্রাব সাদরম্ ।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যো নির্ভয়ং দত্তবান্ শিশূন্ ॥ ২৪
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং বলং বালা ননৃতুর্ব্বিজহুর্ভয়ম্ ।
হরিস্মৃতিশ্চাভয়দা সর্ব্বমঙ্গলদায়িকা ॥ ২৫
শ্রীকৃষ্ণো দানবং দৃষ্ট্বা গ্রসন্তং কোপতঃ শিশূন্ ।
বলং সম্বোধ্য বলিনমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ২৬

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

দানবো বলিপুত্রোঽয়ং নাম্না সাহসিকো বলী ।
গর্দ্দভো ব্রহ্মশাপেন শপ্তো দুর্ব্বাসসা পুরা ॥ ২৭
পাপিষ্ঠো মম বধ্যোঽয়ং মহাবলপরাক্রমঃ ।
অহমেনং বধিষ্যামি ত্বং রক্ষ বালকান্ বল ॥ ২৮
আদায় বালকান্ সর্ব্বান্ দূরং গচ্ছেত্যুবাচ হ ।
তান্ গৃহীত্বা বলঃ শীঘ্রং জগাম দূরমাজ্ঞয়া ॥ ২৯
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং দানবেন্দ্রো মহাবলপরাক্রমঃ ।
জগ্রাস লীলয়া কোপাজ্জ্বলদগ্নিশিখোপমম্ ॥ ৩০
বভূবাতিদাহযুক্তো মর্ত্তুকামোঽতিতেজসা ।
উজ্জগ্রাস পুনর্দ্দৈত্যো বিভুং তেজস্বিনং ভিয়া ॥ ৩১
উজ্জ্বাগ্রাসিতমীশং তং দৃষ্ট্বা দৈত্যো মুমোহ চ ।
অতীবসুন্দরং শান্তং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা ॥ ৩২
কৃষ্ণদর্শনমাত্রেণ বভূবাস্য পুরা স্মৃতিঃ ।
আত্মানং বুবুধে কৃষ্ণং জগতাং কারণং পরম্ ॥ ৩৩
তেজঃস্বরূপমীশং তং দৃষ্ট্বা তুষ্টাব দানবঃ ।
যথাগমং যথাজন্ম গুণাতীতং স্মৃতেঃ পরম্ ॥ ৩৪

দানব উবাচ ।

বামনোঽসি ত্বমংশেন মৎপিতুর্যজ্ঞভিক্ষুকঃ ।
রাজ্যহর্ত্তা চ শ্রীহর্ত্তা সুতলস্থলদায়কঃ ॥ ৩৫
বলিভক্তিবশাদ্বীরঃ সর্ব্বেশো ভক্তবৎসলঃ ।
শীঘ্রং সংহর মাং পাপং শাপাদ্গার্দ্দভরূপিণম্ ॥ ৩৬
মুনের্দুর্ব্বাসসঃ শাপাদীদৃশং জন্ম কুৎসিতম্ ।
মৃত্যুরুক্তশ্চ মুনিনা ত্বত্তো মম জগৎপতে ॥ ৩৭
ষোড়শারেণ চক্রেণ সুতীক্ষ্ণেণাতিতেজসা ।
জহি মাং জগতাং নাথ সদ্গতিং কুরু মোক্ষদঃ ॥ ৩৮
ত্বমংশেন বরাহশ্চ সমুদ্ধর্ত্তুং বসুন্ধরাম্ ।
দেবানাং রক্ষিতা নাথ হিরণ্যাক্ষনিসূদন ॥ ৩৯
ত্বং নৃসিংহঃ স্বয়ং পূর্ণো হিরণ্যকশিপোর্বধে ।
প্রহ্লাদানুগ্রহার্থায় দেবানাং রক্ষণায় চ ॥ ৪০
ত্বঞ্চ বেদোদ্ধারকর্ত্তা মীনাংশেন দয়ানিধে ।
নৃপস্য জ্ঞানদানায় রক্ষায়ৈ সুরবিপ্রয়োঃ ॥ ৪১
শেষাধারশ্চ কূর্ম্মস্ত্বমংশেন সৃষ্টিহেতবে ।
বিশ্বাধারশ্চ শেষস্ত্বমংশেনাস্য সহস্রধৃক্ ॥ ৪২
রামো দাশরথিস্ত্বঞ্চ জানক্যুদ্ধারহেতবে ।
দশস্কন্ধনিহন্তা চ সিন্ধৌ সেতুবিধায়কঃ ॥ ৪৩
অংশেন জ্ঞানিনাং শ্রেষ্ঠৌ নরনারায়ণাবৃষী ।
ত্বঞ্চ ধর্ম্মসুতৌ ভূত্বা লোকনিস্তারকারকঃ ॥ ৪৪
অধুনা কৃষ্ণরূপস্ত্বং পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্ ।
সর্ব্বেষামবতারাণাং বীজরূপঃ সনাতনঃ ॥ ৪৫
যশোদাজীবনো নিত্যো নন্দৈকানন্দবর্দ্ধনঃ ।
প্রাণাধিদেবো গোপীনাং রাধাপ্রাণাধিকপ্রিয়ঃ ॥ ৪৬
বসুদেবসুতঃ শান্তো দৈবকীদুঃখভঞ্জনঃ ।
অযোনিসম্ভবঃ শ্রীমান্ পৃথিবীভারহারকঃ ॥ ৪৭
পূতনায়ৈ মাতৃগতিং প্রদাতা চ কৃপানিধিঃ ।
বক-কেশিপ্রলম্বানাং মমাপি মোক্ষকারকঃ ॥ ৪৮
স্বেচ্ছাময় গুণাতীত ভক্তানাং ভয়ভঞ্জন ।
প্রসীদ রাধিকানাথ প্রসীদ কুরু মোক্ষণম্ ॥ ৪৯
হে নাথ গার্দ্দভীযোনেঃ সমুদ্ধর ভবার্ণবাৎ ।
মূর্খস্ত্বদ্ভক্তপুত্রোঽহং মামুদ্ধর্ত্তুং ত্বমর্হসি ॥ ৫০
বেদা ব্রহ্মাদয়ো যস্য মুনীন্দ্রাঃ স্তোতুমক্ষমাঃ

কিং স্তৌমি ত্বং গুণাতীতং পুরা দৈত্যোঽধুনা খরঃ ॥ ৫১
এবং কুরু কৃপাসিন্ধো যেন মে ন ভবেজ্জনুঃ।
দৃষ্ট্বা পাদারবিন্দং তে কঃ পুনর্ভবনং ব্রজেৎ ॥৫২
ব্রহ্মা স্তোতা খরঃ স্তোতা নোপহাসিতুমর্হসি।
সদীশ্বরস্য বিজ্ঞস্য যোগ্যাযোগ্যে সমা কৃতা ॥ ৫৩
ইত্যেবমুক্ত্বা দৈত্যেন্দ্রস্তস্থৌ চ পুরতো হরেঃ।
প্রসন্নবদনঃ শ্রীমানতিতুষ্টো বভূব হ ॥ ৫৪
ইদং দৈত্যকৃতং স্তোত্রং নিত্যং ভক্ত্যা চ যঃ পঠেৎ।
সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্যং লভতে লীলয়া হরেঃ ॥
ইহ লোকে হরের্ভক্তিমন্তে দাস্যং সুদুর্লভম্।
বিদ্যাং প্রিয়াং সুকবিতাং পুত্রং পৌত্রং যশো লভেৎ ॥ ৫৬

(ইতি ধেনুককৃতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্।)

নারায়ণ উবাচ।

শ্রুত্বাঽনুমেনে দৈত্যেন্দ্রস্তবনং করুণানিধিঃ।
কথং করোমি সংহারমীদৃশং ভক্তমিত্যহো ॥৫৭
অনুমন্য স্মৃতিং তস্য সংহারায় হরিঃ স্বয়ম্।
ন হি যুক্তো বধঃ স্তোতুর্দুর্ব্বক্তুর্বিধিরেব চ ॥ ৫৮
দানবো মায়য়া বিষ্ণোর্বিসস্মার পুনঃ স্বকম্।
দুরুক্তিঃ কণ্ঠদেশে তদধিষ্ঠানং চকার হ ॥ ৫৯
উবাচ শ্রীহরিং দৈত্যঃ কোপাৎ প্রস্ফুরিতাধরঃ।
মুনে সদ্যো মর্ত্তুকামো বৈরগ্রস্তো বিচেতনঃ ॥৬০

দৈত্য উবাচ।

ধ্রুবং ত্বং মর্ত্তুকামোঽসি দুর্ব্বুদ্ধে মানবার্ভক।
অদ্য প্রস্থাপয়িষ্যামি ত্বামহং যমমন্দিরম্ ॥ ৬১
আয়াসি জীবনাকাঙ্ক্ষী মম তালবনং শিশো।
ন যাস্যসি পুনর্গেহং বান্ধবং ন হি দ্রক্ষ্যসি ॥ ৬২
ন হি কংসো জরাসন্ধো নরকো ন সমো মম।
দেবাঃ কম্পন্তি মে নিত্যং কে বান্যে মৎসমা ভুবি ॥ ৬৩
ন হি সংহারকর্ত্তা চ মাং সংহর্ত্তুং ক্ষমঃ শিবঃ।
ন ব্রহ্মা ন চ বিষ্ণুশ্চ ন মৃত্যুঃ কাল এব চ ॥৬৪
মম তালবনং ভঙ্ক্ত্বা পাতয়িত্বা ফলানি চ।
অহঙ্করোষি সহসা কিমহো কস্য তেজসা ॥ ৬৫
কস্ত্বং বদ বটো সত্যং কমনীয়োঽসি সুন্দরঃ।
দুর্লভং জীবনং দাতুং মহ্যং কথমিহাগতঃ ॥ ৬৬
ইত্যুক্ত্বা মস্তকে কৃত্বা প্রেরয়িত্বা চ তং বলী।
দূরতঃ পাতয়ামাস শ্রীকৃষ্ণং মরণোন্মুখঃ ॥ ৬৭
পাতয়িত্বা চ তং ভূমৌ বিষাণাভ্যাং জঘান সঃ।
কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শমাত্রেণ তদ্বিষাণৌ বভঞ্জতুঃ ॥ ৬৮
দৈত্যো ভগ্নবিষাণশ্চ তমীশং কোপতো মুনে।
জগ্রাস চর্ব্বণং কর্ত্তুং ভগ্নদন্তো বভূব হ ॥ ৬৯
তেজসা দগ্ধবক্ত্রশ্চ তমুজ্জগ্রাহ তৎক্ষণে।
জজ্বাল কম্পিতঃ কোপাদ্দদার পুরতো মহীম্ ॥৭০
ঘূর্ণয়িত্বা তু লাঙ্গুলং শকৃৎ কৃত্বা ভয়ানকম্।
স জগাম শিশুস্থানং দুদ্রুবুর্বালকা ভিয়া ॥ ৭১
বলঞ্চ প্রেরয়ামাস মস্তকেন মহাবলী।
বলো মুষ্টিং দদৌ তস্মৈ মূর্চ্ছামাপ ততোঽসুরঃ ॥৭২
ক্ষণেন চেতনাং প্রাপ্য জগাম হরিসন্নিধিম্।
বজ্রমুষ্ট্যা চ ব্যথিতঃ পুনর্মূর্চ্ছামবাপ সঃ ॥ ৭৩
পুনশ্চ চেতনাং প্রাপ্য সমুত্তস্থৌ ব্যথাকুলঃ।
উৎসসর্জ্জ বৃহল্লেণ্ডং মূত্রঞ্চ ভয়মাপ হ ॥ ৭৪
ক্ষণাৎ সঙ্ক্ষণং প্রাপ্য মহাবলপরাক্রমঃ।
কৃত্বা শিরসি গোবিন্দং ঘূর্ণয়ামাস দানবঃ ॥ ৭৫
পাতয়ামাস ভূমৌ তং ঘূর্ণয়িত্বা পুনঃপুনঃ।
উৎপাট্য তালবৃক্ষং তং তাড়য়ামাস মাধবঃ ॥৭৬
যথা কেশপ্রহারেণ মানবস্য ভবেদ্ব্যথা।
তথা বভূব দৈত্যস্য তালবৃক্ষস্য পাতনাৎ ॥ ৭৭
গোবর্দ্ধনং সমুৎপাট্য ঘাতয়ামাস তং বিভুঃ।
পপাত বেগাচ্ছৈলেন্দ্রস্তস্যোপরি মহামুনে ॥ ৭৮
পর্ব্বতস্য প্রহারেণ মূর্চ্ছামাপ মহাবলঃ।
বভূবাকুলিতাঙ্গশ্চ রুধিরঞ্চ সমুদ্বমন্ ॥ ৭৯
ক্ষণেন চেতনাং প্রাপ্য সমুত্তস্থৌ বলেঃ সুতঃ।
গৃহীত্বা পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং প্রেরয়ামাস দূরতঃ ॥ ৮০
উৎপত্য চ মহাবেগাচ্চকার বেষ্টনং হরিম্।
পৃথিবীং খর্ষয়ামাস তীক্ষ্ণাগ্রেণ খুরেণ চ ॥ ৮১
প্রগৃহ্য শ্রীহরিং বেগাৎ কৃত্বা মূর্দ্ধ্নি মহাসুরঃ।
উৎপপাত মনোযায়ী লীলয়া লক্ষযোজনম্ ॥ ৮২
প্রহরঞ্চ তয়োর্যুদ্ধং নির্লক্ষ্যো চ বভূব হ।
ততো গৃহীত্বা শ্রীকৃষ্ণং পপাত ধরণীতলে ॥ ৮৩
পুনর্মুহূর্ত্তং যুদ্ধঞ্চ বভূব ভূতলে তয়োঃ।
মুদা হরিঃ প্রশশংস প্রহস্য দানবেশ্বরম্ ॥ ৮৪
মদ্ভক্তস্য বলেঃ পুত্র ধন্যং ত্বজ্জীবনং পরম্।
স্বস্ত্যস্তু তে দানবেন্দ্র বৎস নির্ব্বাণতাং ব্রজ ॥৮৫

মদ্দর্শনং স্বস্তিবীজং পরং নির্ব্বাণকারণম্।
সর্ব্বাধিকং সর্ব্বপরং লভ স্থানং মনোহরম্॥ ৮৬
ইত্যেবমুক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণঃ সস্মার চক্রমুত্তমম্।
সূর্য্যকোটিসমং দীপ্ত্যা জগ্রাহ তং সুদর্শনম্॥৮৭
চিক্ষেপ ভ্রামযিত্বা চ ষোড়শারমনুত্তমম্।
চিচ্ছেদ লীলামাবধ্যং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরৈঃ॥৮৮
পপাত মস্তকং ভূমৌ দানবস্য মহাত্মনঃ।
তেজঃসমূহ উত্তস্থৌ শতসূর্য্যসমপ্রভঃ॥ ৮৯
বিলোক্য হরিলোকং স শ্লিষ্টং কৃষ্ণপদাম্বুজম্।
সম্প্রাপ পরমং মোক্ষমহো দানবপুঙ্গবঃ॥ ৯০
গগনস্থাঃ সুরাঃ সর্ব্বে মুনয়শ্চ ভৃশং মুদা।
পারিজাতপ্রসূনানাং চক্রুস্তে পুষ্পবর্ষণম্॥ ৯১
নেদুর্দ্দুন্দুভয়ঃ স্বর্গে ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
জগুর্গন্ধর্ব্বনিকরাস্তুষ্টুবুর্মুনয়ো মুদা॥ ৯২
স্তুত্বা জগ্মুঃ সুরাঃ সর্ব্বে মুনয়ো হর্ষবিহ্বলাঃ।
ধেনুকস্য বধং দৃষ্ট্বা তত্রাজগ্মুশ্চ বালকাঃ॥ ৯৩
বলশ্চ বলিনাং শ্রেষ্ঠস্তুষ্টাব পরমেশ্বরম্।
তুষ্টুবুর্ব্বালকাঃ সর্ব্বে ননৃতুশ্চ মুদান্বিতাঃ॥ ৯৪
দত্ত্বা কৃষ্ণবলাভ্যাঞ্চ প্রকৃষ্টানি ফলানি চ।
সর্ব্বাণি ভক্ষণং চক্রুর্ব্বালকা হৃষ্টমানসাঃ॥ ৯৫
ভুক্ত্বা পীত্বা হরিঃ শীঘ্রং বলেন বালকৈঃ সহ।
জগাম স্বালয়ং ব্রহ্মন্ নিহত্য দানবেশ্বরম্॥ ৯৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ধেনুক-
বধো নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২২॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কেন শাপেন বলিজো গর্দ্দভত্বমবাপ হ।
দুর্ব্বাসাঃ কেন দোষেণ শশাপ দানবেশ্বরম্॥ ১
কেন পুণ্যেন বা নাথ বিলীনঃ শ্রীহরেঃ পদে।
সহসৈকত্বমুক্তিঞ্চ সম্প্রাপ দানবাধিপঃ॥ ২
মুনে সর্ব্বং সুবিস্তার্য্য বদ সন্দেহভঞ্জন।
অহো কবিমুখে বাক্যং নূতং নূতং পদে পদে॥ ৩

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যেঽহমিতিহাসং পুরাতনম্।
পুরা শ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রাৎ পর্ব্বতে গন্ধমাদনে॥ ৪
পাদ্মকল্পস্য বৃত্তান্তং বিচিত্রং সুমনোহরম্।
নারায়ণকথোপেতং কর্ণপীযূষমুত্তমম্॥ ৫
যত্র কল্পে কথা চেয়ং তত্র ত্বমুপবর্হণঃ।
আকল্পজীবী সশ্রীকঃ সুন্দরঃ স্থিরযৌবনঃ॥ ৬
পঞ্চাশৎকামিনীনাঞ্চ পতিঃ শৃঙ্গারতৎপরঃ।
বরেণ ব্রহ্মণস্ত্বঞ্চ সুকণ্ঠো গায়নেশ্বরঃ॥ ৭
অনুক্ষণং পপুস্তাস্ত্বৎসুন্দরং মুখপঙ্কজম্।
নিমেষরহিতাঃ সর্ব্বাঃ কামবাণপ্রপীড়িতাঃ॥ ৮
তাসাং প্রাণৈশ্চ ঘটিতো বিধিনা ত্বমিতি শ্রুতম্।
দিবানিশং সহচরা ন জীবন্তি ত্বয়া বিনা॥ ৯
পুষ্পোদ্যানে চ রহসি স্থানে স্থানে মনোহরে।
গহ্বরেষু চ শৈলানাং কন্দরেষু নদীষু চ॥ ১০
কাননেষু চ রম্যেষু শ্মশানে জন্তুবর্জ্জিতে।
যথামনোরথং তাশ্চ ক্রীড়াং চক্রুস্ত্বয়া সহ॥ ১১
তদা দৈবাদ্বিধেঃ শাপাদ্ভূত্বা দাসীসুতো ভবান্।
অধুনা ব্রহ্মণঃ পুত্রো বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টভোজনাৎ॥১২
অসংখ্যকল্পজীবী চ বৈষ্ণবপ্রবরো মহান্।
জ্ঞানদৃষ্ট্যা সর্ব্বদর্শী প্রিয়শিষ্যশ্চ ধূর্জ্জটেঃ॥ ১৩
তস্য কল্পস্য বৃত্তান্তং মুনে মত্তো নিশাময়।
বিস্তার্য্য দৈত্যবৃত্তান্তং কথয়ামি সুবোপমম্॥ ১৪
একদৈব বলেঃ পুত্রো নাম্না সাহসিকো বলী।
স্বতেজসা সুরান্ জিত্বা প্রতস্থৌ গন্ধমাদনে॥ ১৫
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গো রত্নভূষণভূষিতঃ।
রত্নসিংহাসনস্থশ্চ বহুসৈন্যসমন্বিতঃ॥ ১৬
এতস্মিন্নন্তরে তেন পথা যাতি তিলোত্তমা।
রূপেণাপ্সরসাং শ্রেষ্ঠা নানাবেশবিধায়িনী॥ ১৭
চারুচম্পকবর্ণাভা রত্নভূষণভূষিতা।
নবযৌবনসম্পন্না কামবাণপ্রপীড়িতা॥ ১৮
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যা বিদ্যবস্ত্রং সুবিভ্রতী।
বক্রভ্রূভঙ্গযুক্তা সা গজেন্দ্রমন্দগামিনী॥ ১৯
স্তনমূরুং মুখেন্দুঞ্চ দৃষ্ট্বা সাহসিকো যুবা।
বায়ুনা মুক্তবস্ত্রায়াস্তস্যা মূর্চ্ছামবাপ সঃ॥ ২০
সা দদর্শ বলেঃ পুত্রমতীব সুমনোহরম্।
প্রফুল্লমালতীমালাবিভ্রতং নবযৌবনম্॥ ২১
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যং সস্মিতং সুমনোহরম্।
দৃষ্ট্বা তং সস্মিতা কামাৎ কটাক্ষঞ্চ চকার সা॥২২
ক্রীড়ায়ৈ চন্দ্রলোকঞ্চ গচ্ছন্তী চন্দ্রকামুকী।
তস্থৌ কেন চ্ছলেনৈব মত্তা শৃঙ্গারলালসা॥ ২৩

দর্শং দর্শঞ্চ তস্যাস্তং প্রহস্য বক্রচক্ষুষা।
মুখমাচ্ছাদনং চক্রে বাসসা সা পুনঃপুনঃ ॥ ২৪
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গং ধর্ম্মকর্ম্মসমন্বিতম্।
বভূব কামমত্তায়া যে.নৌ কণ্ডূয়নং জলম্ ॥ ২৫
বিসস্মার শশধরং বলিপুত্রমনোরথা।
অহো কো বেদ ভুবনে দুর্জ্জ্ঞেয়ং পুংশ্চলীমনঃ ॥২৬
পুংশ্চল্যাং যো হি বিশ্বস্তো বিধিনা স বিড়ম্বিতঃ।
বহিস্কৃতশ্চ যশসা ধনেন স্বকুলেন চ ॥ ২৭
বাঞ্ছিতং নূতনং প্রাপ্য বিনশ্যতি পুরাতনম্।
সদা স্বকর্ম্মসাধ্যা সা কো বা তস্যাঃ প্রিয়োঽপ্রিয়ঃ
দৈবে কর্ম্মাণ পৈত্রে চ পুত্রে বন্ধৌ ন ভর্ত্তরি।
দারুণং পুংশ্চলীচিত্তং সদা শৃঙ্গারকর্ম্মণি ॥ ২৯
প্রাণাধিকং রতিজ্ঞং ত্বমৃতদৃষ্ট্যা হি পুংশ্চলী।
রত্নপ্রদং রত্যবিজ্ঞং বিষদৃষ্ট্যা হি পশ্যতি ॥ ৩০
সর্ব্বেষাং স্থলমস্ত্যেব পুংশ্চলীনাং ন কুত্রচিং।
দারুণা পুংশ্চলীজাতির্নরঘাতিভ্য এব চ ॥ ৩১
নিস্কৃতিঃ কর্ম্মভোগান্তে সর্ব্বেষামস্তি নিশ্চিতম্।
ন পুংশ্চলীনাং বিপ্রেন্দ্র যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৩২
অন্যাসাং কামিনীনাঞ্চ কীটং হন্তঞ্চ যা দয়া।
সা নাস্তি পুংশ্চলীনাস্তু কান্তং হন্তং পুরাতনম্॥৩৩
রতিজ্ঞং নূতনং প্রাপ্য বিষতুল্যং পুরাতনম্।
কান্তং দৃষ্ট্বা হিনস্ত্যেব সোপায়েনাবলীলয়া ॥ ৩৪
পৃথিব্যাং যানি পাপানি পুংশ্চলীষেব ভারতে।
তিষ্ঠন্তি পাপিনস্তাভ্যো ন পরাঃ সন্তি কেচন ॥৩৫
পুংশ্চলীপরিপক্কান্নং সর্ব্বপাতকমিশ্রিতম্।
দৈবে কর্ম্মণি পৈত্রে চ ন চ দেয়ং তথা জলম্ ॥৩৬
অন্নং বিষ্ঠা জলং মূত্রং পুংশ্চলীনাঞ্চ নিশ্চিতম্।
দত্বা পিতৃভ্যো দেবেভ্যো ভুক্ত্বা চ নরকং
ব্রজেৎ ॥ ৩৭
শতবর্ষং কালসূত্রে পচত্যেব সুদারুণে।
ঘোরান্ধকারে কৃমযস্তং দশন্তি দিবানিশম্ ॥ ৩৮
পুংশ্চল্যন্নঞ্চ যো ভুঙ্ক্তে দবাদৃযদি নরাধমঃ।
সপ্তজন্মকৃতং পুণ্যং তস্য নশ্যতি নিশ্চিতম্ ॥ ৩৯
আয়ুঃশ্রীযশসাং হানিরিহ লোকে পরত্র চ।
তস্যাদ্যত্নাদ্রক্ষণীয়ং পাকপাত্রং কলত্রকম্ ॥ ৪০
পুংশ্চলীদর্শনে পুণ্যযাত্রাসিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্।
স্পর্শনে চ মহাপাপং তীর্থস্নানাদ্বিশুধ্যতি ॥ ৪১
দানং ব্রতঞ্চৈব জপশ্চ দেবপূজনম্।
নিষ্ফলং পুংশ্চলীনাঞ্চ ভারতে জীবনং বৃথা ॥৪২
কথিতং কুলটাখ্যানং দুর্জ্জ্ঞেয়ঞ্চ যথাগমম্।
সংবাদঞ্চ তয়োস্তত্র প্রকৃতং শৃণু নারদ ॥ ৪৩
স পুনশ্চেতনাং প্রাপ্য তাং দৃষ্ট্বৈব বলেঃ সুতঃ
কামাতুরঃ প্রমত্তশ্চ জগাম কুলটান্তিকম্ ॥ ৪৪
উবাচ কুটিলাপাঙ্গীং পীনশ্রোণিপয়োধরাম্।
ব্রীড়য়া বাসসা বক্ত্রমাচ্ছন্নং কুর্ব্বতীং মুদা ॥ ৪৫

সাহসিক উবাচ।

কাসি ত্বং কস্য কল্যাণি কস্য কান্তাসি কামিনি।
স্বয়ং ক যাসি কং সুভ্রু পুণ্যবন্তং মনোহরম্ ॥৪৬
কল্পান্ততপসা পূতং ভোক্তুং ত্বামেব সুন্দরি।
যং তং যাসি যাসি সাসি মাং ভৃত্যং কর্ত্তু-
মর্হসি ॥৪৭
ক্রীণীহি রতিপণ্যেন মাং ভৃত্যং রতিলোলুপম্।
শৃঙ্গারলোলুপা ত্বঞ্চ শৃঙ্গারং দেহি কার্মুকি ॥ ৪৮
ত্বয়া সহ মমাশ্লেষো বিধিনা চ বিনির্মিতঃ।
নিরূপিতং যং তেনৈব বার্য্যতে কেন তং
প্রিয়ে ॥ ৪৯
বাক্যং পীযূষসদৃশং সস্মিতং বদ সুন্দরি।
শীঘ্রং ভুজলতাপাশৈর্বন্ধনং কুরু নির্জ্জনে ॥ ৫০
আননং দেহি কল্যাণি স্মেরং কনকসন্নিভম্।
স্তনমণ্ডলযুগ্মঞ্চ যাত্রাযোগ্যং প্রদর্শয়।
তীক্ষ্ণাস্ত্রেণ কটাক্ষেণ জর্জ্জরং কুরু কামিনি ॥ ৫১
কামসর্পক্ষতং পাদস্পর্শেন নীরুজং কুরু।
অধরোষ্ঠামৃতং স্বাদু দেহি মে ক্ষুভিতায় চ ॥ ৫২
পক্বদাড়িম্ববীজাভং দন্তং দর্শয় সুন্দরম্।
গভীরনাভীং ত্রিবলীং দ্রষ্টুমিচ্ছামি সুন্দরি ॥ ৫৩
নীবীপ্রমোক্ষণং কর্ত্তুমিচ্ছা মে বর্দ্ধতে সদা।
শ্রোণিং পশ্যামি ললিতাং মুনিমানসমোহিনীম্ ॥
শরন্মধ্যাহ্নপদ্মানাং প্রভামোচনলোচনম্।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যং প্রসন্নঞ্চ প্রদর্শয় ॥ ৫৫
সা চ তদ্বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ স্মরাতুরা।
দৃষ্টার্ত্তং কামবাণেন মানং সংরক্ষ্য কামিনী ॥ ৫৬

তিলোত্তমোবাচ।

পতিস্ত্বং সদৃশো নাথ কামিনীনাং মনীষিতঃ।
বলিপুত্রোঽসি ধর্ম্মিষ্ঠো রূপবান্ গুণবান্ যুবা ॥৫৭
শৃঙ্গারনিপুণঃ শান্তঃ কামশাস্ত্রবিশারদঃ।
সদা মনোজ্ঞঃ স্ত্রীণাং ত্বং সুবেশশ্চ স্বভাবতঃ ॥৫৮

সুবেশং সুন্দরং শান্তং কান্তং দান্তমরোগিণম্।
শৃঙ্গারজ্ঞং গুণজ্ঞঞ্চ যুবানং রসিকং শুচিম্॥ ৫৯
স্ত্রীমনোজ্ঞং দয়ালুঞ্চ বলিষ্ঠং সন্তমীশ্বরম্।
দারাণামনুরক্তঞ্চ কান্তমিচ্ছতি কামিনী॥ ৬০
এতে সর্ব্বে গুণাঃ কান্ত সন্তি কান্তে ত্বয়ি ধ্রুবম্।
ত্বাং ন বাঞ্ছন্তি যাঃ কান্তাস্তা অবিজ্ঞাশ্চ বঞ্চিতাঃ॥
সন্তোষং তে করিষ্যামি সমাগম্য বিধোগৃহাৎ।
বেশং কৃত্বা তু চন্দ্রার্থং জাতাদ্য তস্য কামিনী।
যাশ্চ ধর্ম্মং ন রক্ষন্তি তাসাঞ্চ জীবনং বৃথা॥ ৬২
চন্দ্রাশ্লেষং ন জানন্তি যাস্তা মূঢ়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তা এব মাতৃগর্ভস্থা ন প্রাজ্ঞাঃ পৌরুষে রসৈঃ॥৬৩
স্বর্বৈদ্যৌ মদনশ্চন্দ্রো মরুত্বান্ নলকূবরঃ।
এভির্নালিঙ্গিতা যাস্তা বঞ্চিতা রতিকর্ম্মভিঃ॥ ৬৪
দিবানিশং মানসং মে তেষাং ক্রীড়াঞ্চ চিন্তয়েৎ।
বিশেষতঃ কামদেবো নিপুণো রতিকর্ম্মণি॥ ৬৫
চন্দ্রশৃঙ্গারমাশ্লেষং মনোজ্ঞমমৃতাধিকম্।
অদ্য তস্য রতিদিনং তেন তং চিন্তয়েন্মনঃ॥ ৬৬
তিলোত্তমাবচঃ শ্রুত্বা জহাস বলিনন্দনঃ।
সকামশ্চ সপুলকস্তামুবাচঃ রহঃস্থলে॥ ৬৭

সাহসিক উবাচ।

ব্রহ্মণা নির্ম্মিতা ত্বঞ্চ কৌতুকেন তিলোত্তমে।
ত্বত্তো বরা বাপ্সরসো বিদগ্ধা রসিকেশ্বরি॥ ৬৮
সুন্দোপসুন্দয়োর্নাশ-নিমিত্তেন প্রযত্নতঃ।
সর্ব্বরূপগুণাধারা বিধিনা চ কৃতা পুরা॥ ৬৯
সর্ব্বং জানামি সর্ব্বজ্ঞে বিজ্ঞে সুরতকর্ম্মণি।
হর্ষেণ শ্রোতুমিচ্ছামি বদ স্বমানসং বচঃ॥ ৭০
অতিপ্রিয়শ্চ কো বা বঃ কঃ স্বভাবো বরাননে।
অকথ্যং গোপনীয়ঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি সুন্দরি॥ ৭১
গন্ধর্ব্বাণাং সুরাণাঞ্চ রাজ্ঞাং পুণ্যবতামপি।
সর্ব্বেষাং প্রাণতুল্যা ত্বং তেষু কশ্চ পরঃ প্রিয়ঃ॥
অসুরস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য সা তিলোত্তমা।
মুখমাচ্ছাদনং চক্রে বিলোক্য বক্রচক্ষুষা॥ ৭৩
সত্যং সারমস্তরস্থ-মব্যক্তমতিগোপনম্।
উবাচ মানসং বাক্যমজ্ঞাতং বিদুষামপি॥ ৭৪

তিলোত্তমোবাচ।

কথনীয়ঞ্চাসুরেন্দ্র পুংশ্চলীনাং মনোবচঃ।
বেদবেদান্তশাস্ত্রান্তং সর্ব্বং জানাতি পণ্ডিতঃ
কান্ত নান্তং বিজানাতি দিশাকাশে চ যোষিতাম্॥
বিষাদপ্যপ্রিয়ো বৃদ্ধো রত্নদোঽহাপি চ যোষিতাম্।
যুবা সর্ব্বস্বহর্ত্তা চেৎ প্রাণেভ্যোঽপি পরঃ প্রিয়ঃ
যুবানং সুন্দরং দৃষ্ট্বা মত্তা ভবতি পুংশ্চলী।
বিশেষতঃ সুবেশঞ্চ দৃষ্ট্বৈব হতচেতনা॥ ৭৭
নিমেষরহিতা তস্য লোচনাভ্যাং পপৌ মুখম্।
যোনৌ জলং ক্ষরেৎ তস্যাঃ সদ্যঃ কণ্ডূয়নং ভবেৎ॥ ৭৮
মনোঽতিলোলমস্থৈর্য্যং সর্ব্বাঙ্গাণি চকাম্পিরে।
জড়ীভূতং শরীরঞ্চ প্রদগ্ধং মদনানলাৎ॥ ৭৯
সম্প্রাপ্য তঞ্চেদ্রহসি সালাপং কুরুতে স্ফুটম্।
সকটাক্ষং স্মেরবক্ত্রং দর্শয়িত্বা পুনঃপুনঃ॥ ৮০
তদা যদি বশং কর্ত্তুং ন শশাক জিতেন্দ্রিয়ম্।
স্বমঙ্গং দর্শয়িত্বা তমন্তর্ব্বাক্যং স্ফুটং বদেৎ॥ ৮১
দুঃসাধ্যে নায়কে দুঃখং ভবেদাজন্ম কর্ম্মণি।
তত্তুল্যং তৎপরং প্রাপ্য তং বিস্মরতি পুংশ্চলী॥
পুংশ্চলীনামপ্রিয়ঃ কঃ প্রিয়ঃ কো বা মহীতলে।
যো হি শৃঙ্গারনিপুণঃ স চ প্রাণাধিকঃ প্রিয়ঃ॥৮৩
পূর্ব্বজারং পতিং পুত্রং ভ্রাতরং পিতরং প্রসূম্।
বিশিষ্টং নূতনং প্রাপ্য সর্ব্বং ত্যজতি লীলয়া।৮৪
ন দানেন ন পুণ্যেন ন সত্যেন স্তবেন বা।
নোপকারেণ প্রীতা সা সাধ্যা চ সুরতিং বিনা॥৮৫
শয়নে ভোজনে চাপি স্বপ্নে জ্ঞানে দিবানিশম্।
নিত্যং তৎপুরুষাশ্লেষং স্মরন্তি কুলটাঃ স্ত্রিয়ঃ॥৮৬
শৃঙ্গারনিপুণানাঞ্চ ধ্যানসাধ্যা চিরং পরম্।
দারুণা পুংশ্চলীজাতিঃ প্রার্থয়ন্তী নবং নবম্॥৮৭
সর্ব্বাসাং কুলটানাঞ্চ চরিতং কথিতং ময়া।
অকথ্যং গোপনীয়ঞ্চ মম হৃদ্বচনং শৃণু॥ ৮৮
ন মে সন্তি প্রিয়তরা গন্ধর্ব্বেষুরগেষু চ।
যুবানো রতিশূরাশ্চ কামশাস্ত্রবিশারদাঃ॥ ৮৯
বিশেষতঃ শশধরস্নেহো মে বিদ্যতে পরঃ।
ততোঽতিরেকঃ সর্ব্বস্মাদপি কামঃ প্রিয়ো মম॥৯০
প্রিয়ো মে কামসদৃশো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।
স্মরস্য স্মরণাৎ তূর্ণং সুস্নিগ্ধং মানসং মম॥ ৯১
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বমাত্মনো যোষিতামপি।
আজ্ঞাং কুরু মহারাজ যাস্যামি চন্দ্রসন্নিধিম্॥৯২
চন্দ্রস্থানাৎ তব স্থানং সমাগত্য সুনিশ্চিতম্।
সন্তোষং তব দৈত্যেন্দ্র করিষ্যামি ন সংশয়ঃ॥৯৩
শ্রুত্বৈবং বলিপুত্রশ্চ জহাসোচ্চৈঃ পুনঃপুনঃ।

সা বক্রচক্ষুষালোক্য তং জহাস স্মরাতুরা ॥ ৯৪
ছলেন দর্শয়ামাস কঠিনং স্তনয়োর্যুগম্ ।
চারুচম্পকবর্ণাভং বর্ত্তুলং পীনমুচ্ছ্রিতম্ ॥ ৯৫
শ্রোণীং সুকঠিনাং রম্যাং রম্ভাস্তম্ভবিনিন্দিতাম্ ।
সকটাক্ষং স্মেরমুখং কপোলং পুলকাঙ্কিতম্ ॥৯৬
রহঃস্থলং সমাসাদ্য কামেন হতচেতনা ।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গী লোচনাভ্যাং পপৌ মুখম্ ॥ ৯৭
তস্য রূপঞ্চ বেশঞ্চ দর্শং দর্শং পুনঃপুনঃ ।
মুখমাচ্ছাদনং ভাবাৎ কুর্ব্বতী সূক্ষ্মবাসসা ॥ ৯৮
অতিকামাতুরাং দৃষ্ট্বা সুপ্রজ্ঞো বলিনন্দনঃ ।
পপ্রচ্ছ কামিনীং কামী ভাবং বিজ্ঞাতুমুৎসুকঃ ॥

সাহসিক উবাচ ।

কিং করিষ্যামি মাং সত্যং বদ পঙ্কজলোচনে ।
কার্য্যান্তরং গমিষ্যামি সুচিরং স্থাতুমক্ষমঃ ॥ ১০০
কামিনীষু বলাৎকারো ন ধর্ম্মো ধর্ম্মিণাং প্রিয়ে ।
বিশেষতো হি বিদুষাং নাস্মাকং স্বকুলোচিতঃ ॥
শৃঙ্গারং দেহি চাগচ্ছ রতিশূরান্তিকং শুভে ।
কঃ ক্ষমো বা বশীকর্ত্তুং পুংশ্চলীং বহুগামিনীম্ ॥
দৈত্যেন্দ্রস্য বচঃ শ্রুত্বা শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকা ।
আত্মানমবমত্যাহ হতমানা স্মরাস্ত্রতঃ ॥ ১০৩

তিলোত্তমোবাচ ।

কথমেবং ব্রূহি কান্ত ত্বং মে প্রাণাধিকঃ প্রিয়ঃ ।
কথং বা কোপযুক্তোঽসি কুরু কার্য্যং মনীষিতম্ ॥
ত্বামেব বিমুখং কৃত্বা যামি চন্দ্রান্তিকং যদি ।
তবাভিশাপাৎ তত্রৈব সদ্যো বিঘ্নো ভবিষ্যতি ॥
বিহারং কুরু ভদ্রং তে করিষ্যতি হরিঃ স্বয়ম্ ।
পদে পদে শুভং তস্য যঃ স্ত্রীমানঞ্চ রক্ষতি ॥১০৬
অবমত্য স্ত্রিয়ং মূঢ়ো যো যাতি পুরুষাধমঃ ।
পদে পদে তদশুভং করোতি পার্ব্বতী সতী ॥
তিলোত্তমাবচঃ শ্রুত্বা জহাস বলিনন্দনঃ ।
কামশাস্ত্রেষু বিজ্ঞাতস্তদ্ভাবং বুবুধে সুধীঃ ॥ ১০৮
ভাবং বিজ্ঞায় ভাবজ্ঞঃ কামশাস্ত্রবিশারদঃ ।
করে ধৃত্বা সমাশ্লিষ্য চুচুম্ব মুখপঙ্কজম্ ॥ ১০৯
জগাম চ তয়া সার্দ্ধং গন্ধমাদনগহ্বরম্ ।
দদর্শ তত্র গত্বা চ স্থানং জন্তুবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১১০
সংস্থাপ্য রত্নদীপাংশ্চ ধূপঞ্চ সুমনোহরম্ ।
শয্যাং রতিকরীং কৃত্বা সুষাপ চ তয়া সহ ॥১১১
নানাপ্রকারশৃঙ্গারং চকার কামমোহিতঃ ।
তিলোত্তমা তং বুবুধে স্মরাদপি বিচক্ষণম্ ॥ ১১২
বিপরীতরতো তুষ্টা বভূব রসিকেশ্বরী ।
দিবানিশং ন বুবুধে নবসঙ্গমমূর্চ্ছিতা ॥ ১১৩
তিলোত্তমা কামভাবাদ্বলিপুত্রমুবাচ হ ।
কৃত্বা বক্ষসি প্রাণেশং স্তনয়োরন্তরে তদা ॥ ১১৪

তিলোত্তমোবাচ ।

কদা দ্রক্ষ্যামি হে কান্ত মুখচন্দ্রং মনোহরম্ ।
এবম্ভূতং শুভদিনং কদা মে ভবিতা পুনঃ ॥১১৫
অয়ি কিং রূপমাশ্চর্য্যং গুণো বা তব দানব ।
ধ্রুবং শৃঙ্গারনিপুণস্ত্বৎপরো নাস্তি কশ্চন ॥ ১১৬
মাং বিস্মরসি কালেন পুরুষঃ ষট্পদোপমঃ ।
স্ত্রীণাং সৎপুরুষাশ্লেষমাজীবং মনসি স্থিতম্ ॥১১
সৎসঙ্গমঃ শুভদিনে পুণ্যাৎ পুণ্যবতাং ভবেৎ ।
সদ্বিচ্ছেদো দুঃখহেতুর্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ১১৮
পীযূষভোজনাৎ স্বর্গবাসাদপি সুদুর্লভঃ ।
সৎসঙ্গমঃ সুখময়োঽপ্যসৎসঙ্গো বিষাধিকঃ ॥১৯
ক্ষণং তিষ্ঠ মহারাজ পুনরালিঙ্গনং কুরু ।
তব সার্দ্ধং মম প্রাণা যাস্যন্তি চেতসা সহ ॥ ১২০
ইত্যেবমুক্ত্বা কুলটা কৃত্বা বক্ষসি দানবম্ ।
পুমঙ্গসঙ্গোৎপুলকা মূর্চ্ছামাপ সুখেন চ ॥ ১২১
কুলটালিঙ্গনালাপাৎ সোঽতিকামী বভূব হ ।
যথা দীপ্তঃ কৃষ্ণবর্ত্মা বর্দ্ধতে হবিষাধিকম্ ॥ ১২২
পুনশ্চকার শৃঙ্গারমসুরোঽষ্টবিধং মুনে ।
চুম্বনঞ্চ নববিধং যথাস্থানে যথোচিতম্ ॥ ১২৩
নখদন্তকরৈঃ ক্রীড়াং চকার বিবিধাং পুনঃ ।
কিঙ্কিণীকঙ্কণানাঞ্চ বভূব রব উল্বণঃ ॥ ১২৪
মুনের্দুর্ব্বাসসস্তেন ধ্যানভঙ্গো বভূব হ ।
অদৃষ্টস্য তয়োস্তত্র বল্মীকাচ্ছাদিতস্য চ ॥ ১২৫
যোগাসনং কুর্ব্বতশ্চ গন্ধমাদনগহ্বরে ।
ধ্যায়তশ্চরণাম্ভোজং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ১২৬
ন পপাত তয়োর্দৃষ্টিঃ সমীপস্থে মহামুনৌ ।
কামাত্মনোর্নহি জ্ঞানং কামেন হতচেতসোঃ ॥
সহসা চেতনাং প্রাপ্য প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা ।
দদর্শ পুরতস্তৌ তু মুনিরুন্মীল্য লোচনে ॥ ১২৮
দিবানিশং ন জানন্তৌ সংযুক্তৌ কামমোহিতৌ ।
দৃষ্ট্বা চুকোপ তেজস্বী রুদ্রাংশো ভগবান্ বিভুঃ ॥
উবাচ তৌ বিহারান্তে রক্তপঙ্কজলোচনঃ ।
ধ্যানপ্রাপ্তপদাম্ভোজ-বিচ্ছেদোদ্বিগ্নমানসঃ ॥ ১৩০

দুর্ব্বাসা উবাচ।

উত্তিষ্ঠ গর্দ্দভাকার নির্লজ্জ পুরুষাধম।
ভক্তপ্রধানস্য বলেঃ কুপুত্রঃ পশুতুল্যকঃ॥ ১৩১
দেবো বা মানবো বাপি দৈত্যগন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ।
লজ্জাং কুর্ব্বন্তি সততং স্বজাতৌ চ পশুং বিনা॥ ১৩২
জ্ঞানলজ্জাবিহীনা চ খরজাতিবিশেষতঃ।
তস্মাৎ ত্বং দানবশ্রেষ্ঠ খরযোনিং ব্রজাধুনা॥ ১৩৩
তিলোত্তমে ত্বমুত্তিষ্ঠ লজ্জাহীনে চ পুংশ্চলি।
এতাদৃশী স্পৃহা দৈত্যে ব্রজ যোনিঞ্চ দানবীম্॥
ইত্যেবমুক্ত্বা স মুনিস্তস্থৌ তত্র রুষা জ্বলন্।
তৌ তু তুষ্টুবতুর্ভীতাবুত্থায় ব্রীড়িতৌ মুনিম্॥১৩৫

সাহসিক উবাচ।

ত্বং ব্রহ্মা ত্বঞ্চ বিষ্ণুশ্চ ত্বঞ্চ সাক্ষান্মহেশ্বরঃ।
হুতাশনস্ত্বং সূর্য্যশ্চ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারকঃ॥ ১৩৬
ক্ষমাপরাধং ভগবন্ কৃপাং কুরু কৃপানিধে।
মূঢ়াপরাধং সততং যঃ ক্ষমেৎ স সদীশ্বরঃ॥ ১৩৭
ইত্যেবমুক্ত্বা দৈত্যেন্দ্রো রুরোদোচ্চৈঃ পুরো মুনেঃ।
কৃত্বা তৃণানি দশনে পপাত চরণাম্বুজে॥ ১৩৮

তিলোত্তমোবাচ।

হে নাথ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো কৃপাং কুরু।
বিধিঃ স্রষ্টা চ সর্ব্বেষাং মূঢ়া স্ত্রীজাতিরেব চ॥
ততোঽতিমত্তা কুলটা সদা কামাতুরা পরা।
লজ্জা-ভীতি-চেতনাশ্চ ন সন্তি কামুকে বিভো॥
ইত্যুক্ত্বা রোদনং কৃত্বা জগাম শরণং মুনেঃ।
বিনা বিপত্তেঃ কেষাঞ্চিজ্ জ্ঞানং ভবতি ভূতলে॥
তয়োর্দৃষ্ট্বা চ বৈকল্যং বভূব করুণা মুনেঃ।
উবাচ তাভ্যামভয়ং দত্ত্বা মুনিবরো মুনে॥ ১৪২

দুর্ব্বাসা উবাচ।

অভিশাপঃ প্রসাদো বা ভবেদ্দৈবেন দানব।
সংকীর্ত্তিরপকীর্ত্তির্বা প্রাক্তনপ্রভবা ধ্রুবম্॥ ১৪৩
বিষ্ণুভক্তস্য চ বলেঃ পুত্রঃ সদ্বংশসম্ভবঃ।
জনকাদ্বিষ্ণুভক্তোঽসি জানামি ত্বাং সুনিশ্চিতম্॥
জনকস্য স্বভাবো হি জন্যে তিষ্ঠতি নিশ্চিতম্।
যথা শ্রীকৃষ্ণপাদাঙ্কঃ কালীয়বংশমস্তকে॥ ১৪৫
সম্প্রাপ্য গার্দ্দভীং যোনিং বৎস নির্ব্বাণতাং লভ।
পূর্ব্বকৃষ্ণার্চ্চনফলং ন হি লোপ্তুং সতশ্চিরাৎ॥
বৃন্দারণ্যং তালবনং ব্রজ শীঘ্রং ব্রজান্তিকম্।
প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা হরেশ্চক্রান্মুক্তিং প্রাপ্স্যসি নিশ্চিতম্॥ ৪৭
তিলোত্তমে ভারতে ত্বং বাণপুত্রী ভবিষ্যসি।
শ্রীকৃষ্ণপৌত্রাশ্লেষেণ পুনরত্রাগমিষ্যসি॥ ১৪৮
ইত্যেবমুক্ত্বা স মুনির্ব্বিররাম মহামুনে।
তৌ জগ্মতুর্যথাস্থানং প্রণম্য মুনিপুঙ্গবম্॥ ১৪৯
ইত্যুক্তং সর্ব্ববৃত্তান্তং দৈত্যস্য খরজন্মনঃ।
তিমোত্তমা বাণপুত্রী উষানিরুদ্ধকামিনী॥ ১৫০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে তিলোত্তমা-বলিপুত্রয়োর্ব্রহ্মশাশপ্রস্তাবো নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥২৩॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

নিগূঢ়ং শৃণু বৃত্তান্তং মুনের্দুর্ব্বাসসো মুনে।
অহোঽস্য দারসংযোগকথাং তামূর্দ্ধরেতসঃ॥ ১
দৃষ্ট্বা তয়োশ্চ শৃঙ্গারং মুনিঃ কামী বভূব হ।
জিতেন্দ্রিয়েঽপ্যসৎসঙ্গাদ্দোষঃ সাংসর্গিকো ভবেৎ॥
সহসা তস্য হৃদয়ে বভূব সুরতস্পৃহা।
তপস্ত্যক্ত্বা তত্র দধ্যৌ কামিনীং মদনাতুরঃ॥ ৩
এতস্মিন্নন্তরে তত্র পথা যাতি মুনীশ্বরঃ।
প্রার্থয়ন্ত্যা পতিং সন্তমৌর্ব্বশ্চ সুতয়া সহ॥ ৪
ঊরুদ্ভবো ব্রহ্মণশ্চ পুরাকল্পে তপস্যতঃ।
ঊর্দ্ধরেতাশ্চ যোগীন্দ্র ঔর্ব্বস্তেন ইতি স্মৃতঃ॥ ৫
তস্য জানূদ্ভবা কন্যা কন্দলী নাম বিশ্রুতা।
দুর্ব্বাসসং প্রার্থয়ন্তী নান্যং মনসি রোচতে॥ ৬
সহিতো হি মুনিশ্রেষ্ঠো মুনের্দুর্ব্বাসসঃ পুরঃ।
তস্থৌ মহাপ্রসন্নশ্চ জ্বলদগ্নিশিখোপমঃ॥ ৭
মুনীন্দ্রো হি মুনীন্দ্রং তং পুরো দৃষ্ট্বা সসম্ভ্রমঃ।
প্রজবেন সমুত্তস্থৌ ননাম চ মুদান্বিতঃ॥ ৮
ঔর্ব্বো দুর্ব্বাসসং নত্বা সমাশ্লিষ্য মুদান্বিতঃ।
উবাচ মুনয়ে সর্ব্বং কন্যকায়া মনোরথম্॥ ৯

ঔর্ব্ব উবাচ।

বিখ্যাতা কন্দলী নাম্না মম কন্যা মনোহরা।

প্রৌঢ়া ত্বামেব ধ্যায়ন্তী শ্রুত্বা বাচিকবক্তৃতঃ ॥১০
অযোনিসম্ভবা কন্যা ত্রৈলোক্যং মোহিতুং ক্ষমা।
সর্ব্বরূপগুণাধারা দোষেণৈকেন সংযুতা ॥ ১১
অতীবকলহাবিষ্টা কোপেন কটুভাষিণী।
নানাগুণযুতং দ্রব্যং ন ত্যাজ্যমেকদোষতঃ ॥ ১২
ঔর্ব্বস্য বচনং শ্রুত্বা হর্ষশোকান্বিতো মুনিঃ।
দদর্শ কন্যাং পুরতো গুণরূপসমন্বিতাম্ ॥ ১৩
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যাং শরৎপঙ্কজলোচনাম্।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং পীনশ্রোণিপয়োধরাম্ ॥ ১৪
নবযৌবনসংযুক্তাং পশ্যন্তীং বক্রচক্ষুষা।
রত্নালঙ্কারশোভাঢ্যাং বহ্নিশুদ্ধাংশুকান্বিতাম্ ॥১৫
মুনির্মুমোহ তাং দৃষ্ট্বা কামবাণপ্রপীড়িতঃ।
উবাচ তং মুনিশ্রেষ্ঠং হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ১৬

দুর্ব্বাসা উবাচ।

নারীরূপং ত্রিভুবনে মুক্তিমার্গবিরোধনম্।
ব্যবধানং তপস্যায়াঃ সন্ততং মোহকারণম্ ॥ ১৭
কারাগারে চ সংসারে দুর্ব্বহং নিগড়ং পরম্।
অচ্ছেদ্যং জ্ঞানখড়্গাদ্যৈ মহদ্ভিঃ শঙ্করাদিভিঃ ॥১৮
সঙ্গিচ্ছায়াতিরিক্তঞ্চ কর্ম্মভোগাৎ পরাৎ পরম্।
ইন্দ্রিয়াদিন্দ্রিয়াধারাদ্‌বিদ্যায়াশ্চ মতেরপি ॥ ১৯
আদেহং সঙ্গিনী চ্ছায়া ভোগান্তং ভোগ এব চ।
দেহেন্দ্রিয়াণি জীবান্তং বিদ্যা চৈবানুশীলনম্ ॥২০
মতিশ্চৈবাবশীলান্তা সুস্ত্রী জন্মনি জন্মনি।
যাবজ্জীবী চ সস্ত্রীকো ন তাবজ্জন্মখণ্ডনম্ ॥ ২১
যাবচ্চ জীবিনো জন্ম তাবদ্ভোগং শুভাশুভম্।
পরং মুনীন্দ্র সর্ব্বস্মাদ্ধরিপাদাব্জসেবনম্॥ ২২
ধ্যায়তঃ কৃষ্ণপাদাব্জং মম বিঘ্নং বভূব হ।
ন জানে কর্ম্মদোষেণ কেন বা পূর্ব্বজন্মনঃ ॥ ২৩
পুংশ্চল্যা সহ শৃঙ্গারং দৃষ্ট্বা দৈত্যস্য মন্মনঃ।
বভূব কামযুক্তঞ্চ দত্তং ধাত্রা চ তৎফলম্ ॥ ২৪
কিন্ত্বহং তব কন্যায়াঃ কটূক্তিশতকং মুনে।
ধ্রুবং ক্ষমাং করিষ্যামি দাস্যামি চ ততঃ ফলম্ ॥
সর্ব্বতোঽপি পরা নিন্দা স্ত্রীকটূক্তিসহিষ্ণুতা।
অতীব নিন্দিতঃ সংস্থ স্ত্রীজিতো ভুবনত্রয়ে ॥ ২৬
তবাজ্ঞাং মস্তকে কৃত্বা গৃহীষ্যামি সুতাং তব।
উপেতাং কামিনীং ত্যক্ত্বা কালসূত্রং ব্রজেন্নরঃ ॥
রহস্যুপস্থিতাং কামাং পুংশ্চলীং চেজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ
পরিত্যজেদ্ধর্ম্মভয়াদধর্ম্মান্নরকং ব্রজেৎ ॥ ২৮

ইত্যেবমুক্ত্বা দুর্ব্বাসা বিররাম মুনেঃ পুরঃ।
মুনির্ব্বেদোক্তবিধিনা দদৌ তস্মৈ সুতাং মুনে ॥২৯
স্বস্ত্যাত্যুবাচ দুর্ব্বাসা মুনিশ্চ যৌতুকং দদৌ।
কন্যাসমর্পণং কৃত্বা মোহাদুচ্চৈ রুরোদ হ ॥ ৩০
মূর্চ্ছামবাপ স মুনিঃ স্বকন্যাবিরহাতুরঃ।
অপত্যভেদশোকৌঘঃ স্বাত্মারামং ন মুঞ্চতি ॥৩১
ক্ষণেন চেতনাং প্রাপ্য বোধয়ামাস কন্যকাম্।
মূর্চ্ছিতাং তাতবিচ্ছেদে রুদতীং শোকসংযুতাম্ ॥

ঔর্ব্ব উবাচ।

শৃণু বৎসে প্রবক্ষ্যামি নীতিসারং সুদুর্লভম্।
হিতং সত্যঞ্চ বেদোক্তং পরিণামসুখপ্রদম্ ॥৩৩
স্বকান্তশ্চ পরো বন্ধুরিহ লোকে পরত্র চ।
ন হি কান্তাৎ পরঃ প্রেয়ান্ কুলস্ত্রীণাং পরো গুরুঃ ॥ ৩৪
দেবপূজা ব্রতং দানং তপশ্চানশনং জপঃ।
স্নানঞ্চ সর্ব্বতীর্থেষু দীক্ষা সর্ব্বমখেষু চ ॥ ৩৫
প্রাদক্ষিণ্যং পৃথিব্যাশ্চ ব্রাহ্মণাতিথিসেবনম্।
সর্ব্বাণি পতিসেবায়াঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥৩
কিমেতৈঃ পতিভক্তায়া অভক্তায়াশ্চ ভারতে।
পতিসেবাপরো ধর্ম্মো ন হি স্ত্রীণাং শ্রুতৌ শ্রুতম্॥
স্বপ্নে জ্ঞানেন সততং কান্তং নারায়ণাধিকম্।
দৃষ্ট্বা তচ্চরণাম্ভোজ-সেবাং নিত্যং করিষ্যসি ॥৩৮
পরিহাসেন কোপেন ভ্রমেণাবজ্ঞয়া সুতে।
কটূক্তিং স্বামিনঃ সাক্ষাৎ পরোক্ষান্ন করিষ্যসি ॥
স্ত্রিয়া বাগ্‌যোনিদুষ্টায়াঃ কামতো ভারতে ভুবি।
প্রায়শ্চিত্তং শ্রুতৌ নাস্তি নরকং ব্রহ্মণঃ শতম্ ॥
সর্ব্বধর্ম্মপরীতা যা কটূক্তিং কুরুতে পতিম্।
শতজন্মকৃতং পুণ্যং তস্যা নশ্যতি নিশ্চিতম্ ॥৪১
দত্ত্বা কন্যাং বোধয়িত্বা জগাম মুনিপুঙ্গবঃ।
স্বাত্মারামঃ স্বাশ্রমে চ তস্থৌ স্ত্রীসহিতো মুদা ॥৪২
সম্ভোগেচ্ছাকৃতে চিত্তে কামী সম্প্রাপ কামিনীম্।
অহো সুকৃতিনাং কর্ম্ম বাঞ্ছামাত্রেণ সিধ্যতি ॥৪৩
শয্যাং রতিকরীং কৃত্বা মুনিশ্রেষ্ঠো মহামনাঃ।
শুভক্ষণে তাং গৃহীত্বা সুষাপ নির্জ্জনে প্রিয়াম্ ॥
নারীরসানভিজ্ঞঃ স্যাদাজন্ম মুনিপুঙ্গবঃ।
তথাপি সুরতে বিজ্ঞঃ কামশাস্ত্রবিশারদঃ।
নানাপ্রকারশৃঙ্গারং চকার বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৫
নবসঙ্গমমাত্রেণ মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ কন্দলী।

মূর্চ্ছাং প্রাপ মুনিশ্রেষ্ঠো বুবুধে ন দিবানিশম্ ॥৪৬
যথা দুঃখী সুখারম্ভে সাকাঙ্ক্ষঃ প্রথমে ভবেৎ।
এবং প্রতিদিনং তত্র চকার সুরতিং সুখে।
বিদগ্ধায়া বিদগ্ধেন বভূব সঙ্গমঃ সমঃ ॥ ৪৭
সম্বভূব গৃহাসক্তস্তপস্ত্যক্ত্বা মুনীশ্বরঃ।
করোতি কলহং নিত্যং কন্দলী স্বামিনা সহ ॥৪৮
মুনীন্দ্রো বোধয়ামাস নীতিবাক্যেন কামিনীম্।
সা তন্ন বুবুধে কিঞ্চিৎ করোতি কলহে স্পৃহাম্ ॥৪৯
তাতপ্রদত্তজ্ঞানেন সা ন শান্তা বভূব হ।
ন জহাতি প্রবোধেন স্বভাবো দুরতিক্রমঃ ॥ ৫০
নিত্যং কটূক্তিং কান্তং সা করোতি হেতুনা বিনা
জগৎ প্রকম্পিতং যেন তয়া কোপাৎ স কম্পিতঃ
তথা কৃতাং কটূক্তিঞ্চ ক্ষমাং সংখ্যাং চকার হ।
বোধয়ামাস তাং নিত্যং কন্দলীং বৈ দয়ানিধিঃ ॥৫২
কটূক্তিশতকং পূর্ণং তৎকালেন বভূব হ।
ক্ষমাং চকার কৃপয়া কটূক্তিঞ্চ শতাধিকাম্ ॥ ৫৩
পত্নীকটূক্ত্যা নিয়তং প্রদগ্ধং মানসং মুনেঃ।
তস্যাঃ কটূক্তিকারিণ্যাঃ কর্ম্ম পূর্ণং বভূব হ ॥ ৫৪
স্বাত্মারামো দয়ালুশ্চ কোপং ত্যক্তুং ন সক্ষমঃ।
শশাপ কামিনীং কোপাদ্ভস্মরাশির্ভবেতি চ ॥ ৫৫
মুনেরিঙ্গিতমাত্রেণ ভস্মসাৎ সা বভূব হ।
এবমত্যুক্তিতানাঞ্চ ন কল্যাণং জগত্ত্রয়ে ॥ ৫৬
শরীরে ভস্মসাদ্ভূতে প্রতিবিম্বঃ স চাত্মনঃ।
জীবস্তত্রান্তরীক্ষস্থ উবাচ বিনয়ং প্রভুম্ ॥ ৫৭

জীব উবাচ।

হে নাথ সর্ব্বদর্শী ত্বং সন্ততং জ্ঞানচক্ষুষা।
সর্ব্বং জানাসি সর্ব্বজ্ঞ কিমহং বোধয়ামি তে ॥৫৮
সদুক্তির্ব্বা কদুক্তির্ব্বা কোপঃ সন্তোষ এব চ।
লোভো মোহশ্চ কামশ্চ ক্ষুৎপিপাসাদিকঞ্চ যৎ ॥
স্থৌল্যং কার্শ্যঞ্চ নাশশ্চ দৃশ্যাদৃশ্যং সমুদ্ভবম্।
সর্ব্বং শরীরধর্ম্মশ্চ ন জীবস্য ন চাত্মনঃ ॥ ৬০
সত্ত্বং রজস্তম ইতি শরীরং ত্রিগুণাত্মকম্।
তচ্চ নানাপ্রকারঞ্চ নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ৬১
কিঞ্চিৎ সত্ত্বাতিরিক্তঞ্চ কিঞ্চিদেব রজোঽধিকম্।
তমোঽতিরিক্তং কিঞ্চিচ্চ ন সমং কুত্রচিন্মুনে ॥৬২
সত্ত্বাদ্দয়া চ মুক্তীচ্ছা কর্ম্মেচ্ছা চ রজোগুণাৎ।
তমোগুণাজ্জীবহিংসা কোপোঽহঙ্কার এব চ ॥ ৬৩
কোপাৎ কদুক্তিনিম্নক্তং কটূক্ত্যা শত্রুতা ভবেৎ।
তয়া চাপ্রিয়তা সদ্যঃ শত্রুঃ কঃ কস্য ভূতলে ॥ ৬৪
কো বা প্রিয়োঽপ্রিয়ঃ কো বা কিং মিত্রং কো রিপুর্ভূবি।
ইন্দ্রিয়াণি চ বীজানি সর্ব্বত্র শত্রুমিত্রয়োঃ ॥ ৬৫
প্রাণাধিকঃ প্রিয়ঃ স্ত্রীণাং ভর্ত্তুঃ প্রাণাধিকা প্রিয়া
বভূব শত্রুতা সদ্যো দুরুক্ত্যা চ ক্ষমাবয়োঃ ॥ ৬৬
যৎ কৃতং তদ্গতং সর্ব্বং কর্ম্মদোষেণ মে বিভো।
ক্ষমাপরাধং নিখিলং কিং কর্ত্তব্যং বদাধুনা ॥ ৬৭
কিং করোমি ক্ব যামীতি ভবিতা কুত্র জন্ম মে।
ভবাদৃশস্য ন জায়াহং ভবিষ্যামি জগত্ত্রয়ে ॥ ৬৮
ইত্যেবমুক্ত্বা জীবশ্চ মৌনীভূতো বভূব হ।
মূর্চ্ছামবাপ স মুনিঃ শোকেন হতচেতনঃ ॥ ৬৯
স্বাত্মারামো মহাজ্ঞানী জহার চেতনামহো।
স্ত্রীবিচ্ছেদো বিদগ্ধানাং সর্ব্বশোকাৎ পরাৎপরঃ ॥
ক্ষণেন চেতনাং প্রাপ্য প্রাণাংস্ত্যক্তুং সমুদ্যতঃ।
তত্র যোগাসনং কৃত্বা চকার বায়ুধারণম্ ॥ ৭১
এতস্মিন্নন্তরে তত্রাজগাম ব্রাহ্মণার্ভকঃ।
দণ্ডী চ্ছত্রী রক্তবাসা বিভ্রত্তিলকমুজ্জ্বলম্ ॥ ৭২
সস্মিতঃ শ্যামবর্ণশ্চ প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা।
বয়সাতিশিশুঃ শান্তো জ্ঞানী বেদবিদাং গুরুঃ ॥৭৩
দৃষ্ট্বা তং সম্ভ্রমেণৈব দুর্ব্বাসাঃ প্রণনাম হ।
বারয়ামাস তত্রৈব পূজয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৭৪
উবাচ ব্রাহ্মণবটুর্দত্ত্বা তস্মৈ শুভাশিষম্।
তদ্দর্শনাদাশিষা চ সর্ব্বদুঃখং গতং মুনেঃ ॥ ৭৫
শিশুরূপঃ ক্ষণং স্থিত্বা তমুবাচ বিচক্ষণঃ।
পীযূষতুল্যং নীত্যোঘং নীতিশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৭৬

শিশুরুবাচ।

সর্ব্বং জানামি সর্ব্বজ্ঞো গুরোর্মন্ত্রপ্রসাদতঃ।
কিং তত্ত্বং ত্বামহং বিপ্র পৃচ্ছামি শোককাতরম্ ॥
ব্রাহ্মণানাং তপো ধর্ম্মস্তপঃসাধ্যং জগত্ত্রয়ম্।
স্বধর্ম্মং সম্পরিত্যজ্য কিমিদানীং করোষি ভোঃ ॥
কা কস্য পত্নী কঃ কান্তঃ কস্যা বা ভুবনত্রয়ে।
মূর্খাংশ্চ বঞ্চনং কর্ত্তুং করোতি মায়য়া হরিঃ ॥ ৭৯
মিথ্যা পত্নী তবৈষা চ ক্ষণাৎ তেন গতাধুনা।
নহি সত্যমদৃশ্যঞ্চ মিথ্যামাত্রং ব্যবস্থিতা ॥ ৮০
একানংশা হরের্ভগ্নী বসুদেবসুতা মুনে।
পার্ব্বত্যংশসমুদ্ভূতা সুশীলা চিরজীবিনী ॥ ৮১
কল্পে কল্পে সুন্দরী সা তব পত্নী ভবিষ্যতি।

মনো দেহি তপস্যাংশে মুধা কতিপয়ং দিনম্‌ ॥৮২
কন্দলী কন্দলীজাতির্ভবিষ্যতি মহীতলে ।
শুভদা ফলপাকান্তা সকৃৎসুতা সুদুর্লভা ॥ ৮৩
কল্পান্তরে সুন্দরী সা তব পত্নী ভবিষ্যতি ।
অত্যুক্তিস্তস্য দমনমুচিতঞ্চ শ্রুতৌ শ্রুতম্‌ ॥ ৮৪
ইত্যেবমুক্ত্বা শীঘ্রঞ্চ বিপ্ররূপী জনার্দ্দনঃ ।
দত্ত্বা জ্ঞানঞ্চ বিপ্রায় সোঽন্তর্দ্ধানং চকার হ ॥ ৮৫
মুনিঃ সর্ব্বং ভ্রমং মত্বা তপস্যায়াং মনো দধৌ ।
কন্দলী কন্দলীজাতির্ব্বভূব ধরণীতলে ॥ ৮৬
দৈত্যস্তালবনং গত্বা বভূব গর্দ্দভাকৃতিঃ
তিলোত্তমা বাণপুত্রী বভূব সময়ে মুনে ॥ ৮৭
দৈত্যেন্দ্রো বিষ্ণুচক্রেণ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা সুবাঞ্ছিতম্‌ ।
সম্প্রাপ চরণাম্ভোজং মুনেরপি সুদুর্লভম্‌ ॥ ৮৮
কালে তিলোত্তমা ভুক্ত্বা জগাম স্বালয়ং পুনঃ ।
কৃষ্ণপৌত্রালিঙ্গনেন পরিপূর্ণমনোরথা ॥ ৮৯
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণাখ্যানমুত্তমম্‌ ।
পদে পদে সুন্দরঞ্চ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৯০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে তালভক্ষণ-প্রসঙ্গে বলিপুত্রমোক্ষণং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

শ্রুতৌ কিমদ্ভুতং ব্রহ্মন্‌ হরেশ্চরিতমঙ্গলম্‌ ।
বিশেষতস্তব মুখে অতীব সুমনোহরম্‌ ॥ ১
মৃতায়ামৌর্ব্বকন্যায়াং শাপাদ্দুর্ব্বাসসো মুনেঃ ।
স চাগত্য কিং চকার তন্মে ব্রূহি তপোধন ॥ ২

নারায়ণ উবাচ ।

সরস্বতীনদীতীরে তপস্যাং কুর্ব্বতো মুনে ।
পপাত ধৌতমূর্দ্ধাচ্চ ধার্য্যমাণে চ বায়ুনা ॥ ৩
পৃথিব্যাং পতিতে বস্ত্রে তপস্ত্যক্ত্বা মুনীশ্বরঃ ।
ধ্যানেন বুবুধে সর্ব্বং কন্যাসম্বন্ধি সঙ্কটম্‌ ॥ ৪
জগাম শোকাবিষ্টোঽপি তূর্ণং জামাতুরাশ্রমম্‌ ।
সিষেচ পৃথিবীরেণূন্‌ স্বখন্নয়নবিন্দুনা ॥ ৫
গত্বাশ্রমসমীপঞ্চ বিপ্রঃ কাতরমানসঃ ।
হে বৎসে কন্দলীত্যেবমুবাচ চ পুনঃপুনঃ ॥ ৬
শ্বশুরস্য স্বরং জ্ঞাত্বা দুর্ব্বাসা ভয়বিহ্বলঃ ।
বহির্ব্বভূব শীঘ্রঞ্চ পপাত চরণাম্বুজে ॥ ৭
প্রণম্য শ্বশুরং শোকাদ্বিললাপ ভৃশং পুনঃ ।
প্রবৃত্তিং কথয়ামাস মূলতো মুনিসত্তমম্‌ ॥ ৮
শ্রুত্বা বার্ত্তাং শুচাবিষ্টঃ পপাত ধরণীতলে ।
মূর্চ্ছামাপ মহাজ্ঞানী নিশ্চেষ্টো হি মৃতো যথা ॥৯
মৃতং জ্ঞাত্বা স দুর্ব্বাসা মেনে মনসি সঙ্কটম্‌ ।
চেতনাং কারয়ামাস প্রযত্নেন মহামুনেঃ ॥ ১০
সম্প্রাপ্য চেতনাং শীঘ্রমুবাচ তং পুরঃস্থিতম্‌ ।
জামাতরং শোকযুক্তং ভীতং প্রণতকন্ধরম্‌ ॥ ১১
মহাশোকাদশ্রুপূর্ণ-রক্তপঙ্কজলোচনঃ ।
কোপাৎ কম্পিতবান্‌ শশ্বৎ সন্ত্রস্তঃ স্ফুরিতাধরঃ ॥

ঔর্ব্ব উবাচ ।

অয়ে ব্রহ্মন্নত্রিবংশ পৌত্রস্ত্বং জগতীপতেঃ ।
স্বল্পদোষে বহুতরঃ কৃতো দণ্ডস্ত্বয়া কথম্‌ ॥ ১৩
তজ্জন্ম শঙ্করাংশেন শিষ্যস্তস্য জগদ্গুরোঃ ।
বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞশ্চ সর্ব্বজ্ঞো গুণবান্‌ স্বয়ম্‌ ॥ ১৪
অনুসূয়া মহাসাধ্বী কমলাংশা তব প্রসূঃ ।
ন জানে কেন দোষেণ তবৈবৈতাদৃশী মতিঃ ॥ ১৫
গুণবান্‌ জনকো যস্য মাতা গুণবতী সতী ।
তয়োঃ পুত্রো দয়াহীনো গতিঃ সূক্ষ্মা শ্রুতেরহো ॥
মম প্রাণাধিকা কন্যা মুদা ত্বয়ি সমর্পিতা ।
মহাগুণান্বিতা স্বল্পদোষেণ পরিমিশ্রিতা ॥ ১৭
বাগ্‌দুষ্টায়াশ্চ দণ্ডো হি পরিত্যাগঃ শ্রুতৌ শ্রুতঃ ।
ত্বয়া যদি পরিত্যক্তা পিত্রা যত্নেন পালিতা ॥ ১৮
মদপত্যং স্বল্পদোষে যতো ভস্ম ত্বয়া কৃতম্‌ ।
পরাভবস্তব মহান্‌ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৯
মহতাং ক্ষুদ্রজন্তূনাং সর্ব্বেষাং জীবিনাং সদা ।
স্রষ্টা পাতা চ শাস্তা চ ভগবান্‌ করুণানিধিঃ ॥ ২০
ইত্যুক্ত্বা চ মুনিশ্রেষ্ঠো বিলপ্য চ পুনঃপুনঃ ।
হে বৎসে বৎস ইত্যুক্ত্বা জগাম স্বালয়ং রুষা ॥
গতে মুনীন্দ্রে দুর্ব্বাসা বিললাপ ভৃশং পুনঃ ।
জ্ঞানেন বিস্মৃতঃ শোকো বভূব দ্বিগুণঃ পুনঃ ॥২২
শোকানলো হি কালেন সংচ্ছন্নো জ্ঞানভস্মনা ।

বন্ধুদর্শনশুক্কেধ্যদানেন বর্দ্ধতে পুনঃ ॥ ২৩
স্মারং স্মারং প্রিয়াং তত্র বিলপ্য চ পুনঃপুনঃ ।
বোধয়িত্বা ভ্রমং স্বস্য তপস্যায়াং মনো দধৌ ॥২৪
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং মুনেঃ শাপস্য কারণম্ ।
বভূব তস্য কালেন দুঃসহশ্চ পরাভবঃ ॥ ২৫

নারদ উবাচ ।

দুর্ব্বাসাঃ শঙ্করস্যাংশঃ শিবতুল্যশ্চ তেজসা ।
তেজস্বী কো মহাদেব চকার তৎপরাভবম্ ॥ ২৬

নারায়ণ উবাচ ।

অম্বরীষো হি রাজেন্দ্রঃ সূর্য্যবংশসমুদ্ভবঃ ।
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজে তন্মনঃ সন্ততং মুনে ॥ ২৭
ন রাজ্যেষু ন ভার্য্যাসু ন পুত্রেষু প্রজাসু চ ।
ন সংসৎসু ক্ষণং চিত্তং পূর্ব্বকর্ম্মার্জ্জিতাসু চ ॥২৮
ধ্যায়তেহহর্নিশং ধর্ম্মো স্বপ্নে জ্ঞানে হরিং মুদা ।
মহান্ জিতেন্দ্রিয়ঃ শান্তো বিষ্ণুব্রতপরায়ণঃ ॥২৯
একাদশীব্রতরতঃ কৃষ্ণপূজাসু তৎপরঃ ।
সর্ব্বকর্ম্মসু লিপ্তশ্চ কর্ত্তা কৃষ্ণার্পিতেষু চ ॥ ৩০
সুতীক্ষ্ণং ষোড়শারং তচ্চক্রং নাম সুদর্শনম্ ।
তেজসা হরিতুল্যঞ্চ সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ॥ ৩১
ব্রহ্মাদিভিঃ স্তূয়মানং পূজিতঞ্চ সুরাসুরৈঃ ।
প্রভুণা রক্ষিতং শশ্বদ্রক্ষায়ৈ নৃপসন্নিধৌ ॥ ৩২
একাদশীব্রতং কৃত্বা দ্বাদশীদিবসে সতি ।
স্নাত্বা বিধায় পূজাঞ্চ কালেন বিধিপূর্ব্বকম্ ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু ভোজনার্থমুবাস হ ॥ ৩৩
এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রস্তপস্বী ক্ষুধিতো মুনে ।
দণ্ডী চ্ছত্রী শুক্লবাসা বিভ্রত্তিলকমুজ্জ্বলম্ ॥ ৩৪
জটিলোহতিকৃশশ্রান্তঃ শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠতালুকঃ ।
তত্রাজগাম ভগবান্ দুর্ব্বাসা নৃপতেঃ পুরঃ ॥ ৩৫
স চ দৃষ্ট্বা মুনীন্দ্রং তমুত্থায় চ প্রণম্য চ ।
দত্ত্বা পাদ্যঞ্চ সম্প্রীত্যা স্বর্ণসিংহাসনং দদৌ ॥৩৬
তস্মৈ দত্ত্বাশিষং বিপ্রঃ সমুবাস সুখাসনে ।
পপ্রচ্ছ রাজা তং ভীতঃ কাজ্ঞা তে বদ মামিতি ॥
নৃপস্য বচনং শ্রুত্বা প্রোবাচ মুনিপুঙ্গবঃ ।
মাং ভোজয় নৃপশ্রেষ্ঠ ক্ষুধার্ত্তোহহমুপাগতঃ ॥৩৮
অঘমর্ষণমন্ত্রস্তু জপ্ত্বা যাম্যচিরেণ হি ।
ক্ষণং প্রতীক্ষ্যতাং রাজন্নিত্যুবাচাগতো মুনিঃ ॥৩৯
গতে বিপ্রে তু রাজর্ষিশ্চিন্তাং প্রাপ দুরত্যয়াম্ ।
বিলোক্য বিগতপ্রায়াং দ্বাদশীং ভয়সংযুতঃ ॥ ৪০
এতস্মিন্নন্তরে তত্র সমায়াস্তং গুরুং মুদা ।
নত্বা নিবেদ্য সর্ব্বস্তু নৃপতিস্তমুবাচ হ ॥ ৪১
নায়াতি মুনিশার্দ্দূলঃ প্রয়াতি দ্বাদশী তিথিঃ ।
সঙ্কটেহস্মিন্ বিধেয়ঞ্চ বিবিচ্য বিধিপূর্ব্বকম্ ।
শীঘ্রং বদ মুনিশ্রেষ্ঠ ভদ্রাভদ্রঞ্চ মামিতি ॥ ৪২
শ্রুত্বা নৃপোক্তিং ত্বরিতমুবাচ মুনিপুঙ্গবঃ ।
হিতং তথ্যঞ্চ বেদোক্তং পরিণামসুখাবহম্ ॥ ৪৩

বশিষ্ঠ উবাচ ।

দ্বাদশ্যাং সমতীতায়াং ত্রয়োদশ্যাস্তু পারণম্ ।
উপবাসফলং হত্বা ব্রতিনং হন্তি নিশ্চিতম্ ॥ ৪৪
ব্রহ্মহত্যাসমং পাপং ভবেৎ তস্য শ্রুতৌ শ্রুতম্ ।
ভক্ষ্যদ্রব্যং সুরাতুল্যমিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ৪৫
ন ভোজয়িত্বা মূঢ়শ্চেদতিথিং সমুপস্থিতম্ ।
সন্ত্রস্তঃ ক্ষুধিতো ভুঙ্ক্তে কুম্ভীপাকে ব্রজেদ্ধ্রুবম্
শতবর্ষং তত্র তিষ্ঠন্ নরশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ ।
ব্যাধিযুক্তো দরিদ্রশ্চ ভবেজ্জন্মনি জন্মনি ॥ ৪৭
অতোহতিসূক্ষ্মাং কিং কুর্মোহধুনা পরমসঙ্কটে ।
রক্ষাং কুরু তয়োর্ধর্ম্মং সমালোচ্য বদামি তে ॥ ৪৮
উপবাসফলং রক্ষ কৃষ্ণার্চ্চা-চরণোদকম্ ।
ভুক্ত্বা শীঘ্রময়ে রাজন্ জলপান * মভক্ষণম্ ॥৪৯
ইত্যুক্ত্বা ব্রহ্মণঃ পুত্রো বিররাম মহামুনে ।
বুভুজে চ জলং কিঞ্চিৎ কৃষ্ণপাদাম্বুজং স্মরন্ ॥৫০
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মন্নাজগাম মুনীশ্বরঃ ।
চিচ্ছেদ কোপাৎ সর্ব্বজ্ঞঃ স্বজটাং নৃপতেঃ পুরঃ ॥
ততঃ সমুত্থিতঃ শীঘ্রং পুরুষোহগ্নিশিখোপমঃ ।
খড়্গহস্তো মহাভীমো রাজেন্দ্রং হন্তুমুন্মুখঃ ॥ ৫২
হরেশ্চক্রঞ্চ তং দৃষ্ট্বা সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ।
চিচ্ছেদ কৃত্যাপুরুষং ব্রাহ্মণং ছেত্তুমুদ্যতম্ ॥৫৩
দৃষ্ট্বা সুদর্শনং বিপ্রো দুদ্রাব ভয়বিহ্বলঃ ।
দ্বিজপশ্চাৎ তজ্জগাম প্রলয়াগ্নিশিখোপমম্ ॥ ৫৪
ব্রহ্মাণ্ডং ভ্রমণং কৃত্বা নির্ব্বিন্নোহতিভয়াকুলঃ ।
তঞ্চ মত্বা জগন্নাথং ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ ॥ ৫৫
ত্রাহি ত্রাহীত্যেবমুক্ত্বা বিবেশ ব্রহ্মণঃ সভাম্ ।
উত্থায় ব্রহ্মা বিপ্রেন্দ্রং পপ্রচ্ছ কুশলং মুনে ॥৫৬
তৎ সর্ব্বং কথয়ামাস বৃত্তান্তং মূলতোহধিকম্ ।
শ্রুত্বা ব্রহ্মা নিশশ্বাস তমুবাচ ভয়াকুলঃ ॥ ৫৭

* তত্র ভক্ষণমভক্ষণমিতি চ পাঠঃ ক্বচিৎ ।

ব্রহ্মোবাচ।
হরিদাসং বৎস শপ্তুং গতোঽসি কস্য তেজসা
রক্ষিতো যস্য ভগবান্ তং কো হন্তা জগত্রয়ে ॥৫৮
ক্ষুদ্রাণাং মহতাঞ্চৈব ভক্তানাং রক্ষণায় চ।
ররক্ষ সততং চক্রং শ্রীহরির্ভক্তবৎসলঃ ॥ ৫৯
যো মূঢ়ো বৈষ্ণবং দ্বেষ্টি বিষ্ণুপ্রাণসমং দ্বিজ।
তস্য সংহারকর্ত্তা চ সংহর্ত্তুরীশ্বরো হরিঃ ॥ ৬০
শীঘ্রং স্থানান্তরং গচ্ছ গচ্ছ বৎস ন বাধুনা।
অন্যথা ত্বাং ময়া সার্দ্ধং হনিষ্যতি সুদর্শনম্ ॥ ৬১
কিং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মাণ্ডং দগ্ধং কর্ত্তুং ক্ষমো ভবেৎ।
তেজসা বিষ্ণুতুল্যঞ্চ কেনান্যেন নিবার্য্যতে ॥ ৬২
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা ততো দুদ্রাব ব্রাহ্মণঃ।
ত্রস্তো জগাম কৈলাসং শঙ্করং শরণং ভিয়া ॥৬৩
কৃপানিধান মাং রক্ষেত্যুবাচ শঙ্করং ভিয়া।
ন হি পপ্রচ্ছ কুশলং সর্ব্বজ্ঞো ব্রাহ্মণং শিবঃ ॥৬৪
উবাচ দীনং দীনেশঃ সংহর্ত্তা জগতাং ক্ষণাৎ।
স্থিরো ভব দ্বিজশ্রেষ্ঠ মদীয়ং বচনং শৃণু ॥ ৬৫
শঙ্কর উবাচ।
পৌত্রস্ত্বং জগতাং ধাতুরত্রেশ্চ তনয়ো মহান্।
বেদজ্ঞাতোঽসি সর্ব্বজ্ঞ মূর্খতুল্যন্তু কর্ম্ম তে ॥ ৬৬
বেদেষু চ পুরাণেষু ইতিহাসেষু সর্ব্বতঃ।
নিরূপিতো যঃ সর্ব্বেশস্তং ন জানাসি মূঢ়বৎ ॥৬৭
অহং ব্রহ্মা চ রুদ্রাশ্চ আদিত্যা বসবস্তথা।
ধর্ম্মেন্দ্রৌ চ সুরাঃ সর্ব্বে মুনীন্দ্রা মনবস্তথা ॥ ৬৮
আবির্ভূতাস্তিরোভূতা যস্য ভ্রূভঙ্গলীলয়া।
তস্য প্রাণাধিকং ভক্তং হংসি ত্বং কস্য তেজসা ॥
অহং ব্রহ্মা চ কমলা দুর্গা বাণী চ রাধিকা।
ন হি ভক্তাৎ পরাঃ প্রেম্না ভক্তাশ্চ সর্ব্বতঃ প্রিয়াঃ ॥৭০
ক্ষুদ্রাংশ্চ মহতো ভক্তান্ শশ্বদ্রক্ষতি যত্নতঃ।
সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ চক্রেণ দুঃসহেন চ ॥ ৭১
নিযুজ্য চক্রং দুর্ব্বার্য্যং স্বাত্মতুল্যঞ্চ তেজসা।
তথাপি ন প্রতীতশ্চ স্বয়ং গচ্ছতি রক্ষিতুম্ ॥ ৭২
স্বকীয়গুণনাম্নাঞ্চ শ্রবণাদতিসম্ভ্রমঃ।
ভক্তসঙ্গে ভ্রমত্যেব চ্ছায়েব সততং হরিঃ ॥ ৭৩
কান্তা প্রাণাধিকা শশ্বন্ন হি কোঽপি ততোঽধিকঃ।
ভক্তান্ দ্বেষ্টি স্বয়ং সা চেন্ন নং ত্যজতি তাং বিভুঃ ॥ ৭৪
সর্ব্বেষাঞ্চ প্রিয়া বিপ্রাঃ স্বশরীরাদপি দ্বিজ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রিয়া ভক্তাঃ প্রাণেভ্যোঽপি হরেরপি ॥ ৭৫
ঈশ্বরস্যাপ্রিয়ঃ কো বা প্রিয়ঃ কো বা জগত্রয়ে।
যঃ শিষ্টস্তং ভজেৎ শশ্বদ্ধ্যায়তে চ স তং সদা ॥
মহতি প্রলয়ে ব্রহ্মন্ ব্রহ্মাণ্ডৌঘে জলপ্লুতে।
ন তত্র নাশো ভক্তানাং সর্ব্বেষাঞ্চ ভবিষ্যতি ॥৭৭
ভজ ব্রাহ্মণ গো বন্দ্যং স্মর তস্য পদাম্বুজম্।
সর্ব্বাপদো বিনশ্যন্তি শ্রীহরেঃ স্মরণাদপি ॥ ৭৮
ব্রজ শীঘ্রঞ্চ বৈকুণ্ঠং বৈকুণ্ঠং শরণং তব।
দাস্যত্যেবাভয়ং তুভ্যং করুণাসাগরো বিভুঃ ॥ ৭৯
এতস্মিন্নন্তরে ব্যাপ্তঃ কৈলাসশ্চক্রতেজসা।
যথা চ সূর্য্যকিরণৈঃ সুদীপ্তঞ্চ মহীতলম্ ॥ ৮০
দগ্ধা জ্বালাকরালৈশ্চ সর্ব্বে কৈলাসবাসিনঃ।
ত্রাহি ত্রাহীত্যেবমুক্তা শঙ্করং শরণং যযুঃ ॥ ৮১
দৃষ্ট্বা চক্রং দুর্ব্বিষহং শঙ্করঃ করুণানিধিঃ।
পার্ব্বত্যা সহ সম্প্রীত্যা ব্রাহ্মণায়াশিষং দদৌ ॥৮২
তেজঃ সত্যং তপঃ সত্যং যদি চেচ্চিরসঞ্চিতম্।
কৃতাপরাধো ভীতশ্চ দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ ॥ ৮৩
পার্ব্বত্যুবাচ।
মৎপ্রভো মম পুণ্যেষু ব্রাহ্মণঃ শরণাগতঃ।
মহাশিষা মহাভীতঃ শীঘ্রং ভবতু বিজ্বরঃ ॥ ৮৪
ইত্যেবমুক্তা কৃপয়া বিররাম শিবঃ শিবা।
মুনিঃ প্রণম্য দেবেশং বৈকুণ্ঠং শরণং যযৌ ॥ ৮৫
গত্বা বৈকুণ্ঠভবনং মনোযায়ী মুনীশ্বরঃ।
দৃষ্ট্বা সুদর্শনং পশ্চাদ্বিবেশান্তঃপুরং হরেঃ ॥ ৮৬
দদর্শ শ্রীহরিং বিপ্রো রত্নসিংহাসনস্থিতম্।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধরং পীতাম্বরং পরম্ ॥ ৮৭
শ্যামং চতুর্ভুজং শান্তং লক্ষ্মীকান্তং মনোহরম্।
রত্নালঙ্কারশোভাঢ্যং রত্নমালাবিভূষিতম্ ॥ ৮৮
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং ভক্তানুগ্রহকাতরম্।
সদ্রত্নসাররচিতং কিরীটোজ্জ্বলশেখরম্ ॥ ৮৯
পার্ষদপ্রবরৈর্ন্দ্রেশ্চ সেবিতং শ্বেতচামরৈঃ।
পদ্মাসেবিতপাদাব্জং সরস্বত্যা স্তুতং পুরঃ ॥ ৯০
সুনন্দ-নন্দ-কুমুদ-প্রচণ্ডাদিভিরাবৃতম্।
গুণানুবাদং গায়ন্তং ষড়ৈঃ পঞ্চভিরীপ্সিতম্ ॥ ৯১

এবম্ভূতং প্রভুং দৃষ্ট্বা দণ্ডবৎ প্রননাম তম্।
তুষ্টাব সামবেদোক্তস্তোত্রেণ পরমেশ্বরম্ ॥ ৯২
দুর্ব্বাসা উবাচ।
ত্রাহি মাং কমলাকান্ত ত্রাহি মাং করুণানিধে।
দীনবন্ধো দীনেশশ্চ করুণাসাগর প্রভো ॥ ৯৩
বেদবেদাঙ্গসংস্রষ্টুর্বিধাতুশ্চ স্বয়ং বিধে।
মৃত্যোর্মৃত্যো কালকাল পাহি মাং সঙ্কটার্ণবে ॥৯৭
সংহারকর্ত্তুঃ সংহর্ত্তঃ সর্ব্বেশ সর্ব্বকারণ।
মহাবিষ্ণুতরোর্বীজ রক্ষ মাং ভয়সাগরে ॥ ৯৫
শরণাগত-শোকার্ত্ত- ভয়ত্রাণপরায়ণ।
মাং ভবচ্ছরণং ভাতং নারায়ণ নমোহস্তু তে ॥৯৬
বেদেষাদ্যঞ্চ যদ্বস্তু বেদাঃ স্তোতুং ন চ ক্ষমাঃ।
সরস্বতী জড়ীভূতা কিং স্তুবন্তি বিপশ্চিতঃ ॥ ৯৭
শেষঃ সহস্রবক্ত্রেণ যং স্তোতুং জড়তাং ব্রজেৎ।
পঞ্চবক্ত্রো জড়ীভূতো জড়ীভূতশ্চতুর্মুখঃ ॥ ৯৮
শ্রুতয়ঃ শ্রুতিকর্ত্তারো বাণী চেৎ স্তোতুমক্ষমাঃ।
কোহহং বিপ্রশ্চ বেদজ্ঞঃ শিষ্যঃ কিং স্তৌমি মানদ ॥ ৯৯
মনূনাঞ্চ মহেন্দ্রাণামষ্টাবিংশতিমে গতে।
দিবানিশং যস্য বিধেরষ্টোত্তরশতায়ুষঃ ॥ ১০০
তস্য পাতো ভবেদ্‌যস্য চক্ষুরুন্মীলনেন চ।
তমনির্ব্বচনীয়ঞ্চ কিং স্তৌমি পাহি মাং বিভো ॥
ইত্যেবং স্তবনং কৃত্বা পপাত চরণাম্বুজে।
নয়নাম্বুজনীরেণ সিষেচ ভয়বিহ্বলঃ ॥ ১০২
দুর্ব্বাসসা কৃতং স্তোত্রং হরেশ্চ পরমাত্মনঃ।
পুণ্যদ্যং সামবেদোক্তং জগন্মঙ্গলনামকম্ ॥ ১০৩
যঃ পঠেৎ সঙ্কটগ্রস্তো ভক্তিযুক্তশ্চ সংযতঃ।
নারায়ণস্তং কৃপয়া শীঘ্রমাগত্য রক্ষতি ॥ ১০৪
রাজদ্বারে শ্মশানে চ কারাগারে ভয়াকুলে।
শত্রুগ্রস্তে দস্যুভীতে হিংস্রজন্তুসমন্বিতে ॥ ১০৫
বেষ্টিতে রাজসৈন্যেন মগ্নপোতে মহার্ণবে।
স্তোত্রশ্রবণমাত্রেণ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১০৬
(ইতি দুর্ব্বাসঃকৃতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্।)
নারায়ণ উবাচ।
মুনেশ্চ স্তবনং শ্রুত্বা ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ।
প্রহস্যোবাচ মধুরং পীযূষবৃষ্টিবন্মুদা ॥ ১০৭
শ্রীভগবানুবাচ।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে ভবিষ্যতি বরেণ মে।
কিন্তু মে বচনং নীতং শৃণু সত্যং সুখাবহম্ ॥১০৮
অন্যেষাঞ্চ ভবেজ্জ্ঞানং শ্রুত্বা শাস্ত্রং সতাং মুখাৎ
স্বমূর্ত্তিমন্তি শাস্ত্রাণি ভবে সন্তশ্চরন্তি হি ॥ ১০৯
কর্ম্ম বেদবিরুদ্ধঞ্চ সর্ব্বেষামপি গর্হিতম্।
করোতি বিদ্বাংশ্চেজ্জ্ঞাত্বা স চ জীবন্মৃতাধিকঃ।
পুরাণেষু চ দেবেষু চেতিহাসেষু ব্রাহ্মণ।
বৈষ্ণবানাঞ্চ মহিমা শ্রুতঃ সর্ব্বৈশ্চ সর্ব্বতঃ ॥ ১১১
অহং প্রাণা বৈষ্ণবানাং মম প্রাণাশ্চ বৈষ্ণবাঃ।
তানেব দ্বেষ্টি যো মূঢ়ো মমাসুনাং স হিংসকঃ ॥
পুত্রান্ পৌত্রান্ কলত্রাংশ্চ রাজলক্ষ্মীং বিহায় চ
ধ্যায়ন্তি সততং যে মাং কো মে তেভ্যঃ পরঃ প্রিয়ঃ ॥ ১১৩
পদ্মা ভক্তান্ন মে প্রাণা ন চ লক্ষ্মীর্ন শঙ্করঃ।
ন ভারতী ন চ ব্রহ্মা ন দুর্গা ন গণেশ্বরঃ ॥ ১১৪
ন ব্রাহ্মণা ন বেদাশ্চ ন বেদজননী সুরাঃ।
ন গোপী ন চ গোপালা ন রাধা প্রাণতঃ প্রিয়া ॥
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং সত্যং সারঞ্চ বাস্তবম্।
ন প্রশংসাপরং তেষাং তে চ প্রাণাধিকাঃ প্রিয়াঃ ॥ ১১৬
মাং দ্বিষন্তি চ যে মূঢ়া জ্ঞানহীনাশ্চ বঞ্চিতাঃ।
স্বাত্মানঞ্চ ন জানন্তি তে যান্তি নিরয়ং চিরম্ ॥১১৭
যে দ্বিষন্তি চ মদ্ভক্তান্ মম প্রাণাধিকপ্রিয়ান্।
তেষাং শাস্তিমহং তূর্ণং পরত্র নিরয়ং চিরম্ ॥১১৮
প্রভবোঽহঞ্চ সর্ব্বেষামীশ্বরঃ পরিপালকঃ।
তথাপি ন স্বতন্ত্রোহহং ভক্তাধীনো দিবানিশম্ ॥
গোলোকে বাথ বৈকুণ্ঠে দ্বিভুজঞ্চ চতুর্ভুজম্।
রূপমাত্রমিদং শশ্বৎ প্রাণা মে ভক্তসন্নিধৌ ॥১২০
যদ্বস্তু ভক্তদত্তঞ্চ ভক্ষণীয়ঞ্চ তন্মম।
অভক্ষ্যং দ্রব্যমন্যেন দত্তঞ্চেদমৃতোপমম্ ॥ ১২১
অম্বরীষং নৃপশ্রেষ্ঠং নিরীহং তমহিংসকম্।
কথং হংসি দয়াশীলং সর্ব্বপ্রাণিহিতে রতম্ ॥১২২
দয়াং কুর্ব্বন্তি যে সন্তঃ সন্ততং সর্ব্বজীবিষু।
তান্ দ্বিষন্তি চ যে মূঢ়াস্তেষাং হন্তাহমেব চ ॥১২৩
ভক্তানাং হিংসকং শক্রমহং রক্ষিতুমক্ষমঃ।
অম্বরীষাশ্রয়ং গচ্ছ স ত্বাং রক্ষিতুমীশ্বরঃ ॥ ১২৪
নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা ব্রাহ্মণো ভয়বিহ্বলঃ।
বিষণ্ণমানসস্তস্থৌ স্মরন্ কৃষ্ণপদাম্বুজম্ ॥ ১২৫
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা ভবান্যা সহ শঙ্করঃ।

ধর্ম্মশেন্দ্রাদয়ো দেবা আজগ্মুর্মুনিপুঙ্গব ॥ ১২৬
প্রণম্য তুষ্টুবুঃ সর্ব্বে পরমাত্মানমীশ্বরম্ ।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরাঃ ॥ ১২৭

ব্রহ্মোবাচ ।

আত্মস্বরূপ নির্লিপ্ত ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ ।
ভক্তাপরাধজনকং রক্ষ ব্রাহ্মণপুঙ্গবম্ ॥ ১২৮

মহাদেব উবাচ ।

দীনবন্ধো জগন্নাথ নায়ং বিপ্রো জগদ্বহিঃ ।
কৃতাপরাধং দীনঞ্চ পাহীমং শরণাগতম্ ॥ ১২৯

পার্ব্বত্যুবাচ ।

ভক্ত এবাম্বরীষস্তে ন দ্বিজ ন সুরা বয়ম্ ।
সর্ব্বেষামীশ্বরস্ত্বঞ্চ রক্ষ বিপ্রং কৃতাগসম্ ॥ ১৩০

ধর্ম্ম উবাচ ।

সর্ব্বেষাং জনকস্ত্বঞ্চ পাতা দণ্ডকৃদীশ্বরঃ ।
শিশুহেতোঃ শিশুং হন্তি পিতেত্যেবং কুতঃ প্রভো ॥ ১৩১

ইন্দ্র উবাচ ।

কৃপা তে সমতা শশ্বৎ সর্ব্বেষু জীবিষু প্রভো ।
অপরাধফলং ভূতমধুনা পাতুমর্হসি ॥ ১৩২

রুদ্রা উচুঃ ॥

শান্তিং কর্ত্তুং সমুচিতমুৎপথস্থস্য সাম্প্রতম্ ।
কৃতকুণ্ঠস্য মূঢ়স্য পালনং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১৩৩

দিক্পালা উচুঃ ।

কৃতাপরাধং বিপ্রঞ্চ চ্ছেত্তুমর্হতি ন শ্রুতৌ ।
অপরাধফলং কৃত্বা কুরু পালনমীশ্বর ॥ ৩৪

গ্রহা উচুঃ ।

যো দ্বেষ্টি বৈষ্ণবং মূঢ়ঃ সংরুষ্টাঃ সর্ব্বদেবতাঃ ।
পীড়াং কুর্ম্মো বয়ং শশ্বৎ পশ্চাৎ ত্বং পাতুমর্হসি ॥

মুনয় উচুঃ ।

নাথ বিপ্রে পরাভূতে সর্ব্বে জীবন্মৃতা বয়ম্ ।
দণ্ড বিধাতুমেকস্য ভবেল্লজ্জা স্বজাতিষু ॥ ১৩৬

অত্রিরুবাচ ।

ত্বয়ৈব দত্তঃ পুত্রো মে সোহপি ত্বৎসেবকঃ সদা ।
ন কং বিভেতি ত্রৈলোক্যে তেজসা মৎসুতো বিভো ॥ ১৩৭

লক্ষ্মীরুবাচ ।

ক্ষমাপরাধং ভগবন্ রক্ষেমং শরণাগতম্ ।
স্তুবন্তি দেবা বিপ্রাশ্চ ন হন্তুং বিপ্রমর্হতি ॥ ১৩৮

সরস্বত্যুবাচ ।

বোধয়িষ্যামি দেবানাং জনকং কিমহং শ্রুতেঃ ।
সর্ব্বেষাং ভগবান্ স্বামী সর্ব্বাংশ্চ পাতুমর্হতি ॥

পার্ষদা উচুঃ ।

ভবতঃ স্মৃতিমাত্রেণ সর্ব্বেষাং সর্ব্বমঙ্গলম্ ।
ভবেৎ সর্ব্বাপদো যান্তি পাহীমং শরণাগতম্ ॥ ১৪০

নর্ত্তকা উচুঃ ।

দারিদ্র্যভঞ্জক বয়ং ভিক্ষুকাস্তব সন্ততম্ ।
ভিক্ষাং নঃ সাম্প্রতং দেহি পরিত্রাণং দ্বিজস্য চ ॥
এতেষাং স্তবনং শ্রুত্বা প্রভুঃ শরণপঞ্জরঃ ।
প্রহস্যোবাচ বচনং সর্ব্বসন্তোষকারণম্ ॥ ১৪২

ভগবানুবাচ ।

সর্ব্বে শৃণুত মদ্বাক্যং নীতিযুক্তং সুখাবহম্ ।
বিপ্ররক্ষাং করিষ্যামি যুষ্মাকমাজ্ঞয়া ধ্রুবম্ ॥ ১৪৩
কিন্ত্বয়ং যাতু বৈকুণ্ঠাদম্বরীষালয়ং পুনঃ ।
করোতু পারণং তত্র রাজ্ঞঃ সুপ্রীতয়ে মুনিঃ ॥ ১৪৪
বিপ্রস্তস্যাতিথির্ভূত্বা নির্দোষং শপ্তুমুদ্যতঃ ।
সুদর্শনং তং সংরক্ষ্য ব্রাহ্মণং হন্তুমুদ্যতঃ ॥ ১৪৫
পূর্ণং বর্ষময়ং ভীতো ভ্রমত্যেব ভবং সদা ।
উপবাসী স রাজেন্দ্রঃ সস্ত্রীকশ্চ শুচান্বিতঃ ॥ ১৪৬
অতোহহমুপবাসী চ ভক্তোপবাসকারণাৎ ।
স্তনান্ধং বালকং দৃষ্ট্বা ন ভুঙ্ক্তে জননী যথা ॥ ১৪৭
মমাশিষা মুনিশ্রেষ্ঠঃ সদ্যো ভবতু বিজ্বরঃ ।
পথি তত্রাস্য হিংসাঞ্চ মচ্চক্রং ন করিষ্যতি ॥ ১৪৮
অহমেবাদ্য নিশ্চিন্তঃ সুখং ভোক্ষ্যামি নিশ্চিতম্ ।
ভক্তদত্তঞ্চ যদ্বস্তু প্রীত্যা তত্তামৃতোপমম্ ॥ ১৪৯
লক্ষ্মীদত্তঞ্চ যদ্দ্রব্যং ন চাহং ভোক্তুমীশ্বরঃ ।
বিনা ভক্তপ্রদানেন ন চ মাং দাতুমীশ্বরী ॥ ১৫০
হে মুনীন্দ্র মহাপ্রাজ্ঞ গচ্ছ বৎস নৃপালয়ম্ ।
সর্ব্বে দেবাশ্চ দেব্যশ্চ গচ্ছন্তু মুনয়ো গৃহম্ ॥ ১৫১
ইত্যুক্ত্বা শ্রীহরিস্তূর্ণং যযৌ স্বান্তঃপুরং মুদা ।
যযুঃ সর্ব্বে মুদা যুক্তাঃ প্রণম্য জগদীশ্বরম্ ॥ ১৫২
ব্রাহ্মণশ্চ মনোযায়ী জগাম হরিমন্দিরাৎ ।
সুদর্শনঞ্চ তচ্চক্রং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ॥ ১৫৩
উপোষ্য বৎসরং রাজা শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠতালুকঃ ।
সিংহাসনস্থো দদর্শ পুরতো মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ১৫৪
উত্থায় সম্ভ্রমাৎ সদ্যঃ প্রণম্য সাদরং মুদা ।
ভোজয়িত্বা মিষ্টান্নং ব্রাহ্মণং বুভুজে স্বয়ম্ ॥

ভুক্ত্বা তুষ্টো দ্বিজশ্রেষ্ঠো যুযুজে নৃপমাশিষম্ ।
জগাম স্বালয়ং তূর্ণং প্রশশংস পুনঃপুনঃ ॥১৫৬
উবাচ পথি বিপেন্দ্রো মনসা বিস্ময়াকুলঃ ।
মাহাত্ম্যং দুর্লভমহো বৈষ্ণবানামিতি দ্বিজ ॥১৫৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে মুনিমোক্ষণ-প্রস্তাবো নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৫॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

দ্বাদশীলঙ্ঘনে দোষঃ শ্রুতস্ত্বন্মুখতো মুনে ।
পরাভবো মুনেশ্চৈব পরিত্রাণং হরেরহো ॥ ১
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি সর্ব্বেষামীপ্সিতঞ্চ মে ।
একাদশীব্রতস্যাস্য বিধানং বদ নিশ্চিতম্ ॥ ২
অহো শ্রুতৌ শ্রুতং কিঞ্চিন্মতভেদান্ন নিশ্চিতম্ ।
শ্রুতীনাং কারণমুখাচ্ছ্রোতুং কৌতূহলং মনঃ ॥৩

নারায়ণ উবাচ ।

একাদশীব্রতমিদং ব্রতানাং দুর্লভং বরম্ ।
শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিজনকং তপঃশ্রেষ্ঠং তপস্বিনাম্ ॥ ৪
দেবানাঞ্চ যথা কৃষ্ণো দেবীনাং প্রকৃতির্যথা ।
আশ্রমাণাং যথা বিপ্রো বৈষ্ণবানাং যথা শিবঃ ॥৫
যথা গণেশঃ পূজ্যানাং যথা বাণী বিপশ্চিতাম্ ।
শাস্ত্রাণাঞ্চ যথা বেদাস্তীর্থানাং জাহ্নবী যথা ॥ ৬
তৈজসানাং যথা স্বর্ণং প্রাণিনাং বৈষ্ণবো যথা ।
ধনানাঞ্চ যথা বিদ্যা সঙ্গিনাঞ্চ যথা প্রিয়া ॥ ৭
প্রেয়সাঞ্চ যথা প্রাণাঃ প্রেয়সীনাং যথা মতিঃ ।
আত্মানামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ চঞ্চলানাং যথা মনঃ ॥ ৮
গুরূণাঞ্চ যথা মাতা বধূনাঞ্চ যথা পতিঃ ।
বলিষ্ঠানাং যথা দৈবং কালঃ কলয়তাং যথা ॥ ৯
যথা সুশীলা মিত্রাণাং শত্রূণাং রুগ্‌যথা মুনে ।
যথাকীর্ত্তিঃ কীর্ত্তিহানাং গুহ্যানাঞ্চাত্মকো যথা ॥১০
যথা সর্পো হিংসকানাং দুষ্টানাং পুংশ্চলী যথা ।
তেজস্বিনাং যথেশশ্চ সহিষ্ণূনাং যথা ক্ষিতিঃ ॥১১
যথামৃতঞ্চ ভক্ষ্যাণাং দাহকানাং যথানলঃ ।
যথা শ্রীর্ধনদাতৄণাং সতীনাঞ্চ যথা সতী ॥ ১২
প্রজেশানাং যথা ব্রহ্মা সরিতাং সাগরো যথা ।
যথা সাম শ্রুতীনাঞ্চ গায়ত্রী চ্ছন্দসাং যথা ॥ ১৩
বৃক্ষাণাঞ্চ যথাশ্বত্থঃ পুষ্পাণাং তুলসী যথা ।
যথা মার্গো হি মাসানামৃতূনাঞ্চ যথা মধুঃ ॥ ১৪
আদিত্যানাং যথা সূর্য্যো রুদ্রাণাং শঙ্করো যথা ।
যথা ভীষ্মো বসূনাঞ্চ বর্ষাণাং ভারতং যথা ॥ ১৫
দেবর্ষীণাং যথা ত্বঞ্চ ব্রহ্মর্ষীণাং ভৃগুর্যথা ।
নৃপাণাঞ্চ যথা রামঃ সিদ্ধানাং কপিলো যথা ॥ ১৬
যথা সনৎকুমারশ্চ যোগিনাং জ্ঞানিনাং বরঃ ।
ঐরাবতো গজেন্দ্রাণাং পশূনাং শরভো যথা ॥ ১৭
যথা হিমাদ্রিঃ শৈলানাং মণীনাং কৌস্তুভো যথা ।
সরস্বতী নদীনাঞ্চ যথা পুণ্যস্বরূপিণী ॥ ১৮
গন্ধর্ব্বানাং চিত্ররথো যথা শ্রেষ্ঠশ্চ নারদঃ ।
যথা কুবেরো যক্ষাণাং সুমালী রক্ষসাং যথা ॥ ১৯
যথা শ্রেষ্ঠা চ নারীণাং শতরূপা বরা পরা ।
মনূনাঞ্চ যথা শ্রেষ্ঠঃ স্বয়ং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ ॥ ২০
সুন্দরীণাং যথা রম্ভা যথা মায়া চ মায়িনাম্ ।
একাদশীব্রতমিদং ব্রতানাঞ্চ বরং তথা ॥ ২১
কর্ত্তব্যঞ্চ চতুর্ণাঞ্চ বর্ণানাং নিত্যমেব চ ।
যতীনাং বৈষ্ণবানাঞ্চ ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ ॥ ২২
সত্যং সর্ব্বাণি পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ ।
সন্তেবৌদনমাশ্রিত্য শ্রীকৃষ্ণব্রতবাসরে ॥ ২৩
ভুঙ্‌ক্তে তানি চ সর্ব্বাণি যো ভুঙ্‌ক্তে তত্র মন্দধীঃ
ইহাতিপাতকী সোঽপি যাত্যন্তে নরকং ধ্রুবম্ ॥
একাদশীপ্রমাণানি যুগসংখ্যাকৃতানি চ ।
কুম্ভীপাকে মহাঘোরে স্থিত্বা চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥
গলিতব্যাধিযুক্তশ্চ ততঃ সপ্তসু জন্মসু ।
পশ্চান্মুক্তো ভবেৎ পাপাদিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥২৬
ইত্যেবং কথিতো ব্রহ্মন্ যো দোষস্তত্র ভোজনে
দ্বাদশীলঙ্ঘনে দোষো ময়োক্তশ্চ শ্রুতঃ পুরা ॥২৭
দশমীলঙ্ঘনে দোষং নিবোধং কথয়ামি তে ।
পুরা শ্রুতো ধর্ম্মবক্ত্রাদ্বেদসারোদ্ধৃতোঽপি চ ॥ ২৮
দশমীং চেৎ কলামাত্রাং মূঢ়ো জ্ঞানেন লঙ্ঘয়েৎ।
যাতি শ্রীস্তদ্গৃহত্তূর্ণং শাপং দত্ত্বা সুদারুণম্ ॥ ২৯
ইহ তদ্বংশহানিশ্চ যশোহানির্ভবেদ্ধ্রুবম্ ।
অন্তে মন্বন্তরশতমন্ধকূপে বসেদ্দ্বিজ ॥ ৩০
দশম্যেকাদশী চাপি দ্বাদশী যত্র বাসরে ।
তত্র ভুক্ত্বা পরদিন উপোষ্য ব্রতমাচরেৎ ॥ ৩১
দ্বাদশ্যাঞ্চ ব্রতং কৃত্বা ত্রয়োদশ্যাস্তু পারণম্ ।

দ্বাদশীলঙ্ঘনে দোষো ব্রতিনাং নাত্র বিদ্যতে ॥ ৩২
সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে কিঞ্চিদেব সা।
তত্রোপোষ্যা দ্বিতীয়া চ পূর্ব্বা তু যদি বর্দ্ধতে ॥ ৩৩
ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা যত্র প্রভাতে চ তিথিত্রয়ম্।
কুর্ব্বন্তি গৃহিণঃ পূর্ব্বাং নৈব যত্যাদয়স্তথা ॥ ৩৪
পরত্রানশনং কৃত্বা নিত্যকৃত্যং সমাপয়েৎ।
ব্রতে জাগরণং সর্ব্বং পরত্রৈবাচরেদ্বুধঃ ॥ ৩৫
গৃহী তৎপূর্ব্বদিবসে ব্রতং কৃত্বা পরেঽহনি।
একাদশ্যাং ব্যতীতায়াং পারণন্তু সমাচরেৎ ॥ ৩৬
বৈষ্ণবানাং যতীনাঞ্চ বিধবানাং তথৈব চ।
সর্ব্বাঃ সমা উপোষ্যাস্তৈর্ভিক্ষূণাং ব্রহ্মচারিণাম্ ॥
শুক্লামেব তু কুর্ব্বন্তি গৃহিণো বৈষ্ণবেতরাঃ।
ন কৃষ্ণালঙ্ঘনে দোষস্তেষাং বেদেষু নারদ ॥ ৩৮
শয়নীবোধনীমধ্যে যা কৃষ্ণৈকাদশী ভবেৎ।
সৈবোপোষ্যা গৃহস্থেন নান্যা কৃষ্ণা কদাচন ॥ ৩৯
ইত্যেবং কথিতো ব্রহ্মন্ নির্ণয়ো যঃ শ্রুতৌ শ্রুতঃ।
ব্রতস্যাস্য বিধানঞ্চ নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ৪০
কৃত্বা হবিষ্যং পূর্ব্বাহ্নে ন চ ভুঙ্ক্তে পুনর্জ্জলম্।
একাকী কুশশয্যায়াং নক্তং শয়নমাচরেৎ ॥ ৪১
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্ত উত্থায় প্রাতঃকৃত্যং বিধায় চ।
নিত্যকৃত্যং বিধায়াথ ততঃ স্নানং সমাচরেৎ ॥ ৪২
ব্রতোপবাসসঙ্কল্পং শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিপূর্ব্বকম্।
কৃত্বা সন্ধ্যাতর্পণঞ্চ বিধায়াহ্নিকমাচরেৎ ॥ ৪৩
নিত্যপূজাং দিনে কৃত্বা ব্রতদ্রব্যং সমাহরেৎ।
দ্রব্যং ষোড়শোপচারং প্রকৃষ্টং বিধিবোধিতম্ ॥ ৪৪
আসনং বসনং পাদ্যমর্ঘ্যং পুষ্পানুলেপনম্।
ধূপদীপঞ্চ নৈবেদ্যং যজ্ঞসূত্রঞ্চ ভূষণম্ ॥ ৪৫
গন্ধস্নানীয়তাম্বূলং মধুপর্কঃ পুনর্জলম্।
এতান্যাহৃত্য দিবসে ব্রতং নক্তং সমাচরেৎ ॥ ৪৬
উপবিশ্যাসনে পূতো ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী।
আচম্য শ্রীহরিং স্মৃত্বা স্বস্তিবাচনমাচরেৎ ॥ ৪৭
আরোপ্য মঙ্গলঘটং ধান্যাধারে শুভক্ষণে।
ফলশাখাচন্দনাক্তং বেদোক্তং মুনির্ভির্মুদা ॥ ৪৮
দেবষট্‌কং সমাবাহ্য পৃথগ্ধ্যানৈঃ সমর্চ্চয়েৎ।
পূজাং পঞ্চোপচারেণ প্রকৃষ্টেন বিচক্ষণঃ ॥ ৪৯
গণেশ্বরং দিনকরং বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাম্।
সম্পূজ্য তান্ প্রণম্যাথ ব্রতং কুর্য্যাদ্ধরিং স্মরন্ ॥ ৫০
নারাধ্য দেবষট্‌কঞ্চ যদি কর্ম্ম সমাচরেৎ।
নিত্যং নৈমিত্তিকং বাপি তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৫১
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং ব্রতাঙ্গভূতমেব চ।
কাণ্বশাখোক্তমিষ্টঞ্চ ব্রতং শৃণু মহামুনে ॥ ৫২
সামবেদোক্তধ্যানেন ধ্যাত্বা কৃষ্ণং পরাৎপরম্।
পুষ্পং স্বশিরসি ন্যস্য পুনর্ধ্যানং সমাচরেৎ ॥ ৫৩
ধ্যানং শৃণু নিগূঢ়ঞ্চ সর্ব্বেষামতিবাঞ্ছিতম্।
ন প্রকাশ্যমভক্তায় ভক্তপ্রাণাধিকং পরম্ ॥ ৫৪
নবীননীরদোদ্রিক্ত-শ্যামসুন্দরবিগ্রহম্।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাভা-বিনিন্দ্যাস্যমনুত্তমম্ ॥ ৫৫
শরৎসূর্য্যোদয়াজালি-প্রভামোচনলোচনম্।
স্বাঙ্গসৌন্দর্য্যভূষাভী রত্নভূষণভূষিতম্ ॥ ৫৬
গোপীলোচনকোণৈশ্চ প্রসন্নৈরতিবঙ্কিতৈঃ।
শশ্বন্নিরীক্ষ্যমাণং তৎ প্রাণৈরিব বিনির্ম্মিতম্ ॥ ৫৭
রাসমণ্ডলমধ্যস্থং রাসোল্লাসসমুৎসুকম্।
রাধাবক্ত্রশরচ্চন্দ্র-সুধাপানচকোরকম্ ॥ ৫৮
কৌস্তুভেন মণীন্দ্রেণ বক্ষঃস্থলসমুজ্জ্বলম্।
পারিজাতপ্রসূনানাং মালাজালৈর্বিরাজিতম্ ॥ ৫৯
সদ্রত্নসারনির্ম্মাণ-কিরীটোজ্জ্বলশেখরম্।
বিনোদমুরলীহস্ত-ন্যস্তং পূজ্যং সুরাসুরৈঃ ॥ ৬০
ধ্যানাসাধ্যং দুরারাধ্যং ব্রহ্মাদীনাঞ্চ বন্দিতম্।
কারণং কারণানাং যং তমীশ্বরমহং ভজে ॥ ৬১
ধ্যানেনানেন তমাবাহ্য চোপহারাণি ষোড়শ।
দত্ত্বা সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা মন্ত্রৈরেভিশ্চ নারদ ॥ ৬২
আসনং স্বর্ণনির্ম্মাণং রত্নসারপরিচ্ছদম্।
নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্যং গৃহ্যতাং পরমেশ্বর ॥ ৬৩
বস্ত্রং বহ্নিবিশুদ্ধঞ্চ নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
মূল্যানির্ব্বচনীয়ং তদ্গৃহ্যতাং রাধিকাপতে ॥ ৬৪
পাদপ্রক্ষালনার্হং তৎ সুবর্ণপাত্রসংস্থিতম্।
সুবাসিতং শীতলঞ্চ গৃহ্যতাং করুণানিধে ॥ ৬৫
ইদমর্ঘ্যং পবিত্রঞ্চ শঙ্খতোয়সমন্বিতম্।
পুষ্প-দূর্ব্বাচন্দনাক্তং গৃহ্যতাং ভক্তবৎসল ॥ ৬৬
সুবাসিতং শুক্লপুষ্পং চন্দনাগুরুসংযুতম্।
সদা তে প্রীতিজননং গৃহ্যতাং সর্ব্বকারণ ॥ ৬৭
চন্দনাগুরু-কস্তূরী-কুঙ্কুমাবীরমুত্তমম্।
সর্ব্বপ্সিতং হি শ্রীকৃষ্ণ গৃহ্যতামনুলেপনম্ ॥ ৬৮
রসো বৃক্ষবিশেষস্য নানাদ্রব্যসমন্বিতঃ।
সুগন্ধযুক্তঃ সুখদো ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৬৯

ভুক্ত্বা তুষ্টো দ্বিজশ্রেষ্ঠো যুযুজে নৃপমাশিষম্ ।
জগাম স্বালয়ং তূর্ণং প্রশশংস পুনঃপুনঃ ॥১৫৬
উবাচ পথি বিপ্রেন্দ্রো মনসা বিস্ময়াকুলঃ ।
মাহাত্ম্যং দুর্লভমহো বৈষ্ণবানামিতি দ্বিজ ॥১৫৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে মুনিমোক্ষণ-প্রস্তাবো নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৫॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

দ্বাদশীলঙ্ঘনে দোষঃ শ্রুতস্ত্বন্মুখতো মুনে ।
পরাভবো মুনেশ্চৈব পরিত্রাণং হরেরহো ॥ ১
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি সর্ব্বেষামীপ্সিতঞ্চ যে ।
একাদশীব্রতস্যাস্য বিধানং বদ নিশ্চিতম্ ॥ ২
অহো শ্রুতৌ শ্রুতং কিঞ্চিন্মতভেদান্ন নিশ্চিতম্ ।
শ্রুতীনাং কারণমুখাচ্ছ্রোতুং কৌতূহলং মনঃ ॥৩

নারায়ণ উবাচ ।

একাদশীব্রতমিদং ব্রতানাং দুর্লভং বরম্ ।
শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিজনকং তপঃশ্রেষ্ঠং তপস্বিনাম্ ॥ ৪
দেবানাঞ্চ যথা কৃষ্ণো দেবীনাং প্রকৃতির্যথা ।
আশ্রমাণাং যথা বিপ্রো বৈষ্ণবানাং যথা শিবঃ ॥৫
যথা গণেশঃ পূজ্যানাং যথা বাণী বিপশ্চিতাম্ ।
শাস্ত্রাণাঞ্চ যথা বেদাস্তীর্থানাং জাহ্নবী যথা ॥ ৬
তৈজসানাং যথা স্বর্ণং প্রাণিনাং বৈষ্ণবো যথা ।
ধনানাঞ্চ যথা বিদ্যা সঙ্গিনাঞ্চ যথা প্রিয়া ॥ ৭
প্রেয়সাঞ্চ যথা প্রাণাঃ প্রেয়সীনাং যথা মতিঃ ।
আপ্তানামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ চঞ্চলানাং যথা মনঃ ॥ ৮
গুরূণাঞ্চ যথা মাতা বধূনাঞ্চ যথা পতিঃ ।
বলিষ্ঠানাং যথা দৈবং কালঃ কলয়তাং যথা ॥ ৯
যথা সুশীলা মিত্রাণাং শত্রূণাং রুগ্‌যথা মুনে ।
যথা কীর্ত্তিঃ কীর্ত্তিহানাং গুহানাঞ্চাত্মকো যথা ॥১০
যথা সর্পো হিংসকানাং দুষ্টানাং পুংশ্চলী যথা ।
তেজস্বিনাং যথেশশ্চ সহিষ্ণুনাং যথা ক্ষিতিঃ ॥১১
যথামৃতঞ্চ ভক্ষ্যাণাং দাহকানাং যথানলঃ ।
যথা শ্রীর্ধনদাতৃণাং সতীনাঞ্চ যথা সতী ॥ ১২
প্রজেশানাং যথা ব্রহ্মা সরিতাং সাগরো যথা ।
যথা সাম শ্রুতীনাঞ্চ গায়ত্রী চ্ছন্দসাং যথা ॥ ১৩
বৃক্ষাণাঞ্চ যথাশ্বত্থঃ পুষ্পাণাং তুলসী যথা ।
যথা মার্গো হি মাসানামৃতুনাঞ্চ যথা মধুঃ ॥ ১৪
আদিত্যানাং যথা সূর্য্যো রুদ্রাণাং শঙ্করো যথা ।
যথা ভীষ্মো বসূনাঞ্চ বর্ষাণাং ভরতং যথা ॥ ১৫
দেবর্ষীণাং যথা ত্বঞ্চ ব্রহ্মর্ষীণাং ভৃগুর্যথা ।
নৃপাণাঞ্চ যথা রামঃ সিদ্ধানাং কপিলো যথা ॥ ১৬
যথা সনৎকুমারশ্চ যোগিনাং জ্ঞানিনাং বরঃ ।
ঐরাবতো গজেন্দ্রাণাং পশূনাং শম্ভো যথা ॥ ১৭
যথা হিমাদ্রিঃ শৈলানাং মণীনাং কৌস্তুভো যথা ।
সরস্বতী নদীনাঞ্চ যথা পুণ্যস্বরূপিণী ॥ ১৮
গন্ধর্ব্বানাং চিত্ররথো যথা শ্রেষ্ঠশ্চ নারদঃ ।
যথা কুবেরো যক্ষাণাং সুমালী রক্ষসাং যথা ॥ ১৯
যথা শ্রেষ্ঠা চ নারীণাং শতরূপা বরা পরা ।
মনূনাঞ্চ যথা শ্রেষ্ঠঃ স্বয়ং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ ॥ ২০
সুন্দরীণাং যথা রম্ভা যথা মায়া চ মায়িনাম্ ।
একাদশীব্রতমিদং ব্রতানাঞ্চ বরং তথা ॥ ২১
কর্ত্তব্যঞ্চ চতুর্ণাঞ্চ বর্ণানাং নিত্যমেব চ ।
যতীনাং বৈষ্ণবানাঞ্চ ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ ॥ ২২
সন্ত্যং সর্ব্বাণি পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ ।
সন্ত্যেবৌদনমাশ্রিত্য শ্রীকৃষ্ণব্রতবাসরে ॥ ২৩
ভুঙ্‌ক্তে তানি চ সর্ব্বাণি যো ভুঙ্‌ক্তে তত্র মন্দধীঃ
ইহাতিপাতকী সোঽপি যাত্যন্তে নরকং ধ্রুবম্ ॥
একাদশীপ্রমাণানি যুগসংখ্যাকৃতানি চ ।
কুম্ভীপাকে মহাঘোরে স্থিত্বা চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥
গলিতব্যাধিযুক্তশ্চ ততঃ সপ্তসু জন্মসু ।
পশ্চান্মুক্তো ভবেৎ পাপাদিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥২৬
ইত্যেবং কথিতো ব্রহ্মন্ যো দোষস্তত্র ভোজনে
দ্বাদশীলঙ্ঘনে দোষো যয়োক্তশ্চ শ্রুতঃ পুরা ॥২৭
দশমীলঙ্ঘনে দোষং নিবোধং কথয়ামি তে ।
পুরা শ্রুতো ধর্ম্মবক্ত্রাদ্বেদসারোদ্ধৃতোঽপি চ ॥ ২৮
দশমীং চেৎ কলামাত্রাং মূঢ়ো জ্ঞানেন লঙ্ঘয়েৎ।
যাতি শ্রীস্তদ্‌গৃহত্তূর্ণং শাপং দত্ত্বা সুদারুণম্ ॥ ২৯
ইহ তদ্বংশহানিশ্চ যশোহানির্ভবেদ্ধ্রুবম্ ।
অন্তে মন্বন্তরশতমন্ধকূপে বসেদ্দ্বিজ ॥ ৩০
দশম্যেকাদশী চাপি দ্বাদশী যত্র বাসরে ।
তত্র ভুক্ত্বা পরদিনে উপোষ্য ব্রতমাচরেৎ ॥ ৩১
দ্বাদশ্যাঞ্চ ব্রতং কৃত্বা ত্রয়োদশ্যান্তু পারণম্ ।

স্বাদশীলঙ্ঘনে দোষো ব্রতিনাং নাত্র বিদ্যতে ॥ ৩২
সম্পূর্ণৈকাদশী যত্র প্রভাতে কিঞ্চিদেব সা।
তত্রোপোষ্যা দ্বিতীয়া চ পূর্ব্বা তু যদি বর্দ্ধতে ॥ ৩৩
ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা যত্র প্রভাতে চ তিথিত্রয়ম্।
কুর্ব্বন্তি গৃহিণঃ পূর্ব্বাং নৈব যত্যাদয়স্তথা ॥ ৩৪
পরত্রানশনং কৃত্বা নিত্যকৃত্যং সমাপয়েৎ।
ব্রতে জাগরণং সর্ব্বং পরত্রৈবাচরেদ্বুধঃ ॥ ৩৫
গৃহী তৎপূর্ব্বদিবসে ব্রতং কৃত্বা পরেঽহনি।
একাদশ্যাং ব্যতীতায়াং পারণন্তু সমাচরেৎ ॥ ৩৮
বৈষ্ণবানাং যতীনাঞ্চ বিধবানাং তথৈব চ।
সর্ব্বাঃ সমা উপোষ্যাস্তৈর্ভিক্ষূণাং ব্রহ্মচারিণাম্ ॥
শুক্লামেব তু কুর্ব্বন্তি গৃহিণো বৈষ্ণবেতরাঃ।
ন কৃষ্ণালঙ্ঘনে দোষস্তেষাং বেদেষু নারদ ॥ ৩৮
শয়নীবোধনীমধ্যে যা কৃষ্ণৈকাদশী ভবেৎ।
সৈবোপোষ্যা গৃহস্থেন নান্যা কৃষ্ণা কদাচন ॥ ৩৯
ইত্যেবং কথিতো ব্রহ্মন্ নির্ণয়ো যঃ শ্রুতৌ শ্রুতঃ।
ব্রতস্যাস্য বিধানঞ্চ নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ৪০
কৃত্বা হবিষ্যং পূর্ব্বাহ্নে ন চ ভুঙ্‌ক্তে পুনর্জ্জলম্।
একাকী কুশশয্যায়াং নক্তং শয়নমাচরেৎ ॥ ৪১
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্ত উত্থায় প্রাতঃকৃত্যং বিধায় চ।
নিত্যকৃত্যং বিধায়াথ ততঃ স্নানং সমাচরেৎ ॥ ৪২
ব্রতোপবাসসঙ্কল্পং শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিপূর্ব্বকম্।
কৃত্বা সন্ধ্যাতর্পণঞ্চ বিধায়াহ্নিকমাচরেৎ ॥ ৪৩
নিত্যপূজাং দিনে কৃত্বা ব্রতদ্রব্যং সমাহরেৎ।
দ্রব্যং ষোড়শোপচারং প্রকৃষ্টং বিধিবোধিতম্ ॥ ৪৪
আসনং বসনং পাদ্যমর্ঘ্যং পুষ্পানুলেপনম্।
ধূপদীপঞ্চ নৈবেদ্যং যজ্ঞসূত্রঞ্চ ভূষণম্ ॥ ৪৫
গন্ধস্নানীয়তাম্বূলং মধুপর্কঃ পুনর্জলম্।
এতান্যাহৃত্য দিবসে ব্রতং নক্তং সমাচরেৎ ॥ ৪৬
উপবিশ্যাসনে পূতো ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী।
আচম্য শ্রীহরিং স্মৃত্বা স্বস্তিবাচনমাচরেৎ ॥ ৪৭
আরোপ্য মঙ্গলঘটং ধান্যাধারে শুভক্ষণে।
ফলশাখাচন্দনাক্তং বেদে,ক্তং মুনিভির্মুদা ॥ ৪৮
দেবষট্‌কং সমাবাহ্য পৃথগ্ধ্যানৈঃ সমর্চ্চয়েৎ।
পূজাং পঞ্চোপচারেণ প্রকৃষ্টেন বিচক্ষণঃ ॥ ৪৯
গণেশ্বরং দিনকরং বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাম্।
সম্পূজ্য তান্ প্রণম্যাথ ব্রতং কুর্য্যাদ্ধরিং স্মরন্ ॥ ৫০
নারাধ্য দেবষট্‌কঞ্চ যদি কর্ম্ম সমাচরেৎ।
নিত্যং নৈমিত্তিকং বাপি তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৫১
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং ব্রতাঙ্গভূতমেব চ।
কাণ্বশাখোক্তমিষ্টঞ্চ ব্রতং শৃণু মহামুনে ॥ ৫২
সামবেদোক্তধ্যানেন ধ্যাত্বা কৃষ্ণং পরাৎপরম্।
পুষ্পং স্বশিরসি ন্যস্য পুনর্ধ্যানং সমাচরেৎ ॥ ৫৩
ধ্যানং শৃণু নিগূঢ়ঞ্চ সর্ব্বেষামভিবাঞ্ছিতম্।
ন প্রকাশ্যমভক্তায় ভক্তপ্রাণাধিকং পরম্ ॥ ৫৪
নবীননীরদোদ্রিক্ত-শ্যামসুন্দরবিগ্রহম্।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাভা-বিনিন্দ্যাস্যমনুত্তমম্ ॥ ৫৫
শরৎসূর্য্যোদয়াজ্জালি-প্রভামোচনলোচনম্।
স্বাঙ্গসৌন্দর্য্যভূষাভী রত্নভূষণভূষিতম্ ॥ ৫৬
গোপীলোচনকোণৈশ্চ প্রসন্নৈরতিবঙ্কিতৈঃ।
শশ্বন্নিরীক্ষ্যমাণং তৎ প্রাণৈরিব বিনির্ম্মিতম্ ॥ ৫৭
রাসমণ্ডলমধ্যস্থং রাসোল্লাসসমুৎসুকম্।
রাধাবক্ত্রশরচ্চন্দ্র-সুধাপানচকোরকম্ ॥ ৫৮
কৌস্তুভেন মণীন্দ্রেণ বক্ষঃস্থলসমুজ্জ্বলম্।
পারিজাতপ্রসূনানাং মালাজালৈর্বিরাজিতম্ ॥ ৫৯
সদ্রত্নসারনির্ম্মাণ-কিরীটোজ্জ্বলশেখরম্।
বিনোদমুরলীহস্ত-ন্যস্তং পূজ্যং সুরাসুরৈঃ ॥ ৬০
ধ্যানাসাধ্যং দুরারাধ্যং ব্রহ্মাদীনাঞ্চ বন্দিতম্।
কারণং কারণানাং যং তমীশ্বরমহং ভজে ॥ ৬১
ধ্যানেনানেন তমাবাহ্য চোপহারাণি ষোড়শ।
দত্ত্বা সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা মন্ত্রৈরেভিশ্চ নারদ ॥ ৬২
আসনং স্বর্ণনির্ম্মাণং রত্নসারপরিচ্ছদম্।
নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্যং গৃহ্যতাং পরমেশ্বর ॥ ৬৩
বস্ত্রং বহ্নিবিশুদ্ধঞ্চ নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
মূল্যানির্ব্বচনীয়ং তদ্‌গৃহ্যতাং রাধিকাপতে ॥ ৬৪
পাদপ্রক্ষালনার্হং তৎ সুবর্ণপাত্রসংস্থিতম্।
সুবাসিতং শীতলঞ্চ গৃহ্যতাং করুণানিধে ॥ ৬৫
ইদমর্ঘ্যং পবিত্রঞ্চ শঙ্খতোয়সমন্বিতম্।
পুষ্প-দূর্ব্বাচন্দনাক্তং গৃহ্যতাং ভক্তবৎসল ॥ ৬৬
সুবাসিতং শুক্লপুষ্পং চন্দনাগুরুসংযুতম্।
সদা তে প্রীতিজননং গৃহ্যতাং সর্ব্বকারণ ॥ ৬৭
চন্দনাগুরু-কস্তূরী-কুঙ্কুমাবীরমুত্তমম্।
সর্ব্বপ্সিতং হি শ্রীকৃষ্ণ গৃহ্যতামনুলেপনম্ ॥ ৬৮
রসো বৃক্ষবিশেষস্য নানাদ্রব্যসমন্বিতঃ।
সুগন্ধযুক্তঃ সুখদো ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৬৯

দিবানিশং সুপ্রদীপ্তো রত্নসারবিনির্ম্মিতঃ।
ঘনধ্বান্তনাশবীজো দীপোহয়ং গৃহ্যতাং প্রভো॥
নানাবিধানি দ্রব্যাণি স্বাদূনি মধুরাণি চ।
চোষ্যাদীনি পবিত্রাণি স্বাত্মারাম প্রগৃহ্যতাম্ ॥৭১
সাবিত্রীগ্রন্থিসংযুক্তং স্বর্ণতন্তুবিনির্ম্মিতম্।
গৃহ্যতাং দেবদেবেশ রচিতং চারুকারুণা॥ ৭২
অমূল্যরত্নরচিতং সর্ব্বাবয়বভূষণম্।
ত্বিষা জাজ্বল্যমানং তদ্‌গৃহ্যতাং নন্দনন্দন ॥৭৩
প্রধানাদরণীয়শ্চ সর্ব্বমঙ্গলকর্ম্মণি।
প্রগৃহ্যতাং দীনবন্ধো গন্ধোহয়ং মঙ্গলপ্রদঃ॥ ৭৪
ধাত্রী-শ্রীফলপত্রাক্তং বিষ্ণুতৈলং মনোহরম্।
বাঞ্ছিতং সর্ব্বলোকানাং ভগবন্ প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥৭৫
বাঞ্ছনীয়ঞ্চ সর্ব্বেষাং কর্পূরাদিসুবাসিতম্।
ময়া নিবেদিতং নাথ তাম্বূলং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥৭৬
সর্ব্বেষাং প্রীতিজননং সুমিষ্টং মধুরং মধু।
সদ্রত্নসারপাত্রস্থং গোপীকান্ত প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ৭৭
নির্ম্মলং জাহ্নবীতোয়ং সুপবিত্রং সুবাসিতম্।
পুনরাচমনীয়ঞ্চ গৃহ্যতাং মধুসূদন॥ ৭৮
ইতি ষোড়শোপচারং দত্ত্বা ভক্তো মুদান্বিতঃ।
মন্ত্রেণানেন পুষ্পাণাং মাল্যং দদ্যাৎ প্রযত্নতঃ॥
নানাপ্রকারপুষ্পৈশ্চ গ্রথিতং সূক্ষ্মতন্তুনা।
প্রবরং ভূষণানাঞ্চ মালঞ্চ গৃহ্যতাং বিভো॥ ৮০
ইতি পুষ্পাঞ্জলিং দদ্যান্মূলমন্ত্রেণ চ ব্রতী।
কুর্য্যাৎ তু স্তবনং ভক্ত্যা পুটাঞ্জলিযুতঃ সুধীঃ ॥৮১
হে কৃষ্ণ রাধিকানাথ করুণাসাগর প্রভো।
সংসারসাগরে ঘোরে মামুদ্ধর ভয়ানকে॥ ৮২
শতজন্মগতায়াতাদুদ্বিগ্নস্য মম প্রভো।
স্বকর্ম্ম-পাশনিগড়ৈর্ব্বদ্ধস্য মোক্ষণং কুরু ॥৮৩
প্রণতং পাদপদ্মে তে [illegible] মাং শরণাগতম্।
মার্ত্তণ্ডতনয়াত্তীতং পাহি শরণপঞ্জর॥ ৮৪
ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ বেদতঃ।
বস্তু-মন্ত্র-বিহীনং যৎ তৎ সম্পূর্ণং কুরু প্রভো॥
বেদোক্তবিহিতাজ্ঞানাৎ স্বাঙ্গহীনে চ কর্ম্মণি।
ত্বন্নামোচ্চারণেনৈব সর্ব্বং পূর্ণং ভবেদ্ধরে॥ ৮৬
ইতি স্তুত্বা তং প্রণম্য দত্ত্বা বিপ্রায় দক্ষিণাম্।
মহোৎসবং বিধায়াথ কুর্য্যাজ্জাগরণং ব্রতী॥ ৮৭
কৃত্বা ব্রতোপবাসঞ্চ যদি নিদ্রাং নিষেবতে।
ফলস্যার্দ্ধমবাপ্নোতি ব্রতোপবাসয়োর্ব্রতী॥ ৮৮
দ্বাদশ্যাং পারণং কৃত্বা যদি নিদ্রাং নিষেবতে।
পুনরেব জলং ভুঙ্ক্তে ব্রতার্দ্ধফলমাপ্নুয়াৎ॥ ৮৯
যত্নেন চ হবিষ্যান্নং সকৃদেব তমাচরেৎ।
মন্ত্রেণানেন বিপ্রেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচরণং স্মরন্॥ ৯০
হে অন্ন প্রাণিনাং প্রাণ ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা।
দেহি মে বিষ্ণুরূপত্বং ব্রতোপবাসয়োঃ ফলম্॥ ৯১
এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা ভারতে ব্রতমুত্তমম্।
পূর্ব্বান্ সপ্ত পরান্ সপ্ত স্বাত্মানমুদ্ধরেদ্ধ্রুবম্॥ ৯২
মাতরং ভ্রাতরঞ্চৈব শ্বশ্রূঞ্চ শ্বশুরং সুতাম্।
জামাতরং তথা ভৃত্যমুদ্ধরেন্নিশ্চিতং নরঃ॥ ৯৩
ইত্যেবং কথিতং বিপ্র শ্রীকৃষ্ণচরিতং ব্রতম্।
সুখদং মোক্ষদং সারমপরং কথয়ামি তে॥ ৯৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে একাদশী-ব্রতনিরূপণপ্রস্তাবো নাম ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ॥ ২৬॥

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি শ্রীকৃষ্ণচরিতং পুনঃ।
গোপীনাং বস্ত্রহরণং বরদানং মনীষিতম্॥ ১
হেমন্তে প্রথমে মাসি গোপিকাঃ কামমোহিতাঃ।
কৃত্বা হবিষ্যং ভক্ত্যা চ যাবন্মাসং সুসংযতাঃ॥ ২
স্নাত্বা সূর্য্যসুতাতীরে পার্ব্বতীং বালুকাময়ীম্।
কৃত্বাবাহ্য চ মন্ত্রেণ পূজাং কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ॥ ৩
চন্দনাগুরু-কস্তূরী-কুঙ্কুমৈঃ সুমনোহরৈঃ।
নানাপ্রকারপুষ্পৈশ্চ মাল্যৈর্ব্বহুবিধৈরপি॥ ৪
ধূপৈর্দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্বস্ত্রৈর্নানাফলৈর্মুনে।
মণি-মুক্তা-প্রবালৈশ্চ বাদ্যৈর্নানাবিধৈরপি॥ ৫
হে দেবি জগতাং মাতঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণি।
নন্দগোপসুতং কান্তমস্মভ্যং দেহি সুব্রতে॥ ৬
মন্ত্রেণানেন দেবেশীং পরিহারং বিধায় চ।
ততঃ কৃত্বা তু সঙ্কল্পমপূজন্মূলমন্ত্রতঃ॥ ৭
মন্ত্রস্তু সামবেদোক্তোহযাতযামঃ সবীজকঃ।
হ্রীং দুর্গায়ৈ নম ইতি সর্ব্বকামফলপ্রদঃ॥ ৮
পুষ্পং মাল্যঞ্চ নৈবেদ্যং ধূপং দীপং তথাংশুকম্

মন্ত্রেনানেন তাং ভক্ত্যা দদুঃ সর্ব্বা মুদান্বিতাঃ ॥ ৯
তাশ্চৈব পরয়া ভক্ত্যা চেমং মন্ত্রং সহস্রধা ।
জপং কৃত্বা চ স্তুত্বা চ প্রণেমুঃ শিরসা ভুবি ॥ ১০
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে সর্ব্বকামপ্রদে শিবে ।
দেহি মে বাঞ্ছিতং দেবি নমোঽস্তু শঙ্করপ্রিয়ে ॥১১
ইত্যুক্ত্বা চ নমস্কারং কৃত্বা দত্ত্বা চ দক্ষিণাম্ ।
নৈবেদ্যানি চ সর্ব্বাণি ব্রাহ্মণেভ্যো যযুর্গৃহম্ ॥ ১২
স্তবরাজং শৃণু মুনে তুষ্টুবুর্যেন পার্ব্বতীম্ ।
ভক্ত্যা গোপাঙ্গনাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদম্ ॥১৩
জগত্যেকার্ণবে ঘোরে চন্দ্রসূর্য্যবিবর্জ্জিতে ।
অঞ্জনাকারতোয়েন সংপ্লুতে নিশ্চরাচরে ॥ ১৪
দত্তং পুরা ব্রহ্মণে চ হরিণা জলশায়িনা ।
তস্মৈ দত্ত্বা স্তবমিমং নিদ্রাং ভেজে জগৎপতিঃ ॥
নাভিপদ্মে জগৎস্রষ্টা মধুনা কৈটভেন চ ।
পীড়িতঃ পরিতুষ্টাব মূলপ্রকৃতিমীশ্বরীম্ ॥ ১৬

ব্রহ্মোবাচ ।

দুর্গে শিবেঽভয়ে মায়ে নারায়ণি সনাতনি ।
জয়ে মে মঙ্গলং দেহি নমস্তে সর্ব্বমঙ্গলে ॥ ১৭
দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।
উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মতঃ ॥ ১৮
রেফো রোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ ।
ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চাকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৯
স্মৃত্যুক্তিশ্রবণাদ্যস্যাস্তে নশ্যন্তি চ নিশ্চিতম্ ।
অতো দুর্গা হরেঃ শক্তির্হরিণা পরিকীর্ত্তিতা ॥২০
বিপত্তিবাচকো দুর্গশ্চাকারো নাশবাচকঃ ।
দুর্গং নশ্যতি যা নিত্যং সা চ দুর্গা প্রকীর্ত্তিতা ॥
দুর্গো দৈত্যেন্দ্রবচনশ্চাকারো নাশবাচকঃ ।
তং ননাশ পুরা তেনবুধৈদু র্গা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২২
শশ্চ কল্যাণবচনঃ ইকারোৎকৃষ্টবাচকঃ ।
সমূহবাচকশ্চৈব বাকারো দাতৃবাচকঃ ॥ ২৩
শ্রেয়ঃসংঘোৎকৃষ্টদাত্রী শিবা তেন প্রকীর্ত্তিতা ।
শিবরাশির্মূর্ত্তিমতী শিবা তেন প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২৪
শিবো হি মোক্ষবচনশ্চাকারো দাতৃবাচকঃ ।
স্বয়ং নির্ব্বাণদাত্রী যা সা শিবা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ২৫
অভয়ো ভয়নাশোক্তশ্চাকারো দাতৃবাচকঃ ।
প্রদদাত্যভয়ং যা চ সাভয়া পরিকীর্ত্তিতা ॥ ২৬
রাজশ্রীবচনো মা চ যা চ প্রাপণবাচকঃ ।
তাং প্রাপয়তি যা সদ্যঃ সা মায়া পরিকীর্ত্তিতা ॥২৭
মা চ মোহার্থবচনো যা চ প্রাপণবাচকঃ ।
তং প্রাপয়তি যা নিত্যং সা মায়া পরিকীর্ত্তিতা ।
নারায়ণার্দ্ধসম্ভূতা তেন তুল্যা চ তেজসা ।
সদা তস্য শরীরস্থা তেন নারায়ণী স্মৃতা ॥ ২৯
নির্গুণস্য চ নিত্যস্য বাচকশ্চ সনাতনঃ ।
সদা নিত্যা নির্গুণা যা কীর্ত্তিতা সা সনাতনী ॥৩০
জঃ কল্যাণপ্রবচনো যাকারো দাতৃবাচকঃ ।
জয়ং দদাতি যা নিত্যং সা জয়া পরিকীর্ত্তিতা ॥৩১
সর্ব্বমঙ্গলশব্দশ্চ সম্পূর্ণৈশ্বর্য্যবাচকঃ ।
আকারো দাতৃবচনস্তদ্দাত্রী সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ৩২
নামাষ্টকমিদং সারং নামার্থৈঃ সহ সংযুতম্ ।
নারায়ণেন যদ্দত্তং ব্রহ্মণে নাভিপঙ্কজে ।
তস্মৈ দত্ত্বা নিদ্রিতশ্চ বভূব জগতাং পতিঃ ॥ ৩৩
মধুকৈটভৌ দুর্দ্দান্তৌ ব্রহ্মাণং হন্তমুদ্যতৌ ।
স্তোত্রেণানেন স ব্রহ্মা স্তুতিং নিদ্রাং চকার হ ॥
সাক্ষাদ্ভূত্বা স্তবাদ্দুর্গা ব্রহ্মণে কবচং দদৌ ।
শ্রীকৃষ্ণকবচং দিব্যং সর্ব্বরক্ষণনামকম্ ॥ ৩৫
দত্ত্বা তস্মৈ মহামায়া সান্তর্দ্ধানং চকার হ ।
স্তোত্রস্যৈব প্রভাবেণ সম্প্রাপ কবচং বিধিঃ ।
বরঞ্চ কবচং প্রাপ্য নির্ভয়ং প্রাপ নিশ্চিতম্ ॥ ৩৬
ত্রিপুরস্য চ সংগ্রামে সরথে পতিতে হরে ।
ব্রহ্মা দদৌ মহেশায় স্তোত্রঞ্চ কবচং বরম্ ॥ ৩৭
স্তোত্রে সর্ব্বেণ নিদ্রায়াঃ সংরক্ষ কবচেন বৈ ।
নিদ্রানুগ্রহতঃ সদ্যঃ স্তোত্রস্যৈব প্রভাবতঃ ॥ ৩৮
তত্রাজগাম ভগবান্ বৃষরূপী জনার্দ্দনঃ ।
শক্ত্যা চ দুর্গয়া সার্দ্ধং শঙ্করস্য জয়ায় চ ॥ ৩৯
সরথং শঙ্করং মূর্দ্ধ্নি কৃত্বা চ নির্ভয়ং দদৌ ।
ঊর্দ্ধ্বং প্রাপয়ামাস জয়া তস্মৈ জয়ং দদৌ ॥ ৪০
ব্রহ্মাস্ত্রঞ্চ গৃহীত্বা স সনিদ্রং শ্রীহরিং স্মরন্ ।
স্তোত্রঞ্চ কবচং প্রাপ্য জঘান ত্রিপুরং হরঃ ॥ ৪১
স্তোত্রেণানেন তাং দুর্গাং কৃত্বা গোপালিকাঃ স্তুতিম্ ।
লেভিরে শ্রীহরিং কান্তং স্তোত্রস্যাস্য প্রভাবতঃ ॥
গোপকন্যাকৃতং স্তোত্রং সর্ব্বমঙ্গলনামকম্ ।
বাঞ্ছিতার্থপ্রদং সদ্যঃ সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনম্ ॥ ৪৩
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং ভক্তিযুক্তশ্চ মানবঃ ।
শৈবো বা বৈষ্ণবো বাপি শাক্তো দুর্গাৎ প্রমুচ্যতে ॥৪৪

রাজদ্বারে শ্মশানে চ দাবাগ্নৌ প্রাণসঙ্কটে।
হিংস্রজন্তুভয়গ্রস্তে মগ্নপোতে মহার্ণবে॥ ৪৫
শত্রুগ্রস্তে চ সংগ্রামে কারাগারে বিপদ্যুতে।
গুরুশাপে ব্রহ্মশাপে বন্ধুভেদে সুদুস্তরে॥ ৪৬
স্থানভ্রষ্টে ধনভ্রষ্টে জাতিভ্রষ্টে শুচান্বিতে।
পতিভেদে পুত্রভেদে খলসর্পবিষান্বিতে॥ ৪৭
স্তোত্রস্মরণমাত্রেণ সদ্যো মুচ্যেত নির্ভয়ঃ।
বাঞ্ছিতং লভতে সদ্যঃ সর্বৈশ্বর্য্যমনুত্তমম্॥ ৪৮
ইহ লোকে হরের্ভক্তিং দৃঢ়াঞ্চ সততং স্মৃতিম্।
অন্তে দাস্যঞ্চ লভতে পার্ব্বত্যাশ্চ প্রসাদতঃ॥ ৪৯
(ইতি গোপকন্যাকৃতং সর্ব্বমঙ্গলস্তোত্রম্॥)

নারায়ণ উবাচ।

অনেন স্তবরাজেন তুষ্টবুর্নিত্যমীশ্বরীম্।
প্রণেমুঃ পরয়া ভক্ত্যা যাবন্মা ং ব্রজাঙ্গনাঃ॥ ৫০
এবং পূর্ণে চ মাসে চ সমাপ্তিদিবসে তথা
স্নাতুং প্রজগ্মুর্গোপ্যশ্চ বস্ত্রাণ্যাধায় তত্তটে॥ ৫১
নানাবিধানি দ্রব্যাণি রত্নমূল্যানি নারদ।
পীত-শুক্ল-লোহিতানি চারূণি মিশ্রিতানি চ॥৫২
তীরাকৃতান্যসঙ্খ্যানি তৈশ্চ তীরং সুশোভিতম্।
চন্দনাগুরু-কস্তূরী-বায়ুনা সুরভীকৃতম্॥ ৫৩
নৈবেদ্যৈশ্চ বহুবিধৈঃ কালদেশোদ্ভবৈঃ ফলৈঃ।
ধূপৈঃ প্রদীপৈঃ সিন্দূরৈঃ কুঙ্কুমৈশ্চ বিরাজিতম্॥
জলক্রীড়োন্মুখা গোপ্যো বভূবুঃ কৌতুকেন চ।
নগ্না ক্রীড়াভিরাসক্তাঃ শ্রীকৃষ্ণার্পিতমানসাঃ॥৫৫
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণশ্চ বস্ত্রাণি দ্রব্যাণি বিবিধানি চ।
বাসাংস্যাদায় বস্তূনি চখাদ শিশুভিঃ সহ॥ ৫৬
গত্বা দূরঞ্চ গোপালাস্তস্থুঃ সর্ব্বে মুদান্বিতাঃ।
বস্ত্রাণি পুঞ্জিকাং কৃত্বা উচুঃ স্কন্ধেহতিলোলুপাঃ॥
শ্রীদামা চ সুদামা চ বসুদামা তথৈব চ।
সুবলশ্চ সুপার্শ্বশ্চ শুভাঙ্গঃ সুন্দরস্তথা॥ ৫৮
চন্দ্রভানো বীরভানঃ সূর্য্যভানস্তথৈব চ।
বসুভানো রত্নভানো গোপালা দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥ ৫৯
শ্রীকৃষ্ণো বলদেবশ্চ প্রধানাশ্চ চতুর্দ্দশ।
গোপা হরের্বয়স্যাশ্চ কোটিশঃ কোটিশো মুনে॥৬৯
বস্ত্রাণ্যাদায় তে সর্ব্বে তস্থুরেকত্র দূরতঃ।
শতশঃ পুঞ্জিকাস্তত্র স্থাপয়ামাহুরুন্মুখাঃ॥ ৬১
কিঞ্চিদ্বস্ত্রং সমাদায় কৃত্বা চ পুঞ্জিকাং মুদা।
সমারুহ্য কদম্বাগ্রমুবাচ গোপিকাং হরিঃ॥ ৬২

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ভো ভো গোপালিকাঃ সর্ব্বা নিবিষ্টা ব্রতকর্ম্মণি।
কুৎবিধানং মদ্বাক্যং শ্রুত্বা ক্রীড়থ উন্মুখাঃ॥ ৬৩
সঙ্কল্পিতে ব্রতার্হে চ মাসে মঙ্গলকর্ম্মণি।
যূয়ং নগ্নাঃ কথং তোয়ে ব্রতাঙ্গহানিকারিকাঃ॥৬৪
পরিধেয়ানি বাসাংসি পুষ্পমাল্যানি যানি চ।
ব্রতার্হাণি চ বস্তূনি কেন নীতানি বোহধুনা॥ ৬৫
ব্রতেন নগ্না যা স্নাতি তাং রুষ্টো বরুণঃ স্বয়ম্
বরুণানুচরা বাসশ্চক্রুর্বস্তূনি নির্হৃতিম্॥ ৬৬
কথং যাস্যথ নগ্নাশ্চ ব্রতস্য কিং ভবিষ্যতি।
ব্রতারাধ্যা কথং সা বো বস্তূনি কিং ন রক্ষতি॥৬৭
চিন্তাং কুরুত তাং পূজ্যাং তুষ্টাং বলিভিরীশ্বরীম্।
যুষ্মাকমীদৃশী দেবী ন শক্তা বস্তুরক্ষণে॥ ৬৮
কথং ব্রতফলং সারং দাতুং শক্তা সুরেশ্বরী।
ফলং প্রদাতুং যা শক্তা সা শক্তা সর্ব্বকর্ম্মণি॥৬৯
শ্রীকৃষ্ণস্য বচঃ শ্রুত্বা চিন্তামাপুর্ব্রজস্ত্রিয়ঃ।
দদৃশুর্যমুনাতীরং বস্ত্রবস্তুবিহীনকম্॥ ৭
চক্রুর্বিষাদং তোয়ে চ নগ্নাস্তা রুরুদুর্ভৃশম্।
ক্ব গতানি চ বস্তূনি বস্ত্রাণীত্যূচুরত্র নঃ॥ ৭১
কৃত্বা বিষাদং তত্রৈব তমূচুর্গোপকন্যকাঃ।
পুটাঞ্জলিযুতাঃ সর্ব্বা ভক্ত্যা বিনয়পূর্ব্বকম্॥ ৭২

গোপালিকা ঊচুঃ।

পরিধেয়ানি বস্ত্রাণি কিঙ্করীণাং সদীশ্বরঃ।
নিবোধয়াত্মানমেব স্পর্শং কর্ত্তুং ত্বমর্হসি॥ ৭৩
ব্রতার্হাণি চ বস্তূনি দেবস্বানি চ সাম্প্রতম্।
অদত্তানি নোচিতানি গ্রহীতুং বেদবিদ্বর॥ ৭৪
দেহি ধৌতানি ধৃত্বা চ করিষ্যামো ব্রতং বয়ম্।
বস্তুনাশেন গোবিন্দ বস্তূনি ভক্ষণং কুরু॥ ৭৫
এতস্মিন্নন্তরে তত্র শ্রীদামা বস্ত্রপুঞ্জিকাম্।
দর্শয়িত্বা চ তাঃ সর্ব্বা দূরং দুদ্রাব তৎপুরঃ॥ ৭৬
দৃষ্ট্বা সবস্ত্রং গোপালং সর্ব্বাসামীশ্বরী পরা।
সর্ব্বা বয়স্যাশ্চোবাচ কোপযুক্তা জলপ্লুতা॥ ৭৭

রাধিকোবাচ।

হে সুশীলে শশিকলে হে চন্দ্রমুখি মাধবি।
কদম্বমালে হে কুন্তি যমুনে সর্ব্বমঙ্গলে॥ ৭৮
হে পদ্মমুখি সাবিত্রি হে পারিজাতজাহ্নবি।
সুধামুখি শুভে পদ্মে গৌরী চ হে স্বয়ম্প্রভে॥ ৭৯
কালিকে কমলে দুর্গে হে স্বরস্বতি ভারতি।

অপর্ণে রতি হে গঙ্গে চাম্বিকে সতি সুন্দরি ॥ ৮০
কৃষ্ণপ্রিয়ে মধুমতি চম্পে চন্দননন্দিনি ।
যূয়ং সর্ব্বাঃ সমুত্থায় বস্ত্রানয়ত বল্লবম্ ॥ ৮১
সর্ব্বা রাধাজ্ঞয়া তূর্ণং সমুত্থায় জলাৎ ক্রুধা ।
প্রজগ্মুর্গোপিকা নগ্না যোনিমাচ্ছাদ্য পাণিতঃ ॥৮২
এতাসাং সহচারিণ্যো গোপ্যস্তূর্ণং সহস্রশঃ ।
প্রজগ্মুস্তেন রূপেণ কোপাদারক্তলোচনাঃ ॥ ৮৩
বেগেন তুষ্টুবুঃ সর্ব্বাঃ শ্রীদামানঞ্চ বালিকাঃ ।
বেগেন চ প্রধাবন্তং বিভ্রতং বস্ত্রপুঞ্জিকাম্ ॥ ৮৪
জগাম শীঘ্রং শ্রীদামা যত্র গোপাঃ সহাংশুকাঃ ।
স্তবেন তুষ্টুবুর্গোপ্যস্তং পশ্চাদ্বলসংযুতাঃ ॥ ৮৫
বস্ত্রচৌরাংশ্চ গোপাংশ্চ বেষ্টয়ামাসুরাশু তাঃ ।
ভয়াৎ প্রদুদ্রুবুর্বালা যত্র কৃষ্ণঃ সহাংশুকঃ ॥ ৮৬
শ্রীকৃষ্ণসহিতান্ বালান্ বারয়ামাসুরাশু চ ।
গোপিকানাং ভিয়া গোপা দদুর্বস্ত্রাণি মাধবম্ ॥৮৭
মাধবঃ স্থাপয়ামাস স্কন্ধে স্কন্ধে তরোস্তরোঃ ।
কদম্ববৃক্ষঃ শুশুভে বস্ত্রৈর্নানাবিধৈরপি ॥ ৮৮
বস্ত্রাণাং পুঞ্জিকাঃ সর্ব্বাঃ স্কন্ধেষু বিনিধায় চ ।
উবাচ গোপিকাঃ কৃষ্ণং পরিহাসপরং বচঃ ॥ ৮৯

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

ভো ভো গোপালিকা নগ্না ইদানীং কিং করিষ্যথ
যাচ এতাং কর্ত্তুঞ্চ বস্ত্রাণি কুরুতাশু পুটাঞ্জলিম্ ॥
গত্বা বদত যুষ্মাকমীশ্বরীমথ রাধিকাম্ ।
করোতু শীঘ্রং বস্ত্রাণি যাচ এতাং কৃত্বা পুটাঞ্জলিম্ ॥
অন্যথাহং ন দাস্যামি যুষ্মাকমংশুকানি চ ।
যুষ্মাকমীশ্বরী রাধা কিং করিষ্যতি মেঽধুনা ॥ ৯২
ব্রতারাধ্যা চ যা দেবী সা বা মে কিং করিষ্যতি ।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং ব্রত যূয়ঞ্চ রাধিকাম্ ॥৯৩
শ্রীকৃষ্ণবচনং শ্রুত্বা তাঃ সর্ব্বা গোপকন্যকাঃ ।
বীক্ষ্য লোচনকোণেন প্রজগ্মু রাধিকান্তিকম্ ॥ ৯৪
চক্রুর্নিবেদনং গত্বা যদুবাচ হরিঃ স্বয়ম্ ।
শ্রুত্বা জহাস সা রাধা বভূব কামপীড়িতা ॥ ৯৫
শ্রুত্বা তাসাঞ্চ বচনং পুলকাঞ্চিতবিগ্রহা ।
ন জগাম হরেঃ স্থানং ব্রীড়য়া সস্মিতা সতী ॥ ৯৬
জলে যোগাসনং কৃত্বা দধ্যৌ কৃষ্ণপদাম্বুজম্ ।
ব্রহ্মেশানন্তধর্ম্মাণাং বন্দ্যমীপ্সিতদং পরম্ ॥ ৯৭
স্মারং স্মারং পদাম্ভোজং সাশ্রুসম্পূর্ণলোচনা ।
ভাবাতিরেকাৎ প্রাণেশং তুষ্টাব নির্গুণং বিভুম্ ॥

রাধিকোবাচ ।

গোলোকনাথ গোপীশ মদীশ প্রাণবল্লভ ।
হে দীনবন্ধো দীনেশ সর্ব্বেশ্বর নমোঽস্তু তে ॥৯৯
গোপেশ গোসমূহেশ যশোদানন্দবর্দ্ধন ।
নন্দাত্মজ সদানন্দ নিত্যানন্দ নমোঽস্তু তে ॥ ০০
শতমন্যোর্মন্যুভগ্ন ব্রহ্মদর্পবিনাশন ।
কৃষ্ণ কালীয়দমন প্রাণনাথ নমোঽস্তু তে ॥১০১
শিবানন্তেশ ব্রহ্মেশ ব্রাহ্মণেশ পরাৎপর ।
ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মবীজ নমোঽস্তু তে ॥ ১০২
চরাচরতরোর্বীজ গুণাতীত গুণাত্মক ।
গুণবীজ গুণাধার গুণীশ্বর নমোঽস্তু তে ॥ ১০৩
অণিমাদিকসিদ্ধীশ সিদ্ধ সিদ্ধিস্বরূপক ।
তপস্তপস্বিতপসাং বীজরূপ নমোঽস্তু তে ॥১০৪
যদনির্ব্বচনীয়ঞ্চ বস্তু নির্ব্বচনীয়কম্ ।
তৎস্বরূপ তয়োর্বীজ সর্ব্ববীজ নমোঽস্তু তে ॥১০৫
অহং সরস্বতী লক্ষ্মীদুর্গা গঙ্গা শ্রুতিপ্রসূঃ ।
যস্য পাদার্চ্চনান্নিত্যং পূজ্যাস্তস্মৈ নমোঽস্তু তে ॥
স্পর্শেন যস্য ভৃত্যানাং ধ্যানেন চ দিবানিশম্ ।
পবিত্রাণি চ তীর্থানি তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ১০৭
ইত্যেবমুক্ত্বা সা দেবী জলে সন্ন্যস্য বিগ্রহম্ ।
মনঃ প্রাণাংশ্চ শ্রীকৃষ্ণে তস্থৌ স্থাণুসমা সতী ॥
রাধাকৃতং হরেঃ স্তোত্রং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ ।
হরিভক্তিঞ্চ দাস্যঞ্চ লভেদ্রাধাগতিং ধ্রুবম্ ॥ ১০৯
বিপত্তৌ চ পঠেদ্ভক্ত্যা সদ্যঃ সম্পত্তিমাপ্নুয়াৎ ।
চিরকালগতং দ্রব্যং হৃতং নষ্টঞ্চ লভ্যতে ॥ ১১০
বংশবৃদ্ধির্ভবেৎ তস্য প্রসন্নং মানসং পরম্ ।
চিন্তাগ্রস্তঃ পঠেদ্ভক্ত্যা পরং নির্ব্বৃতিমাপ্নুয়াৎ ॥
পতিভেদে পুত্রভেদে মিত্রভেদে চ সঙ্কটে ।
মাসং ভক্ত্যা যদি পঠেৎ সদ্যঃ সন্দর্শনং লভেৎ ॥
ভক্ত্যা কুমারীস্তোত্রঞ্চ শৃণুয়াদ্বৎসরং যদি ।
শ্রীকৃষ্ণসদৃশং কান্তং গুণবন্তং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥ ১১৩

(ইতি রাধাকৃতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্ ॥)

জলস্থা রাধিকা ধ্যাত্বা শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজম্ ।
স্তুত্বৈবং চক্ষুরুন্মীল্য দৃষ্ট্বা কৃষ্ণময়ং জগৎ ॥ ১১৪
দদর্শ যমুনাতীরং বস্ত্রদ্রব্যময়ং মুনে ।
দৃষ্ট্বা তত্রাথ বা স্বপ্ন ইতি মেনে চ রাধিকা ॥১১৫
যত্র স্থানে যদাধারে যদ্দ্রব্যং সংস্থিতং পুরা ।
বস্ত্রৈশ্চ সহিতং সর্ব্বং তৎ প্রাপুর্গোপকন্যকাঃ ॥

জলাদুত্থায় তাঃ সর্ব্বা ব্রতং কৃত্বা মনীষিতম্ ।
সম্প্রাপ্য বচনং দেব্যাস্তাঃ সর্ব্বাঃ স্বালয়ং যযুঃ ॥

নারদ উবাচ ।

ব্রতস্য কিং বিধানঞ্চ কিং নাম কিং ফলং বিভো ।
কানি দ্রব্যানি দেয়ানি কা দেয়া তত্র দক্ষিণা ॥
ব্রতান্তে কিং রহস্যঞ্চ বভূব সুমনোহরম্ ।
ব্যাসং কৃত্বা মহাভাগ বদ নারায়ণীং কথাম্ ॥ ১১৯

সূত উবাচ ।

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য মুনিপুঙ্গবঃ ।
কথাং কথিতুমারেভে কবীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

সর্ব্বং ব্রতবিধানঞ্চ মত্তো বৎস নিশাময় ।
খ্যাতং গৌরীব্রতং নাম মার্গে মাসি কৃতং মহৎ ॥
বিধায় ধৌতে স্নাত্বা চ নানাদ্রব্যেণ কন্যকাঃ ।
দেবষট্‌কঞ্চ সম্পূজ্য কৃত্বা চাবাহনং ঘটে ॥ ১২২
গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং নারায়ণং শিবম্ ।
দুর্গাং পঞ্চোপচারেণ সম্পূজ্য ব্রতমারভন্ ॥ ১২৩
ঘটাধঃ পিণ্ডিকাং কৃত্বা চতুরস্রাং সুবিস্তৃতাম্ ।
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমৈশ্চ সুসংস্কৃতাম্ ॥ ১২৪
নির্ম্মায় বালুকায়াঞ্চ দুর্গাং দশভুজাং পরাম্ ।
দত্ত্বা কপালে সিন্দূরং তদধশ্চন্দনেন্দুকম্ ॥ ১২৫
তাং ধ্যাত্বাবাহয়েদ্দেবীং ততো ভূত্বা পুটাঞ্জলিঃ ।
ইমং মন্ত্রং পঠিত্বাদৌ ততঃ পূজাং সমারভেৎ ॥
হে গৌরি শঙ্করার্দ্ধাঙ্গে যথা ত্বং শঙ্করপ্রিয়া ।
তথা মাং কুরু কল্যাণি কান্তকান্তাং সুদুর্লভাম্ ॥
ইমং মন্ত্রং পঠিত্বা তু ধ্যায়েদ্দেবীং জগৎপ্রসূম্ ।
ধ্যানং তৎ সামবেদোক্তং নিগূঢ়ং সর্ব্বকামদম্ ॥
শৃণু নারদ বক্ষ্যামি মুনীন্দ্রাণাঞ্চ দুর্লভম্ ।
ধ্যায়ন্ত্যনেন সিদ্ধাশ্চ দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্ ॥ ১২৯
শিবাং শিবপ্রিয়াং শৈবাং শিববক্ষঃস্থলস্থিতাম্ ।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্ ॥ ১৩০
নবযৌবনসম্পন্নাং রত্নাভরণভূষিতাম্ ।
রত্ন-কঙ্কণ-কেয়ূর-রত্ননূপুরভূষিতাম্ । ১৩১
রত্নকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলবিরাজিতাম্ ।
মালতীমাল্যসংসক্ত-কবরীভ্রমরান্বিতাম্ ॥ ১৩২
সিন্দূরতিলকং চারু কস্তূরীবিন্দুনা সহ ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকং রত্নকিরীটং বিভ্রতীং শুভম্ ॥১৩৩
মণীন্দ্রসারসংসক্ত-রত্নমালাসমুজ্জ্বলাম্ ।
পারিজাতপ্রসূনানাং মালামাজানুলম্বিতাম্ ॥ ১৩৪
সুপীনকঠিনশ্রোণিং বিভ্রতীঞ্চ স্তনোন্নতাম্ ।
নবযৌবনভারোঘাদীষন্নম্রাং মনোহরাম্ ॥ ১৩৫
ব্রহ্মাদিভিঃ স্তূয়মানাং সূর্য্যকোটিসমপ্রভাম্ ।
পক্কবিম্বাধরোষ্ঠাঞ্চ চারুচম্পকসন্নিভাম্ ॥ ১৩৬
মুক্তাপঙ্ক্তিবিনিন্দ্যৈক-দন্তরাজিবিরাজিতাম্ ।
ভক্তকামপ্রদাং দেবীং শরচ্চন্দ্রমুখীং ভজে ॥১৩
ধ্যাত্বৈবং মস্তকে পুষ্পং বিন্যস্য চ ব্রতী মুদা ।
পুষ্পং গৃহীত্বা ভক্ত্যা চ পুনর্ধ্যাত্বা চ পূজয়েৎ ॥
দত্ত্বা ষোড়শোপচারং প্রকৃতং তত্র নিত্যশঃ ।
পূর্ব্বোক্তেনৈব মন্ত্রেণ মুদা ভক্ত্যা ব্রতে ব্রতী ॥
পূর্ব্বোক্তেনৈব মন্ত্রেণ স্তুত্বা চ প্রণমেৎ তদা ।
কৃত্বা প্রণামং ভক্ত্যা চ সংযতা শৃণুয়াৎ কথাম্ ॥

নারদ উবাচ ।

শ্রুতং ব্রতবিধানঞ্চ ফলঞ্চ স্তোত্রমদ্ভুতম্ ।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি গৌরীব্রতকথাং শুভাম্ ॥
ব্রতং কেন কৃতং পূর্ব্বং ভূমৌ কেন প্রকাশিতম্ ।
এতৎ সর্ব্বং সুবিস্তার্য্য বদ সন্দেহভঞ্জন ॥ ১৪২

নারায়ণ উবাচ ।

কুশধ্বজস্য চ সুতা নাম্না বেদবতী সতী ।
তয়া ব্রতং কৃতমিদং মহাতীর্থে চ পুষ্করে ॥ ১৪৩
সমাপ্তিদিবসে সাক্ষাদ্বভূব জগদম্বিকা ।
যোগিনীলক্ষসংযুক্তা সূর্য্যকোটিসমপ্রভা ॥ ১৪৪
শাতকুম্ভবিনির্ম্মাণ-রথস্থা পরমেশ্বরী ।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যা তামুবাচ সুসংযতাম্ ॥ ১৪৫

পার্ব্বত্যুবাচ ।

হে বেদবতি ভদ্রং তে বরং বৃণু যথেপ্সিতম্ ।
তব ব্রতেন তুষ্টাহং তুভ্যং দাস্যামি বাঞ্ছিতম্ ॥১৪৬
পার্ব্বত্যা বচনং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা প্রহৃষ্টমানসা ।
পুটাঞ্জলিযুতা সাধ্বী প্রণম্যোবাচ নারদ ॥ ১৪৭

বেদবত্যুবাচ ।

দেবি নারায়ণং কান্তং মহ্যং দেহি মনীষিণম্ ।
বরেঽন্যস্মিন্ স্পৃহা নাস্তি দৃঢ়াং ভক্তিঞ্চ তৎপদে ॥
শ্রুত্বা বেদবতীবাক্যং প্রহস্য জগদম্বিকা ।
অবরুহ্য রথাৎ তূর্ণং তামুবাচ হরপ্রিয়া ॥ ১৪৯

পার্ব্বত্যুবাচ ।

জ্ঞাতং সর্ব্বং জগন্মাতস্ত্বঞ্চ লক্ষ্মীঃ স্বয়ং সতি ।
ভারতং পাদরজসা পূতং কর্ত্তুং সমাগতা ॥ ১৫০

তৎপাদরজসা সাধ্বি সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা।
নিখিলানি চ তীর্থানি পূতানি পরমেশ্বরি ॥ ১৫১
ব্রতং তে লোকশিক্ষার্থং তপশ্চৈব তপস্বিনি।
নারায়ণস্য কান্তা ত্বং প্রিয়া জন্মনি জন্মনি ॥ ১৫২
ভারাবতারণে বিষ্ণুর্বসুধামাগমিষ্যতি :
রামো দাশরথিঃ পূর্ণঃ কর্ত্তুং দস্যুবিনিগ্রহম্ ॥১৫৩
ব্রহ্মশাপাচ্চ চ্যুতয়োর্মোক্ষণায় চ ভৃত্যয়োঃ।
অযোধ্যায়াঞ্চ ত্রেতায়ামাবির্ভাবো হরেরপি ॥ ১৫৪
ত্বমেব মিথিলাং গচ্ছ বিধায় শিশুবিগ্রহম্।
ত্বামিমাং প্রাপ্য জনকোঽপ্যযোনিসম্ভবাং সুতাম্
পালয়িষ্যতি যত্নেন সীতা ত্বঞ্চ ভবিষ্যসি।
গত্বা রামোঽপি মিথিলাং ত্বাং বিবাহং করিষ্যতি
নারায়ণস্য কান্তা ত্বং কল্পে কল্পে হরিপ্রিয়া।
ইত্যুক্ত্বা তাং সমালিঙ্গ্য পার্ব্বতী স্বালয়ং যযৌ ॥
গত্বা সা মিথিলাং সাধ্বী শিশুরূপং বিধায় চ।
লাঙ্গলস্য চ রেখায়াং সুপ্তা তস্থৌ চ মায়য়া ॥১৫৮
বিলোক্য জনকস্তাঞ্চ নগ্নাং মুদ্রিতলোচনাম্।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাঞ্চ রুদতীং তেজসান্বিতাম্ ॥ ১৫৯
বালাং তাঞ্চ গৃহীত্বা চ কৃত্বা বক্ষসি নারদ।
গচ্ছন্তং পথি তত্রৈব বাগ্বভূবাশরীরিণী। ১৬০
অযোনিসম্ভবাং কন্যাং কমলাং গ্রহণং কুরু।
নারায়ণস্তে জামাতা ভবিতেত্যেবমেব চ ॥ ১৬১
শ্রুত্বা তদা দৈববাণীং গৃহীত্বা কন্যকামৃষিঃ।
গত্বা দদৌ স্বকান্তায়ৈ পালনায় মুদান্বিতঃ ॥ ১৬২
সা লব্ধযৌবনা প্রাপ রামং দাশরথিং সতী।
ব্রতস্যাস্য প্রভাবেণ কান্তং ত্রিজগতাং পতিম্ ॥১৬৩
প্রকাশিতং বশিষ্ঠেন পৃথিব্যাং ভক্তিভাবতঃ।
রাধা কৃত্বা ব্রতমিদং শ্রীকৃষ্ণং প্রাণবল্লভম্ ॥ ১৬৪
গোপাঙ্গনাশ্চ তং প্রাপুর্ব্রতস্যাস্য প্রভাবতঃ।
ইত্যেবং কথিতা বিপ্র কথা গৌরীব্রতস্য চ ॥১৬৫
ভারতে চ ব্রতমিদং যা করোতি কুমারিকা।
স্বামিনং কৃষ্ণতুল্যঞ্চ সা প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥
(ইতি গৌরীব্রতকথা সমাপ্তা।)

নারায়ণ উবাচ।

এবং ব্রতঞ্চ চক্রুস্তা যাবন্মাসঞ্চ গোপিকাঃ।
পূর্ব্বস্তোত্রেণ তাং দেবীং তুষ্টবুশ্চ দিনে দিনে ॥
সমাপ্তিদিবসে গোপ্যো ব্রতং কৃত্বা মুদান্বিতাঃ।
কাণ্বশাখোক্তস্তোত্রেণ তুষ্টাব পরমেশ্বরীম্ ॥ ১৬৮
যেন স্তোত্রেণ তাং স্তুত্বা সীতা সত্যপরায়ণা।
সদ্যঃ সম্প্রাপ কান্তঞ্চ রামং রাজীবলোচনম্ ॥১৬৯

জানক্যুবাচ।

শক্তিস্বরূপে সর্ব্বেষাং সর্ব্বাধারে গুণাশ্রয়ে।
সদা শঙ্করযুক্তে মে পতিং দেহি নমোঽস্তু তে ॥
সৃষ্টিস্থিত্যন্তরূপে চ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণি।
সৃষ্টিস্থিত্যন্তবীজানাং বীজরূপে নমোঽস্তু তে ॥
হে গৌরি পতিমর্ম্মজ্ঞে পাতিব্রত্যপরায়ণে।
পতিব্রতে পতিরতে পতিং দেহি নমোঽস্তু তে ॥
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে সর্ব্বমঙ্গলসংযুতে।
সর্ব্বমঙ্গলবীজে চ নমস্তে সর্ব্বমঙ্গলে ॥ ১৭৩
সর্ব্বপ্রিয়ে সর্ব্ববীজে সর্ব্বাশুভবিনাশিনি।
সর্ব্বেশে সর্ব্বজনকে নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে ॥ ১৭৪
পরমাত্মস্বরূপে চ নিত্যরূপে সনাতনি।
সাকারে চ নিরাকারে সর্ব্বরূপে নমোঽস্তু তে ॥
ক্ষুৎ তৃষ্ণেচ্ছা দয়া শ্রদ্ধা নিদ্রা তন্দ্রা স্মৃতিঃ ক্ষমা।
এতাস্তব কলাঃ সর্ব্বা নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৭৬
লজ্জা-মেধা-তুষ্টি-পুষ্টি-শান্তি-সম্পত্তি-বৃদ্ধয়ঃ।
কলাস্তেঽন্যাশ্চ সর্ব্বাশ্চ সর্ব্বরূপে নমোঽস্তু তে ॥
দৃষ্টাদৃষ্টস্বরূপে চ তয়োর্বীজে ফলপ্রদে।
সর্ব্বানির্ব্বচনীয়ে চ মহামায়ে নমোঽস্তুতে ॥ ১৭৮
শিবে শঙ্করসৌভাগ্যং যুক্তে সৌভাগ্যদায়িনি।
হরিং কান্তঞ্চ সৌভাগ্যং দেহি দেবি নমোঽস্তু তে॥
স্তোত্রেণৈতেন যাঃ স্তুত্বা সমাপ্তিদিবসে শিবাম্।
নমন্তি পরয়া ভক্ত্যা তা লভন্তে হরিং পতিম্ ॥
ইহ কান্তসুখং ভুক্ত্বা পতিং প্রাপ্য পরাৎপরম্।
দিব্যং স্যন্দনমারুহ্য যান্ত্যন্তে কৃষ্ণসন্নিধিম্ ॥ ১১৮
(ইতি জানকীকৃতং পার্ব্বতীস্তোত্রম্।)
সমাপ্তিদিবসে রাধা গোপীভিঃ সহ সংযুতা।
দেবীং প্রণম্য স্তুত্বা চ ব্রতং পূর্ণং চকার হ ॥১৮২
গোসহস্রং ব্রাহ্মণায় সুবর্ণশতকং মুদা।
বিপ্রায় দক্ষিণাং দত্ত্বা স্বগৃহং গন্তুমুদ্যতা ॥ ১৮৩
ব্রাহ্মণানাং সহস্রঞ্চ ভোজয়ামাস সাদরম্।
বাদ্যানি বাদয়ামাস ভিক্ষুকেভ্যো দদৌ ধনম্ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
আবির্ব্বভূব গগনাজ্জ্বলন্তী ব্রহ্মতেজসা ॥ ১৮৫
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যা যোগিনীশতসংযুতা।
সিংহস্থা চ দশভুজা রত্নালঙ্কারভূষিতা ॥ ১৮৬

শাতকুম্ভময়াদ্দিব্যাদ্রত্নসারপরিচ্ছদাৎ।
অবরুহ্য রথাৎ তূর্ণমালিঙ্গ্যোরসি রাধিকাম্ ॥ ১৮৭
দৃষ্ট্বা গোপাঙ্গনা দেবীং প্রণেমুশ্চ মুদান্বিতাঃ।
আশিষং যুযুজে দুর্গা বাঞ্ছাসিদ্ধির্ভবত্বিতি ॥ ১৮৮
গোপিকাভ্যো বরং দত্ত্বা তাশ্চ সম্ভাষ্য সাদরম্।
উবাচ রাধিকাং দুর্গা স্মেরাননসরোরুহা ॥ ১৮৯
পার্ব্বত্যুবাচ।
রাধে সর্ব্বেশ্বরপ্রাণাদধিকে জগদম্বিকে।
ব্রতং তে লোকশিক্ষার্থং মায়ামানুষরূপিণি ॥১৯০
গোলোকনাথং গোলোকং শ্রীশৈলং বিরজাতটম্
শ্রীরাসমণ্ডলং রম্যং বৃন্দাবনমনোহরম্ ॥ ১৯১
রচিতং রতিচৌরস্য স্ত্রীণাং মানসহারকম্।
বিদুষঃ কামশাস্ত্রাণাং কিংস্বিৎ স্মরসি সুন্দরি ॥
শ্রীকৃষ্ণার্দ্ধাঙ্গসম্ভূতা কৃষ্ণতুল্যা চ তেজসা।
তবাংশকলয়া দেব্যঃ কথং ত্বং মানুষী সতি ॥১৯৫
কৃষ্ণাজ্ঞয়া চ ত্বং দেবী গোপীরূপং বিধায় চ।
আগতাসি মহীং শান্তে কথং ত্বং মানুষী সতি ॥
অহো শ্রীদামশাপেন ভারাবতারণায় চ।
ভূমৌ তবাধিষ্ঠানঞ্চ কথং ত্বং মানুষী সতি ॥
অযোনিসম্ভবা ত্বঞ্চ জন্মমৃত্যুজরাহরা।
কলাবতীসুতা পুণ্যাৎ কথং ত্বং মানুষী সতি ॥
ভবতী চ হরেঃ প্রাণা ভবত্যাশ্চ হরিঃ স্বয়ম্।
বেদে নাস্তি দ্বয়োর্ভেদঃ কথং ত্বং মানুষী সতি ॥
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি ব্রহ্মা তপ্ত্বা তপঃ পুরা।
ন তে দদর্শ পাদাব্জং কথং ত্বং মানুষী সতি ॥
সুযজ্ঞো হি নৃপশ্রেষ্ঠো মনুবংশসমুদ্ভবঃ।
ত্বত্তো জগাম গোলোকং কথং ত্বং মানুষী সতি ॥
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নির্ভূপাং চকার পৃথিবীং ভৃগুঃ।
তব মন্ত্রেণ কবচাৎ কথং ত্বং মানুষী সতি ॥২০০
শঙ্করাৎ প্রাপ্য ত্বন্মন্ত্রং সিদ্ধিং কৃত্বা তু পুষ্করে।
জঘান কার্ত্তবীর্য্যঞ্চ কথং ত্বং মানুষী সতি ॥ ২০১
বভঞ্জ দর্পাদ্দন্তঞ্চ গণেশস্য মহাত্মনঃ।
ত্বং তে নামভয়ং চক্রে কথং ত্বং মানুষী সতি ॥
পর্য্যুদ্যতাস্যাং কোপেন ভস্মসাৎ কর্ত্তুমীশ্বরঃ।
ররক্ষাগস্ত্যং ত্বংপ্রীত্যা কথং ত্বং মানুষী সতি ॥
কল্পে কল্পে তব পতিঃ কৃষ্ণো জন্মনি জন্মনি।
ব্রতং লোকহিতার্থায় জগন্মাতস্ত্বয়া কৃতম্ ॥ ২০৪
ত্রিষু মাসেষতীতেষু মধুমাসে মনোহরে।
নির্জ্জনে নির্ম্মলে রাত্রৌ সুরম্যে রাসমণ্ডলে ॥২০৫
সর্ব্বাভির্গোপিকাভিশ্চ সার্দ্ধং বৃন্দাবনে বনে।
হর্ষেণ হরিণা সার্দ্ধং ক্রীড়া তে ভবিতা সতি ॥
বিধাত্রা লিখিতা ক্রীড়া কল্পে কল্পে মহীতলে।
তব শ্রীহরিণা সার্দ্ধং কেন রাধে নিবার্য্যতে ॥ ২০৭
যথা সৌভাগ্যযুক্তাহং হরস্য শ্রীহরিপ্রিয়ে।
ততঃ সৌভাগ্যযুক্তা ত্বং ভব কৃষ্ণস্য সুন্দরি ॥২০০
যথা ক্ষীরে চ ধাবল্যং যথা বহ্নৌ চ দাহিকা।
ভুবি গন্ধো জলে শৈত্যং তথা কৃষ্ণে স্থিতিস্তব ॥
দেবী বা মানুষী বাপি গন্ধর্ব্বী রাক্ষসী তথা।
ত্বত্তুল্যপরসৌভাগ্যা ন ভূতা ন ভবিষ্যতি॥ ২১০
পরাৎপরো গুণাতীতো ব্রহ্মাদীনাঞ্চ বন্দিতঃ।
স্বয়ং কৃষ্ণস্তবাধীনো মদ্বরেণ ভবিষ্যতি ॥ ২১১
ব্রহ্মানন্তশিবারাধ্যো ভবিতা তে বশঃ সতি।
ধ্যানাসাধ্যো দুরারাধ্যো সর্ব্বেষামপি যোগিনাম্ ॥
ত্বঞ্চ ভাগ্যবতী রাধে স্ত্রীজাতিষু ন তে পরা।
কৃষ্ণেন সার্দ্ধং পশ্চাৎ ত্বং গোলোকঞ্চ গমিষ্যসি ॥
ইত্যুক্ত্বা পার্ব্বতী সদ্যস্তত্রৈবান্তর্দধে মুনে।
সার্দ্ধং গোপালিকাভিশ্চ রাধিকা গন্তুমুদ্যতা ॥ ২১৪
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো জগাম রাধিকাপুরঃ।
রাধা দদর্শ শ্রীকৃষ্ণং কিশোরং শ্যামসুন্দরম্ ॥ ২১৫
পীতবস্ত্রপরীধানং রত্নালঙ্কারভূষিতম্।
আজানুমালতীমালা-বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ২১৬
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং ভক্তানুগ্রহকাতরম্।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং শরৎপঙ্কজলোচনম্ ॥ ২১৭
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যং সদ্রত্নমুকুটোজ্জ্বলম্।
পক্বদাড়িম্ববীজাভ-দশনং সুমনোহরম্ ॥ ২১৮
বিনোদমুরলীহস্ত-ন্যস্তলীলাসরোরুহম্।
কোটিকন্দর্পলাবণ্য-লীলাধাম মনোহরম্ ॥ ২১৯
গুণাতীতং স্তূয়মানং ব্রহ্মানন্ত-শিবাদিভিঃ।
ব্রহ্মস্বরূপং ব্রহ্মণ্যং শ্রুতিভিশ্চ নিরূপিতম্ ।২২০
অব্যক্তমক্ষরং ব্যক্তং জ্যোতীরূপং সনাতনম্।
মঙ্গল্যং মঙ্গলাধারং মঙ্গলং মঙ্গলপ্রদম্ ॥ ২২১
দৃষ্ট্বা তমদ্ভুতং রূপং সম্ভ্রমাৎ প্রণনাম তম্।
তং দৃষ্ট্বা মূর্চ্ছিতা রাধা কামবাণপ্রপীড়িতা ॥ ২২২
দর্শং দর্শং মুখাম্ভোজং সস্মিতা বক্রলোচনা।
মুখমাচ্ছাদনং চক্রে ক্রীড়য়া চ পুনঃপুনঃ ॥ ২২৩
দৃষ্ট্বা হরিস্তামুবাচ প্রসন্নবদনেক্ষণঃ।

গোপালিকাসমূহানাং সর্ব্বাসাং পুরতঃ স্থিতঃ ॥২৪

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

প্রাণাধিকে রাধিকে ত্বং বরং বৃণু মনীষিতম্।
ভো ভো গোপালিকাঃ সর্ব্বা বরং বৃণুত বাঞ্ছিতম্ ॥
কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা বরং বব্রে চ রাধিকা।
গোপালিকাঃ প্রহৃষ্টাশ্চ সর্ব্বেশং কল্পপাদপম্ ॥ ২৬

রাধিকোবাচ।

ত্বৎপাদাব্জে মন্মনোঽলিঃ সন্ততং ভ্রমতু প্রভো।
পাতু ভক্তিরসং পাদ্মে মধুপশ্চ যথা মধু ॥ ২২৭
মদীয়প্রাণনাথস্ত্বং ভব জন্মনি জন্মনি।
ত্বদীয়চরণাম্ভোজে দেহি ভক্তিং সুদুর্লভাম্ ॥ ২২৮
তব স্মৃতৌ গুণে চিত্তং স্বপ্নে জ্ঞানে দিবানিশম্।
ভবেন্নিমগ্নং সততমেতন্মম মনীষিতম্ ॥ ২২৯

গোপালিকা ঊচুঃ।

যথা রাধা তথা নশ্চ প্রাণবন্ধো দিবানিশম্।
ভবিষ্যসি প্রাণনাথো দ্রক্ষ্যসি প্রতিজন্মনি ॥ ২৩০
আসাঞ্চ বচনং শ্রুত্বা ওঁ স্বস্ত্যেবমুবাচ হ।
প্রসন্নবদনঃ শ্রীমান্ যশোদানন্দবর্দ্ধনঃ ॥ ২৩১
ক্রীড়াপদ্মং রাধিকায়ৈ সহস্রদলসংযুতম্।
ললিতাং মালতীমালাং দদৌ প্রীত্যা জগৎপতিঃ
মালাসমূহং পুষ্পাণি গোপীভ্যো গোপিকাপতিঃ।
প্রহস্য পরম প্রীত্যা প্রদদাবিত্যুবাচ হ ॥ ২৩৩

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ত্রিষু মাসেষতীতেষু যূয়ং ক্রীড়াং ময়া সহ।
শ্রীরাসমণ্ডলে রম্যে বৃন্দারণ্যে করিষ্যথ ॥ ২৩৪
যথাহঞ্চ তথা যূয়ং ন হি ভেদঃ শ্রুতৌ শ্রুতঃ।
প্রাণা অহঞ্চ যুষ্মাকং যূয়ং প্রাণা মমৈব চ ॥ ২৩৫
ব্রতং বো লোকশিক্ষার্থং ন হি স্বার্থমিদং প্রিয়াঃ
সহাগতা মে গোলোকাদ্গমনঞ্চ ময়া সহ ॥ ২৩৬
গচ্ছত স্বালয়ং শীঘ্রং বোঽহং জন্মনি জন্মনি।
প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়স্যো যূয়ং মে নাত্র সংশয়ঃ ॥
ইত্যুক্ত্বা শ্রীহরিস্তত্র তস্থৌ সূর্য্যসুতাতটে।
তস্থুর্গোপালিকাঃ সর্ব্বা বীক্ষ্য কৃষ্ণং পুনঃপুনঃ ॥
সর্ব্বাঃ প্রহৃষ্টবদনাঃ সস্মিতা বক্রলোচনাঃ।
প্রীত্যা চক্ষুশ্চকোরাভ্যাং মুখচন্দ্রং পপুর্হরেঃ ॥
তাঃ শীঘ্রং প্রযযুর্গেহং জয়ং দত্ত্বা পুনঃপুনঃ।
হরিশ্চ শিশুভিঃ সার্দ্ধং প্রসন্নঃ স্বালয়ং যযৌ ॥

ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং হরেশ্চরিতমঙ্গলম্।
গোপীনাং বস্ত্রহরণং সর্ব্বলোকসুখাবহম্ ॥ ২৪১

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে গোপিকাবস্ত্রহরণং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

ত্রিষু মাসেষতীতেষু তাসাঞ্চ হরিণা সহ।
ঋষে কেন প্রকারেণ বভূব নবসঙ্গমঃ ॥ ১
বৃন্দাবনং কিম্প্রকারং কিংবিধং রাসমণ্ডলম্।
হরিরেকস্তাশ্চ বহ্ব্যঃ কেন ক্রীড়া বভূব হ ॥ ২
কৌতূহলং ভবতি মে শ্রোতুং শ্রোতুং নবং নবম্।
কথয়স্ব মহাভাগ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনম্ ॥ ৩
কথং পুরাণসারাণাং রাসযাত্রা হরেরহো।
হরিলীলা পৃথিব্যাস্তু সর্ব্বা শ্রুতিমনোহরা ॥ ৪

সূত উবাচ।

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা ঋষির্নারায়ণঃ স্বয়ম্।
প্রহস্য সুপ্রসন্নাস্যঃ প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ৫

নারায়ণ উবাচ।

একদা শ্রীহরির্নক্তং বনং বৃন্দাবনং যযৌ।
শুভে শুক্লত্রয়োদশ্যাং পূর্ণচন্দ্রোদয়ে মধৌ ॥ ৬
যূথিকা-মাধবী-কুন্দ-মালতীপুষ্পবায়ুনা।
বাসিতং কলনাদেন মধুভ্রাণাং মনোহরম্ ॥ ৭
নবপল্লবসংযুক্ত-পুংস্কোকিলরুতশ্রুতম্।
নবক্ষৌম-বাস-রাসসংযুক্তং সুমনোহরম্ ॥ ৮
চন্দনাগুরু-কস্তূরী-কুঙ্কুমেন সুবাসিতম্।
কর্পূরান্বিততাম্বূল-ভোগদ্রব্যসমন্বিতম্ ॥ ৯
প্রসূনৈশ্চম্পকানাঞ্চ কস্তূরীচন্দনান্বিতৈঃ।
রতিযোগ্যবিরচিতৈর্নানাতল্পৈঃ সুশোভিতম্ ॥ ১০
দীপ্তং রত্নপ্রদীপৈশ্চ ধূপেন সুরভীকৃতম্।
নানাপুষ্পেণ রচিতমালাজালৈর্বিরাজিতম্ ॥ ১১
পরিতো বর্ত্তুলাকারং তত্রৈব রাসমণ্ডলম্।
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমেন সুসংস্কৃতম্ ॥ ১২
পুষ্পোদ্যানৈঃ পুষ্পিতৈশ্চ যুক্তং ক্রীড়াসরোবরৈঃ।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণৈর্জলকুক্কুটকূজিতৈঃ ॥ ১৩

ক্রীড়নীয়ৈঃ সুন্দরৈশ্চ সুরতশ্রমহারিভিঃ।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশ-তোয়পূর্ণৈঃ সুনির্ম্মলৈঃ ॥ ১৪
দধিপূর্ণশুক্লধান্যলাজৈর্নির্ম্মঞ্ছনীকৃতম্।
রম্ভাস্তম্ভসমূহেন সুন্দরেণ সুশোভিতম্ ॥ ১৫
আম্রপল্লবযুক্তেন সূত্রবদ্ধেন চারুণা।
ভূষিতং মঙ্গলঘটৈঃ সিন্দূরচন্দনান্বিতৈঃ ॥ ১৬
মালতীমাল্যসংযুক্তৈর্নারিকেলফলান্বিতৈঃ।
স রাসমণ্ডলং দৃষ্ট্বা জহাস মধুসূদনঃ ॥ ১৭
চকার তত্র কৌতুক্যাদ্বিনোদমুরলীরবম্।
গোপীনাং কামুকীনাঞ্চ কামোদ্বর্দ্ধনকারণম্ ॥ ১৮
তচ্ছ্রুত্বা রাধিকা সদ্যো মুমোহ মদনাতুরা।
বভূব স্থাণুবদ্দেহস্তাস্বেকতানমানসা ॥ ১৯
ক্ষণেন চেতনাং প্রাপ্য পুনঃ শুশ্রাব সা ধ্বনিম্।
উবাস চ সমুত্তস্থৌ সমুদ্বিগ্না পুনঃপুনঃ ॥ ২০
ত্যক্ত্বা চাবশ্যকং কর্ম্ম নিঃসসার স্বয়ং গৃহাৎ।
যযৌ তদনুসারেণ প্রসমীক্ষ্য চতুর্দ্দিশম্ ॥ ২১
ধ্যায়ন্তী চরণাম্ভোজং শ্রীকৃষ্ণস্য মহাত্মনঃ।
তেজসা চ দ্যোতয়ন্তী সমুদ্রসারভূষণৈঃ ॥ ২২
বাহির্ব্বভূবুস্তাস্ত্রস্তা রবেণ হৃতচেতনাঃ।
কুলধর্ম্মং পরিত্যজ্য নিঃশঙ্কাঃ কামমোহিতাঃ।
ত্রয়স্ত্রিংশদ্বয়স্যাশ্চ তাঃ সুশীলাদয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৩
রাধিকায়াঃ প্রিয়তমা গোপীনাং প্রবরা যযুঃ।
তাসাং পশ্চাদ্যযুর্গোপ্যস্তাসাং সংখ্যা নিবোধ মে
সমা বেশেন বয়সা রূপেণ চ গুণেন চ।
যযুঃ সুশীলাসঙ্গেন সহস্রাণি চ ষোড়শ ॥ ২৫
যযুঃ শশিকলাপশ্চাৎ সহস্রাণি চতুর্দ্দশ।
জগ্মুশ্চন্দ্রমুখীপশ্চাৎ সহস্রাণি ত্রয়োদশ ॥ ২৬
একাদশসহস্রাণি মাধব্যাল্যশ্চ নির্যযুঃ।
জগ্মুঃ কদম্বমালাল্যঃ সহস্রাণি ত্রয়োদশ ॥ ২৭
যযুঃ কুন্তীবয়স্যাশ্চ সহস্রাণি দশ স্মৃতাঃ।
চতুর্দ্দশ সহস্রাণি যযুস্তা যমুনানুগাঃ ॥ ২৮
জাহ্নবীসহচারিণ্যঃ সহস্রাণি চতুর্দ্দশ।
শুভানুগা যযুর্গোপ্যঃ সহস্রাণি চতুর্দ্দশ ॥ ২৯
পদ্মানুগা যযুর্গোপ্যঃ সহস্রাণি ত্রয়োদশ।
দুর্গানুগা যযুর্গোপ্য সহস্রাণি চতুর্দ্দশ ॥ ৩০
যযুঃ সর্ব্বমঙ্গলাল্যঃ সহস্রাণি চ ষোড়শ।
কালিকাল্যো যযুর্গোপ্যঃ সহস্রাণি চতুর্দ্দশ ॥ ৩১
নির্যযুঃ কমলাল্যশ্চ সহস্রাণি ত্রয়োদশ।
যযুঃ সরস্বতীপশ্চাৎ সহস্রাণি ত্রয়োদশ ॥ ৩২
প্রজগ্মুর্ভারতীপশ্চাৎ সহস্রাণি দশ ব্রজাঃ:
অপর্ণাসহচারিণ্যঃ সহস্রাণি যযুর্দশ ॥ ৩৩
রতীপশ্চাদ্বয়স্যাশ্চ সহস্রাণি যযুর্দশ।
গঙ্গাবয়স্যাঃ প্রযযুঃ সহস্রাণি চতুর্দ্দশ ॥ ৩৪
যযুঃ কৃষ্ণপ্রিয়াপশ্চাৎ সহস্রাণি চ ষোড়শ।
সতীপশ্চাদ্যযুর্গোপ্যঃ সহস্রাণি ত্রয়োদশ ॥ ৩৫
নন্দিনীসহচারিণ্যঃ সহস্রাণি যযুর্দশ।
প্রযযুঃ সুন্দরীপশ্চাৎ সহস্রাণি ত্রয়োদশ ॥ ৩৬
যযুঃ পশ্চাৎ কৃষ্ণপ্রাণাঃ সহস্রাণি চ ষোড়শ।
যযুর্মধুমতীপশ্চাৎ সহস্রাণি চতুর্দ্দশ ॥ ৩৭
যযুশ্চম্পানুগা গোপ্যঃ সহস্রাণি ত্রয়োদশ।
চন্দনাল্যো যযুঃ পশ্চাৎ সহস্রাণি চতুর্দ্দশ ॥ ৩৮
সর্ব্বা বভূবুরেকত্র তত্র তস্থুঃ ক্ষণং মুদা ॥ ৩৯
অত্রাযযুর্গোপিকাশ্চ মালাহস্তাশ্চ কাশ্চন।
চারুচন্দনহস্তাশ্চ কাশ্চিৎ তত্রাযযুর্ব্রজাঃ ॥ ৪০
শ্বেতচামরহস্তাশ্চ কাশ্চিৎ অত্রাযযুর্মুদা।
তত্রাযযুর্গোপকন্যাঃ কাশ্চিৎ কস্তূরিকাকরাঃ ॥ ৪১
তত্রাযযুর্গোপকন্যাঃ কাশ্চিৎ কুঙ্কুমবাহিকাঃ।
কাশ্চিৎ তত্রাযযুর্গোপ্যস্তাম্বূলপাত্রবাহিকাঃ ॥ ৪২
যযাৎ কাঞ্চনবস্ত্রাণাং বাহিকা গোপকন্যকাঃ।
কাশ্চিৎ তত্রাযযুঃ শীঘ্রং যত্র চন্দ্রাবলী মুদা ॥ ৪৩
সর্ব্বাশ্চৈকত্র সম্ভূয় সস্মিতাশ্চ মুদান্বিতাঃ।
বিধায় রাধিকাবেশং স্থানঞ্চ প্রযযুর্মুদা ॥ ৪৪
চক্রুঃ পুনঃপুনস্তাশ্চ হরিশব্দং জয়ং পথি।
প্রাপুর্বৃন্দাবনং রম্যং দদৃশূ রাসমণ্ডলম্ ॥ ৪৫
সর্ব্বেভ্যঃ সুন্দরং দৃশ্যং রাকাপতিকরান্বিতম্।
সুনির্জ্জনং কুসুমিতং বাসিতং পুষ্পবায়ুনা ॥ ৪৬
নারীণাং কামজননং মুনিমোহনকারণম্।
শুশ্রুবুস্তত্র তাঃ সর্ব্বাঃ পুংস্কোকিলকলধ্বনিম্ ॥ ৪৭
প্রতিস্ফুরবকাণি ভ্রমরাণাং মনোহরম্।
প্রসূনমধুমত্তানাং ভ্রমরীসঙ্গসঙ্গিনাম্ ॥ ৪৮
শুভক্ষণে প্রবিবেশ রাধিকা রাসমণ্ডলম্।
সর্ব্বং সর্ব্ববালিকাভির্ধ্যাত্বা কৃষ্ণপদাম্বুজম্ ॥ ৪৯
রাধামরাত্তু সংবীক্ষ্য কৃষ্ণস্তত্র মুদান্বিতঃ।
জগামানুব্রজং প্রীত্যা সস্মিতো মদনাতুরঃ ॥ ৫০
মধ্যস্থাং সখিসজ্ঞানাং রত্নালঙ্কারভূষিতাম্।
দিব্যবস্ত্রপরিধানাং সস্মিতাং বক্রলোচনাম্ ॥ ৫১

গজেন্দ্রগামিনীং রম্যাং মুনিমানসমোহিনীম্।
নবীনবেশবয়সা রূপেণাতিমনোহরাম্॥ ৫২
স্তন-শ্রোণি-নিতম্বানাং ভারবেশান্বিতাং পরাম্।
চারুচম্পকবর্ণাভাং শরচ্চন্দ্রনিভাননাম্।
বিভ্রতীং কবরীভারং মালতীমাল্যসংযুতম্॥ ৫২
রাধা দদর্শ শ্রীকৃষ্ণং কিশোরং শ্যামসুন্দরম্।
নবযৌবনসম্পন্নং রত্নাভরণভূষিতম্॥ ৫৪
কন্দর্পকোটিলাবণ্য-লীলাধাম মনোহরম্।
প্রাণাধিকাং তাং পশ্যন্তং পশ্যন্তীং বক্রচক্ষুষা॥৫৫
পরমাদ্ভুতরূপঞ্চ সর্ব্বত্রানুপমং পরম্।
তঞ্চ বেশং বিচিত্রঞ্চ বিভ্রতং সস্মিতং মুদা॥ ৫৬
বক্রলোচনকোণেন দর্শং দর্শং পুনঃপুনঃ।
মুখমাচ্ছাদনং চক্রে ব্রীড়য়া সস্মিতা সতী॥ ৫৭
মূর্চ্ছামবাপ সা সদ্যঃ কামবাণপ্রপীড়িতা।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গী বভূব হতচেতনা॥ ৫৮
কটাক্ষকামবাণৈশ্চ বিদ্ধঃ ক্রীড়ারসোন্মুখঃ।
মূর্চ্ছাং প্রাপ্য ন পপাতস্তস্থৌ স্থাণুসমো হরি॥
পপাত মুরলী তস্য ক্রীড়াকমলমুজ্জ্বলম্।
দ্বিতীয়ং পীতবস্ত্রঞ্চ শিখিপুচ্ছং শরীরতঃ॥ ৬০
ক্ষণেন চেতনাং প্রাপ্য যযৌ রাধান্তিকং মুদা।
কৃত্বা বক্ষসি তাং প্রীত্যা সমাশ্লিষ্য চুচুম্ব চ॥ ৬১
শ্রীকৃষ্ণস্পর্শমাত্রেণ সম্প্রাপ্য চেতনাং সতী।
প্রাণাধিকং প্রাণনাথং সমাশ্লিষ্য চুচুম্ব হ॥ ৬২
মনো জহার রাধায়াঃ কৃষ্ণস্তস্য চ সা মুনে।
জগাম রসিকাসার্দ্ধং রসিকো রতিমন্দিরম্॥ ৬৩
রত্নপ্রদীপসংযুক্তং রত্নদর্পণসংযুতম্।

চারুচম্পকশয্যাভিশ্চন্দনাক্তাভী রাজিতম্॥ ৬৪
কর্পূরান্বিততাম্বূলৈর্ভোগদ্রব্যৈঃ সমন্বিতম্।
উবাস রাধয়া সার্দ্ধং কৃষ্ণস্তত্র মুদান্বিতঃ॥ ৬৫
রাধয়া দত্ততাম্বূলং চখাদ মধুসূদনঃ॥ ৬৬
রাসেশ্বরী কৃষ্ণদত্তং তাম্বূলং বুভুজে মুদা।
দত্তং চর্ব্বিততাম্বূলং রাধিকায়ৈ হরির্মুদা।
চখাদ ভক্ত্যা সা তূর্ণং প্রহস্য মদনাতুরা॥ ৬৭
রাধাচর্ব্বিততাম্বূলং যযাচে মাধবো মুদা।
ন দদৌ রাধিকা ভীতা পপাত চরণাম্বুজে॥ ৬৮
এতস্মিন্নন্তরে তত্র সকামঃ সুরতোন্মুখঃ।
সুষাপ রাধয়া সার্দ্ধং রতিতল্পে মনোহরে॥ ৬৯
শৃঙ্গারাষ্টপ্রকারঞ্চ বিপরীতাদিকং বিভুঃ।

নখদন্তকরাণাঞ্চ প্রহারঞ্চ যথোচিতম্॥ ৭০
কামশাস্ত্রেষু যদ্গোপ্যং চুম্বনাষ্টবিধং পরম্।
কামিনীনাং মনোহারি চকার রসিকেশ্বরঃ॥ ৭১
অঙ্গৈরঙ্গানি প্রত্যঙ্গৈঃ প্রত্যঙ্গানি স্মরাতুরঃ।
চকারাশ্লেষণং তত্র কামুকীনাং সুখাবহম্॥ ৭২
শৃঙ্গারকুশলৌ তৌ তু কামশাস্ত্রমুপস্থিতৌ।
রতিযুদ্ধবিরামশ্চ ন বভূব দ্বয়োরপি॥ ৭৩
এবং গৃহে গৃহে রম্যে নানামূর্ত্তিং বিধায় চ।
রেমে গোপাঙ্গনাভিশ্চ সুরম্যে রাসমণ্ডলে॥ ৭৪
অভ্যন্তরে রতিং কৃত্বা বহিঃ ক্রীড়াং চকার হ।
গোপৈ গোপ্যা সমাশ্লিষ্টঃ সর্ব্বত্র রাসমণ্ডলে॥৭৫
গোপীনাং নব লক্ষাণি গোপানাঞ্চ তথৈব চ।
লক্ষাণ্যষ্টাদশ মুনে যুতানি রাসমণ্ডলে॥ ৭৬
মুক্তকেশানি নগ্নানি বিচ্ছিন্নভূষণানি চ।
বেশোচ্ছন্নানি মত্তানি মূর্চ্ছিতানি স্মরেণ চ॥ ৭৭
কঙ্কণানাং কিঙ্কিণীনাং বলয়ানাঞ্চ নারদ।
সদ্রত্ননূপুরাণাঞ্চ শব্দযুক্তানি সন্ততম্॥ ৭৮
এবং কৃত্বা স্থলক্রীড়াং যযুস্তানি জলং মুদা।
কৃত্বা তত্র চিরং ক্রীড়াং পরিশ্রান্তানি সাম্প্রতম্॥
তূর্ণং জলাৎ সমুত্থায় বাসাংসি পরিধায় চ।
দদৃশুর্মুখপদ্মানি সদ্রত্নদর্পণেষু চ॥ ৮০

চন্দনাগুরুকস্তূরী-দ্রব্যাণি পুষ্পমালিকাঃ।
মুদা পরিদধুস্তানি সম্প্রাপুশ্চেতনানি চ॥ ৮১
সকর্পূরঞ্চ তাম্বূলং ভুক্ত্বা সর্ব্বাঃ সুকৌতুকাৎ।
দদৃশুর্মুখচন্দ্রাণি সদ্রত্নদর্পণে মুনে॥ ৮২
কাচিৎ কামাতুরা কৃষ্ণং বলাদাকৃষ কৌতুকাৎ।
হস্তাদ্বংশীং নিজগ্রাহ বসনঞ্চ চকর্ষ হ॥ ৮৩
কাচিৎ কামপ্রমত্তা চ নগ্নং কৃত্বা.চ মাধবম্।
নিজগ্রাহ পীতবস্ত্রং পরিহাস্য পুনর্দদৌ॥ ৮৪
মূর্ত্তিং শৃঙ্গিভ্যেবমুক্ত্বা কাচিৎ সংগৃহ্য স্বামিনম্।
চুচুম্ব গণ্ডে বিম্বোষ্ঠে সমাশ্লিষ্য পুনঃপুনঃ॥ ৮৫
সস্মিতং সকটাক্ষঞ্চ মুখচন্দ্রং শুনোন্নতম্।
কাচিৎ শ্রোণিং সুবলিতাং দর্শয়ামাস কামতঃ॥৮৬
কাচিৎ কান্তং করে ধৃত্বা সংস্থাপ্য শ্রোণিদেশতঃ।
চকার চূড়ানির্ম্মাণং মালতীমাল্যসংযুতম্॥ ৯৭
কাচিচ্ চূড়াং সমাকৃষ্য ময়ূরপুচ্ছকং দদৌ।
গুঞ্জামাল্যঞ্চ চূড়ায়াং বেষ্টয়ামাস কাচন॥ ৮৮
কাচিৎ শ্বেতচামরেণ প্রাণনাথং সিষেব চ।

চক্রেঽনুলেপনং কামাৎ কান্তং কাচন কামিনী ॥
গোপীহস্তাচ্চ মুরলীং বলাদাকৃষ্য কাচন।
প্রদদৌ স্বামিনে কামাৎ প্রেমবর্দ্ধনহেতবে ॥ ৯০
কাচিৎ কাঞ্চিৎ সমাকৃষ্য নগ্নাং কৃত্বা তু কামতঃ।
প্রেষয়ামাস কৃষ্ণস্য ক্রোড়ে চন্দনচর্চ্চিতে ॥ ৯১
ননৃতুশ্চ জগুঃ কাশ্চিৎ কান্তং কৃত্বা তু মধ্যতঃ।
নর্ত্তনং কারয়ামাসুস্তঞ্চ কাচিদ্বলেন চ ॥ ৯২
কৃষ্ণশ্চ বস্ত্রং কস্যাশ্চ বিচকর্ষ কুতূহলাৎ।
কাঞ্চিৎ কৃত্বাতিনগ্নাঞ্চ কস্যৈচিদংশুকং দদৌ ॥৯৩
কৃষ্ণো রাধাং সমাকৃষ্য বাসয়ামাস বক্ষসি।
তস্যাশ্চ কবরীং রম্যাং সুনির্ম্মাণং চকার হ ॥ ৯৪
সিন্দুরঞ্চ দদৌ ভালে কস্তূরীবিন্দুভিঃ সহ।
অতিসূক্ষ্মং চন্দনেন্দুং কৌতুকাৎ তদধো দদৌ ॥
পত্রাবলীং সুবলিতাং সুকপোলে চকার হ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকং চারু পরিধাপ্যং প্রযত্নতঃ ॥ ৯৬
দদৌ সদ্রত্নমঞ্জীরে গৃহীত্বা চরণাম্বুজে।
নখানি মার্জ্জনং কৃত্বা সুন্দরং যাবকং দদৌ ॥ ৯৭
ভূষণৈর্ভূষিতাং কৃত্বা সম্প্রলিপ্যানুলেপনৈঃ।
দত্ত্বা চ মালতীমালাং চুচুম্ব চ পুনঃপুনঃ ॥ ৯৮
চারুলোচনপদ্মে চ চকারাঞ্জনসংযুতে।
প্রদদৌ নাসিকামধ্যে দুর্লভং গজমৌক্তিকম্ ॥ ৯৯
শ্রোণিদেশে চ কুচয়োর্নখচ্ছিদ্রং চকার হ।
চকার দংশনং দন্তৈঃ পক্কবিম্বাধরং বরম্ ॥১ ০
সরস্তটে তটে রম্যে পুষ্পোদ্যানে সুনির্জ্জনে
কৃত্বা ক্রীড়াং পুনরপি জগাম রাসমণ্ডলম্ ॥ ১০১
রাসেশ্বরঃ পূর্নরাসং চকার রাসমণ্ডলে।
বহিশ্চন্দ্রোদয়ে রম্যে পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতে ॥ ১০২
সপুষ্পচন্দনাক্তেন বায়ুনা সুরভীকৃতে।
ভ্রমরধ্বনিসংযুক্তে পুংস্কোকিলরবশ্রুতে ॥ ২০৩
বহুমূর্ত্তিং সংবিধায় যোগিনাং পরমো গুরুঃ।
পুনশ্চকার শৃঙ্গারং গোপীনাং চিত্তহারকঃ ॥২০৪
কিঙ্কিণীনাং কঙ্কণানাং নূপুরাণাঞ্চ নারদ।
শৃঙ্গারোদ্রেকশস্তত্র বভূব সুন্দরো রবঃ ॥ ১০৫
মূর্চ্ছামবাপুস্তাঃ সর্ব্বা নবসঙ্গমমাত্রতঃ।
বভূবুরচলাস্যাঙ্গাঃ পুলকাঞ্চিতবিগ্রহাঃ ॥ ১০৬
শৃঙ্গারে বিরতে ভূতে সম্প্রাপুশ্চেতনাং পুনঃ।
নখদন্তপ্রহারঞ্চ প্রচকার পরস্পরং ॥ ১০৭
কৃষ্ণঃ কররুহাঘাতং দদৌ তাসাং কুচোপরি।
শ্রোণিদেশে সুকঠিনে নখচিত্রং চকার হ ॥ ১০৮
নীবী বিস্রংসিতা তাসাং কবরীক্ষুদ্রঘণ্টিকা।
দূরীভূতং সুবলয়ং সুবেশং সুমনোহরম্ ॥ ১০৯
আলিঙ্গনং নববিধং চুম্বনাষ্টবিধং মুদা।
শৃঙ্গারং ষোড়শবিধং চকার রসিকেশ্বরঃ ॥ ১১০
অঙ্গৈরঙ্গানি প্রত্যঙ্গৈঃ প্রত্যঙ্গানি চ যোষিতাম্।
চকারালিঙ্গনং প্রীত্যা কামুকীনাঞ্চ কামুকঃ ॥ ১১১
নারীনাং ষোড়শ কলাঃ শৃঙ্গারস্তৎপ্রমাণকঃ।
কলাভেদেন তদ্ভেদং কামশাস্ত্রবিদো বিদুঃ ॥ ১১২
প্রকৃতং দ্বাদশবিধং বিপরীতং চতুর্ব্বিধম্।
নিরূপিতং কামশাস্ত্রে চকারেশস্ততোঽধিকম্ ॥১১৩
ক্রীড়ারম্ভে চ মধ্যে চ বিরতৌ কর্ম্ম যোষিতাম্।
প্রীত্যর্থমিতি কর্ত্তব্যং চকারেশস্ততোঽধিকম্॥১১৪
গোপীকঙ্কণরেখাভিঃ পাদালক্তকচিহ্নিতঃ।
শুশুভে কৃষ্ণদেহশ্চ যথাদ্রির্গৈরিকেণ চ ॥ ১১৫
এবম্ভূতে পূর্নরাসে সম্ভূতে রাসমণ্ডলে।
সমাজগ্মুঃ সুরাঃ সর্ব্বে সকলত্রাশ্চ সানুগাঃ ॥ ১১৬
সুবর্ণস্যন্দনস্থাশ্চ কৌতুকাদ্গগনাবৃতাঃ।
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গাঃ কামবাণপ্রপীড়িতাঃ ॥ ১১৭
ঋষয়ো মুনয়শ্চৈব সিদ্ধাশ্চ পিতরস্তথা।
বিদ্যাধরাশ্চ গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রাক্ষস-কিন্নরাঃ ॥ ১১৮
সস্ত্রীকাশ্চ সমাজগ্মুর্দদৃশুশ্চ মুদান্বিতাঃ।
দিব্যং স্যন্দনমারুহ্য শাতকুম্ভবিনির্ম্মিতম্ ॥ ১১৯
সুশোভিতঞ্চ মণিনা রত্নসারপরিচ্ছদম্।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকেনৈব বেষ্টিতং সুমনোহরম্ ॥ ১২০
শ্বেতচামরসংযুক্তং সদ্রত্নদর্পণান্বিতম্।
শতচক্রং চিত্রযুক্তং মনোযায়ি মনোহরম্ ॥ ১২১
সদ্রত্নসারনির্ম্মাণ-কলসোজ্জ্বলশেখরম্।
সমাজগাম ভগবান্ পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ॥ ১২২
বামপার্শ্বে মহাকালো দক্ষিণে নন্দিকেশ্বরঃ।
পুরতঃ কার্ত্তিকেয়শ্চ স্বয়ং দেবো গণেশ্বরঃ ॥ ১২৩
পিঙ্গলাক্ষাদয়ঃ সর্ব্বে পার্ষদাঃ পরিতস্তয়োঃ।
ক্ষেত্রপালেশ্বরাঃ সর্ব্বে তথাষ্টৌ ভৈরবেশ্বরাঃ ॥১২৪
বক্ষঃস্থলস্থিতা দুর্গা সস্মিতা বক্রলোচনা ॥ ১২৫
ভারত্যা সহ ব্রহ্মা চ শাতকুম্ভরথস্থিতঃ।
বামে সপ্তর্ষয়স্তত্র দক্ষিণে সনকাদয়ঃ ॥ ১২৬
সুবর্ণস্যন্দনস্থশ্চ ধর্ম্মঃ সাক্ষী চ কর্ম্মণাম্।
বক্ষঃস্থলস্থিতা তস্য মূর্ত্তিঃ স্মেরাননা সতী ॥ ১২৭

পশ্যন্তী পূর্ণরাসঞ্চ সকামা বক্রলোচনা।
পরিতঃ পার্ষদাঃ সর্ব্বে জ্বলন্তো ব্রহ্মতেজসা ॥১২৮
শচ্যা সহ মহেন্দ্রশ্চ রোহিণ্যাশ্চ কলানিধিঃ।
স্বাহাসার্দ্ধং স্বয়ং বহ্নিঃ সূর্য্যশ্চ সংজ্ঞয়া সহ ॥১২৯
সমাজগাম কামশ্চ রতিং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
সর্ব্বে গ্রহাশ্চ দিক্পালা আজগ্মুঃ সকলত্রকাঃ॥
আকাশস্থাশ্চ দদৃশুঃ সরসং রাসমণ্ডলম্।
কেচিচ্চ মুমুহুস্তত্র মূর্চ্ছামাপুশ্চ কেচন ॥ ১৩১
মুহূর্ত্তঞ্চ সুরাঃ সর্ব্বে সস্মিতাশ্চ মুদান্বিতাঃ।
চন্দনদ্রববৃষ্টিঞ্চ পুষ্পবৃষ্টিঞ্চ চিক্ষিপুঃ ॥ ১৩২
কস্তূরীযুক্তমাল্যানাং বৃষ্টিং চক্রুর্মুনীশ্বরাঃ।
রাসং দৃষ্ট্বা দেবপত্ন্যঃ কামবাণপ্রপীড়িতাঃ ॥ ১৩৩
স্থলে রতিরসং কৃত্বা জগাম যমুনাজলম্।
রাধয়া সহ কৃষ্ণশ্চ পূর্ণব্রহ্মসনাতনঃ ॥ ১৩৪
গোপীভিঃ সহ জগ্মুশ্চ মায়াঃ শ্রীকৃষ্ণরূপিকাঃ।
প্রপীড়িতাঃ কামবাণৈঃ ক্রীড়াং চক্রুর্জলে মুদা ॥
জলং দদৌ রাধিকায়ৈ সকামো মাধবঃ স্বয়ম্।
দদৌ সা চ মাধবায় কামার্ত্তায়াঞ্জলিত্রয়ম্ ॥ ১৩৬
বস্ত্রং জগ্রাহ তস্যাশ্চ সা চ নগ্না বভূব হ।
মালাং চিচ্ছেদ কবরীং চকার শিথিলাং হরিঃ॥
সিন্দূরপত্রকং লুপ্তং বেশঞ্চ জলতাড়নৈঃ।
সুবিচিত্রমোষ্ঠরাগং লুপ্তং লোচনকজ্জলম্ ॥ ১৩৮
তাঞ্চ নগ্নাং সমাশ্লিষ্য নিমমজ্জ জলে হরিঃ।
প্রকৃত্যাভ্যন্তরে ক্রীড়ামুত্তস্থৌ চ তয়া সহ ॥ ১৩৯
তাং নগ্নাং দর্শয়িত্বা তু গোপিকাং ব্রীড়য়া নতাম্।
সস্মিতাং প্রেরয়ামাস দূরতো যমুনাজলে ॥ ১৪০
সা বেগেন সমুত্থায় বলাজ্জগ্রাহ মাধবম্।
গৃহীত্বা মুরলীং কোপাৎ প্রেরয়ামাস দূরতঃ ॥১৪১
গৃহীত্বা পীতবসনং চকার তং দিগম্বরম্।
বনমালাঞ্চ চিচ্ছেদ দদৌ তোয়ং পুনঃপুনঃ ॥১৪২
হরিং পুনঃ সমাকৃষ্য প্রেরয়ামাস পাথসি।
গম্ভীরে স্রোতসি জলে নিমমজ্জ জগৎপতিঃ ॥১৪৩
উত্থায় মাধবঃ শীঘ্রং তাং গৃহীত্বা প্রহস্য চ।
কৃত্বা বক্ষসি নগ্নাঞ্চ চুচুম্ব চ পুনঃপুনঃ ॥ ১৪৪
এবঞ্চ মূর্ত্তয়ঃ সর্ব্বা গোপীভিঃ সহ কৌতুকাৎ।
ক্রীড়াং বিচক্রুর্যমুনা-তীরনীরে মনোহরে ॥ ১৪৫
তীরং গত্বা তয়া সার্দ্ধং হরির্নগ্নশ্চ নগ্নয়া।
সা তং যযাচে বসনং স তু তাং সস্মিতাং সতীম্ ॥
রাধিকায়ৈ দদৌ বস্ত্রং রম্যাং মালাঞ্চ মাধবঃ।
প্রদদৌ হরয়ে বস্ত্রং বংশীং রাসেশ্বরী মুদা ॥১৪৭
চন্দনাগুরু-কস্তূরীং সর্ব্বাঙ্গে কুঙ্কুমান্বিতাম্।
কৃষ্ণস্য পরয়া ভক্ত্যা দদৌ শ্রোণিস্থিতস্য চ ॥১৪৮
নির্ম্মায় চূড়াং ললিতাং কামিনীচিত্তমোহিনীম্।
শোভনৈর্মালতীমাল্যৈশ্চকার বেষ্টিতং পুনঃ ॥১৪৯
শ্রীকৃষ্ণো রাধিকায়াশ্চ কবরীং সুমনোহরাম্।
কৃত্বা কুন্তলসংস্কারং নির্ম্মমে পত্রিকাবলীম্ ॥ ১৫০
দদৌ ললাটে সিন্দূরং কস্তূরীবিন্দুভিঃ সহ।
তদধশ্চন্দনেন্দুঞ্চ সুসূক্ষ্মং সুমনোহরম্ ॥ ১৫১
নখাঙ্কং স্তনয়োরূর্ব্বোরূরস্যেব ঘনং মুদা।
দত্ত্বা তাং বাসয়ামাস বহ্নিশুদ্ধাংশুকেন বৈ ॥ ১৫
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমানাং দ্রবেণ সঃ।
কৃত্বা বক্ষসি সংলিপ্য চুচুম্ব চ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ১৫৩
পুনরাশ্লেষণং কৃত্বা দদৌ মালাং গলে বিভুঃ।
ভূষণৈর্ভূষিতাং কৃত্বা মঞ্জীরভূষণং দদৌ ॥ ১৫৪
অলক্তকং চরণয়োঃ শ্রীহরিশ্চ দদৌ পুনঃ।
এবং গোপাশ্চ গোপীনাং বিদধুশ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥
পুনঃ প্রজগ্মুস্তা মত্তাঃ সুন্দরং রাসমণ্ডলম্।
পূর্ণেন্দুচন্দ্রিকাযুক্তং রতিযোগ্যং সুনির্জ্জনম্ ॥ ১৫
মাধবী-কেতকী-কুন্দ-মালতীনাং মনোহরৈঃ।
চম্প-যূথী-মল্লিকানাং পুষ্পৈশ্চ সুরভীকৃতম্ ॥ ১৫৭
দৃষ্ট্বা চ স্ফুটিতং পুষ্পং চয়নং কর্তুমীশ্বরী।
গোপী নিযোজয়ামাস কৌতুকেন চ রাধিকা ॥১৫৮
কাশ্চিন্নিযোজয়ামাস মালানির্ম্মাণকর্ম্মণি।
কাশ্চিৎ তাম্বূলসজ্জেষু কাশ্চিচ্চন্দনবর্ষণে ॥৩৯৯
মালা-চন্দন-তাম্বূলং গোপীদত্তঞ্চ সুন্দরী।
দদৌ কৃষ্ণায় সম্প্রীত্যা সস্মিতা বক্রলোচনা ॥১৬০
কাশ্চিন্নিযোজনং চক্রে কৃষ্ণসঙ্গীতকর্ম্মণি।
মৃদঙ্গমুরজাদীনাং বাদনেষু চ কাশ্চন ॥ ১৬১
এবং রাসে রতিং কৃত্বা লীলয়া হরিণা সহ।
বিজহার চ সর্ব্বত্র নির্জ্জনে সুমনোহরে ॥ ১৬২
পুষ্পোদ্যানেষু রম্যেষু সরসাঞ্চ তটেষু চ।
কন্দরে কন্দরে রম্যে নদেষু চ নদীষু চ ॥ ১৬৩
অতীব নির্জ্জনে স্থানে শ্মশানে গিরিগহ্বরে।
বাঞ্ছিতেষু চ নারীণাং ত্রয়স্ত্রিংশদ্বনেষু চ ॥ ১৬৪
ভাণ্ডীরে শ্রীবনে রম্যে কদম্বকাননে তথা।
তুলসীকাননে কুন্দ-বনে চম্পককাননে ॥ ১৬৫

নিম্বারণ্যে মধুবনে জম্বীরকাননে তথা।
নারিকেলবনে পূগ-বনে চ কদলীদলে * ॥ ১৬৬
বদরীকাননে বংশ-বনে দাড়িম্বকাননে।
অশ্বত্থকাননে বিল্ব-বনে নারঙ্গকাননে ॥ ১৬৭
মন্দারকাননে তাল-বনে চূতবনে তথা।
কেতকীকাননেঽশোক-বনে খর্জ্জূরকাননে ॥ ১৬৮
আম্রাতকবনে জম্বূ-গহনে শালকাননে।
কণ্টকীকাননে পদ্ম-বনে জাতীবনে মুনে ॥ ১৬৯
ন্যগ্রোধগহনে ঘোরে শ্রীখণ্ডকাননে তথা।
প্রকৃষ্টকেশরবনে পর্ব্বতেঽপি বিলক্ষণে ॥ ১৭০
এবং রেমে কৌতুকেন কামাৎ ত্রিংশদ্দিবানিশম্।
তথাপি মানসং পূর্ণং ন চ কিঞ্চিদ্বভূব হ ॥ ১৭১
কামিনীনাং ন কামশ্চ শৃঙ্গারেণ নিবর্ত্ততে।
অধিকং বর্দ্ধতে শশ্বদ্যথাগ্নির্ঘৃতধারয়া ॥ ১৭২
জগ্মুর্দেবাঃ স্বগৃহঞ্চ দেব্যশ্চ মুনয়স্তথা।
তে সর্ব্বে প্রশশংসুশ্চ বিস্ময়ঞ্চ যযুর্মুদা ॥ ১৭৩
গেহে গেহে নৃপেন্দ্রাণাং লেভিরে জন্ম ভারতে।
দগ্ধাঃ কামাগ্নিনাংশেন দেব্যঃ শৃঙ্গারলালসাঃ ॥ ১৭৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে রাসক্রীড়াষ্ট-বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

অথ গোপাঙ্গনাঃ সর্ব্বাঃ কামমত্তয়া মুনে।
অতিপ্রৌঢ়াশ্চ মানিন্যো নেশ্বরং মেনিরে পতিম্ ॥
কাশ্চিদূচুরহো কৃষ্ণ সস্মিতা বক্রলোচনাঃ।
মালতীপুষ্পমুত্তোল্য দেহি নো মালিকামিতি ॥ ২
কাশ্চিদূচুরয়ে কৃষ্ণ স্বক্রোড়েঽস্মাংশ্চ কুর্ব্বিতি।
গৃহীত্বা শ্রীহরেঃ স্কন্ধমারুরোহ চ কাচন ॥ ৩
উবাচ কাচিদ্দর্পেণ প্রমত্তা প্রাণবল্লভম্।
স্বকীয়পীতবসনং পরিধাপয় মামিতি ॥ ৪
উবাচ কাচিদীশং তং সিন্দূরং দেহি মামিতি।
উবাচ কাচিৎ প্রাণেশং শীঘ্রমাগত্য সাম্প্রতম্।
কৃত্বা কুন্তলসংস্কারং কুরু মে কবরীমিতি ॥ ৫
কাশ্চিৎ তং প্রেরয়ামাসুঃ শ্রীখণ্ডপল্লবায় চ।
স্বাঙ্গবেশবিধায়িন্যো ভূষার্থং শ্রুতিমূলয়োঃ ॥ ৬
উবাচ কাচিৎ কামেন পরং সঙ্কেতপূর্ব্বকম্।
পশ্যন্তী তন্মুখাম্ভোজং সস্মিতা মৈথুনায় চ ॥ ৭
কাচিজ্জগ্রাহ মুরলীং বলাদাকৃষ্য মাধবম্।
জহাস পীতবসনং হৃত্বা নগ্নং চকার তম্ ॥ ৮
কামিন্যঃ কাশ্চিদিত্যূচুর্মানিন্যো মধুসূদনম্।
অলক্তকদ্রবং দেহি পাদয়োর্নখরেষু মে ॥ ৯
উবাচ কাচিৎ প্রেম্না তং গণ্ডয়োঃ স্তনয়োর্মম।
ননাচিত্রবিচিত্রাঢ্যাং কুরু পত্রাবলীমিতি ॥ ১০
কৃত্বানুমানং মনসা দৃষ্ট্বা তাসাং প্রমত্ততাম্।
মাধবো রাধয়া সার্দ্ধমন্তর্দ্ধানং চকার হ ॥ ১১
অতীব নির্জ্জনে স্থানে মুদা স্বেচ্ছাময়ো বিভুঃ।
কলামানপ্রকারঞ্চ শৃঙ্গারঞ্চ চকার হ ॥ ১২
পর্ব্বতে পর্ব্বতে রম্যে দ্বীপে দ্বীপে সুনির্জ্জনে।
তটে তটে নদীনাঞ্চ সর্ব্বজন্তুবিবর্জ্জিতে ॥ ১৩
শ্রীগোষ্ঠে রত্নশৈলে চ চেসগঙ্গাতটেঽপি চ।
কলিন্দে চ পুলিন্দে চ মন্দিরে গন্ধমাদনে ॥ ১৪
মনোহরে কুন্দবনে কাবেরীতীরনীরজে।
পুষ্পভদ্রাপুলিনজে পুষ্পোদ্যানে সুপুষ্পিতে ॥ ১৫
সর্ব্বত্র রমণং কৃত্বা রাধাবেশং বিধায় চ।
জগাম মলয়দ্রোণীং রম্যাং চন্দনবায়ুনা ॥ ১৬
শয্যাং পুষ্পময়ীং কৃত্বা তত্র রেমে তয়া সহ ॥ ১৭
অতীবসুখসম্ভোগান্মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ রাধিকা।
কৃত্বা বক্ষসি গোবিন্দং পুলকাঙ্কিতবিগ্রহা ॥ ১৮
দৃষ্ট্বা তাং মূর্চ্ছিতাং কৃষ্ণো নতশ্রোণিপয়োধরাম্।
বিলুপ্তবেশাং কামার্ত্তাং নগ্নাং বিশ্লথকুন্তলাম্ ॥ ১৯
চেতনাং কারয়ামাস কৃত্বা বক্ষসি তন্দ্রিতাম্।
বাসয়ামাস বসনং রাধায়া মেখলাং বরাম্ ॥ ২০
কবরীং রচয়ামাস কিঞ্চিদ্বামেন বঙ্কিমাম্।
মালতীমাল্যসংযুক্তাং কুন্দপুষ্পৈশ্চ বেষ্টিতাম্ ॥ ২১
তস্যাঃ কপালে সিন্দূরং তিলকং সুন্দরং দদৌ।
গণ্ডয়োঃ স্তনয়োশ্চিত্রাং চকার পত্রিকাং মুদা ॥ ২২
সালক্তকাংশ্চ নখরান্ বিচিত্রান্ পাদপদ্ময়োঃ।
নখৈঃ কৃত্রিমপদ্মানি নির্ম্মমে শ্রোণি-বক্ষসোঃ ॥ ২৩
উত্থায়াথ তয়া সার্দ্ধং জগাম হ সরোবরম্।
নানাপ্রকারপদ্মানাং রাজিভিশ্চ বিরাজিতম্ ॥ ২৪

---

* দলশব্দোঽত্র সঙ্ঘবাচী।

নির্ম্মলস্ফাটিকাকার-জলপূর্ণং মনোহরম্ ।
হংস-কারণ্ডবাকীর্ণং জলকুক্কুটকূজিতম্ ॥ ২৫
মধুলুব্ধমধুভ্রাণাং পদ্মস্থানাঞ্চ পাদ্মজ ।
চারুণা কলশব্দেন শব্দিতং শশ্বদেব হি ॥ ২৬
তত্র স্নাত্বা জলক্রীড়াং চকার হ তয়া সহ ।
জলং দদৌ রাধিকায়ৈ মুদা সা মাধবায় চ ॥ ২৭
সহস্রদলপদ্মে চ গৃহীত্বা মাধবঃ স্বয়ম্ ।
একং দদৌ রাধিকায়ৈ ররক্ষ স্বার্থমেককম্ ॥ ২৮
চন্দনাগুরু-কস্তূরী-কুঙ্কুমদ্রবমীপ্সিতম্ ।
স্বাঙ্গে দত্ত্বা রাধিকাঙ্গে লিলেপ রসিকেশ্বরঃ ॥ ২৯
ততো গত্বা তয়া সার্দ্ধং দদর্শ পুরতো বটম্ ।
অতীবোত্তুঙ্গশাখাগ্রমতিবিস্তৃতমেব চ ।
মূলে যোজনপর্য্যন্তং ছায়য়া পরিবেষ্টিতম্ ॥ ৩০
উবাস তত্র গোবিন্দঃ কেতকীবনসন্নিধৌ ।
পুষ্পাক্তেন সুশীতেন বায়ুনা সুরভীকৃতে ॥ ৩১
চিত্রং রহস্যরুচিরং প্রবীণানাং পুরাতনম্ ।
প্রহর্ষিতশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ কথয়ামাস রাধিকাম্ ॥ ৩২
এতস্মিন্নন্তরে তত্র দদর্শ মুনিপুঙ্গবম্ ।
আগচ্ছন্তঞ্চ তং দৃষ্ট্বা প্রসন্নবদনেক্ষণম্ ॥ ৩৩
ন দৃষ্ট্বা হৃদয়ে রূপমীশস্য পরমাত্মনঃ ।
ধ্যানাদ্বিরতমগ্রে চ পশ্যন্তং বহিরেব তৎ ॥ ৩৪
সর্ব্বাবয়ববক্রঞ্চ কৃষ্ণং সর্ব্বং দিগম্বরম্ ।
নানাষ্টবক্রং জটিলং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা ॥ ৩৫
মুখতোঽগ্নিমুদ্গিরন্তং তপোরাশিমিবোত্থিতম্ ।
অহো কিং বা ব্রহ্মতেজো মূর্ত্তিমন্তমিব স্বয়ম্ ॥
নখশ্মশ্রুলোমদীর্ঘং শান্তং তেজস্বিনং পরম্ ।
পুটাঞ্জলিযুতং ভক্ত্যা ভীতং প্রণতকন্ধরম্ ॥ ৩৭
দৃষ্ট্বা হসন্তীং রাধাং তাং বারয়ামাস মাধবঃ ।
প্রভাবং কথয়ামাস মুনীন্দ্রস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৮
অথ প্রণম্য গোবিন্দং তুষ্টাব মুনিপুঙ্গবঃ ।
যট্স্তোত্রঞ্চ পুরা দত্তং শঙ্করেণ মহাত্মনা ॥ ৩৯

অষ্টাবক্র উবাচ ।

গুণাতীত গুণাধার গুণবীজ গুণাত্মক ।
গুণীশ গুণিনাং বীজ গুণাদ্যায় নমো নমঃ ॥ ৪০
সিদ্ধস্বরূপ সিদ্ধ্যংশ সিদ্ধিবীজ পরাৎপর ।
সিদ্ধ সিদ্ধগণাধীশ সিদ্ধানাং গুরবে নমঃ ॥ ৪১
হে বেদবীজ বেদজ্ঞ বেদ বেদবিদাং বর ।
বে দজ্ঞাতোঽসি রূপেশ বেদজ্ঞেশ নমোঽস্তু তে ॥
প্রকৃতে প্রাকৃত প্রাজ্ঞ প্রকৃতীশ পরাৎপর ।
সংসারবৃক্ষ তদ্বীজ-ফলরূপ নমোঽস্তু তে ॥ ৪৩
সৃষ্টিস্থিত্যন্তবীজেশ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণ ।
মহাবিরাট্তরোর্বীজ রাধিকেশ নমোঽস্তু তে ॥ ৪৪
অহো যস্য ত্রয়ঃ স্কন্ধা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ।
শাখাপ্রশাখা দেবাশ্চ তপাংসি কুসুমানি চ ॥ ৪৫
সংসারবিফলস্যাস্য প্রকৃত্যঙ্কুরমেব চ ।
তদাধার নিরাধার সর্ব্বাধার নমোঽস্তু তে ॥ ৪৬
তেজোরূপ নিরাকার প্রকৃত্যানূহ নিত্য চ ।
সর্ব্বাকারাতিপ্রত্যক্ষ স্বেচ্ছাময় নমোঽস্তু তে ॥ ৪৭
ইত্যুক্ত্বা স মুনিশ্রেষ্ঠো নিপত্য চরণাম্বুজে ।
প্রাণাংস্তত্যাজ যোগেন তয়োঃ প্রত্যক্ষ এব চ ॥ ৪৮
পপাত তত্র তদ্দেহঃ পাদপদ্মসমীপতঃ ।
তত্তেজশ্চ সমুত্তস্থৌ জ্বলদগ্নিশিখোপমম্ ॥ ৪৯
সপ্ততালপ্রমাণং তদুত্থায় চ নিপত্য চ ।
ভ্রামং ভ্রামঞ্চ পরিতো লীনং কৃষ্ণপদাম্বুজে ॥ ৫০
অষ্টাবক্রকৃতং স্তোত্রং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ ।
পরং নির্ব্বাণমোক্ষঞ্চ স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫১
প্রাণাধিকো মুমুক্ষূণাং স্তোত্ররাজঃ স্বয়ং মুনে ।
হরিণাহো পুরা দত্তো বৈকুণ্ঠে শঙ্করায় চ ॥ ৫২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-
খণ্ডে নারায়ণনারদসংবাদে মুনিমোক্ষণ-
প্রস্তাবো নামৈকোনত্রিংশো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

মহামুনে রহস্যঞ্চ শ্রুতং ব্রহ্মন্ কিমদ্ভুতম্ ।
মৃতে মুনৌ কিং চকার শ্রীকৃষ্ণো ভক্তবৎসলঃ ॥ ১

নারায়ণ উবাচ ।

দৃষ্ট্বা মৃতং মুনিং কৃষ্ণঃ সংস্কারং কর্ত্তুমুদ্যতঃ ।
কৃত্বা বক্ষসি তদ্দেহং রুরোদোচ্চৈর্যথা নরঃ ॥ ২
বাহুভ্যাঞ্চ সমাশ্লিষ্য নিষ্পেষোদ্রিক্তমোহতঃ ।
নির্গতো ভস্মনিকরঃ শবাঙ্গভ্রাঙ্গঘর্ষণাৎ ॥ ৩
রক্তমাংসাস্থিহীনং তচ্ছরীরঞ্চ মহাত্মনঃ ।
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি নিরাহারং কৃতং মুনিঃ ॥ ৪
দগ্ধং লোহিতমাংসাস্থি জ্বলতা জঠরাগ্নিনা ।

বাহ্যজ্ঞানবিহীনস্য হরিপাদাব্জচেতসঃ ॥ ৫
চিতাং চন্দনকাষ্ঠেন নির্ম্মায় মধুসূদনঃ।
কৃত্বাগ্নিকার্য্যং তত্রৈব স্থাপয়ামাস শোকতঃ ॥ ৬
দদৌ চিতায়ামগ্নিঞ্চ কাষ্ঠং দত্ত্বা শবোপরি।
জ্বলিতায়াং চিতায়াঞ্চ মূর্চ্ছামাপ ক্ষণং বিভুঃ ॥ ৭
তদ্দেহে ভস্মসাদ্ভূতে নেদুহুন্দুভয়ো দিবি।
বভূব পুষ্পবৃষ্টিশ্চ তৎক্ষণং গগনাদহো ॥ ৮
এতস্মিন্নন্তরে তত্র রত্নসারবিনির্ম্মিতম্।
স্যন্দনঞ্চ মনোযায়ি বস্ত্রমাল্যপরিচ্ছদম্ ॥ ৯
পার্ষদপ্রবরৈর্যুক্তং শ্রীকৃষ্ণসদৃশৈর্বরৈঃ।
আবির্ব্বভূব গোলোকাৎ সুন্দরং পুরতো হরেঃ ॥১০
অবরুহ্য রথাৎ তূর্ণং পার্ষদপ্রবরা হরেঃ।
সর্ব্বে সমানরূপাস্তে প্রণম্য রাধিকেশ্বরৌ ॥ ১১
ধৃতবন্তং সূক্ষ্মদেহং প্রণময্য মুনীশ্বরম্।
রথে কৃত্বা তু তং কৃষ্ণং জগ্মুর্গোলোকমুত্তমম্ ॥ ১২
গতে মুনীন্দ্রে গোলোকং বৃন্দাবনবিনোদিনী।
বভূব বিস্মিতা সাধ্বী পপ্রচ্ছ জগদীশ্বরম্ ॥ ১৩

রাধিকোবাচ।

কোহয়ং নাথ মুনিশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বাবয়ববঙ্কিমঃ।
অতিখর্ব্বোহঞ্জনাকারস্তেজীয়ানতিকুৎসিতঃ ॥ ১৪
কথং বা নির্গতং ভস্ম দেহাদস্য কিমদ্ভুতম্।
সাক্ষাদ্বিলীনং যত্তেজস্ত্বৎপাদাব্জেহনলোপমম্ ॥১৫
রথস্থঃ পুণ্যবান্ সদ্যো গোলোকঞ্চ জগাম হ।
স্বাত্মারামস্য যদ্ধেতো রোদনং তে বভূব হ ॥ ১৬
ত্বয়া কৃতঞ্চ সৎকারমশ্রুপূর্ণেন চক্ষুষা।
সর্ব্বং বিবরণং তূর্ণং সংব্যস্য কথয় প্রভো ॥ ১৭
রাধিকাবচনং শ্রুত্বা প্রহস্য মধুসূদনঃ।
কথাং কথিতমারেভে যুগান্তরগতামপি ॥ ১৮

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

রহস্যমষ্টাবক্রীয়ং বিখ্যাতং সর্ব্বতঃ প্রিয়ে।
পশ্চাচ্ছ্রোষ্যসি কালেন প্রসঙ্গে বিদুষাং মুখাৎ ॥২২
অষ্টাবক্রো মুনীন্দ্রশ্চ বিখ্যাতো ভুবনত্রয়ে।
পরিপূর্ণং যদ্যশসা জগন্মাতুর্জগত্রয়ম্ ॥ ২০
কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা বিমনস্কা হরিপ্রিয়া।
উবাচ মধুরং যত্নাচ্ছুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকা ॥ ২১

রাধিকোবাচ।

পীযূষৈর্যন্মনঃ পূর্ণং ন বভূব সুধাম্বুধৌ।
স বিতৃপ্তো ভবতি কিং গোষ্পদোদকপানতঃ ॥ ২২
বেদানাং বেদবক্তৄণাং বিধাতুর্জনকস্য চ।
মহাবিষ্ণোরীশ্বরস্ত্বং কোহন্যো বক্তাস্তি তৎপরঃ ॥
রাধিকাবচনং শ্রুত্বা তুষ্টঃ কৃষ্ণো বভূব হ।
উবাচ গোপনীয়ঞ্চ রহস্যং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ২৪

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

শৃণু কান্তে প্রবক্ষ্যেহহমিতিহাসং পুরাতনম্।
শ্রবণাৎ কথনাদ্যস্য সর্ব্বপাপং প্রণশ্যতি ॥ ২৫
মহাবিষ্ণোর্নাভিপদ্মাদ্বভূব জগতাং বিধিঃ।
সমাংশস্য মৎকলয়া জলাকীর্ণে জগত্রয়ে ॥ ২৬
পুত্রা বভূবুশ্চত্বারো ব্রহ্মণো মানসাৎ পুরা।
নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে জ্বলন্তো ব্রহ্মতেজসা ॥ ২৭
শিশবঃ পঞ্চবর্ষীয়া নগ্না অজ্ঞানিনো যথা।
বাহ্যজ্ঞানবিহীনাশ্চ ব্রহ্মতত্ত্ববিশারদাঃ ॥ ২৮
সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
সনৎকুমারো ভগবান্ জাতাশ্চত্বার এব চ ॥ ২৯
তানুবাচ জগদ্ধাতা সৃষ্টিং কুরুত পুত্রকাঃ।
তে ন তস্থুঃ পিতুর্বাক্যে প্রযযুস্তপসে মম ॥ ৩০
বিধাতা বিমনস্কশ্চ তনয়েষু গতেষু চ।
পিতুর্দুঃখায় প্রভবেৎ পুত্রশ্চেদবচস্করঃ ॥ ৩১
জ্ঞানেন নির্ম্মমে পুত্রান্ সাঙ্গেযু চ তপোধনান্।
বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞাংশ্চ জ্বলতো ব্রহ্মতেজসা ॥ ৩২
অত্রিঃ পুলস্ত্যঃ পুলহো মরীচির্ভৃগুরঙ্গিরাঃ।
ক্রতুর্বশিষ্ঠো বোঢ়ুশ্চ কপিলশ্চাসুরিঃ কবিঃ ॥ ৩৩
শঙ্কুঃ শঙ্খঃ পঞ্চশিখঃ প্রচেতাস্তে তপস্বিনঃ।
বহুকালং তপস্তপ্ত্বা চক্রুঃ সৃষ্টিং তদাজ্ঞয়া ॥ ৪
কলত্রবন্তস্তে সর্ব্বে সংসারং কর্ত্তুমুন্মুখাঃ।
বভূবুঃ পুত্রপৌত্রাশ্চ সর্ব্বেষাঞ্চ তপস্বিনাম্ ॥ ৩৫
তদস্ত চ কথা বৈধী মুনিবংশানুকীর্ত্তনী
চার্ব্বী পুণ্যস্বরূপা চ প্রকৃতং শৃণু সুন্দরি ॥ ৩৬
প্রচেতসঃ সুতঃ শ্রীমানসিতো মুনিপুঙ্গবঃ।
সকলত্রস্তপস্তেপে দিব্যং বর্ষসহস্রকম্ ॥ ৩৭
ন বভূব সুতস্তস্য প্রাণাংস্ত্যক্তুং স উদ্যতঃ।
তং সম্বোধ্য বভূবাথ সত্যবাগশরীরিণী ॥ ৩৮
সিদ্ধং কুরু গৃহীত্বা চ মন্ত্রং শঙ্করবক্ত্রতঃ।
মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী তে সদ্যঃ সাক্ষাদ্ভবিষ্যতি
বরেণাভীষ্টদেব্যাশ্চ পুত্রস্তে ভবিতা ধ্রুবম্ ॥ ৩৯
শ্রুত্বৈতৎ ত্বরিতং বিপ্রো জগাম হরসন্নিধিম্।
যোগিনামপ্যগম্যঞ্চ শিবলোকং নিরাময়ম্ ॥ ৪০

সকলত্রো যথা যোগী তুষ্টাব যোগিনাং গুরুম্ ।
পুটাঞ্জলিযুতো ভূত্বা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ॥ ৪১

অসিত উবাচ ।

জগদ্‌গুরো নমস্তুভ্যং শিবায় শিবদায় চ ।
যোগীন্দ্রাণাঞ্চ যোগীন্দ্র গুরূণাং গুরুবে নমঃ ॥ ৪২
মৃত্যোর্ম্মৃত্যুস্বরূপেণ মৃত্যুখণ্ডনকারণ ।
মৃত্যোরীশ মৃত্যুবীজ মৃত্যুঞ্জয় নমোঽস্তু তে ॥ ৪৩
কালরূপ কলয়তাং কালেশ কালকারণ ।
কালাদতীত কালস্থ কালকাল নমোঽস্তু তে ॥ ৪৪
গুণাতীত গুণাধার গুণবীজ গুণাত্মক ।
গুণীশ গুণিনাং বীজ গুণিনাং গুরবে নমঃ ॥ ৪৫
ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মভাবনতৎপর ।
ব্রহ্মবীজস্বরূপেণ ব্রহ্মপুত্র নমোঽস্তু তে ॥ ৪৬
ইতি স্তুত্বা শিবং নত্বা পুরস্তস্থৌ মুনীশ্বরঃ ।
দীনবৎ সাশ্রুনেত্রশ্চ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহঃ ॥ ৪৭
অসিতেন কৃতং স্তোত্রং ভক্তিযুক্তশ্চ যঃ পঠেৎ ।
বর্ষমেকং হবিষ্যাশী শঙ্করস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪৮
স লভেদ্বৈষ্ণবং পুত্রং জ্ঞানিনং চিরজীবিনম্ ।
ভবেদ্ধনাঢ্যো দুঃখী চ মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ ॥ ৪৯
অভার্য্যো লভতে ভার্য্যাং সুশীলাঞ্চ পতিব্রতাম্ ।
ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা যাত্যন্তে শিবমন্দিরম্ ॥৫০
ইদং স্তোত্রং পুরা দত্তং ব্রহ্মণা চ প্রচেতসে ।
প্রচেতসা স্বপুত্রায়াসিতয়ে দত্তমদ্ভুতম্ ॥ ৫১

(ইতি শিবস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।)

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

সমাকর্ণ্য মুনিস্তোত্রং ভগবান্ শঙ্করঃ স্বয়ম্ ।
উবাচ ব্রহ্মণঃ পৌত্রং স্বভক্তং ভক্তবৎসলঃ ॥ ৫২

শঙ্কর উবাচ ।

স্থিরো ভব মুনিশ্রেষ্ঠ জানামি তব বাঞ্ছিতম্ ।
পুত্রস্তে ভবিতা সত্যং মদংশেন চ মৎসমঃ ॥ ৫৩
দাস্যামি মন্ত্রং মত্তুল্যং সর্ব্বেষাঞ্চ সুদুর্লভম্ ।
ইত্যুক্ত্বা চ দদৌ মন্ত্রং তবৈব ষোড়শাক্ষরম্ ॥ ৫৪
স্তোত্রং পূজাবিধানঞ্চ কবচং পরমাদ্ভুতম্ ।
সংসারবিজয়ং নাম পুরশ্চরণপূর্ব্বকম্ ।
বরং দত্ত্বা ইষ্টদেবী প্রত্যক্ষা ভবিতেতি চ ॥ ৫৫
ইত্যুক্ত্বা বিরতো রুদ্রঃ শতং নত্বা জগাম হ ।
জজাপ পরমং মন্ত্রং সোঽসিতঃ শতবৎসরম্ ॥
সাক্ষাদ্ভূত্বা বরস্তস্মৈ ত্বয়া দত্তঃ পুরা সতি ।
পুত্রস্তে ভবিতা সত্যং মহাজ্ঞানী সুতেতি চ ॥ ৫৭
বরং দত্ত্বা ত্বমগমো গোলোকং মম সন্নিধিম্ ।
কালেন চ সুতস্তস্য শিবাংশেন বভূব হ ॥ ৫৮
ব্রহ্মিষ্ঠো দেবলো নাম্না কন্দর্পসমসুন্দরঃ ॥ ৫৯
সুযজ্ঞনৃপতেঃ কন্যাং রত্নমালাবতীং মুদা ।
তাং সুন্দরীং সমুদ্বাহং চকার সর্ব্বমোহিনীম্ ॥ ৬০
স্থানে স্থানে চ রহসি শতবর্ষং তয়া সহ ।
স রেমে নিপুণশ্রেষ্ঠঃ স্ত্রীণাং রমণকর্ম্মণি ॥ ৬১
কালান্তরে স বিরতো বভূব মুনিপুঙ্গবঃ ।
সুখং সর্ব্বং পরিত্যজ্য ধর্ম্মিষ্ঠঃ শ্রীহরিং স্মরন্ ॥
রাত্রৌ স্ত্রীশয়নোত্থায় বিরক্তশ্চ তপোধনঃ ।
স যযৌ তপসে কান্তে গন্ধমাদনগহ্বরম্ ॥ ৬৩
নিদ্রাং বিহায় তৎকান্তা ন দৃষ্ট্বা স্বামিনং সতী ।
বিললাপ ভৃশং শোকাৎ প্রদগ্ধা বিরহাগ্নিনা ॥ ৬৪
উত্তিষ্ঠন্তী বসন্তী চ রুরোদোচ্চৈর্মুহুর্মুহুঃ ।
তপ্তপাত্রে যথা ধান্যং বভূব তন্মনস্তথা ॥ ৬৫
আহারঞ্চ পরিত্যজ্য প্রাণাংস্তত্যাজ সুন্দরী ।
চকার তৎসুতস্তস্যাঃ কর্ম্ম নিহরণাদিকম্ ॥ ৬৬
তপশ্চকার স মুনির্গন্ধমাদনগহ্বরে ।
দিব্যং বর্ষসহস্রঞ্চ মম ভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬৭
তং দদর্শ হ দৈবেন রম্ভা শৃঙ্গারলোলুপা ।
অতীব সুন্দরং শান্তং কন্দর্পমিব সুন্দরম্ ॥ ৬৮
সা চ তং কথয়ামাস নির্জ্জনে সমুপস্থিতা ।
বিধায় বেশং যত্নেন ত্রৈলোক্যচিত্তমোহিনী ॥ ৬৯

রম্ভোবাচ ।

নিবোধ সাধো মদ্বাক্যং কামিনীনাং মনোহর ।
ত্যক্ত্বা কঠোরং রহসি ভজ মাং সুখদায়িকাম্ ॥ ৭০
ত্বং বরেষু বরঃ পৃথ্ব্যাং বরারোহাস্বহং বরা ।
বিদগ্ধয়া বিদগ্ধস্য দুর্লভো নবসঙ্গমঃ ॥ ৭১
যজ্ঞং কুর্ব্বন্তি ভূপালা ভারতে স্বর্গহেতুকম্ ।
স্বর্গভোগনিমিত্তঞ্চ ভোগসারা বয়ং মুনে ॥ ৭২
স্তনয়োর্যুগমূর্ব্বোর্ম্মে সুন্দরং মুখপঙ্কজম্ ।
হাস্যভ্রূভঙ্গসহিতং দৃষ্ট্বা কো ন ভবেৎ সুখী ॥ ৭৩
স্ত্রীরসঃ সুখসারশ্চ মুনীনামভিবাঞ্ছিতঃ ।
রসিকাসহ সম্ভোগো নির্জ্জনে চাতিদুর্লভঃ ॥ ৭৪
দেবো বা মানুষো বাপি গন্ধর্ব্বো বাথ রাক্ষসঃ ।
স্ত্রীসুখেষ্বপি বিজ্ঞেয়ো রম্ভায়া রতিবঞ্চিতঃ ॥ ৭৫
রহস্যুপস্থিতাং কান্তাং ন ভজেদ্‌যো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

গাত্রলোমপ্রমাণাব্দং কুম্ভীপাকে বসেদ্ধ্রুবম্ ॥৭৬
সত্যং তস্যাশ্চ বধভাক্ তস্যাঃ শাপে প্রণশ্যতি।
বিধাতা মোহিনীশাপাদপূজ্যো ভুবনত্রয়ে ॥ ৭৭
যেন ত্যক্তোপস্থিতা তং যথা পশ্যতি পুংশ্চলী।
স্বামিপুত্রস্ববন্ধূনাং ন তথা ঘাতকং রুষা ॥ ৭৮
পরং প্রিয়ঞ্চ সর্ব্বেষাং জারং জানাতি পুংশ্চলী।
যদি তেন পরিত্যক্তা তং হন্তং ন চ দক্ষিণা ॥ ৭৯
পুংশ্চলী হিংস্রজন্তুভ্যো নরঘাতিভ্য এব চ।
দুষ্টা শশ্বদ্দয়াহীনা দুরন্তা প্রতিজন্মনি ॥ ৮০
ত্যজ ধ্যানং মুনিশ্রেষ্ঠ ভুঙ্ক্ষ্বেদং তপসঃ ফলম্।
রহস্যুপস্থিতাং মাঞ্চ গৃহীত্বা সুচিরং সুখম্ ॥ ৮১
স রম্ভাবচনং শ্রুত্বা তামুবাচ ভয়াকুলঃ।
হিতং তথ্যং নীতিসারং প্রাণিনামসুখাবহম্ ॥৮২
দেবল উবাচ।
শৃণু রম্ভে প্রবক্ষ্যামি বেদসারপরং বচঃ।
কুলধর্ম্মোচিতং সত্যং ব্রাহ্মণানাং তপস্বিনাম্ ॥৮৩
ধর্ম্মোপযুক্তকালে চ স্বযোষিতি রতো দ্বিজঃ।
সর্ব্বত্র পূজিতঃ শশ্বদিহ লোকে পরত্র চ ॥ ৮৪
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যো যো রতঃ পরযোষিতি।
যাতি তস্য পূজিতস্য রুষ্টা লক্ষ্মীর্গৃহাদপি ॥ ৮৫
ইহাতিনিন্দ্যঃ সর্ব্বত্র নাধিকারী স্বকর্ম্মসু।
পরত্র চান্ধকূপে চ যাবদ্বর্ষশতং বসেৎ ॥ ৮৬
গৃহীতোপস্থিতা স্ত্রী চ গ্রহিণা ন তপস্বিনা।
ত্যাগে দোষঃ কামুকীনাং শাপভাক্
পাপভাগ্ গৃহী ॥ ৮৭
ব্রহ্মা জগদ্বিধাতাপি ন বিরক্তঃ কলত্রবান্।
যোগোদয়স্তৎ কদাচিৎ নায়াকং ত্যক্তযোষিতাম্ ॥
স্বভার্য্যাঞ্চ পরিত্যজ্য যো গৃহ্লাতি পরস্ত্রিয়ম্।
যশোধনায়ুষাং হানির্ভবেজ্জীবন্মৃতস্য চ ॥ ৮৯
ভুবি নাস্তি যশো যস্য জীবনং তস্য নিষ্ফলম্।
সুসম্পদা কিং রাজ্যেন সুখেন চ ধনেন চ ॥ ৯০
তপস্বিনাতিবৃদ্ধেন ময়া তে কিং প্রয়োজনম্।
সুবেশং সুন্দরং মার্গযুবানং পশ্য সুন্দরি ॥ ৯১
ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা চুকোপাপ্সরসাং বরা।
উবাচ ভূয়ো বাক্যং তং ত্রস্তা প্রস্ফুরিতাধরা ॥৯২
রম্ভোবাচ।
চারুচম্পকবর্ণাভঃ কন্দর্পসমসুন্দরঃ।
তপঃপ্রভাবাৎ সশ্রীকঃ সুবেশঃ সম্মতঃ স্ত্রিয়াঃ ॥৯৩
ত্বয়া বিনাহ্যং কং যামি কো বাস্তি ত্বৎপরঃ
পুমান্।
পুংশ্চলী ত্বাং পরিত্যজ্য কা জীবতি স্মরাতুরা ॥৯৪
শীঘ্রং মাং ভজ বিপ্রেন্দ্র দগ্ধাং কামাগ্নিনা সদা।
কামো নশ্যতি মাং ত্বত্তো যথা রম্ভাং মতঙ্গজঃ ॥৯৫
ন চেচ্ছাপং প্রদাস্যামি বদ বেদবিদাং বর।
মাং বা দারুণশাপং বা সত্বরং গ্রহণং কুরু ॥ ৯৬
দগ্ধাঃ প্রাণা মনো দগ্ধমাত্মা রোদিতি সন্ততম্।
তব শৃঙ্গারপীযূষ-পাননির্ব্বাণতাং ব্রজেৎ ॥ ৯৭
অন্তে দুঃখেন দুঃখার্ত্তা যেয়ং পশ্যতি নিশ্চিতম্।
তং শাপং খণ্ডিতুং শক্তো ন বিধাতা জগৎ-
প্রভুঃ ॥ ৯৮
দ্বিজো রম্ভাবচঃ শ্রুত্বা বভূব ধ্যানতৎপরঃ।
নোবাচ কিঞ্চিদ্যোগস্থঃ সা তং কোপাৎ
শশাপ হ ॥ ৯৯
হে বক্রচিত্ত তে বিপ্র সর্ব্বাবয়ববক্রিমম্।
শরীরমঞ্জনাকারং রূপযৌবনবর্জ্জিতম্ ॥ ১০০
অতীববিকৃতাকারং ত্রিষু লোকেষু গর্হিতম্।
পুরাতনং তপো নষ্টং সদ্যো ভবতি নিশ্চিতম্ ॥
ইত্যুক্ত্বা পুংশ্চলী কামাৎ কামলোকং জগাম সা।
অচিরেণ মুনীন্দ্রশ্চ ন দদর্শ হরেঃ পদম্ ॥ ১০২
পদারবিন্দবিরহাৎ সমুদ্বিগ্নো বভূব হ।
স্বাঙ্গে চ দৃষ্ট্বা বিকৃতিং পূর্ব্বপুণ্যবিবর্জ্জিতম্।
কৃত্বাগ্নিকুণ্ডং শোকেন প্রাণাংস্ত্যক্তুং সমুদ্যতঃ ॥
ময়া দৃষ্টো বরো দত্তো দিব্যজ্ঞানেন বোধিতঃ।
আশ্বাসশ্চ কৃতঃ প্রীত্যা ততঃ শান্তো বভূব হ ॥
অঙ্গান্যষ্টৌ চ বক্রাণি দৃষ্ট্বা তূর্ণং মহামুনেঃ।
অষ্টাবক্রেতি তন্নাম কৌতুকেন ময়া কৃতম্ ॥ ১০৫
মদ্বাক্যান্মলয়দ্রোণীমিহাগতমসত্বরম্।
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি চকার পরমং তপঃ ॥ ১০৬
তপোহবসানে মদ্ভক্তো ময়া মুক্তঃ কৃতঃ প্রিয়ে।
সর্ব্বস্মিন্ প্রলয়ে নষ্টে ন মদ্ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ১০৭
অচিরেণৈব তপসা জ্বলতা জঠরাগ্নিনা।
ত্যক্তাহারস্যান্তরঞ্চ ভস্মপূর্ণং ততো মুনেঃ ॥ ১০৮
আগতা মলয়দ্রোণী মুনিহেতোর্ময়া প্রিয়ে।
অষ্টাবক্রাচ্চ মদ্ভক্তো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥১০৯
এবম্ভূতস্তপোনিষ্ঠঃ প্রপৌত্রো ব্রহ্মণে। মুনিঃ।
নিষ্প্রভঃ পুংশ্চলীশাপাদ্ব্রহ্মপুত্রো যথা পুরা ॥

ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং রহস্যঞ্চ মহাত্মনঃ।
সুখদং পুণ্যদং গূঢ়ং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে রাধাপ্রশ্নে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

রাধিকোবাচ।

কিমাশ্চর্য্যং শ্রুতং নাথ চরিতং সুমনোহরম্।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রহ্মণঃ শাপকারণম্ ॥ ১
যো বিধাতা ত্রিজগতাং তপসাং ফলদায়কঃ।
স কথং কুলটাশাপাদপূজ্যোঽথ বভূব হ ॥ ২

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

মন্বন্তরে বৈরতে চ সুচন্দ্রো নৃপপুঙ্গবঃ।
তপস্বী বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠো জ্ঞানী পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ৩
স চ পূর্ব্বং তপঃ কর্ত্তুমাজগাম মম প্রিয়ে।
ইমাঞ্চ মলয়দ্রোণীং ভারতেষু মনোহরাম্ ॥ ৪
তপশ্চকার রাজেন্দ্রো বর্ষাণাঞ্চ সহস্রকম্।
জীর্ণং তস্য শরীরঞ্চ কঠোরেণ তপস্বিনঃ ॥ ৫
বল্মীকাচ্ছাদিতং দেহং দৃষ্ট্বা ধাতা কৃপানিধিঃ।
আজগাম বরং দাতুং তপঃস্থানং সুনির্জ্জনম্ ॥ ৬
কমণ্ডলুজলেনৈব মম দেহোদ্ভবেন চ।
সিষেচ তঞ্চ মন্ত্রেণ ময়া দত্তেন যোগবিৎ ॥ ৭
কমণ্ডলুজলস্পর্শাদুত্থায় নৃপতিঃ স্বয়ম্।
ননাম ভক্ত্যা জগতাং স্রষ্টারং পুরতঃ স্থিতঃ ॥ ৮
স তং নমন্তং রাজানমুবাচ কমলোদ্ভবঃ।
বরং বৃণ্বিতি রাজেন্দ্র যত্তে মনসি বাঞ্ছিতম্ ॥ ৯
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বরং বব্রে পরাৎপরম্।
মমৈব চরণে ভক্তিং মদীয়ং দাস্যমীপ্সিতম্ ॥১০
কৃপয়া চ বরং ব্রহ্মা দত্তবানভিবাঞ্ছিতম্।
স চ তৎপুরতস্তস্থৌ কামদেবসমপ্রভঃ ॥ ১১
এতস্মিন্নন্তরে রাজা দদর্শ রথমুত্তমম্।
আকাশান্নিপতন্তঞ্চ শতসূর্য্যসমপ্রভম্ ॥ ১২
তেজসাচ্ছাদিতং সর্ব্বং সুপ্রদীপ্তং দিশো দশ।
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণং শতচক্রসমন্বিতম্ ॥ ১৩
অমূল্যরত্নরচিত-বিচিত্রকলসোজ্জ্বলম্।
মুক্তামাণিক্যহীরাণাং মালারাজিবিরাজিতম্ ॥ ১৪
সদ্রত্নদর্পণৈর্দীপ্তৈরতীবসুমনোহরম্।
ভূষিতং দিব্যবস্ত্রৈশ্চ শ্বেতচামরকোটিভিঃ ॥ ১৫
পারিজাতপ্রসূনানাং মালাজালৈঃ সুশোভিতম্।
মনোযায়ি-মহাশ্চর্য্যং নানাচিত্রেণ চিত্রিতম্ ॥ ১৬
বেষ্টিতং পার্ষদৈর্দিব্যৈ রত্নভূষণভূষিতৈঃ।
চতুর্ভুজৈঃ শ্যামলৈশ্চ জ্বলদ্ভিঃ স্থিরযৌবনৈঃ।
পীতবস্ত্রপরীধানৈশ্চন্দনাগুরুচর্চ্চিতৈঃ ॥ ১৭
দৃষ্ট্বা রথস্থান্ দেবাংশ্চ ননাম নৃপতির্মুদা।
সহসা তস্য শিরসি পুষ্পবৃষ্টির্বভূব হ ॥ ১৮
নেদুর্দুন্দুভয়ঃ স্বর্গে চানকাশ্চ মনোহরাঃ।
ঋষয়ো মুনয়ঃ সিদ্ধাঃ প্রকুর্ব্বন্তো মুদাশিষম্ ॥ ১৯
প্রশশংসুঃ সুরাঃ সর্ব্বে রাজানং হর্ষবিহ্বলাঃ।
রাজা চ পার্ষদান্ ধ্যাত্বা তদ্রূপশ্চ বভূব হ ॥ ২০
পার্ষদাস্তং রথে কৃত্বা নীত্বা জগ্মুর্মমালয়ম্।
মদীয়পার্ষদো ভূত্বা স চ তস্থৌ মমান্তিকে ॥ ২১
ততঃ স্বমন্দিরং যান্তং দদর্শ মোহিনী বিধিম্।
পুষ্পোদ্যানেঽতিরম্যে চ পুষ্পচন্দনভূষিতে ॥ ২২
সদ্যো মুমোহ তং দৃষ্ট্বা প্রদগ্ধা মদনানলৈঃ।
বিলোক্য বক্রনয়না জুগোপ সস্মিতা মুখম্ ॥ ২৩
সিন্দূরবিন্দুং দধতী কস্তূরীবিন্দুনা সহ।
চারুচম্পকবর্ণাভা সন্ততং স্থিরযৌবনা ॥ ২৩
বৃহন্নিতম্বযুগলা পীনশ্রোণিপয়োধরা।
শরৎপার্ব্বণশুভ্রাংশু-প্রভামুষ্টকরাননা ॥ ২৫
সূক্ষ্মবস্ত্রপরীধানা রত্নালঙ্কারভূষিতা।
ত্রৈলোক্যং মোহিতুং শক্তা কটাক্ষৈরবলীলয়া ॥
অতীবকামিনী শশ্বদ্গজেন্দ্রমন্দগামিনী।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গী মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ বর্ত্মনি ॥ ২৪
সংবীক্ষ্য তু তাং ব্রহ্মা জগাম শ্রীহরিং স্মরন্।
স বিকারং ন হি প্রাপ স্বাত্মারামো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
ব্রহ্মলোকঞ্চ সম্প্রাপ ব্রহ্মা চ জগতাং পতিঃ।
সকামা সা চ কুলটা বভূব হতচেতনা ॥ ২৯
দিবানিশং চিন্তয়ন্তী স্বপ্নে জ্ঞানে চতুর্মুখম্।
সর্ব্বং জারং বিসস্মার ত্যত্যাজাহারমীশ্বরি ॥ ৩০
উত্তিষ্ঠন্তী বসন্তী চ শয়নং কুর্ব্বতী ক্ষণম্।
তপ্তপাত্রে যথা শস্যং ভ্রমত্যেব তথা পথি ॥ ৩১
এতস্মিন্নন্তরে রম্ভা বিদগ্ধাপ্সরসাং পরা।
গচ্ছন্তী কামলোকং সা সকামা তেন বর্ত্মনা ॥ ৩২

দৃষ্ট্বা সহচরীং সা তু শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকাম্ ।
অভিপ্রায়েণ বুবুধে পপ্রচ্ছ সস্মিতা তদা ॥ ৩৩

রম্ভোবাচ ।

কথমেবংবিধা ত্বং হি ত্রৈলোক্যচিত্তমোহিনী ।
বদ শীঘ্রং মহাভাগে রম্ভাহং চেতনং কুরু ।
যমুদ্দিশ্য সকামা ত্বং গচ্ছন্তী কান্তমীপ্সিতম্ ॥৩৪
কুলটা সর্ব্বসৌভাগ্যা ন বয়ং কুলপালিকাঃ ।
সর্ব্বে ব্যগ্রা ইন্দ্রিয়াণাং সুখায় ভুবনত্রয়ে ॥ ৩৫
যান্তি প্রাণা যতঃ কান্তে কা লজ্জা তত্র জীবিনাম্
ন চাত্মনঃ পরঃ কশ্চিৎ প্রিয়োঽস্তি ভুবনত্রয়ে ॥৩৬
কান্তে পত্যনুবন্ধৌ চ স্নেহায় স্বাত্মহেতবে ।
সম্বন্ধঃ স্বাত্মনো যাবত্তাবৎ স্নেহোঽস্তি তত্র বৈ ॥
যেষু যন্মানসং শশ্বৎ তেষাং প্রাণাস্ত এব চ ।
গচ্ছন্তীং কামলোকঞ্চ সকামাং পশ্য মাং প্রিয়ে ॥
সহ সখ্যা সমালোচ্য মনসা গচ্ছ তং প্রিয়ম্ ॥৩৯
নিবধ্য নীবীং কেশাংশ্চ কৃত্বা বেশমভীপ্সিতম্ ।
মুনিমোহনবীজঞ্চ তং মোহং কুরু মোহিনি ॥ ৪০
কথয়স্ব মহাভাগে বচনং হৃদয়ঙ্গমম্ ।
রক্ষাত্মানং প্রভাবঞ্চ স্ত্রীজাতীনাং জগত্রয়ে ॥ ৪১
স্বাভিপ্রায়শ্চ সুরতৌ ন প্রকাশ্যঃ কদাচন ।
স্বান্তং কান্তং স্বানুরক্তামৃজীং সহচরীং বিনা ॥৪২
তস্মাদ্‌যত্নেন হৃদ্বাক্যং প্রকাশঞ্চ প্রিয়ে প্রিয়ে ।
অন্যথা চোপহাসায় মরণায়ৈব কল্পতে ॥ ৪৩
তস্যাশ্চ বচনং শ্রুত্বা সস্মিতা সা সলজ্জিতা ।
হৃদ্যঞ্চ কথয়ামাস যদ্ধেতোস্তাদৃশী গতিঃ ॥ ৪৪

মোহিন্যুবাচ ।

যাবদ্দৃষ্টো ময়া রম্ভে নির্জ্জনে চতুরাননঃ ।
তাবন্মনো মেঽতিদগ্ধং শশ্বন্মনসিজানলৈঃ ॥ ৪৫
ন দত্তমাত্মনে ভক্ষ্যমন্তরে ন হি রোচতে ।
জানামি নাহমুদয়ং তং দিনেশ-নিশেশয়োঃ ॥ ৪৬
অধুনা ন হি ভেদো মে সন্ততং স্বপ্ন-বোধয়োঃ ।
মম প্রাণাঃ প্রতীক্ষন্তে তস্যালিঙ্গনমীপ্সিতম্ ।
ক্ষণং বিজ্ঞায় ন চিরং যাস্যন্ত্যেবান্যথা প্রিয়ে ॥৪৭
কামজ্বালাকলাপৈশ্চ স্বর্ণাকারং কলেবরম্ ।
অনাহারেণ চেদানীং বভূবদগ্ধশৈলবৎ ॥ ৪৮
গন্তুং স্থাতুং ন শক্তাহং শয়নং কর্ত্তুমুদ্যতা ।
ধিগস্তু পুংশ্চলীজাতিং মামেব চ বিশেষতঃ ॥৪৯
কমুপায়ং করিষ্যামি বদ রম্ভে তু সাম্প্রতম্ ।
লজ্জাং বাপি শরীরং বা বিসৃজামি চ কিং দ্বয়োঃ
মোহিনীবচনং শ্রুত্বা প্রহস্যাপ্সরসাং বরা ।
তামুবাচ হিতং দিব্যমুপায়ং শুভকারণম্ ॥ ৫১

রম্ভোবাচ ।

এবমেতদতো ভদ্রেঽভদ্রস্য কারণং তব ।
সর্ব্বং ত্বপনয়িষ্যামি শৃণূপায়ং ভয়ং ত্যজ ॥ ৫২
কৃত্বা বেশমপূর্ব্বঞ্চ পূর্ব্বমারাধ্য মন্মথম্ ।
তেন সার্দ্ধং স্বয়ং গত্বা তং মোহং কুরু মোহিনি ॥
জিতেন্দ্রিয়াণাং প্রবরং সাক্ষান্নারায়ণাত্মকম্ ।
বিনা কামসহায়েন কা শক্তা জেতুমীশ্বরম্ ॥ ৫৪
ভজ কামং তপঃ কৃত্বা পুষ্করং ব্রজ মোহিনি ।
সদ্যঃ সাক্ষাৎ স ভবিতা দয়ালুর্যোষিতাং প্রভুঃ ॥
ইত্যুক্ত্বা তামপ্সরসাং প্রবরা কামমন্তিকম্ ।
জগামেন্দ্রিয়শান্ত্যর্থং সা জগাম চ পুষ্করম্ ॥ ৫৬
পুষ্করে চ তপস্তপ্ত্বা কামং সম্প্রাপ্য মোহিনী ।
জগাম তেন সার্দ্ধঞ্চ ব্রহ্মলোকমনাময়ম্ ॥ ৫৭
দদর্শ নির্জ্জনস্থঞ্চ মোহিনী কমলোদ্ভবম্ ।
তস্যৈব মোহনং কর্ত্তুং সমারেভে পুরঃস্থিতা । ৫৮
ক্ষণং ননর্ত্ত রুচিরং সুতালেন ক্ষণং জগৌ ।
সঙ্গীতং মম সম্বন্ধি ভক্তানাং চিত্তমোহনম্ ॥ ৫৯
বিধাতা জগতাং তস্যাঃ শ্রুত্বা সঙ্গীতমীপ্সিতম্ ।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গো মুমোহ সাশ্রুলোচনঃ ॥ ৬০
দৃষ্ট্বা মুগ্ধং চতুর্ব্বক্ত্রং মোহিনী হৃষ্টমানসা ।
কলাপ্রমাণং ভাবঞ্চ চকার তত্র লীলয়া ॥ ৬১
স্বাঙ্গং সন্দর্শয়ামাস স্মেরভ্রূভঙ্গপূর্ব্বকম্ ।
কা লজ্জা তস্য সংসারে যঃ কামহতচেতনঃ ॥ ৬২
বিজ্ঞায় ব্রহ্মা তদ্ভাবং নতবক্ত্রো বভূব হ ।
প্রদায় তস্যৈ দানঞ্চ বিরতঃ শ্রীহরিং স্মরন্ ॥ ৬৩
বিজ্ঞায় ব্রহ্মণো ভাবং শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকা ।
হতোদ্যমা সা তুষ্টাব কামং কামপ্রদং পরম্ ॥ ৬৪

মোহিন্যুবাচ ।

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং প্রবরং বিষ্ণোরংশঞ্চ মানসম্ ।
তদেব কর্ম্মণাং বীজং তদুদ্ভব নমোঽস্তু তে ॥ ৬৫
স্বয়মাত্মা হি ভগবান্ জ্ঞানরূপো মহেশ্বরঃ ।
মনো ব্রহ্মা জগৎস্রষ্টা তদুদ্ভব নমোঽস্তু তে ॥৬৬
স্থিতঃ সর্ব্বশরীরেষ্বেবাদৃষ্টো যোগিনামপি ।
জগৎসাধ্য দুরারাধ্য দুর্নিবার নমোঽস্তু তে ॥ ৬৭
সর্ব্বাজিত জগজ্জেতা জীববীজ মনোহর ।

রতিবীজ রতিস্বামিন্ রতিপ্রীত নমোঽস্তু তে ॥৬৮
শশ্বদ্‌যোষিদধিষ্ঠান যোষিৎ-প্রাণাধিকপ্রিয় ।
যোষিদ্বাহন যোষাস্ত্র যোষিদ্বন্ধো নমোঽস্তু তে ॥৬৯
পতিসাধ্যকরাশেষরূপাধার গুণাশ্রয় ।
সুগন্ধবাতসচিব মধুমিত্র নমোঽস্তু তে ॥ ৭০
শশ্বদ্‌যোনি-কৃতাধার স্ত্রীসন্দর্শনবর্দ্ধন ।
বিদগ্ধানাং বিরহিণাং প্রাণান্তক নমোঽস্তু তে ॥৭১
অকৃপা যে চ তে নার্থং তেষাং জ্ঞানবিনাশন ।
অনূহ্যরূপ ভক্তেষু কৃপাসিন্ধো নমোঽস্তু তে ॥ ৭২
তপস্বিনাঞ্চ তপসাং বিঘ্নবীজাবনীলয়া ।
মনঃ সকামং মুক্তানাং কর্ত্তুং শক্ত নমোঽস্তু তে ॥
তব সাধ্যাশ্চ বাধ্যাশ্চ সদৈব পাঞ্চভৌতিকাঃ ।
পঞ্চেন্দ্রিয়কৃতাধার পঞ্চবাণ নমোঽস্তু তে ॥ ৭৪
মোহিনীত্যেবমুক্ত্বা তু মনসা সা বিধেঃ পুরঃ ।
বিররামানতবক্ত্রা বভূব ধ্যানতৎপরা ॥ ৭৫
উক্তং মাধ্যন্দিনে কান্তে স্তোত্রমেতন্মনোহরম্ ।
পুরা দুর্ব্বাসসা দত্তং মোহিন্যৈ গন্ধমাদনে ॥ ৭৬
স্তোত্রমেতন্মহাপুণ্যং কামী ভক্ত্যা যদা পঠেৎ ।
অভীষ্টং লভতে নূনং নিষ্কলঙ্কো ভবেদ্‌ধ্রুবম্ ॥৭৭
চেষ্টাং ন কুরুতে কামঃ কদাচিদপি তং প্রিয়ম্ ।
ভবেদরোগী শ্রীযুক্তঃ কামদেবসমপ্রভঃ ।
বিনীতাং লভতে সাধ্বীং পত্নীং ত্রৈলোক্য-
মোহিনীম্ ॥৭৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-
খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে রাধা-
প্রশ্নে মোহিনীকৃতস্তোত্রপ্রসঙ্গো
নামৈকত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩১॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

মোহিনীস্তবনেনৈব কামস্তুষ্টো বভূব হ ।
চকার শরসন্ধানমন্তরীক্ষে স্থিতঃ স্বয়ম্ ॥ ১
মন্ত্রপূতং মহানস্ত্রং বিক্ষেপ পিতরং মুদা ।
বভূব চঞ্চলো ব্রহ্মা কামাস্ত্রেণ সকামকঃ ॥ ২
ক্ষণং নিরীক্ষণং চক্রে মোহিন্যাশ্চ পুনঃপুনঃ ।
জ্ঞানং প্রাপ্য তদা ধাতা বিররাম হরিং স্মরন্ ॥৩
বুবুধে মনসা সর্ব্বং চরিতং মন্মথস্য চ ।
শশাপ তং সুতমপি বিধাতা ক্রোধবিহ্বলঃ ॥ ৪
হে কাম যৌবনোন্মত্ত মূঢ়ৈশ্বর্য্যেণ গর্ব্বিতঃ ।
ভবিতা দর্পভঙ্গস্তে গুরোর্মোহেন নন্দিত ॥ ৫
হতোদ্যমো জগামাশু মন্মথো মধুনা সহ ।
ব্রহ্মণঃ শাপভীতশ্চ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকঃ ॥ ৬
ইত্যুবাচ জগদ্ধাতা মোহিনীং মদনাতুরাম্ ।
চতুর্ব্বক্ত্রঞ্চ পশ্যন্তীং সস্মিতাং বক্রচক্ষুষা ॥ ৭

ব্রহ্মোবাচ ।

মাতর্মোহিনি গচ্ছ ত্বং নিষ্পন্নং কর্ম্ম যত্র তে ।
জ্ঞাতস্তবাভিপ্রায়শ্চ নাহং যোগ্যোঽস্য কর্ম্মণঃ ॥৮
বেদে জুগুপ্সিতং কর্ম্ম তদেব কর্ত্তুমক্ষমঃ ।
অকীর্ত্তির্বেদকর্ত্তুশ্চ নিত্যঞ্চ কিমতঃ পরম্ ॥ ৯
উপস্থিতা চ যা যোষিৎত্যাজ্যা যোগিনামপি ।
যদুক্তং তন্ন শ্রদ্ধেয়ং সর্ব্বদৈব তপস্বিনাম্ ॥ ১০
অহো সর্ব্বৈঃ পরিত্যাজ্যা পুংশ্চলী চ বিশেষতঃ ।
ধনায়ুঃ-প্রাণ-যশসাং নাশিনী দুঃখদায়িনী ॥ ১১
নিত্যং নবপরা শশ্বৎ পরকার্য্যবিঘাতিনী ।
নিষ্ঠুরা নরঘাতিভ্যঃ সর্ব্বাপদ্বীজরূপিণী ॥ ১২
বিদ্যুদ্দীপ্তির্জলে রেখা লোভাস্মৈত্রী যথা ভবেৎ ।
পরদ্রোহাদ্‌যথা সম্পৎ কুলটাপ্রেম তৎসমম্ ॥১৩
সর্ব্বেভ্যো হিংস্রজন্তুভ্যো বিপদ্বীজং সদৈব সা ।
যো হি তৎপ্রেমিকো মূঢ়ো বিপৎ তস্য পদে পদে
ত্বঞ্চ রূপবতী ধন্যা বঞ্চিতা কামুকৈঃ সদা ।
যূনাং সম্পৎস্বরূপা চ বিষতুল্যা তপস্বিনাম্ ॥ ১৫
ত্বমেবাপ্সরসাং শ্রেষ্ঠা সর্ব্বদা স্থিরযৌবনা ।
তবৈব কর্ম্মযোগ্যঞ্চ যুবানং পশ্য সুন্দরি ॥ ১৬
ত্বং বিদগ্ধা চ যোষিৎসু বিদগ্ধঞ্চ বশং কুরু ।
বিদগ্ধায়া বিদগ্ধেন সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ ॥ ১৭
জরাতুরোঽহং বৃদ্ধশ্চ তপস্বী বৈষ্ণবো দ্বিজঃ ।
অস্বতন্ত্রঃ পরাধীনঃ কা রতিঃ পুংশ্চলীষু মে ॥ ১৮
অয়ি বৎসে গচ্ছ শীঘ্রং বিহায় পিতরঞ্চ মাম্ ।
নাম্নাহঞ্চ জগৎস্রষ্টা যঃ স্রষ্টা * স পিতা সদা ॥
মন্মথং চন্দ্রমিন্দ্রঞ্চ জয়ন্তং নলকূবরম্ ।
স্বর্বৈদ্যৌ চন্দ্রতনয়ং দিতিপুত্রাংশ্চ সুন্দরান্ ॥২০

---

* সর্ব্বেষাঞ্চ পিতা সদা ইত্যপি ক্বচিৎ পুস্তকে ।

কামশাস্ত্রসুনিপুণান্ রতিকর্ম্মবিশারদান্ ।
যা মামায়াতি তাংস্ত্যক্ত্বা সাবিদগ্ধা চ কামুকী ॥
সদা সম্ভোগবিষয়ে স্ত্রিয়ং প্রার্থয়তে পুমান্ ।
স্ত্রী চেৎ প্রয়াতি পুরুষং বিপরীতং বিড়ম্বনম্ ॥
সর্ব্বেষাঞ্চৈব রত্নানাং স্ত্রীরত্নং দুর্লভং পরম্ ।
ত্বাঞ্চ প্রার্থয়তে স্বামী ন ত্বং স্বামিনমেব চ ॥ ২৩
যোষিজ্জাতির্বিমানা চ স্বয়ং যা সমুপস্থিতা ।
ভবেদ্ধ্রুবং স্বল্পমূল্যং রত্নং স্বয়মুপস্থিতম্ ॥ ২৪
নিত্যং পুমান্ স্ত্রিয়ং যাতি স্ত্রী বা যাতি চ স্বপ্রিয়ম্
লোকাচারেষু বেদেষু ন স্ত্রীজাতিঃ পরপ্রিয়ম্ ॥
স্ববস্তু ভুঙ্ক্তে ধঃ কালে শাস্ত্রোক্তবিধিপূর্ব্বকম্ ।
ভবেৎ পূজ্যোঽপ্যসম্পূজ্যো যদ্ভতিঃ পরবস্তুনি ॥
কঃ কস্য শত্রুরবনে নিশাময় জগত্রয়ে ।
স্বেন্দ্রিয়াঃ শত্রবঃ সর্ব্বে শত্রুতায়া নিমিত্ততঃ ॥
বেদোক্তাচরণে সর্ব্বং মিত্রঞ্চ জগতাং জগৎ ।
কৃতে বেদবিরুদ্ধে চ মিত্রং শত্রুর্ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥২৮
বেদোক্তং কৃতবন্তঞ্চ হরিস্তুষ্টো দিবানিশম্ ।
হরৌ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং তস্মিন্ রুষ্টে ভবেদ্রিপুঃ ॥
কুত্রাস্তি কুলটাজাতিঃ সাধ্বীজাতিশ্চ কুত্র বা ।
স্বকীয়াচরনাৎ সর্ব্বং ভবে ভবতি কর্ম্মণঃ ॥ ৩০
স্ত্রীজাতিঃ প্রকৃতেরংশা নারায়ণবিনির্ম্মিতা ।
দুঃশীলা পুংশ্চলী নিন্দ্যা সুশীলা চ পতিব্রতা ॥৩১
পতিব্রতাসু ত্রিবিধাঃ পুংশ্চলীষু চ যোষিতঃ ।
তাসামেবংবিধা নাস্তি স্বয়ং যাতি পরপ্রিয়ম্ ॥ ৩২
স্ত্রীজাতীনাঞ্চ মধ্যে চ কান্ত্যেবং কুলকজ্জলা ।
ভবে রত্যৈ স্বয়ং দৃষ্ট্বা বেশং কৃত্বা প্রয়াতি তম্ ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা জগতাং বিধাতা বিররাম চ ।
বক্তুং সমুদ্যতা সা চ কোপপ্রস্ফুরিতাধরা ॥ ৩৪

মোহিন্যুবাচ ।

জ্ঞাতং সর্ব্বং জগদ্ধাতশ্চরিতং তব সাম্প্রতম্ ।
ত্বয়া নিবোধিতা নীতির্মনো মে ন স্থিরং ভবেৎ ॥
ভূতং ত্বয়ি নিবিষ্টঞ্চ যাবদ্দৃষ্টং ক্ষণে ভবান্ ।
ত্বদ্বক্ত্রদৃষ্টিমাত্রেণ সর্ব্বে জারাশ্চ বিস্মৃতাঃ ॥ ৩৬
দেহং কামাগ্নিনা দগ্ধং যদা ত্যক্তুং সমুদ্যতা ।
নিষিষেধ চ মাং রম্ভা প্রদদৌ মন্ত্রণামিমাম্ ॥ ৩৭
তদা কামসহায়েন ত্বৎসমীপং সমাগতম্ ।
সমধুস্তব শাপেন স জগাম হতোদ্যমঃ ॥ ৩৮
অহো গন্তুমশক্তাহং ত্বয়া যদ্যপি ভর্ৎসিতা ।
সর্ব্বাঙ্গেষ্বেব মে জাড্যং বভূব সাম্প্রতং বিভো
কৃপাং কুরু কৃপাসিন্ধো ন মাং হন্তুং ত্বমর্হসি ।
তবাশ্লেষণমাত্রেণ বিজ্বরাহং সুনিশ্চিতম্ ॥ ৪০
ত্বমেব জগতাং ধাতা কুলটাহঞ্চ কর্ম্মণা ।
সন্তো গর্ব্বং ন কুর্ব্বন্তি কর্ম্মসাধ্যাশ্চ জীবিনঃ ॥
কশ্চিৎ প্রয়াতি যানেন বহন্তি তঞ্চ কেচন ।
করং গৃহ্ণাতি নৃপতিঃ কর্ম্মণা দদতি প্রজাঃ ॥৪২
কশ্চিৎ সিংহাসনস্থশ্চ নৃপপাত্রশ্চ কশ্চন ।
কেচিদ্ভৃত্যা বহুবিধাস্তত্র তস্য স্বকর্ম্মণা ॥ ৪৩
যাতি কশ্চিদশ্বপৃষ্ঠে গজপৃষ্ঠে চ কশ্চন ।
কর্ম্মণা বাহকাঃ কেচিৎ কেচিদ্বাহনপালকাঃ ॥৪৪
শূকরীজঠরং কশ্চিৎ সম্প্রয়াতি স্বকর্ম্মণা ।
কেচিৎ শচ্যাশ্চ জঠরং তব পুত্রাশ্চ কেচন ॥ ৪৫
কেচিৎ কৃত্বা হরের্ভক্তিং কর্ম্মণা তস্য পার্ষদাঃ ।
কেচিদ্ভবন্তি কৃময়ো বিষ্ঠায়াং দৈবদোষতঃ ॥ ৪৬
স্বর্গং প্রয়ান্তি রাজেন্দ্রাঃ কেচিচ্চৈব স্বকর্ম্মণা ।
কেচিৎ প্রয়ান্তি নরকং বিণ্মূত্রে তত্র ভুঞ্জতে ॥৪৭
কর্ম্মণা কশ্চিদিন্দ্রশ্চ সুরাণাং প্রবরঃ স্বয়ম্ ।
কেচিৎ সুরা নরাঃ কেচিৎ কেচিচ্চ ক্ষুদ্রজন্তবঃ ॥
কেচিচ্চ কর্ম্মণা বিপ্রা বর্ণশ্রেষ্ঠা মহীতলে ।
কেচিদ্ভূপ-বৈশ্য-শূদ্রাঃ কেচিচ্চ ম্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥
কেচিৎ স্বকর্ম্মণা প্রাজ্ঞা জ্ঞানেন সমদর্শিনঃ ।
কেচিন্মূর্খাঃ কেচিদন্ধাঃ স্বাঙ্গহীনাশ্চ কেচন ॥ ৫০
কেচিচ্ছাস্ত্রং বোধয়ন্তি শিষ্যবর্গান্ স্বকর্ম্মণা ।
কেচিৎ পঠন্তি সর্ব্বার্থং জানন্তি গুরুবক্ত্রতঃ ॥৫১
স্বর্গং প্রয়ান্তি রাজেন্দ্রাঃ কেচিচ্চৈব স্বকর্ম্মণা ।
কেচিৎ প্রয়ান্তি নরকং বিন্মূত্রে তত্র ভুঞ্জতে ॥ ৫২
ভবন্তি কর্ম্মণা কেচিদ্দেহাঃ স্থাবরজঙ্গমে ।
তপস্বী নরঘাতী চ ত্বঞ্চ ব্রহ্মা চ কর্ম্মণা ॥ ৫৩
কাচিৎ স্বকর্ম্মণা সাধ্বী পূজ্যেহ চ পরত্র চ ।
কাচিদ্বেশ্যা তদাহারং ভুঙ্ক্তে কৃত্বাঙ্গবিক্রয়ম্ ।
স্বর্ব্বেশ্যাহং সুরপুরে সুরভোগ্যা সুপূজিতা ।
যাসামালিঙ্গনেনৈব কর্ম্মণাং খণ্ডনং ভবেৎ ॥ ৫৪
মনঃ স্বভাববীজঞ্চ স্বভাবঃ কর্ম্মবীজকঃ ।
তৎকর্ম্ম ফলবীজঞ্চ সর্ব্বেষাং জনকো হরিঃ ॥ ৫৫
ফলং দদাতি নিয়তং কর্ম্মদ্বারা বিভুঃ স্বয়ম্ ।
সর্ব্বেভ্যো বলবান্ নিত্যং কর্ম্মরূপী জনার্দ্দনঃ ॥
কুতো হেতো নিন্দিতাহং ত্বয়ৈব ভর্ৎসিতা কথম্

জগৎস্রষ্টুরীশ্বরস্য পদাব্জং দ্রষ্টুমাগতা ॥ ৫৭
স্বপ্নে যস্য পদদ্বন্দ্বং ন হি পশ্যন্তি যোগিনঃ ।
তমীশ্বরং পতিং কর্ত্তুমিচ্ছয়া স্বয়মাগতা ॥ ৫৮
গত্বা হি কস্যচিৎ স্থানে ন স্পৃশ্যেহ পরত্র চ ।
কস্যচিৎ পাদরজসা যশসা ভান্তি যোষিতঃ ॥ ৫৯
ইত্যুক্ত্বা মোহিনী শীঘ্রং গত্বোবাস বিধেঃ পুরঃ ।
স্বয়ং বিধাতা জগতাং চকম্পে কুলটাভয়াৎ ॥ ৬০
সস্মিতা বক্রনয়না কামভাবং চকার হ ।
স্বাঙ্গঞ্চ দর্শয়ামাস কামবাণপ্রপীড়িতা ॥ ৬১
এতস্মিন্নন্তরে কামঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বযোগবিৎ ।
আবির্ভূয় পঞ্চ বাণান্ বিচিক্ষেপ চ ব্রহ্মণি ॥ ৬২
সম্মোহনং সমুদ্বেগবীজং তৎস্থিতকারণম্ ।
উন্মত্তবীজং জ্বরদং শশ্বচ্চেতনহারকম্ ॥ ৬৩
এতান্ প্রক্ষিপ্য মদনোঽপ্যন্তরীক্ষস্থিতঃ স্বয়ম্ ।
কিঙ্করান্ প্রেরয়ামাস সম্মোহয় পিতুর্মুদা ॥ ৬৪
বসন্ত-কোকিলাদীংশ্চ গন্ধবাতং মনোহরম্ ।
নিযোজ্যাভ্যন্তরং গত্বা তদ্বিকারং চকার হ ॥ ৬৫
পুংস্কোকিলঃ কলং চারু রুরাব তৎসমীপতঃ ।
ষট্পদঃ সুন্দরং সূক্ষ্মং জুগুঞ্জ পুরতঃ স্থিতঃ ।
শশ্বদ্ববৌ গন্ধবাতো মন্দোহর্তিনীতলঃ প্রিয়ে ॥৬৬
সততং মুদিতস্তত্র বভ্রাম চ মধুঃ স্বয়ম্ ।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গো বভূব জগতাং বিধিঃ ॥ ৬৭
সা সর্ব্বমোহিনী ভাবং প্রহস্য চ পুনঃপুনঃ ।
অতীববক্রনয়না কামাস্ত্রহৃতচেতনা ॥ ৬৮
বিধাতা বুবুধে সর্ব্বং কামধর্ম্মনিবন্ধনম্ ।
নিরস্তং মনসঃ শক্রং সস্মার শ্রীহরিং ভিয়া ॥৬৯
তুষ্টাব মনসা কৃষ্ণং শান্তং হৃদ্যং রহঃস্থিতম্ ।
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং হরিং পীতাম্বরং পরম্ ॥ ৭০
অতীব কমনীয়ঞ্চ কিশোরস্থিরযৌবনম্ ।
রত্নালঙ্কারভূষাঢ্যং সস্মিতং শ্যামসুন্দরম্ ॥ ৭১

ব্রহ্মোবাচ ।

রক্ষ রক্ষ হরে মাঞ্চ নিমগ্নং কামসাগরে ।
দুষ্কীর্ত্তিজলপূর্ণে চ দুষ্পারে বহুসঙ্কটে ॥ ৭২
ভক্তিবিস্মৃতিবীজে চ বিপৎসোপানদুস্তরে ।
অতীবনির্ম্মলজ্ঞান-চক্ষুঃপ্রচ্ছন্নকারণে ॥ ৭৩
জন্মোর্ম্মিসঙ্গসহিতে যোষিন্নক্রৌঘসঙ্কুলে ।
রতিস্রোতঃসমাযুক্তে গভীরে ঘোর এব চ ॥ ৭৪
প্রথমামৃতরূপে চ পরিণামবিষালয়ে ।
যমালয়প্রবেশায় মুক্তিদ্বারাতিবিস্মৃতে ॥ ৭৫
বুদ্ধ্যা তরণ্যা বিজ্ঞানৈরুদ্ধরাস্মানতো স্বয়ম্ ।
স্বঞ্চ স্বয়ং কর্ণধার প্রসীদ মধুসূদন ॥ ৭৬
মদ্বিধাঃ কতিধা নাথ নিযোজ্যা ভবকর্ম্মণি ।
সন্তি বিশ্বেষু বিধয়ো হে বিশ্বেশ্বর মাধব ॥ ৭৭
ন কর্ম্মক্ষেত্রমেবেদং ব্রহ্মলোকোঽয়মীপ্সিতঃ ।
তথাপি ন স্পৃহা কামে ত্বদ্ভক্তিব্যবধায়কে ॥ ৭৮
হে নাথ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো কৃপাং কুরু ।
ত্বং মায়েশ মহাজ্ঞানং দুঃস্বপ্নং মামদর্শয় ॥ ৭৯

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা জগতীধাতা বিররাম সনাতনঃ ।
ধ্যায়ং ধ্যায়ং মৎপদাব্জং শশ্বৎ সস্মার মামপি ॥
ব্রহ্মণা চ কৃতং স্তোত্রং ভক্তিযুক্তশ্চ যঃ পঠেৎ ।
স চৈবাকীর্ত্তিবিষয়ে ন নিমগ্নো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥৮১
মম মায়ামতিক্রম্য মদ্দাস্যং লভতে ধ্রুবম্ ।
ইহলোকে ভক্তিযুক্তো মদ্ভক্তপ্রবরো ভবেৎ ॥ ৮২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে ব্রহ্মমোহিনী-সংবাদে ব্রহ্মকৃত-শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রপ্রসঙ্গে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

কৃত্বা ব্রহ্মা হরেঃ স্তোত্রং তস্থৌ তস্যাঃ সমীপতঃ ।
মনো মত্তগজেন্দ্রঞ্চ কামাসক্তং নিবারয়ন্ ॥ ১
দিব্যজ্ঞানাঙ্কুশেনৈব ময়া দত্তেন রাধিকে ।
উবাচ মোহিনী তঞ্চ পরীহাসপরং বচঃ ॥ ২

মোহিন্যুবাচ ।

ইঙ্গিতেনৈব নারীণাং সদ্যো মত্তো ভবেৎ পুমান্
করোত্যাকৃষ্য সম্ভোগং যঃ স এবোত্তমো বিভো ॥
জ্ঞাত্বা স্ফুটমভিপ্রায়ং নার্য্যা সম্প্রেরিতঃ প্রিয়ঃ ।
পশ্চাৎ করোতি শৃঙ্গারং পুরুষঃ স চ মধ্যমঃ ॥ ৪
পুনঃপুনঃ প্রেরিতশ্চ স্ত্রিয়া কামার্ত্তয়া চ যঃ।
তয়া ন লিপ্তো রহসি স ক্লীবো ন পুমানহো ॥ ৫
গৃহী তপস্বী কামী বা ত্যজেৎ স্ত্রিয়মুপস্থিতাম্ ।
ব্রজেৎ পরত্র নরকং স্বপূজ্যশ্চ ভবেদিহ ॥ ৬

ভ্রষ্টশ্রীভ্র ষ্টরূপশ্চ ভ্রষ্টদর্পো ভবেদ্ধ্রুবম্।
স মর্ত্ত্যঃ ক্লীবতাং যাতি ব্রহ্মন্ শাপেন যোষিতঃ॥
উত্তিষ্ঠ জগতীনাথ পারং কুরু স্মরার্ণবে।
নিমগ্নাং তুস্তরে ঘোরে কর্ণধার ভয়ানকে॥ ৮
অতীব নির্জ্জনে স্থানে সর্ব্বজন্তুবিবর্জ্জিতে।
সুগন্ধবায়ুনা রম্যে পুংস্কোকিলরুতশ্রুতে॥ ৯
সন্ততং তৃন্মনস্কাযাং দাসীং জন্মনি জন্মনি।
ক্রীণীহি রতিপণ্যেনামূল্যরত্নেন সত্বরম্॥ ১০
ইত্যুক্ত্বা মোহিনী সদ্যো জগৎস্রষ্টুশ্চ ব্রহ্মণঃ।
বিচকর্ষ করং বস্ত্রং সস্মিতা কামবিহ্বলা॥ ১১
বিজ্ঞায় সময়ং ধাতা তামুবাচ ভয়াতুরঃ।
পীযূষতুল্যং বচনং পরং বিনয়পূর্ব্বকম্॥ ১২

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু মোহিনি মদ্বাক্যং সত্যং সারং হিতং স্ফুটম্।
ন কুরু ত্বঞ্চ ত্রলোক্যে স্ত্রীজাতীনামপত্রপাম্॥ ১৩
ত্যজ মামম্বিকে পুত্রং বৃদ্ধং নিষ্কামমেব চ।
তৎকর্ম্মযোগ্যং রসিকং যুবানং পশ্য সস্মিতে॥ ১৪
নিষেকাল্লভ্যতে পত্নী গুরুর্ভর্ত্তা শুভাশুভম্।
মন্ত্রং শিল্পমপত্যঞ্চ সর্ব্বমেতন্ন যত্নতঃ॥ ১৫
ত্বয়া সহ মম রতের্নির্ব্বন্ধো নাস্তি সুব্রতে।
ক্ষুদ্রং মহদ্বা যৎ কর্ম্ম সর্ব্বং দৈবনিবন্ধকম্॥ ১৬
ইত্যুক্তবন্তং ব্রহ্মাণং স্মরন্তং মৎপদাম্বুজম্।
বিচকর্ষ পুনর্ব্বেশ্যা কামেন হতচেতনা॥ ১৭
এতস্মিন্নন্তরে শীঘ্রং স্থানং তৎ সুমনোহরম্।
আজগ্মুর্মুনয়ঃ সর্ব্বে জ্বলন্তো ব্রহ্মতেজসা॥ ১৮
অত্রিঃ পুলস্ত্যঃ পুলহো বশিষ্ঠঃ ক্রতুরঙ্গিরাঃ।
ভৃগুর্মরীচিঃ কপিলো বোঢ়ঃ পঞ্চশিখো রুচিঃ॥১৯
আসুরিশ্চ প্রচেতাশ্চ স্বয়ং শুক্রো বৃহস্পতিঃ।
উতথ্যঃ করকঃ কণ্বঃ কশ্যপো গৌতমস্তথা॥ ২০
সনকশ্চ সনন্দশ্চ কর্দ্দমশ্চ সনাতনঃ।
সনৎকুমারো ভগবান্ যোগিনাং পরমো গুরুঃ॥২১
শাতাতপঃ পিপ্পলশ্চ শঙ্কুঃ শঙ্খঃ পরাশরঃ।
মার্কণ্ডেয়ো লোমশশ্চ মৃকণ্ডুশ্চ্যবনস্তথা॥ ২২
দুর্ব্বাসাশ্চ জরৎকারুরাস্তীকশ্চ বিভাণ্ডকঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গো ভরদ্বাজো বামদেবশ্চ কৌশিকঃ॥ ২৩
দৃষ্ট্বৈতাংশ্চ মুনিশ্রেষ্ঠানাগতাংশ্চ মমেচ্ছয়া।
তত্যাজ মোহিনী শীঘ্রং ব্রীড়য়া কমলোদ্ভবম্॥ ২৪
তত্রোবাস জগদ্ধাতা তদ্বামপার্শ্বতশ্চ সা।
প্রণেমুর্মুনয়স্তঞ্চ ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরাঃ॥ ২৫
আশিষং যুযুজে ব্রহ্মা বাসয়ামাস তান্ বিভুঃ।
তেষু মধ্যে প্রজজ্বাল যথা তারাসু চন্দ্রমাঃ॥ ২৬
পপ্রচ্ছুর্মুনয়ো দেবং কথমেষা তবান্তিকে।
সর্ব্বেশ্যানাঞ্চ প্রবরা মোহিনীত্যেবমেব চ॥ ২৭
শ্রুত্বা মুনীনাং বচনমুবাচ তান্ প্রজাপতিঃ।
স্ত্রীজাতীনাঞ্চ বচনং লজ্জাচ্ছাদনমেব চ॥ ২৮

ব্রহ্মোবাচ।

অপূর্ব্বং নৃত্যগীতঞ্চ চিরং কৃত্বা শুভাবহা।
উবাসেয়ং পরিশ্রান্তা যথা কন্যা পিতুঃ পুরঃ॥ ২৯
ইত্যুক্ত্বা জগতাং ধাতা জহাস মুনিসংসদি।
জহসুর্মুনয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বজ্ঞাস্তত্র রাধিকে॥ ৩০
সর্ব্বং রহস্যং বিজ্ঞায় জগৎস্রষ্টুশ্চ মানসম্।
সদ্যশ্চুকোপ কুলটা হাস্যব্যাজেন সংসদি॥ ৩১
সর্ব্বাঙ্গকম্পমানা সা কুলটা কুটিলাননা।
রক্তপঙ্কজনেত্রা চ কোপপ্রস্ফুরিতাধরা॥ ৩২
উত্থায় চ সভামধ্যে তেষাঞ্চ পুরতঃ স্থিতা।
সম্বোধ্যোবাচ ব্রহ্মাণং মৃত্যুকন্যা যথা রুষা॥৩৩

মোহিন্যুবাচ।

অয়ে ব্রহ্মন্ জগন্নাথ বেদকর্ত্তা ত্বমেব চ।
কিং বা বেদপ্রণিহিতং কর্ম্ম কিং তদ্বিপর্য্যয়ম্॥ ৩৪
বিচারং মনসা স্বেন কুরু বেদবিদাং গুরো।
স্বকন্যায়াং যৎস্পৃহা স কথং হসতি নর্ত্তকীম্॥ ৩৫
নির্ম্মিতাহমীশ্বরেণ সর্ব্বেশ্যা সর্ব্বগামিনী।
সতাং কর্ম্ম বিরুদ্ধং যৎ তদত্যন্তবিড়ম্বনম্॥ ৩৬
দাসীতুল্যাং বিনীতাঞ্চ দৈবেন শরণাগতাম্।
যতো হসসি সর্ব্বেণ ততোঽপূজ্যো ভবাচিরম্॥৩৭
অচিরাদ্দর্পভঙ্গং তে করিষ্যতি হরিঃ স্বয়ম্।
নিবোধ স্ববলং ব্রহ্মন্ বেশ্যায়াশ্চাপি সাম্প্রতম্॥
তবৈব কবচং স্তোত্রং মন্ত্রং গৃহ্লাতি যো নরঃ।
ভবিতা তস্য বিঘ্নশ্চ স যাস্যত্যুপহাস্যতাম্॥ ৩৯
ভবিতা বার্ষিকী পূজা দেবতানাং যুগে যুগে।
তব মায়াঞ্চ সংক্রান্ত্যাং ন ভবিষ্যতি সা পুনঃ॥
কল্পান্তরেঽত্র কল্পে বা দেহে দেহান্তরেঽত্রগে *।
পুনঃ পূজা ন ভবিতা যা গতা সা গতৈব চ॥ ৪১
ইত্যুক্ত্বা মোহিনী শীঘ্রং জগাম কামমালয়ম্।

---

* দেহে ইত্যনেনান্বয়ি।

তেন সার্দ্ধং রতিং কৃত্বা বভূব বিজ্বরা পুনঃ।
পশ্চাৎ সা চেতনাং প্রাপ্য বিললাপ ভৃশং পুনঃ
অহো কথং ময়া শপ্তো জগদ্বিধিরিতি প্রিয়ে ॥৪৩
সর্ব্বেশ্যায়াং গতায়াঞ্চ মুনয়ো দুঃখিতা ভৃশম্।
স্বয়ং বিধাতা জগতাং চকম্পে নতকন্ধরঃ ॥ ৪৪
উপায়ং মুনয়স্তস্মৈ দদুঃ কল্যাণকারণম্।
শরণং ব্রজ বৈকুণ্ঠমিত্যুক্ত্বা তে গৃহান্ যযুঃ ॥ ৪৫
ব্রহ্মা জগাম শরণং মম মৃর্ত্যন্তরং পরম্।
শান্তং তং কমলাকান্তং শ্যামং নারায়ণাভিধম্ ॥৪৬
গত্বা বিষণ্ণবদনঃ প্রণম্য চ চতুর্ভুজম্।
তত্র চোবাস তৎকর্ত্তা নাতিদূরে সমীপতঃ ॥ ৪৭
রহস্যং কথয়ামাস শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকঃ।
দীনবন্ধুং কৃপাসিন্ধুং বিপত্তারণকারণম্ ॥ ৪৮
শ্রুত্বা রহস্যং তৎ সর্ব্বং প্রহস্যোবাচ তং বিভুঃ
সত্যং সারং হিতং বাক্যং জগতাঞ্চ সুখাবহম্ ॥৪৯

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

স্বয়ং বেদবিদোঽসি ত্বং বিদুষাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ।
ত্বয়া কৃতঞ্চ যৎ কর্ম্ম স্বাত্মকেন ন তৎ কৃতম্ ॥৫০
স্ত্রীজাতিঃ প্রকৃতেরংশা জগতাং বীজরূপিণী।
স্ত্রীণাং বিড়ম্বনেনৈব প্রকৃতেশ্চ বিড়ম্বনা ॥ ৫১
ন তদ্ভারতবর্ষঞ্চ পুণ্যক্ষেত্রমনুত্তমম্।
ক্রীড়াক্ষেত্রে ব্রহ্মলোকে কস্তবেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ॥৫২
যদি তদ্ভারতে দৈবাৎ কামিনী সমুপস্থিতী।
স্বয়ং রহসি কামার্ত্তা ন সন্ত্যাজ্যা জিতেন্দ্রিয়ৈঃ ॥
ত্যক্ত্বা পরত্র নরকং ব্রজেদিহ বিড়ম্বিতঃ।
ভবেদেব হি দুঃখার্ত্তাঃ শাপং দদতি তং ধ্রুবম্ ॥৫৪
বিহায় স্বকলত্রঞ্চ যো গৃহ্নাতি পরস্ত্রিয়ম্।
লোভাৎ কামসুখাদ্বাপি সোঽধমো নাত্র সংশয়ঃ।
স পতিং পাতয়িত্বা চ দশ পূর্ব্বান দশাপরান্ ॥৫৫
ত্যক্ত্বা স্বস্বামিনং যা চ পরং গচ্ছতি কামতঃ।
ন পুমান্ ন চ বেশ্যা চ কুলস্ত্রী তত্র দুষ্যতি ॥ ৫৬
উপায়েন তু যা সাধ্যং করোতি পরপূরুষম্।
সা তিষ্ঠত্যেবান্ধকূপে যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ ॥ ৫৭
সর্ব্বেশ্যা চ দিবং যাতি সন্ততং কুলধর্ম্মতঃ।
ধ্রুবং ভবেৎ সোঽপরাধী তস্যা অপ্যবমানতঃ ॥৫৮
তমুপায়ং করিষ্যামি শপ্তো যত্র বিশুধ্যতি।
ক্ষণং তিষ্ঠ জগদ্ধাতঃ পাপিনশ্চ ভবার্ণবে ॥ ৫৯
এতস্মিন্নন্তরে কশ্চিদাজগাম হরেঃ পুরঃ।
দ্বারপালঃ শীঘ্রগামীত্যুবাচ নতকন্ধরঃ ॥ ৬০

দ্বারপাল উবাচ।

অন্যব্রহ্মাণ্ডাধিপতির্ব্রহ্মা দশমুখঃ স্বয়ম্।
দ্বারে তিষ্ঠন্ মহাভক্তস্ত্বাং দ্রষ্টুং স্বয়মাগতঃ ॥ ৬১
দ্বারপালবচঃ শ্রুত্বা স চ বানুমতিং দদৌ।
দ্বারপালাজ্ঞয়া ব্রহ্মা তুষ্টাবাগত্য ভক্তিতঃ ॥ ৬২
স্তোত্রৈরতিবিচিত্রৈশ্চ চতুর্ব্বক্ত্রাশ্রুতৈরহো।
স্তুত্বোবাসাজ্ঞয়া বিষ্ণোঃ কৃত্বা পশ্চাচ্চতুর্ম্মুখম্ ॥৬৩
নারায়ণো দ্বারপালানিত্যুবাচ চতুর্ভুজান্।
আগন্তুং জনমপি প্রবেশয়ত সাদরম্ ॥ ৬৪
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বৃন্দাবনবিনোদিনি।
আজগামাভিপ্রণতো ব্রহ্মা শতমুখঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৫
দিব্যৈঃ স্তোত্রৈশ্চ তুষ্টাব নিগূঢ়মতিসুন্দরৈঃ।
স্তুত্বোবাস তয়োরগ্রে ভক্ত্যা দশমুখাশ্রুতৈঃ ॥ ৬৬
জগদ্বিধৌ সভায়াঞ্চ তত্র তিষ্ঠতি তৎক্ষণে।
আজগামাতিব্রহ্মাণ্ডাধিপো ব্রহ্মা হরেঃ পুরঃ ॥৬৭
সহস্রবদনঃ শ্রীমান্ ভক্ত্যা নম্রাত্মকন্ধরঃ।
স্তুত্বোবাস বরৈঃ স্তোত্রৈঃ সর্ব্বেষামশ্রুতৈরহো ॥
তঞ্চ পপ্রচ্ছ সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ ব্রহ্মণাম্।
বার্ত্তাং বিষয়িণাঞ্চৈব সুরাণাঞ্চ ক্রমেণ চ ॥ ৬৯
চতুর্ম্মুখস্য তান্ দৃষ্ট্বা দর্পভঙ্গো বভূব হ।
আত্মানং বিষ্ণুসদৃশং মন্যমানস্য দর্পতঃ ॥ ৭০
অন্যান্ স দর্শয়ামাস ব্রহ্মাণ্ডস্থান্ বিধীন্ হরিঃ।
দৃষ্ট্বা চ কৃপয়া তত্র মৃততুল্যং চতুর্ম্মুখম্ ॥ ৭১
যাবন্তি গাত্রলোমানি সন্তি নারায়ণস্য মে।
তৎপ্রমাণাশ্চ ব্রহ্মাণ্ডা ব্রহ্মণঃ সন্তি সন্ততম্ ॥৭২
নারায়ণং প্রণম্যাশু জগ্মুস্তে স্বালয়ং প্রতি।
স মেনে বিধিরাত্মানমত্যল্পবিষয়াধিপম্ ॥ ৭৩
পপ্রচ্ছ প্রণতং বিষ্ণুর্লজ্জানম্রচতুর্ম্মুখম্।
বদ তং কিমিদং দৃষ্টং স্বপ্নবস্তুবতাধুনা ॥ ৭৪
নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা বিধিরিত্যুক্তবাংস্তদা।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যং বা তব মায়াসমুদ্ভবম্ ॥ ৭৫
ইত্যেবমুক্ত্বা স বিধিস্তস্থৌ সংসদি লজ্জয়া।
সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ তস্যোপায়ং বিনির্ম্মমে ॥৭৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে
নারায়ণ-নারদসংবাদে ব্রহ্মদর্পভঙ্গপ্রস্তাবো
নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

——

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে তত্র শঙ্করঃ সমুপস্থিতঃ।
সস্মিতো বৃষভেন্দ্রস্থো বিভূতিভূষণঃ স্বয়ম্ ॥ ১
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরো নাগযজ্ঞোপবীতকঃ।
স্বর্ণাকারজটাভারমর্দ্ধচন্দ্রঞ্চ সন্দধৎ ॥ ২
ত্রিশূলং পট্টিশং চারু করে খট্বাঙ্গমুত্তমম্।
সদ্রত্নসাররচিত-স্বরযন্ত্রকরো মুদা ॥ ৩
বাহনাদবরুহ্যাশু ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ।
প্রণম্য কমলাকান্তং পার্শ্বং চোবাস হর্ষিতঃ ॥ ৪
আজগ্মুর্মুনয়ঃ সর্ব্বে সুরাঃ শক্রাদয়স্তথা।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা মনবঃ সিদ্ধচারণাঃ ॥ ৫
পুলকাঞ্চিতসর্বাঙ্গাস্তুষ্টুবুঃ পুরুষোত্তমম্।
প্রণম্য তং শিবং পার্শ্বং সুরা নম্রাত্মকন্ধরাঃ ॥ ৬
এতস্মিন্নন্তরে ভক্ত্যা সঙ্গীতং শঙ্করো জগৌ।
কৃত্বাতীব সুতালঞ্চ স্বরযন্ত্রসমন্বিতঃ।
আবয়োশ্চ গুণাখ্যানং রাসসম্বন্ধি সুন্দরম্ ॥ ৭
সময়ে চিত্ররাগেণ মনোমোহনকারিণা।
যন্ত্রকণ্ঠৈকতালেন চৈকমানেন চারুণা ॥ ৮
পদভেদবিরামেঽতিগুরুণা লঘুনা ক্রমাৎ।
গমনেনাতিদীর্ঘেণ মন্দেন মধুরেণ চ ॥ ৯
ভবেঽতিদুর্লভং স্পষ্টং প্রীত্যর্থেন বিনির্ম্মিতম্।
পুলকাঞ্চিত-সর্ব্বাঙ্গঃ সাশ্রুনেত্রঃ পুনঃপুনঃ ॥ ১০
তদেব শ্রুতিমাত্রেণ মূর্চ্ছাং প্রাপ্য বিচেতনাঃ।
বভূবুরার্দ্রপাদাশ্চ মুনয়ঃ পুরতঃ প্রিয়ে ॥ ১১
রুদ্ররূপাঃ সুরাঃ সর্ব্বে বিধাতৃহরিপার্ষদাঃ।
নারায়ণশ্চ লক্ষ্মীশ্চ গায়নশ্চ শিবঃ স্বয়ম্ ॥ ১২
জলপূর্ণঞ্চ বৈকুণ্ঠং দৃষ্ট্বা ত্রস্তোঽহমীশ্বরি।
গঙ্গামূর্ত্তিং বিনির্ম্মায় সর্ব্বাশ্চ তাদৃশীরিতি ॥ ১৩
তৎস্বরূপাস্তদস্ত্রাশ্চ তৎস্ববাহনভূষণাঃ।
তৎস্বভাবাস্তন্মনস্কাস্তত্তদ্বিষয়মানসঃ ॥ ১৪
স্থানং নির্ম্মায় পরিতো বৈকুণ্ঠস্য চতুর্দ্দিশি।
তদধিষ্ঠাতৃদেবী চ মন্নির্দ্দিষ্টং স্বমালয়ম্ ॥ ১৫
শরীরজা সুরাণাং সা বভূব সুরনিম্নগা।
মুক্তিদা চ মুমুক্ষূণাং ভক্তানাং হরিভক্তিদা ॥ ১৬
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং বিবিধং পাপিনা সহ।
যস্যাশ্চ স্পর্শবায়োশ্চ সম্পর্কেণ বিনশ্যতি ॥ ১৭
কিং বা ন জানে প্রাণেশি স্পর্শ-দর্শনয়োঃ ফলম্।
কিমুত স্নানজন্যঞ্চ কথয়ামি নিরূপণম্ ॥ ১৮
সর্ব্বতীর্থপরং পৃথ্ব্যাং পুষ্করং পরিকীর্ত্তিতম্।
বেদোক্তঞ্চ তদেবাস্যাঃ কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ॥
ভগীরথেনৈবানীতা তেন ভাগীরথী স্মৃতা।
গামাগতা স্রোতসোঽংশাৎ গঙ্গা তেন প্রকীর্ত্তিতা
জানুদ্বারা পুরাদত্ত জহ্নুঃ সম্পীয় কোপতঃ।
তস্য কন্যাস্বরূপা সা জাহ্নবী তেন কীর্ত্তিতা ॥ ২১
ভীষ্মঃ স্বয়ং বসুর্জ্জাতশ্চস্যাংশা তেন ভীষ্মসূঃ ॥২২
ধারাভিস্তিসৃভিঃ স্বর্গং পৃথিবীমতলং তথা।
যয়াজ্ঞয়া চাগচ্ছন্তী তেন ত্রিপথগামিনী ॥ ২৩
প্রধানধারয়া স্বর্গে সা চ মন্দাকিনী স্মৃতা।
যোজনাযুতবিস্তীর্ণা প্রস্থে চ যোজনা স্মৃতা ॥ ২৪
ক্ষীরতুল্যজলা শশ্বদত্যুত্তুঙ্গতরঙ্গিণী।
বৈকুণ্ঠাদ্ব্রহ্মলোকঞ্চ ততঃ স্বর্গং সমাগতা ॥ ২৫
স্বর্গাদ্ধিমাদ্রিমার্গেণ পৃথিবীমাগতা মুদা।
সা ধারালকনন্দাখ্যা লবণোদেন মিশ্রিতা ॥ ২৬
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশা বহুবেগবতী সতী।
পাপিনাং পাপশুষ্কেধ্মং দগ্ধুং পাবকরূপিণী ॥ ২৭
অহো সগরবংশেভ্যো নির্ব্বাণমুক্তিদায়িনী।
বৈকুণ্ঠগামিনাং মার্গ-সোপানরূপিণী বরা ॥ ২৮
অতোঽপি মৃত্যুসময়ে সন্তাং পুণ্যস্বরূপিণাম্।
আদৌ পাদৌ চ সংন্যস্য মুখে তোয়ং প্রদায়তে ॥
গঙ্গাসোপানমারুহ্য সন্তো যান্তি যমালয়ম্।
আব্রহ্মলোকং সংলঙ্ঘ্য রথস্থাশ্চ নিরাপদঃ ॥৩০
দৈবাৎ পুরা প্রাক্তনেন মৃত্যুশ্চেৎ কৃতপাপ্মভিঃ।
বিমুচ্য সর্ব্বপাপেভ্যো লভ্যতে মৎস্বরূপতা ॥৩১
পার্ষদপ্রবরাস্তে চ ভবন্তি শিবসন্নিধৌ।
ন তেষাং প্রলয়ে মৃত্যুর্ভবেন্বৈ মৎস্বরূপিণাম্ ॥৩২
মৃতানাঞ্চ শরীরাণি তত্র চেন্নিপতন্তি চ।
লোমপ্রমাণবর্ষঞ্চ মোদন্তে হরিমন্দিরে ॥ ৩৩
ততো ভোগো ভবেৎ তেষাং নিশ্চিতং পাপপুণ্যয়োঃ।
অতিস্বল্পেন কালেন কায়ব্যূহঞ্চ বিভ্রতাম্ ॥ ৩৪
ততঃ পুণ্যবতাং গেহে লব্ধা জন্ম চ ভারতে।
সম্প্রাপ্য নিশ্চলাং ভক্তিং ভবন্তি মম পার্ষদাঃ ॥
মৃতদ্বিজানাং দেহাংশ্চ দৈবাচ্ছূদ্রা বহন্তি চেৎ।
পাদপ্রমাণবর্ষঞ্চ তেষাঞ্চ নরকে স্থিতিঃ ॥ ৩৬

তত্ৰস্তেষাঞ্চ সাহায্যং করোতি হরিরূপিণী।
দদাতি মুক্তিং তেভ্যোঽপি ক্রমেণ চ কৃপাময়ী ॥
জন্ম পুণ্যবতাং গেহে কারয়িত্বা চ ভারতে।
স্থলং দদাতি বৈকুণ্ঠে নিশ্চিতং জন্মভিস্ত্রিভিঃ ॥৩৮
যাত্রাং কৃত্বা তু যঃ শুদ্ধে স্নাতুং যাতি সুরেশ্বরীম্‌।
পাদপ্রমাণবর্ষঞ্চ বৈকুণ্ঠে মোদতে ধ্রুবম্‌ ॥ ৩৯
গঙ্গাং প্রাপ্যানুষঙ্গেণ স্নাতি চেৎ সমলো নরঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ পুনর্যদি ন লিপ্যতে ॥ ৪০
কলৌ পঞ্চসহস্রাব্দং স্থিতিস্তস্যাশ্চ ভারতে।
তস্যাঞ্চ বিদ্যমানায়াং কঃ প্রভাবঃ কলেরহো॥৪১
কলৌ দশসহস্রাণি বর্ষাণি প্রতিমা মম।
তিষ্ঠন্তি চ পুরাণানি প্রভাবস্তত্র কঃ কলেঃ ॥ ৫২
অতলং যাতি যা ধারা সা চ ভোগবতী স্মৃতা।
পয়ঃফেননিভা শশ্বদতিবেগবতী সদা ॥ ৪৩
আকরামূল্যরত্নানাং মণীন্দ্রাণাঞ্চ সন্ততম্‌।
নাগকন্যা চ যত্তীরে ক্রীড়ন্তি স্থিরযৌবনাঃ ॥ ৪৪
স্বয়ং দেবী চ বৈকুণ্ঠং বেষ্টয়িত্বাস্তি সন্ততম্‌।
সহস্রযোজনা প্রস্থে দৈর্ঘে চ লক্ষযোজনা ॥ ৪৫
তস্যা বিনাশঃ প্রাণেশি নাস্ত্যেব দুহিতুর্মম।
নানারত্নাকরং দিব্যং তত্তীরং সুমনোহরম্‌ ॥ ৪৬
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং জাহ্নবীজন্ম পুণ্যদম্‌।
ব্রহ্মণশ্চ প্রতীকারং মোহিনীশাপতঃ শৃণু ॥ ৪৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে নারায়ণ-নারদ সংবাদে রাধাকৃষ্ণ-সংবাদে জাহ্নবী জন্ম প্রস্তাবো নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

নারায়ণশ্চ ব্রহ্মাণমুবাচ কৃপয়া পুনঃ।
দৃষ্ট্বা গঙ্গাঞ্চ সর্ব্বাঙ্গাং মম মায়াঞ্চ মেনিরে ॥ ১

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

উত্তিষ্ঠ গচ্ছ ভদ্রং তে ভবিষ্যতি চতুর্মুখ।
অত্র স্নাত্বাভিশপ্তস্ত্বং পূতো ভব মমাজ্ঞয়া ॥ ২
ত্বঞ্চ সত্যং স্বয়ং পূতঃ স্পর্শং বাঞ্ছন্তি তানি চ।
বৈষ্ণবেশস্য তীর্থানি সর্ব্বাণি সন্ততং মুনে ॥ ৩
তথাপি শাপযুক্তস্ত্বং যত্র প্রকৃতিহেলনা।
অহঙ্কারঞ্চ সর্ব্বেষাং পাপবীজমমঙ্গলম্‌ ॥ ৪
শীঘ্রং ত্বং গচ্ছ গোলোকং মমালয়পরাৎপরম্‌।
প্রকৃত্যংশাং মঙ্গলদাং তত্র প্রাপ্স্যসি ভারতীম্‌ ॥৫
প্রকৃতিং ভজ কল্যাণ সৃষ্টিবীজস্বরূপিণীম্‌।
অহো কল্পান্তপর্য্যন্তং তপস্তপ্তং ত্বয়াধুনা।
তব মন্ত্রং ন গৃহ্লাতি কেঽপি বেশ্যাভিশাপতঃ ॥ ৬
তদা মমাজ্ঞয়া ব্রহ্মন্‌ স্নাত্বা চ জাহ্নবীজলে।
শীঘ্রং জগাম গোলোকং মাং প্রণম্য জগদ্গুরুম্‌
তে দেবা মুনয়ঃ সর্ব্বে প্রজগ্মুঃ স্বালয়ং মুদা।
সুনির্ম্মলং মম যশো গায়ন্তশ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ৮
বিধিরাগত্য গোলোকং সম্প্রাপ্য ভারতীং সতীম্‌
সর্ব্ববিদ্যাধিদেবীং তাং মদ্বক্ত্রাব্জবিনির্গতাম্‌ ॥ ৯
বাগীশ্বরীঞ্চ সম্প্রাপ্য ব্রহ্মা প্রমুদিতঃ স্বয়ম্‌।
কামাস্ত্রাণাঞ্চ ব্যাপারমনুমেনে স্বয়ং বিধিঃ ॥ ১০
তত আগত্য মাং নত্বা প্রাপ্য ত্রৈলোক্যমোহিনীম্‌
ক্রীড়াং চকার ভগবান্‌ স্থানে স্থানেঽতি-নির্জ্জনে ॥ ১১
রতিং চিরতরং কৃত্বা বিররাম স্বয়ং বিধিঃ।
আজগাম ব্রহ্মলোকং পুনরেব নিজালয়ম্‌ ॥ ১২
দদৃশুর্ব্রহ্মলোকস্থাং তাং দেবীং কৌতুকান্বিতাম্‌।
অতীবসুন্দরীং রম্যাং শুভ্রবর্ণাঞ্চ সস্মিতাম্‌ ॥ ১৩
শরচ্ছীতাংশুবদনাং শরৎপঙ্কজলোচনাম্‌।
পক্কবিম্বপ্রভামুষ্টদীপ্তোষ্ঠাধরপল্লবাম্‌ ॥ ১৪
মুক্তাপঙ্‌ক্তিবিনিন্দ্যৈক-দন্তপঙ্‌ক্তিমনোহরাম্‌।
রত্নকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলবিরাজিতাম্‌ ॥ ১৫
রত্নেন্দ্রসারহারেণ বক্ষঃস্থলসমুজ্জ্বলাম্‌।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকং সূক্ষ্মং বিভ্রতীং নবযৌবনাম্‌ ॥১৬
অতীবকমনীয়াঞ্চ পীনশ্রোণিপয়োধরাম্‌।
বীণাপুস্তকহস্তাং তাং ব্যাখ্যামুদ্রাকরাং বরাম্‌ ॥১৭
তে চ নির্ম্মঞ্ছনং কৃত্বা চক্রুঃ পরমমঙ্গলম্‌।
পুরীং প্রবেশয়ামাসুর্ব্রহ্মাণং ভারতীং মুদা ॥ ১৮
ব্রহ্মা তয়া সহ ক্রীড়াং চকার স দিবানিশম্‌।
অতীবসুখসম্ভোগে নিমগ্নঃ সততং মুদা ॥ ১৯
গূঢ়ং সর্ব্বপুরাণেষু কিং পুনঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥২০

নারায়ণ উবাচ।

প্রাণেশবচনং শ্রুত্বা প্রহস্য পরমেশ্বরী।
ভূয়োঽপি পরিপপ্রচ্ছ কৌতুকাম্মানসং পুরা ॥২১

রাধিকোবাচ।

ব্রহ্মা কথং ন জগ্রাহ বেশ্যাং স্বয়মুপস্থিতাম্।
ন কর্ম্মক্ষেত্রে রহসি ফলদাতা চ কর্ম্মণাম্ ॥ ২২
উপস্থিতায়াস্ত্যাগে চ মহান্ দোষো হি যোষিতঃ।
জ্ঞাত্বা বেদবিধাতা স কথং তত্যাজ মোহিনীম্ ॥ ২৩

নারায়ণ উবাচ।

রাধিকাবচনং শ্রুত্বা প্রহস্য মধুসূদনঃ।
পাদ্মকল্পস্য বৃত্তান্তমুবাচ রসিকেশ্বরীম্ ॥ ২৪

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

শৃণু কান্তে প্রবক্ষ্যামি পুরাবৃত্তান্তমীপ্সিতম্।
অকথ্যং গোপনীয়ঞ্চ মহতামতিনিন্দিতম্ ॥ ২৫
একদা চ প্রজাঃ স্রষ্টুং বিধাতা প্রেরিতো ময়া।
সসর্জ্জ মনসা পুত্রান্ জ্বলতো ব্রহ্মতেজসা ॥ ২৬
সনকঞ্চ সনন্দঞ্চ সনাতনমনুত্তমম্।
সনৎকুমারং বোঢ়ুঞ্চ কবিং পঞ্চশিখং বিভুঃ ॥২৭
আসুরিং কপিলং সিদ্ধং সিদ্ধান্ স কমলোদ্ভবঃ।
তান্ নগ্নান্ পঞ্চবর্ষীয়ান্ পিতা স্রষ্টুং জগাদ হ ॥
প্রজাঃ স্রষ্টুং প্রেরয়িতং জনকং তেঽবমন্য চ।
প্রজগ্মুস্তপসে তূর্ণং মমার্চ্চনপরায়ণাঃ ॥ ২৯
তদা রুষ্টো জগদ্ধাতা পুনঃ পুত্রান্ বিনির্ম্মমে।
রুদ্রানেকাদশ পরান্ রুদতো ভীমবিগ্রহান্ ॥ ৩০
তান্ নিযুজ্যৈব তরসা পুনঃ পুত্রান্ বিনির্ম্মমে।
যোগী যোগেন মাং ধ্যাত্বা স্বাত্মারামঃ সবিগ্রহঃ ॥
বশিষ্ঠং পুলহঞ্চৈব ক্রতুমঙ্গিরসং তথা।
ভৃগুমত্রিং পুলস্ত্যঞ্চ দক্ষং কর্দ্দমমেব চ ॥ ৩২
মরীচিঞ্চ বিনির্ম্মায় প্রজাঃ স্রষ্টুং নিযুজ্য চ।
প্রহৃষ্টঞ্চ মনঃপুত্রং কন্যকাঞ্চ সসর্জ্জ হ ॥ ৩৩
কৃষ্ণস্য কামিনঃ পুত্রঃ কামদেবো বভূব হ।
কন্যা ষোড়শবর্ষীয়া রত্নভূষণভূষিতা ॥ ৩৪
উবাচ পুত্রং স বিধিঃ সুদীপ্তং পুরতঃ স্থিতম্।
দুর্নিবার্য্যং মৎকলাংশং স্বাত্মারামং মনোহরম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

স্ত্রী-পুংসোঃ ক্রীড়নার্থায় মুদা ত্বঞ্চ বিনির্ম্মিতঃ।
হৃদি যোগেন সর্ব্বেষামধিষ্ঠানং করিষ্যসি ॥ ৩৬
সম্মোহনং সমুদ্বেগবীজং স্তম্ভনকারণম্।
উন্মত্তবীজং জ্বরদং শশ্বচ্চেতনহারকং।
প্রগৃহ্যৈতান্ ময়া দত্তান্ সর্ব্বান্ সম্মোহনং কুরু ॥
দুর্নিবার্য্যো মম বরাত্তব বৎস ভবেষু চ।
বরং দত্ত্বেবমুক্ত্বা চ প্রহৃষ্টশ্চ জগদ্বিধিঃ ॥ ৩৮
দৃষ্ট্বোবাচ দুহিতরং বরং দাতুং সমুদ্যতঃ ॥ ৩৯
এতস্মিন্নন্তরে কামো মনসালোচ্য মন্ত্রণাম্।
কর্ত্তুং শস্ত্রপরীক্ষাঞ্চ বাণাংশ্চিক্ষেপ ব্রহ্মণি ॥ ৪০
মন্ত্রপূতৈশ্চ বাণৈশ্চ দুর্নিবার্য্যৈঃ স্মরেণ চ।
অতিসিদ্ধো মহাযোগী মূর্চ্ছিতো হতচেতনঃ ॥ ৪১
ক্ষণেন চেতনাং প্রাপ্য দদর্শাগ্রে চ কন্যকাম্।
তাং সম্ভোক্তুং মনশ্চক্রে সা দুদ্রাব ভিয়া সতী ॥
দৃষ্ট্বা পশ্চাচ্চ পিতরং ধাবন্তং হতচেতনম্।
জগাম শরণং শীঘ্রং ভ্রাতৄণাঞ্চ তপস্বিনাম্ ॥ ৪৩
তে তাং সমীপে সংস্থাপ্য তমূচুঃ পিতরং ক্রুধা।
হিতং তথ্যঞ্চ বেদোক্তং নীতিসারং পরং বচঃ ॥৪৪

ঋষয় উচুঃ।

অহো কিমেতজ্জনক কর্ম্ম তেঽতিবিগর্হিতম্।
নীচেনাচরিতং যৎ তৎ করোষি ত্বং জগদ্বিধে ॥৪৫
পশ্যন্তি সততং সন্তঃ প্রসূমিব পরস্ত্রিয়ম্।
এতে সর্ব্বত্র পূজ্যাশ্চ পরত্রেহ জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৪৬
ত্বং স্বয়ং বেদকর্ত্তা চ কন্যাং সম্ভোক্তুমিচ্ছসি।
কন্যা চ মাতৃবর্গেষু প্রবিষ্টৈব শ্রুতৌ শ্রুতা ॥ ৪৭
গুরোঃ পত্নী রাজপত্নী বিপ্রপত্নী চ যা সতী।
পত্নী চ ভ্রাতৃ-সুতয়োর্মিত্রপত্নী চ তৎপ্রসূঃ ॥ ৪৮
প্রসূঃ পিত্রোস্তয়োর্ভ্রাতুঃ পত্নী চৈব স্বকন্যকা।
জননী তৎসপত্নী চ ভগিনী সুরভী তথা ॥ ৪৯
অভীষ্টগুরুপত্নী চ ধাত্রী কালপ্রদায়িকা।
গর্ভধাত্রী সনাম্নী চ ভয়ত্রাতুশ্চ কামিনী ॥ ৫০
এতা বেদপ্রণীতাশ্চ সর্ব্বেষাং মাতরঃ স্মৃতাঃ।
এতাসু যাসু সর্ব্বাসু ন্যূনতা নাস্তি কাচন ॥ ৫১
কন্যাদাতান্নদাতা চ জ্ঞানদাতাভয়প্রদঃ।
জন্মদো মন্ত্রদো জ্যেষ্ঠভ্রাতা মাতামহস্তথা।
এতে বেদপ্রণীতাশ্চ সর্ব্বেষাং পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥৫২
প্রাণত্যাগাৎ পরং দুঃখময়শশ্চ যশস্বিনাম্ ॥ ৫৩
এতদ্ধরন্তি যে মূঢ়া তত্র তান্ জনকানপি।
পচ্যন্তে নিরয়ে তে চ যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ ॥ ৫৪
তানন্ধকূপে সংস্থাপ্য দুরন্তা যমকিঙ্করাঃ।
কুর্ব্বন্তি তাড়নং শশ্বৎ পুরীষং পায়য়ন্তি চ ॥ ৫৫
ত্বমেব বিশ্বকর্ত্তা চ শাস্তা চ শমনস্য চ।
স্বয়ং বিধাতা জগতাং তেন গৃহ্ণাসি কন্যকাম্ ॥৫৬
অস্মাকং পুরতো দূরং গচ্ছ কামার্ত্তমানস।

ন কুর্য্যা ভস্মসাৎ কর্তুং শক্তাশ্চ জনকং বয়ম্ ॥
গুরোর্দোষসহস্রাণি ক্ষন্তুমর্হন্তি পণ্ডিতাঃ।
সর্ব্বে ঘ্নন্তং বিনিঘ্নন্তি নীতিজ্ঞাঃ স্বগুরুং বিনা ॥
গৃহ্নন্তং যদি সর্ব্বস্বং শপন্তং নিষ্ঠুরং গুরুম্।
সমীপস্থং ন নিন্দন্তি প্রণমন্তি স্বভক্তিতঃ ॥ ৫৯
যে দ্বিষন্তি চ নিন্দন্তি গুরুমিষ্টং পরাৎপরম্।
পচ্যন্তে হ্যন্ধকূপে চ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৬০
পুরীষং ভুঞ্জতে নিত্যং ক্ষুধিতা যমতাড়নৈঃ।
শালপ্রমাণকীটৈশ্চ দংশিতাশ্চ দিবানিশম্ ॥ ৬১
ইত্যেবমুক্ত্বা মুনয়ঃ প্রণেমুস্তৎপদাম্বুজম্।
উন্মুখা মুনয়ঃ সর্ব্বে বভূবুশ্চ স্বকর্ম্মণি ॥ ৬২
সর্ব্বং ভবতি দৈবেন মনসেত্যনুমন্য চ।
ব্রহ্মা শরীরং সন্ত্যক্তুং ব্রীড়য়া চ সমুদ্যতঃ ॥ ৬৩
যোগেন ভিত্ত্বা ষট্‌চক্রং সর্ব্বান্ প্রাণান্ নিরুধ্য চ
ব্রহ্মরন্ধ্রং সমানীয় তত্যাজ স্বেন কর্ম্মণা ॥ ৬৪
মনসা শ্রীহরিং স্মৃত্বা মনস্কামং চকার হ।
ন মে মনঃ পরদ্রব্যে ভবিতা লোলমীশ্বর।
বভূব হৃদি কৃত্বৈবং ব্রহ্মা লীনশ্চ ব্রহ্মণি ॥ ৬৫
কন্যা তাতং মৃতং দৃষ্ট্বা বিলপ্য চ ভৃশং মুহুঃ।
যোগেন দেহং তত্যাজ সা প্রলীনা চ ব্রহ্মণি ॥৬৬
মৃতং তাতং মৃতাং ভগ্নীং দৃষ্ট্বা চ মুনিপুঙ্গবাঃ।
সস্মরুঃ শ্রীহরিং কোপাৎ স্বাত্মারামং বিলপ্য চ।
নারায়ণো মদংশশ্চ কৃপয়াগত্য সত্বরম্।
ব্রহ্মাণং জীবয়ামাস ব্রহ্মজ্ঞানাৎ সুতাঞ্চ তাম্ ॥৬৮
ব্রহ্মা পুরো হরিং দৃষ্ট্বা বরং বব্রে স বাঞ্ছিতম্।
ভক্তিং মচ্চরণে শশ্বন্নিশ্চলামনপায়িনীম্ ॥ ৬৯
ব্রহ্মাণং বিরসং দৃষ্ট্বা তমুবাচ কৃপানিধিঃ।
প্রবোধবচনং সত্যং নীতিসারং মনোহরম্ ॥ ৭০

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

শৃণু ব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যেঽহং সুখমুত্তোল্য সাম্প্রতম্।
ত্যজ লজ্জাং জগন্নাথ হৃদয়জ্বররূপিণীম্ ॥ ৭১
সৎকীর্ত্তিশ্চাপকীর্ত্তির্বা সুপ্রতিষ্ঠাপ্যুপদ্রবঃ।
ক্ষুদ্রাণাঞ্চৈব মহতাং ভবত্যেব স্বকর্ম্মণা ॥ ৭২
সর্ব্বেষামপি সর্ব্বেভ্যঃ স্বকর্ম্ম বলবত্তরম্।
তস্মাৎ সন্তঃ প্রকুর্ব্বন্তি নিত্যং সৎকর্ম্ম সন্ততম্ ॥
কেচিৎ কুর্ব্বন্তি নির্ম্মূলং সর্ব্বেষামপি কর্ম্মণাম্।
কৃতং কর্ম্ম পরং ভুক্ত্বা হরিপাদাব্জচেতনঃ ॥ ৭৪
কুকর্ম্মণশ্চাপকীর্ত্তিস্ততো লজ্জা ভবেদ্ধ্রুবম্।
সুকর্ম্মণঃ সুপ্রতিষ্ঠা সর্ব্বত্র নির্ম্মলং যশঃ ॥ ৭৫
কালেন জরসা দেহো বয়ং রূপং শুভাশুভম্।
কীর্ত্তির্বা চ গুণাশ্চৈব ন হি লুম্পেদ্ *যশো বিধৌ।
ঋণ-ব্রণাপবাদশ্চ জন্তূনাং জাতিকালতঃ।
মহতাং তৌ চ পূর্ব্বোক্তৌ নেতরশ্চ কদাচন ॥৭৭
সদাপকীর্ত্তির্বসতি পরস্ত্রীষু চ বস্তুষু।
তস্মাৎ তে বৈ ন গৃহ্নন্তি সন্তঃ স্বক্লেশকারণে ॥৭
স্মর মামন্তরা বাহ্যে মদীয়ং বিষয়ং কুরু।
ততস্তে ন মনো লোলং ভবিতা পরবস্তুষু ॥ ৭৯
যোষিদ্রূপা চ যা মায়া সর্ব্বেষাং মোহকারিণী।
লীলয়া কুরুতে মোহমাত্মারামস্য সন্ততম্ ॥ ৮০
নানামুদ্রা-বয়ো-হাস-রাগিণাং সন্ততং রতিঃ।
স্তনাভিধে মাংসপিণ্ডে ধারণা ন নয়েঽশুচৌ ॥৮১
শ্রোণি-বক্ত্র-স্তনং তাসাং কামদেবালয়ঃ সদা।
তস্মাৎ তাং ন হি পশ্যন্তি সন্তো হি ধর্ম্মভীরবঃ ॥
কো ধর্ম্মঃ কিং যশস্তেসাং কা প্রতিষ্ঠা চ কিং তপঃ
কিং বুদ্ধিবিদ্যাজ্ঞানঞ্চ পরস্ত্রীষু চ যন্মনঃ ॥ ৮৩
ইহাপ্যপযশো দুঃখং নরকেষু পরত্র চ।
বাসঃ প্রহারস্তেষাঞ্চ তাড়নৈঃ কৃমিভক্ষণৈঃ ॥ ৮৪
দুঃখবীজং সুখং মত্বা মূঢ়াশ্চ দৈবদোষতঃ।
পরস্ত্রীসেবনং প্রীত্যা কুর্ব্বন্তি সততং মুদা ॥ ৮৫
উত্তমা মৎপদাম্ভোজং সংকর্ম্ম মধ্যমাঃ সদা।
স্মরন্তি শশ্বদধমাঃ পরস্ত্রীসেবনং মুদা ॥ ৮৬
বিপত্তিঃ সততং তস্য পরবস্তুষু যন্মনঃ।
বিশেষতঃ পরস্ত্রীষু সুবর্ণেষু চ ভূমিষু ॥ ৮৭
দৈবাৎ পরস্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা বিরমেদ্ যো হরিং স্মরন্।
স্পৃষ্ট্বা পরসুবর্ণঞ্চ হস্তপ্রক্ষালনাচ্ছুচিঃ ॥ ৮৮
সন্ততং নাতিসংসক্তাঃ স্বস্তঃ স্বস্ত্রীষু কামতঃ।
যক্ষ্মব্যাধি-জ্ঞানহানি-লোকনিন্দাভয়েন চ ॥ ৮৯
তপস্বিনস্তপস্যায়াং শাস্ত্রচিন্তা সুপণ্ডিতাঃ।
যোগিনো যোগচিন্তাসু বেদার্থেষু চ বৈদিকাঃ ॥৯০
সাধ্যশ্চ পতিসেবাসু গৃহস্থা গৃহকর্ম্মসু।
বিষয়েষু বিষয়িণো মদ্ভক্তা মম সেবনে ॥ ৯১
এতে নিযুক্তা এতেষু সভাসু চ প্রশংসিতাঃ।
বেদোক্তাচরণেনৈব তদ্বিরুদ্ধেন নিন্দিতাঃ ॥ ৯২
সর্ব্বে নিত্যং প্রশংসন্তি শশ্বৎ সন্মার্গগামিনম্।

---

* লোপ ইতি পাঠস্ত প্রমাদিক এব।

হালিকা * অপি নিন্দন্তি কুপথাগামিনং বিধে ॥৯৩
ভবিতা ন পরস্ত্রীষু পরবস্তুষু তে মনঃ ।
অদ্যপ্রভৃতি জীবান্তং নিবিষ্টং মদ্বরেণ চ ॥ ৯৪
মদীয়বিষয়ং বাছে ময়া দত্তং কুরু প্রিয়ম্ ।
অন্তরা মৎপদাম্ভোজচিন্তাং বিঘ্নবিনাশিনীম্ ॥ ৯৫
কন্যা ভবতু তে ব্রহ্মন্ কামদেবস্য কামিনী ।
রতির্নাম পরিত্যাজ্যা কৃত্যধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ৯৬
ইত্যেবমুক্ত্বা ব্রহ্মাণমাশ্বাস্য কমলাপতিঃ ।
জগাম নিত্যং বৈকুণ্ঠং বৃন্দাবনবিনোদিনি ॥ ৯৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-
জন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে
পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

রাধিকোবাচ ।

এতেন নিয়মেনৈব ব্রহ্মা তত্যাজ মোহিনীম্ ।
কথং স কুলটা শাপাদপূজ্যঃ সংবভূব হ ॥ ১
কথং তস্য দর্পভঙ্গং চকার কমলাপতিঃ ।
কথয়স্ব সর্ব্ববীজ সর্ব্বেষামীশ্বরঃ স্বয়ম্ ॥ ২

নারায়ণ উবাচ ।

রাসেশ্বরীবচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য রাধিকেশ্বরঃ ।
নিগূঢ়মিতিহাসঞ্চ তাং বক্তুমুপচক্রমে ॥ ৩

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

ব্রহ্মা চিরং তপস্তপ্ত্বা মত্তো লব্ধ্বা বরং বরম্ ।
সৃষ্টিং নানাবিধাং কৃত্বা বিধাতা স বভূব হ ॥ ৪
তপসাং ফলদাতা চ সর্ব্বেষাং শান্তিকৃৎ প্রভুঃ ।
আত্মানমীশ্বরং জ্ঞাত্বা মহাগর্ব্বো বভূব হ ॥ ৫
ব্রহ্মাণ্ডেষু চ সর্ব্বেষাং গর্ব্বপর্য্যন্তমুন্নতিঃ ।
ইতি মত্বা ব্রহ্মণশ্চ দর্পভঙ্গঃ কৃতো ময়া ॥ ৬
যেষাং যেষাং ভবেদ্দর্পো ব্রহ্মাণ্ডেষু পরাৎপরে ।
বিজ্ঞায় সর্ব্বং সর্ব্বাত্মা তেষাং শাস্তাহমেব চ ॥৭
প্রথমে ব্রহ্মণো গর্ব্বো ময়া চূর্ণীকৃতঃ শ্রুতঃ ।
শঙ্করস্য চ পার্ব্বত্যাশ্চন্দ্রস্য চ রবেস্তথা ॥ ৮
বহ্নের্দুর্ব্বাসসশ্চৈব তথা ধন্বন্তরেঃ প্রিয়ে ।
ক্রমেণ দর্পভঙ্গঞ্চ কথয়ামি নিশাময় ॥ ৯
ক্ষুদ্রাণাং মহতাঞ্চৈব যেষাং গর্ব্বো ভবেৎ প্রিয়ে ।
এবংবিধমহং তেষাং চূর্ণীভূতং করোমি চ ॥ ১০

নারায়ণ উবাচ ।

শ্রীকৃষ্ণস্য বচঃ শ্রুত্বা শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকা ।
পপ্রচ্ছ রাধা যত্নেন সন্ত্রস্তা ভয়বিহ্বলা ॥ ১১

রাধিকোবাচ ।

কস্য কেন প্রকারেণ মহাদর্পো বভূব হ ।
ত্বয়া কেন প্রকারেণ তস্য ভঙ্গঃ কৃতঃ পুরা ॥ ১২
কথয়স্ব প্রাণনাথ সর্ব্বেষাং দর্পভঞ্জনম্ ।
দর্পহাভয়দ প্রাণদানৈককারণেশ্বর ॥ ১৩

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

যেন ভূতো গর্ব্বভঙ্গঃ শ্রুতং ত্রিজগতাং বিধেঃ ।
অন্যেষাং শ্রূয়তাং রাধে ব্যাসেন কথয়ামি তে ॥১৪
স্বয়ং শিবো মদংশশ্চ সংহর্ত্তা জগতাঞ্চ যঃ ।
তেজসা মৎসমঃ পূর্ণো জ্ঞানেন চ গুণেন চ ॥ ১৫
ধ্যায়ন্তি যোগিনো যোগৈর্যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুম্
জ্ঞানানন্দস্বরূপং যং তস্যাখ্যানং শৃণু প্রিয়ে ॥ ১৬
যুগষষ্টিসহস্রাণি তপস্তপ্ত্বা দিবানিশম্ ।
ভূত্বা চ মৎকলাপূর্ণো বভূব মৎসমো বিভুঃ ॥১৭
তপসা তেজসা শশ্বৎ-তেজোরাশির্বভূব হ ।
সূর্য্যকোটিপ্রভাবশ্চ ভক্তানাং কল্পপাদপঃ ॥ ১৮
ধ্যায়ং ধ্যায়ঞ্চ যোগীন্দ্রা হৃদ্যজো বহুকালতঃ ।
তদন্তরে চ পশ্যন্তি তদ্রূপমতিসুন্দরম্ ॥ ১৯
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্ ।
ত্রিশূলপট্টিশধরং ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরং পরম্ ॥ ২০
জপন্তমাত্মনাত্মানং শ্বেতাব্জবীজমালয়া ।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং চন্দ্রচূড়ং পরাৎপরম্ ॥ ২১
স্বর্ণাকারজটাভারং দধতং শিরসা মুদা ।
শান্তং কান্তং ত্রিজগতাং ভক্তানুগ্রহকাতরম্ ॥২২
আত্মানমীশ্বরং জ্ঞাত্বা প্রদাতা সর্ব্বসম্পদাম্ ।
দদাতি সর্ব্বং সর্ব্বেভ্যো বাঞ্ছিতং কল্পপাদপঃ ॥২৩
যো যং বাঞ্ছতি তং তস্মৈ বরং দত্ত্বা বরেশ্বরঃ ।
বভূব গর্ব্বযুক্তশ্চ স্বাত্মারামঃ স্বলীলয়া ॥ ২৪
একদা চ বৃকো দৈত্যস্তপস্তেপে শিবস্য চ ।
নিয়মেন কঠোরেণ বর্ষমেকং দিবানিশম্ ॥ ২৫
নিত্যং স্তৌতি তৎসমীপং কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ ।

---

* হলবাহকাঃ । হালিকা ইতি পাঠে তু হীনা ইত্যর্থঃ ; নীচা ইতি যাবৎ ।

বরং দাতুং যযাবিষ্টং ন জগ্রাহাসুরো বরম্ ॥ ২৬
বর্ষান্তে শঙ্করঃ শশ্বৎ তস্থৌ তৎপুরতঃ স্বয়ম্ ।
ববন্দে ভক্তিভাবেন ক্ষণং গন্তুং ন স ক্ষমঃ ॥২৭
সর্ব্বৈশ্বর্য্যং সর্ব্বসিদ্ধিং মুক্তিং ভক্তিং হরেঃ পদে
দৈত্যং কিঞ্চিন্ন গৃহ্লাতি প্রেরিতঃ শূলপাণিনা ॥২৮
ধ্যায়মানং তৎপদাব্জং দৃষ্ট্বা ত্রস্তো মহেশ্বরঃ ।
অযাচিতারং নিশ্চেষ্টং রুরোদ প্রেমবিহ্বলঃ ॥২৯
অতীব-রোদনাৎ তস্য ধ্যানভঙ্গো বভূব হ ।
দদর্শ পুরতঃ সাক্ষাদ্দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্ ॥ ৩০
মন্মায়য়া বরং বব্রে দৈত্যেন্দ্রো ভক্তিপূর্ব্বকম্ ।
হস্তং দদামি যন্মূর্দ্ধ্নি স ভস্ম ভবিতেতি চ ॥ ৩১
ওমিত্যুক্ত্বা প্রায়ান্তং তং দুদ্রাব দৈত্যপুঙ্গবঃ ।
মৃত্যুঞ্জয়ো মৃত্যুভয়াদ্দুদ্রাব ত্রাসবিহ্বলঃ ॥ ৩২
পপাত ডমরুং তস্য ব্যাঘ্রচর্ম্ম মনোহরম্ ।
দিগম্বরো দশ দিশো ভেজে দানবভীতয়ে ॥ ৩৩
ন হন্তি তঞ্চ কৃপয়া ভক্তঞ্চ ভক্তবৎসলঃ ।
দৃষ্টান্তুসারং সাধুশ্চ ন করোতি কদাচন ॥ ৩৪
সাধবো ঘ্নন্তি ঘ্নন্তঞ্চ ভৃত্যং পুত্রং প্রিয়াং বিনা ।
প্রবোধিতুং ন শক্তঞ্চ স্বাত্মানং কৃপয়া স্বয়ম্ ॥৩৫
শিবঃ স্বমূর্ত্তিং মত্বা চ ভীতশ্চ নিরহঙ্কৃতঃ ।
স্মারং স্মারঞ্চ মাং ভদ্রে মামেবং শরণং যযৌ ॥৩৬
দৃষ্ট্বা স্বাশ্রমমায়ান্তং শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকম্ ।
হে হরে রক্ষ রক্ষেতি জপন্তং ভয়বিহ্বলম্ ॥ ৩৭
সংস্থাপ্য তং সমীপে চ স দৈত্যো বোধিতো ময়া
পৃষ্টশ্চ সর্ব্ববৃত্তান্তমুবাচ মাং ক্রমেণ চ ॥ ৩৮
তদা মমাজ্ঞয়া তূর্ণং বঞ্চিতো মায়য়াসুরঃ ।
দত্ত্বা স্বমূর্দ্ধ্নি হস্তঞ্চ সদ্যো ভস্ম বভূব হ ॥ ৩৯
তদা সিদ্ধাঃ সুরেন্দ্রাশ্চ মুনীন্দ্রা মনবো মুদা ।
তুষ্টুবুর্মাং স্বভক্ত্যা চ লজ্জয়া লজ্জিতঃ শিবঃ ॥ ৪০
বভূব চূর্ণস্বদর্পো জগাম বোধিতো ময়া ।
বরং দদাতি বরদস্ততোঽবুদ্ধো হ্যয়ং শিবঃ ॥ ৪১
অথ গর্ব্বান্বিতো রুদ্রো হন্তুং ত্রিপুরমুল্বণম্ ।
মত্বা মনসি সংহর্ত্তা সর্ব্বেষাং জগতামিতি ॥ ৪২
কোঽয়ং পতঙ্গবদ্দৈত্য ইতি মত্বা যযৌ রণম্ ।
বিহায় শূলং মদ্দত্তং মদীয়কবচং পরম্ ॥ ৪৩
চিরং বভূব সমরং বর্ষমেকং দিবানিশম্ ।
ন কোঽপি জেতুং কং শক্তো দ্বৌ সমৌ সমরে সদা ॥ ৪৪

পৃথিব্যাং চরণং কৃত্বা দত্যেন্দ্রো মায়য়া প্রিয়ে ।
অত্যূর্দ্ধঞ্চ সমুত্তস্থৌ পঞ্চাশৎকোটিযোজনম্ ॥ ৪৫
উত্তস্থৌ শঙ্করস্তূর্ণং হন্তুং দৈত্যং জগৎপ্রভুঃ ।
বভূব তত্র যুদ্ধঞ্চ মাসমেকং নিরাশ্রয়ে ॥ ৪৬
অস্ত্রাণি চাপং চিচ্ছেদ শঙ্করস্যাসুরো বলী ।
রথং বভঞ্জ দৈত্যেন্দ্র-চাপমস্ত্রাণি শঙ্করঃ ॥ ৪৭
জঘান মুষ্টিনা রুদ্রো দানবেন্দ্রং প্রকোপিতঃ ।
বজ্রমুষ্টিপ্রকারেণ সদ্যো মূর্চ্ছামবাপ সঃ ॥ ৪৮
ক্ষণেন চেতনাং প্রাপ্য কোপাদ্দানবপুঙ্গবঃ ।
শিবং শয়ানমুত্তোল্য পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৪৯
সরথে পতিতে রুদ্রে দেবা দেবর্ষয়ো ভিয়া ।
তুষ্টুবুর্মাং পরিত্রাহি কৃষ্ণেত্যুক্ত্বা পুনঃপুনঃ ॥ ৫০
হরঃ সস্মার মামেব নির্ভয়োঽভয়কারণম্ ।
তুষ্টাব ভক্ত্যা স্তোত্রেণ ময়া দত্তেন সঙ্কটে ॥ ৫১
তদাহং কলয়া শীঘ্রং বৃষরূপং বিধায় চ ।
শয়ানং শঙ্করং ধৃত্বা বিষাণাভ্যামুরুক্রমম্ ॥ ৫২
দদৌ তস্মৈ স্বকবচং স্বশূলমরিমর্দ্দনম্ ।
প্রাপয্য দানবস্থানমত্যূর্দ্ধঞ্চ নিরাশ্রয়ম্ ॥ ৫৩
ময়া দত্তেন শূলেন জঘান ত্রিপুরং হরঃ ।
মামেব দর্পহন্তারং তুষ্টাব ব্রীড়িতঃ পুনঃ ॥ ৫৪
সদ্যঃ পপাত দৈত্যেন্দ্রশ্চূর্ণীভূতশ্চ ভূতলে ।
দেবতা মুনয়ঃ সর্ব্বে তুষ্টুবুঃ শঙ্করং মুদা ॥ ৫৫
তত্যাজ শঙ্করো দর্পং বিঘ্নবীজং ততো বিভুঃ ।
জ্ঞানানন্দস্বরূপশ্চ নির্লিপ্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৫৬
অতোঽহং বৃষরূপেণ বহামি তেন তং প্রিয়ম্ ।
মম প্রিয়তমো নাস্তি ত্রৈলোক্যেষু শিবাৎ পরঃ ॥
মনঃস্বরূপো ব্রহ্মা মে জ্ঞানরূপো মহেশ্বরঃ ।
বুদ্ধির্ভগবতী দুর্গা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ৫৮
নিদ্রাদয়ঃ শক্তয়ো যাস্তাঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতেঃ কলাঃ ।
বাগধিষ্ঠাত্রী দেবী যা সা স্বয়ঞ্চ সরস্বতী ॥ ৫৯
মম কল্যাণাধিদেবো হর্ষরূপো গণেশ্বরঃ ।
পরমার্থঃ স্বয়ং ধর্ম্মো মম তেজো হুতাশনঃ ॥ ৬০
সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিদেবী মে সর্ব্বস্থা কমলালয়া ।
প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী ত্বং সদা প্রাণাধিকা মম ॥ ৬১
গোপাঙ্গনাস্তব কলা অতএব মম প্রিয়াঃ ।
মল্লোমকূপজা গোপাঃ সর্ব্বে গোলোকবাসিনঃ ॥
তেজঃস্বরূপঃ সূর্য্যশ্চ প্রাণা মে বায়বঃ স্মৃতাঃ ।
জলাধিদেবো বরুণঃ পৃথিবী মে মলোদ্ভবা ॥ ৬৩

মনঃ শৃণ্বং মহাকাশো মদনো মানসোদ্ভবঃ ।
ইন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ সর্ব্বে মৎকলাংশাংশসম্ভবাঃ ॥৬৪
এতানি সৃষ্টিবীজানি মহদাদীনি চৈব হি ।
সর্ব্বেষাং বীজরূপোঽহং স্বয়মাত্মা নিরাশ্রয়ঃ ॥ ৬৫
জীবো মে প্রতিবিম্বশ্চ কর্ম্মভোগাধিকারকঃ ।
অহং সাক্ষী নিরীহশ্চ ন ভোগী সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৬৬
ভক্তধ্যানায় দেহোঽয়ং মম স্বেচ্ছাময়স্য চ ।
প্রকৃতিঃ পুরুষোঽহঞ্চ এক এব পরাৎপরঃ ।
ইত্যেবং কথিতং রাধে শিবদর্পবিমোচনম্ ॥ ৬৭

নারায়ণ উবাচ ।

ইত্যুক্তবন্তং শ্রীকৃষ্ণং পরমাত্মানমীশ্বরম্ ।
পপ্রচ্ছ রাধিকা দেবী নিগূঢ়মভিবাঞ্ছিতম্ ॥ ৬৮

রাধিকোবাচ ।

ভগবন্ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ সর্ব্ববীজ সনাতন ।
বদ মে বাঞ্ছিতং প্রশ্নং সর্ব্বসন্দেহভঞ্জনম্ ॥ ৬৯
সর্ব্বজ্ঞানাধিদেবশ্চ শঙ্করঃ সর্ব্বতত্ত্ববিৎ ।
মৃত্যুঞ্জয়ঃ কালকালো ভগবাংস্ত্বৎসমো মহান্ ॥৭০
কথং বিভূতিগাত্রশ্চ পঞ্চবক্ত্রস্ত্রিলোচনঃ ।
দিগম্বরো জটাধারী নাগসজ্জবিভূষণঃ ॥ ৭১
বৃষেণাটতি দেবেন্দ্রো বিহায় বরবাহনম্ ।
ন বিভর্ত্তি কথং রত্ন-সারনির্ম্মাণভূষণম্ ॥ ৭২
বহ্নিশুদ্ধাংশুকং ত্যক্ত্বা ধত্তে শার্দ্দূলচর্ম্মকম্
ধত্তে ধুস্তূরকুসুমং পারিজাতং বিহায় চ ॥ ৭৩
নাস্তি রত্নকিরীটেচ্ছা জটায়াং প্রীতিরুত্তমা ।
দিব্যলোকং পরিত্যজ্য শ্মশানেষু স্পৃহা বিভোঃ ॥
চন্দনাগুরুকস্তূরী-সিন্দূরকুসুমানি চ ।
ত্যক্ত্বা স্পৃহা বিল্বপত্রে বিল্বকাষ্ঠানুলেপনে ॥ ৭৫
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি ব্যাসেন কথয় প্রভো ।
শ্রোতুং কৌতূহলং নাথ বর্দ্ধতে মে মনঃস্পৃহা ॥৭৬
রাধিকাবচনং শ্রুত্বা প্রহস্য মধুসূদনঃ ।
কথাং কথিতুমারেভে কৃত্বা রাধাং স্ববক্ষসি ॥ ৭৭

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

যুগষষ্টিসহস্রাণি তপঃ কৃত্বা মহেশ্বরঃ ।
বিররাম পূর্ণতমো ধ্যাত্বা মাং মনসা মুদা ॥ ৭৮
এতস্মিন্নন্তরে মাঞ্চ দদর্শ পুরতঃ স্থিতম্ ।
অতীবকমনীয়াঙ্গং কিশোরং শ্যামসুন্দরম্ ॥ ৭৯
অহোঽনির্ব্বচনীয়ঞ্চ দৃষ্ট্বা রূপমনুত্তমম্ ।
ন বভূব বিতৃপ্তিশ্চ লোচনাভ্যাং ত্রিলোচনঃ ॥ ৮০
পশ্যন্ নিমেষরহিত ইতি মত্বা স্বমানসে ।
ভক্ত্যুদ্রেকাম্মহাভক্তো রুরোদ প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ৮১
সহস্রবদনোঽনন্তো ভাগ্যবাংশ্চ চতুর্ম্মুখঃ ।
বহুভির্লোচনৈর্দৃষ্ট্বা তুষ্টাব বহুভির্মুখৈঃ ॥ ৮২
পশ্যামি কিং বা কিং স্তৌমি সম্প্রাপ্য
নাথমীদৃশম্ ।
আস্যৈকেন লোচনাভ্যাং চতুর্দ্ধা স পুনঃপুনঃ ॥ ৮৩
স্বমানসে কুর্ব্বতীদং শঙ্করে চ তপস্বিনি ।
তত্রবভূব চতুর্ব্বক্ত্রং পূর্ব্বেণ সহ পঞ্চমম্ ॥ ৮৪
একৈকবক্ত্রং শুশুভে লোচনৈশ্চ ত্রিভিস্ত্রিভিঃ ।
বভূব তেন তন্নাম পঞ্চবক্ত্রস্ত্রিলোচনঃ ॥ ৮৫
স্তবনাদধিকপ্রীতিঃ শিবস্য দর্শনে মম ।
তেনাধিকানি তস্যৈব বভূবুর্লোচনানি চ ॥ ৮৬
চক্ষুংষি গুণরূপাণি তস্য ব্রহ্মস্বরূপিণঃ ।
সত্ত্বং রজস্তম ইতি তস্য হেতুং নিশাময় ॥ ৮৭
সত্ত্বাংশেন দৃশা শম্ভুঃ পশ্যন্ পাতি চ সাত্ত্বিকান্ ।
রাজসেন রাজসিকান্ তামসেন চ তামসান্ ॥ ৮৮
চক্ষুস্তামসাং পশ্চাল্ললাটস্থাগ্নিরস্য চ ।
সংহারকালে সংহর্ত্তুমগ্নিরাবির্ভবেৎ ক্রুধা ॥ ৮৯
কোটিতালপ্রমাণশ্চ সূর্য্যকোটিসমপ্রভঃ ।
লেলিহানো দীর্ঘশিখস্ত্রৈলোক্যং দগ্ধুমীশ্বরঃ ॥ ৯০
বিভূতিগাত্রঃ স বিভুঃ সতীসৎকারভস্মনা ।
ধত্তে তস্যা অস্থিমালাং প্রেমভাবেণ ভস্ম চ ॥ ৯১
আত্মারামো যদ্যপীশস্তথাপি পূর্ণমঙ্গকম্ ।
সতীশবং গৃহীত্বা চ ভ্রামং ভ্রামং * রুরোদ চ ॥৯২
প্রত্যঙ্গাঙ্গঞ্চ তস্যাশ্চ পপাত যত্র যত্র চ ।
সিদ্ধপীঠস্তত্র তত্র বভূব মন্ত্রসিদ্ধিকৃৎ ॥ ৯৩
তদা শবাবশেষঞ্চ কৃত্বা বক্ষসি শঙ্করঃ ।
পপাত মূর্চ্ছিতো ভূত্বা সিদ্ধক্ষেত্রে চ রাধিকে ॥ ৯৪
তদা গত্বা মহেশং তং কৃত্বা ক্রোড়ে প্রবোধ্য চ ।
অদদাং দিব্যতত্ত্বঞ্চ তস্মৈ শোকহরং পরম্ ॥ ৯৫
তদা শিবশ্চ সন্তুষ্টঃ স্বর্লোকঞ্চ জগাম হ ।
মুহূর্ত্তান্তরেণ কালেন তাং স প্রাপ প্রিয়াং সতীম্ ॥
দিগম্বরধারী যোগেন নেচ্ছা তস্যাপরে বিভোঃ ।
জটাস্তপস্যাকালীনা ধত্তেঽদ্যাপি বিবেকতঃ ॥ ৯৭

(*) ভ্রামং ভ্রামমিতি পাঠঃ কচিৎ ।

ন চেচ্ছা কেশসংস্কারে স্বাঙ্গবেশে চ যোগিনঃ।
সমতা চন্দনে পঙ্কে লোষ্টে রত্নে মণী.রে॥ ৯৮
গরুড়দ্বেষিণো নাগাঃ শঙ্করং শরণং যযুঃ।
বিভর্ত্তি কৃপয়া স্বাঙ্গে তানেব শরণাগতান্॥ ৯৯
বাহনং বৃষরূপোঽহমনন্তস্তং বোঢ়ুমক্ষমঃ।
ত্রিপুরস্য বধে পূর্ব্বং মৎকলাংশসমুদ্ভবঃ॥ ১০০
পারিজাতাদিকং পুষ্পং সুগন্ধি চন্দনাদিকম্॥
ময়ি সংন্যস্য তেষ্বেব প্রীতির্নাস্তি কদাচন॥ ১০১
ধুস্তূরে তৎ সদা প্রীতির্বিল্বপত্রেঽনুলেপনে
গন্ধহীনে প্রসূনে চ যোগেষ্টে ব্যাঘ্রচর্ম্মণি॥ ১০২
দিব্যলোকে দিব্যতল্পে জনতায়াং ন তন্মনঃ।
শ্মশানেঽতীবরহসি ধ্যায়তে মামহর্নিশম্॥ ১০৩
আব্রহ্মতৃণপর্য্যন্তং স্বপ্নবন্মন্যতে শিবঃ।
মমানির্ব্বচনীয়েঽত্র রূপে তন্মগ্নমানসম্॥ ১০৪
ব্রহ্মণঃ পতনে নাপি শূলপাণেঃ ক্ষয়ো ভবেৎ।
তস্যায়ুষঃ প্রমাণঞ্চ নাহং জানামি কা শ্রুতিঃ॥ ১০৫
জ্ঞানং মৃত্যুঞ্জয়ং শূলমদধাং তেজসা সমম্।
বিনা ময়া ন কশ্চিৎ তং শঙ্করং জেতুমীশ্বরঃ॥১০
শঙ্করঃ পরমাত্মা মে প্রাণেভ্যোঽপি পরঃ শিবঃ।
ত্র্যম্বকে মন্মনঃ শশ্বৎ প্রিয়ো মে ভবাৎ পরঃ॥
ব্রহ্মাণ্ডনিকরাচ্ছন্নং মায়যা চ মদীয়য়া।
সা ২ং পতিরহং শশ্বৎ সা চ তং মোহিতুং ক্ষমা॥
ন সংবসামি গোলোকে বৈকুণ্ঠে তব বক্ষসি।
সদা শিবস্য হৃদয়ে নিবদ্ধঃ প্রেমপাশতঃ॥ ১০৯
স্বরসং কিং সুতালেন পঞ্চবক্ত্রেণ শঙ্করঃ।
শশ্বদ্গায়তি মদ্গাথাং তেনাহং তৎসমীপতঃ॥১১
স্রষ্টুং শক্তো হি নষ্টুঞ্চ ভ্রূভঙ্গলীলয়াপি যঃ।
ব্রহ্মাণ্ডনিকরং যোগান্ন যোগী শঙ্করাৎ পরঃ॥১১১
দিব্যজ্ঞানেন যঃ স্রষ্টুং নষ্টুং ভ্রূভঙ্গলীলয়া।
মৃত্যুকালাদিকং শক্তো ন জ্ঞানী শঙ্করাৎ পরঃ॥
পঞ্চবক্ত্রেণ মন্নাম যশো গায়ত্যহর্নিশম্।
মদ্রূপং ধ্যায়তে শশ্বন্ন ভক্তঃ শঙ্করাৎ পরঃ॥১১৩
অহং সুদর্শনং শম্ভুস্তেজসা সর্ব্বতঃ সমাঃ।
ব্রহ্মা স্রষ্টা চ যোগেন নাস্মাভিস্তেজসা সমঃ॥১১৪
ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বং শঙ্করস্য যশোঽমলম্।
তথাপ্যস্য দর্পভঙ্গঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥১১৫
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে
নারায়ণ-নারদসংবাদে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥৩৬॥

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

রাধিকোবাচ।

এবম্ভূতস্য চ বিভোঃ সর্ব্বেশস্য মহাত্মনঃ।
ন শস্তং কথমুচ্ছিষ্টং ব্রূহি সন্দেহভঞ্জন॥ ১

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যেঽহমিতিহাসং পুরাতনম্।
পাপেন্ধনানাং দহনে জ্বলদগ্নিশিখোপমম্॥ ২
সনৎকুমারো বৈকুণ্ঠমেকদা চ জগাম হ।
দদর্শ ভুক্তবন্তঞ্চ নাথং নারায়ণং দ্বিজঃ॥ ৩
তুষ্টাব গূঢ়ৈঃ স্তোত্রৈশ্চ প্রণম্য ভক্তিতো মুদা।
অবশেষং দদৌ তস্মৈ সন্তুষ্টো ভক্তবৎসলঃ॥ ৪
প্রাপ্তিমাত্রেণ তত্রৈব ভুক্তং তেনৈব কিঞ্চন।
কিঞ্চিদ্ররক্ষ বন্ধূনাং ভক্ষণায় চ দুর্লভম্॥ ৫
সিদ্ধাশ্রমে চ যদ্দত্তং গুরবে শূলপাণিনে।
ভক্ত্যুদ্রেকাচ্চ তৎ সর্ব্বং ভুক্তঞ্চ প্রাপ্তিমাত্রতঃ॥
ভুক্ত্বা সুদুর্লভং বস্তু ননর্ত্ত প্রেমবিহ্বলঃ।
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গঃ সাশ্রুনেত্রো মুদান্বিতঃ॥ ৭
গায়ন্ মম গুণান্ ভক্ত্যা সুকণ্ঠঃ পঞ্চবক্ত্রতঃ।
রাগভেদেন তালেন তালমানেন সুন্দরম্॥ ৮
পপাত ডমরুং হস্তাচ্ছৃঙ্গঞ্চ ব্যাঘ্রচর্ম্ম চ।
স্বয়ং নিপত্য পশ্চাচ্চ রুদন্ মূর্চ্ছামবাপ হ॥ ৯
অতীবকমনীয়ৈস্তদ্রূপধ্যানৈকমানসঃ।
সহস্রদলমধ্যস্থং মাং পশ্যন্ হৃৎসরোরুহে॥ ১০
এতস্মিন্নন্তরে দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
মুদা জগাম শীঘ্রং তৎ প্রসন্নবদনেক্ষণা॥ ১১
রুদন্তং মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা নিপতন্তঞ্চ ভক্তিতঃ।
প্রহস্য বার্ত্তাং পপ্রচ্ছ কুমারং শূলপাণিনঃ॥ ১২
সর্ব্বং তাং কথয়ামাস কুমারঃ সম্পুটাঞ্জলিঃ।
শ্রুত্বা চুকোপ সা দেবী শিবং প্রস্ফুরিতাধরা॥১৩
তাং শপ্তুমুদ্যতাং দেবীমুত্থায় চ ত্রিলোচনঃ।
বোধয়ামাস বিবিধং তুষ্টাব সম্পুটাঞ্জলিঃ॥ ১৪
শ্রুত্বা মনোহরং স্তোত্রং ন শশাপ শিবং শিবা।
দুষ্টং চক্রে তদুচ্ছিষ্টমভক্ষ্যং বিদুষামপি॥ ১৫
ন লোকানাং প্রভাবশ্চ তপঃ সৌভাগ্যচেতসাম্।
ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বসংহর্ত্তা চকম্পে পার্ব্বতীভয়াৎ॥১৬
উবাচ তং জগন্মাতা নীতিসারং পরং বচঃ।
গুণপ্রসূঃ সকোপা চ রক্তপঙ্কজলোচনা॥ ১৭

পার্ব্বত্যুবাচ ।

অহো তপঃপ্রভাবশ্চ তেজসশ্চ ন জীবিনাম্ ।
স ব্রহ্মাণ্ডস্য সংহর্ত্তা চকম্পে শৈলকন্যকাম্ ॥ ১৮
ত্বং পোষ্টা জগতাং পাতা মমৈব চ বিশেষতঃ ।
বক্তা বেদস্য বেদানাং জনকশ্চ স্বয়ং বিভুঃ ॥ ১৯
মুক্তিপ্রদাতা ভক্তানাং দাতা চ সর্ব্বসম্পদাম্ ।
ত্বঞ্চেৎ করোষি দুর্নীতিং কো বা ধর্ম্মঞ্চ পাতি বৈ
সদা তবৈব পাল্যাহং পোষ্যা ভক্তা চ কিঙ্করী ।
বঞ্চিতা কর্ম্মদোষেণ হরিনির্ম্মাল্যভক্ষণে ॥ ২১
কিঞ্চিচ্ছুদ্ধঞ্চ মূল্যেন কিঞ্চিদ্বস্তু চ বায়ুনা ।
কিঞ্চিৎ প্রক্ষালনেনৈব সর্ব্বং বিষ্ণোর্নিবেদননং ॥
বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যাঃ সর্ব্বদেবতাঃ ।
পিতরোঽতিথয়শ্চৈবমিতি বেদেষু বিশ্রুতম্ ॥ ২৩
অনৈবেদ্যমভক্ষ্যঞ্চ নৈবেদ্যমুদ্ধরেদ্ধরেঃ ।
নৈবেদ্যঞ্চ হরেরেব হরিতুল্যং করোত্যহো ॥ ২৪
যদৃচ্ছয়া তন্নৈবেদ্যং যো ভুঙ্ক্তে সাধুসঙ্গতঃ ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণাং প্রাপ্নোতি তপসাং ফলম্ ॥ ২৫
যো নিবেদ্য হরিং ভুঙ্ক্তে ভক্ত্যা ভক্তশ্চ নিত্যশঃ ।
কিং বা তপস্যা সুতরাং হরেঃ স তেজসা সমঃ ॥২৬
শ্রুতং পুরা ত্বন্মুখতঃ পুষ্করে মুনিসংসদি ।
স্বয়ং বেদবিধাতা ত্বং কিমহং বক্তুমীশ্বরী ॥ ২৭
সুচিরঞ্চ তপস্তপ্ত্বা ময়া লব্ধস্ত্বমীশ্বরঃ ।
ত্বয়া বিষ্ণোঃ প্রসাদেন বঞ্চিতাহং কথং প্রভো ॥২৮
যতো ন দত্তং নৈবেদ্যং বিষ্ণোর্মহ্যং ত্বয়াধুনা ।
অতো মত্তো গৃহাণৈতং ফলমেব মহেশ্বর ॥ ২৯
অদ্যপ্রভৃতি যে লোকা নৈবেদ্যং ভুঞ্জতে তব ।
তে জন্মৈকং সারমেয়া ভবিষ্যন্ত্যেব ভারতে ॥ ৩০
ইত্যুক্ত্বা পার্ব্বতী মানাদ্রুরোদ পুরতো বিভোঃ ।
দৃষ্টিঃ পপাত তৎকণ্ঠে নীলকণ্ঠো বভূব সঃ ॥ ৩১
তদা শিবঃ শিবাং ভক্ত্যা কৃত্বা বক্ষসি সাদরম্ ।
তন্মানভঙ্গং স্তোত্রেণ বিনয়েন চকার হ ॥ ৩২
করেণ চক্ষুষোর্নীরং সম্মৃজ্য চ পুনঃপুনঃ ।
বোধয়ামাস বিবিধৈর্নীতিবাক্যৈর্মনোহরৈঃ ॥ ৩৩
পরিতুষ্টা চ সা দেবী ভর্ত্তারং সমুবাচ হ ।
কলেবরঞ্চ তক্ষ্যামি নৈবেদ্যঞ্চ বিনা হরেঃ ॥ ৩৪
বিভর্ম্মি দেহং সততং তব সৌভাগ্যবর্দ্ধিনম্ ।
কথং বহামি সৌভাগ্যরহিতঞ্চ কলেবরম্ ॥ ৩৫
অপূর্ব্বং তব নৈবেদ্যং জন্ম-মৃত্যুজরাপহম্ ।
কৃতং দুষ্টং যতস্তস্মাৎ পশ্য দেহং ত্যজামি চ ॥ ৩৬
লিঙ্গোপরি চ যদ্দত্তং তদেব গ্রাহ্যমীশ্বর ।
সুপবিত্রং ভবেৎ তৎ তদ্বিষ্ণোর্নৈবেদ্যমিশ্রিতম্ ॥৩৭
ইত্যেবমুক্ত্বা সা দেবী দেহং ত্যক্তুং সমুদ্যতা ।
ত্রস্তো হরস্তৎপুরতঃ স্তুত্বা চ স্বীচকার হ ॥৩৮

শঙ্কর উবাচ ।

মমাপরাধমখিলং ক্ষন্তুমর্হসি সুন্দরি ।
মাং ভৃত্যং তপসা ক্রীতং কৃপাং কুরু কৃপাময়ি ॥
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশানাং বীজভূতে সনাতনি ।
স্থিরা ভব মহাদেবি চণ্ডিকে জগদম্বিকে ॥ ৪০
অহো গোলোকনাথস্য গুণাতীতস্য নির্গুণে ।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপে চ সদৈব সহচারিণি ॥ ৪১
সাকারে চ নিরাকারে নিত্যে স্বেচ্ছাময়ি প্রিয়ে ।
কৃপয়া তদ্বিভোরেব মম বক্ষসি সাম্প্রতম্ ॥ ৪২
সর্ব্ববীজস্বরূপে চ মহামায়ে মনোহরে ।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদে দেবি মুক্তিদে কৃষ্ণভক্তিদে ॥ ৪৩
নৈবেদ্যং শ্রীহরেঃ সাক্ষান্নাহং দাতুমপি ক্ষমঃ ।
তদাদ্য মাং পরিত্যজ্য নির্গুণং ব্রজ নির্গুণে ॥৪৪
ইত্যেবমুক্ত্বা পুরতস্তস্থৌ চ চন্দ্রশেখরঃ ।
বভূব সুপ্রসন্না সা প্রণনাম হরং পরম্ ॥ ৪৫
ইত্যেবং পার্ব্বতীস্তোত্রং শঙ্করেণ কৃতং পুরা ।
যঃ পঠেদ্বিপদগ্রস্তঃ স ভয়াদেব মুচ্যতে ॥ ৪৬
মিত্রভেদো ভবেদ্দূরং তৎসম্প্রীতির্ভবেৎ পরা ।
পার্ব্বতী পরিতুষ্টা চ ন ত্যজেৎ তস্য মন্দিরম্ ॥৪৭

(ইতি শিবকৃতং পার্ব্বতীস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।)

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

শ্রুত্বা প্রতিজ্ঞাং নাথস্য পরিতুষ্টা বভূব সা ।
জগাম স্বর্ণদীং তূর্ণং স্নানার্থং শঙ্করাজ্ঞয়া ॥ ৪৮
স্নাত্বা সম্পূজ্য ভক্ত্যা চ সুরমিষ্টঞ্চ নির্গুণম্ ।
চকার প্রস্তুতং শীঘ্রং মিষ্টান্নং ব্যঞ্জনানি চ ॥ ৪৯
শিবঃ স্নাত্বা চ সম্পূজ্য ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্ ।
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা মামেব হৃদয়স্থিতম্ ॥ ৫০
গত্বা সর্ব্বমহং ত্যক্ত্বা তস্মৈ দত্ত্বাভিবাঞ্ছিতম্ ।
নৈবেদ্যং পার্ব্বতী লেভে তন্মূলং সমাগতা ॥৫১
ভুক্তাবশেষং সা দেবী সহ ভর্ত্রা মুদান্বিতা ।
তুষ্টাব শঙ্করং ভক্ত্যা প্রণনাম মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৫২

ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং ত্বয়া পৃষ্টং সুরেশ্বরি।
অভিশপ্তং শঙ্করস্য নির্ম্মাল্যং যেন হেতুনা ॥ ৫৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

দর্পভঙ্গঃ শ্রুতো দেবি শঙ্করস্য জগদ্গুরোঃ।
অধুনা শ্রূয়তাং মত্তো দুর্গাদর্পবিমোচনম্ ॥ ১
তেজসা সর্ব্বদেবানামাবির্ভূয় জগৎপ্রসূঃ।
দধার কামিনীরূপং কমনীয়ং মনোহরম্ ॥ ২
নিহত্য দানবেন্দ্রাংশ্চ ররক্ষ দেবতাকুলম্।
লেভে জন্ম ততো দেবী জঠরে ব্রহ্মযোষিতঃ ॥ ৩
পিনাকপাণিং জগ্রাহ সা দেবী সুরসাধনম্।
শশ্বৎ পরমভক্ত্যা চ সিষেবে স্বামিনং সতী॥ ৪
দক্ষেণ সার্দ্ধং দৈবেন বভূব শিবশত্রুতা।
নিরর্থকং বিধের্যাগে পুরৈব সুরসংসদি ॥ ৫
দক্ষশ্চকার যজ্ঞঞ্চ তত আগত্য কোপতঃ।
সর্ব্বাংশ্চ জ্ঞাপয়ামাস তত্রৈব শঙ্করং বিনা ॥ ৬
সস্ত্রীকা দেবতাঃ সর্ব্বা আজগ্মুর্দক্ষমন্দিরম্।
সগণঃ শঙ্করঃ কোপান্নাজগামাভিমানতঃ ॥ ৭
সতী পতিঞ্চ মোহেন বোধয়ামাস যত্নতঃ।
ন তং চালয়িতুং শক্তা বভূব চঞ্চলা স্বয়ম্ ॥ ৮
আজগাম পিতুর্গেহং দর্পাৎ তস্য বিনাজ্ঞয়া।
তস্য শাপেন তস্যাশ্চ দর্পভঙ্গো বভূব হ ॥ ৯
ন হি সম্ভাষণং চক্রে বাঙ্মাত্রেণ পিতা চ তাম্।
শ্রুত্বাতিনিন্দাং ভর্ত্তুশ্চ দেহং তত্যাজ মানতঃ ॥১০
এবং প্রিয়ে নিগদিতং সতীদর্পবিমোচনম্।
তস্যা জন্মান্তরে নিত্যং দর্পভঙ্গশ্চ শ্রূয়তাম্ ॥ ১১
লেভে জন্ম সতী শীঘ্রং জঠরে শৈলযোষিতঃ।
শিবস্তস্যাশ্চিতাভস্ম চাস্থি জগ্রাহ ভক্তিতঃ ॥ ১২
চকার মালামস্থ্না চ ভস্মনা তনুলেপনম্।
স্মারং স্মারং সতীং প্রেম্ণা ভ্রামং ভ্রামং পুনঃপুনঃ
সুষাব মেনা তাং দেবীমতীবসুমনোহরাম্।
সৃষ্টৌ বিধাতুস্তস্যাশ্চ নোপমাস্তি কদাচন ॥ ১৪
গুণপ্রসূর্গুণান্ সর্ব্বান্ সর্ব্বরূপং বিভর্ত্তি সা।
সর্ব্বাশ্চ দেবপত্ন্যস্তৎকলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥১৫
বভূব বর্দ্ধমানা সা শুক্লে চন্দ্রকলা যথা।
অতীব-যৌবনস্থা চ শৈলগেহে দিনে দিনে ॥ ১৬
বভূবাকাশবাণী চ তাং সম্বোধ্য জগৎপ্রসূম্।
শিবে শিবঞ্চ তপসা কঠোরেণ লভেতি চ ॥ ১৭
বিনেশ্বরং ন তপসা প্রাপ্তা হি গর্ভসম্ভবা।
প্রহস্য তস্থৌ শ্রুত্বেতি সা চ যৌবনগর্ব্বিতা॥ ১৮
মম জন্মান্তরীণঞ্চ ভস্মাস্থি চ বিভর্ত্তি যঃ।
স মাং প্রৌঢ়াং কথং দৃষ্ট্বা ন গৃহ্নাত্যত্র জন্মনি ॥
যো বিদগ্ধশ্চ ব্রহ্মাণ্ডং বভ্রাম মম শোকতঃ।
স কথং মাং ন গৃহ্নাতি দৃষ্ট্বা পরমসুন্দরীম্ ॥২০
দক্ষযজ্ঞং যো বভঞ্জ মম হেতোঃ কৃপানিধিঃ।
স কথং মাং ন গৃহ্নাতি পত্নীং জন্মনি জন্মনি ॥
যা যস্য পত্নী যো যস্যা ভর্ত্তা প্রাক্তনতঃ পুরা।
দাতুর্বিশ্বে তয়োর্ভেদো নিষেকো নান্যথা ভবেৎ ॥
সর্ব্বরূপগুণাধারং মত্বা স্বমভিমানতঃ।
ন চকার তপঃ সাধ্বী ন বিজ্ঞায় তমীশ্বরম্ ॥ ২৩
সুন্দরীষু চ সর্ব্বাসু মত্তো নাস্ত্যেব সুন্দরী।
হৃদীতি মত্বা গর্ব্বেণ ন চকার তপঃ শিবা ॥ ২৪
রূপ-যৌবন-বেশানাং পুমান্ গ্রাহীতি যোষিতাম্।
শিবো মচ্ছ্রুতিমাত্রেণ মাং গৃহ্নাতি বিনা তপঃ ॥২৫
হৃদীতি মত্বা গিরিজা তস্থৌ হিমগিরেগৃহে।
শশ্বৎ সহচরীমধ্যে ক্রীড়োন্মত্তা দিবানিশম্ ॥ ২৬
এতস্মিন্নন্তরে তূর্ণং দূতঃ শৈলেন্দ্রসংসদি।
উবাচাগত্য মধুরং তৎপুরঃ সম্পুটাঞ্জলিঃ ॥ ২৭

দূত উবাচ।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ শৈলেন্দ্র গচ্ছাক্ষয়বটান্তিকম্।
আজগাম মহাদেবঃ সগণো বৃষবাহনঃ ॥ ২৮
মধুপর্কাদিকং দত্ত্বা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ।
পূজনং কুরু শৈলেন্দ্র দেবেন্দ্রং তমতীন্দ্রিয়ম্ ॥২৯
সিদ্ধিস্বরূপং সিদ্ধেশং যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুম্।
মৃত্যুঞ্জয়ং কালকালং ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্ ॥৩০
পরমাত্মস্বরূপঞ্চ সগুণং নির্গুণং বিভুম্।
ভক্তধ্যানার্থমমলং দধানং দেহমীশ্বরম্ ॥ ৩১
শৈলো দূতবচঃ শ্রুত্বা সমুত্তস্থৌ মুদান্বিতঃ।
মধুপর্কাদিকং নীত্বা জগাম শঙ্করান্তিকম্ ॥ ৩২
দেবী দূতবচঃ শ্রুত্বা প্রসন্নবদনেক্ষণা।
হৃদীতি মেনে মদ্ধেতোরাজগাম মহেশ্বরঃ ॥ ৩৩

চকার বেশমতুলং দধার বস্ত্রমুত্তমম্।
রত্নেন্দ্রসারালঙ্কারং রত্নমালাং মনোহরাম্ ॥ ৩৪
পারিজাতপ্রসূনানাং মালাং চন্দনসংযুতাম্।
চকার শঙ্করার্থঞ্চ কৃত্বা নানামনোরথম্ ॥ ৩৫
রত্নসিংহাসনস্থা চ দদর্শ দর্পণে মুখম্।
কস্তূরীবিন্দুনা সার্দ্ধং সিন্দূরবিন্দুভূষিতম্ ॥ ৩৬
আরক্তনেত্রযুগলং নির্ম্মলাঞ্জনশোভিতম্।
শরন্মধ্যাহ্নকমলং যথালিপঙ্ক্তিবেষ্টিতম্ ॥ ৩৭
সুকোমলৌষ্ঠযুগলং তাম্বূলরাগসংযুতম্।
অতীব সুন্দরং রম্যং পক্কবিম্বফলং যথা ॥ ৩৮
রত্নকুণ্ডলদীপ্ত্যা চ গণ্ডস্থলবিরাজিতম্।
সূর্য্যোদয়েন জ্বলিতং সুমেরুশিখরং যথা ॥ ৩৯
অত্যনির্ব্বচনীয়ঞ্চ দন্তপঙ্ক্তিমনোহরম্।
যথা মুক্তাসমূহশ্চ সজলো জলদাগমে ॥ ৪০
গজমুক্তাসমাযুক্ত-সুচারুনাসিকোন্নতম্।
সুশোভিতং যথা মেরুঃ স্বর্ণদীজলধারয়া ॥ ৪১
মালতীমাল্যসংযুক্ত-কবরীভারসুন্দরম্।
বকপঙ্ক্তিসুশোভাঢ্য-নবীনজলদং যথা ॥ ৪২
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং চারুবক্ষঃস্থলোজ্জ্বলম্।
রত্নেন্দ্রসারহারাক্তং স্বর্ণদীজলধারয়া ॥ ৪৩
চারুচম্পকবর্ণাভং স্তনযুগ্মং মনোহরম্।
বদরীফলতুল্যঞ্চ চারুপত্রকশোভিতম্ ॥ ৪৪
মধ্যং মনোহরং ক্ষীণং নিম্ননাভিস্থলোজ্জ্বলম্।
অতীব সুন্দরং রম্যমুদরং বর্ত্তুলাকৃতম্ ॥ ৪৫
রম্ভাস্তম্ভবিনিন্দ্যৈকমূরুযুগ্মং মনোহরম্।
কামালয়ং সুকঠিনং নিগূঢ়মংশুকেন চ ॥ ৪৬
স্থলপদ্মপ্রভামুষ্ট-পদযুগ্মং মনোহরম্।
রত্নপাশকসংযুক্তং স্নিগ্ধালক্তবিভূষিতম্ ॥ ৪৭
দধতং রত্নমঞ্জীরং রাজহংসানুকারি চ।
রত্নেন্দ্রসারাভরণং নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৪৮
করং সুকোমলতরং সুন্দরং কনকপ্রভম্।
রত্নকঙ্কণকেয়ূর-শঙ্খভূষণভূষিতম্ ॥ ৪৯
বিভ্রৎসদ্রত্নমুকুটং লীলাকমলমুজ্জ্বলম্।
রত্নাঙ্গুরীয়মতুলং দধতং সুমনোহরম্ ॥ ৫০
দৃষ্ট্বা স্বরূপমতুলং দধ্যৌ শঙ্করমীশ্বরম্।
বিশিষ্য মনসা শশ্বত্তদ্দুর্গশ্চরণপঙ্কজম্ ॥ ৫১
পিতরং মাতরং বন্ধুং মাধ্বীবর্গং সহোদরম্।
স্বপ্নে সা ন সস্মার কিঞ্চিদেব শিবং বিনা ॥ ৫২
অথ শৈলেশ্বরস্তত্র দদর্শ চন্দ্রশেখরম্।
স্বর্ণদীপুলিনাদ্রম্যাদাগতাত্যন্তসস্মিতম্ ॥ ৫৩
দধতং সংস্কৃতাং মালাং জপন্তং মম নামকম্।
তপ্তস্বর্ণপ্রভামুষ্ট-জটারাজিবিরাজিতম্ ॥ ৫৪
বৃষভস্থং শূলহস্তং সর্পভূষণভূষিতম্।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং ব্যাঘ্রচর্ম্মধরং পরম্ ॥ ৫৫
বিভূতিভূষিতাঙ্গঞ্চ অস্থিমালং দিগম্বরম্।
পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনয়নং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ॥ ৫৬
দদর্শ রুদ্রান্ পরিতো জ্বলতো ব্রহ্মতেজসা।
শিববামে মহাকালং দক্ষিণে নন্দিকেশ্বরম্ ॥ ৫৭
ভূত-প্রেত পিশাচাংশ্চ কুষ্মাণ্ডান্ ব্রহ্মরাক্ষসান্।
বেতালান্ ক্ষেত্রপালাংশ্চ ভৈরবান্ ভীমবিক্রমান্
সনকঞ্চ সনন্দঞ্চ কুমারঞ্চ সনাতনম্।
জৈগীষব্যং দেবলঞ্চ কণাদং গৌতমং তথা ॥ ৫৯
পিপ্পলাদমাপিসাঙ্গং বোঢ়ুং পঞ্চশিখং কচম্।
জাবালিং করথং কণ্বং লোমশং সূর্য্যবর্চ্চসম্ ॥৬০
কাত্যায়নং পাণিনিঞ্চ শঙ্খং দুর্ব্বাসসং ততঃ।
শাতাতপং পারিভদ্রমষ্টাবক্রং মহাদ্ভুতম্ ॥ ৬১
এতান্ পুরোগমান্ নত্বা প্রণনাম শিবং গিরিঃ।
মূর্দ্ধ্না নিপত্য ভূমৌ স দণ্ডবৎ সম্পুটাঞ্জলিঃ ॥ ৬২
অথোৎপত্য তথা ভক্ত্যা স্তুত্বা তচ্চরণাম্বুজম্।
ননামাস্যদশ্রুনেত্রঃ পুলকাঞ্চিতবিগ্রহঃ ॥ ৬৩
ধর্ম্মদত্তেন স্তোত্রেণ তুষ্টাব পরমেশ্বরম্।
দৃষ্টো ব্রাহ্ম্যে দিনেঽতীতে পুষ্করে সূর্য্যপর্ব্বণি ॥

হিমালয় উবাচ।

ত্বং ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা চ ত্বং বিষ্ণুঃ পরিপালকঃ।
ত্বং শিবঃ শিবদাতান্তে সর্ব্বসংহারকারকঃ ॥ ৬৫
ত্বমীশ্বরো গুণাতীতো জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ।
প্রকৃতিঃ প্রকৃতাংশশ্চ প্রাকৃতঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥৬৬
নানারূপবিধাতা ত্বং ভক্তানাং ধ্যানহেতবে।
যেষু রূপেষু যৎপ্রীতিস্তদ্রূপঞ্চ বিভর্ষি চ ॥ ৬৭
সূর্য্যস্ত্বং সৃষ্টিজনক আধারঃ সর্ব্বতেজসাম্।
সোমস্ত্বং শস্যপাতা চ সন্ততং শীতরশ্মিনা ॥ ৬৮
বায়ুস্ত্বং বরুণস্ত্বঞ্চ ত্বমগ্নিঃ সর্ব্বদাহকঃ।
ইন্দ্রস্ত্বং দেবরাজশ্চ কালে মৃত্যুর্যমস্তথা ॥ ৬৯
মৃত্যুঞ্জয়ো মৃত্যুমৃত্যুঃ কালকালো যমান্তকঃ।
বেদস্ত্বং বেদকর্ত্তা চ বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ৭০
বিদুষাং জনকস্ত্বঞ্চ বিদ্বাংশ্চ বিদুষাং গুরুঃ।

মন্ত্রস্ত্বং হি জপস্ত্বঞ্চ তপস্ত্বং তৎফলপ্রদঃ ॥ ৭১
বাক্ ত্বং বাগধিদেবী ত্বং তৎকর্ত্তা তদ্গুরুঃ স্বয়ম্
অহো সরস্বতীবীজং কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ ॥৭২
ইত্যেবমুক্ত্বা শৈলেন্দ্রস্তস্থৌ ধৃত্বা পদাম্বুজম্ ।
তত্রোবাস তং প্রবোধ্য স চারুহ্য বৃষং শিবঃ ॥৭৩
স্তোত্রমেতন্মহাপুণ্যং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো ভয়েভ্যশ্চ ভবার্ণবে ॥ ৭৪
অপুত্রো লভতে পুত্রং মাসমেকং পঠেদ্যদি ।
ভার্য্যাহীনো লভেদ্ভার্য্যাং সুশীলাং সুমনোহরাম্ ॥
চিরকালহৃতং বস্তু লভতে সহসা ধ্রুবম্ ।
রাজ্যভ্রষ্টো লভেদ্রাজ্যং শঙ্করস্য প্রসাদতঃ ॥ ৭৬
কারাগারে শ্মশানে চ শত্রুগ্রস্তেঽতিসঙ্কটে ।
গভীরেঽতিজলাকীর্ণে মগ্নপোতে বিষাদনে ॥৭৭
রণমধ্যে মহাভীতে হিংস্রজন্তুসমন্বিতে ।
সর্ব্বতো মুচ্যতে স্তুত্বা শঙ্করস্য প্রসাদতঃ ॥ ৭৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-
জন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে
অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

ইতি স্তুত্বা হিমগিরির্বসতঃ শঙ্করস্য চ ।
উবাস পুরতো দূরে লব্ধাজ্ঞঃ সর্ব্বসম্মতঃ ॥ ১
মধুপর্কাদিকং তস্মৈ প্রদদৌ ভক্তিপূর্ব্বকম্ ।
মুনীন্ সম্পূজয়ামাস তত্র শঙ্করপার্ষদান্ ॥ ২
অদ্রিণা চ সমাগত্য মেনকা চ গণৈঃ সহ ।
দদর্শ বটমূলস্থং শঙ্করং চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৩
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং বসন্তং ব্যাঘ্রচর্ম্মণি ।
মধ্যে মুনিগণানাঞ্চ জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা ॥ ৪
যথাকাশে তারকাণাং দ্বিজরাজং বিরাজিতম্ ।
পরমাহ্লাদকং রূপং কন্দর্পকোটিসন্নিভম্ ॥ ৫
বিহায় বার্দ্ধকাবস্থাং দধতং নবযৌবনম্ ।
অতীব সুন্দরং রম্যং চিত্তচৌরঞ্চ যোষিতাম্ ॥ ৬
কামং কামাতুরাণাঞ্চ সতীনাঞ্চ সুতং যথা ।
বৈষ্ণবানাং মহাবিষ্ণুং শৈবানাঞ্চ সদাশিবম্ । ৭
শক্তিস্বরূপং শাক্তানাং সৌরাণাং সূর্য্যরূপিণম্ ॥
কালস্বরূপং দুষ্টানাং শিষ্টানাং পরিপালকম্ ।
কালকালং যমযমং মৃত্যোর্মৃত্যুং ভয়ানকম্ ॥ ৮
ব্যাঘ্রচর্ম্মচারুবস্ত্রং বভূব ভস্মচন্দনম্ ।
সর্পাঃ সুন্দরমাল্যানি কস্তূরী সা বিষপ্রভা ॥ ৯
জটা সুললিতা চূড়া চন্দ্রস্তিলকচন্দনম্ ।
সুচার্ব্বী মালতীমালা গঙ্গাধারা মনোহরা ॥ ১০
অস্থিমালা রত্নমালা ধুস্তূরং চারুচম্পকম্ ।
একীভূতং পঞ্চবক্ত্রং নেত্রযুগ্মাব্জশোভিতম্ ॥ ১১
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাভং প্রচ্ছাদ্য দীপ্তমুত্তমম্ ।
বন্ধূজীববিনিন্দেকমোষ্ঠাধরমনোহরম্ ॥ ১২
শ্বেতাশ্বেন্দ্রো বৃষেশশ্চ ভূতাদ্যা নর্ত্তকা ইব ।
সদা ব্যতিক্রমং সর্ব্বং মহেশস্য মহেশ্বরি ॥ ১৩
দৃষ্ট্বৈবং শিবরূপঞ্চ মেনা তুষ্টা বভূব হ ॥ ১৪
কাশ্চিন্নিমেষরহিতাঃ কামেন পুলকান্বিতাঃ ।
অতিকামাতুরাঃ সদ্যঃ প্রাপুর্মূর্চ্ছাঞ্চ কাশ্চন ॥ ১৫
কাশ্চিদ্বিনিন্দ্য কান্তাংশ্চ প্রশংসন্তি মহেশ্বরম্ ।
মনোরথেন মনসা স্ত্রিয়ঃ শ্লিষ্যন্তি কাশ্চন ॥ ১৬
কাশ্চিন্মানসিকং কামাং কুর্ব্বন্তি চুম্বনং মুদা ।
ধ্রুবং কামং করিষ্যামো বয়ঞ্চ কামসাগরে ॥ ১৭
অস্মাকমেবং ভর্ত্তা চ পরত্রৈব যতো ভবেৎ ।
ইহৈবৈকং করিষ্যামো বয়ং কান্তং রতৌ রতম্ ।
কৃত্বা তপস্যাং সুচিরমিতি জল্পন্তি কাশ্চন ॥ ১৮
কাশ্চিদ্দৃষ্ট্বা শিবং কিঞ্চিন্মুখমাচ্ছাদ্য বাসসা ।
সস্মিতা বক্রনয়নাঃ পশ্যন্ত্যেবং পুনঃপুনঃ ॥ ১৯
বয়ং গৃহং ন যাস্যামো যাস্যামঃ শিবসন্নিধিম্ ।
শরৎসুধাংশুবদনং দ্রক্ষ্যামোঽহর্নিশং মুদা ॥ ২০
সংসারং ন করিষ্যামঃ প্রবেক্ষ্যামো হুতাশনম্ ।
ভবিতা নঃ শিবঃ স্বামীত্যেবং কৃত্বা হি কামনাম্ ॥
অহো পুণ্যবতী দুর্গা শ্লাঘ্যং তজ্জন্ম ভারতে ।
দুর্গাং প্রস্থাপয়ামাসুঃ সেবায়ৈ শিবসন্নিধিম্ ॥ ২২
পার্ব্বতী সখিভিঃ সার্দ্ধং বেশং কৃত্বা মনোহরম্ ।
ভাবানুরক্তা হাবেন জগাম শিবসন্নিধিম্ ॥ ২৩
দৃষ্ট্বা শিবা শিবং শান্তং প্রসন্নবদনেক্ষণম্ ।
সপ্তপ্রদক্ষিণং কৃত্বা সস্মিতা প্রণনাম সা ॥ ২৪
অনন্তভাজং গুণিনমমরং জ্ঞানিনাং বরম্ ।
সুন্দরং লভ ভর্ত্তারং সুন্দরীত্যাশিষং দদৌ ॥ ২৫
ভবিতা তব সৌভাগ্যং শুভে স্বামিনি সন্ততম্ ।
পুত্রস্তে ভবিতা সাধ্বি নারায়ণসমো গুণৈঃ ॥ ২৬
ভবিতা তে পুরা পূজা ত্রৈলোক্যে জগদম্বিকে ।

ব্রহ্মাণ্ডেষু চ সর্ব্বেষু সর্ব্বেষাঞ্চ পরা ভব ॥ ২৭
সপ্তপ্রদক্ষিণীকৃত্য যতো ভক্ত্যা ত্বয়া নতাঃ ।
সর্ব্বজন্মনি তুষ্টোঽহং তৎফলং লভ সুন্দরি ॥ ২৮
তীর্থে কান্তেঽভীষ্টদেবে গুরৌ মন্ত্রে যথৌষধে ।
অস্থা চ যাদৃশী যাসাং সিদ্ধিস্তাসাঞ্চ তাদৃশী ॥ ২৯
ইত্যুক্ত্বা শঙ্করস্তূর্ণং ব্রহ্মজ্যোতিঃপরঞ্চ যাম্ ।
দধ্যৌ যোগাসনং কৃত্বা যোগীশো ব্যাঘ্রচর্ম্মণি ॥
প্রক্ষাল্য চরণৌ দেবী পপৌ তচ্চরণোদকম্ ।
চকার মার্জ্জনং ভক্ত্যা বহ্নিশৌচেন বাসসা ॥ ৩১
রত্নসিংহাসনং রম্যং বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতম্ ।
অপূর্ব্বকাংস্যপাত্রস্থং প্রদদৌ মধুরং মধু ॥ ৩২
অর্ঘ্যং মন্দাকিনী-তোয়সংযুক্তং চরণে দদৌ ।
সুগন্ধি চন্দনং চারু কস্তূরীকুঙ্কুমান্বিতম্ ॥ ৩৩
প্রদদৌ মালতীমালাং গলে গরলসুন্দরে ।
ভক্ত্যা পূজাং চকারাথ পুষ্পমুষ্টিচতুষ্টয়ৈঃ ॥ ৩৪
পীযূষপূর্ণপাত্রস্থং নৈবেদ্যং প্রদদৌ কিল ।
রত্নপ্রদীপশতকং সমন্তাদ্রূপমুত্তমম্ ॥ ৩৫
ত্রৈলোক্যদুর্লভং বস্ত্রং স্বর্ণযজ্ঞোপবীতকম্ ।
সুগন্ধি পীততোয়ঞ্চ পানার্থং পার্ব্বতী দদৌ ॥ ৩৬
অতীব সুন্দরং রম্যং রত্নসারেন্দ্রভূষণম্ ।
দুর্লভাং কামধেনুঞ্চ স্বর্ণশৃঙ্গসমন্বিতাম্ ॥ ৩৭
স্নানীয়ং তীর্থতোয়ঞ্চ তাম্বূলঞ্চ মনোহরম্ ।
দত্ত্বা ষোড়শোপচারং প্রণনাম পুনঃ প্রভুম্ ॥ ৩৮
সম্পূজ্য শূলিনং ভক্ত্যা যযৌ নিত্যং পিতুর্গৃহম্ ।
শুশ্রাবাপ্সরসাং বক্ত্রাদেবমিন্দ্রো মহেশ্বরম্ ॥ ৩৯
শ্রুত্বা বার্ত্তাং সুনাসীরো ননর্ত্ত হর্ষসংযুতঃ ।
দূতদ্বারা কামদেবমানিনায় ত্বরান্বিতঃ ॥ ৪০
ইন্দ্রাজ্ঞয়া কামদেবঃ প্রজগামামরাবতীম্ ।
তূর্ণং প্রস্থাপয়ামাস তঞ্চ যত্র শিবঃ শিবা ॥ ৪১
পঞ্চশায়কসংযুক্তো জগাম পঞ্চশায়কঃ ।
প্রসন্নবদনঃ শ্রীমান্ যত্র শক্তিযুতঃ শিবঃ ॥ ৪২
গত্বা দদর্শ মদনঃ শিবাযুক্তং শিবং প্রভুম্ ।
শান্তং ত্রৈলোক্যকান্তঞ্চ প্রসন্নবদনেক্ষণম্ ॥ ৪৩
কামঃ স্থিতোঽন্তরীক্ষে চ ধৃত্বা চ সশরং ধনুঃ ।
চিক্ষেপাস্ত্রং দুর্নিবার্য্যমমোঘং শঙ্করে মুদা ॥ ৪৪
বভূবামোঘমস্ত্রঞ্চ মোঘং তৎ পরমাত্মনি ।
আকাশ ইব নির্লক্ষ্যে নির্লিপ্তে সর্ব্বসাক্ষিণি ॥৪৫
মোঘীভূতে চ স্বাস্ত্রে চ ভয়মাপাথ মন্মথঃ ।
চকম্পে পুরতঃ স্থিত্বা দৃষ্ট্বা মৃত্যুঞ্জয়ং বিভুম্ ॥ ৪৬
সস্মার ত্রিদশান্ কামঃ শক্রাদীন্ ভয়বিহ্বলঃ ।
আযযুর্দেবতাঃ সর্ব্বাঃ শম্ভুং কোপেন কম্পিতম্ ॥
চক্রুঃ স্তুতিঞ্চ স্তোত্রেণ শঙ্করং ত্রিদশেশ্বরম্ ।
কোপাগ্নিমুদ্গিরন্তং তং কপাললোচনাদহো ॥ ৪৮
স্তুতিং কুর্ব্বৎসু দেবেষু স বহ্নিঃ শম্ভুসম্ভবঃ ।
জজ্বালোর্দ্ধশিখোদ্দীপ্তঃ প্রলয়াগ্নিশিখোপমঃ ॥ ৪৯
উৎপত্য গগনে ঘূর্ণন্ নিপত্য ধরণীতলে ।
ভ্রামং ভ্রামঞ্চ পরিতঃ পপাত মদনোপরি ॥ ৫০
বভূব ভস্মসাৎ কামঃ ক্ষণেন হরকোপতঃ ।
বিষণ্ণা দেবতাঃ সর্ব্বা নতবক্ত্রা চ পার্ব্বতী ॥ ৫১
বিললাপ বহুতরং হরস্য পুরতো রতিঃ ।
তুষ্টুবুর্দেবতাঃ সর্ব্বাঃ কম্পিতাশ্চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৫২
রতিমূচুঃ সুরাঃ সর্ব্বে রুরুদুশ্চ মুহুর্মুহুঃ ।
কিঞ্চিদ্ভস্ম গৃহীত্বা চ রক্ষ মাতর্ভয়ং ত্যজ ॥ ৫৩
বয়ং তং জীবয়িষ্যামো লভিষ্যসি প্রিয়ং পুনঃ ।
হরকোপাপনয়নে সুপ্রসন্নদিনেঽপি চ ॥ ৫৪
দৃষ্ট্বা রতের্ব্বিলাপঞ্চ মূর্চ্ছাঞ্চ সম্প্রাপ পার্ব্বতী ।
অতীন্দ্রিয়ং গুণাতীতং তুষ্টাব চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৫৫
রুদতীং পার্ব্বতীং ত্যক্ত্বা স্বস্থানং প্রযযৌ শিবঃ ।
সদ্যো বভূব তত্রৈব পার্ব্বতী দর্পমোক্ষণম্ ॥ ৫৬
রূপযৌবনয়োর্গর্ব্বং তত্যাজ শৈলকন্যকা ।
মুখং দর্শয়িতুং লজ্জা বভূব চ সখীগণান্ ॥ ৪৭
সুরাশ্চ রতিমাশ্বাস্য সর্ব্বে জগ্মুঃ স্বমন্দিরম্ ।
প্রণম্য দণ্ডবদ্রুদ্রং শোকাদুদ্বিগ্নমানসাঃ ॥ ৫৮
স্তুত্বা রুদিত্বা শোকেন ভয়েন কামকামিনী ।
কোপরক্তেক্ষণং রুদ্রং রাধিকে স্বালয়ং যযৌ ॥ ৫৯
ন জগাম পিতুর্গেহে পার্ব্বতী সা তু লজ্জয়া ।
আলিভির্ব্বার্য্যমাণা চ জগাম তপসে বনম্ ॥ ৬০
প্রজগ্মুঃ সহচারিণ্যস্তৎপশ্চাচ্ছোকবিহ্বলাঃ ।
মাতৃভির্ব্বার্য্যমাণা চ স্বর্ণদীতীরজং বনম্ ॥ ৬১
সুচিরং তপসস্তপ্ত্বা সা সম্প্রাপ ত্রিলোচনম্ ।
রতিঃ সম্প্রাপ মদনং শঙ্করস্য বরেণ চ ॥ ৬২
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং পার্ব্বতীদর্পমোক্ষণম্ ।
নিগূঢ়চরিতং রাধে কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৬৩

ইতি শ্রীব্রাহ্ম বৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-
খণ্ডে নারায়ণ-নারদ সংবাদে একোন-
চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৯॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

রাধিকোবাচ ।

অহো বিচিত্রং চরিতমপূর্ব্বং কিংশ্রুতং বিভো ।
সুন্দরং শ্রুতিপীযূষং নিগূঢ়ং জ্ঞানকারণম্ ॥ ১
ন বিশেষং সমাসঞ্চ শ্রুতং ন ব্যসমীপ্সিতম্ ।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তীর্ণং কথয় প্রভো ॥ ২
কিং কিং তপঃ কঠোরঞ্চ চকার পার্ব্বতী শুচঃ ।
কং কং বরং বা সম্প্রাপ কথমাপ মহেশ্বরম্ ॥ ৩
রতিঃ কেন প্রকারেণ জীবয়ামাস মন্মথম্ ।
পার্ব্বতী-শিবয়োঃ কৃষ্ণ বিবাহং বর্ণয় প্রভো ॥ ৪
তয়ো রহসি সম্ভোগং পার্ব্বতীতাপমোচনম্ ।
কথ্যতাং করুণাসিন্ধো দুঃখিনীদুঃখমোচনম্ ॥ ৫
দম্পতিবিরহোক্তিশ্চ কর্ণজ্বালা চ যোষিতঃ ।
শ্রোতুং কৌতূহলং কৃষ্ণ পুনঃ সম্মিলনং তয়োঃ ॥
অগ্নিজ্বালা বিষজ্বালাঃ ক্ষমাঃ সোঢ়ুঞ্চ যোষিতঃ ।
দম্পতিবিরহজ্বালা ন শ্রোতুঞ্চ ক্ষণং ক্ষমাঃ ॥ ৭
রাধিকাবচনং শ্রুত্বা সস্মিতশ্চানতাননঃ ।
বিস্তীর্ণং বক্তুমারেভে হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৮
দম্পতিবিরহোক্তিঞ্চ যা রাধা শ্রোতুমক্ষমা ।
বিচ্ছেদে শতবর্ষীয়ে কিমস্যা ভবিতা মম ॥ ৯
ইত্যেবং মানসে কৃত্বা মায়েশো মায়য়ান্বিতঃ ।
কৃপাসিন্ধুশ্চ কৃপয়া কথাং কথিতুমুদ্যতঃ ॥ ১০

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

প্রাণাধিকে রাধিকেঽয়ি শ্রূয়তাং প্রাণবল্লভে ।
প্রাণাধিদেবি প্রাণেশি প্রাণাধারে মনোহরে ॥ ১১
বটমূলাদ্গতে রুদ্রে পার্ব্বতী তপসে যযৌ ।
পুনঃপুনঃ স্বমাত্রা চ পিত্রা চ বিনিবারিতা ॥ ॥১২
গত্বা সা স্বর্ণদীতীরং স্নাত্বা চ শরণং গতা ।
সংবেশে চ ময়া দত্তং জজাপ তন্মনুং মুদা ॥ ১৩
বর্ষমেকঞ্চ সম্পূর্ণমনাহারা স্বভক্তিতঃ ।
জপ্ত্বা তস্য কঠোরঞ্চ চকার জগদম্বিকা ॥ ১৪
গ্রীষ্মে চ পরিতো বহ্নিং প্রজ্বলন্তং দিবানিশম্ ।
কৃত্বা প্রতস্থৌ তন্মধ্যে সন্ততং জপতী মনুম্ ॥ ১৫
শশ্বৎ শ্মশানে বর্ষাসু কৃত্বা যোগাসনং শিবা ।
শিলাবৃষ্ট্যা চ সংসিক্তা বভূব জলধারয়া ॥ ১৬
শীতে জলান্তরে শশ্বৎ প্রতস্থৌ ভক্তিপূর্ব্বকম্ ।
অনাহারা শরদ্রৌদ্রে নীহারেষু নিশাসু চ ॥ ১৭
এবং কৃত্বা পরং বর্ষং ন প্রাপ্ত্বা শঙ্করং সতী ।
শুচা কৃত্বাগ্নিকুণ্ডঞ্চ প্রবেষ্টুং সা সমুদ্যতা ॥ ১৮
তামগ্নিকুণ্ডং বিশতীং তপস্যাতিকৃশাং সতীম্ ।
দৃষ্ট্বা শিবঃ কৃপাসিন্ধুঃ কৃপয়া চাজগাম হ ॥ ১৯
অতীব বামনো বালো বিপ্ররূপঃ স্বতেজসা ।
প্রজ্বলন্ মনসা হৃষ্টো দণ্ডী ছত্রী জটাধরঃ ॥ ২০
শুক্লযজ্ঞোপবীতী চ শুক্লবাসাশ্চ সস্মিতঃ ।
শ্বেতাব্জবীজমালাঞ্চ বিভ্রৎ তিলকমুজ্জ্বলম্ ॥
নির্জ্জনে বালকং দৃষ্ট্বা স্নিগ্ধা সাতিজহাস হ ।
তত্তেজসাতিপ্রচ্ছন্না তত্যাজ তপসঃ শ্রমম্ ॥ ২২
কো ভবানিতি পপ্রচ্ছ তং শিশুং পুরতঃ স্থিতম্ ।
মনসালিঙ্গনং কর্ত্তুমিচ্ছন্তী পরমাদরম্ ॥ ২৩
শ্রুত্বা শৈলসুতাপ্রশ্নং প্রহস্য পরমেশ্বরঃ ।
উবাচাতীব মধুরং কর্ণপীযূষমীশ্বরঃ ॥ ২৪

শঙ্কর উবাচ ।

যঃ সোঽহমিচ্ছাগামী চ তপস্বী বিপ্রবালকঃ ।
কা ত্বং কান্তেঽত্র কান্তারে তপশ্চরসি সুন্দরি ॥২৫
বদ কস্য কুলে জাতা কস্য কন্যা চ কাভিধা ।
তপসঃ ফলদাত্রী ত্বং কস্মাদ্ধেতোস্তপস্তব ॥ ২৬
অহো বা তপসাং রাশিঃ স্বয়ং মূর্ত্তিমতী সতী ।
স্বয়ং তেজঃস্বরূপা বা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ।
বিধায় ভক্তধ্যানার্থং বিগ্রহং ভারতে জনুঃ ॥ ২৭
কিং বা ত্রিলোকলক্ষ্মীস্ত্বং সম্প্রদ্রূপা সনাতনী ।
রক্ষাং বিধাতুং জগতামাগতা ধাতুরন্তিকে ॥ ২৮
কিং বাম্বিকা ত্বং বেদানাং স্বয়ং মূর্ত্তিমতী সতী ।
সাবিত্রী ভারতে জন্ম স্বেচ্ছয়া লব্ধুমাগতা ॥ ২৯
বাগধিষ্ঠাতৃদেবী বা স্বয়ং সাক্ষাৎ সরস্বতী ।
সর্ব্ববিদ্যাং প্রকটিতুং স্বেচ্ছয়া জন্ম ভারতে ॥৩০
এতাসু মধ্যে কা বা ত্বং নাহং তর্কিতুমীশ্বরঃ ।
যা সা ভবসি কল্যাণি পরিতুষ্টা চ মাং ভব ॥ ৩১
সতি ত্বয়ি প্রসন্নায়াং প্রসন্নঃ পরমেশ্বরঃ ।
পতিব্রতায়াং তুষ্টায়াং তুষ্টো নারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥ ৩২
তুষ্টে নারায়ণে দেবে শশ্বৎ তুষ্টং জগত্রয়ম্ ।
তরুমূলেষু সিক্তেষু শাখাঃ সিক্তা যথা প্রিয়ে ॥৩৩
শিশোস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রহস্য পরমেশ্বরী ।
উবাচ বচনং চারু কর্ণপীযূষমীশ্বরী ॥ ৩৪

পার্ব্বত্যুবাচ ।

নাহং বেদপ্রসূর্লক্ষ্মীর্বাগধিষ্ঠাতৃদেবতা ।

জন্ম মে ভারতে বর্ষে সাম্প্রতং শৈলকন্যকা ॥ ৩৫
পূর্ব্বং জন্ম দক্ষগেহে সতী শঙ্করকামিনী ।
যোগেন ত্যক্তদেহাহং তাতেন ভর্তৃনিন্দয়া ॥ ৩৬
অত্র জন্মনি পুণ্যেন সম্প্রাপ্তে শঙ্করে দ্বিজ ।
মাং ত্যক্ত্বা ভস্মসাৎ কৃত্বা মন্মথং স জগাম হ ॥৩৭
প্রয়াতে শঙ্করে তাপাদ্‌ব্রীড়য়াহং পিতুর্গৃহাৎ ।
আগতা তপসে চিত্তমদদাং স্বর্ণদীতটে ॥ ৩৮
কৃত্বা তপঃ কঠোরঞ্চ সুচিরং প্রাণবল্লভম্ ।
ন প্রাপ্তাগ্নিং প্রবেষ্টুঞ্চ ত্বাঞ্চ দৃষ্ট্বা ক্ষণং স্থিতা ॥৩৯
গচ্ছ ত্বং প্রবিশাম্যগ্নৌ প্রলয়াগ্নিশিখোপমে ।
কৃত্বা স্বকাময়াং বিপ্র হরপ্রাপ্তিমনীষিতাম্ ॥ ৪০
যত্র তত্র জন্ম লব্ধা লভিষ্যামি শিবং বরম্ ।
প্রাণাধিকং প্রিয়ং কান্তং বিভুং জন্মনি জন্মনি ॥৪১
সর্ব্বা হি স্বপ্রিয়ং লব্ধুং লভন্তি জন্ম বাঞ্ছিতম্ ।
তজ্জন্ম পতিলাভার্থং সর্ব্বাসাঞ্চ শ্রুতৌ শ্রুতম্ ॥৪২
প্রাক্তনো যো হি যদ্ভর্ত্তা স তাসাং প্রতিজন্মনি ।
যা স্ত্রী যেষাং পূর্ব্বজায়া সা তজ্জন্মনি জন্মনি ॥ ৪৩
যং দেবমিহ ন প্রাপ্য কৃত্বা ঘোরতরং তপঃ ।
কৃত্বাগ্নিকুণ্ডে কাম্যঞ্চ লভিষ্যামি পরত্র তম্ ॥ ৪৪
ইত্যুক্ত্বা পার্ব্বতী বহ্নৌ তৎপুরঃ প্রবিবেশ হ ।
নিষিধ্যমানা পুরতো ব্রাহ্মণেন পুনঃপুনঃ ॥ ৪৫
বহ্নিপ্রবেশং কুর্ব্বত্যাঃ পার্ব্বত্যাঃ পরমেশ্বরি ।
বভূব তপসা সদ্যো বহ্নিশ্চন্দনবদ্‌ধ্রুবম্ ॥ ৪৬
ক্ষণং তদন্তরে স্থিত্বা চোৎপতন্তীং শিবাং শিবঃ ।
পুনঃ পপ্রচ্ছ সহসা বৃন্দাবনবিনোদিনি ॥ ৪৭

মহাদেব উবাচ ।

অহো তপস্তে কিং ভদ্রে ন বুদ্ধিঃ কিঞ্চিদেব হি ।
ন দগ্ধো বহ্নিনা দেহো ন চ প্রাপ্তো মনীষিতঃ ॥৪৮
শিবং কল্যাণরূপঞ্চ ভর্ত্তারং কর্ত্তুমিচ্ছসি ।
অবিগ্রহং পতিং কৃত্বা কিং বা তে বাঞ্ছিতং ভবেৎ
সংহর্ত্তারঞ্চ ভর্ত্তারং যদীচ্ছসি শুচিস্মিতে ।
কান্তমিচ্ছতি কা বা স্ত্রী সর্ব্বসংহারকারণম্ ॥ ৫০
মোক্ষং বাঞ্ছসি চেদ্দেবি কৃত্বা কান্তস্বরূপিণম্ ।
সর্ব্বমুক্তিপ্রদা ত্বঞ্চ তপস্যা বিফলা তব ॥ ৫১
শিবশ্চ মঙ্গলে মোক্ষে সংহর্ত্তা ন চ দৃশ্যতে ।
শিবশব্দস্য চান্যার্থো ন হি বেদনিরূপিতঃ ॥ ৫২
তঞ্চ সংহারকর্ত্তারং যদি বাঞ্ছসি সুন্দরি ।
লভিষ্যস্যেব রুদ্রঞ্চ সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥ ৫৩
ন ভবিষ্যতি মোক্ষস্তে স্বাভীষ্টদেবসেবনম্ ।
হরিস্মৃতিরমোঘা চ সর্ব্বমঙ্গলদা সদা ॥ ৫৪
শীঘ্রং পিতুর্গৃহং গচ্ছ তত্র দ্রক্ষ্যসি শঙ্করম্ ।
মমাশিষা সুতপসাং ফলেন চ সুদুর্লভম্ ॥ ৫৫
ইত্যুক্ত্বা পার্ব্বতীং বিপ্রস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
দুর্গা যযৌ পিতুর্গেহং মহাদেবেতি বাদিনি ॥ ৫৬
পার্ব্বত্যাগমনং শ্রুত্বা মেনকা সা হিমালয়ঃ ।
দিব্যং যানং পুরস্কৃত্য প্রযযৌ হর্ষবিহ্বলঃ ॥ ৫৭
সংস্থাপ্য মঙ্গলঘটান্ রাজবর্ত্মনি রাধিকে ।
চন্দনাগুরু-কস্তূরী-ফলশাখাসমন্বিতান্ ।
পট্টসূত্রসংনিবদ্ধ-রসালপল্লবান্বিতান্ ।
পরিতঃ পরিতো রম্ভা-স্তম্ভবৃন্দসমন্বিতান্ ॥ ৫৯
পতিপুত্রবতীযোষিৎ-সমূহৈর্দীপহস্তকৈঃ ।
পর্ণ-লাজ ধান্য-দূর্ব্বা-ফল-পুষ্পসমন্বিতৈঃ ॥ ৬০
সপুণ্যৈর্ব্রাহ্মণৈশ্চৈব মুনিভির্ব্রহ্মচারিভিঃ ।
নটীভির্নর্ত্তকীভিশ্চ গজৈরশ্বৈশ্চ শোভিতৈঃ ॥ ৬১
পুরোহিতৈশ্চ সংযুক্তৈঃ কুর্ব্বদ্ভির্মঙ্গলধ্বনিম্ ।
সুচারুমালতীমালা-হস্তৈঃ শস্তৈঃ প্রশংসিতৈঃ ॥৬২
নানাপ্রকারবাদ্যৈশ্চ শঙ্খধ্বনিভিরন্বিতৈঃ ।
সিন্দূররেণুভিশ্চারু চন্দনদ্রবপঙ্কিলৈঃ ॥ ৬৩
প্রবিশ্য নগরং দুর্গা দদর্শ পিতরৌ পুরঃ ।
সুপ্রসন্নবদনা দেবী আলিভিঃ প্রণনাম তৌ ॥৬৪
সম্প্রপূজ্যাশিষং তৌ চ চক্রতুস্তাঞ্চ বক্ষসি ॥ ৬৫
হে বৎসেহস্মে সমুচ্চার্য্য রুদন্তৌ প্রেমবিহ্বলৌ ।
তদা তাঞ্চ রথে কৃত্বা জগ্মতুর্নিজমন্দিরম্ ॥ ৬৬
স্ত্রিয়ো নির্ম্মঞ্ছনং চক্রুর্বিপ্রাশ্চ যযুরাশিষম্ ।
ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ বন্দিভ্যঃ পর্ব্বতেন্দ্রো ধনং দদৌ
মঙ্গলং কারয়ামাস পাঠয়ামাস ছন্দসাম্ ॥ ৬৭
এবং স্বকন্যয়া সার্দ্ধং তস্থতুস্তৌ স্বমন্দিরে ।
সুখেন নিবসন্তৌ হি হর্ষবিহ্বলমানসৌ ॥ ৬৮
একদা চ তপঃ কর্ত্তুং জগাম স্বর্ণদীং গিরিঃ ।
মেনকাকন্যয়া সার্দ্ধমুবাস প্রাঙ্গণে মুদা ॥ ৬৯
এতস্মিন্নন্তরে ভিক্ষুর্নর্ত্তকশ্চ সুগায়নঃ ।
সহসৈব আজগাম মেনকাসন্নিধিং মুদা ॥ ৭০
শৃঙ্গবাদ্যং বামহস্তে ডমরুং দক্ষিণে করে ।
কৃত্বা বিভূতিগাত্রেঽতিবৃদ্ধোঽতীব জরাতুরঃ ॥ ৭১
পৃষ্ঠকন্থো রক্তবাসাঃ সুকণ্ঠোঽতিমনোহরঃ ।
জগৌ স মদ্গুণাখ্যানং কৃত্বা নৃত্যং মনোহরম্ ।

বাদয়ামাস শৃঙ্গঞ্চ ক্ষণং ডমরুকং তথা॥ ৭২
আজগ্মুর্নাগরা বালা বালিকা হর্ষবিহ্বলাঃ।
বৃদ্ধা যুবানো যুবতীসমূহা বৃদ্ধযোষিতঃ॥ ৭৩
শ্রুত্বাতিসুন্দরং গীতং সুতালস্বরসংযুতম্।
সহসা মুমুহুঃ সর্ব্বে মেনা মূর্চ্ছামবাপ হ॥ ৭৪
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ্য যা দুর্গা দদর্শ হৃদি শঙ্করম্।
ত্রিশূলপট্টিশকরং ব্যাঘ্রচর্ম্মধরং পরম্॥ ৭৫
বিভূতিভূষণং রম্যমস্থিমালং সুনির্ম্মলম্।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং সুপ্রসন্নং ত্রিলোচনম্॥ ৭৬
মালাহস্তং পঞ্চবক্ত্রং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্।
বরং বৃণ্বিত্যুক্তবন্তং সুন্দরং চন্দ্রশেখরম্॥ ৭৭
হৃদয়স্থং হরং দৃষ্ট্বা মনসা তং ননাম সা।
বরং বব্রে মানসে সা ত্বং পতির্মে ভবেতি চ।
বরং দত্ত্বা শিবস্তস্যৈ চান্তর্দ্ধানং চকার সঃ॥ ৭৮
ন দৃষ্ট্বা হৃদি তং দুর্গা সম্প্রাপ্য চেতনাং পুনঃ।
দদর্শ চক্ষুরুন্মীল্য ভিক্ষুকং গায়নং পুনঃ॥ ৭৯
নৃত্যসঙ্গীততঃ সা তু ভিক্ষুকস্য চ মেনকা।
দাতুং যযৌ সুরত্নানি স্বর্ণপাত্রস্থিতানি চ॥ ৮০
ভিক্ষাং যযাচে ভিক্ষুস্তাং দুর্গাং কন্যাং গৃহীতবান্
পুনশ্চ নর্ত্তনং কর্ত্তুমুদ্যতঃ কৌতুকেন চ॥ ৮১
মেনা তদ্বচনং শ্রুত্বা চুকোপ বিস্ময়ং যযৌ।
ভিক্ষুকং ভর্ৎসয়ামাস বাহিষ্কর্ত্তুমুবাচ তম্॥ ৮২
পত্নীং ত্রিলোকনাথস্য শিবস্য পরমাত্মনঃ।
যাচ্ঞামিমাং প্রকুর্ব্বন্তং দূরং কুরু কুভাষিণম্॥ ৮৩
এতস্মিন্নন্তরে তপ্তা গিরিঃ স্বালয়মাযযৌ।
দদর্শ পুরতো ভিক্ষুং প্রাঙ্গণস্থং মনোহরম্॥ ৮৪
কৃত্বা নারায়ণার্চ্চাং তু গঙ্গাতীরে মনোহরে।
তন্মূর্ত্তিধ্যানবিশ্লেষ-শোকাদুদ্বিগ্নমানসঃ॥ ৮৫
শ্রুত্বা মেনামুখাদ্বার্ত্তাং জহাস চ চুকোপ সঃ।
আজ্ঞাং চকার খচরং বহিষ্কর্ত্তুঞ্চ ভিক্ষুকং॥ ৮৬
আকাশমিব দুঃস্পর্শং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা।
ন শশাক বহিষ্কর্ত্তুং সমীপং গন্তুমক্ষমঃ॥ ৮৭
দদর্শ ভিক্ষুকং শৈলঃ ক্ষণং চারুচতুর্ভুজম্।
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং পীতাম্বরধরং পরম্॥ ৮৮
সুবেশং সুন্দরং শ্যামমীষদ্ধাস্যং মনোহরম্।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং ভক্তানুগ্রহকাতরম্॥ ৮৯
যদ্যৎ পুষ্পং প্রদত্তঞ্চ পূজাকালে গদাভৃতে।
গাত্রে শিরসি তৎ সর্ব্বং ভিক্ষুকস্য দদর্শ হ॥ ৯০
ধূপদীপৌ চ যদ্দত্তৌ নৈবেদ্যং বা মনোহরম্।
দদর্শ শৈলস্তং সর্ব্বং ভিক্ষুকস্য পুরঃস্থিতম্॥ ৯১
ক্ষণং দদর্শ দ্বিভুজং বিনোদমুরলীকরম্।
গোপবেশং কিশোরঞ্চ সস্মিতং শ্যামসুন্দরম্॥ ৯২
ময়ূরপুচ্ছচূড়ঞ্চ রত্নালঙ্কারভূষিতম্।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং বনমালাবিভূষিতম্॥ ৯৩
ক্ষণং দদর্শ স্বচ্ছঞ্চ শঙ্করং চন্দ্রশেখরম্।
ত্রিশূলপট্টিশকরং ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরং পরম্॥ ৯৪
বিভূতিগাত্রমমলমস্থিমালাবিভূষিতম্।
নাগযজ্ঞোপবীতঞ্চ তপ্তস্বর্ণজটাধরম্॥ ৯৫
ডমরুশৃঙ্গহস্তঞ্চ সুপ্রশস্তং মনোহরম্।
প্রজপন্তং হরের্নাম শুদ্ধস্ফটিক-*মালয়া॥ ৯৬
ক্ষণং সূর্য্যস্বরূপঞ্চ দদর্শ ত্রিগুণাত্মকম্।
দদর্শ চাতিতীব্রঞ্চ জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা॥ ৯৭
ক্ষণমগ্নিস্বরূপঞ্চ জ্বলন্তমতিতেজসা।
ক্ষণমাহ্লাদকং চারু-চন্দ্ররূপং দদর্শ হ॥ ৯৮
ক্ষণং তেজঃস্বরূপঞ্চ নিরাকারং নিরঞ্জনম্।
নির্লিপ্তঞ্চ নিরীহঞ্চ পরমাত্মস্বরূপিণম্॥ ৯৯
এবং স্বেচ্ছাময়ং দৃষ্ট্বা নানারূপধরং পরম্।
হর্ষাশ্রুপুলকঃ শৈলো দণ্ডবৎ প্রণনাম তম্॥ ১০০
ভক্ত্যা প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ।
সমুৎপত্য হর্ষযুক্তো দদর্শ পুনরেব তম্॥ ১০১
বাস্তবং ভিক্ষুকং দৃষ্ট্বা শৈলেন্দ্রো বিষ্ণুমায়য়া।
বিসস্মার চ তৎ সর্ব্বং নানারূপপ্রদর্শিনম্॥ ১০২
ভিক্ষাং যযাচে ভিক্ষুস্তং ভিক্ষাস্থালীস্বপার্শ্বকঃ।
রক্তাম্বরঃ শৃঙ্গবাদ্য-বিচিত্রডমরুং করে॥ ১০৩
আদাতুমুৎসুকো দুর্গাং নান্যাং ভিক্ষুঃ কদাচন।
ন স্বীচকার শৈলেন্দ্রো মূর্চ্ছিতো বিষ্ণুমায়য়া॥
ভিক্ষুঃ কিঞ্চিন্ন জগ্রাহ তত্রৈবান্তরধীয়ত।
তদা বভূব জ্ঞানঞ্চ মেনকা-শৈলয়োঃ প্রিয়ে॥ ১০৫
অহো স্বষ্টির্জগন্নাথ আবাভ্যাং স্বপ্নবদ্দিনে।
আবাং শিবো বঞ্চয়িত্বা স্বস্থানং গতবান্ বিভুঃ॥
তয়োর্ভক্তিং শিবে দৃষ্ট্বা সর্ব্বে দেবাশ্চ চিন্তিতাঃ।
চক্রুঃ শক্রাদয়ো যুক্তিং সুমেরোরক্ষয়ে বটে॥১০৭
একান্তভক্ত্যা শৈলশ্চেৎ কন্যাং তস্মৈ প্রদাস্যতি।
ধ্রুবং নির্ব্বাণতাং সদ্যঃ সম্প্রাপ্নোত্যেব ভারতে॥

* শ্বেতাজবীজমালয়া ইত্যপি পাঠঃ ক্বচিৎ।

অনন্তরত্নাধারশ্চেৎ পৃথ্বীং ত্যক্ত্বা গমিষ্যতি।
রত্নগর্ভাভিধা ভূমির্মিথ্যৈব ভবিতা ধ্রুবম্ ॥ ১০৯
স্থাবরত্বং পরিত্যজ্য দিব্যং রূপং বিধায় সঃ।
কন্যাং শূলভৃতে দত্ত্বা, বিষ্ণুলোকং গমিষ্যতি ॥১১০
নারায়ণস্য সারূপ্যং লভিষ্যত্যেব লীলয়া।
সম্প্রাপ্য পার্ষদত্বঞ্চ হরিদাসো ভবিষ্যতি ॥ ১১১
দশবাপীসমা কন্যা দীয়তে ব্রাহ্মণায় চেৎ।
বেদজ্ঞায় পবিত্রায় চাপ্রতিগ্রহশালিনে ॥ ১১২
সন্ধ্যাজ্ঞায় বেদপাঠ-কারিণে সত্যবাদিনে।
তস্মৈ প্রদত্তা কন্যা চ দশবাপীফলপ্রদা ॥ ১১৩
ত্রিসন্ধ্যাকারিণে,সত্যবাদিনে গৃহশালিনে।
বেদাজ্ঞায় চ বিপ্রায় দত্তার্দ্ধফলদায়িনী ॥ ১১৪
প্রতিগ্রহগৃহীতায় সন্ধ্যাহীনায় নিত্যশঃ।
মূর্খায় দত্তা কন্যা চ সা সার্দ্ধফলদায়িনী ॥ ১১৫
পরদারগৃহীতায় যাচকায় দ্বিজায় চ।
শঠায় সন্ধ্যাহীনায় বাপ্যেকফলদা সুতা ॥ ১১৬
সর্ব্বসন্ধ্যা-স্বগায়ত্রী-বিহীনায় শঠায় চ।
বিপ্রোদ্ভবায় দত্তা যা বাপ্যর্দ্ধফলদা সুতা ॥ ১১৭
পাপিনে শূদ্রজাতায় বিপ্রক্ষেত্রোদ্ভবায় চ।
দত্তা চণ্ডালতুল্যায় কন্যা সা নরকপ্রদা ॥ ১১৮
বিষ্ণুভক্তায় বিদুষে বিপ্রায় সত্যবাদিনে।
জিতেন্দ্রিয়ায় দত্তা যা ত্রিংশদ্বাপীফলপ্রদা ॥ ১১৯
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি দিব্যং রূপং বিধায় চ।
এবম্ভূতায় দত্ত্বা চ মোদতে বিষ্ণুমন্দিরে ॥ ১২০
দত্ত্বা কন্যাং সুশীলাঞ্চ হরায় হরয়ে যথা।
নারায়ণস্বরূপশ্চ তাবদেব শ্রুতৌ শ্রুতঃ ॥ ১২১
বিষ্ণুভক্তো যদা কন্যাং দদাতি বিষ্ণুপ্রীতয়ে।
স লভেদ্ধরিদাস্যঞ্চ ধ্রুবং বিপ্রোদ্ভবায় চ ॥ ১২২
ইত্যালোচ্য সুরাঃ সর্ব্বে কৃত্বা চ মন্ত্রণাং প্রিয়ে।
গুরুং প্রস্থাপিতুং জগ্মুর্হিমালয়গৃহং প্রতি ॥ ১২৩
গত্বা প্রণম্য স্বগুরুং সর্ব্বে চক্রুর্নিবেদনম্।
হিমালয়গৃহং গত্বা কুরু নিন্দাঞ্চ শূলিনঃ ॥ ১২৪
পিনাকিনং বিনা দুর্গা বরং নান্যং বরিষ্যতি।
অনিচ্ছয়া সুতাং দত্ত্বা ফলং তূর্ণং লভিষ্যতি ॥
কালেন নাধুনা শৈল ইদানীন্তু বিতিষ্ঠতু।
অনন্তরত্নাধারঞ্চ ত্বমেব রক্ষ ভারতে ॥ ১২৬
দেবানাং বচনং শ্রুত্বা প্রদদৌ কর্ণয়োঃ করৌ।
ন স্বীচকার স গুরুঃ স্মরন্ নারায়ণেতি চ ॥ ১২৭
উবাচ দেববর্গাংশ্চ সংভর্ৎস্য চ পুনঃপুনঃ।
বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞাতা মহাভক্তো হরৌ হরে ॥ ১২৮

বৃহস্পতিরুবাচ।

শ্রূয়তাং মদ্বচঃ সত্যং হে দেবাঃ স্বার্থসাধকাঃ।
নীতিসারঞ্চ বেদোক্তং পরিণামসুখাবহম্ ॥ ১২৯
হর-কেশবয়োর্ভক্তং যে চ নিন্দন্তি পাপিনঃ।
ভূদেবান্ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব স্বগুরুঞ্চ পতিব্রতাঃ ॥ ১৩০
যতি-ভিক্ষু-ব্রহ্মচারি-সৃষ্টিবীজান্ সুরাংস্তথা।
পচ্যন্তে কালসূত্রে তে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ১৩১
শ্লেষ্ম-মূত্র-পুরীষেষু শেরতে তে দিবানিশম্।
ভক্ষিতাঃ কীটনিকরৈঃ শব্দং কুর্ব্বন্তি কাতরাঃ ॥
যে চ নিন্দন্তি ব্রহ্মাণং স্রষ্টারং জগতাং গুরুম্।
শিবাং সুরাণাং প্রবরাং দুর্গাং লক্ষ্মীং সরস্বতীম্ ॥
গীতাঞ্চ তুলসীং গঙ্গাং বেদাংশ্চ বেদমাতরম্।
ব্রতং তপস্যাং পূজাঞ্চ মন্ত্রং মন্ত্রপ্রদং গুরুম্ ॥১৩৪
তে পচ্যন্তেঽন্ধকূপে চ আয়ুষোঽর্দ্ধং বিধেরহো।
ভক্ষিতাঃ সর্পসঙ্ঘৈশ্চ শব্দং কুর্ব্বন্তি সন্ততম্ ॥
যে নিন্দন্তি হৃষীকেশং দেবসাম্যং বিধায় চ।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদঞ্চৈব পুরাণঞ্চ শ্রুতেঃ পরম্ ॥ ১৩৬
রাধাং তদঙ্গজা গোপীর্ব্রাহ্মণাংশ্চ সদর্চ্চিতান্।
তে পচ্যন্তেঽবটোদে চ বিধাতুরায়ুষা সমম্ ॥১৩৭
অধোমুখা ঊর্দ্ধজঙ্ঘাঃ সর্পসঙ্ঘৈশ্চ বেষ্টিতাঃ।
ভক্ষিতা বিকৃতাকারৈঃ কীটৈঃ সর্ব্বসমাহৃতৈঃ ॥
অতীবকাতরা ভীতাঃ শব্দং কুর্ব্বন্তি সন্ততম্।
শ্লেষ্ম-মূত্র-পুরীষাণি ধ্রুবং ভক্ষন্তি ক্ষোভিতাঃ ॥
উল্কাং দদতি রুষ্টাশ্চ তন্মুখে যমকিঙ্করাঃ।
ত্রিসন্ধ্যং তর্জ্জনং কৃত্বা কুর্ব্বন্তি দণ্ডতাড়নম্।
কুর্ব্বন্তি মূত্রপানঞ্চ প্রহারৈস্তুবিতা ভিয়া ॥ ১৪০
তদা কল্পান্তরে স্রষ্টুঃ সৃষ্টেশ্চ প্রথমে পুনঃ।
তেষাং ভবেৎ প্রতীকার ইত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥
কৃত্বা চ শিবনিন্দাঞ্চ যাস্যামি নরকং সুরাঃ।
ইমমেবোপকারঞ্চ কর্ত্তুমিচ্ছথ পুত্রকাঃ ॥ ১৪২
ব্রহ্মণা প্রেরিতো দক্ষো দত্ত্বা শূলভৃতে সুতাম্।
ন প্রাপ মোক্ষমৈশ্বর্য্যং সম্প্রাপ হরনিন্দকঃ ॥
অনিচ্ছয়া সুতাং দত্ত্বা তূর্ণং পুণ্যং ললাভ সঃ।
অহো বিহায় সারূপ্যং তুচ্ছং স্বর্গং ললাভ সঃ ॥
কশ্চিন্মধ্যে চ যুষ্মাকং গচ্ছ শৈলগৃহং সুরাঃ।
সম্পাদয়ত্বভিমতং শৈলেন্দ্রস্য প্রযত্নতঃ ॥ ১৪৫

অনিচ্ছয়া সুতাং দত্ত্বা সুখং তিষ্ঠতু ভারতে ।
তস্মৈ ভক্ত্যা সুতাং দত্ত্বা মোক্ষং প্রাপ্স্যতি নিশ্চিতম্ ॥ ১৪৬
পশ্চাৎ সপ্তর্ষয়ঃ সর্ব্বে গৃহীত্বা তামরুন্ধতীম্ ।
ধ্রুবং তস্য গৃহং গত্বা বোধয়িষ্যন্তি পর্ব্বতম্ ॥
বিনা পিনাকিনং দুর্গা বরং নান্যং বরিষ্যতি ।
অনিচ্ছয়া সুতাং তস্মৈ প্রদাস্যতি সুতাজ্ঞয়া ॥
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং দেব গচ্ছত মন্দিরম্ ।
ইত্যুক্ত্বা বাক্‌পতিঃ শীঘ্রং তপসে স্বর্ণদীং গতঃ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-
জন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে
চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

তদা দেবাঃ সমালোচ্য জগ্মুস্তে ব্রহ্মণোঽন্তিকম্ ।
সর্ব্বং নিবেদনং চক্রুর্ব্রহ্মাণং জগতীপতিম্ ॥ ১

দেবা উচুঃ

তব সৃষ্টৌ জগৎস্রষ্টা রত্নাধারো হিমালয়ঃ ।
স চেৎ প্রাপ্স্যতি মোক্ষঞ্চ রত্নগর্ভাদ্‌গতা মহী ॥২
সুতাং শূলভৃতে দত্ত্বা ভক্ত্যা শৈলেশ্বরঃ স্বয়ম্ ।
নারায়ণস্য সারূপ্যং সম্প্রাপ্স্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩
ত্বং তস্য নিন্দনং কৃত্বা বিমতিং প্রতিপাদয় ।
ত্বয়া বিনা ক্ষমো নান্যো গচ্ছ শৈলগৃহং প্রভো ॥৪
দেবানাং বচনং শ্রুত্বা তামুবাচ স্বয়ং বিধিঃ ।
বচনং নীতিসারঞ্চ কর্ণপীযূষমুত্তমম্ ॥ ৫

ব্রহ্মোবাচ ।

নাহং কর্ত্তুং ক্ষমো বৎসাঃ শিবনিন্দাং সুদুষ্করাম্
সম্পত্তিনাশরূপাঞ্চ বিপদাং বীজরূপিণীম্ ॥৬
সুরাঃ প্রস্থাপয় শিবং স্বাত্মনিন্দাং করোতু সঃ ।
পরনিন্দা বিনাশায় স্বনিন্দা যশসে পরম্ ॥ ৭
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা তং প্রণম্য সুরাঃ প্রিয়ে ।
শীঘ্রং যযুস্তে কৈলাসং গত্বা চ-তুষ্টুবুঃ শিবম্ ॥ ৮
সর্ব্বং নিবেদনং চক্রুঃ শঙ্করং করুণাময়ম্ ।
স যযৌ শৈলমূলং তানাশ্বাস্য বিহস্য চ ॥ ৯
দেবা মুমুদিরে সর্ব্বে শীঘ্রং গত্বা স্বমন্দিরম্ ।
ইষ্টসিদ্ধির্মুদে শশ্বদাসিদ্ধির্দুঃখরূপিণী ॥ ১০
অথ শৈলঃ সভামধ্যে সমুবাস মুদান্বিতঃ ।
বন্ধুবর্গৈঃ পরিবৃতঃ পার্ব্বতীসহিতঃ স্বয়ম্ ॥ ১১
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বিপ্ররূপী শিবঃ স্বয়ম্ ।
সমাজগাম সহসা প্রসন্নবদনেক্ষণঃ ॥ ১২
দণ্ডী চ্ছত্রী দিব্যবাসা বিভ্রৎ তিলকমুজ্জ্বলম্ ।
করে স্ফটিকমালাঞ্চ শালগ্রামং গলে দধৎ ॥ ১৩
তঞ্চ দৃষ্ট্বা সমুত্তস্থৌ স্বাসনাচ্চ হিমালয়ঃ ।
ননাম দণ্ডবদ্ভূমৌ ভক্ত্যাতিথিমপূর্ব্বকম্ ॥ ১৪
পপ্রচ্ছ কুশলং শৈলো ব্রাহ্মণং কো ভবানিতি ।
উবাচ সর্ব্বং বিপ্রেন্দ্রো গিরীন্দ্রং সাদরেণ চ ॥১৫

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

ঘাটকীং বৃত্তিমাশ্রিত্য ভ্রমামি ধরণীতলে ।
মনোযায়ী সর্ব্বযায়ী সর্ব্বজ্ঞোঽহং গুরুর্বরাৎ ॥১৬
ময়া জ্ঞাতং শঙ্করায় সুতাং দাতুং ত্বমিচ্ছসি ।
ইমাং পদ্মাসনাং দিব্যামজ্ঞাতকুলশালিনে ॥ ১৭
নিরাশ্রয়ায়াসঙ্গায়ারূপায় নির্গুণায় চ ।
শ্মশানগামিনে সর্ব্বভূতনাথায় যোগিনে ॥ ১৮
দিগ্বাসসেঽহিগাত্রায় বিভূতিভূষণায় চ ।
ব্যালগ্রাহিস্বরূপায় কালব্যালদয়ায় চ ॥ ১৯
অজ্ঞাতমৃত্যবেঽজ্ঞায়ানাথায়াবন্ধবে ভবে ।
তপ্তস্বর্ণজটাভার-ধারিণে নির্দ্ধনায় চ ॥ ২০
অজ্ঞাতবয়সেঽতীব বৃদ্ধায় চাবিকারিণে ।
সর্ব্বাশ্রয়ায় ভ্রমিণে নাগহারায় ভিক্ষবে ॥ ২১
পর্ব্বতেন্দ্র যুক্তিরিয়ং নেয়ং যোগ্যা কুতো ভবেৎ ।
নিবোধ জ্ঞানিনাং শ্রেষ্ঠ নারায়ণকলোদ্ভব ॥ ২২
ন পাত্রমনুরূপং তে পার্ব্বতীদানকর্ম্মণি ।
মহাজনঃ স্মেরমুখঃ শ্রুতিমাত্রাদ্ভবিষ্যতি ॥ ২৩
লক্ষশৈলাধিপস্ত্বঞ্চ ন তস্যৈকোঽস্তি বান্ধবঃ ।
বান্ধবান্ মেনকাং প্রশ্নং কুরু শীঘ্রং প্রযত্নতঃ ॥ ২৪
সর্ব্বান্ পৃচ্ছ প্রযত্নেন হে বন্ধো পার্ব্বতীং বিনা ।
রোগিণে নৌষধং শশ্বদপথ্যং রোচতে সদা ॥ ২৫
ইত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণঃ শীঘ্রং স্নাত্বা ভুক্ত্বা মুদান্বিতঃ ।
জগাম স্বালয়ং শান্তো বৃন্দাবনবিনোদিনি ॥ ২৬
ব্রাহ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা মেনোবাচ হিমালয়ম্ ।
শোকেন সাশ্রুনয়না হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ২৭

মেনোবাচ ।

শৃণু শৈলেন্দ্র মদ্বাক্যং পরিণামসুখাবহম্ ।
পপ্রচ্ছ শঙ্করান্ তস্মৈ চ ন দাস্যামি সুতামহম্ ॥

ত্যক্ষ্যামি স্বালয়ং সর্ব্বং ভোক্ষ্যামি বিষমেব চ।
গলে বধ্বাম্বিকাং পশ্য যাস্যামি ঘোরকাননম্ ॥২৯
গৃহীত্বা পার্ব্বতীং মেনা গত্বা কোপালয়ং রুষা।
ত্যক্তাহারা রুদন্তী সা চকার শয়নং ভুবি ॥ ৩০
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বশিষ্ঠো ভ্রাতৃভিঃ সহ।
আজগাম পুনর্ব্বৃক্তৈস্তেষাং পশ্চাদরুন্ধতী ॥ ৩১
প্রণম্য শৈলস্তান্ সর্ব্বান্ স্বর্ণসিংহাসনং দদৌ।
দত্ত্বা ষোড়শোপচারং পূজয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৩২
ঋষয়শ্চ সভামধ্যে সুখমূষুঃ সুখাসনে।
জগামারুন্ধতী তূর্ণং যত্র মেনা চ পার্ব্বতী ॥ ৩৩
গত্বা দদর্শ মেনাঞ্চ শয়ানাং শোকমূর্চ্ছিতাম্।
উবাচ মধুরং সাধ্বী সাবধানং হিতং বচঃ ॥ ৩৪

অরুন্ধত্যুবাচ।

উত্তিষ্ঠ মেনকে সাধ্বি ত্বদ্‌গৃহেহহমরুন্ধতা।
পিতৄণাং মানসীং কন্যাং মাং জানীহি বিধের্বধূম্ ॥
অরুন্ধতীরবং শ্রুত্বা শীঘ্রমুত্থায় মেনকা।
উবাস শিরসা নত্বা তাং পদ্মামিব তেজসা ॥ ৩৬

মেনোবাচ।

অহোঽদ্য কিমিদং পুণ্যমস্মাকং পুণ্যজন্মনাম্।
বধূর্জগদ্বিধেঃ পত্নী বশিষ্ঠস্য মমালয়ে ॥ ৩৭
সম্ভ্রমেণেদমেবোক্তং গৃহং তেহহঞ্চ কিঙ্করী।
ঈশ্বরী কিঙ্করীং দ্রষ্টুমাগতা বহুপুণ্যতঃ ॥ ৩৮
পাদ্যং দত্ত্বা স্বর্ণপীঠে বাসয়ামাস তাং সতীম্।
ভোজয়ামাস মিষ্টান্নং বুভুজে কন্যয়া সহ ॥ ৩৯
শিবস্য হেতোর্নীতিঞ্চ বোধয়ামাস মেনকাম্।
অরুন্ধতী প্রসঙ্গেন সম্বন্ধযোজনানি চ ॥ ৪০
অথ শৈলমৃষীন্দ্রাশ্চ নীতিসারং পরং বচঃ।
বোধয়ামাসুঃ সম্বন্ধযোজনায় প্রসঙ্গতঃ ॥ ৪১

ঋষয় ঊচুঃ

শৈলেন্দ্র শ্রূয়তাং বাক্যমস্মাকং শুভকারণম্।
শিবায় পার্ব্বতীং দেহি সংহর্ত্তুঃ শ্বশুরো ভব ॥ ৪২
অযাচিতারং দেবেশং বোধয়ামাস যত্নতঃ।
তারকাখ্যবিনাশায় ব্রহ্মা সম্বন্ধকর্ম্মণি ॥ ৪৩
নেচ্ছুকো দারসংযোগে শঙ্করো যোগিনাং বরঃ।
বিধেঃ প্রার্থনয়া দেবস্তব কন্যাং গ্রহীষ্যতি ॥ ৪৪
দুহিতুস্তে তপস্যান্তে প্রতিজ্ঞাঞ্চ চকার সঃ।
হেতুদ্বয়েন যোগীন্দ্রো বিবাহঞ্চ করিষ্যতি ॥ ৪৫
ঋষীণাং বচনং শ্রুত্বা প্রহস্য চ হিমালয়ঃ।
উবাচ কিঞ্চিদ্ভীতশ্চ পরং বিনয়পূর্ব্বকম্ ॥ ৪৬

হিমালয় উবাচ।

শিবস্য রাজ্যসামগ্রীং ন হি পশ্যামি কাঞ্চন।
কিঞ্চিদাশ্রমমৈশ্বর্য্যং কিং বা স্বজনবান্ধবম্ ॥ ৪৭
ন কন্যামতিনির্লিপ্ত-যোগিনে দাতুমর্হতি।
যূয়ং বেদবিধাতুশ্চ পুত্রা বদত নিশ্চয়ম্ ॥ ৪৮
নানুরূপায় পাত্রায় পিতা কন্যাং দদাতি চেৎ।
কামাল্লোভাদ্ভয়ান্মোহাচ্ছতাব্দং নরকং ব্রজেৎ ॥৪৯
ন হি দাস্যাম্যহং কন্যামিচ্ছয়া শূলপাণিনে।
যদ্বিধানং ভবেদ্‌যোগ্যমৃষয়স্তদ্বিধীয়তাম্ ॥ ৫০
হিমালয়বচঃ শ্রুত্বা বশিষ্ঠো বিধিনন্দনঃ।
বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞাতা বেদোক্তং বক্তুমুদ্যতঃ ॥ ৫১

বশিষ্ঠ উবাচ।

বচনং ত্রিবিধং শৈল লৌকিকে বৈদিকে তথা।
সর্ব্বং জানাতি সর্ব্বজ্ঞো নির্ম্মলজ্ঞানচক্ষুষা ॥ ৫২
অসত্যমহিতং পশ্চাৎ সাম্প্রতং শ্রুতিসুন্দরম্।
সুবুদ্ধিঃ শত্রুর্বদতি ন হি তেষাং কদাচন ॥ ৫৩
আপাতাপ্রীতিজননং পরিণামসুখাবহম্।
দয়ালুর্ধর্ম্মশীলশ্চ বোধয়ত্যেব বান্ধবম্ ॥ ৫৪
শ্রুতিমাত্রাৎ সুধাতুল্যং সর্ব্বকালসুখাবহম্।
সত্যং সারং হিতকরং বচসাং শ্রেষ্ঠমীপ্সিতম্ ॥৫৫
এবঞ্চ বিবিধং শৈল নীতিশাস্ত্রনিরূপিতম্।
কথ্যতাং ত্রিষু মধ্যে কিং বদামি বাক্যমীপ্সিতম্ ॥
রাজ্যসম্পদ্বিহীনশ্চ শঙ্করস্ত্রিদশেশ্বরঃ।
তত্ত্বজ্ঞানসমুদ্রেষু সংনিমগ্নৈকমানসঃ ॥ ৫৭
আপ্যতে ভ্রমসম্পত্তৌ বিদ্যুৎ শ্রীব বিনাশিনী।
সদানন্দস্যেশ্বরস্য স্বাত্মারামস্য কা স্পৃহা ॥ ৫৮
গৃহী দদাতি স্বসুতাং রাজ্যসম্পত্তিশালিনে।
কন্যকাং দুঃখিনীং দৃষ্ট্বা কন্যাঘাতী ভবেৎ পিতা ॥
কো বদেচ্ছঙ্করো দুঃখী কুবেরো যস্য কিঙ্করঃ।
ভ্রূভঙ্গলীলয়া দেবো নষ্টুং স্রষ্টুং ক্ষমো হি যঃ ॥
নির্গুণঃ পরমাত্মা চ য ঈশঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
সর্ব্বেশঃ স চ নির্লিপ্তো লিপ্তশ্চ সৃষ্টিজন্তুষু ॥ ৬১
স একঃ সৃষ্টিসংহারে স সর্ব্বঃ সৃষ্টিকর্ম্মণি।
নিরাকারশ্চ সাকারো বিভুঃ স্বেচ্ছাময়ঃ স্বয়ম্ ॥
য ঈশস্ত্রিবিধাং মূর্ত্তিং বিধত্তে সৃষ্টিকর্ম্মণি।
সৃষ্টিস্থিত্যন্তজননাং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাভিধাম্ ॥ ৬৩
ব্রহ্মা চ ব্রহ্মলোকস্থো বিষ্ণুঃ ক্ষীরোদবাসকৃৎ।

শিবঃ কৈলাসবাসী চ সর্ব্বাঃ কৃষ্ণবিভূতয়ঃ ॥ ৬৪
শ্রীকৃষ্ণশ্চ দ্বিধাভূতো দ্বিভুজশ্চ চতুর্ভুজঃ।
চতুর্ভুজশ্চ বৈকুণ্ঠে গোলোকে দ্বিভুজঃ স্বয়ম্ ॥৬৫
তস্য দেবস্য তে চাংশা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
কেচিদ্দেবাঃ কলাস্তস্য কলাংশাশ্চৈব কেচন ॥৬৬
কৃষ্ণঃ সৃষ্ট্যুন্মুখো ভূত্বা প্রকৃতিং তত্র নির্ম্মমে।
নির্ম্মায় তাঞ্চ তদ্‌যোনৌ বীর্য্যাধানং চকার হ ॥
ততো ডিম্বঃ সমুদ্ভূতস্তন্মধ্যে চ মহাবিরাট্।
মহাবিষ্ণুঃ স বিজ্ঞেয়ঃ শ্রীকৃষ্ণষোড়শাংশকঃ ॥ ৬৮
নাভিপদ্মোদ্ভবো ব্রহ্মা তস্যৈব জলশায়িনঃ।
ভালোদ্ভবস্তস্য স্রষ্টুঃ শঙ্করশ্চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৬৯
মহাবিষ্ণুবামপার্শ্বাৎ সম্ভূতো বিষ্ণুরেব চ।
সর্ব্বে প্রাকৃতিকাঃ শৈল ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ॥
ধত্তে চতুর্ব্বিধাং মূর্ত্তিং প্রকৃতিঃ কৃষ্ণসম্ভবা।
অংশেন লীলয়া সৃষ্টৌ কলয়া বহুধা তথা ॥ ৭১
কৃষ্ণবামাঙ্গসম্ভূতা রাধা রাসেশ্বরী স্বয়ম্।
মুখোদ্ভবা স্বয়ং বাণী বাগধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ৭২
বক্ষঃস্থলোদ্ভবা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী ॥ ৭৩
শিবা তেজঃসু দেবানামাবির্ভাবং চকার হ।
নিহত্য দানবান্ সর্ব্বান্ দেবেভ্যশ্চ শ্রিয়ং দদৌ ॥
প্রাপ কল্পান্তরে জন্ম জঠরে দক্ষযোষিতঃ।
নাম্না সতী শিবং প্রাপ দক্ষস্তস্মৈ দদৌ চ তাম্ ॥
যোগেন দেহং তত্যাজ শ্রুত্বা সা ভর্তৃনিন্দনম্ ॥
পিতৄণাং মানসী কন্যা মেনকা তব গেহিনী।
ললাভ জন্ম তস্যাং সা সতী চ জগদম্বিকা ॥ ৭৭
শিবা শিবস্য পত্নীয়ং শৈল জন্মনি জন্মনি।
কল্পে কল্পে বুদ্ধিরূপা জ্ঞানিনাং জননী পরা ॥ ৭৮
জাতিস্মরা চ সর্ব্বজ্ঞা সিদ্ধিদা সিদ্ধিরূপিণী।
স্বস্যা অস্থি চিতাভস্ম ভক্ত্যা ধত্তে শিবঃ স্বয়ম্ ॥
দদাসি স্বেচ্ছয়া কন্যাং দেহি কন্যাং শিবায় চ।
অথবা সা স্বয়ং কান্ত-স্থানং যাস্যতি দ্রক্ষ্যসি ॥ ৮০
প্রাক্তনাদ্‌যস্য যা কান্তা সা তং প্রাপ্নোতি বল্লভম্।
প্রজাপতেশ্চ নির্ব্বন্ধং ন কোঽপি খণ্ডিতুং ক্ষমঃ ॥
বিবাহে নোৎসুকঃ শম্ভুঃ স্বাত্মারামশ্চ তত্ত্ববিৎ।
তুষ্টুবুস্তং সুরাঃ সর্ব্বে তারকেণ নিপীড়িতাঃ ॥ ৮২
দেবানাং পীড়নং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মণা প্রার্থিতো বিভুঃ।
কৃপয়া স্বীচকারাশু কৃপালুর্দেবসংসদি ॥ ৮৩
কৃত্বা প্রতিজ্ঞাং যোগীন্দ্র দৃষ্ট্বা ক্লেশমসংখ্যকম্।
দুহিতুস্তে তপঃস্থানমাজগাম দ্বিজাত্মজঃ ॥ ৮৪
তামাশ্বাস্য বরং দত্ত্বা জগাম নিজমন্দিরম্।
তচ্ছ্রুত্বা চাযযুঃ সর্ব্বে সুরাঃ শক্রাদয়ো মুদা ॥ ৮৫
নারায়ণশ্চ ভগবান্ ব্রহ্মা ধর্ম্মশ্চ সাম্প্রতম্।
ঋষয়ো মুন ... গন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসাঃ ॥ ৮৬
তত্র সর্ব্বৈর্ম্মুদা যুক্তৈঃ সমালোচনকর্তৃভিঃ।
প্রস্থাপিতা বয়ং শীঘ্রমগ্রগা সাবরুন্ধতী ॥ ৮৭
তব প্রবোধনে প্রীতির্বর্দ্ধতে মুদিতৈঃ সদা।
সম্প্রত্যশুভকার্য্যঞ্চ সর্ব্বকালসুখাবহম্ ॥ ৮৮
শিব, বায় শৈলেন্দ্র স্বেচ্ছয়া চেন্ন দাস্যসি
ভাবতা বা বিবাহশ্চ ভবিতব্যবলেন চ ॥ ৮৯
আগমিষ্যতি দেবো যো নারায়ণসহায়বান্।
রত্নসাররথে কৃত্বা দেবানাং প্রবরং বরম্ ॥ ৯০
যোগিনাঞ্চ বরেণ্যং তং জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরুম্
আদিমধ্যান্তরহিতমবিকারমজং পরম্ ॥ ৯১
বরং দদৌ শিবায়ৈ চ শিবশ্চ তপসঃ স্থলে।
ন হীশ্বরপ্রতিজ্ঞানং বিপরীতায় কল্পতে ॥ ৯২
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং সর্ব্বং নশ্বরমস্থিরম্।
অহো প্রতিজ্ঞা দুর্লঙ্ঘ্যা সাধূনামবিনাশিনী ॥ ৯৩
একো মহেন্দ্রঃ শৈলানাং পক্ষাংশ্চিচ্ছেদ লীলয়া।
পবনো লীলয়া মেরোঃ শৃঙ্গভঙ্গং চকার হ ॥ ৯৪
কে বা শৈলেষু যোদ্ধারঃ সুরৈঃ সহ হিমালয়।
পতিষ্যন্তি সমুদ্রেষু পবনৈঃ প্রেরিতাঃ ক্ষণাৎ ॥৯৫
একার্থে যদি শৈলেন্দ্র সর্ব্বসম্পদ্বিনশ্যতি।
সর্ব্বান্ রক্ষতি তদ্দত্ত্বা বিনা চ শরণাগতম্ ॥ ৯৬
শরণাগতরক্ষার্থং প্রাণাংশ্চ দাতুমর্হতি।
পুত্র-দার-ধনং সর্ব্বমিতি নীতিবিদো বিদুঃ ॥ ৯৭
দত্ত্বা বিপ্রায় স্বসুতামনরণ্যো নৃপেশ্বরঃ।
ব্রহ্মশাপাদ্বিমুক্তশ্চ ররক্ষ সর্ব্বসম্পদম্ ॥ ৯৮
তমাশু বোধয়ামাসুর্নীতিশাস্ত্রবিদো জনাঃ।
ব্রহ্মশাপনিমগ্নঞ্চ ব্রহ্মণামতিকাতরম্ ॥ ৯৯
ত্বমেবং শৈলরাজেন্দ্র সুতাং দত্ত্বা শিবায় চ।
রক্ষ সর্ব্ববন্ধুবর্গান্ বশে কুরু সুরানপি ॥ ১০০
বশিষ্ঠস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য পর্ব্বতেশ্বরঃ।
পপ্রচ্ছ নৃপবৃত্তান্তং হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ১০১

হিমালয় উবাচ।

ক. স্য বংশোদ্ভবো ব্রহ্মন্নরণ্যো নৃপেশ্বরঃ।
সুতাং দত্ত্বা চ স কথং ররক্ষ সর্ব্বসম্পদম্ ॥ ১০২

বশিষ্ঠ উবাচ ।

মনুবংশোদ্ভবো রাজা সোঽনরণ্যো নৃপেশ্বরঃ ।
চিরজীবী ধর্ম্মশীলো বৈষ্ণবোঽতিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
স্বায়ম্ভুবো মনুঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মপুত্রোঽতিধার্ম্মিকঃ ।
রাজ্যং চকার ধর্ম্মেণ যুগানামেকসপ্ততিম্ ॥ ১০৪
ততো জগাম বৈকুণ্ঠং সহিতঃ শতরূপয়া ।
সম্প্রাপ্য দাস্যং সান্নিধ্যে হরিদাসো বভূব সঃ ॥
মনুর্ব্বভূব তৎপশ্চাৎ স্বয়ং স্বারোচিষো মহান্ ।
স্বারোচিষে গতে শৈল বভূব মনুরুত্তমঃ ॥ ১০৬
ঔত্তমে নিগতে ধর্ম্মী তামসো মনুরেব চ ।
ততো মনুর্ব্বভূবাত্র রৈবতো জ্ঞানিনাং বরঃ ॥ ১০৭
চাক্ষুষশ্চ ততো জ্ঞেয়ো বৈবস্বতশ্চ সপ্তমঃ ।
সাবর্ণিরষ্টমো জ্ঞেয়ঃ শ্রীসূর্য্যতনয়ো মহান্ ।
চৈত্রবংশোদ্ভবো রাজা পুরাসীৎ সুরথো ভুবি ॥
নবমো দক্ষসাবর্ণির্ব্রহ্মসাবর্ণিকো দশ ।
একাদশো মনুশ্রেষ্ঠো ধর্ম্মসাবর্ণিরুচ তে ॥ ১০৯
ততশ্চ রুদ্রসাবর্ণির্বিষ্ণুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
তৎপরো দেবসাবর্ণিরিন্দ্রসাবর্ণিকস্ততঃ ॥ ১১০
ইত্যেবং কথিতা বৎস মনবশ্চ চতুর্দ্দশ ।
এতেষু সমতীতেষু বভূব ব্রহ্মণো দিনম্ ॥ ১১১
ইন্দ্রসাবর্ণিবৃত্তান্তং সর্ব্বং মত্তো নিশাময় ।
মনূনাং প্রবরো ধর্ম্মী শুদ্ধভক্তো গদাভৃতঃ ॥ ১১২
চকার রাজ্যং ধর্ম্মেণ যুগানামেকসপ্ততিম্ ।
রাজ্যং দত্ত্বা সুচন্দ্রায় জগাম তপসে হি সঃ ॥
সুচন্দ্রস্য সুতঃ শ্রীমান্ শ্রীনিকেতুর্মহাবলঃ ।
তস্য পুত্রো মহাযোগী পুরীষাতরুরেব চ ॥ ১১৪
তস্য পুত্রোঽতিতেজস্বী গোকামুখ ইতি স্মৃতঃ ।
বৃদ্ধশ্রবাঃ সুতস্তস্য তৎপুত্রো ভানুরেব চ ॥ ১১৫
পুণ্ডরীকঃ সুতস্তস্য তৎপুত্রো জৃম্ভণস্তথা ।
জৃম্ভণস্য সুতঃ শৃঙ্গী তৎপুত্রো ভাগ এব চ ॥১১৬
তৎপুত্রোঽপি যশশ্চন্দ্রো যশসা চ শশী জিতঃ ।
তৎকীর্ত্তিং নির্ম্মলাং সন্তো গায়ন্তি সততং সুরাঃ
তস্য পুত্রো বরেণ্যশ্চ পুণ্যারণ্যশ্চ তৎসুতঃ ।
তৎপুত্রো ধার্ম্মিকঃ শ্রীমানধরারণ্য এব চ ॥১১৮
তৎপুত্রো মঙ্গলারণ্যস্তপস্বী জ্ঞানিনাং বরঃ ।
অপুত্রকো নৃপশ্রেষ্ঠস্তপসে পুষ্কং গতঃ ॥ ১১
সুচিরঞ্চ তপস্তপ্ত্বা বরং লব্ধ্বা মহেশ্বরাৎ ।
সম্প্রাপ বৈষ্ণবং পুত্রমনরণ্যং জিতেন্দ্রিয়ম্ ॥
দত্ত্বা তস্মৈ স্বরাজ্যঞ্চ জগাম তপসে বনম্ ।
অনরণ্যো নৃপশ্রেষ্ঠঃ সপ্তদ্বীপমহীপতিঃ ॥ ১২১
চকার শতযজ্ঞঞ্চ ভৃগুণা চ পুরোধসা ।
তুচ্ছং জ্ঞাত্বা স চেন্দ্রত্বং ন লেভে নশ্বরং সুধীঃ ॥
লীলয়া চ জিতঃ শক্রো লীলয়া চ জিতো বলিঃ ।
জিতাশ্চ দানবেন্দ্রা বৈ জ্বলতা তেন তেজসা ॥
বভূবুঃ শতপুত্রাশ্চ রাজ্ঞস্তস্য হিমালয় ।
কন্যৈকা সুন্দরী রম্যা পদ্মা পদ্মালয়াসমা ॥১২৪
যাবান্ স্নেহঃ পুত্রশতে কন্যায়াঞ্চ ত আঽধিকঃ ॥
প্রাণাধিকাঃ প্রিয়তমা মহিষ্যঃ সর্ব্বযোষিতাম্ ।
নৃপস্য পত্ন্যঃ পঞ্চাশৎ সর্ব্বাঃ সৌভাগ্যসংযুতাঃ ।
পতিব্রতাঃ পুণ্যবত্যো রূপিণ্যঃ স্থিরযৌবনাঃ ॥
সা কন্যা যৌবনস্থা চ বভূব পিতৃমন্দিরে ।
চরং প্রস্থাপয়ামাস সর্ব্বস্মৈ নৃপতীশ্বরঃ ॥ ১২৭
একদা পিপ্পলাদশ্চ গন্তুং স্বাশ্রমমুৎসুকঃ ।
তপঃস্থানে নির্জ্জনে চ গন্ধর্ব্বং স দদর্শ হ ॥ ১২৮
স্ত্রীযুতং মগ্নচিত্তঞ্চ শৃঙ্গাররসসাগরে ।
কামাদতীব মত্তঞ্চ ন জানন্তং দিবানিশম্ ॥ ১২৯
দৃষ্ট্বা তং মুনিশার্দ্দূলঃ সকামশ্চ বভূব হ ।
তপঃসু মগ্নচিত্তশ্চ চিন্তয়ন্ দারসংগ্রহম্ ॥ ১৩০
একদা পুষ্পভদ্রায়াং স্নাতুং গচ্ছন্ মুনীশ্বরঃ ।
দদর্শ পদ্মাং যুবতীং পদ্মামিব মনোহরাম্ ॥ ১৩১
কেয়ং কন্যেতি পপ্রচ্ছ সমীপস্থান্ জনান্ মুনিঃ ।
জনা নিবেদনং চক্রুঃ পদ্মানরণ্যকন্যকা ॥ ১৩২
মুনিঃ স্নাত্বাভীষ্টদেবং সম্পূজ্য রাধিকেশ্বরম্ ।
জগাম কামী ভিক্ষার্থমনরণ্যসভাং গিরে ॥ ১৩৩
রাজা শীঘ্রং মুনিং দৃষ্ট্বা প্রণনাম ভয়াকুলঃ ।
মধুপর্কাদিকং দত্ত্বা পূজয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ১৩৪
কামাৎ সর্ব্বং গৃহীত্বা চ যযাচে কন্যকাং মুনিঃ ।
মৌনী বভূব নৃপতিঃ কিঞ্চিন্নির্ব্বক্তুমক্ষমঃ ॥ ১৩৫
মুনিঃ পুনর্যযাচে তং কন্যাং দেহীতি মে নৃপ ।
অথবা ভস্মসাৎ সর্ব্বং করিষ্যামি ক্ষণেন চ ॥ ১৩৬
সর্ব্বে বুভূবুরাচ্ছন্না গণাশ্চ তেজসা মুনেঃ ।
রুরোদ রাজা সগণো দৃষ্ট্বা বৃদ্ধং জরাতুরম্ ॥ ১৩৭
মহিষ্যো রুরুদুঃ সর্ব্বা ইতিকর্ত্তব্যমক্ষমাঃ ।
মূর্চ্ছাং প্রাপ মহারাজ্ঞী কন্যামাতা শুচাকুলা ॥
পণ্ডিতো নীতিশাস্ত্রজ্ঞো বোধয়ামাস ভূপতিম্ ।
মহিষীশ্চ নৃপসুতান্ কন্যকাং নীতিমুত্তমাম্ ॥ ১৩

অদ্য বাপি দিনান্তে বা দাতব্যা কন্যকা নৃপ।
পরত্র বিপ্রাদন্যস্মৈ কস্মৈ বা দাতুমর্হতি ॥ ১৪০
সৎপাত্রং ব্রাহ্মণাদন্যং ন পশ্যামি জগত্রয়ে ।
সুতাং দত্ত্বা চ মুনয়ে রক্ষস্ব সর্ব্বসম্পদম্‌ ॥ ১৪১
রাজন্‌ কন্যানিমিত্তেন সর্ব্বসম্পদ্বিনশ্যতি।
সর্ব্বং রক্ষতি তং ত্যক্ত্বা বিনা তং শরণাগতম্‌ ॥
রাজা প্রাজ্ঞবচঃ শ্রুত্বা বিলপ্য চ মুহুর্মুহুঃ।
কন্যাং সালঙ্কৃতাং কৃত্বা মুনীন্দ্রায় দদৌ কিল ॥১৪৩
কান্তাং গৃহীত্বা স মুনির্মুদিতঃ স্বাশ্রমং যযৌ।
রাজা সর্ব্বান্‌ পরিত্যজ্য জগাম তপসে স চ ॥ ৪৪
ভর্ত্তুশ্চ দুহিতুঃ শোকাৎ প্রাণাংস্তত্যাজ সুন্দরী ।
পাত্রং পুত্রাশ্চ ভৃত্যাশ্চ মূর্চ্ছাং প্রাপুর্নৃপং বিনা ॥
অনরণ্যস্তপস্তপ্ত্বা চিন্তয়ন্‌ রাধিকেশ্বরম্‌।
গোলোকনাথং সংসেব্য গোলোকঞ্চ জগাম সঃ ॥
বভূব কীর্ত্তিমান্‌ রাজা জ্যেষ্ঠপুত্রো নৃপস্য চ।
পুত্রবং পালয়ামাস প্রজাঃ সর্ব্বা মহীধর॥ ১৪৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-
খণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে এক-
চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথানরণ্যকন্যা সা সিষেবে ভক্তিতো মুনিম্‌।
কর্ম্মণা মনসা বাচা লক্ষ্মীর্নারায়ণং যথা ॥ ১
একদা স্বর্ণদীং স্নাতুং গচ্ছন্তীং সুস্মিতাং সতীম্‌।
দদর্শ পথি ধর্ম্মশ্চ মায়য়া নৃপলিঙ্গকঃ ॥ ২
চারুরত্নরথস্থশ্চ রত্নালঙ্কারভূষিতঃ।
নবীনযৌবনঃ শ্রীমান্‌ কামদেবসমপ্রভঃ ॥ ৩
দৃষ্ট্বা তাং সুন্দরীং রম্যামুবাচ মায়য়া বিভুঃ।
বিজ্ঞাতমন্তস্তত্ত্বঞ্চ তস্যাশ্চ মুনিযোষিতঃ ॥ ৪

ধর্ম্ম উবাচ।

অয়ি সুন্দরি লক্ষ্মীব রাজযোগ্যে মনোহরে।
অতীবযৌবনস্থে চ কামিনি স্থিরযৌবনে॥ ৫
জরাতুরস্য বৃদ্ধস্য সমীপে ত্বং ন রাজসে।
চন্দনাগুরুসংলিপ্তা রাজসে রাজবক্ষসি ॥ ৬
বিপ্রং তপঃসু নিরতং সত্যক্তং মরণোন্মুখম।
বিহায় পশ্য রাজেন্দ্রং রতিশূরং স্মরাতুরম্‌ ॥ ৭
প্রাপ্নোতি সুন্দরী পুণ্যাৎ সৌন্দর্য্যং পূর্ব্বজন্মনঃ ।
সফলং তন্মেবং সর্ব্বং রসিকালিঙ্গনেন চ ॥ ৮
সহস্রসুন্দরীকান্তং কামশাস্ত্রবিশারদম্‌।
কিঙ্করং কুরু মাং কান্তে পরিত্যক্ষ্যামি তা অপি ॥
নির্জ্জনে নির্জ্জনে রম্যে শৈলে শৈলে নদে নদে।
পুষ্পোদ্যানে পুষ্পিতে চ সুগন্ধিপুষ্পবায়ুনা।
বিহরিষ্যামি কাননে কামিন্যা চ ত্বয়া সহ ॥ ১০
কামজ্বরেণ দগ্ধায়াঃ শান্তিং কর্ত্তুমহং ক্ষমঃ।
বিহরস্ব ময়া সার্দ্ধং জন্মেদং সফলং কুরু ॥ ১১
ইত্যেবমুক্তবন্তং তং স্বরথাদবরুহ্য চ।
গ্রহীতুমুৎসুকং হস্তে তমুবাচ পতিব্রতা॥ ১২

পত্ন্যুবাচ।

দূরং গচ্ছ গচ্ছ দূরং পাপিষ্ঠ ভূমিপাধম।
মাং চেৎ পশ্যসি কামেন সদ্যো ভস্ম ভবিষ্যসি ॥
পিপ্পলাদং মুনিশ্রেষ্ঠং তপসা পূতবিগ্রহম্‌ ।
বিহায় ত্বাং ভজিষ্যামি স্ত্রীজিতং রতিলম্পটম্‌ ॥
স্ত্রীজিতস্পর্শমাত্রেণ সর্ব্বং পুণ্যং বিনশ্যতি ।
ন ভূমৌ পাতকী পাপী ন পাপী স্ত্রীজিতাৎ পরঃ ॥
মাং মাতরঞ্চ স্ত্রীভাবং কৃত্বা যেন ব্রবীষি চ।
ভবিষ্যসে ক্ষয়ং তেন কামেন মম শাপতঃ ॥ ১৬
শ্রুত্বা ধর্ম্মঃ সতীশাপং নৃপমূর্ত্তিং বিহায় চ।
ধৃত্বা স্বমূর্ত্তিং দেবেশঃ কম্পমান উবাচ হ ॥ ১৭

ধর্ম্ম উবাচ।

মাতর্জানীহি মাং ধর্ম্মং ধর্ম্মজ্ঞানাং গুরোর্গুরুম্‌।
পরস্ত্রীমাতৃবুদ্ধিঞ্চ কুর্ব্বন্তং সন্ততং সতি॥ ১৮
অহং ভবান্তবিজ্ঞাতুমাগতস্তব সন্নিধিম্‌।
যুষ্মাকঞ্চ মনো জানে তথাপি দৈববাধিতঃ ॥ ১৯
কৃতং মে দমনং সাধ্বি ন বিরুদ্ধং যথোচিতম্‌।
শাস্তিঃ সমুৎপথস্থানামীশ্বরেণ বিনির্ম্মিতা ॥ ২০
ধর্ম্মং স্বধর্ম্মং বিজ্ঞাতুং কালং কলয়িতুং ক্ষমঃ ।
বিধাতারং সংবিধাতুং তস্মৈ কৃষ্ণায় মে নমঃ ॥ ২১
সংহর্ত্তুং যঃ ক্ষমঃ কালে সংহর্ত্তারং ভবং বিভুঃ।
স্রষ্টারং লীলয়া স্রষ্টুং তস্মৈ কৃষ্ণায় মে নমঃ ॥২২
ক্ষমো যমং যঃ সংহর্ত্তুং মৃত্যোর্মরণকারণম্‌।
স্রষ্টুং নষ্টুঞ্চ তদ্দেবং তস্মৈ কৃষ্ণায় মে নমঃ ॥২৩
শাপং প্রদাতুং সর্ব্বাংশ্চ সুখ-দুঃখ-বরান্‌ ক্ষমঃ।
সম্পদং বিপদং যো হি তস্মৈ কৃষ্ণায় মে নমঃ ॥২

শক্রং বিধাতুং মিত্রঞ্চ সম্প্রীতিং কলহং ক্ষমঃ।
স্রষ্টুং হর্ত্তুঞ্চ যঃ সৃষ্টিং তস্মৈ কৃষ্ণায় মে নমঃ॥২৫
যেন শুক্লীকৃতং ক্ষীরং জলং শৈত্যীকৃতং পুরা।
দাহীকৃতো হুতাশশ্চ তস্মৈ কৃষ্ণায় মে নমঃ॥২৬
প্রকৃতির্নির্ম্মিতা যেন মহান্ বিষ্ণুশ্চ নির্ম্মিতঃ।
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশাদ্যাস্তস্মৈ কৃষ্ণায় মে নমঃ॥ ২৭
অতিতেজঃসমূহায় তেজোভ্যো বহুমূর্ত্তয়ে।
গুরুশ্রেষ্ঠনির্গুণায় তস্মৈ কৃষ্ণায় মে নমঃ॥ ২৮
সর্ব্বস্মৈ সর্ব্ববীজায় সর্ব্বেষামন্তরাত্মনে।
সর্ব্ববন্ধুস্বরূপায় তস্মৈ কৃষ্ণায় মে নমঃ॥ ২৯
ইত্যুক্ত্বা পুরতস্তস্থাস্তস্থৌ ধর্ম্মো জগদ্গুরুঃ।
সা সাধ্বী তঞ্চ বিজ্ঞায় সহসোবাচ পর্ব্বত॥ ৩০

পদ্মোবাচ।

ত্বমেব ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং সাক্ষী চ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
সর্ব্বান্তরেষু সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বতত্ত্ববিৎ॥ ৩১
কথং মনো মে বিজ্ঞাতুং বিড়ম্বয়সি কিঙ্করীম্।
যৎ কৃতং তৎ কৃতং ব্রহ্মন্ নাপরাধো বভূব মে॥
ত্বঞ্চ শপ্তো ময়াজ্ঞানাৎ স্ত্রীস্বভাবাৎ ক্রুধা বিভো
কাবস্থা চ ভবেত্তস্য চিন্তয়ামীতি সাম্প্রতম্॥ ৩৩
আকাশাদৌ দিশঃ সর্ব্বা যদি নশ্যন্তি বায়বঃ।
তথাপি সাধ্বীশাপস্য ন নশ্যতি কদাচন॥ ৩৪
ত্বঞ্চ নষ্টো ভবসি চেৎ সৃষ্টিনাশো ভবেৎ তদা।
ইতিকর্ত্তব্যতামূঢ়া তথাপি ত্বাং বদাম্যহম্॥ ৩৫
সত্যে পূর্ণশ্চতুষ্পাদৈঃ পৌর্ণমাস্যাং যথা শশী।
বিরাজসে দেবরাজ সর্ব্বকালং দিবানিশম্॥ ৩৬
পাদক্ষয়শ্চ ত্রেতায়াং ভগবন্ ভবিতা তব।
পাদোঽপরো দ্বাপরে চ তৃতীয়শ্চ কলৌ বিভো॥
কলিশেষে শেষপাদস্তবাচ্ছন্নো ভবিষ্যতি।
পুনঃ সত্যে সমায়াতে পারপূর্ণো ভাবষ্যতি॥ ৩৮
সত্যে সর্ব্বব্যাপকত্বং তদন্যেষু চ কুত্রচিৎ।
যত্র স্থানং তবাধারো বদামি শ্রূয়তাং বিভো॥২৯
বৈষ্ণবেষু চ বিপ্রেষু যতিষু ব্রহ্মচারিষু।
পতিব্রতাসু প্রজ্ঞেষু বানপ্রস্থেষু ভিক্ষুষু॥ ৪০
নৃপেষু ধর্ম্মশীলেষু সৎসু সদ্বৈশ্যজাতিষু।
দ্বিজসেবিষু শূদ্রেষু সংসর্গসুস্থিরেষু চ॥ ৪১
এবং ত্বং সততং পূর্ণো ধর্ম্মরাজ বিরাজসে।
যুগে যুগে তবাধার এতে পুণ্যতমা জনাঃ॥ ৪২
অশ্বত্থ-বট-বিল্বেষু তুলসী চন্দনেষু চ।
দেবার্হেষু চ পুষ্পেষু বিদ্যমানোঽসি সাধুষু॥ ৪৩
দেবালয়েষু তীর্থেষু সতাং শশ্বদ্গৃহেষু চ।
বেদবেদাঙ্গশ্রবণ-স্থলেষু চ সভাসু চ॥ ৪৪
শ্রীকৃষ্ণগুণনামোক্তি-শ্রুতিগীতিস্থলেষু চ।
ব্রত-পূজা-তপো-ন্যায়-যজ্ঞ-সত্যস্থলেষু চ॥ ৪৫
দীক্ষা-পরীক্ষা-শপথ-গোষ্ঠ-গোষ্পদভূমিষু।
গবাং গৃহেষু গোষ্ঠীষু বিদ্যমানো হি পশ্যসি॥৪৬
কৃশতা তে ন ভবিতা ধর্ম্ম তেষু স্থলেষু চ।
এতদন্যেষু কৃশতা যদগম্যঞ্চ তচ্ছৃণু॥ ৪৭
পুংশ্চলীষু তদ্গৃহেষু গৃহেষু নরঘাতিনাম্।
নরঘাতিষু নীচেষু মূর্খেষু চ খলেষু চ॥ ৪৮
দেবতা-গুরু-বিপ্রাণাং পুণ্যানাং ধনহারিষু।
অসন্নরেষু ধূর্ত্তেষু চৌরেষু রতিভূমিষু।
দ্যূতক্রীড়াসু ভূপাল-কলহানাং স্থলেষু চ॥ ৪৯
শালগ্রাম-সাধু-তীর্থ-পুরাণারহিতেষু চ।
দস্যুগ্রস্তেষু দেশেষু হীনতা তে চ গর্ব্বিষু॥ ৫০
অসিজীবি-মসীজীবি-দেবল-গ্রামযাজিষু।
বৃষবাহ-স্বর্ণকার-জীবহিংসোপজীবিষু॥ ৫১
ভর্ত্তৃনিন্দিতনারীষু স্ত্রীজিতেষু চ পুংসু চ।
দীক্ষা-সন্ধ্যা-বিষ্ণুভক্তি-বিহীনেষু দ্বিজেষু চ॥ ৫২
স্বাঙ্গকন্যাবিক্রয়িষু স্বযোষিদ্বিক্রয়িম্বথ।
শালগ্রাম-সুর-গ্রন্থ-ভূমিবিক্রয়িষু প্রভো॥ ৫৩
মিত্রদ্রোহি-কৃতঘ্নেষু সত্যবিশ্বাসঘাতিষু।
শরণাগতহীনেষু আশ্রিতঘ্নজনেষু চ॥ ৫৪
শশ্বন্মিথ্যোক্তিশীলেষু তথা সীমাপহারিষু।
কামাৎ ক্রোধাৎ তথা লোভান্মিথ্যাসাক্ষিপ্রদায়িষু
পুণ্যকর্ম্মবিহীনেষু পুণ্যকর্ম্মবিরোধিষু।
স্থাতুমেতেষু নিন্দ্যেষু নাধিকারস্তব প্রভো॥ ৫৬
মমাপি বচনং সত্যং বভূব তব রক্ষণম্।
যাস্যামি পতিসেবায়ৈ গচ্ছ তাত স্বমন্দিরম্॥৫৭
ইত্যেববাদিনীং সাধ্বীমুবাচ বিধিনন্দনঃ।
প্রসন্নবদনঃ শ্রীমানতীব বিনয়ং বচঃ॥ ৫৮

ধর্ম্ম উবাচ।

ধন্যাসি পতিভক্তাসি স্বস্তি তেঽস্তু চ সন্ততম্।
বরং গৃহাণ দাস্যামি সৎপরিত্রাণকারিণী॥ ৫৯
যুবা ভবতু ভর্ত্তা তে রতিশূরশ্চ কন্যকে।
রূপবান্ গুণবান্ বাগ্মী সততং স্থিরযৌবনঃ॥ ৬০
ঐশ্বর্য্যযুক্তাসি ত্বং ভব স্থিরযৌবনা।

চিরঞ্জীবী ভবতু স মার্কণ্ডেয়াৎ পরং পতিঃ ॥
কুবেরাদ্ধনবাংশ্চৈব শক্রাদৈশ্বর্য্যবানপি।
বিষ্ণুভক্তঃ শিবসমঃ সিদ্ধস্তু কপিলাৎ পরঃ ॥ ৬২
স্বামিসৌভাগ্যসংযুক্তা ভব ত্বং জীবনাবধি।
গৃহা ভবন্তু তে সাধ্বি কুবেরভবনাধিকাঃ ॥ ৬৩
মাতা ত্বং হি সুপুত্রাণাং গুণিনাং চিরজীবিনাম্।
স্বভর্তুরধিকানাঞ্চ ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ৬৪
ইত্যেবমুক্ত্বা সন্তস্থৌ ধর্ম্মরাজস্তু পর্ব্বত।
সতী প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রণম্য স্বগৃহং যযৌ ॥ ৬৫
ধর্ম্মস্তামাশিষং যুক্ত্বা জগাম নিজমন্দিরম্।
পাতিব্রতাং প্রশশংস প্রতি সংসদি সংসদি ॥৬৬
সা রেমে স্বামিনা সার্দ্ধং যূনা রহসি সন্ততম্।
পশ্চাদ্বভূবুস্তৎপুত্রাস্তদ্ভর্ত্তুরধিকা গুণৈঃ ॥ ৬৭
শৈলেন্দ্র কথিতং সর্ব্বমিতিহাসং পুরাতনম্।
দত্ত্বানরণ্যঃ স্বসুতাং ররক্ষ সর্ব্বসম্পদম্ ॥ ৬৮
ত্বমেব কন্যকাং দত্ত্বা সর্ব্বেষামীশ্বরায় চ।
রক্ষ সর্ব্বান্ বন্ধুবর্গানাত্মনঃ সর্ব্বসম্পদম্ ॥ ৬৯
সপ্তাহে সমতীতে চ দুর্লভেঽতিশুভক্ষণে।
লগ্নাধিপে চ লগ্নস্থে চন্দ্রে স্বতনয়ান্বিতে ॥ ৭০
মোদিতে রোহিণীযুক্তে বিশুদ্ধে চন্দ্রতারকে।
মার্গশীর্ষে চন্দ্রবারে সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতে ॥ ৭১
সর্ব্বসদ্গ্রহদৃষ্টেঽসদ্গ্রহদৃষ্টিবিবর্জ্জিতে।
সদপত্যপ্রদেঽতীবপতিসৌভাগ্যদায়িনি ॥ ৭২
অবৈধব্যপ্রদে সৌখ্য-প্রদে জন্মনি জন্মনি।
অত্যন্তপ্রেমাবিচ্ছেদ-প্রদায়িনি পরাৎপরে।
কন্যাং প্রাদায় পাত্রায় ত্বং কৃতী ভব পর্ব্বত ॥ ৭৩
জগদম্বাং জগৎপিত্রে মূলপ্রকৃতিমীশ্বরীম্।
তেজঃস্বরূপাং সর্ব্বেষাং দেবানাং দেবপূজিতাম্ ॥
আবির্ভূতাং পুরা কল্পে দেবানাং রক্ষণায় চ।
তেজোরাশেঃ সুরৌঘানাং প্রজ্বলন্তীং দিশো দশ ॥
যস্যা স্বতেজসা দৈত্যাঃ কেচিদ্দগ্ধাঃ পলায়িতাঃ।
কেচিদ্বভূবুঃ শৈলেন্দ্র ভস্মীভূতাশ্চ ভূতলে ॥ ৭৬
বিলং প্রবিবিশুঃ কেচিন্মূর্চ্ছাং প্রাপুশ্চ কেচন।
কেচিদ্দন্তে তৃণং কৃত্বা জগ্মুঃ শরণমীশ্বরীম্ ॥ ৭৭
বস্ত্রাণি তত্যজুঃ কেচিৎ স্তম্ভিতা অপি কেচন।
কেচিচ্চিরং রণং কৃত্বা যযুঃ স্বর্গমনাময়ম্ ॥ ৭৮
নিঃশত্রবো বভূবুস্তে পুরা ত্বস্যাঃ প্রসাদতঃ।
কৃষ্ণাজ্ঞয়া সা কল্পান্তে দক্ষকন্যা বভূব হ ॥ ৭৯

দক্ষশ্চ বিধিবদ্দেবীং প্রদদৌ শূলপাণয়ে
দৈবেন মৎপিতুর্যজ্ঞে সহসা সুরসংসদি।
বভূব কলহঃ শৈল তেন শূলভৃতো মহান্ ॥ ৮০
ব্রহ্মাণঞ্চ নমস্কৃত্য যযৌ রুষ্টস্ত্রিলোচনঃ।
দক্ষশ্চ সগণো রুষ্টঃ প্রযযৌ স্বালয়ং তদা ॥ ৮১
কোপাৎ সন্ত্যক্তসংস্কারো দক্ষো যজ্ঞং চকার হ।
ন দদৌ যজ্ঞভাগঞ্চ মাৎসর্য্যাৎশূলপাণয়ে ॥ ৮২
দৃষ্ট্বা সতী প্রকুপিতা জনকং রক্তলোচনা।
নির্ভর্ৎস্য চ বহুতরং কোপেন চ বিদূয়তা।
যজ্ঞস্থানাৎ সমুত্থায় জগাম মাতুরন্তিকম্ ॥ ৮৩
ভবিষ্যৎ কথয়ামাস ত্রিকালজ্ঞা পরাৎপরা।
যজ্ঞভঙ্গাদিকং সর্ব্বং স্বপিতুশ্চ পরাভবম্ ॥ ৮৪
পলায়নঞ্চ দেবানাং যজ্ঞস্থানাদ্গিরীশ্বর।
মুনীনামৃত্বিজ কৈব পর্ব্বতানাং তথৈব চ ॥ ৮৫
জয়ং শঙ্করসৈন্যানাং স্বাত্মনো মৃত্যুরেব চ।
শোকাৎ পর্য্যটনং ভর্ত্তুর্বিরহাতুর-চেতসঃ ॥ ৮৬
নির্ম্মাণং বেত্রসরসঃ প্রবোধঞ্চ জনর্দ্দনাৎ।
মূর্ত্তিভেদাৎ পুনঃ প্রাপ্তিং বিহারং তস্য তৎসমম্
অপরং ভবিতব্যঞ্চ সর্ব্বমুক্ত্বা জগাম সা।
স্বমাত্রা ভগিনীভিশ্চ প্রতিসিদ্ধাতিদুঃখিতা।
বভূবাদর্শনা যোগাৎ সর্ব্বাসাং সিদ্ধযোগিনী ॥ ৮৮
গত্বা সা জাহ্নবীতীরং স্নাত্বা সম্পূজ্য শঙ্করম্।
স্মৃত্বা তচ্চরণাম্ভোজং দেহং তত্যাজ সুন্দরী ॥ ৮৯
গন্ধমাদনদ্রোণীস্থং শরীরং প্রবিবেশ হ।
সংজহার পুরা যেন দৈত্যানামখিলং কুলম্ ॥ ৯০
হাহাকারং প্রচক্রুশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে সুবিস্মিতাঃ।
জগ্মুঃ শঙ্করসেনাশ্চ দক্ষযজ্ঞং প্রণাশ্য চ ॥ ৯১
পরাভবঞ্চ সর্ব্বেষাং কৃত্বা শোকতরাঃ পরাঃ।
সত্বরং সর্ব্ববৃত্তান্তং কথয়ামাসুরীশ্বরম্ ॥ ৯২
শ্রুত্বা প্রবৃত্তিং সংহর্ত্তা সর্ব্বরুদ্রগণৈর্বৃতঃ।
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ শোকেন জ্ঞানানন্দঃ পরাৎপরঃ ॥
ক্ষণেন চেতনাং প্রাপ্য সমুত্থায় ত্রিলোচনঃ।
জগাম স্বর্ণদীতীরং যত্র দেবীকলেবরম্ ॥ ৯৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-
জন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে
সতীদেহত্যাগো নাম দ্বিচত্বা-
রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।

অথ দুর্গাং মহাদেবঃ সতীমূর্ত্তিং মনোহরাম্।
আম্লানপদ্মপত্রাভাং শয়ানাং জাহ্নবীতটে॥
দধতীমক্ষমালাঞ্চ প্রতপ্তকাঞ্চনপ্রভাম্।
তেজসা প্রজ্বলন্তীঞ্চ দধানাং শুক্লবাসসী॥ ২
দৃষ্ট্বা সতীশরীরঞ্চ প্রদগ্ধো বিরহাগ্নিনা।
তত্ত্বরাশির্মূর্ত্তিমাংশ্চেন্মূর্চ্ছাং প্রাপ তথাপি চ॥ ৩
কলত্রশোকো বলবান্ স্বাত্মারামং পরাৎপরম্।
বাধতে বেদবীজঞ্চ যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুম্॥ ৪
ক্ষণেন চেতনাং প্রাপ্য তামুবাচ ত্রিলোচনঃ।
নিরীক্ষ্য বদনাম্ভোজং স্থাণুঃ স্থাণুরিবাপরঃ॥ ৫
সাশ্রুনেত্রোঽতিদীনশ্চ দীনানাং শরণপ্রদঃ।
দীনদৈন্যাপহারী চ বিললাপ পরং বচঃ॥ ৬

শঙ্কর উবাচ।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ সুভগে পতিপ্রাণেশ্বরি প্রিয়ে।
শঙ্করোঽহং তব স্বামী পশ্য মাং নিকটাগতম্॥ ৭
শিবং শিবপ্রদং সর্ব্বং সর্ব্বরূপঞ্চ সিদ্ধিদম্।
সর্ব্বাত্মানঞ্চ সর্ব্বেষাং শবতুল্যং ত্বয়া বিনা॥ ৮
শক্তোঽহঞ্চ ত্বয়া সার্দ্ধং সর্ব্বশক্তিস্বরূপয়া।
শক্তিহীনঃ শবসমো নিশ্চেষ্টঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥ ৯
যশ্চ শক্তিং ন জানাতি শক্তিহীনশ্চ নিন্দতি।
তং ত্যক্তুমুচিতং বিজ্ঞে কথং মাং ত্যজসি প্রিয়ে।
স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুঃ সাধ্যভূতা বয়ং তব॥ ১০
সস্মিতং সকটাক্ষঞ্চ বদ কিঞ্চিৎ সুধোপমম্।
মধুরাভাষদৃষ্ট্যা চ মাং দগ্ধং সেচনং কুরু॥ ১১
মাং দৃষ্ট্বা দূরতঃ শীঘ্রং স্নিগ্ধং বদসি সস্মিতম্।
কথমদ্যাপি নিশ্চেষ্টং বিলপন্তং ন ভাষসে॥ ১২
প্রাণাধিকে ত্বমুত্তিষ্ঠ প্রাণাধারে পরাৎপরে।
জগদম্বে সমুত্তিষ্ঠ জগদাধাররূপিণি॥ ১৩
দক্ষকন্যে সমুত্তিষ্ঠ রুদন্তং মাং ন পশ্যসি।
পরিত্যজ্য মম প্রাণান্ গন্তুং নার্হসি সুন্দরি॥ ১৪
পতিব্রতে সমুত্তিষ্ঠ কথং মাং নাদ্য সেবসে।
কথং করোষি বিজ্ঞায় ব্রতভঙ্গং শ্রুতিপ্রসূ॥ ১৫
ইত্যুক্ত্বা মৃতদেহঞ্চ প্রিয়ায়া বিরহাতুরঃ।
নিধায়োরসি সংশ্লিষ্য চুচুম্ব চ পুনঃপুনঃ॥ ১৬
অধরে চাধরং দত্ত্বা বক্ষো বক্ষসি শঙ্করঃ।
পুনঃপুনঃ সমাশ্লিষ্য পুনর্মূর্চ্ছামবাপ হ॥ ১৭
পুনঃ স চেতনাং প্রাপ্য বেগাদুত্থায় শোকতঃ।
দুদ্রাব চ যথোন্মত্তো জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ॥ ১৮
সপ্তদ্বীপং সপ্তসিন্ধুং লোকালোকঞ্চ কাঞ্চনীম্।
বভ্রাম ভ্রান্তবজ্জ্ঞানী পত্নীং কৃত্বা স্ববক্ষসি॥ ১৯
শতশৃঙ্গগিরেঃ পার্শ্বে জম্বুদ্বীপে চ ভারতে।
সুনির্জ্জনেঽক্ষয়বট-মূলেষু সরিতস্তটে॥ ২০
রুরোদোচ্চৈঃস্বরং কৃত্বা সতি সাধ্বীত্যুদীর্য্য চ।
ত্রিনেত্রনেত্রনীরেণ সম্বভূব সরোবরঃ॥ ২১
তন্নেত্রঞ্চ সরো নাম মুনীনাং তপসঃ স্থলম্।
যোজনদ্বয়বিস্তীর্ণং পুণ্যতীর্থং মনোহরম্॥ ২২
তত্র স্নাত্বা পুনর্জ্জন্ম নরাণাং ন ভবেদ্গিরে।
শতজন্মকৃতং পাপং স্নানমাত্রেণ নশ্যতি।
ত্যক্ত্বা তাং মানবীং মূর্ত্তিং নরা যান্তি হরেঃ পদম্॥ ২৩
তত্র সরোবরং ত্যক্ত্বা পুনর্বভ্রাম মেদিনীম্।
পূর্ণমব্দং মহাযোগী বিরহাতুরমানসঃ॥ ২৪
সতীগলিতপ্রত্যঙ্গৈরঙ্গৈশ্চ পর্ব্বতেশ্বর।
বভূব সিদ্ধপীঠানাং সমূহো বাঞ্ছিতপ্রদঃ॥ ২৫
শেষাঙ্গানাং মহাদেবঃ সংস্কারং বৈ বিধায় চ।
অস্থিমালাং বিনির্ম্মায় চকার কণ্ঠভূষণম্॥ ২৬
নিত্যং তদ্ভস্ম ভক্ত্যা চ চকার গাত্রলেপনম্।
সতি প্রাণেশ্বরীত্যুক্ত্বা পুনর্মূর্চ্ছামবাপ হ॥ ২৭
বিসস্মার ব্রহ্ম পরমাত্মানমাত্মসম্ভবঃ।
আত্মারামঃ পূর্ণকামো নিশ্চেষ্টো বিরহজ্বরাৎ॥ ২৮
তং শয়ানমস্তগিরেরভ্যাসে বটমূলকে।
দৃষ্ট্বা দেবাঃ সমাজগ্মুর্বিস্মিতাঃ শিবসন্নিধিম্॥ ২৯
নারায়ণশ্চ ভগবানীশ্বরঃ সহ পার্ষদৈঃ।
রত্নযানেনাজগাম পদ্মার্চ্চিতপদাম্বুজঃ॥ ৩০
রত্নালঙ্কারভূষাঢ্যঃ পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যো বনমালাবিভূষিতঃ॥ ৩১
ধর্ম্মাধর্ম্মশ্চ শেষশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ।
তস্থুর্দেবাশ্চ শিরসা লক্ষ্মীকান্তং প্রণম্য তে॥ ৩২
শ্রীহরিঃ শঙ্করমহো কৃত্বা বক্ষসি মূর্চ্ছিতম্।
রুরোদ বোধয়ামাস জ্ঞানীশো জ্ঞানিনাং গুরুঃ॥ ৩৩

ভগবানুবাচ।

স্বাত্মারাম নিবোধেদং মদীয়ং বচনং শিব।
হিতমধ্যাত্মসারঞ্চ দুঃখশোকনিকৃন্তনম্॥ ৩৪

সর্ব্বাধ্যাত্মবিদ্যমানং জীবং জ্ঞানবিধিং বিধিম্‌।
তথাপি বোধয়ামি ত্বাং সর্ব্বজ্ঞং বেধসাং বিধিম্‌॥
বুধং বোধয়িতুং শক্তোঽবুধোঽপি প্রাণসঙ্কটে।
ব্যবহারোঽস্তি লোকেষু সর্ব্বঃ সর্ব্বং পরস্পরম্‌॥
মায়াশ্রিতা গুণাঃ সর্ব্বে হেতবঃ সুখ-দুঃখয়োঃ।
বিষ্ণুমায়া বলবতী গুণযুক্তং প্রবাধতে॥ ৩৭
দুঃখং শোকং ভয়ং শম্ভো দুর্দ্দিনোদ্ভবমীশ্বর।
তত্রাতীতে কুতস্তানি সুদিনে চ সমাগতে॥ ৩৮
হর্ষ ঐশ্বর্য্যং দর্পশ্চ সন্তাপং তত্র বর্দ্ধতে।
সর্ব্বাণ্যেতানি মথ্নন্তি স্বপ্নানিব বিপশ্চিতঃ॥ ৩৯
শৈলেত্যেবং সমাকর্ণ্য হরিং কিঞ্চিদুবাচ হ।
নেত্রাণ্যুন্মীলনং কৃত্বা ত্রিনেত্রোঽশ্রুযুতানি চ॥৪০

ত্রিনেত্র উবাচ।

কস্ত্বং তেজঃস্বরূপোঽসি কে বেমে তব সন্নিধৌ।
কিং নাম ভবতশ্চৈষাং কানি নামানি কা সতী॥
কোঽহং কো মে ভবান্ ব্রূতে কিং কং বা কুত আগতঃ।
ক যাস্যামি ক যাস্যামি ক গচ্ছন্তু ইমে বদ॥ ৪২
হরিরিত্যেবমাকর্ণ্য রুরোদ সগণো গিরে।
নেত্রনীরৈস্ত্রিনেত্রস্তং রুদন্তং প্রসিষেচ সঃ॥ ৪৩
হরি-ত্রিনেত্রয়োর্নেত্র-নীরপাতেন তত্র বৈ।
বভূব পয়সাং শ্রেষ্ঠং তীর্থং ভুবনপাবনম্‌॥ ৪৪
ভারতেঽস্তগিরেঃ পশ্চাৎ তত্রাক্ষয়বটান্তিকে।
স্থলং বভূব তপসাং মুক্তিবীজং তপস্বিনাম্‌॥ ৪৫
অথোবাচ পুনঃ শীঘ্রমধ্যাত্মঞ্চ হরং হরিঃ।
শৃণ্বতাং সর্ব্বদেবানাং মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্‌॥ ৪৬

ভগবানুবাচ।

শৃণু শঙ্কর বক্ষ্যামি জ্ঞানানল সনাতন।
জ্ঞানং জ্ঞাননিধে শোকাদ্বিস্মৃতোঽসি পরাৎপর॥
সুদিনং দুর্দ্দিনং শশ্বদ্ভ্রমত্যেবং ভবে ভব।
সর্ব্বেষাং প্রকৃতানাঞ্চ তে বীজে সুখদুঃখয়োঃ॥৪৮
সুখাদ্ভবতি হর্ষশ্চ দর্পঃ শৌর্য্যং প্রমত্ততা।
রাগ ঐশ্বর্য্যকামৌ চ বিদ্বেষশ্চ নিরন্তরম্‌॥ ৪৯
দুঃখাৎ শোকাৎ সমুদ্বেগো ভয়ং নিত্যং প্রবর্দ্ধতে
হতান্যেতানি সর্ব্বাণি হতে বীজে মহেশ্বর॥ ৫০
সুদিনং দুর্দ্দিনঞ্চৈব সর্ব্বং কর্ম্মোদ্ভবং ভব।
তৎ কর্ম্ম তপসাং সাধ্যং কর্ম্মণাঞ্চ শুভাশুভম্‌॥
তপঃ স্বভাবসাধ্যঞ্চ স্বভাবোঽভ্যাসতো ভবেৎ।
সংসর্গসাধ্যোঽভ্যাসশ্চ সংসর্গঃ পুণ্যতো ভবেৎ॥
পুণ্যবীজং মনশ্চৈব পাপবীজঞ্চ চঞ্চলম্‌।
মনঃ শম্ভো মমাংশশ্চ সর্ব্বেন্দ্রিয়পুরঃসরম্‌॥ ৫৩
সর্ব্বেষাং জনকোঽহঞ্চ ত্বং ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ।
ব্রহ্মৈকং মূর্ত্তিভেদস্তু গুণভেদেন সন্ততম্‌॥ ৫৪
তদ্ব্রহ্ম দ্বিবিধং বস্তু সগুণং নির্গুণং শিব।
মায়াশ্রিতো যঃ সগুণো মায়াতীতশ্চ নির্গুণঃ॥৫৫
স্বেচ্ছাময়শ্চ ভগবানিচ্ছয়া বিকরোতি বঃ।
ইচ্ছাশক্তিশ্চ প্রকৃতির্নিত্যা সর্ব্বপ্রসূঃ সদা॥ ৫৬
কেচিদেবং বদন্ত্যেবং ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্‌।
কেচিদ্বদন্তি বিবিধং ব্রহ্ম প্রকৃতিপূর্ব্বকম্‌॥ ৫৭
শৃণু যে চ বদন্ত্যেকং প্রকৃতিঃ পুরুষাৎ পরম্‌।
তস্মাদ্ভবতি তৌ দ্বৌ চ তদ্ব্রহ্ম সর্ব্বকারণম্‌॥৫৮
অথবৈকং পরং ব্রহ্ম দ্বিবিধং ভবতীচ্ছয়া।
ইচ্ছাশক্তিশ্চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বশক্তিপ্রসূঃ সদা॥ ৫৯
তত্রাসক্তশ্চ সগুণঃ সশরীরী চ প্রাকৃতঃ।
নির্গুণস্তত্র নির্লিপ্তোঽশরীরী চ নিরঙ্কুশঃ॥ ৬০
স চাত্মা ভগবান্ নিত্যঃ সর্ব্বাধারঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বত্রাস্তি ফলপ্রদঃ॥ ৬১
শরীরং দ্বিবিধং শম্ভো নিত্যং প্রাকৃতমেব চ।
নিত্যং বিনাশরহিতং নশ্বরং প্রাকৃতং সদা॥ ৬২
অহং ত্বঞ্চাপি ভগবানাবয়োর্নিত্যবিগ্রহঃ।
আবয়োরংশভূতা যে প্রাকৃতা নষ্টবিগ্রহাঃ॥ ৬৩
রুদ্রা দশ ত্বদংশাশ্চ মদংশা বিষ্ণুরূপিণঃ।
মমাপ্যেব দ্বিধারূপং দ্বিভুজঞ্চ চতুর্ভুজম্‌॥ ৬৪
চতুর্ভুজোঽহং বৈকুণ্ঠে পদ্ময়া পার্ষদৈঃ সহ।
গোলোকে দ্বিভুজোঽহঞ্চ গোপীভিঃ সহ রাধয়া॥
দ্বিবিধং যে বদন্ত্যেবং দ্বৌ প্রধানৌ চ তন্মতে।
পুরুষশ্চ সদা নিত্যো নিত্যা প্রকৃতিরীশ্বরী॥ ৬৬
সদা তৌ দ্বৌ চ সংশ্লিষ্টৌ সর্ব্বেষাং পিতরৌ শিব
সশরীরৌ নিঃশরীরৌ স্বেচ্ছয়া সর্ব্বরূপিণৌ॥ ৬৭
প্রাধান্যঞ্চ যথা পুংসঃ প্রকৃতেশ্চ তথা সদা।
সতীমিচ্ছসি চেৎ শম্ভো প্রকৃতেঃ স্তবনং কুরু॥
যৎ স্তোত্রঞ্চ ময়া দত্তং পুরা দুর্ব্বাসসে মুদা।
তদ্দিব্যং কাণ্বশাখোক্তং ভজ তেন জগৎপ্রসূম্‌॥
শোকনাশো ভবতু তে শিবং শিব মমাশিষা।
দূরং বিরহহেতুশ্চ যাতু স্ত্রীবিরহজ্বরঃ॥ ৭০
ইত্যেবমুক্ত্বা লক্ষ্মীশো বিররাম গিরীশ্বর।

স্তবনং কর্ত্তুমারেভে প্রকৃতেশ্চ মহেশ্বরঃ ॥ ৭১
স্তুত্বা * নত্বা চ শ্রীকৃষ্ণং ব্রহ্মাণং ভক্তিসংযুতঃ।
পুটাঞ্জলিযুতো ভূত্বা পুলকাঞ্চিতবিগ্রহঃ ॥ ৭২

মহেশ্বর উবাচ।

ব্রাহ্মি ব্রহ্মস্বরূপে ত্বং মাং প্রসীদ সনাতনি।
পরমাত্মস্বরূপে চ পরমানন্দদায়িনি ॥ ৭৩
ভদ্রে ভদ্রপ্রদে দুর্গে দুর্গঘ্নে দুর্গনাশিনি।
পোতস্বরূপেঽজীর্ণে ত্বং মাং প্রসীদ ভবার্ণবে ॥
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্ববীজস্বরূপিণি।
সর্ব্বাধারে সর্ব্ববিদ্যে মাং প্রসীদ জয়প্রদে ॥ ৭৫
সর্ব্বমঙ্গলরূপে চ সর্ব্বমঙ্গলদায়িনি।
সমস্তমঙ্গলাধারে প্রসীদ সর্ব্বমঙ্গলে ॥ ৭৬
নিদ্রে তন্দ্রে ক্ষমে শুদ্ধে তুষ্টিপুষ্টিস্বরূপিণি।
দয়ে জয়ে মহামায়ে প্রসীদ জগদম্বিকে ॥ ৭৭
শান্তে ক্লান্তে চ সর্ব্বান্তে ক্ষুৎপিপাসাস্বরূপিণি।
লজ্জে মেধে বুদ্ধিরূপে প্রসীদ ভক্তবৎসলে ॥ ৭৮
বেদস্বরূপে বেদানাং কারণে বেদদায়িনি।
সর্ব্ববেদাঙ্গরূপে চ বেদমাতঃ প্রসীদ মে ॥ ৭৯
লক্ষ্মীর্নারায়ণক্রোড়ে স্রষ্টুর্ব্বক্ষসি ভারতী।
মম ক্রোড়ে মহামায়ে বিষ্ণুমায়ে প্রসীদ মে ॥৮০
কলাকাষ্ঠাস্বরূপে চ দিবারাত্রিস্বরূপিণি।
পরিণামপ্রদে দেবি প্রসীদ দীনবৎসলে ॥ ৮২
কারণে সর্ব্বশক্তীনাং কৃষ্ণস্যোরসি রাধিকে।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকে ভদ্রে প্রসীদ কৃষ্ণপূজিতে ॥ ৮২
যশঃস্বরূপে যশসাং কারণে চ যশঃপ্রদে ॥ ৮৩
সর্ব্বদেবস্বরূপে চ নারীরূপবিধায়িনি।
সমস্তকামিনীরূপে কলাংশেন প্রসীদ মে ॥ ৮৪
সর্ব্বসম্পৎস্বরূপে চ সর্ব্বসম্পৎপ্রদে শুভে।
প্রসীদ পরমানন্দে কারণে সর্ব্বসম্পদাম্ ॥ ৮৫
যশস্বিনাং পূজিতে চ প্রসীদ যশসাং নিধে।
আধারে সর্ব্বজগতাং রত্নাধারে বসুন্ধরে।
চরাচরস্বরূপে চ প্রসীদ মামবাচিরম্ ॥ ৮৬
যোগস্বরূপে যোগীশে যোগদে যোগকারণে।
যোগাধিষ্ঠাতৃদেবীশে প্রসীদ সিদ্ধযোগিনি ॥ ৮৭
সর্ব্বসিদ্ধিস্বরূপে চ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনি।
কারণে সর্ব্বসিদ্ধীনাং সিদ্ধেশ্বরি প্রসীদ মে ॥ ৮৮
ব্যাখ্যানে সর্ব্বশাস্ত্রাণাং মতভেদে মহেশ্বরি।
জ্ঞানেঽজ্ঞানে যদুক্তং তৎ ক্ষমস্ব পরমেশ্বরি ॥৮৯
কেচিদ্বদন্তি প্রকৃতেঃ প্রাধান্যং পুরুষস্য চ।
কেচিৎ তত্র তদ্বিধে ব্যাখ্যাভেদং বিদুর্বুধাঃ ॥৯০
মহাবিষ্ণোর্নাভিদেশস্থিতঞ্চ কমলোদ্ভবম্।
মধুকৈটভৌ মহাদৈত্যৌ লীলয়া হন্তুমুদ্যতৌ ॥৯১
দৃষ্ট্বা স্তুতিং প্রকুর্ব্বন্তং ব্রহ্মাণং রক্ষিতুং পুরা
বোধয়ামাস গোবিন্দং বিনাশহেতবে তয়োঃ ॥ ৯২
নারায়ণস্ত্বয়া শক্ত্যা জঘান তৌ মহাসুরৌ।
সর্ব্বেশ্বরস্ত্বয়া সার্দ্ধমনীশোঽহং ত্বয়া বিনা ॥ ৯৩
পুরা ত্রিপুরসংগ্রামে গগনাৎ পতিতে ময়ি।
ত্বয়া চ বিষ্ণুনা সার্দ্ধং রক্ষিতোঽহং সুরেশ্বরি ॥৯৪
অধুনা রক্ষ মামীশে প্রদগ্ধং বিরহাগ্নিনা।
স্বাত্মনো দর্শনে পুণ্যে ক্রীণীহি পরমেশ্বরি ॥ ৯৫
ইত্যুক্ত্বা বিরতঃ শম্ভুর্দদর্শ গগনস্থিতাম্।
রত্নসাররথস্থাং তাং দেবীং দশভুজাং মুদা ॥ ৯৬
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং রত্নাভরণভূষিতাম্।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং জগতাং মাতরং সতীম্ ॥ ৯৭
দৃষ্ট্বা তাং বিরহাসক্তঃ পুনস্তুষ্টাব শঙ্করঃ।
দুঃখং নিবেদয়ামাস প্ররুদন্ বিরহোদ্ভবম্ ॥ ৯৮
দর্শয়ামাসাস্থিমালাং স্বাঙ্গস্থং ভস্মভূষণম্
দৃষ্ট্বা বহু পরীহারং তোষয়ামাস সুন্দরীম্ ॥ ৯৯
নারায়ণশ্চ ব্রহ্মা চ ধর্ম্মঃ শেষঃ সুরর্ষয়ঃ।
শিবং রক্ষেশ্বরীত্যুক্ত্বা তুষ্টুবুস্তে সনাতনীম্ ॥১০০
বভূব পরিতুষ্টা সা তেষাং স্তোত্রেণ তৎক্ষণম্।
উবাচ কৃপয়া শম্ভুং প্রাণেশং প্রাণবল্লভা ॥ ১০১

প্রকৃতিরুবাচ।

স্থিরো ভব মহাদেব মম প্রাণাধিক প্রভো।
ভবানাত্মা চ যোগীশ স্বামী জন্মনি জন্মনি ॥ ১০২
অহং শৈলেন্দ্রবাসিন্যাং লব্ধা জন্ম মহেশ্বর।
তব পত্নী ভবিষ্যামি মুঞ্চ ত্বং বিরহজ্বরম্ ॥ ১০৩
ইত্যুক্ত্বা শিবমাশ্বাস্য অন্তর্দ্ধানং চকার সা।
সুরা জগ্মুস্তমাশ্বাস্য লজ্জানম্রাত্মকন্ধরম্ ॥ ১০৪
হর্ষান্তরাত্মা গিরিশঃ কৈলাসং তং জগাম হ।
ননর্ত্ত সগণস্তূর্ণং সন্ত্যজ্য বিরহজ্বরম্ ॥ ১০৫
ইদং শম্ভুকৃতং স্তোত্রং প্রকৃত্যা যঃ পঠেন্নরঃ।
ন ভবেৎ কামিনীভেদস্তস্য জন্মনি জন্মনি ॥ ১০৬

* স্নাত্বা ইতি পাঠান্তরম্।

ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা স যাতি শিবমন্দিরম্ ।
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষাংশ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে শঙ্করবিরহ-শোকাপনোদনং ত্রিচত্বারিংশো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

বশিষ্ঠস্য বচঃ শ্রুত্বা সগণোঽপি হিমালয়ঃ।
বিস্মিতো ভার্য্যয়া সার্দ্ধং জহাস পার্ব্বতী স্বয়ম্ ॥১
অরুন্ধতী চ তাং মেনাং বোধয়ামাস কাতরাম্ ।
রুদতীঞ্চ নিরাহারাং জহৌ শোকং সদা চ সা ॥২
অরুন্ধতীং ভোজয়িত্বা বুভুজে ভোগমুত্তমম্ ।
সর্ব্বং প্রহৃষ্টমনসা মঙ্গলঞ্চ চকার হ ॥ ৩
শৈলঃ স ভৃতসম্ভারো বশিষ্ঠস্যাজ্ঞয়া প্রিয়ে ।
পত্রং প্রস্থাপয়ামাস নানাস্থানং ত্বরান্বিতঃ ॥ ৪
ততঃ প্রস্থাপয়ামাস শিবমঙ্গলপত্রিকাম্ ।
নানাপ্রকারদ্রব্যাণি বাদ্যানি চ চকার হ ॥ ৫
তণ্ডুলানাঞ্চ শৈলান্ বৈ পৃথুকানাঞ্চ সুন্দরি ।
তৈলানাঞ্চ ঘৃতানাঞ্চ দধ্নাং বাপীশ্চকার হ ॥ ৬
গুড়ানামাসবানাঞ্চ ক্ষীরাণাঞ্চ তথৈব চ ।
অহো হৈয়ঙ্গবীনানাং নবনীনাং পরং মুদা ॥ ৭
লড্ডুকানাং শর্করাণাং স্বস্তিকানাঞ্চ যত্নতঃ ।
যবচূর্ণাদিপিষ্টানাং ঘৃতপক্কানি তানি চ ॥ ৮
নানাপ্রকারবস্ত্রাণি বহ্নিশৌচানি যানি চ ।
শশিরত্নপ্রবালানি সুবর্ণরজতানি চ ॥ ৯
দ্রব্যাণ্যেতানি শৈলেন্দ্রঃ কৃত্বা তু বিধিপূর্ব্বকম্ ।
মঙ্গলং কর্ত্তুমারেভে তত্রৈব মঙ্গলে দিনে ॥ ১০
সংস্কারং কারয়ামাসুঃ পার্ব্বতীং পর্ব্বতস্ত্রিয়ঃ ।
স্নাপয়িত্বা বস্ত্রযুগ্মং ধারয়ামাসুরাশু তাঃ ॥ ১১
কারয়িত্বা সুবেশাঞ্চ রত্নভূষণভূষিতাম্ ।
দর্পণং ধারয়ামাসুর্দূর্ব্বাক্ষতসমন্বিতম্ ॥ ১২
দত্ত্বা চালক্তকং চারু পাদাঙ্গুলিষু পাদয়োঃ ।
গণ্ডে পত্রাবলীং রম্যাং নেত্রে কজ্জলমুজ্জ্বলম্ ॥১৩
কবরীং কারয়ামাসুর্মালতীমাল্যবেষ্টিতাম্ ।
পট্টসূত্রনিবদ্ধাঞ্চ বামবক্রাং মনোহরাম্ ॥ ১৪
এতস্মিন্নন্তরে রাধে সমাজগ্মুঃ সুরেশ্বরাঃ ।
নীত্বা ত্রিনেত্রং তত্রৈব রত্নযানস্থমীশ্বরম্ ॥ ১৫
শৈলঃ সংভৃতসম্ভারঃ সম্ভাষ্যং কর্ত্তুমীশ্বরান্ ।
শৈলান্ প্রস্থাপয়ামাস ব্রাহ্মণানপি পূজিতান্ ॥১৬
প্রাঙ্গণং কারয়ামাস রম্ভাস্তম্ভৈঃ সমন্বিতম্ ।
পট্টসূত্রসন্নিবদ্ধ-রসালপল্লবান্বিতৈঃ ॥ ১৭
ফলপল্লবসংযুক্তৈঃ কলসৈর্জ্জলসংভৃতৈঃ ।
চন্দনাগুরুকস্তূরী-সুচারুকুঙ্কুমান্বিতৈঃ ।
মালতীমাল্যসংযুক্তৈঃ সংযুক্তং সুমনোহরম্ ॥১৮
দেবেশ্বরান্ পুরো দৃষ্ট্বা প্রণনাম হিমালয়ঃ ।
রত্নসিংহাসনং দাতুং প্রেরয়ামাস কিঙ্করান্ ॥ ১৯
নারায়ণো হি ভগবানুবাস পার্ষদৈঃ সহ ।
স তু (১) রত্নরথাৎ তূর্ণমবরুহ্য চতুর্ভুজঃ ॥ ২০
চতুর্ভুজৈঃ পার্ষদৈশ্চ রত্নভূষণভূষিতৈঃ ।
রত্নমুষ্টিনিবদ্ধৈশ্চ সেবিতঃ শ্বেতচামরৈঃ ॥ ২১
ঋষিশ্রেষ্ঠৈঃ সুরশ্রেষ্ঠৈঃ পূজ্যমানঃ স সংসদি ।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যো ভক্তানুগ্রহকাতরঃ ॥ ২২
উবাস স তদভ্যাসে ব্রহ্মা দেবগণৈঃ সহ ।
ঋষয়ো মুনয়শ্চৈব সমূষুর্মঙ্গলস্থলে ॥ ২৩
এতস্মিন্নন্তরে শম্ভুরবরুহ্য রথাদহো ।
রত্নালয়ে সমুত্তিষ্ঠন্ দদর্শ পর্ব্বতালয়ম্ ॥ ২৪
সমাজগ্মুঃ শিবং দ্রষ্টুং শৈলেন্দ্রনগরস্ত্রিয়ঃ ।
বৃদ্ধা বালা যুবত্যশ্চ বস্ত্রাভরণভূষিতাঃ ॥ ২৫
কাশ্চিৎ কজ্জলহস্তাশ্চ বস্ত্রহস্তাশ্চ কাশ্চন ।
কাশ্চিৎ সিন্দূরহস্তাশ্চ কাশ্চিৎ কঙ্কতিকাকরাঃ ॥
বেশার্দ্ধভূষিতাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চনৈবার্দ্ধভূষণাঃ ।
কাশ্চিন্নির্ভূষিতাঃ কাশ্চিৎ সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ ॥ ২৭
সর্ব্বা আগত্য সংতস্থুঃ সস্মিতাঃ পর্ব্বতালয়ে ॥ ২৮
ঋষিকন্যা দেবকন্যা নাগকন্যা মনোহরাঃ ।
গন্ধর্ব্বশৈলকন্যাশ্চ রাজকন্যাঃ সমাগতাঃ ॥ ২৯
সর্ব্বা অপ্সরসো দিব্যা রম্ভাদ্যাঃ সমুপস্থিতাঃ ।
মেনা কন্যাগণৈঃ সার্দ্ধং দদর্শ শঙ্করং বরম্ ॥ ৩০
চারুচম্পকবর্ণাভমেকবক্ত্রং ত্রিলোচনম্ ।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং রত্নাভরণভূষিতম্ ॥ ৩১
চন্দনাগুরু-কস্তূরী-চারুকুঙ্কুমভূষিতম্ ।

---

(১) বিনতানন্দনাৎ তূর্ণমিত্যপি পাঠান্তরম্ ।

মালতীমাল্যসংযুক্ত-সদ্রত্নমুকুটোজ্জ্বলম্ ॥ ৩২
বহ্নিশৌচেনাতুলেনৈবাতিসূক্ষ্মেণ চারুণা ।
অমূল্যবস্ত্রযুগ্মেণ বিচিত্রেণাতিভূষণম্ ॥ ৩৩
রত্নদর্পণহস্তঞ্চ যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুম্ ।
স্বেচ্ছাময়ং গুণাতীতং ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্ ॥
গুণভেদাদ্রূপভেদং ধৃতবন্তমরূপকম্ ।
তারণং তং ভবস্থানাং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্ ॥ ৩৫
সর্ব্বাধারং সর্ব্ববীজং সর্ব্বেশং সর্ব্বজীবনম্ ।
সাক্ষিরূপং নিরীহঞ্চ পরমাত্মানমক্ষরম্ ।
আদ্যন্তমধ্যরহিতং সর্ব্বাদ্যং সর্ব্বরূপকম্ ॥ ৩৬
দৃষ্ট্বা জামাতরং মেনা জহৌ শোকং মুদান্বিতা ।
প্রশশংসুর্য্যবত্যশ্চ ধন্যো ধন্য ইতীরিতাঃ ॥ ৩৭
দুর্গা ভাগ্যবতীত্যেবমূচুঃ কাশ্চন কন্যকাঃ ।
ন দৃষ্টো বর ইত্যেবমস্মাভির্জ্ঞানগোচরে ॥ ৩৮
কাশ্চিন্নিমেষরহিতা মূর্চ্ছামাপুশ্চ কাশ্চন ।
নিনিন্দুঃ স্বপতিং কাশ্চিৎ স্বেচ্ছাং চক্রুশ্চ কাশ্চন
কাশ্চিদ্ভাবেন রুরুদুঃ পুলকাঞ্চিতবিগ্রহাঃ ।
কামেন কাশ্চিৎ কামিন্যো মৌনীভূতাশ্চ স্তম্ভিতা
জগুর্গন্ধর্ব্বপ্রবরা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ।
দৃষ্ট্বা শঙ্কররূপঞ্চ প্রহৃষ্টাঃ সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ৪১
নানাপ্রকারবাদ্যানি চারূণি মধুরাণি চ ।
নানাপ্রকারশিল্পেন বাদয়ামাসু (১) বাদকাঃ ॥ ৪২
এতস্মিন্নন্তরে দুর্গাং শৈলান্তঃপুরচারিকাঃ ।
বহিশ্চক্রুশ্চ সদ্রত্নাসনস্থাং রত্নভূষিতাম্ ।
হরপ্রদক্ষিণীভূতাং কারয়ামাসু পার্ব্বতীম্ ॥ ৪৩
ঈশ্বরীং দদৃশুর্দেবা নিমেষরহিতা মুদা ।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং স্বাঙ্গৈশ্চাতিবিভূষিতাম্ ॥ ৪৪
সুচারুকবরীভারাং চারুপত্রকশোভিতাম্ ।
কস্তূরীবিন্দুভিঃ সার্দ্ধং সিন্দূরবিন্দুভূষিতাম্ ॥ ৪৫
চারুচন্দনচন্দ্রেণ নম্রভালস্থলোজ্জ্বলাম্ ।
রত্নেন্দ্রসারহারেণ বক্ষঃস্থলবিভূষিতাম্ ॥ ৪৬
ত্রিনেত্রদত্তনেত্রান্তামনন্যবারিতলোচনাম্ ।
অতীবচ্চাঞ্চযুক্তাস্যাং সকটাক্ষাং মনোহরাম্ ॥ ৪৭
রত্নকেয়ূর-বলয়-রত্নকঙ্কণভূষিতাম্ ।
সদ্রত্নকুণ্ডলাভ্যাঞ্চ চারুগণ্ডস্থলোজ্জ্বলাম্ ॥ ৪৮
মণিসারপ্রভামুষ্টদন্তরাজিবিরাজিতাম্ ।

পক্কবিম্ববিনিন্দ্যৈক-সুন্দরাধরভূষিতাম্ ॥ ৪৯
রত্নপাশকসংসক্তাং ক্বণন্মঞ্জীররঞ্জিতাম্ । •
অমূল্যাতুলচিত্রাঢ্য-বস্ত্রযুগ্মসুশোভিতাম্ ॥ ৫০
রত্নদর্পণহস্তাঞ্চ ক্রীড়াপদ্মবিঘূর্ণিতাম্ ।
চন্দনাগুরু-কস্তূরী-কুঙ্কুমেণাঙ্গচর্চ্চিতাম্ ॥ ৫১
মুদিতা দদৃশুঃ সর্ব্বে জগদাদ্যাং জগৎপ্রসূম্ ॥৫২
ত্রিনেত্রো নেত্রকোণেন তাং দদর্শ মুদান্বিতঃ ।
সর্ব্বসত্যাকৃতিং দৃষ্ট্বা বিজহৌ বিরহজ্বরম্ ॥ ৫৩
শিবঃ সর্ব্বং বিসস্মার দুর্গাসংন্যস্তমানসঃ ।
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গো হর্ষাশ্রুযুক্তলোচনঃ ॥ ৫৪
এতস্মিন্নন্তরে শৈলঃ প্রহৃষ্টঃ সপুরোহিতঃ ।
তং বরং বরয়ামাস বস্ত্র-চন্দন-ভূষণৈঃ ॥ ৫৫
ভক্ত্যা পাদ্যাদিভির্মাল্যৈর্দিব্যগন্ধমনোহরৈঃ ।
ততঃ শীঘ্রং বেদমন্ত্রৈঃ সম্প্রদানং চকার তাম্ ॥৫৬
যৌতুকানি দদৌ তস্মৈ রত্নানি বিবিধানি চ ।
চারুরত্নবিকারাণি পাত্রাণি সুন্দরাণি চ ॥ ৫৭
গবাং লক্ষং গজেন্দ্রাণাং সহস্রাণি চ রাধিকে ।
রক্তকম্বলযুক্তানি সাক্তশ্বানি মুদান্বিতঃ ॥ ৫৮
ত্রিংশল্লক্ষং হয়ানাঞ্চ সজ্জিতানামকাতরঃ ।
দাসীনামনুরক্তানাং লক্ষং সদ্রত্নভূষিতম্ ॥ ৫৯
শতং দ্বিজবটনাঞ্চ পার্ব্বতীভ্রাতৃতুল্যকম্ ।
রথানাঞ্চ শতং রম্যং রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিতম্ ॥ ৬০
পার্ব্বতীং বহুলহিতাং স্বস্তীত্যুচ্চার্য্য শঙ্করঃ ।
জগ্রাহানন্দমনসা যত্নাচ্ছৈলসমর্পিতাম্ ॥ ৬১
হিমালয়ঃ সুতাং দত্ত্বা পরিহারং চকার তম্ ।
মধ্যান্দিনোক্তস্তোত্রেণ তুষ্টাব সম্পুটাঞ্জলিঃ ॥ ৬২

হিমালয় উবাচ ।

প্রসীদ দক্ষযজ্ঞঘ্ন নরকার্ণবতারক ।
স্বর্ব্বাত্মরূপ সর্ব্বেশ পরমানন্দবিগ্রহ ॥ ৬৩
গুণার্ণব গুণাতীত গুণযুক্ত গুণেশ্বর ।
গুণবীজ মহাভাগ প্রসীদ গুণিনাং বর ॥ ৬৪
যোগাধার যোগরূপ যোগ-যোগজ্ঞকারণ ।
যোগীশ যোগিনাং বীজ প্রসীদ যোগিনাং বর ॥৬৫
প্রলয় প্রলয়াদ্যৈক ভবপ্রলয়কারণ ।
প্রলয়ান্ত সৃষ্টিবীজ প্রসীদ পরিপালক ॥ ৬৬
শিবস্বরূপ শিবদ শিববীজ শিবাশ্রয় ।
শিবভূত শিবপ্রাণ প্রসীদ পরমাশ্রয় ॥ ৬৭
ইত্যেবং স্তবনং কৃত্বা বিররাম হিমালয়ঃ ।

(১) অত্র বিসর্গলোপ আর্ষঃ, এবমন্যত্রাপি

প্রশশংসুঃ সুরাঃ সর্ব্বে মুনয়শ্চ গিরীশ্বরম্ ॥ ৬৮
হিমালয়কৃতং স্তোত্রং সংযতো যঃ পঠেন্নরঃ।
প্রদদাতি শিবস্তস্মৈ বাঞ্ছিতং রাধিকে ধ্রুবম্ ॥ ৬৯

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪॥

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

অথ বেদবিধানেন সংস্থাপ্য বহ্নিমীশ্বরঃ।
যজ্ঞং চকার তত্রৈব বামে সংস্থাপ্য পার্ব্বতীম্ ॥ ১
নিবৃত্তে বিধিবদ্‌যজ্ঞে বিপ্রায় দক্ষিণাং দদৌ।
শিবঃ শতসুবর্ণাঞ্চ বৃন্দাবনবিনোদিনি ॥ ২
অথ প্রদীপমানীয় শৈলেন্দ্রনগরস্ত্রিয়ঃ।
নিবৃত্য মঙ্গলং কর্ম্ম গৃহং প্রাপয্য দম্পতী ॥ ৩
কৃত্বা জয়ধ্বনিং প্রীত্যা শুভনির্ম্মঞ্ছনাদিকম্।
সস্মিতাঃ সকটাক্ষাশ্চ পুলকাঞ্চিতবিগ্রহাঃ ॥ ৪
বাসগেহং সম্প্রবিশ্য দদর্শ কামিনীগণম্।
শঙ্করো রূপবেশাঢ্যং রত্নভূষণভূষিতম্ ॥ ৫
চন্দনাগুরু-কস্তূরী-কুঙ্কুমাঞ্চিতবিগ্রহম্।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং সকটাক্ষং মনোহরম্ ॥ ৬
অতীবসূক্ষ্মবেশাঢ্যং সিন্দূরবিন্দুভূষিতম্।
চারুচম্পকবর্ণাভং সর্ব্বাবয়বসুন্দরম্।
নবীনযৌবনস্থঞ্চ সন্তি স্ত্রীণাঞ্চ ষোড়শ ॥ ৭
দেবকন্যা নাগকন্যা মুনিকন্যা মনোহরাঃ।
যা যাঃ স্থিতাস্তত্র তাসাং সংখ্যাং কর্ত্তুঞ্চকঃ ক্ষমঃ॥
তাভী রত্নাসনে দত্তে তত্রোবাস শিবো মুদা।
তমূচুঃ ক্রমতো দেব্যো মধুরোক্তিং সুধামিব ॥৯

সরস্বত্যুবাচ।

প্রাপ্তা সতী মহাদেবাধুনা প্রাণাধিকা মুদা।
দৃষ্ট্বা প্রিয়াস্যং চন্দ্রাভং সর্ব্বাবয়ব * সুন্দরম্ ॥১০
কালং গময় কালেশ সদা সংশ্লেষপূর্ব্বকম্।
বিশ্লেষস্তে ন ভবিতা সর্ব্বকালং মমাশিষা ॥ ১১

লক্ষ্মীরুবাচ।

লজ্জাং বিহায় দেবেশ সতীং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
তিষ্ঠ তাং প্রতি কা লজ্জা প্রাণা যান্তি যয়া বিনা ॥

সাবিত্র্যুবাচ।

ভোজয়িত্বা সতীং শম্ভো শীঘ্রং ভোজয় মা খিদ।
তদাচম্য সকর্পূরং তাম্বূলং দেহি ভক্তিতঃ ॥ ১৩

জাহ্নব্যুবাচ।

স্বর্ণকঙ্কতিকাং ধৃত্বা কেশান্ মার্জ্জয় যোষিতঃ। ১৪
কামিন্যা স্বামিসৌভাগ্যং সুখং নাতঃ পরং ভবে ॥

রতিরুবাচ।

গৃহীত্বা পার্ব্বতীং দেবষং সৌভাগ্যমতদুর্লভম্।
কথং মম প্রাণনাথো নিঃস্বার্থং ভস্মসাৎ কৃতঃ ॥১৫
জীবয়াত্র বিভো কামং কামব্যাপারমাত্মনি।
কুরু দূরঞ্চ সন্তাপং মম বিশ্লেষহেতুকম্॥ ১৬
দম্পতীবিরহক্লেশং সর্ব্বং জ্ঞাত্বা দয়ানিধে।
তথাপি মম কান্তশ্চ কোপেন ভস্মসাৎ কৃতঃ ॥ ১৭
ইত্যুক্ত্বা কামভস্মাথ দদৌ সা গ্রন্থিবন্ধিতম্।
রুরোদ পুরতঃ শম্ভোর্নাথ নাথেত্যুদীর্য্য চ ॥ ১৮
হরিস্তদ্রোদনং শ্রুত্বা করুণাময়সাগরঃ।
ব্রহ্মা ধর্ম্মাদিদেবাশ্চ যযুর্বাসগৃহং শিবঃ ॥ ১৯
দৃষ্ট্বা নারায়ণং ধর্ম্মং ব্রহ্মাণঞ্চ সুরানপি।
জবেন পীঠাদুত্তস্থৌ স্বাজ্ঞাং কুর্ব্বিত্যুবাচ হ ॥ ২০
শঙ্করস্য বচঃ শ্রুত্বা তমুবাচ হরিঃ স্বয়ম্।
কামং জীবয় হে রুদ্রেত্যুক্ত্বা শীঘ্রং জগাম সঃ ॥
উচুর্দেব্যো বহুতরং বাক্যং বিনয়পূর্ব্বকম্।
সুধাদৃষ্ট্যা শূলভৃতো ভস্মনো নির্গতঃ স্মরঃ ॥ ২২
দৃষ্ট্বা কামং রতিস্তঞ্চ প্রণনাম মহেশ্বরম্।
তদ্রূপঞ্চ তদাকারং সস্মিতং সধনুঃশরম্ ॥ ২৩
প্রণম্য শঙ্করং কামঃ স্তুতিং কৃত্বা যথাগমম্।
বহির্গত্বা হরিং দেবান্ প্রণম্য সমুবাস হ ॥ ২৪
কামং সম্ভাষ্য দেবাশ্চ যুযুজুশ্চ তমাশিষম্।
কালে রক্ষা বিনাশশ্চ নিষেকঃ কেন বার্য্যতে ॥২৫
অথ শৈলঃ সুরান্ সর্ব্বান্ নারায়ণপুরোগমান্।
ভোজয়ামাস ভক্ত্যা চ শায়য়ামাস যত্নতঃ ॥ ২৬
অথ শম্ভুর্বাসগেহে বামে সংস্থাপ্য পার্ব্বতীম্।
মিষ্টান্নং ভোজয়ামাস তয়া সহ মুদান্বিতঃ ॥ ২৭
ভুক্তবন্তং শিবং তত্র দেবমাতাদিতিঃ স্বয়ম্।
উবাচ সস্মিতং রাধে সম্প্রীত্যা সরসং বচঃ ॥ ২৮

---

* সন্তাপং ত্যজ কামুক ইতি পাঠান্তরং ক্বচিৎ।

অদিতিরুবাচ।
ভোজনান্তে সতীং শম্ভো শৌচার্থং জলমীশ্বর।
দেহি শীঘ্রং মম প্রীত্যা দম্পত্যোঃ প্রেম দুর্লভম্ ॥
শচ্যুবাচ।
ভবান্ বিলাপং যদ্দেহতোঃ শবং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
যো যভ্রাম ভুবং মোহাৎ কা লজ্জা তাং প্রতি প্রিয়াম্ ॥ ৩০
লোপামুদ্রোবাচ।
ব্যবহারোঽস্তি স্ত্রীণাঞ্চ ভুক্ত্বা বাসগৃহে শিব।
তাম্বুলঞ্চ প্রিয়াং দত্ত্বা শয়নং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৩১
অরুন্ধত্যুবাচ।
ময়া দত্তা সতী তুভ্যং মেনা দাতুমনীপ্সিতা।
বিবিধং বোধয়িত্বেমাং রতিঞ্চ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৩২
অহল্যোবাচ।
বৃদ্ধাবস্থাং পরিত্যজ্য অতীব তরুণোঽধুনা।
তেন মেনানুমেনে ত্বাং সুতামর্পিতুমীশ্বর ॥ ৩৩
তুলস্যুবাচ।
সতী ত্বয়া পরিত্যক্তা কামো দগ্ধঃ পুরা কৃতঃ।
কথং তদা বশিষ্ঠশ্চ প্রভো প্রস্থাপিতোঽধুনা ॥ ৩৪
স্বাহোবাচ।
স্থিরো ভব মহাদেব স্ত্রীণাং বচসি সাম্প্রতম্।
বিবাহে ব্যবহারোঽস্তি পুরন্ধ্রীণাং প্রগল্‌ভতা ॥৩৫
রোহিণ্যুবাচ।
কামং পূরয় পার্ব্বত্যাঃ কামশাস্ত্রবিশারদ।
কুরু পারং স্বয়ং কামী কামিনীং কামসাগরে ॥৩৬
বসুন্ধরোবাচ।
জানাসি ভাবং সর্ব্বজ্ঞ কামার্ত্তানাঞ্চ যোষিতাম্।
ন চ স্বং স্বামিনং শম্ভো স্বামী স্বং পাতি সন্ততম্ ॥ ৩৭
শতরূপোবাচ।
ভোগদ্রব্যং বিনা ভোগী ন হি তুষ্টঃ ক্ষুধাতুরঃ।
যেন তুষ্টির্ভবেচ্ছম্ভো তৎ কর্ত্তুমুচিতং স্ত্রিয়াঃ ॥৩৮
সংজ্ঞোবাচ।
তূর্ণং প্রস্থাপয় প্রীত্যা পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করম্।
রত্নপ্রদীপং তাম্বুলং তল্পং নির্ম্মায় নির্জ্জনে ॥ ৩৯
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
স্ত্রীণাং তদ্বচনং শ্রুত্বা উবাচ চ শিবঃ স্বয়ম্।
নির্ব্বিকারশ্চ ভগবান্ যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ ॥

শঙ্কর উবাচ।
দেব্যো ন ব্রূত বচনমেবম্ভূতং মমান্তিকে।
জগতাং মাতরঃ সাধ্যাঃ পুত্রে চপলতা কথম্ ॥৪১
শঙ্করস্য বচঃ শ্রুত্বা লজ্জিতাঃ সুরযোষিতঃ।
বভূবুঃ সম্ভ্রমাৎ তূষ্ণীং চিত্রপুত্তলিকা যথা ॥ ৪২
ভুক্ত্বা মিষ্টানি ভগবানাচম্য চ মুদান্বিতঃ।
সকর্পূরঞ্চ তাম্বূলং বুভুজে ভার্য্যয়া সহ ॥ ৪৩
রত্নসিংহাসনে শম্ভুর্মেনাদত্তে মনোহরে।
সংনিধায় মুদা যুক্তো দদর্শ বাসমন্দিরম্ ॥ ৪৪
রত্নপ্রদীপশতকৈর্জ্বলদ্ভির্জ্বলিতং শ্রিয়া।
রত্নপাত্রঘটাকীর্ণং মুক্তামাণিক্যভূষিতম্ ॥ ৪৫
রত্নদর্পণশোভাঢ্যং মণ্ডিতং শ্বেতচামরৈঃ।
চন্দনাগুরুসংযুক্ত-পুষ্পশয্যাসমন্বিতম্ ॥ ৪৬
নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্যং নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
রত্নেন্দ্রসাররচিতং খচিতং হীরকৈর্বরৈঃ ॥ ৪৭
কুত্রচিৎ সুরনির্ম্মাণং বৈকুণ্ঠং সুমনোহরম্।
বৃন্দাবনং কুত্রচন কুত্রচিদ্রাসমণ্ডলম্ ॥ ৪৮
কৈলাসঞ্চ কুত্রচন কুত্রচিদিন্দ্রমন্দিরম্।
দৃষ্ট্বাশ্চর্য্যং মহাদেবঃ পরিতুষ্টো বভূব হ ॥ ৪৯
অথ প্রভাতকালশ্চ বভূব প্রাণবল্লভে।
নানাপ্রকারবাদ্যঞ্চ বাদয়ামাসু বাদকাঃ ॥ ৫০
সর্ব্বেশ্বরাঃ সমুত্তস্থুঃ সজ্জীভূতাঃ সসম্ভ্রমাঃ।
স্ববাহনানি চারুহ্য কৈলাসং গন্তুমুদ্যতাঃ ॥ ৫১
বাসগেহং সমাগত্য ধর্ম্মো নারায়ণাজ্ঞয়া।
উবাচ শঙ্করং যোগী যোগিনং সময়োচিতম্ ॥ ৫২
ধর্ম্ম উবাচ।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে বভূব প্রমথাধপ।
পার্ব্বত্যা সহ মাহেন্দ্রে যাত্রাং কুরু হরিং স্মরন্ ॥
দৃষ্ট্বা ধর্ম্মং বচঃ শ্রুত্বা পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ।
যাত্রাং চকার মাহেন্দ্রে বৃন্দাবনবিনোদিনি ॥ ৫৪
যাত্রাং কুর্ব্বতি দেবেশে পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করে।
উচ্চৈ রুরোদ সা মেনা তমুবাচ কৃপানিধিম্ ॥ ৫৫
মেনোবাচ।
কৃপানিধে কৃপাং কৃত্বা মদ্বৎসাং পালয়িষ্যসি।
সহস্রদোষং ভগবন্নাশুতোষ ক্ষমিষ্যসি ॥ ৫৬
ত্বৎপদাম্ভোজভক্তা মে বৎসা জন্মনি জন্মনি।
স্বপ্নে জ্ঞানে স্মৃতির্নাস্তি মহাদেবং প্রভুং বিনা ॥৫৭
ত্বদ্ভক্তজনশ্রুতিমাত্রেণ হর্ষাশ্রুপুলকাঙ্কিতা।

ত্বন্নিন্দয়া ভবেন্মৌনা মৃত্যুঞ্জয় মৃতা ইব ॥ ৫৮
ইত্যুক্ত্বা মেনকা শীঘ্রং সমর্প্য চ শিবাং শিবে।
অত্যুচ্চৈ রোদনং কৃত্বা মূর্চ্ছামাপ তয়োঃ পুরঃ॥৫৯
মূর্চ্ছাং প্রাপুর্দেবপত্ন্যঃ পার্ব্বত্যা রোদনেন চ।
স্বয়ং রুরোদ যোগীন্দ্রো দেবাশ্চ বিষ্ণুমায়য়া ॥ ৬০
এতস্মিন্নন্তরে শীঘ্রং তত্রাগত্য হিমালয়ঃ।
উচ্চৈ রুরোদ মোহেন বৎসাং কৃত্ব স্ববক্ষসি ॥৬১
ক্ব যাসি বৎসেত্যুচ্চার্য্য শূন্যং কৃত্বা হিমালয়ম্।
স্মারং স্মারং ত্বদ্গুণৌঘং বিদীর্ণং মন্মনঃ স্ফুটম্ ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা শৈলেন্দ্রঃ সমর্প্য চ শিবাং শিবে।
স শৈলঃ সহ পুত্রৈশ্চ রুরোদোচ্চৈর্মুহুর্মুহুঃ ॥ ৬৩
নারায়ণশ্চ ভগবানধ্যাত্মবিদ্যয়া স্বয়ম্।
সর্ব্বান্ প্রবোধয়ামাস কৃপয়া স কৃপানিধিঃ ॥ ৬৩
ননাম পার্ব্বতী ভক্ত্যা মাতরং পিতরং গুরুম্।
মায়য়া চ মহামায়া রুরোদোচ্চৈর্মুহুর্মুহুঃ ॥ ৬৫
পার্ব্বতীরোদনেনৈব রুরুদুঃ সর্ব্বযোষিতঃ।
মুনয়শ্চ সুরাঃ সর্ব্বে সস্ত্রীকাঃ সগণা ধ্রুবম্ ॥ ৬৬
শীঘ্রং যযুস্তে কৈলাসং দেবা মানসযায়িনঃ।
মুহূর্ত্তার্দ্ধেন মুদিতাঃ সম্প্রাপুঃ শঙ্করালয়ম্ ॥ ৬৭
দৃষ্ট্বাগতান্ (১) দেবপত্ন্যো মুনিপত্ন্যশ্চ সত্বরম্।
আযযুর্দীপমানীয় মুদা মঙ্গলকর্ম্মণি ॥ ৬৮
বায়ুপত্নী কুবেরস্য কামিনী শুক্রকামিনী।
তথা (২) সুরগুরোঃ পত্নী পত্নী দুর্ব্বাসসস্তথা ॥৬৯
অত্রিভার্য্যানুসূয়া চ চন্দ্রপত্ন্যস্তথৈব চ।
দেবকন্যা নাগকন্যাঃ মুনিকন্যাঃ সহস্রশঃ।
অসংখ্যং কামিনীসজ্ঞং সংখ্যাং কর্ত্তুঞ্চ কঃ ক্ষমঃ
তাশ্চ প্রবেশয়ামাসুর্দম্পতী বাসমন্দিরম্।
রত্নসিংহাসনে রম্যে বাসয়ামাসুরীশ্বরম্ ॥ ৭১
সতীং তাং দর্শয়ামাস শিব পূর্ব্বালয়ং মুদা।
সতি স্মরস্যতো গেহাদ্যযদ্গাতা তাতমন্দিরম্ ॥ ৭২
অধুনা শৈলকন্যা ত্বং তত্র দক্ষসুতা পুরা।
জাতিস্মরাং স্মারয়ামি সত্যং স্মরসি চেদ্বদ ॥ ৭৩
শঙ্করস্য বচঃ শ্রুত্বা সস্মিতোবাচ সা সতী।
সর্ব্বং স্মরামি (৩) দেবেশ মৌনীভূতো ভবেতিত্বম্
শিবঃ সম্ভ্রতসম্ভারো নানাবস্তু মনোহরম্।
ভোজয়ামাস দেবাংশ্চ নারায়ণপুরোগমান্ ॥ ৭৫
ভুক্ত্বা দেবাঃ প্রজগ্মুস্তে নানারত্নবিভূষিতাঃ।
সস্ত্রীকাঃ সগণাঃ সর্ব্বে প্রণম্য চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৭৬
নারায়ণঞ্চ ব্রহ্মাণং ননাম শঙ্করঃ স্বয়ম্।
তৌ চ তঞ্চ সমাশ্লিষ্যাশিষং দত্ত্বা প্রজগ্মতুঃ ॥ ৭৭
অথ শৈলশ্চ মেনা চ মৈনাকমাজুহাব হ।
শীঘ্রমানয় ভদ্রং তে পার্ব্বতীশঙ্করং সুত ॥ ৭৮
তয়োঃ স বচনং শ্রুত্বা শীঘ্রং গত্বা শিবালয়ম্।
আজগাম সমানীয় পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ ॥ ৭৯
পার্ব্বত্যাগমনং শ্রুত্বা বালাশ্চ বালিকাস্তথা।
বৃদ্ধা যুবত্যো যা (৪) যাশ্চ শৈলাশ্চ দুদ্রুবুর্মুদা ॥
মেনা সুতাভ্যাং বধ্বা চ সহ দুদ্রাব সস্মিতা।
হিমালয়শ্চ মুদিতো দুদ্রাবানুব্রজন্ সুতাম্ ॥ ৮১
অবরুহ্য রথাদ্দেবী মাতরং পিতরং গুরূন্।
প্রণনাম প্রমুদিতা নিমগ্নানন্দসাগরে ॥ ৮২
পার্ব্বতীঞ্চ সমাশ্লিষ্য মেনকা হর্ষবিহ্বলা।
হিমালয়শ্চ মুদিতো গতাঃ প্রাণা ইবাগতাঃ ॥ ৮৩
সুতাং নিধায় গেহে স্বে রত্নসিংহাসনং দদৌ।
শূলভৃতে গণেভ্যশ্চ মধুপর্কাদিকং মুদা ॥ ৮৪
তস্থৌ শ্বশুরগেহে চ সগণশ্চন্দ্রশেখরঃ।
নিত্যং ষোড়শোপচারৈঃ পূজিতঃ সহ ভার্য্যয়া ॥৮৫
ইত্যেবং কথিতং রাধে শঙ্করোদ্বাহমঙ্গলম্।
শোকঘ্নং হর্ষজনকং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৮৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-
খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে পঞ্চ-
চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

রাধিকোবাচ।

সুচিরঞ্চ মৃতং কামং শঙ্করেণ চ জীবিতম্।
রতিঃ পুনঃ প্রিয়ং প্রাপ্য কিং চকার মুদান্বিতা ॥ ১
স্ত্রীণাং স্বস্বামিবিচ্ছেদো মরণাদতিদুষ্করঃ।
পুনঃ সম্মিলনং তস্য সুখং পরমদুর্লভম্ ॥ ২

(১) দৃষ্ট্বাগতানিতি পাঠান্তরম্।
(২) তারা সুরগুরোরিতি বা পাঠঃ।
(৩) স্মরামি প্রাণেশ ইতি পাঠান্তরম্।
(৪) জায়াশ্চ ইত্যপি পাঠঃ।

শিবঃ সতীং তাং সম্প্রাপ্য সাঙ্গে মঙ্গলকর্ম্মণি।
চিরপ্রনষ্টাং বিরহাৎ কিং চকার মুদান্বিতঃ ॥ ৩
কলত্রবিরহঃ পুংসাং সর্ব্বশোকাৎ সুদুষ্করঃ।
পুনঃ সম্মিলনং তস্যাঃ প্রাণদানাধিকং সুখম্ ॥ ৪
রতিঃ পুংসো বিরহিণী শিবঃ স্ত্রীবিরহী চিরম্।
দ্বয়োর্দ্বয়োশ্চ সম্প্রাপ্তৌ কিং বভূব দ্বয়োঃ সুখম্ ॥
তদেব শ্রোতুমিচ্ছামি পরং কৌতুহলং মম।
কৃপয়া বিদুষাং শ্রেষ্ঠ সত্যং সংকথয় প্রভো ॥ ৬
মিলনং শক্তি-শিবয়ো রতি-মন্মথয়োস্তথা।
শোকাপহং শ্রুতবতাং সর্ব্বমঙ্গলকারণম্ ॥ ৭

নারায়ণ উবাচ

ইত্যুক্ত্বা রাধিকা দেবী সস্মিতা বিররাম হ।
কৃষ্ণস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সস্মিতস্তামুবাচ হ ॥ ৮

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

মৃতং কামং পুনঃ প্রাপ্য কামার্ত্তা কামকামিনী।
স্বালয়ং তং সমানীয় হরোদ্বাহগৃহাদহো ॥ ৯
ভর্ত্তুঃ সুবেশং বিবিধমাত্মনশ্চালিভির্মুদা।
কারয়ামাস যত্নেন সা রতী রমণোৎসুকা ॥ ১০
জ্ঞাত্বা কামস্ত তদ্ভাবং কামশাস্ত্রবিশারদঃ।
রত্নযানং সমারুহ্য জগাম স্বালয়াদ্বনম্ ॥ ১১
শৈলে শৈলেঽতিরম্যে চ নদ্যাং নদ্যাং নদে নদে।
দ্বীপে দ্বীপে সিন্ধুতটে পুষ্পোদ্যানে মনোহরে ॥ ১২
কাঞ্চনীভূমিনিকটে বটমূলেঽতিনির্জ্জনে।
জলাব্ধিপুলিনোর্দ্ধে চ পুষ্পিতে পুষ্পকাননে ॥ ১৩
ভ্রমরধ্বনিসংযুক্তে পুংস্কোকিলরুতশ্রুতে।
সুগন্ধিবায়ুনাকীর্ণে দধতা জলশীকরম্ ॥ ১৪
চিত্তেষু চেতনানাঞ্চ হরণং যোষিতামহো।
কলামানপ্রকারেণ শৃঙ্গারঞ্চ চকার সঃ ॥ ১৫
পূর্ণমব্দশতং দিব্যং স রেমে রাময়া সহ।
দিবানিশং ন বুবুধে কামিনীহৃতচেতনঃ ॥ ১৬
তস্থতুস্তৌ চ তত্রৈব সংসক্তৌ সন্ততং মুদা।
সুরতৌ চ ন বিরতৌ রতিশাস্ত্রবিশারদৌ ॥ ১৭
পতি-বিচ্ছেদসন্তাপং বিজহৌ সা রতির্মুদা।
প্রাপ্য রত্নমপহৃতং কঃ ক্ষণং ত্যক্তুমুৎসহেৎ ॥ ১৮
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং রতিসন্তাপ (১)বারণম্।
শৃঙ্গারং শক্তিশিবয়োরতুলং শৃণু রাধিকে ॥ ১৯
শৃণ্বতাং কর্ণপীযূষং পরমাশ্চর্য্যমীপ্সিতম্।
সর্ব্বসন্তাপহরণং সুখদং পুণ্যদং শুভম্ ॥ ২০
বসন্ শ্বশুরগেহে স পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ।
তদনুজ্ঞাং সমাদায় ক্রীড়ার্থং প্রযযৌ বনম্ ॥ ২১
রত্নস্যন্দনমারুহ্য রত্নসারপরিচ্ছদম্।
রত্নসারেণ খচিতং রচিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ২২
শতশৃঙ্গে (২) সুবদনে মলয়ে গন্ধমাদনে।
নন্দনে পুষ্পভদ্রে চ পারিভদ্রে চ ভদ্রকে ॥ ২৩
পুলিন্দে চ কলিন্দে চ পুণ্ড্রে পিণ্ডারকেঽন্ধকে।
বনে বনেঽতিরম্যে চ সাগরাণাং তটে তটে ॥ ২৪
নিকটেঽস্তগিরেঃ পার্শ্বে বটমূলে মনোহরে।
চকার করুণাং যত্র পরিত্যজ্য সতীশবম্ ॥ ২৫
নানাস্থানেঽপি রহসি পশুপক্ষিবিবর্জ্জিতে।
যথা মনোরথং কামী স রেমে রাময়া সহ ॥ ২৬
যত্র যত্র শবং নীত্বা বভ্রাম ধরণীতলম্।
তং সর্ব্বং দর্শয়ামাস সতীং শম্ভুর্মুদান্বিতঃ ॥ ২৭
কৃত্বা বিহারং সুচিরং ন পূর্ণং মানসং তয়োঃ।
মহাশৃঙ্গারমারেভে সহস্রাব্দং জগৎপিতা ॥ ২৮
মায়াতীতো হি মায়েশো মায়াসক্তঃ স্বমায়য়া।
ন কালং বুবুধে যোগী সুখেন কালকারকঃ ॥ ২৯
শক্তি-শক্তিমতোস্তত্র ন বভূব পরিশ্রমঃ।
জহতোঃ সর্ব্বসন্তাপং দুঃসহবিরহোদ্ভবম্ ॥ ৩০
সুখসংসক্তমনসোঃ পুলকাঙ্কিতগাত্রয়োঃ।
কামবাণমূর্চ্ছিতয়োঃ পুষ্পশয্যাশয়ানয়োঃ ॥ ৩১
নগ্নয়োঃ সুখসম্ভোগাদ্রতিশাস্ত্রাতিবিজ্ঞয়োঃ।
নখদন্তপ্রহারৈশ্চ ক্ষতবিক্ষতদেহয়োঃ ॥ ৩২
চন্দনাগুরুকস্তূরী-সিন্দূরবিন্দুলিপ্তয়োঃ।
নির্ব্বন্ধকেশকবরী-শ্লথয়োশ্ছিন্নমাল্যয়োঃ ॥ ৩৩
রসনানাং নূপুরাণাং কঙ্কণানাঞ্চ সুন্দরি।
বলয়ানাং কুণ্ডলানাং শব্দৈঃ ক্রীড়াং প্রকুর্ব্বতোঃ ॥
পুষ্পতল্পদলিতয়োর্বীর্য্যোৎকর্ষঞ্চ বিভ্রতোঃ।
তেজসা সময়োঃ শশ্বৎ ক্রীড়য়া কৌতুকেন চ ॥ ৩৫
ভরেণ বিশ্বম্ভরয়োর্ভারাক্রান্তা বসুন্ধরা।
সা বিদীর্ণা চকম্পে চ সশৈল-বন-সাগরা ॥ ৩৬

(১) সন্তাপকারণমিতি পাঠস্ত্বসাধুঃ।

(২) শতশৃঙ্গে সুবসনে ইতি পাঠান্তরম্।

তয়ে (১) র্ভরতরান্নম্রধরায়াশ্চ ভরেণ চ।
ভারাক্রান্তো হি শেষশ্চ তদ্ভারার্ত্তো হি কচ্ছপঃ॥
কচ্ছপস্য ভরেণৈব সর্ব্বাধারাঃ সমীরণাঃ।
মহাবিক্লবযুক্তাশ্চ সর্ব্বপ্রাণাশ্চ স্তম্ভিতাঃ॥ ৩৮
স্তম্ভিতেষু সমীরেষু ত্রিলোকা ভয়বিহ্বলাঃ।
ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠং শরণং যযুঃ॥ ৩৯
সর্ব্বং নিবেদনং চক্রুর্নারায়ণপদাম্বুজে।
নারায়ণশ্চ ভগবানুবাচ কমলোদ্ভবম্॥ ৪০

নারায়ণ উবাচ।

শৃঙ্গারভঙ্গসময়ো ভবতা নাধুনা বিধে।
বালপ্রযুক্তং কার্য্যঞ্চ সিদ্ধং তৎসময়োচিতম্॥৪১
পূর্ণে বর্ষসহস্রে চ স্বেচ্ছয়া বিরমিষ্যতি।
শম্ভোঃ সম্ভোগমিষ্টঞ্চ কো ভেদং কর্ত্তুমীশ্বরঃ॥৪২
স্ত্রীপুংসো রতিবিচ্ছেদমুপায়েন করোতি যঃ।
তস্য স্ত্রী পুত্রয়োর্ভেদো ভবেজ্জন্মনি জন্মনি॥ ৪৩
যাত্যন্তে কালসূত্রঞ্চ বর্ষলক্ষং স পাতকী।
ভ্রষ্টজ্ঞানো নষ্টকীর্ত্তিরলক্ষ্মীকো ভবেদিহ॥ ৪৪
রম্ভাযুক্তং শক্রমিমং চকার বিরতিং রতৌ।
মহামুনীন্দ্রো দুর্ব্বাসাস্তৎস্ত্রীভেদো বভূব হ॥ ৪৫
পুনা(২)রম্ভাং স সম্প্রাপ্য নিষেব্য শূলপাণিনম্।
দিব্যং বর্ষসহস্রঞ্চ বিজহৌ বিরহজ্বরম্॥ ৪৬
ঘৃতাচ্যা সহ সংশ্লিষ্টং কামং বারিতবান্ গুরুঃ।
ষণ্মাসাভ্যন্তরে চন্দ্রস্তস্য পত্নীং জহার সঃ॥ ৪৭
পুনঃ শিবং সমারাধ্য কৃত্বা তারাময়ং রণম্।
তারাং সগর্ভাং সম্প্রাপ্য বিজহৌ বিরহজ্বরম্॥ ৪৮
রোহিণীসহিতং চন্দ্রং চকার বিরতং রতৌ।
মহর্ষির্গৌতমস্তস্য স্ত্রীবিচ্ছেদো বভূব হ॥ ৪৯
পুনঃ শিবং সমারাধ্য প্রাপ্যাহল্যাঞ্চ পুষ্করে।
দিব্যং বর্ষসহস্রঞ্চ বিজহৌ বিরহজ্বরম্॥ ৫০
মুনিং স্বভার্য্যাসংসক্তং দিবসে নির্জ্জনে বনে।
বিভাণ্ডকস্ত তং নীত্বা চকার বিরতং যুবা॥ ৫১
বভূব পুত্রবিচ্ছেদস্তস্য কালান্তরে পুনঃ।
শিবং নিষেব্য সম্প্রাপ্য পুত্রং তত্যাজ বিক্লবম্॥৫২
হরিশ্চন্দ্রো হালিকঞ্চ বৃষল্যা সহ সংযুতম্।
বারয়ামাস নিশ্চেষ্টং নির্জ্জনে তৎফলং শৃণু॥৫৩
ভ্রষ্টং স্ত্রীপুত্ররাজ্যেভ্যস্তং চ রাবলীলয়া।
বিশ্বামিত্রো মহর্ষিশ্চ তাড়য়াম স তং পুরা॥৫৪
ততঃ শিবং সমারাধ্য দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্।
সদ্যো জগাম বৈকুণ্ঠং সগণো মম মন্দিরম্॥ ৫৫
অজামিলং দ্বিজশ্রেষ্ঠং বৃষল্যা সহ সংযুতম্।
ন ভিয়া বারয়ামাসুঃ সুরাস্তকা পি কেচন॥ ৫৬
নিষ্পন্নে কর্ম্মভোগে চ স মম্ভ না র্মুমোহ চ১॥
মন্নামস্মৃতিমাত্রেণ আজগাম মমালয়ম্॥ ৫৭
সর্ব্বং নিষেকসাধ্যঞ্চ নিষেকো বলবান্ বিধেঃ।
নিষেকফলদাতাহং নিষেকঃ কেন বার্য্যতে॥ ৫৮
দিব্যং বর্ষসহস্রঞ্চ শম্ভোঃ সম্ভোগকর্ম্ম তৎ।
নিষেকফলদাতুশ্চ নিষেকফলসঞ্চয়ম্॥ ৫৯
পূর্ণে বর্ষসহস্রে চ গত্বা তত্র সুরেশ্বরঃ।
যেন বীর্য্যং পতেদ্ভূমৌ তৎ করিষ্যতি নিশ্চিতম্॥
তত্র বীর্য্যে চ ভবিতা স্কন্দকো ভদ্রকারকঃ।
সদা ভদ্রস্বরূপোঽহং২ ভয়ং নাস্তি ময়ি স্থিতে॥
অধুনা ত্বং গৃহং গচ্ছ ভগবান্ স্বগণৈঃ সহ।
করোতু শম্ভুঃ সম্ভোগং পার্ব্বত্যা সহ নির্জ্জনে॥
ইত্যুক্ত্বা কমলাকান্তঃ শীঘ্রং স্বান্তঃপুরং যযৌ।
স্বালয়ং প্রযযুর্দেবাঃ শিবস্তস্থৌ রতৌ রতঃ॥ ৬৩

নারায়ণ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা রাধিকাং কৃষ্ণঃ সকটাক্ষাঞ্চ সস্মিতাম্।
জগাম চন্দন৩ বনং নির্জ্জনে চ তয়া সহ॥ ৬৪
অতীব নির্জ্জনং রম্যং বায়ুনা সুরভীকৃতম্।
পুষ্পোদ্যানৈঃ সমাকীর্ণং তত্র ক্রীড়াং চকার হ॥
পুষ্পতল্পসমাকীর্ণে পরপুষ্টরুতশ্রুতে।
ভ্রমরধ্বনিসংযুক্তে কামিনীনাং মনোহরে॥ ৬৬
কৃষ্ণসম্ভোগমাত্রেণ সুখসংমূর্চ্ছিতা চ সা।
অতীব মূর্চ্ছিতঃ কৃষ্ণো রাধাঙ্গস্পর্শমাত্রতঃ॥ ৬৭
তস্থতুস্তত্র সংসক্তৌ রাধারাসেশ্বরৌ মুনে।
অতীব রতিনিশ্চেষ্টৌ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥
ইত্যেব মঙ্গলং কর্ম্ম যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ।
কদাচিদ্বন্ধুবিচ্ছেদো ন ভবেৎ তস্য নারদ॥ ৬৯

---

(১) তয়োর্ভব-ভবান্যোশ্চ ইতি পাঠান্তরম্।
২ পুনরস্যামিতি পাঠো বহুষু পুস্তকেষু দৃশ্যতে

১ মুহুর্ম্মুহু রিতি পাঠান্তরম্।
২ ভয়ং কিং বো ময়ি স্থিতে ইতি পাঠান্তরম্
৩ নন্দনবন মিতি পাঠঃ কচিৎকঃ

মহাশোকার্ণবে মগ্নে ভেদে পুত্র-কলত্রয়োঃ।
সদ্ভৃত্যানাঞ্চ বন্ধূনা মাসং শ্রুত্বা লভেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৭০
সূত উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা ধর্ম্মপুত্রশ্চ বিররাম মহামুনিঃ।
পুনঃ সম্প্রষ্টুমারেভে দেবর্ষিঃ কৌতুকান্বিতঃ ॥ ৭০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে সর্ব্ব-মঙ্গল-বর্ণনং নাম ষট্-চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৬॥

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।
অথ ক্রীড়ান্তরে রাধা কিং পপ্রচ্ছ হরিং বিভুম্।
কাং কথাং কথয়ামাস কথ্যতাং করুণানিধে ॥ ১
নারায়ণ উবাচ।
উত্থায় সুখসম্ভোগাদ্রাধাং কৃত্বা পুরো হরিঃ।
উবাস মলয়দ্রোণীং বটমূলে মনোহরে ॥ ২
রাধা তং পরিপপ্রচ্ছ সস্মিতং সুমনোহরম্।
দর্পভঙ্গং বজ্রভৃতো নিগূঢ়ং শ্রুতিসুন্দরম্ ॥ ৩
রাধিকোবাচ।
শ্রুতং যশঃ শূলভৃতো দর্পভঙ্গশ্চ দৈবতঃ।
পার্ব্বত্যা দর্পভঙ্গশ্চ বিবাহশ্চ তয়ো রহঃ ॥ ৪
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি দর্পভঙ্গং হরেহরে।
শেষাণাঞ্চ ক্রমেণৈব বদ ব্যস্ত জগদ্গুরো ॥ ৫
শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
দর্পভঙ্গং সুরপতেস্ত্রিষু লোকেষু বিতম্।
কর্ণপীযূষমতুলং সুন্দরং শৃণু সুন্দরি ॥ ৬
পুরা শতমখো দর্পাৎ কৃত্বা মখশতং মুদা।
বভূব সর্ব্বদেবানামধ্যক্ষঃ সম্পদা যুতঃ ॥ ৬
দিনে দিনে তদৈশ্বর্য্যং বর্দ্ধতে তপসঃ ফলাৎ।
দীক্ষাং তস্ম কারয়ামাস সিদ্ধমন্ত্রং বৃহস্পতিঃ ॥১০
স জজাপ মহামন্ত্রং পুষ্করে শতবৎসরম্।
বভূব সম্প্রসিদ্ধশ্চ পরিপূর্ণমনোরথঃ ॥ ৯
ব্রহ্মস্বরূপাং প্রকৃতিং সম্পন্মত্তো * ন মন্যতে।
সা তং শশাপ স্বগুরোঃ শাপং লভেতি কোপতঃ
একদা প্রকৃতেঃ শাপাদ্ধতবুদ্ধিঃ স্বসংসদি।
গুরুং দৃষ্ট্বা সমুত্থায় ন ননাম মদান্বিতঃ ॥ ১১
বৃহস্পতিস্ততঃ কোপান্নোবাস গৃহমাযযৌ।
ন তস্থৌ তারকাভ্যাসে তপসে কাননং যযৌ ॥১২
উবাচ মনসা দীনো যাতু সম্পদ্ধরেরিতি।
অথ শক্রো মতিং প্রাপ্য ক্ব গতোঽহতো মদীশ্বরঃ
ইত্যুক্ত্বা বেগতঃ পীঠাজ্জাগাম তারকান্তিকম্।
প্রণম্য মাতরং ভক্ত্যা নতস্কন্ধঃ পুটাঞ্জলিঃ ॥ ১৪
সর্ব্বং নিবেদনং কৃত্বা রুরোদোচ্চৈর্মুহুর্মুহুঃ।
পুত্রস্য রোদনং দৃষ্ট্বা রুরোদ তারকা ভৃশম্ ॥ ১৫
বৎস গচ্ছ গৃহং নৈব গুরুং দ্রক্ষ্যসি সাম্প্রতম্।
দুর্দ্দিনান্তে গুরুং প্রাপ্য পুনর্লক্ষ্মীমবাপ্স্যসি ॥ ১৬
অধুনা কর্ম্মণো ভোগং ভুঙ্ক্ষ মূঢ় দুরাশয়।
দুর্দ্দিনে স্বগুরো রোষঃ সুদিনে গুরুতোষণম্ ॥১৭
সুদিনং দুর্দ্দিনং শক্র কারণং সুখ-দুঃখয়োঃ।
ইত্যুক্ত্বা তারকা দেবী বিররাম পতিব্রতা ॥ ১৮
জগাম শক্রঃ স্নানার্থং স্বর্ণদীং সুমনোহরাম্ ॥ ১৯
দদর্শ তত্র রুচিরামাগচ্ছন্তীং নিতম্বিনীম্।
সস্মিতাং সকটাক্ষাং তামহল্যাং গৌতমপ্রিয়াম্ ॥
দৃষ্ট্বা চ বিপুলাং শ্রোণীং স্তনযুগ্মং মনোহরম্।
তস্যাঃ শক্রঃ সমং পশ্যন্ মুমোহ কামমোহিতঃ ॥
পুনঃ স চেতনাং প্রাপ্য বিহায় স্নানমীশ্বরি।
মূর্ত্তিং বিধায় তদ্ভর্ত্তুস্তৎসমীপং জগাম হ ॥ ২২
গত্বা তৎ স্নিগ্ধবস্ত্রান্তং সমাকৃষ্য স্মরাতুরঃ।
চকার বিবিধং তত্র শৃঙ্গারং স্ত্রীমনোহরম্ ॥ ২৩
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ্য কামেন তন্দ্রাঞ্চ মুনিকামিনী।
নিশ্চেষ্টা সুখসম্ভোগান্নিশ্চেষ্টস্ত্রিদশাধিপঃ ॥ ২৪
এতস্মিন্নন্তরে তপ্ত্বা সমাগত্য মুনীশ্বরঃ।
দদর্শ গেহে মিথুনং মৈথুনে চ রতং প্রিয়ে ॥২৪
দৃষ্ট্বা চুকোপ স মুনির্জ্জ্বলন্নিব হুতাশনঃ।
বিজ্ঞো ন চাতিরোষেণ বভঞ্জ সুরতিক্রমম্ ॥ ২৬
শক্রঃ স চেতনাং প্রাপ্য দৃষ্ট্বা চ মুনিপুঙ্গবম্।
কালস্বরূপং রোষেণ * দধার চরণাম্বুজম্ ॥ ২৭
কোপরক্তাস্যনয়নো দেবং পাদানতং ভিয়া।
উবাচ নীতং ন চ তং জঘান শরণাগতম্ ॥ ২৮

---

* সোঽস্মাস্মূঢ় ইতি পাঠঃ ক্বচিদ্দৃশ্যতে।

* ত্রাসেন ইতি পাঠান্তরম্।

গৌতম উবাচ।

ধিক্ ত্বা মিত্র সুরশ্রেষ্ঠ কশ্যপাত্মজ পণ্ডিত।
প্রপৌত্র জগতাং স্রষ্টুর্বুদ্ধিস্তে কথমীদৃশী ॥ ২৯
মাতামহঃ স্বয় দক্ষোঽদিতির্মাতা পতিব্রতা।
কর্ম্মসাধ্যঃ স্বভাবশ্চ কুলধর্ম্মং প্রবাধতে ॥ ৩০
বেদং বিজ্ঞায় জ্ঞানী ত্বং যোনিলুব্ধোঽসি কর্ম্মণা।
যোনীনাঞ্চ সহস্রঞ্চ তব গাত্রে ভবত্বিহ ॥ ৩১
যোনিগন্ধং ত্বমাপ্নুহি পূর্ণবর্ষঞ্চ সন্ততম্।
ততঃ সূর্য্যং সমারাধ্য যোনিশ্চক্ষুর্ভবিষ্যতি ॥ ৩২
মম প্রাণেশ্বরী দুষ্টা যেন মূঢ় ত্বয়া কৃতা।
মচ্ছাপেন গুরোঃ কোপাদ্‌ভ্রষ্টশ্রীর্ভব সাম্প্রতম্ ॥
গুরোরপেক্ষয়া মূঢ় প্রাণানাপহৃতাস্তব।
তেজস্বিনোঽতিবন্ধোর্মে বন্ধুভেদভিয়া সুর ॥ ৩৪
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ দেবেন্দ্র গচ্ছ বৎস স্বমন্দিরম্।
শুভাশুভঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ সর্ব্বং কর্ম্মোদ্ভবং
ভবেৎ * ॥ ৩৫

মহামুনীন্দ্রবচনাদ্গত্বা শক্রশ্চ পুষ্করম্।
চকারারাধনং ভক্ত্যা নৈরুজ্যং তদবাপ হ ॥ ৩৬
পদ্মানতামহল্যাং তামুবাচ মুনিপুঙ্গবঃ।
বনং গত্বা চিরং তিষ্ঠ বিধায় মূর্ত্তিমশ্মনঃ ॥ ৩৭
অকামাং চকমে শক্রঃ সর্ব্বং জানাম্যহং প্রিয়ে।
তথাপি পরভোগ্যা মে ন চ ভোগ্যা ব্রজাধমে ॥
পরবীর্য্যং যদুদরং কামতোঽকামতোঽপি বা।
অহল্যে যাতি দৈবেন তদুপায়ং নিশাময় ॥ ৩৯
অকামতো ন দুষ্টা সা প্রায়শ্চিত্তেন শুধ্যতি।
কামভোগেন ত্যাজ্যা সা কর্ম্মভোগেন শুধ্যতি ॥
পিতৃপাকে দৈবপাকে পূজায়াং নাধিকারিণী।
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি কালসূত্রং প্রয়াতি সা (ক) ॥৪১
স্বামিনো বচনাৎ সা তু প্রণম্য স্বামিনং ভিয়া।
কুর্ব্বতী নাথ নাথেতি রুদতী বনমাপ হ ॥ ৪২
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি ভুক্ত্বা ভোগং মুনিপ্রিয়া।
শ্রীরামচরণস্পর্শাৎ সদ্যঃ পূতা বভুব সা ॥ ৪৩
ত্রৈলোক্যমোহনং রূপং বিধায় মুনিকামিনী।
জগাম গৌতমাভ্যাসং মুনিঃ সম্প্রাপ সুন্দরীম্ ॥
অথ শক্রস্য বৃত্তান্তং পরমং শৃণু সুন্দরি।
পাপঘ্নং পুণ্যবীজং তং সংক্ষেপ্য (খ) কথয়ামি তে॥
একদা চ গুরোঃ কোপাৎ প্রকৃতেশ্চৈব হেলনাৎ
ব্রহ্মহত্যা বজ্রমৃতো বভূব হতচেতসঃ ॥ ৪৬
শক্রস্ত্যক্তগুরুর্দেবি (গ) ত্রস্তো দৈত্যনিপীড়িতঃ।
জগাম শরণং ভীতো ব্রহ্মাণং জগতাং গুরুম্ ॥৪৭
তদাজ্ঞয়া বিশ্বরূপং চকার স পুরোহিতম্।
বভূব তত্র বিশ্বস্তো দৈবাদ্দুর্বুদ্ধিহতো হরিঃ ॥ ৪৮
দৈত্যদৌহিত্রস্য ভাবং বিজ্ঞায় চ বিচক্ষণঃ।
প্রচিচ্ছেদ শিরস্তস্য তীক্ষ্ণবাণেন লীলয়া ॥ ৪৯
বিশ্বরূপপিতা ত্বষ্টা শ্রুত্বা সদ্যশ্চুকোপ হ।
ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধতামিত্যুক্ত্বা যজ্ঞং চকার হ ॥ ৫০
যজ্ঞকুণ্ডাৎ সমুত্তস্থৌ বৃত্রো নাম মহাসুরঃ।
চকার নিগ্রহং কোপাদ্দেবানামবলীলয়া ॥ ৫১
শক্রো মহামুনেরস্থ্না বজ্রং কৃত্বা সুদারুণম্।
জঘান বৃত্রং দেবানাং কণ্টকং দৈত্যমর্দ্দনঃ ॥ ৫২
ব্রহ্মহত্যা সুনাসীরং দুদ্রাব হতচেতনম্।
রক্তবস্ত্রপরীধানা বৃদ্ধাস্ত্রীবেশধারিণী ॥ ৫৩
সপ্ততালীপ্রমাণা তু শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকম্।
ঈশাপ্রমাণদশনা মহাভীতঞ্চ কাতরম্ ॥ ৫৪
ধাবন্তং পরিধাবন্তী বলিষ্ঠা হতচেতনম্।
খড়্গাহস্তা হতাস্ত্রং তং দয়াহীনা চ মূর্চ্ছিতম্ ॥৫৫
ইন্দ্রো দৃষ্ট্বা চ তাং ঘোরাং স্মারং স্মারং গুরোঃ
পদম্।

বিবেশ মানসসরো মৃণালসূক্ষ্মসূত্রতঃ ॥ ৫৬
তত্র গন্তুং ন শক্তা সা ব্রহ্মণঃ শাপকারণাৎ।
সা তস্থৌ বটশাখায়াং সরসস্তটসন্নিধৌ ॥ ৫৭
অথাত্র নহুষো ভূপস্ত্রিলোকেশো বভূব হ।
স যযাচে শচীং দেবান্ বলিষ্ঠো দুর্ব্বলানপি ॥ ৫৮
শচী শ্রুত্বা মহাভীতা তারকাশরণং যযৌ।
তারা নির্ভর্ৎস্য স্বপতিং ভৃত্যপত্নীং ররক্ষ চ ॥৫৯
শচীমাশ্বাস্য স গুরুর্জগাম তং সরো মুদা।
আজুহাব সুনাসীরং কাতরং হতচেতনম্ ॥ ৬০

---

* ভবে ইতি বা পাঠঃ।

(ক) ক্বচিৎ পুস্তকে 'প্রয়াতি সা' ইতঃ পরং 'ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি ক্ষয়ং কৃত্বা স্বকর্ম্মণঃ' ইত্যধিক পাঠো দৃশ্যতে

(খ) সংব্যস্য ইতি পাঠান্তরম্।

(গ) দবগ্রস্তঃ ইতি বা পাঠঃ।

বৃহস্পতিরুবাচ ।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ হে বৎস ভয়ং কিং তে ময়ি স্থিতে
ত্বদীশ্বরং স্মরেণৈব নিশাময় ভয়ং ত্যজ ॥ ৬১
বৃহস্পতেঃ স্মরং জ্ঞাত্বা সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরো হরিঃ ।
সূক্ষ্মরূপং পরিত্যজ্য স্বরূপঞ্চ দধার সঃ ॥ ৬২
উত্থায় সদ্যঃ সম্ভ্রান্তস্তং গুরুং সূর্য্যবর্চ্চসম্ ।
দৃষ্ট্বা ননাম সম্প্রীতা তং প্রীতং (ক) ত্যক্ত-
কোপকম্ ॥ ৬৩
পদাম্বুজে নিপতিতং রুদন্তং ভয়বিহ্বলম্ ।
নিধায় বক্ষসি প্রেম্না রুরোদ প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ৬৪
রুদন্তং বাক্পতিং তুষ্টং তুষ্টাব ত্রিদশেশ্বরঃ ।
পুটাঞ্জলিঃ পুলকিতো ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ॥ ৬৫
ইন্দ্র উবাচ ।
ক্ষমস্ব ভগবন্ দোষং কৃপাং কুরু কৃপানিধে ।
ভৃত্যাপরাধং সততং ন গৃহ্ণাতি সদীশ্বরঃ ॥ ৬৬
স্বভার্য্যাসু স্বশিষ্যেষু স্বভৃত্যেষু সুতেষু চ ।
দুর্ব্বলঃ সবলো বাপি কো দণ্ডং কর্ত্তুমক্ষমঃ ॥ ৬৭
ত্রিষু কোটিষু দৈবেষু দেবৈকোঽহমপণ্ডিতঃ ।
ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরশ্রেষ্ঠঃ কৃপয়া বর্দ্ধিতস্ত্বয়া ॥ ৬৮
সংহর্ত্তুমীশস্তং সর্ব্বমহং কো বাপি কীটবৎ ।
স্বয়ং বিধাতুঃ পৌত্রশ্চ পুনঃ স্রষ্টুং স্বয়ং ক্ষমঃ ॥ ৬৯
ইতি তস্য স্তবং শ্রুত্বা পরিতুষ্টো গুরুঃ স্বয়ম্ ।
উবাচ বচনং প্রীত্যা প্রসন্নবদনেক্ষণঃ ॥ ৭০
বৃহস্পতিরুবাচ ।
স্থিরো ভব মহাভাগ নিশ্চলাং কমলাং লভ ।
সম্প্রাপ্য পরমৈশ্বর্য্যং পূর্ব্বস্মাচ্চ চতুর্গুণম্ ॥ ৭১
গচ্ছামরাবতীং বৎস রাজ্যং কুরু পুরন্দর ।
হতশত্রুর্মৎপ্রসাদাদ্গত্বা পশ্য শচীং সতীম্ ॥ ৭২
ইত্যেবমুক্ত্বা স গুরুঃ সশিষ্যো গন্তুমুদ্যতঃ ।
দদর্শ পুরতো ঘোরাং ব্রহ্মহত্যাং সুদুঃসহাম্ ॥ ৭৩
দৃষ্ট্বা শক্রো মহাভীতস্তং গুরুং শরণং যযৌ ।
বৃহস্পতির্মহাভীতঃ সস্মার মধুসূদনম্ ॥ ৭৪
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বাগ্বভূবাশরীরিণী ।
স্বল্পাক্ষরা চ স্বর্থা তাং শুশ্রাব বৃহস্পতিঃ ॥ ৭৫
সংসারবিজয়ং নাম সর্ব্বাশুভবিনাশনম্ ।
রাধিকাকবচং দত্ত্বা শিষ্যং রক্ষাধুনেতি চ ॥ ৭৬

(ক) সম্প্রীতমিতি পাঠান্তরম্ ।

তদা তং কবচং দত্ত্বা শিষ্যায় শিষ্যবৎসলঃ ।
চকার ভস্মসাৎ তাঞ্চ হুঙ্কারেণাবলীলয়া ॥ ৭৭
তদা শিষ্যং গৃহীত্বা চ গত্বা তামমরাবতীম্ ।
দদর্শ চ্ছন্নভগ্নাঞ্চ শত্রুণা চ জগদ্গুরুঃ ॥ ৭৮
ভর্ত্তুরাগমনং শ্রুত্বা শচী সংহৃষ্টমানসা ।
প্রণম্য স্বগুরুং ভক্ত্যা স্বকান্তং প্রণনাম সা ॥ ৭৯
শ্রুত্বাগমনমিন্দ্রস্য সমাজগ্মুঃ সুরাঃ প্রিয়ে ।
ঋষয়ো মুনয়শ্চৈব হর্ষগদ্গদমানসাঃ ॥ ৮০
ত্বষ্টারং যোজয়ামাস নির্ম্মাতুমমরাবতীম্ ।
পূর্ণমব্দশতং শিল্পী নির্ম্মমে রুচিরাং পুরীম্ ॥ ৮১
নানারত্নবিচিত্রাঢ্যাং মণিরত্নেন্দ্রনির্ম্মিতাম্ ।
মনোহরাং নিরুপমাং ন হি তুষ্টস্তয়া হরিঃ ॥ ৮২
বিশ্বকর্ম্মা গৃহং গন্তুং ন শশাক বিনাজ্ঞয়া ।
পরমোদ্বিগ্নচিত্তশ্চ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ ॥ ৮৩
বিজ্ঞায় তদভিপ্রায়ং তমুবাচ বিধিঃ স্বয়ম্ ।
তব কর্ম্মক্ষয়ো দেব তাবৎ শ্বো ভবিতেতি চ ॥ ৮৪
শ্রুত্বা তদ্বচনং কারুঃ শীঘ্রং প্রাপামরাবতীম্ ।
ব্রহ্মা জগাম বৈকুণ্ঠং প্রণম্যোবাচ মানসম্ ॥ ৮৫
হরির্ব্রহ্মাণমাশ্বাস্য প্রস্থাপ্য স্বগৃহঞ্চ তম্ ।
শিশুরূপং সমাস্থায় চাজগামামরাবতীম্ ॥ ৮৬
দণ্ডী চ্ছত্রী শুক্লবাসা বিভ্রৎ তিলকমুজ্জ্বলম্ ।
অতিখর্ব্বঃ শুক্লদন্তঃ সস্মিতঃ সুমনোহরঃ ॥ ৮৭
বয়সাতিশিশুর্বৃদ্ধ্যা জ্ঞানবৃদ্ধাদ্বিচক্ষণঃ ।
স্বয়ং বিধাতুর্ধাতা চ দাতা চ সর্ব্বসম্পদাম্ ॥ ৮৮
ইন্দ্রদ্বারে সমুত্তিষ্ঠন্ দ্বারপালমুবাচ হ ।
ব্রূহীন্দ্রং ব্রাহ্মণো দ্বারে শীঘ্রং ত্বাং দ্রষ্টুমাগতঃ ॥
ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা দ্বারী জ্ঞাতং চকার তম্ ।
স চ শীঘ্রং সমাগম্য দদর্শ ব্রাহ্মণার্ভকম্ ॥ ৯০
বালকানাং বালিকানাং সমূহৈঃ পরিবেষ্টিতম্ ।
হসন্তিং মহোৎসাহাৎ সস্মিতং তেজসান্বিতম্ ॥ ৯১
প্রণনাম হরির্ভক্ত্যা হরিঞ্চ শিশুরূপিণম্ ।
আশিষং যুযুজে প্রীত্যা তং হরিং ভক্তবৎসলঃ ।
মধুপর্কাদিকং দত্ত্বা শক্রঃ পূজাং চকার তম্ ।
পপ্রচ্ছাগমনং কস্মাদ্ভবেদিতি বিপ্রবালকম্ ॥ ৯৩
ইন্দ্রস্য বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ দ্বিজার্ভকঃ ।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা বাচস্পতিগুরোর্গুরুঃ ॥ ৯৪

ব্রাহ্মণ উবাচ ।
সমাগতোঽহং ত্বাং দ্রষ্টুং প্রষ্টুং বচনমীপ্সিতম্ ।

চিত্রং নগরনির্মাণং সমাকর্ণাদ্ভুতং হরে ॥ ৯৫
কতিবর্ষঞ্চ নির্মাণে ভবান্ সঙ্কল্পিতো যথা ।
কতিচিত্রং বিশ্বকর্মা নির্মাণং বা করিষ্যতি ॥ ৯৬
এবম্ভূতঞ্চ নির্মাণং ন কেনেন্দ্রেণ নির্মিতম্ ।
নৈবংবিধে সুনির্মাণে বিশ্বকর্মা পরঃ ক্ষমঃ ॥ ৯৭
বালস্য বচনং শ্রুত্বা জহাস স সুরেশ্বরঃ ।
সম্পন্নদাতিমত্তশ্চ পুনঃ পপ্রচ্ছ বালকম্ ॥ ৯৮

ইন্দ্র উবাচ

কতীন্দ্রাণাং সমূহশ্চ ত্বয়া দৃষ্টঃ শ্রুতোঽথবা ।
বিশ্বকর্মা কতিবিধস্তন্মে ব্রূহি শিশোঽধুনা ॥ ৯৯
শক্রস্য বচনং শ্রুত্বা প্রহস্য বিপ্রবালকঃ ।
তমুবাচ শ্রুতিসুখং পীযূষসদৃশং বচঃ ॥ ১০০

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

জানামি কশ্যপং তাত তব তাতং প্রজাপতিম্ ।
মুনিং মরীচিনামানং তত্তাতঞ্চ তপোনিধিম্ ॥১০১
নাভিপদ্মোদ্ভবং বিষ্ণোস্তত্তাতং বিধিমীশ্বরম্ ।
রক্ষিতারঞ্চ তং বিষ্ণুং পরং সত্ত্বগুণান্বিতম্ ॥১০২
একার্ণবঞ্চ প্রলয়ং সত্ত্বশূন্যং ভয়ানকম্ ।
সৃষ্টিং কতিবিধাং শক্র কল্পং কতিবিধং ধ্রুবম্ ॥
ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ কতিবিধং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরান্ ।
ব্রহ্মাণ্ডেষু কতিবিধানিন্দ্রান্ কো বক্তুমীশ্বরঃ ॥১০৪
যদি স খ্যাস্তি রেণূনাং ধরায়াশ্চ সুরাধিপ ।
তথাপি সংখ্যা শক্রাণাং নাস্ত্যেবেতি বিদুর্বুধাঃ ॥
শক্রস্যায়ুশ্চাধিকারো যুগানামেকসপ্ততিঃ ।
অষ্টাবিংশতিশক্রাণাং পতনেঽহর্নিশং বিধেঃ ॥
বিধেরষ্টোত্তরশত-মায়ুরেবং প্রমাণতঃ ।
বংসেন্দ্রাণাঞ্চ কা স খ্যা নাস্তি সংখ্যা বিধেরপি ।
ব্রহ্মাণ্ডসংখ্যা ক যত্র ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ॥১০৭
মহাবিষ্ণোর্লোমকূপোদ্ভবে তোয়ে সুনির্মলে ।
ব্রহ্মাণ্ডোঽস্তি যথা নৌকা ভবতোয়ে চ কৃত্রিমাঃ ॥
এবং লোম্নঃ প্রমাণেন ব্রহ্মাণ্ডাঃ সন্ত্যসংখ্যকাঃ ।
ব্রহ্মাণ্ডেষু কতিবিধাঃ সুরাঃ সন্তি ভবংসমাঃ ॥১০৯
এতস্মিন্নন্তরে তত্র দদর্শ পুরুষোত্তমঃ ।
পিপীলিকাসমূহঞ্চ ব্যায়তং ধনুবাগতম্ ॥১১০
ক্রমতস্তান্ স নিরীক্ষ্য জহাসোচ্চৈর্দ্বিজার্ভকঃ ।
নোবাচ কিঞ্চিন্মৌনী চ গভীরঃ সাগরো যথা ॥১১১
দৃষ্ট্বা হাস্যং বিপ্রবটোর্গাথাঃ শ্রুত্বাতিবিস্মিতঃ ।
পপ্রচ্ছ চ পুনর্বিপ্রং শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকঃ ॥ ১১২

ইন্দ্র উবাচ ।

কথং হসসি হে বিপ্র মাং শীঘ্রং কারণং বদ ।
ত্বং বা কো মায়য়া ছন্নঃ শিশুরূপী গুণার্ণবঃ ॥১১৩
ইন্দ্রস্য বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ দ্বিজার্ভকঃ ।
আধ্যাত্মিকং নীতিসারং জ্ঞানবীজপরং বচঃ ॥১১৪

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

দৃষ্টঃ পিপীলিকাসঙ্ঘো হেতুরস্য নিগূঢ়কঃ ।
মা মাং পৃচ্ছ শোকবীজং ভবান্যজ্ঞানকারণম্ ॥
সাংসারিকাণাং সংসারবৃক্ষমূলনিকৃন্তনম্ ।
অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন-জ্ঞানদীপমনুত্তমম্ ॥ ১১৬
নিগূঢ়ং সর্ব্ববেদেষু সিদ্ধানামতিদুর্লভম্ ।
যোগিনাং প্রাণতুল্যঞ্চ মূঢ়াহঙ্কারভঞ্জনম্ ॥ ১১৭
ইত্যুক্ত্বা তত্র সংতস্থৌ সস্মিতো দ্বিজপুঙ্গবঃ ।
পুনঃ পপ্রচ্ছ তং শক্রঃ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকঃ ॥১১৮

ইন্দ্র উবাচ ।

ব্রূহি বিপ্রবটো শীঘ্রং জ্ঞানদীপং পুরাতনম্ ।
ন জানামি শিশুঃ কস্ত্বং জ্ঞানরাশিঃ স্বমূর্ত্তিমান্ ॥
ইন্দ্রস্য বচনং শ্রুত্বা বিপ্ররূপী জনার্দ্দনঃ ।
জ্ঞানং ভাষিতুমারেভে যোগীন্দ্রাণাং সুদুর্লভম্ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

দৃষ্টঃ পিপীলিকাসঙ্ঘ কৈককঃ ক্রমশো ময়া ।
সর্ব্বে স্বকর্ম্মণা শক্র শক্রভূতাঃ সুরালয়ে ॥ ১২১
অধুনা কর্ম্মণা সর্ব্বে ক্রমশো ভূতজন্মনাম্ ।
অতীতে কালসম্প্রাপ্তা ভূতা জাতিঃ পিপীলিকা ॥
কর্ম্মণা জীবিনো যান্তি বৈকুণ্ঠঞ্চ নিরাময়ম্ ।
কর্ম্মণা ব্রহ্মলোকঞ্চ শিবলোকঞ্চ কর্ম্মণা ॥ ১২৩
স্বর্গং স্বর্গসমস্থানং পাতালঞ্চ স্বকর্ম্মণা ।
পতন্তি নরকং ঘোরমাত্মদুঃখৈককারণম্ ॥ ১২৪
কর্ম্মণা শূকরীগর্ভং কর্ম্মণা ক্ষুদ্রজীবিনাম্ ।
কর্ম্মণা পশুস্ত্রীনাং কর্ম্মণা পক্ষিযোষিতাম্ ॥ ১২৫
কর্ম্মণা কীটযোনিঞ্চ বৃক্ষত্বঞ্চ স্বকর্ম্মণা ।
কর্ম্মণা ব্রাহ্মণত্বঞ্চ দৈবঞ্চাপি স্বকর্ম্মণা ॥ ১২৬
স্বকর্ম্মণা চ শক্রত্বং ব্রহ্মপুত্রঃ স্বকর্ম্মণা ।
স্বকর্ম্মণা সুখী দুঃখী সেব্যঃ সেবক এব চ ।
কর্ম্মণা শিবিকারোহী রাজেন্দ্রশ্চ স্বকর্ম্মণা ॥ ১২৭
কর্ম্মণা ব্যাধিযুক্তশ্চ কর্ম্মণৈবাতিসুন্দরঃ ।
কর্ম্মণা স্বাঙ্গহীনশ্চ স্বাঙ্গবৃদ্ধিশ্চ কর্ম্মণা ॥ ১২৮
বিধাতা কর্ম্মসূত্রেণ কর্ম্মদাতা চ জীবিনাম্ ।

কর্ম্ম স্বভাবসাধ্যঞ্চ স্বভাবোঽভ্যাসবীজকঃ॥ ১২৯
ইত্যেব কথিতং সর্ব্বমাধ্যাত্মিকপরং বচঃ।
সুখদং মোক্ষদং সারং নরকার্ণবতারণম্॥ ১৩০
সংসার স্বপ্নবৎ সর্ব্বং দেবেন্দ্র সচরাচরম্।
মৃত্যুশ্চ মস্তকস্থায়ী সর্ব্বেষাং কালযোজিতঃ॥১৩১
জলবুদ্বুদবৎ সর্ব্বং জীবিনাঞ্চ শুভাশুভম্।
চক্রবৎ তদ্ভ্রমত্যেব নাবিষ্টস্তত্র পণ্ডিতঃ॥ ১৩২
ইত্যেবমুক্ত্বা বিপ্রশ্চ তত্র তস্থৌ চ সংসদি।
বিস্মিতস্ত্রিদশাধ্যক্ষো নাত্মানং বহু মন্যতে॥ ১৩৩
এতস্মিন্নন্তরে শীঘ্রমাজগাম মুনীশ্বরঃ।
অতীবৃদ্ধো মহাযোগী জ্ঞানেন বয়সা মহান্॥১৩৪
কৃষ্ণাজিনজটাধারী বিভ্রৎ তিলকমুজ্জ্বলম্।
বক্ষঃস্থলে লোমচক্রং বিভর্ত্তি মস্তকে কটম্॥১৩৫
স্থিরং সর্ব্বং মধ্যদেশে কিঞ্চিদুৎপাটিতং স্ফুটম্।
সমাগত্য দ্বয়োর্মধ্যে তস্থৌ স্থাণুবদেব সঃ॥ ১৩৬
মহেন্দ্রো ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা প্রণনাম মুদান্বিতঃ।
মধুপর্কাদিকং দত্ত্বা পূজয়ামাস ভক্তিতঃ॥ ১৩৭
পপ্রচ্ছ কুশলং বিপ্রং চকার বিনয়ং পরম্।
তুষ্টাবাতিথিভাবেন মুদা চাদরপূর্ব্বকম্॥ ১৩৮
বিপ্রার্ভকস্তেন সার্দ্ধং সম্ভাষাঞ্চ চকার সঃ।
স্ববাঞ্ছিতং পরং প্রাহ সর্ব্বং বিনয়পূর্ব্বকম্॥১৩৯

বালক উবাচ।

কুতস্ত্বমাগতো বিপ্র কিং নাম ভবতো বদ।
কো বাত্র গমনে হেতুর্নিবাসঃ কুত্র তেঽধুনা॥১৪০
কথং কটো মস্তকে তে লোমচক্রঞ্চ বক্ষসি।
অত্যুল্বণং মধ্যদেশে কিঞ্চিদুৎপাটিতং মুনে॥ ১৪১
মাঞ্চেৎ কৃপাস্তি তে বিপ্র সর্ব্বং সংব্যস্য কথ্যতাম্
অত্যদ্ভুতমিদং সর্ব্বং শ্রোতুং কৌতূহলং মম॥
স শিশোর্বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ মহামুনিঃ।
সর্ব্বং স্বকীয়বৃত্তান্তং শক্রস্য পুরতো মুদা॥ ১৪৩

মুনিরুবাচ।

অল্পায়ুষা ময়া বিপ্র কুত্রাপি ন কৃতা গৃহাঃ।
ন বিবাহশ্চোপজীব্যং ভিক্ষোপজীবিনাধুনা॥১৪৪
লোমশেতি চ মন্নাম হেতুর্বিপ্রাগুদর্শনম্।
বর্ষণাতপশান্ত্যর্থং মস্তকস্থঃ কটো মম॥ ১৪৫
বক্ষঃস্থলস্থিতং লোম-চক্রং তৎকারণং শৃণু।
সাংসারিকাণাং ভয়দং বিবেকজননং পরম্॥১৪৬
আয়ুঃসংখ্যাপ্রমাণং মে লোমচক্রঞ্চ বক্ষসি।
শক্রৈকপতনে বিপ্র লোমৈকোৎপাটনং মম॥১৪৭
উৎপাটিতানি লোমানি তেন মধ্যে স্থিতানি চ।
ব্রহ্মণো হি পরার্দ্ধেন মম মৃত্যুর্নিরূপিতঃ॥ ১৪৮
অসংখ্যা বিধয়ো ব্রহ্মন্ মরিষ্যন্তি মৃতা অপি।
কলত্রেণ চ পুত্রেণ গৃহেণ কিং প্রয়োজনম্॥ ১৪৯
ব্রহ্মণঃ পতনে চক্ষুর্নিমেষশ্চ হরের্ভবেৎ।
তৎপাদপদ্মমতুলং চিন্তয়ামি নিরন্তরম্॥ ১৫০
দুর্লভং শ্রীহরের্দাস্যং ভক্তির্মুক্তির্গরীয়সী
স্বপ্নবৎ সর্ব্বমৈশ্বর্য্যং তদ্ভক্তিব্যবধায়কম্॥ ১৫১
ইদং সদ্গুরুণা দত্তং শম্ভুনা জ্ঞানমুত্তমম্।
বিনা ভক্তিং ন গৃহ্লামি সালোক্যাদি চতুষ্টয়ম্॥
ইত্যেবমুক্ত্বা স মুনির্জগাম শিবসন্নিধিম্।
শিশুরূপী হরিস্তত্রৈবান্তর্দ্ধানং চকার হ॥ ১৫৩
ইন্দ্রস্তু স্বপ্নবদ্দৃষ্ট্বা বভূব তত্র বিস্মিতঃ।
তৃষ্ণামাত্রঞ্চ সম্পত্তৌ নাস্ত্যেব পরমেশ্বরি॥ ১৫৪
বিশ্বকর্ম্মাণমানীয় প্রিয়মুক্ত্বা শতক্রতুঃ।
দত্ত্বা রত্নানি সম্পূজ্য তং প্রস্থাপিতবান্ গৃহম্॥
সর্ব্বং বিন্যস্য পুত্রে চ বনং গন্তুং সমুদ্যতঃ।
শচীং রাজশ্রিয়ং ত্যক্ত্বা বিবেকী মোক্ষকামুকঃ॥
দৃষ্ট্বা বিবেকিনং কান্তং হৃদয়েন বিদূয়তা।
শচী জগাম শোকার্ত্তা সন্ত্রস্তা শরণং গুরোঃ॥১৫৭
সর্ব্বং নিবেদনং কৃত্বা সমানীয় বৃহস্পতিম্।
বোধয়ামাস শক্রং তং নীতিশাস্ত্রেণ কামিনী॥
গুরুঃ শাস্ত্রবিশেষঞ্চ দম্পতীবশসংযুতম্।
বিধায় চ স্বয়ং প্রীত্যা পাঠয়ামাস তং মুদা॥ ১৫৯
নীতিশাস্ত্রং বহুবিধং বোধয়ামাস বাক্পতিঃ।
স চকার তদা রাজ্যং বৃন্দাবনবিনোদিনি॥ ১৬০
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং শক্রদর্পপ্রমোচনম্।
সাক্ষাদ্দৃষ্টো দর্পভঙ্গো নন্দযজ্ঞে সুরেশ্বরি॥ ১৬১

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে সপ্ত-চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ॥৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশে ঽধ্যায়ঃ ।

রাধিকোবাচ ।

কথিতো ভবতা মহ্যং দর্পভঙ্গঃ শ্রুতো হরেঃ ।
দর্পভঙ্গং রবেশ্চাপি শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ১

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

একদৈবোদয়ং কৃত্বা রবিরস্তং জগাম হ ।
মালী সুমালী দৈত্যেন্দ্রৌ দীপ্তিং কর্ত্তুং সমুদ্যতৌ ।
মহাসম্পন্মদোন্মত্তৌ শঙ্করস্য বরেণ চ ॥ ২
তয়োশ্চ প্রভয়া রাত্রির্ন ভবেদিতি সুন্দরি ।
রুষ্টঃ সূর্য্যঃ স্বশূলেন তৌ জঘানাবলীলয়া ॥ ৩
পতিতৌ সূর্য্যশূলেন মূর্চ্ছিতৌ ধরণীতলে ॥ ৪
ভক্তাপায়ঞ্চ বিজ্ঞায় শঙ্করো ভক্তবৎসলঃ ।
আগত্য জীবয়ামাস মহাজ্ঞানেন তৌ বিভুঃ ॥ ৫
তৌ চ নত্বা শিবং প্রীত্যা জগ্মতুর্নিজমন্দিরম্ ।
দুদ্রাব চ মহাদেবঃ সূর্য্যং হন্তুং রুষা জ্বলন্ ॥ ৬
দৃষ্ট্বা সংহারকর্ত্তারং জিঘাংসন্তং হরং রবিঃ ।
ভিয়া পলায়মানশ্চ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ ॥ ৭
দুদ্রাব চ মহাদেবো ব্রহ্মণো নিলয়ং রুষা ।
শূলঞ্চাব্যর্থমুদ্যম্য কালকালো বিধের্বিধিঃ ॥ ৮
দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা হরং রুষ্টং তুষ্টাব পরমেশ্বরম্ ।
চতুর্ব্বক্ত্রেণ বেদোক্ত-স্তোত্রেণ জগতাং পতিঃ ॥ ৯

ব্রহ্মোবাচ ।

প্রসীদ দক্ষযজ্ঞঘ্ন সূর্য্যং মচ্ছরণাগতম্ ।
ত্বয়ৈব সৃষ্টঃ সৃষ্টেশ্চ সমারম্ভো জগদ্গুরো ॥ ১০
আশুতোষ মহাভাগ প্রসীদ ভক্তবৎসল ।
কৃপয়া চ কৃপাসিন্ধো রক্ষ রক্ষ চ ভাস্করম্ ॥ ১১
ব্রহ্মস্বরূপ ভগবন্ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণ ।
স্বয়ং রবিং বিনির্ম্মায় স্বয়ং সংহর্ত্তুমিচ্ছসি ॥ ১২
অহং ব্রহ্মা স্বয়ং শেষো ধর্ম্মঃ সূর্য্যো হুতাশনঃ ।
ইন্দ্রশ্চন্দ্রাদয়ো দেবাস্ত্বত্তো ভীতাঃ পরাৎপর ॥১৩
ঋষয়ো মুনয়শ্চৈব ত্বাং নিষেব্য তপোধনাঃ ।
তপসাং ফলদাতা ত্বং তপস্ত্বং তপসঃ পরঃ ॥ ১৪
ইত্যেবমুক্ত্বা ব্রহ্মা তং সূর্য্যমানীয় ভক্তিতঃ ।
প্রীত্যা সমর্পয়ামাস শঙ্করে দীনবৎসলে ॥ ১৫
শম্ভুস্তমাশিষং কৃত্বা বিধিং নত্বা জগদ্বিধিঃ ।
প্রসন্নবদনঃ শ্রীমান্ স্বালয়ং প্রযযৌ মুদা ॥ ১৬
ইতি ধাত্রা কৃতং স্তোত্রং সঙ্কটে যঃ পঠেন্নরঃ ।
ভয়াৎ প্রমুচ্যতে ভীতো বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥
রাজদ্বারে শ্মশানে চ মগ্নপোতে মহার্ণবে ।
স্তোত্রস্মরণমাত্রেণ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে নারায়ণনারদসংবাদে অষ্ট-চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

সূর্য্যঃ প্রণম্য ব্রহ্মাণং মুদা যুক্তঃ সদাজ্ঞয়া ।
চকার বিষয়ং প্রীত্যা তেজস্বী ত্রিগুণাত্মকঃ ॥ ১
অথ বহ্নেরুপাখ্যানং সাবধানং নিশাময় ।
গোপনীয়ং পুরাণেষু কর্ণপীযূষমুত্তমম্ ॥ ২
ত্রৈলোক্যং ভস্মসাৎ কর্ত্তুমেকোঽগ্নিঃ স সমুদ্যতঃ ।
শততালপ্রমাণাং তাং শিখাং কুর্ব্বন্ ভয়ানকাম্ ॥
ক্ষুভিতঃ কুপিতশ্চৈব ভৃগোঃ শাপস্য কারণাৎ ।
স্বঞ্চ তেজস্বিনং মত্বা তুচ্ছং মত্বান্যমাত্মনঃ ॥ ৪
এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুরাজগামাবলীলয়া ।
বহ্নেস্তাং দাহিকাং শক্তিং জহার তৎপুরস্থিতঃ ॥
মায়য়া শিশুরূপী চ তমুবাচ জনার্দ্দনঃ ।
সস্মিতো বিনয়ং কৃত্বা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ॥ ৬

শিশুরুবাচ

কথং রুষ্টোঽসি ভগবন্ ভবান্ মাং কারণং বদ ।
ত্রৈলোক্যং ভস্মসাৎ কর্ত্তুমুদ্যতোঽসি নিরর্থকম্ ॥
ত্বমেব ভৃগুণা শপ্তো ভৃগোশ্চ দমনং কুরু ।
একাপরাধাৎ ত্রৈলোক্যং ভস্ম কর্ত্তুং ন চার্হসি ॥
বিশ্বঞ্চ ব্রহ্মণা সৃষ্টং তস্য পাতা স্বয়ং হরিঃ ।
সংহর্ত্তা ভগবান্ রুদ্র এবমেব ক্রমো ভবেৎ ॥ ৯
ত্বং কথং ভস্মাৎ কর্ত্তুমীশ্বরঃ শঙ্করে স্থিতে ।
রক্ষিতারং হরিং জিত্বা সংহারং কুরু সত্বরম্ ॥১০
ইত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণবটুঃ শরপত্রং পুরঃস্থিতম্ ।
অতিশুষ্কং করে ধৃত্বা দগ্ধং কর্ত্তুং দদৌ তদা ॥ ১১
দৃষ্ট্বা শুষ্কেন্ধনং বহ্নির্লেলিহানো ভয়ানকঃ ।
স বত্রে শিখয়া বিদ্ধং মেঘেন শশিনং যথা ॥১২

ন চ দগ্ধং শুষ্কপত্রং লোমৈকঞ্চ শিশোস্তথা।
দৃষ্ট্বা ব্রীড়াযুতো বহ্নির্নিস্তব্ধো হি শিশোঃ পুরঃ ॥
কৃত্বা বহ্নের্দর্পভঙ্গমন্তর্দ্ধানং চকার হ।
বহ্নিঃ স্বমূর্ত্তিং সংহৃত্য স্বস্থানং ভীতবদ্যযৌ ॥১৩
উক্তো বহ্নের্দর্পভঙ্গঃ পরং কিং শ্রোতুমিচ্ছসি।
নিত্যনূতনমাখ্যানং দেবানাং দর্পমোচনম্ ॥ ১৫

রাধিকোবাচ।

শেষাণাং দর্পভঙ্গঞ্চ ক্রমেণ কথয় প্রভো।
কথাং পীযূষধারাং তাং শ্রুত্বা তৃপ্তোঽস্তি কো ভুবি ॥ ১৬

নারায়ণ উবাচ।

রাধিকাবচনং শ্রুত্বা সস্মিতো ভগবান্ পুনঃ।
কথাং কথিতুমারেভে শ্রুতিরম্যাং পুরাতনীম্ ॥১৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে বহ্নিদর্পভঙ্গো নামৈকোন-পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৯॥

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

দুর্ব্বাসসো দর্পভঙ্গং কথয়ামি শৃণু প্রিয়ে।
মহামুনের্যোগিনশ্চ রুদ্রাংশস্যাতিতেজসঃ ॥ ১
একদৈবাম্বরীষশ্চ কৃত্বা চ দ্বাদশীব্রতম্।
পারণং কর্ত্তুমারেভে ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ বহূন্ ॥২
এতস্মিন্নন্তরে তত্রৈবাজগাম মুনিঃ স্বয়ম্।
তৃষ্ণার্ত্তশ্চ ক্ষুধার্ত্তশ্চ বিষ্ণুব্রতপরায়ণঃ।
মাং ভোজয় মহাভাগেত্যেবং স নৃপমুক্তবান্ ॥৩
রাজা ভক্ত্যা দদৌ তস্মৈ পরমান্নং সুধোপমম্ ॥
সকেশং পায়সং দৃষ্ট্বা রাজানং শপ্তুমুদ্যতঃ
জটাং নিকৃত্য শিরসঃ স্থাপয়ামাস ভূতলে ॥৫
জটামধ্যাৎ সমুদ্ভূতো জ্বলদগ্নিশিখোপমঃ।
সপ্ততালপ্রমাণশ্চ পুরুষঃ প্রলয়ান্তকঃ ॥ ৬
নৃপশ্রেষ্ঠং সরাজ্যঞ্চ কোপেন হন্তুমুদ্যতঃ।
ভয়েন কম্পিতাঃ সর্ব্বে শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকাঃ ॥৭
সস্মার চ মহাভীতো রাজা মম পদাম্বুজম্।
সর্ব্ববিঘ্নস্যোপশমঃ স্মৃতিমাত্রাদ্বভূব হ ॥ ৮
এতস্মিন্নন্তরে চক্রং দুর্নিবার্য্যং সুদর্শনম্।
তেজসা মম তুল্যঞ্চ কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্ ॥ ৯
আবির্ব্বভূব সহসা সভামধ্যেঽতিঘূর্ণিতম্।
নিকৃত্য কৃত্যাপুরুষং দুদ্রাব মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ১০
সশৈলসাগরাং পৃথ্বীং কাঞ্চনীভূমিমুত্তমাম্।
ভ্রাময়িত্বা মহীং সর্ব্বাং পুনর্দুদ্রাব তং মুনিম্ ॥১১
ধাবন্তং মুক্তকেশং তং ভীতং কাতরমাতুরম্।
তেজসাচ্ছাদ্য সূর্য্যং তং দীপ্তিং কুর্ব্বদনুত্তমম্ ॥১২
কৈলাসং সপ্তস্বর্গঞ্চ ব্রহ্মলোকমনাময়ম্।
বিপ্রেন্দ্রো ভ্রমণং কৃত্বা বৈকুণ্ঠং শরণং যযৌ ॥১৩
পাদপদ্মে পতন্তঞ্চ দদর্শ বিপ্রপুঙ্গবম্।
কৃপয়া চ কৃপাসিন্ধুর্দদৌ বিপ্রায় নির্ভয়ম্ ॥১৪
নারায়ণবরেণৈব বভূব বিজ্বরো দ্বিজঃ।
পুনর্যযৌ হরিং স্তুত্বা নৃপগেহং তদাজ্ঞয়া ॥ ১৫
রাজা মুনীন্দ্রং সম্প্রাপ্য ভোজয়ামাস পায়সম্।
স্বয়ঞ্চ পারণং চক্রে সস্ত্রীকঃ সহবান্ধবঃ ॥ ১৬
রাজানমাশিষং কৃত্বা ভুক্ত্বা বিপ্রো গৃহং যযৌ।
ময়া নিয়োজিতং চক্রং ভক্তানাং রক্ষণায় চ ॥১৭
নশ্যন্তি সর্ব্বে প্রলয়ে ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।
সর্ব্বে দেবা মম প্রাণা ভক্তাঃ প্রাণাধিকা মম ॥১৮
ত্বঞ্চ লক্ষ্মীর্মহামায়া সাবিত্রী সা সরস্বতী।
ব্রহ্মা বিষ্ণুরনন্তশ্চ ধর্ম্মশ্চ ব্রাহ্মণাস্তথা ॥ ১৯
গোপাঙ্গনাশ্চ গোপাশ্চ সর্ব্বে প্রিয়তমা মম।
তেভ্যঃ পরাঃ প্রিয়া ভক্তাঃ প্রিয়ো ভক্তান্ন কশ্চন
দত্ত্বা সুদর্শনং চক্রং ভক্তানাং রক্ষণায় চ।
তথাপি ন প্রতীতির্মে স্বয়ং দ্রষ্টুং প্রয়ামি তান্ ॥২১
দুর্ব্বাসসো দর্পভঙ্গঃ শ্রুতো মম সুরেশ্বরি।
আজ্ঞাপয় মহাভাগে কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥২২

রাধিকোবাচ।

ধন্বন্তরের্দর্পভঙ্গং কথয়স্ব জগদ্গুরো।
পুরাণে গোপনীয়ঞ্চ শ্রোতুং কৌতূহলং মম ॥২৩

নারায়ণ উবাচ।

রাধিকাবচনং শ্রুত্বা জহাস মধুসূদনঃ।
কথাং কথিতুমারেভে শ্রুতিরম্যাং পুরাতনীম্ ॥২৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

নারায়ণাংশো ভগবান্ স্বয়ং ধন্বন্তরির্মহান্ ।
পুরা সমুদ্রমথনে সমুত্তস্থৌ মহোদধেঃ ॥ ১
সর্ব্বদেবেষু নিষ্ণাতো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ ।
শিষ্যো হি বৈনতেয়স্য শঙ্করস্যোপশিষ্যকঃ ॥ ২
শিষ্যাণাঞ্চ সহস্রেণ গন্তং কৈলাসমীশ্বরি ।
দদর্শ তক্ষকং মার্গে লেলিহানং ভয়ানকম্ ॥ ৩
লক্ষনাগৈঃ পরিবৃতং শৈলতুল্যং বিষোল্বণম্ ।
ভোক্তুং কোপাৎ সমায়ান্তমেবং দৃষ্ট্বা জহাস হ ॥
দন্তী ধন্বন্তরেঃ শিষ্যো ধৃত্বা তক্ষকমুল্বণম্ ।
মন্ত্রেণ জৃম্ভিতং কৃত্বা নির্বিষঞ্চ চকার তম্ ॥ ৫
অমূল্যমণিরত্নঞ্চ জহার মস্তকস্থিতম্ ।
করেণ ভ্রাময়িত্বা চ প্রেরয়ামাস দূরতঃ ॥ ৬
নিশ্চেষ্টস্তক্ষকস্তস্থৌ তত্র মার্গে যথা মৃতঃ ।
গণা নিবেদনং চক্রুর্গত্বা বাসুকিসন্নিধৌ ॥ ৬
বাসুকিস্তৎ সমাকর্ণ্য প্রজ্জ্বলন্নিব কোপতঃ ।
সর্পান্ প্রস্থাপয়ামাসাসংখ্যাংশ্চৈব বিষোল্বণান্ ॥৮
সর্পসেনাগ্রণীনাঞ্চ মুখ্যান্ পঞ্চ বিশারদান্ ।
দ্রোণ-কালীয়-কর্কোট-পুণ্ডরীক-ধনঞ্জয়ান্ ॥ ৯
সর্ব্বে নাগা সমাজগ্মুর্যত্র ধন্বন্তরিঃ স্বয়ম্ ।
ভয়মাপুঃ শিষ্যগণাঃ দৃষ্ট্বা নাগানসংখ্যকান্ ॥ ১০
নাগনিশ্বাসবাতেন সর্ব্বে শিষ্যা মৃতা ইব ।
নিশ্চেষ্টা জ্ঞানরহিতাঃ শেরতে ধরণীতলে ॥ ১১
ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান্ পীযূষবর্ষণেন চ ।
জীবয়ামাস শিষ্যাংশ্চ মন্ত্রেণ চ গুরুং স্মরন্ ॥১২
চেতনং কারয়িত্বা চ শিষ্যাণাঞ্চ জগদ্গুরুঃ ।
চাকরজ্জৃম্ভিতং মন্ত্রৈঃ সর্পসঙ্ঘং বিষোল্বণম্ ॥১৩
সর্ব্বে বভূবুর্নিশ্চেষ্টা জৃম্ভিতাস্তে মৃতা ইব ।
কোঽপি নালং ততো দেবি বার্ত্তাং দাতুং গণেষু চ
বাসুকির্বুবুধে সর্ব্বং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বসঙ্কটম্ ।
আজুহাব জগদ্গৌরীং ভগিনীং জ্ঞানরূপিণীম্ ॥

বাসুকিরুবাচ ।

মনসে ত্বং সমাগচ্ছ নাগান্ রক্ষাতিসঙ্কটাৎ ।
জগত্রয়ে মহাভাগে পূজা তব ভবিষ্যতি ॥ ১৬
বাসুকের্বচনং শ্রুত্বা প্রহস্যোবাচ কন্যকা ।
বাক্যং পীযূষতুল্যঞ্চ বিনয়াবনতা স্থিতা ॥ ১৭

মনসোবাচ ।

নাগেন্দ্র শৃণু মদ্বাক্যং যাস্যামি সমরং প্রতি ।
ভদ্রাভদ্রং দেবসাধ্যং করিষ্যামি যথোচিতম্ ॥ ১৮
তং শত্রুং সংহরিষ্যামি লীলয়া সমরস্থলে ।
অহং যং সংহরিষ্যামি তং কো রক্ষিতুমীশ্বরঃ ॥
যদি ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সমায়ান্তি রণস্থলম্ ।
তথাপি তঞ্চ শত্রুঞ্চ প্রজেষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ২০
গুরুর্মে ভগবান্ শেষঃ সিদ্ধমন্ত্রঞ্চ দত্তবান্ ।
নারায়ণস্য জগতামীশস্য পরমাদ্ভুতম্ ।
বিভর্ত্তি কবচং কণ্ঠে পরং ত্রৈলোক্যমঙ্গলম্ ॥ ২১
সংসারং ভস্মসাৎ কৃত্বা পুনঃ স্রষ্টুমহং ক্ষমা ॥২২
শিষ্যাহং মন্ত্রশাস্ত্রেষু শম্ভোর্ভগবতঃ পুরা ।
মহাজ্ঞানঞ্চ দত্তবান্ স মহ্যং কৃপয়া বিভুঃ ॥ ২৩
শম্ভোশ্চ শিষ্যো গরুড়ো গণয়ামি ন তদ্ ধ্রুবম্ ।
ধন্বন্তরিস্তচ্ছিষ্যাণামেকঃ কিং গণয়ামি তম্ ॥ ২৪

নারায়ণ উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা সা জগদ্মৈকা ত্যক্ত্বা নাগগণান্ রুষা ।
প্রণম্য শ্রীহরিং শম্ভুং শেষঞ্চ হৃষ্টমানসা ॥ ২৫
যত্র ধন্বন্তরির্দেবঃ প্রসন্নবদনেক্ষণঃ ।
তত্রাজগাম সা দেবী কোপরক্তেক্ষণা রুষা ॥ ২৬
দৃষ্টিমাত্রেণ সর্পাংশ্চ জীবয়ামাস সুন্দরী ।
বিষদৃষ্ট্যা শত্রুশিষ্যান্ নিশ্চেষ্টাংশ্চ চকার হ ॥২৭
ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান্ মন্ত্রশাস্ত্রবিশারদঃ ।
মন্ত্রেণ যত্নং কৃতবান্ নোত্থাপয়িতুমীশ্বরঃ ॥ ২৮
দৃষ্ট্বা ধন্বন্তরিং দেবী প্রহস্যোবাচ সত্বরম্ ।
কটূক্তিমর্থযুক্তাঞ্চ সাহঙ্কারাং সুরেশ্বরী ॥ ২৯

মনসোবাচ ।

মন্ত্রার্থং মন্ত্রশিল্পং বা মন্ত্রভেদং মহৌষধম্ ।
বদ জানাসি কিং সিদ্ধশিষ্যোঽসি গরুড়স্য চ ॥৩০
অহঞ্চ বৈনতেয়শ্চ শিষ্যৌ শম্ভোশ্চ বিশ্রুতৌ ।
স স্বল্পকালং সুচিরমহং ধন্বন্তরে শৃণু ॥ ৩২
ইত্যুক্ত্বা সরসঃ পদ্মং সমানীয় জগৎপ্রসূঃ ।
মন্ত্রসম্বলিতং কৃত্বা প্রেরয়ামাস কোপতঃ ॥ ৩২
দৃষ্ট্বাগতং পদ্মপুষ্পং জলদগ্নিশিখোপমম্ ।
ধন্বন্তরিশ্চ নিশ্বাসৈর্ভস্মসাৎ তু চকার হ ॥ ৩২
সর্ষাণাং সমূহঞ্চ মনসা কোপবিহ্বলা ।
মন্ত্রসম্বলিতং কৃত্বা প্রেরয়ামাস সত্বরম্ ॥ ৩৪
তঞ্চ ধন্বন্তরির্দৃষ্ট্বা সমন্তরেণুমুষ্টিনা ।

চকার নিষ্ফলং তস্য তং প্রহস্যাবলীলয়া॥ ৩৫
দেবী জগ্রাহ শক্তিঞ্চ গ্রীষ্মসূর্য্যসমপ্রভাম্।
মন্ত্রসম্বলিতাং কৃত্বা প্রেরয়ামাস তং রিপুম্॥ ৩৬
দৃষ্ট্বা জাজ্বল্যমানাঞ্চ শক্তিং ধন্বন্তরিঃ স্বয়ম্।
বিষ্ণুদত্তেন শূলেন সমুচ্চিচ্ছেদ লীলয়া॥ ৩৭
তাঞ্চ শক্তিং বৃথা দৃষ্ট্বা প্রজজ্বালেশ্বরী রুষা।
জগ্রাহ নাগপাশঞ্চ শ্রেষ্ঠমব্যর্থমুল্বণম্॥ ৩৮
নাগলক্ষসমাযুক্তং সিদ্ধমন্ত্রেণ মন্ত্রিতম্।
প্রেরয়ামাস কোপেন কালান্তকসমপ্রভম্॥ ৩৯
ধন্বন্তরির্নাগপাশং দৃষ্ট্বা চ সস্মিতো মুদা।
সস্মার গরুড়ং তূর্ণমাজগাম খগেশ্বরঃ॥ ৪০
সর্পাস্ত্রমাগতং দৃষ্ট্বা গরুড়ো হরিবাহনঃ।
নিধায় চঞ্চুনা শীঘ্রং বুভুজে ক্ষুধিতশ্চিরম্॥ ৪১
নাগাস্ত্রং নিষ্ফলং দৃষ্ট্বা কোপরক্তেক্ষণা ভৃশম্।
জগ্রাহ ভস্মমুষ্টিঞ্চ শিবদত্তাং পুরা প্রিয়ে॥ ৪২
ভস্মমুষ্টিং মন্ত্রপূতাং দৃষ্ট্বা চ প্রেরিতাং তয়া।
পক্ষবাতেন চিক্ষেপ শিষ্যং পশ্চাদ্বিধায় চ॥ ৪৩
নিরস্তাং ভস্মমুষ্টিঞ্চ দৃষ্ট্বা দেবী চুকোপ হ।
জগ্রাহ শূলমব্যর্থং হস্তং ধন্বন্তরিং ততঃ॥ ৪৪
শিবদত্তঞ্চ শূলঞ্চ শতসূর্য্যসমপ্রভম্।
অব্যর্থশূলং লোকেষু প্রলয়াগ্নিসমপ্রভম্॥ ৪৫
অথ ব্রহ্মা ততঃ শম্ভুরাজগাম রণান্তিকম্।
ধন্বন্তরেশ্চ রক্ষার্থং সম্মানার্থং খগস্য চ॥ ৪৬
দৃষ্ট্বা শম্ভুং জগদ্গৌরী বিরিঞ্চিং জগতাং পতিম্।
ভক্ত্যা ননাম তাবেব নিঃশঙ্কা শূলধারিণী॥ ৪৭
ধন্বন্তরিশ্চ গরুড়ঃ প্রণনাম সুরেশ্বরৌ।
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা তৌ চ চক্রতুরাশিষম্॥ ৪৮
উবাচ ব্রহ্মা মধুরং হিতং ধন্বন্তরিং মুদা।
পূজার্থং মনসায়াশ্চ লোকানাং হিতকাম্যয়া॥ ৪৯

ব্রহ্মোবাচ।

ধন্বন্তরে মহাভাগ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ।
রণং তে মনসাসার্দ্ধং ন হি সাম্যঞ্চ মে মতম্॥ ৫০
শিবদত্তেন শূলেন দুর্নিবার্য্যেণ সর্ব্বতঃ।
ত্রৈলোক্যং ভস্মসাৎ কর্ত্তুং ক্ষমেয়ং ত্রিদশেশ্বরী॥
ধ্যানং কৌথুমশাখোক্তং কৃত্বা ভক্ত্যা সমাহিতঃ।
কৃত্বা ষোড়শোপচারং দেব্যাশ্চ কুরু পূজনম্॥ ৫২
আস্তিকেনোক্তেন স্তোত্রেণ স্তবনং কর্ত্তুমর্হসি।
পরিতুষ্টা চ মনসা ধন্বং তুভ্যং প্রদাস্যতি॥ ৫৩
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা চকারানুমতিং শিবঃ।
বৈনতেয়শ্চ সম্প্রীত্যা বোধয়ামাস যত্নতঃ॥ ৫৪
এষাঞ্চ বচনং শ্রুত্বা স্নাত্বা শুচিরলঙ্কৃতঃ।
বিধিং পুরোহিতং কৃত্বা পূজাং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ॥

ধন্বন্তরিরুবাচ।

ইহাগচ্ছ জগদ্গৌরি গৃহাণ মম পূজনম্।
পূজ্যা ত্বং ত্রিষু লোকেষু পরা কশ্যপকন্যকে॥৫৬
ত্বয়া জিতং জগৎ সর্ব্বং দেবি বিষ্ণুস্বরূপয়া।
তেন তেঽস্ত্রপ্রয়োগশ্চ ন কৃতো রণভূমিষু॥ ৫৭
ইত্যুক্ত্বা সংযতো ভূত্বা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ।
গৃহীত্বা শুক্লকুসুমং ধ্যানং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ॥ ৫৮
চারুচম্পকবর্ণাভাং সর্ব্বাঙ্গসুমনোহরাম্।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং শোভিতাং সূক্ষ্মবাসসা॥ ৫৯
করবীভারশোভাঢ্যাং রত্নাভরণভূষিতাম্।
সর্ব্বাভয়প্রদাং দেবীং ভক্তানুগ্রহকাতরাম্॥ ৬০
সর্ব্ববিদ্যাপ্রদাং শান্তাং সর্ব্ববিদ্যাবিশারদাম্।
নাগেন্দ্রবাহিনীং দেবীং ভজে নাগেশ্বরীং পরাম্॥
ধ্যাত্বৈবং কুসুমং দত্ত্বা নানাদ্রব্যসমন্বিতম্।
দত্ত্বা ষোড়শোপচারং পূজয়ামাস তাং প্রিয়ে॥৬২
স্তোত্রং চকার ভক্ত্যা চ পুলকাঞ্চিতবিগ্রহঃ।
পুটাঞ্জলিযুতো ভূত্বা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ॥ ৬৩

ধন্বন্তরিরুবাচ।

নমঃ সিদ্ধিস্বরূপায়ৈ সিদ্ধিদায়ৈ নমো নমঃ।
নমঃ কশ্যপকন্যায়ৈ বরদায়ৈ নমো নমঃ॥ ৬৪
নমঃ শঙ্করকন্যায়ৈ শঙ্করায়ৈ নমো নমঃ।
নমস্তে নাগবাহিন্যৈ নাগেশ্বর্য্যৈ নমো নমঃ॥ ৬৫
নমো নাগভগিন্যৈ চ যোগিন্যৈ চ নমো নমঃ।
নম আস্তীকজন্যৈ চ জনন্যৈ জগতাং পুনঃ॥ ৬৬
নমো জরৎকারুনাম্ন্যৈ জরৎকারুস্ত্রিয়ৈ নমঃ।
নমশ্চিরং তপস্বিন্যৈঃ সুখদায়ৈ নমো নমঃ॥ ৬৭
নমস্তপস্যারূপায়ৈ ফলদায়ৈ নমো নমঃ।
সুশীলায়ৈ চ সাধ্ব্যৈ চ শান্তায়ৈ চ নমো নমঃ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা ভক্ত্যা চ প্রণনাম প্রযত্নতঃ।
তুষ্টা দেবী বরং দত্ত্বা সত্বরং স্বালয়ং যযৌ॥ ৬৯
ব্রহ্ম-রুদ্র-বৈনতেয়াঃ সমাজগ্মুর্নিজালয়ম্।
ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান্ জগাম নিজমন্দিরম্।
যযুর্নাগাঃ প্রহৃষ্টাশ্চ ফণারাজিবিরাজিতাঃ॥ ৭০
ইত্যেবং কথিতঃ সর্ব্বঃ স্তবরাজঃ সমুল্বণঃ॥ ৭১

বিধিনা মাতরং ভক্তিমাস্তিকশ্চ চকার হ ।
তদা তুষ্টা জগদ্গৌরী পুত্রং তং মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ১২
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং ভক্তিযুক্তশ্চ যঃ পঠেৎ ।
বংশজানাং নাগভয়ং নাস্তি তস্য ন সংশয়ঃ ॥ ৭৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে ধন্বন্তরি-দর্পভঙ্গ-মনসাবিজয়ো নামৈক-পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

সর্ব্বেষাঞ্চ দর্পভঙ্গঃ কথিতশ্চ শ্রুতস্ত্বয়া ।
ক্ষুদ্রাণাং মহতাঞ্চৈব কৃত এব ন সংশয়ঃ ॥ ১
অধুনা চ সমুত্তিষ্ঠ গচ্ছ বৃন্দাবনং বনম্ ।
গোপিকা বিরহার্ত্তাশ্চ শীঘ্রং পশ্যামি সুন্দরি ॥ ২

নারায়ণ উবাচ ।

ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা মানিনী রসিকেশ্বরী ।
উবাচ কৃষ্ণং নয় মাং ন শক্তা গন্তুমীশ্বর ॥ ৩
রাধিকাবচনং শ্রুত্বা প্রহস্য মধুসূদনঃ ।
মামারুহেত্যেবমুক্ত্বা সোঽন্তর্দ্ধানং চকার হ ॥ ৪
সা মনোযায়িনী রাধা কৃত্বা চ রোদনং ক্ষণম্ ॥৫
কুর্ব্বতীর্নাথ নাথেতি নিরাহারা রুষান্বিতাঃ ।
তাশ্চ দৃষ্ট্বা চ সা রাধা প্রেমবিচ্ছেদকাতরাঃ ।
কথয়ামাস বৃত্তান্তং মলয়ভ্রমণাদিকম্ ॥ ৬
তাভিঃ সার্দ্ধঞ্চ সা রাধা রুরোদ বিরহাতুরা ।
হা নাথ নাথেত্যুচ্চার্য্য বিলপ্য চ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৭
বিনিন্দ্য কৃষ্ণং কোপেন তর্জ্জয়ামাস চ ক্ষণম্ ।
ক্ষণং শরীরমুৎস্রষ্টুং কোপাৎ সর্ব্বাঃ সমুদ্যতাঃ ॥
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণস্তত্র চন্দনকাননে ।
স্বাত্মানং দর্শয়ামাস রাধিকা গোপিকাগণম্ ॥ ৯
রাধা গোপাঙ্গনাভিশ্চ দৃষ্ট্বা প্রাণেশ্বরং মুদা ।
সস্মিতা চ প্রদুদ্রাব পুলকাঞ্চিতবিগ্রহা ॥ ১০
তূর্ণং কৃষ্ণং সমাশ্রিত্য জহার মুরলীং রুষা ।
মালাঞ্চ পীতবসনং নগ্নং কৃত্বা চ মানিনী ॥ ১১
পুনঃ সঙ্কারয়ামাস বস্ত্রং মালাং মনোহরাম্ ।
বিনোদমুরলীং তুষ্টা বৃন্দাবনবিনোদিনী ॥ ১২
চন্দনাগুরু-কস্তূরী-কুঙ্কুমাক্তং চকার তম্ ।
মুহুর্ম্মুহুর্মুখং বীক্ষ্য চুচুম্ব পরমাদরম্ ॥ ১৩
ক্ষণং তং তর্জ্জয়ামাস ক্ষণং স্তোত্রং চকার হ ।
সকর্পূরঞ্চ তাম্বূলং ক্ষণং তস্মৈ দদৌ মুদা ॥ ১৪
অথ গোপাঙ্গনাঃ সর্ব্বা রুরুদুঃ প্রেমবিহ্বলাঃ ।
সর্ব্বং নিবেদনং চক্রুঃ স্বদুঃখং বিরহজ্বরম্ ॥ ১৫
দেহত্যাগঞ্চ স্নানঞ্চ স্বাহারস্য বিসর্জ্জনম্
বনে বনেঽহর্নিশঞ্চ শশ্বদ্ভ্রমণমেব চ ॥ ১৬
ক্ষণং তং ভর্ৎসয়ামাসুঃ স্তোত্রং চক্রুঃ ক্ষণং মুদা ।
ক্ষণং দদুর্ভূষণঞ্চ ক্ষণং তস্মৈ চ চন্দনম্ ॥ ১৭
কাশ্চিদূচুঃ প্রাণচৌরং পশ্য রম্ভেতি সন্ততম্ ।
এবং পুনর্ন কর্ত্তব্যমনেনেতি চ কাশ্চন ॥ ১৮
কাশ্চিদূচুরিমং মধ্যে কুরুধ্বং চুরুত সত্বরম্ ।
নিবধ্য প্রেমপাশেন হৃদয়ে চেতি কাশ্চন ॥ ১৯
কাশ্চিদূচুরিমং নাস্তি প্রতীতির্বো কদাচন ।
যত্নাচ্চেতনাচৌরঞ্চ পশ্য পশ্যেতি কাশ্চন ॥ ২০
কাশ্চিদূচুর্নিষ্ঠুরোঽয়ং নরঘাতীতি কোপতঃ ।
ন পুনর্ব্বদতেমঞ্চ কাশ্চনেতি চ নারদ ॥ ২১
নির্জ্জনানি চ রম্যাণি যানি যানি বনানি চ ।
বভ্রমুর্গোপিকাস্তানি কৃষ্ণেন সহ কৌতুকাৎ ॥ ২২
এবং তং গোপিকাঃ সর্ব্বা মধ্যে কৃত্বা সদীশ্বরম্ ।
যযুর্বনান্তরে যত্র সুরম্যং রাসমণ্ডলম্ ॥ ২৩
রাসং গত্বা স্বর্ণপীঠে তস্থৌ স রসিকেশ্বরঃ ।
ভাতি তাভির্যথাকাশে চন্দ্রস্তারাগণৈঃ সহ ॥২৪
নানামূর্ত্তিং বিধায়াত্র সহ তাভির্জনার্দ্দনঃ ।
চকার চ পুনঃ ক্রীড়াং কামুকীনাং মনোহরাম্ ॥
স্বয়ং রাধাং করে ধৃত্বা পূর্ব্বোক্তং রতিমন্দিরম্ ।
বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মাণমারুরোহ স্মরাতুরাম্ ॥ ২৬
চন্দনাগুরু-কস্তূরী-কুঙ্কুমাক্তে সুবাসিতে ।
তত্র চম্পকতল্পে স সুষাপ চ তয়া সহ ॥ ২৭
নানাপ্রকারশৃঙ্গারং কামশাস্ত্রবিশারদঃ ।
চকার কামী ক্রীড়াঞ্চ কামিন্যা সহ কৌতুকী ॥২৮
বভূব সুরতিস্তত্র সুচিরঞ্চ অয়োমুনে ।
রতিনিক্ষাতয়ো রম্যা বিরতির্নাস্তি তৎক্ষণম্ ॥২৯
এবং তৌ তস্থতুস্তত্র রাধাকৃষ্ণৌ রসোৎসুকৌ ।
তস্থুস্তা গোপিকাভিশ্চ সুরতৌ কৃষ্ণমূর্ত্তয়ঃ ॥ ৩০

নারদ উবাচ ।

আদৌ রাধাং সমুচ্চার্য্য পশ্চাৎ কৃষ্ণং বিদুর্বুধাঃ ।
নিমিত্তমস্য মাং ভক্তং বদ ভক্তজনাশ্রয় ॥ ৩১

নারায়ণ উবাচ।

নিমিত্তমস্য ত্রিবিধং কথয়ামি নিশাময়।
জগন্মাতা চ প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চ জগৎপিতা।
গরীয়সী ত্রিজগতাং মাতা শতগুণৈঃ পিতুঃ ॥ ৩২
রাধাকৃষ্ণেতি গৌরীশেত্যেবং শব্দঃ শ্রুতৌ শ্রুতঃ।
কৃষ্ণরাধেশগৌরীতি লোকে ন চ কদা শ্রুতঃ ॥৩৩
প্রসীদ রোহিণীচন্দ্র গৃহাণার্ঘ্যমিদং মম।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং সংজ্ঞয়া সহ ভাস্কর ॥ ৩৪
প্রসীদ কমলাকান্ত গৃহাণ মম পূজনম্।
ইতি দৃষ্টং সামবেদে কৌথুমে মুনিসত্তম ॥ ৩৫
রাশব্দোচ্চারণাদেব স্ফীতো ভবতি মাধবঃ।
ধাশব্দোচ্চারতঃ পশ্চাদ্ধাবত্যেব সসম্ভ্রমঃ ॥ ৩৬
আদৌ পুরুষমুচ্চার্য্য পশ্চাৎ প্রকৃতিমুচ্চরেৎ।
স ভবেন্মাতৃঘাতী চ বেদাতিক্রমণে মুনে ॥ ৩৭
ত্রৈলোক্যে ভারতং ধন্যং পুণ্যক্ষেত্রঞ্চ পুণ্যদম্।
ততো বৃন্দাবনং পুণ্যং রাধাপাদাব্জরেণুনা ॥ ৩৮
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্তঞ্চ বেধসা।
রাধিকাচরণাম্ভোজ-পাদরেণূপলব্ধয়ে ॥ ৩৯

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥৫২॥

ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

সমতীতে পূর্ণমাসে কিং চকার জগৎপতিঃ।
রহস্যং কিং বভূবাথ তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ১

নারায়ণ উবাচ।

রাসং নির্ব্বর্ত্ত্য রাসে চ রাসেশ্বর্য্যা সমন্বিতঃ।
স্বয়ং রাসেশ্বরস্তস্মাদ্‌যমুনাপুলিনং যযৌ ॥ ২
তত্র স্নাত্বা জলং পীত্বা নির্ম্মলং নির্ম্মলে জলে।
সার্দ্ধং গোপাঙ্গনাভিশ্চ জলক্রীড়াং চকার সঃ ॥৩
ততো জগাম ভগবান্ ভাণ্ডীরং রাধয়া সহ।
গোপাঙ্গনাশ্চ স্বগৃহান্ প্রযযুর্বিরহাতুরাঃ ॥ ৪
ক্রীড়াং চকার রহসি ভাণ্ডীরে মালতীবনে।
মালতীপুষ্পশয্যায়াং রম্যায়াং রমণোৎসুকঃ ॥ ৫
কৃত্বা ক্রীড়াঞ্চ তত্রৈব বাসন্তীকাননং যযৌ।
রেমে তত্রৈব রাসেশো বসন্তে, সুমনোহরে ॥ ৬
তত্রৈব রমণং কৃত্বা যযৌ চন্দনকাননম্।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গো গৃহীত্বা চন্দনোক্ষিতাম্ ॥ ৭
রম্যে চন্দনতল্পে চ স্নিগ্ধচন্দনপল্লবে।
পূর্ণচন্দ্রে সমুদিতে বিজহার তয়া সহ ॥ ৮
কৃত্বা বিহারং তত্রৈব যযৌ চম্পককাননম্।
রম্যে চম্পকতল্পে চ চকার রতিমীশ্বরঃ ॥ ৯
রতিং নির্ব্বর্ত্ত্য তত্রৈব যযৌ পদ্মবনং বিভুঃ।
পদ্মপত্রসমাকীর্ণে তল্পেঽতিসুমনোহরে ॥ ১০
সার্দ্ধং তত্র পদ্মমুখ্যা শীতেন পদ্মবায়ুনা।
চকার সুখসম্ভোগং যযৌ নিদ্রাং তয়া সহ ॥ ১১
বিহায় নিদ্রাং নিদ্রেশো দদর্শ নিদ্রিতাং প্রিয়াম।
শয়ানাং পদ্মতল্পে চ সুখসম্ভোগমাত্রতঃ ॥ ১২
দৃষ্ট্বা মুখঞ্চ ঘর্ম্মাক্তং শরচ্চন্দ্রবিনিন্দিতম্।
অতিসংলুপ্তসিন্দূরং লুপ্তকজ্জলমুজ্জ্বলম্ ॥ ১৩
সংলুপ্তাধররাগঞ্চ সংলুপ্তগণ্ডপত্রকম্।
বিস্রস্তকবরীভারং নেত্রোৎপলনিমীলিতম্ ॥ ১৪
রত্নকুণ্ডলযুগ্মেনামূল্যেন পরিশোভিতম্।
রাজিতং মৌক্তিকেনৈব গজরাজোদ্ভবেন চ ॥ ১৫
প্রেম্ণা সুসূক্ষ্মবস্ত্রেণ বহ্নিশুদ্ধেন মাধবঃ।
চকার মার্জ্জনং ভক্ত্যা তদ্বক্ত্রং ভক্তবৎসলঃ ॥১৬
কেশসম্মার্জ্জনং কৃত্বা নির্ম্মায় কবরীং হরিঃ।
মাধবীমালতীমালাজালেন পরিশোভিতাম্ ॥ ১৭
রক্তপট্টসূত্রবদ্ধাং বামবক্রাং মনোহরাম্।
অতীববর্ত্তুলাকারাং কুন্দপুষ্পসুশোভিতাম্ ॥ ১৮
দদৌ সিন্দূরতিলকমধশ্চন্দনবিন্দুনা।
কস্তুরী বিন্দুভিঃ সার্দ্ধং পরিতঃ পরিশোভিতম্ ॥১৯
চকার পত্রকং গণ্ড-যুগ্মে চিত্রবিচিত্রিতাম্।
প্রদদৌ কজ্জলং ভক্ত্যা নেত্রোৎপলসমুজ্জ্বলম্ ॥২০
চকারাধররাগঞ্চ রাধায়াশ্চানুরাগতঃ।
কর্ণভূষণযুগ্মঞ্চ চকারাতীবনির্ম্মলম্ ॥ ২১
অমূল্যরত্নহারঞ্চ স্তনভারযুগোজ্জ্বলম্।
দদৌ কণ্ঠে চ বৈকুণ্ঠো মণিরাজবিরাজিতম্ ॥ ২২
বহ্নিশুদ্ধং শুভং দিব্যমমূল্যং বিশ্বরত্নতঃ।
বাসয়ামাস বসনং কস্তুরীকুঙ্কুমাক্তকম্ ॥ ২৩
প্রদদৌ পাদযুগলে রত্নমঞ্জীররঞ্জিতম্।
চকারালক্তকং ভক্ত্যা পাদাঙ্গুলিনিখেষু চ ॥ ২৪
চকার সেবাং সেব্যায়াঃ সেব্যস্ত্রিজগতাং সতাম্।
অহো সেবকসম্ভক্ত্যা শ্বেতেন চামরেণ চ ॥ ২৫

সর্ব্বভাববিদাং শ্রেষ্ঠো বোধজ্ঞঃ কামশাস্ত্রবিৎ ।
কামিনীং বোধয়ামাস বাসয়ামাস বক্ষসি ॥ ২৬
প্রেম্ণা চ প্রদদৌ তস্যৈ সদ্রত্নদর্পণং শুভম্ ।
সুবেশদর্শনার্থায় মুখচন্দ্রস্য মার্জ্জনম্ ॥ ২৭
নানাপুষ্পবিরচিতামম্লানাং চন্দনোক্ষিতাম্ ।
গলে সৌভাগ্যযুক্তায়াঃ সৌভাগ্যেন দদৌ হরিঃ ॥
কস্তূরীকুঙ্কুমাক্তঞ্চ সুগন্ধি চন্দনং ততঃ ।
দদৌ প্রিয়ায়াঃ সর্ব্বাঙ্গে প্রিয়ঃ প্রেমভরেণ চ ॥ ২৯
পারিজাতস্য কুসুমং দত্তং রহসি ব্রহ্মণা
প্রদদৌ তৎকবর্য্যাঞ্চ ললিতায়াঞ্চ নারদ ॥ ৩০
কমলং নির্ম্মলং দিব্যং সহস্রদলমুজ্জ্বলম্ ।
শিবেন দত্তং রহসি দদৌ তদ্দক্ষিণে করে ॥৩১
অতিসারং মণীন্দ্রাণাং মণিরত্নঞ্চ কৌস্তুভম্ ।
দত্তং রহসি ধর্ম্মেণ তস্যৈ সুপ্রীতয়ে দদৌ ॥ ৩২
অশনং রত্নপাত্রস্থং দত্তং চন্দ্রেণ নির্জ্জনে ।
পানার্থং প্রদদৌ তস্যৈ কামোন্মাদকরং পরম্ ॥৩৩
মালতী-মাধবী-কুন্দ-মন্দার-চম্পকাদিকম্ ।
পুষ্পং সদ্রত্নপাত্রস্থং তস্যৈ সুপ্রীতয়ে দদৌ ॥ ৩৪
সুদুর্লভঞ্চ তাম্বূলং কর্পূরাদিসুসংস্কৃতম ।
ভক্ষণং কারয়ামাস সমস্তজ্ঞশ্চ তাং প্রিয়াম্ ॥ ৩৫
সুদুর্লভঞ্চ বিশ্বেষু বাক্‌পতেঃ পরিনির্ম্মিতম্ ।
অনুত্তমমমূল্যঞ্চ বরুণেন রহঃস্থলে ॥ ৩৬
অতিসূক্ষ্মমনৌপম্যং দত্তং ভক্ত্যা বিরাজিতম্ ।
বাসয়ামাস বসনং হৃষ্টো নগ্নাঞ্চ কৌতুকাৎ ॥ ৩৭
দেবরাজেন দত্তঞ্চ গজরাজস্য মৌক্তিকম্ ।
নাসিকাভূষণং চারু তস্যৈ সুপ্রীতয়ে দদৌ ॥ ৩৮
এতস্মিন্নন্তরে তত্র সুশীলাদ্যাশ্চ গোপিকাঃ ।
ষট্‌ত্রিংশৎসহচর্য্যশ্চ রাধায়াঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৩৯
ষট্‌ত্রিংশৎকোটীগোপীভিঃ সার্দ্ধং প্রহৃষ্টমানসাঃ ।
আযযুঃ পাদচিহ্নেন প্রিয়স্য বহতঃ প্রিয়াম্ ॥ ৪০
কাশ্চিচ্চন্দনহস্তাশ্চ কাশ্চিচ্চামরবাহিকাঃ ।
কাশ্চিৎ কুঙ্কুমহস্তাশ্চ কাশ্চিত্তাম্বূলবাহিকাঃ ॥৪১
কাশ্চিৎ কস্তূরীহস্তাশ্চ মালাহস্তাশ্চ কাশ্চন ।
কাশ্চিৎ সিন্দূরহস্তাশ্চ কাশ্চিৎ কঙ্কতিকাকরাঃ ॥
কাশ্চিদলক্তককরা বস্ত্রহস্তাশ্চ কাশ্চন ।
কাশ্চিদ্ভূষণহস্তাশ্চ কাশ্চিদাসববাহিকাঃ ॥ ৪৩
করতালকরাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিন্মৃদঙ্গবাহিকাঃ ।
স্বরযন্ত্রকরাঃ কাশ্চিদ্বীণাহস্তাশ্চ কাশ্চন ॥ ৪৪
ষট্‌ত্রিংশদ্রাগরাগিণ্যো গোপিকারূপধারিকাঃ ।
গোলোকাদাগতা যাশ্চ ভারতং রাধয়া সহ ॥ ৪৫
কাশ্চিজ্জগুশ্চ ননৃতুস্তত্রাগত্য চ কাশ্চন ।
কাচিচ্চকার সেবাঞ্চ রাধায়াঃ শ্বেতচামরৈঃ ॥ ৪৬
কাচিচ্চকার সেব্যাশ্চ পাদসংবাহনং মুদা ।
কাচিদ্দদৌ চ তাম্বূলং ভক্ষণার্থং সুবাসিতম্ ॥ ৪৭
এবং কৌতুকযুক্তশ্চ পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে ।
প্রতস্থৌ গোপিকাসার্দ্ধং রাধাবক্ষস্থলস্থিতঃ ॥ ৪৮
ক্ষণং পপৌ চ মাধ্বীকং প্রিয়য়া সহ মাধবঃ ।
ক্ষণং চখাদ তাম্বূলং ক্ষণং নিদ্রাং যযৌ মুদা ॥৪৯
ক্ষণং চকার শৃঙ্গারং রত্ননির্ম্মিতমন্দিরে ।
ক্ষণং জলবিহারঞ্চ চকার যমুনাজলে ॥ ৫০
ইত্যেবং কথিতং বৎস রাসক্রীড়াং হরেরহো ।
স্বেচ্ছাময়স্যাত্মনশ্চ পরিপূর্ণতমস্য চ ॥ ৫১
নির্গুণস্য স্বতন্ত্রস্য পরস্য প্রকৃতেঃ প্রভোঃ ।
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদীনামীশ্বরস্য পরস্য চ ॥ ৫২
কৃষ্ণজন্মরহস্যঞ্চ বালক্রীড়নমীপ্সিতম্ ।
উক্তং কিশোরচরিতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে ত্রিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

অতঃপরং কিং রহস্যং বভূব মুনিসত্তম ।
কথং জগাম ভগবান্ মথুরাং নন্দমন্দিরাৎ ॥ ১
নন্দো দধার প্রাণাংশ্চ বিচ্ছেদেন হরেঃ কথম্ ।
গোপাঙ্গনা যশোদা বা কৃষ্ণৈকগতমানসা ॥ ২
চক্ষুর্নিমেষবিচ্ছেদাদ্‌যা রাধা ন হি জীবতি ।
কথং দধার সা দেবী প্রাণান্ প্রাণেশ্বরং বিনা ॥৩
যে যে তৎসঙ্গিনো গোপাঃ শয়নাশনভোগতঃ ।
কথং বিসস্মরুস্তে চ তাদৃশং বান্ধবং ব্রজে ॥ ৪
শ্রীকৃষ্ণো মথুরাং গত্বা কিং কিং কর্ম্ম চকার সঃ ।
স্বর্গারোহণপর্য্যন্তং ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥ ৫

নারায়ণ উবাচ ।

কংসঃ শঙ্করযজ্ঞঞ্চ সমারেভে ধনুর্ম্মখম্ ।
জগাম তত্র ভগবাংস্তেন রাজ্ঞা নিমন্ত্রিতঃ ॥৬
রাজা প্রস্থাপয়ামাস তমক্রূরঞ্চ গোকুলম্ ।
অক্রূরঃ প্রেষিতো রাজ্ঞা গত্বা চ নন্দমন্দিরম্ ॥৭

শ্রীকৃষ্ণঞ্চ গৃহীত্বা চ সবলং মথুরাং গতঃ ।
কৃষ্ণশ্চ মথুরাং গত্বা জঘান নৃপতিং মুনে ॥৮
জঘান রজকঞ্চৈব চাণূরং মুষ্টিকং গজম্ ।
চকার পিত্রোরুদ্ধারং বান্ধবানাঞ্চ বন্ধনাৎ ॥ ৯
কুব্জয়া সহ শৃঙ্গারং কৃত্বা চ কৌতুকেন চ ।
তাঞ্চ প্রস্থাপয়ামাস গোলোকং গোপিকাপতিঃ ॥
চকার কৃপয়া কৃষ্ণো মালাকারস্য মোক্ষণম্ ।
কৃপয়া চোদ্ধবদ্বারা বোধয়ামাস গোপিকাঃ ॥ ১১
তদোপনীতো ভগবানবন্তীনগরং যযৌ ।
চকার বিদ্যাগ্রহণং মুনেঃ সান্দীপনের্গুরোঃ ॥ ১২
ততো জিত্বা জরাসন্ধং নিহত্য যবনেশ্বরম্ ।
উগ্রসেনঞ্চ নৃপতিং চকার বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৩
গত্বা সমুদ্রনিকটং নির্ম্মায় দ্বারকাং পুরীম্ ।
জহার রুক্মিণীং দেবীং জিত্বা নৃপতিসঞ্চয়কম্ ॥১৪
কালিন্দীং লক্ষণাং শৈব্যাং সত্যাং জাম্ববতীং সতীম্ ।
মিত্রবিন্দাং নাগ্নজিতীং সমুদ্বাহং চকার সঃ ॥১৫
নিহত্য নরকং ভৌমং রণেন দারুণেন চ ।
পত্নীষোড়শসাহস্রাং বিবাহঞ্চ চকার হ ॥ ১৬
জহার পারিজাতঞ্চ জিত্বা শক্রঞ্চ লীলয়া ।
চিচ্ছেদ বাণহস্তাংশ্চ জিত্বা চ চন্দ্রশেখরম্ ॥ ১৭
পৌত্রস্য মোক্ষণং কৃত্বা পুনরাগম্য দ্বারকাম্ ।
আত্মানং দর্শয়ামাস লোকাংশ্চ প্রতিমন্দিরে ॥১৮
যাগে চ বসুদেবস্য তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গতঃ ।
প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবীঞ্চ দদর্শ তত্র রাধিকাম্ ॥ ১৯
পূর্ণে চ শতবর্ষে চ শ্রীদাম্নঃ শাপমোক্ষণে ।
পুনর্যযৌ তয়া সার্দ্ধং পুণ্যং বৃন্দাবনং বনম্ ॥ ২০
পুনশ্চতুর্দ্দশাব্দন্তু তয়া সার্দ্ধং জগৎপতিঃ ।
চকার বাসং রাসে চ পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ॥২১
পূর্ণমেকাদশাব্দঞ্চ নির্ব্বর্ত্ত্য নন্দমন্দিরে ।
মথুরায়াং দ্বারকায়াং পূর্ণমব্দশতং বিভুঃ ।
চকার ভারহরণং পৃথিব্যাঃ পৃথুবিক্রমঃ ॥ ২২
পঞ্চবিংশতিবর্ষঞ্চ শতবর্ষাধিকং মুনে ।
তিষ্ঠন্ স্বর্গে গোলোকং পৃথিব্যাশ্চ পুরাতনঃ ॥২৩
যশোদায়ৈ চ নন্দায় বৃষভানায় ধীমতে ।
রাধামাত্রে কলাবত্যৈ দদৌ সামীপ্যমোক্ষকম্ ॥২৪
সার্দ্ধংগোপীগণৈর্গোপৈ রাধিকা চ কুতূহলাৎ ।
নিবদ্ধা ধর্ম্মসেতুঞ্চ বেদোক্তঞ্চ যুগে যুগে ॥ ২৫
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং সমাসেন মহামুনে ।
শ্রীকৃষ্ণচরিতং রম্যং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্ ॥ ২৬
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং সর্ব্বং নশ্বরমেব চ ।
ভজ তং পরমানন্দং সানন্দং নন্দনন্দনম্ ॥ ২৭
স্বেচ্ছাময়ং পরংব্রহ্ম পরমাত্মানমীশ্বরম্ ।
পরমক্ষরমব্যক্তং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্ ॥ ২৮
সত্যং নিত্যং স্বতন্ত্রঞ্চ সর্ব্বেশং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
নির্গুণঞ্চ নিরীহঞ্চ নিরাকারং নিরঞ্জনম্ ॥ ২৯

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে চতুঃপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

স এব ভগবান্ কৃষ্ণঃ সর্ব্বাত্মা পুরুষাৎ পরঃ
দুরারাধ্যোঽতিসাধ্যশ্চ সর্ব্বারাধ্যঃ সুখপ্রদঃ ॥ ১
নিজভক্তাতিসাধ্যশ্চ ভক্তস্যারাধ্য এব চ ।
শশ্বদ্দৃশ্যঃ স্বভক্তস্যাভক্তস্যাদৃশ্য এব চ ॥ ২
দুর্জ্ঞেয়ং তস্য চরিতং কার্য্যং হৃদয়মেব চ ।
বদ্ধাস্তন্মায়য়া সর্ব্বে মোহিতাশ্চ দুরন্তয়া ॥ ৩
যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং কূর্ম্মো ধত্তে নিরাশ্রয়ঃ ।
কূর্ম্মোঽনন্তং বিধত্তে চ যদ্ভয়েন নিরন্তরম্ ॥ ৪
বিভর্ত্তি শেষো বিশ্বঞ্চ যদ্ভয়েন চ নারদ ।
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ শিরসৈকদেশতঃ ॥ ৫
সপ্তসাগরসংযুক্তা সপ্তদ্বীপ বসুন্ধরা ।
শৈলকাননসংযুক্তা পাতালাঃ সপ্ত এব চ ।
সপ্ত স্বর্গাশ্চ বিবিধা ব্রহ্মলোকসমন্বিতাঃ ॥ ৬
সপ্ত বিশ্বং ত্রিভুবনং কৃত্রিমং পরিকীর্ত্তিতম্ ।
যদ্ভয়েন বিধাত্রা চ প্রতিসৃষ্টৌ চ নির্ম্মিতম্ ॥৭
এবং বিশ্বান্যসংখ্যানি লোম্নাং কূপের্মহান্ বিরাট্ ।
যদ্ভয়েন বিধত্তে চ যদংশো ধ্যায়তে ত্বিমম্ ॥৮
বিষ্ণুঃ পাতি চ সংসারং যদ্ভয়েন কৃপানিধিঃ ।
কালাগ্নিরুদ্রো যদ্ভীতাৎ কালঃ সংহরতে প্রজাঃ ॥৯
মৃত্যুঞ্জয়ো মহাদেবো যদ্ধ্যানাদ্ধ্যায়তে চ যম্ ।
ষড়্গুণৈরনুরাগৈশ্চ বিরাগী বিরতঃ সদা ॥ ১০
যদ্ভয়েন দহত্যগ্নিঃ সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ ।

যদ্ভয়াদ্বৰ্ততীন্দ্ৰশ্চ মৃত্যুশ্চরতি জন্তুষু॥ ১১
যদ্ভয়েন যমঃ শাস্তা পাপিনাং ধৰ্ম্ম এব চ।
ধত্তে চ ধরণী লোকান্ যদ্ভয়েন চরাচরান্॥ ১২
সূয়তে প্রকৃতিঃ সৃষ্টৌ যদ্ভয়ান্মহদাদিকম্।
দুর্জ্জেয়ং তদভিপ্রায়ং কো বা জানাতি পুত্রক॥১৩
যৎপ্রভাবং ন জানন্তি ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ।
কথং জগাম তচ্চেষ্টামহং বৎস সুমন্দধীঃ॥ ১৪
কথং জগাম মথুরাং ত্যক্ত্বা বৃন্দাবনং বনম্।
কথং তত্যাজ গোপীশ্চ রাধাং প্রাণাধিকাং প্রিয়াম্
যশোদাং বান্ধবাদীংশ্চ নন্দং বা নন্দনন্দনঃ॥ ১৫
দর্পদঃ সোঽপি সৰ্ব্বেষাং সৰ্ব্বেষাং সৰ্ব্বতঃ সদা।
বভঞ্জ রাধাদর্পঞ্চ সুদাম্নঃ শাপকারণম্ (ক)॥ ১৬
চকার দর্পভঙ্গঞ্চ মহাবিষ্ণোঃ পুরা বিভুঃ।
ব্রহ্মণশ্চ তথা বিষ্ণোঃ শেষস্য চ শিবস্য চ॥ ১৭
ধৰ্ম্মস্য চ যমস্যাপি সারস্য চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
গরুড়স্য চ বহ্নেশ্চ গুরোর্দুর্ব্বাসসস্তথা॥ ১৮
দৌবারিকস্য ভক্তস্য জয়স্য বিজয়স্য চ।
সুরাণামসুরাণাঞ্চ ভবতঃ কামশক্রয়োঃ॥ ১৯
লক্ষ্মণস্যার্জ্জুনস্যাপি বাণস্য চ ভৃগোস্তথা।
সুমেরোশ্চ সমুদ্রাণাং বায়োশ্চ বরুণস্য চ॥ ২০
সরস্বত্যাশ্চ দুর্গায়াঃ পদ্মায়াশ্চ ভুবস্তথা।
সাবিত্র্যাশ্চৈব গঙ্গায়া মনসায়াস্তথৈব চ॥ ২১
প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেব্যাশ্চ প্রিয়ায়াঃ প্রাণতোঽপি চ।
প্রাণাধিকায়া রাধায়া অন্যেষামপি কা কথা॥ ২২
হৃত্বা দর্পঞ্চ সৰ্ব্বেষাং প্রসাদঞ্চ চকার সঃ।
কৰ্ত্তা হৰ্ত্তা পালয়িতা স্রষ্টা স্রষ্টুশ্চ সৰ্ব্বতঃ॥ ২৩
যং স্তোতুমীশো নালঞ্চ পঞ্চবক্ত্রেণ শঙ্করঃ।
স্তোতুং নালমনন্তশ্চ সহস্রবদনৈরহো॥ ২৪
স্তোতুং নালং স্বয়ং বিষ্ণুর্বিশ্বব্যাপী জনার্দ্দনঃ।
মহাবিরাড় ন শক্তোঽপি যং স্তোতুং জগদীশ্বরম্॥
কম্পিতা যস্য পুরতঃ প্রকৃতিঃ পরমাত্মনঃ।
সরস্বতী জড়ীভূতা যং স্তোতুং পরমেশ্বরম্।

(ক) কতিপয়পুস্তকেষু সুদাম্নঃ শাপকারণমিত্যনন্তরম্—"অন্যেষাং ভাবনাহেতোর্ব্রহ্মপ্রাপ্তিস্তথা ভবেৎ। এব কিঞ্চিদিতর্কঞ্চ কুরুতে কমলোদ্ভবঃ।" শ্লোকোঽয়মবলোক্যতে কিন্ত্বসঙ্গতত্বাদস্মাভিরনাদৃত এব।

মহিমানং ন জানন্তি বেদা যস্য চ নারদ॥ ২৬
ইত্যেবং কথিতো ব্রহ্মন্ প্রভাবঃ পরমাত্মনঃ।
নির্গুণস্য চ কৃষ্ণস্য কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥২৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবৰ্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে শ্রীকৃষ্ণপ্রভাবকথনং নাম পঞ্চপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ॥৫৫॥

ষট্‌পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কিমপূৰ্ব্বং শ্রুতং ব্রহ্মন্ রহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
অনন্তচরিতং ধন্যমনন্তস্যাচ্যুতস্য চ॥ ১
কথং বিষ্ণুর্মহাবিষ্ণোর্দর্পভঙ্গং চকার সঃ।
অন্যেষাং বা কথমহো তত্ত্ববান্ বক্তুমর্হতি॥ ২
স্বতঃ শ্রীকৃষ্ণচরিতমতীব মধুরং শ্রুতৌ।
অতীব মধুরং রম্যং কাব্যং কবিমুখাৎ ততঃ॥ ৩

নারায়ণ উবাচ।

মহাবিষ্ণোরহঙ্কারো বভূব সহসেতি চ।
সৰ্ব্বং মল্লোমকূপেষু বিশ্বান্যেবাহমীশ্বরঃ॥ ৪
সংহারভৈরবো ভূত্বা তং জগ্রাস স লীলয়া।
স্থিতে মূৰ্দ্ধাবশেষে চ প্রসাদং তং চকার সঃ॥৫
সৰ্ব্বাত্মানং ধ্যায়মানং স্তুতং ভীতং কৃপানিধিঃ।
তচ্ছরীরং সমুৎপন্নং পুনরেব চকার সঃ॥ ৬
ব্রহ্মণঃ সহসা ব্রহ্মন্ অতিদর্পো বভূব সঃ।
অহং ত্রিজগতাং ধাতা কৰ্ত্তাহমীশ্বরঃ স্বয়ম্॥ ৭
মৎপরঃ পূজিতো নাস্তি মৎপরশ্চ জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ইত্যেবং মনসা কৃত্বা বহুদর্পো বভূব সঃ॥ ৮
তং ব্রাহ্মণাং সমূহঞ্চ দর্শয়ামাস তৎক্ষণম্।
গোলোকে স্বসমীপে চ বসন্তং পুরতো বিভোঃ॥
পঞ্চবক্ত্রঞ্চ ষড়্‌বক্ত্রং দশবক্ত্রং ততোঽধিকম্।
শতবক্ত্রঞ্চ প্রত্যেকং ব্রহ্মাণ্ডৌঘঞ্চ লীলয়া॥১০
ত্যক্তুকামং স্বদেহঞ্চ ব্রীড়য়া নতকন্ধরম্।
পুনঃ প্রসাদং কৃপয়া তং চকার কৃপানিধিঃ॥ ১১
কালেন মোহিনীদ্বারা তমপূজ্যং চকার সঃ।
স্বকন্যাং দর্শয়িত্বা তং সকামঞ্চ চকার হ॥ ১২
পুনস্তদ্দর্পভঙ্গঞ্চ শিবদ্বারা চকার সঃ।

তত্যাজ লজ্জয়া দেহং পুনর্দেহং দধার সঃ ॥ ১৩
পুনশ্চকার তং পূজ্যং ব্রহ্মাণং ব্রহ্মণঃ প্রভুঃ ।
জ্ঞানং দদৌ মহাজ্ঞানী জ্ঞানানন্দঃ সনাতনঃ ॥১৪
বিষ্ণোর্বভূব গর্ব্বশ্চ জগৎপাতাহমীশ্বরঃ ।
তমাত্মবিস্মৃ ং কৃষ্ণশ্চকার রামজন্মনি ॥ ১৫
অহং বিশ্বং বিভর্ম্মীতি শেষদর্পো বভূব হ ।
তদ্দর্পং গরুড়দ্বারা চূর্ণীভূতং চকার সঃ ॥ ১৬
একদা পূজিতো নাগৈর্গরুড়ঃ কৃষ্ণবাহনম্ ।
ন পূজিতশ্চ শেষেণ স্বদর্পেণ পুরা মুনে ॥ ১৭
গরুড়েন জিতং ক্রোধাৎ তমনন্তং মনস্বিনম্ ।
চকার মোক্ষণং তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণশ্চ কৃপানিধিঃ ॥ ১৮
স্বয়ং শিবঃ স্বদর্পাচ্চ ন বিবাহং চকার সঃ ।
তং কৃত্বা মায়য়া মোহং কারয়ামাস স্ত্রীযুতম্ ॥১৯
পুনর্জহার তৎপত্নীং দক্ষকন্যাং মহাসতীম্ ।
বর্ষং শুশোচ তদ্দেহং ক্রোড়ে কৃত্বা চ শঙ্করঃ ॥২০
নানা স্থানঞ্চ বভ্রাম রুদন্ শোকান্মুহুর্মুহুঃ ।
জন্মান্তরে পুনঃ প্রাপ্য তাং, সতীং পার্ব্বতীং মুদা ।
বিসস্মার চ স্বজ্ঞানং দক্ষশপ্তঃ পুনঃ শিবঃ ।
পুনশ্চাঙ্গিরসদ্বারা স্মারয়ামাস সত্বরম্ ॥ ২২
একদা সরথঃ শম্ভুঃ প্রেরিতস্ত্রিপুরৈঃ পুরা ।
হত্বা দৈত্যং শিবদ্বারা ত্রিপুরারিং চকার তম্ ॥২৩
সর্ব্বং বরঞ্চ সর্ব্বস্মৈ দাতুং শম্ভুঃ কৃপানিধিঃ ।
স্বয়ং কল্পতরুর্ভূত্বা প্রতিজ্ঞাঞ্চ চকার সঃ ॥ ২৪
বৃকাসুরেঽধিষ্ঠানঞ্চ কৃত্বা বব্রে বরং বিভুঃ ।
দাস্যামি হস্তং যন্মূর্দ্ধ্নি ভস্মসাৎ স ভবিষ্যতি ॥২৫
ইতি লব্ধা বরং রুদ্রাদ্গচ্ছন্তং শঙ্করং বিভুম্ ।
হস্তং দাতুঞ্চ তন্মূর্দ্ধ্নি জগাম সত্বরং পুরা ॥ ২৬
অতীব ভীতঃ শম্ভুশ্চ জগাম শরণং হরিম্ ।
ভগবাংশ্চ শিবার্থে চ দৈত্যং ভস্ম চকার সঃ ॥২৭
শিবং যুদ্ধঞ্চ কুর্ব্বন্তং বাণযুদ্ধে পুরা বিভুঃ ।
লীলয়া জৃম্ভণাস্ত্রেণ জড়ীভূতং চকার সঃ ॥ ২৮
সমাগতং দক্ষযজ্ঞে শম্ভুদূতঞ্চ লীলয়া ।
বারয়ামাস ভগবান্ হস্তং দত্ত্বা চ তৎকালে ॥২৯
কেদারকন্যকাদ্বারা শপ্তো ধর্ম্মোঽতি দৈবতঃ ।
বভূবাতিকৃশো ভীতঃ ক্ষীণো লুপ্তযশাঃ স্বয়ম্ ॥৩০
তদা তস্যাশ্চ শাপান্তে সত্যে পূর্ণো বভূব হ ।
ত্রিপাদ্বভূব ত্রেতায়াং দ্বাপরে চ দ্বিপাদিতি ।
একপাচ্চ কলৌ সোঽপি কলেরন্তে পুনঃ ক্ষয়ঃ ॥
ষোড়শাংশোঽতিক্লিষ্টশ্চ সস্মার চরণং বিভোঃ ।
তদা সত্যযুগারম্ভে পরিপূর্ণোঽভবৎ পুনঃ ।
পুনর্যুগানুরোধেন ক্রমেণ চ পুনঃ ক্ষয়ঃ ॥ ৩২
যমো মাণ্ডব্যশাপেন শূদ্রযোনিমবাপ সঃ ।
তদা পুনঃ শতাব্দান্তে পুনঃ শুদ্ধো বভূব সঃ ॥ ৩৩
শাম্বো বিমাতৃশাপেন গলৎকুষ্ঠী বভূব সঃ ।
তদা সূর্য্যব্রতং কৃত্বা পুনঃ শুদ্ধো বভূব সঃ ॥ ৩৪
চন্দ্রো দর্পী মদেনৈব জহার চ গুরোঃ প্রিয়াম্ ।
বভূব তদ্দর্পভঙ্গো যক্ষ্মগ্রস্তো বভূব সঃ ॥ ৩৫
সূর্য্যো দর্পী তেজসা চ হন্তং শঙ্করকিঙ্করম্ ।
সুমালীত্যভিধং দৈত্যং জগামাস্তগিরিং প্রতি ।
অহর্নিশং দীপ্তিবাং কুর্ব্বন্তং বিষয়ং রবেঃ ॥ ৩৬
সূর্য্যাচ্চ ভীতো দৈত্যশ্চ শঙ্করং শরণং যযৌ ॥ ৩৭
সূর্য্যং দৃষ্ট্বা শঙ্করশ্চ জগ্রাহ শূলমেব চ ।
ভীতো দুদ্রাব সূর্য্যশ্চ দৃষ্ট্বা তং শূলিনং মুনে ॥ ৩৮
জঘান কাশ্যাং শূলেন শূলী কাশীশ্বরো রবিম্ ।
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ সূর্য্যস্তদ্দর্পভঙ্গো বভূব হ ॥ ৩৯
ঘোরান্ধকারঃ সহসা জগ্রাহ পৃথিবীতলম্ ।
আশুতোষো মহাদেবো জীবয়ামাস তৎক্ষণম্ ॥৪০
তুষ্টাব শঙ্করং সূর্য্যো লজ্জিতোঽপি ভয়েন চ ।
কৃত্বা তমাশিষং তুষ্টে যযৌ গেহং কৃপানিধিঃ ॥ ৪১
বিভুর্গরুত্মতো দর্পং বভঞ্জ লীলয়া পুরা ।
নিশ্বাসৈঃ প্রেষিতস্যাপি শিবস্য বৃষভস্য চ ॥ ৪২
আগচ্ছন্তঞ্চ বৈকুণ্ঠং পৃষ্ঠে কৃত্বা শিবং পুরা ।
দ্রষ্টুং সমাগতং ভক্ত্যা দেবং নারায়ণং পরম্ ।
দৃষ্ট্বা প্রীতশ্চ তদ্ভক্ত্যা দেবো নারায়ণঃ পরঃ ॥৪৩
বহ্নির্দর্পী ভৃগোঃ শাপাৎ সর্ব্বভক্ষো বভূব সঃ ।
গুরোঃ স্বভার্য্যাহরণাদ্দর্পচূর্ণো বভূব হ ॥ ৪৪
দুর্ব্বাসসো দর্পচূর্ণো বভূব হম্বরীষতঃ ।
সুদর্শনেন চক্রেণ বিষ্ণোর্দুর্বিষহেণ চ ॥ ৪৫
জয়স্য বিজয়স্যাপি দর্পভঙ্গং চকার সঃ ।
বৈকুণ্ঠাৎ পতিতস্যাপি ব্রহ্মশাপচ্ছলেন চ ॥ ৪৬
নৃসিংহেন হতঃ সোঽপি হিরণ্যকশিপুর্যথা ।
শূকরেণ হিরণ্যাক্ষো লীলয়া চ রসাতলে ॥ ৪৭
রাবণঃ কুম্ভকর্ণশ্চ নিহতো রামবাণতঃ ।
জন্মান্তরে চ লঙ্কায়াং ব্রহ্মণা প্রার্থিতশ্চ হ ॥৪৮
শিশুপালো হি নিহতঃ কৃষ্ণচক্রেণ লীলয়া ।
দন্তবক্রশ্চ সহসা পরিপূর্ণে ত্রিজন্মনি ॥ ৪৯

সুরাণাং দর্পভঙ্গশ্চ দৈত্যদ্বারা চকার সঃ ।
অসুরাণাং সুরদ্বারা বিরোধেন পরস্পরম্ ॥ ৫০
বিধিদ্বারা দর্পভঙ্গং ভবতশ্চ চকার সঃ ।
ভবানাসীন্নারদশ্চ পুরা পুত্রঃ প্রজাপতেঃ ॥ ৫১
গন্ধর্ব্বশ্চ পিতুঃ শাপাচ্ছূদ্রপুত্রস্ততঃ ক্রমাৎ ।
ততঃ পুনর্নারদশ্চ প্রসাদাদধুনা বিভোঃ ॥ ৫২
মম সাধ্যং বিশ্বমিতি কামদর্পো বভূব হ ।
তং প্রমত্তং হরদ্বারা ভস্মসাচ্চ চকার সঃ ॥ ৫৩
পুনঃ কৃত্বা প্রসাদং তং জীবয়ামাস লীলয়া ।
ঐকান্তিকঞ্চ তদ্ভক্তং স চ নাস্ত্রং করোতি চ ॥৫৪
চকার দর্পভঙ্গঞ্চ দর্পিণো লক্ষ্মণস্য চ ।
রণে শঙ্করশূলেন রাবণপ্রেরিতেন চ ॥ ৫৫
পুনস্তং জীবয়ামাস রামস্য স্তবনেন চ ।
স্বয়ং বিস্মৃতবিষ্ণোশ্চ ব্রহ্মশাপেন নারদ ॥ ৫৬
চকার দর্পভঙ্গঞ্চ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনস্য চ ।
জামদগ্ন্যস্য শস্ত্রেণামোঘেন পরশুনা পুরা ॥ ৫৭
বিপ্রপুত্রস্য মরণে হরণে কৃষ্ণযোষিতাম্ ।
কর্ণেন সার্দ্ধং সমরে পার্থদর্পং বভঞ্জ সঃ ॥ ৫৮
বাণস্য চোষাহরণে চিচ্ছেদ চ ভুজান্ বিভুঃ ।
ভৃগোশ্চ দক্ষযজ্ঞে চ দর্পভঙ্গং চকার সঃ ॥ ৫৯
পরশুরামস্য রামস্য বিবাহে পথি গচ্ছতঃ ।
বভঞ্জ দর্পং সমরে রামদ্বারা পুরা বিভুঃ ॥ ৬০
সুমেরোঃ শৃঙ্গভঙ্গঞ্চ বায়ুদ্বারা চকার সঃ ।
সমুদ্রাণাং দর্পভঙ্গং চকারাগস্ত্যভক্ষণাৎ ॥ ৬১
অকালে সৃষ্টিহরণে তৎপুত্রমরণে পুরা ।
কোপযুক্তস্য বায়োশ্চ দর্পভঙ্গং চকার সঃ ॥ ৬২
ঊষাহরণযাত্রায়াং দ্বারকাগমনে হরেঃ ।
বাণস্য চ গবাং হেতোর্বরুণঞ্চ শশাপ সঃ ॥ ৬৩
কলহে গঙ্গয়া সার্দ্ধং বাণ্যা নারায়ণাগ্রতঃ ।
সরস্বতীঞ্চ তত্যাজ তস্যা দর্পং বভঞ্জ সঃ ॥ ৬৪
দর্পযুক্তাঞ্চ গঙ্গাঞ্চ ত্যক্ত্বা শম্ভুর্হিমালয়ে ।
কামঞ্চ ভস্মসাৎ কৃত্বা তপসে চ যযৌ বিভুঃ ॥৬৫
লজ্জামবাপ সা দেবী তস্যা দর্পং বভঞ্জ হ ।
সা যযৌ তপসে বিষ্ণোঃ প্রাপ্তিহেতোঃ শিবস্য চ ॥
ভারতে সুচিরং তপ্ত্বা দেবী বিষ্ণোর্বরেণ চ ।
চকার স্বামিনং শম্ভুং ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৬৭
মহাসৌভাগ্যযুক্তা সা বভূব শঙ্করপ্রিয়া ।
বিশ্বেষু সর্ব্বদেবীষু পূজ্যা বন্দ্যা স্তুতা সুরৈঃ ॥
দর্পযুক্তা মহালক্ষ্মীর্বভূব সা মহামুনে ।
পরাভূতা পুরা দেবী জয়েন বিজয়েন চ ॥ ৬৯
প্রবিশন্তী বিভোর্দ্বারং দত্ত্বা ভক্তায় বাঞ্ছিতম্ ।
নিবারিতা সা দ্বারাচ্চ তেন দৌবারিকেণ বৈ ॥৭০
কৃত্বা তত্র তিরস্কারং সাভিমানা মহাসতী ।
স্মৃত্বা হরেঃ পাদপদ্মং দেহং ত্যক্তুং সমুদ্যতা ॥৭১
তদা ব্রহ্মা মহেশশ্চ বিষ্ণুর্ধর্ম্মশ্চ ভাস্করঃ ।
মহেন্দ্রো বরুণশ্চৈব জগৎপ্রাণো হুতাশনঃ ॥ ৭২
চন্দ্রশ্চ কামদেবশ্চ বৈশ্রবণো ধনেশ্বরঃ ।
ঋষয়ো মুনয়শ্চৈব মনবো বিঘ্ননাশকাঃ ॥ ৭৩
সমাযযু রুদন্তস্তে পদ্মায়াঃ পুরতঃ পুরা ।
তুষ্টুবুশ্চ মহালক্ষ্মীং মূলপ্রকৃতিমীশ্বরীম্ ॥ ৭৪

দেবা ঊচুঃ ।

ক্ষমস্ব ভগবত্যম্ব ক্ষমাশীলে পরাৎপরে ।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপে চ কোপাদিপরিবর্জ্জিতে ॥ ৭৫
উপমে সর্ব্বসাধ্বীনাং দেবীনাং দেবপূজিতে ।
ত্বয়া বিনা জগৎসর্ব্বং মৃততুল্যঞ্চ নিষ্ফলম্ ॥ ৭৬
সর্ব্বসম্পৎস্বরূপা ত্বং সর্ব্বেষাং সর্ব্বরূপিণী ।
রাসেশ্বর্য্যধিদেবী ত্বং ত্বৎকলাঃ সর্ব্বযোষিতঃ ॥৭৭
কৈলাসে পার্ব্বতী ত্বঞ্চ ক্ষীরোদে সিন্ধুকন্যকা ।
স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মীস্ত্বং মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ ভূতলে ॥ ৭৮
বৈকুণ্ঠে চ মহালক্ষ্মীর্দেবদেবী সরস্বতী ।
গঙ্গা চ তুলসী ত্বঞ্চ সাবিত্রী ব্রহ্মলোকতঃ ॥ ৭৯
কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী ত্বং গোলোকে রাধিকা স্বয়ম্ ।
রাসে রাসেশ্বরী ত্বঞ্চ বৃন্দা বৃন্দাবনে বনে ॥ ৮০
কৃষ্ণপ্রিয়া ত্বং ভাণ্ডীরে চন্দ্রা চন্দনকাননে ।
বিরজা চম্পকবনে শতশৃঙ্গে চ সুন্দরী ॥ ৮১
পদ্মাবতী পদ্মবনে মালতী মালতীবনে ।
কুন্দদন্তী কুন্দবনে সুশীলা কেতকীবনে ॥৮২
কদম্বমালা ত্বং দেবী কদম্বকাননেঽপি চ ।
রাজলক্ষ্মী রাজগেহে গৃহলক্ষ্মীর্গৃহে গৃহে ॥ ৮৩
ইত্যুক্ত্বা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ মুনয়ো মনবস্তথা ।
রুরুদুর্নম্রবদনাঃ শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকাঃ ॥ ৮৪
ইতি লক্ষ্মীস্তবং পুণ্যং সর্ব্বদেবৈঃ কৃতং শুভম্ ।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় স বৈশ্বর্য্যং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥৮
অভার্য্যো লভতে ভার্য্যাং বিনীতাং সুদতীং সতী
সুশীলাং সুন্দরীং রম্যামতিসুপ্রিয়বাদিনীম্ ।
পুত্রপৌত্রবতীং শুদ্ধাং কুলজাং কোমলাং বরাম্

অপুত্রো লভতে পুত্রং বৈষ্ণবং চিরজীবিনম্।
পরমৈশ্বর্য্যযুক্তঞ্চ বিদ্যাবন্তং যশস্বিনম্ ॥ ৮৭
ভ্রষ্টরাজ্যো লভেদ্রাজ্যং ভ্রষ্টশ্রীর্লভতে শ্রিয়ম্।
হতবন্ধুর্লভেদ্বন্ধুং ধনভ্রষ্টো ধনং লভেৎ ॥ ৮৮
কীর্ত্তিহীনো লভেৎ কীর্ত্তিং প্রতিষ্ঠাঞ্চ লভেদ্ধ্রুবম্
প্রজ্ঞাবান্ ভূমিবান্ বাপি লক্ষ্মীপুত্রো ভবেদ্ধ্রুবম্
সর্ব্বমঙ্গলদং স্তোত্রং শোকসন্তাপনাশনম্।
হর্ষানন্দকরং শশ্বদ্ধর্ম্ম-মোক্ষ-সুহৃৎপ্রদম্ ॥ ৯০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ডে ষট্পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

দেবানাং স্তবনং শ্রুত্বা ত্যক্ত্বা চ রোদনং সতী।
উবাচ সুপ্রসন্না তান্ তেষাং স্তোত্রেণ নারদ ॥ ১

মহালক্ষ্মীরুবাচ।

ত্যজামি দেহং ন ক্রোধাদ্বৈরাগ্যেণ তু সাম্প্রতম্।
ইদং হৃদি সমালোচ্য দেবাস্তৎ শ্রূয়তামিতি ॥ ২
যস্মিন্ সদীশে মহতি সর্ব্বসাম্যে চ নির্গুণে।
সর্ব্বাত্মনি সদানন্দে সমতা তৃণশৈলয়োঃ ॥ ৩
ভ্রূভঙ্গলীলয়া লক্ষ্মীলক্ষং স্রষ্টুমলঞ্চ যঃ।
ভৃত্যে স্ত্রিয়াং যৎসমতা কিং কার্য্যং তস্য সেবয়া ॥
তৎপত্নীনাং প্রধানাহং নিরস্তা দ্বারিনাধুনা।
তদ্ভৃত্যভৃত্যভৃত্যেন ভক্তিপূর্ণেন নেপ্সিতা ॥ ৫
ত্যক্ষ্যামি জীবনমহমসৌভাগ্যা চ স্বামিনি।
বহ্নৌ চ কামনাং কৃত্বা যথা ভদ্রং ভবেৎ পরে ॥৬
যা স্ত্রী ভর্তুরসৌভাগ্যা সদাভাগ্যা চ সর্ব্বতঃ।
শয়নে ভোজনে তস্যা ন সুখং জীবনং বৃথা ॥ ৭
যস্যা নাস্তি প্রিয়প্রেম তস্যা জন্ম নিরর্থকম্
তৎ কিং পুত্রে ধনে রূপে সম্পত্তৌ যৌবনেঽথবা
যদ্ভক্তির্নাস্তি কান্তে চ সর্ব্বপ্রিয়তমে পরে।
সাশুচির্ধর্ম্মহীনা চ সর্ব্বকর্ম্মবিবর্জ্জিতা ॥ ৯
পতির্বন্ধুর্গতির্ভর্ত্তা দৈবতং গুরুরেব চ।
সর্ব্বস্মাচ্চ পরঃ স্বামী ন গুরুঃ স্বামিনঃ পরঃ ॥১০
পিতা মাতা সুতো ভ্রাতা ক্লিষ্টো দাতুমিদং ধনম্।
সর্ব্বস্বদাতা স্বামী চ মূঢ়ানাং যোষিতাং সুরাঃ ॥১১
কাচিদেব হি জানাতি মহাসাধ্বী চ স্বামিনম্।
অতিসদ্বংশজাতা চ সুশীলা কুলপালিকা ॥ ১২
অসত্যংশপ্রসূতা যা দুঃশীলা ধর্ম্মবর্জ্জিতা।
মুখদুষ্টা যোনিদুষ্টাঃ পতিং নিন্দন্তি কোপতঃ ॥
যা স্ত্রী দ্বেষ্টি সর্ব্বপরং পতিং বিষ্ণুময়ং গুরুম্।
কুম্ভীপাকেন পচ্যেত যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ১৪
ব্রতঞ্চানশনং দানং সত্যং পুণ্যং তপশ্চিরম্।
পতিভক্তিবিহীনায়া ভস্মীভূতং নিরর্থকম্ ॥ ১৫
অতঃ কিঞ্চিন্ন বক্ষ্যামি নিষ্ঠুরং পতিমীশ্বরম্।
ভৃত্যাপরাধাদ্দেবেন প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি নিশ্চিতম্ ॥
পতিদোষে মহাসাধ্বী পতিং ন নিষ্ঠুরং বদেৎ।
যদি সোঢ়ুমশক্তা চ প্রাণাংস্ত্যজতি ধর্ম্মতঃ ॥ ১৭
পতিসেবা ব্রতং স্ত্রীণাং পতিসেবা পরং তপঃ।
পতিসেবা পরো ধর্ম্মঃ পতিসেবা সুরার্চ্চনম্ ॥ ১৮
পতিসেবাপরং সত্যং দানং তীর্থানুতীর্থকম্।
সর্ব্বদেবময়ঃ স্বামী সর্ব্ববেদময়ঃ শুচিঃ।
সর্ব্বপুণ্যস্বরূপশ্চ পতিরূপী জনার্দ্দনঃ ॥ ১৯
যা সতী ভর্তুরুচ্ছিষ্টং ভুঙ্‌ক্তে পাদোদকং সদা।
তস্যা দর্শমুপস্পর্শং নিত্যং বাঞ্ছন্তি দেবতাঃ ॥ ২০
ততঃ সর্ব্বাণি তীর্থানি পুনন্তি পাপিনো হ্যবাৎ ॥
ইত্যুক্ত্বা চ মহাসাধ্বী রুরোদ চ মুহুর্ম্মুহুঃ।
উবাচ ব্রহ্মা ভীতশ্চ ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ॥ ২২

ব্রহ্মোবাচ।

ভবিষ্যতি ন ভদ্রঞ্চ জয়স্য বিজয়স্য চ।
ত্বয়া ন শপ্তৌ তৌ মূঢ়ৌ প্রিয়াপরাধভীতয়া ॥ ২৩
সাপরাধঞ্চ ধর্ম্মিষ্ঠঃ ক্ষময়া ন শপেদ্যদি।
সর্ব্বনাশো ভবেৎ তস্য নিশ্চিতং মা চিরং সতি ॥
যদি শপ্তুং ন শক্তশ্চ ন দণ্ডং কর্ত্তুমীশ্বরঃ।
সাপরাধে চ পুরুষে ধর্ম্মো দণ্ডং করোতি চ ॥ ২৫
সর্ব্বং ক্ষমস্ব হে মাতর্গচ্ছ গচ্ছ প্রিয়ান্তিকম্।
মাং তব স্বামিভক্তঞ্চ নিযোজ্য সৃষ্টিকর্ম্মণি ॥ ২৬

নারায়ণ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তাং পুরস্কৃত্য সার্দ্ধং দেবৈর্মুনীন্দ্রকৈঃ।
শীঘ্রং জগাম বৈকুণ্ঠং বৈকুণ্ঠে স্তোতুমীশ্বরম্ ॥
তত্র গত্বা জগন্নাথং তুষ্টাব কমলাসনঃ।
চতুর্ব্বক্ত্রৈশ্চর্ব্বক্ত্রশ্চতুর্ব্বেদবিদাং গুরুঃ ॥ ২৮
ব্রহ্মণঃ স্তবনং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা লক্ষ্মীং পুরঃসরাম্।
রুদতীং নম্রবদনামুবাচ কমলাপতিঃ ॥ ২৯

ভগবানুবাচ।
সর্ব্বং জানামি সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বপালকঃ।
সর্ব্বশাস্তা চ সর্ব্বাদি কারণং কমলোদ্ভব ॥ ৩০
ভক্তে কলত্রে বন্ধৌ চ সর্ব্বত্র সমতা মম।
বিশেষতোঽপি মদ্ভক্তঃ কলত্রাৎ প্রিয় এব চ ॥
মদ্ভক্তৌ তব পুত্রৌ চ দ্বারপালৌ দুরন্তরৌ।
ক্ষম মামপরাধঞ্চ তয়োশ্চ ভক্তিপূর্ণয়োঃ ॥ ৩২
মদ্ভক্তিপূর্ণো বলবানন্যেভ্যো ন বিভেতি চ।
রক্ষিতো মম চক্রেণ ভক্তিমাধ্বীকদুর্ম্মদঃ ॥ ৩৩
ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথো লক্ষ্মীং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
সমানীয় দ্বারপালৌ তাবুবাচেদমেব চ ॥ ৩৪
মা ভৈর্বৎস সুখং তিষ্ঠ ভয়ং কিং তে ময়ি স্থিতে।
মদ্ভক্তানাঞ্চ কঃ শাস্তা গচ্ছ বৎসাত্মনঃ পদম্ ॥৩৫
ইত্যুক্ত্বা ভগবাংস্তত্র বিররাম মহামুনে।
যযুর্দেবাশ্চ স্বস্থানং প্রণম্য জগদীশ্বরম্ ॥ ৩৬
নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা দ্বারপাল উবাচ তম্।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গো ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ॥ ৩৭
জয় উবাচ।
নাহং বিভেমি দেবাংশ্চ লক্ষ্মীং মুনিগণাংস্তথা।
ত্বদীয়চরণাম্ভোজ-ধ্যানৈকতানমানসঃ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে লক্ষ্মী-বৈরাগ্যমোচনং নাম সপ্তপঞ্চাশো-ঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ।
বভূব দর্পঃ পৃথ্ব্যাশ্চ সর্ব্বাধারাহমেব চ।
পৃথুদ্বারা চ তদ্দর্পং জঘান চৈব তং প্রভুঃ ॥ ১
বভূব দর্পশ্চাদিত্যা দেবমাতাহমেব চ।
কালে চকার তস্যাশ্চ স্বপুত্রাণামদর্শনম্ ॥ ২
বভূব দর্পো গঙ্গায়া অহং নির্ব্বাণদেতি চ।
জহ্নুদ্বারা চ তদ্দর্পং জহার জগতীপতিঃ।
জহার মনসাদর্পং দুর্গাদ্বারা পুরা মুনে ॥ ৩
নিরজোপগতং কৃষ্ণং ভর্ৎসয়ামাস কোপতঃ।
প্রবিশন্তং রাসগৃহং গোপীভির্বিনিবারিতম্ ॥ ৪
দৌবারিকাভিভূতঞ্চ তাড়ায়াঞ্চ দর্পতঃ।
নিজভক্তেন শ্রীদাম্না রাধা শপ্তা বভূব হ ॥ ৫
দেবেন সহসা ধ্বস্তা গোলোকাদাগতা ধরাম্।
বৃষভানস্ত্রিয়াং জাতা কলাবত্যাঞ্চ নারদ ॥ ৬
কৃষ্ণস্তদনুরোধেন কংসভীতিচ্ছলেন চ।
সমাগতো নন্দগেহং তেনায়ং নন্দনন্দনঃ ॥ ৭
শ্রীদাম্নঃ শাপবিচ্ছেদ-পালনার্থং জগৎপতিঃ।
পুনর্জগাম মথুরামিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ৮
অস্যাপরমভিপ্রায়ং কো বা জানাতি নারদ।
কথং জাতঃ সমায়াতো মথুরায়াশ্চ গোকুলম্ ॥ ৯
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বমপরং শ্রূয়তামিতি।
যথা জগাম মথুরাং নন্দাৎ স নন্দনন্দনঃ ॥ ১০
শোকং নন্দো যশোদা চ যথা সম্প্রাপ দৈবতঃ।
যথা গোপাশ্চ গোপ্যশ্চ গাবো বৃন্দাবনে বনে ॥ ১১
বৃন্দা যা বিরহে দুঃখং প্রাপ বৃন্দাবনে বনে।
বনে বনে বা বভ্রাম্যন্তে বন্দ্যা জানন্তি কিঞ্চন ॥ ১২
বনং বন্ধং বন্ধপদমপি ত্যক্ত্বা বনে বনে।
শ্মশানে বাঽশ্মশানে বা বভ্রাম ভামিনী মুনে ॥ ১৩
ভামং ত্যক্ত্বা চ ভামেন চেতনাচেতনা ক্ষণম্।
ক্ষণেন বর্জ্জিতা সা চ প্রার্থয়ন্তী পতিং ক্ষণম্ ॥ ১৪
ক্ষণং ক্ষণং সা শ্বসিতি চেতনং কুর্ব্বতী ক্ষণম্।
ক্ষণং বিষণ্ণা তল্পে চ ক্ষণমুত্থায় রোদিতি ॥ ১৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে অষ্টপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৮

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং সর্ব্বেষাং দর্পভঞ্জনম্।
ইন্দ্রস্য দর্পভঙ্গঞ্চ বিস্তারেণ নিশাময় ॥ ১
ইন্দ্রো দর্পাৎ সভায়াঞ্চ রত্নসিংহাসনে বসন্।
নোত্তস্থৌ সদ্গুরুং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মিষ্ঠঞ্চ বৃহস্পতিম্ ॥ ২
গুরুর্জগামাতিরুষ্টঃ স্বাপমানেন মৎসরঃ।
তথাপি কৃপয়া ধর্ম্মী স্নেহাচ্চ ন শশাপ তম্ ॥ ৩
বিনা শাপেন তদ্দর্পশ্চূর্ণীভূতো বভূব হ।
ধর্ম্মী চেন্ন শপেদ্ধর্ম্মাৎ প্রেম্ণা বা জাতকিল্বিষম্
তথাপি তস্য ফলতি ধর্ম্মস্তং হন্তি নারদ ॥ ৪

যো যং হিংস্রং সাপরাধং শপেৎ কোপেন ধার্ম্মিক
বিনাশঃ সাপরাধস্য ধর্ম্মো নষ্টশ্চ ধর্ম্মিণঃ ॥ ৫
তেনাধর্ম্মেণ শক্রস্য ব্রহ্মহত্যা বভূব হ ।
ভীতস্ত্যক্ত্বা স্বরাজ্যঞ্চ প্রযযৌ স সরোবরম্ ॥ ৬
সরসঃ পদ্মসূত্রে চ নিবাসঞ্চ চকার সঃ ।
গন্তুং ন শক্তা হত্যা চ পুণ্যং বিষ্ণুসরোবরম্ ॥ ৭
শ্রেষ্ঠং ভারতবর্ষে চ তপঃস্থানং তপস্বিনাম্ ।
তদেবং পুষ্করং তীর্থং প্রবদন্তি পুরাবিদঃ ॥ ৮
রাজ্যভ্রষ্টং হরিং দৃষ্ট্বা হরিভক্তো নরাধিপঃ ।
বলাজ্জহার তং রাজ্যং নহুষো নাম ধার্ম্মিকঃ ॥ ৯
দৃষ্ট্বা শচীং বরারোহামনপত্যাঞ্চ সুন্দরীম্ ।
স্বর্গগঙ্গাঞ্চ গচ্ছন্তীং হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ১০
নবযৌবনসম্পন্নাং রত্নালঙ্কারভূষিতাম্ ।
সুকোমলাং তাং সুদতীং রুদতীঞ্চ মহাসতীম্ ॥১১
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ রাজেন্দ্রঃ কামেন যৌবনোদ্গতঃ ।
উবাচ তৎপুরঃ স্থিত্বা সুবিনীতশ্চ দাসবৎ ॥ ১৩

নহুষ উবাচ ।

ধাতুর্গতিবিচিত্রাহো ন বোধ্যা চ সতামপি ।
ঈদৃশী স্ত্রী ভগাঙ্গস্য লুব্ধস্য পরযোষিতি ॥ ১৩
ঈদৃশী সুন্দরী যস্য পরভার্য্যাসু তন্মনঃ ।
অস্যা অগ্রে চ কা রম্ভা কোর্ব্বশী কা তিলোত্তমা ॥
কা বা মেনা ঘৃতাচী বা রত্নমালা কলাবতী ।
কালিকা সুন্দরী ভদ্রাবতী চম্পবতী চ কা ।
এতাশ্চাপ্সরসশ্চাস্যাঃ কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥১৫
ইমাং বিহায় মূঢ়োঽন্যাং কথং গচ্ছতি মন্দধীঃ ।
অস্মাকং যোষিতোঽস্যাশ্চ চেটীতুল্যাথবা ন বা ॥
মাং ভজস্ব বরারোহে সুপ্রীতা তব কিঙ্করম্ ।
যথা রাধা চ গোলোকে কৃষ্ণবক্ষসি রাজতে ॥ ১৭
বৈকুণ্ঠোরসি বৈকুণ্ঠে যথা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ।
ব্রহ্মলোকে চ ব্রহ্মাণী যথৈব ব্রহ্মবক্ষসি ॥ ১৮
যথা কৈলাসশিখরে শঙ্করোরসি শঙ্করী ॥ ১৯
সিন্ধুকন্যা মর্ত্ত্যলক্ষ্মীঃ শ্বেতদ্বীপে মনোহরে ।
ক্ষীরোদতীরনিলয়ে সৌভাগ্যা বিষ্ণুবক্ষসি ॥ ২০
যথা মূর্ত্তির্মহাসাধ্বী ধর্ম্মবক্ষঃস্থলস্থিতা ।
পাতাললক্ষ্মীর্বাসন্তী যথৈবানন্তবক্ষসি ॥ ২১
যথা পুষ্টির্গণেশে চ দেবসেনা চ কার্ত্তিকে ।
বরুণে বরুণানীব যথা স্বাহা হুতাশনে ॥ ২২
যথা রতিঃ কামদেবে যথা সংজ্ঞা দিনেশ্বরে ।
বায়োঃ পত্নী যথা বায়ৌ যথা চন্দ্রে চ রোহিণী ॥২৩
যথা দিতির্দেবমাতা তব শ্বশ্রূশ্চ কশ্যপে ।
যথা হিমালয়ে মেনা পিতৃকন্যা চ মানসী ॥ ২৪
লোপামুদ্রা যথাগস্ত্যে যথা তারা বৃহস্পতৌ ।
কর্দ্দমে দেবহূতী চ বশিষ্ঠেঽরুন্ধতী যথা ॥ ২৫
মনৌ চ শতরূপা চ দময়ন্তী নলে যথা ।
তথা ত্বং ভব সৌভাগ্যান্মম বক্ষসি সুন্দরি ॥ ২৬
লীলয়া চ সহস্রেন্দ্রং ছেত্তুং শক্তোঽহমীশ্বরঃ ।
নারী বাঞ্ছতি জারঞ্চ স্বামিনো বলবত্তরম্ ॥ ২৭
সুমেরুগিরিকূটে চ দুর্গমেঽতিরহঃস্থলে ।
অথবা মলয়ে রম্যে রম্যে চন্দনবায়ুনা ॥ ২৮
বিষ্যন্দকে সুরসনে কিং বা নন্দনকাননে ।
নিকটে শতশৃঙ্গস্য পুষ্পভদ্রানদীতটে ॥ ২৯
গোদাবরীতীরনীর-সমীপে শীতবায়ুনা ।
চম্পাবতীনদীতীরে রম্যে চম্পককাননে ॥ ৩০
শ্মশানেঽতিশ্মশানেঽতিরম্যেঽতিনির্জ্জনে বনে ।
শৈলে শৈলেঽতিরহসি কন্দরে কন্দরে বরে ॥ ৩১
দ্বীপে দ্বীপেঽতিদুর্গে চ নদ্যাং নদ্যাং নদে নদে ।
সমুদ্রপুলিনে রম্যে সর্ব্বজন্তুবিবর্জ্জিতে ।
বিদগ্ধায়া বিদগ্ধেন সঙ্গমো বির্জ্জনে সুখম্ ॥ ৩২
পুষ্পচন্দনশয্যায়াং পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতম্ ।
মাং গৃহীত্বা কুরু রতিং পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতা ॥ ৩৩
ব্রহ্মণশ্চ বরে দেবি জরা-মৃত্যুবিবর্জ্জিতম্ ।
মাং কুরু স্বপতিং ভদ্রে নিত্যং সুস্থিরযৌবনম্ ॥
সুরেশং সুন্দরং বীরং কামশাস্ত্রবিশারদম্ ।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যং চন্দ্রবংশসমুদ্ভবম্ ॥ ৩৫
স্বাগতামুর্ব্বশীমদ্য ত্যক্তবন্তঞ্চ যাচিতাম্ ।
ন মে স্পৃহা পরস্ত্রীষু ত্বাং দৃষ্ট্বা লোলুপং মনঃ ॥৩৬
ত্যক্তা ময়া স্বভার্য্যাশ্চ রত্নভূষণভূষিতাঃ ।
অথবা রক্ষ তাঃ সর্ব্বা দাসীঃ কৃত্বা বরাননে ॥ ৩৭
রত্নেন্দ্রসারমালাং তে দাস্যামি বরুণস্য চ ।
নির্জ্জিত্য বরুণং যুদ্ধে ব্রহ্মাস্ত্রেণাতিতেজসা ॥ ৩৮
বহ্নিশুদ্ধং বস্ত্রযুগ্মং জিত্বা বহ্নিং সুদুর্ব্বলম্ ।
দাস্যাম্যদ্যৈব তে দেবি নিয়োজ্যং মাং নিয়োজয় ॥
মণীন্দ্রসারনির্ম্মাণমকরাকারকুণ্ডলে ।
দাস্যাম্যদ্যাদিতের্দেব্যা দেবমাতুশ্চ সুন্দরি ॥ ৪০
করভূষণযুগ্মঞ্চ অমূল্যরত্ননির্ম্মিতম্ ।
দাস্যাম্যদ্যৈব রোহিণ্যাশ্চন্দ্রং জিত্বাতিদুর্ব্বলম্ ॥৪১

যক্ষ্মগ্রস্তমতিকৃশং মমৈব পূর্ব্বপুরুষম্ ।
বিনা যুদ্ধেন ভীতো মাং কৃপয়া বা প্রদাস্যতি ॥ ৪২
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ-কণন্মঞ্জীরযুগ্মকম্ ।
দাস্যামি তেঽদ্য পার্ব্বত্যা ভিক্ষাং কৃত্বা মহেশ্বরম্
আশুতোষং স্তুতিবশং ভক্তেশঞ্চ কৃপাময়ম্ ।
সর্ব্বসম্পত্তিদাতারং পরং কল্পতরুং শুভে ॥ ৪৪
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ-কেয়ূরযুগলং প্রিয়ে ।
দাস্যামি তেঽদ্য গঙ্গায়া যুদ্ধং কৃত্বা সুদুর্লভম্ ॥ ৪৫
বহ্নীযুগলং চারু সূর্য্যপত্ন্যা মনোহরম্ ।
সদ্রত্নসারনির্ম্মাণং দাস্যাম্যদ্য সুশোভনে ॥ ৪৬
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং দর্পণকান্তিনির্ম্মলম্ ।
দাস্যামি মে কামপত্ন্যাঃ কামং জিত্বা চ লীলয়া ॥
ক্রীড়াকমলমন্দারং কমলায়াশ্চ সুন্দরি ।
ভিক্ষাং কৃত্বা চ দাস্যামি কৃত্বা চ কমলাপতেঃ ॥ ৪৮
অঙ্গুরীয়কৰত্নানি বিশ্বেষু দুর্লভানি চ ।
সাবিত্র্যাশ্চ প্রদাস্যামি কৃত্বা চ ব্রহ্মণস্তপঃ ॥ ৪৯
স্বয়ং গীতং প্রগায়ন্তীং মূর্চ্ছনাশ্রুতিসংযুতাম্ ।
বাণীবীণাং প্রদাস্যামি কৃত্বা নারায়ণব্রতম্ ॥ ৫০
রত্নপাষকসজ্ঘঞ্চ বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতম্ ।
কুবেরপত্ন্যা দাস্যামি পাদাঙ্গুলিবিভূষণম্ ॥ ৫১
ইত্যেবমুক্ত্বা নহুষঃ পপাত তৎপদাম্বুজে ।
উবাচ তং শচী ত্রস্তা রাজমার্গার্গলং নৃপম্ ॥৫২
উত্থাপ্য তং করে ধৃত্বা শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকা ।
স্মারং স্মারং পদাম্ভোজং মহাসাধ্বী হরের্গুরোঃ ॥

শচ্যুবাচ ।

শৃণু বৎস মহারাজ হে তাত ভয়ভঞ্জন ।
ভয়ত্রাতা চ রাজা চ সর্ব্বেষাং পালকঃ পিতা ॥ ৫৪
ভ্রষ্টশ্রীশ্চ মহেন্দ্রোঽদ্য ত্বঞ্চ স্বর্গে নৃপোঽধুনা ।
যো রাজা স পিতা পাতা প্রজানামেব নিশ্চিতম্ ॥
গুরুপত্নী রাজপত্নী দেবপত্নী তথা বধূঃ ।
পিত্রোঃ স্বসা শিষ্যপত্নী ভৃত্যপত্নী চ মাতুলী ॥৫
পিতৃপত্নী ভ্রাতৃপত্নী শ্বশ্রূশ্চ ভগিনী সুতা ।
গর্ভধাত্রীষ্টদেবী চ পুংসাং ষোড়শ মাতরঃ ॥ ৫৭
ত্বং নরো দেবভার্য্যাহং মাতা তে বেদসম্মতা ।
গচ্ছ বৎসাদিতিং রন্তুং যদি বেচ্ছসি মাতরম্ ॥ ৫৮
সর্ব্বেষাং নিষ্কৃতিশ্চাস্তি ন বৎস মাতৃগামিণাম্ ।
কুম্ভীপাকে তে পচন্তি যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ ॥ ৫৯
ততো ভবন্তি কৃময়ো বেশ্যাযোনিষু কল্পকান্ ।
ততো বিট্কৃময়স্তেঽপি ভবন্তি কল্পসপ্তসু ॥ ৬০
ভবন্তি তে ততঃ কল্পং ব্রণানাং কৃময়ঃ সুত ।
ততশ্চ মূর্দ্ধ্নি কৃময়ঃ কল্পসপ্ত ভবন্তি তে ॥ ৬১
ততস্তস্মে চ কৃময়ো ভবন্তি কল্পমেব চ ।
ততশ্চ কুষ্ঠিনশ্ছাগা ভবন্তি সপ্তজন্মসু ॥ ৬২
ততো বিড়্ভোজিনঃ কাকা ভবন্তি সপ্তজন্মসু ।
ততঃ শ্বানো জন্মসপ্ত সপ্তজন্মসু শূকরাঃ ॥ ৬৩
ততঃ ক্লীবপুমাংসশ্চ প্রতি জন্মসু জন্মসু ।
নাস্ত্যেব নিষ্কৃতিস্তেষামিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ৬৪
এবং বিট্-ক্ষত্র-শূদ্রাণাং ব্রাহ্মণীগমনে নৃপ ।
বেদে চ নিষ্কৃতির্নাস্তি চেত্যাঙ্গিরসভাষিতম্ ॥ ৬৫
স্বর্গসম্পত্তিভোগশ্চ সুখং সংসারিণাং ধ্রুবম্ ।
মুমুক্ষূণাঞ্চ মোক্ষশ্চ তপশ্চৈব তপস্বিনাম্ ॥ ৬৬
ব্রাহ্মণানাঞ্চ ব্রাহ্মণ্যং মুনীনাং মৌনমেব চ ।
বিদ্যাভ্যাসো বৈদিকানাং কবীনাং কাব্যবর্ণনম্ ॥
বিষ্ণুদাস্যং বৈষ্ণবানাং বিষ্ণুভক্তিরসং পরম্ ।
বিষ্ণুভক্তিং বিনা নৈব মুক্তিং বাঞ্ছন্তি বৈষ্ণবাঃ ॥
নানামূত্রমলাদ্যেষু দুর্গন্ধিনিলয়েষু চ ।
সাধুনাং কিং সুখং সাধো স্ত্রীণাং যোনিষু মাং বদ
কুলপ্রদীপ রাজেন্দ্র রাজ্ঞামতুলবর্ত্তিনাম্ ।
লব্ধঞ্চ ভারতে জন্ম পুণ্যেন বহুজন্মনাম্ ॥ ৭০
পদ্মানাং চন্দ্রবংশানাং নৃপাণাং দীপ্তিহেতবে ।
ত্বমাবিরাসীস্তেজস্বী গ্রীষ্মমধ্যাহ্নভাস্করঃ ॥ ৭১
সর্ব্বেষামাশ্রমাণাঞ্চ স্বধর্ম্মশ্চ যশঃ পরম্ ।
স্বধর্ম্মহীনা নরকে পতন্তি মূঢ়চেতসঃ ॥ ৭২
ব্রাহ্মণানাং স্বধর্ম্মশ্চ ত্রিসন্ধ্যমর্চ্চনং হরেঃ ।
তৎপাদোদকনৈবেদ্য-ভক্ষণঞ্চ সুধাধিকম্ ॥ ৭৩
অন্নং বিষ্ঠা জলং মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্ ।
ভবন্তি শূকরাঃ সর্ব্বে ব্রাহ্মণা যদি ভুঞ্জতে ॥ ৭৪
আজীবং ভুঞ্জতে বিপ্রা একাদশ্যাং ন ভুঞ্জতে ।
কৃষ্ণজন্মদিনে চৈব শিবরাত্রৌ সুনিশ্চিতম্ ॥ ৭৫
তথা রামনবম্যাঞ্চ যত্নতঃ পুণ্যবাসরে ।
ব্রাহ্মণানাং স্বধর্ম্মশ্চ কথিতো ব্রহ্মণা নৃপ ॥ ৭৬
ব্রতং পতিব্রতানাঞ্চ পতিসেবা পরং তপঃ ।
যথা পুত্রঃ পরপতিরেষ ধর্ম্মশ্চ যোষিতাম্ ॥ ৭৭
পালয়ন্তি তথা ভূপাঃ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্ ।
প্রজাস্ত্রিয়ঞ্চ পশ্যন্তি রাজানো মাতরং যথা ॥ ৭৮
যজ্ঞং কুর্ব্বন্তি বিষ্ণোশ্চ সেবনং দেব-বিপ্রয়োঃ

নিবারণঞ্চ দুষ্টানাং শিষ্টানাং প্রতিপালনম্।
ইতি ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়াণাং কথিতো ব্রহ্মণা পুরা॥ ৭৯
বাণিজ্যঞ্চৈব বৈশ্যানাং স্বধর্ম্মো ধর্ম্মসঞ্চয়ঃ।
শূদ্রাণাং বিপ্রসেবা চ পরো ধর্ম্মো বিধীয়তে॥৮০
সর্ব্বন্যাসো হরো তুপ ধর্ম্মঃ সন্ন্যাসিনাং ধ্রুবম্।
রক্তৈকবাসা দণ্ডী চ বিভর্ত্তি মৃৎকমণ্ডলুম্॥ ৮১
সর্ব্বত্র সমদর্শী চ স্মা রন্নারায়ণং সদা।
করোতি ভ্রমণং নিত্যং গেহে গেহে ন তিষ্ঠতি॥
বিদ্যামন্ত্রঞ্চ কস্মৈচিন্ন দদাতি চ দৈবতঃ।
করোতি নাশ্রমং ভিক্ষুঃ করোতি নান্যবাসনাম্॥৮৩
করোতি ন স্বসঙ্গঞ্চ নির্ম্মোহঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
ন স্বাদু ভুঙ্ক্তে দৈবাচ্চ স্ত্রীমুখং ন হি পশ্যতি॥
না বাঞ্ছিতং ভক্ষ্যবস্তু যাচতে গৃহিণং প্রতি।
ইতি সন্ন্যাসিনাং ধর্ম্মমিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥ ৮৫
ইতি তে কথিতং পুত্র গচ্ছ বৎস যথাসুখম্।
ইত্যুক্তা চ মহেন্দ্রাণী বিররাম চ বর্ত্মনি॥ ৮৬
উবাচ নহুষো রাজা শচীং প্রণতকন্ধরঃ॥ ৮৭

নহুষ উবাচ।

ত্বয়া যৎ কথিতং দেবি সর্ব্বং তৎ তু বিপর্য্যয়ম্।
যথার্থধর্ম্মং বেদোক্তং নিবোধ কথয়ামি তে॥ ৮৮
কর্ম্মণাং ফলভোগশ্চ সর্ব্বেষাং সুরসুন্দরি॥ ৮৯
নৈব স্বর্গে ন পাতালে নান্যদ্বীপে শ্রুতৌ শ্রুতম্।
কৃত্বা শুভাশুভং কর্ম্ম পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে।
অন্যত্র তৎফলং ভুঙ্ক্তে কর্ম্মী কর্ম্মনিবন্ধনাৎ॥৯০
হিমালয়াদাসমুদ্রং পুণ্যক্ষেত্রঞ্চ ভারতম্।
শ্রেষ্ঠং সর্ব্বস্থলানাঞ্চ মুনীনাঞ্চ তপঃস্থলম্॥ ৯১
লব্ধা জন্ম তত্র জাবী বঞ্চিতো বিষ্ণুমায়য়া।
শশ্বৎ করোতি বিষয়ং বিহায় সেবনং হরেঃ॥৯২
কৃত্বা তত্র মহৎ পুণ্যং স্বর্গং গচ্ছতি পুণ্যবান্।
গৃহীত্বা স্বর্গকন্যাশ্চ চিরং স্বর্গে প্রমোদতে॥৯৩
স্বর্গমাগচ্ছতি নরো বিহায় মানবীং তনুম্।
স্বশরীরেণাগতোঽহং মৎপুণ্যং পশ্য সুন্দরি॥৯৪
অনেকজন্মপুণ্যেন চাগত্য স্বর্গমীপ্সিতম্।
ততঃ কিং কেন পুণ্যেন দর্শনং মে ত্বয়া সহ॥৯
ন হি কর্ম্মস্থলামিদং স্বভোগস্থলমেব চ।
সারশ্চ সর্ব্বভোগানাং বরস্ত্রীভোগ এব চ॥ ৯৬
ভোগস্থলে ভোগবস্তু ন হি ত্যক্তুং প্রশস্যতে।
ভাবানুরক্তা রসিকা ভোগ্যা ত্বং ভোগিনামিহ॥
দ্রব্যমস্বামিকং ভোগ্যং সুখং ত্যজতি মন্দধীঃ।
অবিরোধসুখত্যাগী পশুরেব ন সংশয়ঃ॥ ৯৮
গচ্ছ কান্তে গৃহং মত্বা কুরু তল্পং মনোহরম্।
রমণীয়ঞ্চ রহসি পরং রতিকরং বরম্॥ ৯৯
ত্যজ দ্বৈধঞ্চ মনসো নিশ্চিতং বরবর্ণিনি।
বরাননে ময়াসার্দ্ধং মোদস্ব বরমন্দিরে॥ ১০০
অমূল্যরত্নমালাঞ্চ মণিরাজবিরাজিতম্।
ভিক্ষাং কৃত্বা চ দাস্যামি লক্ষ্মীবক্ষসি শোভিতাম্॥
মণিকান্তশিরসঃ সর্ব্বেষামতিদুর্লভম্।
দুষ্প্রাপ্যং ত্রিষু লোকেষু তুভ্যং দাস্যামি সুন্দরি॥
মণিরত্নং কৌস্তুভঞ্চ যন্নারায়ণবক্ষসি।
ভিক্ষাং কৃত্বা তু দাস্যামি কৃত্বা নারায়ণব্রতম্॥
চন্দ্রশেখরমৌলেশ্চ যদর্দ্ধচন্দ্রভূষণম্।
জরামৃত্যুব্যাধিহরং শম্ভুক্রীড়াকরং বরম্॥ ১০৪
অতীব বিশ্বে দুষ্প্রাপ্যং বিশ্ববন্দ্যঞ্চ সুন্দরম্।
বিশ্বনাথব্রতং কৃত্বা তুভ্যং দাস্যামি নিশ্চিতম্॥
দাস্যামি তে শ্রীসূর্য্যস্য মণিশ্রেষ্ঠং স্যমন্তকম্।
ভক্ত্যা সূর্য্যব্রতং কৃত্বা ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্॥
অষ্টৌ ভারান্ সুবর্ণঞ্চ যশ্চ নিত্যং প্রসূয়তে।
জন্ম-মৃত্যুহরঞ্চৈব পরং ক্রীড়াকরং প্রিয়ে॥ ১০৭
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং পাত্ররত্নং মনোহরম্।
সতত্বং মধুপূর্ণঞ্চ দাস্যামি মদনস্য চ॥ ১০৮
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং সূর্য্যতুল্যঞ্চ তেজসা।
নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্যং নির্ম্মাণমীশ্বরেচ্ছয়া॥ ১০৯
নির্ম্মলং মণ্ডলাকারং মণিরাজিবিরাজিতম্।
হস্তলক্ষপরিমিতং চতুরস্রঞ্চ সুন্দরম্॥ ১১০
পদ্মাপদ্মাসনং শ্রেষ্ঠং প্রেষ্ঠং তস্যাঃ সুদুর্লভম্।
ধ্রুবং তুভ্যং প্রদাস্যামি কৃত্বা পদ্মালয়াব্রতম্॥
ইত্যেবমুক্ত্বা নহুষঃ কৃত্বা বর্ত্মনিরোধনম্।
পুনঃ পপাত চরণে মহেন্দ্রাণ্যা মুহুর্মুহুঃ॥ ১১২
নৃপস্য বচনং শ্রুত্বা শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকা।
তমুবাচ মহেন্দ্রাণী স্মারং স্মারং গুরুং হরিম্॥

শচ্যুবাচ।

অচেতনস্য মূঢ়স্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
শ্রোষ্যাম্যদ্য কতিবিধাং কথাং কামাতুরস্য চ॥
মধুমত্তাঃ সুরামত্তাঃ কামমত্তো বিচেতনঃ।
মৃত্যুং ন গণয়েৎ কামী কামেন হতমানসঃ॥১১৫
ত্যজ মামদ্য হে মত্ত মাতৃতুল্যাং রজস্বলাম্।

ঋতোঃ প্রথমদিবসমদ্য মদ্যপ মে ধ্রুবম্ ॥ ১১৬
প্রথমে দিবসে স্ত্রী চ চাণ্ডালী সা রজস্বলা।
দ্বিতীয়ে দিবসে ম্লেচ্ছা তৃতীয়ে রজকী স্মৃতা ॥
শুদ্ধা ভর্ত্তুশ্চতুর্থেঽহ্নি ন শুদ্ধা দৈব-পিত্রায়োঃ।
অসচ্ছূদ্রাসমা সা চ তদ্দিনে চ পরং প্রতি ॥১১৮
প্রথমে দিবসে কান্তাং যো হি গচ্ছেদ্রজস্বলাম্।
ব্রহ্মহত্যাচতুর্থঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১৯
স পুমান্ ন হি কর্ম্মার্হো দৈবে পৈত্র্যে চ কর্ম্মণি
অধমঃ স চ সর্ব্বেষাং নিন্দিতশ্চাযশস্করঃ ॥ ১২০
দ্বিতীয়ে দিবসে নারীং যো ব্রজেচ্চ রজস্বলাম্।
কামতঃ পরিপূর্ণাত্মা গোহত্যাং লভতে ধ্রুবম্ ॥
আজীবনং নাধিকারী পিতৃ-বিপ্র-সুরার্চ্চনে
অমনুযোঽযশস্বী চাবিদ্যোঽঙ্গিরসভাষিতম্ ॥১২২
তৃতীয়ে দিবসে জায়াং যো হি গচ্ছেদ্রজস্বলাম্।
স মূঢ়ো ভ্রূণহত্যাঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
পূর্ব্ববৎ পতিতঃ সোঽপি ন চার্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥
অসচ্ছূদ্রা চতুর্থেঽহ্নি ন গচ্ছেৎ তাং বিচক্ষণঃ ॥
যদি মাং মাতরং মূঢ় গ্রহীষ্যসি বলেন চ।
ঋতোরতীতে দিবসে গমনঞ্চ করিষ্যসি ॥ ১২৫
শচ্যাশ্চ বচনং শ্রুত্বা প্রহস্য নহুষস্তদা।
উবাচ মধুরং শান্তঃ শক্রকান্তাঞ্চ সুব্রতাম্ ॥ ১২৬

নহুষ উবাচ।

দেবপত্নী সদা শুদ্ধাধুনা মাং মানবং প্রতি।
শয়নে ভোজনে দেবি নাশুদ্ধা মানবং প্রতি ॥১২৭
রজস্বলায়াঃ সম্ভোগে কর্ম্মক্ষেত্রে চ ভারতে।
ত্বয়োক্তঞ্চ ভবেৎ পাপং ন তু স্বর্গে চ সুন্দরি ॥
কর্ম্মক্ষেত্রেঽপি তৎ কর্ম্ম যদ্বেদোক্তং শুভাশুভম্।
ন ভবেদ্বৈষ্ণবানাঞ্চ জ্বলতাং ব্রহ্মতেজসা। ১২৯
যথা প্রদীপ্তে বহ্নৌ চ শুষ্কাণি চ তৃণানি চ।
ভবন্তি ভস্মীভূতানি তথা পাপানি বৈষ্ণবে ॥ ১৩০
বহ্নি-সূর্য্য-ব্রাহ্মণেভ্যস্তেজীয়ান্ বৈষ্ণবঃ সদা।
রক্ষিতো বিষ্ণুচক্রেণ স্বতন্ত্রো মত্তকুঞ্জরঃ ॥ ১৩১
ন বিচারো ন ভোগশ্চ বৈষ্ণবানাং স্বকর্ম্মণাম্।
লিখিতং সন্তি কৌথুম্যাং কুরু প্রশ্নং বৃহস্পতিম্ ॥
অস্মাচ্চ সর্ব্বে জানন্তি চন্দ্রবংশ্যাংশ্চ বৈষ্ণবান্।
দেবমন্ত্রং ন সেবন্তে চন্দ্রাবংশ্যা হরিং বিনা ॥ ১৩৩
সত্ত্বাংশপ্রভবো যো হি ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽথবা।
বিষ্ণুমন্ত্রং ন গৃহ্লাতি বঞ্চিতো বিষ্ণুমায়য়া ॥ ১৩৪
কো বা মন্ত্রশ্চ কে দেবা ন হি শাস্তা যমো মম।
সর্ব্বান্ ভেত্তুং সমর্থোঽহং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবং বিনা
শয্যাং কুরু গৃহং গত্বা শীঘ্রং যাস্যামি তে গৃহম্।
ঋতুপাপং ময়ি ভবেৎ ত্বং কিং গচ্ছ শোভনে ॥
ইত্যুক্ত্বা নহুষো রাজা প্রফুল্লবদনেক্ষণঃ।
রত্নযানং সমারুহ্য যযৌ নন্দনকাননম্ ॥ ১৩৭
ন যযৌ সা শচী গেহং প্রজগাম গুরোর্গৃহম্।
গত্বা কুশাসনস্থশ্চ দদর্শ চ বৃহস্পতিম্ ॥ ১৩৮
তারাসেবিতপাদাব্জং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা।
জপমালাকরং শশ্বজ্জপন্তং কৃষ্ণমীপ্সিতম্ ॥ ১৩৯
পরমং পরমানন্দং পরমাত্মানমীশ্বরম্।
নির্গুণঞ্চ নিরীহঞ্চ স্বতন্ত্রং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ১৪০
স্বেচ্ছাময়ং পরংব্রহ্ম ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্।
তমানন্দাশ্রুনেত্রঞ্চ ননাম শিরসা ভুবি ॥ ১৪১
রুদতী সাশ্রুনেত্রা সা মজ্জন্তং ভক্তিসাগরে ॥
শোকার্ণবে নিমজ্জন্তী হৃদয়েন বিদূয়তা।
তুষ্টাব ভীতা স্বগুরুং ত্রস্কিষ্ঠঞ্চ কৃপানিধিম্ ॥ ১৪৩

শচ্যুবাচ।

রক্ষ রক্ষ মহাভাগ ভীতাং মাং শরণাগতাম্।
মদীশ্বর স্বদাসীঞ্চ নিমগ্নাং শোকসাগরে ॥ ১৪৪
অনীশ্বরশ্চেশ্বরো বা বলবান্ বা সুদুর্ব্বলঃ।
স্বশিষ্যভার্য্যাপুত্রাংশ্চ শাসিতুঞ্চ সদা ক্ষমঃ॥ ১৪
দূরীভূতঃ স্বরাজ্যাচ্চ স্বশিষ্যশ্চ কৃতস্ত্বয়া।
শান্তির্বভূব দোষস্য চাধুনানুগ্রহং কুরু ॥ ১৪৬
অনাথাং সর্ব্বশূন্যাং মাং শূন্যাং তামমরাবতীম্।
সম্পচ্ছূন্যমাশ্রমং মে পশ্য রক্ষ কৃপানিধে ॥ ১৪৭
দস্যুগ্রস্তাঞ্চ মাং রক্ষ দেশং কিঙ্করমানয়।
দত্ত্বা চরণরেণুন্তং শুভাশীর্ব্বচনং কুরু ॥ ১৪৮
সর্ব্বেষাঞ্চ গুরূণাঞ্চ জন্মদাতা পরো গুরুঃ।
পিতুঃ শতগুণা মাতা পূজ্যা বন্দ্যা গরীয়সী ॥১৪৯
বিদ্যাদাতা মন্ত্রদাতা জ্ঞানদো হরিভক্তিদঃ।
পূজ্যো বন্দ্যশ্চ সেব্যশ্চ মাতুঃ শতগুণো গুরুঃ ॥
মন্ত্রাদ্যদিকারণেনৈব গুরুরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
অবিতার্থো * গুরুরয়মন্যশ্চারোপিতো গুরুঃ ॥১৫২
-অজ্ঞানমিতিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।

---

* অন্যো বন্দ্য ইতি বহু পুস্তকীয়োঽসঙ্গতঃ পাঠঃ।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥ ১৫২.
অদীক্ষিতস্য মূর্খস্য নিষ্কৃতির্নাস্তি নিশ্চিতম্ ।
সর্ব্বকর্ম্মস্বনর্হস্য নরকে তৎপশোঃ স্থিতিঃ ॥ ১৫৩
জন্মদাতান্নদাতা বা মাতাঽন্যে গুরবস্তথা ।
পারং কর্ত্তুং ন শক্তাস্তে ঘোরসংসারসাগরে ॥
বিদ্যা-মন্ত্র-জ্ঞানদাতা নিপুণঃ পারকর্ম্মণি ।
স শক্তঃ শিষ্যমুদ্ধর্ত্তুমীশ্বরশ্চেশ্বরাৎ পরঃ ॥ ১৫৫
গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ ।
গুরুর্ধর্ম্মো গুরুঃ শেষঃ সর্ব্বাত্মা নির্গুণো গুরুঃ ॥
সর্ব্বতীর্থাশ্রয়শ্চৈব সর্ব্বদেবাশ্রয়ো গুরুঃ ।
সর্ব্ববেদস্বরূপশ্চ গুরুরূপী হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ১৫৭
অভীষ্টদেবে রুষ্টে চ গুরুঃ শক্তো হি রক্ষিতুম্ ।
গুরৌ রুষ্টেঽভীষ্টদেবো ন হি শক্তঃ স রক্ষিতুম্ ॥
সর্ব্বে গ্রহাশ্চ যং রুষ্টা যং রুষ্টা দেব-ব্রাহ্মণাঃ ।
তমেব রুষ্টো ভবতি গুরুরেব হি দৈবতঃ ॥ ১৫৯
ন গুরোশ্চ প্রিয়শ্চাত্মা ন গুরোশ্চ প্রিয়ঃ সুতঃ ।
ধনং প্রিয়ং ন চ গুরোর্ন চ ভার্য্যা প্রিয়া তথা ॥
ন গুরোশ্চ প্রিয়ো ধর্ম্মো ন গুরোশ্চ পরং তপঃ ।
ন গুরোশ্চ পরং সত্যং ন পুণ্যঞ্চ গুরোঃ পরম্ ॥
গুরোঃ পরো ন শাস্তা চ ন হি বন্ধুর্গুরোঃ পরঃ ।
দেবো রাজা চ শাস্তা চ শিষ্যাণাঞ্চ সদা গুরুঃ ॥
যাবচ্ছক্তো দাতুমন্নং তাবচ্ছাস্তা তদন্নদঃ ।
গুরুঃ শাস্তা চ শিষ্যাণাং প্রতিজন্মনি জন্মনি ॥
মন্ত্রো বিদ্যা গুরুর্দেবঃ পূর্ব্বলব্ধো যথা পতিঃ ।
প্রতিজন্মনিবন্ধেন সর্ব্বেষামুপরিস্থিতঃ ॥ ১৬৪
পিতা গুরুশ্চ বন্দ্যশ্চ যত্র জন্মনি জন্মদঃ ।
গুরবোঽন্যে তথা মাতা গুরুশ্চ প্রতিজন্মনি ॥
বিপ্রাণাং ত্বং বরিষ্ঠশ্চ গরিষ্ঠশ্চ তপস্বিনাম্ ।
ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মন্ ধর্ম্মিষ্ঠঃ সর্ব্বধর্ম্মিণাম্ ॥
তুষ্টো ভব মুনিশ্রেষ্ঠ মাঞ্চ শক্রঞ্চ সাম্প্রতম্ ।
ত্বয়ি তুষ্টে সদা তুষ্টা ভবন্তু গ্রহদেবতাঃ ॥ ১৬৭
ইত্যুক্ত্বা সা শচী ব্রহ্মন্ পুনরুচ্চৈ রুরোদ চ ।
দৃষ্ট্বা তদ্রোদনং তারা রুরোদোচ্চৈর্মুহুর্মুহুঃ । ১৫৮
পপাত চরণে তারা রুরোদ চ পুনঃ পুনঃ ।
অপরাধং ক্ষমেত্যুক্ত্বা গুরুস্তুষ্টোঽপ্যুবাচ তাম্ ॥

গুরুরুবাচ ।

উত্তিষ্ঠ তারে শচ্যাশ্চ সর্ব্বং ভদ্রং ভবিষ্যতি ।
সদ্যঃ প্রাপ্স্যতি ভর্ত্তারং মহেন্দ্রঞ্চ মদাশিষা ॥
ইত্যুক্ত্বা স গুরুস্তত্র বিররাম চ নারদ ।
পপাত চরণে তারা পুনরেব রুরোদ চ ॥ ১৭১
গৃহীত্বা চ সতীং * তারাং সংস্থাপ্য চ স্ববক্ষসি ।
বোধয়ামাস বিবিধমাধ্যাত্মিকমনুত্তমম্ ॥ ১৭২
শচীকৃতং গুরোঃ স্তোত্রং পূজাকালে চ যঃ পঠেৎ,
গুরুশ্চাভীষ্টদেবশ্চ তং তুষ্টঃ প্রতিজন্মনি ॥ ১৭৩
গ্রহা দেবা দ্বিজাস্তঞ্চ পরিতুষ্টাশ্চ সন্ততম্ ।
রাজানো বান্ধবাশ্চৈব সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বতঃ সদা ॥ ১৭৪
গুরুভক্তিং বিষ্ণুভক্তিং বাঞ্ছিতং লভতে ধ্রুবম্ ।
সদা হর্ষো ভবেৎ তস্য ন চ শোকঃ কদাচন ॥১৭৫
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ভার্য্যার্থী লভতে প্রিয়াম্ ।
গুণবন্তং গুণবতীং সতীং পুত্রবতীং ধ্রুবম্ ॥
রোগার্ত্তো মুচ্যেৎ রোগাদ্বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ।
অস্পষ্টকীর্ত্তিঃ সুযশা মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ ॥
কদাচিদ্বন্ধুবিচ্ছেদো ন ভবেৎ তস্য নিশ্চিতম্ ।
নিত্যং তদ্বর্দ্ধতে ধর্ম্মো বিপুলং নির্ম্মলং যশঃ ॥
লভতে পরমৈশ্বর্য্যং পুত্র-পৌত্র-ধনান্বিতঃ ।
ইহ সর্ব্বসুখং ভুক্ত্বা যাত্যন্তে শ্রীহরেঃ পদম্ ।
ন ভবেৎ তৎপুনর্জ্জন্ম হরিদাস্যং লভেদ্ধ্রুবম্ ।
শশ্বৎ পিবতি শান্তশ্চ বিষ্ণুভক্তিরসামৃতম্ ।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-শোকসন্তাপনাশনম্ ॥ ১৮০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-
খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে শচীকৃত-
গুরুস্তবকথনং নামৈকোনষষ্টি-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

শচীস্তোত্রং সমাকর্ণ্য পরিতুষ্টো বৃহস্পতিঃ ।
উবাচ মধুরং শান্তঃ কান্তমিন্দ্রস্য নারদ ॥ ১

বৃহস্পতিরুবাচ ।

ত্যজ বৎসে ভয়ং সর্ব্বং ভয়ং কিং তে ময়ি স্থিতে
যথা কচস্য পত্নী মে তথা ত্বমসি শোভনে ॥ ২
যথা পুত্রস্তথা শিষ্যো ন ভেদঃ পুত্র-শিষ্যয়োঃ ।
তর্পণে পিতৃদানে চ পালনে পরিপোষণে ॥ ৩

---

* শচীমিতি পাঠঃ কাচিৎকঃ ।

যথাগ্নিদাতা পুত্রশ্চ তথা শিষ্যশ্চ নিশ্চিতম্‌।
ইতীদং কাণ্বশাখায়ামুবাচ কমলোদ্ভবঃ ॥ ৪
পিতা মাতা গুরুর্ভার্য্যা শিশুশ্চানাথবান্ধবাঃ।
এতে পুংসাং নিত্যপোষ্যা ইত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥
যশ্চৈতাংশ্চ ন পুষ্ণাতি ভন্মান্তং তস্য সৃতকম্‌।
দৈবে পৈত্র্যে ন কর্ম্মার্হঃ সোঽপীত্যাহ মহেশ্বরঃ
কুরুতে নরবুদ্ধিঞ্চ মাতরং পিতরং গুরুম্‌।
অযশস্তস্য সর্ব্বত্র বিঘ্ন এব পদে পদে ॥ ৭
সম্পন্মত্তো যঃ করোতি স্বগুরোশ্চ পরাভবম্‌।
অচিরাৎ সর্ব্বনাশশ্চ ভবেৎ তস্য সুনিশ্চিতম্‌ ॥ ৮
মাঞ্চ দৃষ্ট্বা সভামধ্যে নোত্তস্থৌ পাকশাসনঃ।
তৎফলং বুভুজে সাক্ষাৎ সদ্যঃ পশ্য চ সাম্প্রতম্‌
করোমি মোক্ষণং তস্য তব রক্ষাং সুনিশ্চিতম্‌।
শাসিতুং রক্ষিতুং শক্তঃ স এব গুরুরুচ্যতে ॥ ১০
ন নশ্যতি সতীত্বঞ্চ হৃচ্ছুদ্ধায়াশ্চ যোষিতঃ।
যন্মানসে বিকল্পশ্চ তস্য ধর্ম্মশ্চ নশ্যতি ॥ ১১
ভবিষ্যতি প্রভাবস্তে দুর্গায়াশ্চ সমঃ সতি।
লক্ষ্মীসমা প্রতিষ্ঠা চ যশস্তদ্যশসা সমম্‌ ॥ ১২
সৌভাগ্যং রাধিকাতুল্যং তৎসমং প্রেম ভর্ত্তরি।
তত্তুল্যং গৌরবং মান্যং প্রীতিঃ প্রাধান্যমীশ্বরে ॥
রোহিণ্যাশ্চ সমাপেক্ষা পূজ্যা চ ভারতীসমা।
শুদ্ধা নিরুপমা শশ্বৎ সাবিত্রীসদৃশী সদা ॥ ১৪
এতস্মিন্নন্তরে তত্র আগতো নহুষাচ্চরঃ।
উবাচ বচনং ভীতো বাক্‌পতের্গোচরে ততঃ ॥১৫

দূত উবাচ।

উত্তিষ্ঠ দেবি শীঘ্রঞ্চ গচ্ছ ত্বং নহুষং প্রতি।
ক্রীড়াং কর্ত্তুঞ্চ রহসি রম্যে নন্দনকাননে ॥ ১৬
দূতস্য বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ বৃহস্পতিঃ।
কম্পিতাবয়বঃ ক্রোধাদ্রক্তপঙ্কজলোচনঃ ॥ ১৭

বৃহস্পতিরুবাচ।

নহুষং বদ গত্বা ত্বং শচীকেত্তোক্তুমিচ্ছতি।
অপূর্ব্বযানমারুহ্য নিশায়ামাগমিষ্যতি ॥ ১৮
সপ্তর্ষীনাঞ্চ স্কন্ধে চ দত্ত্বা স্বশিবিকাং শুভাম্‌।
তামারুহ্য সুবেশশ্চাগমনং কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৯
বাক্‌পতের্বচনং শ্রুত্বা গত্বোবাচ নৃপং তদা।
দূতস্য বচনং শ্রুত্বা প্রহস্যোবাচ কিঙ্করম্‌ ॥ ২০
গচ্ছ গচ্ছ ত্বরন্‌ গচ্ছ সপ্তর্ষীন্‌ শীঘ্রমানয়।
উপায়ঞ্চ করিষ্যামি তৈঃ সার্দ্ধং সাম্প্রতং চর ॥
নৃপস্য বচনং শ্রুত্বা গত্বা দূতস্তদন্তিকম্‌।
উবাচ সর্ব্বান্‌ তত্রৈব যথোক্তং নহুষেণ চ ॥ ২২
দূতস্য বচনং শ্রুত্বা যযুঃ সপ্তর্ষয়ো মুদা।
রাজা দৃষ্ট্বা চ তান্‌ সর্ব্বান্‌ ননামোবাচ সাদরম্‌ ॥

নহুষ উবাচ।

যূয়ঞ্চ ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ জ্বলন্তো ব্রহ্মতেজসা।
ব্রহ্মণঃ সদৃশাঃ সর্ব্বে সন্ততং ভক্তবৎসলাঃ ॥ ২৪
নারায়ণপরাঃ শশ্বৎ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণঃ।
মোহমাৎসর্য্যহীনাশ্চ দর্পাহঙ্কারবর্জ্জিতাঃ ॥ ২৫
নারায়ণসমাঃ সর্ব্বে তেজসা যশসা সদা।
গুণিনঃ কৃপয়া প্রেম্ণা বরদানেন নিশ্চিতম্‌ ॥ ২৬
ইত্যুক্ত্বা প্রণতো রাজা তুষ্টাব চ রুরোদ চ।
দৃষ্ট্বা তং কাতরং ভূপমূচুঃ পরহিতৈষিণঃ ॥ ২৭

ঋষয় উচুঃ।

বরং বৃণুষ্ব হে বৎস যৎ তে মনসি বাঞ্ছিতম্‌।
সর্ব্বং দাতুং বয়ং শক্তা নাসাধ্যং নঃ কথঞ্চন ॥২৮
ইন্দ্রত্বং বা মনুত্বং বা চিরায়ুর্ব্বা ততঃ পরম্‌।
সপ্তদ্বীপেশ্বরত্বং বাপ্যতীবসুচিরং সুখম্‌ ॥ ২৯
অথবা সর্ব্বসিদ্ধত্বং সর্ব্বৈশ্বর্য্যং সুদুর্লভম্‌।
কিমীপ্সিতং তে হে বৎস ব্রূহি নঃ সাম্প্রতং মুদা
সর্ব্বং তুভ্যং প্রদাস্যৈব যাস্যামস্তপসে মুদা ॥ ৩০
যুগলক্ষসমং যচ্চ ক্ষণং কৃষ্ণার্চ্চনং বিনা।
তদ্দিনং দুর্দ্দিনং যৎ তদ্ধ্যানসেবাবিবর্জ্জিতম্‌ ॥৩১
বিনা তৎসেবনং যো হি বিষয়াগ্রঞ্চ বাঞ্ছতি।
বিষমত্তি প্রণাশায় বিহায়ামৃতমীপ্সিতম্‌ ॥ ৩২
ব্রহ্মা শিবশ্চ ধর্ম্মশ্চ বিষ্ণুশ্চাপি মহাবিরাট্‌।
গণেশশ্চ দিনেশশ্চ শেষশ্চ সনকাদয়ঃ ॥ ৩৩
এতে যচ্চরণাম্ভোজং ধ্যায়ন্তেঽহর্নিশং মুদা।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিহরং তন্নিরতা বয়ম্‌ ॥ ৩৪
তেষাঞ্চ বচনং শ্রুত্বা তানুবাচ নৃপেশ্বরঃ।
সলজ্জিতো নম্রবক্ত্রো মায়ামোহিতমানসঃ ॥ ৩৫

নহুষ উবাচ।

সর্ব্বং দাতুং সমর্থাশ্চ যূয়ঞ্চ ভক্তবৎসলাঃ।
অধুনা দেহি মাং তূর্ণং শচীদানমভীপ্সিতম্‌ ॥ ৩৬
সপ্তর্ষিবাহনং কান্তং শচীচ্ছতি মুদা সতী।
এতদেব মম বরং নিষ্পন্নং কুরু কামদাঃ ॥ ৩৭

নারায়ণ উবাচ।

নহুষস্য বচঃ শ্রুত্বা মুনয়শ্চ পরস্পরম্‌।

অত্যুচ্চৈর্জহসুঃ সর্ব্বে কৌতুকেন চ নারদ ॥ ৩৮
রাজানং মোহিতং মত্বা বঞ্চিতং বিষ্ণুমায়য়া।
চক্রুঃ প্রতিজ্ঞাং তং বোঢ়ুং কৃপয়া দীনবৎসলাঃ
চক্রুঃ স্কন্ধে তচ্ছিবিকাং মুক্তা-মাণিক্যভূষিতাম্।
রাজা যযৌ সুবেশশ্চ রত্নভূষণভূষিতঃ॥ ৪০
দৃষ্ট্বা চাতিবিলম্বঞ্চ ভর্ৎসয়ামাস তান্ নৃপঃ।
ক্রুদ্ধঃ শশাপ দুর্ব্বাসা অগ্রগামী চ বর্ত্মনি ॥ ৪১
মহানজগরো ভূত্বা পত মৈ মূঢ়মানস।
দর্শনাদ্ধর্ম্মপুত্রস্য তব মোক্ষো ভবিষ্যতি॥ ৪২
রত্নযানেন বৈকুণ্ঠং গত্বা বৈকুণ্ঠসেবনম্।
করিষ্যসি মহারাজ ন কর্ম্ম নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৪৩
ইত্যুক্ত্বা প্রযযুঃ সর্ব্বে প্রহস্য মুনিসত্তমাঃ।
রাজা পততি তচ্ছাপাৎ সর্পো ভূত্বা মহাবনে ॥৪৪
শচী জগাম তচ্ছ্রুত্বা গুরুং নত্বামরাবতীম্
যযৌ বৃহস্পতিঃ শীঘ্রং যত্রেন্দ্রঃ পদ্মতন্তুষু ॥ ৪৫
গত্বা সরোবরাভ্যাসমাজুহাব সুরেশ্বরম্।
অতিপ্রসন্নবদনঃ কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ॥ ৪৬

বৃহস্পতিরুবাচ।

অয়ি বৎস ত্বমাগচ্ছ ভয়ং কিং তে ময়ি স্থিতে।
ত্যজ ভীতিমিহাগচ্ছ গুরুস্তেঽহং বৃহস্পতিঃ ॥৪৭
স্বগুরোশ্চ স্বরং শ্রুত্বা মহেন্দ্রো হৃষ্টমানসঃ।
রূপং বিহায় সূক্ষ্মঞ্চ স্বরূপেণ সমাযযৌ ॥ ৪৮
পপাত দণ্ডবন্মূর্দ্ধ্না ভক্ত্যা চরণয়োর্গুরোঃ।
তং রুদন্তং মহাভীতং মুদোরসি চকার সঃ॥ ৪৯
কারয়িত্বা সোমযাগং প্রায়শ্চিত্তার্থমেব চ।
রত্নসিংহাসনে রম্যে বাসয়ামাস তং গুরুঃ॥ ৫০
প্রদদৌ পরমৈশ্বর্য্যং পূর্ব্বস্মাচ্চ চতুর্গুণম্।
আগত্য সর্ব্বে দেবাশ্চ চক্রুঃ সেবাং মুদান্বিতাঃ॥
শচী সম্প্রাপ ভর্ত্তারং মহেন্দ্রং ত্রিদশেশ্বরম্।
মন্দিরে পুষ্পতল্পে চ মুমুদে সা মুদান্বিতা॥ ৫২
ইত্যেবং কথিতং বৎস মহেন্দ্রদর্পভঞ্জনম্।
শচীসতীত্বরক্ষা চ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ৫৩

নারদ উবাচ।

সোমযাগবিধানঞ্চ ব্রূহি মাং মুনিসত্তম।
কথং তং কারয়ামাস গুরুশ্চ কিং ফলং পরম্॥

নারায়ণ উবাচ।

ব্রহ্মহত্যাপ্রশমনং সোমযাগফলং মুনে।
বর্ষং সোমলতাপানং যজমানঃ করোতি চ॥ ৫৫
বর্ষমেকং ফলং ভুঙ্ক্তে বর্ষমেকং জলং মুদা।
ত্রৈবার্ষিকব্রতমিদং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥ ৫৬
যস্য ত্রৈবার্ষিকং ধান্যং নিহিতং ভৃত্যবৃত্তয়ে।
অধিকং বাপি বিদ্যেত স সোমং পাতুমর্হতি ॥৫৭
মহারাজশ্চ দেবো বা যাগং কর্ত্তুমলং মুনে।
সর্ব্বসাধ্যো ন যাগোঽয়ং বহ্বর্থো বহুদক্ষিণঃ॥৫৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-
জন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে
শক্রমোক্ষকথনং নাম ষষ্টি-
তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬০॥

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

ইতি তে কথিতং কিঞ্চিদিন্দ্রস্য দর্পভঞ্জনম্।
অপরং শ্রূয়তাং ব্রহ্মন্ সাবধানং নিগূঢ়কম্॥ ১
সমুদ্রমথনং কৃত্বা পীত্বামৃতরসং পুরা।
নির্জ্জিত্য দৈত্যসঙ্ঘাংশ্চ বহুদর্পো বভূব হ ॥ ২
তদা কৃষ্ণো বলিদ্বারা শক্রদর্পং বভঞ্জ হ।
ভ্রষ্টশ্রিয়ো বভূবুস্তে দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ॥ ৩
তদা বৃহস্পতেঃ স্তোত্রাদদিতেশ্চ ব্রতেন চ।
জাতশ্চ স্বাংশকলয়াপ্যদিত্যাং বামনো বিভুঃ॥ ৪
যাচ্ঞাং কৃত্বা বলিং রাজ্যং তং দদৌ চ কৃপানিধিঃ
তস্মৈ দদৌ মহেন্দ্রায় দেবেভ্যশ্চাপি সম্পদম্ ॥৫
বভূব শক্রদর্পশ্চ পুনঃ কল্পান্তরে পরে।
বিভুর্দুর্ব্বাসসো দ্বারা জহার তাং শ্রিয়ং মুনে॥ ৬
পুনর্দদৌ চ কৃপয়া কৃপালুর্ভক্তবৎসলঃ।
পুনঃ শ্রীদুর্ম্মদঃ সোঽপি জহার গৌতমপ্রিয়াম্ ॥৭
তদা গৌতমশাপেন ভগাঙ্গশ্চ বভূব সঃ।
সম্প্রাপ যাতনামিন্দ্রঃ স্বাঙ্গবেদনয়া পুরা॥ ৮
তমুচ্চৈর্জহসুর্দৃষ্ট্বা ঋষয়ো মুনয়স্তথা।
দেবাঃ সুলজ্জিতাঃ সর্ব্বে মৃততুল্যো বৃহস্পতিঃ॥৯
তদা সহস্রবর্ষঞ্চ তপস্তপ্ত্বা রবেঃ পুরা।
রবের্বরেণ শক্রশ্চ সহস্রাক্ষো বভূব হ॥ ১০
কলঙ্করূপমিন্দ্রস্য তচ্চক্ষুর্নিকরং পরম্।
যথা চন্দ্রে কলঙ্কশ্চ তারকাহরণাদপাং॥ ১১

নারদ উবাচ।

ব্রহ্মন্ কেন প্রকারেণ জহার গৌতমপ্রিয়াম্।
মহাসতীমহল্যাঞ্চ পূজ্যাং ভুবনপাবনীম্॥ ১২

শুদ্ধাশয়াং মহাভাগাং নির্ম্মলাং কমলাকলাম্‌ ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি বদ বেদবিদাং বর ॥ ১৩

নারায়ণ উবাচ ।

পুষ্করে তীর্থযাত্রায়াং সূর্য্যপর্ব্বণি নারদ ।
তত্রাগতামহল্যাঞ্চ দদর্শ পাকশাসনঃ ॥ ১৪
সস্মিতাং সুদতীং শান্তাং পীনশ্রোণিপয়োধরাম্‌ ।
মূর্চ্ছামাপ মহেন্দ্রশ্চ দৃষ্টিমাত্রেণ তৎক্ষণম্‌ ॥ ১৫
তথা পরদিনে তাঞ্চ দৃষ্ট্বা মন্দাকিনীতটে ।
একাকিনীং সস্মিতাঞ্চ স্নান্তীং নগ্নাং সুলজ্জিতাম্‌
দৃষ্ট্বা শ্রোণীং স্তনযুগমতীব বিপুলং হরিঃ ।
মূর্চ্ছামবাপ কামার্ত্তো জহার চেতনাং পুনঃ ॥ ১৭
ক্ষণেন চেতনাং প্রাপ্য গত্বা কামী তদন্তিকম্‌ ।
উবাচ শ্লক্ষয়া বাচা বিনয়েন পতিব্রতাম্‌ ॥ ১৮

মহেন্দ্র উবাচ ।

অহো গুণো রূপমহো অহো কিং বা নবং বয়ঃ ।
অহো কিং বা মুখশ্রীস্তে শরচ্চন্দ্রবিনিন্দিতা ॥ ১৯
অহো কটাক্ষঃ কুটিলঃ পুংসাং চিত্তবিকর্ষণম্‌ ।
কিমহো লোচনং পদ্ম-প্রভামোচনমীপ্সিতম্‌ ॥ ২০
গমনং রমণীয়ং তে গজখঞ্জনগঞ্জনম্‌ ।
অহো বাক্যং সুমধুরং পীযূষাদপি দুর্লভম্‌ ॥ ২১
কিমহো বিপুলশ্রোণীং কামাধারাং মনোহরাম্‌ ।
কামদং কামুকায়ৈব মুনিমানসমোহিনীম্‌ ।
অতীবকঠিনাং পীনাং রম্ভাস্তম্ভবিড়ম্বিতাম্‌ ॥ ২২
অহো নিতম্বযুগলং বর্ত্তুলং চন্দ্রবিম্ববৎ ॥ ২৩
শ্রীযুক্তং শ্রীফলযুগ-তুল্যং তে স্তনযুগ্মকম্‌ ।
অত্যুন্নতং সুকঠিনং ত্রৈলোক্যচিত্তমোহনম্‌ ॥ ২৪
অহো কিং বা তপস্তেপে গৌতমশ্চ তপোধনঃ ।
সম্প্রাপ তৎফলেনৈব সুন্দরীং সুন্দরীবরাম্‌ ॥ ২৫
নিষেব্য প্রকৃতিং দুর্গাং বিষ্ণুমায়াং সনাতনীম্‌ ।
লক্ষ্মীঞ্চ লক্ষ্মীসদৃশীমীদৃশীং প্রাপ পদ্মিনীম্‌ ॥ ২৬
সুকোমলাং সুবলনাং ললনাং নলিনাননাম্‌ ।
শুদ্ধাঞ্চ সুদতীং শ্যামাং ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলাম্‌ ॥ ২৭
ত্বৎপালনঞ্চ জানাতি কামশাস্ত্রবিশারদঃ ।
কামো বা কামুকশ্চন্দ্রঃ কিং বা জানাতি গৌতমঃ
যাং প্রশংসন্তি নিত্যং তে কামশাস্ত্রবিচক্ষণাঃ ।
উর্ব্বশ্যাদ্যাশ্চাপ্সরসো মাং প্রশংসন্তি সন্ততম্‌ ॥ ২৯
দাসীং কৃত্বা চ দাস্যামি শচীং তুভ্যং বরাননে ।
ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীং বিপুলাং গৃহাণ ত্যজ গৌতমম্‌ ॥
অনভিজ্ঞং কামশাস্ত্রে দুর্ব্বলঞ্চ তপস্বিনম্‌ ।
অরাগহার্য্যং নিষ্কামং নারায়ণপরায়ণম্‌ ॥ ৩১
অবিদগ্ধো বিধাতা চ যোজনাবিষয়ে ক্ষমঃ ।
ঈদৃশীং কামুকীং রম্যাং দদাতি চ তপস্বিনে ॥
ইত্যুক্ত্বা কামুকঃ শক্রঃ পপাত চরণে মুদা ।
তমুবাচ মহাসাধ্বী বেদোক্তঞ্চ যথোচিতম্‌ ॥ ৩৩

অহল্যোবাচ ।

অভাগ্যাদ্‌ব্রহ্মণশ্চাপি মরীচেশ্চ তপস্বিনঃ ।
অভাগ্যাৎ কশ্যপস্যাপি ত্বং পুত্রঃ পাপমানসঃ ॥
কিং তজ্জপেন মনসা মৌনেন চ ব্রতেন চ ।
সুরার্চ্চনেন তীর্থেন স্ত্রীভির্যস্য মনো হৃতম্‌ ॥ ৩৫
স্ত্রীরূপং নির্ম্মিতং স্রষ্টৌ মোহায় কামিনাং মনঃ ।
অন্যথা ন ভবেৎ সৃষ্টিঃ স্রষ্টা তেনেশ্বরাজ্ঞয়া ॥ ৩৬
সর্ব্বমায়াকরণ্ডশ্চ ধর্ম্মমার্গার্গলং নৃণাম্‌ ।
ব্যবধানঞ্চ তপসাং দোষাণামাশ্রয়ঃ পরঃ ॥ ৩৭
কর্ম্মবন্ধনিবদ্ধানাং নিগড়ং কঠিনং সুত ।
প্রদীপরূপং কীটানাং মীনানাং বড়িশং যথা ॥
বিষকুম্ভং দুগ্ধমুখমারম্ভে মধুরোপমম্‌ ।
পরিণামে দুঃখবীজং সোপানং নরকস্য চ ॥ ৩৯
ঋষয়ঃ সনকাদ্যাশ্চ নোদ্বাহং চক্রুরীপ্সিতম্‌ ।
পরস্ত্রীষু মনো যেষাং তেষাং সর্ব্বঞ্চ নিষ্ফলম্‌ ॥ ৪০
পরস্ত্রীসেবনং শক্র ইহৈব হ্যযশস্করম্‌ ।
পরত্র নরকং ঘোরং দদাতি কামুকায় চ ॥ ৪১

নারায়ণ উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা চ মহাসাধ্বী বিহায়েন্দ্রঞ্চ কামুকম্‌ ।
প্রযযৌ স্বগৃহং তূর্ণং গৃহিণী গৌতমস্য চ ॥ ৪২
তৎ সর্ব্বং কথয়ামাস গৌতমায় তপস্বিনে ।
তস্থৌ প্রহস্য স মুনির্মহেন্দ্রঞ্চ বিচিন্ত্য চ ॥ ৪৩
একদা গৌতমঃ শীঘ্রং জগাম শঙ্করালয়ম্‌ ।
শক্রো গৌতমরূপেণ তাং সম্ভোগং চকার সঃ ॥
সর্ব্বং জ্ঞাত্বা চ সর্ব্বজ্ঞো মন্দিরদ্বারমাযযৌ ।
নির্গচ্ছন্তং মহেন্দ্রঞ্চ দদর্শ মুনিপুঙ্গবঃ ॥
নগ্নামহল্যাং রহসি পীনশ্রোণীপয়োধরাম্‌ ।
মুনিঃ শশাপ শক্রঞ্চ ভগাঙ্গশ্চ ভবেতি চ ॥ ৪৬
কোপাচ্ছশাপ পত্নীঞ্চ রুদতীং ভয়বিহ্বলাম্‌ ।
ত্বঞ্চ পাষাণরূপা চ মহারণ্যে ভবেতি চ ॥ ৪৭
যযৌ চ স্বগৃহং শক্রো লজ্জিকতানমানসঃ ।
উবাচ মধুরং ভীতা স্বামিনং শোককর্ষিতম্‌ ॥ ৪৮

অহল্যোবাচ।

মাঞ্চ দাসীঞ্চ নির্দ্দোষাং কথং ত্যজসি ধার্ম্মিক।
ত্বঞ্চ বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো বিচারং কুরু ধর্ম্মতঃ ॥ ৪৯

গৌতম উবাচ।

ত্বাং জানামি মনঃশুদ্ধাং সুব্রতাঞ্চ পতিব্রতাম্।
ত্যক্ষ্যামি চ তথাপি ত্বাং পরবীর্য্যঞ্চ বিভ্রতীম্ ॥
পরভোগ্যা চ যা কান্তা সাশুদ্ধা সর্ব্বকর্ম্মসু।
তাং যো গচ্ছেন্মহামূঢ়ো নরকং তস্য কল্পকম্ ॥
অন্নং বিষ্ঠা জলং মূত্রং পরভোগ্যায়াশ্চ নিশ্চিতম্
উপস্পর্শেন তস্যাশ্চ হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥ ৫২
অনিচ্ছয়া চ শৃঙ্গারে ন স্ত্রী জারেণ দুষ্যতি।
দুষ্টা স্ত্রী নিশ্চিতং সাধ্বি স্বেচ্ছাশৃঙ্গারকর্ম্মণি ॥
ত্বং শক্রং স্বামিনং মত্বা সুখং ভুক্ত্বা রতিং গৃহে
পশ্চাদ্বভূব তে জ্ঞানং মাং দৃষ্ট্বা চ নিশাময় ॥৫৪
গচ্ছ গচ্ছ মহারণ্যং ভব পাষাণরূপিণী।
রামপাদাঙ্গুলিস্পর্শাৎ সদ্যঃপূতা ভবিষ্যসি ॥ ৫৫
মাং সম্প্রাপ্স্যসি তৎপুণ্যাৎ পুনরেবাগমিষ্যসি।
গচ্ছ কান্তে মহারণ্যমিত্যুক্ত্বা তপসে যযৌ ॥ ৫৬
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং মহেন্দ্রদর্পভঞ্জনম্।
পুনঃ সম্প্রাপ্য লক্ষ্মীঞ্চ বিভোঞ্চ কৃপয়া মুনে ॥৫৭

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-
জন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে এক-
ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

ব্রহ্মন্ কেন প্রকারেণ রামো দাশরথিঃ স্বয়ম্।
চকার মোক্ষণং কুত্র যুগে গৌতমযোষিতঃ ॥ ১
রামাবতারং সুখদং সমাসেন মনোহরম্।
কথয়স্ব মহাভাগ শ্রোতুং কৌতুহলং মম ॥ ২

নারায়ণ উবাচ।

ব্রহ্মণা প্রার্থিতো বিষ্ণুর্জাতো দাশরথে গৃহে।
কৌশল্যায়াঞ্চ ভগবান্ ত্রেতায়াঞ্চ মুদান্বিতঃ ॥ ৩
কৈকেয্যাং ভরতশ্চৈব রামতুল্যো গুণেন চ।
লক্ষ্মণশ্চাপি শত্রুঘ্নঃ সুমিত্রায়াং গুণার্ণবঃ ॥ ৪
বিশ্বামিত্রপ্রেষিতশ্চ শ্রীরামশ্চ সলক্ষ্মণঃ।
প্রযযৌ মিথিলাং রম্যাং সীতাগ্রহণহেতবে ॥ ৫
দৃষ্ট্বা পাষাণরূপাঞ্চ রামো বর্ত্মনি কামিনীম্।
বিশ্বামিত্রঞ্চ পপ্রচ্ছ কারণং জগদীশ্বরঃ ॥ ৬
রামস্য বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
উবাচ তত্র ধর্ম্মিষ্ঠো রহস্যং সর্ব্বমেব চ ॥ ৭
কারণং তন্মুখাচ্ছ্রুত্বা রামো ভুবনপাবনঃ।
পস্পর্শ পাদাঙ্গুলিনা সা বভূব চ পদ্মিনী ॥ ৮
সা রামমাশিষং কৃত্বা প্রযযৌ ভর্ত্তৃমন্দিরম্।
শুভাশিষং বরং তস্মৈ ভার্য্যাং সম্প্রাপ্য গৌতমঃ
রামশ্চ মিথিলাং গত্বা ধনুর্ভঙ্গং শিবস্য চ।
চকার পাণিগ্রহণং সীতায়াশ্চৈব নারদ ॥ ১০
কৃত্বা বিবাহং রাজেন্দ্রো ভৃগুদর্পং নিহত্য চ।
অযোধ্যাং প্রযযৌ রম্যাং ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ ॥
রাজা পুত্রং নৃপং কর্ত্তুমিয়েষ স তু সাদরম্।
সপ্ততীর্থোদকং পূর্ণমানীয় মুনিপুঙ্গবান্ ॥ ১২
কৃতাধিবাসং শ্রীরামং সর্ব্বমঙ্গলসংযুতম্।
দৃষ্ট্বা ভরতমাতা চ কৈকেয়ী শোকবিহ্বলা ॥ ১৩
বরয়ামাস রাজানং সর্ব্বমঙ্গীকৃতং বরম্।
রামস্য বনবাসঞ্চ রাজত্বং ভরতস্য চ ॥ ১৪
বরং দাতুং মহারাজো নিমেষাচ্ছোকমোহিতঃ।
ধর্ম্মসত্যভয়েনৈব রামোবাচ নৃপং সুধীঃ ॥ ১৫

রাম উবাচ।

তড়াগশতদানেন যৎফলং লভতে নরঃ।
ততোঽধিকশ্চ লভতে বাপীদানেন নিশ্চিতম্ ॥১৬
দশবাপীপ্রদানেন যৎ পুণ্যং লভতে নরঃ।
ততোঽধিকঞ্চ লভতে পুণ্যং কন্যাপ্রদানতঃ ॥
দশকন্যাপ্রদানেন যৎ ফলং লভতে নরঃ।
ততোঽধিকঞ্চ লভতে যজ্ঞেকেন নরাধিপঃ ॥ ১৮
শতযজ্ঞেন যৎ পুণ্যং লভতে পুণ্যকৃজ্জন।
ততোঽধিকঞ্চ লভতে পুত্রাস্যদর্শনেন চ ॥ ১৯
দর্শনে শতপুত্রাণাং যৎ ফলং লভতে নরঃ।
তৎ পুণ্যং লভতে নূনং পুণ্যবান্ সত্যপালনাৎ ॥
ন হি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো নানৃতাৎ পাতকং পরম্
ন হি গঙ্গাসমং তীর্থং ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ ॥
নাস্তি ধর্ম্মাৎ পরো বন্ধুর্নাস্তি ধর্ম্মাৎ পরং ধনম্।
ধর্ম্মাৎ পরঃ প্রিয়ঃ কো বা স্বধর্ম্মং রক্ষ যত্নতঃ ॥
স্বধর্ম্মে রক্ষিতে তাত শশ্বৎ সর্ব্বত্র মঙ্গলম্।
যশস্যং সুপ্রতিষ্ঠা চ প্রতাপঃ পূজনং পরম্ ॥ ২২
চতুর্দ্দশাব্দং ধর্ম্মেণ ত্যক্ত্বা গৃহসুখং ভ্রমন্।

বনবাসং করিষ্যামি সত্যস্য পালনায় তে ॥ ২৪
কৃত্বা সত্যঞ্চ শপথমিচ্ছয়াঽনিচ্ছয়াথবা।
ন কুর্য্যাৎ পালনং যো হি ভস্মান্তং তস্য সুকৃতম্ ॥
কুম্ভীপাকে স পচতি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।
ততো মূকো ভবেৎ কুষ্ঠী মানবঃ সপ্তজন্মসু ॥ ২৬
ইত্যেবমুক্ত্বা শ্রীরামো বিধায় বল্কলং জটাম্ ।
প্রযযৌ চ মহারণ্যে সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥ ২৭
পুত্রশোকান্মহারাজস্তত্যাজ স্বতনুং মুনে।
পালনায় পিতুঃ সত্যং রামো বভ্রাম কাননে ॥ ২৮
কালান্তরে মহারণ্যে ভগিনী রাবণস্য চ ।
ভ্রমন্তী কাননে ঘোরে ভ্রাতা সার্দ্ধং স্বকৌতুকাৎ
দদর্শ রামং কুলটা কামার্ত্তা রাক্ষসী তদা।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গী মূর্চ্ছাং প্রাপ স্মরেণ চ ॥ ৩০
শ্রীরামনিকটং গত্বা সস্মিতোবাচ কামুকী।
শশ্বদ্‌যৌবনসংযুক্তাতিপ্রৌঢ়া কামদুর্ম্মদা ॥ ৩১

শূর্পণখোবাচ ।

হে রাম হে ঘনশ্যাম রূপধাম গুণান্বিত।
ভাবানুরক্তাং বনিতাং মাং গৃহাণ সুনির্জ্জনে ॥ ২২
শ্রুত্বা শূর্পণখাবাক্যং ধর্ম্মং সংস্মৃত্য ধার্ম্মিকঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং শাপভীতশ্চ নারদ ॥ ৩৩

শ্রীরাম উবাচ ।

অহো মাতঃ সভার্য্যোঽহমভার্য্যং গচ্ছমেঽনুজম্ ।
ভজেৎ প্রিয়জনং দুঃখমিতরং ন সুখালয়ম্ ॥ ৩৪
রামস্য বচনং শ্রুত্বা প্রযযৌ লক্ষ্মণং মুদা।
দদর্শ লক্ষ্মণং শান্তং কান্তঞ্চ লক্ষণান্বিতম্ ॥ ৩৫
মাং ভজস্ব মহাভাগেত্যুবাচ চ পুনঃ পুনঃ ।
লক্ষ্মণস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা তামুবাচ কুতূহলাৎ ॥ ৩৬

লক্ষ্মণ উবাচ ।

বিহায় রামং সর্ব্বেশং হে মূঢ়ে দাসমিচ্ছসি।
সীতাদাসী চ মৎপত্নী সীতাদাসোঽহমেব চ ॥ ৩৭
ভবিষ্যসীশপত্নী ত্বং গচ্ছ রামং মদীশ্বরম্ ।
তব পুত্রো ভবিষ্যামি সীতায়াশ্চ যথা সতি ॥ ৩৮

নারায়ণ উবাচ।

লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা কামেন হৃতমানসা।
উবাচ লক্ষ্মণং মূঢ়া শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকা ॥ ৩৯

শূর্পণখোবাচ।

যদি ত্যজসি মাং মূঢ় কামাৎ স্বয়মুপস্থিতাম্ ।
যুবয়োশ্চ বিপত্তিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪০
ব্রহ্মা চ মোহিনীং ত্যক্ত্বা বিশ্বেঽপূজ্যো বভূব হ।
রম্ভাশাপেন দক্ষশ্চ ছাগমুণ্ডো বভূব সঃ ॥ ৪১
স্বর্বৈদ্যশ্চোর্ব্বশীশাপাদ্‌যজ্ঞভাগবিবর্জ্জিতঃ।
রূপহীনঃ কুবেরশ্চ মেনাশাপেন লক্ষ্মণ ॥ ৪২
কামো ঘৃতাচীশাপেন বভূব ভস্মসাচ্ছিবাৎ।
বলির্মদালসাশাপাদ্‌ভ্রষ্টরাজ্যো বভূব সঃ ॥ ৪৩
শাপেন মিশ্রকেশ্যাশ্চ হৃতভার্য্যো বৃহস্পতিঃ।
মম শাপাৎ তথা রামো হৃতভার্য্যো ভবিষ্যতি ॥
কামাতুরাং যৌবনস্থাং ভার্য্যাং স্বয়মুপস্থিতাম্ ।
ন ত্যজেদ্ধর্ম্মভীরুশ্চ শ্রুতং মাধ্যন্দিনে পুরা।
ইহ ত্যক্ত্বা বিপদ্‌গ্রস্তঃ পরত্র নরকং ব্রজেৎ ॥
শ্রুত্বা শূর্পণখাবাক্যমর্দ্ধচন্দ্রেণ লক্ষ্মণঃ।
চিচ্ছেদ নাসিকাং তস্যাঃ ক্ষুরধারেণ লীলয়া ॥ ৪৬
তস্যা ভ্রাতা চ যুযুধে বলবান্ খরদূষণঃ।
সসৈন্যো লক্ষণাস্ত্রেণ স জগাম যমালয়ম্ ॥ ৪৭
চতুর্দ্দশসহস্রঞ্চ রাক্ষসং খরদূষণম্ ।
মৃতং দৃষ্ট্বা শূর্পণখা ভর্ৎসয়ামাস রাবণম্ ॥ ৪৮
সর্ব্বং নিবেদনং কৃত্বা জগাম পুষ্করং পুরা।
ব্রহ্মণশ্চ বরং প্রাপ কৃত্বা চ দুষ্করং তপঃ ॥ ৪৯
উবাচ তাং কৃশাং দৃষ্ট্বা নিরাহারাং তপস্বিনীম্ ।
সর্ব্বজ্ঞস্তন্মনো মত্বা কৃপাসিন্ধুশ্চ নারদ ॥ ৫০

ব্রহ্মোবাচ ।

অপ্রাপ্য রামং দুষ্প্রাপ্যং করোষি দুষ্করং তপঃ।
জিতেন্দ্রিয়াণাং প্রবরং লক্ষ্মণং সর্ব্বলক্ষণম্ ॥ ৫১
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদীনামীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
জন্মান্তরে চ ভর্ত্তারং লভিষ্যসি বরাননে ॥ ৫২
ইত্যেবমুক্ত্বা ব্রহ্মা স জগাম স্বালয়ং মুদা।
দেহং তত্যাজ সা বহ্নৌ সা চ কুব্জা বভূব হ ॥ ৫৩
অথ শূর্পণখাবাক্যাৎ কোপাৎ কম্পিতবিগ্রহঃ।
জহার মায়য়া সীতাং মায়াবী রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ৫৪
সীতাং ন দৃষ্ট্বা রামশ্চ মূর্চ্ছাং প্রাপ চিরং মুনে।
চেতনাং কারয়ামাস ভ্রাতা চাধ্যাত্মিকেন চ ॥ ৫৫
ততো বভ্রাম গহনং শৈলঞ্চ কন্দরং নদম্।
স চাহর্নিশসংশোকান্মুনীনামাশ্রমং মুনে ॥ ৫৬
চিরমন্বেষণং কৃত্বা ন দৃষ্ট্বা জানকীং বিভুঃ।
চকার মিত্রতাং রামঃ সুগ্রীবেণ প্রভুঃ স্বয়ম্ * ॥

---

* ততঃ পরমিতি চ পাঠঃ।

নিহত্য বালিনং রামো দদৌ রাজ্যঞ্চ লীলয়া।
সুগ্রীবায় চ মিত্রায় স্বীকারপালনায় বৈ ॥ ৫৮
দূতান্ প্রস্থাপয়ামাস সর্ব্বত্র বানরেশ্বরঃ।
তস্থৌ সুগ্রীবভবনে শ্রীরামশ্চ সলক্ষ্মণঃ ॥ ৫৯
হনূমতে স্বয়ং দত্ত্বা রম্যং রত্নাঙ্গুরীয়কম্।
সীতায়ৈ শুভসন্দেশং প্রাণধারণকারণম্ ॥ ৬০
তঞ্চ প্রস্থাপয়ামাস দক্ষিণাং দিশমীশ্বরঃ।
সুগ্রীত্যালিঙ্গনং দত্ত্বা পদরেণূন্ সুদুর্লভান্ ॥ ৬১
হনূমান্ প্রযযৌ লঙ্কাং সীতান্বেষণহেতবে।
রামাদধীতসন্দেশো বলী রুদ্রকলোদ্ভবঃ ॥ ৬২
অশোককাননে সীতাং দদর্শ শোককর্শিতাম্।
নিরাহারামতিকৃশাং দগ্ধাং চন্দ্রকলামিব ॥ ৬৩
সন্ততং রাম রামেতি জপন্তীং ভক্তিপূর্ব্বকম্।
বিভ্রতীঞ্চ জটাভারং তপ্তকাঞ্চনসন্নিভাম্ ॥ ৬৪
ধ্যায়মানাং পাদপদ্মং শ্রীরামস্য দিবানিশম্।
শুদ্ধাশয়াং সুশীলাঞ্চ সুব্রতাঞ্চ পতিব্রতাম্ ॥ ৬৫
মহালক্ষ্মীলক্ষযুক্তাং প্রজ্বলন্তীং স্বতেজসা।
পুণ্যদাং সর্ব্বতীর্থানাং দৃষ্ট্বা ভুবনপাবনীম্ ॥ ৬৬
প্রণম্য মাতরং দৃষ্ট্বা রুদতীং বায়ুনন্দনঃ।
রত্নাঙ্গুরীয়ং রামস্য দদৌ তস্যৈ মুদান্বিতঃ ॥ ৬৭
রুরোদ ধর্ম্মী তাং দৃষ্ট্বা ধৃত্বা চ চরণাম্বুজম্।
উবাচ রামসন্দেশং সীতাজীবনরক্ষণম্ ॥ ৬৮

হনূমানুবাচ।

পারে-সমুদ্রং শ্রীরামঃ সন্নদ্ধশ্চ সলক্ষ্মণঃ।
বভূব রামমিত্রঞ্চ সুগ্রীবো বলবান্ কপিঃ ॥ ৬৯
রামশ্চ বালিনং হত্বা রাজ্যং নিষ্কণ্টকং দদৌ।
সুগ্রীবায় চ মিত্রায় তন্মধ্যাং বালিনা হৃতাম্ ॥ ৭০
সুগ্রীবশ্চ তবোদ্ধারং স্বীচকার চ ধর্ম্মতঃ।
বানরাশ্চ যযুঃ সর্ব্বে তবান্বেষণকারণম্ ॥ ৭১
প্রাপ্য মঙ্গলবার্ত্তাঞ্চ মত্তো রাজীবলোচনঃ।
গভীরং সাগরং বদ্ধা চাচিরেণাগমিষ্যতি ॥ ৭২
নিহত্য রাবণং পাপং সপুত্রঞ্চ সবান্ধবম্।
করিষ্যত্যচিরেণৈব হে মাতস্তব মোক্ষণম্ ॥ ৭৩
অদ্য রত্নময়ীং লঙ্কাং নিঃশঙ্কস্ত্বৎপ্রসাদতঃ।
ভস্মীভূতাং করিষ্যামি মাতঃ পশ্য চ সস্মিতম্ ॥ ৭৪
মর্কটীডিম্বতুল্যাঞ্চ লঙ্কাং পশ্যামি সুব্রতে।
মূত্রতুল্যং সমুদ্রঞ্চ শরাবমিব ভূতলম্ ॥ ৭৫
পিপীলিকাসমমিব সসৈন্যং রাবণং তথা।
সংহর্ত্তুঞ্চ সমর্থোঽহং মুহূর্ত্তার্দ্ধেন লীলয়া ॥ ৭৬
রামপ্রতিজ্ঞারক্ষার্থং ন হনিষ্যামি সাম্প্রতম্।
সুস্থা ভব মহাভাগে ত্যজ ভীতিং মদীশ্বরি ॥ ৭৭
বানরস্য বচঃ শ্রুত্বা রুদিত্বোচ্চৈর্মুহুর্মুহুঃ।
উবাচ বচনং ভীতা সীতা রামপতিব্রতা ॥ ৭৮

সীতোবাচ।

অয়ি জীবতি মে রামো মচ্ছোকার্ণবদারুণাৎ।
অয়ি মে কুশলী নাথঃ কৌশল্যানন্দনঃ প্রভুঃ ॥ ৭৯
কীদৃশশ্চ কৃশাঙ্গশ্চ জানকীজীবনোঽধুনা।
কিং বাহারশ্চ কিং ভুঙ্ক্তে মম প্রাণাধিকপ্রিয়ঃ ॥
অয়ি পারেসমুদ্রঞ্চ সত্যং সীতাপতিঃ স্বয়ম্।
অয়ি সত্যং স সন্নদ্ধো ন শোকেন হতঃ প্রভুঃ ॥৮১
অয়ি স্মরতি মাং পাপাং স্বামিনো দুঃখরূপিণীম্।
মদর্থে কতি দুঃখং বা সম্প্রাপ স মদীশ্বরঃ ॥ ৮২
হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে পুরা ব্যবহিতো রতৌ।
অধুনৈবাবয়োর্মধ্যে সমুদ্রঃ শতযোজনঃ ॥ ৮৩
অয়ি দ্রক্ষ্যামি তং রামং করুণাসাগরং প্রভুম্।
শান্তং কান্তং নিতান্তঞ্চ ধর্ম্মিষ্ঠং ধর্ম্মকর্ম্মণা ॥ ৮৪
অয়ি সেবাং করিষ্যামি পাদপদ্মং পুনঃ প্রভোঃ
পতিসেবাবিহীনায়া মূঢায়া জীবনং বৃথা ॥ ৮৫
অয়ি মে ধর্ম্মপুত্রশ্চ সত্যং জীবতি লক্ষ্মণঃ।
মচ্ছোকসাগরে মগ্নো ভগ্নদর্পো ময়া বিনা ॥ ৮৬
বীরাণাং প্রবরো ধর্ম্মী দেবকল্পশ্চ দেবরঃ।
অয়ি সত্যং স সন্নদ্ধো মৎপ্রভোরনুজঃ সদা ॥ ৮৭
অয়ি দ্রক্ষ্যামি সত্যং তং লক্ষ্মণং ধর্ম্মলক্ষণম্।
প্রাণানামধিকং প্রেম্ণা ধন্যং পুণ্যস্বরূপিণম্ ॥ ৮৮
ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা দত্ত্বা প্রত্যুত্তরং শুভম্।
ভস্মীভূতাঞ্চ তাং লঙ্কাং চকার লীলয়া মুনে ॥ ৮৯
পুনঃ প্রবোধং তস্যৈ চ দত্ত্বা বায়ুসুতঃ কপিঃ।
প্রযযৌ লীলয়া বেগাদ্যত্র রাজীবলোচনঃ ॥ ৯০
সর্ব্বং তৎ কথয়ামাস বৃত্তান্তং মাতুরেব সঃ।
সীতামঙ্গলবৃত্তান্তং শ্রুত্বা রামো রুরোদ চ ॥ ৯১
রুরোদোচ্চৈর্লক্ষ্মণশ্চ সুগ্রীবশ্চাপি নারদ।
বানরা রুরুদুঃ সর্ব্বে মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ৯২
নিবধ্য সেতুং লঙ্কাঞ্চ প্রযযৌ রঘুনন্দনঃ।
সসৈন্যঃ সানুজঃ শীঘ্রং সন্নদ্ধশ্চৈব নারদ ॥ ৯৩
নিহত্য রাবণং রামো রণং কৃত্বা সবান্ধবম্।
চকার মোক্ষণং ব্রহ্মন্ সীতায়াশ্চ শুভক্ষণে ॥ ৯৪

কৃত্বা পুষ্পকযানে চ সীতাং সত্যপরায়ণঃ।
অযোধ্যাং প্রযযৌ শীঘ্রং ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ ॥
ক্রীড়াং চকার ভগবান্ সীতাং কৃত্বা চ বক্ষসি।
বিজহৌ বিরহজ্বালাং সীতা রামশ্চ তৎক্ষণম্ ॥
সপ্তদ্বীপেশ্বরো রামো বভূব পৃথিবীতলে।
বভূব নিখিলা পৃথ্বী সাধিব্যাধিবিবর্জ্জিতা ॥ ৯৭
বভূবতু রামপুত্রৌ ধার্ম্মিকৌ চ কুশীলবৌ
তয়োশ্চ পুত্রৈঃ পৌত্রৈশ্চ সূর্য্যবংশোদ্ভবা নৃপাঃ ॥
ইতি তে কথিতং বৎস শ্রীরামচরিতং শুভম্।
সুখদং মোক্ষদং সারং পারপোতো ভবার্ণবে ॥৯৯

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে-
নারায়ণ-নারদসংবাদে শ্রীরামচরিতে-
দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায় ।

নারায়ণ উবাচ।

অথ কংসো বিচিন্ত্যৈবং * দৃষ্ট্বা দুঃস্বপ্নমেব চ।
সমুদ্বিগ্নো মহাভীতো নিরাহারো নিরুৎসবঃ ॥ ১
পাত্রমিত্রং বন্ধুগণং বান্ধবঞ্চ পুরোহিতম্।
সমানীয় সভামধ্যে তানুবাচ সুদুঃখিতঃ ॥ ২

কংস উবাচ।

ময়া দৃষ্টো নিশাশেষে যো দুঃস্বপ্নো ভয়প্রদঃ।
নিবোধত বুধাঃ সর্ব্বে বান্ধবাশ্চ পুরোহিতাঃ ॥ ৩
বিভ্রতী চোড্রপুষ্পাণাং মালাং সা রক্তচন্দনম্।
রক্তাম্বরং তীক্ষ্ণখড়্গাং খর্পরঞ্চ ভয়ানকম্ ॥ ৪
প্রকৃত্যাট্টাট্টহাসঞ্চ লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করী।
অতীব,বৃদ্ধা কৃষ্ণাঙ্গী নগরে মম নৃত্যতি ॥ ৫
মুক্তকেশী চ্ছিন্ননাসা কৃষ্ণা কৃষ্ণাম্বরাপি বা।
বিধবা সা মহাশূদ্রী মামালিঙ্গিতুমিচ্ছতি ॥ ৬
মলিনং চেলখণ্ডঞ্চ বিভ্রতী রুক্ষমূর্দ্ধজান্।
দদাতি চূর্ণতিলকং কপালে মম বক্ষসি ॥ ৭
কৃষ্ণবর্ণানি পক্কানি চ্ছিন্নভগ্নানি সত্যক।
পতন্তি কৃত্বা শব্দাংশ্চ শশ্বৎ তালফলানি চ ॥ ৮
কুচেলো বিকৃতাকারো ম্লেচ্ছো হি রুক্ষমূর্দ্ধজঃ।
দদাতি মহ্যমুষায়াং ছন্নভগ্নকপর্দ্দকান্ ॥ ৯
মহারুষ্টা চ দিব্যা স্ত্রী পতিপুত্রবতী সতী।
বভঞ্জ পূর্ণকুম্ভঞ্চ সাভিশপ্য পুনঃ পুনঃ ॥ ১০
অম্লানামোড্রমালাঞ্চ রক্তচন্দনচর্চ্চিতাম্।
দদাতি মহ্যং বিপ্রশ্চ মহারুষ্টোঽভিশপ্য চ ॥ ১১
ক্ষণমঙ্গারবৃষ্টিশ্চ ভস্মবৃষ্টিঃ ক্ষণং ক্ষণম্।
ক্ষণং ক্ষণং রক্তবৃষ্টির্ভবেচ্চ নগরে মম ॥ ১২
বানরং বায়সং শ্বানং ভল্লুকং শূকরং খরম্।
পশ্যামি বিকৃতাকারং শব্দং কুর্ব্বন্তমুল্বণম্ ॥ ১৩
পশ্যামি শুষ্ককাষ্ঠানাং রাশিমঙ্গারকজ্জলম্।
অরুণোদয়বেলায়াং কর্পচ্ছিন্ননখানি চ ॥ ১৪
পীতবস্ত্রপরীধানা শুক্লচন্দনচর্চ্চিতা।
বিভ্রতী মালতীমালাং রত্নভূষণভূষিতা ॥ ১৫
ক্রীড়াকমলহস্তা সা সিন্দূরবিন্দুশোভিতা।
কৃত্বাভিশাপং মাং রুষ্টা যাতি মন্মন্দিরাৎ সতী ॥
পাশহস্তাংশ্চ পুরুষান্ মুক্তকেশান্ ভয়ঙ্করান্।
অতিরুক্ষাংশ্চ পশ্যামি বিশতো নগরং মম ॥ ১৭
নগ্না নারীর্মুক্তকেশীর্নৃত্যন্তীশ্চ গৃহে গৃহে।
অতীববিকৃতাকারাঃ পশ্যামি সস্মিতাঃ সদা ॥ ১৮
ছিন্ননাসা চ বিধবা মহাশূদ্রী দিগম্বরী।
সা তৈলাভ্যক্তিতং মাঞ্চ করোত্যতিভয়ঙ্করী ॥ ১৯
নির্ব্বাণাঙ্গারযুক্তাশ্চ ভস্মপূর্ণা ভয়ঙ্করাঃ।
অতিপ্রভাতসময়ে চিতাঃ পশ্যামি সস্মিতঃ ॥ ২০
পশ্যামি চ বিবাহঞ্চ নৃত্যগীতমহোৎসবম্।
রক্তবস্ত্রপরীধানান্ পুরুষান্ মুক্তমূর্দ্ধজান্ ॥ ২১
রক্তং বমন্তং পুরুষং নৃত্যন্তং নগ্নমুল্বণম্।
ধাবন্তঞ্চ শয়ানঞ্চ পশ্যামি সস্মিতং সদা ॥ ২২
রাহুগ্রস্তঞ্চ গগনে মণ্ডলং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
এককালে চ পশ্যামি সর্ব্বগ্রাসঞ্চ বান্ধবাঃ ॥ ২৩
উল্কাপাতং ধূমকেতুং ভূকম্পং রাষ্ট্রবিপ্লবম্।
ঝঞ্ঝাবাতং মহোৎপাতং পশ্যামি চ পুরোহিত ॥
বায়ুনা ঘূর্ণ্যমানাংশ্চ ছিন্নস্কন্ধান্ মহীরুহান্।
পতিতান্ পর্ব্বতাংশ্চৈব পশ্যামি পৃথিবীতলে ॥ ২৫
পুরুষং ছিন্নশিরসং নৃত্যন্তং নগ্নমুৎসৃতম্।
মুণ্ডমালাকরং ঘোরং পশ্যামি চ গৃহে গৃহে ॥২৬
দগ্ধং সর্ব্বাশ্রমং ভস্মপূর্ণমঙ্গারসঙ্কুলম্।
হাহাকারঞ্চ কুর্ব্বন্তং সর্ব্বং পশ্যামি সর্ব্বতঃ ॥ ২৭
ইত্যেবমুক্ত্বা রাজা স বিররাম সভাতলে।

* দুঃস্বপ্নমিত্যনেনান্বয়ঃ, এবং বক্ষ্যমাণমিত্যর্থঃ।

শ্রুত্বা স্বপ্নং বান্ধবাশ্চ নতবক্ত্রা নিশশ্বসুঃ ॥ ২৮
জহার চেতনাং সদ্যঃ সত্যকশ্চ পুরোহিতঃ ।
মত্বা বিনাশং কংসস্য যজমানস্য নারদ ॥ ২৯
রুরোদ নারীবর্গশ্চ পিতা মাতা চ শোকতঃ ।
যেনে বিনাশকালঞ্চ সদ্যঃ স্বয়মুপস্থিতম্ ॥ ৩০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে কংসদুঃস্বপ্নকথনং নাম ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৩॥

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

সর্ব্বং কৃত্বা পরামর্শং সত্যকশ্চ পুরোহিতঃ ।
বুদ্ধিমান্ শুক্রশিষ্যঞ্চ তমুবাচ হিতং মুনে ॥ ১

সত্যক উবাচ ।

ভয়ং ত্যজ মহাভাগ ভয়ং কিং তে ময়ি স্থিতে ।
কুরু যজ্ঞং মহেশস্য সর্ব্বারিষ্টবিনাশনম্ ॥ ২
যাগো ধনুর্ম্মখো নাম বহ্বর্থো বহুদক্ষিণঃ ।
দুঃস্বপ্নানাং নাশকরঃ শত্রুভীতিবিনাশকঃ ॥ ৩
আধ্যাত্মিকমাধিদৈবমাধিভৌতিকমুৎকটম্ ।
এষাং ত্রিবিধোৎপাতানাং খণ্ডনো ভূতিবর্দ্ধনঃ ॥৪
যাগে সমাপ্তে শম্ভুশ্চ জরা-মৃত্যুহরং বরম্ ।
দদাতি সাক্ষাদ্ভুত্বৈব দাতা চ সর্ব্বসম্পদাম্ ॥ ৫
চকারেমঞ্চ যজ্ঞঞ্চ পুরা বাণো মহাবলঃ ।
নন্দী চ পরশুরামশ্চ ভল্লশ্চ বলিনাং বরঃ ॥ ৬
পুরা দদৌ ধনুরিদং শিবো নন্দীশ্বরায় চ ।
যাগেন ভূত্বা সিদ্ধঃ স দদৌ বাণায় ধার্ম্মিকঃ ॥ ৭
কৃত্বা যাগং মহাসিদ্ধো দদৌ রামায় পুষ্করে ।
ভৃগুভ্যং দদৌ পরশুরামঃ কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ ॥ ৮
সহস্রহস্তপ্রমিতং দৈর্ঘ্যেঽতিকঠিনং নৃপ ।
দশহস্তং প্রশস্তে চ শঙ্করেচ্ছাবিনির্ম্মিতম্ ॥ ৯
পাশুপতং পশুপতির্যুযোজানেন দুর্ব্বহম্ ।
সর্ব্বে ভঙ্ক্তুং ন শক্তাশ্চ দেবং নারায়ণং বিনা ॥
যাগে চ ধনুষঃ পূজা শঙ্করস্য তু শঙ্করে ।
কুরু শীঘ্রং শুভার্হঞ্চ সর্ব্বান্ কুরু নিমন্ত্রণম্ ॥ ১১
অস্মিন্ যাগে ধনুর্ভঙ্গো ভবেদ্‌যদি নরাধিপ ।
বিনাশো যজমানস্য ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১২
ভগ্নে ধনুষি যাগশ্চ ভগ্নো ভবতি নিশ্চিতম্ ।
ফলং দদাতি কো বাত্র চানিষ্পন্নে চ কর্ম্মণি ॥ ১৩
ব্রহ্মা চ ধনুষো মূলে মধ্যে নারায়ণঃ স্বয়ম্ ।
অগ্রে চোগ্রপ্রতাপশ্চ মহাদেবো মহামতে ॥ ১৪
ধনুশ্চ নির্ব্বিকারঞ্চ সদ্রত্নখচিতং বরম্ ।
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ড-প্রভাপ্রচ্ছন্নকারণম্ ॥ ১৫
অশক্তশ্চ নময়িতুমনন্তশ্চ মহাবলঃ ।
সূর্য্যশ্চ কার্ত্তিকেয়শ্চ কা কথান্যস্য ভূমিপ ॥ ১৬
ত্রিপুরারিঃ পুরানেন জঘান ত্রিপুরং মুদা ।
নির্ব্বিঘ্নং কুরু স্বচ্ছন্দং মঙ্গলার্হং মহোৎসবম্ ॥ ১৭
সত্যকস্য বচঃ শ্রুত্বা চন্দ্রবংশবিবর্দ্ধনঃ ।
উবাচ কংসঃ সর্ব্বাংশে সন্তুষ্টং তং হিতৈষিণম্ ॥

কংস উবাচ ।

বসুদেবগৃহে যজ্ঞে মদ্বধী কুলনাশনঃ ।
স্বচ্ছন্দং নন্দগেহে চ বর্দ্ধতে নন্দনন্দনঃ ॥ ১৯
মদ্বন্ধুবর্গান্ শূরাংশ্চ মন্ত্রণাসু বিশারদান্ ।
ভগিনীং পূতনাং পূতাং জঘান বালকো বলী ॥
গোবর্দ্ধনং দধারৈককরেণ বলবর্দ্ধনঃ ।
মহেন্দ্রস্য চ শূরস্য চকার সপরাভবম্ ॥ ২১
ব্রহ্মাণং দর্শয়ামাস ব্রহ্মরূপং চরাচরম্ ।
নিবহং বালবৎসানাং চকার কৃত্রিমং মুদা ॥ ২২
তমেব বলিনং হন্তুং মন্ত্রণাং কুরু সত্যক ।
মম শত্রুর্বিনা তেন নাস্তীহ ধরণীতলে ।
ন হি স্বর্গে ন পাতালে ত্রিষু লোকেষু নিশ্চিতম্ ॥
সন্তি সন্তশ্চ রাজানঃ সর্ব্বত্র মম বান্ধবাঃ ॥ ২৪
মহাতপস্বী ব্রহ্মা চ তপস্বী শঙ্করঃ স্বয়ম্ ।
বিষ্ণুঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বাত্মা সমদর্শী সনাতনঃ ॥ ২৫
নন্দপুত্রং নিহত্যাহং ত্রিষু লোকেষু পূজিতঃ ।
সার্ব্বভৌমো ভবিষ্যামি সপ্তদ্বীপাধিপো মহান্ ॥
স্বর্গে নির্জ্জিত্য শক্রঞ্চ দুর্ব্বলং দৈত্যনির্জ্জিতম্ ।
ভবিষ্যামি মহেন্দ্রশ্চ তত্র নির্জ্জিত্য ভাস্করম্ ॥ ২৭
যক্ষ্মগ্রস্তঞ্চ চন্দ্রঞ্চ মমৈব পূর্ব্বপুরুষম্ ।
বায়ুং কুবেরং বরুণং যমং জেষ্যামি নিশ্চিতম্ ॥
গচ্ছ নন্দব্রজং শীঘ্রং নন্দঞ্চ নন্দনন্দনম্ ।
তদ্‌ভ্রাতরঞ্চ বলিনং বলমানয় সাম্প্রতম্ ॥ ২৯
কংসস্য বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ স সত্যকঃ ।
হিতং সত্যং নীতিসারং পরং সাময়িকং তথা ॥

সত্যক উবাচ ।

অক্রূরমুদ্ধবং বাপি বসুদেবমথাপি বা ।

প্রস্থাপয় মহাভাগ নন্দব্রজমভীপ্সিতম্ ॥ ৩১
সত্যকস্য বচঃ শ্রুত্বা বসন্তং তত্র সংসদি ।
স্বর্ণসিংহাসনস্থঞ্চ বসুদেবমুবাচ সঃ ॥ ৩২
রাজেন্দ্র উবাচ ।
তত্ত্বজ্ঞো নীতিশাস্ত্রাণাং ত্বমুপায়বিশারদঃ ।
ব্রজ নন্দব্রজং বন্ধো বসুদেবসুতালয়ম্ ॥ ৩৩
বৃষভানঞ্চ নন্দঞ্চ বলঞ্চ নন্দনন্দনম্ ।
শীঘ্রমানয় যজ্ঞেঽত্র সর্ব্বং গোকুলবাসিনম্ ॥ ৩৪
গৃহীত্বা পত্রিকাং দূতা গচ্ছন্তু চ চতুর্দ্দিশম্ ।
নৃপান্ মুনিগণান্ সর্ব্বান্ কর্ত্তুং বিজ্ঞাপনং মুদা ॥
নৃপস্য বচনং শ্রুত্বা শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকঃ ।
উবাচ সদয়ং ব্রহ্মন্ হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৩৬
বসুদেব উবাচ ।
ন যুক্তমত্র রাজেন্দ্র গমনং মম সাম্প্রতম্ ।
বিজ্ঞাপিতুং নন্দব্রজং নন্দং বা নন্দনন্দনম্ ॥ ৩৭
যদ্যায়াতো নন্দপুত্রো যাগে তেঽথ মহোৎসবে ।
অবশ্যং তদ্বিরোধশ্চ ভবিষ্যতি সহ ত্বয়া ॥ ৩৮
তমহঞ্চ সমানীয় কারয়িষ্যামি সংযুগম্ ।
ইতি মে ন হি ভদ্রঞ্চ বিশ্বস্তস্য তবাপি বা ॥ ৩৯
পিত্রানীতো মৃতঃ কৃষ্ণঃ ইতি সর্ব্বো বদিষ্যতি ।
বসুদেবঃ সুতদ্বারা জঘান নৃপমেব বা ॥ ৪০
দ্বয়োরেকতরস্যাপি সদ্যোমৃত্যুর্ভবিষ্যতি ।
পতিষ্যন্তি চ শূরাশ্চ নাস্তি যুদ্ধং নিরামিষম্ ॥ ৪১
বসুদেববচঃ শ্রুত্বা রক্তপঙ্কজলোচনঃ ।
খড়্গং গৃহীত্বা তং হন্তুং প্রযযৌ নৃপতীশ্বরঃ ॥ ৪২
হাহেতি কৃত্বা পুত্রঞ্চ বারয়ামাস তৎক্ষণম্ ।
উগ্রসেনো মহারাজমতীববলবান্ মুনে ।
স্বপীঠাদ্বসুদেবশ্চ কোপাবিষ্টো গৃহং যযৌ ॥ ৪৩
অক্রূরং প্রেরয়ামাস গন্তুং নন্দব্রজং নৃপঃ ।
দূতান্ প্রস্থাপয়ামাস শীঘ্রং প্রতিদিশং তদা ॥৪৪
আযযুর্মুনয়ঃ সর্ব্বে নৃপাশ্চ সপরিচ্ছদাঃ ।
দিক্পালাশ্চ সুরা সর্ব্বে ব্রহ্মণাশ্চ তপস্বিনঃ ॥৪৫
সনকশ্চ সনন্দশ্চ বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা ।
সনৎকুমারো ভগবান্ প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা ॥ ৪৬
কপিলশ্চাসুরিঃ পৈলঃ সুমন্তুশ্চ সনাতনঃ ।
পুলহশ্চ পুলস্ত্যশ্চ ভৃগুশ্চ ক্রতুরঙ্গিরাঃ ॥ ৪৭
মরীচিঃ কশ্যপশ্চৈব দক্ষোঽত্রিশ্চ্যবনস্তথা ।
ভারদ্বাজশ্চ ব্যাসশ্চ গৌতমশ্চ পরাশরঃ ॥৪৮
প্রচেতশ্চ বশিষ্ঠাশ্চ সম্বর্ত্তশ্চ বৃহস্পতিঃ ।
কাত্যায়নো যাজ্ঞবল্ক্যোঽপ্যুতথ্যঃ সৌভরিস্তথা ।
পর্ব্বতো দেবলশ্চৈব জৈগীষব্যশ্চ জৈমিনিঃ ।
বিশ্বামিত্রশ্চ সুতপাঃ শাকল্যঃ শাকটায়নঃ ॥ ৫০
জাজলির্দ্দাক্ষিলিশ্চৈবাপিশলিশ্চ শিলানিকঃ ।
আস্তীকশ্চ জরৎকারুস্তথা কল্যাণমিত্রকঃ ॥ ৫১
দুর্ব্বাসা বামদেবশ্চ ঋষ্যশৃঙ্গো বিভাণ্ডকঃ ।
কবিঃ পথঃ কণাদশ্চ কৌশিকঃ পাণিনিস্তথা ॥ ৫২
কৌৎসোঽঘমর্ষণশ্চৈব বাল্মীকির্লোমশস্তথা ।
মার্কণ্ডেয়ো মৃকণ্ডশ্চ পশুরামশ্চ সাঙ্কৃতিঃ ॥ ৫৩
অগস্ত্যশ্চ তথাবাঞ্চ তথান্যে মুনয়ো মুনে ।
সশিষ্যাশ্চ সপুত্রাশ্চ ব্রাহ্মণাশ্চ তপস্বিনঃ ॥ ৫৪
জরাসন্ধো দন্তবক্রো দাম্ভিকো দ্রাবিড়াধিপঃ ।
শিশুপালো ভীষ্মকশ্চ ভগদত্তশ্চ মুদ্গলঃ ॥ ৫৫
ধৃতরাষ্ট্রো ধূমকেশো ধূমকেতুশ্চ শম্বরঃ ।
শল্যঃ শত্রাজিতঃ শঙ্কুর্নৃপাশ্চান্যে মহাবলাঃ ॥ ৫৬
ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপাচার্য্যো হ্যশ্বত্থামা মহাবলঃ ।
ভূরিশ্রবাশ্চ শাল্যশ্চ কৈকেয়ঃ কোশলস্তথা ॥৫৭
সর্ব্বান্ সম্ভাষয়ামাস মহারাজো যথোচিতম্ ।
সতাকো যজ্ঞদিবসং চকার চ শুভক্ষণম্ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে কংসযজ্ঞ-কথনং নাম চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৪

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।
কংসস্য বচনং শ্রুত্বা সোঽক্রূরো ধর্ম্মিণাং বরঃ ।
উবাচ চোত্তবং শান্তং শান্তঃ প্রহৃষ্টমানসঃ ॥ ১
অক্রূর উবাচ ।
সুপ্রভাতাদ্য রজনী বভূব মে শুভং দিনম্ ।
তুষ্টাশ্চ গুরবো বিপ্রা দেবা মামিতি নিশ্চিতম্ ॥ ২
কোটিজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং মম স্বয়মুপস্থিতম্ ।
বভূব মে সমুৎপন্নং যদ্যৎ কর্ম্ম শুভাশুভম্ ॥ ৩
চিচ্ছেদ বন্ধনিগড়ং মম বদ্ধস্য কর্ম্মিণঃ ॥
কারাগারাচ্চ সংসারান্মুক্তো যামি হরেঃ পদম্ ॥৪
সুহৃদর্থীকৃতোঽহঞ্চ কংসেন বিদুষা রুষা ।
বরেণ তুল্যো দেবস্য ক্রোধো মম বভূব হ ॥ ৫

ব্রজরাজং সমুদ্ধর্ত্তুং ব্রজং যাস্যামি সাম্প্রতম্।
দ্রক্ষ্যামি পরমং পূজ্যং ভক্তি-মুক্তিপ্রদায়িনম্ ॥৬
নবীনজলদশ্যামং নীলেন্দীবরলোচনম্।
পীতবস্ত্রধটীযুক্ত-কটিদেশবিরাজিতম্ ॥ ৭
ধূলিধূসরিতাঙ্গং বা কিং বা চন্দনচর্চ্চিতম্।
অথবা নবনীতাক্তমঙ্গং দ্রক্ষ্যামি সস্মিতম্ ॥ ৮
কিং বা বিনোদমুরলীং বাদয়ন্তং মনোহরম্।
কিং বা গবাং সমূহঞ্চ চালয়ন্তমিতস্ততঃ ॥ ৯
কিং বা বসন্তং গচ্ছন্তং শয়ানং বা সুনিশ্চিতম্।
নিদ্রেশং কীদৃশঞ্চাদ্য স্বদৃষ্ট্যা চ শুভক্ষণে ॥ ১০
ধ্যায়ন্তে যৎপাদপদ্মং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ।
ন হি জানাতি যস্যান্তমনন্তোঽনন্তবিগ্রহঃ ॥ ১১
যৎপ্রভাবং ন জানন্তি দেবাঃ সন্তশ্চ সন্ততম্।
যস্য স্তোত্রে জড়ীভূতা ভীতা দেবী সরস্বতী ॥ ২২
দাসী নিযুক্তা যদ্দাস্যে মহালক্ষ্মীশ্চ লক্ষিতা।
গঙ্গা যস্য পদাম্ভোজান্নিঃসৃতা-সত্ত্বরূপিণী ॥ ১৩
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-হরা ত্রিভুবনাৎ পরম্।
দর্শনস্পর্শনেনৈব নৃণাং পাতকনাশিনী ॥ ১৪
ধ্যায়ন্তে যৎপদাম্ভোজং দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
ত্রৈলোক্যজননী দেবী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ১৫
লোম্নাং কূপেষু বিশ্বানি মহাবিষ্ণোশ্চ যস্য চ।
অসংখ্যানি বিচিত্রাণি স্থূলাৎ স্থূলতরস্য চ ॥ ১৬
স চ যৎষোড়শাংশশ্চ যস্য সর্ব্বেশ্বরস্য চ
তং দ্রষ্টুং যামি হে বন্ধো মায়ামানুষরূপিণম্ ॥১৭
সর্ব্বে সর্ব্বান্তরাত্মানং সর্ব্বজ্ঞং প্রকৃতেঃ পরম্।
ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপঞ্চ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্ ॥ ১৮
নির্হণঞ্চ নিরীহঞ্চ নিরানন্দং নিরাশ্রয়ম্।
পরমঞ্চ পরানন্দং সানন্দং নন্দনন্দনম্ ॥ ১৯
স্বেচ্ছাময়ং সর্ব্বপরং সর্ব্ববীজং সনাতনম্।
বদন্তি যোগিনঃ শশ্বদ্ধ্যায়ন্তেঽহর্নিশং শিশুম্ ॥২০
মন্বন্তরসহস্রঞ্চ নিরাহারঃ কৃশোদরঃ।
পদ্মে পাদ্মস্তপস্তেপে পুরা পাদ্মেতি যৎকৃতে ॥২১
পুনঃ কুরু তপশ্চাঞ্চ তদা দ্রক্ষ্যসি মামিতি।
সক্ছদঞ্চ শুশ্রাব দদর্শন তথাপি তম্ ॥ ২২
তাবৎ কালং পুনস্তপ্ত্বা বরং প্রাপ দদর্শ তম্।
ঈদৃশং পরমেশঞ্চ দ্রক্ষ্যাম্যদ্য তমুদ্ধব ॥ ২৩
পুরা শম্ভুস্তপস্তেপে যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ।
জ্যোতির্ম্মণ্ডলমধ্যে চ গোলোকে তং দদর্শ সঃ ॥২৪
সর্ব্বতত্ত্বং সর্ব্বসিদ্ধমমরত্বং বরং পরম্।
সম্প্রাপ তৎপদাম্ভোজে ভক্তিঞ্চ নির্ম্মলাং পরাম্ ॥
চকারাত্মসমং তঞ্চ যো ভক্তং ভক্তবৎসলঃ।
ঈদৃশং পরমেশঞ্চ দ্রক্ষ্যাম্যদ্য তমুদ্ধব ॥ ২৬
সহস্রশক্রপাতান্তং নিরাহারঃ কৃশোদরঃ।
যস্যানন্তস্তপস্তেপে ভক্ত্যা চ পরমাত্মনঃ ॥ ২৭
তদা চাত্মসমং জ্ঞানং দদৌ তস্মৈ য ঈশ্বরঃ।
ঈদৃশং পরমেশঞ্চ দ্রক্ষ্যাম্যদ্য তমুদ্ধব ॥ ২৮
সহস্রেন্দ্রনিপাতান্তং ধর্ম্মস্তেপে চ যত্তপঃ।
তদা বভূব সাক্ষী স ধর্ম্মিণাং সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ২৯
শাস্তা চ ফলপাতা চ তৎপ্রসাদান্নৃণামিহ।
সর্ব্বেশমীদৃশমহো দ্রক্ষ্যাম্যদ্য তমুদ্ধব ॥ ৩০
অহোঽষ্টাবিংশতীন্দ্রাণাং পতনে তদ্দিবানিশম্।
এবংক্রমৈশ্চ মাসাব্দৈঃ শতাব্দং ব্রহ্মণো বয়ঃ ॥
অহো যস্য নিমেষেণ ব্রহ্মণঃ পতনং ভবেৎ।
ঈদৃশং পরমাত্মানং দ্রক্ষ্যাম্যদ্য তমুদ্ধব ॥ ৩২
নাস্তি ভূরজসাং সংখ্যা যথৈব ব্রহ্মণাং তথা।
তথৈব বন্ধো বিশ্বানাং তদাধারো মহান্ বিরাট্ ॥
বিশ্বে বিশ্বে চ প্রত্যেকং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ।
মুনয়ো মনবঃ সিদ্ধা মানবাদ্যাশ্চরাচরাঃ ॥ ৩৪
যৎষোড়শাংশঃ স বিরাট্ সৃষ্টো নষ্টশ্চ লীলয়া।
ঈদৃশং সর্ব্বশাস্তারং দ্রক্ষ্যাম্যদ্য তমুদ্ধব ॥ ৩৫

নারায়ণ উবাচ।

ইত্যেবমুক্ত্বাক্রূরশ্চ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহঃ।
মূর্চ্ছাং প্রাপ সাশ্রুনেত্রো দধ্যৌ তচ্চরণাম্বুজম্ ॥
বভূব ভক্তিপূর্ণশ্চ স্মারং স্মারং পদাম্বুজম্।
পরিপূর্ণতমস্যাপি কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৩৭
উদ্ধবশ্চ সমাশ্লিষ্য প্রশশংস পুনঃপুনঃ।
স চ শীঘ্রং যযৌ গেহমক্রূরোঽপি স্বমন্দিরম্ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে অক্রূর-হর্ষ-কথনং নাম পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৫॥

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

অথ রাসেশ্বরীযুক্তো রাসে রাসেশ্বরঃ স্বয়ম্।
স চ রেমে তয়া সার্দ্ধমতীব রমণোৎসুকঃ ॥ ১

সুখসম্ভোগমাত্রেণ যযৌ নিদ্রাঞ্চ রাধিকা।
দৃষ্ট্বা স্বপ্নং সমুত্থায় দীনোবাচ প্রিয়ং দিনে॥ ২
রাধিকোবাচ।
অয়ি স্বামিন্নিহাগচ্ছ ত্বাং করোমি স্ববক্ষসি।
পরিণামে বিধাতা মে ন জানে কিং করিষ্যতি॥
ইত্যুক্ত্বা সা মহাভাগা প্রিয়ং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
দুঃস্বপ্নং কথয়ামাস হৃদয়েন বিদূয়তা॥ ৪
রাধিকোবাচ।
রত্নসিংহাসনেঽহঞ্চ রত্নচিত্রঞ্চ বিভ্রতী।
তদাতপত্রং জগ্রাহ রুষ্টো বিপ্রশ্চ মে প্রভো।
সাগরে কজ্জলাকারে মহাঘোরে চ দুস্তরে।
গভীরে প্রেরয়ামাস মামেব দুর্ব্বলাং স চ॥ ৬
তত্র স্রোতসি শোকার্ত্তা ভ্রমামি চ মুহুর্ম্মুহুঃ।
মহোর্ম্মীণাঞ্চ বেগেন ব্যাকুলা নক্রসঙ্কুলেঃ॥ ৭
ত্রাহি ত্রাহীতি হে নাথ ত্বাং বদামি পুনঃপুনঃ।
ত্বাং ন দৃষ্ট্বা মহাভীতা করোমি প্রার্থনাং স্মরম্।
কৃষ্ণ তত্র নিমজ্জন্তী পশ্যামি চন্দ্রমণ্ডলম্।
নিপতন্তঞ্চ গগনাচ্ছতখণ্ডঞ্চ ভূতলে॥ ৯
ক্ষণান্তরে চ পশ্যামি গগনাৎ সূর্য্যমণ্ডলম্।
বভূব চ চতুঃখণ্ডং নিপত্য ধরণীতলে॥ ১০
এককালে চ গগনে মণ্ডলং চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ।
অতীবকজ্জলাকারং সর্ব্বগ্রস্তঞ্চ রাহুণা॥ ১১
ক্ষণান্তে চ প্রপশ্যামি ব্রাহ্মণো দীপ্তিমানিতি।
মৎক্রোড়স্থং সুধাকুম্ভং বভঞ্জ চ রুষেতি চ॥ ১২
ক্ষণান্তরে চ পশ্যামি মহারুষ্টঞ্চ ব্রাহ্মণম্।
গৃহীত্বা চ ব্রজন্তঞ্চ চক্ষুষোঃ পুরুষং মম॥ ১৩
ক্রীড়াকমলদণ্ডঞ্চ হস্তধ্বস্তং মম প্রভো।
সহসা খণ্ডখণ্ডঞ্চ বভূব কেন হেতুনা॥ ১৪
হস্তাদ্ধ্বস্তশ্চ সহসা সদ্রত্নসারদর্পণঃ।
নির্ম্মলঃ কজ্জলাকার খণ্ডখণ্ডো বভূব হ॥ ১৫
হারো মে রত্নসারাণাং ছিন্নো ভূত্বা চ বক্ষসঃ।
অতীব মলিনং পদ্মং পপাত ধরণীতলে॥ ১৬
সৌধপুত্তলিকাঃ সর্ব্বা নৃত্যন্তি চ হসন্তি চ।
আস্ফোটয়ন্তি গায়ন্তি রুদন্তি চ ক্ষণং ক্ষণম্॥ ১৭
কৃষ্ণবর্ণং বৃহচ্চক্রং খে ভ্রমন্তং মুহুর্ম্মুহুঃ।
নিপতন্তঞ্চোৎপতন্তং পশ্যামি চ ভয়ঙ্করম্॥ ১৮
প্রাণাধিদেবঃ পুরুষো নিঃসৃত্যাভ্যন্তরান্মম।
রাধে বিদায়ং দেহীতি ত্বত্তো যামীত্যুবাচ সঃ॥
কৃষ্ণবর্ণা চ প্রতিমা মামাশ্লিষ্যতি চুম্বতি।
কৃষ্ণবস্ত্রপরীধানা চেতি পশ্যামি সাম্প্রতম্॥ ২০
ইতীদং বিপরীতঞ্চ দৃষ্ট্বা চ প্রাণবল্লভ।
নৃত্যন্তি দক্ষিণাঙ্গানি প্রাণা আন্দোলয়ন্তি চ॥ ২১
রুদন্তি শোকাঃ কর্ষন্তি সমুদ্বিগ্নঞ্চ মানসম্।
কিমিদং কিমিদং নাথ বদ বেদবিদাং বর॥ ২২
ইত্যুক্ত্বা রাধিকা দেবী শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকা।
পপাত তৎপাদাম্ভোজে ভীতা সা শোকবিহ্বলা॥
শ্রুত্বা স্বপ্নং জগন্নাথো দেবীং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
আধ্যাত্মিকেন যোগেন বোধয়ামাস তৎক্ষণম্॥ ২৪
তত্যাজ শোকং সা দেবী জ্ঞানং সম্প্রাপ্য নির্ম্মলম্
শান্তঞ্চ ভগবন্তঞ্চ কৃত্বা কান্তং স্ববক্ষসি॥ ২৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে রাধাশোকাপ-নোদনং নাম ষট্ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥৬৬॥

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।
বিরহব্যাকুলাং দৃষ্ট্বা কামিনীং কামমোহনঃ।
কৃত্বা বক্ষসি তাং কৃষ্ণো যযৌ ক্রীড়াসরোবরম্॥১
রাজরাজেশ্বরী রাধা কৃষ্ণবক্ষসি রাজতে।
সৌদামিনীব জলদে নবীনে গগনে মুনে ২
রেমে স রাময়া সার্দ্ধং কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ।
দ্বয়োর্দ্বয়োর্যথা স্বর্ণমণৌ মারকতো মুনে॥ ৩
রত্ননির্ম্মাণপর্য্যঙ্কে রত্নেন্দ্রসারমন্দিরে।
রত্নপ্রদীপে জ্বলন্তি রত্নভূষণভূষিতঃ॥ ৪
রত্নভূষাভূষিতয়া রেমে রত্নেন কৌতুকাৎ।
রসরত্নাকরে রম্যে নিমগ্নো রসিকেশ্বরঃ॥ ৫
রাসে রাসেশ্বরী রাধা রাসেশ্বরমুবাচ হ।
সুরতেব্বিরতৌ সত্যাং বিরতে ন মনোরথে॥ ৬
রাধিকোবাচ।
প্রফুল্লাহং ত্বয়া শ্রীশ মৃতা ম্লানা চ ত্বাং বিনা।
যথা মহৌষধির্ম্লানা প্রভাতে ভাতি ভাস্করে॥ ৭
নক্তং দীপশিখেবাহং ত্বয়া সার্দ্ধঞ্চ ত্বাং বিনা।
দিনে দিনে যথা ক্ষীণা কৃষ্ণপক্ষে বিধোঃ কলা॥ ৮
তব বক্ষসি মে দীপ্তিঃ পূর্ণচন্দ্রপ্রভাসমা।
সদ্যোমৃতা ত্বয়া ত্যক্তা দর্শে চন্দ্রকলা যথা ৯

জ্বলদগ্নিশিখেবাহং ধৃতাহত্যা ত্বয়া সহ।
ত্বদ্বর্জ্জিতাহো নির্ব্বাণা শিশিরে পদ্মিনী যথা ॥ ১০
চিন্তাজরাজ্বরগ্রস্তা মত্তস্ত্বয়ি গতেঽপ্যহম্‌ !
অস্তং গতে রবৌ চন্দ্রে ধ্বান্তগ্রস্তা ধরা যথা ॥ ১১
ভ্রষ্টো বেশস্ত্বাং বিনা মে রূপযৌবনচেতনম্‌ ।
তারাবলী পরিভ্রষ্টা সুরস্থতোদয়ে যথা ॥ ১২
ত্বমেবাত্মা চ সর্ব্বেষাং মম নাথো বিশেষতঃ।
তনুর্যথাত্মনা ত্যক্তা তথাহঞ্চ ত্বয়া বিনা ॥ ১৩
পঞ্চপ্রাণাত্মকস্ত্বং মে মৃতাহঞ্চ ত্বয়া বিনা।
যথা দৃষ্টিশ্চ গোলান্তর্দৃষ্টিপুত্তলিকাং বিনা ॥ ১৪
স্থলং যথা চিত্রযুক্তং ত্বয়া সার্দ্ধমহং তথা।
অসংস্কৃতা ত্বয়া হীনা তৃণাচ্ছন্না যথা মহী ॥ ১৫
ত্বয়া সার্দ্ধমহং কৃষ্ণ চিত্রযুক্তেব মৃন্ময়ী।
ত্বাং বিনা জলধৌতাহং মৃন্ময়ী মৃন্ময়ীব চ ॥ ১৬
গোপাঙ্গনানাং শোভা চ ত্বয়া রাসেশ্বরেণ চ।
হারে স্বর্ণবিকারে চ শ্বেত্রেন মণিনা সহ ॥
ব্রহ্মরাজ ত্বয়া সার্দ্ধং রাজন্তে রাজরাজয়ঃ।
যথা চন্দ্রেণ নভসি তারারাজিবিরাজতে ॥ ১৮
ত্বয়া শোভা যশোদায়া নন্দস্য নন্দনন্দন।
যথা শাখাফলস্কন্ধৈস্তরুরাজিবিরাজতে ॥ ১৯
ত্বয়া সার্দ্ধং গোকুলেশ শোভা গোকুলবাসিনাম্‌।
যথা শোভা লোকরাজী রাজেন্দ্রেণ বিরাজতে ॥
রাসস্যাপি চ রাসেশ ত্বয়া শোভা মনোহরা।
রাজতে দেবরাজেন যথা স্বর্গেঽমরাবতী ॥ ২১
বৃন্দাবনস্য বৃক্ষাণাং ত্বঞ্চ শোভা পতিগতিঃ ॥ ২২
অন্যেষাঞ্চ বলানাঞ্চ বলবান্‌ কেশরী যথা।
তথা ত্বং বলবান্‌ শ্রেষ্ঠো বৃন্দাবননিবাসিনাম্‌ ॥ ২৩
ত্বয়া বিনা যশোদা চ নিমগ্না শোকসাগরে।
ন প্রাপ্য বৎসং সুরভী ক্রোশন্তী ব্যাকুলা যথা ॥
আন্দোলয়ন্তি নন্দস্য প্রাণা দগ্ধঞ্চ মানসম্‌।
ত্বয়া বিনা তপ্তপাত্রে যথা ধান্যসমূহকঃ ॥ ২৫
ইত্যুক্ত্বা পরমপ্রেম্ণা সা পপাত হরেঃ পদে।
পুনরাধ্যাত্মিকেনৈব বোধয়ামাস তাং বিভুঃ ॥ ২৬
আধ্যাত্মিকো মহাযোগঃ শোকচ্ছেদনকারণম্‌।
যথা পশু‌শ্চ বৃক্ষাণাং তীক্ষ্ণধারশ্চ নারদ ॥ ২৭

নারদ উবাচ।

আধ্যাত্মিকং মহাযোগং বদ বেদবিদাং বর।
শোকচ্ছেদঞ্চ লোকানাং শ্রোতুং কৌতুহলং মম

নারায়ণ উবাচ।

আধ্যাত্মিকো মহাযোগো ন জ্ঞাতো যোগিনামপি
স চ নানাপ্রকারশ্চ সর্ব্বং বেত্তি হরিঃ স্বয়ম্‌ ॥২৯
কিঞ্চিদাধ্যাত্মিকানাঞ্চ গোলোকে রাধিকেশ্বরঃ।
সুপ্রীতঃ কথয়ামাস ত্রিপুরারিং পুরা মুনে ॥ ৩০
সহস্রেন্দ্রনিপাতান্তং তপঃ কুর্ব্বন্তমীশ্বরম্‌।
প্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং বৈষ্ণবানাং বরিষ্ঠঞ্চ তপস্বিনাম্‌ ॥
পুষ্করে পুষ্করং তপ্ত্বা পাদ্মে পাদ্মঞ্চ পাদ্মজ।
দৃষ্ট্বা তং সাদরং কৃষ্ণ উবাচ কিঞ্চিদেব তম্‌ ॥ ৩২
শতেন্দ্রপাতপর্য্যন্তং কঠোরেণ কৃশোদরম্‌।
নিশ্চেষ্টমস্থিসারঞ্চ কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ ॥ ৩৩
সিংহক্ষেত্রে পুরা ধর্ম্মং মত্তাতং কর্ম্মিণাং বরম্‌।
চতুর্দ্দশেন্দ্রাবচ্ছিন্নং তপস্তপ্ত্বা কৃশোদরম্‌।
পপাঠাধ্যাত্মিকং কিঞ্চিৎ কৃপয়া চ কৃপানিধিং ॥৩৪
কিঞ্চিচ্ছতেন্দ্রাবচ্ছিন্নং মাং তমন্তমুবাচ সঃ।
কিঞ্চিৎ সনৎকুমারঞ্চ তপন্তং সুচিরং পরম্‌ ॥
সুতপন্তমনন্তঞ্চ কিঞ্চিচ্চোবাচ নারদ ॥ ৩৬
চিরং তপন্তং কপিলং হিমশৈলে তপস্বিনম্‌।
পুষ্করে ভাস্করং কিঞ্চিত্তপন্তং দুষ্করং তপঃ ॥ ৩৭
উবাচ কিঞ্চিৎ প্রহ্লাদং কিঞ্চির্দ্দূর্ব্বাসসং ভৃগুম্‌
এবং নিগূঢ়ং ভক্তঞ্চ কৃপয়া ভক্তবৎসলঃ ॥ ৩৮
ক্রীড়াসরোবরে রম্যে যদুবাচ কৃপানিধিঃ।
শোকার্ত্তাং রাধিকাং তচ্চ কথয়ামি নিশাময় ॥৩৯
বিরসাং * রসিকাং দৃষ্ট্বা বাসয়িত্বা চ বক্ষসি।
উবাচাধ্যাত্মিকং কিঞ্চিদ্‌যোগিনীং যোগিনাং গুরুঃ

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

জাতিস্মরে স্মরাত্মানং কথং বিস্মরসি প্রিয়ে।
সর্ব্বং গোলোকবৃত্তান্তং শ্রীদাম্নঃ শাপমেব চ ॥৪১
শাপাৎ কিঞ্চিদ্দিনং দীনে ত্বদ্বিচ্ছেদো ময়া সহ।
ভবিষ্যতি মহাভাগে মিলনং পুনরাবয়োঃ ॥ ৪২
পুনরেবং গমিষ্যামি গোলোকং তং নিজালয়ম্‌।
গত্বা গোপাঙ্গনাভিশ্চ গোপৈর্গোলোকবাসিভিঃ ॥
অধুনাধ্যাত্মিকং কিঞ্চিৎ ত্বাং বদামি নিশাময়।
শোকঘ্নং হর্ষদং সারং সুখদং মানসস্য চ ॥ ৪৪
অহং সর্ব্বান্তরাত্মা চ নির্লিপ্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বিদ্যমানশ্চ সর্ব্বেষু সর্ব্বত্রাদৃষ্ট এব চ ॥ ৪৫

---

* বিবশামিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

বায়ুশ্চরতি সর্ব্বত্র যথৈব সর্ব্বজন্তুষু।
ন চ লিপ্তস্তথৈবাহং সাক্ষী চ সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥৪৬
জীবো মৎপ্রতিবিম্বশ্চ সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবিষু।
ভোক্তা শুভাশুভানাঞ্চ কর্ত্তা চ কর্ম্মণাং সদা ॥
যথা জলঘটেষ্বেব মণ্ডলং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
ভগ্নেষু তেষু সংশ্লিষ্টং তয়োরেব তথা ময়ি ॥ ৪৮
অহং দৃষ্টশ্চ সর্ব্বেষামদৃষ্টশ্চাপি জীবিনাম্।
জীবরূপেণ দৃষ্টোঽহমদৃষ্টশ্চাত্মরূপতঃ ॥ ৪৯
সগুণোঽহং শরীরী চ নিরাকারশ্চ নির্গুণঃ।
অধিষ্ঠিতোঽহং সর্ব্বত্র সর্ব্বদ্রব্যেষু সন্ততম্ ॥৫০
অহং সর্ব্বাণি দ্রব্যাণি নশ্বরাণি চ সুন্দরি।
আবির্ভাবাধিকাঃ কুত্র কুত্রচিন্ন্যূনমেব চ ॥ ৫১
মমাংশাঃ কেঽপি দেবাশ্চ কেচিদ্দেবাঃ কলাস্তথা।
কেচিৎ কলাঃ কলাংশাংশাস্তদংশাংশাশ্চ কেচন ॥
মদংশা প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা সা চ মূর্ত্ত্যা চ পঞ্চধা।
স্বরস্বতী চ কমলা দুর্গা ত্বঞ্চাপি বেদসূঃ ॥ ৫৩
সর্ব্বে দেবাঃ প্রাকৃতিকা যাবন্তো মূর্ত্তিধারিণঃ।
অহমাত্মা নিত্যদেহী ভক্তধ্যানানুরোধতঃ ॥ ৫৪
যে যে প্রাকৃতিকা রাধে তে নষ্টাঃ প্রাকৃতে লয়ে।
অহমেবাসমেবাগ্রে পশ্চাদপ্যহমেব চ ॥ ৫৫
যথাহঞ্চ তথা ত্বঞ্চ যথা ধাবল্যদুগ্ধয়োঃ।
ভেদঃ কদাপি ন ভবেন্নিশ্চিতঞ্চ তথাবয়োঃ ॥ ৫৬
অহং মহান্ বিরাট্ সৃষ্টৌ বিশ্বানি যস্য লোমসু।
অংশা ত্বং তত্র মহতী স্বাংশেন তস্য কামিনী ॥
অহং ক্ষুদ্রবিরাট্ সৃষ্টৌ বিশ্বং মন্নাভিগাত্রতঃ।
অহং বিষ্ণুঃ কৃত্তিবাসাঃ (ক) সর্ব্বে যে চাংশতঃ সতি ॥ ৫৮
তস্য শ্রীস্ত্বঞ্চ বৃহতী স্বাংশেন শুভগা সদা।
তস্য বিশ্বে চ প্রত্যেকং ব্রহ্ম- বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ॥৫৯
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবা অংশাশ্চান্যে চাপি চ মণ্ডলাঃ।
মৎকলাংশাংশকলয়া সর্ব্বে দেবি চরাচরাঃ ॥ ৬০
বৈকুণ্ঠে ত্বং মহালক্ষ্মীরহঞ্চাপি চতুর্ভুজঃ।
স চ বিশ্বাদ্বহিশ্চোর্দ্ধং যথা গোলক এব চ ॥ ৬১
সরস্বতী ত্বং তত্রৈব সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ প্রিয়া।
শিবলোকে শিবা ত্বঞ্চ মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
বিনাশ্য দুর্গং দুর্গা চ সর্ব্বদুর্গতিনাশিনী ॥ ৬২

সা এব দক্ষকন্যা চ সা এব শৈলকন্যকা।
কৈলাসে পার্ব্বতী তেন সৌভাগ্যা শিবগেহিনী ॥
স্বাংশেন ত্বং সিন্ধুকন্যা ক্ষীরোদে বিষ্ণুবক্ষসি ॥৬৪
অহং স্বাংশেন সৃষ্টৌ চ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
ত্বঞ্চ লক্ষ্মীঃ শিবা ধাত্রী সাবিত্রী চ পৃথক্ পৃথক্ ॥
গোলোকে চ স্বয়ং রাধা রাসে রাসেশ্বরী সদা।
বৃন্দা বৃন্দাবনে পুণ্যে বিরজা বিরজাতটে ॥ ৬৬
সা ত্বং শ্রীদামশাপেন ভারতং পুণ্যমাগতা।
পূতং কর্ত্তুং ভারতঞ্চ বৃন্দারণ্যঞ্চ সুন্দরি ॥ ৬৭
ত্বৎকলাংশাংশকলয়া বিশ্বেষু সর্ব্বযোষিতঃ।
যা যোষিৎ সা চ ভবতী যঃ পুমান্ সোঽহমেব চ
অহঞ্চ কলয়া বহ্নিস্ত্বং স্বাহা দাহিকা প্রিয়া।
ত্বয়া সহ সমর্থোঽহং নালং দগ্ধুঞ্চ ত্বাং বিনা ॥৬৯
অহং দীপ্তিমতাং সূর্য্যঃ কলয়া ত্বং প্রভাত্মিকা।
সঙ্গতা চ ত্বয়া ভামে ত্বাং বিনাহং ন দীপ্তিমান্ ॥
অহঞ্চ কলয়া চন্দ্রস্ত্বঞ্চ শোভা চ রোহিণী।
মনোহরস্ত্বয়া সার্দ্ধং ত্বাং বিনা চ ন সুন্দরি (ক) ॥
অহমিন্দ্রশ্চ কলয়া স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ ত্বং সতি।
ত্বয়া সার্দ্ধং দেবরাজো হতশ্রীশ্চ ত্বয়া বিনা ॥ ৭২
অহং ধর্ম্মশ্চ কলয়া ত্বঞ্চ মূর্ত্তিশ্চ ধর্ম্মিণী।
নাহং শক্তোধর্ম্মকৃত্যে ত্বাঞ্চ ধর্ম্ম ক্রিয়াং বিনা ॥
অহং যজ্ঞশ্চ কলয়া ত্বঞ্চ স্বাংশেন দক্ষিণা।
ত্বয়া সার্দ্ধঞ্চ ফলদোঽপ্যসমর্থস্ত্বয়া বিনা ॥ ৭৪
কলয়া পিতৃলোকোঽহং স্বাংশেন ত্বং স্বধা সতি।
ত্বয়ানং কব্যদানে চ সদা নালং ত্বয়া বিনা ॥ ৭৫
ত্বঞ্চ সম্পৎস্বরূপাহমীশ্বরশ্চ ত্বয়া সহ।
লক্ষ্মীযুক্তস্ত্বয়া লক্ষ্ম্যা নিঃশ্রীকশ্চাপি ত্বাং বিনা ॥
অহং পুমাংস্ত্বং প্রকৃতির্ন স্রষ্টাহং ত্বয়া বিনা।
যথা নালং কুলালশ্চ ঘটং কর্ত্তুং মৃদা বিনা ॥ ৭৭
অহং শেষশ্চ কলয়া স্বাংশেন ত্বং বসুন্ধরা।
ত্বাং শস্যরত্নাধারাঞ্চ বিভর্ম্মি মূর্দ্ধ্নি সুন্দরি ॥ ৭৮
ত্বঞ্চ শান্তিশ্চ কান্তিশ্চ মূর্ত্তির্মূর্ত্তিমতী সতি।
তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা লজ্জা ক্ষুৎ তৃষ্ণা চ পরা দয়া ॥
নিদ্রা শুদ্ধা চ তন্দ্রা চ মূর্চ্ছা চ সন্ততিঃ ক্রিয়া।
মুক্তিরূপা ভক্তিরূপা দেহিনাং দুঃখরূপিণী ॥ ৮০
মমাধারা সদা ত্বঞ্চ তবাত্মাহং পরস্পরম্।

(ক) অহং বিষ্ণুর্লোমকূপে ইতি চ পাঠঃ।

(ক) সুন্দর ইতি চ পাঠঃ।

জ্বলদগ্নিশিখেবাহং ঘৃতাহুত্যা ত্বয়া সহ।
ত্বদ্বর্জ্জিতাহো নির্ব্বাণা শিশিরে পদ্মিনী যথা ॥ ১০
চিন্তাজরাজ্বরগ্রস্তা মত্তস্ত্বয়ি গতেঽপ্যহম্ !
অস্তং গতে রবৌ চন্দ্রে ধ্বান্তগ্রস্তা ধরা যথা॥ ১১
ভ্রষ্টো বেশস্ত্বাং বিনা মে রূপযৌবনচেতনম্ ।
তারাবলী পরিভ্রষ্টা সূরস্যুতোদয়ে যথা ॥ ১২
ত্বমেবাত্মা চ সর্ব্বেষাং মম নাথো বিশেষতঃ।
তনুর্যথাত্মনা ত্যক্তা তথাহঞ্চ ত্বয়া বিনা ॥ ১৩
পঞ্চপ্রাণাত্মকস্ত্বং মে মৃতাহঞ্চ ত্বয়া বিনা।
যথা দৃষ্টিশ্চ গোশ্যান্তর্দৃষ্টিপুত্তলিকাং বিনা ॥ ১৪
স্থলং যথা চিত্রযুক্তং ত্বয়া সার্দ্ধমহং তথা।
অসংস্কৃতা ত্বয়া হীনা তৃণাচ্ছন্না যথা মহী ॥ ১৫
ত্বয়া সার্দ্ধমহং কৃষ্ণ চিত্রযুক্তেব মৃণ্ময়ী ।
ত্বাং বিনা জলধৌতাহং মৃণ্ময়ী মৃণ্ময়ীব চ ॥ ১৬
গোপাঙ্গনানাং শোভা চ ত্বয়া রাসেশ্বরেণ চ ।
হারে স্বর্ণবিকারে চ খেত্রেন মণিনা সহ ॥
ব্রহ্মরাজ ত্বয়া সার্দ্ধং রাজন্তে রাজরাজয়ঃ ।
যথা চন্দ্রেণ নভসি তারারাজিবিরাজতে ॥ ১৮
ত্বয়া শোভা যশোদায়া নন্দস্য নন্দনন্দন।
যথা শাখাফলস্কন্ধৈস্তরুরাজিবিরাজতে ॥ ১৯
ত্বয়া সার্দ্ধং গোকুলেশ শোভা গোকুলবাসিনাম্ ।
যথা শোভা লোকরাজী রাজেন্দ্রেণ বিরাজতে ॥
রাসস্যাপি চ রাসেশ ত্বয়া শোভা মনোহরা।
রাজতে দেবরাজেন যথা স্বর্গেঽমরাবতী ॥২১
বৃন্দাবনস্য বৃক্ষাণাং ত্বঞ্চ শোভা পতিগতিঃ ॥ ২২
অন্যেষাঞ্চ বলানাঞ্চ বলবান্ কেশরী যথা।
তথা ত্বং বলবান্ শ্রেষ্ঠো বৃন্দাবননিবাসিনাম্ ॥২৩
ত্বয়া বিনা যশোদা চ নিমগ্না শোকসাগরে।
ন প্রাপ্য বৎসং সুরভী ক্রোশন্তী ব্যাকুলা যথা ॥
আন্দোলয়ন্তি নন্দস্য প্রাণা দগ্ধঞ্চ মানসম্ ।
ত্বয়া বিনা তপ্তপাত্রে যথা ধান্যসমূহকঃ ॥ ২৫
ইত্যুক্ত্বা পরমপ্রেম্ণা সা পপাত হরেঃ পদে।
পুনরাধ্যাত্মিকেনৈব বোধয়ামাস তাং বিভুঃ ॥ ২৬
আধ্যাত্মিকো মহাযোগঃ শোকচ্ছেদনকারণম্ ।
যথা পর্শুশ্চ বৃক্ষাণাং তীক্ষ্ণধারশ্চ নারদ ॥ ২৭

নারদ উবাচ ।

আধ্যাত্মিকং মহাযোগং বদ বেদবিদাং বর ।
শোকচ্ছেদঞ্চ লোকানাং শ্রোতুং কৌতুহলং মম

নারায়ণ উবাচ ।

আধ্যাত্মিকো মহাযোগো ন জ্ঞাতো যোগিনামপি
স চ নানাপ্রকারশ্চ সর্ব্বং বেত্তি হরিঃ স্বয়ম্ ॥২৯
কিঞ্চিদাধ্যাত্মিকানাঞ্চ গোলোকে রাধিকেশ্বরঃ।
সুপ্রীতঃ কথয়ামাস ত্রিপুরারিং পুরা মুনে ॥ ৩০
সহস্রেন্দ্রনিপাতান্তং তপঃ কুর্ব্বন্তমীশ্বরম্।
শ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং বৈষ্ণবানাং বরিষ্ঠঞ্চ তপস্বিনাম্ ॥
পুষ্করে পুষ্করং তপ্ত্বা পাদ্মে পাদ্মঞ্চ পাদ্মজ।
দৃষ্ট্বা তং সাদরং কৃষ্ণ উবাচ কিঞ্চিদেব তম্ ॥ ৩২
শতেন্দ্রপাতপর্য্যন্তং কঠোরেণ কৃশোদরম্ ।
নিশ্চেষ্টমস্থিসারঞ্চ কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ ॥ ৩৩
সিংহক্ষেত্রে পুরা ধর্ম্মং মত্তাতং কর্ম্মিণাং বরম্ ।
চতুর্দ্দশেন্দ্রাবচ্ছিন্নং তপস্তপ্ত্বা কৃশোদরম্ ।
পপাঠাধ্যাত্মিকং কিঞ্চিৎ কৃপয়া চ কৃপানিধিং ॥৩৪
কিঞ্চিচ্ছতেন্দ্রাবচ্ছিন্নং মাং তমন্তমুবাচ সঃ।
কিঞ্চিৎ সনৎকুমারঞ্চ তপন্তং সুচিরং পরম্ ॥
সুতপন্তমনন্তঞ্চ কিঞ্চিচ্চোবাচ নারদ ॥ ৩৬
চিরং তপন্তং কপিলং হিমশৈলে তপস্বিনম্ ।
পুষ্করে ভাস্করং কিঞ্চিত্তপন্তং দুষ্করং তপঃ ॥ ৩৭
উবাচ কিঞ্চিৎ প্রহ্লাদং কিঞ্চির্দ্দূর্ব্বাসসং ভৃগুম্
এবং নিগূঢ়ং ভক্তঞ্চ কৃপয়া ভক্তবৎসলঃ ॥ ৩৮
ক্রীড়াসরোবরে রম্যে যদুবাচ কৃপানিধিঃ ।
শোকার্ত্তাং রাধিকাং তচ্চ কথয়ামি নিশাময় ॥৩৯
বিরসাং * রসিকাং দৃষ্ট্বা বাসয়িত্বা চ বক্ষসি ।
উবাচাধ্যাত্মিকং কিঞ্চিদ্‌যোগিনীং যোগিনাং গুরুঃ

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

জাতিস্মরে স্মরাত্মানং কথং বিস্মরসি প্রিয়ে।
সর্ব্বং গোলোকবৃত্তান্তং শ্রীদাম্নঃ শাপমেব চ ॥৪১
শাপাৎ কিঞ্চিদ্দিনং দীনে ত্বদ্বিচ্ছেদো ময়া সহ ।
ভবিষ্যতি মহাভাগে মিলনং পুনরাবয়োঃ ॥ ৪২
পুনরেবং গমিষ্যামি গোলোকং তং নিজালয়ম্ ।
গত্বা গোপাঙ্গনাভিশ্চ গোপৈর্গোলোকবাসিভিঃ ॥
অধুনাধ্যাত্মিকং কিঞ্চিৎ ত্বাং বদামি নিশাময় ।
শোকঘ্নং হর্ষদং সারং সুখদং মানসস্য চ ॥ ৪৪
অহং সর্ব্বান্তরাত্মা চ নির্লিপ্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বিদ্যমানশ্চ সর্ব্বেষু সর্ব্বত্রাদৃষ্ট এব চ ॥ ৪৫

---

* বিবশামিতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

বায়ুশ্চরতি সর্ব্বত্র যথৈব সর্ব্বজন্তুষু ।
ন চ লিপ্তস্তথৈবাহং সাক্ষী চ সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ৪৬
জীবো মৎপ্রতিবিম্বশ্চ সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবিষু ।
ভোক্তা শুভাশুভানাঞ্চ কর্ত্তা চ কর্ম্মণাং সদা ॥
যথা জলঘটেম্বেব মণ্ডলং চন্দ্রসূর্য্যযোঃ ।
ভগ্নেষু তেষু সংশ্লিষ্টং তয়োরেব তথা ময়ি ॥ ৪৮
অহং দৃষ্টশ্চ সর্ব্বেষামদৃষ্টশ্চাপি জীবিনাম্ ।
জীবরূপেণ দৃষ্টোঽহমদৃষ্টশ্চাত্মরূপতঃ ॥ ৪৯
সগুণোঽহং শরীরী চ নিরাকারশ্চ নির্গুণঃ ।
অধিষ্ঠিতোঽহং সর্ব্বত্র সর্ব্বদ্রব্যেষু সন্ততম্ ॥ ৫০
অহং সর্ব্বাণি দ্রব্যাণি নশ্বরাণি চ সুন্দরি ।
আবির্ভাবাধিকাঃ কুত্র কুত্রচিন্ন্যূনমেব চ ॥ ৫১
মমাংশাঃ কেঽপি দেবাশ্চ কেচিদ্দেবাঃ কলাস্তথা ।
কেচিৎ কলাঃ কলাংশাংশাস্তদংশাংশাশ্চ কেচন ॥
মদংশা প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা সা চ মূর্ত্ত্যা চ পঞ্চধা ।
সরস্বতী চ কমলা দুর্গা ত্বঞ্চাপি বেদসূঃ ॥ ৫৩
সর্ব্বে দেবাঃ প্রাকৃতিকা যাবন্তো মূর্ত্তিধারিণঃ ।
অহমাত্মা নিত্যদেহী ভক্তধ্যানানুরোধতঃ ॥ ৫৪
যে যে প্রাকৃতিকা রাধে তে নষ্টাঃ প্রাকৃতে লয়ে ।
অহমেবাসমেবাগ্রে পশ্চাদপ্যহমেব চ ॥ ৫৫
যথাহঞ্চ তথা ত্বঞ্চ যথা ধাবল্যদুগ্ধয়োঃ ।
ভেদঃ কদাপি ন ভবেন্নিশ্চিতঞ্চ তথাবয়োঃ ॥ ৫৬
অহং মহান্ বিরাট্ সৃষ্টৌ বিশ্বানি যস্য লোমসু ।
অংশা ত্বং তত্র মহতী স্বাংশেন তস্য কামিনী ॥
অহং ক্ষুদ্রবিরাট্ সৃষ্টৌ বিশ্বং যন্নাভিগাত্রতঃ ।
অহং বিষ্ণুঃ কৃত্তিবাসাঃ (ক) সর্ব্বে যে চাংশতঃ সতি ॥ ৫৮
তস্য শ্রীস্ত্বঞ্চ বৃহতী স্বাংশেন শুভগা সদা ।
তস্য বিশ্বে চ প্রত্যেকং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ॥ ৫৯
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবা অংশাশ্চান্যে চাপি চ মণ্ডলাঃ ।
মৎকলাংশাংশকলয়া সর্ব্বে দেবি চরাচরাঃ ॥ ৬০
বৈকুণ্ঠে ত্বং মহালক্ষ্মীরহঞ্চাপি চতুর্ভুজঃ ।
স চ বিশ্বাদ্বহিশ্চোর্দ্ধং যথা গোলোক এব চ ॥ ৬১
সরস্বতী ত্বং তত্রৈব সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ প্রিয়া ।
শিবলোকে শিবা ত্বঞ্চ মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ।
বিনাশ্য দুর্গং দুর্গা চ সর্ব্বদুর্গতিনাশিনী ॥ ৬২
সা এব দক্ষকন্যা চ সা এব শৈলকন্যকা ।
কৈলাসে পার্ব্বতী তেন সৌভাগ্যা শিবগেহিনী ॥
স্বাংশেন ত্বং সিন্ধুকন্যা ক্ষীরোদে বিষ্ণুবক্ষসি ॥ ৬৪
অহং স্বাংশেন সৃষ্টৌ চ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ।
ত্বঞ্চ লক্ষ্মীঃ শিবা ধাত্রী সাবিত্রী চ পৃথক্ পৃথক্ ॥
গোলোকে চ স্বয়ং রাধা রাসে রাসেশ্বরী সদা ।
বৃন্দা বৃন্দাবনে পুণ্যে বিরজা বিরজাতটে ॥ ৬৬
সা ত্বং শ্রীদামশাপেন ভারতং পুণ্যমাগতা ।
পূতং কর্ত্তুং ভারতঞ্চ বৃন্দারণ্যঞ্চ সুন্দরি ॥ ৬৭
ত্বৎকলাংশাংশকলয়া বিশ্বেষু সর্ব্বযোষিতঃ ।
যা যোষিৎ সা চ ভবতী যঃ পুমান্ সোঽহমেব চ
অহঞ্চ কলয়া বহ্নিস্ত্বং স্বাহা দাহিকা প্রিয়া ।
ত্বয়া সহ সমর্থোঽহং নালং দগ্ধুঞ্চ ত্বাং বিনা ॥ ৬৯
অহং দীপ্তিমতাং সূর্য্যঃ কলয়া ত্বং প্রভাত্মিকা ।
সঙ্গতা চ ত্বয়া ভামে ত্বাং বিনাহং ন দীপ্তিমান্ ॥
অহঞ্চ কলয়া চন্দ্রস্ত্বঞ্চ শোভা চ রোহিণী ।
মনোহরস্ত্বয়া সার্দ্ধং ত্বাং বিনা চ ন সুন্দরি (ক) ॥
অহমিন্দ্রশ্চ কলয়া স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ ত্বং সতি ।
ত্বয়া সার্দ্ধং দেবরাজো হতশ্রীশ্চ ত্বয়া বিনা ॥ ৭২
অহং ধর্ম্মশ্চ কলয়া ত্বঞ্চ মূর্ত্তিশ্চ ধর্ম্মিণী ।
নাহং শক্তো ধর্ম্মকৃত্যে ত্বাঞ্চ ধর্ম্মক্রিয়াং বিনা ॥
অহং যজ্ঞশ্চ কলয়া ত্বঞ্চ স্বাংশেন দক্ষিণা ।
ত্বয়া সার্দ্ধঞ্চ ফলদোঽপ্যসমর্থস্ত্বয়া বিনা ॥ ৭৪
কলয়া পিতৃলোকোঽহং স্বাংশেন ত্বং স্বধা সতি ।
ত্বয়ানং কব্যদানে চ সদা নালং ত্বয়া বিনা ॥ ৭৫
ত্বঞ্চ সম্পৎস্বরূপাহমীশ্বরশ্চ ত্বয়া সহ ।
লক্ষ্মীযুক্তস্ত্বয়া লক্ষ্ম্যা নিঃশ্রীকশ্চাপি ত্বাং বিনা ॥
অহং পুমাংস্ত্বং প্রকৃতির্ন স্রষ্টাহং ত্বয়া বিনা ।
যথা নালং কুলালশ্চ ঘটং কর্ত্তুং মৃদা বিনা ॥ ৭৭
অহং শেষশ্চ কলয়া স্বাংশেন ত্বং বসুন্ধরা ।
ত্বাং শস্যরত্নাধারাঞ্চ বিভর্ম্মি মূর্দ্ধ্নি সুন্দরি ॥ ৭৮
ত্বঞ্চ শান্তিশ্চ কান্তিশ্চ মূর্ত্তিমূর্ত্তিমতী সতি ।
তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা লজ্জা ক্ষুৎ তৃষ্ণা চ পরা দয়া ॥
নিদ্রা শুদ্ধা চ তন্দ্রা চ মূর্চ্ছা চ সন্ততিঃ ক্রিয়া ।
মুক্তিরূপা ভক্তিরূপা দেহিনাং দুঃখরূপিণী ॥ ৮০
মমাধারা সদা ত্বঞ্চ তবাত্মাহং পরস্পরম্ ।

(ক) অহং বিষ্ণুর্লোমকূপে ইতি চ পাঠঃ ।

(ক) সুন্দর ইতি চ পাঠঃ ।

যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ সমৌ প্রকৃতিপুরুষৌ।
ন হি সৃষ্টির্ভবেদ্দেবি দ্বয়োরেকতরং বিনা॥ ৮১
ইত্যুক্ত্বা পরমাত্মা চ রাধাং প্রাণাধিকাং প্রিয়াম্
কৃত্বা বক্ষসি সুপ্রীতো বোধয়ামাস নারদ॥ ৮২
সচ ক্রীড়ানিযুক্তশ্চ বভূব রত্নমন্দিরে।
তথা চ রাধয়া সার্দ্ধং কামুক্যা সহ কামুকঃ॥ ৮৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে রাধাকৃষ্ণসংবাদে আধ্যাত্মিকযোগকথনং নাম সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৬৭॥

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

কৃত্বা ক্রীড়াং সমুত্থায় পল্পতল্পাৎ পুরাতনঃ।
নিদ্রিতাং প্রাণসদৃশীং বোধয়ামাস তৎক্ষণম্॥ ১
বস্ত্রাঞ্চলেন সংস্কৃত্য কৃত্বা তন্নির্ম্মলং মুখম্।
উবাচ মধুরং বাক্যং শান্ত্যা চ মধুসূদনঃ॥ ২

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

অয়ি তিষ্ঠ ক্ষণং রাধে রাসেশ্বরি শুচিস্মিতে।
ব্রজ বৃন্দাবনং বাপি ব্রজং ব্রজ ব্রজেশ্বরি॥ ৩
রাধাধিষ্ঠাতৃদেবী ত্বং রাসে বাসং কুরু ক্ষণম্।
গ্রামে গ্রামে যথা সন্তি সর্ব্বত্র গ্রামদেবতাঃ॥ ৪
প্রিয়ালিনিবহৈঃ সার্দ্ধং ক্ষণং চন্দনকাননম্।
ক্ষণং বা চম্পকবনং গচ্ছ বা তিষ্ঠ সুন্দরি॥ ৫
ক্ষণং গৃহঞ্চ যাস্যামি বিশিষ্টং কার্য্যমস্তি মে।
বিদায়ং দেহিং সম্প্রীত্যা ক্ষণং মাং প্রাণবল্লভে॥
প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবী ত্বং প্রাণাশ্চ ত্বয়ি সন্তি মে।
প্রাণী বিহায় প্রাণাংশ্চ কুত্র স্থাতুং ক্ষমঃ প্রিয়ে॥
ত্বয়ি মে মানসং শশ্বৎ ত্বং মে সংসারবাসনা।
ত্বত্তো মম প্রিয়া নাস্তি ত্বমেব শঙ্করাৎ প্রিয়া॥৮
প্রাণা মে শঙ্করঃ সত্যং ত্বঞ্চ প্রাণাধিকা সতি।
ইত্যুক্ত্বা তাং সমাশ্লিষ্য ভগবান্ গন্তুমুদ্যতঃ॥ :
অক্রূরাগমনং জ্ঞাত্বা সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বসাধনঃ।
আত্মা পাতা চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বোপকারকারকঃ॥১০
দৃষ্ট্বা তমেব গচ্ছন্তমুৎকণ্ঠাভিন্নমানসম্।
উবাচ রাধিকা দেবী হৃদয়েন বিদূয়তা॥ ১১

রাধিকোবাচ।

হে নাথ রমণশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠস্ত্বং প্রেয়সাং মম।
হে কৃষ্ণ হে রমানাথ ব্রজেশ মা ব্রজং ব্রজ॥ ১২
অধুনা ত্বাং প্রাণনাথ পশ্যামি ভিন্নমানসম্।
গতং তব ময়ি প্রেম গতং সৌভাগ্যমেব চ॥ ১৩
ক্ব যাসি মাং বিনিক্ষিপ্য গভীরে শোকসাগরে।
বিরহব্যাকুলাং দীনাং ত্বয্যেব শরণং গতাম্॥ ১৪
ন যাস্যামি পুনর্গেহং যাস্যামি কাননান্তরম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি গায়ং গায়ং দিবানিশম্॥
ন যাস্যাম্যথবারণ্যং যাস্যামি কামসাগরম্।
তত্র ত্বাং কামনাং কৃত্বা ত্যক্ষ্যামি চ কলেবরম্॥
যথা কালো যথাত্মা চ যথা চন্দ্রো যথা রবিঃ।
তথা ত্বং যাসি মৎপার্শ্বে নিবদ্ধো বসনাঞ্চলে॥
অধুনা যাসি নৈরাশ্যং কৃত্বা মে দীনবৎসল।
ন যুক্তং হি পরিত্যক্তুং দীনাং মাং শরণাগতাম্॥
ধ্যায়ন্তে যৎপাদপদ্মং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ।
তং মায়য়া গোপবেশং কথং জানামি মন্দধীঃ॥
কৃতং যদেব দুর্নীতমপরাধসহস্রকম্।
যদুক্তং পতিভাবেন চাভিমানেন তৎ ক্ষম॥ ২০
চূর্ণীভূতশ্চ মদ্দর্পো দূরীভূতো মনোরথঃ।
বিজ্ঞাতমাত্মসৌভাগ্যং কিমন্যৎ কথয়ামি তে॥
জ্ঞাত্বা স্বর্গমুখাচ্চ্যুত্বা মোহিতা তব মায়য়া।
ত্বাঞ্চ বক্তুং ন শক্নোমি প্রেম্ণা বা ভক্তিপাশতঃ॥
যাসি চেন্মাং পরিত্যজ্য সকলঙ্কো ভবিষ্যসি।
ত্বৎপুত্রপৌত্রা নশ্যন্তি ব্রহ্মকোপানলেন চ॥ ২৩
ক্ষণং যুগশতং মন্যে ত্বাং বিনা প্রাণবল্লভম্।
কথং শতাব্দং ত্বাং ত্যক্ত্বা বিভর্ম্মি জীবনং প্রভো

নারায়ণ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা রাধিকা শোকাৎ পপাত ধরণীতলে।
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ সহসা জহার চেতনাং মুনে॥ ২৫
কৃষ্ণস্তাং মূর্চ্ছিতাং দৃষ্ট্বা কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ।
চেতনাং কারয়িত্বা চ বাসয়ামাস বক্ষসি॥ ২৬
বোধয়ামাস বিবিধং যোগৈঃ শোকবিখণ্ডনৈঃ।
তথাপি শোকং ত্যক্তুঞ্চ ন শশাক শুচিস্মিতা॥২৭
সামান্যবস্তুবিশ্লেষো নৃণাং শোকায় কেবলম্।
দেহাত্মনোশ্চ বিচ্ছেদঃ সুখায় কস্য কল্পতে॥ ২৮
ন যযৌ তত্র দিবসে ব্রজরাজো ব্রজং প্রতি।
ক্রীড়াসরোবরাদ্রাসং প্রযযৌ রাধয়া সহ॥ ২৯

তত্র গত্বা পুনঃ ক্রীড়াং চকার চ তয়া সহ ।
বিজহৌ বিরহজ্বালাং রাসে রাসেশ্বরী মুদা ॥ ৩০
রাধা সা স্বামিনা সার্দ্ধং পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতা ।
পুষ্পচন্দনতল্পে চ তস্থৌ রহসি নারদ ॥ ৩১

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে রাধাশোকবিমোচনং নামাষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

অতঃ পরং কিং রহস্যং রাধা-কেশবয়োর্বদ ।
নিগূঢ়তত্ত্বমস্পষ্টং তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১

নারায়ণ উবাচ ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি রহস্যং পরমাদ্ভুতম্ ।
গোপনীয়ঞ্চ বেদেষু পুরাণেষু পুরাবিদাম্ ॥ ২
পুনঃ সকামো ভগবান্ কৃষ্ণঃ স্বেচ্ছাময়ো বিভুঃ ।
রেমে স রাময়া সার্দ্ধং বিদগ্ধশ্চ বিদগ্ধয়া ॥ ৩
চতুঃষষ্টিকলাসক্তা যথা কান্তা কলাবতী ।
কামশাস্ত্রেষু নিপুণা বিদগ্ধা রসিকেশ্বরী ॥ ৪
শৃঙ্গারলীলানিপুণা শশ্বৎকামা চ কামুকী ।
সুন্দরী সুন্দরীশ্বেব শশ্বৎসুস্থির যৌবনা ॥ ৫
পিতৃণাং মানসী কন্যা ধন্যা মান্যা চ মানিনী ।
শম্ভোঃ শিষ্যা জ্ঞানযুতা শুকল্পান্তজীবিনী ॥ ৬
বেদবেদাঙ্গনিপুণা যোগনীতিবিশারদা ।
নানারূপধরা সাধ্বী প্রসিদ্ধা সিদ্ধযোগিনী ॥ ৭
তৎকন্যা রাধিকা দেবী মাতৃতুল্যা চ কামুকী ।
চকার নানাভাবং সা সুশীলা স্বামিনং প্রতি ॥ ৮
চতুঃষষ্টিকলামানং শৃঙ্গারঞ্চ চকার সঃ ।
তয়া বিশিষ্টয়া সাকং রাসে রাসরসোৎসুকঃ ॥ ৯
তাং নখাগ্রক্ষতশ্রোণীং নখক্ষতপয়োধরাম্ ।
লুপ্তচন্দনসিন্দূরাং কবরীশিথিলাং সতীম্ ॥ ১০
সুখসম্ভোগমগ্নাঞ্চ নগ্নাঞ্চ সুখমূর্চ্ছিতাম্ ।
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গীং নিদ্রাদেবী সমাযযৌ ॥ ১১
দৃষ্টা তাং নিদ্রিতাং কৃষ্ণঃ কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ ।
রুরোদ মায়য়া মায়ী মায়েশো লোকশিক্ষয়া ॥ ১২
কৃত্বা বক্ষসি রাধাঞ্চ চুচুম্ব চ পুনঃপুনঃ ।
স্নাতাঞ্চ নেত্রসলিলৈঃ প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবতাম্ ॥ ১৩
প্রাণাধিকপ্রিয়তমাং ধারয়ামাস বাসসী ।
বহ্নিশুদ্ধেঽতিসূক্ষ্মে চাত্যমূল্যে বিশ্বদুর্লভে ॥ ১৪
কবরীং রচয়ামাস দদৌ কুঙ্কুমচন্দনম্ ।
তদ্গাত্রে চ গলে হারমমূল্যরত্ননির্ম্মিতম্ ॥ ১৫
সিন্দূরঞ্চ দদৌ তস্যাঃ সীমন্তাধঃস্থলোজ্জ্বলে ।
দাড়িম্বকুসুমাকারং যুক্তং চন্দনবিন্দুভিঃ ॥ ১৬
চকার পত্রকং গণ্ডে নানাচিত্রবিচিত্রকম্ ।
দদৌ তৎপাদপদ্মে চ রত্নমঞ্জীররঞ্জিতম্ ।
পাদাঙ্গুলিনখাগ্রে চ সিন্দূরালক্তকং দদৌ ॥ ১৭
নানাসুবেশজ্বলিতাং তাং নিদ্রাকুলিতাং বিভুঃ ।
পুনশ্চকার মোহেন গাঢ়ালিঙ্গনমীপ্সিতম্ ॥ ১৮
পুনশ্চ চুম্বনং কৃত্বা নিবেশ্য চ স্ববক্ষসি ।
সুষ্বাপ জগতাং স্বামী কান্তাবিরহকাতরঃ ॥ ১৯
এতস্মিন্নেব কালে তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
শিব-শেষাদিভির্দেবৈর্মুনীন্দ্রৈঃ সার্দ্ধমাযযৌ ॥ ২০
আগত্য নত্বা শিরসা তুষ্টাব সম্পুটাঞ্জলিঃ ।
সামবেদোক্তস্তোত্রেণ পরিপূর্ণতমং বিভুম্ ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ ।

জয় জয় জগদীশ বন্দিতচরণ নির্গুণ নিরাকার সাকার স্বেচ্ছাময় ভক্তানুগ্রহনিত্যবিগ্রহ গোপবেশ মায়য়া মায়েশ সুবেশ সুশীল শান্ত সর্ব্বকান্ত দান্ত নিতান্তজ্ঞানানন্দ পরাৎপরতর প্রকৃতেঃ পর সর্ব্বান্তরাত্মস্বরূপ নির্লিপ্ত সাক্ষিস্বরূপ ব্যক্তাব্যক্ত নিগুন ভারাবতারণ করুণাগমন শোক-সন্তাপ-জরা-মৃত্যু-ভয়াদিহরণ শরণপঞ্জর ভক্তানুগ্রহকাতর ভক্তবৎসল ভক্তসঞ্চিতধন ওঁ নমোঽস্তু তে ॥ ২২ ॥

সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃদেবায়েত্যুক্ত্বা প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ ।
উত্থায় চ সংমূর্চ্ছিতো বভূব দেবসংসদি (ক) ॥২৩
ইতি ব্রহ্মকৃতং স্তোত্রং যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ ।
তৎসর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধিশ্চ ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৪
অপুত্রো লভতে পুত্রং প্রিয়াহীনো লভেৎ প্রিয়াম্ ।
নির্দ্ধনো লভতে সত্যং পরিপূর্ণতমং ধনম্ ॥ ২৫
ইহ লোকে সুখং ভুক্ত্বা চান্তে দাস্যং লভেদ্ধরেঃ ।
অচলাং ভক্তিমাপ্নোতি মুক্তেরপি সুদুর্লভাম্ ॥২৬

(ইতি ব্রহ্মকৃতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্ ।)

(ক) শ্লোকেঽত্র ছন্দোভঙ্গ আর্ষত্বাদদোষায়ৈব ।

নারায়ণ উবাচ ।

স্তুত্বা চ জগতাং ধাতা প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ ।
শনৈঃ শনৈঃ সমুত্থায় ভক্ত্যা পুনরুবাচ সঃ ॥ ২৭

ব্রহ্মোবাচ ।

উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশ পরমানন্দকারণ ।
নন্দনন্দন সানন্দ নিত্যানন্দ নমোঽস্তু তে ॥ ২৮
ব্রজ নন্দালয়ং নাথ ত্যজ বৃন্দাবনং বনম্ ।
স্মর শ্রীদামশাপঞ্চ শতবর্ষনিবন্ধনম্ ॥ ২৯
ভক্তশাপানুরোধেন শতবর্ষং প্রিয়াং ত্যজ ।
পুনরেনাঞ্চ সম্প্রাপ্য গোলোকঞ্চ গমিষ্যসি ॥৩০
গত্বা পিতৃগৃহং দেব পশ্চাক্রূরং সমাগতম্ ।
পিতৃব্যমতিথিং মান্যং ধন্যং বৈষ্ণবমীশ্বর ॥ ৩১
তেন সার্দ্ধং মধুপুরীং ভগবন্ গচ্ছ সাম্প্রতম্ ।
কুরু শম্ভোর্ধনুর্ভঙ্গং ভগ্নং বৈরিগণং হরে ॥ ৩২
হন কংসং দুরাত্মানং তাতং বোধয় মাতরম্ ;
নির্ম্মাণং দ্বারকায়াশ্চ ভারাবতারণং ভুবঃ ॥ ৩৩
দহ বারাণসীং শম্ভোঃ শক্রস্য দমনং বিভো ।
শিবস্য জৃম্ভণং যুদ্ধে বাণস্য ভুজকৃন্তনম্ ॥ ৩৪
রুক্মিণীহরণং নাথ ঘাতনং নরকস্য চ ।
ষোড়শানাং সহস্রঞ্চ স্ত্রীণাং পাণিগ্রহং কুরু ॥৩৫
ত্যজ প্রিয়াং প্রাণসমাং ব্রজরাজ ব্রজং ব্রজ ।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে যাবদ্রাধা ন জাগ্রতী ॥ ৩৬
ইত্যেব মুক্ত্বা ব্রহ্মা চ সেন্দ্রৈর্দেবগণৈঃ সহ ।
জগাম ব্রহ্মলোকঞ্চ শেষশ্চ শঙ্করস্তথা ॥ ৩৭
পুষ্প-চন্দনবৃষ্টিঞ্চ কৃষ্ণস্যোপরি দেবতাঃ ।
চক্রুঃ প্রীত্যা চ ভক্ত্যা চ বাগ্বভূবাশরীরিণী ॥ ৩৮
বধ কংসং বধার্হঞ্চ স্বপিত্রোর্মোক্ষণং কুরু ।
ক্ষয়ং কুরু ভুবো ভারং নারদেত্যেবমেব চ ॥ ৩৯
ইত্যেবমেব শ্রুত্বা চ ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।
রাধাং ভগবতীং ত্যক্ত্বা সমুত্তস্থৌ শনৈঃ শনৈঃ ॥
যযৌ হরিঃ কিয়দ্দূরং নিরীক্ষ্য চ পুনঃপুনঃ ।
ক্ষণং তস্থৌ চন্দনানাং বনে রাসসমীপতঃ ॥ ৪১
বিহায় নিদ্রাং সা রাধা সমুত্তস্থৌ স্বতন্ত্রতঃ ।
ন নিরীক্ষ্য হরিং শান্তং কান্তঞ্চ প্রাণবল্লভম্ ॥৪২
হা নাথ রমণশ্রেষ্ঠ প্রাণেশ প্রাণবল্লভ ।
প্রাণচোর প্রিয়তম ক্ব গতোঽসীত্যুবাচ হ ॥ ৪৩
ক্ষণমন্বেষণং কৃত্বা বভ্রাম মালতীবনম্ ।
উবাস ক্ষণমুত্তস্থৌ ক্ষণং সুষ্বাপ ভূতলে ॥ ৪৪
রুরোদ ক্ষণমত্যুচ্চৈর্বিললাপ মুহুর্ম্মুহুঃ ।
আগচ্ছাগচ্ছ হে নাথ চৈবমুক্ত্বা পুনঃপুনঃ ॥ ৪৫
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ সন্তাপাৎ সন্তপ্তা বিরহানলৈঃ ।
ভূতলে চ তৃণাচ্ছন্নে পপাত চ মৃতা যথা ॥ ৪৬
আযযুস্তত্র গোপ্যশ্চ ব্রহ্মন্ শতসহস্রশঃ ।
কাশ্চিচ্চামরহস্তা চ গৃহীত্বা চন্দনদ্রবম্ ॥ ৪৭
তাসাং মধ্যে প্রিয়ালী যা কৃত্বা রাধাং স্ববক্ষসি ।
মৃতামিব প্রিয়াং দৃষ্ট্বা রুরোদ প্রেমবিহ্বলা ॥ ৪৮
সজলং পঙ্কজদলং পঙ্কোপরি নিধায় চ ।
স্থাপয়ামাস তাং রাধাং নিশ্চেষ্টাঞ্চ মৃতামিব ॥ ৪৯
গোপীভিঃ সেবিতাং তত্র রুচিরৈঃ শ্বেতচামরৈঃ ।
চন্দনদ্রবযুক্তাঞ্চ স্নিগ্ধরম্ভান্বিতাং সতীম্ ।
দদর্শ কৃষ্ণস্তত্রেত্য তামেব প্রাণবল্লভাম্ ॥ ৫০
নিবারিতশ্চ গোপীভির্দ্বনিষ্ঠাভিশ্চ নারদ ।
যথা নীতসাপরাধো দণ্ড্যো রাজভটাদিভিঃ ॥ ৫১
চকার রাধাং ক্রোড়ে চ সমাগত্য কৃপানিধিঃ ।
চেতনাং কারয়ামাস বোধয়ামাস বোধনৈঃ ॥ ৫২
সম্প্রাপ্য চেতনাং দেবী দদর্শ প্রাণবল্লভম্ ।
বভূব সুস্থিরা দেবী তত্যাজ বিরহজ্বরম্ ॥ ৫৩
চকার কান্তং সা কান্তা গাঢ়ালিঙ্গনপীড়িতম্ ॥৫৪
নানাপ্রকারশৃঙ্গারং চকার মধুসূদনঃ ।
উবাস রত্নতল্পে চ রাধাং কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥ ৫৫
রাধাসখী রত্নমালা বিদগ্ধা চ (ক) সুপূজিতা ।
উবাচ মধুরং বাক্যং নীতিসারমনুত্তমম্ ॥ ৫৬

রত্নমালোবাচ ।

শৃণু কৃষ্ণ প্রবক্ষ্যামি পরিণামসুখাবহম্ ।
হিতং তথ্যং নীতিসারং দম্পত্যোঃ প্রীতিকারণম্
সম্মতং কামশাস্ত্রেষু নীতৌ বেদ-পুরাণয়োঃ ।
লৌকিকব্যবহারেষু প্রশংস্যং সুযশস্করম্ ॥ ৫৮
নারীণাঞ্চ পিতা মাতা প্রিয়ো ভ্রাতা চ বন্ধুষু ।
ততঃ প্রিয়শ্চ পুত্রশ্চ পুত্রাদেব প্রিয়ঃ পতিঃ ॥ ৬৯
শতপুত্রাৎ পরঃ স্বামী সাধ্বীনাং সাধুসম্মতঃ ।
রসিকানাং বিদগ্ধানাং ন হি ভর্ত্তুঃ পরঃ প্রিয়ঃ ॥৬০
যদি ভর্ত্তা বিদগ্ধশ্চ বিদগ্ধানাং সুখাবহঃ ।
অন্যথা বিষতুল্যশ্চ বিষমশ্চেৎ খলঃ খলু ॥ ৬১

(ক) বিদগ্ধাসু ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ ।

সংসারে চ (খ) কৃতে চেৎ সা দম্পত্যোঃ
প্রীতিরেব চ ।
পরস্পরঞ্চ সমতা প্রেমসৌভাগ্যমীপ্সিতম্ ॥ ৬২
দম্পত্যোঃ সমতা নাস্তি যত্র তত্র হি মন্দিরে ।
অলক্ষ্মীস্তত্র তত্রৈব বিফলং জীবনং তয়োঃ ॥ ৬৩
সুস্বামিনাং বিভেদশ্চ পরং দুঃখঞ্চ যোষিতাম্ ।
শোকসন্তাপবীজঞ্চ জীবিতে মরণাধিকম্ ॥ ৬৪
স্বপ্নে জাগরণে চাপি পতিঃ প্রাণাশ্চ যোষিতাম্ ।
পতিরেব গতিঃ স্ত্রীণামিহ লোকে পরত্র চ ॥ ৬৫
অশ্মিং স্তুয়ি গতে নাথে মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ রাধিকা ।
পপাত সহসা ভূমৌ তৃণাস্তরে চ ভূতলে ॥ ৬৬
ময়া দত্তং স্মুখস্পর্শং হি শীতলং জলমুত্তমম্ ।
তদা শ্বাসো বভূবাস্যাশ্চেতনঞ্চ ক্রমেব চ ॥ ৬৭
ক্ষণং রোদিতি সন্তপ্তা মূর্চ্ছাং প্রাপ্নোতি তৎক্ষণম্
রাধিকায়াঃ শরীরঞ্চ সন্তপ্তং বিরহানলৈঃ ।
দগ্ধলৌহযষ্টিনমমস্পৃশ্যমনলোপমম্ ॥ ৬৯
স্বপ্নে জাগরণে রাত্রৌ দিবসে চ গৃহে বনে ।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষেঽপ্যুদয়ে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ॥ ৭০
নাস্তি ভেদশ্চ রাধায়া মৃততুল্যা জড়াকৃতিঃ ।
শশ্বৎ পশ্যতি ধ্যানস্থা সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ ॥ ৭১
স্নিগ্ধপঙ্কে পঙ্কজানাং সজলানি দলানি চ ।
নিপাত্য তৎকৃতে তল্পে সুষ্বাপ বিরহাতুরা ॥ ৭২
সেবিতা সা প্রিয়ালীভিঃ সততং শ্বেতচামরৈঃ ।
চন্দনদ্রবসংযুক্তা স্নিগ্ধবস্ত্রসমন্বিতা ॥ ৭৩
রাধাঙ্গস্পর্শমাত্রেণ পঙ্কং সম্প্রাপ শুষ্কতাম্ ।
স্নিগ্ধানি পদ্মপত্রাণি বভূবুর্ভস্মসাৎ ক্ষণম্ ॥ ৭৪
চন্দনং শুষ্কতাং প্রাপ বর্ণশ্চম্পকসন্নিভঃ ।
বভূব কজ্জলাকারঃ কেশঃ স্বর্ণ-নিভো হরে ॥ ৭৫
সিন্দূরবিন্দু-রুচিরঃ শ্যামিকাং প্রাপ তৎক্ষণম্ ।
বেশো বিলাসো লীলা চ দূরীভূতা বভূব হ ॥ ৭৬
বিচার্য্য মনসা কৃষ্ণ যৎ তৎ সমুচিতং কুরু ।
ন ভবেৎ কামিনীহত্যা যেন নীতিবিশারদ ॥ ৭৭
রত্নমালাবচঃ শ্রুত্বা প্রহস্যোবাচ মাধবঃ ।
হিতং তথ্যং নীতিসারং পরিণামসুখাবহম্ ॥ ৭৮
শ্রীভগবানুবাচ ।
ঈশো যদ্যপি শক্তোঽহং নিষেকং খণ্ডিতুং প্রিয়ে
তথাপি লঙ্ঘনঞ্চাত্র নিয়তের্ন করোম্যহম্ ॥ ৭৯
ব্রহ্মাণ্ডেষু চ সর্ব্বেষু মর্য্যাদা স্থাপিতা ময়া ।
তয়া কর্ম্ম প্রকুর্ব্বন্তি মুনয়শ্চ সুরা নরাঃ ॥ ৮০
শ্রীদামশাপাদ্বিচ্ছেদঃ শতবর্ষমনীপ্সিতম্ ।
ভবিষ্যত্যেব দম্পত্যোরাবয়োরেব সুন্দরি ॥ ৮১
ভেদো জাগরণেঽস্যাশ্চ ময়া সহ সুমধ্যমে ।
সংশ্লেষঃ সততং স্বপ্নে মদ্বরেণ ভবিষ্যতি ॥ ৮২
আধ্যাত্মিকো ময়া দত্তঃ শোকচ্ছেদো ভবিষ্যতি ।
রাধাং বোধয় ভদ্রং তে যাস্যামি নন্দমন্দিরম্ ॥ ৮৩
ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথো যযৌ নন্দালয়ং প্রতি ।
রাধিকাং বোধয়ামাসুরালীসন্ঘাশ্চ নারদ ॥ ৮৪
গত্বা গৃহঞ্চ পিতরং ননাম মাতরং তথা ।
উবাস মাতৃক্রোড়ে চ নবনীতং (ক) চখাদ সঃ (খ)
মাতৃদত্তঞ্চ তাম্বূলং স চ তস্মৈ দদৌ মুদা ॥ ৮৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-
খণ্ডে নারায়ণ নারদসংবাদে একোন-
সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬৯

সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

অথাক্রূরঃ স্বভবনং গত্বা কংসেন প্রেরিতঃ ।
চকার শয়নং তল্পে ভুক্ত্বা মিষ্টান্নমুত্তমম্ ॥ ১
সকর্পূরঞ্চ তাম্বূলং চখাদ বাসিতং জলম্ ।
জগাম নিদ্রাং সুখতঃ সুখসম্ভোগমাত্রতঃ ॥ ২
ততো দদর্শ সুস্বপ্নং পুরাণশ্রুতিসম্মতম্ ।
নিশাবশেষসময়ে বায়ুাদিপরিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩
অরোগী বদ্ধকেশশ্চ বস্ত্রযুগ্মসমন্বিতঃ ।
সুতল্পশায়ী সুস্নিগ্ধশ্চিন্তা-শোকবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪

(খ) সংসারে চামৃতবৎ সা ইতি ক্বচিৎ ।

(ক) লীলাটঞ্চ চখাদ সঃ ইতি বা পাঠঃ ।
(খ) ক্বচিৎ পুস্তকে "চখাদ সঃ" ইত্যনন্তরম্ ।
মাতৃদত্তঞ্চ তাম্বূলং চখাদ শীতলং জলম্ ।
উবাস তত্র জগতাং নাথো মাতৃসমীপতঃ ।
সর্ব্বৈর্গোপসমূহৈশ্চ সেবিতঃ শ্বেতচামরৈঃ ।
মাল্যচন্দন-তাম্বূলং তে চ তস্মৈ দদুর্মুদা ।
ঈদৃক্পাঠান্তেঽধ্যায়সমাপ্তির্দৃশ্যতে ।

কিশোরবয়সং শ্যামং দ্বিভুজং মুরলীকরম্।
পীতবস্ত্রপরিধানং বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ৫
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং মালতীমাল্যশোভিতম্।
ভূষিতং ভূষণার্হঞ্চ সদ্রত্নমণিভূষণৈঃ ॥ ৬
ময়ূরপুচ্ছচূড়ঞ্চ সস্মিতং পদ্মলোচনম্।
এবম্ভূতং দ্বিজশিশুং দদর্শ প্রথমে মুনে ॥ ৭
ততো দদর্শ রুচিরাং পতিপুত্রবতীং সতীম্।
পীতবস্ত্রপরীধানাং রত্নভূষণভূষিতাম্ ॥ ৮
জ্বলৎপ্রদীপহস্তাঞ্চ শুক্লধান্যকরাং বরাম্।
শরচ্চন্দ্রনিভাস্যাঞ্চ সস্মিতাং বরদাং শুভাম্ ॥ ৯
ততো দদর্শ বিপ্রঞ্চ প্রকুর্ব্বন্তং শুভাশিষম্।
শ্বেতপদ্মং রাজহংসং তুরঙ্গঞ্চ সরোবরম্ ॥ ১০
দদর্শ চিত্রিতং চারু ফলিতং পুষ্পিতং শুভম্।
আম্র-নিম্ব-নারিকেল-গুবাক-কদলীতরুম্ ॥ ১১
দশন্তং (ক) শ্বেতসর্পঞ্চ স্বাত্মানং পর্ব্বতস্থিতম্।
বৃক্ষস্থঞ্চ গজস্থঞ্চ তরিস্থং তুরগস্থিতম্ ॥ ১২
বর্ণাং বাদিতবন্তঞ্চ ভুক্তবন্তঞ্চ পায়সম্।
দধি-ক্ষীরযুতান্নঞ্চ পদ্মপত্রস্থমীপ্সিতম্।
শুক্লধান্য-পুষ্পকরং ক্ষণং চন্দনচর্চ্চিতম্ ॥ ১৩
ততো দদর্শ রজতং মণিশুভ্রঞ্চ কাঞ্চনম্।
মুক্তামাণিক্যরত্নঞ্চ পূর্ণকুম্ভং বনং জলম্ ॥ ১৪
সুরভীঞ্চ সবৎসাঞ্চ বৃষভেন্দ্রং ময়ূরকম্।
শুক্লঞ্চ সারসং শঙ্খচিল্লং খঞ্জনমেব চ ॥ ১৫
তাম্বূলং পুষ্পমাল্যঞ্চ জ্বলদগ্নিং সুরার্চ্চনম্।
পার্ব্বতীপ্রতিমাং কৃষ্ণপ্রতিমাং শিবলিঙ্গকম্ ॥ ১৬
বিপ্রবালাঞ্চ বালঞ্চ সুপক্বফলিতাং কৃষিম্।
দেবস্থলীঞ্চ রাজেন্দ্রং সিংহং ব্যাঘ্রং গুরুং সুরম্ ॥
দৃষ্ট্বা স্বপ্নং সমুত্তস্থৌ চকারাহ্নিকমীপ্সিতম্।
উদ্ধবং কথয়ামাস সর্ব্ববৃত্তান্তমেব চ ॥ ১৮
উদ্ধবাজ্ঞাং সমাদায় কৃত্বা গুরুসুরার্চ্চনম্।
যাত্রাং চকার শ্রীকৃষ্ণং ধ্যাত্বা মনসি নারদ ॥ ১৯
দদর্শ বর্ত্মন্যেবঞ্চ মঙ্গলার্হং শুভপ্রদম্।
বাঞ্ছাফলপ্রদং রম্যং পুরো মঙ্গলসূচকম্ ॥ ২০
বামে শব-শিবাং পূর্ণকুম্ভং নকুলচাষকম্।
পতিপুত্রবতীং সাধ্বীং দিব্যাভরণভূষিতাম্ ॥ ২১
শুক্লপুষ্পঞ্চ মাল্যঞ্চ ধান্যঞ্চ খঞ্জনং শুভম্

(ক) খসন্তং ইতি পাঠান্তরম্।

দক্ষিণে জ্বলনঞ্চৈব বিপ্রঞ্চ বৃষভং গজম্ ॥ ২২
বৎসপ্রযুক্তাং ধেনুঞ্চ শ্বেতাশ্বং রাজহংসকম্।
বেশ্যাঞ্চ পুষ্পমাল্যঞ্চ পতাকা-দধি-পায়সম্ ॥ ২৩
মণিং সুবর্ণং রজতং মুক্তামাণিক্যমীপ্সিতম্।
সদ্যোমাংসং চন্দনঞ্চ মাধ্বীকং ঘৃতমুত্তমম্ ॥ ২৪
কৃষ্ণসারং ফলং লাজান্ সিদ্ধার্থং দর্পণং তথা।
বিচিত্রিতং বিমানঞ্চ সুদীপ্তাং প্রতিমাং শুভাম্ ॥
শুক্লোৎপলং পদ্মবনং শঙ্খচিল্লং চকোরকম্।
মার্জ্জারং পর্ব্বতং মেঘং ময়ূর-শুক-সারসম্ ॥ ২৬
শঙ্খ-কোকিল-বাদ্যানাং ধ্বনিং শুশ্রাব মঙ্গলম্।
বিচিত্রং কৃষ্ণসঙ্গীতং হরিশব্দং জয়ধ্বনিম্ ॥ ২৭
এবম্ভূতং শুভং দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা প্রহৃষ্টমানসঃ।
প্রবিবেশ হরিং স্মৃত্বা পুণ্যং বৃন্দাবনং বনম্ ॥ ২৮
দদর্শ পুরতো রম্যং রাসমণ্ডলমীপ্সিতম্।
চন্দনাগুরুকস্তূরী-পুষ্পচন্দনবায়ুনা ॥ ২৯
বাসিতং মঙ্গলঘটৈ রম্ভাস্তম্ভবিরাজিতম্।
আম্রপল্লবসঞ্জৈশ্চ পট্টসূত্রবিচিত্রিতৈঃ ॥ ৩০
শোভিতৈঃ পরিতঃ শশ্বৎ পদ্মরাগবিনিন্দিতৈঃ (ক)
শোভিতং শোভমার্হঞ্চ ত্রিকোটিরত্নমন্দিরৈঃ ॥ ৩১
রম্যৈঃ কুঞ্জকুটীরৈশ্চ রাজিতং শতকোটিভিঃ।
রাসং বৃন্দাবনং দৃষ্ট্বা কিয়দ্দূরং যযৌ চ সঃ ॥ ৩২
দদর্শ পুরতো রম্যং নন্দব্রজমনুত্তমম্।
পরং বৈকুণ্ঠসঙ্কাশং বৈকুণ্ঠনিলয়ং শুভম্ ॥ ৩৩
রত্নসোপানসংযুক্তং রত্নস্তম্ভৈর্বিরাজিতম্।
নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্যং সদ্রত্নকলশান্বিতম্।
খচিতং মণিসারেণ রচিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৩৪
দ্বারি দৃষ্টেন মার্গেণ রাজদ্বারং বিবেশ সঃ।
পতাকারত্নজালাঢ্যং মুক্তামাণিক্যভূষিতাম্ ॥ ৩৫
রত্নদর্পণশোভাঢ্যং রত্নচিত্রবিচিত্রিতম্।
রত্নবীথীবিরচিতং মঙ্গল্যং মঙ্গলৈর্ঘটৈঃ ॥ ৩৬
অথ নন্দোঽতিসাহ্লাদো বৃষভান্বাদিভির্যুতঃ।
সহিতো রাম-কৃষ্ণাভ্যাং জগামানুব্রজায় বৈ ॥ ৩৭
অক্রূরাগমনং শ্রুত্বা কৃত্বা বেশ্যাং পুরঃসরাম্।
পূর্ণকুম্ভং গজেন্দ্রঞ্চ কৃত্বাগ্র-শুক্লধান্যকম্ ॥ ৩৮
কৃষ্ণাং গাং মধুপর্কঞ্চ পাদ্যং রত্নাসনাদিকম্।
গৃহীত্বা সাদরঃ শান্তঃ সস্মিতো বিনতস্তথা ॥ ৩৯

(ক) পদ্মরাগবিনির্ম্মিতমিতি বা পাঠঃ।

আনন্দযুক্তো নন্দশ্চ সগণঃ সহবালকঃ ॥ ৪০
দৃষ্ট্বাক্রূরং মহাভাগং তূর্ণমালিঙ্গনং দদৌ।
প্রণেমুঃ শিরসা সর্ব্বে গোপা জগৃহুরাশিষম্ ॥ ৪১
পরস্পরঞ্চ সংযোগো বভূব গুণবান্ মুনে।
ক্রোড়ে চকারাক্রূরশ্চ কৃষ্ণং রামং ক্রমেণ চ ॥৪২
চুচুম্ব গণ্ডযুগলে পুলকাঙ্কিতবিগ্রহঃ।
সাশ্রুনেত্রোঽতিসাহ্লাদঃ কৃতার্থঃ সিদ্ধবাঞ্ছিতঃ ॥
দদর্শ কৃষ্ণং দ্বিভুজং ক্ষণং শ্যামলসুন্দরম্।
পীতবস্ত্রপরীধানং মালতীমাল্যভূষিতম্ ॥ ৪৪
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং পরং বংশীধরং বরম্।
স্তুতং ব্রহ্মেণ শেষাদ্যৈর্মুনীন্দ্রৈঃ সনকাদিভিঃ।
বীক্ষিতং গোপকন্যাভিঃ পরিপূর্ণতমং বিভূম্ ॥ ৪৫
ক্ষণং দদর্শ ক্রোড়স্থং সস্মিতঞ্চ চতুর্ভুজম্।
লক্ষ্মী-সরস্বতীযুক্তং বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ৪৬
সুনন্দ-নন্দ-কুমুদৈঃ পার্ষদৈঃ পরিসেবিতম্।
সেবিতং সিদ্ধসঙ্ঘৈশ্চ বেদমন্ত্রৈঃ পরাৎপরম্ ॥৪৭
ক্ষণং দদর্শ তং দেবং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং নাগরাজৈবিরাজিতম্ ॥ ৪৮
দিগম্বরং পরংব্রহ্ম ভস্মাঙ্গশ্চ জটাজুষম্।
জপমালাকরং ধ্যাননিষ্ঠং শ্রেষ্ঠঞ্চ যোগিনম্ ॥ ৪৯
ক্ষণং চতুর্মুখং ধ্যাননিষ্ঠং শ্রেষ্ঠং মনীষিণাম্।
ক্ষণং ধর্ম্মস্বরূপঞ্চ শেষরূপং ক্ষণং ক্ষণম্ ॥ ৫০
ক্ষণং ভাস্কররূপঞ্চ চন্দ্ররূপং দ্বিজাত্মকম্।
ক্ষণং প্রকৃতিরূপঞ্চ তেজোরূপং সনাতনম্ ॥ ৫১
ক্ষণং পরমশোভাঢ্যং কোটিকন্দর্পনিন্দিতম্।
কামিনীকমনীয়ঞ্চ কামুকং কামসংযুতম্ ॥ ৫২
এবম্ভূতং শিশুং দৃষ্ট্বা স্থাপয়ামাস বক্ষসি।
রত্নসিংহাসনে রম্যে নন্দদত্তে চ নারদ ॥ ৫৩
কৃত্বা প্রদক্ষিণং ভক্ত্যা পুলকাঙ্কিতবিগ্রহঃ।
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ তুষ্টাব পুরুষোত্তমম্ ॥ ৫৪

অক্রূর উবাচ।

নমঃ কারণরূপায় পরমাত্মস্বরূপিণে।
সর্ব্বেষামপি বিশ্বেষামীশ্বরায় নমো নমঃ ॥ ৫৫
পরায় প্রকৃতেরীশ পরাৎপরতরায় চ।
নির্গুণায় নিরীহায় নীরূপায় স্বরূপিণে ॥ ৫৬
সর্ব্বদেবস্বরূপায় সর্ব্বদেবেশ্বরায় চ।
সর্ব্বদেবাধিদেবায় বিশ্বাদিভূতরূপিণে ॥ ৫৭
অসংখ্যেষু চ বিশ্বেষু ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মকঃ।
স্বরূপায়াদিবীজায় তদীশ বিশ্বরূপিণে ॥ ৫৮
নমো গোপাঙ্গনেশায় গণেশেশ্বররূপিণে।
নমঃ সুরগণেশায় রাধেশায় নমো নমঃ ॥ ৫৯
রাধারমণরূপায় রাধারূপধরায় চ।
রাধারাধ্যায় রাধায়াঃ প্রাণাধিকপরায় চ ॥ ৬০
রাধাধারায় রাধাধি-দেবপ্রিয়তমায় চ।
রাধাপ্রাণাধিদেবায় বিশ্বরূপায় তে নমঃ ॥ ৬১
বেদস্তুতায় বেদাঙ্গ-রূপিণে বেদরূপিণে।
বেদাধিষ্ঠাতৃদেবায় বেদবীজায় তে নমঃ ॥ ৬২
যস্য লোমসু বিশ্বানি চ সঙ্খ্যানি চ নিত্যশঃ।
মহাবিষ্ণোরীশ্বরায় বিশ্বেশায় নমোনমঃ ॥ ৬৩
স্বয়ং প্রকৃতিরূপায় প্রাকৃতায় নমো নমঃ।
প্রকৃতীশ্বররূপায় প্রধানপুরুষায় চ ॥ ৬৪
ইত্যেবং স্তবনং কৃত্বা মূর্চ্ছামাপ সভাতলে।
পপাত সহসা ভূমৌ পুনরীশং দদর্শ সঃ ॥ ৬৫
বহিঃস্থং হৃদয়স্থঞ্চ পরমাত্মানমীশ্বরম্।
পরিতঃ শ্যামরূপঞ্চ বিশ্বস্থং বিশ্বমেব চ ॥ ৬৬
অক্রূরং মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা নন্দঃ সাদরপূর্ব্বকম্।
রত্নসিংহাসনে রম্যে বাসয়ামাস নারদ ॥ ৬৭
পপ্রচ্ছ সর্ব্ববৃত্তান্তং কিঞ্চিদ্দৃষ্টমিতি ত্বরা।
মিষ্টান্নং ভোজয়ামাস কুশলঞ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ৬৮
অক্রূরঃ কথয়ামাস কংসবৃত্তান্তমীপ্সিতম্।
স্বপিত্রোর্মোক্ষণার্থায় গমনং রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ৬৯
ইত্যক্রূরকৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ।
অপুত্রো লভতে পুত্রমভার্য্যো লভতে প্রিয়াম্ ॥৭০
অধনো ধনমাপ্নোতি নির্ভূমিরতুলাং মহীম্।
হতপ্রজঃ প্রজাং লেভে প্রতিষ্ঠাঽপ্রতিষ্ঠিতঃ।
যশঃ প্রাপ্নোতি বিপুলমযশস্বী চ লীলয়া ॥ ৭১
(ইতি অক্রূরকৃতং শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্।)

নারায়ণ উবাচ।

অথ সুষ্বাপ গত্বং স পরং প্রহৃষ্টমানসঃ।
রম্যে চম্পকতল্পে চ কৃষ্ণং কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥ ৭২
প্রাতরুত্থায় সহসা কৃত্বাহ্নিকমনুত্তমম্।
স্বরথে স্থাপয়ামাস রামকৃষ্ণং জগৎপতিম্ ॥ ৭৩
গব্যং পঞ্চপ্রকারঞ্চ নানাদ্রব্যং সুদুর্লভম্।
বৃষভানঞ্চ নন্দঞ্চ সুনন্দং চন্দ্রভানকম্ ॥ ৭৪
নানাপ্রকারবাদ্যঞ্চ মৃদঙ্গমুরজাদিকম্ ॥
পটহং পণবঞ্চৈব ঢক্কাং দুন্দুভিমানকম্ ॥ ৭৫

সজ্জাং সন্নহনীং কাংস্যং পটমর্দ্দনমগুবীম্।
বাদয়ামাস সানন্দং নন্দগোপো ব্রজেশ্বরঃ ॥ ৭৬
শ্রুত্বা বাদ্যঞ্চ গোপশ্চ গমনং রামকৃষ্ণয়োঃ।
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং রথস্থঞ্চ আযযুঃ কোপপীড়িতাঃ ॥ ৭৭
কৃষ্ণেন বারিতাঃ সর্ব্বাঃ প্রেরিতা রাধয়া দ্বিজ।
বভঞ্জুরীশ্বররথং পদাঘাতেন লীলয়া ॥ ৭৮
তত্র সর্ব্বেষু গোপেষু হাহাকারকৃতেষু চ।
প্রথযুর্বনবত্যশ্চ কৃষ্ণং কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥ ৭৯
কাচিৎ ক্রূরং তমক্রূরং ভর্ৎসয়ামাস কোপতঃ।
কাশ্চিদ্বঙ্কা চ বস্ত্রেণ চাক্রূরং প্রযযুস্ততঃ ॥ ৮০
কাচিৎ তং তাড়য়ামাস কঙ্কণেন করেণ চ।
তদ্বস্ত্রং হারয়ামাস কৃত্বা বিবসনং মুনে ॥ ৮১
ক্ষতবিক্ষতসর্ব্বাঙ্গং দৃষ্ট্বাক্রূরঞ্চ মাধবঃ।
জগাম রাধামূলঞ্চ বোধয়ামাস তাং পুনঃ ॥ ৮২
আধ্যাত্মিকেন নীতেন বিনয়েন চ সাদরম্।
অক্রূরং মোক্ষমায়াস বোধয়ামাস তাং বিভুঃ ॥ ৮৩
আকাশাৎ পতিতং দিব্যমিন্দ্রপ্রস্থাপিতং রথম্।
বিচিত্রবস্ত্রসংযুক্তং দদর্শ পুরতো বিভুঃ ॥ ৮৪
খচিতং মণিরাজেন রচিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
তং দৃষ্ট্বা মাতৃভবনমাজগাম জগৎপতিঃ ॥ ৮৫
ভুক্ত্বা পীত্বা সুখং সুপ্ত্বা গমনে চ সবান্ধবঃ।
তস্থৌ মুনীন্দ্র-দেবেন্দ্র-ব্রহ্মেশ-শেষবন্দিত ॥ ৮৬
সুষুপুর্গোপিকাঃ সর্ব্বাঃ পরং প্রহৃষ্টমানসাঃ।
পুষ্পতল্পেঽতিরম্যে চ রাধয়া সহ নারদ ॥ ৮৭
সর্ব্বে স্বানন্দযুক্তাশ্চ জনা গোকুলবাসিনঃ।
কেচিদ্গোপাশ্চ ননৃতুঃ কেচিৎ সঙ্গীততৎপরাঃ ॥ ৮৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে গোপী-বিষয়ঃ সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭০॥

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

রাধিকায়াঞ্চ সুপ্তায়াং সুপ্তাসু গোপিকাসু চ।
পুষ্পচন্দনতল্পে চ বায়ুনা সুরভীকৃতে ॥ ১
তৃতীয়প্রহরেঽতীতে নিশায়াশ্চ শুভক্ষণে।
শুভচন্দ্রক্ষযোগে চামৃতযোগসমন্বিতে ॥ ২
সৌম্যস্বামিযুতে লগ্নে সৌরগ্রহবিলোকনে।
পাপগ্রহসমাসক্ত-দৃষ্টদোষবিবর্জ্জিতে ॥ ৩
যশোদাং বোধয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলম্।
বন্ধুনা বাসয়ামাস সমুত্থায় হরিঃ স্বয়ম্ ॥ ৪
বাদ্যং নিষেধয়ামাস রাধিকাভয়ভীতবৎ।
স্বতন্ত্রো বিশ্বকর্ত্তা চ পাতা ভর্ত্তাস্বতন্ত্রবৎ ॥ ৫
প্রক্ষাল্য পাদযুগলং ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী।
উবাস সংস্কৃতে স্থানে বিলিপ্তে চন্দনাদিনা ॥ ৬
ফলপল্লবসংযুক্তং সংস্কৃতং চন্দনাদিভিঃ।
বামে কৃত্বা পূর্ণকুম্ভং বহ্নিং বিপ্রং স্বদক্ষিণে।
পতিপুত্রবতীং দীপং দর্পণং পুরতস্তথা ॥ ৭
দূর্ব্বাকাণ্ডঞ্চ সুস্নিগ্ধং পুষ্পং ধান্যং সিতং শুভম্।
গুরুদত্তং গৃহীত্বা চ প্রদদৌ মস্তকোপরি ॥ ৮
ঘৃতং দদর্শ মাধ্বীকং রজতং কাঞ্চনং দধি।
চন্দনং লেপনং কৃত্বা পুষ্পমালাং গলে দদৌ ॥৯
গুরুবর্গং ব্রাহ্মণঞ্চ বন্দয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ১০
শঙ্খধ্বনিং বেদপাঠং সঙ্গীতমঙ্গলাষ্টকম্
বিপ্রাশীর্ব্বচনং রম্যং শুশ্রাব পরমাদরম্ ॥ ১১
ধ্যাত্বা মঙ্গলরূপঞ্চ সর্ব্বত্র মঙ্গলপ্রদম্।
চিক্ষেপ দক্ষিণপদং সুন্দরং স্বাত্মবিগ্রহম্ ॥ ১২
বিধৃত্য নাসিকাবামভাগং মধ্যময়া বিভুঃ।
বিসৃজ্য বায়ুমিষ্টঞ্চ নাসাদক্ষিণরন্ধ্রতঃ ॥ ১৩
ততো যযৌ নন্দনন্দো নন্দস্য প্রাঙ্গণং বরম্।
সানন্দঃ পরমানন্দো নিত্যানন্দঃ সনাতনঃ ॥ ১৪
নিত্যোঽনিত্যো নিত্যবীজ-স্বরূপো নিত্যবিগ্রহঃ।
নিত্যাঙ্গভূতো নিত্যেশো নিত্যকৃত্যবিশারদঃ ॥১৫
নিত্যনূতনরূপশ্চ নিত্যনূতনযৌবনঃ।
নিত্যনূতনবেশশ্চ বয়সা নিত্যনূতনঃ ॥ ১৬
নিত্যনূতনসম্ভাষো যৎপ্রেমনিত্যনূতনম্।
নিত্যনূতনসম্প্রাপ্তিঃ সৌভাগ্যং নিত্যনূতনম্ ॥১৭
সুধারসপরং মিষ্টং যদ্বাক্যং নিত্যনূতনম্।
নিত্যনূতনভক্তাশ্চ যৎপদং নিত্যনূতনম্ ॥ ১৮
স্বায়ং স্বায়ং প্রাঙ্গণেঽস্মিন্ মায়েশো মায়য়া যুতঃ।
অতীব রম্যে সুস্নিগ্ধে বভূব গমনোন্মুখঃ ॥ ১৯
রম্ভাস্তম্ভসমূহৈশ্চ রসালপল্লবান্বিতৈঃ।
পট্টসূত্রনিবদ্ধৈশ্চ সুন্দরৈশ্চ সমন্বিতে ॥ ২০
পদ্মরাগেণ খচিতে রচিতে বিশ্বকর্ম্মণা।
কস্তূরীকুঙ্কুমাক্তৈশ্চ চন্দনৈশ্চ সুসংস্কৃতে ॥ ২১
তত্র তস্থৌ ক্ষণং কৃষ্ণঃ সহাক্রূরঃ সবান্ধবঃ।
যশোদয়া সমাশ্লিষ্টো বামপার্শ্বেন মায়য়া ॥ ২২

নন্দেনানন্দযুক্তেন শ্লিষ্টো দক্ষিণপার্শ্বতঃ।
সন্তাষিতো বান্ধবৈশ্চ পিত্রা মাত্রা চ চুম্বিতঃ ॥২৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-
খণ্ডে নারায়ণনারদসংবাদে যাত্রামঙ্গলং
নামৈকসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭১॥

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ।

অথ কৃষ্ণে গুরুং নত্বা নির্গম্য শিবিরান্মুনে।
আরুহ্য খগযানঞ্চ শুভাং মধুপুরীং যযৌ ॥ ১
বিবেশ মথুরাং রম্যাং সহাক্রূরগণৈঃ সমম্।
নির্জ্জিত্য শক্রনগরীং শোভাযুক্তাং মনোহরাম্ ॥২
রত্নশ্রেষ্ঠেন খচিতাং রচিতাং বিশ্বকর্ম্মণা।
অমূল্যরত্নকলসৈ রাজিতৈশ্চ বিরাজিতাম্ ॥ ৩
রাজমার্গশতৈর্বেষ্টৈর্বেষ্টিতাং রুচিরৈর্বরৈঃ।
চন্দ্রাকারৈশ্চন্দ্রসারৈর্মণিভিঃ পরিসংস্কৃতৈঃ ॥ ৪
বিচিত্রৈর্মণিসারৈশ্চ বীথীশতবিনির্ম্মিতৈঃ।
শোভিতাং বণিজাং শ্রেষ্ঠৈঃ পণ্যবস্তুসমন্বিতৈঃ ॥৫
সরোবরসহস্রৈশ্চ পরিতঃ পরিশোভিতাম্।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশৈঃ পদ্মরাগবিরাজিতৈঃ ॥৬
রত্নালঙ্কারভূষাঢ্যৈঃ শোভিতাং পদ্মিনীগণৈঃ।
স্থিরযৌবনসংযুক্তৈর্নিমেষরহিতৈঃ পরৈঃ ॥ ৭
সাক্ষৈত্রৈরূর্দ্ধ্ববদনৈঃ কৃষ্ণদর্শনলালসৈঃ।
ভ্রূভঙ্গলীলালোলৈশ্চ শশ্বচ্চঞ্চললোচনৈঃ ॥ ৮
শশ্বৎকামসমাযুক্তৈঃ পীনশ্রোণিপয়োধরৈঃ।
কোমলাঙ্গৈর্মধ্যকৃশৈ রতিবাসবিশারদৈঃ ॥ ৯
রত্ননির্ম্মাণযানানাং কোটিভিঃ পরিশোভিতাম্।
ভূষণৈর্ভূষিতাভিশ্চ চিত্রিতাভিশ্চ চিত্রকৈঃ ॥ ১০
নানাপ্রকারশ্রীযুক্তাং পুষ্পোদ্যানত্রিকোটিভিঃ।
নানাপুষ্পৈঃ পুষ্পিতাভির্যুক্তাভির্মধুসূদনৈঃ ॥ ১১
মাধুর্য্যমধুসংসক্তৈর্মধুলুব্ধৈর্মদান্বিতৈঃ।
মাধ্বীকমদমত্তৈশ্চ যুক্তৈর্মধুকরীচয়ৈঃ ॥ ১২
নানাপ্রকারদুর্গৈশ্চ দুর্গম্যাং বৈরিণাং বরৈঃ।
রক্ষিতাং রক্ষকৈঃ শশ্বদ্রক্ষণানাং (ক) বিশারদৈ ॥

ত্রিকোট্যট্টালিকাভিশ্চ সংসক্তাং সুমনোহরাম্।
রচিতাভিশ্চ সদ্রত্নৈর্বিচিত্রৈর্বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ১৪
এবম্ভূতাঞ্চ মথুরাং দৃষ্ট্বা কমললোচনঃ।
দদর্শ পথি কুব্জাং তাং বৃদ্ধামতিজরাতুরাম্ ॥ ১৫
যান্তীং দণ্ডসহায়েনৈবাতিনম্রাং চলদ্বলিম্।
রুক্ষিতাং বিকৃতাকারাং বিভ্রতীং চন্দনদ্রবম্ ॥ ১৬
কস্তূরী কুঙ্কুমাক্তঞ্চ স্বর্ণপাত্রেণ নারদ।
সুগন্ধিমকরন্দেন গন্ধাঢ্যং সুমনোহরম্ ॥ ১৭
সা দৃষ্ট্বা সস্মিতা বৃদ্ধা শ্রীকান্তং শান্তমীশ্বরম্।
শ্রীযুতং শ্রীনিবাসং তং শ্রীবীজং শ্রীনিকেতনম্ ॥
প্রণম্য সহসা মূর্দ্ধ্না ভক্তিনম্রা পুটাঞ্জলিঃ।
প্রদদৌ চন্দনং তস্য গাত্রে শ্যামলসুন্দরে ॥ ১৯
গাত্রেষু তদ্গণানাঞ্চ স্বর্ণপাত্রকরা বরা।
কৃত্বা প্রদক্ষিণং কৃষ্ণং প্রণনাম পুনঃপুনঃ ॥ ২০
শ্রীকৃষ্ণদৃষ্টিমাত্রেণ শ্রীযুতা সা বভূব হ।
সহসা শ্রীসমা রম্যা রূপেণ যৌবনেন চ ॥ ২১
বহ্নিশুদ্ধাংশুবসনা রত্নভূষণভূষণা।
যথা দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা ধন্যা মনোহরা ॥২২
বিম্বোষ্ঠী সস্মিতা শ্যামা তপ্তকাঞ্চনসন্নিভা।
সুশ্রোণী সুদতী বিল্ব-ফলতুল্যপয়োধরা ॥ ২৩
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ-হারসারবিরাজিতা।
গজেন্দ্ররাজগমনা রত্নমঞ্জীররঞ্জিতা ॥ ২৪
বিভ্রতী কবরীভারং মালতীমাল্যবেষ্টিতম্।
বঙ্কিতং বামভাগেন রুচিরং বর্ত্তুলাকৃতম্ ॥ ২৫
সিন্দূরবিন্দুং দধতী দাড়িম্বকুসুমাকৃতম্।
কস্তূরীবিন্দুমুপরি সার্দ্ধং চন্দনবিন্দুভিঃ ॥ ২৬
রত্নদর্পণহস্তা চ প্রশস্তা রতিকর্ম্মসু।
শ্রীকৃষ্ণং রময়ামাস লীললোচনকোণতঃ ॥ ২৭
শ্রীকৃষ্ণস্তাং সমাশ্বাস্য যযৌ স্থানান্তরং পরম্।
কৃতার্থরূপা সা শ্রীশং যযৌ স্বভবনং সতী ॥ ২৮
সা দদর্শ স্বভবনং যথা পদ্মলয়ালয়ম্।
রত্নশয্যাবিরচিতং সদ্রত্নসারনির্ম্মিতম্ ॥ ২৯
রত্নপ্রদীপরাজীভী রাজিতাভিশ্চ রাজিতম্।
রত্নদর্পণরাজৈশ্চ রাজিতং পরিতস্ততঃ ॥ ৩০
সিন্দূরবস্ত্রতাম্বূল-শ্বেতচামরমাল্যকম্।
বিভ্রতীভিশ্চ দাসীভির্বেষ্টিতং দাসসঙ্ঘকৈঃ ॥ ৩১
তত্র গত্বা চ ভুক্ত্বা চ মিষ্টান্নং সুমনোহরম্।
সুষ্বাপ রত্নপর্য্যঙ্কে সা দাসীভিশ্চ সেবিতা ॥ ৩২

(ক) রক্ষাশাস্ত্রবিশারদৈরিতি পাঠান্তরম্ ।

সকর্পূরঞ্চ তাম্বূলং কস্তুরীকুঙ্কুমান্বিতম্।
চন্দনং স্থাপয়ামাস স্বতল্পে হরয়ে সতী ॥ ৩৩
মালতীমাল্যযুগলং কর্পূরাদিসুবাসিতম্।
শীতলং সলিলং স্বাদু মিষ্টান্নং স্বসমীপতঃ ॥ ৩৪
কর্ম্মণা মনসা বাচা চিন্তয়ন্তী হরেঃ পদম্।
হরেরাগমনঞ্চাপি মুখচন্দ্রং মনোহরম্ ॥ ৩৫
জগৎ কৃষ্ণময়ং শশ্বৎ পশ্যন্তী কামুকী মুনে।
কোটিকন্দর্পলীলাভং কামাসক্তা চ কামুকম্ ॥৩৬
ততো দদর্শ শ্রীকৃষ্ণো মালাকারং মনোহরম্।
মালাসমূহং বিভ্রন্তং গচ্ছন্তং রাজমন্দিরম্ ॥ ৩৭
সোঽপি দৃষ্ট্বা চ শ্রীকান্তং প্রণম্য শিরসা ভুবি।
দদৌ মাল্যসমূহঞ্চ কৃষ্ণায় পরমাত্মনে ॥ ৩৮
কৃষ্ণস্তস্মৈ বরং দত্ত্বা স্বদাস্যমতিদুর্লভম্।
মাল্যং গৃহীত্বা প্রযযৌ রাজমার্গং (ক) নবং নবম্
ততো দদর্শ রজকং বিভ্রন্তং বস্ত্রপুঞ্জকম্।
অহঙ্কৃতং বলিষ্ঠঞ্চ সন্ততং যৌবনোদ্ধতম্ ॥ ৪০
বস্ত্রং যযাচে তং কৃষ্ণো বিনয়েন মহামুনে।
স তস্মৈ ন দদৌ বস্ত্রং তমুবাচ চ নিষ্ঠুরম্ ॥ ৪১

রজক উবাচ।

গোরক্ষকাণাং যোগ্যং ন বস্ত্রমেতৎ সুদুর্লভম্।
রাজযোগ্যন্তু হে মূঢ় হে গোপজনবল্লভ ॥ ৪২
গৃহীত্বা গোপকন্যাশ্চ কন্যালোলুপ লম্পট।
যদ্বিহারঃ কৃতস্তত্র বৃন্দারণ্যেঽপ্যরাজকে ॥ ৪৩
ন চ এতাদৃশং কর্ম্ম রাজ্ঞঃ কংসস্য বর্ত্মনি।
বিদ্যমানোঽত্র রাজেন্দ্রঃ শাস্তা দুষ্টস্য তৎক্ষণম্ ॥
রজকস্য বচঃ শ্রুত্বা জহাস মধুসূদনঃ
জহাস বলদেবশ্চ সোঽক্রূরো গোপবর্গকঃ ॥ ৪৫
তং নিহত্য চপেটেন জগ্রাহ বস্ত্রপুঞ্জকম্।
বস্ত্রং স ধারয়ামাস শ্রীকৃষ্ণঃ সদ্গুণস্তথা ॥ ৪৬
রত্নযানেন গোলোকং পার্ষদৈর্বেষ্টিতেন চ।
যযৌ রজকরাজশ্চ ধৃত্বা দিব্যকলেবরম্ ॥ ৪৭
শশ্বদ্যৌবনযুক্তঞ্চ জরামৃত্যুহরং বরম্।
পীতবস্ত্রসমাযুক্তং সস্মিতং শ্যামসুন্দরম্ ॥ ৪৮
বভূব সোঽপি গোলোকে পার্ষদেষু চ পার্ষদঃ।
কৃষ্ণস্যাগমনং তত্র সস্মার সততং বশী ॥ ৪৯
অস্তং গতো দিনকরোঽপ্যক্রূরঃ স্বগৃহং যযৌ।
কৃষ্ণস্যানুমতিং প্রাপ্য কৃষ্ণোঽপি কস্যচিদ্গৃহম্ ॥
বৈষ্ণবস্য কুবিন্দস্য তস্মিন্ ন্যস্তধনস্য চ।
সানন্দো নন্দসহিতো বলদেবো বলৈর্যুতঃ ॥ ৫১
স ভক্তঃ পূজয়ামাস প্রণম্য শ্রীনিকেতনম্।
তস্মৈ দদৌ স্বদাস্যঞ্চ বরং ব্রহ্মাদিদুর্লভম্ ॥ ৫২
পর্য্যঙ্কে সুষুপুঃ সর্ব্বে ভুক্ত্বা মিষ্টান্নমুত্তমম্।
নিদ্রাঞ্চ লেভে সা কুব্জা নিদ্রেশোঽভিযযৌ মুদা ॥
গত্বা দদর্শ কুব্জাং তাং রত্নতল্পে চ নিদ্রিতাম্।
দাসীগণৈঃ পরিবৃতাং সুন্দরীং কমলামিব ॥ ৫৪
বোধয়ামাস তাং কৃষ্ণো ন দাসীশ্চাপি নিদ্রিতঃ।
তামুবাচ জগন্নাথো জগন্নাথপ্রিয়াং শুভাম্ ॥ ৫৫

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্যজ নিদ্রাং মহাভাগে শৃঙ্গারং দেহি সুন্দরি।
পুরা শূর্পণখা ত্বং হি ভগিনী রাবণস্য চ ॥ ৫৬
তপঃপ্রভাবান্মাং কান্তং ভজ শ্রীকৃষ্ণজন্মনি।
রামজন্মনি যদ্ধেতোস্ত্বয়া কান্তে তপঃ কৃতম্ ॥ ৫৭
অধুনা সুখসম্ভোগং কৃত্বা গচ্ছ মমালয়ম্।
সুদুর্লভঞ্চ গোলোকং জরামৃত্যুহরং পরম্ ॥ ৫৮
ইত্যুক্ত্বা শ্রীনিবাসশ্চ কৃত্বা তামেব বক্ষসি।
নগ্নাং চকার শৃঙ্গারং চুম্বনঞ্চাপি কামুকীম্ ॥ ৫৯
সা সস্মিতা চ শ্রীকৃষ্ণং নগ্নং সঙ্গমসঙ্গতা।
চুচুম্ব গণ্ডে ক্রোড়ে তং চকার কমলা যথা ॥ ৬০
সুরতে বিরতির্নাস্তি দম্পতী রতিপণ্ডিতৌ।
নানাপ্রকারসুরতৈর্বভূব তত্র নারদ ॥ ৬১
স্তন-শ্রোণিষু তস্যা বিক্ষতঞ্চ চকার হ।
ভগবান্ নখরৈস্তীক্ষ্ণৈর্দশনৈরধরং বরম্ ॥ ৬২
নিশাবসানসময়ে বীর্য্যাধানং চকার সঃ।
সুখসম্ভোগভোগেন মূর্চ্ছামাপ চ সুন্দরী ॥ ৬৩
তদবস্থা চ সা ভদ্রা কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা।
বুবুধে ন দিবারাত্রং স্বর্গং মর্ত্ত্যং স্থলং জলম্ ॥৬৪
সুপ্রভাতা চ রজনী বভূব রজনীপতিঃ।
পত্যুর্ব্বতিক্রমেণৈব লজ্জয়েব মলীমসঃ ॥ ৬৫
অথাজগাম গোলোকাদ্রথং রত্নবিনির্ম্মিতম্।
জগাম তেন তং লোকং ধৃত্বা দিব্যকলেবরম্ ॥৬৬
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানং রত্নভূষণভূষিতম্।
প্রতপ্তকাঞ্চনাভাসং নিত্যং জন্মাদিবর্জ্জিতম্ ॥৬৭
সা বভূব চ তত্রৈব গোপী চন্দ্রমুখী মুনে।
গোপ্যঃ কতিবিধাস্তস্যা বভূবুঃ পরিচারিকাঃ ॥ ৬৮

(ক) বরং বরঃ ইতি ক্বচিৎ।

ভগবানপি তত্রৈব ক্ষণং স্থিত্বা তু মন্দিরম্।
জগাম যত্র নন্দশ্চ সানন্দো নন্দনন্দনঃ ॥ ৬৯
অথ কংসো নিশায়াঞ্চ নিদ্রায়াং ভয়বিহ্বলঃ।
দদর্শ দুঃখী দুঃস্বপ্নমাত্মনো মৃত্যুসূচকম্ ॥ ৭০
দদর্শ সূর্য্যং ভূমিষ্ঠং চতুঃখণ্ডং নভশ্চ্যুতম্।
দশখণ্ডং চন্দ্রবিম্বং ভূমিষ্ঠং খচ্যুতং মুনে ॥ ৭১
পুরুষান্ বিকৃতাকারান্ বজ্রহস্তান্ দদর্শ হ।
বিধবাং শূদ্রপত্নীঞ্চ নগ্নাঞ্চ ছিন্ননাসিকাম্ ॥ ৭২
হসন্তীং চূর্ণতিলকাং শ্বেতবস্ত্রঞ্চ মূর্দ্ধজম্।
খড়্গাখর্পরহস্তাঞ্চ লোলজিহ্বাঞ্চ বিভ্রতীম্ ॥ ৭৩
ওড্রমালাসমাযুক্তাং গর্দ্দভং মহিষং বৃষম্।
শূকরং ভল্লুকং কাকং গৃধ্রং কঙ্কঞ্চ বানরম্ ॥ ৭৪
বিরজং কুক্কুরং নক্রং শৃগালং ভস্মপুঞ্জকম্।
অস্থিরাশিং তালফলং কেশং কার্পাসমুল্বণম্ ॥ ৭৫
নির্ব্বাণাঙ্গারমুল্কাঞ্চ শবং মর্ত্ত্যং চিতাশ্রিতম্।
কুলালতৈলকারাণাং চক্রং বক্রং কপর্দ্দকম্ ॥ ৭৬
শশ্মানদগ্ধকাষ্ঠঞ্চ শুষ্ককাষ্ঠং তৃণং কুশম্।
গচ্ছন্তঞ্চ কবন্ধঞ্চ সদণ্ডং মৃতমস্তকম্ ॥ ৭৭
দগ্ধং স্থানং ভস্মযুতং তড়াগং জলবর্জ্জিতম্।
দগ্ধমৎস্যঞ্চ লোহঞ্চ নির্ব্বাণং দগ্ধকাননম্।
গলৎকুষ্ঠঞ্চ বৃষলং নগ্নঞ্চ মুক্তমূর্দ্ধজম্ ॥ ৭৮
অতীব রুষ্টং বিপ্রঞ্চ শপন্তং গুরুমীদৃশম্।
অতীব রুষ্টং ভিক্ষুঞ্চ যোগিনাং বঞ্চকং নরম্ ॥ ৭৯
এবং দৃষ্ট্বা সমুত্থায় কথয়ামাস মাতরম্।
পিতরং ভ্রাতরং পত্নীং রুদতীং প্রেমবিহ্বলাম্ ॥
মঞ্চকং কারয়ামাস স্থাপয়ামাস হস্তিনম্।
মল্লং সৈন্যঞ্চ যোদ্ধারং কারয়ামাস মঙ্গলম্ ॥ ৮১
সভাঞ্চ কারয়ামাস পুণ্যং স্বস্ত্যয়নং শিবম্।
যত্নেন যোজয়ামাস যাগে যুক্তং পুরোহিতম্ ॥ ৮২
উবাস মঞ্চকে রম্যে ধৃত্বা খড়্গং বিলক্ষণম্।
রণে নিয়োজয়ামাস যোদ্ধারং যুদ্ধকোবিদম্ ॥ ৮৩
বাসয়ামাস রাজেন্দ্রান্ ব্রাহ্মণাংশ্চ মুনীশ্বরান্।
ব্রাহ্মণাংশ্চ সুহৃদ্বর্গান্ ধর্ম্মিষ্ঠান্ রণকোবিদান্ ॥৮৪
অথাজগাম গোবিন্দো রামেণ সহ নারদ।
মহেশস্য ধনুর্গেহং বভঞ্জ তত্র লীলয়া ॥ ৮৫
শব্দেন তস্য মথুরা বধিরা চ বভূব হ।
বিষাদং প্রাপ কংসশ্চ মুদঞ্চ দৈবকী বসুঃ ॥ ৮৬
উপস্থিতঃ সভামধ্যে গজং মল্লং নিহত্য চ ॥ ৮৭

যোগী দদর্শ তং দেবং পরমাত্মানমীশ্বরম্।
যথাঙ্গুষ্ঠপদ্মমধ্যস্থং তাদৃশং বহিরেব চ ॥ ৮৮
রাজেন্দ্ররূপং রাজানঃ শাস্তারং দণ্ডধারিণম্।
পিতা মাতা দুগ্ধমুখং স্তনান্ধং বালকং যথা ॥ ৮৯
কামিনীকোটিকন্দর্প-লীলালাবণ্যধারিণম্।
কংসশ্চ কালপুরুষং বৈরিণং তস্য বান্ধবাঃ ॥ ৯০
নমস্কৃত্য মুনীন্ বিপ্রান্ পিতরং মাতরং গুরুম্।
জগাম মঞ্চকাভ্যাসং হস্তে কৃত্বা সুদর্শনম্ ॥ ৯১
রাজা দদর্শ বিশ্বঞ্চ সর্ব্বং কৃষ্ণময়ং পরম্।
পুরতো রথসনঞ্চ হীরাহারবিভূষিতম্ ॥ ৯২
দৃষ্ট্বা ভক্তং ভক্তবন্ধুঃ কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ।
আরুহ্য মঞ্চকাং কংসং জঘান লীলয়া মুনে ॥৯৩
যযৌ বিষ্ণুপদং স্ফীতো দিব্যরূপং বিধায় চ।
তেজো বিবেশ পরমং কৃষ্ণপাদাম্বুজে মুনে ॥ ৯৪
নির্ব্বর্ত্য তস্য সংকারং ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দদৌ।
দদৌ রাজ্যং রাজছত্রমুগ্রসেনায় ধীমতে। ৯৫
স বভূব নৃপেন্দ্রশ্চ চন্দ্রবংশসমুদ্ভবঃ।
বিললাপ কংসমাতা পত্নীবর্গশ্চ তৎপিতা ॥ ৯৬
বান্ধবো মাতৃবর্গশ্চ ভগিনী ভ্রাতৃকামিনী।
দর্শনং দেহি রাজেন্দ্র সমুত্তিষ্ঠ নৃপাসনে ॥ ৯৭
রাজ্যং রক্ষ ধনং রক্ষ বান্ধবং বলমেব চ।
ক যাসি বান্ধবান্ হিত্বা ত্বমনাথান্ মহাবল ॥ ৯৮
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তমসংখ্যং বিশ্বমেব চ।
সর্ব্বং চরাচরাধারং যঃ সৃজত্যেব লীলয়া ॥ ৯৯
ব্রহ্মেশ শেষ-ধর্ম্মাশ্চ দিনেশশ্চ গণেশ্বরঃ।
মুনীন্দ্রবর্গো দেবেন্দ্রো ধ্যায়ন্তে যমহর্নিশম্ ॥১০০
দেবাঃ স্তুবন্তি যং কৃষ্ণং স্তোষ্যন্তি ভীতা সরস্বতী।
স্তৌতি যং প্রকৃতিঃ কৃষ্ণং (ক) প্রকৃতং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ১০১
স্বেচ্ছাময়ং নিরীহঞ্চ নির্গুণঞ্চ নিরঞ্জনম্।
পরাৎপরতরং ব্রহ্ম পরমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ১০২
নিত্যং জ্যোতিস্বরূপঞ্চ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্।
নিত্যানন্দঞ্চ নিত্যঞ্চ নিত্যবিগ্রহমক্ষরম্ ॥ ১০৩
সোঽবতীর্ণো হি ভগবান্ ভারাবতারণায় চ।
গোপালবালবেশশ্চ মায়েশো মায়য়া বিভুঃ ॥১০৪
স্বয়ং হন্তি চ সর্ব্বেশো রক্ষিতা তস্য কঃ পুমান্।

(ক) প্রকৃতিস্তষ্ঠা ইতি ক্বচিৎ।

৪যং রক্ষতি সর্ব্বাত্মা তস্য হন্তা ন কোঽপি চ ।
ইত্যেবমুক্ত্বা সর্ব্বশ্চ বিররাম মহামুনে ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস তেভ্যঃ সর্ব্বধনং দদৌ ॥
ভগবানপি সর্ব্বাত্মা জগাম পিতুরন্তিকম্ ।
ছিত্ত্বা চ লৌহনিগড়ং তয়োর্মোক্ষং চকার সঃ ॥
ননাম দণ্ডবদ্ভূমৌ মাতরং পিতরং তথা ।
তুষ্টাব ভক্ত্যা দেবেশো ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ॥১০৮

শ্রীভগবানুবাচ ।

পিতরং মাতরং বিদ্যামন্ত্রদং গুরুমেব চ ।
যো ন পুষ্ণাতি মূঢ়শ্চ যাবজ্জীবঞ্চ সোঽশুচিঃ॥১০৯
সর্ব্বেষামপি পূজ্যানাং পিতা বন্দ্যো মহান্ গুরুঃ
পিতুঃ শতগুণৈর্মাতা গর্ভধারণপোষণাৎ ॥ ১১০
মাতা চ পৃথিবীরূপা সর্ব্বেভ্যশ্চ হিতৈষিণী ।
নাস্তি মাতুঃ পরো বন্ধুঃ সর্ব্বেষাং জগতীতলে ॥
বিদ্যামন্ত্রপ্রদঃ সত্যং মাতুঃ পরতরো গুরুঃ ।
ন হি তস্মাৎ পরঃ কোঽপি বন্দ্যঃ পূজ্যশ্চ দৈবতম্
ইত্যেবমুক্ত্বা কৃষ্ণশ্চ বলভদ্রো ননাম চ ।
মাতা চকার তৌ ক্রোড়ে পিতা চ সাদরং মুনে ॥
মিষ্টান্নং পায়সং তৌ চ ভোজয়ামাস সাদরম্ ।
নন্দঞ্চ ভোজয়ামাস গোপালান্ পরমাদরম্ ॥১১৪
মঙ্গলং কারয়ামাস ভোজয়ামাস ব্রাহ্মণান্ ।
বসুর্বহুসমূহঞ্চ ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা ॥ ১১৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডে কংসহনন-বসুদেব-দৈবকী-মোক্ষণং নামদ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭২॥

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

অথ কৃষ্ণশ্চ সানন্দং নন্দং তং পিতরং বলঃ ।
বোধয়ামাস শোকার্ত্তং দিব্যৈরাধ্যাত্মিকাদিভিঃ ॥১
উচ্চৈরুদন্তং নিশ্চেষ্টং পুত্রবিচ্ছেদকাতরম্ ।
গত্বা * তস্মৈ মুনিশ্রেষ্ঠ ইত্যুবাচ জগৎপতিঃ ॥২

শ্রীভগবানুবাচ ।

নিবোধ নন্দ সানন্দং ত্যজ শোকং মুদং লভ ।
জ্ঞানং গৃহাণ মদ্দত্তং যদ্দত্তং ব্রহ্মণে পুরা ॥ ৩
যদ্দত্তঞ্চৈব শেষায় গণেশায় স্মরায় চ ।
দিনেশায় মুনীশায় যোগীশায় চ পুষ্করে ॥ ৪
কঃ কস্য পুত্রঃ কস্তাতঃ কা মাতা কস্যচিৎ কুতঃ ।
আয়ান্তি যান্তি সংসারং সর্ব্বে চ কৃতকর্ম্মণা ॥ ৫
কর্ম্মানুসারাজ্জন্তুশ্চ জায়তে স্থানভেদতঃ ।
কর্ম্মণা কোঽপি ধাতুশ্চ কোঽপীন্দ্রাণাং নৃপস্ত্রিয়াম্ ॥ ৬
দ্বিজপত্ন্যাং ক্ষত্রিয়ায়াং বৈশ্যায়াং শূদ্রযোনিষু ।
তির্য্যগ্‌যোনিষু কশ্চিচ্চ কশ্চিৎ পশ্বাদিযোনিষু ॥৭
মমৈব মায়য়া সর্ব্বে সানন্দা বিষয়েষু চ ।
দেহত্যাগে বিষণ্ণাশ্চ বিচ্ছেদে বান্ধবস্য চ ॥ ৮
প্রজাভূমিধনাদীনাং বিচ্ছেদে মরণাধিকে ।
নিত্যং ভবতি মূঢ়শ্চ ন চ বিদ্বান্ শুচা যুতঃ ॥ ৯
মদ্ভক্তো ভক্তিযুক্তশ্চ মদ্‌যাজী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
মন্মন্ত্রোপাসকশ্চৈব মৎসেবানিরতঃ শুচিঃ ॥১০
মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং রবির্ভাতি চ নিত্যশঃ ।
ভাতি চন্দ্রো মহেন্দ্রশ্চ কালভেদে চ বর্ষতি ॥ ১১
বহ্নির্দহতি মৃত্যুশ্চ চরত্যেব হি জন্তুষু ।
বিভর্ত্তি বৃক্ষঃ কালেন পুষ্পাণি চ ফলানি চ ॥ ১২
নিরাধারশ্চ বায়ুশ্চ বায়্বাধারশ্চ কচ্ছপঃ ।
শেষশ্চ কচ্ছপাধারঃ শেষাধারাশ্চ পর্ব্বতাঃ ॥ ১৩
তদাধারাশ্চ পাতালাঃ সপ্ত এব হ পণ্ডিত ।
নিশ্চলঞ্চ জলং তস্মাৎ জলস্থা চ বসুন্ধরা ॥ ৪
সপ্তস্বর্গা ধরাধরা জ্যোতিশ্চক্রং গ্রহাশ্রয়ম্ ।
নিরাধারশ্চ বৈকুণ্ঠো ব্রহ্মাণ্ডানাং পরোঽবরঃ ॥ ১৫
তৎপরশ্চাপি গোলোকঃ পঞ্চাশৎকোটিযোজনম্
ঊর্দ্ধে নিরাশ্রয়শ্চাপি রত্নসারবিনির্ম্মিতঃ ॥ ১৬
সপ্তদ্বারঃ সপ্তসারঃ পরিখাসপ্তসংযুতঃ ।
লক্ষপ্রকারযুক্তশ্চ নদ্যা বিরজয়া যুতঃ ॥ ১৭
বেষ্টিতো রত্নশৈলেন শতশৃঙ্গেণ চারুণা ।
যোজনাযুতমানঞ্চ যস্যৈকশৃঙ্গমুজ্জ্বলম্ ॥ ১৮
শতকোটিযোজনঞ্চ শৈলস্য তত্র এব চ ।
দৈর্ঘ্যং তস্য শতগুণং প্রস্থে চ লক্ষযোজনম্ ॥ ১৯
যোজনাযুতবিস্তীর্ণস্তত্রৈব রাসমণ্ডলঃ ।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণো বর্ত্তুলশ্চন্দ্রবিম্ববৎ ॥ ২০
পারিজাতবনেনৈব পুষ্পিতেন চ বেষ্টিতঃ ।
কল্পবৃক্ষসহস্রেণ পুষ্পোদ্যানশতেন চ ।
নানাবিধৈঃ পুষ্পবৃক্ষৈঃ পুষ্পিতেন চ চারুণা ॥ ২১
ত্রিকোটিরত্নভবনৈর্গোপীলক্ষৈশ্চ রক্ষিতঃ ।

* দত্বা তস্মৈ ক্বচিৎ ।

রত্নপ্রদীপযুক্তৈশ্চ রত্নকুম্ভসমন্বিতঃ ॥ ২২
নানাভোগসমাযুক্তো মধুবাপীশতৈর্যুতঃ ।
পীযূষবাপীযুক্তশ্চ কামভোগসমন্বিতঃ ॥ ২৩
গোলোকে গৃহসংখ্যানি বর্ণনে বা বিশারদঃ ।
ন কোঽপি বেদো বিদ্বান্ বেদ বিদ্বান্ ব্রজেশ্বর ॥
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণাভরণানাং ত্রিকোটিভিঃ ।
শোভিতং সুন্দরং রম্যং রাধাশিবিরমুত্তমম্ ॥ ২৫
অমূল্যরত্নকলসৈরুজ্জ্বলং রত্নদর্পণৈঃ ।
অমূল্যরত্নস্তম্ভানাং রাজিভিশ্চ বিরাজিতম্ ॥ ২৬
নানাচিত্রবিচিত্রৈশ্চ চিত্রিতং শ্বেতচামরৈঃ ।
মাণিক্যমুক্তাসংসক্ত-হীরাহারসমন্বিতম্ ॥ ২৭
রত্নপ্রদীপসংসক্তং রত্নসোপানশোভিতম্ ।
অমূল্যরত্নপাত্রৈশ্চ তল্পরাজিবিরাজিতম্ ॥ ২৮
অমূল্যরত্নপ্রাকারৈস্ত্রিভিশ্চিত্রবিচিত্রিতৈঃ ।
তিসৃভিঃ পরিখাভিশ্চ ত্রিভির্দ্বারৈশ্চ দুর্গমৈঃ ॥ ২৯
যুক্তং ষোড়শকক্ষাভিঃ প্রতিদ্বারেষু চান্তরম্ ।
গোপীষোড়শলক্ষৈশ্চ সংনিযুক্তৈরিতস্ততঃ ॥ ৩০
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানৈ রত্নভূষণভূষিতঃ ।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভৈঃ শতচন্দ্রসমপ্রভৈঃ ।
রাধিকাকিঙ্করীবর্গৈর্যুক্তমভ্যন্তরং বরম্ ॥ ৩১
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং প্রাঙ্গণং সুমনোহরম্ ।
অমূল্যরত্নস্তম্ভানাং সমূহৈশ্চ সুশোভিতম্ ॥ ৩২
রত্নমঙ্গলকুম্ভৈশ্চ ফলপল্লবসংযুতৈঃ ।
সংযুক্তং রত্নবেদীভির্মুক্তাযুক্তাভিরীপ্সিতম্ ॥ ৩৩
অমূল্যরত্নমুকুরৈঃ শোভিতং সুন্দরৈরহো ।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণাভরণানাং বরৈর্বরম্ ॥ ৩৪
রত্নসিংহাসনস্থা চ গোপীলক্ষৈশ্চ সেবিতা ।
কোটিপূর্ণেন্দুশোভাঢ্যা শ্বেতচম্পকসন্নিভা ॥ ৩৫
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ-ভূষণৈশ্চ বিভূষিতা ।
অমূল্যরত্নবসনা বিভ্রতী রত্নদর্পণম্ ।
রত্নপদ্মঞ্চ রুচিরং সব্যদক্ষিণহস্ততঃ ॥ ৩৭
দাড়িম্বকুসুমাকারং সিন্দূরং সুমনোহরম্ ।
সুশোভিতং মৃগমদৈরিষ্টৈশ্চন্দনবিন্দুভিঃ ॥ ৩৭
দধতী কবরীভারং মালতীমাল্যমণ্ডিতম্ ।
বঙ্কিমং বামভাগেন মুনীন্দ্রাণাং মনোহরম্ ॥ ৩৮
এবম্ভূতা তত্র রাধা গোপীভিঃ পরিসেবিতা ॥
শ্বেতচামরহস্তাভিস্তত্তুল্যাভিশ্চ সর্ব্বতঃ ॥ ৩৯
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণৈর্ভূষিতাভিশ্চ ভূষণৈঃ ।
প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবী সা দেবীনাং প্রবরা বরা ॥ ৪০
সা চ শ্রীদামশাপেন বৃষভানসুতাধুনা ।
শতাব্দিকো হি বিচ্ছেদো ভবিষ্যতি ময়া সহ ॥ ৪১
তেন ভারবতরণং করিষ্যামি ভুবঃ পিতঃ ।
তদা যাস্যসি গোলোকং ত্বয়া সার্দ্ধং ব্রজং ব্রজ ॥
ত্বয়া যশোদয়া চাপি গোপৈর্গোপীভিরেব চ ।
বৃষভানেন তৎপত্ন্যা কলাবত্যা চ বান্ধবৈঃ ॥ ৪৩
এবঞ্চ নন্দ সানন্দং যশোদাং কথয়িষ্যসি ।
ত্যজ শোকং মহাভাগ ব্রজৈঃ সার্দ্ধং ব্রজং ব্রজ ॥
অহমাত্মা চ সাক্ষী চ নির্লিপ্তঃ সর্ব্বজীবিষু ।
জীবো মৎপ্রতিবিম্বশ্চ ইত্যেব সর্ব্বসম্মতঃ ॥ ৪৫
প্রকৃতির্মদ্বিকারা বা সাপ্যহং প্রকৃতিঃ স্বয়ম্ ।
যথা দুগ্ধে চ ধাবল্যং ন তয়োর্ভেদ এব চ ॥ ৪৬
যথা জলং তথা শৈত্যং যথা বহ্নৌ চ দাহিকা ।
যথাকাশস্তথা শব্দো ভূমৌ গন্ধো যথা নৃপ ॥ ৪৭
যথা শোভা চ চন্দ্রে চ যথা দিনকরে প্রভা ।
যথা জীবস্তথাত্মাহং তথৈব রাধয়া সহ ॥ ৪৮
ত্যজ ত্বং গোপিকাবুদ্ধিং রাধায়াং ময়ি পুত্রতাম্ ।
অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ সা চ প্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ৪৯
শ্রূয়তাং নন্দ সানন্দং মদ্বিভূতিং সুখাবহাম্ ।
পুরা যা কথিতা তাত ব্রহ্মণেঽব্যক্তজন্মনে ॥ ৫০
কৃষ্ণোঽহং দেবতানাঞ্চ গোলোকে দ্বিভুজঃ স্বয়ম্ ।
চতুর্ভুজোঽহং বৈকুণ্ঠে শিবলোকে শিবঃ স্বয়ম্ ॥
ব্রহ্মলোকে চ ব্রহ্মাহং সূর্য্যস্তেজস্বিনামহম্ ।
পবিত্রাণামহং বহ্নির্জলমেব দ্রবেষু চ ॥ ৫২
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি সমীরঃ শীঘ্রগামিনাম্ ।
যমোঽহং দণ্ডকর্ত্তৄণাং কালঃ কলয়তামহম্ ॥ ৫৩
অক্ষরাণামকারোঽস্মি সাম্নাঞ্চ সাম এব চ ।
ইন্দ্রশ্চতুর্দ্দশেন্দ্রেষু কুবেরো ধনিনামহম্ ॥ ৫৪
ঈশানোঽহং দিগীশানাং ব্যাপকানাং নভস্তথা ।
সর্ব্বান্তরাত্মা জীবেষু ব্রাহ্মণশ্চাশ্রমেষু চ ॥ ৫৫
ধনানাঞ্চ রত্নমহমমূল্যং সর্ব্বদুর্লভম্ ।
তৈজসানাং সুবর্ণোঽহং মণীনাং কৌস্তুভঃ স্বয়ম্
শালগ্রামস্তথার্চ্চ্যানাং পত্রানাং তুলসীতি চ ।
পুষ্পাণাং পারিজাতোঽহং তীর্থানাং পুষ্করঃ স্বয়ম্
বৈষ্ণবানাং কুমারোঽহং যোগীন্দ্রাণাং গণেশ্বরঃ ।
সেনাপতীনাং স্কন্দোঽহং লক্ষ্মণোঽহং ধনুষ্মতাম্
রাজেন্দ্রাণাঞ্চ রামোঽহং নক্ষত্রাণামহং শশী ।

মাসানাং মার্গশীর্ষোহহমৃতূনামস্মি মাধবঃ ॥ ৫৯
বারেষাদিত্যবারোহহং তিথিষ্বেকাদশীতি চ ।
সহিষ্ণুনাঞ্চ পৃথিবী মাতাহং বান্ধবেষু চ ॥ ৬০
অমৃতং ভক্ষ্যবস্তূনাং গব্যেষ্বাজ্যমহং তথা ।
কল্পবৃক্ষশ্চ বৃক্ষাণাং সুরভী কামধেনুষু ॥ ৬১
গঙ্গাহং সরিতাং মধ্যে কৃতপাপবিনাশিনী ।
বাণীতি পণ্ডিতানাঞ্চ মন্ত্রাণাং প্রণবস্তথা ॥ ৬২
বিদ্যাসু বীজরূপোহহং শস্যানাং ধান্যমেব চ ।
অশ্বত্থঃ ফলিনামেব গুরূণাং মন্ত্রদঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৩
কশ্যপশ্চ প্রজেশানাং গরুড়ঃ পক্ষিণাং তথা ।
অনন্তোহহঞ্চ সর্পাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপঃ ॥ ৬৪
ব্রহ্মর্ষীণাং ভৃগুরহং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ ।
রাজর্ষীণাঞ্চ জনকো মহর্ষীণাং শুকঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৫
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ।
বৃহস্পতির্বুদ্ধিমতাং কবীনাং শুক্র এব চ ॥ ৬৬
গ্রহাণাঞ্চ শনিরহং বিশ্বকর্ম্মা চ শিল্পিনাম্ ।
মৃগানাঞ্চ মৃগেন্দ্রোহহং বৃষাণাং শিববাহনম্ ॥ ৬৭
ঐরাবতো গজেন্দ্রাণাং গায়ত্রী চ্ছন্দসামহম্ ।
বেদাশ্চ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বরুণো যাদসামহম্ ।
উর্ব্বশ্যপ্সরসামেব সমুদ্রাণাং জলার্ণবঃ ।
সুমেরুঃ পর্ব্বতানাঞ্চ রত্নবৎসু হিমালয়ঃ ॥ ৬৯
দুর্গা চ প্রকৃতীনাঞ্চ দেবীনাং কমলালয়া ।
শতরূপা চ নারীনাং মৎপ্রিয়ানাঞ্চ রাধিকা ॥ ৭০
সাধ্বীনামপি সাবিত্রী বেদমাতা চ নিশ্চিতম্ ।
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং বলিষ্ঠানাং বলিঃ স্বয়ম্ ॥
নারায়ণর্ষির্ভগবান্ জ্ঞানিনাং মধ্য এব চ ।
হনূমান্ বানরাণাঞ্চ পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৭২
মনসা নাগকন্যানাং বসূনাং দ্রোণ এব চ ।
দ্রোণো জলধরাণাঞ্চ বর্ষাণাং ভারতং তথা ॥ ৭৩
কামিনাং কামদেবোহহং রম্ভা চ কামুকীষু চ ।
গোলোকশ্চাস্মি লোকানামুত্তমঃ সর্ব্বতঃ পরঃ ॥ ৭৪
মাতৃকাসু শান্তিরহং রতিশ্চ সুন্দরীষু চ ।
ধর্ম্মোহহং সাক্ষিণাং মধ্যে সন্ধ্যা চ বাসরেষু চ ॥
ক্ষণেষ্বহঞ্চ মাহেন্দ্রো রাক্ষসেষু বিভীষণঃ ।
কালাগ্নিরুদ্রো রুদ্রাণাং সংহারো ভৈরবেষু চ ॥ ৭৬
নন্দ শৈলেষ্বহং নন্দী বৃন্দারণ্যং বনেষু চ ।
শঙ্খেষু পাঞ্চজন্যোহহমঙ্গেষপি চ মস্তকঃ ॥ ৭৭
পদ্মং পুরাণশাস্ত্রেষু চাহং ভাগবতং বরম্ ।
ভারতঞ্চেতিহাসেষু পঞ্চরাত্রেষু কাপিলম্ ॥ ৭৮
স্বায়ম্ভুবো মনূনাঞ্চ মুনীনাং ব্যাসদেবকঃ ।
স্বধাহং পিতৃপত্নীষু স্বাহা বহ্নিপ্রিয়াসু চ ॥ ৭৯
যজ্ঞানাং রাজসূয়োহহং যজ্ঞপত্নীষু দক্ষিণা ।
শস্ত্রাস্ত্রজ্ঞেষু রামোহহং জমদগ্নিসুতো মহান্ ॥
পৌরাণিকেষু সূতোহহং নীতিবিৎস্বঙ্গিরা মুনিঃ ।
বিষ্ণুব্রতং ব্রতানাঞ্চ বলানাং দৈবমেব চ ॥ ৮১
ঔষধীনামহং দূর্ব্বা তৃণানাং কুশ এব চ ।
ধর্ম্মকর্ম্মসু সত্যঞ্চ স্নেহপাত্রেষু পুত্রকঃ ॥ ৮২
অহং ব্যাধিশ্চ শত্রূণাং জরো ব্যাধিষ্বহং তথা ।
মদ্ভক্তিশ্চাপি মদ্দাস্যং বরেষু চ বরঃ স্মৃতঃ ॥ ৮৩
আশ্রমাণাং গৃহস্থোহহং সন্ন্যাসী চ বিবেকিনাম্
সুদর্শনঞ্চ শস্ত্রাণাং কুশলঞ্চ শুভাশিষাম্ ॥ ৮৪
ঐশ্বর্য্যাণাং মহাজ্ঞানং বৈরাগ্যঞ্চ সুখেষ্বহম্ ।
মিষ্টবাক্যং প্রীতিদেষু দানেষু চাত্মদানকম্ ॥ ৮৫
সঞ্চয়েষু ধর্ম্মকর্ম্ম কর্ম্মণাঞ্চ মদর্চ্চনম্ ।
কঠোরেষু তপস্যাহং ফলেষু মোক্ষ এব চ ॥ ৮৬
অষ্টসিদ্ধিশ্চ প্রাকাম্যমহং কাশী পুরীষু চ ।
নগরেষু তথা কাঞ্চী স দেশো যত্র বৈষ্ণবঃ ॥ ৮৭
সর্ব্বাধারেষু স্থূলেষু অহমেব মহান্ বিরাট্ ।
পরমাণুরহং বিশ্বে মহাসূক্ষ্মেষু নিত্যশঃ ॥ ৮৮
বদ্যানামশ্বিনীপুত্রাবৌষধেষু রসায়নঃ ।
ধন্বন্তরির্মন্ত্রবিদাং বিষাদিক্ষয়কারিণাম্ ॥ ৮৯
রাগাণাং মেঘমল্লারঃ কামোদস্তৎপ্রিয়াসু চ ।
মৎপার্ষদেষু শ্রীদামা মদ্বন্ধুষ্বহমুদ্ধবঃ ।
পশুজন্তুষু গৌশ্চাহং চন্দনং কাননেষু চ ॥ ৯১
তীর্থভূতশ্চ পূতেষু নিঃশঙ্কেষু চ বৈষ্ণবঃ ।
ন বৈষ্ণবাৎ পরঃ প্রাণী মন্মন্ত্রোপাসকশ্চ যঃ ॥ ৯২
বৃক্ষেষঙ্কুররূপোহহমাকরঃ সর্ব্ববস্তুষু ।
অহঞ্চ সর্ব্বভূতেষু ময়ি সর্ব্বে সুসন্ততাঃ ॥ ৯৩
যথা বৃক্ষফলান্যেব ফলেষু চাঙ্কুরং তরোঃ ।
সর্ব্বকারণরূপোহহং ন চ মৎকারণং পরম্ ॥ ৯৪
সর্ব্বেশোহহং ন মে পালো হ্যহং কার্য্যঞ্চ কারণম্
সর্ব্বেশং সর্ব্ববীজং মাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৯৫
মন্মায়ামোহিতজনা মাং ন জানন্তি পাপিনঃ ।
পাপগ্রস্তেন দুর্ব্বুদ্ধ্যা বিধিনা বঞ্চিতেন চ ॥ ৯৬
আত্মাহং সর্ব্বজন্তূনাং আত্মাহং নাদৃতঃ স্বয়ম্ ॥ ৯৭
যত্রাহং শক্তয়স্তত্র ক্ষুৎপিপাসাদয়স্তথা ।

গর্ভস্থোহপি পরেতঃ যাতি নরকেহে যথানুগঃ ॥ ৯৮
হে ব্রজেশ নন্দ তাত জ্ঞানং জ্ঞাত্বা ব্রজং ব্রজ।
কথয়িষ্যসি তাং রাধাং যশোদাং জ্ঞানমেব চ ॥৯৯
জ্ঞাত্বা জ্ঞানং ব্রজেশশ্চ জগাম স্বানুগৈঃ সহ।
গত্বা চ কথয়ামাস তে দ্বে চ যোষিতাং বরে ॥১০০
তে চ সর্ব্বে জহুঃ শোকং মহাজ্ঞানেন নারদ।
কৃষ্ণো যদ্যপি নির্লিপ্তো মায়েশো মায়য়া রতঃ ॥
যশোদয়া প্রেরিতশ্চ পুনরাগত্য মাধবম্।
তুষ্টাব পরমানন্দং নন্দশ্চ নন্দনন্দনম্ ॥ ১০২
সামবেদোক্তস্তোত্রেণ যদ্দত্তং ব্রহ্মণা পুরা।
পুরস্থ পুরতঃ স্থিত্বা রুরোদ চ পুনঃপুনঃ ॥ ১০৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে নন্দাদিশোকপ্রমোচনং ত্রিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণঃ পরমানন্দঃ পরিপূর্ণতমঃ প্রভুঃ।
পরমাত্মা চ পরমো ভক্তানুগ্রহতৎপরঃ ॥ ১
ভুবো ভারাবতীর্ণশ্চ নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
পরাৎপরস্তু ভগবান্ ব্রহ্মেশঃ শেষবন্দিতঃ ॥ ২
তুষ্টো নন্দস্তবং শ্রুত্বা তমুবাচ জগৎপতিঃ।
আগচ্ছন্তং গোকুলাচ্চ বিরহজ্বরকাতরম্ ॥ ৩

শ্রীভগবানুবাচ।

গচ্ছ নন্দব্রজং নন্দ ত্যজ শোকং ভ্রমং ভুবি।
শৃণু সত্যং পরং জ্ঞানং শোকগ্রন্থিনিকৃন্তনম্ ॥ ৪
বায়ুশ্চ ভূমিরাকাশ আপস্তেজশ্চ পঞ্চমম্।
উক্তং শ্রুতিগণৈরেতৎ পঞ্চভূতঞ্চ নিশ্চিতম্ ॥ ৫
সর্ব্বেষাং জীবিনাং তাত দেহশ্চ পাঞ্চভৌতিকঃ।
মিথ্যাভ্রমঃ কৃত্রিমশ্চ স্বপরো মায়য়াবৃতঃ ॥ ৬
দেহং গৃহ্ণন্তি সর্ব্বেষাং পঞ্চ ভূতানি নিত্যশঃ।
মায়াসঙ্কেতরূপং তদভিধানং ভ্রমাত্মকম্ ॥ ৭
কো বা কস্য সুতস্তাতঃ কা স্ত্রী কস্য পতিস্তু বা।
কর্ম্মণাং ভ্রমণং শশ্বৎ সর্ব্বেষাং ভূরি জন্মনি * ॥৮
কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং শোকং কর্ম্মণৈব প্রপদ্যতে ॥৯
কেষাং বা জন্ম স্বর্গেষু কেষাং বা ব্রাহ্মণো গৃহে।
কেষাং বিপ্রেষু ক্ষত্রেষু কেষাং বা বৈশ্যশূদ্রয়োঃ ॥ ১০
অতিনীচেষু কেষাং বা কেষাং কৃমিষু বিট্সু চ।
পশু-পক্ষিষু কেষাং বা কেষাং বা ক্ষুদ্রজন্তুষু ॥ ১১
পুনঃপুনর্ভ্রমন্ত্যেব সর্ব্বে তাত স্বকর্ম্মণা।
করোতি কর্ম্ম নির্ম্মূলং মদ্ভক্তো মৎপ্রিয়ঃ সদা ॥ ১২
সত্যং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্।
পঞ্চবিংশৎসহস্রাণাং যুগান্তে নিধনং মনোঃ ॥ ১৩
মনোঃ সমং মহেন্দ্রস্য পরমায়ুর্বিনির্ম্মিতম্।
চতুর্দ্দশেন্দ্রাবচ্ছিন্নে ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে ॥ ১৪
এবংপরিমিতা রাত্রিঃ কালবিদ্ভির্বিনির্ম্মিতা।
এবং পরিমিতো মাসো বর্ষঞ্চ পরিনিশ্চিতম্ ॥১৫
ব্রহ্মণশ্চ বর্ষশতং পরমায়ুর্নিরূপিতম্।
নিমেষমাত্রং ভগবন্ ব্রহ্মণো নিধনে মম ॥ ১৬
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যৈব নিশ্চিতম্।
সত্যোহহং পরমাত্মা চ ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহঃ ॥ ১৭
মন্মন্ত্রোপাসকঃ সদ্যস্ত্যক্ত্বা দেহং ধরাসু চ।
যাস্যত্যেব হি গোলোকং ছিত্ত্বা কর্ম্ম পুরাতনম্ ॥
অসংখ্যব্রহ্মণঃ পাতে ন ভবেৎ তস্য পাতনম্।
গৃহ্লাতি নিত্যদেহং স জন্ম-মৃত্যু-জরাপহম্ ॥ ১৯
ন নন্দ মম ভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ।
নিত্যং সুদর্শনং তাংশ্চ পরিরক্ষতি সর্ব্বতঃ ॥ ২০
মত্তো হি বলবান্ ভক্তশ্চিন্তিতোহহং ন চিন্তিতঃ
অহং স্বামী চ তস্যৈব ন মে স্বামী পিতা প্রভুঃ ॥
পুত্রবুদ্ধিং পরিত্যজ্য ভজ মাং ব্রহ্মরূপিণম্।
ছিত্ত্বা চ কর্ম্মনিগড়ং গোলোকং তদ্‌ব্রজ স্বয়ম্ ॥
কথয়স্ব যশোদাঞ্চ গোপং গোপীগণং ব্রজ।
তৈশ্চ সর্ব্বৈর্ব্রজজনৈঃ সার্দ্ধং ব্রজ স্বমন্দিরং ব্রজ ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা ভগবান্ বিররাম চ সংসদি।
পপ্রচ্ছ পুনরেবং তং নন্দশ্চানন্দসংপ্লুতঃ ॥ ২৪

নন্দ উবাচ।

বদ সাংসারিকং জ্ঞানং যেন যাস্যামি ত্বৎপদম্।
মূঢ়োহহং পরমানন্দ শ্রুতীনাং জনকো ভবান্ ॥
নন্দস্য বচনং শ্রুত্বা সর্ব্বজ্ঞো ভগবান্ স্বয়ম্।

---

* ভূরি জন্মনি ইতি পাঠান্তরম্।

আহ্নিকং কথয়ামাস শ্রুতিভির্ভিন্ন শ্রুতঞ্চ যৎ (ক)॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে ভগবন্নন্দসংবাদে চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

শৃণু নন্দ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানঞ্চ পরমাদ্ভুতম্ ।
সুগোপনীয়ং বেদেষু পুরাণেষু চ দুর্লভম্ ॥ ১
ন বিশ্বাসো হি নারীষু সন্ততং কুলটাসু চ ।
মোক্ষমার্গার্গলাস্বেব ভ্রমমায়াস্বমূষু চ ॥ ২
হরিভক্তিরসাদীনাং বিরুদ্ধসংযুতাসু চ ।
বীজরূপাসু নাশানাং প্রমদাসু ব্রজেশ্বর ॥ ৩
নিত্যঞ্চ প্রাতরুত্থায় রাত্রিবাসো বিহায় চ ।
অভীষ্টদেবং হৃৎপদ্মে ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুং পরম্ ॥ ৪
বিচিন্ত্য মনসা প্রাতঃকৃত্যং কৃত্বা চ নিশ্চিতম্ ।
স্নানং করোতি সুপ্রজ্ঞো নির্ম্মলেষু জলেষু চ ॥ ৫
ন সঙ্কল্পঞ্চ কুরুতে ভক্তঃ কর্ম্মনিকৃন্তনঃ ॥ ৬
স্নাত্বা হরিং স্মরেৎ সন্ধ্যাং কৃত্বা যাতি গৃহং প্রতি
প্রক্ষাল্য পাদৌ প্রবিশেৎ পিধায় ধৌতবাসসী ॥ ৭
পূজয়েৎ পরমাত্মানং মামেব মুক্তিকারণম্ ।
শালগ্রামে মণৌ যন্ত্রে প্রতিমায়াং জলেঽপি বা ॥
তথা বিপ্রে গবি চ বা গুরুস্বেব বিশেষতঃ ।
ঘটেঽষ্টদলপদ্মে চ পাত্রে চন্দননির্ম্মিতে ॥ ৯
আবাহনঞ্চ সর্ব্বত্র শালগ্রামে জলেনচ ।
মন্ত্রানুরূপধ্যানেন ধ্যাত্বা মাং পূজয়েদ্‌ব্রতী ॥ ১০
ষোড়শোপচারদ্রব্যং দদ্যান্মূলেন ভক্তিতঃ ॥ ১১
শ্রীদামানং সুদামানং বসুদামানমেব চ ।
বীরভানং শূরভানং গোপান্ পঞ্চ প্রপূজয়েৎ ॥১২
সুনন্দ-নন্দ-কুমুদং পার্ষদং মে সুদর্শনম্ ।
লক্ষ্মীং সরস্বতীং দুর্গাং রাধাং গঙ্গাং বসুন্ধরাম্ ॥
গুরুঞ্চ তুলসীং শম্ভুং কার্ত্তিকেয়ং বিনায়কম্।
নবগ্রহাংশ্চ দিক্‌পালান্ পরিতঃ পূজয়েৎ সুধীঃ ॥

(ক) শ্রুতিভিঃ সুশ্রুতঞ্চ যদিতি ক্বচিৎ ।

দেবষট্‌কঞ্চ সম্পূজ্য সর্ব্বাদৌ বিঘ্ননাশকম্ (ক) ।
গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং বিষ্ণুং শিবং শিবাম্ ।
শ্রুতৌ বিনির্দ্দিষ্টান্ দেবান্ মোক্ষদ ন কর্ম্মকৃন্তনান্
গণেশং বিঘ্ননাশায় সূর্য্যং ব্যাধিবিনাশনে ।
বহ্নিং প্রশুদ্ধিনিমিত্তেন স্বাত্নে শুদ্ধো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥
বিষ্ণুং মোক্ষনিমিত্তেন জ্ঞানলাভায় শঙ্করম্ ।
বুদ্ধিমুক্তিনিমিত্তেন পার্ব্বতীং পূজয়েৎ সুধীঃ ॥ ১৭
পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা স্বস্তোত্রং কবচং পঠেৎ ।
গুরুং প্রণম্য সম্পূজ্য তৎপশ্চাৎ প্রণমেৎ সুরম্ ॥
কৃত্বাহ্নিকঞ্চ সম্পূজ্য যথাসুখমুদীরিতম্ ।
সমাচরেৎ স্বকর্ম্মৈতদ্বেদোক্তং স্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১৯
বিষ্ঠাং ন পশ্যেৎ প্রাজ্ঞশ্চ ব্যাধিবীজস্বরূপিণীম্ ।
মূত্রঞ্চ ব্যাধিবীজঞ্চ পরং নরককারণম্ ॥ ২০
লিঙ্গং যোনিং পাপ-দুঃখ-ব্যাধি-দারিদ্র্যদায়িনীম্ ।
উরুং মুখং স্তনং শ্রোণীং কটাক্ষং হাস্যমেব চ ।
বিনাশবীজং রূপঞ্চ বিপদা কারণং সদা ॥ ২১
দিবাভোগঞ্চ স্বস্ত্রীণামালাপং পরিবর্জ্জয়েৎ ।
রোগাণাং কারণঞ্চৈব চক্ষুষোঃ কর্ণয়োস্তথা ॥ ২২
একতারঞ্চ গগনং ন পশ্যেৎ তু রুজাং ভয়াৎ ।
দৈবাদ্দৃষ্ট্বা হরিং স্মৃত্বা সপ্তধা নারদং জপেৎ ॥ ২৩
অস্তকালে রবিং চন্দ্রং ন পশ্যেদ্ ব্যাধিকারণম্ । *
মধ্যাহ্নস্থং ঘনচ্ছন্নং কেবলং ব্যাধিকারণম্ ॥২৪
জলস্থঞ্চ রবিং চন্দ্রং দৃষ্ট্বা শোকং লভেন্নরঃ ।
বন্ধুবিচ্ছেদহেতুঞ্চ ন পশ্যেৎ পরমৈথুনম্ ॥ ২৫
একত্র শয়নং স্নানং ভোজনং বসতি তথা (খ) ।
ন কুর্য্যাৎ পাপিনা সার্দ্ধং সর্ব্বনাশস্য কারণম্ ॥২৬
আলাপাদ্গাত্রসংস্পর্শাৎ শয়নাশ্রয়ভোজনাৎ ।
সঞ্চরতি ধ্রুবং পাপং তৈলবিন্দুরিবাম্ভসা ॥ ২৭
হিংস্রজন্তুসমীপঞ্চ ন গচ্ছেদ্দুঃখকারণম্ ।
খলেন সার্দ্ধং মিলনং ন কুর্য্যাচ্ছোককারণম্ ॥ ২৮

(ক) বিঘ্নবিঘ্নত্ ইতি বা পাঠঃ ।

* ন পশ্যেদ্‌ব্যাধিকারণমিত্যনন্তরং ক্বচিৎ পুস্তকে 'খণ্ডং সমুদিতং চন্দ্রং সূর্য্যঞ্চ ব্যাধিকারণম্' ইত্যধিকপাঠো বিদ্যতে ।

(খ) শয়নং স্নানং ভোজনঞ্চ গতিং তথা ইতি পাঠান্তরম্ ।

ব্রাহ্মণানাং গবীনাঞ্চ বৈষ্ণবানাং বিশেষতঃ ।
ন কুর্য্যাদ্ধিংসনং হানিং সর্ব্বনাশস্য কারণম্ ॥২৯
দেব-দেবল-বিপ্রাণাং বৈষ্ণবানাং তথৈব চ ।
বৃত্তিং ধনঞ্চ ন হরেৎ সর্ব্বনাশস্য কারণম্ ॥ ৩০
স্বদত্তং পরদত্তং বা ব্রহ্মবিত্তং হরেৎ তু যঃ ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥ ৩১
গৃধ্রঃ কোটিসহস্রাণি শতজন্মানি শূকরঃ ।
শ্বাপদঃ শতজন্মানি শতজন্মানি গণ্ডকঃ ॥ ৩২
বোটকঃ শতজন্মানি কুম্ভীরঃ সপ্তজন্মসু ।
পুংশ্চলীনাং যোনিকীটঃ শতজন্মসু নিশ্চিতম্ ॥৩৩
ব্রণকীটশ্চ তাসাঞ্চ শতজন্মসু নারদ * ।
গোধিকা সপ্তজন্মানি গর্দ্দভঃ সপ্তজন্মসু ॥ ৩৪
সপ্ত জন্মানি মার্জ্জারো নকুলস্ত্রিষু জন্মসু ।
ক্রূরঃ সর্পশ্চ শার্দ্দূলো মহিষঃ সপ্তজন্মসু ॥ ৩৫
ভেটকঃ শতজন্মানি ছাগলঃ সপ্তজন্মসু ।
ভল্লূকঃ শতজন্মানি শৃগালো লক্ষজন্মসু ॥ ৩৬
ততো জলৌকা ভবতি ব্রহ্মস্বহরণাচ্চিরম্ ।
কুম্ভীপাকেন পচ্যন্তে পাপিনো ব্রহ্মণঃ শতম্ ॥৩৭
দক্ষিণাং বিপ্রমুদ্দিশ্য তৎকালং চেন্ন দীয়তে ।
একরাত্রব্যতীতে তু তদ্দানং দ্বিগুণং ভবেৎ ॥ ৩৮
মাসে শতগুণং প্রোক্তং দ্বিমাসে তু সহস্রকম্ ।
সংবৎসরব্যতীতে তু স দাতা নরকং ব্রজেৎ ॥৩৯
দাতা ন দীয়তে মূর্খো গ্রহীতা চ ন যাচতে ।
উভৌ চ নরকং যাতো দাতা ব্যাধিযুতো ভবেৎ ॥
বিপ্রাণাং হিংসনং কৃত্বা বংশহানিং লভেদ্ধ্রুবম্ ।
ধনং লক্ষ্মীং পরিত্যজ্য ভিক্ষুকশ্চ ভবেদ্ব্রজ ॥৪১
দেবঞ্চ ব্রাহ্মণং দৃষ্ট্বা ন নমেদ্যো লভেচ্ছুচম্ ।
ন কুর্য্যাদ্গুরুভক্তিং যো লভতে রৌরবং ধ্রুবম্ ॥
যা স্ত্রী মূঢ়া দুরাচারা স্বপতিং হরিরূপিণম্ ।
ন পশ্যেৎ তর্জ্জনং কৃত্বা কুম্ভীপাকং ব্রজেদ্ধ্রুবম্ ॥
বাক্তর্জ্জনাদ্ভবেৎ কাকী হিংসনাচ্ছূকরী ভবেৎ
সর্পী ভবতি কোপেন দন্তে চ গর্দ্দভী ভবেৎ ॥ ৪৪
কুক্কুরী চ কুবাক্যেনাপ্যন্ধা চ বিষদর্শনাৎ ।
পতিব্রতা চ বৈকুণ্ঠং পত্যা সহ ব্রজেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৪৫
শিবং দুর্গাং গণপতিং সূর্য্যং বিপ্রঞ্চ বৈষ্ণবম্ ।

---

* অত্র নারদ ইতি সম্বোধনং লিপিপ্রমাদ এব ।

বিষ্ণুং নিন্দতি যো মূঢ়ো স মহারৌরবং ব্রজেৎ ॥
মাতরং পিতরং পুত্রং সতীং ভার্য্যাং গুরুং তথা
অনাথাং ভগিনীং কন্যাং ন দত্ত্বা নরকং ব্রজেৎ ॥
বিপ্রভক্তিবিহীনাশ্চ ক্ষত্রবিট্শূদ্রযোনিজাঃ ।
হরিভক্তিবিহীনাশ্চ পচ্যন্তে নরকে ধ্রুবম্ ।
পতিভক্তিবিহীনাশ্চ যুবত্যশ্চ নরাধমাঃ ॥ ৪৮
শালগ্রামজলং বিষ্ণুপ্রসাদং যে চ ভুঞ্জতে ।
তীর্থং পুনন্তি তে বিপ্রাঃ শতং পুংসাং বসুন্ধরাম্
পিতৃদেবান্ সমভ্যর্চ্চ্য খাদন্ মাংসং দ্বিজঃ শুচিঃ
যো ভক্ষতি বৃথামাংসং স মহারৌরবং ব্রজেৎ ॥৫০
মৎস্যাংশ্চ কামতো জগ্ধ্বা চোপবাসং বসেদ্দ্বিজঃ ।
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কুর্য্যাদ্ব্রতং চন্দ্রায়ণং চরেৎ ॥
কামতো ব্রাহ্মণো মৎস্যং ভুঙ্ক্তে যো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ
সোঽশুচিঃ সততং নন্দ হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥
বিষ্ণোরুচ্ছিষ্টভোজী যো মৎস্যং মাংসং ন
খাদতি ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য লভতে নিশ্চিতং ফলম্ ॥৫৩
একাদশীং যে কুর্ব্বন্তি কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতম্ ।
শতজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৪
যদ্বাল্যে যচ্চ কৌমারে বার্দ্ধক্যে যচ্চ যৌবনে ।
ভস্মীভূতানি কুর্ব্বন্তি পাতকানি কৃতানি চ ॥ ৫৫
একাদশীদিনে ভুঙ্ক্তে কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতে ।
ত্রৈলোক্যজনিতং পাপং সোঽপি ভুঙ্ক্তে
ন সংশয়ঃ ॥৫৬
আতুরে নিয়মো ন স্যাদতিবৃদ্ধে চ বালকে ।
ভক্ষস্য দ্বিগুণং দত্ত্বা ব্রাহ্মণায় শুচির্ভবেৎ ॥ ৫৭
যো ভুঙ্ক্তে শিবরাত্রৌ চ শ্রীরামনবমীদিনে ।
উপবাসে সমর্থশ্চ স মহারৌরবং ব্রজেৎ ॥ ৫৮
কুহূ-পূর্ণেন্দুসংক্রান্ত্যাং চতুর্দ্দশ্যষ্টমীষু চ ।
নরশ্চাণ্ডালযোনিঃ স্যাৎ স্ত্রী-তৈল-মাংসসেবনাৎ ॥
মৎস্যং মাংসং মসূরঞ্চ কাংস্যপাত্রে চ ভোজনম্ ।
আর্দ্রকং রক্তশাকঞ্চ রবৌ চ পরিবর্জ্জয়েৎ ।
অন্যথা নরকং যাতি কুম্ভীপাকং ন সংশয়ঃ ॥ ৬০
রজস্বলান্নং বেশ্যান্নমবীরান্নং ব্রজেশ্বর ।
যো ভুঙ্ক্তে ব্রাহ্মণো দেবাদ্বিড়্ভোজী স
ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৬১
যদহ্না কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফলভাগ্ ভবেৎ ।
স ভবেদশুচানত্যং ভস্মান্তং তস্য সূতকম্ ॥ ৬২

নারী বেশ্যাপ্যভিজ্ঞেয়া চতুঃপুরুষগামিনী ।
পাকে চ পিতৃদেবানামধিকারো ভবেন্ন হি ॥ ৬৩
যদ্‌গ্রামযাজিনামন্নং শূদ্রশ্রাদ্ধান্নভোজিনাম্ ।
ভুক্ত্বা চ নরকং যাতি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৬৪
শূদ্রাণাং শ্রাদ্ধদিবসে তদন্নং ভুঞ্জতে দ্বিজাঃ ।
কুম্ভীপাকে চ পচ্যন্তে যাবদ্বৈ ব্রহ্মণঃ শতম্ ॥ ৬৫
যঃ শূদ্রেণাভ্যনুজ্ঞাতো ভুঙ্ক্তে শ্রাদ্ধদিনেঽন্যতঃ ।
সুরাপী স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ৬৬
অসিজীবী মসীজীবী দেবলো বৃষবাহকঃ ।
শূদ্রাণাং শবদাহী চ যো হি শূদ্রাপতির্দ্বিজঃ ।
স শূদ্রবদ্বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাদ্দ্বিজকর্ম্মণঃ * ॥ ৬৭
সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ।
যদহ্না কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফলভাগ্‌ভবেৎ ॥ ৬৮
বিষ্ণুপূজাবিহীনশ্চ বিপ্রশ্চণ্ডালবদ্ভবেৎ ।
বামামন্ত্রোপাসকশ্চ ব্রাহ্মণো নরকং ব্রজেৎ ॥ ৬৯
নদীগর্ভে চ গর্ত্তে চ বৃক্ষমূলে জলান্তিকে ।
দেবান্তিকে শস্যভূমৌ পুরীষং নোৎসৃজেদ্বুধঃ ॥ ৭০
বল্মীকমূষিকোৎখাতাং মৃদমন্তর্জ্জলাং তথা ।
শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ নাদদ্যাল্লেপসম্ভবাম্ ॥ ৭১
অন্তঃপ্রাণ্যবপন্নাঞ্চ হলোৎখাতাং ব্রজেশ্বর ।
আলবালোত্থিতাঞ্চৈব শস্যক্ষেত্রোত্থিতাং তথা ॥ ৭২
বৃক্ষমূলোত্থিতাং নন্দ নদীগর্ভোত্থিতাং তথা ।
পরিত্যজেন্মৃদস্ত্বেতাঃ সকলাঃ শৌচসাধনে ॥ ৭৩
কুষ্মাণ্ডঘাতিকা যা স্ত্রী দীপনির্ব্বাপণঃ পুমান্ ।
সপ্ত জন্ম ভবেদ্রোগী দরিদ্রো জন্মজন্মনি ॥ ৭৪
প্রদীপং শিবলিঙ্গঞ্চ শালগ্রামং মণিং তথা ।
প্রতিমাং যজ্ঞসূত্রঞ্চ সুবর্ণং শঙ্খমেব চ ॥ ৭৫
হীরকঞ্চ তথা মুক্তাং গোমূত্রং গোময়ং ঘৃতম্ ।
শালগ্রামশিলাতোয়ং ভূমৌ ত্যক্ত্বা ব্রজেদধঃ ॥৭৬
দরিদ্রঃ কৃপণঃ কুষ্ঠী বংশহীনোঽপ্যভার্য্যকঃ ।
ভূমিহীনঃ প্রজাহীনো বন্ধুহীনশ্চ কুৎসিতঃ ॥ ৭৬
অন্ধঃ পঙ্গুর্বধিরশ্চ খঞ্জশ্চৈবাঙ্গহীনকঃ ।
ভবেৎ ক্রমেণ পাপী সোঽপ্যেতান্ ভূমৌ-
ত্যজেত্তু যঃ ॥৭৮
দিবসে সন্ধ্যয়োর্নিদ্রাং স্ত্রীসম্ভোগং করোতি যঃ ।
সপ্তজন্ম ভবেদ্রোগী দরিদ্রঃ সপ্তজন্মসু ॥ ৭৯

উদিতে জগতাং নাথে যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনম্ ।
স পাপিষ্ঠঃ কথং ব্রূতে পূজয়ামি জনার্দ্দনম্ ॥ ৮০
মৃত্তস্ম-গোশকৃৎপিণ্ডৈস্তথা বালুকয়াপি বা ।
কৃত্বা লিঙ্গং সকৃৎপূজ্য বসেৎ কল্পশতং দিবি ॥৮১
সহস্রপূজনাৎ সোঽপি লভতে বাঞ্ছিতং ফলম্ ।
লক্ষঞ্চ পূজয়েদ্যস্তু শিবত্বং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ৮২
জীবন্মুক্তো ভবেদ্বিপ্রো লিঙ্গমভ্যর্চ্চয়েৎ তু যঃ ।
শিবপূজাবিহীনশ্চ ব্রাহ্মণো নরকং ব্রজেৎ ॥ ৮৩
মৎপূজিতং প্রিয়তরং শিবং নিন্দন্তি যে জনাঃ ।
পচ্যন্তে নিরয়ে তাবদ্‌যাবদ্বৈ ব্রহ্মণঃ শতম্ ॥ ৮৪
পূজিতে শিবলিঙ্গে চ যদি স্যাৎ কেশ-বালুকা ।
স মহান্ধো বালুকয়া কেশেন যবনো ভবেৎ ॥ ৮৫
ক্ষুদ্রে দরিদ্রঃ কৃপণো ব্যাধিঃ স্যাৎ কুৎসিতে তথা
সর্ব্বনির্ম্মাণহীনে স জায়তে নীচযোনিষু ॥ ৮৬
সর্ব্বেষু প্রিয়পাত্রেষু ব্রাহ্মণশ্চ মম প্রিয়ঃ ।
ব্রাহ্মণাচ্চ প্রিয়া লক্ষ্মীঃ সন্ততং বক্ষসি স্থিতা ॥ ৮৭
ততোঽধিকা প্রিয়া রাধা প্রিয়া ভক্তাস্ততোঽধিকাঃ
ততোঽধিকঃ শঙ্করো মে নাস্তি মে শঙ্করাৎ
প্রিয়ঃ ॥ ৮৮
মহাদেব মহাদেব মহাদেবেতি বাদিনঃ ।
পশ্চাদ্‌যামি চ সন্ত্রস্তো নামশ্রবণলোভতঃ ॥ ৮৯
মনো মে ভক্তিমূলঞ্চ প্রাণ রাধাত্মকা ধ্রুবম্ ।
আত্মা মে শঙ্করস্থানং শিবঃ প্রাণাধিকশ্চ মে ॥৯০
আদ্যা নারায়ণী শক্তিঃ সৃষ্টি-স্থিত্যন্তকারিণী ।
করোমি চ যয়া সৃষ্টিং যয়া ব্রহ্মাদিদেবতাঃ ॥ ৯১
যয়া জয়তি বিশ্বঞ্চ যয়া সৃষ্টিঃ প্রজায়তে ।
যয়া বিনা জগন্নাস্তি ময়া দত্তা শিবায় সা ॥ ৯২
দয়া নিদ্রা ক্ষুধা তৃপ্তিস্তৃষ্ণা শ্রদ্ধা ক্ষমা ধৃতিঃ ।
তুষ্টিঃ পুষ্টিস্তথা শান্তির্লজ্জাধিদেবতা হি সা ॥৯৩
বৈকুণ্ঠে সা মহাসাধ্বী গোলোকে রাধিকা সতী ।
মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ ক্ষীরোদে দক্ষকন্যা সতী চ সা ॥৯৪
সা দুর্গা মেনকাকন্যা দৈত্যদুর্গতিনাশিনী ।
স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ দুর্গা সা শক্রাদীনাং গৃহে গৃহে ॥৯৫
সা বাণী সা চ সাবিত্রী বিপ্রাধিষ্ঠাতৃদেবতা ।
বহ্নৌ সা দাহিকা শক্তিঃ প্রভাশক্তিশ্চ ভাস্করে ॥
শোভাশক্তিঃ পূর্ণচন্দ্রে জলে শক্তিশ্চ শীতলা ।
শস্যপ্রসূতা শক্তিশ্চ ধারণা চ ধরাসু সা ॥ ৯৭
ব্রহ্মণ্যশক্তির্বিপ্রেষু দেবশক্তিঃ সুরেষু সা ।

---

* তদন্নং বিট্‌সমং সতাম্ । ইতি পাঠান্তরম্

তপস্বিনাং তপস্যা সা গৃহিণাং গৃহদেবতা ॥ ৯৮
মুক্তিশক্তিশ্চ মুক্তানামাশা সাংসারিকস্য সা ।
মদ্ভক্তানাং ভক্তিশক্তির্ময়ি ভক্তিপ্রদা সদা ॥ ৯৯
নৃপাণং রাজলক্ষ্মীশ্চ বণিজাং লভ্যরূপিণী ।
পারেসংসারসিন্ধূনাং ত্রয়ীতত্ত্বাবতারিণী ॥ ১০০
সংসু সুবুদ্ধিরূপা সা মেধাশক্তিস্বরূপিণী ।
ব্যাখ্যাশক্তিঃ শ্রুতৌ শাস্ত্রে দাতৃশক্তিশ্চ দাতৃষু ॥
ক্ষত্রাদীনাং বিপ্রভক্তিঃ পতিভক্তি সতীষু চ ।
এবংরূপা চ যা শক্তির্ময়া দত্তা শিবায় সা ॥ ১০২
এবং তে কথিতং সর্ব্বং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি
প্রশ্নং করোষি যদ্যন্মং তৎ সর্ব্বং কথয়ামি তে ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-
খণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে ভগবন্নন্দ-
সংবাদে পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৫

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

নন্দ উবাচ ।

যেষাঞ্চ দর্শনে পুণ্যং পাপঞ্চ যস্য দর্শনে ।
তৎ সর্ব্বং বদ সর্ব্বেশ শ্রোতুং কৌতুহলং মম ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

সুব্রাহ্মণানাং তীর্থানাং বৈষ্ণবানাঞ্চ দর্শনে ।
দেবতা প্রতিমানাঞ্চ তীর্থস্নায়ী ভবেন্নরঃ ॥ ২
সূর্য্যস্য দর্শনে ভক্ত্যা সতীনাং দর্শনে তথা ।
সন্ন্যাসিনাং যতীনাঞ্চ তথৈব ব্রহ্মচারিণাম্ ॥ ৩
ভক্ত্যা গবাঞ্চ বহ্নীনাং গুরূণাঞ্চ বিশেষতঃ ।
গজেন্দ্রাণাঞ্চ সিংহানাং শ্বেতাশ্বানাং তথৈব চ ॥৪
শুকানাঞ্চ পিকানাঞ্চ খঞ্জনানাং তথৈব চ ।
ময়ূরাণাঞ্চ হংসানাং চাষাণাং শঙ্খপক্ষিণাম্ ॥ ৫
বৎসপ্রযুক্তধেনূনামশ্বত্থানাং তথৈব চ ।
পতিপুত্রবতীনাঞ্চ নারীণাং তীর্থগামিনাম্ ॥৬
প্রদীপানাং সুবর্ণানাং মণীনাঞ্চ বশেষতঃ ।
মুক্তানাং হীরকাণাঞ্চ মাণিক্যানাং মহাশয় ॥ ৭
তুলসীশুক্লপুষ্পাণাং দর্শনং পাপনাশনম্ ।
ফলানি শুক্ল-ধান্যানি দধি-ঘৃত-মধূনি চ ॥ ৮
পূর্ণকুম্ভঞ্চ লাজাংশ্চ রাজেন্দ্রং দর্পণং জলম্ ।
মালাঞ্চ শুক্লপুষ্পাণাং দৃষ্ট্বা পুণ্যং লভেন্নরঃ ॥ ৯
গোরচনাঞ্চ কর্পূরং রজতঞ্চ সরোবরম্ ।
পুষ্পোদ্যানং পুষ্পিতঞ্চ দৃষ্ট্বা পুণ্যং লভেন্নরঃ ॥১০
শুক্লপক্ষস্য চন্দ্রঞ্চ পীযূষং চন্দনং তথা ।
কস্তূরীং কুঙ্কুমং দৃষ্ট্বা নন্দ পুণ্যং লভেন্নরঃ ॥ ১১
পতাকামক্ষয়বটং তরুং দেবার্চ্চিতং শুভম্ ।
দেবালয়ং দেবখাতং দৃষ্ট্বা পুণ্যং লভেন্নরঃ ॥ ১২
দেবাশ্রিতং শুভঘটং সুগন্ধপবনং তথা ।
শঙ্খঞ্চ দুন্দুভিং দৃষ্ট্বা সদ্যঃ পুণ্যং লভেন্নরঃ ॥ ১৩
শুক্তিং প্রবালং রুদ্রাক্ষং স্ফটিকং কুশমূলকম্ ।
গঙ্গামৃদং কুশং তাম্রং দৃষ্ট্বা পুণ্যং লভেন্নরঃ ॥ ১৪
পুরাণপুস্তকং শুদ্ধং সবীজং বিষ্ণুযন্ত্রকম্ ।
স্নিগ্ধদূর্ব্বাক্ষতং রত্নং দৃষ্ট্বা পুণ্যং লভেন্নরঃ ॥ ১৫
তপস্বিনাং (ক) স্নিগ্ধমন্ত্রং সমুদ্রং কৃষ্ণসারকম্ ।
যজ্ঞং মহোৎসবং দৃষ্ট্বা স পুণ্যং লভতে নরঃ ॥ ১৬
গোমূত্রং গোময়ং দুগ্ধং গোধূলিং গোষ্ঠ-গোষ্পদম্
পক্কশস্যান্বিতং ক্ষেত্রং দৃষ্ট্বা পুণ্যং লভেন্নরঃ ॥১৭
রুচিরাং পদ্মিনীং শ্যামাং ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলাম্ ।
সুবেশিকাং সুবসনাং দিব্যভূষণভূষিতাম্ ॥ ১৮
বেশ্যাং ক্ষেমঙ্করীং গন্ধং সদূর্ব্বাক্ষততণ্ডুলম্ ।
সিদ্ধান্নং পরমান্নঞ্চ দৃষ্ট্বা পুণ্যং লভেন্নরঃ ॥ ১৯
কার্ত্তিক্যাং পূর্ণিমায়াঞ্চ রাধিকাপ্রতিমাং শুভাম্ ।
সম্পূজ্য দৃষ্ট্বা নত্বা চ করোতি জন্মখণ্ডনম্ ॥ ২০
হিঙ্গুলায়াং তথাষ্টম্যামিষে মাসি সিতে শুভে ।
শ্রীদুর্গাপ্রতিমাং দৃষ্ট্বা করোতি জন্মখণ্ডনম্ ॥ ২১
শিবরাত্রৌ চ কাশ্যাঞ্চ বিশ্বনাথস্য দর্শনম্ ।
কৃত্বোপবাসং পূজাঞ্চ করোতি জন্মখণ্ডনম্ ॥ ২২
জন্মাষ্টমীদিনে ভক্তো দৃষ্ট্বা মাং বিন্ধ্যমাধবম্ ।
প্রণম্য পূজাং কৃত্বা চ করোতি জন্মখণ্ডনম্ ॥ ২৩
পৌষে মাসি কুহূরাত্রৌ যত্র তত্র স্থলে নরঃ ।
পদ্মায়াঃ প্রতিমাং দৃষ্ট্বা করোতি জন্মখণ্ডনম্ ॥
সপ্তজন্ম ভবেৎ তস্য পুত্রঃ পৌত্রো ধনেশ্বরঃ ॥ ২৪
উপোষ্যৈকাদশীং স্নাত্বা প্রভাতে দ্বাদশীদিনে ।
দৃষ্ট্বা কাশ্যামন্নপূর্ণাং করোতি জন্মখণ্ডনম্ ॥ ২৫
চৈত্রে মাসি চতুর্দ্দশ্যাং কামরূপে সুপুণ্যদে ।
দৃষ্ট্বা নত্বা ভদ্রকালীং করোতি জন্মখণ্ডনম্ ॥ ২৬
অযোধ্যায়াঞ্চ রামং মাং শ্রীরামনবমীদিনে ।
সম্পূজ্য নত্বা দৃষ্ট্বা চ করোতি জন্মখণ্ডনম্ ॥ ২৭

(ক) তপস্বিনং স্নিগ্ধমন্ত্রমিতি পাঠান্তরম্ ।

দত্ত্বা বিষ্ণুপদে পিণ্ডং বিষ্ণুং যশ্চ প্রপূজয়েৎ ।
পিতৃণাং স্বাত্মনশ্চৈব করোতি জন্মখণ্ডনম্ ॥ ২৮
প্রয়াগে মুণ্ডনং কৃত্বা দানঞ্চ কুরুতে যদি ।
উপোষ্য নৈমিষারণ্যে করোতি জন্মখণ্ডনম্ ॥ ২৯
উপোষ্য পুষ্করে স্নাত্বা কিং বা বদরিকাশ্রমে ।
সম্পূজ্য দৃষ্ট্বা মামেব করোতি জন্মখণ্ডনম্ ॥ ৩০
সিদ্ধং কৃত্বা তু বদরং ভুঙ্ক্তে বদরকাননে ।
দৃষ্ট্বা মৎপ্রতিমাং নন্দ করোতি জন্মখণ্ডনম্ ॥ ৩১
দোলায়মানং গোবিন্দং পুণ্যে বৃন্দাবনে চ মাম্ ।
দৃষ্ট্বা সম্পূজ্য নত্বা চ করোতু জন্মখণ্ডনম্ ॥ ৩২
ভাদ্রে দৃষ্ট্বা চ মঞ্চস্থং মামেব মধুসূদনম্ ॥ ৩৩
সম্পূজ্য নত্বা ভক্তশ্চ করোতি জন্মখণ্ডনম্ ।
রথস্থঞ্চ জগন্নাথং কলৌ দ্রক্ষ্যতি যো নরঃ ।
সম্পূজ্য নত্বা ভক্তশ্চ করোতি জন্মখণ্ডনম্ ॥ ৩৪
উত্তরায়ণসংক্রান্ত্যাং প্রয়াগে স্নানমাচরেৎ ।
সম্পূজ্য নত্বা মামেব করোতু জন্মখণ্ডনম্ ॥ ৩৫
কার্ত্তিকীপূর্ণিমায়াঞ্চ দৃষ্ট্বা মৎপ্রতিমাং শুভাম্ ।
উপোষ্য পূজাং কৃত্বা চ করোতি জন্মখণ্ডনম্ ॥ ৩৬
চন্দ্রভাগাসমীপে চ সার্দ্ধঞ্চ মাং নয়েচ্ছনৈঃ ।
রাধয়া সহ মাং দৃষ্ট্বা করোতি জন্মখণ্ডনম্ ॥ ৩৭
রামেশ্বরং সেতুবন্ধে আষাঢ়ীপূর্ণিমাদিনে ।
উপোষ্য দৃষ্ট্বা সম্পূজ্য করোতি জন্মনঃ ক্ষয়ম্ ॥ ৩৮
স্বর্গবিদ্যাধরী রাত্রৌ নৃত্যন্তী চ মুহুর্মুহুঃ ।
প্রণামং কর্ত্তুমীশং তং সমায়াতি বিভীষণঃ ।
গায়ন্তি কিন্নরা রাত্রৌ গন্ধর্ব্বাশ্চ মনোহরম্ ॥ ৩৯
দীননাথং দিনকরং কোণার্দ্ধে (ক) চোত্তরায়ণে ।
উপোষ্য দৃষ্ট্বা সম্পূজ্য করোতি জন্মনঃ ক্ষয়ম্ ॥ ৪০
কৃষিগোষ্ঠে হুবন্দনে কলবিঙ্কে যুগন্ধরে ।
বিস্কন্দকে রাজকোষ্ঠে নন্দকে পুষ্পভদ্রকে ॥ ৪১
পার্ব্বতীপ্রতিমাং দৃষ্ট্বা কার্ত্তিকেয়ং গণেশ্বরম্ ।
নন্দিনং শঙ্করং দৃষ্ট্বা করোতি জন্মনঃ ক্ষয়ম্ ॥ ৪২
উপোষ্য প্রাতঃ সম্পূজ্য দৃষ্ট্বা নত্বা তু মাং ততঃ ।
পারণঞ্চ দধি প্রাশ্য করোতি জন্মনঃ ক্ষয়ম্ ॥ ৪৩
ত্রিকূটে মণিভদ্রে চ পশ্চিমোদধিসন্নিধৌ ।
সমুপোষ্য দধি প্রাশ্য মাং দৃষ্ট্বা ভক্তিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৪
প্রতিমাসু মদীয়াসু পার্ব্বতীপ্রতিমাসু চ ।
জীবং সংন্যস্য সম্পূজ্য করোতি জন্মনঃ ক্ষয়ম্ ॥ ৪৫
শিবদুর্গালয়ং দত্ত্বা মদীয়ঞ্চ বিশেষতঃ ।
শিবসংস্থাপনং কৃত্বা করোতি জন্মনঃ ক্ষয়ম্ ॥ ৪৬
পুষ্পোদ্যানঞ্চ সংগুপং(খ)সেতুং খাতং সরোবরম্ ।
বিপ্রসংস্থাপনং কৃত্বা করোতি জন্মনঃ ক্ষয়ম্ ॥ ৪৭
ন চ বেদাঃ পুরাণানি ব্রহ্মসংস্থাপনং ফলম্ ।
জানন্তি সন্তো মুনয়ঃ সুরা ব্রহ্মাদয়ঃ পিতঃ ॥ ৪৮
গণ্যন্তে পাংশবো ভূমৌ গণ্যন্তে বৃষ্টিবিন্দবঃ ।
ন গণ্যন্তে বিধাত্রাপি বিপ্রসংস্থাপনং ফলম্ ॥ ৪৯
কৃত্যোপজীব্যং বিপ্রস্য জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ।
অচলাং শ্রিয়মাপ্নোতি পরে মুক্তিচতুষ্টয়ম্ ॥ ৫০
মদ্দাস্যভক্তিং স লভেদ্বৈকুণ্ঠে মোদতে চিরম্ ।
ন হি পাতো ভবেৎ তস্য যথা মে পরমাত্মনঃ ॥
কুমারীমষ্টবর্ষীয়াং সুবিপ্রায় দদাতি যঃ ।
সম্পূজ্য সর্ব্বাভরণাং দুর্গাদানফলং লভেৎ ॥ ৫২
সর্ব্বং স্বর্গং সমালোক্য ব্রহ্মলোকেষু পূজিতঃ ।
লভতে মম দাস্যঞ্চ বৈকুণ্ঠে মোদতে চিরম্ ॥ ৫৩
বিবাহদর্শনে কোটিস্বর্ণদানফলং লভেৎ ।
অন্তে স্বর্গং প্রয়াত্যেবমিহৈব নিশ্চলা শ্রিয়ম্ ॥ ৫৪
সুব্রাহ্মণমনাথঞ্চেদ্দরিদ্রঞ্চ সুপণ্ডিতম্ ।
দৃষ্ট্বা দদৌ তদ্বিবাহং স মোক্ষং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ৫৫
যশ্ছত্রপাদুকাদানং শালগ্রামে উপোষিতঃ ।
করোতি ভক্ত্যা পুণ্যাহে পৃথ্বীদানফলং লভেৎ ॥
গজদানেন তল্লোম-মানবর্ষং শ্রুতৌ শ্রুতম্ ।
চতুর্গুণং গজেন্দ্রস্য মোদতে মম মন্দিরে ॥ ৫৭
গজার্দ্ধং শ্বেততুরগে তদর্দ্ধঞ্চেতরে পিতঃ ।
গজতুল্যং কৃষ্ণগবাং দানে চ তৎফলং লভেৎ ॥ ৫৮
তত্তুল্যং ধেনুদানেন অর্দ্ধং সামান্যগোস্তথা ।
স লভেত প্রসূতানাং পৃথ্বীদানফলং ভুবঃ ॥ ৫৯
ভূমিদানে রেণুবর্ষং স্থানঞ্চ মৎপদে পিতঃ ।
জ্ঞানদানে মহাপুণ্যং বৈকুণ্ঠে মোদতে চিরম্ ॥ ৬০
শ্রিয়ং লভেৎ স্বর্ণদানে রাজত্বং রজতে তথা ।
অন্নদানে ফলং নাহং কথং জানামি ন শ্রুতিঃ ॥ ৬১
লভতে সর্ব্বদানস্য ফলং ব্রাহ্মণভোজনে ।
অন্নদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ৬২
নাত্র পাত্রপরীক্ষা স্যান্ন কালনিয়মঃ ক্বচিৎ ।

(ক) কোণার্কে ইতি চ ক্বচিৎ ।

(খ) পুষ্পোদ্যানঞ্চ শঙ্কুঞ্চ ইতি পাঠান্তরম্

অন্নদানে শুভং পুণ্যং দাতুঃ পাত্রশ্চ পাতকী ॥ ৬৩
অন্নদানঞ্চ সত্যং স্যাদ্ভূমৌ বৈকুণ্ঠগামিতা।
বস্ত্রদানে সূত্রমান-বর্ষঞ্চ মোদতে চিরম্ ॥ ৬৪
সুরম্যে চন্দ্রলোকে চ বারুণে চ তথৈব চ।
কৃত্বা লৌহপ্রদীপার্হং স্বর্ণবর্ত্তিসমন্বিতম্।
দত্ত্বা ঘৃতপ্রদীপঞ্চ হরয়ে পরমাত্মনে ৬৫
অন্ধকারময়গৃহং যমদূতং যমং তথা।
ন হি পশ্যতি দাতা চ প্রয়াতি মম মন্দিরম্ ॥৬৬
ব্রাহ্মণায় চ দত্ত্বৈব ন যাতি যমযাতনাম্।
দিব্যং বর্ষসহস্রঞ্চ মোদতে শক্রমন্দিরে ॥ ৬৭
বস্ত্রদানে লভতে স্বর্গং বস্ত্র-পাত্রানুরূপতঃ।
উত্তমে লক্ষবর্ষঞ্চ তদর্দ্ধং চেতরে ব্রজ ॥ ৬৮
তাম্বূলেন লভেদ্ভোগং স্বর্গে বর্ষশতং ব্রজ।
মাল্যদানে প্রিয়ং স্বর্গং বস্তুপাত্রানুরূপতঃ ॥ ৬৯
ফলদানফলং স্বর্গং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭০
সামান্যশয্যাদানেন স্বর্গং বর্ষশতং ব্রজেৎ।
চতুর্গুণং প্রকৃষ্টায়া গুণলক্ষং বিলক্ষণে ॥ ৭১
অনাথায় সুবিপ্রায় যদি গেহং প্রদীয়তে।
তদ্রেণুমানবর্ষঞ্চ শক্রলোকে মহীয়তে ॥ ৭২
দৃষ্ট্বা বুভুক্ষিতং বিপ্রমন্নং তস্মৈ প্রদীয়তে।
অচলাং শ্রিয়মাপ্নোতি পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনীম্ ॥ ৭৩
ব্রজনাথ ব্রজং গত্বা ব্রজভূমৌ ব্রজাধুনা।
ব্রজ ভোজয় বিপ্রাংশ্চ ব্রজ স্বর্গং ব্রজং ব্রজ ॥৭৪
গোকুলে গোকুলে বৎস বৎস বৎস নিরাকুলে।
ব্যাকুলানাং গোকুলানাং সঙ্কুলে চ ব্রজে ব্রজেঃ ॥
এতৎ তে কথিতং নন্দ সানন্দং পুণ্যবর্দ্ধনম্।
সুস্বপ্নদর্শনং পুণ্যং যদি নীচং ন বক্তি চ ॥ ৭৬
কাশ্যপং দুর্গতং নীচং শত্রুমজ্ঞানিনং স্ত্রিয়ম্।
ত্যক্ত্বা রাত্রিঞ্চ দিবসে বক্তি বিপ্রং সুপণ্ডিতম্ ॥
দেবালয়ে চ দেবং বাপ্যশ্বত্থং তুলসীবটম্।
উক্ত্বা তদ্দ্বিগুণং পুণ্যমপ্রকাশ্যং চতুর্গুণম্ ॥ ৭৮
সুস্বপ্নদর্শনে প্রাজ্ঞো গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ।
অর্থঞ্চ বিপুলং পুত্রং ভার্য্যাং ভূমিং লভেৎপ্রজাম্
মোক্ষঞ্চ পরমৈশ্বর্য্যং লভতে সর্ব্ববাঞ্ছিতম্
ইত্যেবং কথিতং তাত কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে ভগবন্নন্দসংবাদে ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

নন্দ উবাচ।

কেন স্বপ্নেন কিং পুণ্যং কেন মুখ্যো ভবেৎ সুখম্
কোঽপি কোঽপি চ সুস্বপ্নস্তৎ সর্ব্বং কথয় প্রভো ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ।

বেদেষু সামবেদশ্চ প্রশস্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
তত্রৈব কাণ্বশাখায়াং পুণ্যকাণ্ডে মনোহরে ॥ ২
সুব্যক্তো যশ্চ সুস্বপ্নঃ সংবৎপুণ্যফলপ্রদঃ।
তৎ সর্ব্বং লিখিতং তাত কথয়ামি নিশাময় ॥ ৩
স্বপ্নাধ্যায়ং প্রবক্ষ্যামি বহুপুণ্যফলপ্রদম্।
স্বপ্নাধ্যায়ং নরঃ শ্রুত্বা গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥ ৪
স্বপ্নস্তু প্রথমে যামে সংবৎসরফলপ্রদঃ।
দ্বিতীয়ে চাষ্টভির্মাসৈস্ত্রিভির্মাসৈস্তৃতীয়কে ॥ ৫
চতুর্থে চার্দ্ধমাসেন স্বপ্নঃ স্বাত্মফলপ্রদঃ।
দশাহে ফলদঃ স্বপ্নেঽপ্যারুণোদয়দর্শনে।
প্রাতঃস্বপ্নশ্চ ফলদস্তৎক্ষণং যদি বোধিতঃ ॥ ৬
দিনে মনসি যদ্বৃত্তং তৎ সর্ব্বঞ্চ লভেদ্ধ্রুবম্
চিন্তাব্যাধিসমাযুক্তো নরঃ স্বপ্নঞ্চ পশ্যতি ॥ ৭
তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং তাত প্রয়াত্যেব ন সংশয়ঃ ॥৮
জড়ো মূত্রপুরীষেণ পীড়িতশ্চ ভয়াকুলঃ।
দিগম্বরো মুক্তকেশো ন লভেৎ স্বপ্নজং ফলম্ ॥৯
দৃষ্ট্বা স্বপ্নঞ্চ নিদ্রালুর্যদি নিদ্রাং প্রয়াতি চ।
বিমূঢ়ো বক্তি চেদ্রাত্রৌ ন লভেৎ স্বপ্নজং ফলম্ ॥
উক্ত্বা কাশ্যপগোত্রে চ বিপত্তিং লভতে ধ্রুবম্।
দুর্গতে দুর্গতিং যাতি নীচে ব্যাধিং প্রযাতি চ ॥১১
শত্রৌ ভয়ঞ্চ লভতে মূর্খে চ কলহং লভেৎ।
কামিন্যাং ধনহানিঃ স্যাদ্রাত্রৌ চৌরভয়ং ভবেৎ ॥
নিদ্রায়াং লভতে শোকং পণ্ডিতে বাঞ্ছিতং ফলম্।
ন প্রকাশ্যশ্চ সুস্বপ্নঃ পণ্ডিতে কাশ্যপে ব্রজ ॥ ১৩
গবাঞ্চ কুঞ্জরাণাঞ্চ হয়ানাঞ্চ ব্রজেশ্বর।
প্রাসাদানাঞ্চ শৈলানাং বৃক্ষাণাঞ্চ তথৈব চ। ১৪
আরোহণঞ্চ ধনদং ভোজনং রোদনং তথা।
প্রতিগৃহ্য তথা বীণাং শস্যাঢ্যাং ভূমিমালভেৎ ॥১৫
শস্ত্রাস্ত্রেণ যদা বিদ্ধো ব্রণেন ক্রিমিণা তথা।
বিষ্ঠয়া রুধিরেণৈব সংযুতোঽপ্যর্থমালভেৎ ॥ ১৬
স্বপ্নেঽপ্যগম্যাগমনে ভার্য্যালাভং করোতি চ।

মূত্রসিক্তং পিবেচ্ছুক্রং নরকঞ্চ বিশত্যপি ॥ ১৭
নগরং প্রবিশেদ্রক্তং সমুদ্রং বা সুধাং পিবেৎ ।
শুভবার্ত্তামবাপ্নোতি বিপুলঞ্চার্থমালভেৎ ॥ ১৮
গজং নৃপং সুবর্ণঞ্চ বৃষভং ধেনুমেব চ ।
দীপমন্নং ফলং পুষ্পং কন্যাং * পুত্রং রথং ধ্বজম্
কুটুম্বং লভতে দৃষ্ট্বা কীর্ত্তিঞ্চ বিপুলাং শ্রিয়ম্ ॥১৯
পূর্ণকুম্ভং দ্বিজং বহ্নিং পুষ্পতাম্বূলমন্দিরম্ ।
শুক্লধান্যং নটং বেশ্যাং দৃষ্ট্বা শ্রিয়মবাপ্নুয়াৎ ॥ ২০
গোক্ষীরঞ্চ ঘৃতং দৃষ্ট্বা চার্থং পুণ্যং ধনং লভেৎ ॥
পায়সং পদ্মপত্রে চ দধি দুগ্ধং ঘৃতং মধু ।
মিষ্টান্নং স্বস্তিকং ভুক্ত্বা ধ্রুবং রাজা ভবিষ্যতি ॥
পক্ষিণাং মানুষাণাঞ্চ ভুঙক্তে মাংসং নরো যদি ।
বহ্বর্থং শুভবার্ত্তাঞ্চ লভতে বাঞ্ছিতং ফলম্ ॥ ২৩
ছত্রং বা পাদুকাং বাপি লব্ধাধ্বানঞ্চ গচ্ছতি ।
অসিঞ্চ নির্ম্মলং তীক্ষ্ণং তৎ তথৈব ভবিষ্যতি ॥২৪
ভেলয়া সন্তরেদ্যো হি স প্রধানো ভবিষ্যতি ।
দৃষ্ট্বা চ ফলিনং বৃক্ষং ধনমাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ২৫
সর্পেণ ভক্ষিতো যো হি চার্থলাভঞ্চ তদ্ভবেৎ ।
স্বপ্নে সূর্য্যং বিধুং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ব্যাধিবন্ধনাৎ ॥২৬
বড়বাং কুক্কুটীং ক্রৌঞ্চীং দৃষ্ট্বা ভার্য্যাং লভেদ্ধ্রুবম্
স্বপ্নে যো নিগড়ৈর্বদ্ধঃ প্রতিষ্ঠাং পুত্রমালভেৎ ॥
দধ্যন্নং পায়সং ভুঙক্তে পদ্মপত্রে নদীতটে ।
বিশীর্ণপদ্মপত্রে চ সোঽপি রাজা ভবিষ্যতি ॥ ২৮
জলৌকসো বৃশ্চিকঞ্চ সর্পঞ্চ যদি পশ্যতি ।
ধনং পুত্রঞ্চ বিজয়ং প্রতিষ্ঠাং বা লভেদিতি ॥ ২৯
শৃঙ্গিভির্দংষ্ট্রিভিঃ কোটৈর্বানরৈঃ পীড়িতো যদি ।
নিশ্চিতঞ্চ ভবেদ্রাজা ধনঞ্চ বিপুলং লভেৎ ॥ ৩০
মৎস্যং মাংসং মৌক্তিকঞ্চ শঙ্খং চন্দনহীরকম্ ।
যস্তু পশ্যতি স্বপ্নান্তে বিপুলং ধনমালভেৎ ॥ ৩১
সুরাঞ্চ রুধিরং স্বর্ণং বিষ্ঠাং দৃষ্ট্বা ধনং লভেৎ ।
প্রতিমাং শিবলিঙ্গঞ্চ লভের্দ্দৃষ্ট্বা জয়ং ধন ॥ ৩২
ফলিনং পুষ্পিতং বিল্বমাত্রং দৃষ্ট্বা লভেদ্ধনম্ ।
দৃষ্ট্বা চ জ্বলদগ্নিঞ্চ ধনং বুদ্ধিং শ্রিয়ং লভেৎ ।
আমলকং ‡ ধাত্রীফলং উৎপলঞ্চ ধনাগমম্ ॥ ৩৩

দেবতাশ্চ দ্বিজা গাবঃ পিতরো লিঙ্গিনস্তথা ।
যদ্যদ্দদতি স্বপ্নে তৎ তথৈব ভবিষ্যতি ॥ ৩৪
শুক্লাম্বরধরা নার্য্যঃ শুক্লমাল্যানুলেপনাঃ ।
সমাশ্লিষ্যন্তি যং স্বপ্নে তস্য শ্রীঃ সর্ব্বতঃ সুখম্ ॥
পীতাম্বরধরাং নারীং পীতমাল্যানুলেপনাম্ ।
উপগূহতি যঃ স্বপ্নে কল্যাণং তস্য জায়তে ॥ ৩৬
সর্ব্বাণি শুক্লানি প্রশংসিতানি ।
ভস্মাস্থিকার্পাসবিবর্জ্জিতানি ॥ ৩৭
দিব্যা স্ত্রী সুস্মিতা বিপ্রা রত্নভূষণভূষিতা ।
যস্য মন্দিরমায়াতি স শ্রিয়ং লভতে ধ্রুবম্ । ৩৮
স্বপ্নে চ ব্রাহ্মণো দেবো ব্রাহ্মণী দেবকন্যকা ।
ফলং দদাতি যস্মৈ চ তস্য পুত্রো ভবিষ্যতি ॥ ৩৯
যং স্বপ্নে ব্রাহ্মণো নন্দ করোতি চ শুভাশিষম্ ।
পদে পদে সুখং তস্য সম্মানং গৌরবং ভবেৎ ॥
অকস্মাদ্যদি তু স্বপ্নে লভতে সুরভীং সতীম্ ।
ভূমিলাভো ভবেৎ তস্য ভার্য্যাং চাপি পতিব্রতা ॥
করেণ কৃত্বা হস্তৌ যং মস্তকে স্থাপয়েদ্যদি ।
রাজ্যলাভো ভবেৎ তস্য নিশ্চিতঞ্চ শ্রুতৌ শ্রুতম্
স্বপ্নে তু ব্রাহ্মণস্তুষ্টঃ সমাশ্লিষ্যতি যং ব্রজ ।
তীর্থস্নায়ী ভবেৎ সোঽপি নিশ্চিতঞ্চ শ্রিয়ান্বিতঃ ॥
স্বপ্নে দদাতি পুষ্পঞ্চ যস্মৈ পুণ্যবতে দ্বিজঃ ।
জয়যুক্তো ভবেৎ সোঽপি যশস্বী চ ধনী সুখী ॥
স্বপ্নে দৃষ্ট্বা চ তীর্থানি সৌধ-রত্ন-গৃহাণি চ ।
জয়যুক্তশ্চ ধনবান্ তীর্থস্নায়ী ভবেন্নরঃ ॥ ৪৫
স্বপ্নে তু পূর্ণকলসং কশ্চিৎ কস্মৈ দদাতি বা ।
পুত্রলাভো ভবেৎ তস্য সম্পত্তিং বাসমালভেৎ ॥
হস্তে কৃত্বা তু কুড়বমাঢ়কং বাপি সুন্দরী
যস্য মন্দিরমায়াতি স লক্ষ্মীং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ৪৭
দিব্যা স্ত্রী যদ্গৃহং গত্বা পুরীষং বিসৃজেদ্ ব্রজ ।
অর্থলাভো ভবেৎ তস্য দারিদ্র্যঞ্চ প্রয়াতি চ ॥ ৪৮
যস্য গেহং সমায়াতি ভার্য্যয়া সহ ব্রাহ্মণঃ ।
পার্ব্বত্যা সহ শম্ভুর্বা লক্ষ্ম্যা নারায়ণোঽথবা ॥ ৪৯
ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণী বাপি স্বপ্নে যস্মৈ দদাতি বা ।
ধান্যং পুষ্পাঞ্জলিং বাপি তস্য শ্রীঃ সর্ব্বতঃ সুখী ॥
মুক্তাহারং পুষ্পমাল্যং চন্দনঞ্চ লভেদ্ ব্রজ ।
স্বপ্নে দদাতি বিপ্রশ্চ তস্য শ্রীঃ সর্ব্বতঃ সুখী ॥
গোরোচনাং পতাকাং বা হরিদ্রামিক্ষুদণ্ডকম্ ।
সিদ্ধান্নঞ্চ লভেৎ স্বপ্নে তস্য শ্রীঃ সর্ব্বতঃ সুখী ॥

---

* কন্যাং ছত্রং রথধ্বজমিতি পাঠান্তরম্ ।
‡ আম্রাতকং ধাত্রীফলমিতি চ কচিৎ

ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণী বাপি দদাতি যস্য মস্তকে ।
ছত্রং বা শুক্লমাল্যং বা স চ রাজা ভবিষ্যতি ॥
স্বপ্নে রথস্থঃ পুরুষঃ শুক্লমাল্যানুলেপনঃ ।
তত্রত্যো দধি ভুঙ্‌ক্তে চ পায়সং বা নৃপো ভবেৎ ॥
স্বপ্নে দদাতি বিপ্রশ্চ ব্রাহ্মণী বা সুধাং দধি ।
প্রশস্তপাত্রং যস্মৈ বা সোঽপি রাজা ভবেদ্ধ্রুবম্ ।
কুমারী চাষ্টবর্ষীয়া রত্নভূষণভূষিতা ।
যস্য তুষ্টা ভবেৎ স্বপ্নে তস্য তুষ্টা চ পার্ব্বতী ॥৫৬
যশস্বী ধনবান্ ভূমি-প্রজাবান্ পণ্ডিতো ভবেৎ ।
কিং বা মহাধনাঢ্যোঽপি কিং বা রাজা
ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৫৭
শুক্লপীতাম্বরধরা রত্নভূষণভূষিতা ।
যস্য তুষ্টা ভবেৎ স্বপ্নে স ভবেৎ কবিপণ্ডিতঃ ॥
দদাতি পুস্তকং স্বপ্নে যস্মৈ পুণ্যবতে চ সা ।
স ভবেদ্বিশ্ববিখ্যাতঃ কবীন্দ্রঃ পণ্ডিতেশ্বরঃ ॥ ৫৯
যং পাঠয়তি সা স্বপ্নে মাতেব স্বসুতং তথা ।
সরস্বতীসুতঃ সোঽপি তৎপরো নাস্তি পণ্ডিতঃ ॥
ব্রাহ্মণঃ পাঠয়েদ্যঞ্চ পিতেব যত্নপূর্ব্বকম্ ।
দদাতি পুস্তকং প্রীত্যা স চ তৎসদৃশো ভবেৎ ॥
প্রাপ্নোতি পুস্তকং স্বপ্নে পথি বা যত্র তত্র বা ।
স পণ্ডিতো যশস্বী চ বিখ্যাতশ্চ মহীতলে ॥ ৬২
স্বপ্নে যস্মৈ মহামন্ত্রং বিপ্রা বিপ্রো দদাতি চেৎ ।
স ভবেৎ পুরুষঃ প্রাজ্ঞো ধনবান্ গুণবান্ সুধীঃ ॥
স্বপ্নে দদাতি মন্ত্রং বা প্রতিমাং বা শিলাময়ীম্ ।
যস্মৈ দদাতি বিপ্রশ্চ মন্ত্রসিদ্ধিশ্চ তস্য ভবেৎ ॥ ৬৪
বিপ্রং বিপ্রসমূহঞ্চ দৃষ্ট্বা নত্বাশিষং লভেৎ ।
রাজেন্দ্রঃ স ভবেদ্বাপি কিং বা স কবিপণ্ডিতঃ ॥
শুক্লমাল্যযুতাং ভূমিং যস্মৈ বিপ্রঃ সমুৎসৃজেৎ ।
স্বপ্নে চ পরিতুষ্টশ্চ স ভবেৎ পৃথিবীপতিঃ ॥ ৬৬
স্বপ্নে বিপ্রো রথে কৃত্বা নানাস্বর্গং প্রদর্শয়েৎ ।
চিরজীবী ভবেদায়ুর্ধনবৃদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৬৭
বিপ্রা বিপ্রশ্চ সন্তুষ্টো যস্মৈ কন্যাং দদাতি চ ।
স্বপ্নে স চ ভবেন্নিত্যং ধনাঢ্যো ভূপতিঃ স্বয়ম্ ॥
স্বপ্নে সরোবরং দৃষ্ট্বা সমুদ্রং বা নদীং নদম্ ।
শুক্লাহিং শুক্লশৈলঞ্চ দৃষ্ট্বা শ্রিয়মবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৯
যঃ পশ্যতি মৃতং স্বপ্নে ন ভবেচ্চিরজীবনঃ ।
অরোগো রোগিণঃ দুঃখী সুখিনঞ্চ সুখী ভবেৎ ॥
দীব্যা স্ত্রী যং প্রবদতি মম স্বামী ভবান্ ভব ।
স্বপ্নে দৃষ্ট্বা চ জাগর্ত্তি স চ রাজা ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥৭১
স্বপ্নে চ বালিকাং দৃষ্ট্বা লব্ধা স্ফটিকমালিকাম্ ।
ইন্দ্রচাপং শুক্লধনং সু প্রতিষ্ঠাং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৭২
স্বপ্নে বিপ্রো বদতি যং মম দাসো ভবেতি চ ।
হরিদাসস্য তদ্ভক্তিং লব্ধা স বৈষ্ণবো ভবেৎ ॥৭৩
স্বপ্নে বিপ্রো হরিঃ শম্ভুর্ব্রাহ্মণী কমলা শিবা ।
শুক্লা স্ত্রী বেদমাতা চ জাহ্নবী বা সরস্বতী ॥ ৭৪
গোপালিকাবেশধরা বালিকা রাধিকা মম ।
বালশ্চ বালগোপালঃ স্বপ্নবিত্তিঃ প্রকাশিতঃ ॥ ৭৫
এতৎ তে কথিতং নন্দ সুস্বপ্নঃ পুণ্যহেতুকঃ ।
শ্রোতুমিচ্ছসি কিং বা ত্বং কিং ভূয়ঃ
কথয়ামি তে ॥ ৭৬
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে সুস্বপ্নদর্শনম্ ।

নন্দ উবাচ ।

শ্রীকৃষ্ণ জগতাং নাথ সুস্বপ্নশ্চ শ্রুতো ময়া ।
বেদসারো নীতিসারো লৌকিকো বৈদিকস্তথা ॥৭৭
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি পাপং যেষাঞ্চ দর্শনে ।
যস্মিন্ কর্ম্মণি বা বৎস তন্মাং কথিতুমর্হসি ॥ ৭৮
বচনং বেদশস্তোক্তং বেদানুযায়িনস্তথা ।
শ্রোতুমিচ্ছন্তি সন্তপ্তা লোকাস্ত্বন্মুখতস্তথা ॥ ৭৯
বেদানাং জনকস্ত্বঞ্চ বৈদিকানাং সতামপি ।
ব্রহ্মাদীনাং সুরাণাঞ্চ মুনীনাং জগতামপি ॥ ৮০
শ্রুতং যৎ ত্বন্মুখাম্ভোজাৎ প্রমাণং বচনামৃতম্ ।
তেন দেহোঽভিষিক্তো মে বৎস বিচ্ছেদ
দাহনঃ ॥ ৮১
স্বপ্নে যচ্চরণাম্ভোজং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ।
ব্রহ্মাদয়ো ন পশ্যন্তি তদদ্য দৃষ্টিগোচরম্ । ৮২
অতঃ পরং ত্বৎপদাব্জং ক্ব পশ্যামি চ পাতকী ।
মলমূত্রধরো দেহো নিবদ্ধোঽয়ং স্বকর্ম্মণা ॥ ৮৩
ঈদৃশঞ্চ দিনং বৎস কদা মম ভবিষ্যতি ।
ত্বয়া ব্রহ্মাদিনাথেন সংবাদো মম পাপিনঃ ॥ ৮৪
কৃপাং কুরু কৃপানাথ মম দোষং ক্ষমস্ব চ ।
বৎসবুদ্ধ্যা চ দুর্নীতং যদ্দত্তং কৃতমিহেশ্বর ॥ ৮৫
ব্রহ্মেশ-শেষ-মুনয়ো ধ্যায়ন্তে যৎপদাম্বুজম্ ।
সরস্বতী শ্রুতির্যস্য স্তবনে জড়তাং ব্রজেৎ ॥ ৮৬

নারায়ণ উবাচ ।

ইত্যেবমুক্ত্বা নন্দশ্চ নিরানন্দঃ শুচাকুলঃ ।
মূর্চ্ছামাপ রুদিত্বা চ পুত্রবিচ্ছেদবিহ্বলঃ ॥ ৮৭

সন্তুষ্টো ভগবান্ কৃষ্ণো বোধয়ামাস যত্নতঃ।
পরমাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং দদৌ তস্মৈ জগৎপতিঃ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে ভগবন্নন্দসংবাদে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৭॥

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

হে নন্দ জনকশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সর্ব্বজনেশ্বর।
চেতনাং কুরু কল্যাণং জ্ঞানঞ্চ পরমং শৃণু॥ ১
পরমাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং জ্ঞানিনাঞ্চ সুদুর্লভম্।
বেদশাস্ত্রে গোপনীয়ং তুভ্যমেব দদাম্যহম্॥ ২
নিবোধ শ্রূয়তাং নন্দ সানন্দঃ সুসমাহিতঃ।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির্যদভ্যাসান্ন জায়তে॥ ৩
স্থিরো ভব মহারাজ ব্রজনাথ ব্রজং ব্রজ।
জ্ঞানং লব্ধা সদানন্দঃ শোক-মোহবিবর্জ্জিতঃ॥ ৪
জলবুদ্বুদবৎ সর্ব্বঃ সংসারঃ সচরাচরঃ।
প্রভাতে স্বপ্নবন্মিথ্যা মোহকারণমেব চ॥ ৫
মিথ্যাকৃত্রিমনির্ম্মাণ-দেহশ্চ পাঞ্চভৌতিকঃ।
মায়য়া সত্যবুদ্ধ্যা চ প্রতীতিং জায়তে নরঃ॥ ৬
লোভ-মোহ-কাম-ক্রোধৈর্বেষ্টিতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
মায়য়া মোহিতঃ শশ্বজ্জ্ঞানহীনশ্চ দুর্ব্বলঃ॥ ৭
নিদ্রা-তন্দ্রা-ক্ষুৎপিপাসা-ক্ষমা-শ্রদ্ধা-দয়াদিভিঃ।
লজ্জা-ধৃতি-শান্তি-পুষ্টি-তুষ্টিভিশ্চাপি বেষ্টিতঃ॥৮
মনো-বুদ্ধি চেতনাভিঃ প্রাণজ্ঞানাত্মভিঃ সহ।
সংসক্তঃ সর্ব্বদেবৈশ্চ যথা বৃক্ষশ্চ বায়সৈঃ॥ ৯
অহমাত্মা চ সর্ব্বেশঃ শশ্বজ্জ্ঞানাত্মকঃ স্মৃতঃ।
মনো ব্রহ্মা চ প্রকৃতির্বুদ্ধিরূপা সনাতনী॥ ১০
প্রাণা বিষ্ণুশ্চেতনা সা পদ্মা চ অধিদেবতা।
ময়ি স্থিতে স্থিতাঃ সর্ব্বে গতাস্তেঽপি গতে ময়ি॥
অস্মাভিশ্চ বিনা দেহঃ সদ্যঃ পততি নিশ্চিতম্।
পঞ্চভূতং বিলীনঞ্চ পঞ্চভূতেষু তৎক্ষণম্॥ ১২
নাম সঙ্কেতরূপঞ্চ নিষ্ফলং মোহকারণম্।
শোকমজ্ঞানিনাং তাত জ্ঞানিনাং নাস্তি কিঞ্চন॥
নিদ্রাদয়ঃ শক্তয়শ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতেঃ কলাঃ।
লোভাদয়ো হ্যধর্ম্মাংশাস্তথাঽহঙ্কারপঞ্চমাঃ॥ ১৪
তে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রাংশা গুণাঃ সত্ত্বাদয়স্ত্রয়ঃ।
জ্ঞানাত্মকঃ শিবো জ্যোতিরহমাত্মা চ নির্গুণঃ॥
যদা বিশ্রামী প্রকৃতৌ তদাহং সগুণঃ স্মৃতঃ।
সগুণা বিষয়া বিষ্ণু-ব্রহ্ম-রুদ্রায়ঃ স্মৃতাঃ॥ ১৬
ধর্ম্মো মদংশো বিষয়ী শেষঃ সূর্য্যঃ কলানিধিঃ॥
এবং সর্ব্বে মৎকলাংশা মুনি-মন্বাদয়ঃ সুরাঃ।
সর্ব্বদেহে প্রবিষ্টোঽহং ন লিপ্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥ ১৮
জীবন্মুক্তশ্চ মদ্ভক্তো জন্মমৃত্যু-জরাহরঃ।
সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরঃ শ্রীমান্ কীর্ত্তিমান্ পণ্ডিতঃকবিঃ॥
চতুস্ত্রিংশদ্বিধং সিদ্ধং সর্ব্বকর্ম্মোপকারকম্।
তম্মৈ প্রতি স্বয়ং সিদ্ধং ভক্তস্তং নৈব বাঞ্ছতি॥ ২০
দ্বাবিংশতিবিধং সিদ্ধং সর্ব্বসাধনকারণম্।
মন্মুখাৎশ্রূয়তাং নন্দ সিদ্ধমন্ত্রং গৃহাণ চ॥ ২১
অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথাকামাবসায়িতা।
দূরশ্রবণমেবেতি দ্বার-কায়প্রবেশনম্।
মনোযায়িত্বমেবেতি সর্ব্বজ্ঞত্বমভীপ্সিতম্॥ ২৩
বহ্নিস্তম্ভং জলস্তম্ভং চিরজীবিত্বমেব চ।
বায়ুস্তম্ভং ক্ষুৎপিপাসা নিদ্রাস্তম্ভনমেব চ॥ ২৪
কায়ব্যূহঞ্চ বাক্‌সিদ্ধিং মৃতানয়নমীপ্সিতম্।
সৃষ্টীনাং করণঞ্চৈব প্রাণাকর্ষণমেব চ॥ ২৫
প্রাণানাঞ্চ প্রদানঞ্চ লোভাদীনাঞ্চ স্তম্ভনম্।
ইন্দ্রিয়াণাং স্তম্ভনঞ্চ বুদ্ধিস্তম্ভনমেব চ। ২৬
ওঁ সর্ব্বেশ্বরায় সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনে মধুসূদনায় স্বাহা।
ইত্যেবমেব মন্ত্রশ্চ সর্ব্বেষাং কল্পপাদপঃ॥ ২৭
সামবেদে চ কথিতঃ সিদ্ধানাং সর্ব্বসিদ্ধিদঃ।
অনেন যোগিনঃ সিদ্ধা মুনীন্দ্রাশ্চ সুরাস্তথা॥ ২৮
শতলক্ষজপেনৈব মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেৎ সতাম্।
যদি নারায়ণক্ষেত্রে হবিষ্যান্নরতো জপেৎ॥ ২৯
গত্বা কুরু জপং তাত কাশীং তাং মণিকর্ণিকাম্॥
শৃণু নারায়ণক্ষেত্রং জলাদ্ধস্তচতুষ্টয়ম্।
অত্র নারায়ণঃ স্বামী নান্যঃ স্বামী কদাচন॥ ৩১
জ্ঞানেনাত্র মৃতে লোকে মুক্তির্ভবতি তস্য বৈ।
ব্রজ্যানেনাপি মন্ত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥ ৩২
ব্রজং কুরু পবিত্রঞ্চ ব্রজনাথ ব্রজং ব্রজ।
পাপং যদ্দর্শনে তাত কথয়ামি নিশাময়॥ ৩৩
দুঃস্বপ্নং পাপবীজঞ্চ কেবলং বিঘ্নকারণম্।

গোঘ্নং ব্রহ্মঘ্নং বাপি কৃতঘ্নং কুটিলং তথা ॥ ৩৪
দেবঘ্নং পিতৃমাতৃঘ্নং পাপং বিশ্বাসঘাতিনম্।
মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদাতারং পাপঞ্চাতিথ্যবঞ্চকম্ ॥ ৩৫
গ্রামযাজিনমেবেতি দেববিপ্রস্বহারিণম্।
অশ্বত্থঘাতিনং দুষ্টং শিব-বিষ্ণুবিনিন্দকম্ ॥ ৩৬
অদীক্ষিতমনাচারং সন্ধ্যাহীনং দ্বিজং তথা।
দেবলং বৃষবাহঞ্চ শূদ্রাণাং সূপকারকম্ ॥ ৩৭
শবদাহিনঞ্চ শূদ্রাণাং শূদ্রশ্রাদ্ধান্নভোজিনম্।
অবীরাং ছিন্ননাসাঞ্চ দেব-ব্রাহ্মণনিন্দকম্ ॥ ৩৮
পতিভক্তিবিহীনাঞ্চ বিষ্ণুভক্তিবিহীনকম্।
শূদ্রাণাং বিধবাঞ্চৈব চণ্ডালং ব্যভিচারিণীম্ ॥ ৩৯
শশ্বৎকোপযুতং দুষ্টমৃণগ্রস্তঞ্চ জারজম্।
চৌরং মিথ্যাবাদিনঞ্চ শরণ গতদায়িনম্ ॥ ৪০
মাংসাপহারিণঞ্চৈব ব্রাহ্মণং বৃষলীপতিম্।
ব্রাহ্মণীগামিনং শূদ্রং দ্বিজং বার্দ্ধুষিকং তথা।
অগম্যাগামিনং দুষ্টং চতুর্বর্ণনরাধমম্ ॥ ৪১
মাতা সপত্নীমাতা চ শ্বশ্রূশ্চ ভগিনী সুতা।
গুরুপত্নী পুত্রপত্নী সোদরস্য প্রিয়া সতী ॥ ৪২
মাতৃস্বসা পিতৃস্বসা ভাগিনেয়প্রিয়া তথা।
মাতুলানী নবোঢ়া চ পিতৃব্যস্ত্রী রজস্বলা ॥ ৫৩
পিতৃমাতৃপ্রসূশ্চৈব চাগম্যাষ্টাদশ স্মৃতাঃ।
কীর্ত্তিতাঃ সামবেদে চ পরিপাল্যাঃ সতাং ব্রজ ॥
এতান্ দৃষ্ট্বা চ স্পৃষ্ট্বা চ ব্রহ্মহা চ ভবেন্নরঃ।
তস্মাদ্দেবাদিমান্ দৃষ্ট্বা সূর্য্যং দৃষ্ট্বা হরিং স্মরেৎ ॥
কামতো যদি পশ্যন্তি তত্তুল্যাস্তে ভবন্তি হি।
তস্মাৎ সন্তো ন পশ্যন্তি পাপভীতা ব্রজেশ্বর ॥৪৬
রাহুগ্রস্তং রবিং সোমং ন পশ্যন্তি বিপশ্চিতঃ।
সপ্ত-জন্মাষ্ট-রিপুকাঙ্কদশমস্থে নিশাকরে ॥ ৪৭
জন্মর্ক্ষে নিধনে চাপি চতুর্থে হি কলানিধৌ।
সর্ব্বেষামপ্যদৃশ্যশ্চ কল্পিতশ্চন্দ্রভাস্করঃ ॥ ৪৯
নষ্টচন্দ্রো ন দৃশ্যশ্চ ভাদ্রে মাসি সিতাসিতে।
চতুর্থ্যামুদিতোঽশুদ্ধঃ পরিত্যক্তো মনীষিভিঃ ॥ ৪৯
চন্দ্রস্তারাপহরণং কলঙ্কমতিদুষ্করম্।
তস্মৈ দদাতি হে নন্দ কামতো যশ্চ পশ্যতি ॥ ৫০
অকামতো নরো দৃষ্ট্বা মন্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
তদা শুদ্ধো ভবেৎ সদ্যো নিষ্কলঙ্কী মহীতলে ॥৫১
সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মা রোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ ॥ ৫২

ইতি মন্ত্রেণ পূতঞ্চ জলং সাধুঃ পিবেদ্ধ্রুবম্।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বমপরং কথয়ামি তে ॥ ৫৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে ভগবান্নন্দ-সংবাদে অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৮॥

— —

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নন্দ উবাচ।

রাহুগ্রস্তঃ কথং সূর্য্যশ্চন্দ্রো বাপি জগৎপ্রভো।
নষ্টচন্দ্রঃ কথং ভাদ্রে চতুর্থ্যাঞ্চ সিতাসিতে ॥ ১
বেদানাং জনকস্ত্বঞ্চ কং পৃচ্ছামি ত্বয়া বিনা।
বেদে পুরাণে গোপ্যঞ্চেদিদং বচনমীপ্সিতম্ ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ।

অকথ্যং বচনঞ্চেদং নিবিদ্ধং বৈদিকৈরপি।
ক্ষমস্ব নন্দ ভদ্রং তে প্রশ্নমস্থং কুরুষ মাম্ ॥ ৩
বিশ্বস্তং বচনং তাত ন প্রকাশ্যং মনীষিভিঃ।
ন প্রকাশঞ্চ ভবতি সতাং ছিদ্রঞ্চ দৈবতঃ ॥ ৪

নন্দ উবাচ।

কথয়স্ব জগন্নাথ ন ভক্তে বঞ্চনাং কুরু।
অদৃশ্যৌ চাপি দেবেশৌ রাহুগ্রস্তৌ চ পুণ্যদৌ ॥৫

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু নন্দ প্রবক্ষ্যামি কথামেতাং পুরাতনীম্।
যাং শ্রুত্বা নিকলঙ্কশ্চ তীর্থস্নায়ী ভবেন্নরঃ ॥ ৬
সর্ব্বং পাতকিনং দৃষ্ট্বা যৎ পাপং লভতে নরঃ।
আখ্যানশ্রবণেনৈব ভস্মীভূতং ভবিষ্যতি ॥ ৭
একদা জমদগ্নিশ্চ মহান্ কৌতূহলান্বিতঃ।
রেণুকাসহিতস্তুষ্টো জগাম নর্ম্মদাতটম্ ॥ ৯
নির্জ্জনে নর্ম্মদাতীরে বিজহার তয়া সহ।
নবোঢ়য়া চ সুন্দর্য্যা নবযৌবনযুক্তয়া ॥ ৯
সুবেশয়া সস্মিতয়া রত্নভূষণযুক্তয়া।
নম্রয়া স্তনভারেণ শ্রোণীভারেণ জাড্যয়া ॥ ১০
সুন্দরীণামতুলয়া শ্বেতচম্পকবর্ণয়া।
সুপূর্ণচন্দ্রাননয়া কটাক্ষযুতয়া তথা ॥ ১১
অতীব সূক্ষ্মাম্বরয়া কামবাণার্ত্তয়া ব্রজ।
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গ্যা সম্ভোগেনাপি মূর্চ্ছয়া ॥ ১২
পুংস্কোকিলযুতে রম্যে শব্দিতে সুমধুব্রতে।

সুগন্ধবায়ুসংযুক্তে পুষ্পতল্পান্বিতে শুভে ॥ ১৩
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং বস্ত্রমাল্যধরং মুনিম্ ।
মহারাসরসাঢ্যং তমুবাচ ভাস্করঃ স্বয়ম্ ॥ ১৪
বেদকর্ত্তুঃ প্রপৌত্রস্ত্বং ব্রহ্মণশ্চ জগৎপতেঃ ।
চতুর্ব্বেদবিধেয়েষু সুনিষ্ণাতঃ সদা শুচিঃ ॥ ১৫
বেদাঙ্গকর্ত্তা ধর্ম্মজ্ঞঃ শ্রেষ্ঠো বেদবিদাং বরঃ ।
মহাতপস্বী তেজস্বী ব্রহ্মচারী চ সুব্রতী ॥ ১৬
যুষ্মদ্বিধোক্তং শাস্ত্রঞ্চ পঠিত্বান্যশ্চ পণ্ডিতঃ ।
বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ১৭
ধর্ম্মং ত্যজসি ধর্ম্মজ্ঞো হ্যধর্ম্মেণ রতঃ স্বয়ম্ ।
দিবামৈথুনদোষঞ্চ বক্তি বেদে বিশেষতঃ ।
অহঞ্চ কর্ম্মণাং সাক্ষী তেন ত্বাং কথয়ামি তু ॥১৮
সূর্য্যস্য বচনং শ্রুত্বা তত্যাজ মৈথুনং দ্বিজঃ ।
দৃষ্ট্বা পুরো বিপ্ররূপং সূর্য্যং তেজস্বিনং সুরম্ ॥১৯
উবাচ সূর্য্যং রক্তাস্যঃ কোপলজ্জাসমন্বিতঃ ।
রেণুকা লজ্জিতা তত্র বিধায় বাসসী সতী ॥ ২০

জমদগ্নিরুবাচ ।

কো ভবান্ পণ্ডিতম্মন্যো ন ত্বদন্যোঽস্তি পণ্ডিতঃ
অহং ভৃগোর্ভগবতঃ শিষ্যস্ত্বং কশ্যপস্য চ ॥ ২১
চাতুর্ব্বেদাংশ্চ জানামি ধর্ম্মাধর্ম্মনিরূপণে ।
বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ২২
অজ্ঞানী পুরুষঃ শশ্বজ্জড়িতশ্চ স্বকর্ম্মণা ।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা ॥ ২৪
অন্যে ভবাংশ্চ ধর্ম্মশ্চ সাক্ষী সর্ব্বঃ স্বকর্ম্মণাম্ ।
ফলদাতা চ শাস্তা চ ন মে ত্বত্ত ভয়ঃ সদা ॥ ২৪
ন বৈষ্ণবানাং শাস্তারো যূয়মস্মাকমেব চ ॥ ২৫
ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ ।
হরেঃ সুদর্শনং চক্রং শশ্বদ্রক্ষতি বৈষ্ণবান্ ॥২৬
নারায়ণশ্চ ভগবান্ স্বয়ং ব্রহ্মা চ শঙ্করঃ ।
শাস্তা যমশ্চ নাস্মাকং যূয়ং নাপি দিবাকর ॥ ॥২৭
রাজপুত্রো যথাস্থানে বয়ং স্বচ্ছন্দগামিনঃ ।
শক্তোঽহং ভস্মসাৎ কর্ত্তুং যমং সর্ব্বসুরাংস্তথা ।
মহেন্দ্রপ্রভৃতীন্ সূর্য্য ক্ষণেনৈবাবলীলয়া ॥ ২৮
বক্তুং ধর্ম্মপ্রবক্তা মে যাহি স্বস্থানমেব চ ।
মম শাস্তা চ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥২৯
অদ্য মে নির্জ্জনে স্থানে রসভঙ্গস্ত্বয়া কৃতঃ ।
মম শাপাৎ পাপদৃশ্যো রাহুগ্রস্তো ভবিষ্যসি ॥৩০
দৃষ্ট্বা ত্বাং যে ঘনাঃ সর্ব্বে দূরীভূতা ভবন্তি তে ।
ত্বামাচ্ছন্নং করিষ্যন্তি বায়ুনা প্রেরিতাস্তথা ॥ ৩১
স্বতেজসা ভবান্ গর্ব্বী হততেজা ভবিষ্যসি ।
মেঘাচ্ছন্নঃ স্বল্পতেজা রাহুগ্রস্তো ভবান্ ভব ॥৩২
ব্রাহ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ ভাস্করঃ স্বয়ম্ ।
ত্রস্তঃ পুটাঞ্জলিং কৃত্বা তুষ্টাব মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ৩৩

ভাস্কর উবাচ ।

অবধ্যা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে ধন্যা মান্যাঃ পুরস্কৃতাঃ ।
নারায়ণশ্চ ভগবান্ শম্ভুর্ব্রহ্মা স্বয়ং প্রভুঃ ॥ ৩৪
গণেশশ্চাপি শেষশ্চ ধর্ম্মশ্চাপি সনাতনঃ ।
স্তুবন্তি ব্রাহ্মণং সর্ব্বে বিপ্ররূপী জনার্দ্দনঃ ॥ ৩৫
বিপ্রদত্তশ্চ যো ব্রহ্মন্ বয়মস্মন্মুখে দ্বিজঃ ।
হুতাশনশ্চ বিমুখাঃ সুরাঃ সর্ব্বে দ্বিজো বরম্ ॥৩৬
ক্ষমস্ব বৈষ্ণবঃ শুদ্ধঃ স্বধর্ম্মঞ্চ সমাচর ।
বৈষ্ণবানাং কুতঃ কোপো হৃদি যেষাং জনার্দ্দনঃ ॥
অস্মাভিঃ পূজিতা বিপ্রা যুষ্মাভিঃ পূজিতাঃ সুরাঃ
পরস্পরস্নেহপাত্রাঞ্চেদমাচরণং দ্বিজ ॥ ৩৮
অহমেব ত্বয়া শপ্তো ময়া শপ্তো ভবান্ ভব ।
অন্যথা মাং বদন্ত্যেবং সূর্য্যং নিস্তেজসং জনাঃ ॥
পরাভূতঃ ক্ষত্রিয়েণ ভবিষ্যসি দ্বিজেশ্বর ।
মরণং ক্ষত্রিয়াস্ত্রেণ ভবতশ্চ ভবিষ্যতি ॥ ৪০
সূর্য্যস্য বচনং শ্রুত্বা চুকোপ ব্রাহ্মণঃ পুনঃ ।
তং শশাপেতি রক্তাস্যঃ শত্রুণা চ জিতো ভবান্ ॥
উভয়োঃ কলহং জ্ঞাত্বা কশ্যপেন সহ ব্রজ ।
আজগাম স্বয়ং ব্রহ্মা বিধাতা জগতামপি ॥ ৪২
আগত্য ব্রহ্মা সন্ত্রস্তং * বোধয়ামাস ভাস্করম্ ।
মুনিশ্রেষ্ঠঞ্চ ত্বর্য্যন্তং ধর্ম্মজ্ঞানং গুরোর্গুরুঃ ॥ ৪৩

ব্রহ্মোবাচ ।

ক্ষমস্ব ভাস্কর ত্বঞ্চ সাক্ষান্নারায়ণো ভবান্ ।
যুষ্মাকং পরিপাল্যশ্চাপ্যবধ্যো ব্রাহ্মণঃ সদা ॥ ৪৪
অহং করোমি ভবতো বিপ্রশাপান্তমুল্বণম্ ।
অত্রাহমাগতস্ত্রস্তঃ প্রেরিতো ভৃগুণা ততঃ ॥ ৪৫
সুতোঽহং প্রেরিতশ্চাপি কশ্যপেন মরীচিনা ।
শান্তো ভব সুরশ্রেষ্ঠ সাক্ষী ত্বং সর্ব্বকর্ম্মণাম ॥৪৬
কুত্রচিদ্দিবসে ব্রহ্মন্ শৌচত্বং কুত্রচিৎ ক্ষণম্ ।
ভবিষ্যসি ঘনাচ্ছন্নঃ সদ্যো মুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ৪৭
ন্যূনাতিরিক্তে বর্ষে বা রাহুগ্রস্তো ভবিষ্যসি ।

---

* ব্রহ্মমিত্রস্তং ইতি পাঠান্তরম্ ।

তত্রাদৃশ্যশ্চ কেষাঞ্চিৎ পুণ্যদৃশ্যো হি কস্যচিৎ ॥৪৮
অন্যথা সর্ব্বকালেন পুণ্যদৃশ্যো ভবান্ ভুবি ।
ত্বাং দৃষ্ট্বা চ নমস্কৃত্য সর্ব্বে নিষ্পাপিনো জনাঃ ॥
জন্ম-সপ্তাষ্ট-রিপ্ফাঙ্ক-চতুর্থে দশমে বিধৌ ।
জন্মর্ক্ষ নিধনে নৃণামদৃশ্যস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ৫০
অস্তকালে বনাচ্ছন্নে মধ্যাহ্নস্থে জলেঽপি বা ।
অর্দ্ধোদিতে চ কালে চ পাপদৃশ্যো ভবিষ্যসি ॥ ৫১
ভার্য্যাদুঃখনিমিত্তেন ভার্য্যায়া হেতুভূতয়া ।
শ্বশুরেণ শ্যালকেন হততেজা ভবিষ্যসি ॥ ৫২
অন্যথা তব তেজশ্চ সংজ্ঞা সহিতুমক্ষমা ।
মালি-সুমালিযুদ্ধে চ শম্ভুনা ত্বং পরাজিতঃ ॥ ৫৩
ইত্যেবমুক্ত্বা সূর্য্যঞ্চ বোধয়ামাস ব্রাহ্মণম্ ।
নম্রং শাপপরাভূতং লজ্জিতং কোপিতং ব্রজ ॥৫৪
হে বিপ্র স্বগৃহং গচ্ছ গচ্ছ বৎস যথাসুখম্ ।
ত্বত্তেজসা ক্ষণেনৈব ভস্মীভূতং ভবেজ্জগৎ ॥ ৫৫
সূর্য্যস্ত্বং পরিপাল্যশ্চ ভবান্ সূর্য্যস্য নিত্যশঃ ।
পরস্পরঞ্চ সম্পূজ্যঃ সম্বন্ধঃ পোষ্যপোষকঃ ॥ ৫৬
হৈহয়াংশেন ক্ষত্রিয়েণ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনেন চ ।
ভবিষ্যসি ন সন্দেহঃ পরাভূতো দ্বিজো মৃতঃ ।
পুরা তে প্রাক্তনং সর্ব্বং কদাচিন্ন হি খণ্ডনম্ ॥৫৭
নারায়ণশ্চ স্বাংশেন তব পুত্রো ভবিষ্যতি ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো জগতীং নিঃক্ষত্রাঞ্চ করিষ্যতি ॥ ৫৮
মৃত্যুস্তে যশসো বীজং ভবিষ্যতি মহীতলে ।
ইত্যেবমুক্ত্বা ব্রহ্মা চ যযৌ গেহং ব্রজেশ্বর ॥ ৫৯
প্রযযৌ জমদগ্নিশ্চ ভাস্করস্য স্বমন্দিরম্ ॥ ৬০
ইত্যেবং কথিতং তাত স্বাখ্যানং পুণ্যকারণম্ ।
রাহুগ্রস্তো ভাস্করশ্চাপ্যদৃশ্যো যেন হেতুনা ॥ ৬১
চতুর্থ্যামুদিতশ্চন্দ্রো ভাদ্রে মাসি সিতাসিতে ।
অদৃশ্যো নষ্টরূপশ্চ শ্রূয়তাং যেন হেতুনা ॥ ৬২
রাহুগ্রস্তো কলঙ্কী বা পুরা শপ্তঃ সমাপিতঃ ।
সর্ব্বাং তাং কথয়িষ্যামি কথামেতাং পুরাতনীম্ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-
খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে ভগবন্নন্দ-
সংবাদে সূর্য্যগ্রহণকথনং নামৈকো-
নাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

পুরা তারা গুরোঃ পত্নী নবযৌবনসংযুতা ।
রত্নভূষণভূষাঢ্যা বরসূক্ষ্মাম্বরা সতী ॥ ১
সুশ্রোণী সুস্মিতা রম্যা সুন্দরী সুমনোহরা ।
অতীব কবরী রম্যা মালতীমাল্যভূষিতা ॥ ২
সিন্দূরবিন্দুনা সার্দ্ধং চারুচন্দনবিন্দুভিঃ ।
কস্তূরীবিন্দুনাধশ্চ ভালমধ্যস্থলোজ্জ্বলা ॥ ৩
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণ-ক্বণন্মঞ্জীররঞ্জিতা ।
সুবক্রলোচনা শ্যামা সুচারুকজ্জলোজ্জ্বলা ॥ ৪
সুচারুসারমুক্তাভ-রত্নপঙ্ক্তিমনোহরা ।
রত্নকুণ্ডলযুগ্মেন চারুগণ্ডস্থলোজ্জ্বলা ॥ ৫
কামিনীধতুলা বালা গজেন্দ্রমন্দগামিনী ।
সুকোমলা চন্দ্রমুখী কামাধারা চ কামুকী ॥ ৬
স্বর্গমন্দাকিনীতীরে স্নাতা স্নিগ্ধাম্বরাবলা ।
ধ্যায়ন্তী গুরুপাদং সা স্বগৃহং গমনোন্মুখী ॥ ৭
দৃষ্ট্বা তস্যাশ্চ সর্ব্বাঙ্গমনঙ্গবাণপীড়িতঃ ।
ভাদ্রে চতুর্থ্যাং চন্দ্রশ্চ জহার চেতনং ব্রজ ॥ ৮
জ্ঞানং ক্ষণেন সম্প্রাপ্য রথস্থো রসিকো বলী ।
রথমারোহয়ামাস করে ধৃত্বা চ তারকাম্ ॥ ৯
কামোন্মত্তং কামুকীং তাং সমাশ্লিষ্য চুচুম্ব সঃ ।
শৃঙ্গারং কর্ত্তুমুদ্যন্তং তমুবাচ গুরুপ্রিয়া ॥ ১০

তারকোবাচ ।

ত্যজ মাং ত্যজ মাং চন্দ্র সুরেষু কুলপাংশুল ।
গুরুপত্নীং ব্রাহ্মণীঞ্চ পাতিব্রত্যপরায়ণাম্ ॥ ১১
গুরুপত্নীসঙ্গমনে ব্রহ্মহত্যাশতং ভবেৎ ॥ ১২
গুরুপত্নী বিপ্রপত্নী যদি সা চ পতিব্রতা ।
ব্রহ্মহত্যাসহস্রঞ্চ তস্যাঃ সঙ্গমনে লভেৎ ॥ ১৩
পুত্রস্ত্বং তব মাতাহং ধৈর্য্যং কুরু সুরেশ্বর ।
ধিক্ ত্বাং শ্রুত্বা সুরগুরুর্ভস্মীভূতং করিষ্যতি ॥১৪
পুত্রাধিকশ্চ শিষ্যশ্চ প্রিয়ো মৎস্বামিনো ভবান্ ।
স্বধর্ম্মং রক্ষ পাপিষ্ঠ মামেব মাতরং ত্যজ ।
দাস্যামি স্ত্রীবধং তুভ্যং যদি মাং সংগ্রহীষ্যসি ॥
বিলঙ্ঘ্য তারাবচনং তাঞ্চ চন্দ্রোঽকুমুদ্যতম্ ।
শশাপ তারা কোপেন নিষ্কামা সা পতিব্রতা ॥ ১৬
রাহুগ্রস্তো ধনগ্রস্তঃ পাপদৃশ্যো ভবান্ ভব ।

কলঙ্কী যক্ষ্মণা গ্রস্তো ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ॥ ১৭
চন্দ্রার্থস্তু তদা তূর্ণং কামদেবং শশাপ সা।
তেজস্বিনা কেনচিৎ ত্বং ভস্মীভূতো ভবিষ্যসি॥
চন্দ্রস্তারাং গৃহীত্বা চ কুত্রাপি রমণং ব্রজ।
ক্রোড়ে বিধায় প্রযযৌ রুদতীং তাং শুচান্বিতাম্॥
নির্জ্জনে নির্জ্জনে রম্যে শৈলে শৈলে মনোরমে।
সরো-নদ-নদীনাঞ্চ তীরে তীরে মনোহরে॥ ২০
মধুব্রত-পিকোক্তেন পুষ্পোদ্যানে সুপুষ্পিতে।
রম্যায়াং পুষ্পশয্যায়াং স রেমে রাময়া সহ॥ ২১
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গো মধুপানরতঃ সুরঃ।
সুখসম্ভোগসংযুক্তো বুবুধে ন দিবানিশম্॥ ২২
মলয়ে মলয়ারণ্যে মলয়ানিলসংযুতে।
স্যন্দনে চন্দনবনে পশ্চিমোদধিসন্নিধৌ॥ ২৩
ত্রিকূটে বটমূলে চ তত্র চন্দ্রসরোবরে।
সুচারুশতপত্রাণাং পত্রে চন্দনচর্চ্চিতে॥ ২৪
সুচারুচম্পকোদ্যানে চম্পকানিলপূজিতে।
ক্ষীরোদ-কাঞ্চনীভূমৌ ক্রৌঞ্চ-কাঞ্চনপর্ব্বতে॥ ২৫
রত্নশৈলে মণিময়ে মণিমন্দিরসুন্দরে।
মাণিক্যমুক্তাসারেণ হীরাহারেণ শোভিতে॥ ২৬
সুচারুবস্ত্রচিত্রাঢ্যে শ্বেতচামরদর্পণৈঃ।
ভূষিতে রত্নদীপৈশ্চ দেবক্রীড়াপ্রিয়স্থলে॥ ২৭
বারুণীং মদিরাং পীত্বা বরুণানীসমন্বিতঃ।
বরুণো রমতে যত্র তত্র রেমে তয়া সহ॥ ২৮
পাবনে পবনোদ্যানে পারিজাতানিলেন চ।
সুগন্ধামোদিতে রত্নমালাতীরে চ নির্ম্মলে॥ ২৯
অক্ষশৈলে কল্পবৃক্ষবনে বহ্নিপ্রিয়াশ্রমে।
পপৌ চ কামধেনূনাং ক্ষীরং ক্ষীরোদধেস্তটে॥
বহ্নিশুদ্ধাংশুকযুগং বহ্নিস্তস্মৈ দদৌ মুদা।
বরুণো রত্নমালাঞ্চ রত্নচ্ছত্রং সমীরণঃ॥ ৩১
তত্র দৃষ্ট্বাসুরগুরুং বলিগেহান্ সমাগতম্।
প্রণম্য সর্ব্বমুক্ত্বা চ চন্দ্রস্তং শরণং যযৌ॥ ৩২
শুক্রস্তং বোধয়ামাস বচনং নীতিযুক্তিতঃ।
নিরুপেক্ষো মুনিশ্রেষ্ঠো বেদবেদাঙ্গপারগঃ॥ ৩৩

শুক্র উবাচ।

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি গুরবে দেহি তারকাম্।
শস্তোশ্চ গুরুপুত্রায় পৌত্রায় ব্রহ্মণশ্চ বৈ॥ ৩৪
পূজিতায় সুরাণাঞ্চ দেবাস্তস্মৈ রতাঃ সুত।
প্রিয়ায় তৎপ্রিয়াং দত্ত্বা শীঘ্রং তং শরণং ব্রজ॥
গুরুপত্নীং মাতৃপরাং ত্যজ মদ্বচনাদ্বিধো।
গুরুপাপক্ষয়োপায়ো নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥ ৩৬
সতীনাং গুরুপত্নীনাং গ্রহণেন বলেন চ।
ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণাং পাতকং লভতে জনঃ॥ ৩৭
কুম্ভীপাকে পচ্যতে চ যাবদ্বৈ ব্রহ্মণঃ শতম্॥ ৩৮
সাম্যং নারায়ণস্থানে তৃণপর্ব্বতয়োঃ সুর।
কস্ত্বং বৎস হরেঃ স্থানে কর্ম্মভোগোঽস্তি ব্রহ্মণঃ
নারায়ণাশ্রিতাঃ সর্ব্বে জীবিনস্ত্রিবিধা ভবে॥ ৩৯

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-
খণ্ডে ভগবন্নন্দসংবাদে তারাহরণে
অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮০॥

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে শুক্রঃ সুরসেনাং দদর্শ সঃ।
আকাশমার্গাদায়ান্তীং রণশস্ত্রাস্ত্রধারিণীম্॥ ১
পতাকানাং ত্রিকোটিশ্চ শতকোটি মহারথান্।
লক্ষকোটির্গজেন্দ্রাণাং গজানাঞ্চ চতুর্গুণম্। ২
অশ্বানাং তচ্ছতগুণং সমূহঞ্চ সুদারুণম্।
পদাতীনাং সমূহঞ্চ তুরগাণাঞ্চ ষড়্গুণম্॥ ২
দুন্দুভীবাদ্যভাণ্ডানাং পঞ্চলক্ষং তথৈব চ।
পটহানাং ত্রিলক্ষঞ্চ ডিণ্ডিমানাং হি লক্ষকম্॥ ৪
ঐরাবতমহেন্দ্রঞ্চ শ্বেতাশ্বধর্ম্মমেব চ।
কুবেরং বরুণং বহ্নিং রথস্থং পবনং তথা॥ ৫
মহিষস্থং যমঞ্চৈব স্কন্দনস্থং দিবাকরম্।
ঈশানঞ্চ গজেন্দ্রস্থমনন্তং নাগবাহনম্॥ ৬
আদিত্যাংশ্চ বসূন্ রুদ্রান্ সিদ্ধগন্ধর্ব্বকিন্নরান্।
জীবন্মুক্তমুনীনাঞ্চ সমূহং সূর্য্যবর্চ্চসম্॥ ৭
তান্ দৃষ্ট্বা নির্ভয়ঃ শুক্রঃ সমাশ্বাস্য নিশাকরম্।
সুরাণাং দ্বিগুণং সৈন্যমাজুহাব ব্রজেশ্বর॥ ৮
রত্নমালানদীতীরে হুতাশনপ্রিয়াশ্রমে।
তত্র তস্থৌ দৈত্যসৈন্যং পুণ্যে ক্ষীরোদধেস্তটে॥
এতস্মিন্নন্তরে শুক্রঃ সমীপে সরসস্তটে।
পুণ্যাশ্রমেঽক্ষয়বটে সুরসৈন্যং সমাগতম্॥ ১০
দদর্শ বৃষভস্থঞ্চ শঙ্করঃ সর্ব্বশঙ্করম্।

ত্রিশূলপট্টিশধরং ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরং বরম্ ॥ ১১
তেজঃস্বরূপং পরমং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্ ।
সর্ব্বসম্পৎপ্রদাতারং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বকারণম্ ॥ ১২
সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বপূজ্যং সর্ব্বরূপং সনাতনম্ ।
শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণম্ ॥ ১৩
সস্মিতং পরমানন্দং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা
সন্ত্রস্তঃ সহসোত্থায় প্রণনাম পদাম্বুজে ॥ ১৪
দদৌ শুভাশিষং তস্মৈ সুপ্রসন্নঃ পরাৎপরঃ ।
রত্নসিংহাসনে তঞ্চ বাসয়ামাস সাদরম্ ॥ ১৫
অথ তত্রান্তরে বিপ্রঃ সুবসন্তং (ক) দদর্শ সঃ ।
শান্তং স্বয়ং বিধাতারং রত্নস্যন্দনসুন্দরৈঃ ॥ ১৬
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানং রত্নমালাবিভূষিতম্ ।
প্রসন্নং সস্মিতং সিদ্ধং জগতামীশ্বরং পরম্ ॥ ১৭
কর্ম্মণাং ফলদাতারং তপোরূপং তপস্বিনাম্ ।
বেদানাং জনকং বেদপ্রসূকান্তং মনোহরম্ ॥ ১৮
পুটাঞ্জলিস্তদা তত্র প্রণনাম সুরেশ্বরম্ ।
রত্নসিংহাসনে রম্যে বাসয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ১৯
পূজাং চকার ভক্ত্যা চ তয়োশ্চ চরণাম্বুজম্ ।
নোচিতং কুশলপ্রশ্নং তয়োঃ কল্যাণমেব চ ॥ ২০
বিধাতা জগতাং নন্দ শুক্রাচার্য্যং পুরঃ স্থিতম্ ।
মুনিং তং কথয়ামাস যত্নতঃ শম্ভুসংযতঃ ॥ ২১

ব্রহ্মোবাচ ।

শুক্র শৃণু প্রবক্ষ্যামি দুর্নীতং শশিন সুত ।
লজ্জাকরং ত্রিজগতাং কর্ম্ম বেদবহিষ্কৃতম্ ॥ ২২
স্নাত্বা গৃহোন্মুখীং তারাং গুরুপত্নীং পতিব্রতাম্ ।
গৃহীত্বা শরণাপন্নস্ত্বয়ি পাপশ্চ সাম্প্রতম্ ॥ ২৩
প্রস্তুতং দেবসৈন্যঞ্চ পশ্য বৎস রণোদ্যতম্ ।
অহং শম্ভুস্তৎসমীপং তদর্থঞ্চ সমাগতঃ ॥ ২৪

শম্ভুরুবাচ ।

চন্দ্রমানয় হে বিপ্র যদ্যাত্মশিবমিচ্ছসি ।
সংহরিষ্যে শিবস্তস্য ত্রিশূলেন চ পাপিনঃ ॥ ২৫
অন্যথা সংহরিষ্যামি সর্ব্বং দৈত্যং ক্ষণেন চ ।
ময়ি রুষ্টে রক্ষিতা কো দৈত্যানাঞ্চ ভবেদ্দ্বিজ ॥২৬
সদ্যঃ পাশুপতেনৈব চাব্যর্থাস্ত্রেণ সাম্প্রতম্ ।
সুরাণাং রিপুবর্গঞ্চ হনিষ্যাম্যবলীলয়া ॥ ২৭
দুর্ব্বাসসো মদংশস্য গুরুশ্চ সোহঙ্গিরা মুনিঃ ।
পরস্পরাচ্চ সম্বন্ধাদ্গুরুপুত্রো গুরুর্মম ॥ ২৮
বৃহস্পতিশ্চ তেজস্বী ত্বং ভস্মীকর্ত্তুমীশ্বরঃ ।
ন চকার কৃপাসুস্তং প্রিয়শিষ্যেণ হেতুনা ॥ ২৯
উতথ্যপত্নীং দৃষ্ট্বা স পুরা রেমে স্বকামতঃ ।
উতথ্যশাপাৎ তস্যৈব পরভোগ্যা (ক) প্রিয়া সতী
পত্নীং মদ্গুরুপুত্রস্য দেহি তারাং মনোহরাম্ ।
মদ্বৈরিণঞ্চ চন্দ্রঞ্চ ভ্রাতৃভার্য্যাপহারিণম্ ॥ ৩১
শরণাগতদীনার্ত্তং ন হি রক্ষেদ্যদীশ্বরঃ ।
পচ্যতে নিরয়ে তাবদ্যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৩২
অত্র তন্নিয়তং নাস্তি পাপিষ্ঠে শরণাগতে ।
পাপী যং শরণং যাতি স চ পাপী ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩
দেহি তং বিপ্রশার্দ্দূল পাপিনং মাতৃগামিনম্ ।
বহিস্তমানয় ত্বঞ্চ সাধ্বীতারাসমন্বিতম্ ॥ ৩৪

শুক্র উবাচ ।

সুরাণামসুরাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং জগতামপি ।
ত্বমেব শাস্তা ভগবন্ তব সাম্যং সুরেষ্বসুরে ॥৩৫
কৃত্বা সুরাণাং সাহায্যং কথং দৈত্যান্ হনিষ্যসি ।
সংহর্ত্তুঃ সর্ব্বজগতাং দৈত্যঘ্নে কিঞ্চ পৌরুষম্ ॥
ত্বং জ্যোতিঃ পরমং ব্রহ্ম সগুণো নির্গুণঃ স্বয়ম্ ।
গুণভেদান্মূর্ত্তিভেদে ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ ॥ ৩৭
বলিদ্বারে গদাপাণিঃ স্বয়মেব ভবান্ প্রভো ।
স্বয়ং প্রদত্তা শক্রায় তস্যাঃ শ্রীরবলীলয়া ॥ ৩৮
ক্ষমস্ব ভগবন্ শম্ভো হর ক্রোধঞ্চ সংহর ।
কিং পৌরুষঞ্চ ভবতো ব্রাহ্মণস্যাপি হিংসয়া ॥৩৯
অহং জীবচ্ছরীরেণ ন দাস্যামি নিশাকরম্ ।
শরণাগতদীনার্ত্তং লজ্জিতং পাপসংযুতম্ ॥ ৪০
অহঞ্চ ত্বৎপদাম্ভোজে শরণং যামি শঙ্কর ।
যথোচিতং কুরু বিভো জগৎ সর্ব্বং তবৈব চ ॥৪১
শুক্রস্য বচনং শ্রুত্বা প্রসন্নো ভগবান্ শিবঃ ।
ইত্যুবাচ নিশানাথং সমানয় শুভং ভবেৎ ॥ ৪২
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা বোধয়িত্বা কবিং বিভুঃ ।
সমানীয় নিশানাথং তারকাসহিতং ব্রজ ।
শম্ভোশ্চ চরণাম্ভোজে চকার চ সমর্পণম্ ॥ ৪৩
শম্ভুস্তং প্রীতিযুক্তশ্চ বাসয়ামাস বক্ষসি ।
দত্ত্বা তস্মৈ পাদরেণুং নিষ্পাপঞ্চ চকার সঃ ।
দত্ত্বা তন্মস্তকে হস্তং কৃপালুরভয়ং দদৌ ॥ ৪৪

(ক) পুরতস্তমিতি ক্বচিৎ ।

(ক) পরগ্রস্তা ইতি পাঠান্তরম্ ।

ক্ষীরোদে স্নাপয়িত্বা চ প্রায়শ্চিত্তেন শঙ্করঃ।
চকার চন্দ্রং নিষ্পাপং ব্রহ্মণা সহিতঃ শুচিম্ ॥৪৫
যোগেন চন্দ্রং যোগীন্দ্রো দ্বিখণ্ডং তং চকার সঃ।
ররক্ষার্দ্ধং ললাটে চ সোঽপ্যর্দ্ধং ব্রহ্মণঃ পুরঃ ॥৪৬
অতএব মহাদেবো বভূব চন্দ্রশেখরঃ।
শরণাগতদীনার্ত্তো ময়া চাপি সমর্পিতম্ ॥ ৪৭
মৃগাঙ্কো লজ্জিতস্তত্র কলঙ্কী দেবসংসদি।
লজ্জয়া চ স্বযোগেন দেহত্যাগং চকার সঃ ॥৪৮
তচ্ছরীরঞ্চ ক্ষীরোদে ব্রহ্মণা চ সমর্পিতম্।
রুরোদাত্রিশ্চ কৃপয়া শুচা ক্ষীরোদধেস্তটে ॥ ৪৯
অত্রেশ্চক্ষুর্জ্জলং তস্য পপাত চ জলে ব্রজ।
তস্মাদ্বভূব চন্দ্রশ্চ নিষ্পাপো দেবসংসদি ॥ ৫০
ব্রহ্মা চ ভগবান্ শম্ভুরভিষেকং চকার তম্।
উবাচ তং মহাদেবো নির্ভয়ং দেবসংসদি ॥ ৫১

মহাদেব উবাচ।

স্বস্থানং গচ্ছ পুত্র ত্বং কুরু স্ববিষয়ং মুদা।
পশ্চাচ্ছুরপাপেন যক্ষ্মগ্রস্তো ভবিষ্যসি ॥ ৫২
ব্যর্থং পতিব্রতাশাপং কর্ত্তুমীশশ্চ কো ভুবি।
মদাশিষা যক্ষ্মণশ্চ প্রতিকারো ভবিষ্যতি ॥ ৫৩
যস্মাত্ত্বয়া চতুর্থ্যাস্তু গুরুপত্নী কৃতা ক্ষতা।
তস্মাৎ তস্মিন্ দিনে বৎসে পাপদৃশ্যো যুগে যুগে ॥
নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ॥৫৫
দেহত্যাগেন তে বৎস কর্ম্মভোগো ন নশ্যতি।
প্রায়শ্চিত্তান্ন সন্দেহস্তত্ত্বমেব ভবিষ্যতি ॥ ৫৬
তারাপহরণং বৎস কলঙ্কশ্চন্দ্রমণ্ডলে।
মৃগাঙ্কিতবিলগ্নশ্চ ভবিষ্যসি যুগে যুগে ॥ ৫৭
শৃণু বক্ষ্যামি তে বৎসে (ক) তারকে চ পতিব্রতে
সত্যং ব্রূহি কস্য গর্ভং ত্যক্ত্বা শুদ্ধা ভব প্রিয়ে ॥
অকামতো বলাৎ সাধ্বী ন স্ত্রী জারেণ দূষ্যতি।
কামতো নরকং যাতি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৫৯
উবাচ তারা ব্রহ্মাণং গর্ভশ্চন্দ্রস্য সস্মিতম্।
জহসুর্দেবতাঃ সর্ব্বাঃ শম্ভুশ্চ মুনিসঙ্ঘকঃ ॥ ৬০
দদৌ তারাঞ্চ গুরবে লজ্জিতায় ব্রজেশ্বর।
বৃহস্পতির্যযৌ গেহং গৃহীত্বা চ পতিব্রতাম্ ॥ ৬১
তস্যা প্রসূতং পুত্রঞ্চ সুন্দরং কনকপ্রভম্।
গৃহীত্বা চ যযৌ চন্দ্রো নমস্কৃত্য বিধিং শিবম্ ॥ ৬২
যযুর্দেবাশ্চ মুনয়ঃ শম্ভুশ্চ কমলোদ্ভবঃ।
প্রযযৌ স্বগৃহং শুক্রো দৈত্যযুক্তো মুদান্বিতঃ ॥৬৩
এতৎ তে নন্দ কথিতমাখ্যানং পুণ্যদং শুভম্।
এতচ্ছ্রুত্বা তু নিষ্পাপো নিষ্কলঙ্কো নরো ভবেৎ ॥
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং সর্ব্বসম্পৎকরং পরম্।
শোকাপনোদনং হর্ষকরং সর্ব্বত্র মঙ্গলম্ ॥ ৬৫
ত্যজ শোকং সদানন্দং গৃহং ব্রজ ব্রজেশ্বর।
ব্রূহি সর্ব্বং যশোদাঞ্চ মৎপ্রসূং গোপিকাগণম্ ॥
বোধয়িষ্যসি সর্ব্বাস্তাঃ স্ত্রীজাতিঃ শোকসংযুতা।
মদীয়দত্তজ্ঞানেন হর্ষযুক্তঃ সদা ভব ॥ ৬৭
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে ভগবন্নন্দসংবাদে তারা-হরণং নামৈকাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮১

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নন্দ উবাচ।

শ্রুতং সর্ব্বং মহাভাগ দুঃস্বপ্নং কথয় প্রভো।
উবাচ তঞ্চ ভগবান্ শ্রূয়তামিতি তদ্বচঃ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ।

স্বপ্নে হসতি যো হর্ষাদ্বিবাহং যদি পশ্যতি।
নর্ত্তনং গীতমিষ্টঞ্চ বিপত্তস্তস্য নিশ্চিতম্ ॥ ২
দন্তা যস্য বিপীড্যন্তে বিচরন্তঞ্চ পশ্যতি।
ধনহানির্ভবেৎ তস্য পীড়া চাপি শরীরজা ॥ ৩
অভ্যাঙ্গিতস্তু তৈলেন যো গচ্ছেদ্দক্ষিণাং দিশম্।
খরোষ্ট্রমাহিষারূঢ়ো মৃত্যুস্তস্য ন সংশয়ঃ ॥ ৪
স্বপ্নে চূর্ণং জবাপুষ্পমশোকং করবীরকম্।
বিপত্তস্তস্য তৈলঞ্চ লবণং যদি পশ্যতি ॥ ৫
নগ্নাং কৃষ্ণাং ছিন্ননাসাং শূদ্রস্য বিধবাং তথা।
কপর্দ্দকং তালফলং দৃষ্ট্বা শোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬
স্বপ্নে রুষ্টং ব্রাহ্মণঞ্চ ব্রাহ্মণীং কোপসংযুতাম্।
বিপত্তিশ্চ ভবেৎ তস্য লক্ষ্মীর্যাতি গৃহাদ্ধ্রুবম্ ॥ ৭
বনপুষ্পং রক্তবর্ণং পলাশঞ্চ সুপুষ্পিতম্।
কার্পাসং শুক্লবস্ত্রঞ্চ দৃষ্ট্বা দুঃখমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮
গায়ন্তীঞ্চ হসন্তীঞ্চ কৃষ্ণাম্বরধরাং স্ত্রিয়ম্।
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণাঞ্চ বিধবাং নরো মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৯
দেবতা যত্র নৃত্যন্তি গায়ন্তি চ হসন্তি চ।

(ক) শৃণু বাক্যমিহাগচ্ছেতি পাঠান্তরম্।

আস্ফোটয়ন্তি ধাবন্তি তস্য দেশো বিনশ্যতি ॥ ১০
বাস্তং মূত্রং পুরীষঞ্চ রৈত্যং রৌপ্যং সুবর্ণকম্ ।
প্রত্যক্ষমথবা স্বপ্নে জীবিতং দশমাসিকম্ ॥ ১১
কৃষ্ণাম্বরধরাং নারীং কৃষ্ণমাল্যানুলেপনাম্ ।
উপগূহতি যঃ স্বপ্নে তস্য মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥ ১২
মৃতং বৎসঞ্চ মুণ্ডঞ্চ মৃগস্য চ নরস্য বা ।
যঃ প্রাপ্নোত্যস্থিমালাঞ্চ বিপত্তিস্তস্য নিশ্চিতম্ ॥১৩
অভ্যঙ্গিতস্তু হবিষা ক্ষীরেণ মধুনাপি বা ।
তক্রেণাপি গুড়েনৈব পীড়া তস্য বিনিশ্চিতম্ ॥
রথং খরোষ্ট্রসংযুক্তমেকাকী যোঽধিরোহতি ।
তত্রস্থোঽপি চ জাগর্ত্তি মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৫
রক্তাম্বরধরাং নারীং রক্তমাল্যানুলেপনাম্ ।
উপগূহতি যঃ স্বপ্নে ব্যাধিস্তস্য বিনিশ্চিতম্ ॥ ১৬
পতিতং নখকেশঞ্চ নির্ব্বাণাঙ্গারমেব চ ।
ভস্মপূর্ণাং চিতাং দৃষ্ট্বা লভতে মৃত্যুমেব চ ॥ ১৭
শ্মশানতৃণকাষ্ঠঞ্চ তৃণানি লৌহমেব চ ।
মসীঞ্চ কিঞ্চিৎকৃষ্ণাং বা দৃষ্ট্বা দুঃখং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥
পাদুকাফলকং রক্ত-পুষ্পমাল্যং ভয়ানকম্ ।
মাষং মসূরং মুদ্গং বা দৃষ্ট্বা সদ্যো ব্রণং ভবেৎ ॥
কঙ্কঞ্চ শকুনং কাকং ভল্লূকং বানরং গরম্ ।
পূযং গাত্রমলং স্বপ্নে কেবলং ব্যাধিকারণম্ ॥ ২০
ভগ্নভাণ্ডং ক্ষতং শূদ্রং গলৎকুষ্ঠঞ্চ রোগিণম্ ।
রক্তাম্বরঞ্চ জটিলং শূকরং মহিষং খরম্ ॥ ২১
অন্ধকারং মহাঘোরং মৃতজীবং ভয়ঙ্করম্ ।
দৃষ্ট্বা স্বপ্নে যোনিলিঙ্গং বিপত্তিং লভতে ধ্রুবম্ ॥
কুবেশরূপং ম্লেচ্ছঞ্চ যমদূতং ভয়ঙ্করম্ ।
পাশহস্তং পাশশস্ত্রং দৃষ্ট্বা মৃত্যুং লভেন্নরঃ ॥ ২৩
ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণী বাল্যা বালকো বা সুতঃ সুতা ।
বিপন্নং কুরুতে কোপাদ্দৃষ্ট্বা দুঃখমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪
কৃষ্ণপুষ্পঞ্চ তন্মাল্যং সৈন্যং শস্ত্রাস্ত্রধারিণম্ ।
ম্লেচ্ছাঞ্চ বিকৃতাকারাং দৃষ্ট্বা মৃত্যুং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥
বাদ্যঞ্চ * নর্ত্তনং গীতং গায়নং রক্তবাসসম্ ।
মৃদঙ্গবাদ্যমানন্দং দৃষ্ট্বা দুঃখং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥ ২৬
প্রাণত্যক্তং মৃতং দৃষ্ট্বা মৃত্যুঞ্চ লভতে ধ্রুবম্ ।
মৎস্যাদি ধারয়েদ্যো হি তদ্ভ্রাতুর্ম্মরণং ধ্রুবম্ ॥
ছিন্নং বাপি কবন্ধং বা বিকৃতং মুক্তকেশিনম্ ।

ক্ষিপ্রনৃত্যঞ্চ কুর্ব্বন্তং দৃষ্ট্বা মৃত্যুং লভেন্নরঃ ॥ ২৮
মৃতো বাপি মৃতা বাপি কৃষ্ণো ম্লেচ্ছো ভয়ানকঃ ।
অবগূহতি যং স্বপ্নে তস্য মৃত্যুর্বিনিশ্চিতম্ ॥ ২৯
যস্য দন্তাশ্চ ভগ্নাশ্চ কেশাশ্চাপি পতন্তি চ ।
ধনহানির্ভবেৎ তস্য পীড়া বা তচ্ছরীরজা ॥ ৩০
উপদ্রবন্তি যং স্বপ্নে শৃঙ্গিণো দংষ্ট্রিণোঽপি বা ।
বাণকামা নরাশ্চৈব * তস্য রাজকুলাদ্ভয়ম্ ॥৩১
ছিন্নং বৃক্ষং পতন্তঞ্চ শিলাবৃষ্টিং তুষং ক্ষুরম্ ।
রক্তাঙ্গারং ভস্মবৃষ্টিং দৃষ্ট্বা দুঃখমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩২
রথ-গেহ-বৃক্ষ-শৈল-গো-হস্তি-তুরগাম্বরাৎ ।
ভূমৌ পততি যঃ স্বপ্নে বিপত্তিস্তস্য নিশ্চিতম্ ॥৩৩
উচ্চৈঃ পতন্তি গর্ত্তেষু ভস্মাঙ্গারচিতেষু চ ।
ক্ষারকুণ্ডেষু চূর্ণেষু মৃত্যুস্তেষাং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪
বলাদ্গৃহ্নাতি দুষ্টশ্চ ছত্রঞ্চ যস্য মস্তকাৎ ।
পিতুর্নাশো ভবেৎ তস্য গুরোর্ব্বাপি নৃপস্য চ ॥৩৫
সুরভী যস্য গেহাচ্চ যাতি ত্রস্তা সবৎসিকা ।
প্রয়াতি পাপিনস্তস্য লক্ষ্মীরপি বসুন্ধরা ॥ ৩৬
পাশেন কৃত্বা বদ্ধঞ্চ যং গৃহীত্বা প্রয়াতি চ ।
যমদূতাশ্চ বা ম্লেচ্ছাস্তস্য মৃত্যুর্বিনিশ্চিতম্ ॥ ৩৭
গণকো ব্রাহ্মণো বাপি ব্রাহ্মণী বা গুরুস্তথা ।
পরিরুষ্টঃ শপতি যং বিপত্তিস্তস্য নিশ্চিতম্ ॥ ৩৮
বিরোধিনশ্চ কাকাশ্চ কুক্কুরা ভল্লূকাস্তথা ।
পতন্ত্যাগত্য যদ্গাত্রে তস্য মৃত্যুর্ন সংশয়ঃ ॥ ৩৯
মহিষা ভল্লূকা উষ্ট্রাঃ শূকরা গর্দ্দভাস্তথা ।
রুষ্টা ধাবন্তি যং স্বপ্নে স রোগী নিশ্চিতং ভবেৎ ॥
রক্তচন্দনকাষ্ঠানি ঘৃতাক্তানি চ যো জুহেৎ ।
গায়ত্র্যাশ্চ সহস্রেণ তেন শান্তির্বিধীয়তে ॥ ৪১
সহস্রধা জপেদ্যোহি ভক্ত্যা মাং মধুসূদনম্ ।
নিষ্পাপো হি ভবেৎ সোঽপি দুঃস্বপ্নঃ সুস্বপ্নো ভবেৎ ॥ ৪২
অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনম্ ।
হংসং নারায়ণঞ্চৈব এতন্নামাষ্টকং শুভম্ ॥ ৪৩
শুচিঃ পূর্ব্বমুখঃ প্রাজ্ঞো দশকৃত্বশ্চ যো জপেৎ ।
নিষ্পাপো হি ভবেৎ সোঽপি দুঃস্বপ্নঃ সুস্বপ্নো ভবেৎ
বিষ্ণুং নারায়ণং কৃষ্ণং মাধবং মধুসূদনম্ ।
হরিং নরহরিং রামং গোবিন্দং দধিবামনম্ ॥ ৪৫

* বার্ত্তাঞ্চ নর্ত্তনং ইতি পাঠান্তরম্ ।

* বালকা মানবাশ্চৈবেতি পাঠান্তরম্ ।

শুচিঃ পূর্ব্বমুখো ভূত্বা ভক্তিশ্রদ্ধাযুতো জপেৎ।
নিষ্পাপো হি ভবেৎ সোঽপি দুঃস্বপ্নঃ সুস্বপ্নো ভবেৎ ॥৪৬
ভক্ত্যা চৈতানি ভদ্রাণি দশ নামানি যো জপেৎ।
শতকৃত্বো ভক্তিযুক্তো জপ্ত্বারোগশ্চ রোগতঃ ॥৪৭
লক্ষধা হি জপেদ্যো হি বন্ধনান্মুচ্যতে ধ্রুবম্।
জপ্ত্বা চ দশলক্ষঞ্চ মহাবন্ধ্যা প্রসূয়তে।
হবিষ্যাশী যতঃ শুদ্ধো দরিদ্রো ধনবান্ ভবেৎ ॥৪৮
শতলক্ষঞ্চ জপ্ত্বা চ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
শুদ্ধো নারায়ণক্ষেত্রে সর্ব্বসিদ্ধিং লভেন্নরঃ ॥ ৪৯
শিবং দুর্গাং গণপতিং কার্ত্তিকেয়ং গণেশ্বরম্।
ধর্ম্মং গঙ্গাঞ্চ তুলসীং রাধাং লক্ষ্মীং সরস্বতীম্ ॥৫০
নামান্যেতানি ভদ্রাণি জলে স্নাত্বা চ যো জপেৎ।
বাঞ্ছিতঞ্চ লভেৎ সোঽপি দুঃস্বপ্নঃ সুস্বপ্নো ভবেৎ
ওঁ হ্রীং শ্রীং ক্লীং পূর্ব্বং দুর্গতিনাশিন্যৈ মহামায়ায়ৈ স্বাহা।
কল্পবৃক্ষো হি লোকানাং মন্ত্রঃ সপ্তদশাক্ষরঃ ॥ ৫২
শুচিশ্চ দশধা জপ্ত্বা দুঃস্বপ্নো সুস্বপ্নো ভবেৎ ॥৫৩
শতলক্ষজপেনৈব মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্।
সিদ্ধমন্ত্রশ্চ লভতে সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ বাঞ্ছিতম্ ॥ ৫৪
নমো মৃত্যুঞ্জয়ায়েতি স্বাহান্তং লক্ষধা জপেৎ।
দৃষ্ট্বা চ মরণং স্বপ্নে শতায়ুশ্চ ভবেন্নরঃ ॥ ৫৫
পূর্ব্বোত্তরমুখো ভূত্বা স্বপ্নং প্রাজ্ঞে প্রকাশয়েৎ ॥
কাশ্যপে দুর্গতে নীচে দেবব্রাহ্মণনিন্দকে।
মূর্খে চৈবানভিজ্ঞে চ ন চ স্বপ্নং প্রকাশয়েৎ ॥৫৭
অশ্বত্থে গণকে বিপ্রে পিতৃদেবাসনেষু চ।
আর্য্যে চ বৈষ্ণবে মিত্রে দিবা স্বপ্নং প্রকাশয়েৎ ॥
ইতি তে পুণ্যমাখ্যানং কথিতং পাপনাশনম্।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৫৯

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে ভগবন্নন্দসংবাদে দুঃস্বপ্নকথনং নাম দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮২॥

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নন্দ উবাচ।

বেদানাং কারণং ত্বঞ্চ ব্রহ্মাদীনাঞ্চ পূজক।
সর্ব্বং কথয় ভদ্রং তে কং পৃচ্ছামি ত্বয়া বিনা ॥১
বিপ্রাণাং যো হি ধর্ম্মশ্চ ক্ষত্রবিট্শূদ্রকর্ম্মণাম্।
সন্ন্যাসিনাঞ্চ যো ধর্ম্মো যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্ ॥২
বিপ্রাণাং বিধবাস্ত্রীণাং বৈষ্ণবানাং সতামপি।
পতিব্রতানাং স্ত্রীণাঞ্চ তৎ সর্ব্বং বক্তুমর্হসি ॥ ৩
গৃহিণাং গৃহিণীনাঞ্চ শিষ্যাণাঞ্চ বিশেষতঃ।
পুত্রাণাঞ্চাপি কন্যানাং পিতরং মাতরং প্রতি ॥ ৪
স্ত্রীজাতিশ্চ কতিবিধা ভক্তঃ কতিবিধঃ প্রভো।
ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ কতিবিধং বদ নশ্চ কিমাকৃতম্।
কিং নিত্যং কৃত্রিমং কিঞ্চদ্ব্রূহি সর্ব্বং ক্রমেণ চ

শ্রীভগবানুবাচ।

সন্ধ্যাপূতঃ সদা বিপ্রঃ কুরুতে মম সেবনম্।
নিত্যং ভুঙ্ক্তে মৎপ্রসাদমনিবেদ্যমভক্ষ্যকম্ ॥ ৬
অন্নং বিষ্ঠা জলং মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্।
বিষ্ণুপ্রসাদভোজী চ জীবন্মুক্তশ্চ ব্রাহ্মণঃ ॥ ৭
নিত্যং তপস্যানিরতঃ শুচিঃ শান্তশ্চ শাস্ত্রবিৎ।
ব্রততীর্থাশ্রিতো ধর্ম্মী নানাধ্যয়নসংযুতঃ ॥ ৮
বিষ্ণুমন্ত্রং গৃহীত্বা চ কৃত্বা চ গুরুসেবনম্।
গৃহীত্বা তদনুজ্ঞাঞ্চ পশ্চাদ্ভবতি স গৃহী ॥ ৯
দক্ষিণাং নিত্যপূজানাং গুরবে চ নিবেদয়েৎ।
গুরূণাং পোষণং নিত্যং কর্ত্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ ॥
সর্ব্বেষামপি বন্দ্যানাং পিতা এব মহাগুরুঃ।
পিতুঃ শতগুণৈর্মাতা মাতুঃ শতগুণৈঃ সুরঃ ॥ ১১
মন্ত্রদস্তন্ত্রদশ্চৈব সুরাণাঞ্চ চতুর্গুণঃ।
নারায়ণশ্চ ভগবান্ গুরুঃ প্রত্যক্ষ এব চ ॥ ১২
উদ্দেশে দীয়তে তস্মৈ সুরায়েতি শ্রুতৌ শ্রুতম্।
প্রত্যক্ষভোক্তা স গুরুঃ স্বয়ং দেহী জনার্দ্দনঃ ॥১৩
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবঃ স্বয়ং শিবঃ।
গুরৌ চ সর্ব্বদেবশ্চ তিষ্ঠন্তি সততং মুদা ॥ ১৪
গুরৌ তুষ্টে হরিস্তুষ্টো যস্মিংস্তুষ্টে চ দেবতাঃ।
গুরুঃ পুত্রসমস্নেহং শিষ্যেষু চ করিষ্যতি।
লভতে ব্রহ্মহত্যাঞ্চ ভুঙ্ক্তে কৃত্বা চ নাশিষম্ ॥
স্বধর্ম্মনিরতো বিপ্রো ব্রাহ্মণশ্চ সদা শুচিঃ।
বিষ্ণুসেবী সদা বিপ্রস্তদন্যোঽপ্যশুচিঃ সদা ॥ ১৬

ব্রাহ্মণো বৃষবাহশ্চ ব্রাহ্মণঃ সূপকারকঃ।
ব্রাহ্মণো দেবলশ্চৈব সন্ধ্যাহীনশ্চ দুর্ব্বলঃ ॥ ১৭
ব্রাহ্মণশ্চ দিবাশায়ী শূদ্রশ্রাদ্ধান্নভোজকঃ।
শূদ্রাণাং শবদাহী চ তে চ শূদ্রসমা দ্বিজাঃ॥ ১৮
শালগ্রামমহাযন্ত্রং কৃত্বা পূজাং বিধানতঃ।
ভুঙ্ক্তে নৈবেদ্যশেষঞ্চ তৎপাদোদকমেব চ ॥ ১৯
হরেঃ পাদোদকং পীত্বা তীর্থস্নায়ী ভবেন্নরঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
শালগ্রামশিলাতোয়ৈর্যোঽভিষেকং সমাচরেৎ ॥
গঙ্গাজলাদ্দশগুণং শালগ্রামজলং ব্রজ।
নিত্যং ভুঙ্ক্তে চ যো বিপ্রো জীবন্মুক্তঃ সুরৈঃ সমঃ ॥ ২২
বিপ্রাণাং নিত্যকৃত্যঞ্চ বিষ্ণোর্নৈবেদ্যভোজনম্।
যত্নেন পূজনং তস্য তৎপাদোদকভক্ষণম্ ॥ ২৩
নিত্যং ত্রিসন্ধ্যাং কুরুতে ভক্ত্যা চ মম পূজনম্।
একাদশ্যাং ন ভুঙ্ক্তে চ য়ৈমেব জন্মবাসরে ॥ ২৪
শিবরাত্রৌ চ হে তাত শ্রীরামনবমীদিনে।
ন চ ভুঙ্ক্তে ব্রতী যো হি জীবন্মুক্তো হি স দ্বিজঃ
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তস্য পাদে চ তানি চ।
বিপ্রপাদোদকং পীত্বা তীর্থস্নায়ী ভবেন্নরঃ॥ ২৬
বিপ্রপাদোদকং পীত্বা যাবৎ তিষ্ঠতি মেদিনী।
তাবৎ পুষ্করপাত্রেষু পিবন্তি পিতরো জলম্ ॥ ২৭
বিষ্ণুপ্রসাদভোজী চ পবিত্রং কুরুতে মহীম্।
তীর্থানি চ নরাংশ্চৈব জীবন্মুক্তো হি স দ্বি ঃ ॥২৮
সর্ব্বতীর্থেষু স স্নাতো ব্রতানাঞ্চ ফলং লভেৎ
পদে পদেঽশ্বমেধস্য লভতে নিশ্চিতং ফলম্ ॥২৯
বহ্নিবায়ুসমঃ পূতস্তেজসা ভাস্করোপমঃ।
যমলোকং যমদূতং স স্বপ্নেঽপি ন পশ্যতি॥ ৩০
বৈকুণ্ঠে মোদতে সোঽপি পার্ষদো হরিণা সহ।
ন ভবেৎ তস্য পাতো হি বিপ্রস্য হরিসেবিনঃ ॥৩১
বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকশ্চ স এব বৈষ্ণবো দ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণো বৈষ্ণবঃ প্রাজ্ঞো ন হি তস্মাৎ পরঃপুমান্
বেদোক্তো বা পুরাণোক্তস্তন্ত্রোক্তো বা মনুঃ শুচিঃ
বিচারতো গৃহীত্বা তং শৈবঃ শাক্তশ্চ বৈষ্ণবঃ ॥২৩
গুরুবক্ত্রাদ্বিষ্ণুমন্ত্রো যস্য কর্ণে বিশত্যয়ম্।
তং বৈষ্ণবং মহাপূতং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৩৪
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
ভিত্ত্বা ব্রহ্মাণ্ডমখিলং যাত্যন্ত্যেব হরেঃ পদম্ ॥৩৫
পূর্ব্বান্ সপ্ত পরান্ সপ্ত সপ্ত মাতামহাদিকান্।
সোদরানুদ্ধরেদ্ভক্তঃ প্রসূঞ্চ তৎপ্রসূং তথা ॥৩৬
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ কথমেতদ্ব্রজেশ্বর।
পুরশ্চরণসম্পর্কাৎ পুরুষাণাং শতং শতম্ ॥ ৩৭
জপেন্নারায়ণক্ষেত্রে পুরশ্চরণপূর্ব্বকম্।
পুরুষাণাং সহস্রঞ্চ লীলয়াত্মানমুদ্ধরেৎ ॥ ৩৮
ঐকান্তিকো বৈষ্ণবাশ্চ পুংসাং লক্ষং সমুদ্ধরেৎ ॥
ক্রিয়া বিষ্ণুপদে যস্য সকলাশ্চ বহিষ্কৃতাঃ ॥ ৩৯
দ্বিজাঃ সুরাঃ প্রাণতুল্যা ভক্তঃ প্রাণাৎ পরঃ প্রিয়ঃ।
বিশ্বেষু প্রিয়পাত্রেষু ন মে ভক্তাৎ পরঃ প্রিয়ঃ ॥
তেজীয়াংসং গুরুং দৃষ্ট্বা সর্ব্বত্র রক্ষিতুং ক্ষমম্।
করোতি মন্ত্রগ্রহণং তস্মাদৃষ্টো বিচক্ষণঃ ॥ ৪১
বয়োহীনাজ্জ্ঞানহীনাদ্বিদ্যাহীনাৎ তথৈব চ।
জাতিহীনাদ্গুরোর্মন্ত্রং ন গৃহ্ণীয়াৎ কদাচন ॥ ৪২
মূর্খাদাশ্রমহীনাচ্চ ভার্য্যাহীনাৎ তথৈব চ।
ব্যাধিনো বংশহীনাচ্চ ভার্য্যাহীনাৎ তথৈব চ।
মস্তক্ষিপ্তাৎ তথ মন্ত্রং ন গৃহ্ণীয়াৎ কদাচন ॥ ৪৩
বিষ্ণুমন্ত্রং ন গৃহ্ণীয়াদ্বিষ্ণুভক্তিবিহীনতঃ।
ন চ শৈবান্ন শাক্তাচ্চ গৃহ্ণীয়াদ্বৈষ্ণবাদ্দ্বিজাৎ ॥ ৪৪
বয়োহীনাৎ তথাল্পায়ুর্জ্ঞানহীনাদপণ্ডিতঃ।
বিদ্যাহীনাদ্ভবেন্মূঢ়ো জাতিহীনাৎ ক্ষয়ো ভবেৎ ॥
মূর্খান্মূর্খো ভবেৎ সদ্যো দুঃখী চাশ্রমহীনতঃ।
যশোহানিঃ পিতুশ্চৈব মৃত্যুঃ সন্ন্যাসিনস্তথা ॥৪৬
ব্যাধিনো ব্যাধিযুক্তশ্চ নির্ব্বংশো বংশহীনতঃ।
ভার্য্যাহীনোঽপি স্ত্রীহীনান্মস্তক্ষিপ্তাদ্গুরোঃ সমঃ ॥
বিষ্ণুভক্তিবিহীনাচ্চ ভক্তিহীনো ভবেন্নরঃ।
শৈবাচ্ছাক্তাদ্গৃহীত্বা চ হরের্ভক্তির্ন বর্দ্ধতে॥ ৪৮
ব্রাহ্মণো বৈষ্ণবঃ শুদ্ধঃ পক্কান্নং দাতুমীশ্বরঃ।
পক্কান্নং হরয়ে দাতুমক্ষমশ্চেতরো জনঃ ॥ ৪৯
ওঁকারোচ্চারণাদ্ধোমাচ্ছালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।
মহৎ পক্কান্নদানাচ্চ বিপ্রাদন্যো ব্রজেদধঃ ॥ ৫০
উদাসীনাদ্দুরাচারাদন্নং ন গৃহ্ণীয়াৎ সুধীঃ।
দৈবাদ্যদি চ গৃহ্ণীয়াদ্ধনহীনো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৫১
ব্রাহ্মণানাং সদা ভক্ষ্যং হবিষ্যান্নং নিরামিষং।
আমিষস্য পরিত্যাগাৎ সূর্য্যবৎ তেজসা ভবেৎ ॥
নিত্যং নূতনভাণ্ডেন কর্ত্তব্যঃ পাক এব চ।

অথবা পক্ষপর্য্যন্তং ততস্ত্যাজ্যং মনীষিভিঃ ॥ ৫৩
স্নানং সুসংস্কৃতং কৃত্বা পাকং নির্ব্বর্ত্ত্য পূতকঃ।
স্থানে পরিস্কৃতে বিপ্রো দত্ত্বা মহ্যঞ্চ ভক্তিতঃ ॥ ৫৪
তদা নিঃবেদ্যং ভুঙ্ক্তে চ দত্ত্বা বিপ্রায় সাদরম্।
অনিবেদ্যঞ্চ ভুক্ত্বা চ সুরাপীতী ভবেদ্দ্বিজঃ ॥ ৫৫
চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চাশৌচে মৃতক-জাতয়োঃ।
স্পৃষ্টে চাশুচিনা সদ্যঃ পাকভাণ্ডং পরিত্যজেৎ ॥
ভৃষ্টদ্রব্যং তথান্নঞ্চ ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী।
পাদপ্রক্ষালনং কৃত্বা ভুঙ্ক্তে স্থানে পরিস্কৃতে ॥ ৫৭
দ্বির্ভোজনং ন কর্ত্তব্যং স্থিতে সূর্য্যে দ্বিজাতিভিঃ
নিস্ফলং তদ্ভবেৎ কর্ম্ম ভুক্ত্বা চ নরকং ব্রজেৎ ॥
যাত্রাং যুদ্ধং নদীপারং পুনর্ভোজনমৈথুনম্।
বর্জ্জয়েচ্ছ্রাদ্ধদিবসে হবিষ্যাশী চ সংযমে ॥ ৫৯
দ্বিজায় বিষ্ণুভক্তায় পাত্রং দদ্যাদ্বুধায় চ।
বৃষলীপতয়ে চৈব ন দদ্যাচ্ছূদ্রযাজিনে ॥ ৬০
সন্ধ্যাহীনায় দুষ্টায় বৃষবাহায় যত্নতঃ।
শুক্রবিক্রয়িণে চৈব দেবলায় কদাচন ॥ ৬১
প্রদায় পাত্রমেতেভ্যো ব্রাহ্মণো নরকং ব্রজেৎ।
পাত্রং ভুক্ত্বা তদ্দিবসে মৈথুনান্নরকং ব্রজেৎ ॥ ৬২
সর্ব্বেভ্যঃ পাতকী তাত কন্যাবিক্রয়কারকঃ।
মূল্যং গৃহীত্বা যো দদ্যাৎ স মহারৌরবং ব্রজেৎ
কন্যালোমপ্রমাণং তদ্বর্ষঞ্চ পিতৃভিঃ সহ।
কুম্ভীপাকে চ পচ্যেত পুত্রৈশ্চাপি পুরোহিতৈঃ ॥
তস্মাৎ কন্যাং সুপাত্রায় দানং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
শূদ্রবদ্ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ নৈব তদ্বংশজায় চ ॥ ৬৫
বিপ্রবৈষ্ণবয়োর্ধর্ম্মঃ কথিতশ্চ ব্রজেশ্বর।
বহুক্তঞ্চ পুরাণৈশ্চ চতুর্ভিঃ শ্রুতিভিস্তথা ॥ ৬৬
দ্বিজার্চ্চনং ক্ষত্রিয়াণাং তথা নারায়ণার্চ্চনম্।
রাজ্যানাং পালনঞ্চৈব রণে নির্ভয়তা তথা ॥ ৬৭
নিত্যং দানং ব্রাহ্মণেভ্যঃ শরণাগতরক্ষণম্।
পুত্রতুল্যং প্রজানাঞ্চ দুঃখিনাং পরিপালনম্ ॥ ৬৮
শস্ত্রাস্ত্রাণাঞ্চ নৈপুণ্যং রণে সৌন্দর্য্যমেব চ।
তপশ্চ ধর্ম্মকৃত্যঞ্চ যত্নতঃ কুরুতে মুদা ॥ ৬৯
পণ্ডিতং নীতিশাস্ত্রজ্ঞং নিত্যঞ্চ পরিপালয়েৎ।
নিযোজয়েৎ সভামধ্যে নিত্যং সদ্ভিশ্চ সংযুতঃ ॥
হস্ত্যশ্ব-রথ-পাদাতং সেনাঙ্গঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
পালয়েদ্‌যত্নতো নিত্যং যশস্বী চ প্রতাপবান্ ॥ ৭১
রণে নিমন্ত্রিতশ্চৈব যানে ন বিমুখো ভবেৎ।
রণে যো বা ত্যজেৎ প্রাণাংস্তস্য স্বর্গো যশস্করঃ ॥
বৈশ্যানামপি বাণিজ্যং কৃষিশ্চ পশুপালনম্।
বিপ্রদেবার্চ্চনং দানং তপস্যা ব্রতসেবনম্ ॥ ৭৩
বিপ্রাণামর্চ্চনং নিত্যং শূদ্রধর্ম্মো বিধীয়তে।
তদ্দ্বেষী তদ্ধনগ্রাহী শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ ॥ ৭৪
গৃধ্রঃ কোটিসহস্রাণি শতজন্মানি শূকরঃ।
শ্বাপদঃ শতজন্মানি শূদ্রো বিপ্রধনাপহা ॥ ৭৫
যঃ শূদ্রো ব্রাহ্মণীগামী মাতৃগামী স পাতকী।
কুম্ভীপাকে পচ্যতে স যাবদ্বৈ ব্রহ্মণঃ শতম্ ॥ ৭৬
কুম্ভীপাকে তপ্ততৈলে ভুক্তঃ সর্পৈরহর্নিশম্।
শব্দঞ্চ বিকৃতাকারং কুরুতে যমতাড়নাৎ ॥ ৭৭
ততশ্চাণ্ডালযোনিঃ স্যাৎ সপ্তজন্মসু পাতকী।
সপ্তজন্মসু সর্পশ্চ জলৌকাঃ সপ্তজন্মসু। ৭৮
জন্মকোটিসহস্রঞ্চ বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ।
পুংশ্চলীনাং যোনিকীটঃ স ভবেৎ সপ্তজন্মসু ॥
গবাং ব্রণকৃমিঃ স্যাচ্চ পাতকী সপ্তজন্মসু।
যোনৌ যোনৌ ভ্রমত্যেব ন পুনর্জায়তে নরঃ ॥ ৮০
সন্ন্যাসিনাঞ্চ যো ধর্ম্মো মন্মুখাচ্চ নিশাময়!
দণ্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ ॥ ৮১
পূর্ব্বকর্ম্মাণি দগ্ধ্বা চ পরকর্ম্ম নিকৃন্তনম্।
কুরুতে চিন্তয়েন্মাঞ্চ যায়াৎ তু মম মন্দিরম্ ॥ ৮২
সন্ন্যাসিনঃ পদস্পর্শাৎ সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা।
সদ্যঃপূতানি তীর্থানি বৈষ্ণবস্য যথা ব্রজ ॥ ৮৩
সন্ন্যাসিনশ্চ সংস্পর্শান্ নিষ্পাপো জায়তে নরঃ।
ভুক্ত্বা সন্ন্যাসিনং লোকশ্চাশ্বমেধফলং লভেৎ ॥ ৮৪
নত্বা চ কামতো দৃষ্ট্বা রাজসূয়ফলং লভেৎ।
ফলং সন্ন্যাসিনাং তুল্যং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্ ॥ ৮৫
সন্ন্যাসী যাতি সায়াহ্নে ক্ষুধিতো গৃহিণাং গৃহম্।
সদন্নং বা কদন্নং বা তদ্দত্তং নৈব বর্জ্জয়েৎ ॥ ৮৬
ন যাচতে চ মিষ্টান্নং ন কুর্য্যাৎ কোপমেব চ।
ন ধনগ্রহণং কুর্য্যাদেকবাসা নিরীহিতঃ ॥ ৮৭
শীতগ্রীষ্মে সমানশ্চ লোভমোহবিবর্জ্জিতঃ।
তত্র স্থিত্বৈকরাত্রঞ্চ প্রাতরন্যস্থলং ব্রজেৎ ॥ ৮৮
যানমারোহণং কৃত্বা গৃহীত্বা গৃহিণো ধনম্।
গৃহং কৃত্বা গৃহীব স্যাৎ স্বধর্ম্মাৎ পতিতোভবেৎ ॥
কৃত্বা চ কৃষিবাণিজ্যং কুবৃত্তিং কুরুতে চ যঃ।
স সন্ন্যাসো দুরাচারঃ স্বধর্ম্মাৎ পতিতো ভবেৎ ॥
অশুভঞ্চ শুভং বাপি অকর্ম্ম কুরুতে যদি।

বহিষ্কৃতঃ স্বধর্ম্মাচ্চাপুংপহাস্তঞ্চ তদ্ভবেৎ॥ ৯১
ব্রাহ্মণী পতিহীনা যা ভবেন্নিকামিণী সদা।
এবমুক্তং দিনান্তে সা হবিষ্যান্নরতা সদা॥ ৯২
ন ধত্তে দিব্যবস্ত্রঞ্চ গন্ধদ্রব্যং সুতৈলকম্।
স্রজঞ্চ চন্দনঞ্চৈব শঙ্খ-সিন্দূরভূষণম্।
ত্যক্ত্বা মলিনবস্ত্রা স্যান্নিত্যং নারায়ণং স্মরেৎ॥৯৩
নারায়ণস্য সেবাঞ্চ কুরুতে নিত্যমেব চ।
তন্নামোচ্চারণং শশ্বৎ কুরুতেঽনন্যভক্তিতঃ॥ ৯৪
পুত্রতুল্যঞ্চ পুরুষং সদা পশ্যতি ধর্ম্মতঃ।
মিষ্টান্নং ন চ ভুঙ্ক্তে সা ন কুর্য্যাদ্বিভবং ব্রজ॥৯৫
একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং কৃষ্ণজন্মাষ্টমীদিনে।
শ্রীরামস্য নবম্যাঞ্চ শিবরাত্রৌ পবিত্রয়া॥ ৯৬
অঘোরায়াঞ্চ প্রেতায়াং চন্দ্রসূর্য্যোপরাগয়োঃ।
ভূষ্টদ্রব্যং পরিত্যাজ্যং ভুজ্যতেঽন্নমেব চ॥ ৯৭
তাম্বূলং বিধবাস্ত্রীণাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্।
সন্ন্যাসিনাঞ্চ গোমাংস-সুরাতুল্যং শ্রুতৌ শ্রুতম্॥
রক্তশাকং মসূরঞ্চ জম্বীরং পর্ণমেব চ।
অলাবু বর্ত্তুলাকারং বর্জ্জনীয়ঞ্চ তৈরপি॥ ৯৯
পর্য্যঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিম্।
যানমারোহণং কৃত্বা বিধবা নরকং ব্রজেৎ॥ ১০০
ন কুর্য্যাৎ কেশসংস্কারং গাত্রসংস্কারমেব চ।
কেশশ্রেণী জটারূপা তৎক্ষৌরং তীর্থকং বিনা॥
তৈলাভ্যঙ্গং ন কুর্ব্বীত ন হি পশ্যতি দর্পণম্।
মুখঞ্চ পরপুংসাঞ্চ যাত্রাং নৃত্যং মহোৎসবম্॥
নর্ত্তকং গায়নঞ্চৈব সুবেশপুরুষং শুভম্।
শৃণুয়াচ্চ সদা ধর্ম্মং সামবেদনিরূপিতম্॥ ১০৩
পরমার্থং পরঞ্চৈব নিবোধ কথয়ামি তে।
অধ্যাপনমধ্যয়নং শিষ্যাণাং পরিপালনম্।
গুরূণাং সেবনং নিত্যং দ্বিজদেবার্চ্চনং তথা॥১০৪
সিদ্ধান্তশাস্ত্রে নৈপুণ্যং ভাবনঞ্চাত্মতোষণম্।
ব্যাখ্যানং পরিশুদ্ধঞ্চ গ্রন্থাভ্যাসঞ্চ সন্ততম্॥১০৫
ব্যবস্থাপরিশুদ্ধ্যর্থং বিচারো বেদসম্মতঃ।
শাস্ত্রার্থাচরণঞ্চৈব কর্ত্তব্যং স্বয়মেব চ॥ ১০৬
বেদাহ্নিকেষু নৈপুণ্যং বেদাচরণমীপ্সিতম্।
বেদোক্তভক্ষণঞ্চৈব পবিত্রাচরণং সদা॥ ১০৭
পতিব্রতানাং যদ্ধর্ম্মং তন্নিবোধ ব্রজেশ্বর।
নিত্যং ভর্ত্তুর্য্যুংসুকয়া তৎপাদোদকমীপ্সিতম্।
ভক্তিভাবেন সততং ভোক্তব্যং তদনুজ্ঞয়া॥ ১০৮

ব্রতং তপস্যাং দেবার্চ্চাং পরিত্যজ্য প্রযত্নতঃ।
কুর্য্যাচ্চরণসেবাঞ্চ স্তবনং পরিতোষণম্॥ ১০৯
তদাজ্ঞারহিতং কর্ম্ম ন কুর্য্যাদ্দৈবতঃ সতী।
নারায়ণাৎ পরং কান্তং ধ্যায়তে সততং সতী॥
পরপুংসাং মুখঞ্চৈব সুবেশং পুরুষং পরম্।
যাত্রামহোৎসবং নৃত্যং নর্ত্তনং গায়নং ব্রজ।
পরক্রীড়াঞ্চ সুরতং ন হি পশ্যতি সুব্রতা॥ ১১১
যদ্ভক্ষ্যং স্বামিনাং নিত্যং অদেবমপি যোষিতাম্।
ন হি ত্যজেদ্ধি তৎসঙ্গং ক্ষণমেব চ সুব্রতা॥১১২
উত্তরে নোত্তরং দদ্যাৎ স্বামিনশ্চ পতিব্রতা।
ন কোপং কুরুতে শুদ্ধা তাড়নঞ্চাপি কোপতঃ॥
ক্ষুধিতং ভোজয়েৎ কান্তং দদ্যাৎ পানঞ্চ তোয়কে
ন বোধয়েৎ তু নিদ্রালুং প্রেরয়ত্যেব কর্ম্মসু॥১১৪
পুত্রাণাঞ্চ শতগুণং স্নেহং কুর্য্যাৎ পতিং সতী।
পতির্বন্ধুর্গতির্ভর্ত্তা দৈবতং কুলযোষিতঃ॥ ১১৫
শুভদৃষ্ট্যা সুধাতুল্যং কান্তং পশ্যতি সুন্দরী।
সস্মিতং বদনং কৃত্বা ভক্তিভাবেন যত্নতঃ॥ ১১৬
পুরুষাণাং সহস্রঞ্চ সতী স্ত্রী চ সমুদ্ধরেৎ।
পতিঃ পতিব্রতানাঞ্চ মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ॥১১৭
নাস্তি তেষাং কর্ম্মভোগঃ সতীনাং ব্রজ তেজসা।
তয়া সার্দ্ধঞ্চ নিষ্কর্ম্মী * মোদতে হরিমন্দিরে॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সতীপাদেষু তান্যপি।
তেজশ্চ সর্ব্বদেবানাং মুনীনাঞ্চ সতীষু চ॥ ১১৯
তপস্বিনাং তপঃ সর্ব্বং ব্রতিনাং যৎ ফলং ব্রজ।
দানে ফলং যদ্দাতৄণাং তৎ সর্ব্বং তাসু সন্ততম্॥
স্বয়ং নারায়ণঃ শম্ভুর্বিধাতা জগতামপি।
সুরাঃ সর্ব্বে চ মুনয়ো ভীতাস্তাভ্যশ্চ সন্ততম্॥
সতীনাং পাদরজসা সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা।
পতিব্রতাং নমস্কৃত্য মুচ্যতে পাতকান্নরঃ॥ ১২২
ত্রৈলোক্যং ভস্মসাৎ কর্ত্তুং ক্ষণেনৈব পতিব্রতা।
স্বতেজসা সমর্থা সা মহাপুণ্যবতী সদা॥ ১২৩
সতীনাঞ্চ পতিঃ সাধ্বাপুত্রো নিঃশঙ্ক এব চ।
ন হি তস্য ভয়ং কিঞ্চিদ্দেবেভ্যশ্চ যমাদপি॥ ১২৪
শতজন্ম-পুণ্যবতাং গেহে জাতা পতিব্রতা।
পতিব্রতাপ্রসূঃ পূতা জীবন্মুক্তঃ পিতা তথা॥১২৫
সতী স্ত্রী প্রাতরুত্থায় ত্যক্ত্বা চ রাত্রিবাসসী।

* নিষ্কামীতি চ ক্বচিৎ।

ভর্ত্তারঞ্চ নমস্কৃত্য করোতি স্তবনং মুদা ॥ ১২৬
গৃহকার্য্যং ততঃ কৃত্বা স্নাত্বা ধৌতে চ বাসসী ।
গৃহীত্বা শুক্লপুষ্পঞ্চ ভক্তিতঃ পূজয়েৎ পতিম্ ॥ ১২৭
স্নাপয়িত্বা চ পূতেন জলেন নির্ম্মলেন চ ।
তস্মৈ দত্ত্বা ধৌতবস্ত্রং তৎপাদৌ ক্ষালয়েন্মুদা ॥
আসনে বাসয়িত্বা চ দত্ত্বা ভালে চ চন্দনম্ ।
সর্ব্বাঙ্গলেপনং কৃত্বা দত্ত্বা মাল্যং গলেঽপি চ ॥
সামবেদোক্তমন্ত্রেণ ভোগদ্রব্যৈঃ সুধোপমৈঃ ।
সম্পূজ্য ভক্তিতঃ কান্তং স্তুত্বা চ প্রণমেন্মুদা ॥
ওঁ নমঃ কান্তায় শান্তে চ সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় স্বাহা ।
ইত্যনেনৈব মন্ত্রেণ দত্ত্বা পুষ্পঞ্চ চন্দনম্ ।
পাদ্যার্ঘ্যধূপদীপাংশ্চ বস্ত্রনৈবেদ্যমুত্তমম্ ॥ ১৩১
জলং সুবাসিতং শুদ্ধং তাম্বূলঞ্চ সুসংস্কৃতম্ ।
দত্ত্বা স্তোত্রঞ্চ প্রপঠেৎ যৎ কৃতং পূর্ব্বমেব চ ॥ ১৩২
নমঃ কান্তায় শাস্ত্রে চ শিবচন্দ্রস্বরূপিণে ।
নমঃ শান্তায় দান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় চ ॥ ১৩৩
নমো ব্রহ্মস্বরূপায় সতীপ্রাণপরায় চ ।
নমস্যায় চ পূজ্যায় হৃদাধারায় তে নমঃ ॥ ১৩৪
পঞ্চপ্রাণাধিদেবায় চক্ষুষস্তারকায় চ ।
জ্ঞানাধারায় পত্নীনাং পরমানন্দদায়িনে ॥ ১৩৫
পতির্ব্রহ্মা পতির্বিষ্ণুঃ পতিরেব মহেশ্বরঃ ।
পতিশ্চ নির্গুণাধারো ব্রহ্মরূপো নমোঽস্তু তে ॥
ক্ষমস্ব ভগবন্ দোষং জ্ঞানাজ্ঞানকৃতঞ্চ যৎ ।
পত্নীবন্ধো দয়াসিন্ধো দাসীদোষং ক্ষমস্ব চ ॥ ১৩৭
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং সৃষ্ট্যাদ্যে পদ্ময়া কৃতম্ ।
সরস্বত্যা চ ধরয়া গঙ্গয়া চ পুরা ব্রজ ॥ ১৩৮
সাবিত্র্যা চ কৃতং পূর্ব্বং ব্রহ্মণে চাপি নিত্যশঃ ।
পার্ব্বত্যা চ কৃতং ভক্ত্যা কৈলাসে শঙ্করায় চ ॥
মুনীনাঞ্চ সুরাণাঞ্চ পত্নীভিশ্চ কৃতং পুরা ।
পতিব্রতানাং সর্ব্বাসাং স্তোত্রমেতচ্ছুভাবহম্ ॥
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং যা শৃণোতি পতিব্রতা ।
নরো বাপি চ নারী বা লভতে সর্ব্ববাঞ্ছিতম্ ॥১৪১
অপুত্রো লভতে পুত্রং নির্দ্ধনো লভতে ধনম্ ।
রোগী চ মুচ্যতে রোগাদ্বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥১৪২
পতিব্রতা চ স্তুত্বা চ তীর্থস্নানফলং লভেৎ ।
ফলঞ্চ সর্ব্বতপসাং ব্রতানাঞ্চ ব্রজেশ্বর ॥ ১৪৩
ইদং স্তুত্বা সতী ভক্ত্যা ভুঙ্ক্তে সা তদনুজ্ঞয়া ।
উক্তঃ পতিব্রতাধর্ম্মো গৃহিণাং শ্রূয়তাং ব্রজ ॥১৪৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে ভগবন্নন্দ-সংবাদে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৩॥

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

দ্বিজদেবার্চ্চনঞ্চৈব করোতি সততং গৃহী ।
স্বধর্ম্মাচরণঞ্চৈব চাতুর্ব্বর্ণ্যঞ্চ নিত্যশঃ ॥ ১
কুর্ব্বন্তি গৃহিণামাশাং সর্ব্বদেবাদয়স্তথা ।
অকৃত্বাতিথিপূজাঞ্চ গৃহস্থশ্চ সদাশুচিঃ ॥ ২
পিতরঃ সর্ব্বকালে চ তিথিকালে চ দেবতাঃ ।
সর্ব্বে গৃহস্থমায়ান্তি নিপানমিব ধেনবঃ ॥ ৩
সমায়াতি প্রযত্নেন সায়াহ্নে ক্ষুধিতোঽতিথিঃ ।
পূজাং লব্ধাশিষং কৃত্বা প্রয়াতি গৃহিণো গৃহাৎ ॥
অকৃত্বাতিথিপূজাঞ্চ গৃহী ভবতি পাতকী ।
ত্রৈলোক্যজনিতং পাপং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে ।
পিতরস্তস্য দেবাশ্চ বহ্নয়শ্চ তথৈব চ ।
নিরাশাঃ প্রতিগচ্ছন্তি অতিথেরপ্রতিগ্রহাৎ ॥ ৬
স্ত্রীঘ্নৈর্গোঘ্নৈঃ কৃতঘ্নৈশ্চ ব্রহ্মঘ্নৈর্গুরুতল্পগৈঃ ।
তুল্যদোষো ভবত্যেভির্যস্যাতিথিরনর্চ্চিতঃ ॥ ৭
স্বাত্মনঃ পাতকং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ।
তস্মাৎ কৃত্বা সর্ব্বসেবাং দেবাদীংশ্চ শুভাশয়ঃ ॥
পোষ্যাণাং ভরণং কৃত্বা পশ্চাদ্ভুঙ্ক্তে স্বধর্ম্মবিৎ ।
যস্য মাতা গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চ পুংশ্চলী তথা ।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥ ৯
পতিং দ্বেষ্টি সদা দুষ্টা বিষতুল্যঞ্চ পশ্যতি ।
দদাতি তস্মৈ নাহারং ভর্ৎসনং কুরুতে সদা ॥১০
পূজিতং মুনিতুল্যঞ্চ সা চ পাপীয়সী পরম্ ।
সততং তৃণবন্মত্বা হুঙ্কারং কুরুতে সদা ॥ ১১
দুর্ব্বাক্যবহ্নিনা দগ্ধো মৃততুল্যশ্চ জীবতি ।
যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং সম্প্রাপ্য দুষ্টবংশজাম্ ॥ ১২
গৃহিণীনাং সদাচারঃ শ্রূয়তাং যঃ শ্রুতৌ শ্রুতঃ ।
গৃহিণী পতিভক্তা চ দেবব্রাহ্মণপূজিতা ॥ ১৩

সা শুদ্ধা প্রাতরুত্থায় নমস্কৃত্য পতিং সুরম্।
প্রাঙ্গণে মণ্ডলং দদ্যাদ্গোময়েন জলেন চ ॥ ১৪
গৃহকৃত্যঞ্চ কৃত্বা চ স্নাত্বা গত্বা গৃহং সতী।
সুরং বিপ্রং পতিং নত্বা পূজয়েদ্গৃহদেবতাম্ ॥
গৃহকৃত্যং সুনির্ব্বর্ত্ত্য ভোজয়িত্বা পতিং সতী।
অতিথিং পূজয়িত্বা চ স্বয়ং ভুঙ্ক্তে সুখং সতী ॥
পুত্রৈশ্চ পূজিতস্তাতঃ শিষ্যৈশ্চ পূজিতো গুরুঃ।
আজ্ঞয়া কুরুতে কর্ম্ম পুত্রঃ শিষ্যশ্চ ভৃত্যবৎ ॥ ১৭
ন প্রেরয়েদ্গুরুং তাতং পুত্রঃ শিষ্যশ্চ কর্ম্মসু।
পিত্রে চ গুরবে নিত্যং সর্ব্বস্বঞ্চ সমর্পয়েৎ ॥ ১৮
ন কুর্য্যান্নরবুদ্ধিঞ্চ গুরৌ পিতরি সন্ততম্।
কৃত্বা চ নরবুদ্ধিং স ব্রহ্মহত্যাং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥ ১৯
মাতরং পূজয়েদ্ভক্ত্যা পিতুশ্চাপ্যধিকং তথা।
মাতুঃ পরং গুরুঞ্চৈব পূজয়েদ্ভক্তিযোগতঃ ॥ ২০
পিতা মাতা গুরুর্ভার্য্যা শিষ্যঃ পুত্রঃ সদাশ্রমঃ।
অনাথা ভগিনী কন্যা নিত্যং পোষ্যা গুরুপ্রিয়া ॥
এবঞ্চ কথিতং তাত সর্ব্বেষাং ধর্ম্মমুত্তমম্।
স্ত্রীজাতির্বাস্তবী শুদ্ধা তাশ্চ সর্ব্বাঃ পতিব্রতাঃ ॥
সর্ব্বা জাতিরেকবিধা আদৌ সৃষ্টা চ ব্রহ্মণা।
তাঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতেরংশাঃ পবিত্রাঃ পণ্ডিতাধিকাঃ ॥
কেদারকন্যাশাপেন যদা ধর্ম্মঃ ক্ষয়ং গতঃ।
তদা কোপেন ধাত্রা চ কৃত্যা স্ত্রী চ বিনির্ম্মিতা ॥
কৃত্যা স্ত্রী ত্রিবিধা-জাতির্ব্রহ্মণা নির্ম্মিতা পুরা।
উত্তমা প্রথমা সা চ মধ্যমা চাধমা ব্রজ ॥ ২৫
উত্তমা পতিভক্তা সা কিঞ্চিদ্ধর্ম্মসমন্বিতা।
প্রাণান্তেঽপি ন কুরুতে তং জারমযশস্করম্ ॥
পূজয়েৎ সা যথা কান্তং তথা দেবদ্বিজাতিথিম্।
ব্রতানি চোপবাসাংশ্চ কুরুতে সর্ব্বপূজনম্ ॥ ২৭
গুরুণা রক্ষিতা যত্নাজ্জারঞ্চ ন ভজেত্তস্মাৎ।
সা কৃত্রিমা মধ্যমা চ যথা কিঞ্চিৎ পতিং ভজেৎ ॥
স্থানং নাস্তি ক্ষণং নাস্তি নাস্তি প্রার্থয়িতা নরঃ।
তেন হে নন্দ তাসাঞ্চ সতীত্বমুপজায়তে ॥ ২৯
অধমা পরমা দুষ্টাঽত্যন্তাসদ্বংশজা তথা।
অধর্ম্মশীলা দুঃশীলা দুর্ম্মুখা কলহান্বিতা ॥ ৩০
পতিং ভর্ৎসয়তে নিত্যং জারঞ্চ সেবয়েৎ সদা।
দুঃখং দদাতি কান্তায় বিষতুল্যঞ্চ পশ্যতি ॥ ৩১
জারদ্বারমুপায়েন হন্তি কান্তং মনোহরম্।
ধর্ম্মিষ্ঠঞ্চ বরিষ্ঠঞ্চ গরিষ্ঠঞ্চ মহীতলে ॥ ৩২
কামদেবসমঞ্চাপি জারং পশ্যতি কামতঃ।
শুভদৃষ্ট্যা কটাক্ষেণ শশ্বৎ পাপীয়সী মুদা ॥ ৩৩
সুবেশং পুরুষং দৃষ্ট্বা যুবানং রতিশূরকম্।
যোনিং ক্লিদ্যতি তাসাঞ্চ কামুকীনাং নিরন্তরম্ ॥
দদাতি ভর্ত্রে নাহারং বিষোক্তিং বক্তি সন্ততম্।
অধর্ম্মং চিন্তয়েৎ শশ্বজ্জারঞ্চ পরমং মুদা ॥ ৩৫
গুরুভির্ভর্ৎসিতা সা চ রক্ষিতা চ শতেন চ।
তথাপি জারং কুরুতে নাপি সাধ্যা নৃপৈরপি ॥
নাস্তি তস্যাঃ প্রিয়ং কিঞ্চিৎ সর্ব্বং কার্য্যবশেন চ
গাবস্তৃণমিবারণ্যে প্রার্থয়ন্তি নবং নবম্ ॥ ৩৭
বিদ্যুদ্ভাসা জলে রেখা তস্যাঃ প্রীতিস্তথৈব চ।
অধর্ম্মযুক্তা সততং কপটং বক্তি নিশ্চিতম্ ॥ ৮
ব্রতে তপসি ধর্ম্মে চ ন মনো গৃহকর্ম্মণি।
ন গুরৌ ন চ দেবেষু জারে স্নিগ্ধঞ্চ চঞ্চলম্ ॥ ৩৯
স্ত্রীজাতিত্রিবিধানঞ্চ কথা চ কথিতা ময়া।
ভক্তানাং ত্রিবিধানাঞ্চ লক্ষণং শ্রূয়তামিতি ॥ ৪০
তৃণশয্যারতো ভক্তো মন্নামগুণকীর্ত্তিষু।
মনো নিবেশয়েৎ ত্যক্ত্বা সংসারসুখকারণম্ ॥
ধ্যায়তে মৎপদাব্জঞ্চ পূজয়েদ্ভক্তিভাবতঃ।
শ্রীহেতুঃ কিং তস্য দেবঃ সঙ্কল্পরহিতস্য চ ॥ ৪২
সর্ব্বসিদ্ধিং ন বাঞ্ছন্তি তেঽণিমাদিকমীপ্সিতম্।
ব্রহ্মত্বমমরত্বং বা সুরত্বং সুখকারণম্।
দাস্যং বিনা ন হীচ্ছন্তি সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্ ॥
নৈব নির্ব্বাণমুক্তিঞ্চ সুধাপানমভীপ্সিতম্।
বাঞ্ছন্তি নিশ্চলাং ভক্তিং মদীয়ামতুলামপি ॥ ৪৪
স্ত্রী-পুংবিভেদো নাস্ত্যেবং সর্ব্বজীবেষভিন্নতা।
তেষাং সিদ্ধেশ্বরাণাঞ্চ প্রবরাণাং ব্রজেশ্বর ॥ ৪৫
ক্ষুৎপিপাসাদিকং নিদ্রাং লোভমোহাদিকং রিপুম্
ত্যক্ত্বা দিবানিশং মাঞ্চ ধ্যায়তে চ দিগম্বরঃ ॥ ৪৬
স মদ্ভক্তোত্তমো নন্দ শ্রূয়তাং মধ্যমাদিকম্ ॥ ৪৭
নাসক্তঃ কর্ম্মসু গৃহী পূর্ব্বপ্রাক্তনতঃ শুচিঃ।
করোতি সততঞ্চৈব পূর্ব্বকর্ম্মনিকৃন্তনম্ ॥ ৪৮
ন করোত্যপরং যত্নাৎ সঙ্কল্পরহিতশ্চ সঃ।
সর্ব্বং কৃষ্ণস্য যৎকিঞ্চিন্নাহং কর্ত্তা চ কর্ম্মণঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা সততং চিন্তয়েদিতি ॥ ৪৯
ন্যূনভক্তশ্চ তন্ন্যূনঃ স চ প্রাকৃতিকঃ শ্রুতৌ।
যমং বা যমদূতং বা স্বপ্নে স চ ন পশ্যতি ॥ ৫০
পুরুষাণাং সহস্রঞ্চ পূর্ব্বভক্তঃ সমুদ্ধরেৎ।

ভর্ত্তারঞ্চ নমস্কৃত্য করোতি স্তবনং মুদা ॥ ১২৬
গৃহকার্য্যং ততঃ কৃত্বা স্নাত্বা ধৌতে চ বাসসী ।
গৃহীত্বা শুক্লপুষ্পঞ্চ ভক্তিতঃ পূজয়েৎ
পতিম্ ॥ ১২৭
স্নাপয়িত্বা চ পূতেন জলেন নির্ম্মলেন চ ।
তস্মৈ দত্ত্বা ধৌতবস্ত্রং তৎপাদৌ ক্ষালয়েন্মুদা ॥
আসনে বাসয়িত্বা চ দত্ত্বা ভালে চ চন্দনম্ ।
সর্ব্বাঙ্গলেপনং কৃত্বা দত্ত্বা মাল্যং গলেঽপি চ ॥
সামবেদোক্তমন্ত্রেণ ভোগদ্রব্যৈঃ সুধোপমৈঃ ।
সম্পূজ্য ভক্তিতঃ কান্তং স্তুত্বা চ প্রণমেন্মুদা ॥
ওঁ নমঃ কান্তায় শান্তে চ সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় স্বাহা ।
ইত্যনেনৈব মন্ত্রেণ দত্ত্বা পুষ্পঞ্চ চন্দনম্ ।
পাদ্যার্ঘ্যধূপদীপাংশ্চ বস্ত্রনৈবেদ্যমুত্তমম্ ॥ ১৩১
জলং সুবাসিতং শুদ্ধং তাম্বূলঞ্চ সুসংস্কৃতম্ ।
দত্ত্বা স্তোত্রঞ্চ প্রপঠেৎ যৎ কৃতং পূর্ব্ব-
মেব চ ॥ ১৩২
নমঃ কান্তায় শাস্ত্রে চ শিবচন্দ্রস্বরূপিণে ।
নমঃ শান্তায় দান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় চ ॥ ১৩৩
নমো ব্রহ্মস্বরূপায় সতীপ্রাণপরায় চ ।
নমস্যায় চ পূজ্যায় হৃদাধারায় তে নমঃ ॥ ১৩৪
পঞ্চপ্রাণাধিদেবায় চক্ষুষস্তারকায় চ ।
জ্ঞানাধারায় পত্নীনাং পরমানন্দদায়িনে ॥ ১৩৫
পতির্ব্রহ্মা পতির্বিষ্ণুঃ পতিরেব মহেশ্বরঃ ।
পতিশ্চ নির্গুণাধারো ব্রহ্মরূপো নমোঽস্তু তে ॥
ক্ষমস্ব ভগবন্ দোষং জ্ঞানাজ্ঞানকৃতঞ্চ যৎ ।
পত্নীবন্ধো দয়াসিন্ধো দাসীদোষং ক্ষমস্ব চ ॥ ১৩৭
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং সৃষ্ট্যাদৌ পদ্ময়া কৃতম্ ।
সরস্বত্যা চ ধরয়া গঙ্গয়া চ পুরা ব্রজ ॥ ১৩৮
সাবিত্র্যা চ কৃতং পূর্ব্বং ব্রহ্মণে চাপি নিত্যশঃ ।
পার্ব্বত্যা চ কৃতং ভক্ত্যা কৈলাসে শঙ্করায় চ ॥
মুনীনাঞ্চ সুরাণাঞ্চ পত্নীভিশ্চ কৃতং পুরা ।
পতিব্রতানাং সর্ব্বাসাং স্তোত্রমেতচ্ছুভাবহম্ ॥
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং যা শৃণোতি পতিব্রতা ।
নরো বাপি চ নারী বা লভতে সর্ব্ববাঞ্ছিতম্ ॥১৪১
অপুত্রো লভতে পুত্রং নির্দ্ধনো লভতে ধনম্ ।
রোগী চ মুচ্যতে রোগাদ্বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥১৪২
পতিব্রতা চ স্তুত্বা চ তীর্থস্নানফলং লভেৎ ।
ফলঞ্চ সর্ব্বতপসাং ব্রতানাঞ্চ ব্রজেশ্বর ॥ ১৪৩
ইদং স্তুত্বা সতী ভক্ত্যা ভুঙ্ক্তে সা তদনুজ্ঞয়া ।
উক্তঃ পতিব্রতাধর্ম্মো গৃহিণাং শ্রূয়তাং ব্রজ ॥১৪৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-
খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে ভগবন্নন্দ-
সংবাদে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৩॥

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

দ্বিজদেবার্চ্চনঞ্চৈব করোতি সততং গৃহী ।
স্বধর্ম্মাচরণঞ্চৈব চাতুর্ব্বর্ণ্যঞ্চ নিত্যশঃ ॥ ১
কুর্ব্বন্তি গৃহিণামাশাং সর্ব্বদেবাদয়স্তথা ।
অকৃত্বাতিথিপূজাঞ্চ গৃহস্থশ্চ সদাশুচিঃ ॥ ২
পিতরঃ সর্ব্বকালে চ তিথিকালে চ দেবতাঃ ।
সর্ব্বে গৃহস্থমায়ান্তি নিপানমিব ধেনবঃ ॥ ৩
সমায়াতি প্রযত্নেন সায়াহ্নে ক্ষুধিতোঽতিথিঃ ।
পূজাং লব্ধাশিষং কৃত্বা প্রয়াতি গৃহিণো গৃহাৎ ॥
অকৃত্বাতিথিপূজাঞ্চ গৃহী ভবতি পাতকী ।
ত্রৈলোক্যজনিতং পাপং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে ।
পিতরস্তস্য দেবাশ্চ বহ্নয়শ্চ তথৈব চ ।
নিরাশাঃ প্রতিগচ্ছন্তি অতিথেরপ্রতিগ্রহাৎ ॥ ৬
স্ত্রীঘ্নৈর্গোঘ্নৈঃ কৃতঘ্নৈশ্চ ব্রহ্মঘ্নৈর্গুরুতল্পগৈঃ ।
তুল্যদোষো ভবত্যেভির্যস্যাতিথিরনর্চ্চিতঃ ॥ ৭
স্বাত্মনঃ পাতকং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ।
তস্মাৎ কৃত্বা সর্ব্বসেবাং দেবাদীংশ্চ শুভাশয়ঃ ॥
পোষ্যাণাং ভরণং কৃত্বা পশ্চাদ্ভুঙ্ক্তে স্বধর্ম্মবিৎ ।
যস্য মাতা গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চ পুংশ্চলী তথা ।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥ ৯
পতিং দ্বেষ্টি সদা দুষ্টা বিষতুল্যঞ্চ পশ্যতি ।
দদাতি তস্মৈ নাহারং ভর্ৎসনং কুরুতে সদা ॥১০
পূজিতং মুনিতুল্যঞ্চ সা চ পাপীয়সী পরম্ ।
সততং তৃণবন্মত্বা হুঙ্কারং কুরুতে সদা ॥ ১১
দুর্ব্বাক্যবহ্নিনা দগ্ধো মৃততুল্যশ্চ জীবতি ।
যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং সম্প্রাপ্য দুষ্টবংশজাম্ ॥ ১২
গৃহিণীনাং সদাচারঃ শ্রূয়তাং যঃ শ্রুতৌ শ্রুতঃ ।
গৃহিণী পতিভক্তা চ দেবব্রাহ্মণপূজিতা ॥ ১৩

সা শুদ্ধা প্রাতরুত্থায় নমস্কৃত্য পতিং সুরম্।
প্রাঙ্গণে মণ্ডলং দদ্যাদ্গোময়েন জলেন চ ॥ ১৪
গৃহকৃত্যঞ্চ কৃত্বা চ স্নাত্বা গত্বা গৃহং সতী।
সুরং বিপ্রং পতিং নত্বা পূজয়েদ্গৃহদেবতাম্ ॥
গৃহকৃত্যং সুনির্ব্বর্ত্ত্য ভোজয়িত্বা পতিং সতী।
অতিথিং পূজয়িত্বা চ স্বয়ং ভুঙ্ক্তে সুখং সতী ॥
পুত্রৈশ্চ পূজিতস্তাতঃ শিষ্যৈশ্চ পূজিতো গুরুঃ।
আজ্ঞয়া কুরুতে কর্ম্ম পুত্রঃ শিষ্যশ্চ ভৃত্যবৎ ॥ ১৭
ন প্রেরয়েদ্গুরুং তাতং পুত্রঃ শিষ্যশ্চ কর্ম্মসু।
পিত্রে চ গুরবে নিত্যং সর্ব্বস্বঞ্চ সমর্পয়েৎ ॥ ১৮
ন কুর্য্যান্নরবুদ্ধিঞ্চ গুরৌ পিতরি সন্ততম্।
কৃত্বা চ নরবুদ্ধিং স ব্রহ্মহত্যাং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥ ১৯
মাতরং পূজয়েদ্ভক্ত্যা পিতুশ্চাপ্যধিকং তথা।
মাতুঃ পরং গুরুঞ্চৈব পূজয়েদ্ভক্তিযোগতঃ ॥ ২০
পিতা মাতা গুরুর্ভার্য্যা শিষ্যঃ পুত্রঃ সদাক্ষমঃ।
অনাথা ভগিনী কন্যা নিত্যং পোষ্যা গুরুপ্রিয়া ॥
এবঞ্চ কথিতং তাত সর্ব্বেষাং ধর্ম্মমুত্তমম্।
স্ত্রীজাতির্বাস্তবী শুদ্ধা তাশ্চ সর্ব্বাঃ পতিব্রতাঃ ॥
সর্ব্বা জাতিরেকবিধা আদৌ সৃষ্টা চ ব্রহ্মণা।
তাঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতেরংশাঃ পবিত্রাঃ পণ্ডিতাধিকাঃ ॥
কেদারকন্যাশাপেন যদা ধর্ম্মঃ ক্ষয়ং গতঃ।
তদা কোপেন ধাত্রা চ কৃত্যা স্ত্রী চ বিনির্ম্মিতা ॥
কৃত্যা স্ত্রী ত্রিবিধা-জাতির্ব্রহ্মণা নির্ম্মিতা পুরা।
উত্তমা প্রথমা সা চ মধ্যমা চাধমা ব্রজ ॥ ২৫
উত্তমা পতিভক্তা সা কিঞ্চিদ্ধর্ম্মসমন্বিতা।
প্রাণান্তেঽপি ন কুরুতে তং জারমযশস্করম্ ॥
পূজয়েৎ সা যথা কান্তং তথা দেবদ্বিজাতিথিম্।
ব্রতানি চোপবাসাংশ্চ কুরুতে সর্ব্বপূজনম্ ॥ ২৭
গুরুণা রক্ষিতা যত্নাজ্জারঞ্চ ন ভজেত্তস্মাৎ।
সা কৃত্রিমা মধ্যমা চ যথা কিঞ্চিৎ পতিং ভজেৎ ॥
স্থানং নাস্তি ক্ষণং নাস্তি নাস্তি প্রার্থয়িতা নরঃ।
তেন হে নন্দ তাসাঞ্চ সতীত্বমুপজায়তে ॥ ২৯
অধমা পরমা দুষ্টাঽত্যন্তাসদ্বংশজা তথা।
অধর্ম্মশীলা দুঃশীলা দুর্ম্মুখা কলহান্বিতা ॥ ৩০
পতিং ভর্ৎসয়তে নিত্যং জারঞ্চ সেবয়েৎ সদা।
দুঃখং দদাতি কান্তায় বিষতুল্যঞ্চ পশ্যতি ॥ ৩১
জারদ্বারমুপায়েন হন্তি কান্তং মনোহরম্।
ধর্ম্মিষ্ঠঞ্চ বরিষ্ঠঞ্চ গরিষ্ঠঞ্চ মহীতলে ॥ ৩২
কামদেবসমঞ্চাপি জারং পশ্যতি কামতঃ।
শুভদৃষ্ট্যা কটাক্ষেণ শশ্বৎ পাপীয়সী মুদা ॥ ৩৩
সুবেশং পুরুষং দৃষ্ট্বা যুবানং রতিশূরকম্।
যোনিঃ ক্লিদ্যতি তাসাঞ্চ কামুকীনাং নিরন্তরম্ ॥
দদাতি ভর্ত্রে নাহারং বিষোক্তিং বক্তি সন্ততম্।
অধর্ম্মং চিন্তয়েৎ শশ্বজ্জারঞ্চ পরমং মুদা ॥ ৩৫
গুরুভির্ভর্ৎসিতা সা চ রক্ষিতা চ শতেন চ।
তথাপি জারং কুরুতে নাপি সাধ্যা নৃপৈরপি ॥
নাস্তি তস্যাঃ প্রিয়ং কিঞ্চিৎ সর্ব্বং কার্য্যবশেন চ
গাবস্তৃণমিবারণ্যে প্রার্থয়ন্তি নবং নবম্ ॥ ৩৭
বিদ্যুদ্ভাসা জলে রেখা তস্যাঃ প্রীতিস্তথৈব চ।
অধর্ম্মযুক্তা সততং কপটং বক্তি নিশ্চিতম্ ॥ ৩৮
ব্রতে তপসি ধর্ম্মে চ ন মনো গৃহকর্ম্মণি।
ন গুরৌ ন চ দেবেষু জারে স্নিগ্ধঞ্চ চঞ্চলম্ ॥ ৩৯
স্ত্রীজাতিত্রিবিধানঞ্চ কথা চ কথিতা ময়া।
ভক্তানাং ত্রিবিধানাঞ্চ লক্ষণং শ্রূয়তামিতি ॥ ৪০
তৃণশয্যারতো ভক্তো মন্নামগুণকীর্ত্তিষু।
মনো নিবেশয়েৎ ত্যক্ত্বা সংসারসুখকারণম্ ॥
ধ্যায়তে মৎপদাব্জঞ্চ পূজয়েদ্ভক্তিভাবতঃ।
শ্রীহেতুঃ কিং তস্য দেবঃ সঙ্কল্পরহিতস্য চ ॥ ৪২
সর্ব্বসিদ্ধিং ন বাঞ্ছন্তি তেঽণিমাদিকমীপ্সিতম্।
ব্রহ্মত্বমমরত্বং বা সুরত্বং সুখকারণম্।
দাস্যং বিনা ন হীচ্ছন্তি সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্ ॥
নৈব নির্ব্বাণমুক্তিঞ্চ সুধাপানমভীপ্সিতম্।
বাঞ্ছন্তি নিশ্চলাং ভক্তিং মদীয়ামতুলামপি ॥ ৪৪
স্ত্রী-পুংবিভেদো নাস্ত্যেবং সর্ব্বজীবেষভিন্নতা।
তেষাং সিদ্ধেশ্বরাণাঞ্চ প্রবরাণাং ব্রজেশ্বর ॥ ৪৫
ক্ষুৎপিপাসাদিকং নিদ্রাং লোভমোহাদিকং রিপুম্
ত্যক্ত্বা দিবানিশং মাঞ্চ ধ্যায়তে চ দিগম্বরঃ ॥ ৪৬
স মদ্ভক্তোত্তমো নন্দ শ্রূয়তাং মধ্যমাদিকম্ ॥ ৪৭
নাসক্তঃ কর্ম্মসু গৃহী পূর্ব্বপ্রাক্তনতঃ শুচিঃ।
করোতি সততঞ্চৈব পূর্ব্বকর্ম্মনিকৃন্তনম্ ॥ ৪৮
ন করোত্যপরং যত্নাৎ সঙ্কল্পরহিতশ্চ সঃ।
সর্ব্বং কৃষ্ণস্য যৎকিঞ্চিন্নাহং কর্ত্তা চ কর্ম্মণঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা সততং চিন্তয়েদিতি ॥ ৪৯
ন্যূনভক্তশ্চ তন্ন্যূনঃ স চ প্রাকৃতিকঃ শ্রুতৌ।
যমং বা যমদূতং বা স্বপ্নে স চ ন পশ্যতি ॥ ৫০
পুরুষাণাং সহস্রঞ্চ পূর্ব্বভক্তঃ সমুদ্ধরেৎ।

পুংসাং শতং মধ্যমশ্চ তচ্চতুর্থঞ্চ প্রাকৃতঃ ॥ ৫১
ভক্তশ্চ ত্রিবিধস্তাত কথিতশ্চ তবাজ্ঞয়া ।
ব্রহ্মাণ্ডরচনাখ্যানং শ্রূয়তাং সাবধানতঃ ॥ ৫২
ব্রহ্মাণ্ডরচনার্থঞ্চ ভক্তা জানন্তি যত্নতঃ ।
মুনয়শ্চ সুরাঃ সন্তঃ কিঞ্চিজ্জানন্তি দুঃখতঃ ॥ ৫৩
জানামি বিশ্বসর্ব্বার্থং ব্রহ্মানন্তো মহেশ্বরঃ ।
ধর্ম্মঃ সনৎকুমারশ্চ নর-নারায়ণাবৃষী ॥ ৫৪
কপিলশ্চ গণেশশ্চ দুর্গা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ।
দেবাশ্চ দেবমাতা চ সর্ব্বজ্ঞা রাধিকা স্বয়ম্ ॥ ৫৫
এতে জানন্তি বিশ্বার্থং নান্যো জানাতি কশ্চন ।
বিশ্বস্যার্থঞ্চ (ক) সুধিয়ঃ সর্ব্বে বিজ্ঞাতুমক্ষমাঃ ॥ ৫৬
নিত্যাকাশো যথাত্মা চ তথা নিত্যা দিশো দশ ।
যথা নিত্যা চ প্রকৃতিস্তথৈব বিশ্বগোলকঃ ।
গোলোকশ্চ যথা নিত্যস্তথা বৈকুণ্ঠ এব চ ॥ ৫৭
একদা ময়ি গোলোকে রাসে নৃত্যং প্রকুর্ব্বতি(খ)
আবির্ভূতা চ বামাঙ্গাদ্বালা ষোড়শবার্ষিকী ।
শ্বেতচম্পকবর্ণাভা শরচ্চন্দ্রসমপ্রভা ॥ ৫৮
অতীব সুন্দরী রামা রমণীনাং পরাৎপরা ।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যা কোমলাঙ্গী মনোহরা ॥ ৫৯
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা রত্নাভরণভূষিতা ।
যথা জলদপঙ্‌ক্তিশ্চ বলাকাভির্বিভূষিতা ॥ ৬০
সিন্দুরবিন্দুনা চারু-চন্দ্রচন্দনবিন্দুভিঃ ।
কস্তূরীবিন্দুভিঃ সার্দ্ধং সীমন্তাধঃস্থলোজ্জ্বলা ।
রত্নকুণ্ডলযুগেন গণ্ডস্থলসমুজ্জ্বলা ॥ ৬১
কুঙ্কুমারক্তকস্তূরী-চারুচন্দনপত্রকৈঃ ।
বিচিত্রৈশ্চ সুচিত্রৈশ্চ সুকপোলস্থলোজ্জ্বলা ॥৬২
খগেন্দ্রচঞ্চুবিজিত-নাসা চার্ব্বী সুশোভিতা ।
গজেন্দ্রগণ্ডনির্ম্মুক্ত-মুক্তাভূষণভূষিতা ॥ ৬৩
শুক্ত্যা (গ) বিমুক্ত মুক্তাভ-দন্তপঙ্‌ক্তিমনোহরা ।
বনিতা ললিতাতীব-পক্কবিম্বাধরা বরা ॥ ৬৪
শশ্বৎপূর্ণেন্দুনিন্দ্যাস্যা পদ্মনিন্দিতলোচনা ।
কৃষ্ণসারনিভোদ্ভিন্ন-সুচারুকজ্জলোজ্জ্বলা ॥ ৬৫

অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ-কেয়ূরকঙ্কণোজ্জ্বলা ।
মণীন্দ্রসাররাজীভিঃ শঙ্খযুগ্মকরোজ্জ্বলা ॥ ৬৬
রত্নাঙ্গুরীয়কৈরেভিরমৃতাঙ্গুলিভূষিতা ।
রত্নেন্দ্রসাররাজেন ক্বণন্মঞ্জীররঞ্জিতা ॥ ৬৭
রত্নপাশকরাজীভিঃ পাদাঙ্গুলিবিরাজিতা ।
সুন্দরালক্তরাগেণ চরণাধঃস্থলোজ্জ্বলা ॥ ৬৮
গজেন্দ্রগামিনী বামা কামিনী বামলোচনা ।
মাং দদর্শ কটাক্ষেণ রমণী রমণোৎসুকা ॥ ৬৯
রাসে সম্ভূয় বামা সা দধাব পুরতো মম ।
তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরাবিদ্ভিঃ প্রপূজিতা ॥ ৭০
প্রকৃষ্টা প্রকৃতিশ্চাস্যাস্তেন প্রকৃতিরীশ্বরী ।
শক্তা স্যাৎ সর্ব্বকার্য্যেষু তেন শক্তিঃ প্রকীর্ত্তিতা
সর্ব্বাধারা সর্ব্বরূপা মঙ্গলার্হা চ সর্ব্বতঃ ।
সর্ব্বমঙ্গলদক্ষা সা তেন স্যাৎ সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ৭২
বৈকুণ্ঠে সা মহালক্ষ্মীর্মূর্ত্তিভেদে সরস্বতী ।
প্রসূয় বেদান্ বিদিতা বেদমাতা চ সা সদা ॥ ৭৩
সাবিত্রী সা চ গায়ত্রী ধাত্রী ত্রিজগতামপি ।
পুরা সংহৃত্য দুর্গঞ্চ সা দুর্গা চ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৭৪
তেজঃসু সর্ব্বদেবানামাবির্ভূতা পুরা সতী ।
তেনাদ্যা প্রকৃতির্জ্ঞেয়া সর্ব্বাসুরবিমর্দ্দিনী ॥ ৭৫
সর্ব্বানন্দা চ সানন্দা দুঃখদারিদ্র্যনাশিনী ।
শত্রূণাং ভয়দাত্রী চ ভক্তানাং ভয়হারিণী ॥ ৭৬
দক্ষকন্যা সতী সা চ শৈলজা তেন পার্ব্বতী ।
সর্ব্বাধারস্বরূপা সা কলয়া সা বসুন্ধরা ॥ ৭৭
কলয়া তুলসী গঙ্গা কলয়া সর্ব্বযোষিতঃ ।
সৃষ্টিং করোমি চ ময়া তয়া শক্ত্যা পুনঃপুনঃ ॥
দৃষ্ট্বা তাং রাসমধ্যস্থাং মম ক্রীড়া তয়া সহ ।
বভূব সুচিরং তাত যাবদ্বৈ ব্রহ্মণঃ শতম্ ।
অত্যদ্ভুতং কৌতুকঞ্চ মহাশৃঙ্গারমীপ্সিতম্ ॥ ৭৯
তয়োর্দ্বয়োর্ঘর্ম্মরাশিঃ সুস্রাব রাসমণ্ডলে ।
তস্মান্মনোহরং জজ্ঞে নিরাকারসরোবরম্ ॥ ৮০
পপাত ধর্ম্মধারাধো বেগেন বিশ্বগোলকে ।
বভূব জলপূর্ণঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ গোলকম্ ॥ ৮১
জলপূর্ণং পুরা সর্ব্বং সৃষ্টিশূন্যং ব্রজেশ্বর ॥ ৮২
শৃঙ্গারান্তে চ তস্যাঞ্চ বীর্য্যাধানং ময়া কৃতম্ ।
দধার গর্ভং সা রাধা যাবদ্বৈ ব্রহ্মণঃ শতম্ ॥ ৮৩
সুষাব সা তদন্তে চ ডিম্বং তৎপরমাদ্ভুতম্ ।
চকোপ দেবী তং দৃষ্ট্বা রুরোদ বিষসাদ সা ॥ ৮৪

(ক) বৈষম্যার্থঞ্চ ইতি ক্বচিৎ ।
(খ) "একদাপি চ গোলোকে রাসো নিত্যং মম ব্রজ ।" ইতি পাঠান্তরম্ ।
(গ) সুক্ত্যা ইতি পাঠান্তরম্ ।

পাদেন প্রেরয়ামাস তদধো বিশ্বগোলকে।
স পপাত জলে জাতঃ সর্ব্বাধারো মহান্ বিরাট্ ॥
দৃষ্টাপত্যং জলস্থঞ্চ ময়া শপ্তা চ সা পুরা।
অনপত্যা চ সা রাধা মচ্ছাপেন পুরা বিভো ॥৮৬
তেনাপ্রসূতাঃ ক্রমতো দুর্গা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
চতস্রঃ পূর্ণরূপা সা প্রসূতাশ্চ সুনিশ্চিতম্ ॥ ৮৭
দেব্যোঽন্যাশ্চাপি কামিন্যো নাপ্রসূতা ব্রজেশ্বর।
কলয়া প্রভবো যাসাং কলাংশাংশেন বা ব্রজ ॥৮৮
জজ্ঞে মহাবিরাট্ তেন ডিম্বেন কপয়াশ্রয়ঃ।
অমৃতাঙ্গুষ্ঠপীযূষং ময়া দত্তং পপৌ চ সঃ ॥ ৮৯
জলে স্থাবররূপশ্চ স শেতে নিজকর্ম্মণঃ।
উপাধানং জগৎ তল্পং তস্য যোগবলেন চ ॥ ৯০
তস্য লোম্নাঞ্চ কূপানি জলপূর্ণানি সন্ততম্।
প্রত্যেকং ক্রমতস্তেষু শেতে ক্ষুদ্রবিরাট্ পুনঃ ॥৯১
সহস্রপত্রং কমলং জজ্ঞে ক্ষুদ্রস্য নাভিতঃ।
তত্র জজ্ঞে যতো ব্রহ্মা তেনায়ং কমলোদ্ভবঃ ॥৯২
তত্রাবির্ভূয় স বিধিশ্চিন্তাব্যগ্রো বভূব হ।
কস্মাদ্দেহঃ ক মাতা মে পিতা বা ক চ বান্ধবঃ ॥
দিব্যং ত্রিলক্ষবর্ষঞ্চ বভ্রাম কমলান্তরে।
ততো দণ্ডে পঞ্চলক্ষং সস্মার তপসা চ মাম্ ॥৯৪
তদা ময়া দত্তমন্ত্রং জজাপ কমলান্তরে।
দিব্যবর্ষসপ্তলক্ষং নিয়তং সংযতঃ শুচিঃ ॥ ৯৫
তদা মত্তো বরং লব্ধ্বা স্রষ্টা সৃষ্টিং চকার সঃ।
মায়য়া প্রতিব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মকাঃ ॥ ৯৬
দিক্‌পালা দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রাশ্চৈকাদশাপি বা।
নবগ্রহাষ্টৌ বসবো দেবাঃ কোটিত্রয়স্তথা ॥ ৯৭
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্র-বিট্-শূদ্রা যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরাঃ।
ভূতাদয়ো রাক্ষসাশ্চাপ্যেবং সর্ব্বং চরাচরম্।
বিশ্বে বিশ্বে বিনির্ম্মাণাঃ স্বর্গাঃ সপ্ত ক্রমেণ চ ॥
সপ্তসাগরসংযুক্তা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
কাঞ্চনীভূমিসংযুক্তা তমোযুক্তস্থলং ততঃ ॥ ৯৯
পাতালাশ্চ তথা সপ্ত ব্রহ্মাণ্ডমেভিরেব চ।
বিশ্বে বিশ্বে চন্দ্রসূর্য্যৌ পুণ্যক্ষেত্রঞ্চ ভারতম্।
তীর্থান্যেতানি সর্ব্বত্র গঙ্গাদীনি ব্রজেশ্বর ॥ ১০০
যাবন্তি রোমকূপাণি মহাবিষ্ণোঃ ক্রমেণ চ।
বিশ্বান্যেতানি তাবন্তি হ্যসংখ্যানি পিতঃ ধ্রুবম্ ॥
বিশ্বেষামূর্দ্ধভাগে চ বৈকুণ্ঠশ্চ নিরাশ্রয়ঃ।
মদিচ্ছয়া বিনির্ম্মাণো বেদাঃ কথিতুমক্ষমাঃ ॥ ১০২
কুযোগিনামদৃষ্টশ্চাপ্যভক্তানাঞ্চ নিশ্চিতম্।
তস্মাদুপরি গোলোকঃ পঞ্চাশৎকোটিযোজনে ॥১০৩
বায়ুনা ধার্য্যমাণশ্চ বিচিত্রপরমাশ্রয়ঃ।
অতীবরম্যনির্ম্মাণো নিত্যরূপো মদিচ্ছয়া ॥ ১০৪
শতশৃঙ্গেণ শৈলেন পুণ্যবৃন্দাবনেন চ।
স রাসমণ্ডলেনাপি নদ্যা বিরজয়া বৃতঃ ॥ ১০৫
কোটিযোজনবিস্তীর্ণা প্রস্থেন বিরজা ব্রজ।
দৈর্ঘ্যে তস্য দশগুণা পরিতঃ পরমা শুভা ॥১০৬
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং তত্রাপি প্রতিমন্দিরম্।
মনোহরঞ্চ প্রাকারমদৃষ্টং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ১০৭
গোপীভির্গোপনিকরৈর্বেষ্টিতং কামধেনুভিঃ।
কল্পবৃক্ষৈঃ পারিজাতৈরসংখ্যৈশ্চ সরোবরৈঃ।
পুষ্পোদ্যানৈঃ কোটিভিশ্চ সংবৃতং রাসমণ্ডলম্ ॥
বেষ্টিতং চেষ্টিতৈর্গোপৈর্মন্দিরৈঃ শতকোটিভিঃ।
রত্নপ্রদীপযুক্তৈশ্চ পুষ্পতল্পসমন্বিতৈঃ ॥ ১০৯
সুগন্ধিচন্দনামোদৈঃ কস্তূরীকুঙ্কুমান্বিতৈঃ।
ক্রীড়োপযুক্তৈর্ভোগৈশ্চ তাম্বুলৈর্বাসিতৈর্জলৈঃ ॥
রক্ষকৈ রক্ষিতং শশ্বদ্রাধাদাসীত্রিকোটিভিঃ।
অমূল্যরত্নাভরণৈর্বহ্নিশুদ্ধাংশুকৈরপি ॥ ১১১
লক্ষমত্তগজেন্দ্রাণাং বেষ্টিতঞ্চ বলৈঃ ক্রমাৎ।
নবযৌবনসম্পন্নৈ রূপৈর্নিরুপমৈরপি ॥ ১১২
রম্যঞ্চ বর্ত্তুলাকারং চন্দ্রবিম্বং যথা ব্রজ।
অমূল্যরত্নখচিতং দশযোজনবিস্তৃতম্ ॥ ১১৩
কস্তূরীকুঙ্কুমৈ রম্যৈঃ সুগন্ধিচন্দনার্চ্চিতম্।
আবৃতং মঙ্গলঘটৈঃ ফলপল্লবসংযুতৈঃ ॥ ১১৪
দধিলাজৈশ্চ পূর্ণৈশ্চ স্নিগ্ধদূর্ব্বাঙ্কুরৈঃ ফলৈঃ।
শ্রীরামকদলীস্তম্ভৈরসংখ্যৈশ্চ মনোহরৈঃ ॥ ১১৫
পট্টসূত্রনিবদ্ধৈশ্চ স্নিগ্ধচন্দনপল্লবৈঃ।
চন্দনাসক্তমাল্যৈশ্চ ভূষণৈশ্চ বিভূষিতম্ ॥ ১১৬
অমূল্যরত্নরচিতং শতশৃঙ্গং মনোহরম্।
কোটিযোজনমূর্দ্ধঞ্চ দৈর্ঘ্যং শতগুণোত্তরম্ ॥ ১১৭
শৈলপ্রস্থপরিমিতং পঞ্চাশৎকোটিযোজনম্।
অতীবকমনীয়ঞ্চ বেদেঽনির্ব্বচনীয়কম্ ॥ ১১৮
প্রাকারমিব তস্যাপি গোলোকস্য মনোহরম্।
পরিতো বেষ্টিতং রম্যং হীরাগারসমন্বিতম্ ॥১১৯
তত্র বৃন্দাবনং রম্যং যুক্তং চন্দনপাদপৈঃ।
কল্পবৃক্ষৈশ্চ রম্যৈশ্চ মন্দারৈঃ কামধেনুভিঃ ॥১২০
শোভিতং শোভনাঢ্যঞ্চ পুষ্পোদ্যানৈর্মনোহরৈঃ।

ক্রীড়াসরোবরৈ রম্যৈঃ সুরম্যৈ রতিমন্দিরৈঃ ॥
অতীব রম্যং রহসি বাসযোগ্যস্থলান্বিতম্ ।
রক্ষিতং রক্ষকৈ রম্যৈরসংখ্যৈর্গোপিকাগণৈঃ ॥
পরিতো বর্ত্তুলাকারং দ্বিলক্ষযোজনং বনম্ ।
ষট্পদধ্বনিসংযুক্তং পুংস্কোকিলরুতান্বিতম্ ॥১২৩
তত্রাক্ষয়বটো রম্যো রহস্যেব সুবিস্তৃতঃ ।
সহস্রযোজনোর্দ্ধশ্চ পরিতশ্চ চতুর্গুণঃ ॥ ১২৪
গোপীনাং কল্পবৃক্ষশ্চ সর্ব্ববাঞ্ছাফলপ্রদঃ ।
ক্রীড়ান্বিতৈরাবৃতশ্চ রাধাদাসীত্রিলক্ষকৈঃ ॥ ১২৫
বিরজাতীরনীরাণাং বায়ুনা শীতলেন চ ।
পুষ্পান্বিতেন মান্দ্যেন পবিত্রশ্চ সুগন্ধিনা ॥ ১২৬
দাসীগণৈরসংখ্যৈশ্চ বৃন্দাবনবিনোদিনী ।
তত্র ক্রীড়তি রাধা সা মম প্রাণাধিদেবতা ॥১২৭
সেয়ং শ্রীদামশাপেন বৃষভানুসুতাধুনা ।
ব্রহ্মাদিদেবৈঃ সিদ্ধেন্দ্রৈর্মুনীন্দ্রৈঃ পূজিতা ব্রজ ॥
সিদ্ধৈর্গণৈর্বলৈর্বুদ্ধ্যা জ্ঞানৈর্যোগৈশ্চ বিদ্যয়া ।
তাত সর্ব্বপ্রকারেণ বন্দ্যাস্মৎসদৃশী প্রিয়া ॥১২৯
ইত্যেবং কথিতং নন্দ ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ বর্ণনম্ ।
যথোচিতং পরিমিতং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-
খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে ভগবন্নন্দ-
সংবাদে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৪॥

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

নন্দ উবাচ ।

বর্ণানাঞ্চ চতুর্ণাঞ্চ ভক্ষ্যাভক্ষ্যঞ্চ সাম্প্রতম্ ।
বিপাকং কর্ম্মণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং প্রাণিনামপি ॥১
কথয়স্ব মহাভাগ কারণানাঞ্চ কারণম্ ।
ত্বত্তোঽন্যং * কঞ্চ পৃচ্ছামি নিতান্তং সন্তমীশ্বর ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ভক্ষ্যাভক্ষ্যং চতুর্ণাঞ্চ বর্ণানাঞ্চ যথোচিতম্ ।
বেদোক্তং শ্রূয়তাং তাত সাবধানং নিশাময় ॥ ৩
তাম্রপাত্রে পয়ঃপানং গব্যং স্নিগ্ধান্নমেব চ ।
ভৃষ্টাদিকং মধু গুড়ং নারিকেলোদকং তথা ।
ফলমূলঞ্চ যৎ কিঞ্চিদভক্ষ্যং মুনিরব্রবীৎ ॥ ৪
দগ্ধান্নং তপ্তসৌবীরমভক্ষ্যং ব্রহ্মণো মতম্ ॥ ৫
নারিকেলোদকং কাংস্যে তাম্রপাত্রে স্থিতং মধু ।
গব্যঞ্চ তাম্রপাত্রস্থং মদ্যতুল্যং ঘৃতং বিনা ॥ ৬
তাম্রপাত্রে পয়ঃপানমুচ্ছিষ্টে ঘৃতভোজনম্ ।
দুগ্ধং লবণসংযুক্তং সদ্যোগোমাংসভক্ষণম্ ॥ ৭
অভক্ষ্যং মধুমিশ্রঞ্চ ঘৃতং তৈলং গুড়ং তথা ।
আর্দ্রকং গুড়সংসক্তমভক্ষ্যং শ্রুতিসম্মতম্ ॥ ৮
পীতশেষজলঞ্চৈব মাঘে চ মূলকং তথা ।
উপোদকীঞ্চ শয়নে সদা প্রাজ্ঞঃ পরিত্যজেৎ ॥ ৯
দ্বির্ভোজনঞ্চ দিবসে সন্ধ্যয়োর্ভোজনং তথা ।
ভক্ষ্যঞ্চ রাত্রিশেষে চ ধ্রুবং প্রাজ্ঞঃ পরিত্যজেৎ ॥
পানীয়ং পায়সং চূর্ণং ঘৃতং লবণমেব চ ।
স্বস্তিকং নবনীতঞ্চ ক্ষীরং তক্রং তথা মধু ॥ ১১
হস্তাদ্ধস্তগৃহীতঞ্চ সদ্যো গোমাংসভক্ষণম্ ।
কর্পূরং রৌপ্যপাত্রস্থমভক্ষ্যং শ্রুতিসম্মতম্ ॥ ১২
পরিবেশনকারী চ ভোক্তারং স্পৃশতে যদি ।
অভক্ষ্যঞ্চ তদন্নঞ্চ সর্ব্বেষামেব সম্মতম্ ॥ ১৩
নকুলানাং গণ্ডকানাং মহিষাণাঞ্চ পক্ষিণাম্ ।
সর্পাণাং শূকরাণাঞ্চ গর্দ্দভানাং বিশেষতঃ ॥ ১৪
মার্জ্জারাণাং শৃগালানাং কুক্কুরাণাং ব্রজেশ্বর ।
ব্যাঘ্রাণামপি সিংহানাং ত্যাজ্যং মাংসং নৃণাং
সদা ॥ ১৫
জলৌকসাঞ্চ নক্রাণাং গোধিকানাং তথৈব চ ।
মণ্ডূকানাং কর্কটীনাং কঙ্কুকানাঞ্চ নিশ্চিতম্ ॥১৬
গবাঞ্চ চমরীণাঞ্চ কলৌ মাংসমভক্ষ্যকম্ ।
হস্তিনাং ঘোটকানাঞ্চ নৃণামেব চ রক্ষসাম্ ॥ ১৭
দংশশ্চ মশকশ্চৈব মক্ষিকা চ পিপীলিকা ।
অন্যেষাঞ্চ নিষিদ্ধানাং লোকে বেদে ব্রজেশ্বর ॥১৮
বানরাণাং ভল্লুকানাং শরভাণাং তথৈব চ ।
নিষিদ্ধং মৃগনাভীনাং গর্দ্দভানাঞ্চ মাংসকম্ ॥ ১৯
অভক্ষ্যং মহিষাণাঞ্চ দুগ্ধং দধি ঘৃতং তথা ।
স্বস্তিকঞ্চ তথা তক্রং বিপ্রাণাং নবনীতকম্ ॥ ২০
মাংসমুচ্চৈঃশ্রবসকং তস্য দুগ্ধাদিকং তথা ।
বর্ণানাঞ্চ চতুর্ণাঞ্চাপ্যভক্ষ্যঞ্চ শ্রুতৌ শ্রুতম্ ॥ ২১
অভক্ষ্যমার্দ্রকঞ্চৈব সর্ব্বেষাঞ্চ রবের্দিনে ।
পর্য্যুষিতজলঞ্চান্নং বিপ্রাণাং দুগ্ধমেব চ ॥ ২২
বর্ণানাঞ্চ চতুর্ণামপ্যবীরান্নস্য ভক্ষণম্ ।
তদন্নঞ্চ সুরাতুল্যং গোমাংসাধিকমেব চ ॥ ২৩

---

* ত্বত্তুল্যমিতি চ পাঠঃ ক্বচিৎ ।

অবীরান্নঞ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ ।
পিতৃদেবার্চ্চনং তস্য নিষ্ফলং মনুরব্রবীৎ ॥ ২৪
ব্রাহ্মণানাং বৈষ্ণবানামভক্ষ্যং মৎস্যমেব চ ।
ইতরেষামভক্ষ্যঞ্চ পঞ্চপর্ব্বসু নিশ্চিতম্ ॥ ২৫
পিতৃদেবাবশেষে চ ভক্ষ্যে মাংসে ন দূষণম্ ।
পঞ্চপর্ব্বসু ত্যাজ্যঞ্চ সর্ব্বেষাং মনুরব্রবীৎ ॥ ২৬
অসংস্কৃতঞ্চ লবণং তৈলঞ্চাভক্ষ্যমেব চ ।
ভক্ষ্যং পবিত্রং সর্ব্বেষাং ব্যঞ্জনে বহ্নিসংস্কৃতম্ ॥
একহস্তে ধৃতং তোয়মভক্ষ্যং সর্ব্বসম্মতম্ ।
আবিলং কৃমিযুক্তঞ্চ পরিশুদ্ধঞ্চ নির্ম্মলম্ ॥ ২৮
অভক্ষ্যং ব্রাহ্মণানাঞ্চ বৈষ্ণবানাং বিশেষতঃ ।
অনিবেদ্যং হরেরেব যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্ ॥ ২৯
পিপীলিকামিশ্রিতঞ্চ মধু গব্যং গুড়ন্তথা ।
যৎ কিঞ্চিদ্বস্তু বা তাত ন ভক্ষ্যঞ্চ শ্রুতৌ শ্রুতম্ ॥
পক্ষিভক্ষ্যং কীটভক্ষ্যং শুদ্ধং পক্বফলং তথা ।
কাকভক্ষ্যমভক্ষ্যঞ্চ সর্ব্বেষাং দ্রব্যমেব চ ॥ ৩১
ঘৃতপক্বং তৈলপক্বং মিষ্টান্নং শূদ্রসংস্কৃতম্ ।
অভক্ষ্যং ব্রাহ্মণানাঞ্চ শূদ্রভৃষ্টং চিপীটকম্ ॥ ৩২
সর্ব্বেষামশুচীনাঞ্চ জলমন্নং পরিত্যজেৎ ।
অশৌচান্তাৎ পরদিনে শুদ্ধমেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩
বিপাকং কর্ম্মণামেব দুষ্করং শ্রুতিসম্মতম্ ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যঞ্চ কথিতং যথাজ্ঞানং ব্রজেশ্বর (ক) ॥
ক্রমাচ্চতুর্ষু বেদেষু চোক্তং মতচতুষ্টয়ম্
সর্ব্বেষাং সারভূতঞ্চ কথয়ামি পিতঃ শৃণু ॥ ৩৫
মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি ।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ॥৩৬
তীর্থানাঞ্চ সুরাণাঞ্চ সহায়েন নৃণামপি ।
কিঞ্চিদ্ভবতি সাহায্যং কায়ব্যূহেন যত্নতঃ ॥ ৩৭
প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নিশ্চিতং মৎপরাঙ্মুখম্ ।
ন নিষ্পুণন্তি হে তাত সুরাকুম্ভমিবাপগা ॥ ৩৮
প্রায়শ্চিত্তেন পুণ্যেন ন হি শুধ্যন্তি মানবাঃ ।
সর্ব্বারম্ভেণ বৈশ্যেন্দ্র দানেন যোগতোঽপি বা ॥
শুভাশুভঞ্চ যৎ কর্ম্ম বিনা ভোগান্ন চ ক্ষয়ম্ ।
ন শুদ্ধিমাপ্নোতি ততো মুক্তির্ভবেন্নৃণাম্ ॥
দুষ্কৃতং কর্ম্ম সুকৃতেন চ কর্ম্মণা ।

ক) ইতঃপরং ভগবানুবাচ । ইতি প্রামা-পাঠঃ কচিৎ ।

ন নষ্টং সুকৃতং কর্ম্ম কৃতেন দুষ্কৃতেন চ ॥ ৪১
যজ্ঞেন তপসা বাপি ব্রতেনানশনেন চ ।
তীর্থস্নানেন দানেন জপেন নিয়মেন চ ॥ ৪২
ভুবঃ প্রদক্ষিণেনৈব পুরাণশ্রবণেন চ ।
উপদেশেন পুণ্যেন পূজয়া গুরু-দেবয়োঃ ।
স্বধর্ম্মাচরণেনৈবাতিথীনাং পূজনেন চ ॥ ৪৩
কর্ম্মণা ন হি মোক্ষঞ্চ তদেব মম সেবয়া ॥ ৪৪
স্বর্গঞ্চ সুকৃতেনৈব নরকং দুষ্কৃতেন চ ।
ব্যাধির্জন্ম চ যোনৌ চ কুৎসিতায়াং ততঃ শুচিঃ ॥
গোঘ্নো যো ব্রাহ্মণানাঞ্চ কামতশ্চোপপাতকী ।
দন্দশূকঞ্চ প্রাপ্নোতি গোলোমসমবর্ষকম্ ॥ ৪৬
সর্পেণ ভক্ষিতস্তত্র জ্বালয়া গরলস্য চ ।
তৃষিতো ব্যাধিতশ্চৈব নিরাহারঃ কৃশোদরঃ ॥ ৪৭
ততঃ কুণ্ডাৎ সমুত্থায় গৌর্ভবেল্লোমবর্ষকম্ ।
ততঃ কুষ্ঠী চ চাণ্ডালো বর্ষলক্ষং ততো নরঃ ॥৪৮
তদা ভবেদ্ ব্রাহ্মণশ্চ কুষ্ঠযুক্তো হি কর্ম্মণা ।
ভোজয়িত্বা বিপ্রলক্ষং নির্ব্যাধিশ্চ ভবেচ্ছুচিঃ ॥৪৯
অকামতস্তদর্দ্ধঞ্চ ক্ষত্রিয়স্যাপি কামতঃ ।
অকামতস্তদর্দ্ধঞ্চ তদর্দ্ধঞ্চ বিশস্তথা ॥ ৫০
তদর্দ্ধং শূদ্রগোঘ্নশ্চ ভুঙ্‌ক্তে পাপং ন সংশয়ঃ ।
প্রায়শ্চিত্তেন শুদ্ধঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে শেষঞ্চ কিঞ্চন ।
অনুকল্পে চতুর্থঞ্চ পাপং ভুঙ্‌ক্তে ন সংশয়ঃ ॥ ৫১
চতুর্গুণঞ্চ গোঘ্নানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ পাতকী ।
ভুঙ্‌ক্তে পাপঞ্চ ব্রহ্মঘ্নো ব্রাহ্মণশ্চেতরেঽপি বা ॥
ক্রমেণানেন বোধ্যঞ্চ কামতোঽকামতোঽপি বা ।
প্রায়শ্চিত্তং জন্ম কর্ম্ম ব্যাধিরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩
গোঘ্নো ভবতি গৌশ্চাপি যাবদ্বর্ষঞ্চ নিশ্চিতম্ ।
চতুর্গুণঞ্চ তেষাঞ্চ ব্রহ্মঘ্নো বিট্‌কৃমির্ভবেৎ ॥ ৫৪
ততো ম্লেচ্ছশ্চ ভবতি তাবদ্বর্ষচতুর্গুণম্ ।
ততশ্চান্ধো ভবেদ্বিপ্রঃ পূর্ব্বেষাঞ্চ চতুর্গুণম্ ॥ ৫৫
ব্রাহ্মণানাং চতুর্লক্ষং ভোজয়িত্বা শুচির্ভবেৎ ।
চক্ষুষ্মাংশ্চ যশস্বী চ ভবেৎ সোঽপ্যতিপাতকাৎ ॥
স্ত্রীঘ্নশ্চতুর্ণাং বর্ণানাং বেদে সোঽপ্যতিপাতকী ।
কালসূত্রঞ্চ প্রাপ্নোতি স্ত্রীলোমসমবর্ষকম্ ॥ ৫৭
ভক্ষিতঃ কৃমিণা তত্রো নিরাহারো ব্যথাযুতঃ ।
ততো ভবতি কোলশ্চ * তাবদ্বর্ষঞ্চ পাতকী ॥৫৮

* লোকশ্চ ইতি কচিৎ ।

ততঃ পাপী ভবেচ্ছূদ্রো যক্ষ্মগ্রস্তঃ স্বকর্ম্মণঃ ।
বর্ষাণাং শতকঞ্চৈব বিপ্রলক্ষঞ্চ ভোজয়েৎ ॥ ৫৯
ততঃ শুদ্ধো ব্রাহ্মণশ্চ বিদ্বাংস্তপসি সংযতঃ ।
কিঞ্চিদ্ভুঙ্‌ক্তে কালশেষং স্বর্ণদানাচ্ছুচির্ভবেৎ ॥ ৬০
গর্ভঘ্নশ্চ মহাপাপী সম্প্রাপ্নোতি সূচীমুখম্‌ ।
বর্ষাণাং শতকঞ্চৈব সূক্ষ্মশস্ত্রেণ পীড়িতঃ ॥ ৬১
বর্ষাণাং শতকঞ্চৈব ঘোটকশ্চ ভবেদ্ধ্রুবম্‌ ।
ততঃ পাপী ভবেদ্বৈশ্যো দদ্রুযুক্তো হি কর্ম্মণা ॥
পঞ্চাশদ্বর্ষপর্য্যন্তং স্বর্ণদানাদ্ভবেচ্ছুচিঃ ।
ততঃ সংকুলজাতোঽপি নির্ব্যাধির্ব্রাহ্মণঃ শুচিঃ ॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ঘ্নশ্চ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঘাতকঃ ।
তপ্তশূলঞ্চ প্রাপ্নোতি বর্ষাণাঞ্চ সহস্রকম্‌ ॥ ৬৪
তাড়িতো তপ্তলৌহেন চার্ত্তনাদং করোতি চ ।
ততো ভবেন্মত্তগজো বর্ষাণাং শতকং তথ ॥ ৬৫
ততো রক্তবিকারী চ শূদ্রো বর্ষশতং তথা ।
গজদানেন মুক্তশ্চ ব্যাধিতশ্চ ততো দ্বিজঃ ॥ ৬৬
বৈশ্যঘ্নশ্চাপি বৈশ্যশ্চ শূদ্রঘ্নো বৈশ্য এব চ ।
বৈশ্যঘ্নশ্চাপি শূদ্রশ্চ সমপাপং লভেদ্ধ্রুবম্‌ ॥ ৬৭
কৃমিকুণ্ডঞ্চ প্রাপ্নোতি বর্ষাণাং শতকং তথা ।
কৃমিভির্ভক্ষিতো দুঃখী কিরাতশ্চ ভবেৎ ততঃ ।
বর্ষাণাং শতকঞ্চৈব কৃমিব্যাধিসমন্বিতঃ ॥ ৬৮
শূদ্রঘ্নো ব্রাহ্মণশ্চৈব কামতোঽকামতোঽপি বা ।
সাবিত্রীলক্ষজপ্যেন তদর্দ্ধেন শুচির্ভবেৎ ॥ ৬৯
চতুর্ব্বর্ণঃ কুক্কুরঘ্নো হ্যভিশপ্তশ্চ শম্ভুনা ।
বর্ষাণাং শতকঞ্চৈব প্রাপ্নোতি রৌরবং নরঃ ॥ ৭০
ততো ভবেৎ কুক্কুরশ্চ বর্ষাণামপি ষোড়শ ।
ততঃ শুদ্ধো ভবেদ্বিপ্রো ভক্ষিতঃ কুক্কুরেণ চ ।
গঙ্গাস্নানেন দানেন স্বর্ণস্যাপি ভবেচ্ছুচিঃ ॥ ৭১
মার্জ্জারঘ্নশ্চতুর্ব্বর্ণো গঙ্গাস্নানাদ্ভবেচ্ছুচিঃ ।
বিপ্রায় লবণং দত্ত্বা ষট্‌পলঞ্চ প্রমুচ্যতে ॥ ৭২
হত্বা সর্পং চতুর্ব্বর্ণো মম পাদেন চিহ্নিতম্‌ ।
ব্রহ্মহত্যাচতুর্থঞ্চ পাতকঞ্চ লভেদ্ধ্রুবম্‌ ॥৭৩
অসিপত্রঞ্চ নরকং বর্ষাণাং শতকং তথা ।
প্রাপ্নোতি যাতনাযুক্তো বিচ্ছিন্নস্তীক্ষ্ণধারতঃ ॥ ৭৪
ততো ভবতি সর্পশ্চ ডুণ্ডুভো বর্ষপঞ্চকম্‌ ।
নরেন তাড়িতো দুঃখী মৃতো ভবতি পীড়িতঃ ॥৭৫
ততো ভবেন্নরঃ পাপাজ্জ্বরযুক্তো হি দুর্ব্বলঃ ।
বর্ষাণাং পঞ্চকেনৈব মৃতো ভবতি কর্ম্মণা ॥ ৭৬
অশ্বঘ্নশ্চ গজঘ্নশ্চ চতুর্ব্বর্ণশ্চ পাতকী ।
বর্ষাণাং দশকং পাপী মূত্রকুণ্ডং প্রয়াতি চ ॥ ৭৭
ততো ভবতি হস্তী বা ঘোটকো বা ব্রজেশ্বর ।
যাবদ্বিংশতিবর্ষঞ্চ ততঃ শূদ্রো ভবেদ্ধ্রুবম্‌ ॥ ৭৮
অহঙ্কৃতো ব্যাধিযুক্তো রৌপ্যদানেন মুচ্যতে ।
ব্রাহ্মণানাঞ্চ শতকং ভোজয়িত্বা শুচির্ভবেৎ ॥ ৭৯
ক্ষুদ্রজন্তুবধেনৈব ক্ষুদ্রজন্তুর্ভবেন্নরঃ ।
বর্ষাণাং শতকঞ্চৈব ক্ষুদ্রব্যালো ভবেৎ ততঃ ॥ ৮০
কৃপা কার্য্যা সতাং শশ্বদহিংস্রেষু চ জন্তুষু ।
হিংসায়াং ন হি দোষশ্চ হিংসানাঞ্চ ব্রজেশ্বর ॥
অশ্বত্থঘ্নশ্চতুর্ব্বর্ণো ব্রহ্মহত্যাচতুর্থকম্‌ ।
পাপঞ্চ লভতে তাত চাসিপত্রং লভেদ্ধ্রুবম্‌ ॥ ৮২
স তীক্ষ্ণেনাপি শস্ত্রেণ বিচ্ছিন্নশ্চ দিবানিশম্‌ ।
বর্ষাণাং শতকঞ্চৈব ভুঙ্‌ক্তে পরমযাতনাম্‌ ॥ ৮৩
ততো ভবতি বৃক্ষশ্চ শাল্মলির্বর্ষলক্ষকম্‌ ।
ততো ভবতি শূদ্রশ্চ ছিন্নাঙ্গো ব্যাধিসংযুতঃ ॥৮৪
যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং ততো বিপ্রো ভবেদ্ধ্রুবম্‌ ।
ব্রণব্যাধিসমাযুক্তো মুচ্যতে স্বর্ণদানতঃ ॥ ৮৫
নররক্তঞ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে খণ্ডস্নানী চ পুক্কসঃ ।
জলৌকা চ ভবেৎ সোঽপি জলে চ সপ্তজন্মসু ॥
ততো ভবেৎ পুক্কসশ্চ বর্ষাণাং শতকং ব্রজ ।
ততো ব্যাধী ভবেদ্বিপ্রো মুচ্যতে স্বর্ণদানতঃ ॥ ৮৭
মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদাতা চ কৃতঘ্নোঽতিকৃতঘ্নকঃ ।
বিশ্বাসঘাতী মিত্রঘ্নো বিপ্রাণাং ধনহারকঃ ॥ ৮৮
শূদ্রশ্রাদ্ধান্নভোজী চ শূদ্রাণাং শবদাহকঃ ।
শূদ্রাণাং সূপকারশ্চ বৃষবাহনপাতকী ॥ ৮৯
ধাবকো দেবলশ্চাপি চৈতেঽতিপাপিনস্তথা ।
কুম্ভীপাকং প্রয়াত্যেব বর্ষাণাঞ্চ সহস্রকম্‌ ॥ ৯০
তত্রৈব তপ্ততৈলেন সন্তপ্তশ্চ দিবানিশম্‌ ।
ভক্ষিতো ব্যাধিতশ্চৈব সর্পাকারেণ জন্তুনা ॥ ৯১
গৃধ্রঃ কোটিসহস্রাণি শতজন্মানি শূকরঃ ।
শ্বাপদঃ শতজন্মানি শূদ্রো রোগী ভবেৎ ততঃ ॥
মন্দাগ্নিজ্বরসংযুক্তঃ পঞ্চাশদ্বর্ষকং তথা ।
সুবর্ণানাং পলশতং দত্ত্বা শুদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবম্‌ ॥ ৯২
চতুর্ব্বর্ণো বস্ত্রহারী গব্যহারী চ মানবঃ ।
রৌপ্যমুক্তাপহারী চ শুভ্রদ্রব্যাপহারকঃ ॥ ৯৪
বর্ষাণাঞ্চ সহস্রঞ্চ বকজাতির্ভবেদ্ধ্রুবম্‌ ।
মূত্রকুণ্ডঞ্চ সম্ভুক্তা বর্ষাণাং শতকং তথা ॥ ৯৫

ততো ভবেচ্ছূদ্রজাতির্বর্ষাণাং শতকং ব্রজ।
কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তো গলিতশ্চৈব পাতকী ॥ ৯৬
ততো ভবেদ্‌ব্রাহ্মণশ্চাপ্যধিকাঙ্গোঽপি জন্মনি।
পুনর্জন্ম দ্বিজো ভূত্বা মুচ্যতে বিপ্রভোজনাৎ ॥৯৭
গন্ধদ্রব্যাপহারী চ পশুযোনির্ভবেদ্‌ধ্রুবম্।
যস্যাণ্ডকোষো গন্ধাক্তঃ কস্তূরী যস্য নাম চ ॥ ৯৮
সপ্তজন্ম মৃগো ভূত্বা ততো ভবতি গন্ধকঃ।
জন্মৈকঞ্চ ততঃ শূদ্রো গলৎকুষ্ঠী চ জন্মনি ॥ ৯৯
ততো রোগাবশেষেণ সংযুতো ব্রাহ্মণঃ কৃশঃ।
স্বর্ণষট্‌পলদানেন মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০০
ধান্যাপহারী দুঃখী চ কৃপণঃ সপ্তজন্মসু।
বিট্‌কুণ্ডঞ্চ বর্ষশতং সম্প্রাপ্য মুচ্যতে ভিয়া ॥১০১
স্বর্ণাপহারী কুষ্ঠী চ মানবঃ পতিতো ভবেৎ।
স্বর্ণদানপ্রতিগ্রাহী বিট্‌কুণ্ডঞ্চ প্রয়াতি চ ॥ ১০২
তত্র বর্ষশতং ভুক্ত্বা পুরীষঞ্চ দিবানিশম্।
ততো ব্যাধী ভবেচ্ছূদ্রো রক্তদোষেণ সংযুতঃ ॥
তজ্জন্ম পাতকং ভুক্ত্বা ব্রাহ্মণশ্চ পুনর্ভবেৎ।
ব্যাধিশেষাবযুক্তশ্চ মুচ্যতে স্বর্ণদানতঃ ॥ ১০৪
অগম্যানাঞ্চ গামী চ পূর্ব্বোক্তং রৌরবং ব্রজেৎ।
কুম্ভীপাকং মহাঘোরং বর্ষাণাঞ্চাপ্যসংখ্যকম্ ॥১০৫
ততো ভবেৎ পুংশ্চলীনাং যোনীনাঞ্চ কৃমিস্তথা।
বর্ষাণাঞ্চ সহস্রঞ্চ বিট্‌কৃমির্লক্ষবর্ষকম্ ॥ ১০৬
পশুযোনির্ভবেৎ তস্মাৎ তস্মাচ্চ ক্ষুদ্রজন্তবঃ।
ততো ভবেন্ম্লেচ্ছজাতিস্ততঃ শূদ্রোঽধমস্তথা ॥১০৭
ততো ভবতি বিপ্রশ্চ ব্যাধিযুক্তো নপুংসকঃ।
পুনশ্চ ব্রাহ্মণো ভূত্বা তীর্থপর্য্যটনেন চ ॥ ১০৮
ক্রমেণ শুদ্ধো ভবতি বংশহীনশ্চ পাতকাৎ।
ভোজয়িত্বা বিপ্রলক্ষং পুত্রঞ্চ লভতে শুচিঃ ॥১০৯
মানবঃ ক্রোধযুক্তশ্চ গর্দ্দভঃ সপ্তজন্মসু।
মানবঃ কলহাবিষ্টঃ সপ্তজন্মসু বায়সঃ ॥ ১১০
শালগ্রামপ্রতিগ্রাহী কালসূত্রং ব্রজেদ্‌ধ্রুবম্।
বর্ষাণাং শতকঞ্চৈব খঞ্জরীটো ভবেৎ ততঃ ॥১১১
লৌহচৌরশ্চ নির্ব্বংশো মসীচৌরশ্চ কোকিলঃ
শুকোঽপ্যঞ্জনচৌরশ্চ মিষ্টচৌরঃ কৃমির্ভবেৎ।
বিপ্রদ্বেষী গুরুদ্বেষী শিরসাঞ্চ কৃমির্ভবেৎ ॥ ১১২
পুংশ্চলী কামিনী তাত ভুক্ত্বা চ রৌরবং চিরম্।
ততো বৃথাকৃমিশ্চৈব বর্ষাণাং শতকং তথা ॥ ১১৩
ততোঽপি বিধবা চৈব বন্ধ্যা চ সপ্তজন্মসু।
অস্পৃশ্যজাতিহীনা চ ছিন্ননাসা ভবেৎ ক্রমাৎ ॥
রক্তদ্রব্যাপহারী চ রক্তদোষান্বিতো ভবেৎ।
আচারহীনো যবনঃ খঞ্জোঽহীনশ্চ (ক) হিংসকঃ ॥
অদীক্ষিতো বন্ধুরশ্চ দুষ্টদর্শী চ কাণকঃ।
অহঙ্কারী বর্ণহীনো বধিরো দেবনিন্দকঃ ॥ ১১৬
বাক্যহর্ত্তা চ মূকশ্চ হিংসকঃ কেশহীনকঃ।
মিথ্যাবাদী শ্মশ্রুহীনো দুর্ব্বাক্ চ দন্তহীনকঃ ॥১১৭
জিহ্বাহীনঃ সত্যহারী দুষ্টোঽপ্যঙ্গুলহীনকঃ।
গ্রন্থাপহারী মূর্খশ্চ ব্যধিযুক্তো ভবেদ্‌ধ্রুবম্ ॥ ১১৮
অশ্বগ্রাহী চ অশ্বচৌরো লালাসূত্রং ব্রজেদিতি।
বর্ষাণাঞ্চ শতং স্থিত্বা ঘোটকশ্চ ভবেদ্‌ধ্রুবম্ ॥ ১১৯
গজচৌরো গজগ্রাহী বিট্‌কুণ্ডে চ সহস্রকম্।
স্থিত্বা বর্ষং ভবেদ্ধস্তী তৎপশ্চাদ্‌বৃষলো ভবেৎ ॥
অযজ্ঞে চ্ছাগহন্তা চ চ্ছাগচৌরঃ প্রতিগ্রহী।
পূয়কুণ্ডে বর্ষশতং স্থিত্বা চ্ছাগলতাং ব্রজেৎ ॥ ১২১
ছাগশ্চ বর্ষপর্য্যন্তং ততঃ ভবতি মানবঃ।
শত্রুগ্রস্তেন ছিন্নশ্চ তদা মুক্তো ভবেদ্দ্বিজঃ ॥১২২
দত্তাপহারী বাগ্দানং কৃত্বাপহরতে পুনঃ।
স ভবেন্ম্লেচ্ছযোনৌ চ ভুক্ত্বা চ নরকং চিরম্ ॥
একাকী মিষ্টমশ্নাতি কালসূত্রং ব্রজেদ্‌ধ্রুবম্।
তত্র বর্ষশতং স্থিত্বা প্রেতো বর্ষসহস্রকম্ ॥ ১২৪
তদা ভবতি জন্মৈকং মক্ষিকা চ পিপীলিকা।
জন্মৈকং ভ্রমরশ্চৈব জন্মৈকং মধুমক্ষিকা ॥ ১২৫
জন্মৈকং মৎকুণশ্চৈব জন্মৈকং দংশ এব চ।
জন্মৈকং মশকশ্চৈব জন্মৈকং পুত্তিকা স্মৃতা ॥
জন্মৈকং জলকীটশ্চ তদা শূদ্রো ভবেদ্‌ধ্রুবম্।
অসদ্‌বুদ্ধির্ব্যাধিযুক্তস্তদা মুক্তো ভবেদ্দ্বিজঃ ॥ ১২৭
তৈলচৌরস্তৈলকীটো মূর্দ্ধিকীটস্ত্রিজন্মকম্।
তদা ভবেৎ স্বর্ণকারো জন্মৈকং দুষ্টমানসঃ ॥১২৮
বিপ্রে কলিপিকর্ত্তা চ ভক্ষ্যদা দুর্ধনং হরেৎ।
তমঃকুণ্ডে বর্ষশতং স্থিত্বা স্বর্ণবণিগ্‌ভবেৎ।
জন্মৈকঞ্চ দুরাচারো জন্মৈকং করণো ভবেৎ ॥
কায়স্থেনোদরস্থেন মাতুর্মাংসং ন খাদিতম্।
তত্র নাস্তি কৃপা তস্য দন্তাভাবেন কেবলম্ ॥১৩০
স্বর্ণকারঃ স্বর্ণবণিক্ কায়স্থশ্চ ব্রজেশ্বর।
নরেষু মধ্যে তে ধূর্ত্তাঃ কৃপাহীনা মহীতলে।

(ক) খঞ্জো ভবতি হিংসক ইতি ক্বচিৎ।

হৃদপ্নং ক্ষুরধারাভং তেষাঞ্চ নাস্তি সাদরম্
শতেষু সজ্জনঃ সোহপি কায়স্থো নেতরো চ তৌ
সুবুদ্ধিঃ শিবযুক্তশ্চ শাস্ত্রজ্ঞো ধর্ম্মমানসঃ।
ন বিশ্বসেৎ তেষু তাত স্বাত্মকল্যাণহেতবে॥ ১৩৩
সীমাপহারী দুষ্টশ্চ ভূমিচৌরশ্চ হিংসকঃ।
ভূমিদানাপহারী চ কালসূত্রং ব্রজেদ্ধ্রুবম্ ॥ ১৩৪
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতঃ স্থিতঃ।
ততোহপি তানি বর্ষাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ॥
ততো ভবেদসচ্ছূদ্রো জন্মৈকঞ্চ ততঃ শুচিঃ।
তস্মাজ্জ্ঞানৈঃ সাবধানো ভবেৎ প্রাজ্ঞশ্চ যত্নতঃ॥
রক্তবস্ত্রাপহারী চ জন্মৈকং রক্তকীটকঃ।
পীতবস্ত্রাপহারী চ জন্মৈকং পীতকীটকঃ।
ততঃ শূদ্রশ্চ জন্মৈকং ততো বিপ্রো ভবেচ্ছুচিঃ॥
ত্রিসন্ধ্যাহীনে বিপ্রশ্চ প্রাতঃশায়ী চ যো নরঃ *।
সন্ধ্যাশায়ী দিবাশায়ী যজ্ঞসূত্রাপহারকঃ॥ ১৩৮
অশুদ্ধসন্ধ্যাকারী চ বেদবেদাঙ্গনিন্দকঃ।
তন্নিরুদ্ধঃ স্বর্গমার্গস্ত্রিজন্ম পতিতো দ্বিজঃ॥ ১৩৯
যঃ শূদ্রো ব্রাহ্মণীগামী কুম্ভীপাকং ব্রজেদ্ধ্রুবম্।
বর্ষাণাঞ্চ ত্রিলক্ষঞ্চ পচ্যতে তত্র পীড়িতঃ॥ ১৪০
দিবানিশং প্রদগ্ধশ্চ তপ্ততৈলে চ দারুণে।
ততো ভবেদ্‌যোনিকীটঃ পুংশ্চলীনাঞ্চ পাতকী॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি চাহারস্তস্য তন্মলম্।
ততো ভবতি চাণ্ডালো জন্মলক্ষং ক্রমেণ চ॥ ১৪২
ততঃ শূদ্রো গলৎকুষ্ঠী জন্মৈকঞ্চ ততঃ শুচিঃ।
সোহপি বিপ্রো ব্যাধিশেষাৎ তীর্থপর্য্যটনাচ্ছুচিঃ।
অসচ্ছূদ্রশ্চ ভবতি সোহস্থানে সুরপূজনে॥ ১৪৪
দত্ত্বা দেবায় নৈবেদ্যমপবিত্রঞ্চ মানবঃ।
সকেশং পার্থিবং লিঙ্গং সম্পূজ্য যবনো ভবৎ॥
শার্করেণ ভবেদন্ধঃ কুৎসিতেন চ কুৎসিতঃ।
অঙ্গহীনে দরিদ্রশ্চ ব্যাধিযুক্তশ্চ মানবঃ॥ ১৪৬
অশ্রদ্ধয়া চ নির্ম্মাণে নির্ম্মাণসদৃশং ফলম্।
মৃত্তস্য-গোশকৃৎপিণ্ডৈস্তথা বালুকয়াপি বা।
কৃত্বা লিঙ্গং সকৃৎপূজ্য বসেৎ কল্পাযুতং দিবি॥
ততো ভবতি বিপ্রশ্চ মহাপ্রাজ্ঞশ্চ ভূমিবান্।
রাজা ভবেদ্ভারতে চ লিঙ্গানাং শতপূজনাৎ॥১৪৮
সহস্রপূজনাৎ সোহপি লভতে নিশ্চিতং ফলম্।

স্থিত্বা চ সুচিরং স্বর্গে রাজেন্দ্রো ভারতে ভবেৎ॥
অযুতে চ তদীশশ্চ লক্ষে চ পৃথিবীশ্বরঃ।
পূজনে চাতিভক্ত্যা চাপ্যতিরিক্তং ফলং লভেৎ॥
তীর্থস্নানেন দানেন বিপ্রাণাং ভোজনেন চ।
নারায়ণার্চ্চয়া চৈব বিপ্রজাতিশ্চ কর্ম্মণা॥ ১৫১
অতিরিক্তেন তপসা পণ্ডিতো ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥
পণ্ডিতো ব্রাহ্মণশ্চৈব বৈষ্ণবশ্চ জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অনেকজন্মপুণ্যেন জায়তে ভারতে ভুবি॥ ১৫৩
তস্যাঙ্ঘ্রিস্পর্শনেনৈব সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি জীবন্মুক্তাশ্চ বৈষ্ণবাঃ।
স্বপুংসাঞ্চ সহস্রঞ্চ পুনাতীতি শ্রুতৌ শ্রুতম্॥১৫৪
পাপেন বেদ্যজন্মৈব দুশ্চিকিৎসোহপি ব্রাহ্মণঃ।
দুশ্চিকিৎসস্তথা বৈদ্যো ব্যালগ্রাহী ত্রিজন্মসু॥
অতিক্রূরো দুরাচারো দ্বেষ্টা চ সুর-বিপ্রয়োঃ।
স ভবেৎ কুটিলব্যালো বর্ষাণাঞ্চ সহস্রকম্॥১৫৬
পুংশ্চলীলম্পটানাঞ্চ দূতী যা কামুকী ব্রজ।
কালসূত্রে বর্ষশতং স্থিত্বা চ গোধিকা ভবেৎ॥১৫৭
জন্মৈকং গোধিকা ভূত্বা হরিণশ্চ ত্রিজন্মসু।
জন্মৈকং মহিষশ্চৈব জন্মৈকং ভল্লুকো ভবেৎ।
জন্মৈকং গণ্ডকশ্চৈব শৃগালশ্চ ত্রিজন্মসু॥ ১৫৮
পরকীয়তড়াগঞ্চ লুপ্ত্বা শস্যং দদাতি চ।
স ভবেন্নত্রজাতিশ্চ কচ্ছপশ্চ ত্রিজন্মসু॥ ১৫৯
মীনমাংসঞ্চ যো ভুঙক্তে মৎস্যলুব্ধশ্চ ব্রাহ্মণঃ।
ভুঙক্তে মাংসমদত্তঞ্চ স মীনশ্চ মৃগো ভবেৎ॥
বর্ষাণাঞ্চ সহস্রঞ্চ তাত ভুক্ত্বা চ কিল্বিষম্।
কর্ম্মভোগাচ্ছুচির্ভূত্বা স পুনর্ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥১৬১
একাদশীবিহীনশ্চ ব্রাহ্মণঃ পতিতো ভবেৎ।
ভক্ষ্যস্য দ্বিগুণং দত্ত্বা তেন পাপেন মুচ্যতে॥ ১৬২
মম জন্মদিনে চৈব যো ভুঙক্তে মানবোহধমঃ।
ত্রৈলোক্যজনিতং পাপং স ভুঙক্তে চ ন সংশয়ঃ॥
ভুক্ত্বা চ নরকং সর্ব্বং পশ্চাচ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ
এবঞ্চ শিবরাত্রৌ চ শ্রীরামনবমীদিনে॥ ১৬৪
উপবাসাসমর্থশ্চ হবিষ্যান্নং সমাচরেৎ।
ততোহশক্তো দুর্ব্বলশ্চ ভোজয়েদ্ব্রাহ্মণান্ পিতঃ
কৃত্বা মহোৎসবং পুণ্যং মদীয়ং পাতকাচ্ছুচিঃ।
তস্মাদ্‌যত্নেন কর্ত্তব্যং নামসঙ্কীর্ত্তনং মম॥ ১৬৬
গৃধ্রঃ কোটিসহস্রাণি শতজন্মানি শূকরঃ।
শ্বাপদঃ সপ্তজন্মানি কুহ্বাঞ্চ নিশি ভোজনাৎ।

* প্রাতঃস্নায়ী ন যো নর ইতি ক্বচিৎ।

অদীক্ষিতো দ্বিজশ্চৈব শঙ্খচিল্লঃ শুকো ভবেৎ ।
অনুদ্বাহো দ্বিজশ্চৈব রাজহংসো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥
চিত্রবস্ত্রাপহারী চ ময়ূরশ্চ ত্রিজন্মসু ।
দরিদ্রো ব্যাধিযুক্তশ্চ বধিরশ্চাপি কুব্জকঃ ॥ ১৬৯
স্ত্রী-তৈল-মৎস্য-মাংসানি বর্জ্জয়েৎ পঞ্চপর্ব্বসু ।
সেবতে যো মহামূঢ়ো বজ্রদংষ্ট্রং ব্রজেদ্ধ্রুবম্ ॥
পাতকী দুঃখিতস্তত্র বর্ষাণাঞ্চ সহস্রকম্ ।
ততো ম্লেচ্ছশ্চ ভবতি চাণ্ডালঃ সপ্তজন্মসু ॥ ১৭১
ব্যাধিযুক্তস্ততঃ শূদ্রো ব্রাহ্মণশ্চ ততঃ শুচিঃ ।
তস্মাদ্যত্নান্ন ভোক্তব্যং ভারতে ধর্ম্মভীরুণা ॥ ১৭২
ব্রাহ্মণঞ্চ সুরং দৃষ্ট্বা ন নমেদ্যো নরাধমঃ ।
যাবজ্জীবনপর্য্যন্তমশুচির্যবনো ভবেৎ ॥ ১৭৩
অভ্যুত্থানং ন কুরুতে দৃষ্ট্বাগতঞ্চ ব্রাহ্মণম্ ।
স ভবেদৃক্ষজাতিশ্চ সপ্তজন্মসু নিশ্চিতম্ ॥ ১৭৪
অবজ্ঞাতা ধনাঢ্যশ্চ চাতকঃ সপ্তজন্মসু ।
শিবদ্বেষী কুক্কুরশ্চ দেবলঃ সপ্তজন্মসু ॥ ১৭৫
পিতৃদেবার্চ্চনং হন্তি বেদোক্তং জ্ঞানদুর্ব্বলঃ ।
স যাতি নরকং পাপী বর্ষাণাঞ্চ সহস্রকম্ ॥ ১৭৬
ততশ্চ রৌরবং ভুক্ত্বা তীর্থকাকস্ত্রিজন্মসু ।
ত্রিজন্মসু শৃগালঃ স তীর্থে ভুঙ্‌ক্তে শবং ব্রজ ॥
ত্রিজন্মসু ভবেৎ সোঽপি তীর্থেষু শবরক্ষকঃ ।
শবানাং করমাধত্তে কর্ম্মণা কৃতপাতকী ॥ ১৭৮
নিত্যং সুরার্চ্চনং কৃত্বা দাম্ভিকো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ ।
গুরুঞ্চ নার্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা তস্মৈ নান্নং দদাতি যঃ ॥
স ভবেদ্দেবলো দুঃখী দেবশাপেন পাতকী ।
পূজাফলং ন লভতে দেবদ্রোহী সুদারুণঃ ॥ ১৮
দীপনির্ব্বাণকর্ত্তা চ খদ্যোতঃ সপ্তজন্মসু ।
কুষ্মাণ্ডচ্ছেদিকা নারী শঙ্খচিল্লস্ত্রিজন্মসু ॥ ১৮১
রোগী দরিদ্রঃ কৃপণঃ সপ্তজন্মসু নিশ্চিতম্ ।
ত্রিজন্মনি ভবেদন্ধঃ কেশশ্মশ্রুবিহীনকঃ ॥ ১৮২
উক্তঃ কৌথুমশাখায়াং সামবেদে সুনিশ্চিতম্ ।
দীপনির্ব্বাপণে দোষঃ কুষ্মাণ্ডচ্ছেদনে তথা* ॥১৮৩
অতীব মৎস্যলুব্ধশ্চাপ্যনিবেদ্যঞ্চ খাদতি ।
স ভবেন্মৎস্যরঙ্গশ্চ মার্জ্জারঃ সপ্তজন্মসু ॥ ১৮৪
গোণীহর্ত্তা কপোতশ্চ মালাহর্ত্তা বিহঙ্গমঃ ।
চটকো ধান্যচৌরশ্চ মাংসচৌরশ্চ কুঞ্জরঃ ।
কবিত্বহর্ত্তা বিদুষাং মণ্ডূকঃ সপ্তজন্মসু ॥ ১৮৫
অসৎকবিগ্রামবিপ্রো নকুলঃ সপ্তজন্মসু ।
জ্যোতিষী ভবেচ্চ জন্মৈকং কৃকলাসস্ত্রিজন্মসু ॥ ১৮৬
দুর্ব্বাক্ পুমান্ বৃশ্চিকশ্চ করটঃ সপ্তজন্মসু ॥১৮৭
জন্মৈকং ববলশ্চৈব ততো বৃদ্ধপিপীলিকা ।
ততঃ শূদ্রশ্চ বৈশ্যশ্চ ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণস্তথা ॥ ১৮৮
কন্যাবিক্রয়কারী চ চতুর্ব্বর্ণো হি মানবঃ ।
সদ্যঃ প্রয়াতি তামিস্রং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥১৮৯
ততো ব্যাধশ্চ ভবতি মাংসবিক্রয়কারকঃ ।
ততো ব্যাধী ভবেৎ পশ্চাদ্যো যথা পূর্ব্বজন্মনি ॥
মহাচক্রী চ কুটিলো ধর্ম্মহীনশ্চ মানবঃ ।
জন্মৈকং তৈলকারশ্চ কুম্ভকারস্তথৈব চ ॥ ১৯১
মিথ্যাকলঙ্কবক্তা চ দেবব্রাহ্মণনিন্দকঃ ।
স ভবেচ্চূর্ণকারশ্চ রজকঃ সপ্তজন্মসু ॥ ১৯২
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্র-বিট্‌-শূদ্রাঃ কুৎসিতাঃ শৌচবর্জ্জিতাঃ
জন্ম তেষাং ম্লেচ্ছযোনৌ বর্ষাণাঞ্চ সহস্রকম্ ॥
অতীবকামিনীলুব্ধঃ কামুকঃ স্ত্রীরতঃ সদা ।
যক্ষ্মগ্রস্তো ভবেৎ সদ্যঃ পরত্রাপি নপুংসকঃ ॥১৯
কামতো যোষিতাং শ্রোণীং স্তনাস্যং যশ্চ পশ্যতি
স ভবেদ্দৃষ্টিহীনশ্চ পরত্রাপি নপুংসকঃ ॥ ১৯৫
বিপ্রোঽভিচারকর্ত্তা চ হিংসকো জ্ঞানদুর্ব্বলঃ ।
যাত্যেবমন্ধতামিস্রং বর্ষাণামযুতং ব্রজ ॥ ১৯৬
তদা ভবতি দৈবজ্ঞোঽপ্যগ্রদানী চ দুর্ম্মতিঃ ।
ততঃ শূদ্রো ভবেদ্বিপ্রো ভোগেন কর্ম্মণস্তথা ॥
শাস্ত্রজ্ঞাতা চ দৈবজ্ঞো মিথ্যা বদতি লোভতঃ ।
স ভবেচ্চ চিরং জ্যোতিষী বানরঃ সপ্তজন্মসু ॥১৯৮
অনেকজন্মতপসা ভারতে ব্রাহ্মণো ভবেৎ ।
সুবুদ্ধিরতিধর্ম্মিষ্ঠো ধর্ম্মহীনশ্চ পাতকী ॥ ১৯৯
স্বধর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ পবনাচ্চ হুতাশনাৎ ।
পবিত্রশ্চাপি তেজস্বী তস্মাত্তীতঃ সুরঃ সদা ॥২০০
নদীষু চ যথা গঙ্গা তীর্থেষু পুষ্করো যথা ।
পুরীষু চ যথা কাশী যথা জ্ঞানিষু শঙ্করঃ ॥ ২৪১
শাস্ত্রেষু চ যথা বেদা যথাশ্বত্থশ্চ পাদপে ।
মম পূজা তপস্যাসু ব্রতেষ্বনশনং তথা ॥ ২০২
তথা জাতিষু সর্ব্বাসু ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠ এব চ ।

---

* "তথা" ইত্যনন্তরং ক্বচিৎ পুস্তকে
"কুষ্মাণ্ডচ্ছেদিকা নারী দীপনির্ব্বাপকঃ পুমান্
সপ্তজন্ম ভবেদ্রোগী দরিদ্রঃ সপ্তজন্মসু ॥"
শ্লোকোঽয়মতিরিক্তো দৃশ্যতে

বিপ্রপাদেষু তীর্থানি পুণ্যানি চ ব্রতানি চ ॥ ২০৩
বিপ্রপাদরজঃশুদ্ধং পাপব্যাধিবিমর্দ্দনম্ ।
শুভাশীর্ব্বচনং তেষাং সর্ব্বকল্যাণকারণম্ ॥ ২০৪
এষ তে কথিতস্তাত বিপাকঃ কর্ম্মণামহো।
যথাশ্রুতং যথাজ্ঞানং তদা শেষং নিশাময় ॥২০৫
শ্রুত্বা কর্ম্মবিপাকঞ্চ বাচকায় সুবর্ণকম্ ।
দদ্যাৎ তস্মৈ চ রৌপ্যঞ্চ বস্ত্রং তাম্বূলমেব চ ॥
সুবর্ণশতকং দদ্যাৎ সদ্যো দেহী চ গোকুলম্ ।
রৌপ্যং বস্ত্রঞ্চ তাম্বূলং মৎপ্রীত্যা ব্রাহ্মণায় চ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে ভগবনন্দ-সংবাদে পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৫॥

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

নন্দ উবাচ ।

কেদারকন্যাপ্রস্তাবাৎ কথিতং কর্ম্মকীর্ত্তনম্ ।
কৃত্যাস্ত্রীণাং প্রসঙ্গেন তদ্‌ব্যাসেন বদ প্রভো ॥ ১
কেদারকন্যা সা কা বা কো বা কেদারভূপতিঃ ।
কস্য বংশে চ তজ্জন্ম তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ ।

পুরাদৌ ব্রহ্মণঃ পুত্রো মনুঃ স্বায়ম্ভুবস্তথা ।
তস্য স্ত্রী শতরূপা চ ধন্যা মান্যা চ যোষিতাম্ ॥ ৩
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ তয়োঃ পুত্রৌ বভূবতুঃ ।
উত্তানপাদপুত্রশ্চ ধ্রুব এব মহাশয়ঃ ॥ ৪
তস্য পুত্রো বৎসরার্ণঃ কেদারশ্চ তদাত্মজঃ ।
সপ্তদ্বীপপতিঃ শ্রীমান্ কেদারো বৈষ্ণবঃ স্বয়ম্ ॥৫
তস্য রক্ষানিমিত্তেন তৎসভায়াং সুদর্শনম্ ।
নবলক্ষং গবাং শুদ্ধং স্বর্ণশৃঙ্গবিভূষিতম্ ॥ ৬
বহ্নিশুদ্ধানি বস্ত্রাণি দত্তানি বরুণেন চ ।
সুবর্ণানাং তথা লক্ষমুর্ব্বরাঞ্চ বসুন্ধরাম্ ॥ ৭
মণিং রত্নঞ্চ মুক্তাঞ্চ হীরকং পরমং তথা ।
মাণিক্যমশ্বরত্নানাং লক্ষং লক্ষঞ্চ হস্তিনাম্ ॥ ৮
রৌপ্যং প্রবালং মিষ্টান্নং শতধান্যাচলং বরম্ ।
নিত্যং নিত্যং ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদদৌ রত্নভূষণম্ ॥৯
শতলক্ষং ব্রাহ্মণানাং ভোজয়ামাস নিত্যশঃ ।
জলভাজনপাত্রাণি সুবর্ণানাং দদৌ নৃপঃ ॥ ১০
সুবর্ণানাং যজ্ঞসূত্রমঙ্গুরীয়কমুত্তমম্ ।
আসনং স্বর্ণরত্নানাং ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা ॥ ১১
ব্রাহ্মণানাঞ্চ লক্ষঞ্চ সূপকারং নৃপস্য চ ।
ব্রাহ্মণানাং দ্বিলক্ষঞ্চ পরিবেশনকারকম্ ॥ ১২
ঘৃতকুল্যা মধুকুল্যা দধিকুল্যা মনোহরা ।
গুড়কুল্যা দুগ্ধকুল্যা নিত্যং প্রার্থনমীপ্সিতম্ ॥ ১৩
প্রাতরারভ্য সন্ধ্যান্তং বিপ্রাণাং ভোজনং তথা ।
দুঃখিনাং ভিক্ষুকাণাঞ্চ ধনদানং যথোচিতম্ ॥ ১৪
ফলমূলাশনো রাজা বৈষ্ণবশ্চ জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
সর্ব্বং মদর্পণং কৃত্বা জপেন্মাঞ্চ দিবানিশম্ ॥ ১৫
একদা সূপকারশ্চ তমুবাচ নৃপেশ্বরম্ ।
বিপ্রাণাং ভোজনায়ৈব গবাং লক্ষমুপস্থিতম্ ॥১৬
ভুঞ্জতে ব্রাহ্মণাশ্চাদ্য রুক্ষমন্নং বদ প্রভো ।
কুর্ব্বন্তু ভক্ষণং তে বৈ সূপকারাদিনা নৃপ ॥ ১৭
চতুর্যোজনপর্য্যন্তমধিকারং নৃপস্য চ ।
যো রাজা তচ্ছতগুণঃ স এব মণ্ডলেশ্বরঃ ॥ ১৮
তদ্দ্বাদশগুণো রাজা রাজেন্দ্রঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।
রাজেন্দ্রাণাং পঞ্চলক্ষং নিত্যং কেদারসংসদি ॥১৯
অমূল্যরত্নং মাণিক্যং মুক্তাং হীরাং মণীশ্বরম্ ।
গজরত্নমশ্বরত্নং কেদারায় করং দদৌ ॥ ২০
কমলা কলয়া জাতা যজ্ঞকুণ্ডসমুদ্ভবা ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা রত্নভূষণভূষিতা ॥ ২১
কামুকী কামিনীশ্রেষ্ঠা কন্যা কমললোচনা ।
কন্যাস্মি তে মহারাজেত্যুবাচ নৃপতিঞ্চ সা ॥ ২২
রাজা সম্পূজ্য তাং ভক্ত্যা তস্মৌ পত্নীং সমর্প্য চ
সা বিজ্ঞায় প্রসূং তাতং কৃত্বা চ বিনয়ং মুদা ।
যযৌ পুণ্যবনং রম্যং তপসে যমুনান্তিকম্ ॥ ২৩
তত্তপস্যাবনং যস্মাৎ তস্মাদ্‌বৃন্দাবনং স্মৃতম্ ॥ ২৪
তপসা বরয়ামাস মাং বরঞ্চ বরং বরম্ ।
ব্রহ্মা দদৌ বরং তস্যৈ পশ্চাৎ কৃষ্ণং লভিষ্যসি ॥
সা চৈকদা নদীতীরে বসন্তে সস্মিতা সতী ।
শয়ানা পুষ্পশয্যায়াং রত্নাভরণভূষিতা ॥ ২৬
ব্রহ্মা পরীক্ষিতুং তাঞ্চ সাধ্বীঞ্চ সুমনোহরাম্ ।
ধর্ম্মং প্রস্থাপয়ামাস সুবেশং সুমনোহরম্ ॥ ২৭
দদর্শ কন্যা রহসি যুবানং পুরুষং পরম্ ।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং রত্নাভরণভূষিতম্ ॥ ২৮
সস্মিতং কামুকং রম্যং রমণীনাঞ্চ বাঞ্ছিতম্ ।
যথা ষোড়শবর্ষীয়ং কুমারং কনকপ্রভম্ ॥ ২৯

কোটিকন্দর্পলীলাভং পীতাম্বরধরং বরম্।
শরৎপার্ব্বণচন্দ্রাস্যং শরৎপদ্মসুলোচনম্ ॥ ৩০
দৃষ্ট্বা তঞ্চ সমুখস্থং বাসয়ামাস সন্নিধৌ।
পূজাং চকার ভক্ত্যা চ ফলমূলং দদৌ মুদা।
সুবাসিতং জলং দত্ত্বা প্রণনাম মুদান্বিতা ॥ ৩১
পূজাং গৃহীত্বা মুদিতঃ সাদরং তামুবাচ হ।
বিপ্ররূপী চ ভগবান্ প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা।
কামুকীনাঞ্চ কাম্যঞ্চ সতীনাং দুষ্করং * ব্রজ ॥৩২

ধর্ম্ম উবাচ।

ভবতী কস্য কন্যা বা কিং নাম তে মনোহরে।
কিং করোষি রহস্যেব তন্মাং কথিতুমর্হসি ॥ ৩৩
কস্য হেতোস্তপস্যা তে কিং বা বাঞ্ছসি সুন্দরি।
বরং বৃণুষ্ব ভদ্রং তে যৎ তে মনসি বাঞ্ছিতম্ ॥৩৪

বৃন্দোবাচ।

বিপ্র কেদারকন্যাহং বৃন্দা বৃন্দাবনস্থিতা।
তপঃ করোমি রহসি চিন্তয়ামি হরিং পতিম্ ॥৩৫
যদি দাতুং সমর্থোঽসি দেহি মে বাঞ্ছিতং বরম্।
অসমর্থোঽসি গচ্ছ ত্বং কিং তে প্রশ্নেন ব্রাহ্মণ ॥

ধর্ম্ম উবাচ।

নিরীহমবিতর্ক্যঞ্চ পরমাত্মানমীশ্বরম্।
নির্গুণঞ্চ নিরাকারং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্ ॥ ৩৭
কা ক্ষমা তং পতিং কর্ত্তুং বিনা লক্ষ্মীং সরস্বতীম্
চতুর্ভুজস্য দ্বে ভার্য্যে হরের্বৈকুণ্ঠশায়িনঃ ॥ ৩৮
গোলোকে দ্বিভুজস্যাপি শ্রীবংশীবদনস্য চ।
কিশোরগোপবেশস্য পরিপূর্ণতমস্য চ ॥ ৩৯
তস্য ভার্য্যা স্বয়ং রাধা মহালক্ষ্মীঃ পরাৎপরা।
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা পরমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ৪০
ভজতে সততং শান্তং সুরম্যং শ্যামসুন্দরম্।
কোটিকন্দর্পসৌন্দর্য্যনিন্দিতং সুকলেবরম্ ॥ ৪১
অমূল্যরত্নাভরণং সত্যঞ্চ নিত্যবিগ্রহম্।
পীতাম্বরধরং রম্যং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্ ॥ ৪২
শ্রীকৃষ্ণশ্চ দ্বিধারূপো দ্বিভুজশ্চ চতুর্ভুজঃ।
চতুর্ভুজশ্চ বৈকুণ্ঠে গোলোকে দ্বিভুজঃ স্বয়ম্ ॥৪৩
যন্নিমেষো ভবেদ্বৃন্দে ব্রহ্মণঃ পতনেন চ।
পঞ্চবিংশৎসহস্রেণ যুগেনেন্দ্রস্য পাতনম্ ॥ ৪৪
চতুর্দ্দশেন্দ্রাবচ্ছিন্ন-কালেন ব্রহ্মণো দিনম্।
তাবতীতি নিশা তস্য বিধাতুর্জগতামপি ॥ ৪৫
এবং ত্রিংশদ্দিনে মাসং দ্বিষট্‌কে মাসি বার্ষিকম্।
এবং শতায়ুস্তস্যৈব নিবোধ বোধতৎপরে ॥ ৪৬
যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং সেবন্তে সনকাদয়ঃ।
কল্পানাং কোটিকোটিঞ্চ তত্র সাধ্যশ্চ যো বিভুঃ ॥
সহস্রবক্ত্রঃ শেষশ্চ সেবতে চ জপেৎ সদা।
দিবানিশঞ্চ যং ভক্ত্যা কল্পকোটিশতং শতম্।
তত্র সাধ্যো হিতকরো দুরারাধ্যঃ পরাৎপরঃ ॥৪৮
ব্রহ্মা ব্রহ্মস্বরূপং তং ভজেজ্জন্মনি জন্মনি।
বক্ত্রৈশ্চতুর্ভিঃ সততং স্তৌতি নিত্যং সনাতনম্।
বেদানির্ব্বচনীয়শ্চ বেদানাং জনকো বিধিঃ ॥ ৪৯
বিধাতা ফলদাতা চ দাতা চ সর্ব্বসম্পদাম্।
তত্র সাধ্যো হি ভগবান্ দুরারাধ্যঃ পরাৎপরঃ ॥৫০
শিবদাতা শিবাধারঃ পরমানন্দবিগ্রহঃ।
জ্ঞানানন্দস্বরূপশ্চ যোগিনাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ ॥ ৫১
মৃত্যুঞ্জয়শ্চ ভগবান্ কালকালোঽন্তকান্তকঃ।
সংহারকর্ত্তা জগতাং কলয়া রুদ্ররূপতঃ ॥ ৫২
স স্তৌতি পঞ্চবক্ত্রেণ কোঽন্যোঽন্যস্যাপি কা কথা
তৎপরশ্চ প্রিয়ো নাস্তি বৃন্দে ভগবতঃ শৃণু ॥ ৫৩
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা সা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ৫৪
নারায়ণী বিষ্ণুমায়া বৈষ্ণবী সা সনাতনী।
যন্মায়য়া জগদ্‌ভ্রান্তমনিত্যং ভ্রমতে সদা।
সা স্তৌতি ভক্ত্যা যং দেবং বৃন্দেঽপ্যস্য দিবানিশম্
স্তৌতি ভক্ত্যা স্বশক্ত্যা চ গজবক্ত্রঃ ষড়াননঃ।
ধ্যায়তে যং গণেশশ্চ সর্ব্বাদৌ যস্য পূজনম্ ॥ ৫৬
ভগবান্ সর্ব্বদেবেশো জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ।
সিদ্ধেন্দ্রেষু চ দেবেন্দ্রে যোগীন্দ্রে জ্ঞানিনাং গুরৌ
ন গণেশাৎ পরো বিদ্বান্ গণেশশ্চ সুরাধিপঃ ॥৫৭
সরস্বতী চ যং স্তৌতি স্বশক্ত্যা পরমেশ্বরী।
দিবানিশং পাদপদ্মং ভক্ত্যা পদ্মা নিষেবতে ॥৫৮
যৎকটাক্ষাজ্জগৎ সর্ব্বং পরিপূর্ণতমং শিবম্।
যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ ॥ ৫৯
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি জন্তুষু।
পৃথিবী সেবয়া যস্য সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা ॥ ০
সমুদ্রা নিশ্চলাঃ শৈলা যস্য ভীতাশ্চ সুন্দরি।
তীর্থসারা চ সা গঙ্গা পবিত্রা মুক্তিদায়িনী।

---

* বচ ইতি শেষঃ।

জগতাং পাবনী দেবী যস্য পাদাব্জসেবয়া ॥ ৬১
পবিত্রা তুলসী দেবী স্মরণাদ্‌যস্য সেবনাৎ।
নবগ্রহাশ্চ দিক্‌পালা ভীতা যস্য প্রতাপতঃ ॥ ৬২
ব্রহ্মাণ্ডেষু চ সর্ব্বেষু ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মকাঃ।
অন্যে যে যে সুরেশাশ্চ শেষাদ্যা মুনয়স্তথা ॥ ৬৩
কেচিৎ কলানুরূপাশ্চাপ্যংশরূপাশ্চ কেচন।
কেচিৎ কলাংশাঃ কৃষ্ণস্য কেচিচ্চ পরমাত্মনঃ ॥৬৪
পতিমিচ্ছসি কল্যাণি প্রকৃতেঃ পরমীশ্বরম্।
গোলোকে রাধিকাসাধ্যো নান্যেষাঞ্চ কদাচন ॥৬৫
মাং ভজস্ব মহাভাগে নৃপাণামীশ্বরং পতিম্।
বলবন্তঞ্চ দেবেভ্যো দৈত্যেভ্যশ্চ বরাননে ॥ ৬৬
সুখানি যানি কল্যাণি ত্রিষু লোকেষু সন্তি বৈ।
ভুঙ্‌ক্ষ্ব তান্যেব সর্ব্বাণি মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥৬৭
সপ্তসাগরপারে চ কাঞ্চনী রুচিরাবনে।
দেবানাং ক্রীড়নার্থায় বিধাত্রা নির্ম্মিতা পুরা।
তত্রৈব গচ্ছ ভদ্রং তে রম রামে ময়া সহ ॥ ৬৮
মহেন্দ্রস্য প্রিয়বনং পুষ্পোদ্যানসমন্বিতম্।
তত্রৈব গচ্ছ ভদ্রং তে রম রামে ময়া সহ ॥ ৬৯
গচ্ছ স্বর্ণময়ীং লঙ্কাং নানারত্নবিভূষিতাম্।
তত্রৈব গচ্ছ ভদ্রং তে রম রামে ময়া সহ ॥ ৭০
সুমেরুগহ্বরং বাপি ক্ষীরোদং বা মনোহরম্।
তত্রৈব গচ্ছ ভদ্রং তে রম রামে ময়া সহ ॥ ৭১
সত্যলোকং ব্রহ্মলোকং রম্যং শশ্বদ্রহঃস্থলম্।
তত্রৈব গচ্ছ ভদ্রং তে রম রামে ময়া সহ ॥ ৭২
মলয়ে নিলয়ং রম্যং রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিতম্।
সুগন্ধযুক্তং সততং শুদ্ধচন্দনবায়ুনা ॥ ৭৩
মালতী যূথিকা রম্যা কেতকী মালতী তথা।
চারুচম্পকপুষ্পাণাং গন্ধেন সুমনোহরম্ ॥ ৭৪
পিকানাং ভ্রমরাণাঞ্চ মধুরধ্বনিসংযুতম্।
তত্রৈব গচ্ছ ভদ্রং তে রম রামে ময়া সহ ॥ ৭৫
ইন্দ্রস্য বরুণস্যৈব বায়োর্ম্মারিব যমস্য চ।
ধনেশ্বরস্য বহ্নেশ্চ ধর্ম্মস্য শশিনস্তথা ॥ ৭৬
সুরম্যং লোকমেতেষাং মধ্যে দেবি যথেচ্ছসি।
তত্রৈব গচ্ছ ভদ্রং তে রম রামে ময়া সহ ॥ ৭৭
রত্নদ্বীপং মণিদ্বীপং রম্যং চন্দ্রসরোবরম্।
তত্রৈব গচ্ছ ভদ্রং তে রম রামে ময়া সহ ॥ ৭৮
শ্রীভগবানুবাচ।
ইত্যেবমুক্ত্বা সম্ভোক্তুং গচ্ছন্তং তং ছলেন চ।
ন বাস্তবং পরীক্ষার্থং সতীত্বং বোধিতুং ব্রজ ॥৭০
উবাচ সা নৃপস্থং তাং কোপরক্তাস্যলোচনা।
হিতং সত্যং বেদযুক্তং ধর্ম্মার্থঞ্চ যশস্করম্ ॥ ৮০
বৃন্দোবাচ।
ধৈর্য্যং কুরু মহাভাগ শ্রেষ্ঠো জাতিষু ব্রাহ্মণঃ।
ব্রাহ্মণানাং তপো মূলং সত্যং বেদো ব্রতং ধৃতিঃ
পরস্ত্রীসহসম্ভোগঃ স্বভাবশ্চাপ্যধর্ম্মিণাম্।
অধর্ম্মা নৈব তে বিপ্র দুষ্টোহভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তে বিনশ্যতি ॥ ৮২
পতিব্রতানাং গমনে বলাৎকারেণ নিশ্চিতম্।
মাতৃগামী ভবেৎ সদ্যো ব্রহ্মহত্যাশতং লভেৎ ॥
কুম্ভীপাকে পচ্যতে চ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।
প্রদগ্ধস্তপ্ততৈলেষু ন মৃতঃ সূক্ষ্মদেহতঃ ॥ ৮৪
তাড়িতো যমদূতৈশ্চ লৌহদণ্ডেন মূর্দ্ধনি।
ক্ষণং সুখং চিরং দুঃখং সর্ব্বনাশস্য কারণম্ ॥
অগম্যাগমনং দুঃখং ধর্ম্মিষ্ঠো নৈব বাঞ্ছতি।
ক্ষমস্ব গচ্ছ ভদ্রং তে ব্রাহ্মণ জ্ঞানদুর্ব্বল ॥ ৮৬
যথা দীপশিখাং দৃষ্ট্বা কীটঃ পততি নিশ্চিতম্।
মিষ্টং দৃষ্ট্বা বড়িশাগ্রে লুব্ধমীনো মৃতো যথা ॥ ৮৭
যথা বিষাক্তং ভক্ষ্যঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে ক্ষোভাদ্ব ভুক্ষিতঃ।
গৃহ্নাতি দৃষ্ট্বা দুষ্টশ্চ বিষকুম্ভং পয়োমুখম্ ॥ ৮৮
তথা দৃষ্ট্বা পরস্ত্রীণাং মুখপদ্মং মনোহরম্।
বিনাশবীজং মোহেন ভ্রান্তো ভবতি লম্পটঃ ॥৮৯
মুখঞ্চ রুচিরং স্ত্রীণাং শ্রোণী যুগ্মং স্তনং তথা।
কামাধারং নাশবীজমধর্ম্মস্থলমেব চ ॥ ৯০
ভগং নরককুণ্ডঞ্চ লালামূত্রসমন্বিতম্।
দুর্গন্ধযুক্তং পাপঞ্চ যমদণ্ডস্য কারণম্ ॥ ৯১
যথা লিঙ্গং বিশত্যেব পাপযোনৌ চ যোষিতাম্।
তথা পুমান্ বিশত্যেব রৌরবে চ যুগে যুগে।
রহস্যঞ্চাপদং দৃষ্ট্বা মাং ত্বং ধর্ষিতুমিচ্ছসি।
অত্রৈব সর্ব্বদেবশ্চ লোকপালাশ্চ ব্রাহ্মণ ॥ ৯৩
জাজ্বল্যমানো ধর্ম্মশ্চ সাক্ষী শাস্তা চ কর্ম্মণাম্।
যমস্য দণ্ডকর্ত্তা চ স্থাপিতো হরিণা স্বয়ম্ ॥ ৯৪
স্বয়ং বৃকৃষ্ণশ্চ সর্ব্বাত্মা জ্ঞানরূপে মহেশ্বরঃ।
দুর্গা বুদ্ধির্মনো ব্রহ্মা চেন্দ্রিয়াণি সুরাস্তথা।
সর্ব্বপ্রাণিষু তিষ্ঠন্তি সাক্ষিণঃ কর্ম্মণাং দ্বিজ ॥ ৯৫
ক্ব গুপ্তং ক্ব রহস্যং বা ব্রাহ্মণ জ্ঞানদুর্ব্বল।
ক্ষমস্ব গচ্ছ ভদ্রং তে অবধ্যাশ্চ দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৯৬

শক্তাহং ভস্মসাৎ কর্ত্তুং গচ্ছ বৎস যথাসুখম্ ।
তপস্যাসু মম গতমষ্টোত্তরশতং যুগম্ ॥ ৯৭
নাস্তি গোত্রং মৎপিতুশ্চ ন মাতা ন পিতা মম ।
সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ কৃষ্ণো রক্ষতি মাং দ্বিজ ॥৯৮
কৃষ্ণেন স্থাপিতো ধর্ম্মো মাঞ্চ রক্ষতি নিত্যশঃ ।
আদিত্যাশ্চ তথা চন্দ্রঃ পবনশ্চ হুতাশনঃ।
ব্রহ্মা শম্ভুর্ভগবতী দুর্গা রক্ষতি মাং সদা ॥ ৯৯
যেন শুক্লীকৃতা হংসাঃ শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স মে রক্ষাং করিষ্যতি ॥১০০
অনাথবালবৃদ্ধানাং রক্ষিতা সর্ব্বদেবতা ।
নারীবুদ্ধ্যা ন মাং ধর্ষ সর্ব্বত্র সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ১০১
মাং মাতরং পরিত্যজ্য গচ্ছ বৎস যথাসুখম্ ॥১০২

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইত্যেবমুক্ত্বা সা দেবী তস্থৌ তত্র যথা ধরা ।
আগচ্ছন্তঞ্চ সন্তোক্তুং ন যান্তং বোধনেন চ ।
শশাপেতি চ সা কোপাদ্‌ব্রহ্মবন্ধো ক্ষয়ো ভব ॥
ক্ষয়ো ভব দুরাচার হে পাপিষ্ঠ ক্ষয়ো ভব ।
পুনঃ শপ্তুং স্বয়ং সূর্য্যো বারয়ামাস যত্নতঃ ॥ ১০৪
এতস্মিন্নন্তরে তাত তত্রৈব জগদীশ্বরাঃ ।
আজগ্মুরতিসন্ত্রস্তা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ ॥ ১০৫
ধর্ম্মং দৃষ্ট্বা কলারূপং রুরুদুস্ত্রিদশেশ্বরাঃ ।
কৃত্বা ক্রোড়েঽতীব ভৃশং কুহ্বা ভীতং যথা বিধুম্
নিশ্চেষ্টং মলিনং দগ্ধং সতীকোপাগ্নিনা ব্রজ ॥

বিষ্ণুরুবাচ ।

ক্ষমস্ব বৃন্দে মদ্ভক্তে জন্ম-মৃত্যু-জরাহরে ।
ধর্ম্মং জীবয় মদ্ভক্তং রক্ষ ধর্ম্মং পতিব্রতে ॥ ১০৭

ব্রহ্মোবাচ ।

ধ্বান্তপূর্ণং জগৎ সর্ব্বং বিনা ধর্ম্মাদভূব হ ।
কম্পিতৌ চন্দ্রসূর্য্যৌ চ শেষশ্চাপি বসুন্ধরা ॥১০৮

মহাদেব উবাচ ।

প্রনষ্টঞ্চ জগৎ সর্ব্বং বিনা ধর্ম্মেণ সুন্দরি ।
ধর্ম্মং জীবয় ভদ্রন্তে স্বস্তি তেঽস্তু বরাননে ॥১০৯

সূর্য্য উবাচ ।

বরং বৃণুষ্ব ভদ্রং তে যৎ তে মনসি বাঞ্ছিতম্ ।
ধর্ম্মং জীবয় ভদ্রন্তে রক্ষ সৃষ্টিং পতিব্রতে ॥ ১১০

অনন্ত উবাচ ।

ধর্ম্মং করোষি তপসা কথং ধর্ম্মং বিহংসি চ ।
ধর্ম্মং জীবয় ধর্ম্মজ্ঞে সর্ব্বধর্ম্ম। ভবেৎ তব ॥১১১

চন্দ্র উবাচ ।

দ্বিজরূপধরো ধর্ম্মস্ত্বাং পরীক্ষিতুমাগতঃ ।
ব্রহ্মণা প্রেরিতশ্চৈব নির্দ্দোষশ্চ বিহিংসিতঃ ॥১১২

মহেন্দ্র উবাচ ।

তপসোপার্জ্জিতো ধর্ম্মো ধর্ম্মেণ চ ফলং নৃণাম্ ।
কথং ফলঞ্চ তপসাং যদি ধর্ম্মঃ ক্ষয়ং গতঃ ॥১১৩

বরুণ উবাচ ।

ধর্ম্মং জীবয় ধর্ম্মিষ্ঠে ধর্ম্মং রক্ষ সনাতনম্ ।
নিষ্ফলং কর্ম্মিণাং কর্ম্ম বিনা ধর্ম্মেণ ধার্ম্মিকে ॥

পবন উবাচ ।

জগৎ পূতং কুরু শুভে ধর্ম্মং জীবয় সাম্প্রতম্ ।
ধর্ম্মে প্রনষ্টে তপসাং তব ধর্ম্মো বিনশ্যতি ॥১১৫

বহ্নিরুবাচ ।

স্বধর্ম্মোপার্জ্জনং কর্ত্তুমাগতাসি চ ভারতম্ ।
বিহিংস্য ধর্ম্মমজ্ঞাত্বা পুনর্জীবয় সুন্দরি ॥ ১১৬

যম উবাচ ।

কর্ম্মিণাং বেদ কর্ম্মাণি চাহং বিশ্বে বরাননে ।
ধর্ম্মানুসারাৎ ফলদো ধর্ম্মং জীবয় সত্বরম্ ॥১১৭
দেবানাং বচনং শ্রুত্বা সমুত্থায় পতিব্রতা ।
নমস্কৃত্য সুরেশাংশ্চ তানুবাচ তপস্বিনী ॥ ১১৮

বৃন্দোবাচ ।

অহং দেবা ন জানামি ধর্ম্মং ব্রাহ্মণরূপিণম্ ।
কৃতঃ ক্ষয়ো ময়া কোপান্মাং পরীক্ষিতুমাগতঃ ॥
জীবয়ামি ধ্রুবং ধর্ম্মং যুষ্মাকঞ্চ প্রসাদতঃ ।
ইত্যেবমুক্ত্বা সা বৃন্দা চেত্যুবাচ ব্রজেশ্বর ॥ ১২০
তপঃ সত্যং যদি মম সত্যঞ্চ বিষ্ণুপূজনম্ ।
তেন পুণ্যেন সদ্যোঽয়ং দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ ॥
যদি মেঽনশনং সত্যং ব্রতং সত্যং তপঃ শুচি ।
তেন পুণ্যেন সত্যেন দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ ॥১২২
যদি নারায়ণঃ সত্যঃ সর্ব্বাত্মা নিত্যবিগ্রহঃ ।
জ্ঞানাত্মকঃ শিবঃ সত্যো দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ ॥
ব্রহ্মা সত্যশ্চ তে দেবাঃ প্রকৃতিঃ পরমা যদি ।
যজ্ঞঃ সত্যস্বরূপঃ সত্যং দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা সা বৃন্দা ধর্ম্মং ক্রোড়ে চকার সা ।
তং দৃষ্ট্বা চ কলারূপং রুরোদ কৃপয়া সতী ॥১২৫
এতস্মিন্নন্তরে মূর্ত্তির্ধর্ম্মভার্য্যা শুচাকুলা ।
নিপত্য বিষ্ণুপাদে চ শিরসা চেত্যুবাচ সা ॥১২৬

মুর্ত্তিরুবাচ ।

হে নাথ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো কৃপাং কুরু ।
তূর্ণং জীবয় কান্তং মে জগন্নাথ কৃপাময় ॥ ১২৭
পতিহীনা চ যা নারী পাপিনী সা ভবার্ণবে ।
যথাস্তং চক্ষুর্বিরতং প্রাণহীনা যথা তনুঃ ॥ ১২৮
মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ
মিতং বন্ধুর্মিতং মাতা সর্ব্বং দাতা পতিঃ স্বয়ম্ ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা সা দেবী তত্র তস্থৌ রুরোদ হ ।
উবাচ বৃন্দাং ভগবান্ সর্ব্বাত্মা প্রকৃতেঃ পরঃ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ত্বয়ায়ুস্তপসা লব্ধং যাবদায়ুশ্চ ব্রহ্মণঃ ।
তদেব দেহি ধর্ম্মায় গোলোকং গচ্ছ সুন্দরি ॥
ত্বমনেন চ তপসা পশ্চান্মাঞ্চ লভিষ্যসি ।
পশ্চাদ্গোকুলমাগত্য বারাহে চ বরাননে ।
বৃষভানুসুতা ত্বঞ্চ রাধাচ্ছায়া ভবিষ্যসি ॥ ১৩২
মৎকলাংশশ্চ রায়াণস্ত্বাং বিবাহাদ্গ্রহীষ্যতি ।
মাং লভিষ্যসি রাসে চ গোপীভী রাধয়া সহ ॥
রাধা শ্রীদামশাপেন বৃষভানসুতা যদা ।
সা এব বাস্তবী রাধা ত্বঞ্চ চ্ছায়াস্বরূপিণী ॥ ১৩৪
বিবাহকালে রায়াণস্ত্বাঞ্চ চ্ছায়াং গ্রহীষ্যতি ।
ত্বাং দত্ত্বা বাস্তবী রাধা সান্তর্দ্ধানা ভবিষ্যতি ॥১৩৫
রাধাং কৃত্বা চ তাং মূঢ়া বিজ্ঞাস্যন্তি চ গোকুলে ॥
স্বপ্নে রাধাপদাম্ভোজং ন হি পশ্যন্তি বল্লবাঃ ।
স্বয়ং রাধা মম ক্রোড়ে চ্ছায়ারায়াণকামিনী ॥
বিষ্ণোশ্চ বচনং শ্রুত্বা দদাবায়ুশ্চ সুন্দরী ।
উত্তস্থৌ চ পূর্ণধর্ম্মস্তপ্তকাঞ্চনসন্নিভঃ ॥ ১৩৮
পূর্ব্বস্মাৎ সুন্দরঃ শ্রীমান্ প্রণনাম হরিং হরম্ ।
ব্রহ্মাণং জগতাং নাথং প্রকৃতিঞ্চ পরাৎপরাম্ ॥

বৃন্দোবাচ ।

দেবাঃ শৃণুত মদ্বাক্যং দুর্লঙ্ঘ্যং সাবধানতঃ ।
ন হি মিথ্যা ভবেদ্বাক্যং মদীয়ঞ্চ নিশাময় ॥ ১৪০
ক্ষয়ো ভবতু বাক্যঞ্চ ময়োক্তং কোপভীতয়া
বারত্রয়ং পুনর্ব্বক্তুং বারয়ামাস ভাস্করঃ ॥ ১৪১
সত্যে চ পরিপূর্ণোঽয়ং যথা পূর্ব্বে যথাধুনা ।
ত্রিপাদশ্চাপি ত্রেতায়াং দ্বিপাদো দ্বাপরে তথা ॥
একপাদশ্চ ধর্ম্মোঽয়ং কলেশ্চ প্রথমে হরে ।
শেষে কলাঃ ষোড়শাংশঃ পুনঃ সত্যে যথা পুরা ॥
ত্রির্নির্গতং মম মুখাৎ ক্ষয়স্তেন ততঃ ক্রমাৎ ।
পুনরুক্তে চ মনসি বারয়ামাস ভাস্করঃ ॥ ১৪৪
তেনৈব হেতুনায়ঞ্চ কলিশেষে কলাময়ঃ ।
তথা শপ্তঃ স্থিতে দুর্গে কলিশেষে তথা ধ্রুবম্ ॥
এতস্মিন্নন্তরে নন্দ দদৃশুর্দেবতা রথম্ ।
গোলোকাদাগতং বেগাদতীব সুন্দরং শুভম্ ॥১৪৬
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং হীরাহারপরিষ্কৃতম্ ।
মণি-মাণিক্য-মুক্তাভির্বস্ত্রৈশ্চ শ্বেতচামরৈঃ ।
বিভূষিতং ভূষণৈশ্চ রুচিরৈ রত্নদর্পণৈঃ ॥ ১৪৭
নত্বা হরিং হরং বৃন্দা ব্রহ্মাণং সর্ব্বদেবতাঃ ॥ ১৪৮
সমারুহ্য রথং দৃষ্ট্বা গোলোকঞ্চ জগাম সা ।
দেবা জগ্মুশ্চ স্বস্থানং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে
নারায়ণনারদসংবাদে ভগবন্নন্দসংবাদে
ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

নন্দ উবাচ ।

ত্বাং জ্ঞাতুং ন হি শক্তাশ্চ বেদা বেদবিদঃ প্রভো
সুরা ব্রহ্মেশ-শেষাদ্যা মুনিসিদ্ধাদয়স্তথা ॥ ১
কো ভবানিতি বিজ্ঞাতুং পরং কৌতূহলং মম ।
তৎসর্ব্বং স্বাত্ম্য-যাথার্থ্যং নির্জ্জনে কথয় প্রভো ॥

নারায়ণ উবাচ ।

এতস্মিন্নন্তরে তত্র কৃষ্ণং দ্রষ্টুং মুনীশ্বরাঃ ।
আজগ্মুঃ সহসা বৎস জ্বলন্তো ব্রহ্মতেজসা ॥ ৩
পুলহশ্চ পুলস্ত্যঞ্চ ক্রতুশ্চ ভৃগুরঙ্গিরাঃ ।
প্রচেতাশ্চ বশিষ্ঠশ্চ দুর্ব্বাসাঃ কণ্ব এব চ ॥ ৪
কাত্যায়নঃ পাণিনিশ্চ কণাদো গৌতমস্তথা ।
সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ ॥ ৫
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা ।
বিশ্বামিত্রো বাল্মীকিশ্চ কশ্যপশ্চ পরাশরঃ ॥ ৬
বিভাণ্ডকো মরীচিশ্চ শুক্রোঽত্রিশ্চ বৃহস্পতিঃ ।
গর্গশ্চাপি তথা বাৎস্যো ব্যাসশ্চ জৈমিনিস্তথা ॥৭
মিতবাগৃষ্যশৃঙ্গশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যঃ শুকস্তথা ।
সৌভরিঃ শুদ্ধজটিলো ভরদ্বাজঃ সুভদ্রকঃ ॥ ৮
মার্কণ্ডেয়ো লোমশশ্চ নকাখ্যশ্চ বিকঙ্কণঃ ।
অষ্টাবক্রঃ শতানন্দো বামদেবশ্চ ভার্গবঃ ॥ ৯
সংবর্ত্তশ্চাপ্যুতথ্যশ্চ নরোঽহঞ্চাপি নারদ ।

জাবালিঃ পশুরামশ্চাপ্যগস্ত্যঃ পৌল এব চ ॥ ১০
সুধামন্যুর্গৌরমুখোঽপ্যুপমন্যুঃ শ্রুতশ্রবাঃ ।
মৈত্রেয়শ্চ্যবনশ্চৈব কন্নথঃ কর এব চ ॥ ১১
তান্ দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় নমস্কৃত্য পুটাঞ্জলিঃ ।
সিংহাসনেষু রম্যেষু বাসয়ামাস সাদরম্ ॥ ১২
পূজয়ামাস বিধিবৎ কুশলপ্রশ্নপূর্ব্বকম্ ।
পরস্পরঞ্চ সম্ভাষ্য মধ্যে কৃষ্ণ উবাচ সঃ ॥ ১৩
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণস্তেজোরাশিং দদর্শ সঃ ।
দদৃশুস্তে চ মুনয়োঽপ্যাকাশে চ সমুন্নতম্ ॥ ১৪
তেজসোঽভ্যন্তরে বৎস কুমারং কনকপ্রভম্ ।
যথৈব পঞ্চবর্ষীয়ং নগ্নং বালকমীপ্সিতম্ ॥ ১৫
আবির্ব্বভূব সহসা সভামধ্যে চ নারদ ।
উত্তিষ্ঠমানাঃ সহসা তং দৃষ্ট্বা মুনিপুঙ্গবাঃ ।
প্রণেমুর্মুনয়ঃ সর্ব্বে শৌরিশ্চ প্রণনাম তম্ ॥ ১৬
স সর্ব্বমাশিষং কৃত্বা সমুবাস চ সংসদি ।
উবাচ তাংশ্চ শৌরিঞ্চ ভগবন্তং সনাতনম্ ।
সস্মিতং স্নিগ্ধনেত্রঞ্চ কৃপাযুক্তশ্চ সাদরম্ ॥ ১৭

সনৎকুমার উবাচ ।

ভদ্রং বো মুনয়ঃ শশ্বৎ তপসাং ফলমীপ্সিতম্ ।
কৃষ্ণস্য কুশলপ্রশ্নং শিববীজস্য নিষ্ফলম্ ॥ ১৮
সাম্প্রতং কুশলং বশ্চ দর্শনং পরমাত্মনঃ ।
ভক্তানুরোধাদ্দেবস্য পরস্য প্রকৃতেরপি ॥ ১৯
নির্গুণস্য নিরীহস্য সর্ব্ববীজস্য তেজসঃ ।
ভারাবতারণায়ৈব চাবির্ভূতস্য সাম্প্রতম্ ॥ ২০

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

শরীরধারিণশ্চাপি কুশলপ্রশ্নমীপ্সিতম্ ।
তৎ কথং কুশলপ্রশ্নং ময়ি বিপ্র ন বিদ্যতে ॥ ২১

সনৎকুমার উবাচ ।

শরীরে প্রাকৃতে নাথ সন্ততঞ্চ শুভাশুভম্ ।
নিত্যদেহে ক্ষেমবীজে শিবপ্রশ্নমনর্থকম্ ॥ ২২

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

যো যো নিগ্রহধারী চ স চ প্রাকৃতিকঃ স্মৃতঃ ।
দেহো ন বিদ্যতে বিপ্র তাং নিত্যাং প্রকৃতিং বিনা

সনৎকুমার উবাচ ।

রক্তবিন্দূদ্ভবা দেহাস্তে চ প্রাকৃতিকাঃ স্মৃতাঃ ।
কথং প্রকৃতিনাথস্য বীজস্য প্রাকৃতং বপুঃ ॥ ২৪
সর্ব্ববীজস্য সর্ব্বাদির্ভবাংশ্চ ভগবান্ স্বয়ম্ ।
সর্ব্বেষামবতারাণাং প্রধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ২৫
কৃত্বা বদন্তি দেবাশ্চ নিত্যং নিত্যং সনাতনম্ ।
জ্যোতিঃস্বরূপং পরমং পরমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ২৬
মায়য়া সগুণঞ্চৈব মায়েশং নির্গুণং পরম্ ।
প্রবদন্তি চ বেদাঙ্গাস্তথা বেদবিদঃ প্রভো ॥ ২৭

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

সাম্প্রতং বাসুদেবোঽহং রক্তবীর্য্যাশ্রিতং বপুঃ ।
কথং ন প্রাকৃতো বিপ্র শিবপ্রশ্নমভীপ্সিতম্ ॥ ২৮

সনৎকুমার উবাচ ।

বাসুঃ সর্ব্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু ।
তস্য দেবঃ পরং ব্রহ্ম বাসুদেব ইতীরিতঃ ॥ ২৯
বাসুদেবেতি তন্নাম বেদেষু চ চতুর্ষু চ ।
পুরাণেষ্বিতিহাসেষু বার্ত্তাদিষু চ দৃশ্যতে ॥ ৩০
রক্তবীর্য্যাশ্রিতো দেহঃ ক তে বেদে নিরূপিতঃ ।
সাক্ষিণো মুনয়শ্চাত্র ধর্ম্মঃ সর্ব্বত্র এব চ ।
সাক্ষিণো মম বেদাশ্চ রবিচন্দ্রৌ চ সাম্প্রতম্ ॥ ৩১

ভৃগুরুবাচ ।

সত্যং বদসি বিপ্রেন্দ্র ত্বমেব বৈষ্ণবাগ্রণীঃ ।
স্বাগতং কুশলং স্বঞ্চ কিং নিমিত্তমিহাগতঃ ॥ ৩২

সনৎকুমার উবাচ ।

শ্রূয়তাং মুনয়ঃ সর্ব্বে শ্রূয়তাং কৃষ্ণ সাম্প্রতম্ ।
অহো যেন নিমিত্তেন চাতিশীঘ্রমিহাগতঃ ॥ ৩৩

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ কিং নিমিত্তমিহাগতঃ ।
সর্ব্বং জানামি সর্ব্বজ্ঞস্ত্বমেব বিদুষাং বরঃ ॥ ৩৪

সনৎকুমার উবাচ ।

ধন্যোঽসি ভগবংস্ত্বঞ্চ মান্যোঽসি জগতামপি ।
সর্ব্বেশ্বরেশ্বরোঽসি ত্বং ত্বৎপরো নাস্তি বিশ্বতঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

যজ্ঞানাঞ্চ ব্রতানাঞ্চ তপসানাং দ্বিজেশ্বর ।
সততং ফলদাতাহং দক্ষিণাভিঃ সহেতি চ ॥ ৩৬
ইতি শ্রুত্বা কুমারশ্চ জবেন প্রযযৌ চ তে ।
মত্বাশ্চর্য্যঞ্চ বচনং ধারয়ামাসুরীপ্সিতম্ ॥ ৩৭

ঋষয় ঊচুঃ ।

হে সিদ্ধেন্দ্র মহাভাগ কুমার করুণাময় ।
কা সঙ্কেতকথা প্রোক্তা ভগবন্ ক্ষণসন্নিধৌ ॥ ৩৮
কিং কুত্র দৃষ্টমাশ্চর্য্যং শ্রুতং কিং বাপি কুত্রচিৎ
অতীব কৃত্বা বিস্তীর্ণমস্মাকং বক্তুমর্হসি ॥ ৩৯
এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ ।

অনন্তশ্চাপি ধর্ম্মশ্চ শ্রীসূর্য্যশ্চ নিশাকরঃ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা দিক্পালাদ্যাশ্চ দেবতাঃ ॥
শ্রীকৃষ্ণঃ সহসোত্থায় সম্ভাষ্য চ পৃথক্ পৃথক্ ।
মধুপর্কাদিকং দত্ত্বা পূজয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৪১
প্রণেমুর্ঋষয়ঃ সর্ব্বে শেষং শম্ভুং বিধিং শিবাম্ ।
পরস্পরঞ্চ সম্ভাষা বভূব দ্বিজ-দেবয়োঃ ॥ ৪২

সনৎকুমার উবাচ ।

অহং গতশ্চ গোলোকে ন দৃষ্টো রাধিকাপতিঃ ।
ততো গতশ্চ বৈকুণ্ঠং তত্র নাস্তি চতুর্ভুজঃ ॥ ৪৩
ততো গতশ্চ ক্ষীরোদং তত্র নাস্তি হরিঃ স্বয়ম্ ।
পরিশ্রান্তো বিষণ্ণশ্চ স্নাতঃ ক্ষীরোদধেস্তটে ॥ ৪৪
বিস্তীর্ণবালুকামধ্যে কচ্ছপঃ শতযোজনঃ ।
ভীতশ্চ কম্পিতস্তত্র দৃষ্টো দুঃখী চ শুষ্কিতঃ ॥৪৫
নিঃসারিতো রাঘবেণ মীনেন চ মহাত্মনা ।
ধন্যোঽসীতি ময়োক্তশ্চ নাহং ধন্য উবাচ সঃ ॥৪৬
ক্ষীরোদসাগরো ধন্যো জন্তবো যত্র মদ্বিধাঃ ।
মত্তো মহত্তরাশ্চাপি হ্যসংখ্যাশ্চ মহামুনে ॥ ৪৭
ভবান্ ধন্যোঽসি ক্ষীরোদ তেনোক্তং নাহমেব চ
ধন্যা বসুন্ধরা দেবী যত্রৈব সপ্তসাগরাঃ ॥ ৪৮
ধন্যাসি বসুধেত্যুক্তা নাহমেবেত্যুবাচ সা ।
ধন্যোঽনন্তো মমাধারঃ কৃষ্ণাংশো নাগরাড়্বিভুঃ ॥
সহস্রমূর্দ্ধ্নাং মধ্যেঽহং মূর্দ্ধ্নি শূর্পে চ সর্ষপঃ ॥ ৫০
ধন্যোঽসি শেষ ইত্যুক্তো ধন্যো নাহমুবাচ সঃ ।
ধন্যো হি দেবপবনো যঃ সদা ধরতে চ মাম্ ॥ ৫১
ধন্যোঽসীত্যুক্তঃ পবনো ধন্যো নাহমুবাচ সঃ ।
ধন্যশ্চ ভগবান্ ব্রহ্মা বিধাতা জগতামপি ॥ ৫২
ধন্যোঽসি তত্র ধাতা চ ধন্যো নাহমুবাচ সঃ ।
ধন্যো মহেশ্বরো দেবো যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ ॥
সর্ব্বারাধ্যঃ সর্ব্বপূজ্যো ধর্ম্মরূপঃ সনাতনঃ ।
কালকালশ্চ সংহর্ত্তা স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়ঃ প্রভুঃ ॥ ৫৪
ধন্যোঽসীত্যুক্তঃ শম্ভুশ্চ ধন্যো নাহমুবাচ সঃ
সর্ব্বাদৌ পূজনং যস্য জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ ॥ ৫৫
ধন্যো গণেশ্বরো দেবো দেবানাং প্রবরো বরঃ ।
সিদ্ধেন্দ্রেষু মুনীন্দ্রেষু সুরেন্দ্রেষু শ্রুতৌ শ্রুতম্ ॥৫৬
যোগীন্দ্রেষু চ প্রাজ্ঞেষু ন গণেশাৎ পরঃ পুমান্ ।
নিম্নগাসু যথা গঙ্গা তীর্থেষু পুষ্করো যথা।
পুরীষু চ যথা কাশী তথা দেবে গণেশ্বরঃ ॥ ৫৭
দেবেষু ধন্যো মান্যোঽসীত্যুক্তো গণপতির্ময়া ।
নাহং ধন্যো মুনিশ্রেষ্ঠ সস্মিতশ্চেত্যুবাচ হ ॥ ৫৮
ধন্যা বেদাশ্চ চত্বারঃ কর্ম্মৈব যদ্ব্যবস্থয়া ।
বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৫৯
বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাদ্বয়ং পূজ্যা ব্যবস্থয়া ।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি পুরাণানি চ সন্তি বৈ ॥৬০
যস্মাদ্ধন্যাশ্চ তে বেদা গচ্ছ তত্র মুনীশ্বর ।
যূয়ং ধন্যাশ্চ মান্যাশ্চেত্যুক্তা বেদা ময়া ততঃ ॥৬১
উচুস্তে ন বয়ং ধন্যা যজ্ঞসজ্যশ্চ সাম্প্রতম্ ।
বয়ং ব্যবস্থাকর্ত্তারো যজ্ঞোঽথঃ ফলদঃ স্বয়ম্ ॥ ৬২
তস্মাদ্ধন্যঃ স এবাপি গচ্ছ গচ্ছ মহামুনে ।
ধন্যোঽসি যজ্ঞসজ্যোঽসীত্যুক্তস্তত্র ময়া বিভো ॥
উচুস্তে ন বয়ং ধন্যা ধন্যং কর্ম্ম শুভং মুনে ॥ ৬৪
শুভকর্ম্মাণি ধন্যং ত্বং নাহং ধন্যমুবাচ তৎ ।
কর্ম্মণাং ফলদো ধাতা কর্ম্মহেতুশ্চ সাম্প্রতম্ ॥৬৫
ধাতুর্বিধাতা ভগবান্ সর্ব্বাদিঃ সর্ব্বকারকঃ ।
শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা চ ধন্যো মান্যশ্চ নিশ্চিতম্ ॥
ধর্ম্মালয়ং ততো গত্বা ন দৃষ্ট্বা জগদীশ্বরম্ ।
মথুরামাগতো দ্রষ্টুং পরিপূর্ণতমং প্রভুম্ ॥ ৬৭
যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব ব্রতানাং শুভকর্ম্মণাম্ ।
ঈশ্বরং ফলদাতারং পরমাত্মানমেব চ ॥ ৬৮
কারণং কারণানাঞ্চ ব্রহ্মাদীনাং পুরঃসরম্ ।
ধন্যোঽসীতি ময়োক্তশ্চ দক্ষিণাভিঃ সহেতি চ ॥
উক্তো ভগবতাপ্যত্র কথিতং সর্ব্বকারণম্ ।
দক্ষিণাভিশ্চ ফলদো হতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ ॥ ৭০
দক্ষিণা বিপ্রমুদ্দিশ্য তৎকালং তু ন দীয়তে ।
একরাত্রে ব্যতীতে তু তদ্দানং দ্বিগুণং ভবেৎ ॥৭১
মাসে শতগুণং প্রোক্তং দ্বিমাসে তু সহস্রকম্ ।
সংবৎসরব্যতীতে তু স দাতা নরকং ব্রজেৎ ॥৭২
বর্ষাণাঞ্চ সহস্রঞ্চ মূত্রকুণ্ডে নিপত্য চ ।
ততশ্চাণ্ডালতাং যাতি ব্যাধিযুক্তশ্চ পাতকী ॥ ৭৩
দাতা ন দীয়তে দানং গ্রহীতা চেন্ন যাচতে ।
তাবুভৌ নরকং প্রাপ্তৌ বর্ষাণাঞ্চ সহস্রকম্ ॥ ৭৪
যজমানশ্চ চাণ্ডালো ব্রাহ্মণস্তৎপুরোহিতঃ ।
ব্যাধিযুক্তৌ তাবুভৌ চ পাপিনৌ কর্ম্মণঃ ফলাৎ ॥
সর্ব্বে দেবাশ্চ মুনয়ো জহসুর্বিস্ময়ং যযুঃ ।
বিস্ময়ঞ্চ যযৌ নন্দস্তত্যাজ পুত্রভাবকম্ ॥ ৭৬
রুরোদ চ সভামধ্যে লজ্জাহীনঃ শুচাকুলঃ ।
ত্যজ মোহমিতীত্যুক্ত্বা বোধয়ামাস পার্ব্বতী॥

নন্দ উবাচ।
অমূল্যং রত্নমাণিক্যং যথা কুবণিজাং গৃহে।
স্থিতং তেন চ দেবেশ তথাহং বঞ্চিতঃ প্রভো॥
মমাপরাধং ভগবন্ ক্ষমস্ব প্রকৃতেঃ পর।
পুনর্ন যাস্যামি গৃহং গোকুলং যমুনাতটম্॥ ৭৯
বৃন্দাবনং তথা রাসং ক্রীড়াবাসং গদাগ্রজ।
উৎসঙ্গঞ্চ যশোদয়ো গোপিকান্তিকমেব চ॥ ৮০
কিং ব্রবীমি যশোদঞ্চ শ্রেয়সীং রাধিকামপি।
প্রেমপাত্রঞ্চ বালৌঘং বদ ভোঃ কথয়ামি কিম্॥
ইত্যুক্ত্বা চ সভামধ্যে মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ নারদ।
ক্রোড়ে কৃত্বা জগন্নাথো বোধয়ামাস তৎক্ষণম্॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে ভগবন্নন্দসংবাদে সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৭॥

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।
চেতনং কুরু হে তাত হে তাত চেতনং কুরু।
জলবুদ্বুদবৎ সর্ব্বং সংসারং সচরাচরম্॥ ১
ত্যজ মোহং মহাভাগ মায়াং স্তৌহি পরাৎপরাম্
ব্রহ্মস্বরূপাং পরমাং সর্ব্বমোহনিকৃন্তনীম্।
মুক্তিপ্রদাং মহাভাগাং বিষ্ণুমায়াং সনাতনীম্॥২
ত্রিপুরস্য বধে ঘোরে মহাযুদ্ধে ভয়াকুলে।
যেন স্তোত্রেণ শম্ভুশ্চ তস্যা দত্যং জবান সঃ॥৩
স্তোত্ররাজং প্রদাস্যামি সর্ব্বমোহনিকৃন্তনম্।
সর্ব্ববাঞ্ছাপ্রদং নন্দ শ্রূয়তামত্র সংসদি॥ ৪
নন্দ উবাচ।
সর্ব্ববিঘ্নবিনাশায় দুঃখপ্রশমনায় চ।
বিভূতয়ে চ যশসে নৃণাং বাঞ্ছিতসিদ্ধয়ে॥ ৫
স্তোত্রমেতৎ মহাদেব্যা জগন্মাতুর্জগৎপ্রভো।
পরং দুর্গতিনাশিন্যা গোপনীয়ং সুদুর্লভম্॥ ৬
দেহি মহ্যং বিনীতায় ভক্তায় ভক্তবৎসল।
বেদানাং জনকস্ত্বঞ্চ নির্গুণশ্চ পরাৎপরঃ॥ ৭
শ্রীভগবানুবাচ।
শৃণু বক্ষ্যামি বেশ্যেন্দ্র স্তোত্রং যৎ পরমাদ্ভুতম্
সর্ব্ববিঘ্নবিনাশার্থং মোহপাশনিকৃন্তনম্॥ ৮

রণে শস্ত্রং পরিত্যজ্য * শম্বরেণ পুরা কৃতম্।
নারায়ণোপদেশেন প্রেরিতেন চ ব্রহ্মণা॥ ৯
শক্রগ্রস্তং শিবং দৃষ্ট্বা স ব্রহ্মাণমুবাচ হ।
উবাচ শঙ্করং ব্রহ্মা রণস্থং পতিতং রণে॥ ১০
স্মর শঙ্কর শান্ত্যর্থং দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্।
মূলপ্রকৃতিমাদ্যাং তাং স্তুহি ব্রহ্মস্বরূপিণীম্॥ ১১
হরিণা প্রেরিতোঽহঞ্চ ত্বাং বদামি সুরেশ্বর।
বিনা শক্তিসহায়েন কো বা কং জেতুমীশ্বরঃ॥
ব্রহ্মণশ্চ বচঃ শ্রুত্বা দুর্গাং সস্মার শঙ্করঃ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ॥ ১৩
স্নাতঃ পাদৌ চ প্রক্ষাল্য ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী।
আচান্তঃ কুশহস্তশ্চ শুচির্বিষ্ণুঞ্চ সংস্মরন্॥ ১৪
মহাদেব উবাচ।
রক্ষ রক্ষ মহাদেবি দুর্গে দুর্গতিনাশিনি।
মাং ভক্তমনুরক্তঞ্চ শক্রগ্রস্তং কৃপাময়ি॥ ১৫
বিষ্ণুমায়ে মহাভাগে নারায়ণি সনাতনি।
ব্রহ্মস্বরূপে পরমে নিত্যানন্দস্বরূপিণি॥ ১৬
ত্বঞ্চ ব্রহ্মাদিদেবানামম্বিকা জগদম্বিকে।
ত্বং সাকারা চ গুণতো নিরাকারা চ নির্গুণাৎ॥
মায়য়া পুরুষস্ত্বঞ্চ মায়য়া প্রকৃতিঃ স্বয়ম্।
তয়োঃ পরং ব্রহ্মরূপং ত্বং বিভর্ষি সনাতনি॥ ১৮
বেদানাং জননী ত্বঞ্চ সাবিত্রী চ পরাৎপরা॥ ১৯
বৈকুণ্ঠে চ মহালক্ষ্মীঃ সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী।
মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ ক্ষীরোদে কামিনী শেষশায়িনঃ॥
স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মীস্ত্বং রাজলক্ষ্মীশ্চ ভূতলে।
নাগাদিলক্ষ্মীঃ পাতালে গৃহেষু গৃহদেবতা॥ ২১
সর্ব্বশস্যস্বরূপা ত্বং সর্ব্বৈশ্বর্য্যবিধায়িনী।
বাগধিষ্ঠাতৃদেবী ত্বং ব্রহ্মণশ্চ সরস্বতী॥ ২২
প্রাণানামধিদেবী ত্বং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
গোলোকে চ স্বয়ং রাধা শ্রীকৃষ্ণস্যৈব বক্ষসি॥২৩
গোলোকাধিষ্ঠাতৃদেবী বৃন্দা বৃন্দাবনে বনে।
শ্রীরাসমণ্ডলে রম্যা বৃন্দাবনবিনোদিনী॥ ২৪
শতশৃঙ্গাধিদেবী ত্বং নাম্না চিত্রাবলীতি চ।
দক্ষকন্যা কুত্র কল্পে কুত্র কল্পে চ শৈলজা॥ ২৫
দেবমাতাদিতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা।
ত্বমেব গঙ্গা তুলসী ত্বঞ্চ স্বাহা স্বধা সতী॥ ২৬

---

* রণত্রস্তেন বিভুনা ইতি চ পাঠঃ।

ত্বমেবাংশাংশকলয়া সর্ব্বদেবাদিযোষিতঃ ।
স্ত্রীরূপা চাপি পুরুষো দেবি ত্বঞ্চ নপুংসকম্ ॥২৭
বৃক্ষাণাং বীজরূপা তং সৃষ্টেশ্চাঙ্কুররূপিণী ।
বহ্নৌ চ দাহিকা শক্তির্জলে শৈত্যস্বরূপিণী ॥ ২৮
সূর্য্যে তেজঃস্বরূপা চ প্রভারূপা চ সন্ততম্ ।
শোভাস্বরূপা চন্দ্রে চ পদ্মসজ্যে চ নিশ্চিতম্ ॥২৯
সৃষ্টৌ সৃষ্টিস্বরূপা চ পালনে পরিপালিকা ।
মহামারী চ সংহারে জলে চ জলরূপিণী ॥ ৩০
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী ।
বেদেঽনির্ব্বচনীয়া ত্বং ন ত্বাং জানাতি কশ্চন ॥
সহস্রবক্ত্রস্ত্বাং স্তোতুং ন চ শক্তঃ সুরেশ্বরি ।
বেদা ন শক্তাঃ কো বিদ্বান্ ন চ শক্তা সরস্বতী ।
স্বয়ং বিধাতা শক্তশ্চ ন চ বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥ ৩২
কিং স্তৌমি পঞ্চবক্ত্রেণ রণত্রস্তো মহেশ্বরি ।
কৃপাং কুরু মহামায়ে মম শত্রুক্ষয়ং কুরু ॥ ৩৩
ইত্যুক্ত্বা চ সকরুণং রথস্থে পতিতে রণে ।
আবির্ব্বভূব সা দুর্গা সূর্য্যকোটিসমপ্রভা ॥ ৩৪
নারায়ণেন কৃপয়া প্রেরিতা পরমাত্মনা ।
শিবস্য পুরতঃ শীঘ্রং শিবায় চ জয়ায় চ ॥ ২৫
ইত্যুক্ত্বা চ মহাদেবী মায়া শক্ত্যাঽসুরং বধ ।
বরং বৃণুষ ভদ্রং তে যৎ তে মনসি বাঞ্ছিতম্ ।
ভবান্ বরঃ সুরাণাঞ্চ জয়ং তুভ্যং দদাম্যহম্ ॥২৬

মহাদেব উবাচ ।

ক্ষয়ো ভবতু দৈত্যেন্দ্র ইতি মে বরমীশ্বরি ।
দেহীতি বাঞ্ছিতং দুর্গে পরমাদ্যে সনাতনি ॥ ৩৭

ভগবত্যুবাচ ।

হরিং স্মর মহাভাগ জয় দৈত্যং জগদ্গুরো ।
স্বয়ং বিধাতা ভগবান্ স এব * জ্যোতিরীশ্বরঃ ॥
এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুর্বৃষরূপো বভূব সঃ ।
দধার কলয়া মূর্দ্ধা শূলপাণে রথং বিভুঃ ॥ ৩৯
ঊর্দ্ধচক্রমধোঽগ্রঞ্চ প্রকৃতঞ্চ চকার সঃ ।
শিবঃ শস্ত্রং গৃহীত্বা চ ধ্যাত্বা বিষ্ণুং সুরেশ্বরীম্ ॥৪০
জঘান ত্রিপুরং শীঘ্রং স পপাত মহীতলে ॥ ৪১
তুষ্টুবুঃ শঙ্করং দেবাশ্চক্রুশ্চ পুষ্পবর্ষণম্ ।
দুর্গা তস্মৈ দদৌ শূলং পিনাকং বিষ্ণুরেব চ ॥৪২
ব্রহ্মা শুভাশিষঞ্চৈব মুনয়শ্চাপি হর্ষিতাঃ ।
ননৃতুর্দেবতাঃ সর্ব্বা জগুর্গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ ॥ ৪৩
এতৎ তে কথিতং তাত স্তবরাজমনুত্তমম্ ।
বিঘ্ননিঘ্নকরং শীঘ্রং শত্রুসংহারকারণম্ ॥ ৪৪
পরমৈশ্বর্য্যজনকং সুখদং শুভদং পরম্ ।
নির্ব্বাণমোক্ষদঞ্চৈব হরিভক্তিপ্রদং ধ্রুবম্ ॥ ৪৫
গোলোকবাসদঞ্চৈব হরিদাস্যপ্রদং তথা ।
লোভ-মোহ কাম-ক্রোধ কর্ম্মমূলনিকৃন্তনম্ ॥ ৪৬
বল-বুদ্ধিকরঞ্চৈব জন্ম-মৃত্যুবিনাশনম্ ।
ধন-পুত্র প্রিয়া-ভূমি-সর্ব্বসম্পৎপ্রদং নৃণাম্ ॥
শোক-দুঃখহরঞ্চৈব সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং বরম্ ।
স্তোত্ররাজপ্রপঠনান্মহাবন্ধ্যা প্রসূয়তে ॥ ৪৮
বন্ধনান্মুচ্যতে দুঃখী ভয়ান্মুচ্যেত নিশ্চিতম্ ।
রোগাদ্বিমুচ্যতে রোগী দরিদ্রশ্চ ধনী ভবেৎ ।
দাবাগ্নিমধ্যে ন মৃতো মগ্নঃ পোতে মহার্ণবে ॥৪৯
দস্যুগ্রস্তো রিপুগ্রস্তো হিংস্রজন্তুসমন্বিতঃ ।
স্তোত্রেণানেন বৈশ্যেন্দ্র কল্যাণং লভতে নরঃ ॥
তৈজসানাং যথা রত্নমাশ্রমাণাং দ্বিজো যথা ।
নদীনাঞ্চ যথা গঙ্গা মন্ত্রাণাং প্রণবো যথা ॥ ৫০
তুলসী সর্ব্বপত্রাণাং ধরাণাঞ্চ বসুন্ধরা ।
পুষ্পাণাং পারিজাতঞ্চ কাষ্ঠানাং চন্দনং যথা ॥ ৫১
বিষ্ণুপূজা চ তপসাং ব্রতেষ্বেকাদশী যথা ।
জ্ঞানিনাঞ্চ যথা শম্ভুঃ সিদ্ধানাঞ্চ গণেশ্বরঃ ॥ ৫৩
দেবানাঞ্চ যথা বিষ্ণুর্বেদাঃ শাস্ত্রেষু তত্ত্বতঃ ।
দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা শান্তানাং কমলা যথা ॥ ৫৪
সরস্বতী চ বিদুষাং রাধিকা সুন্দরীষু চ ।
তথা স্তোত্রেষ্বিদং স্তোত্রং স্তোত্রং নাতঃ পরং ব্রজ ॥ ৫৫
পুরা দত্তং ব্রহ্মণে চ পুষ্করে সূর্য্যপর্ব্বণি ॥ ৫৬
দৈত্যগ্রস্তায় ভীতায় সর্ব্বদুর্গহরং পরম্ ।
শিবায় শত্রুগ্রস্তায় দদৌ ব্রহ্মা মদাজ্ঞয়া ॥ ৫৭
শিবশ্চ সনকাদিভ্যঃ পুরা দুর্ব্বাসসে দদৌ ।
সনৎকুমারো ভগবান্ কৃপয়া গৌতমায় চ ॥ ৫৮
পুলহায় পুলস্ত্যায় দদৌ চাঙ্গিরসে মুদা ।
তথা চন্দ্রায় সূর্য্যায় সূর্য্যশ্চাপি যমায় চ ।
যমশ্চ চিত্রগুপ্তায় কৃপয়া চ পুরা দদৌ ॥ ৫৯
নিত্যং পঠিষ্যসি স্তোত্রং গোলোকগমনায় বৈ ॥
সাক্ষাৎ স্তুতিং কুরু বিভো তামেব পার্ব্বতীমিহ ।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং পাপিনে গোপনং কুরু ॥

* ত্বমেব ইতি ক্বচিৎ ।

নারায়ণস্য ভক্তায় শান্তায় বিষ্ণবে তথা।
সর্ব্বজ্ঞায় চ বিপ্রায় প্রদাতব্যং প্রযত্নতঃ ॥ ৬২
বিপ্রায় বৃষবাহায় বৃষলীপতয়ে তথা।
শূদ্রাণাং সূপকারায় শূদ্রশ্রাদ্ধান্নভোজিনে।
কন্যাবিক্রয়িণে চৈব ব্রাহ্মণায় বিশেষতঃ ॥ ৬৩
সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ লভতে সিদ্ধস্তোত্রো ভবেদ্যদি।
শতলক্ষজপেনৈব সিদ্ধস্তোত্রো ভবেন্নরঃ ॥ ৬৪
অগ্নিস্তম্ভং জলস্তম্ভং ভূস্তম্ভং মনসস্তথা।
অশ্বমেধসহস্রাচ্চ পৃথিব্যাশ্চ প্রদক্ষিণাৎ।
স্নানাচ্চ সর্ব্বতীর্থানাং স্তোত্রমেতচ্চ পুণ্যদম্ ॥৬৫
দত্তং তুভ্যং ময়া তাত মম প্রাণসমং ব্রজ।
স্তবনং কুরু পার্ব্বত্যাশ্চেদানীং মম সংসদি ॥ ৬৬
শ্রীকৃষ্ণস্য বচঃ শ্রুত্বা নন্দস্তুষ্টাব পার্ব্বতীম্।
স্তোত্রেণানেন বিপ্রেন্দ্র সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনীম্ ॥৬৭
বরং তস্মৈ দদৌ দুর্গা গোলোকবাসমীপ্সিতম্।
দুর্লভং পরমং জ্ঞানং বেদে যন্ন শ্রুতং মুনে ॥ ৬৮
রাজেন্দ্রত্বং গোকুলেষু বিষ্ণুভক্তিং সুদুর্লভাম্।
তদ্দাস্যঞ্চাপি পরতো মহত্বং সিদ্ধমেব চ ॥ ৬৯
বরং দত্ত্বা যযৌ দুর্গা সম্ভাষ্য শম্ভুনা সহ।
জগ্মুর্দেবাশ্চ মুনয়ঃ স্তুত্বা চ নন্দনন্দনম্ ॥ ৭০
উবাচ নন্দং শ্রীকৃষ্ণো ব্রজ নন্দ ব্রজান্বিতঃ।
প্রহৃষ্টস্ত্যক্তমোহশ্চ বোধেন দুর্লভেন চ ॥ ৭১

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে ভগবন্নন্দ-সংবাদেঽষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৮ ॥

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

গচ্ছ গচ্ছ গৃহং নন্দ ব্রজরাজ ব্রজং ব্রজ।
সর্ব্বতত্ত্বং ত্বয়া জ্ঞাতং দৃষ্টাশ্চ মুনয়ঃ সুরাঃ ॥ ১
শ্রুতঞ্চ ধর্ম্মোপাখ্যানমাখ্যাতঞ্চ সুদুর্লভম্।
দুর্গায়াঃ স্তোত্ররাজঞ্চ জন্মপাশনিকৃন্তনম্ ॥ ২
স্থিতং যৎ তে নিবাসে চ হর্ষেণ চ সুখেন চ।
যৎ কৃতং বাল্যভাবেন চাপরাধঞ্চ তৎ ক্ষম ॥ ৩
যৎ সুখং ন কৃতং তাত পিত্রোশ্চ নৃপমন্দিরে।
কৃতং সুখং পরঞ্চৈব স্বর্গাদপি সুদুর্লভম্ ॥ ৪
মদীয়ং প্রিয়বাক্যঞ্চ প্রকৃতং বিনয়ং নয়।
পরিহারং বহুতরং যশোদাং গোপিকাগণম্ ॥ ৫
বালকানাং সমূহঞ্চ রাধিকাঞ্চ বিশেষতঃ।
একত্র চ স্থিতং তেষু বন্ধুবর্গেষু কর্ম্মণা ॥ ৬
ইহৈবাপি সুখং ভুক্ত্বা গচ্ছ গোলোকমন্ততঃ।
সার্দ্ধং যশোদয়া তাত রোহিণ্যা গোপিকাগণৈঃ।
গোপানাং বালকৈঃ সার্দ্ধং বৃষভানেন গোপকৈঃ।
রাধামাত্রা কলাবত্যা রাধয়া সহ যাস্যসি ॥ ৮
রথানাং শতলক্ষঞ্চ গোলোকাদাগতং পিতঃ।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং হীরাহারপরিষ্কৃতম্ ॥ ৯
মণি-মাণিক্য-মুক্তানাং মালাজালবিভূষিতম্।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকৈ রম্যৈরাচ্ছন্নং পীতবর্ণকৈঃ ॥ ১০
পার্ষদপ্রবরৈ রম্যৈর্বেষ্টিতং শ্বেতচামরৈঃ।
সদ্রত্নদর্পণৈ রম্যৈর্গোপিকাভিশ্চ গোপকৈঃ ॥ ১১
বেষ্টিতঞ্চ তদারুহ্য কৌতুকাদ্যাস্যসি ধ্রুবম্।
ত্যক্ত্বা চ পার্থিবং দেহং দিব্যং দেহং বিধায় চ ॥
অযোনিসম্ভবা মেনা রাধামাতা কলাবতী।
যাস্যত্যেব হি তেনৈব নিত্যদেহেন নিশ্চিতম্ ॥১৩
পিতৄণাং মানসী কন্যা ধন্যা মেনা কলাবতী।
ধন্যা চ সীতামাতা চ দুর্গামাতা চ মেনকা ॥ ১৪
অযোনিসম্ভবা দুর্গা তারা সীতা চ সুন্দরী।
অযোনিসম্ভবাস্তাশ্চ ধন্যা মেনা কলাবতী ॥ ১৫
ইত্যেবং কথিতং তাত গোপনীয়ং সুদুর্লভম্।
বরং প্রদত্তং তুভ্যঞ্চ ময়া চ দুর্গয়া তথা ॥ ১৬
শ্রীকৃষ্ণস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ ব্রজেশ্বরঃ।
পুনরেব জগন্নাথং তদ্ভক্তো ভক্তবৎসলম্ ॥ ১৭

নন্দ উবাচ।

যুগানাঞ্চ চতুর্ণাঞ্চ যং যং ধর্ম্মং সনাতনম্।
ক্রমেণ কৃষ্ণ বিস্তীর্ণং কৃত্বা মাং কথয় প্রভো ॥১৮
কলিশেষে ভবেদ্যদ্যদ্গুণদোষং কলেস্তথা।
কা গতির্বা পৃথিব্যাশ্চ ধর্ম্মস্য প্রাণিনাং তথা ॥ ১৯
নন্দস্য বচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ।
কথাং কথিতুমারেভে বিচিত্রাং মধুরান্বিতাম্ ॥ ২০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণনারদসংবাদে ভগবন্নন্দসংবাদে একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৯ ॥

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

শৃণু নন্দ প্রবক্ষ্যামি সানন্দমানসং তথা ।
কথাং সুরম্যাং মধুরাং পুরাণেষু পরিস্কৃতাম্ ॥ ১
পরিপূর্ণতমো ধর্ম্মো ধার্ম্মিকাশ্চ কৃতে যুগে ।
পরিপূর্ণতমং সত্যং পরিপূর্ণতমা দয়া ॥ ২
অতীব প্রচরদ্রূপা বেদাশ্চত্বার এব চ ।
বেদাঙ্গাশ্চাপি বিবিধাশ্চেতিহাসাশ্চ সংহিতাঃ ॥ ৩
পুরাণানি সুরম্যাণি পঞ্চরাত্রাণি পঞ্চ চ ।
রুচিরাণি সুভদ্রাণি ধর্ম্মতত্ত্বানি যানি চ ॥ ৪
বিপ্রা বেদবিদঃ সর্ব্বে পুণ্যবন্তস্তপস্বিনঃ ।
নারায়ণং তে ধ্যায়ন্তে তন্মন্ত্রঞ্চ জপন্তি চ ॥ ৫
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাশ্চতুর্ব্বর্ণাশ্চ বন্ধবাঃ ।
শূদ্রা ব্রাহ্মণভৃত্যাশ্চ সত্যধর্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ৬
রাজানো ধার্ম্মিকাশ্চৈব প্রজাপালনতৎপরাঃ ।
গৃহ্লাত্যেব প্রজানাঞ্চ ষোড়শাংশং করং নৃপঃ ॥৭
করশূন্যাশ্চ বিপ্রাশ্চ পূজ্যাঃ স্বচ্ছন্দগামিনঃ ।
সন্ততং সর্ব্বশস্যাঢ্যা রত্নাধারা বসুন্ধরা ॥ ৮
গুরুভক্তাশ্চ শিষ্যাশ্চ পিতৃরক্তাঃ সুতাস্তথা ।
যোষিতঃ পতিভক্তাশ্চ পতিব্রতপরায়ণাঃ ॥ ৯
ঋতৌ সম্ভোগিনঃ সর্ব্বে ন স্ত্রীলুব্ধা ন লম্পটাঃ ।
ন ভয়ং দস্যুচৌর্য্যাণাং ন তত্র পারদারিকাঃ ॥১০
তরবঃ পূর্ণফলিনঃ পূর্ণক্ষীরাশ্চ ধেনবঃ ।
বলবন্তো জনাঃ সর্ব্বে দীর্ঘাঃ সৌন্দর্য্যসংযুতাঃ ॥
লক্ষবর্ষায়ুষঃ কেচিৎ পুণ্যবন্তো হ্যরোগিণঃ ।
যথা বিপ্রা বিষ্ণুভক্তাস্ত্রিবর্ণা বিপ্রসেবিনঃ ॥ ১২
জলপূর্ণা নদা নদ্যঃ সন্ততং কন্দরাস্তথা ।
তীর্থপূতাশ্চতুর্ব্বর্ণাস্তপঃপূতা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ১৩
মনঃপূতা হি নিখিলা খলহীনং জগৎ তথা ।
সৎকীর্ত্তিপরিপূর্ণঞ্চ যশস্তং মঙ্গলান্বিতম্ ॥ ১৪
পিতরঃ পর্ব্বকালেষু তিথিকালেষু দেবতাঃ ।
সর্ব্বকালেষ্বতিথয়ঃ পূজিতাশ্চ গৃহে গৃহে ॥ ১৫
ত্রিবর্ণা বিপ্রভক্তাশ্চ বিপ্রভোজনতৎপরাঃ ।
ব্রাহ্মণস্য মুখং ক্ষেত্রমনূষরমকণ্টকম্ ।
নারায়ণোৎকীর্ত্তনে চ হর্ষযুক্তাস্তদুৎসবে ॥ ১৬
ন বেদানাং দ্বিজানাঞ্চ বিদুষাং তত্র নিন্দকাঃ ॥১৭
নাত্মপ্রশংসকাঃ কেচিৎ সর্ব্বে পরগুণোৎসুকাঃ ।
ন শত্রবো জনানাঞ্চ সর্ব্বে সর্ব্বহিতৈষিণঃ ॥১৮
পুরুষা যোষিতশ্চাপি ন হি মূর্খাশ্চ পণ্ডিতাঃ ।
ন দুঃখিতা জনাঃ সত্যে সর্ব্বেষাং রত্নমন্দিরম্ ॥১৯
মণি-মাণিক্য-মুক্তৌঘ-রত্ন-স্বর্ণসমন্বিতম্ ।
ন ভিক্ষুকা ন রোগার্ত্তাঃ শোকহীনাশ্চ হর্ষিতাঃ ॥
নাস্তি ভূষণহীনশ্চ না বা নার্য্যশ্চ কাশ্চন ।
ন কোপিতা ন ধূর্ত্তাশ্চ ন ক্ষুধার্ত্তা ন কুৎসিতাঃ ॥
জরাহীনাঃ প্রাণিনশ্চ শশ্বদ্‌যৌবনসংযুতাঃ ।
আধি-ব্যাধিবিহীনাশ্চ * নির্ব্বিকারাশ্চ দেহিনঃ ॥
যদুক্তঞ্চ সত্যযুগে ধর্ম্মং সত্যদয়াধিকম্ ।
পাদহীনঞ্চ ত্রেতায়াং সত্যার্দ্ধং দ্বাপরেঽপি চ ॥২৩
ধর্ম্মৈকপাচ্চ প্রথমে কলেশ্চাতিকৃশোঽবলঃ ।
দুষ্টানাং দস্যুচৌর্য্যাণামঙ্কুরঃ প্রভবেদ্‌ব্রজ ॥ ২৪
অধর্ম্মনিরতাঃ কেচিদ্ভীতাঃ সঙ্গোপিনস্তথা ।
ভীতা গুপ্তাশ্চ পুংশ্চল্যো ভীতাশ্চ পারদারিকাঃ
ধর্ম্মিষ্ঠানাং ভয়ে শশ্বদধর্ম্মিষ্ঠাশ্চ কম্পিতাঃ ।
স্বল্পধর্ম্মরতা ভূপাঃ স্বল্পবেদরতা দ্বিজাঃ ।
ব্রতধর্ম্মরতাঃ কেচিৎ সর্ব্বে স্বচ্ছন্দগামিনঃ ॥ ২৬
যাবৎ তিষ্ঠন্তি তীর্থানি যাবৎ তিষ্ঠতি মাধবঃ † ।
যাবৎ তিষ্ঠন্তি গ্রামানাং দেবাঃ শস্ত্রাণি পূজনম্ ।
তাবৎ কিঞ্চিৎ তপঃ সত্যং স্বর্গোধর্ম্মাংশ এব চ ॥
কলের্দোষনিধেস্তাত গুণ একো মহানপি ।
মানসং সম্ভবেৎ পুণ্যং সুকৃতং ন হি দুষ্কৃতম্ ॥২৮
তীর্থাদিকে গতে তাত নষ্টো ধর্ম্মাংশ এব চ ।
কলাঙ্কপশ্চ ধর্ম্মশ্চ যথা কুহ্বাং নিশাকারঃ ॥ ২৯

নন্দ উবাচ ।

তীর্থান্যেতানি সর্ব্বাণি তিষ্ঠন্ত্যেব কিয়দ্দিনম্ ।
মাধবো গ্রামদেবাশ্চ শাস্ত্রাণ্যেতানি বৎসক ॥৩০

শ্রীভগবানুবাচ ।

কলের্দশসহস্রাণি হরিস্তিষ্ঠতি মেদিনীম্ ।
দেবানাং প্রতিমাপূজা শাস্ত্রাণি চ পুরাণকম্ ॥৩১
তদর্দ্ধমপি তীর্থানি গঙ্গাদীনি সুনিশ্চিতম্ ।
তদর্দ্ধং গ্রামদেবাশ্চ বেদাশ্চ বিদুষামপি ॥ ৩২
অধর্ম্মঃ পরিপূর্ণশ্চ তদন্তে চ কলৌ পিতঃ ।
একবর্ণা ভবিষ্যন্তি বর্ণাশ্চত্বার এব চ ॥ ৩৩

---

* আধিক্যহানিহীনাশ্চেতি পাঠান্তরং ক্বচিৎ ।
† যাবৎ তিষ্ঠন্তি সাধবঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

ন মন্ত্রপূত উদ্বাহো ন হি সত্যং ন চ ক্ষমাঃ।
স্বস্ত্রীবহ্নিরতো নিত্যং গ্রাম্যধর্ম্মপ্রধানতঃ ॥ ৩৪
ন যজ্ঞসূত্রং তিলকং ব্রাহ্মণানাঞ্চ নিত্যশঃ।
সন্ধ্যাশাস্ত্রবিহীনাশ্চ বিপ্রবংশাঃ শ্রুতাদপি ॥ ৩৫
সর্ব্বৈঃ সার্দ্ধঞ্চ সর্ব্বেষাং ভক্ষণং নিয়মচ্যুতম্।
অভক্ষ্যভক্ষ্যলোলাশ্চ চতুর্ব্বর্ণাশ্চ লম্পটাঃ ॥ ৩৬
নারীষু ন সতী কাপি পুংশ্চলী চ গৃহে গৃহে।
করোতি তর্জ্জনং কান্তং ভৃত্যতুল্যঞ্চ কম্পিতম্ ॥
জারায় দত্ত্বা মিষ্টান্নং তাম্বূলং বস্ত্রচন্দনম্।
ন দদাত্যেব স্বাহারং স্বামিনে দুঃখিনে পিতঃ ॥
পুত্রেণ ভর্ৎসিতস্তাতঃ শিষ্যেণ ভর্ৎসিতো গুরুঃ।
প্রজাভিস্তাড়িতো ভূপো ভূপেন তাড়িতা প্রজাঃ ॥
দস্যু-চৌরৈশ্চ দুষ্টৈশ্চ শিষ্টাশ্চ পরিপীড়িতাঃ।
বনং যাস্যন্তি খেদেন জনাশ্চ করপীড়িতাঃ ॥ ৪০
শস্যহীনা চ বসুধা ক্ষীরহীনাশ্চ ধেনবঃ।
স্বল্পক্ষীরে ঘৃতং নাস্তি নবনীতঞ্চ নিত্যশঃ ॥ ৪১
সত্যহীনা জনাঃ সর্ব্বে নিত্যং মিথ্যা বদন্তি চ।
সন্ধ্যা-শৌচ-শাস্ত্রহীনা ব্রাহ্মণা বৃষবাহকাঃ ॥ ৪২
সূপকারাশ্চ শূদ্রাণাং শূদ্রাণাং শবদাহকাঃ।
শূদ্রস্ত্রীনিরতাঃ শশ্বচ্ছূদ্রা বিপ্রবধূরতাঃ ॥ ৪৩
খাদন্তি যস্য বিপ্রস্য ভক্ষ্যং যৎ পরিচারকাঃ।
মাভূঃ পরং তস্য পত্নীং শূদ্রা গৃহ্ণন্তি লম্পটাঃ ॥
ভৃত্যশ্চ হত্বা রাজানং স্বয়ং রাজা ভবিষ্যতি।
নারী হত্বা পতিং কামাত্তজ্জারঞ্চ কৌতুকাৎ ॥
পুত্রশ্চ পিতরং হত্বা স্বয়ং ভূপো ভবিষ্যতি।
রাজানশ্চাপি ম্লেচ্ছাশ্চ যবনা ধর্ম্মনিন্দিতাঃ ॥ ৪৬
সংকীর্ত্তিমপি সাধূনাং কুর্ব্বন্ত্যুন্মূলনং মুদা।
সর্ব্বে স্বচ্ছন্দনিরতাঃ লিঙ্গোদরপরায়ণাঃ।
বঞ্চুরা ব্যাধিযুক্তাশ্চ কুৎসিতাশ্চ কুচেলকাঃ ॥ ৪৭
বিষ্ণুমন্ত্রলিপ্তাশ্চ মিথ্যামন্ত্রপ্রচারকাঃ।
জাতিহীনাশ্চ গুরবো বয়োহীনাশ্চ নিন্দকাঃ।
দেবানাঞ্চ দ্বিজাতীনামতিথীনাঞ্চ নিত্যশঃ ॥ ৪৮
পূজা নাস্তি গুরূণাঞ্চ পিত্রোশ্চ পূজনং স্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীবন্ধূনাং গৌরবশ্চ স্ত্রীণাঞ্চ সততং পিতঃ ॥ ৪৯
চৌরঃ সৎকুলজাতশ্চ ব্রহ্ম-দেবস্বহারকঃ।
মানবং হন্তি লোভেন যুগধর্ম্মেণ কৌতুকাৎ ॥ ৫০
দেবায়তনহীনঞ্চ জগৎ সর্ব্বং ভয়াকুলম্।
অরাজকঞ্চ দুর্নীতং সততং কলিদোষতঃ ॥ ৫১
বুভুক্ষিতাঃ কুচেলাশ্চ দরিদ্রা ব্যাধিতা নরাঃ।
কপর্দ্দকবটাধ্যক্ষো রাজেন্দ্রো হি ঘটেশ্বরঃ ॥ ৫২
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠসমা লোকা বৃক্ষাঃ শাকসমাস্তথা ॥ ৫৩
তালানাং নারিকেলানাং পনসানাং তথৈব চ।
ফলানি সর্ষপানীব তৎ ক্ষুদ্রঞ্চ ততঃ পরম্ ॥ ৫৪
জলভোজনপাত্রেণ শঙ্খেন বাসসা তথা।
বিহীনং মন্দিরং সর্ব্বং গৃহিণামপরিষ্কৃতম্।
গন্ধকেন পরিবৃতং দীপহীনং তমোযুতম্ ॥ ৫৫
হিংস্রজন্তুভয়াস্তীতা জনাঃ সর্ব্বে চ পাপিনঃ।
সর্ব্বে চ কলহাবিষ্টাঃ পুংশ্চল্যঃ কলহপ্রিয়াঃ ৫৬
রূপবত্যো ন কামিন্যো ন নরাশ্চাপি রূপিণঃ ॥ ৫৭
নদ্যো নদাঃ কন্দরাশ্চ তড়াগাশ্চ সরোবরাঃ।
জলপদ্মবিহীনাশ্চ জলহীনা ঘটাস্তথা ॥ ৫৮
অপত্যহীনা নার্য্যশ্চ কামুক্যো জারসংযুতাঃ ॥ ৫৯
অশ্বত্থচ্ছেদিনঃ সর্ব্বে বৃক্ষহীনা বসুন্ধরা।
ফলহীনাশ্চ তরবঃ শাখাস্কন্ধবিহীনকাঃ ॥ ৬০
ফলানি স্বাদহীনানি চান্নানি চ জলানি চ।
মানবাঃ কটুবক্তারো নির্দ্দয়া ধর্ম্মবর্জ্জিতাঃ ॥ ৬১
তদন্তে দ্বাদশাদিত্যাঃ সংহরিষ্যন্তি মানবান্।
সর্ব্বান্ জন্তূংশ্চ তাপেন বহুবৃষ্ট্যা ব্রজেশ্বর ॥ ৬২
অবশিষ্টা চ পৃথিবী কথামাত্রাবশেষিতা।
কলৌ গতে চ পৃথিবী ক্ষত্রং বর্ষে গতে তথা।
পুনঃ সত্যং প্রবিষ্টশ্চ ভবিষ্যতি ক্রমেণ বৈ ॥ ৬৩
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং গচ্ছ তাত ব্রজং সুখম্।
অহং দুগ্ধমুখো বালঃ পুত্রস্তে কথয়ামি কিম্ ॥ ৬৪
নবনীতং ঘৃতং দুগ্ধং দধি তক্রং পরিষ্কৃতম্।
স্বস্তিকং শুভকর্ম্মার্হং মিষ্টান্নঞ্চ সুধোপমম্ ॥ ৬৫
মিষ্টদ্রব্যঞ্চ যৎ কিঞ্চিৎ পিতৃদেবনিমিত্তকম্।
ভুক্তং বলাচ্চ তৎ সর্ব্বং বালানাং রোদনং বলম্
তৎ ক্ষমস্বাপরাধং মে বালদোষঃ পদে পদে।
ত্বং পিতা তব পুত্রোঽহং যশোদা জননী মম।
মদীয়ং পরিহারঞ্চ যশোদাং রোহিণীং বদ ॥ ৬৭
কুমারাগ্নোচ্ছ্রুতং সর্ব্বং যোঽহমিত্যেবমীপ্সিতম্।
কীর্ত্তয়িষ্যসি তৎ সর্ব্বং সর্ব্বগোকুলবাসিনঃ ॥ ৬৮
কালঃ করোতি সংসর্গং বন্ধূনাং বন্ধুভিঃ সমম্।
কালঃ করোতি বিচ্ছেদং বিরোধং প্রীতিমেব চ ॥
কালঃ সৃষ্টিঞ্চ কুরুতে কালশ্চ পরিপালনম্।
কালঃ ক্ষময়তি সানন্দং কালঃ সংহরতে প্রজাঃ ॥

সুখং দুঃখং ভয়ং শোকং জরা মৃত্যুঞ্চ জন্ম চ।
সর্ব্বং কর্ম্মানুরোধেন কাল এব করোতি চ।
সর্ব্বং কালকৃতং তাত বিস্ময়ং ন ব্রজং ব্রজ ॥৭১
কৃতস্ত্বং গোকুলে বৈশ্যো নন্দো বৈশ্যাধিপো নৃপঃ
বসুদেবসুতোঽহঞ্চ মথুরায়ামহো কুতঃ ॥ ৭২
পিত্রা মে কংসভীতেন ত্বদ্গৃহে চ সমর্পিতঃ।
পিতুঃ পরঃ পিতা ত্বঞ্চ মাতা মাতুঃ পরাপি সা ॥
ময়া দত্তেন জ্ঞানেন পার্ব্বত্যা চ ব্রজেশ্বর।
ত্যজ মোহং মহাভাগং গচ্ছ তাত সুখং গৃহম্ ॥

নন্দ উবাচ।

স্মর বৃন্দাবনং তাত রম্যং পুণ্যমহোৎসবম্।
গোকুলং গোকুলং রম্যং সুন্দরং যমুনাতটম্ ॥৭৫
রমণীনাং সুরম্যঞ্চ ত্বৎপ্রিয়ং রাসমণ্ডলম্।
গোপালিকা গোপবালান্ যশোদাং রোহিণীপ্রসূম্
প্রাণাধিকাং রাধিকাঞ্চ কিং ন স্মরসি পুত্রক।
বারমেকং স্বল্পমিমং গোকুলং গচ্ছ বৎসক ॥৭৭
ইত্যেবমুক্ত্বা নন্দশ্চ ক্রোড়ে কৃষ্ণং চকার সঃ।
নেত্রাশ্রুণা চ পূর্ণেন তং সিষেচ শুচান্বিতঃ ॥ ৭৮
চুচুম্ব তদ্গণ্ডযুগ্মং কৃত্বা বক্ষসি মোহতঃ।
সানন্দঃ পরমানন্দো ভগবাংস্তমুবাচ হ ॥ ৭৯

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে ভগবন্নন্দসংবাদে-ভগবদ্বাক্যে যুগধর্ম্মকথনং নাম নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯০

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ।

নিষেকেণ পরিষঙ্গো প্রভেদস্তেন বা ভবেৎ।
ক্ষণেন দর্শনং তেন নিষেকঃ কেন বার্য্যতে ॥ ১
গমনাগমনার্থস্থাপ্যুদ্ধবঃ কথয়িষ্যতি।
প্রস্থাপয়ামি তং শীঘ্রং বিজ্ঞাস্যসি ততঃ পিতঃ ॥২
যশোদাং রোহিণীঞ্চৈব গোপিকা গোপবালকান্।
প্রাণাধিকাং রাধিকাং তাং গত্বা সম্বোধয়িষ্যসি ॥৩
এতস্মিন্নন্তরে তত্র বসুদেবশ্চ দৈবকী।
বলদেবশ্চোদ্ধবশ্চ তথাক্রূরশ্চ সত্বরম্ ॥ ৪

বসুদেব উবাচ।

নন্দং ত্বং বালকাজ্ঞ জ্ঞানী সম্বন্ধুশ্চ সখা মম।
ত্যজ মোহং গৃহং গচ্ছ বৎসস্তেঽয়ং যথা মম ॥৫
দূরীভূতা গোকুলাচ্চ মথুরা নাস্তি বান্ধব।
মহোৎসবে সদানন্দে নন্দ দ্রক্ষ্যসি পুত্রকম্ ॥ ৬

দেবক্যুবাচ।

যথায়মাবয়োঃ পুত্রস্তথৈব ভবতো ধ্রুবম্।
অলসঃ কেন হে নন্দ শুচা দেহো হি লক্ষ্যতে ॥৭
একাদশাব্দং সবলঃ স্থিতস্তে মন্দিরং সুখম্।
কথং স্বল্পদিনেনৈব শোকগ্রস্তো ভবিষ্যসি ॥ ৮
তিষ্ঠ পুত্রেণ সার্দ্ধঞ্চ মথুরায়াং কিয়দ্দিনম্।
পূর্ণচন্দ্রাননং পশ্য জন্মনঃ ফলদং কুরু ॥ ৯

শ্রীভগবানুবাচ।

গচ্ছোদ্ধব সুখং ভদ্রং ভবিষ্যতি তব প্রিয়ম্।
প্রহর্ষং গোকুলং গত্বা যশোদাং রোহিণীং প্রসূম্
গোপবালসমূহঞ্চ রাধিকাং গোপিকাগণম্।
প্রবোধয়াধ্যাত্মিকেন গতেন শুচশ্ছিদা ॥ ১১
নন্দস্তিষ্ঠতু সানন্দং যন্মাতুরাজ্ঞয়াধুনা।
নন্দস্থিতিং মদ্বিনয়ং যশোদাং কথয়িষ্যসি ॥ ১২
ইত্যেবমুক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণঃ পিত্রা মাত্রা বলেন চ।
অক্রূরেণ সমং তূর্ণং যযৌ স্বাভ্যন্তরং গৃহম্ ॥১৩
উদ্ধবো রজনীং স্থিত্বা মথুরায়াঞ্চ নারদ।
প্রভাতে প্রযযৌ শীঘ্রং রম্যং বৃন্দাবনং বনম্ ॥১৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিতো দূতঃ প্রণম্য চ গণেশ্বরম্।
স্মরন্ নারায়ণং শম্ভুং দুর্গাং লক্ষ্মীং সরস্বতীম্ ॥১
গঙ্গাঞ্চ মনসা ধ্যাত্বা দিগীশং তং মহেশ্বরম্।
প্রজগামোদ্ধবশ্চৈব দৃষ্ট্বা মঙ্গলসূচকম্ ॥ ২
শুশ্রুবুর্দুন্দুভী-ঘণ্টানাদং শঙ্খধ্বনিং তথা।
হরিশব্দঞ্চ সঙ্গীতং ব্রাহ্মণানাং শুভাশিষম্ ॥ ২
পতিপুত্রবতীং সাধ্বীং প্রদীপমাল্যদর্পণম্।
পরিপূর্ণতমং কুম্ভং দধি লাজ-ফলানি চ ॥ ৪
দূর্ব্বাঙ্কুরং শুক্লধান্যং রজতং কাঞ্চনং মধু।
ব্রাহ্মণানাং সমূহঞ্চ কৃষ্ণসারং বৃষং ঘৃতম্ ॥ ৫

সদ্যোমাংসং গজেন্দ্রঞ্চ নৃপেন্দ্রং শ্বেতঘোটকম্ ।
পতাকাং নকুলং চাষং শুক্লপুষ্পঞ্চ চন্দনম্ ॥ ৬
দৃষ্ট্বৈবং পথি কল্যাণং প্রাপ বৃন্দাবনং বনম্ ।
দদর্শ পুরতো বৃক্ষং ভাণ্ডীরে বটমক্ষয়ম্ ॥ ৭
স্নিগ্ধপর্ণং রক্তবর্ণং পুণ্যদং তীর্থমীপ্সিতম্ ॥ ৮
সুবেশান্ বালকাংশ্চৈব রত্নভূষণভূষিতান্ ।
বদতো বলকৃষ্ণেতি রুদতশ্চ শুচান্বিতান্ ॥ ৯
তানাশ্বাস্য যযৌ দূরং প্রবিশ্য নগরং মুদা ।
দদর্শ নন্দশিবিরং রচিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ১০
মণিরত্নবিনির্ম্মাণং মুক্তামাণিক্যহীরকৈঃ ।
পরিচ্ছন্নং মনোরম্যং সদ্রত্নকলসান্বিতম্ ॥ ১১
দ্বারং চিত্রবিচিত্রাঢ্যং দৃষ্ট্বা চ প্রবিবেশ সঃ ।
অবরুহ্য রথাং তূর্ণং তস্থৌ তৎপ্রাঙ্গণে মুদা ॥ ১২
যশোদা রোহিণী শীঘ্রং প্রপচ্ছ কুশলং পরম্ ।
আসনঞ্চ জলং গাঞ্চ মধুপর্কং দদৌ মুদা ॥ ১৩
ক্ব নন্দঃ ক্ব বলঃ কৃষ্ণঃ সত্যং তৎ কথয়োদ্ধব ।
উদ্ধবঃ কথয়ামাস সর্ব্বং ভদ্রং ক্রমেণ চ ॥ ১৪
সার্দ্ধঞ্চ বলকৃষ্ণাভ্যাং নন্দঃ সানন্দপূর্ব্বকম্ ।
আয়াস্যতি বিলম্বেন কৃষ্ণোপনয়নাবধি ॥ ১৫
যুষ্মাকং কুশলং তত্ত্বং বিজ্ঞায় বিধিপূর্ব্বকম্ ॥
অহং যাস্যামি মথুরাং যশোদে শৃণু সাম্প্রতম্ ॥
শ্রুত্বা মঙ্গলবার্ত্তাঞ্চ যশোদা রোহিণী মুদা ।
ব্রাহ্মণায় দদৌ রত্নং সুবর্ণং বস্ত্রমীপ্সিতম্ ॥ ১৭
উদ্ধবং ভোজয়ামাস মিষ্টান্নঞ্চ সুধোপমম্ ।
মণিশ্রেষ্ঠঞ্চ রত্নঞ্চ দদৌ তস্মৈ চ হীরকম্ ॥ ১৮
বাদ্যঞ্চ বাদয়ামাস ভদ্রং নানাবিধং তথা ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলম্ ॥ ১৯
বেদাংশ্চ পাঠয়ামাস পরং সানন্দপূর্ব্বকম্ ।
শঙ্করং পূজয়ামাস বিপ্রদ্বারা পরং বিভুম্ ॥ ২০
নানোপহারৈর্নৈবেদ্যৈঃ পুষ্পধূপপ্রদীপকৈঃ ।
চন্দনৈর্বস্ত্রতাম্বূলৈর্মধু-গব্য-ঘৃতাদিভিঃ ॥ ২১
ভবানীং পূজয়ামাস শ্রীবৃন্দারণ্যদেবতাম্ ।
ষোড়শোপচারদ্রব্যৈর্বলিভির্বিবিধৈর্মুনে ॥ ২২
মহিষাণাং শতং শুদ্ধং ছাগলানাং সহস্রকম্ ।
মেষাণামযুতং যুক্তং শুদ্ধমায়াতি পঞ্চকম্ ॥ ২৩
ব্রাহ্মণেভ্যঃ স্বর্ণখণ্ডং ধেনূনাঞ্চ শতং তথা ।
প্রদদৌ দক্ষিণাং তূর্ণং কৃষ্ণকল্যাণহেতবে ।
উদ্ধবং পূজয়ামাস সাদরঞ্চ পুনঃপুনঃ ॥ ২৪

সমাশ্বাস্য যশোদাঞ্চ রোহিণীং গোপবালকান্ ।
বৃদ্ধা গোপালিকাঃ সর্ব্বাঃ প্রযযৌ রাসমণ্ডলম্ ॥
দদর্শ রাসং রুচিরং চন্দ্রমণ্ডলবর্ত্তুলম্ ।
শ্রীরামকদলীস্তম্ভৈ শতৈকরূপশোভিতম্ ॥ ২৬
যুক্তং স্নিগ্ধরসালানাং চন্দনানাঞ্চ পল্লবৈঃ ।
পট্টসূত্রনিবদ্ধৈশ্চ শ্রীযুক্তমাল্যজালকৈঃ ॥ ২৭
দধিলাজফলৈঃ পট্টৈঃ পুষ্পৈর্দূর্ব্বাঙ্কুরৈরপি ।
চন্দনাগুরুকস্তূরী-কুঙ্কুমৈঃ পরিসংস্কৃতম্ ॥ ২৮
বেষ্টিতং রক্ষিতাং যত্নাদ্গোপিকানাং ত্রিকোটিভিঃ
ত্রিলক্ষৈঃ সুন্দরৈ রম্যৈঃ সংযুক্তং রতিমন্দিরৈঃ ॥
লক্ষগোপৈঃ পরিবৃতং কৃষ্ণাগমনশঙ্কিতৈঃ ॥ ৩০
যমুনাং দক্ষিণং কৃত্বা প্রযযৌ মালতীবনম্ ।
চন্দনানাং চম্পকানাং যূথিকানাং তথৈব চ ॥ ৩১
কেতকী-মাধবীনাঞ্চ বনং কৃত্বা প্রদক্ষিণম্ ।
বকুলানাং রঙ্গলানামশোকানাঞ্চ কাননম্ ॥ ৩২
মল্লিকানাং পলাশানাং শিরীষাণাং তথৈব চ ।
ধাত্রীণাং কাঞ্চনানাঞ্চ কর্ণিকানাং বনং তথা ॥ ৩৩
নাগেশ্বরাণাং বিপিনং লবঙ্গানাং তথৈব চ ।
বনঞ্চ সালতালানাং হিন্তালানাং বনং তথা ॥ ৩৪
পনসানাং রসালানাং লাঙ্গলীনাং মনোহরম্ ।
মন্দারকাননং রম্যং বামং কৃত্বা চ কাননম্ ॥ ২৫
দৃষ্ট্বা কুন্দবনং রম্যং সম্প্রাপ মধুকাননম্ ।
পুংস্কোকিলানাং শব্দেন মধুরেণ সমন্বিতম্ ॥ ৩৬
মধুব্রতসমূহানাং মধুরধ্বনিকূজিতম্ ।
বন্যবৃক্ষৈঃ পরিবৃতং মাধবীকাধারমীপ্সিতম্ ॥ ৩৭
পুষ্পাণাঞ্চৈব বাতেন পরিতঃ সুরভীকৃতম্ ।
তং দৃষ্ট্বা রাজমার্গেণ যথোক্তেন চ সাম্প্রতম্ ॥ ৩৮
যযৌ শীঘ্রং নিরুদ্বিগ্নং রহস্যং বদরীবনম্ ।
শ্রীফলানাঞ্চ নিম্বানাং নাগরঙ্গবনং তথা ।
পদ্মানাং করবীরাণাং তুলসীনাঞ্চ কাননম্ ॥ ৩৯
দৃষ্ট্বা রক্তিমবর্ণঞ্চ সুপক্বফলমীপ্সিতম্ ।
তদেব বামতঃ কৃত্বা বিবেশ কদলীবনম্ ॥ ৪০
অতীব নির্জ্জনে রম্যে দদর্শ রাধিকাশ্রমম্ ।
মণীন্দ্রাণাঞ্চ প্রাকার-পরিখাদুর্গবেষ্টিতম্ ॥ ৪১
অত্যগম্যং রিপূণাঞ্চ মিত্রাণাং সুগমং সুখম্ ।
গোপ্যসঙ্কেতমার্গঞ্চ রক্ষকৈঃ পরিরক্ষিতম্ ॥ ৪২
নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্যং নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা ।
মণীন্দ্রমুক্তামাণিক্য-হীরাহারোজ্জ্বলং পরম্ ॥ ৪৩

রত্নেন্দ্রসাররচিতং রত্নস্তম্ভৈঃ সুশোভনম্।
রত্নসোপানসংসক্ত-মন্দিরৌঘমনোহরম্ ॥ ৪৪
অমূল্যরত্নরচিতং কলসৈঃ পরিশোভিতম্।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাভিশ্চ পতাকাভিঃ পরিষ্কৃতম্ ॥৪৫
সদ্রত্নদর্পণৌঘৈঃ কৃষ্টং চর্চ্চিতং শ্বেতচামরৈঃ।
দদর্শ সিংহদ্বারঞ্চ যুক্তং রত্নকটাকটম্ ॥ ৪৬
দ্বারোপরি বিচিত্রঞ্চ রম্যং বৃন্দাবনং বনম্।
কদম্বকাননং রম্যং তদ্বস্ত্রহরণাদিকম্ ॥ ৪৭
বিশ্বকর্ম্মবিরচিতং সুরম্যং রাসমণ্ডলম্।
নানাকুঞ্জকুটীরঞ্চ গোপ-গোপীসমন্বিতম্ ॥ ৪৮
রক্ষিতং গোপিকালক্ষৈর্বেত্রহস্তৈর্মনোহরৈঃ।
স্বচ্ছন্দচরণৈঃ শশ্বদভীতৈর্বলিভির্মুদা ॥ ৪৯
তদ্দ্বারং পুরতো দৃষ্ট্বা বিলঙ্ঘ্য চ জগাম সঃ।
দ্বিতীয়দ্বারমুল্লঙ্ঘ্য তস্মাদুত্তমমীপ্সিতম্ ॥ ৫০
দ্বারং চতুর্থং সম্প্রাপ্য সর্ব্বস্মাচ্চ বিলক্ষণম্।
তৎপশ্চাৎ পঞ্চমং গত্বা দদর্শ চিত্রমুত্তমম্।
ষষ্ঠদ্বারঞ্চ প্রযযৌ সর্ব্বতো রুচিরং পরম্ ॥ ৫১
রামরাবণয়োর্যুদ্ধং ভিত্তিচিত্রং মনোহরম্।
দশাবতারং বিষ্ণোশ্চ কৃত্রিমং রাসমণ্ডলম্ ॥ ৫২
যমুনাজলকেলিঞ্চ রচিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
গোপিকানাং সহস্রেণ ষষ্ঠদ্বারঞ্চ রক্ষিতম্ ॥ ৫৩
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণ-ভূষণৈর্ভূষিতেন চ।
সদ্রত্নদণ্ডহস্তেন হীরকৈর্ভূষিতেন চ।
মণীন্দ্রমুক্তামাণিক্য-সারহারান্বিতেন চ ॥ ৫৪
মাধবী তৎপ্রধানা সা পপ্রচ্ছ সাম্প্রতং শিবম্।
দদৌ প্রত্যুত্তরং সর্ব্বং ক্রমেণ চ স উদ্ধবঃ ॥৫৫
সা মাধবী মহাহৃষ্টা তত্র সংস্থাপ্য তং মুদা।
গত্বা বিজ্ঞাপয়ামাস রাধাপ্রিয়সখীগণম্ ॥ ৫৬
শ্রুত্বা মঙ্গলবার্ত্তাঞ্চ রাধাপ্রিয়সখীগণঃ।
কৃত্বা শঙ্খধ্বনিং ঘণ্টা-মৃদঙ্গ-পণবস্বনম্ ॥ ৫৭
কৃত্বা নির্ম্মঞ্ছনং শীঘ্রমুদ্ধবং প্রিয়মীপ্সিতম্।
হৃষ্টঃ প্রবেশয়ামাস রাধাভ্যন্তরমুদ্ধবম্ ॥ ৫৮
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং গত্বা মন্দিরমুত্তমম্।
দদর্শ পুরতো রাধাং কুহ্বাং চন্দ্রকলোপমাম্ ॥৫৯
সপঙ্কপদ্মপত্রে চ শয়ানাং শোকমূর্চ্ছিতাম্।
রুদতীং রক্তবদনাং ক্লিষ্টাঙ্গীং ত্যক্তভূষণাম্ ॥৬০
নিশ্চেষ্টাঞ্চ নিরাহারাং সুবর্ণবর্ণকুন্তলাম্।
শুষ্কিতাধরকণ্ঠাঞ্চ কিঞ্চিন্নিশ্বাসসংযুতাম্ ॥ ৬১
প্রণনাম চ তাং দৃষ্ট্বা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ।
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গো ভক্ত্যা ভক্তঃ স উদ্ধবঃ ॥

উদ্ধব উবাচ।

বন্দে রাধাপদাম্ভোজং ব্রহ্মাদিসুরবন্দিতম্।
যৎকীর্ত্তিকীর্ত্তনেনৈব পুনাতি ভুবনত্রয়ম্।
নমো গোলোকবাসিন্যৈ রাধিকায়ৈ নমো নমঃ।
শতশৃঙ্গনিবাসিন্যৈ চন্দ্রাবল্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬৪
রাসমণ্ডলবাসিন্যৈ রাসেশ্বর্য্যৈ নমো নমঃ।
বিরজাতীরবাসিন্যৈ বৃন্দায়ৈ চ নমো নমঃ ॥ ৬৫
বৃন্দাবনবিলাসিন্যৈ কৃষ্ণায়ৈ চ নমো নমঃ।
নমঃ কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ চ শান্তায়ৈ চ নমো নমঃ ॥ ৬৬
কৃষ্ণবক্ষঃস্থিতায়ৈ চ তৎপ্রিয়ায়ৈ নমো নমঃ।
নমো বৈকুণ্ঠবাসিন্যৈ মহালক্ষ্ম্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬৭
বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ চ সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিদেব্যৈ চ কমলায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৬৮
পদ্মনাভপ্রিয়ায়ৈ চ পদ্মায়ৈ চ নমো নমঃ।
মহাবিষ্ণোশ্চ মাত্রে চ পরাদ্যায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৬৯
নমঃ সিন্ধুসুতায়ৈ চ মর্ত্ত্যলক্ষ্ম্যৈ নমো নমঃ।
নারায়ণপ্রিয়ায়ৈ চ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ ॥ ৭০
নমোঽস্তু বিষ্ণুমায়ায়ৈ বৈষ্ণব্যৈ চ নমো নমঃ।
মহামায়াস্বরূপায়ৈ সম্পদায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৭২
নমঃ কল্যাণরূপায়ৈ শুভদায়ৈ নমো নমঃ।
মাত্রে চতুর্ণাং বেদানাং সাবিত্র্যৈ চ নমো নমঃ ॥
নমোঽস্তু বুদ্ধিরূপায়ৈ জ্ঞানদায়ৈ নমো নমঃ।
তেজঃসু সর্ব্বদেবানাং পুরা কৃতযুগে মুদা।
অধিষ্ঠানকৃতায়ৈ চ প্রকৃত্যৈ চ নমো নমঃ ॥ ৭৩
নমো দুর্গতিনাশিন্যৈ দুর্গাদেব্যৈ নমো নমঃ।
নমস্ত্রিপুরহারিণ্যৈ ত্রিপুরায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৭৪
সুন্দরীষু চ রম্যায়ৈ সুন্দর্য্যৈ চ নমো নমঃ।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপায়ৈ সগুণায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৭৫
নমো ব্রহ্মস্বরূপায়ৈ নির্গুণায়ৈ নমো নমঃ।
নমো দক্ষসুতায়ৈ চ নমঃ সত্যৈ নমো নমঃ ॥৭৬
নমঃ শৈলসুতায়ৈ চ পার্ব্বত্যৈ চ নমো নমঃ।
নমো নমস্তপস্বিন্যৈ উমায়ৈ চ নমো নমঃ ॥ ৭৭
নিরাহারস্বরূপিণ্যৈ অপর্ণায়ৈ নমো নমঃ।
গৌরীলোকনিবাসিন্যৈ নমো গৌর্য্যৈ নমো নমঃ ॥
নমঃ কৈলাসবাসিন্যৈ মাহেশ্বর্য্যৈ নমো নমঃ
নিদ্রায়ৈ চ দয়ায়ৈ চ শ্রদ্ধায়ৈ চ নমো নমঃ ॥৭৯

তৃষ্ণায়ৈ ক্ষুৎস্বরূপায়ৈ ভ্রান্ত্যৈ কান্ত্যৈ নমো নমঃ
নমঃ সৃষ্টিস্বরূপায়ৈ স্থিতিকর্ত্র্যৈ নমো নমঃ ॥৮০
ভদ্রায়ৈ চাভয়ায়ৈ চ মুক্তিদায়ৈ নমো নমঃ।
নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ শান্ত্যৈ কান্ত্যৈ নমো নমঃ
নমস্তুষ্ট্যৈ চ পুষ্ট্যৈ চ দয়ায়ৈ চ নমো নমঃ।
নমো নিদ্রাস্বরূপায়ৈ শ্রদ্ধায়ৈ চ নমো নমঃ ॥ ৮২
ক্ষুৎপিপাসাস্বরূপায়ৈ লজ্জায়ৈ চ নমো নমঃ।
নমো ধৃত্যৈ ক্ষমায়ৈ চ চেতনায়ৈ নমো নমঃ ॥
সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণ্যৈ সর্ব্বমাত্রে নমো নমঃ।
বহ্নৌ দাহস্বরূপিণ্যৈ ভদ্রায়ৈ চ নমো নমঃ।
শোভায়ৈ পূর্ণচন্দ্রস্য শরৎপদ্মে নমো নমঃ ॥৮৪
নাস্তি ভেদো যথা দেবি দুগ্ধ-ধাবল্যয়োঃ সদা।
যথৈব গন্ধ-ভূম্যোশ্চ যথৈবং জল-শৈত্যয়োঃ ॥ ৮৫
যথৈব শব্দ-নভসোর্জ্যোতিঃ সূর্য্যমসো যথা।
লোকে বেদে পুরাণে চ রাধা-মাধবয়োস্তথা ॥৮৬
চেতনং কুরু কল্যাণি দেহি মামুত্তরং সতি।
ইত্যুক্ত্বা চোদ্ধবস্তত্র প্রণনাম পুনঃপুনঃ ॥ ৮৭
ইত্যুদ্ধবকৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেদ্ভক্তিপূর্ব্বকম্।
ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা যাত্যন্তে হরিমন্দিরম্ ॥
ন ভবেদ্বন্ধুবিচ্ছেদো রোগঃ শোকঃ সুদারুণঃ।
প্রোষিতস্ত্রী লভেৎকান্তং ভার্য্যাভেদী লভেৎ প্রিয়াম্ ॥৮৯
অপুত্রো লভতে পুত্রং নির্দ্ধনো লভতে ধনম্।
নির্ভূমির্লভতে ভূমিং প্রজাহীনো লভেৎ প্রজাম্ ॥
রোগাদ্বিমুচ্যতে রোগী বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ।
ভয়ান্মুচ্যেত ভীতস্তু মুচ্যতাপন্ন আপদঃ।
অস্পষ্টকীর্ত্তিঃ সুযশা মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ ॥৯১

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে রাধা-স্তোত্রকথনং নাম দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

উদ্ধবস্তবনং শ্রুত্বা চেতনাং প্রাপ্য রাধিকা।
বিলোক্য কৃষ্ণাকারঞ্চ তমুবাচ শুচান্বিতা ॥ ১

রাধিকোবাচ।

কিং নাম ভবতো বৎস কেন বা প্রেরিতো ভবান্
আগতো বা কুত ইতি ব্রূহি মাং কেন হেতুনা ॥২
কৃষ্ণাকৃতিস্ত্বং সর্ব্বাঙ্গে মন্যে ত্বাং কৃষ্ণপার্ষদম্।
কৃষ্ণস্য কুশলং ব্রূহি বলদেবস্য সাম্প্রতম্ ॥ ৩
নন্দস্তিষ্ঠতি তত্রৈব হেতুনা কেন তদ্বদ।
সমায়াস্যতি গোবিন্দো রম্যং বৃন্দাবনং বনম্ ॥ ৪
পুনর্দ্রক্ষ্যামি তস্যৈব পূর্ণচন্দ্রনিভং মুখম্।
পুনঃ ক্রীড়াং করিষ্যামি তেনাহং রাসমণ্ডলে ॥
জলে চ বিহরিষ্যামি সখীভিঃ সহ বা পুনঃ।
শ্রীনন্দনন্দনাঙ্গে চ পুনর্দাস্যামি চন্দনম্ ॥ ৬

উদ্ধব উবাচ।

উদ্ধবেত্যভিধানং মে ক্ষত্রিয়োঽহং বরাননে।
প্রেষিতঃ শুভবার্ত্তার্থং কৃষ্ণেন পরমাত্মনা ॥ ৭
তবান্তিকং সমায়াতঃ পার্ষদোঽহং হরেরপি।
কৃষ্ণস্য বলদেবস্য শিবং নন্দস্য সাম্প্রতম্ ॥ ৮

রাধিকোবাচ।

অস্তি তদ্যমুনাকূলং সুগন্ধপবনোঽস্তি সঃ।
তস্য কেলিকদম্বানাং মূলমস্ত্যেব সাম্প্রতম্ ॥ ৯
পুণ্যং বৃন্দাবনং রম্যং তদ্বিদ্যমানমীপ্সিতম্।
পুংস্কোকিলানাং বিহরং মধুপানঞ্চ সুন্দরম্ ॥ ১০
দুরন্তশ্চাপ্যতঃ সোঽস্তি পাপিষ্ঠো মন্মথস্তথা।
তে চ রত্নপ্রদীপাশ্চ জ্বলন্তি রাসমণ্ডলে ॥ ১১
মণীন্দ্রসারনির্ম্মাণমস্ত্যেবং রতিমন্দিরম্।
গোপাঙ্গনাগণোঽস্ত্যেবং পূর্ণচন্দ্রোঽস্তি শোভিতঃ
সুগন্ধিপুষ্পরচিতং তল্পং চন্দনচর্চ্চিতম্।
তাম্বূলং রতিভোগার্হং কর্পূরাদিসুসংস্কৃতম্ ॥ ১৩
সুগন্ধিমালতীমাল্যং শ্বেতচামরদর্পণম্।
মুক্তামাণিক্যসংসক্ত-হীরাহারমনোহরম্ ॥ ১৪
কস্তূরীকুঙ্কুমাক্তঞ্চ পাত্রপূর্ণঞ্চ চন্দনম্।
নানোপকরণং রম্যং রম্যং ক্রীড়াসরোবরম্ ॥১৫
সুগন্ধিপুষ্পোদ্যানং তৎ পদ্মশ্রেণীমনোহরম্।
অস্ত্যেবং সর্ব্ববিভবঃ প্রাণনাথঃ কুতো মম ॥ ১৬
হা কৃষ্ণ হা রমানাথ ক্বাসি মে প্রাণবল্লভ।
ক্বাপরাধোঽস্তি দাস্যাশ্চ দাসীদোষঃ পদে পদে ॥১৭
ইত্যেবমুক্ত্বা সা দেবী পুনর্মূর্চ্ছামবাপ সা।
চেতনাং কারয়ামাস পুনরেব স উদ্ধবঃ ॥ ১৮
তাং দৃষ্ট্বা পরমাশ্চর্য্যং মেনে ক্ষত্রিয়পুঙ্গবঃ।

সখীভিঃ সপ্তভিঃ শশ্বৎ সেবিতাং শ্বেতচামরৈঃ ॥
গোপীনাঞ্চ ত্রিলক্ষৈশ্চ সপ্রিয়ৈঃ পরিষেবিতাম্ ।
দিবানিশং বেষ্টিতাঞ্চ গোপীনাং শতকোটিভিঃ ॥
কাচিৎ কজ্জলহস্তা চ কাচিন্মাল্যধরা পরা ।
কাচিৎ সিন্দূরহস্তা চ কাচিদ্গোরোচনাকরা ॥ ২১
কাচিচ্চন্দনপাত্রঞ্চ হস্তে কৃত্বা চ তিষ্ঠতি ।
কাচিদ্দর্পণহস্তা চ কাচিৎ কুঙ্কুমবাহিকা ॥ ২২
কস্তূরীপাত্রমিষ্টঞ্চ কাচিদ্বহতি তত্র বৈ ।
কাচিচ্চম্পকপাত্রঞ্চ করে ধৃত্বা চ তিষ্ঠতি ॥ ২৩
মধুভির্মধুরৈঃ পূর্ণং পাত্রং ধৃত্বা শুচান্বিতা ।
কাচিৎ সুগন্ধতৈলঞ্চ গৃহীত্বা পরিতিষ্ঠতি ॥ ২৪
কাচিদ্বহতি তাম্বূলং কর্পূরাদিসুবাসিতম্ ।
কাচিদ্বাসিতমিষ্টঞ্চ জলং ধৃত্বা চ তিষ্ঠতি ॥ ২৫
ক্রীড়াপুত্তলিকাং কাচিচ্চিত্রাঢ্যাং পরিরক্ষতি ।
কাচিদ্বহতি গেণ্ডুকং কাচিচ্চ রত্নভূষণম্ ॥ ২৬
বহ্নিশুদ্ধাংশুকং কাচিদমূল্যং পরিরক্ষতি ।
কাচিদ্ভক্ষ্যোপহারঞ্চ গৃহীত্বা পরিতিষ্ঠতি ॥ ২৭
কাচিচ্চ কেশবেশার্থং করোতি মাল্যমীপ্সিতম্ ।
কাচিৎ কঙ্কতিকাং ধৃত্বা পুরতঃ পরিতিষ্ঠতি ॥ ২৮
কাচিদ্যাবকহস্তা চ কাচিদ্ধাত্রীব সংযুতা ।
দূরতোঽপি বহত্যেবং ভীতা চ পরিতিষ্ঠতি ॥ ২৯
কাচিদ্ভীতা ভিয়া স্তৌতি কাচিদ্রোদিতি শোকতঃ ।
কাচিৎ তাং বোধয়ত্যেবং বিদগ্ধা বিরহাতুরাম্ ॥৩০
কাচিদ্ধুত্তপ্তস্বর্ণাভা স্নিগ্ধতল্পে মনোহরে ।
স্থাপয়েদ্দাহদূরার্থং স্নিগ্ধপদ্মদলে মুনে ॥ ৩১
এবম্ভূতাঞ্চ তাং দৃষ্ট্বা চোবাচ পুনরুদ্ধবঃ ।
সুপ্রিয়ং কর্ণমধুরং নিনাম্ন ন চ ভীতবৎ ॥ ৩২

উদ্ধব উবাচ ।

জানে ত্বাং দেবদেবীনাং সুস্নিগ্ধাং সিদ্ধযোগিনাম্ ।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপাঞ্চ মূলপ্রকৃতিমীশ্বরীম্ ॥ ৩৩
শ্রীদামশাপাদ্ধরণীং প্রাপ্তাং গোলোককামিনীম্ ।
কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবীঞ্চ তদ্বক্ষঃস্থলবাসিনীম্ ॥ ৩৪
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি শুভবার্ত্তামভীপ্সিতাম্ ।
সুস্থিরং সখীভিঃ সার্দ্ধং হৃদয়স্নিগ্ধকারিণীম্ ॥ ৩৫
দুঃখদাবাগ্নিদগ্ধায়াঃ সুধাবর্ষণরূপিণীম্ ।
বিরহব্যাধিযুক্তায়া রসায়নসমাং শুভাম্ ॥ ৩৬
তত্র তিষ্ঠতি নন্দোঽয়মানন্দো মুদিতঃ সদা ।
নিমন্ত্রিতশ্চ বহুনা কৃষ্ণোপনয়নাবধি ॥ ৩৭
গৃহীত্বা সবলং কৃষ্ণং সাঙ্গে মঙ্গলকর্ম্মণি ।
স নন্দঃ পরমানন্দো মুদায়াস্যতি গোকুলম্ ॥ ৩৮
আগত্য কৃষ্ণো মুদিতঃ প্রণম্য মাতরং পুনঃ ।
নক্তমায়াস্যতি মুদা পুণ্যং বৃন্দাবনং বনম্ ॥ ৩৯
অচিরাদ্দ্রক্ষ্যসি সতি শ্রীকৃষ্ণমুখপঙ্কজম্ ।
সর্ব্বং বিরহদুঃখঞ্চ সন্ত্যক্ষ্যসি চ সাম্প্রতম্ ॥৪০
সুস্থিরা ভব মাতস্ত্বং ত্যজ শোকং সুদারুণম্ ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকং রম্যং পরিধায় প্রহর্ষিতা ।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ-ভূষণগ্রহণং কুরু ॥ ৪১
গৃহাণ চন্দনং স্নিগ্ধং কস্তূরীকুঙ্কুমান্বিতম্ ।
কুরুষ কেশসংস্কারং মালতীমাল্যভূষিতম্ ॥ ৪২
সুবেশং কুরু কল্যাণি গণ্ডে চ চিত্রপত্রকম্ ॥ ৪৩
সিন্দূরবিন্দুং সীমন্তে কস্তূরীচন্দনান্বিতম্ ।
অলক্তাক্তঞ্চ চরণং যুক্তং যাবকভূষণৈঃ ॥ ৪৪
কুরুষ্বোত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ রত্নসিংহাসনে বরে ।
সপঙ্কপঙ্কজং তল্পং ত্যজ সার্দ্ধং শুচা সতি ॥ ৪৫
ভুঙ্ক্ষ্ব কৃষ্ণেন মনসা বিশুদ্ধং মধুরং মধু ।
সংস্কৃতং বাসিতং তোয়ং তাম্বূলঞ্চ সুবাসিতম্ ॥৪৬
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণ-পর্য্যঙ্কে সুমনোহরে ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাক্তে চ মালতীমাল্যভূষিতে ॥ ৪৭
সুগন্ধিযুক্তে কস্তূরী-জাতি-চম্পক-চন্দনৈঃ ।
পরিতো মালতীমাল্য-হীরাহারবিভূষিতে ॥ ৪৮
শয়নং কুরু দেবেশি গোপীভিঃ সেবিতা সদা ।
করোতু সেবনং শশ্বৎ প্রিয়ালী শ্বেতচামরৈঃ ॥৫০
পদারবিন্দসেবাঞ্চ গোপী ভক্ত্যা মনোহরে ।
সদ্রত্নসারনির্ম্মাণ-দর্পণং পশ্য নির্ম্মলম্ ॥ ৫১
ইত্যেবমুক্ত্বা স মুনে পুরস্তূষ্ণীং বভূব হ ।
প্রণম্য পাদপদ্মং তদ্‌ব্রহ্মাদিসুরবন্দিতম্ ॥ ৫২
উদ্ধবস্য বচঃ শ্রুত্বা সস্মিতা রাধিকা সতী ।
যৌতুকঞ্চ দদৌ তস্মৈ রত্নসারাঙ্গুরীয়কম্ ॥ ৫৩
অমূল্যং সুন্দরং রম্যং বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতম্ ।
সুখদৃশ্যং পীতবর্ণং সুদীপ্তং সুপ্রদীপবৎ ।
কৃষ্ণায় বহ্নিনা দত্তমপূর্ব্বং রাসমণ্ডলে ॥ ৫৪
মণিকুণ্ডলযুগ্মঞ্চৈবামূল্যরত্ননির্ম্মিতম্ ।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং সর্ব্বং ভূষণমীপ্সিতম্ ॥ ৫৫
বহ্নিশুদ্ধাংশুকযুগং রত্ননির্ম্মাণযানকম্ ।
হীরাসারবিনির্ম্মাণ-হারঞ্চ সুমনোহরম্ ।
যৎ প্রদত্তং কুবেরেণ কৃষ্ণায় পরমাত্মনে ॥ ৫৬

রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণং ক্রীড়াপদ্মং মনোহরম্ ।
পুরা দত্তঞ্চ যং প্রীত্যা কৃষ্ণায় বরুণেন চ ॥ ৫৭
শ্রীসূর্য্যেণ চ যদ্দত্তং শ্রীকৃষ্ণায় শুমন্তকম্ ।
প্রদত্তং কৌস্তুভং তস্মৈ যদ্দত্তং হরিণা পুরা ॥৫৮
যদ্দত্তঞ্চ মহেন্দ্রেণ রত্নসিংহাসনং বরম্ ।
তৎ প্রদত্তং দা দেব্যা তস্মৈ প্রীত্যা চ রাধয়া ॥
মণীন্দ্রসারনি াণং ছত্রং রত্নমনোহরম্ ।
মুক্তা-মাণিক্য হারেণ হীরাহারেণ সংযুতম্ ॥ ৬০
বিচিত্ররত্নপ ন বিচিত্রং চারুণা সদা ।
শোভিতং প তশ্চাস্মৈ রত্ননির্ম্মাণদর্পণৈঃ ॥ ৬১
যদ্দত্তং ব্রহ্মণা প্রীত্যা হরয়ে রাসমণ্ডলে ।
সুপ্রীত্যা রাধা অত্র প্রদত্তমুদ্ধবায় চ ॥ ৬২
জপমাল্যং সংস্কৃতঞ্চ যদ্দত্তং শম্ভুনা পুরা ।
তদেব দত্তং তস্মৈ চাপ্যমূল্যং পুণ্যদং শুভম্ ।
জন্মমৃত্যু-জরা-ব্যাধি-হরঞ্চাতিমনোহরম্ ॥ ৬৩
চন্দ্রকান্তমণিং রম্যং চন্দ্রদত্তং পরিষ্কৃতম্ ।
চন্দ্রাবলী দদৌ তস্মৈ সুদীপ্তং পূর্ণচন্দ্রবৎ ॥ ৬৪
বিশুদ্ধমধুপূর্ণঞ্চ মধুপাত্রং সুদক্ষয়ম্ ।
ধর্ম্মেণ যৎ প্রদত্তঞ্চ তদ্দত্তং প্রিয়য়া হরেঃ ॥ ৬৫
জলভোজনপাত্রঞ্চ শুদ্ধস্বর্ণবিনির্ম্মিতম্ ।
মিষ্টান্নং পরমান্নঞ্চ দদৌ সুস্বাদু পিষ্টকম্ ॥ ৬৬
ভোজনং কারয়িত্বা চ কর্পূরাদিসুবাসিতম্ ।
তাম্বূলঞ্চ দদৌ শীঘ্রং মাল্যং সুস্নিগ্ধচন্দনম্ ॥ ৬৭
শুভাশিষঞ্চ প্রদদৌ বাঞ্ছিতং প্রবরং বরম্ ।
জ্ঞানং কৃষ্ণেন দত্তঞ্চ গোলোকে রাসমণ্ডলে ॥ ৬৮
পুরুষাণাং শতং যাবন্নিশ্চলা কমলাং দদৌ ।
বিদ্যাং যশস্করীং শুদ্ধাং যশঃ কীর্ত্তিং সুনির্ম্মলাম্ ॥
সর্ব্বসিদ্ধিং হরের্দাস্যং হরিভক্তিঞ্চ নিশ্চলাম্ ।
পার্ষদপ্রবরত্বঞ্চ পার্ষদেতি হরেরিতি ॥ ৭০
বরং প্রসাদং দত্ত্বা চ সমুত্থায় মুদান্বিতা ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকে ধৃত্বা চামূল্যরত্নভূষণম্ ॥ ৭১
হীরাহারং রত্নমালাং পরিধায় মনোহরাম্ ।
সিন্দূরং কজ্জলং পুষ্প-মাল্যং সুস্নিগ্ধচন্দনম্ ॥৭২
রত্নসিংহাসনে রম্যে সমুবাস চ সস্মিতা ।
সেবিতা পরিতো হৃষ্টা সখীভিঃ শ্বেতচামরৈঃ ॥৭৩
নানাপ্রকারাভরণং রত্নং নানাবিধং মুনে ।
গোপ্যশ্চ প্রদদুস্তস্মৈ শ্রুত্বা বাক্যং সুমঙ্গলম্ ॥৭৪
উবাচ মধুরং রম্যং রত্নসিংহাসনস্থিতা ।
রত্নসিংহাসনস্থং তং পূজিতা পূজিতং মুদা ॥ ৭৫
বেষ্টিতা হর্ষনিরতা গোপীনাং শতকোটিভিঃ ।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা শতচন্দ্রসমপ্রভা ॥ ৭৬

রাধিকোবাচ ।

সত্যমায়াস্যতি হরিঃ সত্যং নিষ্কপটং বদ ।
বদ তং স্বভয়ং ত্যক্ত্বা সত্যং ব্রূহি সুসংসদি ॥৭৭
বরং কূপশতাদ্বাপী বরং বাপীশতাৎ ক্রতুঃ ।
বরং ক্রতুশতাৎ পুত্রঃ সত্যং পুত্রশতাৎ কিল ॥
ন হি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো নানৃতাৎ পাতকং পরম্
ন হি মাতুঃ পরো বন্ধুর্ন গুরুর্মন্ত্রদাৎ পরঃ ॥ ৭৯

উদ্ধব উবাচ ।

সত্যমায়াস্যতি হরিঃ সত্যং দ্রক্ষ্যসি সুন্দরি ।
ধ্রুবং ত্যক্ষ্যসি সন্তাপং দৃষ্ট্বা চন্দ্রমুখং হরেঃ ॥৮০
মদ্দর্শনান্মহাভাগে গতস্তে বিরহজ্বরঃ ।
নানাভোগসুখং ভুক্ত্বা ত্যজ চিন্তাং ত্বরন্ত্যয়াম্ ॥৮১
অহং প্রস্থাপয়িষ্যামি গত্বা মধুপুরীং হরিম্ ।
বিধায় তৎপ্রবোধঞ্চ কার্য্যমঙ্গং করিষ্যতি ॥ ৮২
বিদায়ং কুরু মে মাতর্যাস্যামি হরিমন্দিরম্ ।
সর্ব্বং তং কথয়িষ্যামি ত্বদ্বৃত্তান্তং যথোচিতম্ ॥৮৩

রাধিকোবাচ ।

গমিষ্যসি যদা বৎস মথুরাং সুমনোহরাম্ ।
মাং বিস্মৃতো ন ভবসি বিরহজ্বরকাতরাম্ ॥ ৮৪
শৃণু দুঃখকথাং কাঞ্চিৎ তিষ্ঠ বৎস স্থিরো ভব ।
কথয়িষ্যসি মৎকান্তং ধ্রুবং প্রস্থাপয়িষ্যসি ॥ ৮৫
নারীণাং মনসো বার্ত্তাং কো বা জানাতি পণ্ডিতঃ
কিঞ্চিচ্ছাস্ত্রানুসারেণ প্রকরোতি নিরূপণম্ ॥ ৮৬
বেদা বক্তুং ন শক্তাশ্চ শাস্ত্রাণি কিং বদন্তি হি ।
কথয়িষ্যামি ত্বাং পুত্রং সর্ব্বঞ্চ যদি বক্ষ্যসি ॥ ৮৭
গেহে বনে ন ভেদো মে পশ্বাদিষু তথা নৃষু ।
কিং বা জলং স্থলং কিং বা স্বপ্নজ্ঞানং দিবানিশম্
আত্মানঞ্চ ন জানামি চোদয়ং চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ ।
ক্ষণং প্রাপ্য হরের্বার্ত্তাং চেতনা মে বভূব হ ॥৮৯
কৃষ্ণাকৃতিঞ্চ পশ্যামি শৃণোমি মুরলিধ্বনিম্ ।
কুললজ্জাভয়ং ত্যক্ত্বা চিন্তয়ামি হরেঃ পদম্ ॥৯০
সম্প্রাপ্য সর্ব্বজগতামীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
ন জ্ঞানং মায়য়া তস্য জ্ঞাতো গোপপতির্মম ॥ ৯১
ধ্যায়ন্তে যৎপদাম্ভোজং বেদা ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ।
স ভর্ৎসিতো ময়া কোপাদ্ধৃদি সম্যগিদং মম ॥৯২

তৎপাদাম্ভোজসেবাভির্গুণপ্রস্তাবতোঽপি বা।
তদ্ভক্ত্যা যঃ স্বপ্নে নীলে ধ্যানেন পূজয়াঽথবা ॥৯৩
অত্রাপি মঙ্গলং সর্ব্বং হর্ষ আয়ুর্ব্যবস্থিতম্।
বিঘ্নশ্চ হৃদি সন্তাপস্তদ্বিচ্ছেদে সদোদ্ধব ॥ ৯৪
ক্রীড়া প্রীতির্ন ভবিতা তাদৃশী বা পুনর্মম।
তাদৃগ্ বা প্রেমসৌভাগ্যং নির্জ্জনে নবসঙ্গমঃ ॥৯৫
বৃন্দাবনং ন যাস্যামি তৎসঙ্গে পুনরুদ্ধব।
চন্দনং বা ন দাস্যামি নন্দনন্দনবক্ষসি।
মালাং তস্মৈ ন দাস্যামি ন দ্রক্ষ্যামি মুখাম্বুজম্ ॥
মালতীনাং কেতকীনাং চম্পকানাঞ্চ কাননম্
পুনরেব ন যাস্যামি সুন্দরং রাসমণ্ডলম্ ॥ ৯৭
হরিসঙ্গে ন যাস্যামি রম্যং চন্দনকাননম্।
মাধবীনাং বনং রম্যং বৃহজ্জং মধুকাননম্ ॥ ৯৮
পুনর্ন বিহরিষ্যামি নির্জ্জনে যমুনাজলে।
কৃষ্ণেন সার্দ্ধং সখীভিরথ ক্রীড়াসরোবরে ॥ ৯৯
পুনরেব ন যাস্যামি মলয়ং রত্নমন্দিরম্।
শ্রীখণ্ডকাননং রম্যং স্বচ্ছং চন্দ্রসরোবরম্ ॥১০০
বিষ্যন্দনং সুবদনং নন্দকং পুষ্পভদ্রকম্।
ভদ্রকং হরিণা সার্দ্ধং ন যাস্যামি পুনঃপুনঃ ॥১০১
ক্ব সা রম্যা বিকশিতা মাধবে মাধবীলতা।
ক্ব গতা মাধবী রাত্রিঃ ক্ব মধুঃ ক্বাপি মাধবঃ ॥১০২
ইত্যেবমুক্ত্বা সা রাধা ধ্যাত্বা কৃষ্ণপদাম্বুজম্।
পুনর্মূর্চ্ছাঞ্চ সম্প্রাপ রুদিত্বা চ শুচান্বিতা ॥ ১০৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-
খণ্ডে নারায়ণনারদ সংবাদে ত্রিনবতি-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৩॥

— —

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

উদ্ধবো বিস্ময়ং প্রাপ্য ভয়ঞ্চ বিপুলং মুনে।
চেতনাং কারয়ামাস তামুবাচ মৃতামিব ॥ ১
তদ্ভক্তিং সমভিজ্ঞায় স্বাত্মানং ভক্তসংখ্যকম্।
তুচ্ছং মেনে জগৎ সর্ব্বং দৃষ্ট্বা ভাগ্যবতীং সতীম্

উদ্ধব উবাচ।

চেতনাং কুরু কল্যাণি জগন্মাতর্নমোঽস্তু তে।
ত্বমেব প্রাক্তনং সর্ব্বং কৃষ্ণং দ্রক্ষ্যসি সাম্প্রতম্ ॥
পূতো বিশ্বং পবিত্রঞ্চ ত্বৎপাদরজসা মহী।
সুপবিত্রা সহৃদারা পুণ্যবত্যশ্চ গোপিকাঃ ॥ ৪
লোকাস্ত্বামেব গাস্যন্তি সঙ্গীতৈর্মঙ্গলান্বিতৈঃ।
ত্বৎসুকীর্ত্তিঞ্চ বেদাশ্চ সনকাশ্চাপি সন্ততম্ ॥ ৫
কৃতপাপহরাং রম্যাং তীর্থপূতাঞ্চ নির্ম্মলাম্।
হরিভক্তিপ্রদাং ভদ্রাং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনীম্ ॥ ৬
ত্বমেব রাধা ত্বং কৃষ্ণস্ত্বং কৃতা প্রকৃতেঃ পরা।
রাধা-মাধবয়োর্ভেদো ন পুরাণে শ্রুতৌ তথা ॥৭
রাধিকাং মূর্চ্ছিতাং দৃষ্ট্বা পশ্চাৎ কৃত্বা তমুদ্ধবম্।
উবাচ মাধবী গোপী রাধায়াঃ পুরতঃ স্থিতা ॥ ৮

মাধব্যুবাচ।

কিং বা স্মরসি কৃষ্ণস্য রূপং বা বেশমুত্তমম্।
কিং সুখং বিভবং কিং বা গৌরবং বাপ্যনুত্তমম্
কিং বা তদ্বীর্য্যমৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং বা দুরতিক্রমম্।
কিং বা সিদ্ধং প্রসিদ্ধং বা কিং বা তস্য গুণো-
ত্তমম্ ॥ ১০
কুতো বা কুত আয়াতঃ পুনরেব কুতো গতঃ।
বালকো গোপবেশশ্চ ন হি রাজাত্মজঃ পুমান্ ॥
ত্বং কিং স্মরসি কল্যাণি গোপালং নন্দনন্দনম্।
আত্মানং রক্ষ যত্নেন কঃ প্রিয়ঃ স্বাত্মনঃ পরঃ ॥১২

মালত্যুবাচ।

ধিক্ ত্বাং রাধেঽতিনির্লজ্জাং তত্রৈব জীবনং বৃথা
জগতো যুবতীনাঞ্চ করোষি স্বযশঃক্ষয়ম্ ॥ ১৩
যত্নেন চক্ষুষোর্ব্বারি সখি সংবরণং কুরু।
অন্তরে পতিভাবঞ্চ সঙ্গোপ্য ভাবনং কুরু ॥ ১৪
ন হি জাতিশ্চ শত্রূণাং মিত্রাণাঞ্চ সুরেশ্বরি।
শত্রুঃ কার্য্যবশেনৈব মিত্রঞ্চ কর্ম্মণা ভবেৎ।
স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যধ্বংসেন মূর্খতা ॥১৫
কঃ কস্য বল্লভো রাধে কঃ কস্যাপ্রিয় এব বা।
কর্ম্মাঞ্চ সময়ং জ্ঞাত্বা সন্তঃ কুর্ব্বন্তি সন্ততম্ ॥ ১৬
শত্রুর্ধনাপহা নৃণাং প্রাণহর্ত্তা ততঃ পরঃ।
কটূবক্তা দুঃখদাতা শত্রূণাং লক্ষণং শৃণু ॥ ১৭
স্বকুলাৎ ত্বাং বহিষ্কৃত্য বিসৃজ্য শোকসাগরে।
গৃহীত্বা চেতনাং প্রাণান্ নিষ্ঠুরো দারুণো গতঃ ॥
ত্বং কিং স্মরসি হে মূঢ়ে* ত্যজ শোকং সুদারুণম্
আত্মানং রক্ষ যত্নেন কঃ প্রিয়ঃ স্বাত্মনঃ পরঃ ॥১৯

---

* মূঢ়েব ইত্যপি পাঠঃ ক্বচিৎ।

পদ্মাবত্যুবাচ।
ভবত্যা কথিতং সর্ব্বং যমুনাজলসন্নিধৌ।
অরসস্য রতীভূতং নারীণাং ন সুখং প্রিয়ে॥ ২০
বিদ্যুচ্ছটা জলে রেখা খলানাং প্রীতিরেব চ।
ন নীতির্নীতিশাস্ত্রেষু স্ববিশ্বাসঃ খলেষু চ॥ ২১
যদা ত্বং যমুনাকূলে মুখং বীক্ষ্য হরেরহো।
সস্মিতং সকটাক্ষঞ্চ পুনঃ কৃত্বাস্যগোপনম্॥ ২২
পুনঃপুনস্তং সংবীক্ষ্য ত্বয়া ত্যক্তঞ্চ চেতনম্।
গৃহকার্য্যং গুরুভয়ং সখীনাং বচনং শুভম্॥ ২৩
সন্ততং ধ্যায়সে কৃষ্ণং নাহারং জীবনং তথা।
ক্ব কৃষ্ণো মথুরায়াঞ্চ ক্বাপি ত্বং কদলীবনে॥ ২৪
সদ্যো যদি ত্যজেঃ প্রাণান্ নাবির্ভবতি সোঽধুনা
কালে দ্রক্ষ্যসি স্বাত্মানং যদি রক্ষসি সুন্দরি॥ ২৫
চন্দ্রমুখ্যুবাচ।
প্রাক্তনেন শুভং সর্ব্বং সুখঞ্চ বিভবশ্চিরম্।
দুঃখং শোকঃ প্রাক্তনেন বিপৎ সম্পচ্চ সাম্প্রতম্
ভারতে পুণ্যভূমৌ চ সর্ব্বেষামীপ্সিতে বরে।
লেভে পতিং হরিপরং তপসা প্রকৃতেঃ পরম্॥২৭
তথাপি প্রদহেদ্গাত্রং কামবাণেন সাম্প্রতম্!
অস্যাঃ শত্রুঃ কথং চন্দ্রো মধুর্বা মধুমাধবৌ॥২৮
শঙ্করেণ প্রদগ্ধোঽভূৎ পুনরেব স মন্মথঃ।
চন্দ্রং গ্রসতি রাহুশ্চ পুনশ্চোদ্বমনং তথা॥ ২৯
মধুশ্চ মিত্রশোকেন প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা যযৌ যমম্।
সুধাসিন্ধুশ্চ ইন্দুর্যো বিষসিন্ধুশ্চ মাং প্রতি॥ ৩০
সুবেশশ্চ জলদ্বহ্নিশ্চন্দনং তদ্ঘৃতাহুতিঃ।
সন্ততং প্রদহেদ্গাত্রং সুগন্ধশ্চ সমীরণঃ॥ ৩১
ত্যক্তাহারা মম সখী পশ্য শ্বসিতি জীবতি।
প্রশংসাং কুরু কৃষ্ণস্য মূঢ়ে ন কুরু নিন্দনম্॥ ৩২
তন্নামস্মৃতিমাত্রেণ তদ্গুণশ্রবণেন চ।
তদ্বার্ত্তয়া চ শুভয়া সহসা চেতনা ভবেৎ॥ ৩৩
শশিকলোবাচ।
ত্বং কিং মাধবি জানাসি কৃষ্ণমাত্মানমীশ্বরম্।
যং তং ব্রহ্মাদয়ো দেবা বেদাশ্চত্বার এব চ॥ ৩৪
ধ্যায়ন্তি সন্ততং সন্তঃ পাদপদ্মং সুরেপ্সিতম্।
পদ্মা সরস্বতী দুর্গা সোঽনন্তোঽপি মহেশ্বরঃ॥ ৩৫
যং ন জানন্তি সিদ্ধেন্দ্রা মুনীন্দ্রা মনবস্তথা।
সর্ব্বাত্মনঃ কুতো রূপং নির্গুণস্য কুতো গুণঃ॥৩৬
সত্যমুক্তঞ্চ সত্যস্য যদ্যদেব যথোচিতম্।
ধত্তে ভারাবতরণে পৃথিব্যাশ্চ মনোহরম্।
সুখমাহ্লাদকং রম্যং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্॥ ৩৭
কিমনির্ব্বচনীয়ঞ্চ রূপং জনমনোহরম্।
কোটিকন্দর্পলাবণ্য-লীলাধাম শুভাশ্রয়ম্॥ ৩৮
যৎপাদপদ্মমধুরমধু মন্দাকিনীজলম্।
দধে শিরসি ভক্ত্যা চ সর্ব্বেশঃ শঙ্করঃ পরঃ॥৩৯
শশ্বৎ করোতি বৈরাগী তীর্থকীর্ত্তেশ্চ কীর্ত্তনম্।
ক্ষণং নৃত্যতি ভক্ত্যা চ পঞ্চবক্ত্রেণ গায়তি॥ ৪০
আহারং ভূষণং বস্ত্রং পরিত্যজ্য দিগম্বরঃ।
ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপঞ্চ ধ্যাত্বা শুভ্রং সুনির্ম্মলম্॥৪১
ব্রহ্মা চ তপসা জন্ম ন যাত্যেব হি সেবয়া।
শেষঃ সনৎকুমারশ্চ সিদ্ধসঙ্ঘশ্চ যোগবিৎ॥ ৪২
সুশীলোবাচ।
নির্ম্মঞ্ছনার্হে ন ভবেৎ তস্য কামশতং শতম্।
চন্দ্রোঽশ্বিনীকুমারো বা রূপেষু কেন গণ্যতে॥৪৩
অসংখ্যেষু চ বিশ্বেষু ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ।
মুনয়ো মনবঃ সিদ্ধা ভক্তাঃ সন্তশ্চ সন্ততম্।
ধ্যায়ন্তে যৎপাদাম্ভোজং নির্গুণস্যাত্মনশ্চ বৈ॥৪৪
বেদাঃ স্তোতুং ন শক্তাশ্চ যমীশঞ্চ সরস্বতী।
জড়ীভূতা চ ভীতা চ স্তবনেনক্ষমা ভবেৎ॥৪৫
সহস্রবক্ত্রঃ স্তবনে কম্পিতশ্চ নিরন্তরম্।
বেদানাং জনকো ব্রহ্মা যস্য স্তোত্রে ন হীশ্বরঃ॥
তং সত্যং নিত্যমীশঞ্চ মাধবী পরিনিন্দতি।
অপবিত্রা সভা ভূতা গোপীনাং জীবনং বৃথা।
তাসু পুণ্যবতী রাধা ধ্যায়তে তং দিবানিশম্॥৪৭
যন্নামস্মৃতিমাত্রেণ কোটিজন্মার্জ্জিতং সখি।
কৃতপাপং ভস্মং শোক্যঃ প্রণশ্যতি ন সংশয়ঃ॥৪৮
রত্নমালোবাচ।
দধার বামহস্তেন শৈলং গোবর্দ্ধনং হরিঃ।
ততঃ কিং তদ্যশঃ শৌর্য্যং জগতাং জনকস্য চ॥
শৈলানাঞ্চ সহস্রং যো ভঙ্ক্তুং শক্তশ্চ দৈত্যরাট্
লীলামাত্রেণ তেষাঞ্চ লক্ষং হস্তং ক্ষমো হরিঃ॥৫০
যদংশকলয়া জাতঃ শূকরো বিষ্ণুরীশ্বরঃ।
বসুধাং দশনাগ্রেণ চোদ্দধার চ লীলয়া॥ ৫১
শৈলানাঞ্চ সহস্রাণি যত্র সন্তি মহীতলে।
দৈত্যেশানামসংখ্যাশ্চ বীরাঃ শূরাস্তথৈব চ॥ ৫২
তেনৈব কর্ম্মণা তস্য ন শৌর্য্যং ন চ পৌরুষম্।
ন যশশ্চ প্রশংসা বা সখি সর্ব্বান্তরাত্মনঃ॥ ৫৩

পারিজাতোবাচ ।

সপ্তদ্বীপা চ বসুধা সশৈলবনসাগরা ।
কাঞ্চনীভূমিসহিতা সর্ব্বাধারা মনোহরা ॥ ৫৪
সপ্ত স্বর্গাশ্চ বিবিধা ব্রহ্মলোকাবধি প্রিয়ে ।
বিচিত্রাঃ সুন্দরাশ্চৈব পাতালানাঞ্চ সপ্তভিঃ ॥ ৫৫
এতৈঃ পরিমিতং বিশ্বং ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মণা কৃতম্ ।
মহাবিষ্ণোর্লোমকূপে তদেকস্থানুবৎ স্থিতম্ ॥ ৫৬
তস্য যাবন্তি লোমানি তানি বিশ্বানি সন্তি চ ।
স এব ষোড়শাংশশ্চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৫৭
তস্যৈব কিং যশঃ শৌর্য্যং মহিমানমনুত্তমম্ ।
ষম্মরী গোপকন্যা চ কিং বা জানাতি মাধবী ॥ ৫৮

মাধব্যুবাচ ।

ময়া যদুক্তং ন জ্ঞাত্বা মূঢ়া জল্পন্তি গোপিকাঃ ।
উদ্ধব শৃণু মদ্বাক্যং যন্ময়া কথিতং শুভম্ ॥ ৫৯
স্বেচ্ছয়া সগুণো বিষ্ণুঃ স্বেচ্ছয়া নির্গুণো ভবেৎ ।
ভুবো ভারাবতরণে গোপবেশঃ শিশুর্বিভুঃ ॥ ৬০
যদি বেদাঃ পুরাণানি সিদ্ধাঃ সন্তশ্চ সন্ততম্ ।
ব্রহ্মেশ-শেষ-ভক্তাশ্চ ন জানন্তি যমীশ্বরম্ ।
তং কিং জানামি মূঢ়াহং ষম্মরী গোপকন্যকা ॥ ৬১
তথাপি মদ্বচঃ সত্যং শ্রূয়তাং বৎস তৎক্ষণম্ ।
কিমনির্ব্বচনীয়স্য বর্ত্ততে তদ্বিশেষণম্ ॥ ৬২
নির্গুণস্য চ বিষ্ণোশ্চ দেহহীনস্য স্বাত্মনঃ ।
বর্ত্ততে চ কিমাখ্যেয়ং তস্য রূপাদিকঞ্চ কিম্ ॥ ৬৩
মাং নিন্দতি মহামূঢ়া ন বুদ্ধ্বা বচনং মম ।
এষা জানাতি কিং মূঢ়া তং সত্যং প্রকৃতেঃ পরম্
জ্যোতিঃস্বরূপং পরমং পরমাত্মানমীশ্বরম্ ।
তমনির্ব্বচনীয়ঞ্চ ভক্তানুগ্রহনিগ্রহম্ ॥ ৬৫
যৎপাদপদ্মং পদ্মা সা ত্রৈলোক্যজননীপরা ।
সেবতে কম্পিতা ভীতা দাসীব সততং ভিয়া ॥ ৬৬
বিষ্ণুমায়া চ প্রকৃতির্মূলরূপা সনাতনী ।
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা ভীতা দক্ষিণপার্শ্বতঃ ॥ ৬৭
সরস্বতী জড়ীভূতা ভীতা চ পরমেশ্বরী ।
স্তোতুং ন শক্তা বেদাঃ কিং স্তুবন্তি পরমেশ্বরম্ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

তাসাং তদ্বচনং শ্রুত্বা চোদ্ধবো ভক্তিবিহ্বলঃ ।
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গো রুরোদ চ পপাত চ ॥ ৬৯
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ ভক্ত্যা চ ধ্যাত্বা তং পরমেশ্বরম্ ।
তুচ্ছং মেনে স আত্মানং গোপীভক্ত্যাপ্যুবাচ সঃ

উদ্ধব উবাচ ।

ধন্যং প্রশস্যং দ্বীপানাং জম্বুদ্বীপং মনোহরম্ ।
যত্র ভারতবর্ষঞ্চ পুণ্যদং শুভদং তথা ॥ ৭১
বণিজাঞ্চ পুণ্যকৃতাং বাণিজ্যস্থলমীপ্সিতম্ ।
অত্র কৃত্বা সুপুণ্যঞ্চ ভুঙ্‌ক্তেঽন্যত্র শুভং ফলম্ ।
ধন্যং ভারতবর্ষঞ্চ পুণ্যদং শুভদং বরম্ ।
গোপীপাদাব্জরজসা পূতং পরমনির্ম্মলম্ ॥ ৭৩
ততোঽপি গোপিকা ধন্যা মান্যা যোষিৎসু ভারতে
নিত্যং পশ্যন্তি রাধায়াঃ পাদপদ্মং সুপুণ্যদম্ ॥ ৭৪
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্তঞ্চ ব্রহ্মণা ।
রাধিকাপাদপদ্মস্য রেণুনামুপলব্ধয়ে ॥ ৭৫
গোলোকবাসিনী রাধা কৃষ্ণপ্রাণাধিকা পরা ।
তত্র শ্রীদামশাপেন বৃকভানুসুতাধুনা ॥ ৭৬
যে যে ভক্তাশ্চ কৃষ্ণস্য দেবা ব্রহ্মাদয়স্তথা ।
রাধায়াশ্চাপিগোপীনাং কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥
কৃষ্ণভক্তিং বিজানাতি যোগীন্দ্রশ্চ মহেশ্বরঃ ।
রাধা গোপ্যশ্চ গোপাশ্চ গোলোকবাসিনশ্চ যে ॥
কিঞ্চিৎ সনৎকুমারশ্চ ব্রহ্মা চেদ্বিষয়ী তথা ।
কিঞ্চিদেব বিজানন্তি সিদ্ধা ভক্তাশ্চ নিশ্চিতম্ ॥ ৭৯
ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহমাগতো গোকুলং যতঃ ।
গোপিকাভ্যো গুরুভ্যশ্চ হরিভক্তিং লভেঽচলাম্
মথুরাঞ্চ ন যাস্যামি তীর্থকীর্ত্তেশ্চ কীর্ত্তনম্ ।
শ্রোষ্যামি কিঙ্করো ভূত্বা গোপীনাং জন্মজন্মনি ॥ ৮১
নহি গোপীপরো ভক্তো হরেশ্চ পরমাত্মনঃ ।
যাদৃশীং লেভিরে গোপ্যো ভক্তিং নান্যে চ তাদৃশীম্ ॥ ৮২

কলাবত্যুবাচ ।

পিতৄণাং মানসী কন্যা ধন্যা মেনা কলাবতী ।
বয়ং তিস্রো ভগিন্যশ্চ ভ্রমামঃ পৃথিবীতলে ॥ ৮৩
ধন্যা জনকপত্নী চ সীতামাতা পতিব্রতা ।
অযোনিসম্ভবা সীতা ধন্যা চাযোনিসম্ভবা ॥ ৮৪
হিমালয়প্রিয়া মেনা দুর্গামাতা চ সুব্রতা ।
অযোনিসম্ভবা দুর্গা মেনকা চ তপস্বিনী ॥ ৮৫
বৃকভানপ্রিয়াহঞ্চ রাধামাতাধুনোদ্ধব ।
অযোনিসম্ভবা রাধা অহঞ্চাযোনিসম্ভবা ॥ ৮৬
রাধা শ্রীদামশাপেন বৃকভানুসুতা ভুবি ।
সনৎকুমারশাপেন বয়মেব মহীতলে ॥ ৮৭

ক্ষীরোদসাগরং রম্যং শ্বেতদ্বীপং মনোহরম্ ।
তিস্রো ভগিন্যো ভক্ত্যা চ বিষ্ণুং দ্রষ্টুং গতা বয়ম্
অভ্যুত্থানাদি ন কৃতং কোপাদস্মান্ শশাপ সঃ ।
সনৎকুমারো ভগবান্ যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ ॥

সনৎকুমার উবাচ ।

মূঢ়াস্তিষ্ঠত ভূমৌ চ পুনঃ স্বর্গং ন যাস্যথ ।
মর্ত্ত্যপ্রাণিপ্রিয়া ভূত্বা চাহঙ্কারেণ হেতুনা ॥ ৯০
পুনর্ব্বরঞ্চ প্রত্যেকং দদৌ তুষ্টো দ্বিজেশ্বরঃ ।
বিষ্ণোরংশস্য শৈলস্য হিমাধারস্য কামিনা ।
জ্যেষ্ঠা ভবতু তৎকন্যা ভবিষ্যত্যেব পার্ব্বতী ॥ ৯১
ধন্যা প্রিয়াস্তু ভবতু যোগিনো জনকস্য চ ।
তস্য কন্যা মহালক্ষ্মীঃ সীতা দেবী ভবিষ্যতি ॥ ৯২
বৃকভানস্য বৈশ্যস্য যোগিনাং প্রবরস্য চ ।
দুর্ব্বাসসশ্চ শিষ্যস্য কনিষ্ঠা চ কলাবতী ।
ভবিষ্যতি প্রিয়া সাধ্বী দ্বাপরান্তে চ গোকুলে ॥৯৩
কলাবতীসুতা রাধা দেবী গোলোকবাসিনী ।
শ্রীদামগোপশাপেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৯৪
ঈশো ব্রহ্মেশশেষাণাং ভারাবতরণেন চ ।
আগমিষ্যতি পৃথ্বীঞ্চ পুণ্যক্ষেত্রঞ্চ ভারতম্ ॥ ৯৫
কলাবতী বৃকভানঃ কৌতুকাৎ কন্যয়া সহ ।
জীবন্মুক্তশ্চ গোলোকং গমিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৯৬
ধন্যা চ সীতয়া সার্দ্ধং বৈকুণ্ঠঞ্চ গমিষ্যতি ।
মেনকা যোগিনী সিদ্ধা পার্ব্বত্যা চ * করেণ চ ॥
তেন দেহেন বৈকুণ্ঠং গমিষ্যতি ক্রমেণ চ ।
কল্পান্তে বিষ্ণুলোকে চ লক্ষ্মীবন্মোদতে চিরম্ ॥৯৮
বিনা বিপত্ত্যা মহিমা কেষাং কুত্র ভবিষ্যতি ।
কর্ম্মিণাঞ্চ গতে দুঃখে প্রভবেদ্দুর্লভং সুখম্ ॥ ৯৯
পুরা পিতৃণাং কন্যাশ্চ স্বর্গভোগবিলাসকাঃ ।
লক্ষ্মীসমা বরেণাপি বিপ্রস্য বিষ্ণুদর্শনাৎ ॥ ১০০
কর্ম্মক্ষয়শ্চাপ্যস্মাকং বভূব বিষ্ণুদর্শনাৎ ।
পুণ্যেন তেন তীব্রেণ কুমারস্যাপি দর্শনম্ ॥ ১০১
শ্রুতং তত্র কুমারাস্যাজ্জ্ঞানং পরমদুর্লভম্ ।
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদীনাং সিদ্ধানাং জগতামপি ॥১০২
ঈশ্বরঃ পরমাত্মা চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
নির্গুণশ্চ নিরীহশ্চ পরঃ স্বেচ্ছাময়ো বরঃ ॥ ১০৩

তুলস্যুবাচ ।

প্রাণা বিষ্ণুশ্চ বিষয়ী মনো ব্রহ্মা চ চেতনা ।
প্রকৃতির্বুদ্ধিরূপা চ সর্ব্বশক্ত্যধিদেবতা ॥ ১০৪
জ্ঞানস্বরূপঃ শম্ভুশ্চ স্বয়ং ধর্ম্মশ্চ পুরুষঃ ।
নির্গুণঃ পরমাত্মা চ তদ্‌ব্রহ্ম প্রকৃতেঃ পরঃ ॥১০৫
স এব কৃষ্ণঃ সাক্ষী চ কর্ম্মণাং জীবিনামপি ।
ভোক্তা চ সুখদুঃখানাং জীবস্তৎপ্রতিবিম্বকঃ ॥১০৬
চক্ষুষোশ্চন্দ্রসূর্য্যৌ চ জিহ্বায়াঞ্চ সরস্বতী ।
বসুন্ধরা ত্বচি সদা বাহ্বোস্তে লোকপালকাঃ ॥১০৭
আত্মনশ্চাপি তে সর্ব্বে পরিচারকরূপিণঃ ।
আত্মন্যেবাশ্রয়ন্তে চ সর্ব্বে গচ্ছন্তি জীবিনঃ ।
যথা সংসদি সংসারে সর্ব্বে দেবাঃ শিবানুগাঃ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বান্তরাত্মানং ভজন্তি সততং * সদা ।
সন্তশ্চ পরয়া ভক্ত্যা ধ্যায়ন্তে যোগিনো মুদা ॥১০৯
কর্ম্মিণাং কর্ম্মণাং সাক্ষী কুতঃ কর্ম্ম চ গোপনম্ ।
অন্তর্যামী চ কৃষ্ণশ্চ প্রচারং কুরুতে মুদা ॥ ১১০

কালিকোবাচ ।

নরা বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ যুবানস্ত্রিবিধাস্তথা ।
দেবাদয়শ্চ যে সিদ্ধাঃ সর্ব্বে জানন্তি তং পরম্ ॥
সাম্প্রতং মূর্চ্ছিতাং রাধাং যুক্তং বোধয়িতুং বুধ ।
অত্র যুক্তিঃ প্রধানা চ তাং প্রবোধয় চোদ্ধব ॥১১২

উদ্ধব উবাচ ।

চেতনাং কুরু কল্যাণি জগন্মাতর্নিবোধ মাম্ ।
উদ্ধবং কৃষ্ণভক্তস্য কিঙ্করস্যাপি কিঙ্করম্ ॥ ১১৩
প্রসাদং কুরু মাতর্মাং যাস্যামি মথুরাং পুনঃ ।
ন স্বতন্ত্রঃ পরাধীনো যোষা দারুময়ী যথা ॥ ১১৪
যথা বৃষো বশীভূতো বৃষবাহস্য সন্ততম্ ।
তথা মাতর্জগৎ সর্ব্বং জগন্নাথস্য নিশ্চিতম্ ॥১১৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-
খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে রাধোদ্ধব-
সংবাদে চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৪

---

* পার্ব্বত্যাশ্চেতি পাঠান্তরম্ ।

* সম্যক্ ততং সর্ব্বব্যাপিণমিত্যর্থঃ ।

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ।

উদ্ধবস্য বচঃ শ্রুত্বা চেতনাং প্রাপ্য রাধিকা।
সা চোবাস সমুত্থায় রত্নসিংহাসনে বরে ॥ ১
উবাচ মধুরং দেবী হৃদয়েনবিদূয়তা।
গোপীভিঃ সপ্তভির্ভক্ত্যা সেবিতা শ্বেতচামরৈঃ ॥২

রাধিকোবাচ।

মথুরাং গচ্ছ বৎস ত্বং মাঽস্তুবিস্মরণং সদা।
অতোঽপ্যধর্ম্মো নাস্ত্যেব ভবতাং ভবসাগরে ॥ ৩
মদীয়ং বচনং সর্ব্বং গত্বা কথয় সাম্প্রতম্
শ্রীকৃষ্ণং পরমানন্দং শীঘ্রমানয় মৎপ্রভুম্ ॥ ৪
যোষিজ্জন্মনি যোষিৎসু সম্প্রাপ্য তাদৃশং পতিম্
ভেদো বভূব কস্যা বা মদন্যা কাপি দুঃখিনী ॥ ৫
কিং দদাসি প্রবোধং মে নাস্তি মে বোধনোচিতম্
নিষ্কলং দেহিনাং দেহো বিনাত্মানং সদোদ্ধব ॥৬
সম্প্রীত্যা সহ সৌভাগ্যং গৌরবং নিত্যনূতনম্।
অতীব দুর্লভং প্রেম রহস্যং নবসঙ্গমম্ ॥ ৭
স্মরামি মনসা শশ্বন্নাস্তো মনসি বর্ত্ততে।
রাত্রৌ নিদ্রাং পরিত্যজ্য স্মরণং শোকবর্দ্ধনম্ ॥ ৮
মামুদ্ধব ধ্রুবং বৎস নিমগ্নাং শোকসাগরে।
জীবাভয়প্রদানেন তীর্থস্নানফলং নৃণাম্ ॥ ৯
বোধয়িতুং ন শক্নোমি দুর্নিবারঞ্চ মানসম্।
চিন্তয়েচ্চরণাম্ভোজং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ১০
তদ্গুণং মহিমানঞ্চ প্রীতিঞ্চ প্রেমসাগরম্।
স্মারং স্মারঞ্চ সৌভাগ্যং মনো মে ন স্থিতং চলম্
জগতাং যুবতীনাঞ্চ কাস্যং বা দুঃখমীদৃশম্।
শ্রীকৃষ্ণভেদদুঃখঞ্চ কো বা জানাতি মাং বিনা ॥১২
কিঞ্চিজ্জানাতি সীতা সাপ্যহঞ্চ বিধিবোধিতম্।
মৎপরা দুঃখিনী নাস্তি কামিনীষু জগত্ত্রয়ে ॥ ১৩
কা বা যাতি প্রতীতিং মে শ্রুত্বা চ মানসীং ব্যথাম্
কাসাং বা মৎসমং দুঃখং যুবতীনাং সুতোদ্ধব ॥১৪
রাধিকাসদৃশী স্ত্রীষু ন ভূতা ন ভবিষ্যতি।
দুঃখিনী বিরহোত্তপ্তা সুখসৌভাগ্যবর্জ্জিতা ॥ ১৫
সম্প্রাপ্য কল্পবৃক্ষঞ্চ পতিঞ্চ জগতাং পতিম্।
বঞ্চিতাহং বিধাত্রা চ নির্দ্দয়েন চ পাপিনী ॥ ১৬
জীবনং সফলং জন্ম সুস্নিগ্ধং চক্ষুষা মনঃ।
যৎপাদপদ্মবক্ত্রেন্দু-রূপবেশপ্রদর্শনাৎ ॥ ১৭
যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পঞ্চ প্রাণাঃ প্রহর্ষিতাঃ।
স্মৃতিমাত্রাৎ প্রফুল্লৈস্তৈরাত্মা সুস্নিগ্ধ এব চ ॥ ১৮
যস্যোপস্পর্শমুরস্তৌ যশস্ত্রিভুবনেষ্বপি।
কয়া বা সম্পদা বৎস বিস্মরামি তমীশ্বরম্ ॥ ১৯
ত্রৈলোক্যবিজয়ং রূপং গুণমেব বিভর্ত্তি যঃ।
ন নির্ম্মিতো যো বিধিনা তেনৈব নির্ম্মিতো বিধিঃ ॥
তং বিধেশ্চ বিধাতারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্।
কল্পবৃক্ষাৎ পরং শান্তং লক্ষ্মীকান্তং মনোহরম্ ॥২১
সর্ব্বেশং সর্ব্ববীজঞ্চ পরমাত্মানমীশ্বরম্।
কয়া বা সম্পদা তাত বিস্মরামি চ তং পতিম্ ॥২২
যস্য নির্ম্মঞ্ছনার্হশ্চ ন চন্দ্রো ন চ মন্মথঃ।
নৈবাশ্বিনীকুমারশ্চ গুণসাম্যো ন বিশ্বতঃ ॥ ২৩
ধ্যায়ন্তে যৎপদাম্ভোজং ব্রহ্মেশশেষসংজ্ঞকাঃ।
কয়া বা সম্পদা তাত বিস্মরামি চ তং প্রভুম্ ॥২৪
স্বপ্নে পশ্যন্তি যে রূপমতুলঞ্চ মনোহরম্।
তেঽপি সর্ব্বং পরিত্যজ্য ধ্যায়ন্তে তমহর্নিশম্ ॥১৫
গুণেন শৈলঃ * সলিলং শুষ্ককাষ্ঠং দ্রবেদিতি।
মৃতবৃক্ষো মুকুলিতস্তস্থিবাংশ্চ সমীরণঃ ॥ ২৬
সূর্য্যশ্চ জলধিশ্চৈব স্থগিতো ভক্তিভাবতঃ।
কয়া বা সম্পদা পুত্র বিস্মরামি চ তং প্রিয়ম্ ॥২৭
যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি জন্তুষু ॥ ২৮
যদ্ভয়াৎ ফলিনো বৃক্ষাঃ পুষ্পিতাঃ সময়েঽপি চ।
সমুদ্রাঃ স্বাত্মবিষয়ে গ্রহাশ্চ মুনয়ঃ সুরাঃ ॥ ২৯
কালস্য কালঃ সংহর্ত্তুঃ সংহর্ত্তা স্রষ্টুরীশ্বরঃ।
স্বাধীনশ্চ স্বতন্ত্রশ্চ স্বয়মেবাত্মসংজ্ঞকঃ ॥ ৩০
কয়া বা সম্পদা ভক্ত বিস্মরামি চ তং প্রভুম্।
প্রবোধো নাস্তি তদ্ভেদে যেন মাং বোধয়েদ্বুধঃ ॥
মাঞ্চ বোধয়িতুং শক্তা ন সাবিত্রী সরস্বতী।
ন বেদা ন চ বেদাঙ্গাঃ কে বা সন্তশ্চ কে সুরাঃ ॥
সহস্রবক্ত্রোঽনন্তশ্চ বেদানাং জনকো বিধিঃ।
ন শম্ভুর্ন গণেশশ্চ যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ ॥৩৩
স্থিতের্গতিশ্চিন্তনীয়া মার্গশূন্যে কুতো গতিঃ ॥ ৩৪
কালসাধ্যঞ্চ সর্ব্বঞ্চ সুখ-দুঃখং শুভাশুভম্।
দুর্নিবারঃ স কালশ্চ কালসাধ্যং জগৎ সুত ॥ ৩৫
উত্তিষ্ঠ মথুরাং গচ্ছ সুখং বৎস মনোহরম্।

---

* গুণেন চৈবং সলিলমিতি পাঠঃ ক্বচিৎ।

ব্রজবাসং পরিত্যজ্য ভবাংশ্চ গমনোন্মুখঃ ॥ ৩৬
সুচিরং কৃষ্ণবিচ্ছেদো দুঃখায় চ সুখায় চ ।
পশ্য চন্দ্রমুখং তস্য জন্ম-মৃত্যু-জরাহরম্ ॥ ৩৭
রাধিকাবচনং শ্রুত্বা রুরোদ ভৃশমুদ্ধবঃ ।
রুদতীং রাধিকাং দৃষ্ট্বা বন্ধুবিচ্ছেদকাতরাম্ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে
নারায়ণ-নারদসংবাদে রাধোদ্ধবসংবাদে
পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৫ ॥

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

শ্রীকৃষ্ণস্মরণং কৃত্বা গমনোন্মুখমুদ্ধবম্ ।
নতং রাধাপদাম্ভোজে শিরসা পুলকান্বিতম্ ॥ ১
উবাচ মাধবী গোপী রুদতী প্রেমবিহ্বলা ।
ভক্তং রুদন্তমুচ্চৈশ্চ রাধাবিচ্ছেদকাতরম্ ॥ ২

মাধব্যুবাচ ।

উদ্ধব শৃণু বক্ষ্যামি ক্ষণং তিষ্ঠ যথোচিতম্ ।
নিগূঢ়ং পরমং জ্ঞানং যৎ তে মনসি বাঞ্ছিতম্ ॥৩
সুদুর্লভং পুরাণেষু বেদেষু গোপনীয়কম্ ।
প্রশ্নং কুরু মহাভাগ রাধিকাং ত্রিজগৎপ্রসূম্ ॥৪
ইত্যুক্ত্বা তঞ্চ গোপী সা সমুবাস সুসংসদি ।
উবাচ মধুরং শান্তামুদ্ধবশ্চাপি রাধিকাম্ ॥ ৫

উদ্ধব উবাচ ।

একাকী ভবমায়াতি যাত্যেকাকী পুনঃপুনঃ ।
প্রাণী কর্ম্মানুরোধেন স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্ ॥ ৬
কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে ।
সুখং দুঃখং ভয়ং শোকং কর্ম্মণৈব প্রপদ্যতে ॥৭
জন্তুর্ভোগাবশেষেণ ভোগং ভুঙ্ক্তে ভবেষু চ ।
পুনশ্চ কর্ম্মণো ভোগাৎ সমায়াতি চ যাতি চ ॥৮
রত্নাদিকঞ্চ যৎ কিঞ্চিন্মহৎ দত্তং ত্বয়া সতি ।
ময়া সার্দ্ধং ন যাত্যেব তেন মে কিং প্রয়োজনম্ ॥
ভবাব্ধিতারণে দেবি ভবতী রমণীবরা ।
কর্ণধারঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ সর্ব্বেষাং পারকারকঃ ॥১০
কিঞ্চিজ্জ্ঞানং দেহি মহ্যং ভবাব্ধিপারকারণম্ ।
প্রাপ্য প্রসাদং যাস্যামি মথুরাং কৃষ্ণমূলকম্ ॥১১
যাং যাং কালগতিং মাতঃ সুরাণাঞ্চ নৃণামপি ।
পিতৄণাং ব্রহ্মলোকস্য তদূর্দ্ধস্য চ তাং বদ ॥ ১২
তামেব দুস্তরাং ঘোরাং তীর্ত্বা যামি হরেঃ পদম্
এবম্ভূতমুপায়ঞ্চ দেহি মে কমলালয়ে ॥ ১৩
দূরতো যৎপদাম্ভোজং ধ্যায়ন্তে চ দিবানিশম্ ।
দেবা ব্রহ্মেশশেষাদ্যাস্ত্বং তদ্বক্ষঃস্থলস্থিতা ॥ ১৪
উদ্ধবস্য বচঃ শ্রুত্বা জহাস কমলালয়া ।
বাসসা নেত্রনীরঞ্চ সংমার্জ্জ্য তমুবাচ সা ॥ ১৫
মাধবীবচনেনৈব করোষি প্রশ্নমুদ্ধব ।
স্ত্রীজাতিরবলা লোলা কিং বা জ্ঞানং দদামি তে ।
শুদ্ধাং কালগতিং বৎস জানাতি ভগবান্ হরিঃ ।
ব্রহ্মা মহেশঃ শেষশ্চ বেদাশ্চত্বার এব চ ।
কিঞ্চিদ্বেদানুসারেণ সন্তো জানন্তি পুত্রক ॥ ১৭
শ্রুত্বা যা কৃষ্ণবক্ত্রেণ গোলোকে রাসমণ্ডলে ।
গোলোকে চাপি বৈকুণ্ঠে ব্রহ্মলোকে চ সাম্প্রতম্
যা চ দৃষ্টা কালগতিস্তামেব কথয়ামি তে ॥ ১৮
নৃণাং পিতৄণাং দেবানাং ব্রহ্মলোকাদিকস্য চ ।
বহির্লোকস্য ব্রহ্মাণ্ডাৎ পাতালানাঞ্চ নিশ্চিতম্ ১৯
দুরত্যয়াং কালগতিং যেনোপায়েন পণ্ডিতাঃ ।
নিস্তরন্তি বুধশ্রেষ্ঠ কথয়ামি নিশাময় ॥ ২০

রাধিকোবাচ ।

ভজন্তি জগতাং নাথং কালকালং জগদ্গুরুম্ ।
নির্গুণঞ্চ নিরীহঞ্চ পরমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ২১
সদ্যঃ পততি দেহোঽয়ং বিনা যেন সদাত্মনা ।
তং নিষেব্য কালগতিং তরন্ত্যেব হি কেবলম্ ॥২২
আয়ুর্হরতি সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং রবিরেব সঃ ।
শ্রীহরেঃ শুদ্ধভক্তানাং সতাং পুণ্যবতাং বিনা ॥২৩
বিধের্মানসিকান্ পুত্রান্ চতুরঃ পশ্য পুত্রক ।
সনকাদীন্ ভাগবতান্ যেষাঞ্চ সুস্থিরং বয়ঃ ॥২৪
রুদ্রাদ্যান্ বয়সা নিত্যান্ জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরূন্ ।
বালাননুপনীতাংশ্চ পঞ্চবর্ষশিশূন্ যথা ॥ ২৫
অভ্যন্তরমহাস্ফীতান্ সস্মিতাংশ্চ দিগম্বরান্ ।
শ্রীকৃষ্ণধ্যানপূতাংশ্চ তীর্থপূতাংশ্চ বৈষ্ণবান্ ॥২৬
বেদবেদাঙ্গশাস্ত্রাণাং চিন্তাহীনান্ প্রফুল্লিতান্ ।
ভক্ত্যা দিবানিশং শশ্বদ্ধরিভাবনতৎপরান্ ॥ ২৭
বাহ্যপূজাবিহীনাংশ্চ পূজামানসিকাংস্তথা ।
মৃত্যুঞ্জয়ান্ মহাভাগান্ কালব্যাজজিতাংস্তথা ॥২৮
সনকঞ্চ সনন্দঞ্চ তৃতীয়ঞ্চ সনাতনম্ ।
পরং সনৎকুমারঞ্চ যে স্মরন্তি চ নিত্যশঃ ॥ ২৯
তীর্থস্নানফলং লব্ধা কৃতপাপাৎ প্রমুচ্যতে ।

হরিভক্তির্ভবেৎ তেষাং হরিদাস্যং লভন্তি তে ॥৩০
মৃকণ্ডোর্ব্বালকং পশ্য কর্ম্মণা চ দ্বিজোত্তমম্ ।
দশবর্ষায়ুষং তীব্রং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা।
হরিসেবনতঃ পশ্চাৎ সপ্তকল্পান্তজীবনম্ ॥ ৩১
বোঢ়ুং পঞ্চশিখং পশ্য লোমশঞ্চাসুরিং তথা ।
সর্ব্বকর্ম্মবিহীনঞ্চ হরিসেবনতৎপরম্ ।
শতকল্পায়ুষঞ্চৈব ধ্যায়মানং হরেঃ পদম্ ॥ ৩২
জমদগ্নেঃ সুতং পশ্য রামং তং চিরজীবিনম্ ।
হনূমন্তং বলিং ব্যাসমশ্বত্থামানমেব চ ॥ ৩৩
বিভীষণং কৃপং বিপ্রং জাম্ববন্তঞ্চ ভল্লুকম্ ।
হরিভাবনয়া চৈতে শুদ্ধাঃ শুচিরজীবিনঃ ॥ ৩৪
সিদ্ধেন্দ্রেষু মুনীন্দ্রেষু নরেন্দ্রেষু চোদ্ধব।
হরিভাবনশুদ্ধাশ্চ সর্ব্বে তে চিরজীবিনঃ ॥ ৩৫
প্রহ্লাদং পশ্য দৈত্যেষু হিরণ্যকশিপোঃ সুতম্ ।
হরিদ্বিষো দুরন্তস্য হরিভাবনতৎপরম্ ॥ ৩৬
চিরায়ুষং কালজিতং পশ্যান্যচ্চাপ্যসংখ্যকম্ ॥৩৭
অনেকজন্মতপসা লব্ধা জন্ম চ ভারতে।
যে হরিং তং ন সেবন্তে তে মূঢ়াঃ কৃতপাপিনঃ ॥
বাসুদেবং পরিত্যজ্য বিষয়ে নিরতো জনঃ ।
ত্যক্ত্বামৃতং মূঢ়বুদ্ধির্বিষং ভুঙ্ক্তে নিজেচ্ছয়া ॥২৯
কস্য স্ত্রী কস্য বা পুত্রঃ কস্য বা বান্ধবস্তথা।
কঃ কস্য বন্ধুর্ব্বিপদি শ্রীকৃষ্ণেন বিনা ভুবি ॥৪০
তস্মাৎ সন্তঃ সদা কৃষ্ণং ভজন্ত্যেব দিবানিশম্ ।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিহরং সর্ব্বপরাৎপরম্ ॥ ৪১
কালস্য তরণোপায়ং ভজনং পরমাত্মনঃ ।
শ্রীনন্দনন্দনস্যৈব পরিপূর্ণতমস্য চ ॥ ৪২
শৃণু কালগতিং বৎস মদীয়জ্ঞানগোচরাম্ ।
নরাণাঞ্চ সুরাণাঞ্চ পিতৃণাঞ্চাপি ব্রহ্মণঃ ॥ ৪৩
নগানাং রাক্ষসাদীনাং তৎপরেষাঞ্চ পুত্রক ।
কথয়ামি নিশ্চিতার্থান্ * সাবধানং নিশাময় ॥৪৪
সর্ব্বস্মাচ্চ পরঃ স্থূলঃ সর্ব্বাধারো মহান্ বিরাট্ ।
যস্য লোমসু বিশ্বানি চাসংখ্যানি চ তানি চ ॥ ৪৫
সর্ব্বস্মাচ্চ পরং সূক্ষ্মং পরমাণুং নিশাময় ।
কালারম্ভাত্মকং সর্ব্বস্থানূহং পরমীপ্সিতম্ ॥ ৪৬
পরমাণুদ্বয়েনাণুস্ত্রসরেণুস্ত তত্রয়ঃ ।
ত্রসরেণুত্রিকেণাপি ত্রুটিরুক্তো মনীষিভিঃ ॥ ৪৭

বেধস্ত্রুটিশতেনৈব ত্রিবেধেন লবস্তথা ।
ত্রিলবেন নিমেষশ্চ ত্রিনিমেষেণ চ ক্ষণঃ ॥ ৪৮
কাষ্ঠা পঞ্চক্ষণেনৈব লঘুশ্চ দশকাষ্ঠয়া ।
লঘুপঞ্চদশো দণ্ডস্তৎপ্রমাণং নিশাময় ॥ ৪৯
দ্বাদশার্দ্ধপলোন্মানং চতুর্ভিশ্চতুরঙ্গুলৈঃ ।
স্বর্ণমাষৈঃ কৃতচ্ছিদ্রং যাবৎ প্রস্থজলপ্লুতম্ ॥ ৫০
দণ্ডদ্বয়ে মুহূর্ত্তশ্চ ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা তিথিঃ ।
তদষ্টভাগঃ প্রহরঃ প্রমাণঞ্চ নিরূপিতম্ ॥ ৫১
চতুর্ভিঃ প্রহরৈ রাত্রিশ্চতুর্ভির্দিনমেব চ ।
তিথিপঞ্চদশেনৈব পক্ষমানং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৫২
পক্ষদ্বয়েন মাসঃ স্যাচ্ছুক্লকৃষ্ণাভিধেন চ ।
ঋতুর্মাসদ্বয়েনৈব তৎষট্কেনৈব বৎসরঃ ॥ ৫৩
বসন্তো গ্রীষ্মবর্ষাশ্চ শরদ্ধেমন্তশীতকম্ ।
বর্ষাঃ পঞ্চবিধা জ্ঞেয়াঃ কালবিদ্ভির্নিরূপিতাঃ ॥ ৫৪
সংবৎসরঃ পরিবৎসর ইদাবৎসর এব চ ।
অনুবৎসরোদাবৎসরাবিতি কালবিদো বিদুঃ ॥ ৫৫
অব্দো দ্বিষট্কমাসৈশ্চ তন্নামানি শৃণূদ্ধব।
বৈশাখো জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ঃ শ্রাবণো ভাদ্র এব চ ॥৫৬
আশ্বিনঃ কার্ত্তিকো মার্গঃ পৌষো মাঘস্য ফাল্গুনঃ ।
চৈত্রস্তু চরমো জ্ঞেয়ো বর্ষশেষো নিরূপিতঃ ॥ ৫৭
বসন্তশ্চৈত্র-বৈশাখ-মাসযুগ্মেন কীর্ত্তিতঃ ।
জ্যৈষ্ঠাষাঢ়দ্বয়েনৈব গ্রীষ্মস্তু পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৫৮
বর্ষাঃ শ্রাবণভাদ্রেণ চাশ্বিনে কার্ত্তিকে শরৎ ।
মার্গে পৌষে চ হেমন্তঃ শিশিরো মাঘফাল্গুনে ॥
অব্দস্য চায়নে দ্বে চৈবোত্তরে দক্ষিণায়নে ॥ ৬০
মাঘাদিষট্কৈর্বিমিতমুত্তরায়ণমীপ্সিতম্ ।
শ্রাবণাদিমাসষট্কেন দক্ষিণায়নমেব চ ॥ ৬১
মাঘাদাষাঢ়পর্য্যন্তং দিকং বৃদ্ধং ক্রমেণ বৈ ।
নক্তং বৃদ্ধং শ্রাবণাচ্চ পৌষপর্য্যন্তমেব চ ॥ ৬২
প্রতিপৎপূর্ণিমান্তশ্চ শুক্লপক্ষঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
পূর্ণিমায়াঃ প্রতিপদশ্চামাবাস্যান্ত এব চ ।
কৃষ্ণপক্ষস্তু বিজ্ঞেয়ো বেদবিদ্ভির্নিরূপিতঃ ॥ ৬৩
দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া চ চতুর্থী পঞ্চমী তথা ।
ষষ্ঠী চ সপ্তমী চৈব হ্যষ্টমী নবমী তথা ॥ ৬৪
দশম্যেকাদশী চাপি দ্বাদশী চ ত্রয়োদশী ।
চতুর্দ্দশী কুহূর্যাবদিদস্তু গণনং স্মৃতম্ ॥ ৬৫
অশ্বিনী ভরণী চাপি কৃত্তিকা রোহিণী তথা ।
মৃগশীর্ষস্তথার্দ্রা চ নক্ষত্রঞ্চ পুনর্ব্বসুঃ ॥ ৬৬

* কথয়ামি নিগূঢ়ার্থমিতি বা পাঠঃ ক্বচিৎ ।

পুষ্যাশ্লেষা মঘা চৈব পূর্ব্বাচোত্তরফল্গুনী ।
হস্তা চিত্রা তথা স্বাতির্বিশাখা চানুরাধিকা ॥ ৬৭
জ্যেষ্ঠা মূলা তথা জ্ঞেয়া পূর্ব্বাষাঢ়োত্তরা তথা ।
শ্রবণাপ্যভিজিচ্চৈব ধনিষ্ঠা চ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৬৮
ততঃ শতভিষা জ্ঞেয়া পূর্ব্বভাদ্রপদস্তথা ।
তথোত্তরস্তু বিজ্ঞেয়ো রেবতী চরমা স্মৃতা ॥ ৬৯
অষ্টাবিংশতিনক্ষত্রং কলত্রং শশিনোদ্ভব ।
ক্রমেণ তাভিঃ সার্দ্ধঞ্চ চন্দ্রস্তিষ্ঠতি নিত্যশঃ ॥ ৭০
সপ্তবিংশতিনক্ষত্রং কলত্রঞ্চ শ্রুতৌ শ্রুতম্ ।
অভিজিচ্ছ্রবণাচ্ছায়া তেনাষ্টাবিংশতিঃ স্মৃতাঃ ॥৭১
একদা চ মধৌ চন্দ্রঃ শ্রবণারাময়া সহ ।
রেমে দিবানিশং নিত্যং দৃষ্ট্বা চিত্রা চুকোপ সা ॥
ছায়াং দত্ত্বা চ চন্দ্রায় যযৌ তাতান্তিকং ভিয়া ।
ততঃ পিতরগানীয় সা প্রচক্রে বিভাগকম্ ॥ ৭৩
বভূব তেন নক্ষত্রমভিজিন্নামকং পুরা ।
এতচ্ছ্রুতং কৃষ্ণমুখাচ্ছতশৃঙ্গে চ পর্ব্বতে ॥ ৭৪
নক্ষত্রং কথিতং বৎস তিথীনামিতি নিত্যশঃ ।
যোগঞ্চ করণঞ্চৈব মদেকত্র * নিশাময় ॥ ৭৫
বিষ্কুম্ভঃ প্রীতিরায়ুষ্মান্ সৌভাগ্যঃ শোভনস্তথা ।
অতিগণ্ডঃ সুকর্ম্মা চ ধৃতিঃ শূলস্তথৈব চ ॥ ৭৬
গণ্ডো বৃদ্ধির্ধ্রুবশ্চৈব ব্যাঘাতো হর্ষণস্তথা ।
বজ্রশ্চাসৃগ্ব্যতীপাতো বরীয়ান্ পরিঘঃ শিবঃ ॥৭৭
সিদ্ধঃ সাধ্যঃ শুভঃ শুক্রো ব্রহ্মৈন্দ্রো বৈধৃতিস্তথা ।
কীর্ত্তিতস্তু যোগগণঃ করণং শ্রূয়তামিতি ॥ ৭৮
ববশ্চ বালবশ্চৈব কৌলবস্তৈতিলস্তথা ।
গরশ্চ বণিজশ্চাপিবৃষ্টিশ্চ শকুনিস্তথা ।
চতুষ্পাচ্চাপি নাগশ্চ কিস্তুঘ্ন ইতি কীর্ত্তিতম্ ॥৭৯
নরাণাঞ্চাপি মাসেন পিতৃণাঞ্চ দিবানিশম্ ।
শুক্লে তেষাং দিনঞ্চাপি কৃষ্ণে নক্তং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
বৎসরেণ নরানান্তু সুরাণাঞ্চ দিবানিশম্ ।
দিনং তেষামুত্তরে চ নক্তঞ্চ দক্ষিণায়নে ॥ ৮১
মন্বন্তরস্তু দিব্যানাং যুগানামেকসপ্ততিঃ ।
মনোরায়ুঃপরিমিতং শক্রস্যায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৮২
পঞ্চবিংশৎসহস্রঞ্চ তথা পঞ্চশতং পরম্ ।
যুগানাং ষষ্টিমধিকং নরাণাঞ্চ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৮৩
কালেন তেন শক্রস্য পতনঞ্চ মনোস্তথা ।
চতুর্দ্দশেন্দ্রাবচ্ছিন্ন-কালেন ব্রহ্মণো দিনম্ ॥ ৮৪
এতেনৈব চ তদ্যুক্তমুক্তং ধাতুর্দিবানিশম্ ।
এবং তেষাং নিপাতেন বোদ্ধব্যং তদ্দিবানিশম্ ॥৮৫
তত্র সূর্য্যগতির্নাস্তি শক্রপাতানুসারতঃ ।
দিবানিশঞ্চ জানন্তি ব্রহ্মলোকনিবাসিনঃ ॥ ৮৬
এবং ত্রিংশদ্দিনেনৈব চাতুর্মাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
অব্দো দ্বাদশভির্মাসৈর্ব্বর্ষং তস্য শতায়ুষঃ ॥ ৮৭
ব্রহ্মণঃ পতনেনৈব নিমেষঃ শ্রীহরেরপি ।
ধাতুঃ পাতানুসারেণ বৈকুণ্ঠে চ দিবানিশম্ ॥ ৮৮
অত্রসূর্য্যগতির্নাস্তি চৈবং গোলোকতঃ স্মৃতম্ ।
বৈকুণ্ঠবাসিনঃ সর্ব্বে তেন জানন্ত্যহর্ন্নিশম্ ॥ ৮৯
চন্দ্রস্যাপি গ্রহাণাঞ্চ গতির্নাস্তীতি তত্র বৈ ।
চক্রং নৈব ভ্রমত্যেব রাশীনামিচ্ছয়া হরেঃ ॥ ৯০
দিনঞ্চ তেজসা দীপ্তং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
নক্তং তেজোবিহীনঞ্চ হরৌ চ মন্দিরং গতে ॥৯১
এবং কালগতিস্তত্র বিষ্ণুলোকেঽস্তি সন্ততম্ ।
কালস্বরূপো ভগবান্ পরমাত্মা নিরাকৃতিঃ ॥ ৯২
চন্দ্র-সূর্য্যগতির্নাস্তি পাতালেষু চ সপ্তসু ।
তদ্বাসিনশ্চ জানন্তি সঙ্কেতেন দিবানিশম্ ॥ ৯৩
দিনে চ মূর্দ্ধ্নি নাগানাং মণির্জ্জ্বলতি নিত্যশঃ ।
সন্ধ্যায়াং দীপ্তিহীনশ্চ রাত্রিশ্চ তমসাবৃতা ॥ ৯৪
কালং তন্ত্রীপ্রমাণেন জানন্তি তন্নিবাসিনঃ ।
যথা ভুবি তথা তত্র পরিমাণং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৯৫
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম্ ।
দিব্যের্দ্বাদশসাহস্রৈর্ব্বৎসরৈশ্চাপি তানি চ ॥ ৯৬
অষ্টৌ শতান্যপ্যধিকং সহস্রাণাং চতুষ্টয়ম্ ।
দিব্যৈর্বর্ষৈঃ কৃতযুগং কালবিদ্ভির্নিরূপিতম্ ॥ ৯৭
অষ্টাবিংশৎসহস্রাণ্যপ্যধিকং পরিমাণকম্ ।
লক্ষাণাঞ্চ নপ্তদশ নৃমাণং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৯৮
অধিকং ষট্‌শতান্যেব সহস্রাণাং ত্রয়ং তথা ।
দির্ব্যৈবর্ষৈশ্চ ত্রেতেতি বৎস কালবিদো বিদুঃ ॥৯৯
ষণ্ণবতিসহস্রাণি লক্ষৈর্দ্বাদশভিঃ সহ ।
নৃণাং বর্ষৈশ্চ ত্রেতেতি কালবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
চতুষ্টয়ং শতানাঞ্চাপ্যধিকং দ্বিসহস্রকম্ ।
বর্ষং দিব্যং দ্বাপরঞ্চ কালজ্ঞৈঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥
চতুঃষষ্টিসহস্রাণি লক্ষৈরষ্টভিরেব চ ।
নৃণাং বর্ষৈর্দ্বাপরঞ্চ কালজ্ঞৈঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥১০২
অধিকং দ্বিশতঞ্চৈব দিব্যং বর্ষসহস্রকম্ ।

---

* মদ্বক্ত্রেণেতি ক্বচিৎ পুস্তকে পাঠঃ ।

এবমেতৎ কলিযুগং বৎস প্রাজ্ঞৈঃ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
দ্বাত্রিংশচ্চ সহস্রাণি চতুর্লক্ষং নৃমাণকম্।
বর্ষঞ্চেতি কলিযুগং চকার কালকোবিদঃ ॥ ১০৪
লক্ষৈস্ত্রিচত্বারিংশাঙ্কৈঃ সহ বিংশৎসহস্রকৈঃ।
নৃমাণবর্ষৈঃ কালজ্ঞৈর্ব্যক্তমেব চতুর্যুগম্ ॥ ১০৫
ইত্যেবং কথিতং বৎস কালসংখ্যানিরূপণম্।
যথাশ্রুতং যথাজ্ঞানং গচ্ছ বৎস হরেঃ পদম্ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে রাধোদ্ধব-সংবাদে ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৬

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

গচ্ছন্তমুদ্ধবং দৃষ্ট্বা সন্ত্রস্তা শ্রীহরেঃ প্রিয়া।
সমুত্থায়াসনাচ্ছীঘ্রং হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ১
গোপীভিঃ সহিতা শীঘ্রং সমুদ্বিগ্না মহাসতী।
দদৌ শুভাশিষং তস্মৈ তস্য মূর্দ্ধ্নি করং যথা ॥২
স্নিগ্ধং দূর্ব্বাক্ষতং শুক্লধান্যং পুষ্পঞ্চ মঙ্গলম্।
প্রেরয়ামাস লাজাংশ্চ ফলং পর্ণং তথা দধি ॥ ৩
দর্পণং দর্শয়ামাস পূর্ণকুম্ভং সপল্লবম্।
সফলং গন্ধসিন্দূর-কস্তূরীচন্দনান্বিতম্ ॥ ৪
পুষ্পমাল্যং প্রদীপঞ্চ মণিরত্নং দ্বিজোত্তমম্।
পতিপুত্রবতীং সাধ্বীং কাঞ্চনং রজতং তথা ॥৫
তমুবাচ মহালক্ষ্মীর্হিতং সত্যঞ্চ মঙ্গলম্।
সঙ্গোপ্য সাশ্রুনেত্রঞ্চ পতিতং দুঃখিতে হৃদি ॥ ৬

রাধিকোবাচ।

শুভো ভবতু মার্গস্তে কল্যাণমস্তু সন্ততম্।
জ্ঞানং লভ হরেঃ স্থানাৎ কৃষ্ণস্য সুপ্রিয়ো ভব ॥৭
কৃষ্ণে ভক্তিঃ কৃষ্ণদাস্যং বরেষু চ বরং বরম্।
শ্রেষ্ঠা পঞ্চবিধা মুক্তের্হরিভক্তির্গরীয়সী ॥ ৮
ব্রহ্মত্বাদপি দেবত্বাদিন্দ্রত্বাদমরাদপি।
অমৃতাৎ সিদ্ধিলাভাচ্চ হরিদাস্যং সুদুর্লভম্ ॥ ৯
অনেকজন্মতপসা সম্ভূয় ভারতে দ্বিজ।
হরিভক্তিং যদি লভেৎ তস্য জন্ম সুদুর্লভম্ ॥ ১০
সফলং জীবনং তস্য কুর্ব্বতঃ কর্ম্মণঃ ক্ষয়ম্।
পিতৃণাঞ্চ সহস্রাণাং স্বস্য মাতুশ্চ নিশ্চিতম্ ॥১১
মাতামহানাং পুংসাঞ্চ শতানাং সোদরস্য চ।
বান্ধবস্যাপি পত্ন্যাশ্চ গুরূণাং শিষ্য-ভৃত্যয়োঃ ॥১২
তৎ কর্ম্ম শোভনং বৎস যচ্চ কৃষ্ণে সমর্পণম্।
তৎ কর্ম্ম শোভনং শুদ্ধং কৃষ্ণসন্তোষণং যতঃ ॥১৩
সঙ্কল্পসাধনং কর্ম্ম সম্প্রীতিবিধিপূর্ব্বকম্।
তদেবং মঙ্গলং ধন্যং পরিণামসুখাবহম্ ॥ ১৪
তদ্ব্রতং তৎ তপঃ সত্যং তদ্ভক্তিঃ পূজনং তথা।
তদুদ্দেশ্যমনশনং কেবলং দাস্যকারণম্ ॥ ১৫
সমস্তপৃথিবীদানং প্রাদক্ষিণ্যং ভুবস্তথা।
সমস্ততীর্থস্নানঞ্চ সমস্তঞ্চ ব্রতং তপঃ ॥ ১৬
সমস্তযজ্ঞকরণং সর্ব্বদানফলং তথা।
সমস্তবেদবেদাঙ্গ-পঠনং পাঠনং তথা ॥ ১৭
ভীতস্য রক্ষণঞ্চৈব জ্ঞানদানং সুদুর্লভম্।
অতিথীনাং পূজনঞ্চ শরণাগতরক্ষণম্ ॥ ১৮
সর্ব্বদেবার্চ্চনঞ্চৈব বন্দনং জপনং মনোঃ।
ভোজনং বিপ্রদেবানাং পুরশ্চরণপূর্ব্বকম্ ॥ ১৯
গুরুশুশ্রূষণঞ্চৈব পিত্রোর্ভক্তিশ্চ পূজনম্।
সর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণদাস্যস্য কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ॥২০
তস্মাদুদ্ধব যত্নেন ভজ কৃষ্ণং পরাৎপরম্।
নির্গুণঞ্চ নিরীহঞ্চ পরমাত্মানমীশ্বরম্ ॥ ২১
নিত্যং সত্যং পরং ব্রহ্ম প্রকৃতেঃ পরমীপ্সিতম্।
পরিপূর্ণতমং শুদ্ধং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্ ॥ ২২
কর্ম্মিণাং কর্ম্মণাং সাক্ষ্যপ্রদং নির্লিপ্তমেব চ।
জ্যোতিঃস্বরূপং পরমং কারণানাঞ্চ কারণম্ ॥ ২৩
সর্ব্বস্বরূপং সর্ব্বেশং সর্ব্বসম্পৎপ্রদং শুভম্।
ভক্তিদং দাস্যদং স্বস্য নিজসম্পৎপদপ্রদম্ ॥২৪
বিসৃজ্য জ্ঞাতিবুদ্ধিঞ্চ মাৎসর্য্যমশুভপ্রদম্।
ভজ তং পরমানন্দং সানন্দং নন্দনন্দনম্ ॥ ২৫
বেদে কুথুমশাখায়াং তস্য নাম্নাং সহস্রকম্।
নন্দনন্দননামোক্তং কৃতৌ বিঘ্নং সুদুর্লভম্ ॥ ২৬
উদ্ধবঃ সর্ব্বমাকর্ণ্য পরমং বিস্ময়ং যযৌ।
জ্ঞানং সম্প্রাপ্য পূর্ণঞ্চ পরিপূর্ণো বভূব সঃ ॥ ২৭
স্ববস্ত্রঞ্চ গলে বদ্ধা দণ্ডবৎ প্রণনাম তাম্।
মূর্দ্ধ্নঃ কেশৈশ্চ তৎপাদং নিবধ্য চ পুনঃপুনঃ ॥২৮
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গঃ সাশ্রুনেত্রশ্চ ভক্তিতঃ।
তদ্বিচ্ছেদশুচা প্রেম্ণা রুরোদোচ্চৈশ্চ নারদ ॥২৯
রুরোদ রাধা তৎপ্রেম্ণা রুরোদ বল্লবীগণঃ।
উদ্ধবস্য গলে ধৃত্বা স্নাপয়ামাস চোদ্ধবং ॥ ৩০
উদ্ধবং মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা জস্তিতং ত্যক্তচেতনম্।

উত্থাপয়ামাস শীঘ্রং রাধিকা হৃষ্টমানসা ॥ ৩১
চেতনাং কারয়ামাস জলং দত্ত্বা মুখাম্বুজে।
শুভাশিষঞ্চ প্রদদৌ বৎস জীবেতি নারদ ॥ ৩২
উদ্ধবশ্চেতনাং প্রাপ্য তামুবাচ সুসংসদি।
রুদতীনাঞ্চ গোপীনাং পুরতঃ পদ্মমার্থদাম্ ॥ ২৩

উদ্ধব উবাচ।

ধন্যং যশস্যং দ্বীপানাং জম্বূদ্বীপং সুদুর্লভম্।
যত্র ভারতবর্ষস্তু সর্ব্বেষামীপ্সিতং পরম্ ॥ ৩৪
অহো ভারতবর্ষেষু পুণ্যং বৃন্দাবনং বনম্।
রাধাপাদাব্জসংস্পর্শরজঃপূতং সুরেপ্সিতম্ ॥ ৩৫
ধন্যা মান্যা চ পৃথিবী ত্রিষু লোকেষু পূজিতা।
রাধায়াস্তীর্থপূতায়াঃ পাদাব্জরজসা বরা ॥ ৩৬
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি দিব্যানি পুষ্করে পুরা।
ব্রহ্মণা চ তপস্তপ্তং বেদোক্তং ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥৩৭
গোলোকে রাধিকাকৃষ্ণদর্শনার্থং মনোরথাৎ।
গোলোকে রাধিকাকৃষ্ণৌ ন দৃষ্টঃ স্বপ্নতস্তথা ॥৩৮
শ্রুতা তেনাকাশবাণী নিত্যরূপাশরীরিণী।
বারাহে ভারতে বর্ষে পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে ॥ ৩৯
রাসোৎসবে মহারম্যে তত্রৈব রাসমণ্ডলে।
দ্রক্ষ্যসীতি চ দেবানাং মধ্যে সুস্থো ন সংশয়ঃ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বিরতো ব্রহ্মা তপসঃ স্বগৃহং গতঃ।
কৃষ্ণৌ দৃষ্টশ্চ হৃষ্টশ্চ পরিপূর্ণমনোরথঃ ॥ ৪১
গোপানাং গোপিকানাঞ্চ সফলং জন্ম জীবনম্।
নিত্যং পশ্যন্তি তে পাদপদ্মং ব্রহ্মাদিদুর্লভম্ ॥৪২
মানিনীং রাধিকাং সর্ব্বে সদা সেবন্তি নিত্যশঃ।
যোগীন্দ্রাশ্চ মুনীন্দ্রাশ্চ সিদ্ধেন্দ্রা বৈষ্ণবাস্তথা ॥৪৩
সতীং পুণ্যবতীং তীর্থপূতাং শুদ্ধাং সুদুর্লভাম্।
সুলভং যৎপদাম্ভোজং ব্রহ্মাদীনাং সুদুর্লভম্ ॥৪৪
যৎপাদপদ্মনখরং কৃতং যাবরসাঙ্কিতম্।
সর্ব্বেশ্বরেশ্বরেণৈব কৃষ্ণেন পরমাত্মনা ॥ ৪৫
চকার যস্যাঃ পূজাঞ্চ স্তোত্ররাজং সুদুর্লভম্।
শতশৃঙ্গে স্বয়ং কৃষ্ণো গোলোকে রাসমণ্ডলে ॥৪৬
পারিজাতপ্রসূনানামঞ্জলিং গন্ধচন্দনম্।
দদৌ দূর্ব্বাক্ষতং স্নিগ্ধং যস্যাঃ পাদারবিন্দয়োঃ ॥৪৭
ত্রিংশৎসহস্রকোটীনাং গোপীনামীশ্বরী চ যা।
তৎষট্ত্রিংশৎসখীনাঞ্চ ঈশ্বরী রাধিকাভিধা ॥৪৮
যে বা দ্বিষন্তি নিন্দন্তি পাপিনশ্চ হসন্তি চ।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকাং দেবা দেবীঞ্চ রাধিকাং বরাম্ ॥৪৯
ব্রহ্মহত্যাশতং তে চ লভন্তে নাত্র সংশয়ঃ।
তৎপাপেন চ পচ্যন্তে কুম্ভীপাকে চ রৌরবে ॥৫০
তপ্ততৈলে মহাঘোরে ধ্বান্তে কীটে চ যন্ত্রকে।
চতুর্দ্দশেন্দ্রাবচ্ছিন্নং পিতৃভিঃ সপ্তভিঃ সহ ॥ ৫১
ততঃ পরঞ্চ জায়ন্তে জন্মৈকং কোলযোনিতঃ।
দিব্যবর্ষসহস্রঞ্চ বিষ্ঠাকীটাশ্চ শাপতঃ ॥ ৫২
পুংশ্চলীনাং যোনিকীটাস্তদ্রক্তমলভক্ষণাঃ।
মলকীটাশ্চ তন্মানবর্ষঞ্চ পূয়ভক্ষকাঃ ॥ ৫৩
বেদে চ কাণ্বশাখায়ামিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ৫৪
ইত্যুক্তবন্তং তং যান্তমুবাচ রাধিকা পুনঃ।
রুদন্তঞ্চ রুদন্তী সা কৃষ্ণবিচ্ছেদকাতরা ॥ ৫৫

রাধিকোবাচ।

গচ্ছ বৎস মধুপুরীং সর্ব্বং বোধয় মাধবম্।
যথা পশ্যামি গোবিন্দং প্রযত্নেন তথা কুরু ॥ ৫৬
নিষ্ফলঞ্চ গতং জন্ম গচ্ছ মিথ্যাদুরাশয়া।
আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্ ॥৫৭
আশয়া পিঙ্গলা বেশ্যা কৃত্বা চ জন্মনিষ্ফলম্।
পশ্চাদ্বিচিন্ত্য গোবিন্দং জীবন্মুক্তা বভূব সা ॥ ৫৮
ইত্যুক্ত্বা রাধিকা তত্র রুরোদ চ ভৃশং মুহুঃ।
প্রণম্য রুদতীং তাঞ্চ যশোদাভবনং যযৌ ॥ ৫৯
অথোদ্ধবে গতে রাধা মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ নারদ।
তত্যাজ চেতনং স্বঞ্চ বভূব ধ্যানতৎপরা ॥ ৬০
পঙ্কস্থে পঙ্কজদলে সজলে শয়নে মুনে।
গোপ্যস্তাং স্থাপয়ামাসুঃ সাশ্রুনেত্রোৎপলাকুলাঃ।
তৎস্পর্শমাত্রাচ্ছয়নং ভস্মীভূতং বভূব হ ॥ ৬২
পুনঃ স্নিগ্ধস্থলে স্নিগ্ধনিচোলে চন্দনাঙ্কিতে।
পুনস্তাং স্থাপয়ামাসুর্বিরহজ্বরকাতরাম্ ॥ ৬৩
সহসা শুষ্কতাং প্রাপ সুগন্ধিচন্দনোদকম্।
নিমেষেণ শতযুগং তত্র ভূবোদ্ধবং বিনা ॥ ৬৪
হাহোদ্ধবোদ্ধব হরিং শীঘ্রং গত্বা বদেতি চ।
সমানয় হরিং শীঘ্রং মৎপ্রাণেশ্বরমিত্যপি ॥ ৬৫
ইত্যুক্তবতীং সহসা সন্ততং হতচেতনাম্।
রুরুদুর্গোপিকাঃ সর্ব্বা রাধাং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
চেতনাং কারয়ামাসুর্বোধয়ামাসুরীপ্সিতম্ ॥ ৬৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে
নারায়ণনারদসংবাদে রাধোদ্ধবসংবাদে রাধা-
স্তোত্রং সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৭ ॥

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ।

অথোদ্ধবো যশোদাঞ্চ প্রণম্য প্রযযৌ মুদা।
খর্জ্জুরকাননং বামে কৃত্বা চ যমুনাং যযৌ ॥ ১
স্নাত্বা ভুক্ত্বা চ তত্রৈব জগাম মথুরাং পুনঃ।
দদর্শ বটমূলে চ গোবিন্দং রহসি স্থিতম্ ॥ ২
প্রফুল্লোঽপ্যুদ্ধবং দৃষ্ট্বা সস্মিতস্তমুবাচ সঃ।
রুদন্তং শোকদগ্ধঞ্চ সাশ্রুনেত্রঞ্চ কাতরম্ ॥ ৩

শ্রীভগবানুবাচ ।

আগচ্ছোদ্ধব কল্যাণং রাধা জীবতি জীবতি।
কল্যাণযুক্তা গোপ্যশ্চ জীবন্তি বিরহজ্বরাং ॥ ৪
শুভং গোপশিশূনাঞ্চ বৎসানাঞ্চ গবামপি।
মাতা মে পুত্রবিরহাদ্যশোদা কীদৃশীব সা ॥ ৫
বদ বন্ধো কীদৃশী সা ত্বাং দৃষ্ট্বা কিমুবাচ হ।
ত্বয়োক্তা জননী কিংবা পুত্রঃ সা কিমুবাচ হ ॥৬
দৃষ্টং তদ্যমুনাকূলং পুণ্যং বৃন্দাবনং বনম্।
নির্জ্জনোপবনৌঘৈশ্চ সুরম্যং রাসমণ্ডলম্ ॥ ৭
রম্যং কুঞ্জকুটীরৌঘৈ রম্যং ক্রীড়াসরোবরম্।
পুষ্পোদ্যানং বিকসিতং সঙ্কুলঞ্চ মধুব্রতৈঃ ॥ ৮
ভাণ্ডীরে চ বটো দৃষ্টঃ সুস্নিগ্ধো বালকান্বিতঃ।
দৃষ্টো গোষ্ঠো গবাং দৃষ্টং গোকুলং গোকুলং ব্রজম্
যদি জীবতি রাধা সা ত্বাং দৃষ্ট্বা কিমুবাচ সা।
তৎ সর্ব্বং বদ হে বন্ধো আন্দোলয়তি মে মনঃ ॥
কিমূচুর্গোপিকাঃ সর্ব্বাঃ কিমূচুর্গোপবালকাঃ।
গোপাশ্চ বৃদ্ধাঃ কিং বোচুর্বয়স্যা জনকস্য মে ॥১১
বলদেবস্য জননী কিমূচে রোহিণী সতী।
কিমূচুরপরাস্তাস্তা বন্ধুবল্লভবল্লবাঃ ॥ ১২
কিং ভুক্তং কিমপূর্ব্বং বা দত্তং মাত্রা চ রাধয়া।
কীদৃগ্বাক্যং সুমধুরং সম্ভাষা কীদৃশীতি বা ॥ ১৩
গোপানাং গোপিকানাং বা শিশূনাং মাতুরেব চ।
রাধায়াশ্চাপি কীদৃগ্বা ময়ি প্রেমানুরাগকম্ ॥ ১৪
মাঞ্চ স্মরতি মাতা মে মাঞ্চ স্মরতি রোহিণী।
মাঞ্চ স্মরতি সা রাধা মৎপ্রেমবিরহাকুলা ॥ ১৫
মাঞ্চ স্মরন্তি গোপ্যশ্চ গোপাশ্চ গোপবালকাঃ।
ভাণ্ডীরে বটমূলে চ বালাঃ ক্রীড়ন্তি মাং বিনা ॥
দণ্ডমন্নং ব্রাহ্মণীভির্যত্র ভুক্তং সুধোপমম্।
প্রমুদা বালকৈঃ সার্দ্ধং তদ্দৃষ্টং পদমীপ্সিতম্ ॥১৭
ইন্দ্রযাগস্থলং দৃষ্টং দৃষ্টং গোবর্দ্ধনং বরম্।
ব্রহ্মণা চ হৃতা গাবো যত্র তদ্দৃষ্টমুত্তমম্ ॥ ১৮
শ্রীকৃষ্ণস্য বচঃ শ্রুত্বা শোকাক্তং মধুরান্বিতম্।
উদ্ধবঃ সমুবাচেদং ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ১৯

উদ্ধব উবাচ ।

যদ্যদুক্তং ত্বয়া নাম সর্ব্বং দৃষ্টং যথেপ্সিতম্।
সফলং জীবনং জন্ম কৃতমত্রৈব ভারতে ॥ ২০
দৃষ্টং ভারতসারঞ্চ পুণ্যং বৃন্দাবনং বনম্।
তৎসারং ব্রজভূমৌ চ সুরম্যং রাসমণ্ডলম্ ॥ ২১
তৎসারভূত গোলোকবাসিন্যো গোপিকা বরাঃ।
দৃষ্টা তৎসারভূতা চ রাধা রাসেশ্বরী পরা ॥ ২২
কদলীবনমধ্যে চ নির্জ্জনে সুহৃদঃ স্থলে।
পঙ্কস্থে পঙ্কজদলে সজলে চন্দ্রনার্চ্চিতে ॥ ২৩
শয়নেঽতিবিলাসে চ রত্নভূষণবর্জ্জিতা।
অতীব মলিনা ক্ষীণাচ্ছাদিতা শুক্লবাসসা ॥ ২৪
সখীভিঃ সেবিতা তত্র সন্ততং শ্বেতচামরৈঃ।
কৃশোদরী নিরাহারা ক্ষণং শ্বসিতি ন ক্ষণম্ ॥ ২৫
ক্ষণং জীবতি কিঞ্চিদ্বা বিরহজ্বরপীড়িতা।
কিং বা জলং স্থলং কিং বা নক্তং কিং বা দিনং হরে ॥ ২৬
নরং পশুং ন জানাতি কিং পরং কিমু বান্ধবম্।
বাহ্যজ্ঞানবিরহিতা ধ্যায়মানা পদং তব ॥ ২৭
ত্রৈলোক্যে চাযশো ভাবি তন্মৃত্যুবশসম্ভবম্।
স্ত্রীহত্যাং নৈব বাঞ্ছন্তি জ্ঞানহীনাশ্চ দস্যবঃ ॥ ২৮
গচ্ছ শীঘ্রং জগন্নাথ কদলীবনমীপ্সিতম্।
বহির্ভূতা ন জগতাং সা রাধা ত্বৎপরায়ণা ॥ ২৯
অতীব ভক্ত্যা ন ত্যাজ্যা প্রভূতা রক্ষিতা সদা।
ন হি রাধাপরা ভক্তা ন ভূতা ন ভবিষ্যতি ॥ ৩০
মন্মথঃ শঙ্করাস্তীতো ভবাংশ্চ তৎপুরঃসরঃ।
ভবদ্বিধং পতিং প্রাপ্য কামদগ্ধা চ রাধিকা ॥ ৩১
তস্মাৎ সর্ব্বপরং কর্ম্ম তচ্চ কেনাপি বার্য্যতে।
মধুর্দহতি চন্দ্রশ্চ সন্ততং কিরণেন চ।
শশ্বৎ সুগন্ধবায়ুশ্চাপ্যনাথা সর্ব্বপীড়িতা ॥ ৩২
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সাধুনা কজ্জলোপমা।
সুবর্ণবর্ণকেশী চ বাসোবেশবিবর্জ্জিতা ॥ ৩৩
স্বয়ং বিধাতা ত্বদ্ভক্তঃ সুরাণাং প্রভবো বিভুঃ।
ত্বদ্ভক্তঃ শঙ্করো দেবো যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ ॥
সনৎকুমারস্ত্বদ্ভক্তো গণেশো জ্ঞানিনাং গুরুঃ।

মুনীন্দ্রাশ্চ কতিবিধাস্তুভক্তা ধরণীতলে ॥ ৩৫
ত্বদ্ভক্তা যাদৃশী রাধা ন ভক্তস্তাদৃশোঽপরঃ ।
ধ্যায়তে যাদৃশী রাধা স্বয়ং লক্ষ্মীর্ন তাদৃশী ॥ ৩৬
হরিরায়াতি ইত্যেবং রাধাগ্রে স্বীকৃতং ময়া ।
শীঘ্রং গচ্ছ মহাভাগ তদেব সার্থকং কুরু ॥ ৩৭
উদ্ধবস্য বচঃ শ্রুত্বা জহাসোবাচ মাধবঃ ।
বেদোক্তং কথয়ামাস স হিতং সত্যসুব্রতম্ ॥ ৩৮
শ্রীভগবানুবচ ।
স্ত্রীষু নর্ম্মবিবাহেষু বৃত্ত্যর্থে প্রাণসঙ্কটে ।
গবামর্থে ব্রাহ্মণার্থে নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতম্ ॥৩৯
ত্বয়া স্বীকারহীনেন কুতস্ত্বং নরকঃ কৃতঃ ।
গোলোকং যাতি মদ্ভক্তো নরকং ন হি পশ্যতি ॥
ত্বদঙ্গীকারং সফলং করিষ্যামি তথাপি চ ।
যাস্যামি স্বপ্নে তন্মূলং গোপীনাং মাতুরেব চ ॥৪১
ইত্যাকর্ণ্য যযৌ গেহমুদ্ধবশ্চ মহাযশাঃ ।
হরির্জগাম স্বপ্নে চ গোকুলং বিরহাকুলম্ ॥ ৪২
স্বপ্নে রাধাং সমাশ্বাস্য দত্ত্বা জ্ঞানং সুদুর্ল্লভম্ ।
সন্তোষ্য ক্রীড়য়িত্বা চ গোপিকাশ্চ যথোচিতম্ ॥৪৩
বোধয়িত্বা যশোদাশ্চ স্তনং পীত্বা চ নিদ্রিতাম্ ।
গোপান্ গোপশিশূংশ্চৈব বোধয়িত্বা যযৌ পুনঃ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-
জন্মখণ্ডে নারায়ণনারদসংবাদে অষ্ট-
নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৮ ॥

নবনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।
এতস্মিন্নন্তরে গর্গো বসুদেবাশ্রমং যযৌ ।
দণ্ডী চ্ছত্রী চ জটিলো দীপ্তশ্চ ব্রহ্মতেজসা ॥ ১
শুক্লযজ্ঞোপবীতী চ তপস্বী সংযতঃ সদা ।
শুক্লদন্তঃ শুক্লবাসা যদোঃ কুলপুরোহিতঃ ॥ ২
তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় দেবকী প্রণনাম চ ।
বসুদেবশ্চ ভক্ত্যা চ রত্নসিংহাসনং দদৌ ॥ ৩
মধুপর্কং কামধেনুং বহ্নিশুদ্ধাংশুকং তথা ।
দত্ত্বা গন্ধপুষ্পমাল্যং পূজয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৪
মিষ্টান্নং পরমান্নঞ্চ পিষ্টকং মধুরং মধু ।
ভোজয়ামাস যত্নেন তাম্বূলং বাসিতং দদৌ ॥ ৫
প্রণম্য কৃষ্ণং মনসা শরণঞ্চ বিলোক্য সঃ ।
উবাচ বসুদেবঞ্চ দৈবকীঞ্চ পতিব্রতাম্ ॥ ৬
গর্গ উবাচ ।
বসুদেব নিবোধেদং সবলং পশ্য পুত্রকম্ ।
উপনীতোচিতং শুদ্ধং বয়সা সাম্প্রতং বরম্ ॥ ৭
বসুদেব উবাচ ।
শুভক্ষণং কুরু গুরো যদূনাং পূজ্যদৈবত ।
উপনীতোচিতং শুদ্ধং প্রশস্তঞ্চ সতামপি ॥ ৮
গর্গ উবাচ ।
সর্ব্বেভ্যো বান্ধবেভ্যোঽপি দেহ্যামন্ত্রণপত্রিকাম্ ।
সম্ভারং কুরু যত্নেন বসুদেব বসূপম ॥ ৯
পরশ্বঃ শুভমেবাপি উপনেতুং সমীপ্সিতম্ ।
দিনং সতামভিমতং বিশুদ্ধং চন্দ্রতারয়োঃ ॥ ১০
গর্গস্য বচনং শ্রুত্বা বসুদেবো বসূপমঃ ।
প্রস্থাপয়ামাস সর্ব্বান্ বন্ধূন্ মঙ্গলপত্রিকাম্ ॥ ১১
ঘৃতকুল্যাং দুগ্ধকুল্যাং দধিকুল্যাং মনোহরাম্ ।
মধুকুল্যাং গুড়কুল্যাং প্রচকার রসান্বিতঃ ॥ ১২
রাশিং নানোপহারাণাং মণিরত্নং সুবর্ণকম্ ।
নানালঙ্কারবস্ত্রঞ্চ মুক্তামাণিক্যহীরকম্ ॥ ১৩
শ্রীকৃষ্ণো দেববর্গাংশ্চ মুনীন্দ্রসিদ্ধপুঙ্গবান্ ।
সস্মার মনসা ভক্ত্যা ভক্তাংশ্চ ভক্তবৎসলঃ ॥১৪
শুভে দিনে চ সম্প্রাপ্তে তে চ সর্ব্বে সমাযযুঃ ।
মুনীন্দ্রা বান্ধবা দেবা রাজানো বহুশস্তথা ॥ ১৫
দেবকন্যা নাগকন্যা রাজকন্যাশ্চ সর্ব্বশঃ ।
বিদ্যাধরাশ্চ গন্ধর্ব্বাশ্চাযযুর্বাদ্যভাণ্ডকাঃ ॥ ১৬
ব্রাহ্মণা ভিক্ষুকা ভট্টা যতয়ো ব্রহ্মচারিণঃ ।
সন্ন্যাসিনশ্চাবধূতা যোগিনশ্চ সমাযযুঃ ॥ ১৭
স্ত্রীবান্ধবাঃ স্ববন্ধূনাং বর্গা মাতামহস্য চ ।
বন্ধূনাং বান্ধবাঃ সর্ব্ব আযযুঃ শুভকর্ম্মণি ॥ ১৮
ভীষ্মো দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চাপ্যশ্বত্থামা কৃপো দ্বিজঃ ।
সপুত্রো ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সভার্য্যশ্চ সমাযযৌ ॥ ১৯
কুন্তী সপুত্রা বিধবা হর্ষশোকসমপ্লুতা ।
নানাদেশোদ্ভবা যোগ্যা রাজানো রাজপুত্রকাঃ ॥২০
অত্রির্বশিষ্ঠশ্চ্যবনো ভরদ্বাজো মহাতপাঃ ।
যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ ভীমশ্চ গর্গো গার্গ্যো মহাতপাঃ ॥২১
জৈগীষব্যো বৎসপুত্রো ধর্ম্মশ্চ দেবলো মুনিঃ ।
পুলহশ্চ পুলস্ত্যশ্চ পিপ্পলাদশ্চ সৌভরিঃ ॥ ২২
সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ ।

সনৎকুমারো ভগবান্ বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা ॥ ২৩
দুর্ব্বাসাশ্চাঙ্গিরা ব্যাসো ব্যাসপুত্রঃ শুকস্তথা ।
কুশিকঃ কৌশিকো রাম ঋষ্যশৃঙ্গো বিভাণ্ডকঃ ॥
শৃঙ্গী চ বামদেবশ্চ গৌতমশ্চ গুণার্ণবঃ ।
ক্রতুর্যতিশ্চারুণিশ্চ শুক্রাচার্য্যো বৃহস্পতিঃ ॥ ২৫
অষ্টাবক্রো বামনশ্চ পারিভদ্রশ্চ বাল্মিকিঃ।
পৈলো বৈশম্পায়নশ্চ প্রচেতাঃ পুরঞ্জিৎ তথা ॥২৬
ভৃগুর্মরীচির্মধুজিৎ কশ্যপশ্চ প্রজাপতিঃ ।
অদিতির্দেবমাতা চ দিতির্দৈত্যপ্রসূস্তথা ॥ ২৭
সুমন্তশ্চ সুভানুশ্চ কণ্বঃ কাত্যয়নস্তথা।
পাণিনিঃ পারিজাতশ্চ পারিরাত্রশ্চ পুঙ্গবঃ ॥ ২৮
মার্কণ্ডেয়ো লোমশশ্চ কপিলশ্চ পরাশরঃ।
সম্বর্ত্তশ্চাপ্যুতথ্যশ্চ নরোঽহঞ্চাপি নারদ ॥ ২৯
বিশ্বামিত্রঃ শরানন্দো জাজলিস্তৈত্তিরিস্তথা (ক)
সান্দীপনিশ্চ ব্রহ্মাংশো যোগিনাং জ্ঞানিনাং গুরুঃ
উপমন্যুর্গৌরমুখো মৈত্রেয়শ্চ শ্রুতশ্রবাঃ।
কচঃ কাচশ্চ করথো ভরদ্বাজশ্চ ধর্ম্মবিৎ ॥ ৩১
সশিষ্যা মুনয়ঃ সর্ব্বে বসুদেবাশ্রমং যযুঃ ।
বসুদেবশ্চ তান্ দৃষ্ট্বা ববন্দে দণ্ডবদ্ভুবি ॥ ৩২
অথাস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা সস্মিতো হংসবাহনঃ।
রত্ননির্ম্মাণযানেন পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ ॥ ৩৩
নন্দী স্বয়ং মহাকালী বীরভদ্রঃ সুভদ্রকঃ।
মণিভদ্রঃ পারিভদ্রঃ কার্ত্তিকেয়ো গণেশ্বরঃ ॥ ৩৪
গজেন্দ্রেণ মহেন্দ্রশ্চ ধর্ম্মশ্চন্দ্রো রবিস্তথা।
কুবেরো বরুণশ্চৈব পবনো বহ্নিরেব চ ॥ ৩৫
যমঃ সংযমনীনাথো জয়ন্তো নলকুবরঃ ।
সর্ব্বে গ্রহাশ্চ বসবো রুদ্রাশ্চ সগণাস্তথা ॥ ৩৬
আদিত্যাশ্চ তথা শেষো নানাদেবাঃ সমাযযুঃ ।
বসুদেবশ্চ ভক্ত্যা চ ববন্দে শিরসা ভুবি ॥ ৩৭
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা দেবেন্দ্রাংশ্চ তথা সুরান্।
ভক্তিনম্রাত্মমূর্দ্ধা চ পুলকাঞ্চিতবিগ্রহঃ ॥ ৩৮

বসুদেব উবাচ ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পরমেশঃ পরাৎপরঃ।
স্বয়ং বিধাতা মদ্গেহে জগতাং পরিপালকঃ ।৩৯
বেদানাং জনকঃ স্রষ্টা সৃষ্টিহেতুঃ সনাতনঃ।
সুরাণাঞ্চ মুনীন্দ্রাণাং সিদ্ধেন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ ॥৪০
শম্ভুশ্চ শিবয়া সার্দ্ধং যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ ।
স্বপ্নে যৎপাদপদ্মশ্চ ক্ষণং দ্রষ্টুং সুদুর্লভম্ ॥ ৪১
শিবস্মরণমাত্রেণ সর্ব্বানিষ্টাঃ পলায়িতাঃ ।
সর্ব্বসঙ্কটমুত্তীর্য্য কল্যাণং লভতে নরঃ ॥ ৪২
সর্ব্বাগ্রে পূজনং যস্য দেবানামগ্রণীঃ পরঃ।
ঘটেষু মঙ্গলং মন্ত্রাদ্ভক্ত্যা চাবাহনেন চ ॥ ৪৩
স্বয়ং গণেশো ভগবান্ স সাক্ষাদ্বিঘ্ননায়কঃ ।
কার্ত্তিকেয়শ্চ ভগবান্ দেবাদীনাঞ্চ পূজিতঃ ।
দেবানাং প্রবরা পূজ্যা মহালক্ষ্মীঃ পরাৎপরা ॥৪৪
মদ্গৃহে পার্ব্বতী মাতা জগতামাদিরূপিণী ।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা চ মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ৪৫
পরাপরাণাং পরমা পরং ব্রহ্মস্বরূপিণী ।
যস্যার্চ্চাং সুসমারাধ্য বাঞ্ছিতং লভতে নরঃ ॥ ৪৬
শরৎকালে চ ভক্ত্যা চ সা সাক্ষান্মম মন্দিরে।
সর্ব্বৈর্দেবৈশ্চ সহিতা সগণা ভক্তবৎসলা।
কৃপাময়ী চ কৃপয়া চাবির্ভূতা চ ভারতে ॥ ৪৭
ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং মম ।
আগতাসি যতো দুর্গে পরমাদ্যা চ মদ্গৃহম্ ॥ ৪৮
এবং সর্ব্বাংশ্চ তুষ্টাব ক্রমেণ চ পৃথক্ পৃথক্ ।
সুরান্ মুনীন্ মানবাংশ্চ গলে বস্ত্রাংশুকং মুদা ॥৪৯
প্রত্যেকং বাসয়ামাস রত্নসিংহাসনে বরে।
পূজয়ামাস বিধিবৎ ক্রমেণ চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৫০
প্রত্যেকং বরয়ামাস ব্রহ্মাদীংশ্চ সুরানপি ।
মুনিবর্গান্ ব্রাহ্মণাংশ্চ ভক্ত্যা গর্গং পুরোহিতম্ ॥ ৫১
রত্নৈঃ প্রবালৈর্মণিভির্মুক্তা-মাণিক্য-হীরকৈঃ ।
ভূষণৈর্বসনৈশ্চৈব মাল্যৈশ্চ গন্ধচন্দনৈঃ ॥ ৫২
রত্নসিংহাসনে রম্যে সর্ব্বেষাং মধ্যদেশতঃ।
গণেশং বাসয়ামাস পূজার্থং শুভকর্ম্মণি ॥ ৫৩
সপ্ততীর্থোদকেনৈব সুবর্ণকলসেন চ।
পুষ্পচন্দনযুক্তেন শীতেন বাসিতেন চ ॥ ৫৪
স্বর্গগঙ্গাজলেনৈব পুষ্করোদকপুণ্যতঃ।
পঞ্চামৃতেন শুদ্ধেন পঞ্চগব্যেন ভক্তিতঃ ॥ ৫৫
হেরম্বং পূজয়ামাস সমুদ্রোদেন মন্ত্রতঃ।
বরয়ামাস মাল্যেন পারিজাতস্য নারদ ॥ ৫৬
রত্নেন্দ্রভূষণেনৈব বহ্নিশুদ্ধাংশুবাসসা।
গন্ধচন্দনপুষ্পৈশ্চ রত্নমাল্যাঙ্গুরীয়কৈঃ ॥ ৫৭

(ক) জাজলিস্তৈত্তিরিরিতি পাঠান্তরং কচিৎ পুস্তকে

তুষ্টাব পার্ব্বতীপুত্রং সর্ব্বদেবাধিপং শুভম্।
বিঘ্ননিঘ্নকরং শান্তং ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে নবনবতি-তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯৯ ॥

——

শততমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

অথাদিতির্দিতিশ্চৈব দৈবকী রোহিণী রতিঃ।
সরস্বতী চ সাবিত্রী যশোদা চ পতিব্রতা ॥ ১
লোপামুদ্রারুন্ধতী চৈবাহল্যা তারকা তথা।
যযুস্তাঃ পার্ব্বতীং দ্রষ্টুং বেগেন মন্দিরাদপি ॥ ২
পরস্পরঞ্চ সম্ভাষ্য সমাশ্লিষ্য পুনঃপুনঃ।
প্রণম্য বেশয়ামাসুর্মন্দিরং রত্নশোভিতম্ ॥ ৩
রত্নসিংহাসনে রম্যে বাসয়ামাসুরীশ্বরীম্।
বরয়ামাস মাল্যেন বাসসা রত্নভূষণৈঃ ॥ ৪
পারিজাতস্য পুষ্পঞ্চ শক্রানীতং মনোহরম্।
দদৌ তৎপাদপদ্মে চ দৈবকী ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ৫
সিন্দূরবিন্দুং সীমন্তে ভালে চন্দনবিন্দুকম্।
কস্তূরী-কুঙ্কুমেন্দুঞ্চ প্রদদৌ পরিতস্তয়োঃ ॥ ৬
মিষ্টান্নং ভোজয়ামাস শীততোয়ং সুবাসিতম্।
তাম্বূলঞ্চ বরং রম্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্ ॥ ৭
অলক্তকঞ্চ প্রদদৌ নখেষু পাদপদ্মযোঃ।
কুঙ্কুমস্যাপি রাগঞ্চ সিষেবে শ্বেতচামরৈঃ ॥ ৮
সম্পূজ্য পার্ব্বতীং দেবীং মুনিপত্নীঃ ক্রমেণ চ।
পূজয়ামাস বিধিবৎ পতিপুত্রবতী সতী ॥ ৯
রাজকন্যা দেবকন্যা নাগকন্যা মনোহরাঃ।
মুনিকন্যা বন্ধুকন্যাঃ পূজয়ামাস সুব্রতা ॥ ১০
বাদ্যং নানাবিধং রম্যং বাদয়ামাস কৌতুকাৎ।
মঙ্গলং কারয়ামাস ভোজয়ামাস ব্রাহ্মণান্ ॥ ১১
ভৈরবীং পূজয়ামাস মথুরাগ্রামদেবতাম্।
দিব্যৈঃ ষোড়শোপচারৈঃ ষষ্ঠীং মঙ্গলচণ্ডিকাম্ ॥
পুণ্যং স্বস্ত্যয়নং শুদ্ধং কারয়ামাস মঙ্গলম্।
বেদাংশ্চ পাঠয়ামাস বসুদেবস্য বল্লভা ॥ ১৩
স্বর্গগঙ্গাজলেনৈব সুবর্ণকলসেন চ।
স্নাপয়ামাস সবলং শ্রীকৃষ্ণং পুত্রবৎসলা ॥ ১৪
বস্ত্র-চন্দন-মাল্যৈশ্চ তয়োর্বেশং চকার সা।
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণ-ভূষণৈশ্চ মনোহরৈঃ ॥ ১৫
মাতৃভূষণভূষাঢ্যঃ সবলঃ কৃষ্ণ এব চ।
আযযৌ চ সভাং দেব-মুনীন্দ্রাণাঞ্চ নারদ ॥ ১৬
দৃষ্ট্বা তং জগতীনাথমুত্তস্থৌ প্রজবেন চ।
স্বয়ং বিধাতা শম্ভুশ্চ শেষো ধর্ম্মশ্চ ভাস্করঃ ॥ ১৭
দেবাশ্চ মুনয়শ্চৈব কার্ত্তিকেয়ো গণেশ্বরঃ।
পৃথক্ পৃথক্ ক্রমেণৈব তুষ্টাব পরমেশ্বরম্ ॥ ১৮

ব্রহ্মোবাচ।

নাথোঽনির্ব্বচনীয়োঽসি ভক্তানুগ্রহবিগ্রহঃ।
বেদানির্ব্বচনীয়স্ত্বং কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ ॥ ১৯

মহাদেব উবাচ।

নিরীহং ত্বাং নিরাকারং পরমাত্মানমীশ্বরম্।
দেহেষু দেহিনাং শশ্বৎ স্থিতং নির্লিপ্তমেব চ ॥ ২০
কর্ম্মিণাং কর্ম্মণাং শুদ্ধং সাক্ষিণং সাক্ষ্যদং বিভুম্
কিং স্তৌমি রূপশূন্যঞ্চ গুণশূন্যঞ্চ নির্গুণম্ ॥ ২১

অনন্ত উবাচ।

কিং বা জানাম্যহং নাথ ত্বামনন্তমনীশ্বরম্।
অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ড-কারণং দুঃখবারণম্ ॥ ২২
মহাবিষ্ণোশ্চ লোম্নাঞ্চ বিবরেষু জলেষু চ।
সন্তি বিশ্বান্যসংখ্যানি চিত্রাণি কৃত্রিমাণি চ ॥ ২৩
সন্তি সন্তশ্চ দেবাশ্চ ব্রহ্মা বিষ্ণু-শিবাত্মকাঃ।
ত্বদংশাঃ প্রতিবিশ্বেষু তীর্থানি ভারতং তথা ॥ ২৪
ব্রহ্মাণ্ডৈকস্থিতোঽহঞ্চ সূক্ষ্মনাগস্বরূপকঃ।
স্থাপিতশ্চ ত্বয়া কূর্ম্মে গজেন্দ্রে মশকো যথা ॥ ২৫
পরমাণুপরং সূক্ষ্মং বিশ্বেষু নাস্তি কুত্রচিৎ।
মহাবিষ্ণোঃ পরং স্থূলঃ সমো নাস্তি চ কুত্রচিৎ ॥
মহাবিষ্ণোঃ পরস্ত্বঞ্চ ত্বৎপরো নাস্তি কশ্চন।
স্থূলাৎ স্থূলতমো দেবঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতমোভবান্ ॥
আধারশ্চ মহাবিষ্ণোর্জলরূপো ভবান্ স্বয়ম্।
জলাধারো গোলোকশ্চ ত্বঞ্চ স্থাবররূপধৃক্ ॥ ২৮
সর্ব্বাধারে মহাবায়ুঃ শ্বাসনিশ্বাসরূপকঃ।
ভক্তানুগ্রহদেহস্য নিত্যস্য ভবতো বিভো ॥ ২৯
বক্ত্রৈর্বহুতরৈর্নাথ ত্বয়া দত্তৈঃ পুরৈব চ।
স্তোতুমিচ্ছামি তদ্‌যোগ্যং ন দত্তং জ্ঞানমীশ্বর ॥

দেবা উচুঃ।

ত্বামনন্তং যদি স্তোতুং দেবোঽনন্তো ন হীশ্বরঃ।
ন হি স্বয়ং বিধাতা চ ন হি জ্ঞানাত্মকঃ শিবঃ।

সরস্বতী জড়ীভূতা কিং কুর্ম্মঃ স্তবনং বয়ম্ ॥ ৩১

মুনীন্দ্রা উচুঃ ।

বেদাঃ স্তোতুং ন শক্তাশ্চেৎ ত্বাং বেদাজ্ঞাতমীশ্বরম্
বয়ং বেদবিদঃ সন্তঃ কিং কূর্ম্মঃ স্তবনং তব ॥ ৩২
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং দেবৈশ্চ মুনিভিঃ কৃতম্
যঃ পঠেৎ সংযতঃ শুদ্ধঃ পূজাকালে চ ভক্তিতঃ ॥
ইহলোকে সুখং ভুক্ত্বা লব্ধ্বা জ্ঞানং নিরঞ্জনাৎ ।
রত্নযানং সমারুহ্য গোলোকং স চ গচ্ছতি ॥ ৩৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে
নারায়ণ-নারদসংবাদে শ্রীরামকৃষ্ণোপনয়ন-
প্রস্তাবে শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০০ ॥

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

সম্ভূয় দেবমুনয়ো বিবিশুর্ন হি মানসে ।
দদৃশুঃ প্রাঙ্গণে কৃষ্ণং শোভিতং পীতবাসসা ॥ ১
যথা সৌদামিনীযুক্তং নবীনং জলদং মুনে ।
বকপঙ্ক্তিযুতঞ্চৈব মালতীমালয়া তথা ॥ ২
কপালে মণ্ডলাকার-কস্তূরীযুক্তচন্দনম্ ।
সকলঙ্কমৃগাঙ্কঞ্চ শোভিতং জলদে যথা ॥ ৩
দ্বিভুজং শ্যামলং শান্তং রাধাকান্তং মনোহরম্ ।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্ ॥ ৪
রত্নকেয়ূরবলয়-রত্নমঞ্জীররঞ্জিতম্ ।
বসন্তং পিতুরুৎসঙ্গে বলেন সহিতং পরম্ ॥ ৫
অথ মঙ্গলকালে চ শুভলগ্নে মনোরমে ।
সংবীক্ষিতে গ্রহৈঃ শান্তৈর্জাগ্রল্লগ্নাধিপে স্থিতে ॥
অসদ্‌গ্রহৈরদৃষ্টে চ সদ্‌গ্রহক্ষেত্র এব চ ।
শুভকর্ম্মসমারব্ধং স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকম্ ।
চকার বসুদেবশ্চাপ্যাজ্ঞয়া গুরুবিপ্রয়োঃ ॥ ৭
দত্ত্বা সুবর্ণশতকং ব্রাহ্মণায় চ সাদরম্ ॥ ৮
দেবেন্দ্রাংশ্চ মুনীন্দ্রাংশ্চ নমস্কৃত্য পুরোহিতম্ ।
গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নিং পুত্রং শিবং শিবাম্ ॥ ৯
সম্পূজ্য বেদষট্‌কঞ্চ সাক্ষাচ্চ দেবসংসদি ।
দিব্যৈঃ ষোড়শোপচারৈঃসংযুতো ভক্তিপূর্ব্বকম্ ।
পুত্রাধিবাসনং চক্রে বেদমন্ত্রেণ সংসদি ॥ ১০
সম্পূজ্য নানাদেবাংশ্চ দিক্‌পালাংশ্চ নবগ্রহান্ ।
দত্ত্বা পঞ্চোপচারঞ্চ ভক্ত্যা ষোড়শমাতৃকাঃ ॥ ১১
দত্ত্বা চ বসুধারাঞ্চ সপ্তবারান্ ঘৃতেন তু ।
চেদিরাজং বসুং নত্বা সম্পূজ্য প্রযযৌ পুনঃ ॥ ১২
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সুনির্ব্বাপ্য যৎ কিঞ্চিদ্বৈদিকং তথা ।
যজ্ঞং কৃত্বা চ বেদোক্তং যজ্ঞসূত্রং দদৌ মুদা ॥ ১৩
বলদেবাগ্রজায়ৈব কৃষ্ণায় পরমাত্মনে ।
গায়ত্রীঞ্চ দদৌ তাভ্যাং মুনিঃসান্দীপনিস্তথা ॥ ১৪
ভিক্ষাং দদৌ চ প্রথমে পার্ব্বতী পরমাদরাৎ ।
অমূল্যরত্নপাত্রস্থং মুক্তা-মাণিক্য-হীরকম্ ॥ ১৫
হীরাসারবিনির্ম্মাণং পিত্রা দত্তঞ্চ হারকম্ ।
শুভাশিষঞ্চ প্রদদৌ শুক্লপুষ্পেণ দূর্ব্বয়া ॥ ১৬
ততোঽদিতির্দিতিশ্চৈব মুনিপত্ন্যশ্চ দৈবকী ।
যশোদা রোহিণী কৃষ্ণা সাবিত্রী চ সরস্বতী ।
প্রত্যেকং প্রদদৌ ভিক্ষাং মণিকাঞ্চনসংযুতাম্ ॥ ১৭
ইন্দ্রাণী বরুণানী চ পবনানী চ রোহিণী ।
কুবেরপত্নী স্বাহা চ রতিঃ কামস্য কামিনী ।
স্বাহা স্বধা চ বসুধা সংজ্ঞা সূর্য্যস্য কামিনী ।
প্রত্যেকং প্রদদৌ ভিক্ষাং রত্নভূষণভূষিতাম্ ॥ ১৯
দেবকন্যা নাগকন্যা রাজকন্যা পতিব্রতা ।
কামিন্যো বান্ধবানাঞ্চ সস্মিতাঃ স্নিগ্ধলোচনাঃ ॥ ২০
ভিক্ষাং গৃহীত্বা ভগবান্ সবলো ভক্তিপূর্ব্বকম্ ।
কিঞ্চিদ্দদৌ চ গর্গায় কিঞ্চিৎ স্বগুরবে তথা ॥ ২১
বৈদিকং কর্ম্ম নির্ব্বাপ্য গর্গায় দক্ষিণাং দদৌ ।
দেবাংশ্চ ভোজয়ামাস ব্রাহ্মণানপি সাদরম্ ॥ ২২
যে যে সমাযযুর্যজ্ঞে তে তে দত্ত্বা শুভাশিষম্ ।
কৃষ্ণায় বলদেবায় প্রহৃষ্টাঃ প্রযযুর্গৃহম্ ॥ ২৩
নন্দঃ সভার্য্যো নির্ব্বাপ্য শুভকর্ম্ম সুতস্য চ ।
ক্রোড়ে কৃত্বা বলং কৃষ্ণং চুচুম্ব বদনং তয়োঃ ॥ ২৪
উচ্চৈ রুরোদ নন্দশ্চ যশোদা চ পতিব্রতা ।
শ্রীকৃষ্ণস্তং সমাশ্বাস্য বোধয়ামাস যত্নতঃ ॥ ২৫

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

সানন্দং গচ্ছ হে মাতর্যশোদে তাত সত্বরম্ ।
ত্বমেব মাতা পোষ্ট্রী ত্বং পিতা চ পরমার্থতঃ ॥ ২৬
অবন্তীনগরং তাত যাস্যামি সবলোঽধুনা ।
মুনেঃ সান্দীপনেঃ স্থানং পঠিতুংবেদমীপ্সিতম্ ॥
তত্র আগত্য সুচিরং কালে ভবতি দর্শনম্ ।
কালঃ করোতি সংযোগং স চ ছেদং করোতি চ
সর্ব্বং কালকৃতং মাতর্ভেদঃ সম্মেলনং নৃণাম্ ।
সুখদুঃখঞ্চ হর্ষশ্চ শোকশ্চ মঙ্গলালয়ম্ ॥ ২৯

ময়া দত্তঞ্চ তত্তঞ্চ যোগিনামপি দুর্লভম্ ।
সর্ব্বং নন্দশ্চ সানন্দং ত্বামেব কথয়িষ্যতি ॥ ৩০
ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথো বসুদেবসভাং যযৌ ।
তদাজ্ঞয়া ক্ষণং প্রাপ্য যযৌ সান্দীপনেগৃ হম্ ॥৩১
বসুদেবং দেবকীঞ্চ সম্ভাষ্য বিনয়েন চ ।
নন্দঃ সভার্য্যঃ প্রযযৌ হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৩২
মণিং মুক্তাং সুবর্ণঞ্চ মাণিক্যং হীরকং তথা ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকং রম্যং নন্দায় দৈবকী দদৌ ॥৩৩
শ্বেতাশ্বঞ্চ গজেন্দ্রঞ্চ সুবর্ণরথমুত্তমম্ ।
নন্দায় কৃষ্ণঃ প্রদদৌ বসুদেবশ্চ সাদরম্ ॥ ৩৪
তয়োরনুব্রজং বিপ্রা দৈবকীপ্রমুখাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
বসুদেবস্তথাক্রুরোহপ্যুদ্ধবশ্চ যযৌ মুদা ॥ ৩৫
কালিন্দীনিকটং গত্বা তে সর্ব্বে রুরুদুঃ শুচা ।
পরস্পরঞ্চ সম্ভাষ্য তে সর্ব্বে স্বালয়ং মুদা ॥ ৩৬
কুন্তী সপুত্রা বিধবা বসুদেবাজ্ঞয়া মুনে ।
নানারত্নং মণিং প্রাপ্য প্রযযৌ স্বালয়ং মুদা ॥৩৭
বসুদেবো দৈবকী চ পুত্রকল্যাণহেতবে ।
নানারত্নং মণিং বস্ত্রং সুবর্ণং রজতং তথা ॥ ৩৮
মুক্তা-মাণিক্যভারঞ্চ মিষ্টান্নঞ্চ সুধোপমম্ ।
ভট্টেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ প্রদদৌ সাদরং মুদা ॥৩৯
মহোৎসবং বেদপাঠং হরের্নামকমঙ্গলম্ ।
বিপ্রাণাং ভোজনঞ্চৈব কারয়ামাস যত্নতঃ ॥ ৪০
জ্ঞাতীনাং বান্ধবানাঞ্চ পুরস্কারং যথোচিতম্ ।
চকার মণি-মাণিক্য—মুক্তা-বস্ত্রৈর্মনোহরৈঃ ॥ ৪১

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-
খণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে একা-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০১ ॥

দ্ব্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

কৃষ্ণঃ সান্দীপনের্গেহং গত্বা চ সবলো মুদা ।
নমশ্চকার স্বগুরুং গুরুপত্নীং পতিব্রতাম্ ॥ ১
শুভাশিষং গৃহীত্বা চ দত্ত্বা রত্নং মণিং হরিঃ ।
গুরবে তস্য ভার্য্যায়ৈ তমুবাচ যথোচিতম্ ॥ ২

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

ত্বত্তো বিদ্যাং লভিষ্যামি বাঞ্ছিতাং বাঞ্ছিতং মম ।
কৃত্বা শুভক্ষণং বিপ্র মাং পাঠয় যথোচিতম্ ॥ ৩
ওমিত্যুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠঃ পূজয়ামাস তং মুদা ।
মধুপর্কপ্রাশনেন গোপীবস্ত্রেণ চন্দনৈঃ ॥ ৪
মিষ্টান্নং ভোজয়ামাস তাম্বূলঞ্চ সুবাসিতম্ ।
সুপ্রিয়ং কথয়ামাস তুষ্টাব পরমেশ্বরম্ ॥ ৫

সান্দীপনিরুবাচ ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পরমীশ পরাৎপর ।
পরাপরাণাং পরম পরমাত্মন্ প্রসীদ মে ॥ ৬
পুরাণঃ পুরুষঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রেষ্ঠো জ্যেষ্ঠঃ সতাং প্রভুঃ
পুনর্জন্ম যতো নাস্তি প্রসীদ পুরুষোত্তম ॥ ৭
হে নির্গুণ নির্ব্বিকার নিরীহ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
স্বেচ্ছাময় স্বয়ংজ্যোতির্নির্লিপ্তৈক নিরঙ্কুশ ॥৮
ভক্তৈকনাথ ভক্তেশ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ ॥
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরো ভক্তানাং প্রাণবল্লভ ॥ ৯

সান্দীপনিপত্ন্যুবাচ ।

মায়য়া বালরূপোহসি ব্রহ্মেশশেষবন্দিত ।
মায়য়া ভুবি ভূপাল ভুবো ভারক্ষয়ায় চ ॥ ১০
যোগিনো যং বদন্ত্যেবং ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্ ।
ধ্যায়ন্তে ভক্তনিবহা জ্যোতিরভ্যন্তরে মুদা ॥ ১১
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং সুন্দরং শ্যামরূপকম্ ।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং সস্মিতং ভক্তবৎসলম্ ॥ ১২
পীতাম্বরধরং দেবং বনমালাবিভূষিতম্ ।
নীলাপাঙ্গতরঙ্গৈশ্চ নিন্দিতানঙ্গমূর্চ্ছিতম্ ॥ ১৩
অলক্তাভরণং তদ্বৎ পাদপদ্মসুশোভনম্ ।
কৌস্তভোদ্ভাসিতাঙ্গঞ্চ দিব্যমূর্ত্তিমনোহরম্ ॥ ১৪
ঈষদ্ধাস্যং প্রসন্নঞ্চ সুবেশং প্রস্তুতং সুরৈঃ ।
দেবদেবং জগন্নাথং ত্রৈলোক্যমোহনং বরম্ ॥ ১৫
কোটিকন্দর্পলীলাভং কমনীয়মনীশ্বরম্ ।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ-ভূষণৌঘেন ভূষিতম্ ।
বরং বরেণ্যং বরদং বরদানামভীপ্সিতম্ ॥ ১৬
চতুর্ণামপি বেদানাং কারণানাঞ্চ কারণম্ ।
পাঠার্থং মৎপ্রিয়স্থানমাগতোহসি চ মায়য়া ॥ ১৭
পাঠস্তে লোকশিক্ষার্থং রমণং গমনং বনম্ ।
আত্মারামস্য চ বিভোঃ পরিপূর্ণতমস্য চ ॥ ১৮
অদ্য মে সফলং জন্ম সফলং জীবনং মম ।
পতিব্রতঞ্চ সফলং সফলঞ্চ তপোব্রতম্ ।
তীর্থস্নানঞ্চ সফলং সফলং সমুপোষণম্ ॥ ১৯
মদ্ভক্ষহস্তঃ সফলো দত্তং যেনান্নমীপ্সিতম্ ।
মদাশ্রমস্তীর্থপরস্তীর্থদেবপদাঙ্কিতঃ ॥ ২০

ত্বৎপাদরজসা পূতং গৃহপ্রাঙ্গণমুত্তমম্।
ত্বৎপাদপদ্মদৃষ্ট্যা চৈবাবয়োর্জ্জন্মখণ্ডনম্।
তাবদ্দুঃখঞ্চ শোকশ্চ তাবদ্ভোগশ্চ রোগতঃ।
তাবজ্জন্মানি কর্ম্মাণি ক্ষুৎপিপাসাদিকানি চ।
যাবৎ ত্বৎপাদপদ্মস্য ভজনং নাস্তি দর্শনম্ ॥ ২২
হে কালকাল ভগবন্ স্রষ্টুঃ সংহর্ত্তুরীশ্বর।
কৃপাং কুরু কৃপানাথ মায়ামোহনিকৃন্তন ॥ ২৩
ইত্যুক্ত্বা সাশ্রুনেত্রা সা ক্রোড়ে কৃত্বা হরিং পুনঃ।
স্বস্তনং পায়য়ামাস প্রেম্ণা চ দৈবকী যথা ॥ ২৪

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

মাতস্ত্বং মাং কথং স্তৌষি বালং দুগ্ধমুখং সুতম্।
গচ্ছ গোলোকমিষ্টঞ্চ স্বামিনা সহ সাম্প্রতম্ ॥ ২৫
ত্যক্ত্বা প্রাকৃতিকং মিথ্যা নশ্বরঞ্চ কলেবরম্।
বিধায় নির্ম্মলং দেহং জন্ম-মৃত্যু-জরাপহম্ ॥ ২৬
ইত্যুক্ত্বা চতুরো বেদান্ গৃহীত্বা মুনিপুঙ্গবাৎ।
মাসেন পরয়া ভক্ত্যা দত্ত্বা পুত্রং মৃতং পুরা ॥ ২৭
রত্নানাঞ্চ ত্রিলক্ষঞ্চ মণীনাং পঞ্চলক্ষকম্।
হীরকাণাং চতুর্লক্ষং মুক্তানাং পঞ্চলক্ষকম্ ॥ ২৮
মাণিক্যানাং ত্রিলক্ষঞ্চ বস্ত্রং ত্রৈলোক্যদুর্লভম্।
হারঞ্চ দুর্গমা দত্তং হস্তরত্নাঙ্গুরীয়কম্।
দশকোটিসুবর্ণানাং গুরবে দক্ষিণাং দদৌ ॥ ২৯
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং নারীসর্ব্বাঙ্গভূষণম্।
গুরুপ্রিয়ায়ৈ প্রদদৌ বহ্নিশুদ্ধাংশুকং পরম্ ॥ ৩০
মুনির্দত্ত্বা চ পুত্রায় তৎ সর্ব্বঞ্চ স্ত্রিয়া সহ।
সদ্রত্নরথমারুহ্য যযৌ গোলোকমুত্তমম্ ॥ ৩১
তমদ্ভুতং হরিং দৃষ্ট্বা প্রযযৌ স্বালয়ং মুদা।
এবং ব্রহ্মণ্যদেবস্য চরিতং শৃণু নারদ ॥ ৩২
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং যঃ পঠেদ্ভক্তিপূর্ব্বকম্।
শ্রীকৃষ্ণে নিশ্চলাং ভক্তিং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
অস্পষ্টকীর্ত্তিঃ সুযশা মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ।
ইহ লোকে সুখং প্রাপ্য যাত্যন্তে শ্রীহরেঃ পদম্।
তত্র নিত্যং হরের্দাস্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে মুনিপত্নীস্তোত্রং নাম দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০২ ॥

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

অথাগত্য মধুপুরীং প্রণম্য পিতরং প্রসূম্।
সবলো বটমূলে চ সস্মার গরুড়ং হরিঃ ॥ ১
সাদরং লবণোদঞ্চ বিশ্বকর্ম্মাণমীপ্সিতম্।
সুদর্শনঞ্চ চক্রঞ্চ গদাং কৌমোদকীং তথা।
পাঞ্চজন্যঞ্চ শঙ্খঞ্চ বৈকুণ্ঠং তমভীপ্সিতম্ ॥ ২
তত্যাজ গোপবেশঞ্চ নৃপবেশং দধার সঃ।
এতস্মিন্নন্তরে চক্রমাজগাম হরেঃ পুরঃ ॥ ৩
পরং সুদর্শনং নাম সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্।
তেজসা হরিণা তুল্যং পরং বৈরিবিমর্দ্দনম্।
অব্যর্থমস্ত্রমস্ত্রাণাং প্রবরং পরমং পরম্ ॥ ৪
রত্নযানং পুরস্কৃত্য গরুড়ো হরিসন্নিধিম্।
বিশ্বকর্ম্মা সশিষ্যশ্চ জলধিঃ কম্পিতস্তথা ॥ ৫
হরিং প্রণেমুস্তে সর্ব্বে মূর্দ্ধ্না চ ভক্তিপূর্ব্বকম্।
সস্মিতঃ সাদরং যত্নাৎ তানুবাচ ক্রমাদ্বিভুঃ ॥ ৬

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

হে সমুদ্র মহাভাগ স্থলঞ্চ শতযোজনম্।
দেহি মে নগরার্থঞ্চ পশ্চাদ্দাস্যামি নিশ্চিতম্ ॥ ৭
নগরং কুরু হে কারো ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্।
রমণীয়ঞ্চ সর্ব্বেষাং কমনীয়ঞ্চ যোষিতাম্ ॥ ৮
বাঞ্ছিতঞ্চাপি ভক্তানাং বৈকুণ্ঠসদৃশং পরম্।
স্বর্গাণামপি সর্ব্বেষাং বরং পরমমীপ্সিতম্ ॥ ৯
দিবানিশং খগশ্রেষ্ঠ সন্নিধৌ বিশ্বকর্ম্মণঃ।
স্থিতিং কুরু মহাভাগ যাবন্নির্ম্মাতি দ্বারকাম্ ॥ ১০
দিবানিশঞ্চ মৎপার্শ্বে চক্রশ্রেষ্ঠ স্থিতিং কুরু।
ওমিত্যুক্ত্বা যযুস্তে বৈ সর্ব্বে চক্রং বিনা মুনে ॥ ১১
কংসস্য পিতরং ভদ্রমুগ্রসেনং মহাবলম্।
নৃপং চকার নগরে ক্ষত্রিয়াণাং সতামপি ॥ ১২
বিজিত্য চ জরাসন্ধং নিহত্য যবনং তথা।
উপায়েন মহাভাগো যাদবেন্দ্রপুরস্কৃতঃ ॥ ১৩
উবাচ বিশ্বকর্ম্মা তং জগতামীশ্বরং পরম্।
ভক্ত্যা পুলকিতঃ শান্তঃ সাশ্রুনেত্রঃ পুটাঞ্জলিঃ ॥

বিশ্বকর্ম্মোবাচ।

দ্বারকাং তাং কিমাকারাং করোমি জগতাং প্রভো
কথয়স্ব মহাভাগ নির্ম্মাণক্রমমীশ্বর ॥ ১৫

শ্রীভগবানুবাচ ।

শতযোজনপর্য্যন্তং নগরং সুমনোহরম্ ।
পদ্মরাগৈর্মরকতৈরিন্দ্রনীলৈরনুত্তমৈঃ ॥ ১৬
রুচকৈঃ পারিভদ্রৈশ্চ কলঙ্কৈশ্চ স্যমন্তকৈঃ ।
গন্ধকৈর্নীলিমৈশ্চৈব চন্দ্রকান্তাদিভিস্তথা ॥ ১৭
সূর্য্যকান্তাদিভিশ্চৈব শুদ্ধৈশ্চ স্ফাটিকান্বিতৈঃ ।
হরিদ্বর্ণৈশ্চ মণিভিঃ শ্যামৈর্গৌরমুখৈশ্চয়ৈঃ ॥ ১৮
গোরোচনাভৈঃ পীতৈশ্চ দাড়িম্ববীজরূপকৈঃ ।
পদ্মবীজনিভৈশ্চৈব নীলৈঃ কমলবর্ণকৈঃ ॥ ১৯
মণিভিঃ কজ্জলাকারৈরুজ্জ্বলৈশ্চ পরিস্ফুটৈঃ ।
শ্বেতচম্পকবর্ণাভৈস্তপ্তকাঞ্চনসন্নিভৈঃ ॥ ২০
স্বর্ণমূল্যশতগুণৈর্হীরকদ্রব্যৈঃ সুশোভনৈঃ ।
গরিষ্ঠৈশ্চ বরিষ্ঠৈশ্চ মণিশ্রেষ্ঠৈশ্চ পূজিতৈঃ ।
যথাবিধানং যদ্‌যোগ্যং যত্র যদ্‌যুক্তমীপ্সিতম্ ॥ ২১
মণীনাং হরণঞ্চৈব যক্ষসঙ্ঘা হিমালয়াৎ ।
দিবানিশং করিষ্যন্তি যাবন্নির্ম্মাণপূর্বকম্ * ॥ ২২
যক্ষৈশ্চ সপ্তভির্লক্ষৈঃ কুবেরপ্রেরিতৈরপি ।
বেতাললক্ষৈঃ কুষ্মাণ্ড-লক্ষৈঃ শঙ্করযোজিতৈঃ ॥ ২৩
দানবৈর্ব্রহ্মরক্ষোভিঃ শৈলকন্যানিয়োজিতৈঃ ।
কুরু দিব্যঞ্চ পত্নীনাং সহস্রাণাঞ্চ ষোড়শ ।
অন্যপত্নীজনস্যাপি চাষ্টাধিকশতস্য চ ॥ ২৪
শিবিরং পরিখাযুক্তমুচ্চৈঃ প্রাকারবেষ্টিতম্ ।
যুক্তং দ্বাদশভির্দ্বারৈঃ সিংহদ্বারপুরস্কৃতম্ ॥ ২৫
যুক্তং চিত্রৈর্বিচিত্রৈশ্চ কৃত্রিমৈশ্চ কপাটকৈঃ ।
নিষিদ্ধবৃক্ষরহিতং প্রসিদ্ধৈশ্চ পুরস্কৃতম্ ।
সুলক্ষণং চন্দ্রবেধং প্রাঙ্গণঞ্চ তথৈব চ ॥ ২৬
যদুনামাশ্রমং দিব্যং কিঙ্করাণাং তথৈব চ ।
সর্ব্বপ্রসিদ্ধনিলয়মুগ্রসেনস্য ভূভৃতঃ ।
আশ্রমং সর্ব্বতোভদ্রং বসুদেবস্য মৎপিতুঃ ॥ ২৭

বিশ্বকারুরুবাচ ।

কে তে বৃক্ষাঃ প্রশস্তাশ্চ নিষিদ্ধাশ্চাপি কেচন ।
ভদ্রাভদ্রপ্রদাশ্চাপি তান্ বদস্ব জগদ্‌গুরো ॥ ২৮
কেষামস্তি নিযুক্তানাং শিবিরে চ শুভাশুভম্ ।
দিশি কুত্র জলং ভদ্রমভদ্রঞ্চ বদ প্রভো ॥ ২৯
ভদ্রপ্রদশ্চ কো বৃক্ষো দিশি কুত্র প্রবর্ত্ততে ।
কিং প্রমাণং গৃহাণাঞ্চ প্রাঙ্গণানাং জগদ্‌গুরো ॥
মঙ্গলং কুসুমোদ্যানং দিশি কুত্র তরোস্তথা ।
প্রাকারপরিখাণাঞ্চ কিং প্রমাণং সুরেশ্বর ॥ ৩১
দ্বারাণাঞ্চ গৃহাণাঞ্চ প্রাকারাণাং প্রমাণকম্ ।
কস্য কস্য তরোঃ কাষ্ঠং প্রশস্তং শিবিরে বিভো ।
অমঙ্গলং বা কেষাঞ্চ সর্ব্বং মাং বক্তুমর্হসি ॥ ৩২

শ্রীভগবানুবাচ ।

আশ্রমে নারিকেলঞ্চ গৃহিণাঞ্চ ধনপ্রদম্ ।
শিবিরস্য যদীশানে পূর্ব্বে পুত্রপ্রদস্তরুঃ ।
সর্ব্বত্র মঙ্গলাহশ্চ তরুরাজো মনোহরঃ ॥ ৩৩
রসালবৃক্ষঃ পূর্ব্বস্মিন্ নৃণাং সম্পৎপ্রদস্তথা ।
শুভপ্রদশ্চ সর্ব্বত্র সুরকারো নিশাময় ॥ ৩৪
বিল্বশ্চ পনসশ্চৈব জম্বীরো বদরী তথা ।
প্রজাপ্রদশ্চ পূর্ব্বস্মিন্ দক্ষিণে ধনদস্তথা ।
সম্পৎপ্রদশ্চ সর্ব্বত্র যতো হি বর্দ্ধতে গৃহী ॥ ৩৫
জম্বুবৃক্ষশ্চ দাড়িম্বঃ কদল্যাম্রাতকস্তথা ।
বন্ধুপ্রদশ্চ পূর্ব্বস্মিন্ দক্ষিণে মিত্রদস্তথা ।
সর্ব্বত্র শুভদশ্চৈব ধনপুত্রশুভপ্রদঃ ॥ ৩৬
হর্ষপ্রদো গুবাকশ্চ দক্ষিণে পশ্চিমে তথা ।
ঈশানে সুখদশ্চৈব সর্ব্বত্রৈব নিশাময় ॥ ৩৭
সর্ব্বত্র চম্পকঃ শুদ্ধো ভুবি ভদ্রপ্রদস্তথা ।
অলাবুশ্চাপি কুষ্মাণ্ডো মালয়শ্চ শুকাশুকঃ ।
খর্জ্জুরী কর্কটী চাপি শিবিরে মঙ্গলপ্রদা ॥ ৩৭
বাস্তূকঃ কারবেল্লশ্চ বার্ত্তাকুশ্চ শুভপ্রদা ।
লতাফলঞ্চ শুভদং সর্ব্বং সর্ব্বত্র নিশ্চিতম্ ॥ ৩৯
প্রশস্তং কথিতং কারো নিষিদ্ধঞ্চ নিশাময় ।
বস্যবৃক্ষো নিষিদ্ধশ্চ শিবিরে নগরেঽপি চ ॥ ৪০
বটো নিষিদ্ধঃ শিবিরে নিত্যং চৌরভয়ং ততঃ ।
নগরে চ প্রসিদ্ধশ্চ দর্শনাৎ পুণ্যদস্তথা ॥ ৪১
নিষিদ্ধঃ শাল্মলিশ্চৈব শিবিরে নগরে পুরি ।
দুঃখপ্রদশ্চ সততং ভূমিপানাং সতামপি ।
ন নিষিদ্ধঃ প্রসিদ্ধশ্চ গ্রামেষু নগরেষু চ ॥ ৪২
বাট্যামতিনিষিদ্ধশ্চ সততং দুঃখদস্তথা ।
হে কারো তিন্তিড়ীবৃক্ষো যত্নাৎ তং পরিবর্জ্জয় ॥
শালেন ধনহানিঃ স্যাৎ প্রজাহানির্ভবেদ্ধ্রুবম্ ।
শিবিরেঽতিনিষিদ্ধশ্চ নগরে কিঞ্চিদেব চ ॥ ৪৪
ন নিষিদ্ধঃ প্রসিদ্ধশ্চ গ্রামেষু নগরেষু চ ।
কার্পাসঃ সর্ষপশ্চৈব মসূরাদিকমেব চ ॥ ৪৫
শুভদৌ যবগোধূমৌ নগরে শিবিরে তথা ।

---

* নির্ম্মাণপূর্ব্বকমিতি পাঠান্তরম্ ।

বৃক্ষশ্চ চণকাদীনাং ধান্যঞ্চ মঙ্গলপ্রদম্ ॥ ৪৬
গ্রামেষু নগরে বাপি শিবিরে চ তথৈব চ।
ইক্ষুবৃক্ষশ্চ শুভদঃ সর্ব্বমঙ্গলদস্তথা ॥ ৪৭
অশোকশ্চ শিরীষশ্চ কদম্বশ্চ শুভপ্রদঃ।
কচ্চী হরিদ্রা শুভদা শুভদং চার্দ্রকং তথা ॥ ৪৮
হরীতকী চ শুভদা গ্রামেষু নগরেষু চ।
ন বাট্যাং ভদ্রদা নিত্যং তথা চামলকী ধ্রুবম্ ॥৪৯
গজানামস্থি শুভদমশ্বানাঞ্চ তথৈব চ।
কল্যাণমুচ্চৈঃশ্রবসাং বাস্তৌ স্থাপনকারিণাম্।
ন শুভপ্রদমন্যেষামুচ্ছন্নকারণং পরম্ ॥ ৫০
খানরাণাং নরাণাঞ্চ গর্দ্দভানাং গবামপি।
কুক্কুরাণাং শৃগালানাং মার্জ্জারাণামভদ্রকম্।
ভেটকানাং শূকরাণাং সর্ব্বেষাঞ্চাশুভপ্রদম্ ॥ ৫১
ঈশানে চাপি পূর্ব্বস্মিন্ পশ্চিমে চ তথোত্তরে।
শিবিরস্থ জলং ভদ্রমন্যত্রাশুভমেব চ ॥ ৫২
দীর্ঘপ্রস্থে সমানঞ্চ ন কুর্য্যান্মন্দিরং বুধঃ।
চতুরস্রে গৃহে কারো গৃহিণাং ধননাশনম্ ॥ ৫৩
প্রস্থে হস্তদ্বয়াৎ পূর্য্যং দীর্ঘে হস্তত্রয়ং তথা।
দীর্ঘপ্রস্থঃ পরিমিতো নেত্রাস্কেণাপি সঙ্গতঃ।
শূন্যেন রহিতং ভদ্রং শূন্যং শূন্যপ্রদং নৃণাম্ ॥ ৫৪
গৃহিণাং শুভদং দ্বারং প্রাকারস্থ গৃহস্থ চ।
ন মধ্যদেশে কর্ত্তব্যং কিঞ্চিন্ন্যূনাধিকে শুভম্ ॥৫৫
চতুরস্রং চন্দ্রবেধং শিবিরং মঙ্গলপ্রদম্।
অভদ্রদং সূর্য্যবেধং প্রাঙ্গণঞ্চ তথৈব চ ॥ ৫৬
শিবিরাভ্যন্তরে ভদ্রা স্থাপিতা তুলসী নৃণাম্।
ধনপুত্রপ্রদাত্রী চ পুণ্যদা হরিভক্তিদা।
প্রভাতে তুলসীং দৃষ্ট্বা স্বর্ণদানফলং লভেৎ ॥ ৫৭
মালতী যূথিকা কুন্দ-মাধবী কেতকী তথা।
নাগেশ্বরং মল্লিকা চ কাঞ্চনং বকুলং শুভম্ ॥ ৫৮
অপরাজিতা চ শুভদা তেষামুদ্যানমীপ্সিতম্।
পূর্ব্বে চ দক্ষিণে চৈব শুভদং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৯
ঊর্দ্ধং ষোড়শহস্তেভ্যো নৈব কুর্য্যাদ্গৃহং গৃহী।
ঊর্দ্ধং বিংশতিহস্তেভ্যঃ প্রাকারো ন শুভপ্রদঃ ॥
সূত্রধারং তৈলকারং স্বর্ণকারঞ্চ হীরকম্।
বাটীমূলে গ্রামমধ্যে ন কুর্য্যাৎ স্থাপনং বুধঃ ॥৬১
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং সচ্ছূদ্রং গণকং শুভম্।
ভট্টং বৈদ্যং পুষ্পকারং স্থাপয়েচ্ছিবিরান্তিকে ॥
চস্থে চ পরিখামানং শতহস্তং প্রশস্তকম্।
পরিতঃ শিবিরাণাঞ্চ গভীরং শতহস্তকম্ * ॥ ৬৩
সঙ্কেতপূর্ব্বকঞ্চৈব পরিখাদ্বারমীপ্সিতম্।
শত্রোরগম্যং মিত্রস্থ গম্যমেব সুখেন চ ॥ ৬৪
শাল্মলীনাং তিন্তিড়ীনাং হিন্তালানাং তথৈব চ।
নিম্বানাং সিন্ধুবারাণাং ডুম্বুরীণামভদ্রকম্ ॥ ৬৫
ধুস্তূরাণাং বটানাঞ্চ এরণ্ডানামবাঞ্ছিতম্।
এতেষামতিরিক্তানাং শিবিরে কাষ্ঠমীপ্সিতম্ ॥৬৬
বৃক্ষঞ্চ বজ্রহতকং দূরতো বর্জ্জয়েদ্বুধঃ।
পুত্রদারধনং হন্ত্যাদিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ৬৭
কথিতং লোকশিক্ষার্থং কুরু কাষ্ঠং বিনা পুরীম্।
শুভক্ষণঞ্চাপ্যধুনা গচ্ছ বৎস যথাসুখম ॥ ৬৮
বিশ্বকর্ম্মা হরিং নত্বা জগাম পক্ষিণা সহ।
সমুদ্রস্থ সমীপঞ্চ বটমূলং মনোহরম্ ॥ ৬৯
সুষ্বাপ তত্র নক্তঞ্চ কারুশ্চ পক্ষিণা সহ।
স্বপ্নে দ্বারাবতীং রম্যাং দদর্শ গরুড়স্তথা।
যৎ কিঞ্চিৎ কথিতঃ কারুঃ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
তদেব লক্ষণং সর্ব্বং দদর্শ নগরে মুনে ॥ ৭১
কারুং হসন্তি স্বপ্নে চ সর্ব্বেঽতে শিল্পকারিণঃ।
গরুড়ং গরুড়শ্চান্যে বলবন্তশ্চ পক্ষিণঃ ॥ ৭২
বুদ্ধা দদর্শ গরুড়ো বিশ্বকর্ম্মা চ লজ্জিতঃ।
অতীব দ্বারকাং রম্যাং শতযোজনবিস্তৃতাম্ ॥ ৭৩
ব্রহ্মাদীনাঞ্চ নগরং বিজিত্য চ বিরাজিতাম্।
তেজসাচ্ছাদিতাং সূর্য্যং রত্নানাঞ্চ পরিষ্কৃতাম্ ॥৭৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে
নারায়ণ-নারদসংবাদে দ্বারকানির্ম্মাণং নাম
ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৩ ॥

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মা ভবান্যা চ ভবঃ স্বয়ম্।
অনন্তশ্চাপি ধর্ম্মশ্চ ভাস্করশ্চ হুতাশনঃ ॥ ১
কুবেরো বরুণশ্চৈব পবনশ্চ যমস্তথা।
মহেন্দ্রশ্চাপি চন্দ্রশ্চ রুদ্রশ্চৈকাদশৈব তে ॥ ২
অন্যে দেবাশ্চ মুনয়ো বসবঃ সপ্ত এব চ।
আদিত্যাশ্চাপি দৈত্যাশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাস্তথা।

---

* দশহস্তকমিত্যপি পাঠঃ।

আযযুর্দ্বারকাং দ্রষ্টুং শ্রীকৃষ্ণঞ্চ বলং তথা ॥ ৩
আগচ্ছন্তঞ্চ সহসা বটমূলং মনোহরম্।
দৃষ্ট্বা চ দেবতাঃ সর্ব্বাস্তুষ্টুবুঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ ৪
আকাশাচ্চ বিমানাচ্চ সম্প্রাপ্য বটমূলকম্।
দদৃশুর্দ্বারকাং রম্যামতীব সুমনোহরাম্ ॥ ৫
মুক্তা-মাণিক্য-হীরেণ রত্নরাজিবিরাজিতাম্।
পরিতশ্চতুরস্রাঞ্চ শতযোজনসম্মিতাম্ ॥ ৬
সপ্তভিঃ পরিখাভিশ্চ গভীরাভিশ্চ বেষ্টিতাম্।
প্রাকারৈর্নবভির্যুক্তাং লক্ষৈঃ ক্রীড়াসরোবরৈঃ ॥৭
মনোহরৈঃ সপদ্মৈশ্চ সহিতৈশ্চ মধুব্রতৈঃ।
শোভিতাং সর্ব্বতো ভদ্রং পুষ্পোদ্যানত্রিলক্ষকৈঃ
প্রফুল্লপুষ্পৈঃ পরমৈঃ সর্ব্বত্র সুরভীকৃতাম্।
আমোদিতাঞ্চ শীতেন গন্ধচন্দনবায়ুনা ॥ ৯
তরুভির্নারিকেলানাং শোভিতাং শতকোটিভিঃ।
চতুর্গুণৈর্গুবাকানাং যুক্তামাম্রমহীরুহৈঃ ॥ ১০
পরীতাং পনসানাঞ্চ বৃক্ষৈরাম্রসমৈর্গুণৈঃ ॥ ১১
সুশোভিতাঞ্চ তালানাং দ্রুমৈরাম্রসমৈর্গুণৈঃ।
অশ্বত্থৈর্বদরীভিশ্চ বিৰ্ধৈরাম্রাতকৈর্বটৈঃ ॥ ১২
শাল্মলীভিশ্চ জম্বুভিঃ কদম্বৈশ্চাপি মণ্ডিতাম্।
বংশৈশ্চ তিন্তিড়ীভিশ্চ চম্পকৈশ্চন্দনৈস্তথা ॥১৩
নাগেশ্বরৈর্নাগরঙ্গৈর্জম্বীরৈর্দাড়িমৈর্যুতাম্।
হরীতকীভির্ধাত্রীভিস্তরুভিঃ পরিতঃ স্মৃতাম্ ॥১৪
শালৈঃ প্রিয়ালৈর্হিন্তালৈঃ শিরীষৈঃ সপ্তপর্ণকৈঃ
অন্যৈর্নানাদ্রুমৈরিষ্টৈরিষ্টাং যুক্তাং পরিষ্কৃতাম্ ॥১
অসংখ্যৈর্মন্দিরৈ রম্যৈরত্যুচ্চৈরপি সংস্কৃতাম্।
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণৈর্মুক্তামণিবিভূষিতৈঃ ॥ ১৬
মাণিক্যহীরকৈশ্চিত্রৈঃ সদ্রত্নকলসান্বিতৈঃ।
মণিভির্নির্ম্মিতৈরিষ্টৈঃ সোপাননিকরৈর্ব্বরৈঃ ॥১৭
কপাটৈঃ কঠিনৈর্দার্ঢ্যৈরর্গলৈঃ কীলকৈর্যুতৈঃ।
হরিন্মণীনাং স্তম্ভানাং কদম্বৈরপি সংযুতৈঃ ॥ ১৮
রত্নচিত্রৈর্বিচিত্রৈশ্চ সুচিত্রৈঃ সুপরিষ্কৃতৈঃ।
দর্পণৈঃ সূক্ষ্মবস্ত্রৈশ্চ শোভিতৈঃ শ্বেতচামরৈঃ ॥১৯
প্রাঙ্গণৈঃ পদ্মরাগাঢ্যৈরিন্দ্রনীলপরিষ্কৃতৈঃ !
বীথিভী রত্নখচিতৈ রাজমার্গৈঃ সমন্বিতাম্ ॥ ২০
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নসূর্য্যাভাং জ্বলিতাং রত্নতেজসা।
গবাক্ষলক্ষৈঃ সংযুক্তাং বাজিশালৈঃ পরিষ্কৃতৈঃ ॥
দৃষ্ট্বা চ দ্বারকাং দিব্যাং তে দেবা বিস্ময়ং যযুঃ।
প্রসন্নবদনো দেবো লাঙ্গলী ভগবানজঃ ॥ ২২
সম্ভার যদুবংশানাং সমূহমুগ্রসেনকম্।
বসুদেবং দবকীঞ্চ পাণ্ডবাংশ্চ সমাতৃকান্ ॥ ২৩
নন্দং যশোদাং গোপালান্ রাজেন্দ্রমুনিপুঙ্গবান্।
গন্ধর্ব্বান্ কিন্নরাংশ্চৈব ব্রহ্মন্নপ্সরসাং গণান্ ॥২৪
বিদ্যাধরীঃ কিন্নরীশ্চ বাদ্যভাণ্ডং তথৈব চ।
গায়নান্ নর্ত্তকীশ্চৈব চিত্রান্ ভণ্ডরতাংস্তথা ॥২৫
এতস্মিন্নন্তরে অত্র বসুদেবশ্চ দবকী।
রাজা মহোগ্রসেনশ্চ সহিতো যদুপুঙ্গবৈঃ ॥ ২৬
নন্দো যশোদা গোপাশ্চ জনন্যা সহ পাণ্ডবাঃ।
গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাশ্চৈব বিদ্যাধর্য্যশ্চ নারদ ॥ ২৭
কিন্নর্য্যশ্চাপি নর্ত্তক্যো গায়না বাদ্যভাণ্ডকাঃ।
ভিক্ষুকাশ্চ ভণ্ডরতা ভট্টাশ্চ গণকাস্তথা ॥ ২৮
নানাদেশোদ্ভবা ভূপা বৈশ্যাশ্চ যে চ মানবাঃ।
সন্ন্যাসিনশ্চ যত্যোঽবধূতা ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ২৯
আযযুর্মুনয়ঃ সর্ব্বে সশিষ্যাঃ সিদ্ধপুঙ্গবাঃ।
সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ ॥ ৩০
সনৎকুমারো ভগবান্ জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ।
শিষ্যৈস্ত্রিকোটিভিঃ সার্দ্ধং পঞ্চবর্ষো দিগম্বরঃ ॥৩১
শিষ্যৈস্ত্রিলক্ষৈঃ সহিতো দুর্ব্বাসা ভগবানজঃ।
লক্ষশিষ্যৈঃ কশ্যপশ্চ বাল্মিকিশ্চ ত্রিলক্ষকৈঃ ॥৩২
লক্ষৈঃ শিষ্যৈর্গৌতমশ্চ কোটিভিশ্চ বৃহস্পতিঃ।
শুক্রস্ত্রিকোটিভিঃ সার্দ্ধং ভরদ্বাজস্ত্রিলক্ষকৈঃ ॥৩৩
শিষ্যৈস্ত্রিকোটিভিঃ সার্দ্ধমঙ্গিরা ভগবানজঃ।
শিষ্যৈঃ সার্দ্ধং কোটিভিশ্চ প্রচেতা ভগবাংস্তথা ॥
ত্রিলক্ষশ্চ পুলস্ত্যশ্চাপ্যগস্ত্যঃ কোটিভিঃ সহ।
লক্ষৈঃ শিষ্যৈশ্চ পুলহঃ ক্রতুর্লক্ষৈস্তথৈব চ ॥৩৫
অত্রিস্ত্রিকোটিভিঃ শিষ্যৈর্ভৃগুশ্চ পঞ্চকোটিভিঃ।
ত্রিকোটিভির্মরীচিশ্চ শতানন্দঃ সহস্রকৈঃ ॥ ৩৬
সার্দ্ধং ত্রিকোটিভিঃ শিষ্যৈঋষ্যশৃঙ্গো বিভাণ্ডকঃ।
পাণিনিঃ কোটিভিঃ শিষ্যৈর্লক্ষৈঃ কাত্যায়নস্তথা ॥
যাজ্ঞবল্ক্যঃ সহস্রৈশ্চ ব্যাসঃ শিষ্যৈস্ত্রিকোটিভিঃ।
ত্রিকোটিভিঃ শুকশ্চৈব চতুর্ভিশ্চ পরাশরঃ ॥৩৮
ত্রিকোটিভিঃ কণাদশ্চ চ্যবনশ্চ ত্রিকোটিভিঃ।
শিষ্যৈর্লক্ষৈশ্চ সহিতো গর্গঃ কুলপুরোহিতঃ ॥৩৯
গালবশ্চ সহস্রৈস্তু সহস্রৈঃ সৌভরিস্তথা।
ত্রিকোটিভির্লোমশশ্চ মার্কণ্ডেয়স্ত্রিকোটিভিঃ ॥৪০
কোটিভির্ব্বামদেবশ্চ জৈগীষব্যস্ত্রিকোটিভিঃ।
সান্দীপনির্দেবলশ্চ সচ্ছিষ্যৈশ্চ ত্রিকোটিভিঃ।

বোঢ়ুঃ শিষ্যৈঃ কোটিভিশ্চ লক্ষৈঃ পঞ্চশিখস্তথা ॥
অহং নারায়ণর্ষিশ্চ নরো মম সহোদরঃ।
শিষ্যৈস্ত্রিকোটিভিঃ সার্দ্ধং বিশ্বামিত্রশ্চ কোটিভিঃ
ত্রিকোটিভির্জরৎকারুরাস্তীকশ্চ ত্রিকোটিভিঃ।
ত্রিকোটিভিঃ পশুরামো বাৎস্যো লক্ষৈশ্চ শিষ্যকৈঃ ॥ ৪৩
দক্ষস্ত্রিলক্ষৈঃ শিষ্যৈশ্চ কপিলঃ পঞ্চকোটিভিঃ।
সম্বর্ত্তশ্চ ত্রিলক্ষৈশ্চাপ্যুতথ্যশ্চ তথৈব চ ॥ ৪৪
সহস্রৈর্জৈমিনিশ্চৈব পৈলো লক্ষৈস্তথৈব চ ॥ ৪৫
সুমন্তুশ্চ সহস্রৈশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ।
শিষ্যৈর্লক্ষৈঃ সমেতশ্চ ব্যাসশিষ্যপুরোগমঃ ॥ ৪
লক্ষৈঃ শিষ্যৈস্তথা শৃঙ্গী চোপমন্যুস্তথৈব চ।
সহস্রৈশ্চ গৌরমুখঃ ... লক্ষৈর্গুরোঃ সুতঃ ॥ ৪৭
অশ্বত্থামা তথা দ্রোণঃ কৃপাচার্য্যঃ সশিষ্যকঃ।
ভীষ্মঃ কর্ণশ্চ শকুনী রাজা দুর্য্যোধনস্তথা।
নৃপস্য ভ্রাতরঃ সর্ব্বে চান্যে ভূপাঃ সমাযযুঃ ॥ ৪৮
তে সর্ব্বে তুষ্টুবুঃ কৃষ্ণং পরমাত্মানমীশ্বরম্।
শুভাশিষঞ্চ প্রদদূ রাজানো মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৪৯
উগ্রসেনং সভামধ্যে তং রাজেন্দ্রমুবাচ সঃ।
ভগবান্ সস্মিতঃ শান্তো ভক্ত্যা চাপি জগদ্‌গুরুঃ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

শুভকর্ম্মণি নিষ্পন্নে যাস্যন্তি যে সমাগতাঃ।
শিব-ব্রহ্মাদয়ো দেবা মুনয়শ্চ তথৈব চ।
ভগবান্ যাদবৈঃ সার্দ্ধং প্রবিশ দ্বারকাং পুরীম্ ॥
সংপিত্রা মাতৃভিঃ সার্দ্ধং মাহেন্দ্রে চ ক্ষণে নৃপ
অপরে যাদবোহন্যে চ যাস্যন্তি মথুরাপুরীম্।
শ্রুত্বেতি বিরসো রাজা তমুবাচ ভয়াকুলঃ ॥ ৫২

উগ্রসেন উবাচ।

বাসুদেব ন যাস্যামি ভূমিং তাং পৈতৃকীং ত্যজন্
সর্ব্বতীর্থপরাং শুদ্ধাং দৈবে কর্ম্মণি পৈতৃকে ॥ ৫৩
পারকে ভূমিদেশে চ পিতৃণাং নির্ব্বপেৎ তু যঃ।
তদ্ভূমিস্বামী পিতৃভিঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি হন্যতে ॥ ৫৪
পিতৃণাং নিষ্ফলং শ্রাদ্ধং দেবানামপি পূজনম্।
কিঞ্চিৎ ফলপ্রদঞ্চৈব সম্পূর্ণং পৈতৃকে স্থলে ॥ ৫৫
পুত্র-পৌত্র-কলত্রেভ্যঃ প্রাণেভ্যঃ প্রেয়সী সদা
দুর্লভা পৈতৃকী ভূমিঃ পিতুর্মাতুর্গরীয়সী ॥ ৫৬
তৎসমঞ্চ পবিত্রঞ্চ দৈবে কর্ম্মণি পৈতৃকে।
ক্রীড়া চ তদ্ভূতে দানং পরদত্তমশুদ্ধকম্ ॥ ৫৭
ম্রিয়তে পৈতৃকী-ভূম্যাং তীর্থতুল্যং ফলং লভেৎ
গঙ্গাজলসমং পূতং পিতৃখাতোদকং হরে ॥ ৫৮
তত্র স্নাত্বা জলে পূতে গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ।
পিতৃণাং তর্পণং তত্র পবিত্রং দেবপূজনম্ ॥ ৫৯
পৈতৃকী জন্মভূমিশ্চেৎ ফলং তদ্দ্বিগুণং ভবেৎ।
পৈতৃকীভূমিতুল্যা ন দানভূমিঃ সতামপি ॥ ৬০

শ্রীবাসুদেব উবাচ।

ভোগান্তে বচনং কিং বা নিষেকঃ কেন বার্য্যতে।
পৈতৃকী তীর্থতুল্যা সা কিং তীর্থং দ্বারকাপরম্ ॥
সর্ব্বতীর্থপরা শ্রেষ্ঠা দ্বারকা বহুপুণ্যদা।
যস্যাং প্রবেশমাত্রেণ নরাণাং জন্মখণ্ডনম্ ॥ ৬২
দানং তদ্দ্বারকায়াঞ্চ শ্রাদ্ধঞ্চ দেবপূজনম্।
চতুর্গুণঞ্চ তীর্থানাং গঙ্গাদীনাঞ্চ ভূমিপ ॥ ৬৩
গচ্ছ ব্রহ্মাদিভিঃ সার্দ্ধং মুনিভির্যাদবৈঃ সহ।
রাজেন্দ্রভবনং তত্র গৃহাণ সাদরং পুনঃ ॥ ৬৪
করোতি শশ্বন্ন্যক্কারং মহেন্দ্রস্যামরাবতীম্।
নিবস ত্বং সুধর্ম্মায়াং মাহেন্দ্রে চ ক্ষণে নৃপ ॥ ৬৫
জম্বুদ্বীপস্থিতা ভূপা রাজেন্দ্রমণ্ডলেশ্বরাঃ।
করং দাস্যন্তি তুভ্যঞ্চ মহেন্দ্রায় সুরা যথা ॥ ৬৭
ভূয়াঞ্জিতঃ কুবেরশ্চ ধনেন ধনসম্পদা।
তেজসা ভাস্করশ্চাপি মহেন্দ্রঃ সম্পদা তথা ॥ ৬৭
দেবা জিতা রণেনৈব পুণ্যেন মুনয়ো জিতাঃ।
তপস্বিনশ্চ তপসা ব্রতিনশ্চ ব্রতেন চ ॥ ৬৮
উগ্রসেনসমো রাজা ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।
সভায়াং যস্য ভগবান্ বলদেবো মহাবলঃ ॥ ৬৯
বিশ্বস্য যস্য শিরসাং সহস্রাণাং নরেশ্বর।
একস্মিন্ শিরসি ন্যস্তং শূর্পে চ সর্ষপো যথা ॥ ৭০
ন হ্যনন্তসমো দেবো বলে চ বলবত্তরঃ।
যদ্‌গুণানাঞ্চ নাস্ত্যন্তোঽপ্যনন্তং তং বিদুর্বুধাঃ ॥ ৭১
বসবোঽষ্টৌ মহাভাগ রুদ্রাশ্চ শঙ্করং বিনা।
বলিনো দ্বাদশাদিত্যা মহেন্দ্রশ্চ সুরৈঃ সমম্।
ন সমর্থা ধ্রুবং জেতুমুগ্রসেনং নৃপেশ্বরম্ ॥ ৭২
কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা প্রসন্নবদনো নৃপঃ।
প্রযযৌ যাদবৈঃ সার্দ্ধং মহেন্দ্রভবনাৎ পরম্।
স্বালয়ং দ্বারকামধ্যে জলন্তং মণিতেজসা ॥ ৭৩
সহস্রৈর্দ্বারপালৈশ্চ শূলভির্দণ্ডহস্তকৈঃ।
নিযুক্তৈ রক্ষিতদ্বারং দদর্শ মানবেশ্বরঃ ॥ ৭৪
অভ্যন্তরে চ শিবিরং দ্বারেভ্যঃ ষড়্‌ভ্যঃ এব চ।

মন্দিরাণাঞ্চ শতকৈঃ রত্নানাং পরিভূষিতম্ ॥ ৭৫
কোটিং মত্তগজেন্দ্রাণাং দদর্শ গজমন্দিরে।
চতুর্গুণং গজৌঘঞ্চ গজানাং ষড়গুণং তথা ॥ ৭৬
মহাবলঞ্চ তুরগং সূর্য্যাশ্বঞ্চ হসন্তি যে।
গজেন্দ্ররাজং সর্ব্বেষাং বাহনানামধীশ্বরম্ ॥ ৭৭
হসত্যৈরাবতং শশ্বন্মহেন্দ্রস্য চ নারদ।
অত্যুচ্চৈরুচ্চৈঃশ্রবসাং দদর্শ কোটিমীপ্সিতাম্ ॥৭৮
খরাণাং দশকোটিঞ্চ পাদাতং ষড়্গুণং ততঃ।
নির্ম্মাণং রত্নসারাণাং রথানাং পঞ্চলক্ষকম্ ॥ ৭৯
পঞ্চলক্ষং সারথীনাং তত্রাশ্বং ষড়্গুণং ততঃ।
অশ্ববারং তৎসমঞ্চ সুধর্ম্মাঞ্চ স তামপি ॥ ৮০
দদর্শাভ্যন্তরে রম্যে দেবৈশ্চ মুনিভির্য্যুতাম্।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকৈ রম্যৈর্ভূষিতাং রক্তকম্বলৈঃ ॥৮১
রত্নসিংহাসনে রম্যৈঃ কোটিভিশ্চ বিভূষিতাম্।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ-বীথানাং তেজসোজ্জ্বলাম্ ॥ ৮২
বেষ্টিতাঞ্চ মহাভীতৈঃ কিঙ্করৈঃ শতকোটিভিঃ।
প্রবিবেশ সভাং রম্যাং শ্রুত্বা শঙ্খধ্বনিং শুভম্।
বাদ্যঞ্চ দুন্দুভীনাঞ্চ মুনীনাং বেদমন্ত্রকম্ ॥ ৮৩
দৃষ্ট্বা নৃপং সমুত্তস্থৌ বেগেন সবলো হরিঃ।
ব্রহ্মা মহেশ্বরশ্চৈব শেষশ্চ দেবপুঙ্গবঃ ॥ ৮৪
সমুত্তস্থুঃ সুরাঃ সর্ব্বে মুনয়শ্চ মহাব্রতাঃ।
রাজেন্দ্রাশ্চাপি সিদ্ধেন্দ্রা বসুদেবপুরোগমাঃ ॥৮৫
রত্নসিংহাসনে রম্যে চোগ্রসেনো মহাবলঃ।
সমুবাস চ [illegible] মুনীনামাজ্ঞয়া হরেঃ।
দেবানাঞ্চ গুরূণাঞ্চ গর্গস্যাপি তথৈব চ ॥ ৮৬
সপ্ততীর্থোদকেনৈব পূর্ণকুম্ভেন নারদ।
চকার বেদমন্ত্রৈশ্চ নৃপস্যাপ্যভিষেচনম্ ॥ ৮৭
তস্মৈ বস্ত্রযুগং দত্তং বহ্নিশুদ্ধং মনোহরম্।
বরুণেন পুরা দত্তং কৃষ্ণেন পরমাত্মনা ॥ ৮৮
মাল্যঞ্চ পারিজাতানাং চন্দনং রত্নভূষণম্।
রত্নচ্ছত্রং দদৌ তস্মৈ বলদেবো মহাবলঃ ॥ ৮৯
ব্রহ্মা কমণ্ডলুঞ্চৈব শূলঞ্চাপি মহেশ্বরঃ।
পার্ব্বতী রত্নমালাঞ্চ হারঞ্চ মালতী সতী ॥ ৯০
অন্যে দেবাশ্চ মুনয়ো রাজেন্দ্রাঃ সিদ্ধপুঙ্গবাঃ।
যৌতুকঞ্চ দদুস্তস্মৈ ক্রমেণ চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৯১
বসুদেবো দদৌ তস্মৈ শুভদং শ্বেতচামরম্।
পবনেন পুরা দত্তং কৃষ্ণায় পরমাত্মনে ॥ ৯২
নন্দো দদৌ চ সুরভীং কামধেনুঞ্চ পূজিতাম্।
যশোদা দৈবকী তস্মৈ রত্নশ্রেষ্ঠং দদৌ মুনে ॥৯৩
সপ্তভিঃ কিঙ্করৈশ্চাপি সেবিতঃ শ্বেতচামরৈঃ।
দধার ছত্রমক্রূরো ভক্ত্যা চৈবাজ্ঞয়া হরেঃ ॥ ৯৪
রত্নসিংহাসনে রম্যে দদর্শ রত্নদর্পণম্।
অতীবপুণ্যরাজ্যঞ্চ হরিণা চ পুরস্কৃতঃ ॥ ৯৫
চক্রুঃ স্তুতিং তং ভট্টাশ্চ ভিক্ষুকা ব্রাহ্মণাস্তথা।
দদুঃ শুভাশিষং তস্মৈ দেবাশ্চ মুনয়স্তথা ॥ ৯৬
ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ রাজা রত্নকোটিঞ্চ ভক্তিতঃ।
ভট্টেভ্যো রত্নশতকং ভিক্ষুকেভ্যস্তথৈব চ ॥ ৯৭
অভিষিচ্য নৃপেন্দ্রঞ্চ দেবাংশ্চ মুনিপুঙ্গবান্।
সম্পূজ্য ব্রাহ্মণাংশ্চৈব ভট্টং ভিক্ষুং দ্বিজং গুরুম্
স্বালয়ঞ্চ যযুঃ সর্ব্বে যাদবাশ্চ মুদান্বিতাঃ ॥ ৯৮
যে যে হরেঃ পার্ষদাশ্চ তে সর্ব্বে স্বালয়ং যযুঃ ॥৯৯
প্রভাত আযযুঃ সর্ব্বে সুধর্ম্মাঞ্চ শুভাঃ হরেঃ।
নমস্কৃত্য নৃপেন্দ্রং তমূষুঃ সর্ব্বে চ সংসদি ॥ ১০০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বারকাপ্রবেশে চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৪ ॥

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

অথ বৈদর্ভরাজেন্দ্রো মহাবলপরাক্রমঃ।
বিদর্ভদেশে পুণ্যাত্মা সত্যশীলস্য ভীষ্মকঃ ॥ ১
রাজা নারায়ণাংশশ্চ দাতা চ সর্ব্বসম্পদাম্।
ধর্ম্মিষ্ঠশ্চ গরিষ্ঠশ্চ বরিষ্ঠশ্চাপি [illegible] ॥ ২
তস্য কন্যাং মহালক্ষ্মী রুক্মিণী [illegible] বরা।
অতীব সুন্দরী রম্যা রামা রামাসু পূজিতা ॥ ৩
নবযৌবনসম্পন্না রত্নাভরণভূষিতা।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা তেজসা জ্বলিতা সতী ॥ ৪
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা সা সত্যশীলা পতিব্রতা।
শান্তা দান্তা নিতান্তকাপ্যনন্তগুণশালিনী ॥ ৫
ইন্দ্রাণী বরুণানী চ চন্দ্রনারী চ রোহিণী।
কুবেরপত্নী সূর্য্যস্ত্রী স্বাহা শান্তী রতিঃ কলা ॥ ৬
অন্যা চ রমণী যা চ শ্রেষ্ঠা চ সুমনোহরা।
রুক্মিণীভীষ্মকন্যায়াঃ কলাং নার্হতি ষোড়শীম্ ॥ ৭
তাং দৃষ্ট্বা রাজরাজেন্দ্রো বালক্রীড়াবতীং পরাম্।

বালাং সুশোভাং ভাসন্তীং যথাভ্রেষু বিধোঃ কলাম্।
শরৎপূর্ণেন্দুশোভাঢ্যাং শরৎকমললোচনাম্।
বিবাহযোগ্যাং যুবতীং লজ্জানম্রাননাং শুভাম্ ॥৯
সহসা চিন্তিতো ধর্ম্মী ধর্ম্মশীলশ্চ সুব্রতঃ।
সুতাং পপ্রচ্ছ পুত্রাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চ পুরোহিতম্ ॥

ভীষ্মক উবাচ।

কং বৃণোমি সুতার্থঞ্চ বরার্হং প্রবরং বরম্।
মুনিপুত্রং দেবপুত্রং রাজেন্দ্রসুতমীপ্সিতম্ ॥ ১১
বিবাহযোগ্যা কন্যা মে বর্দ্ধমানা মনোহরা।
শীঘ্রং পশ্য বরং যোগ্যং নবযৌবনসংযুতম্ ॥ ১২
ধর্ম্মশীলং সত্যসন্ধং নারায়ণপরায়ণম্।
বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞঞ্চ পণ্ডিতং সুন্দরং শুভম্ ॥ ১৩
শান্তং দান্তং ক্ষমাশীলং গুণিনং চিরজীবিনম্।
মহাকুলপ্রসূতঞ্চ সর্ব্বত্রৈব প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৪
করোমি রাজপুত্রঞ্চেদ্রণশাস্ত্রবিশারদম্।
মহারথং প্রতাপার্হং রণমূর্দ্ধ্নি চ সুস্থিরম্ ॥ ১৫
করোমি দেবপুত্রঞ্চেদেবং গুণযুতং তথা।
করোমি মুনিপুত্রঞ্চেচ্চতুর্ব্বেদবিশারদম্।
যাবদূকং বিচারজ্ঞং সিদ্ধান্তেষু নিতান্তকে ॥ ১৬
নৃপেন্দ্রবচনং শ্রুত্বা তমুবাচ মুনেঃ সুতঃ।
গৌতমস্য শতানন্দো বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ১৭
আপ্তঃ প্রতপ্তা বিজ্ঞশ্চ ধর্ম্মী কুলপুরোহিতঃ।
পৃথিব্যাং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞো নিষ্ণাতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ১৮

শতানন্দ উবাচ।

রাজেন্দ্র ত্বঞ্চ ধর্ম্মজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
পূর্ব্বাখ্যানঞ্চ বেদোক্তং কথয়ামি নিশাময় ॥ ১৯
ভুবো ভারাবতরণে স্বয়ং নারায়ণো ভুবি।
বসুদেবসুতঃ শ্রীমান্ পরিপূর্ণতমঃ প্রভুঃ ॥ ২০
বিধাতুশ্চ বিধাতা চ ব্রহ্মেশশেষবন্দিতঃ।
জ্যোতিঃস্বরূপঃ পরমো ভক্তানুগ্রহবিগ্রহঃ ॥ ২১
পরমাত্মা চ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং প্রকৃতেঃ পরঃ।
নির্লিপ্তশ্চ নিরীহশ্চ সাক্ষী চ সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ২২
রাজেন্দ্র তস্মৈ কন্যাঞ্চ পরিপূর্ণতমায় চ।
দত্ত্বা যাস্যসি গোলোকং পিতৃভিঃ শতকৈঃ সহ ॥
লভ সারূপ্যমুক্তিঞ্চ কন্যাং দত্ত্বা পরত্র চ।
ইহৈব সর্ব্বপূজ্যশ্চ ভব বিশ্বগুরোর্গুরুঃ ॥ ২৪
সর্ব্বস্বং দক্ষিণাং দত্ত্বা মহালক্ষ্মীঞ্চ রুক্মিণীম্।
সমর্পণং কুরু বিভো কুরুষ জন্মখণ্ডনম্ ॥ ২৫
বিধাত্রা লিখিতো রাজন্ সম্বন্ধঃ সর্ব্বসম্মতঃ।
দ্বারকানগরে কৃষ্ণং শীঘ্রং প্রস্থাপয় দ্বিজম্ ॥ ২৬
কৃত্বা শুভক্ষণং পূর্ণং সর্ব্বেষামপি সম্মতম্।
আনীয় পরমাত্মানং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্ ॥ ২৭
ধ্যানানুরোধহেতোশ্চ নিত্যং দেহমনুত্তমম্।
দৃষ্টিমাত্রাং কুরু নৃপ স্বজন্ম-কর্ম্মখণ্ডনম্ ॥ ২৮
যং ন জানন্তি চত্বারো বেদাঃ সন্তশ্চ দেবতাঃ।
সিদ্ধেন্দ্রাশ্চ মুনীন্দ্রাশ্চ দেবা ব্রহ্মাদয়স্তথা।
ধ্যায়ন্তে ধ্যানপূতাশ্চ যোগিনো ন বিদন্তি যম্ ॥২৯
সরস্বতী জড়ীভূতা বেদাঃ শাস্ত্রাণি যানি চ।
সহস্রবক্ত্রঃ শেষশ্চ পঞ্চবক্ত্রঃ স্বয়ং শিবঃ ॥ ৩০
চতুর্ম্মুখো জগদ্ধাতা কুমারঃ কার্ত্তিকস্তথা।
ঋষয়ো মুনয়শ্চৈব ভক্তাঃ পরমবৈষ্ণবাঃ ॥ ৩১
অক্ষমাঃ স্তবনে যস্য ধ্যানাসাধ্যশ্চ যোগিনাম্।
বালকোঽহং মহারাজ তদ্গুণং কথয়ামি কিম্ ॥
শতানন্দবচঃ শ্রুত্বা প্রফুল্লবদনো নৃপঃ।
আলিঙ্গনং দদৌ তস্মৈ সমুত্থায় জবেন চ ॥ ৩৩
নানারত্নং সুবর্ণঞ্চ বস্ত্রঞ্চ রত্নভূষিতম্।
দদৌ তস্মৈ প্রদানঞ্চ প্রসাদসুমুখো নৃপঃ ॥ ৩৪
গজেন্দ্রং তুরগশ্রেষ্ঠং রথঞ্চ মণিনির্ম্মিতম্।
রত্নসিংহাসনং রম্যং ধনঞ্চ বিপুলং তথা ॥ ৩৫
ভূমিঞ্চ সর্ব্বশস্যাঢ্যাং শশ্বদ্বৃত্তিকরীং শুভাম্।
অকৃষ্টসাধ্যাং পূজ্যাঞ্চ গ্রামং সর্ব্বপ্রশংসিতম্ ॥
এতস্মিন্নন্তরে রুক্মী চুকোপ নৃপনন্দনঃ।
কম্পিতো ঘর্ম্মযুক্তশ্চ রক্তাস্যো রক্তলোচনঃ ॥ ৩৭
উবাচ পিতরং বিপ্রং সভায়ামস্থিরস্তথা।
উত্থায় তিষ্ঠন্ পুরতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ সভাসদাম্ ॥ ৩৮

রুক্মিরুবাচ।

শৃণু রাজেন্দ্র বচনং হিতং তথ্যং প্রশংসিতম্।
ত্যজ বাক্যং ভিক্ষুকানাং বিপ্রাণাং লোভিনামহো
নর্ত্তকানাঞ্চ বেশ্যানাং ভট্টানামর্থিনামপি।
কায়স্থানাঞ্চ ভিক্ষূনামসত্যং বচনং সদা ॥ ৪০
ঘটকানাং নাটকানাং স্ত্রীলুব্ধানাঞ্চ কামিনাম্।
দরিদ্রাণাঞ্চ মূর্খানাং স্তুতিপূর্ব্বং বচঃ সদা ॥ ৪১
নিহত্য কালযবনং রাজেন্দ্রং পরতো ধিয়া।
উপায়েন মহারাজ লব্ধং কৃষ্ণেন তদ্ধনম্ ॥ ৪২
দ্বারকায়াং ধনী কৃষ্ণো যবনস্য ধনেন চ।

জরাসন্ধভয়েনৈব সমুদ্রাভ্যন্তরে গৃহী ॥ ৪৩
জরাসন্ধশতঞ্চৈব ক্ষণেনৈব চ লীলয়া।
ক্ষমোঽহং হন্তুমেকাকী রাজ্ঞশ্চান্যস্য কা কথা ॥
দুর্ব্বাসসশ্চ শিষ্যোঽহং রণশাস্ত্রবিশারদঃ।
ধ্রুবং পাশুপতেনৈব বিশ্বং সংহর্ত্তুমীশ্বরঃ ॥ ৪৫
মৎসমঃ পশু রামশ্চ শিশুপালশ্চ মৎসমঃ।
সথা চ বলবান্ শূরঃ স্বর্গং জেতুং স চ ক্ষমঃ।
মহেন্দ্রং সগণং জেতুমহমীশঃ ক্ষণেন চ ॥ ৪৬
জিত্বা যুদ্ধে জরাসন্ধং দুর্ব্বলং যোজিতং নৃপ।
অহঙ্কারযুতঃ কৃষ্ণো বীরত্বং * মন্যতে ধিয়া ॥ ৪৭
যদ্যায়াস্যতি যদ্গ্রামং বিবাহং কর্ত্তুমীপ্সিতম্।
ধ্রুবং প্রস্থাপয়িষ্যামি ক্ষণেন যমমন্দিরম্ ॥ ৪৮
অহো নন্দস্য বৈশ্যস্য তস্মৈ গোরক্ষকায় চ।
সাক্ষাজ্জারায় গোপীনাং গোপালোচ্ছিষ্টভোজিনে
করোষি কন্যাং স্বীকারং দেবযোগ্যাঞ্চ রুক্মিণীম্।
দাতুমিচ্ছসি বাক্যেন ভিক্ষুকস্য দ্বিজস্য চ ॥ ৫০
ধনলুব্ধস্য ভ্রান্তস্য কৃচ্ছ্রাৎ প্রাপ্তধনস্য চ।
রাজেন্দ্র বুদ্ধিহীনোঽসি বচনাৎ পণ্ডালস্য চ ॥ ৫১
ন রাজপুত্রো ন শূরো ন কুলীনশ্চ ন শুচিঃ।
ন দাতা ন ধনাঢ্যশ্চ ন যোগ্যো ন জিতেন্দ্রিয়ঃ
কন্যাং দেহি সুপাত্রায় শিশুপালায় ভূমিপ।
বলেন রুদ্রতুল্যায় রাজেন্দ্রতনয়ায় চ ॥ ৫৩
নিমন্ত্রণং কুরু নৃপ নানাদেশোদ্ভবান্ নৃপান্
বান্ধবাংশ্চ মুনীন্দ্রাংশ্চ পত্রদ্বারা ত্বরান্বিতঃ ॥ ৫৪
অঙ্গং কলিঙ্গং মগধং সৌরাষ্ট্রং বদনং † গুরুম্।
রাঢ়ং বারেন্দ্রং বঙ্গঞ্চ গুর্জ্জরাটিঞ্চ পেটরম্ ॥ ৫৫
মহারাষ্ট্রং বিরাটঞ্চ মঙ্গলঞ্চ ‡ সুবঙ্গকম্।
ভল্লূকং ভল্লকং খর্ব্বং দুর্গং প্রস্থাপয় দ্বিজম্ ॥ ৫৬
ঘৃতকুল্যাসহস্রঞ্চ মধুকুল্যাসহস্রকম্।
দধিকুল্যাসহস্রঞ্চ দুগ্ধকুল্যাসহস্রকম্ ॥ ৫৭
তৈলকুল্যাপঞ্চশতং গুড়কুল্যাদ্বিলক্ষকম্।
শর্করাণাং রাশিশতং মিষ্টান্নানাং চতুর্গুণম্ ॥ ৫৮
যবগোধূমচূর্ণানাং পিষ্টরাশিশতং ততঃ।
পৃথুকানাং রাশিলক্ষমন্নানাং তচ্চতুর্গুণম্ ॥ ৫৯

গবাং লক্ষং ছেদনঞ্চ হরিণানাং দ্বিলক্ষকম্।
চতুর্লক্ষং শশানাঞ্চ কূর্ম্মাণাঞ্চ তথা কুরু ॥ ৬০
দশলক্ষং ছাগলানামবীনাং তচ্চতুর্গুণম্।
পর্ব্বণি গ্রামদেব্যৈ চ বলিং দেহি চ ভক্তিতঃ ॥ ৬১
এতেষাং মাংসপক্কঞ্চ ভোজনার্থঞ্চ কারয়।
পরিপূর্ণং ব্যঞ্জনানাং সামগ্রীং কুরু ভূমিপ ॥ ৬২
অথ শ্রুত্বা চ তদ্বাক্যং রাজেন্দ্রঃ সপুরোহিতঃ।
চকার মন্ত্রণাং তূর্ণং নির্জ্জনে মন্ত্রিণা সহ ॥ ৬৩
দ্বিজং প্রস্থাপয়ামাস দ্বারকাং যোগ্যমীপ্সিতম্।
কৃত্বা চ শুভলগ্নঞ্চ সর্ব্বেষামভিবাঞ্ছিতম্ ॥ ৬৪
রাজা সন্তুষ্টসন্তারো বভূব সত্বরং মুদা।
নিমন্ত্রণঞ্চ সর্ব্বত্র চকার চ সুতাজ্ঞয়া ॥ ৬৫
বিপ্র সুধর্ম্মাং সম্প্রাপ্তো নৃপৈর্দেবৈশ্চ বেষ্টিতাম্।
প্রদদৌ পত্রিকাং ভদ্রামুগ্রসেনায় ভূভৃতে ॥ ৬৬
প্রফুল্লবদনো রাজা শ্রুত্বা পত্রং সুমঙ্গলম্।
সুবর্ণানাং সহস্রঞ্চ ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা ॥ ৬৭
দুন্দুভিং বাদয়ামাস দ্বারকায়াঞ্চ সর্ব্বতঃ।
দেবানন্যান্ নৃপাংশ্চৈব জ্ঞাতিবর্গাংশ্চ বান্ধবান্।
ভট্টাংশ্চ ভিক্ষুকাংশ্চৈব ভোজয়ামাস সাদরম্ ॥ ৬৮
শ্রীকৃষ্ণস্য সুবেশঞ্চ কারয়ামাস ভূপতিঃ।
অতীবরম্যমতুলং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্ ॥ ৬৮
যাত্রাঞ্চ কারয়ামাস জগতাং প্রবরং বরম্।
বেদমন্ত্রেণ রম্যেণ মাহেন্দ্রে সুমনোহরে ॥ ৭০
আদৌ ব্রহ্মা রথস্থশ্চ সাবিত্র্যা সহিতো যযৌ।
রথস্থশ্চ মহাহৃষ্টো ভবান্যা চ ভবঃ স্বয়ম্ ॥ ৭১
শেষশ্চাপি দিনেশশ্চ গণেশশ্চাপি কার্ত্তিকঃ।
মহেন্দ্রশ্চ তথা চন্দ্রো বরুণঃ পবনস্তথা।
কুবেরশ্চ যমো ঽগ্নিশ্চ ঈশানোঽপি যযৌ মুদা ॥ ৭২
দেবানাঞ্চ ত্রিকোট্যশ্চ মুনীনাং ষষ্টিকোটয়ঃ।
রাজেন্দ্রাণাং ত্রিলক্ষঞ্চ শ্বেতচ্ছত্রসমন্বিতম্ ॥ ৭৩
উগ্রসেনো বভৌ রাজা নক্ষত্রেষু যথা শশী।
যযৌ প্রসন্নবদনঃ কুণ্ডিনাভিমুখো বলী ॥ ৭৪
রত্ননির্ম্মাণযানেন বলদেবো মহাবলঃ।
বসুদেবশ্চোদ্ধবশ্চ নন্দোঽক্রূরশ্চ সাত্যকিঃ ॥ ৭৫
গোপালা যাদবেন্দ্রাশ্চ চন্দ্রবংশ্যাশ্চ তে যযুঃ।
ধৃতরাষ্ট্রসুতাঃ সর্ব্বে দুর্য্যোধনপুরোগমাঃ ॥ ৭৬
যুধিষ্ঠিরস্তথা ভীমঃ ফাল্গুনো নকুলস্তথা।
সহদেবশ্চ যানৈশ্চ প্রযযুঃ পঞ্চ পাণ্ডবাঃ ॥ ৭৭

* বীরং স্বমিত্যপি পাঠঃ।
† বল্কলমিত্যপি পাঠঃ।
‡ মুদ্গালঞ্চেতি পাঠান্তরম্।

ভীষ্মো দ্রোণোঽপি কর্ণশ্চাপ্যশ্বত্থামা মহাবলঃ।
কৃপাচার্য্যশ্চ শকুনিঃ শল্যশ্চ প্রযযৌ মুদা॥ ৭৮
ভট্টানাঞ্চ ত্রিকোট্যশ্চ বিপ্রাণাং শতকোটয়ঃ।
সন্ন্যাসিনাং সহস্রঞ্চ যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্॥ ৭৯
দ্বিসহস্রং জিতক্রোধা অবধূতাস্তথৈব চ।
উৎপলানাং সহস্রঞ্চ সহস্রং পুষ্পকারিণাম্॥ ৮০
নানাশিল্পকরৈশ্চৈব বিচিত্রং চিত্রমেব চ।
লক্ষঞ্চ বাদ্যভাণ্ডানাং নর্ত্তকানাঞ্চ লক্ষকম্।
গন্ধর্ব্বাণাং গায়নানাং লক্ষমেব তু নারদ॥ ৮১
অত্র কল্পে ভবানেব গন্ধর্ব্বশ্চোপবর্হণঃ।
পঞ্চাশৎকামিনীভিশ্চ ত্বমেব তেষু মধ্যগঃ॥ ৮২
বিদ্যাধরীণাং লক্ষঞ্চ লক্ষমপ্সরসাং তথা।
কিন্নরীণাং ত্রিলক্ষঞ্চ গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ লক্ষকম্॥৮৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে রুক্মিণ্যুদ্বাহে পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১০৫॥

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে রাজা ককুদ্মাংশ্চ মহাবলঃ।
বরার্থং কন্যকায়াশ্চ ব্রহ্মলোকাৎ সমাগতঃ॥ ১
প্রদদৌ রেবতীং কন্যাং শশ্বৎসুস্থিরযৌবনাম্।
অমূল্যরত্নভূষাঢ্যাং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভাম্।
বরায় বলদেবায় সম্প্রদানেন কৌতুকাৎ॥ ২
বয়ো যস্যা গতং সত্যং যুগানাং সপ্তবিংশতিঃ।
দত্ত্বা কন্যাং বিধানেন মুনিদেবেন্দ্রসংসদি॥ ৩
গজেন্দ্রাণাং ত্রিলক্ষঞ্চ জামাত্রে যৌতুকং দদৌ।
দশলক্ষং তুরঙ্গাণাং রথানাং লক্ষমেব চ॥ ৪
রত্নালঙ্কারযুক্তানাং দাসীনাঞ্চাপি লক্ষকম্।
মণিলক্ষং রত্নলক্ষং স্বর্ণকোটিঞ্চ সাদরম্।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকং রম্যং মুক্তামাণিক্য-হীরকম্॥৫
দত্ত্বা কন্যাঞ্চ রাজেন্দ্রো বলায় বলশালিনে।
রত্নেন্দ্রসারযানেন তৈঃ সার্দ্ধং পুনঃ যযৌ॥৬
অথান্তরে চ নির্ব্বন্ধে মাঙ্গে মঙ্গলকর্ম্মণি।
রেবতীং বেশয়ামাস যোষিতাং কমলা কলাম্॥৭
দেবকী রোহিণী রম্যা যশোদা নন্দগেহিনী।
অদিতিশ্চ দিতিঃ শান্তির্জয়ং কৃত্বা চ মন্দিরম্॥৮
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস দদৌ তেভ্যো ধনং মুদা।
মঙ্গলং কারয়ামাস বসুদেবস্য বল্লভা॥ ৯
অথ দেবাশ্চ মুনয়ো রাজেন্দ্রাঃ কটকৈঃ সহ।
সম্প্রাপুর্লীলামাত্রেণ কুণ্ডিনং নগরং মুদা॥ ১০
দদৃশুর্নগরং সর্ব্বে অতীব সুমনোহরম্।
সপ্তভিঃ পরিখাভিশ্চ গভীরাভিশ্চ বেষ্টিতম্॥১১
প্রাকারৈঃ সপ্তভির্যুক্তং দ্বারাণাং শতকৈস্তথা।
নানারত্নৈশ্চ মণিভির্নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা॥ ১২
নগরস্য বহির্দ্বারং দদৃশুর্ব্বরযাত্রিণঃ।
রক্ষিতং রক্ষকৈঃ সার্দ্ধং চতুর্ভিশ্চ মহারথৈঃ॥১৩
রুক্মিশ্চ শিশুপালশ্চ দন্তবক্রো মহাবলী।
শাম্বো মায়াবিনাং শ্রেষ্ঠো যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদঃ॥১৪
নানাশস্ত্রৈস্তথাস্ত্রৈশ্চ রথস্থশ্চ রণোন্মুখঃ।
বিলোক্য কৃষ্ণসৈন্যঞ্চ চুকোপ নৃপনন্দনঃ॥ ১৫
উবাচ নিষ্ঠুরং বাক্যং শ্রুতিতীক্ষ্ণং সুদুষ্করম্।
উপহস্য মুনীন্দ্রাংশ্চ দেবাংশ্চ নৃপপুঙ্গবান্॥ ১৬

রুক্মিরুবাচ।

অহো কালকৃতং কর্ম্ম দৈবঞ্চ কেন বার্য্যতে।
কিং বাহং কথয়িষ্যামি দেবেন্দ্রাণাঞ্চ সংসদি॥১৭
গ্রহীতুং রুক্মিণীং কন্যাং দেবযোগ্যাং মনোহরাম্
আয়াতি দেবৈর্মুনিভির্নন্দস্য পশুরক্ষকঃ॥ ১৮
সাক্ষাজ্জারশ্চ গোপীনাং গোপালোচ্ছিষ্টভোজকঃ*
জাতেশ্চ নির্ণয়ো নাস্তি ভক্ষ্য-মৈথুনয়োস্তথা॥ ১৯
কিমু রাজেন্দ্রপুত্রশ্চ কিন্নু বা মুনিপুঙ্গবঃ।
বাসুদেবঃ ক্ষত্রিয়শ্চ ভক্ষণং বৈশ্যমন্দিরে॥ ২০
শিশুকালে চ স্ত্রীহত্যা কৃতানেন দুরাত্মনা।
কুব্জা মৃতা চ সম্ভোগাদ্বাসসি রজকো মৃতঃ॥ ২১
রাজেন্দ্রস্য বধে দুষ্টো ব্রহ্মহত্যাং লভেদ্ধ্রুবম্।
মথুরায়াঞ্চ ধর্ম্মিষ্ঠঃ সদ্যঃ কংসো নিপাতিতঃ॥২২

শাম্ব উবাচ।

যদুক্তং রুক্মিণা দেবাঃ কিমসত্যঞ্চ তত্র বৈ।
কো বায়ং রুক্মিণীভর্ত্তা নন্দস্য পশুরক্ষকঃ॥ ২৩

শিশুপাল উবাচ।

অহো ভুবি কিমাশ্চর্য্যং দেবা ব্রহ্মাদয়স্তথা।
মুনীন্দ্রা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রাশ্চাযযুর্মানবাঞ্ছয়া॥ ২৪

---

* গোপীচ্ছিষ্টান্নভোজক ইত্যপি ক্বচিৎ পাঠঃ।

দন্তবক্র উবাচ।
সততং ব্রাহ্মণা লুব্ধা দেবাশ্চ ভক্তবৎসলাঃ।
আযযুর্ব্রহ্মপুত্রাশ্চ নন্দপুত্রাজ্ঞয়া কথম্ ॥ ২৫
তেষাঞ্চ বচনং শ্রুত্বা চুকোপ দেবসত্তমঃ।
মুনিরাজেন্দ্রসঙ্ঘশ্চ লাঙ্গলী যাদবস্তথা ॥ ২৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে রুক্মিণ্যুদ্বাহে ষড়ধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৬ ॥

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

নারায়ণ উবাচ।
অথ কোপপরীতশ্চ বলদেবো মহাবলঃ।
হলেন রুক্মিযানঞ্চ বভঞ্জ মুনিপুঙ্গব ॥ ১
ঘোটকান্ সারথিঞ্চৈব নিহত্য জগতাং পতিঃ।
ভূমিষ্ঠঞ্চাপি পাপিষ্ঠং রুক্মিং হন্তুং জগাম সঃ ॥ ২
রুক্মিশ্চ শরজালেন কারয়ামাস লীলয়া।
নাগাস্ত্রং যোজয়ামাস বদ্ধং হলিনমীশ্বরম্ ॥ ৩
নাগাস্ত্রং গারুড়েনৈব সঞ্জহার হলী স্বয়ম্।
জগ্রাহ কোপাক্রান্তী চ পরং পাশুপতং মুনে।
অব্যর্থং বৈরিমর্দ্দঞ্চ শতসূর্য্যসমপ্রভম্ ॥ ৪
অভিতো হলিনা রুক্মী জৃম্ভণাস্ত্রেণ জৃম্ভিতঃ।
ভূমিষ্ঠঃ স্থাণুবদ্রুক্মী নিদ্রাস্ত্রেণৈব নিদ্রিতঃ ॥ ৫
শাল্বস্তং নিদ্রিতং দৃষ্ট্বা শতবাণং মুমোচ তম্।
শরবৃষ্টিং শিলাবৃষ্টিং জলবৃষ্টিং চকার চ ॥ ৬
জ্বলদঙ্গারবৃষ্টিঞ্চ শরবৃষ্টিং ক্ষণেন চ ॥ ৬
বলাস্ত্রাস্ত্রেণ সর্ব্বাণি বারয়ামাস লাঙ্গলী।
হলেন তদ্রথং চূর্ণং চকার রণমধ্যতঃ ॥ ৭
ঘোটকান্ সারথিঞ্চৈব জঘান চাবলীলয়া।
কোপাকুলেন তং হন্তুং বাগ্ বভূবাশরীরিণী ॥ ৮
ত্যজ শাল্বং কৃষ্ণবধ্যং তব কিং পৌরুষং রণে।
যস্য মূর্দ্ধ্নি চ ব্রহ্মাণ্ডং শূর্পে চ সর্ষপং যথা ॥ ৯
তচ্ছ্রুত্বা বলদেবশ্চ হলেন তস্য মস্তকম্।
চকার তূর্ণং ব্যথিতং পপাত রণমূর্দ্ধনি ॥ ১০
শাল্বস্য পতনং দৃষ্ট্বা শিশুপালো মহাবলঃ।
চকার শরবৃষ্টিঞ্চ জলবৃষ্টিং যথা ভুবি ॥ ১১
হলী তস্য রথং চূর্ণং চকার লাঙ্গলেন চ।
অর্দ্ধচন্দ্রেণ তদ্বাণান্ বারয়ামাস লীলয়া ॥ ১২
তং হন্তুং শঙ্করঃ সাক্ষান্নিষেধঞ্চ চকার তম্।
কৃষ্ণবধ্যং ত্যজ বল পার্ষদপ্রবরং হরেঃ ॥ ১৩
দন্তবক্রস্য দন্তঞ্চ বভঞ্জ স হলেন চ।
প্রবর্ত্তমানং যুদ্ধেন তে সর্ব্বে জহসুশ্চ তম্ ॥ ১৪
বলস্য বিক্রমং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে বীরাঃ পলায়িতাঃ।
চক্রুঃ প্রবেশনং সর্ব্বে কুণ্ডিনং বরযাত্রিণঃ।
এতস্মিন্নন্তরে তত্র শতানন্দো মহামুনিঃ।
কোটিভির্মুনিভিঃ সার্দ্ধমাজগাম হরেঃ পুরঃ ॥ ১৬
বরং প্রবেশয়ামাস শতদ্বারঞ্চ দুর্গমম্।
অগম্যঞ্চাপি শত্রূণাং মিত্রাণাঞ্চ সুখপ্রদম্ ॥ ১৭
দেবকন্যা নাগকন্যা রাজকন্যাস্তথৈব চ।
মুনিকন্যা বরং দ্রষ্টুং সস্মিতাশ্চ সমাযযুঃ ॥ ১৮
দদৃশুর্যোষিতঃ সর্ব্বা নিমেষরহিতেন চ।
প্রসন্নং কারয়ামাস সস্মিতশ্চন্দ্রশেখরঃ ॥ ১৯
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণ-রথস্থং পরমেশ্বরম্।
সর্ব্বেষাং পরমাত্মানং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্ ॥ ২০
নবীনজলদশ্যামং শোভিতং পীতবাসসা।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ২১
রত্নকেয়ূরবলয় রত্নমালাগলোজ্জ্বলম্।
রত্নকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলবিরাজিতম্ ॥ ২২
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণ-রণন্মঞ্জীররঞ্জিতম্।
সস্মিতং মুরলীহস্তং পশ্যন্তং রত্নদর্পণম্ ॥ ২৩
সপ্তভিঃ পার্ষদৈর্গোপৈঃ সেবিতং শ্বেতচামরৈঃ।
নবযৌবনসম্পন্নং শরৎকমললোচনম্ ॥ ২৪
শরৎপূর্ণেন্দুনিন্দাস্যং ভক্তানুগ্রহকাতরম্।
কোটিকন্দর্পসৌন্দর্য্যং সত্যং নিত্যং সনাতনম্ ॥
তীর্থপূতং কীর্ত্তিপূতং ব্রহ্মেশ-শেষবন্দিতম্।
পরমাহ্লাদকং রূপং কোটিচন্দ্রসমপ্রভম্ ॥ ২৬
ধ্যানাসাধ্যং দুরারাধ্যং পরমং প্রকৃতেঃ পরম্।
দূর্ব্বয়া পট্টসূত্রঞ্চ সাররত্নেন্দ্রদর্পণম্ ॥ ২৭
দধানং কর্তৃকাসাধ্যং কদল্যস্ফুটমঞ্জরীম্।
চূড়াং ত্রিবঙ্কিমাকারাং মালতীমাল্যভূষিতাম্।
পুষ্পং নারীপ্রদত্তঞ্চ মুকুটং মস্তকোজ্জ্বলম্ ॥ ২৮
দৃষ্ট্বা বরং যুবত্যশ্চ মূর্চ্ছাং সম্প্রাপুরীশ্বরম্।
রুক্মিণীজীবনং ধন্যং শ্লাঘ্যমিত্যূচুরীপ্সিতম্ ॥ ২৯
জামাতরং সা দদর্শ রাজ্ঞী ভীষ্মককামিনী।
নিমেষরহিতা তুষ্টা প্রসন্নবদনেক্ষণা ॥ ৩০

রাজা প্রসন্নবদনঃ সপাত্রঃ সপুরোহিতঃ।
সমাগত্য সুরান্ বিপ্রান্ ভূপাংশ্চ প্রণনাম সঃ ॥
দদৌ যোগ্যাশ্রমং তেভ্যো ভক্ষ্যপূর্ণং সুধোপমম্
দিবানিশঞ্চাপ্যুবাচ দীয়তাং দীয়তামিতি ॥ ৩২
সুখং নিনায় রজনীং দেবৈশ্চ বান্ধবৈঃ সহ।
বসুদেবঃ প্রভাতে চ প্রাতঃকৃত্যং চকার সঃ ॥ ৩৩
স্নাত্বা সন্ধ্যাদিকং কৃত্বা ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী।
চকার বেদমন্ত্রেণ শুভাধিবাসনং হরেঃ ॥ ৩৪
সম্পূজ্য মাতৃকাঃ সর্ব্বাঃ সাক্ষাচ্চ সর্ব্বদেবতাঃ।
প্রদায় বসুধারাঞ্চ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদিকং শুচিঃ ॥ ৩৫
ব্রাহ্মণং ভোজয়ামাস দেবাংশ্চ বান্ধবাংস্তথা।
বাদ্যঞ্চ বাদয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলম্ ॥ ৩৬
সুবেশং কারয়ামাস বরস্যাতিপ্রশংসিতম্।
সজ্জঞ্চ কারয়ামাস বরযানং সুশোভিতম্ ॥ ৩৭
এবং রাজা ভীষ্মকশ্চ বিবাহার্হঞ্চ মঙ্গলম্।
পুরোহিতৈর্ব্বেদমন্ত্রৈঃ সর্ব্বকর্ম্ম চকার সঃ ॥ ৩৮
মণিরত্নং ধনঞ্চাপি মুক্তা-মাণিক্য-হীরকম্।
ভক্ষ্যদ্রব্যঞ্চ বস্ত্রঞ্চাপ্যুপহারমনুত্তমম্ ॥ ৩৯
ভট্টেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যোঽপি ভিক্ষুকেভ্যো দদৌ মুদা।
বাদ্যঞ্চ বাদয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলম্ ॥ ৪০
সুবেশং কারয়ামাস রুক্মিণ্যাশ্চ মনোহরম্।
রাজ্ঞীভির্মুনিপত্নীভির্বিধানঞ্চ যথোচিতম্ ॥ ৪১
ততঃ শুভক্ষণে প্রাপ্তে মাহেন্দ্রে পরমোদয়ে।
বিবাহোচিতলগ্নে চ লগ্নাধিপতিসংযুতে ॥ ৪২
সদ্গ্রহেক্ষণশুদ্ধে চাপ্যসতাং দৃষ্টিবর্জ্জিতে।
শুভক্ষণে শুভর্ক্ষে চ বিশুদ্ধে চন্দ্রতারয়োঃ ॥ ৪৩
বেধদোষাদিরহিতে শলাকাদিবিবর্জ্জিতে।
দম্পত্যোর্মঙ্গলার্হে চ পরিণামসুখপ্রদে ॥ ৪৪
এবম্ভূতে চ সময়ে ভীষ্মকপ্রাঙ্গণং হরিঃ।
আজগাম সুরৈঃ সার্দ্ধং মুনিবিপ্রপুরোহিতৈঃ ॥ ৪৫
জ্ঞাতিভির্ব্বান্ধবৈঃ সার্দ্ধং পিত্রা মাত্রা নৃপৈস্তথা।
গোপালকৈঃ পার্ষদৈশ্চ বয়স্যৈশ্চ মনোহরৈঃ ॥ ৪৬
ভট্টৈশ্চ গণকৈশ্চৈব জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদৈঃ।
বাদ্যৈর্নানাবিধৈশ্চৈব নর্ত্তকৈর্গায়নৈঃ সহ ॥ ৪৭
নানাশিল্পকরৈশ্চৈব মালাকারৈস্তথোৎপলৈঃ।
বিদ্যাধর্য্যপ্সরোভিশ্চ কিন্নরীভিশ্চ সত্বরম্ ॥ ৪৮
স্থলঞ্চ দদৃশুর্দেবা মুনয়শ্চ নৃপেশ্বরাঃ।
সর্ব্বে সমাগতা যে চ বিবাহদর্শনোৎসুকাঃ ॥ ৪৯
রম্ভাস্তম্ভসহস্রৈশ্চ পট্টসূত্রপরিষ্কৃতৈঃ।
চম্পকানাং চন্দনানাং রসালানাঞ্চ পল্লবৈঃ ॥ ৫০
মাল্যৈর্নানাবিধৈশ্চৈব পীতরক্তাসিতান্বিতৈঃ।
পরিতো মঙ্গলঘটৈঃ ফলপল্লবসংযুতৈঃ ॥ ৫১
কস্তূরীচন্দনাক্তৈশ্চ কুঙ্কুমেন বিরাজিতৈঃ।
পর্ণৈর্লাজৈঃ ফলৈঃ পুষ্পৈর্দূর্ব্বাভিরুপশোভিতৈঃ।
মুনিভির্ব্রাহ্মণৈশ্চৈব রাজেন্দ্রৈরপি বেষ্টিতম্।
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণ-বেদীযুক্তং মনোহরম্ ॥ ৫৩
চর্চ্চিতং চন্দনস্নিগ্ধৈঃ কস্তূরীকুঙ্কুমান্বিতৈঃ।
সুগন্ধশীতমন্দৈশ্চ পবনৈঃ সুরভীকৃতম্ ॥ ৫৪
রত্নানাঞ্চ সহস্রৈশ্চ জ্বলিতং জ্বলদীপকৈঃ।
নানাপ্রকারধূপৈশ্চ গন্ধদ্রব্যৈঃ সুবাসিতম্ ॥ ৫৫
চিত্রৈর্বিচিত্রৈর্বিবিধৈঃ শিল্পিনাং পুষ্পকারিণাম্।
পরীতং পরিতশ্চৈব শোভনার্হৈঃ সুশোভিতম্ ॥
গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ সঙ্গীতৈর্মধুরৈর্মাধুরীকৃতম্।
বিদ্যাধরীণাং বৃন্দৈশ্চ নর্ত্তকানাঞ্চ শিল্পিনাম্ ॥ ৫৭
তত্র নিশ্চেষ্টচিত্রৈশ্চ জনরাজিবিরাজিতম্।
গুপ্তদ্বারৈর্গবাক্ষৈশ্চ যুবতীভিশ্চ বীক্ষিতম্ ॥ ৫৮
মঙ্গলেন ঘটেনৈব বিদুষা চ পুরোধসা।
কুশহস্তেন ভূপেন ভূষিতং দানবস্তুনা ॥ ৫৯
দৃষ্ট্বা চ প্রাঙ্গণং রাজ্ঞো দেবা ব্রহ্মাদয়স্তথা।
অবরুহ্য রথাৎ তূর্ণং তিষ্ঠন্তি প্রাঙ্গণে মুদা ॥ ৬০
রাজেন্দ্রা যাদবেন্দ্রাশ্চ মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ।
শ্রীকৃষ্ণশ্চাপি ভগবান্ পার্ষদপ্রবরৈঃ সহ ॥ ৬১
তান্ দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় জবেন ভীষ্মকস্তথা।
মূর্দ্ধ্না ববন্দে দেবাংশ্চ মুনীন্দ্রাংশ্চ নৃপাংস্তথা ॥ ৬২
রত্নসিংহাসনেষ্বেব সুরম্যেষু পৃথক্ পৃথক্।
ক্রমতো বাসয়ামাস সম্পূজ্য সাদরেণ চ ॥ ৬৩
রাজা তুষ্টাব ভক্ত্যা চ তান্ সর্ব্বান্ ভক্তিপূর্ব্বকম্
বসুদেবং বাসুদেবং সাশ্রুনেত্রঃ পুটাঞ্জলিঃ ॥ ৬৪

ভীষ্মক উবাচ।

অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্।
বভূব জন্মকোটীনাং কর্ম্মমূলনিকৃন্তনম্ ॥ ৬৫
স্বয়ং বিধাতা জগতাং প্রদাতা সর্ব্বসম্পদাম্।
স্বপ্নে যৎপাদপদ্মঞ্চ দ্রষ্টুং নৈব ক্ষমঃ প্রভো ॥ ৬৬
তপসাং ফলদাতা চ ন স্রষ্টা প্রাঙ্গণে মম।
আত্মারামেষু পূর্ণেষু শুভাপ্রশ্নমনীপ্সিতম্ ॥ ৬৭

যোগীন্দ্রৈরপি সিদ্ধেন্দ্রৈঃ সুরেন্দ্রৈশ্চ মুনীন্দ্রকৈঃ।
ধ্যানাদৃষ্টশ্চ যো দেবঃ স শিবঃ প্রাঙ্গণে মম ॥ ৬৮
কালস্য কালো ভগবান্ মৃত্যোর্মৃত্যুশ্চ যঃ প্রভুঃ।
মৃত্যুঞ্জয়শ্চ সর্ব্বেশো নরাণাং দৃষ্টিগোচরঃ ॥ ৬৯
যস্য মূর্দ্ধাং সহস্রেষু মূর্দ্ধ্নি বিশ্বং চরাচরম্।
নাস্ত্যন্তঃ সর্ব্বদেবেষু সোঽনন্তং বৈ প্রাঙ্গণে মম।
সর্ব্বকামপ্রদো যো হি প্রত্যক্ষঃ প্রাঙ্গণে মম ॥৭০
ব্রহ্মপুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ প্রপৌত্রাশ্চাপি বংশজাঃ।
তে সর্ব্বে মদ্গৃহেঽদ্যৈব জ্বলন্তো ব্রহ্মতেজসা ॥
সর্ব্বকামপ্রণীর্যো হি সর্ব্বাগ্রে যস্য পূজনম্।
শ্রেষ্ঠো দেবগণানাঞ্চ স গণেশো মমাঙ্গণে ॥ ৭২
মুনীনাং বৈষ্ণবানাঞ্চ প্রবরো জ্ঞানিনাং গুরুঃ।
সনৎকুমারো ভগবান্ প্রত্যক্ষং প্রাঙ্গণে মম ॥ ৭৩
অহো কল্পান্তপর্য্যন্তং তীর্থপূতো মমাশ্রমঃ।
যেষাং পাদোদকৈস্তীর্থং বিশুদ্ধং তে গৃহে মম ॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তানি তীর্থানি সাগরে।
সাগরে যানি তীর্থানি বিপ্রপাদেষু তানি চ ॥ ৭৫
বিপ্রপাদোদকং পীত্বা যাবৎ তিষ্ঠতি মেদিনী।
তাবৎ পুষ্করপাত্রেষু পিবন্তি পিতরো জলম্ ॥ ৭৬
বিপ্রপাদোদকং পীত্বা দত্ত্বা বিপ্রায় দক্ষিণাম্।
স্নানানাং সর্ব্বতীর্থানাং ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥
নিকৃন্তনঞ্চ বিপদাং ব্যাধিনির্ম্মূলকারণম্।
শুভদং সুখদং সারং বিপ্রপাদোদকং নৃণাম্ ॥ ৭৮
ন গঙ্গাসদৃশং তীর্থং ন দেবো মাধবাৎ পরঃ।
ভক্তো সনৎকুমারান্ন ন হি কল্পতরোস্তরুঃ ॥ ৭৯
ন পুষ্পং পারিজাতাচ্চ ন ব্রতং হরিবাসরাৎ।
পূজনে ন হি পূতঞ্চ পত্রঞ্চ তুলসীপরম্ ॥ ৮০
ন দেবী প্রকৃতেশ্চাপি নাধারঃ পবনাৎ পরঃ।
ন হি স্থূলো মহাবিষ্ণোর্ন সূক্ষ্মং পরমাণুতঃ ॥ ৮১
ন ব্রাহ্মণাৎ পরঃ পূতো নাশ্রমশ্চ ন তীর্থকম্।
ন দেবঃ কেশবাৎ কোঽপি চেত্যাহ কমলোদ্ভবঃ
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদীনাং প্রকৃতেশ্চ পরঃ প্রভুঃ।
ধ্যানাসাধ্যো দুরারাধ্যো যোগিনামপি নিশ্চিতম্ ॥
নির্গুণশ্চ নিরাকারো ভক্তানুগ্রহবিগ্রহঃ।
স এব চক্ষুষোর্নৃণাং সাক্ষাদ্দেবো হি মদ্গৃহে ॥
দেবৈর্ব্রহ্মেশশেষৈশ্চ ধ্যাতং যৎপাদপদ্মকম্।
ধনেশেন গণেশেন দিনেশেনাপি দুর্লভম্ ॥ ৮৫
ইত্যুক্ত্বা ভীষ্মকঃ কৃষ্ণং সমানীয় স্বয়ং পুরঃ।
তুষ্টাব সামবেদোক্তস্তোত্রেণ পরমেশ্বরম্ ॥ ৮৬

ভীষ্মক উবাচ।

সর্ব্বান্তরাত্মা সর্ব্বেষাং সাক্ষী নির্লিপ্ত এব চ।
কর্ম্মিণাং কর্ম্মণামীশঃ কারণানাঞ্চ কারণম্ ॥ ৮৭
কেচিদ্বদন্তি ত্বামেকং জ্যোতীরূপং সনাতনম্।
কেচিচ্চ পরমাত্মানং জীববৎ প্রতিবিম্বকম্ ॥ ৮৮
কেচিৎ প্রাকৃতিকং জীবং সগুণং ভ্রান্তবুদ্ধয়ঃ।
জ্যোতিরভ্যন্তরে নিত্যদেহরূপং সনাতনম্।
কস্মাৎ তেজঃ প্রভবতি সাকারমীশ্বরং বিনা ॥ ৮৯
এবং শ্রুত্বা স আচান্তঃ স্মরন্ বিষ্ণুং নারদ।
পাদ্যং পদ্মার্চ্চিতে পাদ-পদ্মে চায়ং দদৌ মুদা ॥
অর্ঘ্যঞ্চ প্রদদৌ তত্র পুষ্পদূর্ব্বাক্ষতান্বিতম্।
মধুপর্কঞ্চ সুরভিং সর্ব্বাঙ্গে গন্ধচন্দনম্ ॥ ৯১
যৎ প্রদত্তং মহেন্দ্রেণ শুভকর্ম্মণি যৌতুকম্।
পারিজাতস্য মাল্যঞ্চ জামাতুশ্চ গলে দদৌ ॥ ৯২
কুবেরেণ চ যদ্দত্তমমূল্যরত্নভূষণম্।
চকার বরণং তস্য স রাজা ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ৯৩
বহ্নিশুদ্ধাংশুকযুগং যদ্দত্তং বহ্নিনা পুরা।
দদৌ তদেব কৃষ্ণায় পরিপূর্ণতমায় চ ॥ ৯৪
জ্বলিতং রত্নমুকুটং যদ্দত্তং বিশ্বকর্ম্মণা।
দদৌ তন্মস্তকে রাজা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৯৫
ধূপং রত্নপ্রদীপঞ্চ নৈবেদ্যং সুমনোহরম্।
নানাপ্রকারং পুষ্পঞ্চ রত্নসিংহাসনং দদৌ ॥ ৯৬
সপ্ততীর্থোদকৈশ্চৈব পুনরাচমনীয়কম্।
তাম্বূলঞ্চ পরং রম্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্ ॥ ৯৭
শয্যাং রতিকরীং রম্যাং পানার্থং বাসিতং জলম্।
কৃত্বা চ পূজনং রাজা পরীহারং চকার তম্।
পুটাঞ্জলিস্ততো রাজা তস্মৈ পুষ্পাঞ্জলিং দদৌ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে রুক্মিণ্যুদ্বাহে সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৭ ॥

অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে দেবী মহালক্ষ্মীশ্চ রুক্মিণী।
আজগাম সভামধ্যে মুনিদেবাদিভির্যুতে ॥ ১
রত্নসিংহাসনস্থা চ রত্নালঙ্কারভূষিতা।

বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা কবরীভারভূষিতা ॥ ২
পশ্যন্তী সস্মিতা সাধ্বী অমূল্যরত্নদর্পণম্।
কস্তূরীবিন্দুভির্যুক্তা স্নিগ্ধচন্দনচর্চ্চিতা।
সিন্দূরবিন্দুনা শশ্বদ্ভালমধ্যস্থলোজ্জ্বলা ॥ ৩
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা শতচন্দ্রসমপ্রভা।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গা মালতীমাল্যশোভিতা।
সপ্তভির্নৃপপুত্রশ্চ সমানীতা চ বালকৈঃ ॥ ৪
দেবেন্দ্রাশ্চ মুনীন্দ্রাশ্চ সিদ্ধেন্দ্রা নৃপপুঙ্গবাঃ।
দদৃশূ রুক্মিণীং দেবীং মহালক্ষ্মীং পতিব্রতাম্ ॥ ৫
সপ্তপ্রদক্ষিণং কৃত্বা প্রণম্য স্বপতিং সতী।
সিষেচ শীততোয়েন স্নিগ্ধচন্দনপল্লবৈঃ ॥ ৬
তাং সিষেচ জগৎকান্তঃ কান্তাং শান্তাঞ্চ সস্মিতাম্।
দদর্শ কান্তঃ কান্তাঞ্চ কান্তা কান্তং শুভক্ষণে ॥ ৭
অথ দেবী পিতুঃ ক্রোড়ে সমুবাস শুভাননা।
লজ্জয়া নম্রবদনা জ্বলন্তী চ স্বতেজসা ॥ ৮
রাজা দেবেশ্বরীং তস্মৈ পরিপূর্ণতমায় চ।
প্রদদৌ সম্প্রদানেন বেদমন্ত্রেণ নারদ ॥ ৯
বসুদেবাজ্ঞয়া কৃষ্ণঃ স্বস্তীত্যুক্ত্বা স্থিতো মুদা।
জগ্রাহ দেবীং দেবশ্চ ভবানীঞ্চ ভবো যথা ॥ ১০
সুবর্ণানাং পঞ্চলক্ষং কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
দক্ষিণাঞ্চ দদৌ রাজা পরিপূর্ণতমায় চ ॥ ১১
শুভকর্ম্মণি নিষ্পন্নে কৃত্বা কন্যাঞ্চ বক্ষসি।
রুরোদ রাজা মোহেন মুনিদেবেন্দ্রসংসদি ॥ ১২
পরিহারেণ বচসা কৃত্বা তস্মৈ সমর্পণম্।
সিষেচ কন্যাং ধন্যাঞ্চ নেত্রযুগ্মজলেন চ ॥ ১৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে রুক্মিণ্যুদ্বাহে রুক্মিণীসম্প্রদানং নামাষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৮ ॥

নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে রাজ্ঞী রুক্মিণীজননী শুভা।
পতিপুত্রবতীভিশ্চ সাধ্বীভিঃ সহিতা মুদা ॥ ১
আগত্যমঙ্গলং কৃত্বা তত্র নির্ম্মঞ্ছনাদিকম্।
দম্পতী বেশয়ামাস রত্ননির্ম্মাণমন্দিরম্ ॥ ২
নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্যং হীরাহারেণ ভূষিতম্।
মুক্তা-মাণিক্যরত্নেন সুদীপ্তং দর্পণেন চ ॥ ৩
দদর্শ কৃষ্ণস্তত্রৈব দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্।
সরস্বতীঞ্চ সাবিত্রীং রতিঞ্চ রোহিণীং সতীম্ ॥ ৪
দেবপত্নীং রাজপত্নীং মুনিপত্নীং পতিব্রতাম্।
রত্নসিংহাসনস্থাঞ্চ রত্নভূষণভূষিতম্ ॥ ৫
উত্তস্থুস্তঞ্চ দৃষ্ট্বা চ শ্রীকৃষ্ণং জগতীপতিম্।
রত্নসিংহাসনে রম্যে বাসয়ামাস তং মুদা ॥ ৬
স্তুতিং চক্রুর্দেবপত্ন্যো মুনিপত্ন্যশ্চ মাধবম্।
পুটাঞ্জলিযুতাস্তত্র ক্রমেণ চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৭
ভোজয়ামাস রাজ্ঞী চ বরেণ সহ কন্যকাম্।
সকর্পূরং সতাম্বূলং প্রদদৌ বাসিতং জলম্ ॥ ৮
দুর্গা কৃষ্ণায় প্রদদৌ তত্র মঙ্গলপত্রিকাম্।
সর্ব্বাসামাজ্ঞয়া দেবী পঠেতি তমুবাচ সা ॥ ৯
পপাঠ পত্রিকাং কৃষ্ণো দেবীসংসদি সস্মিতঃ।
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী রাধিকা সতী ॥ ১০
তুলসী পৃথিবী গঙ্গারুন্ধতী যমুনাদিতিঃ।
শতরূপা চ সীতা চ দেবহূতিশ্চ মেনকা ॥ ১১
দেব্যশ্চৈতা দম্পতীনাং কুর্ব্বন্তু মঙ্গলং পরম্।
পপাঠ চেতি কৃষ্ণশ্চ শুশ্রুবুর্জহসুশ্চ তাঃ ॥ ১২

পার্ব্বত্যুবাচ।

রুক্মিণীং রুক্মিণীকান্ত ত্বাং পশ্যন্তীঞ্চ সস্মিতাম্
পশ্য প্রৌঢ়াং রূপবতীং সুন্দরীং নবযৌবনাম্ ॥

শচ্যুবাচ।

তব যোগ্যা চ যুবতী রত্নভূষণভূষিতা।
ত্বাং প্রার্থয়ন্তী সুচিরমবমত্যান্যমীশ্বরম্ ॥ ১৪

সাবিত্র্যুবাচ।

যথা বরস্তথা কন্যা বিধিনা যোজিতা পুরা।
বিদগ্ধায়া বিদগ্ধেন সর্ব্বত্র সঙ্গমঃ শুভঃ ॥ ১৫

রতিরুবাচ।

ঈশ্বরেণ পরীহাসং কা বা কর্ত্তুং ক্ষমা ভুবি।
ধ্যানাসাধ্যো দুরারাধ্যো বরমন্যোঽন্যমীশ্বর ॥ ১৬
সত্যং ব্রূহি জগন্নাথ কামিনীনাঞ্চ সংসদি।
কীদৃশী রাধিকা রম্যা রুক্মিণী বাপি কীদৃশী ॥ ১৭

সরস্বত্যুবাচ।

রাধায়াং যাদৃশী প্রীতী রুক্মিণ্যাং নৈব তাদৃশী।
সা সঙ্গিনী পূর্ব্বকালে সর্ব্বক্রীড়াসু রঙ্গিনী * ॥

---

* বর্দ্ধিনীতি পাঠান্তরম্।

প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবী সা পঞ্চপ্রাণাধিকা সতী।
রুক্মিণী কমলা সাক্ষাৎ সম্পদামধিদেবতা ।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ১৯
বুদ্ধেরপ্যধিকা দেবী দুর্গা নারায়ণী পরা ।
বেদাধিষ্ঠাতৃদেবী ত্বং সাবিত্রী বেদমাতৃকা।
বিদ্যাধিদেবতাহঞ্চ ততোহন্যা সকলা কলা ॥ ২০
ন ব্রহ্মণি শিবে শেষে গণেশে চ দিনেশ্বরে।
ন ভক্তেষু ন পদ্মায়াং ন শিবায়াঞ্চ যা ময়ি।
প্রসাদো যাদৃশস্তস্যামেতেষু চ ন তাদৃশঃ ॥ ২১
ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা সুপুণ্যং ভারতং যতঃ।
তত্র বৃন্দাবনং ধন্যং রাধাপাদাব্জচিহ্নিতম্ ॥ ২২
সর্ব্বাসামপি দেবীনাং রাধা পুণ্যবতী সতী।
রাধাপাদাব্জনখরে দদৌ স্নিগ্ধমলক্তকম্।
অয়মেবমিতি শ্রুত্বা জহসুঃ সর্ব্বযোষিতঃ ॥ ২৩
ধ্যায়ন্তে দূরতঃ সর্ব্বা রাধা বক্ষঃস্থলস্থিতা।
তস্মাদ্রাধাং নমস্কৃত্য তুলনামাপ্স্যতে কিল ॥ ২৪
সরস্বতীবচঃ শ্রুত্বা সাবিত্রী পার্ব্বতী রতিঃ।
অন্যাশ্চ যোষিতঃ সর্ব্বাঃ সাধু সাধ্বিত্যুবাচ হ ॥
লোপামুদ্রানুসূয়া চাপ্যহল্যারুন্ধতী তথা।
সর্ব্বাস্তা মুনিপত্ন্যশ্চ রভসং চক্রুরীশ্বরম্ ॥ ৩৬
অথ দেবাংশ্চ ভূপাংশ্চ মুনীন্দ্রাংশ্চাপি ভীষ্মকঃ।
পূজয়ামাস বিধিনা ভোজয়ামাস সাদরম্ ॥ ২৭
খাদ্যতাং খাদ্যতাং লোকা দীয়তাং দীয়তামিতি।
শব্দো বভূব নগরে বাদ্যসঙ্গীতমঙ্গলৈঃ ॥ ২৮
অথ প্রভাতে ব্রহ্মেশ-শেষাদ্যাস্ত্রিদশাস্তথা।
যানমারোহণং ভূপাশ্চক্রিরে চ ত্বরান্বিতাঃ ॥ ২৯
রাজা মহোগ্রসেনশ্চ বসুদেবস্ত্বরান্বিতঃ।
কারয়ামাস যাত্রাঞ্চ শ্রীকৃষ্ণং রুক্মিণীং সতীম্ ॥ ৩০
সুভদ্রা রুক্মিণীমাতা কন্যাং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
রুরোদোচ্চৈস্তৎসখীভির্বান্ধবৈরিত্যুবাচ সা ॥ ৩১

সুভদ্রোবাচ।

ক্ব যাসি মাং পরিত্যজ্য বৎসে মাতরমীশ্বরি।
কথং জীবামি ত্বাং ত্যক্ত্বা কথং ত্বং বাপি জীবসি
মহালক্ষ্মীর্মম গৃহাৎ কন্যারূপা চ মায়য়া।
বসুদেবালয়ং যাসি বাসুদেবপ্রিয়া সতি।
ইত্যুক্ত্বা কন্যকাং শোকাৎ সিষেচ নেত্রজৈর্জলৈঃ
ভীষ্মকঃ সাশ্রুনেত্রশ্চ কন্যাং কৃষ্ণে সমর্প্য চ।
তঞ্চ কৃত্বা পরীহারং রুরোদোচ্চৈরতীব সঃ ॥ ৩৪
রুরোদ রুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণশ্চাপি মায়য়া।
রথমারোহয়ামাস বসুদেবঃ সুতং বধূম্ ॥ ৩৫
এতস্মিন্নন্তরে রাজা জামাত্রে যৌতুকং দদৌ।
গজেন্দ্রাণাং সহস্রঞ্চ ষড়্গুণঞ্চ তুরঙ্গমম্ ॥ ৩৬
দাসীনাঞ্চ সহস্রঞ্চ কিঙ্করাণাং শতং শতম্।
রত্নানাঞ্চ সহস্রঞ্চ অমূল্যরত্নভূষণম্ ॥ ৩৭
স্বর্ণানাং পরিশুদ্ধানাং পঞ্চলক্ষঞ্চ সাদরম্।
তোয়ভোজনপাত্রাণি কৃতানি বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৩৮
সৌবর্ণানি চ রম্যাণি সুরভীঃ প্রদদৌ মুদা।
ধেনুং দুগ্ধবতীনাঞ্চ সবৎসানাং সহস্রকম্।
অমূল্যানি চ রম্যাণি বহ্নিশুদ্ধাংশুকানি চ ॥৩৯
বসুদেবশ্চোগ্রসেনো দেবৈশ্চ মুনিভিঃ সহ।
প্রহৃষ্টবদনঃ শীঘ্রং দ্বারকাভিমুখং যযৌ ॥ ৪০
প্রবিশ্য স্বপুরং রম্যাং কারয়ামাস মঙ্গলম্।
বাদ্যঞ্চ বাদয়ামাস সুন্দরং সুমনোহরম্ ॥ ৪১
দৈবকী রোহিণী রম্যা যশোদা নন্দগেহিনী।
অদিতিঞ্চ দিতিশ্চৈব তথৈবোদ্ধবকামিনী ॥ ৪২
শ্রীকৃষ্ণং রুক্মিণীং রম্যাং বিলোক্য চ পুনঃপুনঃ।
গৃহং প্রবেশয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলম্ ॥৪৩
চতুর্ব্বিধং ভোজয়িত্বা দেবাংশ্চ মুনিপুঙ্গবান্।
নৃপাংশ্চ বান্ধবাংশ্চৈব পরীহারং চকার সঃ ॥ ৪৪
ভট্টেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যোঽপি দদৌ রত্নাদিকং মুদা।
তাংশ্চাপি ভোজয়ামাস পরিতুষ্টান্ প্রশংসিতান্ ॥
এবং ভুক্ত্বা ধনং লব্ধ্বা যযুঃ সর্ব্বে গৃহং মুদা।
মঙ্গলং কারয়ামাস বসুদেবস্য বল্লভা ॥ ৪৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে রুক্মিণ্যুদ্বাহে নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৯ ॥

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ।

আগতেষু গতেষ্বেবং সাঙ্গে মঙ্গলকর্ম্মণি।
নন্দো যশোদয়া সার্দ্ধং পুত্রাভ্যাসং সমাযযৌ ॥১

যশোদোবাচ।

জ্ঞানঞ্চ ভবতা দত্তং পিত্রে নন্দায় মাধব।
মাঞ্চাপি মাতরং বৎস কৃপাং কুরু কৃপানিধে ॥ ২
মামুদ্ধর মহাভাগ ধরোদ্ধরণকারণ।

ভবাব্ধিতরঙ্গে ভীমে ভীতাঞ্চ পতিতামপি ॥ ৩
মায়াময়ী সা প্রকৃতির্ভবাব্ধিতরণে তরিঃ ।
ত্বমেককর্ণধারশ্চ ভক্তোত্তীর্ণে কৃপাময় ॥ ৪
যশোদা বচনং শ্রুত্বা জহাস পুরুষোত্তমঃ ।
উবাচ মাতরং ভক্ত্যা জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ ॥ ৫

শ্রীভগবানুবাচ ।

জ্ঞানং যোগাত্মকং মাতর্জ্ঞানঞ্চ বিষয়াত্মকম্ ।
জ্ঞানং সিদ্ধাত্মকং শ্রেষ্ঠং মদ্দাস্তকারণং শুভম্ ॥৬
জ্ঞানং পঞ্চবিধং প্রোক্তং সর্ব্বদেবেষু সম্মতম্ ।
ভক্ত্যাত্মকং সর্ব্বপরং তেষাঞ্চ লক্ষণং শৃণু ॥ ৭
ক্ষুৎপিপাসাদিকানাঞ্চ খণ্ডনং স্বান্তশোধনম্ ।
নাড়ীনাং শোধনঞ্চৈব চক্রাণামপি ভেদনম্ ॥ ৮
শক্তিকুণ্ডলিনীযুক্তমীশ্বরং চিন্তয়েৎ ততঃ ।
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ দমনং লোভাদীনাঞ্চ বর্জ্জনম্ ॥ ৯
মূলাধারং স্বাধিষ্ঠানং মণিপুরমনাহতম্ ।
বিশুদ্ধঞ্চ তদাজ্ঞাখ্যং চক্রষট্‌কং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥১০
নারীণামপি দুর্ব্বোধং মূর্খাণাঞ্চ বিশেষতঃ ।
জ্ঞানং যোগাত্মকং সাধ্বি সিদ্ধা যাং সাধ্যমীপ্সিতম্
জন্তূনামপি সর্ব্বেষাং জ্ঞানং স্ববিষয়ে তথা ।
যতঃ সর্ব্বে বিজানন্তি স্বেচ্ছয়া চ মদীয়য়া ॥ ১২
সিদ্ধাত্মকঞ্চ সিদ্ধানাং নিযুক্তং সর্ব্বকর্ম্মসু ।
চতুস্ত্রিংশৎ সুসিদ্ধানাং সাধনং বোধনং তথা ॥১৩
জ্ঞানং মোক্ষাত্মকং শুদ্ধং পরং নির্ব্বাণকারণম্ ।
নিবৃত্তিমার্গমারূঢ়ং ভক্তস্তং নৈব বাঞ্ছতি ॥ ১৪
ভক্ত্যাত্মকঞ্চ যজ্জ্ঞানং তুভ্যং রাধা প্রদাস্যতি ।
তস্যাঞ্চ মানুষং ভাবং ত্যক্ত্বা জ্ঞানং করিষ্যসি ॥
নন্দায় দত্তং যজ্জ্ঞানং তচ্চ তুভ্যং প্রদাস্যতি ।
গচ্ছ নন্দব্রজং মাতর্নন্দেন সহ সাদরম্ ॥ ১৬
ইত্যুক্ত্বা বিনয়ং কৃত্বা জগাম স্বান্তরং হরিঃ ।
নন্দো যশোদয়া সার্দ্ধং প্রযযৌ কদলীবনম্ ॥ ১৭
দদর্শ রাধাং তত্রৈব নিদ্রিতাং ত্যক্তভূষণাম্ ।
দধানাং শুক্লবস্ত্রঞ্চ নিরাহারাং কৃশোদরীম্ ॥ ১৮
পঙ্কস্থে পঙ্কজদলে সজলে চন্দনার্চ্চিতে ।
শয়ানাং শুষ্কিতৌষ্ঠীঞ্চ সাশ্রুনেত্রাঞ্চ মূর্চ্ছিতাম্ ॥
ধ্যায়মানাং পদাম্ভোজং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
বাহ্যজ্ঞানপরিত্যক্তাং তন্নিবিষ্টৈকমানসাম্ ॥ ২০
পশ্যন্তীং সস্মিতং কান্তং পশ্যন্তীং তন্মুখাম্বুজম্ ।
রুদতীঞ্চ হসন্তীঞ্চ স্বপ্নে কান্তসমীপতঃ ॥ ২১

সখীভিঃ পরিতঃ শশ্বৎ সেবিতাং শ্বেতচামরৈঃ ।
দিবানিশং রক্ষিতাঞ্চ গোপীভিঃ শতকোটিভিঃ ॥২২
সাবধানপরাভিশ্চ বেত্রহস্তাভিরীশ্বরীম্ ।
সপ্তদ্বারেষু যুক্তাভিঃ পরিতঃ প্রাঙ্গণেষু চ ॥ ২৩
তাং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং প্রাপ সভার্য্যো নন্দ এব চ ।
ননাম পরয়া ভক্ত্যা দণ্ডবৎ প্রণিপত্য চ ॥ ২৪
নিদ্রাং ত্যক্ত্বা চ সহসা বুবুধে সেশ্বরেচ্ছয়া ।
ক্ষণেন চেতনাং প্রাপ বিষয়জ্ঞানবর্জ্জিতাম্ ॥ ২৫
পুরতো দম্পতী দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ সাদরং সতী ।
উবাচ মধুরঞ্চৈব তত্রৈব সখীসংসদি ॥ ২৬

রাধিকোবাচ ।

কস্ত্বঞ্চাত্র সমায়াতো ব্রূহি বা কিং প্রয়োজনম্ ।
ন চ মে বিষয়জ্ঞানং ন জানামি নরং পশুম্ ॥ ২৭
কিং জলং বা স্থলং কিং বা নক্তং কিং বা দিনং শৃণু ।
স্ত্রিয়ং পুমাংসং ক্লীবং বা নাহং জানামি ভেদকম্
রাধিকাবচনং শ্রুত্বা নন্দশ্চ বিস্ময়ং যযৌ ।
ভীতা যশোদা নিকটং গোপীসম্ভাষিতা যযৌ ॥ ২৯
উবাস নিকটে তস্যাঃ সমুবাচ প্রিয়ং বচঃ ।
উবাস তত্র নন্দশ্চ গোপীদত্তাসনে মুদা ॥ ৩০

যশোদোবাচ ।

চেতানং কুরু রাধে ত্বমাত্মানং রক্ষ যত্নতঃ ।
দ্রক্ষ্যসি প্রাণনাথঞ্চ সম্প্রাপ্তে মঙ্গলে দিনে ॥ ৩১
ত্বত্তো বিশ্বং পবিত্রঞ্চ মঙ্গলঞ্চ সুরেশ্বরি ।
গোপ্যশ্চ পুণ্যবত্যশ্চ শশ্বৎপাদাব্জসেবয়া ॥ ৩২
লোকা গাস্যন্তি ত্বৎকীর্ত্তিং-তীর্থপূতাং সুমঙ্গলাম্ ।
সন্তো বেদাশ্চ চত্বারঃ পুরাণানি পুরাতনীম্ ॥ ৩৩
অহং যশোদা নন্দোঽয়ং বুদ্ধিরূপে নিবোধ মাম্
বৃকভানসুতা ত্বঞ্চ স্বং নিশাময় সুব্রতে ॥ ৩৪
দ্বারকানগরাভদ্রে শ্রীকৃষ্ণসন্নিধানতঃ ।
তবান্তিকমাগতাহং প্রেরিতা হরিণা সতি ॥ ৩৫
শৃণু মঙ্গলবার্ত্তাঞ্চ মঙ্গলঞ্চ গদাভৃতঃ ।
আরাদ্দ্রক্ষ্যসি শ্রীকৃষ্ণং হে দেবি চেতানং কুরু ॥
ভক্ত্যাত্মকং পরং জ্ঞানং দেহি মহ্যঞ্চ সাম্প্রতম্ ।
ত্বদ্ভর্ত্তুরুপদেশেন ত্বৎসমীপং সমাগতৌ ॥ ৩৭
পশ্চাদায়াস্যতি হরিস্তাং মুহূর্ত্তং বরাননে ।
ভবিষ্যত্যচিরেণৈব শ্রীদাম্নঃ শাপমোক্ষণম্ ॥ ৩৮

নারায়ণ উবাচ।
যশোদাবচনং শ্রুত্বা বার্ত্তাং প্রাপ গদাভৃতঃ।
শ্রীকৃষ্ণনামস্মরণাদ্দূরীভূতমমঙ্গলম্‌ ॥ ৩৯
সম্প্রাপ্য চেতনাং রাধা সম্ভাষ্য কৃষ্ণমাতরম্‌।
উবাচ মধুরং শান্তা লৌকিকীং ভক্তিমুত্তমাম্‌ ॥৪০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে রাধাযশোদা-সংবাদে দশাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১০ ॥

একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

রাধিকোবাচ।
জ্ঞানাত্মকশ্চ পরমো ব্রহ্মেশশেষপূজিতঃ।
জ্ঞানঞ্চ ন দদৌ তুভ্যং তন্মূলং প্রোষিতা সতি ॥১
তেনৈব বর্ত্মনা নেতুং ভাবার্থং বোধয়ামি কিম্‌।
বেদাঃ সন্তশ্চ ভাবার্থং নৈব জানন্তি তস্য চ ॥ ২
স্ত্রীজাতিরবলা মূঢ়া বস্তুতোঽজ্ঞানতৎপরা।
ততস্তদ্বিরহেণৈব সততং হতচেতনা ॥ ৩
কিং বাহং কথয়িষ্যামি বিরহজ্বরকাতরা।
কিং বা বিজ্ঞাস্যতি সতী ভবতী কৃষ্ণমাতৃকা ॥ ৪
জ্ঞানং ভগবতা দত্তং নন্দায় চ যদুত্তমম্‌।
তন্নিবোধং পরং ব্রহ্ম হরিণোক্তঞ্চ সাম্প্রতম্‌ ॥ ৫
কিমহং কথয়িষ্যামি জ্ঞানপঞ্চবিধেষু চ।
ভক্ত্যাত্মকং সর্ব্বপরং নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ৬
শ্রীকৃষ্ণস্য বরেণাপি অসাধুরপি নির্ভয়ঃ।
গোলকে চাপি পতনং সম্ভবেচ্চ কুযোগিনঃ ॥ ৭
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য ভজস্ব পরমেশ্বরম্‌।
পুত্রবুদ্ধিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মরূপং নিশাময় ॥ ৮
যশোদে ভবতী সর্ব্বং পরিত্যজ্য চ নশ্বরম্‌।
গত্বা বৃন্দাবনং শুদ্ধং পুণ্যক্ষেত্রঞ্চ ভারতম্‌ ॥ ৯
কৃত্বা ত্রিকালস্নানঞ্চ নির্ম্মলে যমুনাজলে।
কৃত্বাষ্টদলপদ্মঞ্চ স্নিগ্ধেন চন্দনেন চ ॥ ১০
ধ্যানেন গর্গদত্তেন শুদ্ধেন মনুনা সতি।
সম্পূজ্য পরমানন্দং সানন্দং ব্রজ তৎপদম্‌ ॥ ১১
কৃত্বা নিকৃন্তনং কর্ম্ম পিতৃভিঃ শতকৈঃ সহ।
বৈষ্ণবেন সহালাপং কুরুষ সততং সতি ॥ ১২
বরং হুতবহজ্বালাং ভক্তো বাঞ্ছতি পিঞ্জরম্‌।
বরঞ্চ কণ্টকে বাসং বরঞ্চ বিষভক্ষণম্‌ ॥ ১৩
হরিভক্তিবিহীনানাং ন সঙ্গং নাশকারণম্‌।
স্বয়ং নষ্টো ভক্তিহীনো বুদ্ধিভেদং করোতি চ ॥
অঙ্কুরো ভক্তিবৃক্ষস্য ভক্তসঙ্গেন বর্দ্ধতে।
পরং হরিকথালাপ-পীযূষসেচনেন চ ॥ ১৫
অভক্তালাপদীপাগ্নি-জ্বালায়াঃ কলয়াপি চ।
অঙ্কুরং শুষ্কতাং যাতি পুনঃ সেকেন বর্দ্ধতে ॥ ১৬
তস্মাদভক্তসঙ্গঞ্চ সাবধানং পরিত্যজ।
যথা দৃষ্ট্বা কালসর্পং নরো ভীতঃ পলায়তে ॥ ১৭
যশোদে চ প্রযত্নেন আত্মনঃ পুত্রমীশ্বরম্‌।
ভজস্ব পরয়া ভক্ত্যা পরমাত্মানমীশ্বরম্‌ ॥ ১৮
রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ॥ ১৯
ইত্যেকাদশ নামানি পঠেদ্বা পাঠয়েদিতি।
জন্মকোটিসহস্রাণাং পাতকাদেব মুচ্যতে ॥ ২০
রাশব্দো বিশ্ববচনো মশ্চাপীশ্বরবাচকঃ।
বিশ্বানামীশ্বরো যো হি তেন রামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥২১
রমতে রময়া সার্দ্ধং তেন রামং বিদুর্ব্বুধাঃ।
রমাণাং রমণস্থানং রামং নামবিদো বিদুঃ ॥ ২২
রাশ্চেতি লক্ষ্মীবচনো মশ্চাপীশ্বরবাচকঃ।
লক্ষ্মীপতিং গতিং রামং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥২৩
নাম্নাং সহস্রং দিব্যানাং স্মরণে যৎ ফলং ভবেৎ।
তৎ ফলং লভতে নূনং রামোচ্চারণমাত্রতঃ ॥ ২৪
সারূপ্যমুক্তিবচনো নারেতি চ বিদুর্ব্বুধাঃ।
যো দেবোঽপায়নং তস্য স চ নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥
নারাশ্চ কৃতপাপাশ্চাপ্যয়নং গমনং স্মৃতম্‌।
যতো হি গমনং তেষাং সোঽয়ং নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
সকৃন্নারায়ণেত্যুক্ত্বা পুমান্‌ কল্পশতত্রয়ম্‌।
গঙ্গাদিসর্ব্বতীর্থেষু স্নাতো ভবতি নিশ্চিতম্‌ ॥ ২৭
নারঞ্চ মোক্ষণং পুণ্যময়নং জ্ঞানমীপ্সিতম্‌।
তয়োর্জ্ঞানং ভবেদ্যস্মাৎ সোঽয়ং নারায়ণঃ প্রভুঃ
নাস্ত্যন্তো যস্য বেদেষু পুরাণেষু চতুর্ষু চ।
শাস্ত্রেষন্যেষু যোগেষু তেনানন্তং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥ ২৯
মুকুমব্যয়মাত্মঞ্চ নির্ব্বাণমোক্ষবাচকম্‌।
তদ্দদাতি চ যো দেবো মুকুন্দস্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥ ৩০
মুকুং ভক্তিরসপ্রেম-বচনং বেদসম্মতম্‌।
যস্তদ্দদাতি ভক্তেভ্যো মুকুন্দস্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥৩১
সূদনং মধুদৈত্যস্য যস্মাৎ স মধুসূদনঃ।
ইতি সন্তো বদন্তীশং বেদভিন্নার্থমীপ্সিতম্‌ ॥ ৩২

মধু ক্লীবে চ মাধ্বীকে কৃতকর্ম্মশুভাশুভে।
ভক্তানাং কর্ম্মণাঞ্চৈব সূদনং মধুসূদনঃ ॥ ৩৩
পরিণামাশুভং কর্ম্ম ভ্রান্তানাং মধুরং মধু।
করোতি সূদনং যো হি স এব মধুসূদনঃ ॥ ৩৪
কৃষিরুৎকৃষ্টবচনো ণশ্চ সদ্ভক্তিবাচকঃ।
অশ্চাপি দাতৃবচনঃ কৃষ্ণং তেন বিদুর্বুধাঃ ॥ ৩৫
কৃষিশ্চ পরমানন্দে ণশ্চ তদ্দাস্যকর্ম্মণি।
তয়োর্দাতা তয়োর্দেবস্তেন কৃষ্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৬
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতে পাপে * কৃষিঃ ক্লেশে চ বর্ত্ততে
ভক্তানাং ণশ্চ নির্ব্বাণে তেন কৃষ্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
সহস্রনাম্নাং দিব্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা চ যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য তৎ ফলং লভতে নরঃ ॥ ৩৮
কৃষ্ণনাম্নঃ পরং নাম ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
সর্ব্বেভ্যশ্চ পরং নাম কৃষ্ণেতি বৈদিকা বিদুঃ ॥৩৯
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি হে গোপি যস্তং স্মরতি নিত্যশঃ।
জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহম্ ॥ ৪০
কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি সদ্যস্তস্য মহাপাতককোটয়ঃ ॥ ৪১
অশ্বমেধসহস্রেভ্যঃ ফলং কৃষ্ণজপস্য চ।
বরং তেভ্যঃ পুনর্জন্ম নাতো ভক্তঃ পুনর্ভবঃ ॥ ৪২
সর্ব্বেষামপি যজ্ঞানাং লক্ষাণি চ ব্রতানি চ।
তীর্থস্নানানি সর্ব্বাণি তপাংস্যনশনানি চ ॥ ৪৩
বেদপাঠসহস্রাণি প্রাদক্ষিণ্যং ভুবঃ শতম্॥
কৃষ্ণনামজপস্যাস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ৪৪
তেষাং ভোগান্তবেৎ স্বর্গফলঞ্চ সুচিরং নৃণাম্।
স্বর্গাদবশ্যং ধ্বংসশ্চ জপকর্ত্তুর্হরেঃ পদম্ ॥ ৪৫
কে জলে সর্ব্বদেহেঽপি শয়নং যস্য চাত্মনঃ।
বদন্তি বৈদিকাঃ সর্ব্বে তং দেবং কেশবং পরম্ ॥
কংসশ্চ পতিতে বিঘ্নে রোগে শোকে চ দানবে।
তেষামরির্নিহন্তা যঃ স কংসারিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪৭
রুদ্ররূপেণ সংহর্ত্তা বিশ্বানামপি নিত্যশঃ।
ভক্তানাং পাতকানাঞ্চ হরিস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৪৮
কুণ্ঠং জড়ঞ্চ বিশ্বৌঘং বিশিষ্টঞ্চ করোতি যা।
বিকুণ্ঠাং প্রকৃতিং বেদাশ্চত্বারশ্চ বদন্তি তাম্ ॥৪৯
গুণাশ্রয়েণ ভগবাংস্তস্যাং জাতঃ স্বসৃষ্টয়ে।
পরিপূর্ণতমং তেন বৈকুণ্ঠঞ্চ বিদুর্বুধাঃ ॥ ৫০

বামো বিপত্তৌ নচ্ছেদে সাক্ষাদ্দেবে বর্ত্ততে।
সুরাণাং বিপদাং ছেত্তা বামনস্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥৫১
এবং নাম্নাঞ্চ সর্ব্বেষাং ব্যুৎপত্তিশ্চ শ্রুতৌ শ্রুতা।
যথাগমঞ্চ কথিতং সর্ব্বং জানাতি মাধবঃ ॥ ৫২

যশোদোবাচ।

কিমপূর্ব্বং শ্রুতং রাধে ভবতী চ সরস্বতী।
চতুর্ণামপি বেদানাং [illegible] সনাতনী ॥ ৫৩
তেনোক্তা ত্বঞ্চ হরিণা নেয়ং রাধেতি আত্মধীঃ।
ধন্যা ভগবতো মান্যা সৌভাগ্যাৎ সর্ব্বতঃ পরা ॥ ৫৪
বাসুদেবশ্চ গোবিন্দো মুরারির্মাধবস্তথা।
নাম্নাং চতুর্ণাং ব্যুৎপত্তিং বদ চান্যৎ তিষ্ঠতু ॥৫৫

রাধিকোবাচ।

বাসুঃ সর্ব্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু।
তস্য দেবঃ পরং ব্রহ্ম বাসুদেব ইতি স্মৃতঃ ॥ ৫৬
গাঞ্চ বিশ্বসমূহঞ্চ বিন্দতে যোঽবলীলয়া।
জ্ঞানসিন্ধুসমূহশ্চ গোবিন্দস্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥ ৫৭
মুরঃ ক্লেশে চ সন্তাপে [illegible]ভোগে চ কর্ম্মণাম্।
দৈত্যভেদে হরিস্তেষাং মুরারিস্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥ ৫৮
মা চ ব্রহ্মস্বরূপা যা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
নারায়ণীতি বিখ্যাতা বিষ্ণুমায়া সনাতনী ॥ ৫৯
মহালক্ষ্মীস্বরূপা চ বেদমাতা সরস্বতী।
রাধা বসুন্ধরা গঙ্গা তাসাং স্বামী চ মাধবঃ ॥ ৬০

ব্রহ্মেশশেষাদিভিরেব বন্দ্যং
ধ্যানৈরসাধ্যং সনকাদিভিশ্চ।
বেদৈঃ পুরাণৈর নিরূপিতঞ্চ
ভজস্ব ভক্ত্যা নবনীতচৌরম্ ॥ ৬১
ক চাপি দুগ্ধং ক দধি ঘৃতং বা
নবোদ্ধৃতং বা স চ তক্রমীপ্সিতম্।
তেষাং ক চৌরো ভবতী ক চাপি
ক বন্ধনং তে তরুমূলমধ্যে ॥ ৬২
ন যোগিভিঃ সিদ্ধগণৈর্মুনীন্দ্রৈ-
র্ন ভক্তসঙ্ঘৈর্বত পাদ্মশেষঃ।
যোগৈর্ন বধ্যো ন হি রক্ষিতুং ক্ষমৈঃ
কথং স বদ্ধস্তরুমূলমধ্যতঃ ॥ ৬৩
প্রেম্ণা স্বভক্ত্যা স্তবনেন পূজয়া
ভজস্ব পূতং তপসা চ ভারতে।
হৃৎপদ্মমধ্যে স্থিতমীশ্বরং পরং
ধ্যানেন যত্নেন চ সন্ততং সতি ॥ ৬৪

---

* কোটিজন্মার্জ্জিতে পাপে ইত্যপি পাঠঃ।

বরং বৃণুষ্ব ভদ্রং তে যৎ তে মনসি বাঞ্ছিতম্।
সর্ব্বং দাস্যামি ভবতীং জ্ঞানিনামপি দুর্লভম্ ॥৬৫
যশোদোবাচ।
হরৌ চ নিশ্চলা ভক্তিস্তদ্দাস্যং বাঞ্ছিতং মম।
তব নাম্নশ্চ ব্যুৎপত্তিং কা বা ত্বং বক্তুমর্হসি ॥৬৬
রাধিকোবাচ।
ভবেদ্ভক্তির্নিশ্চলা তে হরের্দাস্যঞ্চ দুর্লভম্।
লভস্ব মদ্বরেণাপি কথয়ামি স্বনির্ণয়ম্ ॥ ৬৭
পুরা নন্দেন দৃষ্টাহং ভাণ্ডীরে বটমূলকে।
ময়া চ কথিতো নন্দো বিশুদ্ধশ্চ ব্রজেশ্বরঃ ॥ ৬৮
অহমেব স্বয়ং রাধা চ্ছায়া রায়াণকামিনী।
রায়াণঃ শ্রীহরেরংশঃ পার্ষদপ্রবরো মহান্ ॥ ৬৯
রাশব্দশ্চ মহাবিষ্ণুর্বিশ্বানি যস্য লোমসু।
বিশ্বপ্রাণিষু বিশ্বেষু ধা ধাত্রীমাতৃবাচকঃ॥ ৭০
ধাত্রীমাতাহমেতেষাং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
তেন রাধা সমাখ্যাতা হরিণা চ পুরা বুধৈঃ ॥৭১
অহং শ্রীদামশাপেন বৃষভানসুতাধুনা।
শতবর্ষঞ্চ বিচ্ছেদো হরিণা সহ সাম্প্রতম্ ॥ ৭২
বৃষভানশ্চ কৃষ্ণস্য পার্ষদপ্রবরো মহান্।
পিতৃণাং মানসী কন্যা মম মাতা কলাবতী ॥ ৭৩
অযোনিসম্ভবাহঞ্চ মম মাতা চ ভারতে।
পুনঃ সার্দ্ধঞ্চ যুষ্মাভির্যাস্যামি শ্রীহরেঃ পদম্ ॥৭৪
ইতি তে কথিতং সর্ব্বং ব্রজং ব্রজ ব্রজেশ্বরি।
ব্রজেশ্বরেণ সহিতা স্বামিনা জ্ঞানিনা সতি ॥ ৭৫
মমাধুনা চ ভবতী ধ্যানস্য বিঘ্নদায়িকা।
ধ্যানভঙ্গে মহান্ দোষো নরাণামপি সুন্দরি ॥ ৭৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে রাধা-যশোদাসংবাদে একাদশাধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১১ ॥

দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।
বাসুদেবো দ্বারকায়াং বসুদেবাজ্ঞয়া মুনে।
প্রযযৌ রত্নরচিতং রুক্মিণীমন্দিরং বরম্ ॥ ১
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশমমূল্যরত্ননির্ম্মিতম্।
পুরতঃ পারিতো রম্যং নানাচিত্রেণ চিত্রিতম্ ॥ ২
অমূল্যরত্নকলসং শ্বেতচামরদর্পণৈঃ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকৈঃ শুক্লৈঃ পরিতঃ পরিশোভিতম্ ॥ ৩
দদর্শ রুক্মিণীং দেবীমতীব নবযৌবনাম্।
রত্নপর্য্যঙ্কমারুহ্য শয়ানাং সস্মিতাং মুদা ॥ ৪
অপ্রৌঢ়াঞ্চ নবোঢ়াং তাং নবসঙ্গমলজ্জিতাম্।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ-ভূষণেন বিভূষিতাম্ ॥ ৫
রত্নদর্পণহস্তাঞ্চ সিন্দূরবিন্দুশোভিতাম্।
সুচারুকবরীভারাং মালতীমাল্যভূষিতাম্ ॥ ৬
দৃষ্ট্বা কান্তং ভীষ্মকন্যা সহসা প্রণনাম সা।
শুভক্ষণে চ শুভয়া স রেমে রাময়া সহ ॥ ৭
সুখসম্ভোগমাত্রেণ মূর্চ্ছামাপ মুদা সতী।
তস্মিন্ জজ্ঞে কামদেবো ভস্মীভূতশ্চ শম্ভুনা ॥ ৮
স শম্বরং নিহত্যৈব ততঃ প্রাপ রতিং সতীম্।
রতির্মায়াবতী নাম্না সঙ্কেতেন সুরস্য চ।
ছায়া দত্তা চ শয়নে গৃহিণী শম্বরালয়ে ॥ ৯
নারদ উবাচ।
জহার শম্বরং কামো দৈত্যং কেন প্রকারতঃ।
কথয়স্ব মহাভাগ বিস্তরেণ শুভাং কথাম্ ॥ ১০
নারায়ণ উবাচ।
সমতীতে চ সপ্তাহে রুক্মিণীসূতিকাগৃহাৎ।
গৃহীত্বা বালকং দৈত্যো জগাম স্বালয়ং ততঃ ॥১১
অপুত্রকশ্চ দৈত্যেশঃ পুত্রং প্রাপ্য প্রহর্ষিতঃ।
মায়াবত্যৈ দদৌ হৃষ্টো হৃষ্টা মায়াবতী সতী ॥১২
অতীব পালনেনৈব বর্দ্ধয়ামাস বালকম্।
সরস্বতী তাং রহসি কথয়ামাস নির্জ্জনে ॥ ১৩
সরস্বত্যুবাচ।
শিবকোপানলে পূর্ব্বং ভস্মীভূতঃ পতিস্তব।
স চায়ং রুক্মিণীপুত্রো দৈত্যেনৈব সমাহৃতঃ ॥১৪
মায়য়াপি চ মায়েশো রুক্মিণীসূতিকাগৃহাৎ।
সমানীয় দদৌ তুভ্যং পতিস্তেঽয়ং ন চাত্মজঃ ॥১৫
কামঞ্চ কথয়ামাস জগন্মাতা চ সা সতী।
তব পত্নী রতিশ্চেয়ং রমস্ব রাময়া সহ ॥ ১৬
ত্বমেব রুক্মিণীপুত্রো নাস্য দৈত্যস্য মন্মথ।
কুররীব সতী নিত্যং রুদিতা সা ত্বয়া বিনা ॥ ১৭
ইত্যুক্ত্বা চ যযৌ বাণী ব্রহ্মাণী ব্রহ্মণঃ পদম্।
স রেমে নির্জ্জনে নিত্যং রাময়া সহ সুন্দরঃ ॥১৮
একদা মন্মথং দৈত্যো দদর্শ রহসি স্থিতম্।

শৃঙ্গারং রাময়া সার্দ্ধং কুর্ব্বন্তং কৌতুকেন চ ॥ ১৯
সস্মিতং সস্মিতায়াশ্চ মধ্যবক্ষঃস্থলস্থিতম্।
রতিং দদর্শ কামেন মূর্চ্ছিতাং সুরতোৎসুকাম্ ২০
দৃষ্ট্বা চুকোপ দৈত্যশ্চ জগ্রাহ খড়্গমুত্তমম্।
উবাচ খড়্গহস্তশ্চ কামদেবং রতিং সতীম্ ॥ ২১

শম্বর উবাচ।

ধিক্ ত্বাং মহাকামুকঞ্চ মূর্খং পণ্ডিতমানিনম্।
মহাপাতকিনাং শ্রেষ্ঠমুন্মত্তং মাতৃগামিনম্ ॥ ২২
ধিক্ ত্বাং পুংশ্চলীমুগ্ধত্তাং কামুকীং হতচেতনাম্
পুত্রং গৃহীত্বা রহসি করোষি সুরতে রতিম্ ॥ ২৩
ইত্যেবমুক্ত্বা খড়্গঞ্চ চিক্ষেপ মদনোপরি।
বভঞ্জ খড়্গঃ সহসা কামাঙ্গস্পর্শনেন চ ॥ ২৪
রতিকেশঞ্চ জগ্রাহ শম্বরো রক্তলোচনঃ।
পুনর্গৃহীত্বা খড়্গঞ্চ তামেব হন্তুমুদ্যতঃ ॥ ২৫
জিঘাংসন্তং রতিং দৈত্যং প্রেরয়ামাস মন্মথঃ।
পপাত দূরতো ব্রহ্মন্ মূর্চ্ছিতঃ স্বাঙ্গপীড়িতঃ ॥২৬
পুনশ্চ চেতনাং প্রাপ্য কোপেন প্রজ্বলন্নিব।
শিবদত্তঞ্চ শূলঞ্চ জগ্রাহ নির্ভরেণ চ ॥ ২৭
শতসূর্য্যপ্রভং শূলং প্রলয়াগ্নিসমং মুনে।
দৃষ্ট্বাঽগ্মুশ্চ দেবাশ্চ ব্রহ্মেশশেষসংজ্ঞকাঃ ॥ ২৮
পবনঃ কথয়ামাস কর্ণে কামস্য যত্নতঃ।
স্মর স্মর মহামায়াং দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্ ॥ ২৯
পবনস্য বচঃ শ্রুত্বা দুর্গাং সস্মার মন্মথঃ।
শূলং বভূব কামাঙ্গে রম্যং মাল্যং মনোহরম্ ॥৩০
ব্রহ্মাস্ত্রেণ চ তং দৈত্যং জঘান মন্মথো মুদা।
রতিং গৃহীত্বা যানেন জগাম দ্বারকাপুরীম্ ॥ ৩১
প্রণযুর্দেবতাঃ সর্ব্বাঃ স্তুত্বা চ পার্ব্বতীং শিবম্।
রুক্মিণী মঙ্গলং কৃত্বা জগ্রাহ চ সুতং রতিম্ ॥৩২
উৎসবং কারয়ামাস পরং স্বস্ত্যয়নং হরিঃ।
ব্রাহ্মণং ভোজয়ামাস পূজয়ামাস পার্ব্বতীম্ ॥ ৩৩
অথ কৃষ্ণঃ ক্রমেণৈব বেদোক্তে মঙ্গলে দিনে।
সপ্তানাং রমণীনাঞ্চ পাণিং জগ্রাহ নারদ ॥ ৩৪
কালিন্দীং সত্যভামাঞ্চ সত্যাং নাগ্নজিতীং সতীম্
জাম্ববতীং লক্ষ্মণাঞ্চ সমুদ্বাহং চকার সঃ ॥ ৩৫
তাভিঃ সার্দ্ধং ক্রমেণৈব স রেমে চ পৃথক্ পৃথক্
একস্যাং দশ পুত্রাশ্চ কন্যৈকৈকা ক্রমেণ চ ॥ ৩৬
নিহত্য নরকং দৈত্যং সপুত্রঞ্চ নৃপেশ্বরম্।
বলবন্তং মুরং দৈত্যং জঘান রণমূর্দ্ধনি ॥ ৩৭
দদর্শ কন্যাস্তত্রস্থাঃ সহস্রাণাঞ্চ ষোড়শ।
শত ধিকা বয়ঃস্থাশ্চ শশ্বৎসুস্থিরযৌবনাঃ ॥ ৩৮
প্রফুল্লবদনাঃ সর্ব্বা রত্নভূষণভূষিতাঃ।
শুভক্ষণে চ তাসাঞ্চ পাণিং জগ্রাহ মাধবঃ ॥ ৩৯
তাভিঃ সার্দ্ধং স রেমে চ ক্রমেণ চ শুভক্ষণে।
একস্যাং দশপুত্রাশ্চ কন্যৈকৈকা ক্রমেণ চ ॥ ৪০
হরেরেতান্যপত্যানি বভূবুশ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪১
একদা দ্বারকাং রম্যাং দুর্ব্বাসা মুনিপুঙ্গবঃ।
শিষ্যৈস্ত্রিকোটিভিঃ সার্দ্ধমাজগামবলীলয়া ॥ ৪২
রাজা মহোগ্রসেনশ্চ সামাত্যঃ সপুরোহিতঃ।
বসুদেবো বাসুদেবোঽপ্যক্রূরশ্চোদ্ধবস্তথা ॥ ৪৩
নীত্বা ষোড়শোপচারং প্রণেমুর্মুনিপুঙ্গবম্।
শুভাশিষঞ্চ প্রদদৌ তেভ্যো ব্রহ্মন্ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪৪
একানংশাঞ্চ কন্যাং তাং দদৌ তস্মৈ শুভক্ষণে।
মুক্তা-মাণিক্য-হীরঞ্চ রত্নঞ্চ যৌতুকং দদৌ ॥ ৪৫
স রেমে রাময়া সার্দ্ধং মাহেন্দ্রে রত্নমন্দিরে।
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণং দদৌ তস্মৈ শুভাশ্রমম্ ॥ ৪৬
একদা চ মুনিশ্রেষ্ঠঃ সমালোক্য স্বচেতসা।
তাসাঞ্চ রমণীনাঞ্চ প্রত্যেকং মন্দিরং যযৌ ॥ ৪৭
কৃষ্ণং দদর্শ সর্ব্বত্র পরিপূর্ণতমং প্রভুম্।
কুত্রচিদ্ভুক্তবন্তং তং বিক্রীড়ন্তঞ্চ কুত্রচিৎ ॥ ৪৮
শয়ানং কুত্রচিদ্রম্যে পর্য্যঙ্কে রত্ননির্ম্মিতে।
শ্রুতবন্তং পুরাণঞ্চ শ্রদ্ধয়া কুত্রচিদ্বিভুং ॥ ৪৯
মহোৎসবে নিযুক্তঞ্চ কুত্রচিৎ প্রাঙ্গণে শুভে।
তাম্বূলং ভুক্তবন্তঞ্চ ভক্ত্যা দত্তঞ্চ সত্যয়া ॥ ৫০
কুত্রচিৎ সেবিতং তল্পে রুক্মিণ্যা শ্বেতচামরৈঃ।
কালিন্দ্যা সেবিতপদং শয়ানং কুত্রচিন্মুদা ॥ ৫১
সর্ব্বত্র সমসম্ভাষাং চকার ভগবান্ মুনিম্।
বিস্ময়ং প্রযযৌ বিপ্রো দৃষ্ট্বা তং পরমাদ্ভুতম্ ॥৫২
তুষ্টাব জগতীনাথং রুক্মিণীমন্দিরে পুনঃ।
বসন্তং তং সুধর্ম্মায়াং সতাং সংসদি সুন্দরম্ ॥৫৩

দুর্ব্বাসা উবাচ।

জয় জয় জগতাং নাথ জিতসর্ব্ব জনার্দ্দন সর্ব্বার্থৈক সর্ব্বেশ সর্ব্ববীজ পুরাতন নির্গুণ নিরীহ নির্লিপ্ত নিরঞ্জন নিরাকার ভক্তানুগ্রহ-বিগ্রহ সত্য-স্বরূপ সনাতন নিত্য-স্বরূপ নিত্য-নূতনব্রহ্মেশ-শেষ-ধনেশবন্দিত-পাদপদ্ম ব্রহ্ম-

জ্যোতিরনির্ব্বচনীয়বেদাতীতগুণরূপমহাকাশসমা-
নীয় পরমাত্মন্ নমোঽস্তু তে ॥ ৫৪ ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা স ঋষির্হরেরনুমতেন চ।
প্রণম্য তস্থৌ বিপ্রেন্দ্রস্তথৈব পুরতো হরেঃ ॥ ৫৫
তমুবাচ জগন্নাথো হিতং সত্যং পুরাতনম্।
জ্ঞানঞ্চ বেদবিহিতং সর্ব্বেষাঞ্চ সতাং মতম্ ॥৫৬

শ্রীভগবানুবাচ ।

মা ভৈর্বিপ্র শিবাংশস্ত্বং কিং ন জানাসি জ্ঞানতঃ
অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ॥৫৭
অহমাত্মা চ সর্ব্বেষাং শবাঃ সর্ব্বে ময়া বিনা।
প্রাণিদেহান্ময়ি গতে যান্ত্যেব সর্ব্বশক্তয়ঃ ॥ ৫৮
জাতাবপ্যেক এবাহং ব্যক্তাবেব পৃথক্ পৃথক্ ।
যো ভুঙ্ক্তে তস্য তৃপ্তিঃ স্যান্নান্যেষাঞ্চ কদাচন ॥৫৯
পৃথগ্‌জীবাদিসর্ব্বেষাং প্রতিমানাঞ্চ প্রাণিনাম্ ।
পরিপূর্ণতমোঽহঞ্চ গোলোকে রাসমণ্ডলে।
শ্রীদামশাপাদ্রাধা সা মাং দ্রষ্টুমক্ষমাধুনা ॥ ৬০
সর্ব্বত্রৈবাংশরূপেণ কলয়া চ তদংশতঃ।
রুক্মিণীমন্দিরে চা শোঽপ্যন্যাসাং মন্দিরে কলা।
মমাপি কুত্রচিচ্চাংশঃ কুত্রচিচ্চ কলাকলা।
কলাকলাংশঃ কুত্রাপি প্রতিমাসু চ দেহিষু ॥ ৬২
ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথো গৃহস্যাভ্যন্তরং যযৌ।
দুর্ব্বাসাশ্চ প্রিয়াং ত্যক্ত্বা শ্রীহরেস্তপসে গতঃ ॥৬৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-
খণ্ডে দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১২

ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

সশিষ্যশ্চাপি দুর্ব্বাসাস্ত্যক্ত্বা চ দ্বারকাং পুরীম্।
কৈলাসং প্রযযৌ ভক্ত্যা শঙ্করং দ্রষ্টুমীশ্বরম্ ॥ ১
গত্বা মুনীংশ্চ কৈলাসং প্রননাম শিবং শিবাম্ ।
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা সশিষ্যঃ প্রণতঃ শুচিঃ ॥ ২
তৎ সর্ব্বং কথয়ামাস বৃত্তান্তং শ্রীহরেরপি।
আত্মনস্তপসস্তত্ত্বং স্ববৈরাগ্যঞ্চ চেতসঃ ॥ ৩
মুনেশ্চ বচনং শ্রুত্বা প্রহস্য পার্ব্বতী সতী।
তমুবাচ হিতং সত্যং সাক্ষাচ্ছঙ্করসন্নিধৌ ॥ ৪

পার্ব্বত্যুবাচ।

ধর্ম্মতত্ত্বং ন জানাসি ধর্ম্মিষ্ঠং মন্যসে স্বকম্।
অনপত্যাং পরিত্যজ্য ক যাসি তপসে মুনে ॥ ৫
অনপত্যাঞ্চ যুবতীং কুলজাঞ্চ পতিব্রতাম্।
ত্যক্ত্বা ভবেদ্যঃ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী যতীতি বা ॥ ৬
বাণিজ্যে বা প্রবাসে বা চিরং দূরং প্রযাতি যঃ।
তীর্থে বা তপসে বাপি মোক্ষার্থং জন্ম খণ্ডিতুম্ ॥৭
ন মোক্ষস্তস্য ভবতি ধর্ম্মসংস্খলনং ধ্রুবম্।
অভিশাপেন গমনং নরকঞ্চ পরত্র চ
ইহৈব চ যশো নাস্তি ইত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ৮
দ্বারকাং গচ্ছ হে বিপ্র স্বধর্ম্মং রক্ষ সাম্প্রতম্ ।
একানংশাং মদংশাঞ্চ ধর্ম্মতঃ পরিপালয় ॥ ৯
পাদ্মপদ্মার্চ্চিতং পাদ-পদ্মং সর্ব্বসুদুর্লভম্ ।
সন্ততং শম্ভুনা ধ্যাতং মুনীন্দ্রৈঃ সনকাদিভিঃ ॥১০
পরিত্যজ্য সুরতরোঃ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
ক যাসি তপসে বৎস সুধাং ত্যক্ত্বা মনোবিষে ॥
শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মঞ্চ স্বপ্নে পশ্যতি যো মুনে।
শতজন্মকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২
যদ্বাল্যে যচ্চ কৌমারে বার্দ্ধক্যে যচ্চ যৌবনে।
কামতোঽকামতো বাপি ভস্মীভূতঞ্চ পাতকম্ ॥১৩
সাক্ষাদ্যো ভারতে বর্ষে শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজম্।
দৃষ্ট্বা সদ্যো ভবেৎ পূতো জীবন্মুক্তো ভবেদ্ধ্রুবম্
কোটিজন্মার্জ্জিতাৎ সদ্যঃ কৃতপাপাদ্বিমুচ্যতে ॥১৪
সর্ব্বাণ্যেব হি তীর্থানি যতঃ পূতানি নিত্যশঃ।
তদ্‌ব্রতং তৎ তপঃ সত্যং তৎ পুণ্যং তচ্চ পূজনম্
সফলং কৃষ্ণসম্বদ্ধি স্বজন্মখণ্ডনং যতঃ।
কৃষ্ণভক্তিবিহীনশ্চ ব্রাহ্মণঃ শ্বপচাধমঃ।
তৎসঙ্গাচ্চ সদালাপাত্তত্তদ্ভক্তিঃ প্রণশ্যতি ॥ ১৬
কৃষ্ণস্যোচ্ছিষ্টভোজী যঃ কৃষ্ণভক্তশ্চ ব্রাহ্মণঃ।
অব্বহ্নি-পবনাৎ পূতঃ পূতং কর্ত্তুং জগৎ ক্ষমঃ ॥
শ্রীকৃষ্ণঞ্চ পরিত্যজ্য ক যাসি তপসে দ্বিজ।
তপসাং ফলমাপ্নোতি শ্রীকৃষ্ণস্মরণেন চ ॥ ১৮
যতো ভক্তিশ্চ ন ভবেচ্ছ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মনি।
স গুরুঃ পরমো বৈরী করোতি জন্ম নিষ্ফলম্।
পার্ব্বতীবচনং শ্রুত্বা শঙ্করঃ প্রেমবিহ্বলঃ।
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গস্তুষ্টাব পরমেশ্বরীম্ ॥ ২০
দুর্ব্বাসাঃ প্রণতিং কৃত্বা শিবদুর্গাপদাম্বুজে।
স্মারং স্মারং কৃষ্ণপাদং পুনশ্চ দ্বারকাং যযৌ ॥২১

তত্র গত্বা হরিং দৃষ্ট্বা তুষ্টাব পুরুষোত্তমম্।
একানংশালয়ং গত্বা স চ রেমে তয়া সহ ॥২২
কৃষ্ণো যুধিষ্ঠিরাঙ্গনানাং প্রযযৌ হস্তিনাপুরম্।
কুন্তীং সম্ভাষ্য ভ্রাতৄংশ্চ নৃপাংশ্চ প্রমুদান্বিতঃ ॥২৩
উপায়েন জরাসন্ধং নিহত্য শাস্ত্রমেব চ।
কারয়ামাস যজ্ঞঞ্চ বিধিবোধিতদক্ষিণম্।
মুনীন্দ্রৈশ্চ নৃপেন্দ্রৈশ্চ রাজসূয়মভীপ্সিতম্ ॥ ২৪
শিশুপালং দন্তবক্রং তত্র যজ্ঞে জঘান সঃ।
অতীব নিন্দাং কুর্ব্বন্তং সভায়াং সুর-ভূপয়োঃ ॥২৫
পপাত তচ্ছরীরঞ্চ জীবো গত্বা হরেঃ পদম্।
ন দৃষ্ট্বা তত্র সর্ব্বেশং তুষ্টাবাগত্য মাধবম্ ॥ ২৬

শিশুপাল উবাচ।

বেদানাং জনকোঽসি ত্বং বেদাঙ্গানাঞ্চ মাধব।
সুরাণামসুরাণাঞ্চ প্রাকৃতানাঞ্চ দেহিনাম্ ॥ ২৭
সূক্ষ্মাং বিধায় সৃষ্টিঞ্চ কল্পভেদে করোষি চ।
মায়য়া চ স্বয়ং ব্রহ্মা শঙ্করঃ শেষ এব চ ॥ ২৮
মনবো মুনয়শ্চাপি বেদাশ্চ সৃষ্টিপালকাঃ।
কলাংশেনাপি কলয়া দিক্‌পালাশ্চ গ্রহাদয়ঃ ॥২৯
স্বয়ং পুমান্ স্বয়ং স্ত্রী চ স্বয়মেব নপুংসকম্।
কারণঞ্চ স্বয়ং কার্য্যং জন্যশ্চ জনকঃ স্বয়ম্ ॥ ৩০
যদৃষস্ত্রস্য গুণা দোষা যস্মিংশ্চ শ্রুতৌ শ্রুতম্।
সর্ব্বে যন্ত্রা ভবান্ যন্ত্রী ত্বয়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
ক্ষমাপরাধং মূঢ়স্য স্তোত্রেণ বিস্ময়ং যযুঃ।
পরিপূর্ণতমং কৃত্বা মেনিরে কৃষ্ণমীশ্বরম্ ॥ ৩২
কারয়িত্বা রাজসূয়ং ভোজয়ামাস ব্রাহ্মণান্।
কুরু-পাণ্ডবযুদ্ধঞ্চ কারয়ামাস ভেদতঃ ॥ ৩৩
ভুবো ভারাবতরণং চকার স কৃপানিধিঃ।
পুনর্যযৌ দ্বারকাঞ্চ চিরং স্থিত্বা নৃপাজ্ঞয়া ॥ ৩৪
বিপ্রায় মৃতবৎসায় জীবয়ামাস পুত্রকান্।
মৃতস্থানাৎ সমানীয় তন্মাত্রে প্রদদৌ সুতান্ ॥৩৫
তদৃষ্ট্বা দেবকী তুষ্টা যযাচে মৃতপুত্রকান্।
মৃতস্থানাৎ সমানীয় দদৌ মাত্রে সহোদরান্ ॥ ৩৬
সদ্যো জহার দারিদ্র্যং সুদাম্নো ব্রাহ্মণস্য চ।
সমাগতস্য স্বগৃহাদ্দ্বারকাং শরণার্থিনঃ ॥ ৩৭
তস্মৈ দদৌ রাজলক্ষ্মীং নিশ্চলাং সাপ্তপৌরুষীম্।
পৃথুকস্য কণং ভুক্ত্বা ভক্তস্য ভক্তবৎসলঃ ॥ ৩৮
বভূব তস্য রাজ্যঞ্চ যথেন্দ্রস্যামরাবতী।
যথা ধনেশ্বরো দেবো ধনাঢ্যঃ স বভূব হ ॥ ৩৯
নিশ্চলাং হরিভক্তিঞ্চ দদৌ দাস্যং সুদুর্লভম্।
অবিনাশিনি গোলোকে যথেষ্টং পদমুত্তমম্ ॥ ৪০
জহার পারিজাতঞ্চ গন্ধাহঙ্কারমেব চ।
সত্যাঞ্চ কারয়ামাস পুণ্যকং ব্রতমীপ্সিতম্ ॥ ৪১
তত্র ব্রতে কুমারায় আত্মানং দক্ষিণাং দদৌ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস তেভ্যো রত্নং দদৌ মুদা।
সত্যভামাভিমানঞ্চ বর্দ্ধয়ামাস সর্ব্বতঃ।
রুক্মিণ্যা অপি সৌভাগ্যমন্যাসাঞ্চ নবং নবম্ ॥৪৩
বৈষ্ণবানাং সুরাণাঞ্চ বিপ্রাণামপি পূজনম্।
বর্দ্ধয়ামাস সর্ব্বত্র নিত্যং নৈমিত্তিকং মুনে ॥ ৪৪
পরমাধ্যাত্মিকং জ্ঞানমুদ্ধবায় দদৌ প্রভুঃ।
অর্জ্জুনং কথয়ামাস কোটিহোমান্বিতং শুভম্ ॥৪৫
নানাপ্রকারনৈবেদ্যৈর্ধূপদীপৈর্মনোহরৈঃ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস পার্ব্বতীপ্রীতয়ে তথা ॥৪৬
রৈবতে পর্ব্বতে রম্যে চামূল্যরত্নমন্দিরে।
গণেশং পূজয়ামাস দেবানামীশ্বরং পরম্ ॥ ৪৭
লড্ডুকানাং তিলানাঞ্চ সুস্বাদু সুমনোহরম্।
পরিপুষ্টং পঞ্চলক্ষং নৈবেদ্যঞ্চ দদৌ মুদা ॥ ৪৮
লড্ডুকং স্বস্তিকানাঞ্চ সপ্তলক্ষং সুধোপমম্।
গণেশ্বরায় প্রদদৌ শর্করাশতরাশিকম্ ॥ ৪৯
পক্বরম্ভাফলানাঞ্চ দশলক্ষমপূর্ব্বকম্।
মিষ্টান্নং পায়সং রম্যং সুস্বাদু স্বস্তিপিষ্টকম্ ॥৫০
ঘৃতকং নবনীতঞ্চ দধি দুগ্ধং সুধা মধু।
ধূপং দীপং পারিজাতপুষ্পঞ্চ মাল্যমীপ্সিতম্।
সুগন্ধিচন্দনং গন্ধং বহ্নিশুদ্ধাংশুকং দদৌ ॥ ৫১
যজ্ঞঞ্চ কারয়ামাস কোটিহোমান্বিতং শুভম্।
ব্রাহ্মণং ভোজয়ামাস তুষ্টাব স গণেশ্বরম্।
বাদ্যং দশবিধঞ্চৈব বাদয়ামাস তত্র বৈ ॥ ৫২
সূর্য্যঞ্চ পূজয়ামাস শাম্বকুষ্ঠক্ষয়ায় চ।
হবিষ্যং কারয়ামাস তঞ্চ শাম্বং সমাতরম্ ॥ ৫৩
পরিপূর্ণং বৎসরঞ্চাপ্যুপহারৈরনুত্তমৈঃ।
বরং দদৌ চ শাম্বায় স্তোত্রঞ্চ ভাস্করঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ নারদসংবাদে ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৩ ॥

চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

কৃষ্ণপুত্রশ্চ প্রদ্যুম্নো মহাবলপরাক্রমঃ।
তৎপুত্রোঽপ্যনিরুদ্ধশ্চ বিধাতুরংশ এব চ॥ ১
একদা সোঽনিরুদ্ধশ্চ নবযৌবনসংযুতঃ।
সুপ্তো রহসি পর্য্যঙ্কে পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতে॥ ২
স্বপ্নে দদর্শ যুবতীং পুষ্পোদ্যানে সুপুষ্পিতে।
সুগন্ধিপুষ্পতল্পে চ স্নিগ্ধচন্দনচর্চ্চিতে॥ ৩
শয়ানাং সস্মিতাং রম্যাং নবযৌবনসংযুতাম্।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ-ভূষণেন বিভূষিতাম্॥ ৪
চারুকেয়ূর-বলয়-শঙ্খ-কঙ্কণশোভিতাম্।
মণিকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলবিরাজিতাম্॥ ৫
অতীব সূক্ষ্মবসনাং ক্বণন্মঞ্জীররঞ্জিতাম্।
পক্কবিম্বাধরৌষ্ঠীঞ্চ শরৎকমললোচনাম্॥ ৬
দাড়িম্বকুসুমাকার-সিন্দূরবিন্দুভূষিতাম্।
শ্রীরামকদলীস্তম্ভ-নিন্দিতোরুস্থলোজ্জ্বলাম্॥ ৭
অত্যুচ্চৈর্বর্ত্তুলাকার-স্তনযুগ্মবিভূষিতাম্।
নিতম্বভারনম্রাঞ্চ কামবাণপ্রপীড়িতাম্॥ ৮
কামুকীং কমনীয়াঞ্চ পশ্যন্তীং বক্রচক্ষুষা।
কুঙ্কুমালক্তরক্তাভি-পাদপদ্মবিরাজিতাম্।
বায়ুপ্রেরণবস্ত্রেণ ব্যক্তগুপ্তস্থলোজ্জ্বলাম্॥ ৯
তাং দৃষ্ট্বা কামপুত্রশ্চ কামোন্মথিতমানসঃ।
উবাচ মধুরং মত্তঃ কামমত্তাং সুকোমলাম্॥ ১০
চারুচম্পকবর্ণাভাং কামেন পুলকান্বিতাম্।
অতিপ্রৌঢ়াং নবোঢ়াঞ্চ শৃঙ্গারেচ্ছাসুচঞ্চলাম্॥ ১১

অনিরুদ্ধ উবাচ।

কিং দেবী কিঞ্চ গান্ধর্ব্বী কা ত্বং কামিনি কাননে
কস্য স্ত্রী কস্য কন্যা বা কং বা বাঞ্ছসি সুন্দরি॥ ১২
ত্রৈলোক্যাতুলসৌন্দর্য্যা মুনিমানসমোহিতা।
ন বিভেষি কথং ব্রূহি স্বয়মেকাকিনী চ মাম্॥ ১৩
অহং ত্রৈলোক্যনাথস্য পৌত্রঃ কামাত্মজোঽধুনা।
কান্তেঽহমনিরুদ্ধশ্চ নবীনযৌবনোন্নতঃ॥ ১৪
কমনীয়শ্চ কামী চ কামশাস্ত্রবিশারদঃ।
কামুকী কামনাপূর্ণং কর্ত্তুমেবেশ্বরঃ স্বয়ম্॥ ১৫
মাং ভজস্ব সুশীলে ত্বং সুবেশঞ্চ সুশীলকম্।
রতিশূরং রতিরস-প্রাজ্ঞং রতিরসপ্রিয়ম্।
রতিপুত্রং সুরতিষু প্রমত্তং রসিকং প্রিয়ে॥ ১৬
যুবানং ব্যাধিহীনঞ্চ কামুকং কামুকীচ্ছতি।
বিদগ্ধা সুবিদগ্ধঞ্চ কান্তমাপ্নোতি কামদম্।
বিদগ্ধয়া বিদগ্ধেন সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ॥ ১৭
প্রচ্ছাদ্য লোচনাস্যঞ্চ নবসঙ্গমলজ্জিতা।
বিলোকয়ন্তী বক্রাক্ষি-কোণেন তমুবাচ সা॥ ১৮

কামিন্যুবাচ।

কামুকঃ কামপুত্রোঽসি কামেন ব্যাকুলোঽধুনা।
ভবাংশ্চেৎ কামুকীযোগ্যো ন কামশ্চিন্তিতঃ কথম্
পৌত্রস্ত্রৈলোক্যনাথস্য সুতঃ সম্ভাবিতস্য চ।
স্বযোগ্যাং যোগ্যপুত্রোঽসি বিবাহং ন কথং কুরু॥
বিবাহিতা ষড্ডপত্নী সা চ পুণ্যবতী সতী।
নিশ্চলা সততং সাধ্যা রঙ্গিণী সঙ্গিনী সদা॥ ২১
ভয়প্রীতিপ্রদানসাধ্যা গুপ্তপত্নী চ নিশ্চলা।
নৈমিত্তিকা ন নিত্যা সা সা চ বেদবিগর্হিতা॥২২
পরং নরকসোপানং পরত্রেহাযশস্করী।
সাধুস্তত্র ন হি রতো বংশজো বৈষ্ণবো যদি॥২৩
যদি পূর্ব্বং ভবেদ্ভ্রান্তো নিবৃত্তঃ সাধুসঙ্গতঃ।
প্রবৃত্তিরেবা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥ ২৪
প্রায়শ্চিত্তী পুনর্লিপ্তো নিবৃত্তপাতকো যদি।
উপহাস্যো ভুবি ভবেৎ সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥ ২৫
সুশীলা সুন্দরী শান্তা ধর্ম্মপত্নী প্রশংসিতা।
পতিব্রতা সুসাধ্যা সা শশ্বৎসুপ্রিয়বাদিনী।
কোমলাঙ্গী বিদগ্ধা চ শ্যামা রতিসুখপ্রদা॥ ২৬
এবম্ভূতাং পরিত্যজ্য বৈষ্ণবস্তপসে ব্রজেৎ।
সা চেৎ পরিণতা সাধ্বী শান্তা পুত্রবতী সদা।
অন্যথা চ বৃথা সর্ব্বং তপসঃ স্খলনং ভবেৎ॥ ২৭
অসাধুশ্চ পরং ক্রূরঃ পরনারীং প্রযাতি চ।
স যাতি নরকং ঘোরং পিতৃভিঃ সপ্তভিঃ সহ॥২৮
অহম্ভূষা বাণকন্যা বাণঃ শঙ্করকিঙ্করঃ।
বাণস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী শঙ্করো জগতাং পতিঃ॥ ২৯
ন স্বতন্ত্রা পরাধীনা ত্রিষু লোকেষু কামিনী।
পুংশ্চলী যা স্বতন্ত্রা সাপ্যসদ্বংশপ্রসূতিকা॥ ৩০
পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রশ্চ স্থবিরে কালে ন স্বতন্ত্রা পতিব্রতা॥ ৩১
পিতা দদাতি কন্যাং তাং যোগ্যায় চ বরায় চ।
কন্যা বরং ন যাচেত ধর্ম্ম এষ সনাতনঃ॥ ৩২
ত্বঞ্চ যোগ্যোঽসি যোগ্যাহং মামিচ্ছসি যদি প্রভো
বাণং প্রার্থয় শম্ভুং বাপ্যথবা পার্ব্বতীং সতীম্॥৩৪

ইত্যুক্ত্বা সুন্দরী সাধ্বী সান্তর্দ্ধানা বভূব হ ।
নিদ্রাং তত্যাজ সহসা কামী কামাত্মজো মুনে ॥৩৪
বুদ্ধা স্বপ্নং স বিজ্ঞায় কামেন ব্যথিতাতুরঃ ।
বভূব ব্যাকুলোঽশান্তো ন দৃষ্ট্বা প্রাণবল্লভাম্ ॥৩৫
ত্যক্ত্বাহারমনিদ্রশ্চ গ্রামস্তশ্চ কৃশোদরঃ ।
ক্ষণং তিষ্ঠতি শেতে চ ক্ষণং রহসি রোদিতি ॥৩৬
পুত্রং দৃষ্ট্বা চ রুদতী দৈবকী রুক্মিণী রতিঃ ।
অন্যাশ্চ যোষিতঃ সর্ব্বাঃ কথয়ামাসুরীশ্বরম্ ॥৩৭
তাসাঞ্চ বচনং শ্রুত্বা প্রহস্য মধুসূদনঃ ।
উবাচ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ কৃষ্ণশ্চ পূর্ণমানসঃ ॥ ৩৮

শ্রীভগবানুবাচ।

কামাতুরা বাণকন্যা রতিং দৃষ্ট্বা শিবেশয়োঃ ।
বরং সম্প্রাপ দুর্গায়া ব্যাকুলা মদনাস্ত্রতঃ ॥ ৩৯
স্বপ্নঞ্চ দর্শয়ামাস সানিরুদ্ধঞ্চ পার্ব্বতী ।
মম পৌত্রং প্রমত্তঞ্চ চকার কৌতুকেন চ ॥ ৪০
তৎপুত্রীঞ্চ প্রমত্তাং তাং করোমি স্বপ্নতোঽধুনা ।
স্বচ্ছন্দং তিষ্ঠতু চিরং নাস্তি চিন্তা মনোব্যথা ॥৪১
ইতি কৃষ্ণঃ সমাশ্বাস্য সর্ব্বাত্মা সর্ব্বসিদ্ধিবিৎ ।
স্বপ্নঞ্চ দর্শয়ামাস বাণপুত্রীঞ্চ কামুকীম্ ॥ ৪২
সুপ্তা সুতল্পে বালা সা পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতে ।
নবযৌবনসংযুক্তা রত্নভূষণভূষিতা ।
শয়ানা রত্নপর্য্যঙ্কে দদর্শ স্বপ্নমীপ্সিতম্ ॥ ৪৩
অতীব নির্জ্জনে দেশে রত্ননির্ম্মাণমন্দিরে ।
নবীননীরদশ্যামমতীবনবযৌবনম্ ॥ ৪৪
কোটিকন্দর্পলীলাভং সস্মিতং সুমনোহরম্ ।
রত্নকেয়ূর-বলয়-রত্নমঞ্জীররঞ্জিতম্ ॥ ৪৫
রত্নকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলবিরাজিতম্ ।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং ভূষিতং পীতবাসসা ॥ ৪৬
সুচারুমালতীমাল্য-বক্ষঃস্থলসমুজ্জ্বলম্ ।
শয়ানং রত্নপর্য্যঙ্কে পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতে ॥ ৪৭
তং দৃষ্ট্বা সহসা সাধ্বী তমুলং প্রযযৌ মুদা ।
উবাচ মধুরং সাধ্বী হৃদয়েন বিদূয়তা ।
কামাত্মজপ্রিয়া কান্তা কামবাণপ্রপীড়িতা ॥ ৪৮

উষোবাচ।

কস্ত্বং কামুক ভদ্রং তে মাং ভজস্ব স্মরাতুরাম্ ।
অতিপ্রৌঢ়াং নবোঢ়াঞ্চ নবসঙ্গমলালসাম্ ॥ ৪৯
ত্বদনুরক্তাং ভক্তাঞ্চ গান্ধর্ব্বেণ সমুদ্বহ ।
বিবাহাষ্টপ্রকারেষু গান্ধর্ব্বঃ সুলভো নৃণাম্ ॥ ৫০
অনুরক্তাং প্রিয়াং প্রাপ্য ত্যজেদ্যঃ কপটী পুমান্
তস্মাদ্যাতি মহালক্ষ্মীঃ শাপং দত্ত্বা সুদারুণম্ ॥ ৫১

পুমানুবাচ।

অহং কৃষ্ণস্য পৌত্রশ্চ কামদেবাত্মজঃ স্বয়ম্ ।
কথং গৃহ্ণামি ত্বাং কান্তে তয়োরনুমতিং বিনা ॥ ৫২
ইত্যেবমুক্ত্বা স পুমানন্তর্দ্ধানং চকার হ ।
কামেন ব্যাকুলা কান্তা ন দৃষ্ট্বা কান্তমীপ্সিতম্ ॥ ৫৩
নিদ্রাং ত্যক্ত্বা সমুত্থায় তল্পাদেব মনোহরাৎ ।
বিষসাদ সখীমধ্যে প্রমত্তা রুদতী ভৃশম্ ॥ ৫৪
পপ্রচ্ছ তাং বরালীনাং কিং কিমিত্যেবমীপ্সিতম্
উবাচ বোধয়ামাস চিত্রলেখা সুযোগিনী ॥ ৫৫

চিত্রলেখোবাচ।

চেতনং কুরু কল্যাণি কস্মাৎ তে ভীতমুল্বণম্ ।
স্বয়ং শম্ভুঃ শিবা সাক্ষাদ্দুর্গাদ্ভ্যে নগরে সতি ॥৫৬
শিবস্মরণমাত্রেণ সর্ব্বানিষ্টং পলায়তে।
শিবং ভবতি সর্ব্বত্র শিব এব শিবালয়ঃ ॥ ৫৭
ধ্যানাদ্দুর্গতিনাশিন্যাঃ সর্ব্বং দুর্গং বিনশ্যতি ।
দদাতি মঙ্গলং তস্মৈ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলা ॥ ৫৮
চিত্রলেখাবচঃ শ্রুত্বা কিঞ্চিন্নোবাচ সুন্দরী ।
ত্যক্ত্বাহারঞ্চ নিদ্রাঞ্চ পুরুষং চিন্তয়েৎ সদা ॥ ৫৯
চিত্রলেখা সখী গত্বা বাণমাহ চ তৎপ্রিয়াম্ ।
দুর্গাঞ্চ শঙ্করং স্কন্দং গণেশং যোগিনাং গুরুম্ ॥৬০
চিত্রলেখাবচঃ শ্রুত্বা রুরোদোচ্চৈর্ভৃশং সতী ।
বাণশ্চ শঙ্করাভ্যাসে বিষষাদ প্রমূর্চ্ছিতঃ ।
জহাস শঙ্করো দুর্গা কার্ত্তিকেয়ো গণেশ্বরঃ ॥ ৬১

গণেশ্বর উবাচ।

যো দদাতি ধ্রুবং দুঃখমন্যস্মৈ দম্ভমোহিতঃ ।
সূক্ষ্মধর্ম্মবিচারেণ স বিন্দতি চতুর্গুণম্ ॥ ৬২
শিবেশয়োশ্চ ক্রীড়াঞ্চ দৃষ্ট্বা কামবিমোহিতা ।
বরং তস্যৈ দদৌ দুর্গা বরমেব সুদুর্লভম্ ॥ ৬৩
স্বপ্নে গত্বা স্বয়ং দেবী মত্তং কৃত্বা স্মরাত্মজম্ ।
অধুনা বামপার্শ্বে চ শম্ভোস্তিষ্ঠতি মূকবৎ ॥ ৬৪
সর্ব্বং জ্ঞাত্বা চ সর্ব্বজ্ঞো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
স্বপ্নে সুবেশং পুরুষং দর্শয়ামাস কন্যকাম্ ॥ ৬৫
সুবেশং পুরুষং দৃষ্ট্বা যুবানং যুবতী সতী ।
পরমেচ্ছা ভবেৎ তস্যা ধর্ম্মভীতা নিবর্ত্ততে ॥ ৬৬
সুবেশং পুরুষং দৃষ্ট্বা পুংশ্চলী পাপবংশজা ।
ত্যজেন্নিদ্রাং তথাহারং পতিং পুত্রং ধনং গৃহম্ ॥

চেতনাং গৃহকার্য্যঞ্চ কুললজ্জাং কুলদ্বয়ম্ ।
যুবানং রতিশূরঞ্চাপ্যতিনীচং ন হি ত্যজেৎ ॥ ৬৮
ত্যজেজ্জাতিঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ প্রাণাংশ্চ পরিণামতঃ ।
তস্মাৎ প্রাজ্ঞঃ প্রযত্নেন প্রাণেভ্যো যুবতীং সদা ।
পরিরক্ষেচ্চ সততং মায়াযুক্তাং ন বিশ্বসেৎ ॥৬৯
হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং নারীণাং মধুরং বচঃ ।
তাসাং মনো ন জানন্তি সন্তো বেদাশ্চ বৈদিকাঃ ॥
প্রয়াতু দ্বারকাং সদ্যশ্চিত্রলেখা সুযোগিনী ।
অনিরুদ্ধং সমাকৃষ্য প্রমত্তমবলীলয়া ॥ ৭১
ইতি শ্রুত্বা মহাদেবো গণেশং তমুবাচ সঃ ।
ন শৃণোতি যথা বাণঃ শুভকার্য্যং তথা কুরু ॥ ৭২
চিত্রলেখা যযৌ তূর্ণং দ্বারকাভবনং হরেঃ ।
সর্ব্বেষামপি দুর্লঙ্ঘ্যং লীলয়া প্রবিবেশ সা ॥৭৩
নিদ্রিতঞ্চানিরুদ্ধঞ্চ সমাহৃত্য চ যোগতঃ ।
রথমারোপয়ামাস অপ্সরা বালকং মুদা ॥ ৭৪
সা মনোযায়িনী ভদ্রা গৃহীত্বা বালকং মুনে ।
মুহূর্ত্তাৎ শোণিতপুরং কৃত্বা শঙ্খধ্বনিং যযৌ ॥৭৫
অথাশ্রমাভ্যন্তরে চ রুরুদুঃ সর্ব্বযোষিতঃ ।
অরে বাল অরে বৎস ক্ব গতঃ প্রাণবল্লভঃ ॥ ৭৬
কৃষ্ণশ্চ তাঃ সমাশ্বাস্য সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বতত্ত্ববিৎ ।
শাম্ব-কাম-বলৈঃ সার্দ্ধং কৃষ্ণঃ সাত্যকিনা তথা ॥
গৃহীত্বা গরুড়ং বীরং রথমারুহ্য সত্বরম্ ।
সুদর্শনং পাঞ্চজন্যং পদ্মং কৌমোদকীং গদাম্ ॥ ৭৮
পশ্চাদ্যাস্যতি দেবেশ নগরং শোণিতং তথা ।
স্বগণৈঃ শঙ্করেণৈব পার্ব্বত্যা পরিরক্ষিতম্ ॥ ৭৯
তামূষাং নিদ্রিতাং দৃষ্ট্বা নিরাহারাং কৃশোদরীম্ ।
শীঘ্রঞ্চ বোধয়ামাস সখীভিঃ পরিরক্ষিতাম্ ॥ ৮০
উষাং কৃত্বা চ সুস্নাতাং রত্নভূষণভূষিতাম্ ।
রম্যৈর্ম্মাল্যৈশ্চন্দনৈশ্চ সিন্দূরপত্রকৈঃ শুভৈঃ ॥৮১
দ্বয়োঃ সম্ভাষণং তত্র মাহেন্দ্রে চ শুভক্ষণে ।
কারয়ামাস গুপ্তঞ্চ সখীনাং সম্মতেন চ ॥ ৮২
পতিব্রতা পতিং দৃষ্ট্বা সা রেমে বিরহজ্বরা ।
গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন তামুবাহ স্মরাত্মজঃ ॥ ৮৩
রতির্ব্বভূব সুচিরমুভয়োঃ সুখকারণম্ ।
দিবানিশং ন বুবুধে স্মরপুত্রঃ স্মরাতুরঃ ॥ ৮৪
উষা কামাতুরা প্রৌঢ়া নবোঢ়া নবসঙ্গমাৎ ।
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ পুংসশ্চ স্পর্শমাত্রেণ কামুকী ॥৮৫
এবং নিত্যঞ্চ রহসি সঙ্গমঃ সুমনোহরঃ ।
বভূব সুচিরং বিপ্র রাজা শুশ্রাব রক্ষকাৎ ॥ ৮৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-
খণ্ডে নারায়ণনারদসংবাদে বাণযুদ্ধে
উষানিরুদ্ধবিবাহো নাম চতুর্দ্দশা-
ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৪

পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

অথ ভীতা রক্ষকাস্তে তমূচুর্বাণমীশ্বরম্ ।
স্কন্দং গণেশং দুর্গাঞ্চ দণ্ডবৎ প্রণিপত্য চ ॥ ১

রক্ষকা ঊচুঃ ।

অহো কষ্টঞ্চ কালোঽয়মতীব দুরতিক্রমঃ ।
স্বতন্ত্রা বালিকা প্রৌঢ়া পতিমিচ্ছতি সাম্প্রতম্ ॥২
অসঙ্গসঙ্গমো নাথ সাধূনাং দুঃখকারণম্ ।
সংসর্গজা গুণা দোষা ভবন্তি সততং নৃণাম্ ॥ ৩
চিত্রলেখা স্বয়ং দূতী সমানীয় বরং পরম্ ।
রণশূরং মহাবীরং নৃপেন্দ্রঞ্চ মহারথম্ ॥ ৪
যুবানং ব্যাধিহীনঞ্চ কন্দর্পাদ্যতিসুন্দরম্ ।
সম্ভোগং কারয়ামাস বুবুধে ন দিবানিশম্ ॥ ৫
সাম্প্রতং তব কন্যা সাপ্যুষা গর্ভবতী সতী ।
কুলজা কুলয়োশ্চৈব তপ্তাঙ্গারস্বরূপিণী ॥ ৬
দৌহিত্রো বাপি দৌহিত্রী বভূব সাম্প্রতং তব ।
কন্যাং পশ্য মহাপ্রৌঢ়াং নাগরীং নাগরান্বিতাম্ ॥৭
নখবিক্ষতসর্ব্বাঙ্গীং বরাধীনাঞ্চ চঞ্চলাম্ ।
পুংসশ্চ সঙ্গিনীং শশ্বদ্রহস্যে রতিসঙ্গিনীম্ ।
সস্মিতাং সকটাক্ষাঞ্চ চঞ্চলেক্ষণবীক্ষিতাম্ ॥ ৮
এবং শ্রুত্বা লজ্জিতশ্চ বাণস্তত্র চুকোপ সঃ ।
যুদ্ধায় চ মতিং চক্রে বারিতঃ শম্ভুনা ভৃশম্ ॥ ৯
বারিতশ্চ গণেশেন স্কন্দেন শিবয়া তথা ।
ভৈরব্যা ভদ্রকাল্যা চ যোগিনীভিশ্চ সন্ততম্ ॥১০
অষ্টভির্ভৈরবৈশ্চৈব রুদ্রৈরেকাদশাত্মকৈঃ ।
ভূতৈঃ প্রেতৈশ্চ কুষ্মাণ্ডৈর্ব্বেতালৈর্ব্রহ্মরাক্ষসৈঃ ॥
যোগীন্দ্রৈরপি সিদ্ধেন্দ্রৈরুগ্রচণ্ডাদিভিস্তথা ।
কোটব্যা গ্রামদেব্যা চ যথা মাত্রা হিতায় চ ॥ ১২
উবাচ শঙ্করো বাণং মূঢ়ং পণ্ডিতমানিনম্ ।

হিতং সত্যং নীতিযুক্তং পরিণামসুখাবহম্‌ ॥১৩
মহাদেব উবাচ ।
শৃণু বাণ প্রবক্ষ্যামি কথামেতাং পুরাতনীম্‌ ।
ভুবো ভারাবতরণে ভারতে স্বয়মীশ্বরঃ ॥ ১৪
বাসুদেব ইতি খ্যাতঃ কথ্যতে তেন কোবিদৈঃ ।
ধাতুর্বিধাতা ভগবাংশ্চক্রপাণিঃ স্বয়ং বিভুঃ ॥১৫
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদীনামীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।
নির্গুণশ্চ নিরীহশ্চ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহঃ ॥ ১৬
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পরমাত্মা চ দেহিনাম্‌ ।
যস্মিন্‌ গতে গতো জীবঃ সংগ্রামস্তেন সম্ভবেৎ ॥
শস্ত্রাদিহো মহাকাশো যথা মূঢ় দিশস্তথা ।
তথাত্মা চ নিরাকারো দেহী চ ধ্যানহেতুনা ॥ ১৮
তস্য পৌত্রোঽনিরুদ্ধশ্চ মহাবলপরাক্রমঃ ।
ত্রৈলোক্যমপি সংহর্ত্তুং ক্ষণেন চ ক্ষমঃ স্বয়ম্‌ ॥১৯
সর্ব্বে দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ বলবন্তো মহারথাঃ ।
তে সর্ব্বে চানিরুদ্ধস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্‌ ॥
দ্বয়োরেব সমং বিত্তং দ্বয়োরেব সমং বলম্‌ ।
তয়োর্বিবাদো মৈত্রী চ ন তু পুষ্ট-বিপুষ্টয়োঃ ॥২১
বলিঃ পিতা তে দৈত্যানাং সারভূতো মহারথঃ ।
ক্ষণেন যেন নীতশ্চ সুতলং স হরেঃ কলা ॥ ২২
সর্ব্বে চাংশকলাঃ পুংসঃ পরিপূর্ণতমস্য চ ।
বৃন্দাবনেশ্বরস্যাপি কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ২৩
পার্ব্বত্যুবাচ ।
ধ্যায়তে ধ্যাননিষ্ঠস্য হৃৎপদ্মে চ দিবানিশম্‌ ।
ব্রহ্মা মহেশঃ শেষশ্চ ভগবন্তং সনাতনম্‌ ॥ ২৪
দিনেশশ্চ গণেশশ্চ যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ ।
ধ্যায়তে পরমাত্মানং ভগবন্তং সনাতনম্‌ ॥ ২৫
সনৎকুমারঃ কপিলো নরো নারায়ণস্তথা ।
ধ্যায়ন্তে হৃদয়াম্ভোজে ভগবন্তং সনাতনম্‌ ॥ ২৬
মনবশ্চ মুনীন্দ্রাশ্চ সিদ্ধেন্দ্রা যোগিনাং বরাঃ ।
ধ্যানাসাধ্যঞ্চ ধ্যায়ন্তে ভগবন্তং সনাতনম্‌ ॥ ২৭
সর্ব্বাদ্যাং সর্ব্ববীজঞ্চ সর্ব্বেষাঞ্চ পরাৎপরম্‌ ।
ধ্যায়ন্তে জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে ভগবন্তং সনাতনম্‌ ॥ ২৮
গণেশ্বর উবাচ ।
অভাগ্যঞ্চ বলেশ্চাপি বৈষ্ণবস্য মহাত্মনঃ ।
মূঢ়ো যদীদৃশঃ পুত্রঃ প্রহ্লাদস্যাপি ধীমতঃ ॥ ২৯
স্কন্দ উবাচ ।
অয়ে ভ্রাতর্ন শ্রুত্বা চ হিরণ্যকশিপোঃ কথা ।
হিরণ্যাক্ষস্য চ মধোঃ কৈটভস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩০
পূর্ব্বজাস্তেঽপি তে দৈত্যা মহাবলপরাক্রমাঃ ।
ক্ষণেন বিষ্ণুনা নীতা লীলয়া যমসাদনম্‌ ॥ ৩১
ভগবান্‌ যস্য সংহর্ত্তা স্বয়ং নারায়ণঃ প্রভুঃ ।
তস্য কো রক্ষিতা ভ্রাতর্নিবর্ত্তস্ব শুভায় চ ॥ ৩২
তেষাঞ্চ বচনং শ্রুত্বা তানুবাচাসুরেশ্বরঃ ।
কোপরক্তাস্য নয়নো ধনুষ্পাণির্যথান্তকঃ ॥ ৩৩
বাণ উবাচ ।
শৃণু মাতঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণু তাত মহেশ্বর ।
শৃণু ভ্রাতর্গণপতে শৃণু ভ্রাতশ্চ কার্ত্তিক ॥ ৩৪
শুভাশুভং প্রাক্তনেন প্রাণিনাং কর্ম্মিণাং তথা
কৃতকর্ম্মাতিরিক্তঞ্চ কার্য্যং কেষাঞ্চ বর্ত্ততে ॥ ৩৫
নাপ্রাপ্তকালো ম্রিয়তে বিদ্ধঃ শরশতৈরপি ।
তৃণাগ্রেণাপি সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি ॥৩৬
যস্মাচ্চ যস্য নির্ব্বাণং বিধাত্রা লিখিতং পুরা ।
তদেব নিত্যং সত্যঞ্চ নিষেকঃ কেন বার্য্যতে ॥৩৭
সংগ্রামে কাতরো যো হি নিষ্ফলং তস্য জীবনম্‌ ।
জয়ী যশশ্চ লভতে মৃতঃ স্বর্গঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৩৮
প্রবিশ্য কন্যাং গৃহ্লাতি নগরং শিবরক্ষিতম্‌ ।
পার্ব্বত্যা চ গণেশেন স্কন্দেন বলিনা তথা ॥ ৩৯
ধিগ্‌ব্যাঞ্চ ধিঙ্‌ মমৈশ্বর্য্যং ধিগ্‌বীর্য্যং জীবনঞ্চ ধিক্‌ ।
কো বা গৃহ্লাতি কন্যাঞ্চ কস্যৈবং রক্ষিতস্য চ ॥ ৪০
সগর্ভা তব কন্যেতি সভায়াং রক্ষকো বদেৎ ।
ইতি মে বজ্রতুল্যঞ্চ শ্রুতং কটু পরং বচঃ ॥৪১
রণেঽনিরুদ্ধং হত্বা চ ঘাতয়িষ্যামি কন্যকাম্‌ ।
অন্যথা জ্বলদগ্নৌ চ ত্যক্ষ্যামি চ কলেবরম্‌ ॥ ৪২
কোটব্যুবাচ ।
শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি মাতাহং তেঽপি ধর্ম্মতঃ ।
দুরন্তেনাপি পুত্রেণ পিত্রোর্দুঃখং পদে পদে ॥ ৪৩
কন্যা পরগৃহীতা সাপ্যন্যস্মৈ দাতুমক্ষমঃ ।
শ্রীকৃষ্ণস্যাপি পৌত্রায় প্রদ্যুম্নস্য সুতায় চ ॥ ৪৪
অনিরুদ্ধায় মহতে স্বেচ্ছয়া দেহি কন্যকাম্‌ ।
পূতোঽসি ভারতে বর্ষে সপ্তভিঃ পিতৃভিঃ সহ ॥৪৫
যৌতুকং দেহি সর্ব্বস্বং যশসে মহসে ভুবি ।
অন্যথা রণমধ্যে চ ত্বাং হনিষ্যতি মাধবঃ ।
সুদর্শনেন চক্রেণ কো বা ত্বাং রক্ষিতুং ক্ষমঃ ॥৪৬
কোটবীবচনং শ্রুত্বা চুকোপ দৈত্যপুঙ্গবঃ ।
প্রযযৌ রথমারুহ্য যত্র পৌত্রো হরেমুনে ॥ ৪৭

স্কন্দঃ সেনাপতির্ভূত্বা প্রযযৌ শঙ্করাজ্ঞয়া ।
বাণস্বস্ত্যয়নং চক্রে গণেশশ্চ স্বয়ং শিবঃ ॥ ৪৮
বাণং শুভাশিষং চক্রে পার্ব্বতী কোটবী তথা ।
অষ্টৌ চ ভৈরবাশ্চৈব রুদ্রাশ্চৈকাদশৈব তে ॥৪৯
সর্ব্বে চাহ্নায় হন্তারো বভূবুঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ।
এতস্মিন্নন্তরে দূতোঽপ্যনিরুদ্ধমুবাচ হ ।
পার্ব্বত্যা প্রেরিতশ্চৈব বাণপত্ন্যা চ সত্বরম্ ॥ ৫০

দূত উবাচ ।

অনিরুদ্ধোত্তিষ্ঠ তে ভদ্রং পার্ব্বতীবচনং শৃণু ।
ভব সান্নাহিকো বৎস কুরু যুদ্ধং বহির্ভব ॥ ৫১
ভীতোষা রুদতী অত্র সস্মার পার্ব্বতীং সতীম্ ।
রক্ষ রক্ষ মহামায়ে মৎপ্রাণেশ্বরমীপ্সিতম্ ॥ ৫২
অভয়েঽপ্যভয়ং দেহি সংগ্রামে ঘোরদারুণে ।
ত্বমেব জগতাং মাতা স্নেহস্তে সর্ব্বতঃ সমঃ ॥ ৫৩
অথানিরুদ্ধঃ সন্নাহী শস্ত্রপাণির্বভূব হ ।
উষাদত্তং রথং প্রাপ্য চকারারোহণং মুদা ॥ ৫৪
বহিঃ সম্ভূয় শিবিরাদ্দদর্শ বাণমীশ্বরম্ ।
সান্নাহিকং শস্ত্রপাণিং রক্তাস্যলোচনং পরম্ ॥ ৫৫
দৃষ্ট্বানিরুদ্ধং বাণশ্চ তমুবাচ রুষান্বিতঃ ।
ঘোরসংগ্রামমধ্যে চ বিষোক্তিং প্রজ্বলন্নিব ॥ ৫৬

বাণ উবাচ ।

অয়ে বীর মহাদুষ্ট নীতিশাস্ত্রবিবর্জ্জিত ।
চন্দ্রবংশকুলাঙ্গার পুণ্যক্ষেত্রেঽযশাস্কর ॥ ৫৭
পিতা তে শম্বরং হত্বা জগ্রাহ তস্য কামিনীম্ ।
ততো জাতো ভবানেব নিবোধ স্বকুলক্রমম্ ॥ ৫৮
পিতামহো বাসুদেবো মথুরায়াঞ্চ ক্ষত্রিয়ঃ ।
গোকুলে বৈশ্যজাতিশ্চ নাম্না চ নন্দনন্দনঃ ॥ ৫৯
বৃন্দাবনে চ গোপশ্চ নন্দস্য পশুরক্ষকঃ ।
সাক্ষাজ্জারশ্চ গোপীনাং দুষ্টঃ পরমলম্পটঃ ॥ ৬০
জঘান পুতনাং সদ্যো নারীঘাতী হ্যধার্ম্মিকঃ ।
আগত্য মথুরাং কুব্জাং জঘান মৈথুনেন চ ॥ ৬১
দুর্ব্বলং নরকং হত্বা স্ত্রীসমূহং মনোহরম্ ।
জগ্রাহ যোনিলুব্ধশ্চ সপুত্রমতিনিষ্ঠুরঃ ॥ ৬২
ভীষ্মকং মানবং জিত্বা তৎপুত্রঞ্চাপি দুর্ব্বলম্ ।
জগ্রাহ কন্যকাং তস্য দেবযোগ্যাঞ্চ রুক্মিণীম্ ॥৬৩
সত্রাজিতঃ সূর্য্যভৃত্যো দেবাৎ প্রাপ মণীশ্বরম্ ।
ঘাতয়িত্বা হ্যপায়েন জগ্রাহ মণি-কন্যকাম্ ॥ ৬৪
কুরু-পাণ্ডবযুদ্ধঞ্চ কারয়িত্বা চ দারুণম্ ।
সঞ্জহার ভুবো ভূপ-সমূহমতিদারুণম্ ॥ ৬৫
যুধিষ্ঠিরস্য যজ্ঞে চ শিশুপালং জঘান সঃ ।
দন্তবক্রঞ্চ শাল্বঞ্চ জরাসন্ধঞ্চ দারুণঃ ॥৬৬
উপায়াদ্‌যবনং হত্বা তৎসর্ব্বং জহার সঃ ।
দুর্ব্বলো রাজভীতেন সমুদ্রং শরণং গতঃ ॥ ৬৭
জিত্বা চ ভ্রাতরং শক্রং ভার্য্যায়া বচনেন চ ।
জগ্রাহ পারিজাতঞ্চ পুষ্পঞ্চ স্বর্গদুর্ল্লভম্ ॥ ৬৮
কংসং নিহত্যাধর্ম্মিষ্ঠো ভ্রাতরং মাতুরেব চ ।
জগ্রাহ তস্য সর্ব্বস্বং পরং কিং কথয়ামি তে ॥৬৯
জিত্বা চ ভল্লূকং যুদ্ধে জগ্রাহ তস্য কন্যকাম্ ।
তৎপিতুর্ভগিনী কুন্তী চতুর্ণাং কামিনীং ভুবি ॥৭০
দ্রৌপদী ভ্রাতৃপত্নী চ পঞ্চানাং কামিনী তথা ।
গোষ্ঠী তে যোনিলুব্ধশ্চ শশ্বৎ পরমলম্পটঃ ॥ ৭১
অজ্যেষ্ঠো বলদেবশ্চ শশ্বৎ পিবতি বারুণীম্ ।
যমুনাং ভ্রাতৃপত্নীঞ্চ করোত্যাহ্বানমীপ্সিতম্ ॥৭২
জহার ভগিনীং তস্য কৌন্তেয়ঃ শক্রনন্দনঃ ।
সুভদ্রাং মাতুলসুতাং সন্নিবোধ কুলক্রমম্ ॥ ৭৩
বাণস্য বচনং শ্রুত্বা চুকোপ কামনন্দনঃ ।
উবাচ পরমার্থঞ্চ যোগ্যং প্রত্যুত্তরং মুনে ॥ ৭৪

অনিরুদ্ধ উবাচ ।

পিতা মে কামদেবশ্চ ব্রহ্মপুত্রঃ পুরা শুচিঃ ।
তস্যাস্ত্রেণ বশীভূতং ত্রৈলোক্যং সততং শৃণু ॥৭৫
শিবকোপানলেনৈব ভস্মীভূতঃ স্বকর্ম্মতঃ ।
কৃষ্ণস্য পুত্রোঽপ্যধুনা সর্ব্বেষাং পরমাত্মনঃ ॥ ৭৬
পতিব্রতা রতির্মাতা পতিশোকেন সাম্প্রতম্ ।
শম্বরস্য গৃহে তস্থৌ হৃতা তেন বলেন চ ॥ ৭৭
ছায়াং মায়াবতীং দত্বা মায়য়া শয়নেন চ ।
রতিঃ স্বধর্ম্মং সংরক্ষ্য ধর্ম্মসাক্ষী চ তদ্‌গৃহে ॥৭৮
নিহত্য শম্বরং শক্রং গৃহীত্বা স্বপ্রিয়াং সতীম্ ।
আজগাম দ্বারকাঞ্চ চন্দ্রসূর্য্যৌ চ সাক্ষিণৌ ॥ ৭৯
পিতামহং বাসুদেবং ত্বং কিং জানাসি মূঢ়বৎ ।
যঞ্চ সন্তো ন জানন্তি বেদাশ্চত্বার এব চ ॥ ৮০
বাসুঃ সর্ব্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু ।
তস্য দেবঃ পরংব্রহ্ম বাসুদেব ইতি স্মৃতঃ ॥ ৮১
শঙ্করং পৃচ্ছ সাক্ষাচ্চ যস্য ভৃত্যোঽধুনা ভবান্ ।
কৃষ্ণভৃত্যস্য চ বলেঃ পুত্রোঽসি কিং দুরাত্মকঃ ॥
গোকুলে বৈশ্যপুত্রং তং ব্রূহি ত্বং জ্ঞানদুর্ব্বলঃ ।
ভোজনং বেদবিহিতং শশ্বৎ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যয়োঃ ॥

দ্রোণঃ প্রজাপতিশ্রেষ্ঠো ধরা তস্য প্রিয়া সতী।
পুত্রঞ্চ তপসা লেভে পরমাত্মানমীশ্বরম্॥ ৮৪
দ্রোণো নন্দো বৈশ্যরাজো যশোদা সা ধরা সতী
বৃকভানুসুতা রাধা শ্রীদাম্নঃ শাপদারুণাৎ॥ ৮৫
ত্রিংশৎকোটিঞ্চ গোপীনাং গৃহীত্বা ভর্ত্তুরাজ্ঞয়া।
পুণ্যঞ্চ ভারতং ক্ষেত্রং গোলোকাদাজগাম সা॥
তাভিঃ সার্দ্ধং স রেমে চ স্বপত্নীভির্মুদান্বিতঃ।
পাণিং জগ্রাহ রাধায়াঃ স্বয়ং ব্রহ্মা পুরোহিতঃ॥৮৭
গোপকোটিশ্চ গোলোকাদাজগাম মুদান্বিতঃ।
তেজসা হরিতুল্যাস্তে পার্ষদপ্রবরা হরেঃ॥ ৮৮
গোরক্ষণং হরেরেব গোপবেশস্য চাত্মনঃ।
গোপানাং শিশুশিক্ষার্থং মায়েশস্যাপি মায়য়া॥৮৯
পূতনা বলিকন্যা চ ভগিনী চ তবাসুর।
দৃষ্ট্বা চ বামনং ভক্ত্যা চকার পুত্রমানসম্॥ ৯০
এবম্ভূতো যদি মম পুত্রো ভবতি সাম্প্রতম্।
স্তনং দদামি তনয়ং কৃত্বা বক্ষসি সুন্দরম্॥ ৯১
তস্যা মানসপূর্ণঞ্চ চকার ভগবান্ প্রভুঃ।
স্তনং দত্ত্বা চ গোলোকং যযৌ সা রত্নযানতঃ॥৯২
কুব্জা সা ভগিনী পূর্ব্বং রাবণস্য দুরাত্মনঃ।
শ্রীরামং চকমে কামাৎ নাম্না শূর্পণখা সতী॥৯৩
নাসাং চিচ্ছেদ তস্যাশ্চ লক্ষ্মণো ধার্ম্মিকেশ্বরঃ।
তপসা চ বরং লেভে ব্রহ্মণঃ প্রিয়মীশ্বরম্॥ ৯৪
তেন পুণ্যেন তং লব্ধা গোলোকং সা জগাম হ।
গোপী বভূব গোলোকে কৃষ্ণস্যালিঙ্গনেন চ॥ ৯৫
নরকো হরিবধ্যশ্চ স্বপূর্ব্বপ্রাক্তনেন চ।
পাণিং জগ্রাহ কন্যানাং সাক্ষিণৌ শশি-ভাস্করৌ॥
ভীষ্মকন্যা মহালক্ষ্মীঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়া সতী।
বৈকুণ্ঠাদাগতা সাধ্বী ব্রহ্মণোঽনুমতেন চ॥ ৯৭
সত্রাজিতস্য কন্যা সা সত্যভামা বসুন্ধরা।
দদৌ কৃষ্ণায় রাজা স তং মণিং যৌতুকেন চ॥
ভুবো ভারাবতরণ-হেতুনা গমনং হরেঃ।
সঞ্জহার ভুবো ভারং কুরু-পাণ্ডবযুদ্ধতঃ॥ ৯৯
শিশুপালো দন্তবক্রো জয়ো বিজয় এব চ।
দ্বারিণৌ দ্বারষট্কে চ বৈকুণ্ঠে শ্রীহরেরপি।
কুমারশাপাৎ পতিতৌ বাপ্তজন্মত্রয়ং ধ্রুবম্॥ ১০০
হিরণ্যকশিপুশ্চৈব তত্রৈব পূর্ব্বপূরুষঃ।
তস্য ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষস্তেনৈব বরুণো জিতঃ॥১০১
হরির্নৃসিংহরূপেণ তং জঘানাবলীলয়া।
শূকরেণ হতোঽন্যশ্চ পূর্ব্বজন্মকথাং শৃণু॥ ১০২
দ্বিতীয়ে জন্মনি পুরা রাবণঃ কুম্ভকর্ণকঃ।
শ্রীরামেণ হতৌ তৌ দ্বৌ শেষজন্ম কলৌ তয়োঃ॥
শ্রীকৃষ্ণেন হতৌ তৌ দ্বৌ ধর্ম্মপুত্রক্রতৌ তথা।
জরাসন্ধশ্চ শাল্বশ্চ দুরাত্মা কংস এব চ।
প্রাক্তনাৎ তস্য বধ্যাস্তে ভুবো ভারজিহীর্ষয়া॥
মান্ধাতৃসুতবধ্যশ্চ যবনশ্চাপি প্রাক্তনাৎ।
লক্ষ্মীশ্বরস্য কৃষ্ণস্য ধনেন কিং প্রয়োজনম্॥ ১০৫
প্রতিজ্ঞয়া চ সত্যায়াঃ পুণ্যকব্রতকারণাৎ।
পারিজাতং সমানীয় চকার স্বাত্মনো ব্রতম্॥১০৬
স্বয়ং জাম্ববতী দেবী দুর্গাংশা ভল্লুকাত্মজা।
পাণিং জগ্রাহ তস্যাশ্চ তপসা ভারতে হরিঃ॥
কুন্ত্যাশ্চ ক্ষেত্রজাঃ পুত্রাঃ কেবলং ভর্ত্তুরাজ্ঞয়া।
কলৌ নিষিদ্ধং ত্রিযুগে প্রসিদ্ধং পরপৈতৃকম্॥
যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মপুত্রো ভীমশ্চ পবনাত্মজঃ।
মহেন্দ্রপুত্রো ধর্ম্মিষ্ঠঃ ফাল্গুনো বিজয়ী ভুবি।
যস্মৈ পাশুপতং শম্ভুঃ প্রদদৌ চ স্বয়ং মুদা॥১০৯
অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পরপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥
দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চ ভর্ত্তারঃ শঙ্করস্য বরেণ চ।
বলদেবঃ পুষ্পমধু পূতং পিবতি নিত্যশঃ॥ ১১১
চকার যমুনাহ্বানং স্নানার্থং ধার্ম্মিকঃ শুচিঃ।
সুভদ্রাঞ্চ দদৌ কৃষ্ণঃ ফাল্গুনায় মহাত্মনে॥ ১১২
কন্যকাং মাতুলানাঞ্চ দাক্ষিণাত্যঃ পরিগ্রহেৎ।
দেশেষন্যেষু দোষোঽয়মিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥১১৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে বাণানিরুদ্ধসংবাদে বাণযুদ্ধে পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১৫॥

ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

বাণ উবাচ।

অনিরুদ্ধ বুধোঽসি ত্বং ত্বয়োক্তং সত্যমেব চ।
শম্ভুনা চৈবমুক্তঞ্চ সর্ব্বং বুদ্ধঞ্চ চেতসা॥ ১
ত্বয়োক্তং শঙ্করবরাৎ পঞ্চানাং স্বামিনাং প্রিয়া।
দ্রৌপদী চ মহাভাগা তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥ ২

শম্বরেণ হৃতা পূর্ব্বং তব মাতা কথং রতিঃ ।
দেবৈরপি কথং দত্তা দেবাস্তেন জিতাঃ কথম্ ॥ ৩

অনিরুদ্ধ উবাচ।

একদা রঘুনাথশ্চ সীতয়া লক্ষ্মণেন চ।
স্নাতঃ সরসি তত্রস্থো রম্যে পঞ্চবটীবনে ॥ ৪
উবাচ সীতাং হেমন্তে জলং সুস্বাদু নির্ম্মলম্।
তথান্নব্যঞ্জনং রম্যং সর্ব্বং বস্তু সুশীতলম্ ॥ ৫
ফলঞ্চ বণ্টনং চক্রে সীতায়ৈ প্রদদৌ পুরঃ।
ততো দদৌ লক্ষ্মণায় পশ্চাদ্ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং বিভুঃ ॥৬
লক্ষ্মণস্তদ্‌গৃহীত্বা চ নৈব ভুঙ্‌ক্তে ফলং জলম্।
মেঘনাদবধার্থায় সীতোদ্ধরণকারণাৎ ॥ ৭
নিদ্রাং ন যাতি নো ভুঙ্‌ক্তে বর্ষাণাঞ্চ চতুর্দ্দশ ।
য এব পুরুষো যোগী নিহন্তুং রাবণাত্মজম্ ॥ ৮
এতস্মিন্নন্তরে রামং দ্রষ্টুং কমললোচনম্।
ভবিষ্যৎ কথয়ামাস শ্রুতিকট্বনলো বচঃ ॥ ৯

বহ্নিরুবাচ।

শৃণু রাম মহাভাগ সীতাসঙ্গোপনং কুরু।
সপ্তাহাভ্যন্তরে চৈব রাবণো দুষ্টরাক্ষসঃ ॥ ১০
দুর্নিবার্য্যঃ প্রাক্তনেন জানকীঞ্চ হরিষ্যতি।
বিধাত্রা লিখিতং কর্ম্ম প্রাক্তনং কেন বার্য্যতে।
বেদৈশ্চতুর্ভিঃ কথিতং ন চ দৈবাৎ পরং বলম্ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

সীতাং গৃহীত্বা ত্বং গচ্ছ চ্ছায়াত্রৈব তু তিষ্ঠতু।
কলত্রবর্জ্জনং কর্ম্ম সর্ব্বেষাঞ্চ জুগুপ্সিতম্ ॥ ১২
সীতাং গৃহীত্বা প্রযযৌ রুদতীঞ্চ হুতাশনঃ।
সীতায়াঃ সদৃশী ছায়া তস্থৌ শ্রীরামসন্নিধৌ ॥ ১৩
সা চ চ্ছায়া হৃতা পূর্ব্বং রাবণেনাবলীলয়া।
সমুদ্দধার তাং রামো নিহত্য তং সবান্ধবম্ ॥ ১৪
বহ্নৌ পরীক্ষাকালে চ ছায়া বহ্নৌ বিবেশ সা।
অগ্নিশ্ছায়াঞ্চ সংরক্ষ্য দদৌ রামায় জানকীম্ ॥১৫
রামস্তাঞ্চ গৃহীত্বা চ প্রযযৌ স্বাশ্রমং মুদা।
ছায়া তস্থৌ বহ্নিপার্শ্বে হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ১৬
সা চ চ্ছায়া তপশ্চক্রে নারায়ণসরোবরে।
তপশ্চকার দিব্যঞ্চ শতবর্ষঞ্চ শূলিনঃ ॥ ১৭
বরং বৃণুষ্ব ভদ্রং ত উবাচ শঙ্করশ্চ তাম্।
উবাচ সা শিবং ব্যগ্রা ভর্ত্তুর্দুঃখেন দুঃখিতা ॥১৮
পতিং দেহি পঞ্চধা সা বরং বব্রে ত্রিলোচনম্।
সর্ব্বসম্পৎপ্রদস্তুষ্টস্তস্যৈ শর্ব্বো বরং দদৌ ॥ ১৯

মহাদেব উবাচ।

সাধ্বি ত্বং পঞ্চধা ব্রূহি পতিং দেহীতি ব্যাকুলা।
পঞ্চেন্দ্রাশ্চ হরেরংশা ভবিষ্যন্তি প্রিয়াস্তব ॥ ২০
তে চ সর্ব্বে চ পঞ্চেন্দ্রাশ্চাধুনা পঞ্চ পাণ্ডবাঃ।
সা চ চ্ছায়া দ্রৌপদী চ যজ্ঞকুণ্ডসমুদ্ভবা ॥ ২১
কৃতে যুগে বেদবতী ত্রেতায়াং জনকাত্মজা।
দ্বাপরে দ্রৌপদী চ্ছায়া তেন কৃষ্ণা ত্রিহায়ণী ॥ ২২
বৈষ্ণবী কৃষ্ণভক্তা চ তেন কৃষ্ণা প্রকীর্ত্তিতা।
স্বর্গলক্ষ্মীর্মহেন্দ্রাণাং সা চ পশ্চাদ্ভবিষ্যতি ॥২৩
রাজা দদৌ ফাল্গুনায় কন্যায়াশ্চ স্বয়ংবরে।
পপ্রচ্ছ মাতরং ধীরো বস্তু প্রাপ্তং ময়াধুনা ॥ ২৪
তমুবাচ স্বয়ং মাতা গৃহাণ ভ্রাতৃভিঃ সহ।
শম্ভোর্বরেণ পূর্ব্বঞ্চ পরত্র মাতুরাজ্ঞয়া ॥ ২৫
দ্রৌপদ্যাঃ স্বামিনস্তেন হেতুনা পঞ্চ পাণ্ডবাঃ।
চতুর্দ্দশানামিন্দ্রাণাং পঞ্চেন্দ্রাঃ পঞ্চ পাণ্ডবাঃ ॥২৬
শঙ্করেণাভিশপ্তা সা মন্মাত্রা ভর্ৎসিতেন চ।
মত্তাতে ভস্মসাদ্ভূতে হরকোপানলেন চ ॥ ২৭
হে রতে ত্বং ময়া শপ্তা দৈত্যগ্রস্তা ভবাধুনা।
বিজিত্য দেবান্ সেন্দ্রাংশ্চ শম্বরস্ত্বাং হরিষ্যতি ॥
পুনরুক্তে বরং প্রাদাৎ স্বতীর্থং তেন যাস্যসি।
ছায়াং দত্ত্বা তিষ্ঠ গেহে যাবজ্জীবতি তে পতিঃ ॥২৯
ইতি তে কথিতং সর্ব্বমিতিহাসং পুরাতনম্।
দেবানাং গুপ্তচরিতং শৃণু দৈত্যেন্দ্র সাম্প্রতম্ ॥৩০
এতস্মিন্নন্তরে তত্র সুভদ্রশ্চ মহাবলঃ।
কুম্ভাণ্ডভ্রাতা বলবান্ বাণসেনাপতীশ্বরঃ ॥ ৩১
নির্ভর্ৎস্য বাণং সমরে শস্ত্রপাণির্মহারথঃ।
শ্রীকৃষ্ণপৌত্রং শূলঞ্চ চিক্ষেপ প্রলয়াগ্নিবৎ।
অর্দ্ধচন্দ্রেণ তচ্ছূলং চিচ্ছেদ কামপুত্রকঃ ॥ ৩২
শক্তিং চিক্ষেপ ভদ্রশ্চ শতসূর্য্যসমপ্রভাম্।
বৈষ্ণবাস্ত্রেণ চিচ্ছেদ তাং শক্তিং কামপুত্রকঃ ॥৩৩
নারায়ণাস্ত্রং চিক্ষেপ সুভদ্রো রণমূর্দ্ধনি।
প্রণম্য শেতে নির্ভীকো মদনস্য সুতো বলী ॥ ৩৪
ঊর্দ্ধমস্ত্রঞ্চ বভ্রাম শতসূর্য্যসমপ্রভম্।
প্রলীনমস্ত্রমাকাশে বিশ্বসংহারকারণম্ ॥ ৩৫
অস্ত্রে গতে সোঽনিরুদ্ধো গৃহীত্বা চ মহাগদাম্।
প্রবভঞ্জ ভদ্ররথং জঘানাশ্বাংশ্চ সারথিম্।
দধার তং সুভদ্রঞ্চ লীলয়া রণমূর্দ্ধনি ॥ ৩৬
হতে সুভদ্রে বাণশ্চ মহাবলপরাক্রমঃ।

বাণানাং শতকঞ্চাপি চিক্ষেপ রণমূর্দ্ধনি ।
কামাত্মজোঽগ্নিবাণেন বাণৌঘং প্রদদাহ সঃ ॥৩৭
বাণশ্চিক্ষেপ ব্রহ্মাস্ত্রং সৃষ্টিসংহারকারণম্ ।
দৃষ্ট্বা কামাত্মজঃ শীঘ্রং সবীজমন্ত্রপূর্ব্বকম্ ।
ব্রহ্মাস্ত্রেণৈব ব্রহ্মাস্ত্রং সঞ্জহারাবলীলয়া ॥ ৩৮
বাণঃ পাশুপতং ক্ষিপ্রং সমারেভে চ কোপতঃ ।
নিষিদ্ধশ্চ গণেশেন স্কন্দেন শম্ভুনা তথা ॥ ৩৯
তদ্দৃষ্ট্বা সোঽনিরুদ্ধস্তং ধনুর্ব্বাণৌঘসংযুতম্ ।
চকার স্তম্ভং যুদ্ধে চ শীঘ্রাস্ত্রঞ্চ মহারথম্ ॥ ৪০
যতো বভূব বাণশ্চ নিশ্চেষ্টো রণমূর্দ্ধনি ।
পুনশ্চিক্ষেপ নিদ্রাস্ত্রং নিদ্রিতং তং চকার সঃ ॥৪
বাণং তং নিদ্রিতং দৃষ্ট্বা গৃহীত্বা খড়্গমুত্তমম্ ।
বাণং হন্তুং সমুদ্যন্তং বারয়ামাস কার্ত্তিকঃ ॥ ৪২
স্কন্দশ্চ শতবাণেন বারয়ামাস লীলয়া ।
অনিরুদ্ধং মহাভাগং বলবন্তং ধনুর্দ্ধরম্ ॥ ৪৩
অনিরুদ্ধশ্চ সহসা তয়া শক্ত্যা দুরত্যয়া ।
বভঞ্জ কার্ত্তিকরথং রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিতম্ ॥ ৪৪
গদয়া কার্ত্তিকঃ ক্রুদ্ধোঽপ্যনিরুদ্ধরথং মুদা ।
বভঞ্জ লীলয়া তত্র ক্ষণেন রণমূর্দ্ধনি ॥ ৪৫
অনিরুদ্ধোঽর্দ্ধচন্দ্রেণ ক্ষুরধারেণ লীলয়া ।
চিচ্ছেদ কার্ত্তিকধনুর্ভল্লাস্ত্রঞ্চ নিযোজিতম্ ॥ ৪৬
দধান কার্ত্তিকস্তচ্চ গদয়া চ দুরত্যয়া ।
গদাং জগ্রাহ তদ্ধস্তা-দ্বলেন মদনাত্মজঃ ॥ ৪৭
শূলং গৃহীত্বা সহসা তমেব হস্তমুদ্যতম্ ।
অনিরুদ্ধশ্চ কোপেন প্রেরয়ামাস দূরতঃ ॥ ৪৮
কার্ত্তিকঃ পুনরাগত্য গৃহীত্বা কামপুত্রকম্ ।
গৃহীত্বা চ করেণৈব পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৪৯
অনিরুদ্ধো গৃহীত্বা চ সমুত্তস্থৌ মহাবলঃ ।
তয়োর্বিরোধং পূতঞ্চ প্রচকার গণেশ্বরঃ ॥ ৫০
কার্ত্তিকঃ প্রযযৌ গেহমুষাগেহং স্মরাত্মজঃ ।
সর্ব্বং নিবেদিতুং শম্ভুং প্রযযৌ স গণেশ্বরঃ ॥ ৫১

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে বাণযুদ্ধে ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৬ ॥

সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

গণেশস্তু শিবস্থানং গত্বা নত্বা মহেশ্বরম্ ।
সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়ামাস ক্রমেণ চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১
বাণানিরুদ্ধয়োর্যুদ্ধং সুভদ্রনিধনং তথা ।
স্কন্দানিরুদ্ধয়োর্যুদ্ধমনিরুদ্ধস্য বিক্রমম্ ॥ ২
গণেশবচনং শ্রুত্বা প্রহস্য ভগবান্ ভবঃ ।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা সুগুপ্তং বেদসম্মতম্ ॥ ৩

মহাদেব উবাচ ।

গণেশ্বর মহাভাগ শ্রূয়তাং বচনং মম ।
হিতং তথ্যং নীতিসারং পরিণামসুখাবহম্ ॥ ৪
অসংখ্যবিশ্বসত্ত্বঞ্চ সর্ব্বং কৃষ্ণাত্মকং সুত ।
কৃষ্ণং জানীহি যং কার্য্যং কারণানাঞ্চ কারণম্ ॥৫
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মিথ্যা সর্ব্বং গণেশ্বর ।
নিবোধ সত্যং কৃষ্ণঞ্চ ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৬
গোলোকে দ্বিভুজং শান্তং রাধাকান্তং মনোহরম্ ।
শিশুবেশং গোপবেশং পরিপূর্ণতমং বিভুম্ ॥ ৭
গোপীভির্গোপনিকরৈঃ সহিতং কামধেনুভিঃ ।
প্রাপ্য বৃন্দাবনে রম্যে সুন্দরে রাসমণ্ডলে ॥ ৮
চরন্তং মুরলীহস্তং ব্রহ্মেশশেষবন্দিতম্ ।
শতশৃঙ্গে চ শৈলে চ বটমূলে নিরাকুলে ॥ ৯
গোষ্ঠে ভাণ্ডীরনিকটে নির্ম্মলে বিরজাতটে ।
নবীননীরদশ্যামং শোভিতং পীতবাসসা ।
যথা নবঘনৌঘশ্চ সৌদামিন্যা বিরাজিতম্ ॥ ১০
আবির্ভাবাশ্চ যাবন্তো গোলোকে রাসমণ্ডলে ।
তাবন্তো গোকুলে রম্যে পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে ॥১১
সর্ব্বে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ।
পরিপূর্ণতমো রামো ব্রহ্মশাপাৎ স্ববিস্মৃতঃ ।
তস্য পৌত্রোঽনিরুদ্ধশ্চ মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ১২
ময়া প্রস্থাপিতঃ স্কন্দো মহাযুদ্ধে সুদারুণে ।
মৃতো বাণশ্চ সংগ্রামে তেন স্কন্দেন রক্ষিতঃ ॥১৩
স্কন্দানিরুদ্ধয়োর্যুদ্ধং বভঞ্জিথ গণেশ্বর ।
অষ্টৌ চ ভৈরবাঃ সর্ব্বে রুদ্রাশ্চৈকাদশৈব তে ॥
অষ্টৌ চ বসবশ্চৈব দেবাঃ শক্রাদয়স্তথা ।
তথৈব দ্বাদশাদিত্যাঃ সর্ব্বে দৈত্যাশ্চরাস্তথা ॥ ১৫
দেবানামগ্রণীঃ স্কন্দো বাণশ্চ সগণস্তথা ।
সর্ব্বে তে চানিরুদ্ধং তং সংগ্রামে জেতুমক্ষমাঃ

অনিরুদ্ধঃ স্বয়ং ব্রহ্মা প্রদ্যুম্নঃ কাম এব চ।
বলদেবঃ স্বয়ং শেষঃ কৃষ্ণশ্চ প্রকৃতেঃ পরঃ॥ ১৭
এতৎ তে কথিতং সর্ব্বং বাণং রক্ষ গণেশ্বর।
ভবান্ শুভস্বরূপশ্চ বিঘ্নখণ্ডনকারকঃ॥ ১৮
আরাদায়াস্যতি হরির্গৃহীত্বা চ সুদর্শনম্।
অব্যর্থমস্ত্রপ্রবরং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্॥ ১৯

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে বাণযুদ্ধে সপ্তদশা-ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১১৭॥

অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

গণেশং বোধয়িত্বা তু শম্ভুরভ্যন্তরং যযৌ।
তত্র সিংহাসনে রম্যে দুর্গা দুর্গতিনাশিনী॥ ১
ভৈরবী ভদ্রকালী চ উগ্রচণ্ডা চ কোট্টবী।
তাঃ সমুত্থায় সহসা প্রণেমুর্জগদীশ্বরম্॥ ২
তত্রাযযৌ গণেশশ্চ কার্ত্তিকেয়শ্চ বীর্য্যবান্।
বাণশ্চ বীরভদ্রশ্চ স্বয়ং নন্দী সনন্দকঃ।
মহাকালো মহামন্ত্রী অথাষ্টৌ ভৈরবাস্তথা॥ ৩
এতস্মিন্নন্তরে তত্র মণিভদ্রঃ সমাযযৌ।
সিংহদ্বারে স্বয়ং দ্বারী তমীশ্বরমুবাচ সঃ॥ ৪

মণিভদ্র উবাচ।

অসংখ্যানি চ সৈন্যানি যাদবানাং মহেশ্বর।
বলদেবশ্চ প্রদ্যুম্নঃ শাম্বশ্চ সাত্যকিস্তথা॥ ৫
রাজা মহোগ্রসেনশ্চ ভীমশ্চ স্বয়মর্জ্জুনঃ।
অক্রূরশ্চোদ্ধবশ্চৈব জয়ন্তঃ শক্রনন্দনঃ॥ ৬
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণে রথেন্দ্রে সুমনোহরে।
বিধের্বিধাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমেশ্বরঃ॥ ৭
সপ্তভিঃ পার্ষদৈর্গোপৈঃ সেবিতঃ শ্বেতচামরঃ।
কন্দর্পকোটিলীলাভো বনমালাবিভূষিতঃ॥ ৮
দধার চক্রমতুলং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্।
গদাং কৌমোদকীং শূলমব্যর্থং সংনিধায় চ।
রথমধ্যে মহাখড়্গং বিশ্বসংহারকারণম্॥ ৯
মহারথানাঞ্চ লক্ষৈ রথানাঞ্চ ত্রিকোটিভিঃ।
ত্রিকোটিভির্গজেন্দ্রাণাং মল্লানাঞ্চ ত্রিকোটিভিঃ॥ ১০
শতকোটিভিরশ্বানাং চর্ম্মিণাঞ্চ চতুর্গুণৈঃ।
খড়্গিনাং তৎসপ্তগুণৈর্দ্বিগুণৈস্তদ্ধনুষ্মতাম্॥ ১১
এভিঃ সার্দ্ধঞ্চ ত্বরিতমাযযৌ শোণিতং পুরম্।
পরিতো বেষ্টয়ামাস লক্ষাং দাশরথির্যথা॥ ১২
সহস্রতালমানাঞ্চ জ্বলদগ্নিশিখোজ্জ্বলাম্।
ঊর্দ্ধে চ পরিখামেতাং দুর্লঙ্ঘ্যামসুরৈঃ সুরৈঃ॥ ১৩
স্বর্গগঙ্গাম্বুরাশীনাং সমূহৈর্বৃষ্টিভিস্তথা।
পক্ষীন্দ্রো গরুড়ঃ সাক্ষান্নির্ব্বাণঞ্চ চকার সঃ॥ ১৪
মণীন্দ্রসারনির্ম্মাণ-প্রাকারনিবহং পরম্।
বভঞ্জ লক্ষৈর্মল্লানাং বলদেবশ্চ লাঙ্গলৈঃ॥ ১৫
উদ্যানানাং ত্রিলক্ষাণাং চকারোৎপাটনং প্রভুঃ।
প্রবিবেশ মহাদ্বারং দ্বারপালান্ নিহত্য চ॥ ১৬
এবং শ্রুত্বা মহাদেবশ্চোবাচ সুরসংসদি।
পার্ব্বতীং ভদ্রকালীঞ্চ স্কন্দং গণপতিং তথা॥ ১৭
অষ্টৌ চ ভৈরবাংশ্চৈব রুদ্রাংশ্চ বীরভদ্রকম্।
মহাকালং নন্দিনঞ্চ সর্ব্বান্ সেনাপতীনব॥ ১৮
গোলোকনাথো ভগবাংশ্চক্রপাণিঃ সমাগতঃ।
শিশ্বৈবং ভদ্রকুমীশো যঃ ক্ষণেন নগরঞ্চ কিম্॥
সর্ব্বোপায়ৈশ্চ সর্ব্বে তে বাণরক্ষাং করোতু চ।
বাণো গচ্ছতু সংগ্রামং স্মৃত্বা লম্বোদরং পরম্॥ ২০
বাণস্য দক্ষিণে স্কন্দঃ পুরতশ্চ গণেশ্বরঃ।
বামে চ ভৈরবা রুদ্রাঃ স্বয়ং নন্দী মহারথঃ॥ ২১
মহাকালো বীরভদ্রো যে চান্যে সৈনিকাস্তথা।
ঊর্দ্ধে দুর্গা ভদ্রকালী চোগ্রচণ্ডা চ কোট্টবী॥ ২২
বাণং রক্ষ মহাভাগে দুর্গে দুর্গতিনাশিনি।
কৃষ্ণস্য ভবতী শক্তিস্তেন নারায়ণীতি চ॥ ২৩
বিষ্ণুমায়ে জগন্মাতঃ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলে।
অব্যর্থাচ্চক্রসারাচ্চ রক্ষ বাণং সুদর্শনাৎ॥ ২৪
বাণঃ প্রিয়ো মে সর্ব্বভ্যো গণেশাৎ কার্ত্তিকাদপি
বাণমূর্দ্ধ্নি করং দেহি পাদাব্জরজসা সহ॥ ২৫
শিবস্য বচনং শ্রুত্বা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
প্রহস্যোবাচ মধুরং যথার্থং সময়োচিতম্॥ ২৬

পার্ব্বত্যুবাচ।

মণিরত্নাদিকং যদ্যন্মুক্তা-মাণিক্য-হীরকম্।
সর্ব্বস্বং কণ্ঠকামূষাং রত্নভূষণভূষিতাম্॥ ২৭
রত্নভূষণভূষাঢ্যমণিরত্নং বরং পরম্।
পুরস্কৃত্য দেহি বাণ কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
রাজ্যং কুরুষ নির্ব্বিঘ্নং কিং যুদ্ধমাত্মনা সহ॥ ২৮
যস্মিন্ গতে গতাঃ প্রাণাঃ স জীবশ্চেন্দ্রিয়ৈঃ সহ

শক্তিশ্চাহং মনো ব্রহ্মা স্বয়ং জ্ঞানাত্মকঃ শিব ॥
সদ্যঃ পততি দেহশ্চ শিবং ত্যক্ত্বা শবো ভবেৎ।
কো বা তিষ্ঠতি -, গ্রামে চক্রস্য তেজসা শিব ॥ ৩০
ন আকাশো বাণবিদ্ধো যুদ্ধং কিং বাত্মনা সহ।
পরম ত্মা চ সর্ব্বেষাং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহঃ ॥ ৩১
নিত্যঃ স: ত্যা হি কৃষ্ণশ্চ পরিপূর্ণতমঃ প্রভুঃ।
গণেশঃ কার্ত্তিকেয়শ্চ ভবানপি তয়োঃ পরঃ।
কিঙ্করেষু প্রিয়ো বাণো ন হি কৃষ্ণাৎ পরঃ প্রিয়ঃ ॥
বৈকুণ্ঠেঽহং মহালক্ষ্মীর্গোলোকে রাধিকা স্বয়ম্
শিবাহং শিবলোকে চ ব্রহ্মলোকে সরস্বতী ॥৩৩
অহং নিহত্য দৈত্যাংশ্চ দক্ষকন্যা সতী পুরা।
ত্বন্নিন্দয়া পুরা ত্যক্ত্বা সা চাহং শৈলকন্যকা ॥৩৪
রক্তবীজস্য যুদ্ধে চ কালী চ মূর্ত্তিভেদতঃ।
সাবিত্রী বেদমাতাহং সীতা জনককন্যকা।
রুক্মিণী দ্বারবত্যাঞ্চ ভারতে ভীষ্মকন্যকা ॥ ৩৫
শ্রীদামশাপতো দৈবাদ্বৃষভানুসুতাধুনা।
ধর্ম্মপত্নী চ কৃষ্ণস্য পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে ॥ ৩৬
ভগবন্তঞ্চ সর্ব্বজ্ঞং ত্বাং শিবঞ্চ সনাতনম্।
কিং বাহং কথয়ামীতি কর্ত্তব্যং সময়োচিতম্ ॥৩৭
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে
হর-গৌরীসংবাদে বাণযুদ্ধে অষ্টদশাধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৮ ॥

একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।
পার্ব্বতীবচনং শ্রুত্বা গণেশশ্চ শিবঃ স্বয়ম্।
কার্ত্তিকেয়শ্চ কালী চ তাং প্রশংসাং চকার হ ॥১
উবাচ ভগবান্ শম্ভুর্জগতাং মাতরং পরাম্।
জ্যোতিঃস্বরূপাং পরমাং মূলপ্রকৃতিমীশ্বরীম্ ॥ ২
মহাদেব উবাচ।
ত্বয়া যদুক্তং দেবেশি সর্ব্বং বেদোক্তমীপ্সিতম্।
অযুক্তমুপহাস্যঞ্চ সমরং পরমাত্মনা ॥ ৩
বাণো দদাতু কন্যাং তামুষাং ভূষণভূষিতাম্।
সামঞ্জস্যং যশস্যঞ্চ শুভদং সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৪
ন দদাতি যদা বাণো হিরণ্যকশিপোঃ প্রজঃ।
যুদ্ধে পরাঙ্মুখো ভীতো ভবিষ্যত্যযশস্করঃ ॥ ৫
বাণো গচ্ছতু সন্নাহী রণশাস্ত্রবিশারদঃ।
পশ্চাচ্চ গমনং যুর্ম্মো বয়ং সান্নাহিকাঃ শিবে ॥৬
উবাচ বাণং তাং দাতুং স চ ন স্বীচকার হ।
দুর্গা তং বোধয়ামাস ন বুবোধ চ তদ্বচঃ ॥ ৭
এতস্মিন্নন্তরে তাঞ্চ সভামেব মনোহরাম্।
আজগাম মহাধর্ম্মী বলিশ্চ বৈষ্ণবাগ্রণীঃ।
রথং রত্নেন্দ্রনির্ম্মাণং সমারুহ্য মহাবলঃ ॥ ৮
প্রতপ্তৈঃ সপ্তভির্দৈত্যৈঃ সেবিতঃ শ্বেতচামরৈঃ।
দৈত্যেন্দ্রাণাং সপ্তলক্ষৈরাবৃতঃ পরমাস্ত্রবিৎ ॥ ৯
অবরুহ্য রথাৎ তূর্ণং গণেশং তং শিবং শিবাম্।
প্রণম্য কার্ত্তিকেয়ঞ্চ স উবাস চ সংসদি ॥ ১০
উত্তস্থুরারাৎ তং দৃষ্ট্বা তে সর্ব্বে শঙ্করং বিনা।
তমুবাচ মহাদেবঃ সম্ভাষ্য প্রিয়ভাষণম্।
ভগবাংশ্চোত্তরং ভদ্রং প্রদাতা সর্ব্বসম্পদাম্ ॥১১
মহাদেব উবাচ।
অয়ং হি পরমো লাভো বৈষ্ণবানাং সমাগমঃ।
তীর্থান্যপি চ পূতানি বৈষ্ণবস্পর্শমাত্রতঃ ॥ ১২
সর্ব্বেষামাশ্রমাণাঞ্চ পূজিতো ব্রাহ্মণঃ শুচিঃ।
ততোঽধিক পূজিতোঽপি ব্রাহ্মণো যদি বৈষ্ণবঃ ॥
ন হি পূতঞ্চ পশ্যামি বৈষ্ণবব্রাহ্মণাৎ পরম্।
স পূতঃ পবনাদেব স পূতশ্চ হুতাশনাৎ ॥ ১৪
তীর্থেভ্যোঽপি চ সর্ব্বেভ্যো বিভেতি চ তত সুরঃ
ন হি পাপানি তদ্দেহে বহ্নৌ শুষ্কতৃণানি বৎ ॥১৫
বলিরুবাচ।
কথং স্তৌমি জগন্নাথ ভৃত্যমস্তব্যমীশ্বর।
প্রদত্তং পরমৈশ্বর্য্যং ত্বয়া নাথ সুদুর্লভম্ ॥ ১৬
আধুনা স্থাপিতো দৈবাৎ সর্ব্বাধঃ সুতলেঽপি চ
ইন্দ্রায় দত্তমৈশ্বর্য্যং মত্তো ভক্তাং সুরেশ্বর ॥ ১৭
ত্বয়া বামনরূপেণ সর্ব্বরূপোঽসি সর্ব্বতঃ।
বাণং বোধয় ভদ্রঞ্চ মম প্রাণাত্মজং পরম্।
আত্মনা সহ যুদ্ধঞ্চ বেদেষপি বিগর্হিতম্ ॥ ১৮
ইত্যুক্ত্বা চ শিবং নত্বা দত্ত্বা পুত্রায় চাশিষম্।
প্রযযৌ যত্র ভগবান্ পরমাত্মা নরাকৃতিঃ * ॥ ১৯
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং চক্রহস্তং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্।
ভক্ত্যা প্রদক্ষিণং কৃত্বা শিরসা প্রণনাম তম্ ॥২০
সামবেদোক্তস্তোত্রেণ তুষ্টাব পরমেশ্বরম্।

---

* নিরাকৃতিরিতি চ পাঠঃ।

পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গঃ সাশ্রুনেত্রোঽতিবিহ্বলঃ ॥২১
ধ্যায়মানশ্চ নিত্যং যং হৃৎপদ্মে সুমনোহরম্ ।
শুক্রেণ দত্তং মন্ত্রঞ্চ জপ্ত্বা চৈকাদশাক্ষরম্ ॥ ২২

বলিরুবাচ ।

অদিত্যা প্রার্থনেনৈব মাত্রা দেব্যা ব্রতেন চ।
পুরা বামনরূপেণ ত্বয়াহং বঞ্চিতঃ প্রভো ॥ ২৩
সম্পদ্রূপা মহালক্ষ্মীর্দত্তা ভক্তায় ভক্তিতঃ ।
শক্রায় মত্তো ভক্তাচ্চ ভ্রাত্রে পুণ্যবতে ধ্রুবম্ ॥
অধুনা মম পুত্রোঽয়ং বাণঃ শঙ্করকিঙ্করঃ ।
আরাচ্চ রক্ষিতঃ সোঽপি দেবেনৈব ভক্তবন্ধুনা ॥
পরিপুষ্টশ্চ পার্ব্বত্যা যথা মাত্রা সুতস্তথা ।
গৃহীতবাংশ্চ তৎকন্যাং বলেন যুবতীং সতীম্ ॥
সমুদ্যতশ্চ তং হন্তুং কার্ত্তিকেনাপি বারিতঃ ।
আগতোঽসি পুনর্হন্তুং পৌত্রস্য দমনেঽক্ষমঃ ॥
সর্ব্বাত্মনশ্চ সর্ব্বত্র সমভাবঃ শ্রুতৌ শ্রুতঃ ।
করোষি জগতাং নাথ কথমেবং ব্যতিক্রমম্ ॥ ২৮
ত্বয়া চ নিহতো যো হি তস্য কো রক্ষিতা ভুবি ।
সুদর্শনস্য তেজো হি সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ।
কেষাং সুরাণামস্ত্রেণ তদেব চ নিবারিতম্ ॥ ২৯
যথা সুদর্শনঞ্চৈবমস্ত্রাণাং প্রবরং বরম্ ।
তথা ভবাংশ্চ দেবানাং সর্ব্বেষামীশ্বরঃ পরঃ।
যথা ভবাংস্তথাস্ত্রং তে বিধাতা বেধসামপি ॥ ৩০
বিষ্ণুঃ সত্ত্বগুণাধারঃ শিবঃ সত্ত্বাশ্রয়স্তথা ।
স্বয়ং বিধাতা রজসঃ সৃষ্টিকর্ত্তা পিতামহঃ ॥ ৩১
কালাগ্নিরুদ্রো ভগবান্ বিশ্বসংহারকারকঃ ।
তমসশ্চাশ্রয়ঃ সোঽপি রুদ্রাণাং প্রবরো মহান্ ॥
স এব শঙ্করাংশশ্চাপ্যন্যে রুদ্রাশ্চ তৎকলাঃ ।
ভবাংশ্চ নির্গুণস্তেষাং প্রকৃতেশ্চ পরস্তথা ॥ ৩৩
সর্ব্বষাং পরমাত্মা চ প্রাণা বিষ্ণুস্বরূপিণঃ ।
মানসঞ্চ স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং জ্ঞানাত্মকঃ শিবঃ ॥ ৩৪
প্রবরা সর্ব্বশক্তীনাং বুদ্ধিঃ প্রকৃতিরীশ্বরী।
আত্মনঃ প্রতিবিম্বস্তে জীবঃ সর্ব্বেষু দেহিষু ॥ ৩৫
জীবঃ স্বকর্ম্মণাং ভোগী কর্ম্মী সাক্ষী ভবাংস্তথা ।
সর্ব্বে যান্তি ত্বয়ি গতে নরদেবে যথানুগাঃ ॥ ৩৬
সদ্যঃ পততি দেহশ্চ শবোঽস্পৃশ্যস্ত্বয়া বিনা ।
বুদ্ধাঃ সন্তো ন জানন্তি বঞ্চিতাস্তব মায়য়া ।
ত্বাং ভজন্ত্যেব যে সন্তো মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
ত্রিগুণা প্রকৃতির্দুর্গা বৈষ্ণবী চ সনাতনী ।
পরা নারায়ণীশানী তব মায়া দুরত্যয়া ॥ ৩৮
ত্বদংশাঃ প্রতিবিশ্বেষু ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মকাঃ ।
সর্ব্বেষামপি বিশ্বেষামাশ্রয়ো যো মহান্ বিরাট্ ।
স শেতে চ জলে যোগাদ্বিশ্বেষাং গোলোকে তথা
স এব বাসুভগবাংস্তস্য দেবো ভবান্ পরঃ ।
বাসুদেব ইতি খ্যাতঃ পুরাবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৪০
ত্বমেব কলয়া সূর্য্যস্ত্বমেব কলয়া শশী ।
কলয়া চ হুতাশশ্চ কলয়া পবনঃ স্বয়ম্ ॥ ৪১
কলয়া বরুণশ্চৈব কুবেরশ্চ যমস্তথা ।
কলয়া চ মহেন্দ্রশ্চ কলয়া ধর্ম্ম এব চ ॥ ৪২
ত্বমেব কলয়া শেষ ঈশানো নির্ঋতিস্তথা ।
মুনয়ো মনবশ্চৈব গ্রহাশ্চ ফলদায়কাঃ।
কলাকলায়াশ্চাংশেন সর্ব্বে জীবাশ্চরাচরাঃ ॥ ৪৩
ত্বং ব্রহ্ম পরমং জ্যোতির্ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ সদা ।
ত্বামাদ্রিয়ন্তে ভক্তাস্তে ধ্যায়ন্তে চ তদন্তরে ॥৪৪
নবীনজলদশ্যামং পীতকৌষেয়বাসসম্ ।
ঈষদ্ধাস্য প্রসন্নাস্যং ভক্তেশং ভক্তবৎসলম্ ॥ ৪৫
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং দ্বিভুজং মুরলীধরম্ ।
ময়ূরপুচ্ছচূড়ঞ্চ মালতীমাল্যভূষিতম্ ॥ ৪৬
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ-কেয়ূরবলয়ান্বিতম্ ।
মণিকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলবিরাজিতম্ ॥ ৪৭
রত্নসারাঙ্গুরীয়ঞ্চ কণন্মঞ্জীররঞ্জিতম্ ।
কোটিকন্দর্পলীলাভং শরৎকমললোচনম্ ॥ ৪৮
শরৎপূর্ণেন্দুনিন্দ্যাস্যং চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্ ।
বীক্ষিতং সস্মিতাভিশ্চ গোপীনাং কোটিকোটিভিঃ
বয়স্যৈঃ পার্ষদৈর্গোপৈঃ সেবিতং শ্বেতচামরৈঃ ।
গোপবালকবেশশ্চ রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতম্ ॥ ৫০
ধ্যানাসাধ্যং দুরারাধ্যং ব্রহ্মেশ-শেষবন্দিতম্ ।
সিদ্ধেন্দ্রৈশ্চ মুনীন্দ্রৈশ্চ যোগীন্দ্রৈঃ প্রণতৈঃ স্তুতম্
বেদানির্ব্বচনীয়ঞ্চ পরং স্বেচ্ছাময়ং বিভুম্ ।
স্থূলাৎ স্থূলতমং রূপং সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতমং পরম্ ॥
সত্যং নিত্যং প্রশস্তঞ্চ প্রকৃতেঃ পরমীশ্বরম্ ।
নির্লিপ্তঞ্চ নিরীহঞ্চ ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৫৩
এবং ধ্যাত্বা চ তে পুত্রাঃ স্নিগ্ধদূর্ব্বাক্ষতং জলম্ ।
পাদ্যপদ্মার্চ্চিতে পাদ-পদ্মে চ দাতুমুৎসুকাঃ ॥ ৫৪
বেদাঃ স্তোতুমশক্তাস্ত্বামশক্তা সা সরস্বতী ।
শেষঃ স্তোতুমশক্তশ্চ স্বয়ম্ভুঃ শম্ভুরীশ্বরম্ ॥ ৫৫
গণেশশ্চ দিনেশশ্চ মহেন্দ্রশ্চন্দ্র এব চ ।

স্তোতুং নালং ধনেশশ্চ কিমন্যে জড়বুদ্ধয়ঃ ॥ ৫৬
গুণাতীতমনূহঞ্চ কিং স্তৌমি নির্গুণং পরম্ ।
ন পণ্ডিতো ন সুরো ন শূরঃ ক্ষন্তুমর্হতি ॥ ৫৭
বলেস্তু স্তবনং শ্রুত্বা তমুবাচ জগৎপ্রভুঃ ।
পরিপূর্ণতমঃ শ্রীমান্ ভক্তঞ্চ ভক্তবৎসলঃ ॥ ৫৮

শ্রীভগবানুবাচ ।

মা ভৈর্ব্বৎস গৃহং গচ্ছ সুতস্তং রক্ষিতং ময়া ।
মদ্বরেণ প্রসাদেন ত্বৎপুত্রোঽপ্যজরামরঃ ॥ ৫৯
দর্পহানিং করিষ্যামি তস্য মূর্খস্য দর্পিণঃ ।
প্রহ্লাদায় বরো দত্তো ভক্তায় চ তপস্বিনে ॥ ৬০
ময়া বধ্যশ্চ ত্বদ্বংশশ্চেতি প্রীতেন চেতসা ।
তব পুত্রায় দাস্যামি জ্ঞানং মৃত্যুঞ্জয়ং পরম্ ॥ ৬১
ত্বয়া কৃতমিদং স্তোত্রং সামবেদোক্তমীপ্সিতম্ ।
পুরা সনৎকুমারায় প্রদত্তং ব্রহ্মণা তথা ॥ ৬২
সিদ্ধাশ্রমে পুণ্যতীর্থে প্রশস্তে সূর্য্যপর্ব্বণি ।
গৌতমায় প্রদত্তঞ্চ স্বর্গমন্দাকিনীতটে ॥ ৬৩
শঙ্করেণ চ শিষ্যায় ভক্তায় চ দয়ালুনা ।
ব্রহ্মণে চ ময়া দত্তং শিবায় বিরজাতটে ॥ ৬৪
ভৃগবে চ পুরা দত্তং কুমারেণ চ ধীমতা ।
তচ্চ দাস্যামি বাণায় বাণঃ স্তোষ্যত্যনেন মাম্ ॥৬৫
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যমুপদিশ্য গুরোর্ম্মুখাৎ ।
ব্রতস্য পূজিতস্যাপি বস্ত্রভূষণচন্দনৈঃ ॥ ৬৬
সুস্নাতো যঃ পঠেন্নিত্যং পূজাকালে চ ভক্তিতঃ ।
কোটিজন্মার্জ্জিতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
বিপদাং খণ্ডনং স্তোত্রং কারণং সর্ব্বসম্পদাম্ ।
বারণং দুঃখশোকানাং ভবাব্ধিঘোরতারণম্ ॥ ৬৮
খণ্ডনং গর্ভবাসানাং জরামৃত্যুহরং পরম্ ।
বন্ধনানাঞ্চ রোগাণাং খণ্ডনং ভক্তমণ্ডনম্ ॥ ৬৯
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ।
ব্রতী ব্রতেষু সর্ব্বেষু তপস্বী চ তপঃসু চ ॥ ৭০
স সত্যং সর্ব্বদানানাং ফলঞ্চ লভতে ধ্রুবম্ ।
লক্ষধা স্তোত্রপাঠেন স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্ ॥ ৭১
সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ লভতে সিদ্ধস্তোত্রো ভবেদ্যদি ।
ইহ লোকে দেবতুল্যোঽপ্যন্তে যাতি হরেঃ পদম্॥
ইত্যেবমুক্ত্বা কৃষ্ণশ্চ তত্র তস্থৌ জগৎপতিঃ ।
বলিশ্চ নাথং নত্বা চ প্রফুল্লঃ স্বগৃহং যযৌ ॥ ৭৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে বলিকৃতস্তোত্রং নামৈকোন-
বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৯

বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

অথ কৃষ্ণশ্চ ভগবানুদ্ধবেন বলেন চ ।
দূতং প্রস্থাপয়ামাস বিধায় মন্ত্রণাং শুভাম্ ॥ ১
শিবো গণপতির্যত্র দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ।
কার্ত্তিকেয়ো ভদ্রকালী চোগ্রচণ্ডা চ কোট্টবী ॥ ২
আগত্য নত্বা দূতশ্চ গণেশঞ্চ শিবং শিবাম্ ।
মানবঃ সোঽপি পূজ্যাংশ্চ সমুবাচ যথোচিতম্ ॥৩

দূত উবাচ ।

বাণমাহ্বয়তে কৃষ্ণঃ সংগ্রামার্থং মহেশ্বর !
অথানিরুদ্ধমূষাঞ্চ গৃহীত্বা শরণং ব্রজ ॥ ৪
রণে নিমন্ত্রিতো যো হি ন যাতি ভয়কাতরঃ ।
পরত্র নরকং যাতি সপ্তভিঃ পিতৃভিঃ সহ ॥ ৫
দূতস্য বচনং শ্রুত্বা সভামধ্যে যথোচিতম্ ।
উবাচ পার্ব্বতী দেবী স্বয়ং শঙ্করসন্নিধৌ ॥ ৬

পার্ব্বত্যুবাচ ।

গচ্ছ বাণ মহাভাগ গৃহীত্বা বরকন্যকাম্ ।
সর্ব্বস্বং যৌতকং দত্ত্বা শ্রীকৃষ্ণং শরণং ব্রজ ॥ ৭
সর্ব্বেষামীশ্বরং বীজং দতারং সর্ব্বসম্পদাম্ ।
বরং বরেণ্যং শরণং কৃপালুং ভক্তবৎসলম্ ॥ ৮
পার্ব্বতীবচনং শ্রুত্বা তামূচুস্তে সুরেশ্বরাঃ ।
প্রশশংসুঃ সভামধ্যে ধন্যাসীত্যেবমেব চ ॥ ৯
কোপাবিষ্টশ্চ বাণোঽয়মুত্তস্থৌ সহসাসুরঃ ।
সান্নাহিকো ধনুষ্পাণিঃ প্রণম্য শঙ্করং যযৌ ॥ ১০
সর্ব্বৈ নিষিধ্যমানশ্চ কম্পিতো রক্তলোচনঃ ।
সান্নাহিকাশ্চ দৈত্যানাং ত্রিকোটীশ্চ মহাবলাঃ ॥ ১১
কুষ্মাণ্ডঃ কূপকর্ণশ্চ নিকুম্ভঃ কুম্ভ এব চ ।
সেনাপতীশ্বরাশ্চৈতে যযুঃ সান্নাহিকাস্তথা ॥ ১২
উন্মত্তভৈরবশ্চৈব সংহারভৈরবস্তথা ।
অসিতাঙ্গো ভৈরবশ্চ রুরুভৈরব এব চ ॥ ১৩
মহাভৈরবসংজ্ঞশ্চ কালভৈরবসংজ্ঞকঃ ।
প্রচণ্ডভৈরবশ্চৈব ক্রোধভৈরব এব চ ॥ ১৪
প্রযযুঃ শক্তিভিঃ সার্দ্ধং সর্ব্বে সান্নাহিকাশ্চ তে ।
কালাগ্নিরুদ্রো ভগবান্ রুদ্রৈঃ সান্নাহিকো যযৌ ॥
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডিকা চণ্ডনায়িকা ।
চণ্ডেশ্বরী চ চামুণ্ডা চণ্ডী চণ্ডকপালিকা ।
অষ্টৌ চ নায়িকাঃ সর্ব্বাঃ প্রযযুঃ খর্পরান্বিতাঃ ॥১৬

কোট্টবী রত্নযানস্থা শোণিতগ্রামদেবতা।
প্রযযৌ সা প্রফুল্লাস্যা খড়্গাখর্পরধারিণী ॥ ১৭
ইন্দ্রাণী বৈষ্ণবী শান্তা ব্রহ্মাণী ব্রহ্মবাদিনী।
কৌমারী নারসিংহী চ বারাহী বিকটাকৃতী ॥ ১৮
মাহেশ্বরী মহামায়া ভৈরবী ভীমরূপিণী।
অষ্টৌ চ শক্তয়ঃ সর্ব্বা রথস্থাঃ প্রযযুর্মুদা ॥ ১৯
রত্নেন্দ্রসারযানস্থা প্রযযৌ ভদ্রকালিকা।
রক্তবর্ণাত্রিনয়না জিহ্বাললনভীষণা।
শূলশক্তিগদাহস্তা খড়্গাখর্পরধারিণী ॥ ২০
প্রযযৌ শূলহস্তশ্চ বৃষভস্থো মহেশ্বরঃ।
স্কন্দশ্চ রত্নযানস্থঃ শস্ত্রপাণির্ধনুর্দ্ধরঃ।
এবঞ্চ প্রযযুঃ সর্ব্বে গণেশং পার্ব্বতীং বিনা ॥ ২১
এভির্যুক্তং মহাদেবং দৃষ্ট্বা চ ভদ্রকালিকাম্।
প্রচক্রে চক্রপাণিশ্চ সম্ভাষঞ্চ যথোচিতাম্ ॥ ২২
বাণঃ শঙ্খধ্বনিং কৃত্বা প্রণম্য পার্ব্বতীশ্বরম্।
ধনুর্দধার সগুণং দিব্যাস্ত্রেণ নিযোজিতম্ ॥
রণে সমুদ্যতং বাণং দৃষ্ট্বা চ সাত্যকীশ্বরঃ।
নিষিধ্যমানস্তৈঃ সর্ব্বৈঃ সন্নাহী প্রযযৌ মুদা ॥ ২৪
বাণশ্চিক্ষেপ দিব্যাস্ত্রং মন্থনং নাম নারদ।
অব্যর্থং গ্রীষ্মমধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডাভং সুতীক্ষ্ণকম্ ॥ ২৫
দৃষ্ট্বাস্ত্রং সাত্যকিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিন্নম্রো বভূব সঃ।
কেশান্ দগ্ধা চ প্রযযৌ নভোমধ্যং সুদারুণম্ ॥২৬
বহ্নিং চিক্ষেপ বাণশ্চ সাত্যকির্বারুণেন চ।
প্রজ্বলন্তং জ্বালমানং নির্ব্বাণঞ্চ চকার সঃ ॥ ২৭
চিক্ষেপ বারুণং বাণঃ প্রচণ্ডো ঘোরমুজ্জ্বলম্।
চিচ্ছেদ সাত্যকিশ্চৈব পার্জ্জন্যেনাবলীলয়া ॥ ২৮
নারায়ণাস্ত্রং চিক্ষেপ বাণশ্চ রণমূর্দ্ধনি।
সাত্যকির্দণ্ডবদ্ভূমৌ পপাতার্জ্জুনশিক্ষয়া ॥ ২৯
মাহেশ্বরং প্রচিক্ষেপ বাণঃ শস্ত্রবিদাং বরঃ।
সাত্যকির্বৈষ্ণবাস্ত্রেণ প্রচিচ্ছেদাবলীলয়া ॥ ৩০
ব্রহ্মাস্ত্রঞ্চাপি চিক্ষেপ বাণশ্চ রণমূর্দ্ধনি।
ক্ষণং চকার নির্ব্বাণং ব্রহ্মাস্ত্রেণ চ সাত্যকিঃ ॥৩১
নাগাস্ত্রঞ্চ প্রচিক্ষেপ বাণো বাণবিশারদঃ।
সাত্যকির্গারুড়েনৈব সংজহার ক্ষণেন চ ॥ ৩২
জগ্রাহ শূলমব্যর্থং শঙ্করস্য সুদারুণম্।
তুষ্টাব সাত্যকির্দুর্গাং গলে মাল্যং বভূব হ ॥ ৩৩
জগ্রাহ ধনুষা বাণো বাণং পাশুপতং তথা
বাণং সবাণং জৃম্ভঞ্চ সাত্যকিশ্চ চকার হ ॥ ৩৪
বাণং তং জৃম্ভিতং দৃষ্ট্বা কার্ত্তিকেয়ো মহাবলঃ।
অর্দ্ধচন্দ্রঞ্চ চিক্ষেপ কামশ্চিচ্ছেদ লীলয়া ॥ ৩৫
গদাং চিক্ষেপ স্কন্দশ্চ শতসূর্য্যসমপ্রভাম্।
বৈষ্ণবাস্ত্রেণ কামশ্চ সপ্তখণ্ডং চকার সঃ ॥ ৩৬
স্কন্দঃ শক্তিঞ্চ চিক্ষেপ প্রলয়াগ্নিসমপ্রভাম্।
কামো নারায়ণাস্ত্রেণ নির্ব্বাণঞ্চ চকার তাম্ ॥ ৩৭
ব্রহ্মাস্ত্রঞ্চ প্রচিক্ষেপ কার্ত্তিকো রণমূর্দ্ধনি।
ব্রহ্মাস্ত্রেণাপি কামশ্চ নির্ব্বাণঞ্চ চকার সঃ ॥ ৩৮
নারায়ণাস্ত্রং স্কন্দশ্চ চিক্ষেপ ত্বরয়া তু সঃ।
পপাত দণ্ডবদ্ভূমৌ প্রদ্যুম্নঃ কৃষ্ণশিক্ষয়া ॥ ৩৯
জগ্রাহ কার্ত্তিকঃ কোপাদ্দিব্যং পাশুপতং মুদা।
নিদ্রাস্ত্রেণাপি মদনো নিদ্রিতঞ্চ চকার তম্ ॥ ৪০
কার্ত্তিকং নিদ্রিতং দৃষ্ট্বা বাণঞ্চ জৃম্ভিতং তথা।
কোপাৎ কামঞ্চ সরথং জগ্রাস ভদ্রকালিকা ॥৪১
ক্রোড়ে কৃত্বা চ বাণঞ্চ স্কন্দঞ্চ জগতাং প্রসূঃ।
রণস্থলাচ্চ প্রযযৌ যত্রৈব পার্ব্বতী সতী।
কার্ত্তিকং বোধয়ামাস বাণং সুস্থং চকার সা ॥৪২
সহসা সরথঃ কামো নাসারন্ধ্রেণ বর্ত্মনা।
বহির্ব্বভূব সন্ত্রস্তো প্রযযৌ চ রণস্থলম্ ॥ ৪৩
দৃষ্ট্বা কামঞ্চ সরথং জহসুর্যাদবাস্তথা।
সর্ব্বে শৈবাশ্চ বিত্রেসুঃ শুষ্ককণ্ঠা ভয়াকুলাঃ ॥৪৪
অথ বাণঃ পুনঃ ক্রুদ্ধো রথমারুহ্য কোপতঃ।
কার্ত্তিকেয়শ্চ ভগবান্ যুদ্ধায় পুনরাগতঃ ॥ ৪৫
বাণঃ পঞ্চ শরাংশ্চৈব চিক্ষেপ রণমূর্দ্ধনি।
অর্দ্ধচন্দ্রেণ চিচ্ছেদ বলদেবো মহাবলঃ ॥ ৪৬
রথং বভঞ্জ বাণস্য লাঙ্গলেন চ লাঙ্গলী।
জঘান সূতমশ্বাংশ্চ মুষলেনাবলীলয়া ॥ ৪৭
ছেত্তুমুদ্যমকুর্ব্বন্তং হলিনঞ্চ মহাবলম্।
কালাগ্নিরুদ্রো ভগবান্ কারয়ামাস লীলয়া ॥ ৪৮
রথং কালাগ্নিরুদ্রস্য বভঞ্জ লাঙ্গলী রুষা।
হলেন সূতমশ্বাংশ্চ জঘান রণমূর্দ্ধনি ॥ ৪৯
কালাগ্নিরুদ্রঃ কোপেন চিক্ষেপ জ্বরমুল্বণম্।
বভূবুর্যাদবাঃ সর্ব্বে জ্বরাক্রান্তা হরিং বিনা ॥ ৫
তং দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ সসর্জ্জ বৈষ্ণবং জ্বরম্।
তং চিক্ষেপ জ্বরং হন্তুং মাহেশং রণমূর্দ্ধনি ॥ ৫১
বভূব জ্বরয়োর্যুদ্ধং মুহূর্ত্তমতিদারুণম্।
বৈষ্ণবজ্বরনিষ্ক্রান্তো রণমূর্দ্ধ্নি পপাত সঃ।
পরং বভূব নিশ্চেষ্টস্তুষ্টাব মাধবং পুনঃ॥ ৫২

জ্বর উবাচ ।
প্রাণান্ রক্ষ জগন্নাথ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ ।
ত্বমাত্মা পুরুষঃ পূর্ণঃ সর্ব্বত্র সমতা তব ॥ ৫৩
জ্বরস্য বচনং শ্রুত্বা সংজহার স্বকং জ্বরম্ ।
মাহেশ্বরো জ্বরো ভীতো রণাদেব হি নির্যযৌ ॥৫৪
বাণশ্চ পুনরাগত্য বাণানাঞ্চ সংস্রকম্ ।
চিক্ষেপ মন্ত্রপূতঞ্চ প্রলয়াগ্নিশিখোপমম্ ।
ফাল্গুনঃ শরজালেন বারয়ামাস লীলয়া ॥ ৫৫
চিক্ষেপ শক্তিং বাণশ্চ তীক্ষ্ণসূর্য্যসমপ্রভাম্ ।
চিচ্ছেদ লীলয়া তাঞ্চ সব্যসাচী মহাবলঃ ॥ ৫৬
স জগ্রাহ পাশুপতং শতসূর্য্যসমপ্রভম্ ।
অব্যর্থমতিঘোরঞ্চ বিশ্বসংহারকারণম্ ॥ ৫৭
তং দৃষ্ট্বা চক্রপাণিশ্চ চক্রং চিক্ষেপ দারুণম্ ।
হস্তানাঞ্চ সহস্রঞ্চ সপাশুপতমুল্বণম্ ।
চিচ্ছেদ রথমধ্যে চ পপাতাচলসন্নিভঃ ॥ ৫৮
অস্ত্রং পাশুপতঞ্চৈব যযৌ পশুপতেঃ করম্ ।
অব্যর্থং দারুণং লোকে প্রলয়াগ্নিশিখোপমম্ ॥ ৫৯
বাণরক্তসমূহেন বভূব চ মহাহ্রদঃ ।
বাণঃ পপাত নিশ্চেষ্টো ব্যথিতো হতচেতনঃ ॥৬০
তত্রাজগাম ভগবান্ মহাদেবো জগদ্গুরুঃ ।
রুরোদাগত্য মোহেন বাণং কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥ ৬১
শিবাশ্রুপতনেনৈব সম্বভূব সরোবরঃ ।
চেতনং কারয়ামাস করুণাসাগরঃ প্রভুঃ ॥ ৬২
বাণং গৃহীত্বা প্রযযৌ যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ ।
পাদ্যপদ্মার্চ্চিতে পাদ-পদ্মে বাণং সমাপ্য চ ॥ ৬৩
তুষ্টাব জগতাং নাথং ভক্তেশং চন্দ্রশেখরঃ ।
বলিনা চ স্তুতং যেন বেদোক্তেন চ তেন চ ॥ ৬৪
হরির্মৃত্যুঞ্জয়ং জ্ঞানং দদৌ বাণায় ধীমতে ।
করপদ্মং দদৌ গাত্রে তং চকারাজরামরম্ ।
বাণঃ স্তোত্রেণ তুষ্টাব ভক্ত্যা বলিকৃতেন চ ॥ ৬৫
বরং কন্যাং সমানীয় রত্নভূষণভূষিতাম্ ।
প্রদদৌ হরয়ে ভক্ত্যা তত্রৈব দেবসংসদি ॥ ৬৬
গজেন্দ্রাণাং পঞ্চলক্ষমশ্বানাঞ্চ চতুর্গুণম্ ।
দাসীনাঞ্চ সহস্রঞ্চ রত্নভূষণভূষিতম্ ॥ ৬৭
সহস্রং কামধেনূনাং বৎসযুক্তঞ্চ সর্ব্বদম্ ।
মাণিক্যানাঞ্চ মুক্তানাং রত্নানাং শতলক্ষকম্ ॥ ৬৮
মণীন্দ্রাণাং হীরকানাং শতলক্ষং মনোহরম্ ।
জলভোজনপাত্রাণি সুবর্ণনির্ম্মিতানি চ ॥ ৬৯
সহস্রাণি দদৌ তস্মৈ ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ।
বরাণি সূক্ষ্মবস্ত্রাণি বহ্নিশুদ্ধাংশুকানি চ ॥ ৭০
দদৌ সর্ব্বাণি বাণশ্চ স্বভক্ত্যা শঙ্করাজ্ঞয়া ।
তাম্বূলানাং মধূনাঞ্চ পূর্ণপাত্রাণি নারদ ।
সহস্রাণি দদৌ ভক্ত্যা বরাণি বিবিধানি চ ॥ ৭১
কন্যাং সমর্পয়ামাস পাদপদ্মে হরেরপি ।
রুরোদোচ্চৈঃ স্বভক্ত্যা চ পরীহারং চকার সঃ ॥
কৃষ্ণস্তস্মৈ বরং দত্ত্বা বেদোক্তঞ্চ শুভাশিষম্ ।
শঙ্করানুমতেনৈব প্রযযৌ দ্বারকাং পুরীং ॥৭৩
গত্বা কন্যাং নবোঢ়াং তাং বাণস্যাপি মহাত্মনঃ ।
রুক্মিণ্যৈ প্রদদৌ শীঘ্রং দেবক্যৈ চ হরিঃ স্বয়ম্ ॥
মহোৎসবং মঙ্গলঞ্চ কারয়ামাস যত্নতঃ ।
ব্রাহ্মণং ভোজয়ামাস ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দদৌ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-
জন্ম-খণ্ডে নারাণ-নারদসংবাদে
বাণযুদ্ধং নাম বিংশত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২০॥

একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।
অথ কৃষ্ণঃ সুধর্ম্মায়াং নিবসন্ সগণস্তথা ।
তত্রাজগাম বিপ্রশ্চ প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা ॥ ১
আগত্য দৃষ্ট্বা তুষ্টাব ভক্ত্যা চ পুরুষোত্তমম্ ।
উবাচ মধুরং শান্তো ভীতো বিনয়পূর্ব্বকম্ ॥ ২
ব্রাহ্মণ উবাচ ।
শৃগালো বাসুদেবশ্চ রাজেশো মণ্ডলেশ্বরঃ ।
ত্বামুবাচ স যদ্বাক্যং সাবধানং নিশাময় ॥ ৩
শৃগাল উবাচ ।
বৈকুণ্ঠে বাসুদেবোঽহং দেবেশশ্চ চতুর্ভুজঃ ।
লক্ষ্মীপতিশ্চ জগতাং ধাতা ধাতুশ্চ পালকঃ ॥ ৪
ব্রহ্মণা প্রার্থিতোঽহঞ্চ ভারাবতারণায় চ ।
ভুবো ভারতবর্ষে চ তদর্থং গমনং মম ॥ ৫
বসুদেবসুতঃ কৃষ্ণঃ ক্ষত্রিয়শ্চাপ্যহঙ্কৃতঃ ।
আত্মানং বক্তি বিষ্ণুঞ্চ মায়াবী চ প্রতারকঃ ॥ ৬
জনং জনেন নির্জ্জিত্য দুর্ব্বলং বলিনা সহ ।
যোধয়িত্বা মহাধূর্ত্তো ঘাতয়ামাস ভূপতীন্ ॥ ৭

দুর্য্যোধনং জরাসন্ধং ভূপমন্যঞ্চ দুর্ব্বলম্।
ভীমেন ঘাতয়ামাস বলিনা তেন ভূতলে॥ ৮
দ্রোণং ভীষ্মঞ্চ কর্ণঞ্চ যং যমন্যঞ্চ ভূতলে।
বলীয়সার্জ্জুনেনৈব ঘাতয়ামাস মায়য়া॥ ৯
যং যমন্যং দুর্ব্বলঞ্চ প্রসিদ্ধমপ্রসিদ্ধকম্।
প্রসিদ্ধেন বলবতা ঘাতয়ামাস মায়য়া॥ ১০
শিশুপালং দন্তবক্রং কংসঞ্চ চিররোগিণম্।
মৎপুত্রং নরকঞ্চৈব দুর্ব্বলং নরকং মুরম্॥ ১১
স্বয়ং জঘান সঙ্কেতচ্ছলেন সহসা বত।
ন ধর্ম্মযুদ্ধে কপটী স চ বাল্যাদধার্ম্মিকঃ॥ ১২
জঘান পূতনাং কুব্জাং স্ত্রীঘাতী বস্ত্রহেতুনা।
জঘান রজকং শিষ্টমশিষ্টশ্চ প্রতারকঃ॥ ১৩
হিরণ্যকশিপুং দৈত্যং হিরণ্যাক্ষং মহাবলম্।
মধুঞ্চ কৈটভঞ্চৈব হত্বাহং সৃষ্টিরক্ষকঃ॥ ১৪
অহমেব স্বয়ং ব্রহ্মা অহমেব স্বয়ং শিবঃ।
অহং বিষ্ণুশ্চ জগতাং পাতা দুষ্টাবহারকঃ।
অংশেন কলয়া সর্ব্বে মনবো মুনয়স্তথা॥ ১৫
স্বয়ং নারায়ণোঽহঞ্চ নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
লজ্জয়া কৃপয়া চৈব মিত্রবুদ্ধ্যা ক্ষমা কৃতা॥ ১৬
যদ্গতং তদ্গতং ভদ্রং যুদ্ধং কুরু ময়া সহ।
শৃণোমি দূতদ্বারেণ হতীবোচ্চৈরহঙ্কৃতম্॥ ১৭
উচিতং দমনং তস্যাপ্যুচ্ছ্রিতানাং নিপাতনম্।
রাজ্ঞাঞ্চ পরমো ধর্ম্মোঽপ্যহং শাস্তা তবাধুনা॥১৮
শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং গৃহীত্বা চ চতুর্ভুজঃ।
দ্বারকাং তাং গমিষ্যামি যুদ্ধায় সগণঃ স্বয়ম্॥১৯
যুদ্ধং কুরু যদীচ্ছাস্তি মা মাঞ্চ শরণং ব্রজ।
যদি নায়াস্যসি মম শরণং শরণাগতঃ।
ভস্মীভূতাং করিষ্যামি দ্বারকাঞ্চ ক্ষণেন চ॥ ২০
সবলঞ্চ সপুত্রং ত্বাং সগণঞ্চ সবান্ধবম্।
ক্ষণেন হন্মি চৈকোঽহমসহায়োঽবলীলয়া॥ ২১
তপস্বিনঞ্চ বৃদ্ধঞ্চ জিত্বা যুদ্ধে চ শঙ্করম্।
শক্রং ভগাঙ্গং জিত্বা চ রোগিণং ব্রহ্মশাপতঃ॥
মত্তোঽসি বীরমাত্মানং মন্যসীশ্বরমেব চ।
স্ত্রীজিতোঽসি বৃথার্থঞ্চ পারিজাতস্য হেতুনা॥ ২৩
লম্পটো যোনিলুব্ধশ্চ রাধাধীনশ্চ গোকুলে।
অধুনা কিঙ্করসমঃ সত্যাদীনাঞ্চ যোষিতাম্॥ ২৪
ইত্যেবমুক্ত্বা বিপ্রশ্চ তূষ্ণীভূয় স্থিতো মুনে।
শ্রীকৃষ্ণঃ সগণঃ শ্রুত্বা ভৃশমুচ্চৈর্জহাস সঃ॥ ২৫
ভোজয়িত্বা চ সম্পূজ্য ব্রাহ্মণঞ্চ চতুর্ব্বিধম্।
নিনায় রজনীং দুঃখাদাকৃশল্যমানসজ্বরাৎ॥ ২৬
প্রভাতে রথমারুহ্য সগণঃ সত্বরং মুদা।
লীলামাত্রেণ প্রযযৌ শৃগালো নৃপতির্যথা॥ ২৭
শ্রুত্বা শৃগালো বার্ত্তাং তাং কৃত্রিমশ্চ চতুর্ভুজঃ।
আজগাম হরেঃ স্থানং যুদ্ধায় সগণঃ স্বয়ম্॥ ২৮
কৃষ্ণশ্চক্রে চ সম্ভাষাং মিত্রবুদ্ধ্যা চ লৌকিকীম্।
আশ্লেষং মধুরালাপং স্নিগ্ধনেত্রশ্চ সস্মিতঃ॥ ২৯
রাজা নিমন্ত্রণং চক্রে কৃষ্ণো ন স্বীচকার তৎ।
উবাচ কৃষ্ণং ভীতশ্চ ত্যক্তদম্ভশ্চ দর্শনাৎ॥ ৩০

শৃগাল উবাচ।

চক্রেণ মচ্ছিরশ্ছিত্ত্বা সুশীঘ্রং দ্বারকাং ব্রজ।
পাপঃ পততু দেহোঽয়মখিলেশ্বর মে তথা॥ ৩১
অহং সুভদ্রো দ্বারী তে জয়শ্চ বিজয়ো যথা।
সর্ব্বং জানাসি সর্ব্বজ্ঞ মা বিলম্বং কুরু প্রভো॥
লক্ষ্মীশাপেন দুষ্টোঽহং কালঃ পূর্ণো বভূব মে।
শতবর্ষেণ শাপান্তো যাস্যামি ভুবনং তব॥ ৩৩

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

পুরো মাং মিত্র প্রহর পশ্চাদ্যুদ্ধং করোম্যহম্।
সর্ব্বং জানামি বৈকুণ্ঠং গচ্ছ বৎস যথাসুখম্॥৩৪
শৃগালো দশ বাণাংশ্চ চিক্ষেপ মাধবং প্রতি।
তে প্রণম্য যযুঃ শীঘ্রমাকাশং কালরূপিণঃ॥ ৩৫
গদাং চিক্ষেপ রাজা স প্রলয়াগ্নিশিখোপমাম্।
কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শমাত্রেণ বভঞ্জ সা যথা তথা॥ ৩৬
শূলং চিক্ষেপ মুষলং শক্তিঞ্চ পরশুং তথা।
কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শমাত্রেণ বভঞ্জ চ ক্ষণেন চ॥ ৩৭
ধনুশ্চিক্ষেপ খড়্গঞ্চ কালরূপং সুদারুণম্।
কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শমাত্রেণ বভঞ্জ চ ক্ষণেন চ॥ ৩৮
দৃষ্ট্বা নিরস্ত্রং রাজানমিত্যুবাচ কৃপানিধিঃ।
গৃহং গত্বা সুতীক্ষ্ণঞ্চ মিত্রাস্ত্রমানয়েতি চ॥ ৩৯

শৃগাল উবাচ।

আত্মা কঃ শস্ত্রবিদ্ধশ্চ কিং যুদ্ধমাত্মনা সহ।
মামুদ্ধর ভবাব্ধেশ্চ ত্বমেবোদ্ধারকারণম্॥ ৪০
ভবাব্ধিবিঘ্নং নাথ বিষমঞ্চ বিযাধিকম্।
ছিন্ধি নিগড়মায়াং মে মোহজালং স্বকর্ম্মণঃ॥ ৪১
কর্ম্মণামীশ্বরস্ত্বঞ্চ বিধাতা ধাতুরেব চ।
দাতা শুভফলানাঞ্চ প্রদাতা সর্ব্বসম্পদাম্॥ ৪২
কারণং প্রাক্তনানাঞ্চ তেষাঞ্চ খণ্ডনে ক্ষমঃ।

যামীত্যহঞ্চ বৈকুণ্ঠং তবৈব দ্বারসপ্তমম্।
ত্যক্ত্বা চ নশ্বরং দেহং প্রাকৃতং পাঞ্চভৌতিকম্ ॥৩৪
মিত্রস্য স্তবনং শ্রুত্বা বচনঞ্চ সুধোপমম্।
রুরোদ সমরে তত্র কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ ॥ ৪৪
বভূব তত্র সহসা কৃষ্ণনেত্রাশ্রুবিন্দুনা।
দিব্যং বিন্দুসরো নাম তীর্থানাং প্রবরং পরম্ ॥৪৫
তত্তোয়স্পর্শমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
সপ্তজন্মার্জ্জিতাৎ পাপন্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৬

শ্রীভগবানুবাচ।

কথমেতাদৃশী বুদ্ধির্মিত্র তে নির্ম্মলং মনঃ।
দূতদ্বারা কথং হ্যুক্তং নিষ্ঠুরং দারুণং বচঃ ॥ ৪৭

শৃগাল উবাচ।

এবমুক্তো ময়া ত্বঞ্চ তেন ক্রোধাদিহাগতঃ।
অন্যথা দুর্লভং নাথ স্বপ্নেঽপি তব দর্শনম্ ॥ ৪৮
এতস্মিন্নন্তরে যোগাদ্দেহং ত্যক্ত্বা চ প্রাকৃতম্।
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণঞ্চ যানেন বৈকুণ্ঠং প্রযযৌ মুদা ॥ ৪৯
সপ্ততালপ্রমাণঞ্চ জ্যোতিস্তস্য মহোল্বণম্।
পাদ্মপদ্মার্চ্চিতং পাদ-পদ্মং নত্বা জগাম তৎ ॥৫০
শ্রীকৃষ্ণঃ সগণঃ শীঘ্রং দৃষ্ট্বা চ পরমাদ্ভুতম্।
প্রফুল্লবদনঃ শ্রীমান্ দ্বারকাভিমুখং যযৌ ॥ ৫১
গত্বা চ দ্বারকাং কৃষ্ণো নত্বা চ পিতরং প্রসূম্।
গত্বা চ রুক্মিণীগেহং পুষ্পচন্দনবাসিতম্ ॥ ৫২
পুষ্পতল্পে চ নক্তঞ্চ স চ রেমে তয়া সহ।
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ বৈদর্ভী চ কৃষ্ণং কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে শৃগালমোক্ষণং নামৈকবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২১ ॥

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

সর্ব্বাসাং রমণীনাঞ্চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
সমুদ্বাহশ্চ কথিতস্ত্বয়া ভগবতা মুদা ॥ ১
স্যমন্তকস্য চ মণেরুপাখ্যানমভীপ্সিতম্।
তন্ন শ্রুতং মহাভাগ তন্মাং ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ।

ভাদ্রশুক্লচতুর্থ্যাঞ্চ তারকাং হৃতবান্ শশী।
তাং তত্যাজ স কৃষ্ণায়াং গুরুস্তাঞ্চ গৃহীতবান্ ॥
গুরুণা ভর্ৎসিতা তারা সগর্ভা লজ্জিতা সতী।
শশাপ লজ্জয়া কোপাচ্চন্দ্রং কামাতুরং পুরা ॥ ৪

তারকোবাচ।

ভব শাপকলঙ্কী ত্বং যস্ত্বাং পশ্যতি দেহভৃৎ।
ত্বামেব দৃষ্ট্বা পাপী চ স কলঙ্কী ভবিষ্যতি ॥ ৫
ইতি শ্রুত্বা চ চন্দ্রশ্চ নারায়ণসরোবরে।
নারায়ণতপস্তপ্ত্বা মুমোচ কৃতপাতকাৎ ॥ ৬
তপঃক্লিষ্টশ্চ তং দৃষ্ট্বা ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
তমুবাচ মহাভীতং কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ ॥ ৭

শ্রীভগবানুবাচ।

মুক্তো ভব কলঙ্কী ত্বং সর্ব্বকালং কলানিধে।
শাপস্থলং তারকায়া ভাদ্রে মাসি সিতাসিতে ॥
চতুর্থ্যামুদিতং চন্দ্রং যস্তু পশ্যতি কামতঃ।
তং যাতি ত্বৎকলঙ্কশ্চ স কলঙ্কী ভবিষ্যতি ॥ ৯
হরিণা দীয়তে তালী ভাদ্রে মাসি সিতাসিতে।
চতুর্থ্যামুদিতশ্চন্দ্রো নেক্ষিতব্যঃ কদাচন ॥ ১০
স্বয়ং দৃষ্ট্বা স্ববাক্যঞ্চ পালনং কর্ত্তুমর্হতি।
ভাদ্রে চন্দ্রং চতুর্থ্যাস্তু স কলঙ্কী বভূব হ ॥ ১১
কলঙ্কী যেন রূপেণ তদ্বক্ষ্যামি নিশাময়।
স মুমোচ কলঙ্কাচ্চ লোকশিক্ষার্থমীশ্বরঃ ॥ ১২
সত্রাজিতঃ সূর্য্যভক্তস্তপস্তপ্ত্বা চ পুষ্করে।
স্যমন্তকং মণিশ্রেষ্ঠং সম্প্রাপ ভাস্করাদপি ॥ ১৩
অষ্টৌ ভারান্ সুবর্ণানাং প্রসূতে নিত্যমেব চ।
বিষ্ণোর্মণাবধিষ্ঠানং মহাপূতে চ পুণ্যদে ॥ ১৪
সত্রাজিতঃ সত্যভামাং দত্ত্বা কৃষ্ণায় ভক্তিতঃ।
যৌতুকার্থে মণিং দাতুমুদ্যতে মহতে মহান্ ॥১৫
তং নিষিধ্য প্রসেনশ্চ দুর্ম্মতিঃ কালপীড়িতঃ।
মণিং গৃহীত্বা প্রযযৌ পুণ্যাং বারাণসীং পুরীম্ ॥
তং নিহত্য পথি বনে সিংহস্তু স্ববলেন চ।
মণিং জগ্রাহ রুচিরং সূত্রবদ্ধং গলে দদৌ ॥ ১৭
কলিঙ্গরাজপুত্রশ্চ ব্রহ্মশাপাৎ সুদারুণাৎ।
বিপ্রো নাভ্যুত্থিতস্তেন পশুযোনিং জগাম সঃ ॥১৮
নিহত্য সিংহং গহনে ভল্লুকো জাম্ববান্ বলী।
মণিং গৃহীত্বা প্রযযৌ স্বপুরং রত্ননির্ম্মিতম্ ॥ ১৯
ঊচুঃ সর্ব্বে দ্বারকায়াং মণিং জগ্রাহ কেশবঃ।
তস্য বুদ্ধিং ন জানীমঃ কেনোপায়েন বেত্তি চ ॥২০
ইতি শ্রুত্বা চ ভগবান্ কলঙ্ককৃন্তনায় চ।

প্রযযৌ কাননং ঘোরং চৌরচিহ্নেন বর্ত্মনা ॥ ২১
মৃতং প্রসেনং দৃষ্ট্বা চ দুঃখী সিংহং দদর্শ সঃ ।
মণিশূন্যং স্বয়ং দৃষ্ট্বা বিষসাদ চ মাধবঃ ॥ ২২
সর্ব্বং জ্ঞাত্বা চ সর্ব্বজ্ঞো ভল্লুকভবনং যযৌ ।
রুদন্তং-বালকং তত্র ধাত্রীক্রোড়ে দদর্শ সঃ ॥২৩
বালকং বোধয়ামাস ধাত্রী চ করুণান্বিতা ।
মণিং গৃহাণ বালেতি তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ ॥ ২৪
সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জা স্ববতা হতঃ ।
সুকুমারক মা রোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ ॥ ২৫
ইতি ধাত্র্যুক্তসুশ্লোকং যশ্চ স্মৃত্বা জলং পিবেৎ ।
দৈবদৃষ্টনষ্টচন্দ্র-দোষাদেব প্রমুচ্যতে ॥ ২৬
বামতো যদি পশ্যন্তি দাম্ভিকা বেদনিন্দকাঃ ।
কলঙ্কিনো ভবন্ত্যেবমিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ২৭
কৃষ্ণো ধাত্রীবচঃ শ্রুত্বা মণিং জগ্রাহ বালকাৎ ।
ধাত্রী গত্বা চ ভল্লুকং কথয়ামাস কোপতঃ ॥ ২৮
জাম্ববাংশ্চ সমাগত্য তুষ্টাব প্রতিপত্য সঃ ।
কন্যাং জাম্ববতীং তস্মৈ যৌতুকার্থং মণিং দদৌ ॥
দ্বারকাং মণিমানীয় দর্শয়ামাস যাদবান্ ।
প্রভুশ্চ সর্ব্বতঃ শুদ্ধো নিষ্কলঙ্কো বভূব সঃ ॥ ৩০
এতৎ তে কথিতং বৎস মণের্ব্যাখ্যানমুত্তমম্ ।
অধ্যায়শ্রবণাদেব নিষ্কলঙ্কো ভবেন্নরঃ ॥ ৩১
যচ্ছ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রেণ তদুক্তঞ্চ যথাগমম্ ।
সুদুর্লভমুপাখ্যানং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৩২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে মণিহরণং দ্বাবিংশ-ত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২২ ॥

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

গণেশপূজনাখ্যানং পুরাণেষু সুদুর্লভম্ ।
শ্রুতং তদ্ ব্রহ্মণো বক্ত্রাৎ সামান্যঞ্চ সমাসতঃ ॥১
মহিমানং গণপতেঃ সর্ব্বপূজ্যেশ্বরস্য চ ।
ব্যাসেন শ্রোতুমিচ্ছামি যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরোঃ
সিদ্ধাশ্রমে মহাপূজা ত্রৈলোক্যস্থৈঃ কৃতা পুরা ।
রাধামাধবয়োর্যত্র পুনঃ সম্মেলনং পুরা ॥ ৩
অতীতে বর্ষশতকে শ্রীদাম্নঃ শাপমোক্ষণে ।
আদৌ চকার পূজাঞ্চ সা চ রাধা কথং মুনে ॥৪
স্থিতেষু চ সুরেন্দ্রেষু ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদিষু ।
সিদ্ধেন্দ্রেষু মুনীন্দ্রেষু কপিলাদিষু যোগিষু ॥ ৫
নাগেন্দ্রে চ স্থিতে শেষে নাগেষু চ মহৎসু চ ।
রাজেন্দ্রেষু চ ভূমৌ চ বলিষ্ঠেষ্বসুরেষু চ ॥ ৬
গন্ধর্ব্বেষু চ রক্ষঃসু চান্যেষু বলবৎসু চ ।
বিস্তরেণ মহাভাগ তস্মাৎ ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৭

নারায়ণ উবাচ ।

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা মান্যা পুণ্যবতী সতী ।
তত্র ভারতবর্ষঞ্চ কর্ম্মণাং ফলদং শুভম্ ॥ ৮
ধন্যং যশস্যং পূজ্যঞ্চ পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ।
সিদ্ধাশ্রমং মহাপুণ্যং ক্ষেত্রং মোক্ষপ্রদং শুভম্ ॥৯
সনৎকুমারো ভগবান্ তত্র সিদ্ধো বভূব হ ।
স্বয়ং বিধাতা তত্রৈব তপ্ত্বা সিদ্ধো বভূব হ ।
যোগীন্দ্রাশ্চ মুনীন্দ্রাশ্চ সিদ্ধেন্দ্রাঃ কপিলাদয়ঃ ॥১০
শতক্রতুং মহেন্দ্রশ্চ তত্র কৃত্বা বভূব হ ।
তেন সিদ্ধাশ্রমং নাম সর্ব্বেষামপি দুর্লভম্ ॥ ১১
অধিষ্ঠানং গণেশস্য তত্রৈব সততং মুনে ।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ গণেশপ্রতিমাং শুভাম্ ॥ ১২
বৈশাখীপূর্ণিমায়াঞ্চ পূজাং কুর্ব্বন্তি দেবতাঃ ।
নাগাশ্চ মানবাশ্চৈব দৈত্যা গন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ ॥ ১৩
সিদ্ধেন্দ্রাশ্চ মুনীন্দ্রাশ্চ যোগীন্দ্রাঃ সনকাদয়ঃ ।
তত্রাজগাম শম্ভুশ্চ পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ ॥ ১৪
সগণঃ কার্ত্তিকেয়শ্চ স্বয়ং ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ ।
তত্রাজগাম শেষশ্চ নাগেন্দ্রৈঃ সহ সত্বরম্ ॥ ১৫
তত্রাজগ্মুঃ সুরাঃ সর্ব্বে মনবো মুনয়স্তথা ।
আজগ্মুস্তে নৃপাঃ সর্ব্বে পূজার্থং হৃষ্টমানসাঃ ॥১৬
আযযৌ ভগবান্ কৃষ্ণো দ্বারকাবাসিভিঃ সহ ।
আজগাম তথা নন্দঃ সার্দ্ধং গোকুলবাসিভিঃ ॥ ১৭
গোপীবিংশতিকোটীভির্গোলোকবাসিভিস্তথা ।
গজেন্দ্রকোটিতুল্যাভির্বলিষ্ঠাভিঃ সহালিভিঃ ॥ ১৮
আযযৌ সুন্দরী রাধা কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবতা ।
রাসেশ্বরী সুরসিকা শতবর্ষে গতে সতী ॥ ১৯
সুস্নাতা সুদতী শুদ্ধা ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী ।
সংযতা সা নিরাহারা গত্বা চ মণিমণ্ডপম্ ॥ ২০
সুপ্রক্ষালিতপাদাব্জা কান্তা ভুবনপাবনী ।
শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামঞ্চ সুনকং বিধায় চ ॥ ২১
গঙ্গোদকেন [illegible] স্নাপয়ামাস ভক্তিতঃ ।

ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং চকার শুক্রপুষ্পতঃ ॥ ২২
মাতা চতুর্ণাং বেদানাং বসোশ্চ জগতামপি।
বুদ্ধিরূপা ভগবতী জ্ঞানানাং জননী পরা।
ধ্যানাসাধ্যং স্বপুত্রং তং পরং ধ্যানং চকার সা ॥
খর্ব্বং লম্বোদরং স্থূলং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা।
গজবক্ত্রং বহ্নিবর্ণমেকদন্তমনন্তকম্ ॥ ২৪
সিদ্ধানাং যোগিনামেব জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরুম্।
ধ্যাতং মুনীন্দ্রৈর্দেবেন্দ্রৈর্ব্রহ্মেশশেষসংজ্ঞকৈঃ ॥
সিদ্ধেন্দ্রৈর্মুনিভিঃ সদ্ভির্ভগবন্তং সনাতনম্।
ব্রহ্মস্বরূপং পরমং মঙ্গলং মঙ্গলালয়ম্ ॥ ২৬
সর্ব্ববিঘ্নহরং শান্তং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্।
ভবাব্ধিমায়াপোতেন কর্ণধারঞ্চ কর্ম্মিণাম্ ॥ ২৭
শরণাগতদীনার্ত্ত-পরিত্রাণপরায়ণম্।
ধ্যায়েচ্চ ধ্যানাসাধ্যং তং ভক্তেশং ভক্তবৎসলম্ ॥
ইতি ধ্যাত্বা স্বশিরসি দত্ত্বা পুষ্পঞ্চ সা সতী।
সর্ব্বাঙ্গশোধনং ন্যাসং বেদোক্তঞ্চ চকার সা ॥ ২৯
পুনর্ধ্যাত্বা চ ধ্যানেন তেনৈব শুভদায়িনা।
দদৌ পুষ্পং পাদপদ্মে রাধা লম্বোদরস্য চ ॥ ৩০
সপ্ততীর্থোদকেনৈব শীতেন বাসিতেন চ।
দদৌ পাদ্যং পাদপদ্মে তং পদ্মাদিভির্বর্চ্চিতে ॥
দূর্ব্বাক্ষতৈঃ শুক্লপুষ্পৈঃ সুগন্ধিচন্দনোদকৈঃ।
অর্ঘ্যং দদৌ তৎপদাব্জে স্বয়ং গোলোকবাসিনী ॥
সচন্দনং স্নিগ্ধমাল্যং পারিজাতস্য সুন্দরম্।
দদৌ গলে গণেশস্য স্বয়ং রাসেশ্বরী মুদা ॥ ৩৩
কস্তূরীকুঙ্কুমাক্তঞ্চ সুগন্ধিস্নিগ্ধচন্দনম্।
সর্ব্বাঙ্গে প্রদদৌ তস্য বৃন্দাবনবিনোদিনী ॥ ৩৪
সুগন্ধি শুক্লপুষ্পঞ্চ সুগন্ধিচন্দনার্চ্চিতম্।
দদৌ তস্য পদাম্ভোজে মহাপদ্মালয়া সতী ॥ ৩৫
সুগন্ধযুক্তং ধূপঞ্চ পূতৈর্বস্তুভিরন্বিতম্।
দদৌ কৃষ্ণপ্রিয়া তস্মৈ জগতামীশ্বরায় চ ॥ ৩৬
দীপ্তং ঘৃতপ্রদীপঞ্চ ধ্বান্তবিধ্বংসকারণম্।
তস্মৈ দদৌ সুরেশায় পরমাদ্যা সনাতনী ॥ ৩৭
নৈবিদ্যং বিবিধং রম্যং সুস্বাদু সুমনোহরম্।
ভক্ষ্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয়ং সুধাতুল্যং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ৩৮
ফলানি চ সুপক্কানি ত্রৈলোক্যদুর্লভানি চ।
মধুরাণি চ স্থূলানি গ্রাম্যারণ্যানি নারদ ॥ ৩৯
তানি স্বস্বাস্থসংখ্যানি তিলানাং লড্ডুকানি চ।
লড্ডুকানি সুপক্কানি স্বাদূনি সুরদানি চ ॥ ৪০
যবগোধূমচূর্ণানাং পক্কানি পিষ্টকানি চ।
ঘৃতাক্তানি চ রম্যাণি শর্করাসহিতানি চ ॥ ৪১
স্বস্তিকানাং লড্ডুকানি স্থূলানি সুন্দরাণি চ।
ভৃষ্টদ্রব্যঞ্চ বিবিধমক্ষতং শর্করান্বিতম্ ॥ ৪২
ঘৃতকুল্যাং দুগ্ধকুল্যাং মধুকুল্যাং মনোহরাম্।
গুড়স্য দধ্নঃ কুল্যাঞ্চ পায়সানাং তথৈব চ ॥ ৪৩
পিষ্টকানাং স্বস্তিকানাং রম্ভাণাং রাশিমেব চ।
মিষ্টব্যঞ্জনযুক্তানি শাল্যন্নানি শুভানি চ।
দদৌ তস্মৈ সুরেশায় কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবতা ॥ ৪৪
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং রম্যং সিংহাসনং পরম্।
দদৌ বিঘ্নবিনাশায় বিরজাতটবাসিনী ॥ ৪৫
সূক্ষ্মবস্ত্রযুগং রম্যমমূল্যং বহ্নিশুদ্ধকম্।
দদৌ শিবাত্মজায়ৈব শতশৃঙ্গনিবাসিনী ॥ ৪৬
বিশুদ্ধসর্পিষা যুক্তং নির্ম্মলং মধুরং মধু।
মধুপর্কং দদৌ তস্মৈ বৃন্দাবননিবাসিনী ॥ ৪৭
তাম্বূলঞ্চ বরং রম্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্।
সর্ব্বসম্পৎপ্রদাত্রে চ বৃকভানুসুতা দদৌ ॥ ৪৮
সপ্ততীর্থোদকং শুদ্ধং সুশীতঞ্চ সুবাসিতম্।
পানার্থঞ্চ জলং তস্মৈ দদৌ গোপীশ্বরী মুদা ॥ ৪৯
অমূল্যং দুর্লভঞ্চৈব বিশুদ্ধং শ্বেতচামরম্।
দদৌ তস্মৈ পরেশায় মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ৫০
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং মুক্তা-মাণিক্য-হীরকৈঃ।
পরিস্কৃতং সুতল্পঞ্চ পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতম্ ॥ ৫১
সিতসূক্ষ্মাংশুকেনৈব পরিতশ্চ পরিস্কৃতম্।
দদৌ শিবাত্মজায়ৈব কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা ॥ ৫২
দত্ত্বা চ কামধেনুঞ্চ সবৎসাং বাঞ্ছিতপ্রদাম্।
কৃত্বাতীব পরীহারং বৃন্দা পুষ্পাঞ্জলিং দদৌ ॥ ৫৩
দিব্যেন মূলমনুনা সবীজেনোজ্জ্বলেন চ।
দদৌ ষোড়শোপচারং কালিন্দীকূলবাসিনী ॥ ৫৪
ওঁ গং গৌং গণপতয়ে বিঘ্নবিনাশিনে স্বাহা।
ইত্যেবমেবেতি তদা মন্ত্রঞ্চ ষোড়শাক্ষরম্।
সা জজাপ সহস্রঞ্চ পরং কল্পতরুং পরম্ ॥ ৫৫
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরা।
সাশ্রুনেত্রা পুলকিতা স্তোত্রেণ কৌথুমেন চ ॥৫৬

রাধিকোবাচ।

পরংব্রহ্ম পরংধাম পরেশং পরমীশ্বরম্।
বিঘ্ননিঘ্নকরং শান্তং ত্বাং নমামি গজাননম্ ॥ ৫৭
সুরাসুরেন্দ্রৈঃ সিদ্ধেন্দ্রৈঃ স্তুতং স্তৌমি পরাৎপরম্

সুরপদ্মদিনেশঞ্চ গণেশং মঙ্গলালয়ম্ ॥ ৫৮
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং বিঘ্নশোকহরং পরম্ ।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় সর্ব্ববিঘ্নাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৫৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-
খণ্ডে গণেশপূজনং নাম ত্রয়োবিংশত্য-
ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

রাধা স পূজ্য বিধিনা স্তুত্বা লম্বোদরং সতী ।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং সর্ব্বাঙ্গভূষণং দদৌ ॥ ১
রাধায়াঃ স্তবনং শ্রুত্বা পূজাং দৃষ্ট্বা চ বস্তু চ ।
উবাচ মধুরং শান্তঃ শান্তাং ত্রৈলোক্যমাতরম্ ॥ ২

গণেশ উবাচ ।

তব পূজা জগন্মাতর্লোকশিক্ষাকরী শুভে ।
ব্রহ্মস্বরূপা ভবতী কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা ॥ ৩
যৎপাদপদ্মমতুলং ধ্যায়ন্তে তে সুদুর্লভম্ ।
সুরা ব্রহ্মেশশেষাদ্যা মুনীন্দ্রাঃ সনকাদয়ঃ ॥ ৪
জীবন্মুক্তাশ্চ ভক্তাশ্চ সিদ্ধেন্দ্রাঃ কপিলাদয়ঃ ।
তস্য প্রাণাধিদেবী ত্বং প্রিয়া প্রাণাধিকা পরা ॥ ৫
বামাঙ্গনির্ম্মিতা রাধা দক্ষিণাঙ্গশ্চ মাধবঃ ।
মহালক্ষ্মীর্জগন্মাতা তব বামাঙ্গনির্ম্মিতা ॥ ৬
বসোঃ সর্ব্বনিবাসস্য প্রসূস্ত্বং পরমেশ্বরী ।
বেদানাং জগতামেব মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ৭
সর্ব্বাঃ প্রাকৃতিকা মাতঃ সৃষ্ট্যাদ্যাস্ত্বদ্বিভূতয়ঃ ।
বিশ্বানি কার্য্যরূপাণি ত্বঞ্চ কারণরূপিণী ॥ ৮
প্রলয়ে ব্রহ্মণঃ পাতে তন্নিমেষো হরেরপি ।
আদৌ রাধাং সমুচ্চার্য্য পশ্চাৎ কৃষ্ণং পরাৎপরম্
স এব পণ্ডিতো যোগী গোলোকং যাতি লীলয়া ।
ব্যতিক্রমে মহাপাপী ব্রহ্মহত্যাং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥ ১০
জগতাং ভবতী মাতা পরমাত্মা পিতা হরিঃ ।
পিতুরেব গুরুর্মাতা পূজ্যা বন্দ্যা পরাৎপরা ॥ ১১
ভজতে দেবমন্যং বা কৃষ্ণং বা সর্ব্বকারণম্ ।
পুণ্যক্ষেত্রে মহামূঢ়ো যদি নিন্দতি রাধিকাম্ ॥ ১২
বংশহানির্ভবেৎ তস্য দুঃখং শোক ইহৈব চ
পচ্যতে নিরয়ে ঘোরে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ১৩

গুরুশ্চ জ্ঞানোদ্গিরণাজ্জ্ঞানং স্যান্মন্ত্রতন্ত্রয়োঃ ।
স চ মন্ত্রশ্চ তৎ তন্ত্রং ভক্তিঃ স্যাদ্যুবয়োর্যতঃ ॥
নিষেব্য মন্ত্রং দেবানাং জীবো জন্মনি জন্মনি ।
ভক্তির্ভবতি দুর্গায়াঃ পাদপদ্মে সুদুর্লভে ॥ ১৫
তদা প্রাপ্নোতি শম্ভোশ্চ জ্ঞানানন্দং সনাতনম্ ॥
নিষেব্য মন্ত্রং শম্ভোশ্চ জগতাং কারণস্য চ ।
তদা প্রাপ্নোতি যুবয়োঃ পাদপদ্মং সুদুর্লভম্ ॥ ১৭
যুবয়োঃ পাদপদ্মঞ্চ দুর্লভং প্রাপ্য পুণ্যবান্ ।
ক্ষণার্দ্ধষোড়ষাংশঞ্চ ন হি মুঞ্চতি দৈবতঃ ॥ ১৮
ভক্ত্যা চ যুবয়োর্মন্ত্রং গৃহীত্বা বৈষ্ণবাদপি ।
স্তবং বা কবচং বাপি কর্ম্মমূলনিকৃন্তনম্ ॥ ১৯
যো জপেৎ পরয়া ভক্ত্যা পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ।
পুরুষাণাং সহস্রঞ্চ স্বাত্মনা সার্দ্ধমুদ্ধরেৎ ॥ ২০
গুরুমভ্যর্চ্চ্য বিধিবদ্বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ ।
কবচং ধারয়েদ্যো হি বিষ্ণুতুল্যো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ২১
যদ্দত্তং বস্তু মে মাতস্তৎ সর্ব্বং সার্থকং কুরু ।
দেহি বিপ্রায় মৎপ্রীত্যা তদা ভোক্ষ্যামি সাম্প্রতম্ ২২
দেবে দেয়ানি দ্রব্যাণি দেবে দেয়া চ দক্ষিণা ।
তৎ সর্ব্বং ব্রাহ্মণে দদ্যাৎ তদনন্তায় কল্পতে ॥ ২৩
ব্রাহ্মণানাং মুখং রাধে দেবানাং মুখমুখ্যকম্ ।
বিপ্রভুক্তঞ্চ যদ্দ্রব্য প্রাপ্নুবন্ত্যেব দেবতাঃ ॥ ২৪
বিপ্রাংশ্চ ভোজয়ামাস তৎ সর্ব্বং রাধিকা সতী ।
বভূব তৎক্ষণাদেব প্রীতো লম্বোদরো মুনে ॥ ২৫
এতস্মিন্নন্তরে চৈব ব্রহ্মেশশেষসংজ্ঞকাঃ ।
আযযুস্টিমূলঞ্চ দেবপূজার্থমেব চ ॥ ২৬
তত্র গত্বা শিবচরো দেবান্ দেবীরুবাচ সঃ ।
শ্রীকৃষ্ণং শুষ্ককণ্ঠশ্চ ভয়ভীতশ্চ রক্ষকঃ ॥ ২৭

রক্ষক উচাচ ।

গণেশং পূজয়ামাস সর্ব্বাদৌ চ শুভক্ষণে ।
বৃষভানসুতা রাধা প্রকৃত্যা স্বস্তিবাচনম্ ॥ ২৮
সহিতা সা বলবতী গোপীত্রিশতকোটিভিঃ ।
বারিতোঽহং বলিষ্ঠাভির্যুষ্মাংশ্চ কথয়ামি তৎ ॥ ২৯
সর্ব্বাদৌ পূজয়েদ্যো হি সোঽনন্তং ফলমাপ্নুয়াৎ ।
মধ্যে মধ্যবিধং পুণ্যং শেষে স্বল্পমিতি শ্রুতম্ ॥ ৩০
দেবেন্দ্রেষু মুনীন্দ্রেষু দেবস্ত্রীষু স্থিতাসু চ ।
গোপীভিশ্চ সহিতয়া রাধয়া পূজিতঃ পুরঃ ॥ ৩১
দূতবাক্যং সমাকর্ণ্য জহসুঃ সর্ব্বদেবতাঃ ।
মুনয়ো মনবশ্চৈব রাজানো দেবযোষিতঃ ॥ ৩২

রুক্মিণ্যাদ্যা রমণ্যশ্চ যাদব্যো বিস্ময়ং যযুঃ ।
সরস্বতী চ সাবিত্রী পার্ব্বতী পরমেশ্বরী ॥ ৩৩
রোহিণী চ সতী সংজ্ঞা স্বাহাদ্যাঃ সর্ব্বযোষিতঃ ।
মুদিতাঃ প্রযযুঃ সর্ব্বা মুনিপত্ন্যঃ পতিব্রতাঃ ॥ ৩৪
মুনয়ো মনবঃ সর্ব্বে দেবাশ্চাপি নৃপাস্তথা ।
শ্রীকৃষ্ণঃ স্বগণৈঃ সার্দ্ধং যে চান্যে প্রযযুর্মুদা ॥ ৩৫
তে সর্ব্বে বিবিধৈর্দ্রব্যৈঃ পূজাং চক্রুঃ শুভক্ষণে ।
বলিষ্ঠা দুর্ব্বলাশ্চৈব ক্রমেণ চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৬
লড্ডুকানাঞ্চ রাশীনাং শতকোটির্ব্বভূব হ ।
শর্করাণাং তদর্দ্ধঞ্চ স্বস্তিকানাং তথৈব চ ॥ ৩৭
অন্নানাং ভৃষ্টবস্তূনাং শতকোটির্বভূব হ ।
অসংখ্যানি ফলান্যেব স্বাদূনি মধুরাণি চ ॥ ৩৮
মধুকুল্যা দুগ্ধকুল্যা দধ্নঃ কুল্যা ঘৃতস্য চ ।
বভূবুঃ শতসংখ্যাশ্চ ত্রৈলোক্যানাঞ্চ পূজিতে ॥৩৯
পূজাং কৃত্বা তু তে সর্ব্বে সমূষুশ্চ সুখাসনে ।
পার্ব্বতী পরমপ্রীত্যা রাধাস্থানং সমাযযৌ ॥ ৪০
সা রাধা পার্ব্বতীং দৃষ্ট্বা সমুত্থায় জবেন চ ।
যথাযোগ্যঞ্চ সম্ভাষাং চকার সাদরং মুদা ॥ ৪১
আশ্লেষণং চুম্বনঞ্চ বভূব চ পরস্পরম্ ।
উবাচ মধুরং দুর্গা রাধাং কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥ ৪২

পার্ব্বত্যুবাচ ।

কিং বা প্রশ্নং করিষ্যামি ত্বাং রাধাং মঙ্গলালয়াম্
গতা তে বিরহজ্বালা শ্রীদাম্নঃ শাপমোক্ষণে ॥ ৪৩
সততং মন্মনঃ প্রাণাস্ত্বয্যেব ময়ি তে তথা ।
ন হ্যেবমাবয়োর্ভেদঃ শক্তি-পুরুষয়োর্যথা ॥ ৪৪
যে ত্বাং নিন্দন্তি মদ্ভক্তাস্ত্বদ্ভক্তাশ্চাপি মামপি ।
কুম্ভীপাকে চ পচ্যন্তে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৪৫
রাধা-মাধবয়োর্ভেদং যে কুর্ব্বন্তি নরাধমাঃ ।
বংশহানির্ভবেৎ তেষাং পচ্যন্তে নরকে চিরম্ ॥৪৬
যান্তি শূকরযোনিঞ্চ পিতৃভিঃ শতকৈঃ সহ ।
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং কৃময়স্তথা ॥ ৪৭
ত্বয়ৈব পূজিতঃ পুত্রো ন ময়া চ গণেশ্বরঃ ।
সর্ব্বাদৌ সর্ব্বপূজ্যোঽয়ং যথা তব তথা মম ॥ ৪৮
যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং ন বিচ্ছেদো ভবিষ্যতি ।
রাধা-মাধবয়োর্দেবি দুগ্ধ-ধাবল্যয়োর্যথা ॥ ৪৯
সিদ্ধাশ্রমে তথা তীর্থে পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ।
নির্ব্বিঘ্নং লভ গোবিন্দং সম্পূজ্য বিঘ্নখণ্ডনম্ ॥৫০
রাসেশ্বরী ত্বং রসিকা শ্রীকৃষ্ণো রসিকেশ্বরঃ ।
বিদগ্ধায়া বিদগ্ধেন সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ ॥ ৫১
শ্রীদাম্নঃ শাপনির্ম্মুক্তে শতবর্ষান্তরে সতি ।
কুরুষ্ব মদ্বরেণাদ্য কৃষ্ণেন সহ সঙ্গমম্ ॥ ৫২
মমাজ্ঞয়া তূর্ণতয়া সুবেশং কুরু সুন্দরি ।
সুদুর্লভঃ কামিনীনাং সৎপুংসা সহ সঙ্গমঃ ॥ ৫৩
চক্রুঃ সুবেশং রাধায়াঃ প্রিয়াল্যশ্চ শিবাজ্ঞয়া ।
রত্নসিংহাসনে রম্যে বাসয়ামাসুরীশ্বরীম্ ॥ ৫৪
পুরতো রত্নমালা সা রত্নমালাং গলে দদৌ ।
পদ্মা পদ্মমুখং দ্রষ্টুং সদ্রত্নদর্পণং দদৌ ॥ ৫৫
রাধায়া দক্ষিণে হস্তে ক্রীড়াপদ্মং মনোহরম্ ।
দদৌ পদ্মমুখী পাদপদ্মযুগ্মেঽপ্যলক্তকম্ ॥ ৫৬
প্রদদৌ সুন্দরী গোপী সিন্দূরং সুন্দরং বরম্ ।
চন্দনেন সমাযুক্তং সীমন্তাধঃ স্থলোজ্জ্বলম্ ॥ ৫৭
সুচারুকবরীং রম্যাং চকার মালতী সতী ।
মনোহরাং মুনীনাঞ্চ মালতীমাল্যভূষিতম্ ॥ ৫৮
কস্তূরীকুঙ্কুমাক্তঞ্চ চারুচন্দনপত্রকম্ ।
স্তনযুগ্মে সুকঠিনে চকার চন্দনা সতী ॥ ৫৯
চারুচম্পকপুষ্পাণাং মালাং গন্ধমনোহরাম্ ।
মালাবতী দদৌ তস্যৈ প্রফুল্লাং নবমল্লিকাম্ ॥ ৬০
রতিঃ সুরসিকা গোপী রত্নভূষণভূষিতাম্ ।
তাং চকারাতিরসিকাং বরাং রতিরসোৎসুকাম্ ॥
শরৎপদ্মদলাভঞ্চ লোচনং কজ্জলোজ্জ্বলম্ ।
কৃত্বা দদৌ সুললিতং বস্ত্রঞ্চ ললিতা সতী ॥ ৬২
মহেন্দ্রেণ প্রদত্তঞ্চ পারিজাতপ্রসূনকম্ ।
সুগন্ধযুক্তং তস্যাশ্চ পারিজাতা করে দদৌ ॥ ৬৩
সুশীলং মধুরোক্তঞ্চ ভর্ত্তুঃ পার্শ্বে যথোচিতম্ ।
শিক্ষাং চকার নীতঞ্চ সুশীলা গোপিকা সতী ॥
স্ত্রীণাঞ্চ ষোড়শকলাং বিপত্তৌ বিস্মৃতা তয়া ।
স্মরণং কারয়ামাস রাধাং মাতা কলাবতী ॥ ৬৫
শৃঙ্গারবিষয়োক্তঞ্চ বচনঞ্চ সুধোপমম্ ।
স্মরণং কারয়ামাস ভগিনী চ সুধামুখী ॥ ৬৬
কমলানাং চম্পকানাং দলে চন্দনচর্চ্চিতে ।
চকার রতিতল্পঞ্চ কমলা চ সুকোমলম্ ॥ ৬৭
চারুচম্পকপুষ্পঞ্চ কৃষ্ণার্থং পুটকস্থিতম্ ।
চকার চন্দনাক্তঞ্চ স্বয়ং চম্পাবতী সতী ॥ ৬৮
পুষ্পং কেলিকদম্বানাং স্তবকঞ্চ মনোহরম্ ।
কদম্বমালা কৃষ্ণার্থং বিদ্যমানং চকার সা ॥ ৬৯
তাম্বূলঞ্চ বরং রম্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্ ।

কৃষ্ণপ্রিয়া চ কৃষ্ণার্থং চকার বাসিতং জলম্ ॥ ৭০
এতস্মিন্নন্তরে সর্ব্বমাশ্রমং সস্থলস্থলম্ ।
সাক্ষাদ্গোরোচনাভঞ্চ দদৃশুর্ম্মুনয় সুরাঃ ॥ ৭১
তে সর্ব্বে বিস্ময়ং গত্বা পপ্রচ্ছুঃ কৃষ্ণমীশ্বরম্ ।
উবাচ ভগবাংস্তাংশ্চ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকারণম্ ॥ ৭২

শ্রীভগবানুবাচ ।

অভিশপ্তা চ শ্রীদাম্না ভ্রষ্টশোভা চ রাধিকা ।
সর্ব্বং জ্ঞানং বিসস্মার মদ্বিচ্ছেদজ্বরাতুরা ॥ ৭৩
বিমুক্তবর্ষশতকে জ্ঞানং সস্মার সা সতী ।
সিদ্ধাশ্রমঞ্চ পীতাভং রাসেশ্বর্য্যাশ্চ তেজসা ॥ ৭৪
পরমাহ্লাদকং তেজশ্চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্ ।
সুখদৃশ্যঞ্চ সুখদং চক্ষুষাং প্রাণিনামপি ॥ ৭৫
তচ্ছ্রুত্বা পরমাশ্চর্য্যং মুনয়ো মনবস্তথা ।
দেব্যশ্চ সর্ব্বে দেবাস্তে ব্রহ্মেশানাদয়স্তথা ॥ ৭৬
জবেন গত্বা তৎ স্থানং ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরাঃ ।
সর্ব্বে জনাস্তে দদৃশুস্ত্রৈলোক্যস্থাশ্চ রাধিকাম্ ॥ ৭৭
শ্বেতচম্পকবর্ণাভামতুলাং সুমনোহরাম্ ।
মোহিনীং মানসানাঞ্চ মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্ ॥ ৭৮
সুকেশীং সুন্দরীং শ্যামাং ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলাম্ ।
নিতম্বকঠিনশ্রোণী-স্তনযুগ্মোন্নতাননাম্ ॥ ৭৯
কোটীন্দুনিন্দিতাস্যাং তাং সস্মিতাং সুদতীং সতীম্
কজ্জলোজ্জ্বলরূপাঞ্চ শরৎকমললোচনাম্ ॥ ৮০
মহালক্ষ্মীং বীজরূপাং পরমাদ্যাং সনাতনীম্ ।
পরমাত্মস্বরূপস্য প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবতাম্ ॥ ৮১
স্তুতাঞ্চ পূজিতাঞ্চৈব পরাঞ্চ পরমাত্মনা !
ব্রহ্মস্বরূপাং নির্লিপ্তাং নিত্যরূপাঞ্চ নির্গুণাম্ ॥ ৮২
বিশ্বাবরোধাং প্রকৃতিং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহাম্ ।
সত্যস্বরূপাং শুদ্ধাঞ্চ পূতাং পতিতপাবনীম্ ॥ ৮৩
সুতীর্থপূতাং সৎকীর্ত্তিং বিধাত্রীং বেধসামপি ।
মহৎপ্রিয়াঞ্চ মহতীং মহাবিষ্ণোশ্চ মাতরম্ ॥ ৮৪
রাসেশ্বরেশ্বরীং রম্যাং রসিকাং রসিকেশ্বরীম্ ।
বহ্নিশুদ্ধাং শুকাধানাং স্বেচ্ছারূপাং শুভালয়াম্ ॥
গোপীভিঃ সপ্তভিঃ শশ্বৎ সেবিতাং শ্বেতচামরৈঃ ।
চতুর্ভিশ্চ প্রিয়ালীভিঃ পাদপদ্মো পসেবিতাম্ ॥৮৬
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণ-ভূষণোচ্চৈর্বিভূষিতাম্ ।
চারুকুণ্ডলযুগ্মেন শ্রুতিগণ্ডস্থলোজ্জ্বলাম্ ॥ ৮৭
পক্কবিম্বকলোষ্ঠাঞ্চ বনমালাবিভূষিতাম্ ॥ ৮৮
দধানাং কবরীং রম্যাং মালতীমাল্যভূষিতাম্ ।
সিন্দূরবিন্দুনা সার্দ্ধং স্নিগ্ধচন্দনবিন্দুভিঃ ॥ ৮৯
কস্তূরীকজ্জলাক্তেন সীমন্তাধঃস্থলোজ্জ্বলাম্ ।
সুনাসাং গজমুক্তাঢ্যাং খগেন্দ্রচঞ্চু নির্ম্মিতাম্ ॥৯০
কুঙ্কুমারক্তকস্তুরী-স্নিগ্ধচন্দনচিত্রিতাম্ ।
দধানাং সুকপোলঞ্চ কোমলাঙ্গীং সুকামুকীম্ ॥
গজেন্দ্রগামিনীং রামাং কমনীয়াং সুকামিনীম্ ।
কামাস্ত্রজয়রূপাঞ্চ নামকল্পালয়াং বরাম্ ॥ ৯২
ক্রীড়াকমলমম্লানং পারিজাতপ্রসূনকম্ ।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং দধানাং দর্পণোজ্জ্বলম্ ॥ ৯৩
নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্য-রত্নসিংহাসনস্থিতম্ !
পাদ্মপদ্মার্চ্চিতং পাদ-পদ্মঞ্চ মঙ্গলালয়ম্ ॥ ৯৪
হৃৎপদ্মে ধ্যায়মানাং তাং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা স্বপ্নে জাগরণেঽপি চ ॥ ৫
তৎপ্রীতিং প্রেমসৌভাগ্যং স্মরন্তীং নিত্যনূতনম্
ভাবানুরক্তসংসক্তাং শুদ্ধভক্তাং পতিব্রতাম্ ॥৯৬
ধন্যাং মান্যাং গৌরবার্হাং শশ্বদ্বক্ষঃস্থলস্থিতাম্ ।
বৃষভানসুতাং খ্যাতাং পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ॥৯৭
গোপীশ্বরীং গুপ্তরূপাং সিদ্ধিদাং সিদ্ধিরূপিণীম্ ।
ধ্যানাসাধ্যাং দুরারাধ্যাং বন্দে মঙ্গলবন্দিতাম্ ॥৯৮
ধ্যানেনানেন যে রাধাং ধ্যায়ন্তে ধ্যানতৎপরাঃ ।
ইহৈব জীবন্মুক্তাস্তে পরত্র কৃষ্ণপার্ষদাঃ ॥ ৯৯
দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা চ সর্ব্বাদৌ তুষ্টাব পরমেশ্বরীম্ ।
স্বয়ং বিধাতা জগতাং মাতরং বেধসামপি ॥ ১০০

ব্রহ্মোবাচ ।

ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি দিব্যানি পরমেশ্বরি ।
পুষ্করে চ তপস্তপ্তং পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ॥ ১০১
ত্বৎপাদপদ্মমধুর-মধুলুব্ধেন চেতসা ।
মধুব্রতেন লোলেন প্রেরিতেন ময়া সতি ।
তথাপি ন ময়া লব্ধং ত্বৎপাদপদ্মমীপ্সিতম্ ॥১০২
ন দৃষ্টমপি স্বপ্নেঽপি প্রাহ বাগশরীরিণী ।
বারাহে ভারতে বর্ষে পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে ।
সিদ্ধাশ্রমে গণেশস্য পাদপদ্মঞ্চ দ্রক্ষ্যসি ॥ ১০৩
রাধা-মাধবয়োর্দ্দাস্যং কুতো বিষয়িণস্তব ।
নিবর্ত্তস্ব মহাভাগ বরমেতৎ সুদুর্লভম্ ॥ ১০৪
ইতি শ্রুত্বা নিবৃত্তোঽহং তপসো দগ্ধমানসঃ ।
পরিপূর্ণং তদধুনা বাঞ্ছিতং তপসঃ ফলম্ ॥ ১০৫

মহাদেব উবাচ ।

পাদ্মপদ্মার্চ্চিতং পাদপদ্মং যস্য সুদুর্লভম্ ।

ধ্যায়ন্তে ধ্যাননিষ্ঠাশ্চ শশ্বদ্‌ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ॥ ১০৬
মুনয়ো মনবশ্চৈব সিদ্ধাঃ সন্তশ্চ যোগিনঃ ।
দ্রষ্টুং নৈব ক্ষমাঃ স্বপ্নে ভবতী তস্য বক্ষসি ॥১০৭

অনন্ত উবাচ ।

বেদাশ্চ বেদমাতা চ পুরাণানি চ সুব্রতে ।
অহং সরস্বতী সন্তঃ স্তোতুং নালঞ্চ সন্ততম্ ॥১০৮
অস্মাকং স্তবনে যস্য ভ্রূভঙ্গশ্চ সুদুর্লভঃ ।
তবৈব ভর্ৎসনে ভীতশ্চাবয়োরন্তরং হরিঃ ॥
এবং দেবাশ্চ দেব্যশ্চাপ্যন্যে যে চ সমাগতাঃ ।
প্রণতাস্তুষ্টুবুঃ সর্ব্বে মুনিমন্বাদয়স্তথা ॥ ১১০
লজ্জয়া নম্রবক্ত্রাশ্চ রুক্মিণ্যাদ্যাশ্চ যোষিতঃ ।
মলীমসঞ্চ চক্রুস্তাঃ শ্বাসেন রত্নদর্পণম্ ॥ ১১১
মৃততুল্যা সত্যভামা নিরাহারা কৃশোদরী ।
মনসোঽপ্যভিমানঞ্চ সর্ব্বং তত্যাজ নারদ ॥ ১১২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ডে রাধিকাস্তোত্রে চতুর্ব্বিংশত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৪ ॥

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

গণেশপূজনাদেব রাধাস্তোত্রাৎ পরং প্রভো ।
বভূব কিং রহস্যং বা তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১

নারায়ণ উবাচ ।

গণেশপূজনে তীর্থে যে দেবাশ্চ সমাযযুঃ ।
মুনয়শ্চাপি যোগীন্দ্রা বসন্তো বটমূলকে ।
বসুদেবো দৈবকী চ পরমাদরপূর্ব্বকম্ ।
পপ্রচ্ছ শম্ভুং ব্রহ্মাণমনন্তং মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ৩

বসুদেব উবাচ ।

কেনোপায়েন দেবেশ হে সিদ্ধা মুনিপুঙ্গবাঃ ।
ভবেত্তবাব্ধিতরণে আবয়োরুত্তমা গতিঃ ॥ ৪
শীঘ্রং বদ মহাভাগা দীনযোর্দীনবান্ধবাঃ ।
ভবাব্ধিতরণে তর্য্যাং তত্র যূয়ঞ্চ নাবিকাঃ ॥ ৫
ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ ।
যজ্ঞরূপাণি পুণ্যানি ব্রতান্যনশনানি চ ॥ ৬
তপাংসি নানাদানানি বিপ্রদেবার্চ্চনানি চ ।
চিরং পুনন্তি সর্ব্বাণি দর্শনাদেব বৈষ্ণবাঃ ॥ ৭
সতাঞ্চ বিষ্ণুভক্তানাং রজসাং স্পর্শমাত্রতঃ ।
নাং পাদপদ্মানাং সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা ॥ ৮
তীর্থানি চ পবিত্রাণি সমুদ্রাঃ পর্ব্বতাস্তথা ।
সুরা দর্শনমিচ্ছন্তি পান্তকেন্ধনপাবকম্ ॥ ৯
সোঽজ্ঞানী নৈব বুবুধে জ্ঞানঞ্চ জ্ঞানিনা সহ ।
পরমাত্মস্বরূপঞ্চ দধি-দুগ্ধং রসং যথা ॥ ১০
তথা কৃষ্ণস্য তাতোঽহং সঙ্গী চ চিরমেব চ ।
তথৈব দৈবকী মাতা জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ ॥১১
বসুদেববচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য শঙ্করঃ স্বয়ম্ ।
চতুর্ণামপি বেদানামুবাচ জনকো গুরুঃ ॥ ১২

মহাদেব উবাচ ।

সন্নিকর্ষো জ্ঞানিনাঞ্চ জ্ঞানেঽনাদরকারণম্ ।
যাতি গঙ্গান্তসা পূতস্তীর্থান্যন্যানি সিদ্ধয়ে ॥ ১৩
বাসুদেবস্য তাতোঽয়ং বসুদেবশ্চ পণ্ডিতঃ ।
জ্ঞানিনঃ কশ্যপস্যাংশো বাসোস্ত তস্য চাত্মনঃ ।
পৃচ্ছতি জ্ঞানমস্মাংশ্চ কৃষ্ণাজ্ঞঃ পুত্রবুদ্ধিতঃ ॥১৪
অহো দুর্গা মোহবতী জ্ঞানিনামপি মোহিনী ।
বিষ্ণুমায়া দুরারাধ্যা ন সাধ্যা জগতামপি ॥ ১৫
বয়ঞ্চ মোহিতাঃ শশ্বদ্বেদানাং জনকাস্তয়া ।
ব্রহ্মা চাপি পরিজ্ঞাতা * মোহিতস্তস্য মায়য়া ।
ধ্যায়তে যৎপদাম্ভোজং তপসা জীবনাবধি ॥ ১৬
ইন্দ্রেষু দশলক্ষেষপ্যধিকাষ্টশতেষু চ ।
পাতেষু ব্রহ্মণঃ পাতে নিমেষো মাধবস্য চ ॥ ১৭
সহ তেনেন্দ্রযুদ্ধঞ্চ পারিজাতস্য হেতুনা ।
পারিজাততরুং দত্ত্বা ময়া শক্রশ্চ রক্ষিতঃ ॥ ১৮
যজ্‌জ্ঞানং জ্ঞানিনামেব তত্ত্বং বা বিষয়াত্মকম্ ।
ন হি কিঞ্চিৎ তদজ্ঞানাং তৎসাধ্যানাং সদৈব হি
প্রাণিনামাত্মনোঽজ্ঞানামস্মাকং জ্ঞানমস্তি চ ।
তদূর্দ্ধ্বং তৎসমং নৈব কৃষ্ণং পৃচ্ছ শুভাশুভম্ ॥
ব্রহ্মণশ্চ চতুর্থামান্ কল্পং কালবিদো বিদুঃ ।
সপ্তকল্পান্তজীবী চ মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ ॥
অষ্টানবতিশক্রেষু পাতেষু পতনং মুনেঃ ।
ততঃ প্রাপ্তং হরের্দাস্যং মুনিনা তপসঃ ফলাৎ ॥
প্রলয়ে ব্রহ্মণঃ পাতে পতনং লোমশস্য চ ।
দিক্‌পালানাং গ্রহাণাঞ্চ তদায়ুশ্চিরজীবিনাম্ ।
অন্যেষামপি দেবানাং মুনীনামূর্দ্ধ্বরেতসাম্ ।
তদেবায়ুশ্চ সিদ্ধানাং মাঞ্চ মৃত্যুঞ্জয়ং বিনা ॥ ২৪

---

* পরীক্ষাতেতি পাঠঃ প্রামাদিক এব ।

প্রলয়ে চ বিধেঃ পাতে শিবলোকেঽপ্যহং শিবঃ।
ব্রহ্মভালোদ্ভবঃ শম্ভুঃ সর্ব্বাদিসর্গভীষণম্‌ ॥ ২৫
কৃষ্ণবামাংশসম্ভূতা যথা রাধা তথৈব তে।
তথৈব দুর্গা লক্ষ্মীশ্চ সাবিত্রী চ সরস্বতী ॥ ২৬
আদিত্যশ্চাদিতেঃ পুত্রঃ কায়ব্যূহেন দ্বাদশ।
তথৈব চ মহেন্দ্রশ্চ কায়ব্যূহাচ্চতুর্দ্দশ।
তথৈব বসবশ্চাষ্টৌ রুদ্রাশ্চৈকাদশৈব তে ॥ ২৭
মনুপাতে চেন্দ্রপাতো বিষয়াৎ পতনং ভবেৎ।
সমমায়ুশ্চ সর্ব্বেষাং নিধনং প্রলয়েঽপি চ ॥ ২৮
প্রলয়ে দর্শয়ামাস ব্রহ্মাণ্ডে চ জলপ্লুতে।
ব্রহ্মাণঞ্চ স্বলোকঞ্চ স্বাত্মানং শক্তিভিশ্চ মাম্‌ ॥২৯
সর্ব্বেষাং মূলরূপশ্চ সর্ব্বেশঃ কৃষ্ণ এব চ।
ভজ পুত্রং রাজসূয়ে যজ্ঞেশং যজ্ঞকারণম্‌ ॥ ৩০
বিধিবদ্দক্ষিণাং দত্ত্বা ভবাব্ধিং তর যাদব ঃ
মুক্তিস্তে নাস্তি নির্ব্বাণং বিষয়ী কশ্যপো ভবান্‌।
ন তে দাস্যং ভক্তধনমদিতির্দেবকী তথা ॥ ৩১
ব্রজ স্বর্গং ভোগবীজং স্বস্থানং মম বালয়ম্‌।
সালোক্যমুক্তির্দাস্যঞ্চ যশোদানন্দয়োর্ধ্রুবম্‌ ॥ ৩২
ইতি তে কথিতং সর্ব্বং যজ্ঞং কুরু যথাসুখম্‌।
পরিপূর্ণং কর্ম্ম কৃত্বা যামঃ স্বং ভবনং বয়ম্‌ ॥ ৩৩
শিবস্য বচনং শ্রুত্বা সংযতশ্চ শুভক্ষণে।
তত্র সম্ভৃতসম্ভারো রাজসূয়ং চকার সঃ ॥ ৩৪
বসুদেবস্য হব্যঞ্চ সাক্ষাচ্চ জগৃহুঃ সুরাঃ।
যত্র সাক্ষাচ্চ যজ্ঞেশো যজ্ঞোঽস্বয়ং দক্ষিণাসহ ॥৩৫
পূর্ণাহুতিং দত্তবন্তং বসুদেবমুবাচ সঃ।
সনৎকুমারো ভগবান্‌ বাসুদেবাজ্ঞয়া মুনে ॥ ৩৬

সনৎকুমার উবাচ।

সর্ব্বস্বং দক্ষিণাং দেহি তূর্ণং লক্ষ্মীপতেঃ পিতঃ।
সার্থকং কুরু কর্ম্মেদং বেদোক্তং বচনং শৃণু ॥ ৩৭
দক্ষিণাং বিষ্ণুমুদ্দিশ্য তৎকালে চেন্ন দীয়তে।
মুহূর্ত্তে তু ব্যতীতে সা দক্ষিণা দ্বিগুণা ভবেৎ॥৩৮
বাসরে চ বহির্ভূতে ভবেৎ সাপি চতুর্গুণা।
ত্রিরাত্রে সমতীতে তু ষড়্‌গুণা সা ভবেদ্ধ্রুবম্‌।
পক্ষান্তেতু শতগুণং মাসান্তে তচ্চতুর্গুণ।
ষণ্মাসেঽপ্যধিকে ন্যূনে সা সহস্রগুণা তথা ॥৪০
বর্ষান্তে সা লক্ষগুণা ব্রাহ্মণানাঞ্চ যাদব।
উভৌ চ নরকং যাতঃ কর্ম্মকর্ত্তৃপুরোহিতৌ ॥ ৪১
বসুদেবশ্চ তচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বস্বমুৎসসর্জ্জ সঃ।
অকাতরশ্চ সহসা বাসুদেবাজ্ঞয়া তথা ॥ ৪২
অমূল্যানাঞ্চ রত্নানাং দশকোটিমনুত্তমাম্‌।
দদৌ গর্গায় সর্ব্বাদৌ স্বয়ং লক্ষ্মীপতেঃ পিতা ॥৪৩
শতকোটি মণীন্দ্রাণাং স্বর্ণানাঞ্চ চতুর্গুণম্‌।
মাণিক্যানাঞ্চ মুক্তানাং হীরকাণাং তথৈব চ ॥ ৪৪
রৌপ্যং প্রবালং পরমং স্বর্ণপাত্রাণি যানি চ।
স্বস্ত্রীণাঞ্চ স্ববন্ধূনামমূল্যরত্নভূষণম্‌ ॥ ৪৫
শ্বেতচামরলক্ষঞ্চ লক্ষঞ্চ রত্নদর্পণম্‌।
কামধেনুগণং সর্ব্বং শতকোটিং গবামপি ॥ ৪৬
শতকোটিং গজেন্দ্রাণামশ্বানাং তচ্চতুর্গুণম্‌।
যদ্ধনং দানবানাঞ্চ রাজ্যং রাজ্ঞোঽনুমোদনাৎ ॥
গ্রামাণাং শতলক্ষঞ্চ সশস্যং ফলিতং তরুম্‌।
ধান্যঞ্চ নানালক্ষঞ্চ শাল্যন্নানাং তথৈব চ ॥ ৪৮
পায়সং পিষ্টকঞ্চৈব মিষ্টান্নঞ্চ সুধোপমম্‌।
স্বস্তিকানাং তিলানাঞ্চ রম্যাণি লড্ডুকানি চ ॥৪৯
শর্করারাশিলক্ষঞ্চ মিশ্রকাণাং তথৈব চ।
দুগ্ধানাং মধুদধ্নাঞ্চ গুড়ানাং হবিষামপি।
কুল্যানাং শতকং দত্ত্বা পরীহারং চকার সঃ ॥ ৫০
সকর্পূরঞ্চ তাম্বূলং সুশীতং বাসিতং জলম্‌।
সুগন্ধি চন্দনঞ্চৈব পারিজাতস্য মালিকাম্‌ ॥ ৫১
আসনানি চ রম্যাণি বহ্নিশুদ্ধাংশুকানি চ।
রত্ননির্ম্মাণতল্পানি পুষ্পাণি চ ফলানি চ ॥ ৫২
প্রদদৌ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ প্রফুল্লবদনেক্ষণঃ।
দেবাংশ্চ ভোজয়ামাস ব্রাহ্মণাংশ্চ সুখৈঃ শুভৈঃ ॥
দেবাশ্চ মুনয়ো রাত্রৌ সরামাশ্চাভিরেমিরে।
প্রভাতে প্রযযুঃ সর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণানুমতেন চ ॥ ৫৪
যাদবাঃ প্রযযুঃ সর্ব্বে দ্বারকাং কৃষ্ণপালিতাম্‌।
অমূল্যরত্নপূর্ণাঞ্চ রুক্মিণীদর্শনেন চ ॥ ৫৫

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সিদ্ধাশ্রমতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে বসুদেবযজ্ঞানালম্ভনং নাম পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৫ ॥

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

গণেশপূজনং কৃত্বা মাধবো যাদবৈঃ সহ।
দেবৈর্ম্মুনিভিরন্যৈশ্চ দেবীভিঃ সহ নারদ ॥ ১

অংশেন দেবো দেবীভিঃ রুক্মিণ্যাদিভিরেব চ ।
প্রযযৌ দ্বারকাং রম্যাং তস্থৌ সিদ্ধাশ্রমে স্বয়ম্ ॥
কৃত্বা সুপ্রীতিসম্ভাষাং সার্দ্ধং গোকুলবাসিভিঃ ।
গোপৈঃ সুহৃদ্ভিরন্যাভির্মাত্রা গোপ্যা যশোদয়া ॥ ৩
উবাচ মাতরং তাতং সুনীতঞ্চ যথোচিতম্ ।
গোপাংশ্চ গোকুলস্থাংশ্চ বন্ধুবর্গাংশ্চ সাম্প্রতম্ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

গচ্ছ নন্দব্রজং নন্দ হে তাত প্রাণবল্লভ ।
মাতর্যশোদে ত্বমপি পরমার্থে যশস্বিনি ॥ ৫
ভুক্ত্বা কালাবশেষঞ্চ গচ্ছ গোলোকমুত্তমম্ ।
সালোক্যমুক্তিং দাস্যামি সার্দ্ধং গোকুলবাসিভিঃ ॥৬
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ পিত্রোরনুমতেন চ ।
জগাম রাধিকাস্থানং নন্দশ্চ গোকুলং তথা ॥ ৭
দদর্শ রাধাং রুচিরাং মুক্তাধারাঞ্চ সস্মিতাম্ ।
যথা দ্বাদশবর্ষীয়াং শশ্বৎ সুস্থিরযৌবনাম্ ॥ ৮
রত্নোচ্চৈরাসনস্থাঞ্চ গোপীত্রিশতকোটিভিঃ ।
আবৃতাং বেত্রহস্তাভিঃ সস্মিতাভিশ্চ সাম্প্রতম্ ॥৯
দৃষ্ট্বা চ দূরতো রাধা শ্রীকৃষ্ণং প্রাণবল্লভম্ ।
শিশুবেশং সুবেশঞ্চ সুন্দরেশঞ্চ সস্মিতম্ ॥ ১০
নবীনজলদশ্যামং পীতকৌষেয়বাসসম্ ।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং রত্নভূষণভূষিতম্ ॥ ১১
ময়ূরপুচ্ছচূড়ঞ্চ মালতীমাল্যশোভিতম্ ।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্ ॥ ১২
ক্রীড়াকমলমম্লানং ধৃতবন্তং মনোহরম্ ।
মুরলীহস্তবিন্যস্তং সুপ্রশস্তঞ্চ দর্পণম্ ॥ ১৩
জবেন চ সমুত্থায় গোপিভিঃ সহ সাদরম্ ।
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা তুষ্টাব পরমেশ্বরম্ ॥ ১৪

রাধিকোবাচ ।

অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্ ।
যদ্দৃষ্ট্বা মুখচন্দ্রং তে সুস্নিগ্ধং লোচনং মম ॥ ১৫
পঞ্চ প্রাণাশ্চ স্নিগ্ধাশ্চ পরমাত্মা চ সুপ্রিয়।
উভয়োর্হর্ষবীজঞ্চ দুর্লভং বন্ধুদর্শনম্ ॥ ১৬
শোকার্ণবে নিমগ্নাহং প্রদগ্ধা বিরহানলৈঃ ।
ত্বাং দৃষ্ট্বামৃতদৃষ্ট্যা চ সুসিক্তাদ্য সুশীতলা ॥ ১৭
শিবা শিবপ্রদাহঞ্চ শিববীজ ত্বয়া সহ ।
শবস্বরূপা নিশ্চেষ্টাপ্যস্পৃষ্টা চ ত্বয়া বিনা ॥ ১৮
ত্বয়ি তিষ্ঠতি দেহে চ দেহী শ্রীমান্ শুচিঃ স্বয়ম্ ।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপশ্চ শবরূপো গতে ত্বয়ি ॥ ১৯

স্ত্রীপুংসোর্বিরহো নাথ সামান্যশ্চ সুদারুণঃ ।
যাস্ত্যেব শক্তিভিঃ প্রাণা বিচ্ছেদে পরমাত্মনঃ ॥২০
ইত্যুক্ত্বা রাধিকা দেবী পরমাত্মানমীশ্বরম্ ।
স্বাসনে বাসয়ামাস কৃত্বা পাদার্চ্চনং মুদা ॥ ২১
রত্নসিংহাসনে শ্রীমানুবাস রাধয়া সহ ।
গোপীভিঃ সপ্তভিঃ শশ্বৎ সেবিতঃ শ্বেতচামরৈঃ ॥২২
চন্দনা সা দদৌ গাত্রে সুগন্ধি চন্দনং হরেঃ ।
সস্মিতা রত্নমালা সা রত্নমালাং গলে দদৌ ॥ ২৩
পাদ্যপদ্মার্চ্চিতে পাদ-পদ্মে পদ্মাবতী সতী ।
অর্ঘ্যং দদৌ সা যত্নেন দূর্ব্বাপুষ্পঞ্চ চন্দনম্ ॥ ২৪
মালতী মালতীমাল্যং চূড়ায়াঞ্চ হরের্দদৌ ।
চম্পাপুষ্পস্য পুটকং দদৌ চম্পাবতী সতী ॥ ২৫
অর্ঘ্যং দত্ত্বা পারিজাতা পারিজাতং দদৌ মুদা ।
সকর্পূরঞ্চ তাম্বূলং বাসিতং শীতলং জলম্ ॥ ২৬
দদৌ কদম্বমালা সা কদম্বমালিকাং শুভাম্ ।
ক্রীড়াকমলমম্লানমমূল্যরত্নদর্পণম্ ॥ ২৭
দদৌ হস্তে হরেরেব কমলা সা সুকোমলা ।
বরুণেন পুরা দত্তং বস্ত্রযুগ্মঞ্চ সুন্দরম্ ॥ ২৮
সাক্ষাদ্গোরোচনাভঞ্চ সুন্দরী হরয়ে দদৌ ।
মধুপাত্রং মধুস্তস্মৈ মধুরং মধুপূর্ণকম্ ॥ ২৯
সুধাপূর্ণং সুধাপাত্রং দদৌ ভক্ত্যা সুধামুখী ।
চকার পুষ্পশয্যাঞ্চ গোপাশ্চন্দনচর্চ্চিতাম্ ।
অম্লানমালতীপুষ্প-মালাজালবিভূষিতাম্ ॥ ৩০
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণ-মন্দিরে সুমনোহরে ।
মণীন্দ্র-মুক্তা-মাণিক্য-হীরাহারবিভূষিতে ॥ ৩১
কস্তূরীকুঙ্কুমাক্তেন বায়ুনা সুরভীকৃতে ।
রত্নপ্রদীপশতকৈর্জ্জ্বলদ্ভিশ্চ সুদীপিতে ॥ ৩২
ধূপিতে সন্ততং ধূপৈর্নানাবস্তুসমন্বিতে ।
বসন্তসময়োন্মত্ত-পুংস্কোকিলকলান্বিতে ॥ ৩৩
মধুপুষ্পসমাযুক্তে মধুব্রতরুতশ্রুতে ।
নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্যে রতিবস্তুসমন্বিতে ॥ ৩৪
কৃত্বা শয্যাং রতিকরীং যযুর্গোপ্যশ্চ সস্মিতাঃ
দৃষ্ট্বা রহসি তল্পঞ্চ সুরম্যঞ্চ মনোহরম্ ॥ ৩৫
নানাপ্রকারহাস্যঞ্চ পরীহাসং স্মরোচিতম্ ।
দ্বয়োর্বভূব তল্পে চ মদনাতুরয়োস্তথা ॥ ৩৬
মাল্যং দদৌ চ কৃষ্ণায় তাম্বূলঞ্চ সুবাসিতম্ ।
কস্তূরী-কুঙ্কুমাক্তঞ্চ চন্দনং শ্যামবক্ষসি ॥
চারুচম্পকপুষ্পঞ্চ চূড়ায়াং প্রদদৌ সতী ।

সহস্রদলসংসক্তং ক্রীড়াপদ্মং করে দদৌ ॥ ৩৮
প্রক্ষিপ্য মুরলীং হস্তাৎ প্রদদৌ রত্নদর্পণম্।
পারিজাতস্য কুসুমমম্লানং পুরতো দদৌ ॥ ৩৯
উবাচ মধুরং রাধা রহস্যং মধুরং বচঃ।
সস্মিতা সস্মিতং শান্তং কান্তং কান্তা মনোহরম্ ॥
নিস্ফলং মঙ্গলপ্রশ্নং মঙ্গলে মঙ্গলালয়ে।
সর্ব্বমঙ্গলবীজে চ মাঙ্গল্যে মঙ্গলপ্রদে ॥ ৪১
তথাপি কুশলপ্রশ্নং সাম্প্রতং সময়োচিতম্।
লৌকিকব্যবহারোঽপি বেদেভ্যো বলবাংস্তথা ॥
কুশলং রুক্মিণীকান্ত সত্যভামেশ সাম্প্রতম্।
মহেন্দ্রেণ সমং যুদ্ধং লীলয়া চ যদাজ্ঞয়া ॥ ৪৩
পারিজাততরুং স্বর্গাদুৎপাট্য চামরাবতীম্।
গত্বা বিজিত্য দেবাংশ্চ তস্যৈ দত্তমিতি শ্রুতম্ ॥
পুণ্যকঞ্চ কৃতং তেন পারিজাতেন সুব্রতম্।
ত্বামেব সাধ্যং কান্তঞ্চ সম্পূর্ণে দক্ষিণাং দদৌ ॥
ব্রহ্মেশশেষাসাধ্যস্ত্বং তয়া সাধ্যঃ কৃতঃ কথম্।
সর্ব্বাভ্যঃ কামিনীভ্যশ্চ সত্যভামাং বিভেষি চ ॥
রুক্মিণ্যাং প্রেমসৌভাগ্যমতিরিক্তঞ্চ গৌরবম্।
ভয়ং মানশ্চ ধন্যায়াং সত্যায়াং সততং শ্রুতম্ ॥
সত্যং জাম্ববতীকান্ত বদ মাঞ্চ সুনিশ্চিতম্।
তাসু সর্ব্বাসু কান্তাসু কস্যাং তে প্রেম চাধিকম্ ॥
শৃঙ্গারে সর্ব্বভাবে চ তাসু কা রসিকা পরা।
ত্বয়ি স্নিগ্ধা বিদগ্ধা যা তাসু ধন্যাতিসুব্রতা ॥ ৪৯
সা স্ত্রী ভাবানুরক্তা যা ভার্য্যাং প্রতি পতিঃ স্বয়ম্।
প্রেমাতিরিক্তং স্ত্রীপুংসোস্ত্রৈলোক্যেষু সুদুর্লভম্ ॥
রসিকা স্ত্রী বিজানাতি সতী গুণবতী পতিম্।
গুণজ্ঞং রসিকং শূরং সুশীলং সুরতো সদা ॥ ৫১
দূরাদ্ধাবতি পদ্মার্থং মধুলোভান্মধুব্রতঃ।
ভেকস্তন্ন হি জানাতি তন্মূর্দ্ধ্নি পাদমুৎসৃজেৎ ॥ ৫২
যন্ত্রী জানাতি সঙ্গীত-রসং যন্ত্রশ্চ নৈব চ।
দুগ্ধস্বাদং বিদগ্ধাশ্চ ন দর্ব্বী নৈব ভাজনম্ ॥ ৫৩
পরিপক্বফলাস্বাদং জানন্তি ভোগিনঃ সুখম্।
একত্রাবস্থিতাঃ শশ্বন্ন কিঞ্চিৎ ফলিতো যথা ॥ ৫৪
সুশীতলজলস্বাদং বিজানাতি কৃষীবলঃ।
ন চ বাপী ন চ ঘটশ্চেদেকত্র স্থিতো যথা ॥ ৫৫
ভোগিনো হি বিজানন্তি শালিস্বাদুরসং পরম্।
একত্রাবস্থিতঞ্চৈৎ তু ন ক্ষেত্রং ভাজনং যথা ॥ ৫৬
বুবুধে চন্দনাঘ্রাণং চন্দনাঘ্রাণভোগবিৎ।
ন গর্দ্দভো ভারবাহী ন তস্য পাত্রিকা যথা ॥ ৫৭
যং ন জানন্তি বেদাশ্চ ব্রহ্মেশানাদয় সুরাঃ।
যোগিনো মুনয়ঃ সিদ্ধাস্তং কিং জানন্তি যোষিতঃ ॥
সৌভাগ্যং গৌরবং প্রেম দুর্লভং নিত্যনূতনম্।
যোষিতাং মং-শরং নৈব * চূর্ণীভূতং ক্ষণেন চ ॥
অত্যুচ্ছ্রিতো নিপতনং প্রাপ্নোত্যেব ধ্রুবং প্রভো।
আরাদ্বিপত্তিবীজঞ্চ বৈষ্ণবানাং বিহিংসনম্ ॥ ৬০
শ্রীদামা চ ময়া শপ্তস্ত্বত্তক্তো ভক্তবৎসল।
এতাদৃশী বিপত্তির্মে পুত্রশ্রীদামশাপতঃ ॥ ৬১
ঈশ্বরঃ কস্য বাধ্যোঽপ্রিয়ো বাপি প্রিয়স্তথা।
সততং ভক্তিসাধ্যশ্চ যো ভক্তশ্চ তদীশ্বরঃ ॥ ৬২
বেদাশ্চ বৈদিকাঃ সন্তঃ পুরাণানি বদন্তি চ।
রাধায়া মাধবঃ সাধ্যো ভগবানিতি † নিশ্চলম্ ॥৬৩
জিত্বা চ স্বগণং শম্ভুং বাণস্য ভুজকৃন্তনম্।
কৃত্বা চ রুক্মিণীপৌত্রঃ সমানীতঃ সভার্য্যকঃ ॥ ৬৪
অহো ত্বয়ি সমায়াতে রুক্মিণী কিমুবাচ তে।
প্রেম স্থিতং সমানং তে কিং ববর্দ্ধ চ গৌরবম্ ॥
কুরুপাণ্ডবযুদ্ধেন কুরবো নিহতাস্ত্বয়া।
পাণ্ডবার্থে তথা ভূপা রক্ষিতাঃ পরমাত্মনা ॥ ৬৬
সাক্ষান্মহেন্দ্রজাতস্য কৌন্তেয়স্যার্জ্জুনস্য চ।
রাজমণ্ডলমধ্যস্থো ভবানেব হি সারথিঃ ॥ ৬৭
তেন ভক্তেন শুদ্ধেন ভীষ্মেণ চ মহাত্মনা।
লজ্জিতেন কিমুক্তং ভো মহতীষু সভাসু চ ॥ ৬৮
দেবৈরপি কথং দৃষ্টং ব্রহ্মেশশেষসংজ্ঞকৈঃ।
ভক্তসজ্জৈর্মতৈঃ সর্ব্বৈর্ন চোক্তং কিং তদেব চ ॥
যশ্চানির্ব্বচনীয়শ্চ বেদেষু চ চতুর্ষু চ।
পুরাণেষ্বিতিহাসেষু প্রকৃতেঃ পর ঈশ্বরঃ ॥ ৭০
নির্গুণশ্চ নিরীহশ্চ নির্লিপ্তঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
কর্ম্মিণাং সাক্ষিরূপশ্চ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহঃ ॥ ৭১
পরং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ পরমেশঃ পরাৎপরঃ।
পরমাত্মা চ সর্ব্বেষাং সূতেনেব রথে স্থিতম্ ॥ ৭২
ত্বয়া কুব্জা চ সম্ভুক্তা বৃদ্ধা ক্ষত্রিয়কামিনী।
অপুত্রিণী চাধিকাঙ্গী ঘৃনাস্পৃশ্যা চ প্রাক্তনাৎ ॥৭৩
ত্বয়া চ নিহতঃ কংসো মাতুলঃ কেন হেতুনা।
আযাস্যামীতি কৃত্বা চ গত্বং ন পুনরাগতম্ ॥৭৪

---

* মৎ পরঞ্চৈব ইতি কাচিৎকঃ পাঠঃ।
† ভবানেব হি ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

নিহত্য যাদবান্ সর্ব্বান্ বিভজ্য দ্বারকাপুরীম্ ।
ত্বাং নিবধ্য সমানেতুমীশ্বরী বারিতা জনৈঃ ॥ ৭৫
ইত্যুক্ত্বা রাধিকা দেবী ভৃশমুচ্চৈ রুরোদ সা ।
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ সহসা নির্নিশ্বাসা বভূব হ ॥ ৭৬
গোপ্যো গবাক্ষজালস্থাঃ শুশ্রুবুর্দদৃশুস্তথা ।
দৃষ্ট্বা তামাযযুঃ সর্ব্বা উচূ রাধা মৃতেতি চ ॥ ৭৭
উচ্চৈস্তা রুরুদুঃ সর্ব্বাঃ ক্রোড়ে কৃত্বা চ রাধিকাম্
উচুস্তা রক্ষ রক্ষেতি হরে নরহরে প্রভো ॥ ৭৮

গোপ্য উচুঃ ।

কিং কৃতং কিং কৃতং কৃষ্ণ ত্বয়া রাধা মৃতা চ নঃ ।
রাধাং জীবয় ভদ্রং তে যাস্যামঃ কাননং বয়ম্ ।
অন্যথা স্ত্রীবধং তুভ্যং দাস্যামঃ সর্ব্বযোষিতঃ ॥৭৯
গোপীনাং বচনং শ্রুত্বা রাধিকায়াশ্চ মাধবঃ ।
উবাচ জীবয়ামাস সুধাদৃষ্ট্যা চ নারদ ॥ ৮০
উত্তস্থৌ রাধিকা দেবী রুদতী মানিনী সতী ।
গোপ্যস্তাং বোধয়ামাসুঃ ক্রোড়ে কৃত্বা পুনঃপুনঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।

শৃণু রাধে প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানমাধ্যাত্মিকং পরম্ ।
তচ্ছ্রুত্বা হালিকো মূর্খঃ সদ্যো ভবতি পণ্ডিতঃ ॥
জাত্যাহং জগতাং স্বামী কিং রুক্মিণ্যাদিযোষিতাম্
কার্য্যকারণরূপোঽহং ব্যক্তো রাধে পৃথক্ পৃথক্ ॥
একাত্মাহঞ্চ বপ্বেবাং জাত্যা জ্যোতির্ম্ময়ঃ স্বয়ম্ ।
সর্ব্বপ্রাণিষু যুক্তো বাপ্যাব্রহ্মাদিতৃণাদিষু ॥ ৮৪
একস্মিংশ্চ ভুক্তবতি ন তুষ্টোঽন্যো জনস্তথা ।
ময্যাত্মনি গতেঽপ্যেকো মৃতোঽপ্যন্যশ্চ জীবতি ॥
জাত্যাহং কৃষ্ণরূপশ্চ পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্ ।
গোলোকে গোকুলে পুণ্য-ক্ষেত্রে বৃন্দাবনে বনে ॥
দ্বিভুজো গোপবেশশ্চ ত্বয়া রাধাপতিঃ শিশুঃ ।
গোপালৈর্গোপিকাভিশ্চ সহিতঃ কামধেনুভিঃ ॥৮৭
চতুর্ভুজোঽহং বৈকুণ্ঠে দ্বিধারূপঃ সনাতনঃ ।
লক্ষ্মী-সরস্বতীকান্তঃ সন্ততং শান্তবিগ্রহঃ ॥ ৮৮
যন্মানসী সিন্ধুকন্যা মর্ত্তালক্ষ্মীপতির্ভুবি ।
শ্বেতদ্বীপে চ ক্ষীরোদে অত্রাপি চ চতুর্ভুজঃ ॥৮৯
অহং নারায়ণর্ষিশ্চ ধর্ম্মপুত্রঃ সনাতনঃ ।
ধর্ম্মবক্তা চ ধর্ম্মিষ্ঠো ধর্ম্মবর্ত্ম প্রবর্ত্তকঃ ॥ ৯
শান্তির্লক্ষ্মীস্বরূপা চ ধর্ম্মিষ্ঠা সা পতিব্রতা ।
অত্র তস্যাঃ পতিরহং পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ॥ ৯১
সিদ্ধেশঃ সিদ্ধিদঃ সাক্ষাৎ কপিলোঽহং সতীপতিঃ
নানারূপধরোঽহঞ্চ ব্যক্তিভেদেন সুন্দরি ॥ ৯২
অহং চতুর্ভুজাংশশ্চ দ্বারবত্যাং রুক্মিণীপতিঃ ।
অহং ক্ষীরোদশায়ী চ সত্যভামাগৃহে শুভে ॥ ৯৩
অন্যাসাং মন্দিরেঽহঞ্চ কায়ব্যূহাৎ পৃথক্ পৃথক্ ।
অহং নারায়ণর্ষিশ্চ ফাল্গুনস্য চ সারথিঃ ॥ ৯৪
স নরর্ষির্ধর্ম্মপুত্রো মদংশো বলবান্ ভুবি ।
তপসারাধিতস্তেন সারথ্যেঽহঞ্চ পুষ্করে ॥ ৯৫
যথা ত্বং রাধিকা দেবী গোলোকে গোকুলে তথা ।
বৈকুণ্ঠে চ মহালক্ষ্মীর্ভবতী চ সরস্বতী ॥ ৯৬
ভবতী মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ ক্ষীরোদশায়িনঃ প্রিয়া ।
ধর্ম্মপুত্রবধূস্ত্বঞ্চ শান্তিলক্ষ্মীস্বরূপিণী ॥ ৯৭
কপিলস্য প্রিয়া কান্তে ভারতে ভবতী সতী ।
দ্বারবত্যাং মহালক্ষ্মীর্ভবতী রুক্মিণী সতী ॥ ৯৮
সীতা ত্বং মিথিলায়াঞ্চ ত্বচ্ছায়া দ্রৌপদী সতী ।
পঞ্চানাং পাণ্ডবানাঞ্চ ভবতী কমলা প্রিয়া ॥ ৯৯
রাবণেন হৃতা ত্বঞ্চ ত্বং নারায়ণকামিনী ।
নানারূপা যথা ত্বঞ্চ স্বাংশেন কলয়া তথা ॥ ১০০
পরিপূর্ণতমোঽহঞ্চ পরমাত্মা পরাৎপরঃ ।
দিবানিশঞ্চ ত্বৎপার্শ্বে পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে ॥ ১০১
রাধে ত্বয়া ন দৃষ্টোঽহং শ্রীদাম্নঃ শাপকারণাৎ ।
ময়া দৃষ্টা চ ভবতী সততং প্রাণবল্লভা ॥ ১৯২
অংশেন রুক্মিণীস্থানে কলয়ান্যসমীপতঃ ।
অন্যাঃ সর্ব্বাস্ত্বৎকলাংশাস্ত্বঞ্চ প্রাণাধিকা মম ॥
পুরুষেষু প্রিয়ঃ শম্ভুর্নাস্তি তস্মাৎ পরো মম ।
ত্বৎপরা নাস্তি যোষিৎসু প্রিয়া মম পরাৎপরা ॥
ইতি তে কথিতং সর্ব্বমাধ্যাত্মিকমিদং সতি ।
রাধে সর্ব্বাপরাধং মে ক্ষমস্ব পরমেশ্বরি ॥ ১০৫
শ্রীকৃষ্ণবচনং শ্রুত্বা পরিতুষ্টা চ রাধিকা ।
পরিতুষ্টাশ্চ গোপ্যশ্চ প্রণেমুঃ পরমেশ্বরম্ ॥ ১০৬

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-
খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে রাধাকৃষ্ণ-
সংবাদে ষড়্বিংশত্যধিকশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৬ ॥

সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

শ্রীকৃষ্ণবচনং শ্রুত্বা প্রহৃষ্টা গোপিকা মুদা ।
মন্দিরং প্রযযুঃ সর্ব্বাঃ প্রণম্য রাধিকাপ্রভুম্ ॥ ১
রাধা শৃঙ্গারভাবঞ্চ কলাষোড়শপূর্ব্বকম্ ।
চকার সস্মিতা সাধ্বী বক্রচঞ্চললোচনা ॥ ২
দত্ত্বা চ চন্দনং মাল্যং স্বামিনে পুনরেব চ ।
রহস্যঞ্চ পরীহাসং পুনরেব চকার সা ॥ ৩
আকৃষ্য রাধিকাং কৃষ্ণঃ সমানীয় স্ববক্ষসি ।
ওষ্ঠাধরং কপোলঞ্চ গণ্ডযুগ্মং চুচুম্ব চ ॥ ৪
রাধা চুচুম্ব কৃষ্ণস্য মুখচন্দ্রং মনোহরম্ ।
চকার কৃষ্ণং প্রাণেশং বাহুভ্যাঞ্চ স্ববক্ষসি ॥ ৫
শৃঙ্গারং ষোড়শবিধং কামশাস্ত্রোক্তমীপ্সিতম্ ।
স্ত্রীপুংসোস্তোষজননং চকার ভগবান্ বিভুঃ ॥ ৬
নখবিক্ষতসর্ব্বাঙ্গী দশনেনাধরক্ষতা ।
পুলকাঙ্কিতদেহা সা তন্দ্রিতা বামনস্তনা ॥ ৭
মূর্চ্ছিতা সুখসম্ভোগাদ্বিনগ্না হতচেতনা ।
শ্বাসমাত্রাবশেষা চ নিদ্রামুদ্রিতলোচনা ॥ ৮
রতিশূরা কোমলাঙ্গী কান্তবক্ষঃস্থলস্থিতা ।
শীতে সুখোষ্ণসর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে সা সুখশীতলা ॥ ৯
শৃঙ্গারকালে সুখদা সান্দ্রশ্রোণীপয়োধরা ।
নিতম্বভারনম্রা চ প্রত্যঙ্গসুখদায়িকা ॥ ১০
উবাচ পরমা সা চ পরমেশং পরাৎপরম্ ।
বাহুশ্রোণীযুগাভ্যাঞ্চ নিবধ্য চ পুনঃপুনঃ ॥ ১১

রাসেশ্বর্য্যুবাচ ।

রাসং গচ্ছ মহাভাগ পুণ্যং বৃন্দাবনং বনম্ ।
তত্র ক্রীড়াং করিষ্যামি জলেন চ স্থলেন চ ॥ ১২
পুনর্যাস্যামি মলয়ং সুন্দরং মণিমন্দিরম্ ।
অপরং যদ্রহস্যং বা জন্মনা ন শ্রুতং ময়া ।
তত্তদ্যামি ত্বয়া সার্দ্ধমিতি মে লালসা পরা ॥ ১৩
পরস্পরৈকালাপেন প্রযযৌ রজনী শুভা ।
অরুণোদয়কালেঽপি ন ত্যজেন্মাধবং সতী ॥ ১৩
মাধবঃ প্রীতিবিবসা বোধয়ামাস সাধনাং ।
প্রাতঃকৃত্যং ততঃ কৃত্বা আরুরোহ রথং হরিঃ ।
গোপীভী রাধয়া সার্দ্ধং শরৎকমললোচনঃ ॥ ১৫
যোজনায়তবিস্তীর্ণং গৃহৈস্ত্রিশতকোটিভিঃ ।
মণীন্দ্রসারনির্ম্মাণৈর্জ্জ্বলদগ্নিরূপশোভিতম্ ॥ ১৬
গোলোকাদাগতং তত্র মনোযায়ি মনোহরম্ ।
সহস্রচক্রসংযুক্তং সহস্রাশ্বৈঃ প্রচালিতম্ ॥ ১৭
মণিস্তম্ভৈস্ত্রিকোটিভী রত্নরাজিবিরাজিতম্ ।
মুক্তামাণিক্যপরমৈর্হীরাহারৈঃ সুশোভিতম্ ॥ ১৮
নানাচিত্রৈর্বিচিত্রৈশ্চ শ্বেতচামরদর্পণৈঃ ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকৈর্দিব্যৈর্মাল্যজালৈর্বিভূষিতম্ ॥ ১৯
রত্ননির্ম্মাণতল্পৈশ্চ পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতৈঃ ।
সমানরূপবেশৈশ্চ গোপীগণৈঃ সমাবৃতম্ ॥ ২০
রথেন তেন ভগবান্ পুনর্বৃন্দাবনং যযৌ ।
তত্র গত্বা নিশাকালে বিজহার জলে স্থলে ॥ ২১
শৃঙ্গারং সুচিরং কৃত্বা বনেষূপবনেষু চ ।
রাধিকাং দর্শয়ামাস যথা সর্ব্বঞ্চ নূতনম্ ॥ ২২
বিস্যন্দকে সুরগণে মহেন্দ্রনন্দনে বনে ।
সুমেরুশিখরে রম্যে পর্ব্বতে গন্ধমাদনে ॥ ২৩
সুভদ্রে পুষ্পভদ্রে চ নারায়ণসরোবরে ।
পবনস্যৈব নিলয়ে মলয়ে চ সুরালয়ে ॥ ২৪
ত্রিকূটে ভদ্রকূটে চ পঞ্চকূটে সুকুক্কুটে ।
দেবানাং কমনীয়ায়াং কাঞ্চ্যাঞ্চ তথৈব চ ॥ ২৫
সমুদ্রে চ সমুদ্রে চ দ্বীপে দ্বীপে মনোহরে ।
বর্ব্বরে প্রবরে রম্যে পুণ্যে চন্দ্রসরোবরে ।
সুপার্শ্বে মণিপার্শ্বে চ স রেমে রাধয়া সহ ॥ ২৬
শীঘ্রঞ্চ পুনরাগত্য জম্বুদ্বীপঞ্চ পুণ্যদম্ ।
দ্বারকাং দর্শয়ামাস পর্ব্বতং রৈবতং তথা ॥ ২৭
গোকুলং পুনরাগত্য গোপকুলকসঙ্কুলম্ ।
তত্র দৃষ্ট্বা চ ভাণ্ডীরং পুণ্যং বৃন্দাবনং যযৌ ॥ ২৮
শ্রীকৃষ্ণাগমনং শ্রুত্বা যশোদা নন্দ এব চ ।
গোপা গোপ্যশ্চ বৃদ্ধাশ্চাপ্যশ্রুনেত্রা নিরাকুলাঃ ॥
বারণেন্দ্রং পুরস্কৃত্য বেশ্যাঞ্চ নটনর্ত্তকম্ ।
পতিপুত্রবতীং সাধ্বীং ব্রাহ্মণং ব্রাহ্মণীং তথা ॥
যথা চ দেবা বহ্নৌ চ দ্রষ্টুং নন্দঞ্চ মাতরম্ ।
আযযৌ বালরূপশ্চ রাধয়া সহ মাধবঃ ॥ ৩১
মাতুঃ ক্রোড়মারুরোহ প্রহস্য মধুসূদনঃ ।
নন্দো যশোদয়া সার্দ্ধং চুচুম্ব মুখপঙ্কজম্ ॥ ৩২
আশ্লিষ্য ভৃশমুচ্চৈশ্চ সিষেচ নেত্রজৈর্জ্জলৈঃ ।
স্বয়ঞ্চ ভগবান্ কৃষ্ণো যশোদায়াঃ স্তনং পপৌ ॥
তাদৃশং দদৃশুঃ সর্ব্বে যাদৃশো মথুরাং যযৌ ।
মুরলীহস্তবিন্যস্তং রত্নভূষণভূষিতম্ ॥ ৩৪
যথৈকাদশবর্ষীয়ং শোভিতং পীতবাসসা ।

ময়ূরপুচ্ছচূড়ঞ্চ মালতীমাল্যমণ্ডিতম্ ॥ ৩৫
মন্দিরং বেশয়ামাস রাধয়া সহ মাধবম্।
যশোদা মঙ্গলং কৃত্বা ভোজয়ামাস ব্রাহ্মণম্ ॥ ৩৬
পূজাং চকার গোপীনাং মুনীনাঞ্চ যথা চ নঃ।
মণিরত্নপ্রবালঞ্চ সুবর্ণং পরশং তথা ॥ ৩৭
মুক্তা-মাণিক্য-হীরঞ্চ ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ মুদা।
গজরত্নং গবাং রত্নমশ্বরত্নং মনোহরম্ ॥ ৩৮
আসনানি চ পাত্রাণি ভূষণানি তথৈব চ।
ধান্যান্যপি চ শস্যানি বস্ত্রাণি চ তথা দদৌ ॥ ৩৯
অপূর্ব্বং দর্শয়ামাস রাধয়া সহ মাধবম্।
গোপীগণঞ্চ মিষ্টান্নং সাদরঞ্চাপি নারম্ ॥ ৪০
দুন্দুভিং বাদয়ামাস কারয়ামাস মঙ্গলম্।
দেবাংশ্চ পূজয়ামাস সানন্দঞ্চ মহোৎসবম্ ॥ ৪১

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-
খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে পুনর্ব্বৃন্দা-
বন-মহোৎসবে যশোদানন্দজননং
নাম সপ্তবিংশত্যধিকশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৭ ॥

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণশ্চ সমাহ্বানং গোপানাঞ্চ চকার সঃ।
ভাণ্ডীরে বটমূলে চ তত্র স্বয়মুবাস হ ॥ ১
পুরান্নঞ্চ দদৌ তস্মৈ যত্রৈব ব্রাহ্মণীগণঃ।
উবাস রাধিকা দেবী বামপার্শ্বে হরেরপি ॥ ২
দক্ষিণে নন্দগোপশ্চ যশোদাসহিতস্তথা।
তদ্দক্ষিণে বৃকভানস্তদ্বামে সা কলাবতী ॥ ৩
অন্যে গোপাশ্চ গোপ্যশ্চ বান্ধবাঃ সুহৃদস্তথা।
তানুবাচ স গোবিন্দো যাথার্থ্যং সময়োচিতম্ ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ।

শৃণু নন্দ প্রবক্ষ্যামি সাম্প্রতং সময়োচিতম্।
সত্যঞ্চ পরমার্থঞ্চ পরলোকসুখাবহম্ ॥ ৫
ব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং ভ্রমং সর্ব্বং নিশাময়।
বিদ্যুদ্দীপ্তির্জ্জলে রেখা যথা তোয়স্য বুদ্বুদঃ ॥ ৬
মথুরায়াং সর্ব্বমুক্তং নাবশেষঞ্চ কিঞ্চন।
যশোদাং বোধয়ামাস রাধিকা কদলীবনে ॥ ৭
তদেব সত্যং পরমং ভ্রমধ্বান্তপ্রদীপকম্।
বিহায় মিথ্যামায়াঞ্চ স্মর তৎ পরং পদম্ ॥ ৮
জন্ম-মৃত্যু-জরা ব্যাধিহরং হর্ষকরং পরম্।
শোকসন্তাপহরণং কর্ম্মমূলনিকৃন্তনম্ ॥ ৯
মামেব পরমং ব্রহ্ম ভগবন্তং সনাতনম্।
ধ্যায়ং ধ্যায়ং পুত্রবুদ্ধিং ত্যক্ত্বা লভ পরং পদম্।
গোলোকং গচ্ছ শীঘ্রঞ্চ সার্দ্ধং গোকুলবাসিভিঃ ॥
আরাৎ কলেরাগমনং কর্ম্মমূলনিকৃন্তনম্।
স্ত্রীপুংসোর্নিয়মো নাস্তি জাতীনাঞ্চ তথৈব চ ॥ ১১
বিপ্রসন্ধ্যাদিকং নাস্তি চিহ্নং যজ্ঞোপবীতকম্।
যজ্ঞসূত্রঞ্চ তিলকঃ শেষে লুপ্তঃ সুনিশ্চিতম্ ॥ ১২
দিবা ব্যবায়নিরতং বিরতং ধর্ম্মকর্ম্মণি।
যজ্ঞানাঞ্চ ব্রতানাঞ্চ তপসাং লুপ্তমেব চ ॥ ১৩
কেদারকন্যাশাপেন ধর্ম্মোঽস্ত্যেকে হি কেবলম্।
স্বচ্ছন্দগামিনীস্ত্রীণাং পতিশ্চ সততং বশে ॥ ১৪
তাড়য়েৎ সততং তঞ্চ ভর্ৎসয়েচ্চ দিবানিশম্।
প্রাধান্যং স্ত্রীকুটুম্বানাং স্ত্রীণাঞ্চ সততং ব্রজ ॥ ১৫
স্বামী চ ভক্তস্তাসাঞ্চ পরাভূতো নিরন্তরম্।
কলৌ চ যোষিতঃ সর্ব্বা জারসেবাসু তৎপরাঃ ॥
শতপুত্রসমস্নেহো জারেষু যোষিতাং কলৌ।
সস্মিতা সকটাক্ষা সামৃতদৃষ্ট্যা নিরন্তরম্ ॥ ১৭
নারং পশ্যতি কামেন বিষদৃষ্ট্যা পতিং সদা।
সততং গৌরবং তাসাং স্নেহশ্চ জারবান্ধবে ॥ ১৮
পত্যৌ করপ্রহারঞ্চ নিত্যং নিত্যং করোতি চ।
দদাতি তস্মৈ ভক্ষ্যঞ্চ যথা ভৃত্যায় কোপতঃ ॥ ১৯
মিষ্টান্নং শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা জারায় প্রদদাতি চ।
শেযুক্তা চ সততং জারসেবনতৎপরা ॥ ২০
প্রাণা বন্ধুর্গতিশ্চাত্মা কলৌ জারশ্চ যোষিতাম্।
লুপ্তা চাতিথিসেবা চ প্রলুপ্তং বিষ্ণুসেবনম্ ॥ ২১
পিতৃণামর্চ্চনঞ্চৈব দেবানাঞ্চ তথৈব চ।
বিষ্ণু-বৈষ্ণবয়োর্দ্বেষী সততং মানবো ভবেৎ ॥ ২২
রামমন্ত্রোপাসকাশ্চ চতুর্ব্বর্ণাশ্চ তৎপরাঃ।
শালগ্রামঞ্চ তুলসীং কুশগঙ্গোদকং তথা।
ন স্পৃশেন্মানবো ধূর্ত্তো ম্লেচ্ছাচাররতঃ সদা ॥ ২৩
কারণং কারণানাঞ্চ সর্ব্বেশং সর্ব্ববীজকম্।
সুখমোক্ষপ্রদং শশ্বদ্দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্ ॥ ২৪
ত্যক্ত্বা মাং পরয়া ভক্ত্যা ক্ষুদ্রসম্পৎপ্রদায়িনম্।
বেদমন্ত্রং রামমন্ত্রং জপেদ্বিপ্রশ্চ মায়য়া ॥ ২৫
সনাতনী বিষ্ণুমায়া বঞ্চিতঞ্চ করিষ্যতি।

মমাজ্ঞয়া ভগবতী জগতাঞ্চ দুরত্যয়া ॥ ২৬
কলের্দশসহস্রাণি মদর্চ্চা ভুবি তিষ্ঠতি।
তদর্দ্ধানি চ বর্ষাণি গঙ্গা ভুবনপাবনী ॥ ২৭
তুলসী বিষ্ণুভক্তশ্চ যাবদ্গাঙ্গাদিকীর্ত্তনম্।
পুরাণানি চ স্বল্পানি তাবদেব মহীতলে ॥ ২৮
মমার্চ্চাকীর্ত্তনং নাস্তি তদন্তে চ কলৌ ব্রজ।
একবর্ণা ভবিষ্যন্তি বর্ণাশ্চত্বার এব চ ॥ ২৯
ভবিষ্যন্তি নরা নার্য্যো বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণকাঃ।
বৃদ্ধাঃ ষোড়শবর্ষীয়াঃ পলিতাশ্চ জরাতুরাঃ ॥ ৩০
সর্ব্বে বনং গমিষ্যন্তি দুর্ভিক্ষকরপীড়িতাঃ।
তত্র দুঃখং প্রদাস্যন্তি কিরাতা বলিনঃ শঠাঃ ॥ ৩১
পিত্রোঃ সেবা গুরোঃ সেবা সেবা চ দেববিপ্রয়োঃ
বিবর্জ্জিতা নরাঃ সর্ব্বে চাতিথীনাং তথৈব চ ॥৩২
শস্যহীনা ভবেৎ পৃথ্বী সানাবৃষ্ট্যা নিরন্তরম্।
ফলহীনোঽপি বৃক্ষশ্চ জলহীনা সরিৎ তথা ॥
বেদহীনো ব্রাহ্মণশ্চ বলহীনশ্চ ভূপতিঃ।
জাতিহীনা জনাঃ সর্ব্বে ম্লেচ্ছো ভূপো ভবিষ্যতি ॥
ভৃত্যবৎ তাড়য়েৎ তাতং পুত্রঃ শিষ্যস্তথা গুরুম্।
কান্তঞ্চ তাড়য়েৎ কান্তা লুব্ধকুক্কুরবদ্গৃহী ॥ ৩৫
নশ্যন্তি সকলা লোকাঃ কলৌ শেষে চ পাপিনঃ।
সূর্য্যাণামাতপাৎ কেচিৎ জলৌঘেনাপি কেচন ॥
হে বৈশ্যেন্দ্র প্রতিকল্পে প্রণশ্যতি বসুন্ধরা।
পুনঃ সৃষ্টৌ ভবেৎ সর্ব্বং সত্যং বীজং নিরন্তরম্
এতস্মিন্নন্তরে বিপ্র রথমেকং মনোহরম্।
চতুর্যোজনবিস্তীর্ণমূর্দ্ধে চ পঞ্চযোজনম্ ॥ ৩৮
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিতম্।
অম্লানপারিজাতানাং মালাজালবিভূষিতম্ ॥ ৩৯
মণীনাং কৌস্তুভানাঞ্চ ভূষণেন বিভূষিতম্।
অমূল্যরত্নকলসং হীরাহারবিলম্বিতম্ ॥ ৪০
মনোহরৈঃ পরিষ্বক্তং সহস্রকোটিমন্দিরৈঃ।
সহস্রদ্বয়চক্রঞ্চ সহস্রদ্বয়ঘোটকম্ ॥ ৪১
সূক্ষ্মবস্ত্রাচ্ছাদিতঞ্চ গোপীকোটিভিরাবৃতম্।
গোলোকাদাগতং তূর্ণং দদৃশুঃ সহসা ব্রজাঃ ॥৪২
কৃষ্ণাজ্ঞয়া তমারুহ্য যযুর্গোলোকমুত্তমম্।
রাধা কলাবতী দেবী ধন্যা চাযোনিসম্ভবা ॥ ৪৩
গোলোকাদাগতা গোপ্যশ্চাযোনিসম্ভবাশ্চ তাঃ।
গোপপত্ন্যশ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ স্বশরীরেণ নারদ ॥ ৪৪
সর্ব্বে ত্যক্ত্বা শরীরাণি নশ্বরাণি সুনিশ্চিতম্।
গোলোকঞ্চ যযৌ রাধা সার্দ্ধং গোলোকবাসিভিঃ।
দদর্শ বিরজাতীরং নানারত্নবিভূষিতম্ ॥ ৪৫
তদুত্তীর্য্য যযৌ বিপ্র শতশৃঙ্গঞ্চ পর্ব্বতম্।
নানামণিগণাকীর্ণং রাসমণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ৪৬
অতো যযৌ কিয়দ্দূরং পুণ্যং বৃন্দাবনং বনম্।
আদদর্শাক্ষয়বটমূর্দ্ধে ত্রিশতযোজনম্ ॥ ৪৭
শতযোজনবিস্তীর্ণং শাখাকোটিসমাবৃতম্।
রক্তবর্ণৈঃ ফলৌঘৈশ্চ স্থূলৈরপি বিভূষিতম্ ॥ ৪৮
গোপীকোটিসহস্রৈশ্চ সার্দ্ধং বৃন্দা মনোহরা।
অনুব্রজং সাদরঞ্চ সস্মিতা সা সমাযযৌ ॥ ৪৯
অবরুহ্য রথাৎ তূর্ণং রাধাং সা প্রণনাম চ।
রাসেশ্বরীং তাং সম্ভাষ্য প্রবিবেশ স্বমালয়ম্ ॥ ৫০
রত্নসিংহাসনে রম্যে হীরাহারসমন্বিতে।
বৃন্দা তাং বাসয়ামাস পাদসেবনতৎপরা ॥ ৫১
সপ্তভিশ্চ সখীভিশ্চ সেবিতাং শ্বেতচামরৈঃ।
আযযুর্গোপিকাঃ সর্ব্বা দ্রষ্টুং তাং পরমেশ্বরীম্ ॥৫২
নন্দাদীনাং প্রকল্পেত রাধা বাসং পৃথক্ পৃথক্।
পরমানন্দরূপা সা পরমানন্দপূর্ব্বকম্।
স্ববেশ্মানি মহারম্যে প্রতস্থে গোপীভিঃ সহ ॥ ৫৩

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-
খণ্ডে রাধাগোলোকগমনং নামাষ্টাবিংশ-
ত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৮ ॥

একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

শ্রীকৃষ্ণো ভগবাংস্তত্র পরিপূর্ণতমঃ প্রভুঃ।
দৃষ্ট্বা সালোক্যমোক্ষঞ্চ সদ্যো গোকুলবাসিনাম্ ॥১
উবাস পঞ্চভির্গোপৈর্ভাণ্ডীরে বটমূলকে।
দদর্শ গোকুলং সর্ব্বং গোকুলং ব্যাকুলং তথা ॥ ২
অবধ্বস্তঞ্চ ব্যস্তঞ্চ শূন্যং বৃন্দাবনং বনম্।
যোগেনামৃতদৃষ্ট্যা চ কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ ॥ ৩
গোপীভিশ্চ তথা গোপৈঃ পরিপূর্ণং চকার সঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং হিতং নীতঞ্চ দুর্লভম্ ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ।

হে গোপগণ হে বন্ধো সুখং তিষ্ঠ স্থিরো ভব।
রমণং প্রিয়য়া সার্দ্ধং কুরু বৃন্দাবনে বনে ॥ ৫
সর্ব্বঃ শতায়ুষা পূর্ণো ভব সুস্থিরযৌবনঃ।

লক্ষ্মীঃ পরম্পরীণাং ... পুত্রপৌত্রীণতাং ... ॥ ৬
প্রণম্য তে যযুঃ সর্ব্বে পুণ্যং বৃন্দাবনং বনম্।
স্ত্রীভির্যুবতিভিঃ সার্দ্ধং সুরম্যং রাসমণ্ডলম্ ॥ ৭
তদাপ্রভৃতি কৃষ্ণস্য পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে।
অধিষ্ঠানঞ্চ সততং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ৮
তথাজগাম ভাণ্ডীরং বিধাতা জগতামপি।
স্বয়ং শেষশ্চ ধর্ম্মশ্চ ভবান্যা চ ভবঃ স্বয়ম্ ॥ ৯
সূর্য্যশ্চাপি মহেন্দ্রশ্চ চন্দ্রশ্চাপি হুতাশনঃ।
কুবেরো বরুণশ্চৈব পবনশ্চ যমস্তথা ॥ ১০
ঈশানশ্চাপি দেবাশ্চ বসবোঽষ্টৌ তথৈব চ।
সর্ব্বে গ্রহাশ্চ রুদ্রাশ্চ মুনয়ো মনবস্তথা ॥ ১১
ত্বরিতাশ্চাযযুঃ সর্ব্বে যত্রাস্তে ভগবান্ প্রভুঃ।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ তমুবাচ বিধিঃ স্বয়ম্ ॥ ১২

ব্রহ্মোবাচ।

পরিপূর্ণতমং ব্রহ্ম স্বরূপ নিত্যবিগ্রহ।
জ্যোতিঃস্বরূপ পরম নমোঽস্তু প্রকৃতেঃ পর ॥ ১৩
সুনির্লিপ্ত নিরাকার সাকার ধ্যানহেতুনা।
স্বেচ্ছাময় পরং ধাম পরমাত্মন্ নমোঽস্তু তে ॥ ১৪
সর্ব্বকার্য্যস্বরূপেশ কারণানাঞ্চ কারণ।
ব্রহ্মেশ শেষ দেবেশ দিনেশেষ নমোঽস্তু তে ॥ ১৫
সরস্বতীশ পদ্মেশ পার্ব্বতীশ পরাৎপর।
হে সাবিত্রীশ রাধেশ রাসেশ্বর নমোঽস্তু তে ॥ ১৬
সর্ব্বেষামাদিভূতস্ত্বং সর্ব্বঃ সর্ব্বেশ্বরস্তথা।
সর্ব্বপাতা চ সংহর্ত্তা সৃষ্টিরূপ নমোঽস্তু তে ॥ ১৭
ত্বৎপাদপদ্মরজসাং ধন্যা পূতা বসুন্ধরা।
শূন্যরূপা ত্বয়ি গতে হে নাথ পরমং পদম্ ॥ ১৮
যৎ পঞ্চবিংশত্যধিকং বর্ষাণাং শতকং গতম্।
ত্যক্তেমাং স্বপদং যাসি রুদতীং বিরহাতুরাম্ ॥ ১৯

মহাদেব উবাচ।

ব্রহ্মণা প্রার্থিতস্ত্বঞ্চ সমাগত্য বসুন্ধরাম্।
ভূভারহরণং কৃত্বা প্রয়াসি স্বপদং বিভো ॥ ২০
ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা সদ্যঃপূতা পদাঙ্কিতা।
বয়ঞ্চ মুনয়ো ধন্যাঃ সাক্ষাদ্দৃষ্ট্বা পদাম্বুজম্ ॥ ২১
ধ্যানাসাধ্যো দুরারাধ্যো মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্।
অস্মাকমপি যত্ত্বীশঃ সোঽধুনা চাক্ষুষো ভুবি ॥ ২২
যামুঃ সর্ব্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু।
দেবস্তস্য মহাবিষ্ণোর্বাসুদেবো মহীতলে ॥ ২৩
সুচিরং তপসা লব্ধং সিদ্ধেন্দ্রাণাং সুদুর্লভম্।
যৎপাদপদ্মমতুলং চাক্ষুষং সর্ব্বজীবিনাম্ ॥ ২৪

অনন্ত উবাচ।

ত্বমনন্তোঽসি ভগবন্ নাহং তে চ কলাংশকঃ।
বিশ্বকস্ত্বং ক্ষুদ্রকূর্ম্মো মশকোঽহং গজে যথা ॥ ২৫
অসংখ্যশেষাঃ কূর্ম্মাশ্চ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মকাঃ।
অসংখ্যানি চ বিশ্বানি তেষামীশঃ স্বয়ং ভবান্ ॥
অস্মাকমীদৃশং নাথ সুদিনং ক ভবিষ্যতি।
স্বপ্নাদৃষ্টঞ্চ য ঈশঃ স দৃষ্টঃ সর্ব্বজীবিনাম্ ॥ ২৭
নাথ প্রয়াসি গোলোকং পূতাং কৃত্বা বসুন্ধরাম্।
রুদতীং তামনাথাঞ্চ নিমগ্নাং শোকসাগরে ॥ ২৮

দেবা ঊচুঃ।

বেদাঃ স্তোতুং ন শক্তা যং ব্রহ্মেশানাদয়স্তথা।
ত্বমেব স্তবনং কিং বা বয়ং কুর্ম্মো নমোঽস্তু তে ॥
ইত্যেবমুক্তা দেবাস্তে প্রযযুর্দ্বারকাং পুরীম্।
তত্রস্থং ভগবন্তঞ্চ দ্রষ্টুং শীঘ্রং মুদান্বিতাং ॥ ৩০
অথ তে পঞ্চ গোপালা যযুর্গোলোকমুত্তমম্।
পৃথিবী কম্পিতা ভীতা চলন্তঃ সপ্ত সাগরাঃ ॥ ৩১
হতশ্রিয়ং দ্বারকাঞ্চ মুক্তা চ ব্রহ্মশাপতঃ।
মূর্ত্তিং কদম্বমূলস্থাং বিবেশ রাধিকেশ্বরঃ ॥ ৩২
তে সর্ব্বে চৈরকাযুদ্ধে নিপেতুর্যাদবাস্তথা।
চিতামারুহ্য দেব্যশ্চ প্রযযুঃ স্বামিভিঃ সহ ॥ ৩৩
অর্জ্জুনঃ স্বপুরং গত্বা তমুবাচ যুধিষ্ঠিরম্।
স রাজা ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং যযৌ স্বর্গঞ্চ ভার্য্যয়া ॥ ৩৪
দৃষ্ট্বা কদম্বমূলস্থং তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
দেবা ব্রহ্মাদয়স্তে চ প্রণেমুর্ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ৩৫
তুষ্টুবুঃ পরমাত্মানং দেবং নারায়ণং প্রভুম্।
শ্যামং কিশোরবয়সং ভূষিতং রত্নভূষণৈঃ ॥ ৩৬
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানং শোভিতং বনমালয়া।
অতীব সুন্দরং শান্তং লক্ষ্মীকান্তং মনোহরম্ ॥ ৩৭
ব্যাধাস্ত্রসংযুতং পাদ-পদ্মং পাদ্মাদিবন্দিতম্।
দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাদিদেবাংস্তানভয়ং সস্মিতং দদৌ ॥ ৩৮
পৃথিবীং তাং সমাশ্বাস্য রুদতীং প্রেমবিহ্বলাম্।
ব্যাধং প্রস্থাপয়ামাস পরং স্বপদমুত্তমম্ ॥ ৩৯
বলস্য তেজঃ শেষে চ বিবেশ পরমাদ্ভুতম্।
প্রদ্যুম্নস্য চ কামে চৈবানিরুদ্ধস্য ব্রহ্মণি ॥ ৪০
অযোনিসম্ভবা দেবী মহালক্ষ্মীশ্চ রুক্মিণী।
বৈকুণ্ঠং প্রযযৌ সাক্ষাৎ স্বশরীরেণ নারদ ॥ ৪১
সত্যভামা পৃথিব্যাঞ্চ বিবেশ কমলাকলা।

স্বয়ং স্বাম্বতী দেবী পার্ব্বত্যাং বিশ্বমাতরি ॥ ৪২
যা যা দেব্যশ্চ যাসাঞ্চাপ্যংশরূপাশ্চ ভূতলে।
তস্যাং তস্যাং প্রবিবিশুস্তা এব চ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ ৪৩
শাম্বস্য তেজঃ স্কন্দে চ বিবেশ পরমাদ্ভুতম্‌।
কশ্যপে বসুদেবস্যাপ্যদিত্যাং দৈবকী তথা ॥ ৪৪
রুক্মিণীমন্দিরং ত্যক্ত্বা সমস্তাং দ্বারকাং পুরীম্‌।
স জগ্রাহ সমুদ্রশ্চ প্রফুল্লবদনেক্ষণঃ ॥ ৪৫
লবণোদঃ সমাগত্য তুষ্টাব পুরুষোত্তমম্‌
রুরোদ তদ্বিয়োগেন সাশ্রুনেত্রশ্চ বিহ্বলঃ ॥ ৪৬
গঙ্গা সরস্বতী পদ্মাবতী চ যমুনা তথা।
গোদাবরী স্বর্ণরেখা কাবেরী নর্ম্মদা মুনে ॥ ৪৭
শরাবতী বাহুদা চ কৃতমালা চ পুণ্যদা।
সমাযযুশ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ প্রণেমুঃ পরমেশ্বরম্‌ ॥ ৪৮
উবাচ জাহ্নবী দেবী রুদতী পরমেশ্বরম্‌।
সাশ্রুনেত্রাতিদীনা সা বিরহজ্বরকাতরা ॥ ৪৯

ভাগীরথ্যুবাচ।

হে নাথ রমণশ্রেষ্ঠ যাসি গোলোকমুত্তমম্‌।
অস্মাকং কা গতির্নাথ ভবিষ্যতি কলৌ যুগে ॥ ৫০

শ্রীভগবানুবাচ।

কলেঃ পঞ্চ সহস্রাণি বর্ষাণি তিষ্ঠ ভূতলে।
পাপানি পাপিনো যানি তুভ্যং দাস্যন্তি স্নানতঃ ॥
মন্মন্ত্রোপাসকস্পর্শাদ্ভস্মীভূতানি তৎক্ষণাৎ।
ভবিষ্যন্তি দর্শনাচ্চ স্নানাদেব হি জাহ্নবি ॥ ৫২
হরের্নামানি যত্রৈব পুরাণানি ভবন্তি হি।
তত্র গত্বা সাবধানমাভিঃ সার্দ্ধঞ্চ শ্রোষ্যসি ॥ ৫৩
পুরাণশ্রবণাচ্চৈব হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ।
ভস্মীভূতানি পাপানি ভবিষ্যন্তি ক্ষণেন চ ॥ ৫৪
যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
ভস্মীভূতানি তান্যেব বৈষ্ণবালিঙ্গনেন চ ॥ ৫৫
তৃণানি শুষ্ককাষ্ঠানি দহন্তি পাবকে যথা।
তথা হি বৈষ্ণবালাপে পাপানি পাপিনামপি ॥ ৫৬
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যান্যপি চ জাহ্নবি।
মদ্ভক্তানাং শরীরেষু সন্তি পূতেষু সন্ততম্‌ ॥ ৫৭
মদ্ভক্তপাদরজসা সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা।
সদ্যঃপূতানি তীর্থানি সদ্যঃপূতং জগৎ তথা ॥ ৫৮
মন্মন্ত্রোপাসকা বিপ্রা যে মদুচ্ছিষ্টভোজিনঃ।
মামেব নিত্যং ধ্যায়ন্তে তে মৎপ্রাণাধিকাঃ প্রিয়াঃ ॥
তদুপস্পর্শমাত্রেণ পূতো বায়ুশ্চ পাবকঃ।
কলের্দশসহস্রাণি মদ্ভক্তাঃ সন্তি ভূতলে ॥ ৬০
একবর্ণা ভবিষ্যন্তি মদ্ভক্তেষু গতেষু চ।
মদ্ভক্তশূন্যা পৃথ্বী সা কলিগ্রস্তা ভবিষ্যতি ॥ ৬১
এতস্মিন্নন্তরে তত্র কৃষ্ণদেহাদ্বিনির্গতঃ।
চতুর্ভুজশ্চ পুরুষঃ শতচন্দ্রসমপ্রভঃ ॥ ৬২
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধরঃ শ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ।
সুন্দরং রথমারুহ্য ক্ষীরোদং স জগাম হ ॥ ৬৩
সিন্ধুকন্যা চ প্রযযৌ স্বয়ং মূর্ত্তিমতী সতী।
শ্রীকৃষ্ণমনসা জাতা মর্ত্ত্যলক্ষ্মীর্মনোহরা ॥ ৬৪
শ্বেতদ্বীপং গতে বিষ্ণৌ জগৎপালনকর্ত্তরি।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপে চ দ্বিধারূপো বভূব সঃ ॥ ৬৫
দক্ষিণাঙ্গশ্চ দ্বিভুজো গোপবালস্বরূপকঃ।
নবীনজলদশ্যামঃ শোভিতঃ পীতবাসসা ॥ ৬৬
শ্রীবৎশীবদনঃ শ্রীমান্‌ সস্মিতঃ পদ্মলোচনঃ।
শতকোটীন্দুসৌন্দর্য্যং শতকোটিস্মরপ্রভাম্‌ ॥ ৬৭
দধানঃ পরমানন্দঃ পরিপূর্ণতমঃ প্রভুঃ।
পরং ব্রহ্ম পরং ধামস্বরূপো নির্গুণঃ স্বয়ম্‌ ॥ ৬৮
পরমাত্মা চ সর্ব্বেষাং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহঃ।
নিত্যদেহী চ ভগবান্‌ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ৬৯
যোগিনো যং বদন্ত্যেব জ্যোতীরূপং সনাতনম্‌।
জ্যোতিরভ্যন্তরে নিত্য-রূপং ভক্তা বদন্তি যম্‌ ॥ ৭০
ভক্তা বদন্তি সত্যং যং নিত্যমাদ্যং বিচক্ষণাঃ।
যং বদন্তি সুরাঃ সর্ব্বে পরং স্বেচ্ছাময়ং বিভুম্‌ ॥
সিদ্ধেন্দ্রা মুনয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বরূপং বদন্তি যম্‌।
যমনির্ব্বচনীয়ঞ্চ যোগীন্দ্রঃ শঙ্করো বদেৎ ॥ ৭২
স্বয়ং বিধাতা প্রবদেৎ কারণানাঞ্চ কারণম্‌।
শেষো বদেদনন্তং যং নবধারূপমীশ্বরম্‌ ॥ ৭৩
দর্শনানাঞ্চ যন্নাঞ্চ ষড়্‌বিধং রূপমীপ্সিতম্‌।
বৈষ্ণবানামেকরূপং বেদানামেকমেব চ।
পুরাণানামেকরূপং তস্মান্নবিধিং স্মৃতম্‌ ॥ ৭৪
ন্যায়োঽনির্ব্বচনীয়ঞ্চ যং মতং শঙ্করো বদেৎ।
নিত্যং বৈশেষিকাশ্চাদ্যং তং বদন্তি বিচক্ষণাঃ ॥
সাংখ্যো বদতি তং দেবং জ্যোতীরূপং সনাতনম্‌।
মীমাংসা সর্ব্বরূপঞ্চ বেদান্তঃ সর্ব্বকারণম্‌ ॥ ৭৬
পাতঞ্জলোঽপ্যনন্তঞ্চ বেদাঃ সত্যস্বরূপকম্‌।
স্বেচ্ছারূপং পুরাণঞ্চ ভক্তাশ্চ নিত্যবিগ্রহম্‌ ॥ ৭৭
স্বয়ং গোলোকনাথশ্চ রাধেশো নন্দনন্দনঃ।
গোকুলে গোপবেশশ্চ পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে ॥ ৭৮

চতুর্ভুজশ্চ বাম্বাংশো মহালক্ষ্মীপতিঃ স্বয়ম্।
নারায়ণশ্চ ভগবান্ যন্নাম মুক্তিকারণম্ ॥ ৭৯
সকৃন্নারায়ণেত্যুক্ত্বা পুমান্ কল্পশতত্রয়ম্।
গঙ্গাদি-সর্ব্বতীর্থেষু স্নাতো ভবতি নারদ ॥ ৮০
সুনন্দ-নন্দ-কুমুদৈঃ পার্ষদৈঃ পরিবারিতঃ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধরঃ শ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ ॥ ৮১
কৌস্তুভেন মণীন্দ্রেণ ভূষিতো বনমালয়া।
দেবৈঃ স্তুতশ্চ যানেন বৈকুণ্ঠং স্বপদং যযৌ ॥ ৮২
গতে বৈকুণ্ঠনাথে চ রাধেশশ্চ স্বয়ং প্রভুঃ।
চকার বংশীশব্দঞ্চ ত্রৈলোক্যমোহনং পরম্।
মূর্চ্ছাং প্রাপুশ্চ দেবাস্তে মুনয়শ্চাপি নারদ।
অচেতনা বভূবুশ্চ মায়য়া পার্ব্বতীং বিনা ॥ ৮৪
উবাচ পার্ব্বতী দেবী ভগবন্তং সনাতনম্।
বিষ্ণুমায়া ভগবতী সর্ব্বরূপা সনাতনী ॥ ৮৫
পরব্রহ্মস্বরূপা যা পরমাত্মস্বরূপিণী।
সগুণা নির্গুণা সা চ পরা স্বেচ্ছাময়ী সতী ॥৮৬

পার্ব্বত্যুবাচ।

একাহং রাধিকারূপা গোলোকে রাসমণ্ডলে।
রাসশূন্যঞ্চ গোলোকং পরিপূর্ণং কুরু প্রভো ॥৮৭
গচ্ছ ত্বং রথমারুহ্য মুক্তামালাবিভূষিতম্।
পরিপূর্ণতমাহঞ্চ তব বক্ষঃস্থলস্থিতা ॥ ৮৮
তবাজ্ঞয়া মহালক্ষ্মীরহং বৈকুণ্ঠবাসিনী।
সরস্বতী চ তত্রৈব বামপার্শ্বে হরেরপি ॥ ৮৯
তবাহং মনসা জাতা সিন্ধুকন্যা তবাজ্ঞয়া।
সাবিত্রী বেদমাতাহং কলয়া বিধিসন্নিধৌ ॥ ৯০
তেজঃসু সর্ব্বদেবানাং পুরা সত্যে তবাজ্ঞয়া।
অধিষ্ঠানং কৃতং তত্র ধৃতং দিব্যং শরীরকম্ ॥৯১
শুম্ভাদয়শ্চ দৈত্যাশ্চ নিহতাশ্চাবলীলয়া।
দুর্গং নিহত্য দুর্গাহং ত্রিপুরা ত্রিপুরে বধে ॥ ৯২
নিহত্য রক্তবীজঞ্চ রক্তবীজবিনাশিনী।
তবাজ্ঞয়া দক্ষকন্যা সতী সত্যস্বরূপিণী ॥৯৩
যোগেন ত্যক্তা দেহঞ্চ শৈলজাহং তবাজ্ঞয়া।
ত্বয়া দত্তা শঙ্করায় গোলোকে রাসমণ্ডলে ॥ ৯৪
বিষ্ণুভক্তিরহং তেন বিষ্ণুমায়া চ বৈষ্ণবী।
নারায়ণস্য মায়াহং তেন নারায়ণী স্মৃতা ॥ ৯৫
কৃষ্ণপ্রাণাধিকাহঞ্চ প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
মহাবিষ্ণোশ্চ বাসোশ্চ জননী রাধিকা স্বয়ম্ ॥ ৯৬
তবাজ্ঞয়া পঞ্চধাহং পঞ্চপ্রকৃতিরূপিণী
কলয়া নানারূপাহঞ্চ দেবপত্ন্যো গৃহে গৃহে ॥ ৯৭
শীঘ্রং গচ্ছ মহাভাগ তত্রাহং বিরহাতুরা।
গোপীভিঃ সহিতা বাসং ভ্রমন্তী পরিতঃ সদা ॥৯৮
পার্ব্বতীবচনং শ্রুত্বা প্রহস্য রসিকেশ্বরঃ।
রত্নযানং সমারুহ্য যযৌ গোলোকমুত্তমম্ ॥৯৯
পার্ব্বতী বোধয়ামাস স্বয়ং দেবগণং তথা।
মায়াবংশীরবচ্ছন্নং বিষ্ণুমায়া সনাতনী ॥১০০
কৃত্বা তে হরিশব্দঞ্চ স্বগৃহং বিস্ময়ং যযুঃ।
শিবেন সার্দ্ধং দুর্গা সা প্রহৃষ্টা স্বপুরং যযৌ ॥১০১
অথ কৃষ্ণং সমায়ান্তং রাধা গোপীগণৈঃ সহ।
অনুব্রজং যযৌ হৃষ্টা সর্ব্বজ্ঞা প্রাণবল্লভম্ ॥ ১০২
দৃষ্ট্বা সমীপমায়ান্তমবরুহ্য রথাৎ সতী।
প্রণনাম জগন্নাথং শিরসা শক্তিভিঃ সহ ॥ ১০৩
গোপা গোপ্যশ্চ মুদিতাঃ প্রফুল্লবদনেক্ষণাঃ।
দুন্দুভিং বাদয়ামাসুরীশ্বরাগমনোৎসুকাঃ ॥ ১০৪
বিরজাঞ্চ সমুত্তীর্য্য দৃষ্ট্বা রাধাং জগৎপতিঃ।
অবরুহ্য রথাৎ তূর্ণং গৃহীত্বা রাধিকাকরম্ ॥ ১০৫
শতশৃঙ্গঞ্চ বভ্রাম সুরম্যং রাসমণ্ডলম্।
দৃষ্ট্বাক্ষয়বটং পুণ্যং রম্যং বৃন্দাবনং যযৌ ॥ ১০৬
তুলসীকাননং দৃষ্ট্বা প্রযযৌ মালতীবনম্।
বামে কৃত্বা কুন্দবনং মাধবীকাননং তথা ॥ ১০৭
চকার দক্ষিণে কৃষ্ণশ্চম্পকারণ্যমীপ্সিতম্।
চকার পশ্চাৎ তূর্ণঞ্চ চারুচন্দনকাননম্ ॥ ১০৮
দদর্শ পুরতো রম্যং রাধিকাভবনং পরম্।
উবাস রাধয়া সার্দ্ধং রত্নসিংহাসনে বরে ॥ ১০৯
সকর্পূরঞ্চ তাম্বূলং বুভুজে বাসিতং জলম্।
সুষ্বাপ পুষ্পতল্পে চ সুগন্ধিচন্দনার্চ্চিতে।
স রেমে রাময়া সার্দ্ধং নিমগ্নো রসসাগরে ॥ ১১০
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং ধর্ম্মবক্ত্রাচ্চ যচ্ছ্রুতম্।
গোলোকারোহণং রম্যং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-
খণ্ডে নারায়ণ-নারদসংবাদে গোলোকা-
রোহণং নামৈকোনত্রিংশদধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৯ ॥

ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

সর্ব্বং শ্রুতং মহাভাগ নাবশেষমভীপ্সিতম্।
কিমপূর্ব্বং পুরাণঞ্চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তমিষ্টদম্ ॥ ১
অধুনা কিং করিষ্যামি তন্মাং ব্রূহি জগদ্গুরো।
আজ্ঞাং কুরু তপস্যাঞ্চ কর্ত্তুং যামি হিমালয়ম্ ॥ ২

নারায়ণ উবাচ।

উপবর্হণগন্ধর্ব্বঃ পঞ্চাশৎকামিনীপতিঃ।
জন্মান্তরে ভবানাসীদধুনা ব্রহ্মপুত্রকঃ ॥ ৩
তাস্বেকা চ সতী রম্যা তপসা শঙ্করং পরম্।
আরাধ্য চ বরং লেভে বাঞ্ছিতং নারদং প্রতি ॥ ৪
সা চ সৃঞ্জয়কন্যা চ স্বর্ণগ্রীবা মহোদরা।
তাং বিবাহং কুরুষ্বেতি শঙ্করাজ্ঞা কথং বৃথা ॥ ৫
সুন্দরীং সুন্দরীষ্বেব কোমলাং কমলাকলাম্।
পতিব্রতাং মহাভাগাং রম্যাং সুপ্রিয়বাদিনীম্ ॥৬
কামুকীং কমনীয়াঞ্চ শশ্বৎসুস্থিরযৌবনাম্।
বিধাত্রা লিখিতং কর্ম্ম প্রাক্তনং কেন বার্য্যতে ॥ ৭
মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ॥ ৮

সূত উবাচ।

নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা হৃদয়েন বিদূয়তা।
প্রণম্য প্রযযৌ শীঘ্রং নারদঃ সৃঞ্জয়ালয়ম্ ॥ ৯

শৌনক উবাচ।

অহো সূত মহাভাগ শ্রুতং কিং পরমাদ্ভুতম্।
কিমপূর্ব্বং রহস্যঞ্চ সরসঞ্চ পুরাতনম্ ॥ ১০
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি বিবাহং নারদস্য চ।
অতীন্দ্রিয়স্য চ মুনের্ব্রহ্মপুত্রস্য সাম্প্রতম্ ॥ ১১

সূত উবাচ।

নারদোঽনূহরূপশ্চ দৃষ্ট্বা সৃঞ্জয়কন্যকাম্।
তপস্বিনীং মহাভাগাং বিষ্ণুব্রতপরায়ণাম্ ॥ ১২
যযৌ ব্রহ্মসভাং রম্যাং সর্ব্বদেবৈঃ সমাবৃতাম্
প্রণম্য পিতরং শান্তঃ সর্ব্বতত্ত্বমুবাচ তম্ ॥ ১৩
ব্রহ্মা প্রহৃষ্টবদনঃ শ্রুত্বা বার্ত্তাং শুভাবহাম্।
স তু বাগ্যত পুত্রঞ্চ * সম্প্রাপ্য জগতাং পতিঃ ॥
রত্ননির্ম্মাণযানেন সার্দ্ধং দেবৈঃ শুভক্ষণে।
পুত্রং কৃত্বা চ পুরতো যযৌ সৃঞ্জয়মন্দিরম্ ॥ ১৫
তচ্ছ্রুত্বা সৃঞ্জয়ো রাজা রত্নভূষণভূষিতাম্।
গৃহীত্বা কন্যকাং রম্যাং নারদায় দদৌ মুদা ॥ ১৬
সর্ব্বস্বং দক্ষিণাং দত্ত্বা মণিমুক্তাদিকং তথা।
পুটাঞ্জলিপুটো ভূত্বা পরীহারং চকার সঃ ॥ ১৭
কন্যাং সমর্প্য ব্রাহ্মণং রাজা চ যোগিনাং বরঃ।
রুরোদ ভৃশমুচ্চৈশ্চ বৎসে বৎস ইতীরিতম্ ॥১৮
ক্ব যাসি ত্যক্ত্বা মন্দোঽহং শূন্যং কমললোচনে।
অহং যামি বনং ঘোরং ত্বাং ত্যক্ত্বা জীবিতো মৃতঃ
প্রণম্য পিতরং কন্যা রুদন্তং মাতরং তথা।
রুদন্তীং তাং রুদন্তী সাপ্যারুরোহ রথং বিধেঃ ॥২০
গৃহীত্বা চ সভার্য্যং তং পুত্রং ধাতা মুদান্বিতঃ।
প্রযযৌ ব্রহ্মলোকঞ্চ দেবৈরিন্দ্রৈর্মুনিভিঃ সহ ॥ ২১
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস সাঙ্গে মঙ্গলকর্ম্মণি।
দেবানপি চ সিদ্ধাংশ্চ বাদয়ামাস দুন্দুভিম্ ॥ ২২
নারদস্য মুনিশ্রেষ্ঠো বাধিতঃ পূর্ব্বকর্ম্মণা।
যস্য যৎ প্রাক্তনং বিপ্র তৎ কেন বিনিবার্য্যতে ॥
সুরম্যে পুষ্পতল্পে চ সুগন্ধিচন্দনার্চ্চিতে।
স রেমে রাময়া সার্দ্ধং বুবুধে ন দিবানিশম্ ॥ ২৪
এবং কৃত্বা বিহারঞ্চ বিরতো মুনিসত্তমঃ।
উবাস ব্রহ্মলোকে স বটমূলে মনোহরে ॥ ২৫
তত্রাজগাম নগ্নশ্চ প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা।
সনৎকুমারো ভগবান্ সাক্ষাচ্চ বালকো যথা ॥২৬
সৃষ্টেঃ পূর্ব্বঞ্চ বয়সা তথৈব পঞ্চহায়নঃ।
অচূড়োঽনুপবীতশ্চ বেদসন্ধ্যাবিহীনকঃ ॥২৭
কৃষ্ণেতি মন্ত্রং জপতি যস্য নারায়ণো গুরুঃ।
অনন্তকল্পকালঞ্চ ভ্রাতৃভিশ্চ ত্রিভিঃ সহ ॥ ২৮
বৈষ্ণবানামগ্রণীশো জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ।
আরাদ্দৃষ্ট্বা নারদস্তং ভ্রাতরঞ্চ সতাং বরম্ ॥ ২৯
সহসা শিরসা ভূমৌ দণ্ডবৎ প্রণনাম তম্।
উবাচ নারদং বালঃ প্রহস্য পরমার্থকম্ ॥ ৩০

সনৎকুমার উবাচ।

অয়ি ভ্রাতঃ কিং করোষি কুশলং যুবতীপতে।
স্ত্রীপুংসোর্ব্বর্দ্ধতে প্রেম নিত্যং তন্নিত্যনূতনম্ ॥ ৩১
পরমাত্মজ্ঞানশূন্যং ভক্তিদ্বারকপাটকম্।
মোক্ষমার্গব্যবহিতং চিরং বন্ধনকারণম্ ॥ ৩২
গর্ভাবাসস্য বীজঞ্চ পরং নরককারণম্।
পীযূষবুদ্ধ্যা গরলং ভুঙ্ক্তে পাপী নরাধমঃ ॥ ৩৩

* স বাগ্যতঃ স্বপুত্রঞ্চেতি পাঠান্তরম্।

পরং নারায়ণং ত্যক্ত্বা যস্যাপি বিষয়ে মনঃ।
স বঞ্চিতো মায়য়া চামৃতং ত্যক্ত্বা বিষং ভজেৎ ॥
সর্ব্বেষাং কর্ম্মভোগোঽস্তি কর্ম্মিণামীশ্বরং বিনা।
বয়ং বিধাতুঃ পুত্রাশ্চ অস্মাকমপি দেহিনাম্ ॥ ৩৫
যদি তে নাস্তি ভোগশ্চ কথং গন্ধর্ব্বজন্ম চ।
কথং দাসীসুতস্ত্বঞ্চ মুক্তশ্চ মুক্তসঙ্গতঃ ॥ ৩৬
নির্গচ্ছ তপসে ভ্রাতস্ত্যজ মায়াময়ীং প্রিয়াম্।
সুপুণ্যে ভারতে বর্ষে তপসা ভজ মাধবম্ ॥ ৩৭
স্থিতে নারায়ণে স্বাংশে পরে স্বপদদাতরি।
বিষয়ী বিষয়াসক্তো বঞ্চিতো মায়য়া ধ্রুবম্ ॥ ৩৮
গৃহাণ মম মন্ত্রঞ্চ কৃষ্ণ ইত্যক্ষরদ্বয়ম্।
সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণাং সারাৎসারং পরাৎপরম্ ॥৩৯
সর্ব্বেষু চ পুরাণেষু বেদেষু চ চতুর্ষু চ।
ধর্ম্মশাস্ত্রেষু নাস্ত্যেব কৃষ্ণমন্ত্রাৎ পরো মনুঃ ॥ ৪০
নারায়ণেন দত্তো মে পুষ্করে সূর্য্যপর্ব্বণি।
অসংখ্যকল্পং জপ্ত্বাহং ভ্রমামি সর্ব্বপূজিতঃ ॥ ৪১
সূত উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা স্থাপয়িত্বা তং দদৌ তস্মৈ পরং মনুম্।
দিবানিশং স জপতি পূতয়া মণিমালয়া ॥ ৪২
তস্মৈ শুভাশিষং দত্ত্বা মন্ত্রঞ্চ বক্তবাগ্রণীঃ।
গোলোকং প্রযযৌ দ্রষ্টুং ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৪৩
নারদস্তু মনুং প্রাপ্য সর্ব্বসিদ্ধিকরং পরম্।
শ্রীকৃষ্ণে নিশ্চলাভক্তিপ্রদং কর্ম্মনিকৃন্তনম্।
ত্যক্ত্বা মায়াময়ীং ভার্য্যাং ভারতং তপসে যযৌ ॥
কৃতমালানদীতীরে দদর্শ শঙ্করং পরম্।
দৃষ্ট্বা চ সহসা মূর্দ্ধ্না প্রণনাম শিবং মুনিঃ।
তমুবাচ জগন্নাথো ভক্তঞ্চ ভক্তবৎসলঃ ॥ ৪৫
মহাদেব উবাচ।
অহো নারদ দৃষ্ট্বা ত্বাং প্রসন্নোঽহং সুচেতসা।
ভক্তানাং দর্শনং তত্র বাঞ্ছিতং তচ্ছরীরিণাম্ ॥
অয়ং হি পরমো লাভো দেহিনাং ভক্তসঙ্গমঃ
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু যো দদর্শ চ বৈষ্ণবম্ ॥ ৪৭
ত্বয়া প্রাপ্তো মহামন্ত্রঃ সর্ব্বতন্ত্রসুদুর্লভঃ।
ময়া দত্তো গণেশায় স্কন্দায় স্বাত্মজায় চ ॥ ৪৮
লব্ধং দত্তশ্চ গোলোকে কৃষ্ণেন রাসমণ্ডলে।
ব্রহ্মণে চাপি ধর্ম্মায় ধর্ম্মো নারায়ণর্ষয়ে ॥ ৪৯
ব্রহ্মা সনৎকুমারায় তুভ্যং দত্তশ্চ তেন বৈ।
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ জনো নারায়ণো ভবেৎ ॥ ৫০
বিচারণঞ্চ নাস্ত্যত্র কালাকালং শুভাশুভম্।
পঞ্চলক্ষজপেনৈব পুরশ্চরণমস্য চ ॥ ৫১
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং তেন ধ্যায়ন্তি বৈষ্ণবাঃ।
ধ্যানঞ্চ পাপদহনং কর্ম্মমূলনিকৃন্তনম্ ॥ ৫২
কৃষ্ণং নবঘনশ্যামং কিশোরং পীতবাসসম্।
শতকোটীন্দুসৌন্দর্য্যং দধানমতুলং পরম্ ॥ ৫৩
কোটিকন্দর্পলাবণ্য-লীলাধাম মনোহরম্।
ভূষিতং ভূষণৈর্বৈষ্ণৈরমূল্যরত্ননির্ম্মিতৈঃ ॥ ৫৪
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং কৌস্তুভেন বিরাজিতম্।
ময়ূরপুচ্ছচূড়ঞ্চ মালতীমাল্যমণ্ডিতম্ ॥ ৫৫
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং নিত্যোপাস্যং শিবাদিভিঃ।
ধ্যানাসাধ্যং দুরারাধ্যং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥৫৬
সর্ব্বেষাং পরমাত্মানং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহম্।
বেদানির্ব্বচনীয়ং তং বরং সর্ব্বেশ্বরং ভজেৎ ॥৫৭
ধ্যানেনানেন তং ধ্যাত্বা ভগবন্তং সনাতনম্।
ভজ ত্বং পরমং ব্রহ্ম সত্যং সত্যং পরাৎপরম্ ॥
ইত্যুক্ত্বা স্বপদং শম্ভুর্জগাম পরমেশ্বরঃ।
তং প্রণম্য জগন্নাথং নারদস্তপসে যযৌ ॥ ৫৯
নারদঃ শ্রীহরিং স্মৃত্বা যোগে ত্যক্ত্বা কলেবরম্।
বিলীনঃ পাদপদ্মে চ পাদপদ্মার্চ্চিতে হরেঃ ॥ ৬০

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সৌতি-শৌনকসংবাদে নারদ-প্রকরণং নাম ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩০ ॥

একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

অত্যপূর্ব্বমুপাখ্যানং শ্রুতং কিং পরমাদ্ভুতম্।
সুগোপ্যঞ্চ সুগোপ্যঞ্চ রম্যং রম্যং নবং নবম্।
কিমনির্ব্বচনীয়ঞ্চ কমনীয়ং মনোহরম্ ॥ ১
সুদুর্লভা কথা প্রোক্তা পুরাণেষু পুরাতনী।
এবম্ভূতঞ্চ সুদিনং কদাস্মাকং ভবিষ্যতি।
তজ্জন্ম সফলং ধন্যং যত্র বৈষ্ণবসঙ্গমঃ ॥ ২
গর্ভবাসোচ্ছেদনঞ্চ কর্ম্মমূলনিকৃন্তনম্।
হরিদাস্যপ্রদং শুদ্ধং ভক্তানাং ভক্তিবর্দ্ধনম্ ॥ ৩

অসাধুসঙ্গদুর্ব্বুদ্ধি-পাপোন্মূলনকারণম্।
গণেশজন্মোপাখ্যানং কিমপূর্ব্বং শ্রুতং পরম্।
অন্যদ্যদ্যদ্গোপনীয়ং ব্যক্তমব্যক্তমীপ্সিতম্।
সর্ব্বং শ্রুতং মহাভাগ পরিপূর্ণং মনো মম ॥ ৪
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি বহ্নেরুৎপত্তিমীপ্সিতাম্।
স্বর্ণস্য চ মহাভাগ তন্মাং ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৬

সূত উবাচ।

সামগ্রীকরণং সৃষ্টের্জগমেব হুতাশনঃ।
যথৈব প্রকৃতির্নিত্যা মহানেব তথৈব চ ॥ ৭
যথা দিশো মহাকাশো যথৈবং সৃষ্টিগোলকঃ।
প্রকৃতের্মহতস্তস্মাদ্যথাহঙ্কার এব চ ॥ ৮
যথৈব রূপতন্মাত্রং রসতন্মাত্রমেব চ।
যথৈব শব্দতন্মাত্রং তথৈব চ হুতাশনঃ।
তথাপি তৎসমুৎপত্তিং কথয়ামি নিশাময় ॥ ৯
একদা সৃষ্টিকালে চ ব্রহ্মানন্ত-মহেশ্বরাঃ।
শ্বেতদ্বীপে যযুঃ সর্ব্বে দ্রষ্টুং বিষ্ণুং জগৎপতিম্ ॥
পরস্পরঞ্চ সম্ভাষাং কৃত্বা সিংহাসনেষু চ।
ঊষুঃ সর্ব্বে সভামধ্যে সুরম্যে পুরতো হরেঃ ॥ ১১
বিষ্ণুগাত্রোদ্ভবাস্তত্র কামিন্যঃ কমলাকলাঃ।
তত্র নৃত্যন্তি গায়ন্তি বিষ্ণুগাথাশ্চ সুন্দরম্ ॥ ১২
তাসাঞ্চ কঠিনাং শ্রোণীং কঠিনং স্তনমণ্ডলম্।
সস্মিতং মুখপদ্মঞ্চ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা স কামুকঃ ॥ ১২
মনো নিবারণং কর্ত্তুং ন শশাক পিতামহঃ।
বীর্য্যং পপাত চচ্ছাদ লজ্জয়া বাসসা ভুবি ॥ ১৪
তদ্বীর্য্যং বস্ত্রসহিতং প্রতপ্তং কামতাপতঃ।
ক্ষীরোদে প্রেরয়ামাস সঙ্গীতে বিরতে দ্বিজ ॥ ১৫
জলাদুত্থায় পুরুষঃ প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা।
উবাস ব্রহ্মণঃ ক্রোড়ে লজ্জিতস্য চ সংসদি ॥ ১৬
এতস্মিন্নন্তরে রুষ্টো জলাদুত্থায় সত্বরঃ।
প্রণম্য বরুণো দেবান্ বালং নেতুং সমুদ্যতঃ ॥ ১৭
বালো দধার ব্রহ্মাণং বাহুভ্যাঞ্চ ভয়াক্রন্দন্।
কিঞ্চিন্নোবাচ জগতাং বিধাতা লজ্জয়া দ্বিজ ॥ ১৮
বালকস্য করং ধৃত্বা চকার কর্ষণং রুষা।
বরুণশ্চ সভামধ্যে তং চিক্ষেপ প্রজাপতিঃ ॥ ১৯
পপাত দূরতো দেবো বরুণো দুর্ব্বলস্ততঃ।
মূর্চ্ছাং সম্প্রাপ মৃতবৎ কোপদৃষ্ট্যা বিধেরহো ॥ ২০
চেতনাং কারয়ামাসা মৃতদৃষ্ট্যা চ শঙ্করঃ।
সম্প্রাপ্য চেতনাং তত্র তমুবাচ জলেশ্বরঃ ॥ ২১

বরুণ উবাচ।

বালো জলে সমুদ্ভূতো মম পুত্রোঽয়মীপ্সিতঃ।
অহং গৃহীত্বা যাস্যামি ব্রহ্মা মাং তাড়য়েৎ কথম্ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

বালকঃ শরণাপন্নো মম বিষ্ণো মহেশ্বর।
কথং ত্যক্ষ্যামি ভীতঞ্চ রুদন্তং শরণাগতম্ ॥ ২৩
শরণাগতঞ্চ দীনার্ত্তং যো ন রক্ষেদপণ্ডিতঃ।
পচ্যতে নরকে তাবদ্যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ২৪
উভয়োর্বচনং শ্রুত্বা প্রহস্য মধুসূদনঃ।
উবাচ তত্র সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশশ্চ যথোচিতম্ ॥ ২৫

শ্রীভগবানুবাচ।

দৃষ্ট্বা সুকামিনীশ্রোণীং বীর্য্যং ধাতুঃ পপাত যৎ।
লজ্জয়া প্রেরয়ামাস ক্ষীরোদে নির্ম্মলে জলে ॥ ২৬
ততো বভূব বালশ্চ ধর্ম্মতো বিধিপুত্রকঃ।
ক্ষেত্রজশ্চ সুতঃ শাস্ত্রে বরুণস্যাপি গৌণতঃ ॥ ২৭

মহাদেব উবাচ।

যো বিদ্যাযোনিসম্বন্ধো বেদেষু চ নিরূপিতঃ।
শিষ্যে পুত্রে চ সমতা চেতি বেদবিদো বিদুঃ ॥ ২৮
মন্ত্রং দদাতু বরুণো বিদ্যাঞ্চ বালকায় চ।
পুত্রো বিধাতুর্বহ্নিশ্চ শিষ্যশ্চ বরুণস্য চ ॥ ২৯
বিষ্ণুর্দদাতু বালায় দাহিকাং শক্তিমুল্বণাম্।
সর্ব্বদগ্ধো হুতাশশ্চ নির্ব্বাণো বরুণেন চ ॥ ৩০
বিষ্ণুশ্চ দাহিকাং শক্তিং দদৌ তস্মৈ শিবাজ্ঞয়া।
মন্ত্রং বিদ্যাঞ্চ বরুণো রত্নমালাং মনোহরাম্ ॥ ৩১
ক্রোড়ে কৃত্বা চ তং বালং চুচুম্ব মায়য়া সুরঃ।
ব্রহ্মণে চ দদৌ সাক্ষাদ্বিষ্ণুশঙ্করয়োরপি ॥ ৩২
প্রণম্য বিষ্ণুং ব্রহ্মা চ যযৌ শম্ভুঃ স্বমন্দিরম্।
অগ্ন্যুৎপত্তিশ্চ কথিতা স্বর্ণোৎপত্তিং নিশাময় ॥ ৩৩
একদা সর্ব্বদেবাশ্চ সমূষুঃ স্বর্গসংসদি।
তত্র গত্বা চ নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যপ্সরসোঽঙ্গনাঃ ॥ ৩৪
বিলোক্য রম্ভাং সুশ্রোণীং সকামো বহ্নিরেব চ।
পপাত বীর্য্যং চচ্ছাদ লজ্জয়া বাসসা তথা ॥ ৩৫
তত্রস্থঃ স্বর্ণপুঞ্জশ্চ বস্ত্রং ক্ষিপ্ত্বা জ্বলৎপ্রভঃ।
ক্ষণেন বর্দ্ধয়ামাস স সুমেরুর্বভূব হ ॥ ৩৬
হিরণ্যরেতসং বহ্নিং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
ইতি তে কথিতং সর্ব্বং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে সুবর্ণোৎপত্তির্নামৈকত্রিংশ-
দধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩১ ॥

দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ ।

শ্রুতং সর্ব্বং নাবশেষং ধর্ম্মেশ সূত তত্ত্বতঃ ।
কথয়স্ব মহাভাগ পুরাণং পুনরেব চ ॥ ১
এবংবিধং পুরাণঞ্চ জন্মনৈব ন হি শ্রুতম্ ।
ন দৃষ্টং ন শ্রুতং তাত ত্বাদৃশং বাচকং তথা ॥ ২

সূত উবাচ ।

শ্রূয়তাং ভো মহাভাগ সাবধানঞ্চ সংযতম্ ।
অধ্যায়শ্রবণেনৈব পুরাণফলমালভেৎ ॥ ৩
ব্রহ্মখণ্ডে চ কথিতং পরব্রহ্মনিরূপণম্ ।
তদনির্ব্বচনীয়ঞ্চ তেষামপি যথাগমম্ ।
সাকারঞ্চ নিরাকারং সগুণং নির্গুণং পৃথক্ ॥ ৪
তেষামেব যথাশক্তি তথৈব ধ্যানমেব চ ।
গোলোকাদের্ব্বর্ণনঞ্চ ক্রমেণ চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৫
অত্রোপযুক্তোপাখ্যানং যদ্যৎ প্রাসঙ্গিকং দ্বিজ ।
জাতীনাং নির্ণয়শ্চৈব সঙ্করাণাং তথৈব চ ॥ ৬
যদ্যদ্বিশিষ্টোপাখ্যানং তৎ তৎ প্রশ্নানুরোধতঃ ।
রাধা-মাধবয়োঃ ক্রীড়া মহাবিষ্ণোঃ সমুদ্ভবঃ ॥ ৭
নিরূপণঞ্চ বিশ্বেষাং সমাসেন দ্বিজোত্তম ।
ব্রহ্ম-নারদয়োশ্চৈব সংবাদঃ পরমার্থতঃ ॥ ৮
বিবেকো নারদস্যৈব মুনীন্দ্রস্য তথৈব চ ।
আজ্ঞয়া ব্রহ্মণশ্চৈব নরনারায়ণাশ্রমম্ ॥ ৯
গমনং নারদস্যৈব তেন সার্দ্ধঞ্চ দর্শনম্ ।
তয়োঃ সম্ভাষণঞ্চৈব নারদাত্মনিবেদনম্ ॥ ১০
এতদেব ব্রহ্মখণ্ডং ক্রমেণোক্তং দ্বিজোত্তম ।
শ্রূয়তাং প্রকৃতেঃ খণ্ডং সুধাখণ্ডসমং মুনে ॥ ১১
প্রকৃতের্লক্ষণং প্রোক্তং প্রকৃতীনাঞ্চ বর্ণনম্ ।
উপাখ্যানঞ্চ তাসাঞ্চ বর্ণনং পূজনাদিকম্ ॥ ১২
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী রাধিকা তথা ।
এতাসাং চরিতঞ্চৈবমন্যাসাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৩
উপাখ্যানং মহালক্ষ্ম্যাঃ সরস্বত্যাস্তথৈব চ ।
দুর্গায়াঃ সমুপাখ্যানং পরমাদ্ভুতমেব চ ।
মহাযুদ্ধঞ্চ সম্বাধে মহেশ-শঙ্খচূড়য়োঃ ॥ ১৪
তুলসী-কৃষ্ণসংবাদস্তয়োঃ সম্ভোগ এব চ ।
নিধনং শঙ্খচূড়স্য শ্রীদাম্নঃ শাপমোক্ষণম্ ॥ ১৫
পদপ্রাপ্তিঃ সুরাণাঞ্চ বিপদাং খণ্ডনং তথা ।
জীবিনাং মোক্ষবীজঞ্চ গঙ্গোপাখ্যানমীপ্সিতম্ ॥
তথৈব মনসাখ্যানং পরং হর্ষবিবর্দ্ধনম্ ।
স্বাহা-স্বধা-দক্ষিণানাং ষষ্ঠ্যাশ্চ নিরূপণম্ ॥ ১৮
যদ্যৎপ্রাসঙ্গিকাখ্যানং বহুপ্রশ্নানুরোধতঃ ।
প্রোক্তং তৎ প্রকৃতেঃ খণ্ডং খণ্ডং গণপতেঃ শৃণু ॥
সুগোপ্যং তৎ পুরাণেষু রম্যং রম্যং নবং নবম্ ।
সুদুর্লভমুপাখ্যানং শ্রোতৃপ্রীতিকরং পরম্ ॥ ১৯
প্রোক্তা ক্রীড়া চ পরমা পার্ব্বতীপরমেশয়োঃ ।
স্কন্দোৎপত্তিঃ প্রথমতঃ ক্রীড়াভঙ্গস্তয়োস্তথা ॥ ২০
পার্ব্বতীতোষণঞ্চৈবমভিমানবিমোক্ষণম্ ।
পুণ্যকঞ্চ ব্রতং বিষ্ণোর্দেব্যাশ্চরিতমীপ্সিতম্ ॥ ২১
আবির্ভাবো গণেশস্য কৃপয়া শিবমন্দিরে ।
দর্শনং পুত্রবক্ত্রস্য পার্ব্বতীপরমেশয়োঃ ॥ ২২
বরদানং হরেরেব সুব্রতাং পার্ব্বতীং প্রতি ।
পরমানন্দরূপঞ্চ শিবগেহে মহোৎসবম্ ॥ ২৩
দেবাদ্যা দদৃশুঃ সর্ব্বে বালং নিত্যমজং বিভুম্ ।
সত্যস্বরূপং পরমং পরং ব্রহ্মস্বরূপিণম্ ॥ ২৪
সর্ব্ববিঘ্নহরং শান্তং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্ ।
তপসাং জপ-যজ্ঞানাং ব্রতানাং ফলদং প্রভুম্ ॥২৫
অতীব কমনীয়ঞ্চ রমণীয়ঞ্চ যোষিতাম্ ।
প্রাণাধিকপ্রিয়তমং পার্ব্বতী-পরমেশয়োঃ ॥ ২৬
পরমাত্মস্বরূপঞ্চ ভগবন্তং সনাতনম্ ।
সর্ব্বেশং সর্ব্ববীজঞ্চ সাক্ষান্নারায়ণাত্মকম্ ॥ ২৭
যদ্দর্শনাচ্চ স্তবনাৎ প্রণামাৎ পূজনাৎ তথা ।
ধ্যানাচ্চ ধ্যাননিষ্ঠানাং জন্মকোট্যঘনাশনম্ ॥ ২৮
কার্ত্তিকেয়াগমনং প্রোক্তং তস্যাভিষেক এব চ ।
গণেশপূজনঞ্চৈব সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনম্ ॥ ২৯
জমদগ্নেশ্চ যুদ্ধঞ্চ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনেন চ ।
সুরভীহরণঞ্চৈব নিধনঞ্চ মুনেস্তথা ॥ ৩০
পতিব্রতারেণুকায়াশ্চিতারোহণমেব চ ।
প্রতিজ্ঞানং ভৃগোশ্চৈব দারুণঞ্চ সুদুষ্করম্ ॥ ৩১
নিঃক্ষত্রীকরণঞ্চৈবমেকবিংশবিধং দ্বিজ ।
সংবাদজ্ঞানলাভশ্চ গণেশপরশুরাময়োঃ ॥ ৩২
তয়োর্যুদ্ধং দারুণঞ্চ হেরম্বদন্তভঞ্জনম্ ।
দুর্গায়াশ্চ বিলাপশ্চ অভিশাপো ভৃগুং প্রতি ॥৩৩
স্মরণে পরশুরামস্যাপ্যাবির্ভাবো হরেরপি ।
পার্ব্বতীং বোধয়ামাস স্বয়ং নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥৩৪
বর্ণনং শিবলোকস্য পরমাশ্চর্য্যমীপ্সিতম্ ।
প্রাপ্তং পরশুরামায় মহাস্ত্রং শঙ্করেণ চ ॥ ৩৫

মন্ত্রশ্চ কবচঞ্চৈব কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
বরদানঞ্চাভয়ঞ্চ প্রদাত্রা সর্ব্বসম্পদাম্ ॥ ৩৬
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো ভূপানাং নিধনঞ্চ চকার সঃ ।
কৃতঞ্চ ভৃগুণা বিপ্র ভুবশ্চ ভারমোক্ষণম্ ।
প্রশ্নানুরোধক্রমতোহপূর্ব্বোপাখ্যানমেব চ ॥ ৩৭
প্রোক্তং গণপতেঃ খণ্ডং সমাসেন দ্বিজোত্তম ।
শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডঞ্চ শ্রূয়তাং সাবধানতঃ ॥ ৩৮
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-হরং মোক্ষকরং পরম্ ।
হরিদাস্যপ্রদং শুদ্ধং সুশ্রাব্যঞ্চ সুধোপমম্ ॥ ৩৯
অথাপূর্ব্বমুপাখ্যানং রম্যং রম্যং নবং নবম্ ।
ন শ্রুতং জন্মনা যদ্যৎ স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥ ৪০
প্রদীপঃ সর্ব্বতত্ত্বানাং ভবাব্ধিতারণং পরম্ ।
কর্ম্মোপভোগরোগাণাং মর্দ্দনঞ্চ রসায়নম্ ॥ ৪১
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজ-প্রাপ্তিসোপানকারণম্ ।
জীবনং বৈষ্ণবানাঞ্চ জগতাং পাবনং পরম্ ॥ ৪২
প্রথমে নারদপ্রশ্নং মুনিং নারায়ণং প্রতি ।
প্রত্যুত্তরং মহর্ষেশ্চ বচনং নারদং প্রতি ॥ ৪৩
বিষ্ণু-বৈষ্ণবয়োশ্চৈব সুপ্রশংসানিরূপণম্ ।
শ্রীদাম-রাধাকলহ-বর্ণনং দারুণং দ্বিজ ॥ ৪৪
তয়োঃ শাপপ্রকথনং গোলোকভেদকারণম্ ।
বিরজায়াস্তনুত্যাগঃ কথিতঃ পরমাদ্ভুতঃ ॥ ৪৫
নদ্যা জন্মপ্রকথনং গোপীনাং বর্জ্জনং তথা ।
কৃষ্ণ-নদোর্মৈথুনঞ্চ সমুদ্রাণাঞ্চ জন্ম তৎ ॥ ৪৬
প্রোক্তঞ্চ পরমাখ্যানং ততস্তেষাং বিসর্জ্জনম্ ।
ব্রহ্মণা প্রার্থিতশ্চৈব হরের্জন্ম মহীতলে ॥ ৪৭
প্রোক্তঞ্চ জন্মখণ্ডে চ পরমাদ্ভুতমেব চ ।
আবির্ভাবো হরেরেব বসুদেবস্য মন্দিরে ॥ ৪৮
কংসাসুরভয়েনৈব গোকুলে গমনং হরেঃ ।
বৃকভানুসুতা রাধা শ্রীদাম্নঃ শাপহেতুনা ॥ ৪৯
বালক্রীড়াবর্ণনঞ্চ গোকুলে পরমাত্মনঃ ।
দৈত্যাদিনিধনঞ্চৈব কীর্ত্তিতং হরিণা তথা ॥ ৫০
গর্গস্যাগমনং প্রোক্তং শুভান্নপ্রাশনং হরেঃ ।
নিধনং পূতনায়াশ্চ সদ্যঃশকটভঞ্জনম্ ॥ ৫১
শ্রীকৃষ্ণবন্ধমোক্ষশ্চ যমলার্জ্জুনভঞ্জনম্ ।
ত্রৈলোক্যদর্শনং বক্ত্রে গোবৎসহরণং তথা ॥ ৫২
কৃত্বা গোবৎসনির্ম্মাণং ব্রহ্মণঃ স্তবনং হরেঃ ।
সহসা গোকুলং ত্যক্ত্বা পুণ্যং বৃন্দাবনং বনম্ ॥ ৫৩
ভয়াজ্জগাম নন্দশ্চ সার্দ্ধঞ্চ নন্দনেন চ ।
বৃন্দাবনস্য নির্ম্মাণং প্রোক্তঞ্চ পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৫৪
সর্ব্বৈশ্চ বালকৈঃ সার্দ্ধং তত্র সংক্রীড়নং হরেঃ ।
ব্রাহ্মণীনাঞ্চ সদন্নভোজনং কথিতং হরেঃ ॥ ৫৫
বরদানঞ্চ তাসাঞ্চ প্রাক্তনেন নিরূপিতম্ ।
স্বর্গাণাং বর্ণনঞ্চৈব বস্ত্রাপহরণং তথা ॥ ৫৬
বরদানঞ্চ গোপীনাং কৃষ্ণেনৈব কৃতং দ্বিজ ।
কাত্যায়নীব্রতং প্রোক্তং শ্রীদুর্গাপূজনং তথা ॥ ৫৭
পার্ব্বত্যা চ বরো দত্তো গোপীভ্যো যমুনাতটে ।
তালানাং ভক্ষনং প্রোক্তং শক্রযাগবিমর্দ্দনম্ ॥ ৫৮
রাধয়া সহ কৃষ্ণস্য বিবাহোন্মীলনং তথা ।
গোপীক্রীড়া চ সম্প্রোক্তা কৃষ্ণক্রোড়ে চ রাধিকা ॥
ছায়াবিধানং গেহে চ সম্প্রোক্তং মায়য়া হরেঃ ।
শৃঙ্গারং ষোড়শবিধং কৃত্বা তং রাসমণ্ডলে ॥ ৬০
অন্তর্দ্ধানং হরেরেব রাধয়া সহ কাননে ।
মলয়াগমনঞ্চৈব তয়া সার্দ্ধং দ্বিজোত্তম ॥ ৬১
রাধা-মাধবয়োশ্চৈব সংবাদস্তত্র নিশ্চিতঃ ।
কৈবল্যমপি গোপীনাং প্রোক্তং নানাবিধং মুনে ॥
পুনরাগমনঞ্চৈব পুণ্যং বৃন্দাবনং বনম্ ।
শ্রীকৃষ্ণদর্শনঞ্চৈব গোপীনাং হর্ষবর্দ্ধনম্ ।
নানাপ্রকারক্রীড়া চ প্রোক্তা তস্য জলে স্থলে ॥ ৬৩
গোপীনামপি সৌভাগ্যং রাধায়াশ্চ বিশেষতঃ ।
প্রোক্তং ব্যাসেন সৌন্দর্য্যং রম্যং রম্যং
নবং নবম্ ॥ ৬৪
নভঃস্থিতানাং দেবানাং দর্শনং প্রোক্তমেব চ ।
মনসঃ স্খলনঞ্চৈব দেবীনাং রাসমণ্ডলে ॥ ৬৫
মথুরাবেশনং প্রোক্তং নিধনং রজকস্য চ ।
কুব্জয়া সহ সম্ভোগস্তস্যা মোক্ষণমেব চ ॥ ৬৬
প্রসাদনং কুবিন্দস্য মালাকারস্য মোক্ষণম্ ।
ধনুষো ভঞ্জনং শম্ভোর্হস্তিনো নিধনং তথা ॥ ৬৭
সভাপ্রবেশনং প্রোক্তং তদ্বন্ধূনাং বিলাপনম্ ।
সংকারং তস্য বিধিবদ্ রাজত্বং তৎপিতুস্তথা ॥ ৬৮
বিলাপনঞ্চ নন্দস্য স্তবনং পরমাদ্ভুতম্ ।
প্রোক্তস্তয়োশ্চ সংবাদো নির্জ্জনে তাতপুত্রয়োঃ ॥
পরমাধ্যাত্মিকং দত্তং নন্দায় জগতাং পতিঃ ।
মুনীনাং গমনঞ্চৈব ধন্যোপাখ্যানমুত্তমম্ ॥ ৭০
কথিতং সুকুমারেণ প্রোক্তমেব সুদুর্লভম্ ।
উদ্ধবাগমনঞ্চৈব রাধাস্থানঞ্চ নির্জ্জনম্ ॥ ৭১
জ্ঞানং তয়োশ্চ সংবাদে প্রোক্তমেব শুভাবহম্ ।

যজ্ঞোপবীতং কৃষ্ণস্য বিদ্যাদানং গুরোর্গৃহে॥ ৭২
মৃতপুত্রপ্রদানঞ্চ প্রোক্তং তদ্‌গুরবে পুরা।
জরাসন্ধস্য দমনং নিধনং যবনস্য চ ॥ ৭৩
প্রোক্তং দ্বারকনির্ম্মাণং বিশ্বকারোর্দিমস্তথা।
দ্বারকাবেশনং প্রোক্তমুগ্রসেনবিলাপনম্ ॥ ৭৪
রুক্মিণীহরণঞ্চৈব পারিজাতস্য স্বর্গতঃ।
কুরু-পাণ্ডবযুদ্ধে চ ভুবশ্চ ভারমোক্ষণম্ ॥ ৭৫
উষায়া হরণং প্রোক্তং বাণস্য ভুজকৃন্তনম্।
বলেশ্চ স্তবনং প্রোক্তমনিরুদ্ধস্য বিক্রমঃ॥ ৭৬
রাধা-যশোদাসংবাদঃ প্রোক্তঃ পরমদুর্লভঃ।
মোক্ষণঞ্চ শৃগালস্য প্রোক্তঞ্চ পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৭৭
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন গণেশপূজনং তথা।
দর্শনং রাধিকাসার্দ্ধং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৭৮
রাধায়া দর্শনং দেব্যা রাধাতেজঃপ্রকাশনম্।
রাধায়া রমণং তীর্থে ভ্রমণং রহসি স্মৃতম্ ॥ ৭৯
নিধনং যদুবংশানাং ব্রহ্মশাপেন শৌনক।
মোক্ষণং পাণ্ডবানাঞ্চ স্বপদং গমনং হরেঃ॥ ৮০
বিবাহো নারদস্যৈবোৎপত্তির্বহ্নি-সুবর্ণয়োঃ।
প্রোক্তং সর্ব্বং মহাভাগ পুনরেব সমাসতঃ ॥ ৮১
চতুঃখণ্ডং পুরাণঞ্চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেব চ।
অতঃ পরং মুনিশ্রেষ্ঠ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥৮২

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সৌতি-শৌনকসংবাদে ব্রহ্মাদিখণ্ডচতুষ্টয়ানুক্রমণিকং নাম দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩২॥

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্।
যৎফলং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং নির্ব্বিঘ্নং মোক্ষকারণম্ ॥১
অভয়ং দেহি হে বৎস হে তাত মহ্যমেব চ।
তদা নিবেদনং কিঞ্চিদস্তীতি চ করোম্যহম্ ॥ ২

সূত উবাচ।

ত্যজ ভীতিং মহাভাগ প্রশ্নং কুরু যদীচ্ছসি।
সর্ব্বং তে কথয়িষ্যামি যদ্‌যদ্‌গোপ্যং মনোহরম্ ॥ ৩

শৌনক উবাচ।

অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি পুরাণানাঞ্চ লক্ষণম্।
সংখ্যানমপি তেষাঞ্চ ফলমস্যৈব পুত্রক ॥ ৪

সূত উবাচ।

বিস্তরাণি পুরাণানি চেতিহাসাংশ্চ শৌনক।
সংহিতাপঞ্চরাত্রাণি কথয়ামি যথাগমম্ ॥ ৫
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং বিপ্র পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥ ৬
এতদুপপুরাণানাং লক্ষণঞ্চ বিদুর্বুধাঃ।
মহতাঞ্চ পুরাণানাং লক্ষণং কথয়ামি তে॥ ৭
সৃষ্টিশ্চাপি বিসৃষ্টিশ্চ স্থিতিস্তাসাঞ্চ পালনম্।
কর্ম্মণাং বাসনা বার্ত্তা মনূনাঞ্চ ক্রমেণ চ॥ ৮
বর্ণনং প্রলয়ানাঞ্চ মোক্ষস্য চ নিরূপণম্।
উৎকীর্ত্তনং হরেরেব দেবানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৯
লক্ষণঞ্চ দশবিধং মহতাং পরিকীর্ত্তিতম্।
সংখ্যানঞ্চ পুরাণানাং নিবোধ কথয়ামি তে ॥১০
পরং ব্রহ্মপুরাণঞ্চ সহস্রাণাং দশৈব তু।
পঞ্চোনষষ্টিসাহস্রং পাদ্মমেব প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১১
ত্রয়োবিংশতিসাহস্রং বৈষ্ণবঞ্চ বিদুর্বুধাঃ।
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রং শৈবমেব নিরূপিতম্ ॥ ১২
গ্রন্থাষ্টাদশসাহস্রং শ্রীমদ্ভাগবতং বিদুঃ।
পঞ্চবিংশতিসাহস্রং নারদীয়ং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৩
মার্কণ্ডং নবসাহস্রং পুরাণং পণ্ডিতা বিদুঃ।
চতুঃশতাধিকং পঞ্চদশসাহস্রমেব চ ॥ ১৪
পরমগ্নিপুরাণঞ্চ রুচিরং পরিকীর্ত্তিতম্।
চতুর্দ্দশসহস্রাণি পরং পঞ্চশতাধিকম্।
পুরাণপ্রবরঞ্চৈব ভবিষ্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥ ১৫
অষ্টাদশসহস্রঞ্চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তমীপ্সিতম্।
সর্ব্বেষাঞ্চ পুরাণানাং সারমেব বিদুর্বুধাঃ॥ ১৬
একাদশসহস্রঞ্চ পরং লিঙ্গপুরাণকম্।
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রং বারাহং পরিকীর্ত্তিতম্॥ ১৭
একাশীতিসহস্রঞ্চ পরমেব শতাধিকম্।
বরং স্কন্দপুরাণঞ্চ সদ্ভিরেব নিরূপিতম্ ॥ ১৮
বামনং দশসাহস্রং কৌর্ম্মং সপ্তদশৈব তু।
মাৎস্যং চতুর্দ্দশং প্রোক্তং পুরাণং পণ্ডিতৈস্তথা॥
ঊনবিংশতিসাহস্রং গারুড়ং পরিকীর্ত্তিতম্।
পরং দ্বাদশসাহস্রং ব্রহ্মাণ্ডং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ২০

এবং পুরাণসংখ্যানং চতুর্লক্ষমুদাহৃতম্ ।
অষ্টাদশপুরাণানাং নাম চৈতদ্বিদুর্বুধাঃ ॥ ২১
এবঞ্চোপপুরাণানামষ্টাদশ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
ইতিহাসো ভারতঞ্চ বাল্মীকিকাব্যমেব চ ॥ ২২
পঞ্চকং পঞ্চরাত্রাণাং কৃষ্ণমাহাত্ম্যপূর্ব্বকম্ ।
বাশিষ্ঠং নারদীয়ঞ্চ কাপিলং গৌতমীয়কম্ ॥ ২৩
পরং সনৎকুমারীয়ং পঞ্চরাত্রঞ্চ পঞ্চকম্ ।
পঞ্চমী সংহিতানাঞ্চ কৃষ্ণভক্তিসমন্বিতা ॥ ২৪
ব্রহ্মণশ্চ শিবস্যাপি প্রহ্লাদস্য তথৈব চ ।
গৌতমস্য কুমারস্য সংহিতাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৫
ইতি তে কথিতং সর্ব্বং ক্রমেণ চ পৃথক্ পৃথক্ ।
অন্যেবং বিপুলং শাস্ত্রং মমাপি চ যথাগমম্ ॥ ২৬
উবাচেদং পুরাণঞ্চ গোলোকে রাসমণ্ডলে ।
শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ সাক্ষাদ্ব্রহ্মাণঞ্চ স্বভক্তকম্ ॥
ব্রহ্মা ধর্ম্মঞ্চ ধর্ম্মিষ্ঠং ধর্ম্মো নারায়ণং মুনিম্ ।
নারায়ণো নারদঞ্চ নারদো মাঞ্চ ভক্তকম্ ॥ ২৮
অহং ত্বাঞ্চ মুনিশ্রেষ্ঠং বরিষ্ঠং কথয়ামি তৎ ।
সুদুর্লভং পুরাণাঞ্চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তমীপ্সিতম্ ॥ ২৯
প্রোক্তং তত্র চ বিশ্বৌঘং জীবিনাং পরমাত্মকম্ ।
তদ্ব্রহ্ম সাক্ষিরূপঞ্চ কর্ম্মিণামেব কর্ম্মণাম্ ॥ ৩০
তদ্ব্রহ্ম বিবৃতং যত্র তদ্বিভূতিঃসুত্তমা ।
তেনেদং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমিত্যেবঞ্চ বিদুর্বুধাঃ ॥ ৩১
সুপুণ্যদং পুরাণঞ্চ মঙ্গলং মঙ্গলপ্রদম্ ।
সুগোপ্যঞ্চ রহস্যঞ্চ যত্র রম্যং নবং নবম্ ॥ ৩২
হরিভক্তিপ্রদঞ্চৈব দুর্লভং হরিদাস্যদম্ ।
সুখদং মোক্ষদং সারং শোকসন্তাপনাশনম্ ॥ ৩৩
সরিৎসু চ যথা গঙ্গা সদ্যোমুক্তিপ্রদা শুভা ।
তীর্থানাং পুষ্করং শুদ্ধং যথা কাশী পুরীষু চ ॥৩
বর্ষেষু ভারতং বর্ষং সদ্যোমুক্তিপ্রদং শুভম্ ।
যথা সুমেরুঃ শৈলেষু পারিজাতশ্চ পুষ্পতঃ ॥ ৩৫
পত্রেষু তুলসীপত্রং ব্রতেষ্বেকাদশীব্রতম্ ।
বৃক্ষেষু কল্পবৃক্ষশ্চ শ্রীকৃষ্ণশ্চ সুরেশ্বরঃ ॥ ৩৬
জ্ঞানীন্দ্রেষু মহাযোগী যোগীন্দ্রেষু গণেশ্বরঃ
সিদ্ধেন্দ্রেষ্বেব কপিলঃ সূর্য্যস্তেজস্বিনাং যথা ॥৩৭
সনৎকুমারো ভগবান্ বৈষ্ণবেষু যথ গ্রণীঃ ।
নৃপেষু চ যথা রামো লক্ষ্মণশ্চ ধনুষ্মতাম্ ॥ ৩৮
দেবীষু চ যথা দুর্গা মহাপুণ্যবতী সতী ।
প্রাণাধিকা যথা রাধা কৃষ্ণস্য প্রেয়সীষু চ ॥ ৩৯
ঈশ্বরীষু যথা লক্ষ্মীঃ পণ্ডিতেষু সরস্বতী ।
তথা সর্ব্বপুরাণেষু ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেব চ ॥ ৪০
ততো বিশিষ্টং সুখদং সুপ্রদং সর্ব্বসম্পদাম্ ।
সন্দেহভঞ্জনঞ্চৈব পুরাণং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪১
ইহ লোকে চ সুখদং সুপ্রদং সর্ব্বসম্পদাম্ ।
শুভদং পুণ্যদঞ্চৈব বিঘ্ননিঘ্নকরং পরম্ ॥ ৪২
হরিদাস্যপ্রদঞ্চৈব পরলোকে প্রহর্ষদম্ ।
যজ্ঞানামপি তীর্থানাং ব্রতানাং তপসাং তথা ॥৪৩
গুরুপ্রদক্ষিণস্যাপি ফলং নাস্য সমানকম্ ।
চতুর্ণামপি বেদানাং পাঠাদপি বরং ফলম্ ॥ ৪৪
শৃণেতৌদং পুরাণঞ্চ সংযত শ্চদপুত্রকঃ ।
গুণবন্তঞ্চ বিদ্বাংসং বৈষ্ণবং পুত্রমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৫
শৃণোতি দুর্ভগা চেত্তু সৌভাগ্যং স্বামিনো লভেৎ
মৃতবৎসা কাকবন্ধ্যা মহাবন্ধ্যা চ পাপিনী ।
পুরাণশ্রবণাল্লেভে পুত্রঞ্চ চিরজীবিনম্ ॥ ৪৬
অস্পষ্টকীর্ত্তিঃ সুযশা মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ ।
রোগার্ত্তো মুচ্যতে রোগাদ্বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥৪৭
ভয়ান্মুচ্যেত ভীতস্তু মুচ্যেতাপন্ন আপদঃ ।
অরণ্যে প্রান্তরে ভীতো দাবাগ্নৌ মুচ্যতে ধ্রুবম্ ॥
আঙ্ক্যং কুষ্ঠঞ্চ দারিদ্র্যং রোগং শোকঞ্চ দারুণম্ ।
পুরাণশ্রবণাদেব নৈব জানাতি পুণ্যবান্ ॥ ৪৯
শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা যঃ শৃণোতি সুসংযতঃ ।
গোলক্ষদানপুণ্যঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫০
চতুঃখণ্ডং পুরাণঞ্চ শুদ্ধকালে জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
সঙ্কল্প্য যঃ শৃণোতি ভক্ত্যা দত্ত্বা চ দক্ষিণাম্ ॥৫১
যদ্বাল্যে যচ্চ কৌমারে বার্দ্ধক্যে যচ্চ যৌবনে ।
কোটিজন্মার্জ্জিতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৫২
রত্ননির্ম্মাণযানেন ধৃত্বা শ্রীকৃষ্ণরূপকম্ ।
নিত্যং গত্বা চ গোলকং কৃষ্ণদাস্যং লভেদ্ধ্রুবম্ ॥
অসংখ্যব্রহ্মপাতেন ন ভবেৎ তস্য পাতনম্ ।
সামীপ্যপার্শ্বগো ভূত্বা সেবাঞ্চ কুরুতে চিরম্ ॥৫৪
শ্রুত্বা চ ব্রহ্মখণ্ডঞ্চ সুস্নাতঃ সংযতঃ শুচিঃ ।
পায়সং পিষ্টকঞ্চৈব ফলং তাম্বূলমেব চ ॥ ৫৫
ভোজয়িত্বা বাচকঞ্চ তস্মৈ দদ্যাৎ সুবর্ণকম্ ।
চন্দনং শুভ্রমাল্যঞ্চ সূক্ষ্মবস্ত্রং মনোহরম্ ।
নিবেদ্য বাসুদেবঞ্চ বাচকায় চ দীয়তে ॥ ৫৬
শ্রুত্বা চ প্রকৃতেঃ খণ্ডং সুশ্রাব্যঞ্চ [illegible]ম্ ।
ভোজয়িত্বা চ দধ্যন্নং তস্মৈ দদ্যাচ্চ কা[illegible]নম্ ।

স্বর্ণ.সা সুরাভী রম্যা দীয়তে ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ৫৭
শ্রুত্বা গণপতেঃ খণ্ডং বিঘ্ননাশায় সংযতঃ।
স্বর্ণং যজ্ঞোপবীতঞ্চ শ্বেতাশ্বচ্ছত্র মাল্যকম্ ॥ ৫৮
প্রদীয়তে বাচকায় স্বস্তিকং তিললড্ডুকম্।
পরিপক্বফলান্যেব কালদেশোদ্ভবানি চ।
শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডঞ্চ শ্রুত্বা ভক্তশ্চ ভক্তিতঃ।
বাচকায় প্রদদ্যাচ্চ বরং রত্নাঙ্গুরীয়কম্।
সূক্ষ্মবস্ত্রঞ্চ মাল্যঞ্চ স্বর্ণকুণ্ডলমুত্তমম্ ॥ ৬০
সর্ব্বস্বং দক্ষিণাং দত্বা ভবনং কুরুতে ধ্রুবম্।
শতকং ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজয়েৎ পরমাদরম্ ॥ ৬১
শ্রীকৃষ্ণভক্তিযুক্তশ্চ পুরাণং যঃ শৃণোতি চ।
ভক্তিং কৃষ্ণে চ লভতে হন্তি পাপং পুরাকৃতম্ ॥
এতৎ তে কথিতং সর্ব্বং যচ্ছ্রুতং গুরুবক্ত্রতঃ।
বিদায়ং দেহি বিপ্রেন্দ্র যামি নারায়ণাশ্রমম্ ॥ ৬৩
দৃষ্ট্বা বিপ্রসমূহঞ্চ নমস্কর্ত্তুং সমাসতঃ।
কথিতং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং ভবতামাজ্ঞয়া পরম্ ॥ ৬৪
কায়েন মনসা বাচা পরং ভক্ত্যা দিবানিশম্।
ভজ সত্যং পরং ব্রহ্ম রাধেশং ত্রিগুণাৎ পরম্ ॥ ৬৫
নমোঽস্তু ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
শিবায় ব্রহ্মণে নিত্যং গণেশায় নমো নমঃ ॥ ৬৬
নমো দেব্যৈ সরস্বত্যৈ পুরাণগুরবে নমঃ।
সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিন্যৈ দুর্গাদেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬৭
যুষ্মাকং পাদপদ্মানি দৃষ্ট্বা পুণ্যানি শৌনক।
অথ সিদ্ধাশ্রমং যামি যত্র দেবো গণেশ্বরঃ ॥ ৬৮

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে সৌতি-শৌনকসংবাদে ত্রয়স্ত্রিংশ-দধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৩ ॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডং সমাপ্তম্।

সমাপ্তঞ্চেদং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্।

॥ শ্রীঃ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

ব্রহ্মখণ্ড।

অধ্যায়।

গণেশ, ব্রহ্মা, শিব, সুরপতি ও অনন্ত প্রভৃতি দেবগণ মনু ও মুনীন্দ্রগণ, আর লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গিরিজাদি দেবগণ নিরন্তর যাঁহার উপাসনা করেন, সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার। যাঁহার শরীর যাবদীয় স্থূল পদার্থ হইতে স্থূলরূপে বিরাজ করিতেছে; অধিক কি, অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যিনি প্রতি লোমকূপে ধারণ করিতেছেন এবং যিনি সৃষ্টিসময়ে মায়ার সহিত মিলিত হইয়া নিজ শক্তিতে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, সেই অনাদি হরিকে ভজনা করি। সমস্ত দেবতা, মানব ও মনুগণ এবং যোগাসনোপবিষ্ট সমুদয় যোগিগণ ধ্যানপরায়ণ হইয়া নিরন্তর যাঁহাকে চিন্তা করিয়া থাকেন; সাধু সকল জন্ম জন্মান্তর তপস্যা করিয়া স্বপ্নযোগেও যাঁহার সাক্ষাৎকার লাভে অসমর্থ; যিনি ভক্তবৃন্দের অনুগ্রহের নিমিত্তই অনির্ব্বচনীয় শ্যামসুন্দররূপ ধারণ করিয়াছেন, আমি সেই ত্রিগুণাতীত নিরীহ ইচ্ছাময় নিত্য পরমেশ্বর হরিকে ধ্যান করি। যে হইতে প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি সকলেই আবির্ভূত হইয়াছেন, আমি সেই গুণাতীত অবিনশ্বর পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি। মহর্ষি ব্যাসদেব বেদসমূহকে বৎসরূপে এবং ভারতীকে কামধেনুরূপে কল্পনা করিয়া, সেই কামধেনু হইতে সুধাসম অতি মধুর এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণস্বরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছেন; অতএব রে মূঢ়মানব সকল! যদি তোমাদিগের ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে নিরন্তর সেই দুগ্ধ পান করিতে থাক। অনন্তর ভগবান্ বাসুদেবকে প্রণাম করিয়া, পরে নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী সরস্বতী এবং বেদব্যাসকে নমস্কারপূর্ব্বক জয় অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণাদি গ্রন্থ উচ্চারণ করিবে। ১—৫। পূর্ব্বকালে কোন সময় ভারতবর্ষের অন্তর্গত নৈমিষারণ্য তীর্থে শৌনক প্রভৃতি ঋষিগণ নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ সমাপনান্তে কুশাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমত সময়ে ঋষিবর সৌতি-মহাশয় যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সবিনয়ে নমস্কার করিলেন। ঋষিগণও তাঁহাকে দেখিবামাত্র আসন দান করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর শান্তস্বভাব পুরাণজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠ শৌনক, সানন্দে ভক্তিপূর্ব্বক শান্তমূর্ত্তি পৌরাণিক সৌতি মহাশয়কে যথাবিধি পূজা করিলেন এবং সেই সম্মিত পুরাণ-তত্ত্বজ্ঞের, আসনে সুস্থিরভাবে উপবেশন-পূর্ব্বক পথশ্রম বিদূরিত হইলে, তাঁহাকে তিনি কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহা শ্রবণের সুখকর ও কৃষ্ণ-কথাযুক্ত, যাহা সাক্ষাৎ মঙ্গলস্বরূপ ও মঙ্গলের আলয়, যাহা হইতে সমুদয় মঙ্গল লাভ করা যায়, যাহা সমস্ত মঙ্গলের নিদান ও সমুদয় অমঙ্গলের বিনাশপূর্ব্বক সম্পৎ দান করিয়া থাকে, যাহা হরিভক্তি, সুখ, মোক্ষ,—অধিক কি, তত্ত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত দান করে, যাহার পাঠে পুত্র-পৌত্র-কলত্রাদি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে,—শৌনক, মুনিগণসমক্ষে বিনীতভাবে সৌতি মহাশয়কে এইরূপ পুরাণের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় মুনিগণবেষ্টিত সৌতিমহাশয়ের আকাশমণ্ডলে তারকারাজি-বিরাজিত শশধরের ন্যায় শোভা হইয়াছিল।

৬—১৩। শৌনক কহিলেন, হে মুনে! আপনি কোন্ স্থানে গমন করিবেন কোথা হইতেই বা আসিতেছেন? আপনার কুশল ত? আজ আমাদিগের কি শুভ দিন! যেহেতু আপনার ন্যায় সাধু-সন্দর্শন লাভ করিলাম। বোধ হয় আমরা মুমুক্ষু হইলেও, তত্ত্বজ্ঞান-বর্জ্জিত ভবসাগরে নিমগ্ন এবং কলি-প্রভাবে ভীত বলিয়া আপনি এস্থলে আগমন করিয়াছেন। আপনি সাধু ও মহাভাগ। আপনি সমুদয় পুরাণের তত্ত্বাবধারণপূর্ব্বক পৌরাণিক নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। আপনার দয়ার সীমা নাই। হে মহাভাগ! এক্ষণে কৃপা করিয়া, যাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণে অচলা ভক্তি লাভ করা যায়, এরূপ জ্ঞানোদ্দীপক কোন অদ্ভুত পুরাণ কীর্ত্তন করুন। হে সৌতে! কৃষ্ণভক্তি মুক্তি অপেক্ষা গরীয়সী এবং সমুদয় কর্ম্মের মূলচ্ছেদিকা। কৃষ্ণভক্তি-বলেই সংসার-নিবদ্ধ মানবগণের মায়াপাশ ছিন্ন হইয়া থাকে। যে সকল জীব নিরন্তর সংসাররূপ দাবানলে দগ্ধ হইতেছে, তাঁহাদিগের পক্ষে কৃষ্ণভক্তি—সুধাবর্ষণ-স্বরূপ; আর কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত প্রাণিগণের চিত্তে কোন ক্রমেই সুখ বা আনন্দের সম্ভব নাই। বৎস! যে পুরাণে প্রথমে সকলের বীজস্বরূপ পরব্রহ্মের নিরূপণ ও তাঁহার সৃষ্টি-কার্য্যাদি বর্ণিত আছে; এবং যে পুরাণে পরমাত্মা-স্বরূপ সেই ব্রহ্ম সাকার বা নিরাকার, তাঁহার ধ্যান বা ভাবনা কিরূপ, বৈষ্ণব ও সাধুযোগিগণ কিপ্রকারে তাঁহার উপাসনা করেন, এবং বেদে কাহাদিগেরই বা মত উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে;—এই সমুদয় বিষয় ও প্রকৃতির আকার, গুণের লক্ষণ এবং মহদাদির নির্ণয় প্রভৃতি বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। ১৪—২৩। যে পুরাণে গোলোকের, শিবলোকের, বৈকুণ্ঠের ও অন্যান্য স্বর্গাদিরও বর্ণনা আছে। হে সৌতে! যাহাতে অংশকলার নিরূপণ, প্রকৃতি ও প্রাকৃতের ভেদ এবং প্রকৃতি হইতে ভিন্ন আত্মার নির্ণয় কথিত হইয়াছে; যে পুরাণে নিগূঢ়জন্মা দেবগণের, তাঁহাদের পত্নী সমুদয়ের, সমুদ্রের, শৈলের ও নদী সকলের উৎপত্তি বর্ণিত আছে। কাহারা প্রকৃতির অংশ, কাহারা বা কলা ও কাহারা বা কলা-কলা,—এই সকল বিষয় এবং তাঁহাদিগের চরিত, ধ্যান, পূজা, ও স্তোত্রাদি, আর রাধিকার অতি অপূর্ব্ব অমৃততুল্য আখ্যান এবং দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী ও সাবিত্রীর বিষয় যাহাতে সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হইয়াছে: যে পুরাণে জীবগণের কর্ম্মবিপাক, নরকের বর্ণন, কর্ম্মের খণ্ডন ও তাহা হইতে মুক্তির উপায় কথিত হইয়াছে; যে সমুদয় কর্ম্ম-হেতু জীবগণ যে যে শুভাশুভ স্থান লাভ করেন, ও যে যে যোনি প্রাপ্ত হন, এবং যে যে রোগে আক্রান্ত হন, আর যে কর্ম্ম-বলে সেই সমুদয় হইতে মুক্ত হইতে পারেন, এই সকল যে পুরাণে নিরূপণ করা হইয়াছে; মনসা, তুলসী, কালী, গঙ্গা, পৃথিবী, ও অন্যান্য দেবীগণের চরিত্র যাহাতে বর্ণিত আছে—হে সৌতে! যাহাতে শালগ্রাম শিলা, দান ও ধর্ম্মাধর্ম্মের অপূর্ব্ব নিরূপণ আছে; যে পুরাণে গণেশের চরিত্র, জন্ম, কর্ম্ম, গূঢ় কবচ, স্তোত্র ও মন্ত্রের বিষয় বর্ণন করা হইয়াছে; এবং পরমাদ্ভুত যে সকল উপাখ্যান আমরা কখন শ্রবণ করি নাই, সেই সমস্ত যাহাতে আছে, স্মরণ করিয়া আমাদিগের নিকট সেই সমস্ত বিষয়ই প্রকাশ করুন। আর পরিপূর্ণতম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে জন্মক্রম যাহাতে বর্ণিত আছে, সেই পুরাণের কথা আমাকে বলুন। হে মুনে! তিনি কোন্ পুণ্যবানের গৃহে জন্ম লাভ করেন? এবং কোন্ পুণ্যবতী সতী তাঁহাকে প্রসব করিয়া জগৎ-মধ্যে ধন্যা ও মান্যা হইয়াছেন? এবং তিনি তাঁহার গৃহে আবির্ভূত হইয়া কিকারণ কোন্ স্থানে গমন করেন? সেই স্থানে যাইয়া কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? আর কিহেতু বা প্রত্যাগত হন? তিনি কাহার প্রার্থনায় ভূভার হরণ ও লোকমর্য্যাদা স্থাপন করিয়া পুনরায় কিহেতু গোলোকে প্রত্যাগত হন? হে বৎস! এই সকল ও অন্যান্য চিত্তশুদ্ধিকারক, মুনিগণেরও দুর্জ্ঞেয়, শ্রুতি-দুর্লভ আখ্যান সকল যে পুরাণে প্রকাশিত আছে, আর নিজ বুদ্ধি অনুসারে যে সমস্ত উপাখ্যান জিজ্ঞাসিত হইয়াছে বা যাহা অজিজ্ঞাসিত আছে, সেই সকল উপাখ্যানযুক্ত ও শ্রবণমাত্রে বৈরাগ্য-জনক কোন অদ্ভুত পুরাণ আমার নিকটে প্রকাশ করুন। কারণ যিনি সদ্গুরু, তিনি শিষ্যের জিজ্ঞাসিত বা অজিজ্ঞাসিত বিষয় উপদেশ করেন; যিনি যোগ্য ও অযোগ্যের উপর সমভাবাপন্ন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। ২৪—৪২। সৌতি কহিলেন,—হে শৌনক! আপনার পাদপদ্ম দর্শনেই আমার সমুদয় কুশল। আমি সিদ্ধাশ্রম হইতে আসিতেছি; নারায়ণাশ্রমে গমন করিব। পুণ্যপ্রদ ভারতস্থ নৈমিষারণ্য দর্শন জন্য আগত হইয়া, বিপ্রসমূহ দর্শনে প্রণামার্থ এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। যে ব্যক্তি অজ্ঞান নিবন্ধন দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুকে দর্শন করিয়া প্রণাম না করেন, তিনি চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান থাকিতে কাল-সূত্র হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। জগদীশ্বর হরি ব্রাহ্মণরূপ ধারণ-পূর্ব্বক ভারতক্ষেত্রে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছেন; এজন্য

পুণ্যবান্ ব্যক্তিই পুণ্যবলে ব্রাহ্মণরূপী হরিকে প্রণাম করিয়া থাকেন। ভগবন্! আপনি যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, বাঞ্ছনীয় সেই সমুদয় বিষয় বিদিত আছি। পুরাণের মধ্যে সারভূত ব্রহ্মবৈবর্ত্তনামক যে উৎকৃষ্ট পুরাণ, তাহাতেই তৎসমস্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহা অন্যান্য পুরাণ, উপপুরাণ ও বেদের ভ্রম-নিবারক এবং হরিভক্তিকারী। ইহা সমুদয় তত্ত্বজ্ঞানের বৃদ্ধিকারক। এই পুরাণ কামীদিগের কামপ্রদ ও মোক্ষাভিলাষিগণের মোক্ষদাতা, এবং বৈষ্ণবগণের ভক্তিদায়ক। ফলতঃ ইহা কল্পবৃক্ষস্বরূপ। যোগিগণ, সাধুগণ ও বৈষ্ণবগণ যে পরাৎপরকে ধ্যান করিয়া থাকেন, এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আদিব্রহ্মখণ্ডে সেই সর্ব্ববীজ পরব্রহ্মেরই নিরূপণ হইয়াছে। হে শৌনক! বৈষ্ণব, যোগী ও সাধুতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। ইহারা নিজ জ্ঞানের পরিপাকনিবন্ধন ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট উপাধি মাত্র প্রাপ্ত হয়েন। জীবগণ সৎসঙ্গে 'সৎ' ও যোগিগণসঙ্গে 'যোগী'—এই উপাধি লাভ করিয়া ক্রমে ভক্তসঙ্গনিবন্ধন সৎ ও যোগী হইতে শ্রেষ্ঠ "বৈষ্ণব" এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ৪৩—৫২। এই ব্রহ্মখণ্ডে সমুদয় দেব-দেবী ও সমস্ত দেবগণের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতিখণ্ডে সমস্ত দেবীর শুভ চরিত্র বর্ণিত আছে। ব্রহ্মখণ্ডে জীবগণের কর্ম্মবিপাক, শালগ্রামের নিরূপণ, আর দেবীগণের কবচ, স্তোত্র, মন্ত্র ও পূজা অভিহিত আছে। আর তাহাতে প্রকৃতির লক্ষণ, কলাংশাদির নিরূপণ এবং দেবীসকলের কীর্ত্তি ও প্রভাব বর্ণিত আছে। পুণ্যাত্মা ও পাপী সকল যে যে শুভাশুভ স্থানে গমন করেন, তাহার নির্ণয়; নরক ও রোগ-সমূহের বর্ণন এবং তাহা হইতে মোক্ষের উপায় কথিত আছে। পরে গণেশখণ্ডে গণেশের জন্ম ও বেদদুর্লভ তাঁহার চরিত্র এবং গণেশ ও ভৃগু মহাশয়ের কথোপকথন-প্রসঙ্গে সমস্ত তত্ত্বের নিরূপণ, আর গণেশের নিগূঢ় কবচ, স্তোত্র, ও মন্ত্র-তন্ত্রাদির বর্ণন আছে। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড। তাহাতে এই পুণ্যক্ষেত্র-ভারতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কার্য্যকলাপ বর্ণিত আছে। ঐ জন্মখণ্ডে কৃষ্ণের ভূভারহরণ, মঙ্গলময় ক্রীড়া-কৌতুক ও সাধুদিগের মর্য্যাদাস্থাপন নিরূপিত হইয়াছে। ৫৩—৬০। হে বিপ্রবর! এই আমি চারি খণ্ডে বিভক্ত, সর্ব্বধর্ম্মের নিরূপক, উৎকৃষ্ট পুরাণের বিষয় আপনাকে কহিলাম। এই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ সকলের প্রার্থনীয়, আশাপূর্ণকারক এবং অভীষ্টফলদাতা। হে শৌনক! ইহা কেবল বেদ-সম্মিত বলিয়া পুরাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ইহাতে সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্ম বিবৃত অর্থাৎ নিরূপিত হইয়াছেন বলিয়া পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ ইহার ব্রহ্মবৈবর্ত্ত নাম রাখিয়াছেন। এই পুরাণ-সূত্র পূর্ব্বে নিরাময় গোলোক ধামে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মাকে দান করেন। পরে ব্রহ্মা, পুষ্করনামক মহাতীর্থে ইহা ধর্ম্মকে অর্পণ করেন। অনন্তর ধর্ম্মদেব প্রীতিপূর্ব্বক পুত্র নারায়ণকে সমর্পণ করিলে, ভগবান্ নারায়ণ-ঋষি পরে তাহা নারদকে প্রদান করেন। নারদ গঙ্গাতীরে ব্যাসদেবের হস্তে সমর্পণ করিলে ব্যাসদেব সেই সুমনোহর বিপুল পুরাণ-সূত্র, সংক্ষিপ্তরূপে গ্রথিত করিয়া পুণ্যপ্রদ সিদ্ধক্ষেত্রে আমাকে দান করেন। হে ব্রহ্মন্! আমি এই আপনার নিকট ইহার ইতিবৃত্ত নিবেদন করিলাম। এক্ষণে সমুদয় শ্রবণ করুন। ব্যাসদেব-কর্তৃক অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে নিবদ্ধ এই পুরাণের সমস্ত শ্রবণ করিলে, মানব যে ফল লাভ করেন, ইহার এক অধ্যায় মাত্র শ্রবণ করিলেও, সেই ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন, ইহাতে সংশয় নাই। ৬১—৬৯।

ব্রহ্মখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, হে সৌতে! আজ আপনার মুখে কি অনির্ব্বচনীয় প্রার্থিত বিষয় শ্রবণ করিলাম। আপনি সেই উৎকৃষ্ট সমুদয় ব্রহ্মখণ্ড আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। ১। সৌতি কহিলেন,—সেই অমিততেজা গুরু ব্যাসদেবকে বন্দনা করি; এবং হরি, দেবগণ ও ব্রাহ্মণ সকলকে প্রণামপূর্ব্বক সনাতনধর্ম্ম বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি ব্যাস-মুখে যে উত্তম ব্রহ্মখণ্ড শ্রবণ করিয়াছি, তাহা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের নিবারক ও জ্ঞানপথের প্রদীপস্বরূপ। হে দ্বিজবর! পূর্ব্বে প্রলয়কালে কোটিসূর্য্যতুল্য প্রভাশালী অসংখ্য বিশ্বের কারণ ও অবিনশ্বর জ্যোতিঃপুঞ্জই কেবল বিদ্যমান ছিল। স্বেচ্ছাময় পরমেশ্বরের সেই উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্মধ্যে মনোহর লোকত্রয় বিলীন ছিল। ২—৫। হে দ্বিজবর! সেই লোকত্রয়ের উপরিভাগে ঈশ্বরের ন্যায় অবিনশ্বর, ত্রিকোটিযোজন বিস্তীর্ণ মণ্ডলাকৃতি গোলোকধাম অবস্থিত। সেই সুমহৎ রত্নভূমিময় গোলোক দেখিতে তেজঃস্বরূপ। যোগিগণ স্বপ্নেও তদ্দর্শনে অসমর্থ। তাহা কেবল বৈষ্ণবগণের দৃশ্য ও গম্য। আধি, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, শোক ও ভয়বর্জ্জিত ঐ গোলোকধাম,

পরমেশ্বরের যোগবলেই অন্তরীক্ষে অবস্থিত। ঐ গোলোকধামে অসংখ্য উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত মন্দির-সকল বিরাজ করিতেছে। প্রলয়কালে উহাতে কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণ এবং সৃষ্টিসময়ে গোপ-গোপিকা-গণ অবস্থান করেন। উক্ত গোলোকের দক্ষিণে পঞ্চাশৎকোটিযোজন অধোদেশে তাহার সমান মনোহর বৈকুণ্ঠ ও বামভাগে সেইরূপ শিবলোক অবস্থিত। বৈকুণ্ঠ কোটিযোজন বিস্তৃত ও মণ্ডলাকৃতি। উহা প্রলয়ে শূন্য ও সৃষ্টিসময়ে লক্ষ্মী-নারায়ণযুক্ত। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণের অবস্থানকালে, জরা-মৃত্যু-আদিশূন্য চতুর্ভুজ নারায়ণের পার্ষদগণ বিরাজ করেন। উহার বামদিকে কোটিযোজন বিস্তৃত শিবলোক। উহা প্রলয়ে শূন্য ও সৃষ্টিকালে সপার্ষদশিবযুক্ত। আর সেই গোলোকের অভ্যন্তরে পরম আনন্দজনক ও পরম আনন্দস্বরূপ মনোহর জ্যোতি বিকাশ পাইতেছে। যোগিগণ যোগাবলম্বনপূর্ব্বক জ্ঞানচক্ষুঃদ্বারা তাহারই ধ্যান করিয়া থাকেন। সেই আনন্দকর নিরাকার পরাৎপর জ্যোতির অন্তরালে অতি রমণীয়রূপ বিরাজ করিতেছেন। তিনি নূতন জলধরসদৃশশ্যামকলেবর তাঁহার লোচনদ্বয় রক্তপঙ্কজতুল্য। তাঁহার মুখকমল শারদীয় পূর্ণশশধরের ন্যায় শোভা-বিশিষ্ট। ৬—১৬। অধিক কি, সেই মনোহর রূপ কোটি কন্দর্পের লাবণ্যলীলার আধার। তিনি দ্বিভুজ, মুরলীহস্ত, পীতবসনধারী ও ঈষৎহাস্যযুক্ত। সেই ভক্তবৎসল উৎকৃষ্ট রত্ন-ভূষণে ভূষিত। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দন কস্তুরী ও কুঙ্কুমে অনুলিপ্ত। তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নিত ও কৌস্তভমণিতে বিরাজিত। তিনি উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত কিরীট ও মুকুট ধারণ করিতেছেন। সেই বনমালাবিভূষিত সনাতন ভগবান্ পরব্রহ্ম রত্নসিংহাসনে আসীন। তিনি স্বেচ্ছাময়। তিনি সকলের কারণ। তিনি সকলের আধার এবং পরাৎপর। সেই গোপবেশধারীকে দেখিলে কিশোরবয়স্ক বলিয়া বোধ হয়। সেই ভক্তানুগ্রহতৎপর পরিপূর্ণতম পরমেশ্বরের কোটি পূর্ণশশধরের ন্যায় শোভা। তিনি নিরীহ ও নির্ব্বিকার। তাঁহা হইতে সমুদয় মঙ্গল লাভ করা যায়। তিনি স্বয়ং মঙ্গল্য মঙ্গলার্হ এবং মঙ্গলস্বরূপ। সেই রাসেশ্বরের মূর্ত্তি শান্ত ও রাসমণ্ডলের মধ্যস্থিত। তিনি পরমানন্দের কারণ এবং সিদ্ধিপ্রদানকারী। সেই সিদ্ধীশ্বর সত্য অক্ষয় অব্যয় এবং সমুদয় সিদ্ধিস্বরূপ। সেই নির্গুণ, নিত্যবিগ্রহ, আদিপুরুষ পরমেশ্বর, অব্যক্ত, প্রকৃতি হইতে অতীত এবং পুরুহূত ও পুরুহূত। শান্তিগুণাবলম্বী বৈষ্ণবগণ সেই সত্য, স্বতন্ত্র, অদ্বিতীয়, পরমাত্মস্বরূপ, পরায়ণ শান্তমূর্ত্তি হরিকেই আরাধনা করেন। এবম্প্রকাররূপধারী অদ্বিতীয় সেই ভগবান্, সৃষ্টির পূর্ব্বে দিক্সমূহ ও গগনমণ্ডলের সহিত সমুদয় বিশ্ব শূন্যময় দর্শন করিলেন ॥ ১৭—২৭।

ব্রহ্মখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

হে দ্বিজবর! অনন্তর সেই অসহায়বান্, স্বেচ্ছাময় পরমেশ্বরের, সমুদয় বিশ্ব ও গোলোককে প্রাণিশূন্য নির্জ্জন নির্ব্বাত, বৃক্ষ, শৈল, সমুদ্রাদিবিহীন শস্য-তৃণ বিবর্জ্জিত, কেবল অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন, ভয়ঙ্কর শূন্যময়, অবলোকন করিয়া মানসিক আলোচনাপূর্ব্বক স্বেচ্ছাক্রমে সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার দক্ষিণপার্শ্ব হইতে সৃষ্টির কারণরূপ মূর্ত্তিমান্ গুণত্রয় সর্ব্বাগ্রে আবির্ভূত হইল। পরে সেই গুণত্রয় হইতে মহান্ ও মহান্ হইতে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হয়। তাহার পর পুনরায় দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে শ্যামকলেবর, যুবা, পীতবসন ও বনমালাধারী চতুর্ভুজ প্রভু স্বয়ং নারায়ণ আবির্ভূত হন। তাঁহার মুখকমলে ঈষৎ হাস্য ও হস্তচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম বিরাজ করিতেছে। তিনি রত্নভূষণ ও কৌস্তভমণিদ্বারা বিভূষিত এবং শৃঙ্গময় চাপবিশিষ্ট। তাঁহার মনোহর মুখকান্তি শরচ্চন্দ্রসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট এবং বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নে সুশোভিত। সেই শ্রীনিবাসের সুন্দর রূপলাবণ্য কামদেবের তুল্য। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১—৯। নারায়ণ কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি বরদাতা, বরযোগ্য ও বরের কারণ। আপনিই সমস্ত কারণ ও কর্ম্মের স্বরূপ এবং সমুদায় কারণ ও কর্ম্মের কারণ। আপনি তপস্বিগণের মধ্যে তাপস ও তপস্যাস্বরূপ এবং আপনিই তপস্যার ফল দান করিয়া থাকেন। আমি নবঘনশ্যাম স্বাত্মারাম মনোহর আপনাকে বন্দনা করি। আপনি নিষ্কাম হইয়াও কামস্বরূপ। আপনিই কামনাশক ও কামের কারণ। সমুদায় পদার্থই আপনি এবং আপনিই সকলের ঈশ্বর। আপনা হইতে উত্তম আর কেহই নাই, আপনিই সকলের কারণরূপে অবস্থিত। আপনি বেদ ও বেদোক্ত ফলস্বরূপ এবং

বেদের কারণই আপনি ও সকলে আপনার নিকটেই বেদোক্ত ফল লাভ করিয়া থাকেন। আপনি বেদজ্ঞ ও সমুদায় বেদবিজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ এবং বেদের বিধানকারী। নারায়ণ ভক্তিসহকারে এইপ্রকার কহিয়া সেই পরমাত্মার আজ্ঞায় তাঁহার সম্মুখে রমণীয় রত্ন সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া ত্রিসন্ধ্যা এই নারায়ণকৃত স্তোত্র পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার আর কোনরূপ পাপ থাকে না; এবং পুত্রার্থী পুত্র, ভার্য্যার্থী ভার্য্যা, এবং রাজ্যভ্রষ্ট রাজ্য ও ধনভ্রষ্ট জীব ধন লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি কারাবদ্ধ হইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হন, তিনি এই স্তোত্র পাঠ করিলে অবশ্যই মুক্ত হইবেন। রোগী ব্যক্তি এক বৎসর কাল সংযত হইয়া ইহা শ্রবণ করিলে সমুদয় রোগ হইতে মুক্তি লাভ করেন। ১০—১৭। সৌতি কহিলেন,—পরে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বাম পার্শ্ব হইতে শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুক্লবর্ণ পঞ্চবদন দিগম্বর মহেশ্বর আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার কান্তি তপ্তকাঞ্চনতুল্য উজ্জ্বল, মস্তকে জটাভার। সুপ্রসন্ন বদনকমলে ঈষৎ হাস্য, প্রত্যেক বদনে তিন তিন নয়ন, ললাটদেশে চন্দ্র বিরাজমান। সেই যোগিগণের গুরুর গুরু সর্ব্বসিদ্ধেশ্বর সিদ্ধপুরুষ করকমলনিকরে ত্রিশূল, পট্টিশ ও জপমালা ধারণ করিতেছেন। তিনি মৃত্যুস্বরূপ, এবং মহাজ্ঞানী। সেই জ্ঞানানন্দময় পরমেশ্বর মৃত্যুঞ্জয় শিব, মহাজ্ঞানদাতা। তাঁহার মনোহর রূপ পূর্ণচন্দ্রকেও নিন্দা করিয়া থাকে। তিনি সুখদৃশ্য, বৈষ্ণবগণের শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত। তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমহেতু পুলকাঙ্কিতগাত্র ও সাশ্রুনেত্র হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গদ্গদস্বরে সম্মুখে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮—২৩। মহাদেব বলিলেন,—যিনি জয়দাতার প্রধান এবং জয়ের কারণ ও সাক্ষাৎ জয়স্বরূপ, আর যাঁহাকে কেহই জয় করিতে সক্ষম নহে, সেই পরমেশ্বর আপনাকে বন্দনা করি। আপনি বিশ্বেশ্বর, বিশ্বকারণ ও বিশ্বাধার, এবং আপনিই বিশ্বস্বরূপ ও বিশ্বের কারণকারণ। আপনি বিশ্বের রক্ষার কারণ ও সংহারক। আপনিই ফলদাতা, ফলবীজ, ফলাধার ও স্বয়ং ফলস্বরূপ। নানারূপে বিশ্বমধ্যে আপনি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। আপনি সমুদায় তেজস্বীদিগের শ্রেষ্ঠ এবং স্বয়ং তেজঃস্বরূপ ও তেজঃপ্রদ। মহাদেব এইরূপ স্তব করিয়া তাঁহাকে প্রণাম ও নারায়ণকে সম্ভাষণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় রমণীয় রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। যে ব্যক্তি সংযতচিত্তে এই শম্ভুকৃত স্তোত্র পাঠ করেন, তাঁহার সমুদয় সিদ্ধি ও পদে পদে বিজয় হইয়া থাকে। এবং তাঁহার নিরন্তর বন্ধু, ধন ও ঐশ্বর্য্য পরিবর্দ্ধিত হয় আর শত্রুসৈন্য, দুঃখ ও পাপ সকল বিনষ্ট হয়। ২৪—২৯। সৌতি কহিলেন,—তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের নাভিকমল হইতে এক মহাতপস্বী, কমণ্ডলু-হস্ত বৃদ্ধ, আবির্ভূত হইলেন। সেই যোগীও শিল্পিগণের ঈশ্বর; চতুর্ম্মুখ; সকলের জনক এবং গুরু। তাঁহার পরিধান শুক্ল বসন, দন্ত এবং কেশকলাপ শুক্লবর্ণ। সেই সর্ব্বসম্পৎপ্রদানকারী ঈশ্বর, তপস্যার ফলদাতা এবং সমুদয় কর্ম্মের স্রষ্টা, বিধাতা, কর্ত্তা ও হর্ত্তা। এই কৃপানিধি ব্রহ্মা চারিবেদের বিধানকর্ত্তা ও জ্ঞাতা। ইহাঁর মূর্ত্তি শান্ত, স্বভাব সুন্দর। ইনি, বেদমাতা সাবিত্রী ও সরস্বতীর কান্ত। ব্রহ্মা পুলকাঙ্কিত-সর্ব্বাঙ্গ ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, ভক্তিবিনত-মস্তকে সম্মুখে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, যিনি গুণাতীত, অব্যক্ত, অব্যয় এবং গোবিন্দ ও কৃষ্ণনামে বিখ্যাত, আমি সেই গোপবেশধারী আপনাকে বন্দনা করি। আপনি নূতনজলধরসদৃশ শ্যামকলেবর ও কোটিকন্দর্পের ন্যায় সুন্দর। আপনার মূর্ত্তি শান্ত ও মনোহর। আপনি গোপিকাগণের কান্ত অথচ কিশোরবয়স্ক। আপনি রাসেশ্বর ও রাসবাসী। আপনি রাসক্রীড়ায় সমুৎসুক হইয়া বৃন্দাবনের বনে রাসমণ্ডলমধ্যে বিহার করিয়াথাকেন। ব্রহ্মা ভগবান্‌কে এইপ্রকার স্তব ও প্রণাম করিয়া, তাঁহার আজ্ঞায় নারায়ণ এবং মহেশ্বরকে সম্ভাষণপূর্ব্বক, উৎকৃষ্ট রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। এই ব্রহ্মার কৃত স্তোত্র প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যিনি পাঠ করেন, তাঁহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট ও দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন হয়. এবং গোবিন্দে পুত্র-পৌত্র-বিবর্দ্ধিনী ভক্তি জন্মিয়া থাকে। আর আকীর্ত্তি ক্ষয়প্রাপ্ত ও সৎকীর্ত্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। ৩০—৪০। সৌতি কহিলেন,—অনন্তর পরমাত্মার বক্ষঃস্থল হইতে, সস্মিত শুক্লবর্ণ জটাধারী, কোন পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। সেই যুবা হিংসা-কোপশূন্য সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিষয়ের সাক্ষী, সর্ব্বত্র সমদর্শী এবং সকলের ও সকল বিষয়ের কারণ। তিনি ধর্ম্মজ্ঞানযুক্ত, ধর্ম্মিষ্ঠ ও ধর্ম্মপ্রদ এবং স্বয়ং ধর্ম্মস্বরূপ। সেই পরমাত্মীয় কলাসমুদ্ভব পুরুষই ধর্ম্মশীলদিগের ধর্ম্ম। তিনি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, সেই সর্ব্বকামপ্রদ সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন

এবং সেই সর্ব্বকামপ্রদ সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম কহিলেন, যে পরমাত্মা ঈশ্বর পরম-আনন্দময় এবং অদ্বিতীয় অক্ষর ও অচ্যুত, আর যিনি কৃষ্ণ, বিষ্ণু, বাসুদেব ও গোবিন্দ নামে অভিহিত হন, এবং যে বিভু, গোপগোপীগণের ঈশ্বর, গোপবেশধারী এবং গোগণের রক্ষাকর্ত্তা; যিনি গোষ্ঠে গমনপূর্ব্বক গোবৎসের পুচ্ছ ধারণ করিয়া থাকেন; আর যে প্রধান পুরুষোত্তম, গো, গোপ, ও গোপিকাগণের মধ্যে অবস্থান করেন; যাঁহার বাসস্থান রাসমণ্ডপ সেই মনোহর নবঘনশ্যাম আপনাকে বন্দনা করি। ৪১—৪৭। ধর্ম্ম এইরূপ কহিয়া, গাত্রোত্থানানন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে সম্ভাষণপূর্ব্বক, উৎকৃষ্ট রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ধর্ম্ম-মুখ-বিনির্গত শ্রীকৃষ্ণের এই চতুর্ব্বিংশতি নাম যিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পাঠ করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকারে সুখী ও জয়ী হইতে পারেন। তাঁহার মৃত্যুকালে হরিনাম স্বায়ত্ত হয় এবং তিনি দেহান্তে গোলোকে গমনপূর্ব্বক হরির দাসত্ব লাভ করেন। ধর্ম্ম, নিত্যই তাঁহাকে আশ্রয় করেন; কখনই তাঁহার অধর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না এবং চতুর্ব্বর্গ ফল করতলস্থ থাকে। সমস্ত পাপ তাঁহাকে দর্শনমাত্রে ভয়ে পলায়ন করে এবং গরুড় দর্শনে সর্পগণের ন্যায় ভীত হইয়া সমুদয় দুঃখ দূরীভূত হয়। ৪৮—৫২। সৌতি কহিলেন,—অনন্তর ধর্ম্মের বামপার্শ্ব হইতে মূর্ত্তিমতী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় এক কন্যা আবির্ভূতা হইলেন। পরে পরমাত্মার মুখ হইতে বীণাপুস্তকধারিণী শুক্লবর্ণা এক দেবী অবির্ভূতা হন। তাঁহার সৌন্দর্য্য কোটিপূর্ণচন্দ্রের সদৃশ, এবং লোচনদ্বয় শরৎপঙ্কজের তুল্য। তিনি রত্নভূষণে ভূষিতা। তাঁহার পরিধান বহ্নির ন্যায় বিশুদ্ধ, তিনি সুন্দরীদিগের মধ্যে অতিশয় সুন্দরী ও ঈষৎ হাস্য-বিশিষ্টা। তাঁহার দন্তপঙ্ক্তি অতি সুন্দর এবং অঙ্গ সকল গ্রীষ্মে সুখশীতল ও শীতসময়ে সুখোষ্ণ। তিনি শ্রুতি ও অন্যান্য শাস্ত্র এবং বিদ্বজ্জনের শ্রেষ্ঠা জ্ঞানী। সেই শান্তরূপা শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপা বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতাই কবিদিগের ইষ্টদেবতা এবং সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধা। সেই সরস্বতী দেবী প্রথমেই গোবিন্দের সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া, বীণাবাদনপূর্ব্বক সুখে তাঁহার নাম, গুণ ও কীর্ত্তি গান করিতেলাগিলেন। শ্রীহরি প্রতিযুগে, প্রতিজন্মে যে সমুদয় কার্য্য করিয়াছেন, দেবী সরস্বতী তাহার উল্লেখপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। সরস্বতী কহিলেন,—"বিভো! আপনি রাসক্রীড়ায় ঔৎসুক্যবশতঃ রাসমণ্ডলের মধ্যগত হইয়া রত্নসিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক রত্নভূষণে বিভূষিত হইয়া থাকেন। আপনি রাসেশ্বর রাসকর ও রাসেশ্বরীর ঈশ্বর। আপনি রাসক্রীড়াতেই চিত্তবিনোদন করেন। আপনিই রাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আপনাকে বন্দনা করি। আপনি বারংবার রাসবিহারী হইয়া আয়াসহেতু পরিশ্রান্ত হন, এবং আপনি রাসোৎসুকা গোপিকাগণের শান্তমূর্ত্তি মনোহর কান্ত। ৫৩—৬২। সেই সতী সরস্বতী ভগবানকে এইরূপে স্তব ও প্রণামপূর্ব্বক প্রহৃষ্টবদনে সকামচিত্তে উত্তম রত্নসিংহাসনে উপবিষ্টা হইলেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া এই বাণীকৃত স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি বুদ্ধিমান্, ধনবান্, বিদ্বান্ ও পুত্রবান্ হইয়া সর্ব্বদা সুখে কাল যাপন করেন। ৬৩—৬৪। সৌতি কহিলেন,—অনন্তর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মানস হইতে রত্নালঙ্কারভূষিতা গৌরবর্ণা অপরা এক দেবী—আবির্ভূতা হইলেন। তিনি সস্মিতা এবং নবযৌবনা। তাঁহার পরিধান পীতবস্ত্র। তাঁহা হইতেই সমুদয় সম্পত্তি লাভ করাযায়। তিনিই সকল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি স্বর্গে স্বর্গ-লক্ষ্মী ও রাজসন্নিধানে রাজলক্ষ্মী নামে অভিহিতা হন। সাধ্বী মহালক্ষ্মী ভক্তিনম্রমস্তকে পরমাত্মা পরমেশ্বরের সম্মুখীনা হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। মহালক্ষ্মী বলিলেন, যিনি সত্যস্বরূপ, সত্যের ঈশ্বর, সত্যের কারণ এবং সত্যের আধার—সেই সত্যজ্ঞ সনাতন আপনাকে নমস্কার। সেই মহালক্ষ্মী তপ্ত-কাঞ্চনসদৃশ দেহকান্তিতে দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া, শ্রীহরিকে এই প্রকার স্তব ও প্রণামপূর্ব্বক সুখাসনে উপবেশন করিলেন। পরে পরমাত্মার বুদ্ধি হইতে সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এক দেবী আবির্ভূতা হইলেন। তিনিই পরমেশ্বরী মূল প্রকৃতি। তাঁহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনতুল্য এবং প্রভা কোটিসূর্য্যের সমান। সেই শরৎ-পঙ্কজ-লোচনার সুপ্রসন্ন বদন-কমলে ঈষৎ হাস্য প্রকাশ পাইতেছে। তিনি রক্তবস্ত্র পরিধান-কারিণী ও রত্নাভরণে বিভূষিতা। নিদ্রা, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, পিপাসা, দয়া, শ্রদ্ধা ও ক্ষমাদি সমুদয় শক্তির তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও ঈশ্বরী। ঐ ভয়ঙ্করী শতভুজা দেবী দুর্গা নামে প্রসিদ্ধা ও দুর্গতিনাশিনী। ৬৫—৭৩। তিনি পরমাত্মার শক্তিস্বরূপা এবং সমস্ত জগতের জননী। সেই সতী আপনার করনিকরে ত্রিশূল, শক্তি, শৃঙ্গনির্ম্মিত চাপ, খড়্গ, অসংখ্য শর, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, অক্ষমালা, কমণ্ডলু, বজ্র, অঙ্কুশ, পাশ, ভুষণ্ডী, দণ্ড, তোমর, নারায়ণাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, রৌদ্রাস্ত্র, পাশু-

পতাস্ত্র, পার্জ্জন্যাস্ত্র, বারুণাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, এবং গান্ধর্ব্বাস্ত্র প্রভৃতি ধারণ করিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণের অগ্রে অবস্থানপূর্ব্বক সানন্দে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। প্রকৃতি কহিলেন—হে বিভো! আমি সর্ব্বশক্তিরূপা সর্ব্বরূপিণী পরমেশ্বরী প্রকৃতি। আমা দ্বারা সকলে শক্তিমান্ সত্য, কিন্তু তথাপি আমি স্বতন্ত্রা নহি; কারণ আপনি আমার সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব আপনিই জগতের পতি, গতি, পাতা, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা ও পুনর্ব্বার বিধানকর্ত্তা। এজন্য পরমানন্দময় আপনাকে আনন্দপূর্ব্বক বন্দনা করি। আপনার নিমেষমাত্রে ব্রহ্মার পতন হয়। আপনি ভ্রূভঙ্গিমাত্রে কোটি কোটি বিষ্ণুকে সৃজন করিতে পারেন, কোন্ ব্যক্তি সেই আপনার অতুল প্রভাব-বর্ণনায় সক্ষম হইবে? ৭৪—৮০। আপনি অবলীলাক্রমে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে চরাচর সমস্ত ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং আমার ন্যায় কত কত দেবীকে সৃজন করিতে পারেন। আপনি পরিপূর্ণতম সুতরাং পূজনীয়; এজন্য আপনাকে বন্দনা করি। হে বিভো! অসংখ্য বিশ্বের আশ্রয় মহান্ বিরাট্ যে আপনার কলাংশমাত্র, সেই পরমাত্মা ঈশ্বর আপনাকে আনন্দের সহিত পুনর্ব্বার বন্দনা করি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সমস্ত বেদ, আমি ও বাণী যাঁহাকে স্তব করিতে অসমর্থ, সেই প্রকৃতি হইতে অতীত আপনাকে নমস্কার। সমুদয় বেদ ও শ্রেষ্ঠ বেদবিদ্গণ যাঁহাকে স্তব করিতে অশক্ত, ফলতঃ নির্লক্ষ্যের স্তব করিতে কেহই সক্ষম নন; এজন্য আমি সেই নিরীহ আপনাকে বারংবার প্রণাম করি। সেই দুর্গা এইরূপ কহিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক, উৎকৃষ্ট রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিলে, সুরেশ্বরগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এই দুর্গাকৃত স্তোত্র পূজাকালে পাঠ করেন, তিনি সর্ব্বত্র জয়ী ও সুখী হন। দুর্গা, তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিয়া কখনই গমন করেন না। সেই ব্যক্তি সংসারমধ্যে মহাযশস্বী হইয়া দেহান্তে গোলোকপুরীতে গমন করেন। ৮১—৮৭।

ব্রহ্মখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের রসনাগ্র হইতে বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বলকান্তি, শ্বেতবস্ত্রপরিধানকারিণী, সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কারে ভূষিতাঙ্গী, জপমালাধারিণী, মনোহারিণী এক দেবী আবির্ভূতা হইলেন। তিনি ত্রিজগতে সাবিত্রী নামে বিখ্যাতা। সেই সাধ্বী সাবিত্রীদেবী কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সনাতন ব্রহ্মের সম্মুখীনা হইয়া, বিনম্রবচনে তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে বিভো! যিনি নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন কেবলমাত্র জ্যোতির্ম্ময় হইয়াও ভক্তজনের অনুগ্রহের জন্য শ্যামরূপ ধারণ করিতেছেন,—সেই সনাতন, পরাৎপর সর্ব্ববীজ, পরব্রহ্ম আপনাকে নমস্কার করি বেদজননী সাবিত্রীদেবী এইরূপ স্তব করিয়া পুনরায় শ্রীহরিকে নমস্কার করত ঈষৎ হাস্যবদনে মনোহর রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তাহার পর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মানস হইতে তপ্তকাঞ্চনসদৃশ সুন্দরকায় এক পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। তিনি নিজ পঞ্চবাণদ্বারা সকল কামিজনের মন মথিত করিয়াথাকেন; এজন্য মনীষিগণ তাঁহাকে মন্মথ নাম দিয়া বিখ্যাত করিয়াছেন। সেই কামদেবের বামপার্শ্ব হইতে সকলের মোহকারিণী অনুপমরূপলাবণ্যবতী এক কামিনী উৎপন্না হইলেন। সেই সহাস্যবদনা কামিনীকে দেখিবামাত্র সকলের হৃদয়ে রতির উদ্রেক হইয়াথাকে; এজন্য মনীষিগণ তাঁহার নাম রতি রাখিলেন। ধনুর্দ্ধারী সেই পঞ্চবাণ মন্মথ রতির সহিত পরব্রহ্ম হরিকে যথোচিত স্তব করিয়া তাঁহার সম্মুখে রমণীয় রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিলেন ১—১০। সেই কামদেব মারণ, স্তম্ভন, জৃম্ভণ, শোষণ ও উন্মাদন, এই পঞ্চ বাণ ধারণ করত পরীক্ষার নিমিত্ত সকলের উপর নিক্ষেপ করিলে, পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সকলেই এককালে কামাধীন হইয়া উঠিলেন। অধিক কি, মহাযোগী ব্রহ্মারও সতৃষ্ণনয়নে রতিদেবীকে অবলোকনমাত্রে, রেতঃপাত হইল। তখন ব্রহ্মা অতিশয় লজ্জিত হইয়া, নিজ পরিধেয় বস্ত্রদ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিয়া, অবস্থিতি করিতেলাগিলেন। কিন্তু সেই রেতঃ সহসা আবরণবস্ত্র দগ্ধ করিয়া জাজ্জ্বল্যমান শিখাসমূহে পরিবেষ্টিত অতি প্রকাণ্ড দেবপ্রধান জলন্ত অগ্নিরূপে পরিণত হইয়া উঠিল। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সেই অগ্নিকে ভয়ঙ্কররূপে বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ অবলীলাক্রমে মুখবিন্দু উদ্গার করত নিশ্বাসবায়ুর সহিত জলের সৃষ্টি করিলেন। হে মহর্ষে! হরির মুখবিন্দু সম্ভব সেই জল সমুৎপন্ন হইয়াই সমস্ত বিশ্বকে প্লাবিত করিল। তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অংশ সেই প্রচণ্ড বহ্নিকে শান্ত করিল এই কারণেই অদ্যাপি জলস্পর্শে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াথাকে। পরে সেই জল হইতে তাহার অধিদেবতা এক পুরুষ উৎপন্ন

হইলেন। যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা উৎপন্ন হইলেন, তিনি বরুণ নামে বিখ্যাত হইয়া জলজন্তুদিগের অধিপতি হইলেন। তাহার পর সেই অগ্নিদেবের বাম ভাগ হইতে স্বাহা নামে এক কন্যা আবির্ভূতা হইলেন, মনীষিগণ যাঁহাকে অগ্নিদেবের পত্নী বলিয়া থাকেন। জলপতি বরুণের বাম পার্শ্ব হইতে বারুণী নামে বিখ্যাতা এক কন্যা বরুণদেবের প্রিয়তমা সাধ্বী পত্নীরূপে আবির্ভূতা হইলেন। ১১—২০। সেই পরমেশ্বরের নিশ্বাসবায়ু হইতে পবনদেব উৎপন্ন হইয়া সকল জীবগণের প্রাণরূপে অবস্থিতি করিতেলাগিলেন। সকল জীবের নিশ্বাস, তাঁহার অংশসমুদ্ভব মাত্র। অনন্তর বায়ুর বামপার্শ্ব হইতে এক কন্যা উৎপন্না হইয়া বায়ুদেবের পত্নী ও বায়বী নামে বিখ্যাতা হইলেন। হে ব্রহ্মন্! আশ্চর্য্যের বিষয়, অব্যর্থ কামবাণের প্রভাবে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ও রেতঃপাত হওয়ায় দেবগণের সাক্ষাতে প্রকাশভয়ে সেই রেতঃ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জলমধ্যে রেচন করিলেন। তাহার পর সহস্রবৎসর পরে সেই রেতঃ ডিম্বরূপ ধারণ করিল এবং ঐ ডিম্ব হইতে মহৎ বিরাট্‌মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল: ঐ বিরাট্ মূর্ত্তিই সকল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আধারস্বরূপ। যে বিরাট্ মূর্ত্তির এক একটী লোমকূপে এক একটী ব্রহ্মাণ্ড,—বিশ্বসংসারে তিনিই স্থূল হইতে স্থূল, তাহার ন্যায় মহান্ আর কেহই নাই। সর্ব্বাধার, সনাতন, মহাবিষ্ণু নামে বিখ্যাত এই বিরাট্ মূর্ত্তি পুরুষই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শাংশের একাংশ মাত্র। আশ্চর্য্যের বিষয়, সামান্য জলাশয়ে পদ্মপত্রের ন্যায় জাতমাত্রে মহাসমুদ্রে ভাসমান সেই মহাবিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধুকৈটভ নামে ভয়ানক দুই দৈত্যের উৎপত্তি হইল। সেই দুই দৈত্য উৎপন্ন হইবামাত্র, জল হইতে উত্তীর্ণ হইয়াই, প্রজাপতি ব্রহ্মাকে হনন করিতে উদ্যত হইল। ভগবান্ নারায়ণ তাহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে উরুদেশে শায়িত করিয়া বিনষ্ট করিলেন। তাহাদিগেরই সমুদয় মেদ হইতে সমস্ত মেদিনীর উৎপত্তি হইয়াছে এবং সেই মেদিনীতেই সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব ও বসুন্ধরা-দেবী নিরন্তর অবস্থিতা আছেন। ২১—২৯।

ব্রহ্মখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

মহর্ষি শৌনক কহিলেন,—হে সৌতে! আপনার সুধাসম বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রমশই প্রবল পিপাসা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে; অতএব আপনি কৃপা করিয়া বলুন, গোলোকধামে যে সকল গো, গোপ ও গোপিকাগণের উল্লেখ করিলেন, ইহাঁরা কি নিত্য না কল্পিত? আপান বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া আমার এই সন্দেহ দূর করুন। ১। ইহা শ্রবণ করিয়া ঋষিবর সৌতি মহাশয় কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনার জিজ্ঞাসানুরূপ কহিতেছি শ্রবণ করুন,—আমি পূর্ব্বে যে আপনাদিগের নিকটে সকলের আদি সৃষ্টি-বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি, ইহাঁরা সেই আদি সৃজনসময়ে কল্পিত হইয়াও প্রলয়ে প্রলয়ে অবস্থিত থাকেন। অধিক কি, ভগবান্ নারায়ণ ও মহেশ্বর এবং মূল প্রকৃতি মহেশ্বরীও আদি সৃষ্টিসময়ে কল্পিত হইয়া প্রলয়ে প্রলয়ে অবস্থান করিতেছেন। ইহাঁরা কেহই নিত্য নহেন, সকলেই কল্পিত। হে ব্রহ্মন্! আপনাদিগের নিকটে প্রথমে আমি ব্রহ্মকল্প বিষয় বর্ণন করিয়াছি। এক্ষণে বারাহ ও পাদ্মকল্পের বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। কল্প তিন প্রকার ব্রহ্ম, বারাহ ও পাদ্ম নামে বিখ্যাত। হে মুনে! এইরূপ যুগও সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি প্রকারে বিভক্ত। এইরূপ তিনশত ষাইট যুগে দেবতাদিগের এক যুগ কথিত হইয়াছে। দেবতাদিগের একাত্তর যুগে এক একটী মনুর অবসান হইয়াথাকে। এইরূপ চতুর্দ্দশ মনুর ক্রমশঃ অবসান হইলে, প্রজাপতি ব্রহ্মার এক দিন হইবে; এবং এই প্রকার তিনশতষাইট দিনে তাহার এক বৎসর। এইরূপ একশত আট বৎসর তাঁহার আয়ুঃ নির্ণীত আছে। কালজ্ঞ পণ্ডিতেরা প্রজাপতি ব্রহ্মার আয়ুঃকালই এককল্প বলিয়া, নির্ণয় করিয়াছেন, এবং সেই কল্পকালই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের একনিমেষকাল মাত্র। ইহার মধ্যে সম্বর্ত্ত প্রভৃতি আরও বহুতর কল্প আছে। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় মহাশব, এইরূপ ক্ষুদ্র সপ্তকল্পান্তপর্য্যন্ত জীবিত থাকিবেন। প্রজাপতির এক এক দিনমানেই সেই সেই কল্প নির্দ্ধারিত আছে। সুতরাং তাঁহার সাতদিন পর্য্যন্তই মহামুনির পরমায়ু নিরূপিত হইয়াছে। ২—১১। পূর্ব্বে আপনাদিগের নিকটে যে ব্রাহ্ম, বারাহ ও পাদ্ম এই তিন কল্পের উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে সেই সেই কল্পে যে প্রকারে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, কহিতেছি শ্রবণ করুন। ব্রাহ্মকল্পে

বিধাতা পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের আদেশে প্রথমে দৈত্যদ্বয় মধুকৈটভের মেদদ্বারা মেদিনীকে সৃজন করিয়া পরে অপরাপর সমুদয় সৃজন করিয়াছেন। দ্বিতীয় বারাহকল্পে, বরাহরূপী ভগবান্ বিষ্ণুর দ্বারা বিলুপ্তপ্রায় পৃথিবীকে রসাতল হইতে উত্তোলন করিয়া, এবং তৃতীয় পাদ্মকল্পে, প্রজাপতি, বিষ্ণুর নাভিকমলে অবস্থান করিয়া নিত্যলোকত্রয় ব্যতীত ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমুদয় ত্রিভুবন সৃজন করিয়াছেন। হে তপোনিধে! এই ত আমি আপনার সৃষ্টিনির্ণয়-প্রস্তাবে কথঞ্চিৎ সৃষ্টির নিরূপণ ও কালসংখ্যা বর্ণন করিলাম। এক্ষণে আর কোন্ বিষয় আপনার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন;— সমুদয় বর্ণন করিতেছি। তপস্বিপ্রবর শৌনক, এই কথা শুনিয়া কহিলেন, ভগবন্! অতঃপর গোলোকস্থিত ভগবান্ গোলোকনাথ এই সকলের সৃষ্টি করিয়া পুনরায় কি কার্য্য করিয়াছিলেন, যথাবৎ বর্ণন করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন। ১২—১৭। সৌতি কহিলেন,—তাহার পর সেই ভগবান্ গোলোকেশ্বর, পূর্ব্বসৃষ্ট দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া, অতি কমনীয় রাসমণ্ডলে গমন করিলেন। সেই রাসমণ্ডল অতি রমণীয় কল্পবৃক্ষের মধ্যবর্ত্তী;—মণ্ডলাকৃতি, সুস্নিগ্ধ, সমতল ও সুবিস্তীর্ণ; সেই রাসমণ্ডল—চন্দন, অগুরু, কস্তূরী, কুঙ্কুম প্রভৃতি নানাসুগন্ধদ্রব্যে সুসংস্কৃত। তথায় কোন স্থানে দধি, কোন স্থানে লাজ (খই), কোন স্থানে শুক্লধান্য এবং কোন স্থান নূতন নূতন দূর্ব্বায় পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সেই রাসমণ্ডল, পট্টসূত্রের গ্রন্থিবিশিষ্ট, উপরিভাগে দোদুল্যমান নূতন নূতন চন্দনপল্লবে পরিশোভিত এবং চতুর্দ্দিকে রম্ভাতরুসমূহদ্বারা পরিবেষ্টিত। সেই রাসমণ্ডল, উৎকৃষ্ট রত্নসমূহনির্ম্মিত ত্রিকোটী মণ্ডপ (গৃহ) দ্বারা অতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছে। সেই মণ্ডপসমূহে নিরন্তর নানা রত্ননির্ম্মিত দীপ সকল, নিজ নিজ কিরণজালদ্বারাই অন্ধকার দূর করিয়াছে। সুগন্ধি পুষ্প ও ধূপাদির গন্ধ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া সকলের ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতেছে। নানাবিধ ভোগ্য সামগ্রীপরিপূর্ণ মনোহর শয্যাসমূহ নিরন্তর অবস্থিত থাকিয়া অলৌকিক শোভা সম্পাদন করিতেছে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! জগদীশ্বর গোলোকনাথ দেবগণের সহিত সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিলেন। দেবগণও সেই রাসমণ্ডলদর্শনমাত্রে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্ব হইতে এক কন্যা আবির্ভূতা হইয়া সত্বর গমনে পুষ্প আনয়নপূর্ব্বক ভগবানের পাদপদ্মে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। ১৮—২৫। গোলোকধামের রাসমণ্ডলে সেই কন্যা আবির্ভূতা হইয়াই, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ধাবিত হইয়াছিলেন সেই জন্যই পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে রাধা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সেই রাধা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; এবং প্রাণ হইতে নির্গতা হইয়াছেন বলিয়া নিজ প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা হইলেন। দেবী রাধা আবির্ভাবমাত্রেই ষোড়শবর্ষবয়স্কা, নবযৌবনসংযুক্তা, অত্যুজ্জ্বলবস্ত্রধারিণী, ঈষৎহাস্যবদনা এবং মনোহারিণী সেই দেবী অতিশয় কোমলাঙ্গী এবং জগতের যাবতীয় সুন্দরী হইতেও সৌন্দর্য্যবতী। তাঁহার অঙ্গযষ্টি স্বীয় নিতম্বভারে বোধ হয় কিঞ্চিৎ অবনত হইয়াছে। তাঁহার নিতম্বদেশ ও পয়োধরদ্বয় অতিশয় স্থূল। তাঁহার ওষ্ঠাধর বন্ধুজীব পুষ্পের রক্তিমাকেও পরাজয় করিয়াছে। তিনি মুক্তাশ্রেণীর পরাজয়কারী দন্তপঙ্ক্তি-দ্বারা অতিশয় শোভিতা। সেই চারু-সিমন্তিনীর বদনকমল শরৎকালীন পূর্ণিমা-শশধরের শোভা ও নয়নদ্বয় শরৎপঙ্কজের শোভাকে অপহরণ করিয়াছে। গরুড়ের ন্যায় সুন্দর নাসিকা। রাধিকার, গণ্ডদ্বয়, সুবর্ণনির্ম্মিত গেণ্ডুকের (গেঁড়ীর) শ্রীকেও পরাজয় করিয়াছে। রত্নরাজি-বিরাজিত কর্ণযুগল-ধারিণী শ্রীরাধা,—কপোলতলে চন্দন, অগুরু, কস্তূরী, কুঙ্কুম ও সিন্দূরবিন্দুসংযুক্ত হওয়ায় অতিশয় সৌন্দর্য্যশালিনী হইয়াছেন। সতী শ্রীরাধা, মালতীমালা-বিভূষিত, সুসংস্কৃত কেশপাশযুক্ত, সুন্দর কবরীভার এবং স্থলপদ্মের সৌন্দর্য্যাপহারী পাদ-যুগল ধারণ করিতেছেন। ২৬—৩৫। সেই কৃষ্ণ-মনোমোহিনী গমন করিলে হংস এবং খঞ্জনপক্ষীও লজ্জিত হইয়া থাকে। তিনি নিরন্তর উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত মনোহর বনমালা, হীরক-নির্ম্মিত কণ্ঠহার, রত্ননির্ম্মিত কেয়ূর ও কঙ্কণ, অত্যাশ্চর্য্য রত্ন-বিনির্ম্মিত সুন্দর পাশক (পাশা) এবং নানাপ্রকার অমূল্যরত্ন-নির্ম্মিত নানাভরণে ভূষিতাঙ্গী হইয়া বিরাজ করিতে থাকিলেন। হে তপোধন! সেই শ্রীরাধা এইরূপে আবির্ভূতা হইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভাষণপূর্ব্বক, তাঁহার বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে সহাস্যবদনে রত্ন সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই সময়ে শ্রীরাধার লোমকূপসকল হইতে রূপ ও বেশরচনায় তৎসদৃশ গোপাঙ্গনাগণ আবির্ভূতা হইল। সংখ্যাবিৎ বুধগণ গোলোকস্থ এই গোপিকাগণের সংখ্যা লক্ষকোটি বলিয়া পরিমাণ করিয়াছেন। হে মুনে! তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে রূপ ও বেশ রচনায়

শ্রীকৃষ্ণ-সদৃশ গোপগণ আবির্ভূত হইল। পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণ, শাস্ত্রে অনির্ব্বচনীয় সুন্দর গোপগণকে ত্রিশ-কোটিপরিমিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সেই সময়ে পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে স্থির যৌবন নানাবর্ণ গো-সমূহ এবং অসংখ্য বলীবর্দ্দ (বৃষ), শুভলক্ষণসম্পন্ন নানাপ্রকার সবৎসা সুরভি গো-সকল এবং অতি সুন্দর শ্যামকায় অসংখ্য কামধেনুসকল আবির্ভূত হইল। ৩৬—৪৫। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল বলীবর্দ্দের মধ্যে কোটি সিংহের তুল্য বলশালী মনোহর একটী বলীবর্দ্দ বাহন করিবার জন্য ভগবান্ শিবকে প্রদান করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের নখরন্ধ্র হইতে সহসা মনোহর সবংশ-হংসীগণের সহিত হংসসমূহ আবির্ভূত হইলে, ভগবান্ কৃষ্ণ তাহাদিগের মধ্যে মহাবলপরাক্রান্ত একটী রাজহংসকে বাহনের জন্য মহাযোগী ব্রহ্মাকে অর্পণ করিলেন। পরে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বামকর্ণের ছিদ্র হইতে মনোহর শুক্লবর্ণ তুরঙ্গসমূহ নির্গত হইল। গোপাঙ্গনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাহা হইতে অতিশয় শুক্লবর্ণ একটী অশ্বকে বাহনের নিমিত্ত সুরগণের সমক্ষে প্রীতিপূর্ব্বক ধর্ম্মকে দান করিলেন। পুনরায় মহা-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণকর্ণের রন্ধ্র হইতে দেবগণের সমক্ষে মহাবলপরাক্রান্ত সিংহসমূহের উদ্ভব হইল। ভগবান্ কৃষ্ণ সেই সকল সিংহের মধ্যে একটীকে পরম সমাদরপূর্ব্বক প্রকৃতি ভগবতী দেবীকে অর্পণ করিয়া তাঁহার বাঞ্ছিত বর ও উৎকৃষ্ট অমূল্য মাল্য পুনরায় তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর যোগী-শ্বর শ্রীকৃষ্ণ, যোগবলে, বিশুদ্ধরত্ননির্ম্মিত মনের তুল্য গমনশীল মনোহর পঞ্চ রথের সৃষ্টি করিলেন। ঐ রথপঞ্চকের পরিমাণ ঊর্দ্ধে লক্ষযোজন ও প্রস্থে শত-যোজন। ঐ রথ সকল প্রত্যেকে লক্ষচক্র ও লক্ষ-ক্রীড়াগৃহদ্বারা পরিশোভিত এবং বায়ুভরে গমন করিতে সক্ষম। ঐ সকল রথ নানাবিধ ভোগ্য বস্তুতে পরিপূর্ণ, অসংখ্যশয্যায় সুশোভিত, অশ্বসমূহে বিরাজিত এবং প্রতি গৃহে লক্ষপরিমিত রত্নময়ী প্রদীপমালায় অতিশয় উজ্জ্বল, ও নানাপ্রকারে চিত্র-বিচিত্রিত রত্নময়-কলস-সমূহদ্বারা সুশোভিত এবং কোন স্থানে রত্ননির্ম্মিত দর্পণসমূহ, কোন স্থানে রত্নালঙ্কার ও কোন স্থানে অতি শুভ্র চামর সকল অবস্থিত থাকায় অতিশয় শোভা পাইতেছে। ৪৬—৫৬। পুনরও শ্রবণ করুন, সেই সকল বিমান, বহ্নির ন্যায় উজ্জ্বলকান্তি বস্ত্রসমূহ, (নিশান) বিচিত্র পুষ্পমালা-সমূহ, এবং অত্যুত্তম মণি, মুক্তা, মাণিক্য ও হীরাহার-দ্বারা বিরাজিত এবং রক্তবর্ণ রত্নবিনির্ম্মিত অসংখ্য অতিসুন্দর কৃত্রিম পদ্মসমূহে সুশোভিত। হে দ্বিজ-বর! শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল বিমানের মধ্যে একখানি নারায়ণকে ও অন্য একখানি নিজপ্রিয়তমা রাধিকাকে অর্পণ করিয়া অপর তিনখানি আপনার জন্য রক্ষা করিলেন। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের গুহ্যদেশ হইতে পিঙ্গলবর্ণ এক মহাপুরুষ পিঙ্গলবর্ণ সহচরগণের সহিত আবির্ভূত হইল। যেহেতু গুহ্যদেশ হইতে উৎপন্ন হইল, সেই কারণে তাহারা জগতে গুহ্যক নামে প্রসিদ্ধ, এবং সেই সকল গুহ্যকমধ্যে যে এক মহা-পুরুষ উৎপন্ন হইল, তিনিই কুবের নামে বিখ্যাত, সর্ব্ব ধনরত্নের অধিকারী ও গুহ্যকদিগের ঈশ্বর হই-লেন। সেই সময় কুবেরের বামভাগ হইতে সকল সুন্দরীর শ্রেষ্ঠ এক কন্যার উদ্ভব হইল, তিনিই কুবেরের পত্নী। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের গুহ্যদেশ হইতে ভয়ঙ্কর ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, ব্রহ্মরাক্ষস, বেতাল প্রভৃতি দেবযোনি সকল উৎপন্ন হইল। শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্মধারী, বনমালা-বিভূষিত, পীতবস্ত্র-পরিধান, সকলেই শ্যামবর্ণ ও চতুর্ভুজ এবং কিরীটকুণ্ডল, ও অন্যপ্রকার রত্নভূষণে ভূষিত, পার্ষদ-গণের আবির্ভাব হইল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল চতুর্ভুজ পার্ষদগণকে নারায়ণ উদ্দেশে অর্পণ করিয়া, গুহ্যকেশ্বর কুবের উদ্দেশে গুহ্যকগণকে এবং শঙ্কর উদ্দেশে ভূত-প্রেতদিগকে অর্পণ করিলেন। ৫৭—৬৬। পরমেশ্বরের কি অদ্ভুত মহিমা! তাহার পর ভগবান্ গোলোকনাথ স্বীয় চরণকমল হইতে কৃষ্ণ-পরায়ণ কতকগুলি বৈষ্ণবের সৃষ্টি করিলেন। ইহারা সকলেই দ্বিভুজ, শ্যামবর্ণ করে জপমালাধারী, সতত সানন্দচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের চিন্তায় নিমগ্ন। ইহাঁরা শ্রীকৃষ্ণেরই সেবাপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই পূজাজন্য নিরন্তর হস্তে অর্ঘ্য ধারণ করিতেছেন; কৃষ্ণপ্রেম নিব-ন্ধন গাত্র সকল রোমাঞ্চিত হইয়াছে, নেত্র হইতে অন-বরত আনন্দবারি বহিতেছে এবং সকলেরই বাক্য অস্ফুট বলিয়া বোধ হইতেছে। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণনেত্র হইতে ভয়ঙ্কর ভৈরব সকলের আবির্ভাব হইল। ইহারা ত্রিশূল পটিশ প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রধারী ত্রিনেত্র, সকলেরই মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত; সক-লেই বস্ত্রশূন্য; বৃহৎশরীর; জলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় তেজস্বী এবং সকলেই পরাক্রমে শিবসদৃশ ও মহা-শক্তিসম্পন্ন। সেই অষ্ট ভৈরব, রুরু, সংহার, কাল, অসিত, ক্রোধ, ভীষণ, মহাভৈরব, খট্টাঙ্গ,—এই অষ্টনামে প্রসিদ্ধ। অনন্তর, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বাম-

নেত্র হইতে এক ভয়ঙ্কর পুরুষ নির্গত হইল। সেই পুরুষ ত্রিশূল, পট্টিশ প্রভৃতি অস্ত্রধারী, মহাকায় এবং উলঙ্গ; তাহার পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম; মুখমণ্ডলে নেত্রত্রয় ও মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত; সেই মহাভাগই দিক্‌পালগণের অধীশ্বর, ঈশান নামে বিখ্যাত। পরে ভগবান্ কৃষ্ণের নাসিকা এবং উদর হইতে শত-সহস্র ডাকিনী যোগিনী ও ক্ষেত্রপাল আবির্ভূত হইল। সহসা সেই মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশ হইতে সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ, দিব্যমূর্ত্তিধারী ত্রিকোটিসংখ্যক দেবগণ উৎপন্ন হইলেন। ৬৭—৭৬।

ব্রহ্মখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মহাত্মা সৌতি কহিলেন,—তাহার পর গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ, সমাদরপূর্ব্বক মহালক্ষ্মী ও বাগ্‌দেবী সরস্বতীকে রত্নমালার সহিত নারায়ণ-করে প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আনন্দের সহিত প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সাবিত্রীদেবী, ধর্ম্মকে মূর্ত্তিদেবী, কামদেবকে অলৌকিকরূপলাবণ্যবতী রতিদেবী ও গুহ্যকেশ্বর কুবেরকে মনোরমা অর্পণ করিলেন। অনন্তর অন্যান্য যে যে দেবতা হইতে যে যে দেবীর উদ্ভব হইয়াছে, সেই সেই দেবীকে সেই সেই দেবতার করে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর, শ্রীকৃষ্ণ সকল যোগিগণের গুরু, সকলের ঈশ্বর শঙ্করকে আহ্বান করিয়া, তুমি সিংহবাহিনী ভগবতীকে গ্রহণ কর,—এইরূপ প্রিয় বাক্য বলিলেন। মহেশ্বর,—শ্রীকৃষ্ণের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করত সভয়-বিনীত বচনে প্রাণের ঈশ্বর অবিনাশী প্রভু ভগবান্‌কে কহিলেন। ১—৫। শঙ্কর কহিলেন,—হে বিভো! এক্ষণে আমি সাধারণের ন্যায় প্রকৃতিকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। কারণ, এই প্রকৃতিই ভবদ্বিষয়ক ভক্তি এবং আপনার দাস্যকার্য্যের বিরোধিনী, যোগ-দ্বারের কবাটের স্বরূপ। ইনিই তত্ত্বজ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া রাখেন। বিষয়ানুরাগিণী প্রকৃতি হইতেই জীবগণের মোক্ষবাসনা দূর হইয়া যায় এবং উত্তরোত্তর বিষয়ানুরাগই পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই প্রকৃতিই তপস্যার আচ্ছাদক। মহামোহের নিবাসস্থান, করণ্ডিকা (পেটরা) স্বরূপ এবং ভয়ঙ্কর সংসার-রূপ কারাগৃহের শৃঙ্খলস্বরূপ। ইনিই বারংবার সুবুদ্ধিকে নাশ করত দুর্ব্বুদ্ধিকে জন্মাইয়া দেন এবং পরিণাম-বিরস তুচ্ছ বিষয় বাসনারই উন্নতি সাধন করিয়া থাকেন। অতএব হে নাথ! আমাকে অভিলষিত বর দান করুন, আমি গৃহিণী ইচ্ছা করি না। ভক্তবৎসল জগদীশ্বর, ভক্তজন যে যাহাই ইচ্ছা করিয়া থাকে, তাহাকে তাহাই অর্পণ করেন। হে জগদীশ! ভক্তিপূর্ব্বক আপনার দাস্যকার্য্যেই আমার অভিলাষ বৃদ্ধি পাইতেছে, এক্ষণে এই প্রার্থনা,—আপনার পবিত্র নাম জপ, ও পাদসেবাতে যেন আমার তৃপ্তি না হয়। আমি যেন, স্বপ্ন জাগরণাদি সকল অবস্থাতেই বারংবার পঞ্চমুখে আপনার মঙ্গলময় নাম ও গুণ, গান করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে পারি। আমার চিত্ত যেন কোটি-কোটিকল্পপর্য্যন্ত আপনার শ্যামরূপধ্যানে নিমগ্ন থাকে, কখনই যেন বিষয়ভোগে বাসনা করে না; কেবলমাত্র যোগ, তপস্যা, আপনার সেবা, পূজা, স্তবপাঠ ও নামসংকীর্ত্তনাদি কার্য্যেই অভিলাষী হয়, তাহা না হইলেই আমার চিত্ত অতিশয় ক্লেশ পাইবে। সুতরাং এক্ষণে কোনক্রমেই প্রকৃতিগ্রহণে সমর্থ নহি। অতএব হে বরদাতা ভগবান্! আপনার স্মরণ এবং আপনার পবিত্র নাম ও গুণের কীর্ত্তন ও শ্রবণ এবং আপনার মঙ্গলময় নাম জপ, আপনার কমনীয় রূপের ধ্যান, পাদসেবা, আপনার স্তবপাঠ, আপনাতে আত্মসমর্পণ, এবং নিত্য নিত্য নৈবেদ্যভোজন, এই নয় প্রকার ভক্তিলক্ষণ বর আমাকে দান করুন; ফলতঃ এই সকলই আমার প্রার্থনীয়। ৬—১৬। হে বিভো! মুক্তিবিৎ মনীষিগণ, সার্ষ্টি (যাহা দ্বারা জগদীশ্বরের ন্যায় ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য ভোগী হওয়া যায়,) সালোক্য (গোলোকে বাস), সারূপ্য (পরমেশ্বরের ন্যায় রূপ ধারণ), সামীপ্য (সদা ঈশ্বরনিকটে অবস্থান), সাম্য (ঈশ্বর-সমতা), এবং লীনতা (পরমেশ্বরে বিলয়প্রাপ্তি)—এই ছয় প্রকার যে মুক্তি কহিয়াছেন এবং অণিমা (অতি সূক্ষ্মরূপধারণশক্তি), লঘিমা (যে শক্তিতে আকাশেও উঠা যায়), প্রাপ্তি (যাহাদ্বারা কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না), প্রাকাম্য (যথেচ্ছাচার), মহিমা (সর্ব্বোৎকৃষ্টতা), ঈশিত্ব (ঈশ্বরত্ব), বশিত্ব (যাহাদ্বারা ইন্দ্রিয়াদি বশ করা যায়), সর্ব্বকামাবসায়িতা (যে শক্তিদ্বারা সকল অভিলাষই ত্যাগ করা যায়),—এই আট প্রকার ঐশ্বর্য্য, আর সর্ব্বজ্ঞতা, দূরদর্শিতা, পরকায়প্রবেশন শক্তি, বাক্যসিদ্ধি, কল্পবৃক্ষত্ব, (ইহাদ্বারা সকলের প্রার্থনা পূরণ করা যায়) এবং সৃজন ও সংহারের ক্ষমতা, অমরত্ব এবং সর্ব্বাগ্রতা—এই অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধি:—এবং যোগ, তপস্যা, সর্ব্ব-

প্রকার দান ও ব্রত সকল, যশ, কীর্ত্তি, সত্যবাদিতা এবং অনশনাদি সকল প্রকার ধর্ম্ম-কার্য্য, সকল তীর্থে পরিভ্রমণ ও স্নান, দেব-দেবীর পূজা, দেবতাদর্শন, সপ্তবার সপ্তদ্বীপের প্রদক্ষিণ, সপ্তসমুদ্রে স্নান, সকল প্রকার স্বর্গদর্শন, ব্রহ্মত্ব, রুদ্রত্ব বিষ্ণুত্ব প্রভৃতি পরম পদ সকল, অথবা এই সকল হইতেও প্রার্থনীয় যে সকল পদার্থ আছে, হে সর্ব্বেশ্বর! তাহাদিগের মধ্যে ও পূর্ব্বোক্ত সকলের মধ্যেও কেহই আপনার ভক্তির যে অংশাংশ, তাহার ষোড়শাংশেরও যোগ্য নহে। অর্থাৎ আপনার প্রতি ভক্তি থাকিলে যে প্রকার সুখ লাভ করা যায়, এ প্রকার আর কিছুতেই নহে; এজন্য তাহাই আমার একমাত্র প্রার্থনীয়। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেবের এইপ্রকার ভক্তিপূর্ণ সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত, সকলযোগিগণের গুরু মহেশ্বরকে এই প্রকার সুখজনক সত্য বাক্য কহিতে আরম্ভ করিলেন। ১৭—২৪। ভগবান্ কহিলেন,—হে সর্ব্বজ্ঞশ্রেষ্ঠ সর্ব্বেশ্বর মহাদেব! তুমি শতকোটিকল্পকালপর্য্যন্ত দিবারাত্র বারংবার আমার সেবা কর। হে সুরনাথ! তুমিই তপস্বী, সিদ্ধ, যোগী, জ্ঞানী, বৈষ্ণব এবং দেবগণেরও শ্রেষ্ঠ। হে ভব! তুমি আমার বরে অমরত্ব প্রাপ্ত হও; এবং মৃত্যুঞ্জয় হইয়া তুমিই সকল হইতে মহান্ হও; তুমি সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি, সমুদয় বেদ ও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ কর। হে বৎস শিব! তুমি অবলীলাক্রমে অসংখ্য ব্রহ্মার পতন দর্শন করিবে, আজ হইতে তুমি জ্ঞান, তেজঃ, বয়ক্রম, পরাক্রম, যশ ও প্রতাপে আমারই তুল্য হইলে, তুমি আমার প্রাণ হইতে অধিক প্রিয়, তোমার সদৃশ ভক্ত আর নাই। তোমা অপেক্ষা আর আমার প্রিয় বন্ধু কেহই নাই, তুমি আমার আত্মার স্বরূপ, যে সকল জ্ঞানহীন পাপিষ্ঠ ব্যক্তি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ তোমাকে নিন্দা করিবে; তাহারা যত দিন চন্দ্র-সূর্য্য বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন এই ঘোর কালসূত্রে পতিত হইয়া অনন্ত ক্লেশ ভোগ করিবে; হে শিব! তুমি শতকোটি কল্পের পর শিবাকে গ্রহণ করিবে। হে মহেশ্বর! তোমার মুখ হইতে যে সকল বাক্য নির্গত হইল, সে সকলই আমি পালন করিয়াছি; এক্ষণে তোমারও আমার অব্যর্থ বাক্য পালন করা উচিত। আরও দেখ, তোমাতে আমাতে যখন অভেদ, তখন সুতরাং তোমার বাক্য ও আমার বাক্যে প্রভেদ নাই, অতএব অবশ্যই তাহা পালন করিতে হইবে। হে শম্ভো! তুমি প্রকৃতিকে গ্রহণ করিয়া দেবপরিমাণে সহস্রবৎসর সুখ-স্বচ্ছন্দে নিশ্চয়ই সুমহৎ শৃঙ্গারসুখ অনুভব করিবে, যেহেতুক কেবল তুমি নিরবচ্ছিন্ন তপস্বী নহ, তুমি ঈশ্বর ও আমার সমান মহান্। ২৫—৩৫। হে শিব! যিনি ইচ্ছাময়, অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রে অভিলাষ সম্পাদনে সমর্থ, তাহাকে অবশ্যই আমার ন্যায় সময়ে গৃহী তপস্বী বা যোগী হইয়া, কালক্ষেপ করিতে হইবে সন্দেহ নাই; আর তুমি যে দারগ্রহণে দুঃখের কথা কহিলে, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। কুস্ত্রী অর্থাৎ কুলটা হইলেই স্বামীকে দুঃখ দিয়া থাকে, পতিব্রতা হইলে কখনই তাহা করে না, যে সকল স্ত্রী মহদ্বংশে উৎপন্ন হইয়া কুলধর্ম্মের বশীভূতা হয়; তাহাদিগকেই কুলজা ও কুলপালিকা নামে নির্দ্দেশ করে। সেই কুলপালিকা রমণী, পতিকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিয়াথাকে এবং পতিই তাহাদিগের একমাত্র বন্ধু, পতিই গতি (আশ্রয়), পতিই ভরণকর্ত্তা এবং পতিই দেবতা; পতি পতিতই হউক, আর অপতিতই হউক, ধনাঢ্যই হউক বা দরিদ্রই হউক, তাহারা সে বিষয়ে দৃক্‌পাত করে না কেবল পতির সেবাতেই নিরত থাকে; যাহারা অসৎকুলে উৎপন্ন হইয়া পিতা মাতার নিকটে কেবল অসৎকার্য্যেরই শিক্ষা করিয়াথাকে, নিশ্চয় সেই সকল কামিনীই অপরের ভোগ্যা হইয়া নিরন্তর পতিনিন্দায় নিরত থাকে; আর যে সতী স্ত্রী পতিকে আমাদিগের উভয় হইতেও অধিক জ্ঞান করে সে কোটিকল্পপর্য্যন্ত স্বামীর সহিত গোলোকধামে আনন্দ ভোগ করে; হে শিব! এবং পরে তিনিই মঙ্গলময়ী শৈবী বা বৈষ্ণবী প্রকৃতিতে বিলীনা হন। অতএব হে মহেশ! আমার আজ্ঞায় সংসারসুখের জন্য এই প্রকৃতিকে গ্রহণ করিতে হইবে। আরও বলিতেছি, যে ব্যক্তি পবিত্রভাবে ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক সংযমী হইয়া তীর্থস্থানে তীর্থমৃত্তিকাদ্বারা প্রকৃতির যোনিচিহ্নবিশিষ্ট তোমার লিঙ্গ গঠন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পঞ্চোপচারে সহস্রবার পূজা করিবে, সে কোটিকল্প আমার এই গোলোকধামে আমার সহিত আনন্দ উপভোগে সক্ষম হইবে এবং যে ব্যক্তি তীর্থস্থানে এইরূপ যথাবিধি ভূরিদক্ষিণ লক্ষ শিবলিঙ্গের পূজা করিবে, কোনকালেই তাহার আর গোলোক হইতে পতন হইবে না, সে চিরদিন আমাদিগের সমান হইয়া থাকিবে। আরও বলিতেছি যিনি তীর্থস্থানে মৃত্তিকা, ভস্ম, গোময় বা বালুকাদ্বারা শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া একবার মাত্রও পূজা করিবেন, তিনিও অযুত-কল্পকালপর্য্যন্ত স্বর্গবাসী হইবেন এবং তিনিই পরে সম্রাট্ হইয়া প্রজাপালন করিবেন ও বিদ্যা, পুত্র, ধন-

লাভে পরমসুখী হইবেন। ৩৬—৪৬। এবং তিনি শিবলিঙ্গপূজার প্রভাবে সাধুস্বভাব ও জ্ঞানবান্ হইয়া, পরে মুক্তিপর্য্যন্ত লাভ করিবেন। অধিক কি যেস্থলে শিবলিঙ্গের পূজা হয় সে স্থান অতীর্থ হইলেও তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং সে স্থানে অতিশয় পাপীজনও মৃত হইলে অনায়াসে শিবলোকে গমন করিবে। হে মহাদেব! যে ব্যক্তি মহাদেব, মহাদেব এইরূপ শব্দ উচ্চারণ করিবেন, আমি ঐ মধুর নাম শ্রবণবাসনায় অতি ব্যগ্রভাবে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব। যে ব্যক্তি প্রাণান্তসময়েম "শিব" এই শব্দ একবারমাত্র উচ্চারণ করিবেন তিনি কোটি-জন্মার্জ্জিত পাপ হইতেও মুক্ত হইয়া, অনায়াসে মুক্তি-লাভে সমর্থ হইবেন। শিব-শব্দে কল্যাণ ও কল্যাণ-শব্দে মুক্তি বোধ হয়, সুতরাং শিব হইতে অনায়াসে মুক্তি লাভ করা যায়, এজন্য তাঁহার নাম শিব এইরূপ হইয়াছে। হে শিব! মনুষ্যগণ ধন বা বন্ধুজনের বিচ্ছেদজনিত শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া যদি একবার 'শিব' এই শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে, তাহা হইলে অনায়াসে সকলপ্রকার মঙ্গললাভে সমর্থ হইবে। 'শি' শব্দে পাপনাশক ও "ব" শব্দে মুক্তিদায়ক; বোধ হয়, একারণ মনুষ্যগণের পাপনাশক ও মুক্তিদ মহাদেবকেই পণ্ডিতেরা শিব-শব্দে কীর্ত্তন করিয়াছেন। যে ব্যক্তির প্রতি কথায় "শিব" এই মঙ্গলময় নাম উচ্চারিত হয়, নিশ্চয় তাহার কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ত্রিশূলধারী মহাদেবকে এইরূপ কহিয়া, কল্পতরু মন্ত্র, ও মৃত্যুবিজয় তত্ত্বজ্ঞান, দান করত সিংহবাহিনীকে কহিলেন। ৪৭—৫৪। ভগবান্ কহিলেন,—হে বৎসে! এক্ষণে তুমি আমার নিকট এই গোলোকধামে সুখে বাস কর, পরে সময় হইলে সর্ব্বমঙ্গলাধার মঙ্গলপ্রদ শিবকে প্রাপ্ত হইবে। হে বরাননে! ইহার পর তুমি দেব-গণের তেজঃপুঞ্জ হইতে আবির্ভূত হইয়া, দৈত্যকুল সংহার করত জগতে সকলের পূজ্যা হইবে। হে সতি! অনন্তর তুমি, কল্পবিশেষের সত্যযুগে শান্ত-স্বভাব দক্ষকন্যারূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া নিশ্চয় শম্ভুর গৃহিণী হইবে। তাহার পর, দক্ষযজ্ঞে স্বামীর নিন্দা-শ্রবণহেতু নিজ শরীর ত্যাগ করত, হিমালয়পত্নী মেন-কার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া পার্ব্বতী নামে বিখ্যাতা হইবে। তাহার পর, দেবপরিমাণে সহস্রবর্ষ, শম্ভুর সহিত বিহার করিয়া, পরিণামে উভয়ে মিলিত হইয়া যাইবে, অর্থাৎ হরগৌরীরূপে উভয়ে অবস্থান করিবে। হে পূজিতে সুরেশ্বরি! কালে মৃন্ময় বিশ্বসংসারমধ্যে প্রতিবর্ষে শারদীয় মহাপূজায় পূজিতা হইবে, এবং প্রতিগ্রামে, প্রতিনগরে, গ্রাম্যদেবতারূপে অপরাপর সুন্দর নামদ্বারা পূজিতা হইবে। আমার আজ্ঞায়, শিবকৃত নানাবিধ তন্ত্র-দ্বারা, তোমার পূজাবিধি ও স্তব-কবচের বিধান হইবে; তোমার পরিচারকগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের ফলভাগী হইয়া সিদ্ধি লাভ করিবেন। হে মাতঃ! পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে যাঁহারা তোমাকে ভজনা করিবেন, তাঁহাদিগের যশ, কীর্ত্তি, ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্যের ইয়ত্তা রহিবে না। ৫৫—৬৪। শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রকৃতি ভগবতীকে এইরূপ কহিয়া, কামবীজের সহিত অত্যুৎকৃষ্ট মন্ত্রশ্রেষ্ঠ একাদশাক্ষর মন্ত্র, তাঁহাকে দান করিয়া, ভক্তজনের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ ভক্তের উপযোগী এক ধ্যান যথাবিধি প্রস্তুত করিলেন, এবং পুনরায় ভগবতীকে শ্রীমায়া ও কামবীজযুক্ত দশাক্ষর মন্ত্র দান করিলেন। সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ, সৃষ্টি-কারিণী শক্তি এবং অভীষ্টপ্রদ সকলপ্রকার সিদ্ধি অত্যুৎকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞানও তাঁহাকে দান করিলেন। হে দ্বিজ! জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ, পুনরায় সেই শঙ্কর-যোগীকে, স্তব ও কবচের সহিত ত্রয়োদশাক্ষর মন্ত্র-দান করিয়া, ধর্ম্ম, কামদেব, বহ্নি, কুবের ও বায়ুকে সেই মন্ত্র ও তৎসঙ্কিজ্ঞান দান করত পুনরায় কুবেরাদি দেবতাকে অপরাপর মন্ত্র ও তত্তৎ সিদ্ধি দান করিয়া, সৃষ্টির জন্য বিধিকে কহিলেন, ইহাই বিধাতার নিয়ম। ভগবান্ কহিলেন, হে মহাভাগ বিধাতঃ! আমার অনুমতিক্রমে, দিব্য সহস্রবৎসর আমার তপস্যা করিয়া, অপরাপর নানাপ্রকার সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হও। শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মাকে এইপ্রকার কহিয়া, মনোহর এক মালা দান করিলেন এবং স্বয়ং গোপ ও গোপা-ঙ্গনাদিগের সহিত বৃন্দাবনে গমন করিলেন। ৬৫—৭২।

ব্রহ্মখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন, হে তপোধন! অনন্তর ব্রহ্মা তপস্যার দ্বারা, যথাভিলষিত সিদ্ধি লাভ করিয়া, প্রথমেই মধুকৈটভের মেদদ্বারা পৃথিবীকে সৃজন করি-লেন। পরে অতি সুন্দর প্রধান প্রধান অষ্টসংখ্যক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য পর্ব্বতের সৃষ্টি করিলেন, তাহাদিগের নামকীর্ত্তন দুষ্কর, তবে প্রধান সকলের নাম বলিতেছি শ্রবণ করুন। সুমেরু, কৈলাস, মলয়, হিমালয়, উদয়, অস্ত, সুবেল, ও গন্ধমাদন, ইহারাই সকল

পর্ব্বতের শ্রেষ্ঠ। পরে সাত সমুদ্র, কত কত নদ ও নদী এবং অসংখ্য বৃক্ষ, গ্রাম ও নগর সৃজন করিলেন; তাহার মধ্যে সপ্তসমুদ্রের নাম বলিতেছি শ্রবণ করুন। প্রথম লবন সমুদ্র, দ্বিতীয় ইক্ষুসমুদ্র, তৃতীয় সুরাসমুদ্র, চতুর্থ সর্পিঃসমুদ্র, পঞ্চম দধিসমুদ্র, ষষ্ঠ দুগ্ধসমুদ্র, ও সপ্তম জলসমুদ্র, এই সকলের মধ্যে প্রথম সমুদ্রের পরিমাণ লক্ষ যোজন পর পর দ্বিগুণ করিয়া পরিমাণ নির্দ্ধারিত আছে। অনন্তর সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, কমলাকৃতি সেই ভূমিমণ্ডলে, সপ্ত-দ্বীপ, সপ্ত-উপদ্বীপ ও সপ্ত-সীমা-বিভাজক শৈলের সৃজন করিলেন। হে বিপ্র! এক্ষণে সেই দ্বীপপুঞ্জের নাম শ্রবণ করুন; পূর্ব্বকালে বিধাতাই যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে, ১ জম্বুদ্বীপ, ২ শাকদ্বীপ, ৩ কুশদ্বীপ, ৪ প্লক্ষদ্বীপ, ৫ ক্রৌঞ্চদ্বীপ, ৬ ন্যগ্রোধদ্বীপ, ৭ পৌষ্করদ্বীপ এই সাত নামেই তাহারা বিখ্যাত। অতঃপর ব্রহ্মা অষ্টলোকপালদিগের বিহারনিমিত্ত, সুমেরু পর্ব্বতের অষ্ট শৃঙ্গে মনোহর অষ্ট পুরীর সৃজন করিলেন। জগৎপতি ব্রহ্মা, সেই সুমেরুর মূলদেশে অনন্তদেবের জন্য এক নগরী নির্ম্মাণ করিয়া, পরিশেষে উর্দ্ধবিভাগে সপ্ত স্বর্গের সৃষ্টি করিলেন, তাহাদিগের নাম শ্রবণ করুন। হে শৌনক! ১ম ভূর্লোক, ২য় ভুবর্লোক, ৩য় স্বর্লোক, ৪র্থ মহর্লোক, ৫ম জনলোক, ৬ষ্ঠ তপোলোক, ও ৭ম সত্যলোক—ইহারা সকলেই অতি মনোহররূপে সৃষ্ট হইলে, পরে মেরুশৃঙ্গের অতি উপরিভাগে জরাদিবর্জ্জিত ব্রহ্মলোক সৃজন করিলেন। তাহারও উর্দ্ধে সর্ব্বপ্রকারে মনোহর ধ্রুবলোকের সৃষ্টি করিলেন। ১—১১। হে মুনে! জগদীশ্বর তাহার অধোভাগে ক্রমে ক্রমে নিম্নবর্ত্তী স্বর্গ হইতেও ভোগ্যবস্তুতে পরিপূর্ণ সপ্ত পাতাল সৃজন করিলেন। অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, পাতাল, ও রসাতল নামে তাহারা প্রসিদ্ধ। হে মুনিবর! এই যে সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত স্বর্গ, এবং সপ্ত পাতালের উল্লেখ করিলাম, ইহারাও ইহাদিগের লোকসমূহতেই এক ব্রহ্মাণ্ড হয় এবং এই ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মার অধিকার-ভুক্ত। হে শৌনক! এইরূপ ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য এবং সকলই কৃত্রিম; মহাবিষ্ণুর প্রতিলোমকূপেই এই প্রকার এক একটী ব্রহ্মাণ্ড আছে। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মায়ায়, প্রতি ব্রহ্মাণ্ডতেই, এই প্রকার দিক্‌পাল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং দেবতা ও মনুষ্য প্রভৃতি সকল প্রকারই পদার্থ আছে। দেবগণের আর কথা কি? স্বয়ং জগৎপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদিও ব্রহ্মাণ্ডগণনায় অসমর্থ। পরাৎপর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই ইহা গণনা করিতে সমর্থ, কিন্তু যদিও তিনি সমর্থ বটেন, তথাপি দিগাকাশাদির ন্যায় তাহার গণনায় অভিলাষী নন। বিপ্রবর! যাবতীয় বিশ্ব ও তাহাতে অবস্থিত সমুদয় পদার্থই কৃত্রিম, ও অনিত্য এবং স্বপ্নদর্শনের ন্যায় নশ্বর। কেবলমাত্র পরমাত্মা যে প্রকার আকাশ ও দিক্ হইতে পৃথক্ ও নিত্য, সেই প্রকার বৈকুণ্ঠ, শিবলোক ও গোলোক, এই লোকত্রয়মাত্র নিত্য ও বিশ্বাতিরিক্ত। ১২—২০।

ব্রহ্মখণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

মহাত্মা সৌতি কহিলেন,—প্রজাপতি ব্রহ্মা এইরূপে সমুদয় বিশ্বসংসার নির্ম্মাণ করিয়া, পরিশেষে কামুক পুরুষ যেরূপ কামুকীর প্রতি আসক্ত হয়, তদ্রূপ প্রিয়তমা সাবিত্রীদেবীতে আসক্ত হইয়া গর্ভাধান করিলেন। সুপ্রসবা সাবিত্রীদেবী দিব্য শতবর্ষকাল পর্য্যন্ত সুদুঃসহ গর্ভভার বহন করত পরিশেষে মনোহর বেদচতুষ্টয় প্রসব করিলেন এবং তর্ক-ব্যাকরণাদি বিবিধ শাস্ত্রসমূহ, দিব্যমূর্ত্তি ছত্রিশরাগিণী, নানা প্রকার তালযুক্ত মনোহর ছয় রাগ এবং সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলহপ্রিয় কলি যুগকেও প্রসব করিলেন। হে তপোধন! অনন্তর বর্ষ, মাস, ঋতু, তিথি, দণ্ড, ক্ষণ, দিন, রাত্রি, বার, সন্ধ্যা ও উষাকাল প্রভৃতি প্রসব করিয়া পুনরায় পুষ্টি, দেবসেনা, মেধা, বিজয়া, জয়া, ছয় কৃত্তিকা এবং যোগ-করণ প্রভৃতিকেও উৎপাদন করিলেন। কার্ত্তিকেয়-প্রিয়া সাধ্বী দেবসেনাই, মহাষষ্ঠী নামে প্রসিদ্ধা এবং মাতৃকাগণের প্রধানা ও বালকবালিকাদিগের ইষ্টদেবতাস্বরূপা, অর্থাৎ রক্ষাকারিণী। অনন্তর পতিপ্রাণা সাবিত্রীদেবী, ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বারাহ নামে কল্পত্রয়, নিত্য, নৈমিত্তিক, দ্বিপরার্দ্ধ, প্রাকৃত, চারিপ্রকার প্রলয়কাল এবং মৃত্যুনামে কন্যা, ও সকলপ্রকার ব্যাধিগণকে প্রসব করিয়া, পরমসুখে স্তন্য পান করাইতে লাগিলেন। ১—৯। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্ম্ম জন্মগ্রহণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই অধর্ম্মের বামভাগ হইতে অলক্ষ্মীনামে এক কামিনী উৎপন্না হইলেন, তিনিই অধর্ম্মের পত্নী। ঋষিবর! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! সেই সময়েই প্রজাপতির নাভিদেশ হইতে, শিল্পিশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ম্মা এবং মহাবল-পরাক্রান্ত অষ্টবসুর জন্ম হইল। অনন্তর বিধাতার মানস হইতে, পঞ্চমবর্ষীয় অতিসুন্দর কমারচতুষ্টয়ের

আবির্ভাব হইল, তাহাদিগের সকলের শরীরে ব্রহ্মতেজ যেন জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। ঐ কুমারচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমটার নাম সনক, দ্বিতীয়ের নাম সনন্দ, তৃতীয়ের নাম সনাতন এবং চতুর্থের নাম সনৎকুমার, —ইঁহারা সকলেই জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ। পুনরায় ব্রহ্মার মুখকমল হইতে স্বায়ম্ভুব মনু নামে বিখ্যাত দিব্যরূপধারী অতি সুন্দর সস্ত্রীক এক যুবক কুমার আবির্ভূত হইলেন; তাঁহার দেহকান্তি সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, তাঁহাকে দেখিবামাত্র বোধ হয় অলৌকিক ভাগ্যবান; তিনিই ক্ষত্রিয়দিগের মূলকারণ; সেই রমণী সাতিশয় রূপলাবণ্যবতী, এবং দর্শনমাত্রে কমলার অংশ বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহার নাম শতরূপা। তাহার পর ঐ স্বায়ম্ভুব মনু, বিধাতার আজ্ঞাপ্রতীক্ষায়, সস্ত্রীক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। ভগবান্ প্রজাপতিও পুলকান্বিত কলেবর বৈষ্ণবচূড়ামনি সেই সকল পুত্রগণকে, সৃষ্টির নিমিত্ত অনুমতি করিলে, কৃষ্ণপরায়ণ সেই মহাত্মা সকল, 'ক্ষমা করুন' বলিয়া তপস্যার্থে প্রস্থান করিলেন। হে মুনিবর! তাঁহারা সকলে অস্বীকার করিয় প্রস্থান করিলে, জগৎপতি ব্রহ্মা অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়ায়, তাঁহার ললাটদেশ হইতে ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান একাদশ রুদ্রের আবির্ভাব হইল; তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি কালাগ্নিরুদ্র নামে প্রসিদ্ধ, তিনিই সকলের সংহারকারক। সমস্ত বিশ্ব-সংসারমধ্যে একমাত্র তিনিই প্রধান তমোগুণের আশ্রয়, এবং স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মাই রজোগুণের আধার, কেবলমাত্র শিব ও বিষ্ণু ইঁহারাই একমাত্র নির্ম্মল সত্ত্বগুণ বিরাজ করিতেছেন। তিনি গোলোকের নাথ শ্রীকৃষ্ণ, তিনি নির্গুণ ও প্রকৃতি হইতে পৃথক্; যাহারা জ্ঞানহীন মূর্খ, তাহারাই কেবল সত্ত্বগুণাধার পরমযোগী শঙ্করকে তমোগুণের আশ্রয় বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ১০—২১। হে মুনিবর! এক্ষণে অবশিষ্ট রুদ্র-গণের নাম, যাহা বেদে উক্ত হইয়াছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন, ১ মহান্, ২ মহাত্মা, ৩ মতিমান্, ৪ ভীষণ, ৫ ভয়ঙ্কর, ৬ ঋতুধ্বজ, ৭ উর্দ্ধকেশ, ৮ পিঙ্গ-লাক্ষ, ৯ রুচি ও ১০ শুচি। ইঁহারা এইসকল নামে প্রসিদ্ধ। অনন্তর প্রজাপতির দক্ষিণ কর্ণ হইতে পুলস্ত্য, বাম কর্ণ হইতে পুলহ, দক্ষিণ নেত্র হইতে অত্রি ও বাম নেত্র হইতে ক্রতু জন্ম লাভ করিলেন এবং নাসিকা হইতে অরণী, মুখ হইতে অঙ্গিরা, বাম পার্শ্ব হইতে ভৃগু ও দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে দক্ষের উৎপত্তি হইল। ভগবান্ প্রজাপতির ছায়া হইতে কর্দ্দম মুনি উদ্ভূত হইলেন এবং নাভিদেশ হইতে পঞ্চশিখ, বক্ষঃ-স্থল হইতে বোঢ়্ ও কণ্ঠদেশ হইতে বৈষ্ণবাগ্রণী নারদ মুনি জন্মগ্রহণ করিলেন। পরে বিধাতার স্কন্ধদেশ হইতে মরীচি, গলদেশ হইতে অপান্তরতম, রসনাগ্র হইতে বশিষ্ঠ ও অধরোষ্ঠ হইতে প্রচেতা জন্মাইলেন। পরে ব্রহ্মার বামকুক্ষি হইতে হংসী ও দক্ষিণ কুক্ষি হইতে স্বয়ং যতির উৎপত্তি হইলে, সৃষ্টির নিমিত্ত বিধাতা সেই পুত্রগণকে অনুমতি করিলেন; পরে পরম যোগী নারদ মহাশয় পিতার বাক্য শ্রবণ করত তাঁহাকে কহিলেন। ২২—২৮। নারদ কহিলেন, হে জগৎপতি পিতামহ! অগ্রে আমাদিগের জ্যেষ্ঠ সন-কাদিকে আনয়ন করিয়া দারযুক্ত করা আপনার কর্ত্তব্য, পরে ইচ্ছানুসারে আমাদিগকে অনুমতি করুন। হে ব্রহ্মন্, আপনি পিতা হইয়া, তাঁহাদিগকে তপস্যায় নিযুক্ত করত কি কারণে আমাদিগকে অপার দুঃখজনক সংসারী হইতে অনুমতি করিতেছেন; অতএব ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি আছে যে, আপনার ন্যায় মহাত্মার ওবিপরীত বুদ্ধি ঘটিয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, পিতার নিকটে সকলেই সমান স্নেহের পাত্র কি না? কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এইমাত্র কোন পুত্রকে অমৃত অপেক্ষা সুখকর তপস্যা-রূপ পরম সুমধুর বস্তু দান করিয়া, অপরকে বিষ হইতে ভয়ঙ্কর বিষয়োপভোগে নিযুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন! হে পিতঃ! আপনি ত সকলই জানেন, যে জন একবার অতিভয়ঙ্কর গভীর সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছে, কোটিকল্পকাল গত হইলেও সে কি আর নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে? যিনি নিস্তারকর্ত্তা, সকলেরই আদিকারণ এবং যাবতীয় পুরুষ অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ ও যে কৃপাময়ের কৃপাবলে জগতে কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না; যিনি ভক্তিমার্গের একমাত্র সহায় ও যে ভক্তবৎসল, ভক্তগণকে কিঙ্কর বলিয়া নিরন্তর রক্ষা করিয়াথাকেন, যিনি ভক্তগণের পরম প্রিয়, ও একমাত্র গতি এবং আরাধ্য-দেবতা; ভক্তজন অনায়াসেই যাঁহার সাধনায় সক্ষম হয় ও যিনি নিরন্তর সত্ত্বপথাবলম্বী, সেই নির্ম্মলস্বভাব ভক্তানুগ্রহকারী পরমেশ্বর হরিকে ত্যাগ করিয়া, কোন্ মূঢ়মতি পুরুষ বিনাশের কারণ বিষম বিষয়রসে মনকে অভিনিবিষ্ট করে?। ২৯—৩৫। হে পিতঃ! কোন্ মূঢ়ব্যক্তি সুধা হইতেও সুখজনক কৃষ্ণসেবা ত্যাগ করত বিষম বিষয়-রূপ বিষ পান করিতে ইচ্ছা করে? হে তাতঃ! যেরূপ কীটপতঙ্গের নয়নে দীপশিখা মনোহর বলিয়া বোধ হয় এবং বড়িশগ্রথিত মাংসখণ্ড যেরূপ মৎস্যগণের সুখকর বলিয়া প্রতীতি হয়, সেই প্রকার বিষয়াসক্ত

লোকের বিষয়োপভোগ স্বপ্নের ন্যায় নশ্বর, তুচ্ছ এবং অসত্য ও মৃত্যুর কারণ হইলেও ইহাই সুখকর, এইরূপ ভ্রান্তি হইয়াথাকে। অগ্নিশিখার ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর, পরম বৈষ্ণব নারদ মহাশয় ইহা বলিয়া বিরত হইলেন এবং পিতাকে নমস্কার করত তাঁহারই সম্মুখে অবস্থান করিলেন। হে দ্বিজ! এইরূপ শ্রবণ করত প্রজাপতি ব্রহ্মা, অতিশয় ক্রোধান্ধ হইয়া নিজ তনয় নারদকে অভিসম্পাত করিলেন, তখন ক্রোধভরে তাঁহার মুখকমল দ্বিগুণ রক্তবর্ণ হইল ও অঙ্গসকল অনবরত কম্পিত হইতে লাগিল এবং ওষ্ঠাধর নিরন্তর স্পন্দিত হওয়ায় রূপান্তর ধারণ করিল। ৩৬—৪০। তখন তিনি বলিলেন, নারদ! আমার শাপপ্রভাবে তোমার তত্ত্বজ্ঞান বিলুপ্ত হইবে এবং ক্রীড়ামৃগের ন্যায় যোষিল্লুব্ধ লম্পটরূপে অবস্থান করিবে। তুমি স্থিরযৌবনযুক্তা রূপলাবণ্যবতী পঞ্চাশৎ কামিনীর প্রাণপ্রিয় ভর্ত্তা হইয়া, তাহাদিগের মন হরণ করত নিয়ত ক্রীড়া-কৌতুকে উন্মত্ত থাকিবে। আরও বলিতেছি তুমি শৃঙ্গারশাস্ত্রের পারদর্শী ও নিরন্তর মহাশৃঙ্গারের অভিলাষী হইবে এবং নানাপ্রকার শৃঙ্গারনিপুণ ব্যক্তিদিগের গুরু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইবে। তুমি গন্ধর্ব্বগণের আদিপুরুষ, অর্থাৎ বংশপ্রবর্ত্তক হইবে, এবং তোমার কণ্ঠস্বর অতি সুমধুর ও যৌবন চিরস্থায়ী হইবে, তুমি বীণাবাদন ও গানবিষয়ে অতি প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। হে নারদ! তুমি প্রাজ্ঞ, মিষ্টভাষী, শান্তস্বভাব, সুশীল ও সুবুদ্ধি বলিয়া বিখ্যাত হইবে এবং তোমার উপবর্হণ এই নাম হইবে, এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আর সেই সকল বিলাসিনীগণের সহিত নির্জ্জন কাননপ্রদেশে দিব্য লক্ষযুগ বিহার করিয়া, পরিশেষে পুনরায় আমার শাপবলে দাসীপুত্ররূপে জন্ম লাভ করিবে। হে বৎস! তাহার পর তুমি বৈষ্ণবদিগের সংসর্গ এবং তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভোজনহেতু দয়াময় শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে পুনরায় আমার পুত্র হইবে। তখন পুনর্ব্বার আমি তোমাকে পুরাতন দিব্য তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিব, কিন্তু এক্ষণে তুমি বিনষ্ট হও এবং সত্য সত্যই ঘোর সংসারসাগরে পতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করত কিয়দ্দিন অতিবাহিত কর। হে বিপ্রবর! জগৎপতি ব্রহ্মা, নিজ পুত্রকে এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে পরে বৈষ্ণবাগ্রণী নারদমুনি কৃতাঞ্জলিপুটে রোদন করত কহিতে লাগিলেন। ৪১—৪৯। নারদ কহিলেন, হে তাত! ক্রোধ সম্বরণ করুন, আপনি জগতের গুরু ও সংহারকর্ত্তা এবং আপনিই তাপসগণের ঈশ্বর, অতএব পুত্রের প্রতি অকারণে এরূপ কোপ প্রকাশ কি আপনার শোভা পায়? হে পিতঃ! আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন, পণ্ডিতগণ, পুত্র উৎপথগামী অর্থাৎ বিরুদ্ধাচারী হইলেই, অভিসম্পাত প্রদান বা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অতএব আপনি পণ্ডিত হইয়া কিপ্রকারে নিরীহ তপস্বী পুত্রকে অভিসম্পাত করিতে সাহসী হইলেন। হে ব্রহ্মন্! ভাগ্যদোষে যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে কৃপা করিয়া আমাকে এই বর দান করুন যে, যে যে যোনিতেই আমি জন্মগ্রহণ করি না কেন, হরিভক্তি যেন কখনই আমাকে ত্যাগ না করে, আমি সকল অবস্থাতেই যেন হরিনাম করিয়া চরিতার্থ হইতে পারি; কারণ যে ব্যক্তি বিশ্ববিধাতার পুত্র হইয়াও হরিপদে ভক্তিশূন্য হয়, সেই অধম, ভারতভূমিতে শূকর অপেক্ষাও অপকৃষ্ট, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হে পিতঃ! আরও দেখুন, যদি কেহ জাতিস্মর ও হরিপরায়ণ হইয়া শূকরযোনিতেও জন্ম লাভ করেন, তথাপি তিনি অবশ্যই নিজ সুকৃতিপ্রভাবে অনায়াসে গোলোকধামগমনে সমর্থ হইয়া থাকেন। হে তাত! একমুখে আমি আর কতই হরিভক্তিমহাত্ম্য বর্ণন করিব, যে সকল বৈষ্ণবগণ নিরন্তর সকলেরই প্রার্থনীয় হরিচরণারবিন্দের ভক্তিরূপ মধু পান করিয়া থাকেন, নিশ্চয় তাঁহাদিগেরই পবিত্রস্পর্শ লাভ করিয়া বসুন্ধরাও পবিত্রা হইয়াছেন। হে পিতামহ! অধিক কি বলিব, নিরন্তর তীর্থ সকলও পাপিজনার্পিত ও নিজকৃত পাপ সকলের ক্ষালনজন্যই বৈষ্ণবগণের স্পর্শকে অভিলাষ করেন। অধিক আর কি কহিব, পুণ্যভূমি ভারতক্ষেত্রে, মনুষ্যগণ, হরিমন্ত্রে দীক্ষিত হইবামাত্র, ঊর্দ্ধতন কোটিপুরুষের সহিত মুক্ত হইয়া থাকেন। এবং হরিমন্ত্র-গ্রহণ মাত্রে, নরগণ কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ হইতেও মুক্তি লাভ করিয়া পবিত্র হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের আর পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলাফল কিছুই ভোগ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি, পুত্র, কলত্র, শিষ্য সেবক ও বান্ধব প্রভৃতিকে সৎপথ প্রদর্শন করাইতে বাসনা করেন, সদ্গতি স্বয়ং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তিনি অনায়াসে সদ্গতিলাভে সমর্থ হন এবং যে গুরু বিশ্বস্ত শিষ্যকে অসৎপথে প্রবৃত্ত করেন, চন্দ্রসূর্য্য বিদ্যমান থাকিতে তাঁহার আর কুম্ভীপাক নরক হইতে কোনক্রমে নিষ্কৃতির উপায় নাই। ৫০—৬০। হে পিতঃ! যে গুরু, বা যে পিতা, বা যে স্বামী, হরিচরণারবিন্দে ভক্তি শিক্ষাদিতে অসমর্থ, সেই গুরুকে গুরু বলিয়া স্বীকার করা এবং সেই পিতাকে

পিতা বলিয়া সম্বোধন করা, ও সেইরূপ স্বামীকে স্বামিত্ব-নিবন্ধন সম্মান করা বিড়ম্বনামাত্র। মহাত্মা নারদ এইরূপ নীতিগর্ভ বাক্য বলিয়া, ক্রোধভরে আরও কিঞ্চিৎ বলিতে লাগিলেন, হে চতুরানন! তুমি যখন নিরপরাধে আমাকে অভিসম্পাত প্রদান করিলে, তখন আমারও তোমাকে অভিসম্পাত প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; কারণ হিংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পণ্ডিতগণ অবশ্যই প্রতিহিংসা করিয়া থাকেন। হে পিতঃ! আপনি পূজ্য হইলেও আমার শাপ-প্রভাবে সমুদয় বিশ্বসংসারমধ্যে স্তবকবচ ও পূজা-বিধির সহিত নিশ্চয়ই আপনার মন্ত্র বিলুপ্ত হইবে, অবশ্যই আপনাকে বিশ্বমধ্যে সামান্যলোকের সদৃশ অপূজ্য হইয়া কালযাপন করিতে হইবে, পরে কল্পত্রয় অতীত হইলে পুনরায় যথাবিধি পূজিত হইতে পারিবেন। হে ব্রহ্মন্, এক্ষণে কেবলমাত্র আপনার অবশ্যপ্রাপ্য যজ্ঞভাগ ও ব্রতাদি-কার্য্যে একবারমাত্র আপনার পূজা, ইহাই রহিল, আর সমুদয়ই বিনষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই; কিন্তু দেবতা প্রভৃতি আপনার বন্দনা করিবেন। নারদ মহাশয়, পিতৃসমক্ষে এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে, প্রজাপতি বিধাতাও অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে দেব-সভায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হে শৌনক! অনন্তর নারদ মহাশয় পিতার সেইপ্রকার অভিসম্পাত-প্রভাবে, প্রথমে উপবর্হণ নামে গন্ধর্ব্ব, ও পরে দাসীপুত্র হইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়া, পরিশেষে পুনরায় প্রজাপতিপুত্র নারদ রূপ ধারণ করিয়া, মহর্ষি নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং যে প্রকারে পিতার নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে প্রকাশ করিব না। ৬১—৬৮।

ব্রহ্মখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

———

নবম অধ্যায়।

হে বিপ্রবর! অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা, নারদ-ব্যতীত অপরাপর সেই সকল পুত্রগণকে সৃষ্টির নিমিত্ত অনুমতি করিলে, তাঁহারা সকলেই স্বীকৃত হইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমেই মরীচিমুনির মানস হইতে প্রসিদ্ধ প্রজাপতি কশ্যপ মুনি জন্ম লাভ করিলেন, পরে নিশাকর চন্দ্র, ক্ষীরোদসমুদ্রমধ্যে অত্রি মহাশয়ের নেত্রমল হইতে উৎপন্ন হইলেন এবং প্রচেতার মানস হইতে গৌতমের ও পুলস্তের মানস হইতে মৈত্রাবরুণের উৎপত্তি হইল। হে তপোধন! অনন্তর মনুর ঔরসে তাঁহার সহধর্ম্মিণী শতরূপার গর্ভে আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি নামে পতিপরায়ণ কন্যা-ত্রয় জন্মগ্রহণ করিলেন। পরে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে অতি কমনীয়-কলেবর দুই পুত্র মনুর ঔরসে ঐ শতরূপার গর্ভে জন্ম লাভ করেন, কালে মহাত্মা উত্তান-পাদের ধ্রুব নামে এক পরম ধার্ম্মিক বৈষ্ণবচূড়ামণি পুত্র হয়। কিছুদিন গত হইলে মনু মহাশয়, নিজ-কন্যা আকূতিকে রুচিনামক মুনিবরকে অর্পণ করেন এবং দক্ষহস্তে প্রসূতিকে অর্পণ করিয়া, কর্দ্দমমুনির হস্তে দেবহূতিকে প্রদান করিলেন; যাঁহার গর্ভে ত্রিলোকপ্রসিদ্ধ কপিলমুনি জন্মগ্রহণ করেন, ঋষিবর! শ্রবণসুখকর জগদীশ্বরের অদ্ভুত সৃষ্টিকৌশল ক্রমে ক্রমে আরও বলিতেছি, শ্রবণ করুন। অনন্তর প্রজাপতি দক্ষের ঔরসে প্রসূতির গর্ভ হইতে ক্রমশঃ ষষ্টি কন্যার জন্ম হয়, সেই তনয়াগণের মধ্যে ধর্ম্মকে আটটী, রুদ্রদেবকে একাদশটী ও ভগবান্ শিবের হস্তে প্রকৃতি সতীদেবীকে সমর্পণ করিলেন এবং মহাত্মা কশ্যপ, ত্রয়োদশটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, অবশিষ্ট সপ্তবিংশতি কন্যাকেই চন্দ্রহস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ১—৮। হে বিপ্র! এক্ষণে ধর্ম্মপত্নীদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, ক্ষমা, শ্রদ্ধা এবং মতি ও স্মৃতি এই আট নামে তাঁহারা প্রসিদ্ধা। শান্তির গর্ভ হইতে সন্তোষ নামে এক পুত্র হয় এবং যিনি পুষ্টি-গর্ভসমুদ্ভূত, তিনি মহান্ নামে প্রসিদ্ধ হন, পরে ধৃতির গর্ভে ধৈর্য্যের জন্ম হয় এবং তুষ্টির গর্ভ হইতে হর্ষ ও দর্প নামে প্রসিদ্ধ দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং ক্ষমাপুত্র সহিষ্ণু, শ্রদ্ধাপুত্র ধার্ম্মিক, মতিপুত্র জ্ঞান ও স্মৃতিপুত্র, জাতিস্মর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এবং ধর্ম্মের পূর্ব্বপত্নী মূর্ত্তির গর্ভে, মহর্ষি নরনারায়ণ জন্ম-গ্রহণ করেন। হে শৌনক! এই ধর্ম্মপুত্রগণ, সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ৯—১২। মহর্ষে। এক্ষণে রুদ্রপত্নীগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, অব-হিত হইয়া শ্রবণ করুন। ১ম কলা, ২য় কলাবতী ৩য় কাষ্ঠা, ৪র্থ কালিকা, ৫ম কলহপ্রিয়া, ৬ষ্ঠ কন্দলী, ৭ম ভীষণা, ৮ম রাস্না, ৯ম প্রমোচা, ১০ম ভূষণা ১১শ শুকী,—ইঁহারা এই নামেই প্রসিদ্ধা, ইঁহারা সকলেই বহু সন্তান প্রসব করেন, তাঁহারা সকলেই শিবের অনুচর। শিবপত্নী সেই প্রকৃতি সতীদেবী, নিজ পিতা দক্ষরাজ হইতে স্বামীর ভয়ঙ্কর নিন্দাবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া, যজ্ঞভূমিতে আত্মকলেবর ত্যাগ করিয়া, পুনরায় হিমালয়পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন

ও পূর্ব্বের ন্যায় শঙ্করকেই পতিরূপে প্রাপ্ত হন। হে ধার্ম্মিক ঋষিবর! এক্ষণে কশ্যপপত্নীগণের নাম শ্রবণ করুন, তাঁহার যে পত্নী দেবগণের মাতা, তাঁহার নাম অদিতি। যিনি দৈত্যগণকে প্রসব করেন, তিনি দিতি নামে প্রসিদ্ধা, যে পত্নী হইতে সর্পকুল উৎপন্ন হইয়াছে তিনি কদ্রু, যিনি পক্ষিকুলের জননী, তিনি বিনতা নামে জগদ্বিখ্যাতা, যাঁহার গর্ভ হইতে গো-মহিষাদির উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহারই নামে সুরভি এবং সরমা-নাম্নী কশ্যপপত্নী, সারমেয় প্রভৃতি চতুষ্পদসমূহের গর্ভধারিণী ও তাঁহার অপর এক পত্নীর নাম দনু, ইনিই দানবকুল উৎপন্ন করেন, এবং এই প্রকার মহাত্মা কশ্যপের অন্যান্য পত্নীর গর্ভে অনেক জাতীয় জীবের উৎপত্তি হয়, এক্ষণে তাহার নিরূপণ করা সুকঠিন। হে মুনে! ইন্দ্র, দ্বাদশ আদিত্য এবং উপেন্দ্র প্রভৃতি যে সকল মহাবলপরাক্রান্ত দেবতাগণ, ইহারা সকলেই অদিতিগর্ভসমুদ্ভূত। হে ব্রহ্মন্! ইন্দ্রের ঔরসে শচীদেবীর গর্ভে জয়ন্ত জন্ম লাভ করেন এবং বিশ্বকর্ম্মার সবর্ণা-নাম্নী কন্যাতে আদিত্যের শনৈশ্চর ও যমনামে দুই পুত্র ও কালিন্দী নামে এক কন্যার উৎপত্তি হয়, পৃথিবীদেবীও ভগবান্ উপেন্দ্র হইতে মঙ্গল নামে একটী পুত্র লাভ করেন। ইহা শ্রবণ করিয়া শৌনক কহিলেন, ভগবন্ সৌতে! বসুন্ধরা-গর্ভে ভগবান্ উপেন্দ্র হইতে বলবান্ মঙ্গল কি প্রকারে জন্ম লাভ করিলেন, বিশেষ করিয়া বর্ণন করুন। ১৩—২২। মহাত্মা সৌতি কহিলেন, —হে তপোনিধান শৌনক! কোন সময়ে ভগবান্ উপেন্দ্র নব নব চন্দনপল্লবে সুশোভিত অতিমনোহর নির্জ্জন মলয়গিরিপ্রদেশে একাকী অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর চন্দনানুলিপ্ত ও রত্নভূষণে ভূষিত থাকায় অতি-অনির্ব্বচনীয় একপ্রকার শোভা হইয়াছিল এবং সেই সুশীল সান্তমূর্ত্তি উপেন্দ্রের ওষ্ঠাধরে ঈষৎ হাস্যের চিহ্ন প্রকাশ পাওয়ায়, তাঁহাকে রমণীকুলের একমাত্র প্রার্থনীয় বলিয়া বোধ হইতেছিল। সেই ভগবানের তাদৃশ সুরম্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে দেবী বসুন্ধরা কামবাণে নিতান্ত অধীরা হইয়া পূর্ণযৌবনা সুন্দরীর ন্যায় বেশ ধারণ করত সহসা সুহাস্যবদনে সেই ভগবানের শয্যার উপর উপস্থিতা হইলেন। পরে সুগন্ধি চন্দন, কস্তূরী ও কুঙ্কুম-প্রভৃতিদ্বারা সুবাসিত অতিমনোহর এক মালতীমালা, উপেন্দ্রের গলদেশে অর্পণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ভগবান্ উপেন্দ্র, বসুন্ধরার সেই প্রকার মন্মথপীড়িত মনোভাব অবগত হইতে পারিয়া তাঁহার সহিত নানাপ্রকার ক্রীড়া-কৌতুক করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর উপেন্দ্রের সহিত মিলিত সেই সতী বসুন্ধরা, নিজোদরে তন্নিহিত অমোঘ তেজ ধারণ করত মূর্চ্ছিতা হইলেন, তখন তাঁহাকে নিদ্রিতা বা ততোধিক মৃতা বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তখন পুরুষোত্তম উপেন্দ্রদেব, সেই আলুলায়িতবসনা, সুশ্রোণী, বিপুলস্তনী, বৃহন্নিতম্বা, ধরণীকে সহাস্যবদনা অথচ সুখসম্ভোগমূর্চ্ছিতা দেখিয়া ক্ষণকাল নিজ বক্ষে ধারণ করত তাঁহার মুখ চুম্বন করিলেন এবং তাঁহাকে সেই নির্জ্জনপ্রদেশে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হে মুনে! এমত সময়ে উর্ব্বশীনাম্নী বিদ্যাধরী, পথ ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই ধরণীর তদবস্থা দেখিয়া নানাপ্রকার উপায়দ্বারা তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করত, কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; ধরণীও তাঁহাকে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। ২২ - ৩১। অনন্তর সম্ভোগ-দুর্ব্বলা ধরিত্রী, সর্ব্বংসহা হইলেও তাঁহার শরীর ক্রমশই অবসন্ন হইয়া আসিল এবং সর্ব্বতোভাবে আপনাকে উপেন্দ্রতেজ-ধারণে অসক্তা দেখিয়া, প্রবালের আকরে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। বিপ্রবর! সেই তেজ কখনই ব্যর্থ হইবার নহে, এই জন্য সেই প্রবালের আকরমধ্যে সূর্য্যসম তেজস্বী এক কুমারের জন্ম হইল এবং প্রবালসংসর্গে তাঁহারও দেহকান্তি অবিকল প্রবালের সদৃশ হইল। মঙ্গল নামে প্রসিদ্ধ অতি মহান্ সেই নারায়ণাত্মজের প্রিয় পত্নী মেধাবীর গর্ভে, ঘণ্টেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন, তিনিও অতি মহান্ ব্রণদাতা ও বিষ্ণুতুল্য তেজস্বী। বিপ্রবর! অনন্তর দিতিদেবীর গর্ভ হইতে মহাবল-পরাক্রান্ত হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামে পুত্রদ্বয় এবং সিংহিকা নামে এক কন্যার উদ্ভব হয়, সেই সিংহিকা হইতেই সৈংহিকেয় রাহুগ্রহ জন্মলাভ করেন এবং ঐ দিতিদেবীর কন্যা সিংহিকার অপর নাম নির্ঋতি, এই জন্য রাহু, নৈঋত নামেও প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত হিরণ্যাক্ষ, যৌবনকালেই শূকররূপধারী বিষ্ণুকর্ত্তৃক নিহত হন, সে সময়ে তাহার সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। হিরণ্যকশিপুর পুত্র পরম বৈষ্ণব প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন এবং বিরোচনের পুত্র বলি নামে প্রসিদ্ধ, তিনি ঔদার্য্যগুণে সমুদয় জগৎমধ্যে বিখ্যাত আছেন। এই বলি রাজের বাণ নামে যোগিগণের অগ্রগণ্য এক পুত্র হয়, ইনি ভক্তিবলে ভগবান্ শঙ্করকে বাধ্য করিয়াছিলেন। হে শৌনক! এক্ষণে কদ্রুর বংশাবলী বর্ণন করিতেছি

শ্রবণ করুন। অনন্ত, বাসুকি, ধনঞ্জয়, কর্কোটক তক্ষক, পদ্ম, ঐরাবত, মহাপদ্ম, শঙ্কু, শঙ্খ, সম্বরণ, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্দ্ধর্ষ, দুর্জ্জয়, দুর্মুখ, বল, গোক্ষ গোকামুক এবং বিরূপ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাগসকল ইহাঁরই গর্ভ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল সর্প দৃষ্টিগোচর হয়, তাঁহারা সকলেই ইহাঁদিগের বংশধর। ৩২—৪১। এই কদ্রুর গর্ভে যাবতীয় তপস্বিনীর শ্রেষ্ঠা, মহাতেজস্বিনী মনসা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, দৃষ্টিমাত্রে তাঁহাকে লক্ষ্মীর অংশ বলিয়া বোধ হয়। নারায়ণের অংশ সম্ভূত জরৎকারু মুনি, এই মনসাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন এবং বিষ্ণুতুল্য তেজস্বী আস্তিক মহামুনি ইহারই গর্ভে উৎপন্ন হন। হে তপোনিধান শৌনক! অপারশক্তি এই সকল বিষধরশ্রেষ্ঠ নাগগণের নামোচ্চারণমাত্রে মনুষ্যগণের আর সর্পভয় থাকে না, এই ত কদ্রুর বংশাবলী কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে বিনতা-বংশের বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ গরুড় ও অরুণ নামে বিনতার দুই পুত্র হয়, ইহারা উভয়েই পরাক্রমে বিষ্ণুর সমকক্ষ, ক্রমে যাবতীয় পক্ষিজাতিই এই উভয় হইতে উৎপন্ন হয়। হে মুনিবর! গো-মহিষাদি সমুদায়ই সুরভির গর্ভজাত এবং সারমেয় প্রভৃতি সমুদয় চতুষ্পদ জন্তুই, সরমার গর্ভ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। মহাবল দানবসকল দনুর গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এই প্রকার অপরাপর যাবতীয় জাতিই মহামুনি কশ্যপ মহাশয়ের অন্যান্য পত্নীগণের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই আমি কশ্যপবংশ সবিশেষ কীর্ত্তন করিলাম, সম্প্রতি চন্দ্র-বংশের বিবরণ শ্রবণ করুন। হে শৌনক! সম্প্রতি চন্দ্রপত্নীগণের নাম ও সকল পুরাণের সারভূত অদ্ভুত চরিত সকল বর্ণন করিতেছি, সাবধানে শ্রবণ করুন। ৪১—৪৮। চন্দ্রের সপ্তবিংশতিসংখ্যক পত্নীগণ,—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদী, উত্তরভাদ্রপদী এবং রেবতী—এই সপ্তবিংশতি নামে বিখ্যাতা এবং ইহাঁরা সকলেই পতি-পরায়ণা ও সকলের পূজ্যা ছিলেন। এই সকল রমণীগণের মধ্যে কেবল রোহিণীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা ও রসিকা বলিয়া প্রসিদ্ধা এবং সেই রসিকা রোহিণী নিরন্তর রসিকতা দর্শন করাইয়া নিজ পতি চন্দ্রকে এরূপ বশীভূত করিয়াছিলেন যে, চন্দ্র আর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পত্নীর নিকট গমন পর্য্যন্ত করিতেন না। তাহার পর, রোহিণীর অন্যান্য ভগিনীগণ, আর সৌভাগ্য দুঃখ সহ্য না করিতে পারায়, পরস্পর পরামর্শানুসারে সকলে একত্রিতা হইয়া, পিতা দক্ষরাজকে প্রাণনাশকর সমুদয় সাপত্ন্য যন্ত্রণা বিদিত করিয়াছিলেন। অনন্তর দক্ষ প্রজাপতি, তনয়াগণের সেইপ্রকার হৃদয়বিদারক দুঃখের কথা শ্রবণমাত্রে, যৎপরনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া, জামাতা শশধরকে মন্ত্র-পূর্ব্বক অভিসম্পাত প্রদান করিলেন, শশধরও শ্বশুরের শাপপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইলেন এবং দিন দিন ক্ষীণ-কলেবর হইয়া, অবশেষে যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিলেন, পরিশেষে নিজ শরীর অর্দ্ধাবশিষ্ট-মাত্র হইলে, ভগবান্ শঙ্করের শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর কৃপাময় শঙ্কর, চন্দ্রদেবকে অতিশয় ক্লিষ্ট ও শরণাগত দেখিয়া অভয় দানপূর্ব্বক আপনার মাহাত্ম্য বিস্তার করিলেন এবং তাঁহাকে যক্ষ্মারোগ হইতে মুক্ত করিয়া নিজ মস্তকে স্থান দান করিলেন, সেই অবধি শশধর ও করুণাময়ের করুণ-প্রভাবে পূর্ব্বরূপ ধারণ করত নির্ভয় চিত্তে, শিবশেখরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহর্ষে! শঙ্কর, চন্দ্রকে মস্তকে ধারণ করিয়া অবধি চন্দ্রশেখর নামে প্রসিদ্ধ হইলেন: এই জন্যই শিবসদৃশ শরণাগতপালক দেবগণমধ্যে অপর কাহাকেই অবলোকন করা যায় না। হে শৌনক! এদিকে দক্ষকন্যাগণ নিজ পতিকে রোগ হইতে মুক্ত ও শিবশেখরে অবস্থিত শ্রবণ করিয়া, অতিশয় রোদন করত পুনর্ব্বার তেজস্বিপ্রবর পিতা দক্ষরাজের শরণা-গত হইলেন এবং পতি-বিয়োগ-দুঃখিতা পতিপরায়ণা সেই কামিনীগণ পিতৃসন্নিধানে আগমনমাত্রেই বারংবার বক্ষে করাঘাতপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করত অনাথবন্ধু বিধিপুত্র দক্ষরাজকে কহিতে আরম্ভ করিলেন। ৪৯—৬১। দক্ষকন্যাগণ কহিতে লাগি-লেন,—হে পিতঃ! স্বামিসৌভাগ্যলাভের জন্যই আমরা আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদিগের এমতই অদৃষ্ট যে সৌভাগ্যলাভ দূরে থাক, সর্ব্বগুণান্বিত স্বামীর দর্শনসুখেও বঞ্চিতা হইলাম। হে পিতঃ! অধিক আর দুঃখের কথা কি কহিব। আমাদিগের চক্ষু অবিকল থাকিলেও সকল অন্ধকারময় দেখিতেছি, এক্ষণে জানিলাম, কুলকামিনী গণের একমাত্র পতিই লোচনস্বরূপ। এই সংসার-মধ্যে রমণীকুলের পতিই একমাত্র গতি, পতিই জীবন-স্বরূপ ও পতি হইতে অন্য আর সম্পদ্ কিছুই নাই এবং পতি হইতেই কামিনীগণের ধর্মার্থ-কাম মোক্ষ

এই চতুর্ব্বর্গ লাভ হইয়া থাকে ও সংসারসমুদ্রের সেতুস্বরূপ। অধিক কি কহিব, স্ত্রীগণের পক্ষে পতিই নারায়ণস্বরূপ, পতিসেবাই তাহাদিগের ব্রত, ও সনাতন ধর্ম্ম; পতিসেবা-পরাঙ্মুখ কুলকামিনী-গণের অন্য কার্য্য হইতে শুভ ফল হয় না। হে পিতঃ! আপনি ত সকলই বিদিত আছেন সর্ব্বপ্রকার তীর্থে স্নান, যথাবিধি যজ্ঞকার্য্যের দক্ষিণাদান ও সর্ব্ব-প্রকার পুণ্যজনক দান, ব্রত, নিয়ম, সকল দেবতার অর্চ্চনা, সর্ব্বপ্রকার অনশন এবং অশেষবিধ তপস্যাদি রূপ যে সমস্ত পুণ্যকার্য্য সংসার হইতে নিষ্কৃতির কারণ বলিয়া অভিহিত আছে, তাহাদিগের মধ্যে কেহই স্বামীর পদসেবার ষোড়শাংশেরও যোগ্য নহে, ফলতঃ স্ত্রীলোকের স্বামিসেবাব্যতীত কিছুতেই নিস্তার নাই। হে তাত! সকল বন্ধু বান্ধব হইতে রমণীগণের পুত্রই প্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং সেই পুত্রই স্বামীর অংশমাত্র হইতে উৎপন্ন; সুতরাং শত পুত্র অপেক্ষা স্বামীই যে অতিশয় প্রিয় তাহাতে সন্দেহ নাই। যে রমণী অসদ্বংশ হইতে উৎপন্না এবং যাহার চিত্ত নিরন্তর পরপুরুষকে অভিলাষ করিয়া থাকে, সেই দুষ্টচেতা কামিনীই পতিনিন্দা করিয়া থাকে। আর যে রমণী যথার্থ সাধ্বী, তিনি পতি, পতিত হউন বা রোগী হউন দুষ্টই হউন, আর নির্দ্ধন হউন এবং গুণহীনই হউন, বা যুবাই হউন, অথবা বৃদ্ধই হউন কোনক্রমে তাহাকে ক্ষণকালের জন্য ত্যাগ করেন না, নিরন্তর তাঁহারই সেবা করিয়া থাকেন। ৬২—৭০। যে অসতী রমণী সগুণ বা নির্গুণই হউন, বিদ্বেশবশতঃ পতিকে ত্যাগ করিয়া থাকেন, চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান থাকিতে তিনি কালসূত্র হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি-লাভে সমর্থা হন না এবং অনন্তকাল তাঁহাকে নরক-মধ্যে থাকিয়া ভয়ঙ্কর শকুনতুল্য কীটগণের অসহ্য দংশনযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। ক্ষুধার সময় মৃত-ব্যক্তির বসা মাংসেই ক্ষুধার শান্তি এবং পিপাসার সময় মূত্রপানেই পিপাসা দূর হইবে। হে পিতঃ! ইহাতেও পতিদ্বেষিণী অসতী কামিনীর যন্ত্রণার শেষ হয় না। সেই হতভাগ্য অসতীকে এই প্রকার নরক-ভোগের পরও পুনরায় সহস্রকোটি জন্ম গৃধ্র হইয়া, অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; পরে সেই কুলটা শতবার শূকর ও শতবার শ্বাপদরূপে জন্ম লাভ করিয়া পরিশেষে যদিও নিজে পূর্ব্ব-সঞ্চিত শুভকর্ম্ম-বলে মানব-জন্ম লাভ করে, তথাপি সে নিশ্চয় বিধবা, ধনহীনা ও চিররোগিণী হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। পিতঃ! আপনি বিধাতার পুত্র এবং তাঁহার ন্যায় আপনিও সমুদয় জগৎ সৃজন করিতে সক্ষম, অতএব আপনার নিকট আমাদিগের সামান্য প্রার্থনা কখনই ব্যর্থ হইবে না। আমরা নিজদোষেই কুল-কামিনীদিগের পরমারাধ্য জগতের সার পতিধনে বঞ্চিত হইয়াছি, এক্ষণে নিজগুণে আমাদিগের সেই পরম গুণবান্ পতিকে দান করিয়া অভিলাষ পূর্ণ করুন। প্রজাপতি দক্ষ কন্যাগণের এইপ্রকার করুণাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভগবান্ শঙ্কর-সন্নিধানে উপস্থিত হই-লেন, মহাদেবও তাঁহাকে দেখিবামাত্র অভ্যুত্থানপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। অনন্তর দক্ষরাজ কৃপানিধান শিবকে প্রণত দেখিয়া ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিতে লাগিলেন। ৭১—৭৭। দক্ষ কহিলেন,—শম্ভো! আমার প্রাণবল্লভ জামাতাকে প্রদান কর, শশধর আমার কন্যাগণের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় পতি, তাহারা পতিকে না দেখিতে পাইয়া নিতান্ত কাতর হই-য়াছে, অতএব আর বিলম্ব করিও না। হে জামাতঃ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যদি আমার জামাতা বিধুকে প্রদান না কর, তাহা হইলে তোমাকে ভয়ঙ্কর অভি-সম্পাত করিব, কার সাধ্য রক্ষা করে। হে দ্বিজবর! শরণাগতবৎসল কৃপাময় শঙ্কর স্বীয় শ্বশুর দক্ষ মহা-শয়ের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুধা হইতে অধিক সুমধুর বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন। ৭৮—৮০। মহাদেব কহিলেন,—দক্ষরাজ! যদিও আপনি আমাকে ভস্মসাৎ বা অভিসম্পাত করেন, তথাপি জীবিত থাকিতে কখনই শরণাগত চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। হে মুনিবর! দক্ষরাজ, মহাদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত ক্রোধভরে শাপপ্রদানে উদ্যত হইলেন, মহাদেবও উপায়ান্তর না দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বিপদের একমাত্র কাণ্ডারী শ্রীহরিকে স্মরণ করিলেন। এমত সময়ে দয়াময় কৃষ্ণ, শঙ্কর-কর্ত্তৃক স্মৃত হইয়াই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপ ধারণপূর্ব্বক উভয়ের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন, তাঁহারাও বিপ্র-রূপধারী ভগবান্‌কে দেখিয়া ক্রমে উভয়ে প্রণাম করিলেন। তখন তেজোময় পরমব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণ উভয়কে শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া শাপভীত শঙ্করকে কহিতে আরম্ভ করিলেন। ৮১—৮৪। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে শর্ব্ব! যাবদীয় বন্ধুবান্ধবের মধ্যে আত্মা অপেক্ষা প্রিয় আর কেহই নাই, অতএব হে সুরনাথ! আত্মাকে রক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; এই জন্য বলিতেছি, দক্ষরাজকে প্রার্থিত শশধর সমর্পণ করত আত্মাকে রক্ষা কর। হে শঙ্কর! তুমি তপস্বী-দিগের শ্রেষ্ঠ, শান্তস্বভাব ও বৈষ্ণবদিগের অগ্রগণ্য

এবং সর্ব্বজীবে সমদর্শী; তোমার ন্যায় মহাত্মার হিংসা বা ক্রোধের বশীভূত হওয়া কখনই সম্ভব নহে। আর এই ব্রহ্মাত্মজ দক্ষ, নিতান্ত কোপনস্বভাব ও দুর্দ্ধর্ষ এবং অতিশয় তেজস্বী; অতএব দক্ষরাজের বিরুদ্ধাচরণ করা, তোমার কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। হে শঙ্কর! তুমি ত সকলই জান, শিষ্টব্যক্তিই দুর্দ্ধর্ষকে ভয় করিয়াথাকে; কিন্তু দুর্দ্ধর্ষব্যক্তি কাহাকেই ভয় করে না। হে শৌনক! ভগবান্ শঙ্কর পরম-ব্রহ্ম নারায়ণের এবংবিধ নীতিগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সহাস্যবদনে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ৮৫—৮৮। শঙ্কর বলিলেন, হে করুণাময়! আপনিও আমাকে নিয়তই কৃপা করিয়া থাকেন, তবে কিজন্য এরূপ অন্যায় অনুমতি করিতেছেন? আপনি আজ্ঞা করিলে, আমার চিরসঞ্চিত তপস্যা, সমুদয় তেজ এবং সমস্ত সিদ্ধি ও সম্পদ্ অথবা প্রাণপর্য্যন্তও দান করিতে কাতর নহি, কিন্তু শরণাগতকে কখনই দান করিতে পারিব না। আপনি ত সকলই জানেন, যে ব্যক্তি ভয়প্রযুক্ত আশ্রিত শরণাগতকে পরিত্যাগ করেন, তাঁহাকে ধর্ম্মও অভিসম্পাতপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন। হে জগৎপ্রভো! এই নিমিত্তই বলিতেছি, আমি সমুদয় ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে কোনক্রমেই পারিব না। যে জন ধর্ম্মবিহীন হয়, তাহার আর কোনপ্রকার গতি থাকে না; এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে নিয়ত রক্ষা করেন, স্বয়ং ধর্ম্মও তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। হে প্রভো! আপনিই ত বেদকর্ত্তা? আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কৃপা করিয়া বলুন দেখি, এক্ষণে কিরূপ কার্য্য করিলে ধর্ম্ম রক্ষা হয়? হে সনাতন! আপনিই এই বিশ্বসংসারের সৃজন ও পালনকর্ত্তা এবং অবশেষে আপনার ইচ্ছাতেই সমুদয় আপনাতেই বিলয়প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। অতএব হে অনন্তশক্তিমন্! আপনার চরণারবিন্দে যে ব্যক্তির ভক্তি অচলভাবে অবস্থান করে, তাহার আর অন্য কোন্ ব্যক্তি হইতে ভয়ের সম্ভাবনা আছে? ফলতঃ যদ্যপি আপনার প্রতি আমার ভক্তি থাকে, তাহা হইলে সামান্য দক্ষের কথা কি, বোধ হয় আপনাকেও ভয় করি না। তখন সর্ব্বভাববিৎ ভগবান্ হরি শঙ্করের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করত পরম প্রীত হইয়া, শম্ভুশেখরস্থিত চন্দ্র হইতে অর্দ্ধচন্দ্র আকর্ষণপূর্ব্বক দক্ষরাজকে দান করিলেন। দ্বিজবর! সেই অবধি ব্যাধিশূন্য অর্দ্ধচন্দ্র শিবশেখরে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং বিষ্ণুদত্ত অপরার্দ্ধকে প্রজাপতি দক্ষ গ্রহণ করত প্রস্থানে উদ্যত হইলেন। পরে দক্ষরাজ বিষ্ণুদত্ত অর্দ্ধচন্দ্রকে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত দেখিয়া, কমলাপতি শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। দয়াময় হরি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, এই চন্দ্র আজ হইতে একপক্ষ পূর্ণ ও আর এক পক্ষ ক্ষীণ হইবেন। এই প্রকার বর দান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। দক্ষরাজও চন্দ্রকে গ্রহণ করত কন্যাদিগকে অর্পণ করিলেন। ৮৯—৯৭। পরে চন্দ্র সেই সকল প্রণয়িনীদিগকে প্রাপ্ত হইয়া, পরম-আহ্লাদে দিবানিশি তাঁহাদিগের সহিত বিহারসুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন এবং সেই অবধিই দক্ষভয়ে ভীত হইয়া, সমভাবে তাঁহাদিগের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মুনিবর! পুষ্করতীর্থে মুনিগণ-সমক্ষে গুরুমুখ হইতে যাহা কিছু সৃষ্টিক্রম শ্রবণ করিয়াছিলাম, সে সমুদয়ই আপনার নিকট সবিশেষ বর্ণন করিলাম। ৯৮—৯৯।

ব্রহ্মখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

সৌতি পুনর্ব্বার কহিলেন,—দ্বিজবর! ইহার পর অপরাপর সৃষ্টিপ্রকরণ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। মহর্ষি ভৃগুর জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য চ্যবন ও শুক্র নামে দুই পুত্র হয় এবং ক্রতুপত্নী ক্রিয়াদেবী, মুনিশ্রেষ্ঠ বালখিল্যদিগকে প্রসব করেন। হে শৌনক! অনন্তর মহামুনি অঙ্গিরার ঔরসে মুনিপ্রধান বৃহস্পতি, উতথ্য ও সম্বর নামে পুত্রত্রয়ের জন্ম হয় এবং বশিষ্ঠপুত্র শক্তির ঔরসে মহামুনি পরাশর জন্মগ্রহণ করেন। জগদ্বিখ্যাত শ্রীমান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হরি এই মহাত্মা পরাশরেরই বংশধর। এই মহর্ষি ব্যাসদেবের শুক-নামে জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য কুলপাবন এক সন্তান হয়, ইনি শিবাংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনন্তর পুলস্ত্য মহাশয়ের বিশ্রবা নামে অতিপ্রসিদ্ধ এক পুত্র হয় ধনেশ্বর কুবের যাহার বংশধর। এই কথা শ্রবণমাত্রে মহর্ষি শৌনক, বিস্ময়ান্বিত হইয়া সৌতিকে কহিলেন, সৌতে! কি অদ্ভুত ব্যাপার পুরাণবিৎ মহাত্মাদিগের বাক্য অতিশয় দুর্ব্বোধ, আমি ত ধনেশ্বরের জন্মবিবরণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আপনি এইমাত্র পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হইতে ধনেশ্বরের জন্মবিবরণ কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় আমাকে কিকারণে ভিন্নপ্রকার বলিতে-ছেন? ইহা শ্রবণ করিয়া সৌতি কহিলেন, পূর্ব্বকালে এই দিক্‌পালগণ সকলেই পরমেশ্বর হইতে জন্ম লাভ

করেন সত্য, কিন্তু সেই ধনেশ্বর কুবের ব্রহ্মশাপে পুনর্ব্বার বিশ্রবার বংশধর হন, ইহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ করুন। একদা অঙ্গিরাত্মজ উতথ্য মহাশয় নিজ গুরু প্রচেতাকে, দক্ষিণা দান করিবার নিমিত্ত ধনেশ্বর কুবেরসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, যত্নসহকারে কোটি স্বর্ণমুদ্রা প্রার্থনা করিলেন। বিপ্রবর! অনন্তর ধনেশ্বর অধিক অর্থে মমতা-নিবন্ধন কিঞ্চিৎ বিষণ্ণভাবে প্রার্থিত দান করিতে উদ্যত হইলে, কোপনস্বভাব উতথ্য মহাশয় তাঁহার বিরসবদন দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ভস্মসাৎ করিলেন, এইজন্যই তাঁহার পুনর্ব্বার জন্ম হয়। এইকারণেই ধনাধিপ কুবের, বৈশ্রবণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ঐ মহামুনি বিশ্রবার রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও মহাত্মা ধার্ম্মিক-প্রবর বিভীষণ নামে অপর তিন পুত্র হয়। পরে পুলহ মুনির বাৎস্য নামে ও মহর্ষি রুচির শাণ্ডিল্য নামে এক পুত্র হয় এবং মুনিশ্রেষ্ঠ সাবর্ণি মহাশয় গৌতমের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। বিখ্যাত কাশ্যপ মুনি কশ্যপ হইতে ও ভরদ্বাজ মহাশয় বৃহস্পতি হইতে উৎপন্ন, এই পঞ্চ মুনিই পঞ্চগোত্রের প্রবর্ত্তক এবং মহাতেজস্বী। তপোধন! প্রজাপতি ব্রহ্মার মুখমণ্ডলে অন্যান্য ব্রাহ্মণজাতিরও উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহারা গোত্রশূন্য হইয়া দেশবিশেষে অবস্থান করিতেছেন। এই পঞ্চগোত্র ব্রাহ্মণদিগের সহিত তাঁহাদিগের সংশ্রব নাই। ৭—১৪। চন্দ্র, সূর্য্য ও মনু হইতে যাঁহারা উৎপন্ন হন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইলেন। এতদ্ভিন্ন অপরাপর ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মার বাহু হইতে জন্ম গ্রহণ করেন, ইহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ক্ষত্রিয়ত্রয়ই প্রধান। প্রজাপতির উরু হইতে বৈশ্যের ও চরণ হইতে শূদ্র জাতির উৎপত্তি হয়। পরে সেই চারি জাতিরই সাঙ্কর্য্যবশতঃ অর্থাৎ দুইপ্রকার জাতির স্ত্রী-পুরুষ হইতে যাহাদিগের জন্ম হয় তাহারা বর্ণসঙ্কর বলিয়া প্রসিদ্ধ। হে বিপ্রেন্দ্র! গোপ, নাপিত, ভিল্ল, মোদক কূবর, তাম্বলি, স্বর্ণকার, বণিক্ প্রভৃতি যে জাতি সকল, তাহারাই সৎশূদ্র নামে অভিহিত হইয়াছে। আর শূদ্রার গর্ভে বৈশ্য হইতে যাহারা উৎপন্ন হয়, তাহারা করণ নামে বিখ্যাত এবং ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। অনন্তর বিশ্বকর্ম্মার মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক, কুম্ভকার, কংসকার, সূত্রধার, চিত্রকার, ও স্বর্ণকার নামে নয় পুত্র শূদ্রার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, ইহাঁরা সকলেই বর্ণসঙ্কর ও শিল্পকারী। কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ছয় জন শিল্পশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী এবং শেষোক্ত তিন জন ব্রহ্মশাপে পতিত হইয়া অযাজ্য হইলেন, অর্থাৎ ইহাঁদিগের যাজ্য করিলে তিনিও পতিত হইবেন। মহাতপা শৌনক এইসকল শ্রবণ করত বিস্ময়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পুরাণবিদ্‌দিগের অগ্রগণ্য সৌতে! সেই শিল্পিপ্রবর বিশ্বকর্ম্মা দেবতা হইয়াও কিকারণে অধম শূদ্রাজাতিতে আসক্ত হইলেন? কিজন্যই তাঁহার পুত্রত্রয় পতিত হন? এবং কি হেতুই বা তাঁহাদিগের ব্রহ্মশাপ হইয়াছিল? তৎসমুদয় সবিশেষ বর্ণন করুন। ১৫—২৩। সৌতি কহিলেন, মুনিবর! একদা ঘৃতাচী নামে স্বর্গবিদ্যাধরী কামার্ত্তা হইয়া, মনোহর বেশ বিন্যাসপূর্ব্বক পুষ্করতীর্থাভিমুখে গমন করিতেছেন, এমত সময়ে বিশ্বকর্ম্মা সানন্দচিত্তে সূর্য্যলোক হইতে আগমন করত সহসা সেই বিলাসিনী বিদ্যাধরীকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে দেখিবামাত্র কামবাণে নিতান্ত অধীর হইয়া, তাহার নিকটে সহবাস প্রার্থনা-নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। হে মুনিগণাগ্রগণ্য! সেই মুনিমনোমোহিনী স্থিরযৌবনা কামিনীর রূপ-লাবণ্যের বিষয় আমি আর অধিক কি বর্ণন করিব? সেই সুরবিলাসিনীর শিরীষকুসুম হইতে সুকোমল অতি মনোহর অঙ্গলতিকা রত্নভূষণে বিভূষিত থাকায় সৌন্দর্য্যমাধুরীর আর পরিসীমা নাই, সেই ষোড়শ-বর্ষীয়া যেন বৃহন্নিতম্বভারে আক্রান্ত হইয়াই মন্দ মন্দ পদ সঞ্চালন করিতেছেন, এবং আপনার ন্যায় সকল-কেই কামবাণে পীড়িত করিবার জন্যই যেন ঘন ঘন কটাক্ষবিক্ষেপে প্রবৃত্তা হইয়াছেন। পবনদেব যেন তাহার সেই সুকঠিন জঘন-প্রদেশ এবং বিশাল, বর্ত্তুল ও কঠিন স্তনযুগলের দর্শন-লালসাতেই হিল্লোল-ভরে অংশুকজাল উড়াইতেছিলেন। এবং তাঁহার সেই শরদিন্দুবিনিন্দিত বদনকমলে মৃদু মৃদু হাস্য-চিহ্ন প্রকাশ পাওয়ায়, সুপক্ক-বিম্বফল-সদৃশ ওষ্ঠাধর দ্বিগুণ-তর মনোহর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার ললাটলেখায় কস্তুরিকানুলিপ্ত সিন্দূর বিন্দুর প্রকাশ থাকায় উজ্জ্বলতার আর পরিসীমা ছিল না। এবং তাঁহার সেই মণিকুণ্ডল-বিরাজিত গণ্ডস্থল দর্শন করিলে কেহই ধৈর্য্যধারণে সমর্থ হন না। ঈদৃশ অলৌকিক সৌন্দর্য্যবতী প্রশান্তমূর্ত্তি ঘৃতাচীকে সম্মুখ-বর্ত্তিনী দেখিয়া কামশাস্ত্র-বিশারদ বিশ্বকর্ম্মা কাম-সন্দীপন-সমর্থ, শ্রবণ-সুখকর বাক্যাবলী বলিতে আরম্ভ করিলেন। ২৪—৩১। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, অয়ি সুন্দরি! তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়তমা, এক্ষণে আমাকে পরিত্যাগ করত প্রাণাপহরণ করিয়া কোথায় যাইতেছ? হে শুভে! ক্ষণেক

সম্মুখে অবস্থান কর নয়ন ভরিয়া দর্শন করি। প্রিয়ে! আমি তোমাকেই অন্বেষণ করত সমুদয় ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিয়াছি, পরিশেষে তোমার অদর্শনজন্য হুতাশনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ছিলাম। সম্প্রতি তুমি কামলোকে গমন করিতেছ, এইপ্রকার বাক্য রম্ভার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া আগমন করত এই মাত্র এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। অয়ি প্রিয়ে চারুহাসিনি! দেখ, এই সরস্বতীতীরে কেমন পুষ্পোদ্যান বিরাজ করিতেছে। আহা! ঐস্থানে কেমন সুগন্ধ ও সুশীতল সমীরণ, মন্দ মন্দ বিচরণ করত পুষ্প-গন্ধে দিক্‌সকলকে আমোদিত করিতেছে। হে শোভনে! ইহা দর্শনে কোন্ যুবক বা যুবতীর মন না চঞ্চল হইয়া থাকে? বিলাসিনি! এইজন্যই বলিতেছি, বৃথা আর বিলম্বে ফল কি, শীঘ্র আমার সহিত মিলিত হইয়া বিহার সুখে কালযাপন কর। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে যোগ্য সমাগম অতি মনোহর হয়, দেখ তুমি যে প্রকার রূপলাবণ্যবতী ও যুবতী, আমিও সেইরূপ রূপবান্ ও যুবা, অতএব আমাদিগের মিলন অবশ্যই সুখকর হইবে। হে মনোরমে! তুমি সৌন্দর্য্যগুণে সকল রমণীকেই জয় করিয়াছ। তোমার অঙ্গ সকল অতিশয় সুকোমল ও যথার্থই তুমি কামার্ত্তা হইয়াছ এবং তোমার জীবন-যৌবন সকলই চিরস্থায়ী। কান্তে! বিবেচনা কর দেখি, আমি তোমার যোগ্য হইতে পারি কি না? ভূতভাবন মৃত্যুঞ্জয়ের বরপ্রভাবে আমিও তোমার ন্যায় মৃত্যুকন্যাকে জয় করিয়াছি এবং ভবন-নির্ম্মাণদ্বারা ধনেশ্বরের প্রীতি সম্পাদন করত তাঁহা হইতে বহুতর ধন-রত্ন লাভ করিয়াছি। আর আমি বরুণদেব হইতে রত্নমালা লাভ করিয়াছি ও বায়ুদেব প্রীত হইয়া আমাকে অমূল্য স্ত্রীরত্নভূষণ দান করিয়াছেন এবং বহ্নিদেব বেতনস্বরূপ অদ্বিতীয় বস্ত্র-যুগ্ম অর্পণ করিয়াছেন; ঐ বস্ত্রের কান্তি বহ্নির ন্যায় উজ্জ্বল। ভদ্রে! কামদেবের নিকট কামিনীগণের মনোরঞ্জন-কর কামশাস্ত্র লাভ করিয়াছি এবং চন্দ্র আমাকে কৃপা করিয়া যৎকিঞ্চিৎ রতিবিষয়ক শিল্প-বিদ্যার শিক্ষা দান করিয়াছেন, যাহা সাধারণের অতি দুর্লভ। হে হৃদয়বল্লভে! আমি তোমাকেই সেই রত্নমালা ও বস্ত্রযুগ্ম এবং সমুদয় রত্নভূষণ দান করি-বার জন্য চিরদিন অভিলাষ করিয়া আসিতেছি, আজ ভাগ্যবলে সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। সরলে! প্রিয়তমাকে প্রিয়-বস্তু-সকল পাছে কেহ অপহরণ করে, এই ভয়ে সেই অমূল্য রত্ন-সকল অতিযত্নে নিজ গৃহে রক্ষা করত তোমারই অন্বেষণার্থ এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে অভিলাষ করিতেছি, আমাদিগের সুখসম্ভোগ অতীত হইলেই সমুদয় তোমাকে অর্পণ করিব। ঋষিবর! সেই সুন্দরী, কামার্ত্ত বিশ্বকর্ম্মার এই প্রকার রসিকতাপূর্ণ বাক্য-বিন্যাস শ্রবণ করিয়া, ঈষৎ হাস্য করত মনোহর নীতিগর্ভ বাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন। ৩২—৪৩। ঘৃতাচী বলিলেন, হে স্মরা-তুর! আপনি আমাকে যেসকল বাক্যে প্রলোভন দেখাইলেন, সে সমস্তই ন্যায়সঙ্গত এবং এক্ষণে আমিও তাহা সরলান্তঃকরণে স্বীকার করিতেছি; কিন্তু আমাদিগের যে নিয়ম আছে বলিতেছি শ্রবণ করুন হে দেব! আমাদিগের এই নিয়ম যে, যে দিবস যাহার নিমিত্ত গমন করিব, সেই দিবস তাঁহারই পত্নী। আমরা কুলটা হইলেও কখনই আমাদিগের এ নিয়ম ভঙ্গ হইবার নয়, তাহা হইলেই আমাদিগকে কুলটাদোষে দূষিতা হইতে হয়। সেই জন্য বলি-তেছি, আজ কোনক্রমে আপনার অভিলাষপূরণে সমর্থা নহি, কারণ কামদেব-উদ্দেশে আজ এই প্রকার বেশ রচনা করত তাঁহারই আলয়ে গমন করিতেছি, সুতরাং এক্ষণে আমি তাঁহারই পত্নী আজ আমি কামপত্নী বলিয়া, আপনাকেও এক্ষণে গুরুপত্নীরূপে স্বীকার করিতে হইবে সন্দেহ নাই, কারণ এইমাত্র আপনি কহিলেন, কামদেবের নিকট কামশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি, সুতরাং কিপ্রকারে আপনার বাসনা পূর্ণ হইতে পারে? কারণ গুরুপত্নীহরণ অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর কিছুই নাই। দেব! আপনারও অবিদিত নাই, দেখুন বিদ্যাদাতা ও মন্ত্রদাতার তুল্য গুরু আর ত্রিজগতে কেহই নাই, তাঁহারা পিতা হইতে লক্ষগুণে ও মাতা হইতে শতগুণে অধিক। হে বিচক্ষণ! বেদে উক্ত আছে, যেপ্রকার পিতা অপেক্ষা মাতা, সেইরূপ গুরু অপেক্ষাও গুরুপত্নী শতগুণে অধিক পূজ্যা। এবং মাতৃহরণ অপেক্ষা, গুরুপত্নী-হরণ, শতগুণে দোষাবহ, ইহা বিখ্যাত। সুভগ! মনুষ্যগণ যাহাকে মাতৃ সম্বোধন করেন, শাস্ত্রানুসারে তিনিও মাতৃতুল্যা হন, ধর্ম্ম তাহার সাক্ষী; সুতরাং মাতৃ-সম্বোধন করিয়া পরিশেষে হরণ করিলে, যতদিন চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়াস্ত থাকিবে, তাবৎকাল তাহাকে কালসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া ঘোর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে; এবং সেই কল্পিত মাতা অপেক্ষা প্রকৃত মাতাকে অপহরণ করিলে চতুর্গুণ ও তাহা হইতে গুরুপত্নী-

লক্ষগুণ অধিক পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অধিক কি যিনি জ্ঞানপূর্ব্বক গুরুপত্নীকে অপহরণ করেন আকল্পপর্য্যন্ত তাঁহার আর কুম্ভীপাক নরক হইতে নিস্তারের উপায় নাই, কোন শাস্ত্রেই সে পাপের প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ নাই। হে মহোদয়! সেই ভয়ঙ্কর কুম্ভীপাক নরক কুলাল-চক্রের ন্যায় গোলাকার ও খড়্গাসদৃশ সূক্ষ্মধার-বিশিষ্ট তাহা কেবল বিষ্ঠা, মূত্র ও বসাতেই পরিপূর্ণ এবং একবার তাহাতে পতিত হইলে নিষ্কৃতি লাভ করা দুষ্কর হইয়া উঠে। ৪৪—৫৫। নিরন্তর সে স্থানে ভয়ানক শূলসদৃশ কৃমিসমূহ বিচরণ করিতেছে ও সে স্থানে যে জল আছে তাহাও অগ্নির ন্যায় অতিশয় উষ্ণ, স্পর্শমাত্রে শরীর দগ্ধ হইতে থাকে। তত্রত্য জীবগণের সেই জলেই পিপাসা দূর করিতে হয় এবং ঐ সকল বিণ্মূত্রই তাহাদিগের ভোজ্য বস্তু, গুরুতর পাপীদিগের ইহাই বিহারস্থান বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। দেব! এই জন্য বলিতেছি, গুরুপত্নীহরণতুল্য ভয়াবহ আর কিছুই নাই। আপনি শুনিয়া থাকিবেন, গুরুপত্নী-সমাগমে পুরুষগণও যে প্রকার পাপী হয় কামুকী গুরুপত্নীরও তাদৃশ পাপ জন্মিয়া থাকে। হে মহোদয়! অধীর হইবেন না, অদ্য আমি কামকামিনী, সুতরাং এক্ষণে তাঁহারই সন্নিধানে গমন করিব, সময়ান্তরে আপনার নিমিত্ত বেশবিন্যাস করত আগমন করিব। ঘৃতাচীর এবংবিধ বাক্যশ্রবণে বিশ্বকর্ম্মা অতিশয় রোষান্বিত হইয়া, পাপীয়সি! "নিজ কর্ম্মদোষে পৃথিবীতলে শূদ্রজাতি হইয়া জন্মগ্রহণ কর্" এইরূপ তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন। অনন্তর ঘৃতাচী, বিশ্বকর্ম্মার তাদৃশ অভিসম্পাত শ্রবণ করত অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহাকেও দারুণ শাপ প্রদান করিলেন তখন তিনি বলিলেন,—তুমি যে আমাকে অকারণে অভিসম্পাত করিলে তেমনি তোমাকে আমার শাপপ্রভাবে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া ধরণীতে জন্মলাভ করিতে হইবে। ঘৃতাচী এই কথা বলিয়া কাম-মন্দিরে গমন করিলেন এবং কামদেবের সহিত সুখ সম্ভোগ করিয়া অবশেষে তাঁহার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। হে শৌনক সেই ঘৃতাচী কামদেবের বাক্যানুসারে ভারতবর্ষের অন্তর্গত প্রয়াগক্ষেত্রে মদননামক গোপবরের পত্নীতে জন্ম লাভ করেন। ধর্ম্মিষ্ঠা ঘৃতাচী, মানুষী হইয়াও জাতিস্মরা ছিলেন, এবং তপস্বিনী হইয়া কালক্ষেপ করিতেন। তাঁহার চিত্ত নিরন্তর তপস্যাতেই নিরত ছিল, কখনই তিনি পাণিগ্রহণ ইচ্ছা করেন নাই। এবং অতিরমণীয় গঙ্গাতীরে দেবপরিমাণে শতবর্ষ পর্য্যন্ত তপস্যা করায় সেই তপস্বিনীর শরীরকান্তি, তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় প্রভাময়ী হইয়াছিল। মুনিবর! পরমেশ্বরের অদ্ভুতলীলা কেহই বুঝিতে সমর্থ নয়, দেখুন সেই মানুষদেহধারিণী সুর-বিলাসিনী, তপস্বিনী হইয়াও সেই সময় সেই সুরশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে নয় পুত্র প্রসব করিয়া পুনরায় স্বর্গ-ধামে গমন করত ঘৃতাচীরূপ ধারণ করেন। এই অদ্ভুত ঘটনা শ্রবণ করিয়া শৌনক কহিলেন, হে সৌতে! তিনি তপস্বিনী হইয়া কিপ্রকারে বিশ্বকর্ম্মার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং কতদিন গত হইলে কোন্ স্থানে নয় পুত্র প্রসব করেন?। ৫৬—৬৫। মহর্ষি সৌতি কহিলেন,—ঋষিবর! এদিকে বিশ্বকর্ম্মাও ঘৃতাচীর সেই নিদারুণ অভিসম্পাত শ্রবণ করিয়া শোকাকুলিতচিত্তে ব্রহ্মলোকে গমন করেন এবং সেই স্থানে বিশ্বনির্ম্মাতা ব্রহ্মাকে নানাবিধ স্তব ও বারংবার প্রণামপূর্ব্বক পরিতুষ্ট করত তাঁহার নিকট সমুদয় ঘটনা কহিয়া-ছিলেন, পরে তাঁহার আজ্ঞানুসারে পৃথিবীতলে আসিয়া ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম লাভ করেন। বিশ্বকর্ম্মা ভূমণ্ডলে ব্রাহ্মণ হইয়াও রাজপ্রাসাদাদি অদ্ভুতরূপে নির্ম্মাণ করায় অদ্বিতীয় শিল্পী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন এবং সাধারণ জনগণকেই সর্ব্বপ্রকারে আপনার মনোহর নানাপ্রকার শিল্পবিদ্যার শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। কার্য্যগতিকে একদা প্রয়াগতীর্থে, রাজভবনে নানাপ্রকার শিল্পকার্য্য করিয়া পরিশেষে স্নানার্থ গঙ্গাতীরে গমন করত এক কামিনীকে দেখিতে পান। দ্বিজবর! জাতিস্মর বিশ্বকর্ম্মা সেই অনুপম লাবণ্যবতী তপস্বিনী যুবতী নূতন রূপ ধারণ করিলেও দেখিবামাত্র জাতিস্মরা ঘৃতাচী বলিয়া চিনিতে পারিলেন। এবং শান্তপ্রকৃতি বিশ্বকর্ম্মা তপস্বিনী ঘৃতাচীকে দেখিবামাত্র পূর্ব্বজন্মের সমুদয় বৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ায় সহসা কামবাণে জ্ঞান-শূন্য হইয়া, সুমধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—রম্ভোরু ঘৃতাচি! এক্ষণে গঙ্গাতীরে, এই প্রকার তপস্বিনীবেশে অবস্থান করিতেছ? মনো-রমে! আমাকে কি স্মরণ করিয়া থাক? আমি সেই তোমারই দর্শনাকাঙ্ক্ষী বিশ্বকর্ম্মা। সুন্দরি! আমার অভিলাষ পূর্ণ কর, আমি তোমাকে এখনই শাপমুক্ত করিয়া দিব, তোমারই নিমিত্ত জন্মান্তরেও আমাকে কামদেব অতিশয় পীড়িত করিতেছেন, অতএব প্রসন্না হও। মানব-দেহ-ধারিণী ঘৃতাচী, ব্রাহ্মণরূপী বিশ্বকর্ম্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শান্তভাবে নীতিগর্ভ সুমধুর অতি উৎকৃষ্ট বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন। ৬৬—৭৫। গোপকন্যা কহিলেন,—হে

সৌম্য! সেই দিন আমি কামপত্নী ও এক্ষণেও তপস্বিনী হইয়াছি, সুতরাং কি প্রকারে আপনার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইতে পারে? বিশেষতঃ 'এ স্থান ভারতবর্ষ ও গঙ্গাতীর; হে বিশ্বকর্ম্মন্! আপনিও বিদিত আছেন, এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ কেবলমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র, অর্থাৎ এস্থানে শুভাশুভ কার্য্য করিলে, সকলকেই স্থানান্তরে ফল ভোগ করিতে হয়। ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তিই, মোক্ষলাভের জন্য, নিজ তপস্যাবলে, এই ধর্ম্মক্ষেত্রে জন্ম লাভ করেন, কিন্তু পরিশেষে বিষ্ণু-মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। নারায়ণশক্তি ভগবতী মায়া যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, বিশ্বপাতা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেই মঙ্গলময়ী কৃষ্ণভক্তি ও তদ্বিষয়ক অভিলষিত মন্ত্র সকল প্রদান করিয়া থাকেন। আর যে ব্যক্তি নিজ পুণ্যবলে ভারবর্ষে জন্ম লাভ করিয়াও, বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া সেই বিশ্বনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মৃত হয় এবং যাহার চিত্ত নিরন্তর বিষয়েতেই আসক্ত থাকে, সেই যথার্থ মূঢ়। হে দেব! ভাগ্যবলে আমি জাতিস্মরা বলিয়াই, আমার স্মৃতিপথে সমুদয় পূর্ব্ববৃত্তান্ত জাগরূক রহিয়াছে, আমি সেই ঘৃতাচী নামে সুরবেশ্যা, কিন্তু আপনার শাপে এক্ষণে গোপকন্যা হইয়াছি। হে কামার্ত্ত! আমি এক্ষণে মোক্ষলাভের নিমিত্ত, এই পুণ্যজনক ভাগী-রথীতীরে তপস্যা করিতেছি এবং এস্থলও ক্রীড়ার উপযুক্ত নয়, অতএব আপনি চিত্তকে সুস্থির করুন। দেখুন, অন্যস্থলে পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, এই গঙ্গাতীরেই অনায়াসে তাহা বিনাশ করিতে পারা যায়, কিন্তু এস্থানে পাপকার্য্য করিলে, সদ্য তাহা স্থানান্তর-কৃতপাপ হইতে লক্ষগুণে অধিক ভয়ানক হইয়া থাকে। কিন্তু পাপী ব্যক্তি এই গঙ্গাতীরে জ্ঞানপূর্ব্বক পাপ করিয়াও যদি সেই কুকার্য্য হইতে বিরত হইয়া, নারায়ণক্ষেত্র প্রয়াগতীর্থে তপঃসাধন করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই গুরু পাপও বিনষ্ট হইতে পারে। অতএব আপনার ন্যায় জ্ঞানীর অকি-ঞ্চন কামনিবন্ধন, এস্থলে পাপের অনুশীলন করা কোনক্রমে কর্ত্তব্য নয়। অনন্তর বিশ্বকর্ম্মা, সেই মধুরভাষিণীর এবংবিধ মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রফুল্লান্তঃকরণে তাঁহাকে গ্রহণ করত, অদৃশ্যভাবে চন্দনালয় মলয়াচলে লইয়াগেলেন। ৭৬—৮৫। পরে সেই সুরম্য মলয়পর্ব্বতের কোন নিম্নপ্রদেশে চন্দন-সমীরণে সুরভীকৃত অতিমনোহর পুষ্পশয্যা রচনা করত, সেই নির্জ্জনস্থানে তাঁহার সহিত সুখ-সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পূর্ণদ্বাদশবর্ষ কাল পর্য্যন্ত, উভয়েই এরূপ অচৈতন্যভাবে কালক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, কখনই বা দিন আর কখনই বা রাত্রি হয় তাহা জানিতে পারেন নাই। মহর্ষে! অনন্তর সেই সুর-কামিনী দুর্ব্বহ পূর্ণ গর্ভভার বহন করত সেই মলয়পর্ব্বতেই মনোহর নব কুমার প্রসব করেন। ৮৬—৮৮। হে শৌনক! বিশ্বকর্ম্মার, মালাকার, কর্ম্মকার, কাংসকার, শঙ্খকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার, সূত্রধার, স্বর্ণকার ও চিত্রকার এই নব সন্তানই শিল্পকার্য্যে অতিশয় শিক্ষিত হইয়াছিলেন এবং পূর্ব্ব সুকৃতিবলে সকলেই জ্ঞানযুক্ত শক্তি-সম্পন্ন ও অসাধারণ বিচক্ষণ ছিলেন। অনন্তর ঘৃতাচী ও বিশ্বকর্ম্মা, উভয়ে সন্তানগণকে বর দান-পূর্ব্বক মহীমণ্ডলে সংস্থাপিত করিয়া মনুষ্যদেহ ত্যাগ করত নিজ স্থান স্বর্গধামে গমন করিয়াছিলেন। দ্বিজবর! পরে বিশ্বকর্ম্মার পুত্রগণের মধ্যে স্বর্ণকার, ব্রাহ্মণের স্বর্ণাপহরণজন্য ব্রহ্মশাপপ্রভাবে সেই দিন হইতে পতিত হইয়াছে। সূত্রধারও ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া যজ্ঞীয় কাষ্ঠাহরণে ঔদাস্যবশতঃ বিলম্ব করায় তাঁহাদিগের অভিসম্পাতে পতিত হন। এবং চিত্রকরও আজ্ঞানুরূপ চিত্রের ব্যতিক্রম করায় প্রকুপিত ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া পতিত হইয়াছেন। পতিত স্বর্ণকারের সংসর্গবশতঃ এবং স্বর্ণচৌর্য্যাদি-দোষেও দূষিত হওয়ায় কোন বণিক্ বিশেষও ব্রাহ্মণের শাপহেতু পতিত হন। ৮৯—৯৫। ঋষিবর! এইপ্রকার অন্যান্য জাতিও উৎপন্ন হইয়া যেকারণে যাহারা পতিত হইয়াছে কহিতেছি শ্রবণ করুন। বারবিলাসিনী শূদ্রার গর্ভে চিত্রকারের ঔরসে একপ্রকার জাতির উৎপত্তি হয়, কিন্তু সেই জাতি স্বতই জারদোষে পতিত হইয়া আছে, সেই জাতি অট্টালিকাকার নামে প্রসিদ্ধ। অট্টালিকাকারের ঔরসে কুম্ভকার-পত্নীতে যে জাতি উৎপন্ন হয়, তাহার নামে কোটক ও সেই জাতি গৃহনির্ম্মাণ-বিষয়ে অতি নিপুণ। পরে কুম্ভকারের ঔরসে কোটকপত্নীতে অতিকুটিলস্বভাব তৈলকর নামে জাতি উৎপন্ন হয়। এবং তীবর নামে জাতি, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে রাজপুতনামক জাতির পত্নী হইতে উৎপন্ন; এই ক্রমোক্ত তিন জাতিই পিতৃদোষে পতিত। এই তীবরের ঔরসে তৈলকার-পত্নীর গর্ভে লেট নামে প্রসিদ্ধ একপ্রকার জাতির উদ্ভব হয়; এই জাতির দস্যুবৃত্তিই জীবিকা, এজন্য দস্যু নামেও প্রসিদ্ধ। অনন্তর তীবরকন্যার গর্ভে লেটজাতি হইতে মল্ল, মত্র, মাতর, ভড়, কোড় ও কলন্দ নামে ছয় জাতীয় পুরুষ জন্মগ্রহণ করে। তাহার পর ব্রাহ্মণীর

গর্ভে শূদ্রের ঔরসে সকল জাতির অধম অতি অস্পৃশ্য চণ্ডাল নামে এক প্রকার জাতির উৎপত্তি হয়, ইহারা ও পূর্ব্বোক্ত সকলজাতিই জারজত্ব-নিবন্ধন পতিত। পরে চণ্ডালিনী, তীবরের ঔরসে চর্ম্মকার নামে জাতির জন্ম বিধান করেন। এবং চর্ম্মকার-রমণীর গর্ভে, চণ্ডাল হইতে মাংসচ্ছেদ নামে জাতির জন্ম হয়। আর কোঁচ নামে বিখ্যাত জাতি, মাংসচ্ছেদ-রমণী হইতে তীবরের ঔরসে জন্মপরিগ্রহ করে এবং কোঁচস্ত্রীর গর্ভে কৈবর্ত্ত হইতে কর্ত্তার (কাওরা) নামের প্রসিদ্ধ জাতির উৎপত্তি হয়। হে শৌনক! পরে চণ্ডালকন্যা, লেট জাতির ঔরসে দুইপ্রকার জাতির উৎপাদন করেন, সেই দুই জাতি হড্ডি ও ডম নামে প্রসিদ্ধ। এই উভয় জাতির স্বভাব অতি কদর্য্য, তাহার পর চণ্ডালবীর্য্য হইতে, উক্ত হড্ডি-কন্যার গর্ভে ক্রমে ক্রমে পঞ্চবিধ জাতি উৎপন্ন হয়, ইহারা সকলেই অতিশয় দুষ্টাশয় ও অরণ্যচারী। ৯৮—১০৬। হে শৌনক! ইহার পর আরও সঙ্কর জাতির কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। গঙ্গা-তীরে লেটজাতির ঔরসে তীবর কন্যার গর্ভে যে বালক উৎপন্ন হয়, তিনিই গঙ্গাপুত্র নামে বিখ্যাত। অনন্তর গঙ্গাপুত্র-জাতীয় রমণীর গর্ভে, বেশধারীর ঔরস হইতে যুঙ্গী নামে অপর জাতির উৎপত্তি হয়, এবং বৈশ্য, তীবরকন্যায় উপগত হইয়া শুণ্ডীনামক (শুঁড়ি) জাতিকে উৎপাদন করেন, এইরূপ ক্ষত্রের ঔরসে করণ কন্যার গর্ভে রাজপুত্র জাতি জন্ম লাভ করেন, এবং শুণ্ডীভার্য্যাতে বৈশ্যের ঔরসে পৌণ্ড্রক জাতি, উৎপন্ন হয়, পরে করণ হইতে রাজপুত্রভার্য্যায় আগুরী নামে প্রসিদ্ধ জাতির উদ্ভব হয়। তৎপরে বৈশ্যার গর্ভে, ক্ষত্রবীর্য্য হইতে যে জাতি জন্মলাভ করে, তাহার নাম কৈবর্ত্ত, এই কৈবর্ত্তদিগের মধ্যে কতকগুলি কলিতে তীবরসংসর্গে পতিত হইয়া ধীবর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং তীবরীর (তীওর) গর্ভে ধীবর হইতে যে সন্তান জন্ম লাভ করে, সে রজক বলিয়া বিখ্যাত, পরে রজকীর গর্ভ হইতে তীবরের ঔরসে কোয়ালি জাতির উৎপত্তি হয়। আর নাপিতের ঔরসে গোপকন্যার গর্ভে যে জাতি উৎপন্ন হয়, তাহারা সর্ব্বস্বী। পরে সর্ব্বস্বীর ভার্য্যায় ক্ষত্রিয়বীর্য্য হইতে অতি বলবান্ পশুহিংসক ব্যাধ-জাতির জন্ম হয়। ১০৭—১১৩। অনন্তর, তীবর হইতে শুণ্ডিকার গর্ভে সাত জন জন্ম গ্রহণ করে, তাহারা সকলেই কলিযুগে হড্ডিসঙ্গে সহবাস-বশতঃ, দস্যুবৃত্তি করিয়া থাকে। তপোধন! ব্রাহ্মণীর গর্ভে ঋষিবীর্য্য হইতে এক সন্তান হয়, কিন্তু সেই সন্তান ঋতুর প্রথম দিবসে বলিয়া কুৎসিত উদরে জন্ম লাভ করায় কুদর নামে প্রসিদ্ধ হয়। সেই সন্তান ঋতুদোষেই পতিত এবং সেই জাতির ব্রাহ্মণীর গর্ভে ঋষির ঔরসে জন্ম বলিয়া ব্রাহ্মণসদৃশ অশৌচ ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু এক্ষণে কোটিক জাতির সংসর্গে অতি নীচ বলিয়া পৃথিবীতলে সকলের ঘৃণাভাজন হইয়াছে। এই প্রকার ঋতুর প্রথম দিনে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে মহাবলপরাক্রান্ত ও ধনুর্ব্বিদ্যায় নিপুণ, এক পুত্র জন্মে, দস্যুবৃত্তি-দর্শনে জন্মদাতা ক্ষত্রিয়-কর্তৃক নিবারিত হইয়াও নিবারণ-বাক্য অতিক্রম করায় সেইপুত্র, বাগতীত বলিয়া বিখ্যাত হইল। পরে শূদ্রা-গর্ভে ঐরূপ ঋতুর পূর্ব্বদিনেই, ক্ষত্রিয়-বীর্য্য হইতে কতকগুলি অবিনীত ও মহাবলপরাক্রান্ত ম্লেচ্ছজাতীয় সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা সকলে অতিশয় ক্রূরস্বভাব নির্ভীক ও রণদুর্জ্জয়। তাহাদিগের শৌচাচার ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই নাই এবং অতিশয় নির্লজ্জ। পরে ম্লেচ্ছ হইতে কুবিন্দ কামিনীর গর্ভে জোলা জাতির উৎপত্তি হয় এবং ঐ জোলার ঔরসে উক্ত কুবিন্দ কন্যার উদর হইতে যে জাতি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম শরাক বলিয়া বিখ্যাত। দ্বিজবর! এইপ্রকার বর্ণসঙ্কর-দোষ-জন্য এই ভূমণ্ডলে বিখ্যাত বহুবিধ জাতিই উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের সকলের নাম বা সংখ্যা বলিতে কেহই সমর্থ নয়। মুনিবর! অনন্তর ব্রাহ্মণীর গর্ভে, স্বর্ব্বৈদ্য, অশ্বিনীকুমারের ঔরসে বৈদ্যজাতির জন্ম হয় এবং সেই বৈদ্য হইতে ও শূদ্রার গর্ভে বহু সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, তাহারা সকলে গ্রাম্য গুণাভিজ্ঞ ও মন্ত্রৌষধি-পরায়ণ। পরে তাহাদিগের সহবাসে শূদ্রা-সকল যে সমস্ত সন্তান প্রসব করিয়াছে, তাহারাই ব্যালগ্রাহী (সাপুড়ে) নামে বিখ্যাত। ১১৪—১২৪। মহর্ষি শৌনক, সৌতির এইরূপ বাক্যশ্রবণে অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া কহিলেন,—মুনে! কোন্ বিপাক-হেতু কিপ্রকারে সূর্য্যপুত্র অশ্বিনীকুমার অসদৃশ ব্রাহ্মণীতে উপগত হইয়া সন্তানোৎপাদন করিলেন, সবিশেষ বর্ণন করিয়া কৌতুহল দূর করুন। তখন ঋষিসত্তম সৌতি কহিলেন;—মুনিবর! দৈবের অসম্ভব ঘটনা। একদা সেই শান্তপ্রকৃতি বলবান্ সূর্য্যকুমার এক পরমসুন্দরী ব্রাহ্মণীকে তীর্থযাত্রায় গমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি সাতিশয় কামাসক্ত হইলেন, এবং বারংবার বহুযত্নে ব্রাহ্মণীকর্তৃক নিবা-রিত হইয়াও বলপূর্ব্বক নিকটস্থ এক পুষ্পোদ্যানে আনয়ন করত, তাঁহাতে উপগত হইয়া গর্ভাধান করি-

লেন। অনন্তর ব্রাহ্মণপত্নী লজ্জাভয়ে ভীত হইয়া সেই গর্ভ ত্যাগ করিবামাত্র, তৎক্ষণাৎ দৈবপ্রভাবে সেই রমণীয় পুষ্পোদ্যানে তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ এক মনোহর পুত্র জন্মিল। তখন সেই ব্রাহ্মণ-রমণী পুত্রস্নেহবশতঃ কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া লজ্জিতান্তঃকরণে স্বামিনিকটে উপস্থিত হইয়া পথিমধ্যে যে দৈবঘটনা হইয়াছিল, তাহা সবিশেষ কহিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ, অতি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই পুত্রের সহিত নিজ ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিলেন। পরে ব্রাহ্মণপত্নী সাতিশয় লজ্জিতা ও দুঃখিতা হইয়া যোগাবলম্বনপূর্ব্বক স্বদেহ পরিত্যাগ করত গোদাবরী নামে স্রোতস্বতী হইলেন। এদিকে সেই অশ্বিনীকুমার স্বীয় পুত্রকে মাতৃহীন দেখিয়া স্বয়ং বহুযত্নে রক্ষাকরত সমুদয় চিকিৎসাশাস্ত্র ও নানাবিধ শিল্প এবং মন্ত্রবিষয় শিক্ষা দান করিলেন। হে শৌনক! পরে সেই অশ্বিনীকুমার-বংশোদ্ভব কোন ব্যক্তি, ক্রমশঃ বৈদিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করত নিরন্তর জোতিঃশাস্ত্র গণনাদ্বারা বেতন গ্রহণ করায়, এই ভূমণ্ডলে গণক নামে প্রসিদ্ধ হন। তদ্বংশীয় অন্য ব্রাহ্মণ লোভপ্রযুক্ত শূদ্রদিগের অগ্রে দান গ্রহণ করেন ও প্রেতশ্রাদ্ধাদির সামগ্রী স্বীকার করায় অগ্রদানী নাম লাভ করিয়াছেন। তপোধন! ইহার পর এক অদ্ভুত ঘটনা শ্রবণ করুন। ব্রহ্মযজ্ঞে যজ্ঞকুণ্ড হইতে কোন এক অদ্ভুত পুরুষ উত্থিত হন, তিনি ধর্ম্মবক্তা ও সূত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং সেই মহাত্মাই আমাদিগের আদিপুরুষ। ১২৫—১৩১। অনন্তর স্বয়ং বিশ্বশিল্পী ব্রহ্মা কৃপা করিয়া তাঁহাকে পুরাণ শাস্ত্র অধ্যয়ন করান; সেই অবধি সেই যজ্ঞকুণ্ড-সম্ভব সূতবংশীয়েরা পুরাণ-পাঠক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার পর সূতের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে আর এক-জাতি পুরুষ উৎপন্ন হয়; সেই পুরুষ অত্যন্ত বাবদূক ও সকলের স্তুতিপাঠক, ভট্ট (ভাট) নামে খ্যাতি লাভ করেন। ঋষিসত্তম! আপনার নিকট পৃথিবীস্থ জাতিদিগের মধ্যে কতকগুলি জাতির উল্লেখ করিলাম; এতদ্ভিন্ন এইরূপ বর্ণসঙ্করদোষে ক্রমশঃ বহুতর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। মহর্ষে! ইহার পর বিশ্বনির্ম্মাতা ব্রহ্মা, সকল প্রকার জাতিরই বেদশাস্ত্রানুসারে যাহার সহিত যাহার যে প্রকার সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, আমি অবিকল বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। ১৩৫—১৩৮। যিনি জন্ম দান করিয়াছেন, তাঁহাকে পিতা তাত ও জনক বলা যায়। এবং যিনি গর্ভে স্থান দিয়া প্রসব করিয়াছেন তিনি অম্বা, মাতা ও জননী নামে অভিহিতা হন। যিনি জনকের জনক, তিনি পিতামহ এবং পিতামহ যাহা হইতে উৎপন্ন হন, তাঁহাকে প্রপিতামহ বলা যায়; প্রপিতামহের জ্ঞাতিগণ স্বগোত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। মাতৃ-জনকের নাম মাতামহ ও তিনি যাঁহা হইতে জন্ম লাভ করিয়াছেন, তিনি প্রমাতামহ এবং তাঁহারও পিতার নাম বৃদ্ধপ্রমাতামহ। এইরূপ পিতার যিনি মাতা, তিনি পিতামহী ও তাঁহার যিনি শ্বশ্রূ (শাশুড়া) তিনি প্রপিতামহী; এবং ঐ প্রপিতা-মহীর শ্বশ্রূর নাম বৃদ্ধপ্রপিতামহী। যিনি জননীর জননী, তিনি মাতামহী, তিনিও মাতৃতুল্য পূজনীয়া; এই প্রকার প্রমাতামহের পত্নী প্রমাতামহী ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের ভার্য্যা বৃদ্ধপ্রমাতামহী হন এবং পিতৃভ্রাতা পিতৃব্য ও মাতার ভ্রাতা মাতুল নামে বিখ্যাত। এইরূপ পিতার ভগিনী পিতৃস্বসা ও মাতৃ-ভগিনীর সহিত মাতৃষ্বসা (মাসী) সম্বন্ধ হয় পুত্রকে আত্মজ, সূনু, তনয় ও দায়াদ আদি বলা যায়। কন্যার নাম আত্মজা, জন্যা দুহিতা ও কন্যা। পুত্রপত্নী বধূ নামে প্রসিদ্ধা, কন্যার পতি জামাতা নামে অভিহিত হন। স্বামীকে পতি, কান্ত, প্রিয় ও ভর্ত্তা আদি বলা যায়। স্বামীর ভ্রাতা, দেবর ও ভগিনী, ননন্দা (ননদ) হন, এবং স্বামীর পিতার নাম শ্বশুর ও মাতার নাম শ্বশ্রূ। পত্নীকে প্রিয়া, কান্তা, ভার্য্যা ও জায়া আদি বলা যায়। উক্ত পত্নীর ভ্রাতা, শ্যালক ও ভগিনী শ্যালিকা হন। এইরূপ পত্নীর মাতাও শ্বশ্রূ এবং পিতা শ্বশুর হন। সহোদর ভ্রাতাকে সোদর ও সগর্ভ বলা যায়; এবং ঐরূপ ভগিনীও সোদরা ও সগর্ভা হন। ভগিনীপুত্রকে ভাগিনেয় ও ভ্রাতৃপুত্রকে ভ্রাতৃজ বলা যায়; এবং ভগিনীর স্বামী শ্যাল ও ভগিনীপতি নামে প্রসিদ্ধ। মহাত্মন্ শৌনক! শ্যালীপতি ভ্রাতৃ-তুল্য, এবং শ্বশুর জন্মদাতার সদৃশ পূজ্য, কারণ জনক যে প্রকার নিজ দেহের উৎপাদক, সেইরূপ শ্বশুরও অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী ভার্য্যার জন্মদাতা, এজন্য উভয়ে সমান-সম্মানভাজন। দেখুন শাস্ত্রেও কথিত আছে, যিনি অন্নদান করেন, যিনি সমুদয় ভয় হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন ও যিনি পত্নীর পিতা এবং যাঁহা হইতে বিদ্যা বা জন্ম লাভ করা যায়; এই পঞ্চ জন মনুষ্যগণের পিতা বলিয়া অভিহিত হন। অন্নদান-কর্ত্তার ভার্য্যা ভগিনী, পিতৃব্যপত্নী, জননী ও তাঁহার সপত্নী, কন্যা, পুত্রের ভার্য্যা এবং পিতা ও মাতার জননী, শ্বশ্রূ, পিতা এবং মাতার ভগিনী, পিতৃব্যপত্নী ও মাতুলানী এই চতুর্দ্দশ জন মাতৃপদবাচ্য অর্থাৎ ইহাদিগের প্রতি মাতৃবৎ ব্যবহার করিতে হইবে। ১৩৯—১৫৫। পুত্রের যে পুত্র তিনি পৌত্রশব্দে অভিহিত এবং তাহার পুত্রকে

প্রপৌত্র বলে। পরে সেই প্রপৌত্রের অধস্তন সমুদয় পুরুষ, কুলজ নামে বিখ্যাত। আর কন্যাপুত্রকে দৌহিত্র বলে, এবং দৌহিত্রের ও ভাগিনেয় পুত্রাদি সকলে বান্ধব পদবাচ্য হন। ভ্রাতৃপুত্রের পুত্রাদির সহিত জ্ঞাতিসম্বন্ধমাত্র। গুরুপুত্র ভ্রাতৃতুল্য, আর তিনি প্রতিপাল্য ও পরম বান্ধব। মুনিবর! এই প্রকার গুরুকন্যাও ভগিনীস্বরূপা ও প্রতিপাল্যা, এবং তিনিও প্রতিপাল্য ও বান্ধব বলিয়া বিখ্যাত। পুত্র ও কন্যার শ্বশুর, ভ্রাতার সমান এবং বন্ধু ও বৈবাহিক পদবাচ্য। কন্যার গুরুও ভ্রাতৃতুল্য এবং পরম বান্ধব। আর গুরু, শ্বশুর ও ভ্রাতার গুরু আপনার গুরুসদৃশ পূজনীয়। এবং যাহার সহিত যাহার বন্ধুতা হয়, তিনি মিত্র বলিয়া কথিত হন, এই মিত্রতাই জগতে সুখের কারণ এবং যাঁহা হইতে কেবল দুঃখই লাভ হয়, তিনিই যথার্থ শত্রুপদবাচ্য। দৈবযোগে কখন বান্ধব হইতে দুঃখ ও নিঃসম্বন্ধ পুরুষ হইতেও সুখ লাভ হইয়া থাকে। এই হেতু ভূমণ্ডলে শাস্ত্রকারেরা বিদ্যা, যোনি ও প্রীতিজন্য সম্বন্ধ তিন প্রকার বলিয়াছেন; ইহার মধ্যে, প্রীতিপ্রদ, কেবল মিত্রতাসম্বন্ধ। কিন্তু তাহাই অতি সুদুর্লভ। এই মিত্রের মাতা ও ভার্য্যা, মনুষ্যগণের নিঃসন্দেহ মাতৃতুল্যা এবং মিত্রের ভ্রাতা ও স্বীয় ভ্রাতায় কিছুমাত্র প্রভেদ নাই ও মিত্রপিতাকে আপনার পিতা হইতে কোন বিশেষ দেখা যায় না। মুনিসত্তম! কমলযোনি ব্রহ্মা, পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধত্রয় হইতে অতিরিক্ত একটী নামসম্বন্ধ বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। দুষ্টারমণীগণের সম্ভোগকর্ত্তার নাম জার, উপপতি ও বন্ধু এবং উপপত্নীর সম্বন্ধই নামসম্বন্ধ। উক্ত উপপতি স্বামিতুল্য এবং ঐ উপপত্নী গৃহিণীর সমান। এই চতুর্থ সম্বন্ধটী দেশভেদে প্রচলিত আছে, কিন্তু অপরাপর দেশে অতিশয় গর্হিত বলিয়া পরিগণিত। বেদে এই সম্বন্ধের উল্লেখ নাই বলিয়া সকলে ইহাকে ঘৃণা করে এবং বিশ্বামিত্রের নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের বিশেষরূপে অকীর্ত্তিকর এই সম্বন্ধ। দেশবিশেষে মহদ্ব্যক্তিরাও ত্যাগ না করিতে পারায় অনায়াসে প্রচলিত হইতেছে, অবে তেজীয়ান্ ব্যক্তির ইহাতে কোন দোষ দেখা যায় না, এবং ইহা সকলযুগেই বিদ্যমান থাকে। ১৫৬—১৭০।

ব্রহ্মখণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

অনন্তর মহাতপা শৌনক, পৌরাণিকশ্রেষ্ঠ মহর্ষি সৌতিকে সাদর সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—সৌতে! সেই ব্রাহ্মণ নিজ ভার্য্যাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অবশেষে কি কার্য্য করিলেন? এবং সেই অশ্বিনীকুমারের আত্মজই বা কোন্ নামে প্রসিদ্ধ ও কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সবিশেষ বর্ণন করিয়া আমাকে পরম আনন্দিত করুন। শৌনকের এইরূপ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া, মহর্ষি সৌতি কহিলেন, মুনিবর! সেই ভরদ্বাজ বংশাবতংশ সুতপা নামক ব্রাহ্মণ-মুনি, রোষের বশীভূত হইয়া নিজভার্য্যাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক হিমাচলপর্ব্বতে গমন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে লক্ষবৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করেন। অনন্তর সেই তেজস্বী সুতপা, মহাতপস্যায় পূর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত হইয়া একদা সহসা গগনমার্গে ক্ষণকাল, পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মলজ্যোতি দর্শন করিতে পাইলেন। তাহার পর সেই ব্রাহ্মণ, প্রকৃতি হইতে পৃথক্ পরমাত্মাকে দেখিয়া, সানন্দচিত্তে তাঁহার নিকট মোক্ষ প্রার্থনা না করিয়া, কেবলমাত্র তাঁহার দাস্য ও ভক্তিবিষয়ক বর যাচ্ঞা করিলেন। অনন্তর এইরূপ দৈববাণী শুনিলেন, "হে ব্রাহ্মণ! অগ্রে দার পরিগ্রহ করিয়া কিছুকাল অতিবাহিত কর, পরে দেহান্তে তোমাকে আমার দাস্য ও ভক্তি প্রদান করিব।" তৎপরে মহর্ষি সুতপা, দারগ্রহণে অভিলাষ করিলে, স্বয়ং বিধাতা তাঁহাকে পিতৃগণের মানসী কন্যা অর্পণ করিলেন; পরে সেই ঋষিবরের ঔরসে মানসীকন্যার গর্ভে, মুনিদিগের শ্রেষ্ঠ কল্যাণমিত্র নামে এক সন্তান হয়। যে কল্যাণমিত্রের নাম স্মরণমাত্র, জীবগণের বজ্রভয় নিবারণ হইয়া থাকে, এবং বিনষ্ট দ্রব্য, বন্ধু ও মিত্রের লাভ হয়। অনন্তর কোন কারণবশতঃ সেই মহামুনি সুতপা, কল্যাণমিত্রের জননীকে পরিত্যাগ করত, সহসা সেই সময় পূর্ব্বাপরাধ স্মরণ হওয়ায়, সেই সূর্য্যপুত্র অশ্বিনীকুমারকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে, "সুরাধম! আজ হইতে তোমরা উভয় ভ্রাতাই আমার শাপপ্রভাবে, যজ্ঞভাগের অনধিকারী ও সকলের অপূজ্য হইবে, এবং ব্যাধিগ্রস্ত ও জড়াঙ্গ হইয়া জগতে অকীর্ত্তিমান্ বলিয়া বিখ্যাত হও।" মহাতেজা সুতপা এইরূপ কহিয়া, পুত্র কল্যাণমিত্রের সহিত গৃহে গমন করিলে, ভগবান্ সূর্য্যদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়-সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট

উপস্থিত হইলেন। শৌনক! ত্রিজগৎপতি সূর্য্যদেব উপস্থিত হইয়া, সেই ব্যাধিগ্রস্ত পুত্রদ্বয়ের সহিত, মুনিশ্রেষ্ঠ সুতপাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১—১১। সূর্য্যদেব কহিলেন,—হে মুনিবর ভরদ্বাজ! আমার পুত্রদিগের অপরাধ ক্ষমা করুন। হে ভগবন্! দেখুন স্বয়ং নারায়ণই কৃপাপরবশ হইয়া, যুগে যুগে জীবগণের নিস্তারনিমিত্ত বিপ্রবেশ ধারণ করিয়া থাকেন; সুতরাং আপনি সেই সত্ত্বগুণাশ্রয় ভগবান্ বিষ্ণুস্বরূপ, আপনার এরূপ ক্রোধ কখনই শোভা পায় না। বিপ্রবর! আমি আর একমুখে ব্রাহ্মণের কত প্রশংসা করিব! দেখুন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ সকলে নিরন্তর ব্রাহ্মণদত্ত ফল পুষ্প ও জলাদি গ্রহণ করিয়াই তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। আর, দেবতাগণ ব্রাহ্মণকর্তৃক আবাহিত হইয়াই বারংবার এই বিশ্বসংসারে পূজিত হইতেছেন, এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা কেহই নাই; কারণ স্বয়ং হরিই বিপ্ররূপ ধারণ করিয়াছেন। মহাত্মন্! অধিক কি বলিব, ব্রাহ্মণগণ পরিতুষ্ট হইলেই স্বয়ং নারায়ণ তুষ্টি লাভ করেন, এবং নারায়ণ তুষ্ট হইলে সকল দেবতাই সন্তুষ্ট হন, অর্থাৎ যাহার প্রতি ব্রাহ্মণগণ প্রসন্ন হন, তাহার আর কোন দেবতা হইতে ভয়ের আশঙ্কা নাই। দেখুন, যেমন গঙ্গার সমান তীর্থ নাই, যেমন বিষ্ণু হইতে উৎকৃষ্ট দেবতা নাই, শঙ্কর অপেক্ষা বৈষ্ণব যেমন আর কেহই নাই, ধরণীর তুল্য সহিষ্ণুতাগুণ যেমন কাহারও নাই; সেই প্রকার ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। যেরূপ সত্য হইতে উত্তম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই, যেরূপ পার্ব্বতীর সমান সাধ্বী আর নাই, যেরূপ দৈব হইতে কেহই বলবান্ নহে, পুত্রসম প্রিয় যেরূপ কিছুই নয়; তাদৃশ বিপ্রসেবা অপেক্ষা সার পদার্থ কিছুই নাই। যাদৃশ ব্যাধির সদৃশ শত্রু নাই, গুরু হইতে পূজ্য নাই ও মাতার সমান আর বন্ধু নাই এবং যেপ্রকার পিতা হইতে মিত্র কেহই নয়; তাদৃশ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হিতৈষী আর কেহই নাই। যে প্রকার সকল ব্রত হইতে একাদশীব্রত উৎকৃষ্ট, যেমন অনশনতুল্য তপস্যা নাই, এবং রত্নই যেমন সকল ধনের সার ও বিদ্যা যেরূপ রত্নের মধ্যে উৎকৃষ্ট, তাদৃশ ব্রাহ্মণই সর্ব্বাশ্রমের শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা গুরু আর কেহই নাই, ইহাই বেদের সার কথা বলিয়া স্বয়ং কমলযোনি ব্রহ্মা স্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আর আপনাকে অধিক কি বলিব, কেবল এই-মাত্র প্রার্থনা, কৃপা করিয়া আমার পুত্রদ্বয়ের প্রতি প্রসন্ন হউন ১২—২০। মহর্ষি ভরদ্বাজ, সূর্য্য-দেবের এবংবিধ বিনয় বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃ-করণে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তপোবলে তৎক্ষণাৎ তাহার পুত্রদ্বয়ের রোগ দূর করিলেন এবং বলিলেন, —কিছুকাল পরে আপনার পুত্রদ্বয় যজ্ঞাংশ লাভ করিবেন, এই কথা বলিয়া মুনিবর সুতপা পুনর্ব্বার ভাস্করদেবকে প্রণাম করিয়া হরিসেবাভিলাষে সন্তুষ্ট-চিত্তে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন, এবং সূর্য্যদেবও অতিশয় আনন্দিত হইয়া পুত্রদ্বয়ের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বিপ্রবর! অনন্তর সেই সূর্য্যপুত্র-দ্বয় ব্রাহ্মণের আজ্ঞায়, সকলের পূজ্য ও যজ্ঞাংশভাগী হইয়াছিলেন। যে মানব, সূর্য্যকৃত এই স্তব পাঠ করিবেন, তিনি বিপ্রপাদ-প্রসাদে সর্ব্বত্র জয়লাভে সমর্থ হইবেন, এবং যিনি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানানন্তর "ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" এইরূপ পাঠ করিবেন, তাঁহার সর্ব্বতীর্থে স্নান করিলে যাদৃশ ফল লাভ হয় ও সকল প্রকার যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে যেরূপ ফলভাগী হওয়া যায়, সেইরূপ সমুদয় পুণ্য লাভ হইবে সন্দেহ নাই। কারণ, পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ আছে সাগরগর্ভে তৎসমুদয়ই বিদ্যমান। এতদ্ভিন্ন সাগরে অন্যান্য যে সকল তীর্থের অবস্থান আছে এক বিপ্রপাদে পৃথিবীস্থ এবং সাগরস্থ সেই সমুদয় তীর্থই বিরাজ করিতেছেন; সুতরাং ব্রাহ্মণপ্রসাদে সিদ্ধ না হয়, ত্রিজগতে এমন কি আছে? হে শৌনক! আর মেদিনী যাবৎকাল বিপ্রগণের পাদোদকে ক্লিন্না থাকেন, পিতৃলোকেরা তাবৎকালপর্য্যন্ত পদ্মাকৃতি সুবর্ণপাত্রে স্বচ্ছন্দে জলপান করিতে পান; এবং যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক পবিত্র বিপ্রপাদোদক পান করেন তিনিও সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষার ও সর্ব্ব তীর্থে স্নানের ফল লাভ করেন। হে বিপ্রবর! যদি কেহ মহারোগী হইয়াও ভক্তিপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে এক-মাস-কাল ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় সকল রোগ হইতে মুক্ত হন, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। মহর্ষে! ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য অধিক কি বলিব, ব্রাহ্মণ কৃতবিদ্যই হউন বা মূর্খ হইয়াই থাকুন, যদি তিনি ত্রিকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য সকল করেন এবং তাঁহার যদি ভগবান্ বিষ্ণুতে ভক্তি থাকে তাহা হইলে তিনিও বিষ্ণুর সমান, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। এমন কি, যদি কোন ব্রাহ্মণ, অকারণ বা সকারণ রোষের বশীভূত হইয়া হিংসা বা অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হন, তথাপি তাঁহার প্রতি হিংসা বা শাপ প্রদান করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য

নহে। অধিক কি বলিব, ব্রাহ্মণ হরিভক্ত হইলে গোসমূহ হইতে শতগুণে পূজ্য হন। ২১—৩১। দ্বিজবর! যে ব্যক্তি প্রতিদিন ব্রাহ্মণের পাদোদক ও উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন, তিনি রাজসূয়যজ্ঞের ফল লাভ করেন। এবং যে ব্রাহ্মণ একাদশীর উপবাস করেন ও সংযতচিত্তে প্রতিদিন নারায়ণের পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহার পাদোদক প্রাপ্ত হইয়া সকল স্থানই তীর্থসদৃশ পুণ্যক্ষেত্র হয়, সন্দেহ নাই। ব্রহ্মন্! যে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণকে ভোজ্য সামগ্রী, নিবেদনপূর্ব্বক তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন, তিনি এই পৃথিবীতলে পবিত্র হইয়া জীবন্মুক্ত হন। কমলাসন ব্রহ্মা সৎকুলজাত দ্বিজগণের পক্ষে এই কথা বলিয়াছেন যে, যাহা বিষ্ণুর অনিবেদিত অর্থাৎ বিষ্ণুকে যাহা নিবেদন করা হয় নাই, তাহা পানীয় দ্রব্য হইলে মূত্রতুল্য এবং অন্য প্রকার কঠিন খাদ্য হইলে বিষ্ঠার সমান অভক্ষ্য। আর দেখুন, কমলযোনি ব্রহ্মা ও তাঁহার বশিষ্ঠাদি পুত্রগণ সকলেই হরিপরায়ণ এবং ব্রাহ্মণসমুদয় তাঁহাদিগেরই বংশজাত। সুতরাং কিপ্রকারে হরিসেবাবিমুখ হইতে পারেন। যে সকল ব্রাহ্মণ, পিতা মাতার বা মাতামহাদির অথবা গুরুর সংসর্গদোষে হরিসেবায় বিমুখ হন, তাঁহারা জীবন্মৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে গুরু হরিভক্তিবিষয়ক উপদেশদানে অক্ষম, তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করা যায় না, যে পিতা হরিসেবায় প্রবৃত্তি দান না করেন, তাঁহাকে পিতা বলিতে ঘৃণা হয়, যে পুত্র হইতে হরিসেবায় সাহায্য না হয়, সে যথার্থই কুপুত্র। যে সখা হরিসেবায় উৎসাহিত করেন না, তাঁহাকে সখা-সম্বোধন বিড়ম্বনামাত্র এবং যে রাজা হরিসেবার নিমিত্ত শাসন না করেন তাঁহাকে রাজা বলা মূর্খতামাত্র ও যে বন্ধু হইতে হরিসেবা-বিষয়ক মন্ত্রণা না পাওয়া যায় তিনিও বন্ধুপদবাচ্য নন। হে বিপ্র! যে ব্রাহ্মণের হরিভক্তি নাই তাহা অপেক্ষা হরিপরায়ণ চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ; যেহেতু হরিভক্ত চণ্ডালও মুক্তি লাভ করিবে, এবং হরিবিমুখ ব্রাহ্মণ নরকগামী হইবে সুতরাং এরূপ ব্রাহ্মণ হইতে তাদৃশ চণ্ডাল শতগুণে উত্তম। দ্বিজবর! যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যোপাসনাবিহীন এবং নিয়তই অপবিত্র ও কৃষ্ণসেবাশূন্য তাঁহাতে বিষহীন সর্পের ন্যায় ব্রাহ্মণের আভাষমাত্র আছে, এজন্য তাঁহাকে ব্রাহ্মণাভাষ বলা যায়। ৩২—৪০। একবার যে মহাত্মার কর্ণে গুরুর মুখ হইতে বিষ্ণুমন্ত্র প্রবেশ করিয়াছে, সেই মহাপবিত্র বৈষ্ণবকে স্বয়ং কমলাসন বিধাতা জীবন্মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অধিক কি সেই মহাভাগ্যধর বৈষ্ণব, মাতামহকুলের উর্দ্ধতন শতপুরুষ ও আত্মকুলের কোটিপুরুষের সহিত হরিপাদপদ্মে লীন হইয়া থাকেন। মুনিবর! এই ভূমণ্ডলমধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি যেরূপ প্রসিদ্ধ, তদ্রূপ বৈষ্ণব নামেও অপর এক প্রকার জাতি অতিবিখ্যাত। সেই বৈষ্ণবগণ যেরূপ বারংবার গোবিন্দ-চরণারবিন্দ ধ্যান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ পরমাত্মা গোবিন্দও তাঁহাদিগের নিকটে থাকিয়া বারংবার তাঁহাদিগকে ধ্যান করেন। এমন কি, ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত সুদর্শনকে নিয়োগ করিয়াও নিশ্চিন্তভাবে থাকিতে না পারিয়া স্বয়ং তাঁহাদের নিকটে অবস্থান করেন। ৪১—৪৬।

দ্বাদশ অধ্যায়।

অনন্তর ঋষিশ্রেষ্ঠ শৌনক, মহাত্মা সৌতিপ্রমুখাৎ এবংবিধ বাক্য সকল শ্রুতিগোচর করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে পুনরায় কহিলেন,—বৎস সৌতে! আপনার অনুগ্রহে আমি প্রস্তাবনা না করিয়াও ঋষিবংশ প্রসঙ্গে কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে নানাবিধ কথা শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, বিশ্বনির্ম্মাতা কমলযোনি ব্রহ্মার আদেশে কোন্ কোন্ মহর্ষি প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন? ও কোন্ মহর্ষিই বা উর্দ্ধরেতা ছিলেন? এবং মহাত্মা নারদ পিতার সহিত বিরোধানন্তর কি কার্য্য করিয়াছিলেন? আর সেই পিতা-পুত্রের বিরোধনিবন্ধন কাহার কি প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছিল, কৃপা করিয়া তৎসমুদয় বর্ণন করত আমার ঔৎসুক্য দূর করুন। অনন্তর সৌতি মহাশয় মহর্ষি শৌনকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিতে আরম্ভ করিলেন, হে সৌনক! হংসী যতি, অরুণী বোঢ়ু, পঞ্চশিখ ও অপান্তরতমা এবং সনকাদি পঞ্চ ঋষি ব্যতীত আর সকল ব্রহ্মপুত্রগণই পিতৃ-আজ্ঞা পালন করত সংসারসুখে আসক্ত হইয়া নানাবিধ প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মাও পুত্র নারদের শাপপ্রভাবে ত্রিসংসারমধ্যে অপূজ্য হইলেন, এই-নিমিত্তই পণ্ডিতগণ অদ্যাপি ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসনা করেন না। এবং নারদ মহাশয়ও পিতৃশাপে গন্ধর্ব্ব-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে সকল গন্ধর্ব্বগণের শ্রেষ্ঠ জনৈক গন্ধর্ব্বরাজ, সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও নিজ কর্ম্ম-বিপাকে সংসারমধ্যে যাবতীয়

সুখকর পদার্থের সার কেবল পুত্ররত্নে বঞ্চিত থাকায় নিরন্তর দুঃখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর গুরুর উপদেশানুক্রমে দীনচিত্তে পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া পরম সমাধি গ্রহণপূর্ব্বক কৃপালু শম্ভুর উদ্দেশে তপস্যা করিলেন। ঋষিসত্তম! সেই তপস্যাকালে মহর্ষি বশিষ্ঠদেব কৃপা করিয়া তাঁহাকে শিবসম্বন্ধীয় স্তব, কবচ ও দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দান করিলেন। ১—১০। হে মুনে! পরে পুত্র-দুঃখ-সন্তাপিত গন্ধর্ব্বরাজ সেই পুষ্করতীর্থে অনশন ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক দিব্য শত বর্ষ-কালপর্য্যন্ত বশিষ্ঠদত্ত পরম মন্ত্র জপ করেন। অনন্তর দিব্য শতবর্ষকাল অতীত হইলে, একদা ব্রহ্মতেজে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দশদিক্ উদ্ভাসিত করত নিজ সম্মুখে দণ্ডায়মান ভগবান্ ভবানীপতিকে দেখিতে পাইলেন তেজঃপুঞ্জকলেবর ভগবান্ সনাতন ঈষৎ হাস্য করিতেছেন বলিয়া তাঁহার মুখকমল অতিশয় সুপ্রসন্ন বোধ হইতেছে, সেই ভক্তানুগ্রহকারক তপঃফলপ্রদ মহাদেবই তপস্যার মূর্ত্তি ও নিদানস্বরূপ। তিনি ভক্ত ব্যক্তি শরণাগত হইলে সমুদয় প্রার্থনীয়-সম্পদই দান করিয়া থাকেন। সেই বৃষভারূঢ় দিগম্বর চন্দ্রশেখরের শরীর, বিশুদ্ধ স্ফটিকরত্নের ন্যায় নির্ম্মল ও উজ্জ্বল এবং তিনি ত্রিনেত্র ও নিরন্তর ত্রিশূলপট্টিশ ধারণ করিতেছেন। তাঁহার মস্তকে তপ্তকাঞ্চনের সৌন্দর্য্যাপহারী পিঙ্গলবর্ণ জটাজাল নিয়তই বিরাজমান রহিয়াছে, তাঁহার কণ্ঠদেশে নৈসর্গিক নীলিমা প্রকাশ পাওয়ায় মাধুরীর আর পরিসীমা নাই। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও তাঁহার শরীর ভয়ঙ্কর সর্পসমূহে পরিবেষ্টিত। তিনি মহাকালস্বরূপ সকলের সংহারকর্ত্তা, কিন্তু স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়; তাঁহাকে দেখিবামাত্র বোধ হয় যেন এককালে গ্রীষ্মকালীন কোটি মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের উদয় হইয়াছে, এবং তিনিই সকলের ঈশ্বর। সেই শান্তমূর্ত্তি মুক্তিদাতা হইতেই সকলে তত্ত্বজ্ঞান ও হরিভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। গন্ধর্ব্বরাজ তাঁহাকে দেখিবামাত্র দণ্ডের ন্যায় প্রণাম করিলেন অনন্তর বশিষ্ঠোপদিষ্ট স্তোত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন, পরে কৃপাময় শিব তাঁহাকে "বর গ্রহণ কর" এই কথা বলিলে তিনিও তাঁহার নিকট পরম বৈষ্ণব হরিপরায়ণ পুত্র ও হরিভক্তি প্রার্থনা করিলেন। তখন সেই দীনবন্ধু দীননাথ সনাতন চন্দ্রশেখর গন্ধর্ব্বরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎসহাস্যবদনে তাঁহাকে কহিলেন। ১১—২০। হে গন্ধর্ব্বরাজ! এক বরেই তোমার কৃতার্থ হওয়া উচিত, দ্বিতীয় বর প্রার্থনা চর্ব্বিত চর্ব্বণমাত্র। বিবেচনা করিয়া দেখ এজগতে কাহারও অতিমঙ্গল বিষয়ে তৃপ্তির সীমা হয় না, মনীষিগণ আপাত-রম্য বিষয়-বাসনায় এইরূপ দোষ দর্শন করিয়াই তাহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক হরিভক্তিকেই সার করিয়াছেন, আমি তদ্বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। হে বৎস! যে ব্যক্তির ভক্তবৎসল হরিতে সর্ব্বমঙ্গলময়ী অচলা ভক্তি থাকে, সে অবলীলাক্রমে সমুদয় বিশ্ব পবিত্র করিতে সক্ষম হয়। এবং হরিপরায়ণ ব্যক্তি অনায়াসে আত্ম-কুলের কোটিপুরুষ ও মাতামহকুলের শতপুরুষের সহিত সেই আনন্দময় গোলোকধামে গমন করিয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অধিক কি বলিব, সেই ভগবদ্ভক্ত; কোটিজন্মার্জ্জিত কায়িক, বাচনিক, ও মানসিক এই তিনপ্রকার পাপপুঞ্জকে বিনাশ করিয়া পুণ্যভোগের অবসানে অনায়াসে ব্রহ্মবাঞ্ছিত হরিদাস্য লাভ করিতে সমর্থ হন। মনুষ্যগণের যাবৎকাল হরিপাদপদ্মে চিত্ত স্থির না হয়, তাবৎকালই স্ত্রী-পুত্রের প্রতি মমতা ও ঐশ্বর্য্যভোগে অভিনিবেশ এবং সুখ-দুঃখের অনুভব হইয়া থাকে, ফলতঃ হরিভক্তি জন্মিলে আর এরূপ মায়ামোহ কিছুই থাকে না। যে ভাগবত পুরুষ নিজ সুকৃতি-বলে সেই পরমব্রহ্ম সনাতন কৃষ্ণকে হৃদয়াসনে উপবেশন করাইতে পারেন, তিনি অনায়াসে কৃষ্ণভক্তি-রূপ সুতীক্ষ্ণ অসিধারা সংসারবন্ধন-হেতু শুভাশুভ কর্ম্মরূপ বৃক্ষের মূলোৎপাটনে সমর্থ হন। আর যে সমস্ত পুণ্যবান্ ব্যক্তির পুণ্যপ্রভাবে পুত্রগণ পরম বৈষ্ণব হন, তাহারাও অবলীলাক্রমে আপনার কোটি-কুল উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। বৎস! এইজন্য বলিতেছি তোমার প্রার্থিত উভয় বরের একটীমাত্র প্রার্থনা করিয়া চরিতার্থতা লাভ কর। দেখ অন্যান্য সাধক পুরুষেরা বরপ্রার্থী হইয়া একটীমাত্র বরলাভেই আপনাকে চরিতার্থ মনে করেন কেহই দ্বিতীয় বরের প্রত্যাশা রাখেন না; কারণ পুরুষের মঙ্গললাভে কখনই আশার শেষ হয় না সুতরাং অধিক প্রত্যাশা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু বৎস গন্ধর্ব্বরাজ! বৈষ্ণবদিগেরও অতিদুর্লভ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি-দাস্যরূপ ধন আমরা চিরকাল অতি যত্নে সঞ্চয় করিয়াছি তাহা কাহাকেই দান করিতে ইচ্ছা করি না। এজন্য বলিতেছি, বৎস! তোমার ভক্তিতে আমি পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি, এক্ষণে হরিভক্তি ভিন্ন, যে বর অভিলাষ কর, দান করিতেছি গ্রহণ কর। যদি ইন্দ্রত্ব, অমরত্ব বা দুর্লভ ব্রহ্মত্বেও বাসনা থাকে, তবে তাহাও লাভ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। অথবা অণিমাদি

সমুদয় সিদ্ধি, কি মহাযোগ, কি তত্ত্বজ্ঞান বা মৃত্যুঞ্জয়াদি মন্ত্র, তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে, হরিভক্তিব্যতীত অনায়াসে তাহা আমি দান করিতে প্রস্তুত আছি। শঙ্করের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই গন্ধর্ব্ব-রাজের দুঃখভরে কণ্ঠ ও ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল এবং অতি দীনভাবে সর্ব্বসম্পৎপ্রদ দীননাথ শঙ্করকে কহিতে লাগিলেন। ২১—৩২। দেবাদিদেব ভগবান্ পরমব্রহ্মের নিমেষপতনের সহিত যে ব্রহ্মত্বের পতন হইয়া থাকে, স্বপ্নতুল্য নশ্বর ব্রহ্মত্বকে, কৃষ্ণ-ভক্তেরা কখনই বাঞ্ছা করেন না। হে ভগবন্ শিব! ইন্দ্রত্ব, অমরত্ব, সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধিযোগাদি এবং জ্ঞান ও মৃত্যুঞ্জয়াদি যাহাই বলুন, হরিভক্তের পক্ষে এ সমুদয়ই যৎসামান্য বস্তু বলিয়া বোধ হয়। দয়াময়! অধিক কি বলিব, যাঁহারা যথার্থ বৈষ্ণব, তাঁহারা সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য এবং শ্রীহরির সাযুজ্য ও নির্ব্বাণমুক্তিকেও প্রার্থনা করেন না। সেই ভক্তগণ কেবল স্বপ্ন-জাগরণাদি সকল অবস্থাতেই, বারংবার শ্রীকৃষ্ণে অচলা ভক্তি ও তাঁহার দুর্লভ দাস্যকেই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। অতএব হে ভজনের কল্পতরো! নিজগুণে অধমকে সেই হরিভক্তি ও বৈষ্ণব পুত্র প্রদান করুন। যে জন সুপ্রসন্ন আপনাকে পাইয়া অন্য বর অভিলাষ করেন, তাঁহার সদৃশ মূর্খ আর ত্রিজগতে নাই। হে শম্ভো! যদি আমাকে নরাধম বলিয়া এই বর দান না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি নিজ মস্তক ছেদন করিয়া হুতাশনে আহুতি দান করিব। গন্ধর্ব্বরাজের এইরূপ করুণাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভক্তবৎসল মহাদেব কৃপাপরবশ হইয়া, সেই দীনচিত্ত ভক্ত গন্ধর্ব্বকে কহিলেন। ৩৩—৩৯। শঙ্কর বলিলেন,—গন্ধর্ব্বরাজ! আর শোক করিও না, ভক্তিবলে তুমি আমাকে বাধ্য করিয়াছ; এক্ষণে তোমার অভিলষিত বর দান করিতেছি গ্রহণ কর। আজ হইতে তুমি পরম দুর্লভ হরিভক্তির অধিকারী হইলে এবং অচিরকালমধ্যে আমার প্রসাদে অতিদীর্ঘজীবী স্থিরযৌবন পরমবৈষ্ণব এক পুত্র-সন্তান লাভ করিবে। তোমার সেই পুত্র জিতেন্দ্রিয়, গুরুভক্ত, অতিরূপবান্ ও মহাজ্ঞানী হইবেন সন্দেহ নাই। মুনিবর! ভগবান্ শঙ্কর গন্ধর্ব্বরাজকে এইরূপ বলিয়া স্বস্থানে গমন করিলে, গন্ধর্ব্বরাজও অনিন্দিতান্তঃকরণে নিজগৃহে আগমন করিলেন। অনন্তর সিদ্ধকর্ম্মা মানব ও গন্ধর্ব্বগণ বরবৃত্তান্তশ্রবণে যৎপরনাস্তি আনন্দিত হইলেন। হে মুনিসত্তম! দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার শাপপ্রভাবে সেই গন্ধর্ব্বরাজের ভার্য্যাতে জন্মলাভ করেন। তৎপরে বৃদ্ধা গন্ধর্ব্বপত্নী গন্ধমাদনপর্ব্বতে সেই পরম ভাগবত সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পুত্র প্রসব করিলে, ভগবান্ কুলগুরু বশিষ্ঠদেব যোগবলে সেই বালককে পরিণামে জনসমাজে অতিপূজনীয় হইবে জানিয়া এবং উপবর্হণ-শব্দের অর্থ অতিপূজ্য স্থির করিয়া শুভক্ষণে যথাবিধি উপবর্হণ নামে নামকরণ-ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন॥ ৪০—৪৫॥

ব্রহ্মখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মহর্ষি সৌতি কহিলেন,—হে তপোনিধান! অনন্তর সেই বৃদ্ধ গন্ধর্ব্বরাজ, ভগবান্ শঙ্করের কৃপায় চির-সঞ্চিতাভিলাষ বৃক্ষের ফলস্বরূপ মনোহর পুত্রমুখ-দর্শনে অপার আনন্দসলিলে ভাসমান হইয়া নানাবিধ ধনরত্ন সকল দীন, দরিদ্র ও ব্রাহ্মণগণকে দান করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন গত হইলে উপবর্হণ বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়াই কুলগুরু বশিষ্ঠদেবের নিকট দুর্লভ হরিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দুষ্কর তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। একদা গণ্ডকীতীরে গন্ধর্ব্বপত্নীগণ স্নানার্থ আগমন করিয়া, সহসা সেই মনোহর মুনি যুবক উপবর্হণের লাবণ্যমাধুরীদর্শনে তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইলেন। তৎপরে মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে সেই পঞ্চাশৎ গন্ধর্ব্বরমণী-গণ উক্ত উপবর্হণকে পতিরূপে লাভ করিবার মানসে দুষ্কর তপঃসাধনান্তে যোগাবলম্বনদ্বারা দেহত্যাগ করিয়া চিত্ররথনামক গন্ধর্ব্বের ঔরসে জন্ম লাভ করেন। অনন্তর যথাসময়ে চিত্ররথের কামুকী-কন্যাগণ সেই সুন্দর যুবা উপবর্হণকে মনে মনে বরণ করিয়া, পরি-শেষে পিতার আজ্ঞায় সানন্দচিত্তে তাঁহার গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। দৈবের অদ্ভুত মায়া কেহই বুঝিতে পারে না; অগ্রে যে উপবর্হণ শ্রীকৃষ্ণব্যতীত কিছুই জানিতেন না, তিনিই এক্ষণে সেই অলৌকিক সৌন্দর্য্যবতী রমণীগণকে লাভ করিয়া তাহা এককালে বিস্মৃতের ন্যায় হইলেন। মুনিবর। পরে সেই স্থির-যৌবন যুবা উপবর্হণ চিত্ররথের কন্যাগণকে গ্রহণ করিয়া কামাসক্তচিত্তে তাহাদিগের সহিত নির্জ্জনপ্রদেশে দিব্য ত্রিলক্ষবর্ষকালপর্য্যন্ত ক্রীড়াসুখে উন্মত্ত হই-লেন। পরে গন্ধর্ব্বনন্দন উপবর্হণ কিছুকাল সেই কামিনীগণের সহিত রাজ্যসুখ অনুভব করিয়া পরি-শেষে একদা সহসা হরিগুণ গান করিতে করিতে

ব্রহ্মার নিকটে পুষ্করতীর্থে উপস্থিত হইলেন। সে সময় কমলযোনি ব্রহ্মা দেবগণের সহিত রম্ভানাম্নী অপ্সরার নৃত্য দেখিতেছিলেন, এমত সময় মহাত্মা গন্ধর্ব্বকুমার তথায় উপস্থিত হইয়া দৈবাৎ বায়ুসংযোগে রম্ভার রম্ভাসদৃশ উরুদেশ ও কঠিন স্তনমণ্ডল দর্শনে সহসা অধীর হইলেন; তৎক্ষণাৎ তাঁহার রেতঃস্খলন হইল; তিনি মধুর হরি-সঙ্কীর্ত্তনে বঞ্চিত হইয়া, সভাতলে সাধারণ কামুকের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সভাস্থ দেবগণ তাঁহার তাদৃশভাব সন্দর্শন করিয়া এককালে সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর পিতামহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন। ১—৯। ব্রহ্মা কহিলেন,—অরে নীচাশয় গন্ধর্ব্বকুমার! তুই নিজ দুষ্কর্ম্মের ফলস্বরূপ এই গন্ধর্ব্বতনু ত্যাগ করিয়া শূদ্রযোনিতে জন্ম গ্রহণ কর, পরে বৈষ্ণবসংসর্গ লাভ করিয়া পুনরায় আমার পুত্র হইতে পারিবি। হে পুত্র! তুমি ইহাতে দুঃখিত হইও না। কারণ, দেখ বিপত্তি ভোগ না করিলে পুরুষের মহিমা বৃদ্ধি পায় না, সকলেরই ক্রমে সুখদুঃখ হইয়া থাকে। তপোধন! বিশ্বনির্ম্মাতা বিধাতা, এই কথা বলিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন, এবং গন্ধর্ব্বতনয় উপবর্হণও সেই সময় সকলকে অদ্ভুত ঘটনা দর্শন করাইয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। হে শৌনক! আমি এক্ষণে তাঁহার দেহত্যাগের অদ্ভুত ঘটনা বলিতেছি শ্রবণ করুন। সেই গন্ধর্ব্বনন্দন, প্রথমে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাখ্য নামে ষট্চক্র ভেদ করিয়া, পরে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, মেধা, প্রাণহারিণী, সর্ব্বজ্ঞানপ্রদা, মনঃসংযমনী, বিশুদ্ধা, নিরুদ্ধা, বায়ুসঞ্চারিণী, তেজঃশুষ্করিণী, জ্ঞানজৃম্ভণকারিণী এবং সর্ব্বপ্রাণহরা ও পুনর্জীবনকারিণী, এই ষোড়শ নাড়ীকেও ভেদ করিয়া যোগবলে মনের সহিত জীবাত্মাকে হংসরূপে ব্রহ্মরন্ধ্রে আনয়নপূর্ব্বক মুহূর্ত্তকালমাত্র পরমাত্মার সহিত যুক্ত করিলেন। হে শৌনক! পরে জাতিস্মর যোগিবর গন্ধর্ব্বনন্দন, দেবগণের ধ্যেয় ধন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। ক্ষণকাল পরে সাধারণের দুষ্প্রাপ্য ত্রিতন্ত্রী বীণা বামস্কন্ধে স্থাপিত করিয়া দক্ষিণ করে বিশুদ্ধ স্ফটিকমালা ধারণ করিলেন। ১০—১৯। অনন্তর দর্ভাসনে পূর্ব্বদিকে মস্তক ও পশ্চিমদিকে চরণদ্বয় রাখিয়া কোন পরিশ্রান্ত মহাপুরুষের ন্যায় শয়ান হইলেন এবং সেইরূপ শয়ন করিয়া সেই নিস্তারবীজ পরাৎপর বেদসার পরব্রহ্ম 'কৃষ্ণ' এই অক্ষয়দ্বয় পরমানন্দে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে সহসা চক্ষু নিমীলন করিলেন। পরে গন্ধর্ব্বরাজ স্বীয় তনয়ের এইরূপ ঘটনা দর্শনে তৎক্ষণাৎ পুত্রশোকে এককালে অধীর হইয়া পড়িলেন, পরে বহুকাল বিলাপ করিয়া ভার্য্যার সহিত মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে করিতে যোগাবলম্বনপূর্ব্বক পরব্রহ্মে বিলীন হইলেন। অনন্তর তাঁহার পত্নীগণ ও বান্ধবগণ সকলে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সকলেই বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ, এজন্য অপার শোকসাগরে ভাসমান হইয়া বহু বিলাপের পর ক্রমশঃ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। তাহার পর তাঁহার পঞ্চাশৎ পত্নীগণের মধ্যে অতি প্রিয়তমা সাধ্বী প্রধানা মহিষী মালাবতী সেই মৃত পতিকে বক্ষে ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ভয়ঙ্কর রোদন করিতে লাগিলেন এবং অতিশয় শোকবিহ্বলা হইয়া নিজ কান্তকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। ২০—২৫। হে বিদগ্ধ রসিকেশ্বর! হে রমণশ্রেষ্ঠ! হে নাথ! হে বন্ধো! এই হতভাগিনীকে শোকসাগরে ফেলিয়া কোথায় গেলেন? একবার দর্শন দিন। হে জীবনকান্ত! যে স্থান চন্দনকাননের সৌরভে চারিদিকে আমোদিত হইয়াছে এবং যে স্থল নির্ম্মলপ্রবাহিণীর জলকণায় নিরন্তর সুশীতল, সেই পুষ্পভদ্রা নদীর তীরবর্ত্তী রমণীয় পুষ্পোদ্যানমধ্যে, আর যে স্থানে সুগন্ধ চন্দনানিল নিরন্তর জীবন-মনকে পরিতৃপ্ত করিতেছে, সেই মলয়াচলের নিকটবর্ত্তী মনোহর চন্দনকাননস্থ চন্দন-চর্চ্চিত পুষ্পশয্যায় এবং যে স্থানে সতত পুংস্কোকিলগণ মধুর কুহু রবে আমাদিগের কর্ণকুহরে সুধাবর্ষণ করিত ও যে স্থান মন্দ মন্দ বায়ুসঞ্চালিত মালতীর জলকণায় নিরন্তর সুস্নিগ্ধ বলিয়া বোধ হইত, সেই স্রোতস্বতীর পুলিনাবস্থিত সুরম্য গন্ধমাদন শৈলের একদেশে, আর যে স্থান পূর্ব্বে কমলার সহিত কমলাপতির পদব্রজে বিচরণ করায় অতিশয় পবিত্র ও তাঁহাদিগের পাদচিহ্নিত হইয়াছে, সেই শ্রীশৈলে শ্রীনিবাসনিষেবিত অতি কমনীয় শ্রীচরণের অভ্যন্তরেও বসন্ত-সমাগম হইলে নির্জ্জন বলিয়া এই হতভাগিনী প্রণয়িনীর সহিত যে সমুদয় ক্রীড়া করিয়াছেন, সে সমস্তই আমার স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া এককালে আমাকে অতিশয় ক্লেশ দান করিতেছে। পূর্ব্বে তুমি যে সুধাসদৃশ মধুর বাক্য বর্ষণে আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছিলে, তাহা স্মরণ হওয়ায় আমার জীবন যে কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। জীবিতনাথ! দেখুন এক

দুর্লভ সাধুসঙ্গ বৈকুণ্ঠবাস অপেক্ষা সুখকর, কিন্তু আবার সেই সাধুবিচ্ছেদজনিত দুঃখ, মরণ হইতেও ক্লেশজনক বলিয়া বোধ হয়; সেই সাধুবিচ্ছেদ-দুঃখ অপেক্ষা প্রাণিগণের বন্ধুবিচ্ছেদ-দুঃখ আরও ভয়ঙ্কর হইয়া থাকে, আর সেই বন্ধুবিয়োগদুঃখ হইতে সন্তানবিয়োগদুঃখ যে কিরূপ ভয়ানক, তাহা বলিতে পারি না; বোধ হয়, মরণজন্য দুঃখ তাহার নিকটে নিরতিশয় তুচ্ছ; কিন্তু এ সকল দুঃখ অপেক্ষাও কুলকামিনীদিগের এক পতি-বিচ্ছেদযন্ত্রণাই ভয়ঙ্কর অসহ্য। ২৬—৩৫। হে নাথ! অধিক কি, শয়ন ভোজন জাগরণ প্রভৃতি সমুদয় অবস্থাতেই পতিপ্রাণা কুলকামিনীগণের পতিবিয়োগজনিত দুঃখ যেন প্রতিদিন নূতন রূপ ধারণ করিয়া মর্ম্মকে আহত করিতে থাকে; উক্ত সতী ললনা সকল একমাত্র স্বামীর সহবাস লাভেই সমুদয় সন্তাপ বিস্মৃত হইতে পারেন, কিন্তু পৃথিবীতে এরূপ বন্ধু আর দেখি না, যাহাকে দর্শন করিয়া অপার পতি-বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়। প্রাণবল্লভ! স্বয়ং কমলযোনি ব্রহ্মা বলিয়াছেন, সাধ্বী কুলললনাদিগের পতি অপেক্ষা বিশিষ্ট বান্ধব আর কেহই নাই; অতএব হে প্রাণকান্ত! কি করিলে আমি আর কার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, অকুল শোকসিন্ধু হইতে নিস্তার পাইব? এই বলিয়া মালতী দ্বিগুণতর রোদনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে দিক্‌পালগণ! হে ধর্ম্ম! হে প্রজাপতে! হে গিরিশ! হে কমলাকান্ত! কৃপা করিয়া আমাকে আমার পতি দান করুন। অনন্তর চিত্ররথ-কন্যা মালাবতী এই প্রকার রোদন করিতে করিতে সেই দুর্গম গহন কাননে একাকিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। একাকিনী সেই মালাবতী নিবিড় অরণ্যমধ্যে কান্তকে স্ববক্ষে ধারণ করিয়া অচৈতন্যাবস্থাতেই সমস্ত দিবারজনী অতিবাহিত করিলেন; দেবগণ কেবল তাঁহাকে অলক্ষিতাভাবে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রভাত হইলে চেতনা লাভ করিয়া পুনরায় অতিশয় বিলাপপূর্ব্বক সর্ব্বদুঃখবিনাশন হরিকে সম্বোধন পুনঃ নব কহিতে লাগিলেন,—হে জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ! আমি এক্ষণে অনাথা হইয়াছি, আমার পক্ষে সমুদয় বিশ্বসংসার শূন্য হইয়াছে; কিন্তু আপনি ত সকলের রক্ষাকর্ত্তা, তবে এই হতভাগিনীকে কি জন্য রক্ষা করিতেছেন না? হে প্রভো! আমি আপনার মায়ায় মুগ্ধ হইয়াই, 'এই আমার ভর্ত্তা' ও 'আমি ইহার পত্নী' বলিয়া রোদন করিতেছি; কিন্তু যথার্থ বিবেচনা করিলে আপনিই এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র ভর্ত্তা ও সকলের আদিকারণ। হে দয়াময়! নিজকর্ম্মবলেই এই গন্ধর্ব্ব-নন্দন আমার কান্ত হইয়াছেন, এবং আমিও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মবশতঃ ইহার পত্নী হইয়াছি। কিন্তু নাথ! জানিনা, যিনি আমাকে পূর্ব্বে ক্ষণকাল না দেখিতে পাইলে ব্যাকুল হইতেন, তিনি কি কারণে আজ এই অভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিয়াছেন। প্রভো! সত্যই, কে কাহার পতি? কে কাহার পুত্র? বা কে কাহার প্রিয়া? কেবল বিধাতাই নিজ নিজ কর্ম্মানুরূপ মিলিত ও বিয়োজিত করিয়া থাকেন; নিশ্চয় জানি, জগতে মূর্খ লোকেরাই সংযোগ হইলে পরম আনন্দ ও বিয়োগ হইলে প্রাণসঙ্কট দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু পরমাত্মা কখনই সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় সুহৃৎ-সংযোগে হৃষ্ট এবং বন্ধুবিয়োগে দুঃখিত হয় না। হে মধুসূদন! এই ভূমণ্ডলে সমুদয় বিশ্বসংসার বিনশ্বর, এবং সত্য সত্যই বন্ধুবান্ধব ও বিষয়ভোগ প্রভৃতি কেহই চিরস্থায়ী নহে। কিন্তু নাথ! তথাপি, যিনি সার বুঝিয়া স্বয়ং পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, তিনিই কেবল সুখ লাভ করিতে পারেন। অন্যে বলপূর্ব্বক সেই সকল ত্যাগ করাইলে তাহাতে কেবল নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সংসারের এইরূপ দোষ দর্শন করিয়াই মহাপুরুষগণ, অতিশয় বাঞ্ছনীয় হইলেও সমুদয় ঐশ্বর্য্যভোগ ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র দিবানিশি একাগ্রচিত্তে সর্ব্বদুঃখবিনাশন নিত্যানন্দময় নিরাপদ্ শ্রীকৃষ্ণেরই পাদপদ্ম-ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। হে প্রভো! সমুদয় ভূমণ্ডল-মধ্যে সাধুপুরুষেরাই জ্ঞানী হইয়া থাকেন, বলুন দেখি, স্ত্রীলোক কোথায় জ্ঞান লাভ করিয়াছে? এই জন্যই আপনার নিকটে সজলনয়নে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, এই মায়া-বিমুগ্ধা রমণীকে বাঞ্ছিত-দানে সুখী করুন। হে দীনবন্ধো! আমি অমরত্ব, ইন্দ্রত্ব বা মোক্ষপদকেও অভিলাষ করি না, কেবল ইহাই আমার প্রার্থনা, এই চতুর্ব্বর্গফলদাতা কান্তাভিলাষিণীকে কান্তদানে চরিতার্থ করুন। ৩৩—৫১। হে জগদীশ্বর! আমি হতভাগিনী হইয়াও একাংশে ভাগ্যধরী, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ দেখুন দেখি, জগতে যাবতীয় কামিনী আছে, তাহার মধ্যে কাহাকে বিধাতা এরূপ সর্ব্বগুণালঙ্কৃত স্বামী দান করিয়াছেন? বিধাতা আমার স্বামীকে অমরত্বব্যতীত, সমুদয় গুণ অলৌকিক সৌন্দর্য্য ও সকলপ্রকার সাধুশীলতা দান করিয়াছেন। আমার সেই স্বামী কি—রূপে, কি—গুণে, কি—বলে, কি—বিক্রমে এবং কি—জ্ঞানে

বা কি—শান্তিগুণে কি—সন্তুষ্টি প্রভৃতি যাহাতেই বলুন তিনি সর্ব্বপ্রকারেই সেই সর্ব্বগুণধাম ভগবান্ নারায়ণের সমান ছিলেন বলিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি-দোষ হয় না। হে জগদীশ! তাঁহার হরির সমান হরিভক্তি ও সাগরসদৃশ গাম্ভীর্য্যগুণ ছিল, তিনি সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী এবং বিশুদ্ধতায় বহ্নির অনুরূপ ছিলেন, তিনি চন্দ্রের সদৃশ সুদৃশ্য ছিলেন এবং মনোহর সৌন্দর্য্যে কন্দর্পকেও পরাজয় করিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি বৃহস্পতির ন্যায় সুতীক্ষ্ণ ও শুক্রাচার্য্যের তুল্য অদ্ভুত কবিত্ব শক্তি ছিল। অধিক কি, তিনি সাক্ষাৎ বাগ্দেবতা সরস্বতীর ন্যায় সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রে বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতিভা ভৃগুদেবকেও লজ্জা দিয়াছিল, তাঁহার কুবের-তুল্য ধনসম্পত্তি, এবং তিনি মহান্ বদান্যতা-গুণে মনুকেও উপহাস করিতেন। তিনি ধর্ম্মের তুল্য ধর্ম্মশীল, সত্যানুষ্ঠানে সত্যব্রত হইতে অধিক ছিলেন, তাঁহার তপোনুষ্ঠান সন্দর্শন করিলে সনৎকুমারকেও লঘু বলিয়া বোধ হইত, আর তাঁহার সাধু-আচারদর্শনে ব্রহ্মাও লজ্জিত হইতেন। তিনি সুরপতি ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্যশালী, এবং তাহার ক্ষমাগুণে সর্ব্বংসহা পৃথিবীও আত্মগ্লানি করিতেন। অতএব হে দয়াময় দীনবন্ধো! এইরূপ গুণাকর প্রাণকান্তকে প্রাণ ত্যাগ করিতে দেখিয়াও যে, কি কারণে আমার দগ্ধপ্রাণ নিশ্চিন্তভাবে রহিয়াছে বলিতে পারি না। হে শৌনক! সেই পতিপরায়ণা মালাবতী এইরূপ বলিতে বলিতে সহসা ক্রোধে অধীর হইয়া দেবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, অরে নিষ্ঠুর দেবগণ! তোমরা যে আপনাকে যজ্ঞাংশ-ভাগী বলিয়া এই ভূমণ্ডলে বৃথা ঘৃত ভোজন করিয়া আপনাদিগের গৌরব প্রকাশ করিয়া থাক, আজ আমি তাহার প্রায়শ্চিত্তের স্বরূপ অবলীলাক্রমে তোমাদিগকে সেই যজ্ঞাংশের অনধিকারী করিব। হে সর্ব্বব্যাপক নারায়ণ! আপনিই না ত্রিজগতের রক্ষাকর্ত্তা, কিন্তু আমিও ত আপনার জগৎ ছাড়া নহি এই জন্য বলিতেছি যে, শীঘ্র আমার প্রাণকান্তের জীবন দান করিয়া আমাকে রক্ষা করুন, নতুবা এই মুহূর্ত্তে তোমাকে অভিসম্পাত প্রদান করিব! ৫২—৬১। প্রজাপতে ব্রহ্মন্! দেখুন আপনি পূর্ব্ব হইতেই পুত্রশাপে ভূমণ্ডলে অপূজ্য হইয়াছেন, এক্ষণে আপনার ব্রহ্মাণ্ডে যে অধিকারিত্ব আছে তাহাও বিনষ্ট করিব সন্দেহ নাই। হে জ্ঞানিবর শম্ভো! আমি এখনই অভিসম্পাতদ্বারা আপনার তত্ত্বজ্ঞান বিলুপ্ত করিব। হে ধর্ম্ম! আপনাকেও অনায়াসে ধর্ম্মচ্যুত করিতে পারি কি না দেখুন। আমার শাপে এইক্ষণেই যমরাজকে অধিকারশূন্য হইতে হইবে সন্দেহ নাই; এবং সত্যই কালকে ও মৃত্যু-কন্যাকে অভিসম্পাত করিব। অধিক আর কি বলিব, এক্ষণে সমস্ত দেবতাকেই শাপগ্রস্ত করিব তাহার অনুমাত্র সংশয় নাই। কেবলমাত্র জরা ও ব্যাধিকে আমার অভিসম্পাত হইতে রক্ষা করিলাম, কারণ জরা বা ব্যাধিতে আমার স্বামীর প্রাণ নাশ হয় নাই সুতরাং তাঁহারা আমার নিকটে কোন অংশে অপরাধী নন। অনন্তর সেই মহাসাধ্বী মালাবতী, দেবগণকে অভি-সম্পাত প্রদান করিবার নিমিত্ত নিজবক্ষে শবরূপী পতিকে বহন করিয়া কৌশিকী-নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। পরে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাগণ সেই সাধ্বী মালাবতীকে শাপপ্রদানে উদ্যতা দেখিয়া ভয়-ব্যাকুলিতচিত্তে বিপত্তারণ মধুসূদন ভগবান্ বিষ্ণুর শরণলাভ-প্রত্যাশায় ক্ষীরসাগরের তীরদেশে উপস্থিত হইলেন। দেবতাগণ সাগরকূলে উপস্থিত হইয়া সকলেই প্রথমে স্নান করিলেন, পরে আগত বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ-মানসে একে একে সেই বিপদ্ভঞ্জন মধুসূদনের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই ব্রহ্মা, ভয়ে কম্পিতকলেবর সেই পরমাত্মা জগদীশ্বর বিষ্ণুকে কহিলেন। ৬২—৬৮। হে দীনবন্ধো! হে মাধব! গন্ধর্ব্বকুমার উপবর্হণের দয়িতা চিত্ররথের তনয়া, সাধ্বী মালাবতী পতিবিয়োগদুঃখে জ্ঞানশূন্য হইয়া আমাকে ও সমস্ত দেবগণকে অভিসম্পাত করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছে; আপনি বিপত্তারণ, অতএব উপস্থিত বিপদ্ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে দয়াসাগর! দেখুন সাধু-পণ্ডিতগণ ও যোগিগণ সকলে স্বপ্ন-জাগরণাদি সকল অবস্থাতেই বিপদ্ সম্পদ্ যাহাই হউক সমুদয় কার্য্যে দীনতারণ ভগবান্ মাধবকে স্মরণ করিয়া থাকেন। হে হৃষীকেশ! আপনি ত যে কোন দীন অথবা আর্ত্ত ব্যক্তি শরণাগত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন, অতএব হে দীনতারণ! আমরা আপনার শরণাগত হইলাম, আমাদিগকে সেই সাধ্বীর অভিসম্পাত হইতে রক্ষা করুন। প্রভো! মধুসূদন! দুঃখের কথা কি বলিব, এক পুত্রশাপপ্রভাবেই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে অপূজ্য হইয়াছি, এক্ষণে আবার সাধ্বী মালাবতী আমার অধিকারপর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। হে প্রভো দয়াময়! আপনি দয়া করিয়া আমাকে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যে সর্ব্বাধিকার দান করিয়াছেন, আমার সেই অনন্যসুলভা সম্পৎ এখনই মালাবতী হইতে

বিনষ্ট হইবে, এক্ষণে আপনার দয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। ৬৯—৭৩। প্রজাপতি ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া নীরব হইলে, কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান্ মহাদেব বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে কৃপাময়! আপনি কৃপা করিয়া আমাকে যে, পুষ্করতীর্থে শত মন্বন্তরকালপর্য্যন্ত তপস্যার ফলস্বরূপ সকলের দুর্লভ, এবং অতি গোপনীয় মহা-জ্ঞানস্বরূপ রত্ন দান করিয়াছিলেন ; তাহার মহিমা কতই বলিব! সমুদয় ঐশ্বর্য্য, সমস্ত ধন, সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা অথবা যাবতীয় বিক্রম সেই মহাজ্ঞানের ষোড়শাংশেরও যোগ্য নহে। দয়াময়! সকলের অজ্ঞাত, অন্যের অতি দুর্লভ, আপনার দত্ত আমার সেই তত্ত্বজ্ঞানরত্ন সতীর শাপপ্রভাবে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়! এক্ষণে আপনি রক্ষা না করিলে আর কে করিবে? অহো! পতিব্রতা-রমণীর তেজ কি অদ্ভুত ভয়ঙ্কর, আমিও ত্রিসংসারমধ্যে অত্যদ্ভুত তাদৃশ তেজ দর্শন করি নাই। যেন সেই তেজ স্মরণ করিয়া দগ্ধ হইতেছি। অতএব হে করুণাময় হরে! আমাকে রক্ষা করুন রক্ষা করুন! মহাদেব এইরূপ বলিয়া নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান হইলে, সর্ব্বসাক্ষী ধর্ম্মদেব বিষণ্ণ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে প্রভো! আপনি সকল রত্নের শ্রেষ্ঠ সনাতনধর্ম্মরূপ যে রত্ন আমাকে দান করিয়াছেন, তাহাও আজ বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। হে পরমেশ্বর! আমি তপস্যার ফলে সপ্তমন্বন্তর-কালপর্য্যন্ত যে ধর্ম্ম লাভ করিয়াছি, তাহা আজ রমণীর শাপে বিলুপ্ত হইবে! পরে দেবগণ বলিতে লাগিলেন, হে মাধব! আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে যে যজ্ঞাংশের ও যজ্ঞীয় ঘৃতভোজনের অধিকারী করিয়াছেন, সেই অধিকার আজ যোষিৎ-শাপে বিনষ্ট হইল! দেবগণ এই বলিয়া সংযত ও ভীত হইয়া দণ্ডায়মান হইলে, অকস্মাৎ দৈববাণী হইল "হে দেবগণ! তোমরা সকলে সেই মালাবতীর নিকটে গমন কর, পরে জনার্দ্দন বিপ্রবেশে তোমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত ও শান্তিস্থাপনের জন্য গমন করিতেছেন"। ৭৪—৮২। দেবগণ এই প্রকার দৈববাণী শ্রবণ করিয়া, সানন্দচিত্তে কৌশিকী-নদীতীরে মলাবতীর নিকটে গমন করিলেন। দেবগণ তথায় গমন করিয়া কমলার সদৃশ লাবণ্যবতী মালাবতীকে দর্শন করিতে লাগিলেন, তাঁহার পরিধান-বস্ত্র বহ্নির ন্যায় বিশুদ্ধ। তিনি শরচ্চন্দ্রসদৃশ দেহপ্রভায় দশদিক্ প্রকাশিত করিতেছেন; পতি-সেবারূপ মহদ্ধর্ম্মে সঞ্চিত তেজঃপুঞ্জে, তাহার শরীর যেন প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল। তিনি যোগাসনোপবিষ্টা হইয়া মৃত পতির কলেবর হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে স্বামীর সুরম্য ত্রিতন্ত্রী বীণা বিরাজ করিতেছে, এবং স্বামীর প্রতি ভক্তি ও স্নেহবশতঃ যোগমুদ্রান্বিত তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগদ্বারা শুদ্ধ স্ফটিকের মালা ধারণ করিতেছেন। তাঁহার বর্ণ চম্পকসদৃশ ও ওষ্ঠাধর বিম্বফলের ন্যায় মনোহর। তাঁহার কণ্ঠদেশে রত্নের মালা দোদুল্যমান। তাঁহাকে দেখিলে স্থিরযৌবনা ও ষোড়শবর্ষীয়া বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার নিতম্বভাগ অতি বৃহৎ এবং পয়োধর ও জঘনস্থল অতিশয় মাংসল। তিনি বারংবার সাদর দৃষ্টিতে নিজ শবরূপী পতিকে অবলোকন করিতেছেন। পরে সেই ধার্ম্মিক ধর্ম্মভীরু দেবগণ তাঁহার এই প্রকার ব্যবহার দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া ক্ষণকাল স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। ৮৩—৯১।

ব্রহ্মখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সৌতি কহিতেছেন,—অনন্তর সেই মঙ্গলপ্রদ ব্রহ্মাদি দেবগণ ক্ষণকাল সেইস্থানে থাকিয়া মালাবতীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। মুনিবর! সেই পতিব্রতা মালাবতী দেবগণকে দেখিবামাত্র সকলকে যথাবিধি প্রণাম করিলেন, এবং নিজ মৃত পতিকে তাঁহাদিগের অগ্রে সংস্থাপিত করিয়া পুনরায় রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময়, অতিসুন্দর জনৈক ব্রাহ্মণ-কুমার দেবগণের সভামধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ ব্রাহ্মণ দণ্ড ও ছত্রধারী, তাঁহার ললাটে উজ্জ্বল তিলক ও হস্তে একখানি পুস্তক। তিনি অতিশয় প্রশান্তমূর্ত্তি, ও সহাস্য-বদন। তাঁহার অঙ্গসকল চন্দনচর্চ্চিত, এবং ব্রহ্ম-তেজে অতিশয় দেদীপ্যমান। ঐ ব্রাহ্মণ-বালক বিষ্ণু-মায়ায় বিমোহিত দেবগণকে যথাবিধি সম্ভাষণপূর্ব্বক, তারকা-নিকর মধ্যে শশধরের ন্যায় সেই দেবসভা-মধ্যে উপবেশন করিলেন, এবং উপবিষ্ট হইয়া সমুদয় দেবগণকে ও মালাবতীকে কহিতে আরম্ভ করিলেন ; তাঁহার বাক্যদ্বারা তাঁহাকে বিচক্ষণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ১—৬। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—কি জন্য এস্থানে ব্রহ্মাদিদেবগণের সমাগম হইয়াছে? কি কারণেই বা জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং বিধাতা উপস্থিত? ব্রহ্মাণ্ডের সংহারকারী ভগবান্ শম্ভুই বা কি জন্য? কি আশ্চর্য্য! ত্রিজগতের সাক্ষী ধর্ম্মই বা এস্থানে উপস্থিত কেন? কিজন্যই বা চন্দ্র, সূর্য্য,

হুতাশন এস্থানে সমাগম করিয়াছেন? এ কি! স্বয়ং কাল, মৃত্যুকন্যা ও যমাদি দেবগণই বা কি কারণ এই অরণ্যমধ্যে? মালাবতি! তোমার ক্রোড়েই বা এ অতি শুষ্ক শবটী কে? তোমাকে ত জীবিতা দেখিতেছি, কি জন্য তবে তোমার নিকটে মৃতপুরুষ রহিয়াছে? ব্রাহ্মণ-কুমার সভামধ্যে দেবগণকে ও মালাবতীকে এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, সাধ্বী মালাবতী সেই বিচক্ষণ ব্রাহ্মণকে প্রণামপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। ৭—১১। মালাবতী বলিলেন,—যে ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত জলপুষ্পে সমস্ত দেবতা ও ভগবান্ হরি তুষ্টি লাভ করেন, আমি সেই বিপ্ররূপী জনার্দ্দনকে আনন্দের সহিত প্রণাম করি। আরও বলিলেন, হে বিভো! আমি অতিশয় শোকার্ত্তা, আমার কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে শ্রবণ করুন। দয়াবান্ ব্যক্তির কখন যোগ্য বা অযোগ্য বলিয়া দয়ার ইতর-বিশেষ হয় না। হে বিপ্রবর! আমি উপবর্হণ গন্ধর্ব্বের পত্নী ও চিত্ররথের কন্যা এবং সকলে আমাকে মালাবতী বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন। আমি এই স্বামীর সহিত নানা রমণীয় প্রদেশে, দিব্য লক্ষযুগ স্বচ্ছন্দে বিহার করিয়াছি। হে বিপ্রবর! আপনি পণ্ডিত, সাধ্বী রমণীদিগের পতির প্রতি কি প্রকার স্নেহ, তাহা আপনি শাস্ত্রানুসারে সমুদয়ই জানেন। আমার এই পতি, ব্রহ্মার শাপহেতু অকস্মাৎ দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, আমিও স্বামীর জীবন লাভের নিমিত্ত দেবগণের নিকটে বহুতর বিলাপ করিয়াছি। কিন্তু জানিলাম এই ভূমণ্ডলে সকলেই স্বার্থতৎপর, নিজকার্য্য-সাধনের জন্যই নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত, কেহই পরের দুঃখাদুঃখ জানিতে চান না। হে ব্রহ্মন্! মানবগণের সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক, সন্তাপ ঐশ্বর্য্য, পরম আনন্দ, জন্ম এবং মৃত্যু প্রভৃতি যাহাই বলুন, দেবতারাই সকলের জনক ও সকল কর্ম্মের ফলদাতা, এবং দেবতারাই অনায়াসে কর্ম্মরূপ বৃক্ষের উন্মূলন করিতে পারিবেন। দেবতা হইতে উৎকৃষ্ট বন্ধু নাই, দেবতাই সকল অপেক্ষা বলবান্, দেবতা হইতে বলবান্ বা দাতা আর কেহই নাই। এই কারণেই আমি সকল দেবতার নিকটে একমাত্র বাঞ্ছনীয় পতি-ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলাম; বিশেষ জানি, দেবতারূপ বৃক্ষ হইতেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-ফল লাভ হয়। আমি এক্ষণে বলিতেছি, যদি দেবগণ আমার প্রার্থনীয় পতি দান করেন উত্তম, নতুবা নিশ্চয় তাঁহাদিগকে স্ত্রীবধের ভাগী করিব, এবং সকলকেই আমি ভয়ঙ্কর দুর্নিবারক অভিসম্পাত প্রদান করিব, দেখি অনিবার্য্য সতীশাপ দেবগণ কোন্ উপায়ে নিবারণ করেন! হে শৌনক! শোকার্ত্তা সাধ্বী মালাবতী দেবগণসমক্ষে এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, সেই ব্রাহ্মণবর তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। ১২—২৫। হে মালাবতি! দেবগণ কর্ম্মের ফলদাতা সত্য, কিন্তু কৃষক যেরূপ বীজবপনমাত্রে ফলদানে অক্ষম, ইঁহারাও সেইপ্রকার সময়ে ফলদান করিয়া থাকেন, সদ্য কাহারও ফলদানে সাধ্য নাই। হে সতি! গৃহী ব্যক্তি যে প্রকার কৃষকদ্বারা ক্ষেত্রে ধান্য বপন করিলে, সময়ে তাহার অঙ্কুর ও সময়েই ফল হইয়া থাকে, এবং সময় হইলেই যেমন তাহা সুপক্ব হয় ও যথাসময়ে গৃহী সেরূপ প্রাপ্ত হন, সমুদয় কর্ম্মফলকেও এইপ্রকার জানিও। গৃহস্থ ব্যক্তি, বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়াই এই সংসারক্ষেত্রে কর্ম্মবীজ রোপণ করেন, পরে যথাসময়ে তাহার অঙ্কুর ও যথাসময়ে বৃক্ষ হইতে ফল প্রাপ্ত হন। পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে বহুকাল যে তপঃসঞ্চয় করেন, দেবতারা তাহার ফল দান করেন, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই সত্য। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের মুখরূপ উৎকৃষ্ট উর্ব্বরাক্ষেত্রে, যিনি যাহা ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করেন, পরে নিশ্চয় তিনি তাহা পাইয়া থাকেন। আরও দেখ, বল, সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, ধন, পুত্র, স্ত্রী, সৎপতি প্রভৃতি যাহাই বল, তপস্যাব্যতীত কিছুই হয় না! যে জন জন্ম-জন্মান্তঃ ভক্তিপূর্ব্বক মূলপ্রকৃতি দেবীকে সেবা করেন, সেই ভক্ত অবলীলাক্রমে প্রকৃতির বরে, সর্ব্বগুণান্বিতা বিনীতা ও সুন্দরী ভার্য্যা, অচলা লক্ষ্মী, পুত্র, পৌত্র, ভূমি, বল এবং প্রজা, এ সকলই লাভ করিতে পারেন। ২৬—৩৪। হে ভদ্রে! যিনি সাক্ষাৎ মঙ্গলস্বরূপ ও মঙ্গলদাতা এবং মঙ্গলের একমাত্র কারণ, সেই আনন্দময় মহাত্মা মৃত্যুঞ্জয় শিবকে যিনি ভক্তিপূর্ব্বক জন্ম-জন্ম আরাধনা করেন, তিনি তাঁহার বরপ্রভাবে পুরুষ হইলে, সৎকান্তা ও স্ত্রী হইলে সৎপতি এবং বিদ্যা, জ্ঞান, সুকবিত্ব পুত্র, পৌত্র, অতুল ঐশ্বর্য্য, বল, বিক্রম সকলই লাভ করিতে সমর্থ হন। যে জন ব্রহ্মার আরাধনা করেন, তিনিও তাঁহার বরে সন্তান, সন্ততি, লক্ষ্মী, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ও আনন্দ প্রভৃতি অনায়াসে প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি দীননাথ দিবাকরকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করেন, তাহারও বিদ্যা, আরোগ্য, আনন্দ ও ধন-পুত্রাদি সমুদয় লাভ হইয়া থাকে। ৩৫—৩৯। হে শৌনক! সকল দেবের অগ্রে যাঁহার পূজা হইয়া থাকে ও যিনি সকলের ঈশ্বর, সেই দেবদেব সনাতন গণপতিকে ভক্তি করিয়া জন্ম-জন্ম ভজনা করিলে, তাঁহার বরপ্রভাবে

ভক্তের স্বপ্নজাগরণাদি সমুদয় অবস্থাতেই সমুদয় বিঘ্ন বিনষ্ট হয় এবং তিনিও পরম আনন্দ, ঐশ্বর্য্য, পুত্র, পৌত্র অন্যান্য পরিবারবর্গ এবং জ্ঞান, বিদ্যা ও সুকবিত্ব লাভ করেন। যিনি সুরেশ্বর লক্ষ্মীকান্ত বিষ্ণুকে ভজনা করেন, তিনি বরপ্রার্থী হইলে সমুদয় বর ও নিষ্কাম হইলে মোক্ষ লাভে সমর্থ হন। সেই শান্তিময় জগৎপালক বিষ্ণুর সেবায় সত্য সত্যই মনুষ্যগণ সকল তপস্যা, সমুদয় ধর্ম্ম, যশ ও অতুলকীর্ত্তি লাভ করিতে পারেন, কিন্তু যে ব্যক্তি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ সেই সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর সেবা করিয়া বরপ্রার্থনা করেন, তিনি বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত হইয়া বিধাতাকর্তৃক বিড়ম্বিত হন। সেই সর্ব্বপ্রকৃতি, সর্ব্বেশ্বরী, বৈষ্ণবী মায়া যার প্রতি প্রসন্না হন, তাহাকে বিষ্ণুমন্ত্র দান করিয়া চরিতার্থ করেন এবং যে ধর্ম্মিষ্ঠব্যক্তি ধর্ম্মের সেবা করেন, তিনি নিশ্চয় সকল ধর্ম্মলাভে সমর্থ হন ও ইহলোকে সমস্ত সুখ উপভোগ করিয়া, দেহান্তে পরম বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন। ফলতঃ যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক যে দেবতার উপাসনা করেন, তিনি অগ্রে তাঁহাকে লাভ করেন ও পরিণামে তাঁহারই সহিত বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন। আর যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদিরও উপাস্য ও সকলের বীজস্বরূপ পরাৎপর, যাঁহাকে যোগিগণ পরম ব্রহ্ম অক্ষর বলিয়া থাকেন, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও সনাতন এবং যে স্বেচ্ছাময় ভগবান্ কেবল জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া কখন সাকার ও কখন নিরাকাররূপে প্রতীত হন, যিনি সকলের আধার ও সকলের ঈশ্বর, যিনি নিত্যানন্দময়, যিনি সর্ব্বময় হইয়াও সকল হইতে নির্লিপ্ত, যাঁহার আকার ধারণ কেবল ভক্তের অনুগ্রহের নিমিত্ত এবং যিনি সকলের সাক্ষীস্বরূপ, সেই প্রকৃতি হইতে পৃথক্ ত্রিগুণাতীত শ্রীকৃষ্ণকে যে ব্যক্তি ভজনা করেন, তিনি জীবন্মুক্ত এবং সেই সুবুদ্ধি ব্যক্তি সত্যই আর কোন বরের আকাঙ্ক্ষা রাখেন না। ৪০—৫১। হে সতি! সেই কৃষ্ণভক্তের নিকটে সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয়, ব্রহ্মত্ব, অমরত্ব ও নির্ব্বাণ মোক্ষ পর্য্যন্ত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। সেই কৃষ্ণভক্তব্যক্তি সমুদয় ঐশ্বর্য্যকে লোষ্ট্রতুল্য নশ্বর বিবেচনা করেন এবং তিনি ইন্দ্রত্ব, মনুত্ব বা চিরজীবিত্বকে জলের বুদ্বুদের ন্যায় জ্ঞানে অতি তুচ্ছ বলিয়া গণনা করেন; তাঁহার কেবল স্বপ্নজাগরণাদি সকল অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা বাঞ্ছনীয় হইয়া থাকে। সেই কৃষ্ণভক্ত শ্রীকৃষ্ণের দাস্য ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। ভক্তগণ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে অচলা ভক্তি ও দাস্য লাভ করিয়াই চরিতার্থ হন। হে শোভনে! অধিক কি, যিনি পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের দাস্য লাভ করেন, তিনি যথার্থ ই সুস্থির হন এবং সেই কৃষ্ণভক্ত অবলীলাক্রমে আপনার কোটিকুল এবং শ্বশুর ও মাতামহের শত কুল, দাস, দাসী, জননী, ভার্য্যা ও পুত্র প্রভৃতির ও অধস্তন শতকুল উদ্ধার করিয়া নিশ্চয় গোলোকধামে গমন করেন। জীবগণ যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণসেবা না করে, সেই কাল পর্য্যন্তই তাহাদিগের গর্ভবাস ও যমযন্ত্রণা হইয়া থাকে এবং সেই পর্য্যন্তই তাহারা গৃহী হইয়া সংসার-যন্ত্রণা-ভোগের প্রার্থনা করে। পতিব্রতে! অধিক কি কহিব, যাঁহার কর্ণে গুরুমুখ-বিনির্গত বিষ্ণুমন্ত্র প্রবেশ করে, যমরাজ ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার ললাট-লিখন অপসারিত করেন এবং ব্রহ্মা,—"অহো! হরিভক্ত ব্রহ্মলোক লঙ্ঘনপূর্ব্বক এই পথেই গমন করিবে।" এই ভাবিয়া, অগ্রেই তাঁহার নিমিত্ত মধুপর্কাদি প্রস্তুত করিয়া রাখেন; কল্পকোটিকাল গত হইলেও তাঁহার আর সংসারক্ষেত্রে পতনের সম্ভব নাই। ৫২—৬১। সেই হরিভক্তের কোটিজন্মার্জ্জিত পাপপুঞ্জ থাকিলেও, তাহারা সভয়ে গরুড় দর্শনে সর্পগণের ন্যায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। হরিভক্তের যাবতীয় পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম, তীক্ষ্ণধার কৃষ্ণের সুদর্শন চক্রে ছিন্ন হয়। হে সতি! শ্রীকৃষ্ণের চক্রভয়ে জরা-মৃত্যু পর্য্যন্ত হরিভক্তকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে; নতুবা সুদর্শন চক্র তাহাদিগকে শত খণ্ড করিয়া ফেলে। সেই হরিভক্ত মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে গোলোকে গমন করেন এবং সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দিব্যদেহ ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে থাকেন। যতদিন শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে থাকিবেন সেই অসীম কাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণভক্তও সেই স্থানে অবস্থান করেন। তাঁহারা ব্রহ্মার নশ্বর আয়ুকে নিমেষের ন্যায় দেখিতে থাকেন। ৬২—৬৬।

ব্রহ্মখণ্ডে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অনন্তর ব্রাহ্মণকুমার মালাবতীকে কহিলেন,—সাধ্বি! তোমার স্বামীর কোন্ রোগে মৃত্যু হইয়াছে বল; আমি এক জন চিকিৎসক, সকল রোগেরই চিকিৎসা করিয়া থাকি। আমি রোগহেতু মৃততুল্য অথবা মৃত হইলেও সাত দিনের মধ্যে মহাজ্ঞানদ্বারা অনায়াসে তাহার জীবন দান করিতে পারি। আমি মনে করিলে, এখনই ব্যাধগণ যেরূপ পশুকে বন্ধন করিয়া আনয়ন করে, সেই প্রকার জরা, মৃত্যু, যম, কাল ও ব্যাধিগণ সকলকে বন্ধনপূর্ব্বক তোমার

নিকটে উপস্থিত করিতে পারি। সুন্দরি! দেহী ব্যক্তির যে প্রকারে শরীরে কোন রোগ না হইতে পারে এবং যে যে রোগের যে যে কারণ, তাহা আমি সমুদয় বিদিত আছি। অমঙ্গলজনক দৃশ্য ব্যাধির কারণ যেরূপে উপস্থিত না হইতে পারে, শাস্ত্রানুসারে তাহারও উপায় আমি জানি। যে ব্যক্তি কোনরূপ খেদনিবন্ধন যোগদ্বারা দেহ ত্যাগ করেন, তাহারও উপায় আমি যোগধর্ম্মানুসারে বিদিত আছি। অনন্তর সাধ্বী মালাবতী, ব্রাহ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রফুল্লান্তঃকরণে ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন। ১—৭। কি আশ্চর্য্য! এই বালকের মুখে কি অদ্ভুত বাক্যই শ্রবণ করিলাম! এই ব্রাহ্মণ দেখিতে শিশু, কিন্তু জ্ঞানে যোগবিদ্‌গণেরও বিস্ময়জনক। হে ব্রহ্মন্! যখন আপনি আমার পতির জীবন-দানে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন তিনি জীবিতই হইয়াছেন; কারণ সাধুবাক্য কখনই অন্যথা হয় না। হে বেদবিদ্বর! পরে আমার পতির জীবন দান করিবেন, এক্ষণে সন্দেহবশতঃ যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, কৃপা করিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দান করুন, কারণ এই দেবগণের মধ্যে অগ্রে স্বামীকে জীবিত করিলে, নিকটে তিনি উপস্থিত থাকিতে আমি আর আপনাকে প্রশ্ন করিতে সক্ষম হইব না। দেখুন, এই সভায় ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং বেদবিদগ্রগণ্য আপনিও উপস্থিত আছেন, কিন্তু ইহার মধ্যে আমার নিয়ন্তা কেহই নাই। আপনিও সমস্তই জানেন। নারীকে ভর্ত্তা রক্ষা করিলে কেহই তার খণ্ডন করিতে পারেন না এবং তিনি শাস্তি দান করিলে, কাহারও রক্ষার ক্ষমতা নাই। যোষিদ্‌গণের স্বামীই কর্ত্তা, এইরূপ স্ত্রী-পুরুষভাব চিরপ্রসিদ্ধ। এ শক্তি, কি বেদ, কি ব্রহ্মা, কি রুদ্র কাহারও নাই। স্ত্রীলোকের স্বামীই কর্ত্তা, স্বামীই পোষক ও রক্ষিতা, স্ত্রীগণের স্বামিসদৃশ গুরু আর নাই; তাহাদিগের অভীষ্টদেবতা ও পূজ্য স্বামী ব্যতীত কেহই নহে। যে রমণী সৎকুলে জন্ম লাভ করেন, তিনিই স্বামীর বশবর্ত্তিনী হন এবং যিনি অসৎকুলোৎপন্না, নিশ্চয় তিনিই কেবল স্বাধীনা ও স্বভাবদোষে কুলটা হন। যে নরাধমা অসৎকুলপ্রসূতা দুষ্টা রমণী পরপুরুষের সেবা করেন, তিনিই কেবল পতির নিন্দা করিয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন্! আমি উপবর্হণ গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা, চিত্ররথের কন্যা এবং গন্ধর্ব্বরাজের বধূ, আমি স্বামী ব্যতীত আর কিছুই জানি না, সেই জন্যই আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে। হে বেদবিদ্বর! আপনি ত সকলই করিতে পারেন, এজন্য প্রার্থনা করিতেছি, একবার আমার নিকটে কাল, যম ও মৃত্যুকন্যাকে আনয়ন করুন। অনন্তর বেদবিদ্বর সেই ব্রাহ্মণ মালাবতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই সভামধ্যে তাঁহাদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক আনয়ন করিলেন। ৮—২০। পরে সাধ্বী মালাবতী প্রথমে মৃত্যুকন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন, তিনি কৃষ্ণবর্ণা, ঘোররূপা ও রক্তাম্বরধারিণী; তাঁহার ছয় হাত ও শান্ত-মূর্ত্তি, তিনি মহাসতী দয়াবতী ও ঈষৎ হাস্যযুক্তা; তাঁহার সমভিব্যাহারে চতুঃষষ্টি পুত্রগণ এবং তিনি স্বামী মহাকালের বামপার্শ্ববর্ত্তিনী। অনন্তর সতী মালাবতী, দেখিতে অতি ভয়ঙ্করমূর্ত্তি, ও গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী, নারায়ণাংশ সেই মহাকালকে দর্শন করিলেন। তাঁহার ছয় মুখ, ষোড়শ বাহু এবং চতুর্ব্বিংশতি লোচন ও ছয় পা, তিনি কৃষ্ণবর্ণ ও রক্তাম্বর-পরিধান, সেই দেবদেবই সকলের সংহার-কর্ত্তা ও অতি বিকৃতরূপ, তিনিই সকলের অধীশ্বর, সকলের নিয়ন্তা, ও ভগবান্ সনাতন; ঈষৎ হাস্য-চিহ্ন প্রকাশ পাওয়ায়, তাঁহার মুখকমল প্রসন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহার করে অক্ষমালা, তিনি নিরন্তর সেই পরমব্রহ্ম পরমাত্মা জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকেই জপ করিতেছেন। পরে সতী মালাবতী, সম্মুখে মাতার স্তনপানকারী, অথচ দেখিতে অতি বৃদ্ধ, সুদুর্জ্জয় ব্যাধিসমূহকে দর্শন করিলেন। তাহার পর, স্থূলপাদ কৃষ্ণবর্ণ ধর্ম্মিষ্ঠ যমরাজকে দেখিতে পাইলেন, তিনি সেই পরমব্রহ্ম সনাতন ভগবান্‌কে জপ করিতেছেন। তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ ও ধর্ম্মা-ধর্ম্মের বিচারকারী, তাঁহার নিকটেই পাপিষ্ঠেরা শাস্তি লাভ করিয়া থাকে। মহাসাধ্বী মালাবতী, সম্মুখে এইরূপ যমরাজকে ও অন্যান্য সকলকে দর্শন করিয়া, প্রহৃষ্টবদনে নিঃশঙ্কচিত্তে প্রথমেই যমরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ২১—৩০। মালাবতী কহিলেন,— হে ধর্ম্মরাজ! আপনি ধর্ম্মিষ্ঠ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে পণ্ডিত, অতএব হে প্রভো! কিজন্য অসময়ে আমার কান্তকে হরণ করিলেন? মালাবতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া যমরাজ কহিলেন, হে সাধ্বি! এই ভূমণ্ডলে কেহই কাল প্রাপ্ত না হইয়া মৃত হয় না এবং আমিও কোন-ক্রমে ঈশ্বরের আজ্ঞা ভিন্ন কাহাকেও গ্রহণ করিতে পারি না। আমি যম, মৃত্যুকন্যা ও দুর্জ্জয় ব্যাধিগণ আমরা সকলেই ঈশ্বরের আজ্ঞায় প্রাপ্তকাল জীব-গণকেই গ্রহণ করিয়া থাকি; আরও দেখ, এই বিচারজ্ঞা মৃত্যুকন্যা পরমায়ুর নিঃশেষবশতঃ যাঁহাকে

গ্রহণ করেন, আমি তাঁহাকেই অধিকার করিয়া থাকি; এক্ষণে তুমি মৃত্যুকন্যাকে জিজ্ঞাসা কর, কিকারণে তিনি এ কার্য্য করেন। যমরাজের বাক্যশ্রবণে মালাবতী কহিলেন, মৃত্যুকন্যে! তুমিও রমণী, অবশ্যই স্বামিবেদন জান, তবে কিজন্য আমি জীবিতা থাকিতে আমার স্বামীকে হরণ করিলে? মৃত্যুকন্যা বলিলেন,—হে সতি! বিধাতা আমাকে এই কার্য্যের জন্যই সৃজন করিয়াছেন, আমি বহু তপস্যাতেও ইহা পরিত্যাগে সমর্থা নহি। হে সুন্দরি! যদি ভূমণ্ডলে কোন পরম তেজস্বিনী মহাসাধ্বী, আমাকে ভস্ম করিতে পারেন, তবেই আমার সকল আপদ্ দূর হয়, পরে স্বামী-পুত্রের যাহা হয় হইবে। হে সাধ্বি! তুমি নিশ্চয় জানিও, আমার বা আমার পুত্রগণের কোন দোষ নাই, আমরা সকলে কালকর্তৃক প্রেরিত হইয়াই কার্য্য করিয়া থাকি। ভদ্রে! তুমি সকলের সমক্ষে ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা কালকেই জিজ্ঞাসা কর, পরে যেরূপ উচিত বিবেচনা হয় করিবে। অনন্তর মালাবতী কহিলেন, হে ভগবন্ কাল! আপনি সকল কার্য্যের সাক্ষী ও কর্ম্মরূপী সনাতন এবং আপনি নারায়ণের অংশ; সুতরাং আপনি সকলের উৎকৃষ্ট, আপনাকে নমস্কার। হে কৃপানিধে! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব সকলের দুঃখই বুঝিতে পারেন, তবে কি কারণে আমার জীবন থাকিতে আমার কান্তকে হরণ করিলেন? ইহা শ্রবণে কাল বলিলেন, সাধ্বি! আমি বা কে, যমই বা কে আর মৃত্যুকন্যা ও ব্যাধিগণই বা কে? সকলেই আমরা পরমেশ্বরের আজ্ঞায় বিচরণ করিয়া থাকি। ৩১—৪৪। যিনি মূলপ্রকৃতি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সমুদয় দেবতা, মুনীন্দ্র, চতুর্দ্দশ মনু এবং সমস্ত মনুষ্য ও সকল জন্তুগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যে পরমাত্মার চরণারবিন্দ বিচক্ষণ যোগিগণ ধ্যান করিয়া থাকেন ও যাঁহার পবিত্র নাম নিরন্তর জপ করেন, বায়ুদেব যাঁহার ভয়ে নিরন্তর গমন করেন ও সূর্য্যদেব যাঁহার ভয়ে উত্তাপদাতা এবং যাঁহার আজ্ঞায় ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিষ্ণু রক্ষাকর্ত্তা হইয়াছেন; শঙ্কর যাঁহার শাসনানুসারে সকল জগৎসংসার সংহার করিয়া থাকেন, যাঁহার আজ্ঞায় ধর্ম্ম, সকল কর্ম্মের সাক্ষী এবং রাশিচক্র ও সমুদয় গ্রহগণ যাঁহার শাসনে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, যাঁহার আজ্ঞাতেই ইন্দ্রাদি দেবতা দিক্‌পাল হইয়াছেন, বৃক্ষসকল যাঁহার আজ্ঞায় ফল-পুষ্প প্রসব করে, হে সাধ্বি মালাবতি! যাঁহারই আজ্ঞায় জলাধারা বসুন্ধরা সকলের আধার হইয়া কাল যাপন করিতেছেন এবং স্বয়ং সেই পৃথিবী ক্ষমাবতী হইয়াও যে পুরুষের ভয়ে, সময়ে কম্পিত হইয়া থাকেন এবং সকলে নিরন্তর যাঁহার মায়ায় মোহিতা আছেন ও যিনি সকলের প্রসবকর্ত্রী সেই প্রকৃতিও যাঁহার ভয়ে ভীতা হন, যে বেদে সমুদয় বস্তুর ভাব বিদিত হওয়া যায়, সেই বেদই যে মহাপুরুষের অন্ত পান না এবং সমস্ত পুরাণশাস্ত্র যাঁহার স্তুতিপাঠে বিরত, অধিক কি, ব্রহ্মা বিষ্ণুও যাঁহার নামকীর্ত্তনে সুখী হন, এমন কি, সেই সুমহান্ বিরাট্ পুরুষ যে ভগবানের তেজের ষোড়শাংশমাত্র এবং যিনি সকলেরই ঈশ্বর, কালের কাল, মৃত্যুর মৃত্যু ও পরাৎপর, সেই শ্রীকৃষ্ণকেই তুমি সর্ব্ববিঘ্ননাশের নিমিত্ত চিন্তা কর, সেই কৃপানিধিই তোমার সকল অভীষ্ট ও স্বামী দান করিবেন; এই আমরা সকলেই যাঁহার প্রেরিত, সেই কৃষ্ণই কেবল সকল সম্পদের দানকর্ত্তা। হে শৌনক! কাল পুরুষ এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, পুনর্ব্বার সেই ব্রাহ্মণবালক কহিতে আরম্ভ করিলেন। ৪৫—৫৭।

ব্রহ্মখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে শুভে গন্ধর্ব্বকুমারি! এই ত কাল, যম, মৃত্যুকন্যা ও ব্যাধিগণ সকলকে জিজ্ঞাস্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, এক্ষণে আরও কোন সন্দেহ থাকে ত জিজ্ঞাসা কর। সতী মালাবতী ব্রাহ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সেই ব্রাহ্মণ-রূপী জগদীশ্বরকেই মনোগত প্রশ্ন করিলেন। মালাবতী বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি বলিয়াছেন, ব্যাধিগণ প্রাণীদিগের প্রাণহরণরূপ অহিতাচরণ করিয়া থাকেন এবং সেই ব্যাধিগণের নানাপ্রকার কারণ সকল বেদে নিরূপিত আছে, অতএব হে মহাত্মন্! উক্ত অশুভাবহ দুর্নিবার ব্যাধি সকল যাহাতে দেহীর দেহে বিচরণ করিতে না পারে, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার উপায় সমুদয় আমায় বলুন। হে সাধো! আপনি দয়াবান্ ও সকলের শ্রেষ্ঠ, অতএব আমি যাহা জানি বা যাহা না জানি এবং যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, বা যাহা অজিজ্ঞাসিত আছে, সেই সমুদয়ই উৎকৃষ্ট বিষয় আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। তখন সেই বিপ্ররূপী জনার্দ্দন মালাবতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, বৈদিকীসংহিতা ও সংহিতার্থ সমুদয় বলিতে লাগিলেন। ১—৬। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—যিনি বেদবেদাঙ্গ প্রভৃতির আদিকারণ ও সকল কারণের কারণ, সেই সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ পরমেশ্বর

শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি; যিনি বেদচতুষ্টয়ের সৃজনকারী, যিনি মঙ্গলময় ও সকল মঙ্গলের আদিকারণ, সেই সনাতন পরমেশ্বরকে নমস্কার। প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্বনামক চারি বেদ দর্শন করিয়া, পরে তাহার অর্থ সকল পর্য্যালোচনা-পূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদ নামে অপর একখানি বেদের সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা, উক্ত পঞ্চম বেদ, ভাস্করদেবকে দান করিলে, ভাস্করদেবও সেই আয়ুর্ব্বেদ হইতে স্বতন্ত্র একখানি সংহিতা প্রস্তুত করিলেন; পরিশেষে ভাস্কর শিষ্যগণকে নিজ-কৃত সংহিতার সহিত উক্ত আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইলে তাঁহারাও সকলে উভয় শাস্ত্র দর্শন করিয়া এক একখানি সংহিতা প্রস্তুত করিলেন। হে সাধ্বি! এক্ষণে আমার নিকটে সেই সকল পণ্ডিতগণের ও তাঁহাদিগের কৃত রোগনাশের মূলীভূত তন্ত্র সকলের নাম শ্রবণ কর। ধন্বন্তরি, দিবোদাস, কাশিরাজ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নকুল, সহদেব, যমরাজ, চ্যবন, জনক, বুধ, জাবাল, জাজলি, পৈল, করথ, অগস্ত্য এই ষোড়শ জন ভাস্করের শিষ্য এবং সকলেই বেদবেদাঙ্গবেত্তা ও রোগশান্তিকারক। ৭—১৪। হে সতি! প্রথমে ভগবান্ ধন্বন্তরি, অতি সুন্দর চিকিৎসা-তত্ত্ববিজ্ঞান নামে এক সংহিতা করেন; পরে দিবোদাস চিকিৎসাদর্শন নামে ও কাশিরাজ চিকিৎসা-কৌমুদী নামে অতিউত্তম শাস্ত্র রচনা করেন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসকের ভ্রমনাশক চিকিৎসা সারতন্ত্র নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন, পরে নকুল মহাশয়, বৈদ্যক সর্ব্বস্ব নামে ও সহদেব ব্যাধি-সিন্ধুবিমর্দ্দন নামে এবং যমরাজ জ্ঞানার্ণব নামে মহাতন্ত্র প্রস্তুত করেন। পরে ঋষিশ্রেষ্ঠ ভগবান চ্যবন, জীবদান নামে ও পরমযোগীজনক বৈদ্যক-সন্দেহভঞ্জন নামে সংহিতা প্রণয়ন করেন। বুধ চন্দ্রসার নামে, জাবাল তন্ত্রসারক নামে এবং মুনিবর জাজলি বেদাঙ্গসার নামে তন্ত্র রচনা করেন। অনন্তর পৈল নিদান নামে, করথ সর্ব্বধর নামে ও অগস্ত্য মহাশয় দ্বৈধনির্ণয় নামে সংহিতা রচনা করেন। এই ষোড়শ তন্ত্রই চিকিৎসা-শাস্ত্রের বীজস্বরূপ এবং ব্যাধিনাশের কারণ ও বলাধান-কারী। উক্ত পণ্ডিতগণ আয়ুর্ব্বেদরূপ পয়োনিধিকে জ্ঞানমন্থ দ্বারা মন্থনপূর্ব্বক তাহা হইতে নবনীতস্বরূপ এই ষোড়শ শাস্ত্র উত্তোলন করিয়াছেন। ১৫—২৩। হে সুন্দরি! আমি ক্রমশঃ এই সকল শাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ ও ভাস্কর-সংহিতা দর্শন করিয়া রোগের বিষয় সমস্ত বিদিত আছি। সাধ্বি! বেদ্যের বৈদ্যত্ব-প্রকাশক দুইটী মাত্র লক্ষণ আছে,—ব্যাধির নিরূপণ ও বেদনার নিগ্রহ-কারিতা; ফলতঃ বৈদ্য আয়ুদানে সমর্থ নন। যিনি আয়ুর্ব্বেদের বিজ্ঞাতা, চিকিৎসাবিষয়ে যথার্থবেত্তা এবং ধর্ম্মিষ্ঠ ও দয়ালু, তাঁহাকেই বৈদ্য বলা যায়। শোভনে! সকল রোগের মধ্যে এক জ্বরই ভয়ঙ্কর ও দুর্নিবার; জ্বর হইতেই সকল রোগের উৎপত্তি হয়, সেই জ্বর অতিশয় শিবভক্ত, যোগী এবং নিষ্ঠুর ও বিকৃতাকার; জ্বর দেখিতে ভীমদর্শন; তাঁহার তিন পাদ, তিন মস্তক, ছয় হস্ত, নব লোচন; এই ভস্মপ্রহরণ জ্বর, অতি রৌদ্র ও কালান্তক যমসদৃশ। সেই জ্বরের জনক মন্দাগ্নি ও মন্দাগ্নির পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ু এই তিন জনক এবং এই তিনই বিকৃত হইয়া প্রাণিগণকে দুঃখ দান করে। জ্বর প্রথমতঃ তিন প্রকার,—বাযুজ, পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ, আর এক ত্রিদোষজ এবং পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, শোথ, প্লীহা, শূল, জ্বরাতিসার, গ্রহণী, কাশ, ব্রণ, হলীমক, মূত্রকৃচ্ছ্র, গুল্ম, বিষমেহ, কুব্জ, গোদ, গলগণ্ডক, ভ্রমরী, সন্নিপাত, নিদারুণ বিসূচী, ইহা-দিগের ভেদ-প্রভেদ দ্বারাই ব্যাধিগণ চতুঃষষ্টি প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ২৪—৩৩। এই ব্যাধিগণ সকলেই মৃত্যু-কন্যার পুত্র ও জরা তাঁহার কন্যা; উক্ত জরা, ভ্রাতা ব্যাধিগণের সহিত নিরন্তর ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া থাকে। হে মালাবতি! কিন্তু ইহারা উপায়বেত্তা ও সংযত ব্যক্তির নিকটে গমন করে না; বরং গরুড়-দর্শনে সর্পগণের সদৃশ সেই উপায়বেত্তাকে দেখিবামাত্র পলায়ন করে। চক্ষুতে জলসেক, ব্যায়াম, পাদতলে তৈলমর্দ্দন, কর্ণরন্ধ্রে তৈলপ্রদান এবং মস্তকে তৈল-দান করিলে, জরা ও ব্যাধি সকল বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি বসন্তকালে ভ্রমণ, অল্পপরিমাণে বহ্নিসেবন ও সময়ে বালা স্ত্রীর সংসর্গ করেন, তাঁহাকে জরা ত্যাগ করে। যে ব্যক্তি খাতাদির শীতল জলে স্নান এবং চন্দন বিলেপন ও গ্রীষ্মকালে উষ্ণোদকে স্নান করেন, বৃষ্টি-জল সেবা করেন না, প্রত্যহ যথাসময়ে সমান আহার করিয়া থাকেন, যিনি শরৎকালে রৌদ্রসেবা ও ভ্রমণ ত্যাগ করেন এবং খাতাদির জলে স্নান ও সমান আহার করেন, যে শরীরী হেমন্তে খাতজলে স্নান ও যথাকালে অগ্নির সেবা করেন এবং নবোষ্ণান্ন-সেবী ও উষ্ণোদকস্নায়ী হন, তাঁহার জরা হয় না। ৩৪—৪২। যে ব্যক্তি সদ্যোমাংস ও নূতন অন্ন ভক্ষণ, যুবতীর সেবা, দুগ্ধপান ও ঘৃতভোজন করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকটে জরা গমন করে না। যিনি ক্ষুধা হইলে উত্তম অন্ন ও প্রত্যহ তাম্বুল ভোজন করেন, তৃষ্ণার সময় যাঁহার জল পানে আলস্য হয় না, যিনি প্রত্যহ দধি, পূর্ব্বদিনের

দুগ্ধের ঘৃত, নবনীত এবং গুড় ভোজন করিয়া থাকেন, তাঁহাকে জরা স্পর্শ করে না। আর যিনি শুষ্ক মাংস ও পঞ্চদিনাতীত দধি ভক্ষণ ও বৃদ্ধা স্ত্রী এবং কন্যা-রাশিস্থ সূর্য্যের কিরণ সেবা করেন, জরা তাঁহার নিকটে হৃষ্টান্তঃকরণে ভ্রাতৃগণের সহিত গমন করে। যিনি রাত্রে দধি ভোজন ও কুলটা এবং রজস্বলা স্ত্রীতে গমন করেন, তাহারে সানন্দে সহোদরগণের সহিত জরা আক্রমণ করে। রজস্বলা কুলটা, অবীরা, জারদূতিকা, শূদ্রযাজকপত্নী ও ঋতুহীনা স্ত্রীর অন্ন ভোজন করিলে, ব্রহ্মহত্যার পাতক হয় এবং সেই পাপের সহিত জরা তাঁহার দেহ অধিকার করে। হে সাধ্বি! পাপের সহিত ব্যাধিগণের নিরন্তর মিত্রতা আছে এবং পাপই সকল ব্যাধি ও জরার কারণ ও বিঘ্নের উৎপাদক। অধিক কি, জীবগণের পাপ হইতে ব্যাধি, জরা, দৈন্য ও ভয়ঙ্কর শোক এবং দুঃখ হইয়া থাকে। এইজন্য ভারতবাসী সাধুগণ নিরন্তর ভীত হইয়া, সেই অমঙ্গলজনক দোষাকর ও মহাশত্রু পাপ হইতে বিরত থাকেন। ৪৩—৫২। যিনি নিরন্তর স্বধর্ম্মাচরণে নিযুক্ত দীক্ষিত ও হরিসেবক, যাঁহার গুরু, দেবতা, অতিথির প্রতি ভক্তি আছে, যিনি তপঃসাধনে সমর্থ এবং ব্রতোপবাসযুক্ত ও নিয়ত তীর্থসেবী, তাঁহাকে দেখিবামাত্র বৈনতেয়-দর্শনে পন্নগগণের ন্যায় সমুদয় রোগ পলায়ন করে। এইপ্রকার সদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে জরা বা দুর্জ্জয় ব্যাধিসমূহ, কেহই অধিকার করিতে পারে না; কিন্তু এসকল নিয়ম শুভ সময়ে জানিও, অসময় উপস্থিত হইলে কিছুতেই নিবারণ হইবে না। হে সাধ্বি! পূর্ব্বোক্ত সকল রোগের মধ্যে জ্বরই সকল রোগের কারণ, সেই জ্বর পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ু হইতে উৎপন্ন হয়। সাধ্বি! এই জ্বরাদি রোগ যেরূপে দেহিগণের দেহে প্রবেশ করে, তাহার বিবিধ কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। অতিশয় ক্ষুধার সময় আহার না করিলে প্রাণিগণের মণিপূরকচক্রে পিত্ত উৎপন্ন হয় এবং তাল কিম্বা বিল্বফল ভোজন করিয়াই জলপান, ভয়ঙ্কর প্রাণনাশক পিত্তরূপে পরিণত হয়। আর যে ব্যক্তি দুর্দ্দৈববশতঃ শরৎকালে উষ্ণোদক ও বিশেষতঃ ভাদ্রমাসে তিক্তরস সেবা করেন, তাহার পিত্তবৃদ্ধি হইয়া থাকে। হে শোভনে। শর্করামিশ্রিত শীতল জলযুক্ত ধন্যাক-চূর্ণ, চণক এবং দধি ও তক্রব্যতীত সকলপ্রকার গব্য, পক্ব বিল্ব ও তালফল, ইক্ষু হইতে উৎপন্ন সমুদয় বস্তু, আর্দ্রক, মুদ্গযূষ ও সশর্কর তিলপিষ্টক, এই সকল বস্তু সদ্য পিত্তক্ষয়কর ও বল পুষ্টি-প্রদ, এইত তোমার নিকটে পিত্তের নাশোপায় ও তাহার কারণ সমুদয় বলিলাম, এক্ষণে অন্য বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। ৫৩—৬৩। ভোজনের পর স্নান, তৃষ্ণাব্যতীত জল-পান, তিলতৈল, স্নিগ্ধ তৈল, স্নিগ্ধ আম-লকীরস, পর্য্যুষিতান্ন, তক্র, পক্ব রম্ভাফল, দধি, বৃষ্টি ও শর্করার জল, অতিশয় স্নিগ্ধ জল পান, নারিকেলের জল পান, পর্য্যুষিত জলে রুক্ষ স্নান, পক্বতরুমুঞ্জার ফল (তোর-মুজ) সুপক্ব কর্কটীফল (কাঁকুড়) বর্ষাকালে খাতজলে স্নান এবং মূলক, এই সকল ব্যবহার করিলে শ্লেষ্মা হয় ও ব্রহ্মরন্ধ্রে তাহার উৎপত্তি এবং এই শ্লেষ্মা হইতে মহৎবলও নষ্ট হইয়া থাকে। বহ্নিস্বেদ, ভৃষ্টদ্রব্যচূর্ণ, পক্ব তৈলবিশেষ, ভ্রমণ, শুষ্ক ভক্ষণ, শুষ্ক অথচ পক্ব হরীতকী, অপক্ব পিণ্ডারক, অপক্ব রম্ভাফল, বেশবার, সিন্ধুবার, অনাহার, জলপান না করা, সঘৃত রোচনা-চূর্ণ ও সঘৃত শুষ্ক শর্করা, মরীচ, পিপ্পলী, শুষ্ক আর্দ্রক এবং জীরক ও মধু, এই সমুদয় ব্যবহারে তৎক্ষণাৎ শ্লেষ্মা বিনষ্ট হয় এবং বল ও পুষ্টি হইয়া থাকে। হে গন্ধর্ব্বকুমারি! এক্ষণে বায়ুর কারণ শ্রবণ কর। ৬৪—৭১। ভোজনের পরেই গমন বা ধাবন, ছেদন, অগ্নির উত্তাপ, বারংবার ভ্রমণ ও বারংবার স্ত্রীসহবাস, বৃদ্ধা স্ত্রীর সংসর্গ, মনস্তাপ, অতি রুক্ষ সেবা, অনাহার, যুদ্ধ, কলহ, কটুবাক্য এবং ভয় ও শোক এই সমুদয় কারণে আজ্ঞাখ্য-চক্রে বায়ুর জন্ম হয়। এক্ষণে তন্নিবারক ঔষধ শ্রবণ কর। সবীজ পক্ব রম্ভাফল, শর্করার জল, নারিকেলোদক, অপর্য্যুষিত তক্র, সুপি-ষ্টক, শর্করাযুক্ত অথবা শুদ্ধ মাহিষ দধি, সদ্যোজাত পর্য্যষিতান্ন, সৌবীর, শীতল জল, পক্ব তৈল বিশেষ, বিশুদ্ধ তিলতৈল, নারিকেল, তাল ও খর্জ্জূর বৃক্ষের মস্ত (মেথি) আমলকীরস, শীতল অথচ উষ্ণোদকে স্নান, সুস্নিগ্ধ চন্দন-বিলেপন, স্নিগ্ধ পদ্মপত্রের শয্যা এবং সুস্নিগ্ধ ব্যঞ্জন, এই সমুদয় সদ্যোবায়ুনাশক। হে বৎসে! এই বায়ু আবার ক্লেশ সন্তাপ ও কামজন্য বলিয়া তিন প্রকার। ৭২—৭৯। হে সাধ্বি! এই আমি তোমার নিকটে ব্যাধিসমূহ ও তাহার বিনাশকারণ সাধুবিরচিত শাস্ত্রসকল কীর্ত্তন করিলাম এবং এতদ্ভিন্ন পণ্ডিতগণ যে সমস্ত রসায়নাদি সুদুর্লভ উপায়-বিষয়ক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা একবৎসর বলিয়াও শেষ করিতে পারি না; এক্ষণে বল দেখি, তোমার স্বামী উক্ত রোগসমূহের মধ্যে কোন্ রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। হে শোভনে! তাহা হইলে, যে উপায়ে তিনি জীবিত হন, সেইরূপ উপায় করি। সৌতি বলিলেন,—সেই গন্ধর্ব্ব চিত্ররথের কন্যা মালাবতী,

ব্রাহ্মণের এইরূপ সাধুবাক্য শ্রবণে অতিশয় আনন্দিতা হইয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। বিপ্রবর! শ্রবণ করুন, আমার স্বামী দেবসভায় লজ্জিত হইয়া ব্রহ্মার শাপহেতু যোগাবলম্বনপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়াছেন; এক্ষণে আমি আপনার মুখে সমুদয় মনোহর শুভাখ্যান শ্রবণ করিলাম, ইহা যথার্থই বটে যে, ভূমণ্ডলে কেহই বিপদে না পড়িয়া মঙ্গললাভে সমর্থ হয় না। হে বিচক্ষণ! এক্ষণে আমার প্রাণকান্তকে দান করুন আমি স্বামীর সহিত আপনাদিগকে নমস্কারপূর্ব্বক সানন্দচিত্তে গৃহে গমন করি। অনন্তর বিপ্ররূপী জনার্দ্দন মালাবতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সত্বর দেবগণের নিকটে গমন করিলেন। ৮০—৮৮।

ব্রহ্মখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অনন্তর দেবগণ সেই ব্রাহ্মণকে সন্নিকটে দেখিবামাত্র সকলেই প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক সমাদর করিলেন এবং তাঁহাদিগের পরস্পর কথোপকথন হইতে লাগিল; সেই দেবগণ বিষ্ণুমায়ায় মোহিত ও পৌর্ব্বাপর্য্য সমুদয় বিস্মৃত হইয়া ব্রাহ্মণকে শ্রীহরি বলিয়া কেহই বুঝিতে পারিলেন না। পরে সেই ব্রাহ্মণ মধুরবাক্যে দেবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক প্রাণীদিগের সুখকর উৎকৃষ্ট বিষয় বলিতে লাগিলেন '—হে দেবগণ! এই কন্যা উপবর্হণের ভার্য্যা ও চিত্ররথের তনয়া, ইনি অতিশয় শোকার্ত্তা হইয়া স্বামীর জীবন প্রার্থনা করিতেছেন; অতএব হে দেবগণ! এক্ষণে কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য? আপনার সময়ানুসারী বাক্য আমাকে বলুন। সেই তেজস্বিনী সাধ্বী সমুদয় দেবতাকেই শাপ প্রদানে উদ্যতা হইয়াছেন, আমি আপনাদিগের মঙ্গলের জন্য আসিয়া বহুক্ষণ বুঝাইয়া ক্ষান্ত রাখিয়াছি। আর আপনারাও যে শ্বেতদ্বীপে গমনপূর্ব্বক শ্রীহরির স্তব করিলেন, কিন্তু কি জন্য সেই পরমেশ্বর বিষ্ণু এখনও এখানে আসিলেন না? এবং কেশব পশ্চাৎ গমন করিবেন বলিয়া যে আকাশবাণী হইয়াছিল, কি জন্য সেই অচঞ্চল দৈববাণীও মিথ্যা হইল? ব্রাহ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক জগদ্গুরু ব্রহ্মা পরম মঙ্গলকর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১—৯। আমার পুত্র নারদ, শাপগ্রস্ত হইয়া উপবর্হণ নামে গন্ধর্ব্ব হইয়াছিল, পুনরায় আমারই শাপহেতু যোগাবলম্বনে দেহ ত্যাগ করিয়াছে। আমি বলিয়াছিলাম, ইনি পৃথিবীতে লক্ষযুগকাল পর্য্যন্ত থাকিয়া পুনরায় শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে আমার পুত্র হইবেন। হে দ্বিজোত্তম! নিরূপিত কালের এক্ষণেও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে, তাহাতে ইহার আরও সহস্র বৎসর আয়ু হইতে পারে। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে স্বয়ং আমি ইহার জীবন দান করিব এবং যেরূপে ইহার শরীরে পুনর্ব্বার অভিসম্পাত স্পর্শ না করিতে পারে, তাহারও উপায় করিব। দ্বিজবর! আপনি যে বলিলেন, হরি এখানে আসেন নাই, এইটি সম্পূর্ণ ভ্রম; কারণ তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাত্মা; সুতরাং তাঁহার আবার শরীর কি? তিনি স্বেচ্ছাময় পরম ব্রহ্ম, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ দেহ ধারণ করেন, তিনি সকল দেখিতেছেন ও সকল জানিতেছেন এবং সেই সনাতন সকল স্থানেই বিরাজমান। "বি, ও ষ" শব্দে ব্যাপ্তি এবং "নু শব্দে সমস্ত বোধ হয়, এইজন্য পণ্ডিতগণ সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাত্মাকে বিষ্ণু বলিয়া থাকেন। যে পুরুষ, অপবিত্র অথবা পবিত্রই হউন, সকল অবস্থাতেই সেই বিষ্ণুকে ভক্তিপূর্ব্বক স্মরণ করেন, তাঁহার বাহ্য ও অভ্যন্তর সমুদয় পবিত্র হয়। দ্বিজবর! যে ব্যক্তি বৈদিক কর্ম্মের আরম্ভে মধ্যে ও শেষে বিষ্ণুকে স্মরণ করেন, তাঁহার সেই কর্ম্ম অঙ্গহীন হইলেও সম্পূর্ণ হয়। তাঁহারই আজ্ঞায় আমি জগতের স্রষ্টা, হর, সংহারকর্ত্তা ও ধর্ম্ম কর্ম্মের সাক্ষী হইয়াছেন; কাল যাঁহার আজ্ঞায় ভীত হইয়া লোকদিগকে সংহার, যম পাপিগণকে শাসন ও মৃত্যু সকলকেই আক্রমণ করিতেছেন; অধিক কি, যে আদ্যা প্রকৃতি সকলের প্রসবকর্ত্রী ও সকলের ঈশ্বরী, তিনিও তাঁহার নিকটে সভয়ে আজ্ঞা পালন করিয়া থাকেন। ১০—২১। ব্রহ্মা নিবৃত্ত হইলে মহেশ্বর বলিলেন,—ব্রহ্মন্! ব্রহ্মার পুত্রগণের মধ্যে আপনি কাহার বংশোদ্ভব? আপনি সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করিয়া সার পদার্থ কি বুঝিয়াছেন? দ্বিজবর! আপনি কোন্ মহামুনির শিষ্য? আপনার নাম কি? আপনাকে দেখিতে বালক, কিন্তু সূর্য্য অপেক্ষা তেজস্বী বলিয়া বোধ হয়; আপনি কি জন্য দেবগণকে বিড়ম্বিত করিতেছেন? আপনি আমাদিগের ঈশ্বর পরমাত্মা বিষ্ণুকে জানেন না? তিনি যে সকলের হৃদয়েই বিরাজমান। যে পরমাত্মা দেহীদিগের দেহ পরিত্যাগ করিলে দেহ পতিত হয় এবং নরদেবের অনুগত ব্যক্তির ন্যায় যাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রতিবিম্বস্বরূপ জীবাত্মা, মন, জ্ঞান, চেতনা, প্রাণ, ইন্দ্রিয়বর্গ, বুদ্ধি, মেধা, ধৃতি, স্মৃতি, নিদ্রা, দয়া, তন্দ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা সন্তোষ, ইচ্ছা, ক্ষমা ও লজ্জাদি সমুদয় পদার্থই গমন করিয়া

থাকে ও যে ঈশ্বর গমনোন্মুখ হইলেই শক্তি তাঁহার অগ্রে প্রস্থান করে, ফলতঃ ইহারা সকলে শক্তি হইলেও তাঁহারই আজ্ঞাকারী মাত্র। সেই চৈতন্য-স্বরূপ পরমেশ্বর দেহে অবস্থান করিলেই সকল কার্য্যে সক্ষম হয়, তিনি গমন করিলেই অস্পৃশ্য শবরূপে পরিণত হয়, সুতরাং তাঁহাকে কোন্ দেহী অস্বীকার করিতে পারেন? জগতের বিধানকর্ত্তা স্বয়ং ব্রহ্মা সৃষ্টিতে অক্ষম হইয়া, তাঁহারই পদারবিন্দ নিরন্তর ধ্যান করিয়া থাকেন। বিধাতা লক্ষযুগ সেই শ্রীকৃষ্ণের তপস্যা করিয়া জ্ঞানী এবং সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ২২—৩১। আমি অনন্তকাল শ্রীহরির তপস্যা করিয়াও মনের সন্তোষ লাভ করিতে পারি নাই। কিরূপেই বা পারিব? দেখ, কেহই মঙ্গলে পরিতৃপ্ত হন না। এক্ষণে আমি সকল কর্ম্মে নিস্পৃহ হইয়া, যাঁহার নামের গুণ কীর্ত্তন ও গান করিতে করিতে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকি, যাঁহারই নাম-গুণকীর্ত্তনে মৃত্যু আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না; ফলতঃ যে ব্যক্তি নিরন্তর তাঁহার মধুর নাম জপ করেন, মৃত্যু তাঁহাকে দেখিবামাত্র পলায়ন করে। আমি বহুকাল তপস্যাদ্বারা যাঁহার গুণনামের কীর্ত্তন-হেতু সকল ব্রহ্মাণ্ডের সংহারকর্ত্তা হইয়াছি ও মৃত্যুঞ্জয় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছি; সেই মহেশ্বর-আমি সময়ে তাঁহাতে বিলীন ও সময়ে তাঁহা হইতে আবির্ভূত হইয়া থাকি এবং সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদেই কাল কি মৃত্যু কেহই আমার সংহারে সক্ষম নন। ব্রহ্মন্! যিনি গোলোকে তিনিই বৈকুণ্ঠে ও তিনিই সেই শ্বেতদ্বীপে বিরাজ করিতেছেন, বহ্নি ও তাঁহার স্ফুলিঙ্গের ন্যায় অংশ আর অংশীর কিছুই প্রভেদ নাই। দেবপরিমিত একসপ্ততি যুগ ইন্দ্রের আয়ু; অষ্টাবিংশতি ইন্দ্র গত হইলে ব্রহ্মার একদিন হয়। এইরূপ সংখ্যাবিশিষ্ট শতবর্ষ ব্রহ্মার আয়ু; এইরূপ এক ব্রহ্মার পতন হইলেই সেই পরমাত্মা বিষ্ণুর একবার লোচন-পাত, অর্থাৎ নিমেষকালমাত্র গত হয়। আমি ও দেবর্ষিগণ সকলে সেই পরমাত্মা কৃষ্ণের কলামাত্র, তাঁহার মহিমার কেহই ইয়ত্তা করিতে পারেন না, আমিও কিছুই জানি না। হে শৌনক! শঙ্কর এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, সকল কর্ম্মের সাক্ষী ধর্ম্মদেব বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩২—৪১। সর্ব্বত্রই যাঁহার হস্তপদ বিরাজমান, যাঁহার চক্ষু এককালে প্রত্যক্ষ সকল পদার্থদর্শনে সমর্থ, যিনি সর্ব্বান্তরাত্মা ও সাধুদিগের হৃদয়বিহারী, দুরাত্মাগণ যাহাকে কখনই দেখিতে পায় না, সেই সর্ব্বময় বিষ্ণু 'এক্ষণেও এস্থানে আসিলেন না,'' ইহা যে তুমি কোন্ বুদ্ধিতে বলিলে, বলিতে পারি না! কি আশ্চর্য্যের বিষয়! মুনিদিগেরও মতিভ্রম! যাহাই হউক, সাধুব্যক্তি কখনই মহতের নিন্দা শ্রবণ করেন না। কারণ, নিন্দাকারীরা শ্রোতৃবর্গের সহিত কুম্ভীপাকনরকে গমন করে। জ্ঞানিগণ দৈববশতঃ মহতের নিন্দা শ্রবণ করিয়া, বিষ্ণুর স্মরণ-পূর্ব্বক সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দুর্লভ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। যে নরাধম সভামধ্যে ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক বা অনিচ্ছাবশতই হউক, বিষ্ণুনিন্দা করে বা তাহা শ্রবণ করে অথবা তাহা শ্রবণে হাস্য করে, সেই পাপিষ্ঠ—ব্রহ্মার যতদিন আয়ু, ততদিন কুম্ভীপাকনরকে যন্ত্রণা ভোগ করে এবং সেই স্থান সুরাপাত্রের ন্যায় অপবিত্র হয়। অধিক কি, সে স্থানে প্রাণত্যাগ করিলে, অবশ্যই প্রাণিগণকে নরকগামী হইতে হয়, পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই বিষ্ণুনিন্দা তিনপ্রকার বলিয়াছেন। যে জ্ঞানহীন নরাধম, অপ্রত্যক্ষতা, অবিদ্যমানতা অথবা অন্য দেবতার সমতারূপ নিন্দা করে, ব্রহ্মার পরমায়ুঃকাল পর্য্যন্ত তাহার নরকভোগের আর নিষ্কৃতি নাই এবং যে নরাধম গুরু বা পিতার নিন্দা করে, চন্দ্রসূর্য্যের বিদ্যমানকাল পর্য্যন্ত তাহাকে কালসূত্রে পতিত হইতে হয়, এই ত্রিজগতে বিষ্ণু ও গুরু, সকলেরই জনক, জ্ঞানপ্রদ, পোষণকারী, রক্ষক এবং ভয় হইতে রক্ষাকর্ত্তা ও বরদাতা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ৪২—৫১। অনন্তর বিপ্রবর, এই ব্রহ্মাদি দেবতাত্রয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পুনরায় মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! অহে ধর্ম্মশীল দেবগণ! আমি কি বিষ্ণুনিন্দা করিয়াছি? এ স্থানে হরি আসিলেন না সুতরাং আকাশবাণী ব্যর্থ হইল,' এইমাত্র বলিয়াছি। আপনারা ঈশ্বর, আপনারা এক্ষণে যথার্থ বলুন, সাধুব্যক্তি কখনই পক্ষপাতের কথা কহেন না; কারণ সভাস্থলে পক্ষপাতী হইলে, তাহার শতপুরুষ নিরয়গামী হয়। আপনারা ভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং আপনারা এইমাত্র কহিতেছেন, বিষ্ণু সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন; তবে বলুন দেখি, বরগ্রহণজন্য আপনারা কেন শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন? এবং পরমাত্মার অংশ ও অংশীতে নিশ্চয় প্রভেদ নাই, এ কথাও অসঙ্গত; কারণ, তাহা হইলে সাধুগণ কি জন্য কলা ত্যাগ করিয়া, পূর্ণতমের সেবা করিয়া থাকেন? পুরুষদিগের আশাই বলবতী; কারণ, কোটিজন্ম দুরারাধ্য ও অসৎ পুরুষদিগের অসাধ্য

হইলেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে বাঞ্ছা করেন। বাহুদ্বারা চন্দ্রকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী বামনের ন্যায় কি ক্ষুদ্র কি মহান্ সকলেই পরম পদ ইচ্ছা করিয়া থাকেন। এই বিশ্ব-সংসারে যেমন শ্বেতদ্বীপ-নিবাসী বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ধর্ম্ম প্রভৃতি আপনারা ও দিক্‌পাল দিগীশ্বর আদি দেবগণ বর্ত্তমান, এইরূপ প্রতি বিশ্বেই কতপ্রকার ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও সুরলোক প্রভৃতি চরাচর সকল নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছে; সুতরাং কোন ব্যক্তিই বিশ্বে ও সুরগণের সংখ্যা করিতে সমর্থ নহেন, কিন্তু ভক্তানুগ্রহ-বিগ্রহ সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই সকলের ঈশ্বর। সকল ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধে বাঞ্ছনীয় নিত্য বৈকুণ্ঠধাম বিরাজ করিতেছে এবং সেই বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধে পঞ্চাশৎ কোটি-যোজন-বিস্তৃত গোলোকধাম অবস্থিত। সেই বৈকুণ্ঠে সুনন্দ, নন্দ, কুমুদাদি পারিষদ্‌গণে পরিবৃত, সনাতন চতুর্ভুজ লক্ষ্মীকান্ত বিরাজ করিতেছেন এবং গোলোক-ধামে দ্বিভুজ গোপপার্ষদে পরিবৃত, গোপাঙ্গনাদিযুক্ত রাধাকান্ত সনাতন দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যই অবস্থিতি করিতেছেন। ৫২—৬৪। সকল জীবের আত্মাস্বরূপ স্বেচ্ছাময় সেই পরিপূর্ণতম ব্রহ্ম লীলাপ্রসঙ্গে তত্রস্থ বৃন্দাবনের রাসমণ্ডপে সর্ব্বদা বিহার করিয়া থাকেন। সাধুযোগিগণ নিরন্তর তাঁহার নিরাময় কোটিসূর্য্যসদৃশ ভাস্বর মণ্ডলাকার জ্যোতিকেই চিন্তা করিয়া থাকেন এবং সাধু-বৈষ্ণব-সকল কোটিকন্দর্পের ন্যায় লাবণ্য-বিশিষ্ট, অতিমনোহর, কিশোরবয়স্ক শান্তমূর্ত্তি ও স্বাভাবিক ঈষৎহাস্যযুক্ত, পীতবসনধারী, দ্বিভুজ ও নবীন-নীরদ-শ্যামরূপে সেই ঈশ্বর সত্যবিগ্রহের চিন্তা ও সেবা করিয়া থাকেন। হে দেবগণ! আপনারাও বৈষ্ণব, আপনারা আমাকে তুমি কাহার বংশোদ্ভব ও কোন্ মুনির শিষ্য, এইরূপ বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন; কিন্তু আমি যাঁহার বংশধর বা যাঁহার শিষ্য, তাহা এই বাক্যশ্রবণেই বুঝিতে পারিবেন। দেবগণ! বৃথা বাগ্‌যুদ্ধের প্রয়োজন নাই; কোন্ ব্যক্তি বিচারে মূর্খ তাহা প্রকাশই হইয়াছে, এক্ষণে গন্ধর্ব্বকুমারকে শীঘ্র জীবিত করিতে চেষ্টা করুন। হে শৌনক! বালক বিপ্ররূপী জনার্দ্দন সভামধ্যে এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন এবং হাস্য করিলেন। ৬৫—৭৩।

ব্রহ্মখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন, অনন্তর ব্রহ্মা মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া ব্রাহ্মণের সহিত মালাবতীর নিকট গমন করিলেন। পরে ব্রহ্মা, শবগাত্রে কমণ্ডলু-জল প্রক্ষেপ করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার মনঃসঞ্চার ও দেহের সুন্দর কান্তি হইল। অনন্তর জ্ঞানানন্দ স্বয়ং শিব, তাহাকে জ্ঞান দান এবং স্বয়ং ধর্ম্ম ধর্ম্মজ্ঞান ও ব্রাহ্মণ জীবদান করিলেন। তৎপরে বহ্নিদেবের দর্শনমাত্রে সেই গন্ধর্ব্বের জঠরানল ও কামদেবের সন্দর্শনে সর্ব্বপ্রকার কামের আবির্ভাব হইল এবং জগতের প্রাণস্বরূপ বায়ুদেবের অধিষ্ঠান-হেতু তাহার নিশ্বাস ও প্রাণের সঞ্চার হইল। পরে সূর্য্যের অধিষ্ঠানমাত্রে দৃষ্টিশক্তি, বাণীদর্শনে বাক্য ও ও শ্রীদর্শনে শোভা প্রকাশিত হইল, কিন্তু তথাপি পরমাত্মার অনধিষ্ঠান হেতু বিশিষ্ট বোধ বা উত্থানশক্তি হইল না, জড়ের ন্যায় শয়ান রহিলেন। অনন্তর সাধ্বী মালাবতী ব্রহ্মার বাক্যানুসারে শীঘ্র নদীজলে স্নান ও ধৌতবস্ত্রযুগ্ম পরিধানপূর্ব্বক পরমেশ্বরের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ১—৮। মালাবতী বলিলেন, যে পরমেশ্বর বিনা এই ভূমণ্ডলে প্রাণিগণ শববৎ প্রতীয়মান হয়, আমি সেই সর্ব্বকারণ পরমাত্মাকে বন্দনা করি। যিনি সকলের সকল কর্ম্মেই নির্লিপ্ত হইয়া সাক্ষিরূপে অবস্থিত ও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া কাহারও দৃশ্য নহেন, যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবা-দিরও প্রসবকর্ত্রী ত্রিগুণাত্মিকা, পরাৎপরা, সর্ব্বাধারা, প্রকৃতিরও সৃজনকারী, স্বয়ং ব্রহ্মা যাঁহার সেবায় নিরত হইয়া জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং বিষ্ণু পালনকারী ও স্বয়ং শঙ্কর সংহারক হইয়াছেন; সমুদয় দেবতা মুনি, মনু ও সিদ্ধগণ এবং সাধুযোগিগণ প্রকৃতি হইতে অতীত যে পরমেশ্বরকে নিরন্তর ধ্যান করিয়া থাকেন, যিনি স্বেচ্ছাময় কিন্তু কখন সাকার ও কখন নিরা-কার হন এবং যিনি সকলের উৎকৃষ্ট ও বরেণ্য যাঁহা হইতে সকল বর লাভ করা যায়, ও যিনি বর-কারণ তপস্যার ফল ও বীজের স্বরূপ এবং যাঁহা হই-তেই তপস্যার ফল লাভ হয়, যিনিই তপস্যাস্বরূপ ও সর্ব্বত্র সর্ব্বরূপে বিরাজমান, সকল পদার্থই যাঁহাতে অবস্থিত ও উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি কর্ম্ম ও তাহার ফলরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, যে পরমেশ্বর কর্ম্মসমূহের ফলদাতা ও বীজস্বরূপ, যিনিই কেবল সকলের ক্ষয়-কারণ-রূপে অবস্থিত এবং শরীরব্যতীত সেবাকার্য্য সম্পন্ন হয় না বলিয়াই ভক্তের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ যিনি স্বয়ং তেজঃস্বরূপ শরীর ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার

তেজ কোটিসূর্য্যসদৃশ উজ্জ্বল ও মণ্ডলাকার এবং সেই তেজোমধ্যে যাঁহার নবঘনশ্যাম অতিমনোহর রূপ বিরাজ করিতেছে, যাঁহার লোচনদ্বয় শরৎপঙ্কজের ন্যায় সুন্দর, মুখমণ্ডল শরৎকালীন পূর্ণ শশধরের অনুরূপ ও সহজ ঈষৎ হাস্যযুক্ত, যাঁহার অতিমনোহর লাবণ্য কোটিকন্দর্পের ন্যায় এবং সমুদয় অঙ্গ চন্দন ও রত্নভূষণে ভূষিত, যিনি দ্বিভুজ মুরলীহস্ত, ও পীতবস্ত্র পরিধান এবং কিশোরবয়স্ক, শান্ত ও রাধাকান্ত; যাঁহার অন্তক কেহই নাই, যিনি কখন নির্জ্জনবনে গোপাঙ্গনায় পরিবৃত ও কখন রাসমণ্ডলস্থ হইয়া রাধাকর্তৃক পরিষেবিত হন এবং কখন শতশৃঙ্গনামক-পর্ব্বত-পরিশোভিত রমণীয় বৃন্দাবনবনে গোপবালকের সহিত মিলিত হইয়া, গোপবেশ ধারণ করিয়া থাকেন, যিনি কোন স্থানে বা শিশুরূপ ধারণপূর্ব্বক কামধেনু সকলকে রক্ষা করেন এবং কখন গোলোকধামে বিরজানদীর তীরবর্ত্তী পারিজাতবনে গোপীগণের সম্মোহনের নিমিত্ত মধুর মুরলী-বাদন করিয়া থাকেন, যিনি কখন নিরাময় বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ পার্ষদগণে বেষ্টিত হইয়া লক্ষ্মীর সহিত চতুর্ভুজরূপে বিরাজ করেন এবং যিনি জগতের পালনজন্য শ্বেতদ্বীপে স্বকীয় অংশরূপে বিষ্ণুরূপ ধারণপূর্ব্বক পদ্মাকর্তৃক সেবিত হন, এই ব্রহ্মাণ্ডে যিনি স্বীয় অংশ-কলায় ব্রহ্মারূপে বিরাজ করেন এবং স্বকীয় অংশদ্বারা মঙ্গলরূপী মঙ্গলপ্রদ শিবরূপ ধারণ করিয়াছেন, যে বিরাটরূপের প্রতি লোমকূপে বিশ্বসমূহ বিরাজমান রহিয়াছে, যিনি আপনার ষোড়শভাগের একভাগদ্বারা সকলের আধার পরাৎপর সেই মহৎ বিরাট্‌রূপে প্রকাশ পাইতেছেন, যিনি জগতের পালননিমিত্ত লীলাপ্রসঙ্গে আপনার অংশ ও কলাদ্বারা নানা অবতাররূপে ভ্রমণ করিয়া থাকেন; সকলেরই কারণ সনাতন ব্রহ্ম যে পরমেশ্বরই, কোথাও সাধুযোগীদিগের হৃদয়ে অবস্থান ও কোথাও প্রাণিগণের প্রাণরূপে বিরাজ করিতেছেন, যিনি বাক্য ও মনের অগোচর এবং নিরীহ নির্লক্ষ্য ও জগতের সার, সেই নির্গুণ পরমেশ্বর পরমাত্মাকে আমি অবলা হইয়া কিপ্রকারে স্তব করিতে সমর্থা হইব? যাঁহাকে স্তব করিতে অনন্তদেব সহস্রবদনেও সমর্থ নহেন, এবং ব্রহ্মা, মহেশ্বর, গণেশ, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতিও যাঁহার স্তবে অক্ষম, অধিক কি স্বয়ং মায়াও যাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া স্তবে অসমর্থা, স্বয়ং লক্ষ্মী সরস্বতীও যাঁহাকে স্তব করিতে অক্ষম, আর বেদবিদ্ বিদ্বান্ কি স্বয়ং বেদসমূহই যাঁহার স্তবে পরাঙ্মুখ, আমি সামান্য স্ত্রীলোক তাহাতে শোকার্ত্তা হইয়া, সেই পরাৎপর নিরীহ পরমেশ্বরকে কি প্রকারে স্তব করিব? গন্ধর্ব্বপত্নী মালাবতী এইরূপ বাক্য সকল উচ্চারণ করিয়া তুষ্ণীম্ভাবে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। ৯—৩৫। পরে মালাবতী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ভয়ব্যাকুলচিত্তে কৃপানিধি হরিকে বারংবার প্রণাম করায়, নিরাকৃতি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ শক্তির সহিত তাঁহার স্বামীর অভ্যন্তরে অধিষ্ঠান করিবামাত্র গন্ধর্ব্বকুমার তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্নান ও বস্ত্রযুগ্ম পরিধান করিয়া, পূর্ব্বমত বীণা ধারণ করিলেন; তখন সম্মুখবর্ত্তী ব্রাহ্মণ ও দেবগণকে প্রণাম করিলে, দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল এবং দেবগণ সেই গন্ধর্ব্ব দম্পতীকে মিলিত দেখিয়া, তাহাদিগের উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া পরম আশীর্ব্বাদ করিলে, গন্ধর্ব্বকুমার ক্ষণকাল তাঁহাদিগের সম্মুখে নৃত্য ও গান করিতে লাগিলেন। পরে উপবর্হণ-নামক সেই গন্ধর্ব্ব, দেবতাগণের বরপ্রভাবে পিতা-মাতাকে জীবিত প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাদিগের ও পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় গন্ধর্ব্বনগরে গমন করিলে, সতী মালাবতী ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া, তাঁহাদিগকে কোটি কোটি রত্ন ও নানাপ্রকার ধন সকল দান করিলেন এবং বেদপাঠ ও মঙ্গলকার্য্য সকল সমাধা করাইয়া মঙ্গলকর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনরূপ বিবিধ মহোৎসব করাইতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে দেবগণ ও বিপ্ররূপী স্বয়ং জনার্দ্দন স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ৩৬—৪৩। হে শৌনক! এই আমি তোমার নিকট হরির সমুদয় স্তবরাজ প্রকাশ করিলাম। যে ব্যক্তি পূজার সময় পুণ্যজনক এই স্তব পাঠ করেন, সেই বৈষ্ণব হরিভক্তি ও হরিদাস্যলাভে সমর্থ হন, যে আস্তিক বরপ্রার্থী হইয়া পরম ভক্তিপূর্ব্বক ইহা পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের ফললাভে সমর্থ হন এবং বিদ্যার্থী বিদ্যা, ধনার্থী ধন, ভার্য্যার্থী ভার্য্যা, পুত্রার্থী পুত্র, ধর্ম্মার্থী ধর্ম্ম ও যশঃপ্রার্থী যশ লাভ করিয়া থাকে। এই স্তব পাঠ করিলে, রাজ্যভ্রষ্ট রাজ্য ও প্রজাভ্রষ্ট প্রজালাভে সমর্থ হন এবং রোগী রোগ হইতে ও বদ্ধ বন্ধন হইতে মুক্ত হন। ভীত ব্যক্তি ভয় হইতে পরিত্রাণ পান, নষ্টধন হইলে, ধনলাভে সমর্থ হন এবং যে জন ভয়ানক অরণ্যমধ্যে দস্যু বা হিংস্রজন্তু কর্তৃক আক্রান্ত বা দাবাগ্নি-পতিত অথবা সমুদ্রমধ্যে নিমগ্ন হইয়া এই স্তব পাঠ করেন, তিনিও স্তবপ্রভাবে মুক্ত হইয়া থাকেন। ৪৪—৫৯।

ব্রহ্মখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন, অনন্তর মালাবতী হৃষ্টান্তঃকরণে ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান করিয়া, নিজ স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য বিবিধ বেশ বিন্যাসপূর্ব্বক সময়োচিত স্বামীর পূজা ও শুশ্রূষায় রত হইলেন; রসিকা মালাবতী পরমাহ্লাদে বহুকাল স্বামীর সহিত বিহার করিলেন। আর পূর্ব্বে পুষ্করতীর্থে বশিষ্ঠদেব যে শ্রীহরির স্তোত্র-পূজাদি উভয়কে দান করিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত হওয়ায় সুব্রতা মালাবতী স্বয়ং নির্জ্জন-প্রদেশে স্বামীকে সেই মহাপুরুষের স্তব-কবচ-মন্ত্র-পূজাদি সমুদয় স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং কৃপালু বশিষ্ঠদেব, নির্জ্জনে বিস্মৃত শূলপাণির স্তব-কবচাদি গন্ধর্ব্বরাজের স্মৃতিপথারূঢ় করিলেন। গন্ধর্ব্ব-রাজ, পরমানন্দে বন্ধুবান্ধবের সহিত কুবেরভবনসদৃশ নিজভবনে বহুকাল রাজ্যসুখ অনুভব করিলেন; তখন নানাস্থানগত অন্যান্য স্ত্রী সকল আগমন করিয়া পরমানন্দে স্বামীর সহিত মিলিত হইলেন। ১—৭। শৌনক কহিলেন, হে সৌতে! পূর্ব্বে বশিষ্ঠদেব সেই গন্ধর্ব্বদম্পতীকে বিষ্ণুর কি প্রকার স্তব-কবচ ও পূজা-বিধি উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করুন এবং গন্ধর্ব্বরাজকে উক্ত বশিষ্ঠদেব পূর্ব্বকালে যে শূলপাণির দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র ও কবচাদি দান করিয়াছিলেন, সেই দুঃখবিনাশন শঙ্করের মন্ত্র, এবং স্তব-কবচাদি আমার নিকটে বর্ণন করুন, ইহা শ্রবণজন্য আমার কৌতূহল হইতেছে। ৮—১০। সৌতি কহিলেন, মালাবতী যে স্তোত্রদ্বারা পরমেশ্বরকে স্তব করিয়াছিলেন, তাহাই বশিষ্ঠদত্ত, এক্ষণে মন্ত্র ও কবচ শ্রবণ করুন। "ওঁ নমো ভগবতে রাসমণ্ডলেশায় স্বাহা" কল্পতরুসম ষোড়শাক্ষর এই মন্ত্রই বশিষ্ঠদত্ত। পূর্ব্বে ব্রহ্মা পুষ্করতীর্থে শ্রীহরির এই মন্ত্র কুমারকে অর্পণ করেন, এবং পূর্ব্বকালে গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণ শঙ্করকে এই মন্ত্র ও বেদোক্ত সর্ব্বদুর্লভ শাশ্বত বিষ্ণুর ধ্যান দান করেন। নৈবেদ্যাদি সমুদয় উত্তম দেয় বস্তুই মূলমন্ত্রদ্বারা দানকরা বিধেয়। বিপ্রবর! আমি পিতৃদেবের মুখে ভগবানের অতিশয় গোপনীয় কবচ শ্রবণ করিয়াছি। ইহা পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে শূলপাণি পিতাকে দান করেন এবং গোলোকধামে রাসমণ্ডলস্থ ভগবান্ গোপীকান্ত, এই পরমাদ্ভুত কবচ শূলপাণি, ব্রহ্মা ও ধর্ম্মকে প্রদান করেন। প্রথমে ব্রহ্মা কবচাভিলাষী হইয়া বলিয়াছিলেন, হে প্রভো! হে মহাভাগ রাধাকান্ত! ব্রহ্মাণ্ডপাবন নামে যে কবচ প্রকাশ করিয়াছেন, হে ভক্তবৎসল! কৃপাপূর্ব্বক আমাকে, মহেশ্বরকে ও ধর্ম্মকে তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। আমরা আপনার ভক্ত, আমি ভক্তিপূর্ব্বক ইহা আপনার প্রসাদে পুত্রগণকে প্রদান করিব। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে শঙ্কর! হে ধর্ম্ম! আমি এই উৎকৃষ্ট কবচ বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহা অতি গোপনীয় ও সুদুর্লভ হইলেও আমি তোমাদিগকে দান করিব, কিন্তু তোমরা আমার এই প্রাণতুল্য কবচ যেকোন ব্যক্তিকে দান করিও না, আমার দেহে যে তেজ আছে, এই কবচেও তাহা বিদ্যমান। ১১—২০। হে ব্রহ্মন্! এই কবচ ধারণ করত ত্রিজগতের সৃষ্টি করিয়া ধাতা নামে বিখ্যাত হও; হে শঙ্কর! তুমি ইহার প্রভাবে জগন্মণ্ডলে সকলের সংহারক ও আমার সাদৃশ্য লাভ কর; হে ধর্ম্ম! তুমি ইহা ধারণপূর্ব্বক সকল কর্ম্মের সাক্ষী হও এবং আমার বরে তোমরা তপস্যার ফলদাতা হইবে। এই ব্রহ্মাণ্ড-পাবন কবচের স্বয়ং হরি—ঋষি, গায়ত্রী—ছন্দ, জগদীশ্বর আমিই—দেবতা এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গফলে ইহার বিনিয়োগ হয়। হে বিধাতঃ! এই কবচ ত্রিলক্ষবার পাঠ করিলে সিদ্ধি লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি,কবচ সিদ্ধ করিতে সক্ষম হইবেন, তিনি তেজ, সিদ্ধি, যোগ, জ্ঞান ও বিক্রমে আমারই সদৃশ হইতে পারিবেন। ২১—২৫। প্রণব, আমার শিরোদেশ, নমো রাসেশ্বরায়, ইহা কপাল ও নমো রাধেশ্বরায় এই মন্ত্র আমার নয়নদ্বয়কে রক্ষা করুন। কৃষ্ণ কর্ণদ্বয় রক্ষা করুন, 'হে হরে' ইহা নাসিকা, 'স্বাহা' জিহ্বা এবং কৃষ্ণায় এই মন্ত্র আমার সকল দিক্ রক্ষা করুন। শ্রীকৃষ্ণায় স্বাহা, এই ষড়ক্ষর মন্ত্র আমার কণ্ঠকে রক্ষা করুন, হ্রীং কৃষ্ণায় নমঃ ইহা মুখ, ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ ইহা ভুজদ্বয় রক্ষা করুন। নমো গোপাঙ্গনেশায় এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র আমার স্কন্ধ, ওঁ নমো গোপীশ্বরায় এই মন্ত্র আমার দন্ত পঙ্ক্তি এবং ওষ্ঠাধর রক্ষা করুন। ওঁ নমো ভগবতে রাসমণ্ডলেশায় স্বাহা, এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র স্বয়ং আমার বক্ষঃস্থল রক্ষা করুন। ঐঁ কৃষ্ণায় স্বাহা, ইহা সর্ব্বদা কর্ণদ্বয় এবং ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা, এই মন্ত্র সর্ব্বপ্রকারে আমার কঙ্কালদেশ রক্ষা করুন। ওঁ হরয়ে নমঃ ইহা সর্ব্বদা পৃষ্ঠ ও পদদ্বয় এবং গোবর্দ্ধনধারিণে স্বাহা, ইহা আমার সর্ব্বশরীর রক্ষা করুন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বদিকে, মাধব অগ্নিকোণে, গোপীশ দক্ষিণে ও নন্দনন্দন নৈঋর্তকোণে আমাকে রক্ষা করুন এবং পশ্চিমে গোবিন্দ, বায়ুকোণে রাধিকেশ্বর, উত্তরে রাসেশ ও ঈশানকোণে স্বয়ং অচ্যুত আমাকে রক্ষা করুন

সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বয়ং নারায়ণ আমাকে সকলদিকে সর্ব্বতোভবে রক্ষা করুন। হে ব্রহ্মন্! এই আমি পরমাদ্ভুত কবচ তোদিগের নিকট কহিলাম, আমার জীবনতুল্য এই কবচ তোমাদিগকে দান করিলাম, ইহা ধারণে তাহার নিকট সহস্র অশ্বমেধ ও শতবাজপেয় যজ্ঞও ইহার একাংশের যোগ্য নহে। সুখী ব্যক্তি, স্নানান্তর বিবিধ বস্ত্র, অলঙ্কার, ও চন্দনাদিদ্বারা গুরুপূজাপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া এই কবচ ধারণ করিবেন। হে দ্বিজ! মনুষ্যগণ এই কবচপ্রসাদে জীবন্মুক্ত হইতে পারিবেন এবং সিদ্ধকবচ হইলে, সাক্ষাৎ বিষ্ণুপদ লাভ করিবেন। ২৬—৩৮।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডপাবন কবচ সমাপ্ত।

সৌতি কহিলেন, হে শৌনক! পূর্ব্বে বশিষ্ঠদেব গন্ধর্ব্বরাজকে মহাদেবের যে মন্ত্র ও স্তব কবচ দান করিয়া ছলেন, তাহা শ্রবণ করুন। "ওঁ নমো ভগবতে শিবায় স্বাহা," এই মন্ত্র পূর্ব্বে বশিষ্ঠদেব কৃপা করিয়া পুষ্করতীর্থে দান করেন এবং ইহাই পূর্ব্বকালে ভগবান্ ব্রহ্মা রাবণকে ও স্বয়ং শম্ভু, বাণরাজ ও দুর্ব্বাসা মুনিকে দান করিয়াছিলেন। মূলমন্ত্রদ্বারাই নৈবেদ্যাদি সমুদয় ও উত্তম বস্তু দান করিবে এবং 'ধ্যায়েন্নিত্যং ইত্যাদি ধ্যানই বেদোক্ত ও সর্ব্বসম্মত। পূর্ব্বকালে কবচাভিলাষে মহাদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক বাণরাজ কহিয়াছিলেন, হে প্রভো মহেশ্বর! হে মহাভাগ! সংসারপাবন নামে আপনার যে কবচ, তাহা কৃপা করিয়া প্রকাশ করুন। ৩৯—৪৩। মহাদেব বলিলেন হে বৎস। পরমাদ্ভুত কবচ বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি এই সুদুর্লভ গোপনীয় কবচ তোমাকে দান করিতেছি; পূর্ব্বে ত্রৈলোক্যের বিজয়জন্য দুর্ব্বাসাকে ইহা দান করিয়াছিলাম। যে সুধী ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক এই কবচ ধারণ করিবেন, হে মহাভাগ! তিনি অনায়াসে ত্রৈলোক্য-জয়ে সমর্থ হইবেন। সংসার-পাবননামক এই কবচের ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দ—গায়ত্রী এবং মহেশ্বর অর্থাৎ আমিই—দেবতা। ইহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-বিষয়ে বিনিয়োজিত। এই কবচ পঞ্চলক্ষবার জপ করিলে সিদ্ধিপ্রদ হয় এবং যিনি কবচে সিদ্ধি লাভ করিবেন, তিনি ভূমণ্ডলে কি তেজ, কি সিদ্ধিযোগ, কি তপস্যা, কি বিক্রম সর্ব্বপ্রকারে আমার তুল্য হইবেন। শম্ভু আমার মস্তক রক্ষা করুন, মহেশ্বর মুখ, নীলকণ্ঠ দন্ত-পঙ্‌ক্তি ও স্বয়ং হর অধরোষ্ঠ রক্ষা করুন। চন্দ্রচূড় কণ্ঠ রক্ষা করুন, বৃষভবাহন স্কন্ধদ্বয়, নীলকণ্ঠ বক্ষঃস্থল, ও দিগম্বর পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন। সকল দিকে সর্ব্বদা বিশ্বেশ আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন এবং স্বপ্ন জাগরণাদি সকল অবস্থাতে সর্ব্বপ্রকারে স্থাণু আমাকে রক্ষা করুন। হে বৎস বাণ! এই তোমার নিকট আমি পরমাদ্ভুত কবচ প্রকাশ করিলাম, ইহা যে কোন ব্যক্তিকে দাতব্য নহে, অতি যত্নপূর্ব্বক গোপন রাখা কর্ত্তব্য। মনুষ্য সমুদয় তীর্থে স্নান করিলে যে ফল লাভ করেন, নিশ্চয় এই কবচ ধারণ করিলে সেই ফল লাভ হয়। যে মন্দমতি এই কবচ না জানিয়া আমাকে ভজনা করেন, শতলক্ষবার জপ করিলেও তাঁহার মন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ হয় না। ৪৪—৫৪।

ইতি শঙ্কর কবচ সমাপ্ত।

সৌতি কহিলেন, হে শৌনক! পূর্ব্বকালে বশিষ্ঠ-দত্ত কল্পতরুসদৃশ এই মন্ত্ররাজ কবচ আমি কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে স্তোত্র শ্রবণ করুন। বাণরাজ বলিলেন, যিনি সুরগণের শ্রেষ্ঠ ও ঈশ্বর, যিনি নীললোহিত, যোগিগণের ঈশ্বর ও যোগের কারণ এবং যিনি যোগী-দিগের গুরু তাঁহারও গুরু, তাঁহাকে বন্দনা করি। যে সনাতন, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ও জ্ঞানের কারণ; যাঁহা হইতে তপস্যার ফল লাভ করা যায়, ও যিনি সকল সম্পদ্ দান করেন, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, তপস্যার স্বরূপ ও বীজ এবং যিনি তপোধনগণের ধনস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ সিদ্ধগণ যাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন ও যিনি বরেণ্য ও বরপ্রদ, যিনি ভক্তি ও মুক্তির কারণ, যাঁহার প্রসাদে নরকার্ণব উত্তীর্ণ হওয়া যায়, যিনি করুণার সাগরস্বরূপ, যাঁহার মুখকমল নিরন্তর প্রসন্ন ও যাঁহাকে অতি শীঘ্র সন্তুষ্ট করা যায়, যাঁহার দেহকান্তি হিম, চন্দন, কুন্দ, চন্দ্র, কুমুদ ও শুক্লপক্ষের ন্যায় সুন্দর ও যে ঈশ্বর ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ এবং ভক্তজনের প্রতি অনু-গ্রহজন্যই শরীরধারী যে মহৎপ্রভু ঈশ্বর, বিষয়ভেদে জল, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি নানারূপে সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন এবং যিনি অবলীল-ক্রমে আত্মপদ-দানেও সমর্থ, যে ঈশ্বর ভক্তজনের জীবনস্বরূপ ও অনুগ্রহকারক, অধিক কি সমুদয় বেদ যাঁহাকে স্তব করিতে সমর্থ নহেন, আমি কিপ্রকারে তাঁহাকে স্তব করিব? বাক্য ও মনের অতীত যে পরমেশ্বর অপরিচ্ছিন্ন, বৃষভ যাঁহার বাহন এবং যিনি দিগম্বর ও ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধানকারী; যিনি চন্দ্রশেখর এবং ত্রিশূল ও পট্টিশ ধারণ করিতেছেন, তাঁহাকে কিরূপে আমি স্তব করিব? বাণরাজ ও মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা প্রতিদিন সুসংযতচিত্তে এই স্তোত্ররাজ পাঠ করিয়া ভগবান্ শঙ্করকে প্রণাম করিতেন। মুনিবর! পূর্ব্বে বশিষ্ঠ এই স্তোত্র গন্ধর্ব্বকে দান করিয়াছিলেন।

৫৫—৬৬। এই আমি শূলপাণির পরমাশ্চর্য্য মহাস্তোত্র কীর্ত্তন করিলাম, যে নর, মহাপুণ্যজনক এই স্তব ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিবেন, তিনি অবশ্যই সমুদয় তীর্থস্নানের ফলভাগী হইবেন এবং যে অপুত্র ব্যক্তি একবর্ষকাল ইহা শ্রবণ করিবেন, তিনি পুত্র লাভ করিতে পারিবেন। যে ব্যক্তি গলৎকুষ্ঠ অথবা মহাশূলরোগে আক্রান্ত হইয়া একবৎসর কাল হবিষ্য ভোজনপূর্ব্বক সংযতচিত্তে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শঙ্করকে প্রণাম করিয়া এই স্তব শ্রবণ করিবেন, তিনি অবশ্যই ব্যাসদেবের বাক্যে সেই মহারোগ হইতে মুক্ত হইবেন এবং যে জন কারাগৃহে বদ্ধ, যাঁহার আর সুখলাভের সম্ভব নাই, তিনিও নিশ্চয় একমাস এই স্তব শ্রবণ করিলে বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন। রাজ্যভ্রষ্ট রাজা যদি একমাস ভক্তিপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করেন, তবে রাজ্যলাভ, ও নষ্টধন ব্যক্তি সংযত হইয়া একমাস শ্রবণ করিলে ধন লাভ করিবেন। যক্ষ্মারোগগ্রস্ত আস্তিক জন যদি একবর্ষকাল ইহা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তিনিও নিশ্চয় শঙ্করের প্রসাদে রোগমুক্ত হইবেন। হে বিপ্রবর শৌনক! যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ভক্তিপূর্ব্বক এই স্তবরাজ শ্রবণ করেন, ত্রিভুবনে তাঁহার কিছুই অসাধ্য থাকে না। বিশেষতঃ এই ভারতক্ষেত্রে কখনই তাঁহার বন্ধুবিচ্ছেদ হয় না এবং অবিনশ্বর পরম ঐশ্বর্য্যলাভে সমর্থ হন ইহাতে সংশয় নাই। যদ্যপি ভার্য্যাহীন ব্যক্তি সংযতচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক মাসমাত্র ইহা শ্রবণ করেন, তিনি উৎকৃষ্ট সাধ্বী ও সুবিনীতা ভার্য্যা লাভ করিতে পারেন এবং যে, ব্যক্তি দুর্ম্মেধা ও মহামূর্খ হইয়াও এক মাস ইহা শ্রবণ করে, সে গুরুর উপদেশমাত্রে বুদ্ধি ও বিদ্যালাভে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি কর্ম্মদোষে দুঃখী ও দরিদ্র হইয়া, ভক্তিসহকারে ইহা একমাস শ্রবণ করেন, নিশ্চয় তাঁহার শঙ্করপ্রসাদে সমস্ত ধন লাভ হয়, এবং তিনি ইহকালে সুখভোগ ও সুদুর্লভ কীর্ত্তি স্থাপন আর নানাপ্রকার ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া দেহান্তে শিবলোকে গমন করেন। যে ব্যক্তি প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা এই উৎকৃষ্ট স্তোত্র নিত্য শ্রবণ করেন, তিনি শিবলোকে মহাদেবের পার্ষদশ্রেষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে সেবা করিতে পারেন। ৬৭—৮০।

ব্রহ্মখণ্ডে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়।

মহর্ষি সৌতি কহিলেন,—অনন্তর উপবর্হণ গন্ধর্ব্ব, মালাবতী ও অন্যান্য রাণীগণের সহিত পরমানন্দে অবশিষ্ট কাল নির্জ্জনবনে বিহারসুখে যাপন করিলেন এবং বৃদ্ধ গন্ধর্ব্বরাজ পুত্রদারাদির সহিত সুখে নানাবিধ পুণ্যজনক কার্য্যসকল সমাধা করিলেন। কুবেরভবন-সদৃশ নিজ ভবনে রাজ্যসুখ অনুভবপূর্ব্বক স্থিরযৌবনা নিজ পত্নী সুশীলার সহিত অবশিষ্টকাল সুখে অতিবাহিত করিয়া, পরিশেষে গন্ধর্ব্বরাজ যথাসময়ে সুরম্য গঙ্গাতীরে পত্নীর সহিত প্রাণত্যাগপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। শেষ গন্ধর্ব্বরাজ, শিবের প্রসন্নতা ও পুত্রের বিষ্ণুসেবা প্রভাবে, বৈকুণ্ঠে শ্যামবর্ণ ও চতুর্ভুজ বিষ্ণুর দাস হইলেন। বিপ্রবর! পরে উপবর্হণ গন্ধর্ব্ব, পিতা মাতার সৎকারপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ ধন দান করিলেন। হে শৌনক! অনন্তর বিচক্ষণ গন্ধর্ব্বনন্দন স্বয়ং ব্রহ্মশাপহেতু যথাকালে প্রাণত্যাগ করিয়া পরে ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পরে সেই সতী মালাবতী, ভূমণ্ডলস্থ ভারতীয় পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মার যজ্ঞকুণ্ডে বাঞ্ছিত কামনাপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন এবং মনুবংশোদ্ভব সৃঞ্জয়রাজের পত্নীগর্ভে পবিত্রস্বভাবা সাধ্বী মালাবতী জাতিস্মরা হইয়া জন্মলাভ করেন। সুন্দরীপ্রধানা সেই মালাবতী প্রাণত্যাগসময়ে, 'উপবর্হণ গন্ধর্ব্বই যেন আমার পতি হন,' ইহাই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ইহা শ্রবণে শৌনক কহিলেন, হে সৌতে! উপবর্হণ গন্ধর্ব্ব কি প্রকারে ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জন্মলাভ করেন? তাহা প্রকাশ করুন ১—১১। সৌতি কহিলেন, কান্যকুব্জদেশে দ্রুমিল নামে তাঁহার পতিব্রতা বন্ধ্যা পত্নী ছিলেন। সেই কলাবতী স্বামিদোষে বন্ধ্যা হইয়া কোন সময়ে স্বামীর আজ্ঞায় ভয়ঙ্কর বনমধ্যে কাশ্যপ মুনির নিকটে উপস্থিত হইলেন। কলাবতী শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিমগ্ন ও ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত মুনিবরকে গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় দশদিক্ উদ্ভাসিত করিতে দেখিয়া সমীপগমনে অশক্তিবশতঃ ধ্যানাবসান প্রতীক্ষায় বেশ বিন্যাসপূর্ব্বক সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে কৃষ্ণপরায়ণ মুনিবর, ধ্যানাবসান হইলে দূর হইতে স্থিরযৌবনা সেই সুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন; তাহার দেহকান্তি সুন্দর চম্পকসদৃশ, ও লোচনদ্বয় শরৎপঙ্কজের তুল্য এবং সমুদয় অঙ্গ রত্নভূষণে বিভূষিত, ও মুখকমল দেখিলে শরৎকালীন

পূর্ণশশধর বলিয়া বোধ হইল। সেই সুন্দরীর শ্রোণি ও স্তনযুগল অতিশয় মাংসল এবং নিতম্বদেশ অতি-বৃহৎ ও ভারাক্রান্ত। সস্মিতা ও আরক্তনয়না সেই কামিনী পীতবস্ত্রদ্বারা দ্বিগুণ শোভা ধারণ করিয়াছেন; কামপীড়িতা সেই বিলাসিনী মুনিরূপে মোহিতা হইয়া মৈথুনাসক্তচিত্তে বারংবার স্তন ও শ্রোণিমণ্ডল দর্শন করাইতেছেন এবং তাঁহার সুন্দর কপোলদেশ সিন্দূর-বিন্দুযুক্ত হওয়ায় অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছে, ও পদদ্বয়ে অলক্তচিহ্ন থাকায় মাধুরীর সীমা নাই, অধিক কি তাঁহার রূপদর্শন করিলে উর্ব্বশী বলিয়া বোধ হয়। ১২—২০। মুনিবর সেই রমণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই নির্জ্জনে একাকিনী তুমি কে? কাহারই বা পত্নী? কি জন্যই বা এস্থানে আসিয়াছ? সত্য বল, তোমাকে পুংশ্চলী বোধ হইতেছে। কলাবতী, মুনির এইরূপ বাক্য শ্রবণে কম্পিতা হইয়া মনে মনে হরিকে স্মরণপূর্ব্বক সবিনয়ে বলিতে লাগিলেন, হে দ্বিজবর! আমি গোপ কন্যা ও দ্রুমিলের পত্নী, পুত্রপ্রার্থিনী হইয়া পতির আজ্ঞায় আপনার নিকটে আসিয়াছি, এক্ষণে আমাকে গর্ভ দান করুন। দেখুন, স্বয়ং উপস্থিত রমণীকে উপেক্ষা করা উচিত নহে; সর্ব্বভোজী অগ্নির ন্যায় তেজস্বী আপনাদিগের কোন কার্য্যই দোষাবহ নহে। মুনিবর বৃষলীর এইরূপ বাক্যশ্রবণে ক্রুদ্ধ হওয়ায় তাঁহার ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল, তখন তিনি নীতিযুক্ত যথার্থ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। যে ব্যক্তি নিজ ভোগ্য লক্ষ্মীকে পরহস্তে দানের ইচ্ছা করে, বেদবাক্যানুসারে নিশ্চয় সেই মূঢ়মতিকে লক্ষ্মী স্বয়ং ত্যাগ করেন; সুতরাং তুমি পুনরায় দ্রুমিলের ভোগ্যা হইতে পার না, আর তিনি যদ্যপি বিরক্ত হইয়া স্বয়ং তোমাকে ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কখনই তোমাকে পুনরায় গ্রহণ করিবেন না। আর দেখ, যে ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতানিবন্ধন শূদ্র-পত্নীর সংসর্গ করেন, তিনি দ্বিজাতিমধ্যে সত্যই সকল কর্ম্মের অনধিকারী ও চণ্ডাল হন। ব্রহ্মা বলিয়াছেন, পিতৃশ্রাদ্ধ, যজ্ঞ, শালগ্রামশিলাস্পর্শ ও দেবতা-পূজাদি কোন কার্য্যেই তাহার অধিকার নাই এবং সেই পাতকী, মাতামহের ও আপনার পূর্ব্বাপর দশ পুরুষকে নিরয়গামী করিয়া শেষে আপনিও কুম্ভীপাকনরকে গমন করে। সেই নরাধমের তর্পণজল মূত্রতুল্য ও পিণ্ড বিষ্ঠাসম অপবিত্র হয় এবং তাহার স্পর্শে শালগ্রামশিলা ত্রিরাত্র উপবাসী থাকেন। আর তাহার দত্ত জল ও নৈবেদ্য তাহার ইষ্টদেব গ্রহণ করেন না এবং সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণগণ তাহার অন্নকে বিষ্ঠাসদৃশ জ্ঞান করেন। ২১—৩২। হে পুংশ্চলি! নিশ্চয় সেই ব্যক্তি একবিংশতি পুরুষের সহিত ইন্দ্রের পরমায়ুকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে বাস করে। অঙ্গিরা বলিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণাধম শূদ্রের পাত্রোচ্ছিষ্ট ভোজন করে, এবং শূদ্রার অধর-ভোজী ব্রাহ্মণও শূদ্রের সমান এবং যদি কোন শূদ্র, অজ্ঞানান্ধ হইয়া ব্রাহ্মণী গমন করে, তাহা হইলে সেই অধম চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত কালসূত্রে পতিত হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। আর সেই ব্রাহ্মণীও অষ্টাদশ ইন্দ্র-পাতপর্য্যন্ত কালসূত্রে আক্রান্ত হইয়া কৃমিকীটকর্ত্তৃক ভক্ষিতা হয় এবং পরিশেষে চণ্ডালিনী হয়। ব্রাহ্মণও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া জ্ঞাতিগণের নিকটে অতি ঘৃণিত হইয়া থাকে। হে শৌনক! মুনিবর এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, সেই বৃষলী শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠ-তালুকা হইয়া সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এমত সময় মেনকা সেই পথে গমন করায় সহসা তাহার উরু ও স্তনমণ্ডল দর্শনে মুনিবরের রেতঃস্খলন হইল। তৎক্ষণাৎ সেই বৃষলী সানন্দে তাহা পান করিয়া মুনিকে প্রণামপূর্ব্বক স্বামীর নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং গমন করিয়া কান্ত দ্রুমিলকে প্রণামপূর্ব্বক সমুদয় গর্ভবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। গোপরাজ কলাবতীর বাক্য শ্রবণে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে পরিণামসুখকর মধুর বাক্য কহিতে লাগিলেন। দ্রুমিল বলিলেন, তখন নিশ্চয় তোমার পরম বৈষ্ণব সন্তান হইবে; সুতরাং তোমার ন্যায় ভাগ্যবতী আর নাই কারণ, যাহার গর্ভ ও যাহার ঔরসে বৈষ্ণব সন্তান জন্ম লাভ করে, তাহাদিগের উভয়েরই শত পুরুষ বৈকুণ্ঠবাসী হন; বৈষ্ণবের পিতা-মাতা, উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত বিষ্ণুরথে আরোহণ করিয়া জন্ম মৃত্যু-জরাশূন্য বৈকুণ্ঠনগরে গমন করেন। হে শুভাননে! এক্ষণে তুমি কোন ব্রাহ্মণের গৃহে গমন কর, পরে বৈকুণ্ঠে হরির সম্মুখে আমাকে প্রাপ্ত হইবে।৩৩—৪৬। গোপরাজ পত্নীকে এইরূপ কহিয়া স্নান, তর্পণ ও ইষ্টদেবতা পূজাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ধন বিতরণ করিতে লাগিলেন। তিনি আনন্দিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে চারি লক্ষ অশ্ব, লক্ষ হস্তী ও শতসংখ্যক মত্ত গজ দান করিলেন এবং পঞ্চলক্ষ উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক, সহস্র রথ, ত্রিলক্ষ শকট, দ্বাদশ লক্ষ গাভী, ত্রিলক্ষ মহিষ ও রাজহংস, লক্ষ পারাবত, শত শুক পক্ষী, লক্ষ দাস-দাসী, সহস্র গ্রাম, শত শত নগর অসীম। ধান্য ও তণ্ডুল, শতকোটি সুবর্ণ, সহস্র

রত্ন ও কোটি রত্নাদির কলস, অসংখ্য ভূষণ, এবং রত্নভূষণে ভূষিতা স্ত্রী, দ্বিজগণকে অতি আনন্দের সহিত অর্পণ করিলেন। অনন্তর গোপরাজ, হৃষ্টান্তঃকরণে রাজ্যপর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকরে অর্পণ করিয়া, অন্তর ও বাহ্যে হরিস্মরণপূর্ব্বক দ্রুতপদে বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন; সে স্থানে মাসমাত্র তপস্যা করিয়া পরিশেষে মহর্ষিগণসমক্ষে রমণীয় গঙ্গাতীরে যোগাবলম্বনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। পরে গোপরাজ, বিষ্ণুদূতপরিবেষ্টিত হইয়া রত্ননির্ম্মিত বিমানদ্বারা বৈকুণ্ঠগামী হইলেন হে শৌনক! গোপরাজ, বৈকুণ্ঠে হরিদাস্য লাভ করিয়া হরিদাস নামে প্রসিদ্ধ হন। এক্ষণে কলাবতীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। গোপরাজ গমন করিলে, কলাবতী উচ্চৈঃস্বরে রোদনপূর্ব্বক অগ্নিতে প্রাণত্যাগের উদ্‌যোগ করিলে এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে রক্ষা করেন; ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে মাতৃসম্বোধনপূর্ব্বক সানন্দে তৎক্ষণাৎ রত্নপূর্ণ নিজ ভবনে লইয়া গেলেন। ৪৭—৬০। অনন্তর সাধ্বী কলাবতী, সেই ব্রাহ্মণগৃহে ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত তপ্তকাঞ্চনসদৃশ, উৎকৃষ্ট এক তনয় প্রসব করিলেন। তত্রস্থ কামিনীগণ সকলে সেই বালককে ব্রহ্মতেজে গ্রীষ্মকালীন সূর্য্য হইতেও তেজস্বী দেখিতে লাগিলেন। সেই বালকের সৌন্দর্য্য, কন্দর্প হইতে অধিক; মুখকমল শারদীয় পূর্ণশশধর অপেক্ষা রমণীয়, এবং লোচনদ্বয়, শরৎপঙ্কজের তুল্য; তাহার হস্ত-পদাদি অতিসুন্দর, কপোলতল অতি মনোহর এবং পাদপদ্ম পদ্মচক্রাদিচিহ্নে চিহ্নিত ও অসীম উজ্জ্বল। তাঁহার করযুগের তুলনা নাই, রমণীগণ, সেই বালককে স্তনার্থী ও রোদন করিতে দেখিয়া, সানন্দে নিজ নিজ বাসভবনে গমন করিলেন। অনন্তর, ঐ ব্রাহ্মণ ভার্য্যাপুত্রের সহিত আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণও সপুত্রা কলাবতীকে কন্যার ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন। ৬১—৬৭।

ব্রহ্মখণ্ডে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন—জ্ঞানযুক্ত জাতিস্মর সেই বালক ক্রমে পঞ্চবর্ষবয়স্ক হইলে পূর্ব্ব-জন্মাভ্যস্ত সমুদয় মন্ত্র তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইল। ঐ বালক, নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের যশ নাম ও গুণাদি গান করিতে লাগিলেন, এবং কখন নৃত্য করিতে করিতে রোদন করিতেন, সে সময় তাঁহার গাত্র পুলকাঙ্কিত হইতে। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই বালক যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণের কথা বা তৎসম্বন্ধীয় পুরাণাদি পাঠ হইত, সেই স্থানেই অবস্থান করিতেন। ঐ বালক ধূলি দ্বারা হইয়া ধূলিদ্বারা হরি-প্রতিমা ও মনোমত নৈবেদ্য রচনাপূর্ব্বক ধূলিদ্বারাই পূজা করিতেন। মুনিবর! যদি তাঁহার মাতা প্রাতর্ভোজনার্থ তাঁহাকে আহ্বান করিতেন, অমনি প্রত্যুত্তর করিতেন, হরিপূজা করিয়া যাইতেছি। ১—৫। শৌনক বলিলেন,—এই বালক ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ কোন্ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন, তাহা প্রকাশ করুন। সৌতি কহিলেন,—ঐ বালক অনাবৃষ্টিশেষে জন্মলাভ করিবামাত্র। নার অর্থাৎ জলদান করিয়াছিলেন, এজন্য নারদ নামে প্রসিদ্ধ হন এবং জাতিস্মর মহাজ্ঞানী বালক, অন্যান্য বালকগণকে নার অর্থাৎ জ্ঞান দান করাতেও নারদ নামে প্রসিদ্ধ হন। মুনে! আর ঐ বালক নারদমুনীন্দ্রের ঔরসে জন্ম লাভ করাতেও নারদ নামে বিখ্যাত হন। ৬—৭। শৌনক কহিলেন যথোচিত ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ বালকের নাম শুনিলাম; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, উক্ত মুনিবরের কি জন্য নারদ নাম হইল? সৌতি কহিলেন, ধর্ম্মের পুত্র নর নামে মুনি, অপুত্রক কশ্যপকে ঐ পুত্র দান করেন এজন্য তাঁহার নাম নরদ হয়। শৌনক কহিলেন, সৌতে! এক্ষণে শূদ্রযোনিগত বালকের ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ নাম শুনিলাম, কিন্তু ব্রহ্মপুত্র নারদের কিজন্য নারদ নাম হইয়াছিল? ১০—১২। সৌতি বলিলেন, কল্পান্তরে ব্রহ্মার কণ্ঠ হইতে বহুসংখ্যক নরের উৎপত্তি হয়, এজন্য ব্রহ্মার কণ্ঠকে নরদ কহে। পরে ঐ কণ্ঠ হইতে উক্ত বালক জন্ম গ্রহণ করায় তাঁহার নাম নারদ হয়। এক্ষণে সাবধানে উক্ত বালকের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন, আনুষঙ্গিক জিজ্ঞাসায় তাদৃশ প্রয়োজন নাই। সেই গোপিকাবালক দিন দিন বিপ্রগৃহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণও নিজ তনয়ার ন্যায় সপুত্রা গোপিকাকে পালন করিতেন। একদা সেই ব্রাহ্মণের গৃহে চারিজন মহাতেজস্বী পঞ্চমবর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্ন ভাস্করের প্রতাপহারী সেই বালকচতুষ্টয়কেউক্ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণ মধুপর্কাদি দানপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। পরে মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুমার-চতুষ্টয় বিপ্রদত্ত ফল-মূলাদি ভোজন করিলে গোপিকা-নন্দন তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া গোপিকা-কুমারকে কৃষ্ণমন্ত্র দান করিলে তিনি পালক ব্রাহ্মণ ও মাতার আজ্ঞায় তাঁহাদের দাস হইলেন। একদা শিশুমাতা গোপিকা রাত্রিকালে পথিমধ্যে গমন

করিতে করিতে সর্পদষ্টা হইয়া তৎক্ষণাৎ হরিকে স্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন এবং সেই সতী তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুপার্ষদ্-পরিবৃতা হইয়া উৎকৃষ্ট রত্ন-নির্ম্মিত বিষ্ণুযানে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। ১৩—২২। অনন্তর রাত্রি প্রভাতা হইলে, তাঁহার বালক-পুত্র দ্বিজগণের সহিত বিপ্রগৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন কৃপালু ব্রাহ্মণগণও তাঁহাকে তত্ত্ব-জ্ঞান প্রদান করিলেন। পরে ব্রহ্মপুত্র সকলে বালককে ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে মহাজ্ঞানী শিশু মনোহর গঙ্গাতীরে অবস্থান করিলেন। সেই বালক সেই স্থানে ভয়ঙ্কর অরণ্যমধ্যে অশ্বত্থবৃক্ষের মূলদেশে স্নানানন্তর যোগাসন করিয়া বহুকাল দেবদুর্লভ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা রোগ, শোক-বিনাশন বিপ্রদত্ত বিষ্ণুমন্ত্র, জপ করিতে লাগিলেন। শৌনক কহিলেন, সেই বালক, ধীমান্ সনৎকুমার হইতে শ্রীহরির কিপ্রকার মন্ত্র পাইয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করুন। সৌতি কহিলেন, দ্বিজবর! পূর্ব্বে গোলোকধামে কৃষ্ণ কৃপা করিয়া বেদ-দুর্লভ যে দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্র ব্রহ্মাকে দান করেন তাহাই ব্রহ্মা ধীমান্ কুমারের ভক্তি দর্শনে তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন, পরে সনৎকুমার সেই মন্ত্র বালককে উপদেশ করেন। ওঁ "শ্রীনমো ভগবতে রাসমণ্ডলেশ্বরায় শ্রীকৃষ্ণায় স্বাহা," নারদ এই কল্পপাদপস্বরূপ মহামন্ত্রই লাভ করেন, আর সেই মহাপুরুষের স্তোত্র ও কবচ পূর্ব্বেই কহিয়াছি, এক্ষণে সামবেদোক্ত তাঁহার ঔপযোগিক ধ্যান শ্রবণ করুন। ২৩—৩১। শ্রীকৃষ্ণের কোটি-সূর্য্যসমপ্রভ মণ্ডলাকার তেজঃপুঞ্জ; যোগিগণ, সিদ্ধগণ, ও সুরগণ ধ্যানযোগে চিন্তা করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণ তাহার অভ্যন্তরবর্ত্তী অনির্ব্বচনীয় অতি মনোহর রূপ চিন্তা করেন। তিনি নূতন মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, তাঁহার নয়নদ্বয় শারদীয় পদ্মের ন্যায় সুন্দর এবং মুখকমল শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের সদৃশ মনোহর ও ওষ্ঠাধর দর্শন করিলে পক্ক বিম্বফল বলিয়া বোধ হয় তাঁহার দন্তপঙ্ক্তি মুক্তাশ্রেণীকেও লজ্জা দেয়, এবং মুখমণ্ডলে ঈষৎ হাস্য ও হস্তে মুরলী বিন্যস্ত আছে। লক্ষচন্দ্রের প্রভাপহারী সেই মনোহররূপ কোটি-কন্দর্পের ন্যায় কমনীয়, তাঁহার পরিধানে পীতবস্ত্র, তিনি দ্বিভুজ, ত্রিভঙ্গভঙ্গিমাযুক্ত ও রত্ননির্ম্মিত কেয়ূর বলয় ও নূপুরদ্বারা বিভূষিত, তাঁহার গণ্ডস্থল রত্নকুণ্ডল-যুগে বিরাজিত এবং তিনি মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া ধারণ করিতেছেন, ও রত্নমালাবিভূষিত। মালতীবন-মালায় তাঁহার জানুদেশপর্য্যন্ত শোভিত হইয়াছে এবং সেই ভক্তানুগ্রহকারকের সর্ব্বাঙ্গ চন্দনদ্বারা অনুলিপ্ত। গোপিকাগণ তাঁহাকে বারংবার বঙ্কিমনয়নে দেখিতেছেন, এবং তাঁহার বক্ষঃস্থল কৌস্তুভমণিদ্বারা অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছে। সর্ব্বভূষণে ভূষিতা স্থিরযৌবনযুক্তা গোপিকাগণ, সেই রাধাবক্ষঃস্থলস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। সেই পরাৎপর শান্তমূর্ত্তি কিশোর রাধিকাকান্তকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদি দেবগণ সতত পূজা, বন্দনা ও স্তব করিতেছেন। সেই নির্গুণ পরমাত্মা ঈশ্বর-প্রকৃতি হইতে অতীত এবং সাক্ষিস্বরূপ ও নির্লিপ্ত, আমরা সেই সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি। মুনিবর! এই আমি আপনার নিকট মন্ত্রোপযোগিক ধ্যান, স্তোত্র, কবচ ও কল্পপাদপস্বরূপ মন্ত্রও কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে বালকের বিষয় শ্রবণ করুন। হে শৌনক! নারদ সেই স্থানে আহার-শূন্য হইয়া ধ্যানস্থ হইয়াই দিব্যবর্ষসহস্র অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু সিদ্ধমন্ত্রপ্রভাবে তাঁহার শক্তি ও পরিপুষ্টি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এইরূপে কালযাপন-পূর্ব্বক তিনি একদা ধ্যানযোগে দিব্য এক বালক ও দিব্য লোক দর্শন করিলেন। সেই দিব্য বালক, রত্নসিংহাসনে আসীন ও রত্নভূষণে ভূষিত। তিনি কিশোরবয়স্ক, শ্যামবর্ণ গোপবেশধারী ও ঈষৎ হাস্য-যুক্ত তাঁহার পরিধান পীতবস্ত্র এবং সর্ব্বাঙ্গ চন্দন-চর্চ্চিত তিনি দ্বিভুজ, মুরলীহস্ত, ও গোপ-গোপাঙ্গনা-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত, সেই পরাৎপর দেব,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিবাদি দেবগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইতেছেন। শান্ত গোপিকানন্দন, শান্তমূর্ত্তি তাঁহাকে বহুকাল দর্শন করিয়া পরে পুনরায় দর্শন করিতে অক্ষম হইয়া অতিশয় শোকার্ত্ত হইলেন এবং সেই অশ্বত্থমূলে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রোরুদ্যমান বালকের প্রতি অল্পাক্ষর হিতকর জ্ঞানপ্রদ,—আকাশবাণী হইল,—নারদ! তুমি যে রূপ দর্শন করিয়াছ, তাহা আর এক্ষণে দেখিতে পাইবে না, কারণ তাহা কুযোগীদিগের অলক্ষ্য। তুমি দেহান্ত হইলে দিব্য দেহ ধারণ করিয়া পুনরায় জন্ম, মৃত্যু ও জরাশূন্য গোবিন্দকে দর্শন করিতে পারিবে। ৪৪—৫২। বালক এইকথা শ্রবণ-মাত্রে হর্ষযুক্ত হইয়া রোদন ত্যাগ করিলেন, পরে যথাসময়ে তীর্থস্থানে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে স্মরণ করিয়া দেহান্ত করিলেন। তখন স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। মহামুনি নারদ শাপ হইতে মুক্ত হইলেন। তিনি তনু ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মশরীরে বিলীন হইলেন। নারদ নিত্য হইয়াও পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে

আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়াছেন। হে শৌনক! নিত্য দেহীদিগের আবির্ভাব বা তিরোভাব, সেচ্ছাধীনমাত্র, ফলতঃ ভক্তজনের জন্ম, মৃত্যু, জরা বা ব্যাধি কিছুই নাই।

ব্রহ্মখণ্ডে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন,—ঋষিবর! এক্ষণে মুনিগণের কতকগুলি নাম-ব্যুৎপত্তি শ্রবণ করুন। কতিপয় কল্পান্তর অতীত হইলে পুনর্ব্বার বিধাতার সৃষ্টিসময়ে মরীচি প্রভৃতি মুনিগণের সহিত নারদ মুনি কণ্ঠদেশ হইতে উৎপন্ন হইলেন এবং তিনি বিধাতার নরদ (কণ্ঠদেশ) হইতে জন্ম লাভ করেন এই হেতু নারদ নামে বিখ্যাত হন। যে মুনিশ্রেষ্ঠ বিধাতার চিত্ত হইতে জন্মান, পিতামহ তাঁহার প্রচেতা নাম রাখেন। যে পুত্র ব্রহ্মার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে সহসা উৎপন্ন হন, সকল কর্ম্মে দক্ষ বলিয়া তিনি দক্ষ নামে প্রসিদ্ধ। বেদে কর্দ্দম শব্দে ছায়া বোধ হয়, সুতরাং ছায়া হইতে যিনি হন, তিনি কর্দ্দম নামে প্রসিদ্ধ। এবং মরীচি শব্দ তেজো-বোধক, এজন্য তাহা হইতে যে অতি-তেজস্বী ঋষি জন্মগ্রহণ করেন, তিনি মরীচি নামে বিখ্যাত। যে ব্রহ্মপুত্র জন্মান্তরে ক্রতুসজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞসমূহ করেন, তিনিই এক্ষণে ক্রতু নামে অভিহিত। ইর শব্দে তেজস্বী, এজন্য প্রধান-অঙ্গ মুখ হইতে যিনি উৎপন্ন হন, তিনি অঙ্গিরা নামে প্রসিদ্ধ। হে শৌনক! ভৃগুশব্দে অতি তেজস্বী বোধ হয়, এজন্য ব্রহ্মার যে পুত্র অতি তেজস্বী, তাঁহারই নাম ভৃগু। যে বালক অরুণবর্ণ হইয়া জন্ম লাভ করেন ও উগ্রতর তপস্তেজে যিনি প্রজ্বলিত, তাঁহার নাম আরুণী হয়। যে যোগী বালকের যোগবলে হংসগণ বশীভূত, সেই পরম যোগীন্দ্রই হংসীনামে কীর্ত্তিত। যে বালক বিধাতার বশীভূত, শিষ্ট ও পরম প্রিয়, তিনি বশিষ্ঠ নামে বিখ্যাত। নিরন্তর তপস্যায় যত্ন ও সকল কর্ম্মেই সংযত বলিয়া এক জনের নাম হয় যতি। বেদে পুলশব্দে তপস্যা ও প্রস্ফুট বোধ হয়, এজন্য যিনি তপঃসমূহস্বরূপ তিনিই পুলস্ত্য এবং ত্রি শব্দে ত্রিগুণা প্রকৃতি ও অ শব্দ বিষ্ণুবাচী, এ কারণ যে বালকের সেই উভয়ে সমান ভক্তি, তিনি অত্রি নামে কথিত। যে বালকের মস্তকে অগ্নির শিখাতুল্য তপস্তেজোদ্ভব পঞ্চ জটা বিদ্যমান তাঁহার নাম পঞ্চশিখ যে শিশু অন্য জন্মে অপান্তরতমপ্রদেশে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম অপান্তরতমা হয়। বিধাতার যে পুত্র স্বয়ং তপস্যায় নিরত এবং অন্য ব্যক্তিকেও বহন করাইতেন অর্থাৎ তপোনিরত করিতেন ও যিনি তপোনুষ্ঠানের উঃ অর্থাৎ সমর্থ, তিনিই বোঢ় নামে কীর্ত্তিত মুনিবর! তপস্তেজে প্রদীপ্ত যে সন্তানের চিত্তে নিরন্তর তপস্যায় রুচি, তিনি রুচি নামে কীর্ত্তিত। বিধাতার কোপকালে যে একাদশ সন্তান উৎপন্ন হন, তাঁহারা অতি কোপনস্বভাব ও রোদন করায় রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ। শৌনক কহিলেন, রুদ্রগণের মধ্যে মহেশ্বরও একজন, ইহ আমার ভ্রম আছে; কিন্তু আপনি পুরাণতত্ত্বজ্ঞ অতএব সেই ভ্রম দূর করুন। ১১—২১। সৌতি কহিলেন, রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণু সত্ত্বগুণের ও সৃজনকারী ব্রহ্মা রজোগুণের এবং ভয়ঙ্কর দুর্নিবার রুদ্রগণ তমোগুণের আধার। সেই রুদ্রগণের মধ্যে কালাগ্নি-রুদ্র নামে সংহারকর্ত্তা এক রুদ্র, শঙ্করের অংশ; কিন্তু সাধুগণের শিবপ্রদ শিব, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণস্বরূপ। অপর সকলে কৃষ্ণের কলা অর্থাৎ অত্যল্প অংশ এবং বিষ্ণু ও শঙ্কর উভয়েই পরিপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণের অংশ, ইঁহারা উভয়ে সমান ও শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ। দ্বিজবর! ইহা আমি রুদ্রগণের উৎপত্তিসময়ে কহিয়াছি, তবে কি তাহা বিস্মৃত হইলেন? আশ্চর্য্যের বিষয়! সকলেই মায়ামোহিত, যেহেতু মুনিগণেরও মতিভ্রম হয়। মুনিবর! সনক, সনন্দ, সনাতন ও ভগবান্ সনৎকুমার এই চারিজন ব্রহ্মার পূর্ব্বপুত্র, ইঁহাদিগকে সৃষ্টি করিতে আজ্ঞা করিলে ইঁহারা অস্বীকার করায় তিনি প্রকোপিত হন, এই রুদ্রগণ তাঁহার কোপসময়ে উৎপন্ন। সনক ও সনন্দ শব্দ আনন্দবাচক, এজন্য যে দুই ভক্তিপূর্ণ বালক নিত্যই আনন্দিত, তাঁহারা ঐ উভয় নামে প্রসিদ্ধ এবং সনাতন শব্দে নিত্য পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয়, সুতরাং যে বালক শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ও তাঁহার সমান, তিনি সনাতন নাম প্রাপ্ত হন, আর সনৎ শব্দে নিত্য কুমার শব্দে শিশু বোধ হয়, একারণ ব্রহ্মা চতুর্থ তনয়ের যৌগিক নাম সনৎকুমার রাখিলেন। মুনিবর! ব্রহ্মার পুত্রগণের নাম-ব্যুৎপত্তি কহিলাম এক্ষণে নারদের বৃত্তান্ত যথাক্রমে শ্রবণ করুন। ২২-৩১।

ব্রহ্মখণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন, হে শৌনক! বিধাতা সৃষ্টির নিমিত্ত সমুদয় বালককে নিয়োগ করিয়া পরে বেদাঙ্গপারগ নারদকে সৃষ্টিবাসনায় সত্য, বেদসার :

পরিণামে সুখকর হিতবাক্য কহিলেন। ১—২। বৎস নারদ! আমার নিকটে আগমন কর, তুমি আমার কুলশ্রেষ্ঠ ও প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়; তোমার জ্ঞানরূপ দীপশিখায় সমুদয় অজ্ঞানতিমির বিনষ্ট হয়। দেখ, সমুদয় পূজ্য হইতে পিতাই পরম গুরু, আর বিদ্যা-দাতা ও মন্ত্রদাতা এই দুই জনই সমান এবং পিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অতএব বৎস! আমি তোমার পিতা এবং বিদ্যাদাতা ও পালনকর্ত্তা আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি আমার প্রীতি-নিমিত্ত দারপরিগ্রহ কর। যিনি গুরু-আজ্ঞা পালন করেন, তিনিই শিষ্য ও তিনিই পুত্র· আর যে মূঢ় তাহা না করে, তাহার কখনই মঙ্গল হয় না। আর যিনি গুরুর আজ্ঞাকারী, তাঁহার পদে পদে মঙ্গল হয় ও তিনিই যথার্থ পণ্ডিত, জ্ঞানী এবং পুণ্যবান্। দেখ, সমস্ত আশ্রমীর মধ্যে গৃহস্থই প্রধান ও পুণ্যবান্ কারণ তপঃফল ভিন্ন গৃহ; স্ত্রী, পুত্র ও পৌত্রগণে পরিপূর্ণ হয় না। যে প্রকার ধেনু সকল জলপানার্থ নিপানে উপস্থিত হয়, সেইরূপ পর্ব্বকালে পিতৃগণ ও তিথিকালে দেবতাগণ, গৃহস্থনিকটে আগমন করেন এবং গৃহী, নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিয়া ইহকালে উত্তম সুখ ও পরকালে স্বর্গ-ভোগ করিয়া থাকেন। যে পুণ্যবান্ গৃহস্থ, স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করেন তিনি জীবন্মুক্ত যশস্বী ধনবান্ ও সুখী হন। আর যে ব্যক্তি যশস্বী ও কীর্ত্তিমান্ তিনি মৃত হইলেও জীবিত, যশঃকীর্ত্তি বিহীন ব্যক্তি জীবিত হইয়াও মৃততুল্য। মুনিবর নারদ, ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণে ভীত ও শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠতালুক হইয়া কহিতে লাগিলেন। ৩—১৩। পিতঃ! একদা আমাদিগের উভয়ের বাগ্বিরোধে দৈববশতঃ মহৎ ও যশঃক্ষয়কর হানি হইয়াছে, স্মরণ করিয়া দেখুন। আমি আপনার শাপে গন্ধর্ব্ব ও শূদ্র যোনি প্রাপ্ত হইয়া স্বকর্ম্ম ভোগ করিয়াছি এবং আপনিও আমার শাপে অপূজ্য হইয়া-ছেন। হে বিধাতঃ! কালক্রমে আমি শাপমুক্ত হইয়াছি আপনিও হইবেন, অতএব বারম্বার বিরোধে কেবল দোষব্যতীত গুণ দেখা যায় না। বিবেচনা করিয়া দেখুন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে দৃঢ় ভক্তি দান করেন, তিনিই পিতা,গুরু, বন্ধু, পুত্র ও ঈশ্বর-পদবাচ্য। দেখুন, বালকগণ অজ্ঞানবশতঃ অসৎপথে গমন করিলে পিতাই তাঁহাদিগকে কৃপা করিয়া নিবৃত্ত করেন। যে পিতা কৃষ্ণপদে ভক্তি ত্যাগ করাইয়া অন্যবিষয়ে নিয়োগ করেন, তিনি অসৎকার্য্যেরই অনুষ্ঠান করেন। আর দেখুন, দারগ্রহণ কেবল দুঃখের নিমিত্ত, সুখের নহে; কারণ স্ত্রী হইতে তপস্যা, স্বর্গ, ভক্তি ও মুক্তি সমুদয় নষ্ট হয়। হে ব্রহ্মন্! মূঢ়গৃহিগণের স্ত্রী তিন প্রকার;—সাধ্বী, ভোগ্যা ও কুলটা। এই ত্রিবিধা স্ত্রীই স্বার্থতৎপরা। দেখুন সাধ্বী পরকালভয়ে ও ইহকালে আপনার যশের জন্য এবং কামানুরোধে স্বামিসেবা করেন; আর ভোগ-প্রার্থিনী ভোগ্যা কেবল কাম-স্নেহহেতু পতিসেবা করিয়া থাকেন, নিজ ভোগের হানি হইলে ক্ষণকালও সে কার্য্য করেন না; এবং যাবৎকাল স্বামী হইতে বস্ত্র অলঙ্কার ও উত্তম আহার প্রাপ্ত হন, তাবৎ স্বামীর বশবর্ত্তিনী থাকেন। আর কুলটা স্ত্রী কুলনাশিনী ও কুলের অঙ্গারস্বরূপা, তিনি কাপট্য করি-য়াই পতিসেবা করেন ভক্তিপূর্ব্বক নহে। সেই কুলটা নিরন্তর মদনাতুরা হইয়া তাহার হইতে অধিক নূতন নূতন উপপতি প্রার্থনা করিয়া থাকে। অধিক কি কুলটা স্ত্রী উপপতি নিমিত্ত নিজ পতিকেও নষ্ট করিতে পারে। যে মূঢ় কুলটাকে বিশ্বাস করে, তাহার জীবন নিষ্ফল। আমি যে এই উত্তম মধ্যম ও অধম তিন প্রকার স্ত্রীর বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, ইহাদিগের মন পণ্ডিতগণও বুঝিতে পারেন না। কেবল যাঁহারা আত্মারাম তাঁহারাই বুঝিতে সক্ষম। কামিনীদিগের হৃদয় ক্ষুরধার-সদৃশ, কিন্তু মুখমণ্ডল শরৎপঙ্কজের ন্যায় সুন্দর, ইহারা স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্তই মধুর সুধাতুল্য বাক্য প্রয়োগ করে এবং ক্রোধের উদয় হইলে সেই বাক্য বিষতুল্য হয়, উহাদের বাক্যে বিশ্বাস করিলে সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে, কারণ স্ত্রীলোকের অভিপ্রায় দুর্জ্ঞেয় ও কর্ম্ম সকল নিগূঢ়। রমণীগণের সর্ব্বদা অবিনয় ও প্রবল সাহস এবং কার্য্যে কেবল দোষ ও ছল দৃষ্ট হয়। হে জগদ্‌গুরো! পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীগণের কাম অষ্টগুণ, আহার দ্বিগুণ ও নিষ্ঠুরতা নিত্যই চতুর্গুণ। আর পুরুষ হইতে কোপ ও ব্যবসায় ছয়গুণ অধিক, অতএব হে পিতামহ! যে রমণীতে এই দোষসমূহ বিদ্যমান, তাহাতে আমার আস্থা কি? বিশেষতঃ বিষ্ঠা মূত্র ও ক্লেদের আকর যে রমণী,তাহাতে আর পুরুষের ক্রীড়া বা সুখের সম্ভাবনা কোথায়? অধিক কি স্ত্রী-সম্ভোগে তেজ বিনষ্ট এবং দিবসে আলাপ করিলে যশপর্য্যন্ত ক্ষয় হয়। আরও দেখুন, নারীর সহিত অধিক প্রণয় হইলে ধনক্ষয়, তাহাতে অত্যাসক্তি জন্মিলে শরীর নাশ, তাহার সহবাসে পৌরুষ নষ্ট ও পরস্পর কলহ হইলে মান বিনাশ এবং তাহাকে বিশ্বাস করিলে সর্ব্বনাশ হয়। অতএব হে ব্রহ্মন্! সেই রমণী হইতে সুখ প্রত্যাশা কোথায়? পুরুষ যেকাল পর্য্যন্ত ধনী, তেজস্বী ও যোগ্য থাকেন

তাবৎকাল রমণীগণ তাঁহার বশীভূত হয় এবং সেই প্রিয় পুরুষই যদি যোগী, নির্দ্ধন বা বৃদ্ধ হন, তাহা হইলে নারীগণ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করে না, কেবল লোকাচারভয়ে যৎকিঞ্চিৎ আহার দান করে। ব্রহ্মন্! এই আমি নিজ জ্ঞানানুসারে স্ত্রীচরিত্র কীর্ত্তন করিলাম। হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি স্বাত্মারাম ও ঈশ্বর আপনার অবিদিত কিছুই নাই। অতএব হে বিভো! অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে এইক্ষণে এই দায় হইতে মুক্ত করুন। ১৪—৩৯। অনন্তর নারদ, ভক্তিহেতু অবনতমস্তক হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিলেন, পিতঃ! আপনি কল্পতরু এজন্য আপনার নিকট আমি কেবলমাত্র কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা করি, এইরূপ কহিয়া মঙ্গলময় তপোনুষ্ঠানজন্য আজ্ঞা যাচ্ঞা করিলেন। মুনিবর নারদ, এইরূপ বলিয়া ব্রহ্মাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া গমনোদ্যত হইলে, জগতের বিধানকর্ত্তা ব্রহ্মা, মহাসাংসারিকের ন্যায় মুক্তকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করত নারদকে করধারণপূর্ব্বক আলিঙ্গন ও পুনঃপুনঃ চুম্বন করিলেন এবং সেই যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু স্বাত্মারামেশ্বর ব্রহ্মা, তাঁহাকে বহুকাল বক্ষে ধারণ করিয়া জানুদেশে উপবেশন করাইলেন। হে শৌনক! ব্রহ্মা পুত্র-বিচ্ছেদ সহ্য করিতে নিতান্ত অশক্ত হইলেন, ফলতঃ জীবগণের বিচ্ছেদযন্ত্রণা অতিদুঃসহ। দেখুন প্রজাপতিও বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া তনয় বিচ্ছেদে অতিশয় কাতর হইলেন এবং শোকার্ত্ত হইয়া পুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। ৪০—৪৬।

ব্রহ্মখণ্ডে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস! আমার সংসারকর্ম্মে প্রয়োজন কি? তুমি তপস্যার্থ গমন কর, আমিও পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে যথার্থরূপে জানিবার জন্য গোলোকে গমন করি। ১। দেখ—সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, যতী, হংসী, অরুণী, বোঢ়ু ও পঞ্চশিখ এই সমস্ত পুত্রই আমার বৈরাগ্যবশতঃ তপস্বী হইয়াছেন, কেবলমাত্র সমুদয় পুত্রগণের মধ্যে মরীচি, অঙ্গিরা, ভৃগু, রুচি, অত্রি, কর্দ্দম, প্রচেতা, ক্রতু, মনু ও বশবর্ত্তী বশিষ্ঠই আমার আজ্ঞাকারী। এতদ্ভিন্ন সকল সন্তানই বিবেকী ও অবাধ্য সুতরাং আমার সংসারকার্য্যে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ২—৫। বৎস! এক্ষণে যাহা বেদসম্মত, চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ এবং পরম্পরাগত ও শুভজনক, এইরূপ বাক্য বলিতেছি শ্রবণ কর। ৬। সমুদয় পণ্ডিতগণই সমাজ-প্রশংসিত ও বেদবিহিত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষকেই প্রার্থনা করেন, এবং যাহা বেদবিহিত, তাহাই ধর্ম্ম ও তদবিহিতই অধর্ম্ম; এজন্য ব্রাহ্মণগণ প্রথমে বেদবিহিত উপনয়নকালে যজ্ঞসূত্র ধারণ, পরে বেদাধ্যয়ন ও তৎপরে গুরুদক্ষিণা দানপূর্ব্বক সৎকুলোৎপন্না ও সুবিনীতা কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া থাকেন। ৭—৯। সেই কুলজা সাধ্বীও পতিসেবায় তৎপর হন, কখনই সদ্বংশজাতা কামিনী অবিনীতা হন না। কারণ পদ্মরাগমণির আকরে কাচের উৎপত্তি কি সম্ভব? অতএব হে নারদ! যে রমণী অসদ্বংশে উৎপন্না তিনিই পিতা মাতার দোষে দুর্ব্বিনীতা, দুষ্টা ও সকল কর্ম্মে স্বতন্ত্রা হইয়া থাকেন। ফলতঃ লক্ষ্মীর অংশসম্ভবা কোন কামিনী দুষ্টা হন না, যাঁহারা অসদ্বংশসম্ভূতা হইয়া কুলটা হন, তাঁহারা স্বর্গবেশ্যার অংশ; সাধ্বী স্ত্রী, স্বামী নির্গুণ হইলেও তাঁহার সেবা ও প্রশংসা করিয়া থাকেন। ১০—১৩। কুলটা কামিনীই স্বামী সদ্গুণযুক্ত হইলেও তাঁহার সেবা করেন না, বরং নিন্দা করিয়া থাকেন; এজন্য সাধুব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক সদ্বংশজা কন্যাকে পরিগ্রহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়া বৃদ্ধ বয়সে তপস্যার্থ গমন করেন। বৎস! সত্য বটে দুর্মুখা রমণীর সহবাস অপেক্ষা অগ্নিতে কিম্বা সর্পের মুখে অথবা কণ্টকাকীর্ণ স্থানে বাস করা উৎকৃষ্ট, তথাপি স্ত্রীমাত্রেরই নিন্দা করা উচিত নহে। পুত্র নারদ! তুমি আমার নিকট বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ, এক্ষণে দারগ্রহণরূপ গুরুদক্ষিণা দান কর। বৎস! শুভদিনে সৎকুলোৎপন্না তোমার পূর্ব্বপত্নী মালাবতীকে বিবাহ কর। সেই সতী তোমার নিমিত্ত, মনুবংশোদ্ভব সৃঞ্জয়ের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভারতে তপস্যা করিতেছেন, তুমি সেই রত্নমালানাম্নী লক্ষ্মীর অংশ-সম্ভবা কন্যাকে গ্রহণ কর, দেখ ভারতে কাহারও তপস্যা ব্যর্থ হয় না। লোকমাত্রেরই অগ্রে গৃহী, পরে বানপ্রস্থ ও তাহার পর মুক্তির জন্য তপস্বী হওয়া উচিত, এই ক্রম বেদবিহিত। দেখ বৈষ্ণবের হরিপূজাই তপস্যা এবং তাহা বেদোক্ত, তুমি পরম বৈষ্ণব সুতরাং গৃহে থাকিয়াই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম পূজা কর। দেখ যাঁহার অন্তরে ও বাহিরে হরি বিদ্যমান তাঁহার আর অন্য তপস্যায় ফল কি? যাঁহার অন্তরে বা বাহিরে হরি নাই, তাঁহারই বা তপস্যায় ফল কি? ১৪—২০। ফলতঃ তপস্যাদ্বারা হরিই

আরাধ্য, আর কেহই নহে। যে কোন স্থলে কৃষ্ণ সেবাই তপস্যা, অতএব হে বৎস! আমার বাক্যে গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক হরিসেবা কর। হে মুনি-প্রধান। গৃহী হও; কারণ গৃহীর সর্ব্বদা সুখ, দেখ কামিনীর সহিত সুখসম্ভোগ স্বর্গভোগ অপেক্ষা সুদুর্লভ। অধিক কি মুমুক্ষুরাও কামিনীর দর্শন বা স্পর্শ প্রার্থনা করেন, সমুদয় স্পর্শসুখ হইতে রমণীয় স্পর্শ সুখকর। হে মুনিশ্রেষ্ঠ পুত্র। তদপেক্ষা সুখ-জনক দর্শন বা স্পর্শন সত্যই আর নাই, সুতরাং কান্তা হইতে প্রেয়সী আর নাই, এজন্য তাহার নাম প্রিয়া হইয়াছে। আরও দেখ পুত্রের নিমিত্ত স্ত্রীর প্রয়োজন সুতরাং শত স্ত্রী অপেক্ষা পুত্র প্রিয়, ফলতঃ পুত্র হইতে বন্ধু বা প্রিয় কেহই নাই। ২৪—২৮। দেখ সকল ব্যক্তিই সকলের নিকট জয় ইচ্ছা করিলেও পুত্রের নিকট পরাজয় ইচ্ছা করেন, আর যদিচ অর্থ হইতে আত্মা প্রিয় কিন্তু পুত্র তাহা অপেক্ষাও প্রিয় বস্তু. এই জন্য প্রিয়তম পুত্রকে আপনার অপেক্ষা উত্তম ধন অর্পণ করা উচিত। হে শৌনক! ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ নারদ পিতাকে কহিতে লাগিলেন, হে পিতঃ! যে পিতা বেদ ও দর্শনশাস্ত্রের মর্ম্ম বিদিত হইয়া স্বয়ং পুত্রকে অসন্মার্গে প্রবৃত্ত করেন, তিনি কিরূপে দয়াবান হইতে পারেন? হে ব্রহ্মন্! দেখুন এই সমুদয় সংসার জলবুদ্বুদের ন্যায় নশ্বর এবং জলরেখা যেরূপ ক্ষণভঙ্গুর, জগত্রয়ও সেই প্রকার। এজন্য যে ব্যক্তির চিত্ত হরিসেবা ত্যাগ করিয়া বিষয়ে আসক্ত হয়, তাহার দুর্লভ মানব জন্মই নিষ্ফল। এই সংসার-সমুদ্রে কে কাহার প্রিয়া, বা কে কাহার পুত্র, আর কেই বা কাহার বন্ধু, কেবল স্বকর্ম্মরূপ তরঙ্গে এই প্রকার সংযোগ ও বিয়োগ হইয়া থাকে। যে পিতা, পুত্রকে সুকার্য্যে রত করেন, তিনিই তাহার মিত্র ও গুরু, আর কুবুদ্ধি দান করিলে পরম শত্রু হন, তাঁহাকে পিতা বলা যায় না। হে তাত! আপনাকে বেদমূলক ব্যবস্থা কহিলাম, কিন্তু তথাপি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে ভগবন্! আমি অগ্রে নর-নারায়ণের আশ্রমে গমন-পূর্ব্বক নারায়ণের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পরে দার-পরিগ্রহ করিব। মুনিবর নারদ, পিতার নিকটে এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি হইল। পরে মুনিসত্তম নারদ, ক্ষণকাল পিতার নিকট অবস্থান করিয়া পুনরায় তাঁহাকে মঙ্গলপ্রদ বেদসম্মত বচনে কহিতে লাগিলেন, হে পিতঃ! আমার মনোবাঞ্ছিত কৃষ্ণমন্ত্র ও যাহাতে কৃষ্ণের গুণ-বর্ণন আছে তৎসম্বন্ধী জ্ঞান প্রদান করুন। পরে আপনার প্রীতির নিমিত্ত দারপরিগ্রহ করিব, কারণ অভিলাষ পূর্ণ হইলে পুরুষ আনন্দপূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকে। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, নারদের বাক্য শ্রবণে প্রহৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে এইরূপ কহিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন বৎস! বিচক্ষণ ব্যক্তির পতি বা পিতার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করা উচিত নহে, এবং আশ্রমত্যাগীর মন্ত্রও সুখ-জনক হয় না; আরও দেখ নিয়তি ভিন্ন কেহই ইচ্ছাপূর্ব্বক পৌরুষদ্বারা মন্ত্র, গুরু, কামিনী, বিদ্যা, সুখ, ভয়, বা দুঃখ লাভে সমর্থ হন না। হে বৎস! মহেশ্বর তোমার পূর্ব্বজন্মের গুরু, অতএব তুমি সেই শান্ত মঙ্গলদায়ক ও জ্ঞানিগণের গুরু শিবসন্নিধানে গমন কর। সেই পুরাতন গুরু মহেশ্বর হইতেই কৃষ্ণ-মন্ত্র ও জ্ঞান লাভ করিয়া নারায়ণকথা শ্রবণপূর্ব্বক শীঘ্র আমার গৃহে উপস্থিত হইবে। হে শৌনক! ব্রহ্মা ইহা বলিয়া বিরত হইলে মুনিবর নারদ পিতাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া শিবলোকে প্রস্থান করিলেন। ২৯—৪৭।

ব্রহ্মখণ্ডে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন, বিপ্রবর নারদ আনন্দের সহিত ক্ষণকালমধ্যে মনোহর শম্ভুসদনে উপস্থিত হইলেন, উহা ধ্রুবলোক হইতে লক্ষযোজন ঊর্দ্ধে অবস্থিত এবং স্বয়ং শূলপাণি রত্নদ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিবিধ ভবনযুক্ত বিচিত্র ঐ আশ্রম, শম্ভুর যোগবলে শূন্যমার্গে অবস্থিত এবং প্রধান মুনীন্দ্রগণ ঐ স্থানে যোগ সাধন করায় উহা দিবানিশি প্রজ্বলিত হই-তেছে। মুনিবর! ঐ আশ্রমে চন্দ্র বা সূর্য্যের আলোক নাই; উহা কেবল প্রাচীরাকার, অতিপ্রবৃদ্ধ, অসংখ্য এবং শিখাদ্বারা উজ্জ্বল হুতাশনে নিরন্তর বেষ্টিত হইয়া আছে। ঐ শিবপুরী লক্ষযোজন বিস্তৃত, ও তিনকোটি উৎকৃষ্ট রত্নের গৃহযুক্ত এবং উত্তম হীরক-নির্ম্মিত চিত্র বিচিত্র বিবিধ মনোহর পদার্থে বিরাজিত। দ্বিজবর! ঐ সমস্ত গৃহ, মণি, মাণিক্য ও মুক্তাময় দর্পণে পরিপূর্ণ, বিশ্বকর্ম্মা স্বপ্নেও সেইরূপ ভবন দর্শন করেন নাই। হে শৌনক! প্রধান শিব-সেবক জনেরা কল্পকালপর্য্যন্ত নিরন্তর ঐ স্থানে অবস্থিতি করেন। ঐ শিবলোকে শতকোটিলক্ষ সিদ্ধ পুরুষ, ত্রিকোটি-লক্ষ শিবপার্ষদ, ত্রিলক্ষ ভয়ঙ্কর ভৈরব, ও চতুর্লক্ষ-

শত ক্ষেত্র বিদ্যমান এবং ঐ স্থান, মন্দারপ্রভৃতি সুপুষ্পিত সুরবৃক্ষে বেষ্টিত ও বলাকাশতদ্বারা নভস্থলের ন্যায় সুন্দর কামধেনুগণে বিরাজিত। নারদ, উহা দর্শন করিবামাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্থির করিলেন যিনি বুধগণ ও যোগিগণেরও গুরু তাঁহার নিকট বিচিত্র কিছুই নহে। ফলতঃ এইস্থান ত্রিলোক হইতে উৎকৃষ্ট এবং এস্থানে ভয়, মৃত্যু, রোগ, শোক ও জরাদি কিছুই নাই। ১—৮। অনন্তর নারদ দূর হইতে সভামণ্ডলমধ্যস্থ শিবপ্রদ শিবকে দর্শন করিলেন, তাঁহার মূর্ত্তি শান্ত ও মনোহর এবং নয়নত্রয় পদ্মসদৃশ ও পঞ্চ-আনন চন্দ্রতুল্য, তিনি মস্তকে গঙ্গা ও ললাটে নির্ম্মল চন্দ্রখণ্ড ধারণ করিতেছেন। সেই শুভ্রবর্ণ দিগম্বর পরমেশ্বর প্রতপ্ত সুবর্ণসদৃশ জটাভার ধারণ করিতেছেন। তিনি অনন্ত ও অক্ষয়। তিনি নিরন্তর মন্দাকিনীর পদ্মবীজমালাদ্বারা সানন্দে কৃষ্ণনাম জপ করিতেছেন। সেই সিদ্ধিবিধানের কারণ সিদ্ধেশ্বর মৃত্যুঞ্জয় কাল ও যমের অন্তকারক, তাঁহার কণ্ঠদেশ সুনীল ও সর্ব্বাঙ্গ ভুজগেন্দ্রগণে মণ্ডিত এবং তাঁহাকে যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ও সিদ্ধেন্দ্র সকলে বন্দনা করিতেছেন। তাঁহার বদনকমল প্রসন্ন ও হাস্যযুক্ত। সেই বিশ্বের মঙ্গলদাতা বরপ্রদ আশুতোষ ভক্তজনের প্রিয় ও একমাত্র বন্ধু, সকলের শ্রেষ্ঠ ও মনোহর এবং ভবরোষবর্জ্জিত। মুনিবর শূলপাণির সমীপে উপস্থিত হইয়া রোমাঞ্চিত-কলেবরে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিলেন এবং পরে সুকণ্ঠ নারদ ত্রিতন্ত্রী-বীণা বাদনপূর্ব্বক মধুরস্বরে কৃষ্ণগুণ গান ও তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই পরমেশ্বর, মুনীন্দ্রপ্রধান বেদজ্ঞপ্রধান স্মিত বিধিপুত্রকে দর্শন করিয়া অতি শীঘ্র যোগীন্দ্র, সিদ্ধেন্দ্র ও মহর্ষিগণের সহিত আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ৯—১২। হে শৌনক! মহাদেব মুনিবর নারদকে সসম্ভাবে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক আসনাদি দান করিলেন এবং সেই তপোধনের তপস্যার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া, পরে আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। হে দ্বিজ! পরে শম্ভু পার্ষদগণের সহিত উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত সিংহাসনে উপবেশন করিলে, নারদ উপবেশন না করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণত হইয়া প্রভুকে স্তব করিতে লাগিলেন। নারদ গন্ধর্ব্বরাজকৃত বেদোক্ত মঙ্গলপ্রদ স্তোত্রদ্বারা তাঁহাকে স্তব ও বারংবার প্রণাম করিয়া মহাদেবের আজ্ঞায় তাঁহার বামভাগে উপবেশন করিলেন। অনন্তর নারদ জগতের বাঞ্ছাকল্পতরু শিবকে নিজ মনোভিলাষ নিবেদন করিলেন। পরে কৃপানিধি শিব, মুনিবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই হইবে বলিয়া স্বীকার করিলেন। ১৫—১৮।

ব্রহ্মখণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন, দেবর্ষি নারদ মহাদেবের নিকট শ্রীহরির স্তোত্র, কবচ, মন্ত্র, পূজাবিধি, ধ্যান ও জ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। মহেশ্বর নারদকে হরির স্তোত্র, কবচ, মন্ত্র, ধ্যান ও পূজাবিধি এবং তাঁহার জন্মান্তরীণ জ্ঞানও দান করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ সেই সমস্ত লাভে পূর্ণমনোরথ হইলেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক প্রণত হইয়া প্রণত-বৎসল গুরু মহাদেবকে কহিলেন, হে বেদবিদাংবর! যাহাদ্বারা নিত্য স্বধর্ম্মের পালন হইয়া থাকে। কৃপা করিয়া ব্রাহ্মণগণের দিবসের সেই কর্ত্তব্য কার্য্য বলুন। মহাদেব বলিলেন, ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাত্রিবাস ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম সহস্রদল নির্ম্মল ও গ্লানিশূন্য ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ পদ্মমধ্যে গুরুকে এইরূপে চিন্তা করিবেন, যেন সেই উপদেশ-দাতা সর্ব্বদা প্রীত, ঈষৎ হাস্যযুক্ত ও ভক্তবৎসল। তাঁহার বদনকমল নিরন্তর প্রসন্ন ও মূর্ত্তি শান্ত এবং তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। গুরু শিষ্যগণের এইরূপ চিন্তনীয়। ১—৭। গুরুকে এইরূপে ধ্যান করিয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক নির্ম্মল শুক্লবর্ণ বিস্তীর্ণ সহস্রদল হৃৎপদ্মমধ্যে ইষ্টদেবকে চিন্তা করিবে। যে দেবতার যেরূপ ধ্যান, তাঁহাকে সেইপ্রকার চিন্তা করা কর্ত্তব্য। পরে তাঁহার আজ্ঞা লইয়া সময়োচিত কর্ত্তব্য করিবে। প্রথমে গুরুকে ধ্যান, প্রণাম ও যথাবিধি পূজা করিয়া পরে তাঁহার অনুমতি লইয়া ইষ্টদেবের ধ্যান করিবে। যেহেতু গুরুই—ইষ্টদেব এবং তাঁহার মন্ত্র, পূজাবিধি ও জপ প্রদর্শন করাইয়া থাকেন, কিন্তু ইষ্টদেব গুরুকে দর্শন করান না, এজন্য ইষ্টদেব হইতে গুরুই শ্রেষ্ঠ। অধিক কি, গুরু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরস্বরূপ। গুরুই আদ্যা-প্রকৃতি এবং চন্দ্র, অনল, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, মাতা, পিতা ও সুহৃৎ, সমুদায়ই গুরু এবং গুরুই সেই পরমব্রহ্ম, অতএব গুরু অপেক্ষা পূজ্য আর নাই। দেব অভীষ্টদেব রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে সমুদয় দেবতাও রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। যাঁহার প্রতি গুরু প্রসন্ন, তাঁহার পদে পদে জয়। আর যাঁহার প্রতি গুরু রুষ্ট, তাঁহার সর্ব্বদা সর্ব্বনাশ হয়। যে মূঢ় ব্যক্তি গুরুপূজা না করিয়া ভ্রমবশতঃ ইষ্টদেবের পূজা করে, তাঁহার

শত ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়, সন্দেহ নাই। ৮—১৬। স্বয়ং ভগবান্ হরি সামবেদে এইরূপ কহিয়াছেন, এজন্য অভীষ্টদেব হইতে গুরু পূজ্যতম ও উৎকৃষ্ট। মুনিবর! সাধক ব্যক্তি গুরুর ধ্যান ও স্তব করিয়া পরে বেদোক্ত স্থলে বিণ্মূত্র ত্যাগ করিবে। জলে জলসমীপে, সরন্ধ্র প্রদেশে, প্রাণিগণের সমক্ষে, দেবালয় সমীপে. বৃক্ষমূলে, পথে, হলাকৃষ্টস্থানে, শস্যক্ষেত্রে, গোষ্ঠে, নদীর গর্ভে, নদীতীরস্থ গর্ত্তে, পুষ্পোদ্যানে, পঙ্কিলপ্রদেশে, গ্রামের অভ্যন্তরে, মনুষ্যের গৃহসমীপে, শস্থুযুক্ত স্থানে, সেতুতে, শরবণে, শ্মশানে, অগ্নির নিকটে, ক্রীড়াস্থানে, ভয়ঙ্কর অরণ্যে, মঞ্চের অধোদেশে, বৃক্ষচ্ছায়াযুক্তস্থলে দূর্ব্বা বা কুশের উপর, বল্মীক স্থানে, বৃক্ষারোপণ ভূমিতে ও কার্য্যনিমিত্ত পরিষ্কৃত স্থানে মল মূত্র ত্যাগ করিবে না, এই সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া সূর্য্যতাপ-বিবর্জ্জিত স্থানে গর্ত্ত করিয়া মল মূত্র ত্যাগ করিবে। ১৭—২৪। দিবাতে উদঙ্মুখ, রাত্রিতে পশ্চিমাভিমুখ ও সন্ধ্যার সময় দক্ষিণাস্য হইয়া পূর্ব্বোক্ত কার্য্য করিবে। ঐ সময় মৌনী হইবে এবং যেরূপে নাসিকায় গন্ধ না যায়, এরূপে অবস্থান করিবে। বিচক্ষণব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করিয়া তাহা মৃত্তিকাদ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক প্রথমে মৃত্তিকাশৌচ ও পরে জলশৌচ করিবেন। হে নারদ! এক্ষণে তাহার নিয়ম শ্রবণ কর। লিঙ্গে একবার, বাম হস্তে চারিবার ও উভয় হস্তে দুইবার মৃত্তিকালেপন করিলে মূত্রশৌচ হয়, ইহার দ্বিগুণ মৈথুনশৌচ, ও মৈথুনান্তর মূত্রশৌচ ইহার চারিগুণ। ২৫—২৯। লিঙ্গে একবার, গুহ্যে তিনবার, বাম হস্তে দশবার, উভয় হস্তে সাতবার ও পাদদ্বয়ে ছয়বার মৃত্তিকা-লেপনে পুরীষশৌচ হয়, গৃহী ব্রাহ্মণদিগেরই এই ব্যবস্থা। বিধবাদিগের ইহার দ্বিগুণ শৌচ বিহিত এবং সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব, ব্রহ্মর্ষি ও ব্রহ্মচারীদিগের শৌচ গৃহীদিগের চতুর্গুণ কীর্ত্তিত আছে। অনুপনীত ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও সাধারণ স্ত্রীলোকের যে পরিমাণ মৃত্তিকা লেপনে গন্ধ দূর হয়, সেইরূপই তাহাদিগের শৌচের নিয়ম। এতদ্ভিন্ন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শৌচ গৃহী ব্রাহ্মণের তুল্য, কেবল মুনি ও বৈষ্ণবাদির দ্বিগুণ। শুদ্ধিপ্রার্থী ব্যক্তির ইহার ন্যূনাধিক কর্ত্তব্য নহে, কারণ বিধি লঙ্ঘন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। হে নারদ! এক্ষণে আমার নিকট মৃত্তিকাশৌচে মৃত্তিকার নিয়ম সাবধানে শ্রবণ কর; বিপ্রগণ মৃত্তিকাশৌচ করিলেই শুচি ও তাহার ব্যতিক্রমে অশুচি হইয়া থাকেন। ৩০—৩৬। মৃত্তিকাশৌচে বল্মীক, মূষিকোৎখাত জলমধ্যস্থ ও শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা এবং গৃহমৃত্তিকা, আর যে স্থলে প্রাণী মৃত হয়, সেই মৃত্তিকা ও হলোৎখাত এবং কুশমূল, দূর্ব্বামূল, অশ্বত্থমূল আর শয়নস্থান হইতে উত্থিত মৃত্তিকা এবং চতুষ্পথের, গোষ্ঠের, গোষ্পদের শস্যস্থানের ক্ষেত্রের ও উদ্যানের মৃত্তিকা ত্যাগ করিবে। বিপ্রগণ স্নাত বা অস্নাতই হউন, শৌচদ্বারা শুদ্ধি লাভ করেন। ৩৭—৪৩। শৌচবিহীন হইলে সকলকার্য্যে অনধিকারী হন, এজন্য সুধী ব্রাহ্মণ এইরূপ শৌচ করিয়া পরে মুখ প্রক্ষালন করিবেন। অগ্রে ষোড়শ গণ্ডূষ জলে মুখশুদ্ধি বিধান করিয়া, পরে দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্ত মার্জ্জনপূর্ব্বক পুনরায় ষোড়শ গণ্ডূষদ্বারা মুখশুদ্ধি করিবে। হে নারদ! অধুনা দন্তমার্জ্জনকাষ্ঠের নিয়ম শ্রবণ কর। সামবেদের আহ্নিকক্রমে হরি তাহা নিরূপণ করিয়াছেন। অপামার্গ সিন্ধুবার, আম্র, করবী, খদির, শিরীষ, জাতি, পুন্নাগ, শাল, অশোক, অর্জ্জুন, ক্ষীরিবৃক্ষ, কদম্ব, জম্বু, বকুল, বজ্রোডুম্বর ও পলাশ এই সমস্ত বৃক্ষ দন্তমার্জ্জনে প্রশস্ত, আর বদরী নিম্ব, মন্দার, শাল্মলী এবং লতাদি ভিন্ন কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষ ও পিপ্পলী পিয়াল, তিন্তিড়ী, তাড়, খর্জ্জুর, নারিকেল এবং তাল বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ নিষিদ্ধ। ৪৪—৪৮। দন্তশৌচহীন হইলে, সর্ব্বশৌচবর্জ্জিত হইতে হয় এবং শৌচবিহীন অশুচি ব্যক্তি সকল কার্য্যের অনধিকারী। ব্রাহ্মণ এইরূপ শৌচদ্বারা শুচি হইয়া ধৌত বস্ত্রযুগ্ম পরিধান করিবেন এবং পরে পাদপ্রক্ষালন করিয়া, আচমনপূর্ব্বক প্রাতঃসন্ধ্যা করিবেন। যে কুলজ ব্রাহ্মণ, এইরূপ ত্রিসন্ধ্যা সন্ধ্যাবন্দনা করেন, তিনি সমুদয় তীর্থস্নানের ফল প্রাপ্ত হন। আর ত্রিসন্ধ্যাবিহীন হইলে, অশুচি ও সকল কার্য্যে অযোগ্য হন এবং সমুদয় আহ্নিককার্য্য করিলেও তাহার ফল পান না। যিনি প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা না করেন, তিনি শূদ্রের ন্যায় সমুদয় ব্রাহ্মণ-কার্য্যের বহির্ভূত হন। যে ব্রাহ্মণ প্রাতঃসন্ধ্যা ত্যাগ করিয়া অপর উভয় সন্ধ্যার উপাসনা করেন, তিনি প্রত্যহ ব্রহ্মহত্যা ও আত্মঘাতীর পাতকী হন। একাদশী ও সন্ধ্যাবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ, বৃষলীপতির ন্যায় কল্পকাল পর্য্যন্ত কালসূত্রে পতিত হন। প্রাতঃসন্ধ্যা-করণান্তে গুরু ইষ্টদেব, রবি, ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু, আদ্যাশক্তি মায়া, লক্ষ্মী এবং সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া, আজ্য, দর্পণ, মধু ও কাঞ্চন স্পর্শপূর্ব্বক সাধকগণ যথাসময়ে স্নানাদি করিবেন। ৪৯—৫৭। বিচক্ষণ ধর্ম্মশীল ব্যক্তি পরকীয় পুষ্করিণী

অথবা বাপীতে স্নানসময়ে অগ্রে পঙ্ক পিণ্ড উত্তোলনপূর্ব্বক স্নান করিবেন; হে মুনিবর! নদী, নদ, কন্দর বা তীর্থে স্নান করিয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক পুনরায় স্নান করিবেন। মহাত্মা বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-কামনায় ও অন্য গৃহী সকল পাপনাশ-কামনায় সঙ্কল্প করিবেন। ব্রাহ্মণ সঙ্কল্পানন্তর দেহশুদ্ধিকারক বেদোক্ত এই মন্ত্রদ্বারা গাত্রে মৃত্তিকা লেপন করিবেন;—"হে মৃত্তিকে! আমি যে সকল পাপ করিয়াছি, তাহা নষ্ট কর। তুমি অশ্ব, রথ ও বিষ্ণুপাদকর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং নিরন্তর অভ্যন্তরে বসু ধারণ করিতেছ, পূর্ব্বে তুমি বরাহরূপী কৃষ্ণকর্ত্তৃক শত বাহুদ্বারা উদ্ধৃতা হইয়াছ, এক্ষণে গাত্রে আরোহণ করিয়া আমাকে পাপমুক্ত কর, হে মহাভাগে! আমাকে পুণ্য ও স্নান করিতে অনুজ্ঞা দান কর।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া নাভিমাত্র জলে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক চতুর্হস্ত-প্রমাণ মণ্ডল রচনা করিবে, পরে হে তপোধন! তাহাতে হস্ত দান করিয়া তীর্থগণকে আবাহন করিবে। ৫৮—৬৫। যে সকল তীর্থের আবাহন করিতে হইবে, তাহা কহিতেছি, হে গঙ্গে! হে যমুনে! হে গোদাবরি! হে সরস্বতি! হে নর্ম্মদে! হে সিন্ধু! হে কাবেরি! আপনারা এই জলে সন্নিহিত হউন, এইরূপ আবাহনের পর নলিনা, নন্দিনী, সীতা, মহাপথগা মালিনী, বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গা, পদ্মাবতী, ভোগবতী, স্বর্ণরেখা কৌশিকী, দক্ষা, পৃথ্বী, সুভগা, বিশ্বকায়া, শিবা, অসিতা, বিদ্যাধরী, সুপ্রসন্না, লোকপ্রসাদনী, ক্ষেমা, বৈষ্ণবী, শান্তিপ্রদায়িনী, শান্তা, সতী গোমতী, সাবিত্রী, তুলসী, দুর্গা, মহালক্ষ্মী, সরস্বতী কৃষ্ণপ্রাণাধিকা রাধা, লোপামুদ্রা, দিতি, রতি, অহল্যা, অদিতি সংজ্ঞা, স্বধা, স্বাহা, অরুন্ধতী, শতরূপা ও দেবহূতি প্রভৃতিকে স্মরণ করিবে। সুধী ব্যক্তি এইরূপ উভয় স্নানে মহাপবিত্র হইয়া, বাহুমূলে, ললাটে, কণ্ঠদেশে, ও বক্ষঃস্থলে তিলক রচনা করিবে। ললাটে তিলক ধারণ না করিলে স্নান, দান, তপস্যা, হোম, দৈব এবং পিতৃকার্য্য সমস্তই নিষ্ফল হয়। ব্রাহ্মণ তিলক ধারণ করিয়া সন্ধ্যা ও তর্পণাদি সমাপনান্তে যত্নপূর্ব্বক পাদপ্রক্ষালন ও বস্ত্রযুগ্ম পরিধান করিয়া গৃহমধ্যে গমন করিবেন, এই কথা স্বয়ং হরি বলিয়াছেন, পাদপ্রক্ষালন বিনা গৃহে গমন করিলে তাহার স্নান, জপ ও হোমাদি সমুদয় নষ্ট হয়। গৃহী যদ্যপি ক্লিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহে গমন করেন তাহা হইলে লক্ষ্মী কুপিতা হইয়া, তাঁহাকে দারুণ অভিসম্পাত দানপূর্ব্বক গৃহ হইতে প্রস্থান করেন, আর ব্রাহ্মণ উর্দ্ধজঙ্ঘ হইয়া পাদপ্রক্ষালন করিলে, যাবৎ গঙ্গাদর্শন না করেন, তাবৎ চাণ্ডাল হইয়া থাকেন, হে নারদ! পবিত্র সাধকগণ, আসনে উপবেশনপূর্ব্বক আচমন করিয়া, ভক্তিসহকারে সংযতচিত্তে বেদোক্ত পূজা করিবেন। মহর্ষে নারদ! শালগ্রাম, মণি, যন্ত্র, প্রতিমা, জল, স্থল, গোপৃষ্ঠ, গুরু অথবা ব্রাহ্মণ, এই সমস্তই হরিপূজার প্রশস্ত আধার, কিন্তু সমুদয়ের মধ্যে শালগ্রাম-শিলাই অতি প্রশস্ত। ৬৬—৮১। শালগ্রামে সমুদয় দেবগণ অবিষ্ঠিত আছেন, যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলার জলে অভিষিক্ত হন, তিনি সমুদয় তীর্থস্নানের ও সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষার ফল লাভ করেন, আর যিনি ভক্তিপূর্ব্বক প্রত্যহ শালগ্রামশিলার জল পান করেন, তিনি জীবন্মুক্ত হইয়া দেহান্তে গোলোক গমন করেন। হে নারদ! যে স্থানে শালগ্রাম-শিলাচক্র অবস্থিত, সে স্থানে নিশ্চয় সমস্ত তীর্থ ও সচক্র স্বয়ং ভগবান্ বাস করেন! যদি কোন দেহী সেই স্থানে জ্ঞান বা অজ্ঞানপূর্ব্বক মৃত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি রত্নযান দ্বারা কৃষ্ণভবনে গমন করে। সাধু ব্যক্তি শালগ্রাম ব্যতীত অন্যত্র হরিপূজা করেন না, কারণ সেই স্থানে পূজা করিয়া পরিপূর্ণ ফললাভে সমর্থ হন। পূজাধার বর্ণন করিলাম, এক্ষণে শাস্ত্র-সম্মত বহুবিধ হরির পূজার নিয়ম বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। কোন কোন বৈষ্ণব প্রত্যহ ভক্তিপূর্ব্বক হরিকে সুন্দর অথচ পবিত্র ষোড়শ উপকরণ দান করেন, আর কেহ বা দ্বাদশ উপচার অথবা কেহ পঞ্চ উপচারেও হরিপূজা করিয়া থাকেন, ফলতঃ যাহার যে রূপেই ক্ষমতা হউক সকলই ন্যায্য, কারণ, ভক্তিই পূজার মূল॥ ৬৬—৯০। আসন, বস্ত্র, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, পুষ্প, চন্দন, ধূপ, দীপ, উত্তম নৈবেদ্য, গন্ধ, মাল্য, উৎকৃষ্ট কোমল শয্যা এবং সাধার জল, সাধার অন্ন, ও আধারযুক্ত তাম্বূল, এই ষোড়শ উপচার বিহিত আছে। এই সকলের মধ্যে গন্ধ, অন্ন, তাম্বূল ও শয্যাব্যতীত দ্বাদশ উপচার এবং কেবলমাত্র পাদ্য, অর্ঘ্য, জল, নৈবেদ্য ও পুষ্প ইহাই পঞ্চোপচার বলিয়া কথিত। সাধকগণ এই দ্রব্য সকল মূলমন্ত্রদ্বারা অর্পণ করিবেন। গুরূপদেশ সমস্ত কার্য্যে প্রশস্ত। সাধক প্রথমে ভূতশুদ্ধি, পরে প্রাণায়াম ও তৎপরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গন্যাস করিয়া মন্ত্রন্যাস করিবেন। পরে বর্ণন্যাস নির্ব্বাহান্তে অর্ঘ্যস্থাপনপূর্ব্বক ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া তাহার উপর কূর্ম্মদেবের পূজা করিবেন। অনন্তর শঙ্খ জলপূর্ণ করিয়া, সেই স্থানে স্থাপনান্তে যথাবিধি জলের পূজা করিয়া সেই

জলে তীর্থসকলের আবাহন করিবেন। তাহার পর পূজার উপকরণ সকল প্রক্ষালন করিয়া পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক যোগাসন করণান্তে সাধক অনন্যচিত্ত হইয়া শুদ্ধমনে গুরুদত্ত ধ্যান দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া সমস্ত দ্রব্য মূলমন্ত্রদ্বারা দান করিবেন। পরে শাস্ত্রোক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেবতা পূজাপূর্ব্বক মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া পূজিত-দেবোদ্দেশে জপ সমাপন করিবে। অনন্তর বিবিধ উপহার দানপূর্ব্বক স্তব-কবচ পাঠ ও পরে পরিহার করিয়া অবনতমস্তকে দণ্ডবৎ ভূমিতে প্রণাম করিবে। হে মুনে! বিচক্ষণ সাধক এইরূপে দেবপূজান্তে শ্রৌত স্মার্ত্ত অগ্নিযুক্ত যজ্ঞ অর্থাৎ হোমাদি করিয়া পরে মাতৃদেবতা উদ্দেশে পূজোপকরণ দান করিবেন। অতঃপর যথাশক্তি নিত্যশ্রাদ্ধ ও বিভবানুরূপ দান করিয়া, অন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই বেদবিহিত ক্রম। হে নারদ! এই আমি তোমার নিকট বিপ্রগণের দৈনিক কার্য্যের বেদোক্ত উৎকৃষ্ট নিয়ম সকল কহিলাম, এক্ষণে পুনরায় কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ৯১—১০৪।

ব্রহ্মখণ্ডে ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে প্রভো! গৃহী, ব্রাহ্মণ, যতি, বৈষ্ণব, বিধবা ও ব্রহ্মচারীদিগের ভক্ষ্যাভক্ষ্য, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য এবং ভোগ্যাভোগ্য সমুদয় কীর্ত্তন করুন। আপনি সকলের ঈশ্বর ও সকলের কারণ; আপনি সমুদয় জানিতেছেন। ১—২। মহাদেব বলিলেন, কোন ব্রাহ্মণ তপস্বী, কেহ বা চিরকাল নিরাহারী মুনি, কেহ বা সমীরণাহারী এবং কেহ বা ফলাহারী হইয়া কালযাপন করেন। আর কেহ গৃহিণীযুক্ত; যথাকালে অন্নাহার করেন; ফলতঃ সকলের রুচি একরূপ নহে, যাহার যে প্রকার ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ করেন। গৃহী ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বদা হবিষ্যান্নই প্রশস্ত, কিন্তু তাহা নারায়ণের অনিবেদিত হইলে, অভক্ষ্য হয়। বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন—বিষ্ঠা ও জল মূত্রস্বরূপ জানিবে। আর একাদশীতে অন্নাহার করিলে, তাহা বিষ্ঠা-মূত্রস্বরূপ ও সর্ব্বপাপজনক হয়। অধিক কি হরিবাসরে ব্রাহ্মণ ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্নাহার করিলে তাহার ত্রৈলোক্যজনিত সমস্ত পাপ ভোজন করা হয় সন্দেহ নাই। এজন্য হে নারদ! গৃহী ব্রাহ্মণ একাদশী উপস্থিত হইলে, কোন মতে অন্ন ভোজন করিবে না। গৃহী ব্রাহ্মণ শৈব, শাক্ত অথবা বৈষ্ণব যাহা কেন হউন না একাদশীতে অন্নাহার করিলে, কালসূত্রে গমন করেন এবং সেই স্থানে শালবৃক্ষপ্রমাণ কৃমিগণকর্ত্তৃক ভক্ষিত ও বিণ্মূত্রভোজী হইয়া চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করেন। এতদ্ভিন্ন জন্মাষ্টমী, শ্রীরামনবমী ও শিবরাত্রি দিবসে যিনি ভোজন করেন, তিনি ইহা অপেক্ষা দ্বিগুণতর পাতকী হন। কিন্তু উপবাসে অসমর্থ হইলে, ফলমূল ভোজন ও জল পান করিবেন। কারণ উপবাস জন্য শরীর নষ্ট হইলে, আত্মহত্যার পাপ হয় অথবা একবার বিষ্ণুর নিবেদিত হবিষ্যান্ন ভোজন করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র প্রত্যবায় নাই বরং উপবাসের ফল লাভ করিবেন। গৃহী ব্রাহ্মণ ভারতে একাদশীর দিন অনাহারী হইলে, ব্রহ্মার বয়ঃপর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে বাস করেন। ৩—১৪। হে নারদ! শৈব শাক্ত প্রভৃতি গৃহীগণের ইহাই নিয়ম, কিন্তু বৈষ্ণব যতি ও ব্রহ্মচারীদিগের ইহা বিশেষরূপে জানিবে। যে বৈষ্ণব প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য ভোজন করেন, তিনি নিত্য শত উপবাসের ফলভাগী হন। তিনি জীবন্মুক্ত। অধিক কি, সমুদয় দেবগণ তাঁহার স্পর্শ প্রত্যাশা করেন, তাঁহার সহিত আলাপ ও তাঁহাকে দর্শন করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। দুইবার পক্ব অন্ন ও চিপিটক দেশবিশেষে শুদ্ধ বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে ভোজনে বা দেবোদ্দেশে নিবেদনে প্রশস্ত নহে। হে ব্রহ্মন্! যতি, বিধবা ও ব্রহ্মচারীদিগের তাম্বূলের ন্যায় উক্ত উভয় বস্তু অভক্ষ্য। হে বিপ্রেন্দ্র! বিধবা, যতি, ব্রহ্মচারী ও তপস্বীদিগের পক্ষে তাম্বূল নিশ্চয় গোমাংসতুল্য। হে নারদ! এক্ষণে সামবেদের আহ্নিক ক্রমে হরি কথিত সমুদয় ব্রাহ্মণগণের অভক্ষ্য বস্তু শ্রবণ কর। ১৫—২১। তাম্রপাত্রে দুগ্ধ পান, উচ্ছিষ্ট ঘৃত ভোজন, এবং লবণের সহিত দুগ্ধ পান করিলে গোমাংস ভক্ষণ হইয়া থাকে। আর কাংস্য পাত্রস্থ নারিকেলোদক, তাম্র পাত্রস্থ মধু ও যাবতীয় ইক্ষুসম্ভব বস্তু মদ্যতুল্য হয় সংশয় নাই। ব্রাহ্মণ বামহস্তে উত্তোলনপূর্ব্বক জলপান করিলে, সুরাপায়ী ও সর্ব্বধর্ম্ম বহির্ভূত হন। মুনে! হরির অনিবেদিত অন্নাদি, ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন, এবং পীতাবশিষ্ট জল গোমাংসসদৃশ। কার্ত্তিক মাসে বার্ত্তাকু, মাঘ মাসে মূলক ও হরি-শয়নে কলম্বী-গোমাংসতুল্য। সকল দেশে সমস্ত ব্রাহ্মণেরই, শ্বেত তাল, মসূর ও মৎস্য পরিত্যাজ্য। ব্রাহ্মণ ইচ্ছাক্রমে মৎস্য ভোজন করিলে, ত্রিরাত্রি উপবাস ও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবেন। প্রতিপদ্‌তিথিতে কুষ্মাণ্ড ভোজন করিলে

অর্থনাশ হয়, দ্বিতীয়াতে বৃহতীভোজনে ও হরিস্মরণে অনধিকার হয়। তৃতীয়াতে পটোল অভক্ষ্য ও শত্রুবৃদ্ধিকর, চতুর্থীতে মূলকভোজন ধননাশক। পঞ্চমীতে বিল্বভক্ষণ কলঙ্ক-কারক, এবং ষষ্ঠীতে নিম্ব ভোজন করিলে তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্তি হয়। সপ্তমীতে তালভক্ষণ মনুষ্যের রোগের কারণ, আর শরীর নাশের হেতু। অষ্টমীতে নারিকেল ভক্ষণ করিলে বুদ্ধিনাশ হয়, এবং নবমীতে অলাবু ও দশমীতে কলম্বী, গোমাংসস্বরূপ একাদশীতে শিম্বী ও দ্বাদশীতে পূতিকাভোজন নিষিদ্ধ, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকুভোজন পুত্রনাশক। হে মুনে! গৃহীদিগের চতুর্দ্দশীতে মাষভক্ষণ ও অমাবস্যা পূর্ণিমাতে মাংসভোজন মহাপাপকর। ২২—৩৫। গৃহিগণ অন্যদিবসে প্রোক্ষিত মাংস ভোজন করিতে পারেন। হে নারদ! প্রাতঃস্নানে, শ্রাদ্ধদিনে, ব্রতবাসরে, অমাবস্যা-পূর্ণিমাতে, সংক্রান্তি-দিবসে, এবং চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে সর্ষপ তৈল ও পক্ব তৈল প্রশস্ত। রবিবারে, শ্রাদ্ধদিনে বা ব্রতাহে স্ত্রী-সম্ভোগ, তিল-তৈলমর্দ্দন, মাষ ও রক্তশাকভক্ষণ এবং কাংস্যপাত্রে ভোজন নিষিদ্ধ। হরিশয়নে কূর্ম্মমাংস প্রোক্ষিত হইলেও নিষিদ্ধ, দিবাতে স্ত্রী-সম্ভোগ সর্ব্ববর্ণের পক্ষেই গর্হিত। রাত্রিতে দধিভোজন, উভয় সন্ধ্যা ও দিনে শয়ন, এবং রজস্বলা স্ত্রী গমন নরকের কারণ হে বিপ্রর্ষে! রজস্বলা, অবীরা, পুংশ্চলী ও শূদ্রযাজক ইহাদের অন্ন, শূদ্র-শ্রাদ্ধান্ন, অভক্ষ্যান্ন এবং বৃষলীপতির বার্দ্ধুষিকের, গণকের অগ্রদানী ব্রাহ্মণের ও চিকিৎসাকারকের অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে। হস্তা, চিত্রা ও শ্রবণা নক্ষত্রে তৈল অগ্রাহ্য এবং মূলা, মৃগশিরা ও ভাদ্রপদনক্ষত্রে বিহিত মাংসও গোমাংসতুল্য। ব্রাহ্মণগণ অমাবস্যা ও কৃত্তিকানক্ষত্রে ক্ষৌর ত্যাগ করিবেন। মৈথুন ও ক্ষৌরকার্য্যের পর যিনি দেবতা বা পিতৃগণের তর্পণ করেন, তিনি নরকগামী হন এবং তাঁহার প্রদত্ত জল রুধিরতুল্য হয়। হে নারদ! যাহা কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য এবং যাহা ভোজ্য বা অভোজ্য, সে সমুদয় তোমাকে কহিলাম। এক্ষণে পুনরায় কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? । ৩৬—৪৬।

ব্রহ্মখণ্ডে সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

———

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, জগন্নাথ! হে জগদ্‌গুরো! আপনার প্রসাদে সমুদয় শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে আপনি ব্রহ্মস্বরূপ কীর্ত্তন করুন। হে প্রভো! পরমেশ্বর ব্রহ্ম সাকার না নিরাকার? এবং সবিশেষ বা নির্ব্বিশেষ? তিনি দৃশ্য বা অদৃশ্য? দেহিগণে লিপ্ত বা অলিপ্ত? তাঁহার প্রশস্ত লক্ষণই বা কি? বেদেই বা তাঁহার কি প্রকার নিরূপণ হইয়াছে? আর প্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত না ব্রহ্মস্বরূপিণী? বেদে তাঁহার সারভূত কি লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে? উভয়ের মধ্যে সৃষ্টিবিষয়ে কাহার প্রাধান্য? হে সর্ব্বজ্ঞ! বিচারপূর্ব্বক এই সকল বিষয় আমাকে উপদেশ দিউন। ভগবান্ পঞ্চবক্ত্র নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাকে ব্রহ্মনিরূপণ-বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১—৬। বৎস! তুমি যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, ইহা অতিশয় গূঢ় ও উৎকৃষ্ট জ্ঞানসাধ্য; হে নারদ! ইহা বেদ ও পুরাণে অতি দুর্লভ। আমি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অনন্ত, ধর্ম্ম এবং মহান্ বিরাট্—আমরাই বেদে ব্রহ্মের প্রকৃততত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারি নাই। হে বেদবিদাংবর! আমরা বেদে যাহা বিশেষণযুক্ত এবং দৃশ্য ও প্রত্যক্ষ, তাহারই নিরূপণ করিয়াছি। পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠে আমি, ধর্ম্ম ও ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলে, হরি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ বলিতেছি, শ্রবণ কর। উহা সমুদয় তত্ত্বের সারভূত, অজ্ঞানান্ধের লোচন এবং ভেদভ্রমরূপ অন্ধকারের ধ্বংসকারী উৎকৃষ্ট প্রদীপস্বরূপ। সনাতন পরমব্রহ্ম, পরমাত্মার স্বরূপ এবং দেহমাত্রে অবস্থিত ও দেহিগণের সমস্ত কর্ম্মের সাক্ষী। দেহীদিগের পঞ্চপ্রাণ স্বয়ং বিষ্ণু, মন প্রজাপতি ব্রহ্মা, আমি সমুদয় জ্ঞানস্বরূপ ও ঈশ্বরী প্রকৃতি শক্তিরূপা। কিন্তু আমরা সকলেই পরমাত্মার অধীন, তিনি অবস্থিতি থাকিলেই আমরা অবস্থান করি, এবং তিনি গমন করিলেই নৃপতির অনুগত ব্যক্তির ন্যায় তাহার পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকি। জীব, তাঁহার প্রতিবিম্বস্বরূপ; তিনিই কর্ম্মের ফলভোগী, যেরূপ জলপূর্ণ ঘটে চন্দ্র সূর্য্যের প্রতিবিম্ব থাকে, আর ঘট ভগ্ন হইলে সেই বিম্ব চন্দ্র-সূর্য্যেই বিলীন হয়, তদ্রূপ সৃষ্টি ভগ্ন হইলে জীব সেই ব্রহ্মেই লীন হন। ৭—১৬। হে বৎস! এই জগৎসংসার বিনষ্ট হইলে এক ব্রহ্মই বিদ্যমান থাকেন, আমরা ও চরাচর সমুদয় বিশ্ব তাঁহাতেই লীন হই। সেই ব্রহ্ম মণ্ডলাকার জ্যোতিঃস্বরূপ, এবং গ্রীষ্মকালীন কোটি কোটি মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সেই জ্যোতির প্রভা। সেই জ্যোতি আকাশের ন্যায় বিস্তীর্ণ, সর্ব্বব্যাপক এবং অব্যয়। যোগিগণই তাঁহাকে চন্দ্রের ন্যায় সুখে দর্শন করিয়া থাকেন। যোগিগণ, সেই তেজঃপুঞ্জকে সর্ব্বমঙ্গলময় সনাতন

পরব্রহ্ম বলিয়া দিবানিশি ধ্যান করেন। সেই পরমাত্মা ঈশ্বর, নিরীহ, নিরাকার, স্বেচ্ছাময়, স্বতন্ত্র, এবং সমস্ত কারণের কারণ। তিনি পরমানন্দের স্বরূপ ও পরমানন্দের কারণ, সেই পরমপুরুষ নির্গুণ এবং প্রকৃতি হইতে পৃথক্, সর্ব্ববীজ-স্বরূপিণী প্রকৃতিও তাঁহাতে লীনা হন। মুনে! যে প্রকার, অগ্নিতে দাহিকাশক্তি, সূর্য্যে প্রভা, দুগ্ধে ধবলতা, জলে শৈত্য, গগনে শব্দ ও পৃথিবীতে গন্ধ—স্বভাবসিদ্ধ, সেইরূপ নির্গুণা প্রকৃতিও নির্গুণ ব্রহ্মের স্বাভাবিক গুণমাত্র। হে বৎস! সেই পরব্রহ্মই সৃষ্টিসময়ে অংশদ্বারা সগুণ প্রকৃত বিষয়ী পুরুষরূপে পরিণত হন। সেই সময় উক্ত প্রকৃতিও ত্রিগুণাত্মিকা হইয়া ছায়া-রূপে তাঁহাতে আসক্তা হইয়া থাকেন। ১৭—২৬। মুনিবর! কুলাল যে প্রকার মৃত্তিকাদ্বারা ঘটনির্ম্মাণে সক্ষম, তদ্রূপ পরব্রহ্মও প্রকৃতিদ্বারা সৃষ্টিকরণে সমর্থ, আর স্বর্ণকার যেরূপ স্বর্ণের সাহায্যে কুণ্ডলরচনায় সমর্থ, সেইরূপ ব্রহ্মও তাঁহার সহিত সৃষ্টিকার্য্যে ক্ষমবান্! কিন্তু মৃত্তিকা যেরূপ নিত্য, কুম্ভকারের সৃষ্ট বস্তু সেরূপ নহে। নিত্য স্বর্ণকেও স্বর্ণকার যেমন সৃষ্টি করে না, সেইপ্রকার পরব্রহ্ম ও প্রকৃতি উভয়েই নিত্য; সুতরাং সৃষ্টিবিষয়ে উভয়ের সমান প্রাধান্য—কেহ কেহ এইরূপ কহিয়া থাকেন। আর কুলাল ও স্বর্ণকার যেরূপ মৃত্তিকা ও স্বর্ণের আহরণকর্ত্তা, কিন্তু মৃত্তিকা ও স্বর্ণ যে তাহাদের আহরণে সমর্থ নহে; এজন্য হে নারদ! ব্রহ্মই প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ, এইরূপও কেহ কেহ কহেন। কেহ বলেন, সেই ব্রহ্মই স্বয়ং প্রকৃতি ও পুরুষ। আর প্রকৃতি ব্রহ্মাতিরিক্তা, ইহাও কেহ কেহ কহিয়া থাকেন হে ব্রহ্মন্! ফলতঃ সেই ব্রহ্মই পরম ধাম ও সকল কারণের কারণ, বেদে এইরূপই সেই ব্রহ্মের লক্ষণ শ্রুত আছি এবং ব্রহ্ম সকলের আত্মা, নির্লিপ্ত ও সাক্ষিস্বরূপ এবং তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সকলের আদি, ইহাও বেদসম্মত; আর সর্ব্ব-বীজস্বরূপিণী প্রকৃতি সেই ব্রহ্মের শক্তি, যেহেতু সেই শক্তিই ব্রহ্মে অবস্থিত, ইহাই প্রকৃতির লক্ষণ।২৭—৩৬। যোগিগণ সেই তেজঃস্বরূপ ব্রহ্মকেই নিরন্তর ধ্যান করেন, কিন্তু সূক্ষ্ম-বুদ্ধি ভক্ত বৈষ্ণবগণ তাহা স্বীকার করেন না। কারণ তাঁহারা কহেন, তেজের আধারস্বরূপ কোন পুরুষ ভিন্ন কাহার সেই আশ্চর্য্য তেজ ধ্যান করিবে? দেখ কারণ-ব্যতীত কখনই কার্য্য হয়না; সুতরাং তেজে আধার না থাকিলে, কিরূপে কেবল তেজ সন্তস্থিতে পারে? এজন্য তাঁহারা তাহার মধ্যগত মনোহর রূপের চিন্তা করেন। স্বেচ্ছাময় সাকার পরমাত্মরূপী পুরুষের কোটি সূর্য্যসম-প্রভ মণ্ডলাকার সেই তেজোমধ্যে নিত্য স্থূল অথচ প্রচ্ছন্ন লক্ষকোটি-যোজন-বিস্তৃত ও চতুরস্র গোলোক নামে এক স্থান আছে। সেই গোলোকধাম অতি সুদৃশ্য, চন্দ্রমণ্ডলের সদৃশ গোলাকার, উৎকৃষ্ট রত্ন-বিনির্ম্মিত এবং স্বেচ্ছাক্রমে নিরাধারে অবস্থিত। তাহা বৈকুণ্ঠ হইতে পঞ্চাশৎ-কোটি যোজন উর্দ্ধে অবস্থিত; গো, গোপ, গোপীগণ ও কল্পবৃক্ষে সমন্বিত, কামধেনু-সমূহে ব্যাপ্ত, রাসমণ্ডল-সুশোভিত এবং বৃন্দাবন-বনে সমাচ্ছন্ন। বিরজা-নদী উহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, আর উহা শতশৃঙ্গনামক পর্ব্বতের শতশৃঙ্গে বিরাজিত এবং লক্ষকোটী মনোহর আশ্রমে সুশোভিত ও সেই সকল আশ্রমে মনোহর শত শত ভবন বিরাজমান আছে। ৩৭—৪৫। উক্ত গোলোকধাম পরিখাযুক্ত, প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ও পারিজাতবনে সুশোভিত এবং তত্রস্থ আশ্রম সকল কৌস্তুভেন্দ্রমণি-নির্ম্মিত-কলসসমূহদ্বারা অতিশয় উজ্জ্বল, উৎকৃষ্ট হীরক-নির্ম্মিত সোপান পরম্পরায় সুশোভিত এবং উৎকৃষ্ট মণির সারভাগে নির্ম্মিত, দর্পণসদৃশ নির্ম্মল কপাটযুক্ত, নানাপ্রকার চিত্র বিচিত্র বস্ত্র সমূহে পরিপূর্ণ, ষোড়শ তোরণে সুশোভিত এবং রত্নদীপে আলোকিতা, ঐ গোলোক পুরীর মধ্যে অমূল্য রত্ননির্ম্মিত চিত্র বিচিত্র রমণীয় সিংহাসনে সেই পরাৎপর পরমেশ্বর বিরাজমান আছেন। তাঁহার মূর্ত্তি নূতন জলধরের ন্যায় শ্যামবর্ণ ও কিশোরবয়স্ক শিশুর তুল্য। তাঁহার লোচনদ্বয় শরৎকালীন মধ্যাহ্ন সূর্য্যকে পরাভব করিয়াছে। তাঁহার আনন শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের শোভাচ্ছাদক। ফলতঃ তিনি সৌন্দর্য্যগুণে কোটীকন্দর্পের লাবণ্যকেও তিরস্কার করিতেছেন। সেই সস্মিত সুপ্রশস্ত মুরলী-হস্ত মঙ্গলময়ের মূর্ত্তি কোটীচন্দ্রের প্রভাপ-হারী পুষ্ট এবং শ্রীযুক্ত। বহ্নি-সদৃশ পীতবর্ণ বসনযুগলে তাঁহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সর্ব্বাঙ্গে চন্দন ও বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভমণি বিরাজ করিতেছে। সেই ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা-যুক্ত ভগবান্, আজানুলম্বিত মালতীমালা, বনমালা ও মণিমাণিক্যে বিভূষিত। ৪৬—৫৪। তাঁহার চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ, মস্তকে উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত মুকুট, চরণদ্বয়ে রত্নময় নূপুর এবং হস্তে রত্নবলয় ও রত্নকেয়ূর বিরাজমান। তাঁহার গণ্ডস্থল রত্নকুণ্ডল যুগলে সুশোভিত, মুখমণ্ডল মুক্তাশ্রেণী-বিনিন্দিত দন্তনিচয়ে অতি মনোহর। তাঁহার অধর ও ওষ্ঠ পরিপক্ক বিম্বফল তুল্য, নাসিকা উন্নত। স্থিরযৌবনা গোপীকাগণ নানাপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করত সস্মিতবদনে

সাদরে তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছে। সুরেন্দ্র মুনীন্দ্র, মুনি ও মানবেন্দ্রগণ আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, অনন্ত ও ধর্ম্মপ্রভৃতি দেবগণ সানন্দে নিরন্তর তাঁহাকে বন্দনা করিতেছেন। সেই ভক্তানুগ্রহকারক সুরসিক রাসেশ্বরই, ভক্তজনের প্রিয় ও ঈশ্বর। হে মুনে! আমাদিগের ধ্যেয় সেই রাধাবক্ষঃস্থল-বিহারী পরমাত্মা ঈশ্বরকে বৈষ্ণবগণ এইরূপে নিরন্তর চিন্তা করেন। মুনিবর! পরমব্রহ্ম ভগবান্ সনাতন, অবিনশ্বর, স্বেচ্ছাময়, নির্গুণ, নিরীহ ও প্রকৃতি হইতে অতীত। তিনি সকলের আধার ও কারণ; তিনি সর্ব্বজ্ঞ, অধিক কি তিনিই সর্ব্ব ও সকলের ঈশ্বর, সকলের পূজ্য। তিনি সমুদয় সিদ্ধি প্রদান করেন। সকলের আদি সেই স্বয়ং ভগবানই দ্বিভুজ ও গোপবেশ ধারণ করিয়া গোলোকধামে গোপবেশধারী পার্ষদগণে পরিবেষ্টিত আছেন। ৫৫—৬৪। সেই শ্রীমান্ রাধিকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই পরিপূর্ণতম। ইনিই সকলের অন্তরাত্মা ও সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বত্রই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কৃষি শব্দে "সর্ব্ব" ও ণ শব্দে "আত্মা" বোধ হয়, এজন্য সর্ব্বাত্মা পরব্রহ্মের নাম কৃষ্ণ হইয়াছে। অথবা কৃষি কিনা "সর্ব্ব" আর ণ অর্থাৎ "আদি" একারণ সেই সর্ব্বাদিপুরুষ কৃষ্ণনামে অভিহিত হন। সেই ভগবান্ কৃষ্ণই অংশদ্বারা বৈকুণ্ঠধামে চতুর্ভুজ ও চতুর্ভুজ পার্ষদগণে বেষ্টিত হইয়া কমলার সহিত বিহার করিতেছেন। সেই জগৎপ্রভুই কলাদ্বারা বিষ্ণুরূপ ধারণপূর্ব্বক সমুদয় রক্ষা করিতেছেন। তিনি চতুর্ভুজ এবং ক্ষীরোদ নন্দিনীর পতি ও শ্বেতদ্বীপবিহারী। হে নারদ! আমি তোমার নিকট এই পরমব্রহ্ম-নিরূপণ বর্ণন করিলাম। আমরা নিরন্তর অভিলষিত পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই ধ্যান, সেবা ও চিন্তা করিয়া থাকি। হে শৌনক! শঙ্কর এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, নারদ তাঁহাকে গন্ধর্ব্বরাজকৃত স্তোত্রদ্বারা স্তব করিলেন। পরে অনাদিনিধন ভগবান্ মৃত্যুঞ্জয় মুনিবর নারদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, সকলের প্রার্থনীয় উৎকৃষ্ট জ্ঞান নারদকে দান করিলেন। অনন্তর মুনিবর, হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, তদাজ্ঞায় পুণ্যভূমি নারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন। ৬৫—৭৩।

ব্রহ্মখণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

সৌতি কহিলেন, অনন্তর দেবর্ষি নারদ, নারায়ণ ঋষির বদরী বন সংযুক্ত আশ্চর্য্য আশ্রম দর্শন করিলেন। ঐ আশ্রম, বিবিধ ফলপূর্ণ বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত। পুংস্কোকিলগণের কুহুরবে উহার চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত হইতেছে। ঐ আশ্রম যদিচ করীন্দ্র, কেশরীন্দ্র এবং শার্দ্দূলসমূহে বেষ্টিত; কিন্তু ঋষিবরের প্রভাবে হিংসা-ভয়-পরিশূন্য, মহা-অরণ্য বিশিষ্ট অগম্য অথচ স্বর্গ হইতে অধিক মনোহর। চন্দন ও পারিজাতবনে পরিপূর্ণ সেই বদরীকাননে সিদ্ধেন্দ্র ও মুনীন্দ্রগণের তিনকোটি আশ্রম বিরাজমান; পরে নারদ আশ্রমস্থ সভামধ্যে মনোহর ঋষিবরকে সন্দর্শন করিলেন, তাঁহার সূর্য্যের ন্যায় প্রভা এবং চতুর্দ্দিকে ত্রিষষ্টিকোটি সিদ্ধেন্দ্রগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন এবং তিনি পঞ্চাশৎকোটি ঋষীন্দ্রগণে পরিবৃত, ও সস্মিতবদন। বিদ্যাধরীগণের নৃত্যদর্শনে সমুৎসুক গন্ধর্ব্বগণ, মনোহর কৃষ্ণগুণসঙ্গীতে তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিতেছে, সেই যোগীদিগের গুরু রমণীয় রত্নসিংহাসনে সমাসীন রহিয়াছেন। তিনি নিরন্তর পরব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করিতেছেন। হে শৌনক! নারদ তাঁহাকে দর্শনমাত্রে প্রণাম করিলেন; তিনিও নারদকে দেখিয়া সহসা গাত্রোত্থান করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক পরম আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং সস্নেহে কুশল জিজ্ঞাসানন্তর অতিথিসৎকারপূর্ব্বক রম্য রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। মহর্ষি নারদ পথশ্রমশূন্য হইয়া সেই ভগবান্ সনাতন ঋষিশ্রেষ্ঠকে কহিতে লাগিলেন। ১—১১। হে প্রভো! আমি পিতৃসন্নিধানে সমুদয় বেদ অধ্যয়ন ও যোগিশ্রেষ্ঠ শঙ্কর সন্নিকটে জ্ঞানলাভ করিয়াও চঞ্চলচিত্তকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছি না। আমি মনঃপ্রেরিত হইয়াই আপনার পাদপদ্ম দর্শন করিয়াছি। হে প্রভো! এক্ষণে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছা করি। যাহাতে কৃষ্ণের গুণ কীর্ত্তন আছে ও যাহার লাভে জন্ম, মৃত্যু, জরা বিনষ্ট হয়, হে বিভো! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সুরপতি ও অন্যান্য সুরগণ এবং বিচক্ষণ মুনি ও মনুগণ কাহার চিন্তা করিয়া থাকেন? আর কাহা হইতে সৃষ্টি ও কাহাতেই বা সমুদয় লীন হইয়া থাকে? এবং সর্ব্বকারণ সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুই বা কে? আর সেই জগৎপতি পরমেশ্বরের রূপ ও কর্ম্মই বা কি প্রকার? আপনি বিচারপূর্ব্বক এই সমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করুন। ভগবান্ ঋষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক ভুবনপাবনী পবিত্র কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। ১২—১৮।

ব্রহ্মখণ্ডে ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, নারদ! গণপতি, বিষ্ণু, মহাদেব এবং ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবগণ, মনুগণ, মুনীন্দ্রগণ, সরস্বতী, দুর্গা, ত্রিপথগা গঙ্গা ও কমলা প্রভৃতি সকলেই ভগবান্ হরির চরণারবিন্দ ধ্যান করিয়া থাকেন। যিনি, কলত্রাদিরূপ-সর্পগণে পরিবেষ্টিত অতি ভয়ঙ্কর গভীর সংসারসাগর লঙ্ঘনপূর্ব্বক হরির দাসত্ব প্রার্থনা করেন, তিনি ভগবান্ শ্রীহরির পাদপদ্ম ধ্যান করেন। সমুদয় বেদ ও বেদাঙ্গে যাঁহার কীর্ত্তিকলাপ বর্ণিত আছে, এবং যে ব্যক্তি নিরন্তর জন্ম ও অন্তকাদি-ভয়ে এবং শোকবশে বিদীর্ণ হইতেছেন, তিনি বেদ বেদাঙ্গের বিধানকর্ত্তা বিধাতারও বিধাতা, সেই ভগবানের চরণারবিন্দ ধ্যান করিয়া থাকেন। যিনি বরাহরূপে দশনের অগ্রভাগদ্বারা পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছেন এবং যে বিরাটমূর্ত্তির লোমকূপসমূহে অনন্ত বিশ্ব বিরাজ করিতেছে, প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ সেই ভগবান্ পরমেশ্বরের চরণারবিন্দ, সকলেই চিন্তা করেন। জগতের বিধানকারী ব্রহ্মা যাঁহার নিমেষমাত্রে পতিত হন, হে মুনিবর বৎস নারদ! ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি তাঁহার কর্ম্ম কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হয়? অতএব তুমিও নিরন্তর সাদরে সেই হরির চরণারবিন্দ চিন্তা করিতে থাক। তোমরা, আমরা এবং সুরপতি, মনুগণ ও মুনীন্দ্র সকল সেই ভগবানের কলাকলাংশমাত্র। আর ব্রহ্মা মহেশ্বরাদি দেবগণ ও মহান্ বিরাট্ তাঁহার কলাবিশেষ। অধিক কি যে অনন্তদেব সচরাচর সমুদয় বিশ্ব মস্তকে ধারণ করিতেছেন, তিনিই গজারূঢ় মশকের ন্যায় কূর্ম্মোপরি অবস্থিত, কিন্তু সেই কূর্ম্মই শ্রীকৃষ্ণের কলাকলাংশমাত্র। হে ব্রহ্মপুত্র! পরমেশ্বর গোলোকনাথের নির্ম্মল যশোরাশি, সমস্ত বেদ ও পুরাণ স্পষ্টরূপে বর্ণন করিতে পারেন নাই এবং ব্রহ্মাদি দেবতাও কীর্ত্তন করিতে অসমর্থ, হে নারদ! তুমি সেই সর্ব্বেশ্বরকে ভজনা কর। যে বিশ্বাধার হরির সমুদয় বিশ্বে বিধাতা বিষ্ণু ও রুদ্র বিরাজমান আছেন, কিন্তু সমুদয় বেদ ও দেবগণ তাঁহার সংখ্যানিরূপণে অশক্ত; অতএব হে নারদ! তুমি সেই পরমেশ্বরের ভজনা কর। সেই বিধাতার বিধাতা, জগৎপ্রসবিনী সনাতনী প্রকৃতির সাহায্যে সমুদয় সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং প্রকৃতির উপাসক ব্রহ্মাদি সকলে, ভক্তিদায়িনী লক্ষ্মীকেই প্রকৃতি বলিয়া ভজনা করেন। ১—১০। সনাতন পরমেশ্বর যাঁহার সাহায্যে সমুদয় সৃষ্টি করিয়া থাকেন সেই ব্রহ্মস্বরূপা প্রকৃতি পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন নহেন এবং এই বিশ্বসংসারে সমুদয় স্ত্রীগণ তাঁহারই অংশ, মায়ারূপে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই মায়ায় সকলেই বিমোহিত। সেই সর্ব্বোৎকৃষ্টা সনাতনী নারায়ণী মায়া পরমাত্মপুরুষের শক্তিস্বরূপ, অধিক কি, আত্মেশ্বরও তাঁহা দ্বারা শক্তিমান্; সেই প্রকৃতি ভিন্ন তিনি কোনক্রমে সৃষ্টিসাধনে সমর্থ নহেন। হে বৎস! এক্ষণে তুমি গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বিবাহ কর, কারণ পিতৃনিয়োগ পালন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, দেখ যে ব্যক্তি গুরু-আজ্ঞার বশবর্ত্তী হন, তিনি সর্ব্বত্রই নিরন্তর পূজ্য ও বিজয়ী হইয়া থাকেন। আর যে ব্যক্তি নিজ পত্নীকে বস্ত্র, অলঙ্কার ও চন্দনাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন, দ্বিজগণ পূজিত হইলে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় প্রকৃতি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্টা হন। সেই প্রকৃতিই সমুদয় বিশ্বমধ্যে মায়াবলে যোষিৎরূপে অবতীর্ণ; সুতরাং যোষিৎগণের অপমান করিলে তাঁহারই অপমান করা হয়; এবং পতিপুত্রবতী সতী দিবা রমণীকে পূজা করিলে সেই সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী প্রকৃতিই পূজিতা হইয়া থাকেন। সেই পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী সনাতন বিষ্ণুমায়া প্রকৃতি, অদ্বিতীয়া হইলেও সৃষ্টি-সময়ে পঞ্চবিধ হইয়াছেন। যিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সকল কান্তা অপেক্ষা প্রেয়সী ও প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি রাধিকা নামে কীর্ত্তিতা। সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী যিনি নারায়ণের প্রিয়া, তিনি লক্ষ্মী ও যিনি রাগরাগিণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং সকলের পূজ্যা তিনি সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধা। আর যিনি বেদমাতা ও বিধাতার পূজ্যারূপা প্রিয়তমা, তিনি সাবিত্রী এবং যাঁহার পুত্র গণেশ ও যিনি শঙ্করের প্রিয়া, তিনি দুর্গা নামে অভিহিতা। এক মূল প্রকৃতিই এই পঞ্চরূপে বিরাজ করিতেছেন। ১১—২০।

ব্রহ্মখণ্ডে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্রহ্মখণ্ড সম্পূর্ণ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

প্রকৃতিখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, সৃষ্টিকার্য্যে দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী, এই পঞ্চ প্রকার প্রকৃতি উক্ত হইয়াছে; কিন্তু জ্ঞানীদিগের সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠা সেই প্রকৃতি আবির্ভূতা হইলেন কেন? তাঁহার লক্ষণ কি? এবং কেনই বা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইলেন? তাঁহাদের সমস্তের চরিত, পূজাবিধান, গুণ ও ইচ্ছা-বিষয়ীভূত কার্য্য এবং কিজন্য তাঁহারা অবতীর্ণ হইয়াছেন? তাহাই আমাকে সুবিশদরূপে বলুন। ১—৩। নারায়ণ বলিলেন, বৎস নারদ! প্রকৃতির লক্ষণ কোন্ ব্যক্তি বর্ণন করিতে সক্ষম হইবে? তথাপি শিবমুখে যাহা কিছু শ্রুত হইয়াছি, তাহা বলিতেছি;—প্র—শব্দে "প্রকৃষ্টার্থ" বুঝায় এবং কৃতি শব্দের অর্থ "সৃষ্টি" অতএব সৃষ্টিকার্য্যে যিনি প্রকৃষ্টা তিনিই প্রকৃতি দেবী এইটী কথিত হইয়াছে। শ্রুতিতে প্র শব্দে প্রকৃষ্ট সত্ত্বগুণ, কৃ শব্দে রজোগুণ, তি শব্দে তমোগুণ—এইরূপ কথিত আছে;—তাহা হইলে যিনি ত্রিগুণাত্মিকা সর্ব্বশক্তি-সম্পন্না এবং সৃষ্টি-ব্যাপারে প্রধানা তাঁহাকেই প্রকৃতি বলে। 'প্র' শব্দের অর্থ প্রথম এবং 'কৃতি' শব্দের অর্থ সৃষ্টি—অতএব যিনি সৃষ্টির আদিভূতা, তিনিই প্রকৃতি। প্রধান পুরুষ পরমাত্মা যোগের দ্বারা স্বয়ং দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন, তাহার অঙ্গের দক্ষিণ ভাগ পুরুষ ও বাম ভাগ প্রকৃতিস্বরূপ হইল। সেই প্রকৃতি ব্রহ্মস্বরূপা, মায়াময়ী নিত্যা এবং সনাতনী, অনলের দাহিকা শক্তির ন্যায় যে স্থানে আত্মা, প্রকৃতিও সেই স্থানেই বিরাজ করেন। হে নারদ! এই জন্যই যোগিশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি স্ত্রী-পুরুষের ভেদরূপ স্বীকার করেন না। হে ব্রহ্মন্! যোগিজন সমস্ত জগৎ নিরন্তর ব্রহ্মময় দর্শন করিয়া থাকেন। নিত্যেচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণের সৃজনে ইচ্ছাবশতঃ সেই ঈশ্বরী মূলপ্রকৃতি সহসা আবির্ভূতা হইলেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে, অথবা ভক্তের অনুরোধে সৃষ্টিকার্য্যে পঞ্চভাগে বিভক্তা হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবগন, মুনিগণ ও মনুগণ—ইঁহারা সেই ভক্তানুগ্রহরূপিণী গণেশজননী শিবরূপিণী শিবপত্নী নারায়ণী পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী বিষ্ণুমায়া ব্রহ্মরূপা সনাতনী সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গাকে নিরন্তর পূজা করেন। ৪—১৫। সেই ব্রহ্মরূপিণী দেবী সকল জীবকে ধর্ম্ম, সত্য, পুণ্য, কীর্ত্তি, যশ, মঙ্গল এই সমস্ত প্রদান করেন। তিনি সুখ, মুক্তি ও হর্ষ প্রদান করিয়া থাকেন এবং শোক, পীড়া, দুঃখ সমস্তই নাশ করেন। তিনি শরণাগত, দুঃখী ও পীড়িতদিগের পরিত্রাণতৎপরা, তেজঃস্বরূপা এবং তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; তিনি সকল শক্তিস্বরূপা, ঈশ্বরের বিস্তৃত-শক্তিরূপা, সিদ্ধির ঈশ্বরী, সিদ্ধিরূপা ও সিদ্ধিদাতাদিগের ঈশ্বরীস্বরূপা। তিনি বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, পিপাসা, ছায়া, তন্দ্রা, দয়া, স্মৃতি, জাতি, ক্ষান্তি, শান্তি, কান্তি, ভ্রান্তি, চেতনা, তুষ্টি, পুষ্টি, লক্ষ্মী, বৃত্তি ও মাতৃস্বরূপা। তিনিই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত শক্তিস্বরূপা। বেদে কথিত যে সমস্ত গুণ শ্রুত হইয়াছি, তাহা অতি অল্প; বস্তুতঃ সেই অনন্তরূপিণীর অনন্ত গুণ আছে। এক্ষণে অপরের কথা শ্রবণ কর। ১৬—২১। যিনি শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপা তিনিই পরমাত্মা বিষ্ণুর লক্ষ্মী। তিনি সমস্ত সম্পত্তিস্বরূপা ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা;

তিনি মনোহারিণী, দান্তা, অত্যন্ত শান্তা, সুশীলা ও সর্ব্ব বিষয়ে মঙ্গলদায়িনী। লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কারাদি দোষ তাঁহার নাই। তিনি নিরন্তর পতি-ভক্তে অনুরক্তা, পতিব্রতা সকলের আদিভূতা, ভগবানের প্রাণতুল্যা প্রেমপাত্রী ও প্রিয়-ভাষিণী। তিনি সমস্ত শস্যস্বরূপা, অতএব সকল জীবের জীবনরূপিণী এবং মহালক্ষ্মী। তিনি বৈকুণ্ঠ ধামে সর্ব্বদা পতি-সেবাপরায়ণা, স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী, রাজ-ভবনে রাজলক্ষ্মী, এবং মর্ত্ত্যবাসী গৃহীদিগের গৃহে গৃহলক্ষ্মী-স্বরূপা। তিনি সমস্ত প্রাণী ও দ্রব্যে মনোহর শোভাস্বরূপা, পুণ্যবান্‌দিগের প্রীতিরূপা ও রাজাদিগের প্রভাস্বরূপা। তিনি বণিক্‌দিগের বাণিজ্যরূপিণী, পাপী-দিগের কলহ-উৎপাদিনী। তিনি দয়াময়ী, ভক্তের মাতৃরূপিণী ও ভক্তানুগ্রহে সদয়হৃদয়া। তিনি চঞ্চল ব্যক্তিতে চঞ্চলা ও ভক্তের সম্পত্তি-রক্ষার নিমিত্তও চঞ্চলা। হে মুনে! যে দেবী ব্যতীত সমস্ত জগৎ জীবন্মৃতবৎ; সেই সর্ব্বপূজ্যা সকলের বন্দনীয়া সর্ব্ব-সম্মতা বেদোক্তা দ্বিতীয়া শক্তির বিষয় বলিলাম; এক্ষণে অন্য প্রকৃতির বিষয় শ্রবণ কর। ২২—৩০। যিনি পরমাত্মার বাক্য, বুদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান এই সমস্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও সর্ব্ব-বিদ্যা-স্বরূপা, তিনিই দেবী সরস্বতী। সদ্ব্যক্তিদিগের কবিতা-রূপিণী এবং সুবুদ্ধি মেধা প্রতিভা ও স্মৃতিদায়িনী। তিনি নানা প্রকার সিদ্ধান্ত ভেদে অর্থের কল্পনা প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি ব্যাখ্যারূপিণী, বোধস্বরূপা, সকলসন্দেহভঞ্জন-কারিণী বিচারকর্ত্রী বিবিধগ্রন্থপ্রণয়নকারিণী ও শক্তিস্বরূপিণী। তিনি সকল সঙ্গীতের সন্ধান ও তাল প্রভৃতির কারণরূপিণী। তিনি এই অখিল জগতে জীবদিগের বিষয়, জ্ঞান ও বাক্যস্বরূপা, তাঁহার করে ব্যাখ্যা-মুদ্রা; তিনি বীণা ও পুস্তকধারিণী এবং অতিশান্তস্বভাবা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা। সেই সুশীলাই হরির প্রিয়তমা পত্নী। তিনি হিম চন্দন কুন্দপুষ্প চন্দ্র কুমুদ ও শ্বেতপদ্ম-সন্নিভ অঙ্গজ্যোতিঃ-সম্পন্না; রত্নমালিকাদ্বারা নিরন্তর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে জপ করেন। তিনি তপঃস্বরূপা, তপস্যার ফলদান-কারিণী ও স্বয়ং তপস্বিনী। তিনি সিদ্ধবিদ্যাস্বরূপা অখিলপ্রদানকর্ত্রী এবং সকল সিদ্ধিপ্রদায়িনী। শোভাসম্পন্না জগদম্বিকা—তৃতীয়া প্রকৃতি সরস্বতী দেবীর বিষয় আগমানুসারে বলিলাম, অপর প্রকৃতির বিষয় যৎকিঞ্চিৎ অবগত হও। ৩১—৩৭। চতুর্থী প্রকৃতি সাবিত্রী; তিনি চারি বেদ, বেদাঙ্গ ও ছন্দঃ-সমূহের মাতৃস্বরূপা। সেই বিচক্ষণা দেবী সন্ধ্যা বন্দনা ক্রিয়ামন্ত্রের এবং তন্ত্রাদিরও মাতৃরূপা। তিনি ব্রাহ্মণাদির ব্রাহ্মণত্ব-জাতি-রূপিণী জপরূপা এবং তাপসী। তিনি ব্রহ্মতেজোময়ী ও সেই তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। হে নারদ! যাঁহার পদরজঃ-স্পর্শে সমস্ত জগৎ পবিত্র হয়, সেই চতুর্থী দেবী সাবিত্রীর কথা বর্ণন করিলাম; এক্ষণে পঞ্চমী প্রকৃতির বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ৩৮—৪০। যিনি প্রেম ও প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পঞ্চবিধ-প্রাণ-স্বরূপা; যিনি বিষ্ণুর প্রাণাধিকা প্রিয়তমা শ্রেষ্ঠা সুন্দরী এবং সকলের আদিভূতা; যিনি সমস্ত সৌভাগ্যশালিনী, মানিনী ও গৌরবে পরিপূর্ণা; যিনি গুণ ও তেজোগর্ব্বে বিষ্ণুর বামাঙ্গস্বরূপা; যিনি পরাৎপরা, সর্ব্বব্রত-নিরতা, পর-মাদ্যা এবং সনাতনী; যিনি পরম-আনন্দরূপিণী, ধন্যা, মান্যা ও পূজনীয়া; যিনি পরমাত্মা কৃষ্ণের রাসক্রীড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, রাসমণ্ডলের নিমিত্ত উৎপন্না এবং রাসমণ্ডলদ্বারা ভূষিতা; যিনি রাসের ঈশ্বরী সুরসিকা ও রাসবাসে নিয়ত অবস্থান করেন; যিনি গোলোকবাসিনী ও গোপীবেশ ধারণ করিয়াছেন; যিনি পরম-আহ্লাদরূপিণী, সন্তোষ ও হর্ষরূপিণী; যিনি নির্গুণা, নিরাকারা অতএব সর্ব্বত্রই নির্লিপ্তা অথচ আত্মস্বরূপা; যিনি চেষ্টাশূন্যা, নিরহঙ্কারা এবং ভক্তের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ শরীর ধারণ করিতেছেন, তাঁহাকে পণ্ডিতগণ বেদানু-সারে ধ্যানে জানিতে পারেন; কিন্তু তিনি তত্ত্বজ্ঞ সুরেন্দ্র এবং মুনিশ্রেষ্ঠগণেরও দৃষ্টির বিষয় নহেন। তিনি বহ্নির ন্যায় শুদ্ধবস্ত্রপরিধানা ও নানাবিধ রত্না-লঙ্কারে বিভূষিতা। তিনি কোটি চন্দ্রের ন্যায় প্রভা-শালিনী, মনোহরশোভাযুক্তা, ভক্তানুগ্রহে বিগ্রহ-ধারিণী; ভক্তকে কৃষ্ণদাস্য-দানে একমাত্র তিনিই সমর্থা এবং তিনিই নিখিল সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকেন। ৪১—৫০। যিনি বরাহকল্পে বৃকভানু-সুতা হইয়াছিলেন, যাঁহার পাদপদ্মস্পর্শ করিয়া বসুধা নিরন্তর পবিত্রা; যিনি ব্রহ্মাদির দর্শনগোচর নহেন—অথচ সমস্ত জগতের দৃষ্টিবিষয়; হে মুনে! সেই স্ত্রীরত্নের সারভূতা নবীন-জলদ-জালে চঞ্চলা সৌদা-মিনীর ন্যায় কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে নিরন্তর অবস্থান করিতে-ছেন। যাঁহার পাদপদ্মের নখর দর্শন করিবার জন্য এবং নিজের শুদ্ধতার জন্য ব্রহ্মা ষষ্টিসহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াও প্রত্যক্ষ করা দূরে থাকুক, স্বপ্নেও দর্শন করিতে সক্ষম হন নাই, বৃন্দাবনে লোক সমস্ত নিরন্তর তাঁহাকে দর্শন করিতেছে,—এই পঞ্চমী প্রকৃতী দেবী রাধার বিষয় তোমাকে বলিলাম। অখিলজগতে দেবী-

গণ এবং সমস্ত যোষিদ্গণের মধ্যে কেহ সেই প্রকৃতির অংশ হইতে উৎপন্না, কেহ তাঁহার কলা হইতে উৎপন্না, কেহ বা কলাংশের অংশ হইতে উৎপন্না। মূল সেই পাঁচ প্রকার দেবী পূর্ণ প্রকৃতি। যিনি যিনি তাঁহার প্রধান অংশরূপা তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রকৃতির প্রধানাংশস্বরূপা ভুবন-পাবনী গঙ্গা, তিনি বিষ্ণুর দেহ হইতে উদ্ভূতা দ্রবরূপিণী ও নিত্যা। তিনি পাপীদিগের পাপ দহন করিতে প্রজ্বলিত-ইন্ধন-রূপিণী। গঙ্গাকে দর্শন, স্পর্শন, তজ্জলে স্নান বা উহা পান করিলে, গঙ্গা নির্ব্বাণপদ প্রদান করেন। তিনি গোলোকধামে গমন করিবার শ্রেষ্ঠসোপানরূপিণী; তিনি তীর্থের মধ্যে অতিপবিত্রা ও সকল নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তিনি শম্ভুর মস্তকস্থিত জটা-মেরুর মুক্তা-শ্রেণীস্বরূপা; তিনি এই ভারতে তপস্বিগণের তপস্যা সম্পাদন করিয়া থাকেন। ৫১—৬০। তিনি শঙ্খ পদ্ম ও ক্ষীরের ন্যায় শুভ্রা ও শুদ্ধতত্ত্ব-স্বরূপিণী। তিনি নির্ম্মলা, অহঙ্কারশূন্যা, সাধ্বী এবং নারায়ণের প্রিয়তমা। তুলসীও সেই প্রকৃতির প্রধানঅংশস্বরূপা এবং বিষ্ণুর পত্নী। সতী তুলসী বিষ্ণুর ভূষণরূপা হইয়া বিষ্ণুপদে নিরন্তর বাস করেন। হে মুনে! তুলসী, তপঃ সঙ্কল্প ও পূজাদি সদাই সম্পাদন করিয়া থাকেন; তিনি পুষ্পের মধ্যে সারভূতা স্বয়ং পবিত্রা ও সদা পুণ্য-দায়িনী। তাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে, তিনি সদাই নির্ব্বাণপদ প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি কলিকালে কলুষরূপ শুষ্ক ইন্ধন ভস্ম করিতে একমাত্র অগ্নিস্বরূপা। যাঁহার পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া বসুধা নিরন্তর পবিত্র, তীর্থসমূহ আত্ম-শুদ্ধির নিমিত্ত যাঁহার দর্শন ও স্পর্শ বাঞ্ছা করিয়া থাকে, যে দেবী ব্যতীত এই জগতে সকল কর্ম্মই নিষ্ফল, যিনি মুমুক্ষুদিগের মুক্তিপ্রদায়িনী, কামীদিগের সকল অভীষ্ট-দায়িনী, যিনি এই ভারতে কল্প-বৃক্ষ-স্বরূপা এবং জগৎ-স্বরূপিণী, সেই তুলসীই ভারতস্থিত প্রজাদিগকে ত্রাণ করিতে একমাত্র প্রধানদেবতারূপা। কশ্যপাত্মজা মনসাও প্রকৃতির প্রধানাংশস্বরূপা; তিনি শঙ্করের প্রিয়তমা শিষ্যা ও মহাজ্ঞানশালিনী। তিনি নাগেশ্বর অনন্তের ভগিনী ও নাগগণের পূজিতা। তিনি অত্যন্ত সুন্দরী, নাগ তাঁহার বাহন। তিনি স্বয়ং নাগেশ্বরী ও নাগমাতা। তিনি নাগরূপ-ভূষণে বিভূষিতা এবং নাগেন্দ্রগণ-সংযুতা; তিনি সিদ্ধযোগ-শালিনী ও নাগেন্দ্রগণের বন্দনীয়া। নাগগণের মধ্যেই নিরন্তর তাঁহার বাস। ৬১—৭০। তিনি স্বয়ং বিষ্ণুরূপা নিরন্তর বিষ্ণুভক্তি-নিরতা ও বিষ্ণুপূজা-পরায়ণা। তিনি তপঃস্বরূপা এবং তপস্যার বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন ও স্বয়ং তপস্বিনী। তিনি দেবতাদিগের পরিমিত ত্রিলক্ষ বৎসর হরির তপস্যা করিয়া এই ভারতে তপস্বিনীগণের ও তপস্বিগণের মধ্যে পূজিতা হইয়াছেন। তিনি সর্প-মন্ত্রের অধিশ্বরী দেবী ও ব্রহ্মতেজে নিরন্তর প্রদীপ্তা। তিনি পরমব্রহ্মস্বরূপা ও পরম ব্রহ্মের চিন্তায় নিয়ত আসক্তা। তিনি হরিহর-সেবিকা পতিপরায়ণা জরৎকারু মুনির পত্নী এবং তপস্বি-শ্রেষ্ঠ আস্তিক মুনির জননী। হে নারদ! দেবসেনাও প্রকৃতির প্রধানঅংশরূপা। তিনিই মাতৃকা-দিগের মধ্যে পূজ্যতমা ষষ্ঠী বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। তিনি সমস্ত জগতের শিশুদিগকে প্রতি-পালন করিয়া থাকেন; তিনি তপস্বিনী বিষ্ণুভক্তি-তৎপরা ও কার্ত্তিকের পত্নী। তিনি প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ-স্বরূপা এজন্য তাঁহার নাম ষষ্ঠী বলিয়া উক্ত হইয়াছে; তিনি পুত্র-পৌত্রাদি প্রদান করিয়া থাকেন, অতএব জগতে দাত্রী বলিয়া বিখ্যাত। তিনি সুন্দরী যুবতী ও নিরন্তর স্বামীর নিকটে রমণীয়া এবং শিশুদিগের সমীপে পরমবৃদ্ধরূপা ও যোগিনীস্বরূপা। দ্বাদশ মাসে শিশুর জন্ম হইতে ষষ্ঠদিনে সূতিকাগৃহে এবং এক-বিংশ দিবসে পুত্রের কল্যাণের নিমিত্ত যে ষষ্ঠীপূজা করা হয়, তাহাই নিত্য; ষষ্ঠির নিয়ম প্রতিপালনও ইহা হইতে হয়; এতদ্ভিন্ন অপর ষষ্ঠীপূজা কাম্য। ৭১—৮০। তিনি শিশুদিগের স্বপ্ন-গোচর হন, দয়া-রূপা ও মাতৃ-রূপা হইয়া জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষ প্রভৃতি সকল স্থলেই তাহাদিগকে রক্ষা করেন। মঙ্গল-চণ্ডিকা প্রকৃতির প্রধান অংশস্বরূপা এবং তাঁহার মুখ হইতে উৎপন্না হইয়াছেন; তিনি সর্ব্বদা মঙ্গল প্রদান করেন। তিনি সৃষ্টিকার্য্যে মঙ্গলরূপা ও সংহারকার্য্যে কোপরূপিণী; সেই জন্য পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে মঙ্গল-চণ্ডিকা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রতি মঙ্গলবারে সমস্ত জগতে তাঁহার পূজা হয়; স্ত্রীগণ পঞ্চোপচারে তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। তিনি পুত্র, পৌত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য যশ ইত্যাদি প্রদান করেন এবং সন্তাপ, শোক, পাপ, পীড়া, দুঃখ ও দরিদ্রতা সমস্তই নাশ করেন। তিনি সন্তুষ্টা হইয়া স্ত্রীগণকে সকল বাঞ্ছিত বিষয় প্রদান করেন; মহেশ্বরী রুষ্টা হইলে, ক্ষণকালমধ্যে সমস্ত জগৎ সংহার করিতে পারেন। কমললোচনা কালীও প্রকৃতির প্রধানাংশ-স্বরূপা। তিনি শুম্ভ-নিশুম্ভযুদ্ধে দুর্গা দেবীর ললাট হইতে উৎপন্না হইয়াছিলেন; তিনি দুর্গার অর্দ্ধাংশস্বরূপা গুণে ও তেজে তাঁহারই

সমান; তাঁহার দেহ কোটিসূর্য্য-প্রভার ন্যায় অত্যন্ত উজ্জ্বল। তিনি সর্ব্ব শক্তির প্রধানভূতা অত্যন্ত বলবতী; তিনি সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদান করেন এবং শ্রেষ্ঠা সিদ্ধযোগিনী। তিনি কৃষ্ণভক্তিপরায়ণা ও তেজ গুণ বিক্রমে কৃষ্ণের তুল্যা। এই সনাতনী নিরন্তর কৃষ্ণের ভাবনা বশতঃ কৃষ্ণবর্ণা হইয়াছেন। ৮১—৯০। তিনি নিশ্বাসমাত্রেই সকল ব্রহ্মাণ্ড সংহার করিতে পারেন; জগৎ রক্ষার নিমিত্ত দৈত্যবর্গের সহিত রণ তাঁহার ক্রীড়ামাত্র; তিনি পূজিতা হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ প্রদান করিতে সক্ষমা; ব্রহ্মাদি দেবগণ, মুনিগণ, মনুগণ ও নরগণ তাঁহাকে নিরন্তর স্তব করিয়া থাকেন। বসুন্ধরাও প্রকৃতির প্রধানাংশ-স্বরূপা। তিনি জগতের আধাররূপা ও সর্ব্ব শস্যের প্রসূতি। তিনি রত্নসমূহের আকরস্বরূপা, অতএব রত্নগর্ভা এবং সকল রত্নাকরের আশ্রয়; প্রজাবর্গ ও প্রজার অধিপতিগণ তাঁহাকে নিরন্তর পূজা ও বন্দনাদি করিয়া থাকে। তিনি সকলের উপজীবিকা-স্বরূপা এবং সমস্ত সম্পদের বিধানকারিণী; ইহাঁ ব্যতীত সমস্ত জগৎ চরাচর নিরাধার। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যিনি প্রকৃতির কলাস্বরূপা এবং যাঁহার পত্নী তাঁহাদের সকলের বিষয় তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। স্বাহা দেবী বহ্নির পত্নী,—তিনি ত্রিভুবনে পূজিতা, ইহাঁর নাম উচ্চারণ না করিয়া প্রদত্ত হবিঃ দেবতাগণ গ্রহণ করিতে সক্ষম হন না। দক্ষিণা যজ্ঞের পত্নী,—তিনি সকল স্থানে পূজনীয়া; যাঁহাকে ভিন্ন জগতে সকল কর্ম্ম নিষ্ফল। স্বধা দেবী পিতৃগণের পত্নী,—তাঁহাকে মুনিগণ মনুষ্যগণ ও মনুসমূহ নিরন্তর পূজা করেন এবং ইহাঁ ব্যতীত পিতৃবর্গ-উদ্দেশে দান নিষ্ফল হয়। স্বস্তি দেবী বায়ুর পত্নী,—তিনি নিখিল ভুবনে পূজিতা; যে দেবী ব্যতীত প্রদান ও গ্রহণাদি সমস্তই বিফল হয়। ৯১—১০০। পুষ্টি গণেশের স্ত্রী, তিনি এই জগতীতলে সর্ব্বদা পূজনীয়া; ইহাঁ ভিন্ন স্ত্রী-পুরুষগণ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সমস্ত লোক সকল বিষয়ে যে দেবী ভিন্ন অসন্তুষ্ট হয়, সকলের পূজনীয়া ও বন্দনীয়া সেই তুষ্টি অনন্তদেবের পত্নী। সুর ও নরগণের পূজনীয়া সম্পত্তি ঈশানের পত্নী, এই জগতে ইহাঁ ভিন্ন সকল লোক দারিদ্র্যদুঃখ ভোগ করে। ধৃতি কপিলের পত্নী,—তাঁহাকে সকল স্থানে সকলেই পূজা করে এবং ইহাঁর অবলম্বন ব্যতীত সকল লোক অধৈর্য্য হয়। সর্ব্বপূজিতা সুশীলা সাধ্বী ক্ষমা দেবী যমের দয়িতা,—ইহাঁকে আশ্রয় না করিলে, জগতের লোক সকল উন্মত্ত ও রোষপরবশ হয়। সতীশ্রেষ্ঠা ক্রীড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী রতি, কামের পত্নী,—ইহাঁর অনুগ্রহ ভিন্ন ত্রিভুবনস্থ লোক সকল ক্রীড়া-কৌতুক শূন্য হয়। জগতের প্রিয় এবং জগৎপূজিতা সতীশ্রেষ্ঠা উক্তি দেবী সত্যের পত্নী, ইহাঁর ব্যবহার ভিন্ন লোক সকল বন্ধুতাহীন হয়। জগৎপ্রিয়া সর্ব্বপূজিতা সাধ্বী দয়া, মোহের পত্নী; তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন জগতের প্রাণিবর্গ সকল বিষয়ে নিষ্ঠুরপ্রকৃতি হয়। প্রতিষ্ঠা পুণ্যের পত্নী, তিনি স্বয়ং পুণ্যস্বরূপা ও জগৎপূজিতা। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত সমস্ত জগৎ জীবন্মৃত হয়। জগতে ধন্যা মাননীয়া এবং সকল স্থানে পূজিতা কীর্ত্তি সুকর্ম্মের ভার্য্যা; তিনি ভিন্ন সমস্ত জগৎ যশোহীন ও মৃতপ্রায় হইয়া থাকে। ১০১—১১০। সর্ব্বত্র বিরাজিতা এবং পূজনীয়া ক্রিয়া, উদ্যোগের দুহিতা! হে নারদ! তাঁহার আচরণ না করিলে নিখিল ভুবন উৎসন্নপ্রায় হইয়া থাকে। ধূর্ত্ত-কুল-পূজনীয়া মিথ্যা অধর্ম্মের সহধর্ম্মিণী; তাঁহার প্রভাব না থাকিলে বিধির সৃষ্ট জগৎ উৎসন্নপ্রায় হয়। তিনি সত্যযুগে অদৃশ্য অবস্থায় ও ত্রেতাতে সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করেন; তাঁহার দ্বাপরে অর্দ্ধাবয়ব পরিস্ফুট হয়; তথাপি ছদ্মবেশে অবস্থান করেন, এবং কলিতে সর্ব্বব্যাপিনী হইয়া অত্যন্ত প্রগল্‌ভভাবে কাপট্যরূপ ভ্রাতার সহিত প্রতিগৃহে বিচরণ করিতেছেন। শান্তি ও লজ্জা সুশীলের বনিতা, তাঁহারা জগতে পূজিতা; হে নারদ! তাঁহারা না থাকিলে সমস্ত জগৎ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে। জ্ঞানের তিনটী সহধর্ম্মিণী—বুদ্ধি, মেধা, ও স্মৃতি; ইহাঁদের আশ্রয় ব্যতিরেকে সকল জগৎ মূঢ়প্রায় হইয়া মৃতবৎ হয়। মূর্ত্তি-দেবী ধর্ম্মের পত্নী, তিনি মনোহর-কান্তিরূপিণী; ইহাঁকে অবলম্বন না করিলে সমস্ত জগৎ নিরবলম্বন হন। তিনি সকল স্থানে শোভা-রূপিণী লক্ষ্মী-স্বরূপা এবং মূর্ত্তিমতী এই সকল শ্রীরূপা ও মূর্ত্তিরূপা হইয়া জগতে ধন্যা মান্যা ও পূজনীয়া। সিদ্ধযোগীদিগের শ্রেষ্ঠা নিদ্রা কালাগ্নি রুদ্রদেবের সহধর্ম্মিণী, যাঁহার মায়াবশে রাত্রিকালে সকল লোক আকুল হইয়া পড়ে। সন্ধ্যা, রাত্রি, দিন,—এই তিনটী কালের পত্নী; বিধাতা ইহাঁদের ব্যবহার ভিন্ন সংখ্যা করিতে সক্ষম হন না। ১১১—১২০। লোভের দুই পত্নী; ক্ষুধা ও পিপাসা;—ইহাদের প্রভাবে জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া নিরন্তর ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত হয়। তেজের প্রভা ও দাহিকা নামে দুই ভার্য্যা, ইহাঁদের অবলম্বন ভিন্ন বিধাতা জগৎ সৃজন করিতে সক্ষম হন না। কালের কন্যা মৃত্যু ও জরা, প্রহ্বরের প্রিয়তমা পত্নী;—

ইহাঁদের প্রভাবে বিধিনির্ম্মিত জগৎ প্রলয় প্রাপ্ত হয়। নিদ্রার কন্যা প্রীতি ও তন্দ্রা সুখের সহধর্ম্মিণী; হে বিধিতনয়! ইহাঁরা বিধির নিয়োগবশতঃ সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। পূজনীয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি এই দুইটি বৈরাগ্যের পত্নী; হে মুনে! ইহাঁদের কৃপায় জগৎ নিরন্তর জীবন্মুক্তবৎ হইতে পারে। দেবমাতা অদিতি, গোপ্রসবিনী সুরভি, দৈত্যজননী দিতি, কদ্রু, বিনতা ও দনু ইহাঁরা প্রকৃতির কলারূপা ও সৃষ্টিকার্য্যে নিতান্ত উপযুক্তা। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রকৃতির কলা অনেক আছে, তাহাদের মধ্যে কোন কোন কলার বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। রোহিণী চন্দ্রপত্নী, সংজ্ঞা সূর্য্যের সহধর্ম্মিণী, শতরূপা মনুর পত্নী, শচী ইন্দ্রের ভার্য্যা, তারা বৃহস্পতির বনিতা, অরুন্ধতী বশিষ্ঠের পত্নী, অহল্যা গৌতমভার্য্যা, অনসূয়া অত্রিপত্নী, দেবহূতি কর্দ্দমপত্নী, প্রসূতি দক্ষের স্ত্রী, যিনি অম্বিকাকে প্রসব করিয়াছেন, তিনি পিতৃগণের মানসকন্যা মেনকা নামে প্রসিদ্ধা। ১২১—১৩০। লোপামুদ্রা, আহূতী, কুবেরপত্নী, বরুণানী, যমের স্ত্রী, বলিপত্নী বিন্ধ্যাবলী, কুন্তী, দময়ন্তী, যশোদা, সতী দেবকী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, শৈব্যা, সত্যবানের পত্নী সাবিত্রী, বৃকভানুপত্নী রাধা-মাতা সাধ্বী কলাবতী, মন্দোদরী, কৌশল্যা, সুভদ্রা, কৈটভী, রেবতী, সত্যভামা, কালিন্দী, লক্ষ্মণা, জাম্ববতী, নাগ্নজিতী, মিত্রবিন্দা, লক্ষ্মণা, রুক্মিণী, সীতা, ইহাঁরা স্বয়ং লক্ষ্মী। ব্যাস-মাতা মহাসতী যোজনগন্ধা, বাণতনয়া উষা, তাঁহার সখী চিত্রলেখা, প্রভাবতী, মায়াবতী, ভানুমতী, গুরু-মাতা রেণুকা, বলরামের মাতা রোহিণী, শ্রীকৃষ্ণভগিনী দুর্গা, এইরূপ ভারতে প্রকৃতির কলা অনেক আছেন; এবং যত গ্রাম্যদেবতা, তাঁহারা সমস্তই প্রকৃতির কলা-স্বরূপা। ১৩১—১৩৮। এই জগতে স্ত্রীগণ প্রকৃতির কলাংশের অংশ হইতে উৎপন্না, অতএব স্ত্রীগণের অপমানে প্রকৃতিই অপমানিতা হন। যে কেহ পতিপুত্রযুক্তা সতী ব্রাহ্মণ-স্ত্রীকে বস্ত্রালঙ্কারদ্বারা পূজা করে, তাহাতে প্রকৃতিই স্বয়ং পূজিতা হইয়া থাকেন। যদি কেহ অষ্টবর্ষ-বয়স্কা ব্রাহ্মণকুমারীকে বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা পূজা করে, তাহা হইলে সে পূজা প্রকৃতিই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। উত্তম, মধ্যম, অধম—সকল প্রকার যোষিদ্‌গণই প্রকৃতি হইতে উৎপন্না; তাহার মধ্যে যাহারা প্রকৃতির সত্ত্বাংশ হইতে উৎপন্না হইয়াছেন, তাঁহারাই উত্তমা সুশীলা ও পাতি-ব্রত্যে নিয়ত আসক্তা। যাঁহারা প্রকৃতির রজোভাগ-সম্ভূতা তাঁহারাই মধ্যমা এবং ভোগ্যা বলিয়া কথিত হইয়াছেন; ইহাঁরা সর্ব্বদা সুখসম্ভোগশালিনী এবং স্বকার্য্যসাধনে তৎপরা। অধমা, প্রকৃতির তমোভাগ হইতে উৎপন্না, তাহারা অজ্ঞাত-কুল-সম্ভবা দুর্ম্মুখা কুলটা ধূর্ত্তা সর্ব্বদা স্বাধীনভাবা ও সর্ব্বদা কলহপ্রিয়া। পৃথিবীতে কুলটাগণ এবং স্বর্গে অপ্সরাসমূহ—ইহারা প্রকৃতির তমোভাগের অংশ হইতে উৎপন্ন এবং বেশ্যা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতির বিষয় যাহা কথিত হইয়াছিল, সে সমস্তই বর্ণন করিলাম; তাঁহারা সকলেই এই পৃথিবীতে—বিশেষতঃ এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমিতে পূজনীয়া। দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে প্রথমতঃ সুরথ রাজা পূজা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ রাবণ-বধের জন্য রামচন্দ্র পূজা করিয়াছিলেন। তাহার পর জগন্মাতা ত্রিভু-বনেই পূজিতা হন। তিনি প্রথমতঃ দৈত্য-দানব-দিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত দক্ষপত্নীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পর যজ্ঞে স্বামীর নিন্দা-বাক্য শ্রবণ করিয়া দেহ পরিত্যাগ করত হিমালয়-পত্নীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া পশুপতিকে পতিরূপে লাভ করেন। হে নারদ! তৎপরে দুর্গাদেবীর গর্ভে স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ গণেশ এবং বিষ্ণুকলা হইতে উদ্ভূত স্কন্দ এই দুইটী তনয় জন্ম গ্রহণ করেন। ১৩৯—১৫০। প্রথমতঃ মঙ্গল নামে রাজা লক্ষ্মীকে পূজা করেন, তাহার পর ত্রিভুবনে দেবতা মুনি ও মানবগণ সকলেই তাঁহাকে পূজা করিয়াছে। ভক্তি সাবিত্রীকে প্রথমে পূজা করিয়াছে, তৎপরে ত্রিভুবনে মুনি দেবতা ও মানবগণ তাঁহার পূজা করিয়াছে। ব্রহ্মা প্রথমে সরস্বতী দেবীকে পূজা করিয়াছেন; তৎপরে ত্রিভুবনে দেবতা প্রভৃতি সকলেই পূজা করে। প্রথমতঃ কার্ত্তিকী পৌর্ণ-মাসীতে রাসমণ্ডলে পরমাত্মা কৃষ্ণ—রাধাকে পূজা করিয়াছেন; তৎপরে গোপগণ, গোপিকাগণ, বালক-বালিকাগণ, গোসমূহ, সুরগণ, বিষ্ণুমায়া, ব্রহ্মাদি দেবগণ মুনি ও মনুগণ সকলেই পুষ্প-ধূপাদিদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা ও বন্দনা করিয়াছেন। পৃথিবীতে পুণ্যক্ষেত্র ভারতে দেবীকে শঙ্করের উপদেশ-ক্রমে সুযজ্ঞ প্রথমতঃ পূজা করিয়াছেন, তাহার পর পরমাত্মার আজ্ঞানুসারে ত্রিভুবনে পুষ্প-ধূপাদিদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক মুনিগণ ও সুরগণ পূজা করিতেছেন। হে মুনে! ভারতে যাঁহারা যাঁহারা প্রকৃতির কলা হইতে উৎপন্না হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই পূজিতা হইয়া-ছেন, এবং গ্রাম্য দেবতাগণও গ্রামে পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। এইরূপ প্রকৃতির শুভপ্রদ চরিত্র আগমানু-

সারে ও লক্ষণানুসারে বর্ণন করিলাম ; পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর ? । ১৫১—১৬০ ।

প্রকৃতিখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে বিভো! দেবীদিগের চরিত্র সংক্ষিপ্তরূপে শ্রুত হইলাম, অবোধের জ্ঞানের নিমিত্ত বিস্তাররূপে বলুন। হে শ্রেষ্ঠবেদজ্ঞ! সৃষ্টিকার্য্যে সেই আদ্যা সৃষ্টি প্রকৃতি কেন আবির্ভূতা হইলেন? কেনই বা পঞ্চভাগে বিভক্ত হইলেন? সেই ত্রিগুণসম্পন্না প্রকৃতির মধ্যে যিনি যিনি কলা-রূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন, সম্প্রতি তাঁহাদের চরিত্র বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। প্রথমতঃ তাঁহাদের জন্মবৃত্তান্ত বলুন, তাহার পর ধ্যান, পূজাবিধি, স্তোত্র, কবচ, মঙ্গলদায়ক মহিমা ও শৌর্য্য, বর্ণনা করুন। ১—৪। নারায়ণ বলিলেন, পরমাত্মা, আকাশ, কাল, দিক্, যেরূপ নিত্য, গোলো-কও সেইরূপ নিত্য ; তাহার একদেশ বৈকুণ্ঠধামও সেইরূপ। পরমব্রহ্মে সর্ব্বদা লীনা সনাতনী নিদ্রা-রূপিণী প্রকৃতিও নিত্যা। অগ্নিতে দাহিকা শক্তি চন্দ্র ও পদ্মে শোভা এবং সূর্য্যে প্রভা যেরূপ নিয়ত যুক্তা ; সেইরূপ প্রকৃতিও আত্মার সহিত নিয়ত সংযুক্তা এক মুহূর্ত্তও ভিন্না নহেন। যেরূপ স্বর্ণকার স্বর্ণ ভিন্ন কুণ্ডল গঠন করিতে সক্ষম হয় না, কুম্ভকার যেরূপ মৃত্তিকা ভিন্ন ঘট গঠন করিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ পরমব্রহ্ম ঈশ্বর প্রকৃতি ব্যতীত সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন না। তিনি সকলশক্তিরূপিণী, তাঁহার দ্বারা সকল লোক শক্তিমান্। "শক্" শব্দে ঐশ্বর্য্য বুঝায় এবং "তি" শব্দ পরাক্রম-বাচক। যিনি পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্যরূপিণী হইয়া তাহা প্রদান করেন, তিনিই শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ভগ শব্দে সমৃদ্ধি সম্পত্তি ও যশ এই কয়েক অর্থ বোধ হয়, অতএব এই অর্থ-ত্রয়বিশিষ্টা হইয়া শক্তি ভগবতী নাম ধারণ করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদা ভগরূপিণী ; সেই ভগরূপিণী-শক্তিযুক্ত হওয়ায় পরমাত্মা ভগবান্ বলিয়া সর্ব্বদা কথিত হইয়াছেন। সেই ভগবান্ কৃষ্ণ ইচ্ছা-ময়, ইচ্ছা বশতঃ তিনি কখন সাকার কখনও নিরা-কার হইয়া থাকেন। ৫—১২। যোগিগণ সর্ব্বদা তেজোরূপ নিরাকারকেই ধ্যান করিয়া থাকেন। তাঁহারা কৃষ্ণকে পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, ঈশ্বর, অদৃষ্ট, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকারণ, সর্ব্বনিদান, কর্ত্তা, সর্ব্বরূপ-বিশিষ্ট, রূপ-শূন্য সকলের পোষণকর্ত্তা এইরূপ বলিয়া থাকেন। কৃষ্ণভক্ত সূক্ষ্মদর্শী বৈষ্ণবগণ তাহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন, তেজস্বী ব্যক্তি ভিন্ন কাহার তেজ সম্ভব যোগ্য? অতএব তিনি তেজো-মণ্ডল-মধ্যস্থিত ব্রহ্ম, তেজঃশালী, স্বেচ্ছাময়, সর্ব্বরূপসম্পন্ন ও সকল কারণের কারণ। তিনি অতি সুন্দর রমণীয়, অত্যন্ত মনোহর, কিশোরবয়স্ক, শান্ত, সকলের পক্ষে মনোহর এবং পরাৎপর ; তাঁহার নবীননীরদের ন্যায় কান্তি। সেই শ্যামসুন্দর রাসলীলাতে অদ্বিতীয় ; তাঁহার লোচনদ্বয় শরৎকালে মধ্যাহ্ন সময়ে বিকশিত পদ্মের শোভা হইতেও অধিকতর শোভাসম্পন্ন ; তাঁহার দন্তপংক্তি সারভূত-মুক্তা-বিনিন্দিত মনোহর ; তিনি ময়ূর-পুচ্ছের চূড়া ও মালতীমালায় বিভূষিত ; তাঁহার নাসিকা অতি মনোহর ; তিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহে নিরন্তর সদয়চিত্ত, জলন্ত-অগ্নি-বিশুদ্ধ এক পীতবস্ত্র তাঁহার পরিধান, তাঁহার দুইটী হস্তে মুরলী, ভুবন রত্নময়, তিনি সকলের আধারস্বরূপ, ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং বিভু ; তিনি ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন, সর্ব্বময়, স্বতন্ত্র, সর্ব্ববিষয়ে মঙ্গলজনক ; তিনি পরিপূর্ণ, স্বয়ং সিদ্ধ, সিদ্ধিপ্রদ ও সিদ্ধির কারণ। ১৩—২২। বৈষ্ণবগণ এই প্রকার জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-শোক-ভয়-নিবারক সনাতন রূপকে নিরন্তর ধ্যান করেন। ব্রহ্মার সম্পূর্ণ বয়ঃক্রম যাঁহার এক নিমেষ, সেই পরমাত্মা পরমব্রহ্মই কৃষ্ণ ; বৈষ্ণবগণ এই কথা বলিয়া থাকেন। "কৃষি" শব্দের অর্থ ভক্তি-বাচকতা "ণ" শব্দের অর্থ তাঁহার দাসত্ব, সুতরাং যিনি ভক্তি ও দাস্য প্রদান করেন, তিনিই "কৃষ্ণ" এইটী উক্ত হইয়াছে। 'কৃষ' শব্দে সর্ব্ব বুঝায় এবং 'ণ' শব্দে বীজ বুঝায়, অতএব যিনি সর্ব্ববীজ তিনিই পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ, তাঁহারা এই কথা বলেন : হে নারদ! যে কালে অসংখ্য ব্রহ্মার বিনাশ হয়, সেই কাল অতীত হইলেও যাহার গুণগ্রাম বিনষ্ট হয় না এবং যাঁহার সমান গুণবান্ নাই ; সেই কৃষ্ণ সৃষ্টির আদিতে সৃজন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তদংশসম্ভূত কাল তাঁহাকে সৃষ্টিকার্য্যে উন্মুখ দেখিয়া প্রভুকে প্রেরণ করিয়াছিল। তখন স্বেচ্ছা-ময়, ভগবান্ ইচ্ছা বশতঃ দুইভাগে বিভক্ত হইলেন, তাঁহার বামভাগ স্ত্রীরূপ হইল, দক্ষিণাংশ পুরুষরূপ হইল। ২৩—২৯। মহাকামী কামাধার সনাতন, সেই স্বকীয়-অংশ-ভূতা স্ত্রীরূপা প্রকৃতিকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন,—প্রকৃতি অত্যন্ত কমনীয়া ও মনোহর-চম্পক-সদৃশ কান্তিমতী ; তাঁহার শ্রেষ্ঠ

নিতম্ব-যুগল চন্দ্রবিম্ব-বিনিন্দিত, তাঁহার শ্রোণিদ্বয় মনোহর-কদলীবৃক্ষ নিন্দিত, তিনি অতি সুন্দরী; অতি শোভাসম্পন্না; শ্রীফল-সদৃশ স্তনদ্বয়ের শোভাতে অত্যন্ত মনোহারিণী; তাঁহার মধ্যদেশ ক্ষীণ, শরীরমনোহর পুষ্টিযুক্ত ও সুললিত। তিনি ও শান্তস্বভাবা; তাঁহার বদন নিরন্তর হাস্যযুক্ত, লোচন ঈষদ্বক্র, বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র তাঁহার পরিধান। তিনি রত্নময় ভূষণে বিভূষিতা এবং চক্ষুরূপ চকোর-দ্বারা কোটিচন্দ্র-বিনিন্দিত কৃষ্ণ-মুখ-চন্দ্ররশ্মি নিরন্তর পান করিতেছেন। তাঁহার ললাটদেশে কস্তুরী-বিন্দু, তাহার অধোভাগে চন্দনবিন্দু এবং তন্নিম্নে সিন্দূরবিন্দু শোভিত। তিনি মালতী-মাল্য-শোভিত বঙ্কিম কবরীভার এবং রত্নেন্দ্র-সার-ভূত হার ধারণ করিয়াছেন এবং তিনি কান্তসঙ্গমার্থিনী হইয়া কোটি চন্দ্রের শোভার ন্যায় অত্যন্ত শোভা-সম্পন্না হইয়াছেন; তিনি গমনে রাজহংস, গজ ও খঞ্জনকেও লজ্জা প্রদান করেন। রসিকশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ দৃষ্টিমাত্রই তাঁহার-সহিত রাস-মণ্ডলে নির্জ্জনে রাসোল্লাসোন্মত্ত হইয়া রাসক্রীড়া করিলেন। সেই নিত্যানন্দস্বরূপ জগৎপিতা ভগবান্, ব্রহ্মার আয়ুঃপরিমিতকালপর্য্যন্ত তাঁহার সহিত নানাপ্রকার রতি-সুখ উপভোগ করিলেন। তদন্তর, অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া শুভক্ষণে তদ্‌গর্ভে শুক্র নিক্ষেপ করিলেন। হে সুব্রত! সুরতাবসানে হরিতেজঃপরিশ্রান্তা সেই স্ত্রীরূপা প্রকৃতির গাত্র হইতে শ্রমজল নিঃসরণ হইতে লাগিল। মহাসুরত-ক্রীড়া-জনিত-ক্লেশ-পরিভূতা সেই স্ত্রীর নিশ্বাসবায়ু সবেগে নিঃসৃত হইতে লাগিল; তাঁহার শরীর হইতে যে সমস্ত শ্রমজল অনবরত গোলাকারে পতিত হইল, তাহা হইতেই গোলাকার বিশ্ব সকল সৃষ্ট হইল এবং সেই সমস্ত নিশ্বাসবায়ুই সকলের আধারস্বরূপ হইয়া, এই জগতে সমস্ত জীব-গণের নিশ্বাস-বায়ুরূপে পরিণত হইল। সেই মূর্ত্তি-মান্ বায়ুর বামাঙ্গ হইতে এক স্ত্রীরত্ন জন্মগ্রহণ করে,— সেই স্ত্রী তাহার প্রাণোপমা পত্নী হইল। সেই বায়ুর প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পাঁচটী পুত্র উৎপন্ন হইল, তাহারই জীব-গণের পঞ্চপ্রাণস্বরূপ হইল। বরুণ—প্রকৃতি-শরীর-সম্ভূত স্বেদজলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইলেন। তাঁহার বামাঙ্গ হইতে এক রমণীরত্ন উৎপন্ন হইল. তাঁহার নাম বারুণী; তিনি বরুণের পত্নীরূপে পরিনতা হইলেন। অনন্তর সেই কৃষ্ণশক্তি কৃষ্ণনিহিত ব্রহ্ম-তেজে নিয়ত সন্তপ্তা হইয়া, একশত মন্বন্তরকাল পর্য্যন্ত গর্ভ ধারণ করিলেন। সেই কৃষ্ণপ্রাণের অধীশ্বরী দেবী কৃষ্ণের প্রাণ হইতেও অধিক প্রিয়তমা, নিরন্তর কৃষ্ণসহচারিণী এবং নিয়ত কৃষ্ণ-বক্ষঃস্থল-সমাশ্রিতা সুন্দরী শক্তি, শতমন্বন্তরের অধিক কাল অতীত হইলে, বিশ্বাধারের প্রধান আলয়স্বরূপ স্বর্ণ-সদৃশ উজ্জ্বল একটী ডিম্ব প্রসব করিলেন। ৩০—৪৯। দেবী এই প্রসূত-ডিম্ব দর্শন করত কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধা হইয়া গোলাকার জলরাশিমধ্যে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে ডিম্ব পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া, হাহাকার করত কার্য্যোপযুক্ত শাপ দিলেন। রে কোপশীলে। নিষ্ঠুরে! যেহেতু তুমি অপত্য পরি-ত্যাগ করিয়াছ, অতএব অদ্য প্রভৃতি নিশ্চয় তুমি অপত্যসুখে বঞ্চিত হইবে এবং সুরস্ত্রীসকলের মধ্যে যিনি যিনি তোমার অংশরূপা তাহারাও অপত্যসুখে বঞ্চিত হইয়া, নিত্য যৌবনাস্থায় থাকিবেন। এই কথা বলিতে বলিতে কৃষ্ণের জিহ্বাগ্র হইতে সহসা, মনোহারিণী শুক্লবর্ণা দেবীরূপা এক কন্যা আবির্ভূতা হইলেন; তাঁহার পরিধান পীতবস্ত্র, হস্তে বীণা এবং পুস্তক, তিনি রত্নময় ভূষণে বিভূষিতা ও সকল শাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৫০—৫৫। অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে কৃষ্ণপত্নী দুই ভাগে বিভক্তা হইলেন, তাঁহার বামার্দ্ধাঙ্গ কমলা ও দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গ রাধিকা-স্বরূপ হইল। ইহার মধ্যে কৃষ্ণও দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন, তাঁহার দক্ষিণার্দ্ধভাগ দ্বিভুজ ও বামার্দ্ধ চতুর্ভুজ হইল। কৃষ্ণ সরস্বতীকে বলিলেন,— তুমি এই নারায়ণের পত্নী হও, রাধা বিদ্যমানে মান করিলে, তোমার মঙ্গল দেখিতেছি না। এইরূপে সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ লক্ষ্মীকেও নারায়ণহস্তে সমর্পণ করিলেন;—জগৎপতি নারায়ণ লক্ষ্মী ও সরস্বতীসহ বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতী, রাধার অংশসম্ভূতা বলিয়া তাঁহারাও অনপত্যদোষ প্রাপ্ত হইলেন। নারায়ণের দেহ হইতে চতুর্ভুজশালী পারিষদবর্গ উৎপন্ন হইল। তেজ, বয়স, রূপ ও গুণে তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ হইলেন এবং লক্ষ্মীর অঙ্গ হইতেও কোটি কোটি দাসী উদ্ভূতা হইল; তাঁহারা সকল বিষয়ে লক্ষ্মীর তুল্যা। ৫৬—৬১। হে মুনে! অনন্তর গোলোকনাথ কৃষ্ণের লোমকূপ হইতে অসংখ্য গোপ উৎপন্ন হইল, তাহারা তেজ ও বয়সে পরস্পরে পরস্পরের সমান। তাহারা রূপ, গুণ, বেশ ও বিক্রমে কৃষ্ণের প্রাণসম পারিষদ হইল। রাধার লোমকূপ হইতেও অসংখ্য গোপকন্যা সম্ভূতা হইল। তাহারা রাধাতুল্যা রূপ ও গুণসম্পন্না এবং প্রিয়ভাষিণী। তাহারা রত্নময় ভূষণে বিভূষিতা এবং স্থিরযৌবনা;

কিন্তু কৃষ্ণ-শাপ-বশতঃ রাধার অনপত্যতাদোষ তাহাদিগকেও আশ্রয় করিল। হে বিপ্র! ইহার মধ্যে সহসা কৃষ্ণদেহ হইতে সেই বিষ্ণুমায়া সনাতনী দুর্গা আবির্ভূতা হইলেন। তিনি নারায়ণী, ঈশানী এবং সর্ব্বশক্তিস্বরূপা; তিনিই পরমাত্মা কৃষ্ণের বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি দেবীগণের বীজস্বরূপা ঈশ্বরী ও মূলপ্রকৃতি; তিনি পরিপূর্ণা তেজঃস্বরূপা ও ত্রিগুণাত্মিকা। তিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণের ন্যায় শোভাসম্পন্না এবং কোটি-সূর্য্যসদৃশ-প্রভাশালিনী। তাঁহার বদনকমল ঈষৎ হাস্যযুক্ত ও প্রসন্ন; তিনি সহস্রভুজা। তিনি নানাশাস্ত্রপারদর্শিনী এবং নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। তিনি ত্রিলোচনা; বহ্নির ন্যায় বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন এবং রত্নময় ভূষণে বিভূষিতা। তাঁহার অংশের অংশকলা হইতে সমস্ত যোষিদ্বর্গ সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাঁহার মায়াতে সর্ব্ববিশ্বস্থিত লোক সকল মুগ্ধ। তিনি বৈষ্ণবদিগকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করেন এবং স্বয়ং বৈষ্ণবী। ৬২—৭২। তিনি মুমুক্ষুদিগকে মোক্ষ প্রদান করেন, সুখীদিগকে সুখ প্রদান করেন। তিনি স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী এবং গৃহে গৃহলক্ষ্মী; তিনি তপস্বীদিগের তপস্যারূপিণী এবং রাজাদিগের লক্ষ্মী রূপা; তিনি অগ্নিতে দাহিকারূপা, সূর্য্যে প্রভারূপা চন্দ্রে ও পদ্মে মনোহরশোভারূপিণী। তিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সকল শক্তিস্বরূপা; আত্মা ইঁহার দ্বারা শক্তিমান্; এবং জগৎ ইঁহার কৃপায় শক্তিবিশিষ্ট; ইঁহা ব্যতীত সমস্ত জগৎ জীবন্মৃতভাবে অবস্থান করে; ইনি সংসাররূপ মহীরুহের সনাতন বীজস্বরূপা। হে নারদ! ইনি স্থিতিরূপা, বুদ্ধিরূপা এবং ফলরূপিণী। যিনি ক্ষুধা, পিপাসা, দয়া, শ্রদ্ধা, তন্দ্রা, ক্ষমা, ধৃতি, শান্তি, লজ্জা, তুষ্টি, পুষ্টি, ভ্রান্তি ও কান্তি প্রভৃতি রূপে বিরাজমান; সেই দুর্গা সর্ব্বপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করত সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাধিকেশ্বর কৃষ্ণ, তাঁহাকে উপবেশন করিতে রত্নসিংহাসন প্রদান করিলেন। ৭৩—৭৯। হে মুনে! ইহার মধ্যে কৃষ্ণের নাভিপদ্ম হইতে সস্ত্রীক চতুর্মুখ পদ্মযোনি নিঃসৃত হইলেন। তিনি কমণ্ডলুধারী, শোভাশালী, তপস্বী এবং জ্ঞানীদিগের শ্রেষ্ঠ; তিনি ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত হইয়া চতুর্মুখে কৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। সেই চতুর্মুখ পদ্মনাভের সহিত আবির্ভূতা সুন্দরী শত চন্দ্রসমশোভাশালিনী, বহ্নির ন্যায় শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন এবং রত্নময় অলঙ্কারে বিভূষিতা। সেই সুন্দরী স্ত্রী, রত্নসিংহাসনস্থিত সর্ব্বকারণ কৃষ্ণকে স্তব করত হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার পুরোভাগে স্বামীর সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ের মধ্যে কৃষ্ণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটী রূপ ধারণ করিলেন,—তাঁহার বামাঙ্গ মহাদেব ও দক্ষিণাঙ্গ গোপিকাপতিরূপে পরিণত হইল। মহাদেবের দেহভাগ শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় প্রদীপ্ত, শতকোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশীল; তাঁহার হস্তে ত্রিশূল ও পট্টিশ; তিনি ব্যাঘ্রচর্ম্ম ধারণ করিয়া আছেন; তাঁহার নাম হর। মস্তকে তপ্তকাঞ্চনবর্ণতুল্য ঈষৎ রক্তবর্ণ জটাভার, তাঁহার কলেবর ভস্মবিভূষিত এবং বদন নিরন্তর হাস্যযুক্ত ও তিনি চন্দ্রশেখর; তিনি দিগম্বর, নীলকণ্ঠ এবং সর্পময় ভূষণে ভূষিত; তিনি দক্ষিণ হস্তে সুন্দররূপে সংস্কৃত রত্নমালা ধারণ করিয়া আছেন। তিনি পঞ্চবক্ত্রে ব্রহ্মজ্যোতির্ম্ময় সত্যস্বরূপ সনাতন পরমাত্মা ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর জপ করিতেছেন। যিনি কারণের কারণ, সকল মঙ্গলের মঙ্গল এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, ভয়, শোক ইত্যাদি হরণ করিতে সমর্থ; সেই মৃত্যুর মৃত্যু শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া, শঙ্কর মৃত্যুঞ্জয় নাম লাভ করিলেন এবং হরির অগ্রভাগে রত্নময় সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ৮০—৯০।

প্রকৃতিখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, অনন্তর ডিম্ব ব্রহ্মার সেই আয়ুঃকাল পর্য্যন্ত জলে অবস্থান করিয়া কালক্রমে সহসা দুই ভাগে বিভক্ত হইল। সেই ডিম্বমধ্যে শতকোটি-সূর্য্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন একটী শিশু ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া স্তনপানাভিলাষ সিদ্ধ না হওয়ায় অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন। শিশু পিতা-মাতার পরিত্যক্ত হইয়া জল-মধ্যে নিরাশ্রয়রূপে অবস্থান করিতেছেন; যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের নাথ, তিনিই অদ্য অনাথের ন্যায় ঊর্দ্ধ দেশ অবলোকন করিতেছেন!! তিনি স্থূল পদার্থ হইতে স্থূলতম, তাঁহার নাম মহাবিরাট্। পরমাণু যেরূপ সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, সেইরূপ বিরাট্ পুরুষও স্থূল হইতেও স্থূলতর। তিনি পরমাত্মা কৃষ্ণের তেজের ষোড়শভাগস্বরূপ; তিনি অসংখ্য বিশ্বের আধার এবং প্রাকৃত মহাবিষ্ণু। তাঁহার প্রত্যেক রোমকূপে নিখিল বিশ্ব বিরাজ করিতেছে; কৃষ্ণ, অদ্য পর্য্যন্তও তাহার সংখ্যা করিয়া বলিতে সক্ষম নহেন। যদিও রজঃকণার সংখ্যা আছে, তথাপি বিশ্বের সংখ্যা নাই; সেইরূপ ব্রহ্ম

বিষ্ণু শিব ইহাদেরও সংখ্যা নাই। প্রতি বিশ্বেই এইরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব আছেন। পাতাল হইতে ব্রহ্মলোকপর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড, বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধে বৈকুণ্ঠধাম ; সেটী ব্রহ্মাণ্ড হইতে পৃথক্, বৈকুণ্ঠও নারায়ণের ন্যায় নিরন্তর সত্যস্বরূপ ; বৈকুণ্ঠের পঞ্চাশৎকোটী যোজন উর্দ্ধে গোলোক, গোলোকও কৃষ্ণের ন্যায় নিত্য ও সত্যস্বরূপ। ১—১০। এই পৃথিবী সপ্তদ্বীপা সপ্তসাগর-সমন্বিতা এবং উন পঞ্চাশৎ উপদ্বীপ অসংখ্য পর্ব্বত ও অসংখ্য বনে পরিব্যাপ্তা। পৃথিবীর উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক এবং সপ্ত স্বর্গলোক ; নিম্নে সপ্ত পাতাল ; এই সমস্ত লইয়া ব্রহ্মাণ্ড। ধরার উর্দ্ধদেশে ভূর্লোক, তাহার উর্দ্ধে ভুবর্লোক, তাহার উর্দ্ধে স্বর্লোক, তাহার উর্দ্ধে মহর্লোক, তাহার উর্দ্ধে জনলোক, তাহার উর্দ্ধে তপোলোক, তাহার উর্দ্ধে সত্যলোক, তাহার উর্দ্ধে তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিত ব্রহ্মলোক। হে নারদ! এই সমস্তই কৃত্রিম ; ধরার বিনাশ হইলে এই সমস্তই বিনষ্ট হইবে। এই বিশ্বসমূহ জল বুদ্বুদের ন্যায় অনিত্য ; কিন্তু গোলোক এবং বৈকুণ্ঠই নিত্য ও অকৃত্রিম। বৎস! নারদ! বিরাটের প্রত্যেক লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে ; অন্যের কথা কি, কৃষ্ণপর্য্যন্তও তাহার সংখ্যা করিতে সমর্থ নহেন। সেই প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কোটিসংখ্যক দেবতা, এবং দিগীশ্বর দিক্‌পালগণ, নক্ষত্র এবং গ্রহাদি সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। পৃথিবীতে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ, অধোদেশে নাগসমূহ এবং চরাচর বর্গ অবস্থান করিতেছে। ১১—১৯। অনন্তর কালক্রমে সেই বিরাট, পুনঃপুনঃ উর্দ্ধদেশ অবেক্ষণ করিয়া ডিম্বাভ্যন্তরে দেখিলেন, দ্বিতীয় আর কেহই নাই, সমস্ত শূন্যময়, তিনি ক্ষুধায় আকুলিত হইয়া চিন্তা করত পুনঃপুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন ; তৎপরে তাঁহার কিঞ্চিৎ জ্ঞানের সঞ্চার হওয়াতে সেই সময় পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে সেই স্থানেই ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতন নবীননীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ, দ্বিভুজ, পীতবাসপরিধায়ী, প্রহৃষ্ট, ভক্তানুগ্রহকারক, কৃষ্ণরূপ দর্শন করিলেন। বালক, পিতা স্বয়ং ঈশ্বরকে দেখিয়া অত্যন্ত হাস্য করিতে লাগিলেন। ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সময়োচিত এই বর প্রদান করিলেন,—"বৎস! তুমি আমার সমান জ্ঞানসম্পন্ন ও ক্ষুধা-পিপাসা-শূন্য হও এবং লয় অবধি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের আধারস্বরূপ হইয়া নিষ্কাম ও নির্ভীকরূপে সকলের বরদাতা হও। জরা, মৃত্যু, রোগ, শোক ও পীড়াদি কিছুতেই তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না।" এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ সেই বিরাটরূপী বালকের দক্ষিণকর্ণে প্রথমতঃ বেদ ও আগমশ্রেষ্ঠ ষড়ক্ষর মহামন্ত্র তিনবার জপ করিলেন, এবং তাহার পর আদিতে প্রণব ও অন্তভাগে চতুর্থী যোগ করত 'কৃষ্ণ' এই অক্ষরদ্বয়, তৎপরে স্বাহা এই ইষ্ট এবং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশক মন্ত্র প্রদান করিলেন। প্রভু তৎপরে তাঁহার আহারায় যে বস্তু নিরূপণ করিলেন এবং যাহা বলিলেন, হে ব্রহ্মপুত্র! তোমাকে সে সমস্ত বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। ২০—২৮। প্রত্যেক বিশ্বে লোকসমূহ নিবেদনের উপযুক্ত যে কোন বস্তু বিষ্ণুকে প্রদান করে, তাহার ষোড়শাংশ পঞ্চদশাংশ এই উভয় প্রকার ভাগ ভোগাসক্ত বিষ্ণু গ্রহণ করেন, কিন্তু নির্গুণ পরিপূর্ণতম পরমাত্মা কৃষ্ণের কোন বস্তুতেই প্রয়োজন নাই। ২৯। ৩০। কোন ব্যক্তি যে নিবেদ্য বস্তু যে কোন দেবতাকে প্রদান করে, সেই দেবতা সে সমস্ত বস্তুই ভক্ষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর দৃষ্টিবশতঃ পুনর্ব্বার সেই সব বস্তু পূর্ব্ববৎ হয়। বিভু কৃষ্ণ সেই বিরাট্ পুরুষকে মন্ত্র এবং বর প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন, আর কোন্ বর তোমার অভিলষিত? তাহা বল,—আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি। সেই অজাতদন্ত বালক মহাবিরাট্, কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করত তাঁহাকে সময়োচিত বাক্য বলিলেন,—ভগবন্! 'ক্ষণকাল হউক, অথবা বহুকাল হউক, যত দিন আমার পরমায়ু আছে, তত দিন আপনার পাদপদ্মে নিরন্তর নিশ্চলা ভক্তি থাকু' এই বর আমার প্রার্থনীয়। এই জগতে যে আপনার ভক্ত, সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা জীবন্মুক্ত, এবং যে ব্যক্তি আপনার ভক্তিরসে বঞ্চিত, সেই নরাধম মূর্খ এবং জীবন্মৃতবৎ। তাহার জপ, তপস্যা, যজ্ঞ, পূজা, ব্রত, উপবাস, পুণ্য এবং তীর্থপর্য্যটন এই সমস্তই নিষ্ফল। কৃষ্ণ-ভক্তি-বিহীন মূর্খের জীবনও বৃথা ; যেহেতু সেই মূঢ় যে আত্মার বলে জীবন ধারণ করে, সেই পরমাত্মাকেই অবমাননা করে, আত্মা যে অবধি শরীরে অবস্থান করেন তত কাল পর্য্যন্তই সে ব্যক্তি শক্তি-সম্পন্ন থাকে, কিন্তু আত্মা অন্তর্হিত হইলে শক্তি সকলও তাঁহার পশ্চাদ্গামী হয়, সুতরাং শক্তি আত্মা হইতে স্বতন্ত্রা নহে। অতএব হে মহাভাগ! আপনিই সেই সকলের আত্মাস্বরূপ পরমাত্মা, প্রকৃতি হইতে পৃথক্ ; আপনি স্বেচ্ছাময়, সকলের আদিভূত ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ এবং সনাতন। হে নারদ! এই কথা

বলিয়া বালক বিরত হইলে, কৃষ্ণ, শ্রুতি-সুখকর মধুর প্রত্যুত্তর বাক্য বলিতে লাগিলেন। ৩১—৪০। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তুমি আমার ন্যায় চিরকাল সুস্থির ভাবে অবস্থান কর, অসংখ্য ব্রহ্মার বিনাশ হইলেও তোমার বিনাশ হইবে না। পুত্র! তুমি অংশরূপে বিরাট্‌রূপ ধারণ করত প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ কর, তোমার নাভিপদ্ম হইতে বিশ্ব-সৃজন-কর্ত্তা ব্রহ্মা উৎপন্ন হইবেন, সেই ব্রহ্মার ললাটদেশ হইতে সৃষ্টির সংহারের নিমিত্ত শিবাংশ-সম্ভূত একাদশ রুদ্র উৎপন্ন হইবেন। সেই রুদ্রগণের মধ্যে একজন কালাগ্নি-রুদ্রনামক বিশ্বের সংহারকারী হইবেন এবং ভোগাসক্ত বিষ্ণু ক্ষুদ্রাংশরূপে বিশ্বে বিশ্বে অবতীর্ণ হইয়া রক্ষাকর্ত্তা হইবেন। তোমাকে এই বর প্রদান করিলাম, তুমি আমার বরে আমার প্রতি নিরন্তর ভক্তিসম্পন্ন হইয়া ধ্যানযোগে আমাকে নিত্য কমনীয়-রূপ-সম্পন্ন নিশ্চয় দেখিতে পাইবে এবং আমার বক্ষঃস্থলস্থিতা তোমার জননীকেও কমনীয়া দেখিতে পাইবে। তবে বৎস! আমি স্বস্থানে গমন করি, তুমি সুখে অবস্থান কর। এইকথা বলিয়া কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন এবং স্বর্গধামে গমন করিয়া সৃজনকর্ত্তা ব্রহ্মাকে ও সংহারকর্ত্তা শঙ্করকে বলিলেন। ৪১—৪৭। বৎস! ব্রহ্মন্! তুমি মহাবিরাটের লোমকূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশ্ব সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত গমন করিয়া তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হও। বৎস! মহাদেব! তুমি অংশরূপে ব্রহ্মার ললাটদেশ হইতে সংহারের জন্য উদ্ভূত হও এবং স্বয়ং চিরকাল তপস্যা কর। হে বিধিপুত্র! জগন্নাথ এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, মঙ্গলদায়ক শিব ও ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রণাম করত গমন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় গোলাকার জলরাশিতে সেই মহাবিরাটের লোমকূপে প্রবেশ করিলেন। এবং মহাবিরাট্‌ ও তাঁহার অংশ ক্রমে ক্ষুদ্র হইলেন। শ্যামবর্ণ, যুবা, পীতবস্ত্র-পরিধান, সস্মিত-প্রসন্নবদন, বিশ্বরূপী, জনার্দ্দন, জল-শয্যায় সুপ্ত রহিলেন। তাঁহার নাভিকমলে ব্রহ্মা স্বয়ং উদ্ভূত হইলেন। স্বয়ংসম্ভূত কমলজ ব্রহ্মা সেই পদ্মের মৃণালে লক্ষ যুগ পরিভ্রমণ করিয়াও সেই নাভি-পদ্মের মৃণালদণ্ডের শেষপর্য্যন্ত যাইতে পারিলেন না; পিতামহ তখন নাভিজ পদ্মসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন। তাহার পর পুনরায় স্বস্থানে আগমন করত কৃষ্ণ-পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকাল-মধ্যে ধ্যানপ্রযুক্ত দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে ক্ষুদ্র দেখিতে পাইলেন। যিনি ব্রহ্মাণ্ড ও গোলোকব্যাপী জলশয্যায় সুপ্ত, যাঁহার প্রতিলোমকূপে এক এক ব্রহ্মাণ্ড, সেই মহাত্মা গোপগোপী-যুক্ত ঈশ্বর গোলোক-পতি শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করত বর প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা সৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ৪৮—৫৭। তৎপরে সনক প্রভৃতি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ জন্ম গ্রহণ করিল; তাহার পরে শিবাংশসম্ভূত একাদশ রুদ্র ব্রহ্মার ললাট হইতে উদ্ভূত হইলেন। সেই ক্ষুদ্রাকার বিরাটের বামপার্শ্ব হইতে শ্বেতদ্বীপ-নিবাসী চতুর্ভুজ ভগবান্ বিষ্ণু উৎপন্ন হইয়া পালনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মা সেই ক্ষুদ্ররূপী বিরাটের নাভি-পদ্ম স্থিত বিশ্বে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল,—চরাচর ত্রিলোক, সমস্তই সৃজন করিলেন। এইরূপ প্রতি লোমকূপে প্রত্যেক বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন। সেই প্রত্যেক বিশ্বে এইরূপ ক্ষুদ্র বিরাট্‌ ও ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি বিরাজ করিতেছেন। বৎস! নারদ! সুখ ও মোক্ষপ্রদ সারভূত এইরূপ কৃষ্ণগুণানুবাদ কীর্ত্তন করিলাম, আর কোন্‌বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? ৫৮—৬২।

প্রকৃতিখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, আপনার প্রসাদে অপূর্ব্ব সুধাতুল্য সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। এইক্ষণ প্রকৃতিগণের পূজাপদ্ধতি সবিস্তারে বর্ণন করুন। প্রভো নারায়ণ! কে কাহার পূজা করিয়াছিলেন? কে কাহাকে স্তব করিয়াছেন? সেই সমস্ত এবং কবচ, স্তব মন্ত্র, প্রভাব ও শুচি চরিত্র বিশেষরূপে বলুন। কে কাহাকে বর দান করিয়াছেন; সেই সকল বিষয়ই বিশেষ বিশেষ রূপে বর্ণন করুন। ১—৩। নারায়ণ বলিলেন, গণেশ-জননী দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী, সৃষ্টি-কার্য্যে এই পঞ্চপ্রকার প্রকৃতি। ইঁহাদের পূজা প্রসিদ্ধই আছে। ইঁহাদের প্রভাব অত্যন্ত অদ্ভুত, সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের কারণভূত—ইঁহাদের চরিত্র সুধা-সদৃশ; যাঁহারা প্রকৃতির কলাসম্ভূত, তাঁহাদের চরিত্রও শুভপ্রদ। হে ব্রহ্মন্! সে সমস্তই তোমাকে বলি-তেছি, সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। কালী, বসুন্ধরা, গঙ্গা, ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডিকা, তুলসী, মনসা, নিদ্রা, স্বাহা, স্বধা এবং দক্ষিণা—ইঁহাদের শ্রুতিমধুর পুণ্যপ্রদ চরিত্র এবং জীবের কর্ম্মবিপাক সমস্ত সংক্ষেপরূপে বলি-তেছি; দুর্গা এবং রাধার চরিত্র বিস্তীর্ণ এবং অত্যন্ত মহৎ, তাহা পরে বলিতেছি। সংক্ষেপ-চরিত্র প্রথমে শ্রবণ কর। প্রথমতঃ সরস্বতীর পূজা শ্রীকৃষ্ণ সংস্থাপন

করেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই সরস্বতীর প্রসাদে মূর্খ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য প্রাপ্ত হয়। দেবী সরস্বতী কৃষ্ণের মুখ হইতে আবির্ভূতা হইয়া স্বয়ং কামরূপিণী দেবী কাম-বশে কামুকী হইয়া কৃষ্ণসমীপে গমন করিলেন; সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণ সেই ভাব অবগত হইয়া জগন্মাতা সেই দেবীকে পরিণামসুখকর হিতজনক সত্য বাক্য বলিলেন। ৪—১২। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সাধ্বি! তুমি আমার অংশস্বরূপ চতুর্ভুজ নারায়ণকে পতিত্বে বরণ কর, তিনি যুবা, অতি সুন্দর এবং সর্ব্বগুণযুক্ত ও আমার সদৃশ। তিনি কামিনীদিগের কামপ্রদ ও তাহাদের কাম পূর্ণ করেন; তিনি কোটী কন্দর্পের ন্যায় লাবণ্য-সম্পন্ন; তিনি লীলাচাতুর্য্যে ঈশ্বরকেও ধিক্কার দিয়াছেন। কান্তে! আমাকে কান্ত করিয়া এই স্থানে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিতেছ বটে, কিন্তু তোমা হইতে রাধা আমার সমীপে বলবতী, সুতরাং তাহাতে তোমার কোনরূপ মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। যে যাহা হইতে বলবান্, সে তাহা হইতে হীনবল ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয়; কিন্তু যদি স্বয়ং প্রভুতাশূন্য হয়, তাহা হইলে, কিরূপে পরকে শাসন করিবে? আমি সকলের ঈশ্বর সকলকেই শাসন করিতে পারি, কিন্তু রাধাকে কিছুতেই শাসন করিতে সক্ষম নহি; যেহেতু রাধা তেজে রূপে ও গুণে সর্ব্ববিষয়েই আমার সমান। রাধা আমার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; কোন্ ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিতে সমর্থ হয়? প্রাণ হইতেই বা কে কোথায় কাহার প্রিয় হইয়া থাকে? হে ভদ্রে! তুমি বৈকুণ্ঠে গমন কর, তোমার শুভ হইবে; সেই ঈশ্বরকে পতিত্বে বরণ করত সুখ-সম্ভোগে চিরকাল যাপন কর। লোভ-মোহ-কাম-ক্রোধ-মান-হিংসাদি বর্জ্জিতা লক্ষ্মী রূপে ও গুণে তোমার সদৃশী; তাঁহার সহিত প্রীতি করত নিরন্তর কাল যাপন করিও। পতি বিষ্ণু তোমাদের উভয়কেই তুল্য গৌরব করিবেন। দয়িতে! প্রতি বিশ্বেই মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে এবং বিদ্যারম্ভে মানবগণ, মনুগণ, দেব, মুনীন্দ্র, মুমুক্ষু, যোগী, সিদ্ধ, নাগ, গন্ধর্ব্ব এবং কিন্নরগণ আমার বরে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত কল্পে কল্পে ভক্তিযুক্ত হইয়া তোমাকে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। ১৩—২৪। জিতেন্দ্রিয় সংযমিগণ, ঘটে ও পুস্তকে কাণ্বশাখোক্ত বিধিমতে ধ্যান ও স্তবের দ্বারা তোমার পূজা করিবেন এবং সুবর্ণময় গুটিকা করত তাহাকে গন্ধ ও চন্দনদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া, দক্ষিণ হস্তে তোমার কবচ ধারণ করিবেন। হে পূজনীয়ে! পণ্ডিতগণ পূজাকালে তোমার স্তব পাঠ করিবেন। এই কথা বলিয়া সর্ব্বপূজিত কৃষ্ণ দেবীকে পূজা করিলেন। তাহার পর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, তাঁহার পূজা করিলেন। তৎপরে অনন্ত, ধর্ম্ম, মুনীন্দ্রগণ, সনকাদি ব্রহ্মার মানস পুত্রগণ, দেবগণ, মনুগণ, নৃপসমূহ এবং মানবগণ সকলেই দেবীকে পূজা করিলেন। এইরূপে নিত্যরূপিণী সরস্বতী সর্ব্বলোকের পূজা প্রাপ্ত হইলেন। নারদ বলিলেন, হে বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ! তাঁহার পূজাবিধান, স্তব, ধ্যান, কবচ, ঈপ্সিত বস্তু, পূজার উপযুক্ত নিবেদনীয় দ্রব্য, পুষ্প ও চন্দনাদি কিরূপ?—এই সমস্ত শ্রুতিসুখকর বিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কুতূহল জন্মিয়াছে, আপনি বিশেষরূপে বর্ণন করুন। নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! জগন্মাতা সরস্বতীর কাণ্বশাখোক্ত পদ্ধতিমত পূজাবিধি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে এবং বিদ্যারম্ভদিবসে পূর্ব্বদিনে সংযম করিয়া সেই দিনে সংযত ভাবে শুদ্ধান্তঃকরণ হইতে হইবে এবং স্নান করত নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ঘট সংস্থাপন করিবে; তাহাতে প্রথমতঃ নিবেদনোপযুক্ত বস্তুদ্বারা গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব, শিবা, এই ছয় দেবতাকে পূজা করিবে, তৎপরে অভীষ্ট দেবতার পূজা করিবে। ২৫—৩৫। যে ধ্যান বলিতেছি, সেই ধ্যানদ্বারা পণ্ডিত ব্যক্তি দেবীকে ধ্যান করত ঘটে আবাহন করিবে। তাহার পর উক্তব্রতচারী পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া দেবীকে ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। পূজার উপযুক্ত নৈবেদ্য যাহা যাহা বেদে নিরূপিত হইয়াছে এবং বেদে যেরূপ অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহাই সম্প্রতি বলিতেছি। নবনীত, দধি, ক্ষীর, লাজ, তিললড্ডুক, ইক্ষু, ইক্ষুরস-সম্ভূত শুক্লবর্ণ পরিপক্ব গুড়, মধু, স্বস্তিক, শর্করা, আতপ তণ্ডুল ও শুক্লবর্ণ ধান্যের আতপ তণ্ডুল, আশ্বিন মাসের শুক্লবর্ণ ধান্যের চিপীটক, শুক্ল মোদক, ঘৃত ও সৈন্ধবদ্বারা সংস্কৃত ব্যঞ্জনযুক্ত হবিষ্যান্ন, যব ও গোধূমচূর্ণের ঘৃতসংস্কৃত পিষ্টক, স্বস্তিকের পিষ্টক, পক্ব রম্ভাফলের পিষ্টক, সঘৃত পরমান্ন, সুধাসদৃশ মিষ্টান্ন, নারিকেল, নারিকেলোদক, বকুলফল, মূলক, আর্দ্রক, পক্ব রম্ভাফল, মনোহর শ্রীফল, বদরীফল, কালোদ্ভব সুস্বাদু শুক্লবর্ণ পক্ব ফল, সুগন্ধি শুক্ল পুষ্প, সুগন্ধি শুক্ল চন্দন, নূতন শুক্লবস্ত্র মনোহর শঙ্খ, শুক্লবর্ণ পুষ্পের মাল্য, শুক্ল হার এবং শুক্ল ভূষণ এই সমস্ত বস্তু বেদনিরূপিত নিবেদ্য। ৩৬—৪৩। হে মহাভাগ নারদ! বেদে প্রশংসনীয় শ্রুতি-সুখাবহ ভ্রম-

ভঞ্জনের হেতুভূত সরস্বতী দেবীর যে ধ্যান দর্শন করিয়াছি, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। সরস্বতী শুক্লবর্ণা হাস্যযুক্তা এবং মনোহারিণী। তিনি কোটি চন্দ্রের প্রভার ন্যায় প্রভাসম্পন্না। তিনি বহ্নিসদৃশ-শুদ্ধবস্ত্রপরিধানা হাস্যশোভায় অত্যন্ত মনোহারিণী এবং সারভূত রত্ননির্ম্মিত শ্রেষ্ঠভূষণে বিভূষিতা। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি দেবগণ তাঁহাকে নিরন্তর পূজা করিতেছেন। মুনীন্দ্রগণ মনুগণ ও মানবগণ তাঁহাকে নিরন্তর স্তব করিয়া থাকেন। তাঁহাকে আমি ভক্তি-পূর্ব্বক বন্দনা করি;—পণ্ডিত ব্যক্তি এইরূপ ধ্যান করত মূলমন্ত্রে সকল দ্রব্য প্রদান করিবে এবং স্তব পাঠ করিয়া কবচ ধারণ করত ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। মুনে! সরস্বতী যাহার ইষ্টদেবী, এইরূপ পূজা তাহার নিত্যক্রিয়া। অন্যান্য সকলেরও বিদ্যারম্ভদিনে এবং বৎসরান্তে মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে তাঁহাকে পূজা করা কর্ত্তব্য। সকলের ব্যবহারোপযুক্ত বৈদিক ষড়ক্ষর মূলমন্ত্র কীর্ত্তিত হই-তেছে; গুরু যাহাকে যে মন্ত্র উপদেশ দিয়াছেন, সেই তাহার মূলমন্ত্র; সরস্বতী এই শব্দকে চতুর্থ্যন্ত করিয়া তাহার পরে বহ্নিজায়া 'স্বাহা' এই শব্দ যোগ করিলে 'সরস্বত্যৈ স্বাহা' এই মন্ত্র হয়। লক্ষ্মী ও মায়াদি শব্দকে এইরূপ চতুর্থ্যন্ত করিয়া, স্বাহা যোগ করিলে 'লক্ষ্ম্যৈ স্বাহা' 'মায়ায়ৈ স্বাহা' এই সকল মন্ত্র কল্পবৃক্ষ-তুল্য হয়। ৪৫—৫১। পূর্ব্বে কৃপানিধি নারায়ণ এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমে জাহ্নবীতীরে বাল্মীকিকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ভৃগু, পুষ্করতীর্থে অমাবস্যা তিথিতে শুক্রকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন এবং মারীচ পূর্ণিমা তিথিতে বৃহস্পতিকে এইমন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া বদরিকাশ্রমে ভৃগুকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। জরৎকারু মুনি ক্ষীরোদসাগরের সমীপে আস্তিক মুনিকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। বিভাণ্ডক মুনি ঋষ্যশৃঙ্গকে পর্ব্বতশৃঙ্গে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন। হে মুনে! শিব,—কণাদ ও গৌতমকে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন। সূর্য্য, যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়নকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তদেব পাণিনিকে, ভরদ্বাজকে এবং পাতালে বলির সভায় শাকটায়নকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। মনুষ্যদিগের চতুর্লক্ষ জপে এই মন্ত্র সিদ্ধ হয়। যে ব্যক্তির মন্ত্রসিদ্ধি হয়, সে সর্ব্ববিষয়ে বৃহস্পতিতুল্য হয়। ৫২—৫৭। এই বিশ্বে সর্ব্বপ্রধান এবং বিশ্ববিজয়ী যে কবচ গন্ধমাদন পর্ব্বতে ব্রহ্মা ভৃগুকে প্রদান করিয়াছেন, বিপ্রেন্দ্র! সেই কবচের বিষয় শ্রবণ কর। ভৃগু বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ, এবং ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বজনক এবং সর্ব্বপূজিত; অতএব প্রভো! আমার সমীপে বিশ্ববিজয়ী মন্ত্রসমূহ-সংযুক্ত সরস্বতীর কবচ বিশেষরূপে বর্ণন করুন। ৫৮—৬০। ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস ভৃগো! সর্ব্বকামপ্রদ শ্রবণ-সারভূত শ্রুতিসুখকর বেদোক্ত এবং শ্রুতিপূজিত সরস্বতী-কবচ বলিতেছি শ্রবণ কর। গোলোকধামে বৃন্দাবন-বনমধ্যে রাসমণ্ডলে, রাসেশ্বর প্রভু কৃষ্ণ—এই কবচ বলেন। এই কবচ অতিগোপনীয়, কল্পবৃক্ষ-সদৃশ এবং অশ্রুত ও অদ্ভুতমন্ত্রসমূহযুক্ত। হে ব্রহ্মন্! যে কবচ ধারণ ও পাঠ করত বৃহস্পতি বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, এবং যাহাকে ধারণ করত শুক্র দৈত্যমধ্যে পূজিত হইয়াছেন। বাল্মীকি মুনি এই কবচ পাঠ এবং ধারণ করত বাগ্মী ও কবীন্দ্র হইয়াছেন; স্বায়ম্ভুব মনু ও যে কবচ ধারণ করিয়া পূজিত হইয়া-ছেন; কণাদ, গৌতম, কণ্ব, পাণিনি, শাকটায়ন, দক্ষ ও কাত্যায়ন প্রভৃতি মুনিগণ যে কবচ ধারণ করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন; যে কবচ ধারণ করিয়া কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদের বিভাগ ও অখিল পুরাণাদি অবলীলা-ক্রমে প্রণয়ন করিয়াছেন; শাতাতপ, সম্বর্ত্ত, বশিষ্ঠ, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য, প্রভৃতি ঋষিগণ যে কবচ ধারণ করিয়া পাঠাদি করত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; ঋষ্য-শৃঙ্গ, ভরদ্বাজ, আস্তিক, দেবল, জৈগীষব্য ও জাবালি প্রভৃতি ঋষিশ্রেষ্ঠগণ যাহাকে ধারণ করিয়া সকল স্থানে পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন;—হে বিপ্রেন্দ্র! সেই কবচের ঋষি স্বয়ং প্রজাপতি, রাসেশ্বর প্রভু কৃষ্ণ স্বয়ং তাহার দেবতা, বৃহতী ছন্দ, সমস্ত তত্ত্বের পরিজ্ঞান বিষয়ে সমস্ত অভিলষিত বিষয়ের সাধনে ও সমস্ত কবিতাতে ইহার বিনিয়োগ। ৬১—৭১। ওঁ হ্রীং সরস্বত্যৈ স্বাহা এইমন্ত্র আমার শিরোদেশ সর্ব্বদা রক্ষা করুন; শ্রীং বাগ্দেবতায়ৈ স্বাহা এই মন্ত্র আমার ললাট দেশ রক্ষা করুন; ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহা এই মন্ত্র নিরন্তর আমার শ্রবণেন্দ্রিয় রক্ষা করুন, ওঁ শ্রীং হ্রীং ভারত্যৈ স্বাহা এই মন্ত্র আমার নেত্রদ্বয় সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ঐং হ্রীং বাগ্বাদিন্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার নাসিকাযুগল সকল সময়ে রক্ষা করুন; হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেবতায়ৈ স্বাহা এই মন্ত্র নিয়ত আমার ওষ্ঠ রক্ষা করুন। ওঁ শ্রীং হ্রীং ব্রাহ্ম্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার দন্তশ্রেণী সর্ব্বদা রক্ষা করুন; ঐং এই একাক্ষর মন্ত্র, আমার কণ্ঠদেশ সর্ব্বদা রক্ষা করুন; ওঁ হ্রীং হ্রীং এই মন্ত্রাত্মক দেবতা আমার গ্রীবাদেশ সর্ব্বদা রক্ষা করুন, শ্রীং এই মন্ত্রস্বরূপ

দেবতা স্কন্ধদেশে রক্ষা করুন ; শ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার বক্ষঃস্থল রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীং বিদ্যাস্বরূপায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার নাভি-দেশ রক্ষা করুন ; ওঁ হ্রীং হ্রীং বাণ্যৈ স্বাহা এইমন্ত্র সকল সময়ে আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুন। ওঁ সর্ব্ববর্ণা-ত্মিকায়ৈ স্বাহা এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার পাদযুগল রক্ষা করুন ; ওঁ বাগাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রক্ষা করুন। ওঁ সর্ব্বকণ্ঠ-বাসিন্যৈ স্বাহা এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার পূর্ব্বদেশ রক্ষা করুন ; ও হ্রীং জিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহা এইমন্ত্র অগ্নি-কোণে সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন। ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং সরস্বত্যৈ বুধজনন্যৈ স্বাহা এই মন্ত্র সকল মন্ত্রের রাজাস্বরূপ, এই মন্ত্র আমাকে দক্ষিণ দিকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীং শ্রীং এই তিন অক্ষর মন্ত্র আমাকে নৈঋ্‌তকোণে সকল সময়ে রক্ষা করুন ; কবিজিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহা এইমন্ত্র আমাকে পশ্চিম দিকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ সদাম্বিকায়ৈ স্বাহা এই মন্ত্র আমাকে বায়ুকোণে সর্ব্বদা রক্ষা করুন ; ওঁ গদ্যপদ্যবাসিন্যৈ স্বাহা এইমন্ত্র আমাকে উত্তর দিকে সর্ব্বদা পালন করুন। ওঁ সর্ব্বশাস্ত্রবাসিন্যৈ স্বাহা এইমন্ত্র আমাকে ঈশান কোণে সকল সময়ে রক্ষা করুন ; ও হ্রীং সর্ব্বপূজিতায়ৈ স্বাহা এইমন্ত্র আমাকে উর্দ্ধদেশে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীং পুস্তকবাসিন্যৈ স্বাহা এইমন্ত্র আমার অধোদেশে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ গ্রন্থবীজরূপায়ৈ স্বাহা গ্রন্থের বীজ-স্বরূপা দেবী আমাকে সর্ব্বদা দয়া করুন। ৭২—৮৪। হে বিপ্র! এই বিশ্বজয় নামে নিখিল-মন্ত্রাত্মক কবচ তোমাকে বলিলাম। এই ব্রহ্মস্বরূপ কবচ পূর্ব্বে গন্ধমাদন পর্ব্বতে, ধর্ম্ম-মুখে শ্রুত হই-য়াছি। স্নেহবশতঃ তোমাকে বলিলাম ; কিন্তু এই কবচ অন্যের নিকট বলা উচিত নহে। ধীমান্ ব্যক্তি প্রথমতঃ গুরুকে নিয়মানুসারে চন্দন ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা পূজা করিবে। তৎপরে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এই কবচ ধারণ করিবে। পঞ্চ লক্ষ জপে এই কবচ সিদ্ধ হইবে ; কোন ব্যক্তির কবচ সিদ্ধ হইলে, সে বৃহস্পতি তুল্য হইবে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। সেই সিদ্ধকবচ মহাপুরুষ, মহাবাগ্মী কবীন্দ্র ও ত্রৈলোক্যবিজয়ী হইয়া কবচের প্রসাদে সমস্ত জয় করিতে সক্ষম হইবে। মুনে! এই তোমাকে কাণ্বশাখোক্ত কবচ, স্তোত্র, পূজাবিধান, ধ্যান এবং বন্দনা সমস্তই বলিলাম। ৮৫—৯০।

প্রকৃতিখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, মুনে! যে স্তবদ্বারা পূর্ব্বে মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য দেবীকে স্তব করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ বাগ্দেবীর স্তব বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাজ্ঞবল্ক্য গুরুশাপবশতঃ বিদ্যাশূন্য হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি দুঃখার্ত্ত হইয়া পুণ্যধাম সূর্য্যসমীপে গমন করিলেন এবং বিশেষরূপে তপস্যা করত সূর্য্যের দর্শন লাভ করিলেন, তাঁহার দর্শন পাইবামাত্র স্তব করিতে লাগিলেন এবং শোকাভিভূত হইয়া পুনঃপুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ সূর্য্যদেব মুনির প্রতি দয়া করিয়া মুনিকে বেদ ও বেদাঙ্গাদি উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, মুনে! তুমি স্মৃতিলাভের নিমিত্ত ভক্তিপূর্ব্বক বাগ্দেবীকে স্তব কর,—দিননাথ মুনিকে এই কথা বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন, মুনি স্নান করত ভক্তিপূর্ব্বক নতমস্তকে সরস্বতার স্তব করিতে লাগি-লেন। ১—৫। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, জগন্মাতঃ! আমি গুরুশাপবশতঃ তেজোহীন, স্মরণশক্তিশূন্য এবং বিদ্যাহীন, হইয়া নিতান্ত দুঃখসাগরে পতিত হইয়াছি, এদাসের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করুন। হে বিদ্যাধিষ্ঠাতৃ-দেবতে! আপনি আমাকে জ্ঞান প্রদান করুন, স্মৃতি-শক্তি প্রদান করুন, বিদ্যা দান করুন এবং আমাকে প্রতিষ্ঠা কবিত্বশক্তি ও শিষ্যপ্রবোধিনী শক্তি প্রদান করুন। গ্রন্থকর্তৃত্বশক্তি-সৎশিষ্যলাভ, সংসভাতে প্রতিভা এবং উত্তম বিচার-ক্ষমতা আমাকে এই সমস্তই কৃপাবলোকনে—প্রদান করুন, সমস্তই দৈব-দুর্বিপাকে লুপ্ত হইয়াছে। অতএব মাতঃ! কৃপা করিয়া সকল শক্তি পুনর্ব্বার নূতনরূপে আমাতে সংক্রান্ত করুন। দেবতাগণ যেরূপ দ্রব্য ভস্ম হইলে তাহা হইতে পুনর্ব্বার সৃজন করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনিই আমার লুপ্ত শক্তি পুনর্ব্বার আমাতে সৃষ্টি করুন। যিনি পরমব্রহ্মস্বরূপা জ্যোতির্ম্ময়ী সনাতনী এবং সর্ব্ববিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সেই বাণীকে আমি নমস্কার করি। যাঁহার অনুগ্রহব্যতীত এই জগৎ নিরন্তর জীবন্মৃতবৎ প্রতীত হয়, যিনি জ্ঞানের অধি-ষ্ঠাত্রী দেবী, সেই সরস্বতী দেবীকে আমি প্রণাম করি। যাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন সমস্ত জগৎ বাক্‌শক্তিরহিত ও উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠে ; সেই বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাণীকে আমি নমস্কার করি। যিনি শীতল চন্দন, কুন্দপুষ্প, চন্দ্র, কুমুদ ও শ্বেতপদ্মসদৃশ অঙ্গ-প্রভা-শালিনী, বর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সেই অক্ষর-স্বরূপিণী দেবীকে আমি প্রণাম করি। ৬—১১। বিসর্গ বিন্দু মাত্রা ইত্যাদিতে যাঁহার অবস্থান, সেই

অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারতীকে আমি প্রণাম করি। যাঁহার ব্যবহারব্যতিরেকে সংখ্যাকর্ত্তা বস্তর সংখ্যা করিতে সক্ষম হন না, সেই কাল ও সংখ্যাস্বরূপা দেবীকে আমি করযোড়ে প্রণিপাত করিতেছি। যিনি গ্রন্থের ব্যাখ্যাস্বরূপা ও ব্যাখ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং যিনি ভ্রমসিদ্ধান্তস্বরূপিণী তাঁহাকে আমি প্রণাম করিতেছি। যিনি স্মৃতিশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও বুদ্ধিশক্তি স্বরূপিণী, যিনি কল্পনাশক্তি ও প্রতিভাশক্তিস্বরূপিণী, তাঁহাকে আমি প্রণাম করিতেছি। সনৎকুমার একসময়ে ব্রহ্মাকে জ্ঞানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত না করিতে পারিয়া জড়সদৃশ হইলেন; কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সে সময়ে তথায় গমন করত প্রজাপতিকে বলিলেন, "তুমি নিরন্তর বাণীকে স্তব কর" ব্রহ্মা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সেই বাক্যানুসারে বাণীকে স্তব করত তাঁহার প্রসাদে সেই প্রশ্নের উত্তররূপে সিদ্ধান্ত করিলেন। ১৪—২০। এক সময়ে বসুন্ধরা অনন্তদেবকে জ্ঞানবিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু অনন্ত বাক্‌শক্তি-বিহীনের ন্যায় সে বিষয়ের কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম হইলেন না, তৎপরে অনন্ত ব্যাকুল হইয়া কশ্যপের আজ্ঞানুসারে সেই সময়ে বাগ্দেবীকে স্তব করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে সেই বসুন্ধরার ভ্রমনিরাসক নির্ম্মল, সিদ্ধান্ত করিলেন। ব্যাস যখন মহর্ষি বাল্মীকিকে পুরাণ-সূত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন মুনীশ্বর বাল্মীকি ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করত জগদম্বিকাস্বরূপা, তোমাকেই স্মরণ করিয়া তোমার বরমহিমায় সে বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইলেন। তৎপরে কৃষ্ণ-কলা-সম্ভূত ব্যাসদেব, পুরাণসূত্রের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া প্রমাদনাশক নির্ম্মল জ্ঞানরাশি প্রাপ্ত হইলেন এবং তিনি শতবৎসর পর্য্যন্ত পুষ্করতীর্থে তোমাকে সেবা করত নিরন্তর ধ্যান করিতে লাগিলেন; তাহার পর ব্যাস তোমা হইতে বরলাভ করত কবি-শ্রেষ্ঠ হইয়া বেদবিভাগ ও পুরাণাদি প্রণয়ন করিতে লাগিলেন। কোন সময়ে শিবা শিবকে তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তখন মহাদেব ক্ষণকাল আপনাকেই চিন্তা করিয়া তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। মহেন্দ্র যখন বৃহস্পতিকে শব্দশাস্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন বৃহস্পতি উত্তর করিতে অসমর্থ হইয়া দিব্য সহস্র বৎসর আপনাকে পুষ্কর-তীর্থে ধ্যান করত বরলাভ করিলেন। তৎপরে দিব্য-সহস্র বৎসরপর্য্যন্ত সুরেশ্বরকে শব্দশাস্ত্র ও তাহার সুবিশদ অর্থ বিশেষরূপে বলিলেন। ২১—২৯। হে সুরেশ্বরি! যে মুনীন্দ্রবর্গ শিষ্যসমূহকে নিয়ত অধ্যয়ন করান এবং যাঁহারা অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা সকলেই আপনাকে চিন্তা করত অধ্যাপনা ও অধ্যয়নকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। দেবি! আপনাকে মুনিগণ, মানবগণ, মনুবর্গ, দৈত্যেন্দ্রকুল, সুরবর্গ ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব প্রভৃতি সকলেই পূজা ও স্তব করিয়া থাকেন; সহস্র মুখ, পঞ্চমুখ ও চতুর্মুখ প্রভৃতি জড়ীভূত হইয়া সকলেই যাঁহাকে স্তব করিয়াছেন, আমি মানব হইয়া তাঁহাকে একমুখে কিরূপে স্তব করিব? এই কথা বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য ভক্তিদ্বারা অবনত মস্তকে দেবীকে প্রণাম করত বারংবার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে জ্যোতিঃস্বরূপা সরস্বতী, মুনির অলক্ষিতভাবে মুনিকে বলিলেন "তুমি কবি-কুল-শ্রেষ্ঠ হও" এই কথা বলিয়া বাণী বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। যে ব্যক্তি সংযত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকৃত সরস্বতীস্তোত্র নিরন্তর পাঠ করে, সেই মহাত্মা বাগ্মী ও কবিকুলশ্রেষ্ঠ হইয়া বৃহস্পতি-সদৃশ সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন হয়। মহামূর্খ ও মেধাশূন্য ব্যক্তি, যদি একবৎসর পর্য্যন্ত এই স্তব নিয়ত পাঠ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি নিশ্চয় পণ্ডিত, মেধাবী ও সুকবি বলিয়া পরিগণিত হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ৩০—৩৬।

প্রকৃতিখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! বৈকুণ্ঠধামে সরস্বতী গঙ্গাসহ কলহ করাতে,—তৎপ্রদত্ত শাপে কলিতে নদীরূপ ধারণ করত ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি পুণ্যদাত্রী, পুণ্যোৎপাদনকারিণী এবং পবিত্র-তীর্থ-স্বরূপা, তাঁহাকে পুণ্যবান্ ব্যক্তিরাই নিরন্তর সেবা করিয়া থাকেন। তিনি পুণ্যাত্মাদিগের স্থিতি-রূপিণী, তিনি তপস্বিগণের তপোরূপা এবং মূর্ত্তিমতী তপস্যা, তিনি মনুষ্যাচরিত পাপরাশি দহন করিতে অদ্বিতীয় অনলরূপিণী। যে সকল মানব জ্ঞানবশতঃ সরস্বতীতোয়ে প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের চিরকাল বৈকুণ্ঠধামে হরির সভায় নিয়ত বাস হয়। এই ভারতে পাপাচারিগণ, সেই সরস্বতী-সলিলে স্নান করত সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, চিরকাল বিষ্ণুলোকে বাস করে। চতুর্দ্দশী পূর্ণিমা অক্ষয়াতিথি দক্ষিণায়ন ব্যতীপাতযোগ গ্রহণ এবং অন্যান্য পুণ্যদিবসে যদি কোন ব্যক্তি অবহেলা-তেই হউক, অথবা শ্রদ্ধাপূর্ব্বকই হউক আনুষঙ্গিক

স্নানও করে, তাহা হইলে, সেই ব্যক্তি বৈকুণ্ঠধামে নিশ্চয় হরির সারূপ্য লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সরস্বতী-মন্ত্র একমাস পর্য্যন্ত নিয়ত জপ করে, সে মহামূর্খ হইলেও কবিকুল-চূড়ামণি হইবে তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। যে ব্যক্তি, সরস্বতী-তীরে মুণ্ডিত হইয়া নিত্য স্নান করে, সে ব্যক্তির পুনর্ব্বার গর্ভবাস-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। এইরূপে সুখপ্রদা এবং সারভূতা ভারতীর কিঞ্চিৎ গুণ কীর্ত্তন করিলাম। পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? হে শৌনক! নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মুনিসত্তম নারদ সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন। ১—১১। নারদ বলিলেন, দেবী সরস্বতী, কলহবশতঃ গঙ্গাশাপে নিজ ষোড়শাংশে পবিত্রতাদায়িনী নদীরূপ ধারণ করিয়া, অবতীর্ণা হইলেন কিরূপে? শ্রবণের সারভূত এই বাক্য শ্রবণ করিতে আমার কুতূহল বৃদ্ধি হইতেছে; এই অমৃতময় কথা নিরন্তর শ্রবণ করিয়াও আমার তৃপ্তি হইতেছে না, অথবা শ্রেয়োলাভে কে পরিতৃপ্ত হইতে সমর্থ হয়? শান্ত-স্বভাবা সত্ত্বস্বরূপা পুণ্যপ্রদায়িনী সর্ব্বদাত্রী গঙ্গা, জগৎ-পূজিতা সরস্বতীকে শাপই বা প্রদান করিলেন কেন? এবং সেই তেজস্বিনীদ্বয়ের শ্রুতিসুন্দর পুরাণ-দুর্লভ কলহের কারণ কি এই সমস্তই আমাকে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক বলুন। ১২—১৫। নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! যাহার স্মরণমাত্রে পাপরাশি দূরীভূত হয়, সেই প্রাচীন কথা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা, হরির এই তিনটী ভার্য্যা; তাঁহারা প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া নিয়ত হরির নিকটে অবস্থান করেন। একসময়ে গঙ্গা অভিলাষিণী হইয়া হাস্যবদনে পুনঃপুনঃ হরির মুখ পানে সকটাক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু ঐ সময়ে হরিও গঙ্গার মুখ দর্শন করিয়া আনন্দের সহিত কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন; সেই ভাব দর্শন করিয়া দেবী লক্ষ্মী ক্ষমা করিলেও, সরস্বতীর তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল। সত্ত্বরূপিণী হাস্যবদনা লক্ষ্মী তাঁহাকে বিশেষরূপে প্রবোধ বাক্য বলিলেন বটে, কিন্তু ক্রোধপরবশা সরস্বতী তাহাতে শান্তভাব অবলম্বন করিলেন না। ক্ষণকাল-মধ্যেই তাঁহার বদন ও নয়ন আরক্ত হইল এবং শরীর ও অধর কোপের আবেগে নিরন্তর কম্পিত হইতে লাগিল; তিনি ক্রুদ্ধা হইয়া গঙ্গা ও স্বামী হরিকে বলিলেন। ১৬—২১। স্বামী সৎ ধার্ম্মিক ও শ্রেষ্ঠ হইলে, তাহার সকল স্ত্রীর প্রতিই সমতা বুদ্ধি হয়; কিন্তু খল হইলে তাহার বিপরীত হয়। প্রভো গদাধর! আপনার গঙ্গার প্রতিই অধিক প্রণয় আমি জানিতে পারিলাম; লক্ষ্মীর প্রতিও তদ্রূপ; আমাতে আপনার প্রণয়ের লেশমাত্রও নাই; গঙ্গার ও লক্ষ্মীর সহিত অত্যন্ত প্রণয় আছে বলিয়া লক্ষ্মী এইরূপ ভাব দর্শন করিয়াও ক্ষমা করিলেন। আমি নিতান্ত দুর্ভাগিনী আমার জীবনে প্রয়োজন কি? যে স্ত্রী পতির প্রেমে বঞ্চিতা, তাহার জীবন ধারণ নিষ্ফল। যে মনীষিগণ তোমাকে সর্ব্বেশ ও সত্ত্বরূপ বলে; তাহারা নিতান্ত মূর্খ, বেদমর্ম্ম ও তোমার বুদ্ধিবৃত্তি কিছুই তাহারা জানে না। নারায়ণ, সরস্বতীর বাক্য শ্রবণ করত তাঁহাকে কুপিতা বোধ করিলেন। তৎপরে মনে মনে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া সভার বহির্ভাগে গমন করিলেন। নারায়ণ গমন করিলে গঙ্গাদেবীও ক্রোধান্ধা হইয়া নির্ভয়চিত্তে সরস্বতী দেবীর ন্যায় শ্রুতি-দুঃসহ বাক্যে ভর্ৎসনা করত বলিতে লাগিলেন, রে নির্লজ্জে! রে সকামে! তুই কি স্বামী ভাল বাসেন বলিয়া গর্ব্ব করিতেছিস্? কিম্বা তোর প্রতি স্বামীর অধিক প্রেম বলিয়া লোকসমাজে জানাইতেছিস্? রে কান্তপ্রণয়িনি! হরির নিকটেই অদ্য তোর মান আমি নিশ্চয় চূর্ণ করিব! দেখি তোমার কান্ত আমার কি করিতে পারেন। ২২—৩০। গঙ্গা এই কথা বলিলে সরস্বতী তাঁহার কেশ ধরিতে উদ্যতা হইলে, সতী লক্ষ্মী মধ্যস্থিতা হইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। কিন্তু সরস্বতী অত্যন্ত কুপিতা হইয়া পদ্মাকে শাপ-প্রদান করিলেন, যেহেতু তুমি এইরূপ বিপরীত ভাব দর্শন করত কাহাকেও কিছু না বলিয়া সভামধ্যে বৃক্ষ ও নদীর ন্যায় নির্ব্বাক্ হইয়া অবস্থান করিতেছ, অতএব তুমি নিশ্চয় বৃক্ষরূপা ও নদীরূপা হইবে। পদ্মাদেবী শাপ বাক্য শ্রবণ করিয়াও, প্রতিশাপ প্রদান এবং কোপও না করিয়া বাণীকে হস্তদ্বারা ধারণ করত সেই সভামধ্যেই দুঃখিতা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। পদ্মলোচনা গঙ্গা, সরস্বতীর উগ্রভাব দর্শন করিয়া কোপস্ফুরিত-বদনে লক্ষ্মীকে বলিলেন, "কমলে! উগ্রস্বভাবা সরস্বতীর হস্ত পরিত্যাগ কর, কলহ-প্রিয়া দুষ্টভাষিণী এই বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমার কিছুই করিতে পারিবে না; ঐ দুর্ম্মুখীর যত শক্তি ও যত ক্ষমতা থাকে, আমার সহিত বিবাদ করুক। নিজের বল ও আমার বল লোকদিগকে জানাইতে ইচ্ছা করিতেছে—সতি! কমলে! অদ্য সকলেই উভয়ের প্রভাব ও পরাক্রম জানুক।"—এই কথা বলিয়া দেবী গঙ্গা বাণীকে এই অভিশাপ দিলেন—"তোমাকে যেরূপ শাপ দিয়াছে

সেইরূপ, সরস্বতীও স্বয়ং নদীস্বরূপা হইবে;" গঙ্গা কমলাকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিলেন। আর বলিলেন, যে স্থানে পাপিগণ নিরন্তর বাস করে, সেই অধোদেশে মর্ত্তে গমন করিয়া, নিশ্চয় পাপীদিগের পাপাংশ লাভ করিবে :—এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সরস্বতী, তাঁহাকে প্রতিশাপ প্রদান করিলেন; তুমিও ধরাতলে নদীরূপে গমন করত পাপীদিগের পাপভার লাভ করিবে। এই অবসরে ভগবান্ চতুর্ভুজ চতুর্ভুজ-শালী পারিষদ্‌বর্গের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সরস্বতীর কর ধারণ করত স্বীয় বক্ষে স্থাপন করিলেন এবং সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ তাঁহাকে পুরাতন সর্ব্ব-জ্ঞানরাশি-পূর্ণবাক্য উপদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহাদের কলহ ও শাপের গূঢ় বিষয় শ্রবণ করিয়া, সকলেই দুঃখিত হইলেন এবং ভগবান্ সময়োচিত বাক্য বলিতে লাগিলেন—শুভে! লক্ষ্মি। তুমি পৃথিবীতে কলারূপে ধর্ম্মধ্বজের গৃহে গমন করত অযোনিসম্ভবা হইয়া তাহার কন্যারূপে অবতীর্ণা হইবে; সেই ধর্ম্মধ্বজরাজের গৃহেই দৈবদুর্বিপাকে তুমি বৃক্ষত্ব লাভ করিবে। আমার অংশ-সম্ভূত শঙ্খচূড় নামে অসুরের পত্নী হইয়া পরে নিশ্চয়ই আমার পত্নী হইবে, এবং এই ভারতে তোমার নাম ত্রৈলোক্য-পাবনী তুলসী বলিয়া খ্যাত হইবে। বরাননে লক্ষ্মি! তুমি ভারতীর শাপ-প্রভাবে অংশে নদীরূপ ধারণ করত শীঘ্র ভারতভূমে গমন করিয়া পদ্মাবতী নামে অবতীর্ণা হও। গঙ্গে! পশ্চাৎ তুমিও ভারতীর শাপবশতঃ অংশরূপে বিশ্বপাবনী হইয়া শরীরী মাত্রের পাপরাশি ভস্মসাৎ করিবার নিমিত্ত ভারতে অবতীর্ণা হইবে। ভগীরথ কঠোর তপস্যাবলে তোমাকে ভূতলে অবতীর্ণা করিবে, সেইজন্য তোমার পবিত্র ভাগীরথী নাম ভূমণ্ডলে খ্যাত হইবে। হে প্রিয়ে সুরেশ্বরি! তুমি আমার আজ্ঞানুসারে ভূতলে গমন করত আমার অংশভূত সমুদ্রের এবং অংশের অংশ-সম্ভূত শান্তনুরাজার সহ-ধর্ম্মিণী হইয়া কিছুকাল অবস্থান কর। ৩১—৫২। অসহনশীলে ভারতি! তুমিও গঙ্গার শাপ বশতঃ অংশরূপে ভারতে গমন করিয়া সপত্নীসহ কলহের ফলভোগ কর এবং স্বয়ং ব্রহ্মার সমীপে গমন করত তাঁহার সহধর্ম্মিণী হও। গঙ্গাও শিব-সমীপে গমন করুন। পদ্মে! তুমি এই স্থানেই থাক, কারণ তুমি শান্তস্বভাবা, ক্রোধরহিতা, আমার ভক্তিনিরতা, সত্ত্ব-রূপিণী, মহাসাধ্বী, মহাভাগ্যশালিনী, সুশীলা ও ধর্ম্মচারিণী। সমস্ত জগতে স্ত্রীসকল তোমার অংশের অংশে উৎপন্ন হইলে, ধর্ম্মিষ্ঠা পতিব্রতা শান্ত-স্বভাবা ও সুশীলা হয়। তিন ভার্য্যা, তিন গৃহ, তিন ভৃত্য ও তিন বান্ধব সর্ব্বত্রই অশুভপ্রদ এবং বেদবিরুদ্ধ। যাহাদের গৃহে স্ত্রী, পুরুষ তুল্য এবং পুরুষ স্ত্রীর বশীভূত, তাহাদের জন্মই নিস্ফল এবং পদে পদে অমঙ্গল আশঙ্কা। যাহার স্ত্রী কটুভাষিণী, ব্যভিচারিণী ও কলহপ্রিয়া হয়, তাহার পক্ষে অরণ্যবাসই শ্রেয়স্কর, কারণ তাহার গৃহ মহা-অরণ্যতুল্য কিংবা ততোধিক। অরণ্যে বরং জল, আবাসস্থান ও ফল সমস্তই পাওয়া যায়, কিন্তু সেই দুষ্টভাষিণী-স্ত্রীযুক্ত গৃহে কোনবস্তুই পাওয়া যায় না। পুরুষদিগের দুঃখজনক দুষ্টা স্ত্রীর নিকটে বাস অপেক্ষা অগ্নিতে বাস অথবা হিংস্রজন্তুর সমীপে বাসও শ্রেয়। ৫৩—৬০। বরাননে! পুরুষদিগের ব্যাধিযন্ত্রণা এবং বিষযন্ত্রণাও বরং সহ্য হয়, কিন্তু দুষ্টা স্ত্রীর বাক্যযন্ত্রণা মৃত্যুযন্ত্রণাকেও অতিক্রম করে। স্ত্রী-পরাজিতপুরুষের জীবনধারণ নিস্ফল, কোনকার্য্য যত্নপূর্ব্বক করিলেও, তাহার ফলভোগ হয় না; সে ব্যক্তি সকল স্থানেই নিন্দাভাজন হয় এবং পরলোকেও নরকগামী হয়। যশ এবং কীর্ত্তিশূন্য ব্যক্তি জীবন-ধারণ করিয়াও মৃততুল্য। বহু সপত্নীর একত্র অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত নহে, এক ভার্য্যা থাকিলেই প্রায় সুখী হওয়া যায় না; বহু পত্নী থাকিলে যে কোনরূপেই সুখী হইতে পারিবে না, তাহাতে আর সন্দেহ কি? গঙ্গে! তুমি শিবসমীপে গমন কর, সরস্বতি! তুমিও ব্রহ্মাসমীপে গমন কর; কিন্তু সুশীলা কমলা আমার গৃহেই অবস্থান করুন। যাহার পত্নী বশীভূতা, সুশীলা ও পতিব্রতা হয়, ইহলোকেই তাহার স্বর্গসুখ ভোগ হয় এবং পরকালে ধর্ম্ম ও মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। যাহার পত্নী পতিব্রতা সেই মহাত্মা সর্ব্বদা মুক্ত পবিত্র ও সুখী এবং যে ব্যক্তি দুঃশীলা পত্নীর পতি, সে সর্ব্বদা অপবিত্র ও দুঃখী হইয়া জীবন্মৃতবৎ হয়। হে নারদ! জগৎপতি এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, গঙ্গা, লক্ষ্মী, ও সরস্বতী পরস্পর আলিঙ্গন করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভবিষ্যদ্বিষয়ের আলোচনা করত ভয় এবং শোকে কম্পিত হইয়া সাশ্রুনেত্রে ঈশ্বর নারায়ণকে ক্রমে বলিতে লাগিলেন। সরস্বতী বলিলেন, নাথ! আমি নিতান্ত দুষ্টস্বভাবা, অতএব আমাকে জন্মের মত বিদায় দাও; কোন্ স্ত্রী সৎস্বামীর ত্যাজ্যা হইয়া কোথায় বাঁচিয়া আছে? আমি ভারতভূমে গমন করিয়া যোগাবলম্বনে নিশ্চয় দেহ ত্যাগ করিব, যেহেতু অতি উন্নত হইলে, তাহার শীঘ্র পতন হয়। ৬১—৭১। গঙ্গা বলিলেন; হে জগৎপতে! আমাকে কোন্ অপরাধে

আপনি পরিত্যাগ করিতেছেন? আমি নিশ্চয় দেহ ত্যাগ করিব; তাহা হইলে আপনার নিরপরাধিনীর বধভাগী হইতে হইবে। এই সংসারে যে ব্যক্তি নির্দ্দোষ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি কল্পান্তপর্য্যন্ত নরক ভোগ করে; যদিও আপনি সকলের ঈশ্বর, তথাপি ফল ভোগ করিতেই হইবে। লক্ষ্মী বলিলেন, নাথ! আপনি সত্ত্বস্বরূপ; অতএব আপনার ক্রোধের উদ্রেক হওয়া অতি আশ্চর্য্যের বিষয়; আপনি ভার্য্যাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন, যেহেতু সৎস্বামীর ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য। ভারতীর শাপ-প্রভাবে ভারতের কলারূপে অবতীর্ণা হইব: কিন্তু সেই স্থানে কতকাল থাকিতে হইবে? এবং কোন্ সময়ে পুনর্ব্বার আপনার পাদপদ্ম দেখিতে পাইব? পাপিগণ, স্নান এবং অবগাহন দ্বারা পাপরাশি আমাতেই অর্পণ করিবে, কিন্তু কোন্ উপায়ে তাহা হইতে মুক্তি লাভ করত আপনার সমীপে আগমন করিতে পারিব? হে অচ্যুত! অংশরূপে তুলসীস্বরূপা হইয়া এবং ধর্ম্মধ্বজরাজের তনয়া হইয়া কোন্‌সময়ে আপানার পাদপদ্ম লাভ করিব? হে কৃপাময়! আমি বৃক্ষরূপে অবতীর্ণা হইয়া তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইব, কিন্তু কোন্‌সময়ে আমাকে উদ্ধার করিবেন,—তাহাই আমাকে বলুন। গঙ্গা সরস্বতী-শাপে যদি ভারতে গমন করে, তাহা হইলে শাপ ও পাপরাশি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কোন সময়ে আপনাকে প্রাপ্ত হইবে? এবং গঙ্গা-শাপে বাণী যদি ভারত-ভবনে গমন করে, তবে কোন্‌সময়ে সেই শাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আপনার পাদপদ্ম লাভ করিবে? হে নাথ! আপনি বাণীকে ব্রহ্ম-সমীপে এবং গঙ্গাকে শিব-সমীপে গমন করিতে আদেশ করিতেছেন, কিন্তু অনুগ্রহপূর্ব্বক সেইটি ক্ষমা করুন; এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবেন না —এই কথা বলিয়া কমলা প্রাণকান্তের চরণযুগল ধারণ করত বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন, এবং স্বীয় কেশদ্বারা তাঁহার চরণ বেষ্টন করত পুনঃপুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তানুগ্রহকাতর পদ্মনাভ পদ্মাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ঈষদ্ধাস্যবশতঃ প্রসন্নবদনে বলিলেন: ৭২—৮২। হে সুরেশ্বরি! তোমার বাক্য প্রতিপালন করিতে হইবে এবং আমার বাক্যও যাহাতে বিফল না হয়, তাহাও করিতে হইবে; অতএব উভয়ের বাক্যই যাহাতে সমভাবে রক্ষা হয়, ক্রমে তাহার প্রতিবিধান করিতেছি, শ্রবণ কর। ভারতী অংশে নদীরূপ ধারণ করত ভারতে গমন করুন এবং তাহার অর্দ্ধাংশে ব্রহ্ম-সমীপে গমন করুন, স্বয়ং আমার গৃহেই অবস্থান করুন। গঙ্গা ভগীরথকর্ত্তৃক নীতা হইয়া ত্রিভুবন পবিত্র করিবার নিমিত্ত অংশরূপে ভারতে অবতীর্ণ হউন এবং স্বয়ং আমার গৃহেই অবস্থান করুন। সেই স্থানে চন্দ্রশেখরের দুর্লভ শিরোদেশ লাভ করত স্বভাবতঃ পবিত্রা হইলেও, অত্যন্ত পবিত্রতা লাভ করিতে পারিবেন। কমলে! তুমিও কলাংশের অংশে পদ্মাবতী নদীরূপা ও তুলসীবৃক্ষরূপা হইয়া ভারতভূমে গমন কর। কলির পঞ্চসহস্র বৎসর অতীত হইলে, তোমাদের শাপ মোচন হইবে, তৎপরে আমার গৃহে পুনর্ব্বার আগমন করিবে। পদ্মে! তোমার প্রাণিমাত্রের সম্পদের কারণ এবং বিপত্তিরও একমাত্র কারণ, তাহা না হইলে এ জগতে বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তি ভিন্ন কাহারা ধর্ম্মের সমাদর করে? আমার মন্ত্রোপাসক ব্যক্তিগণের স্নান এবং অবগাহনে তোমরা পাপি-প্রদত্ত পাপরাশি হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। সুন্দরি! পৃথিবীতে যে সমস্ত অসংখ্য তীর্থ আছে, সকলেই আমার ভক্তের স্পর্শন ও দর্শনে পবিত্র হয়। সতি! আমার মন্ত্রোপাসক মনোহর পবিত্র ভক্তবৃন্দ, ভারতকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত ভারতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। আমার ভক্তগণ যেখানে অবস্থান করে এবং এবং যে স্থানে পাদ প্রক্ষালন করে, সেই স্থান নিশ্চয় পবিত্র হইয়া মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। স্ত্রীঘাতী, গো-[illegible]নকারী, কৃতঘ্ন, ব্রহ্মঘাতী ও গুরুদারাপহারী ব্যক্তিগণ আমার ভক্তের স্পর্শনে ও দর্শনে পবিত্র হইয়া জীবন্মুক্ত হয়। ৮৩—৯৫। একাদশীহীন সন্ধ্যাহীন নাস্তিক ও নর-হত্যাকারী,—সকলেই আমার ভক্তের দর্শনে ও স্পর্শনে পবিত্রতা লাভ করে। অসিজীবী, মসীজীবী, শূদ্রযাজক ও বৃষ-বাহনারোহী সকলেই আমার ভক্তের দর্শনে ও স্পর্শনে পবিত্র হয়। বিশ্বাসঘাতক, মিত্রহত্যাকারী মিথ্যা-সাক্ষ্য প্রদানকারী ও স্থাপিত-ধন-হারক ব্যক্তিগণও আমার ভক্তের দর্শনে ও স্পর্শনে পবিত্রতা লাভ করিবে। ঋণগ্রস্ত, কুসীদজীবী, জারজ, বেশ্যাপতি ও বেশ্যাপুত্র সকলেই আমার ভক্তের দর্শনে ও স্পর্শনে পবিত্রতা লাভ করে। আমার ভক্তের দর্শন ও স্পর্শে শূদ্রের পাচক, দেবল, গ্রামযাজক ও গুরুমন্ত্রে অদীক্ষিতগণও পবিত্র হইয়া থাকে। অশ্বত্থ-বৃক্ষ-বিনাশক, আমার ভক্তের নিন্দাকারী ও অনিবেদিত-বস্তু-ভোজনকারী বিপ্র সকলেই আমার ভক্তের দর্শনে ও স্পর্শনে পবিত্রতা লাভ করে। যে ব্যক্তি মাতা পিতা, ভার্য্যা, ভ্রাতা, তনয়, তনয়া, গুরুকুল, ভগিনী, বংশহীন বান্ধব, শ্বশ্রূ এবং শ্বশুর ইহাদিগকে প্রতিপালন না করে, সেই ব্যক্তিই মহাপাতকী;—কিন্তু আমার অনুজ্ঞা

দর্শন ও স্পর্শে তাহার সেই পাতিত্য দূরীভূত হইয়া পবিত্রতা লাভ হয়। দেবদ্রব্যাপহারী, বিপ্রদ্রব্যাপহারক, লাক্ষা-লৌহ-পারদ-বিক্রয়ী, কন্যা-বিক্রেতা, শূদ্র-শব-দাহক, ইহারা সকলেই মহাপাতকী;—কিন্তু আমার ভক্তের দর্শন ও স্পর্শে তাহারাও পবিত্র হইবে। ৯৬—১০৫। লক্ষ্মী বলিলেন, হে ভক্তানুগ্রহকারক! যাহাদের দর্শন ও স্পর্শে হরিভক্তি-বিহীন, মহা-অহঙ্কার-সম্পন্ন, স্বীয় প্রশংসাবাদে রত, সাধুগণের নিন্দাকারী, শঠ, ধূর্ত্ত ও নরাধমগণ সদ্য পবিত্রতা লাভ করে, সেই ভক্তবৃন্দের লক্ষণ কি? আমাকে বিশদরূপে বলুন। যাহাদের স্নান এবং অবগাহনে তীর্থ সকল পবিত্র হয় এবং যাহাদের পাদ-রজ ও পাদোদকে পৃথিবী পবিত্রা হয় ও যাহাদের দর্শন ও স্পর্শ দেবতাগণেরও বাঞ্ছনীয়, যে বৈষ্ণবগণের সমাগম, সকলের পরম লাভজনক—সেই বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তিগণের লক্ষণ কি? জলময় তীর্থ সকল এবং মৃন্ময় অথবা শিলাময় দেবগণ বহুকালেও পবিত্র করিতে সক্ষম হন না, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তিরা ক্ষণকালমধ্যেই পবিত্র করিতে সক্ষম হন। ১০৬—১১০। সৌতি বলিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ! লক্ষ্মীকান্ত মহালক্ষ্মীর বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্য-বদনে জিজ্ঞাস্য-বিষয়ের নিগূঢ়তত্ত্ব বলিতে আরম্ভ করিলেন;—লক্ষ্মি! শ্রুতি ও পুরাণে গূঢ়, পুণ্যস্বরূপ, পাপনাশক, সুখ ভক্তি ও মুক্তিদায়ক, সারভূত, গোপনীয় ও খলব্যক্তির সমীপে অবক্তব্য ভক্তবৃন্দের লক্ষণ, তুমি প্রাণতুল্যা এবং পবিত্রা বলিয়াই তোমার নিকট বলিতেছি শ্রবণ কর। গুরুমুখ-নির্গত বিষ্ণুমন্ত্র যাহার কর্ণে প্রবেশ করে, বেদ ও বেদাঙ্গ,—তাহাকেই নরশ্রেষ্ঠ এবং পবিত্র বলিয়া থাকেন। সেই ব্যক্তির জন্মমাত্রেই তাহা হইতে পূর্ব্বতন একশত পুরুষপর্য্যন্ত পবিত্র হয় এবং সেই একশত পুরুষ স্বর্গস্থই হউক অথবা নরকস্থই হউক তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করে। তাহার মধ্যে যে কোন ব্যক্তি যে কোন যোনিতে জন্ম লাভ করুক না কেন, তাহারা জীবন্মুক্ত এবং পবিত্র হইয়া কালক্রমে হরিসমীপে গমন করে। ১১১—১১৬। যাহারা আমার ভক্তিযুক্ত, আমার পূজানিরত, আমার গুণশ্লাঘানিরত, আমাতে নিবিষ্টচিত্ত আমার গুণ শ্রবণমাত্রেই সানন্দ, পুলকিত ও ও সগদ্গদচিত্ত, সাশ্রুনেত্র এবং আত্মবিস্মৃত হয়, তাহারা সালোক্য প্রভৃতি মুক্তি-চতুষ্টয়কেও বাঞ্ছা করে না। ব্রহ্মত্ব কি অমরত্ব কিছুই বাঞ্ছা না করিয়া, কেবল আমার সেবাই তাহারা বাঞ্ছা করে। তাহারা ইন্দ্রত্ব-মনুত্ব, দুর্লভ দেবত্ব এবং স্বর্গ রাজ্যাদিভোগ ইহা স্বপ্নেও অভিলাষ করে না। ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি সমস্ত যদি বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তথাপি কিছুতেই মঙ্গল ও ভক্তিযুক্ত আমার ভক্তের বিনাশ হয় না। আমার ভক্ত মানবগণ ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভ্রমণ করে, তাহার পর পৃথিবীকে পবিত্র করত আমার পবিত্র বৈকুণ্ঠধামে আগমন করে। পদ্মে! সকল বিষয় তোমাকে বলিলাম—যাহা উচিত হয় কর; নারায়ণ এই কথা বলিলে, তাঁহার অনুমতিক্রমে লক্ষ্মী প্রভৃতি সকলে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিলেন, হরি স্বীয় আসনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১১৭—১২৩।

প্রকৃতিখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, সরস্বতী গঙ্গাশাপে অংশ রূপে পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমে অবতীর্ণা হইলেন, কিন্তু স্বয়ং হরিসমীপেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভারতী ভারতভূমে গমন করত ব্রহ্মার প্রিয়তমা ব্রাহ্মী হইলেন এবং তিনিই বাগধিষ্ঠাত্রী বাণী বলিয়া কথিত হইলেন। সর্ব্ববিশ্বব্যাপী হরি বহুকাল সমুদ্রে শয়ান ছিলেন, বাণী তাঁহার পত্নী; অতএব তাঁহার নাম সরস্বতী হইয়াছে। অতি পবিত্রা সেই সরস্বতী আমার ইষ্টদেবী; তিনি তীর্থরূপিণী এবং তিনি পাপরূপ ইন্ধন দগ্ধ করিতে একমাত্র জলন্ত-অগ্নিস্বরূপা। হে নারদ! পরে ভাগীরথী কলারূপে অবতীর্ণা হইলে, ভগীরথ মহীতলে আনয়ন করিলেন। তৎপরে বেগ ধারণে অসমর্থা হইয়া পৃথিবী প্রার্থনা করিলে, শিব তাঁহাকে সেই সময়ে শিরোদেশে ধারণ করিলেন। পদ্মাও ভারতী-শাপে স্বীয় অংশে পদ্মাবতী নদীরূপে ভারতে অবতীর্ণা হইলেন এবং স্বয়ং হরি-সমীপেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহার পর লক্ষ্মীর অপর অংশ ভারতে ধর্ম্মধ্বজরাজের তনয়ারূপে অবতীর্ণা হইয়া তুলসীনামে বিখ্যাতা হইলেন। পদ্মা সরস্বতী-শাপে এবং হরিবাক্যে অংশরূপে বিশ্বপাবনী বৃক্ষরূপা হইলেন। তিনি কলির পঞ্চসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ভারতে অবস্থান করিয়া তৎপরে নদীরূপ পরিত্যাগ করত হরির সমীপে গমন করিবেন। ১—১০। কাশী এবং বৃন্দাবন ভিন্ন পৃথিবীতে যে সমস্ত তীর্থ আছে, হরির অজ্ঞানুসারে তাঁহাদের সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিবেন। শাল-

গ্রাম ও জগন্নাথ, ইহাঁরা শ্রীহরির মূর্ত্তি; কলির দশ-সহস্র বৎসর অতীত হইলে তাঁহারাও ভারতভূমি পরিত্যাগ করত বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন,এবং বৈষ্ণবগণ পুরাণ সকল, সমস্ত সাংখ্য ও শ্রাদ্ধতর্পণাদি বেদোক্ত কার্য্য সকল তাহারই সহিত গমন করিবে। হরিপূজা, হরির নাম, হরিনামকীর্ত্তন, তাঁহার গুণকীর্ত্তন এবং বেদাঙ্গ প্রভৃতি শাস্ত্র সকলও তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে গমন করিবে। সত্ত্বগুণ, সত্য, ধর্ম্ম, বেদসমূহ, গ্রাম্য দেবতাগণ, ব্রত, তপস্যা, উপবাসাদি সমস্ত কার্য্যই লুপ্ত হইবে। তাহার পর মনুষ্য সকল কামাচারী হইবে এবং মিথ্যা ও কপটতায় পরিপূর্ণ হইবে। পূজাদি তুলসীবর্জ্জিত হইবে। সকল লোক একাদশী পরিত্যাগ করত ধর্ম্মশূন্য হইবে,—হরি-কথায় বিমুখ হইবে। তাহার পর সমস্ত লোক শঠ, কুটিল, দাম্ভিক, মহা-অহঙ্কারযুক্ত এবং চোর ও হিংসা-নিরত হইবে। স্ত্রীভেদ ও পুরুষভেদ এবং রাশি-নির্ণয়,—বিবাহে এ সমস্ত কিছুই থাকিবে না এবং বস্তু সমূহের স্ব স্ব ও স্বামি ভেদ থাকিবে না। সমস্ত লোক স্ত্রীর বশীভূত হইবে এবং প্রতিগৃহেই স্ত্রীগণ বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করত স্বামীকে তর্জ্জন ও ভর্ৎসনা বাক্যে নিরন্তর তাড়িত করিবে। ১১—২০। গৃহিণীই গৃহের ঈশ্বরী হইবেন, গৃহী ব্যক্তি ভৃত্য হইতেও অধম হইবে এবং বধূর নিকটে শ্বশ্রূ ও শ্বশুর দাসী ও ভৃত্যের সমান পরিগণিত হইবে। কর্ত্তা ব্যক্তি গৃহ মধ্যেই বলবান্ হইবে; স্ত্রীও কন্যাদির সঙ্গে সম্বন্ধ-ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত সম্বন্ধ থাকিবে না। সহাধ্যায়ি গণের সহিত সম্ভাষণাদিও থাকিবে না; পরিচয়ই লোকের বান্ধবতামাত্র, অন্য কোনরূপ উপকারাদি থাকিবে না। স্ত্রীগণের অনুমতি ভিন্ন পুরুষ সকল কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে না। কলিতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, প্রভৃতি উত্তমকুল সম্ভূত ব্যক্তিগণ-স্বকীয় শাস্ত্র পরিত্যাগ করত ম্লেচ্ছদিগের শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে, শূদ্রের দাসত্ব করিবে এবং তাহারা পাচক, পত্রবাহক ও বৃষবাহক হইয়া নিকৃষ্টভাব অবলম্বন করিবে; মনুষ্য সকল সত্যপথ পরিত্যাগ করিবে, পৃথিবী শস্যহীনা হইবেন। তরু সকল ফলহীন হইবে। স্ত্রীগণ পুত্রহীন হইবে। গাভী সকল দুগ্ধশূন্য হইবে এবং দুগ্ধও ঘৃত-হীন হইবে। দম্পতীর পরস্পরে তাদৃশ প্রীতি থাকিবে না, গৃহস্থ সকল সুখহীন হইবে। মহীপতিগণ প্রতাপ-শূন্য হইবেন এবং প্রজা সকল করগ্রহণ-নিমিত্ত নিতান্ত পীড়িত হইবে। নদ, নদী, দীর্ঘিকা ও কন্দরাদি সকল জলশূন্য হইবে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ধর্ম্মহীন ও পুণ্যহীন হইবে। লক্ষজনের মধ্যেও একজন পুণ্যবান্ থাকিবে না, পুরুষ স্ত্রী ও বালক, ইহারা কুৎসিত ও কুৎসিতাকার-সম্পন্ন হইবে। লোকমুখে সর্ব্বদা কুবার্ত্তা ও কুৎসিত শব্দাদি অবস্থান করিবে, এবং কোন কোন গ্রাম ও নগর জনশূন্য হইবে। ২১—৩০। কোন কোন গ্রামে অল্পসংখ্যক মনুষ্য অল্পপরিমিত কুটীরাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিবে। গ্রাম ও নগরাদি বহুঅরণ্যময় হইবে। বনবাসী মানব জনসমাজে করভার বহন করিতে না পারিয়া নিতান্ত পীড়িত হইবে, তড়াগ ও নদীর উপ-কূলেই শস্যাদি হইবে। কিন্তু ক্ষেত্রসকল শস্যহীন হইবে, প্রকৃত ধনী সকল—বল, দর্প ও ধনাদিশূন্য হইবে। কলিযুগের প্রভাববশতঃ এইরূপ অনিষ্ট ঘটনা হইবে। উত্তম-বংশ-জাত মানবগন হীন ভাব ধারণ করিবে; যাহারা সত্যবাদী, তাঁহারাই মিথ্যাবাদী, ধূর্ত্ত ও শঠ বলিয়া পরিগণিত হইবেন। এইরূপ পাপিগন পুণ্যবান্ ব্যক্তিকে উপহাস ও নিন্দা করিবে। অশিষ্ট ব্যক্তি-গণ শিষ্টকে, লম্পটবর্গ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে, বেশ্যাগন পতিব্রতাকে, পাতকিগন তপস্বীদিগকে, বিষ্ণুদ্বেষিগণ বিষ্ণুভক্তিপরায়ন ব্যক্তিকে, চোর এবং নরহত্যাকারি-গণ অহিংসক ও দয়াবান্ ব্যক্তিকে নিরন্তর নিন্দা এবং উপহাসাদি করিবে। ধূর্ত্তগণ ভিক্ষুবেশ ধারন করিয়া সকলকে নিন্দা ও উপহাস করিবে এবং তাহারা ভূত প্রেতাদির সেবা করত জনসমাজের অমঙ্গল-জনক কার্য্য করিয়া বিচরন করিবে; কিন্তু সেই জ্ঞানহীন ধূর্ত্তসকল জগতে লোকের পূজনীয় হইবে। পুরুষ ও স্ত্রী সকল সর্ব্বত্রই নিয়ত ব্যাধিযুক্ত ও খর্ব্বাকৃতি হইবে। এইরূপ কলিযুগপ্রভাবে লোকসকল যৌবনা-বস্থায় ব্যাধিযুক্ত ও অল্পায়ুঃ হইবে। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমেই জরাযুক্ত হইয়া বিংশতি বৎসরেই মহাবৃদ্ধ হইবে। সহস্রজনের মধ্যে দুই একটী স্ত্রী অষ্ট বৎসর বয়ঃক্রমে ঋতুমতী ও গর্ভিণী হইবে এবং প্রতিবৎসর প্রসব করিয়া ষোড়শ বৎসর বয়সে জীর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। ৩১—৪০। নতুবা কলিযুগে স্ত্রীগণ সকলেই বন্ধ্যা হইবে এবং ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণেই কন্যাবিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত হইবে। মনুষ্যগণ প্রায়শঃ মাতা, পত্নী, পুত্রবধূ, ভগিনী, কন্যা, ইহাদের ব্যভিচার-লব্ধ ধনদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। কলিযুগে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া ধন গ্রহণ করত হরিনামবিক্রেতৃগণ জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে এবং সক-লেই কীর্ত্তি-বর্দ্ধনের নিমিত্তই ধনাদি দান করিবে; কিন্তু তৎপরেই মনে মনে আন্দোলন করত তাহার

অন্যথাচরণ করিতে যত্ন করিবে। মানবগণ, দেবতার বৃত্তি, ব্রহ্মবৃত্তি এবং গুরুকুলের বৃত্তি, স্বদত্তই হউক অথবা অপরেই দান করিয়া থাকুক, তাহার অন্যথা করিতে চেষ্টা করিবে। কেহ কন্যা গমন করিবে, কেহ বা শ্বশ্রূ গমন করিবে, কোন ব্যক্তি পুত্রবধূগমন করিবে; কেহ বা কন্যা, পুত্রবধূ আদি সকলেতেই গমন করিবে; কেহ ভগিনী গমন ও কেহ বা বিমাতা গমন করিবে। কলিযুগে ভ্রাতৃজায়া গমন প্রভৃতি অগম্যাগমন-জনিত দোষ প্রতিগৃহেই ঘটিবে। কলিযুগে কেবল মাতৃযোনি পরিত্যাগ করত সকল স্ত্রীর সহিতই বিহার করিবে এবং পত্নীর নির্ণয় থাকিবে না, পতির নির্ণয়ও থাকিবে না, প্রজার এবং গ্রামের ও বস্তুর কে অধিকারী কাহার বা ভোগ্য, তাহা স্থির থাকিবে না। মানবগণ, সকলেই মিথ্যাবাদী শঠ ও লম্পট হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবংশীয় মানবগণের পরস্পর হিংসা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি হইবে, তাহারা নরহত্যাদি ঘোর পাতকজনিত কার্য্য করিয়া মহাপাপীর অগ্রগণ্য হইবে। ৪১—৫০। তাহারা লাক্ষা, লৌহ, পারদ লবণ প্রভৃতির ব্যবসায় করিবে এবং বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ শূদ্রের শবদাহ, শূদ্রান্ন-ভোজন ও শূদ্র দার গমন প্রভৃতি নানাবিধ দুষ্কর্ম্ম করিবে এবং পঞ্চপর্ব্ব প্রতিপালন না করিয়া অমাবস্যা রাত্রিতেও ভোজন করিবে। তাহারা যজ্ঞসূত্র-বিহীন ও সন্ধ্যা-শৌচাদি ক্রিয়া-শূন্য হইবে। বেশ্যা রজস্বলা, বৃদ্ধা ও কুট্টিনী স্ত্রী, বিপ্রগণের রন্ধনশালায় পাচিকা হইবে; আহারাদির নির্ণয় এবং যোনি-বিচার কিছুই থাকিবে না ও আশ্রম এবং জনসমাজের কোনরূপ বিভেদ না থাকাতে কলিযুগে সকল লোক ম্লেচ্ছ হইবে। এইরূপে কলি প্রবৃত্ত হইলে জগৎ ম্লেচ্ছময় হইবে এবং বৃক্ষ, হস্তপ্রমাণ ও মনুষ্য, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ হইবে। সেই সময়ে বলবান্‌দিগের অগ্রগণ্য ভগবান্ কল্কী নারায়ণের অংশে বিষ্ণুযশানামক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন। তিনি অত্যুচ্চ ঘোটকে আরোহণ করিয়া দীর্ঘ করবালদ্বারা ত্রিরাত্রমধ্যে পৃথিবী ম্লেচ্ছ-শূন্য করিবেন এবং সেই ম্লেচ্ছশূন্য পৃথিবী হইতে স্বয়ং অন্তর্হিত হইবেন, তৎপরে বসুধা অরাজক হইয়া দস্যুহস্তে পতিত হইবে। সেই সময়ে ছয় রাত্রি পর্য্যন্ত স্থূলপ্রমাণ মুষলধারে বৃষ্টি হওয়াতে পৃথিবী জনশূন্য, বৃক্ষশূন্য ও গৃহশূন্য হইবে। হে মুনে! তাহার পর দ্বাদশ দিবাকর উদিত হইয়া তেজঃ-প্রভাবে পৃথিবীকে সেই বর্ষণ-সম্ভূত জলরাশির সহিত শুষ্ক করিবে। ৫১—৬১। এইরূপ দুর্দ্ধর্ষ কলিকাল অতীত হইলে, পুনর্ব্বার সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইবে, সেই যুগ তপস্যা ও সত্যযুক্ত হইয়া ধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইবে! জগতে ব্রাহ্মণগণ, তপস্বী ও ধর্ম্মিষ্ঠ হইয়া বেদাঙ্গ প্রভৃতি বিশেষরূপে অবগত হইবেন এবং প্রতিগৃহে স্ত্রীগণ, পতিব্রতা ও ধর্ম্মিষ্ঠা হইবেন। হে মহামুনে! বিপ্রভক্ত ক্ষত্রিয়গণ রাজা হইবেন, তাঁহারা অত্যন্ত প্রতাপশালী এবং ধার্ম্মিক হইয়া পুণ্যকার্য্যে সর্ব্বদা রত হইবেন। বৈশ্যগণ বাণিজ্য করিবে এবং বিপ্রভক্ত হইয়া ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য হইবেন, শূদ্রগণ, পুণ্যশীল ধর্ম্মিষ্ঠ ও বিপ্র-সেবাপরায়ণ হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠবংশীয় ব্যক্তিরা বিষ্ণুপরায়ণ, যজ্ঞানুষ্ঠানরত হইবেন এবং তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুমন্ত্র ও বিষ্ণুভক্ত হইয়া বৈষ্ণবকুলতিলক বলিয়া খ্যাত হইবেন। তাঁহারা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতিতে অভিজ্ঞতা লাভ করত ধর্ম্মজ্ঞ হইবেন; এবং ঋতুমতী ভার্য্যাসমীপে গমন করিবেন; ধর্ম্মপূর্ণ সত্যযুগে অধর্ম্মের লেশমাত্র থাকিবে না। ধর্ম্ম ত্রেতাযুগে তিন-পাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ, কলিতে একপাদ থাকিবে; কলি-শেষে সমস্তই লোপ হইবে। হে বিপ্র! সপ্তবার, প্রতিপদাদি ষোড়শ তিথি, দ্বাদশ মাস, ছয় ঋতু, দুই পক্ষ, অয়নদ্বয়, চারি প্রহরে দিবা, ও চারি প্রহরে রাত্রি এবং তাহার ত্রিংশৎ দিনে মাস, সেই দ্বাদশমাসে বৎসর। কাল এবং সংখ্যার বিধানক্রমে বৎসর পঞ্চবিধ, সেই বৎসর-পরিবর্ত্তনে যুগ চতুষ্টয় হয়। ৬২—৭১। মনুষ্যের সম্পূর্ণ এক বৎসরে দেবতাদিগের দিবারাত্রি,—এইরূপ নরগণের তিনশত যাট যুগ অতীত হইলে, দেবতাদিগের এক যুগ এইটী কাল সংখ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণের মত। দেবতাদিগের একসপ্ততিযুগে এক মন্বন্তর, সেই এক মন্বন্তর কাল এক ইন্দ্রের পরমায়ু বলিয়া কথিত হইয়াছে। তদ্রূপ অষ্টাবিংশতি ইন্দ্র পতন হইলে সেই কাল ব্রহ্মার দিবা ও রাত্রি; সেই ব্রহ্মপরিমিতি অষ্টোত্তর একশত বৎসর অতীত হইলে, ব্রহ্মার পতন হইয়া থাকে; সেইটী প্রকৃত প্রলয় কাল, তখন বসুন্ধরা অদৃশ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ও জগৎ জলপ্লাবিত হয়, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণ, ঋষিগণ ও জীবগণ, পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণে লীন হন; এবং সেই সময়ে প্রকৃতি ও কৃষ্ণে লীনা হন এই বলিয়া সেই প্রলয়ের নাম প্রাকৃতিক প্রলয়। ৭২—৭৬। হে মুনে! এইরূপ প্রকৃতি লয় হইলে, এবং ব্রহ্মার পতন হইলে, সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নিমেষমাত্রকাল। এইরূপ সকল প্রাণী ও অখিল জগৎ নাশ হইলে, কেবল পারিষদ্‌বর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণ

ও গোলোক এবং বৈকুণ্ঠ ধাম বর্ত্তমান থাকিবেন। যাহাতে বিশ্ব জলপ্লাবিত হয়, সেরূপ প্রলয় কৃষ্ণের নিমেষ-কাল; সেই নিমেষমাত্র কালের পরে পুনর্ব্বার ক্রমশঃ সৃষ্টি হইতে থাকে। এইরূপ কত সৃষ্টি কত প্রলয় এবং কতবার যাতায়াত হয়, তাহা কোন্ ব্যক্তি সংখ্যা করিতে সক্ষম হয়?। ৭৭—৮০। হে নারদ! এই ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্ট-পদার্থ, ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাদির সংখ্যা করিতে কোন্‌ব্যক্তি সক্ষম হইবে? ব্রহ্মাণ্ডের ও সকলের অধিপতি সেই একমাত্র সকলের পরমাত্মাস্বরূপ প্রকৃতি হইতে অতীত শ্রীকৃষ্ণ; ব্রহ্মাদি তাঁহার অংশ, মহাবিরাট্, ক্ষুদ্র বিরাট্ ও প্রকৃতি—সকলই তাঁহার অংশ; সেই কৃষ্ণই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ হইয়াছেন, তাহার মধ্যে চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠে এবং দ্বিভুজ স্বয়ং গোলোকেই অবস্থান করিতেছেন। এই জগতে ব্রহ্মা অবধি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্তই প্রাকৃতিক, যে যে বস্তু প্রাকৃতিক—সৃষ্ট, সে সকলই নশ্বর। নারদ! সত্য-স্বরূপ, নিত্য, সনাতন, স্বেচ্ছাময়, নির্লিপ্ত, নির্গুণ, সেই পরম ব্রহ্মই সৃষ্টির কারণ বলিয়া বিশেষরূপে ধারণা কর। তিনি নিরুপাধি, নিরাকার এবং ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশে শরীর ধারণ করিয়াছেন। অতি মনোহর নব-নীরদসদৃশ তাঁহার শরীর-শোভা, তাঁহার হস্তে মুরলী, তিনি দ্বিভুজ ও কিশোর-গোপবেশ; তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সকলের সেব্য, পরমাত্মা এবং ঈশ্বর। যাঁহার জ্ঞান-বশতঃ এবং তপস্যাবলে ব্রহ্মা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়া থাকেন ও সর্ব্বতত্ত্ববিদ্ মৃত্যুঞ্জয় শিব সংহার করেন এবং তাঁহারই প্রসাদে সর্ব্বেশ্বর শম্ভু, তাঁহার তুল্য-রূপ হইয়া মহা ঐশ্বর্য্যযুক্ত ও সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছেন। যাঁহার জ্ঞানবশতঃ বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী সকলের রক্ষাকর্ত্তা সমস্ত সম্পদের অদ্বিতীয় দাতা, সর্ব্বজ্ঞ এবং শোভা-সম্পন্ন হইয়াছেন। যাঁহার জ্ঞান, তপস্যা ভক্তি ও সেবা-বলে মহামায়া প্রকৃতি সর্ব্বশক্তি সম্পন্না ও ঈশ্বরী-রূপে খ্যাতা হইয়াছেন; যাঁহার জ্ঞান এবং সেবা-প্রভাবে বেদ-মাতা সাবিত্রী বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, দ্বিজগণের পূজনীয়া ও বেদ-জ্ঞান-শালিনী হইয়াছেন; যাঁহার সেবা তপস্যা এবং জ্ঞানে সরস্বতী, সকল বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং বিদ্বান্-গণের পূজনীয়া হইয়াছেন; যাঁহার সেবা ও তপস্যা-বলে লক্ষ্মী সর্ব্বসম্পৎ-প্রদায়িনী ধন ও ধান্যাদির অধীশ্বরী এবং সনাতনী মহালক্ষ্মী দেবী বলিয়া বিখ্যাতা হইয়াছেন এবং যাঁহার সেবা ও তপস্যাতে সকলের দুর্গতিনাশিনী দুর্গা দেবী নিখিল গ্রামের অধীশ্বরী, সমস্ত সম্পত্তির প্রদান-কারিণী সকল বিশ্বে পূজিতা, সকলের ঈশ্বরী, নিখিল জগতের বন্দনীয়া, সর্ব্বস্তুতা ও সর্ব্বজ্ঞা হইয়া সতী মহাদেবকে পতি পাইয়াছেন। ৮১—৯৩। কৃষ্ণ-বামাংশ-সম্ভূতা রাধিকাও সেই কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণপ্রেমে কৃষ্ণ-প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া কৃষ্ণের প্রাণ হইতেও অধিক হইয়াছেন, এবং সেবাবলে সর্ব্বাধিক রূপ, সৌভাগ্য, মান, গৌরব ও কৃষ্ণবক্ষঃস্থলরূপ স্থান প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকেই পতি পাইয়াছেন। পূর্ব্বে রাধিকা শতশৃঙ্গপর্ব্বতে দৈবযুগসহস্র পর্য্যন্ত কৃশাঙ্গী হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। ৯৪—১০০। সেই সময়ে তাঁহাকে কৃশাঙ্গী নিশ্বাসরহিত ও ক্ষীণচন্দ্র-কলাসদৃশী দর্শন করিয়া প্রভু কৃষ্ণ স্বীয় বক্ষঃস্থলে ধারণ করত রোদন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকে সারভূত সকলের দুর্লভ এই বর প্রদান করিলেন "দেবি! তুমি আমার বক্ষেই সর্ব্বদা অবস্থান কর এবং তোমার ভক্তি আমাতেই অচলা হউক, সৌভাগ্য, মান, প্রেম ও গৌরবে তুমিই আমার শ্রেষ্ঠা; অভিলষিতা; স্ত্রীগণমধ্যে জ্যেষ্ঠা। হে প্রাণবল্লভে! তুমি গৌরবযুক্তা শ্রেষ্ঠা ও আমার স্তুতি এবং পূজার একমাত্র দেবী হইবে এবং নিরন্তর আমিও তোমার বশীভূত ও আরাধ্য হইব।" এই কথা বলিয়া জগন্নাথ, তাঁহার চৈতন্য উৎপাদন করত তাঁহাকে সপত্নীশূন্য প্রাণবল্লভা করিলেন। মুনে! অন্যান্য যে যে দেবীগণ তাঁহার সেবাবলে জগতে পূজিতা হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার যেরূপ তপস্যা, তিনি সেইরূপই ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, দুর্গা দেবী, দৈব সহস্রবর্ষপর্য্যন্ত হিমালয়ে তপস্যা এবং তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া সকলের পূজনীয়া হইয়াছেন: সরস্বতী গন্ধমাদনপর্ব্বতে দৈবপরিমাণে লক্ষ বৎসর তপস্যা করত জগতে পূজনীয়া হইয়াছেন। লক্ষ্মী পুষ্করতীর্থে শতযুগপর্য্যন্ত তপস্যা করিয়া এবং তাঁহার সেবাবলে নিখিলসম্পদের প্রদান-কারিণী হইয়াছেন। সাবিত্রী মলয়পর্ব্বতে দিব্য ষষ্টিসহস্র বৎসরপর্য্যন্ত তপস্যা ও তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করত দ্বিজগণের পূজ্যা হইয়াছেন। ১০১—১১০। পূর্ব্বে প্রভু শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে শঙ্কর শতমন্বন্তর তপস্যা করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মা তাঁহার ভক্তিতে শতমন্বন্তর তাঁহার উদ্দেশে তপস্যা করিয়াছেন। বিষ্ণু, শত, মন্বন্তর তাঁহার উদ্দেশে তপস্যা করত জগতের রক্ষাকর্ত্তা হইয়াছেন। শতমন্বন্তর পর্য্যন্ত ধর্ম্ম তাঁহার তপস্যা

করিয়া জগৎপূজ্য হইয়াছেন। হে নারদ! অনন্তও ভক্তিসহকারে শতমন্বন্তর পর্য্যন্ত তাঁহার তপস্যা করিয়াছেন। এইরূপ চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র ইঁহারাও মন্বন্তর-পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছেন। বায়ু ভক্তিপূর্ব্বক দৈব শতযুগ তপস্যা করিয়া সকলের প্রাণস্বরূপ, সর্ব্বপূজ্য ও সকলের আধার-ভূত হইয়াছেন। এইরূপ কৃষ্ণের তপস্যা করিয়া সমস্ত দেবগণ, মুনিগণ, মানবগণ রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই জগতে পূজিত হইয়াছেন। আমি পুরাণ ও আগমোক্ত সমস্ত বিষয় যেরূপ গুরুমুখে শ্রুত হইয়াছিলাম, সেইরূপ তোমাকে বলিলাম, পুনর্ব্বার তোমার কোন্ বিষয় শুনিতে অভিলাষ হয় বল। ১১১—১১৬।

প্রকৃতিখণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, প্রভো! হরির নিমেষমাত্র কালে ব্রহ্মার পতন হয় এবং ব্রহ্মার পতন হইলে প্রাকৃতিক প্রলয় হয়—এইটী কথিত হইয়াছে; সেই প্রাকৃত প্রলয়ে বসুন্ধরা অদৃশ্যা হইয়া থাকেন; সমস্ত জগৎ জল-প্লাবিত হয় এবং সকলই হরিতে লীন হয়, ইহাও কথিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সময়ে বসুন্ধরা তিরোভূতা হইয়া কোন্ স্থানে অবস্থান করেন? এবং কিরূপেই বা সৃষ্টিসময়ে পুনর্ব্বার আবির্ভূতা হইয়া থাকেন এবং কিরূপে তিনি ধন্যা মান্যা ও সকলের আশ্রয়ভূতা ও মঙ্গলকারণ হন? এই সব বৃত্তান্ত ও তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত সমস্তই বলুন। নারায়ণ বলিলেন, আদি সৃষ্টিতে সকলের জন্ম, কৃষ্ণ হইতে হয়, এইটী শ্রুতিপ্রসিদ্ধ; কিন্তু প্রলয়ে তিরোভাব ও সৃষ্টিতে আবির্ভাব হইয়া থাকে মাত্র। নারদ! সমস্ত মঙ্গল-কার্য্যেরও মঙ্গলজনক, বিঘ্নবিনাশক, পাপরাশিবিনাশ-কারী পুণ্যবর্দ্ধক বসুধার অদ্ভুত জন্মবিবরণ শ্রবণ কর। কেহ বলিয়া থাকেন্ যে মধুকৈটভনামক অসুরের মেদ-রাশিতে এই পুণ্যশীলা বসুধার উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের মতে বিশেষ দোষ আছে—শ্রবণ কর। পূর্ব্বে মধুকৈটভ নামে অসুরদ্বয় বিষ্ণুসহ যুদ্ধে এবং তাঁহার তেজে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্‌কে বলিয়াছিল যে,—যেস্থানে পৃথিবী জলমগ্না নহেন, সেই জল-শূন্য প্রদেশে আমাদিগকে বধ করুন। অতএব মধু-কৈটভের মৃত্যুর পূর্ব্বেও যে পৃথিবী বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা দেখা যাইতেছে। তৎপরে তাহাদের বধ-সময়ে পৃথিবী প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিতা হইলেন এবং সেই অসুরদ্বয়ের মৃত্যুর পরে বসুন্ধরা তাহাদের মেদরাশি দ্বারা পরিপুষ্ট-কলেবরা হইলেন মাত্র; পূর্ব্বে জলদ্বারা ধৌত হইয়া কৃশাঙ্গী হইয়াছিলেন এখন সেই জল-ধৌতা কৃশকলেবরা পৃথিবী মধুকৈটভের মেদদ্বারা পরিপুষ্টা হইলেন বলিয়া তাঁহার নাম মেদিনী হইল। ১—১০। কিন্তু পূর্ব্বে যাহা পুষ্করতীর্থে ধর্ম্মমুখে শ্রুত হইয়াছি, সেই মতটীই যথার্থ, সর্ব্বসম্মত ও শ্রুতি-প্রসিদ্ধ। পৃথিবীর সেই জন্মবিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথম মহাবিরাট্ বহুকাল জলমগ্ন হইয়া থাকেন, তাহার পরে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত মলরাশি উৎপন্ন হয়, সেই মলরাশি বিরাট পুরুষের প্রতিলোমবিবরে প্রবিষ্ট হয়। হে মুনে! তাহার পর বহুকাল অতীত হইলে, সেই মলরাশি হইতে বসুধার উৎপত্তি হয়। বসুধা মহাবিরাটের লোমকূপে ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্থির-ভাবে অবস্থান করিতেছেন। তিনি আবির্ভূতা ও তিরোভূতা হন এবং পুনঃপুনঃ জলমগ্না হইয়া থাকেন। তিনি সৃষ্টিকালে আবির্ভূতা হইয়া জলাভ্যন্তর হইতে উন্মগ্ন হইয়া প্রকাশিত হন এবং প্রলয়কালে তিরোভূতা হইয়া জলমধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া অবস্থান করেন। বসুধা প্রত্যেক বিশ্বে পর্ব্বতকাননাদিযুক্তা এবং সপ্তসাগর ও সপ্তদ্বীপ প্রভৃতি তাহাতে বর্ত্তমান আছে। প্রতি পৃথিবীতে হিমালয় মেরু প্রভৃতি পর্ব্বত ও চন্দ্র-সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণ নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবগণও তাহাতে অবস্থান করিতেছেন। পৃথিবী সর্ব্বত্রই কাঞ্চনময়-ভূমিযুক্তা পুণ্য-তীর্থ সকলও পবিত্র ভারতভূমিদ্বারা শোভাশালিনী। ঐ সকল পৃথিবীতেই নানারূপ দুর্গ বর্ত্তমান আছে। পৃথিবীর প্রত্যেকের অধোদেশে পাতাল এবং উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক; তাহাতেই ধ্রুবলোক ও সকল বিশ্ব বিরাজ করিতেছে। এইরূপে সমস্ত বিশ্ব পৃথিবীতে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তাহার উর্দ্ধদেশে সেই গোলোক ও বৈকুণ্ঠ;—এই লোকদ্বয় বিশ্ব হইতে পৃথক্ এবং নিত্য। ১১—২০। এতদ্ভিন্ন সমস্ত বিশ্ব কৃত্রিম এবং নশ্বর। হে ব্রহ্মন্! প্রাকৃতিক প্রলয়ে ব্রহ্মার পতন হইলে, ভগবান্ কৃষ্ণ প্রথম সৃষ্টিসময়ে মহাবিরাট্‌কে সৃষ্টি করিলেন; মহাপ্রলয়ে দিক্ আকাশ এবং জীবাত্মাগণের সহিত একমাত্র কৃষ্ণই বর্ত্তমান ছিলেন। বারাহকল্পে ক্ষিতির অধী-শ্বরী দেবী বসুধাকে সুরগণ, মনুগণ, মুনিগণ, বিপ্র ও গন্ধর্ব্বগণ, সাদরে পূজা করিয়াছেন। শ্রুতিতে কথিত আছে—বসুন্ধরা দেবী বরাহরূপী বিষ্ণুর সহ-ধর্ম্মিণী; তাঁহার পুত্র মঙ্গল এবং সেই বিষ্ণুর ঔরসজাত

মঙ্গলের তনয়ের নাম ঘণ্টেশ। নারদ বলিলেন প্রভো! বারাহকল্পে সুরগণ কিরূপে মহীকে পূজা করিয়াছেন? এবং বসুধাই বা কিরূপে বরাহের সহিত মিলিতা হইয়া সকলের আশ্রিতা হইয়াছেন? তাঁহার পূজা-বিধান, অধোদেশ হইতে উদ্ধারের প্রণালী এবং মঙ্গলের মঙ্গল-জনক জন্মবিবরণ সমস্ত বিস্তাররূপে বর্ণন করুন। ২১—২৬। নারায়ণ বলিলেন, পূর্ব্বে বারাহকল্পে ব্রহ্মা, বরাহরূপী ভগবান্‌কে স্তব করাতে, তিনি হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি অসুর বধ করিয়া ধরাকে, রসাতল হইতে উদ্ধার করত অর্ণবে পদ্মপত্রের ন্যায় জলমধ্যে স্থাপন করিলেন। ব্রহ্মা সেই অপরিমেয় বসুধা-তলে মনোহর অখিল বিশ্ব সৃজন করিলেন। কোটি-সূর্য্য-সদৃশ প্রভাশালী বরাহরূপী ভগবান্ হরি পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সকামা দর্শন করিয়া কাম-পীড়ায় উৎপীড়িত হইলেন; সেই সময়ে তিনি মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নির্জ্জনে সুরতোপযুক্ত শয্যা নির্ম্মাণ করত দৈব একবৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত দিবানিশি ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ২৭—৩০। সুন্দরী বসুন্ধরা সেই সুখ-সম্ভোগ-স্পর্শে মূর্চ্ছিতা হই-লেন। বিদগ্ধ নায়িকারা বিদগ্ধনায়কসঙ্গমে বিশেষ সুখানুভব করিয়া থাকেন। বিষ্ণু পৃথিবীর অঙ্গ সংস্পর্শ করত নিরন্তর অবস্থান করিয়া দিবারাত্রি-জ্ঞানশূন্য হইলেন; তাহার পর দৈব এক বৎসর অতীত হইলে কাম-পরায়ণ বিষ্ণু চেতনা প্রাপ্ত হইয়া সকামা বসুধাকে পরিত্যাগ করত অবলীলাক্রমে পূর্ব্বের বরাহরূপ পুন-র্ব্বার ধারণ করিলেন এবং ধ্যান করত সতী বসু-ন্ধরাকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলেন। বরাহরূপী হরি ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, সিন্দূর, অনুলেপন, বস্ত্র, বলি ও পুষ্পাদিদ্বারা পূজা করত বসুধাকে বলিলেন, শুভে বসুধে! তুমি সকলের আধারভূতা হও এবং সকল মুনি, মনু, দেব সিদ্ধ ও মানবগণ—তোমাকে সুখে পূজা করুন। দেবতা প্রভৃতি সকলেই অম্বুবাচী-ত্যাগ-দিবসে এবং গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ, বাপী-তড়াগারম্ভ, গৃহপ্রতিষ্ঠা ও কৃষিকার্য্যে আমার বরপ্রভাবে তোমায় পূজা করিবে; আর যে মূঢ়গণ তোমার পূজায় বিরত থাকিবে, তাহারা নিশ্চয় নরকগামী হইবে। বসুধা বলিলেন, ভগবন্! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে অনায়াসে সচরাচর বিশ্ব সমস্তই ধারণ করিব। কিন্তু ভগবন্! মুক্তা, শুক্তি, শিবলিঙ্গ, শিলা, শঙ্খ, প্রদীপ, যন্ত্র, মাণিক্য, হীরা, মণি, যজ্ঞসূত্র, পুষ্প, পুস্তক, তুলসীদল, জপমালা, পুষ্পমালা, কর্পূর, সুবর্ণ, গোরোচনা, চন্দন, শালগ্রাম-চরণামৃত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে এই সমস্ত বহন করিতে আমার ক্লেশ হইবে, এই জন্য ঐ সকল বহন করিতে আমি সক্ষম নহি। ৩১—৪১। ভগবান্ বলিলেন, সুন্দরি! যে মূঢ়গণ, এই সমস্ত দ্রব্য তোমাতে নিক্ষেপ করিবে, তাহারা দিব্য শতবর্ষপর্য্যন্ত কালসূত্র-নামক নরকযাতনা ভোগ করিবে। হে নারদ! ভগবান্ এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, ধরার সেই গর্ভ হইতে তেজস্বী মঙ্গল গ্রহ উৎপন্ন হইলেন। দেবগণ সকলেই হরির আজ্ঞানুসারে কাণ্বশাখোক্ত ধ্যানে দেবীর পূজা করিলেন, এবং সেই কাণ্বশাখোক্ত স্তবানুসারে দেবীর স্তব করিলেন। তাঁহারা মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত নৈবেদ্য প্রভৃতিও নিবেদন করিলেন। এই-রূপে দেবী জগৎপূজ্যা ও স্তুতিযোগ্যা হইলেন। ৪২—৪৬। নারদ বলিলেন, ভগবন্! পৃথিবী দেবীর ধ্যান কি? এবং স্তব কি? ও তাঁহার মূলমন্ত্রই বা কি? পুরাণে গূঢ়রূপে অবস্থিত সেই সমস্ত বিষয় আমাকে বলুন, তাহা শুনিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। নারায়ণ বলিলেন, পূর্ব্বে প্রথ-মতঃ পৃথিবী দেবীকে বরাহ পূজা করেন, তাহার পরে ব্রহ্মা পূজা করেন, তাহার পরে পৃথুরাজ পূজা করেন, তৎপরে সমস্ত মুনীন্দ্রবর্গ মনু ও মানবগণ তাঁহাকে পূজা করিয়াছেন। হে নারদ! তাঁহার ধ্যান স্তব ও মন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর। হ্রীং শ্রীং ক্লীং স্বাহা মন্ত্রে পূর্ব্বে বিষ্ণু, পৃথিবীর পূজা করিয়াছেন, শ্বেত চম্পকবর্ণসদৃশ শুভ্রা, শতচন্দ্রসম-শোভাশালিনী, চন্দনচর্চ্চিত-কলেবরা, বিবিধ ভূষণে বিভূষিতা, রত্ননিকরের আধারস্বরূপা, রত্নগর্ভা, বহুবিধ-রত্নাকরযুক্তা, বহ্নিসদৃশবিশুদ্ধবস্ত্র-পরিধানা, হাস্যবদনা এবং জগৎপূজ্যা দেবী বসুধাকে আমি ভজনা করিতেছি—এই ধ্যানের দ্বারা দেবী বসু-ধাকে সকলেই পূজা করিয়া থাকে। হে বিপ্রেন্দ্র! এইক্ষণে তাঁহার কাণ্বশাখোক্ত স্তব বলিতেছি শ্রবণ কর। ৪৭—৫২। হে জয়শীলে! তুমি জয়ের আধার-স্বরূপা, জয়প্রদানকারিণী, যজ্ঞবরাহের পত্নী এবং নিরন্তর জয় বহন করিয়া থাক; অতএব আমাকে জয় প্রদান কর। হে মঙ্গলপ্রদে! তুমি নিখিল মঙ্গলের আধার-ভূতা, মঙ্গলই একমাত্র তোমার প্রয়োজন, তুমি মঙ্গলের অংশরূপিণী, অতএব জগতে আমাকে তুমি মঙ্গল প্রদান কর! দেবি! তুমি সকল বস্তুর আধার-স্বরূপা, তুমি সকলের বীজস্বরূপা ও সমস্তশক্তিযুক্তা; তুমি সকলের অভীষ্ট প্রদান কর, অতএব আমাকেও সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রদান কর। হে জীবগণের পুণ্যস্বরূপে! তুমি পবিত্ররূপা ও সনাতনী, তুমি এ

জগতে পুণ্যের আশ্রয়ভূতা; পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ, তোমাতেই নিয়ত বাস করিয়া থাকেন তুমিই পুণ্য-প্রদায়িনী। হে রত্নের আধাররূপিণি! তুমি রত্নগর্ভা এবং বহুবিধরত্নাকরযুক্তা তুমি স্ত্রীগণমধ্যে রত্নস্বরূপা রত্নরূপ-ধনশালিনী এবং এ জগতে রত্নরূপ সারভূত বস্তু তুমিই প্রদান করিয়া থাক। তুমি শস্যসমূহের আধার-স্বরূপা সকল শস্যরূপ-সম্পত্তিশালিনী ও সমস্ত শস্য তুমিই প্রদান কর; তুমি সর্ব্বশস্যযুক্তা এবং এ জগতে কালক্রমে নিখিলশস্যাত্মিকা। হে ভূমে! তুমি ভূমিপাল-গণের নিখিল ধনস্বরূপা এবং রাজকুল-পরায়ণা, তুমি ভূপালগণের অহঙ্কাররূপিণী; অতএব হে ভূমিপ্রদা-য়িনি! তুমি আমাকে ভূমি প্রদান কর। যে ব্যক্তি দেবী পৃথিবীকে পূজা করিয়া, এই মহাপবিত্র স্তব পাঠ করে, সে কোটি কোটি জন্মপর্য্যন্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই। এই স্তব পাঠ করিলে মনুষ্যগণ ভূমিদানের পুণ্য লাভ করিবে ভূমি হরণ করিলে, যে পাপরাশি সঞ্চিত হয়, এই স্তব পাঠ করিলেই তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহমাত্রও নাই। হে মুনে! এই স্তোত্র-পাঠে অম্বুবাচীদিবসে ভূমি-খনন-জনিত পাপ হইতে এবং অন্য কূপে কূপপ্রদান জনিত পাপ হইতে ও অন্যের ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিলে যে পাপ সঞ্চিত হয়, তাহা হইতেও নিশ্চয় মুক্তিলাভ হয়। এই স্তবপাঠে ভূমিতে বীর্য্যত্যাগ, দীপস্থাপন ইত্যাদি পাপ হইতে—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মুক্ত হইতে পারিবেন, তাহাতে কোনরূপ সংশয় নাই এবং সেই ব্যক্তি শত অশ্বমেধ-সম ফলও লাভ করিবেন। ৫৩—৬৪।

প্রকৃতিখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে শ্রেষ্ঠবেদবিৎ! ভূমি দান করিলে, যে পুণ্য হয়; ভূমি হরণ করিলে, যে পাপ হয়; অন্যের ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিলে বা তাহাতে কূপাদি খনন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিলে, অম্বুবাচীতে মৃত্তিকাখনন কিম্বা ভূমিতে রেতঃপাত করিলে, অথবা ভূমির উপর দীপাদি সংস্থাপন করিলে, যে পাপ হয়, তাহা আমি সযত্নে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; এবং আমার প্রশ্নের অতিরিক্ত পৃথিবীজন্য অন্যান্য যেসকল পাপ সমুদ্ভূত হয় ও তাহার যেটী প্রতিকারের উপায়, তাহাও অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাকে বলুন। নারায়ণ বলিলেন; এই ভারতভূমে যে ব্যক্তি দ্বাদশাঙ্গুল-পরিমিত ভূমি, সন্ধ্যাপরায়ণ বিপ্রকে প্রদান করে, সেই পুণ্যাত্মা ব্যক্তি বিষ্ণুমন্দিরে গমন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি, নানারূপ শস্য উৎপন্ন হয়, এরূপ ভূমি ব্রাহ্মণকে প্রদান করে, সে নিশ্চয় ভূমির রজঃ-কণা-পরিমিত বৎসরপর্য্যন্ত বিষ্ণু-পদে অবস্থান করে। যে গ্রাম, ভূমি, ধান্য ইত্যাদি দান করে, এবং যে গ্রহণ করে, তাহারা উভয়েই সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করত বৈকুণ্ঠে নিয়ত বাস করে। যে সাধু ব্যক্তি ভূমিদানে অনু-মোদন করেন, তিনি মিত্র ও বন্ধুগণসহ বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন। যে ব্যক্তি স্বদত্ত অথবা পরদত্ত ব্রহ্মস্ব হরণ করে, সে ব্যক্তি চন্দ্র-সূর্য্যের অবস্থান-কালপর্য্যন্ত কালসূত্র নামে নরকমধ্যে নিয়ত অবস্থান করে এবং তাহার পুত্র পৌত্র প্রভৃতি সকলে ভূমিশূন্য শ্রীভ্রষ্ট পুত্রহীন ও দরিদ্র হইয়া অন্তে রৌরব নরকে গমন করে। যে ব্যক্তি গোসমূহের পথ প্রতিরুদ্ধ করিয়া শস্য প্রদান করে, সে দিব্য শতবৎসর পর্য্যন্ত কুম্ভীনামক নরকে বাস করে। ১—১০। যে ব্যক্তি গোষ্ঠ তড়াগ প্রভৃতি রুদ্ধ করিয়া পথ ও শস্য প্রদান করে, সে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অবস্থানকালপর্য্যন্ত অসিপত্র-নামক নরকে অবস্থান করে। কোন মানব যদি পরকীয় তড়াগের পঙ্কোদ্ধার করত উৎসর্গ করে, সে রজঃ-কণা পরিমিত বৎসরপর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করে। যে মূঢ় মানব, ভূস্বামীকে পিণ্ড প্রদান না করিয়া পিতার শ্রাদ্ধ করে, সে নিশ্চয় নরকগামী হয়। যে ব্যক্তি ভূমিতে প্রদীপ স্থাপন করে, সে সপ্তজন্মপর্য্যন্ত অন্ধ হয়, এবং যদি ভূমিতে শঙ্খ স্থাপন করে, তাহা হইলে জন্মান্তরে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়। যে ব্যক্তি মুক্তা, মাণিক্য, হীরা, সুবর্ণ ও মণি ইত্যাদি দ্রব্য ভূমিতে স্থাপন করে, সে সপ্তজন্মপর্য্যন্ত দরিদ্র হয়। যে মানব শিবলিঙ্গ ও পূজনীয় শিলা ভূতলে স্থাপন করে, সে শতমন্বন্তর পর্য্যন্ত কৃমিভক্ষনামক নরকে অবস্থান করে। যে ব্যক্তি স্তক্তমন্ত্র শিলাতোয়, পুষ্প ও তুলসীদল ভূমিতে অর্পণ করে, সে যুগপরিমিত কালপর্য্যন্ত নরকে অবস্থান করে। যে মূঢ় জপমালা, পুষ্পমালা, কর্পূর এবং রোচনা ভূমিতে স্থাপন করে, সে পাপাত্মা নিশ্চয় নরকগামী হয়। হে মুনে! যে ব্যক্তি চন্দনকাষ্ঠ রুদ্রাক্ষ ও কুশমূল ভূমিতে স্থাপন করে, সে মন্বন্তরকালপর্য্যন্ত নরকে বাস করে। যে ব্যক্তি পুস্তক ও যজ্ঞসূত্র ভূমিতে স্থাপন করে, তাহার জন্মান্তরে বিপ্রযোনিতে জন্ম হয় না এবং ইহলোকে ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপী হয়। গ্রন্থিযুক্ত যজ্ঞসূত্র, ব্রাহ্মণ

ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকল বর্ণের পূজনীয়। ১১—২১। যজ্ঞ করিয়া যে ব্যক্তি ভূমিতে ক্ষীর সেচন না করে, সে সর্ব্ব জন্মেই সন্তপ্ত হয় এবং তপ্ত নরকের উত্তপ্ত তরঙ্গমালায় বিলোড়িত হইয়া থাকে। ভূমিকম্প ও গ্রহণসময়ে, যে মানব ভূমি খনন করে, সে মহাপাপি-মধ্যে পরিগণিত হয় এবং জন্মান্তরে নিশ্চয় বিকলাঙ্গ হয়। যাহাতে জনসমূহের ভবন, তাহাই ভূমি বলিয়া কথিত এবং যিনি ধন ও রত্ন প্রদান করেন, তাঁহাকেই বসুধা ও বসুন্ধরা বলে। হরির উরুদেশ হইতে যাঁহার উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহাকেই উর্ব্বী বলে। পৃথিবী জগতের সকল পদার্থ ধারণ করেন বলিয়া ধরা ধরিত্রী ও ধরণী নামে নির্দ্দিষ্টা হইয়াছেন। ধরা, নানাবিধ যাগ কার্য্যের আধার, এই বলিয়া তাঁহার নাম ইজ্যা; খণ্ড প্রলয়ে ক্ষীণা হইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার নাম ক্ষৌণী এবং মহাপ্রলয়ে ক্ষয় প্রাপ্ত হন, এজন্য তাঁহার নাম ক্ষিতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পৃথিবী, কশ্যপতনয়া এজন্য তাঁহার নাম কাশ্যপী ও নিশ্চলভাবে অবস্থান করাতে অচলা এবং তিনি বিশ্ব ধারণ করেন বলিয়া বিশ্বম্ভরা ও অসংখ্য-রূপ-সম্পন্না এজন্য অনন্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তিনি পৃথুকন্যা ও বিস্তৃতা বলিয়া পৃথিবীনামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। ২২—২৮।

প্রকৃতিখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে শ্রেষ্ঠবেদবিৎ! অতি মনোহর পৃথিবীর উপাখ্যান বিশেষরূপে শ্রুত হইলাম, এক্ষণে গঙ্গাদেবীর উপাখ্যান বিশদরূপে বর্ণন করুন। বিষ্ণুপদস্থিতা, স্বয়ং বিষ্ণুস্বরূপা, সতী, সুরেশ্বরী গঙ্গা, সরস্বতীর শাপ-প্রভাবে কোন্ যুগে কোন্ ব্যক্তিকর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া এবং কাহার প্রার্থনানুসারে কিজন্য ভারতে অবতীর্ণা হইয়াছেন? সেই পুণ্যপ্রদ, পাপবিনাশক, শুভ আখ্যান শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি, তাহা বর্ণন করত অভিলাষ পূর্ণ করুন। নারায়ণ বলিলেন, সূর্য্যবংশ সম্ভূত রাজরাজেশ্বর শোভাশালী সগররাজের দুই পত্নী; একটীর নাম বৈদর্ভী অপরটীর নাম শৈব্যা; তাঁহারা অত্যন্তমনোহারিণী ছিলেন। কালক্রমে সত্যস্বরূপ, সত্যবিষয়াভিলাষী, সত্যবাদী, সত্যানুশীলন-তৎপর, সত্যনিষ্ঠ, অমাত্য প্রভৃতি ষড়্বর্গযুক্ত সত্যযুগসম্ভূত এবং বিচারজ্ঞ রাজার শৈব্যা নামে পত্নী এক কুলবর্দ্ধন মনোহর পুত্র প্রসব করিলেন, তাঁহার নাম অসমঞ্জা। সগররাজের অপর পত্নী বৈদর্ভী, পুত্রকামনায় শঙ্করকে আরাধনা করিতে লাগিলেন, কালক্রমে শিববরে তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইল, তাহার পরে শতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে অতীত হইলে, বৈদর্ভী একটী মাংসপিণ্ড প্রসব করিলেন এবং তাহা দর্শন করত শিবকে ধ্যান করিয়া পুনঃপুনঃ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তৎপরে শম্ভু, ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া সেই মাংসপিণ্ড ষষ্টিসহস্র ভাগে বিভক্ত করিলেন; তাহার প্রত্যেক ভাগ হইতে মহাবল ও মহাপরাক্রমশালী গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এক একটী পুত্র উৎপন্ন হইল। ১—১০। তাহারা সকলেই কপিল মহর্ষির কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়া অচিরাৎ ভস্মসাৎ হইল। রাজা তাহা শ্রবণ করত বহু রোদন করিলেন এবং শোকবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। তাহার পর রাজপুত্র অসমঞ্জা গঙ্গাকে ভূতলে আনয়নের জন্য তপস্যা করিতে লাগিলেন, লক্ষ বৎসরে তপস্যা শেষ হইলে, তিনি কালক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অসমঞ্জার পুত্র অংশুমান্; তিনিও গঙ্গা আনয়নজন্য লক্ষবর্ষ তপস্যা করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাঁহার পুত্র দিলীপও ভূতলে গঙ্গা আনয়ন করিবার নিমিত্ত লক্ষবৎসর তপস্যা করিয়া লোকান্তরে গমন করিলেন। দিলীপপুত্র মহাভাগ্যশালী বুদ্ধিমান্ বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ গুণবান্ ও অজরামর ভগীরথ, গঙ্গানয়নজন্য লক্ষবৎসর তপস্যা করিয়া কোটি সূর্য্যসদৃশ-প্রভাশালী, প্রফুল্লবদন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার দ্বিভুজ, হস্তে মুরলী এবং কিশোর গোপবেশ, তিনি পরমাত্মস্বরূপ ঈশ্বর এবং ভক্তের প্রতি অনুগ্রহের জন্যই তাঁহার শরীর-ধারণ। তিনি স্বেচ্ছাময় পরম ব্রহ্ম পরিপূর্ণরূপ এবং বিভু। তাঁহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও মুনিগণ সকলেই স্তব করিয়া থাকেন। তিনি নির্লিপ্ত সকলকার্য্যের সাক্ষিস্বরূপ নির্গুণ এবং প্রকৃতি হইতে পৃথক্, তাহার বদনমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত অতএব প্রসন্ন, তিনি ভক্তের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। তাঁহার বহ্নির ন্যায় শুদ্ধবস্ত্র পরিধান ও তিনি রত্নময় ভূষণে ভূষিত; নৃপতি তাঁহার অনির্ব্বচনীয় রূপরাশি দর্শন করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম করত স্তব করিতে লাগিলেন। ১১—২০। তৎপরে ভগীরথ বংশ-নিস্তারহেতু বাঞ্ছিত বর প্রাপ্ত হইলেন। তখন পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের স্মরণমাত্র গঙ্গাদেবী তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করত তাঁহার অগ্রভাগে

কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা হইয়া রহিলেন এবং পুলকাঙ্কিত-গাত্রে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ তাঁহার মনোহর রূপ দর্শন করিয়া কহিলেন ;—হে সুরেশ্বরি! ভারতী-শাপে ভারতে গমন করিয়া আমার আজ্ঞানুসারে সগরের পুত্রগণকে পবিত্র কর। তোমার স্পর্শে এবং জলকণবাহী বায়ু-যোগে তাহারা পবিত্র হইয়া দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করত দিব্য রথারোহণে আমার মন্দিরে গমন করিবে এবং জন্ম জন্ম কৃতকর্ম্মজনিত ভোগাদি উল্লঘন করত চির-কাল নিরাময়রূপে পারিষদ্ হইয়া আমার সমীপে অবস্থান করিবে। শ্রুতিতে শ্রুত হইয়াছি যে, মানব-গণের এই ভারতভূমে কোটি-জন্মার্জ্জিত পাপরাশি, গঙ্গাস্পর্শে ও তাঁহার পবিত্র বাতস্পর্শে বিনষ্ট হয়, গঙ্গাদেবীর দর্শন ও স্পর্শনে পুণ্যচয় দশগুণ বর্দ্ধিত হয়। যে দিন কোনরূপ পবিত্র তিথ্যাদি না থাকে, সেই দিনেও গঙ্গাসলিলে অবগাহন-স্নান করিলে, মানবগণের শতকোটি জন্মার্জ্জিত পাপরাশি এক সময়ে বিনষ্ট হয়, ইহাও শ্রুতিতে অবগত হইয়াছি, যে কোন পাপ এমন কি ব্রহ্মহত্যাদিজনিত পাপচয়, যদি ইচ্ছানুসারে সঞ্চিত হইয়া থাকে, এবং অসংখ্য-জন্মার্জ্জিতও হয়, তথাপি সে সমস্তই গঙ্গা-সলিলে অবগাহন স্নানে বিনষ্ট হয়। ২১—৩০। হে দেবি! তোমার সলিলে পবিত্র দিবসে স্নান করিলে, যে পুণ্য-রাশি উৎপন্ন হয়, বেদও তাহা বলিতে সক্ষম হন না, কেহ কেহ আগমানুসারে তাহার ফল সামান্যরূপে বর্ণন করিয়া থাকেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবগণও সকল বলিতে পারেন না। হে সুন্দরি! সামান্য দিবসে স্নান করিতে যে সঙ্কল্প করিতে হয়, তাহা শ্রবণ কর। গঙ্গাসলিলে মৌষল স্নান অর্থাৎ অবগাহন-স্নানে, দশগুণ পুণ্য সঞ্চিত হয়, এবং সংক্রান্তিতে স্নান করিলে, তাহা হইতে ত্রিশগুণ পুণ্য হয়, অমাবস্যাতে স্নান করিলে সংক্রান্তি-স্নানের সমান ফল হয়, দক্ষিণা-য়ন সংক্রান্তিতে তাহা হইতে দ্বিগুণ ফল হয় ও উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে স্নান করিলে, দক্ষিণায়ন-স্নান অপেক্ষা মানবগণের দশগুণ পুণ্য সঞ্চিত হয়। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে ও পূর্ণিমাতে স্নান করিলে অনন্ত ফল লাভ হয়, এবং অক্ষয়াতে স্নান করিলে যে অতুল্য ফল হয়, বেদেও তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সমস্ত দিবসে স্নান ও দান করিলে অসংখ্য ফল ও পুণ্য-লাভ হয়। সামান্য দিনে স্নান ও দান করিলে শতগুণ ফল লাভ হয়। হে দেবকুলেশ্বরি! মন্বন্তরা, যুগাদ্যা, মাঘী সপ্তমী, ভীষ্মাষ্টমী, অশোকাষ্টমী ও রামনবমী প্রভৃতি তিথিতে স্নান ও দান করিলেও তদ্রূপ ফললাভ হইয়া থাকে। নন্দাতে স্নান ও দান করিলে, তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ পুণ্য হয়, এবং দশহরা দশমীতে নন্দা স্নানের সমান ফল হয়, এবং বারুণীতে স্নান ও দানাদি করিলেও নন্দার সমান ফল হয়, মহাবারুণীতে স্নান করিলে তাহা হইতে চতুর্গুণ ফল হয়, এবং মহা মহা বারুণীতে তাহা হইতেও চতুর্গুণ ফল লাভ হয়। সামান্যতঃ গঙ্গাস্নানে যেরূপ পুণ্য সঞ্চিত হয়, চন্দ্রগ্রহণ-কালে স্নান করিলে তাহা অপেক্ষা কোটিগুণ ফললাভ হয়। সূর্য্যগ্রহণে তাহা অপেক্ষাও দশগুণ ফললাভ হয়। ৩১—৪১। অর্দ্ধোদয়যোগে গঙ্গাস্নান করিলে সূর্য্য-গ্রহণে স্নান অপেক্ষা শতগুণ ফললাভ হয়, গঙ্গাস্নানে সকলেরই এক একটী সঙ্কল্প আছে ; কিন্তু বৈষ্ণব-দিগের তাহার বিপরীত। বৈষ্ণবগণের ফলাকাঙ্ক্ষা নাই, তাহারা জীবন্মুক্ত, তাহারা সকল কার্য্যেই আমার প্রীতি ও ভক্তি কামনা করিয়া থাকে। গুরুমুখ হইতে বিষ্ণুমন্ত্র, যাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয়, বেদ তাহাকে জীবন্মুক্ত এবং বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বলিয়া থাকেন। মানব-গণের বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণমাত্র পিতৃপক্ষীয় পূর্ব্ব শত পুরুষ এবং মাতামহপক্ষীয় শতপুরুষ, মাতা, মাতামহী, ভগিনী, ভ্রাতা, ভাগিনেয়, মাতুল, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, গুরু-পত্নী, গুরুপুত্র, জ্ঞানদাতা, গুরুসহচারী মিত্র ভৃত্য শিষ্য ও আশ্রম-নিকটবর্ত্তী প্রজা প্রভৃতি সকলেই নিজের সহিত উদ্ধার হয়, এবং বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণমাত্রে মানব জীবন্মুক্ত হয়। সেই বিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণকারী মানবের স্পর্শে ভারতে তীর্থ সকল পবিত্র হয় এবং স্বয়ং ভারতও পবিত্র হয়, তাহার পদরজঃ স্পর্শে বসুন্ধরা নিয়ত পবিত্রা হন। বিষ্ণু-ভক্তি-পরায়ণ-ব্যক্তির পাদোদক-সিক্ত স্থান তীর্থতুল্য হয়। বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠাতুল্য এবং জল মূত্রসদৃশ। নিবেদিত বস্তুভোজী বৈষ্ণব-গণ তাহা ভক্ষণ করেন না। ৪১—৫৩। যে মানব বিষ্ণুর নিবেদিত অন্ন প্রতিদিন ভোজন করে, তাহার স্পর্শমাত্রেই সকল তীর্থ পবিত্র হয়। যে মানবগণ বিষ্ণুর পবিত্র পাদোদক নিত্য ভক্ষণ করে, তাহাদের পাপরাশি, গরুড়ের সমীপ হইতে সর্পকুলের ন্যায় দূরে পলায়ন করে। তাহাদের দর্শনমাত্রে ত্রিভুবন পবিত্র হয়, এবং বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র তাহাদিগকে নিয়ত রক্ষা করেন। যে মানবগণ ; আমার গুণ-শ্রবণে পুলকিত-কলেবর, সগদ্গদ ও সাশ্রুনেত্র হয়, তাহারাই জগতে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তিগণের আমাতে পুত্র হইতেও অধিক স্নেহ হয়, এবং যাহারা গৃহাদি সকল বস্তুই

আমাতে অর্পণ করে, তাহারাই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠগণ ব্রহ্মা অবধি স্তম্বপর্য্যন্ত নিখিল চরাচর সকলই আমা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, এবং আমি সকলের আত্মার ঈশ্বরের স্বরূপ, ইহাই জ্ঞান করিয়া থাকে। অসংখ্যকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি সকলেই প্রলয়কালে আমাতে লীন হন, ইহা যাহারা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করে, তাহারই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। ভক্তানুগ্রহে তেজোময় দেহধারী স্বেচ্ছাময় নির্গুণ নিশ্চেষ্ট প্রকৃতি হইতে পৃথক্, এবং প্রাকৃতিক সমস্তই আমা হইতে আবির্ভূত, আমাতেই তিরোহিত হয়, ইহাই যাহারা বিশেষরূপে অবগত আছে, হে দেবি! তাহারাই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বলিয়া খ্যাত হয়। শ্রীকৃষ্ণ, গঙ্গা ও ভগীরথসমীপে এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, দেবী ত্রিপথগামিনী ভক্তিবিনম্রমস্তকে ভগবান্‌কে বলিতে লাগিলেন,—নাথ! ভারতীশাপে এবং তোমার আজ্ঞানুসারে ও রাজকুলতিলক ভগীরথের তপস্যাতে যদি ভারতেই অবতরণ করিতে হয়, তাহা হইলে পাপিগণ যে কোনরূপ পাপ হউক না কেন, আমাতেই অর্পণ করিবে। কিন্তু তাহা হইতে কিরূপে মুক্তি-লাভ করিব? প্রভো! তাহাই আমাকে উপদেশ করুন। হে সর্ব্বেশ! আমাকে কত কাল ভারতে অবস্থান করিতে হইবে? এবং কোন্ সময়ে পুনর্ব্বার আপনার পাদপদ্ম দর্শন করিতে পারিব? হে সর্ব্ববিৎ! আপনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সকলের অন্তরাত্ম-স্বরূপ; অতএব আমার বাঞ্ছিত বিষয় সকল আপনি জানেন, প্রভো! এই সমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করুন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সুরেশ্বরি। গঙ্গে! তোমার বাঞ্ছিত বিষয় সকল আমি জানি, এই রুদ্ররূপ লবণসমুদ্র তোমার পতি হইবে। সেই লবণসমুদ্র আমার অংশ-স্বরূপ, তুমিও লক্ষ্মীস্বরূপা; অতএব বিদগ্ধনায়কসহ বিদগ্ধ নায়িকা-সঙ্গম অতি গুণশালা হইবে। ভারতে ভারতী প্রভৃতি যে সমস্ত নদী আছে, তাহাদের অপেক্ষা তোমার সহিত সঙ্গমে লবণসমুদ্রের অধিকতর প্রীতি হইবে। দেবেশি! ভারতীশাপে অদ্যাবধি কলির পঞ্চসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ভারত ভূমিতে তোমাকে অবস্থান করিতে হইবে। তুমি সমুদ্রসহ সুরত ক্রীড়ায় নিয়ত রত থাকিবে, তুমি রসিকা অতএব সেই সুরসিক নাগর সমুদ্রসহ নিয়ত মিলিতা হইবে। ভারতবাসী মানবগণ তোমাকে ভগীরথকৃত স্তবদ্বারা স্তব করিবে ও ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। ৫৪—৭০। কৌথুমশাখোক্তধ্যানের দ্বারা তোমার ধ্যান করত যে ব্যক্তি নিয়ত পূজা স্তব ও প্রণামাদি করিবে, সেই মহাত্মার অশ্বমেধসদৃশ ফললাভ হইবে তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কোন ব্যক্তি যদি শতযোজন দূরে অবস্থান করিয়াও, গঙ্গা গঙ্গা এই কথা বলে, তাহা হইলে সে নিখিল পাপরাশি হইতে মুক্তি লাভ করত বিষ্ণুলোকে গমনে করে। সহস্র সহস্র পাপীদিগের স্নানে তোমার যে পাপচয় সঞ্চিত হইবে, তাহা একমাত্র আমার ভক্তের দর্শনেই বিনষ্ট হইবে। সহস্র সহস্র পাপীদিগের শবস্পর্শে তোমার যে পাপ সঞ্চিত হইবে, আমার মন্ত্রোপাসক ব্যক্তিগণের স্নানেই সে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইবে। গঙ্গে! যে যে স্থানে আমার নাম ও গুণ কীর্ত্তন হইবে, সেই স্থানেই তুমি পাপবিমোচনের নিমিত্ত সরস্বতী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নদীগণ-সহ নিয়ত অবস্থান করিবে; যে স্থানে আমার গুণ কীর্ত্তন হইবে, সে স্থান সদ্য তীর্থরূপে পরিণত হইবে। সেই স্থানের রেণু স্পর্শ করত পাপিগণ পবিত্র হইয়া রেণু-পরিমিত বর্ষ বৈকুণ্ঠধামে অবস্থান করিবে। যাহারা সজ্ঞান-অবস্থায় ভক্তিপূর্ব্বক আমার নাম স্মরণ করত তোমাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, তাহারা বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া চিরকাল হরির পারিষদশ্রেষ্ঠ হইয়া অব-স্থান করিবে; এবং তাহারাই অসংখ্য প্রাকৃতিক লয় দর্শন করিবে। বহু পুণ্যবলে তাহার শবদেহ তোমাতে বিন্যস্ত হইবে। যে পর্য্যন্ত তাহার অস্থিচয় তোমার সলিলে থাকিবে, ততকাল সে বৈকুণ্ঠধামেই বাস করিবে, তৎপরে আমি কায়ব্যূহ করত তাহাকে স্বকর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করাইয়া সারূপ্য মুক্তি প্রদান করি এবং আমার পারিষদ্ করিয়া থাকি। ৭১—৮১। যদি কেহ অজ্ঞানেও তোমার সলিল স্পর্শ করত প্রাণ ত্যাগ করে, তাহাকেও সারূপ্য মুক্তি প্রদান করিয়া আমার পারিষদরূপে গ্রহণ করি। অথবা যদি কেহ অন্যত্রও তোমার নাম স্মরণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করে, তাহাকেও সারূপ্য মুক্তি প্রদান করি এবং সে আমাতেই অসংখ্য প্রলয়কাল পর্য্যন্ত লীন থাকে। যদি কোন ব্যক্তি গঙ্গা-ভিন্ন স্থানেও আমার নাম স্মরণপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহাকে ব্রহ্মার বয়ঃকাল পর্য্যন্ত সালোক্য মুক্তি প্রদান করি। আমার মন্ত্রোপাসক ও নৈবেদ্যভোজী ব্যক্তিগণের তীর্থ-মৃত্যু, বা তীর্থ ভিন্ন স্থানে মৃত্যু,—ইহাতে কোন বিশেষ নাই, তাহারা অবলীলাক্রমে ত্রিভুবন পবিত্র করিতে পারে এবং রত্নেন্দ্রসারভূত দিব্য রথারূঢ় হইয়া গোলোকে গমন করিয়া থাকে। আমার ভক্তের যে সকল বান্ধব-গণ, তাহারা অত্যন্ত পুণ্যবান; অতএব তাহারাও রত্ন-ময় যানে আরোহণ করিয়া দুর্লভ গোলোক ধামে গমন

করিয়া থাকে। সতি! আমার ভক্তসমীপে যে কোন স্থানে হউন না কেন, যাহারা সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহারা পবিত্র হইয়া জীবন্মুক্ত হয় গঙ্গাকে এই কথা বলিয়া শ্রীহরি ভগীরথকে বলিলেন, গঙ্গাকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব কর, এবং সম্প্রতি বিধিক্রমে পূজাদিও সম্পন্ন কর। ভগীরথ ভগবানের আজ্ঞানুসারে কৌথুমশাখোক্ত ধ্যান ও স্তোত্রদ্বারা ভক্তি-পূর্ব্বক গঙ্গার পূজা ও স্তব করিতে লাগিলেন। তাহার পর ভগীরথ ও গঙ্গা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলে পর কৃষ্ণ তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ৮২—৯১। নারদ বলিলেন, হে শ্রেষ্ঠবেদবিৎ! রাজা ভগীরথ কোন্ ধ্যান, স্তব ও পূজাবিধি-অনুসারে তাঁহার পূজাদি করিলেন, তাহাই বিশেষরূপে বর্ণন করুন। নারায়ণ বলিলেন, মানবগণ স্নান করত নিত্যক্রিয়া সম্পাদন করিবে, তৎপরে ধৌতবস্ত্র পরিধান করিয়া সংযতভাবে ভক্তি-পূর্ব্বক গণেশাদি ছয় দেবতাকে পূজা করিবে। গণেশ সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব, শিবা এই ছয় দেবতার পূজা করিলে প্রকৃত কার্য্যে অধিকারী হইবে। মানবগণ বিঘ্ননাশের নিমিত্ত গণেশকে, পাপনাশের নিমিত্ত সূর্য্যকে, আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত অগ্নিকে এবং মুক্তির নিমিত্ত বিষ্ণুকে পূজা করিয়া থাকে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি শিবকে জ্ঞানের নিমিত্ত ও শিবাকে বুদ্ধিবৃদ্ধির নিমিত্ত পূজা করিয়া তাহা লাভ করে; কিন্তু তাহার অন্যথা করিলে বিপরীত ফললাভ হয়। হে নারদ! তুমি কৌথুমোক্ত সর্ব্ব-পাপ প্রণাশন সেই ধ্যান যথার্থরূপে শ্রবণ কর। ৯২—৯৭। দেবী গঙ্গা শ্বেত-চম্পক-বর্ণা, পাপনাশিনী, শ্রীকৃষ্ণের শরীর হইতে উদ্ভূতা এবং কৃষ্ণতুল্যা। তিনি পরমা সতী, তাঁহার বহ্নির ন্যায় শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান। তিনি রত্নময় ভূষণে-ভূষিতা, শরৎকালীন শত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় তাঁহার অঙ্গের জ্যোতিঃ। তাঁহার বদনমণ্ডল ঈষৎ হাস্য-যুক্ত এবং প্রসন্ন। তিনি নিরন্তর স্থিরযৌবনা, নারায়ণের প্রিয়তমা, শান্তস্বভাবা ও সৌভাগ্যশালিনী। তিনি কবরীভারে এবং গলদেশে মালতীমালা ধারণ করিয়াছেন। তিনি চন্দনবিন্দুর সহিত সিন্দূরবিন্দু ধারণ করত অতি মনোহারিণী হইয়াছেন; নানা চিত্রময় কস্তূরীপত্র তাঁহার গণ্ডদেশে শোভা পাইতেছে। তাঁহার ওষ্ঠপুট পক্কবিম্ব-বিনিন্দিত, অতএব মনোহর। দন্তপঙ্ক্তি মুক্তা-শ্রেণীর ন্যায় মনোহর শোভাসম্পন্ন। তাঁহার সুচারু বক্র নয়নযুগল সকটাক্ষ এবং অতিমনোরম। স্তনদ্বয় কঠিন শ্রীফলসদৃশ, তাহাতে বিচিত্র পত্রাবলি বিরচিত; তাঁহার উরুযুগল সুগঠন এবং রম্ভাতরু-বিনিন্দিত — পদযুগল স্থলপদ্মের প্রভার ন্যায় উৎকৃষ্ট শোভাশালী। সেই পদযুগল রত্নময় পাদযুগল কুঙ্কুম ও অলক্ত দ্বারা বিভূষিত; - বোধ হয়, যেন তাহা ইন্দ্রের মস্তকস্থিত মন্দার-কুসুমের মকরন্দ-কণাদ্বারা অরুণ বর্ণ হইয়াছে। সুরসিদ্ধ ও মুনীন্দ্রগণের প্রদত্ত অর্ঘ্যযুক্ত, তপস্বিগণের মস্তকরূপ ভ্রমন-শ্রেণীদ্বারা সুশোভিত, দেবীর অমূল্য পদযুগল মুমুক্ষুদিগের মুক্তি প্রদান করে এবং কামী-দিগের স্বর্গভোগ প্রদান করে। দেবী স্বয়ং শ্রেষ্ঠা ও বর দান করিয়া থাকেন। তিনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ-বশতঃ দয়ার্দ্রচিত্তা। তিনি বিষ্ণুপদ প্রদান করেন ও স্বয়ং বিষ্ণুপাদোদ্ভবা, অতএব তাঁহাকে আমি ভজনা করি। ৯৮—১০৮। হে ব্রহ্মন্! এই ধ্যানদ্বারা দেবী ত্রিপথগার ধ্যান করত ষোড়শোপচার প্রদান করিয়া পূজা করিতে হয়! আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয়, অনু-লেপন, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য তাম্বুল, শীতল জল, বসন ভূষণ, মাল্য, গন্ধ, আচমনীয় মনোহর শয্যা এই ষোড়শ উপচার দেবীকে প্রদান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক করযোড়ে প্রণাম করিবে; এইরূপ নিয়মানুসারে ভাগীরথীর পূজা করিলে, মানবগণের অশ্বমেধ-সম ফল লাভ হয়। হে নারদ! পাপঘ্ন ও পুণ্যপ্রদ কৌথুমোক্ত গঙ্গা-স্তোত্র সম্বন্ধে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উক্তি-প্রত্যুক্তি যাহা হইয়াছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মা বলিলেন, হে জগৎপ্রভো লক্ষ্মীকান্ত! পাপবিনাশক পুন্যের কারণ-ভূত বিষ্ণুপদী গঙ্গার স্তব শুনিতে আমার বাসনা হইয়াছে, অতএব তাহা কীর্ত্তন করুন। নারায়ণ বলিলেন, শিব-সংগীত শ্রবণে মুগ্ধ হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণের এবং রাধিকার অঙ্গ দ্রবীভূত হইয়াছিল; তাহা হইতে উদ্ভূতা গঙ্গাকে আমি করযোড়ে প্রণিপাত করিতেছি। সৃষ্টির আদিতে শিবসমীপে গোলোকে রাসমণ্ডলে যাঁহার জন্ম হইয়াছে, সেই গঙ্গাকে আমি প্রণিপাত করি। গোপ-গোপীগণে পরিব্যাপ্ত মনোহর রাধিকা-মহোৎসবে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে যাঁহার আবির্ভাব হয়, আমি সেই গঙ্গাকে প্রণিপাত করি। যিনি কোটিযোজন বিস্তীর্ণ এবং দৈর্ঘ্যে তাহার লক্ষ-গুণ, এইরূপে গোলোকধাম বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, আমি সেই গঙ্গাকে প্রণাম করি। যিনি ষষ্টিলক্ষ যোজন বিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে তাহার চতুর্গুণ, এইরূপে বৈকুণ্ঠ মকে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছেন, সেই গঙ্গাকে আমি প্রণাম করি। যিনি বিংশতিলক্ষযোজনবিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে তাহার চতুর্গুণ, এইরূপে ব্রহ্মলোক বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই গঙ্গা দেবীকে আমি প্রণাম করি। ১০৯—১২০। যাঁহার বিস্তার ত্রিংশৎ-

লক্ষযোজন, দৈর্ঘ্য তাহার পঞ্চগুণ, যাঁহার এইরূপ বিস্তারে শিবলোক বেষ্টিত; সেই গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণাম করি। যাঁহার বিস্তার ষড়্‌যোজন পর্য্যন্ত ও দৈর্ঘ্য তাহার দশগুণ, যিনি এইরূপে ইন্দ্রলোকে মন্দাকিনী, সেই সুরোধুনী গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণিপাত করি। যিনি লক্ষযোজন বিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে তাহার সপ্তগুণ, যাঁহার এই বিস্তীর্ণতায় ধ্রুবলোক আবৃত, সেই বিশ্বপাবনী দেবী গঙ্গাকে আমি প্রণাম করি। যিনি লক্ষযোজন বিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে তাহার ছয় গুণ, যাঁহার এই বিস্তারে চন্দ্রলোক আবৃত, সেই গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণিপাত করি। যিনি ষষ্টিসহস্রযোজনবিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে তাহার দশ-গুণ, যাঁহার এই বিস্তীর্ণতায় সূর্য্যলোক আবৃত, সেই গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণাম করি। যাঁহার বিস্তার লক্ষযোজন ও দৈর্ঘ্য তাহার ছয়গুণ, যাঁহার এইরূপ বিস্তারে সত্যলোক আবৃত, সেই গঙ্গা দেবীকে আমি প্রণাম করি। যিনি দশ লক্ষ যোজন বিস্তৃত ও দৈর্ঘ্যে তাহার পঞ্চগুণ, যিনি এইরূপে তপোলোক আবরণ করিয়া রহিয়াছেন, সেই গঙ্গা দেবীকে আমি নমস্কার করি। যিনি শতযোজন বিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে সপ্তগুণ, এইরূপে যিনি জনলোক আবৃত করিয়া রহিয়াছেন, সেই গঙ্গা দেবীকে আমি প্রণাম করি। যাঁহার বিস্তার সহস্রযোজন ও দৈর্ঘ্য তাহার সপ্তগুণ, যাঁহার এইরূপ বিস্তীর্ণতায় কৈলাস-পর্ব্বত আবৃত, সেই গঙ্গা দেবীকে আমি প্রণাম করি। ১২১—১৩০। যিনি পাতালে ভোগবতী নামে বিখ্যাত এবং দশযোজন বিস্তীর্ণ ও দৈর্ঘ্যে তাহার দশগুণ, আমি সেই গঙ্গাদেবীকে প্রণিপাত করি। যিনি পৃথিবীতলে ক্রোশৈকমাত্র বিস্তীর্ণা—কোন স্থানেই তাহা অপেক্ষা ক্ষীণা নহেন এবং অলকনন্দা নামে বিখ্যাত, সেই গঙ্গা দেবীকে আমি প্রণিপাত করি। যিনি সত্যযুগে ক্ষীরবর্ণা, ত্রেতাতে চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রা, দ্বাপরে চন্দনের ন্যায় আভাযুক্তা সেই গঙ্গা দেবীকে আমি প্রণাম করি। যিনি কলিযুগে পৃথিবীতলে জল-প্রবাহময়ী, অন্যত্র অন্যরূপা, স্বর্গে ক্ষীরের ন্যায় আভাযুক্তা, সেই গঙ্গাদেবীকে আমি প্রণাম করি। পুরাণ ও শ্রুতিতে যাঁহার অতুল-প্রভাব শ্রুত হইয়াছি এবং যিনি পাপহারিণী ও পুণ্যদায়িনী, সেই গঙ্গা দেবীকে আমি প্রণিপাত করি। হে পিতামহ! যাঁহার কণিকামাত্র জলস্পর্শেও পাপীদিগের ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি কোটিজন্মার্জ্জিত পাপরাশি বিনষ্ট হয়, সেই গঙ্গা দেবীকে আমি প্রণাম করি। হে ব্রহ্মন্! এক-বিংশতিশ্লোকদ্বারা বর্ণিত গঙ্গা-স্তব তোমাকে বলিলাম, এই স্তব পুণ্যের বীজস্বরূপ এবং পাপঘ্ন। যে ব্যক্তি প্রত্যহ ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর অর্চ্চনা করত এই স্তব পাঠ করে, সে নিত্য অশ্বমেধতুল্য ফল লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং অপুত্র ব্যক্তির পুত্র-লাভ হয়, ভার্য্যাশূন্য ব্যক্তি মনোরমা ভার্য্যা প্রাপ্ত হয়, রোগী রোগ হইতে মুক্তি লাভ করে ও বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, কীর্ত্তিশূন্য জনের কীর্ত্তি-বিস্তার হয় এবং মূর্খ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য লাভ করে। যে ব্যক্তি প্রাতরুত্থান-সময়ে এই শুভজনক গঙ্গাস্তব পাঠ করে, তাহার দুঃস্বপ্ন শুভ ফল প্রদান করে এবং গঙ্গাস্নান-তুল্য ফললাভ হয়। ১৩১—১৪০।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে গঙ্গাস্তব সম্পূর্ণ।

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! ভগীরথ, স্তুতিদ্বারা গঙ্গাদেবীর স্তব করত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া যে স্থানে সগরসন্তানগণ কপিল-শাপানলে ভস্মীভূত হইয়াছে, সেই স্থানে গমন করিলেন। সেই সগর-সন্তানগণ গঙ্গার বায়ুস্পর্শেই উদ্ধার হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিল। দেবী ত্রিপথগাকে ভগীরথ পৃথিবীতলে আনয়ন করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নাম ভাগীরথী হইয়াছে। পুণ্যপ্রদ এবং মোক্ষপ্রদ, এই গঙ্গো-পাখ্যান সম্পূর্ণরূপে তোমাকে বলিলাম। পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শুনিতে তোমার অভিলাষ? নারদ বলিলেন, ভগবন্! যখন শিব-সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্রবীভূত হইলেন এবং তাহাতে দেবী রাধিকাও দ্রবীভূতা হইলেন, তখন কিরূপ হইয়াছিল, এবং যাঁহারা যাঁহারা তাঁহার নিকটে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাই বা তখন কি করিলেন। ইহার সমস্ত বিষয় সবিস্তারে আমাকে বলুন। ১৪১—১৪৫। নারায়ণ বলিলেন, কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে রাধা-মহোৎসবে রাস-মণ্ডলে কৃষ্ণ স্বয়ং রাধিকাকে পূজা করত সুখে অব-স্থান করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ দেবীকে পূজা করিলে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও সনকাদি ঋষিগণ সকলেই হৃষ্টান্তঃ-করণে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে দেবী সরস্বতী বীণাদ্বারা সুমধুর-তানে মনোহর কৃষ্ণ-গুণ গান করিতে লাগিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা গীত-শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া রত্নেন্দ্র-সারনির্ম্মিত শিরঃস্থিত মণীন্দ্রশ্রেষ্ঠ এবং নিখিল ভূমণ্ডলে দুর্লভ হার তাঁহাকে প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ সকল রত্ন হইতে শ্রেষ্ঠ কৌস্তুভ মণি প্রদান করিলেন, রাধিকা অমূল্যরত্ন-নির্ম্মিত হার প্রদান করিলেন এবং ভগবান্ নারায়ণ মনোহর বনমালা ও লক্ষ্মী অমূল্য রত্ননির্ম্মিত মকরা-

কৃতি কুণ্ডল প্রদান করিলেন। ১৪৬—১৫১। নারায়ণী ঈশানী ভগবতী মূলপ্রকৃতি বিষ্ণুমায়াস্বরূপা দুর্গা সুদুর্লভ বিষ্ণুভক্তি প্রদান করিলেন। ধর্ম্মদেব ধর্ম্ম, যশ ও বিপুল ধর্ম্মবুদ্ধি প্রদান করিলেন। অগ্নিদেব বহ্নির ন্যায় শুদ্ধ বস্ত্র প্রদান করিলেন ও বায়ু মণি নূপুর প্রদান করিলেন। এই সময়ে শম্ভু ব্রহ্মার অনুরোধে রাসোল্লাসযুক্ত মনোহর কৃষ্ণ-সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। সেই সঙ্গীতশ্রবণে সুরগণ মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া চিত্রিত পুত্তলিকার ন্যায় রহিলেন, ক্ষণকাল পরে চেতনা লাভ করত কেবলমাত্র রাসমণ্ডল দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই রাসমণ্ডল-স্থান জলাকীর্ণ ও রাধা-কৃষ্ণবিহীন। এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া গোপ-গোপীগণ, সুরগণ ও দ্বিজগণ, সকলেই উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন যে, কৃষ্ণ রাধিকাসহ দ্রবীভূত হইয়াছেন,—এবং এই কার্য্য কৃষ্ণের অভিমত। তাহার পর ব্রহ্মাদি দেবগণ, সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করত বলিতে লাগিলেন, প্রভো! আপনি আমাদের অভিমত স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন করান। তাঁহারা এই কথা বলিলে সে সময়ে একটী আকাশবাণী হইল; সেই মধুর সুব্যক্ত বাক্য তাঁহারা সকলেই শুনিতে পাইলেন; হে দেবগণ! আমি সকলের পরমাত্মা-স্বরূপ এবং এই ভক্তানুগ্রহরূপিণী রাধিকা শক্তিস্বরূপিণী, অতএব আমাদের শরীরধারণে প্রয়োজন কি? মনু, মানব, মুনি ও বৈষ্ণব সকলেই আমার মন্ত্রবলে পবিত্র হইয়া আমার দর্শনের নিমিত্ত মদীয় স্থানে "গোলোকে" আগমন করিতে পারিবে।১৫২—১৬১। হে সুরেশ্বরগণ! তোমরা যদি আমার মূর্ত্তি দর্শন করিবার নিমিত্ত একান্ত ব্যগ্র হইয়া থাক, তাহা হইলে শম্ভু আমার একটী বাক্য প্রতিপালন করুন। হে ব্রহ্মন্! তুমি স্বয়ং বিধাতা, অতএব জগদ্গুরুকে শাস্ত্রবিশেষ ও মনোহর বেদাঙ্গ প্রণয় করিতে অনুমতি কর; যেন সেই শাস্ত্র বিবিধ অভিলষিত বস্তু প্রদান করে, এবং অপূর্ব্ব মন্ত্রাদিযুক্ত ও পূজাবিধি ক্রম স্তব ধ্যান ও কবচাদি-যুক্ত হয়। আমার মন্ত্র কবচ ও ধ্যান তুমি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে এবং যাহাতে আমার ভক্তবৃন্দ তাহা হইতে বিমুখ না হয়, তাহাই করিবে। শত কি সহস্র জনের মধ্যে একজন আমার মন্ত্রোপাসক হইবে সেই ভক্তগণই আমার মন্ত্রবলে পবিত্র হইয়া আমার সমীপে আগমন করিবে। তদ্ভিন্ন যদি সকলেই গোলোক-বাসী হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ডেই সমস্ত নিস্ফল হইবে। এই সংসারে পাঁচপ্রকার লোকের বাস; তাহার মধ্যে কেহ পৃথিবীতলে বাস করে, কেহ বা স্বর্গে বাস করে, কেহ পাতালে এবং কেহ ব্রহ্মলোকে বাস করে, কেহ বা বৈষ্ণব ও কেহ বা মদীয় লোক গোলোকে বাস করে। আবার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য বিধান করিবে কি না তাহাই এই দেবসভায় প্রতিজ্ঞা কর—তাহা হইলেই আমার মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। ১৬২—১৭০। ভগবানের এই আকাশবাণী শ্রবণ করত জগৎপতি ব্রহ্মা হৃষ্টান্তঃকরণে শিবকে বলিলেন। জ্ঞানেশ্বর এবং জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শিব ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া গঙ্গাবারি হস্তে করত তাহাই স্বীকার করিলেন যে, আমি শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা প্রতি-পালনের নিমিত্ত বিষ্ণুমায়াদি এবং মন্ত্রাদিযুক্ত বেদের সারভূত উত্তম শাস্ত্র প্রণয়ন করিব। কোন ব্যক্তি গঙ্গাসলিল স্পর্শ করিয়া যদি মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করে, তাহা হইলে ব্রহ্মার বয়ঃকালপর্য্যন্ত কালসূত্র নামে নরক ভোগ করে। হে ব্রহ্মন্! শঙ্কর গোলোকে সুরসভায় এই কথা বলিলে, শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত আবির্ভূত হইলেন। দেবগণ পুরুষোত্তমকে দর্শন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পরমানন্দে পুনর্ব্বার উৎসব আরম্ভ করিলেন। কালক্রমে ভগবান্ শম্ভু শাস্ত্র-দীপ প্রকাশ করিলেন; এইরূপ সুগোপ্য দুর্লভ সমস্ত বিষয় বলিলাম। রাধাকৃষ্ণের অঙ্গসম্ভূতা দেবরূপা গঙ্গাই গোলোক হইতে উৎপন্না হইয়াছেন, তিনি ভক্তি-মুক্তিপ্রদায়িনী। পরমাত্মা কৃষ্ণ তাঁহাকে স্থানে স্থানে স্থাপন করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপা ও ব্রহ্মাণ্ডপূজিতা। ১৭১।১৭৯।

প্রকৃতিখণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, কলির পঞ্চসহস্র বৎসর অতীত হইলে মহাভাগ্যশালিনী, সুরেশ্বরী গঙ্গা কোথায় গমন করিবেন, তাহাই আমাকে বিশদরূপে বলুন। নারায়ণ বলিলেন, গঙ্গা ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে এবং সরস্বতীশাপে ভারতে অবতীর্ণা হইয়া, শাপান্তে পুনর্ব্বার সেই বৈকুণ্ঠ ধামেই গমন করিবেন। হে নারদ! ভারতীও শাপাবসানে হরির ভবনে গমন করিবেন। গঙ্গা ও পদ্মা—ইহাঁরা উভয়েই শাপান্তে হরিধাম-বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন। হে ব্রহ্মন্! গঙ্গা, সরস্বতী ও লক্ষ্মী, হরির এই তিন ভার্য্যা; কিন্তু তুলসীও চতুর্থী ভার্য্যা বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। নারদ বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! গঙ্গাদেবী কিরূপে

নারায়ণের প্রিয়তমা পত্নী হইলেন, তাহাই আমাকে বিশেষরূপে বলুন। নারায়ণ বলিলেন, গঙ্গা রাধাকৃষ্ণের অঙ্গসম্ভূতা দ্রবরূপিণী। পূর্ব্বে গোলোকে তাঁহার উদ্ভব হয়; তিনি রাধাকৃষ্ণের অংশভূতা; অতএব তাঁহাদের স্বরূপা। যিনি দ্রবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও ভূতলে অনুপম-রূপশালিনী, যিনি নবযৌবনসম্পন্না ও রত্নময়ভূষণে বিভূষিতা, যাঁহার শরৎকালীন মধ্যাহ্ন-বিকসিত পদ্মের ন্যায় বদনমণ্ডল, যিনি অতি মনোহারিণী, যিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা ও শতচন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালিনী, যাঁহার প্রভা অতি স্নিগ্ধরূপা ও শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপা, যাঁহার উরুযুগল স্থূল অথচ কঠিন, নিতম্বদ্বয় অতি মনোহর, যাঁহার স্তনদ্বয় ঈষৎ স্থূল, উন্নত এবং কঠিন ও সুবর্ত্তুল, যাঁহার নেত্রযুগল মনোহর কটাক্ষ-যুক্ত অতএব কিছু বঙ্কিম। যিনি মালতী মাল্যযুক্ত বক্র কবরীভার ধারণ করিয়াছেন ও চন্দনবিন্দুর সহিত সিন্দূরবিন্দু ধারণ করিয়াছেন; যাঁহার গণ্ডযুগল মনোহর কস্তূরী-পত্রযুক্ত এবং অধরোষ্ঠ বন্ধুককুসুমের ন্যায় আরক্তিম, অতএব সুন্দর ;—যাঁহার দন্তপঙ্ক্তি পক্ব দাড়িম্ববীজের আভার ন্যায় সমুজ্জ্বল, যিনি বহ্নির ন্যায় শুদ্ধ ও নীবীযুক্ত বস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, সেই দেবী গঙ্গা সকামা হইয়া বস্ত্রদ্বারা নিজ-মুখ আচ্ছাদন ও স্বীয় নয়নযুগলে কৃষ্ণমুখ আচ্ছাদন করত তাঁহার বামপার্শ্বে সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি নির্নিমেষ নেত্রযুগলে কৃষ্ণবদন-সুধা নিরন্তর পান করিতে লাগিলেন; তিনি নিরন্তর হাস্য করিতে লাগিলেন, তাঁহার বদনমণ্ডল প্রফুল্ল, অভিনব সঙ্গমা-ভিলাষে তাঁহার ঐরূপে অবস্থান হইল। তিনি প্রভুর রূপপ্রভাবে রোম-ঞ্চিত-শরীরে মূর্চ্ছিতপ্রায় হই-লেন, এই অবকাশে রাধিকা সেই স্থানে উপ-স্থিত হইলেন; তাঁহার সঙ্গে ত্রিংশৎকোটি গোপী, তিনি কোটিচন্দ্রসম প্রভাশালিনী। কোপে তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তপদ্মের ন্যায় হইল, নয়নযুগল রক্ত-পঙ্কজসদৃশ অতি রক্তিমায় পরিপূর্ণ হইল। সেই শ্বেত-চম্পক-সদৃশ গৌরাঙ্গী গজেন্দ্রতুল্য মন্দগামিনী রাধিকা, অমূল্য রত্ননির্ম্মিত নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূ-ষিতা হইয়া এবং অমূল্য রত্নখচিত বহ্নিশুদ্ধ নীবীযুক্ত অমূল্য পীতবসনযুগল পরিধান করত স্থলপদ্ম-প্রভাহারী কোমল সুরঞ্জিত এবং কৃষ্ণপ্রদত্ত অর্ঘ্যযুক্ত পদাম্বুজ মৃদু বিন্যাসপূর্ব্বক সারভূত রত্ননির্ম্মিত বিমান হইতে অবরোহণ করিলেন। সখীগণ শ্বেতচামর ব্যজন করত তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। তিনি সীমন্তের অধোভাগে—উজ্জ্বল ললাটমধ্যে কস্তূরী-বিন্দুযুক্ত এবং প্রদীপ্ত দীপপ্রভার ন্যায় উজ্জ্বল ও মনোহর সিন্দূরবিন্দু ধারণ করিয়াছিলেন, রোষভরে তাঁহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল; তাহার সঙ্গে সঙ্গে পারিজাত কুসুমের মাল্যযুক্ত সুবঙ্কিম মনোহর কবরীভার ও মনোহর নাসিকাসহ ওষ্ঠও কম্পিত হইতে লাগিল। ১—২৪। তিনি যাইয়া কৃষ্ণপার্শ্বে সেই শ্রেষ্ঠ রত্নসিংহাসনেই উপবেশন করিলেন, তাঁহার সখীকুল কৃষ্ণসভা পরিপূর্ণ করিল। কৃষ্ণ তাঁহাকে দর্শন করত আসন হইতে উঠিয়া সাদরে এবং অত্যন্ত সসম্ভ্রমচিত্তে মধুরবাক্যে সম্ভাষণ করিলেন। গোপ-গণও ত্রস্ত হইয়া নতমস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করত স্তব করিতে লাগিলেন। পরমেশ্বরও ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন; এবং গঙ্গাও ভীতা হইয়া আসন হইতে উত্থান করত তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলেন ও বিনয়পূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু ভয়ে তাঁহার কণ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইল; তিনি অতি ত্রস্তভাবে ধ্যানযোগে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে শরণাপন্না হইলেন। গঙ্গা ভীতা হইয়াছেন জানিতে পারিয়া কৃষ্ণ, দেবীর চিত্তাবশে তাঁহার হৃদয়ে অবস্থান করত তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন; তাহার পর জগৎপ্রভুর বলে তিনি স্থির-চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২৫—৩০। ক্ষণ-কাল পরে গঙ্গাদেবী ঊর্দ্ধে সিংহাসনে উপবিষ্টা ব্রহ্ম-তেজে উজ্জ্বলিতা রাধিকাকে দেখিলেন,—তিনি সুস্নিগ্ধা ও সুখদৃশ্যা হইয়াছেন। তিনি অসংখ্য ব্রহ্ম-সৃষ্টির আদিভূতা সনাতনী, তিনি দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যার ন্যায় নবযৌবনসম্পন্না। দেবী রাধা এই নিখিল বিশ্বে রূপ ও গুণে অনুপমা, শান্তস্বভাবা, কমনীয়া, অনন্ত-রূপিণী এবং আদি-অন্তরহিতা। তিনি মঙ্গলময়ী সুভদ্রা ও সৌভাগ্যশালিনী এবং পতিসুভগা। তিনি সৌন্দর্য্যে সুন্দরীগণের মধ্যে প্রধানা সুন্দরী বলিয়া বিখ্যাতা। তিনি কৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপিণী, তেজে বয়সে ও লাবণ্যে কৃষ্ণতুল্যা, তাঁহাকে মহালক্ষ্মীশ্বর মহালক্ষ্মী বলিয়া পূজা করিয়াছেন। তিনি প্রভা-শালিনী, অতএব তদীয় প্রভায় ভগবানের সভাস্থল যেন ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হইল। তিনি অন্যের দুষ্প্রাপ্য সখীদত্ত তাম্বূল নিরন্তর ভক্ষণ করিতেছেন। তিনি নিত্যরূপিণী ধন্যা মাননীয়া ও মানিনী। তিনি কৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী ও তাঁহার প্রাণের প্রিয়তমা পত্নী লক্ষ্মীস্বরূপা। সুরেশ্বরী গঙ্গা এইরূপ রাসেশ্বরীকে দর্শন করত তৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া যেন নির্নিমেষ নেত্রযুগলে তাঁহার রূপরাশি পান করিতে লাগিলেন

হে মুনে! এই সময়ে রাধা বিনীতভাবে মধুর বাক্যে জগদীশকে বলিলেন, প্রাণেশ! তোমার মুখকমল সতত নিরীক্ষণ করত কামপরবশা হইয়া আরক্তলোচনে তোমার পার্শ্বে অবস্থান করিতেছে এ কল্যাণী কে? তোমার রূপ দর্শন করত রোমাঞ্চিত-কলেবরে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইতেছে এবং বস্ত্রদ্বারা মুখ আচ্ছাদন করত তোমাকেই পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিতেছে। ৩১—৪১। তুমিও ইহাকে দর্শন করিয়া সকাম ও সস্মিত হইয়াছ, কিন্তু আমি গোলোকে বিদ্যমান থাকিতেই তোমার দুর্ব্বৃত্ততা হইয়াছে, তুমি বার বার এইরূপ দুর্ব্বৃত্ত্যাচরণ কর, কিন্তু আমি স্ত্রীজাতি আমার মন অতি সরল, অতএব প্রেমে সব ক্ষমা করি। লম্পট! তুমি এই প্রিয় ভার্য্যা লইয়া গোলোক হইতে দূর হও। ব্রজেশ্বর! তাহা না হইলে কিছুতেই তোমার মঙ্গল নাই। আমি দেখিয়াছি—চন্দনকাননে বিরজার সহিত মিলিত হইয়াছিলে, তাহাও সখীগণের বাক্যে ক্ষমা করিয়াছি; তখন তুমি আমার আগমন-শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র অন্তর্হিত হইয়াছিলে এবং বিরজাও স্বদেহ পরিত্যাগ করত নদীরূপা হইয়াছিল; সেই বিরজা কোটি-যোজন বিস্তীর্ণা ও দৈর্ঘ্যে তাহার চতুর্গুণ; অদ্য পর্য্যন্তও তোমার সংকীর্ত্তিস্বরূপা হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। বিরজা নদীরূপা হইলে, আমি গৃহে গমন করিলাম, তাহার পর তুমি তাহার সমীপে গমন করত 'বিরজা বিরজা' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলে; তখন সিদ্ধযোগিনী বিরজা অলঙ্কারমণ্ডিত মূর্ত্তিধারণ করত জল হইতে উত্থিত হইয়া তোমাকে দর্শন দিয়াছিল; তৎপরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার গর্ভে বীর্য্যাধান করিয়াছিলে। তাহা হইতেই সপ্ত সমুদ্রের উদ্ভব হয়। ৪২—৫০। আমি ইহাও দেখিয়াছি;—চম্পককাননে তুমি শোভানাম্নী গোপিকার সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলে;—আমার আগমন-শব্দমাত্রেই তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলে, শোভাও দেহত্যাগ করত চন্দ্রমণ্ডলে গমন করিল। তৎপরে তাহার শরীর স্নিগ্ধ তেজঃস্বরূপে পরিণত হইল, তখন তুমি দগ্ধচিত্তে সেই তেজ বিভাগ করত কিঞ্চিৎ রত্নে, কিছু স্বর্ণে ও কিছু শ্রেষ্ঠ মণিতে প্রদান করিলে এবং সেই তেজ কিছু স্ত্রীগণের মুখপদ্মে, কিছু উৎকৃষ্ট বস্ত্রে, কিছু রৌপ্যে, কিছু চন্দন-পঙ্কে, কিছু জলসমূহে, কিছু পল্লবে, কিছু পুষ্পে, কিছু সুপক্ব ফলে ও শস্যে এবং কিছু সংস্কৃত দেবগৃহে ও রাজপ্রাসাদে প্রদান করিয়াছ। আমি তোমাকে দেখিয়াছি,—বৃন্দাবনের বনমধ্যে প্রভানাম্নী গোপিকাসহ মিলিত হইয়াছিলে, তুমি আমার আগমন-শব্দমাত্রেই অন্তর্হিত হইলে। প্রভা দেহ ত্যাগ করত সূর্য্যমণ্ডলে গমন করিল এবং তাহার শরীর তীক্ষ্ণ তেজরূপে পরিণত হইল, তখন তুমি সেই স্থানে গমন করিয়া তাহার প্রেমে রোদন করত সেই তেজ স্ববক্ষে ধারণ করিয়াছিলে। তৎপরে আমার লজ্জা ও ভয়ে তাহা পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্নরূপে কিছু হুতাশনে, কিছু নৃপগণকে, কিছু পুরুষসমূহে, কিছু দেবতাদিগকে, কিছু দস্যুগণকে, কিছু নাগগণকে, কিছু ব্রাহ্মণদিগকে, কিছু মুনিগণকে, কিছু তপস্বীদিগকে, কিছু সৌভাগ্যশালিনী স্ত্রীদিগকে এবং কিছু যশস্বীদিগকে প্রদান করিয়াছ। এইরূপে তেজোবিভাগ করিয়া প্রদান করত স্বয়ং রোদন করিতে উদ্যত হইয়াছিলে। ৫১—৬২। তুমি রাসমণ্ডলে শান্তিনাম্নী গোপিকাসহ সুখমিলনে মিলিত হইয়াছিলে; বসন্তকালে মনোহর মাল্যযুক্ত ও চন্দনচর্চ্চিত কলেবরে পুষ্পশয্যায় রত্নময়ভূষণে ভূষিত হইয়া, বিবিধ রত্নভূষণে বিভূষিতা সেই শান্তিসহ রত্নপ্রদীপযুক্ত রত্নমন্দিরে বিহার করিয়াছিলে। বিভো! সেই রমণীয়া শান্তি তোমার প্রদত্ত তাম্বুল সাদরে ভক্ষণ করিয়াছিল এবং তুমি তৎপ্রদত্ত তাম্বুল-বীটিকা সাদরে ভক্ষণ করিয়াছিলে; তখন তুমি আমার আগমন-শব্দ শ্রবণ করিয়াই তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলে। শান্তিও দেহত্যাগ করত তোমাতেই লীনা হইল, তৎপরে তাহার শরীর শ্রেষ্ঠ-গুণরূপে পরিণত হইল। তখন তুমি রোদন করত তাহার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া সেই গুণরাশি বিভিন্নরূপে অনাসক্ত ব্যক্তিতে, সত্ত্বরূপ বিষ্ণুকে, শুদ্ধসত্ত্বরূপিণী লক্ষ্মীকে, তোমার মন্ত্রোপাসক বৈষ্ণবদিগকে, তপস্বীদিগকে, ধর্ম্মে ও ধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে কিছু কিছু করিয়া প্রদান করিয়াছ। আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি;—তুমি সুবেশ করত মাল্য গন্ধ চন্দনাদিদ্বারা ভূষিত হইয়া চন্দনযুক্ত পুষ্পময় শয্যাতে গন্ধচন্দনচর্চ্চিতা এবং রত্নময় ভূষণে ভূষিতা ক্ষমানাম্নী গোপিকাসহ মিলিত হইয়া সুখে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলে এবং নবসঙ্গমসুখে নিদ্রিতা সেই ক্ষমাও তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল, তখন আমি তাহাকে এবং তোমাকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করাইয়াছিলাম, একবার মনে করিয়া দেখ;—তোমার পীতবসন, মনোহর মুরলী, বনমালা, কৌস্তুভ মণি ও রত্নকুণ্ডল সমস্তই গ্রহণ করিয়াছিলাম; কিন্তু সখীগণের অনুরোধে ও প্রেমবশতঃ

পুনরায় প্রদান করিয়াছিলাম। তোমাদিগকে সেই অবস্থায় দেখিয়াছিলাম বলিয়া তুমি লজ্জাতে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিলে, তাহা অদ্যপর্য্যন্তও প্রতীয়মান হইতেছে। ৬৩—৭৪। তৎপরে ক্ষমা লজ্জাবশতঃ দেহ ত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে গমন করিলে তাহার শরীর—শ্রেষ্ঠগুণরূপে পরিণত হইল; তখন তুমি রোদন করত প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া সেই গুণরাশি বিভিন্নরূপে কিছু বিষ্ণুতে, কিছু বৈষ্ণবদিগকে, কিঞ্চিৎ ধার্ম্মিক ব্যক্তিতে, কিছু ধর্ম্মে, কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলদিগকে, কিছু তপস্বিগণকে, কিছু দেবতাদিগকে ও কিঞ্চিৎ পণ্ডিতদিগকে প্রদান করিয়াছ। হে প্রভো! তোমাকে সমস্তই বলিলাম, পুনর্ব্বার কি তোমার শুনিতে বাসনা হয়? তোমার আরও বহুতর গুণ আমি জানি; রক্তপঙ্কজলোচনা রাধিকা কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া লজ্জানতমুখী গঙ্গাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু সিদ্ধ যোগিনী গঙ্গা রাধিকার সেই ভাব যোগে জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ সভা হইতে তিরোহিতরূপে স্বীয় জলরাশিতে প্রবেশ করিলেন; তখন সিদ্ধযোগিনী রাধিকাও যোগবলে তাহা জানিতে পারিয়া সর্ব্বব্যাপিনী গঙ্গাকে গণ্ডুষে পান করিবার উদ্যম করিলেন। সেই রহস্য সিদ্ধযোগিনী গঙ্গা যোগবলে জানিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে প্রবেশ করত তাঁহার শরণাপন্না হইলেন; তৎপরে রাধা গোলোক, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি সকল স্থানে অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু গঙ্গাকে দেখিতে পাইলেন না। ৭৫—৮৪। এই ভাবে সকল স্থান জলশূন্য হওয়াতে গোলোকের পঙ্কজ সকল শুষ্ক হইতে লাগিল, জলজন্তুসমূহ মৃতপ্রায় হইল; তৎপরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, অনন্ত, ধর্ম্ম, ইন্দ্র, দিবাকর প্রভৃতি দেবগণ, মনুগণ, মানববর্গ ও সিদ্ধতাপসগণ সকলে জলাভাবে শুষ্ককণ্ঠে গোলোকে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে ভগবানের সমীপে গমন করিয়া সেই সর্ব্বেশ্বর প্রকৃতি হইতে পৃথক্ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। কৃষ্ণ বরেণ্য বরপ্রদ ও বরের কারণ। তিনি বরেশ্বর বরার্হ এবং সকলের শ্রেষ্ঠ প্রভু; তিনি নিশ্চেষ্ট নিরাকার নির্লিপ্ত ও নিরাশ্রয়; তিনি নির্গুণ, নিরুৎসাহ নির্ব্যূহ ও নিরঞ্জন। তিনি স্বেচ্ছাময় সাকার ও ভক্তের প্রতি অনুগ্রহে বিগ্রহধারী। তিনি সত্যস্বরূপ, সত্যেশ, সকলের সাক্ষিস্বরূপ ও সনাতন। তিনি পরম, পরমেশ, পরমাত্মা ও ঈশ্বর—তাঁহাকে তাঁহারা সকলেই নতমস্তকে প্রণাম করত স্তব করিতে লাগিলেন। ৮৪—৯০। তাঁহারা সকলে সগদ্গদ সাশ্রুনেত্র ও পুলকাঞ্চিত কলেবরে সেই ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর হরিকে স্তব করত দেখিলেন;—জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্ম সকল কারণের কারণভূত অমূল্যরত্ননির্ম্মিত আসনে স্থিত গোপালগণের প্রদত্ত শ্বেতচামরবায়ু সেবন করিতেছেন এবং শতকোটি গোপগণে বেষ্টিত হইয়া নিরন্তর গোপিকাদিগের মনোহর নৃত্য নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার কলেবর চন্দনসিক্ত ও রত্নময়ভূষণে ভূষিত। অঙ্গ—নবীননীরদসদৃশ শ্যাম, কিশোর বয়স ও পীতবস্ত্র পরিধান, তিনি গোপালরূপী দ্বাদশবর্ষীয় বালকের ন্যায়; তাঁহার কলেবর কোটিচন্দ্রের ন্যায় প্রভাশীল ও শ্রীসম্পন্ন; তিনি নিজ তেজঃপ্রভায় আবৃত, অতএব সুখদৃশ্য ও মনোহর। তিনি কোটিকন্দর্পের সৌন্দর্য্যলীলা ও লাবণ্যের ধামস্বরূপ; তাঁহাকে হাস্যবদনা গোপিকাগণ নিরন্তর দর্শন করিতেছে এবং তাহারা রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিত ভূষণ দ্বারা বিভূষিতা হইয়া প্রভুর মুখচন্দ্র চক্ষুর্দ্বারা পান করিতেছে; তিনি প্রাণাধিকা প্রিয়তমা রাধিকার বক্ষে নিয়ত বাস করিতেছেন এবং তৎপ্রদত্ত সুবাসিত তাম্বুলও সাদরে ভক্ষণ করিতেছেন এবং তিনি পরিপূর্ণতম। সুরগণ প্রভুর এই প্রকার রূপ রাসমণ্ডলের সকল স্থানে দেখিলেন; তৎপরে ঐরূপ দর্শনে মুনিগণ, মানবগণ, সিদ্ধ ও তাপসগণ এবং তপস্বিগণ প্রহৃষ্টমনে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তাঁহারা পরস্পরে সমালোচনা করত অভিপ্রেত বিষয় জগন্নাথকে জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত ভগবান্ চতুরাননকে বলিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণসমীপে গমন করিলেন। তৎপরে প্রভু কৃষ্ণের দক্ষিণভাগে বিষ্ণু ও বামভাগে বামদেব অবস্থান করিতেছেন দেখিলেন। তাহার পর সকলেই সেই রাসমণ্ডল পরমানন্দযুক্ত পরমানন্দস্বরূপ কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন, সকলেই সমানবেশ ও তুল্য আসনে উপবিষ্ট। ৯১—১০৪। সকলেই দ্বিভুজ, হস্তে মুরলী ও বনমালায় বিভূষিত, ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত চূড়া ও কৌস্তভমণিদ্বারা সকলেই বিরাজিত, সকলেরই কলেবর অতিকমনীয় ও শান্তভাবসম্পন্ন। সকলেই গুণে, ভূষণে, রূপে, তেজে, বয়সে, কান্তিতে, বস্ত্রে, যশে, কার্য্যে, মূর্ত্তিতে ও ভঙ্গিমায় জগৎপ্রভুর সমতুল্য; সকলেই পরিপূর্ণতম ও সকল ঐশ্বর্য্যযুক্ত। তাহাদিগের কে সেবক কে সেব্য তাহা দেখিয়া বলা যায় না। কৃষ্ণ ক্ষণকাল তেজোময় এবং ক্ষণকাল রূপধারণ করত অবস্থান করিতেছেন। আবার ক্ষণকাল নিরাকার-সাকার উভয় ভাবেই অবস্থান করিতে দেখিলেন। ক্ষণকাল এক কৃষ্ণ, এক রাধিকাসহ উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তৎপর-

ক্ষণেই প্রত্যেক আসনে প্রত্যেকটী কৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন রাধিকাসহ উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। কখন কৃষ্ণ, রাধারূপ ধারণ করিতেছেন, কখন বা রাধা, কৃষ্ণরূপিণী হইতেছেন; এইরূপ দর্শন করিয়া বিধাতা ভগবানের স্ত্রীরূপ, কি পুরুষরূপ, কিছুই স্থির করিতে সক্ষম হইলেন না। তৎপরে বিধাতা চিত্তকে ধ্যানস্থ করিয়া হৃৎপদ্মস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন এবং বহুবিধ স্বীয় ন্যূনতা জানাইলেন। তাহার পর, চতুরানন, তাঁহার আজ্ঞানুসারে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া রাধা-বক্ষঃস্থল-স্থিত একমাত্র কৃষ্ণকেই দেখিতে পাইলেন। তিনি পারিষদ্বর্গের মধ্যে গোপীসমূহে বিভূষিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তাহা দর্শন করত বিধাতা প্রভৃতি সকলেই হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং পুনঃপুনঃ স্তব করিতে লাগিলেন। তৎপরে সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তরাত্মা সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বভাবন সুরেশ্বর, তাঁহাদের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে কমলাপতে! হে ব্রহ্মন্! সুখে আগমন করিলে ত? মহাদেব! এইখানে আমার সমীপে আগমন কর; তোমার নিরন্তর কুশল হউক। এই মহাভাগগণ গঙ্গা আনয়নের নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন; কিন্তু গঙ্গা ভয়বশতঃ আমার চরণপদ্মে শরণাগতা। রাধা ইহাকে গণ্ডূষে পান করিতে উদ্যতা হইয়াছিলেন দেখিয়া, আমার সমীপে আগমন করিয়াছেন। আমি ইহাকে চরণপদ্ম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছি; কিন্তু তোমরা ইহাকে অভয় প্রদান কর। কমলোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, সহাস্যবদনে সেই সর্ব্বারাধ্যা শ্রীকৃষ্ণ-পূজিতা রাধিকাকে স্তব করিতে লাগিলেন। চতুর্ব্বেদ-বিধাতা চতুরানন—ভক্তি-বিনম্র মস্তকে চতুর্ম্মুখে তাঁহাকে স্তব করত বলিতে লাগিলেন, রাসমণ্ডলে যখন শঙ্কর-স্বরে আপনি ও প্রভু উভয়ে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই সময়ে এই দ্রবরূপিণী গঙ্গা আপনাদের শরীর হইতে উদ্ভূতা হইয়াছেন। গঙ্গা কৃষ্ণের অংশসম্ভূতা, ও আপনার অংশসম্ভূতা; অতএব আপনার কন্যার ন্যায় প্রিয়তমা; এজন্য ইনি আপনার মন্ত্রগ্রহণ করত পূজা করুন; তবেই বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ বিষ্ণু ও ভূমিতে তাঁহার কলারূপে অবতীর্ণ লবণ-সমুদ্রও ইহাঁর পতি হইবেন। ১০৫—১২২। হে দেবেশি! যে সর্ব্বব্যাপিনী রাধা গোলোকে অবস্থান করেন, আপনিই তৎস্বরূপা, অম্বিকা, তাঁহা হইতেই উদ্ভূতা হইয়া আপনার আত্মজা বলিয়া খ্যাতা হইয়াছেন। রাধিকা ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্যবদনে গঙ্গার অপরাধ ক্ষমা করিতে স্বীকার করিলেন, তখন গঙ্গা কৃষ্ণপদাঙ্গুষ্ঠ-নখাগ্র হইতে বহির্গতা হইলেন। তৎপরে শান্তস্বভাবা জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তোয় হইতে উত্থিত হইয়া, সেই সভাতে তাঁহাদের মধ্যে সংবৃতরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা সেই তোয়রাশি হইতে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ করত কমণ্ডলুতে স্থাপন করিলেন এবং চন্দ্রশেখর মস্তকস্থিত চন্দ্রার্দ্ধে কিঞ্চিৎ ধারণ করিলেন। ১২৩—১২৬। তাহার পর কমলোদ্ভব গঙ্গাকে রাধিকা-মন্ত্র প্রদান করত স্তোত্র, কবচ, পূজাবিধি, ধ্যান এই সমস্ত এবং সামবেদোক্ত পুরশ্চরণক্রম উপদেশ করিলেন; গঙ্গা রাধিকাকে পূজা করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। হে মুনে! লক্ষ্মী সরস্বতী পতিতপাবনী গঙ্গা ও তুলসী ইহাঁরা চারিজনেই নারায়ণের পত্নী। অনন্তর কৃষ্ণ সহাস্যবদনে ব্রহ্মাকে অপণ্ডিতদিগের দুর্ব্বোধ্য কালের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে বিষ্ণো! হে মহেশ্বর! তোমরা সকলেই গঙ্গাকে গ্রহণ কর এবং যে কাল অতীত হইয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। তোমরা এবং অন্যান্য দেব, মুনি, মনু, সিদ্ধ ও তাপসগণ যাঁহারা আমার সমীপে আগমন করিয়াছেন, তাঁহারা এই কাল-চক্র-বর্জ্জিত গোলোকে আছেন, এই জন্যই জীবিত রহিয়াছেন। এখন কিন্তু প্রাকৃত প্রলয়ে সমস্ত বিশ্ব জলপ্লাবিত হইয়াছে, সেই বিশ্বস্থিত ব্রহ্মা প্রভৃতি সকলেই আসিয়া আমাতে লীন হইয়াছে। হে পদ্মনাভ! তুমি দেখ, বৈকুণ্ঠ ভিন্ন সমস্ত বিশ্ব জলময় হইয়াছে; অতএব গমন করত পুনর্ব্বার ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মলোকাদি-যুক্ত বিশ্ব সৃজন কর; তাহার পরে গঙ্গা যাইবেন। এইরূপ অন্যান্য বিশ্বেও ব্রহ্মাদি সৃজন করত পুনর্ব্বার সৃষ্টির অবতারণা করিব, তুমি সুরগণসহ শীঘ্র গমন কর। আমার চক্ষুর এক নিমেষে একটী ব্রহ্মার পতন, এইরূপ কত ব্রহ্মা গিয়াছে এবং কত ব্রহ্মা যাইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। ১২৭—১৩৭। হে মুনে! রাধিকানাথ এই কথা বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং দেবগণও তথা হইতে গমন করত যত্নপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। গঙ্গাদেবী, গোলোকে বৈকুণ্ঠে শিবলোকে ও ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং যে যে স্থানে পূর্ব্বে প্রবাহিতা ছিলেন, সেই সেই স্থানে পরমাত্মার আজ্ঞানুসারে গমন করিলেন। তিনি বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে বহির্গতা হইয়াছেন বলিয়া, তাঁহার নাম বিষ্ণুপদী হইল। সুখদ, মোক্ষপ্রদ সারভূত উত্তম গঙ্গোপাখ্যান বিশেষরূপে তোমাকে

বলিলাম; পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা কর? ১৩৮—১৪১।

প্রকৃতিখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, প্রভো! লক্ষ্মী সরস্বতী লোক-পাবনী গঙ্গা ও তুলসী, ইঁহারা চারিজন নারায়ণের পত্নী; ইঁহারা এবং গঙ্গা বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন—এই উভয় কথামাত্র শ্রুত হইয়াছি; কিন্তু কিরূপে তিনি তাঁহার পত্নী হইলেন, তাহা শুনিতে পাইলাম না। নারায়ণ বলিলেন, গঙ্গা বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলে, জগৎ-বিধাতা ব্রহ্মা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত প্রণম্য জগদীশ্বরকে বলিতে লাগিলেন, যে দেবী রাধাকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে দ্রবরূপে উৎপন্না হইয়াছেন, ইনিই সেই দ্রবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং জগতে রূপে অনুপমা। ইনি নব-যৌবন-সম্পন্না সুশীলা ও সুন্দরীগণের শ্রেষ্ঠা, ইনি শুদ্ধসত্ত্বরূপিণী ও ক্রোধ-অহঙ্কারাদিশূন্যা; ইনি যাঁহার অঙ্গ হইতে উদ্ভূতা হইয়াছেন, তাঁহাকে ব্যতীত অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিবেন না। কিন্তু তাহাতে রাধা অত্যন্ত মানিনী ও মহা তেজস্বিনী, তিনি ইঁহাকে পান করিবার নিমিত্ত উদ্যতা হইয়াছিলেন; তখন ইনি ভীতা হইয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আমি সকল জগৎ শুষ্কপ্রায় দেখিয়া, যেখানে কৃষ্ণ আছেন, সেই গোলোকধামে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিবার নিমিত্ত গমন করিলাম, তৎপরে সকলের অন্তরাত্মা-স্বরূপ কৃষ্ণ আমাদের সকল অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া পদাঙ্গুষ্ঠ-নখের অগ্রভাগ হইতে গঙ্গাকে বহিষ্কৃত করিলেন; তাহার পর হে বিভো! আমি ইঁহাকে রাধিকামন্ত্র প্রদান করত গোলোক পূর্ণ করিয়াছি, এবং রাধা-কান্তকে প্রণাম করত ইঁহাকে গ্রহণ করিয়া আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি; হে রসভাবন! আপনি সুরেশ্বর ও অত্যন্ত সুরসিক, অতএব এই রসিকা সুরেশ্বরীকে গান্ধর্ব্ব-বিবাহক্রমে গ্রহণ করুন। আপনি পুরুষ ও দেবতাদিগের মধ্যে রত্নস্বরূপ; ইনিও সতী স্ত্রীগণমধ্যে স্ত্রীরত্নস্বরূপিণী; বিদগ্ধা নায়িকা সহ বিদগ্ধ নায়কের মিলনই বিশেষ প্রীতিকর। যে ব্যক্তি উপস্থিত কন্যাকে গর্ব্ববশতঃ পরিত্যাগ করে, মহালক্ষ্মী তাহার প্রতি রুষ্টা হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করত গমন করিয়া থাকেন, তাহাতে সংশয় মাত্রও নাই। যে ব্যক্তি পণ্ডিত হয়, সে প্রকৃতিকে অবমাননা করে না; কারণ, সকল পুরুষ প্রাকৃতিক এবং কামিনীগণও প্রকৃতির কলা হইতে সমুদ্ভূত। আপনিই ভগবান্, অনাবিভূত, নির্গুণ ও প্রকৃতি হইতে পৃথক্ এবং অর্দ্ধাঙ্গে দ্বিভুজ কৃষ্ণ ও অর্দ্ধাঙ্গে চতুর্ভুজ। পূর্ব্বে কৃষ্ণের বামাংশ হইতে রাধিকার উদ্ভব হইয়াছে। বামাংশ হইতে যেরূপ কমলা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ ইনিও দক্ষিণাংশ হইতে উৎপন্না হইয়াছেন। আপনার দেহ-সম্ভূতা বলিয়া ইনি আপনাকেই বরণ করিতে ইচ্ছা করেন; প্রকৃতি-পুরুষের ন্যায় স্ত্রী-পুরুষের অঙ্গ অভিন্ন। ১—১৭। এই কথা বলিয়া বিধাতা তাঁহাকে সমর্পণ করত গমন করিলেন। তৎপরে শ্রীহরি তাঁহাকে গান্ধর্ব্ব-বিধি মতে বিবাহ করিলেন; তাহার পর রমাপতি, রতিকরী চন্দনচর্চ্চিতা শয্যা রচনা করত তাহাতে গঙ্গা-সহ আনন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। গঙ্গা দেবী, পৃথিবীতে গমন করিয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে আগমন করিয়াছেন এবং বিষ্ণু-পাদপদ্ম হইতে নির্গতা হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম জগতে বিষ্ণুপদী বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। রসিকা গঙ্গা সুখ-সম্ভোগের নিমিত্ত রসিকেশ্বর-সহ মিলিতা হইয়া নব-সঙ্গমমাত্রেই মূর্চ্ছিতা হইলেন। তাহা দর্শন করিয়া বাণী অত্যন্ত দুঃখিতা হইলেন; কিন্তু পদ্মা তাহাতে কোনরূপ ঈর্ষা ভাব প্রকাশ করিলেন না; বাণীই গঙ্গাকে নিয়ত ঈর্ষ্যা করেন, কিন্তু বাণীকে গঙ্গা, কিছুমাত্রও ঈর্ষা করেন না; প্রথমতঃ গঙ্গার বিবাহ হইলে, রমাপতির তিন ভার্য্যা হয়; তৎপরে তুলসী-সহ চারি ভার্য্যা হইল। ১৮—২৩।

প্রকৃতিখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, সাধ্বী তুলসী কিরূপে নারায়ণ-পত্নী হইলেন? পূর্ব্বজন্মে তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? এবং তিনি কে? এখনই বা কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? সেই তপস্বিনী কাহার কন্যা? কোন্ তপস্যাবলেই বা প্রকৃতি হইতে পৃথক্, নির্ব্বিকল্প, নিশ্চেষ্ট, সর্ব্বসাক্ষী, পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, ঈশ্বর, সর্ব্বারাধ্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ, সর্ব্বকারণ, সর্ব্বাধার, সর্ব্বরূপ, সকলের পরিপালক নারায়ণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন? কিরূপেই বা দেবী হইয়া এইরূপ তুলসী-বৃক্ষরূপা হইয়াছেন? কিরূপেই বা সেই তপস্বিনী অসুরগ্রস্তা হইয়াছিলেন? হে সর্ব্বসন্দেহভঞ্জন! আমার সন্দিগ্ধ মন এই সব বিষয় শুনিতে লোলুপ

হইয়া আমাকে পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছে;—অতএব আপনি সেই সন্দেহ ভঞ্জন করুন। ১—৬। নারায়ণ বলিলেন, দক্ষসাবর্ণি নামে মনু, বিষ্ণুর অংশসম্ভূত, যশস্বী, কীর্ত্তিশালী, পুণ্যবান্ ও মহাবৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মসাবর্ণি; তিনিও অত্যন্ত ধর্ম্মিষ্ঠ ও বৈষ্ণব ছিলেন। ধর্ম্মসাবর্ণির পুত্র বিষ্ণুসাবর্ণি,—তিনি অত্যন্ত বৈষ্ণব ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। তাঁহার পুত্র দেবসাবর্ণি নামে জন্মগ্রহণ করেন,—তিনিও অতি বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন। তৎপরে দেবসাবর্ণির পুত্র রাজসাবর্ণি জন্মগ্রহণ করেন,—তিনিও উহাঁদের মত মহাবিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন এবং সেই রাজসাবর্ণির পুত্র বৃষধ্বজ-পরায়ণ বৃষধ্বজ। এই বৃষধ্বজের আশ্রমে স্বয়ং শম্ভু দৈবপরিমিত যুগত্রয় অবস্থান করিয়াছেন। সেই বৃষধ্বজরাজার প্রতি শিবের—পুত্র হইতে অধিকতর স্নেহ ছিল। বৃষধ্বজ-রাজ নারায়ণ লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি কোন দেবতাকে মানিতেন না; তিনি সকল দেবতার পূজাই দূরীভূত করিলেন,—ভাদ্রমাসে মহালক্ষ্মীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা ইত্যাদি পরিত্যাগ করিলেন। তিনি যজ্ঞ ও বিষ্ণুপূজা স্বয়ং না করিয়া, মহা নিন্দা করিতেন। ৭—১৩। কোন দেবতাও শিবভয়ে সেই ভূপতিকে শাপ দিতেন না। এক সময়ে দিবাকর তাঁহাকে "তুমি শ্রীভ্রষ্ট হও" এই শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে মহাদেব শূল গ্রহণ করত ক্রোধে সূর্য্যের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তৎপরে দিনেশ, পিতার সহিত, ব্রহ্মার শরণাগন্ন হইলেন। শিব ত্রিশূল হস্তে করিয়া ক্রোধে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্তই গমন করিলেন। তখন নিরুপায় হইয়া ব্রহ্মা সূর্য্যকে অগ্রে করত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন; তথাপি শূল গ্রহণ করিয়া স্বয়ং শঙ্কর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তাহাতে ব্রহ্মা কশ্যপ ও সূর্য্য সকলেরই ভয়ে কণ্ঠতালু শুষ্ক হইল। তাঁহারা ভয়ে সর্ব্বেশ্বর নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন; তাঁহাকে প্রণাম করত পুনঃপুনঃ স্তব করিতে লাগিলেন এবং সকলেই হরি-সমীপে ভয়ের কারণ নিবেদন করিলেন। তৎপরে নারায়ণ কৃপাবশতঃ তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন;—হে ভীত মহাত্মগণ! তোমরা স্থির হও, আমি জীবিত থাকিতে তোমাদের ভয় কি? যাহারা যেখানে থাকিয়া ভীত চিত্তে আমাকে স্মরণ করে, আমি চক্র-হস্তে সেইখানে গমন করিয়া শীঘ্র সেই বিপন্নদিগকে রক্ষা করি। হে দেবগণ! আমিই জগৎপালক ও জগৎকর্ত্তা এবং ব্রহ্মারূপে সৃজনকর্ত্তা, শিবরূপে সংহারকর্ত্তা। আমিই শিব ও আমিই এই ত্রিগুণাত্মক সূর্য্যস্বরূপ। আমি নানা রূপ ধারণ করিয়া সৃজন-পালনাদি করিয়া থাকি। তোমাদের কোন ভয় নাই সুখে গমন কর; তোমাদের শুভ হইবে। ১৪—২৩। অদ্যাবধি আমার বরে শঙ্কর হইতে তোমাদের কোন ভয় নাই। সেই ভগবান্ শঙ্কর, সদ্ব্যক্তিগণের গতিস্বরূপ এবং আশুতোষ; তিনি ভক্তাধীন, ভক্তের ঈশ্বর, মহাত্মা, ভক্তবৎসল। শিব এবং এই সুদর্শন চক্র, ইহারা উভয়েই আমার প্রাণাধিক প্রিয়; হে ব্রহ্মন্! ইহাদের অপেক্ষা তেজস্বী ব্রহ্মাণ্ডে দ্বিতীয় নাই। মহাদেব, অবলীলাক্রমে কোটি সূর্য্য, কোটি ব্রহ্মা সৃজন করিতে পারেন, শূলীর অসাধ্য কি আছে? কেবল আমাতে নিরন্তর ধ্যানাসক্তচিত্ত বলিয়া তিনি বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য। তিনি পঞ্চমুখে কেবল আমার নাম ও গুণ নিরন্তর গান করেন, আমিও এইরূপ দিবানিশি তাঁহার কুশল চিন্তা করি। আমাকে যে, যেরূপে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেইরূপ কৃপা করি। ভগবান্ মঙ্গলের অধিষ্ঠাতৃদেবতা, শিব-স্বরূপে আমার আরাধনা করিয়া শিব হইয়াছেন, এই জন্য তাঁহাকে পণ্ডিতগণ শিব বলেন। ২৪—২৯। ভগবান্ এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে বৃষারূঢ়, রক্তপঙ্কজ-লোচন শঙ্কর সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি বৃষ হইতে শীঘ্র অবরোহণ করত ভক্তি-বিনম্র-মস্তকে সেই শান্ত পরাৎপর সিংহাসনস্থ রত্নালঙ্কার-ভূষিত লক্ষ্মীকান্তকে প্রণাম করিলেন। ৩০—৩২। হে নারদ! যিনি কিরীটী, কুণ্ডলধারী, চক্রী, বনমালা-বিভূষিত এবং নবীননীরদের ন্যায় শ্যাম; যিনি সুন্দর, চতুর্ভুজ; শ্বেতচামর বীজন করত চতুর্ভুজ পার্ষদগণ যাঁহার সেবা করিতেছেন; যাঁহার চন্দনসিক্ত কলেবর পীতবাসে বিভূষিত; যিনি লক্ষ্মী-প্রদত্ত তাম্বুল নিরন্তর ভোজন করেন; যিনি নিয়ত বিদ্যাধরীগণের নৃত্য গীত শ্রবণে সতত আনন্দিত; ভক্তানুগ্রহে বিগ্রহধারী সেই পরমাত্মা ঈশ্বরকে মহাদেব অগ্রে প্রণাম করত ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন। সূর্য্যও ভক্তিপূর্ব্বক ত্রস্তভাবে চন্দ্রশেখরকে প্রণাম করিলেন। তখন কশ্যপ মহা-ভক্তিপুরঃসর তাঁহাকে প্রণাম করত স্তব করিতে লাগিলেন। শিব, সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে স্তব করিয়া সুখে আসনে উপবেশন করিলেন। তখন সুখাসনে উপবিষ্ট বিশ্রান্ত চন্দ্রশেখরকে বিষ্ণুর পারিষদবর্গ শ্বেতচামর বীজন করত সেবা করিতে লাগিল। শিব, সত্ত্বগুণ-সংসর্গে ক্রোধশূন্য হইয়া প্রসন্নভাব অবলম্বন করিলেন এবং পঞ্চমুখে পরাৎপর প্রভু নারায়ণকে স্তব করিতে

লাগিলেন। তখন নারায়ণ অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া সেই সুরসভামধ্যে শঙ্করকে অমৃততুল্য মধুর ও মনোহর বাক্য বলিলেন;—মহাদেব! তুমি সর্ব্বমঙ্গলময়, অতএব তোমাকে মঙ্গল-বিষয়ে প্রশ্ন করা উপহাস-মাত্র; তথাপি তোমাকে লৌকিক ও বৈদিক বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছি; তপস্যার ফলদাতা ও সর্ব্বসম্পৎপ্রদান কর্ত্তাকে তপঃপ্রশ্ন ও সম্পত্তিবিষয়ক প্রশ্ন করাও অযোগ্য; তুমি স্বয়ং জ্ঞানের অধিদেবতা, অতএব তোমাকে জ্ঞান-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাও বৃথা; তুমি নিরন্তর আপৎ-শূন্য, অতএব তোমা সদৃশ মৃত্যুঞ্জয়কে "কোন বিপদ্ নাই ত?" ইত্যাদি রূপে বিপদ্বিষয়ে প্রশ্ন করা অসম্ভব। তুমি আমার আশ্রমে আসিয়াছ, তোমাকে আগমনের কথাই বা আর কি জিজ্ঞাসা করিব? তবে এরূপ ব্যস্তভাবে আসিয়াছ কেন, ইহাই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য; অতএব তাহারই কারণ আমাকে বল। ৩৩—৪৫। মহাদেব বলিলেন, ভগবন্! রাজা বৃষধ্বজ, আমার প্রাণাধিক প্রিয় ভক্ত; তাহাকে সূর্য্য শাপ দিয়াছেন, তাহাই আমার ব্যস্ত-আগমন ও কোপের কারণ। আমি পুত্রবাৎসল্যে, শাপদাতা সূর্য্যকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে, সূর্য্য বিধাতার শরণাপন্ন হইলেন এবং ব্রহ্মা সূর্য্যসহ আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন। যাহারা বাক্য এবং ধ্যান দ্বারাও আপনার শরণাপন্ন হয়, তাহারা নিরাপদ্ ও নিঃশঙ্ক হইয়া জরা-মৃত্যুকেও জয় করে। হে প্রভো! কিন্তু যাহারা সাক্ষাতে আপনার শরণাগত হয়, তাহাদের যে কি ফল, তাহা আর কি বলিব!! হরির স্মরণ অভয় ও সর্ব্বমঙ্গল প্রদান করে। হে জগৎপ্রভো! সূর্য্য-শাপে হত-শ্রী আমার এই মূঢ় ভক্তের গতি কি হইবে? তচ্ছ্রবণে ভগবান্ বলিলেন, বৈকুণ্ঠের ঘটিকার্দ্ধ সময়ে দৈব একবিংশতি যুগ অতীত হইয়াছে; তুমি শীঘ্র নৃপভবনে গমন কর। বৃষধ্বজ দুনির্বার্য্য সুদারুণ কালক্রমে মৃত হইয়াছে; তাহার হংসধ্বজ নামে পুত্র ছিল, সেও হতশ্রী হইয়া কালক্রমে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। তাহার পুত্র ধর্ম্মধ্বজ ও কুশধ্বজ; তাহারা পরম বৈষ্ণব, কিন্তু সূর্য্য-শাপে তাহারাও হতশ্রী হইল। তাহারা রাজ্যভ্রষ্ট ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া কমলার উপাসনা করিতে লাগিলে, তাহাদের তপে তুষ্ট হইয়া লক্ষ্মী তাহাদের ভার্য্যাদ্বয়ের গর্ভে অংশে অবতীর্ণা হইবেন; সেই সময়ে সেই নৃপতিদ্বয় সম্পদ্যুক্ত ও শ্রীযুক্ত হইবে। হে শম্ভো! তুমি গমন কর, তোমার ভক্ত মৃত হইয়াছে। সূর্য্য! ব্রহ্মা! তোমরাও গমন কর। এই কথা বলিয়া ভগবান্ লক্ষ্মীসহ সভা হইতে অন্তরে গমন করিলেন। দেবগণ হৃষ্টান্তঃকরণে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন, মহাদেবও শীঘ্র তপস্যার নিমিত্ত পরিপূর্ণতম ধামে গমন করিলেন। ৪৬—৫৭।

প্রকৃতিখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, মুনে! রাজপুত্র ধর্ম্মধ্বজ ও কুশধ্বজ, উগ্র তপস্যায় লক্ষ্মীকে আরাধনা করিয়া প্রত্যেকে ঈপ্সিত বর লাভ করিলেন এবং মহালক্ষ্মীর বরপ্রভাবে তাঁহারা ধনবান্, পুত্রবান্ ও পৃথিবীপতি হইলেন। তৎপরে কুশধ্বজ-পত্নী মালাবতী কালক্রমে লক্ষ্মীর অংশ-রূপিণী এক কন্যা প্রসব করিলেন। সেই কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র উত্তমজ্ঞানসম্পন্না হইয়া সূতিকাগৃহে স্পষ্ট বেদধ্বনি করত গাত্রোত্থান করি-লেন। সেই নবপ্রসূতা কন্যা জন্মমাত্রেই বেদধ্বনি করিয়াছেন, এজন্য মনীষিগণ তাঁহার নাম বেদবতী রাখিলেন। বালিকা জাতমাত্রেই স্নান করত তপস্যার নিমিত্ত বনে গমন করিলেন; তাঁহার সহিত অন্যের গমনে নিষেধ করিয়া একাকিনীই নারায়ণ-পরায়ণা হইয়া, বনে গমন করিলেন। তপস্বিনী এক মন্বন্তরকাল পুষ্করতীর্থে অবলীলাক্রমে উগ্র তপস্যা করিলেন, কিন্তু তাহাতে ক্লেশমাত্রও হইল না; বরং নবযৌবন-সম্পন্না হইয়া তাঁহার শরীর পুষ্ট হইল। তখন বেদবতী সহসা দৈববাণী শুনিতে পাইলেন। সে দৈববাণী এই—"হে সুন্দরি! তুমি জন্মান্তরে হরিকে পতি পাইবে, সেই ব্রহ্মাদির দুরারাধ্য পতি লাভ করিয়া সুখে অবস্থান করিবে" এই কথা শ্রুত হইবা-মাত্র ক্রোধে পরিপূর্ণা হইয়া পুনর্ব্বার, অতি নির্জ্জন স্থানে গন্ধমাদনে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। কুশধ্বজ-কন্যা বেদবতী, গন্ধমাদন পর্ব্বতে বহু কাল তপস্যা করত সেই স্থান বিশ্বাসযোগ্য মনে করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহার সম্মুখে দুর্নিবারণ রাবণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। তাহাকে দেখিয়া অতিথিজ্ঞানে পাদ্য-অর্ঘ্য দ্বারা সৎকার করত সুস্বাদু ফল-মূল ও সুশীতল জল প্রদান করিলেন। পাপিষ্ঠ তাহা ভোজন করিয়া, তাঁহাকে সমীপে অবস্থান করত জিজ্ঞাসা করিল,—কল্যাণি! তুমি কে? কাহার কন্যা? পাপিষ্ঠ রাবণ, সেই মনোহারিণী পীনোন্নতপয়োধরা শরৎকালীন পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল-বদনা সুহাসিনী ও সুদর্শনা সেই বেদ-

বতীকে দর্শন করত কামবাণে পীড়িত হইয়া মূর্চ্ছিত-প্রায় হইয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করত বিহার করিতে উদ্যত হইল। তখন সতী বেদবতী কোপময় দৃষ্টিতে তাহাকে স্তম্ভিত করিলেন। পামর, হস্ত পদ মুখ সমস্তই জড়ীভূত হওয়াতে তাঁহাকে আর কিছুই বলিতে সক্ষম হইল না; পাপিষ্ঠ সেই সময়ে পদ্মাংশ-সম্ভূতা পদ্ম-লোচনাকে মনে মনে স্তব করিতে লাগিল। দেবী তাহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ করত এই অভিশাপ করিলেন,—"তুমি আমার জন্য সবান্ধবে বিনষ্ট হইবে।" এই শাপ প্রদান করিয়া বলিলেন, তুমি আমার শরীর স্পর্শ করিয়াছ, অতএব এ দেহ পরিত্যাগ করি, দর্শন কর। এই কথা বলিয়া সতী যোগবলে প্রাণত্যাগ করিলেন। রাবণ তাঁহাকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করত,—"অহো! কি অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলাম এবং আমি কি অন্যায় কাজ করিলাম" এই প্রকার নানারূপ চিন্তা করিয়া বিলাপ করিতে করিতে নিজ মন্দিরে গমন করিল। ১—২০। সেই সাধ্বী কালান্তরে জনকাত্মজারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সীতা নামে বিখ্যাতা হইলেন; যাঁহার জন্য রাবণ বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি জন্মান্তরীয় তপস্যা-বলে মহাতপস্বিনী হইয়া পরিপূর্ণতম হরি রামকে পতি লাভ করিলেন। লক্ষ্মীরূপিণী সীতা—তপস্যা দ্বারা আরাধ্য জগৎপতি রামকে স্বামী পাইয়া তাঁহার সহিত চিরকাল ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তিনি জাতিস্মরা ছিলেন বলিয়া পূর্ব্বজন্মকৃত তপস্যার ক্রম সকল তাঁহার স্মরণ হইতে লাগিল; কিন্তু সুখ ভোগেই সেই সুখ-ফলদায়ক তপোদুঃখ বিস্মৃতা হইলেন। জনক-তনয়া সেই নবযৌবন-সম্পন্ন সুকুমার রামকে স্বামী পাইয়া, নানারূপ বিভব ভোগ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র অত্যন্ত গুণবান্, রসিক, শান্ত-স্বভাব, মনোহর-বেশ-সম্পন্ন এবং স্ত্রীদিগের অতি মনোজ্ঞ। অতএব দেবীর অভিলষিত পতি-লাভই হইয়াছিল। তাহার পর সত্যসন্ধ রঘূত্তম, পিতৃসত্য পালনের নিমিত্ত বহুকালের জন্য বনবাসে গমন করিলেন। সমুদ্রনিকটে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অবস্থান করিতেছেন, এরূপ সময়ে রঘুনাথ, বিপ্ররূপ-ধারী হুতাশনকে দেখিতে পাইলেন। বহ্নি, রামকে দুঃখিত দেখিয়া স্বয়ং অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তখন সত্যপরায়ণ বহ্নি, রামকে সত্য এবং প্রিয় বাক্য বলিতে লাগিলেন। ২১—২৯। বহ্নি বলিলেন, ভগবন্! যাহা কালক্রমে উপস্থিত হইবে, সেই বিষয়ে কিছু বলিতেছি শ্রবণ করুন; আপনার এই সীতা-হরণের কাল উপস্থিত হইয়াছে, দৈব দুর্নিবার্য্য; দৈববলের তুল্য বল নাই; অতএব আপনি আমার জননী সীতাকে আমার নিকটে অর্পণ করুন, নিজ সমীপে ছায়ারূপিণী সীতাকে রাখুন। পুনর্ব্বার অগ্নি-পরীক্ষা-সময়ে আপনাকে সীতা প্রদান করিব, এই জন্য দেব-গণ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি ব্রাহ্মণ নহি, আমি স্বয়ং অনল; দেব-প্রেরিত হইয়া আপনার নিকটে আগমন করিয়াছি। রাম তাঁহার বাক্য-শ্রবণ করত লক্ষ্মণকে কিছু না বলিয়া ব্যথিত-হৃদয়ে তাহাই স্বীকার করিলেন। হে নারদ! তখন বহ্নি যোগ-বলে সীতাতুল্য গুণশালিনী মায়া-সীতা সৃজন করিয়া রামকে প্রদান করিলেন। তৎপরে বহ্নি গোপনীয় বিষয় বলিতে নিষেধ করত সীতাকে গ্রহণ করিয়া গমন করিলেন। এই গোপনীয় বিষয় অন্যের কথা কি, লক্ষ্মণ পর্য্যন্তও বুঝিতে পারিলেন না। এই সময়ে রাম একটী স্বর্ণ-মৃগ দেখিতে পাইলেন; সীতা সেই মৃগের জন্য রামকে যত্নপূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ গমন করিতে বলিলেন। তখন রাম, লক্ষ্মণকে সেই গহন-বনে জানকীর রক্ষার নিমিত্ত নিয়োগ করিয়া, স্বয়ং সেই মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত নিশিতশর-সন্ধানে তাহার প্রাণ নাশ করিলেন। মৃত্যু সময়ে সেই মায়া-মৃগ "লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ!" এই শব্দ করত অগ্রভাগে স্বয়ং হরিকে দর্শন করিয়া, তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে সহসা প্রাণ ত্যাগ করিল। সেই মায়াবী রাক্ষস, মৃগরূপ পরিত্যাগ করত দিব্যরূপ ধারণ করিয়া রত্নময় যানে বৈকুণ্ঠে গমন করিল। ৩০—৩৯। বৈকুণ্ঠের দ্বারে জয় বিজয় নামে দুইজন দ্বারপাল ছিল; তাহাদের উভয়ের মধ্যে জয়-নামক কিঙ্কর অতি বলবান্, সে-ই সর্ব্বদা দ্বারে অবস্থান করিত। দ্বারপাল-শ্রেষ্ঠ জয় সনকাদির শাপে রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হইয়া দেহ ত্যাগ করত, পুনর্ব্বার সেই দ্বারপালগণমধ্যে গমন করিল। অনন্তর সীতা, সেই মায়াবী রাক্ষসের "লক্ষ্মণ!" এইরূপ আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণকে রামের অনুসরণ করিতে প্রেরণ করিলেন। লক্ষ্মণ, রামসমীপে গমন করিলে, দুর্ব্বিনীত রাবণ সীতাকে অপহরণ করত অবলীলাক্রমে লঙ্কাপুরে গমন করিল। রাম, লক্ষ্মণকে আসিতে দেখিয়া, অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন এবং শীঘ্র আশ্রমাভিমুখে আগমন করিয়া আশ্রমে সীতা দেবীকে দেখিতে পাইলেন না। তখন রাম, সীতার অদর্শনে পুনঃপুনঃ বিলাপ করত মূর্চ্ছিত হইলেন এবং চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অন্বেষণের নিমিত্ত সমস্ত বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে

কালক্রমে নদীতীরে উপস্থিত হইয়া জটায়ুমুখে সীতার বার্ত্তা শ্রবণ করত রামচন্দ্র বানরগণ-সহায়ে সাগর বন্ধন করিলেন। রঘুশ্রেষ্ঠ, তাহার পর লঙ্কায় গমন করত নিশিত বাণ দ্বারা রাবণকে সবান্ধবে বিনাশ করিয়া দুঃখিনী সীতাকে প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাকে শীঘ্র অগ্নি দ্বারা পরীক্ষা করিতে উদ্যোগ করিলেন; তখন হুতাশন, রামকে প্রকৃত সীতা প্রদান করিলেন। তখন ছায়ারূপিণী সীতা বিনীতা হইয়া, রাম এবং বহ্নিকে বলিলেন, ভগবন্! আমি এখন কি করিব? তাহার উপায় আমাকে বলুন। বহ্নি বলিলেন, দেবি! তুমি তপস্যার নিমিত্ত পুষ্করতীর্থে গমন কর, সেই স্থানে তপস্যা করিয়া তুমি স্বর্গ-লক্ষ্মী হইতে পারিবে। ৪০—৫০। ছায়া তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া দিব্য তিনলক্ষ বৎসর পর্য্যন্ত পুষ্করতীর্থে তপস্যা করিয়া স্বর্গ-লক্ষ্মীরূপিণী হইলেন। তিনিই কালক্রমে তপোবলে যজ্ঞকুণ্ডে উদ্ভূতা হইয়া পাণ্ডব-রমণী দ্রুপদাত্মজা দ্রৌপদীরূপে খ্যাতা হইয়াছেন। তিনি সত্যযুগে কুশধ্বজ-কন্যা বেদবতী ও ত্রেতাতে রামপত্নী জনকাত্মজা জানকীরূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন এবং তদীয় ছায়াই দ্বাপরে দ্রুপদাত্মজা দ্রৌপদী হইয়া তিন যুগেই বিদ্যমানা রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে পণ্ডিতগণ ত্রিহায়ণী বলিয়া থাকেন। ৫১—৫৪। নারদ বলিলেন, হে সন্দেহভঞ্জন মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই দ্রুপদাত্মজা কিরূপে পঞ্চ পতি প্রাপ্ত হইলেন। এই বিষয়ে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন। নারায়ণ বলিলেন, নারদ! যখন প্রকৃত সীতা লঙ্কাতে রামকে প্রাপ্ত হইলেন, তখন নবযৌবন-সম্পন্না ছায়া চিন্তিতা হইলেন। তৎপরে অগ্নি এবং রামের আজ্ঞানুসারে শঙ্করকে আরাধনা করত সেই কামাতুরা পতিব্যগ্রা ছায়া বরপ্রার্থিনী হইয়া "হে ত্রিলোচন! আমাকে পতি প্রদান কর, আমাকে পতি প্রদান কর, আমাকে পতি প্রদান কর," এইরূপে পাঁচবার পতি-প্রার্থনা করিলেন। তখন রসিকেশ্বর শিব, তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া সহাস্যান্তঃকরণে এই বর প্রদান করিলেন, "তুমি পঞ্চ পতি প্রাপ্ত হইবে" সেই বরপ্রভাবে দ্রুপদাত্মজা পঞ্চপাণ্ডবের প্রিয়পত্নী হইয়াছেন।—এইরূপে সমস্ত বিষয় তোমাকে বলিলাম, এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাব শ্রবণ কর। ৫৫—৬০। অনন্তর রাম মনোহরা সীতাকে প্রাপ্ত হইয়া বিভীষণকে লঙ্কা দান করত পুনর্ব্বার অযোধ্যায় গমন করিলেন; তৎপরে তিনি ভারতে একাদশসহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়া, অবশেষে সবান্ধবে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। কমলার অংশরূপা বেদবতী কমলাতেই লীনা হইলেন। নারদ! এই পুণ্যদ পাপনাশক পবিত্র আখ্যান তোমাকে বলিলাম। মূর্ত্তিমান্ বেদচতুষ্টয় তাঁহার জিহ্বাগ্রে সতত স্ফুরিত হওয়ায়, তিনি বেদবতী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। কুশধ্বজতনয়ার কথা এইরূপ সংক্ষেপে বলিলাম, এক্ষণে ধর্ম্মধ্বজতনয়ার কথা অবগত হও। ৬১—৬৫।

প্রকৃতিখণ্ডে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, ধর্ম্মধ্বজরাজের মাধবী নামে পত্নী ছিল; সেই মাধবী গন্ধমাদনপর্ব্বতে পুষ্পচন্দনযুক্ত রতি-করী শয্যা রচনা করত তাহাতে নৃপতিসহ নিয়ত সুরত-ক্রীড়া-রত হইয়া, কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনসিক্ত এবং পুষ্প-চন্দনবায়ু দ্বারা সন্তাপযুক্ত; তিনি স্ত্রী-রত্নস্বরূপা; তাঁহার অঙ্গ অতি মনোহর এবং রত্নভূষণে ভূষিত। সেই কামুকী রসিক-শ্রেষ্ঠা রসিকদিগের যোগ্য আসনে উপবিষ্টা মাধবী ও ধর্ম্মধ্বজ ইহাঁরা অত্যন্ত সুরতজ্ঞ ছিলেন। ইহাঁদের ক্রীড়া অবিরত চলিতে লাগিল। নিয়ত ক্রীড়াসক্ত হওয়াতে দৈবপরিমিত শত বৎসর অতীত হইল; তথাপি তাঁহারা তাহা জানিতে পারিলেন না। ১—৪। তৎপরে রাজার জ্ঞানের উদয় হওয়াতে সুরত হইতে বিরত হইলেন; কিন্তু সেই কামুকীর কিছুমাত্র তৃপ্তি হইল না। তখন সতী গর্ভবতী হইলেন এবং দৈব শত বৎসর কাল গর্ভ ধারণ করিলেন। শ্রীগর্ভা দেবী দিন দিন শোভাশালিনী হইতে লাগিলেন। তাহার পর ধর্ম্মধ্বজ-পত্নী, শুভক্ষণে শুভ দিনে শুভযোগে শুভলগ্নে শুভাংশে মনোহর স্বামিগৃহে কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে শুক্রবারে লক্ষ্মীর অংশরূপিণী মনোহরা এক পদ্মিনী কন্যা প্রসব করিলেন। তাঁহার পাদপদ্মে পদ্মচিহ্ন বিরাজিত; তাঁহার অঙ্গে রাজরাজেশ্বরী লক্ষ্মীর ভঙ্গিমা প্রকাশ পাইতে লাগিল; তিনি রাজলক্ষ্মীর চিহ্নযুক্তা ও রাজলক্ষ্মীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাঁহার মুখমণ্ডল শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় মনোহর, লোচন শরৎকালীন বিকচ কমলসদৃশ; তাঁহার ওষ্ঠ পক্কবিম্বোপম; তিনি সস্মিতা হইয়া সূতিকাগৃহ নিয়ত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্ত ও পদতল রক্তবর্ণ এবং নাভি নিম্ন ও মনোহর, তাহার ঊর্দ্ধ ভাগে মনোহর ত্রিবলী শোভা পাইতেছে; তাঁহার নিতম্বযুগল বর্ত্তুল; তাঁহার অঙ্গ শীতকালে সুখকর উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে

সুখকর শীতল। তিনি "ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডলা" এবং তাঁহার জ্যোতিঃ মণ্ডলাকারে চারিদিকে পতিত হইয়াছে। শ্বেত চম্পকবর্ণা শ্যামা সুকেশী মনোহরা সুন্দরীশ্রেষ্ঠাকে দর্শন করিয়া, নরনারীগণ তাহার তুলনা দিতে অক্ষম হইল বলিয়া, পুরাবিদ্গণ তাঁহাকে তুলসী নামে অভিহিত করিলেন। তুলসী ভূমিষ্ঠা হইবামাত্র ব্রহ্ম-প্রেরিতা প্রকৃতির ন্যায়, সকলের নিষেধ অবজ্ঞা করত বদরী তপোবনে তপস্যার নিমিত্ত গমন করিলেন। ৫—১৫। "নারায়ণ আমার স্বামী হউন" মনে এই সঙ্কল্প করিয়া, দৈবপরিমাণে লক্ষ বৎসর সেই বদরীবনে তপস্যা করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মে পঞ্চতপা, শীতে জলে অবস্থান এবং বর্ষাকালে শ্মশানস্থা হইয়া নিরন্তর বৃষ্টিধারা সহ করত তপস্যা করিতে লাগিলেন। সেই তপস্বিনী বিংশতি-সহস্র বৎসর ফল-তোয় ভক্ষণে, ত্রিংশৎ-সহস্র বৎসর গলিতপত্র ভোজনে, চত্বারিংশৎ-সহস্র বৎসর বায়ু ভক্ষণে এবং দশসহস্র বৎসর নিরাহারে তপশ্চরণ করিলেন। তৎপরে কমলোদ্ভব, তাঁহাকে নির্লক্ষ ও একপদে অবস্থিতা দেখিয়া, বর দান করিবার নিমিত্ত সেই বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। তখন তপস্বিনী, হংস বাহন চতুরাননকে সম্মুখে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। তৎপরে জগদ্বিধাতা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—তুলসি! তুমি বর প্রার্থনা কর; হরিভক্তি, মুক্তি কিংবা অজরামরতা, ইহার যেটী তোমার অভিলষিত হয়, সেইটী প্রদান করিব। তুলসী বলিলেন, তাত! আমার বাঞ্ছিত বিষয় আপনাকে বলিতেছি শ্রবণ করুন, আপনি সর্ব্বজ্ঞ অতএব আপনার সমক্ষে আমার বলিতে লজ্জা কি? আমি তুলসী, আমি পূর্ব্বে গোলোকে গোপিকা ছিলাম; শ্রীকৃষ্ণের কিঙ্করী হইয়া, সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করিতাম; আমি রাধার অংশসম্ভূতা এবং প্রিয়তমা সখী ছিলাম, এক সময়ে আমি রাসমণ্ডলে গোবিন্দ-সহ ক্রীড়া-কৌতুক ভোগ করত মূর্চ্ছিত হইয়া পতিতা হইয়াছিলাম; সেই সময়ে রাসেশ্বরী রাধিকা হঠাৎ সেই স্থানে আগমন করিয়া, আমাকে সেই অবস্থায় দেখিলেন। হে পিতামহ! তখন তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্ধা হইয়া, গোবিন্দকে বহু ভর্ৎসনা করিলেন এবং আমাকে এই শাপ দিলেন, "পাপিষ্ঠে! তুই মনুষ্য-যোনিতে গমন কর্।" এইরূপ শাপ প্রদান করিলে, তখন গোবিন্দ আমাকে বলিলেন, "গোপিকে! তুমি ভারতে তপস্যা করত ব্রহ্মার বরে আমার অংশস্বরূপ চতুর্ভুজকে লাভ করিবে।" এই কথা বলিয়া গোবিন্দ অন্তর্হিত হইলেন, আমিও দেবীর ভয়ে দেহ ত্যাগ করিয়া ভারতে জন্ম গ্রহণ করিলাম। হে ভগবন্! অতএব আমি সেই কমনীয়রূপ সুন্দর এবং শান্ত নারায়ণকে লাভ করিতে ইচ্ছা করি, সেই বর আমাকে প্রদান করুন।১৬—২৯। ব্রহ্মা বলিলেন, সুন্দরি! কৃষ্ণাঙ্গ হইতে সমুদ্ভূত এবং তাঁহার অংশস্বরূপ ও অত্যন্ত তেজস্বী সুদামা নামে গোপ ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; সে সম্প্রতি রাধিকা-শাপে দৈত্যবংশে উদ্ভূত হইয়া ত্রিভুবনে শঙ্খচূড় নামে বিখ্যাত হইয়াছে। সেই সুদামা পূর্ব্বে গোলোকে তোমাকে দেখিয়া অত্যন্ত কাম-পীড়িত হইয়াছিল, কিন্তু রাধিকার প্রভাবে ভীত হইয়া তোমাকে লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় নাই। সেই জাতিস্মর শঙ্খচূড় তপস্যা করত আমার বরে তোমাকেই লাভ করিবে; অতএব সুন্দরি! তুমিও জাতিস্মরা, সমস্তই জান; তাহা হইলে, তুমি তাহারই পত্নী হও। ভাবিনি! ইহার পরে নারায়ণকে পতি লাভ করিতে পারিবে। তুমি দৈবযোগে নারায়ণ-শাপ-বশতঃ অংশ-রূপে বিশ্বপাবনী বৃক্ষরূপা হইবে; তুমি জগতে সকল পুষ্পের প্রধানা ও বিষ্ণুর প্রাণাধিকা হইবে; তোমা ভিন্ন সকল দেবতার পূজাই বিফল হইবে। তুমি বৃন্দাবনে বৃন্দাবনী নামে বৃক্ষরূপে অবস্থান করিবে এবং তোমার পত্র দ্বারা গোপগোপিকাগণ মাধবকে পূজা করিবে। তুমি বৃক্ষের অধিষ্ঠাতৃ-দেবীরূপে আমার বরে নিরন্তর গোপ-বেশধারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার করিবে। এই কথা শ্রবণ করত তুলসী সস্মিতা হইয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে ব্রহ্মাকে প্রণাম করত বলিতে লাগিলেন,—হে তাত! আমার দ্বিভুজ শ্যাম-সুন্দর শ্রীকৃষ্ণই অভিলষিত, সেটী সত্যই বলিয়াছেন; কিন্তু সেরূপ বাঞ্ছা চতুর্ভুজে নহে। ৩০—৪০। গোবিন্দসহ সুরতে আমার পরিতৃপ্তি না হওয়াতেই দৈবাৎ সুরত ভঙ্গ হইয়াছে, সেই গোবিন্দের বাক্যানুসারেই আমি চতুর্ভুজকে প্রার্থনা করিতেছি; যদি আপনার প্রসাদে সুদুর্লভ গোবিন্দকে পুনর্ব্বার লাভ করি, তাহা হইলে, অগ্রে আমার রাধা-ভয় নিবারণ করুন। ব্রহ্মা বলিলেন, এই ষোড়শাক্ষর রাধিকা-মন্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর; আমার বরে তুমি রাধিকার প্রাণতুল্যা হইবে এবং তোমাদের গোপনীয় ক্রীড়ায় রাধাই স্বয়ং অনুমতি করিবেন ও তুমি গোবিন্দ-সমীপে রাধিকা সদৃশী আদরণীয়া হইবে। এই কথা বলিয়া জগৎকর্ত্তা, দেবীর ষোড়শাক্ষর মন্ত্র, স্তোত্র, কবচ এবং সমস্ত পূজাবিধান ও পুরশ্চরণক্রম সমস্ত তাঁহাকে

উপদেশ করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করত অন্তর্দ্ধান হইলেন। তৎপরে তুলসী ব্রহ্মার উপদেশক্রমে সেই পবিত্র বদরিকাশ্রমে পূর্ব্বজন্মের অভীষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন; দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত জপ ও পূজা করত সিদ্ধা হইলে, তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইল। তাঁহার তপস্যা ও মন্ত্র সিদ্ধ হইলে, তিনি ঈপ্সিত বর প্রাপ্ত হইয়া, বিশ্বদুর্লভ মহাভাগ্য-ফল ভোগ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার তপঃক্লেশ দূরীভূত হওয়ায়, অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তা হইলেন; নরগণের ফলসিদ্ধির পর পূর্ব্বভুক্ত দুঃখও উত্তম সুখতুল্য হইয়া থাকে। তুলসী তৎপরে সুখে পান ও ভোজন করত সন্তুষ্ট হইয়া পুষ্প-চন্দন-চর্চ্চিত মনোহারিণী শয্যায় শয়ন করিলেন। ৪১—৫১।

প্রকৃতিখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, নবযৌবন-সম্পন্না বরাঙ্গনা তুলসী সুখাপহৃত-চিত্তে সুরতের নিমিত্ত কৃষ্ণকে অভিলাষ করত নিয়ত সন্তুষ্টা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন; সেই সময়ে কামদেব তাঁহার প্রতি পঞ্চ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন পুষ্প-চন্দন-চর্চ্চিতা তুলসী পুষ্পবাণে জর্জ্জরিতা হইলেন; তাঁহার অঙ্গ পুলকাঞ্চিত হইল, নয়নদ্বয় আরক্ত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল; তিনি ক্ষণে শুষ্কতা, ক্ষণে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং ক্ষণে উদ্বিগ্নতা, ক্ষণে সুখাবহ তন্দ্রা, ক্ষণে দাহ, ক্ষণে মোহ, ক্ষণে চেতনা এবং ক্ষণে বিষন্নতা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। কখন তিনি দুঃসহ যাতনায় শয্যা হইতে উত্থান করিয়া, কিয়দ্দূর গমন, কখনও ভ্রমণ, ক্ষণে উদ্বেগবশতঃ উপবেশন এবং ক্ষণে উদ্বেগবশতঃ পুনর্ব্বার শয়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার অসুস্থ অবস্থা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তাঁহার সম্বন্ধে পুষ্প-শয্যা কণ্টকতুল্য হইল, সুস্বাদু ফল জল প্রভৃতি বিষমাহাররূপে পরিনত হইল। তিনি বাসস্থান শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন; তাঁহার সূক্ষ্মবস্ত্র হুতাশনসদৃশ উষ্ণ হইল, ললাটস্থিত সিন্দূরবিন্দু ব্রণতুল্য কষ্টদায়ক হইল, তিনি ক্ষণকাল তন্দ্রা অবস্থাতেই সুবেশ-ধারী এক পুরুষাকৃতি দর্শন করিলেন; সেই পুরুষ অতি সুন্দর যুব, সস্মিত ও রসিকাগ্রগণ্য; তাঁহার কলেবর চন্দন-চর্চ্চিত ও রত্নময় ভূষণে বিভূষিত। সেই পুরুষ গলে মালা পরিধান করত আগমন করিয়া তাঁহার মুখকমল দর্শন করিতেছেন ও তাঁহার সহিত রতি কথা বলিতে বলিতে মুখ ও অধর মুহুর্ম্মুহু চুম্বন করিতেছেন। সেই ঈপ্সিত পুরুষ মনোহর শয্যাতে তাঁহাকে উপভোগ করত নিয়ত আলিঙ্গন করিতেছেন। সেই পুরুষ যেন গমন করিয়া আবার প্রত্যাগমন করিতেছেন এবং তিনি যেন এই কথা বলিতেছেন,—কান্ত! প্রাণেশ! কোথায় যাও, ক্ষণকাল অবস্থান কর। তৎপরেই তাঁহার চৈতন্য হইলে, তিনি পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিতে লাগিলেন। হে নারদ! তুলসী এইরূপ অবস্থায় তপোবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১—১৩। এদিকে মহাযোগী শঙ্খচূড় কৃষ্ণমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া পুষ্করতীর্থে সেই মন্ত্রসিদ্ধ হইলে গলে সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল কবচ ধারণ করিয়া, ব্রহ্মার সমীপে মনোবাঞ্ছিত বর লাভ করত তাঁহার আজ্ঞাক্রমে বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। মুনে! তখন তুলসী সেই শঙ্খচূড়কে আগমন করিতে দেখিলেন;—তিনি নবযৌবনসম্পন্ন কামদেবতুল্য প্রভাশালী শ্বেতচম্পক-বর্ণের ন্যায় রূপসম্পন্ন এবং রত্নময় ভূষণে বিভূষিত; তাঁহার বদনমণ্ডল শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর, লোচনদ্বয় শরৎকালে বিকশিত পদ্মের ন্যায়; তিনি শ্রেষ্ঠরত্নবিনির্ম্মিত রথারূঢ় হইয়াছেন; তাঁহার গণ্ডস্থল রত্নকুণ্ডলে বিরাজিত; তিনি পারিজাত-কুসুমের মালা ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার অঙ্গ কস্তুরী ও কুঙ্কুম দ্বারা বিলেপিত; তাঁহার সুগন্ধি-চন্দনযুক্ত মনোহর কলেবর। তাঁহাকে নিকটে দর্শন করিয়া তুলসী বস্ত্র দ্বারা মুখাচ্ছাদন করিলেন এবং সস্মিতা হইয়া কটাক্ষ-নেত্রে শঙ্খচূড়ের মুখমণ্ডল নিরন্তর নিরীক্ষণ করত নবসঙ্গমে লজ্জিতা হইয়া নত-মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সেই কামুকী তুলসী কামবাণে পীড়িতা হইয়া, পুলকাঞ্চিত-শরীরে তাঁহার মুখ-কমল লোচনযুগলে যেন পান করিতে লাগিলেন। শঙ্খচূড়ও তপোবনে পুষ্প চন্দন বিরচিত মনোহর শয্যাতে অবস্থিতা ও বস্ত্রাবৃতা সেই কন্যাকে দেখিতে পাইলেন; সেই যুবতী অতি মনোহারিণী এবং তাঁহার মুখমণ্ডল নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতেছেন। ১৪—২৫। তাঁহার নিতম্ব স্থূল অথচ কঠিন, পয়োধর-যুগল পীন এবং ঈষদুন্নত; তিনি মুক্তাপঙ্‌ক্তির প্রভার ন্যায় নির্ম্মল শোভা-সম্পন্ন দন্ত-পঙ্‌ক্তি ধারণ করিয়াছেন; তাঁহার অধরোষ্ঠ পক্ব বিম্ব সদৃশ। নাসিকা অতি মনোহর এবং শরীর-শোভা তপ্তকাঞ্চন বর্ণের ন্যায়; তাঁহার শরীর-লাবণ্য শারদীয় চন্দ্রের ন্যায়; তিনি স্বীয় তেজোমণ্ডলে পরিবৃতা; মনোহারিণী এবং সুখদৃশ্যা; সীমন্তের অধোভাগে কস্তুরী বিন্দুর

সুখকর শীতল। তিনি "ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডলা" এবং তাঁহার জ্যোতিঃ মণ্ডলাকারে চারিদিকে পতিত হইয়াছে। শ্বেত চম্পকবর্ণা শ্যামা সুকেশী মনোহরা সুন্দরীশ্রেষ্ঠাকে দর্শন করিয়া, নরনারীগণ তাহার তুলনা দিতে অক্ষম হইল বলিয়া, পুরাবিদ্‌গণ তাঁহাকে তুলসী নামে অভিহিত করিলেন। তুলসী ভূমিষ্ঠা হইবামাত্র ব্রহ্ম-প্রেরিতা প্রকৃতির ন্যায়, সকলের নিষেধ অবজ্ঞা করত বদরী তপোবনে তপস্যার নিমিত্ত গমন করিলেন। ৫—১৫। "নারায়ণ আমার স্বামী হউন" মনে এই সঙ্কল্প করিয়া, দৈবপরিমাণে লক্ষ বৎসর সেই বদরীবনে তপস্যা করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মে পঞ্চতপা, শীতে জলে অবস্থান এবং বর্ষাকালে শ্মশানস্থা হইয়া নিরন্তর বৃষ্টিধারা সহ্য করত তপস্যা করিতে লাগিলেন। সেই তপস্বিনী বিংশতি-সহস্র বৎসর ফল-তোয় ভক্ষণে, ত্রিংশৎ-সহস্র বৎসর গলিতপত্র ভোজনে, চত্বারিংশৎ-সহস্র বৎসর বায়ু ভক্ষণে এবং দশসহস্র বৎসর নিরাহারে তপশ্চরণ করিলেন। তৎপরে কমলোদ্ভব, তাঁহাকে নির্লক্ষ ও একপদে অবস্থিতা দেখিয়া, বর দান করিবার নিমিত্ত সেই বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। তখন তপস্বিনী, হংস-বাহন চতুরাননকে সম্মুখে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। তৎপরে জগদ্বিধাতা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—তুলসি! তুমি বর প্রার্থনা কর; হরিভক্তি, মুক্তি কিংবা অজরামরতা, ইহার যেটী তোমার অভিলষিত হয়, সেইটী প্রদান করিব। তুলসী বলিলেন, তাত! আমার বাঞ্ছিত বিষয় আপনাকে বলিতেছি শ্রবণ করুন, আপনি সর্ব্বজ্ঞ অতএব আপনার সমক্ষে আমার বলিতে লজ্জা কি? আমি তুলসী, আমি পূর্ব্বে গোলোকে গোপিকা ছিলাম; শ্রীকৃষ্ণের কিঙ্করী হইয়া, সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করিতাম; আমি রাধার অংশসম্ভূতা এবং প্রিয়তমা সখী ছিলাম, এক সময়ে আমি রাসমণ্ডলে গোবিন্দ-সহ ক্রীড়া-কৌতুক ভোগ করত মূর্চ্ছিত হইয়া পতিতা হইয়াছিলাম; সেই সময়ে রাসেশ্বরী রাধিকা হঠাৎ সেই স্থানে আগমন করিয়া, আমাকে সেই অবস্থায় দেখিলেন। হে পিতামহ! তখন তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্ধা হইয়া, গোবিন্দকে বহু ভর্ৎসনা করিলেন এবং আমাকে এই শাপ দিলেন, "পাপিষ্ঠে! তুই মনুষ্য-যোনিতে গমন কর্।" এইরূপ শাপ প্রদান করিলে, তখন গোবিন্দ আমাকে বলিলেন, "গোপিকে! তুমি ভারতে তপস্যা করত ব্রহ্মার বরে আমার অংশস্বরূপ চতুর্ভুজকে লাভ করিবে।" এই কথা বলিয়া গোবিন্দ অন্তর্হিত হইলেন, আমিও দেবীর ভয়ে দেহ ত্যাগ করিয়া ভারতে জন্ম গ্রহণ করিলাম। হে ভগবন্! অতএব আমি সেই কমনীয়রূপ সুন্দর এবং শান্ত নারায়ণকে লাভ করিতে ইচ্ছা করি, সেই বর আমাকে প্রদান করুন। ১৬—২৯। ব্রহ্মা বলিলেন, সুন্দরি! কৃষ্ণাঙ্গ হইতে সমুদ্ভূত এবং তাঁহার অংশস্বরূপ ও অত্যন্ত তেজস্বী সুদামা নামে গোপ ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; সে সম্প্রতি রাধিকা-শাপে দৈত্যবংশে উদ্ভূত হইয়া ত্রিভুবনে শঙ্খচূড় নামে বিখ্যাত হইয়াছে। সেই সুদামা পূর্ব্বে গোলোকে তোমাকে দেখিয়া অত্যন্ত কাম-পীড়িত হইয়াছিল, কিন্তু রাধিকার প্রভাবে ভীত হইয়া তোমাকে লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় নাই। সেই জাতিস্মর শঙ্খচূড় তপস্যা করত আমার বরে তোমাকেই লাভ করিবে; অতএব সুন্দরি! তুমিও জাতিস্মরা, সমস্তই জান; তাহা হইলে, তুমি তাহারই পত্নী হও। ভাবিনি! ইহার পরে নারায়ণকে পতি লাভ করিতে পারিবে। তুমি দৈবযোগে নারায়ণ-শাপ-বশতঃ অংশ-রূপে বিশ্বপাবনী বৃক্ষরূপা হইবে; তুমি জগতে সকল পুষ্পের প্রধানা ও বিষ্ণুর প্রাণাধিকা হইবে; তোমা ভিন্ন সকল দেবতার পূজাই বিফল হইবে। তুমি বৃন্দাবনে বৃন্দাবনী নামে বৃক্ষরূপে অবস্থান করিবে এবং তোমার পত্র দ্বারা গোপগোপিকাগণ মাধবকে পূজা করিবে। তুমি বৃক্ষের অধিষ্ঠাতৃ-দেবীরূপে আমার বরে নিরন্তর গোপ-বেশধারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার করিবে। এই কথা শ্রবণ করত তুলসী সস্মিতা হইয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে ব্রহ্মাকে প্রণাম করত বলিতে লাগিলেন,—হে তাত! আমার দ্বিভুজ শ্যাম-সুন্দর শ্রীকৃষ্ণই অভিলষিত, সেটী সত্যই বলিয়াছেন; কিন্তু সেরূপ বাঞ্ছা চতুর্ভুজে নহে। ৩০—৪০। গোবিন্দসহ সুরতে আমার পরিতৃপ্তি না হওয়াতেই দৈবাৎ সুরত ভঙ্গ হইয়াছে, সেই গোবিন্দের বাক্যানুসারেই আমি চতুর্ভুজকে প্রার্থনা করিতেছি; যদি আপনার প্রসাদে সুদুর্লভ গোবিন্দকে পুনর্ব্বার লাভ করি, তাহা হইলে, অগ্রে আমার রাধা-ভয় নিবারণ করুন। ব্রহ্মা বলিলেন, এই ষোড়শাক্ষর রাধিকা-মন্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর; আমার বরে তুমি রাধিকার প্রাণতুল্যা হইবে এবং তোমাদের গোপনীয় ক্রীড়ায় রাধাই স্বয়ং অনুমতি করিবেন ও তুমি গোবিন্দ-সমীপে রাধিকা সদৃশী আদরণীয়া হইবে। এই কথা বলিয়া জগৎকর্ত্তা, দেবীর ষোড়শাক্ষর মন্ত্র, স্তোত্র, কবচ এবং সমস্ত পূজাবিধান ও পুরশ্চরণক্রম সমস্ত তাঁহাকে

উপদেশ করিলেন এবং আশীর্ব্বাদ করত অন্তর্দ্ধান হইলেন। তৎপরে তুলসী ব্রহ্মার উপদেশক্রমে সেই পবিত্র বদরিকাশ্রমে পূর্ব্বজন্মের অভীষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন; দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত জপ ও পূজা করত সিদ্ধা হইলে, তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হইল। তাঁহার তপস্যা ও মন্ত্র সিদ্ধ হইলে, তিনি ঈপ্সিত বর প্রাপ্ত হইয়া, বিশ্বদুর্লভ মহাভাগ্য-ফল ভোগ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার তপঃক্লেশ দূরীভূত হওয়ায়, অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তা হইলেন; নরগণের ফলসিদ্ধির পর পূর্ব্বভুক্ত দুঃখও উত্তম সুখতুল্য হইয়া থাকে। তুলসী তৎপরে সুখে পান ও ভোজন করত সন্তুষ্ট হইয়া পুষ্প-চন্দন-চর্চ্চিত মনোহারিণী শয্যায় শয়ন করিলেন। ৪১—৫১।

প্রকৃতিখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, নবযৌবন-সম্পন্না বরাঙ্গনা তুলসী সুখাপহৃত-চিত্তে সুরতের নিমিত্ত কৃষ্ণকে অভিলাষ করত নিয়ত সন্তুষ্টা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন; সেই সময়ে কামদেব তাঁহার প্রতি পঞ্চ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন পুষ্প-চন্দন-চর্চ্চিতা তুলসী পুষ্পবাণে জর্জ্জরিতা হইলেন; তাঁহার অঙ্গ পুলকাঙ্কিত হইল, নয়নদ্বয় আরক্ত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল; তিনি ক্ষণে শুষ্কতা, ক্ষণে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং ক্ষণে উদ্বিগ্নতা, ক্ষণে সুখাবহ তন্দ্রা, ক্ষণে দাহ, ক্ষণে মোহ, ক্ষণে চেতনা এবং ক্ষণে বিষণ্ণতা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। কখন তিনি দুঃসহ যাতনায় শয্যা হইতে উত্থান করিয়া, কিয়দ্দূর গমন, কখনও ভ্রমণ, ক্ষণে উদ্বেগবশতঃ উপবেশন এবং ক্ষণে উদ্বেগবশতঃ পুনর্ব্বার শয়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার অসুস্থ অবস্থা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তাঁহার সম্বন্ধে পুষ্প-শয্যা কণ্টকতুল্য হইল, সুস্বাদু ফল জল প্রভৃতি বিষমাহাররূপে পরিণত হইল। তিনি বাসস্থান শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন; তাঁহার সূক্ষ্মবস্ত্র হুতাশনসদৃশ উষ্ণ হইল, ললাটস্থিত সিন্দূরবিন্দু ব্রণতুল্য কষ্টদায়ক হইল, তিনি ক্ষণকাল তন্দ্রা অবস্থাতেই সুবেশ-ধারী এক পুরুষাকৃতি দর্শন করিলেন; সেই পুরুষ অতি সুন্দর যুবা, সস্মিত ও রসিকাগ্রগণ্য; তাঁহার কলেবর চন্দন-চর্চ্চিত ও রত্নময় ভূষণে বিভূষিত। সেই পুরুষ গলে মালা পরিধান করত আগমন করিয়া তাঁহার মুখকমল দর্শন করিতেছেন ও তাঁহার সহিত রতি কথা বলিতে বলিতে মুখ ও অধর মুহুর্মুহু চুম্বন করিতেছেন। সেই ঈপ্সিত পুরুষ মনোহর শয্যাতে তাঁহাকে উপভোগ করত নিরত আলিঙ্গন করিতেছেন। সেই পুরুষ যেন গমন করিয়া আবার প্রত্যাগমন করিতেছেন এবং তিনি যেন এই কথা বলিতেছেন,—কান্ত! প্রাণেশ! কোথায় যাও, ক্ষণকাল অবস্থান কর। তৎপরেই তাঁহার চৈতন্য হইলে, তিনি পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিতে লাগিলেন। হে নারদ! তুলসী এইরূপ অবস্থায় তপোবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১—১৩। এদিকে মহাযোগী শঙ্খচূড় কৃষ্ণমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া পুষ্করতীর্থে সেই মন্ত্রসিদ্ধ হইলে গলে সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল কবচ ধারণ করিয়া, ব্রহ্মার সমীপে মনোবাঞ্ছিত বর লাভ করত তাঁহার আজ্ঞাক্রমে বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। মুনে! তখন তুলসী সেই শঙ্খচূড়কে আগমন করিতে দেখিলেন।—তিনি নবযৌবনসম্পন্ন কামদেবতুল্য প্রভাশালী শ্বেতচম্পক-বর্ণের ন্যায় রূপসম্পন্ন এবং রত্নময় ভূষণে বিভূষিত; তাঁহার বদনমণ্ডল শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর, লোচনদ্বয় শরৎকালে বিকশিত পদ্মের ন্যায়; তিনি শ্রেষ্ঠরত্নবিনির্ম্মিত রথারূঢ় হইয়াছেন; তাঁহার গণ্ডস্থল রত্নকুণ্ডলে বিরাজিত; তিনি পারিজাত-কুসুমের মালা ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার অঙ্গ কস্তূরী ও কুঙ্কুম দ্বারা বিলেপিত; তাঁহার সুগন্ধি-চন্দনযুক্ত মনোহর কলেবর। তাঁহাকে নিকটে দর্শন করিয়া তুলসী বস্ত্র দ্বারা মুখাচ্ছাদন করিলেন এবং সস্মিতা হইয়া কটাক্ষ-নেত্রে শঙ্খচূড়ের মুখমণ্ডল নিরন্তর নিরীক্ষণ করত নবসঙ্গমে লজ্জিতা হইয়া নত-মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সেই কামুকী তুলসী কামবাণে পীড়িতা হইয়া, পুলকাঙ্কিত-শরীরে তাঁহার মুখ-কমল লোচনযুগলে যেন পান করিতে লাগিলেন। শঙ্খচূড়ও তপোবনে পুষ্প চন্দন বিরচিত মনোহর শয্যাতে অবস্থিতা ও বস্ত্রাবৃতা সেই কন্যাকে দেখিতে পাইলেন; সেই যুবতী অতি মনোহারিণী এবং তাঁহার মুখমণ্ডল নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতেছেন। ১৪—২৪। তাঁহার নিতম্ব স্থূল অথচ কঠিন, পয়োধর-যুগল পীন এবং ঈষদুন্নত; তিনি মুক্তাপঙ্‌ক্তির প্রভার ন্যায় নির্ম্মল শোভা-সম্পন্ন দন্ত-পঙ্‌ক্তি ধারণ করিয়াছেন; তাঁহার অধরোষ্ঠ পক্ব বিম্ব সদৃশ। নাসিকা অতি মনোহর এবং শরীর-শোভা তপ্তকাঞ্চন বর্ণের ন্যায়; তাঁহার শরীর-লাবণ্য শারদীয় চন্দ্রের ন্যায়; তিনি স্বীয় তেজোমণ্ডলে পরিবৃতা মনোহারিণী এবং সুখদৃশ্যা; সীমন্তের অধোভাগে কস্তূরী বিন্দুর

সহিত চন্দনবিন্দু ও তাহার অধোভাগে সিন্দুরবিন্দু ধারণ করাতে তাঁহার অত্যন্ত মনোহর শোভা প্রকাশ পাইতেছে; তাঁহার নাভি নিম্ন অতএব গম্ভীর, তাহার অধোভাগে ত্রিবলী শোভা পাইতেছে; করতল স্থলপদ্মের ন্যায় রক্ত ও সুচারুনখচন্দ্র যুক্ত; তাঁহার পাদপদ্ম স্থলপদ্ম-সদৃশ প্রভাশালী, রক্তবর্ণ, মনোহর ও অলক্তক দ্বারা শোভিত; তাহার উর্দ্ধ পঙ্কনখে পদ্ম, অতএব তিনি পদ্মশ্রেণী দ্বারা বিরাজিতা; তিনি শরদিন্দুবিনিন্দিত নখচন্দ্রশ্রেণীতে অত্যন্ত শোভাশালিনী হইয়াছেন এবং তিনি অমূল্য রত্ন-নির্ম্মিত পাশকাবলি ধারণ করিয়াছেন। ২৫—৩১। সেই যুবতীশ্রেষ্ঠ মণীন্দ্র-নির্ম্মিত মুখর ভূষণে বিভূষিতা এবং মালতী-মাল্যযুক্ত কবরীভার ধারণ করিয়াছেন; তাঁহার গণ্ডস্থল অমূল্য রত্ন-নির্ম্মিত মকরাকৃতি বিচিত্র কুণ্ডলযুগলে বিরাজিত। রত্নশ্রেষ্ঠবিনির্ম্মিত হার—স্তনযুগলমধ্যে বিন্যস্ত করায়, তাঁহার মনোহর শোভা হইয়াছে। তিনি রত্নময় কঙ্কণ কেয়ূর এবং মনোহর শঙ্খ ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার অঙ্গুলিশ্রেণী সুচারু রত্নাঙ্গুরীয়কে পরিশোভিত হইয়াছে। শঙ্খচূড় সেই সুশীলা মনোহারিণী যুবতীকে দর্শন করিয়া তাঁহার সমীপে উপবেশন করত তাঁহাকে মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন;—ধন্যে! তুমি কে? কাহার কন্যা? তুমি স্ত্রীগণের শ্রেষ্ঠা এবং সর্ব্বকল্যাণদায়িনী হইয়া এই বনমধ্যে কি জন্য আগমন করিয়াছ? অয়ি মানিনি! তুমি স্বর্গভোগের সাররূপা, বিহারের হারস্বরূপা, এবং তুমি সংসারে রমণীগণের সারভূতা। তুমি জগতে বিলক্ষণ রূপশালিনী এবং হঠাৎ মুনিগণের মোহ জন্মাইতে পার। হে সুন্দরি! মৌনাবলম্বন করিয়াছ কেন? কৃপাবলোকনে এই কিঙ্করকে সম্ভাষণ কর। এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বামলোচনা তুলসী সকামা হইয়া নতমস্তকে কামোন্মুখ শঙ্খচূড়কে বলিতে লাগিলেন। ৩২—৪০। তুলসী বলিলেন, আমি ধর্ম্মধ্বজতনয়া, তপস্যার নিমিত্ত তপস্বিনী হইয়া, এই তপোবনে অবস্থান করিতেছি। আপনি কে? যথা ইচ্ছা গমন করুন। সৎকুলসম্ভূত ব্যক্তি সতী কুলকামিনীকে নির্জ্জন স্থানে একাকিনী দেখিলে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না—এইরূপ শ্রুতিতে শ্রুত হইয়াছি; যে ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রে অজ্ঞ লম্পট অসৎকুল-সম্ভূত এবং শ্রুতির অর্থ কোন কালেই শ্রবণ করে না, সেই নরাধম কামীই কামিনীকে অভিলাষ করে। কারণ, স্ত্রীজাতি প্রথমতঃ মধুর; কিন্তু পরিশেষে পুরুষে অন্তকরূপিণী হয়; তাহাদের মুখে সর্ব্বদা অমৃত বর্ষণ হয়, কিন্তু অন্তর বিষপূর্ণকুম্ভের ন্যায়; তাহারা নিরন্তর মধুরবাক্য প্রয়োগ করে বটে, কিন্তু তাহাদের তাহারা হৃদয় শাণিত-ক্ষুর-ধারার ন্যায়; নিরন্তর স্বকার্য্য সাধনে তৎপরা। স্ত্রীজাতি স্বকার্য্যের নিমিত্ত স্বামি-বশবর্ত্তিনী, কিন্তু তাহার অন্যথা হইলেই অবশীভূতা হইয়া থাকে। তাহাদের বদন নয়ন প্রফুল্ল, কিন্তু অন্তর সর্ব্বদা মলিন; তাহাদের চরিত্র বেদ এবং পুরাণও নিরূপণ করিতে সক্ষম হয় নাই। কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেই স্ত্রীগণের মধ্যে দুষ্টমতি দুর্ব্বুদ্ধি স্ত্রীকে বিশ্বাস করে? তাহাদের কেহই শত্রু কিংবা মিত্র নহে; তাহারা নূতন নূতন পুরুষকে প্রার্থনা করে। নারী, সুবেশ পুরুষ দেখিলে, হৃদয়ে তাহাকে ইচ্ছা করে, কিন্তু বাহে আত্মসতীত্ব জানায়। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ নিরন্তর অভিলাষিণী ও কামচারিণী হয় এবং কামের আধারস্বরূপা ও মনোহারিণী হইয়া থাকে। তাহারা, বাহ্যিক কামলালসা ছলক্রমে গোপন করে; নারী প্রকাশ্যে অতি লজ্জাশীলা, কিন্তু গোপনে কান্তকে পাইলে যেন গ্রাস করিতে উদ্যতা হয়। রমণী কোপ-শীলা কলহের অঙ্কুরস্বরূপা ও মৈথুনাভাবে সর্ব্বদা মানিনী এবং বহু সম্ভোগে ভীতা ও অল্প সম্ভোগেও অত্যন্ত দুঃখিতা হয়। ৪১—৫১। স্ত্রীজাতি সুমিষ্টান্ন ও সুশীতল জল অপেক্ষাও সুন্দর সুরসিক গুণবান্ ও মনোহর যুবা পুরুষকে সর্ব্বদা মনে মনে ইচ্ছা করে; তাহারা রতিদাতা পুরুষকে স্বীয় পুত্র হইতেও অধিক স্নেহ করে এবং সম্ভোগপারদর্শী পুরুষই তাহাদের প্রাণাধিক প্রিয়তম। রমণী, বৃদ্ধ ও মৈথুনাক্ষম ব্যক্তিকে শত্রুতুল্য দর্শন করে এবং কুপিতা হইয়া তাহাদের সহিত সর্ব্বদা কলহে প্রবৃত্তা হয়। গোরজঃপায়ী কৃকলাসের ন্যায় বহুবিধ ছল-চর্চ্চায় তাহাদের রক্ত শোষণ করে; স্ত্রীজাতি মূর্ত্তিমান্ দুঃসাহসস্বরূপা, সকল দোষের আকর এবং নিরন্তর কপটরূপিণী, অবশীভূতা ও অবিশ্বাসিনী; তাহাদের রূপ অত্যন্ত মোহজনক, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবপ্রভৃতি দেবগণও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তাহারা নিরন্তর তপোমার্গের অর্গলস্বরূপা, মুক্তিদ্বারের কপাট সদৃশী; হরিভক্তির বিঘ্নরূপা, সর্ব্বমায়ার আধার ও সংসার-সাগরে নিরন্তর শৃঙ্খলস্বরূপা। স্ত্রীজাতি—ইন্দ্রজাল-রূপিণী ও মিথ্যা রতিস্বরূপা; তাহারা বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ধারণ করে, কিন্তু অভ্যন্তরে অতি কুৎসিত নানারূপ বিষ্ঠা ও মূত্রের আধার মলযুক্ত দুর্গন্ধি দোষে দূষিত ও অসংস্কৃত রক্তযুক্ত। ৫২—৬০। রমণীকে বিধাতা মায়া-শীলদিগের মায়ারূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং মুমুক্ষু-দিগের বিষরূপা, অদৃশ্যা ও অবাঞ্ছনীয়া করিয়াছেন।

হে নারদ! তুলসী এই কথা বলিয়া বিরতা হইলে শঙ্খচূড় হাস্যপূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন, দেবি! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সমস্ত অলীক নহে; উহার কিছু সত্য এবং কিয়দংশ অলীক, তাহার বিশেষ বিবরণ আমার নিকট শ্রবণ কর। বিধাতা সর্ব্বমোহন স্ত্রীরূপ দুই প্রকার সৃষ্টি করিয়াছেন;—বাস্তব ও কৃত্যা; তাহার মধ্যে বাস্তব—প্রশংসনীয় ও কৃত্যা—নিন্দিতা। লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী ও রাধিকা প্রভৃতি, আদি সৃষ্টিস্বরূপা হইলেও, ইহাঁরা ব্রহ্মার সৃষ্টা নহেন, ইহাঁদিগের অংশস্বরূপ যে স্ত্রীরূপ তাহাই বাস্তব বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সেই বাস্তব স্ত্রীরূপই প্রশংসনীয়, যশস্বী ও নিখিল মঙ্গলের কারণ। শতরূপা, দেবহূতী, স্বধা, স্বাহা, দক্ষিণা, ছায়াবতী, রোহিণী, বরুণানী, শচী, কুবেরপত্নী, বায়ুপত্নী, দিতি, অদিতি, লোপামুদ্রা, অনসূয়া, কৈটভী, তুলসী, অহল্যা, অরুন্ধতী, মেনকা, তারা, মন্দোদরী, বেদবতী, গঙ্গা, মনসা, পুষ্টি, তুষ্টি, স্মৃতি, মেধা, কালিকা, বসুন্ধরা, ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী, ধর্ম্মপত্নী মূর্ত্তি, স্বস্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, তুষ্টি, অপরা তুষ্টি ও কান্তি, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্ষুধা, পিপাসা, সন্ধ্যা, রাত্রি, দিবা, সম্পত্তি, বৃত্তি, কীর্ত্তি, ক্রিয়া, শোভা, প্রভা প্রভৃতি স্ত্রীগণ—বাস্তব স্ত্রীরূপে বিখ্যাতা; ইহাঁরা যুগে যুগে উত্তম স্ত্রীরূপে উৎপন্না হইয়া থাকেন। ৬১—৭২। এই জগতে স্বৈরিণী ও পুংশ্চলী প্রভৃতিই কৃত্যা স্ত্রীরূপ;—তাহারা অপ্রশংসনীয়া। যেরূপ সত্ত্বগুণ প্রধান, তাহাই জগতে স্বভাবতঃ শুদ্ধ ও উত্তম; সেই নারীই সাধ্বী বলিয়া প্রশংসিত, তাহাকে মনীষিগণ বাস্তব স্ত্রীরূপ বলিয়া থাকেন; কৃত্যা দুই প্রকার রজোরূপ ও তমোরূপ। হে সুন্দরি! স্থানাভাব, সময়ের অভাব, প্রার্থী জনের অভাব, দেহ-ক্লেশ, রোগ, সাধুর সংসর্গ, বহুগোষ্ঠীতে বাস, রিপুভয় ও রাজভয় প্রভৃতি কারণেই রজোরূপ কৃত্যা স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষা হইয়া থাকে; ইহাকে মনীষিগণ, মধ্যমরূপ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। দুর্নিবার্য্য তমোরূপকে তাঁহারা অধম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। নির্জ্জনেই হউক, অথবা অনির্জ্জনেই হউক, কিংবা সুগুপ্ত স্থানেই হউক, সংকুলোদ্ভব পণ্ডিত ব্যক্তি পরস্ত্রীকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করে না; কিন্তু হে শোভাশালিনি! আমি ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারেই তোমার নিকটে আসিয়াছি, তোমাকে গন্ধর্ব্ববিহিত বিবাহক্রমে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। ৭৩—৮০। আমিই দনুবংশোদ্ভব দেববিদ্রোহী শঙ্খচূড়; আমি পূর্ব্বে গোগোপী-পরিবৃত গোলোকে পারিষদ অষ্ট গোপের মধ্যে সুদাম নামে বিখ্যাত ছিলাম, বর্ত্তমান সময়ে রাধিকা-শাপে আমি দানবেন্দ্র হইয়াছি; কৃষ্ণ-মন্ত্রপ্রভাবে আমার অজ্ঞাত কিছুই নাই। আমি জাতিস্মর হইয়াছি; তুমিও তুলসী জাতিস্মরা; হরির সহিত সম্ভোগ করিয়া রাধিকা-শাপে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। আমি গোলোকে তোমার সহিত সম্ভোগের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম; কিন্তু রাধার ভয়ে তাহা সফল হয় নাই। হে মুনে! এই কথা বলিয়া সেই মহাত্মা বিরত হইলে, তুলসী সস্মিতা হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে বলিতে উপক্রম করিলেন, জগতে এরূপ পণ্ডিত ব্যক্তি পণ্ডিতগণের মধ্যেও প্রশংসিত; কামিনীগণ স্বভাবতঃ এইরূপ কান্তকেই সর্ব্বদা অভিলাষ করিয়া থাকে। তুমি আমাকে সত্যই বিচারে পরাজয় করিয়াছ। যে পুরুষ স্ত্রী-পরাজিত, সেই নিন্দিত ও সর্ব্বদা অপবিত্র। স্ত্রী পরাজিত ব্যক্তিকে পিতৃগণ, দেবগণ ও বান্ধবগণ সকলেই নিন্দা করে; পিতা ও ভ্রাতা ইহারাও স্ত্রী-পরাজিত ব্যক্তিকে বাক্য এবং মনের দ্বারাও নিন্দা করিয়া থাকে। দ্বিজগণ জাতক কিংবা মৃতাশৌচে দশাহ অন্তেই শুদ্ধ হয়, ক্ষত্রিয় জাতি দ্বাদশ দিনে, বৈশ্য পঞ্চদশ দিনে এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হয়। বর্ণ-সঙ্করের মাতৃতুল্য অশৌচাদি হইয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রী-পরাজিত মানব সর্ব্বদা অশুচি থাকে; যখন চিতানলে দেহ ভস্মীভূত হয়, তখন শুদ্ধ হইয়া থাকে; পিতৃকুল, তৎপ্রদত্ত পিণ্ড ও তর্পণ-জল গ্রহণ করেন না এবং দেবগণও ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার পুষ্প-জলাদি গ্রহণ করেন না। স্ত্রীগণ যাহার মনোহরণ করিতে সক্ষম হয়, সেই ব্যক্তির জ্ঞান তপস্যা জপ হোম পূজা বিদ্যা ও যশ এ সকলে প্রয়োজন কি? সকলই নিষ্ফলমাত্র। তোমার বিদ্যা প্রভাব পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমি পরীক্ষা করিলাম; কারণ, কুলকামিনী কান্তের পরীক্ষা করিয়াই তাহাকে বরণ করিবে। গুণহীন, বৃদ্ধ, অজ্ঞানী, দরিদ্র, মূর্খ, রোগী, কুৎসিত, অত্যন্ত ক্রোধী, অতি দুর্ম্মুখ, পঙ্গু, অঙ্গহীন, অন্ধ, বধির, জড়, মূক, ক্লীবতুল্য ও পাপী; যে ব্যক্তি এইরূপ বরকে কন্যা দান করে, সে ব্রহ্মহত্যাপাপে কলুষিত হয়, এবং যে ব্যক্তি শান্ত, গুণী, বৈষ্ণব ও পণ্ডিত যুবা পুরুষকে কন্যা প্রদান করে সেই মহাত্মা দশ অশ্বমেধের ফল লাভ করে। ৮১—৯৭। যে ব্যক্তি কন্যা পালন করত বিপদে পতিত হইয়া অথবা ধনলোভে সেই কন্যা বিক্রয় করে, সেই পাপিষ্ঠ, নিয়ত কুম্ভীপাকনরক ভোগ করে এবং সেই নরকে কন্যার বিষ্ঠামূত্র ভক্ষণ

করে। চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকৃত কাল পর্য্যন্ত কাক ও কৃমি প্রভৃতি তাহাকে নিয়ত দংশন করে। তাহার পর সেই পাপিষ্ঠ, ব্যাধ-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া নিয়ত মাংস-ভার বহন করত সেই মাংসখণ্ড বিক্রয় করে। এই কথা বলিয়া তুলসী বিরতা হইলে, ব্রহ্মা তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন। হে নারদ! তখন তুলসী ও শঙ্খচূড় পদ্মযোনিকে দর্শন করিয়া প্রণিপাত করিলেন; তৎপরে ব্রহ্মা উপবেশন করিয়া তাহাদের হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন;— শঙ্খচূড়! তুমি এই রমণীসহ কি কথোপকথন করিতেছ? গান্ধর্ব্ব-বিবাহক্রমে তুমি ইহার পাণিগ্রহণ কর। তুমি পুরুষদিগের মধ্যে রত্নস্বরূপ, তুলসীও স্ত্রী-গণের মধ্যে রত্নস্বরূপা। বিদগ্ধ-নায়কের সহিত বিদগ্ধা নায়িকার মিলন অত্যন্ত আনন্দকর হইয়া থাকে। হে রাজন্! এই নির্ব্বিবাদ দুর্লভ সুখ কে পরিত্যাগ করে? যে এই নির্ব্বিশেষ সুখ পরিত্যাগ করে, সে যে, পশুতুল্য তাহাতে সংশয়মাত্রও নাই। ৯৮—১০৫। সতি! তুমি দেবাসুর ও দানবদিগের বিমর্দ্দনকারী; ঈদৃশ গুণবান্ কান্তকে কি পরীক্ষা করিতেছ? যেরূপ লক্ষ্মীপতিকে লক্ষ্মী, কৃষ্ণের সহিত রাধিকা, আমার সহিত সাবিত্রী, শঙ্করের সহিত ভবানী; যেরূপ বরাহের সহিত ধরা, হিমালয়ের সহিত মেনকা, অত্রির সহিত অনসূয়া, নলের সহিত দময়ন্তী; যেরূপ চন্দ্রের সহিত রোহিণী, কামের সহিত রতি, কশ্যপের সহিত অদিতি, বশিষ্ঠের সহিত অরুন্ধতী; যেরূপ গৌতমের সহিত অহল্যা, কর্দ্দমের সহিত বেদহূতি, বৃহস্পতির সহিত তারা, মনুর সহিত শত-রূপা; যরূপ যজ্ঞের সহিত দক্ষিণা, হুতাশনের সহিত স্বাহা, ইন্দ্রের সহিত শচী, গণপতির সহিত পুষ্টি, কার্ত্তিকের সহিত দেবসেনা ও ধর্ম্মের সহিত মূর্ত্তি প্রভৃতি সুখমিলনে আবদ্ধা হইয়াছেন, সেইরূপ তুমিও এই শঙ্খচূড়ের সহিত মিলিতা হইয়া ইহার প্রিয়া ও সৌভাগ্যশালিনী হও। সুন্দরি! তুমি এই সুন্দর পুরুষের সহিত চিরকাল স্থানে স্থানে নিরন্তর যথেচ্ছা বিহার কর। পরে শঙ্খচূড় লোকান্তর গমন করিলে গোলোকে গোবিন্দকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবে এবং বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজকেও প্রাপ্ত হইবে; এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া ব্রহ্মা নিজ-মন্দিরে গমন করিলেন। তৎপরে শঙ্খচূড়, তুলসীকে গন্ধর্ব্ব-বিবাহ-ক্রমে গ্রহণ করিলেন। ১০৬—১১৫। তখন স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল। শঙ্খচূড় রমণী সহ ক্রীড়াতে প্রবৃত্ত হইলেন; সতী তুলসীও নব-সঙ্গম-বশে মূর্চ্ছিতা হইয়া সেই নির্জ্জন প্রদেশে সম্ভোগসাগরে নিমগ্না হইলেন। কামশাস্ত্রে চতুঃষষ্টি-কলা-পরিমিত রসিক-দিগের ঈপ্সিত যে চতুঃষষ্টি প্রকার সুখ উক্ত আছে, রসিকেশ্বর শঙ্খচূড় সেই সমস্ত সুখ—অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সম্মিলনপূর্ব্বক স্ত্রীমনোহর সুখ-শৃঙ্গারে রত হইয়া, ভোগ করিতে লাগিলেন। কোন সময়ে জনপ্রাণিশূন্য রমণীয় প্রদেশে পুষ্পচন্দন-বায়ু দ্বারা সুগন্ধি পুষ্পচন্দন-রচিত শয্যাতে, কখনও বা নদীতীরে পুষ্পচন্দন-চর্চ্চিত পুষ্পোদ্যানে শঙ্খচূড় সেই পুষ্পচন্দন-চর্চ্চিতা বিবিধ ভূষণে বিভূষিতা রসিকা তুলসীকে লইয়া সুখে সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। সুরতনিপুণা তুলসী ও শঙ্খচূড়ের সুরতে বিরতি রহিল না—নিয়ত চলিতে লাগিল। তুলসী সুরতপ্রসঙ্গে প্রাণপতির মনহরণ করিলেন, রসভাববিৎ শঙ্খচূড়ও সেই রসিকার চেতনা হরণ করিলেন; পরস্পর সংশ্লেষক্রমে তুলসী, পতির বাহুদ্বয়ের তিলক ও বক্ষের চন্দন গ্রহণ করিলেন, শঙ্খচূড়ও তুলসীর ললাটস্থিত সিন্দূরবিন্দু গ্রহণ করিলেন; শঙ্খচূড় প্রিয়তমার বক্ষোদেশে নখক্ষত করিলেন, তুলসীও সেই রসরাজের বামপার্শ্বে কর-ভূষণের চিহ্ন প্রদান করিলেন। ১১৬—১২৫। দৈত্যরাজ, প্রিয়ার দন্তোষ্ঠপুটে দশন-দংশন করিলেন, তুলসীও তাঁহার গণ্ডযুগলে তাহার চতুর্গুণ দংশন করিলেন। তৎপরে তাঁহাদের সুরত অবসান হইল। তখন তাঁহারা শয্যা হইতে উত্থান করিয়া মনোবাঞ্ছিত বেশবিন্যাস করিলেন। তুলসী, পতির রমণীয় সর্ব্বাঙ্গে গন্ধদ্রব্য অনুলেপন করিয়া, ললাটে কুঙ্কুমাক্ত চন্দনের দ্বারা তিলক রচনা করিলেন এবং সুবাসিত তাম্বুল, বহ্নির ন্যায় বিশুদ্ধ বস্ত্র-যুগল, নানাদুঃখবিনাশন পারিজাতকুসুম, অমূল্য-রত্ন-নির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক এবং ত্রিলোক-দুর্লভ সুন্দর মণি, পতিকে প্রদান করিয়া, পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন, "নাথ! আমি আপনার দাসী"। এই বলিয়া গুণশালী স্বামীকে পরম ভক্তির সহিত প্রণাম করত সস্মিতা হইয়া তাঁহার মুখকমল নির্নিমেষ সকটাক্ষ লোচনযুগলে যেন পান করিতে লাগিলেন। ১২৬—১৩২। তখন শঙ্খচূড় প্রিয়াকে বক্ষে ধারণ করত হাস্যমুখে প্রিয়ার বস্ত্রাচ্ছাদিত মুখকমল দর্শন করিয়া কঠিন গণ্ডযুগলে ও বিম্বতুল্য ওষ্ঠপুটে পুনর্ব্বার চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে বরুণ হইতে আহৃত বস্ত্রযুগল, স্বাহা হইতে আহৃত মঞ্জীরযুগল ছায়ার কেয়ূরদ্বয়, রোহিণীর কুণ্ডল, রতির রত্নময় অঙ্গুরীয়ক ও শ্রেষ্ঠ ভূষণ, বিশ্বকর্ম্মা-প্রদত্ত মনোহর

শঙ্খ, বিচিত্র পাশকশ্রেণী, সুদুর্লভ শয্যা ও বিবিধ ভূষণ প্রভৃতি প্রদান করত, তাঁহার প্রীতিসম্পাদন করিলেন। তৎপরে প্রিয়ার কবরীভার নির্ম্মাণ করত তাহাতে মাল্য বিন্যাস করিলেন এবং তাঁহার গণ্ডদেশে সুগন্ধি চন্দন দ্বারা তিনটী চন্দ্রলেখাযুক্ত সুচিত্রিত পত্রাবলী রচনা করিলেন; তাহার চারিদিকে কুঙ্কুমবিন্দু বিন্যস্ত করিলেন; প্রিয়তমা তুলসীর ললাটদেশে প্রজ্বলিত প্রদীপ-কলিকার ন্যায় সিন্দূরবিন্দু প্রদান করিলেন ও তাঁহার স্থলপদ্মবিনিন্দিত পদযুগলে এবং নখরশ্রেণীতে চিত্র অলক্তকরাগ বিন্যাস করত সেই রঞ্জিত চরণ-যুগল স্ববক্ষে ধারণ করিলেন এবং "দেবি! আমি তোমার দাস" রাজা পুনঃপুনঃ এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করত রত্ননির্ম্মিত যানে সেই তপোবন পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। কোন সময়ে মলয় পর্ব্বতে, দেবনিলয়ে, শৈলে শৈলে, বনে বনে; কোন সময়ে অতি রম্য স্থানে, নির্জ্জন পুষ্পোদ্যানে; প্রতি কন্দরে সিন্ধুতীরে ও মনোহর বনে, কোন সময়ে জল-বায়ুমনোহর পুষ্প-ভদ্রা-নদীতীরে প্রতি পুলিনে, প্রতি নদীতে ও নদে নদে; মধুমাসে মধুকরগণের মধুর ঝঙ্কারে মনোহর নির্ঝরযুক্ত সুরসন সুখসেব্য গন্ধমাদন পর্ব্বতে; কোন সময়ে দেবোদ্যানে, দেববন-বিচিত্র নন্দনকাননে; কোন সময়ে চম্পকবনে কেতকীবনে ও মাধবীবনে এবং কুন্দ মালতী কুমুদ পদ্ম প্রভৃতি দ্বারা মনোহর কাননে; কোন সময়ে প্রতি কল্প-বৃক্ষ-বনে ও প্রতি পারিজাত-বনে; কোন সময়ে নির্জ্জন কাঞ্চনময় প্রদেশে, কাঞ্চন-পর্ব্বতে, কাঞ্চী বনে এবং কাঞ্চনাকর কিঞ্চনক ও কঞ্চক-নামক প্রদেশে এবং কোকিলের কুহুধ্বনিমধুর রম্য প্রদেশে পুষ্পচন্দনরচিত শয্যায়, কামুক শঙ্খচূড় পুষ্প-চন্দনাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া 'কামপরায়ণা তুলসীর সহিত ক্রীড়া করিয়াও তুলসী ও শঙ্খচূড়—উভয়েই তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের পর-স্পরের কামপ্রবৃত্তি—ঘৃত-সংযুক্ত বহ্নির ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; তৎপরে মহাপ্রতাপশালী দানব শঙ্খচূড়, ভার্য্যাসহ স্বীয় আশ্রমে আগমন করত রম্য ক্রীড়া-ভবন নির্ম্মাণ করিলেন। তাহাতে নিয়ত রমণী-সহ বিহারে রত থাকিয়া, রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। রাজরাজেশ্বর মহাবলশালী শঙ্খচূড়, এক মন্বন্তর কাল পর্য্যন্ত এইরূপ দেব, দানব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, রাক্ষস প্রভৃতির শাসনকর্ত্তা হইয়া, শাসনপ্রণালী বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাহাতে দেবগণ, স্বীয় অধিকারচ্যুত হইয়া ভিক্ষুকের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। শঙ্খচূড় তাঁহাদের পূজা হোম বিষয় আশ্রয় অধিকার অস্ত্র ভূষণাদি সমস্তই বলপূর্ব্বক হরণ করিলেন। ১৩৩—১৫৬। তাহার পর দেবগণ, চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় নিরুদ্যম হইয়া বিষণ্ণচিত্তে ব্রহ্মার সমীপে গমন করত রোদনপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত বলি-লেন; ব্রহ্মা সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া দেবগণ-সহ শিবভবনে গমন করিলেন। তৎপরে সমস্ত বিষয় চন্দ্রশেখরকে বলিলে তিনি ও ব্রহ্মা উভয়েই দেবগণসহ সুদুর্লভ জরামৃত্যুশূন্য পরমধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া, হরির আশ্রমের দ্বারে উপস্থিত হইলেন; সেই স্থানে দ্বারপালগণ রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। তাহারা পীতবসনে শোভিত ও রত্নভূষণে বিভূষিত। তাহাদের গলে বনমালা শোভা পাইতেছে; শরীর শ্যামবর্ণ ও অতি সুন্দর। তাহারা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজ; তাহারা সস্মিত পদ্মসদৃশ বদন মণ্ডলে পরিশোভিত ও পদ্মের ন্যায় মনোহর নেত্রদ্বয়-যুক্ত। ব্রহ্মা তাহাদিগকে গমনের প্রয়োজন জানাইলেন। তৎপরে তাহাদের অনুমতিক্রমে পুরে প্রবেশ করিলেন। কমলোদ্ভব, এইরূপে সেই পুরের ষোড়শ দ্বার নিরীক্ষণ করিলেন; সেই দ্বার সকল অতিক্রম করিয়া দেবগণসহ হরির সভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সভা চতুর্ভুজ পারিষদগণে ও দেবর্ষি-সমূহে পরিবৃত। ১৫৭—১৬৭। সেই পারিষদগণ সকলেই চতুর্ভুজ, নারায়ণের তুল্য ও কৌস্তুভ মণিতে বিভূষিত। সেই হরির সভা চতুরস্র, পূর্ণচন্দ্রমণ্ডল-সদৃশ সুগোল, সারভূত মণিদ্বারা নির্ম্মিত, উৎকৃষ্ট-হীরক-শ্রেণী-খচিত, অমূল্য-রত্নরাজি-বিরাজিত; হরির ইচ্ছানুসারে সেই সভা রচিত হইয়াছে। সভামণ্ডলের কোন স্থান মাণিক্য-মালা-শ্রেণীযুক্ত, কোন স্থল মুক্তা-পংক্তিবিরাজিত, কোন স্থানে মণ্ডলাকার কোটি দর্পণ শোভা পাইতেছে; কোনও স্থানে বিবিধ মনোহর চিত্র চিত্রিত রহিয়াছে। সভার শতসংখ্যক সোপান-শ্রেণী স্যমন্তক-মণি-নির্ম্মিত; তাহাতে পদ্মরাগ-মণি-নির্ম্মিত কৃত্রিম পদ্ম-পংক্তি দ্বারা সোপানের সমধিক শোভা সম্ভূত হইয়াছে; সভাগৃহের স্তম্ভ সকল ইন্দ্র-নীলমণিনির্ম্মিত ও পট্ট-সূত্রের গ্রন্থিযুক্ত মনো-হর চন্দনপল্লবে পরিশোভিত; সেই স্তম্ভ সকল সভার চারিদিকে সন্নিবেশিত হইয়া সভার অত্যন্ত শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। সভার কোন স্থানে জলপূর্ণ বহু রত্নকুম্ভ নিবদ্ধ রহিয়াছে; কোনও প্রদেশ পারিজাতকুসুমের মালা-শ্রেণীতে শোভা পাইতেছে; সভার অভ্যন্তর—কস্তুরী-

কুঙ্কুমযুক্ত-সুগন্ধি চন্দন প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য দ্বারা সুসংস্কৃত হইয়াছে। তাহাতে সুগন্ধি সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া, সেই প্রদেশকে মনোহর গন্ধে আমোদিত করিতেছে। বিদ্যাধরীগণের মনোহর সঙ্গীতে সভা আরও মধুর শোভাসম্পন্ন হইয়াছে। ১৬৬—১৭৩। সভার আয়তন সহস্র যোজন; সমস্তই কিঙ্করগণে পরিপূর্ণ। ব্রহ্মা দেবগণসহ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন;—শ্রীহরি তারকা-পরিবৃত শশধরের ন্যায় সেই সভার মধ্যস্থলে অমূল্যরত্ননির্ম্মিত-বিচিত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তিনি কিরীট কুণ্ডল ও বনমালায় বিভূষিত, শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ, তাঁহার কলেবর নবীন নীরদের ন্যায় শ্যাম ও মনোহর এবং অমূল্যরত্ননির্ম্মিত বিবিধ ভূষণে ভূষিত, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সুগন্ধিচন্দনসিক্ত, তাহাতে ক্রীড়াপদ্ম ধারণ করিয়াছেন। তিনি পুরস্থিত গায়কাদির নৃত্য-গীত প্রভৃতি দর্শন ও শ্রবণ করিতেছেন; তাঁহার আকৃতি অতি প্রশান্ত। সেই সরস্বতী-কান্তের চরণযুগল লক্ষ্মী সাদরে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ভগবান্ অতি আনন্দের সহিত ভক্ত-প্রদত্ত সুবাসিত তাম্বূল নিরন্তর ভক্ষণ করিতেছেন; গঙ্গাদেবী, পরম ভক্তি সহকারে শ্বেতচামর দ্বারা তাঁহাকে বীজন করিতেছেন, এবং ভক্তবৃন্দ ভক্তিবিনতমস্তকে নিরন্তর তাঁহার স্তব-পাঠে নিরত আছেন। এইরূপ পরিপূর্ণতম পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণের কলেবর পুলকাঙ্কিত ও নেত্র হইতে প্রেমাশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা পরমভক্তিপূর্ব্বক অবনত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্তব করিলেন। অনন্তর জগতের বিধানকর্ত্তা ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলি হইয়া সবিনয়ে সমুদয় বৃত্তান্ত হরির নিকটে নিবেদন করিলেন। ১৭৪—১৮৩। পরে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বভাববিৎ হরি, ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাকে মনোহর রহস্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ বলিলেন, হে পদ্মজ! শঙ্খচূড়ের বৃত্তান্ত আমি সমুদয় অবগত আছি; সে আমার পরম ভক্ত এবং পূর্ব্বজন্মে সে [illegible] ছিল। হে দেবগণ! তোমরা সকলে সেই পুরাতন গোলোকের ইতিহাস শ্রবণ কর; ইহা পাপনাশক ও পুণ্যপ্রদ। সেই শঙ্খচূড় পূর্ব্বে আমার পার্ষদ-শ্রেষ্ঠ সুদামা নামে গোপ ছিল, রাধিকার দারুণ শাপে দানবী-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। একদা আমি গোলোকধামে প্রাণাধিকা মানিনী রাধিকাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ গৃহ হইতে রাসমণ্ডলে গমন করিয়াছিলাম। ১৮৪—১৮৮। অনন্তর রাধিকা, দাসীমুখে আমাকে বিরজার সহিত ক্রীড়া করিতে শুনিয়া ক্রোধভরে সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক আমাকে দেখিতে পাইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ বিরজাকে নদীরূপা এবং আমাকে তিরোহিত জানিয়া সক্রোধে সখীগণের সহিত পুনর্ব্বার গৃহে গমন করিলেন। পরে দেবী রাধিকা,সেই স্থানে মৌনীভূত ও সুস্থির আমাকে সুদামার সহিত অবস্থিত দেখিয়া, যথোচিত ভর্ৎসনা করেন। সুদামা, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলে, তিনি ক্রুদ্ধা হইয়া আমার সমক্ষেই সুদামাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন এবং সুদামাও সেইরূপ করিলে রাধিকা তাঁহার উপর অতিশয় ক্রোধ করায়, তাঁহার লোচনদ্বয় তখন রক্ত পঙ্কজের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তিনি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া আমার সভা হইতে সুদামাকে বহিষ্কৃত করিতে আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞা করিবা মাত্র দুর্ব্বার তেজস্বিনী লক্ষ সখী গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বারংবার কটুভাষী সুদামাকে অতিশীঘ্র বহিষ্কৃত করিয়া দিল। সেই সময়ে রাধিকা সুদামার কটূক্তিতে ক্রুদ্ধ হইয়া 'তুই দানবযোনি প্রাপ্ত হইবি' বলিয়া দারুণ অভিসম্পাত করিলেন। সুদামা এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া সরোদনে আমাকে প্রণামপূর্ব্বক গমনোদ্যত হইলে, পুনরায় প্রীতা হইয়া কৃপাবশতঃ রোদন করিতে করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। কহিলেন,—"বৎস! কোথায় যাইবে যাইও না, এই স্থানেই থাক;" পুনঃ পুনঃ এইরূপ কহিয়া শোকবিহ্বলচিত্তে তাঁহার পশ্চাৎ গমনে উদ্যতা হইলেন। ১৮৯—১৯৭। তখন তত্রত্য সমুদয় গোপীগণ অতি দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন পরে আমি—রাধিকা ও তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলে, রাধিকা সুদামাকে কহিলেন,—"সুদামন্! তুমি ক্ষণার্দ্ধমধ্যে আমার শাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় এই স্থানে আগমন করিবে। কিন্তু হে বিধাতঃ! ইহা নিশ্চয় আছে যে, গোলোকের ক্ষণার্দ্ধকালে পৃথিবীর এক মন্বন্তর হইয়া থাকে। এজন্য সেই সর্ব্বমায়া-বিশারদ মহাবলিষ্ঠ যোগীশ্বর শঙ্খচূড় পুনর্ব্বার গোলোকধামেই গমন করিবে। এক্ষণে হে সুরগণ! তোমরা আমার শূল গ্রহণ করিয়া শীঘ্র গমন কর; মহাদেব এই শূলে সেই দানবকে সংহার করিবেন। সেই দানব, নিজ কণ্ঠে আমারই সর্ব্ব মঙ্গল-মঙ্গলকবচ ধারণ করিয়া সংসার-বিজয়ী হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! সেই কবচ তাহার কণ্ঠে থাকিতে কেহই তাহাকে হিংসা করিতে পারিবেন না, এজন্য আমিও ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া তাহা প্রার্থনা করিয়া লইব; এবং তুমিও তাহাকে বর

দান করিয়াছ যে, যখন তাঁহার পত্নীর সতীত্ব বিনষ্ট হইবে; তখনই তাহাকে মৃত্যু অধিকার করিতে পারেন। এজন্য নিশ্চয় আমি তাহার পত্নীর সতীত্ব হানি করিব এবং অবশ্যই তখন তাহার মৃত্যু হইবে। পরে তাহার পত্নী দেহ ত্যাগপূর্ব্বক আমার প্রিয়া হইবে। জগন্নাথ এইরূপ কহিয়া মহাদেবকে শূল দান করিলেন। হরি শূল দান করিয়া সহর্ষে অভ্যন্তরে গমন করিলে ব্রহ্মাদি দেবগণও ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ১৯৮-২০৩।

প্রকৃতিখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে মহামুনে! ব্রহ্মা মহাদেবকে দানবসংহারে নিয়োগ করিয়া অবিলম্বে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পরে মহাদেব, দেবগণের নিস্তার নিমিত্ত চন্দ্রভাগা নদীর তীরবর্ত্তী এক মনোহর বটবৃক্ষের মূলদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্বেশ্বর পুষ্পদন্তকে মনোমত দূত করিয়া, অতি শীঘ্র শঙ্খচূড়ের নিকটে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর পুষ্পদন্ত, শিবাজ্ঞায় শীঘ্র শঙ্খচূড়ের নগরে গমন করিলেন। সেই নগর মহেন্দ্রভবন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং কুবেরভবন হইতে অধিক সমৃদ্ধ। ঐ নগর প্রস্থে পঞ্চ যোজন ও দৈর্ঘ্যে দশ যোজন বিস্তীর্ণ, তাহাতে অতি দুর্গম সাতটী পরিখা আছে। জ্বলন্তঅগ্নিসদৃশ কোটি কোটি রত্নে উহা প্রজ্বলিতের ন্যায় হইয়াছে। উহা চতুর্দ্দিকে বণিক্‌গণের নানা প্রকার বস্তুতে বিরাজিত শতশত বীথিকা দ্বারা পরিপূর্ণ। ঐ বীথিকাসমূহে মণিনির্ম্মিত বেদিকা সকল শোভা পাইতেছে। সিন্দূরবর্ণ মণিনির্ম্মিত, নানারূপ কারুকার্য্যে খচিত ও রমণীয় বস্তুসমূহে বিভূষিত দিব্য শতকোটি আশ্রমে উহার আর শোভার পরিসীমা নাই। গন্ধর্ব্বরাজ ঐ নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া শঙ্খচূড়ের ভবন দেখিতে পাইলেন। ঐ ভবন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মণ্ডলাকার; উহার চতুঃপার্শ্বে জলন্ত-অগ্নিশিখা-বিশিষ্ট চারিটী পরিখা আছে এবং উহা অতি উচ্চ গগনস্পর্শী প্রাচীরে বেষ্টিত; উহাতে শত্রুগণ কোনরূপেই গমন করিতে পারেন না, কিন্তু অন্যান্যের পক্ষে কোনরূপ বাধা নাই। ১-১০। উহার রত্নপদ্মযুক্ত ও রত্নদর্পণে ভূষিত দ্বাদশ দ্বারে দ্বারপাল সকল অবস্থান করিতেছে। ঐ সকল দ্বারে প্রদীপ্ত অথচ উত্তমরত্ননির্ম্মিত চিত্রকার্য্য সকল বিরাজমান। চতুর্দ্দিকে দিব্যাস্ত্রধারী মহাবল পরাক্রান্ত সুন্দর সুবেশবিশিষ্ট ও নানালঙ্কারে বিভূষিত শতকোটি দানব ঐ ভবন রক্ষা করিতেছে। পুষ্পদন্ত তাহাদিগকে দেখিয়া পরে প্রধান দ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলেন, তথায় এক পুরুষ শূলহস্তে সহাস্য বদনে দ্বার রক্ষা করিতেছে। ঐ ভীষণমূর্ত্তি পিঙ্গনাক্ষ পুরুষের বর্ণ তাম্রতুল্য। পুষ্পদন্ত, তাহাকে বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া, তাহার আদেশ প্রাপ্তে ক্রমে নবদ্বার অতিক্রম করিয়া অভ্যন্তরে গমন করিলেন। তিনি সাংগ্রামিক দূত বলিয়া কেহই নিবারণ করিল না। তিনি অভ্যন্তরে গমন করিয়া রাজাকে রণবৃত্তান্ত জানাইবার জন্য দ্বারপালকে কহিলেন। দ্বারপাল শঙ্খচূড়কে বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া তাঁহার আদেশানুসারে দূত পুষ্পদন্ত অনুমোদন করিলে পুষ্পদন্ত গমনপূর্ব্বক সুমনোহর শঙ্খচূড়কে দর্শন করিলেন। সেই শঙ্খচূড় তৎকালে সভামণ্ডলের মধ্যভাগে রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন; এক ভৃত্য, তাঁহার মস্তকের উপর উৎকৃষ্ট মণিখচিত রত্নদণ্ডযুক্ত রত্নপুষ্পে শোভিত মনোহর স্বর্ণচ্ছত্র ধারণ করিয়াছিল। ১১-২০। পার্ষদ সকল ব্যজন ও শ্বেতচামর দ্বারা সেই সুবেশধারী রত্নভূষণে ভূষিত সুন্দর শঙ্খচূড়ের সেবা করিতেছিল। হে মুনে! ঐ শঙ্খচূড়ের পরিধান সূক্ষ্ম বস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গ মাল্য ও অনুলেপনে শোভিত এবং চতুর্দ্দিকে সুবেশধারী ত্রিকোটি দানবেন্দ্র সকল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ও অন্যান্য শস্ত্রধারী শতকোটী দানব চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। পুষ্পদন্ত, দানবরাজকে এইরূপ দেখিয়া সবিস্ময়ে তাঁহাকে শঙ্করোক্ত রণবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন;— হে রাজেন্দ্র! হে প্রভো! আমি শিবদূত, আমার নাম পুষ্পদন্ত; আমাকে শঙ্কর যাহা বলিয়া দিয়াছেন তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ২১-২৬। হে রাজন্! দেবগণ সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হরির শরণাপন্ন হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে আপনি তাঁহাদিগের রাজ্য ও অধিকার প্রদান করুন। শ্রীহরি, ত্রিলোচন শিবকে নিজ ত্রিশূল প্রদান করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন; তিনি এক্ষণে চন্দ্রভাগা নদীর তীরবর্ত্তী বটমূলে অবস্থান করিতেছেন। আপনি এক্ষণে দেবগণকে রাজ্য দান করুন অথবা যুদ্ধে কৃতোদ্যোগ হউন; আর আমি শম্ভুর নিকটে কি কহিব ব্যক্ত করুন। শঙ্খচূড় শিবদূতের বাক্য শ্রবণে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া তাঁহাকে কহিলেন—যে, তুমি এক্ষণে গমন কর, আমি প্রভাতে সেই স্থানে গমন করিব। ২১-২৯। অনন্তর পুষ্পদন্ত ত্বরায় গমনপূর্ব্বক সেই বটমূলস্থ মহাদেবকে শঙ্খচূড়ের বাক্য ও

পরিচ্ছদাদির বিষয় কীর্ত্তন করিলেন। এমন সময়ে কার্ত্তিকেয়, বীরভদ্র, নন্দী, মহাকাল, সুভদ্র, বিশালাক্ষ, বাণ, পিঙ্গলাক্ষ, বিকম্পন, বিরূপ, বিকৃতি, মণিভদ্র, বাষ্কল, কপিলাক্ষ, দীর্ঘদংষ্ট্র, বিকট, তাম্রলোচন, কালঙ্কট, বলীভদ্র, কালজিহ্ব, কুটীচর, বলোন্মত্ত, রণশ্লাঘী, দুর্জ্জয়, দুর্গম, ভয়ঙ্কর অষ্ট ভৈরব, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, ইন্দ্রাদি দেবগণ, দ্বাদশ আদিত্য, অগ্নি, চন্দ্র, বিশ্বকর্ম্মা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, কুবের, যম, জয়ন্ত, নলকূবর, বায়ু, বরুণ, বুধ, মঙ্গল, ধর্ম্ম, শনি ও বীর্য্যশালী কামদেব, আর উগ্রদংষ্ট্রা, উগ্রচণ্ডা, কোটরী, কৈটভী এবং স্বয়ং শতভুজা ভয়ঙ্করী ভদ্রকালী দেবী, ইহাঁরা সকলে শম্ভুর নিকটে সমুপস্থিত হইলেন। ৩০—৩৮। ঐ দেবী ভদ্রকালী উৎকৃষ্টরত্ননির্ম্মিত বিমানের উপর অবস্থান করিতেছিলেন; তাঁহার পরিধান, মাল্য ও অনুলেপনাদি সমস্তই রক্তবর্ণ; তিনি কখন নৃত্য, কখন হাস্য ও কখন সানন্দে মধুর স্বরে গান করিতেছিলেন। সেই অভয়া ভক্তগণকে অভয় ও রিপুগণকে ভয় দান করিয়া থাকেন। সেই ভয়ঙ্করীর সুলোল বিকট রসনা এবং হস্তস্থিত গভীর বর্ত্তুলাকার খর্পর যোজনায়ত। তাঁহার হস্তসমূহে গগনস্পর্শী ত্রিশূল, যোজনায়ত শক্তি, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শরসমূহ, ভয়ঙ্কর চাপ, মুদ্গর, মুষল, বজ্র, খড়্গ, প্রদীপ্ত, ফলক, বৈষ্ণবাস্ত্র, বারুণাস্ত্র, নাগপাশ, আগ্নেয়াস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, গান্ধর্ব্বাস্ত্র, গারুড়াস্ত্র, পার্জ্জন্যাস্ত্র; পাশুপতাস্ত্র, জৃম্ভণাস্ত্র, পার্ব্বতাস্ত্র, মাহেশ্বরাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র, দণ্ড, সম্মোহনাস্ত্র এবং অন্যান্য শত শত অব্যর্থ অস্ত্র ও শত শত দিব্যাস্ত্র সকল বিরাজ করিতেছে। সেই ভয়ঙ্করী দেবী ত্রিকোটি যোগিনীগণ ও ত্রিকোটি বিকটাকৃতি ডাকিনীগণের সহিত শিবসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তখন কার্ত্তিকেয়, ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, ব্রহ্মরাক্ষস, বেতাল, যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরগণ এবং সেই সকল ডাকিনী-যোগিনীগণের সহিত পিতা চন্দ্রশেখরকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞায় তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। এদিকে দূত গমন করিলে, প্রতাপবান্ শঙ্খচূড় অভ্যন্তরে গমন করিয়া পত্নী তুলসীকে যুদ্ধবৃত্তান্ত জানাইলেন। রণবার্ত্তা শ্রবণে সাধ্বী তুলসীর কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইল। তখন দুঃখিত-হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন, হে প্রাণনাথ! হে বন্ধো! আমার বক্ষঃস্থলে ক্ষণকাল অবস্থান করুন, আপনি আমার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অতএব ক্ষণকাল আমার জীবন রক্ষা করুন। নাথ! মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া জন্মের সাফল্য করুন, আমি. চিরপিপাসিতনেত্রে ক্ষণকাল আপনাকে দর্শন করি। জীবিতনাথ! আমার প্রাণ আন্দোলিত ও মন দগ্ধ হইতেছে অদ্য রাত্রিশেষে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি। প্রাজ্ঞ দানবেশ্বর তুলসীর এই প্রকার বাক্য শ্রবণানন্তর পান-ভোজন সমাপন করিয়া তাঁহাকে সত্য ও হিতকর যথোচিত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন;—মহিষি! জীবগণের কর্ম্মভোগের সময় উপস্থিত হইলেই শুভাশুভ, সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক ও অমঙ্গলাদি সমস্তই ঘটিয়া থাকে। দেখ, বৃক্ষ সকল সময়ে অঙ্কুরিত হইয়া সময়েই স্কন্ধবিশিষ্ট হয় এবং কালেই তাহার পুষ্প ও কালেই ফল হইয়া থাকে। পরে সেই সকল ফলবান্ বৃক্ষই যথাকালে কালপ্রাপ্ত হয়; এইরূপ সমস্ত ভূতগণ কালেই উৎপন্ন হইয়া আবার কালেই বিলীন হয়। হে সুন্দরি! অধিক কি, সমুদয় বিশ্বই কালে উৎপন্ন ও কালেই বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্রষ্টা কালেই সৃষ্টি, পাতা কালেই পালন ও সংহর্ত্তা কালেই সংহার করেন; এই প্রকার নিয়মেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হয়। অতএব যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদিরও ঈশ্বর ও প্রকৃতি হইতে অতীত; যিনিই স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা সেই অনাদিনিধন শ্রীকৃষ্ণকেই নিরন্তর ভজনা কর। সেই পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই স্বীয় ইচ্ছায় প্রকৃতিকে সৃজন করিয়া বিশ্বস্থ প্রাকৃত সমুদয় চরাচর সৃজন করিয়াছেন। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত যাহা কিছু পদার্থ সমস্তই কৃত্রিম ও নশ্বর;—ইহারা কালে উৎপন্ন ও কালেই বিনষ্ট হয়। অতএব তুমি সেই ত্রিগুণাতীত সত্য পরব্রহ্ম রাধাকান্তকে ভজনা কর, তিনি সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বান্তরাত্মা ও সর্ব্ব-স্বরূপ। যিনি জলরূপে জলের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকেই ভজনা কর। যাঁহার আজ্ঞায় বায়ুদেব শীঘ্রগামী হইয়া নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছেন এবং সূর্য্যদেব যাঁহারই আজ্ঞায় যথাসময়ে তাপপ্রদ হইয়া থাকেন, যাঁহার আদেশে যথাকালে ইন্দ্র বর্ষণ, মৃত্যু প্রাণিগণে বিচরণ, অগ্নিদেব দহন, ও চন্দ্র ভীতবৎ ভ্রমণ করিয়া থাকেন, সেই মৃত্যুর মৃত্যু, কালের কাল, যমের যম, স্রষ্টার স্রষ্টা, পাতার পাতা ও সংহর্ত্তার সংহর্ত্তা পরাৎপর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরই শরণাপন্ন হও। প্রিয়ে! কেহই কাহার বন্ধু নহে, কেবল তিনিই সকলের বন্ধু;—এজন্য তাঁহারই সেবা কর। ৩৯—৬৮। প্রিয়তমে! আমিই বা কে? আর তুমিই বা কে? কেবল নিজ কর্ম্মবশতঃ বিধাতা আমাদিগকে মিলিত করিয়াছেন; আবার তিনিই বিয়োজিত করিবেন। এজন্য অজ্ঞানী ব্যক্তিই শোক বা বিপত্তিতে কাতর

হয়, পণ্ডিত কখনই সেরূপ হন না; কারণ সুখ আর দুঃখ চক্রের ন্যায় নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। প্রিয়ে! তুমি বদরিকাশ্রমে যাহার জন্য তপস্যা করিয়াছিলে, নিশ্চয় সেই সর্ব্বেশ্বর নারায়ণকে কান্তরূপে প্রাপ্ত হইবে। হে কামিনি! আমি তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার নিকটে বর লাভ করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু হরি উদ্দেশেই তুমি তপস্বিনী হইয়াছিলে, এজন্য হরিকেই লাভ করিবে। তুমি অতি শীঘ্র গোলোকধামের বৃন্দাবনে গোবিন্দকে প্রাপ্ত হইবে এবং আমিও দানবদেহ ত্যাগ করিয়া সেই স্থানে গমন করিব। সেই স্থানে তুমি আমাকে—আমিও তোমাকে নিরন্তর দেখিতে পাইব; রাধিকার শাপে আমি এই সুদুর্লভ ভারতে জন্ম লাভ করিয়াছি, আবার সেই স্থানেই গমন করিব। অতএব প্রিয়ে! আমার নিমিত্ত আর শোক কি? এবং তুমিও এই দেহ ত্যাগ করিয়া দিব্যরূপ ধারণপূর্ব্বক আমার গমনসময়েই হরিকে প্রাপ্ত হইবে। অতএব হে কান্তে! বৃথা কাতরা হইও না। শঙ্খচূড় প্রিয়াকে এইরূপে সান্ত্বনা করিয়া, পরে রজনী উপস্থিত হইলে, রত্নপ্রদীপযুক্ত রত্নমন্দিরে প্রবেশ করিয়া পুষ্পচন্দনচর্চ্চিত মনোহর শয্যায় শয়নপূর্ব্বক সুন্দরী স্ত্রীরত্ন লাভে নানা প্রকার ক্রীড়াকৌতুক দ্বারা সুখে যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। পরে শোকসাগরনিমগ্না কৃশোদরী তুলসীকে পুনরায় অতি দুঃখভরে রোদন করিতে দেখিয়া, নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণপূর্ব্বক জ্ঞানবিৎ দৈত্যরাজ, দিব্যজ্ঞান-বলে পুনরায় প্রবোধ দান করিলেন। ঐ উত্তম জ্ঞান পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ ভাণ্ডীরবনে তাঁহাকে দান করেন; পরে শঙ্খচূড় সেই উৎকৃষ্ট সর্ব্বশোক-বিনাশন জ্ঞান, তুলসীকে অর্পণ করিলে, তাঁহার সেই জ্ঞান-লাভ-হেতু মুখমণ্ডল ও নয়নযুগল প্রসন্ন হইল। ৬৯—৮১। তখন তিনি সমস্ত নশ্বর বিবেচনা করিয়া, সানন্দে ক্রীড়া করিলেন। সেই দম্পতি সুখসাগরে নিমগ্ন হওয়ায় উভয়েই ক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। হে মুনে! তখন সেই রোমাঞ্চিতগাত্র প্রীতিযুক্ত সুরতোৎসুক দম্পতি মূর্চ্ছিতের ন্যায় হইলেন; আর তাঁহাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরস্পর এরূপ সুযুক্ত ছিল যে, উভয়কে হরগৌরীসদৃশ একাঙ্গ বলিয়া বোধ হয়। সেই সময় তুলসী পতিকে প্রাণাধিক ও দৈত্যরাজ পত্নীকে প্রাণাধিকা বলিয়া বিবেচনা করিলেন; সেই সুবেশ সুন্দর সুখসুপ্ত যুবক-যুবতী কখন তন্দ্রাযুক্ত ও কখন সুখসম্ভোগ জন্য বিচেষ্টমান হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা ক্ষণেক সচেতন হইয়া রসান্বিত মনোহর দিব্য কথোপকথন, ক্ষণেক হাস্য, ক্ষণেক পরস্পরপ্রদত্ত তাম্বুল ভোজন, ক্ষণেক পরস্পর প্রীতিপূর্ব্বক শ্বেতচামর ব্যজন, ক্ষণেক পরমানন্দে শয়ন, ক্ষণেক উপবেশন, কখনও বা রসভাব-সমন্বিত ক্রীড়ায় নিযুক্ত হইলেন। ফলতঃ উভয়েই সুরত বিষয়ে পণ্ডিত,—এজন্য কেহই তাহা হইতে বিরত হইতে বাসনা করিলেন না; দুই জনেই নিরন্তর সুরতলীলায় জয়ী হইতে লাগিলেন, কেহ ক্ষণকালের জন্য পরাজিত হইলেন না। ৮২—৯০

প্রকৃতিখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, নারদ! অনন্তর কৃষ্ণপরায়ণ দানবেন্দ্র মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া, ব্রহ্মমুহূর্ত্তে মনোহর কুসুমশয়ন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাত্রিবাস ত্যাগ করিলেন। পরে মঙ্গলবারিতে স্নান করিয়া ধৌতবস্ত্রযুগ্ম পরিধান ও উজ্জ্বল তিলক রচনাপূর্ব্বক অবশ্যকর্ত্তব্য আহ্নিক ও অভীষ্টদেবের বন্দনা করিলেন। দধি, ঘৃত, মধু, ও লাজ প্রভৃতি মঙ্গল বস্তু সমুদয় দর্শন করিলেন। পরে ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিপূর্ব্বক অন্যান্য দিবসের ন্যায় উৎকৃষ্ট রত্ন, মণি, বস্ত্র, ও কাঞ্চন সকল দান করিলেন। অনন্তর যুদ্ধযাত্রার মঙ্গল নিমিত্ত গুরুদেবকে যৎকিঞ্চিৎ অমূল্য রত্ন, মুক্তা, মাণিক্য ও হীরক দান করিয়া পরিশেষে দরিদ্র ব্রাহ্মণকে গজশ্রেষ্ঠ, অশ্ব ও মনোহর ধেনু অর্পণ করিলেন। পরে বহু ব্রাহ্মণকে আনন্দের সহিত সহস্র ভাণ্ডার, ত্রিলক্ষ নগর ও সাতকোটি গ্রাম সমর্পণ করিলেন। তৎপরে পুত্র সুচন্দ্রকে দানবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, তাঁহার উপর ভার্য্যা, রাজ্য, সমস্ত সম্পদ্‌, প্রজা, অনুচরবর্গ, ভাণ্ডার ও বাহনাদির রক্ষার ভার দিয়া, স্বয়ং বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক ধনু ধারণ করিলেন। নারদ! ক্রমে ভৃত্যদ্বারা সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক ত্রিলক্ষ অশ্ব, উৎকৃষ্ট লক্ষ হস্তী, অযুত রথ, ত্রিকোটি ধনুর্দ্ধারী, ত্রিকোটি চর্ম্মধারী ও ত্রিকোটি শূলধারী পুরুষকে দৈত্যরাজ যুদ্ধার্থে স্থির করিয়া যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদ কোন এক বীরকে সেনাপতি-পদে নিযুক্ত করিলেন। ১—১২। দানবাধিপ সেই মহারথ নামে প্রসিদ্ধ রথিশ্রেষ্ঠকে ত্রিলক্ষ অক্ষৌহিণী সেনার নায়ক করিয়া ত্রিংশৎ অক্ষৌহিণী সৈন্যকে রণবাদ্য বাদনে নিয়োগপূর্ব্বক মনে মনে শ্রীহরিকে স্মরণ করত শিবির হইতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর দৈত্যপতি,

উৎকৃষ্ট রত্ন-গঠিত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক গুরুবর্গকে অগ্রসর করিয়া শিবসমীপে উপস্থিত হইলেন। যে স্থানে পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে শুভপ্রদ অক্ষয় বট বিরাজিত, সেই স্থানে সিদ্ধক্ষেত্র নামে সিদ্ধগণের সিদ্ধাশ্রম বিদ্যমান আছে। তাহা ভারতে পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত ও কপিল মুনির তপস্যার স্থান। তাহার পশ্চিমসীমা পশ্চিম সাগর; পূর্ব্ব সীমা মলয়পর্ব্বত; দক্ষিণসীমা শ্রীশৈল; উত্তরসীমা গন্ধমাদন পর্ব্বত;—সেই স্থানে প্রস্থে পঞ্চযোজন ও দৈর্ঘ্যে পঞ্চশতযোজন-বিস্তীর্ণা জলপূর্ণা শাশ্বতী পুষ্পভদ্রা নদী প্রবাহিতা। বিশুদ্ধস্ফটিকবর্ণা সৌভাগ্যযুক্তা ঐ নদী লবণসমুদ্রের প্রিয়া ভার্য্যা, ভারতে পুণ্যদায়িনী। ঐ পুষ্পভদ্রা, হিমালয় হইতে নির্গতা এবং শরাবতীর সহিত মিলিতা হইয়া, গোমান্ পর্ব্বতকে বামভাগে রাখিয়া পশ্চিম সাগরে মিলিতা হইয়াছে। শঙ্খচূড় সেই স্থানে গমন করিয়া, বটমূলোপবিষ্ট কোটিসূর্য্য-সদৃশ প্রভা-সম্পন্ন চন্দ্রশেখরকে দর্শন করিলেন। ১৩—২১। ব্রহ্মতেজে দীপ্তিমান্ আনন্দযুক্ত সস্মিত সেই চন্দ্রশেখর যোগাসনে উপবিষ্ট, তাঁহার বর্ণ বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুক্ল; তাঁহার পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম, তিনি ত্রিশূল, কুঠার এবং তপ্তকাঞ্চনতুল্য জটাজাল ধারণ করিতেছেন। সেই মৃত্যুঞ্জয়ের পঞ্চমুখেই তিন তিন লোচন; তিনি নাগযজ্ঞোপবীতী, মৃত্যুর মৃত্যু ও বিশ্বের মৃত্যুকর এবং সকল অপেক্ষা প্রধান। তাঁহার মূর্ত্তি শান্ত ও মনোহর; সেই গৌরীকান্ত ভক্তগণের মৃত্যুনাশক, তপস্যার ফলদাতা ও সর্ব্বসম্পৎপ্রদানকারী। সেই ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ আশুতোষের বদনমণ্ডল প্রসন্ন; তিনি বিশ্বের নাথ, বিশ্বরূপ, বিশ্বের কারণ, এবং বিশ্বজ; তাঁহা হইতে সমস্ত বিশ্ব বিনষ্ট হয় এবং জীবগণ নরকার্ণব হইতে নিস্তার পাইয়া থাকে, তিনি বিশ্বম্ভর, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ও কারণের কারণ। দানবনাথ, সেই জ্ঞানদাতা জ্ঞানের কারণ ও জ্ঞানানন্দ স্বরূপ সনাতন শিবকে দেখিবামাত্র বিমান হইতে অবরোহণপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে সমুদয় সৈন্যগণের সহিত অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া, পরে তাঁহার বামভাগস্থ ভদ্রকালী ও সম্মুখস্থ কার্ত্তিকেয়কে নমস্কার করিলেন। পরে ভদ্রকালী কার্ত্তিকেয় ও শঙ্কর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; তখন নন্দীশ্বরাদি সমুদয় শিবানুচরগণ দৈত্যরাজকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, এবং পরস্পর তৎকালোপযুক্ত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। দৈত্যরাজও তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া, শিবসমীপে উপবিষ্ট হইলে, ভগবান্ মহাদেব, প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে কহিতে আরম্ভ করিলেন। জগতের বিধানকারী ধর্ম্মের পিতা ধর্ম্মবিৎ ব্রহ্মার ধার্ম্মিক বৈষ্ণবাগ্রগণ্য মরীচি নামে এক পুত্র হয়। পরে ধার্ম্মিক-চূড়ামণি প্রজাপতি কশ্যপ, মরীচি হইতে উৎপন্ন হন। দক্ষ প্রজাপতি, প্রণতিসহকারে ভক্তি-পূর্ব্বক সেই কশ্যপকে ত্রয়োদশ কন্যা প্রদান করেন। সেই কন্যাগণের মধ্যে দনু নামে এক সাধ্বী কন্যাই পরমসৌভাগ্যশালিনী ছিলেন। পরে দনুর মহা প্রতাপশালী চত্বারিংশৎ পুত্র হয়, তাঁহারাই দানব নামে প্রসিদ্ধ; তাঁহাদিগের মধ্যে বিপ্রচিত্তি নামে পুত্রই মহাবলপরাক্রান্ত জিতেন্দ্রিয় বিষ্ণুভক্ত ধার্ম্মিক। দম্ভ সেই বিপ্রচিত্তির আত্মজ। দম্ভ শুক্রাচার্য্যকে গুরুরূপে লাভ করিয়া পুষ্করতীর্থে লক্ষ বৎসর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পরম মন্ত্র জপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বরে কৃষ্ণপরায়ণ তোমাকে তনয়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে তুমি অষ্ট গোপের মধ্যে ধার্ম্মিক শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ গোপ ছিলে; এক্ষণে এই ভারত-ক্ষেত্রে রাধিকার শাপে দানবেশ্বর হইয়াছ, এবং তুমিও বৈষ্ণব: কিন্তু বৈষ্ণব ব্যক্তি আব্রহ্ম-স্তম্বপর্য্যন্ত সমুদয়ই ভ্রমাত্মক বলিয়া জ্ঞান করেন। অধিক কি, তাহাদিগকে কেবল হরিসেবা ভিন্ন হরির সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও ঐক্যপর্য্যন্ত দান করিতে প্রবৃত্ত হইলে গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণবের নিকটে ইন্দ্রত্ব কুবেরত্বের কথা দূরে থাক্, ব্রহ্মত্ব অমরত্ব পর্য্যন্ত সামান্য তুচ্ছ পদার্থ। রাজন্! তবে কি কারণে পরম কৃষ্ণভক্ত তোমারও দেবতাদিগের ভ্রমাত্মকবিষয়ে এতাদৃশ আগ্রহ? এক্ষণে তাঁহাদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া আমার প্রীতি সম্পাদন কর। তুমি সুখে স্বরাজ্য পালন কর, দেবগণও স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠান করুন: তোমরা সকলেই কশ্যপের বংশজ;—সুতরাং ভ্রাতার ভ্রাতৃবিরোধ কর্ত্তব্য নহে। ২২—৪৩। দেখ, ব্রহ্মহত্যাদি যত কিছু পাপ আছে, কোন পাপই জ্ঞাতি-দ্রোহের ষোড়শভাগের একভাগও নহে। রাজেন্দ্র! যদি ইহাতে সম্পদের কিঞ্চিৎ হানি বোধ কর, তবে ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, সকল অবস্থা সমভাবে অতীত হয় না; দেখ প্রাকৃতিক লয়ে ব্রহ্মারও তিরোভাব এবং পুনরায় ঈশ্বরের ইচ্ছায় আবির্ভাব হইয়া থাকে; পরে তিনি জ্ঞানবলে ক্রমে সমুদয় সৃষ্টি করেন, কিন্তু জীবগণের জ্ঞান বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি নিশ্চয়ই পূর্ব্বকৃত তপস্যার অধীন হইয়া থাকে। আরও দেখ, সত্যাশ্রয় ধর্ম্ম। সত্যযুগে সর্ব্বদা পরিপূর্ণতম, ত্রেতায় সেই ধর্ম্মই ত্রিভাগ, দ্বাপরে দ্বিভাগ

ও কলির পূর্ব্বে একভাগ মাত্রে অবশিষ্ট থাকেন। আবার ক্রমে তাহারও হ্রাস হওয়ায় কলির শেষে অমাবস্থার চন্দ্রের ন্যায় তাহার কলামাত্র বিদ্যমান থাকে। আর সূর্য্যের গ্রীষ্মকালে যেরূপ তেজ, শিশির কালে সেরূপ থাকে না, এবং মধ্যাহ্নে যেপ্রকার সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে তাহা অপেক্ষা যথেষ্ট হীন হয়। সেই সূর্য্যদেব কালে উদিত হইয়া কালক্রমে বালতা ও প্রকাণ্ডতা লাভ করিয়া আবার কালেই অস্তমিত হন এবং তিনিই কালনিয়মে মেঘান্ধকার-দিনে অদৃশ্য ও রাহুগ্রাসে পতিত এবং পুনরায় কালক্রমে প্রসন্ন হইয়া থাকেন। চন্দ্র পূর্ণিমার দিনে যেরূপে পূর্ণাবয়ব হন, সেইরূপ নিত্য নহেন, কিন্তু প্রতিদিনই ক্ষয় প্রাপ্ত হন; আবার আমাবস্যা গত হইলে ঐরূপ দিন দিন পুষ্ট হইয়া থাকেন তিনি নিরন্তর এই প্রকার শুক্লপক্ষে সম্পদ্‌যুক্ত ও কৃষ্ণপক্ষে যক্ষ্মারোগবলে ম্লান হইতেছেন; আবার সম্পৎসময়েই কালবশতঃ রাহুগ্রাস ও মেঘান্ধকার উপস্থিত হইলে ম্লান হন। এইরূপ ইন্দ্রও কালে সম্পৎশালী ও কালভেদেই পুনর্ব্বার ভ্রষ্টশ্রী হইয়া থাকেন। আর বলিরাজ এক্ষণে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া সুতলে বাস করিতেছেন, আবার তিনিই এককালে ইন্দ্র হইবেন। এইরূপ বসুন্ধরা পৃথিবীও কালে শস্যপূর্ণা ও সকলের আধার, পুনরায় বিপদ্‌-বশতঃ জলনিমগ্না ও তিরোভূতা হন। ফলতঃ সচরাচর সমুদয় বিশ্বই কালে উৎপন্ন ও কালেই বিলীন হয়; কেবল পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণেরই সর্ব্বদা সমান অবস্থা বিদ্যমান। ৪৪—৫৮। যে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে আমি মৃত্যুঞ্জয় হইয়া অসংখ্য প্রাকৃতিক লয় দর্শন করিয়াছি ও বারংবার করিব, সেই নানারূপধারী তিনিই প্রকৃতি, তিনিই পুরুষ, তিনিই আত্মা ও তিনিই জীব। যে ব্যক্তি নিরন্তর তাঁহার নাম ও গুণ কীর্ত্তন করেন, তিনি মৃত্যু, কাল, জন্ম, রোগ ও জরাভয় জয় করিয়া থাকেন; তিনিই ব্রহ্মাকে স্রষ্টা, বিষ্ণুকে পালক ও আমাকে সংহর্ত্তা করায় আমরা বিষয়ী হইয়াছি। কিন্তু রাজন্! আমি কালাগ্নিরুদ্রকে সেই সংহারবিষয়ে নিযুক্ত করিয়া নিরন্তর তাঁহারই নাম ও গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকি। সেই নিমিত্ত আমি জ্ঞানবলে মৃত্যুঞ্জয় হইয়া নির্ভয় হইয়াছি। অধিক কি গরুড়কে দেখিয়া উরগের ন্যায় মৃত্যু আমাকে দেখিয়া পলায়ন করে। হে নারদ! সেই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বভাবন মহাদেব সভামধ্যে এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, দানবরাজ পুনঃপুনঃ তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করিয়া দেবাধিদেব মহাদেবকে বিনয়পূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন। ৫৯—৬৫। নাথ! আপনি যাহা কহিলেন, সমুদয় সত্য, কিছুই মিথ্যা নহে, কিন্তু তথাপি আপনার নিকটে আমি কিঞ্চিৎ যাথার্থ নিবেদন করিব, শ্রবণ করিতে হইবে। আপনি এইমাত্র কহিলেন যে, জ্ঞাতি-দ্রোহে মহাপাপ; ভাল,—যদি তাহাই হইবে, তবে কিজন্য সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া বলিরাজকে পাতালে প্রেরণ করা হইল?। ৬৬—৬৮। হে ঈশ্বর! সেই গদাধরও যাহা উদ্ধার করিতে অসমর্থ, আমি সুতল হইতে সেই সমস্ত উত্তম ঐশ্বর্য্য বহুযত্নে উদ্ধার করিয়াছি। আর দেখুন দেখি, দেবগণ কি কারণে সভ্রাতৃক হিরণ্যাক্ষ, ও শুম্ভাদি অসুরগণকে সংহার করিলেন। অধিক কি পূর্ব্বে সমুদ্র-মন্থনসময়ে সুরগণ অমৃত ভোজন করিলেন, আর আমরা কেবল ক্লেশের ভাগী হইলাম। দেব! এই বিশ্ব, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াভাণ্ড, তিনি যে সময়ে যাহাকে যে প্রকার ঐশ্বর্য্য দান করেন, তিনি সেই সময়ে সেইরূপ ঐশ্বর্য্যের ভোগী হন। বারংবার দেব ও দানবগণের পরস্পর বিবাদ কাল বশতই হইয়া থাকে, কিন্তু উভয়েরই জয়-পরাজয় কালক্রমে ঘটিতেছে। যাহাই হউক, আমাদিগের এই বিরোধে আপনার আগমন নিষ্ফল; কারণ আপনি মহাত্মা ঈশ্বর এবং আমার আত্মীয় ও বন্ধু। ইহাই আপনার প্রথমতঃ লজ্জার বিষয় যে আপনি এক্ষণে আমাদিগের সহিত স্পর্দ্ধা করেন, অতএব সমরে পরাজয় ঘটিলে ইহাপেক্ষা অধিক লজ্জা ও অকীর্ত্তি হইবে। ৬৯—৭৬। ত্রিলোচন শঙ্খচূড়ের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক যথোচিত সুমধুর বাক্যে দানবেশ্বরকে কহিলেন, রাজন্! ব্রহ্মবংশোৎপন্ন তোমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিলে আমার মহত্তা লজ্জাই বা কি? আর পরাজয় হইলে অকীর্ত্তিই বা কি? দেখ, সর্ব্বাগ্রে মধুকৈটভ ও পরে হিরণ্যকশিপুর সহিত পরমাত্মা হরিরও যুদ্ধ হইয়াছিল। এবং পুনর্ব্বার সেই গদাধরের সহিত হিরণ্যাক্ষের যুদ্ধ হয়, আর আমিও পূর্ব্বে ত্রিপুরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম। আরও দেখ, পূর্ব্বে যিনি সকলের ঈশ্বরী ও সকলের মাতা সেই প্রকৃতিদেবীরও শুম্ভাদির সহিত অতি আশ্চর্য্য সংগ্রাম হইয়াছিল। বিশেষতঃ এই সকল সংগ্রামে যাবতীয় দৈত্য নিহত হইয়াছে, তাহারা কেহই তোমার তুল্য নহে; কারণ; তুমি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদগণের শ্রেষ্ঠ। অতএব হে রাজন! দেবগণ শরণাপন্ন হওয়ায় আমি হরিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি,

আমার তোমার ন্যায় মহতের সহিত যুদ্ধ করিলে লজ্জাই বা কি? আর দৈবাৎ পরাজয় হইলে অকীর্ত্তিই বা কি? বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, লজ্জা ও অকীর্ত্তির কথা কহিয়াছ। সে যাহাই হউক, এক্ষণে বৃথা বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই, হয় দেবগণকে রাজ্য দাও আর না হয় আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, ইহাই আমার স্থির বাক্য জানিও। হে নারদ! ভগবান্ শঙ্কর এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে শঙ্খচূড় অতিশীঘ্র অমাত্যগণের সহিত গাত্রোত্থান করিলেন। ৭৭—৮৪।

প্রকৃতিখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, অনন্তর প্রতাপবান্ দানবরাজ, অবনতমস্তকে মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক শীঘ্র অমাত্যগণের সহিত যানারোহণে গমন করিলেন। তখন শিব, সত্বর হইয়া নিজ সৈন্য ও দেবগণকে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিলে দানবরাজ সসৈন্যে সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। স্বয়ং দেবরাজ বৃষপর্ব্বার সহিত ও ভাস্কর বিপ্রচিত্তির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। চন্দ্র দম্ভের সহিত, কাল কালেশ্বরের সহিত, হুতাশন গোকর্ণের সহিত, কুবের কালকেয়ের সহিত, বিশ্বকর্ম্মা ময়ের সহিত, মৃত্যু ভয়ঙ্করের সহিত, যম সংহারের সহিত, বরুণ কালকিঙ্করের সহিত, সমীরণ বলের সহিত, বুধ ঘৃতপৃষ্ঠের সহিত এবং শনৈশ্চর রক্তাক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। পরে জয়ন্ত রত্নসারের সহিত, বসুগণ বর্চ্চোগণের সহিত, অশ্বিনীকুমারদ্বয় দীপ্তিমানের সহিত, নলকূবর ধূম্রের সহিত, ধর্ম্ম ধনুর্দ্ধরের সহিত, মঙ্গল মণ্ডূকাক্ষের সহিত, ঈশান শোভাকরের সহিত, মন্মথ পীঠরের সহিত এবং আদিত্যগণ উল্কামুখ, ধূম্র, খড়্গ, ধ্বজ, কাকীমুখ, পিণ্ড, সহনন্দী, বিশ্ব, ও পলাশনামক দৈত্যের সহিত, আর একাদশ মহারুদ্র একাদশ ভয়ঙ্কর দানবের সহিত ভয়ঙ্কর সমর করিতে লাগিলেন। ১—১০। সেই ভয়ঙ্কর প্রলয়তুল্য মহাযুদ্ধে দেবী মহামারী উগ্রচণ্ডাদির সহিত ও নন্দীশ্বরাদি সকলে অন্যান্য দানবের সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তখন ভগবান্ শম্ভু কালিকাদেবী ও পুত্র কার্ত্তিকেয়ের সহিত বটমূলে অবস্থিত রহিলেন। হে মুনে! সেই সময় উভয়পক্ষীয় সৈন্যসমূহই নিরন্তর যুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন শঙ্খচূড় রত্নভূষণে ভূষিত হইয়া কোটিদানবগণের সহিত রমণীয় রত্নসিংহাসনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে শঙ্করের সমস্ত যোধগণ যুদ্ধে পরাজিত হইল; দেবগণ সকলে ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ হইয়া সভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন স্কন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া দেবগণকে অভয় দান করিলেন এবং নিজতেজে স্বীয়গণের বল বৃদ্ধি করিয়া স্বয়ং অসংখ্য দানবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া একাকী তাহাদিগের শতঅক্ষৌহিণী সৈন্য বিনষ্ট করিলেন; কমললোচনা কালিকাদেবী হস্তস্থিত খর্পর পাতিত করিয়া তাহাদ্বারা দানবগণের রুধির পান করিতে লাগিলেন এবং অতি ক্রুদ্ধা হইয়া অবলীলাক্রমে এক হস্তদ্বারা শত খর্পর দশ লক্ষ বৃহৎ হস্তী ও শত লক্ষ অশ্ব আকর্ষণপূর্ব্বক আপনার মুখে নিক্ষেপ করিলেন। হে মুনিবর! তখন সহস্র কবন্ধ উঠিয়া সেই সমরমধ্যে নৃত্য করিতে লাগিল। ১১—১৯। অনন্তর স্কন্দের শরজালে মহাবলপরাক্রান্ত দানব সকল ভীত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে বৃষপর্ব্বা, বিপ্রচিত্তি, দম্ভ ও বিকঙ্কণ ইহারা সকলে যথাক্রমে কার্ত্তিকেয়ের সহিত সমরে অবতরণ করিলে, মহামারীও অপরাঙ্মুখী হইয়া সমর করিতে লাগিলেন। তখন বৃষপর্ব্বাদি দানবচতুষ্টয়, কুমারের শরাঘাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন; তাহাদিগের সমক্ষেই সেই ভয়ঙ্কর সমরক্ষেত্রে কুমারের মস্তকোপরি স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। তৎপরে দানবরাজ, প্রাকৃতিক লয়ের ন্যায় দানবক্ষয়কর কুমারের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম দেখিয়া বিমানারোহণপূর্ব্বক শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মেঘের জলবর্ষণের ন্যায় ভূপতির শরবর্ষণে ভয়ঙ্কর অন্ধকার ও অগ্নি উত্থিত হইল। তখন সমুদয় দেবগণ ও নন্দীশ্বরাদি পলায়ন করিলে, কেবল একাকী কার্ত্তিকেয়ই সমরক্ষেত্রে অবস্থিত রহিলেন। দানবরাজও নিরন্তর দুর্ব্বাহ্য ভয়ঙ্কর পর্ব্বত, সর্প, শিলা ও বৃক্ষবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। দানবরাজের শরবর্ষণে শিবনন্দন প্রচ্ছন্ন হইলে নিবিড় মেঘাবৃত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। শঙ্খচূড় কুমারের রথ ভগ্ন এবং দুর্ব্বহ ভয়ঙ্কর চাপ ও রথাশ্ব ছেদনপূর্ব্বক দিব্যাস্ত্রদ্বারা তাঁহার বাহন ময়ূরকে জর্জ্জরীভূত করিলেন এবং তাঁহার বক্ষঃস্থলে সূর্য্যসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট এক দুর্নিবার শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ২০—৩০। অনন্তর কুমার ক্ষণেক মূর্চ্ছার পর চেতনা লাভ করিয়া বিষ্ণুদত্ত দিব্য ধনু গ্রহণ করিলেন এবং উৎকৃষ্ট রত্নগঠিত যানে আরোহণ করিয়া নানা প্রকার শস্ত্রাস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তখন শিবাত্মজ ক্রুদ্ধ হইয়া দিব্যাস্ত্র-

দ্বারা দানবনিক্ষিপ্ত সর্প, পর্ব্বত, বৃক্ষ ও প্রস্তরাদি সমুদয় অস্ত্র ছেদন করিলেন। প্রতাপবান্ কুমার পার্জ্জন্যাস্ত্রে বহ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া অবলীলাক্রমে শঙ্খচূড়ের ধনু ও রথ ছেদন করিয়া ফেলিলেন, এবং রত্ন-কিরীট-মুকুটোজ্জ্বল বর্ম্মধারী সারথিকে বিনষ্ট করিয়া দানবেন্দ্রের হৃদয়ে উল্কার ন্যায় এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে দানবরাজ মূর্চ্ছিত হইলেন। পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ত্বরায় অন্য যানারোহণপূর্ব্বক অপর ধনু গ্রহণ করিলেন। হে নারদ! সেই মায়াবিদগ্রগণ্য দৈত্যনাথ মায়াবলে শরজাল নির্ম্মাণ করিয়া তাহার দ্বারা সমরমধ্যে কুমারকে আচ্ছাদনপূর্ব্বক শত সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট অপর এক অব্যর্থ শক্তি গ্রহণ করিলেন, ঐ শক্তি বিষ্ণুতেজে ব্যাপ্ত থাকায় প্রলয়কালীন অগ্নিশিখার তুল্য শোভা পাইতে লাগিল। দৈত্যরাজ, কোপভরে মহাবেগে সেই শক্তি নিক্ষেপ করিবামাত্র কুমারের গাত্রে উজ্জ্বল বহ্নিরাশির ন্যায় পতিত হইল। তখন মহাবল কার্ত্তিকেয় শক্তিপ্রভাবে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলে, কালিকাদেবী তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক শিবসন্নিধানে লইয়া গেলেন। ৩১—৪০। মহাদেব তাঁহাকে জ্ঞানবলে অবলীলাক্রমে জীবিত করিয়া অনন্ত বল দান করিলে, প্রতাপবান্ কার্ত্তিক গাত্রোত্থান করিলেন। অনন্তর স্বয়ং কালী, সমরে গমন করিলেন এবং শিব কার্ত্তিককে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন নন্দীশ্বরাদি বীরগণ, সমুদয় দেবতা গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, শতকোটি বলাহক ও বহুবিধ বাদ্যভাণ্ড তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিল। দেবী সংগ্রামে গমনপূর্ব্বক সিংহনাদ করিলে, দানবগণ সকলে মূর্চ্ছিত হইল। কালিকাদেবী বারংবার অমঙ্গলকর অট্টাট্ট হাস্যপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে সমরমধ্যে মাধ্বীক পান ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই সময় উগ্রচণ্ডা, উগ্রদংষ্ট্রা, কোটরী, ডাকিনী-যোগিনী-গণ ও সুরসমূহ সকলেই মধুপানে উন্মত্ত হইলেন। ৪১—৪৬। অনন্তর দানবরাজ ভয়ঙ্করী কালীকে দর্শন করিয়া অতিশীঘ্র সমরাবতরণপূর্ব্বক ভীত দানবগণকে অভয় দান করিলেন। তখন কালী প্রলয়াগ্নি-শিখাতুল্য আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ রাজা অবলীলাক্রমে তাহা পার্জ্জন্য অস্ত্রে নিবারণ করিলেন; তদ্দর্শনে কালী, অদ্ভুত ভয়ানক উগ্র বারুণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, দানবরাজও অবলীলাক্রমে গান্ধর্ব্ব অস্ত্রে তাহা ব্যর্থ করিলেন। পুনরায় কালী, অগ্নিশিখাসদৃশ মাহেশ্বরাস্ত্র ত্যাগ করিলেন, রাজা তাহাও ত্বরায় অবলীলাক্রমে বৈষ্ণবাস্ত্রে বিনষ্ট করিলে, দেবী মন্ত্রপূর্ব্বক নারায়ণাস্ত্র ত্যাগ করিলেন। দানবরাজ তদ্দর্শনে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক নত হইলে প্রলয়াগ্নিশিখা-সম সেই নারায়ণাস্ত্র উর্দ্ধগামী হইল; তখন শঙ্খচূড় ভক্তিপূর্ব্বক দণ্ডবৎ ভূমিতলে নিপতিত হইলেন; দেবীও যত্নপূর্ব্বক মন্ত্রপূত করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ৪৭—৫২। পরে মহারাজ ব্রহ্মাস্ত্রবলে তাহা নির্ব্বাণ করিলে, কালিকাদেবী মন্ত্রপূর্ব্বক দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ রাজা দিব্যাস্ত্রজালে তাহাও নির্ব্বাণ করিলে, দেবী যত্নপূর্ব্বক যোজনায়ত এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। তখন রাজাও তীক্ষ্ণ অস্ত্রজালে তাহা শত খণ্ড করিয়া ফেলিলে, দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রপূর্ব্বক পাশুপতাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। সেই সময়ে দৈববাণী হইল,—দেবি! উহা নিক্ষেপ করিবেন না; কারণ মহাত্মা নৃপের পাশুপতাস্ত্রে মৃত্যু হইবে না; যাবৎকাল উহার কণ্ঠে হরি-কবচ বিদ্যমান থাকিবে এবং যত দিন ঐ নৃপপত্নীর সতীত্ব বিনষ্ট না হয়, তাবৎকাল দানবেশ্বরের জরা বা মৃত্যু হইবে না, ব্রহ্মা এইরূপ বর দিয়াছেন। সতী ভদ্রকালী এইরূপ দৈববাণীশ্রবণে তাহা আর নিক্ষেপ করিলেন না। কিন্তু তখন ভয়ঙ্করী কালী ক্রোধান্বিতা হইয়া অবলীলাক্রমে শত লক্ষ দানবকে গ্রহণ করিয়া পরে শঙ্খচূড়কে গ্রাস করিবার জন্য বেগে ধাবিত হইলেন দানবেশ্বরও সুতীক্ষ্ণ দিব্যাস্ত্রে তাঁহাকে নিবারণ করিলে, দেবী গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যতুল্য খড়্গ নিক্ষেপ করিলেন। পরে দানবেন্দ্র তাহাও দিব্যাস্ত্রে শত খণ্ড করিলে পুনরায় মহাদেবী তাঁহাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত অতিবেগে প্রধাবিত হইলেন। তখন সর্ব্বসিদ্ধেশ্বর শ্রীমান্ দানবরাজ অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন, ভয়ঙ্করী কালিকাও কোপান্বিতা হইয়া অতিবেগে মুষ্টি প্রহারদ্বারা তাহার রথ ভগ্ন ও সারথিকে বিনষ্ট করিয়া প্রলয়াগ্নিশিখোপম এক শূল নিক্ষেপ করিলেন। ৫৩—৬৩। অনন্তর শঙ্খচূড় অবলীলাক্রমে তাহা বামহস্ত দ্বারা গ্রহণ করিলে, দেবী মহাক্রোধভরে অতিবেগের সহিত তাঁহাকে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। তখন প্রতাপবান্ দৈত্য আঘাত-ব্যথায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ক্ষণেক মূর্চ্ছান্তে সংজ্ঞা লাভ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। দৈত্যরাজ দেবীর সহিত বাহুযুদ্ধ না করিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক নিজবলে তাঁহার অস্ত্রসকল ছেদন ও গ্রহণ করিলেন এবং বৈষ্ণব শঙ্খচূড় মাতৃজ্ঞানে ভক্তি করিয়া তাহার উপর অস্ত্রক্ষেপ করিলেন না। পরে দেবী দানবরাজকে গ্রহণপূর্ব্বক ভ্রামিত করিয়া কোপবশতঃ মহাবেগে উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলে, প্রতাপশালী শঙ্খচূড় বেগে উর্দ্ধ হইতে পতিত

হইলেন। পতিত হইবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভদ্রকালীকে প্রণাম করিয়া সানন্দে উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত অপর মনোহর বিমানে আরোহণ করিলেন, সমর হইতে বিশ্রাম করিলেন না। তখন ভদ্রকালী ক্ষুধিতা হইয়া দানবগণের বিপুল মাংস ভোজন ও রুধির পান করিয়া শিবসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকটে যথাক্রমে সমুদয় পূর্ব্বাপর রণবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। মহাদেব দানবগণের অদ্ভুত বিনাশ শ্রবণ করিয়া হাস্য করিলে, দেবী পুনরায় কহিলেন, নাথ। এক্ষণে সমরক্ষেত্রে ভূপতির সহিত লক্ষমাত্র দানব অবশিষ্ট আছে, অপর সমস্ত ভোজন করিয়াছি। আমি সমরমধ্যে দানবনাথকে পাশুপতাস্ত্রে বিনষ্ট করিতে উদ্যতা হইলে, 'রাজা তোমার বধ্য নহে, এইরূপ দৈববাণী হওয়ায় তাহা ত্যাগ করি নাই, কিন্তু দেখিলাম, রাজেন্দ্র মহাজ্ঞানী ও মহাবলপরাক্রম; সে আমার উপর অস্ত্রক্ষেপ না করিয়া কেবল আমার নিক্ষিপ্ত অস্ত্রই ছেদন করিয়াছে। ৬৭—৭৫।

প্রকৃতিখণ্ডে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! পরে তত্ত্বজ্ঞানবিশারদ শিব সমরতত্ত্ব অবগত হইয়া স্বগণের সহিত স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। শঙ্খচূড় শঙ্করকে অবলোকনমাত্র বিমান হইতে অবতরণপূর্ব্বক পরম ভক্তিসহকারে ভূমিতে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং প্রণাম করিয়াই বেগে বিমানে আরোহণ করিয়া ত্বরায় যুদ্ধপরিচ্ছদ ও দুর্ব্বহ ধনু ধারণ করিলেন। হে ব্রহ্মন্! অনন্তর পূর্ণ এক বৎসরকাল শিবদানবের যুদ্ধ হইল, তথাপি উভয়ের কাহারই জয় বা পরাজয় হইল না। ভগবান্ শিব ও দানব উভয়েই ন্যস্তশস্ত্র এবং শঙ্খচূড় রথারোহী ও বৃষধ্বজ বৃষারূঢ়। সেই মহারণে দানবগণের শত বীর মাত্র অবশিষ্ট রহিল; আর মহাদেব, দেবপক্ষীয় যাঁহারাই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন সকলকেই জীবিত করিলেন। অনন্তর বিষ্ণু, মহামায়াবলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণপূর্ব্বক রণস্থলে আগমন করিয়া দানবেশ্বরকে কহিতে লাগিলেন। ১—৭। হে রাজেন্দ্র! আমি ব্রাহ্মণ, এক্ষণে আমাকে ভিক্ষা দিন, প্রার্থনা করিলে আপনি সমুদয় সম্পদ্ দান করিতেও কুণ্ঠিত নহেন, অতএব আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আমি একে বৃদ্ধ, তাহাতে আতুর এবং বহুকাল অনাহারী ও তৃষ্ণার্ত্ত আছি। অগ্রে সত্য করিলে পরে ভিক্ষার কথা নিবেদন করিব। তখন রাজেন্দ্র, প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে অঙ্গীকার করিলে, বিষ্ণু তাঁহাকে মায়ায় মুগ্ধ করিয়া, আমি কবচপ্রার্থী—এই বলিলেন; পরে দানব প্রধান শঙ্খচূড়, ঐ বাক্য শ্রবণমাত্র সেই উৎকৃষ্ট কবচ তাঁহাকে অর্পণ করিলেন; হরিও দিব্য কবচ গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর, ভগবান্ হরি মায়াবলে শঙ্খচূড়রূপে তুলসীর নিকটে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সতীত্ব অপহরণ করিলেন। এদিকে শম্ভু সেই সময় দানবের সংহারার্থ হরিদত্ত শূল গ্রহণ করিলেন, ঐ উজ্জ্বল শূল গ্রীষ্মমধ্যাহ্নকালীন শতমার্ত্তণ্ডের তুল্য প্রভাসম্পন্ন। তাহার অগ্রভাগে নারায়ণ, মধ্যভাগে ব্রহ্মা, মূলদেশে শিব ও ধারা-প্রদেশে কাল অধিষ্ঠান করিতেছেন। সেই শূল এই প্রকার কিরণাবলিসম্পন্ন যে, দেখিলে প্রলয়কালীন অগ্নিশিখা বলিয়া বোধ হয়, তাহা দুর্নিবার, দুর্দ্ধর্ষ, এবং অব্যর্থ রিপুঘাতক। সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ভয়ঙ্কর ঐ শূল তেজোরাশিতে চক্রতুল্য শিব ও কেশব ভিন্ন কেহই তাহা বহন করিতে পারেন না। সেই নিত্য, অনির্ম্মিত, ব্রহ্মস্বরূপ শূল—সজীব এবং দীর্ঘে চতুঃসহস্র হস্ত ও প্রস্থে শত হস্তপরিমিত। হে নারদ! যাহাদ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অনায়াসে সংহার করিতে পারা যায়, মহাদেব সেই শূল ঘূর্ণন করত শঙ্খচূড়ের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তখন দানবরাজ নিজবুদ্ধিবলে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগাসন করিয়া পরম ভক্তিসহকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণাম্বুজ ধ্যান করিতে লাগিলেন। পরে সেই শূল ভ্রমণ করিতে করিতে শঙ্খচূড়ের উপর পতিত হইয়াই তাঁহাকে রথের সহিত অনায়াসে ভস্মসাৎ করিল। তৎক্ষণাৎ দানবরাজ, দ্বিভুজ, মুরলীহস্ত, রত্নভূষণে বিভূষিত, দিব্য কিশোর গোপবেশ ধারণ করিয়া গোলোক হইতে আগত উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত কোটি গোপগণে বেষ্টিত যানে আরোহণপূর্ব্বক গোলোকপুরে গমন করিলেন। ৮—২২। হে মুনে! দিব্যরূপী শঙ্খচূড়, গোলোকে গমন করিয়া বৃন্দাবনবনে রাসমণ্ডল-মধ্যস্থিত রাধামাধবের চরণারবিন্দে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলে, সুদামাকে দেখিয়া তাঁহাদের বদনমণ্ডল ও নয়নযুগল প্রসন্ন হইল। তখন তাঁহারা উভয়ে প্রেমপরিপ্লুত হইয়া স্নেহভরে সুদামাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। এদিকে সেই শূল শঙ্খচূড়কে বিনাশ করিয়া শিবকরে প্রত্যাগত হইল। শঙ্কর সেই শূল লাভ করিয়াই শূলপাণি নামে প্রসিদ্ধ; পরে শূলপাণি স্নেহহেতু

সেই শূলদ্বারা শঙ্খচূড়ের অস্থি-সমূহ লবণসমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর শঙ্খচূড়ের সেই অস্থি-সমূহ হইতেই দেবতার্চ্চনে প্রশস্ত নানাপ্রকার শঙ্খ-জাতির উৎপত্তি হইল। সেই শঙ্খের জল অতি প্রশস্ত ও দেবগণের প্রীতিজনক। শিবপূজা ভিন্ন ঐ শঙ্খের জল তীর্থবারিস্বরূপ ও পবিত্র। অধিক কি যে স্থানে শঙ্খধ্বনি হইয়া থাকে, তথায় লক্ষ্মী সুস্থির-ভাবে অবস্থান করেন। আর যে ব্যক্তি, শঙ্খবারিতে স্নান করেন, তিনি সমুদয় তীর্থ-স্নানের ফল লাভ করেন। শঙ্খে হরি নিয়তই অধিষ্ঠিত; অধিক কি, যে স্থানে শঙ্খ, হরিও সেই স্থানে বিদ্যমান; লক্ষ্মীও নিরন্তর সেইস্থানে বাস করেন এবং সেইস্থানে কোনরূপ অমঙ্গল ঘটে না। কিন্তু স্ত্রীলোক ও শূদ্র-কৃত শঙ্খধ্বনি শ্রবণে লক্ষ্মী ভীতা ও রুষ্টা হইয়া সেই স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করেন। এদিকে শিব দানবকে বিনাশ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে স্বগণের সহিত বৃষভারোহণপূর্ব্বক শিবলোকে গমন করিলেন। দেব-গণও পরমানন্দে স্ব স্ব বিষয় অধিকার করিলেন। তখন স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর সকল গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং শিব-মস্তকে নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। মুনীন্দ্রাদি ও দেবগণ শূলপাণির প্রশংসা করিতে লাগি-লেন। ২৩—৩৪।

প্রকৃতিখণ্ডে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, ভগবন্! নারায়ণ তুলসীর গর্ভে কি প্রকারে বীর্য্যাধান করিলেন, তাহা আমার নিকটে বর্ণন করুন। নারায়ণ কহিলেন, ভগবান্ হরি দেব-গণের কার্য্যসাধন নিমিত্ত শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ করিয়া তুলসীর সহিত বিহার করিয়াছিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু মায়ায় শঙ্খচূড়ের কবচ গ্রহণপূর্ব্বক তাহার রূপ ধারণ করিয়া তুলসীর গৃহে গমন করিলেন। পরে তুলসীর দ্বার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া দুন্দুভি বাদনপূর্ব্বক "জয় মহারাজের জয়" চরদ্বারা এইরূপ রব করিয়াই তুলসীকে প্রবোধিত করিলেন। তখন সাধ্বী তুলসী তৎশ্রবণে পরম আনন্দিতা হইয়া গবাক্ষদ্বারা পরমা-দরে রাজমার্গ অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিয়া মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করাইতে লাগলেন এবং বন্দী, ভিক্ষুক ও আশীর্ব্বাদক ব্রাহ্মণদিগকে বহুতর ধন বিতরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ হরি রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক অমূল্য রত্ননির্ম্মিত মনোহর দেবীভবনে গমন করিলেন। তখন তুলসী সানন্দচিত্তে সম্মুখস্থিত শান্তমূর্ত্তি কান্তকে অবলোকন করিয়া তাঁহার পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে কামুকী তুলসী, রমণীয় রত্নসিংহাসনে তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া কর্পূরাদিসুবাসিত তাম্বূল প্রদানপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন,—আজ আমার জন্ম সফল ও কার্য্য সকল সফল হইল; যে হেতু প্রাণেশ্বরকে রণ হইতে পুনরায় গৃহে প্রত্যাগত দেখি-লাম। তখন পুলকাঙ্কিতা সকামা তুলসী, ঈষৎহাস্য-সহকারে কটাক্ষপাতপূর্ব্বক মধুর বাক্যে কান্তকে রণ-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে কৃপাময় প্রভো! যিনি অসংখ্য বিশ্বের সংহারকারী তাঁহার সহিত যুদ্ধে কি প্রকারে জয় লাভ হইল? তাহা আমার নিকটে প্রকাশ করুন। তখন শঙ্খচূড়রূপী কমলাপতি তুলসীর বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া মিথ্যা বাক্য বলিতে লাগিলেন, হে কামিনি! হে কান্তে! পূর্ণ এক বৎসরকাল আমাদিগের যুদ্ধ হয়, তাহাতে সমুদয় দানবগণই বিনষ্ট হইয়াছে। স্বয়ং ব্রহ্মা সমরক্ষেত্রে আগমন করিয়া আমাদিগের উভয়ের প্রীতি সম্পাদন করেন, পরে তাঁহারই আজ্ঞায় দেবগণের পূর্ব্বাধিকার প্রদান করিয়া আমি স্বভবনে উপস্থিত হইয়াছি, মহাদেবও শিবলোকে গমন করিয়াছেন,; জগতের নাথ হরি এই বলিয়া শয়ন করিলেন। হে নারদ! পরে রমাপতি, সেই রামার সহিত রমণ করিলে সাধ্বী তুলসী সুখসম্ভোগ ও আকর্ষণ ব্যতিক্রমহেতু সন্দেহা-ন্বিতা হইয়া কহিতে লাগিলেন;—হে মায়েশ! তুমি কে? বল, তুমি মায়াবলে আমাকে উপভোগ করিয়া আমার সতীত্ব নাশ করিয়াছ, অথবা যেই হও তোমাকে অভিসম্পাত করিব। ব্রহ্মন্! ভগবান হরি তুলসীর বাক্য শ্রবণ করিয়া শাপভয়ে সুমনোহর স্বমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তখন দেবী তুলসী সম্মুখে সেই নবীন-নীরদশ্যাম দেবদেব সনাতনকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাঁহার নয়নদ্বয় শরৎপঙ্কজের সদৃশ মনোহর, এবং বদন-মণ্ডলে ঈষৎ হাস্যরেখা থাকায় প্রসন্ন; তিনি রত্নভূষণে ভূষিত ও পীতবসনে শোভিত; তাঁহার লাবণ্য কোটি-কন্দর্পের তুল্য। ১—১২। সেই কামিনী মনোহরমূর্ত্তি হরিকে দর্শন করিবামাত্র কামাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; পরে চেতনা লাভ করিয়া হরিকে কহিতে লাগিলেন, হে

নাথ! আপনার দয়া নাই, আপনি পাষাণহৃদয়, আপনি ছলপূর্ব্বক ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া আমার স্বামীকে নিহত করিলেন। হে প্রভো! যে হেতু আপনি পাষাণ-সদৃশ দয়াহীন, সেই কারণে দেব! এক্ষণে আপনি সংসারমধ্যে পাষাণরূপী হইবেন। যাঁহারা আপনাকে দয়াসিন্ধু বলিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয় ভ্রান্ত; বলুন দেখি, কি কারণে নিরপরাধী ভক্তকে পরের জন্য বিনষ্ট করিলেন। আপনি সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বজ্ঞ হইয়া পরের দুঃখ জানিতেছেন না,—এই কারণে আপনি এক জন্মে আত্ম-বিস্মৃত হইবেন। সেই মহাসাধ্বী তুলসী এই বলিয়া হরির চরণে পতিত হইলেন এবং শোকার্ত্তা হইয়া অতিশয় রোদন ও বারংবার বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন করুণা-সাগর কমলাপতি, তুলসীর সকরুণ বিলাপশ্রবণে নীতি-বাক্য-দ্বারা সান্ত্বনার নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন, হে সাধ্বি! তুমি আমার জন্য বহুকাল ভারতে তপস্যা করিয়াছিলে। কামী শঙ্খচূড়ও তোমার নিমিত্ত বহুকাল তপস্যা করিয়া তাহার ফলে তোমাকে কামিনী-রূপে লাভ করিয়া বহুদিন বিহার করিয়াছে। এক্ষণে আমারও তোমাকে তপস্যার ফল দান করা কর্ত্তব্য। ২৩—৩১। তুমি এই শরীর ত্যাগ করিয়া দিব্যদেহ ধারণপূর্ব্বক রমার সদৃশী হইয়া রাসে আমার সহিত বিহার কর; এবং তোমার এই শরীর ভারতে গণ্ডকী নামে প্রসিদ্ধা মনুষ্যগণের পুণ্যপ্রদা পবিত্রা নদীরূপে পরিণত হউক। তোমার কেশকলাপ, তুলসীর কেশসম্ভূত বলিয়া তুলসী নামে বিখ্যাত পবিত্র বৃক্ষরূপ ধারণ করুক। বরাননে! ঐ তুলসীই যাবতীয় পুষ্প ও পত্র হইতে দেবপূজায় প্রশস্ত হইবে। হে সুন্দরি! স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, বৈকুণ্ঠ ও আমার সন্নিধানে তুলসীবৃক্ষসমুদয় পুষ্প হইতে শ্রেষ্ঠ হইবে। ঐ পুণ্যপ্রদ তুলসী বৃক্ষ, গোলোকের বিরজাতীরে, রাসমণ্ডলস্থলে, বৃন্দাবন-ভূমিতে, ভাণ্ডীরবনে, রমণীয় চম্পকবনে, চন্দনকাননে, মাধবী, কেতকী, কুন্দ, মল্লিকা, ও মালতীবনে এবং অন্যান্য যাবতীয় পুণ্যস্থানে উৎপন্ন হইবে। পুণ্যপ্রদ তুলসী-তরুমূলে সমুদয় তীর্থের অধিষ্ঠান থাকিবে। ৩২—৩৯। বরাননে! সেই স্থানে সমস্ত দেবগণ পতিত তুলসীপত্রের প্রত্যাশায় অধিষ্ঠান করিবেন। যে ব্যক্তি তুলসীপত্র-জলে অভিষিক্ত হইবেন, তিনি সমুদয় তীর্থে স্নান ও সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষার ফল লাভ করিবেন। সুধাপূর্ণ সহস্র ঘটদানে হরির যে প্রীতি না হয়, মানবগণ, এক তুলসীপত্র দান করিয়া সেই প্রীতি সম্পাদন করিবে। হে সতি! মনুষ্য, অযুত গো দান করিয়া যে ফল লাভ করেন, এক তুলসীপত্র দান করিয়া সেই ফলের অধিকারী হইবেন। যিনি মৃত্যু-সময়ে তুলসীপত্রের জল প্রাপ্ত হইবেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন। যে মানব, নিত্য তুলসীপত্রের জল পান করিবেন, তিনি জীবন্মুক্ত ও গঙ্গাস্নানের ফলভাগী হইবেন। যে মানব প্রত্যহ তুলসীপত্র দ্বারা আমাকে পূজা করিবেন, নিশ্চয় তাঁহার লক্ষ অশ্বমেধের পুণ্য হইবে। মনুষ্যগণ হস্ত ও দেহে তুলসী ধারণপূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিলে বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন। যে নর, তুলসী-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মালা ধারণ করিবেন, নিশ্চয় তাঁহার পদে পদে অশ্বমেধের ফল হইবে। যে ব্যক্তি হস্তে তুলসী ধারণ করিয়া অঙ্গীকার রক্ষা না করিবে, চন্দ্র-সূর্য্য বিদ্যমান থাকিতে তাহার কালসূত্র হইতে নিষ্কৃতি হইবে না। যে মানব তুলসী স্পর্শ করিয়া মিথ্যা শপথ করিবে, সে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপর্য্যন্ত কুম্ভী-পাক নরকে বাস করিবে। অধিক কি, যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে তুলসীজলের কণামাত্র লাভ করিবেন, তিনি রত্নযানে আরোহণপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠগামী হইবেন। যাঁহারা, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী ও সংক্রান্তিদিবসে, আর তৈলাভ্যক্ত হইয়া স্নান করিবার সময়ে, এবং মধ্যাহ্ন, রাত্রি, ও উভয় সন্ধ্যাকালে, অথবা অশৌচ ও রাত্রিবাসযুক্ত হইয়া তুলসী চয়ন করিবেন, তাঁহারা হরির শিরশ্ছেদন করিবেন। ৪০—৫৩। হে সতি! তুলসীপত্র ত্রিরাত্র পর্য্যুষিত হইলেও তাহা শ্রদ্ধ, ব্রত, দান, প্রতিষ্ঠা ও দেবপূজাদি অন্যান্য সমস্ত কার্য্যেই শুদ্ধ হইবে। সতি! বিষ্ণু উদ্দেশে প্রদত্ত তুলসীপত্র মৃত্তিকা বা জলে পতিত হইলেও প্রক্ষালন করিলে তাহা অন্যকার্য্যে শুদ্ধ হইবে। যিনি বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইবেন, তিনি নিরাময় গোলোকধামে নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্যক্রীড়া করিবেন। আর যিনি ভারতে পুণ্যপ্রদা নদীর অধি-ষ্ঠাত্রী দেবী, তিনিও মদংশসম্ভূত লবণসমুদ্রের পত্নী হইবেন। আর মহাসাধ্বী স্বয়ং তুমি, বৈকুণ্ঠ-ধামে আমার সন্নিধানে রাসক্রীড়ায় নিশ্চয় লক্ষ্মীর সমান হইবে। আমিও তোমার শাপহেতু ভারত-ক্ষেত্রে গণ্ডকীনদীর তীর-নিকটে শৈলরূপী হইয়া অধিষ্ঠান করিব। সেই স্থানে বজ্রতুল্য দন্ত বজ্রকীট সকল, সেই শিলার অভ্যন্তরে আমার চক্র রচনা করিবে। যে শিলার একদ্বারে চক্রচতুষ্টয় ও যাহা বনমালা-বিভূষিত এবং নূতনমেঘতুল্য শ্যামবর্ণ—

তাহা লক্ষ্মী নারায়ণ নামে প্রসিদ্ধ হইবে। বনমালা-শূন্য নবীননীরদোপম যে শিলার একদ্বারে চক্র-চতুষ্টয় থাকিবে,—তাহার নাম লক্ষ্মীজনার্দ্দন। আর যাহার বনমালা-শূন্য দ্বারদ্বয়ে চারি চক্র ও গোষ্পদ-চিহ্ন থাকিবে—তাহার নাম রঘুনাথ হইবে। নবীন-জলদতুল্য ও দ্বিচক্রবিশিষ্ট গৃহীদিগের সুখদ, সেই শিলার নাম দধিবামন। ঐরূপ অতি ক্ষুদ্র ও দ্বিচক্র-বিশিষ্ট শিলা বনমালা-বিভূষিত হইলে শ্রীধর নামে বিখ্যাত হইবে; তাহা গৃহীগণের শ্রীপ্রদ। বনমালা বিবর্জ্জিত, অথচ স্থূল ও বর্ত্তুলাকার যে শিলায় দুইচক্র অত্যন্ত পরিস্ফুট, তাহার নাম দামোদর। যাহা মধ্যম বর্ত্তুলাকার, বাণবিক্ষত, শরতূণ সমন্বিত, আর দুইটী চক্রবিশিষ্ট, তাহা রণরাম নামে অভিহিত। যে শিলা মধ্যমাকার সপ্তচক্রবিশিষ্ট এবং ছত্রতূণ-চিহ্নিত, তাহাই রাজরাজেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ ও মনুষ্যগণের রাজ্যসম্পৎপ্রদানকারী। যে শিলা স্থূল অথচ নবীন-জলদের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন এবং চতুর্দ্দশচক্রযুক্ত, তাহা অনন্ত আখ্যায় বিখ্যাত, তাহার সেবায় চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হইবে। ৫৪—৬৯। যে শিলার প্রভ জলদ-তুল্য ও যাহাতে দুইটী চক্র, যাহা শ্রীযুক্ত চক্রাকার গোষ্পদচিহ্নিত ও মধ্যম, তিনি মধুসূদন নাম ধারণ করিবেন। যে শিলার; সুদর্শনচিহ্নের সহিত এক চক্র ও গুপ্ত চক্র থাকিবে, তাহার নাম গদাধর আর যাহা দুইচক্রবিশিষ্ট ও হয়বক্ত্রাভ; তিনি হয়গ্রীব বলিয়া বিখ্যাত হইবেন। সতি! যে শিলার আস্যদেশ বিস্তৃত দ্বিচক্রবিশিষ্ট ও দেখিতে বিকটমূর্ত্তি, তিনি মনুষ্যের বৈরাগ্যজনক নরসিংহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন; এবং বনমালাযুক্ত বিস্তৃতাস্য দ্বিচক্র শিলা গৃহীদিগের সুখকর লক্ষ্মীনৃসিংহ নাম প্রাপ্ত হইবেন। যাহার দ্বারদেশে দুইটী চক্র পরিস্ফুট সম ও সশ্রীক, তিনি সর্ব্বকামফলপ্রদ বাসুদেব নামে বিখ্যাত হইবেন। নবীননীরদপ্রভ যে শিলার সূক্ষ্ম চক্র ও দ্বারদেশে বহুল ছিদ্র থাকিবে, তাহার নাম প্রদ্যুম্ন; সেই শিলার্চ্চনে মনুষ্যগণ সুখলাভে সমর্থ হয়। যে শিলাতে পরস্পর সংলগ্ন দুই চক্র ও যাহার পৃষ্ঠদেশ পুষ্কল, তিনি গৃহিগণের সুখজনক সঙ্কর্ষণ নামে প্রসিদ্ধ হই-বেন। দেখিতে সুন্দর বর্ত্তুলাকৃতি পীতবর্ণ শিলা গৃহস্থের সুখপ্রদ;—মনীষিগণ তাহাকে অনিরুদ্ধ নামে কীর্ত্তন করিবেন। সুন্দরি! এই শালগ্রাম-শিলা যে স্থানে থাকিবে, হরি ও সমুদয় তীর্থের সহিত লক্ষ্মী সে স্থানে বাস করিবেন। অধিক কি, জগতে ব্রহ্মহত্যাদি যে কিছু পাপ আছে, সমুদয়ই শালগ্রাম-শিলার্চ্চনে বিনষ্ট হইবে। ঐ শালগ্রামশিলা ছত্রাকার হইলে রাজ্য, বর্ত্তুল হইলে অসীম ঐশ্বর্য্য, শকটাকার হইলে দুঃখ এবং শূলাগ্রসদৃশ হইলে, তাঁহার সেবায় নিশ্চয় মরণ হইবে। আর বিকৃতাস্য হইলে দারিদ্র্য, পিঙ্গলবর্ণ হইলে সুখের হানি এবং লগ্নচক্র হইলে ব্যাধি ও বিদীর্ণ হইলে নিশ্চয় মরণ হইবে। উক্ত শালগ্রামশিলার অধিষ্ঠানে ব্রত, দান, প্রতিষ্ঠা, শ্রাদ্ধ ও দেবপূজাদি সমুদয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। যিনি শালগ্রাম-শিলার জল-দ্বারা অভিষিক্ত হইবেন, তিনি সমুদয় যজ্ঞে দীক্ষার ফলভোগী হইবেন। সমুদয় দান, পৃথিবী-প্রদক্ষিণ, সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান, সর্ব্বতীর্থে গমন ও অন-শনাদি-ব্রত-সম্পাদনে যে ফল হয়, শালগ্রামশিলাজলে অভিষিক্ত ব্যক্তির সেই ফল লাভ হইবে। অধিক কি নিখিল তীর্থই তাঁহার স্পর্শ বাসনা করিবেন এবং তিনিও জীবন্মুক্ত ও মহাপবিত্র হইবেন, তাহার সংশয় নাই। চারিবেদপাঠ ও তপঃসাধনে যে ফল জন্মে, এক শালগ্রামশিলার্চ্চনেই সেই ফল হইবে। ৭০—৮৬। যে মানব—নিত্য, জন্ম-মৃত্যু জরা নাশন সুরবাঞ্ছিত শালগ্রামশিলাজল পান করিবেন, নিখিল তীর্থই সেই জীবন্মুক্ত মহাপুণ্যব্যক্তির স্পর্শ প্রার্থনা করিবেন এবং স্বয়ং অন্তে হরিপদ প্রাপ্ত হইবেন। সেই পুণ্যাত্মা, গোলোকধামে হরির দাস্যে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার সহিত অসংখ্য প্রাকৃতিক লয় দর্শন করিবেন। ব্রহ্ম-হত্যাদি যত কিছু পাপ আছে, গরুড়কে দর্শন করিয়া উরগগণের ন্যায় সেই সমস্ত পাপই সেই ভক্তকে দর্শন করিয়া সভয়ে পলায়ন করিবে। বসুন্ধরা দেবীও সেই হরিভক্তের পাদরজঃ-স্পর্শে পবিত্রতা লাভ করিবেন, তাঁহার জন্মমাত্রেই লক্ষ পিতৃপুরুষ নিস্তার প্রাপ্ত হইবেন। যে জন, মৃত্যুকালে শালগ্রাম-শিলার জল পান করিবেন, তিনি সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন। বস্তুতঃ তিনি কর্ম্মভোগ হইতে মুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিয়া বিষ্ণুপাদে নিঃসংশয় বিলীন হইবেন। যিনি শালগ্রাম-শিলা ধারণপূর্ব্বক মিথ্যা কহিবেন, তিনি ব্রহ্মার পরমায়ুপর্য্যন্ত কূর্ম্মদংষ্ট্র নরকে বাস করিবেন এবং শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া যিনি স্বীকৃত পালন না করিবেন, তাঁহাকে অসিপত্র-নরকে লক্ষ মন্বন্তরাধিক কাল বাস করিতে হইবে। হে কান্তে! যিনি শালগ্রাম হইতে তুলসীপত্র বিচ্ছিন্ন করিবেন, জন্ম-জন্মান্তরে তাঁহাকে স্ত্রী-বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। যিনি শঙ্খকে৫ তুলসী হইতে বিযুক্ত

করিবেন, তিনি সপ্তজন্ম ভার্য্যাহীন ও রোগী হইবেন। যে মহাজ্ঞানী পুরুষ, শালগ্রাম, তুলসী ও শঙ্খকে এক স্থানে রক্ষা করিবেন, তিনি শ্রীহরির প্রিয় হইবেন। ফলতঃ একবার যিনি যাঁহাকে উপভোগ করিয়াছেন, অবশ্যই তাঁহাদিগের পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটিলে দুঃখ হইয়া থাকে। তাহাতে তুমি, এক মন্বন্তরকাল পর্য্যন্ত শঙ্খচূড়ের প্রিয়া হইয়াছিলে; সুতরাং তাহার সহিত বিচ্ছেদ, তোমার কেবল দুঃখেরই কারণ হইয়াছে। ৮৭—১০০। শ্রীহরি তুলসীকে সাদরে এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে তুলসীও দেহত্যাগপূর্ব্বক দিব্য-রূপধারিণী হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। তুলসী কমলার ন্যায় হরির বক্ষঃস্থলে বাস করিতে লাগিলেন। নারদ! সেই সময়ে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা ও তুলসী এই চারিজনই পরমেশ্বর হরির প্রিয়া হইলেন। এদিকে তুলসী দেহত্যাগ করিলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেই দেহ গণ্ডকীনদীরূপে প্রবাহিত হইল, এবং তাহার তীরে হরির অংশে মনুষ্যগণের পুণ্যজনক এক পর্ব্বত উৎপন্ন হইল। মুনিবর! সেই পর্ব্বতে সেই অবধি কীটসকল বহুপ্রকার শিলা প্রস্তুত করিতেছে। তাহার মধ্যে যে সকল শিলা পতিত হয়, নিশ্চয় সেই সমুদয় শিলা মেঘের ন্যায় প্রভাযুক্ত হয়; আর স্থলস্থিত শিলাসকল সূর্য্যের উত্তাপ হেতু পিঙ্গলবর্ণ হইয়া থাকে; এই আমি তোমার নিকটে সমুদয় কহিলাম, এক্ষণে পুনরায় তোমার কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় প্রকাশ কর। ১০১—১০৬।

প্রকৃতিখণ্ডে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, ভগবন্! তুলসী যেরূপে নারায়ণের প্রিয়া অতি পবিত্রা ও জগৎ-পূজ্যা হইলেন, তাহা জানিলাম; কিন্তু তাঁহার পূজাবিধান বা স্তোত্র শ্রবণ করি নাই। মুনে! পূর্ব্বকালে প্রথমে কে তাঁহার পূজা ও স্তব করিয়াছিল এবং কি প্রকারেই বা তিনি ভবপূজ্যা হইলেন, এই সমুদয় আমার নিকটে প্রকাশ করুন।১—২। সূত কহিলেন, নারায়ণ, মুনিপুঙ্গব নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক পুণ্যজনিকা পুরাতনী কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন,—হরি তুলসীকে পাইয়া রমার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন, এবং তুলসীকেও রমার ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী ও গৌরবান্বিতা করিলেন। তখন গঙ্গা ও লক্ষ্মী তুলসীর নবসঙ্গম সহ্য করিলেও সরস্বতী কোপবশতঃ তাঁহার সৌভাগ্য-গৌরব সহ্য করিতে পারিলেন না। একদা মানিনী সরস্বতী হরিসমক্ষে তুলসীর সহিত বৃথা কলহ করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিলে তুলসী লজ্জা ও অপমানহেতু অন্তর্হিতা হইলেন। তখন সেই সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরী জ্ঞানশালিনী সিদ্ধযোগিনী তুলসীদেবী, ক্রোধহেতু সর্ব্বত্র হরিরও অদৃশ্যা হইলেন। পরে হরি তুলসীর অদর্শনে সরস্বতীকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তুলসীবনে গমন করিলেন। সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক স্নানান্তে তুলসীর দ্বারা তুলসীকে ধ্যানপূর্ব্বক পূজা করিয়া লক্ষ্মীবীজ, মায়াবীজ, কামবীজও বাণীবীজাদি দশাক্ষর মন্ত্রে ভক্তিসহকারে স্তব করিলেন।৩—১০। হে নারদ! হরিপ্রণীত উক্ত বীজাদি দশাক্ষর মন্ত্রের বীজশেষ চতুর্থ্যন্ত বৃন্দাবনী-শব্দ ও সর্ব্বশেষে স্বাহা বিন্যস্ত আছে। এই কল্পতরুস্বরূপ মন্ত্ররাজ পাঠ করত ঘৃতপ্রদীপ, ধূপ, সিন্দূর, চন্দন, পুষ্প, নৈবেদ্য ও অন্যান্য উপহারদ্বারা যে মানব যথাবিধি তুলসীর পূজা করিবেন, তিনি সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিবেন। পরে তুলসী, হরিস্তোত্রে সন্তুষ্টা হইয়া বৃক্ষ হইতে আবির্ভূতা হইলেন এবং অতি কাতরা হইয়া হরিপাদপদ্মে শরণাপন্না হইলেন। হরি তাঁহাকে, "তুমি জগৎপূজ্যা হও" বলিয়া বর প্রদান করিলেন। আর বলিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমাকে মস্তকে ও বক্ষে ধারণ করিব, সমুদয় দেবগণও এইজন্য তোমাকে মস্তকে ধারণ করিবেন! ভগবান্ হরি এই কথা বলিয়া তুলসী গ্রহণপূর্ব্বক স্বালয়ে গমন করিলেন। ১১—১৬। নারদ কহিলেন, হে মহাভাগ! তুলসীর ধ্যান, স্তব কি প্রকার? এবং পূজাবিধিক্রমই বা কিরূপ? তাহা আমার নিকটে বিশেষরূপে বর্ণন করুন। নারায়ণ কহিলেন, নারদ! তুলসী অন্তর্হিতা হইলে, হরি বিরহাতুর হইয়া তুলসীবনে গমনপূর্ব্বক পূজা সমাপনান্তে পুনরায় এইরূপে স্তব করিলেন;—একস্থানে বহুবৃক্ষরূপে উৎপন্না হন বলিয়া পণ্ডিতগণ যাঁহাকে বৃন্দা বলিয়া থাকেন এবং যিনি আমার প্রিয়া, আমি সেই বৃন্দাকে ভজনা করি। পূর্ব্বকালে যিনি প্রথমেই বৃন্দাবনের বনে বৃক্ষরূপে উৎপন্না হইয়া বৃন্দাবনীনামে বিখ্যাতা হইয়াছেন এবং যিনি সৌভাগ্যশালিনী, আমি তাঁহাকে ভজনা করি। ১৭—২০। যিনি অসংখ্য বিশ্বে নিরন্তর পূজিতা হইয়া বিশ্বপূজিতা নাম ধারণ করিয়াছেন, আমি সেই জগৎপূজ্যাকে ভজনা করি। যিনি সর্ব্বদা অসংখ্য বিশ্বকে পবিত্র করিয়া বিশ্বপাবন

আখ্যা লাভ করিয়াছেন, আমি স্মরাতুর হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি। যে তুলসীব্যতীত দেবগণ প্রচুর পুষ্পলাভেও সন্তুষ্ট নহেন, আমি সেই শুদ্ধা পুষ্পসারা দেবীকে শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে দেখিতে ইচ্ছা করি। বিশ্ব-সংসারে যাঁহাকে লাভ করিলে, অবশ্যই ভক্তি ও আনন্দের উদ্রেক হয় বলিয়া, যিনি নন্দিনী নামে বিখ্যাতা, সেই দেবী আমার প্রতি প্রীতা হউন। সমুদয় বিশ্ব-মধ্যে তুলনা নাই বলিয়া যিনি তুলসী নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন, আমি সেই প্রিয়ার শরণাগত হইলাম। আর যে সতী কৃষ্ণের জীবন-স্বরূপ প্রিয়তমা বলিয়া কৃষ্ণজীবনী নাম ধারণ করিয়াছেন, তিনি আমার জীবন রক্ষা করুন। রমাপতি এইরূপ স্তব করিয়া সেইস্থানে অবস্থান করত নিজ পাদপদ্মে প্রণতা সতী তুলসীকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন। অনন্তর হরি মানপূজিতা মানিনী তুলসীকে অভিমানভরে রোদন করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ স্ববক্ষে ধারণ করিলেন। পরে সরস্বতীর অনুমতি লইয়া স্বভবনে গমনপূর্ব্বক সত্বর সরস্বতীর সহিত তুলসীর প্রণয় করাইয়া দিলেন। হরি—তুলসীকে বর দান করিলেন যে, তুমি বিশ্বপূজ্যা হইয়া সকলের শিরোধার্য্যা হইবে, আর আমারও বন্দ্যা এবং মান্যা হইবে। ২১—৩০। দেবী তুলসী, বিষ্ণু-বরে পরিতুষ্টা হইলে, সরস্বতী তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক স্বসন্নিধানে উপবেশন করাইলেন। নারদ! পরে লক্ষ্মী ও গঙ্গা, সতী তুলসীকে সহাস্যমুখে আলিঙ্গন করিয়া সবিনয়ে গৃহে লইয়া গেলেন। যিনি তুলসীকে পূজা করিয়া বৃন্দা, বৃন্দাবনী, বিশ্বপাবনী, বিশ্বপূজিতা, পুষ্পসারা, নন্দিনী, তুলসী ও কৃষ্ণজীবনী এই অর্থযুক্ত নামাষ্টকরূপ স্তোত্র পাঠ করিবেন, তিনি অশ্বমেধের ফলভাগী হইবেন। কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে জগতের মঙ্গলকর তুলসীর জন্ম হয়, এজন্য সেইদিনে হরি তাঁহার পূজা বিধান করিয়াছেন। যিনি সেইদিনে ভক্তিপূর্ব্বক বিশ্বপাবনী তুলসীর পূজা করিবেন, তিনি অনায়াসে সমুদয় পাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারিবেন। কার্ত্তিক মাসে বিষ্ণু-উদ্দেশে তুলসী-পত্র দান করিলে, অযুত গোদানের ফল হয়। অধিক কি, তুলসী স্তোত্র স্মরণমাত্রে পুত্রহীন পুত্র, প্রিয়া-হীন প্রিয়া ও বন্ধুবিহীন ব্যক্তি বন্ধু লাভ করেন এবং রোগী রোগ হইতে, বদ্ধ বন্ধন হইতে, ভীত ভয় হইতে ও পাতকী পাপ হইতে মুক্ত হয়। ৩১—৩৯। নারদ! এই আমি তুলসীর স্তোত্র কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে ধ্যান ও পূজাবিধি শ্রবণ কর। কাণ্বশাখোক্ত যে ধ্যান কীর্ত্তন করিব, তুমিও তাহা বিদিত আছ ; আবাহনব্যতিরেকে ভক্তিপূর্ব্বক ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে, এক্ষণে তুলসীর পাপনাশন ধ্যান শ্রবণ কর,—"সতী তুলসী, পুষ্পসারা পূজ্যা ও মনোহরা ; তিনি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় সমস্ত পাপরূপ কাষ্ঠের দাহনকারিণী। মুনে! সমস্ত দেবীগণের মধ্যে যিনি পবিত্ররূপা এবং যাঁহার তুলনা নাই, তিনি তুলসী নামে কীর্ত্তিতা হন। যিনি সকলের প্রার্থনীয়া ও শিরোধার্য্যা এবং যিনি বিশ্বপাবনী নামে প্রসিদ্ধা, সেই মুক্তি ও হরিভক্তি-দায়িনী জীবন্মুক্তা তুলসীকে ভজনা করি।" বুধগণ এই-রূপ ধ্যান করিয়া পূজাসমাপান্তে স্তুতিপাঠ ও প্রণাম করিবেন। এই ত তুলসীর উপাখ্যান উক্ত হইল, পুনরায় কি বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়? ৪০—৪৫।

প্রকৃতিখণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে প্রভো! আপনার প্রসাদে সুধাসম তুলসীর উপাখ্যান শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে সাবিত্রীর উপাখ্যান আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। পূর্ব্বে বেদমাতা সাবিত্রী যেরূপে সমুদ্ভূতা হইয়াছেন—তাহা শ্রবণ করিয়াছি ; সেই দেবীকে পূর্ব্বে কোন্ ব্যক্তি ও পরেই বা কাহারা পূজা করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাই প্রকাশ করুন। নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! সেই বেদজননী, প্রথমে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক, পরে দেবগণকর্ত্তৃক ও তাহার পর জ্ঞানিগণকর্ত্তৃক পূজিতা হইয়াছেন। ভারতে রাজা অশ্বপতিই অগ্রে তাঁহার পূজা করেন ; পরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ ই তাঁহাকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইল। নারদ বলিলেন, ব্রহ্মন্! সেই অশ্বপতি কে? কিরূপেই বা তিনি সেই সর্ব্ব-পূজ্যা সাবিত্রীকে পূজা করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। নারায়ন বলিলেন, মুনিবর! মদ্রদেশে বৈরি-গণের বলহর্ত্তা ও মিত্রগণের দুঃখ-নিবারক অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন। সেই অশ্বপতির, নারায়ণের লক্ষ্মীর ন্যায় মালতী নামে বিখ্যাতা মহারাজ্ঞী ধর্ম্ম-চারিণী এক মহিষী ছিলেন। হে নারদ! সেই রাজ্ঞী মহাবন্ধ্যা বলিয়া বশিষ্ঠের উপদেশানুক্রমে ভক্তিপূর্ব্বক সাবিত্রীর আরাধনা করেন। পরে মালতী সাবিত্রীর দর্শন বা কোনরূপ প্রত্যাদেশ না পাইয়া দুঃখিতান্তঃ-করণে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। ১—৯। তখন রাজা তাঁহাকে দুঃখিতা দেখিয়া নীতিবাক্যে সান্ত্বনাপূর্ব্বক স্বয়ং ভক্তিসহকারে সাবিত্রী-আরাধনার নিমিত্ত পুষ্কর-

তীর্থে গমন করেন। অশ্বপতি সংযত হইয়া শত বৎসর সেইস্থানে তপস্যা করিয়াও সাবিত্রীকে দর্শন করিতে পাইলেন না; কিন্তু প্রত্যাদেশ হইল—"দশলক্ষ গায়ত্রী জপ কর" হে নারদ! নৃপেন্দ্র তখন এইরূপ অশরীরিণী আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন। এমত সময়ে সহসা সেই স্থানে মুনিবর পরাশর আগমন করিলেন। ভূপতি তাঁহাকে দেখিবামাত্র প্রণাম করিলে, মুনিবর তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্! গায়ত্রীজপ একবার করিলে দিনকৃত পাপ, দশবার করিলে দিন-রাত্রিকৃত পাপসমূহ বিনষ্ট হয়। শতবার গায়ত্রীজপে মাসার্জ্জিত পাপ ও সহস্রজপে বৎসরার্জ্জিত পাপপুঞ্জ ধ্বংস হইয়াথাকে। লক্ষবার গায়ত্রীজপে আজন্মকৃত পাপ, দশলক্ষ জপে ত্রিজন্মার্জ্জিত পাপ, শতলক্ষ জপে সর্ব্বজন্মকৃত পাপনিচয় বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। দশশত লক্ষ গায়ত্রী জপ করিলে বিপ্রগণের মুক্তিপর্য্যন্ত হইয়া থাকে। দ্বিজগণ, করকে ঊর্দ্ধমুদ্রিত সর্পফণাকার করিয়া ঈষদবনতমস্তকে নিশ্চলভাবে প্রাঙ্মুখ হইয়া জপ করিবেন এবং ঐ করের অনামিকার মধ্যপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া অধোদেশ দিয়া বামাবর্ত্তে তর্জ্জনীর মূলপর্য্যন্ত অঙ্গুলী ভ্রমণই জপের ক্রম। রাজন্! অথবা শ্বেতপদ্মের বীজের বা স্ফটিকের মালা সংস্কৃত করিয়া তীর্থস্থানে বা দেবালয়ে তাহাদ্বারা জপ করিবে। সুসংযত হইয়া সপ্ত অশ্বত্থপত্রের উপর স্থাপনপূর্ব্বক মালাকে গোরোচনাক্ত করিয়া গায়ত্রীদ্বারা স্নান করাইবে; পরে তাহাতে শতবার যথাবিধি গায়ত্রী জপ করিলেই মালার সংস্কার করা হয়। ১০—২১। অথবা পঞ্চগব্যদ্বারা স্নান করাইলে মালা সংস্কৃতা হয়, কিংবা গঙ্গোদকে স্নাতা হইলেও সুসংস্কৃতা হইয়া থাকে। রাজর্ষে! এই নিয়মে দশলক্ষ গায়ত্রী জপ করিলে তিন জন্মের পাতক বিনষ্ট হইবে; পরে সাক্ষাৎ সাবিত্রীর দর্শন পাইবে। রাজন্! তুমি সর্ব্বদা শুচি হইয়া প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সায়াহ্নকাল এই কালত্রয়ে নিত্য নিত্য সন্ধ্যাত্রয়ের উপাসনা করিও। দেখ, নিত্যসন্ধ্যাবিহীন অশুচি ব্যক্তি—সকলকার্য্যের অনধিকারী; তিনি দিবসে যে সমস্ত কার্য্য করেন, তাহার ফল প্রাপ্ত হন না; অধিক কি, যিনি প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা না করেন, তাঁহাকে শূদ্রের ন্যায় সমুদয় দ্বিজকার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করাই কর্ত্তব্য। আর যিনি যাবজ্জীবন ত্রিসন্ধ্যা করিয়া থাকেন, সেই বিপ্র সর্ব্বদা তেজ ও তপস্যায় সূর্য্যতুল্য হইয়া থাকেন। যে দ্বিজ সন্ধ্যাপূত, তেজস্বী, তিনি জীবন্মুক্ত, অধিক কি, বসুন্ধরা তাঁহার পাদপদ্মের রজঃস্পর্শে তৎক্ষণাৎ পবিত্রতা লাভ করেন। সন্ধ্যাপূত ব্রাহ্মণের স্পর্শমাত্রে তীর্থ সকল পবিত্র হয় এবং গরুড়ের নিকট হইতে সর্পগণের ন্যায় তাঁহারও নিকট হইতে পাপসকল পলায়ন করে। আর ইচ্ছাপূর্ব্বক সন্ধ্যাবিহীন দ্বিজাতির পূজা—দেবগণ এবং পিণ্ড ও তর্পণজল—পিতৃগণ গ্রহণ করেন না। ২২—৩০। যে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুমন্ত্র ও একাদশীবিহীন, যিনি হরির অনিবেদিত বস্তু ভোজন করেন, যে ব্রাহ্মণ দৌত্য বা রজকের কার্য্য করেন, যে ব্রাহ্মণ বৃষবাহক, শূদ্রান্নভোজী, শূদ্রের শবদাহী, অথবা শূদ্রা বা অনূঢ়া রজস্বলার পতি; যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের সূপকারক, শূদ্রের প্রতিগ্রহকারী, কিম্বা শূদ্রযাজী; যে ব্রাহ্মণ অসিজীবী, মসীজীবী অথবা অবীরা বা ঋতুস্নাতার অন্ন ভোজনকারী; যে ব্রাহ্মণ ভগজীবী, বৃদ্ধিজীবী, অথবা কন্যা বা হরিনাম কিম্বা দুগ্ধের বিক্রেতা, যে দ্বিজ দিবসে দুইবার ভোজন করেন, বা যিনি মৎস্যাহারী অথবা শালগ্রামাদির পূজায় বিমুখ—তাঁহারা বিষবিহীন সর্পের ন্যায় ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রহ্মণ্যহীন হইয়া থাকেন। ৩১—৩৭। মুনিবর এই কথা বলিয়া অশ্বপতিকে সাবিত্রীর পূজার নিয়ম ও অভীপ্সিত ধ্যানাদি কহিলেন। অনন্তর মুনিবর নৃপেন্দ্রকে সমুদয় বিষয়ে শিক্ষা দান করিয়া স্বালয়ে গমন করিলেন। পরে ভূপতিও তদুক্ত নিয়মানুসারে সাবিত্রীকে পূজা করিয়া তাঁহার দর্শন ও তাঁহা হইতে বর লাভ করিলেন। নারদ কহিলেন মহাভাগ! মুনিবর পরাশর নৃপতিকে সাবিত্রীর কিরূপ ধ্যান, পূজাবিধি, স্তোত্র ও মন্ত্র দান করিয়া গমন করিয়াছিলেন? নৃপ অশ্বপতিই বা কোন্ বিধি অনুসারে পূজা করিয়া বেদমাতা হইতে কিরূপ বর লাভ করিয়াছিলেন? এই সমুদয় কীর্ত্তন করুন। নারায়ণ বলিলেন, নারদ! তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ কর। শুদ্ধকালে জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে সংযত থাকিয়া চতুর্দ্দশীদিবসে ব্রতী ভক্তিপূর্ব্বক সাবিত্রীর ব্রত আচরণ করিবেন। এই ব্রত চতুর্দ্দশ বৎসরে নিষ্পাদ্য; ইহাতে চতুর্দ্দশ ফল, চতুর্দ্দশখানি নৈবেদ্য, তদনুরূপ পুষ্পধূপাদি, বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত এবং ভোজ্য সামগ্রী দান করা বিধেয়। ফলশাখাযুক্ত মঙ্গলঘট স্থাপন করিয়া তাহাতে আবাহনপূর্ব্বক গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, ও ইষ্টদেবতার পূজা করিতে হইবে। এক্ষণে মাধ্যন্দিনশাখোক্ত সাবিত্রীর ধ্যান স্তোত্র পূজাবিধি ও সর্ব্বকামপ্রদ মন্ত্র শ্রবণ কর। —যাহার বর্ণপ্রভা তপ্তকাঞ্চনতুল্য, যিনি ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিতা, যাঁহাকে দেখিলে গ্রীষ্মকালীন-মধ্যাহ্ন-সহস্রসূর্য্য বলিয়া বোধ হয়, যিনি ভক্তের অনুগ্রহকারিণী ও

রত্নভূষণে বিভূষিতা, যাঁহার পরিধানবস্ত্র বহ্নির ন্যায় বিশুদ্ধ এবং মুখমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত হওয়ায় সুপ্রসন্ন, যিনি জগতের বিধানকর্ত্রী, ব্রহ্মার কান্তা, যাঁহার মূর্ত্তি শান্ত, যিনি সুখ ও মুক্তি দান করেন, যিনি সর্ব্বসম্পৎ প্রদাত্রী ও সর্ব্বসম্পৎস্বরূপা, যিনি বেদশাস্ত্রস্বরূপিণী ও বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী,—সেই বেদবীজস্বরূপা বেদমাতা সাবিত্রীকে আমি ভজনা করি। ব্রতী ব্যক্তি, সাবিত্রীকে এইরূপ ধ্যান করিয়া স্বমস্তকে পুষ্প দানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যানান্তে ভক্তিপূর্ব্বক দেবীকে ঘটে আবাহন করিবেন। পরে বেদোক্ত মন্ত্রে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া স্তুতিপাঠপূর্ব্বক দেবীকে যথাবিধি প্রণাম করিবেন। আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয়, অনুলেপনদ্রব্য, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বূল, শীতল জল, রমণীয় বসন-ভূষণ, গন্ধ, আচমনীয় জল ও মনোহর শয্যা—এই ষোড়শ উপচার দান করা বিধেয়। ঐ সকল উপচার দানের মন্ত্র শ্রবণ কর;—হে দেবি! বৃক্ষসারোৎপন্ন, অথবা সুবর্ণাদি-নির্ম্মিত, এই পুণ্যপ্রদ দেবাধার উপবেশনার্থ আপনাকে নিবেদন করিলাম। তীর্থোদকরূপ পূজার অঙ্গ পুণ্য ও প্রীতিজনক শুদ্ধ পাদ্য ভক্তিপূর্ব্বক আপনাকে নিবেদন করিলাম। দূর্ব্বা পুষ্প ও অক্ষতযুক্ত এবং শঙ্খজল-সমন্বিত, পুণ্যপ্রদ পবিত্র অর্ঘ্য আপনার উদ্দেশে নিবেদিত হইল। দেহের সৌন্দর্য্যকারক সুগন্ধি ধাত্রী-তৈলরূপ স্নানীয় আমি ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদন করিলাম, আপনি গ্রহণ করুন। দেহের শোভাবৃদ্ধিকর সুখপ্রদ সুগন্ধযুক্ত চন্দনানুলেপন আমি আপনার উদ্দেশে নিবেদন করিলাম। ৩৮—৫৯। গন্ধদ্রব্য হইতে উৎপন্ন দিব্যগন্ধ ও প্রীতিপ্রদ এই ধূপ—আপনাকে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে নিবেদন করিলাম, আপনি প্রতিগ্রহ করুন। জগতের দর্শনীয় ও দীপ্তিকারক এবং অন্ধকার-ধ্বংসের কারণ এই দীপ, ক্ষুধানিবৃত্তিকর ও তুষ্টিপুষ্টিপ্রদ প্রীতিজনক পুণ্যপ্রদ এই সুস্বাদু নৈবেদ্য এবং উৎকৃষ্ট কর্পূরাদি-সুবাসিত তুষ্টিপুষ্টিপ্রদ এই রমণীয় তাম্বূল ভক্তিপূর্ব্বক আপনাকে নিবেদন করিলাম, আপনি এই সকল গ্রহণ করুন। দেবি! জগতের বীজস্বরূপ পিপাসাশান্তিকারক সুবাসিত ও সুশীতল এই মন্ত্রিবেদিত জল আপনি প্রতিগ্রহ করুন। মাতঃ! সভাস্থানে শোভাবর্দ্ধক শরীর-শোভা-সম্পাদক মন্ত্রিবেদিত কার্পাসজ ও কৃমিজাত বস্ত্র আপনি গ্রহণ করুন। দেবি! কাঞ্চনাদি-নির্ম্মিত, শ্রীযুক্ত, শ্রীপ্রদ, এবং সুখসম্পাদক পবিত্র এই ভূষণ, আর পুষ্প চন্দনসংযুক্ত নানাপুষ্প-বিনির্ম্মিত প্রীতিপুণ্যপ্রদ মদর্পিত এই মাল্য এবং উৎকৃষ্ট সর্ব্বমঙ্গলকর অথচ সমুদয় মঙ্গলস্বরূপ, গন্ধযুক্ত, পুণ্যপ্রদ এই গন্ধ আপনি গ্রহণ করুন। দেবি! মহাপ্রীতিকর, বিশুদ্ধ এবং শুদ্ধদিগের শুদ্ধিপ্রদ রম্য আচমনীয়—আপনাকে দান করিলাম, আপনি গ্রহণ করুন। আর আপনার শয়নার্থ মন্ত্রিবেদিত উৎকৃষ্ট রত্নাদিনির্ম্মিত পুষ্পচন্দনান্বিত পুণ্যদ ও সুখসম্পাদক এই সু-তল্প আপনি প্রতিগ্রহ করুন। বহুবিধ বৃক্ষ হইতে সমুৎপন্ন নানাপ্রকাররূপযুক্ত ফলপ্রদ ও ফলস্বরূপ এই সমস্ত ফল আপনাকে দান করিলাম, আপনি গ্রহণ করুন। ৬০—৭১। দেবি! যাহা ললাটের শোভাকর ও ভূষণসমূহের পূর্ণতা-সম্পাদক, সেই রমণীয় উৎকৃষ্ট সিন্দূর আপনাকে নিবেদন করিলাম গ্রহণ করুন এবং পবিত্র সূত্রদ্বারা নির্ম্মিত ও বিশুদ্ধ গ্রন্থিযুক্ত বেদমন্ত্রে পবিত্র এই যজ্ঞসূত্র কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন। সুধী ব্রতী, মূলমন্ত্র দ্বারা এই সমস্ত বস্তুর দানান্তে স্তোত্র পাঠ করিবেন, পরে সাবিত্রী দেবীকে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করিবেন। লক্ষ্মীবীজ মায়াবীজ ও কামবীজাদি বহ্নিজায়ান্ত চতুর্থ্যন্ত সাবিত্রী অর্থাৎ "শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সাবিত্র্যৈ স্বাহা" এই অষ্টাক্ষরই সাবিত্রীর মূলমন্ত্র। নারদ! এক্ষণে সমুদয় বাঞ্ছিত ফলপ্রদ, বিপ্রগণের জীবনস্বরূপ, মাধ্যন্দিনোক্ত সাবিত্রীর যে স্তোত্র, তাহাও তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিতেছি—শ্রবণ কর। ৭২—৭৬। হে নারদ! পূর্ব্বে গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণ সাবিত্রীকে ব্রহ্মার করে অর্পণ করিলেও তিনি ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন না করায় ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে বেদমাতাকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করেন; পরে সতী সাবিত্রী পরিতুষ্টা হইয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করেন। ৭৭,৭৮। ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, হে সুন্দরি! তুমি সনাতনী এবং নারায়ণ হইতে সমুদ্ভূতা অথচ নারায়ণস্বরূপা। অতএব হে নারায়ণি! আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে সুন্দরি! তুমি সকলের উৎকৃষ্টা এবং তুমিই দ্বিজাতিদিগের তেজ, পরম আনন্দ ও জাতিস্বরূপা; তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে দেবি সুন্দরি! তুমি নিত্যা, নিত্যপ্রিয়া, তুমি নিত্যানন্দস্বরূপা ও তুমিই সর্ব্বমঙ্গলরূপা, তুমি প্রসন্না হও। হে দেবি! তুমি বিপ্রগণের সর্ব্বস্ব রূপা তুমি মন্ত্রের সার ও পরাৎপর এবং জীবসকল তোমা হইতেই সুখ ও মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে, অতএব সুন্দরি! তুমি আমার প্রতি প্রীতিযুক্তা হও। হে সুন্দরি! তুমি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার তুল্য বিপ্রগণের পাপরূপ কাষ্ঠের দাহকর্ত্রী এবং তুমিই ব্রহ্মতেজ দান

করিয়া থাক, অতএব হে দেবি! আমার প্রতি প্রীতা হও। অধিক কি, দ্বিজগণ কায়মনোবাক্যে যে সমস্ত পাপ করেন, সেই সমুদয় পাপই তোমার স্মরণমাত্রে ভস্ম হইয়া থাকে। জগতের বিধানকারী ব্রহ্মা, সাবিত্রীকে এইরূপ স্তব করিয়া, সেই সভামধ্যে অবস্থান করিলেন। পরে সাবিত্রী ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন। ভূপাল অশ্বপতিও এই স্তোত্ররাজ দ্বারা স্তব করিয়া সাবিত্রীর দর্শন ও মনোমত বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই পবিত্র স্তবরাজ, ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করিলে, নিশ্চয় চারিবেদপাঠের ফল লাভ হইয়া থাকে। ৭৯—৮৭।

প্রকৃতিখণ্ডে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, এই রাজা অশ্বপতি এইরূপে বিধিপূর্ব্বক পূজা ও স্তব পাঠ করিয়া সেই সহস্র সূর্য্যের সমান প্রভাশালিনী সাবিত্রীদেবীকে দর্শন করিলেন। সেই সতী সাবিত্রী প্রসন্না হইয়া দেহপ্রভায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করত সস্মিত-বদনে পুত্রকে মাতার ন্যায় রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি মনে মনে যে অভিলাষ করিয়াছেন এবং আপনার পত্নীর যাহা বাঞ্ছিত, আমি তাহা বিদিত আছি, নিশ্চয় সকল অভিলাষই পূর্ণ করিব। তোমার সাধ্বী কামিনী একটী কন্যা কামনা করে, এবং তুমি পুত্র প্রার্থনা করিতেছ; অতএব ক্রমে ক্রমে উভয়ের অভিলাষই পূর্ণ হইবে! সেই মহাদেবী সাবিত্রী এই কথা বলিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন, রাজাও স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। কিয়দ্দিন গত হইলে অগ্রে তাঁহার এক কন্যা হয়, কমলাংশ-সম্ভূতা সেই কন্যার সাবিত্রী-আরাধনা-ফলে জন্ম হয় বলিয়া নরপাল অশ্বপতি তাঁহার সাবিত্রী এই নাম রাখিলেন। সেই সাবিত্রী, শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া কালক্রমে রূপযৌবন-সম্পন্না হইলেন। তখন সাবিত্রী, সর্ব্বগুণালঙ্কৃত দ্যুমৎ-সেন রাজার পুত্র, সত্য-পরায়ণ সত্যবানকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিলেন। পরে অশ্বপতি, রত্নভূষণ-ভূষিতা সাবিত্রীকে সত্যবানের হস্তে অর্পণ করিলে, সত্যবান্ কৌতুকের সহিত সাবিত্রীকে গ্রহণপূর্ব্বক স্বগৃহে গমন করিলেন। অনন্তর একবৎসর কাল অতীত হইলে, সত্যবিক্রম সত্যবান্ পিতার আদেশে ফল-কাষ্ঠাহরণ নিমিত্ত সহর্ষে গৃহ হইতে গমন করিলেন। দৈবযোগে সাধ্বী সাবিত্রীও সেই দিবসে তাঁহার পশ্চাৎ গমন করেন, পরে দৈব দুর্ঘটনায় সত্যবান্ বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। ১—১১। হে মুনে! তখন যমরাজ সত্যবানের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপরিমিত জীবপুরুষকে গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিতে আরম্ভ করিলে সতী সাবিত্রীও তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তখন অতিমহান্ সাধুদিগের অগ্রগণ্য সংযমনী-পতি যম, সেই সাধ্বী সুন্দরীকে পশ্চাদ্ভাগে অবলোকন করিয়া মধুরবাক্যে কহিতে লাগিলেন, সাবিত্রি! অতি আশ্চর্য্যের বিষয়! তুমি এই মনুষ্য-দেহে কোথায় যাইবে? যদি পতির সহগমনে বাসনা হয়, তবে এই দেহ ত্যাগ করিতে হইবে। কারণ, মনুষ্যগণ পাঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহ ধারণপূর্ব্বক কখনই যমলোকে গমন করিতে সমর্থ হয় না। হে সতি! আর দেখ, তোমার পতির ভারতের ভোগকাল পূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে সত্যবান, স্বীয় কর্ম্মের ফল ভোগার্থ মতবনে গমন করিতেছে। সমুদয় প্রাণীরই এইরূপ কর্ম্ম হইতেই জন্ম ও বিলয় হইয়া থাকে; এবং সুখ, দুঃখ, ভয় ও শোকাদি সমস্তই নিজ কর্ম্মানুসারে ঘটিতেছে। জীবগণ কর্ম্মবলেই ইন্দ্র ও কর্ম্মবলেই ব্রহ্মার পুত্র এবং কর্ম্মবলেই জন্মাদি-রহিত হরি-দাস হইয়া থাকে। নিজ কর্ম্মপ্রভাবেই নিশ্চয় সর্ব্ব-প্রকার সিদ্ধি, অমরত্ব এবং বিষ্ণুর সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয়পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারা যায়। মনুষ্যগণ কর্ম্মদ্বারাই অগ্রে ব্রাহ্মণত্ব ও পরে মুক্তিপর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন এবং দেবত্ব, মনুত্ব ও রাজেন্দ্রত্ব, কর্ম্ম-বলেই হইয়া থাকে। ১২—২০। প্রাণী সকল স্বকর্ম্মানুসারেই মুনীন্দ্রত্ব, তপস্বিত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব, শূদ্রত্ব, অন্ত্যজত্ব এবং ম্লেচ্ছত্বও প্রাপ্ত হয়—ইহাতে সংশয় নাই। স্থাবরত্ব, জঙ্গমত্ব, শৈলত্ব, বৃক্ষত্ব, পশুত্ব, পক্ষিত্ব, ক্ষুদ্রজন্তুত্ব, কৃমিত্ব, সর্পত্ব, গন্ধর্ব্বত্ব, রাক্ষসত্ব, কিন্নরত্ব, যক্ষত্ব, কুষ্মাণ্ডত্ব, প্রেতত্ব, বেতালত্ব, পিশাচত্ব, ডাকিনীত্ব, দৈত্যত্ব, দানবত্ব, ও অসুরত্ব এ সকলই কর্ম্মদ্বারা হইয়া থাকে; জীবগণ নিজকর্ম্মবশেই পুণ্যবান্ ও মহাপাপী হইতেছে। ২১—২৮। কর্ম্ম-যোগেই সকলে সুন্দর ও অরোগী এবং কর্ম্মবলে মহারোগী হীনাঙ্গ ও বধির হইতেছে। জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারেই স্বর্গ বা নরকে গমন করে এবং কর্ম্মশক্তিতেই ইন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক, বহ্নি লোক, বায়ুলোক ও বরুণলোকে গমন করিয়া থাকে। মনুষ্যগণ, জন্মান্তরীণ-কর্ম্মপ্রভাবেই কুবেরলোক, শিবলোক, ধ্রুবলোক, নক্ষত্রলোক, সত্যলোক, জন-

লোক, তপোলোক, মহর্লোক, পাতাললোক, ব্রহ্ম-লোক প্রার্থনীয়-প্রবর পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ, বৈকুণ্ঠ ও নিরাময়লোকেও গমন করিয়া থাকে। আর কর্ম্ম-হেতুই কেহ চিরজীবী, কেহ ক্ষীণায়ু, কেহ কোটি-কল্পায়ু, কেহ ক্ষণায়ু, আর কেহ বা জীবসঞ্চারমাত্রায়ু হইয়া থাকে এবং কেহ বা কর্ম্মনিবন্ধন গর্ভস্থ হইয়াই কালগ্রাসে পতিত হয়। সুন্দরি! এই আমি তোমার নিকটে সমস্ত মহাতত্ত্ব কীর্ত্তন করিলাম। বৎসে! অভিলষিত স্থানে গমন কর; কারণ তোমার ভর্ত্তা, এক্ষণে নিজ কর্ম্মানুসারেই কলেবর ত্যাগ করিয়া-ছেন।২৯—৩৭।

প্রকৃতিখণ্ডে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, মনস্বিনী পতিব্রতা সাবিত্রী, যমের এইরূপ বাক্যশ্রবণে পরম ভক্তিসহকারে স্তব করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! মনুষ্যগণের কোন কর্ম্মই বা শুভজনক, আর কোন্ কর্ম্মই বা অশুভকর? সাধুজন কি প্রকারেই বা কর্ম্মের উচ্ছেদ করিয়া থাকেন? কর্ম্মের বীজ কি? আর কোন্ জন কর্ম্মের ফল দান করিয়া থাকেন? কর্ম্মই বা কি? কিরূপেই বা কর্ম্ম উৎপন্ন হয় ও তাহার হেতুই বা কে? কে বা কর্ম্মের ফলভোক্তা? আর কেই বা কর্ম্মে লিপ্ত নহেন? আর দেহীই বা কে? দেহই বা কি? এই দেহে কর্ম্ম নিষ্পা-দকই বা কে? বিজ্ঞান, মন ও বুদ্ধিই বা কি? শরীরীদিগের প্রাণই বা কি? প্রাণিগণের ইন্দ্রিয় কি? তাহারই বা লক্ষণ কি? তাহার দেবতাই বা কে? আর কে ভোজনকর্ত্তা? ও কেই বা ভোজন করাইয়া থাকেন? ভোগ কিরূপ ও তাহা হইতে নিষ্কৃতিই বা কি প্রকার? জীবই বা কে? আর পরমাত্মাই বা কে? এই সমুদয় বিষয় প্রকাশ করুন। ১—৬। যম বলিলেন, বৎসে! বেদবিহিত কর্ম্মই মঙ্গলকর, আর অবৈদিক কার্য্যই অশুভজনক। সাধুগণের সঙ্কল্পশূন্য অনৈমিত্তিকী বিষ্ণু-সেবাই কর্ম্ম-নির্ম্মূলকারিকা ও হরিভক্তিদায়িনী। হরিভক্ত মানবই জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক ও ভয়বর্জ্জিত এবং মুক্ত হইতে পারেন—ইহাই শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। হে সাধ্বি! সর্ব্বসম্মত শাস্ত্রোক্ত ঐ মুক্তি দুই প্রকার; এক মুক্তি মনুষ্যগণকে নির্ব্বাণ পদ দান করেন ও অন্য মুক্তি হরিভক্তিদায়িনী; তাহার মধ্যে বৈষ্ণবগণ হরিভক্তিরূপ মুক্তিকেই প্রার্থনা করেন। আর অন্যান্য সাধু সকল, নির্ব্বাণরূপ মুক্তির অভিলাষী। প্রকৃতি হইতে অতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই কর্ম্মের বীজ, কর্ম্মের ফল-দাতা ও কর্ম্মস্বরূপ। হে সতি! শ্রীকৃষ্ণই কর্ম্মের হেতু, তাঁহা হইতে কর্ম্ম উৎপন্ন হয়; জীব কর্ম্ম-ফল ভোগ করে, আর আত্মাই নির্লিপ্ত। বৎসে! সেই আত্মার প্রতিবিম্ব যে জীব, সেই দেহী বলিয়া গণ্য; দেহ পঞ্চভূতময় ও নশ্বর। পরমেশ্বর হরির সৃষ্টিসময়ে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, ইহারাই ভূতরূপ; জীবরূপ দেহী কর্ম্মের কর্ত্তা ও ভোক্তা; পরমাত্মাই ভোজয়িতা; ঐশ্বর্য্য-ভেদই ভোগ জ্ঞান নানা প্রকার; ঐ জ্ঞান সদসদ্ভেদ ও বিষয়বিভাগে ভেদের বীজস্বরূপ। হে সাধ্বি! বিবেচনাই বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিই জ্ঞানের জননী বলিয়া প্রসিদ্ধা; দেহীদিগের বলস্বরূপ বায়ু-বিশেষই প্রাণ। ঈশ্বরাংশসমূহ মন, ইন্দ্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ এবং দেহীদিগের কর্ম্মের দুর্নিবার্য্য প্রেরক; সেই মন অনিরূপ্য, অদৃশ্য ও জ্ঞানবিশেষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অঙ্গীদিগের অঙ্গস্বরূপ ও সর্ব্বকর্ম্মের প্রেরক চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্, ও রসনা—ইহারাই ইন্দ্রিয়। ৭—২১। ঐ ইন্দ্রিয়গণই শত্রু ও মিত্রস্বরূপ সুখ ও দুঃখদায়ক; এবং সূর্য্য, বায়ু, পৃথিবী ও বাণী প্রভৃতিই তাহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যিনি প্রাণ ও দেহাদির পোষণকর্ত্তা, তিনি জীব বলিয়া কীর্ত্তিত, প্রকৃতি হইতে অতীত নির্গুণ পর-ব্রহ্মই পরমাত্মা। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই কেবল কারণের কারণ। এই আমি তোমার নিকটে জ্ঞানী-দিগের জ্ঞানস্বরূপ জিজ্ঞাসিত সমুদয় বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে হে বৎসে! যথাস্থানে গমন কর। ২২—২৬। সাবিত্রী কহিলেন, দেব! আমি কান্তকে ও জ্ঞানসাগর পণ্ডিত—আপনাকেই বা ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব? এক্ষণে কৃপা করিয়া যাহা প্রশ্ন করি-তেছি, তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করুন। হে পিতঃ যম! জীবগণ কোন্ কোন্ কর্ম্মদ্বারা কোন্ কোন্ যোনি প্রাপ্ত হন? কোন্ কর্ম্মেই বা স্বর্গ ও কোন্ কর্ম্মেই বা নরক হইয়াথাকে? দেব! কোন্ কর্ম্ম করিলে মুক্তি? কোন্ কর্ম্মে হরিভক্তি? কোন্ কর্ম্মে রোগী? আর অরোগীই বা কোন কর্ম্মে হইয়াথাকে? দীর্ঘজীবী, অল্পায়ু, সুখী বা দুঃখী কোন্ কোন্ কর্ম্মে হইয়া থাকে? আর প্রাণী সকল কোন্ কোন্ কর্ম্মানুসারে অঙ্গহীন, বধির, কাণ, অন্ধ,

কৃপণ, প্রমত্ত, ক্ষিপ্ত, লুব্ধ, বা নরঘাতক হয়? কোন্ কোন্ কার্য্যবলেই বা সিদ্ধি ও সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয় প্রাপ্ত হওয়া যায়? আর কোন্ কোন্ কর্ম্ম-প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব তপস্বিত্ব এবং স্বর্গভোগাদি করা যায়? কোন্ কর্ম্মেই বা বৈকুণ্ঠে গমন হইয়াথাকে? হে ব্রহ্মন্! কিরূপ কার্য্য করিলেই বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিরাময় গোলোকে গমন করাযায়? নরকই বা কত প্রকার? তাহাদের সংখ্যাই বা কত? নামই বা কি? দেব! কোন্ জনই বা কোন্ নরকে গমনপূর্ব্বক কতকাল তাহাতে অবস্থান করে? এবং পাপীদিগের কোন্ কোন্ কার্য্যে কোন্ কোন্ ব্যাধি উৎপন্ন হয়? পিতঃ! আমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই সমস্ত বিষয়ই আমার নিকটে কৃপা করিয়া প্রকাশ করুন! ২৭—৩৫।

প্রকৃতিখণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, নারদ! ধর্ম্মরাজ যম সাবিত্রীর বাক্যশ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া হাস্যপূর্ব্বক জীবগণের কর্ম্মবিপাক বলিতে আরম্ভ করিলেন, বৎসে! তুমি এক্ষণে দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা; কিন্তু তোমার জ্ঞান প্রাচীন জ্ঞানী ও যোগীদিগেরও অধিক দেখিতেছি। হে শুভে! রাজা অশ্বপতি, পূর্ব্বে তপস্যা করিয়া সাবিত্রীর বরদানপ্রভাবে তাঁহারই সমান তাঁহার অংশ-সম্ভূতা সতীশ্রেষ্ঠা তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে বৎসে! যেমন শ্রীপতির ক্রোড়ে শ্রী, ভবের বক্ষঃস্থলে ভবানী, শ্রীকৃষ্ণ-বক্ষে রাধিকা, ব্রহ্মার বক্ষঃস্থলে সাবিত্রী, ধর্ম্মের বক্ষে মূর্ত্তি, মনুতে শতরূপা; যেরূপ দেবহূতি কর্দ্দমে, অরুন্ধতী বশিষ্ঠে, অদিতি কশ্যপে, অহল্যা গৌতমে; যেরূপ শচী মহেন্দ্রে, রোহিণী চন্দ্রে, রতি কামদেবে, স্বাহা হুতাশনে; যেমন স্বধা পিতৃগণে, সংজ্ঞা দিবাকরে, বরুণানী বরুণে, দক্ষিণা যজ্ঞে; যেরূপ ধরা বরাহে এবং দেবসেনা কার্ত্তিকে,—সেইরূপ তুমিও প্রিয় সত্যবানে সৌভাগ্যশালিনী ও সুপ্রিয়া হইয়া বিরাজ করিবে, আমি তোমাকে এই বর দান করিলাম। হে দেবি মহাভাগে! এক্ষণে আর যাহা অভিলাষ থাকে প্রার্থনা কর, সমুদয় দান করিব, সন্দেহ নাই। যমের বাক্যশ্রবণে সাবিত্রী কহিলেন, হে মহাভাগ! এই সত্যবানের ঔরসে আমার শতপুত্র হইবে এই বর আমার প্রার্থনীয়। আর যেন আমার পিতার শত পুত্র ও শ্বশুরের চক্ষু এবং রাজ্য লাভ হয়, এই বরও আমার অভীপ্সিত। হে জগৎপ্রভো! আমাকে এই বর দান করুন, আমি যেন লক্ষবর্ষ অতীত হইলে, দেহান্তে সত্যবানের সহিত হরিভবনে গমন করিতে পারি। এক্ষণে আমার বিশ্ববিস্তার বীজ জীবগণের কর্ম্মবিপাক শ্রবণ করিতে কৌতুহল হইয়াছে, অতএব তাহা প্রকাশ করুন। ১—১০।

যম বলিলেন, হে মহাসাধ্বি! তোমার সমুদয় মানসিক অভিলাষ পূর্ণ হইবে; এক্ষণে জীবগণের কর্ম্মবিপাক বলিতেছি শ্রবণ কর। মানবগণ শুভ এবং অশুভ কর্ম্মদ্বারা ভারতে জন্ম লাভ করে, কিন্তু সমুদয় পুণ্য বিনষ্ট হইলে, অন্যত্র জন্মলাভে সক্ষম নহে। হে সতি! দেবতা, দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই কর্ম্মাধীন; কেহই ইচ্ছানুসারে জীবনধারণে সমর্থ নহে। বিশিষ্ট জীবগণই সকল যোনিতে কর্ম্ম ভোগ করিয়া থাকে, বিশেষতঃ মানব সকল, সর্ব্ব-যোনিতে ভ্রমণ করে। ফলতঃ সকলেই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কর্ম্ম ভোগ করিয়া থাকে; তাহার মধ্যে জীবগণ শুভকর্ম্মফলে স্বর্গে ও অশুভকর্ম্মে নরকে গমন করে এবং সেই কর্ম্মভোগ নির্ম্মূল হইলেই মুক্তি হইয়া থাকে। সেই মুক্তি দুই প্রকার; এক নির্ব্বাণরূপা, অপরা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সেবারূপা। ১১—১৯।

জীবগণ কুকর্ম্মফলেই রোগী এবং শুভকর্ম্মবলেই অরোগী হইয়া থাকে। কর্ম্মদ্বারাই দীর্ঘজীবী, ক্ষীণায়ুঃ, সুখী, দুঃখী ও অন্ধাদি অঙ্গ-হীন হইতে হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। সুন্দরি! সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্যেই সিদ্ধি প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে। এই আমি সামান্য-রূপে সমুদয় কহিলাম;—এক্ষণে বেদপুরাণাদি শাস্ত্রে যাহা সুদুর্লভ ও সুগোপ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা বিশেষ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর। বৎসে! ভারতে সমুদয় জন্ম হইতে মানবজন্মই দুর্লভ; তাহার মধ্যে আবার ব্রাহ্মণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কারণ সকলকর্ম্মে ব্রাহ্মণই প্রশস্ত; এবং সেই ব্রাহ্মণের মধ্যে বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণই গরীয়ান্। হে সতি! সেই বৈষ্ণব আবার সকাম ও নিষ্কামভেদে দুই প্রকার। সেই উভয়বিধ ভক্তের মধ্যে নিষ্কাম ভক্তই প্রধান। কারণ, সকাম ভক্ত কর্ম্মভোগী—ও নিষ্কামভক্ত, নিরুপদ্রব হইয়া থাকেন। হে সতি! নিষ্কাম ভক্তগণের আর পুনরায় সংসারে আসিতে হয় না; তাঁহারা দেহান্তে নিরাময় বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা পরমাত্মা ঈশ্বর দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, সেই ভক্তগণ, দিব্যরূপ ধারণপূর্ব্বক গোলোকে গমন করিয়া থাকেন। যে সকল ভক্ত চতুর্ভুজ নারায়ণকে সেবা করেন,

তাঁহারা দিব্যরূপী হইয়া বৈকুণ্ঠবাসী হন। সকাম বৈষ্ণবগণ, বৈকুণ্ঠে গমনপূর্ব্বক পুনরায় ভারতে ব্রাহ্মণ-জাতি হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহারাই কালক্রমে নিষ্কাম হইলে, সেই হরিভক্তিই তাঁহাদিগকে নিশ্চয় নির্ম্মল বুদ্ধি দান করিয়া থাকে। ২০—৩১। যে সকল ব্রাহ্মণ সকাম ও বিষ্ণুভক্তিবর্জ্জিত, তাহারা সর্ব্বযোনিতে ভ্রমণ করে এবং তাহাদিগের বুদ্ধি কখনই নির্ম্মল হয় না। হে সতি! যেসকল ব্রাহ্মণ তীর্থবাসী ও তপস্যা-নিরত, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া পুনরায় ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহারা তীর্থবাসী নহেন, অথচ স্ব-ধর্ম্ম-নিরত, তাঁহারা সত্যলোকে গমনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভারতে জন্ম লাভ করেন। আর যে সকল স্বধর্ম্মরত ব্রাহ্মণ সূর্য্যের উপাসক, তাঁহাদিগের প্রথমে সূর্য্যলোকে গমন, পরে ভারতে জন্ম হয়। স্বধর্ম্মাশ্রিত দ্বিজ—শৈব, শাক্ত বা গণেশোপাসক হইলে শিবলোকে গমন করিয়া পুনরায় ভারতে আগমন করেন। হে সতি! যে বিপ্র স্বধর্ম্মনিরত, অথচ অন্য দেবের উপাসক, তাঁহারা ইন্দ্রলোকে গমনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভারতে জন্ম গ্রহণ করেন। স্বধর্ম্মনিরত নিষ্কাম হরিভক্ত দ্বিজগণ ক্রমে ভক্তিবলে হরিধামে গমন করেন। আর স্বধর্ম্মরহিত বিপ্রগণ অন্যদেবের উপাসক ও ভ্রষ্টাচার হইলে, নরকগামী হন; ইহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণই স্বধর্ম্মনিরত হইলে, শুভকর্ম্মের ফলভাগী ও স্বধর্ম্ম রহিত হইলে, নিশ্চয় নরকগামী হন এবং ভারতক্ষেত্রেই তাঁহারা সকলে কর্ম্মফল ভোগ করেন। ৩২—৪১। হে সাধ্বি! স্বধর্ম্মনিরত বিপ্র স্বধর্ম্মনিরত বিপ্রকে কন্যা দান করিলে চন্দ্রলোকে গমনপূর্ব্বক চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপর্য্যন্ত সেই স্থানে বাস করেন; ঐ কন্যাকে অলঙ্কৃতা করিয়া দান করিলে দ্বিগুণ ফল হয়। সকাম হইয়া উক্ত কার্য্য করিলেই চন্দ্রলোকে গমন হয়, কিন্তু ফল-সন্ধান-বর্জ্জিত নিষ্কাম বৈষ্ণবগণ, বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন। যাঁহারা ব্রাহ্মণকে গব্য, রজত, ভার্য্যা, বস্ত্র, শস্য, ফল ও জল দান করেন, তাঁহারাও বিষ্ণুলোকে গমন করেন। হে সতি! তাঁহারা সেই স্থানে এক মন্বন্তরপর্য্যন্ত বাস করিয়া থাকেন। সতি! যাঁহারা পবিত্র ব্রাহ্মণকে সুবর্ণ, গো ও তাম্রাদি দান করেন, তাঁহারা আধি-ব্যাধিশূন্য হইয়া অযুতবর্ষ বিপুল সূর্য্যলোকে বাস করেন। ৪২—৪৮। হে সতি! যিনি বিপ্রগণকে ভূমি ও বিপুল ধান্য দান করেন, সেই পুণ্যবান্, চন্দ্র-সূর্য্যের অবস্থানকাল পর্য্যন্ত মনোহর বিষ্ণুধাম শ্বেতদ্বীপে বাস করিতে সমর্থ হন। হে সতি! যাঁহারা ব্রাহ্মণকে ভক্তিপূর্ব্বক গৃহ দান করেন তাঁহারা বসুলোকে গমনপূর্ব্বক বহুকাল সেই স্থানে বাস করিতে পারেন। আবার ঐ দান পুণ্যদিনে সম্পন্ন হইলে গৃহের রেণুপরিমিত বৎসর বিপুল বসুধামে বাস করেন। যে মনুষ্য, দেবতার উদ্দেশে গৃহ দান করেন, তিনি সেই গৃহের রেণুপরিমিত বৎসর সেই দেবলোকে অবস্থান করেন। ব্রহ্মা বলিয়াছেন, গৃহ অপেক্ষা সৌধদানে চতুর্গুণ, ও পূর্ত্তদানে শতগুণ এবং প্রকৃষ্ট জলাশয় দান করিলে, তাহা হইতেও অষ্টগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। হে সতি! যে মানব, ভারতে তড়াগ দান করেন, তিনি অযুতবর্ষ জনলোকে বাস করিতে পারেন। বাপী দান করিলে তদপেক্ষা শতগুণ ফল লাভ হয়। সেতু বা শঙ্কু দান করিলে তড়াগের তুল্য ফল লাভ হইয়া থাকে। যে জলাশয়, দৈর্ঘ্যে চতুঃ-সহস্র-ধনু-পরিমিত, এবং প্রস্থে তৎসদৃশ বা কিঞ্চিন্ন্যূন তাহার নাম বাপী। কুল্যা ঐ দশবাপীর সমান; সেই বাপী অলঙ্কৃতা করিয়া পাত্রে অর্পণ করিলে দ্বিগুণ ফল লাভ হয়। হে সাধ্বি! তড়াগ দান করিলে যে ফললাভ হয়, তাহার পঙ্কোদ্ধার করিলেও সেই ফল হয়, এইরূপ বাপীদান ও তাহার পঙ্কোদ্ধারে তুল্য ফল। যিনি অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি অযুতবর্ষ তপোলোকবাসী হন। ৪৯—৬০। সাবিত্রি! যিনি সর্ব্বভূতের উপকারার্থ পুষ্পোদ্যান প্রদান করেন, তিনি অযুত বর্ষ ধ্রুবলোকে বাস করিতে পারেন সন্দেহ নাই। হে সতি! ভারতে বিষ্ণু-উদ্দেশে যিনি বিমান দান করেন, তিনিও মন্বন্তর-কালপর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া থাকেন। ঐ বিমান বৃহৎ ও কারুকার্য্য যুক্ত হইলে দ্বিগুণ ফল ও শিবিকাদানে রথদানের অর্দ্ধ ফল লাভ হয়, সংশয় নাই। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক হরি-উদ্দেশে দোল-মন্দির দান করেন, তিনিও মন্বন্তরপর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকবাসী হন। হে পতিব্রতে! যে ব্যক্তি রাজপথ সৌধযুক্ত করেন, তিনি অযুতবর্ষ ইন্দ্রলোকে সুখ ভোগ করিতে পারেন। সাধ্বি! ব্রাহ্মণ ও দেবোদ্দেশে দান—তুল্য ফল জনক। যাহা প্রদত্ত হয়, পরে তাহাই লাভ করা যায়, অপ্রদত্ত বস্তুর কখনই লাভ হয় না। পুণ্যবান্ ব্যক্তি, স্বর্গাদি সুখ ভোগ করিয়া ভারতবর্ষে ক্রমে উত্তমাদি বিপ্রকুলে জন্ম লাভ করেন। পুণ্যবান্ বিপ্র, স্বর্গাদি-ভোগান্তে পুনরায় ভারতে বিপ্রের এবং ক্ষত্রিয়াদিও পরে ক্ষত্রিয়াদির কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, শতকোটি কল্প তপস্যা করিয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন না। ইহা বেদে কথিত আছে।

স্বধর্ম্মনিরত বিপ্রগণ, নানাযোনি গমন করিলেও পুনরায় কর্ম্মভোগান্তে বিপ্রযোনি প্রাপ্ত হন। শতকোটি কল্পেও অভুক্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয় না; অবশ্যই শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে; কেবল বহুজন্ম দেবতীর্থে ভ্রমণ করিলে শুদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়। এই আমি তোমাকে সমুদয় কহিলাম, এক্ষণে পুনরায় কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? ৬১—৭২।

প্রকৃতিখণ্ডে ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

সাবিত্রী কহিলেন, দেব! পুণ্যবান্ মানবগণ অন্যান্য যে কর্ম্মফলে স্বর্গ ও অন্যান্য স্থানে গমন করেন, তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। যম বলিলেন, সাধ্বি! ভারতক্ষেত্রে যিনি ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করিয়া থাকেন, তিনি ইন্দ্রলোকে গমন করেন। অন্নদান হইতে উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কখন হয় নাই ও হইবে না; কারণ ইহাতে পাত্র কি কালের কিছুই নিয়ম নাই। দেবতা ব্রাহ্মণকে আসন দান করিলে, নিশ্চয় অযুতবর্ষ বহ্নিলোকে সুখ ভোগ করিতে পারা যায়। যিনি ব্রাহ্মণকে দিব্য পয়স্বিনী ধেনু দান করেন, তিনি তাহার লোমপরিমিত বৎসর বৈকুণ্ঠে বাস করিতে পারেন। ঐ দান পুণ্য দিনে হইলে চতুর্গুণ, তীর্থে শতগুণ ও নারায়ণক্ষেত্রে কোটিগুণ ফলজনক হয়। যিনি ভারতে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে গো-দান করিবেন, তিনি অযুত বর্ষকাল চন্দ্রলোকবাসী হইবেন। আর যিনি ব্রাহ্মণকে অর্দ্ধপ্রসূতা গো-দান করেন, তিনি তাহার লোমপরিমিত বৎসর বৈকুণ্ঠবাসী হন। যিনি ব্রাহ্মণকে সবস্ত্র শালগ্রাম দান করিয়া থাকেন, তিনি চন্দ্র-সূর্য্যের অবস্থিতিপর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠধামে অবস্থান করেন। যিনি মনোহর ছত্র ব্রাহ্মণকে অর্পণ করেন, তিনি অযুত বর্ষ বরুণলোকে আনন্দ ভোগ করিতে পান। ১—১০। হে সতি! ভারতে যিনি ব্রাহ্মণকে পাদুকাযুগ্ম প্রদান করেন, তিনি অযুত বৎসর বায়ুলোকে সুখ-স্বচ্ছন্দে অবস্থান করেন। যিনি ব্রাহ্মণকে দিব্য মনোহর শয্যা দান করেন, তাঁহার চন্দ্র-সূর্য্যের অবস্থিতিকাল পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে সুখ ভোগ হইয়া থাকে। যিনি দেবতা বা ব্রাহ্মণকে দীপ দান করেন, তিনি একমন্বন্তরকাল ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকেন। হে সুন্দরি! তিনি পরে মানবজন্ম লাভ করিয়া চক্ষুষ্মান্ হন, এবং সেই পুণ্যে তাঁহার আর যমলোকে গমন হয় না। যে মানব ভারতে ব্রাহ্মণকে গজ দান করেন, তিনি ইন্দ্রের পরমায়ুপর্য্যন্ত তাঁহার অর্দ্ধাসনভাগী হন। ভারতে যিনি ব্রাহ্মণকে অশ্ব দান করিয়া থাকেন, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপর্য্যন্ত তিনি বরুণলোকে আনন্দ লাভ করেন। হে সতি! যিনি ব্রাহ্মণকে উত্তম শিবিকা দান করেন, তিনি এক মন্বন্তর কাল বিষ্ণুলোকে সুখ-স্বচ্ছন্দে বাস করেন। যিনি ব্যজন ও শ্বেতচামর বিপ্রকে প্রদান করেন, তিনি নিশ্চয় অযুতবর্ষ বায়ুলোকে আনন্দ লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি, ভারতক্ষেত্রে ব্রাহ্মণকে ধান্যাচল দান করেন, তিনি ধান্যপরিমিত বৎসর বিষ্ণুলোকে পরমসুখে কাল যাপন করেন। পরে স্বযোনি লাভ করিয়া চিরজীবী ও সুখী হন এবং ঐ ধান্যাচলের দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই বৈকুণ্ঠগামী হন ইহাতে সন্দেহ নাই। ১১—২০। ভারতে যে নর, নিরন্তর হরিনাম জপ করেন, তিনি চিরজীবী,—তাঁহার দর্শনে মৃত্যু পলায়ন করে। আর যে মানব, ভারতে পূর্ণিমারজনীর শেষে শ্রীহরির দোলোৎসব করেন, তিনি জীবন্মুক্ত হন এবং ইহকালে সুখ ভোগপূর্ব্বক অন্তে বিষ্ণুভবনে গমন করিয়া শতমন্বন্তর অবধি সেই স্থানে বাস করেন ইহার সন্দেহ নাই। আর উক্ত দোলন-কার্য্য উত্তর-ফল্গুনীনক্ষত্রে হইলে দ্বিগুণ-ফল-ভোগী ও কল্পান্ত-জীবী হইয়া থাকেন, এই কথা স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন। যিনি ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণকে তিল দান করেন, তিনিও তিলপরিমিত বর্ষ বিষ্ণুমন্দিরে আনন্দে কালক্ষেপ করেন; পরে স্বযোনি প্রাপ্ত হইয়া চিরজীবী ও সুখী হন; ঐ তিল তাম্রপাত্রস্থ করিয়া দান করিলে, দ্বিগুণ ফল হয়। যিনি ভারতে ব্রাহ্মণকে সবস্ত্রা অলঙ্কৃতা পতিব্রতা সুন্দরী ভোগ্যা ভার্য্যা দান করেন, তিনি চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে বাস করিয়া দিবানিশি স্বর্গবেশ্যার সহিত আনন্দে কাল যাপন করেন। হে সতি! পরে তিনি গন্ধর্ব্বলোকে অযুতবর্ষ দিবারাত্র সকৌতুকে উর্ব্বশীকে লইয়া আনন্দ ভোগ করেন, তাহার পর সহস্র জন্ম সৌভাগ্যশালিনী সতী সুন্দরী কোমলাঙ্গী প্রিয়বাদিনী প্রিয়ালাভে সমর্থ হন। ২১—৩০। যে মানব, ব্রাহ্মণকে সফল বৃক্ষ দান করেন, তিনি ফলপরিমিত বর্ষ ইন্দ্রলোকে সুখভোগপূর্ব্বক পুনরায় স্বযোনি প্রাপ্ত হইয়া উত্তম পুত্র লাভ করেন। ইহা অপেক্ষা সহস্র ফলবান্ বৃক্ষ দান অতি প্রশংসিত। যিনি ব্রাহ্মণকে কেবল ফল দান করেন, তিনি বহুকাল স্বর্গবাসান্তে ভারতে জন্ম লাভ করেন। যে ব্যক্তি ভারতবর্ষে নানাপ্রকার দ্রব্য ও শস্য-যুক্ত বিপুল গৃহ, ব্রাহ্মণকে অর্পণ করেন, তিনি মন্বন্তর অবধি কুবের-

লোকে বাস করিয়া স্বযোনিপ্রাপ্তির পর মহান্ ধনবান্ হইয়াথাকেন। যে ব্যক্তি পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে শস্যযুক্ত উৎকৃষ্ট ভূমি দান করেন, হে সতি! তিনিও অবশ্যই শতমন্বন্তর পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে আনন্দ ভোগ করিয়া পুনরায় স্বযোনিপ্রাপ্ত হইয়া মহান্ ধনবান্ হন; ভূমি, শতজন্ম আর তাঁহাকে ত্যাগ করেন না। তিনি শ্রীমান্, ধনবান্, পুত্রবান্ ও প্রজেশ্বর হইয়া সুখে কালক্ষেপ করেন। প্রজার সহিত উৎকৃষ্ট গ্রাম দ্বিজাতিকে সমর্পণ করিলে, লক্ষ মন্বন্তর অবধি বৈকুণ্ঠধামে সুখে বাস হয়, পুনরায় স্বযোনিপ্রাপ্তির পর লক্ষ গ্রাম লাভ হইয়া থাকে; পৃথিবী লক্ষ জন্ম পর্য্যন্ত তাঁহাকে ত্যাগ করেন না, ইহাতে সংশয় নাই। ৩১—৪১। যে ব্যক্তি ভারতভূমিতে পক্বশস্য, নানা পুষ্করিণী, বৃক্ষ ও ভোগ্যফল সমন্বিত নগর, ব্রাহ্মণকে অর্পণ করেন; তিনি দশলক্ষ ইন্দ্রপর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে সুখ ভোগ করিয়া পুনরায় ভারতে স্বযোনিপ্রাপ্ত হইয়া রাজেন্দ্র হইয়াথাকেন এবং দশসহস্র নগর লাভ করেন; অধিক কি পৃথিবী দশসহস্র জন্ম তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না। তিনি মহীতলে পরম ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া থাকেন। যে মানব, বাপী, তড়াগ, নানাবৃক্ষ ও প্রজাযুক্ত অত্যুৎকৃষ্ট শত নগর বা দেশ—ভক্তিপূর্ব্বক দ্বিজাতিকে দান করেন, তিনি কোটি মন্বন্তর অবধি বৈকুণ্ঠে পরম সুখে অবস্থান করেন এবং পরে পুনরায় পৃথিবীতে স্বযোনিপ্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রতুল্য পরম-ঐশ্বর্য্যযুক্ত জম্বুদ্বীপাধিপতি হন। পৃথিবী তাঁহাকে কোটি জন্ম ত্যাগ করেন না; তিনি কল্পান্তজীবী ও মহান্ রাজরাজেশ্বর হইয়াথাকেন। ৪২—৫৮। যে ব্যক্তি আপনার সমগ্র অধিকার দ্বিজাতি-করে সমর্পণ করেন, তাঁহার নিশ্চয় পূর্ব্বোক্ত ফলের চতুর্গুণ ফল হয়। হে পতিব্রতে! যিনি ব্রাহ্মণকে জম্বুদ্বীপ দান করেন, তাঁহার নিশ্চয় নিজাধিকার-দান-কর্ত্তা হইতে শতগুণ ফল হইয়াথাকে। হে সাধ্বি! যিনি সপ্তদ্বীপা পৃথিবী-দান, সর্ব্বতীর্থের সেবা, সমুদয় তপঃসাধন, সর্ব্বপ্রকার উপবাসাচরণ ও সর্ব্বপ্রকার দান করিয়াথাকেন এবং সর্ব্বসিদ্ধিলাভে সমর্থ হন, তাঁহাকেও পুনরায় সংসারে আগমন করিতে হয়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হরিভক্তকে আর সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। হে সতি! বৈষ্ণবগণ, হরির স্থান গোলোক বা বৈকুণ্ঠে বাস করিয়া অসংখ্য ব্রহ্মারও পতন দর্শন করিয়া থাকেন। বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক বৈষ্ণবগণ, মানবদেহ ত্যাগ করিয়া জন্ম-মৃত্যু-জরাশূন্য দিব্য রূপ ধারণপূর্ব্বক বিষ্ণুর সারূপ্য লাভ ও বিষ্ণুসেবা করিয়াথাকেন এবং গোলোকে অবস্থান করিয়াই অসংখ্য প্রাকৃত লয় দর্শন করেন। সময়ে দেবগণ ও সিদ্ধগণও নিখিল বিশ্ব দর্শন করিয়াথাকেন, কিন্তু জন্ম-মৃত্যু-জরাশূন্য বৈষ্ণবগণ তাহা কখনই দর্শন করেন না। যিনি কার্ত্তিক মাসে হরি-উদ্দেশে তুলসী-পত্র দান করেন, তাঁহার সেই পত্রপরিমিত যুগ, হরিমন্দিরে অবস্থানপূর্ব্বক আনন্দলাভ হইয়া থাকে; পরে তিনি ভারতভূমিতে স্বযোনিপ্রাপ্ত হইয়া হরিভক্তি লাভ করেন এবং তিনি চিরজীবী ও সুখী হন। যিনি কার্ত্তিক মাসে হরির উদ্দেশে ঘৃতপ্রদীপ দান করেন, তিনি সেই দীপ প্রজ্বলনকালের পলপরিমিত বৎসর হরিমন্দিরে সুখে অবস্থান করেন; এবং পুনরায় তিনি পূর্ব্বজাতিতে জন্মলাভপূর্ব্বক হরিভক্তি লাভ করেন এবং মহাধনাঢ্য চক্ষুষ্মান্ ও প্রতাপশালী হন; তাহার সন্দেহ নাই। ৫৯—৬০। যিনি মাঘমাসের অরুণোদয়কালে গঙ্গাস্নান করেন, তিনি ষষ্টিসহস্র যুগ হরিমন্দিরে অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় ভারতভূমিতে পূর্ব্বযোনি প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয় হরিভক্তি লাভ করেন এবং তিনি জিতেন্দ্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ হইয়াথাকেন। যে মানব, মাঘমাসে অরুণোদয়কালে প্রয়াগতীর্থে গঙ্গাস্নান করেন, তিনিও লক্ষ মন্বন্তর অবধি বৈকুণ্ঠে সুখে অবস্থানপূর্ব্বক নিশ্চয় পুনরায় স্বযোনিপ্রাপ্তে বিষ্ণুমন্ত্র লাভ করিয়া মনুষ্যদেহ-ত্যাগান্তে হরিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি হরির সারূপ্য লাভপূর্ব্বক তাঁহার দাস্যকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাকে আর বৈকুণ্ঠ হইতে মহীতলে আগমন করিতে হয় না। যিনি নিত্য গঙ্গাস্নান করেন, পৃথিবীতলে তিনি সূর্য্যের ন্যায় পবিত্রতা লাভ করেন, আর গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার সময় নিশ্চয় তাঁহার প্রতিপদক্ষেপে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। তাঁহার পদরজস্পর্শে পৃথিবী তৎক্ষণাৎ পবিত্রা হন, তিনি যত দিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবেন, তত দিন সানন্দে বৈকুণ্ঠে অবস্থান করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বযোনিপ্রাপ্তে তপস্বিশ্রেষ্ঠ, স্বধর্ম্মনিরত, শুদ্ধ, বিদ্বান্ ও সুজিতেন্দ্রিয় হইয়াথাকেন। দিবাকর যখন জগৎ সন্তাপিত করেন, সেই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়মাসে যে ব্যক্তি ভারতে জীবগণকে সুবাসিত জল দান করিবেন, তিনি চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠধামে সুখে অবস্থান করিয়া পুনরায় স্বযোনিপ্রাপ্তে সুখী ও নিষ্কপট হইবেন। ৬১—৭০। যিনি বৈশাখমাসে ভক্তিপূর্ব্বক হরিকে চন্দন দান করিবেন, তিনি ষষ্টিসহস্র যুগ বিষ্ণুমন্দিরে বাস করিবেন। পরে পুনরায় পূর্ব্ব-

যোনি প্রাপ্ত হইয়া রূপবান্ ও সুখী হইবেন। যজ্ঞ-সূত্রদানেও এই পুণ্য লাভ হয়, ইহাতে সংশয় নাই। বৈশাখমাসে যিনি ব্রাহ্মণকে শক্তু দান করেন, তিনি শক্তু-রেণু-পরিমিত বৎসর বিষ্ণু-মন্দিরে সানন্দে কাল যাপন করেন। যিনি ভারতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রত করেন, তিনি নিঃসন্দেহ শতজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দেহান্তে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় স্বযোনি প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন ইহাতে আর সংশয় নাই। যিনি এই ভারতবর্ষে শিবরাত্রি-ব্রত করেন, তিনি সপ্ত মন্বন্তরপর্য্যন্ত শিবলোকে বাস করেন। আর যিনি শিবরাত্রিতে শিবউদ্দেশে বিল্বপত্র দান করেন তিনি ঐ বিল্বপত্রপরিমিত যুগ শিবমন্দিরে সুখে অবস্থান করেন; তিনি পুনরায় স্বযোনিপ্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয় শিবভক্তি লাভ করেন এবং বিদ্যাবান্ পুত্রবান্ প্রজাবান্ ও ভূমিমান্ হন। যিনি চৈত্র অথবা মাঘ মাসে ব্রতী হইয়া শঙ্করের অর্চ্চনা করেন, এবং সমস্ত মাস অথবা অর্দ্ধমাস বা দশদিন কিম্বা সপ্ত-দিন বেত্রপাণি হইয়া দিবারাত্র ভক্তিপূর্ব্বক নৃত্য করেন তাঁহার শিবার্চ্চনদিনপরিমিত যুগ শিবলোকে বাস হয়। যে মানব ভারতে শ্রীরামনবমীব্রত পালন করেন, তিনি সপ্তমন্বন্তরপর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া পুনরায় স্বযোনি প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয় রামভক্তি লাভ করেন, এবং জিতেন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ও মহান্ ধার্ম্মিক হন। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক নানা-বিধ সুগন্ধি পুষ্প উৎকৃষ্ট নৈবেদ্য ও ধূপদীপাদি উপ-হারদ্বারা প্রকৃতি ভগবতীর শারদীয়া মহাপূজা করেন এবং তদুপলক্ষে নৃত্য গীত বাদ্য ও মঙ্গলজনক কৌতুককার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সপ্তমন্বন্তর অবধি শিবলোকে বাস করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বযোনি প্রাপ্ত হইয়া নির্ম্মল বুদ্ধি লাভ করিয়াথাকেন; এবং পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধিনী অচলা লক্ষ্মী লাভ করেন ও গজ-বাজি-সমহিত মহাপ্রভাবযুক্ত রাজরাজেশ্বর হন, তাহার সংশয় নাই। আর যিনি ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী অবধি একপক্ষপর্য্যন্ত প্রত্যহ ভক্তি-পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট ষোড়শ উপচার দান করিয়া পুণ্যক্ষেত্র ভারতে মহালক্ষ্মীর পূজা করেন, তিনি চন্দ্র-সূর্য্যের অবস্থিতিপর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে পরমসুখে বাস করেন, পরে পুনরায় স্বযোনি লাভ করিয়া রাজরাজেশ্বর হইয়া থাকেন। ৭২—৮৯। যিনি ভারতবর্ষে কার্ত্তিকী-পূর্ণিমার দিবস রাসমণ্ডল এবং শত গোপ ও শত গোপিকা নির্ম্মাণ করিয়া শিলাতে অথবা প্রতিমাতে ষোড়শোপচার দানপূর্ব্বক রাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করেন, তিনি ব্রহ্মার পরমায়ু পর্য্যন্ত গোলোকে বাস করত পুনরায় ভারতে আগমন করিয়া নিশ্চয় হরিভক্তি লাভ করেন; পরে ক্রমে সুদৃঢ় ভক্তি ও হরিমন্ত্র লাভ করিয়া দেহান্তে পুনরায় গোলোকে গমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জন্ম-মৃত্যু-রহিত মহান্ পার্ষদ হইয়া থাকেন; সেই ভক্তের আর পুনর্ব্বার পতন হয় না। যিনি শুক্লা অথবা কৃষ্ণা একাদশীব্রত করেন, তিনি ব্রহ্মার পর-মায়ুপর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে বাস করিয়া পুনরায় ভারতে আগমনপূর্ব্বক নিশ্চয় হরিভক্তি লাভ করেন; এবং পুনর্ব্বার দেহান্তে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকেন, তাঁহার আর পতন হয় না। যে ব্যক্তি ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে ইন্দ্রের পূজা করেন, তিনি ষষ্টিসহস্র বর্ষ ইন্দ্রলোকে বাস করেন। যে মানব ভারতবর্ষে শুক্লপক্ষীয় সপ্তমীতিথিযুক্ত রবিবারাশ্রিত সূর্য্য-সংক্রান্তির দিবস—হবিষ্যান্ন ভোজনপূর্ব্বক সূর্য্যের আরাধনা করেন, তাঁহার চন্দ্র-সূর্য্যের অবস্থিতিকাল-পর্য্যন্ত সূর্য্যলোকে বাস হয় এবং তিনি পুনর্ব্বার ভারতে আগমনপূর্ব্বক অরোগী ও শ্রীযুক্ত হন। যে মনুষ্য জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে সাবিত্রীর পূজা করেন, তিনি সপ্তমন্বন্তর ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে আগমনপূর্ব্বক শ্রীমান্ অতুল বিক্রমশালী চিরজীবী, জ্ঞানবান্ ও সমুদয়সম্পদ্‌যুক্ত হইয়া-থাকেন। ৯০—১০১। মাঘমাসে শুক্লপঞ্চমীতে যিনি সংযত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক ষোড়শোপচার দ্বারা সরস্বতীর পূজা করেন, তিনি ব্রহ্মার এক দিবারাত্র বৈকুণ্ঠে বাস করিয়া পুনর্ব্বার জন্ম লাভ-পূর্ব্বক কবি ও পণ্ডিত হইয়া থাকেন। যে মানব, ভারতে ভক্তিপূর্ব্বক আজীবন প্রত্যহ ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণাদি-ভূষিত গো-দান করেন, তিনি সেই গো-লোম-পরিমিত বৎসরের দ্বিগুণ কাল বিষ্ণুমন্দিরে বিষ্ণুর সহিত ক্রীড়াকৌতুকে কাল-যাপন করিয়া পুনরায় ভারতে আগমনপূর্ব্বক রাজরাজেশ্বর, গোমান্ পুত্রবান্, বিদ্যাবান, জ্ঞানবান্ ও সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইয়া থাকেন। যিনি ভারতক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদিগকে মিষ্টান্ন ভোজন করান, তিনি ব্রাহ্মণের লোমপরিমিত বর্ষ বিষ্ণুমন্দিরে অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় ভারতে আগমন করিয়া নিশ্চয় বিষ্ণুভক্তি লাভ করেন; নারায়ণ-ক্ষেত্রে ঐ কার্য্য করিলে কোটিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, নারায়ণক্ষেত্রে কোটি হরিনাম জপ করেন তিনি নিশ্চয় সর্ব্বপাপ-মুক্ত হইয়া

জীবন্মুক্ত হন, তিনি দেহান্তে বিষ্ণুর সারূপ্য লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন, তাঁহার আর পতন হয় না। যিনি এই ভারতে প্রত্যহ পার্থিব শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া আজীবন পূজা করেন, তিনি সেই মৃত্তিকারেণুপরিমিত বৎসর শিবলোকে পরমসুখে বাস করিয়া পুনরায় ভারতে আগমনপূর্ব্বক রাজেন্দ্র হইয়া থাকেন। ১০২—১১২। যে মানব, প্রত্যহ শালগ্রাম-শিলা পূজা ও তাঁহার চরণামৃত পান করেন, তিনি শত ব্রহ্মার পরমায়ুপর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে বাস করিয়া পুনরায় জন্মলাভপূর্ব্বক সুদুর্লভ হরিভক্তিলাভের পর দেহান্তে পুনর্ব্বার বিষ্ণুলোকে গমন করেন, তাঁহার আর পতন হয় না। আর সমুদয় তপস্যা ও নিখিল ব্রত আচরণ করিলে, চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় জন্ম লাভ করিয়া রাজেন্দ্র হইয়া থাকেন, পরে দেহান্তে মুক্ত হন, তাঁহার আর জন্ম হয় না। যিনি পৃথিবীপ্রদক্ষিণপূর্ব্বক সমুদয় তীর্থে স্নান করেন, তিনি নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন; তাঁহার পুনর্ব্বার জন্ম হয় না। পুণ্যক্ষেত্র ভারতে যে মানব অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তিনি সেই অশ্বের লোমপরিমিত বৎসর ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন-ভাগী হন। মনুষ্যগণ, রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে অশ্বমেধের চতুর্গুণ ফল লাভ করেন, আর নরমেধ ও গোমেধযজ্ঞে অশ্বমেধের অর্দ্ধ ফল হইয়া থাকে। পূর্ত্ত-যজ্ঞে গোমেধের অর্দ্ধফল ও সু-পুত্র লাভ হয়। লাঙ্গলযজ্ঞ করিলে গোমেধের ফল লাভ হইয়া থাকে। বিপ্র-যজ্ঞ ও বৃদ্ধি-যোগেও গোমেধের সদৃশ ফল। মানবগণ পদ্ম-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে গোমেধের অর্দ্ধ ফল লাভ করেন। বিশোক-যজ্ঞ করিলে শোক বিনষ্ট হয় এবং পদ্মযজ্ঞে যাদৃশ স্বর্গভোগ হয়, তাহার অর্দ্ধকাল স্বর্গ ভোগ হইয়া থাকে। রাজা, বিজয়যজ্ঞানুষ্ঠানে বিজয়ী হন ও পদ্মযজ্ঞের সমান স্বর্গ ভোগ করেন। ১১৩—১২২। আর প্রাজাপত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, নৃপতিগণের প্রজা লাভ ও ভূমি বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং ইহকালে রাজগণের প্রিয় হইয়া দেহান্তে পদ্মযজ্ঞে যাদৃশ স্বর্গ-ভোগ হয়, তাহার অর্দ্ধকাল স্বর্গ ভোগ হইয়া থাকে। ঋদ্ধিযাগে মহৎ ঐশ্বর্য্য ও পদ্মযাগে যে প্রকার স্বর্গভোগ হয়, ইহাতেও সেইরূপ হইয়া থাকে। হে সুন্দরি! বিষ্ণুযজ্ঞ, সমুদয় যজ্ঞের প্রধান; পূর্ব্বে ব্রহ্মা মহাসমারোহে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। হে সতি! এই যজ্ঞেই দক্ষ ও শঙ্করের পরস্পর কলহ হইয়াছিল। বিপ্রগণ, নন্দীকে অভি-সম্পাত করিলে, নন্দীও কোপ-ভরে তাঁহাদিগকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন। এই কারণে পরে দক্ষ প্রজাপতি, বিষ্ণুযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, চন্দ্রশেখর সেই দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করেন। এই বিষ্ণুযজ্ঞ, সহস্র রাজ-সূয় যজ্ঞের তুল্য; এজন্য ধর্ম্ম, কশ্যপ, অনন্ত, কর্দ্দম, স্বায়ম্ভুব মনু, তাঁহার পুত্র প্রিয়ব্রত, শিব, সনৎকুমার, কপিল ও ধ্রুব মহাশয় এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সহস্র রাজসূয়যজ্ঞের ফল লাভ করিয়াছেন ইহাতে সংশয় নাই। ফলতঃ বিষ্ণুযজ্ঞ অপেক্ষা ফলজনক যজ্ঞ আর বেদে উক্ত নাই। এই যজ্ঞানুষ্ঠানে নিশ্চয় বহু-কল্পান্তজীবী জীবন্মুক্ত এবং জ্ঞান ও তপস্যায় বিষ্ণুর সমান হইতে পারা যায়। ১২৩—১৩১। দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু, বৈষ্ণবের মধ্যে শিব, শাস্ত্রের মধ্যে বেদ, আশ্র-মীর মধ্যে ব্রাহ্মণ, তীর্থের মধ্যে গঙ্গা, পবিত্রের মধ্যে বৈষ্ণব, ব্রতের মধ্যে একাদশী, পুষ্পের মধ্যে তুলসী, নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্র, পক্ষীর মধ্যে গরুড়, স্ত্রীর মধ্যে প্রকৃতি, আধারের মধ্যে বসুন্ধরা, শীঘ্রগামী চঞ্চল ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন, প্রজাপতির মধ্যে ব্রহ্মা, প্রজেশ্বরের মধ্যে প্রজাপতি, বনের মধ্যে বৃন্দাবন, বর্ষের মধ্যে ভারত, শ্রীসম্পন্নদিগের মধ্যে লক্ষ্মী, পণ্ডিতের মধ্যে সরস্বতী এবং পতিব্রতাদিগের মধ্যে দুর্গা ও সৌভাগ্যশালিনীদিগের মধ্যে রাধিকা—যে প্রকার প্রধানরূপে পরিগণিত, হে বৎসে! এই বিষ্ণুযজ্ঞও সেইরূপ যজ্ঞের মধ্যে প্রধান। আর শতঅশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে ইন্দ্রত্ব লাভ ও সহস্রঅশ্বমেধযজ্ঞের ফলে দেহান্তে বিষ্ণুপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষা, সমুদয় ব্রত ও তপস্যার আচরণ, চারিবেদপাঠ এবং পৃথিবীপ্রদক্ষিণ এই সমস্তই শুভফলের কারণ, কিন্তু এক কৃষ্ণসেবায় মুক্তিপর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়;—এজন্য সমুদয় পুরাণ, বেদ ও ইতি-হাসে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-সেবাই সকল কার্য্যের সারভূত বলিয়া নিরূপিত আছে। হে সতি! প্রত্যহ শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণন, তাঁহার ধ্যান ও নাম-গুণের কীর্ত্তন তাঁহার স্তোত্রপাঠ, স্মরণ, বন্দন, জপ ও তাঁহার পাদো-দক এবং নৈবেদ্য ভোজনই সর্ব্বসম্মত ও সকলের প্রার্থনীয়। অতএব হে বৎসে! তুমি সেই প্রকৃতি হইতে অতীত নির্গুণ পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেই ভজনা করিও, এক্ষণে স্বামীকে গ্রহণ করিয়া নিজ ভবনে গমন কর। এই আমি তোমার নিকটে মনুষ্যগণের তত্ত্বপ্রদ, সর্ব্বসম্মত ও সকলের প্রার্থনীয় সমুদয় কর্ম্মবিপাক কীর্ত্তন করিলাম; ১৩২—১৫৫।

প্রকৃতিখণ্ডে সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, সাবিত্রী যমরাজের মুখে শ্রীহরির প্রশংসা শ্রবণ করিয়া সজল-নয়নে পুলকাঙ্কিত গাত্রে পুনরায় যমরাজকে কহিলেন, দেব! জানিলাম হরিনাম কীর্ত্তন অপেক্ষা ধর্ম্ম আর নাই; ইহাতে স্বকীয় কুলের উদ্ধার সাধন এবং শ্রোতা ও বক্তাগণের জন্ম, মৃত্যু, জরা—অপনীত হয়। হরিগুণ-কীর্ত্তন ও হরি-সেবাই, সমুদয় দান, ব্রত, সিদ্ধি, তপস্যা, যোগ ও বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ মুক্তিই বলুন, অমরত্বই বলুন, আর সমুদয় সিদ্ধিই বলুন, কেহই শ্রীকৃষ্ণের সেবার ষোড়শভাগের একভাগ হইতে পারে না। হে পিতঃ! আপনি বেদজ্ঞপ্রধান, এক্ষণে মূঢ়া অবলাকে উপদেশ দিন,—কোন্ বিধি অনুসারে সেই প্রকৃতি হইতে অতীত শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিব? আর আপনার প্রসাদে মানবগণের শুভ কর্ম্মের মনোহর পরিণাম আমি শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে অশুভ-কর্ম্মবিপাক আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। হে ব্রহ্মন্! সেই সতী সাবিত্রী এই বলিয়া ভক্তি-বিনতমস্তকে বেদোক্ত স্তোত্রে ধর্ম্মরাজকে স্তব করিতে লাগিলেন; পূর্ব্বে পুষ্করতীর্থে সূর্য্যদেব তপস্যাদ্বারা ধর্ম্মের আরাধনা করিয়া ধর্ম্মের অংশসম্ভূত যে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, আমি সেই ধর্ম্মরাজকে নমস্কার করি। সর্ব্বভূতে সমদর্শনহেতু যে সর্ব্বসাক্ষীর নাম শমন হইয়াছে, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি। যিনি, বিশ্ব-সংসারে সমস্ত প্রাণিগণের কর্ম্মানুরূপ কালে অন্ত করিয়া থাকেন, আমি সেই কৃতান্তকে নমস্কার করি। ১—১০। যিনি, সমস্ত কর্ম্মের শাস্তা এবং যিনি পাপীদিগের শুদ্ধিনিমিত্ত দণ্ড বিধান করিবার জন্য দণ্ড ধারণ করিয়াছেন, আমি সেই দণ্ডধরকে প্রণাম করি। যিনি নিরন্তর বিশ্বমধ্যে সকলের আয়ুঃ ক্ষয় করেন, আমি সেই অতিশয় দুর্নিবার্য্য কালকে প্রণাম করি। যিনি পরম বৈষ্ণব, তপস্বী, ধর্ম্মশীল, জিতেন্দ্রিয় এবং সংযমী, আমি সেই জীবগণের কর্ম্মফল দাতা যমকে প্রণাম করি। যিনি স্বাত্মারাম ও সর্ব্বজ্ঞ এবং যিনি পুণ্যবান্দিগের মিত্র ও পাপিগণের ক্লেশপ্রদ;—আমি সেই পুণ্যমিত্রকে নমস্কার করি। ব্রহ্মবংশে যাঁহার জন্ম, যিনি ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত ও নিরন্তর পরব্রহ্মের ধ্যানপরায়ণ, আমি সেই ব্রহ্মবংশ যমকে প্রণাম করি। হে মুনে! সেই সাবিত্রী এইরূপ কহিয়া যমরাজকে প্রণাম করিলে, যম তাঁহাকে বিষ্ণু-ভজন ও কর্ম্মবিপাক কহিলেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক এই যমাষ্টক পাঠ করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন, এবং তাঁহার আর যম হইতে ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। হে নারদ! মহা-পাপীও যদি ভক্তিপূর্ব্বক প্রত্যহ ইহা পাঠ করে, নিশ্চয় যমরাজ তাহাকে বহুদেহধারণের পর পবিত্র করিয়া থাকেন। ১১—১৮।

প্রকৃতিখণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, অনন্তর সূর্য্যকুমার যম, সাবিত্রীকে বিধিপূর্ব্বক বিষ্ণুমন্ত্র দান করিয়া অশুভ কর্ম্মের পরিণাম ফল বলিতে আরম্ভ করিলেন;—হে সতি! শুভকর্ম্মের বিপাক শ্রবণ করিয়াছ, এক্ষণে অশুভ কর্ম্মবিপাক বলিতেছি শ্রবণ কর। জীবগণ, শুভ কর্ম্মবলে নানাবিধ স্বর্গে গমন করে এবং অশুভকর্ম্মে নানাপ্রকার নরকে গমন করিয়া থাকে। হে সাধ্বি! নরককুণ্ড নানাবিধ;—পুরাণভেদে তাহাদিগের নামভেদ কথিত হইয়াছে। হে বৎসে! ঐ সমস্ত নরককুণ্ডই বিস্তৃত, গভীর, ভয়ঙ্কর, জীবগণের ক্লেশ-দায়ক ও অতিশয় কুৎসিত। হে সতি! বেদপ্রসিদ্ধ ষড়শীতি নরককুণ্ডের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর। ১—৬। বহ্নিকুণ্ড, তপ্তকুণ্ড, ভয়ানক ক্ষারকুণ্ড, বিট্‌কুণ্ড, মূত্রকুণ্ড, দুঃসহ শ্লেষ্মকুণ্ড, গরকুণ্ড, দূষিকাকুণ্ড, বসা-কুণ্ড, শুক্রকুণ্ড, অসৃক্‌কুণ্ড, কুৎসিত অশ্রুকুণ্ড, গাত্র-মলকুণ্ড, কর্ণবিট্‌কুণ্ড, মজ্জাকুণ্ড, মাংসকুণ্ড, দুস্তর নখকুণ্ড, লোমকুণ্ড, কেশকুণ্ড, দুঃসহ অস্থিকুণ্ড, মহা-ক্লেশকর প্রতপ্ত তাম্রকুণ্ড, লৌহকুণ্ড, তীক্ষ্ণকণ্টক-কুণ্ড, বিঘ্নপ্রদ বিষকুণ্ড, ঘর্ম্মকুণ্ড, তপ্তসুরাকুণ্ড, প্রতপ্ত-তৈলকুণ্ড, দুর্ব্বহদন্তকুণ্ড, কৃমিকুণ্ড, পূয়কুণ্ড, দুরন্ত-সর্পকুণ্ড, মশককুণ্ড, দংশকুণ্ড, ভয়ঙ্কর লবণকুণ্ড, বজ্র-দংষ্ট্রকুণ্ড, বৃশ্চিককুণ্ড, শরকুণ্ড, শূলকুণ্ড, ভীষণ খড়্গ-কুণ্ড, গোলকুণ্ড, নক্রকুণ্ড, শোককর কাককুণ্ড, সঞ্চানকুণ্ড, বাজকুণ্ড, সুদুস্তর বজ্রকুণ্ড, তপ্তপাষাণকুণ্ড, তীক্ষ্ণপাষাণকুণ্ড, লালাকুণ্ড, মসীকুণ্ড, সুদারুণ চূর্ণকুণ্ড, চক্রকুণ্ড, বক্রকুণ্ড, কূর্ম্মকুণ্ড, জ্বালাকুণ্ড, ভস্মকুণ্ড, পূতিকুণ্ড, তপ্তশূর্ম্মি, অসীপত্র, ক্ষুরধার, সূচীমুখ, গোধামুখ, নক্রমুখ, গজদংশ, গোমুখ, কুম্ভীপাক, কাল-সূত্র, অবটোদ, অরুন্তুদ, পাংশুভোজ, পাশবেষ্ট, শূল-প্রোত, প্রকম্পন, উল্কামুখ, অন্ধকূপ, বেধন, দণ্ডতাড়ন, জালবন্ধ, দেহচূর্ণ, দলন, শোষণ, কষ, সর্পমুখ, জ্বালা-মুখ, জিহ্ম, ধূমান্ধ এবং নাগবেষ্টন,—হে সাবিত্রি!

পাপিগণ এই সকল নরককুণ্ডে ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। এই সকল কুণ্ড আমার নিযুক্ত কিঙ্করগণ নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। ৭—২১। ঐ সমস্ত কিঙ্করগণের মধ্যে কাহার হস্তে দণ্ড, কাহার হস্তে শূল, কাহার হস্তে পাশ, কাহার হস্তে শক্তি ও কাহার হস্তে গদা বিদ্যমান আছে এবং তাহারা সকলেই দেখিতে দারুণ ভয়ঙ্কর। সকলেই মদমত্ত, তমোযুক্ত, দয়াহীন, সর্ব্ব প্রকারে দুর্নিবার্য্য, তেজস্বী ও নিঃশঙ্ক, তাহাদের লোচন তাম্রবৎ পিঙ্গলবর্ণ; সকলেই যোগবিশিষ্ট, সিদ্ধযোগ এবং নানারূপ ধারণে সমর্থ। ঐ সকল কিঙ্করকে আসন্ন-মৃত্যু পাপাত্মা সমুদয় প্রাণীই দর্শন করিয়া থাকে। ঐ সকল পুরুষকে স্বধর্ম্ম-নিরত শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য প্রভৃতি ও সিদ্ধযোগবিশিষ্ট পুণ্যাত্মাগণের দর্শন করিতে হয় না। স্বধর্ম্মনিরত অথবা কর্ম্ম হইতে বিরত স্বতন্ত্র, বলবান্, নিঃশঙ্ক বৈষ্ণবগণ স্বপ্নেও কখন তাহাদের আকার দর্শন করেন না। হে সাধ্বি! এই আমি তোমার নিকটে নরককুণ্ডের সংখ্যা কহিলাম; এক্ষণে যে পাপীর যাহাতে বাস করিতে হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ২২—২৭।

প্রকৃতিখণ্ডে উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশ অধ্যায়।

যম বলিলেন, হে সতি! হরিসেবা-পরায়ণ, বিশুদ্ধ-চিত্ত, যোগী, সিদ্ধ, ব্রতী, তপস্বী, ব্রহ্মচারী এবং যতি সকল নরকে গমন করেন না। যে মানব স্বয়ং বলবান্ বলিয়া খলতা করিয়া বান্ধবগণকে কটুবাক্য দ্বারা দগ্ধ করে, তাহাকে বহ্নিকুণ্ড নরকে গমন করিতে হয়, এবং তথায় সেই হুতাশনমধ্যে গাত্রলোম-পরিমিত বৎসর অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় জন্মত্রয় পশুযোনি প্রাপ্তে রৌদ্রে দগ্ধ হইতে হয়। যে মূঢ়, গৃহাগত তৃষিত, ক্ষুদ্ধ ও সন্তপ্ত ব্রাহ্মণকে ভোজন না করায়, সে তপ্তকুণ্ডে গমন করে এবং সেই বহ্নিতুল্য তপ্তস্থলে অতি দুঃখে লোমপরিমিত বর্ষ অবস্থান করিয়া পরে সপ্তজন্ম পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হয়। যে মানব, রবিবার রবিসংক্রান্তি, অমাবস্যা বা শ্রাদ্ধ-দিনে বস্ত্রে ক্ষার সংযোগ করে, তাহাকে সেই বস্ত্রের সূত্রপরিমিত বর্ষ ক্ষারকুণ্ডে অবস্থানপূর্ব্বক পরে সপ্তজন্ম ভারতে রজকযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। যে ব্যক্তি, স্বদত্তা অথবা পরদত্তা ব্রাহ্মণের বৃত্তি হরণ করে, সে ষষ্টিসহস্র বর্ষ বিট্‌কুণ্ডে বিষ্ঠাভোজী হইয়া অবস্থানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভূমণ্ডলে ষষ্টিসহস্রবর্ষ বিষ্ঠার কৃমি হইয়া কালক্ষেপ করে। যে মানব, পরকীয় তড়াগে স্বয়ং তড়াগ প্রস্তুত করিয়া দৈবদোষে তাহা উৎসর্গ করে, তাহাকে তড়াগের রেণুপরিমিত বৎসর মূত্রকুণ্ডে মূত্রভোজী হইয়া অবস্থানপূর্ব্বক পুনরায় ভারতে সপ্তজন্ম গোধিকা হইতে হয়। ১—১১। যে ব্যক্তি একাকী মিষ্টান্ন ভোজন করে, তাহাকে শ্লেষ্ম-কুণ্ডে গমন করিয়া পূর্ণশতবর্ষ শ্লেষ্মা ভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে হয়, পরে সে ভারতে পরিপূর্ণ শত বৎসর প্রেত হইয়া শ্লেষ্মা মূত্র গর ও পূয ভোজন-পূর্ব্বক পরে শুচি হয়। পিতা, মাতা, গুরু, ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা ও অনাথ জনকে যে ভরণপোষণ না করে, তাহাকে গরকুণ্ডে গমনপূর্ব্বক পূর্ণ সহস্রবর্ষ গর (বিষ) ভোজন করিয়া অবস্থান করিতে হয়। পরে সে, শত বৎসর ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে পবিত্র হয়। যে মানব, অতিথি দর্শন করিলে চক্ষু বক্র করে, দেবতা ও পিতৃগণ সেই পাপিষ্ঠের জল গ্রহণ করেন না এবং ইহলোকেই তাহাকে ব্রহ্মহত্যাদি যাবতীয় পাপের ভাগী হইয়া দূষিকাকুণ্ডে গমনপূর্ব্বক পূর্ণ শত বৎসর দূষিকা ভোজন করিয়া অবস্থান করিতে হয়। পরে সে পৃথিবীতে সপ্তজন্ম মনুষ্য হইয়া দারিদ্র্যযন্ত্রণা ভোগ করে। কোন দ্রব্য পূর্ব্বে ব্রাহ্মণকে দান করিয়া পরে তাহাই আবার অন্যকে অর্পণ করিলে, বসাকুণ্ডে শতবর্ষ বসা ভোজন করিয়া অবস্থান করিতে হয়, পরে তাহাকে ভারতে ত্রিজন্ম চণ্ডাল ও সপ্তজন্ম কৃকলাস হইয়া পবিত্রতা লাভ হইলে দরিদ্র অথচ অল্পায়ু মনুষ্য হইতে হয়। যদি কোন কামিনী কোন পুরুষের অথবা কোন পুরুষ কোন কামিনীর শুক্র পাত করায়, তবে তাহাকে পূর্ণশত বৎসর শুক্রকুণ্ডে গমন করিয়া শুক্রভোজনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে হয়, এবং পরে ভূতলে শতবর্ষ কৃমি হইয়া পবিত্র হইতে হয়। যে ব্যক্তি আঘাত করিয়া গুরু ও ব্রাহ্মণের রক্তপাত করায়, সে অসৃক্‌কুণ্ডে শতবৎসর অসৃক্ ভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করে, পরে ভারতে সপ্তজন্ম ব্যাধ হইয়া ক্রমে পবিত্রতালাভে শুদ্ধ হইয়া থাকে। যে মানব, সগদ্গদস্বরে সাশ্রুনেত্রে শ্রীকৃষ্ণের গুণসঙ্গীতকারী ভক্তকে দেখিয়া হাস্য করে, সে অশ্রুকুণ্ডে অশ্রুভোজন-পূর্ব্বক শতবৎসর অবস্থান করিয়া পরে জন্মত্রয় চণ্ডাল হইয়া শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ১২—২৬। যে কলু-ষিতচিত্ত মনুষ্য বারংবার খলতা করে, তাহাকে দশ বৎসর গাত্রমলকুণ্ডে বাসপূর্ব্বক পরে ত্রিজন্ম গর্দ্দভ-যোনি ও ত্রিজন্ম শৃগালযোনি প্রাপ্তে শুদ্ধ হইতে হয়। যে মানব, অভিমানবশতঃ বধিরকে দেখিয়া হাস্য বা

নিন্দা করে, সে শতবৎসর কর্ণবিট্‌কুণ্ডেকর্ণমল ভোজন-পূর্ব্বক অবস্থান করে, পরে সপ্তজন্ম বধির ও দরিদ্র এবং পুনরায় সপ্তজন্ম অঙ্গহীন হইয়া শুদ্ধি লাভ করে। লোভপ্রযুক্ত আত্মপোষণনিমিত্ত যে ব্যক্তি অন্য প্রাণীকে বিনষ্ট করে, তাহাকে মজ্জাকুণ্ডে মজ্জা ভোজন পূর্ব্বক লক্ষ বর্ষ বাস করিতে হয়, পরে সপ্ত জন্ম নিজ কর্ম্মহেতু শশক মীন ও মৃগাদি হইয়া নিশ্চয় শুদ্ধি লাভ করিতে হয়। যে মহামূঢ় মানব, স্বীয় কন্যাকে পালন করিয়া অর্থলোভে বিক্রয় করে, সে মাংসকুণ্ডে মাংস ভোজনপূর্ব্বক কন্যার লোমপরিমিত বৎসর বাস করে এবং আমার কিঙ্করগণ তাহাকে সেই স্থানে দণ্ড প্রহার করিয়া থাকে, আর তাহার মাংসভার মস্তকে লইয়া ক্ষুধার সময় রক্তধারা পান করিতে হয়। পরে সেই পাপী ভারতে কন্যার বিষ্ঠায় ষষ্টিসহস্রবর্ষ কৃমি হইয়া পরে সপ্ত জন্ম ব্যাধ—ত্রিজন্ম বরাহ—সপ্ত জন্ম কুক্কুর—সপ্ত জন্ম মণ্ডূক—সপ্ত জন্ম জলৌকা ও সপ্ত জন্ম কাকযোনিপ্রাপ্তে পরে নিশ্চয় শুদ্ধি লাভ করে। যে ব্যক্তি, ব্রত উপবাস ও শ্রাদ্ধের সংযমদিনে ক্ষৌরকার্য্য না করে, সে সকল কর্ম্মেই অপবিত্র। হে সুন্দরি! সে সেই দিনপরিমিত বর্ষ নখাদিকুণ্ডে বাস করিয়া নখাদি ভোজনপূর্ব্বক দণ্ডাহত হইয়া থাকে। ভারতে কেশযুক্ত পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজা করিলে, শিবকোপে সেই লিঙ্গের রেণুপরিমিত বর্ষ কেশকুণ্ডে বাস করিতে হয়, অনন্তর যবন হইয়া শতবৎসরান্তে পবিত্রতা লাভ করিয়া স্বকুলে জন্ম গ্রহণ করে। ২৭—৪১। যে মানব, পিতৃ-উদ্দেশে বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান না করে, সে নিজ লোম-পরিমিত বৎসর ভয়ঙ্কর অস্থিকুণ্ডে বাস করিয় পরে স্বযোনি প্রাপ্ত হইয়া সপ্ত জন্ম খঞ্জ ও দরিদ্র হয়, অনন্তর এইরূপ দণ্ডহেতু পবিত্র হইয়া থাকে। যে মহামূঢ়, নিজ গর্ভিণী কামিনীতে উপগত হয়, তাহার শতবর্ষ প্রতপ্ত তাম্রকুণ্ডে বাস হইয়া থাকে। অবীরার বা ঋতুস্নাতা কামিনীর অন্ন ভোজন করিলে, শতাব্দ তপ্তলৌহকুণ্ডে বাস হয়; অনন্তর সপ্ত জন্ম রজক ও কর্ম্মারযোনিতে জন্ম লাভ করিয়া মহাব্রণী ও দরিদ্র হইতে হয়; পরে সেই মনুষ্য পবিত্র হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঘর্ম্মাক্ত-হস্তে দেবদ্রব্য স্পর্শ করে, তাহার শতবর্ষ ঘর্ম্মকুণ্ডে বাস হয়। যে দ্বিজ, শূদ্রের অনুজ্ঞায় শূদ্রান্ন ভোজন করে, সে শতবৎসর তপ্তসুরাকুণ্ডে বাস করিয়া নিশ্চয় শূদ্রযাজী ও শূদ্রান্নভোজী ব্রাহ্মণ হইয়া সপ্ত জন্ম গত হইলে শুদ্ধ হইয়া থাকে। যে কটুভাষিণী নারী, নিরন্তর স্বামীকে কটুবাক্যে ক্লেশ দান কর সে তীক্ষ্ণ-কণ্টককুণ্ডে তীক্ষ্ণ কণ্টক ভোজনপূর্ব্বক যমদূতকর্ত্তৃক দণ্ডাহত হইয়া চারি যুগ অবস্থান করিয়া থাকে, পরিণামে সপ্তজন্ম বধিরপ্রায় হইয়া পরে শুদ্ধি লাভ করে। যে নির্দ্দয় পামর বিষদ্বারা জীবহিংসা করে তাহার সহস্র বৎসর বিষকুণ্ডে বিষ ভোজন করিয়া বাস করিতে হয়। অনন্তর সেই পাপী, সপ্তজন্ম নরঘাতী ও ব্রণী হইয়া পুনরায় সপ্তজন্ম কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া থাকে, পরে শুদ্ধি লাভ করে। ৪২—৫৩। পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে যে বৃষবাহক, স্বয়ং হউক বা ভৃত্যদ্বারা হউক বৃষকে দণ্ডদ্বারা প্রহার করে, সে চারি যুগকাল প্রতপ্ততৈলকুণ্ডে অবস্থান করিয়া পরে গো-গণের লোমপরিমিত বৎসর বৃষ হইয়া থাকে। হে সতি! যে ব্যক্তি, দণ্ড, লৌহ বা বড়িশদ্বারা জীব হিংসা করে, তাহার অযুতবর্ষ দন্তকুণ্ডে বাস হয়, পরে স্ব-যোনি প্রাপ্ত হইয়া উদর রোগে এক জন্ম ক্লেশ ভোগান্তে শুদ্ধ হয়। যে মৎস্যভোজী ব্রাহ্মণ, বৃথা মাংস ও হরির অনিবেদিত নৈবেদ্য ভোজন করে, সে কৃমিকুণ্ডে গমন করিয়া নিজ লোমপরিমিত বর্ষ কৃমি ভোজনপূর্ব্বক সেই স্থানে বাস করে; অনন্তর জন্মত্রয় ম্লেচ্ছ-যোনি প্রাপ্ত হইয়া দ্বিজত্ব লাভ করে। যে ব্রাহ্মণ, শূদ্রযাজী, বা শূদ্রের শ্রাদ্ধান্ন ভোজন অথবা শূদ্রের শব দাহ করে; তাহাকে নিশ্চয় পূয়কুণ্ডে গমন করিতে হয় এবং হে সুব্রতে! যজমানগণের লোম-পরিমিত বৎসর যমদূতকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া সেই পূয় ভোজনপূর্ব্বক সেই স্থানে বাস করিতে হয়। অনন্তর ভারতে সপ্তজন্ম শূদ্র-যোনি প্রাপ্ত হইয়া মহা শূলরোগগ্রস্ত ও দরিদ্র হইতে হয়; পরে সে পবিত্র হইয়া পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। যাহার মস্তকে কৃষ্ণের পাদচিহ্ন আছে, যে মানব সেই সর্পকে হিংসা করে, তাহার নিজ লোমপরিমিত বৎসর সর্প-কুণ্ডে সর্পগণকর্ত্তৃক ভক্ষিত ও যমদূতকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া সর্পবিষ্ঠা ভোজনপূর্ব্বক বাস করিতে হয়; পরে সে নিশ্চয় সর্পদেহান্তে অল্পায়ু দদ্রুরোগাক্রান্ত মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া সর্পদংশনে অতিক্লেশে দেহ ত্যাগ করে। ৫৪—৬৫। যে ব্যক্তি সাধারণকে ক্ষুদ্র-জন্তু বিনাশের উপায় দেখাইয়া এবং স্বয়ং আহার দান করিয়া ক্ষুদ্র জন্তুদিগকে বিনষ্ট করে, তাহাকে সেই সকল জন্তুপরিমিত বৎসর দংশমশককুণ্ডে বাস করিতে হয়, এবং সে সেই নরকে দিবানিশি অনাহারে সেই সকল ক্ষুদ্র জন্তুকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া কেবল ক্লেশসূচক শব্দ করে ও আমার দূতগণ হস্তপদাদি বন্ধনপূর্ব্বক তাহাকে তাড়ন করিয়া থাকে; পরে

যাবতীয় ক্ষুদ্রজন্তু হইয়া পুনরায় অঙ্গহীন মানবদেহ লাভের পর নিষ্পাপ হয়। যে মানব মধু মক্ষিকা-দিগকে বিনাশ করিয়া মধু গ্রহণ করে, সেই মূঢ়, বিনষ্ট-জীবগণ-পরিমিত বৎসর গরলকুণ্ডে বাস করিয়া গরল ভোজনপূর্ব্বক যমদূতকর্ত্তৃক তাড়িত ও গরলে দগ্ধ হইয়া পরে মক্ষিকা জাতিতে জন্মগ্রহণান্তে শুদ্ধি লাভ করিয়া পুনরায় মনুষ্য হয়। যে ভূপতি অর্থলোভে প্রজার দণ্ড করেন, তাঁহাকে নিশ্চয় সেই প্রজার লোম পরিমিতবর্ষ বৃশ্চিককুণ্ডে বাস করিতে হয়, পরে সে সপ্ত জন্ম বৃশ্চিকজাতি হইয়া পুনরায় ভারতে রোগ-গ্রস্ত অঙ্গহীন মনুষ্য হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ, শস্ত্রধারণপূর্ব্বক অন্যের দূত এবং সন্ধ্যা ও হরিভক্তি-শূন্য হয়; সেই মূঢ় নিজ-লোম-পরিমিতবৎসর শরাদিকুণ্ডে অবস্থান করিয়া বারংবার শরাদিবিদ্ধ হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে, পরে পবিত্র হইয়া পুনরায় মনুষ্য হয়। ৬৬—৭৪। যে নৃপতি প্রমত্ত হইয়া অল্পদোষে প্রজাগণকে অন্ধকারযুক্ত কারাগৃহে নিবদ্ধ করে, সে সপঙ্ক তপ্ততোয়াক্ত অন্ধকারযুক্ত এবং তীক্ষ্ণদংষ্ট্র কীটগণে পরিপূর্ণ ভয়ঙ্কর গোলকুণ্ড নরকে প্রজাগণের লোমপরিমিত বৎসর বাস করিয়া প্রজাগণের দাস হয়, পরে পবিত্রতালাভে পৃথিবীতে মানব হয়। হে সতি! যে ব্যক্তি, সরোবর হইতে উত্থিত নক্রাদিকে বিনষ্ট করে, সে নক্রাদির কণ্টক-পরিমিত বর্ষ নক্রকুণ্ডে বাস করিয়া পরে নিশ্চয় নদ্যাদিতে নক্রাদিজাতি হইয়া জন্ম লাভ করে; অনন্তর এইরূপ দণ্ডহেতু পবিত্র হইয়া পুনরায় মানব হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কামাধীন হইয়া পুণ্য ভূমি ভারতে পরস্ত্রীর বক্ষ, শ্রেণী, স্তন ও মুখ নিরীক্ষণ করে, সেই কামুক, স্বীয় লোমপরিমিত বৎসর কাককুণ্ডে কাকগণ কর্ত্তৃক ক্ষুণ্ণলোচন হইয়া বাস করিয়া থাকে। পরে জন্মত্রয় অন্ধ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। যে মানব, ভারতে দেবতা বা ব্রাহ্মণের স্বর্ণ অপহরণ করে সেই মূঢ় নিশ্চয় স্বলোম-পরিমিত বৎসর সন্ধানকুণ্ডে যম-দূতকর্ত্তৃক তাড়িত ও সন্ধানগণকর্ত্তৃক ক্ষুণ্ণলোচন হইয়া সন্ধানগণের বিষ্ঠা ভোজনপূর্ব্বক বাস করিয়া জন্মত্রয় অন্ধ হইয়া থাকে এবং পরে ঐ মহাক্রূর পাতকী, ভারতে সপ্তজন্ম দরিদ্র স্বর্ণকার ও তাহার পর স্বর্ণ-বণিক্‌রূপে জন্মগ্রহণ করে। ৭৫—৮৪। হে সুন্দরি! যে ব্যক্তি ভারতে তাম্র বা লৌহ অপহরণ করে, সে স্বীয় লোম-পরিমিত বৎসর বাজকুণ্ডে বাজগণের বিষ্ঠাভোজী ও বাজগণকর্ত্তৃক ক্ষুণ্ণলোচন এবং যমদূত-কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া বাস করে, পরে পবিত্রতালাভে মানব হয়। ভারতে যে ব্যক্তি দেবমূর্ত্তি ও দেবতার দ্রব্যাদি অপহরণ করে, নিশ্চয় সে স্বলোমপরিমিত বর্ষ সুদুষ্কর বজ্রকুণ্ডে বাস করে, এবং সেইস্থানে তাহার দেহ সেই সকল বজ্রে দগ্ধ হইতে থাকে ও অনাহারে নিরন্তর যমদূতকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ক্লেশসূচক আর্ত্তনাদ করে, অনন্তর শুদ্ধ হইয়া পুনরায় মনুষ্য হয়। যে ব্যক্তি দেবতা বা ব্রাহ্মণের রৌপ্য, গব্য ও বস্ত্র অপহরণ করে, তাহাকে নিশ্চয় স্ব-লোমপরিমিত বৎসর তপ্তপাষাণকুণ্ডে বাস করিতে হয়। অনন্তর ত্রিজন্ম বক, ত্রিজন্ম শ্বেতহংস, একজন্ম শঙ্খচিল ও বহুজন্ম বহুবিধ শ্বেতপক্ষী হইয়া পরে সপ্তজন্ম রক্ত-বিকার ও শূলরোগগ্রস্ত অল্পায়ু মনুষ্য হইয়া শুদ্ধি লাভ করে। দেবতা ব্রাহ্মণের পিত্তল বা কাংস্যাদি নির্ম্মিত পাত্র হরণ করিলে স্বলোমপরিমিত বৎসর নিশ্চয় তীক্ষ্ণ পাষাণকুণ্ডে বাস করে, পরে ভারতে সপ্তজন্ম অশ্ব হয়, পরে অধিকাঙ্গ এবং পাদরোগী হইয়া শুচি হয়। যে ব্যক্তি পুংশ্চলীর অন্নভোজী অথবা পুংশ্চ-লীর অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহকারী তাঁহার নিশ্চয় স্ব-লোমপরিমিত বর্ষ লালাকুণ্ডে বাস হয় এবং সে সেইস্থানে লালাভোজী ও যমদূতকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া-থাকে, পরে চক্ষুঃশূলরোগী হইয়া ক্রমে শুদ্ধ হয়। ৮৫—৯৫। হে সতি! যে বিপ্র ভারত-ভূমিতে ম্লেচ্ছসেবী বা মসীজীবি হয়, সে নিশ্চয় স্ব-লোম-পরিমিত বৎসর তপ্তমসীকুণ্ডে অবস্থানপূর্ব্বক মসী-ভোজী ও যমদূতকর্ত্তৃক তাড়িত হয়, পরে সেই ব্যক্তি ভারতে জন্মত্রয় কৃষ্ণবর্ণ পশু হইয়া পুনর্ব্বার তালবৃক্ষ হইবার পর পবিত্র হইয়া মনুষ্য হয়। যে ব্যক্তি দেবতা ও ব্রাহ্মণের ধান্যাদি শস্য, তাম্বূল আসন ও শয্যা অপহরণ করে, তাহাকে শতবর্ষ পর্য্যন্ত চূর্ণকুণ্ডনরকে যমদূতকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া অবস্থান করিতে হয়। অনন্তর সেই পাপী, ত্রিজন্ম মেষ ও ত্রিজন্ম কুক্কুটদেহ ধারণের পর পৃথিবীতে কাস-রোগগ্রস্ত খর্ব্বাকার বংশহীন অল্পায়ু দরিদ্র হইয়া পরিণামে শুচি হইয়া থাকে। যে মানব ব্রাহ্মণের দ্রব্য হরণপূর্ব্বক ভোগ করে, সে শতবর্ষপর্য্যন্ত দণ্ড-তাড়িত হইয়া চক্রকুণ্ডে বাস করিয়া থাকে এবং পরিণামে জন্মত্রয় নানারোগাক্রান্ত বংশহীন তৈলকার হইয়া শেষে শুদ্ধি লাভ করে। যে মনুষ্য, বান্ধব ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি কুটিলতা করে, হে সতি! সে একযুগ বক্রকুণ্ডে বাস করিয়া পরিশেষে সপ্তজন্ম বক্রাঙ্গ, হীনাঙ্গ, দরিদ্র, বংশহীন ও ভার্য্যাহীন হইয়া পরিণামে পবিত্র হয়। ৯৬—১০৫। যে ব্রাহ্ম

হরিশয়নে কূর্ম্মমাংস ভোজন করে, সে শতবর্ষ কূর্ম্মকুণ্ডে বাস করিয়া কূর্ম্মগণকর্তৃক ভক্ষিত হয় এবং পরে ত্রিজন্ম কূর্ম্ম, ত্রিজন্ম শূকর, ত্রিজন্ম বিড়াল ও ত্রিজন্ম ময়ূর হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, দেবতা বা ব্রাহ্মণের ঘৃত তৈলাদি হরণ করে, সেই পাতকী শতবৎসর জ্বালাকুণ্ড ও ভস্মকুণ্ডে অবস্থান করিয়া পরে সপ্তজন্ম তৈল-পায়িকা, মৎস্যরঙ্গ, ও মূষিক হইয়া শেষে শুদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি, পুণ্যবর্ষ ভারতে দেবতা বা ব্রাহ্মণের সুগন্ধি তৈল আমলকী কিংবা অন্য সুগন্ধি দ্রব্য হরণ করে, সেই পাপী স্ব-লোম-পরিমিত বর্ষ দুর্গন্ধকুণ্ডে অবস্থানপূর্ব্বক দিবানিশি দুর্গন্ধ ভোগ করিয়া থাকে এবং পরিণামে সপ্তজন্ম দুর্গন্ধিকা, জন্মত্রয় কস্তূরীমৃগ ও সপ্তজন্ম সুগন্ধি প্রাণী হইয়া পরে মানবদেহ প্রাপ্ত হয়। হে সতি! বলিষ্ঠ ব্যক্তি, বলদ্বারা অথবা খলতা নিবন্ধন বা হিংসাহেতু ভারতভূমিতে অপরের পৈতৃক ভূমি হরণ করিলে, তপ্তশূর্ম্মী-নামক নরকে বাস করিয়া দিবানিশি সন্তপ্ত হইয়া থাকে। তপ্ত-তৈলের ন্যায় সেই স্থানে জীবগণ নিরন্তর দগ্ধ হইয়াও ভস্মসাৎ হয় না, কারণ ভোগদেহের বিনাশ নাই। সেই পাপী, ঐ নরকে সপ্তমন্বন্তর কালপর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া থাকে এবং অনাহারী ও যমদূতকর্তৃক তাড়িত হইয়া কেবল চীৎকার করে, পরে ভারতে ষষ্টি-সহস্র বর্ষ বিষ্ঠার কৃমি হয়; পরিশেষে ভূমিহীন দরিদ্র হইয়া শুদ্ধিলাভান্তে স্ব-যোনি লাভ করিয়া শুভকর্ম্মান্বিত হইয়া থাকে। ১০৬—১১৭। যে নিদারুণ ব্যক্তি দয়াহীন হইয়া খড়্গাদ্বারা জীবগণকে ছেদন করে এবং নরঘাতী অর্থলোভে পুণ্যভূমি ভারতে নরহত্যা করিয়া থাকে, সেই পাপাত্মা চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপর্য্যন্ত অসি-পত্র নরকে বাস করে। ব্রাহ্মণহত্যা করিলে শতমন্বন্তর পর্য্যন্ত ঐ নরকে অবস্থিত থাকে এবং সেইস্থানে ঐ পাপী খড়্গাধারে ছিন্নাঙ্গ অনাহারী ও যমদূতকর্তৃক তাড়িত হইয়া নিরন্তর চীৎকার করিয়া থাকে। অনন্তর শতজন্ম সন্ধান, শতজন্ম শূকর, সপ্তজন্ম কুক্কুর, সপ্ত-জন্ম শৃগাল, সপ্তজন্ম ব্যাঘ্র, ত্রিজন্ম বৃক, সপ্তজন্ম গণ্ডক ও ত্রিজন্ম মহিষ, হয়। হে সতি! যে ব্যক্তি গ্রাম বা নগর দগ্ধ করে, তাহাকে তিন যুগ ক্ষুরধার নরকে ছিন্নাঙ্গ হইয়া বাস করিতে হয়, পরিশেষে সেই পাপী বহ্নিবক্ত্র প্রেত হইয়া পৃথিবী ভ্রমণ করে, পরে সপ্ত জন্ম অমেধ্যভোজী প্রাণী ও সপ্তজন্ম খদ্যোত হইয়া শেষে মানবদেহ ধারণ করিয়া সপ্তজন্ম মহাশূলরোগী ও সপ্তজন্ম গলৎকুষ্ঠী হইয়া পরিণামে শুদ্ধি লাভ করে। যে মানব, অপরের কর্ণে মুখ স্থাপন করিয়া অপরের নিন্দা করে, এবং যে ব্যক্তি দেব-ব্রাহ্মণের নিন্দা বা পরদোষে শ্লাঘা করে, সেই পাপী, যুগত্রয় সূচীমুখ নরকে সূচীবিদ্ধ হইয়া অবস্থানপূর্ব্বক সপ্তজন্ম বৃশ্চিক, সপ্তজন্ম সর্প ও সপ্তজন্ম বজ্রকীটদেহ ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার ভস্মকীট হইয়া পরিশেষে মহারোগগ্রস্ত মানবযোনিপ্রাপ্তে পরিণামে পবিত্র হয়। ১১৮—১২৮। গৃহীদিগের গৃহ ভেদ করিয়া যে ব্যক্তি কোন বস্তু চৌর্য্য বা গো ছাগ, মেষ, অপহরণ করে, তাহার গোধামুখ-নরকে বাস হয়, পরে সে সপ্তজন্ম ব্যাধিগ্রস্ত গো জাতি, ত্রিজন্ম মেষজাতি, ত্রিজন্ম ছাগজাতি হইয়া পরিশেষে নিত্যরোগী দরিদ্র, ভার্য্যা ও বন্ধুবিহীন এবং নানা-ক্লেশে সন্তাপিত মানবদেহ-লাভের পর পবিত্র হয়। সামান্যদ্রব্যাপহারী ব্যক্তি একযুগ নক্রমুখ-নরকে বাস করিয়া মহারোগী মানবদেহগ্রহণের পর শুদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি, গো, গজ বা তুরগগণকে হনন করে, সেই মহাপাপী, আমার দূতগণকর্তৃক গজদন্তদ্বারা নিরন্তর তাড়িত হইয়া গজদংশ-নরকে তিনযুগ অবস্থান করে; অনন্তর জন্মত্রয় গজজাতি, তুরগজাতি, গোজাতি ও ম্লেচ্ছজাতি হইয়া পরিণামে শুদ্ধিলাভ করে। যে নর, তৃষিত গোকে জলপানকালে নিবারণ করে এবং গোগণের শুশ্রূষা-বিহীন হয়, সে কৃমি ও তপ্তোদকে পরিপূর্ণ গোমুখাকার গোমুখনরকে এক মন্বন্তরকাল অতিক্লেশে অবস্থান করে, পরে সপ্তজন্ম গোহীন মহারোগী দরিদ্র হইয়া পুনরায় সপ্তজন্ম অন্ত্যজযোনিতে জন্মগ্রহণের পর শুদ্ধ হইয়া থাকে। ১২৯—১৩৭। যে ব্যক্তি ভারতে আরোপিত গোহত্যা বা আরোপিত ব্রহ্মহত্যা করে এবং যে মানব, অগম্যা-গামী, সন্ধ্যাবিহীন, অদীক্ষিত, সর্ব্বতীর্থে প্রতিগ্রাহী, গ্রামযাজী, দেবল, শূদ্রের সূপকার, প্রমত্ত, বৃষলীপতি হয়, কিম্বা গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ভিক্ষুহত্যা, বা ভ্রূণহত্যা করে, সেই মহাপাপী চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপর্য্যন্ত কুম্ভীপাক-নরকে অবস্থান করিয়া নিরন্তর আমার দূত-গণের তাড়নায় ঘূর্ণ্যমান হইয়া থাকে এবং ক্ষণেক বহ্নিতে, ক্ষণেক কণ্টকে, ক্ষণেক তপ্ততৈলে, ক্ষণেক তপ্ততোয়ে, ক্ষণেক তপ্তপাষাণে, ক্ষণেক বা তপ্তলৌহে পতিত হয়; অবশেষে কোটিসহস্র জন্ম গৃধ্র, শত জন্ম শূকর, সপ্তজন্ম কাক, সপ্তজন্ম সর্প ও ষষ্টিসহস্রবর্ষ কৃমি হইয়া পুনরায় গলৎকুষ্ঠী, দরিদ্র, যক্ষ্মারোগাক্রান্ত বংশ ও ভার্য্যাবিহীন শূদ্রজাতি হইয়া পরিণামে শুদ্ধ হয়। ১৩৮—১৪৫। সাবিত্রী কহিলেন দেব! আরোপিত ব্রহ্মহত্যা ও গোহত্যা কি প্রকার? কোন্ স্ত্রী মানবের অগম্যা? কে সন্ধ্যাবিহীন? আর অদীক্ষিত ও তীর্থে

প্রতিগ্রাহীই বা কে? কোন্ ব্রাহ্মণ গ্রামযাজী? কোন্ বিপ্রই বা দেবলপদবাচ্য? কাহাকেই বা শূদ্রের সূপকার, প্রমত্ত ও বৃষলীপতি বলা যায়? হে বেদজ্ঞ-প্রধান! ইহাদের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করুন। যম বলিলেন, হে সুন্দরি! যে ব্যক্তি, শ্রীকৃষ্ণে এবং শ্রীকৃষ্ণের পূজাধার মৃন্ময়ী প্রতিমাতে ও শিবে আর শিবলিঙ্গে, সূর্য্যে ও সূর্য্যমণিতে এবং গণেশ ও তাঁহার প্রতিমাতে ও এইরূপ অন্যদেব-বিষয়েও ভেদজ্ঞান করে, তাহার ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। আর স্বীয় গুরু, স্বীয় ইষ্টদেব, জন্মদাতা ও জননীতে ভেদ জ্ঞান করিলে, ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। যে মূঢ়, বৈষ্ণব ও অন্যভক্তে, ব্রাহ্মণ ও অপর জাতিতে, বিষ্ণুনৈবেদ্যে ও অন্যনৈবেদ্যে, হরির পাদোদকে ও অন্যদেবতার পাদোদকে, সমতা জ্ঞান করে, তাহাকেও ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইতে হয়। আর যিনি সকলের ঈশ্বর, সমুদয় কারণের কারণ ও সকলের আদি, যাঁহাকে সমস্ত দেবতাগণ সেবা করেন, যিনি সকলের আত্মা এবং যিনি এক হইয়াও মায়াবলে অসংখ্য রূপ ধারণ করিতেছেন, সেই নির্গুণ পরমেশ্বরের সহিত অন্যদেবের সমতা করিলে, সমুদয় বেদবিহিত দেবতা পিতৃগণের পূজার নিষেধ করিলে, যাবতীয় পবিত্রের মধ্যে পবিত্র হৃষীকেশ ও তাঁহার মন্ত্রোপাসককে নিন্দা করিলে, আর হে সতি! যিনি বিষ্ণুভক্তি দান করেন, যিনি সকলের শক্তি-স্বরূপ ও সকলের মাতা, সকলেই যাঁহাকে বন্দনা করেন, যিনি সর্ব্বদেবী-স্বরূপা ও সকলের আদি এবং যিনিই সকলের কারণ, সেই বিষ্ণুমায়া প্রকৃতিকে নিন্দা করিলেও ব্রহ্মহত্যার পাতক হইয়া থাকে। ১৪৬—১৫৯। যে সকল ব্যক্তি, পুণ্যদায়ক জন্মাষ্টমী, রামনবমী, শিবরাত্রি, একাদশী, রবিবার এবং পঞ্চ পর্ব্বদিনের কর্ত্তব্য পালন না করে, চণ্ডালাপেক্ষা অধিক পাপিষ্ঠ সেই মানবগণও ব্রহ্মহত্যা-পাতক লাভ করিয়া থাকে। হে বৎসে! ভারতে যে মানব, অম্বুবাচীতে মৃত্তিকা-খনন ও সাধারণ দিনে জলে মূত্রাদি ত্যাগ করে, গুরু, মাতা, পিতা, সাধ্বী ভার্য্যা এবং পুত্রকন্যাকে পোষণ না করে, তাহারও ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। যে ব্যক্তি অবিবাহিত ও পুত্রমুখদর্শনে বঞ্চিত এবং যে মানব, হরিভক্তিহীন, আর যে মনুষ্য প্রত্যহ বিষ্ণু ও পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজায় বিমুখ এবং বিষ্ণুর অনিবেদিত বস্তু ভোজন করে, তাহাকেও ব্রহ্মহত্যা-পাপ সঞ্চয় করিতে হয়। আর গোকে আহার বা পানসময়ে নিবারণ করিলে ও গোব্রাহ্মণের মধ্য দিয়া গমন করিলে, গো-হত্যার পাপ হয়। যে বিপ্র বৃষবাহক হইয়া দণ্ডদ্বারা গোগণকে তাড়ন করে, সেই মূঢ় প্রতিদিন গো-হত্যা-পাপে লিপ্ত হয় সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি, গোগণকে উচ্ছিষ্ট দান করে, বা বৃষবাহকদ্বারা যাজন-কার্য্য নির্ব্বাহ করে অথবা বৃষবাহকের অন্ন সকলকে ভোজন করায়, তাহাকে নিশ্চয় গো-হত্যার ভাগী হইতে হয়। যে মানব, বৃষলীপতিদ্বারা যাজন করায় অথবা তাহার অন্ন ভোজন করে, সে শত গোহত্যা-পাপে লিপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই অগ্নিতে পাদক্ষেপ ও পাদদ্বারা গো তাড়ন, আর স্নানান্তে পাদপ্রক্ষালন না করিয়া গৃহ প্রবেশ করিলেও গো-বধের ভাগী হয়। যে ব্যক্তি অপ্রক্ষালিত পাদে ভোজন বা অক্ষালিত পাদে শয়ন অথবা একসূর্য্যে দুইবার ভোজন করে, নিশ্চয় তাহার গোহত্যার পাতক হইয়া থাকে। ১৬০—১৭১। যে ব্রাহ্মণ, যোনিজীবী, অবীরান্নভোজী বা ত্রিসন্ধ্যা-বিহীন, নিশ্চয় তাহার ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। আর যে ব্যক্তি, পর্ব্বকালে পিতৃগণের, তিথিকালে দেবতাগণের ও যথাসময়ে অতিথিগণের সেবা না করে, সে নিশ্চয় গোহত্যার পাপভাগী হয়। যে রমণী, শ্রীকৃষ্ণে ও নিজ স্বামীতে ভেদবুদ্ধি করে ও কটুবাক্যে স্বামীকে ক্লেশ দেয়, সে নিশ্চয় গোহত্যার পাপ গ্রহণ করে। গোমার্গ খনন করিয়া তাহাতে অথবা তড়াগে বা তাহার উপরিভাগে শস্য বপন করিলেও নিশ্চয় গো-হত্যার পাপ হয়। যে ব্যক্তি, অর্থলোভে বা অজ্ঞানতা-নিবন্ধন গোবধপ্রায়শ্চিত্তের ব্যতিক্রম করে, নিশ্চয় তাহাকেও গোহত্যাপাপে পাপী হইতে হয়। যে গোস্বামী, রাজকীয় বা দৈব উপদ্রব হইতে গোকে রক্ষা না করে এবং তাহাদিগকে দুঃখ দান করে, সেই মূঢ় গো-বধের ভাগী হয়। কোন প্রাণী, দেবপ্রতিমা, অগ্নি, জল, নৈবেদ্য, পুষ্প, বা অন্ন লঙ্ঘন করিলেও গো-হত্যার পাপী হয়। যে ব্যক্তি, বারংবার নাস্তি এই বাক্য প্রয়োগ করে, অথবা যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী বা প্রতারক, কিংবা দেবতা ও গুরুর দ্বেষকারী,—সেও গোহত্যাপাপ লাভ করে। হে সতি! যে ব্যক্তি, দেবতা-প্রতিমা, গুরু বা ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে প্রণাম না করে, যে দ্বিজ কোপবশতঃ প্রণতকে আশীর্ব্বাদ না করে এবং বিদ্যার্থীকে বিদ্যা দান করিতে বিমুখ হয়, তাহারও গোবধের পাপ হয় সংশয় নাই। এই আমি তোমার নিকটে আতিদেশিক অর্থাৎ আরোপিত গো-হত্যা ও ব্রহ্মহত্যার বিষয়, যাহা সূর্য্যদেবের মুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম, সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে কোন্

বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় প্রকাশ কর। ১৭২—১৮২। সাবিত্রী কহিলেন, দেব! পাপপুণ্য-সম্বন্ধে বাস্তব ও অতিদেশে অর্থাৎ আরোপিতে কি প্রভেদ, তাহা আমার নিকটে প্রকাশ করুন। যম বলিলেন, হে সতি! কোন স্থলে বাস্তব শ্রেষ্ঠ আর আতিদেশিক ন্যূন, আর কোন স্থলে বা আতিদেশিক শ্রেষ্ঠ ও বাস্তব ন্যূন হইয়া থাকে। হে সাধ্বি! আর কোন স্থলে বা বেদপ্রমাণানুসারে বাস্তব ও আতিদেশিক—উভয়ই সমান, যে ব্যক্তির সেই বেদপ্রমাণে আস্থা না থাকে, তাহার গুরুহত্যার পাপ হয়। পূর্ব্বপরিচিত ব্রাহ্মণ, বিদ্যা বা মন্ত্রপ্রদানজন্য গুরু হইলে, তাহাতে যে পিতৃত্বের আরোপ তাহা বাস্তব হইতেও শ্রেষ্ঠ। কারণ মাতা, পিতা হইতে শতগুণে পূজ্যা এবং সেই মাতা হইতেও বিদ্যা বা মন্ত্রদাতা গুরু শত গুণে পূজ্য, ইহা বেদসম্মত। যেমন ইষ্টদেব অপেক্ষা ইষ্টদেবের পত্নী গরীয়সী, সেইরূপ গুরু হইতেও গুরুপত্নী অধিক গৌরবান্বিতা। আর 'এই বিপ্র শিবতুল্য' ও 'এই রাজা বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমশালী' এ স্থলে আতিদেশিক হইতে বাস্তব লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ; এবং 'চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণসময়ে সমুদয় জল গঙ্গাজলের সমান ও সমস্ত ব্রাহ্মণ ব্যাসের তুল্য' এস্থলে উভয়ের সমতা বোধ হইয়াছে। ১৮৩—১৯০। হে সাধ্বি! আরোপিত হত্যা অপেক্ষা, বাস্তবহত্যা চতুর্গুণ অধিক, ইহা সর্ব্ববেদ-সম্মত; এই কথা ব্রহ্মা বলিয়াছেন। হে সতি! এই আমি বাস্তব ও আতিদেশিক হত্যার ভেদ কহিলাম। এক্ষণে মনুষ্যগণের যে যে স্ত্রী অগম্যা তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। বেদবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, আপনার স্ত্রীই গম্যা ও অন্যান্য যাবতীয় স্ত্রীই অগম্যা, ইহা বেদে নিরূপিত আছে। হে সুন্দরি! সামান্যাকারে এই সমুদয় কথিত হইয়াছে;—এক্ষণে বিশেষ শ্রবণ কর;—তাহার মধ্যে যে যে স্ত্রী অতিশয় অগম্যা তাহাই বলিতেছি। হে পতিব্রতে! শূদ্রগণের ব্রাহ্মণপত্নী ও ব্রাহ্মণগণের শূদ্রপত্নী, অতিশয় অগম্যা এবং লোকে ও বেদে নিন্দনীয়া। শূদ্র, ব্রাহ্মণীগমন করিলে শতব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হয় এবং ঐ ব্রাহ্মণীও ঐরূপ পাপলিপ্তা হইয়া উভয়েই নিশ্চয়ই কুম্ভীপাক নরকে গমন করে। আর ব্রাহ্মণ, শূদ্রপত্নীতে উপগত হইলে বৃষলীপতি বলিয়া অভিহিত হয় এবং সে ব্রাহ্মণজাতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া চণ্ডাল অপেক্ষা অধম হয়। হে সতি! পাপিষ্ঠের প্রদত্ত পিণ্ড ও জল পিতৃগণের পক্ষে বিষ্ঠা ও মূত্রের সমান হইয়া থাকে। এইরূপ দেবতাগণের পূজায় তৎপ্রদত্ত সমস্ত বস্তু বিষ্ঠা ও জল মূত্রতুল্য হয়। অধিক কি, শূদ্রার উপভোগে ব্রাহ্মণের কোটি-জন্মকৃত সন্ধ্যা, দেবপূজা ও তপস্যাদ্বারা উপার্জ্জিত পুণ্যও বিনষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, সুরাপায়ী, বিষ্ঠাভোজী, বৃষলীপতি ও একাদশীতে ভোজনকারী হইলে নিশ্চয় কুম্ভীপাক নরকে গমন করিয়া থাকে। ১৯১—২০০। হে সতি! ব্রহ্মা বলিয়াছেন, গুরুপত্নী রাজপত্নী, বিমাতা, মাতা, কন্যা, পুত্রবধূ, শ্বশ্রূ, সগর্ভা স্ত্রী, ভগিনী, সোদরভ্রাতৃপত্নী, মাতুলানী, পিতামহী, মাতামহী মাতৃভগিনী, ভ্রাতৃকন্যা, শিষ্যা, শিষ্যপত্নী, ভাগিনেয়-পত্নী এবং ভ্রাতুষ্পুত্র-পত্নী মনুষ্যগণের অতিশয় অগম্যা; যে মানবাধম ইহাদিগের মধ্যে এক কামিনী বা অনেক কামিনীতে উপগত হয়, সে মাতৃগামী হইয়া শতব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হয়। যে দ্বিজ, অশুদ্ধ সন্ধ্যা করে বা সন্ধ্যা বাদ করে, অথবা ত্রিসন্ধ্যাবর্জ্জিত হয়, তাহাকে সন্ধ্যাহীন বলা যায়। যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশতঃ বিষ্ণু-বিষয়ক, শিব বিষয়ক, শক্তি-বিষয়ক, সূর্য্য-বিষয়ক বা গণপতি-বিষয়ক মন্ত্রগ্রহণে বিমুখ হয়, সেই অদীক্ষিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। গঙ্গার প্রবাহমধ্যে হস্তচতুষ্টয় পর্য্যন্ত স্থানের স্বামী নারায়ণ; সেই নারায়ণস্বামিক উৎকৃষ্ট গঙ্গার গর্ভমধ্যে কুরুক্ষেত্রে, পুরুষোত্তমে, বারাণসীতে, বদরিকাশ্রমে, গঙ্গাসাগর সঙ্গমে, পুষ্করে, ভাস্কর-ক্ষেত্রে, প্রভাসে, রাসমণ্ডলে, হরিদ্বারে, কেদারে, সোমতীর্থে, বদরপাচনে, সরস্বতীনদী তীরে, পবিত্র বৃন্দাবনে, গোদাবরী ও কৌশিকীনদীর তীরে, ত্রিবেণীতে, বা হিমালয়ে যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক দান গ্রহণ করে,—তাহাকে তীর্থপ্রতিগ্রাহী বলা যায় এবং সেই তীর্থপ্রতিগ্রাহী কুম্ভীপাক নরকে গমন করিয়া থাকে। ২০১—২১১। শূদ্রাতিরিক্ত বর্ণত্রয়ের যাজনকারী, গ্রামযাজী বলিয়া কীর্ত্তিত; দেবতার দ্রব্যোপজীবী ব্যক্তিই দেবল বলিয়া প্রসিদ্ধ। হে সাধ্বি! শূদ্রের পাককার্য্যই যাহার জীবিকা, তাহাকেই শূদ্রের সূপকার বলে; আর সন্ধ্যা ও দেবপূজাবিহীন পতিত ব্যক্তিই প্রমত্ত বলিয়া বিখ্যাত। বৃষলীপতির লক্ষণ পূর্ব্বপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে। এই সকল মহাপাতকিগণ, কুম্ভীপাক-নরকে গমন করে। এক্ষণে যাহারা অন্যান্য নরককুণ্ডে গমন করে, তাহাদিগের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। ২১২—২১৫।

প্রকৃতিখণ্ডে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশ অধ্যায়।

যম বলিলেন, হে সাধ্বি! হরিসেবা ভিন্ন শুভাশুভ কর্ম্মের কিছুতেই খণ্ডন হয় না; দেখ জীবগণের শুভ-কর্ম্ম স্বর্গের কারণ ও কুকর্ম্মের ফলে নরকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে পতিব্রতে। যে দ্বিজ, পুংশ্চলী বা বেশ্যার অন্ন ভোজন করে, তাহাকে কালসূত্রনরকে শতবর্ষ অবস্থান করিয়া পরে নিশ্চয় রোগগ্রস্ত শূদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণান্তে শুদ্ধি লাভ করিয়া পুনরায় দ্বিজ হইতে হয়। যে স্ত্রী একপতিরই সেবা করে, তাহাকে পতিব্রতা এবং দ্বিতীয় পুরুষসেবিনীকে কুলটা, তৃতীয় পুরুষ-সেবিনীকে ধর্ষিণী, চতুর্থপুরুষসেবিনীকে পুংশ্চলী, পঞ্চম বা ষষ্ঠ পুরুষসেবিনীকে বেশ্যা এবং সপ্তম বা অষ্টম পুরুষসেবিনীকে যুঙ্গী ও এতদতিরিক্ত পুরুষ-সংসর্গিণীকে মহাবেশ্যা বলে। ঐ মহাবেশ্যা সর্ব্ব জাতির অস্পৃশ্যা। যে দ্বিজ, কুলটা, ধর্ষিণী, পুংশ্চলী, যুঙ্গী, বেশ্যা বা মহাবেশ্যাতে উপগত হয়, সে অবটোদ নরকে গমন করে। কিন্তু কুলটাগামী শতবর্ষ, ধর্ষিণী-গামী তদপেক্ষা চতুর্গুণকাল, পুংশ্চলীগামী তদপেক্ষা ষড়্গুণকাল, বেশ্যাগামী তাহা হইতে অষ্টগুণকাল, যুঙ্গীগামী দশগুণকাল ও মহাবেশ্যাগামী যুঙ্গীগামী অপেক্ষা শতগুণকাল সেই নরকে বাস করে; কুলটাদি সমুদয় গমনেও মহাবেশ্যাগামীর তুল্যকাল নরকভোগ হয়,—স্বয়ং ব্রহ্মা এইরূপ বলিয়াছেন। ঐ সকল পাপাত্মাগণ ঐ নরকে আমার দূতগণকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। ১—৯। অনন্তর কুলটাগামী—তিত্তিরি, ধর্ষিণীগামী—কাক, পুংশ্চলীগামী—কোকিল, বেশ্যাগামী—বক, যুঙ্গীগামী—শূকর, মহাবেশ্যাগামী—শ্মশানের শাল্মলী বৃক্ষ সপ্তজন্মে হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, জ্ঞানশূন্য হইয়া চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ-সময়ে ভোজন করে, চন্দ্রের স্থিতিকালপর্য্যন্ত অরুন্তুদ-নরকে তাহার বাস হয়, পরে সে উদরী ও গুল্মরোগগ্রস্ত এবং কাণ ও দন্তহীন মনুষ্য হইয়া দেহান্তে শুদ্ধি লাভ করে। বাগ্দত্তা কন্যাকে অন্যের হস্তে অর্পণ করিলে, শতবৎসর পাংশু-ভোজ নরকে পাংশু ভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে হয়। হে সাধ্বি! যে ব্যক্তি দত্তাপহারী হয়, তাহাকে শতবর্ষ পাশবেষ্ট নরকে আমার দূতগণকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া শরশয্যায় বাস করিতে হয় এবং যে মানব ভক্তি-পূর্ব্বক পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজা না করে, সে শিব-কোপে সুদারুণ শূলপ্রোত নরকে শতবর্ষ বাস করিয়া শেষে সপ্তজন্ম শ্বাপদজন্ম গ্রহণান্তে পুনরায় সপ্তজন্ম দেবল ব্রাহ্মণ হইয়া পরিণামে শুদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি, ব্রাহ্মণের দণ্ড করে, অথবা যাহার ভয়ে ব্রাহ্মণগণ কম্পিত হন, সেই পাপাত্মা ব্রাহ্মণের লোমপরিমিত বর্ষ-প্রকম্পন-নরকে বাস করে। যে রমণী, কোপ-ভরে বিকৃতমুখী হইয়া স্বামীকে ভর্ৎসনা বা তাহার প্রতি কটূবাক্য প্রয়োগ করে, সেই নারী স্বামীর লোম-পরিমিত বৎসর উল্কামুখ নরকে অবস্থান করে, সেই সময় আমার কিঙ্করগণ, তাহার মুখে উল্কা প্রদান ও মস্তকে দণ্ডাঘাত করিতে থাকে। পরে সে সপ্তজন্ম রোগগ্রস্তা বিধবা মানবী হইয়া বৈধব্যদুঃখ-ভোগান্তে শুদ্ধি লাভ করে। ১০—২১। ব্রাহ্মণী, শূদ্রের ভোগ্যা হইলে, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপর্য্যন্ত তপ্তশৌচোদকপূর্ণ গাঢ়-অন্ধকারযুক্ত অন্ধকূপ নরকে নিমগ্না হইয়া দিবানিশি অনাহারে শৌচোদক পান ও আমার কিঙ্করগণের তাড়না সহ্যকরিয়া থাকে। পরে সহস্রজন্ম কাকী, শত-জন্ম শূকরী, শতজন্ম কুক্কুরী, সপ্তজন্ম শৃগালী, সপ্তজন্ম পারাবতী ও সপ্তজন্ম বানরী হইয়া পরিশেষে ভারতে সর্ব্বভোগ্যা চাণ্ডালীদেহ-ধারণান্তে পুনরায় যক্ষ্মারোগ-গ্রস্তা পুংশ্চলী, রজকী ও কুষ্ঠযুক্তা তৈলকারী হইয়া পরিণামে শুদ্ধা হয়। বেশ্যা,—বেধন নরকে, যুঙ্গী,—দণ্ড-তাড়ন নরকে, মহাবেশ্যা,—জালবন্ধ নরকে, কুলটা,—দেহচূর্ণক নরকে, পুংশ্চলী,—দলন-নামক নরকে ও ধর্ষিণী,—শোষক নরকে বাস করিয়া আমার দূতগণের তাড়না ও অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। হে সতি! সেই সেই স্থানে মন্বন্তর পর্য্যন্ত বিষ্ঠা-মূত্র ভোজন করিয়া পরে লক্ষবর্ষ বিষ্ঠার কৃমি হইয়া ভোগা-বসানে শুচি হয়। আর ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াতে, বৈশ্য বৈশ্যাতে ও শূদ্র শূদ্রাতে গমন করিলে, সেই সবর্ণ-পরদার-গমনকারী ব্রাহ্মণাদি, ব্রাহ্মণ্যাদি পরদারের সহিত দ্বাদশ বৎসর কষনামক নরকে বাস করিয়া তপ্ত কষায়োদক পান করিয়া থাকে; পরে সেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি এবং সেই সকল যোষিদ্-গণও শুদ্ধি লাভ করে, এই কথা ব্রহ্মা বলিয়াছেন। ২২—৩২। হে পতিব্রতে! ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, ব্রাহ্মণী-গমন করিলে মাতৃগামী হইয়া শূলনরকে গমন করে; এবং তথায় সেই ব্রাহ্মণীর সহিত শূর্পাকার কৃমিগণ-কর্ত্তৃক ভক্ষিত ও আমার দূতগণকর্ত্তৃক তাড়িত হয় ও প্রতপ্ত মূত্র ভোজনপূর্ব্বক চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপর্য্যন্ত যাতনা ভোগ করিয়া পরে সপ্তজন্ম বরাহ ও সপ্তজন্ম ছাগযোনি-প্রাপ্তির পর পবিত্র হয়। যে ব্যক্তি, হস্তে তুলসী গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পালন না করে, অথবা মিথ্যা শপথ করে, সে জ্বালামুখ নরকে

গমন করিয়া থাকে। গঙ্গাজল, শালগ্রামশিলা বা দেবতা-প্রতিমা স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞাত হইয়া তাহার পালন না করিলে, আর মিত্র-দ্রোহী, কৃতঘ্ন, বিশ্বাস-ঘাতক বা মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদ হইলে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপর্য্যন্ত জ্বালামুখ নরকে আমার দূতগণকর্ত্তৃক পীড়িত ও অঙ্গাররাশিতে দগ্ধ হইয়া অবস্থান করিতে হয়। হে সুন্দরি! পরে তুলসীস্পর্শপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাকারী সপ্তজন্ম চণ্ডাল, গঙ্গাজলস্পর্শপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাকারী পঞ্চজন্ম শ্লেচ্ছ; শিলাস্পর্শপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাকারী সপ্তজন্ম বিষ্ঠার কৃমি, দেবপ্রতিমাস্পর্শপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা কারী সপ্তজন্ম ব্রণ-কৃমি হইয়া পরিণামে শুদ্ধ হয়। দক্ষিণ হস্তদ্বারা প্রহারকারী ব্যক্তি, সপ্তজন্ম সর্প হইয়া পরে হস্তহীন মানবদেহ ধারণান্তে পবিত্র হয়। ৩৩—৪২। যে ব্যক্তি দেবগৃহে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে, সে সপ্তজন্ম দেবল ও যে ব্যক্তি বিপ্রাদি স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করে, সে সপ্তজন্ম নিশ্চয় অগ্রদানী ব্রাহ্মণ হয়; পরে জন্মত্রয় ভার্য্যাহীন, বুদ্ধিহীন, মূক ও বধির হইয়া শেষে শুচি হইয়া থাকে। মিত্রদ্রোহী—সপ্তজন্ম নকুল, কৃতঘ্ন—গণ্ডক, বিশ্বাসঘাতী—ব্যাঘ্র, এবং মিথ্যাসাক্ষ্য-প্রদানকারী—সপ্তজন্ম ভারতে ভল্লুক হইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং ঐ মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা আপনার উর্দ্ধতন ও অধস্তন সপ্ত পুরুষকে নিরয়গামী করিয়া থাকে। যে দ্বিজ, জড়তানিবন্ধন নিত্যক্রিয়া-বিহীন হয়, যে ব্যক্তি বেদবাক্যে অনাস্থা বা তৎশ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া থাকে, যে জন ব্রতোপবাসবিহীন ও যে মানব অসদ্বাক্যও পরের নিন্দা করে, সেই কুটিলব্যক্তি হিমোদকপূর্ণ জিহ্ম-নামক নরকে শতবৎসর বাস করে। পরে শতজন্ম ক্রমে জলজন্তু হইয়া শেষে নানা প্রকার মৎস্যজন্মলাভের পর শুদ্ধি লাভ করে। যে ব্যক্তি, দেবতা বা ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে, সে আপনার পূর্ব্বাপর দশ পুরুষকে পাতিত করিয়া স্বয়ং ধূম ও গাঢ়-অন্ধকারযুক্ত ধূমান্ধনামক নরকে চতুর্যুগপর্য্যন্ত ধূম-ভোজনপূর্ব্বক ধূমহেতু অতিক্লেশে বাস করে। পরে ভারতে শতজন্ম মূষিকজাতি হইয়া শেষে নানাবিধ পক্ষিজাতি, কৃমিজাতি হইবার পর ভার্য্যাহীন বংশহীন ব্যাধিযুক্ত শবরজাতি হয়। অনন্তর স্বর্ণকার, তৎপরে সুবর্ণবণিক্, তাহার পর যবনসেবী ব্রাহ্মণ ও পরিণামে গণক ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণের দৈবজ্ঞবৃত্তি বা বৈদ্যবৃত্তি উপজীবিকা এবং যে ব্রাহ্মণ লাক্ষা, লৌহ ও রসাদিবিক্রয়কারী, সে নাগবেষ্টনামক নরকে নাগগণ-কর্ত্তৃক বেষ্টিত ও দংশিত হইয়া নিজলোমপরিমিত বৎসর বাস করে। অনন্তর সপ্তজন্ম গণক ও বৈদ্য হইয়া পরে পর্য্যায়ক্রমে গোপ, কর্ম্মকার এবং শঙ্খকারজাতি হইবার পর শুদ্ধ হয়। হে পতিব্রতে! সমুদয় প্রসিদ্ধ নরককুণ্ডের বিষয় প্রকাশ করিলাম, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরককুণ্ড আছে, তাহাতেও পাতকিগণ অবস্থানপূর্ব্বক স্বকর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে এবং পরে তাহারাও নানাযোনি ভ্রমণ করে। এক্ষণে পুনরায় কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় বল। ৪৩—৫৭।

প্রকৃতিখণ্ডে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

সাবিত্রী বলিলেন, হে মহাভাগ ধর্ম্মরাজ! আপনি বেদ বেদাঙ্গের পারদর্শী এবং নানাবিধ পুরাণ ইতিহাস ও পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থে বিশেষ অভিজ্ঞ; এজন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যে কর্ম্ম, সকলের শ্রেষ্ঠ, সকলের প্রার্থনীয় ও সর্ব্বসম্মত; যাহা কর্ম্মচ্ছেদের বীজ-স্বরূপ, অতি প্রশংসনীয় ও মানবগণের সুখপ্রদ; যাহা সমুদয় মঙ্গলেরও মঙ্গল এবং যশ ও ধর্ম্মদায়ক; যাহার বলে জীবগণের যমপুরী গমন ও ভবযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না এবং যাহা দ্বারা নরককুণ্ড দর্শন, তাহাতে পতন ও জন্মাদিযন্ত্রণা বিদূরিত হয়;—হে সুব্রত! তাহাই আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। দেব! কুণ্ড সকলের আকার কি প্রকার? তাহাদিগের পরিমাণই বা কি? এবং পাপিগণ, কিরূপে সেই সকল কুণ্ডে অবস্থান করে? আর নিজ দেহ ভস্মীভূত হইলে, মানবগণ কি প্রকার দেহে লোকান্তরে গমনপূর্ব্বক শুভাশুভ কর্ম্ম ভোগ করিয়া থাকে? সুচিরকাল ক্লেশভোগেই বা সেই দেহ কি জন্য বিনষ্ট না হয়? ঐ দেহই বা কি প্রকার?—এই সমুদয় আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। ১-৭। হে নারদ! ধর্ম্মরাজ, সাবিত্রীর বাক্য শ্রবণে হরিকে স্মরণ ও গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে বৎসে সুব্রতে! বেদচতুষ্টয়, সমুদয় ধর্ম্মসংহিতা, পুরাণ, ইতিহাস, পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থ এবং অন্যান্য যাবতীয় শাস্ত্র ও বেদাঙ্গ-মধ্যে এক কৃষ্ণ-সেবাই সকলের প্রার্থনীয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মঙ্গলদায়ক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। উহা দ্বারা জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ, শোক ও সন্তাপ সকল দূর হয়; ঐ কৃষ্ণসেবা সমুদয় মঙ্গলস্বরূপ ও পরম আনন্দের নিদান। শ্রীকৃষ্ণের সেবনে সমুদয় সিদ্ধি ও নরকার্ণব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কৃষ্ণসেবা হইতেই ভক্তিরূপ বৃক্ষের অঙ্কুর ও কর্ম্মরূপ বৃক্ষের ছেদন হইয়া

থাকে। হে শুভে! ঐ অবিনাশিপদপ্রদ হরিসেবাই গোলোকমার্গের সোপান এবং সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য ও সামীপ্যাদি মুক্তির প্রদানকর্ত্তা। হে সতি! শ্রীকৃষ্ণের কিঙ্করগণ, স্বপ্নেও কখন নরককুণ্ড, যম, যমদূত, বা যমকিঙ্করগণকে দেখিয়া থাকেন না। যে সকল কর্ম্মভোগী গৃহিগণ, হরিব্রত, হরিতীর্থে স্নান, হরিবাসরে অনশন, নিত্য হরিকে প্রণাম ও হরিপ্রতিমার পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের এবং ত্রিসন্ধ্যাপূত, শুদ্ধাচারযুক্ত, শান্ত, স্বধর্ম্মনিরত বিপ্রগণকেও ভয়ঙ্কর যমপুরীতে গমন করিতে হয় না। তাঁহারা নিরন্তর স্বর্গ ভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্য দেবোপাসকগণকে স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে গমনাগমন করিতে হয়; ফলতঃ মানবগণ, শ্রীকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত কিছুতেই মুক্তি লাভ করিতে পারে না। সেই কৃষ্ণোপাসকগণ স্বধর্ম্মনিরতই হউন বা স্বধর্ম্ম-বিরতই হউন, আমার দুর্দ্ধর্ষ কিঙ্করগণ, মর্ত্ত্যলোকে গমনপূর্ব্বক গরুড় দর্শনে উরগগণের ন্যায় তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া ভীত হইয়া থাকে। আমিও নিজ কিঙ্করগণকে পাশহস্তে গমন করিতে দেখিয়া বলিয়া থাকি, দূতগণ! হরিভক্তের আশ্রম ভিন্ন আর সমুদয় স্থানে গমন করিও। চিত্রগুপ্তও ভীতবং নখরাবলী দ্বারা কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকগণের নাম কর্ত্তন করিয়া দিয়া থাকে। অধিক কি, ব্রহ্মলোক লঙ্ঘনপূর্ব্বক গোলোকধামে গমনোদ্যত কৃষ্ণোপাসকগণের নিমিত্ত ব্রহ্মাও মধুপর্কাদি প্রস্তুত করিয়া রাখেন। প্রজ্বলিত হুতাশনে শুষ্ক তৃণরাশির ন্যায় তাঁহাদিগের স্পর্শমাত্রে যাবতীয় দুরিতরাশি বিনষ্ট হয়। হে সতি! সেই হরিসেবকদিগের দর্শনে স্বয়ং মোহও ভীতবং মোহপ্রাপ্ত হয়। কাম, অন্য কামী পুরুষকে অবলম্বন করে। লোভ, ক্রোধ, মৃত্যু, রোগ, জরা, শোক, ভয়, কাল, শুভাশুভ কর্ম্ম এবং হর্ষও পলায়ন করিয়া থাকে। হে সতি! এই আমি যাঁহাদিগকে যমপুরীতে গমন করিতে হয় না, তাঁহাদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম; একণে শাস্ত্রসম্মত দেহের বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ কর। বিধাতার সৃষ্টিবিষয়ে পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, তেজ ও জল—এই পঞ্চভূতই দেহীদিগের দেহের প্রধান কারণ বলিয়া প্রকাশ আছে; এই জগতে পৃথিব্যাদি ঐ পঞ্চভূত দ্বারা যে দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাই কৃত্রিম ও তাহাই নশ্বর এবং তাহাই ভস্মীভূত হয়। জীবগণ, দেহের অভ্যন্তরস্থিত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষাকৃতি যে দেহকে ধারণ করে, তাহাই ভোগদেহ। ঐ দেহ আমার আলয়ে, প্রজ্বলিত অনল, জল, অস্ত্র, শস্ত্র, সুতীক্ষ্ণ কণ্টক, তপ্তদ্রব্য, তপ্তলৌহ, তপ্তপাষাণ, প্রতপ্ত লৌহাদিপ্রতিমার আলিঙ্গন ও অতি উচ্চ স্থান হইতে পতন—এই সকল দ্বারাও বিনষ্ট হইবার নহে। হে দেবি! এই আমি যথাশাস্ত্র দেহের বিবরণ ও কারণ বলিলাম। একণে নরককুণ্ডের লক্ষণ সকল বলিতেছি শ্রবণ কর।৮—৩৭।

প্রকৃতিখণ্ডে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

যম বলিলেন, হে সতি! সমুদয় নরককুণ্ড, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মণ্ডলাকার বর্ত্তুল, অতিশয় নিম্ন ও প্রস্তরবিশেষে রচিত। পাপীদিগের ক্লেশপ্রদ নানারূপ সেই সকল কুণ্ড ঈশ্বরের ইচ্ছায় নির্ম্মিত এবং অবিনশ্বর। সেই সকলের মধ্যে বহ্নিকুণ্ডনরক, জলন্তঅঙ্গারবং প্রদীপ্ত এবং উর্দ্ধে শতহস্ত চতুর্দ্দিকে ক্রোশপরিমিত। সেই বহ্নিকুণ্ড, চীৎকারকারী পাপিগণে পরিপূর্ণ এবং পাপীদিগের আঘাতকারী আমার দূতগণকর্তৃক নিরন্তর রক্ষিত হইতেছে। তপ্তোদক নরককুণ্ড,—প্রতপ্ত উদক, হিংস্র জন্তু ও ভয়ঙ্কর অন্ধকারে পরিপূর্ণ; সে স্থানে পাপিগণ, আমার দূতগণের তাড়নায় ঘূর্ণিত হইয়া নিরন্তর বিকৃত শব্দ করিতেছে। সেই কুণ্ড অর্দ্ধক্রোশপরিমিত ও আমার দূতগণকর্তৃক রক্ষিত। ক্ষারকুণ্ড-নরক—অতি ভয়ঙ্কর; তাহার পরিমাণ একক্রোশ; সেই কুণ্ড তপ্তক্ষার-জলে পরিপূর্ণ ও কুম্ভীরগণে পরিবেষ্টিত। সেই স্থানে, অনাহারে, শুষ্ককণ্ঠোষ্ঠ-তালু পাপী সকল, আমার দূতগণকর্তৃক তাড়িত হইয়া নিরন্তর 'ত্রাহি ত্রাহি' বলিয়া চীৎকার করিতেছে। ক্রোশপরিমিত কুৎসিত বিট্‌কুণ্ড-নামক নরক,—বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত ও পাপিগণে ব্যাপ্ত; ঐ নরকে অনাহারী উপদ্রুত ও আমার দূতসমূহ কর্তৃক তাড়িত পাপী সকল 'রক্ষ রক্ষ' বলিয়া শব্দ করিয়া থাকে এবং বিষ্ঠার কীটগণ তাহাদিগকে নিরন্তর দংশন করে।১—১০। মূত্রকুণ্ড নরক, তপ্তমূত্রে পরিপূর্ণ, মূত্রকীটে পরিব্যাপ্ত, এবং গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাহার পরিমাণ দুই ক্রোশ; সেই নরকে ঘোর পাপী সকল, আমার দূতগণের তাড়নায় ও মূত্রকীটগণের দংশনে শুষ্ক-কণ্ঠোষ্ঠ-তালু হইয়া নিরন্তর চীৎকার করিয়া থাকে। ক্রোশ-পরিমিত শ্লেষ্মকুণ্ড নরকে, শ্লেষ্মার কীট সকল পরমানন্দে শ্লেষ্মা ভোজনপূর্ব্বক শ্লেষ্মভোজী পাপীদিগকে নিরন্তর দংশন করিতেছে

গরকুণ্ড নরকের পরিমাণ অর্দ্ধ-ক্রোশ; তথায় গর-কীটগণ গর ভোজনপূর্ব্বক বিচরণ করিতেছে; গর-ভোজী পাপী সকল, সেই বজ্রদংষ্ট্র সর্পাকৃতি কীটগণের দংশনে ও আমার দূতগণের সুদারুণ তাড়নে শুষ্ক-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া থাকে। ক্রোশার্দ্ধপরিমিতি কীট-সঙ্কুল নেত্রমলপূর্ণ নেত্রমলকুণ্ড নরক কীট ভক্ষিত-চীৎকারকারী পাপী সকলে পরিব্যাপ্ত। সুদুঃসহ বসাপূর্ণ বসাকুণ্ড নরকের পরিমাণ চারি ক্রোশ; মদীয় দূত-গণকর্ত্তৃক তাড়িত পাপী সকল সেই স্থানে বসা-ভোজন পূর্ব্বক অবস্থান করে। ক্রোশ-চতুষ্টয়পরিমিত শুক্র-পূর্ণ শুক্রকুণ্ড নরকে, পাপিগণ শুক্রকীটকর্ত্তৃক দংশিত হইয়া ভয়-ব্যাকুল চিত্তে নিরন্তর রোদন করিতেছে। রক্তপূর্ণ বাপীপরিমিত দুর্গন্ধি রক্তকুণ্ড নরক,—অতি গভীর এবং কীট-ভক্ষিত রক্তভোজী পাপিগণে পরিব্যাপ্ত। নেত্রজলকুণ্ড নরক মনুষ্যের নেত্রজলে পরিপূর্ণ; তদ্ভোজি-কীটভক্ষিত পাপী সকল, মদীয় দূততাড়নে সেই স্থানে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে; সেই স্থান অর্দ্ধবাপীপরিমিত। ১১—২০। গাত্রমলকুণ্ড মনুষ্যগণের গাত্রমলে পরিপূর্ণ; সেই স্থানে পাপিগণ মদীয় দূতগণকর্ত্তৃক তাড়িত ও কীট-ভক্ষিত হইয়া ব্যগ্রচিত্তে ক্ষুধার সময় সেই মল ভোজন করিয়া থাকে। কর্ণবিট্‌পূর্ণ কর্ণবিট্‌কুণ্ড নরকের পরিমাণ বাপীচতুষ্টয়; সেই স্থানে পাপী সকল কীট-দংশনে ভীত হইয়া ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া নিরন্তর ভয়ানক শব্দে রোদন করিয়া থাকে। এইরূপ নখ, অস্থি, কেশ ও লোমপূর্ণ নরককুণ্ডেরও পরিমাণ বাপীচতুষ্টয়; সেই সকল স্থান মদীয় দূত-তাড়িত পাপিগণে পরিব্যাপ্ত। ক্রোশদ্বয়পরিমিত, বিস্তীর্ণ, তাম্র-উল্মুক-যুক্ত প্রতপ্ততাম্রকুণ্ড নরকে প্রতপ্ত লক্ষ তাম্রপ্রতিমা বিরাজ করিতেছে; পাপিগণ আমার দূতসমূহ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া নিরন্তর সেই প্রতিমা সকলের আলিঙ্গনে চীৎকার করিয়া থাকে। প্রতপ্ত লৌহধার ও প্রজ্বলিত-অঙ্গারযুক্ত লৌহকুণ্ড, প্রতপ্ত লক্ষ লৌহ-প্রতিমায় আবৃত; সেই স্থানে পাপী সকল মদীয় দূততাড়নভয়ে বিচলিত হইয়া প্রত্যেক প্রতিমার আলিঙ্গনযাতনায় নিরন্তর রক্ষ রক্ষ বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকে। ঐ লৌহকুণ্ড অতিভয়ানক এবং গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। উহার পরিমাণ চারিক্রোশ। মহাপাতকিগণই ঐ স্থানে গমন করিয়া থাকে। অর্দ্ধবাপীপরিমিত ঘর্ম্মকুণ্ড ও তপ্তসুরাকুণ্ড মদীয় দূততাড়িত তদ্ভোজী পাপিগণে পরিব্যাপ্ত। ২১—২৯। দৈর্ঘ্যে লক্ষপুরুষ ও প্রস্থে ক্রোশ-পরিমিত তীক্ষ্ণ-কণ্টককুণ্ড শাল্মলিবৃক্ষের অধোভাগে অবস্থিত এবং অতিশয় দুঃখদায়ক। ঐ কুণ্ড চারিহস্তপরিমিত তীক্ষ্ণকণ্টকসমূহে সমাকীর্ণ; মহাপাতকিগণ মদীয় দূত-তাড়নায় ঐ বৃক্ষের অগ্রে হইতে নিপতিত হইবামাত্র প্রত্যেকে এক একটী কণ্টকে বিদ্ধ হইয়া থাকে এবং শুষ্কতালু হইয়া 'জল দাও' বলিয়া চীৎকার করিলে তৎক্ষণাৎ আমার দূতগণ দণ্ডাঘাতে তাহা-দিগের মস্তক ভগ্ন করিয়া ফেলে; তখন তাহারা তপ্ত তৈলে পতিত জীবগণের ন্যায় মহাভয়ে প্রচলিত ও ব্যগ্র হয়। ক্রোশপরিমিত বিষকুণ্ড তক্ষকাদি সর্পগণের বিষে পরিপূর্ণ। পাপিগণ সেই নরকে মদীয় দূততাড়নে সেই বিষ ভোজন করিয়া থাকে। প্রতপ্ত-তৈলপূর্ণ নরক কীটাদিবিবর্জ্জিত; ঐ স্থান দগ্ধগাত্র বিচেষ্টমান পাপিগণে পরিপূর্ণ; ঐ সকল মহাপাতকী ক্ষুধার সময় তপ্ত তৈল ভোজন করিবামাত্র আমার দূতগণকর্ত্তৃক তাড়িত ও প্রচলিত হইয়া চীৎকার করিয়া থাকে। উহার পরিমাণ চারি ক্রোশ। ক্রোশপরিমিত ভয়ানক শস্ত্রকুণ্ড গাঢ়ান্ধকারে সমাচ্ছন্ন এবং শূলসদৃশ-সুতীক্ষ্ণাগ্র-লৌহনির্ম্মিত শস্ত্রসমূহে বেষ্টিত। চারি-ক্রোশ পরিমিত শস্ত্রশয্যাস্বরূপ কুন্তকুণ্ড,—কুন্তাস্ত্রবিদ্ধ বিচেষ্টমান পাতকিসমূহে বেষ্টিত; মদীয় দূত-তাড়-নায় ঐ পাপিগণের নিরন্তর কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া থাকে। শকুন এবং সর্পাকৃতি ভয়ঙ্কর কীট সকল তাহাদিগকে দংশন করে। হে সতি! অন্ধকারাচ্ছন্ন দণ্ডকুণ্ড, বিকৃত তীক্ষ্ণ দণ্ডসমূহে পরিব্যাপ্ত; কীট-ভক্ষিত ভীত মহাপাতকিগণ ঐ স্থানে আমার দূতগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া নিরন্তর রোদন করিয়া থাকে; উহার পরিমাণ এক ক্রোশ। ৩০—৪০। পূয়কুণ্ড নরক পূয়পূর্ণ ও অতিশয় দুর্গন্ধিযুক্ত, তাহার পরিমাণ অর্দ্ধ ক্রোশ। পাপী সকল ঐ স্থানে মদীয় দূতগণের তাড়নায় পূয় ভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করে। চারি-ক্রোশপরিমিত হিমতোয়পূর্ণ হিমকুণ্ড নরক, তালবৃক্ষ-প্রমাণ কোটি কোটি সর্পসমূহে আবৃত। সর্পবেষ্টিত পাপিগণ ঐ স্থানে সর্প-দংশনে ও মদীয় দূত-তাড়নে চীৎকার করিয়া থাকে। ক্রোশার্দ্ধপরিমিত মশকাদি-কুণ্ডত্রয় নিরন্তর মশকাদিদ্বারা পরিপূর্ণ;—হস্ত পদাদি-বদ্ধ মহাপাতকিগণ ঐ স্থানে পতিত হইয়া ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ ও শোণিতাক্ত-কলেবরে নিরন্তর হাহাকার করিয়া থাকে ও বিচলিত হয়। বজ্রকীট ও বৃশ্চিকে পরিপূর্ণ বজ্রবৃশ্চিককুণ্ড, অর্দ্ধবাপীপরিমিত ও ঐ কীট সকল কর্ত্তৃক দষ্ট পাপিসমূহে সমন্বিত। শরাদিকুণ্ডত্রয় শরাদিপরিপূরিত এবং অর্দ্ধবাপীপরিমিত; ঐ স্থানে

পাপী সকল শরাদিবিদ্ধ হইয়া শোণিতাক্ত-কলেবরে অবস্থান করে। গাঢ়াঙ্ককার-সমাচ্ছন্ন গোলকুণ্ড নরক, তপ্ত পঙ্কোদকে পরিপূর্ণ; চারিশত হস্ত তাহার পরিমাণ। সে স্থানে পাপিগণ শতকোটি বিকৃতাকার কাক কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া বিষ্ঠা, মূত্র ও শ্লেষ্মা ভোজনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিয়া থাকে। সঞ্চানপক্ষিপরিপূর্ণ সঞ্চানকুণ্ড এবং বাজপক্ষি-পরিপূর্ণ, বাজকুণ্ডে পাপিগণ, নিরন্তর ঐ উভয়বিধ পক্ষীর দংশনে চীৎকার করিতেছে। ৪১—৫০। বজ্রকুণ্ড নরকের পরিমাণ চারিশত হস্ত; গাঢ় অন্ধকারময়,—ঐ স্থানে পাপিগণ নিরন্তর বজ্রদংষ্ট্র কীটগণের দংশনযন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া থাকে। বাপীদ্বয়পরিমিত তপ্তপাষাণকুণ্ড তপ্তপ্রস্তরবিনির্ম্মিত এবং প্রজ্বলিত অঙ্গারসম উজ্জ্বল; উহাতে পাপী সকল অতিশয় চঞ্চল হইয়া থাকে। তীক্ষ্ণপাষাণকুণ্ড, ক্ষুরসদৃশ ধারবিশিষ্ট তীক্ষ্ণপাষাণখণ্ডে নির্ম্মিত; ঐ স্থানে পাপিগণ ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ ও রক্তাক্ত-কলেবর হইয়া অবস্থান করে। লালাকুণ্ড নরক দুর্গন্ধ লালায় পরিপূর্ণ ও অতিশয় গভীর; উহার পরিমাণ একক্রোশ; উহাতে পাপী সকল মদীয় দূতগণের তাড়নায় ঐ লালা ভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করে। মসীকুণ্ড নরক, অঞ্জনাকার তপ্ততোয়ে পরিপূর্ণ; তাহার পরিমাণ চারিশত হস্ত; তথায় পাপিগণ মদীয় দূতগণ কর্ত্তৃক তাড়িত ও বিচলিত হইয়া অবস্থান করে। কুলালচক্রাকার চক্রকুণ্ড নিরন্তর ঘূর্ণ্যমান সুতীক্ষ্ণ ষোড়শার দণ্ডে সম্বদ্ধ; অত্রত্য পাপী সকলও ঘূর্ণিত হইয়া থাকে। কন্দরাকারে নির্ম্মিত বক্রকুণ্ড, অতি বক্র ও নিম্ন; তাহার পরিমাণ চারিক্রোশ; তাহা তপ্ত উদক ও জলজন্তুগণে পরিপূর্ণ; আর গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকায় অতি ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়। মহাপাতকিগণ সে স্থানে জলজন্তু কর্ত্তৃক ভক্ষিত ও বিচলিত হইয়া চীৎকার করিয়া থাকে। কূর্ম্মকুণ্ড, বিকৃতাকার সুদারুণ জলস্থ কোটি কোটি কচ্ছপগণে পরিবৃত; অত্রত্য পাপিগণ, সেই কচ্ছপসমূহ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করে। কৃমি ও চীৎকারকারী পাপিগণে পরিবৃত, ক্রোশ-পরিমিত জ্বালাকুণ্ড নরক জ্বালাসমূহবিশিষ্ট-তেজঃপুঞ্জে পরিব্যাপ্ত। তপ্তভস্মান্বিত ক্রোশপরিমিত গভীর ভস্মকুণ্ড নরকে পাপিগণ, নিরন্তর বিচলিত হইয়া সেই তপ্ত ভস্ম ভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করে। ৫১—৬১। দগ্ধকুণ্ড নরক তপ্তপাষাণ-লোষ্ট্রসমূহে পরিপূরিত; উহা অতিশয় গভীর ও অন্ধকারময়; ঐ স্থানে পাপিগণ, আমার দারুণ দূতগণ কর্ত্তৃক তাড়িত, দগ্ধগাত্র ও শুষ্কতালু হইয়া অবস্থান করে; ঐ নরক ক্রোশপরিমিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। উত্তপ্ত তৈলকুণ্ড নরক অতি ভয়ানক বলিয়া প্রসিদ্ধ; ঐ কুণ্ড, উত্তালতরঙ্গযুক্ত প্রতপ্তক্ষার-বারিপরিপূর্ণ এবং অতিগভীর ও অন্ধকারময়; উহার পরিমাণ চারিক্রোশ। ঐ স্থানে নানা প্রকার বিকট জলজন্তুগণ বিচরণ করিয়া থাকে; এবং পাপী সকল, সেই জন্তুসমূহের দংশনে বিচলিত হইয়া সরোদনে ক্ষারবারি পান করত অবস্থান করে; তাহারা পরস্পরকে দর্শন করিতে অসমর্থ। অসিপত্রনামক নরককুণ্ড, অতিভয়ানক গাঢ়-অন্ধকারাচ্ছন্ন, অতি গভীর এবং রক্তপায়ী কীটগণে সঙ্কুল; ঐ কুণ্ড, অসির ন্যায় ধারবিশিষ্ট পত্রসমূহে পরিপূর্ণ, তালবৃক্ষের অধোভাগে অবস্থিত; উহার পরিমাণ অর্দ্ধক্রোশ। ঐ নরক, উক্ত তালবৃক্ষের গলিত পত্রে এবং বৃক্ষাগ্র হইতে পতিত 'পরিত্রাহি' বলিয়া চীৎকারকারী পাপিগণের শোণিতে পরিপূর্ণ। ভয়ানক ক্ষুরধার নরক ক্ষুরসদৃশ অস্ত্রসমূহে সঙ্কুল, ও পাপিগণের রক্তে পরিপূর্ণ; উহার পরিমাণ চারিশত হস্ত। সূচীমুখ নরক, ত্রিশত-হস্ত-পরিমিত, ক্লেশপ্রদ এবং সূচীরাশিরূপ অস্ত্রসমূহে ও পাপীদিগের রক্তপুঞ্জে পরিপূর্ণ। ৬২—৭১। গোধামুখ নরকের আকার গোধানামক জন্তুবিশেষের মুখতুল্য; ঐ নরক, কূপসদৃশ গভীর ও অশীতিহস্তপরিমিত। চতুঃষষ্টিহস্তপরিমিত নক্রমুখ-নামক নরককুণ্ড, কূপের ন্যায় গভীর; উহার আকার নক্রের মুখতুল্য; ঐ কুণ্ড, নিরন্তর কীটগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত ক্লিন্নবদন মহাপাপিগণের মহাক্লেশকর। গজদংশ-নামক নরককুণ্ড, চারিশতহস্তপরিমিত, গজেন্দ্রসমূহে পরিব্যাপ্ত, কুণ্ডাকৃতি এবং ঐ গজগণের দন্ততাড়িত কীটভক্ষিত আর্ত্তনাদকারী পাপিগণের রক্তে পরিপূর্ণ। পাপীদিগের দুঃখদায়ক গোমুখাকৃতি গোমুখ-নামক নরককুণ্ডের পরিমাণ বিংশত্যধিক শত হস্ত বলিয়া কীর্ত্তিত আছে শ্রুতিব্রতে। কুম্ভীপাক নরকের আকার কুম্ভের তুল্য এবং পরিমাণ চারিক্রোশ; উহা অতিশয় ভয়ানক ও গাঢ়ান্ধকারে সমাচ্ছন্ন; ঐ নরক নিরন্তর কালচক্রে ভ্রমিত হইতেছে। উহা এরূপ গভীর ও বিস্তৃত যে, এককালে উহাতে লক্ষ পুরুষ অবস্থান করিতে পারে। ঐ নরকের কোন স্থানে তপ্ততৈলকুণ্ড, কোন স্থানে তপ্তলৌহাদিকুণ্ড ও কোন স্থানে তপ্ততাম্রাদিকুণ্ড অবস্থিত আছে। পাপিগণের মধ্যে মহাপাতকিগণই ঐ নরকে অবস্থান করে। অত্রত্য পাপী সকল পরস্পর

দর্শন করিতে অশক্ত; তাহারা আমার দূতগণের দণ্ড ও মুষলাঘাতে নিরন্তর চীৎকার করিয়া থাকে এবং কখন ঘূর্ণ্যমান কখন পতিত ও কখন মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছিত হয়। কোন সময়ে তাহাদিগকে মদীয় দূতগণ অতি উচ্চ স্থান হইতে পাতিত করে। হে সুন্দরি! সমুদয় নরককুণ্ডে যত পাপী আছে, এক দুষ্কর ঐ কুম্ভীপাক নরকে তাহার চতুর্গুণ পাপী ভোগদেহ ধারণপূর্ব্বক সুচিরকাল অবস্থান করিয়া থাকে; ফলতঃ কুম্ভীপাক নরক সমুদয় নরককুণ্ড অপেক্ষা প্রধান বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। ৭২—৮৪। কালসূত্রনরক, উষ্ণোদকে পরিপূর্ণ; ঐ নরকে পাপী সকল, কালনির্ম্মিত সূত্রে নিবদ্ধ থাকে। পাপিগণ আমার দূতগণকর্ত্তৃক ক্ষণকাল উত্থাপিত ও ক্ষণকাল ঐ কুণ্ডের অভ্যন্তরে নিমজ্জিত হইয়া বহুকাল নিশ্বাস-বন্ধ-হেতু দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়াও জীবিত থাকে; কারণ ভোগদেহের ক্ষয় নাই; আবার তাহার উপর আমার দূতগণ, সেই ক্লিষ্ট পাতকিগণকে দণ্ডাঘাত ও মুষলাঘাত করিয়া থাকে। অবটোদ-নামক নরক-কুণ্ড কূপবিশেষের ন্যায়; উহাতে অতিশয় উষ্ণ জল নিরন্তর পরিপূর্ণ রহিয়াছে, উহার পরিমাণ অশীতি হস্ত এবং ঐ নরক মদীয় দূতগণ-তাড়িত দগ্ধগাত্র পাতকিগণে সতত পরিব্যাপ্ত। পতিত হইবামাত্র যে নরকের জলস্পর্শে পাপিগণের সমুদয় রোগ অকস্মাৎ উৎপন্ন হইয়া তাহাদিগের মর্ম্মভেদ করায় এবং পাপি-গণ নিরন্তর হাহাকার করে; সেই নরককেই সকলে অরুন্তুদ বলিয়া থাকে। পাংশুভোজ নরক, দগ্ধ দ্রব্য ও প্রজ্বলিত পাংশুরাশিতে সমাকীর্ণ। পাপি-গণ; সেই কুণ্ডে পাংশু ভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করে। পাশবেষ্টন-নামক নরককুণ্ড, ক্রোশপরিমিত। পাপি-গণ, সেই স্থানে পতিত হইবামাত্র পাশ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকে। আর পাপী সকল যে নরকে পতিত হইয়াই শূলগ্রথিত হয় এবং যাহার পরিমাণ অশীতি হস্ত, সেই নরকের নাম শূলপ্রোত। হিমতোয়-পূর্ণ যে নরকে পতিত হইয়া পাপিগণ কম্পিত হয়, আর ক্রোশার্দ্ধ যাহার পরিমাণ, সেই নরকের নাম প্রকম্পন ৮৫—৯৫। উল্কামুখ নরক, অশীতিহস্তপরিমিত ও উল্কাসমূহে পরিপূর্ণ; আমার দূতগণ, ঐ নরকস্থ পাপীদিগের মুখে উল্কা প্রদান করিয়া থাকে। অন্ধ-কূপ নরক লক্ষপুরুষপরিমিত এবং চারিশত হস্ত গভীর ও নানা প্রকার ভয়ানক কীটগণে পরিপূর্ণ। ঐ নরকের আকার কূপসম বর্ত্তুল; উহা অতিশয় অন্ধ-কারে পরিব্যাপ্ত। তত্রত্য পাপিগণ সেই গাঢ়অন্ধকার-প্রভাবে কেহই কাহাকে দেখিতে পায় না, তপ্তো-দকে দগ্ধগাত্র ও কীটগণের দংশনে বিচলিত হইয়া থাকে। যে নরকে পাপী সকল নানা প্রকার শস্ত্র-সমূহে বিদ্ধ হয় ও যাহার পরিমাণ অশীতি হস্ত, সেই নরক বেধন বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। যে নরককুণ্ডে পাপিগণ আমার দূতগণকর্ত্তৃক দণ্ডদ্বারা তাড়িত হয় ও যাহার পরিমাণ চতুঃষষ্টি হস্ত, সেই কুণ্ড দণ্ড-তাড়ন নামে প্রসিদ্ধ। জালবন্ধ নরক, বিংশত্যধিক-শতহস্তপরিমিত। ঐ স্থানে পাপিগণ মীনসমূহের মহাজালে জড়িত হইয়া অবস্থান করে। দেহচূর্ণ নরক অন্ধকারময়; উহার পরিমাণ অশীতি হস্ত এবং গভীরতা কোটিপুরুষপরিমিত। ঐ কুণ্ডে পতিত হইবামাত্র পাপিগণের দেহ লৌহবেদীতে নিবদ্ধ হও-য়ায় চূর্ণ হইয়া থাকে; তখন তাহারা মূর্চ্ছিত ও জড়প্রায় হয়। ৯৬—১০৪। যে নরককুণ্ডে পাপিগণ, মদীয় দূতগণকর্ত্তৃক সর্ব্বদা মুষল দ্বারা দলিত হইয়া থাকে, সেই নরক দলন নামে প্রসিদ্ধ, উহার পরিমাণ চতুঃ-ষষ্টি হস্ত। যে নরকের আয়তন বিংশত্যধিক শতহস্ত ও গভীরতা শতপুরুষপরিমিত, যাহা গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, জলশূন্য ও প্রতপ্তবালুকাময়, যাহাতে পতিত হইবামাত্র পাপিগণের কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হয়, সেই নরক শোষক নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কষ-নামক নরককুণ্ড নানাপ্রকার চর্ম্মের কষায় জলে ও বিষ্ঠামূত্রে পরিপূর্ণ; পাপী সকল দুর্গন্ধিযুক্ত নরকে ঐ বিষ্ঠামূত্র ভোজনপূর্ব্বক অবস্থান করে। সর্পমুখ নরক-কুণ্ড, তপ্তলৌহবালুকায় পরিপূর্ণ; ঐ কুণ্ড, অষ্ট-চত্বারিংশৎহস্তপরিমিত ও নিরন্তর পাতকীযুক্ত। হে সুন্দরি! অশীতিহস্তপরিমিত যে কুণ্ডের মুখদেশ, অভ্যন্তরস্থ অগ্নিশিখার জ্বালাসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং যাহাতে পাপিগণ, ঐ জ্বালাসমূহে দগ্ধগাত্র হইয়া নিরন্তর অতিশয় ক্লেশ ভোগ করে, সেই কুণ্ড জ্বালা-মুখ নামে প্রসিদ্ধ। জিহ্মকুণ্ডের পরিমাণ বাপীর অর্দ্ধাংশ; উহার অভ্যন্তরে তপ্ত ইষ্টকসমূহ অবস্থিত আছে। পাপিগণ উহাতে পতিত হইয়াই মূর্চ্ছিত ও জিহ্মিত অর্থাৎ বক্রীভূত হইয়া থাকে। যে নরক-কুণ্ডের পরিমাণ চারিশত হস্ত, যাহা নিরন্তর ধূমান্ধ-কারযুক্ত এবং পাপাত্মাগণ শ্বাসবদ্ধ ও ধূমান্ধ হইয়া যাহাতে অবস্থান করে, সেই নরক ধূমান্ধ নামে পরি-কীর্ত্তিত হইয়াছে। নাগবেষ্টন-নামক নরককুণ্ড, নাগগণে পরিপূর্ণ; তাহার পরিমাণ চারিশত হস্ত। ঐ কুণ্ডে পাপাত্মাগণ পতিত হইবামাত্র নাগগণে বেষ্টিত হয়। হে সাধ্বি! এই আমি তোমার নিকটে

ষড়শীতি কুণ্ড ও তাহাদিগের লক্ষণসমুদয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর?। ১০৫—১১৫।

প্রকৃতিখণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

সাবিত্রী কহিলেন দেব! আমি আপনার প্রসাদে সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি ও সমস্তই লাভ করিয়াছি, আমার অবশিষ্ট প্রার্থনীয় বর আর কিছুই নাই; এক্ষণে কেবল সুদুর্লভ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি আমাকে প্রদান করুন। হে বিভো! যাহা লক্ষ পুরুষের উদ্ধারের কারণ, যাহাদ্বারা নরকার্ণব হইতে নিবৃতি লাভ হয় ও কর্ম্মবৃক্ষের ফলভোগী হইতে হয় না, যাহা সমুদয় অশুভের নিবারক ও সঞ্চিত পাপ-পুঞ্জের বিনাশকারী এবং মুক্তিরূপ সারবস্তুর কারণ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই শ্রীকৃষ্ণের গুণ-কীর্ত্তনরূপ ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। মুক্তি কয় প্রকার? তাহাদের লক্ষণই বা কি? হরিভক্তি ও মুক্তিতে প্রভেদ কি? নিষেকের কি লক্ষণ? হে বেদজ্ঞপ্রধান! বিধাতা স্ত্রীজাতিকে তত্ত্বজ্ঞান-বিহীন করিয়াছেন, কিন্তু সেই সারভূত তত্ত্বজ্ঞান কি প্রকার? তাহা প্রকাশ করুন। দেখুন, সমুদয় দান, অনশন, তীর্থস্নান, ব্রত ও তপস্যা ইহারা কেহই, অজ্ঞানীকে জ্ঞানদানের ষোড়শভাগের এক ভাগেরও যোগ্য নহে। হে প্রভো! এজন্য যে মাতা, পিতা অপেক্ষাও শতগুণে গৌরবান্বিতা, সেই মাতা অপেক্ষাও জ্ঞানদাতা গুরু শতগুণে পূজ্য হইয়া থাকেন। ১—৭। যম কহিলেন, হে বৎসে! আমি পূর্ব্বে তোমাকে তোমার অভিলষিত সমস্ত বরই দান করিয়াছি, এক্ষণেও বলিতেছি আমার বরে তোমার হরিভক্তি হউক। হে কল্যাণি! তুমি যে শ্রীকৃষ্ণের গুণ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিয়াছ, উহা বক্তা, প্রশ্নকর্ত্তা ও শ্রোতার কুলের উদ্ধারহেতুস্বরূপ! উহা, অনন্তদেব সহস্রবদনে, মৃত্যুঞ্জয় পঞ্চমুখে এবং চতুর্ব্বেদপ্রণেতা জগতের বিধানকর্ত্তা ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে এবং সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণুও নিজমুখে বর্ণন করিতে অসমর্থ। কার্ত্তিকেয় ছয়মুখেও নিশ্চয় এতদ্বর্ণনে অক্ষম। অধিক কি, যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু গণেশও শ্রীকৃষ্ণগুণ-কীর্ত্তনে অসমর্থ। সমস্ত শাস্ত্রের প্রধান চারিবেদ ও বুধগণ যে গুণসমূহের কলামাত্রও বিদিত নহেন, সরস্বতী যত্নবতী হইয়াও যে গুণকীর্ত্তনে অসমর্থা, অধিক কি সনৎকুমার, ধর্ম্ম, সনক, সনাতন, সনন্দ, সূর্য্যদেব ও অন্যান্য ব্রহ্মার পুত্রগণ ইহারা বিচক্ষণ হইয়াও যাহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ, অন্য জড়বুদ্ধি ব্যক্তিরা যে তাহা প্রকাশ করিবে, ইহা কিরূপে সম্ভবিতে পারে? অন্য ব্যক্তি বা আমাদিগের কথা কি,—সিদ্ধ মুনীন্দ্র ও যোগিগণও যে ভগবানের গুণবর্ণনে অক্ষম, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণ নিরন্তর যাহার চরণারবিন্দ ধ্যান করিয়াছেন, সেই ভগবানের গুণোৎকীর্ত্তন তাঁহার ভক্তগণেরই সাধ্য, অন্যের অসাধ্য। অপর কোন মাহাত্ম্য, যেরূপ তাঁহার কিঞ্চিৎ গুণোৎকীর্ত্তন বিদিত আছেন, বেদজ্ঞপ্রধান ব্রহ্মা, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক জ্ঞাত আছেন এবং জ্ঞানিগণের গুরু গণেশ তাঁহা অপেক্ষাও অতিরিক্ত জানেন; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ শম্ভু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদিত আছেন। পূর্ব্বে গোলোকধামের অতি নির্জ্জন রমণীয় রাসমণ্ডলে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জ্ঞানোপদেশ দান করিয়া পরে কিঞ্চিৎ স্বগুণোৎকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, অনন্তর স্বয়ং শিব শিবলোকে ধর্ম্মের নিকটে তাহা প্রকাশ করেন। ৮—২১। হে সতি! পরে পুষ্করতীর্থে ধর্ম্মদেব, আমার পিতা ভাস্করের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের গুণ-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলে, তিনি তপস্যাদ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করিয়া আমাকে লাভ করেন। হে সুব্রতে! যখন আমি কোনপ্রকারে এই নিজাধিকার গ্রহণ না করিয়া বৈরাগ্যবশতঃ তপস্যার্থে গমনে উদ্যত হইয়াছিলাম, তখন পিতা যে প্রকারে সেই শ্রীকৃষ্ণের অতি দুজ্ঞের্য় গুণ আমার নিকটে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহা অবিকল কহিতেছি শ্রবণ কর। ২২—২৫। হে বরাননে! অপরের কথা কি বলিব, আকাশ যেমন আপনার অন্ত আপনি জানে না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং নিজগুণের সীমা বিদিত নহেন। সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সকলের অন্তরাত্মা, সকলের কারণের কারণ, সকলের ঈশ্বর সকলের আদি, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বরূপধারী। সেই নিত্যানন্দ নিত্যরূপী শ্রীকৃষ্ণ, নিরাকৃতি অথচ নিত্যদেহী; তিনি নিরঙ্কুশ, নিঃশঙ্ক, নির্গুণ ও নিরাশ্রয়। নির্লিপ্ত পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ, সকলের আধার ও সকলের সাক্ষী। প্রকৃতি তাঁহারই বিকার এবং প্রাকৃত যাবতীয় পদার্থই সেই প্রকৃতির বিকার। তিনি স্বয়ং পুরুষ, স্বয়ং প্রকৃতি এবং স্বয়ং প্রকৃতি হইতে অতীত; তিনি অরূপ হইয়াও ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ রূপ ধারণ করিতেছেন। ঐ রূপ অতিশয় কমনীয় সুন্দর ও সুমনোহর; তিনি কিশোরবয়স্ক গোপবেশধারী; তাঁহার বর্ণ নূতন জলধরের ন্যায় শ্যাম। ২৬—৩০। সেই মনোহর রূপ

কোটি কন্দর্পের লাবণ্যলীলার আশ্রয়; তাঁহার লোচনদ্বয়, শরৎকালীন মধ্যাহ্নপদ্মের শোভাকেও পরাজয় করিয়াছে। তাঁহার মুখকমল—শারদীয় কোটি পূর্ণ শশধরের শোভাকেও শোভাহীন করিয়াছে। তিনি অমূল্যরত্ননির্ম্মিত ভূষণসমূহে বিভূষিত। সেই ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডলে ঈষৎ হাস্য ও অঙ্গে অমূল্য পীতবস্ত্র থাকায়—তিনি পরম শোভিত হইয়াছেন। তাঁহার মূর্ত্তি শান্ত ও সুখদৃশ্য; কেহই সেই রাধাকান্তের অন্ত পান নাই। চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান সস্মিত গোপিকাগণ নিরন্তর তাঁহাকে সন্দর্শন করিতেছেন। তিনি রাসমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী রত্নসিংহাসনে সমাসীন। সেই বিশুদ্ধ বনমালা-বিভূষিত শ্রীকৃষ্ণ, নিরন্তর বংশী বাদন করিতেছেন; তাঁহার বক্ষঃস্থল কৌস্তভ মণিতে সমধিক উজ্জ্বল এবং সমস্ত শরীর কুঙ্কুম, আবীর, কস্তূরী, ও চন্দনে চর্চ্চিত। সেই বঙ্কিমচূড়া-বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণ সুচারু চম্পক পদ্ম ও মালতী-মালায় সুশোভিত। তাঁহার ভক্তগণ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে এইরূপে ধ্যান করিয়া থাকেন।—যাঁহার ভয়ে জগতের বিধাতা সৃষ্টি বিধানপূর্ব্বক সমুদয় কর্ম্মী জীবগণের ফল লিখিয়া থাকেন এবং যাঁহার আজ্ঞায় সমুদয় কর্ম্ম ও তপস্যার ফল দান করেন, যাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া বিষ্ণু সকলের পালন ও কালাগ্নিরুদ্র সমস্ত বিশ্বের সংহারকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, যাঁহার নিকট জ্ঞান লাভ করিয়া স্বয়ং শিব মৃত্যুঞ্জয় ও জ্ঞানীদিগের গুরুরও গুরু, সিদ্ধেশ্বর, যোগীশ্বর, নিরন্তর পরমানন্দসম্পন্ন ভক্ত ও বৈরাগ্যযুক্ত হইয়াছেন; যাঁহারই প্রসাদে পবনদেব শীঘ্রগামীদিগের শ্রেষ্ঠ হইয়া নিরন্তর গমন করিতেছেন;—হে সতি! যাঁহার ভয়ে তপনদেব নিরন্তর জগতে তাপ দান করিতেছেন,—এবং যাঁহার আজ্ঞায় ইন্দ্র সময়ে বর্ষণ ও মৃত্যু প্রাণিগণে বিচরণ করিয়াথাকে, আর যাঁহার আজ্ঞায় বহ্নির দাহিকা শক্তি ও জলের শৈত্য হইয়াছে; যাঁহারই আজ্ঞায় ভীত হইয়া দিক্পালগণ দিক্ সকল রক্ষা করিতেছেন; যে পরমেশ্বরের ভয়ে রাশিচক্র ও গ্রহগণ নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে এবং বৃক্ষ সকল ফলবন্ত ও পুষ্পবন্ত হইতেছে; যাঁহার ভয়ে ফল পক্ব ও তরু সকল ফলহীন হয়। যাঁহার আজ্ঞায় স্থলচর জলে ও জলচর স্থলে জীবনধারণে অসমর্থ; আমিও যাঁহার ভয়ে ধর্ম্মাধর্ম্মের নিয়ন্তা হইয়াছি; যে জগদীশ্বরের আজ্ঞায় কাল নিরন্তর সঞ্চরণপূর্ব্বক সকলের সংহারে নিযুক্ত আছেন; যাঁহার ভয়ে কাল ও মৃত্যু কাহাকেই অকালে আক্রমণ করিতে পারে না, অধিক কি, জীবগণ প্রজ্বলিত অনলে পতিত, গভীর সাগরে বিমগ্ন, বৃক্ষের অগ্র হইতে বিচ্যুত এবং তীক্ষ্ণ খড়্গাধারে বা সর্পাদির মুখে পতিত, বিষম রণস্থলে শস্ত্রাস্ত্রবিদ্ধ হইলেও মৃত্যু যাঁহার ভয়ে তাহাদিগকে অকালে আক্রমণ করিতে অসমর্থ, কিন্তু যাঁহার ভয়ে বন্ধুবর্গকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া সচন্দন পুষ্পশয্যায় তন্ত্রমন্ত্রানুসারে শয়ান হইলেও কালপ্রাপ্ত জীবগণকে যাঁহার ভয়ে সেই কাল হরণ করিয়াথাকে। ৩১—৫০। যাঁহার আজ্ঞায় বায়ু তোয়রাশিকে, তোয় কূর্ম্মকে, কূর্ম্ম অনন্তকে, অনন্ত পৃথিবীকে ও পৃথিবী—সপ্ত সমুদ্র সপ্ত কুলপর্ব্বতের সহিত যাবতীয় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব ও নানা প্রকার রত্নসমূহ ধারণ করিতেছেন; যাঁহা হইতে সমুদয় ভূতগণ আবির্ভূত হইয়া আবার অন্তে তাঁহাতেই লীন হইয়া থাকে দেবপরিমিত একসপ্ততি যুগ ইন্দ্রের পরমায়ু, এইরূপ অষ্টাবিংশতি ইন্দ্রের পতন হইলে ব্রহ্মার এক দিবারাত্রি হয়। সংখ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ, নিরূপণ করিয়াছেন, মনুষ্যের অষ্টাধিক পঞ্চশত ও পঞ্চবিংশতিসহস্র যুগ ইন্দ্রের পরমায়ু; পূর্ব্বোক্ত ঐরূপ ত্রিংশদ্দিনে ব্রহ্মার একমাস; ঐ প্রকার দুইমাসে এক ঋতু ও ছয় ঋতুতে এক বৎসর; এইরূপ শতবৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু। এবং ব্রহ্মার আয়ুর শেষ হইলে সেই সর্ব্বময় হরিরও একবার নেত্রপলক পতিত হয়। তাঁহার চক্ষুর নিমীলনেই প্রাকৃতিক লয় হইয়া থাকে। ৫১—৫৭। ঐ প্রলয়সময়ে দেবাদি চরাচর সমুদয় প্রাকৃত পদার্থই, বিধাতায় লীন হইয়া থাকে, বিধাতাও শ্রীকৃষ্ণের নাভিপঙ্কজে বিলীন হন। তখন, ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু ও বৈকুণ্ঠবাসী চতুর্ভুজ কমলাপতি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে বিলীন থাকেন। আর রুদ্র ও ভৈরব প্রভৃতি শিবের যাবতীয় অনুচরগণ, মঙ্গলাধার জ্ঞানানন্দময় সনাতন শিবে বিলীন হইয়া থাকেন। সেই জ্ঞানাধিষ্ঠাতা মহাদেব, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানে লীন হন। এই সমুদয় ব্যাপারে হরির ক্ষণকাল হয়। সেই সময়ে বিষ্ণুমায়া ভগবতী দুর্গাতে সমুদয় শক্তির বিলয় হয় এবং সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুর্গা শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধিতে লীনা হইয়া থাকেন। নারায়ণাংশ কার্ত্তিক তাঁহার বক্ষঃস্থলে এবং দেবগণের অধীশ্বর গণেশ বাহুতে লীন থাকেন। হে সুব্রতে! তৎকালে লক্ষ্মীর অংশসম্ভূত সমুদয় স্ত্রীগণ, লক্ষ্মীতে এবং সেই লক্ষ্মী, গোপিকাগণ ও সমস্ত দেববালা রাধিকাতে লীন থাকেন। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী

দেবী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণে, সাবিত্রী দেবী, বেদ-শাস্ত্র সকল—সরস্বতী দেবীতে, আর সরস্বতী দেবী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের জিহ্বায় অবস্থান করেন। গোলোকের গোপগণ, তাঁহার লোমসমূহমধ্যে বিলীন হইয়া থাকেন। সকলের প্রাণবায়ু তাঁহার প্রাণে, হুতাশন জঠরাগ্নিতে, জল রসনাগ্রে বিলীন হয়। বৈষ্ণবগণ পরম আনন্দের সহিত ভক্তি-রস-রূপ পীযূষ পান করত তাঁহার চরণপদ্মে অবস্থান করেন। ৫৮—৬৮। তখন ক্ষুদ্র বিরাট্ মূর্ত্তি, সেই মহান্ শ্রীকৃষ্ণে লীন হন, নিখিল বিশ্ব তাঁহার লোমকূপ সকলের মধ্যে অবস্থিত; তাঁহার চক্ষুর্নিমেষে মহাপ্রলয় ও চক্ষুর উন্মীলনে পুনরায় সৃষ্টি হইয়া থাকে; পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের যাবং সময় নিমেষকাল, উন্মীলনেও সেই সময়; সেই উন্মীলন কালই ব্রহ্মার পরমায়ু; এবং সেই শতাব্দমধ্যেই সৃষ্টি হইয়া থাকে ও পুনর্ব্বার লয় হয়। হে সুব্রতে। যেরূপ ধূলিরাশির সংখ্যা করা যায় না, তদ্রূপ ব্রহ্মার সৃষ্টি ও লয়ের সংখ্যা নাই; অতএব হে সাধ্বি। যে সর্ব্বান্তরাত্মা হরির ইচ্ছা ক্রমে চক্ষুর নিমেষে প্রলয় ও উন্মীলনে পুনর্ব্বার সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাঁহার গুণ বর্ণন করিতে কোন্ ব্যক্তি সক্ষম হইতে পারে? হে বৎসে! আমি পিতার মুখে যে প্রকার হরি-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহাই কীর্ত্তন করিলাম। আর মুক্তি, চারি প্রকার বলিয়া চারিবেদে কথিত হইয়াছে; কিন্তু সেই সমুদয় মুক্তি অপেক্ষা এক হরিভক্তিই প্রধান ও সর্ব্বাংশে গরীয়সী। ঐ চতুর্ব্বিধ মুক্তির মধ্যে এক মুক্তিতে হরির সালোক্য, অপর মুক্তিতে হরির সারূপ্য, অন্য মুক্তিতে সামীপ্য এবং অপর এক মুক্তিতে নির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার ভক্তগণ এই চারি প্রকার মুক্তিই প্রার্থনা করেন না; তাঁহারা কেবল হরির সেবাদিই যাচ্ঞা করেন। ভক্তগণের সিদ্ধত্ব, অমরত্ব ও ব্রহ্মত্ব অবহেলায় লাভ হইতে পারে। তাঁহাদের জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ভয় এবং শোকাদি সমুদয় বিনষ্ট হয়, তাঁহারা সেই সেবাবলে অনায়াসে দিব্যরূপ ধারণ ও নির্ব্বাণ মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন। বৎসে! এই চতুর্ব্বিধ মুক্তিই সেবারহিত; কিন্তু ভক্তি—সেবা-বিবর্দ্ধিনী; ইহাই ভক্তি ও মুক্তির প্রভেদ। এক্ষণে নিষেকের লক্ষণ শ্রবণ কর। ৬৯—৭৮। বুধগণ, কৃতকর্ম্মের ভোগকেই নিষেক-শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কেবল এক শুভদ হরি-সেবাতেই তাহার খণ্ডন হয়। হে সাধ্বি! এই হরি-সেবনে আসক্তিই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান এবং ইহাই লৌকিক ও বৈদিক কার্য্যের মধ্যে সার পদার্থ: এই আমি তোমার নিকটে বিঘ্ননাশক ও শুভপ্রদ হরি-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। হে বৎসে! এক্ষণে তুমি সুখে গমন কর। সূর্য্যকুমার ধর্ম্মরাজ এইরূপ কহিয়া সাবিত্রীর পতির প্রাণদানপূর্ব্বক সাবিত্রীকে শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া গমন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন সাবিত্রী, যমকে গমনোদ্যত দেখিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার বিচ্ছেদ দুঃসহ জ্ঞানে চরণ ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। হে নারদ! সাবিত্রীর রোদন দর্শনে কৃপানিধি যম, তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে এইরূপ কহিলেন এবং স্বয়ংও নেত্রজল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। যম বলিলেন, হে শুভে! তুমি পুণ্যভূমি ভারতে লক্ষবর্ষ সুখ ভোগ করিয়া পরিণামে গোলোকধামে গমন করিবে। হে ভদ্রে! এক্ষণে স্বগৃহে গমনপূর্ব্বক সাবিত্রীব্রত আচরণ কর। নারীগণ চতুর্দ্দশবর্ষ পর্য্যন্ত এই ব্রতের অনুষ্ঠানে মোক্ষ লাভ করেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে শুভকর সাবিত্রীব্রত ও ভাদ্রমাসের শুক্লা-ষ্টমীতে মহালক্ষ্মীব্রত করিতে হয়। যে রমণী, ষোড়শ-বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতিবৎসর ঐ শুক্লাষ্টমী হইতে পক্ষান্ত-পর্য্যন্ত পরমভক্তি-সহকারে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তিনি বৈকুণ্ঠে গমন করেন। যে রমণী, ধন ও সন্তান-কামনায় প্রতি মঙ্গলবারে দেবী মঙ্গল-চণ্ডিকাকে এবং প্রতি মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে মঙ্গল-দায়িকা ষষ্ঠীকে, আষাঢ় সংক্রান্তিতে সর্ব্বসিদ্ধিদা মনসা দেবীকে, কার্ত্তিক মাসের রাসের দিবসে কৃষ্ণের প্রাণাধিকা প্রিয়া রাধিকাকে, উপবাসপূর্ব্বক প্রতি মাসের শুক্লাষ্টমীতে দুর্গতিনাশিনী বরপ্রদা বিষ্ণুমায়া প্রকৃতি জগদম্বা ভগবতী দুর্গাকে পতিপুত্রবতী পতিব্রতা শুদ্ধা রমণীর উপরে বা প্রতিমাতে অথবা যন্ত্রে ভক্তি-পূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি ইহলোকে সমস্ত সুখ উপভোগ করিয়া পরে শ্রীহরির স্থানে গমন করিতে পারেন। ৭৯—৯২। হে নারদ! ধর্ম্মরাজ, সাবিত্রীকে এই কথা বলিয়া স্বভবনে গমন করিলে সাবিত্রীও স্বামীর সহিত নিজালয়ে গমনপূর্ব্বক সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক কহিয়া পরে অন্যান্য বান্ধবগণকে বিদিত করিলেন। অনন্তর, ক্রমে সাবিত্রীর পিতা বরপ্রভাবে অভিলষিত পুত্র এবং তাঁহার শ্বশুর—চক্ষু ও রাজ্য আর আপনিও শত পুত্র লাভ করিলেন। সেই পতিব্রতা সাবিত্রী, পুণ্যক্ষেত্র ভারতে শতবর্ষ সুখ ভোগ করিয়া অন্তে স্বামীর সহিত গোলোকে গমন করিয়াছিলেন। নারদ! সাবিত্রী

দেবী, সূর্য্যের ও মন্ত্র সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; তিনি বেদের সাবিত্রী অর্থাৎ প্রসবকর্ত্রী বলিয়া সাবিত্রী নামে প্রসিদ্ধা। হে বৎস! এই আমি তোমার নিকটে সাবিত্রী দেবীর উৎকৃষ্ট উপাখ্যান ও জীবগণের কর্ম্মবিপাক কীর্ত্তন করিলাম; পুনরায় কি শুনিতে ইচ্ছা কর ?। ৯৩—৯৮।

প্রকৃতিখণ্ডে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, ঈশ্বর! সাবিত্রী-যম-সংবাদ-প্রসঙ্গে আপনার মুখে নির্গুণ নিরাকার পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সুনির্ম্মল যশ ও মঙ্গলকর সত্য গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে লক্ষ্মীর উপাখ্যান শ্রবণে সমুৎসুক হইয়াছি। হে বেদজ্ঞপ্রধান! সেই লক্ষ্মী দেবী কি প্রকার? কোন্ ব্যক্তিই বা অগ্রে তাঁহার পূজা করেন? আর কেই বা তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন?—প্রকাশ করুন। নারায়ণ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে সৃষ্টির অগ্রে রাসমণ্ডলস্থ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বাম ভাগ হইতে লক্ষ্মী দেবী উৎপন্না হন, তিনি অতিশয় সুন্দরী ও তপ্তকাঞ্চন-সবর্ণা; তাঁহার অঙ্গ সকল শীতকালে সুখজনক উষ্ণ ও গ্রীষ্মে সুখকর শীতল; তাঁহার কটিদেশ ক্ষীণ, স্তনদ্বয় কঠিন ও নিতম্ব অতি বিশাল; সেই স্থির-যৌবনাকে দর্শন করিলে দ্বাদশবর্ষীয়া বলিয়া বোধ হয়। সেই সুখদৃশ্যা মনোহর কামিনীর বর্ণের আভা শ্বেতচম্পকতুল্য; তাঁহার মুখমণ্ডল শারদীয় কোটি পূর্ণচন্দ্রের প্রভাকেও লজ্জা দেয়। তাঁহার লোচনদ্বয়, শরৎকালীন মধ্যাহ্নের সুবিকসিত পদ্মকে তিরস্কার করে।—সেই দেবী উৎপন্না হইয়াই সহসা ঈশ্বরের ইচ্ছায় দুইরূপে বিভক্তা হন। সেই উভয় মূর্ত্তিই, রূপে, বর্ণে, তেজে, বয়সে, প্রভায়, যশে, বস্ত্রে, আকারে, ভূষণে, গুণে, হাস্যে, দর্শনে, বাক্যে, গমনে, মধুর স্বরে, নীতিতে এবং অনুনয়ে—ঠিক সমান। তাঁহার বামাংশসম্ভূতা মূর্ত্তি লক্ষ্মী; দক্ষিণাংশ-জাতা রাধিকা। রাধিকা উৎপন্না হইয়াই অগ্রে সেই দ্বিভুজ পরাৎপরকে কামনা করেন, পরে মহালক্ষ্মীও সেই কমনীয় কৃষ্ণকে প্রার্থনা করিলে শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগের অভিলাষ পূরণার্থে দুই রূপ ধারণ করিলেন। ১—১১। শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণাংশজ মূর্ত্তি দ্বিভুজ ও বামাংশজ মূর্ত্তি চতুর্ভুজ হইল; তখন দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ, চতুর্ভুজনারায়ণকে সেই মহালক্ষ্মী দান করেন। মহালক্ষ্মী দেবী, স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সমুদয় বিশ্ব লক্ষ্য করেন, এবং তিনি দেবীগণের মধ্যে মহতী;—এইজন্য মহালক্ষ্মী নামে প্রসিদ্ধা হন। এই প্রকারে দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকান্ত ও চতুর্ভুজ নারায়ণ লক্ষ্মীকান্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপ গোপ-গোপিকাগণে পরিবৃত হইয়া গোলোকেই অবস্থান করিলেন, আর চতুর্ভুজ নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। কৃষ্ণ এবং নারায়ণ উভয়েই সর্ব্বাংশে তুল্য। অনন্তর, মহালক্ষ্মী যোগবলে নানা-রূপ ধারণ করিলেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠধামে পরিপূর্ণতম মহালক্ষ্মীর অধিষ্ঠান রহিল। তিনি, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ও সর্ব্ব-সৌভাগ্য-শালিনী; তিনি প্রেমে নারায়ণকে আবদ্ধ করিয়া সকল রমণীগণের প্রধানা হইলেন। সেই দেবী স্বর্গে—ইন্দ্রের সম্পত্তিরূপিণী স্বর্গলক্ষ্মীরূপে পাতালে ও মর্ত্ত্যে রাজগণের নিকট রাজলক্ষ্মীরূপে, সেই সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গলাই গৃহিগণের গৃহে গৃহলক্ষ্মীরূপে, কলাংশদ্বারা গৃহিণীও সম্পদ্‌রূপে, গোগণের প্রসূতি সুরভিরূপে, যজ্ঞকামিনী দক্ষিণারূপে, ক্ষীরোদসাগরের কন্যারূপে, পদ্মিনীতে শ্রীরূপে এবং চন্দ্র-সূর্য্যমণ্ডলে বিভূষণে, রত্নে, ফলে, জলে, নৃপে, নৃপপত্নীতে, দিব্য স্ত্রীতে, গৃহে, সমস্ত শস্যে, বস্ত্রে, পরিষ্কৃত স্থানে, দেবপ্রতিমাতে, মঙ্গলঘটে, মাণিক্যে, মুক্তাতে, মাল্যে, মণিশ্রেষ্ঠ, হীরকে, ক্ষীরে চন্দনে, রমণীয় বৃক্ষ-শাখায় ও নূতন মেঘে শোভারূপে অবস্থান করিতেছেন। ১২—২৪। প্রথমে বৈকুণ্ঠধামে নারায়ণ, দ্বিতীয়বারে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মা, তৃতীয়বারে শঙ্করকর্ত্তৃক সেই দেবী পূজিতা হন। হে মুনে! পরে ক্ষীরোদসাগরে বিষ্ণু, ভারতে স্বায়ম্ভুব মনু, মানবেন্দ্রগণ, ঋষীন্দ্রগণ, মুনীন্দ্রগণ, সাধুগৃহিগণ, গন্ধর্ব্বাদি সকলে এবং পাতালে নাগগণ যথাক্রমে তাঁহার পূজা করেন। হে নারদ! পূর্ব্বে ব্রহ্মা, ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী হইতে সমস্ত পক্ষ ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করেন, সেই অবধি ত্রিলোকমধ্যে তাহাই প্রচলিত আছে। চৈত্র পৌষ ও ভাদ্রমাসে, শুদ্ধ মঙ্গলজনক দিনে, বিষ্ণু—তাঁহার পূজা নির্ম্মাণ করেন, পরে ত্রিলোকবাসী সেইরূপ পূজা করিয়া থাকে। মনু, বর্ষান্তে পৌষমাসের সংক্রান্তি দিনে প্রাঙ্গণমধ্যে আবাহনপূর্ব্বক সেই দেবীর পূজা করেন, তাহা ভুবন-ত্রয়ে প্রচলিত হইয়াছে। পরে রাজেন্দ্র, মঙ্গল, কেদার, মহাবীর বলদেব, সুবল, উত্তানপাদতনয় ধ্রুব, ইন্দ্র, বলিরাজ, কশ্যপ, দক্ষ, মনু, সূর্য্য, প্রিয়ব্রত, চন্দ্র, কুবের, বায়ু, যম, বহ্নি ও বরুণ তাঁহাকে পূজা করেন এইরূপে সেই সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী সকল ঐশ্বর্য্যের

অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বজনকর্ত্তৃক বন্দিতা ও পূজিতা হইতেছেন। ২৫—৩৪।

প্রকৃতিখণ্ডে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে মহাভাগ! বৈকুণ্ঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বৈকুণ্ঠবাসিনী সনাতনী নারায়ণপ্রিয়া সেই মহালক্ষ্মী দেবী, পৃথিবীতে সিন্ধুকন্যারূপে কিপ্রকারে উৎপন্না হন? তাঁহার ধ্যান কবচ পূজাবিধিই বা কিরূপ এবং কোন ব্যক্তি অগ্রে তাঁহার স্তব করেন? এই সমস্ত আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! পূর্ব্বে দুর্ব্বাসামুনির অভিসম্পাতে দেবরাজ, দেবসমূহ ও মর্ত্ত্যবাসী সকলে শ্রীভ্রষ্ট হইলে লক্ষ্মীদেবী রুষ্টা হইয়া পরমদুঃখিতান্তঃকরণে স্বর্গাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া মহালক্ষ্মীতে লীনা হন। তখন দুঃখিত দেবগণ, শোকসন্তপ্তহৃদয়ে ব্রহ্ম-সভায় গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে অগ্রসর করত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া পরাৎপর নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন; সেই সময় অতিশয় কাতরতানিবন্ধন তাঁহাদিগের কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়াছিল। তখন ইন্দ্রের সম্পৎস্বরূপিণী লক্ষ্মী, নারায়ণের আজ্ঞায় নিজাংশদ্বারা সিন্ধুকন্যারূপে উৎপন্না হইলেন। পরে দেবগণ, দৈত্যগণের সহিত ক্ষীরোদসমুদ্র মন্থন করিয়া সেই দেবীর সন্দর্শনলাভ ও তাঁহা হইতে বরলাভ করেন। তিনি সন্তুষ্টা হইয়া প্রসন্নবদনে দেবগণপ্রভৃতিকে বর দানপূর্ব্বক ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুকে অপর বর দান করেন। দেবগণও তাঁহাকে পূজা ও স্তব করিয়া তাঁহার বরে অসুরগ্রস্ত রাজ্য পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন। ১—১১। নারদ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ দুর্ব্বাসা, ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন পুরন্দরকে কিদোষে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন? দেবগণ প্রভৃতি কিপ্রকারেই বা সমুদ্র মন্থন করেন? কি প্রকার স্তবে, সেই লক্ষ্মী দেবী ইন্দ্রকে দর্শনদান করিয়াছিলেন? হে প্রভো! আর তাঁহাদের পরস্পরই বা কিপ্রকার কথোপকথন হইয়াছিল? প্রকাশ করুন। নারায়ণ বলিলেন, নারদ! একদা ত্রৈলোক্যাধিপতি ইন্দ্র, মধুপানে প্রমত্ত ও কামার্ত্ত হইয়া নির্জ্জনপ্রদেশে রম্ভার সহিত ক্রীড়া করেন, পরে তাহার সহিত ক্রীড়ান্তে কামুকী রম্ভাকর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া কামোন্মথিতচিত্তে মহারণ্যমধ্যেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। এমন সময় ইন্দ্র, ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত ঋষিপুঙ্গব দুর্ব্বাসাকে বৈকুণ্ঠ হইতে কৈলাস-শিখরে গমন করিতে দেখিতে পাইলেন। সেই প্রভুর গ্রীষ্মকালীন সহস্র মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডের ন্যায় দেহ-প্রভা; তিনি, প্রতপ্তসুবর্ণসদৃশ জটাভারে সুশোভিত এবং শুক্লবর্ণ যজ্ঞোপবীত, চীর, দণ্ড, কমণ্ডলু ও অতি উজ্জ্বল চন্দ্রাকার তিলক ধারণ করিয়াছেন; বেদবেদাঙ্গপারগ লক্ষ শিষ্য, তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিতেছে;—তখন পুরন্দর তাঁহাকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া তাঁহার শিষ্যবর্গকে সানন্দে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিলে, মুনিবর শিষ্যগণের সহিত তাঁহাকে শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন এবং বিষ্ণুদত্ত সুমনোহর পারিজাতপুষ্প তাঁহাকে অর্পণ করিলেন, ঐ পুষ্প,—জরা-মৃত্যু-রোগ শোক-নিবারক; অধিক কি উহাতে মোক্ষপর্য্যন্তও লাভ হইয়াথাকে। ১২—২২। রাজসম্পদে প্রমত্ত ইন্দ্র, সেই পুষ্প গ্রহণ করিয়া অনবধানতাবশতঃ হস্তীর মস্তকোপরি স্থাপন করিলেন। সেই হস্তী, তাহার স্পর্শমাত্রে রূপ, গুণ, তেজ, বয়ঃক্রম ও কান্তিতে, বিষ্ণুর তুল্য হইল। হে মুনে! তখন সেই গজেন্দ্র, নিঃশঙ্ক হইয়া ঘোরকাননমধ্যে প্রবেশ করিল; মহেন্দ্র, কোন প্রকারেই তাহাকে নিজ সামর্থ্যে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। এদিকে মুনিবর দুর্ব্বাসা, ইন্দ্রকে সেই পুষ্প ত্যাগ করিতে দেখিয়া মহাক্রোধে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—অভিসম্পাত করিলেন, অরে! তুই ঐশ্বর্য্য-প্রমত্ত হইয়া অহঙ্কারে মদ্দত্ত পুষ্প হস্তীর মস্তকে অর্পণপূর্ব্বক কিজন্য আমার অবমাননা করিলি? বিষ্ণুর নিবেদিত পুষ্প, নৈবেদ্য, ফল বা জল প্রাপ্তিমাত্রে ভোজন করা কর্ত্তব্য; যে ব্যক্তি, তাহা ত্যাগ করে সে ব্রহ্মহত্যাকারী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভাগ্যবলে উপস্থিত শুভজনক বিষ্ণুনৈবেদ্য ত্যাগ করে, সে শ্রীভ্রষ্ট, বুদ্ধিভ্রষ্ট ও জ্ঞানভ্রষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, বিষ্ণুনিবেদিত বস্তু ভক্তিপূর্ব্বক ভোজন করিয়া থাকে, সে শতপুরুষকে উদ্ধার করিয়া স্বয়ং জীবন্মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি, প্রত্যহ বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভোজন করে, বা তাঁহাকে প্রণাম অথবা ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা কিংবা স্তব পাঠ করে, সেও বিষ্ণুর সদৃশ হইয়া থাকে। ২৩—৩১। মূঢ়! অধিক কি, তাহার গাত্রীয় বায়ুস্পর্শে তীর্থ সকলও সদ্য শুদ্ধি লাভ করে ও পদরজঃস্পর্শে বসুন্ধরাও তৎক্ষণাৎ পূতা হন। পুংশ্চলীর অন্ন, অবীরার অন্ন, শূদ্রের শ্রাদ্ধান্ন, হরির অনিবেদিত বস্তু, অভক্ষ্য বৃথামাংস, শিবলিঙ্গোদ্দেশে প্রদত্তান্ন, শূদ্রজাতির অন্ন, চিকিৎসক ব্রাহ্মণের অন্ন, দেবলান্ন, কন্যাবিক্রয়কারীর

অন্ন, যোনিজীবীর অন্ন, অনুষ্ঠান, পর্য্যুষিতান্ন, ভক্ষ্যাবশিষ্ট যে কোন বস্তু, শূদ্রাপতি ব্রাহ্মণের অন্ন, বৃষবাহক দ্বিজের অন্ন, অদীক্ষিত দ্বিজের অন্ন, শবদাহীর অন্ন, অগম্যাগামী দ্বিজগণের অন্ন, মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতীর অন্ন এবং মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজনে যে পাপ হয়, এক বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন করিলে তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। বিষ্ণুসেবী ব্যক্তি, স্ববংশের কোটিপুরুষকে উদ্ধার করিয়া থাকে; আর হরিভক্তি-বিহীন ব্রাহ্মণ আপনাকেও রক্ষা করিতে অক্ষম হয়। যদি কেহ, অজ্ঞানেও বিষ্ণুনির্ম্মাল্য গ্রহণ করে, সেও সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, এবিষয়ে অনুমাত্রও সংশয় নাই। জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে বিষ্ণুনৈবেদ্য গ্রহণ করিলে ত নিঃসন্দেহ কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। যেহেতু তুমি গর্ব্ববশতঃ মদ্দত্ত পুষ্প হস্তীর মস্তকে স্থাপিত করিয়াছ, সেই হেতু লক্ষ্মী তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন। আমি নারায়ণের ভক্ত, আমি মহেশ্বর, বিধাতা, কাল, মৃত্যু ও জরাকেও ভয় করি না; অন্য আর কে আমার নিকটে গণনীয় হইতে পারে? তোমার পিতা প্রজাপতি কশ্যপ ও তোমার গুরু বৃহস্পতিই বা আমার কি করিতে পারেন? আমি হরির কৃপায় নিঃশঙ্ক। ৩২—৪৪। আরও আমি বলিতেছি, ঐ পুষ্প যাহার মস্তকে ন্যস্ত হইয়াছে, তাহারই সর্ব্বাগ্রে পূজা হওয়া কর্ত্তব্য; এজন্য শিবের শিশু সন্তানের মস্তক ছিন্ন হইলে ঐ হস্তীর মস্তক তাহাতে যোজিত হইবে। মহেন্দ্র এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকার্ত্ত ও ভয়ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার চরণদ্বয় ধারণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ৪৫—৪৮। হে প্রভো। আমি যেরূপ প্রমত্তের কার্য্য করিয়াছি, আপনিও তাহার সমুচিত শাপ প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে এই প্রার্থনা,—আপনি যখন আমার সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিলেন, তখন আমাকে কিঞ্চিৎ জ্ঞান দান করুন। প্রভো! ঐশ্বর্য্যই—বিপদের নিদান, জ্ঞানের আবরণ, মুক্তিমার্গের অর্গল, দৃঢ় হরিভক্তির বিঘ্নকারক এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ, শোক ও ভয়ের অঙ্কুরস্বরূপ। যে ব্যক্তি, সম্পত্তিরূপ তিমির দ্বারা অন্ধ, সে কখনই মুক্তিমার্গ দর্শন করিতে পারে না। হে মুনে! বরং সুরামত্তের চেতনা থাকে, কিন্তু সম্পত্তিতে মত্ত হইলে অতি মূঢ় হইয়া পড়ে; দেখুন সম্পত্তিমদে মত্ত ব্যক্তি, বান্ধবগণের সহবাসী হইলেও তাহাদিগের দ্বেষক হইয়া থাকে। সম্পত্তিমদে প্রমত্ত, বিষয়ান্ধ, বিহ্বল মহাকামী ব্যক্তি—রজোগুণের আধার; সে কখন সত্ত্বমার্গ দর্শন করিতে পায় না। ঐ বিষয়ান্ধ ব্যক্তি আবার রাজস ও তামস ভেদে দুই প্রকার, যে ব্যক্তি, শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য সে তামস ও যে শাস্ত্রজ্ঞ সে রাজস। হে মুনিপুঙ্গব! শাস্ত্রেরও দুইপ্রকার পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এক পথ প্রবৃত্তিকারণ; অপর পথ নিবৃত্তিকারণ। জীবগণ, প্রথমেই দুঃখের হেতুভূত প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করিয়া থাকে, ঐ পথ প্রথমে স্বচ্ছন্দতাময় প্রসন্নতাময় ও বিরোধশূন্য বলিয়া বোধ হয়; তাহারা আপাততঃ মধুলোভে অশেষ-ক্লেশ-সময়েও আপনাকে সুখী জ্ঞান করে কিন্তু উহা যে পরিণামে নাশের কারণ ও জন্মমৃত্যুজরাদি দুঃখের আকর—তাহা বিবেচনা করিতে পারে না। জীবগণ, অনেক জন্ম পর্য্যন্ত স্বকর্ম্মবিহিত নানা যোনিতে সানন্দে ভ্রমণ করিয়া পরে শতসহস্রের মধ্যে একজন বা শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে ভবসিন্ধু পারের কারণ সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া থাকে। ৪৯—৫৭। যখন সাধুসঙ্গরূপ দীপশিখায় মুক্তিমার্গ দেখিতে পায়, তখনই সেই জীব, বন্ধন মোচনার্থ যত্নবান্ হইয়া থাকে। পরে অনেক জন্ম—যোগ, তপস্যা ও অনশনাদি করিয়া বিঘ্নশূন্য উৎকৃষ্ট সুখপ্রদ মুক্তিমার্গ লাভ করে। হে প্রভো। আমি অন্যান্য কথার প্রসঙ্গাবসরে গুরুমুখে এইরূপ শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু নানা জঞ্জালজালে জড়িত বলিয়া অন্য কাহাকেই এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। ভগবন্! এক্ষণে বিধাতা আমাকে বিপত্তিকালে জ্ঞানসাগরকে সমীপে দান করিয়াছেন! আমার এই বিপদ্, নিস্তারকারিণী সম্পদ্ বলিয়া বোধ হইতেছে। হে জ্ঞানসিন্ধো! হে দীনবন্ধো! হে দয়ানিধে! আমি অতি দীন; সম্প্রতি ভবনিস্তারকারক কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট জ্ঞান আমাকে দান করুন। জ্ঞানীদিগের গুরু সনাতন দুর্ব্বাসা, ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণে অতি সন্তুষ্ট হইয়া হাস্যপূর্ব্বক জ্ঞানমার্গ কহিতে লাগিলেন, মহেন্দ্র! অতি আনন্দের বিষয় যে, তুমি মঙ্গলজনক ইষ্টমার্গ দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছ, উহা আপাততঃ দুঃখের কারণ হইলেও পরিণামে সুখাবহ। ঐ পথ অবলম্বন করিলে গর্ভযন্ত্রণা বা পীড়ার ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না এবং অনায়াসে দুষ্পার অসার দুর্ব্বার সংসাররূপ পারাবার হইতে নিস্তার লাভ করা যায়। উহা, কর্ম্মরূপ বৃক্ষের অঙ্কুরচ্ছেদের কারণ ও সমুদয় অশুভ হইতে নিস্তারকারী। সমস্ত মার্গের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানমার্গ হইতেই সন্তোষসন্ততি লাভ হইয়াথাকে। দান, তপস্যা বা অনশনাদিব্রতরূপ যাবতীয় কর্ম্মে জীব-

গণের স্বর্গভোগাদি সুখ লাভ হয়। কিন্তু সে সুখ—অনিত্য বলিয়া জ্ঞানিগণ, যত্নপূর্ব্বক পূর্ব্বকাম্যকর্ম্মের মূলোচ্ছেদন করিয়া প্রকৃত সুখের জন্য জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করেন। এক্ষণে আমি যে এই মোক্ষের কারণ জ্ঞানমার্গ বলিতেছি, সম্বলাভাবই তাহার প্রাপক। জীব সকল, অসঙ্কল্পিত যে সাত্ত্বিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া পরব্রহ্মে লীন হইয়াথাকে। সংসারিগণের ইহাই নির্ব্বাণ-মোক্ষের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু বৈষ্ণবগণ, নির্ব্বাণ মোক্ষে কৃষ্ণ-সেবা-বিরহে কাতর হইয়া তাহা ইচ্ছা করেন না। ৫৮—৭০। তাহারা উত্তম দিব্য রূপ ধারণপূর্ব্বক গোলোকে বা বৈকুণ্ঠে সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করেন। হে শক্র! স্বকুলের উদ্ধারকারী জীবন্মুক্ত বৈষ্ণবগণ, কেবল হরিসেবাদিরূপ মুক্তিই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। হরির স্মরণ, কীর্ত্তন, অর্চ্চন, পাদসেবন, বন্দন, স্তবপাঠ, ভক্তিপূর্ব্বক নিত্য তদীয় নৈবেদ্য ভোজন, চরণোদক পান, ও উৎকৃষ্ট তদীয় মন্ত্রজপ—ইহাই সকলের ঈপ্সিত ও নিস্তার-কারণ। স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় আমাকে এই মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান দান করিয়াছেন, আমি তাঁহার শিষ্য এবং তাঁহারই প্রসাদে সর্ব্বত্র শঙ্কাহীন। যে ব্যক্তি, ত্রিলোক-দুর্লভ হরি-ভক্তি দান করেন, তিনিই জন্মদাতা, তিনিই গুরু, তিনিই বন্ধু এবং তিনিই সাধুগণের শ্রেষ্ঠ। আর যিনি, কৃষ্ণসেবা ভিন্ন অন্য পথ দর্শন করান, তিনি নিশ্চয় তাহাকে বিনষ্ট করিয়া তাহার বধের ভাগী হইয়া থাকেন। যাঁহারা নিরন্তর মঙ্গলকর শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করেন, তাঁহাদিগের নিত্যই মঙ্গল বৃদ্ধি হয় এবং আয়ুঃ ক্ষয় হয় না। গরুড় দর্শনে উরগগণের ন্যায় তাঁহাদের দর্শনে কাল, মৃত্যু, রোগ, সন্তাপ ও শোক দূরে পলায়ন করে। কৃষ্ণমন্ত্রোপাসক—ব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল হইলেও ব্রহ্মলোক উল্লঙ্ঘন করিয়া উত্তম গোলোকধামে গমন করিয়াথাকেন। সেই পরমানন্দ-ময় শ্রীকৃষ্ণের উপাসক, ব্রহ্মাকর্তৃক মধুপর্কাদিদ্বারা পূজিত ও দেবগণ সিদ্ধগণকর্তৃক স্তুত হইয়াথাকেন। ৭১—৮১। মহাদেব, এই শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবাকেই জ্ঞানশ্রেষ্ঠ, তপঃশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞানশ্রেষ্ঠ, যোগশ্রেষ্ঠ ও পরম-মঙ্গলজনক বলিয়া আমার নিকটে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই স্বপ্নবৎ মিথ্যা; কেবল সেই প্রকৃতি হইতে অতীত পরব্রহ্ম রাধাকান্তই সত্য; তুমি তাঁহাকে ভজনা কর। তিনি, সকলের সার। তিনিই নিরতিশয় সুখ, ভক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি যোগ ও সমুদয় সম্পদের প্রদান কর্ত্তা। যোগী বল, সিদ্ধ বল, যতি বল, বা তপস্বীই বল—সকলকেই কর্ম্ম ভোগ করিতে হয়, কেবল নারায়ণ-সেবককে তাহা করিতে হয় না। প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত শুষ্ককাষ্ঠের ন্যায় হরিসেবকের স্পর্শমাত্রে সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হইয়াথাকে। তাহার দর্শনমাত্রে দূর হইতে যমদূত সকল, যেমন ভয়কম্পিত কলেবরে পলায়ন করে, সেইরূপ সমুদয় রোগ পাপ এবং ভয়ও পলায়ন করিয়া থাকে। জীব, যাবৎকাল গুরুমুখ হইতে কৃষ্ণমন্ত্র প্রাপ্ত না হয়, তাবৎকালই বিধাতার কারাগারস্বরূপ সংসারে নিবদ্ধ থাকে। হে পুরন্দর! কৃষ্ণমন্ত্র, কৃতকর্ম্মের ভোগরূপ শৃঙ্খলের উচ্ছেদের হেতু, মায়াজাল ও মায়াপাশের ছেদনকারী, গোলোকমার্গের সোপান ও নিস্তারের মূল কারণ। উহা ভক্তির অঙ্কুরস্বরূপ এবং উহাই নিত্য উন্নতিশীল ও অবিনশ্বর। উহা যে সমুদয় তপস্যা, যোগ, সিদ্ধি, বেদপাঠ, ব্রতাদি, দান, তীর্থস্নান, যজ্ঞাদি এবং পূজা ও উপবাসের সার তাহার আর সংশয় নাই, এই কথা স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন। ৮২—৯২। হরি-পরায়ণ ব্যক্তি, নিজ ভক্তিবলে কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ মাত্রে পিতৃকুলের উর্দ্ধতন ও অধস্তন লক্ষ পুরুষ, মাতামহকুলের ঐরূপ শত পুরুষ এবং পিতা, মাতা, গুরু, সহোদর, স্ত্রী, বন্ধু, শিষ্য, ভৃত্য, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, কন্যা, দৌহিত্র, সতীর্থ, গুরুপত্নী, গুরুপুত্র ও আপনাকে উদ্ধার করিয়া থাকে। অধিক কি মানবগণ, কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ মাত্রে জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে; তাহার স্পর্শে তীর্থসমূহ ও বসুন্ধরা পূতা হন। মানব, পুণ্য শেষ হইলে অনেক জন্ম পর্য্যন্ত দীক্ষাহীন হইয়া ভ্রমণ করত পরিশেষে অন্য দেবতার মন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। পরে সপ্তজন্ম স্বকর্ম্মবশতঃ উপদেবতার সেবা করিয়া শেষে সমুদয় কর্ম্মের সাক্ষী সূর্য্যদেবের মন্ত্র লাভ করে। অনন্তর জন্মত্রয় ভাস্করের সেবায় শুচি হইয়া সর্ববিঘ্ননিবারক গণেশ-মন্ত্র লাভ করিয়া থাকে। ঐ মানব জন্মত্রয় গণেশের সেবায় বিঘ্নশূন্য হয় এবং বিঘ্নেশ্বর গণেশের প্রসাদে দিব্য জ্ঞান লাভ করে। তখন সেই মহামতি মানব জ্ঞানময় প্রদীপে অজ্ঞানরূপ গাঢ় অন্ধকার বিনাশ করিয়া সম্যক্ আলোচনাপূর্ব্বক মহামায়াকে ভজনা করিয়া থাকে। ৯৩—১০১। সেই বিষ্ণুমায়া প্রকৃতি দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, সিদ্ধিদা সিদ্ধিরূপা, পরমা ও সিদ্ধযোগিনী; তিনি নারীরূপা; তিনিই পদ্মা, তিনিই ভদ্রা, তিনিই কৃষ্ণপ্রিয়াত্মিকা; সেই নানারূপা ভগবতীকে শতজন্ম সেবা করিয়া তাঁহার প্রসাদে জ্ঞানা ১ জ্ঞানানন্দ লাভ করিয়া থাকে। অনন্তর যিনি,

শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানাধিদেব, মহাজ্ঞানস্বরূপ ও সনাতন; যিনি মঙ্গলস্বরূপ মঙ্গলপ্রদ, মঙ্গলের কারণ এবং পরম আনন্দস্বরূপ; যাঁহা হইতে সমুদয় সম্পত্তি সুখ ও মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ করা যায়; অধিক কি যিনি অবলীলাক্রমে দীর্ঘায়ু অমরত্ব, ইন্দ্রত্ব, মনুত্ব ও রাজেন্দ্রত্ব দান করিতে শক্ত;—সেই জ্ঞান ও হরিভক্তিপ্রদ আশুতোষকে জন্মত্রয় আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদে ও তাঁহার বরে নির্ম্মল জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। তখন সেই তত্ত্ববিৎ মানব, সুপ্রদীপ্ত নির্ম্মল জ্ঞানময়দীপ-প্রভায় ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই মিথ্যা বলিয়া জানিতে পারে। ১০২—১০৯। তখন সেই তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ, নিশ্চয় দয়ানিধি মহাত্মা বরপ্রদ শঙ্করের প্রসাদে ও বরে হরিভক্তি লাভ করিয়া সারাৎসার পরাৎপর নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইয়া-থাকেন এবং ভারতে যে দেহে হরিমন্ত্র লাভ করেন, সেই দেহ অবধি পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া দিব্য রূপ ধারণপূর্ব্বক হরিস্থান গোলোকে বা বৈকুণ্ঠে হরির দাস্য করিয়া থাকেন। ইন্দ্র! তখন তিনি মোহাদিশূন্য ও পরমানন্দযুক্ত হইয়া থাকেন; তাঁহাকে আর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণপূর্ব্বক মাতার স্তন্য দুগ্ধ পান করিতে হয় না। কারণ, স্বধর্ম্মাশ্রিত বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক, গঙ্গাদিতীর্থ-সেবী ও সন্ন্যাসীদিগের পুনর্ব্বার জন্ম নাই। তীর্থে সমস্ত পাপকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্য হরিভজনাই তীর্থসেবীদিগের স্বধর্ম্ম বলিয়া বিধাতা নিরূপণ করিয়াছেন। প্রত্যহ হরির নাম ও মন্ত্রের জপ, তাঁহার সেবাদি-কার্য্যে তৎপরতা, তদুদ্দেশে ব্রতাচরণ এবং উপবাসাদিতে অভিরুচি ইহাই বিষ্ণুসেবীদিগের স্বধর্ম্ম। উত্তম অন্ন, কুৎসিত অন্নে এবং লোষ্ট্রে বা কাঞ্চনে যাহার সমান জ্ঞান, তিনিই সন্ন্যাসী বলিয়া কীর্ত্তিত হন। সন্ন্যাসী ব্যক্তি, দণ্ড কমণ্ডলু ও রক্তবস্ত্র ধারণপূর্ব্বক এক স্থানে অবস্থিতি না করিয়া নিত্য প্রবাস করিবেন। যিনি লোভাদি-পরিবর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধাচারযুক্ত ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন ও কাহার নিকটে কিছুমাত্র যাচ্ঞা না করেন তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলা যায়। যিনি মৌনী, ব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন ও সম্ভাষণ-আলাপাদি-বর্জ্জিত, যিনি সমস্তই ব্রহ্মময় জ্ঞান করেন, তিনি সন্ন্যাসী। ১১০—১২০। সন্ন্যাসী ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমানবুদ্ধি হইবেন; তাঁহার হিংসা, মায়া, ক্রোধ ও অহঙ্কারাদি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। সন্ন্যাসী ব্যাপারী বা আশ্রমী হইবেন না; তিনি সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর নারায়ণের ধ্যানেই নিরত থাকিবেন। যিনি মিষ্টই হউক আর অমিষ্টই হউক—অপ্রার্থনীয় উপস্থিত বস্তুই ভোজন করেন, ও ভোজনার্থ কাহারও নিকটে প্রার্থনা করেন না, তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলা যায়। যিনি স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন বা তাহাদের সমীপে অবস্থান করেন না, অধিক কি যিনি কাষ্ঠময়ী স্ত্রীমূর্ত্তিও স্পর্শ করেন না. তিনিই সন্ন্যাসী;—স্বয়ং ব্রহ্মা সন্ন্যাসীদিগের এইরূপ ধর্ম্ম বলিয়াছেন। ইহার অন্যথা করিলে জন্ম মৃত্যু ও যমভয় উপস্থিত হইয়া থাকে; সেই জন্মদুঃখ ও যমযন্ত্রণা জীবগণের পক্ষে অতিশয় ভয়ঙ্কর। হে ইন্দ্র! প্রাণিগণ, দেবযোনি বা শূকরযোনিই প্রাপ্ত হউন গর্ভবাসে সকলকেই সমান দুঃখ ভোগ করিতে হয়; এইরূপ ক্ষুদ্র জন্তু বা পশ্বাদি-যোনিতেও সমান দুঃখ। প্রাণী সকল বিষ্ণুমায়ায় গর্ভবাস-সময়ে সমুদয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্মরণ করিতে পারে, পরে গর্ভ হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় বিষ্ণুমায়ায় সকল বিস্মৃত হইয়া, কি দেবতা কি কীট সকলেই আত্মদেহরক্ষণে যত্নবান্ হয়। যোনিমধ্যে পুরুষের শুক্র পতিত হইবামাত্র শুক্রশোণিতে মিলন হয়; শোণিত অধিক হইলে মাতৃ-আকার ও শুক্র অধিক হইলে উৎপন্ন জীব পিতার আকার প্রাপ্ত হয়। যুগ্মদিন ও রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতিবারে শুক্রশোণিতের যোগ হইলে পুত্র আর অযুগ্মদিনে বা অন্যান্য বারে হইলে কন্যা হইয়া থাকে। ১২১—১৩০। যাহার প্রথম প্রহরে জন্ম হয়, সে অল্পায়ু, দ্বিতীয় প্রহরে হইলে মধ্যায়ু, তৃতীয় প্রহরে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ু, আর চতুর্থ প্রহরে যাহার জন্ম, সে লক্ষণানুরূপ সম্পূর্ণ দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে; আর সকলেই পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে সুখী বা দুঃখী হয়। যাদৃশ ক্ষণে জন্ম, প্রসবও তাদৃশক্ষণে হইয়া থাকে, এজন্য বিচক্ষণগণ, প্রসবক্ষণের বিচার করেন। এক রাত্রিতে শুক্রশোণিত পরস্পর মিশ্রিত হইয়া পরে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয় ও সপ্তম দিনে বদরাকার এবং এক মাসে গণ্ডতুল্য হইয়া থাকে। অনন্তর তৃতীয় মাসে হস্তপদাদিশূন্য মাংসপিণ্ডের সমান হইয়া পঞ্চম মাসে উহা সর্ব্বাবয়বযুক্ত দেহী হয়। তৎপরে ষষ্ঠ মাসে সেই দেহে জীবসঞ্চার হইলে, সেই দেহী তখন সমস্ত তত্ত্ব জানিতে পারে এবং পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় অল্প স্থানে স্থিতিনিবন্ধন অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ১৩১—১৩৬। জীবগণ মাতৃগর্ভমধ্যে অতি অপবিত্র স্থানে অবস্থান করত মাতৃভুক্ত অন্নজলাদির অবশিষ্ট অংশ ভোজন করে এবং কঠোরজননী-জঠর নিবাস-জন্য যাতনায় হাহাকারশব্দে পরাৎপর পরমেশ্বর হরিকে চিন্তা করে। এইরূপে চারিমাস পর্য্যন্ত বিষম

যন্ত্রণা অনুভব করত প্রসবকাল উপস্থিত হইলে, প্রসব-বায়ুদ্বারা প্রেরিত হইয়া গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। এই প্রকারে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র চক্রী ভগবানের মায়াচক্রে জন্মান্তরীয়ভাব বিস্মরণ হেতু দিক্, দেশ, কালাদি দৈহিক ধর্ম্মে অনভিজ্ঞ হইয়া মল-মূত্রাদিযুক্ত অঙ্গে শৈশব অতিবাহিত করে। সেই শৈশবকালে অসামর্থ্য-হেতু শোণিতভোজী মশকাদি নিবারণে অক্ষম, পরাধীন জীব—কীটাদিদ্বারা দষ্ট হইয়া দুঃখে বারংবার রোদন করে। জীব, স্বীয় পাপের ফলস্বরূপ বারংবার জন্ম গ্রহণ করিয়া স্তন্য দুগ্ধমাত্রে পরিপালিত হইয়া অসামর্থ্যহেতু পৌগণ্ড কালপর্য্যন্ত অভিলষিত বস্তুর প্রতি ইচ্ছা জানাইতে পারে না। ১৩৭—১৪১। বহুকষ্টে পৌগণ্ডকাল অতিবাহিত করিয়া যৌবনাবস্থা লাভ করে। যৌবনকালে ঈশ্বরমায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া মাতৃগর্ভ বাসকালীন অনুভূত কষ্টের পরাকাষ্ঠা একবারও স্মরণ করে না। যৌবনকালে আহার এবং মৈথুনাদিতে আসক্ত ও নানাপ্রকারে মোহিত জীবগণ—পুত্র, কলত্র, ভৃত্যাদির পরিপালনের নিমিত্ত ব্যগ্র হয়। এই প্রকারে যতদিনপর্য্যন্ত সোপার্জ্জিত ধনদ্বারা কুটুম্ববর্গকে পালন করে, উক্ত পরিবারবর্গেরাও তত দিন আদরে তাহার মনোমত কার্য্য করে। তদনন্তর উক্ত জীব যেকালে বার্দ্ধক্যহেতু উপার্জ্জনে অক্ষম হয়, সেই সময়ে পরিবারগণ বৃদ্ধ বৃষের ন্যায় তাহার অনাদর করে। জীব যেকালে প্রবল বার্দ্ধক্যের বলে জড়ীভূত হইয়া কর্ণাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা নিরূপিত শব্দাদি-বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না এবং কাসশ্বাসাদিদ্বারা কণ্ঠরোধহেতু অজ্ঞ জনের ন্যায় পরাধীন হয়, সেই কালে স্বকৃত পাপকর্ম্ম স্মরণ করত বলে,—আমি অনিত্য সুখে আসক্ত হইয়া পরমারাধ্য হরির আরাধনা করিলাম না এবং পবিত্র তীর্থ সকল পর্য্যটন করত হরিপরায়ণ সাধুদর্শনে কৃতার্থ হইলাম না। হায়! আমার কি দুর্দ্দৈব! পুনর্ব্বার যদ্যপি এই ভারতভূমিতে আগমন করত মনুষ্যজন্ম লাভ করি, তাহা হইলে তীর্থ পর্য্যটন করিব এবং সর্ব্বতীর্থময় কৃষ্ণের উপাসনা করিব। ১৪২—১৪৭। হে দেব! এই প্রকারে পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক আত্মনিন্দা করিতে করিতে তাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়। সেই সময়ে ভয়ঙ্কর যমদূত আগমন করত তাহাকে গ্রহণ করে। সেই জীব, পাশহস্ত, যমদণ্ডধারী অতিশয় ক্রোধবশতঃ রক্তচক্ষু, বিরূপ এবং অতি ভয়ানক যমদূতগণকে দর্শন করে। উপায়দ্বারা অনিবার্য্য, বলবান্, ভয়ঙ্কর এবং সর্ব্বজ্ঞ যমদূতগণ অন্যের অলক্ষভাবে মাত্র মুমূর্ষু ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়। মুমূর্ষু জীব, ভয়ঙ্কর যমকিঙ্করগণের দর্শনমাত্রেই অতিশয় ভীত হইয়া মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ করে এবং প্রাণের সহিত পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত-নির্ম্মিত দেহ ত্যাগ করে। যমদূতগণ, মৃতব্যক্তির অঙ্গুষ্ঠ-মাত্র লিঙ্গদেহ গ্রহণ করত সেই লিঙ্গদেহী জীবকে ভোগদেহে নিধানপূর্ব্বক যমালয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে শীঘ্র স্থাপন করে। জীব যমালয়ে গমন করত সভামধ্যবর্ত্তী, রত্ননির্ম্মিত সিংহাসনে উপবিষ্ট, সস্মিতবদন এবং অতিশয় স্থির প্রেতপতিকে দর্শন করে। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের বিচারক, সর্ব্বজ্ঞ, সকল জগতের ঐকাধিপত্যশালী এবং বিধাতাকর্তৃক বহুকাল হইতে পরিপালিত যমরাজের মুখ চতুর্দ্দিকের লোক দর্শন করিতেছে। তিনি বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র এবং বহুমূল্য নানাপ্রকার রত্নভূষণে বিভূষিত হইয়া পার্ষদ এবং তিন কোটি দূতের মধ্যে শোভা পাইতেছেন। শুদ্ধস্ফাটিকমালাযোগে শ্রীকৃষ্ণনাম জপপূর্ব্বক তাঁহার চরণ-সরোরুহ চিন্তা করিতে করিতে সাত্ত্বিক ভাবের উদয়ে সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চিত হইতেছেন। সেই অতিশয় কমনীয়কান্তি সকল কালেই স্থিরযৌবন এবং সমদর্শী যমরাজ, কৃষ্ণধ্যান করত গদ্গদভাবে নয়নজলে পরিপূর্ণ হইতেছেন। ১৪৮—১৫৫। শরৎকালীন পূর্ণিমাচন্দ্রের ন্যায় রমণীয়মূর্ত্তি, সুবেশ, বিজ্ঞবর যম—স্বকীয় তেজঃপুঞ্জে জাজ্বল্যমান হইয়া চিত্রগুপ্তের সম্মুখে উপবেশন করিয়া আছেন। দেহিগণ, পুণ্যাত্মাগণের সমক্ষে শান্তরূপ এবং পাপাত্মাগণের সমক্ষে ভয়ঙ্কররূপ যমকে দর্শন করত অতিশয় ভীত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হয়। দিনকরকুমার চিত্রগুপ্তের দ্বারা জীবগণের উচিত বিচার করিয়া উচিতপাত্রে শুভ এবং অশুভ ফল প্রদান করেন। জীবগণ এইরূপে বারংবার জননী-জঠরে এবং যমালয়ে গমনাগমনজন্য নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করে। শ্রীকৃষ্ণের এক চরণারবিন্দমাত্র—সংসারপথে বিচরণে অতীব পরিশ্রান্ত জীব পথিকগণের সুশীতল বিশ্রাম-স্থান। বৎস! তোমার নিকটে এইসকল কীর্ত্তন করিলাম। তোমাকে আমার অদেয় বস্তু কিছুই নাই। অতএব অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তৎক্ষণাৎ প্রদান করিব। ১৫৬—১৬১। দেবরাজ, দুর্ব্বাসা মুনির এইরূপ সন্তোষজনক বাক্য শ্রবণে আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন,—মহামুনে! ত্রিলোকবন্দিত পরমানন্দজনক মহেন্দ্রপদে বঞ্চিত ব্যক্তির তুচ্ছ অর্থে কি প্রয়োজন? হে কল্পবৃক্ষ-সদৃশ দয়ানিধে! যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা

হয়, তাহা হইলে আমাকে পরমপদ মোক্ষ প্রদান করুন। ১৬২—১৬৩। মুনীন্দ্র দুর্ব্বাসা দেবেন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত, ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক বেদোক্ত সত্যভূত সারবাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন, যুষ্মদ্বিধ বিষয়াকৃষ্টচিত্ত ব্যক্তির প্রাকৃতিক প্রলয়ান্তেও পরম পদস্বরূপ মুক্তিপদ লাভ করা দুষ্কর। যে প্রকার জীবগণ নিদ্রা এবং জাগরণরূপ অবস্থাদ্বয়কে পর্য্যায়-ক্রমে অনুভব করে, সেইরূপ জীবগণের সৃষ্টিকালে উৎপত্তি এবং প্রলয়কালে বিনাশ হইয়া থাকে। যানাদিস্থিত চক্রের প্রান্তভাগ যে প্রকার একবার নত ও একবার উন্নত হইয়া ভ্রমণ করে এবং কাল যে প্রকার দিবা রাত্ররূপে নিরন্তর ভ্রমণ করে, সেই প্রকার জীবগণও ঈশ্বরেচ্ছায় সর্ব্বদা ভ্রমণকরিতেছে। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ, সময়নিরূপণ উপক্রমে ষষ্টিসংখ্যক বিপলে একপল, ষষ্টিপলে একদণ্ড, দুইদণ্ডে এক মুহূর্ত্ত, ত্রিংশৎমুহূর্ত্তে দিবা-রাত্রি, পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ, শুক্ল এবং কৃষ্ণরূপপক্ষদ্বয়ে একমাস, দুইমাসে এক ঋতু হয়—এই প্রকার কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিন ঋতু-পরিমিতকালে এক অয়ন এবং সেই অয়নদ্বয়ে একবৎসর হয়। মনুষ্য-পরিমাণে বিংশতিসহস্রাধিকত্রিচত্বারিংশল্লক্ষ বৎসরে এক একটি যুগ হয়, সেই যুগ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই চারিভাগে বিভক্ত। মনুষ্যগণের পঞ্চশতষষ্ট্যধিক পঞ্চবিংশতি সহস্রযুগ পর্য্যন্ত এক ইন্দ্রের আধিপত্য। দশলক্ষ ইন্দ্রের আধিপত্যকালপর্য্যন্ত এক মন্বন্তর অষ্টসহস্র মন্বন্তরকালে ব্রহ্মার পতন হয়। বৎস! সেই প্রলয়কে প্রাকৃতিক প্রলয় বলাযায়। পরমাত্মা কৃষ্ণের প্রাকৃতিক প্রলয়কালে একবার চক্ষুর্নিমেষক্ষেপ হয় এবং নেত্র উন্মীলন হইলে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ সৃষ্টি হয়। শ্রুতিবাক্যে শ্রবণ করিয়াছি, সেই প্রকারে কত ব্রহ্মার সৃষ্টি এবং লয় হইতেছে, তাহার সীমা হয় না। ১৬৪—১৭৫। দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়াছেন, যে প্রকার পার্থিব রেণু সকল পৃথিবী হইতে মুক্ত হয় না, তদ্রূপ জীবগণও মোক্ষপদ লাভ করিতে পারে না। সৃষ্টির সূত্রস্বরূপ যাহাদের আয়ুষ্কাল কীর্ত্তন করিলাম, ইহারাও মুক্তিভাগী নহে; অতএব তুমি মুক্তি ভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা কর। দেবেন্দ্র, মুনীন্দ্র দুর্ব্বাসার বাক্য শ্রবণ করত বিস্মিতান্তঃকরণে স্বকীয় ইন্দ্রপদ প্রার্থনা করিলেন। দুর্ব্বাসা তাহাই স্বীকার করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ইন্দ্রও দুর্ব্বাসা মুনি হইতে দিব্য জ্ঞান লাভ করিলেন। বিপদ্-হেতু মনুষ্যের বিবেক না জন্মিলে সম্পত্তি লাভ হয় না। ১৭৬—১৭৯।

প্রকৃতিখণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, পুরন্দর হরিগুণ-শ্রবণে জ্ঞান লাভ করত গৃহে গমন করিয়া কি কার্য্য করিলেন,—সেই বিষয় বিশদরূপে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। নারদের প্রশ্নে ভগবান্ বলিলেন, দেবর্ষে! দেবেন্দ্র, কৃষ্ণগুণ-শ্রবণে স্রক্-চন্দনাদি বিবিধ ভোগ্য-বিষয়ে নিস্পৃহ হইলেন; এবং প্রতিদিন তাঁহার বিপুল বৈরাগ্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। দেবেন্দ্র, মুনিগৃহ হইতে গমন করত দৈত্য-দানবসঙ্কুল ভয়ঙ্কর অমরাবতীর কোন স্থানে বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট বান্ধব-গণকে এবং কোন স্থানকে আত্মীয় বন্ধুহীন পিতামাতা-রহিত দুর্জ্জয়-শত্রুগণকর্ত্তৃক অধিকৃত দর্শন করিয়া সুরগুরু বৃহস্পতির উদ্দেশে গমন করিলেন। দেখিলেন, বৃহস্পতি স্বর্গ-নদী মন্দাকিনী তীরে গঙ্গাজলের উপরি সূর্য্যাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বমুখে অনন্তমুখ পরমব্রহ্ম হরির ধ্যানে সাত্ত্বিক ভাব উদয়হেতু কখনও প্রেমজলে পরিপূর্ণনয়নে রোমাঞ্চিত হইতেছেন, কখন বা তদ্দর্শনাহ্লাদে পরমানন্দ অনুভব করিতেছেন মন্ত্র-শ্রেষ্ঠ, গুরুতর, ইষ্টসেবিগণের মধ্যে ধার্ম্মিক, বন্ধুবর্গের প্রিয়তম, জ্ঞানিগণের জ্যেষ্ঠ, সহোদরসমূহের মধ্যে প্রধান, অসুরগণের অনিষ্টকারক ধ্যানপরায়ণ গুরুকে এইরূপ অবস্থাপন্ন দর্শন করত সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। একপ্রহর পরে গুরু উত্থান করিলে, প্রণাম করিলেন। ১—৯। সুরেন্দ্র, গুরুদেবের চরণ-পঙ্কজে প্রণাম করত উচ্চৈঃস্বরে বারংবার রোদন করিয়া দুর্ব্বাসা মুনির শাপান্তে দুর্লভ জ্ঞানোপদেশ এবং অসুরগণকর্ত্তৃক অমরাবতী আক্রান্ত হওয়ায় স্বকীয় সুরসাম্রাজ্য নাশ প্রভৃতি দুঃখ-কারণ বলিতে আরম্ভ করিলেন। সুবুদ্ধিপ্রধান বৃহস্পতি, শিষ্য-দেবেন্দ্রের করুণ বাক্য শ্রবণে ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া বলিতে লাগিলেন, বৎস! দেবেন্দ্র! আমি সকল কথাই শুনিলাম, তুমি আর রোদন করিও না, আমার বাক্য শ্রবণ কর। নীতিশাস্ত্রবিৎ বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতগণ, বিপৎকাল উপস্থিত হইলে, কখনও কাতর হন না। সম্পদ্ কিংবা বিপদ্—উভয়ই স্বপ্নের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে এই উভয়ই হয়, অতএব দেহিগণই স্বকীয় কর্ম্মফলে সম্পদ্ এবং বিপদ্-ভোগের কর্ত্তৃত্ব

লাভ করে। যানাদিস্থিত চক্রের প্রান্তদেশ যেরূপ একবার উন্নত এবং একবার অবনত হয়, সে প্রকার জীবগণও জন্মে জন্মে নিরন্তর সম্পদ্ এবং বিপদ্ অনুভব করে, সে বিষয়ে অনুতাপ করা নির্কোধের কর্ম। জীব যে স্থানেই অবস্থান করুক, তাহাকে নিজকৃত শুভ কিংবা অশুভ কর্ম্মের ফল সেই স্থানেই থাকিয়া অনুভব করিতে হইবে; যেহেতু পুরুষগণ নিজকৃত কর্ম্মের ফল ভোগী হয়, জীব নিজকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ না করিলে শতকোটি কল্পেও সেই ফল ক্ষয় হয় না। কোন না কোন সময়ে তাহাকে নিজকৃত শুভ কিংবা অশুভের ফল ভোগ করিতে হইবেই। পরাৎপর পরমাত্মা পদ্মনাভ কৃষ্ণ পদ্মযোনিকে সম্বোধন করিয়া নিজ মুখে এই বার্ত্তা সামবেদের কৌথুম শাখায় বর্ণন করিয়াছেন। জন্মান্তর-কৃত কর্ম্মসকলের ভোগদ্বারা শেষ হইলে তদনন্তর কৃতকর্ম্ম-ফলে জীবগণ জন্ম গ্রহণ করে, ইহা অন্যথা হইবার নহে। জীব, স্বকৃত কর্ম্মফলে ব্রহ্ম-শাপগ্রস্ত হয় এবং স্বকৃত পুণ্যকর্ম্মফলে বিপ্রগণের অমোঘ আশীর্ব্বাদ লাভ করে। কর্ম্মফলেই জীব অসীম সম্পত্তিসমূহের স্বামী হয় এবং সেই কর্ম্মফলেই স্বীয় উদরপূরণের নিমিত্ত ব্যাকুল হয়। ১০—২০। দেবেন্দ্র! ছায়া যে প্রকার মনুষ্যের সঙ্গ ত্যাগ করে না, সেইরূপ কোটিজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলও ভোগদ্বারা ক্ষয় না হইলে, জীবকে তদ্রূপ পরিত্যাগ করে না। সকলপ্রকার কর্ম্মই কাল, দেশ এবং পাত্রভেদে ফলের ন্যূনতা এবং আধিক্য উৎপাদন করে। সমান দিনে দান সমান ফল জন্মায়। শুভ নক্ষত্রাদিযুক্ত পুণ্য দিনে দান করিলে সমান দিনের দান অপেক্ষা কোটি গুণ হইতে অধিক ফল হয়। সমানদেশে দান করিলে, সমান ফল হয়। তীর্থাদি পুণ্যস্থানে দান করিলে সমান দেশের দান অপেক্ষা কোটি গুণ হইতে অধিক ফল উৎপন্ন হয়। এইরূপ সমান পাত্রে দান করিলে দাতা বস্তুদানের সমান ফল লাভ করে। নির্ধন বহুকুটুম্ব বেদজ্ঞাদি দানার্হ পাত্রে সম্প্রদান করিলে, শতসহস্রগুণ ফললাভ হয়। যেরূপ কৃষকগণের নিপুণতায় এবং উর্ব্বরাদি ক্ষেত্রগুণে অধিক শস্য উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে অনভিজ্ঞ কৃষকের দোষে এবং উষর ভূমিতে শস্য অল্প হয়, সেইরূপ পাত্রভেদে সম্প্রদানে ফলভেদ জন্মে। শুভ তিথ্যাদিযোগশূন্য সামান্য দিনে ব্রাহ্মণকে দান করিলে সমান ফল হয়, অমাবস্যা কিংবা সূর্য্যসংক্রমণ-দিনে ব্রাহ্মণাদিকে দান করিলে, শতগুণ অপেক্ষা অধিক ফল হয়। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতসময়ে এবং পৌর্ণমাসীতে দান করিলে অসংখ্য ফললাভ হয়। চন্দ্রগ্রহণ-কালে দান করিলে, কোটি গুণ ফল হয় এবং সূর্য্যোপরাগ-সময়ে দান, চন্দ্রগ্রহণ-কালীন দান অপেক্ষা দশগুণ ফল জন্মায়। অক্ষয় তৃতীয়ায় দান করিলে অক্ষয় অসংখ্য ফললাভ হয়।—এইরূপ অন্যান্য পুণ্যদিনে দান করিলে, ঐ দান ফলাধিক্য উৎপাদন করে। ইন্দ্র! দানের ন্যায় স্নান-জপাদি পুণ্যকর্ম্মও পুণ্যদিনে অনুষ্ঠিত হইলে, সকলের পক্ষেই অধিক ফল উৎপন্ন করে। ২১—৩০। সামান্য দেশে দান করিলে সমান ফল হয় এবং প্রয়াগ দেব-গৃহ ও তীর্থাদিতে দান করিলে, শতসহস্রগুণ ফল হয়। গঙ্গাতীরে দানে কোটিগুণ, নারায়ণক্ষেত্রে দানে অব্যয়, কুরুক্ষেত্র বদরিকাশ্রম এবং কাশী প্রভৃতি স্থানে দান করিলে কোটিগুণ ফল হয়। এইরূপ বিষ্ণু-মন্দিরে দানে পূর্ববৎ কোটিগুণ ফল জন্মে। কেদার-তীর্থে এবং হরিদ্বারে দান করিলে লক্ষগুণ ফল হয়। পুষ্কর এবং ভাস্করতীর্থে দান করিলে, দশলক্ষগুণ ফল হয়। এই প্রকার তীর্থভেদে দানে ফলাধিক্য হয় বুঝিবে। সামান্য ব্রাহ্মণে দান সমান ফল উৎপাদন করে। সন্ধ্যোপাসক পণ্ডিত জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণে দান করিলে লক্ষগুণ ফল জন্মে। বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক পণ্ডিত ব্রাহ্মণে দানে কোটিগুণ ফল জন্মে। এই প্রকার পাত্রভেদে দান ফলাধিক্য উৎপাদন করে বুঝিবে। যাঁহার আজ্ঞায় কুম্ভকার যেরূপ দণ্ড, সূত্র, শরাব, জল, চক্র, মৃত্তিকা, প্রভৃতিদ্বারা কুম্ভ নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ সৃষ্টিবিষয়ে বিধাতাও কর্ম্মরূপসূত্রদ্বারা যাঁহার অন্তরে ফল বিধান করিতেছেন; সেই নারায়ণের উপাসনা কর। তিনিই বিধাতা, স্রষ্টা, জগত্রয়পাল-কের পালক, স্রষ্টার জনয়িতা, সংহর্ত্তার বিনাশক এবং তিনিই কালস্বরূপ। মহাদেব বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মহাবিপদ্গ্রস্ত হইয়া মধুসূদনকে স্মরণ করে তাহার সেই বিপদ্ক্ষেত্রেই সম্পৎসমূহের উৎপত্তি হয়। নারদ! সুরগুরু বৃহস্পতি এইরূপ বাক্য বলিয়া দেবেন্দ্রকে আলিঙ্গন করত শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া হিতোপদেশ বাক্য প্রয়োগ করিলেন। ৩১—৪১।

প্রকৃতিখণ্ডে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! মহেন্দ্র হরিকে স্মরণ করত সুরগুরু বৃহস্পতিকে অগ্রসর করিয়া দেবগণের সহিত ব্রহ্মসভায় যাত্রা করিলেন। হে নারদ! শীঘ্র ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া দেবগণ

এবং দেবগুরু বৃহস্পতি, পদ্মাসনোপবিষ্ট পদ্মযোনিকে প্রণাম করিলেন। সুরাচার্য্য, ব্রহ্মার নিকটে সকল বৃত্তান্ত বলায়, পিতামহ কিঞ্চিৎ হাস্য করত ইন্দ্রকে বলিলেন, বৎস! তুমি আমার বংশ-সম্ভূত—আমার প্রপৌত্র, বৃহস্পতির বিচক্ষণ শিষ্য এবং স্বয়ং দেবগণের অধিপতি। দক্ষপ্রজাপতি তোমার মাতামহ এবং তুমি স্বয়ং বিক্রমশালী এবং বিষ্ণুভক্ত; তোমার কুলত্রয়ই শুদ্ধ; তোমার অহঙ্কারের কোন কারণ নাই। যাহারা নিকৃষ্ট কুলে জন্মে, তাহারা অহঙ্কারান্বিত হয়। যাহার মাতা সাধ্বী পতিব্রতা, পিতা শুদ্ধ এবং জিতেন্দ্রিয়, মাতামহ এবং মাতুল সেই প্রকার গুণবান্—সে কি নিমিত্ত অহঙ্কারে মত্ত হইবে? জীব পিতৃদোষে, মাতামহের দোষে, গুরুর দোষে এবং শিক্ষাদোষে পরমারাধ্য হরির বিদ্বেষী হয়। সকলজীবের অন্তঃকরণে বর্ত্তমান এবং সর্ব্বব্যাপী হরি যাহার দেহ হইতে ব্যবহিত হন, তাহার দেহ সেই ক্ষণেই শবসদৃশ অপবিত্র হয়। ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাতা আমি মনরূপে সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠান করি এবং শঙ্কর জ্ঞানরূপে, বিষ্ণু প্রাণরূপে, সতী ভগবতী প্রকৃতি—বুদ্ধিরূপে সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠান করেন। নিদ্রাদি শক্তিসমূহ সেই প্রকৃতির এক এক কলা, ভোগদেহস্থিত জীব পরমাত্মা হরির প্রতিবিম্বস্বরূপ।১—১০। যে প্রকার নরদেব নগরপথে গমন করিলে অনুচরগণ তাঁহার অনুগমন করে, সেইরূপ আত্মস্বরূপ পরমাত্মা হরি, দেহ হইতে বহির্গত হইলে দেহস্থ অন্য সকলেও বেগে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করে। আমি, শিব, অনন্ত, বিষ্ণু মহান্ বিরাট এবং ধর্ম্ম প্রভৃতি সকলে যাঁহার ভক্ত, তুমি তাঁহার নির্ম্মাল্য-পুষ্পে অনাদর করিয়াছ। মহেশ্বর যে পুষ্পদ্বারা সেই পরাৎপর পরমাত্মা হরির চরণকমল পূজা করিয়াছিলেন, হরিনিবেদিত সেই পুষ্প মহামুনি দুর্ব্বাসা, তোমাকে দান করিয়াছিলেন। হে দেবরাজ! তুমি দৈববশতঃ সেই পুষ্পের অনাদর করিয়াছ। শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলপতিত পুষ্প যাহার উত্তমাঙ্গে পতিত হয়, সকলদেবের অগ্রে তাহারই পূজা হওয়া উচিত। দৈববশতঃ তুমি দুর্লভ সেই হরিচরণে নিবেদিত পুষ্প পাইয়াও বঞ্চিত হইয়াছ; অতএব দেখা যাইতেছে—দৈব সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্; দুর্ভাগ্য অজ্ঞ জনকে কোন্ ব্যক্তি রক্ষা করিতে পারে? ত্রিলোকবন্দিত কমলানাথ শ্রীকৃষ্ণকে যে ব্যক্তি অবমাননা করে, তাহাকে তাঁহার প্রেয়সী মহালক্ষ্মী ত্যাগ করিয়া গমন করেন। পূর্ব্বে তুমি যথাবিধি দীক্ষিত হইয়া শত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করত যে সম্পদ্ লাভ করিয়াছিলে, সেই লক্ষ্মী কৃষ্ণনির্ম্মাল্য-পুষ্পবর্জ্জনকোপে তোমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে গুরু এবং আমার সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া স্তবস্তুতিতে শ্রীনাথকে সন্তুষ্ট করত তাঁহার অনুগ্রহে পূর্ব্বশ্রীকে লাভ করিবে। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা—লক্ষ্মানারায়ণবিরাজিত বৈকুণ্ঠধামে দেবগণ ও দেবেন্দ্র সমভিব্যাহারে শীঘ্র গমন করিলেন। ১১—১৯। সেইস্থানে গমন করিয়া স্বীয় তেজোরাশিদ্বারা দেদীপ্যমান, গ্রীষ্মঋতুর মধ্যাহ্নকালীন শতকোটি সূর্য্যের সমানকান্তি শান্তমূর্ত্তি, আদি, মধ্য এবং অন্তরহিত, চতুর্ভুজ পার্ষদগণ এবং সরস্বতীকর্ত্তৃক সেবিত, ভক্তিদেবী বেদচতুষ্টয় এবং গঙ্গাদেবীকর্ত্তৃক আরাধিত অনন্তস্বরূপ সনাতন তেজস্বী ভগবান পরমব্রহ্ম লক্ষ্মীকান্তকে দর্শন করত ব্রহ্মাদি দেবগণ নতমস্তকে প্রণাম করিলেন এবং ভক্তির উদয়হেতু প্রেমজলে পরিপূর্ণনেত্র হইয়া পুরুষোত্তমকে স্তব করিলেন। ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মণ্যদেবকে দেবগণের দুঃখ-বৃত্তান্ত বলিলেন এবং দেবগণ স্ব স্ব অধিকারনাশহেতু দুঃখ জানাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তভয়হারী ভগবান্ বিপদ্গ্রস্ত এবং ভয়চকিত দেবগণকে বসনভূষণ এবং বাহনশূন্য শোভাহীন হতশ্রী কাতর প্রতিভাহীন দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে ব্রহ্মন্! হে দেবগণ! তোমরা ভীত হইও না; আমি বর্ত্তমান থাকিতে তোমাদের অণুমাত্রও ভয়ের আশঙ্কা নাই; তোমাদিগকে পরমৈশ্বর্য্যশালিনী অচলা শ্রী দান করিব। কিন্তু আমি সময়োচিত কতকগুলি বাক্য বলিতেছি শ্রবণ কর। হিতজনক সত্য সারভূত সেই বাক্য পরিণামে সুখদায়ক হইবে, যে প্রকার পৃথিবীস্থ অপরিমিত জনসমূহে আমার বশীভূত, আমিও সেই প্রকার স্বয়ং স্বতন্ত্র হইয়াও মদ্গতচিত্ত ভক্তগণের একমাত্র অধীন। স্বচ্ছন্দচারী আনন্দপর আমার ভক্তবৃন্দ—যে যে ব্যক্তির প্রতি রুষ্ট, ভক্তাধীন আমিও নিজ প্রেয়সী কমলার সহিত ভক্তবিরোধী সেই সেই মনুষ্যের গৃহে অধিষ্ঠান করি না। তোমার প্রতি মহাদেবের অংশ মৎপরায়ণ পরম বৈষ্ণব দুর্ব্বাসা মুনির শাপহেতু আমি নিজ জায়া লক্ষ্মীর সহিত তোমার গৃহ ত্যাগ করিয়াছি। ২০—৩১। যে স্থানে শঙ্খাদির বাদ্য, তুলসীপত্রদ্বারা শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা, এবং ভূদেব ব্রাহ্মণগণের ভোজন না হয়, সেই স্থানে লক্ষ্মীদেবী অবস্থিতি করেন না। হে দেবগণ! যেস্থানে আমার ভক্তগণের কিংবা আমার নিন্দা হয়,

লক্ষ্মীদেবী আত্মপরাভব মানিয়া পরমক্রোধে সেইস্থান হইতে প্রস্থান করেন। যে মূর্খ, আমার প্রতি অভক্তি-পূর্ব্বক হরিবাসর একাদশীতিথিতে এবং আমার জন্ম-দিনে ভোজন করে, তাহার গৃহ হইতে মহালক্ষ্মী পলা-য়ন করেন। যে ব্যক্তি পণ গ্রহণপূর্ব্বক আমার নাম বিক্রয় করে, পণগ্রহণ করত কন্যা বিক্রয় করে এবং যথাসময়ে উপস্থিত অতিথিকে যথাসাধ্য সম্মান না করে, আমার প্রিয়তমা তাহার গৃহ ত্যাগ করেন। যে ব্যক্তি অর্থলোভে পাপাত্মাগণের গৃহে গমন করে এবং শূদ্র-গৃহে কুৎসিত অন্ন ভোজন করে, কমলালয়া মহাক্রোধে তাহার গৃহ হইতে গমন করেন। যে ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ হইয়া দরিদ্রতাপ্রযুক্ত শূদ্রশব দাহন করে, কমলালয়া ক্রোধপূর্ব্বক তাহার গৃহ ত্যাগ করেন। যে ব্রাহ্মণ হইয়া শূদ্রগণের সূপকারকার্য্যে নিযুক্ত হয় এবং হল চালনা করে, তাহার জলপান-ভয়েই লক্ষ্মী তাহাকে ত্যাগ করেন। যে ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ হইয়া যবনের সেবা করে, কিংবা দেবমূর্ত্তির পূজাদি করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে অথবা শূদ্রগণের পৌরোহিত্য কার্য্য করে, তাহার জল স্পর্শ-ভয়েই লক্ষ্মী তাহার গৃহ ত্যাগ করেন। যে ব্রাহ্মণ বিশ্বাসঘাতক, মিত্রহা, নরঘাতী, কৃতঘ্ন বা অগম্যা-গমন-কারী, পরম বৈষ্ণবী আমার পত্নী তাহার গৃহ ত্যাগ করেন। ৩২—৪০। যে ব্যক্তি অশুদ্ধহৃদয়, ক্রূর, হিংসাপর বা সাধুনিন্দক কিংবা ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে যাহার জন্ম হয়, আমার কান্তা সেই পাপীর গৃহ ত্যাগ করেন। মহাপাতকীর ঔরসে বেশ্যার গর্ভে যাহার উৎপত্তি হয়, পতিপুত্র-হীনা নারীর অন্ন প্রতারণা করিয়া যে ভোজন করে, জগজ্জননী মদ্গৃহিণী লক্ষ্মী তাহার গৃহ পরিত্যাগ করেন। যে ব্যক্তি নখাগ্রদ্বারা তৃণ ছেদন করে, তৃণদ্বারা পৃথিবী লিখন করে এবং রুক্ষ-অঙ্গ ও মলিন বস্ত্র ধারণ করে, লক্ষ্মী দেবী তাহার গৃহ ত্যাগ করেন। যে ব্রাহ্মণ এক সূর্য্যে দুইবার ভোজন করে এবং দিবসে শয়ন, মৈথুন প্রভৃতি কুৎসিত কার্য্য করে, হরিপ্রিয়া তাহার গৃহ ত্যাগ করেন। সদাচার-রহিত যে ব্রাহ্মণ, শূদ্রের দান গ্রহণ করে এবং যে মূর্খ ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত না হয়, মৎপ্রিয়া চঞ্চলা হইয়া তাহার গৃহ ত্যাগ করেন। যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ আর্দ্রপাদে বা বস্ত্রহীন হইয়া শয়ন করে এবং নির-ন্তর অসম্বদ্ধ প্রলাপ এবং হাস্য করে, লক্ষ্মীদেবী তাহার গৃহ হইতে গমন করেন। যে ব্যক্তি স্নানান্তে পুনর্ব্বার তৈল লেপন এবং সর্ব্বদা অঙ্গবাদ্য করে, রমা তাহার গৃহ পরিত্যাগ করেন। যে ব্রাহ্মণ ব্রত উপবাস সন্ধ্যাদি বিহিত কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অশুচি-অবস্থায় অবস্থান করে এবং হরিভক্তিবিহীন হয়, হরিপ্রিয়া তাহার গৃহ ত্যাগ করেন। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণের নিন্দা এবং দ্বেষ করত নির্দ্দয়ভাবে জীব হিংসা করে তাহার প্রতি লক্ষ্মী দেবী নির্দ্দয় হইয়া তদীয় গৃহ ত্যাগ করেন। যে যে স্থানে হরির আরা-ধনা এবং তদ্গুণকীর্ত্তন হয়, সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী লক্ষ্মী দেবী সেই সেই স্থানে সর্ব্বদা বিরাজমানা হন। ৪১—৫০। লোকপিতামহ! ব্রহ্মন! যে স্থানে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁহার ভক্তগণের প্রশংসা হয়, কৃষ্ণপ্রিয়া কমলা দেবী, সর্ব্বদা সেই স্থানেই অধিষ্ঠান করেন। যে স্থানে শঙ্খধ্বনি, শালগ্রাম-শিলা তুলসীদল এবং জগৎপতি শ্রীহরি, সেবা বন্দন এবং ধ্যান দ্বারা পূজিত হন, সেই স্থানে লক্ষ্মী দেবী বিরাজ করেন। যে স্থানে শিবলিঙ্গের পূজা, শুভকর শিবনাম কীর্ত্তন, দুর্গার আরাধনা এবং গুণগান হয়, সেই স্থানে কমলালয়া নিবাস করেন। যে স্থানে ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা, ভোজন এবং সকল দেবগণের পূজা হয়, সেই স্থানে লক্ষ্মী দেবী অবস্থান করেন। রমাপতি আশ্রিত দেবগণকে এই কথা বলিয়া নিজপ্রিয়া কমলাকে এক অংশে ক্ষীরোদার্ণবে জন্মগ্রহণের আদেশ করিলেন। ৫১—৫৫। ভগবান্ লক্ষ্মীদেবীকে এই আদেশ করিয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মাকে বলিলেন, ব্রহ্মন্! পদ্মযোনি! ক্ষীরোদার্ণব মন্থন করিয়া দেবগণকে পূর্ব্বলক্ষ্মী প্রদান কর। মুনে! কমলাপতি এই বাক্য বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। দেবগণও দীর্ঘকালে ক্ষীরোদার্ণব-তীরে উপস্থিত হইলেন এবং দেবগণ মন্দরাচলকে মন্থন দণ্ড, কূর্ম্মদেবকে পাত্র এবং অনন্তনাগকে মন্থন রজ্জু করিয়া সমুদ্র আলোড়ন করিতে লাগিলেন। হে মুনে! দেবগণ, মন্দরাদিদ্বারা ক্ষীরসমুদ্র মন্থন-করিলে, ধন্বন্তরি, সুধা, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ঐরাবত হস্তী প্রভৃতি অভিলষিত রত্নাদির সহিত সুদর্শন চক্র এবং ক্ষীরোদাত্মজা কমলার উদ্ভব হইল। মুনে! বিষ্ণু-প্রিয়া পতি পরায়ণা ক্ষীরোদাত্মজা ক্ষীরোদ-শায়ী সর্ব্বেশ্বর মনোহরাকৃতি ভগবানের কণ্ঠে বনমালা প্রদান করিলেন। লক্ষ্মী, ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি দেবগণকর্ত্তৃক অভিবন্দিতা এবং পূজিতা হইয়া ব্রহ্ম-শাপ মোচনের নিমিত্ত দেবগণের গৃহে দৃষ্টিপাত করিলেন। হে নারদ। মহালক্ষ্মী অনুগ্রহপূর্ব্বক দেবগণের প্রতি বর প্রদান করিলে, তাঁহারা দুরন্ত দৈত্যগণকর্ত্তৃক অধিকৃত নিজ লক্ষ্মী পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন। হে নারদ! তোমার নিকট সুখদায়ক

সারভূত উত্তম লক্ষ্মীচরিত্র বর্ণন করিলাম। অন্য যদি কিছু শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় বল। ৫৬—৬৩।
প্রকৃতিখণ্ডে অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীহরির বাক্য শ্রবণ করত নারদ বলিলেন, হে পুরুষোত্তম! ঈশ্বর-জ্ঞানমূলক মঙ্গলজনক অতি উৎকৃষ্ট লক্ষ্মীদেবীর উপাখ্যানসহ অভীপ্সিত হরি-গুণকীর্তন শ্রবণ করিলাম, সম্প্রতি লক্ষ্মীর ধ্যান এবং স্তব বলুন। পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং রাজ্যভ্রষ্ট দেবগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্র কোন্ ধ্যানে তাঁহার পূজা করিয়া কোন্ উপায়ে কোন্ স্তবে তাঁহাকে তুষ্টা করিয়াছিলেন, সেই বৃত্তান্ত আমার নিকট বর্ণন করুন। শ্রীনারায়ণ দেব বলিলেন, বৎস। পূর্ব্বে শক্র তীর্থস্নান-পূর্ব্বক ধৌত বস্ত্রদ্বয় পরিধান করিয়া ক্ষীরোদার্ণবতীরে ঘট সংস্থাপন করত গণপতি, দিনপতি, বহ্নি, বিষ্ণু, শিব এবং পার্ব্বতী—এই ছয়জন দেবতাকে ভক্তি সহকারে পুষ্পচন্দনাদিদ্বারা পূজা করিয়া ব্রহ্মাকে পুরোহিত করত সেই স্থানে পরমৈশ্বর্য্য-স্বরূপিণী মহালক্ষ্মীকে আবাহনাদিপূর্ব্বক পূজা করিয়াছিলেন। হে নারদ মুনে! দেবেন্দ্র,—মুনিগণ, পুরোহিত, বৃহস্পতি, ব্রাহ্মণগণ, দেবগণ এবং দেবদেব পরমজ্ঞানী মহাদেবের অগ্রে সচন্দন পারিজাতপুষ্প গ্রহণ করত ধ্যান উচ্চারণপূর্ব্বক মহাদেবী লক্ষ্মীর পূজা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে হরি, সামবেদোক্ত যে ধ্যান ব্রহ্মাকে দান করিয়াছিলেন, সেই ধ্যানেই ইন্দ্রদেব লক্ষ্মীর পূজা করিয়াছিলেন। সেই ধ্যান আমি বলিতেছি সাবধানে শ্রবণ কর। ১—৯। সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকার উপরে উপবিষ্টা, শরৎকালীন পূর্ণিমার চন্দ্র হইতে মনোরম হস্তযুগলশোভিতা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, নিজতেজঃপুঞ্জে জাজ্বল্যমানা, সুদৃশ্যা, মনোহারিণী, অগ্নিশোধিত-সুবর্ণবর্ণা, মূর্ত্তিমতী, কান্তি স্বরূপা, রত্ন-নির্ম্মিতভূষণে বিভূষিতা, পীতাম্বর-শোভিতা; ঈষদ্ধাস্যে প্রসন্নবদনা, সর্ব্বদা স্থিরযৌবনা, সর্ব্ব-সম্পৎ-প্রদায়িনী ও পরমেশ্বরী লক্ষ্মীকে আমি ভজনা করি। দেবেন্দ্র এই ধ্যানে ধ্যান করত নানা উপহারে ব্রহ্ম-নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রে প্রশংসনীয়, প্রফুল্ল, দুর্লভ এবং উৎকৃষ্ট ষোড়শ উপচারে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। ১০—১৪। হে মহালক্ষ্মি! বিশ্ব-কর্ম্মকর্তৃক পরম যত্নে মহামূল্য রত্নসারদ্বারা নির্ম্মিত প্রকৃষ্ট এই আসন গ্রহণ করুন। হে কমলবাসিনি! সর্ব্বজনকর্তৃক বন্দিত এবং বাঞ্ছিত পাপরূপকাষ্ঠরাশির জাজ্বল্যমান অগ্নি স্বরূপ এই পবিত্র গঙ্গা-সলিল গ্রহণ করুন। হে পদ্মবাসিনি! পুষ্প, চন্দন এবং দূর্ব্বাদি-যুক্ত নির্ম্মল শঙ্খমধ্যস্থিত শুদ্ধ গঙ্গাজল স্বীকার করুন। হে শ্রীহরিপ্রিয়ে! দেহের সৌন্দর্য্যজনক সুগন্ধি বিষ্ণু-তৈল এবং আমলকফল-সুবাসিত জল গ্রহণ করুন। হে শ্রীকৃষ্ণকান্তে! বৃক্ষের নির্য্যাসস্বরূপ গন্ধদ্রব্যদ্বারা অতি সুগন্ধি পবিত্র ধূপ গ্রহণ করুন। হে দেবি! মলয়াচল-সমুৎপন্ন শ্রেষ্ঠ বৃক্ষ সকলের সারাংশভূত সুখদায়ক সুগন্ধি চন্দন গ্রহণ করুন। হে পরমেশ্বরি! জগতের চক্ষুঃস্বরূপ, ঘোর রাত্রিতে পথভ্রান্ত মনুষ্য-গণের প্রাণরক্ষার কারণ, শুদ্ধস্বরূপ, প্রদীপ—গ্রহণ করুন। নানাপ্রকার বস্তুপূর্ণ, মিষ্টাদি নানা রস-সমন্বিত অতি স্বাদু নৈবেদ্য—গ্রহণ করুন। ব্রহ্ম-স্বরূপ, জীবগণের প্রাণরক্ষার মূলীভূত কারণ ও পুষ্টিকর সন্তোষজনক অন্ন—গ্রহণ করুন। পদ্মালয়ে! তণ্ডুল—শর্করা—দুগ্ধ—ঘৃত প্রভৃতিদ্বারা সুন্দররূপে পক্ব, অতি সুস্বাদু পরমান্ন—গ্রহণ করুন! শর্করা, দুগ্ধ, ঘৃতাদিদ্বারা মনোহর স্বাদুকর স্বস্তিক ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করিতেছি,—হে লক্ষ্মি! গ্রহণ করুন। হে কমলে! মিষ্টরসে পরিপূর্ণ অতি সুস্বাদু ননাপ্রকার মনোহর সুপক্ব ফল প্রদান করিতেছি,—গ্রহণ করুন। হে অচ্যুতপ্রিয়ে! দেবগবী-সুরভীস্তন-জাত মর্ত্ত্যগণের অমৃতস্বরূপ সুস্বাদু মনোহর দুগ্ধ গ্রহণ করুন। হে দেবি! মিষ্টরসযুক্ত, ইক্ষু-বৃক্ষসঞ্জাত, অগ্নিপক্ব অথবা অপক্ব গুড়-রস গ্রহণ করুন। হে দেবি! যব গোধূম প্রভৃতি শস্যের চূর্ণযুক্ত, সুন্দররূপে পক্ব, গুড়-মিশ্রিত মিষ্টান্ন—গ্রহণ করুন। হে দেবি! শস্যাদির চূর্ণজাত স্বস্তিকযুক্ত মদর্পিত পিষ্টক গ্রহণ করুন। পৃথিবী-সমুৎপন্ন সকল প্রকার মিষ্টান্নাদির কারণ, সুস্বাদু মিষ্টরসপূর্ণ ইক্ষু—গ্রহণ করুন। হে কমলে! সুশীতল বায়ুবাহক এবং সন্তপ্ত ব্যক্তির সুখদায়ক শ্বেতচামর ব্যজন গ্রহণ করুন। হে দেবি! অতি রমণীয়, কর্পূরাদিসুবাসিত, জিহ্বার জড়তানাশক তাম্বুল—গ্রণ করুন। হে দেবি! সুবাসিত, শীতল, পিপাসানাশক, জগতের জীবনস্বরূপ, মদর্পিত নির্ম্মল, জল—গ্রহণ করুন। হে দেবি! দেহের সৌন্দর্য্য-জনক সর্ব্বদা শোভাকর কার্পাস এবং কৃমিজ (পট্ট) বস্ত্র গ্রহণ করুন। নানা প্রকার রত্ন এবং সুবর্ণ-নির্ম্মিত, দেহ-শোভাবর্দ্ধক, সৌন্দর্য্যজনক ভূষণ গ্রহণ করুন। দেবি! নানা-প্রকার-কুসুম-নির্ম্মিত, দেহের অলৌকিক শোভাসম্পাদক, দেবগণ এবং নৃপগণের প্রিয় শুদ্ধ

মাল্য গ্রহণ করুন। হে দেবি! যত প্রকার মঙ্গলকর বস্তু আছে, তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, শুদ্ধিপ্রদ, শুদ্ধস্বরূপ, সুগন্ধিদ্রব্য-সমুৎপন্ন, মনোহর গন্ধ গ্রহণ করুন। হে কৃষ্ণকান্তে! পবিত্র তীর্থসমূহ হইতে সঞ্চিত, নির্ম্মল, সর্ব্বদা পবিত্রতাজনক, মনোরম আচমনীয় জল—গ্রহণ করুন। মহামূল্য রত্নসমূহে নির্ম্মিত, পুষ্প-চন্দনাদিযুক্ত, রত্ন-ভূষণে বিভূষিত সুন্দর শয্যা—গ্রহণ করুন। হে দেবি! যে যে অপূর্ব্ব দ্রব্য পৃথিবীতে অতি দুর্লভ, দেবেন্দ্র এবং নরেন্দ্রবাঞ্ছিত মৎপ্রদত্ত সেই সেই দ্রব্য গ্রহণ করুন। ১৫—৪১। দেবেন্দ্র মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক এই সকল দ্রব্য প্রদান করত ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি মূল মন্ত্র দশলক্ষবার জপ করিয়াছিলেন। দশলক্ষবার জপে মন্ত্র-সিদ্ধি হইল; এবং কল্পবৃক্ষস্বরূপ ব্রহ্মদত্ত মন্ত্র অভিলষিত সকল বস্তু প্রদানে সমর্থ হইল। "ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কমলবাসিন্যৈ স্বাহা" বেদোক্ত দ্বাদশাক্ষর এই মন্ত্রই মন্ত্রসমূহের মধ্যে প্রধান। রাজরাজেশ্বর কুবের উক্ত মন্ত্রবলে ঐশ্বর্য্যসমূহের স্বামী হন এবং দক্ষ-সাবর্ণি—মনু নামে প্রসিদ্ধ হন। মঙ্গল উক্ত মন্ত্রবলে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি এবং প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, কেদার প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ ঐ মন্ত্রবলে নৃপনামে বিখ্যাত হন। হে নারদ! উক্ত রাজগণ ঐ মন্ত্রবলে সিদ্ধ হইয়াছেন। মহেন্দ্রের মন্ত্র-সিদ্ধি হইলে, মহালক্ষ্মী উপস্থিত হইয়া দেবরাজকে দর্শন দিলেন। লক্ষ্মী দেবী মূল্যবান্ রত্নরাশি-নির্ম্মিত বিমানশ্রেষ্ঠে আরোহণ করত স্বকীয় প্রভাপুঞ্জে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে আবৃত করিয়া বরপ্রদানার্থে ইন্দ্রসমীপে উপনীতা হইলেন। পুরন্দর শ্বেতবর্ণচম্পকসদৃশ উজ্জ্বলাঙ্গী রত্ন-নির্ম্মিত ভূষণে বিভূষিতা, মৃদু মৃদু হাস্যহেতু প্রফুল্লবদনা, ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহতৎপরা, রত্নমালাধারিণী, কোটি চন্দ্রের ন্যায় কান্তিশালিনী, শান্তমূর্ত্তি, জগজ্জননী লক্ষ্মী দেবীকে দর্শন করত স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪২—৫০। ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে রোমাঞ্চহেতু পুলকিত অঙ্গে সজলনয়নে শুদ্ধচিত্তে ব্রহ্মদত্ত বেদোক্ত সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়ী স্তবরাজ পাঠ করিলেন। মাতঃ! মঙ্গলদায়িনি মহালক্ষ্মি! আপনাকে নমস্কার করি। কমলবাসিনী নারায়ণী কৃষ্ণপ্রিয়া সারা শ্রেষ্ঠা পদ্মা দেবীকে আমি নমস্কার করি। যাঁহার নয়নযুগল প্রফুল্লকমলকিশলয়ের ন্যায় শোভিত হইতেছে, সেই কমলমুখী কমলাকে নমস্কার করি। পদ্মাসনে উপবিষ্টা বিষ্ণুপ্রিয়া পদ্মাকে নমস্কার করি। হে সর্ব্ব-সম্পৎ-প্রদায়িনি! হে সর্ব্বসম্পৎ স্বরূপে! হে সুখদায়িনি! সিদ্ধিদায়িনি! আপনি মোক্ষপর্য্যন্ত দান করিতে পারেন; হে হরিভক্তিপ্রদায়িনি! হে আনন্দদায়িনি! হে পুণ্ডরীকাক্ষবক্ষশায়িনী! হে কৃষ্ণপ্রিয়ে! আপনাকে নমস্কার করি। হে চন্দ্রশোভাস্বরূপে! হে রত্নাকরসম্ভূত! হে শোভনে! হে পদ্মে! হে দেবি! হে মহাদেবি! হে সর্ব্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রি! আপনাকে নমস্কার করি। হে শস্যাধিষ্ঠাত্রি! হে শস্যস্বরূপে! হে বুদ্ধিদায়িনি! হে বুদ্ধিস্বরূপে! আপনাকে নমস্কার করি। যিনি বৈকুণ্ঠধামে মহালক্ষ্মী, ক্ষীরোদার্ণবে লক্ষ্মী এবং ইন্দ্রগৃহে স্বর্গ-লক্ষ্মীরূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন, যিনি রাজগৃহে রাজলক্ষ্মী, গৃহস্থগণের গৃহে গৃহলক্ষ্মী এবং গৃহদেবতা, যজ্ঞকামিনী দক্ষিণা; যিনি গোমাতা সুরভি, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। হে কমলালয়ে! আপনি দেবমাতা অদিতিস্বরূপা; আপনি দেবগণের উদ্দেশে হবির্দ্দানে,—স্বাহা; পিতৃগণের উদ্দেশে কব্যদানে,—স্বধা; হে বিষ্ণুস্বরূপিণি! আপনিই জগদ্ধাত্রী ধরিত্রীস্বরূপা। হে নারায়ণ-পরায়ণে! আপনি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা। হে বরদে! হে শুভাননে! আপনাতে ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট ধর্ম্ম অধিষ্ঠান করিতে পারে না। হে পরমার্থপ্রদায়িনি। অধিক কি, আপনি দুর্লভ হরিদাস্য দান করিতে পারেন; আপনার অভাবে এই অসার সংসার ভস্মরাশিসদৃশ এবং আপনি ব্যতিরেকে শবতুল্য এই বিশ্ব জীবিত হইয়াও মৃতপ্রায়। হে সকল জীবের প্রধান জননি! হে সকলের সুহৃদ্‌স্বরূপে! আপনার অভাবে সুহৃদ্‌গণ—চিরসুহৃদ্‌গণ সর্ব্বদা সাদরে সম্ভাষণ করেন না। আপনি যাহার প্রতি নির্দ্দয় হন, সে ব্যক্তি বন্ধুবিহীন এবং আপনি যাহার প্রতি সদয় হন সে-ই সুহৃৎসমূহসমন্বিত। আপনিই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গের কারণ। বিশ্বসমুদয়ে শৈশবকালে স্তনান্ধ শিশুগণের মাতা যেরূপ হিতকারিণী হন, সেই প্রকার আপনিও সকলজীবের বাল্যাদি সকলকালেই মাতাস্বরূপিণী। মাতৃহীন স্তনান্ধ বালক যদিও কোনপ্রকারে দৈববলে জীবিত থাকে, কিন্তু আপনি যাহার প্রতি নির্দ্দয়া হন, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই কোন প্রকারে স্বচ্ছন্দে জীবিত থাকে না। হে মাতঃ! হে সুপ্রসন্নস্বরূপে! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে সনাতনি! দুর্জ্জয়দৈত্য-বশীভূত স্বর্গরাজ্যে আমাকে পুনরায় অধিকার প্রদান করুন। হে হরিপ্রিয়ে! আপনি যে অবধি আমাদের প্রতি নির্দ্দয়া হইয়াছেন, সেই কাল হইতেই আমরা বন্ধুবিহীন ভিক্ষোপজীবী এবং সর্ব্ব-সম্পত্তিশূন্য হই-

য়াছি। হে সুরেশ্বরি! পূর্ব্ববৎ স্বর্গরাজ্য দান করুন। শোভা, বল, কীর্ত্তি, ধন এবং যশ আমাকে প্রদান করুন। হে হরিপ্রিয়ে! কাম, মতি, ভোগ, জ্ঞান, ধর্ম্ম, সর্ব্বসৌভাগ্য, প্রভাব, প্রতাপ, সর্ব্বাধিকার, জয়, যুদ্ধে পরাক্রম, পরমৈশ্বর্য্য প্রভৃতি প্রার্থিত বস্তু প্রদান করুন। ৫১—৭২। দেবরাজ এই প্রকার বলিয়া সকল দেবগণের সহিত নয়নজলে পরিপূর্ণ হইয়া নতমস্তকে বারংবার প্রণাম করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা, শঙ্কর, অনন্ত, ধর্ম্ম, কেশবপ্রভৃতি দেবসমূহ—ইন্দ্রাদির অপরাধ মার্জ্জনার নিমিত্ত অনুমোদন করিলেন। লক্ষ্মীদেবী, ইন্দ্রাদির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিলেন এবং কেশবের কণ্ঠে মনোহারিণী কুসুমমালা অর্পণ করিলেন। হে নারদ! দেবগণ লক্ষ্মীর বরে সন্তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ক্ষীরোদতনয়া আনন্দে ক্ষীরোদশায়ীর ক্রোড়ে উপবিষ্টা হইলেন। হে নারদ! ব্রহ্মা ও মহাদেব, নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। তাঁহারাও সন্তোষপূর্ব্বক দেবগণকে বর দান করিলেন। যে ব্যক্তি মহাপুণ্যজনক এই স্তব ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করে, সেই ব্যক্তি রাজরাজেশ্বর কুবেরের ন্যায় অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর হয়। যে ব্যক্তি এই স্তব পাঠ করে, সেই ব্যক্তি সিদ্ধ হইয়া কল্পতরুর ন্যায় ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারে। মনুষ্যগণ পঞ্চ লক্ষবার পাঠ করিলেই এই স্তোত্র সিদ্ধ হয়। হে নারদ! সিদ্ধ স্তোত্র এক মাস নিয়মে পাঠ করিলে নিশ্চয় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ভূপতি হয়। ৭৩—৮০।

প্রকৃতিখণ্ডে মহালক্ষ্মীর স্তব সম্পূর্ণ।

নারদ বলিলেন, হে প্রভো! আপনি বলিয়াছেন দুর্ব্বাসাদত্ত হরিচরণপতিত পুষ্প, যাহার মস্তকে অবস্থিত হইয়াছে, সর্ব্বদেবের অগ্রে তাহার পূজা হয়। সেই পুষ্প গজরাজ ঐরাবতের মস্তকে স্থাপিত হয়; কিন্তু সে বনে প্রস্থান করে; তাহা হইলে কি প্রকারে গণেশের জন্ম হইল? শনির দৃষ্টিতে গণপতির মস্তক শূন্য হইলে, শ্রীহরি স্বয়ং হস্তিমস্তক গণেশের দেহে যুক্ত করেন। অথচ আপনিই সম্প্রতি বলিলেন, দেবরাজ গণেশাদি ছয় জন দেবের আরাধনা করত ক্ষীরোদার্ণবতীরে দেবগণের সহিত লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিলেন। কি আশ্চর্য্য! পুরাণবক্তাগণের বাক্য মনুষ্যের পক্ষে অতীব দুর্ব্বোধ; অতএব হে দেবজ্ঞবর! এই প্রবন্ধের স্থিরসিদ্ধান্ত স্পষ্ট করিয়া আমাকে বলুন। নারদের বাক্য শ্রবণ করত শ্রীনারায়ণ দেব বলিলেন, মুনিবর দুর্ব্বাসা যে কালে দেবরাজকে শাপ প্রদান করেন, সেই কালে গণেশ জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তদনন্তর দেবেন্দ্র যে কালে পূজা করেন, তখন তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। হে নারদ! দেবগণ বিপ্রশাপে বহুকাল দুঃখ অনুভব করত ভ্রমণ করিয়া শ্রীহরির বরে পুনর্ব্বার পূর্ব্বলক্ষ্মী লাভ করিলেন। ৮৪—৮৭।

প্রকৃতিখণ্ডে ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে মহাত্মন্ নারায়ণ! আপনি রূপ, গুণ, যশ, তেজ, কান্তি সর্ব্বাংশেই নারায়ণের সমান। হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ! আপনিই সিদ্ধ এবং যোগিগণের মধ্যে প্রধান। আপনার অনুগ্রহে মহালক্ষ্মীর উপাখ্যান শ্রুত হইলাম। হে তপস্বিবর! আপনিই মুনিগণ এবং বেদজ্ঞসমূহের প্রধান; অতএব সম্প্রতি অতিশয় গোপনীয় সকল প্রকারে শরণার্হ পুরাণে অপ্রকাশিত বেদ-বিহিত ধর্ম্মযুক্ত নিগূঢ় কোন একটি উপাখ্যান বলুন। শ্রীনারায়ণ কহিলেন, হে দ্বিজ! পুরাণসমূহে অপ্রকাশিত, সুদুর্লভ বেদে গুপ্তভাবে নানাপ্রকার উপাখ্যান আছে। তাহার সারভূত যে উপাখ্যান তুমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ, আমার নিকটে বল, আমি তোমার নিকটে সেই উপাখ্যান বর্ণন করিব। নারদ বলিলেন, হে বেদবিদ্বর! সকল কর্ম্মেই হবির্দ্দানবিষয়ে স্বাহার প্রাধান্য এবং পিতৃগণের দানবিষয়ে স্বধা প্রশস্ত। অন্যান্য কর্ম্মে দক্ষিণাই প্রধান। ইহাদের চরিত্র, জন্ম, ফল এবং প্রাধান্য-কারণ আপনার মুখে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ১—৮। সৌতি বলিলেন, মুনিবর নারায়ণ, নারদবাক্য শ্রবণ করত ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক পুরাণোক্ত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন।—পূর্ব্বে দেবগণ সৃষ্টির পূর্ব্বসময়ে অগম্য মনোহর ব্রহ্মলোকে চতুরানন-সভায় আহারার্থে গমন করিলেন। দেবগণ বলিলেন, বিধাতঃ! আমাদের আহার্য্য বস্তুর স্থির করিয়া দিতে হইবে। ব্রহ্মা দেবগণের নিকটে অঙ্গীকারপূর্ব্বক শ্রীহরির চরণ সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ হরি, ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে অংশের সহিত যজ্ঞরূপ ধারণ করিলেন। ব্রহ্মা, যজ্ঞ উপলক্ষে প্রদত্ত হবি—দেবগণের আহার্য্য করিয়া দিলেন। মুনে! ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি সকলে যজ্ঞে দেবোদ্দেশে হবি প্রদান করিতে লাগিলেন, কিন্তু দেবগণ যাজ্ঞিকদত্ত স্ব স্ব ভাগ লাভ করেন না। দেবগণ, আহার অলাভে বিষণ্ণ হইয়া পুনর্ব্বার পিতামহের সভায় উপস্থিত হইলেন এবং অনাহার

জন্য ক্লেশ জানাইলেন। ব্রহ্মা দেবগণের বাক্য শ্রবণ করত পুনর্ব্বার ধ্যান দ্বারা হরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং হরির আজ্ঞানুসারে প্রকৃতির পূজা আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী প্রকৃতি দেবী, দাহিকাশক্তিরূপে অগ্নিভার্য্যা স্বাহা নামে বিখ্যাতা হইলেন। গ্রীষ্মঋতুর মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড অপেক্ষা অধিক কান্তিশালিনী, সুন্দরী, অতিশয় রমণীয়া, মনোহারিণী, ভক্তানুগ্রহ-তৎপরা, প্রকৃতি দেবী ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে প্রসন্নবদনে বলিলেন, পদ্মযোনে! ব্রহ্মন্! অভিলষিত বর প্রার্থনা করুন, বিধি তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে বলিলেন। ৯—১৯। শক্তি-দেবি! তুমি অগ্নিদেবের দাহিকাশক্তি এবং প্রিয়া স্বাহা। অগ্নিদেব সর্ব্বভুক্ হইলে তোমার সাহায্য ভিন্ন কোন বস্তু ভস্ম করিতে পারেন না। 'যে ব্যক্তি মন্ত্রের অন্তে তোমার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক দেবগণের উদ্দেশে হবি দান করিবে, তদ্দত্ত হবি লাভ করত দেববৃন্দ পরমানন্দিত হইবেন' এই বর আমাকে প্রদান করুন। হে অগ্নিকে! তুমি অগ্নির সম্পৎ এবং সৌন্দর্য্যস্বরূপা গৃহিণী; দেবগণ এবং মনুজগণ তোমার পূজা করুন। স্বাহা দেবী ব্রহ্মার বাক্যে বিমনা হইয়া স্বয়ম্ভুকে অভিপ্রায় প্রকাশপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্! আমি তপস্যা দ্বারা পরমারাধ্য শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিব। এই মুখ্য উদ্দেশ্যের প্রতিবন্ধক কার্য্যান্তরকে ভ্রান্তিপূর্ণ স্বপ্নের ন্যায় তুচ্ছ বিবেচনা করি। আপনি যাঁহার অনুগ্রহে ত্রিজগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, মহাদেব যাঁহার কৃপায় অজেয় মৃত্যুকে জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম লাভ করিয়াছেন, যাঁহার প্রসাদে অনন্তদেব বিশ্ব ধারণ করিতেছেন এবং ধর্ম্ম, জনসমূহের-পুণ্য পাপাদি কর্ম্মসমূহের সাক্ষী হইয়াছেন, যাঁহার প্রসাদে গণপতি দেবসমূহের অগ্রে পূজা লাভ করিতেছেন এবং সর্ব্বপ্রসাধিনী প্রকৃতিও পূজিতা হইতেছেন, ঋষিগণ এবং দেবগণ যাঁহার পূজা করত পূজ্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, হে পদ্মযোনে! সেই পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণ-পদ্ম আমিও একচিত্তে চিন্তা করিব। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-সম্ভূতা পদ্মবদনা স্বাহাদেবী পদ্মযোনিকে এই বাক্য বলিয়া তপস্যা দ্বারা পদ্মনাভের সন্তোষমানসে তথা হইতে গমন করিলেন। স্বাহা দেবী, একপাদে পৃথিবী অবলম্বনপূর্ব্বক লক্ষ বৎসর কাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়া প্রকৃতি হইতে পৃথক্ পরমাত্মা গুণাতীত শ্রীহরির সাক্ষাৎ পাইলেন না। পরে সুন্দরী স্বাহা দেবী অতিশয় কমনীয়-মূর্ত্তি কন্দর্প-মোহন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করত কামুকা হইয়া কন্দর্পবশে মূর্চ্ছিতা হইলেন। ২০—৩০। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ, বহুকাল তপঃক্লেশে কৃশাঙ্গী মদনবশীভূতা স্বাহার অভিপ্রায় জানিয়া নিজ ক্রোড়ে স্থাপন করত বলিতে আরম্ভ করিলেন, প্রিয়ে! বারাহকল্পে নিজ অংশে নগ্নজিৎ নৃপতির কন্যা নাগ্নজিতী নামে বিখ্যাত হইয়, আমাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু হে ভামিনি! সম্প্রতি কিছু দিনের নিমিত্ত মদনগ্রহে পতিত হইয়া মন্ত্রের অঙ্গস্বরূপা অগ্নিদেবের পত্নী হও। বহ্নিদেবও ভক্তিভাবে তোমার পূজা করত গৃহলক্ষ্মী রমণীয়া রমণীরূপা তোমার সহিত রমণ করিবেন। হে নারদ! দেবাদিদেব ভগবান্ স্বাহা দেবীকে এই প্রকার বাক্যে সান্ত্বনা পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। বহ্নিদেব ব্রহ্মার আদেশানুসারে ভয়যুক্ত হইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং সামবেদোক্ত ধ্যানদ্বারা তাঁহার ধ্যান ও পূজা করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। স্তবান্তে মন্ত্রপূর্ব্বক স্বাহা দেবীর পাণি গ্রহণ করিলেন। অগ্নিদেব সেই কালে সর্ব্বদা বিহারের উপযুক্ত সুখকর রম্য নির্জ্জন স্থানে দৈবপরিমাণে শত বৎসর কাল পর্য্যন্ত রমণীয়া স্বাহাদেবীর সহিত রমণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর তেজস্বী অগ্নিদেবের তেজে স্বাহা দেবী অন্তঃসত্ত্বা হইলেন এবং দ্বাদশ বৎসরকাল সেই গর্ভ ধারণ করিলেন। তদনন্তর স্বাহা দেবী, পরম সুন্দর মনোহর দক্ষিণ গার্হপত্য এবং আহবনীয়-নামক, যথাক্রমে তিনটী পুত্র প্রসব করিলেন। মুনি ঋষি ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণসমূহ বৈদিক মন্ত্রের অন্তে স্বাহা শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক প্রতিদিন হবি দান করিতে লাগিলেন। ৩১—৪০। হে দ্বিজবর! যে ব্যক্তি প্রশস্ত স্বাহাশব্দ শেষে সংযোজন-পূর্ব্বক মন্ত্র উচ্চারণ করে, উচ্চারণমাত্রে সেই ব্যক্তির সকল অভিলাষ সুসম্পন্ন হয়। বিষহীন সর্প যে প্রকার গৌরবহীন হয়, বেদ-বিদ্যায় অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং পতি-সেবাপরাঙ্মুখা স্ত্রীজাতিও যেরূপ নিন্দনীয় হয়, মূর্খ মনুষ্য এবং ফল শাখা পত্র প্রভৃতি রহিত শুষ্ক বৃক্ষ যে প্রকার বহুমানের আস্পদ হয় না, সেই প্রকার সকল মন্ত্রই মন্ত্রপ্রতিপাদ্য স্বাহা-শূন্য হইলে, কোন ফলই প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। মন্ত্রের অন্তে স্বাহাশব্দ উচ্চারণ করিলে দ্বিজগণ সন্তুষ্ট হন, দেবগণও যাজ্ঞিকদত্ত নিজ নিজ আহুতি লাভ করেন এবং অভিলষিত কর্ম্মসমূহও সুসম্পন্ন হয়। ইহলোকে সুখদায়ক পরলোকে মোক্ষদায়ক, সারভূত উৎকৃষ্ট এই স্বাহার উপাখ্যান

বর্ণন করিলাম। অনন্তর যাহা শুনিতে ইচ্ছা হয়, তাহা আমার নিকটে প্রশ্ন কর। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনীন্দ্র নারায়ণ! বহ্নিদেব যাহাদ্বারা স্বাহা দেবীর স্তব করিয়াছিলেন, হে প্রভো! স্বাহার সেই পূজাবিধি ধ্যান এবং স্তব আমার নিকটে বর্ণন করুন। ৪১—৪৬। নারদের প্রশ্নে নারায়ণ বলিলেন, হে ব্রহ্মনন্দন! সামবেদোক্ত ধ্যান পূজা-বিধি এবং স্তবাদি বর্ণন করিতেছি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। ফলপ্রার্থিগণ সকল যজ্ঞের আরম্ভ-কালে শালগ্রামশিলায় অথবা ঘটে, স্বাহার সম্পূর্ণ-রূপে আবাহন করত যজ্ঞ আরম্ভ করে; মন্ত্রাঙ্গভূতা মন্ত্রসিদ্ধি-স্বরূপিণী সিদ্ধা এবং মনুষ্যগণের প্রার্থিত কর্ম্মসমূহের সিদ্ধিদায়িনী স্বাহা দেবীকে উপাসনা করি। মনুষ্য এই প্রকারে ধ্যান করত মূলমন্ত্রদ্বারা পাদ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক স্তব করিয়া সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করে। মূলমন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর। "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ বহ্নিজায়ায়ৈ স্বাহা" এই মূলমন্ত্রে যে ব্যক্তি স্বাহার সমর্চ্চনা করে, নিশ্চয় তাহার সর্ব্ব অভিলাষ সম্পন্ন হয়। ৪৭—৫০। বহ্নি বলি-লেন,—স্বাহা আদ্যাপ্রকৃতির অংশস্বরূপা, মন্ত্র এবং তন্ত্রের অঙ্গরূপা, মন্ত্রসমূহের ফলদায়িনী, জগ-দ্ধাত্রী, সতী, সিদ্ধিস্বরূপা, সিদ্ধা, সর্ব্বদা মনুষ্যগণের সিদ্ধিদায়িনী, সর্ব্ব-দহন বহ্নির দাহিকাশক্তি, বহ্নির প্রাণাধিক, সংসার-সাররূপা, ঘোরসংসারতারিণী, দেবগণের জীবনস্বরূপা এবং দেবপালনকারিণী; যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক স্বাহার এই ষোড়শ নাম পাঠ করে, তাহার ইহলোক ও পরলোকে কোন কর্ম্মই অঙ্গহীন হয় না এবং তাহার শোভান্বিত সকল কর্ম্ম সুন্দররূপে সিদ্ধ হয়। অপুত্রক ব্যক্তি পুত্র, ভার্য্যাহীন ব্যক্তি মনোরমা ভার্য্যা লাভ করে। ৫১—৫৬।

প্রকৃতিখণ্ডে চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন,—হে নারদ! পিতৃগণের তৃপ্তি-কর শ্রাদ্ধসমূহের ফলবর্দ্ধক এবং উত্তম, স্বধার উপাখ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর। জগৎস্রষ্টা সৃষ্টির পূর্ব্বে মূর্ত্তিমান্ পিতৃচতুষ্টয় এবং তেজঃস্বরূপী পিতৃ-ত্রয়কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই সাত জন সিদ্ধরূপ মনোহর পিতৃগণকে সৃষ্টি করিয়া শ্রাদ্ধ-উপলক্ষে প্রদত্ত বস্তু এবং তর্পণ, তাঁহাদের আহার্য্য নির্ণয় করিলেন। হে নারদ! শ্রুতিবাক্যে শ্রুত আছি, যে পর্য্যন্ত তর্পণ শেষ না হয়, সেইকালপর্য্যন্ত স্নানজন্য ফল লাভ হয় না। যে পর্য্যন্ত দেবপূজায় শ্রদ্ধা না জন্মে, তত ক্ষণপর্য্যন্ত দেব-পূজার ফল লাভ হয় না এবং ব্রাহ্মণগণের ত্রিসন্ধ্যা শেষ না হইলে আহ্নিকের ফল-প্রাপ্তি হয় না। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়া প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, দেবপূজা এবং বেদপাঠ না করে, সে ব্যক্তি বিষহীন সর্পের ন্যায় লঘু হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই অবনীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করত পরমারাধ্য হরির আরাধনা না করে এবং হরির অনিবেদিত অন্ন ভক্ষণদ্বারা বাসনার তৃপ্তি সাধন করে, বিহিতকর্ম্মের অনুপযোগী তদীয় দেহ প্রসবকালীন অশৌচেই অশুচি থাকে। পিতামহ ব্রহ্মা, পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি বিধান করত স্বস্থানে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকলেও পিতৃগণের উদ্দেশে দান করিতে লাগিলেন; কিন্তু পিতৃগণ নিজ নিজ ভাগ লাভ করেন না। পিতৃগণ, সকলে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বিষণ্ণ-ভাবে ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইলেন এবং জগৎস্রষ্টার নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। ১—৮। ব্রহ্মা পিতৃগণের দুঃখ শ্রবণ করত মনোহারিণী এক কন্যাকে মন হইতে সৃষ্টি করিলেন। রূপযৌবনসম্পন্না, শত-চন্দ্র-সদৃশ-কান্তিশালিনী, বিদুষী, রূপ-গুণ-বুদ্ধিমতী, পতিব্রতা সেই কন্যার বর্ণ শ্বেতচম্পকসদৃশ, তাঁহার অঙ্গ রত্নালঙ্কারে বিভূষিত; বিশুদ্ধ প্রকৃতির অংশরূপা বরদা সুন্দরীর মুখে ঈষৎ হাস্য বিরাজ করিতেছে। সুদতী সেই স্বধাদেবী লক্ষ্মীর লক্ষণসমূহে উপলক্ষিতা। তাঁহার পাদপদ্ম শতদল পদ্মের উপরিভাগে সংস্থাপিত। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া পিতৃগণের পত্নী পদ্মবদনা পদ্ম-নয়না পদ্মজাকে পিতৃগণকে সম্প্রদান করিলেন এবং ব্রাহ্মণ-গণকে গোপনে উপদেশ করিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ! মন্ত্রের অন্তে স্বধা শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক পিতৃদান প্রদান কর। তাঁহারাও ব্রহ্মার উপদেশক্রমে তদনুসারে পিতৃদান প্রদান করিতে লাগিলেন। দেবগণের উদ্দেশে দানবিষয়ে স্বাহা মন্ত্র প্রশস্ত, পিতৃগণের উদ্দেশে দানে স্বধা মন্ত্রই প্রশস্ত; দক্ষিণা সকল কার্য্যেই প্রশস্ত। দক্ষিণাশূন্য সকল কর্ম্মই নিস্ফল। পিতৃ, দেব, ব্রাহ্মণ, মুনি, মনুষ্যগণ প্রভৃতি সকলেই শান্ত-মূর্ত্তি স্বধার সমর্চ্চনা করত পরমাদরে স্তব করিতে লাগিলেন। স্বধাদেবীর বরে দেবগণ এবং ব্রাহ্মণ-গণের মনোরথ পূর্ণ হইল এবং সকলেই পরমাহ্লাদিত হইলেন। সকলের সন্তোষজনক অতি উত্তম স্বধার

উপাখ্যান এইরূপে বর্ণন করিলাম। অনন্তর যাহা শ্রবণেচ্ছা হয়, আমার নিকটে প্রশ্ন কর। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বেদবিদগ্রগণ্য! মহামুনে! নারায়ণ! স্বধার পূজাবিধি এবং স্তব শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, যত্নপূর্ব্বক আমার নিকটে তাহা বর্ণন করুন। নারায়ণ বলিলেন, হে ব্রহ্মতনয়! তুমি স্বয়ং স্বধার ধ্যান এবং সর্ব্বসম্মত, বেদোক্ত স্তব প্রভৃতি সকলই জান; যদি বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া আমাকে প্রশ্ন করিয়া থাক, তাহা হইলে বলিতেছি শ্রবণ কর। ৯—২০। শরৎকালীন কৃষ্ণপক্ষে মঘা-নক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশীতিথিতে শ্রাদ্ধদিনে যত্নপূর্ব্বক স্বধার পূজা করিয়া শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিবে। যে অহঙ্কার-পরিপূর্ণ ব্রাহ্মণ স্বধার অর্চ্চনা না করিয়া শ্রাদ্ধাদি করিবে, সে নিশ্চয়ই শ্রাদ্ধ এবং তর্পণের ফলভাগী হইবে না। ব্রহ্মার মানসী কন্যা, নিরন্তর স্থির-যৌবনা, পিতৃগণ এবং দেবগণের পূজনীয়া, শ্রাদ্ধাদির ফলদায়িনী, স্বধাদেবীর উপাসনা করি। এই মন্ত্রে স্বধার ধ্যান করিয়া শালগ্রামরূপী বিষ্ণুতে অথবা সুন্দর সঙ্কল্পিত ঘটে মূল মন্ত্রে পাদ্যাদি প্রদান করিবে,—এইরূপ বেদবাক্যে শ্রুত হইয়াছি। স্বধাদেবীর মূলমন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর, "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ স্বধাদেব্যৈ স্বাহা" এই মহামন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া স্তব করিবে এবং স্তবান্তে যথাবিধি প্রণামাদি করিবে। বিজ্ঞবর মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মনন্দন! পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী স্বধার যে স্তব রচনা করিয়াছেন, সেই স্তব বলিতেছি শ্রবণ কর। ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, মনুষ্য স্বধা এই অক্ষরদ্বয় উচ্চারণ করিলে, তীর্থস্নান-জন্য ফল লাভ করিবে এবং সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বাজপেয় যজ্ঞের ফলভাগী হইবে। যদি কেহ তিনবার স্বধা স্বধা স্বধা উচ্চারণ করে, তাহা হইলে সে শ্রাদ্ধ এবং পূজাদির সম্যক্ ফল লাভ করিবে। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে একাগ্রচিত্ত হইয়া স্বধার স্তব শ্রবণ করে, সে নিশ্চয় শতশ্রাদ্ধজন্য পুণ্য সঞ্চয় করে। স্বধা স্বধা স্বধা এই নামত্রয় ত্রিসন্ধ্যা যে ব্যক্তি পাঠ করে, সে ব্যক্তি পতিপ্রাণা বিনীতা পত্নী এবং বহু-গুণান্বিত পুত্র লাভ করে। ২১—৩০। হে পিতৃগণের প্রাণময়ি! হে দ্বিজগণের জীবরূপিণি! হে শ্রাদ্ধাধি-ষ্ঠাতৃদেবি! হে শ্রাদ্ধসমূহের ফলদায়িনি! পিতৃগণের প্রীতির নিমিত্ত আমার চিত্ত হইতে বহির্গমন করুন। দ্বিজগণের সন্তোষ এবং নির্ব্বোধ গৃহী ব্যক্তির বিশ্বাস উৎপাদন করুন। হে সুব্রতে! হে নিত্যস্বরূপিণি! হে গুণময়ি! তোমার বিনাশ নাই; সৃষ্টির পূর্ব্বে আবির্ভাব এবং মহাপ্রলয়ে তিরোভাব হয় এইমাত্র। হে দেবি! তুমি "ওঁ, স্বস্তি, নমঃ, স্বাহা, স্বধা, দক্ষিণা" এই ছয় নামে চতুর্ব্বেদে বিখ্যাত হইয়া সকল কর্ম্মে শুভ সাধন কর। পূর্ব্বে তুমি গোলোকধামে রাধিকার সখী স্বধানাম্নী গোপী ছিলে এবং স্বীয় আত্মার স্বরূপ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়া স্বধানামে বিখ্যাতা হইয়াছ। রমণীয় বৃন্দাবনের নিকুঞ্জবনে প্রাণ-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতে দেখিয়া কৃষ্ণ-প্রাণেশ্বরী রাধিকা তোমাকে শাপ প্রদান করিয়া-ছিলেন, তাহাতেই তুমি সর্ব্বলোকাতীত গোলোকধাম হইতে এই ভূমণ্ডলে আগমন করিয়াছ। হে পবিত্রী-কৃতপিতৃবংশে! পরমাত্মা মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনপুণ্যে আমার মন হইতে উৎপন্না হইয়াছ; এবং রাধিকারমণের সুরতরসে সন্তোষ না পাওয়ায় চতুর্ব্বর্গের প্রিয়া হইলে। পূর্ব্বে স্বাহা শ্রীরাধিকার সখী গোপিকা ছিলেন এবং স্বপ্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে রমণের নিমিত্ত বলায় স্বাহা নামে খ্যাতা হইয়াছেন। তিনি ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে মালতীমণ্ডিত শ্রীরাসমণ্ডলে রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণ করত রতিরসে মত্ত হইয়াছিলেন। রাসেশ্বরী স্বাহাকে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক আলিঙ্গিতা দর্শন করিয়া শাপ প্রদান করিয়াছিলেন। স্বাহা তাঁহার শাপে গোলোক হইতে ভূমণ্ডলে আগমন করত শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনপুণ্যে বহ্নিদেবের ভার্য্যা হইয়াছেন। ৩১—৫০। তিনি পরম পবিত্ররূপিণী, দেবগণ এবং মনুষ্যগণের বন্দনীয়া। তাঁহার নাম উচ্চারণমাত্রে মানবগণ মহাপাতকরাশি হইতে মুক্তি লাভ করে। সুশীলানাম্নী শ্রীমতীর পূর্ব্বকালীন সখী শ্রীরাধিকার অগ্রে শ্রীরাধামোহনের দক্ষিণ ক্রোড়ে উপবেশন করিয়াছিলেন; সুশীলা, কৃষ্ণপ্রাণেশ্বরী শ্রীরাধিকার শাপে গোলোক হইতে ভূলোকে আগমন করত শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনপুণ্যে দক্ষিণারূপে বিখ্যাতা হইলেন। প্রিয়তমা রতিবিষয়ে দক্ষা সকল কর্ম্মে প্রশস্তা সুশীলা,—প্রাণনাথ রাধিকা-নাথের দক্ষিণ অঙ্গে উপবেশনহেতু দক্ষিণানামে বিখ্যাতা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া গোপী শ্রীমতী শাপের পূর্ব্বে ভর্ত্তার ইচ্ছাহেতু কর্ম্মিগণের কর্ম্মপূরণার্থে স্বধা স্বাহা এবং দক্ষিণারূপে বিখ্যাতা হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা এই প্রকার বলিয়া নিজ সভায় অবস্থিত হইলেন। তখন সেই স্থানে স্বধাদেবী আবির্ভূতা হইলেন। তদনন্তর পিতামহ পিতৃগণকে কমলবদনা সেই কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তাঁহারাও স্বধাকে লাভ করত আনন্দিতচিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। যে ব্যক্তি

শুদ্ধ হইয়া একচিত্তে স্বধার এই স্তব শ্রবণ করে, তাহার সর্ব্বতীর্থস্নান এবং সর্ব্ববেদপাঠের ফল লাভ হয়। ৪১—৪৮।

প্রকৃতিখণ্ডে একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

মহর্ষি নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! স্বাহা এবং স্বধার উপাখ্যান বর্ণন করিলাম; সম্প্রতি গোলোকে শ্রীহরির প্রিয়তমা সুশীলা গোপীর উপাখ্যান বলিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর। ধন্যা, মান্যা, মনোহারিণী, অতিশয় সুন্দরী, রামা, সুন্দরদন্তপংক্তি-শোভিতা, সাধ্বী, বিদ্যাগুণরূপবতী, নানা প্রকার রতি-কলাভিজ্ঞা, কোমলাঙ্গী, কমনীয়া, কমলনয়না, সুন্দর-নিতম্ববিরাজিতা, সুস্তনী, শ্যামা, ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা, প্রসন্নমুখী, রত্নভূষণে বিভূষিতা, শ্বেতবর্ণ চম্পকের ন্যায় শুভ্রবর্ণা, মৃগলোচনা, কামশাস্ত্রে সুনিপুণা, কামিনী, হংসগামিনী, কৃষ্ণভাবে অনুরক্তা, কৃষ্ণভাবাভিজ্ঞা, রাসেশ্বরের রাসলীলা-রসাভিজ্ঞা, রসিকা, শ্রীরাধার প্রধান সহচরী পক্ববিম্বোষ্ঠী, সুশীলা গোপী পূর্ব্বে শ্রীরাধিকার অগ্রে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ ক্রোড়ে উপবেশন করিয়াছিলেন। তখন ভবভয়বারণ ভগবান্ রাধার ভয়ে নতমুখ হইলেন; এবং ভগবান্ গোপীগণের মধ্যে উত্তমা, সর্ব্বোত্তমা, মানিনী, ক্রোধরক্তবদনা, রক্ত-কমলের ন্যায় রক্তবর্ণনয়না কোপকম্পিতাঙ্গী শ্রীরাধিকাকে ক্রোধে নিষ্ঠুর বাক্য বলিবার জন্য বেগে আগমন করিতে দর্শন করিয়া, তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন এবং বিরোধভয়ে অন্তর্হিত হইলেন। সুশীলা গোপী শান্তমূর্ত্তি সত্ত্বনিলয় সুন্দরাকৃতি ভগবান্‌কে ভয়ে পলায়ন করিতে দর্শন করিয়া ভয়ে কম্পমানা হইয়া অন্তর্ধান করিলেন। ১—১১। লক্ষকোটি গোপী শ্রীমতীর ক্রোধে সঙ্কট বিবেচনায় ভক্তিভয়-সহকারে কৃতাঞ্জলি হইয়া ভক্তিনম্র-মস্তকে "হে দেবি! রক্ষা করুন রক্ষা করুন" এই প্রকার বাক্য বারংবার বলিতে বলিতে তাঁহার চরণ পঙ্কজে শরণ গ্রহণ করিলেন। হে নারদ! শ্রীদামাদি তিনলক্ষকোটি গোপও ভয়ে তাঁহার চরণপঙ্কজ আশ্রয় করিলেন। পরমেশ্বরী রাধা জগৎকান্ত নিজ-কান্তের পলায়ন জানিয়া সহচরী সুশীলাকে শাপ দিলেন।—অদ্য হইতে সুশীলা গোপী যদি গোলোকে আগমন করে, তাহা হইলে আগমনমাত্রেই ভস্মসাৎ হইবে। এই প্রকার সুশীলাকে শাপ প্রদান করিয়া রাসেশ্বরী রাসমণ্ডলেই রাসবিহারীকে ক্রোধে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ১২—১৭। তখন সুব্রতা রাধা এই প্রকারে আহ্বান করিয়াও তাঁহার দর্শন না পাওয়ায় অদর্শন-বিরহে কিঞ্চিৎ কালকেও কোটি যুগ বিবেচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে কৃষ্ণ! হে প্রাণনাথ! এস; হে প্রাণ হইতে শতগুণ প্রিয়তম! হে প্রাণের অধিষ্ঠাতৃদেব! তোমার বিরহে প্রাণ যায়। পতির সমৃদ্ধি হেতু স্ত্রীজাতির প্রতিদিন গর্ব্ব বর্দ্ধিত হয়; সাধ্বী স্ত্রীগণ, বিভবের মূলস্বরূপ সেই স্বামীরই সর্ব্বদা সেবা করে, কুলকামিনীগণের পতিই পরমবন্ধু এবং দেবতাস্বরূপ; অধিক কি পতিব্রতা-গণের পতি ভিন্ন অন্য কোন উপায়ই নাই। পরম সম্পত্তি-স্বরূপ পতিই গতিদাতা মূর্ত্তিমান দেবতা। ধর্ম্ম, সুখ, সর্ব্বদা প্রীতি, নিরন্তর শান্তি, সম্মান এবং মানদাতা পতিই নারীগণের মান্য ও প্রণয়কোপের শান্তিকারক। সংসারে যে কিছু সারবস্তু আছে, তাহার মধ্যে বন্ধুগণের সৌহার্দ্দবর্দ্ধক পতিই সার; রমণীগণের—বন্ধুবর্গের মধ্যে ভর্ত্তা অপেক্ষা অন্য বন্ধু আর দৃষ্টিগোচর হয় না। ইনি—কামিনীগণের ভরণ-হেতু—ভর্ত্তা, পালনহেতু—পতি, শরীরের ঈশ্বর বলিয়া স্বামী, অভিলাষসাধক বলিয়া কান্ত, সুখ বর্দ্ধন করেন এই নিমিত্ত বন্ধু; প্রীতি-প্রদান হেতু পরমপ্রিয়, ঐশ্বর্য্য দান হেতু ঈশ, প্রাণের ঈশ্বর এই নিমিত্ত প্রাণনাথ, রতিদান হেতু রমণ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ হন; পতি হইতে প্রিয় আর কেহই নাই। এই প্রিয়ের শুক্র হইতে পুত্রের উৎপত্তি হেতু পুত্রও প্রিয় হয়। পতি, কুলকামিনীগণের সর্ব্বদাই শতপুত্র অপেক্ষাও প্রিয়তম হন। অসৎকুলপ্রসূতা নারী কান্তকে না জানিয়া অসৎপথ অবলম্বন করে। সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষা, পৃথিবী প্রদক্ষিণ, সকল প্রকার তপস্যা, সকল প্রকার ব্রত, সকল প্রকার মহাদান বিশ্বমণ্ডলে পুণ্য দিনে উপবাসাদি, গুরু বিপ্র এবং দেব-সেবা প্রভৃতি যত প্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য পুণ্য কর্ম্ম আছে, সেই সকল কর্ম্মই স্বামি-সেবার ষোড়শ কলার এক কলারও সমান নহে। ১৮—৩০। মনুষ্য-গণের যে প্রকার সকল গুরু অপেক্ষা বিদ্যাদাতা গুরু পূজ্য, সেই প্রকার কুলস্ত্রীগণেরও গুরু, বিপ্র এবং ইষ্টদেব প্রভৃতি সকল অপেক্ষা পতিই গুরুতর। আমি যাঁহার অনুগ্রহে গোপী হইয়া তিনলক্ষকোটি গোপের, অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডস্থিত অসংখ্য জীবগণের এবং গোলোক পর্য্যন্তেরও অধীশ্বর হইয়াছি, তাঁহাকেই চিনিতে পারিলাম না। অহো! স্ত্রীস্বভাব কি দুর্জ্ঞেয়!!

শ্রীরাধিকাদেবী কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া, এইরূপে খেদ করিতে করিতে ভক্তি-পূর্ব্বক তাঁহাকে ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সেই ধ্যানে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া, সেই স্থানে রাধাকৃষ্ণ বিলাস করিতে লাগিলেন। ৩১—৩৪। হে মুনে! অনন্তর সুশীলাদেবী গোলোক হইতে পতিতা হইয়া, বহুকাল তপস্যান্তে লক্ষ্মীর দেহে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর দেবগণ কৃচ্ছ্রসাধ্য যজ্ঞ করিয়াও তাহার ফল না পাওয়ায়, বিষণ্ণভাবে ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইলেন; বিধি দেবাদির অভিপ্রায় জানিয়া জগৎপতি হরিকে চিন্তাপূর্ব্বক ধ্যান করিলেন; তাঁহার অনুগ্রহ হইল। ভগবান্ নারায়ণ মহালক্ষ্মীর দেহ হইতে মনুষ্যগণের লক্ষ্মীস্বরূপিণী দক্ষিণাকে নিষ্ক্রম করাইয়া, ব্রহ্মাকে দান করিলেন। ব্রহ্মা সৎকর্ম্মসমূহের সম্পূর্ণতার জন্য দক্ষিণাকে যজ্ঞের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। যজ্ঞও বিধিবৎ দক্ষিণার পূজা করিয়া, আনন্দপূর্ব্বক লক্ষ্মীস্বরূপিণী দক্ষিণার স্তব করিয়াছিলেন। দক্ষিণার বর্ণ শুদ্ধ স্বর্ণের সমান, কোটিকলানিধির ন্যায় অঙ্গকান্তি। সুন্দরী অতিশয় কমনীয়া, সেই মনোহারিণীর বদন প্রফুল্ল কমলসদৃশ। কমলাদেবীর অঙ্গসম্ভূতা পদ্মযোনির পূজনীয়া কমলবিশালনয়না সেই দেবীর অঙ্গ অতিশয় কোমল, তিনি বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন। সেই সতীর সুপক্ক বিম্বফলসদৃশ-ওষ্ঠ-শোভিত মুখে সুন্দর দন্তপংক্তি শোভা পাইতেছে। তিনি মালতীমালা-মণ্ডিত কবরীপাশ মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। প্রসন্নবদনে ঈষৎ হাস্য করিতেছেন; রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া সুন্দরবেশে সুন্দর জলে স্নান করত নিয়তচিত্ত মুনিগণের মন মোহিত করিতেছেন। কস্তূরী-বিন্দুর সহিত সুগন্ধ চন্দন তাঁহার অঙ্গে বিলেপিত। তাঁহার অলকাগুচ্ছের অধঃপ্রদেশ সিন্দুরবিন্দুদ্বারা অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছে। বৃহৎ শ্রোণি এবং পয়োধরের ভারে প্রশস্ত নিতম্বদেশ নত হইয়াছে; কামদেবের আধারস্বরূপিণী কামবাণে ব্যথিতা দক্ষিণাকে দর্শন করত যজ্ঞ মূর্চ্ছিত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রবোধিত করিলে, তিনি দক্ষিণার পাণি গ্রহণ করিলেন। ৩৫—৪৬। যজ্ঞ, নির্জ্জন কাননে সেই রমণীয়া রামার সহিত দৈব পরিমাণে শত বৎসর পরমানন্দে রমণ করিলেন। তদনন্তর দক্ষিণা যজ্ঞের বীর্য্যে দ্বাদশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত গর্ভ ধারণ করিলেন; তদনন্তর কর্ম্মসমূহের ফলরূপ পুত্র প্রসব করিলেন। দক্ষিণা সৎকর্ম্মসমূহের ফলদায়িনী এবং কর্ম্ম পরিপূর্ণ হইলে, তাঁহার পুত্র ফলদায়ক হন। বেদজ্ঞগণ বলেন, কর্ম্মী সকল, যজ্ঞ, দক্ষিণা এবং তৎপুত্র—ফল দ্বারা, প্রারোপিত কর্ম্মসমূহের ফল লাভ করে। হে নারদ! যজ্ঞ, এবং দক্ষিণা ফলরূপী পুত্র লাভ করত কর্ম্ম সকলের ফল প্রদান করিতে লাগিলেন। সেই কালে দেবগণ পরিপূর্ণমনোরথ হইয়া আনন্দিতচিত্তে স্বস্থানে গমন করিলেন। হে নারদ! ধর্ম্মের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়াছি। ৪৭—৫২। মুনে! বেদে কথিত আছে, কর্ত্তা কর্ম্ম করিয়া তৎক্ষণেই দক্ষিণা দান করিবে এবং শীঘ্র দক্ষিণা দান করিলে, সেই কালেই কর্ম্মফল লাভ করিবে। কর্ম্মী ব্যক্তি, যদি কর্ম্ম পূর্ণ হইলে, দৈববশতই হউক অথবা ভ্রমেই হউক, ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান না করে, তবে মুহূর্ত্তকাল অতীত হইলে, নির্দ্দিষ্ট দক্ষিণা হইতে দ্বিগুণ দান করিতে হয়। এক রাত্রি অতীত হইলে, চতুর্গুণ, ত্রিরাত্র অতীত হইলে, দশগুণ, সপ্তাহ অতীত হইলে, বিংশতিগুণ অধিক দক্ষিণা দান করিতে হয়। একমাস অতীত হইলে লক্ষগুণ এবং সংবৎসর অতীত হইলে তিনকোটিগুণ অধিক দক্ষিণা ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়; নতুবা যজমানের অনুষ্ঠিত সেই কর্ম্ম সমূহ নিষ্ফল হয়। সেই ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব-অপহরণকারী, অশুচি হইয়া থাকে এবং কোন কর্ম্মে তাহার অধিকার থাকে না। সেই ব্যক্তি উক্ত পাপে পাতকী দরিদ্র এবং ব্যাধিযুক্ত হয়। লক্ষ্মীদেবী তাহাকে দারুণ শাপ দিয়া তাহার গৃহ হইতে পলায়ন করেন। পিতৃগণ তদ্দত্ত শ্রাদ্ধতর্পণাদি গ্রহণ করেন না। দেবগণ, তাহার পূজা এবং অগ্নিদেব, তাহার আহুতি গ্রহণ করেন না। দাতা সেই ব্যক্তিকে দান করে না। ভিক্ষুক তাহার নিকট প্রার্থনা করে না। ব্রহ্মস্বহারী এবং দক্ষিণাবঞ্চক এই উভয় ব্যক্তিই ছিন্নরজ্জু ঘটের ন্যায় অধোগামী হয়; যাজক দক্ষিণাপ্রার্থনা করিলেও যজমান, যদি দান না করে, তাহা হইলে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মস্বহরণ জন্য পাপের ফলভোগী হইয়া, নিশ্চয় কুম্ভীপাক নরকে গমন করে। সেই স্থানে যমদূতগণের বিষম প্রহারে ব্যথিত হইয়া লক্ষ বৎসর নিবাস করে; তদনন্তর ব্যাধিযুক্ত দরিদ্র হইয়া চণ্ডাল জাতিতে জন্মলাভ করে। সে পূর্ব্বের সপ্তজন্মের সপ্ত সপ্ত পুরুষকে অধঃপাতিত করে। এই তোমার প্রশ্ন সকলের উত্তর প্রদান করিলাম। অনন্তর কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়? নারদ কহিলেন, যে সকল কর্ম্মের দক্ষিণা প্রদত্ত না হয়, সেই কর্ম্ম সকলের ফল কাহার ভোগ্য হয় এবং যজ্ঞ কোন্ বিধিতে দক্ষিণার পূজা করিয়াছিলেন,—এই বিষয় বিশদরূপে আমার নিকটে বর্ণন

করুন। ৫৩—৬৪। নারায়ণ বলিলেন,—ব্রহ্মতনয়! দক্ষিণাশূন্য কর্ম্মের ফল অপ্রসিদ্ধ, দক্ষিণাযুক্ত কর্ম্মের ফলই কর্ম্মিগণ অনুভব করে। বামনদেব, দক্ষিণাশূন্য কর্ম্ম সকলের সামগ্রীসমূহ বলিরাজের ভোগ্যদ্রব্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। অশ্রোত্রিয়-অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধের দ্রব্যসমূহ অনাদরপূর্ব্বক দান, শূদ্রাণী-সঙ্গমকারী ব্রাহ্মণের পূজা দ্রব্য এবং গুরুত্যাগীর কর্ম্ম প্রভৃতিরও ফল দৈত্যরাজ বলি ভোগ করেন। কাণ্ব-শাখোক্ত দক্ষিণার ধ্যান স্তব এবং পূজাবিধি প্রভৃতি বলিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর। পূর্ব্বে যজ্ঞ, কর্ম্মকাণ্ডে প্রশস্তা দক্ষিণাকে লাভ করত তাঁহার অসীম সৌন্দর্য্যে সম্মোহিত হইয়া, স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন;—হে প্রিয়ে! তুমি পূর্ব্বে গোপীগণের মধ্যে প্রধানা সর্ব্ব প্রধানা শ্রীরাধার সখী এবং গোলোকমধ্যে রাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা ছিলে। কার্ত্তিকমাসের পূর্ণিমা তিথিতে রাসেশ্বরী শ্রীমতীর রাসমহোৎসবে পুণ্ডরী-কাক্ষের দক্ষিণ অঙ্গ হইতে তোমার উৎপত্তি হওয়ায়, দক্ষিণা নাম লাভ করিয়াছ। পূর্ব্বে সুন্দর স্বভাবহেতু তোমার নাম সুশীলা ছিল; শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ অঙ্গে উপবেশনহেতু সাপত্ন্যরোষে রুষ্টা শ্রীরাধার শাপে দক্ষিণা নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছ। হে প্রিয়তমে! গোলোক হইতে শুভাদৃষ্টক্রমে আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছ। অদ্য আমার প্রতি প্রসন্না হও। আমাকে স্বামিরূপে স্বীকার কর। দেবি! কর্ম্মী ব্যক্তিগণের প্রারীপ্সিত কর্ম্মসমূহের তুমিই ফলদায়িনী। তোমা-ভিন্ন সকল কর্ম্মই বিফল। যেমন পৃথিবীমণ্ডলে বৃক্ষ সকল, ফল-শাখা-বিহীন হইলে শোভাশূন্য হয়; সেই প্রকার কর্ম্মি-সমূহেরও কর্ম্ম সকল তোমা ভিন্ন শোভা পায় না। অধিক কি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণও তোমাভিন্ন কর্ম্মসমূহের ফলদানে সমর্থ হন না। ব্রহ্মা কর্ম্মরূপী, মহাদেব ফলরূপী এবং আমি যজ্ঞেশ্বরস্বরূপ যজ্ঞ; তুমি ইহাদের সার-স্বরূপিণী। পরমব্রহ্ম নির্গুণ প্রকৃতি হইতে পৃথক্ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তোমা ব্যতিরেকে ফলদানে সমর্থ নহেন। হে প্রিয়ে বরাননে! জন্মে জন্মে তুমিই আমার শক্তি; তোমার সহিত আমি অনুষ্ঠিত হইয়া, সকল কর্ম্মই সুসম্পন্ন করিতে পারি। যজ্ঞের অধিষ্ঠাতৃদেব এই প্রকার বাক্য বলিয়া দক্ষিণার সম্মুখে অবস্থিত হইলেন। কমলার কলাস্বরূপিণী দক্ষিণাদেবী তাঁহার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়াছিলেন। উক্ত দক্ষিণাস্তব যে ব্যক্তি যজ্ঞকালে পাঠ করে, নিশ্চয় তাহার সর্ব্ব-যজ্ঞের ফল লাভ হয়। রাজসূয়, বাজপেয়, গোমেধ, নরমেধ, অশ্বমেধ, লাঙ্গলযজ্ঞ, যশস্কর বিষ্ণুযজ্ঞ, ধনদান-প্রতিপাদ্য যজ্ঞ, ভূমিদানপ্রতিপাদ্য যজ্ঞ, ফল্গুযজ্ঞ, পুত্রেষ্টি, গজমেধ, লৌহযজ্ঞ, স্বর্ণযজ্ঞ, পাটলিব্যাধিখণ্ডন-যজ্ঞ, শিবযজ্ঞ, রুদ্রযজ্ঞ, শক্রযজ্ঞ, বন্ধুযজ্ঞ, ইষ্টিযাগ, বরুণযাগ, কন্দুকযাগ, বৈরিমর্দ্দন যাগ, শুচি যাগ, ধর্ম্ম-যাগ, রেচনযাগ, পাপমোচন যাগ, বন্ধন যাগ, কর্ম্মযাগ, মণিযাগ, সুভদ্রযাগ প্রভৃতি সকল প্রকার যজ্ঞের প্রারম্ভ সময়ে যে ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহার সেই আরব্ধ কর্ম্ম, অঙ্গের সহিত নিশ্চয় নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়। ৬৫—৮৮।

প্রকৃতিখণ্ডে দক্ষিণাস্তোত্র সমাপ্ত।

হে নারদ! সুবুদ্ধি ব্যক্তি পূজাবিধি ধ্যান এবং উক্ত স্তোত্রদ্বারা শালগ্রামশিলায় কিংবা ঘটে দক্ষিণার পূজা করিবে। লক্ষ্মীদেবীর দক্ষিণ-অঙ্গ-সমুৎপন্না এবং তাঁহার অংশস্বরূপা সকল কর্ম্মে প্রশস্তা সকল কর্ম্মের ফলদায়িনী বিষ্ণুর শক্তিস্বরূপিণী শুভদায়িনী সুশীলা দক্ষিণাদেবীর উপাসনা করি। সুবুদ্ধিব্যক্তি এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পূজা করিবে। নারদ! পণ্ডিতগণ "ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ দক্ষিণায়ৈ স্বাহা" বেদোক্ত এই মন্ত্রে পাদ্যাদি প্রদান করত সর্ব্বপূজিতা দেবীকে বিধিপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে পূজা করিবে। এই প্রকার দক্ষিণার উপাখ্যান সকল বর্ণন করিলাম; যে ব্যক্তি যে কোন কর্ম্মেই হউক সুখকর সন্তোষজনক সকল কর্ম্মের ফলদায়ক এই দক্ষিণো-পাখ্যান সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করে, ভূলোকে সেই ব্যক্তির সেই কর্ম্ম অঙ্গহীন হয় না। অপুত্রক ব্যক্তি শ্রবণ করিলে নিশ্চয় গুণবান্ পুত্র লাভ করে। ভার্য্যা-হীন ব্যক্তি, শ্রবণ করিলে সুশীলা পরমা-সুন্দরী বরারোহা পুত্রবতী বিনয়যুক্তা প্রিয়বাদিনী পতিব্রতা সুব্রতা শুদ্ধা এবং উত্তমকুলপ্রসূত পত্নী লাভ করে এবং মূর্খব্যক্তি—বিদ্যা, দরিদ্রব্যক্তি, ধন, ভূমিহীন মনুষ্য—সর্ব্বভূমির আধিপত্য এবং প্রজাহীন ব্যক্তি, প্রজা লাভ করে। সঙ্কট, বন্ধুবিচ্ছেদ, বিপদ্ এবং বন্ধনগ্রস্ত ব্যক্তি একমাসকাল পর্য্যন্ত দক্ষিণার উপা-খ্যান শ্রবণ করিলে ঘোর বিপদ্ হইতে নিশ্চয় মুক্তি লাভ করে। ৮৯—৯৯।

প্রকৃতিখণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন। হে বেদবিদ্বর! অনেক দেবীগণের উত্তম উপাখ্যান শ্রুত হইলাম। সম্প্রতি এতদ্ভিন্ন অন্য দেবীর চরিত্র বর্ণন করুন। নারায়ণ বলিলেন, হে দেবর্ষে! সকল দেবীগণের চরিত্র বেদে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে তোমার প্রশ্নানুসারে পূর্ব্বোক্ত কয় জনের চরিত্র কহিয়াছি, অনন্তর যাঁহার চরিত্রশ্রবণে ইচ্ছা হয়, তাহা আমার নিকটে প্রশ্ন কর। নারদ বলিলেন, ষষ্ঠী মঙ্গলচণ্ডী এবং মনসা প্রভৃতি প্রকৃতির কলা দেবীগণের নামের অর্থ এবং চরিত্র বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। নারায়ণ বলিলেন, বালকগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বালকদায়িনী বিষ্ণুমায়া প্রকৃতির ষষ্ঠকলা, এই জন্য ষষ্ঠী নামে কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। কার্ত্তিকের প্রাণাধিকা প্রিয়তমা পত্নী সুব্রতা এবং পতিব্রতা ষষ্ঠীদেবী—ষোড়শমাতৃকার মধ্যে দেবসেনা নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন, ষষ্ঠীদেবী মাতার ন্যায় সর্ব্বদা বালকগণের পরমায়ুর্বর্দ্ধনে যত্নবতী। যোগে সিদ্ধিস্বরূপা সেই দেবী নিরন্তর শিশুসকলের সমীপে অবস্থান করেন। হে ব্রহ্মতনয়! তাঁহার পূজাবিধির প্রসঙ্গে এক ইতিহাস বর্ণন করিতেছি। সুখদায়ক পুত্রপ্রদ এই ইতিহাস ধর্ম্মমুখে শ্রুত হইয়াছি। ১—৮। স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতনামক রাজা ছিলেন। সর্ব্বদা তপস্যাপরায়ণ যোগীন্দ্র প্রিয়ব্রত ভূপতি, প্রথমতঃ দারপরিগ্রহ করেন নাই। মুনে! পরে তিনি ব্রহ্মার আজ্ঞায় পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু বিবাহের বহুদিন অতীত হইলেও পুত্রসম্পদ্ লাভ করিলেন না। কশ্যপ মুনি, প্রিয়ব্রত রাজাকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং যজ্ঞশেষে রজস্বলা রাজমহিষীকে চরু প্রদান করিয়াছিলেন। চরু ভোজনমাত্রেই গর্ভ উৎপন্ন হইল, রাজমহিষী দৈবপরিমাণে দ্বাদশ বৎসর সেই গর্ভ ধারণ করিলেন। হে ব্রহ্মন্! তদনন্তর রাজমহিষী কনককান্তি সর্ব্বসল্লক্ষণ-সম্পন্ন মৃত পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পুত্রের নয়ন হইতে তারা বহির্গত হইয়াছে, তজ্জন্য বন্ধুবান্ধব পত্নী প্রভৃতি স্ত্রী সকলেই সেই বালককে দর্শন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সুব্রতা রাজমহিষী পুত্রের সেই অবস্থা দর্শন করিয়া শোকে মূর্চ্ছাপন্না হইলেন। মুনে! রাজা পুত্রকে গ্রহণ করিয়া শ্মশানে গমন করিলেন এবং পুত্রকে বক্ষে নিক্ষেপ করিয়া গহন বনে রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা মৃত পুত্রকে কোন প্রকারে ত্যাগ না করিয়া মরণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং দারুণ পুত্র-শোকে দিব্য জ্ঞান বিস্মৃত হইলেন। ইতিমধ্যে সেই গহন কাননে শুভ্রস্ফটিকবর্ণ বহুমূল্যরত্নবিনির্ম্মিত, ক্ষৌমঃ-পুঞ্জে সর্ব্বদা জাজ্বল্যমান তূরঙ্গমে শোভিত নানা প্রকার চিত্রে বিচিত্রিত এবং পুষ্পমালাদ্বারা অলঙ্কৃত এক রথ দর্শন করিলেন। রাজা সেই রথমধ্যে কমনীয়া মনোহারিণী শ্বেতচম্পকের ন্যায় শুভ্রবর্ণা, নিরন্তর স্থিরযৌবনা, মন্দ মন্দ হাস্যহেতু প্রসন্নবদনারবিন্দা, রত্নভূষণে বিভূষিতা, দয়াময়ী ভক্তানুগ্রহ-পরায়ণা, দেবীকে দর্শনপূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া পরমাদরে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বালককে ভূমিতে রাখিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। হে নারদ! রাজা সেই গ্রীষ্মকালীন মার্ত্তণ্ডসদৃশ প্রচণ্ডকান্তি তেজোরাশিসমুজ্জ্বল স্কন্দপ্রিয়া দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বরারোহে! আপনি কি নিমিত্ত এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন? হে সুব্রতে! সুশোভনে আপনি কাহার কামিনী এবং স্ত্রীগণের মধ্যে ধন্যা মান্যা—আপনি কাহার ঔরসজাতা কন্যা? ৯—২২। জগতের মঙ্গলদায়িনী দেবগণের রক্ষাবিধায়িনী সেই দেবসেনা (উক্ত দেবী বিপুল দৈত্যগণের বাহুবলে পীড়িত দেবগণের সেনা হইয়া তাঁহাদিগের বিজয়-সাধন করায় দেবসেনা নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন) নরদেবের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন; —হে পৃথিবীপতে! আমি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্না ঈশ্বররূপিণী দেবসেনা। বিধাতা আমাকে মন হইতে সৃষ্টি করিয়া কার্ত্তিককে সম্প্রদান করিয়াছেন। আমি ষোড়শমাতৃকামধ্যে স্কন্দপত্নী সুব্রতা দেবসেনা নামে এক মাতৃকা। জগতে ষষ্ঠী বলিয়া আমার একটী নামান্তর আছে। আমি পুত্রহীন মনুষ্যকে পুত্র প্রদান করি, প্রিয়বিহীন ব্যক্তিকে প্রিয় দান করি, দরিদ্রকে ধন এবং কর্ম্মহীন ব্যক্তিকে শুভ কর্ম্ম দান করি। কর্ম্মবশে জীবগণ—সুখ দুঃখ ভয় শোক হর্ষ মঙ্গল সম্পদ্ বিপদ্ প্রভৃতি অনুভব করে। কর্ম্মবশে কন্দর্পবৎ কান্তিশালিনী কামিনীগণের কান্তও ভার্য্যাহীন হয়। কর্ম্মদোষে গুণবান্ পুত্রগণের পিতাও বংশহীন হয়। কর্ম্মবশে অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বরও নিঃস্ব হয়। স্বীয় কর্ম্মবশে অতিশয় রূপবান্‌ও কুরূপ হয়। কর্ম্মবশে মৃতপুত্র এবং কর্ম্মবশে দীর্ঘজীবী পুত্র লাভ করে। কর্ম্মবশে গুণবান্ পুত্রলাভ করে এবং কর্ম্ম দোষে অঙ্গহীন পুত্রও লাভ করে। হে নৃপবর! অতএব সকল বেদে কর্ম্মের প্রাধান্যই বর্ণিত হইয়াছে—শ্রুত হই-

যাছি। ভগবান্ হরিও কর্ম্মস্বরূপী এবং কর্ম্মানুসারে ফল প্রদান করেন। ২৩—৩২। হে নারদ! দেবী দেবসেনা এই প্রকার বাক্য বলিয়া বালককে গ্রহণ করত মহাজ্ঞানবলে অবলীলাক্রমে শীঘ্রই জীবিত করিলেন। রাজা আকাশপথে নির্নিমেষ-নয়নে দেখিলেন, কনককান্তি সেই কুমার মন্দ মন্দ হাস্য করিতেছে। দেবী বালক গ্রহণ করত গগনপথে গমনের উদ্যম করিলেন। তখন ভয়ে রাজার ওষ্ঠ ও কণ্ঠ শুষ্ক হইল; তিনি পুনর্ব্বার স্তব করিতে লাগিলেন। নারদ! দেবী দেবসেনা রাজার স্তবে সন্তুষ্টা হইলেন এবং বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড তাঁহার নিকটে বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন;—হে স্বায়ম্ভুবমনুপুত্র! রাজন্! ত্রিলোকে তোমার আধিপত্য; অতএব স্বয়ং আমার পূজা করত স্বীয় সাম্রাজ্যে ইহা প্রচার করিবে। তদনন্তর এই সুব্রতনামক কুমার তোমার কুলকমল-স্বরূপ মনোহর গুণবান ও পণ্ডিত হইবে। এই পুত্র জাতিস্মর, যোগিগণের প্রধান, নারায়ণ-পরায়ণ, ব্রতাবলম্বী এবং শত যজ্ঞ করিয়া ক্ষত্রিয়গণের বন্দনীয় হইবেন। মঙ্গলাধার মহাবলশালী সুব্রত, একাই লক্ষ মত্ত মাতঙ্গের বল ধারণ করিবেন। মঙ্গলময় ধনুর্দ্ধারী, গুণবান্, পবিত্র, পণ্ডিতগণের প্রিয়পাত্র, যোগী, জ্ঞানী, সিদ্ধস্বরূপ, তপস্বী এবং যশস্বী এই পুত্র, দান করিয়া সকল সম্পত্তি শেষ করিবেন। এই বাক্য বলিয়া দেবী রাজাকে সেই পুত্র প্রদান করিলেন। রাজাও তাঁহার পূজাপ্রচারের অঙ্গীকার করিলেন। দেবী দেবসেনা তাঁহাকে শুভ বর প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। রাজা আনন্দিতচিত্তে নিজপুরে আগমন করত পুত্রের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন এবং পূজা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর পরিমাণে ধন দান করিলেন। রাজাও প্রতিমাসের শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠীতিথিতে মহামহোৎসবে সকল নগরে ষষ্ঠীদেবীর পূজায় যত্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ভূমিষ্ঠ বালকগণের কল্যাণ-কামনায় ষষ্ঠ এবং একবিংশতি দিনে যত্নপূর্ব্বক ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিতে আদেশ করিলেন। বালকগণের শুভকর কার্য্যে —শুভ অন্নপ্রাশন প্রভৃতি উপলক্ষে সর্ব্বত্র ষষ্ঠীপূজার আদেশ করিলেন এবং স্বয়ংও করিতে লাগিলেন। হে সুব্রত নারদ! যে কৌথুমোক্ত প্রবন্ধ ধর্ম্মমুখে শ্রুত হইয়াছি তদনুসারে ধ্যান পূজাবিধি এবং স্তব বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ৩৩—৪৮। হে মুনে! বিজ্ঞ ব্যক্তি শালগ্রামশিলায় ঘটে অথবা বটবৃক্ষের মূলে কিংবা ভিত্তিতে পুত্তলিকা চিত্রিত করিয়া ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিবে। প্রকৃতির ষষ্ঠাংশরূপিণী পবিত্রা, সুপ্রতিষ্ঠা, সুব্রতা, সুপুত্রদায়িনী, শুভদায়িনী, দয়াময়ী, জগজ্জননী, শ্বেতচম্পকবর্ণা, রত্নভূষণে বিভূষিতা এবং পরমপবিত্রা দেবসেনার উপাসনা করি। বিজ্ঞ ব্যক্তি এই প্রকারে ধ্যান করিয়া নিজ মস্তকে পুষ্প প্রদান করিবে, এবং পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া মূল মন্ত্রউচ্চারণ পূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, দীপ, নানাপ্রকার নৈবেদ্য এবং সুস্বাদু ফল-দ্বারা ষষ্ঠী দেবীর পূজা করিবে। মন্ত্র যথা, "ওঁ হ্রীং ষষ্ঠীদেব্যৈ স্বাহা" এই অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিবে। তদনন্তর ধন, পুত্র এবং সর্ব্বসিদ্ধিদায়ী সামবেদোক্ত স্তোত্রে শুদ্ধচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিবে। হে মুনে! ব্রহ্মা বলিয়াছেন, এই মন্ত্র প্রধান অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র—যে ব্যক্তি লক্ষবার জপ করে, নিশ্চয় সে সর্ব্বগুণান্বিত পুত্রের পিতা হয়। হে নারদ! হে মুনিবর! সকল ব্যক্তিরই শুভকর, সকলের বাঞ্ছাপূরক বেদেও গুপ্ত স্তব শ্রবণ কর প্রিয়ব্রত রাজাও এই স্তোত্রে স্তব করিয়াছিলেন। ৪৯—৫৭। হে মহাদেবি! দেবদেবি! ষষ্ঠীদেবি! তুমি সকল কার্য্যের সিদ্ধিবিধায়িনী শান্তিস্বরূপিণী তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সর্ব্বশুভদায়িনী, তোমার বরে অপুত্রক ব্যক্তিও গুণবান্ পুত্র লাভ করে এবং তোমার অনুগ্রহে ধন, সুখ ও মোক্ষ লাভ হয়। হে ষষ্ঠীদেবি! অতএব তোমাকে প্রণাম করি। ষষ্ঠীদেবি! তুমি প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ-স্বরূপিণী হে সিদ্ধে! তুমি নিজ মায়াবলে সকলের কার্য্য সাধন কর, হে যোগিনি! তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বকার্য্যসাধিকে! তুমি জগতের সারস্বরূপিণী হইয়া সার বস্তু প্রদান কর। অতএব হে ষষ্ঠীদেবি! তোমাকে নমস্কার করি। হে কল্যাণদায়িনি! তুমি কল্যাণকর কর্ম্মসমূহের ফলদায়িনী। হে ষষ্ঠীদেবি! তুমি বালকগণের বিঘ্ন বিনাশ কর, তোমাকে প্রণাম করিতেছি। হে কার্ত্তিককান্তে! তুমি কর্ম্মিগণের সকল কর্ম্মেই পূজনীয়া। হে ষষ্ঠীদেবি! তোমার উপাসকগণ তোমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করত পবিত্রতা লাভ করে, তোমাকে নমস্কার। হে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণি! তুমি দেবগণকে সর্ব্বদা রক্ষা কর। হে ষষ্ঠী-দেবি! মনুষ্যগণ তোমার বন্দনা করে। আমিও ভক্তিপূর্ব্বক তোমাকে প্রণাম করিতেছি। হে দেবদেবি ষষ্ঠীদেবি! হিংসা ক্রোধ প্রভৃতি কুৎসিৎ ধর্ম্ম তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তোমার চরণে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণত হইতেছি। আমাকে ধন, প্রিয়া, পুত্র, ধর্ম্ম, যশ, দান কর। হে ষষ্ঠী-দেবি! তোমাকে

নমস্কার করিতেছি। হে পূজ্যে! আমাকে রাজ্য প্রজা এবং বিদ্যা প্রদান কর। হে ষষ্ঠীদেবি! আমাকে কল্যাণ এবং জয় দান করুন, আপনাকে নমস্কার করি। প্রিয়ব্রতরাজ এই প্রকারে ষষ্ঠীদেবীর স্তব করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে যশস্বী এবং ভূপতিকুল-তিলক পুত্র লাভ করিলেন। হে ব্রহ্মপুত্র! অপুত্রক ব্যক্তি, যদ্যপি এই স্তব সংবৎসর কাল শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি দীর্ঘজীবী গুণবান্ পুত্র লাভ করে। জন্মবন্ধ্যা নারী যদি নিয়মপূর্ব্বক এক বৎসরকাল এই স্তব শ্রবণ করে, তাহা হইলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করত অপূর্ব্ব পুত্র প্রসব করে। কাকবন্ধ্যা নারী যদি এক বৎসরকাল এই স্তব শ্রবণ করে এবং মৃতপুত্রা নারী যদি উক্ত নিয়মে এই স্তব শ্রবণ করে, তাহা হইলে সে ষষ্ঠীদেবীর অনুগ্রহে বীরবর, গুণবান্, বিদ্বান, যশস্বী এবং সুদীর্ঘজীবী পুত্র প্রসব করে। বালক ব্যাধিগ্রস্ত হইলে পিতা-মাতা যদ্যপি একমাস এই স্তব শ্রবণ করে, তাহা হইলে ষষ্ঠীদেবীর অনুগ্রহে পুত্র ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করে। ৫৮—৭৩।

প্রকৃতিখণ্ডে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, ব্রহ্মতনয়! শাস্ত্রানুসারে ষষ্ঠীর উপাখ্যান বর্ণন করিলাম। মঙ্গলচণ্ডী দেবীর উপাখ্যান শ্রবণ কর। মঙ্গলচণ্ডী দেবীর পূজাদি যে বিষয়ে ধর্ম্মমুখে শ্রুত হইয়াছি, বেদবিহিত, সকল বিদ্বান্‌গণের অভিলষিত, সেই বিষয় বর্ণন করিতেছি। দক্ষ-অর্থে চণ্ডী এবং কল্যাণ অর্থে মঙ্গল; মঙ্গলকর বস্তুর মধ্যে দক্ষা বলিয়া তিনি মঙ্গলচণ্ডী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। পূজ্যাগণের মধ্যে পরিগণিত হওয়ায় চণ্ডী এবং মহীপুত্র মঙ্গলের আরাধ্যা এই হেতুই বা মঙ্গলচণ্ডী নামে প্রসিদ্ধা হন। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর পতি মনুষ্যরাজ মঙ্গলের অভীষ্ট-দায়িনী এবং আরাধ্যা এই হেতু মঙ্গলচণ্ডী বলিয়া প্রসিদ্ধা হন। রূপারূপিণী দুর্গা দেবীর মূর্ত্তিভেদ মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরী মঙ্গলচণ্ডী, রমণীগণের প্রত্যক্ষ হইয়া অভীষ্ট ফল প্রদান করেন। পূর্ব্বে পরমেশ্বর বিষ্ণুকর্ত্তৃক প্রেরিত মহাদেব ত্রিপুর-বধের নিমিত্ত তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। হে ব্রহ্মকুমার! পূর্ব্বে অসুর-সমরে আকাশ হইতে বাহন নিপাতিত হইলে দুঃখিতচিত্ত মহাদেব বিষ্ণুর আদেশে দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন। দুর্গা দেবী সেইকালে মঙ্গলচণ্ডীরূপে প্রকটিত হন এবং মহাদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন। হে প্রভো! আপনার ভয় নাই. মহাদেবও তৎক্ষণে বৃষভবাহন প্রাপ্ত হইলেন। মঙ্গলচণ্ডী তখন আবার বলিলেন, হে বৃষভবাহন! আমি আপনার আদেশানুসারে শক্তিস্বরূপিণী হইব এবং পরমাত্মা বিষ্ণুও আপনার সাহায্য করিবেন। আমাদের আনুকূল্যে দেবগণের অধিকারনাশক শত্রুকে হনন করুন। দেবী এই বাক্য বলিয়া সেই স্থান হইতে অন্তর্হিতা হইলেন এবং শক্তিরূপে শম্ভুর সাহায্য করিতে লাগিলেন। হে মুনে! মহাদেবও বিষ্ণুদত্ত অস্ত্রদ্বারা সেই অসুরকে বধ করিলেন। সেই অসুর নিহত হইলে সকল দেবগণ এবং মহর্ষিগণ ভক্তিপূর্ব্বক নতমস্তকে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন এবং সহসাই মহাদেবের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইল। ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেবকে শুভাশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। মহাদেবও ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর উপদেশে স্নানদ্বারা শুদ্ধ হইয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, নানাপ্রকার পূজোপহার, পুষ্প, চন্দন, ভক্তিপূর্ব্বক দত্ত নানাপ্রকার নৈবেদ্য, ছাগ, মেষ, মহিষগণ প্রভৃতি পশু বলি, বস্ত্র, অলঙ্কার, মাল্য, পায়স, পিষ্টক, মধু, সুধা, নানাপ্রকার সুপক্ব ফল, সংকীর্ত্তন, বাদ্য, আনন্দপূর্ব্বক কৃষ্ণনামকীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা মঙ্গলচণ্ডী দেবীর পূজা করিয়াছিলেন এবং মধ্যন্দিনোক্ত মন্ত্রদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক ধ্যান করিয়াছিলেন। ১১—১৯। হে নারদ! মহাদেব মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দ্রব্যসমূহ প্রদান করিয়াছিলেন। "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ সর্ব্বপূজ্যে দেবি মঙ্গলচণ্ডি ঐঁ ক্রুঁ ফট্ স্বাহা" এই একবিংশাক্ষর মন্ত্র কল্পবৃক্ষের ন্যায় উপাসকদিগকে অভিলষিত ফল দান করে, মনুষ্যগণ দশ লক্ষবার জপ করিলেই সিদ্ধ-মন্ত্র হয়। যে ব্যক্তির মন্ত্র-সিদ্ধি হয়, সে সর্ব্ববাঞ্ছাসাধক বিষ্ণুরূপ হয়। হে নারদ! সর্ব্ববেদ-সম্মত তদীয় ধ্যান শ্রবণ কর। ২০—২২। যে দেবী সর্ব্বদা ষোড়শবর্ষীয়া, স্থিরযৌবনা, এবং সকল গুণের নিলয়স্বরূপা; যাঁহার অঙ্গ অতিশয় কোমল, মনোহর, শ্বেতবর্ণচম্পকসদৃশ; যাঁহার অঙ্গকান্তি কোটি কোটি পূর্ণচন্দ্রকে মলিন করে; যিনি বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র এবং বহুমূল্য রত্নভূষণে বিভূষিতা হইয়াছেন; যিনি মল্লিকামালামণ্ডিত কেশপাশ পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার শরদিন্দুসদৃশ বদনে বিম্বফলসদৃশ ওষ্ঠ এবং শুদ্ধ দন্তরাজি বিরাজমান; যাঁহার ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখমণ্ডলে নীলোৎপলসদৃশ নয়নযুগল শোভা পাইতেছে এবং যে জগদ্ধাত্রী জগজ্জনকে সকল সম্পদ্ প্রদান করিতে-

ছেন—ভয়ানক সংসাররূপ সাগরতরণের ভেলা স্বরূপিণী সেই পরমেশ্বরীর উপাসনা করি। ২৩—২৭। হে মুনে! মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যান বর্ণন করিলাম, সম্প্রতি স্তব শ্রবণ কর। মহাদেব শঙ্কটে পতিত হইয়া এই স্তবে মঙ্গলচণ্ডীর আরাধনা করিয়াছিলেন। হে জগজ্জননি! বিপদ্‌বারিণি! হর্ষ-মঙ্গলদায়িনি! দেবি! মঙ্গলচণ্ডিকে! কাতরকে রক্ষা কর, সঙ্কটগ্রস্তকে রক্ষা কর; তুমি হর্ষ এবং মঙ্গল দান কর এই নিমিত্ত তুমি হর্ষ-মঙ্গল-চণ্ডী বলিয়া বিখ্যাতা; শুভ এবং মঙ্গল-বিষয়ে নিপুণা বলিয়া শুভ-মঙ্গল-চণ্ডিকা নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছ। হে মঙ্গলে! মঙ্গলার্হে! সর্ব্ব-মঙ্গল-মঙ্গলে! সাধুগণের মঙ্গলদায়িনি! হে দেবি! তুমি সকলের মঙ্গল দান কর। হে মঙ্গলপদের অভীষ্টদেবি! মঙ্গলবারেই তোমার পূজা বিধেয় এবং মনুবংশাবতংস মঙ্গলরাজা নিরন্তর তোমার অর্চ্চনা করেন। হে মঙ্গলাধিষ্ঠাতৃদেবি! পৃথিবীতে যত প্রকার মঙ্গলকর বস্তু আছে, তুমি সেই সকলের স্বরূপা। সংসার-মঙ্গলসাধিকে! তুমি মঙ্গলশ্রেষ্ঠ মোক্ষ দান করিতে পার। হে মঙ্গলজনয়িত্রি! হে সারস্বরূপিণি! তুমি কর্ম্মের অগোচর এবং প্রতি মঙ্গলবারে পূজিতা হইয়া মঙ্গল প্রদান কর। ২৮—৩৪। মহাদেব এই স্তবে মঙ্গলচণ্ডীর সন্তোষসাধনের নিমিত্ত প্রতিমঙ্গলবারে পূজা করিতেন। যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত হইয়া মঙ্গল-চণ্ডীদেবীর স্তব শ্রবণ করে, তাহার নিরন্তর মঙ্গল হয় এবং অমঙ্গলসম্ভাবনা থাকে না। মহাদেব প্রথমতঃ মঙ্গলচণ্ডী দেবীর আরাধনা করেন, তদনন্তর দেবী মঙ্গলগ্রহকর্ত্তৃক পূজিতা হন, তৃতীয়বার মঙ্গলরাজা কর্ত্তৃক পূজিতা হন এবং চতুর্থবার মঙ্গলবারে রমণীগণ মঙ্গলচণ্ডী দেবীর পূজা করেন। বিশ্বেশ্বর মহাদেব-কর্ত্তৃক পূজিতা মঙ্গলচণ্ডীদেবী পঞ্চমবারে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি-মনুষ্যগণকর্ত্তৃক পূজিতা হন। হে মুনে! তদনন্তর মঙ্গলচণ্ডীদেবী ত্রিলোকে দেব, মুনি, মনু এবং মানব প্রভৃতির পূজিতা হইয়াছেন। যে ব্যক্তি, একাগ্রচিত্তে মঙ্গলচণ্ডী দেবীর মঙ্গল স্তব শ্রবণ কর তাহার পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে প্রতিদিন মঙ্গল বৃদ্ধি হয়। ৩৫—৪১।

প্রকৃতিখণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

হে নারদ! ষষ্ঠী এবং মঙ্গলচণ্ডীর উপাখ্যান বর্ণন করিলাম। সম্প্রতি ধর্ম্মমুখে শ্রুত মনসার উপাখ্যান বর্ণন করিতেছি—শ্রবণ কর। মনসা দেবী কশ্যপ ঋষির মন হইতে উৎপন্না এবং মনুষ্যগণের মনে ক্রীড়া করেন; এই জন্যই সেই ভগবতী মনসা নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। কিংবা তিনি মনে পরমেশ্বর পরমাত্মা হরির আরাধনা করিয়া মনসা নাম লাভ করিয়াছেন। যোগবলে মনে হরিধ্যান করিয়া মনসা নামে খ্যাতা হইয়াছেন। আত্মারামা বৈষ্ণবী মনসা দেবী তিনযুগ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের তপস্যাদ্বারা যোগবলে সিদ্ধা হইয়া-ছিলেন। পরমেশ্বর, গোপীনাথ জরৎকারু মুনির দেহ ক্ষীণ দর্শন করত মনসার নাম জরৎকারী সংস্থাপন করিয়াছিলেন; কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন এবং স্বয়ংও করিয়াছিলেন। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এবং ব্রহ্মলোকাদি সকল লোকে মনোহারিণী সুন্দরী এবং গৌরী এই নিমিত্ত মনসা জগৎগৌরী নামে বিখ্যাতা হইয়া পূজা লাভ করিতেছেন। মনসা দেবী শিবশিষ্যা, অতএব শৈবী নামে খ্যাতা হইয়া-ছেন। ১—৮। হে নারদ! তিনি অতিশয় বিষ্ণু-পরায়ণা, অতএব বৈষ্ণবী নামে কীর্ত্তিতা হন। জনমেজয় রাজার সর্পযজ্ঞে সহোদর নাগগণের জীবন রক্ষা করায় নাগেশ্বরী নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন। বিষ হরণ করিতে সমর্থা বলিয়া বিষহরী নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন। মহাদেবের নিকটে সিদ্ধিযোগ লাভ করায় সিদ্ধযোগিনী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। তাঁহার উৎকৃষ্ট জ্ঞান অতিশয় গোপ্য এবং তিনি মৃত মনুষ্য সঞ্জীবিত করিতে পারেন, এই নিমিত্ত মনস্বিগণ তাঁহাকে মহাজ্ঞানযুক্তা বলেন। পরম তপস্বী আস্তিক মুনির জননী, এই নিমিত্ত জগতে আস্তিকমাতা বলিয়া প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। তিনি মুনিশ্রেষ্ঠ জগৎ-পূজ্য মহাত্মা যোগিবর জরৎকারুর পত্নী এই নিমিত্ত জরৎ-কারুপ্রিয়া বলিয়া প্রসিদ্ধা। জরৎকারী, জগদ্গৌরী, মনসা, সিদ্ধযোগিনী, বৈষ্ণবী, নাগভগিনী, শৈবী, নাগেশ্বরী, জরৎকারুপ্রিয়া, আস্তিক-মাতা, বিষহরী এবং মহাজ্ঞানযুক্তা—বিশ্বপূজ্যা মনসা দেবীর পূজা-কালে এই দ্বাদশ নাম যে ব্যক্তি পাঠ করে, তাহার এবং তদ্বংশীয়ের সর্প হইতে ভয় হয় না। সর্পভয়-যুক্ত শয্যাতে, সর্পসেবিত মন্দিরে, সর্পদংশনে, বা সর্পকর্ত্তৃক শরীর বেষ্টিত হইলে যদ্যপি এই স্তব পাঠ করে, তাহা হইলে সে উক্ত সঙ্কটসমূহ হইতে মুক্তি লাভ করে। এই স্তব যে নিত্য আবৃত্তি করে, তাহার দর্শনমাত্রেই সর্পসমূহ পলায়ন করে। এই স্তোত্র দশলক্ষবার জপ করিলে সিদ্ধ হয়; সিদ্ধ-স্তোত্র ব্যক্তি বিষ ভক্ষণ করিতে পারে। মনুষ্য স্তোত্রের

মহাসিদ্ধিবলে নাগসমূহে ভূষিত হইয়া নাগবাহনে আরোহণ, নাগাসনে উপবেশন এবং নাগশয্যায় শয়ন করিতে সমর্থ হয়। ৯—২০।

প্রকৃতিখণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে মুনিবর! মনসাদেবীর পূজাবিধি, সামবেদোক্ত ধ্যান প্রভৃতি পূজার উপযোগী বিষয় শ্রবণ কর। যাহার বর্ণ শ্বেতচম্পকসদৃশ শুভ্র, অঙ্গে নানাপ্রকার বহুমূল্য সুবর্ণভূষণ শোভা পাইতেছে, পরিধানে বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র; যিনি নাগরূপ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন; যিনি মহাজ্ঞানযুক্তা এবং জ্ঞানিগণের প্রধানা, পতিব্রতা, সিদ্ধগণের অধিষ্ঠাতৃদেবী, সিদ্ধিরূপিণী এবং সিদ্ধিদায়িনী; তাঁহার উপাসনা করি। উক্তমন্ত্রে ধ্যান করত মূলমন্ত্রে নানাপ্রকার নৈবেদ্য ধূপ দীপ পুষ্প এবং অনুলেপনাদিদ্বারা পূজা করিবে। হে মুনে! ভক্তগণের অভীষ্টসাধক বেদোক্ত সুসিদ্ধ দ্বাদশাক্ষর মূলমন্ত্র কল্পতরু নামে প্রসিদ্ধ। 'ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রৌঁ (ক্লীঁ) ঐং মনসাদেব্যৈ স্বাহা' এই মন্ত্র মনুষ্যগণ পাঁচ লক্ষবার জপ করিলেই মন্ত্রসিদ্ধি হইবে। যাহার মন্ত্র-সিদ্ধি হয়, ধন্বন্তরিসদৃশ সেই ব্যক্তির পক্ষে হলাহল বিষ সুধাসদৃশ সুখকর হয়। হে মুনে! আষাঢ়ীয় সংক্রান্তির দিন যে ব্যক্তি সুহীবৃক্ষে দেবীর আবাহন করত ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করে এবং মনসা-পঞ্চমী দিনে যে ব্যক্তি নানা উপহারে দেবীর অর্চ্চনা করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় ধন পুত্র প্রভৃতি লাভ করে। ১—৯। হে মহাভাগ! পূজাবিধি বর্ণন করিলাম, সম্প্রতি তাঁহার আখ্যান ধর্ম্মমুখে যে প্রকার শ্রুত হইয়াছি, তাহা বর্ণন করিতেছি। পূর্ব্বে পৃথিবীমধ্যে অতিশয় সর্পভয় উপস্থিত হয়, যাহাকে একবার সর্পে দংশন করে, সে তৎক্ষণাৎ কালকবলে পতিত হয়। কশ্যপমুনি ভীত হইয়া প্রজাহিতের নিমিত্ত প্রজাপতি ব্রহ্মার আদেশ বেদোক্ত বীজঅনুসারে মন্ত্র সৃষ্টি করিলেন। মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসা ধ্যানকালে কশ্যপ মুনির মন হইতে উৎপন্না হওয়ায় মনসা নামে প্রসিদ্ধা হইলেন। কুমারী মনসা দেবী উৎপন্না হইয়া মহাদেবের সমীপে গমন করিলেন এবং কৈলাসপর্ব্বতে ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনা করত স্তব করিলেন। মুনিতনয়া মনসা দেবী দৈবপরিমাণে সহস্র বৎসর কাল পর্য্যন্ত দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করিলেন। সেই স্তবে আশুতোষ মহাদেব তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইলেন। হে মুনে! তাঁহাকে দিব্য জ্ঞান প্রদানপূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন করাইলেন এবং কল্পতরুস্বরূপ অষ্টাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র দান করিলেন। এবং 'শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায় স্বাহা' এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র ত্রৈলোক্যমঙ্গলনামক কবচ এবং পূজাক্রমে শ্রবণ করাইলেন। ১০—১৭। পতিব্রতা সতী মনসা দেবী, সর্ব্বপূজ্য স্তব, ভুবনপাবন ধ্যান, বেদোক্ত সর্ব্ব সম্মত পুরশ্চর্য্যাক্রম ও মৃত্যুঞ্জয়-জ্ঞান—মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট হইতে লাভ করত তাঁহার আজ্ঞায় তপস্যার নিমিত্ত পুষ্করতীর্থে গমন করিলেন; সেই স্থানে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে তিন যুগ ধ্যান করত সিদ্ধ হইলেন এবং আরাধ্য জগৎ-প্রভুকে সম্মুখে অবলোকন করিলেন। কৃপানিধি হরি, কৃশাঙ্গী বালাকে অবলোকন করত কৃপাপূর্ব্বক স্বয়ং পূজা করিলেন এবং অন্য সকলের দ্বারা পূজা করাইলেন। পরমেশ্বর হরি "তুমি ত্রিজগতে পূজ্য হও" এই বর প্রদান করিয়া শীঘ্র অন্তর্হিত হইলেন। পরমাত্মা কৃষ্ণ, প্রথমে মনসা দেবীর পূজা করেন। তদনন্তর মহাদেব এবং কশ্যপ তাঁহার পূজা করেন। দেব, মনু, মুনি, নাগ এবং মানব প্রভৃতি ত্রিলোকবাসী লোকসমূহ তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। পূর্ব্বে কশ্যপঋষি, জরৎকারু মুনিকে সেই কন্যা সম্প্রদান করেন; মুনি অপ্রার্থনায় উপস্থিত কন্যারত্ন গ্রহণ করেন। ব্রহ্মার আদেশে মুনিবর বিবাহ করিয়া তাপসাশ্রমে, পুষ্করতীর্থে, বটবৃক্ষমূলে, দেবীর উরুদেশে মস্তক সংস্থাপনপূর্ব্বক নিদ্রিত হইয়াছিলেন। মুনি, নিদ্রায় ঈশ্বর পরমেশ্বরকে স্মরণপূর্ব্বক নিদ্রাভিভূত হইলেন। দিনকর, ক্রমশঃ অস্তাচলসমীপস্থ হইলে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল; পতিপরায়ণা মনসা দেবী ধর্ম্মনাশভয়ে চিন্তাপূর্ব্বক মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন,—আমার পতি দ্বিজগণের নিত্যকৃত্য শেষসন্ধ্যা যদি উপাসনা না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় ব্রহ্মহত্যাদি পাপভাগী হইবেন। যে পূর্ব্বা এবং পশ্চিমা সন্ধ্যা উপাসনা না করে, সে সর্ব্বদা অশুচি এবং ব্রহ্মহত্যাদিপাপে পাতকী হয়। ১৮—৩০। মনসাদেবী, এই প্রকারে বেদবিহিত পথ চিন্তা করত পতিকে জাগরিত করিলেন। তেজস্বী মুনিবর জাগরিত হইয়া, তাঁহার প্রতি অতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, হে সুব্রতে! পতিব্রতা হইয়াও কি নিমিত্ত অনভিপ্রায়মতে নিদ্রিত আমাকে জাগরিত করিলে? যে স্ত্রী পতির অনিষ্ট চেষ্টা করে, তাহার সকল ব্রতই

ব্যর্থ। পতির অপ্রিয়কারিণী কামিনীর তপস্যা, উপবাস, ব্রত এবং দানাদি সকল প্রকার পুণ্য কর্ম্মই নিষ্ফল। যে স্ত্রী পতিপূজা করে, তাহা কর্ত্তৃক জগৎপতি কমলাপতি শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হন। পতিব্রতাগণের ব্রতস্বরূপ পতিই স্বয়ং হরি। সকল প্রকার দান, সকল প্রকার যজ্ঞ, সকল প্রকার তীর্থের সেবা, সকল প্রকার তপস্যা, সকল প্রকার উপবাস, সকল ধর্ম্ম, সত্য এবং সর্ব্বদেবের পূজাজন্য অগণ্য পুণ্যরাশি পতিসেবার ষোড়শ অংশের এক অংশে তুলিত হয় না। যে নারী, পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমিতে আগমনপূর্ব্বক পতির সেবা করে, সেই পতিব্রতা পতির সহিত শতব্রহ্মার অধিকারকাল পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠধামে নিবাস করে। পতিব্রতে! যে স্ত্রী পতির প্রতি অপ্রিয় আচরণ এবং অপ্রিয় বচন প্রয়োগ করে, অসৎকুলজাতা সেই নারীর কর্ম্মফল শ্রবণ কর। ৩১—৩৮। যত দিন পর্য্যন্ত চন্দ্র এবং সূর্য্য স্ব স্ব কার্য্যে আধিপত্য অনুষ্ঠান করেন, ততদিন সেই নারী, কুম্ভীপাক-নরকের যন্ত্রণা অনুভব করে। তদনন্তর, সে পতিপুত্র-বিহীনা হইয়া চণ্ডালযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। এই বাক্য বলিতে বলিতে মুনিবরের ক্রোধপূর্ব্বক শাপবাক্য বলিবার নিমিত্ত অধর স্পন্দিত হইতে লাগিল, মনসা দেবী ভয়ে কম্পিতা হইয়া বলিলেন, হে সুব্রত! মহাত্মন্! সন্ধ্যালোপভয়ে আমি আপনার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছি; এই অপরাধিনীর প্রতি শাপান্ত করুন। যে ব্যক্তি আহার বিহার এবং নিদ্রার প্রতিবন্ধক হয়, তাহাকে অনন্তকাল কালসূত্র-নামক নরকের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; বিশেষতঃ পতিব্রতা নারীর পক্ষে বিশেষ নিষিদ্ধ। মনসা দেবী, এই প্রকার বলিয়া ভক্তিসহকারে স্বামীর চরণপদ্মে পতিতা হইলেন এবং অতিশয় ভীতা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। হে নারদ! মুনি, সূর্য্যদেবের প্রতি অভিশাপ প্রদানের নিমিত্ত ক্রোধ প্রকাশ করিলে, দিনকর সন্ধ্যার সহিত মুনিসমীপে উপস্থিত হইলেন। ৩২—৪৪। সূর্য্যদেব সন্ধ্যার সহিত ভীত হইয়া বিনয়পূর্ব্বক মুনিবরকে যথোচিত বাক্যে সান্ত্বনাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে মুনিবর! ধর্ম্মভীরু আপনার পত্নী বৈদিকধর্ম্মলোপভয়ে আমি অস্তমিত হইয়াছি—আশঙ্কায় আপনাকে প্রবোধিত করিয়াছেন, কিন্তু সে কালে অস্তগত হই নাই। হে ব্রহ্মন্! ক্ষান্ত হউন; আমার প্রতি ক্রোধ করা আপনার অনুচিত; শান্তস্বভাব মুনিগণের চিত্ত নবনীত হইতেও সুকোমল: ব্রাহ্মণসত্তম! ব্রাহ্মণেরা ক্রোধ করিলে, ক্ষণ কালের মধ্যে ত্রিজগৎ ভস্মীভূত হয় এবং ব্রাহ্মণগণই পুনর্ব্বার সেই জগৎ নিমিষের মধ্যে সৃষ্টি করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তেজস্বী দ্বিতীয় নাই। ব্রহ্মার বংশসম্ভূত ব্রহ্মণ্যতেজে জাজল্যমান ব্রাহ্মণ, নিত্য ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় এবং সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর ভাবনা করেন। জরৎকারু মুনি, সূর্য্যের বিনয় বচন শ্রবণে সন্তুষ্ট হইলেন। সূর্য্যও ব্রাহ্মণাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করত স্বস্থানে প্রস্থিত হইলেন। দ্বিজবর, প্রতিজ্ঞা পালনের নিমিত্ত মনসাকে পরিত্যাগ করিলেন; মনসাও বিষণ্নমানসে শোকে রোদন করিতে লাগিলেন। জরৎকারু পরিত্যাগ করিবেন এই ভয়ে মনসা দেবী গুরু মহাদেব, ইষ্টদেব ব্রহ্মা এবং জনক কশ্যপকে বিপদ্গ্রস্ত হইয়া স্মরণ করিলেন। মনসা দেবী, চিন্তা করিবামাত্রেই ভগবান গোপীনাথ, মহাদেব, ব্রহ্মা এবং কশ্যপ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। মহামুনি জরৎকারু নির্গুণ প্রকৃতি হইতে পৃথক্ অভীষ্টদেবের আগমন দর্শন করত পরমভক্তিসহকারে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিলেন। পৃথক্ পৃথক্রূপে মহাদেব ব্রহ্মা এবং কশ্যপকে প্রণাম করত জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে অমরবর্গ! আপনারা কি নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন? । ৪৫—৫৫। ব্রহ্মা মুনির বাক্য শ্রবণ করত শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কারপূর্ব্বক সময়োচিত বাক্য বলিতে লাগিলেন, হে ধার্ম্মিকবর! তোমার যদি পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নীর পরিত্যাগই নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে নিজধর্ম্মরক্ষার্থে ইহাতে পুত্রোৎপাদন কর। হে মুনে! যে কাল পর্য্যন্ত পত্নীর গর্ভে পুত্রোৎপাদনদ্বারা পিতৃঋণশোধ না হয়, তদবধি যতি, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষু অথবা বনচারী পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাবলম্বী হইবে না। যে ব্যক্তি, অভিমত পত্নীতে পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ শোধ না করে, চালনীতে জল যে প্রকারে কিঞ্চিৎক্ষণও অবস্থান করে না, তদ্রূপ তাহার নিকট হইতে পুণ্যসমূহও পলায়ন করে। জরৎকারু মুনিবর, ব্রহ্মার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করত মন্ত্রবলে যোগে মনসার নাভি স্পর্শ করিলেন; দেবগণও জরৎকারু মুনিকে শুভসূচক আশীর্ব্বাদে সন্তুষ্ট করিয়া প্রস্থান করিলেন। মনসা দেবী সন্তুষ্টা হইলেন এবং মুনিও সন্তোষ লাভ করিলেন। ৫৬—৬১। হে নারদ! জরৎকারু মুনির করস্পর্শে মনসা দেবীর শীঘ্রই গর্ভ হইল। মুনিবর তাঁহাকে বলিলেন, মনসে! তোমার এই গর্ভে বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ পুত্র উৎপন্ন হইবে; সেই পুত্র—তেজস্বী, তপস্বী, যশস্বী এবং সর্ব্ব-সদ্গুণ-সম্পন্ন হইবে। আমার পুত্র, জ্ঞানী, যোগী এবং বেদবিদ্গণের মধ্যেও প্রধান বলিয়া পরি-

গণিত হইবেন। বিষ্ণুপরায়ণ ধার্ম্মিক সেই পুত্র আমার বংশের অবতংস হইয়া কুল উদ্ধার করিবে এবং পুত্রের জন্মমাত্রে পিতৃগণ আনন্দে নৃত্য করিবেন। পতিব্রতা, সংস্বভাবা, মিষ্টভাষিণী, ধার্ম্মিক পুত্রের প্রসূতি, সংকুলজাতা এবং কুল-ধর্ম্ম-রক্ষাকারিণী প্রিয়াই প্রশস্ত পত্নীশব্দের অভিধেয়। সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বন্ধু, যাহা হইতে হরিভক্তি লাভ হয়; সেই ইষ্ট, যে সুখ দান করে; তিনিই প্রকৃত পিতৃপদের বাচ্য, যিনি হরিপ্রাপ্তির পথ দর্শন করাইয়া অসার এই সংসারবন্ধন ছেদন করেন; তিনিই গর্ভধারিণী, যিনি দারুণ গর্ভবাসজন্য দুঃখ নাশ করেন এবং তিনিই ইষ্টদেব, যিনি বিষ্ণুমন্ত্র দানপূর্ব্বক বিষ্ণুভক্তি উপদেশ করেন। ব্রহ্মা অবধি স্তম্বপর্য্যন্ত চরাচরাত্মক জগৎসমূহ যাঁহা হইতে আবির্ভূত এবং যাঁহাতে লীন হইতেছে, সেই পরাৎপর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাই পরম জ্ঞান, তাহা অপেক্ষা অন্য জ্ঞান আর কি আছে? সেই জ্ঞানের উপদেষ্টাই গুরুপদের বাচ্য। বেদ এবং যোগ-নির্দ্দিষ্ট যে কিছু বিষয় আছে, তন্মধ্যে সকলের সার হরিসেবা। ৬২—৭০। তত্ত্বজ্ঞানসমূহের সার প্রতিপাদ্যই হরি। তদ্ভিন্ন সকলই বিড়ম্বন। তোমাকে আমি নির্ম্মল জ্ঞান অর্পণ করিলাম। তিনিই স্বামী যিনি স্ত্রীকে নির্ম্মল জ্ঞান উপদেশ করেন। জ্ঞানদ্বারা জীব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি সেই বন্ধনকর কার্য্যে নিযুক্ত করে, তদপেক্ষা অন্য শত্রু নাই; যিনি বিষ্ণুভক্তিজনক জ্ঞান উপদেশ করেন, তিনিই গুরু। সেই ব্যক্তি বিষম বৈরী এবং শিষ্যঘাতী, যাহা হইতে ভববন্ধনমোচনের উপদেশ না পাওয়া যায়; যেহেতু, সেই অসদ্‌গুরুর অসাধু উপদেশে বারংবার জননীর জঠরনিবাস জন্য এবং যমদূতগণের বিষম প্রহারজাত দুঃখ জীবগণ অনুভব করে। তাদৃশ অসদুপদেষ্টা গুরু এবং পিতা কি প্রকারে বন্ধু হইবে? যে ব্যক্তি, পরম আনন্দজনক অনশ্বর কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় উপদেশ না করে, সে কি প্রকারে মনুষ্যগণের বন্ধু হইবে? হে পতিব্রতে! পতির উপদেশে পরম ব্রহ্ম নির্গুণ অচ্যুতস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে সেবা কর। তাঁহার সেবাদ্বারা পুরাকৃত কর্ম্মসমূহ বিনষ্ট হইবে। হে দেবি! আমি ছলে তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম, বাস্তবিক তুমি দোষশূন্যা আমাকে ক্ষমা কর। ক্ষমাশীলা পতিব্রতাগণ সত্ত্ববলে ক্রোধকে মনেও স্থান প্রদান করেন না। হে দেবি! শ্রীকৃষ্ণের চরণধ্যান বিচ্ছেদে আমি কাতর হইয়া ধ্যানদ্বারা পরমারাধ্য হরির আরাধনার্থ তীর্থে প্রস্থান করিতেছি। তুমি ইচ্ছানুরূপ স্থানে প্রস্থান কর। বিশেষতঃ স্ত্রী-জাতির শোকাদি অপেক্ষা সাধুরা পারত্রিক বিবেচনা করে; অতএব প্রকৃতিমাত্রেই অনুসরণ কর। ভোগাভিলাষশূন্য ব্যক্তিদিগেরই শ্রীকৃষ্ণচরণ-সরোরুহে মন নিমগ্ন হয়। ৭১—৮৬। জরৎকারুর বাক্য শ্রবণ করত মনসা শোক-সন্তাপচিন্তা হইয়া সজল-নয়নে বিনয়পূর্ব্বক প্রাণনাথকে বলিতে লাগিলেন, হে প্রাণবন্ধো! নিদ্রাভঙ্গ-অপরাধে আপনাকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলাম; কিন্তু আমি যে স্থানে আপনাকে স্মরণ করিব তৎক্ষণাৎ আমাকে দর্শন দিতে হইবে। প্রাণিগণের পক্ষে বন্ধুবিচ্ছেদ ক্লেশকর হয়, পুত্র-বিয়োগ তাহা অপেক্ষা অধিক ক্লেশকর হয়; কিন্তু প্রাণেশ্বর পতির বিরহ অতিপ্রিয়-প্রাণবিয়োগ অপেক্ষাও অধিক কষ্টদায়ক হয়। স্ত্রীগণের শতপুত্রের প্রতি যে প্রকার প্রীতি হয়, শতপুত্রের প্রত্যেক প্রত্যেকরূপে অবস্থিত প্রীতিসমূহ হইতে পতিতে অধিক প্রীতি হয়। পতি, সকল অপেক্ষা অধিক প্রিয়তম হওয়ায় পণ্ডিতগণ পতিকে প্রিয়শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহার এক পুত্র তাহার যে প্রকার সেই পুত্রে, বৈষ্ণবগণের যেরূপ হরির প্রতি, একচক্ষু ব্যক্তিদের যে প্রকার সেই চক্ষুর প্রতি, তৃষিত ব্যক্তির যেরূপ জলের প্রতি, বুভুক্ষিত ব্যক্তির যে প্রকার অন্নে, কামুকগণের যেরূপ নারীতে, চৌরগণের যে প্রকার পরধনে, কুলটাগণের যেরূপ উপপতির প্রতি, বিদ্বান্ ব্যক্তির যেরূপ বিদ্যায় এবং বণিক্‌গণের যে প্রকার বাণিজ্য কর্ম্মের প্রতি সর্ব্বদাই মন আসক্ত থাকে, তদ্রূপ পতিব্রতাগণেরও মন নিরন্তর পতির অনুসরণ করে। এই কথা বলিয়া মনসা দেবী, মুনিবরের চরণে পতিতা হইলেন। কৃপানিধি মুনি, কৃপাপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কাল প্রিয়তমাকে ক্রোড়ে করিলেন। জরৎকারু, নয়নজলে প্রিয়তমাকে সিক্ত করিলেন। মনসাদেবীও প্রিয়বিরহে কাতরা হইয়া নিজ নয়ননীরে প্রাণনাথকে স্নান করাইলেন। অনন্তর, মুনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মচিন্তাদ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানবলে শোক সম্বরণ করিলেন। মহামুনি জরৎকারু, নিজ পত্নীকে নানা প্রকার প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া তপস্যার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। মনসাও ইষ্টদেব মহাদেবের ধাম কৈলাসশিখরে গমন করিলেন। পার্ব্বতীদেবী প্রবোধবচনে মনসার শোক নিবারণ করিতে লাগিলেন। মঙ্গলনিলয় মহাদেবও মঙ্গলকর জ্ঞানোপদেশদ্বারা তাঁহার শোক দূর করিলেন। ৮৭—৯০। পতিব্রতা মনসাদেবী, প্রশস্ত দিনে শুভক্ষণে নারায়ণের অংশস্বরূপ জ্ঞানী এবং যোগিগণের গুরু

পুত্রকে প্রসব করিলেন। সেই পুত্র মাতৃগর্ভে নিবাস-কালে পঞ্চাননের পঞ্চমুখোচ্চারিত মহাজ্ঞান শ্রবণ করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তিনি যোগীন্দ্র যোগী এবং জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। মহাদেব, তাঁহার মঙ্গল বাচনপূর্ব্বক জাতকাদি কার্য্য সমস্ত সম্পন্ন করাইলেন এবং মঙ্গলের নিমিত্ত সেই শিশুকে বেদাধ্যয়ন করাইলেন। মহাদেব, ব্রাহ্মণগণকে তিনলক্ষকোটি রত্ন প্রদান করিলেন এবং পার্ব্বতীও এক লক্ষ গো এবং বহুতর রত্ন দান করিলেন। মহাদেব অঙ্গের সহিত চতুর্ব্বেদ এবং প্রধান মৃত্যুঞ্জয়জ্ঞান বালককে যত্নে অধ্যয়ন করাইলেন। নিজপতি, অভীষ্টদেব, হরি এবং গুরুতে মনসাদেবীর ভক্তি থাকায় তিনি অস্তি নামে প্রসিদ্ধা হন, সুতরাং তাঁহার পুত্র আস্তিক নামে অভিহিত হইলেন। আস্তিক, মহাদেবের আজ্ঞায় হরির আরাধনা-নিমিত্ত পুষ্করতীর্থে গমন করিলেন। মহামন্ত্র এবং পরমাত্মা হরির তপস্যাক্রম প্রাপ্ত হইয়া মহাযোগী মহাতপস্বী আস্তিক দৈবপরিমাণে তিনলক্ষ বৎসর তপস্যা করত মহাদেবকে প্রণাম করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। মনসা দেবী মহাদেবকে নমস্কার করত বালককে সঙ্গে লইয়া জনক কশ্যপ-মুনির আশ্রমে গমন করিলেন। হে নারদ! কশ্যপ ঋষি সপুত্রা দুহিতাকে লাভ করত পরমানন্দে শত লক্ষ রত্ন ব্রাহ্মণকে দান করিলেন এবং বালকের ইচ্ছানুসারে অপরিমিত ব্রাহ্মণগণকে উপাদেয় বস্তু ভোজন করাইলেন। দিতি এবং অদিতি প্রভৃতি কশ্যপ-পত্নীগণও অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। মনসা দেবী পুত্রের সহিত পিতৃভবনে বহুকাল বাস করিলেন। সম্প্রতি মনসা-পুত্র আস্তিকের উপাখ্যান বর্ণন করি শ্রবণ কর। ৯১—১০২। হে মুনে! অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিৎ দৈবদোষে ব্রাহ্মণ-শাপগ্রস্ত হইলেন। হঠাৎ মহাতেজা শৃঙ্গী মুনি কৌশিকী নদীর জল স্পর্শপূর্ব্বক "সপ্তাহকাল মধ্যে তক্ষক তোমাকে দংশন করিবে" এই দারুণ অভিশাপ প্রদান করেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ, মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলেন এবং সেই স্থানে সপ্তাহ নিবাস করত ধর্ম্মসংহিতা শ্রবণ করিলেন। সপ্তাহমধ্যে ধন্বন্তরি তক্ষককে পরীক্ষিৎ-দংশনের নিমিত্ত বেগে ধাবমান হইতে দেখিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের আলাপ হওয়ায় উভয়েই আনন্দিত হইলেন। তক্ষক ধন্বন্তরির সন্তোষ-সাধনের নিমিত্ত স্বয়ং মহামূল্য মণি প্রদান করিল। ধন্বন্তরি মণিলাভে আনন্দিত হইয়া যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। তক্ষকও মঞ্চোপরি উপবিষ্ট পরীক্ষিৎকে দংশন করিল। মহারাজা পরীক্ষিৎ, তক্ষক-দংশনে জগদ্গুরু কুলগুরু হরিকে স্মরণপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। তাঁহার পুত্র জনমেজয়, পিতৃশোকে আকুল হইয়া পিতার সংস্কারাদি ঔর্দ্ধদেহিকী ক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন। হে নারদ! জনমেজয় পিতৃমারণের প্রতীকার-সাধনেচ্ছায় সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; যজ্ঞবলে সর্প সকল জাজ্বল্যমান যাজ্ঞিক-অনলে প্রাণ-ত্যাগ করিতে লাগিল। মহারাজ পরীক্ষিতের দংশন-কারী তক্ষক প্রাণ-ভয়ে দেবেন্দ্রের শরণাগত হইল। বিপ্রগণ ইন্দ্রের সহিত তক্ষকের বধার্থ উদ্যোগ করিলেন। ১০৩—১১২। অনন্তর দেবগণ এবং মুনিগণ মনসার সমীপে উপস্থিত হইলেন; ইন্দ্রদেব ভয়ে কাতর হইয়া ব্যাকুলভাবে মনসার স্তব করিলেন। তদন্তর মুনিকুমার আস্তিক, জননীর আজ্ঞায় জনমেজয়ের যজ্ঞস্থানে আগমন করত রাজার নিকটে ইন্দ্র এবং তক্ষকগণের প্রাণ রক্ষার প্রার্থনা করিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয়, ব্রাহ্মণগণের আদেশানুসারে মুনির প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন এবং যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক আনন্দে ব্রাহ্মণ-গণকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ, মুনি এবং দেবগণ, মনসার সমীপে গমন করত তাঁহার পূজা করিলেন এবং পৃথক্ পৃথক্রূপে স্তব করিলেন। নিরন্তর পবিত্র ইন্দ্রদেব, নানা উপহারে মনসাদেবীর পূজা করত ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিলেন। ষোড়শ উপচারে ইন্দ্রদেব মনসা দেবীর পূজা করত ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর আজ্ঞায় প্রিয়তর স্তোত্র দ্বারা তাঁহার স্তব করিলেন। তাঁহারা এই প্রকারে মনসা দেবীর পূজা করত নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই মনসার উপাখ্যান বর্ণন করিলাম। অনন্তর কোন্ বিষয় শ্রবণ করিবে? ।১১৩—১১৮। নারদ বলিলেন, দেবেন্দ্র যে স্তবে মনসা দেবীর স্তব করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন, সেই বিষয় বিশেষরূপে বর্ণন করুন। নারায়ণ বলিলেন, ইন্দ্রদেব, শুদ্ধরূপে স্নানান্তে শুদ্ধ বস্ত্রদ্বয় পরিধান করত ভক্তিসহকারে আচমনপূর্ব্বক রত্নসিংহাসনে দেবীকে উপবেশন করাইলেন। ইন্দ্রদেব, বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বহু কলসপূর্ণ নির্ম্মল গঙ্গাজল দ্বারা মনসা দেবীকে স্নান করাইলেন। বহ্নিশুদ্ধ মনোহর বস্ত্রদ্বয় পরিধান করাইয়া সর্ব্বাঙ্গে চন্দন দ্বারা লেপন করিলেন এবং পাদ্য-অর্ঘ্য দ্বারা গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব এবং পার্ব্বতীকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়া তদনন্তর মনসাদেবীর পূজা করিলেন।

"ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ মনসাদেব্যৈ স্বাহা" এই দশাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সকল বস্তু তাঁহার উদ্দেশে অর্পণ করিলেন। ইন্দ্র দুর্লভ ষোড়শ উপচার ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করত ব্রহ্মার আদেশে আনন্দপূর্ব্বক পূজা করিলেন। নানাপ্রকার বাদ্যের শব্দে দশদিক্ ব্যাপ্ত হইল এবং মনসা দেবীর উপরি স্বর্গ হইতে কুসুমবৃষ্টি পতিত হইল। দেব, বিপ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের আদেশে ইন্দ্র সজলনয়নে পুলকিত শরীরে স্তব করিতে লাগিলেন। ১১৯—১২৭। হে পতিব্রতাপ্রধানে! সর্ব্বশ্রেষ্ঠে! মনসাদেবি! আমি আপনার স্তব করিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু পরাপর-রূপিণী পরমেশ্বরীস্বরূপা তোমার স্তব করিতে আমার কোন ক্ষমতা নাই। বেদে স্তোত্র শব্দের অর্থ স্বরূপকথন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হে সুব্রতে! আপনার অসীম গুণ বর্ণন করা আমার অসাধ্য। হে শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপিণি! আপনার শরীরে হিংসা এবং ক্রোধ—লেশ মাত্রও নাই। যেহেতু মুনিবর জরৎকারু, নিরপরাধা আপনাকে ত্যাগ করিলেও পতিপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রচার করিবার নিমিত্ত আপনি তাঁহাকে শাপ দান করেন নাই। হে দেবি! হে পতিব্রতে! আপনাকে দেবজননী মাতা অদিতির ন্যায় পূজা করিয়াছি। আপনিও মাতার ন্যায় আমার প্রতি ক্ষমাপ্রকটনপূর্ব্বক ভগিনীব ন্যায় সদয়া হইয়াছেন। হে দেবদেবি! আপনি আমার প্রাণ, পুত্র এবং কলত্রাদি সকল রক্ষা করিয়াছেন। আমিও আপনার পূজা করত প্রীতি লাভ করিলাম। হে জগজ্জননি! আপনি জগজ্জনকর্ত্তৃক প্রতিদিন পূজ্যা হইলেও আমি সর্ব্বতোভাবে বিশেষরূপে আপনার পূজা বর্দ্ধিত করিব। হে দেবি! যে ব্যক্তি আষাঢ়ীয় সংক্রান্তি এবং মনসাপঞ্চমী হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত আপনার আরাধনা করিবে, সে যশ, কীর্ত্তি, বিদ্যা এবং গুণবান্ হইয়া পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে অতুল ঐশ্বর্য্যের আধিপত্য লাভ করিবে। অজ্ঞানবশতঃ যে সকল ব্যক্তি আপনার পূজা করিবে না, অথচ নিন্দা করিবে, তাহাদের সর্ব্বদা সর্পভয় হইবে এবং লক্ষ্মীদেবী, তাহাদিগের গৃহ হইতে গমন করিবেন। আপনি স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী, বৈকুণ্ঠে কমলা দেবীর কলাস্বরূপিণী; নারায়ণদেবের অংশ জরৎকারুমুনি আপনার পতি। পিতা কশ্যপঋষি স্বীয় তপস্যার তেজে আমাদের রক্ষার্থে মন হইতে আপনার সৃষ্টি করায় আপনি মনসা নামে খ্যাতা হইয়াছেন। আত্মবলে সিদ্ধযোগিনী আপনি, মনে ক্রীড়া করেন বলিয়া ত্রিজগতে মনসা নামে বিখ্যাতা। আপনাকে দেবগণ নিরন্তর সর্ব্বতোভাবে ভক্তিপূর্ব্বক মনে মনে পূজা করেন, সেই নিমিত্ত পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ দেব-পূজ্যা আপনাকে মনসা নামে কীর্ত্তন করেন। আপনি নিরন্তর সত্ত্বপুরুষের সেবা করত সত্ত্বস্বরূপিণী হইয়াছেন। যে ব্যক্তি যে বস্তু নিরন্তর ভাবনা করে, সে ব্যক্তি তৎসদৃশ হইয়া সেই বস্তু লাভ করে। ১২৮—১৪১। ইন্দ্রদেব এইপ্রকারে ভগিনী মনসা দেবীর স্তব করত নানাপ্রকার ভূষণে তাঁহাকে বিভূষিত করিয়া তাঁহার সহিত নিজ ভবনে গমন করিলেন। মনসাদেবী ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক নিরন্তর মান্যা এবং বন্দনীয়া হইয়া পিতার গৃহে পুত্রের সহিত বহুকাল বাস করিলেন। হে মুনে! গোলোক হইতে সুরভি আগমন করত পূজিতা মনসা দেবীকে নিজ দুগ্ধে স্নান করাইয়া আদরপূর্ব্বক পূজা করিলেন। গো-মাতা সুরভি, মনসার নিকটে অতি দুর্লভ জ্ঞান বর্ণন করিলেন; মনসাদেবী ও সুরভি ও দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করিলেন। যে ব্যক্তি মনসা দেবীর পূজান্তে পুণ্যজনক এই স্তব পাঠ করে, তাহার সর্প এবং সর্পবংশীয় হইতে ভয় হয় না; মনসা দেবীর সিদ্ধস্তবপাঠকের পক্ষে বিষও সুধা-সদৃশ হয়। মনুষ্যগণ পঞ্চলক্ষবার পাঠে স্তোত্রসিদ্ধি লাভ করে। তাহা হইলে ব্যক্তিগণ নির্ভয়ে সর্পের উপরি শয়ন এবং সর্পাসনে উপবেশন করিতে পারে। ১৪২—১৪৮।

প্রকৃতিখণ্ডে ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনিবর! গোলোক হইতে আগতা সুরভি দেবী কে? তাঁহার জন্ম এবং চরিত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, বর্ণন করুন। নারায়ণ বলিলেন, গোগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আদ্যা জননী এবং প্রধানা সুরভি গোলোকে উৎপন্না হইয়াছিলেন। যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টির পূর্ব্বে বৃন্দাবনের রম্য বনে সুরভির উৎপত্তি হইয়াছিল। একদিন রাধানাথ, গোপীগণ-পরিবৃতা রাধিকার সহিত বৃন্দাবনের পুণ্য বনে গমন করিলেন। পরে রমণীয় বৃন্দাবনে গোপীগণের সহিত বিহার করিতে করিতে দুগ্ধ-পানের ইচ্ছা করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ লীলা দ্বারা বাম পার্শ্ব হইতে দুগ্ধবতী মনোহারিণী সবৎসা সুরভি ধেনুকে সৃষ্টি করিলেন। কৃষ্ণসখা সুদামা, সবৎসা দুগ্ধবতী ধেনুকে দর্শন করত রত্নভাণ্ডে জন্মমৃত্যুহর সুধা অপেক্ষা সুস্বাদু দুগ্ধ দোহন করিলেন। গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণ সুস্বাদু দুগ্ধ পান করিলেন। কৃষ্ণপীতাবশিষ্ট

ভাণ্ডপতিত দুগ্ধ দ্বারা সরোবর উৎপন্ন হইল। দীর্ঘে এবং প্রস্থে শতযোজনপরিমিত সেই সরোবর, গোলোকধামে দুগ্ধসরোবর নামে প্রসিদ্ধ আছে। সেই সরোবর রাধিকা এবং তাঁহার সখীগণের জলক্রীড়ার স্থান হইল! জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে সেই সরোবরের চতুঃসীমা রত্ন খচিত হইল। তৎক্ষণাৎ সুরভির লোমকূপ হইতে লক্ষকোটি কামধেনু এক এক বৎসের সহিত উৎপন্ন হইল। সুরভি হইতে উৎপন্ন ধেনুসমূহের অসংখ্য পরিমাণে পুত্র এবং পৌত্র উৎপন্ন হইল। জগৎ, সুরভি হইতে ধেনুপূর্ণ হইল। আমি তোমার নিকটে গোসৃষ্টি বর্ণন করিলাম। হে মুনে! ভগবান্ স্বয়ং সুরভির পূজা করিয়াছিলেন, এই নিমিত্তই সুরভিপূজা ত্রিলোক-বাসিগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দীপান্বিতা অমাবস্যার পরদিনে শ্রীকৃষ্ণের-আদেশানুসারে সংসারে সুরভিপূজা হইয়াছিল; ধর্ম্ম-মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়াছি। ধ্যান, পূজাবিধি স্তব মূলমন্ত্র প্রভৃতি যে সকল বিষয় বেদে বর্ণিত আছে, তাহা বর্ণন করিতেছি, হে মহামতে! তাহা শ্রবণ কর। "ওঁ সুরভ্যৈ নমঃ" এই ষড়ক্ষর সুরভিমন্ত্র লক্ষবার জপদ্বারা সিদ্ধ হইলে ভক্তগণের পক্ষে কল্পবৃক্ষ হন। যজুর্ব্বেদোক্ত ধ্যান এবং তাঁহার সর্ব্বসম্মত পূজাক্রম প্রসিদ্ধ। যে সমৃদ্ধিদায়িনীর প্রসাদে বৃদ্ধি লাভ হয়, যে সর্ব্বকাম-সাধিকা মুক্তি পর্য্যন্ত দানে সক্ষমা, যিনি লক্ষ্মীরূপিনী রাধার সহচরী, পরমেশ্বরী, গো-গণের অধিষ্ঠাতৃদেবী আদ্যা এবং জননী; যিনি পবিত্ররূপা জগৎপূজ্যা; যিনি ভক্তগণের কামনা পূর্ণ করেন এবং যাহা দ্বারা এই বিশ্বমণ্ডল পবিত্র হইয়াছে, সেই সুরভি দেবীকে উপাসনা করি। ব্রাহ্মণ, ঘট, গোগণের মস্তক, বন্ধস্তম্ভ (গোঁজ), শালগ্রামশিলা, জল কিংবা অগ্নিতে সুরভির পূজা করিবে। দীপান্বিতার পরদিনে পূর্ব্বাহ্নে ভক্তিপূর্ব্বক যে ব্যক্তি সুরভির পূজা করিবে সে জগতের পূজ্য হইবে। বরাহকল্পে একদিন বিষ্ণুমায়াবলে ত্রিলোকস্থিত দুগ্ধ হৃত হইল। দেবগণ তাহাতে অতিশয় চিন্তিত হইলেন। দেবগণ চিন্তিত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করত চতুরাননের স্তব করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ব্রহ্মার আদেশে সুরভির স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।—হে মহাদেবি! সুরভি দেবি! আপনি দেবীস্বরূপিণী; আপনাকে নমস্কার। হে জগদম্বিকে! আপনি ধেনুসমূহের কারণ-স্বরূপিণী। হে রাধিকা-প্রিয়সখি! আপনি লক্ষ্মী-স্বরূপিণী; আপনাকে নমস্কার করি। হে কৃষ্ণপ্রিয়ে! আপনি গোগণের জননী; আপনাকে প্রণাম করি। আপনি কল্পবৃক্ষস্বরূপিণী হইয়া যাচকের মনোরথ পূর্ণ করেন। হে সম্পদ্দায়িনি! আপনি ধন ও অভ্যুদয় প্রদান করেন; অতএব আপনাকে নমস্কার। হে গো-প্রদায়িনী! আপনি প্রসন্ন হইয়া সকল শুভ দান করেন। হে যশোদায়িনি! আপনি কীর্ত্তি এবং ধর্ম্ম দান করেন, আপনাকে প্রণাম। জগজ্জননী সুরভি দেবী, স্তব শ্রবণে সন্তুষ্টা হইয়া সেই ব্রহ্মলোকেই আবির্ভূতা হইলেন এবং দেবেন্দ্রকে অতি দুর্লভ প্রার্থিত বর প্রদান করত গোলোকে গমন করিলেন। দেবগণও নিজ নি[illegible] স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে নারদ! ত্রিজগৎ দুগ্ধ[illegible] পরিপূর্ণ হইল। দুগ্ধ হইতে ঘৃত উৎপন্ন হইলে [illegible]ই ঘৃতে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, যজ্ঞ দ্বারা দেবগণ [illegible]ষ্টি লাভ করেন। যে ব্যক্তি মহাপুণ্যজনক এই স্তব ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করে, সে—গো-ধন, পূণ্য এ[illegible] কীর্ত্তি সকল লাভ করে, সর্ব্ব-তীর্থ-স্নানজন্য পু[illegible] লাভ করে, সকল যজ্ঞে দীক্ষিত হয় এবং [illegible] ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করত কৃষ্ণমন্দির প্রাপ্ত [illegible]য়। হে নারদ! সে ব্যক্তি বৈকুণ্ঠধামে বাস ক[illegible] কৃষ্ণসেবা করে; তাহার পুনর্জ্জন্ম লাভ হয় না। —৩৩।

প্রকৃতিখণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে নারায়ণ-পরায়ণ! নারায়ণের অংশরূপিন্! মহাত্মন্। ভগবন্! মুনে! নারায়ণ! নারায়ণগুণ গান করুন। অতি মনোহর, অন্যান্য পুরাণাদিতে দুর্লভ, সুগোপ্য পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক প্রশংসনীয়, সুরভির উপাখ্যান আপনার নিকটে শ্রুত হইলাম। সর্ব্বোত্তম শ্রীরাধিকার উপাখ্যান শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, বর্ণন করুন। মহর্ষি নারায়ণ বলিলেন, পূর্ব্বে কৈলাস পর্ব্বতে, ভগবান্ সনাতন সিদ্ধেশ্বর সিদ্ধিপ্রদ সর্ব্বস্বরূপী সর্ব্বপ্রধান সস্মিত প্রফুল্লবদন সদানন্দ, মুনিগণ কর্ত্তৃক বন্দিত মহাদেব কার্ত্তিকেয়ের নিকটে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডলে রাধিকাদির সহিত রাসলীলা বর্ণন করিয়া-ছিলেন। সেই কালে দুর্গা দেবী মহাদেবের প্রস্তাববর্ণন শেষে আনন্দে ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক প্রাণেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলে, মহাদেব দেবদেবী দুর্গাকে পুরাণাদিদুর্লভ অপূর্ব্ব রাধিকার উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছিলেন।১—৮। পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নাথ! নানাপ্রকার

উত্তম উত্তম আগম এবং যোগিগণের যোগযুক্ত-পঞ্চরাত্রাদি নীতি-শাস্ত্র আমার নিকটে বর্ণন করিয়াছেন। সিদ্ধগণের সিদ্ধিসাধক নানা প্রকার তন্ত্রশাস্ত্র এবং ভক্তগণের কৃষ্ণ-ভক্তিবর্দ্ধক সুন্দর ভক্তি-শাস্ত্রও আপনা-কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে; এবং আপনার মুখকমল হইতে দেবীগণের চরিত্র শ্রবণ করিয়াছি। সম্প্রতি দেবদেবী শ্রীরাধিকার উৎকৃষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। বেদব্যাসো আপনার মুখে সংক্ষেপরূপে শ্রীরাধিকার প্রশংসা শ্রবণ করিয়াছি। আপনি স্বয়ং আগমবর্ণন-কালে শ্রীরাধিকার বিবরণ বিশেষরূপে বর্ণন করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন। ঈশ্বর-বাক্য কখনও অন্যথা হয় না। হে ভক্তবৎসল! আমি আপনার ভক্ত, অতএব আমার নিকট শ্রীরাধার উৎপত্তি, নাম, নিরুক্তি, ধ্যান, মাহাত্ম্য, পূজাবিধি, চরিত্র, স্তোত্র, কবচ, আরাধনা-ক্রম এবং পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি সম্প্রতি বর্ণন করুন। ৯—১৫। আগমবর্ণনকালে শ্রীরাধিকাসম্বন্ধে কোন কথা কীর্ত্তন করেন নাই। মহাদেব পার্ব্বতীর বাক্য শ্রবণ করত নতমুখ হইলেন। পঞ্চাননের ওষ্ঠ এবং তালুক শুষ্ক হইল। তিনি স্বকীয় সত্য-ভঙ্গ-ভয়ে ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। এবং অভীষ্টদেব কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিলেন। ধ্যানে তাঁহার আজ্ঞা লাভ করত নিজ দেহের অর্দ্ধভাগ-স্বরূপিণী পার্ব্বতীর নিকট শ্রীরাধার উপাখ্যান বর্ণন করিতে লাগিলেন। হে মহেশ্বরি! আমি আগম-বর্ণনকালে শ্রীরাধার প্রসঙ্গ কীর্ত্তনে উদ্যত হইয়া পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াছিলাম। হে দেবি! সম্প্রতি আমার অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপিণী তোমার নিকট শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার গুণবর্ণনের আদেশ প্রদান করিলেন। হে সতি! দুর্গে! আমার ইষ্টদেবের প্রিয়া শ্রীরাধার কৃষ্ণ-ভক্তি-প্রদ সুখদায়ক অতিগোপনীয় চরিত্র আমি পূর্ব্বাপরক্রমে জানি। আমি যে প্রকার জানি, তাহা ব্রহ্মা, অনন্ত, সনৎকুমার, সনাতন, ধর্ম্ম, দেবেন্দ্র, মুনীন্দ্র, সিদ্ধেন্দ্র এবং সিদ্ধপুঙ্গবগণও বিদিত নহেন। হে সুরেশ্বরি! তুমি আমার অপেক্ষাও পূজ্যা; বিশেষতঃ প্রাণত্যাগে উদ্যতা হইয়াছ অতএব গোপনীয় কথাও বর্ণন করিতেছি। হে দুর্গে! পরম বিস্ময়জনক দুর্লভ পুণ্যপ্রদ গোপ্য এবং দুর্লভ শ্রীরাধার চরিত্র বর্ণন করিতেছি। পূর্ব্বে গোলোকে বৃন্দাবনের রম্য বন, শতশৃঙ্গপর্ব্বতের শৃঙ্গজাত মালতী মল্লিকা-সুবাসিত হইলে রমণীয় রত্ন সিংহাসনে উপবেশন করত ইচ্ছাময় জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ রমণের ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার রমণ করিতে ইচ্ছা হইবামাত্রই দেবদেবী শ্রীরাধা উৎপন্না হইলেন। যেহেতু ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছামাত্রেই সকল কার্য্য হয়। হে দুর্গে! এইকালে ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণ দুই রূপে প্রকটিত হইলেন। দক্ষিণাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি এবং বামাঙ্গে রাধার রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। পরম রমণীয়া রাধিকা দেবী রাসমণ্ডলে রাসবিহারীর সহিত রমণ করিতে উৎসুকা হইলেন। নানাপ্রকার বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা রাধিকা রত্নসিংহাসনে আসীনা ছিলেন। তিনি পূর্ণ কোটি চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল অঙ্গে বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করত তপ্তকাঞ্চনসদৃশ উজ্জ্বল নিজ কান্তিপুঞ্জে জাজ্বল্যমানা। তাঁহার শরচ্চন্দ্রসদৃশ বদনে মন্দ মন্দ হাস্য এবং শুক্লদন্তপংক্তি শোভা পাইতেছিল। মালতীমালামণ্ডিত কেশপাশ মস্তকে শোভিত ছিল। তিনি গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যসদৃশ কান্তিপূর্ণ রত্নমালা ধারণ করত গঙ্গাপ্রবাহ-শুভ্র সেই মালাদ্বারা শোভা পাইতেছিলেন। পরস্পর মিলিত বর্ত্তুল, উন্নত, সুমেরু-শিখরসদৃশ কঠিন সুদৃশ্য কস্তূরীপত্রচিত্রিত মঙ্গলকর স্তনযুগল ধারণ করিতেছিলেন। রসিকপ্রধান শ্রীকৃষ্ণ সেই নবযৌবনসম্পন্না গুরুতর-নিতম্বশ্রোণি-ভারাক্রান্তা কামাতুরা প্রিয়াকে দর্শন করত রমণোৎসুক হইলেন। হে পার্ব্বতি! হরিপ্রিয়া নিজ পতিকে কামাতুর দর্শন করত ধাবমানা হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ তাঁহাকে রাধা নামে কীর্ত্তন করেন। "শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে আরাধনা করেন, উভয়েই সমান" সাধুগণ এই কথা বলেন এবং কৃষ্ণভক্তগণ রাসমণ্ডলে রাধিকা এবং শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনের নিমিত্ত ধাবমানা হইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেতে শ্রীরাধা অভিসার করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করত তন্ময়াপন্ন হইয়া বাক্য প্রয়োগ করে এবং রাধাভাবাপন্ন হইয়া জগৎপতিকে নিজ পতিরূপে আচরণ করে। দুর্গে! ভক্তগণ 'রা' শব্দ উচ্চারণমাত্রে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয় এবং অন্ত্যবর্ণ 'ধা' শব্দ উচ্চারণমাত্রেই হরির পদে ধাবমান হয়। অনঙ্গমোহনের বামাঙ্গ হইতে রাসেশ্বরী শ্রীরাধা উৎপন্না হন। অন্যান্য দেবগণের স্ত্রীগণ তাঁহারই অংশে উৎপন্না হইয়াছেন। ৩০—৪১। শ্রীরাধার লোমকূপ হইতে গোপিগণ এবং শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে গোপগণ জন্ম গ্রহণ করিলেন। ত্রিলোকপ্রসিদ্ধা মহালক্ষ্মী দেবী শ্রীরাধার বামভাগ হইতে উৎপন্না হন এবং তিনি চতুর্ভুজ নারায়ণের প্রিয়তমা; বৈকুণ্ঠে তাঁহার বাস। মহালক্ষ্মীর অংশস্বরূপিণী রাজলক্ষ্মী, রাজগণের সম্পদ্‌বৃদ্ধি করেন। রাজলক্ষ্মীর অংশস্বরূপিণী মর্ত্ত্যলক্ষ্মী, প্রতি মনুষ্যের গৃহে বাস করেন।

স্বয়ং শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে নিরন্তর অবস্থান করেন এবং তিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। হে পার্ব্বতি! ব্রহ্মা অবধি স্তম্ব পর্য্যন্ত চরাচর জগৎ সকলই মিথ্যা; এক সত্যস্বরূপ গুণাতীত ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীরাধাকান্তের চরণ সেবা কর, কেবল তাহাই সার। কেবল পরমাত্মা পরম প্রধান পরমেশ্বর সর্ব্বাদি সর্ব্বপূজ্য চেষ্টাশূন্য মায়াতীত ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণই ভক্তগণের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত নিত্যরূপ ধারণ করেন। তদ্ভিন্ন অন্য দেবগণের রূপ প্রাকৃত। ৪১—৫০। সেই অপ্রাকৃতপুরুষশ্রীকৃষ্ণ-কান্তা বহুসৌভাগ্যশালিনী শ্রীরাধিকা তাঁহার প্রাণ হইতে অধিকা প্রেয়সী। মূল প্রকৃতি পরমেশ্বরী শ্রীরাধা মহাবিষ্ণুর জননী; সদাশয় সাধুগণ নিরন্তর শ্রীরাধার ব্রহ্মাদিদুর্লভ সেবকগণের সুলভ শ্রীচরণ সেবা করেন। গোপগণ কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধিকাকে স্বপ্নেও দর্শন করিতে পারেন না। সর্ব্বদা কৃষ্ণক্রোড়-স্থায়িনী শ্রীরাধাকে পতিপরায়ণ কান্তার ছায়ারূপে বিলোকন করিয়াছিলেন। সেই রায়াণ দ্বাদশ গোপের প্রধান। হে প্রিয়ে! রায়াণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং তৎসদৃশ পরাক্রমশালী। শ্রীরাধিকা সুদাম-গোপের শাপে গোলোক হইতে ভূর্লোকে অবতীর্ণা হন, এবং বৃষভানুরাজার কন্যারূপে কলাবতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ৫১—৫৫।

প্রকৃতিখণ্ডে অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—সুদাম কি নিমিত্ত শ্রীরাধিকাকে শাপ দিলেন? এবং শিষ্য হইয়া শ্রীদামের নিজ শাসক শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ার প্রতি শাপদানের কারণ কি? মহাদেব বলিলেন, হে দেবি! সর্ব্বপুরাণে সুগোপ্য মঙ্গল ভক্তি এবং মুক্তিপ্রদ পরমাদ্ভুত রহস্য শ্রবণ কর। একদিন রাধানাথ গোলোকে বৃন্দাবনস্থিত শতশৃঙ্গপর্ব্বতের একদেশে সৌভাগ্যে রাধিকাসদৃশী বিরজা নাম্নী গোপীর সহিত নানাভূষণে বিভূষিত হইয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন; রত্ননির্ম্মিত সেই রাসমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে রত্নপ্রদীপ জ্বলিতেছিল। তাঁহারা উভয়ে বহু-মূল্য- রত্ননির্ম্মিত-চম্পক-পুষ্প-শোভি কস্তূরী কুঙ্কুমাদি-দ্বারা বিলেপিত সুগন্ধি চন্দনচর্চ্চিত সুগন্ধ মালতী পুষ্প-মালাপঙ্‌ক্তি পরিবেষ্টিত সুখশয্যায় অবস্থিত হইলেন। তখন তাঁহাদের অবিশ্রাম রমণ হইতে লাগিল। রতি-পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ এবং বিরজা পরস্পর সুখসম্ভোগ অনুভব করিলেন। জন্মমৃত্যুশূন্য গোলোকবাসিগণের মন্বন্তর-পরিমিতকাল তাঁহাদের সুখসম্ভোগে অতীত হইল। চারি জন দূতী সেই বিষয় বিদিত হইয়া শ্রীরাধাকে জানাইলেন। শ্রীরাধাও দূতীমুখে সেই বিষয় শ্রবণ করত অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া কণ্ঠস্থিত হার দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ১—৯। সখীগণকর্তৃক প্রবোধিতা হইলেও কোপে আরক্ত মুখলোচনা হইয়া দেহ হইতে রত্নালঙ্কার সকল দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রদ্বয়, অমূল্য রত্ননির্ম্মিত ক্রীড়াপদ্মও দূরীকৃত করিলেন এবং বিচিত্র পত্রাবলি-রচনা ও সিন্দূরাদি বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা মুছিয়া ফেলিলেন। অঞ্জলিপূর্ণ জলে মুখরাগ এবং অলক্তাদি প্রক্ষালিত করিলেন। আলু-লায়িতকেশে কবরী সকলকে মুক্ত করিয়া ক্রোধে কম্পমানা হইলেন। বসনভূষণাদি-বিহীনা হইয়া শুক্ল বসন পরিধানপূর্ব্বক যানারোহণেচ্ছায় ধাবমানা হইলেন। প্রিয়সখীগণ শ্রীরাধিকাকে সেই অবস্থা হইতে নিবারিত করিলেন। রাধা ক্রোধে ওষ্ঠ ও অধর কম্পন করত সখীসমূহকে আহ্বান করি-লেন। ক্রোধে কম্পমানা শ্রীরাধাকে সখীগণ চতুর্দ্দিকে পরিবৃত করিলেন। শ্রীরাধার ক্রোধ-দর্শনে কাতরা ভক্তিনম্র সখীগণকর্তৃক সংস্তুত হইয়া উৎকৃষ্ট বহুমূল্য-রত্ন-নির্ম্মিত মণিময় দর্পণযুক্ত, সহস্র-চক্রবিশিষ্ট, নানা প্রতিমূর্ত্তিশোভিত, নানা প্রকার শুভ্র-বর্ণ বিচিত্রবসন-বেষ্টিত, বহুমূল্য মণি এবং পুষ্পমালা-শোভিত, সুন্দর রত্নকলসযুক্ত এবং মনোহর কোটি কোটি গৃহযুক্ত রথে এককোটি তিনলক্ষ প্রিয়বয়স্যা গোপীগণের সহিত আরোহণ করিলেন। হে প্রিয়ে! শ্রীরাধা, মন অপেক্ষা দ্রুতগামী সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সহচর সুদাম শ্রীরাধার আগমনকোলাহল শ্রবণ করত শ্রীকৃষ্ণকে সাবধান করিয়া গোপগণের সহিত পলায়ন করিলেন। প্রেমময়ী শ্রীরাধার প্রেমভঙ্গভয়ে ভীত হইয়া পতিব্রতা বিরজাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তর্হিত হই লেন। বিরজাও সময় জানিয়া শ্রীরাধার ভয়ে ক্রোধে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। হে পর্ব্বতনন্দিনি! বিরজার সখীগণ ভয়ে বিহ্বলা এবং কাতরা হইয়া তৎক্ষণাৎ বিরজার শরণ গ্রহণ করিলেন। বিরজা গোলোকধামে নদীরূপে প্রবাহিতা হইলেন। শতকোটিযোজন দীর্ঘ এবং কোটি যোজন বিস্তৃত সেই নদী পরিখার ন্যায় গোলোক বেষ্টন করিল। ১০—২৩। হে সুন্দরি! সেইকালে বিরজার সখীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীরূপে ঈশ্বরীর অনুগামিনী হইলেন। পৃথিবীস্থ অন্যান্য নদীও তাঁহার অংশোৎপন্না এবং সপ্তসাগরও বিরজা হইতে জাত।

শ্রীরাধা সেই রাসমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এবং বিরজার দর্শন না পাওয়ায় স্বস্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণও অষ্ট সখার সহিত শ্রীরাধার সমীপে উপস্থিত হইলেন। দ্বারপালিকা গোপিকাগণকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ বারংবার নিবারিত হইলেন। রাসেশ্বরী, শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করত বহুতর তিরস্কার করিলেন। কৃষ্ণসখা সুদাম সখার নিন্দা শ্রবণে বিরক্ত হইয়া শ্রীরাধিকাকে ভর্ৎসনা করিলেন। শ্রীরাধিকা সুদামবাক্যে অধিক ক্রুদ্ধা হইয়া "ক্রূরমতে! শীঘ্রই ক্রূরতর অসুরযোনিকে লাভ কর" এই শাপ প্রদান করিলেন। সুদামও "গোলোক হইতে ভূর্লোকে গমন করত গোপের গৃহে গোপকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করত অসহ্য কৃষ্ণবিরহ দুঃখ শতবৎসর অনুভব করিবে; ভগবান্ ভূভারহরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া তোমার সহিত মিলিত হইবেন" এই অভিশাপ প্রদান করত শ্রীরাধা কৃষ্ণের চরণে প্রণত হইয়া সজলনয়নে গমনে উদ্যত হইলেন। শ্রীরাধা পুত্রবিচ্ছেদশোকে অভিভূতা হইয়া "বৎস! কোথায় যাইতেছ" এই বাক্য বলিতে বলিতে নয়নজলে সিক্ত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কৃপাময়ী রাধিকাকে "শীঘ্রই নিজ পুত্রকে প্রাপ্ত হইবে রোদন করিও না ইত্যাদি বাক্যে প্রবোধিত করিলেন। ২৪—৩৪। হে পার্ব্বতি! সুদাম মাতৃশাপে অসুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া শঙ্খচূড় নামে প্রসিদ্ধ হইবেন এবং কালপূর্ণ হইলে আমার শূলদ্বারা বিদারিত হইয়া গোলোকে গমন করিবেন। রাধাবরাহকল্পে গোকুলনগরে বৈশ্যবর বৃষভানুর কন্যারূপে অবতীর্ণ হইবেন। বৃষভানু-কান্তা কলাবতী বায়ু-গর্ভ ধারণ করিবেন। কালে রাজপত্নী, বায়ু প্রসব করিলে সেই বায়ু হইতে অযোনিসম্ভবা শ্রীরাধা উৎপন্না হন। দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে, বৃষভানু, রায়াণ-বৈশ্যের সহিত নবযৌবনা নিজ-কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ করে। শ্রীরাধা, বৃষভানু-সুতায় নিজ ছায়া সংস্থাপন করত অন্তর্হিতা হয়। ছায়ার সহিত রায়াণের বিবাহ হয়; চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে, ভগবান্ কংশ ভয়চ্ছলে বালকরূপে গোকুলে গমন করেন। রায়াণ, কৃষ্ণজননী-যশোদার সহোদর এবং গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপ; রায়াণ তাঁহার সম্বন্ধে মাতুল। জগৎস্রষ্টা, পুণ্যতম শ্রীবৃন্দাবনের বনে, শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিহারঘটনা করেন। গোপগণ স্বপ্নেও শ্রীরাধার রূপ দর্শন করিতে পান না। শ্রীরাধা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে বাস করিতেন এবং রায়াণ-গৃহে ছায়ারূপে অবস্থান করিতেন। ব্রহ্মা শ্রীরাধার চরণদর্শন-আকাঙ্ক্ষায় ষষ্টি সহস্রবৎসর পুষ্করতীর্থে কঠোর তপস্যা করেন, পরে ভগবান্ ভূভারহরণের নিমিত্ত ভারতে নন্দ-গোপকুলে জন্ম গ্রহণ করিলে, ব্রহ্মা তপঃফলে রাধার চরণ-পদ্ম দর্শন পান। ৩৫—৪৪। গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণও পুণ্য বৃন্দাবনে শ্রীরাধার সহিত ক্ষণকাল বিলাস করিয়াছিলেন। অনন্তর অসুদামশাপে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর বিচ্ছেদ হয়। সেই কালে ভগবান্ ভূভারহরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হন। বৃষভানু, নন্দ এবং গোলোক হইতে সমাগত অন্যান্য গোপ-গোপী সকলেই পুনর্ব্বার গোলোক-ধামে গমন করেন। হে পার্ব্বতি! ছায়াস্বরূপ গোপ এবং গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার সহবাস-সুখ অনুভব করেন। ষট্‌ত্রিংশৎলক্ষ কোটি গোপী এবং উক্ত সংখ্যক গোপগণও মুক্ত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সহিত গোলোকধামে গমন করেন। পূর্ব্বে নন্দরাজ—দ্রোণ-প্রজাপতি নামে এবং যশোদা—দ্রোণপত্নী ধরা নামে আখ্যাতা ছিলেন, তপস্যা বলে পরমাত্মাকে পুত্ররূপে লাভ করেন। দেবপিতা কশ্যপ এবং দেবমাতা অদিতি—জন্মে জন্মে বসুদেব এবং দেবকী প্রভৃতি রূপ ধারণ করেন। পিতৃগণের মন হইতে উৎপন্না কন্যা, কলাবতী নামে আখ্যাতা হইয়া গোলোক হইতে আগত শ্রীদামস্বরূপ বৃষভানুর পত্নী হন। হে দুর্গে! সম্পদবর্দ্ধক পাপনাশক এবং পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে বংশবর্দ্ধক অতি উত্তম, শ্রীরাধার উপাখ্যান এইরূপে তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ, চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ—দুইরূপে বিভক্ত হন। বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ এবং গোলোকে দ্বিভুজরূপে বিরাজ করেন। চতুর্ভুজ ভগবানের মহালক্ষ্মী সরস্বতী গঙ্গা এবং তুলসী দেবী প্রিয়তমা। দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণের দেহার্দ্ধস্বরূপিণী রূপ গুণ এবং যৌবনদ্বারা তেজস্বিনী সর্ব্বোত্তমা শ্রীরাধাই প্রেয়সী। পণ্ডিতগণ অগ্রে শ্রীরাধার নাম উচ্চারণ করত পশ্চাৎ কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিবে। অন্যথা অগ্রে কৃষ্ণ পশ্চাৎ রাধা-উচ্চারণে ব্রহ্মহত্যারপাপভাগী হইবে। ৪৫—৫৭। হরি, কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় রাসোৎসব-উপলক্ষে গোলোকে রাসমণ্ডলে রাসেশ্বরীর পূজা করত শুদ্ধরত্ন-নির্ম্মিত গুটিকায় গোপগণের সহিত রাধাকবচ—কণ্ঠএবং বাহুদেশে ধারণ করেন। মধুসূদন, স্বয়ং শ্রীরাধিকার ধ্যান এবং স্তব করত তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বুল ভোজন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীরাধার পূজা করেন এবং রাধিকাও নিজপতি জগৎপতির অর্চ্চনা করেন; পরস্পরের অভীষ্ট দেব শ্রীরাধা ও কৃষ্ণকে যে ভিন্ন জ্ঞান করে, সে অন্তে অনন্ত নরক ভোগ করিবে। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীরাধিকার পূজা করিলে, দ্বিতীয়বার ব্রহ্মার আদেশে, ধর্ম্ম, অনন্ত, বাসুকি, চন্দ্র, সূর্য্য, সুরেন্দ্র, মুনীন্দ্র এবং ব্রাহ্মণ সকলে তাঁহার পূজা করিলেন; অনন্তর তৃতীয় বারে ভারতবর্ষে সপ্তদ্বীপেশ্বর রাজা সুযজ্ঞ, পাত্র-মিত্রগণের সহিত পরমানন্দে শ্রীরাধিকার পূজা করেন। রাজা সুযজ্ঞ, দৈবদোষে ব্রাহ্মণশাপে ব্যাধিগ্রস্ত ও পরম দুঃখিত এবং কষ্টাশ্রিত হইয়া ব্রহ্মদত্ত স্তবদ্বারা পরমেশ্বরী শ্রীরাধিকার স্তব করত পরহস্তগত রাজ্য-লক্ষ্মী লাভ করিলেন এবং অভেদ্য রাধা-কবচ কণ্ঠ ও বাহুদেশে ধারণ করত পুষ্করতীর্থে নিয়মানুসারে শত বৎসরকাল তাঁহার ধ্যান এবং পূজা আচরণ করেন। সেই পৃথিবীপাল রত্নযানে আরোহণ করিয়া অন্তে অনন্ত গোলোকধামে গমন করিলেন। এইরূপে তোমার প্রশ্নসকলের উত্তর দিলাম। অনন্তর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় বল? । ৫৮—৬৯।

প্রকৃতিখণ্ডে উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নাথ! আপনি যে সুযজ্ঞ রাজার কথা উল্লেখ করিলেন, ইনি কে? কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন? কি নিমিত্তই বা ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া শ্রীরাধার অর্চ্চনা করেন? পরমেশ্বরী রাধা সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা এবং তাঁহারও পূজনীয়া; মলমূত্র-যোগে অপবিত্র মানব-দেহধারী সুযজ্ঞ রাজা কি প্রকারে তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন? জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাও যাঁহার চরণপদ্মের ধূলি প্রাপ্তিকামনায় পুষ্কর-তীর্থে ষষ্টিসহস্রবৎসর কাল তপস্যা করেন; রাজা কি প্রকারে সেই মহালক্ষ্মী পরমেশ্বরী শ্রীরাধার দর্শন পাইলেন? বিশেষতঃ ভবাদৃশ যোগীন্দ্রগণেরও অদৃশ্য শ্রীরাধিকা, কি নিমিত্ত মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইলেন? জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাই বা কি নিমিত্ত নরপতিকে রাধিকা-কবচ প্রদান করিলেন? এই সকল বিষয় বিশেষরূপে বর্ণন করুন। মহাদেব বলিলেন, হে দেবি! শতরূপার স্বামী ব্রহ্মতনয় তপস্বী স্বায়ম্ভুব মনু, মনুগণের প্রধান; হে পর্ব্বতনন্দিনি! স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র উত্তানপাদ এবং তাঁহার পুত্র ত্রিলোকবিখ্যাত ধ্রুব। নারায়ণ-পরায়ণ ধ্রুব-পুত্র উৎকল। উৎকল পুষ্করতীর্থে সহস্র রাজসূয়-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। রাজা যজ্ঞান্তে মহানন্দে যজ্ঞীয় রত্নপাত্র সকল এবং উজ্জ্বল মহামূল্য রত্নরাশি ব্রাহ্মণ-গণকে প্রদান করিলেন। হে সর্ব্বমঙ্গলে! ব্রহ্মা উৎ-কলের যজ্ঞ দর্শন করত সুযজ্ঞ-রাজাদ্বারা সেই যজ্ঞ আরম্ভ করাইলেন এবং দেবগণও তথায় উপস্থিত হই-লেন। ১—১০। মনুবংশীয় সুযজ্ঞরাজা অন্ন, রত্ন এবং সর্ব্বসম্পদ্ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন এবং পরমানন্দে রত্নবদ্ধ শৃঙ্গ দশলক্ষ ধেনু, প্রতিদিন ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। দশলক্ষ গো পরমানন্দে ব্রাহ্মণকে প্রতিদিন দক্ষিণার সহিত অর্পণ করিলেন। প্রতিদিন সুপক্ব মাংসদ্বারা ছয়কোটি ব্রাহ্মণের ভোজন সম্পন্ন করাই-তেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের ভোজন হইলে, চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য ও পেয়রূপ তৃপ্তিকর ভোজ্য এক লক্ষ সূপকারকে ভোজন করাইতেন। সূপযুক্ত, পূপ, মাংসশূন্য পবিত্র অন্ন ভোজন করত ব্রাহ্মণগণ মনু-বংশজাত সুযজ্ঞ রাজার কোন প্রশংসা করেন নাই; কিন্তু তাঁহার পিতৃপিতামহাদির যথেচ্ছাক্রমে প্রশংসা করিলেন। যজ্ঞশেষদিনে সুযজ্ঞ ছত্রিশকোটি ব্রাহ্মণকে সুতৃপ্তরূপে ভোজন করাইলেন এবং ভোজনান্তে রাশি রাশি স্বর্ণ দক্ষিণা দান করিলেন। হে পার্ব্বতি! ব্রাহ্মণগণ গুরুতর রত্নরাশি-বহনে অক্ষম হইয়া কিয়দংশ শূদ্রকে দান করিলেন এবং কিয়দংশ পথে নিক্ষেপ করিলেন। রাজাও ব্রাহ্মণগণের ভোজনান্তে শূদ্র-দিগকে ভোজন করাইয়া তুষ্ট করিলেন। ১১—২৯। বহু মনুষ্য ভোজন করিলেও সহস্র সহস্র অন্নরাশি উদ্বৃত্ত হইল। রাজা যজ্ঞান্তে মহামূল্য রত্নশ্রেষ্ঠ-নির্ম্মিত কোটি ছত্রে আবৃত হইয়া মনোহর সংস্কৃত, চন্দনরসে সংসৃষ্ট, চন্দ্রাতপযুক্ত, চন্দন পল্লবশাখা-সংযুক্ত, পূর্ণকুম্ভবিশিষ্ট-রম্ভাবৃক্ষশোভিত চন্দন—অগুরু—কস্তুরী জল—সিন্দূরযুক্ত,—অষ্টবসু ইন্দ্র চন্দ্র রুদ্র-আদিত্য মুনি মনু মানব ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিব প্রভৃতি কর্ত্তৃক পরিশোভিত সভাস্থ রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। এই সময়ে রাজসভায় রুক্ষ-মলিন-বসন, শুষ্ক-কণ্ঠ, শুষ্কোষ্ঠ, শুষ্কতালু এক ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলেন। তিনি রত্নসিংহাসনোপবিষ্ট মাল্য-চন্দনাদি-চর্চ্চিত রাজাকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক আশী-র্ব্বাদ করিলেন। রাজাও সেই ব্রাহ্মণকে আসন হইতে গাত্রোত্থান না করিয়াই প্রণাম করিলেন। সভাসদ্-গণও উত্থানাদিদ্বারা ব্রাহ্মণের সম্মাননা না করিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন। ব্রাহ্মণও বেদ এবং দেবগণকে নমস্কার করত উগ্রভাবে রাজাকে অভিশাপ দান করিলেন। "রে পামর! নির্ব্বোধ! এই রাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দূরদেশে গমন করত হতশ্রী এবং কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত হও" এই প্রকারে রাজার প্রতি অভিশাপ দিয়া ক্রোধে কম্পমান হইয়া সভাসদ্‌গণকে শাপ প্রদানে উদ্যত হইলেন। সভাস্থ যে সকল ব্যক্তি হাস্য করিয়া-

ছিল, তাহারা উত্থানপূর্ব্বক বিনয় প্রকাশ করিলে, মুনি ক্রোধশূন্য হইলেন। ২০—৩০। রাজা, মুনির সমীপে সমাগত হইয়া ভয়ে রোদন করিতে লাগিলেন এবং দুঃখিত-চিত্তে সভা হইতে নির্গত হইলেন। গুরুরূপী ব্রহ্মণ্যতেজে জাজ্বল্যমান মুনিও গমন করিলেন। অন্যান্য মুনিগণ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক "হে ব্রহ্মন্! গমন করিও না" এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহার পশ্চাদ্-গামী হইলেন; পুলহ, পুলস্ত্য, প্রচেতা, ভৃগু, অঙ্গিরা, মরীচি, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, ক্রতু, শুক্র, বৃহস্পতি, দুর্ব্বাসা, লোমশ, গৌতম, কণাদ, কণ্ব, কাত্যায়ন, কঠ, পাণিনি, জাজলি, ঋষ্যশৃঙ্গ, বিভাণ্ডক, আপিশলি, তৈত্তিরি, মার্কণ্ডেয়, মহাতপা সনক, সনন্দ, বোঢ়ু, সনাতন, পৈল, সনৎকুমার, ভগবান্ নর-নারায়ণ, পরাশর, জরু, জরৎকারু, সম্বর্ত্ত, করথ, ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভরদ্বাজ, বাল্মীকি, অত্রি, উতথ্য, সম্বর্ত্ত আস্তীক, আসুরি, শিলালি, লাঙ্গলি, শাকল্য, শাকটায়ন, গর্গ, বাৎস্য, জামদগ্ন্য, পঞ্চশিখ, দেবল, জৈগীষব্য, বামদেব, বালখিল্য, শক্তি, দক্ষ, কর্দ্দম, প্রস্কন্ন, কপিল, বিশ্বামিত্র, কৌৎস, ঋচীক এবং অবমর্ষণ প্রভৃতি মুনিগণ; পিতৃগণ; দিক্‌পালগণ এবং হবিঃপ্রিয় দেবগণ, ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ গমন করত তাঁহাকে জ্ঞান দিবার জন্য সেই স্থানে উপবেশন করাইলেন। প্রত্যেকে নীতিশাস্ত্রদ্বারা ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা করিবার যত্ন করিলেন। ৩১—৪৩।

প্রকৃতিখণ্ডে পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

পার্ব্বতী পশুপতির নিকট প্রশ্ন করিলেন;—নাথ! নীতিশাস্ত্রবিৎ ব্রহ্মতনয় ব্রাহ্মণগণ সেই ব্রাহ্মণের নিকট কোন্ নীতি উপদেশ করেন, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন। শিব বলিলেন;—চন্দ্রবদনে! মুনিগণ বিনয়সহকারে ব্রাহ্মণের স্তব করত ক্রমশঃ একে একে নীতিসঙ্গত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমতঃ সনৎকুমার বলিলেন, হে দ্বিজ! তুমি রাজাকে অভিশাপ প্রদান করত রাজসভা হইতে নির্গত হইবামাত্র তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে রাজলক্ষ্মী, কীর্ত্তি, যশ, সুস্বভাব, মহৈশ্বর্য্য অধিক কি, নিত্য তর্পণীয় পিতৃগণ, ও দেবগণও রাজাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার গৃহ হইতে গমন করিয়াছেন। অতএব তুমি রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হও, যেহেতু ব্রাহ্মণগণ—আশুতোষ। হে মুনে! নবনীত-সদৃশ সুকোমল ব্রাহ্মণগণের চিত্ত—নির্ম্মল, তপোবলে মার্জ্জিত এবং অতিশয় শুদ্ধ। হে দ্বিজবর! রাজার অপরাধ ক্ষমাপূর্ব্বক রাজভবনে গমন করত নৃপাঙ্গন পবিত্র কর। বৃহস্পতি বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তির গৃহ হইতে অতিথি ভগ্নমনোরথ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, অতিথি-অবহেলাজন্য পাপে তাহার গৃহ হইতে পিতৃগণ, দেবগণ এবং সর্ব্বব্যাপী বহ্নিদেব নির্গমন করেন. অতএব হে দ্বিজ! ক্ষান্ত হও—পাদার্পণে রাজভবন শুদ্ধ কর. যে ব্যক্তি গৃহাগত অতিথি-সৎকার না করে, স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, কৃতঘ্নতা এবং গুরুপত্নীহরণ প্রভৃতি পাপের অনল পাপ—সেই ব্যক্তিতে অবস্থান করে। ১—৯। পুলস্ত্য বলিলেন—যে ব্যক্তি অতিথির প্রতি অনাদর-পূর্ব্বক কুটিলদর্শনে তাহাকে নিরীক্ষণ করে, আগত অতিথি সেই ব্যক্তিকে স্বীয় পাপ অর্পণ করত পুরাকৃত তদীয় পুণ্য গ্রহণপূর্ব্বক গমন করে। হে বৎস! নিজগুণে রাজার অপরাধ ক্ষমা কর। রাজা তোমাকে আগত দেখিয়াও নিজ কর্ম্মদোষে উত্থানাদি-দ্বারা সম্মান করে নাই; না করুক—পুনর্ব্বার রাজগৃহে গমন কর। পুলহ বলিলেন,—যে ব্যক্তি রাজ্য এবং বিদ্যাদির দর্পে ব্রাহ্মণের অবমান করে, সে ব্রাহ্মণ হইলে ত্রিসন্ধ্যাকর্তৃক এবং ক্ষত্রিয় হইলে লক্ষ্মীদেবী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয় এবং ব্রতশ্রেষ্ঠ একাদশী ও দেব-দুর্লভ হরিনৈবেদ্য লাভ করিতে পারে না। হে দ্বিজবর! রাজার দোষ ক্ষমা করত তাঁহার গৃহ পদার্পণদ্বারা পবিত্র কর। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যে বর্ণ গুরু ব্রাহ্মণকে অবমান করে, সে ব্যক্তি দীক্ষাবিহীন হয় এবং নিশ্চয়ই ধন পুত্র এবং পত্নীদ্বারা বঞ্চিত হইয়া থাকে। হে বৎস! রাজার দোষ ক্ষমা করত তাঁহার ভবন পবিত্র করিবার নিমিত্ত গমন কর। অঙ্গিরা বলিলেন, যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানবান্ হইয়াও জগৎ-পূজ্য ব্রাহ্মণকে অবমান করে, তাহাকে সপ্তজন্ম বৃষ-স্বরূপ হইয়া দুর্ব্বহ ভার নিরন্তর বহন করিতে হয়। মরীচি বলিলেন,—যে ব্যক্তি, পবিত্র ভারত ভূমিতে আগমন করত, দেব, ব্রাহ্মণ, কিংবা গুরুর নিন্দা করে, সে ব্যক্তি মানবজন্মের সার্থকতা-সম্পাদক বিষ্ণুভক্তিদ্বারা পরিত্যক্ত হয়। কশ্যপ বলিলেন,—যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণকে দর্শন করত উপহাস এবং অবহেলা করে সেই পাপী বিষ্ণু-ভক্তিহীন এবং লোকপূজ্য-বিষ্ণুপূজা-বিহীন হয়। প্রচেতা বলিলেন, যে ব্যক্তি অতিথি ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়াও উত্থানাদি

না করে, তাহার ভারতভূমিতে পরমপূজনীয় পিতৃমাতৃ-ভক্তি বিদূরিত হয় এবং সেই স্বকীয় অহঙ্কারিতা-দোষে সপ্তজন্ম মত্তমাতঙ্গযোনি লাভ হয়। হে দ্বিজবর! অতএব শীঘ্র গমন করত রাজাকে আশীর্ব্বাদ কর। দুর্ব্বাসা বলিলেন,—গুরু, ব্রাহ্মণ কিংবা দেবমূর্ত্তি—দর্শন করত যে ব্যক্তি মস্তক নত না করে, সেই ব্যক্তি সেই মহাপাতকে পৃথিবীমধ্যে শূকরযোনি প্রাপ্ত হয় এবং মিথ্যাসাক্ষ্য ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি ঘোরপাপে নিমগ্ন হয়; অতএব আমাদের সর্ব্বদোষ মার্জ্জনাপূর্ব্বক রাজগৃহে আতিথ্য স্বীকার কর। রাজা বলিলেন,—হে মুনিবরগণ! আপনারা ছলে ধর্ম্ম বর্ণন করিলেন। আমি অতি অজ্ঞান; অতএব স্ত্রীহন্তা, গোহন্তা, কৃতঘ্ন, গুরুপত্নীগামী এবং ব্রহ্মহত্যাকারক ব্যক্তিকে কি পাপ ভোগ করিতে হয়, সেইবিষয় আমার নিকটে বিস্তাররূপে বর্ণন করুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, হে রাজন্! ইচ্ছাপূর্ব্বক যদ্যপি কেহ গোহত্যা করে, তাহা হইলে সেই গো-ঘাতক, শত বৎসর তীর্থে নিবাস করত যাবক ভোজন এবং করপাত্রে জল পান করিবে। তদনন্তর দক্ষিণার সহিত ব্রাহ্মণগণকে শত ধেনু দান এবং শত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া পাপ হইতে মুক্ত হইবে। উক্ত প্রায়শ্চিত্তদ্বারা মুক্তি লাভ করে না, অবশিষ্ট পাপে চণ্ডাল-যোনিতে জন্মগ্রহণ করত দুঃখ অনুভব করে। মানব দৈববশতঃ যদ্যপি গোহত্যা-পাপগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে ইচ্ছাকৃত বধে যে পাপ হয়, তাহার অর্দ্ধেক পাপ ঐ ব্যক্তির হইয়া থাকে। এ সমস্ত পাপও প্রায়শ্চিত্তাদি-দ্বারা খণ্ডন হয় না। শুক্র বলিলেন, স্ত্রীহন্তাকে গোহত্যা অপেক্ষা দ্বিগুণ পাপ ভোগ করিতে হয়। তাহাকে ষষ্টিসহস্র বৎসর যমদণ্ড অনুভব করিতে হয়। তদনন্তর সপ্তজন্ম শূকরযোনি এবং সপ্তজন্ম সর্পযোনি-জন্মগ্রহণান্তে শুচি হইতে হয়। বৃহস্পতি বলিলেন, স্ত্রীহত্যা অপেক্ষা দ্বিগুণ পাপ ব্রাহ্মণহন্তার পক্ষে নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রহ্মঘাতী লক্ষ বৎসর ভয়ঙ্কর কুম্ভীপাক নরকে নিবাস করে। তদনন্তর বিষ্ঠাতে শত বৎসর কাল কৃমিরূপে বাস করত সপ্তজন্ম সর্প-যোনিতে জন্মগ্রহণান্তে শুদ্ধ হয়। ১০—৩২। গৌতম বলিলেন হে রাজন্! কৃতঘ্ন ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যা অপেক্ষা চতুর্গুণ পাপ ভোগ করে। কৃতঘ্নগণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বেদাদিতে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন। হে বেদবিৎগণ! কৃতঘ্নগণের লক্ষণ বলুন এবং কৃতঘ্ন কত প্রকার? কোন্ কৃতঘ্নতা দোষে কি কি পাপ হইয়া থাকে? ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন;—কৃতঘ্নতা পাপ, সামবেদে ষোড়শ প্রকার বর্ণিত আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি পাপভেদে ফলভেদ অনুভব করে। সত্য, পুণ্য, স্বধর্ম্ম, তপস্যা, মর্য্যাদা, প্রতিজ্ঞা, দান, পোষ্যগণের পালন, গুরুকৃত্য, দেবকৃত্য, কাম্যকৃত্য, দ্বিজসেবা, নিত্যকৃত্য, বিশ্বাস, পরদান ধর্ম্ম এবং প্রদান এই ষোড়শটী কৃতপদের বাচ্য। এই সকলকে যে হনন করে, সেই পাপিশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই কৃতঘ্ন। কৃতঘ্নগণ ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। নৃপমণে! পাপানুসারে কৃতঘ্নগণ, যে যে নরকে নিবাস করে, সেই সেই নরক সকল যমপুরে পৃথক্ পৃথক্রূপে সংস্থিত হইয়াছে। ৩৩—৩৯। রাজা সুযজ্ঞ বলিলেন, হে মুনিগণ! কৃতঘ্নগণ কোন্ পাপে কোন্ নরকে নিবাস করে, তাহা ভিন্ন ভিন্নরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আমার নিকট বর্ণন করুন। কাত্যায়ন বলিলেন, যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক প্রতিশ্রুত বিষয়ে সত্য পালন না করে, তাহাকে কৃতঘ্ন বলে। সে কালসূত্র নামক নরকে চতুর্যুগ অবস্থান করে। তদনন্তর সপ্তজন্ম নিকৃষ্ট কাকযোনি, সপ্তজন্ম পেচক-যোনিতে জন্মগ্রহণ করত সপ্তজন্ম মহাব্যাধিগ্রস্ত শূদ্র-যোনিতে জন্মগ্রহণান্তে তাহার শুদ্ধিলাভ হয়। সনন্দ বলিলেন, যে ব্যক্তি, পুণ্য কর্ম্ম করত প্রশংসা লাভের নিমিত্ত জনসমাজে স্বয়ং তাহা কীর্ত্তন করে, এতাদৃশ কৃতঘ্ন শূর্ম্মীনামক নরকে তিন যুগ বাস করত পাঁচজন্ম ভেক এবং তিনযুগ কর্কটযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া তদনন্তর নরযোনিতে মূর্খ, দরিদ্র এবং ব্যাধিযুক্ত শূদ্র হইয়া জন্মগ্রহণান্তে শুচি হয়। সনাতন বলিলেন, যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা করে না, স্বধর্ম্ম পালন করে না, তর্পণাদিদ্বারা পিতৃগণকে তৃপ্ত করে না, বিষ্ণু-নিবেদিত বস্তু ভোজন করে না, বিষ্ণুপূজা-হীন, বিষ্ণুমন্ত্রবিহীন, একাদশী, শিবরাত্রি, কৃষ্ণজন্ম-দিনে এবং রামনবমীদিনে ভোজন করে; আর পিতৃকৃত্য এবং দেবকৃত্যে শ্রদ্ধাহীন হয়, এই সকল কৃতঘ্ন ব্যক্তি যেকালপর্য্যন্ত চন্দ্র এবং সূর্য্যের উদয়াস্ত থাকে; ততকাল কুম্ভীপাক নরকে নিবাস করে। তদনন্তর সপ্তজন্ম চণ্ডাল, সপ্তজন্ম গৃধ্র, সপ্তজন্ম শূকর হইয়া পরে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করত কুৎসিত শূদ্রের পাচককর্ম্মে নিযুক্ত হয়। তদনন্তর সপ্তজন্ম ব্রাহ্মণ হইয়াও শূদ্রগণের বৃষবাহক এবং সপ্তজন্ম শূদ্রগণের শবদাহ আচরণ করে। ৪০—৫০। তদনন্তর, ব্রাহ্মণ হইয়া শূদ্রাণীস্বামিরূপে সপ্তজন্ম অতিবাহিত করত এই জন্মে আপাততঃ সুখকর ভোগ অনুভব করিয়া অন্তে অনন্ত রৌরবনরকে নিবাস করে। এইরূপে নরক ও পাপযোনিতে বারংবার ভ্রমণ করত

পাঁচজন্ম গর্দ্দভ এবং মার্জ্জারযোনিতে ও পঞ্চজন্ম মণ্ডূকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শুদ্ধ হয়। সুযজ্ঞ জিজ্ঞাসা করিলেন, শূদ্রগণের পাচকতা, শূদ্রগণের শবদাহন, শূদ্রগণের অন্নভোজন, বৃষবাহন এবং শূদ্রস্ত্রীগমনে ব্রাহ্মণগণের কি দোষ হয়? এই সকল বিষয় সমালোচনপূর্ব্বক বিশেষরূপে আমার নিকটে বর্ণন করুন। পরাশর বলিলেন, যে ব্রাহ্মণ জ্ঞানপূর্ব্বক শূদ্রগণের পাচক হয়, সেই ব্রাহ্মণাধম, একসপ্ততিযুগকাল অসীপত্রনামক নরকে নিবাস করে। তদনন্তর সপ্তজন্ম গর্দ্দভ এবং মূষিকযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে; তদনন্তর সপ্তজন্ম তৈলপায়ীরূপে জন্মগ্রহণান্তে শুদ্ধ হয়। জরৎকারু বলিলেন, যে ব্রাহ্মণ স্বয়ং অথবা ভৃত্যদ্বারা বৃষ-বাহন করে, হে নৃপপতে! সেই ব্যক্তি কৃতঘ্ন বলিয়া ভারতে বিখ্যাত হয়। বৃষবাহক প্রতিদিন দণ্ডদ্বারা বৃষতাড়নহেতু ব্রহ্মহত্যার সমান পাপ লাভ করে এবং বৃষপৃষ্ঠে ভারদানে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ পাপ লাভ করে। যে ব্যক্তি প্রখর সূর্য্যতাপে ক্ষুধিত এবং তৃষিত বৃষদ্বারা হলচালনা করে, সে নিশ্চয়ই শত ব্রহ্মহত্যার পাপভাজন হয়। ৫১—৬০। হে রাজন্! বৃষবাহক ব্যক্তির অন্ন, বিষ্ঠা-সদৃশ এবং জল, মূত্র-সদৃশ। সেই পাপী, পিতৃ-দেবার্চ্চনা প্রভৃতি কর্ম্মে অনধিকারী। সে লালাকুণ্ডনামক নরকে অন্নবিনিময়ে বিষ্ঠা এবং জলবিনিময়ে মূত্র পান করত চন্দ্র-সূর্য্যের অধিকারকাল পর্য্যন্ত নিবাস করে। যমকিঙ্করগণ শূলদ্বারা ত্রিসন্ধ্যা সেই কৃতঘ্নকে তাড়ন করে এবং তাহার মুখে প্রজ্জলিত অঙ্গার প্রদানপূর্ব্বক সূচিদ্বারা বিদ্ধ করে। তদনন্তর সেই পাপী ষষ্টিসহস্র বৎসর বিষ্ঠামধ্যে নিবাস করত পাঁচজন্ম কাক এবং বকরূপে জন্ম গ্রহণ করে। পরে পাঁচজন্ম গৃধ্র এবং সপ্তজন্ম শৃগালরূপে জন্ম গ্রহণ করে; তদনন্তর দরিদ্র শূদ্র ও মহাব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে। ভরদ্বাজ বলিলেন, নৃপ! যে ব্যক্তি শূদ্রগণের শবদাহন করে, সে ব্রাহ্মণও কৃতঘ্ন। শবপরিমাণে ব্রহ্মহত্যার পাপ লাভ করে। দাহিত শূদ্র যত যোনিতে ভ্রমণ করিয়াছে এবং যত প্রকার নরক ভোগ করিয়াছে, তত যোনিভ্রমণ এবং তত নরকভোগে সেই কৃতঘ্ন শুদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণগণ শূদ্রশব দাহন করত যে পাপ লাভ করে, শূদ্রগণের শ্রাদ্ধীয় অন্নভোজনেও সেই পাপ। বিভাণ্ডক বলিলেন, যে ব্যক্তি শূদ্রগণের শ্রাদ্ধে ভোজন করে, সে পিতৃ-দেবার্চ্চনের অনধিকারী হইয়া সুরাপান ও ব্রহ্মহত্যা-পাপে পাতকী হয়। ৬১—৬৯। মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে রাজন্! ব্রাহ্মণগণের—সঙ্গমে যে দোষ তাহা বর্ণন করিতেছি,—সাবধানে শ্রবণ কর। যে ব্রাহ্মণ, শূদ্র-স্ত্রীগমন করে, সকল প্রকার কৃতঘ্ন হইতে গুরুতর পাপী সেই কৃতঘ্ন,—শত শত ইন্দ্রের আধিপত্যকাল কৃমিদংষ্ট্র নরকে নিবাস করে এবং যমকিঙ্করগণের তাড়নায় এবং কৃমিদংশনে বিহ্বল হইয়া যমদূতগণকর্ত্তৃক জাজ্বল্যমান লৌহপ্রতিমার দ্বারা আশ্লেষিত হয়। তদনন্তর বেশ্যার যোনিতে কীটরূপে সহস্র বৎসর বাস করত শূদ্রযোনিতে জন্মে। পরে শুদ্ধ হয়। সুযজ্ঞ বলিলেন, অন্য কৃতঘ্নগণের পরিণাম বর্ণন করুন। হে মুনে! ব্রহ্মশাপও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর হইল; বিপদ্ ভিন্ন সম্পদ্ লাভ হয় না। আমি ধন্য, আমার কার্য্য সকল সম্পূর্ণ হইল, আমার জন্ম সার্থক;—যেহেতু মুক্ত পুরুষ, দেব এবং মুনি—আপনারা আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন। ৭০—৭৫।

প্রকৃতিখণ্ডে একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! বেদবিৎ মুনিগণ সুযজ্ঞ-রাজার নিকটে অন্য কৃতঘ্ন সকলের চরিত্র কিরূপে বর্ণন করিলেন? মহাদেব বলিলেন, প্রিয়ে! নৃপবর সুযজ্ঞ প্রশ্ন করিলে, মুনিগণের মধ্য হইতে নারায়ণ বলিতে লাগিলেন। হে রাজন্! যে ব্যক্তি স্বদত্ত কিংবা পরদত্ত ব্রহ্মবৃত্তি হরণ করে, সে কৃতঘ্ন পদ-বাচ্য; তাহার ফল শ্রবণ কর। বৃত্তিহরণজন্য সর্ব্বদা দুঃখিত ব্রাহ্মণের নয়ন হইতে পতিত জলদ্বারা যতগুলি রেণু সিক্ত হয়, ততসহস্র বৎসর-পরিমাণে সেই পাপী শূলপ্রোত নরকে নিবাস করে। যমকিঙ্করগণ, বিষম প্রহারে তাহাকে তপ্ত অঙ্গার ভোজন, তপ্ত মূত্র পান এবং তপ্ত অঙ্গারে শয়ন করায়। তদন্তর দৈবপরিমাণে ষষ্টিসহস্র বৎসর বিষ্ঠামধ্যে মহাপাপ-ফলে কৃমিরূপে বাস করে। পরে ভূমিহীন, মানহীন, দরিদ্র, কৃপণ, রোগী, নিন্দিত, শূদ্র হইবার পর শুদ্ধ হয়। যে ব্যক্তি আত্মীয় কিংবা পরকীয় কীর্ত্তির-ব্যাঘাত করে, সেই কৃতঘ্নের ফল শ্রবণ কর। সেই ব্যক্তি চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের আধিপত্যকাল অন্ধকূপ-নামক নরকে নিবাস করে। হে নৃপ! তাহাকে নকুল-সদৃশ কীটগণ নিরন্তর দংশন করে। ১—৯। সে নিত্য অত্যুষ্ণ ক্ষারজল পান করে; তদনন্তর সপ্তজন্ম সর্প এবং পঞ্চজন্ম কাকযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ হয়। দেবল বলিলেন, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ গুরু কিংবা দেবতার

ধন হরণ করে, সেই মহাপাপী, ভারতে কৃতঘ্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। এবং সেই পাপী চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের আধিপত্যকাল অবটোদনামক নরকে নিবাস করে। তদনন্তর শূদ্ররূপে সুরাপায়ী হইয়া শুদ্ধি লাভ করে। জৈগীষব্য বলিলেন, যে ব্যক্তি মাতা এবং পিতাকে ভক্তিপূর্ব্বক পালন না করে, এবং যে কুলটা, স্বামীকে কটূ বাক্যদ্বারা ব্যথিত করে, সেই নর এবং নারী পৃথিবীস্থ পাপিগণের প্রধান কৃতঘ্ন বলিয়া বিখ্যাত; তাহারা বহ্নিকুণ্ডনামক নরকে গমন করিয়া যত দিন পর্য্যন্ত চন্দ্র এবং সূর্য্য গগনে উদিত হন, ততকাল বাস করে। তদনন্তর সপ্তজন্ম জলৌকারূপে জন্মগ্রহণান্তে শুদ্ধ হয়। বাল্মীকি বলিলেন, হে রাজন্! বৃক্ষত্ব যে প্রকার সকলবৃক্ষেই নিশ্চয়ভাবে থাকে, হে মহীপাল! তদ্রূপ সকলপাপেই কৃতঘ্নতা অবস্থান করে। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ কিম্বা ভয়হেতু মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে এবং সভামধ্যে উভয় পক্ষের মধ্যে এক পক্ষের পৃষ্ঠ পোষকতা করে সেও কৃতঘ্ন। যে ব্যক্তি যে কোনরূপে হউক পুণ্য বিনাশ করে, তাঁহারা পুণ্যনাশক বলিয়া কৃতঘ্ন। ১০—১৮। হে রাজন্! যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান অথবা সভামধ্যে পক্ষপাতিতা আচরণ করে, সেই পাপী সহস্র ইন্দ্রের আধিপত্য কাল সর্পকুণ্ডনামক নরকে নিবাস করে, নিরন্তর সর্পসমূহ তাহার সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টনপূর্ব্বক দংশন করে। যমদূতগণ, তাড়নাদ্বারা সর্পের বিষ্ঠা ও মূত্র তাহাকে ভোজন করায়। তদনন্তর ভারতে সপ্তজন্ম কৃকলাস এবং পিত্রাদি সপ্তম পুরুষের সহিত সপ্তজন্ম মণ্ডূকরূপ ধারণ করে। পরে গহনকাননে মহান্ শাল্মলিবৃক্ষরূপে উৎপন্ন হয়। তদনন্তর মনুষ্যযোনিতে মূক হইয়া জন্মে; অনন্তর শূদ্ররূপে জন্মান্তে শুদ্ধ হয়। আস্তিক বলিলেন, নরগণ গুরুপত্নী-হরণে মাতৃ-গমন-পাপে সংলিপ্ত হয় এবং মাতৃগমন-পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, হে রাজন্! মাতৃ-গমন করিলে যাদৃশ পাপ উৎপন্ন হয়। শূদ্রগণের ব্রাহ্মণীগমনেও সেই পাপ হয়। কন্যা, পুত্রবধূ, শ্বশ্রূ, গর্ভবতী, ভ্রাতৃবধূ এবং ভগিনীর সহিত সঙ্গমে যে প্রকার পাপ উৎপন্ন হয়, শূদ্রগণ ব্রাহ্মণীগমনেও তাদৃশ পাপভাগী হইয়া থাকে। এই সকল অগম্যা-গমনে ব্রহ্মা যে দোষ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিতেছি—এই সকল অগম্যাদিগের সহিত যে সঙ্গম করে, সে ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ এবং চণ্ডালও তাহাকে স্পর্শ করিতে সঙ্কুচিত হয়, সে দিবাকর-করস্পর্শেও অনধিকারী হয়। শালগ্রাম-চরণামৃত, তুলসীদল জল, সর্ব্বতীর্থজল এবং বিপ্রপদোদক স্পর্শ করিতে তাহার অধিকার হয় না, সেই পাতকী নরবিষ্ঠাসদৃশ হয়। প্রণামযোগ্য দেবতা গুরু এবং ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিতে তাহার অধিকার হয় না। তাহার স্পৃষ্ট অন্ন বিষ্ঠাসদৃশ এবং জল মূত্রসমান। তাহার কোন বস্তুই দেবগণ, পিতৃগণ এবং ব্রাহ্মণগণ গ্রহণ করেন না। তাহার শরীরের বায়ুস্পর্শে তীর্থসমূহও শবদাহনের অঙ্গারসদৃশ অপবিত্র হয়। ১৯—৩১। ব্রাহ্মণ কিংবা দেবকর্তৃক সেই মহাপাতকী যদ্যপি দৈবক্রমে স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, তাঁহাদিকে সপ্তরাত্র উপবাস করিতে হয়। অধিক কি, বিশ্বম্ভরাও তাহার ভার বহনে অক্ষমা হন। কন্যা-বিক্রয়ীর পাপে যে প্রকার দেশ অবসন্ন হয়, সেই প্রকার তাহার স্পর্শেও দেশ নষ্ট হয়। তাহার স্পর্শ, তাহার সহিত বাক্যালাপ এবং একত্রে শয়ন অথবা ভোজনকারী মনুষ্যও তাহার সদৃশ পাপে লিপ্ত হয়। সেই পাতকী শত ব্রহ্মার আধিপত্য কাল কুম্ভীপাক নরকে নিবাস করে এবং কুম্ভীপাক নরকে চক্রের ন্যায় নিরন্তর ভ্রমণ করে। তথায় যমদূতগণের বিষম প্রহারে এবং অগ্নিশিখার তাপে যৎপরনাস্তি ক্লেশ অনুভব করে। এই প্রকারে সেই মহাপাপী কুম্ভীপাক নরকে প্রতিদিন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। অন্য নারকীদিগের আহার্য্য বস্তু নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু এ নারকীর আহার্য্য বস্তু কিছুই প্রাপ্তি হয় না। তদনন্তর বিষম প্রাকৃতিক মহাপ্রলয় অতীত হইলে, পুনর্ব্বার সৃষ্টিপ্রারম্ভকালে তাহার নিবাস নির্দ্দিষ্ট হয়। ষষ্টিসহস্র বৎসর বেশ্যাযোনিতে কৃমি-রূপে বাসান্তে ষষ্টিসহস্র বৎসরকাল বিষ্ঠামধ্যে কৃমিরূপে নিবাস করত তদনন্তর ভার্য্যাহীন নপুংসক চণ্ডালরূপে জন্ম গ্রহণ করে। সপ্তজন্ম গলৎ-কুষ্ঠ-ব্যাধি-গ্রস্ত, চণ্ডালের অস্পৃশ্য শূদ্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া সপ্তজন্ম উক্ত মহাব্যাধিগ্রস্ত নপুংসক শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। তদনন্তর সপ্তজন্ম তীর্থস্থানে ক্ষুধিত কাকরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া সপ্তজন্ম ভার্য্যা-হীন নপুংসক সর্প হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। তদনন্তর কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত অন্ধ নপুংসক ব্রাহ্মণরূপে জন্ম গ্রহণ করে। সেই মহাপাপী এইরূপে সাতজন্ম ভ্রমণান্তে শুদ্ধ হয়। ৩২—৪১। মুনিগণ বলিলেন, হে রাজন্। এইরূপে শাস্ত্রানুসারে পাপিগণের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। অতিথিকে বিমুখ করিলে যে পাপ হয়, তাহাও পূর্ব্বোক্ত পাপের সদৃশ। ব্রাহ্মণকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করত গৃহে লইয়া যাও, ব্রাহ্মণকে যত্নপূর্ব্বক পূজা করত শীঘ্র বনে গমন করিয়া তপস্যা কর; এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদে ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত

হইয়া পুনর্ব্বার নিজ রাজ্যে আগমন করিবে। হে পার্ব্বতি! মুনিগণ এই বাক্য বলিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং দেবগণ, বন্ধুবর্গ ও রাজগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। ৩২—৪৬।

প্রকৃতিখণ্ডে দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো! মুনিসমূহ নিজ নিজ স্থানে গমন করিলে, নৃপবর কর্ম্মফল শ্রবণান্তে ব্রহ্মশাপে ব্যাকুল হইয়া কি করিলেন? অতিথিবর, মুনিগণের আদেশে রাজগৃহে গমন করিলেন কি না? সেই বিষয় বিশদরূপে বর্ণন করুন। মহাদেব বলিলেন, ব্রাহ্মণগণ গমন করিলে, রাজা নিন্দিত কর্ম্মে লজ্জিত হইয়া ধার্ম্মিকবর পুরোহিত বশিষ্ঠ মুনির আদেশে ব্রাহ্মণের চরণসমীপে ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। ব্রাহ্মণও ক্রোধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রাজাকে শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। নৃপবর ক্রোধত্যাগহেতু কৃপালু ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ হাস্য করিতে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সজলনয়নে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো! আপনি কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? আপনার এবং আপনার পিতার নাম কি? বাসদ্বারা কোন্ নগরকে শোভিত করিয়াছেন? কি নিমিত্তই বা এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন? সর্ব্বাত্মা ভগবান্ কি আপনার এই প্রচ্ছন্ন বিপ্ররূপে এস্থানে আগত হইয়াছেন? অথবা তেজঃপুঞ্জে জাজ্বল্যমান হুতাশনদেব মূর্ত্তিমান্ হইয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন? হে দ্বিজ! এই ভূমণ্ডলমধ্যে আপনার ইষ্টদেব কে? গুরু কে? অথবা পূর্ণজ্ঞান কি আপনার বেশে সম্প্রতি এখানে আগত হইয়াছেন? হে মুনিবর! আপনার অলৌকিক মহিমায় মুগ্ধ হইয়াছি। আমার রাজ্য ঐশ্বর্য্য ধন—সকলই গ্রহণ করুন। আমি পুত্রের সহিত আপনার দাস এবং মহিষী আপনার দাসী; সপ্ত-সাগর-শোভিতা, সপ্ত মহাদ্বীপ, অষ্টাদশ উপদ্বীপ এবং শৈল, বন প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃতা এই ভারতভূমি শাসনে—একান্তানুগত আমাকে নিয়োগ করত স্বয়ং মহামূল্য-রত্নরাশিনির্ম্মিত রাজসিংহাসনে উপবেশন করুন। মুনিবর রাজার বাক্য শ্রবণে কিঞ্চিৎ হাস্যপূর্ব্বক মহৎকে অতি দুর্লভ পরমতত্ত্ব উপদেশ করিতে লাগিলেন। —জগৎস্রষ্টার পুত্র মরীচি; মরীচির পুত্র স্বয়ং কশ্যপ। কশ্যপ প্রজাপতির পুত্র সকল, ইচ্ছানুরূপ দেবত্ব লাভ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মহাজ্ঞানী ত্বষ্টা দৈব-পরিমাণে সহস্র বৎসরকাল পুষ্করতীর্থে দুষ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন। ত্বষ্টা ব্রাহ্মণগণের হিতাকাঙ্ক্ষায় তেজস্বিবর ব্রাহ্মণ পুত্রলাভেচ্ছায় দেবদেব পরমেশ্বর হরির তপস্যা এবং তাঁহার অনুগ্রহে অভীপ্সিত বর লাভ করিলেন। তদনন্তর তাঁহার পুত্র মহা-তেজা তপোধন, বিশ্বরূপ নামে খ্যাত হইলেন এবং সুরগুরু ক্রোধপূর্ব্বক ইন্দ্রের পৌরোহিত্য ত্যাগ করিলে, তিনিই ইন্দ্রের পুরোহিত হইলেন। ইন্দ্র-দেব—বিশ্বরূপ, নিজ মাতামহ দৈত্যগণকে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে মাতার আদেশে ব্রাহ্মণের মস্তক ছেদন করিলেন। হে রাজন্! বিশ্বরূপতনয় বিরূপ আমার পিতা। তাঁহার ঔরসে কশ্যপকুলে আমার জন্ম। আমার নাম সুতপা। আমি বিষয় হইতে বিরত হইয়াছি। মহাদেবই আমার বিদ্যাদাতা, জ্ঞানদাতা এবং মন্ত্রদাতা গুরু। প্রকৃতির অতীত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ আমার ইষ্টদেব। আমি নিরন্তর পরমানন্দ-স্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিন্তা করি। তুচ্ছ সম্পদে আমার অণুমাত্র আসক্তি নাই। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, আমাকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য এবং সারূপ্য প্রদান করিতেছিলেন কিন্তু তাঁহার শুভকর চরণ চিন্তা ভিন্ন সেসকল গ্রহণ করি নাই এবং ব্রহ্মত্ব কিংবা দেবত্বও জলবিম্ববৎ অনিত্য বিবেচনা করি। হে নরপতে! মিথ্যা ভ্রমপূর্ণ অচিরস্থায়ী ভক্তিগন্ধ-শূন্য ইন্দ্রত্ব মনুত্ব কিংবা সূর্য্যত্ব প্রভৃতি পদকে জলরেখার ন্যায় নশ্বর বিবেচনা করি। রাজ্যপদে আমার প্রয়োজন কি? আমি একমাত্র বিষ্ণুভক্তিলাভে লোলুপ হইয়া তোমার যজ্ঞে মহাত্মা মুনিগণের আগমন শ্রবণ করত এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমার শাপ তোমার পক্ষে অনুগ্রহ হইল। ১—২৪। তুমি মহাঘোর ভবার্ণবে পতিত হইয়াছিলে, আমার শাপ তোমার ভববন্ধন ছেদন করিল। জলাত্মক তীর্থ, মৃৎশিলাময় দেবগণ, বহুকালে পবিত্র করেন। কিন্তু কৃষ্ণভক্তগণের দর্শন মাত্রেই মহাপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। হে রাজন্! পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করত বনে গমন কর। হে ভূমিপাল! পতিব্রতা নিজ পত্নীকে পুত্রের নিকটে রাখিয়া অবিলম্বে গমন কর। ব্রহ্মা অবধি স্তম্ব পর্য্যন্ত সকল জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্মা-মহাদেব-প্রভৃতি দেবগণের তপস্যাদ্বারা দুরারাধ্য পরমাত্মা ত্রিলোকনাথ রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা কর। তিনি প্রকৃত

নির্ম্মায়িক হইলেও তাঁহার মায়াতে ব্রহ্মা—স্রষ্টা, হরি—পালক, হর,—সংহর্ত্তা। যাঁহার মায়ায় দিক্‌পাল দেবগণ দশদিকে ভ্রমণ করিতেছেন, যাঁহার আজ্ঞায় পবন সর্ব্বদা সর্ব্বলোকে সঞ্চরণ এবং দিনকর প্রতিদিন উদয় হইতেছেন, যাঁহার আজ্ঞায় চন্দ্রদেব রাত্রিকালে আনন্দকর নিজ করনিকরে শস্যসমূহকে সুস্নিগ্ধ করেন, মৃত্যুও যাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া কালে মনুষ্যের প্রতি আধিপত্য প্রকাশ করে, ইন্দ্রদেবও যথাকালে জল বর্ষণ এবং হুতাশন সময়ানুসারে দহন করেন, যম বিশ্বশাসক হইয়াও যাঁহার ভয়ে প্রজা সকলকে স্বাধিকারে আনয়ন করেন, কালও যাঁহার আজ্ঞায় কালানুসারে সৃষ্টি স্থিতি লয় করেন, সমুদ্র পৃথিবী পর্ব্বত স্বর্গ পাতাল প্রভৃতি যাঁহার বশবর্ত্তী; হে নৃপবর! সপ্ত স্বর্গলোক, সপ্তদ্বীপা গিরিবারিধি-শালিনী পৃথিবী, সপ্তপাতালবিশিষ্ট ত্রিলোক যাঁহার পক্ষে ডিম্বসদৃশ জলমগ্ন হইয়া আছে, যাঁহার অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ ভিন্ন ভিন্নরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সুর, নর, নাগ, গন্ধর্ব্ব এবং রাক্ষস প্রভৃতি বর্ত্তমান আছেন, পাতাল হইতে ব্রহ্মলোকপর্য্যন্ত ডিম্বাকারে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, সেই এই সকল ব্রহ্মাণ্ডই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য হইতে উৎপন্ন। বিশ্বব্যাপী বিষ্ণু, যে কালে ক্ষুদ্রাকারে জলমধ্যে শয়ন করেন, সেই কালে যে প্রকার পদ্মের কর্ণিকারমধ্যে বীজসকল অবস্থিত থাকে, তদ্রূপ তাঁহারও নাভিপদ্মে ব্রহ্মাণ্ডসমূহ অখণ্ডভাবে অবস্থান করে। এইরূপে মহাযোগী বিষ্ণু, প্রাকৃতবৎ কালভীত হইয়া বিস্তৃত জলশয্যায় শয়ন করত প্রকৃতির অতীত কালনাথ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করেন। মহা-বিষ্ণুর লোমকূপে, বিরাট্ বিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ডের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বাস করেন। বিষ্ণুর প্রত্যেক লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডসমূহ বাস করে। হে পৃথিবীপতে! মহাবিষ্ণুর অঙ্গস্থিত লোম এবং ব্রহ্মাণ্ডকোটীর সংখ্যা করিতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও অক্ষম; অন্যের অতি অসাধ্য। মহা-বিষ্ণু প্রাকৃতিক পুরুষ ডিম্ব হইতে উৎপন্ন; শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় মহাবিষ্ণুপ্রভৃতি ডিম্ব-প্রকৃতির গর্ভ হইতে উৎপন্ন হয়। জগৎ—ব্রহ্মাণ্ডের আধারস্বরূপ; মহাবিষ্ণু কালভয়ে শঙ্কিত হইয়া কালেশ্বর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর চিন্তা করেন। এইরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণ; মহাবিরাট্ এবং ক্ষুদ্র বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে প্রাকৃতরূপে অবস্থান করিতেছেন। ২৫—৪৪। সকল বস্তুর কারণ-স্বরূপিণী মূল প্রকৃতি প্রসিদ্ধা পরমেশ্বরীও যথাকালে কালেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করেন এবং সর্ব্বদা চিন্তা করিতেছেন। এই প্রকারে প্রকৃতি এবং ব্রহ্মাদি প্রাকৃত পরমেশ্বর পুরুষগণ, পরাৎপর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ হইতে যথাকালে আবির্ভাব এবং তিরোভাব লাভ করেন। অভীষ্টদেব মহাদেবের মুখ হইতে আকর্ণিত এই সকল বিষয় তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম। হে রাজন্! অনন্তর কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা হয়? । ৪৫—৪৭।

প্রকৃতিখণ্ডে ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

সুযজ্ঞ রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনিবর! জগদাধার মহাবিষ্ণুর আধার কে? কালভীত—তাঁহার পরমায়ুকাল কত? ক্ষুদ্রবিরাট্, বিরাট্, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, প্রকৃতি, মনু, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য এবং অন্যান্য প্রাকৃত-জনের পরমায়ুকাল বেদে কি প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে? হে বেদবিদ্বর! সেই সকল বিষয় বিশেষরূপে আমার নিকটে বর্ণন করুন। বিশ্বমণ্ডলের ঊর্দ্ধভাগে কোন্ লোক অবস্থিত? হে মহাত্মন্! তাহাও আমার সংশয়চ্ছেদনার্থে বর্ণন করুন। মুনি বলিলেন, হে রাজন্! সকল বিশ্বমণ্ডল অপেক্ষা সর্ব্বব্যাপী আকাশের ন্যায় গোলোকধামই বিস্তৃত; এবং জগৎকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ডিম্বরূপে বিরাজমান। আদিসৃষ্টিসময়ে প্রকৃতির সহিত সৃষ্টিক্রীড়ায় কিঞ্চিৎ পরিশ্রান্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল হইতে পতিত ঘর্ম্মবিন্দুদ্বারা অদ্যাপিও গোলোকধাম জলমগ্নবৎ দৃষ্ট হইতেছে। সেই গোলোকধামই প্রকৃতির গর্ভজাত ডিম্ব হইতে উৎপন্ন, জগদাধার মহাবিষ্ণুর আধার। হে রাজন্! মহাবিরাট্ বিস্তৃত জলাশয়ে শয়ন করিয়া থাকেন। জগন্নাথ শ্রীরাধানাথের অংশস্বরূপ, দূর্ব্বাদলশ্যামল সস্মিতবদন, চতুর্ভুজ, বনমালাধারী, শ্রীমান্, আত্মাকাশসম, পীতবসন-পরিধান, শ্রীনারায়ণ ঊর্দ্ধ-লোকস্থিত, চন্দ্রবৎ বর্ত্তুল, ঈশ্বরেচ্ছা-সমুদ্ভূত, অমূল্যরত্ননির্ম্মিত, নির্লক্ষ্য, নিরাশ্রয়, আকাশবৎ বিস্তৃত, বৈকুণ্ঠধামে নিত্য অবস্থিত। সর্ব্বেশ্বর নারায়ণ দেব, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা এবং তুলসীর স্বামী এবং সুনন্দ, নন্দ, কুমুদ প্রভৃতি পার্ষদগণকর্ত্তৃক বেষ্টিত। সিদ্ধগণের মধ্যে প্রধান সর্ব্বেশ্বর ভক্তানু-গ্রাহক শ্রীকৃষ্ণ, দ্বিভুজ এবং চতুর্ভুজ এই দুইরূপে প্রকটিত হন। ১—১৪। বৈকুণ্ঠনাথ চতুর্ভুজরূপে বৈকুণ্ঠে এবং দ্বিভুজরূপে নিত্য গোলোকধামে অবস্থান

করিতেছেন। সর্ব্বলোকোত্তম বৈকুণ্ঠ হইতে পঞ্চাশৎ-কোটিযোজন ঊর্দ্ধে স্থিত, বহুমূল্যরত্নরাজিবিনির্ম্মিত মন্দিরসমূহে বিভূষিত, চিত্রবিচিত্র উৎকৃষ্ট রত্নসমূহ-দ্বারা নির্ম্মিত স্তম্ভ সোপান ও মহামূল্য মণিদর্পণ-রচিত কবাটসকলদ্বারা উজ্জ্বল, নানাপ্রকার চিত্রে সুশোভিত, কোটিযোজন বিস্তীর্ণ, শতকোটিযোজন দীর্ঘ, বিরজানাম্নী নদী এবং শতশৃঙ্গনামক পর্ব্বত-শোভিত গোলোকধাম দীর্ঘ এবং প্রস্থে অর্দ্ধমানে বৃন্দাবনদ্বারা অতিশয় রমণীয় হইয়াছিল। সেই বৃন্দাবনের অর্দ্ধপরিমাণ রাসমণ্ডল এবং রম্য গোলোক-ধামের চতুর্দ্দিক্ নদীপর্ব্বতবনাদি দ্বারা বেষ্টিত। যে প্রকার পদ্মের মধ্যে কর্ণিকার আশ্চর্য্য শোভাশালী হয়, সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণও রাসমণ্ডলে গোপগোপীগণ-কর্ত্তৃক সুশোভিত। রাসেশ্বরী শ্রীরাধিকা,—দ্বিভুজ, মুরলীধর, গোপবালকবেশী শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা সেবা করিতেছেন। তাঁহার অঙ্গ বহ্নিশুদ্ধ পীতবসন ও রত্নভূষণে বিভূষিত, চন্দনদ্বারা সিক্ত এবং রত্ন-মালা-শোভিত। ১৭—২৩। শ্রীকৃষ্ণ, রত্নচ্ছত্র-বিরাজিত রত্নসিংহাসনে উপবেশন করত প্রিয়তম গোপাল-বালকগণকর্ত্তৃক শ্বেতচামরে উপবীজ্যমান হইতেছেন। সুবেশা সেবাপরায়ণা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কটাক্ষনিক্ষেপ করত মাল্যচন্দ-নাদিদ্বারা সেবা করিতেছেন। হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ-কথা-প্রসঙ্গে সংক্ষেপরূপে শাস্ত্রানুসারে লোকসৃষ্টির কথা বর্ণন করিলাম। সম্প্রতি দেবাদির পরমায়ু যাহা মহাদেবের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। চতুরঙ্গুল, গভীর ছয়পলপরিমিত একটি পাত্র নির্ম্মাণ করত একমাষাপরিমিত চতুরঙ্গুল স্বর্ণ-শলাকায় উক্ত পাত্রটিতে ছিদ্র করিয়া জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে; ঐ পাত্রটি যতকালে জলমগ্ন হয়, ঐ কাল একদণ্ড। দুইদণ্ডে এক মুহূর্ত্ত, চারি মুহূর্ত্তে একপ্রহর, অষ্টপ্রহরে এক দিবারাত্র এবং উক্ত পঞ্চদশ দিবারাত্রে একপক্ষ হয়। দুইপক্ষে একমাস, দ্বাদশমাসে এক বৎসর, মনুষ্যগণের একমাসে পিতৃগণের অহোরাত্র হয়। মনুষ্যগণের কৃষ্ণপক্ষ—পিতৃগণের দিন এবং শুক্লপক্ষ—রাত্রি বলিয়া কীর্ত্তি হইয়াছে। মনুষ্যগণের একবৎসর দেবগণের অহোরাত্র। উত্তরায়ণ দিন এবং দক্ষিণায়ন রাত্রি। হে রাজন্! মনুষ্যগণের যুগ এবং কর্ম্ম অনুসারে বয়ঃক্রম বিভিন্ন হয়। সম্প্রতি প্রকৃতি এবং প্রাকৃত ব্রহ্মাদির পরমায়ু শ্রবণ কর। সত্য ত্রেতা দ্বাপর এবং কলি এই চারিযুগ প্রসিদ্ধ। ২৪—৩৩। হে রাজন! সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। দৈব-পরিমিত দ্বাদশসহস্র বৎসরে মনুষ্যগণের সত্য ত্রেতা দ্বাপর এবং কলি এই যুগচতুষ্টয় এবং ইহাদের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; অর্থাৎ দৈব পরিমাণে চারিসহস্র বৎসরে সত্য, তিন সহস্র বৎসরে ত্রেতা, দুই সহস্র বৎসরে দ্বাপর, একসহস্র বৎসরে কলি, এবং অপর দুই সহস্র বৎসরে, সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ। মনুষ্যপরিমাণে উক্ত চতুর্যুগ ত্রিচত্বারিংশৎলক্ষ বিংশতিসহস্র বৎসর নির্দ্দিষ্ট হয়। তাহার মধ্যে মনুষ্যপরিমাণে সপ্তদশলক্ষ অষ্টাবিংশসহস্র বৎসরে সত্য, দ্বাদশলক্ষ ষণ্ণবতিসহস্র বৎসরে ত্রেতা, অষ্টলক্ষ চতুঃষষ্টিসহস্র বৎসরে দ্বাপর এবং চতুর্লক্ষ দ্বাত্রিংশৎসহস্র বৎসরে কলি-যুগ; এইরূপ কালবিৎ পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করেন, যে প্রকার সপ্ত বার, ষোড়শ তিথি, দিবা, রাত্রিও শুক্ল-কৃষ্ণপক্ষনির্দ্দিষ্ট মাস এবং বৎসর নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে, সেই প্রকার চতুর্যুগও যথাক্রমে সঞ্চরণ করিতেছে। নৃপবর। যে প্রকার যুগ সকল ভ্রমণ করিতেছে, তদ্রূপ মন্বন্তরও নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। দেবপরিমিত একসপ্ততি যুগে এক এক মন্বন্তর। এইরূপ চতুর্দ্দশ মনু, নিজ নিজ মন্বন্তরে ক্রমশঃ ভ্রমণ করিতেছেন। ৩৪—৪২। মনুষ্যগণের পঞ্চ-বিংশতিসহস্র পাঁচশত ষষ্টি যুগে এক মন্বন্তর হয়। হে নরপতে! মহাদেবের মুখে যেরূপ শ্রুত হইয়াছি, ধার্ম্মিক মনুর সেই চরিত্র বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ধর্ম্মিষ্ঠগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুগণের মধ্যে প্রধান, বিষ্ণুপরায়ণ শিবশিষ্য, জীবন্মুক্ত মহা-জ্ঞানী তোমার প্রপিতামহ ব্রহ্মপুত্র শতরূপাপতি স্বায়ম্ভুব মনুই প্রথম। স্বায়ম্ভুব মনু, নর্ম্মদা নদী-তীরে যথাবিধি সহস্র রাজসূয়, তিন লক্ষ অশ্বমেধ, ত্রিলক্ষ নরমেধ এবং চারি লক্ষ গো মেধ প্রভৃতি অতিশয় অদ্ভুত যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন তিনকোটি ব্রাহ্মণকে নানাপ্রকার ভোজ্যদ্বারা ভোজন করাইতেন। ঘৃতদ্বারা সুন্দররূপে পক্ক এবং সংস্কৃত পঞ্চলক্ষ গোমাংস এবং চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি সুমিষ্ট ভোজ্যদ্বারা ব্রাহ্মণগণ সুতৃপ্ত হইতেন এবং মহাদেবের আদেশে বিষ্ণু-সন্তোষের নিমিত্ত প্রতিদিন অমূল্য লক্ষলক্ষ রত্ন, দশকোটি সুবর্ণ, স্বর্ণশৃঙ্গবিশিষ্ট পূজনীয় লক্ষ ধেনু, বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র, উৎকৃষ্ট মণি, সর্ব্বশস্য-সম্পন্না ভূমি, এক লক্ষ উত্তম হস্তী, সুবর্ণ-নির্ম্মিত তিনলক্ষ অশ্ব, উত্তম রথ, সহস্র-লক্ষ শিবিকা, কর্পূরাদিদ্বারা সুগন্ধ জলপূর্ণ তিনলক্ষ-কোটি স্বর্ণপাত্র, অন্নপূর্ণ তিনলক্ষকোটি স্বর্ণপাত্র,

বিশ্বকর্ম্মাকর্ত্তৃক মহামূল্যমণিনির্ম্মিত স্বর্ণপাত্রপূর্ণ তাম্বূল এবং বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র ও মুক্তামালা ব্রাহ্মণকে দান করিতেন। ৪৩—৫৫। রাজা মহাদেব হইতে মহাজ্ঞানস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রলাভে তাঁহার দাস হইয়া গোলোকধামে গমন করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা, নিজপুত্রকে সংসারমুক্ত দর্শন করত সানন্দচিত্তে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন এবং অন্য মনুর সৃষ্টি করিলেন। প্রথম মনু—স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার পুত্র হেতু স্বায়ম্ভুব নামে প্রসিদ্ধ হন। দ্বিতীয় মনু—অগ্নিদেবের পুত্র বলিয়া স্বারোচিষ নামে বিখ্যাত হইলেন। দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষ, প্রজাপালক এবং স্বায়ম্ভুবসদৃশ ধার্ম্মিক ও দাতা ছিলেন। ধার্ম্মিক-প্রধান বিষ্ণুভক্ত তাপসশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ মহাদেব-শিষ্য প্রিয়ব্রত-তনয়দ্বয় তৃতীয় এবং চতুর্থ মনু। পঞ্চম মনু রৈবতক ধার্ম্মিকগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। বিষ্ণুভক্তবর চাক্ষুষ ষষ্ঠ মনু। সূর্য্যতনয় কৃষ্ণভক্ত শ্রাদ্ধদেব সপ্তম মনু। সূর্য্যতনয় শ্রীকৃষ্ণপরায়ণ সাবর্ণি অষ্টম মনু। বিষ্ণুব্রতপরায়ণ দক্ষসাবর্ণি নবম মনু। ব্রহ্মজ্ঞানবিশারদ ব্রহ্মসাবর্ণি দশম মনু। ধর্ম্মসাবর্ণি একাদশ মনু। বৈষ্ণবব্রতাবলম্বী ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানী রুদ্রসাবর্ণি দ্বাদশ মনু বলিয়া প্রসিদ্ধ। ধর্ম্মাত্মা দেবসাবর্ণি ত্রয়োদশ মনু এবং মহাজ্ঞানী চন্দ্রসাবর্ণি চতুর্দ্দশ মনু। এক এক মনু এক এক ইন্দ্রের আধিপত্যকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। চতুর্দ্দশ ইন্দ্র বিনষ্ট হইলে ব্রহ্মার এক দিন। রাত্রিও ঐরূপ চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের আধিপত্যকাল। তাহাকে ব্রাহ্মী রাত্রি বলে। হে রাজন্! বেদে তাহাকে কালরাত্রি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মার দিবস ক্ষুদ্রকল্পরূপে বিখ্যাত হয়। এইরূপ মার্কণ্ডেয় মুনি সপ্তকল্প জীবিত থাকেন। ঐ কল্পে ব্রহ্মলোকের অধঃস্থিত সকল লোকই সঙ্কর্ষণদেবের মুখ হইতে শীঘ্রজাত অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয়। চন্দ্র সূর্য্য এবং ব্রহ্মপুত্রগণ সেইসময়ে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। রাত্রি অবগত হইলে ব্রহ্মা পুনর্ব্বার সৃষ্টি করেন। সেই ব্রহ্মরাত্রিতে ক্ষুদ্রপ্রলয় সম্পন্ন হয়। ৫৬—৭০। সেই ক্ষুদ্রকল্পে দেব মনু এবং মনুষ্যাদি সকলেই দগ্ধ হয়। এইরূপ ত্রিংশৎদিন এবং রাত্রিতে ব্রহ্মার এক মাস হয়। এইরূপে ব্রহ্মার পঞ্চদশবর্ষ অতীত হইলে যে প্রলয় হয়, তাহা বেদে দৈনন্দিন প্রলয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুরাতন বেদবিৎ পণ্ডিতগণ সেই রাত্রিকে মোহরাত্রি বলেন। তদনন্তর চন্দ্র, সূর্য্য, দিক্‌পাল, আদিত্য, বসু, রুদ্র, মুনীন্দ্র, মানব, ঋষি, মনু, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, মার্কণ্ডেয় লোমশ প্রভৃতি দীর্ঘজীবী মুনিগণ, ইন্দ্রদ্যুম্নরাজা, অকূপার, কচ্ছপ, নাড়ীজঙ্ঘ এবং বক সেই সময়ে বিনষ্ট হন। সেই সময়ে ব্রহ্মলোকের অধঃস্থিত নাগলোকাদি এবং ব্রহ্মপুত্র সকল ব্রহ্মলোকে গমন করেন। দৈনন্দিন প্রলয় অতীত হইলে, ব্রহ্মা পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন। হে রাজন্! এই পরিমাণে শতবৎসর কাল ব্রহ্মা জীবিত থাকেন। ব্রহ্মার নাশ হইলে, মহাকল্প হয়। পণ্ডিতগণ উক্ত প্রলয়কে মহারাত্রি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এইরূপে ব্রহ্মসমূহের নাশ হইলে ব্রহ্মাণ্ডসমূহও চতুর্দ্দিকে জলমগ্ন হয়। বেদমাতা সাবিত্রী, বেদধর্ম্ম এবং মৃত্যুও উক্ত প্রলয়ে বিনষ্ট হন। কিন্তু মূল প্রকৃতি ও মহাদেবের উক্ত প্রলয়েও বিনাশ নাই। ৭১—৮০। সেই সময়ে বিশ্ববাসি-বৈষ্ণবগণ অবিনশ্বর বিষ্ণুর দেহে লীন হন এবং কালাগ্নি রুদ্র রুদ্রগণের সহিত সংহার-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। সত্ত্বস্বরূপ মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের অঙ্গে তমোগুণ লীন হয়; এবং ব্রহ্মার বিনাশকালে প্রকৃতির এক নিমেষক্ষেপ হয়। হে রাজন্! মহাবিষ্ণু নারায়ণ এবং মহাদেবের নিমেষনিক্ষেপান্তে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় পুনরায় সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি হইতে পৃথক্, নির্গুণ, শ্রীকৃষ্ণ, নিমেষ-রহিত; সগুণ ঈশ্বরেরাই নিমেষকাল-সংখ্যক বয়ঃক্রম প্রভৃতি ধর্ম্মাক্রান্ত, কিন্তু নির্গুণ নিত্য এবং আদ্যন্ত-রহিত শ্রীকৃষ্ণ উক্তধর্ম্মাক্রান্ত নহেন। উক্ত প্রকার সহস্র নিমেষকালে প্রকৃতির এক দণ্ড। ঐরূপ ষষ্টি দণ্ডে প্রকৃতির এক দিন হয়। ত্রিংশৎদিবারাত্রে এক মাস এবং দ্বাদশ মাসে এক বৎসর। এইরূপ একশত বৎসরে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে প্রকৃতি লীনা হন। এইরূপে অনঙ্গমোহনের অঙ্গে প্রকৃতি লীনা হইলে, প্রাকৃত লয় উপস্থিত হয়। মহাবিষ্ণুর প্রসবকারিণী মূল প্রকৃতি ঈশ্বরী সকলকে সংহার করত শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে লীনা হন। শক্তিমন্ত্রের উপাসকগণ,—যিনি সনাতনী বিষ্ণুমায়া-স্বরূপিণী সর্ব্বশক্তিময়ী প্রেমদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা এবং বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী; তাঁহাকে নির্গুণাত্মিকা দুর্গা বলে। ইঁহার মায়ায় মায়াতীত ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরও মোহিত হন। বিষ্ণু-মন্ত্র-উপাসকেরা তাঁহাকে পরমা মহালক্ষ্মী-স্বরূপিণী রাধা বলেন। নির্গুণাত্মক নারায়ণদেবের প্রাণাধিকপ্রিয়তমা, প্রেমবলে প্রাণাধিকা, প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী, শ্রেষ্ঠা, প্রেমময়ী শক্তি-স্বরূপিণী মহালক্ষ্মী তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ-সমুৎপন্না। ৮১—৯২। নারায়ণ এবং শম্ভু নিজ নিজ বল স্বগণকে সংহার করত নির্গুণাত্মক শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে শুদ্ধস্বরূপে লীন হন।

হে নরপতে! গোপ গোপী গো এবং সুরভি প্রকৃতিতে লীন হন। প্রকৃতিও প্রকৃতীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে লীনা হন। মহাবিষ্ণুতে ক্ষুদ্র বিষ্ণুগণ লীন হন, এবং মহাবিষ্ণু প্রকৃতিতে ও প্রকৃতি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে লীনা হন। প্রকৃতি এবং যোগনিদ্রা—শ্রীকৃষ্ণের নয়নদ্বয়ে ঈশ্বরমায়া এবং ইচ্ছায় অধিষ্ঠান করেন। যে পরিমাণ-কালে প্রকৃতির দিন প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। তাবৎকাল পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে নিদ্রা যান। শ্রীকৃষ্ণের শয্যা, পর্য্যঙ্ক,—নানাপ্রকার বহুমূল্য রত্ন ও বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রদ্বারা আবৃত এবং গন্ধ চন্দন ও মাল্যাদির সুগন্ধি সমীরণে সুবাসিত। শ্রীকৃষ্ণ জাগরিত হইলে পুনর্ব্বার সৃষ্টি হয়। এইরূপে নির্গুণ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন সকলেই প্রাকৃত। আমি মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের মুখে যে প্রকার মহাপাতকনাশক শ্রীকৃষ্ণের বন্দন, চিন্তন, ধ্যান, অর্চ্চন এবং গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছি, হে রাজন! শাস্ত্রানুসারে সেই সকল বিষয় বিশেষরূপে তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম। অতঃপর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় বলুন। ৯৩—১০১। সুযজ্ঞ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনিবর! বিশ্বসংহর্ত্তা তমোগুণাত্মক কালাগ্নি রুদ্র, ব্রহ্মার নাশান্তে সত্ত্ব-স্বরূপ মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবে লীন হন এবং আপনার গুরু দেবাদিদেব মহাদেবও প্রাকৃতপ্রলয়ে যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণে লীন হন, তাহা হইলে, তাঁহাকে লোকে মৃত্যুঞ্জয় নামে কি নিমিত্ত আখ্যান করে? এবং যাঁহার লোম-কূপে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল অবস্থান করে, মূলপ্রকৃতি কি প্রকারে সেই মহাবিষ্ণুর জননী হইলেন? সুতপা বলিলেন, হে মহারাজ! ব্রহ্মাদি সর্ব্বলোকসংহারিণী মৃত্যুকন্যা ব্রহ্মার অন্তে জলবিম্বের ন্যায় স্বয়ং নষ্টা হন। কোটি ব্রহ্মার লয় হইলে, মৃত্যুকন্যা সকলেরও লয় হয়। তদনন্তর সত্ত্বরূপী মহাদেব, কালে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে লীন হন। আমার অভীষ্টদেব মহাদেব মৃত্যু-কন্যা সকলকে জয় করিয়াছেন। মৃত্যুদ্বারা তিনি জিত হন নাই—এইরূপ বেদে বর্ণিত আছে। হে নরপাল! নিত্যস্বরূপ মহাদেব নারায়ণ এবং প্রকৃতি নিত্য শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার মায়া বলেই লীন হন, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহাদের লয় নাই। পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ কালে স্বয়ং নির্গুণ হইয়াও সগুণ হন এবং স্বয়ং-নারায়ণ, শম্ভু এবং প্রকৃতিরূপে কালে প্রকটিত হন। বহ্নির স্ফুলিঙ্গ যেপ্রকার বহ্নিসদৃশ হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের অংশসমূহও তাঁহার স্বরূপ। ব্রহ্মা, যে সকল রুদ্র এবং আদিত্যাদির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা কালে কালে মৃত্যুকর্ত্তৃক জিত হইয়াছেন; কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব কখনও মৃত্যুদ্বারা জিত হন না। সত্য নিত্য সনাতন শিব [illegible] নাই। ১০২—১১১। হে নরনাথ! সেই মহাবিষ্ণুর নিমেষকালে কত ব্রহ্মার পতন হন। [illegible] শ্রীরাধা [illegible] কালে পুনঃ [illegible] শ্রীকৃষ্ণ গর্ভে বীর্য্যাধান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে প্রকৃতির বামাংশ হইতে রাসমণ্ডলে রাসেশ্বরী শ্রীরাধা উৎপন্ন হন; শ্রীরাধা, এক শত মন্বন্তর [illegible] গর্ভধারণ করিলেন। তদনন্তর শ্রীরাধা গোলোকধামে রাসমণ্ডলে ডিম্ব প্রসব করিলেন। তিনি, ঐ ডিম্ব দর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া কুপিত চিত্তে অধিষ্ঠিত গোলোকে সেই ডিম্ব প্রেরণ করিলেন এবং শ্রীরাধিকা সেই ডিম্বকে নিক্ষেপ করত বারংবার রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মহাযোগ উপদেশপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রবোধিত করিলেন। সেই ডিম্ব হইতেই সর্ব্বাধার মহাবিরাট্ মহাবিষ্ণু উৎপন্ন হইলেন। সুযজ্ঞ বলিলেন, প্রভো আমার জন্ম সফল এবং অদ্য আমার মনুষ্য-জীবন—সার্থক। আমার পক্ষে ভক্তিজনক উপদেশও বরস্বরূপ হইল। সকল প্রকার মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ শ্রীহরি-ভক্তি অতিশয় সুদুর্লভ। বেদনির্দ্দিষ্ট পাঁচ প্রকার মুক্তি, তাহার এক অংশেরও সমান নয়। হে মুনিবর! পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে যে প্রকারে আমার সুদুর্লভা ভক্তি হয়, সেই অবস্থা আমার প্রতি প্রকাশ করুন। জলময় তীর্থ এবং মৃত্তিকা ও শিলাময় দেবতা সকল - বহুকাল উপাসনায় পবিত্র করেন। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত সাধুগণের দর্শনমাত্রেই শুদ্ধি লাভ হয়। ১১২—১২১। সকল প্রকার জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণজাতিই উৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ ভারতভূমিতে স্বধর্ম্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কৃষ্ণমন্ত্রোপাসক কৃষ্ণভক্ত শুদ্ধ এবং প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য-ভোজী ব্রাহ্মণই স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আপনি মহাজ্ঞানের সমুদ্র, পরম বৈষ্ণব, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, শিবভক্ত; আপনার দুর্লভ সন্দর্শন লাভ করিয়াও অন্য আর কাহার শরণাগত হইব? হে মহামুনে! আমি সম্প্রতিই আপনার শাপে গলৎকুষ্ঠ-গ্রস্ত হওয়াতে অপবিত্র হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণতপস্যায় অনধিকারী হইয়াছি। সুতপা বলিলেন, সনাতনী বিষ্ণুমায়াই হরি-ভক্তি প্রদায়িনী। তাঁহার যাহাদের প্রতি অনুগ্রহ হয়, তাহারাই বিষ্ণুভক্তি লাভ করে। যাহারা বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হয়, তাহারা ভক্তি লাভ করিতে পারে না। তাহারা নশ্বর ধনদ্বারা বিষ্ণুমায়া কর্ত্তৃক বঞ্চিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী প্রাণাধিকা

সর্ব্বসম্পদ্দায়িনী শক্তিস্বরূপিণী নির্গুণা রাধিকার উপাসনা কর। তাঁহার অনুগ্রহ লাভ হইলে, গোলোকধামে গমন করিবে। অধিক কি, জগৎপূজ্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পূজা করিয়াছেন। ভক্তগণ, ধ্যানসাধ্য এবং দুরারাধ্য নির্গুণ ব্রহ্ম-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করত বহুজন্মে বহুকালে গোলোকধামে গমন করেন। কিন্তু কৃষ্ণ-প্রেমময়ী শ্রীরাধিকার উপাসনায় ভক্ত অচিরকালেই গোলোকধাম প্রাপ্ত হন। সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী শ্রীরাধাই মহাবিষ্ণুর প্রসবকারিণী। ১২২—২৩১। রাজন্! নিয়মপূর্ব্বক এক বৎসরকাল বিপ্রপাদোদক পান কর;—রোগহীন হইয়া কন্দর্পের ন্যায় কান্তিশালী হইবে। যাহার গৃহে যত কাল বিপ্রপাদোদক দ্বারা পৃথিবী সিক্তা থাকে, তত কাল তাহার পিতৃগণ পুষ্করপাত্রে জল পান করেন। পৃথিবীস্থ যত প্রকার তীর্থ আছে, এক সাগরে সেই তীর্থসমূহ বাস করেন, সাগরস্থিত তীর্থসমূহ ব্রাহ্মণের দক্ষিণ পাদে অবস্থান করে। সকল প্রকার ব্যাধি এবং পাতকনাশক, সর্ব্বতীর্থজলসদৃশ শুভকর, বিপ্রপাদোদকপানে ভক্তি এবং মুক্তি লাভ হয়। দেবদেব জনার্দ্দন মানবরূপে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হন; ব্রাহ্মণার্পিত সমস্ত বস্তুই দেবগণ ভোজন করেন। ব্রাহ্মণবর সুতপা রাজাকে এইরূপ উপদেশ দান করত "বৎসরান্তে তোমার সমীপে আগমন করিব" এইবাক্য বলিয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। হে শিব-প্রিয়তমে! রাজা, ভক্তিপূর্ব্বক বিপ্রপাদোদক পান করিতে লাগিলেন। এবং সংবৎসরকাল ব্রাহ্মণকে নানা উপহারে ভোজন করাইতে লাগিলেন। সংবৎসরান্তে রাজা ব্যধি হইতে মুক্তি লাভ করিলে, কশ্যপকুলচূড়ামণি, সুতপা মুনি তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক রাজাকে শ্রীরাধার কবচ, পূজাবিধি স্তব, মূলমন্ত্র এবং সমবেদোক্ত ধ্যান প্রদান করিলেন। ১৩২—১৪০। "হে রাজন্! শীঘ্রই তপস্যার্থে বনে গমন কর" মুনি এই বাক্য বলিয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। হে দুর্গে! রাজাও মুনিবাক্যে তৎক্ষণাৎ বনে গমন করিলেন। রাজা বনে গমন করিলে, বান্ধবগণ শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া তিন দিন রোদন করিলেন। পতিব্রতা রাজমহিষীগণ পতিবিরহে প্রাণত্যাগ করিলেন। সুযজ্ঞ-তনয় পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। সুযজ্ঞ রাজা, পুষ্করতীর্থে গমন করত অতীব দুষ্কর তপস্যা আরম্ভ করিলেন;—দৈবপরিমাণে সহস্র বৎসর কাল মহামন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সেই কালে রাজা গগনমণ্ডলে সুস্থিরযৌবনা পরমেশ্বরী শ্রীরাধার দর্শন পাইলেন। তাঁহার দর্শনমাত্রেই রাজার শরীর হইতে অবশিষ্ট কল্মষরাশি দূরীভূত হইল;—রাজা তৎক্ষণে মানুষদেহ ত্যাগপূর্ব্বক দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। শ্রীরাধিকা বহুমূল্য রত্ন-নির্ম্মিত রথে রাজাকে আরোহণ করাইয়া গোলোকে গমন করিলেন। রাজাও রথে আরোহণ করত শ্রীরাধাকে স্তবদ্বারা তুষ্ট করিলেন। রাজা দূর হইতে বিরজানদী এবং শতশৃঙ্গপর্ব্বতদ্বারা বেষ্টিত, শ্রীবৃন্দাবন এবং রাসমণ্ডল দ্বারা মণ্ডিত, শোভাশালী গো-গোপ-গোপী-সমূহকর্তৃক শোভিত, নানাপ্রকার চিত্র-বিচিত্র এবং বহুমূল্যরত্নরাজিত, মনোহর মন্দির-সমূহে সুশোভিত, কল্পবৃক্ষ এবং পারিজাত-বিশিষ্ট, সপ্তবিংশতিসংখ্যক উদ্যানযুক্ত, কামধেনুদ্বারা অলঙ্কৃত, আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, চন্দ্রবিম্বসদৃশ গোলাকার, বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা পঞ্চাশৎকোটি যোজন ঊর্দ্ধে অবস্থিত, আধার-রহিত, ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে নিত্য-স্বরূপ এবং শূন্যদেশে বর্ত্তমান গোলোকধাম দর্শন করিলেন। অধিক কি, আত্মাকাশসদৃশ গোলোকধাম—স্বতন্ত্র-পুরুষ আমাদেরও সুদুর্লভ। আমি, নারায়ণ, অনন্ত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাবিরাট্ মহাবিষ্ণু, ধর্ম্ম, ক্ষুদ্রবিরাট্ সমূহ, গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, তুমি, বিষ্ণুমায়া, সাবিত্রী, তুলসী, গণেশ, সনৎকুমার, স্কন্দ, ঋষিবর নর-নারায়ণ, দক্ষিণা, যজ্ঞ, ব্রহ্মতনয় যোগিগণ, পবন, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি এবং ভারতবাসী কৃষ্ণমন্ত্রোপাসক বৈষ্ণবগণমাত্র গোলোকধাম দর্শন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অন্য আর কেহই গোলোকধাম দর্শন করে নাই। নিষ্পাপ সেই গোলোকধামে রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট, নির্ম্মল বহ্নিশুদ্ধ পীতবসন পরিহিত, চন্দনদ্বারা সিক্ত-সর্ব্বাঙ্গ, গোপরূপী কিশোরবেশ, নব-জলধরশ্যামল, শ্বেতপদ্মসদৃশনয়ন, শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখচন্দ্রবিশিষ্ট, ঈষৎ হাস্যে অতি রমণীয়, দ্বিভুজ, মুরলীধর, ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহতৎপর, ইচ্ছাময়, অপ্রাকৃত, নির্গুণ, পরমব্রহ্ম-স্বরূপ, আমাদেরও ধ্যানদ্বারা দুরারাধ্য, দুর্লভ, প্রিয়তম, দ্বাদশগোপালকর্তৃক শ্বেতচামরদ্বারা সেব্যমান, অতিমনোহর কন্দর্পবাণে কাতর, নিরন্তর স্থিরযৌবন, বহ্নিশুদ্ধবস্ত্রে শোভিত, নানাপ্রকার ভূষণে ভূষিত এবং রাস-মণ্ডল-মধ্যস্থিত পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণকে, শ্রীরাধা রাজার, প্রত্যক্ষগোচর করিলেন। ১৪১—১৬৩। ঋক্প্রভৃতি বেদচতুষ্টয় মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার স্তব করিতেছেন। হে পার্ব্বতি; তিনি নানাপ্রকার যন্ত্র হইতে নিঃসৃত শব্দের সহিত সম্মিলিত

এবং রাগরাগিণীদ্বারা অতিমনোহর সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন। তোমার স্বরূপিণী সত্যা নিত্যা সনাতনী প্রকৃতি, নিরন্তর কস্তুরীকুঙ্কুমযুক্ত সুগন্ধচন্দন-চর্চ্চিত তুলসীদল এবং দূর্ব্বা অক্ষত পারিজাত পুষ্প ও নির্ম্মল বিরজার জলদ্বারা সম্পাদিত অর্ঘ্যপ্রভৃতিদ্বারা তাঁহার পূজা করিতেছেন। রাজা,—সুপ্রসন্ন, স্বতন্ত্র সকল কারণসমূহেরও কারণ, সর্ব্বস্বরূপী, সকলের অন্তরাত্মা, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজীবন, সর্ব্বনিবাস, পরম-পূজ্য, সনাতন ব্রহ্মস্বরূপী, সর্ব্বসম্পদ্রূপী, সর্ব্বসম্পদ্দাতা, সর্ব্বমঙ্গলরূপী, সকলমঙ্গলের কারণ, সর্ব্ব-মঙ্গলদাতা, এবং সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করত শঙ্কিতচিত্তে রথ হইতে অবতরণ করত সজলনয়নে প্রেমে পুলকিত হইয়া নতমস্তকে প্রণাম করিলেন। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, রাজাকে শুভাশীর্ব্বাদ করত নিজদাস্য এবং আমাদেরও দুর্লভ নিত্যা নিজভক্তি প্রদান করিলেন: শ্রীরাধিকা রথ হইতে অবতরণ করত শ্রীকৃষ্ণ-ক্রোড়দেশে অবস্থান করিলেন; প্রিয়সখীগণ শ্বেতচামরব্যজনাদিদ্বারা তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে কিঞ্চিৎ হাস্যপূর্ব্বক সম্ভাষণ করত সসম্ভ্রমে ভক্তিসহকারে পূজা করিলেন। ১৬৯—১৭৪। অগ্রে শ্রীরাধার নাম উচ্চারণ করত তদনন্তর কৃষ্ণ কিম্বা মাধব নাম উচ্চারণ করিবে। বেদ ও পুরাবিদ্‌গণ এই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ইহার বিপরীতরূপে অর্থাৎ কৃষ্ণরাধা এইরূপ উচ্চারণ করিবে, কিম্বা শ্রীকৃষ্ণপ্রাণাধিকা শক্তিস্বরূপিণী প্রেমময়ী জগজ্জননী শ্রীরাধিকার যে নিন্দা করিবে, তাহারা যে কাল পর্য্যন্ত চন্দ্র এবং সূর্য্য উদয়াদি করিবেন, তত কাল কালসূত্রনরকে অবস্থান করিবে এবং সপ্ত জন্ম পুত্রবিহীন ও রোগগ্রস্ত হইবে। হে দুর্গে। তোমার নিকটে সর্ব্বোত্তম শ্রীরাধার উপাখ্যান উক্ত প্রকারে বর্ণন করিলাম। তুমি স্বয়ং ভগবতী, সনাতনী, বৈষ্ণবী, মূলপ্রকৃতি; তুমি নারায়ণী পরমেশ্বরী, সর্ব্বস্বরূপিণী; তুমি সর্ব্বজ্ঞা হইয়াও মায়াতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ। পরমা জাতিস্মর-স্বরূপিণী তুমি স্ত্রীজাতির অধিদেবতা। তোমার নিকটে রাধিকার উত্তম উপাখ্যান বর্ণন করিলাম। অনন্তর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? ।১৭৫—১৮০।

প্রকৃতিখণ্ডে চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নাথ! আপনাদের ও অভীষ্ট দেব শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র থাকিতে, বৈষ্ণব রাজা, কি নিমিত্ত রাধামন্ত্র গ্রহণ করিলেন? এবং মুনিবর রাজাকে শ্রীরাধার কোন পূজাবিধি ধ্যান স্তব কবচ এবং মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করুন। মহাদেব বলিলেন, হে বিপ্রবর! আমি কাহার আরাধনা করিব এবং কাহার আরাধনা করিলে অচিরে গোলোকধাম প্রাপ্ত হইব?” রাজা এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন মুনিবর মহারাজের এই প্রশ্নের উত্তর করিতে লাগিলেন :—হে রাজন্! কৃষ্ণ সেবাদ্বারা বহুজন্মে কৃষ্ণলোক প্রাপ্ত হইবে। অতএব যাঁহার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীরাধার আরাধনা কর। যেহেতু, পরাৎপরা কৃপাময়ী শ্রীরাধার অনুগ্রহে শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণের সমীপ্য লাভ করিবে। এইরূপ হিত-উপদেশপূর্ব্বক মুনি রাজাকে “ওঁ রাধায়ৈ স্বাহা” এই ষড়ক্ষর মন্ত্র দান করিয়াছিলেন এবং সকলের দুর্লভ প্রাণায়াম, ভূতশুদ্ধি-মন্ত্র, অঙ্গন্যাস, স্তোত্র, কবচ, এবং করন্যাস প্রভৃতি ন্যাস সকল ভক্তিসহকারে শিক্ষা করাইয়াছিলেন। রাজাও মুনির আদেশ অনুসারে মহামন্ত্র জপ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে যে ধ্যানে শ্রীরাধিকার পূজা করিয়াছিলেন, সকল মঙ্গলের মঙ্গল-স্বরূপ সামবেদোক্ত সেই ধ্যানে রাজাও পূজা করিয়াছিলেন। ১—৯। যাঁহার অঙ্গকান্তি শ্বেতবর্ণচম্পক-সদৃশ, যিনি কোটিচন্দ্রের ন্যায় কান্তিশালিনী, যাঁহার শরৎকালীন পূর্ণিমাচন্দ্রসদৃশ সুন্দর বদনে শরৎকালীন পদ্মসদৃশ নেত্রযুগল শোভা পাইতেছে, যিনি সুন্দর নিতম্ব এবং শ্রোণিদ্বারা শোভিতা হইয়াছেন, যাঁহার সুন্দর সুপক্কবিম্বফলসদৃশ অধর এবং মুক্তা-পংক্তি হইতে মনোহর দন্তপঙ্ক্তি-বিশিষ্ট মুখে ভক্ত-গণের প্রতি অনুগ্রহ সূচনপূর্ব্বক মন্দ মন্দ হাস্য বিরাজ করিতেছে, যাঁহার অঙ্গ বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র এবং রত্নমালা দ্বারা বিভূষিত হইয়াছে, সূর্য্য অপেক্ষা তেজস্বী যাঁহার গণ্ডস্থল অতিশয় তেজ প্রকাশ করিতেছে, মহামূল্য রত্ননির্ম্মিত কুণ্ডলদ্বারা কর্ণযুগল এবং উৎকৃষ্ট রত্নরাজি-বিনির্ম্মিত মুকুট ও কিরীটদ্বারা যিনি উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিয়াছেন, রত্নাঙ্গুরীয় এবং রত্ন-নির্ম্মিত পাশক-দ্বারা যিনি অতিশয় সুশোভিত হইয়াছেন, যিনি মালতী-মালাশোভিত কবরীভার ধারণ করিয়াছেন, যিনি রত্ন-নির্ম্মিত কেয়ূর এবং মঞ্জীরদ্বারা সুরঞ্জিতা হইয়াছেন মনোহর রত্ন-কেয়ূরযুগল, যাঁহার হস্তদ্বয়

শোভা পাইতেছে; যিনি গজেন্দ্রসদৃশ মন্দগামিনী, রূপাধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রিয়তমা গোপীগণকর্ত্তৃক শ্বেতচামরাদিদ্বারা সেবিতা হন; যাঁহার কেশকলাপ কস্তূরী বিন্দুযুক্ত চন্দন এবং সিন্দূরবিন্দুদ্বারা সুশোভিত হইয়াছে, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণও ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহাকে পূজা করেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের সৌভাগ্যশালিনী এবং পরমা প্রাণাধিকা প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী, নির্গুণস্বরূপিণী; যিনি পরাৎপর মহাবিষ্ণুর জননী ও সর্ব্বসম্পৎ-প্রদায়িনী; যে মূলপ্রকৃতি পরমেশ্বরী শান্তা বৈষ্ণবী বিষ্ণুমায়া কৃষ্ণপ্রেমময়ী সুন্দরী হইতে কৃষ্ণভক্তিলাভ হয়, যিনি রাসমণ্ডলের মধ্যে রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিয়া থাকেন এবং রাসমণ্ডলে রাসবিহারী হরির সহিত বিলাস করেন, সেই রাসেশ্বরী শ্রীরাধিকাকে উপাসনা করি। ১০—২২। কৃষ্ণনির্ম্মিত এই ধ্যানে জগজ্জননী শ্রীরাধিকাকে ধ্যান করিয়া মস্তকে পুষ্প প্রদান করত পুনর্ব্বার ধ্যানপূর্ব্বক পুষ্প প্রদান করিলেন; ষোড়শ উপচার,—আসন, বসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, অনুলেপন, ধূপ, দীপ, পুষ্প, স্নানীয় জল, রত্নভূষণ, নানাপ্রকার নৈবেদ্য, তাম্বূল সুবাসিত জল, মধুপর্ক এবং রত্নশয্যা এই ষোড়শ উপচার বেদোক্ত মন্ত্রে রাজা ভক্তিপূর্ব্বক প্রদান করিলেন। হে দুর্গে! বেদোক্ত সর্ব্বসম্মত সেই মন্ত্রসমূহ বলিতেছি শ্রবণ কর। ২৩—২৫। হে রাধে! বিশ্বকর্ম্মাকর্ত্তৃক বহুমূল্য রত্নদ্বারা নির্ম্মিত সিংহাসন পূজায় গ্রহণ করুন। হে দেবি! মহামূল্যরত্নখচিত অমূল্য সূক্ষ্ম নির্ম্মল এবং বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র গ্রহণ করুন। হে রাধিকে! শুভকর, নানাপ্রকার, তীর্থ হইতে আহৃত, উৎকৃষ্ট রত্নপাত্রস্থিত পাদ্য—পাদপ্রক্ষালনার্থে স্বীকার করুন। হে রাধে! দক্ষিণাবর্ত্ত-শঙ্খস্থিত দূর্ব্বা-চন্দন-পুষ্প-বিশিষ্ট তীর্থজলদ্বারা পবিত্র অর্ঘ্য গ্রহণ করুন। হে রাধে! পার্থিব দ্রব্য দ্বারা অতিশয় সুগন্ধীকৃত, মঙ্গলজনক, পবিত্র মদর্পিত গন্ধ গ্রহণ করুন। হে দেবেশ্বরি! কস্তূরী-কুঙ্কুম-যুক্ত সুগন্ধি সুস্নিগ্ধ শ্রীখণ্ড-চূর্ণ অনুলেপন গ্রহণ করুন। ২৬—৩২। হে দেবি! পবিত্র বৃক্ষসমূহের নির্যাসময় পার্থিব-দ্রব্য-বিশিষ্ট জাজ্বল্যমান অগ্নিশিখায় পবিত্রীকৃত মদর্পিত ধূপ গ্রহণ করুন। হে পরমেশ্বরি! অন্ধকার-ভয়নিবারক, শোভাশালী, রত্ননির্ম্মিত, অমূল্যরত্ন-প্রদীপ গ্রহণ করুন। হে পরমেশ্বরি! গন্ধচন্দনযুক্ত অতি সুগন্ধি রমণীয় পারিজাতপুষ্প ভক্তিপূর্ব্বক প্রদান করিতেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করুন। সুগন্ধ আমলকীফলযুক্ত সুস্নিগ্ধ অতিশয় মনোহর বিষ্ণুতৈলবিশিষ্ট স্নানীয় জল স্বীকার করুন। হে রাধে! আমি অমূল্যরত্ননির্ম্মিত কেয়ূর বলয় এবং সুশোভিত শঙ্খাদি প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে দেবি! দেশ কাল অনুসারে অতিশয় সুপক্ব ফল লড্ডুক, পরমান্ন, মিষ্টান্ন প্রভৃতি নৈবেদ্য প্রদান করিতেছি; স্বীকার করুন। হে দেবি! অতিশয় রমণীয়, কর্পূরাদি-সুবাসিত, সকল প্রকার ভোগ্য বস্তু অপেক্ষা অধিক স্বাদু, উৎকৃষ্ট তাম্বূল—অঙ্গীকার করুন। হে পরমেশ্বরি! সুস্বাদু সুমনোহর রত্নপাত্রস্থিত মধু ভক্তিপূর্ব্বক প্রদান করিতেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করুন। হে দেবি! মঙ্গলা রত্ননির্ম্মিত, বহ্নিশুদ্ধবস্ত্রদ্বারা আবৃত এবং পুষ্পচন্দনাদিদ্বারা চর্চ্চিত পর্য্যঙ্ক—শয়নার্থ স্বীকার করুন। এই প্রকারে শ্রীরাধিকার পূজা করত পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। ব্রতাবলম্বী রাজা যত্নপূর্ব্বক অষ্টনায়িকার পূজাও করিলেন। ৩৩—৪২। হে প্রিয়ে! দক্ষিণাবর্ত্ত হইতে পূর্ব্বাদিকোণক্রমে শ্রীরাধিকার প্রিয় পরিচারিকাগণকে ভক্তিপূর্ব্বক পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। পূর্ব্বকোণে মালাবতী, অগ্নিকোণে মাধবী, দক্ষিণদিকে রত্নমালা, নৈর্ঋতকোণে সুশীলা, পশ্চিমদিকে শশিকলা, বায়ুকোণে পারিজাতা, উত্তরদিকে পদ্মাবতী এবং ঈশানে সুন্দরীর পূজা করিবে। শ্রীরাধাব্রতাবলম্বী ব্যক্তি ব্রতবিষয়ে যূথিকা মালতী এবং পদ্মমালা প্রদান করত ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। হে দেবি! আপনি জগজ্জননী সনাতনী বিষ্ণুমায়াস্বরূপিণী; হে শ্রীকৃষ্ণপ্রাণাধিকে! আপনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী। হে কৃষ্ণসৌভাগ্যস্বরূপিণি। আপনি কৃষ্ণপ্রেমময়ী শক্তি; হে কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়িনি! হে মঙ্গলদায়িনি রাধে! আপনাকে নমস্কার করি। অদ্য আমার জন্ম সফল এবং জীবন সার্থক; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের পূজ্যা শ্রীরাধিকা অদ্য আমাকর্ত্তৃক পূজিতা হইলেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণবক্ষঃস্থলে সর্ব্বসৌভাগ্যযুক্তা রাধা, রাসমণ্ডলে রাসেশ্বরী, বৃন্দাবনের রম্যবনে শ্রীরাধা, গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণকান্তা, তুলসীবনে অতুলা তুলসী, শ্রীকৃষ্ণের সহিত চম্পককাননে ক্রীড়ায় চম্পাবতী, চন্দ্রবনে চন্দ্রাবলী, উৎকৃষ্ট শতশৃঙ্গে সতী, বিরজাতটকাননে বিরজাদর্পহন্ত্রী, পদ্মবনে পদ্মা, কৃষ্ণসরোবরে কৃষ্ণা, কুঞ্জকুটীরে ভদ্রা, কাম্যবনে রম্যা, বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী, নারায়ণবক্ষঃস্থলে বাণী, ক্ষীরোদে সিন্ধুকন্যা, মর্ত্ত্যে হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী, স্বর্গসমূহে দেবদুঃখবিনাশিনী স্বর্গলক্ষ্মী, শিববক্ষঃস্থলে বিষ্ণুমায়া সনাতনী দুর্গা এবং কলারূপে শ্রীকৃষ্ণবক্ষঃস্থলে বেদমাতা সাবিত্রী-

রূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন; সেই আপনি কলাতে নর ও নারায়ণজননী ধর্ম্মপত্নী। ৪৩—৫৬। আপনার কলা হইতে তুলসী এবং ভুবনপাবনী গঙ্গা উৎপন্না হইয়াছেন; এবং আপনার লোম-কূপ হইতে গোপীগণ ও রোহিণী, রতি প্রভৃতি কলার অংশ হইতে উদ্ভূতা হইয়াছেন। শতরূপা শচী, দিতি এবং দেবমাতা অদিতি প্রভৃতি হরি-প্রিয়াগণ আপনার কলাকলার অংশস্বরূপিণী। হে শুভকরি দেবি! মুনিপত্নীগণ আপনার কলার অংশ হইতে উৎপন্না হইয়াছেন। হে কৃষ্ণপূজ্যে! আমাকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করুন। এই প্রকার পরিহার স্তব করত স্তবান্তে কবচ পাঠ করিবে; ভক্তি এবং দাস্য-প্রদ শুভকর এই স্তবে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে স্তব করিয়া-ছিলেন। ভারতমধ্যে যে ব্যক্তি এইরূপে প্রতিদিন পূজা করে, সে বিষ্ণুতুল্য হয়, জীবন্মুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই গোলোকধামে গমন করে। হে পার্ব্বতি! প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় যে ব্যক্তি এইরূপে শ্রীরাধার পূজা করে, তাহার রাজসূয়যজ্ঞের ফল লাভ হয়। সেই পুণ্যবান্ ব্যক্তি, মনুষ্যলোকে অতুল ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর হইয়া অন্তে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করত বিষ্ণুমন্দিরে গমন করে। হে সতি! পূর্ব্বে প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের রম্য বনে এইরূপে স্তব এবং পূজা দ্বারা শ্রীরাধাকে তুষ্টা করেন। তদন্তর দ্বিতীয়ে ব্রহ্মা পূর্ব্বোক্তক্রমে শ্রীরাধার পূজা করত তাঁহার বরে বেদমাতা সাবিত্রীকে লাভ করেন। নারায়ণ তাঁহার পূজা করত মহালক্ষ্মী সরস্বতী, ভুবনপাবনী গঙ্গা এবং সর্ব্বোত্তমা তুলসীদেবীকে লাভ করিয়াছিলেন। ৫৭—৬৬। ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু, যাঁহার বরে ক্ষীরোদ-তনয়াকে এবং আমি, দক্ষতনয়া প্রাণত্যাগ করিলে পুষ্করতীর্থে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যাঁহার আরাধনা করত দুর্গারূপিণী তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। যাঁহার আরাধনা করত কশ্যপকে অদিতি, চন্দ্রকে রোহিণী, কন্দর্পকে রতি এবং ধর্ম্মকে পতিব্রতা মূর্ত্তি পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেবগণ এবং মুনিগণ যে পতিব্রতার আরাধনা করত যাঁহার প্রদত্ত বরে ধর্ম্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষাত্মক চতুর্ব্বর্গ লাভ করিয়াছেন, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধার পূজাবিধি বর্ণন করিলাম, সম্প্রতি তাঁহার স্তব শ্রবণ কর। এক দিন তুলসীবনে তুলসী-গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া-সক্ত হইলে শ্রীরাধিকা মানিনী হইয়া প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে অন্তর্হিতা হইলেন; লীলাক্রমে নিজমূর্ত্তি ও কলা শ্রীরাধা সংহার করিলে ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবপ্রভৃতি দেবগণ নষ্টৈশ্বর্য্য শ্রীশূন্য, ভার্য্যাহীন এবং রোগাদিদ্বারা পীড়িত হইলেন। তখন সকলে সমালোচন করত শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলেন। সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া স্নানান্তে শুচি হইয়া শ্রীরাধার পূজা করত স্তব করিতে লাগিলেন। হে বরাননে! আমি তোমার প্রিয়; আমাতে তোমার অলৌকিক প্রেম এই সকল পূর্ব্বোক্ত কথা তোমার কণ্ঠে স্পষ্টরূপে অলীকতা সূচনা করিতেছে। "হে প্রাণাধিক শ্রীকৃষ্ণ! তুমি আমার প্রাণ জীবন এবং আত্মা।" এই বাক্য পূর্ব্বে নিরন্তর বলিতে, সম্প্রতি সে বাক্যের উচিত কর্ম্ম কি করিতেছ? হে জগ-দম্বিকে! ইহা দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে, সে সকল বাক্য তোমার মিথ্যা। বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির হৃদয় ক্ষুরধারের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ। ৬৭—৭৭। আমাদের বাক্য সত্য, অতএব সত্যস্বরূপ বলিতেছি,—তুমি আমার পঞ্চপ্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং প্রাণাধিকা; একমাত্র তোমার অনুগত হইয়াও তোমাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইলাম না। তোমা ব্যতিরেকে প্রাণ যায়। স্ব স্ব অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভিন্ন কে কোথায় অবস্থান করে? মূল-প্রকৃতি পরমেশ্বরী তুমি—মহাবিষ্ণু-জনয়িত্রী; তুমি স্বয়ং নির্গুণা হইয়াও কলারূপে সগুণা হইয়াছ। জ্যোতির্ম্ময়ী নিরাকাররূপিণী হইয়াও ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থে বিগ্রহ ধারণ কর এবং ভক্তগণের উপাসনানুসারে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশমানা হও। বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী, পুণ্য ভারতক্ষেত্রে পাপভঞ্জননী ভারতী, সতী পার্ব্বতী, পুণ্যরূপিণী লক্ষ্মী এবং ভুবন-পাবনী গঙ্গা, ব্রহ্মলোকে সাবিত্রী কলারূপে বসুন্ধরা এবং গোলোকে সকল গোপালের ঈশ্বরী শ্রীরাধিকারূপে অধিষ্ঠান কর। তোমা ভিন্ন জীবন শূন্যবৎ হইয়াছে, আমি সকল কর্ম্মে অসমর্থ হইয়াছি। শক্তিস্বরূপিণী তোমার বলে শিব শক্তিযুক্ত এবং তোমাব্যতিরেকে তিনি শবাকার। বেদমাতাস্বরূপিণি! তোমার বলে ব্রহ্মা বেদজনক। জগৎপতি নারায়ণ দেব, লক্ষ্মী-স্বরূপিণী তোমার বলে জগৎপালক। যজ্ঞদেব, দক্ষিণাস্বরূপিণী তোমার বলে ফলদাতা। ধরাধর অনন্তদেব সৃষ্টিস্বরূপিণী তোমাকে মস্তকে ধারণ করিতে-ছেন। গঙ্গাধর শিব গঙ্গাস্বরূপিণী তোমাকে শিরে ধারণ করিয়াছেন। সমস্ত জগৎ তোমা দ্বারা চলৎ-শক্তিসম্পন্ন; তোমা ভিন্ন শবপ্রায় হইয়া থাকে। বাণীস্বরূপিণী তোমার বলে সকলেই বাবদূক এবং তোমা ভিন্ন মূক হইয়া থাকে। ৭৮—৮৮। কুম্ভকার

যে প্রকার মৃত্তিকাদ্বারা ঘটনির্ম্মাণে সমর্থ হয়, তদ্রূপ আমিও প্রকৃতি এবং তোমার বলে সৃষ্টি করিতে সক্ষম হই? তোমা ভিন্ন আমি জড়বৎ হই সকল বিষয়ে শক্তি থাকে না। সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী তুমি আমার নিকটে উপস্থিতা হও। তুমি বহ্নিতে দাহিকা শক্তি; তোমা ব্যতিরেকে বহ্নির দাহিকা শক্তি থাকে না; এবং তুমি চন্দ্রে শোভারূপে অধিষ্ঠান কর, তোমা ভিন্ন চন্দ্রের কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সৌন্দর্য্য থাকে না। তুমি সূর্য্যমণ্ডলে প্রভারূপে বাস কর, তোমা ভিন্ন সূর্য্য হীনপ্রভ হন। হে প্রিয়ে! তুমি রতিস্বরূপিণী; কাম তোমার সাহায্যেই কামিনীগণের বন্ধু। এই প্রকারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, স্তব করিলে শ্রীরাধা তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। দেবগণও শ্রী এবং শক্তি-সম্পন্ন হইলেন। হে পর্ব্বতনন্দিনি! সেই কালে সকল জগৎ পত্নীযুক্ত হইল এবং শ্রীরাধার অনুগ্রহে গোলোকধামও গোপীময় হইল। সুযজ্ঞ রাজা এইরূপে হরিপ্রিয়া লক্ষ্মী দেবীর স্তব করত গোলোকে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকৃত এই রাধাস্তব, যে ব্যক্তি পাঠ করে, সে নিশ্চয় কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণদাস্য প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীবিচ্ছেদে যে ব্যক্তি শুদ্ধ হইয়া নিয়মপূর্ব্বক এক মাস এই স্তব শ্রবণ করে, সে শত শত বিঘ্ন দূর করত শীঘ্র গুণবতী পত্নী লাভ করে। যে ব্যক্তি ভার্য্যা এবং সৌভাগ্যহীন হইয়া এক বৎসর এই স্তব শ্রবণ করে, শীঘ্রই তাহার সুশীলা পতিব্রতা সুন্দরী স্ত্রী লাভ হয়। ৮৯—৯৮। হে পার্ব্বতি! দক্ষকন্যা প্রাণত্যাগ করিলে, পূর্ব্বে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের আদেশে উক্ত স্তব দ্বারা তোমাকে লাভ করিয়াছি। এই স্তব ব্রহ্মাও পাঠ করত সাবিত্রীকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে দুর্ব্বাসার শাপে দেবগণ শ্রীহীন হইয়া এই স্তব দ্বারা সুদুর্লভ সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন। পুত্রপ্রার্থী ব্যক্তি এক বৎসর এই স্তব শ্রবণ করত পুত্র প্রাপ্ত হয় এবং মহাব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি এই স্তবমাহাত্ম্যে মহাব্যাধি হইতে মুক্ত হয়। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা দিবসে রাসেশ্বরী শ্রীরাধার পূজা করত উক্ত স্তব পাঠে অচলা লক্ষ্মী এবং রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। স্ত্রীজাতি এই স্তব শ্রবণ করিলে স্বামি-সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়; ভক্তি-পূর্ব্বক যে ব্যক্তি, শ্রবণ করে, সে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি প্রতিদিন শ্রীরাধিকার পূজা করত ভক্তিপূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করে, সে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া গোলোকে গমন করে। ৯৯—১০৪।

প্রকৃতিখণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নাথ! শ্রীরাধার অদ্ভুত পূজাবিধি এবং স্তব শ্রবণ করিলাম। সম্প্রতি কবচ বলুন; আপনার অনুগ্রহে শ্রবণ করিব। মহাদেব বলিলেন, হে দুর্গে! পূর্ব্বে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, গোলোকধামে আমার নিকটে যাহা বর্ণন করিয়াছিলেন, পরমাদ্ভুত সেই কবচ শ্রবণ কর। লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা, অতি গোপ্য পরমতত্ত্ব এবং সর্ব্বমন্ত্রস্বরূপ যে কবচ ধারণ এবং পাঠ দ্বারা দেবমাতা সাবিত্রীকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি যে কবচের ধারণ হেতু জগদ্ধাত্রী তোমার স্বামী হইয়াছি, প্রসিদ্ধ নারায়ণদেব, যাহা ধারণ করিয়া মহালক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং পরমানন্দ কৃষ্ণও যাহা ধারণ করত নির্গুণ এবং অপ্রাকৃত হইয়া, জগৎ-সৃষ্টি-বিষয়ে সমর্থ হইয়াছেন, বিষ্ণু যে কবচ ধারণ করত সমুদ্র-কন্যাকে লাভ করত জগৎ পালন করিতেছেন, যাহার ধারণে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে সর্ষপসদৃশ বিবেচনায় মস্তকে ধারণ করিতেছেন, মহাবিরাট্, যাহার ধারণে লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডসমূহ ধারণ করিয়া সর্ব্বাধাররূপে প্রসিদ্ধ হইতেছেন, যাহা ধারণ এবং পাঠ করিয়া ধর্ম্ম, সর্ব্বত্র সাক্ষিরূপে বিচরণ করিতেছেন, কুবের যাহা ধারণ করিয়া ভারতে ধনাধ্যক্ষ বলিয়া বিখ্যাত, যাহা ধারণ এবং পাঠ করিয়া ইন্দ্র দেবেন্দ্র এবং মনু, যাবতীয় মানবগণের ঈশ্বর হইয়াছেন, চন্দ্র যাহার ধারণে সুশোভিত হইয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছেন, সূর্য্যদেব যাহা পাঠ এবং ধারণ হেতু ত্রিলোকের অধিপতি হইয়াছেন, অগ্নিদেব যাহা ধারণ এবং পাঠ করত ত্রিজগৎকে নিজ মহিমায় পবিত্র করিতেছেন, সদাগতি বায়ুও যাহা ধারণ এবং পাঠ করিয়া সর্ব্বদা বহন করত ত্রিজগৎ শুদ্ধ করিতেছেন, মৃত্যুও যাহার ধারণ হেতু স্বতন্ত্র হইয়া সর্ব্বলোকে আধিপত্য প্রকটন করিতেছেন, মহাতপা জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম, যাহা ধারণ করত একবিংশতিবার পৃথিবীকে পৃথিবীপতি-বংশ-বিহীন করিয়াছিলেন, কুম্ভ-সম্ভব অগস্ত্য মুনি যাহার ধারণ এবং পাঠবলে অগাধ জলনিধিকে অবলীলাক্রমে পান করিয়াছেন, যাহার ধারণে সনৎকুমার জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য এবং ঋষি নর-নারায়ণ জীবন্মুক্ত সিদ্ধ, ব্রহ্মতনয় বশিষ্ঠ ঋষি যাহা ধারণে সিদ্ধ এবং কপিল মুনি সিদ্ধগণের মধ্যে প্রধান, দক্ষও যাহার বলে প্রজাপতি, যাহার বলে ভৃগু আমার বিদ্বেষী এবং কূর্ম্ম ধরাধর অনন্তকে ধারণ করিতেছেন, বায়ু যাহার বলে সকলের আধার, যাহার বলে বরুণ, পবন ঈশান প্রভৃতি দিক্‌পাল এবং যম জগৎশাসক; হে

পার্ব্বতি! যাহার বলে কাল ও কালাগ্নিরুদ্র জগৎকে সংহার করেন, যাহার ধারণে গৌতম সিদ্ধ এবং কশ্যপ প্রজাপতি, বসুদেব-কন্যার এক অংশ স্বরূপিণী কলা লাভ করেন। পূর্ব্বে (মুনিশ্রেষ্ঠ) দুর্ব্বাসা মুনি পত্নী-বিয়োগ হইলে পত্নী এবং রাম লঙ্কেশ্বরকর্তৃক অপহৃতা পূর্ণ লক্ষ্মী সীতাদেবীকে যাহার পাঠে প্রাপ্ত হইয়াছেন, পূর্ব্বে পুণ্যশ্লোক নলরাজা পুণ্যবতী দময়ন্তীকে যাহার বলে প্রাপ্ত হইয়াছেন, মহাবীর শঙ্খচূড় যাহা হইতে দৈত্যগণের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, হে দুর্গে! যাহার বলে আমাকে বৃষ এবং হরিকে গরুড় বহন করিতেছে, সিদ্ধপ্রধান মুনিগণও সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহা ধারণ করত মহালক্ষ্মী সর্ব্বসম্পৎপ্রদানে সমর্থা হইয়াছেন; সরস্বতী সাধুগণের মান্যা ও রতিক্রীড়াপরায়ণা হইয়াছেন, সাবিত্রী বেদমাতা যাহার ধারণে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, মর্ত্তলক্ষ্মী ক্ষীরোদতনয়া যাহার বলে বিষ্ণুকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহার ধারণে মনসা দেবী সিদ্ধা হইয়া জগৎমণ্ডলে পূজা প্রাপ্ত হন, বেদমাতা অদিতি, বামনরূপী বিষ্ণুকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন, যাহা ধারণে লোপামুদ্রা এবং অরুন্ধতী, পতিব্রতার মধ্যে প্রশংসা এবং দেবহূতি সিদ্ধপ্রধান কপিলকে পুত্র লাভ করেন, শতরূপা যাহার বলে পৃথিবীশ্বর প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদকে পুত্ররূপে এবং তোমার জননী তোমাকে কন্যারূপে লাভ করেন, এক্ষণে সেই কবচের বিষয় বলিতেছি। এইরূপ সকল সিদ্ধগণ সেই কবচের প্রসাদে সিদ্ধ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। শোভাশালী জগন্মণ্ডলের মঙ্গলদায়ক উক্ত কবচের প্রজাপতি ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, স্বয়ং রাসেশ্বরী দেবী এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তি-প্রাপ্তির নিমিত্ত বিনিয়োগ এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে। উক্ত কবচ—শিষ্য কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণের নিকটেই প্রকাশ করিবে। শঠ এবং পরশিষ্যের নিকটে গোপ্যতম; এই বিষয় তাহাদের নিকটে প্রকাশ করিলে, মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। ১—৩০। রাজ্য—অধিক কি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবে; কিন্তু উক্ত কবচ দান করিবে না। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণও ভক্তিপূর্ব্বক ইহা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন। আমি ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছি—গোলোক ধামে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ "ওঁ রাধায়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্র উপাসনা করিয়াছেন। "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রাধিকায়ৈ স্বাহা" কল্পবৃক্ষসদৃশ উক্ত মন্ত্র আমার মস্তককে রক্ষা করুন। ওঁ রাঁ হ্রীঁ শ্রীরাধিকায়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্র আমার কপালদেশ নেত্র ও শ্রোত্রযুগলকে রক্ষা করুন। "রাঁ রাধায়ৈ স্বাহা" মন্ত্রপ্রধান এই মন্ত্র আমার মস্তক এবং কেশবৃন্দকে রক্ষা করুন। "ওঁ রাঁ হ্রীঁ কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ নমঃ" সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ উক্ত মন্ত্র মুখ নাসিকা কপোল এবং কণ্ঠদেশকে রক্ষা করুন। "ওঁ রাঁ রাসেশ্বর্য্যৈ নমঃ" উক্ত মন্ত্র স্কন্ধ এবং "ওঁ রাসবিলাসিন্যৈ নমঃ" উক্ত মন্ত্র পৃষ্ঠদেশকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "বৃন্দাবনবিলাসিন্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র আমার বক্ষদেশকে সতত রক্ষা করুন। ওঁ তুলসীবনবাসিন্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র নিতম্বদেশকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ কৃষ্ণপ্রাণাধিকায়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্র পাদদ্বয় এবং অন্যান্য অঙ্গ সকলকে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। পূর্ব্বদিকে রাধা, বহ্নিকোণে কৃষ্ণপ্রিয়া, দক্ষিণদিকে রাসেশ্বরী, নৈঋতকোণে গোপীশ্বরী, পশ্চিমদিকে নির্গুণা, বায়ুকোণে কৃষ্ণপূজিতা, উত্তরদিকে মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরী এবং ঈশানকোণে সর্ব্বপূজ্যা সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন। জল স্থল আকাশ—সকল স্থানে স্বপ্ন জাগরণ প্রভৃতি সকল অবস্থায় মহাবিষ্ণুর জননী আমাকে রক্ষা করুন। হে দুর্গে! তোমার নিকটে জগন্মঙ্গলকর কবচ বর্ণন করিলাম। অতি সুগোপনীয় উক্তকবচ সাধারণের নিকট প্রকাশনীয় নহে। তোমার স্নেহপরতন্ত্রতায় আমি ইহা বর্ণন করিলাম; সাধারণের নিকটে প্রকাশ করিও না। ৩১—৪৪। যথাবিধি বস্ত্র অলঙ্কার এবং চন্দনাদি দ্বারা গুরুর অর্চ্চনা করত কণ্ঠে কিংবা দক্ষিণ বাহুতে এই কবচ ধারণ করিলে, বিষ্ণুসদৃশ মান্য হয়। শতলক্ষবার জপ দ্বারা কবচ সিদ্ধ হয়। যাহার কবচ-সিদ্ধি হয়, সে অগ্নি দ্বারাও দগ্ধ হয় না। এই কবচ ধারণ হেতু পূর্ব্বে দুর্য্যোধন রাজা জলস্তম্ভ এবং অগ্নিস্তম্ভে নিশ্চয়রূপে বিশারদ হইয়াছিলেন। আমি পূর্ব্বে পুষ্করতীর্থে সনৎকুমারকে এই কবচ প্রদান করি। সনৎকুমারও সূর্য্যগ্রহণকালে সুমেরু পর্ব্বতে সান্দীপনি মুনিকে ইহা প্রদান করেন। সান্দীপনি মুনি বলরামকে প্রদান করেন। তিনিও প্রিয়শিষ্য দুর্য্যোধনকে দান করিয়াছিলেন। কবচের প্রসাদে মনুষ্য জীবন্মুক্ত হয়। শ্রীরাধামন্ত্রোপাসক যে ব্যক্তি, প্রতিদিন এই কবচ পাঠ করে, সে বিষ্ণুসদৃশ পূজ্য হইয়া রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করে। সকল প্রকার তীর্থে স্নান, সকল প্রকার দান, সকল প্রকার উপবাস, সমস্ত পৃথিবীর প্রদক্ষিণ, সকল প্রকার যজ্ঞে দীক্ষা, প্রতিদিন প্রতিজ্ঞাপরিপালন, প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণসেবা ও তাঁহার নৈবেদ্য-ভোজন এবং চতুর্ব্বেদপাঠদ্বারা যে ফল লাভ করে, রাধাকবচ পাঠে তাদৃশ ফল নিশ্চয় প্রাপ্ত হয়। রাজদ্বার, শ্মশান, সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-সঙ্কীর্ণ বন, দাবাগ্নি, সঙ্কট, দস্যু চৌরাদি জনিত ভয়, কারাগার-বিপদ্ এবং ঘোর দৃঢ় বন্ধন, প্রভৃতি ও ব্যাধিগ্রহ

হইয়া, কবচ ধারণ করিলেই ঐ সকল ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করে। হে মহেশ্বরী! এইরূপে তোমার প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করিলাম, তুমিই সর্ব্বস্বরূপিণী মায়া, মায়াপূর্ব্বক আমার নিকটে প্রশ্ন করিতেছ। ৪৬—৫৬। নারায়ণ বলিলেন, মহাদেব এইরূপ রাধার উপাখ্যান বর্ণন করত বারংবার শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণপূর্ব্বক লোমাঞ্চিতাঙ্গ এবং সজলনয়ন হইতে লাগিলেন। কৃষ্ণ অপেক্ষা মান্য দেব, গঙ্গাসদৃশ পুণ্যা নদী, পুষ্করসদৃশ তীর্থ, ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উচ্চতর আশ্রম, পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম, মহাবিষ্ণু অপেক্ষা মহান্ এবং আকাশ হইতে যে প্রকার বিস্তৃত বস্তু নাই, সেই প্রকার যোগীন্দ্র বৈষ্ণব-প্রধান মহাদেব হইতে অন্য কেহ জ্ঞানী নাই। হে নারদ! তিনি কাম, ক্রোধ, লোভ এবং মোহকে জয় করিয়াছেন। মহাদেব স্বপ্ন এবং জাগরণ প্রভৃতি সকল অবস্থাতেই নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণধ্যানে রত। যিনি কৃষ্ণ তিনি শম্ভু, ইহাঁরা অভিন্ন। হে বৎস! মহাদেব যে প্রকার বৈষ্ণবের মধ্যে প্রধান এবং মাধব যে প্রকার দেবগণের মধ্যে প্রধান, সেইরূপ এই কবচও কবচসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শিব এই শব্দটী মঙ্গলসাধক। মানবগণকে যিনি সকল মঙ্গল প্রদান করেন, তিনি শিব নামে খ্যাত হন। যিনি নিরন্তর বিশ্ববাসী নরগণের কল্যাণ এবং মুক্তিসাধন করেন, তিনিই শঙ্কর বলিয়া বিখ্যাত হন। তিনি ব্রহ্মাদি দেব, বেদবিদ্ মুনিগণ এবং প্রসিদ্ধ মহদ্গণের দেব এই নিমিত্ত মহাদেব নামে বিখ্যাত হন। তিনি বিশ্বপূজ্যা মহতী মূলপ্রকৃতির ঈশ্বর এবং পূজ্য—এই নিমিত্ত মহাদেব নামে বিখ্যাত হন। বিশ্ব-বাসী মহাত্মাগণের ইনি স্বয়ং ঈশ্বর, এই নিমিত্ত মনস্বিগণ ইহাঁকে মহেশ্বর বলিয়া আখ্যান করেন। হে ব্রহ্মকুমার! তুমি ধন্য! শ্রীকৃষ্ণভক্তিদাতা মহেশ্বর তোমার গুরু! তুমি আমার নিকটে পুনর্ব্বার কি জিজ্ঞাসা করিতেছ?। ৫৭—৬৮।

প্রকৃতিখণ্ডে ষট্পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে ব্রহ্মন্! অতিশয় বিস্ময়কর সকল দেবীর উপাখ্যান আপনার মুখে শ্রুত হইলাম। সম্প্রতি অতি উত্তম শ্রীদুর্গার উপাখ্যান বর্ণন করুন। দুর্গা নারায়ণী, ঈশানী, বিষ্ণুমায়া, শিবা, সতী, নিত্যা, সত্যা, ভগবতী, সর্ব্বাণী, সর্ব্বমঙ্গলা, অম্বিকা, বৈষ্ণবী, গৌরী, পার্ব্বতী এবং সনাতনী, কৌথুম-বেদোক্ত সর্ব্বশুভকর এই ষোড়শ নামের সকলের ঈপ্সিত অর্থ—যাহা বেদে সর্ব্বসম্মত ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, হে বেদবিদ্বর! সেই বিষয় বিশেষরূপে আমার সমীপে বর্ণন করুন। দুর্গা দেবী প্রথমে কাহার দ্বারা পূজিতা হন? দ্বিতীয়ে কে তাঁহার পূজা করে? এবং তৃতীয়ে চতুর্থে কাহার দ্বারা পূজিতা হইয়া সর্ব্বত্র পূজা লাভ করেন? নারায়ণ বলিলেন;—দুর্গার ষোড়শ নামের বিষ্ণুকর্ত্তৃক বেদে বর্ণিত অর্থ তুমি বিদিত হইয়াও জিজ্ঞাসা করিতেছ। অতএব আমি শাস্ত্রানুসারে বর্ণন করিতেছি। দৈত্য, মহাবিঘ্ন, কর্ম্মবশে ভববন্ধ, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, বারংবার জন্ম, মহাভয় এবং অতি রোগ, দুর্গ শব্দের অর্থ এবং আ-শব্দ হননার্থক; অতএব ইহাদিগকে যিনি হনন করেন, তিনিই দুর্গা-শব্দের অভিধেয়। যশ, তেজ, রূপ গুণ দ্বারা অয়নের সদৃশী এবং নারায়ণের শক্তি, এই নিমিত্ত নারায়ণী নামে বিখ্যাতা হন। ঈশান শব্দ সর্ব্বসিদ্ধিবাচক; এবং আ-শব্দ দাতৃবাচক অতএব যিনি সর্ব্বস্ব ধন প্রদান করেন, তিনিই ঈশানী; পরমাত্মা বিষ্ণু পূর্ব্বে সৃষ্টিকালে মায়ার সৃষ্টি করিয়া তাহা দ্বারা বিশ্ব মোহিত করেন, এই নিমিত্ত দুর্গা বিষ্ণুমায়া বলিয়া বর্ণিতা হন। ১—১১। শিব-শব্দের অর্থ কল্যাণ আ-শব্দ দাতৃ ও প্রিয় অর্থে অভিহিত, অতএব শিবদা এবং শিবপ্রিয়া দুর্গা শিবা নামে অভিহিতা হন। যে পতিব্রতা এবং সুশীলা যুগে যুগে সম্যক্ জ্ঞানের অধি-ষ্ঠাত্রীরূপে বর্ত্তমানা হন, পণ্ডিতেরা তাঁহাতেই সতী নামে কীর্ত্তন করেন। পরমাত্মা ভগবান্ যে প্রকার নিত্য, সেই প্রকার ভগবতীও নিত্যা। পরমেশ্বর, প্রাকৃত প্রলয়কালে নিজ মায়াবলে, তিরোহিত হইলে ব্রহ্মা অবধি স্তম্ব পর্য্যন্ত কৃত্রিম সকল জগৎ মিথ্যা-স্বরূপ হয়, ভগবানের ন্যায় মূল প্রকৃতি দুর্গামাত্র সত্য-রূপে বর্ত্তমানা হন। সিদ্ধ্যাদি ঐশ্বর্য্য সকল যুগে যুগে যাঁহাতে অধিষ্ঠান করে—ভগশব্দের অর্থ সিদ্ধি—এই জন্য তিনি ভগবতী নামে কথিতা হন। বিশ্ববাসী চরা-চর প্রাণিসমূহকে জন্ম মৃত্যু এবং জরা হইতে মুক্তি প্রদান করেন, এই নিমিত্ত সর্ব্বাণী নামে শব্দিতা হন। মঙ্গল শব্দে মোক্ষ অর্থ বোধ হেতু এবং আশব্দে দাতৃ অর্থ বোধ হওয়ায়, যিনি সর্ব্বমঙ্গল দান করেন, তিনিই সর্ব্বমঙ্গলা নামে নির্দ্দিষ্টা হন। হর্ষ সম্পদ্ এবং কল্যাণ অর্থে মঙ্গল শব্দ অভিহিত হয়। ঐ সকলকে যিনি প্রদান করেন, তিনিই সর্ব্বমঙ্গলা নামে কথিত হন। অম্বা-শব্দ মাতৃ,বন্দন এবং পূজন অর্থবোধক, অতএব

যিনি জগতের মাতা পূজ্যা এবং বন্দনীয়া তিনিই গজদন্তা নামে কীর্ত্তিতা হন। ১২—২০। যিনি বিষ্ণু-ভক্তা, বিষ্ণুরূপা এবং বিষ্ণুর শক্তিস্বরূপিণী, বিষ্ণুকর্ত্তৃক সৃষ্টিকালে সৃষ্টা হন, তিনিই বৈষ্ণবী নামে আহূতা হন। পীত অনাসক্ত এবং নির্ম্মল পরব্রহ্ম গৌর-শব্দের অর্থ; সেই পরমাত্মার শক্তিই গৌরীশব্দে কথিতা হন। শম্ভু সকলের গুরু; তাঁহার পতিব্রতা প্রিয়তমা শক্তি এবং জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণের মায়া এ নিমিত্ত গৌরীনামে অখ্যাতা হন। তিথি ভেদে, কল্প ভেদে এবং পর্ব্বভেদে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় উক্ত সকলে যিনি বিখ্যাতা হন, তিনিই পার্ব্বতী নামে কথিতা। পর্ব্বশব্দে মহোৎসবের অবশেষ বোধ করায়, তাহার যিনি অধিষ্ঠাতৃদেবী তিনিও পার্ব্বতী নামে কীর্ত্তিতা হন। তিনি পর্ব্বতনন্দিনী, পর্ব্বতে আবির্ভূতা হন এবং পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এ নিমিত্ত পার্ব্বতী নামে আহূতা হন। সনা শব্দে সর্ব্বকাল এবং তনী শব্দে বিদ্যমান অর্থ বোধ হয়, অতএব যিনি সর্ব্বকালে বিদ্যমানা তিনি সনাতনী নামে প্রসিদ্ধা হন। হে মহামুনে! ষোড়শ নামের অর্থ শাস্ত্রানুসারে কীর্ত্তন করিলাম; সম্প্রতি তাঁহার উপাখ্যান শ্রবণ কর। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে সৃষ্টির পূর্ব্বে গোলোকে বৃন্দাবনের রাসমণ্ডলে তাঁহার পূজা করেন। দ্বিতীয় বারে ব্রহ্মা মধুকৈটভ-ভয়ে ভীত হইয়া, তাঁহার পূজা করেন। তৃতীয় বারে ত্রিপুরদহনাকাঙ্ক্ষায় ত্রিপুরারি, দুর্গার আরাধনা করেন। ২১—৩০। চতুর্থে মহামুনি দুর্ব্বাসার শাপে অধিকারভ্রষ্ট মহেন্দ্র, ভক্তিপূর্ব্বক ভগবতীর আরাধনা করেন। তদনন্তর মুনীন্দ্র, দেবেন্দ্র, সিদ্ধেন্দ্র এবং মুনিবরগণকর্ত্তৃক সকল বিশ্বের সকল স্থানে পূজিতা হইলেন। মুনে! দুর্গা পূর্ব্বে দেবগণের তেজে আবির্ভূতা হন; দেবগণও তাঁহাকে অস্ত্র এবং ভূষণ অর্পণ করেন; দুর্গা দেবী দুর্গপ্রভৃতি প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্যগণকে পরাজয় করত দেবগণকে স্ব স্ব আধিপত্য এবং অভিলষিত বর প্রদান করেন। দুর্গা, কল্পান্তরে মহাত্মা মেধস-শিষ্য সুরথকর্ত্তৃক নদীতীরে মৃন্ময়ী প্রতিমাতে পূজিতা হন, উক্ত রাজা, মেষ, মহিষ, কৃষ্ণসার,গণ্ডক, ছাগ, কুষ্মাণ্ড এবং পক্ষী প্রভৃতি বলি প্রদান করেন; তিনি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক বেদোক্ত ষোড়শ উপচার অর্পণ করত ধ্যান করিয়া যথাবিধি পূজান্তে কবচ ধারণ করিয়াছিলেন। রাজা পরিহার করত অভিলষিত বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন; বৈশ্যও নদীতীরে পূজা করত মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। বৈশ্য এবং রাজা স্তব করত যথাস্থানে প্রস্থান করেন। বৈশ্য পুষ্করতীর্থে দুষ্কর তপস্যা করত প্রাণত্যাগান্তে দুর্গার বরে গোলোকে গমন করিলেন। মহাবল রাজাও নিষ্কণ্টক নিজরাজ্যে গমন করিলেন। ৩১—৪০। রাজা ষষ্টিসহস্র বৎসর বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করত পুত্রের প্রতি রাজ্যভার বিন্যাসপূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত যথাকালে তপস্যা করিলেন এবং তদনন্তর সাবর্ণি-মনুরূপে বিখ্যাত হইলেন। হে বৎস! এই প্রকারে শাস্ত্রানুসারে সংক্ষেপে তোমার নিকট দুর্গার উপাখ্যান বর্ণন করিলাম। অনন্তর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? । ৪১—৪৩।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, ধার্ম্মিকবর সুরথ রাজা কাহার বংশ হইতে সমুৎপন্ন হন? এবং কি প্রকারে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মেধস হইতে জ্ঞান লাভ করেন? মুনিবর মেধসই বা কাহার বংশ হইতে জন্মেন? কোন্ স্থানে মুনির সহিত নৃপতির মিলন হইয়া কথোপকথন হয়? হে মুনিবর! কোন স্থানেই বা রাজার সহিত বৈশ্যের সাক্ষাৎ হয়? এই সকল বিষয় বিস্তার রূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে বেদবিদ্বর! অনুগ্রহপূর্ব্বক বর্ণন করুন। নারায়ণ বলিলেন, ব্রহ্মার পুত্র অত্রি; তাঁহার পুত্র নিশাকর চন্দ্র, রাজসূয় যজ্ঞ করত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রধান হইয়াছিলেন। চন্দ্রের ঔরসে গুরুপত্নী তারার গর্ভে বুধ-নামক বালক হয়; বুধের পুত্র চৈত্র, চৈত্রতনয় সুরথ। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহামুনে! গুরুপত্নী তারার গর্ভে চন্দ্রের ঔরসে কি প্রকারে পুত্র হইল? অহো কি বেদ-বিরুদ্ধ কর্ম্ম! আমার সংশয়-চ্ছেদন করুন। নারায়ণ বলিলেন, সম্পন্মত্ত মহাকামী চন্দ্র, জাহ্নবীতীরে সুরগুরুর পত্নী, ধর্ম্মিষ্ঠা, পতিব্রতা, কৃতস্নানা, সুন্দরী, রমণীয়া, পীনোন্নতপয়োধরা, সুন্দর-শ্রোণি এবং নিতম্ব দ্বারা সুশোভিতা, ক্ষীণমধ্যা, মনোহারিণী, সুন্দরদন্তশালিনী, কোমলাঙ্গী, নবযৌবন-যুক্তা, সূক্ষ্মবস্ত্রাবৃতা, রত্নভূষণে বিভূষিতা, কস্তুরীবিন্দু-সমুজ্জ্বল ললাটের অধঃপ্রদেশে চন্দন-বিন্দুর সহিত সিন্দূর-বিন্দুধারিণী বায়ুগলিতবসনা, সকামা, বক্র-লোচনা, শরদিন্দুসদৃশসুন্দরবদনা, পক্কবিম্বফলসদৃশ-অধরা বর্ণিষ্ঠা অত্যুত্তমা মন্দ মন্দ হাস্যকারিণী তারাকে আত্মদর্শনে লজ্জাবনতমুখী হইয়া আনন্দে গজেন্দ্র-গমনে গৃহের দিকে গমন করিতে দর্শন করত কন্দর্প-

বশীভূত হইয়া লজ্জা পরিত্যাগ করিলেন এবং হে মুনে! রোমাঞ্চিতগাত্র হইয়া, কন্দর্পবেগে বলিতে লাগিলেন। ১—১৩। হে রমণীপ্রধানে! তুমি রসিকাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, কিঞ্চিৎকাল অবস্থান কর। হে সুবিদগ্ধপ্রধানে! তুমি নিরন্তর আমার চিত্তকে হরণ করিতেছ। বৃহস্পতি সহস্রবৎসরকামনা সাগরে প্রকৃতি-উদ্দেশে তপস্যা করত তপস্যার ফলস্বরূপিণী বৃহৎশ্রোণিবিশিষ্টা তোমাকে লাভ করিয়াছেন। হে সর্ব্বোত্তমে! তুমি রসবতী রমণীগণের মধ্যে প্রধানা। অহো! বিধাতার কি অকৌশল! নিরন্তর কামবাণে পীড়িতা তোমার তপস্বীর সহিত সঙ্গম সজ্ঘটন করিয়াছেন। বিজ্ঞ ব্যক্তির অজ্ঞের সহিত সঙ্গমে কোন্ সুখ সমুৎপন্ন হয়? কিন্তু বিদগ্ধার তাদৃশ বিদগ্ধ বরের সহিত সঙ্গমে সুখসাগর উচ্ছলিত হয়। হে ঈশ্বরি! হে কামিনি! তুমি বৃথা কি নিমিত্ত কর্ম্মদোষেই হউক কিংবা আত্মদোষেই হউক কাম দ্বারা দগ্ধা হইতেছ? অথবা স্ত্রীগণের চিত্ত কে বুঝিতে পারে? তুমি নবযুবতী, বৃদ্ধস্বামী দ্বারা তোমার দুর্লভ নবযৌবন দিন দিন বৃথা অতীত হইতেছে। সেই বৃহস্পতি নিরন্তর তপস্যাপর হইয়া স্বপ্ন কিংবা জাগরণে নিরন্তর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করেন। তুমি সকল কামকলায় অভিজ্ঞা কামুকী নিরন্তর অভিলাষানুরূপ যুবকের সহিত আপনার অতিশয় শৃঙ্গার কামনা অভিলাষ কর। হে কান্তে! তোমার মনের কামনা এক প্রকার এবং তোমার ভর্ত্তার অভিলাষ অন্য প্রকার; ভিন্নভিন্নরুচি নায়ক নায়িকাদ্বয়ের সঙ্গমে কি প্রকারে প্রীতি হইবে? উপস্থিত অতিমনোরম বসন্তকালে মাধবীবনে গন্ধচন্দনাদি দ্বারা চর্চ্চিত, বসন্তকালীন পুষ্পসমৃদ্ধি দ্বারা রচিত শয্যায় আমার সহিত সুখ অনুভব কর! সুগন্ধ পুষ্পসমূহে আকীর্ণ জনশূন্য সেই চন্দনবনে—হে ভাগ্যবতি যুবতীপ্রধানে! তুমি আমার সহিত রমণ কর। সুশীতল চম্পকবায়ু দ্বারা রমণীয় চম্পকবনে চম্পকশয্যায় আমার সহিত ক্রীড়া কর। হে রামে! রমণীয় মলয়াচলের দ্রোণীতে মন্দ মন্দ চন্দনবৃক্ষসম্পর্কীয় বায়ু দ্বারা রম্য অতীব নির্জ্জন বনে আমার সহিত রমণ কর। হে সুন্দরি! দেবগণের প্রার্থনীয় নর্ম্মদাতীরস্থ স্বর্ণরেখাতটবনে আমার সহিত রমণ কর। ১৪—২৭। কন্দর্প অপেক্ষা অতি সুন্দর মন্দবুদ্ধি চন্দ্র এই প্রকার বলিয়া কামবশ হইয়া মন্দাকিনীতীরে গুরুপত্নীর পদতলে পতিত হইল। চন্দ্রকর্ত্তৃক পথরোধ হওয়ায়, তারকার কণ্ঠ ওষ্ঠ এবং তালু শুষ্ক হইল; তিনি ক্রোধে নয়ন-পদ্মকে রক্তবর্ণ করিয়া নির্ভয়ে বলিতে লাগিলেন, রে পরস্ত্রীলম্পট! শঠ! তোকে ধিক্! তুই নিন্দনীয় এবং তোকে তৃণসদৃশ হীন বিবেচনা করি। অত্রির অভাগ্যক্রমে তোর মত কুলাঙ্গার পুত্র জন্মিয়াছে! তোর জীবন ব্যর্থ। অরে! মূর্খ! তুই রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া আপনাকে বলবান্ বিবেচনা করিতেছিস্। অদ্য তোর বিপ্রপত্নীর প্রতি মন আকৃষ্ট হওয়ায়, সেই পুণ্য তোর ব্যর্থ হইল। যাহার চিত্ত পরস্ত্রীর প্রতি সংযুক্ত হয়, সে সকল কর্ম্মেই অশুচি এবং কর্ম্মের ফল লাভ করে না ও ত্রিভুবনে নিন্দার ভাজন হয়। তোর দ্বারা যদি আমার অমূল্য সতীত্বধন বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইবে। বেদে বর্ণিত আছে, অত্যুন্নত ব্যক্তিও নিপতিত হয়। দুষ্টগণের দর্পহন্তা শ্রীকৃষ্ণ তোর দর্প হনন করিবেন। বৎস! আমি তোমার মাতৃসদৃশী, আমার প্রতি অত্যাচার পরিত্যাগ কর। তোমার মঙ্গল হইবে। পতিব্রতা তারকা এই প্রকার বাক্য বলিয়া বারংবার রোদন করিতে লাগিলেন। এবং ধর্ম্ম, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, ব্রহ্মা, পরমাত্মা, শ্রীকৃষ্ণ, আকাশ, পৃথিবী, দিনরাত্রি, সন্ধ্যা এবং দেবগণকে সাক্ষিরূপে নিশ্চয় করিলেন। চন্দ্র তারকার বাক্য স্মরণ করত ভীত হইলেন না; কিন্তু ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করত রথে সংস্থাপন করিলেন এবং মনের ন্যায় বেগবান্ মনোহর রথকে মনোযোগে চালন করত মনোহারিণী তারকার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। ২৮—৩৮। চন্দ্র তাঁহার সহিত কখন স্কন্দ-নোপরি, কখন নন্দনবনে, কখন পুষ্পভদ্রকবনে, কখন পুষ্করতীর্থে, কখন নদীতীরে, কখন পুষ্পিত পুষ্পকাননে, কখন পুষ্প এবং চন্দনবায়ু দ্বারা সুগন্ধ শয্যায়, কখন সুস্নিগ্ধ চন্দন-চর্চ্চিত নির্জ্জন মলয়-দ্রোণিতে, কখন পর্ব্বতে পর্ব্বতে, কখন নদীতে নদীতে শৃঙ্গার করিয়া, শতবৎসর আনন্দে মুহূর্ত্তকালের ন্যায় গণনা করিলেন। অনন্তর চন্দ্র ভীত হইয়া, দৈত্যগণের গুরু মহাতেজা শুক্রের শরণাপন্ন হইলেন। দৈত্যগুরু শুক্র, বিপক্ষ সুরগুরু বৃহস্পতির প্রতি উপহাস করত চন্দ্রকে অভয় বর প্রদান করিলেন। দিতিপুত্রগণ আনন্দে সভামধ্যে হাস্য করত কলঙ্কী এবং ভীত চন্দ্রকে অভয় প্রদান করিল। পতিব্রতা তারার পাতিব্রত্যনাশ হেতু উৎপন্ন পাপ-সমূহ নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমণ্ডলে মলময় শশরূপী কলঙ্ক হইল। বেদবিদ্বর শুক্র অতিশয় ভীত চন্দ্রকে হিত সত্য বেদবিহিত পরিণাম-সুখজনক বাক্য বলিতে লাগিলেন;—কি আশ্চর্য্য! তুমি ব্রহ্মার পৌত্র এবং ভগবান্ অত্রির পুত্র। বৎস! নীচের ন্যায় এতাদৃশ

নীতিবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া অধমতর হইয়াছ! রাজসূয় যজ্ঞের ফলস্বরূপ নির্ম্মল কীর্ত্তিমণ্ডলবিশিষ্ট সুধারাশিতে সুরাবিন্দু সদৃশ কলঙ্ক উপার্জ্জন করিলে! দেবগুরু ধর্ম্মিষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর বৃহস্পতির সাধ্বী পত্নী তোমার মাতৃ-সদৃশী; ইঁহাকে পরিত্যাগ কর; শম্ভু এবং দেবগণের ঈশ্বর, আমার গুরুপুত্র, ব্রাহ্মণোত্তম অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি, নিরন্তর ব্রহ্মণ্যতেজে জাজ্বল্যমান। সদ্বংশপ্রসূত সাধুগণ গুণবান্ শত্রুরও গুণ কীর্ত্তন এবং দোষী গুরুরও দোষ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যেহেতু তাঁহাদির স্বভাবই এই প্রকার। সুরগুরু বৃহস্পতির সদৃশ অন্য কেহই আমার বিশ্বমণ্ডলে শত্রু নাই। হে চন্দ্র! তথাপি ধর্ম্মতঃ স্বরূপাখ্যানে তাঁহার গুণ বর্ণন করিলাম। যে স্থানে ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা বাস করেন, সেই স্থানেই সনাতন ধর্ম্মের অধিষ্ঠান। যে স্থানে ধর্ম্ম সেই স্থানেই কৃষ্ণ, যে স্থানে কৃষ্ণ সেই স্থানেই জয়। গো একটা, ব্যাঘ্রী পাঁচটী এবং সিংহী সাতটী শাবক প্রসব করে। কিন্তু হিংস্র সকলে শীঘ্রই নষ্ট হয়। ধার্ম্মিক গোশাবক ধর্ম্মকর্ত্তৃক রক্ষিত হয়। দেবগুরু এবং বিপ্রাদি যদিও সামর্থ্যহেতু সকলকে রক্ষা করিতে সক্ষম হন; তথাপি ধর্ম্মনাশক মহাপাপীকে স্বেচ্ছাক্রমে রক্ষা করেন না। দেব এবং ব্রাহ্মণগণ কুলটা বিপ্রপত্নীতে গমন করিলে, ষোড়শ অংশ ব্রহ্মহত্যাপাপের এক অংশের ভাজন হয়; কিন্তু স্বয়ং উপস্থিতা কুলটা ব্রাহ্মণীতে গমন করিলে, উক্ত একঅংশ পাপের চতুর্থ অংশের এক-অংশী হয়। উপস্থিতা রমণেচ্ছু কুলটার ত্যাগে ধর্ম্ম, কিন্তু পাপ মাত্র নাই, কমলযোনি এই প্রকার বলিয়াছেন। বেদ বলিতেছেন, পতিব্রতা বিপ্রপত্নীগণের বলাৎকারে,—পাতিব্রত্যহরণে শত ব্রাহ্মণবধের পাপ উৎপন্ন হয়। ৩০—৫৮। হে মহাভাগ! সম্প্রতি ধর্ম্ম আচরণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণীকে ত্যাগ কর। পাপ অনুষ্ঠানানন্তর অনুতাপপূর্ব্বক উক্ত পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলে, মহাফল জন্মে। আমার শরণাগত এবং ভীত দেবরূপী তোমার পাপকে ধর্ম্মবিহিত উপায় দ্বারা দূরীভূত করিব যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক হইয়াও শস্ত্রহীন, ভীত, দীন এবং শরণাগত জীবকে রক্ষা না করে, সে একযুগপরিমিত কাল কুম্ভীপাকে নিবাস করে; যে ব্যক্তি উক্ত জীবগণকে রক্ষা করে, সে শতরাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করে এবং ধর্ম্মবলে ইহলোকে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হয়। দৈত্যগুরু এইরূপ বাক্য বলিয়া স্বর্গীয় মন্দাকিনীতটে উপনীত হইয়া স্বয়ং স্নান করত চন্দ্রকে স্নান করাইয়া বিষ্ণুপূজা করিলেন। পবিত্র বিষ্ণুপাদোদক শুভকর বিষ্ণুনৈবেদ্য এবং পুণ্যজনক গঙ্গাজল চন্দ্রকে ভোজন এবং পান করাইলেন। ৫৯—৬৩। শুক্রাচার্য্য পাপকর্ম্মে লজ্জিত ও ভীত চন্দ্রকে ক্রোড়ে করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, যদি আজি আমার তপঃফল সত্য, হরিপূজাফল সত্য, ব্রতফল সত্য, তীর্থস্নানফল সত্য, দানফল সত্য ও উপবাসফল সত্য হয়; তবে তুমি পাপ হইতে মুক্ত হও। ত্রিসন্ধ্যাবর্জ্জিত, হরিসেবাবিহীন, সেই ব্রাহ্মণকে, এই সুদারুণ অতি ভয়ানক চন্দ্রের পাপ আশ্রয় লউক। যে ব্যক্তি নিজ পত্নীকে বঞ্চনা করিয়া পরস্ত্রীতে গমন করে, সেই পাপিষ্ঠ—চন্দ্রপাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে গমন করুক। যে দুশ্চারিণী দুর্ম্মুখা নারী, পতির প্রতি বাক্যতাড়না করে, সে চন্দ্রপাপে-পাপিনী এক যুগ লালামুখ নরকে নিশ্চিত অবস্থান করুক। যে ব্রাহ্মণ হরির অনিবেদিত বৃথান্ন ভোজন করে, সে চন্দ্রপাপে চারি যুগ কালসূত্র নরকে গমন করুক। যে নরাধম, অম্বুবাচীদিবসে মৃত্তিকা খনন করে, সে চন্দ্রপাপে শতযুগ—কালসূত্র নরকে গমন করুক। যে নারী স্বপতিকে বঞ্চনা করিয়া পরপুরুষে গমন করে সে, চন্দ্রপাপে চারিযুগ বাহ্নিকুণ্ড নরকে গমন করুক। ৬৪—৭১। যে ব্যক্তি রজোগুণাধিক্যবশতঃ পরকীর্ত্তি বিলোপ করিয়া নিজকীর্ত্তি খ্যাপন করে, সে চন্দ্রপাপে একযুগ কুম্ভীপাকে গমন করুক। যে পাপিষ্ঠ, নিজ পিতা, মাতা, ভার্য্যা ও গুরুকে পালন না করে, সে নিশ্চয়ই চন্দ্রপাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হউক। যে, বেশ্যান্ন, পতিপুত্রবিহীনার অন্ন ও ঋতুস্নাতার অন্ন ভোজন করে, চন্দ্রপাপ সেই পাপীকে নিশ্চিত আশ্রয় করুক। সেই পাতকী, সেই পাপে, চারিযুগ কুম্ভীপাকে গমন করুক ও তাহা হইতে, উত্তীর্ণ হইয়া চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হউক। যে মহাপাপী, দিবসে মৈথুন করে, অথবা কামী হইয়া স্বেচ্ছায় গর্ভিণী বা রজস্বলা নারীতে গমন করে, এই মহাঘোর চন্দ্রপাপ সেই পাপীতে গমন করুক। সেই পাপে, সে চারিযুগ কালসূত্র নরকে গমন করুক। যে ব্যক্তি কামপীড়িত হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক পরস্ত্রীর মুখ, নিতম্ব ও স্তন দেখে, সে চন্দ্রপাপে চারিযুগ লালাভক্ষ নরকে গমন করুক; তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, অন্ধ, ও ক্লীব চণ্ডাল হউক। যে ব্যক্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী ও রবিবারদিবসে, মাষ, মসূর বা লকুচ ভোজন করে, অথবা মৈথুন করে, চন্দ্রপাপ তাহাকে আশ্রয় করুক; ও সেই পাপে চারিযুগ কালসূত্র-নরকে গমন করুক। সেই পাপী তাহা

হইতে উত্তীর্ণ হইয়া চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হউক ও সপ্তজন্ম মহারোগী, দরিদ্র ও কুষ্ঠী হউক। ৭৩—৮২। যে মহাপাপী একাদশী কৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রি-দিনে ভোজন করে, চন্দ্রপাপ তাহাতে গমন করুক। চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত সে কুম্ভীপাকে গমন করুক। সেইপাপে চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হউক। যে ব্রাহ্মণ তাম্রপাত্রস্থ দুগ্ধ, মধু ও উচ্ছিষ্টপাত্রে ঘৃত, কাংস্যপাত্রে নারিকেল জল, লবণযুক্ত দুগ্ধ, পীতাবশিষ্ট জল, ভোজনাবশিষ্ট অন্ন; এই সকল ও দিনের মধ্যে বা রাত্রির মধ্যে একাধিকবার অন্ন ভোজন করে; এই ভয়ানক দুর্নিবার চন্দ্রপাপ তাহাতে গমন করুক; সে সেই পাপে চারিযুগ অন্ধকূপনরকে গমন করুক। যে বিপ্র নিজ-কন্যা-বিক্রয়ী, দেবল, বৃষবাহক, শূদ্রের শবদাহী বা তাহাদিগের পাচক, অশ্বত্থবৃক্ষচ্ছেদী, বিষ্ণুনিন্দক বা বৈষ্ণবনিন্দক; সেই পাপীকে এই দারুণ চন্দ্রপাপ দৃঢ়তররূপে আশ্রয় করুক। সেই পাতকী সেই পাপে তপ্তশূর্ম্মী নরকে গমন করিয়া চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত নিয়ত দগ্ধ হউক। ঐ পাপী তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হউক। সে সপ্তজন্ম চণ্ডাল, পঞ্চজন্ম বৃক্ষ; শতজন্ম গর্দ্দভ, শতজন্ম শূকর, সপ্তজন্ম তীর্থকাক, পঞ্চজন্ম বিষ্ঠার কৃমি, শতজন্ম কিঙ্কুলুক হইয়া পরে শুদ্ধ হউক। ৮৩—৯৩। যে মহাপাপী, বৃথামাংস, বা নিজ ভোজনার্থ পক্ব অনুৎসৃষ্ট অন্ন ভোজন করে, চন্দ্রপাপ তাহাতে গমন করুক ও ঐ পাপে সে চারিযুগ অসিপত্র নরকে বাস করুক; পরে সপ্তজন্ম, সর্প হইয়া শুদ্ধ হউক। যে ব্রাহ্মণ, কুসীদজীবী, যোনিজীবী, চিকিৎসক, হরিনামবিক্রেতা, বেদবিক্রয়ী, নিজধর্ম্ম-প্রকাশক, আত্মপ্রশংসাকারী, মসীজীবী, দূত, বা বেশ্যাপোষ্য হয়, চন্দ্রপাপ তাহাতে গমন করুক! চন্দ্র নিষ্পাপ হউক। সে ঐ পাপে দারুণ শূলপ্রোত নরকে গমন করুক। তথায় চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের স্থিতিকালপর্য্যন্ত শূলবিদ্ধ হউক; পরে দরিদ্র, রোগী, অদীক্ষিত নরপশু হউক। যে ব্রাহ্মণ,—লাক্ষা, মাংস, পারদ, তিল, লবণ, অশ্ব বা লৌহ বিক্রয় করে; যে নরঘাতী, চৌর ও নটের কার্য্যকারী, তাহাতে চন্দ্রপাপ গমন করুক; সে সেই পাপে দুঃসহ, ক্ষুরধার নরকে গমন করুক; তথায় সহস্র ইন্দ্রের স্থিতিকালপর্য্যন্ত ছিন্নদেহ হউক, তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সপ্তজন্ম শৃগাল, সপ্তজন্ম ভল্লুক, সপ্তজন্ম কুক্কুর, শতজন্ম মৎস্য, সপ্তজন্ম গণ্ডূক, সপ্তজন্ম গণ্ডূক হউক। পরে সেই নরাধম, কর্ম্মকার, রজক, তৈলকার, বর্দ্ধকী, নাবিক, শবজীবী, ব্যাধ, স্বর্ণকার, কুম্ভকার ও লৌহকার হইয়া পরে ক্ষত্রিয়, তৎপরে ব্রাহ্মণ হইবে; হে দ্বিজ! এইরূপে শুক্র চন্দ্রকে শুদ্ধ করিয়া তারাকে কহিলেন; হে মহাসাধ্বি! তুমি চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া স্বপতির নিকটে গমন কর; তুমি পবিত্রহৃদয়া, প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীতও শুদ্ধ হইলে; অকামা নারী বলিষ্ঠ উপপতিকর্ত্তৃক আক্রান্তা হইলে, দূষিতা হয় না। শুক্রাচার্য্য, সহাস্যবদন চন্দ্র ও হাস্যমুখী তারাকে এই প্রকার কহিয়া কল্যাণ আশীর্ব্বাদ করিলেন। ৯৩—১০৮।

প্রকৃতিখণ্ডে অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—চন্দ্রকর্ত্তৃক তারা অপহৃত হইলে পর বৃহস্পতি কি করিয়াছিলেন; কিরূপেই বা সেই সাধ্বীকে পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন, তাহা আমাকে বিশেষরূপে বলুন। নারায়ণ কহিলেন;—বৃহস্পতি তারার স্নানে বিলম্ব দেখিয়া তাহার অন্বেষণার্থ নিজে মন্দাকিনীতীরে শিষ্য পাঠাইলেন। হে নারদ! ঐ শিষ্য মন্দাকিনীতীরে গমন করত লোকমুখে তারাহরণ-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রোদন করিতে করিতে গুরুসমীপে কহিল; বৃহস্পতি, স্বীয়পত্নী চন্দ্রকর্ত্তৃক হৃতা হইয়াছে, এই বার্ত্তা শ্রবণ করত মুহূর্ত্তকাল মূর্চ্ছিত হইলেন; পরে চেতনা পাইলেন। তখন সশিষ্য বৃহস্পতি দুঃখিতহৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন এবং লজ্জা ও শোকবশতঃ বারংবার বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে ঐ শোকার্ত্ত বৃহস্পতি, সজলনয়নে, শোকসন্তপ্ত অশ্রুপূর্ণ-নয়ন শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বেদানুসারী ইতিহাসবাক্য কহিলেন;—বৎসগণ! আমি কোন্ ব্যক্তিকর্ত্তৃক অভিশপ্ত; ও তাহার কারণই বা কি; কিছুই জানিতেছি না। যে ব্যক্তি অধার্ম্মিক, সেই নিশ্চিত দুঃখ পায়। যাহার গৃহে প্রিয়বাদিনী সাধ্বী ভার্য্যা নাই, তাহার বনে গমন করা কর্ত্তব্য; তাহার পক্ষে অরণ্য ও গৃহ উভয়ই তুল্য। যাহার চিত্তানুকূলা ভার্য্যা শত্রুকর্ত্তৃক অপহৃতা হয়, তাহার বনে গমন করা কর্ত্তব্য; তৎপক্ষে অরণ্য ও গৃহ দুই তুল্য। যাহার গৃহ হইতে সুশীলা সুন্দরী ভার্য্যা গমন করে; তাহার বনে গমন করা উচিত; তৎপক্ষে বন ও গৃহ উভয়ই সমান। ১—১০। যাহার গৃহে জননী ও চারুহাসিনী সহধর্ম্মিণী নাই, তাহার অরণ্যে গমন করা কর্ত্তব্য; বন ও গৃহ উভয়ই তৎপক্ষে তুল্য।

যাহার গৃহ, ধন ও বন্ধুগণে পূর্ণ হইয়াও প্রিয়াবিহীন, তাহার অরণ্যে গমন করা কর্ত্তব্য; বন ও গৃহ তৎপক্ষে তুল্য। ভার্য্যাশূন্য গৃহ বনতুল্য; ভার্য্যাযুক্ত গৃহই গৃহ; কেননা গৃহিণীকেই গৃহ কহে; গৃহকে গৃহ কহে না। স্ত্রীবিহীন ব্যক্তি দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে অপবিত্র; সে ঐ কর্ম্ম করিলে তাহার ফলভাগী হয় না। যেমন দাহিকা-শক্তিবিহীন অগ্নি প্রভাহীন সূর্য্য, শোভাহীন চন্দ্র, বলহীন জন্তু কর্ম্মের অযোগ্য; শরীর ব্যতীত আত্মা, আধার ব্যতীত আধেয়, প্রকৃতি ব্যতীত ঈশ্বর ও প্রধান সামগ্রী ফলদায়িনী দক্ষিণা ব্যতীত যজ্ঞ যেমন কর্ম্মের ফলদানে অশক্ত ও যেরূপ স্বর্ণকার স্বর্ণ ব্যতীত স্বকার্য্যসাধনে অসমর্থ,—হে দ্বিজগণ! কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা ব্যতীত স্বকার্য্য সাধনে অসমর্থ; সেইরূপ গৃহস্থ ভার্য্যা ব্যতীত সর্ব্বদা সকল কার্য্যে অনধিকারী। সকল কার্য্যেরই মূল ভার্য্যা; সেইরূপ গৃহেরও মূল ভার্য্যা। গৃহস্থদিগের গৃহে সর্ব্বদা সকল সুখ, নিয়ত আনন্দ ও মঙ্গলের মূল ভার্য্যা। সংসার ও গৌরবের ভার্য্যাই মূল। রথীদিগের রথের মত গৃহীদিগের ভার্য্যাই মূল। সকল রত্নের প্রধান স্ত্রীরত্ন, অধম কুল হইতেও গৃহস্থ গ্রহণ করিবে; ইহা পদ্মযোনি কহিয়াছেন। যেমন পদ্ম ভিন্ন জলের শোভা ও জল ভিন্ন পদ্মের শ্রী হয় না; সেই মত গৃহিগণের গৃহিণী ব্যতীত কিছু মাত্র গৃহে সুখ নাই। এইরূপে সেই বৃহস্পতি বিলাপ করিয়া বারংবার গৃহে প্রবেশ করিতে লাগিলেন ও শোকার্ত্ত হইয়া পুনঃপুনঃ বহির্গত হইতে লাগিলেন। আর তিনি ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা ও চেতনা পাইতে লাগিলেন ও প্রিয়াগুণ স্মরণ করত পুনঃপুনঃ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাজ্ঞানী বৃহস্পতি, সাধু শিষ্য ও অন্যান্য জ্ঞানী মুনিগণকর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া ইন্দ্রভবনে গমন করিলেন। বৃহস্পতি অতিথিসৎকার-কুশল ইন্দ্রকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহাকে হৃদ্গত শল্যের মত নিজ অপ্রিয় বৃত্তান্ত কহিলেন। ইন্দ্র, বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্রোধে কম্পিতাধর ও লোহিতলোচন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন;—দৌত্যকার্য্যে অতি-নিপুণ ও দক্ষ সহস্র দূত, তাঁহার অন্বেষণের জন্য গমন করুক। যেখানে ঐ পাপিষ্ঠ চন্দ্র, আমার মাতা তারার সহিত আছে, সেইখানে সজ্জিত হইয়া সকল দেবগণের সহিত গমন করিতেছি। হে মহাভাগ! চিন্তা ত্যাগ করুন, সকলই মঙ্গল হইবে। এই দুষ্কর অশুভ, শুভেরই কারণ! বিপদ্ না হইল কাহার সম্পদ্ হয়? হে নারদ, ইন্দ্র এইরূপ কহিয়া অন্বেষণকার্য্যে কুশল সহস্র দূত শীঘ্র পাঠাইলেন। সেই সকল দূতেরা জগতের অনতিক্রমণীয় ও নির্জ্জন স্থান সমুদয় শত বৎসর ভ্রমণ করিয়া শুক্রাচার্য্যগৃহে গমন করিল। শুক্রভবনে তাঁহার শরণাপন্ন সুস্থ ভীত চন্দ্রকে তারাসহ অবস্থিত দেখিয়া, সেই বৃত্তান্ত ইন্দ্রকে কহিল। শোকসন্তপ্ত ইন্দ্র, ইহা শ্রবণ করিয়া, দুঃখিত হৃদয়ে অধোবদন বৃহস্পতিকে কহিলেন;—হে নাথ! আমি পরিণাম-সুখকর বাক্য কহিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। হে মহাভাগ! ভয় ত্যাগ করুন, সকলই মঙ্গল হইবে। আপনি শুক্রকে জয় করেন নাই; আমা কর্ত্তৃকও দৈত্যগণ পরাজিত হয় নাই; এই বিবেচনা করিয়া চন্দ্র শুক্রকে আশ্রয় লইয়াছে। এক্ষণে আপনি আমাদিগের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করুন, ব্রহ্মার সহিত আমরা কৈলাসে দেব-দেব মহাদেবের নিকটে গমন করিব। সন্তপ্ত মহেন্দ্র এইরূপ করিয়া, বৃহস্পতির সহিত কল্যাণপ্রদ মনোহর ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তথায় ব্রহ্মাকে অবলোকন করিয়া বৃহস্পতির সহিত প্রণাম করিলেন ও দেব-দেবকে সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। কমলযোনি, ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করিলেন ও বিনীত ইন্দ্রকে হিতজনক নীতিগর্ভ সত্যবাক্য কহিলেন;—যে সর্ব্বপ্রকারে পরকে দুঃখ দেয় তাহাকে সেই সর্ব্বশাস্তা সনাতন কৃষ্ণ দুঃখ দেন। আমি সকলের স্রষ্টা; সনাতন বিষ্ণু ঐ সৃষ্টির রক্ষক; রুদ্র ঐ সকলের সংহারকর্ত্তা ও শিব সর্ব্বতোভাবে উহার বিধান করেন; ধর্ম্ম সর্ব্বদা সর্ব্বসাক্ষী ও সকলের কারণ; বিষয়াসক্ত সকল দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পালন করিতেছেন। অঙ্গিরার বেদবেদান্তপারদর্শী বৃহস্পতি, উতথ্য ও জিতেন্দ্রিয় সম্বর্ত্ত; এই তিন পুত্র। ২৩—৪৫। বৃহস্পতি কনিষ্ঠ সহোদর শিষ্য সম্বর্ত্তকে কিছুই পৈতৃক ধন দেন নাই; সে কারণে তিনি তপস্বী হইয়া পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতেছেন। গর্ভিণী সাধ্বী অকামুকী ভ্রাতৃজায়া, উতথ্যের ভার্য্যাকে ঐ বৃহস্পতি স্বেচ্ছায় হরণ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি ভ্রাতৃজায়া হরণ করে, সে চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকালপর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে গমন ও সহস্রব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ লাভ করে এবং মাতৃগমনের তুল্য পাপী হয়; ইহাতে সংশয় নাই। হে ইন্দ্র! ঐপাপী তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, বিষ্ঠাকৃমি হইয়া জন্মায়। তথায় ঐ পাপিষ্ঠ সহস্রকোটি বৎসর অবস্থান করিয়া, সহস্রকোটি বৎসর পুংশ্চলীযোনিতে কৃমি হইবে। ভ্রাতৃজায়া-হরণ-পাপে ঐ পাপী সহস্রকোটিজন্ম গৃধ্র, শতজন্ম কুক্কুর ও শতজন্ম শূকর হইবে। যে বলিষ্ঠ ব্যক্তি দুর্ব্বল

জ্ঞাতিকে তাহার পৈতৃক ধন না দেয়; সে চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে গমন করে। কর্ম্মের ভোগ না হইলে, শতকোটি কল্পেও ক্ষয় হয় না; অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। বৃহস্পতি জগদ্গুরু শিবেরও গুরুপুত্র, এ কারণে এই বৃত্তান্ত বলিশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরকে জ্ঞাত করান; সকল দেবগণ সবাহনে সজ্জিত হইয়া নর্ম্মদাতটে অবস্থান করুন ও মুনিগণও মধ্যস্থ হইয়া থাকুন। ৪৬—৫৫। শিবের এই পূজনীয় গুরুপুত্র শীঘ্র কৈলাসে গমন করুন, আমি পবিত্র নর্ম্মদাতটে যাইতেছি। ইন্দ্র কহিলেন;—এই বৃহস্পতি—কিরূপে বেদপ্রণেতা, সিদ্ধ ও যোগিগণের গুরু, মৃত্যুঞ্জয় শিবের গুরুপুত্র হইলেন? অঙ্গিরা আপনার পুত্র, তাঁহার পুত্র বৃহস্পতি; মহাদেব, আপনা অপেক্ষাও জ্ঞানী, কিরূপে ঐ বৃহস্পতির পিতার শিষ্য হইলেন? ব্রহ্মা কহিলেন;—হে ইন্দ্র! এই কথা পুরাণে অতিগোপনে কথিত আছে; এই পূর্ব্বতন বৃত্তান্ত কহিতেছি শ্রবণ কর;—পূর্ব্বে অঙ্গিরার ভার্য্যা কর্ম্মদোষে মৃতবৎসা হইলে, আমার কথানুসারে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি পুংসবন-নামক কৃষ্ণ-ব্রত করিলেন। ঐ ব্রত সনৎকুমার তাঁহাকে করাইয়াছিলেন; তৎকালে দয়াময়, ভক্তের প্রতি কৃপাবশতঃ দেহধারী, স্বেচ্ছাময়, উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃস্বরূপ, পরমাত্মা গোলোক হইতে আসিয়া কৃপাময় সনৎকুমারকর্ত্তৃক স্তুত হইলেন ও অনশন-ক্লেশক্ষীণা ব্রতধারিণী সবাষ্পনয়না বিনীতা প্রণামনিরতা অঙ্গিরাপত্নীকে কহিলেন;—তোমার ব্রতের ফলস্বরূপ, মদীয় তেজোবিশিষ্ট এই ফল ভোজন কর; ইহাতে আমার অংশে আমার বরপুত্ররূপে তোমার পুত্র জন্মিবে। ৫৬—৬৪। হে সাধ্বি! আমার বরে সকল দেবগণের প্রভু গুরুশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণেরও অগ্রগণ্য বৃহস্পতি নামে তোমার পুত্র হইবে। যে আমার বরে জন্ম লাভ করে, সে আমারই বরপুত্র হইয়া থাকে; তোমার গর্ভে আমার যে পুত্র হইবে, সে চিরজীবী হইবে। বরজ, বীর্য্যজ, ক্ষেত্রজ, পাল্য, বিদ্যাজ, মন্ত্রজ, দত্তক, এই সপ্ত প্রকার পুত্র হইয়া থাকে। সেই রাধিকানাথ এইরূপ কহিয়া গোলোকে গমন করিলেন। সে কারণে বৃহস্পতি—কৃষ্ণের পুত্র; জ্ঞানী ও দেবগণের গুরু হইয়াছেন। পূর্ব্বে মহাদেব, দিব্যমানের ত্রিলক্ষ বৎসর তপস্যা করেন; তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকে মৃত্যুঞ্জয়াত্মক মহদ্‌জ্ঞান, স্বীয় অখিল জ্ঞান, উৎকৃষ্ট আত্মতেজ, বিষ্ণুমায়াত্মিকা আত্মশক্তি, নিজাংশভূত বাহন বৃষ, ত্রিশূল, কবচ ও দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন;—তখন দয়াময় পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ, তৎকর্ত্তৃক বহুতর স্তুত হইয়াছিলেন। সেই বিষ্ণুমায়া, শিবলোকে শিবপ্রিয়া শিবানামে কথিতা হন; ইহা নারায়ণের শক্তি, একারণে তাঁহাকে নারায়ণী কহে। সেই সনাতনী শক্তি, সকল দেবগণের তেজে আবির্ভূতা হইয়া অসুরকুলনিধন ও দেবগণকে স্ব স্ব পদ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই আদি প্রকৃতি, সাধ্বী সিদ্ধযোগিনী বিষ্ণুমায়া, কল্পান্তে দক্ষতনয়া সতীরূপিণী হইয়া পিতা দক্ষের যজ্ঞে স্বামিনিন্দা শ্রবণ করায় তনুত্যাগ করিয়া, পর্ব্বততনয়ারূপে আবির্ভূতা হইয়া, বহুকাল কঠোর তপস্যা আচরণপূর্ব্বক ঐ শঙ্করী পতি শঙ্করকে পাইয়াছিলেন। ৬৪—৭৫। পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেবের গুরু, আর এই বৃহস্পতি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বরপুত্র; এই কারণে বৃহস্পতি দেবগণের গুরু ও শিবের গুরুপুত্র; এই আমি অতি গুহ্য পুরাতন বৃত্তান্ত কহিলাম। এই প্রধান সম্বন্ধ, যেরূপ আমি শুনিয়াছি; ঐ উভয়ের অন্য এক পরস্পর সম্বন্ধ কহিতেছি শ্রবণ কর; প্রতাপশালী দুর্ব্বাসা ও গরুড় উভয়েই শঙ্করের অংশজাত। এই দুই জনই অঙ্গিরার শিষ্য, সেই হেতুও বৃহস্পতি শিবের গুরুপুত্র। প্রাণাধিকা সতী, দক্ষশাপে প্রাণত্যাগ করিলে ভগবান্ মহাদেব নিজ জ্ঞান মোহবশতঃ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তখন অঙ্গিরা শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মহাদেবকে তদীয় জ্ঞান স্মরণ করাইয়াছিলেন; এই কারণেও আমার পুত্র অঙ্গিরা মহাদেবের গুরু। বৃহস্পতি, শীঘ্র কৈলাসে গমন করুন। হে পুত্র! তুমি এক্ষণে সকল দেবগণের সহিত সজ্জিত হইয়া নর্ম্মদাতটে গমন কর। হে নারদ! জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন। বৃহস্পতি কৈলাসে ও ইন্দ্র নর্ম্মদাতটে গমন করিলেন। ৭৬—৮৩।

প্রকৃতিখণ্ডে উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শিন্ মহাত্মন্ নারায়ণ! আজি আমি আপনার মুখচন্দ্রবিনিঃসৃত অমৃততুল্য বাক্যসকল পান করিলাম। এক্ষণে বৃহস্পতি কৈলাসে গমন করিয়া সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মহাদেবকে কি বলিয়াছিলেন; তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। সেই জগৎকর্ত্তা শিবই বা কি প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন? হে বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ! এই সকল কথা আপনি বিস্তারপূর্ব্বক বলুন। নারায়ণ কহিলেন;—লজ্জায় মলিনমুখ শোভাহীন বৃহস্পতি, শীঘ্র

কৈলাসে গমন করিয়া, মহাদেবকে প্রণাম করত অগ্রে অবস্থান করিলেন। মহাদেব, গুরুপুত্রকে অবলোকনমাত্রে কুশাসন হইতে উত্থিত হইলেন ও তাঁহাকে শীঘ্র আলিঙ্গন ও মঙ্গল-আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন মহাদেব, ভীত ও লজ্জিত বৃহস্পতিকে আসনে বসাইয়া কুশল বাক্য জিজ্ঞাসা করিলেন ও সুমধুর বাক্যে কহিলেন,—কেন আজি তুমি এ প্রকার দুঃখিত; মলিন বাষ্পাকুল-নয়ন, ভীত ও লজ্জিত; তাহার কারণ বল। হে মুনে! তোমার তপস্যায় কি কোনরূপ ব্যাঘাত হইয়াছে? সন্ধ্যা, কিংবা শ্রীকৃষ্ণসেবায় কি, দৈবদোষে ব্যাঘাত হইয়াছে? কি গুরুদেবে কিংবা অভীষ্টদেব হরিতে ভক্তিহীন হইয়াছ? কিংবা সমাগত শরণাপন্ন ব্যক্তির রক্ষা করিতে পার নাই? অথবা তোমার অতিথি বিমুখ হইয়াছে? তোমার অবশ্যপোষ্য সকল কি বুভুক্ষায় পীড়িত? তোমার সেই স্ত্রী কি স্বাধীনা হইয়াছে? কিংবা তোমার পুত্র কটুবাদী বা তোমার শিষ্য সুশাসিত হয় নাই? ভৃত্য সকল কি উত্তর প্রদান করে না? কিংবা তোমার লক্ষ্মী বিমুখী বা তোমার গুরুদেব কুপিত হইয়াছেন? । ১—১১। তোমার গুরুদেব,—বশিষ্ট গৌরবান্বিত, মহান্, সর্ব্বদা মন্ত্রষ্টচিত্ত এবং সাধুগণের অগ্রণী; তাঁহার ত কোপ সম্ভবে না। অভীষ্ট দেব হরি কি কুপিত হইয়াছেন? বিপ্রগণ বা বৈষ্ণবগণ তোমার প্রতি কি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন? তোমার কি শত্রু প্রবল হইয়াছে? কিংবা তোমার বন্ধুবিচ্ছেদ বা বলবানের সহিত বিরোধ হইয়াছে? কিংবা তোমার পদ, বন্ধু, ধন পরকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে? হে বৃহস্পতে! কোন ক্রূর বা পাপী ব্যক্তি কি তোমার নিন্দা করিয়াছে? অথবা কোন প্রিয়তম বন্ধুকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছ? তুমি কি বৈরাগ্য বা ক্রোধবশতঃ কোন বন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়াছ? তীর্থে স্নান বা পুণ্যদিনে কি দান কর নাই? খলের মুখ হইতে কি গুরুনিন্দা বা বন্ধুনিন্দা শ্রবণ করিয়াছ? সাধুগণের গুরুনিন্দা শ্রবণ মরণ হইতেও অতিরিক্ত কষ্টকর। নীচকুলোদ্ভব অসাধু নারকী খলগণের, পুনঃপুনঃ সাধুদিগের নিন্দা করাই দুঃস্বভাব। আর পর-প্রশংসাকারী পুণ্যবান্ সাধুগণ, ভারতে নিয়ত-কল্যাণ-ভাজন হইয়া সর্ব্বদা সুস্থচিত্তে বাস করেন। পুত্র, যশ, জল, সম্পত্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, প্রতাপ প্রজা, ভূমি, ধন, বাক্য, উন্নতি, পবিত্র স্বভাব ও আচার-ব্যবহার, এই সকল বিষয় দ্বারা মনুষ্যের হৃদয় জ্ঞাত হওয়া যায়। ১২—২১। যাহাদিগের যেরূপ অন্তর, তাহাদিগের সেইরূপ কল্যাণ হয়, ও যাহাদিগের যেরূপ পূর্ব্ব পুণ্য সঞ্চয় থাকে, তাহাদিগের সেই মত অন্তর হয়। মহাদেব, সেই স্থলে এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন; তখন বাগ্মিবর বৃহস্পতি স্বয়ং তাঁহাকে কহিলেন;—হে ঈশ্বর! যাহা হইয়াছে, তাহা অকথ্য, কি আর কহিব,—লোক পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মেরই অধীন। জীব, জন্মে জন্মে নিজ নিজ কর্ম্মের ফল ভোগ করে, এই ভারতে ফলভোগব্যতীত কর্ম্মের ক্ষয় নাই। হে প্রভো! এ ভারতে মনুষ্যের সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক, স্বকৃত কর্ম্মবশতঃই হয়, ইহা কেহ কেহ কহেন; আর কেহ কেহ কহেন, দৈববশতঃ; অন্য কেহ কহেন, স্বভাবেতে করিয়া ঐ সকল হয়। হে বেদবেদাঙ্গপারগ! বেদে এই তিন প্রকার মতই উক্ত আছে। জীব, স্বয়ং কর্ম্মের জনক, সেই কর্ম্ম দৈবসাপেক্ষ; স্বভাবও মনুষ্যের আপনার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুরূপ হয়। সকল জীবেরই প্রতিজন্মে নিজ প্রাক্তন-কর্ম্মবশতঃ সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক আপনার সহিত জন্মে। জীব, সগুণ; সর্ব্বদা নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে; আত্মা, গুণশূন্য প্রকৃতি হইতে পৃথক্ সাক্ষী থাকিয়া কর্ম্মফল ভোগ করান। সেই সকল-ফল-দাতা আত্মাই সকলের সেব্য, তিনিই দৈব, স্বভাব ও কর্ম্ম সৃজন করেন। ২২—৩১। কর্ম্মবশতই নরের লজ্জা, প্রশংসা ও প্রফুল্লতা হয়; এক্ষণে আমার এই ব্যাপার অতি লজ্জাকর; তথাপি আপনার নিকটে কহিতেছি। হে নারদ! বৃহস্পতি ইহা কহিয়া সকল বৃত্তান্ত তাঁহাকে কহিলেন। লজ্জানাথ মহাদেব উহা শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন। হে নারদ! তখন কুপিত শূলীর কর হইতে হঠাৎ জপমালা নিপতিত হইল; তিনি স্বয়ং কম্পিতকলেবর ও আরক্তলোচন হইলেন। যিনি সংহারকারী রুদ্রের ঈশ্বর, পালক বিষ্ণুর সখা, স্রষ্টা ব্রহ্মার স্তুতিপাত্র ও মান্য, গুণাতীত, প্রধান পুরুষ, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের আত্মা, সেই শিব ক্রোধে শুষ্ক-কণ্ঠতালু হইয়া কহিতে লাগিলেন, ইহলোকে বিষ্ণুভক্ত সাধুগণের মঙ্গল হউক ও বিষ্ণুভক্তি-বিহীন অসাধুদিগের পদে পদে অমঙ্গল হউক। যে দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি বৈষ্ণবদিগকেও দুঃখ দেয়, শ্রীকৃষ্ণ তাহার সংহারক; পদে পদে তাহার বিঘ্ন হয়। অবৈষ্ণবদিগের হৃদয় পবিত্র নহে—সর্ব্বদা কলুষিত। কারণ, বিষ্ণু-মন্ত্রের স্মরণই মনের নির্ম্মলতার কারণ। মনুষ্যের বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসনায় হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়, ও নিজ দুষ্কৃতেরও ক্ষয় হয়। ৩২—৪০। অহো! শ্রীকৃষ্ণভক্তদিগের কি নির্ম্মল স্বভাব যে অমার্গগামী ভার্য্যাপহারী শত্রু চন্দ্রকে বৃহস্পতি শাপ দেন

নাই। আর বৃহস্পতির গুরু, কোপশূন্য, ধার্ম্মিক, মুনি-বশিষ্ঠদেব স্বীয় শত-পুত্র-হন্তা শত্রুকেও শাপ দেন নাই! আমার ভ্রাতা সুরগুরু বৃহস্পতির নিশ্বাসেও নিমেষমধ্যে শত চন্দ্র ভস্মীভূত হইতে পারে, তথাপি কেবল ধর্ম্মভঙ্গভয়ে তাহাকে শাপ দেন নাই। শাপদাতা কুপিত তপস্বী জনের তপস্যা নষ্ট হয়। কি আশ্চর্য্য! ব্রহ্মার তনয় ধার্ম্মিক বিষ্ণু-পরায়ণ তপোনিষ্ঠ অত্রির এমত পরনারীলোভী বঞ্চক অধার্ম্মিক পুত্র হইয়াছে! ব্রহ্মার পুত্রগণ ধার্ম্মিক বিষ্ণুপরায়ণ ব্রহ্মণ্যতেজসম্পন্ন। তন্মধ্যে কেহ দেব, কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ দৈত্য; পৌত্রগণও এইরূপ। যাহারা সত্ত্বগুণাবলম্বী, তাহারা ব্রাহ্মণ, রজোগুণাবলম্বী দেবগণ, আর দৈত্যগণ—তমোগুণাবলম্বী, বলিষ্ঠ, উগ্রস্বভাব ও সর্ব্বদা উদ্ধত। ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মানুরক্ত ও নারায়ণোপাসক, দেবগণ শিব ও শক্তির উপাসক, আর অসুরগণ পূজাবিবর্জ্জিত। ৪১—৪৮। ব্রাহ্মণগণ, মুমুক্ষু ও বিষ্ণুসেবক হইয়া বিষ্ণুর দাস্য লাভ করিতে ইচ্ছা করে, দেবগণ ঐশ্বর্য্য অভিলাষ করে ও তামসিক অসুরগণও ঐরূপ। নিষ্কাম ব্রাহ্মণগণের গুণাতীত প্রকৃতি হইতে পৃথক্ ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের গুণার্চ্চনাই স্বধর্ম্ম। যে ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুভক্ত, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে পরমপদ লাভ করে, আর যাঁহারা অন্যের উপাসক, তাঁহারা অন্যের সহিত প্রাকৃতিক লয় প্রাপ্ত হয়। দ্বিজগণ—সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ ও সাধু হইবে; বিষ্ণুভক্তিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। সাধু বৈষ্ণবগণ, জ্ঞানী বা অজ্ঞানী হউন, তাঁহাদিগকে বিষ্ণুর চক্র,—সুদর্শন নিয়ত রক্ষা করে। যেমন অগ্নিতে শুষ্কতৃণ ভস্মীভূত হয়, সেই মত অগ্নির তুল্য তেজস্বী বিষ্ণুভক্তগণেরও পাপ সকল ভস্ম হয়। যাহার কর্ণে গুরুমুখ হইতে বিষ্ণুমন্ত্র প্রবেশ করে; পণ্ডিতগণ সেই বৈষ্ণবকে অতি পবিত্র বলিয়া থাকেন। বিষ্ণুভক্তগণ, পিতৃপক্ষীয় শত পুরুষ, মাতামহকুলের শতপুরুষ, নিজ সহোদরগণ ও জননীকে উদ্ধার করে। গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান করিয়া পিণ্ডদাতাগণ কেবল পিণ্ডভোজীকে উদ্ধার করেন, কিন্তু বৈষ্ণবগণ শত শত পুরুষকে উদ্ধার করেন। মনুষ্য, বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণমাত্রেই জীবন্মুক্ত হয়; গরুড়সমীপে সর্পের মত সেই বৈষ্ণবসমীপে যম অতিশয় ভীত হন। হে বাক্‌পতে! এই ভারতে গঙ্গাদিতীর্থ সকলের মত কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকগণ স্পর্শমাত্রেই লোক সকলকে পবিত্র করেন। তীর্থে, পাপিগণস্পর্শে যে কিছু পাপ উৎপন্ন হয়, তীর্থের ঐ সকল পাপ বৈষ্ণবগণের স্পর্শমাত্রেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকগণের পাদপদ্মের রজঃস্পর্শমাত্রেই পৃথিবী, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্রা ও অনিন্দিতা হন। বায়ু, পবন, অগ্নি, সূর্য্য—ইহাঁরা সকলকে পবিত্র করেন। ইহাঁরাও বৈষ্ণবস্পর্শমাত্রেই অবলীলাক্রমে পবিত্র হন; আমি, রুদ্র, অনন্ত, ও ধর্ম্ম আমরা সকলে কর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ; আমরাও সানন্দে বৈষ্ণবসমাগম বাঞ্ছা করি। ভারতে সকলের কর্ম্মানুরূপ ফল হইয়া থাকে। সিদ্ধ ধান্যে যেরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ বৈষ্ণবগণের ঐ কর্ম্মানুরূপ ফল হয় না। ৫৭—৬৪। কৃপাময়, ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ, সেই ভক্তগণের পূর্ব্ব দুষ্কৃতের নাশ করেন ও কৃপাবশতঃ তাহাদিগকে স্ব স্ব পদ প্রদান করেন। সেই দুর্ব্বল চন্দ্র ভীত হইয়া, তেজস্বিশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু-পরায়ণ ভৃগুতনয় শুক্রের শরণাগত হইয়াছে। হে বৃহস্পতে! তুমি সুদর্শন হইতেও বলিষ্ঠ শুক্রাচার্য্যকে জয় করিতে সমর্থ নহ; তথাপি মন্ত্রণা দ্বারা তোমার পত্নী তারাকে উদ্ধার করিব। এখন সত্যাশ্রয় ঈশ্বর পরব্রহ্ম পরমাত্মা কৃষ্ণকে ভজনা কর, ভগবান্ প্রসন্ন হইলে, অনায়াসে পত্নী লাভ করিবে। ভ্রাতঃ! কোটি জন্মের পাপনাশক, সর্ব্বমঙ্গলজনক, শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণের কল্পতরু মন্ত্র আমি তোমাকে দিতেছি। তুমি সেই পরমাত্মা ঈশ্বর গোবিন্দের শরণাপন্ন হও; নর যে পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে গুরুমুখ হইতে কৃষ্ণমন্ত্র না পায়, সে পর্য্যন্ত সংসারবাসনা, ভোগবাসনা, স্ত্রীসম্ভোগবাসনা অঙ্কুর থাকে; আর মনুষ্য ঐ দুর্লভ কৃষ্ণমন্ত্র পাইয়া বাসনাশূন্য হয়। ৫৯—৭১। বৈষ্ণবগণ, হরির দাসত্ব ও তাঁহার প্রতি ভক্তি ভিন্ন, ইন্দ্রত্ব, দেবত্ব এমন কি মুক্তিপদও বাঞ্ছা করেন না। ভক্ত ব্যক্তি, কখন ভক্তি ত্যাগ করে না; ভক্তি ভিন্ন অন্য জ্ঞান বা মৃত্যুঞ্জয়ত্ব কি সর্ব্বসিদ্ধত্ব তাঁহাদিগের ঈপ্সিত নহে। ভক্তগণের বাক্‌সিদ্ধত্ব, কি ব্রহ্মত্ব অভিলষিত নহে। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ত্যাগ করিয়া বিষয় বাসনা করে, সে বিষ্ণুমায়ায় বঞ্চিত হওয়ায়, অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ পান করে। আমি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ধর্ম্ম, অনন্ত, কশ্যপ, কপিল, কার্ত্তিক, নরনারায়ণ, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ, পরাশর, ভৃগু, শুক, দুর্ব্বাসা, বশিষ্ঠ, ক্রতু, অঙ্গিরা, বলি, বালিখিল্য মুনিগণ, বরুণ, অগ্নি, রাহু, সূর্য্য, গরুড়, দক্ষ, গণেশ—এই আমরা সকলে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রধান ভক্ত; যাহারা যাঁহার অংশজাত হয়, তাহারা তাঁহার ভক্ত হয়। মহাদেব এইরূপ কহিয়া বৃহস্পতিকে কল্পতরু-মন্ত্র প্রদান করিলেন। হে নারদ! বৃহস্পতি, তখন মন্দাকিনীতটে জগদ্‌গুরু মহাদেব হইতে, লক্ষ্মী, মায়া,

কামবীজ ও চতুর্থীর একবচনান্ত কৃষ্ণপদ, শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায়, এই মন্ত্র, কৃষ্ণের পূজা-বিধান, স্তব, কবচ, পুরশ্চরণ-বিধি এবং ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া সংসারে বাসনা-শূন্য হইলেন ও মহাদেবকে কহিলেন—হে জগদীশ্বর! আপনি আজ্ঞা করুন, আমি শ্রীকৃষ্ণউদ্দেশে তপস্যা করিতে গমন করি; তারা সেই স্থানেই থাকুক, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। হে নাথ! আমি সকল বিষয় বিষতুল্য ও নশ্বর দেখিতেছি; সত্য, গুণাতীত, সনাতন শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হই। ৭২—৮৩। মহাদেব বলিলেন;—হে মুনে! পরাপহৃতা পত্নীকে উপেক্ষা করিয়া তপশ্চরণ—প্রশংসার কার্য্য নহে। আর মানী ব্যক্তির ঐরূপ আচরণ, মরণ হইতেও ক্লেশকর। মহাভাগ! এক্ষণে অগ্রে তুমি সেই নর্ম্মদাতটে গমন কর; যেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ অবস্থান করিতেছেন, সেই নর্ম্মদাতটে আমি শীঘ্র গমন করিতেছি। সুরগুরু বৃহস্পতি শিবের ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, স্বয়ং নর্ম্মদাতীরে গমন করিলেন; ভগবান্ শঙ্করও তথায় আগমন করিলেন। তখন তথায় দেবগণ, মনু ও মুনিগণ স্বস্বগণের সহিত প্রফুল্ল-বদন শঙ্করকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন। মহাদেব স্বয়ং বিষ্ণু ও ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন ও উঁহারা দুইজনে মহাদেবকে প্রেম আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। এই অবকাশে তথায় বৃহস্পতি আগমন করিলেন ও মহাদেব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, সূর্য্য, ধর্ম্ম, অনন্ত, নর, আমি, মুনীন্দ্রগণ স্বগুরু, পিতা—আমাদিগকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করত সেই সভায় উপবেশন করিলেন। সেই সভায় ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং মনে মনে যুক্তি চিন্তা করিয়া শিব ও ব্রহ্মাকে কহিলেন, তোমরা দুইজন ও মুনিগণ শীঘ্র সমুদ্রতীরে গমন কর; শুক্র-সমীপে একজন মধ্যস্থ ব্যক্তি পাঠান উচিত হইতেছে। ৮৪—৯৩। বিগ্রহ উপস্থিত হইলে, বিপত্তি ঘটিবে, তাহাতে সংশয় নাই! তবে আমার আশীর্ব্বাদে বৃহস্পতি তারাকে নিশ্চয়ই পাইবে। শুক্রাচার্য্য দেবগণকর্ত্তৃক স্তুত হইলে সন্তুষ্ট হইলেন। দেবগণ শুক্রকে জয় করিতে পারিবেন না।। কারণ সুদর্শন তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন। বলবান্ শত্রু স্তবের বশীভূত হয়; এই প্রকার বেদে কথিত আছে। এই সকল কহিয়া জগন্নাথ কৃষ্ণ সেখানে প্রণত ব্রহ্মাদি দেবগণকর্ত্তৃক স্তুত ও পূজিত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। হে নারদ! জগন্নাথ শ্বেতদ্বীপে গমন করিলে, সুরগণ চিন্তিত ও বিষণ্ন-মনা হইলেন। পরে তথায় ব্রহ্মা মহাদেবকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইলে, মুনিগণ ও দেবগণকে সম্বোধন করিয়া নীতিগর্ভ বাক্য কহিলেন;—হে বৎসগণ। আমি শত্রু ও সর্ব্বসাক্ষী ধর্ম্ম এই আমাদিগের দেব ও অসুরে সমান স্নেহ। চন্দ্র, অসুরগণের গুরু শুক্রের শরণাপন্ন হইয়াছে; ঐ শুক্র দেবগণকর্ত্তৃক জিত হন নাই; কিন্তু দৈত্যগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। দেবগণ! আমি তাহার জন্য শুক্রভবনে গমন করিতেছি, তোমরা সকলে বিষ্ণুর আজ্ঞাক্রমে সমুদ্র-পুলিনে গমন কর। হে নারদ! জগতের স্রষ্টা এইরূপ কহিয়া, শুক্রসমীপে গমন করিলেন। দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণ সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। ৯৪—১০৩।

প্রকৃতিখণ্ডে ষষ্টিতম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, ভগবন্! তাহার পর দেব ও অসুরগণের কিরূপ ঘটনা হইয়াছিল? আমার পরম কৌতুক হইতেছে; শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। নারায়ণ কহিলেন—তখন ব্রহ্মা বহু দৈত্যগণে সমাকীর্ণ, রত্নগৃহ-সুশোভিত পঞ্চাশৎকোটি বেদোচ্চারি-শিষ্যগণে পরিব্যাপ্ত সপ্তপরিখা-বেষ্টিত-দুর্গসম্পন্ন শত-কোটি সংখ্যক রক্ষক অসুরগণের রক্ষিত-পদ্মরাগ-নির্ম্মিত প্রাচীর-শোভিত মহাত্মা শুক্রের ভবনে গমন করিলেন। জগদ্বিধাতা তথায় গিয়া দেখিলেন, সভামধ্যে রত্ন-সিংহাসনে উপবিষ্ট দৈত্য ও মুনিগণ-কর্ত্তৃক স্তুত, ব্রহ্মতেজে সর্ব্বদা দীপ্যমান, শত, সূর্য্যসম তেজস্বী ভৃগুতনয় পরব্রহ্ম পরমাত্মা ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করিতেছেন। নারদ! তখন আনন্দিতচিত্ত ব্রহ্মা নিজ পৌত্রকে কৃতার্থ ও প্রভাশালী দেখিয়া, আপনাকে, নিজ পুত্রকে ও পৌত্রকে কৃতার্থ বিবেচনা করিয়াছিলেন; শুক্রাচার্য্য জগৎস্রষ্টা পিতামহ ঈশ্বরকে সহসা অবলোকন করত ভীত হইয়া উত্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিলেন ও আসনাদি ষোড়শ উপচার দিয়া পূজা করিলেন। তখন ভক্তি সহকারে সভ্রমপূর্ব্বক সেই বিদ্যাদাতা ও মন্ত্রপ্রদাতা সর্ব্বসম্পদ্দাতা জীবের স্ব স্ব কর্ম্মফলপ্রদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাকে যথাবিধি স্তব করিলেন, জগৎপতিও শুক্রের স্তবে পরম সন্তুষ্ট হইলেন। ১—১১। ব্রহ্মা শীঘ্র রথ হইতে অবতরণ করিয়া সেই সভায় শুক্রকর্ত্তৃক নিজ মস্তক দ্বারা আনীত বিশ্ব-কর্ম্মনির্ম্মিত রমণীয় ভাস্বর শ্রেষ্ঠ রত্নসিংহাসনে

উপবেশন করিলেন। নারদ! শুক্রাচার্য্যও কৃতাঞ্জলি হইয়া, ব্রহ্মা, সনৎকুমার, সনক, ক্রতু, বশিষ্ঠ, মরীচি, সনন্দ, সনাতন, ইহাঁদিগকে প্রণাম করিয়া পঞ্চশিখ, কপিল, বোঢ়ু, অঙ্গিরা ধর্ম্ম, নর, ও আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন, ও প্রত্যেককে সমাদরে যথাযোগ্য পূজা করিলেন। ধার্ম্মিক শুক্র সকলকে রত্নসিংহাসনে বসাইলেন। অসুরগণও হাস্য মুখে সকলকে প্রণাম ও যথাবিধি ব্রহ্মা ও ঋষিগণকে স্তব করিল। অশ্রুপূর্ণ-লোচন রোমাঞ্চিত তনু, সেই শুক্র কৃতাঞ্জলিপুটে সকলকে স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন, আজি আমার জন্ম সফল, জীবন সার্থক হইল; যেহেতু নিজগৃহে স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মাকে প্রত্যক্ষ দেখিলাম; পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, যে হেতু আজি আমি ব্রহ্মার তনয় ঐ সনাতন পুরুষগণকে প্রত্যক্ষ দেখিলাম। হে প্রভুগণ। আপনারা ব্রহ্মানন্দভোগী; আপনাদিগের প্রতি কুশল প্রশ্ন করা বিড়ম্বনামাত্র! আমি শিশু, আমাকে কৃতার্থ করিতে আপনারা আসিয়াছেন? আমাকে পবিত্র করাই আপনাদিগের আগমনের কারণ, কি আপনাদিগের আগমনের অন্য কারণ আছে, তাহা বলুন এবং আমি কি করিব, তাহা আমাকে আদেশ করুন। ১২—২২। ব্রহ্মা কহিলেন, তুমি আমার পৌত্র চির অদর্শনে উদ্বিগ্ন হইয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি; কারণ পুত্র ও পৌত্রগণের বিচ্ছেদ মরণ হইতেও অধিক ক্লেশকর। হে মুনিবর! তোমার নিজের ও পুত্রদ্বয়ের এবং পত্নীর কুশল ত? তোমার স্বধর্ম্ম ও কাম্য তপস্যার কুশল ত? তোমার অভিলষিত শ্রীকৃষ্ণ-পূজা প্রতিদিন সম্পন্ন হইতেছে ত? তোমার নিত্য স্বগুরু-সেবা ধারাবাহিক হইতেছে ত? গুরু ও ইষ্টদেবের পূজা সকল মঙ্গলজনক, পাপ-রোগ-শোক নাশক পুণ্য ও আনন্দজনক। মনুষ্যের গুরুদেব তুষ্ট থাকিলে, অভীষ্টদেব তুষ্ট থাকেন; ইষ্টদেব তুষ্ট থাকিলে সকল দেবতা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। এই জগতে, পাপিষ্ঠগণের প্রতি, গুরুদেব ব্রাহ্মণ ও দেবতা কুপিত হন। তাহাদের মঙ্গল হয় না ও পদে পদে বিঘ্ন হয়। হে বৎস! প্রকৃতি-নিয়ন্তা গুণাতীত সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমার ভক্তিগুণে নিয়ত সন্তুষ্ট আছেন। জগদ্বিধাতা আমি তোমার গুরু, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আছি। আমি তুষ্ট থাকায়, ইষ্টদেব হরি তোমার প্রতি তুষ্ট ও তিনি তুষ্ট থাকায়, সকল দেবতা তোমার প্রতি তুষ্ট আছেন। এক্ষণে আমি বিশ্বসংহারক শিব ও দেবগণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যে কারণে আসিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। ২৩—৩১। চন্দ্র, শিবের গুরুপুত্র—বৃহস্পতির সাধ্বী ভার্য্যা তারাকে অপহরণ করিয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছে। এখন শিব, ধর্ম্ম, সূর্য্য, ইন্দ্র, অনন্ত, মদীয় পুত্রগণ, অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য, রুদ্রগণ, দিক্‌পালগণ, দিক্‌পতিগণ, ত্রিকোটি দেবতা, কুষ্মাণ্ড, ব্রহ্ম-রাক্ষসগণ, যক্ষগণ ও গন্ধর্ব্বগণ—ইহারা সমুদ্রতীরে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া অবস্থিত। এই তারা-নিমিত্তক যুদ্ধে আমি, অত্রি প্রভৃতি পুত্রগণের সহিত মধ্যস্থ হইয়াছি; তুমি তারাকে প্রত্যর্পণ কর, কিংবা যুদ্ধ কর, কিংবা কামুক চন্দ্রকে পরিত্যাগ কর। শুক্র কহিলেন, রণমত্ত সকল দেবগণ সজ্জিত হইয়া আগমন করুক। সেই শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বগুরু মহাদেব ভিন্ন সকলের সহিত যুদ্ধ করিব। অসুরগণ কহিল, হে পিতামহ! উভয় পক্ষের গুরু, এক কারণে মান্য—পূজ্য মহাদেব আপনি ও ধর্ম্ম আপনারা সকল বিষয়ের সাক্ষিরূপে আছেন। হে জগদ্গুরো! আমরা অন্য সকলকে তৃণতুল্যও বিবেচনা করি না; আপনি গমন করিয়া বলুন, তাহারা আগমন করুক; আমরা যুদ্ধ করিব। যদি মহেশ্বর স্বয়ং গুরুপুত্রের প্রতি কৃপাবশতঃ যুদ্ধে আগমন করেন; হে প্রভো! প্রথমে তাঁহার প্রতি অস্ত্র ত্যাগ করিব না; তবে তাঁহার প্রেরিত অস্ত্র ব্যর্থ করিব। ৩২—৪০। ব্রহ্মা কহিলেন, হে বৎসগণ! মহাপ্রবল বহ্নির মত ঐ রুদ্র বিশ্বসংহারক ও বলীদিগের অগ্রগণ্য; কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবে? তাহাতে আবার জগন্মাতা ভদ্রকালী খড়্গ ও খর্পরধারিণী হইয়া রহিয়াছেন। সেই দুর্দ্দান্তা কালীর সহিতই বা কে যুদ্ধ করিবে? ঐ দেবী সহস্র হস্ত ও মুণ্ডমালায় ভূষিতা এবং উঁহার বদন যোজনবিস্তৃত;—নিজেও দশযোজনবিস্তৃতা। দেবীর দন্তসকল সপ্ত তালের মত দীর্ঘ ও ভয়ঙ্কর, জিহ্বা ক্রোশপরিমিতা অতি লোলা,—ভয়ঙ্করী। অতি ভয়ঙ্কর আরক্তমূর্ত্তি শিব-কিঙ্করগণ ও ভয়ানক ভৈরবগণ এবং যুদ্ধকুশল নন্দী ও মহাবলপরাক্রান্ত শিবের পার্শ্বচরগণ যুদ্ধার্থ সজ্জিত রহিয়াছে। সহস্রমস্তক অনন্তের ফণৈকদেশে স্থিত বিশ্বসংসার—যাঁহার পক্ষে সর্ষপতুল্য জ্ঞান হয়, এতাদৃশ রুদ্রের তুল্য যোদ্ধা কে আছে? প্রলয়-বহ্নির মত সংহারকর্ত্তা ঐ রুদ্র যে শম্ভুর কিঙ্কর, সেই ব্রহ্ম-তেজে শোভমান, ত্রিপুরঘাতী শূলী শম্ভুর সমান যোদ্ধা কে? বৎসগণ! যাহার দুর্নিবার্য্য পাশুপতাস্ত্রে বিশ্ব-সংসার ভস্মীভূত হয় ও যাঁহার শূলদ্বারা প্রতাপশালী

শঙ্খচূড়রূপ উৎপন্ন পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বদে সুদাম. বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহার নিকটে সামান্য অসুরগণের কথা ত সামান্য। এখন ত্রিকোটি সূর্য্যের মত তেজস্বী অত্যাশ্চর্য্য দেহ সকল দৈত্যগণের প্রভু রাধিকা-কবচ-কণ্ঠ মধু, কৈটভ ও হিরণ্যকশিপুর বিনাশক, সেই ভগবান্ বিষ্ণু শ্বেতদ্বীপ হইতে আগমন করিতেছেন। ৪১—৫১। সেই সভায় জগদ্বিধাতা এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন। দানবরাজ প্রহ্লাদ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে জগৎসর্জ্জক! হে সকলের পূর্ব্বতন ঈশ্বর! সকলের পূজ্য! হে নাথ! আপনাকে নমস্কার করি; আপনার সম্মুখে আমি আর কি কহিব? যিনি হিরণ্যকশিপু, মধু ও কৈটভের বিনাশক, তিনি সেই পূর্ণব্রহ্ম। সকলের অন্তরাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অংশসম্ভূত অনিবার্য্য সুদর্শন চক্র আমাদিগকে ও অস্মদীয় লোকসমুদয়কে নিয়ত রক্ষা করিতেছে। হে বিধাতঃ! সেই শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শম্ভু বলবান্ নহেন, পাশুপতাস্ত্র বলবান্ নহে, কালী তাঁহার তুল্যা নহেন, অনন্তদেবও তত্তুল্য বলী নহেন এবং রুদ্রাদি দেবগণও তাঁহার তুল্য বলী নহেন। হে জগৎপতে! যিনি সর্ব্বাধার, স্থূল হইতেও স্থূলতর, যে ঈশ্বরের লোমে লোমে নিখিল বিশ্বসংসার অবস্থিতি করিতেছে; সেই মহাবিরাট্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শাংশ; অনন্ত, তদপেক্ষা স্থূল নহেন,—কালীও বৃহতী নহেন। সম্প্রতি সমস্ত দেবতা আসিয়া যুদ্ধ করুন, আমি অস্ত্র শর ও পাশুপতাস্ত্র হইতেও ভীত হই না। ৫৯। হে প্রজানাথ! আমি সেই মঙ্গলরূপী ভগবান্ শিবকে নমস্কার করি ও অনন্তমূর্ত্তি কৃষ্ণ ও সাধু বৈষ্ণবগণকে নমস্কার করি। হে ব্রহ্মন্! আমি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহেই অজেয় ও নীরোগী হইয়াছি; আমার নিজের কিছুই বল নাই,—সেই প্রভুর বলই আমার বল। আমার পিতা, বিষ্ণুনিন্দারূপ নিজপাপে নষ্ট হইয়াছেন; আর শঙ্খচূড়, দৈবযোগে, মধুকৈটভ নিজ অহঙ্কারে বিনষ্ট হইয়াছে। ৫২—৬২। ত্রিপুরাসুর আমাদিগের ভৃত্য, তাহাকে আমরা বীরমধ্যে গণনা করি না; তথাপি ঐ ত্রিপুরকে রথস্থ মহেশ্বর অনেক দূর হটাইয়া দিয়াছিল। সেই সভায় দানবপতি প্রহ্লাদ এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন। ব্রহ্মা কহিলেন,—হে বৎস! দেব-দানব এই উভয়ের যুদ্ধ কেবল বিনাশের কারণ; উত্তম আচরণ সকল মঙ্গলের নিদান; অতএব আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ; আমাকে এক্ষণে তারা ভিক্ষা দাও; ভিক্ষুক বিমুখ হইলে, গৃহস্থ সকল পাপের ভাগী হয়। সনৎকুমার কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তুমি দেব ও দানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ;—নিজ কীর্ত্তি রক্ষা কর। যাহার নিকটে জগৎপাতা ব্রহ্মা ভিক্ষুক, তাঁহার কীর্ত্তির কথা আর কি কহিব? সনাতন কহিলেন,—বিষ্ণুভক্ত পবিত্র পুণ্যবান্ ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন দ্বারা রক্ষিত; তিনি ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি দেবগণকর্ত্তৃক জিত হন না। সনন্দ কহিলেন,—প্রকৃতি হইতে পৃথক্ সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার ইষ্টদেব ও বিষ্ণুপরায়ণ শুক্র যাঁহার আচার্য্য, কে সেই মহাত্মাকে জয় করিতে পারে। ৬৩—৬৯। সনক কহিলেন, পুণ্যবান ব্যক্তিকে কেহ জয় করিতে পারে না। পাপী নিজ পাপেই পরাজিত হয়, অসাধুগণরূপ বায়ুযোগেও সাধুরূপ পুণ্যদীপ নির্ব্বাণ হয় না। ঋষিগণ কহিলেন;—হে মহাভাগ! আপনি বিধাতাকে প্রাণাধিক চন্দ্র ও তারা প্রদান করুন; চিরকালের জন্য স্বকীর্ত্তি রক্ষা করুন; এই আমরা পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিতেছি। প্রহ্লাদ কহিলেন;—আমার প্রভু উপস্থিত থাকিতে ভৃত্য—আমি কোন কার্য্যই করিতে পারি না; এক্ষণে সাধুশ্রেষ্ঠ মদীশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা গুরুদেব শুক্রকেই জিজ্ঞাসা করুন। সংশিষ্যের আধিপত্যে গুরুই প্রভু; এ কারণ আমি মুনিবর গুরুদেব শুক্রে সর্ব্বৈশ্বর্য্য সমর্পণ করিয়াছি; আমরা গুরুদেব শুক্রের ভৃত্য, পাল্য, পরিচারকমাত্র; যাহারা গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করে, সেই শিষ্যেরাই কল্যাণভাজন হইয়া থাকে। হে নারদ! ব্রহ্মা প্রহ্লাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া, শুক্রসমীপে প্রার্থনা করিলেন। শুক্রও সেই তারা ও মলিন চন্দ্রকে ব্রহ্মার করে অর্পণ করিলেন। তখন প্রণত শুক্র, তারা ও চন্দ্রকে দিয়া ব্রহ্মার চরণে প্রণাম করিলেন ও মুনিগণকে প্রণাম করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। নারদ! তখন ব্রহ্মার স্বচরণে প্রণতা লজ্জায় অবনতমুখী চন্দ্রসহবাসে গর্ভিণী সেই সাধ্বী তারাকে দেখিলেন। কৃপাময় ব্রহ্মা প্রণতা চন্দ্রকে মায়াবশে ক্রোড়ে লইয়া, মলিনা কাতরা তারাকে কহিলেন;—মাতঃ তারে! তুমি ভয় ত্যাগ কর, আমি থাকিতে তোমার ভয় কি? আমার বরে তুমি নিজ পতির প্রেয়সী হইবে। অনভিলাষিণী দুর্ব্বলা নারী বলবান্ পুরুষকর্ত্তৃক গৃহীতা হইলে, পতিতা হয় না; সে স্ত্রী তদীয় সংসর্গে দূষিতা হয় না ও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধি লাভ করে। ৭০—৮০। যে স্ত্রী কামুকী হইয়া নিজ সুখবাসনায় স্বেচ্ছাক্রমে উপপতিভজনা করে, সে প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধি লাভ করিতে না পারায়, স্বামি-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হয়। সে স্ত্রী চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকালপর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে বাস করে।

ঐ পাপিষ্ঠার অন্ন বিষ্ঠাতুল্য,—জল মূত্রতুল্য, উহার স্পর্শও সর্ব্বপাপপ্রদ; এ কারণে উহা সাধুগণকর্তৃক পরিত্যক্ত। হে শুভে! কাহার গর্ভ ধারণ করিতেছ—বল; বৎসে! তুমি বৃহস্পতিভবনে গমন কর; মহাভাগে! লজ্জা ত্যাগ কর। সকলই অদৃষ্টবশে হইয়া থাকে। তখন সতী তারা ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—হে প্রজাপতে! আমি দৈবযোগে চন্দ্রের গর্ভ ধারণ করিতেছি; আমি অবলা, আমার সকলেই সাক্ষী আছেন;—তখন নির্দ্দয় দুর্মতি চন্দ্র আমাকে বলে গ্রহণ করিয়াছে। দেবী তারা এই বলিয়া সুবর্ণ-প্রভ ব্রহ্মতেজে দীপ্যমান সুন্দর কুমার প্রসব করিলেন। চন্দ্র সেই সুপুত্রকে লইয়া ঈশ্বর ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। ব্রহ্মাও সিন্ধুতটে যাইয়া, গুরু বৃহস্পতিকে সাধ্বী তারা—ও দেবগণকে অভয় দান করিলেন। বিধাতা, শম্ভু ও ধর্ম্মকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন; দেবগণ স্ব স্ব ভবনে ও বৃহস্পতি-ভাবানুরক্তা বনিতাকে পুনরায় পাইয়া, আহ্লাদিত মনে স্বগৃহে গমন করিলেন। হে নারদ! ঐ তেজস্বী, মহান্, সদ্গ্রহ বুধ স্বয়ং সেই তারাগর্ভজাত, চন্দ্রপুত্র। ঐ বুধ, কুবেরের ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে উৎপন্না চিত্রানাম্নী নারীকে নন্দনবনে নির্জ্জনে পাইয়াছিলেন। তখন চন্দ্রতনয়, কমলনয়না সুন্দরী কন্যাকে দেখিয়া দ্বাদশবর্ষবয়স্কা অতি যুবতী সেই নারীকে গন্ধর্ব্ববিবাহে গ্রহণ করিলেন। বুধ সেই চিত্রায় অতি নির্জ্জনে বীর্য্যপাত করিলেন।৮১—৯১। সেই চিত্রার গর্ভে সপ্তদ্বীপাধিপতি পৃথিবীশাসক বলবান্ ধার্ম্মিক চৈত্র নামে রাজা উৎপন্ন হন। ঐ চৈত্র, শত ঘৃত-নদী শত দধি-নদী, শত দুগ্ধনদী, ষোড়শ মধু নদী, দশ তৈল-নদী, লক্ষ শর্করারাশি, লক্ষ মিষ্টান্ন ও স্বস্তিকরাশি এবং পিষ্টক ও অন্ন সহিত পাঁচ কোটি-গোমাংস নিয়ত প্রস্তুত রাখিতেন। হে নারদ! ঐ সকল দ্রব্যের নদী ও রাশি, ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিতেন। রাজা লক্ষ গাভী ও রত্ন, লক্ষ মণি, কোটি সুবর্ণ, লক্ষ সূক্ষ্মবস্ত্র, অতি সুন্দর রত্নালঙ্কার ও রত্নপাত্র আজীবন ব্রাহ্মণগণকে নিত্য দান করিতেন। সেই চৈত্রের তনয় রাজা অধিরথ; অধিরথ-তনয় মহাজ্ঞানী সম্রাট্ সুরথ। ইনি মুনিবর মেধসসমীপে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া, পবিত্রস্থান ভারতে বিষ্ণুমায়ার উপাসনা করিয়াছিলেন। হে নারদ! জ্ঞানী সমাধিনামক বৈশ্যের সহিত সেই মহান্ সুরথ, শরৎকালে নদীতটে দেবীর মহাপূজা করিয়াছিলেন। বিরাধ নামে এক বৈশ্যপতি কলিঙ্গের রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ক্রমিণ। প্রধান যোগী বুদ্ধিমান্ বিষ্ণুভক্ত ক্রমিণ—পুষ্করতীর্থে দুষ্কর তপস্যা করিয়া, জ্ঞানী ও বৈষ্ণবচূড়ামণি সমাধি-নামক পুত্র লাভ করেন। অতি দুর্দ্দান্ত-নিজস্ত্রীপুত্রকর্তৃক ধনলোভে পরিত্যক্ত হইয়া সমাধি ঐ সুরথরাজার সঙ্গী হন। ঐ সমাধি প্রত্যহ কোটি সুবর্ণ দান করিয়া, জল পান করিতেন। নারদ! সমাধি সনাতনী বিষ্ণুমায়ার আরাধনা করিয়া মুক্তি লাভ করেন ও রাজা সুরথ ঐরূপে নিষ্কণ্টক রাজ্য ও অষ্টাদশ মনুর অন্তর্গত মনুত্ব লাভ করেন। ত্রিজগতের ঈশ্বর ব্রহ্মা এই মধুর কথা কহিয়াছেন। ৯২—১০৭।

প্রকৃতিখণ্ডে একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—হে মুনিবর! রাজা সুরথ যেরূপ উৎকৃষ্ট আধিপত্য ও সমাধি বৈশ্য মুক্তি পাইলেন, তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। শ্রীনারায়ণ কহিলেন;—স্বায়ম্ভুব মনুর বংশজাত, ধ্রুবের পৌত্র, উৎকলের পুত্র, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় নন্দিনামে রাজা, শত অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, মহামতি সুরথের কোলানগরী আক্রমণ করেন। হে নারদ! এক বৎসর পরিপূর্ণকাল নিয়ত পরস্পর যুদ্ধ হইয়াছিল। পরে সেই বিষ্ণুপরায়ণ, বহুকাল-জীবী রাজা নন্দি, সুরথকে জয় করিলেন। তখন ভীত সুরথ নন্দিকর্তৃক রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া, একাকী রজনীযোগে অশ্বে আরোহণ করিয়া, ঘোর বনে গমন করিলেন। হে নারদ! তথায় পুষ্পভদ্রানদী-তীরে সমাধি বৈশ্যকে দেখিলেন ও পরস্পর বন্ধুত্ব করিয়া প্রীত হইলেন। রাজা সুরথ, এই ভারতে সাধুগণের পবিত্র স্থান কষ্টপ্রাপ্য পুষ্করতীর্থে, মেধস মুনির আশ্রমে বৈশ্যের সহিত গমন করিলেন। তথায় রাজা শিষ্যগণকে অতি দুর্লভ ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ দিতেছিলেন, এমন সময়ে অতি-তেজস্বী সেই মুনিকে দেখিলেন। রাজা ও বৈশ্য উভয়ে মস্তক নত করিয়া মুনিবরকে প্রণাম করিলেন। মুনি তাঁহাদিগকে যথোচিত আদর করিয়া, শুভ আশীর্ব্বাদ প্রদান এবং তাঁহাদিগের দুইজনের জাতি ও নাম পৃথক্ পৃথক্ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজাও সেই মুনিবরকে যথাক্রমে সকল উত্তর দিলেন। ১—১০। সুরথ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি চৈত্রবংশজাত সুরথ নামক রাজা; এক্ষণে বলবান্ রাজা নন্দিকর্তৃক নিজ রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়াছি। হে মহাভাগ! কোন্

উপায় করিব ; কিরূপে আমার রাজ্য হইবে ; আপনি তাহা বলুন, আপনার নিকটে শরণাগত হইয়াছি। এই ধার্ম্মিক সমাধি-নামক বৈশ্যও নিজ স্ত্রীপুত্রকর্তৃক ধন-লোভে নিজ গৃহ হইতে তাড়িত হইয়াছেন। স্ত্রী, পুত্র ও বান্ধবগণকর্তৃক নিষিধ্যমান হইলেও, ইনি প্রত্যহ ব্রাহ্মণগণকে কোটি রত্ন দান করিতেন; এই হেতু ক্রোধে উঁহারা ইঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। পুনরায় শোকবশতঃ তাহারা অন্বেষণ করিলেও, এই জ্ঞানী শুদ্ধস্বভাব বৈশ্য সংসারে বিরক্ত হইয়া গৃহে গমন করেন নাই; ইঁহার পুত্রগণ ও পিতৃশোকে সর্ব্বকর্ম্মে বিরক্ত হইয়া, ধনসকল ব্রাহ্মণগণে দান করিয়া গৃহ-পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিয়াছেন। এই বৈশ্যের অতি দুর্লভ বিষ্ণুদাস্যই বাঞ্ছনীয়; এই নিষ্কাম বৈশ্য, কিরূপে তাহা পাইবে, আপনি কীর্ত্তন করুন। ১১—১৭। মেধস কহিলেন ;—অবিনাশিনী সত্ত্বরজস্তমোময়ী দেবী বিষ্ণুমায়া গুণাতীত শ্রীকৃষ্ণের আদেশে বিশ্বসংসার মায়ায় আচ্ছন্ন করিতেছেন। সেই কৃপা-ময়ী যে ধার্ম্মিকগণের প্রতি কৃপা করেন, সেই লোক সকলই অতি দুর্লভা বিষ্ণুভক্তি প্রাপ্ত হয়। রাজন্। ঐ মায়া যে সকল কপটী ব্যক্তির প্রতি দয়া না করেন, তাহাদিগকে মোহজালে আচ্ছন্ন করিয়া মায়ায় আবদ্ধ করেন। বর্ব্বরগণ, ভ্রমবশতঃ পরমেশ্বরের উপাসনা ত্যাগ করিয়া নশ্বর ক্ষণস্থায়ী সংসারকে নিত্য বলিয়া বোধ করে। সেই ব্যক্তিরা লোভবশতঃ মনে মনে কোন মিথ্যা বিষয় উদ্ভাবন করিয়া, অন্য দেবের উপাসনা করে ও তন্মন্ত্র জপ করে। হরির অংশভূত দেবগণকে সপ্তজন্ম সেবা করিলে, দেবী প্রকৃতির অনুগ্রহে ঐ দেবীকে তখন সেবা করিতে পারে। সপ্তজন্ম সেই কৃপাময়ী বিষ্ণুমায়াকে উপাসনা করিলে, তাহারা নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দময় শিবের প্রতি ভক্তি লাভ করিতে পারে। ঐ জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা দেব শঙ্করকে সেবা করিলে, অচিরকালমধ্যে শঙ্কর হইতে বিষ্ণুভক্তি পায়। মানবগণ সর্ব্বদা বিষয়রত সগুণ বিষ্ণুকে সেবা করে ও উহাতে তাহাদিগের সত্ত্বগুণ হয়। ঐ গুণের আবির্ভাবে নির্ম্মল জ্ঞান দর্শন করে। সাত্ত্বিক বিষ্ণুভক্ত নরগণ সগুণ বিষ্ণুর সেবা করিয়া গুণাতীত প্রকৃতি হইতে পৃথক্ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি লাভ করে। সাধুগণ, শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণকর মন্ত্র গ্রহণ করেন ও সেই গুণাতীত দেবের সেবা করিয়া, নিজেরাও গুণাতীত হইয়া, তন্মন্ত্র জপ করেন। ১৮—২৮। সেই বৈষ্ণবগণ অসংখ্য ব্রহ্মার পতন দেখিতে পায় ও নিত্য নিরাময় গোলোকধামে বিষ্ণুর দাসত্ব করে। যে নরশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্তের নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করে, সে নিজে সহস্র পিতৃপুরুষ উদ্ধার করে ও মাতামহকুলের সহস্র পুরুষ, নিজ মাতা ও ভৃত্যদিগকেও উদ্ধার করিয়া গোলোকে গমন করে। এই অতি ভয়ানক ভবসমুদ্রে দুর্গা দেবী নাবিকরূপিণী হইয়া, জীবের কৃষ্ণভক্তিরূপ নৌকা দ্বারা সেই কৃষ্ণ-ভক্ত জীবসকলকে পার করেন। বৈষ্ণবী দুর্গা বৈষ্ণবদিগের কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিতে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের-তীক্ষ্ণঅস্ত্ররূপিণী হইয়াছেন। রাজন্! শক্তিরূপা দুর্গা বিবেচনা ও আবরণী, এই দুই প্রকারে প্রকাশমানা আছেন। তিনি পরমভক্তগণকে বিবেচনা-শক্তি ও অভক্তদিগকে আবরণী মোহকারিণী শক্তি দেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—সত্যস্বরূপ; তদ্ভিন্ন সকলই বিনশ্বর; সাধু-বৈষ্ণবদিগের এইরূপ বুদ্ধিই বিবেচনাশক্তি ও অবৈষ্ণব কর্ম্ম-ফল-ভোগী অসাধুদিগের—আমার এই সম্পত্তি—স্থায়িনী, এই প্রকার বুদ্ধিই আবরণীশক্তি। রাজন্! আমি প্রচেতার পুত্র ও ব্রহ্মার পৌত্র; আমি শঙ্কর হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিতেছি।২৯—৩৭। রাজন্! এখন নদীতীরে গমন কর; সেই সনাতনী দুর্গার ভজনা কর। ঐ দেবী, সম্পদভিলাষী তোমাকে আবরণী বুদ্ধি প্রদান করিবেন। আর এই নিষ্কাম বিষ্ণুভক্ত বৈশ্যকে সেই কৃপাময়ী বৈষ্ণবী শক্তি, পরিশুদ্ধা বিবেচনাবুদ্ধি প্রদান করিবেন। কৃপাময় মুনিবর মেধস, সুরথ ও বৈশ্যকে এইরূপ কহিয়া দুর্গার পূজা, ধ্যান, স্তব, কবচ ও মন্ত্র প্রদান করিলেন। বৈশ্য সেই কৃপাময়ীকে আরাধনা করিয়া মুক্তি লাভ করিল। আর রাজা সুরথ, অভীষ্ট রাজ্য, মনুত্ব ও পরমৈশ্বর্য্য পাইলেন। এই সুখ ও মোক্ষপ্রদ, উত্তম, সারভূত দুর্গার উপাখ্যান কহিলাম; অন্য আর কি তুমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা বল। ৩৮—৬১।

প্রকৃতিখণ্ডে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে বেদবিদশ্রেষ্ঠ মহাভাগ নারায়ণ! কি প্রকারে রাজা সুরথ সেই পরমা প্রকৃতি দুর্গাকে উপাসনা করিলেন; ঐ সমাধি-নামক বৈশ্যই বা কি প্রকারে প্রকৃতি দেবীর উপদেশে নিষ্কাম-গুণাতীত ঈশ্বরকে ভজনা করিলেন; মুনিবর মেধস, রাজাকে কিরূপ পূজা-বিধান, ধ্যান, মন্ত্র ও স্তব, কবচ দিয়াছিলেন; প্রকৃতি দেবীই বা সেই বৈশ্যকে কিরূপ

উৎকৃষ্ট জ্ঞান দিয়াছিলেন; কিরূপেই বা, প্রকৃতি, তাঁহাদিগের সহসা প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছিলেন; বৈশ্য, জ্ঞান লাভ করিয়া কি দুর্লভপদ পাইলেন, রাজারই বা কিরূপ গতি হইয়াছিল;—তাহা আমি শ্রবণ করিব—আপনি বলুন। নারায়ণ কহিলেন,—রাজা ও বৈশ্য উভয়ে মেধস মুনি হইতে দেবীর মন্ত্র, স্তব, কবচ, ধ্যান, এবং পুনশ্চরণ লাভ করিলেন ও পুষ্করতীর্থে সংবৎসর ত্রিকালে স্নান করিয়া, ঐ পরম মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাজা ও বৈশ্য সিদ্ধ হইলেন। আদি প্রকৃতি ঈশ্বরী তথায় উভয়ের প্রত্যক্ষীভূতা হইলেন। তিনি রাজাকে রাজ্য, মনুত্ব ও বাঞ্ছিতসুখ বর দিলেন; বৈশ্যকে অতি দুর্লভ নিগূঢ় জ্ঞান প্রদান করিলেন;—এই জ্ঞান পূর্ব্বে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবকে দিয়াছিলেন। কৃপাময়ী দুর্গা বৈশ্যকে শ্বাসরহিত, চেষ্টাহীন, আহারবর্জ্জিত এবং অতি ক্লেশযুক্ত দর্শন করিয়া, ক্রোড়ে করত রোদন করিতে লাগিলেন। 'বৎস! সচেতন হও;' ইহা বারংবার কহিয়া সেই চৈতন্যরূপিণী দুর্গা, স্বয়ং তাহাকে চৈতন্য প্রদান করিলেন। বৈশ্য চেতনা পাইয়া প্রকৃতির সম্মুখে রোদন করিতে লাগিল। তখন অতি কৃপাময়ী দেবী তাহার প্রতি কৃপাবশতঃ প্রসন্না হইয়া কহিলেন। ১—১১। বৎস! ব্রহ্মত্ব, বা দেবত্ব, কি তাহা হইতেও অতি দুর্লভ পদ, কি ইন্দ্রত্ব, মনুত্ব বা সর্ব্বসিদ্ধত্ব,—যাহা তোমার মনে আছে, সেই বর গ্রহণ কর; আমি তোমাকে তুচ্ছ বালপ্রলোভন বিনশ্বর বর দিব না। বৈশ্য কহিল, মাতঃ! ব্রহ্মত্ব বা অমরত্ব আমার বাঞ্ছিত নহে; তাহা হইতেও অতি-দুর্লভ কি, তাহা আমি জানি না। এক্ষণে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি; যাহা তোমার বাঞ্ছিত হয়, তাহা দাও; আমাকে অবিনশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বর দান কর। প্রকৃতি কহিলেন, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই; আমার অভীষ্ট বর দিতেছি, যাহাতে তুমি অতি দুর্লভ গোলোক-ধামে গমন করিবে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে জ্ঞান, দেবর্ষিদিগের অতি দুর্লভ; হে মহাভাগ! সেই জ্ঞান গ্রহণ কর। বৎস! বিষ্ণুপদে গমন কর। বিষ্ণুর স্মরণ, বন্দন, ধ্যান, অর্চ্চনা, গুণকীর্ত্তন, শ্রবণ, ভাবনা, সেবা ও কৃষ্ণে সমস্ত অর্পণ এই নব প্রকার, বৈষ্ণবদিগের বিষ্ণুভক্তির লক্ষণ; ইহাতে জন্ম, মৃত্যু, বার্দ্ধক্য, রোগ ও যমযাতনার নিবারণ হয়। সূর্য্যদেব, ঐ নব প্রকার বিষ্ণুভক্তিবিহীন, অসাধু, পাপিসমূহের; আয়ু নিরন্তর হরণ করেন। তাহাতে সমাসক্তচিত্ত, ভক্ত বৈষ্ণবগণ চিরজীবী হয় এবং জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিত হইয়া নিষ্পাপ ও জীবন্মুক্ত হয়। ১২—২২। শিব, অনন্ত, ধর্ম্ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাবিরাট্, সনৎকুমার, কপিল, সনক, সনন্দন, বোঢ়ু, পঞ্চশিখ দক্ষ, নারদ, সনাতন, ভৃগু, মরীচি, দুর্ব্বাসা, কশ্যপ, পুলহ, অঙ্গিরা, মেধস, লোমশ, শুক্র, বশিষ্ঠ, ক্রতু, বৃহস্পতি, কর্দ্দম, শক্তি, অত্রি, পরাশর, মার্কণ্ডেয়, বলি, প্রহ্লাদ, গণেশ, যম, সূর্য্য, বরুণ, বায়ু, চন্দ্র, অগ্নি, অকূপার, উলূক, নাড়ীজঙ্ঘ, বায়ুজ, নর, নারায়ণ, কূর্ম্ম, ইন্দ্রদ্যুম্ন, বিভীষণ—এই ধার্ম্মিক মহাত্মাগণ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নবপ্রকার ভক্তিযুক্ত ও কৃষ্ণ ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ। হে বৈশ্যরাজ! যাহারা সেই কৃষ্ণের ভক্ত, তাঁহারা তদংশ-জাত। এই সকল জীবন্মুক্তগণ সর্ব্বদা পৃথিবীস্থ তীর্থ সকলের পাপ হরণ করেন। ঊর্দ্ধভাগে সপ্ত স্বর্গ, মধ্যে এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবী, ও অধোভাগে সপ্ত পাতাল, ইহা ব্রহ্মাণ্ডরূপে কথিত। বৎস! এইরূপ বিশ্ব-সংসারের সংখ্যা নাই; প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি দেবগণ ও দেবর্ষিগণ, মনু ও সর্ব্বাশ্রমবাসী মানবগণ সর্ব্বস্থানে ভগবন্মায়ায় বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। যে মহাবিষ্ণুর লোমকূপে ঐ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে, সেই ভগবান্ মহাবিরাট্—পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ অংশের এক অংশ বলিয়া কথিত। ২৩—৩৩। তুমি সেই প্রকৃতি হইতে পৃথক্ গুণাতীত, অবিনাশী, নিত্যসত্যস্বরূপ, অভীষ্ট, ঈশ্বর, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, নিরীহ, নিরাকার, নিরঞ্জন, নিষ্কাম, নির্ব্বিরোধ, নিত্যানন্দ, সনাতন, স্বেচ্ছাময়, সর্ব্বরূপ, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহার্থ শরীরী, পরমতেজঃস্বরূপ, সর্ব্বসম্পত্তিদাতা, শিবাদি যোগিগণেরও ধ্যানে দুষ্প্রাপ্য, দুরারাধ্য, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বপূজ্য, সর্ব্বকামদাতা, সর্ব্বাধার, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বানন্দকর, পর, সর্ব্বধর্ম্মপ্রদ, সর্ব্ব, সর্ব্বজ্ঞ, প্রাণরূপী, সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপ, সর্ব্বকারণকারণ, সুখদ, মোক্ষদ, সার ও পাররূপ, ভক্তিদ, সাধুগণের দাস্য ধর্ম্ম ও সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা কর; ঈশ্বর ভিন্ন সকলই নশ্বর ও কৃত্রিম জানিবে। হে বৎস! পরাৎপর, পরিপূর্ণতম, কল্যাণময়, শুদ্ধ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সুখে আরাধনা কর। শ্রীকৃষ্ণের দাস্যপ্রদ, 'কৃষ্ণ' এই দুই অক্ষর মন্ত্র গ্রহণ কর ও দুষ্কর পুষ্করতীর্থে এই মন্ত্র দশলক্ষবার জপ কর; দশলক্ষবার জপেই তোমার মন্ত্র-সিদ্ধি হইবে। সেই ভগবতী এইরূপ কহিয়া, তথায় অন্তর্হিতা হইলেন। হে নারদ! ঐ বৈশ্য ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পুষ্করতীর্থে গমন করিল ও তথায় দুষ্কর তপস্যা

করিয়া, ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পাইল ও ভগবতীপ্রসাদে সে শ্রীকৃষ্ণের দাস হইল।

প্রকৃতিখণ্ডে ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, হে মহাভাগ! রাজা সুরথ, যে বিধানে সেই পরাপ্রকৃতি দেবীকে আরাধনা করিয়াছিলেন, সেই বেদবিহিত বিধান শ্রবণ কর। মহারাজ স্নানান্তে আচমনপূর্ব্বক করাঙ্গ ও অঙ্গমন্ত্রের তিন প্রকার ন্যাস করিয়া, ভূতশুদ্ধি প্রাণায়াম ও স্বীয় অঙ্গের শোধন করত দেবীকে ধ্যান করিয়া মৃন্ময়ী প্রতিমাতে আবাহন করিলেন। হে নারদ! পুনরায় ভক্তিপূর্ব্বক ধ্যান করিয়া ভক্তিযোগে পূজা করিলেন। পরম ধার্ম্মিক সুরথ, দেবীর দক্ষিণ ভাগে লক্ষ্মী স্থাপন করত, ভক্তিভাবে পূজা করিয়া, দেবীর পুরোবর্ত্তী ঘটে, গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব, শিবা এই ছয় দেবতাকে যথাবিধি আবাহন করিয়া, ভক্তিযোগে পূজা করিলেন। বিবেচক রাজা এই ছয় দেবতাকে পূজাপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া ভক্তিযোগে এই ধ্যানে, সেই মহাদেবীকে বন্দন করিলেন। হে নারদ! এই পরম কল্পতরু ধ্যান সামবেদে উক্ত আছে। ইহার দ্বারা মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরী মহাদেবীকে নিত্য ধ্যান করিবে। ১—৮। যিনি ব্রহ্মা শিব প্রভৃতির পূজ্যা বন্দনীয়া, সনাতনী, নারায়ণী, বিষ্ণুমায়া বৈষ্ণবী ও বিষ্ণুভক্তিদাত্রী; যিনি সর্ব্বস্বরূপা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, সর্ব্বাধারা, পরাৎপরা, সর্ব্ববিদ্যা এবং সকল মন্ত্র ও সকল শক্তিস্বরূপা; যিনি সগুণা গুণাতীতা, সত্যস্বরূপা, শ্রেষ্ঠা, স্বেচ্ছাময়ী, সতী, মহাবিষ্ণুর জননী ও শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গসম্ভবা; যিনি কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণবুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, কৃষ্ণস্তুতা, কৃষ্ণপূজ্যা, কৃষ্ণবন্দ্যা ও কৃপাময়ী; যাঁহার বর্ণ অগ্নিশুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায়, যাঁহার প্রভা কোটী সূর্য্যের ন্যায়; যিনি ঈষৎ হাস্যযোগে প্রসন্নবদনা, ভক্তের প্রতি কৃপাবশে আর্দ্রচিত্তা; যিনি মহদ্বিপদ্বিনাশিনী, শতভুজা, দেবী দুর্গা; যিনি শিবের প্রাণতুল্যা, সাধ্বী, ত্রিগুণময়ী, ত্রিনয়না, শিবপ্রিয়া; যাঁহার মস্তকের ভূষণ অর্দ্ধচন্দ্র; যিনি মালতীপুষ্পের মালায় শোভিত ও মহাদেবের হৃদয়ের আনন্দপ্রদ কুঞ্চিত কেশপাশ ধারণ করিতেছেন; যাঁহার গণ্ডস্থলে রত্নের কুণ্ডলযুগ্ম শোভা পাইতেছে; যাঁহার নাসিকার দক্ষিণভাগে ও কর্ণের উপর গজমুক্তা বিরাজ করিতেছে; যাঁহার দন্তপংক্তি, মুক্তাজাল পরাভব করিয়া শোভা পাইতেছে; পক্কবিম্বের ন্যায় যাঁহার অধরোষ্ঠ; যিনি সুপ্রসন্না—মঙ্গলদায়িনী; যাঁহার গণ্ডস্থলে সুন্দর পত্ররচনা বিরাজ করিতেছে; রত্নকঙ্কণ ও পাশ যাঁহার ভূষা; যাঁহার অঙ্গুলিসমূহে অঙ্গুরীয়কসমূহ শোভা পাইতেছে; যাঁহার চরণনখে অলক্তকরেখা শোভা পাইতেছে; অগ্নির সমান পবিত্র বসন যাঁহার পরিধান; যিনি রক্তচন্দনলিপ্তা; যাঁহার স্তনযুগলে কস্তুরিকাচিত্র শোভা পাইতেছে; যিনি রূপ ও গুণ সকলের আধার; গজেন্দ্রের মত মন্দরগামিনী—অতি কমনীয়া, শান্তা ও যোগসিদ্ধির পারগামিনী; যিনি বিধাতারও বিধানকর্ত্রী, সর্ব্ববিধাত্রী, শঙ্করী, শরদচন্দ্রবদনা, অতি সুন্দরী; যাঁহার ললাটের মধ্যে ও অধোদেশে কস্তুরিকাবিন্দু, চন্দনবিন্দু ও সিন্দুরবিন্দু শোভা পাইতেছে; যাঁহার নয়ন মধ্যাহ্নকালীন সরোজের শোভাকে পরাভব করিতেছে; যাঁহার দেহশোভা কোটিকামসৌন্দর্য্যকে তিরস্কার করিতেছে; যিনি স্রষ্টার সৃষ্টিবিষয়ে শিল্পস্বরূপা, পালনকার্য্যে দয়ারূপিণী, সংহারকর্ত্তার সংহারসময়ে পরমা-সংহাররূপিণী; যিনি শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী,—পূর্ব্বে ত্রিপুরযুদ্ধকালে মহাদেবকর্ত্তৃক সস্তুতা, মধুকৈটভের যুদ্ধকালে বিষ্ণুর শক্তিরূপিণী, নিখিলাসুরবিনাশিনী, রক্তবীজনাশিনী; যিনি হিরণ্যকশিপুর বিনাশকালে নৃসিংহের শক্তিস্বরূপা; হিরণ্যাক্ষবধকালে মহাবরাহের বারাহীশক্তিরূপিণী; সেই রত্নসিংহাসনে উপবিষ্টা, রত্নমুকুটভূষিতা, স্বয়ং পরব্রহ্মস্বরূপিণী, সর্ব্বশক্তি, দেবী দুর্গাকে আমি নিত্য ভজনা করি। ৯—৩১। বিচক্ষণ ব্যক্তি এইরূপ দুর্গার ধ্যান করিয়া নিজ মস্তকে পুষ্প প্রদান করত, পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন করিবে। দেবীর প্রতিমা ধারণপূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে; পরে স্তম্ভসহকারে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রদ্বারা জীবন্যাস করিবে। হে মা, সনাতনি! সুরেশ্বরি! ভগবতি! দুর্গে! আপনি শিবলোক হইতে এই স্থানে আগমন করুন ও আমার এইশারদীয়া পূজা গ্রহণ করুন। হে মা জগৎপূজ্যে! মহেশ্বরি! এখানে আগমন করুন ও অবস্থিতি করুন। হে অম্বিকে! এই পূজায় সন্নিরুদ্ধা হন। হে অচ্যুতে! এই তোমার প্রাণসকল আগমন করুক ও প্রাণের সহিত তোমার শক্তি সমুদায় শীঘ্র আগমন করুক। "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা" এইরূপ উচ্চারণ করিয়া, হে সদাশিবে! তোমার প্রাণ সমুদয় এই প্রতিমার বক্ষঃস্থলে অধিষ্ঠিত হউক। হে চণ্ডিকে! তোমার ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত-

দেবগণ এই প্রতিমায় আগমন করুন ও তোমার শক্তি-সকল এই প্রতিমায় আগমন করুক ও স্বয়ং ঈশ্বর এখানে আসুন। হে নারদ! এইরূপে মহাদেবীকে আরাধনা করিয়া যে, মন্ত্রের দ্বারা পরীহার করিবে, তাহা শ্রবণ কর। হে মা ভগবতি! শিবপ্রিয়ে শিবলোক হইতে আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত? হে ভদ্রে ভদ্রকালি! অনুগ্রহ করুন, আপনাকে নমস্কার করি। হে মহেশ্বরি! দুর্গে! আমি ধন্য ও কৃতকার্য্য হইলাম ও আমার জীবন সার্থক হইল; যে হেতু আপনি আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন। ৩২—৪১। আজি আমার জন্ম সফল, জীবন সার্থক হইল; যে হেতু পুণ্যক্ষেত্রে ভারতভূমে দুর্গাদেবীকে পূজা করিতেছি। যে জ্ঞানী ব্যক্তি, পূজনীয়া দুর্গাকে পূজা করে, সে অন্তে সেই শ্রেষ্ঠলোকে গমন করে ও ইহলোকে পরমৈশ্বর্য্যবান্ হয়। সুবুদ্ধি ব্যক্তি বৈষ্ণবীর পূজা করিয়া, বিষ্ণুলোকে গমন করেন ও মাহেশ্বরীর পূজা করিয়া শিবলোকে গমন করেন। ভগবতী দুর্গার, সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী, এই তিন প্রকার উত্তমা মধ্যমা অধমা পূজা কথিতা আছে। এই ত্রিবিধ পূজার মধ্যে বৈষ্ণবদিগের সাত্ত্বিকী পূজা ও শাক্তদিগের রাজসী, আর অদীক্ষিত পশুতুল্য অসাধুগণের পূজা তামসী বলিয়া কথিতা। জীবহিংসা-রহিতা শ্রেষ্ঠপূজা বৈষ্ণবী; বিষ্ণুপাসকগণ বৈষ্ণবীর বরদানে গোলোক-ধামে গমন করে। আর বলিদান-সমন্বিতা মাহেশ্বরীর পূজা রাজসী, শাক্ত প্রভৃতি রাজস ব্যক্তিগণ সেই রাজসী পূজায় কৈলাসধামে গমন করে। কিরাতগণ তামসী পূজায় নরকে গমন করে। হে মা! তুমিই এই জগতের ধর্ম্ম-অর্থ-মোক্ষ-কাম এই চতুর্বর্গের ফলদায়িনী ও পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশক্তিস্বরূপা। তুমি জন্ম, মৃত্যু, বার্দ্ধক্য ও ব্যাধিবিনাশিনী; পরাৎপরা, সুখদা, মোক্ষদা, ভদ্রা, সর্ব্বদা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি-দায়িনী। হে মহাভাগে! নারায়ণি! বিপদ্‌বিনাশিনি! তুমি—'দুর্গা' এই নাম স্মরণমাত্রেই মানবগণের দুর্গতি বিনাশ কর। সাধক ব্যক্তি এ প্রকারে দেবীর নিকটে অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, বাম ভাগে ত্রিপদীর উপর শঙ্খ স্থাপন করিবে। মানব, সেই শঙ্খে জল, দুর্ব্বা, পুষ্প, চন্দন প্রদান করিয়া, দক্ষিণ হস্তদ্বারা ধারণ-পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে। ৪১—৫৪। শঙ্খ! তুমি পূর্ব্বকল্পে শঙ্খচূড়ের অস্থি হইতে উৎপন্ন, অতএব পবিত্র ও মঙ্গলময়, পবিত্র শঙ্খসমূহের মধ্যে মঙ্গল-জনক। পণ্ডিত ব্যক্তি এইরূপ বিধানে অর্ঘ্যপাত্র স্থাপনপূর্ব্বক দেবীকে ষোড়শ উপচারে পূজা করিবে। ধার্ম্মিক ব্যক্তি, সজলকুশদ্বারা ত্রিকোণবৃত্তমণ্ডল রচনা-পূর্ব্বক তথায় কূর্ম্ম, শেষ, ও ধরিত্রীকে পূজা করিয়া, ত্রিপদী স্থাপন করিবে; ঐ ত্রিপদীতে শঙ্খস্থাপন করিবে; শঙ্খে ত্রিভাগ জল দান করিয়া সেই জলে পূজা করিবে। হে গঙ্গে! যমুনে! গোদাবরি! সরস্বতি! নর্ম্মদে! সিন্ধু! কাবেরি! আপনারা এই জলে সন্নিধান করুন; হে স্বর্ণরেখে! কনখলে! পারিভদ্রে! গণ্ডকি! শ্বেতগঙ্গে! চন্দ্ররেখে! পম্পে! চম্পে! গোমতি! পদ্মাবতি! পর্ণতাশে! বিপাসে! শুভে! বিরজে! শতহ্রদে! মন্দাকিনি! আপনারা এই জলে সন্নিধান করুন। সেই জলে তুলসী ও চন্দনের দ্বারা বহ্নি, সূর্য্য, বিষ্ণু, গণেশ, বরুণ, শিব, ইহাঁদিগকে পূজা করিবে। নৈবেদ্যাদি সকল পূজোপচার সেই জলের দ্বারা প্রোক্ষিত করিবে। পরে যথাক্রমে ষোড়শ উপচার প্রদান করিবে; আসন, বস্ত্র, পাদ্য, স্নানীয়, অনুলেপন, মধুপর্ক, গন্ধ, অর্ঘ্য, পুষ্প, অভিলষিত নৈবেদ্য, পুনরাচমনীয়, তাম্বূল, রত্নালঙ্কার; ধূপ, দীপ, শয্যা, এই ষোড়শ প্রকার পূজার দ্রব্য। ৫৫—৬৪। হে শঙ্করপ্রিয়ে! অমূল্য রত্ননির্ম্মিত, নানাচিত্রালঙ্কৃত, শ্রেষ্ঠ, এই উৎকৃষ্ট-সিংহাসন গ্রহণ করুন। হে শিবে! অনন্তসূত্রোৎপন্ন, ঈশ্বরেচ্ছায় নির্ম্মিত, প্রদীপ্তবহ্নিতে পরিশুদ্ধ এই বস্ত্র গ্রহণ করুন। হে দুর্গে! এই অমূল্য রত্নপাত্রস্থিত, পাদ্য—নির্ম্মল জাহ্নবীর জল, পাদপ্রক্ষালনার্থ গ্রহণ করুন। হে পরমেশ্বরি! সুগন্ধি আমলকীদ্বারা সুস্নিগ্ধ, দ্রব পদার্থ, অতি দুর্লভ এই সুপক্ব বিষ্ণুতৈল গ্রহণ করুন। হে জগন্মাতঃ! কস্তুরি ও কুঙ্কুমাক্ত, সুবাসিত, অনুলেপন সুগন্ধি, চন্দন গ্রহণ করুন। হে মহাদেবি! এই রত্নপাত্রস্থিত, মধুমিশ্রিত পবিত্র মঙ্গলজনক, মধুপর্ক প্রীতিসহকারে গ্রহণ করুন। হে দেবি! বৃক্ষবিশেষের মূলচূর্ণ, গন্ধদ্রব্যযুক্ত, মঙ্গলার্হ, অতিপবিত্র, এই গন্ধ আমার নিকটে গ্রহণ করুন। হে চণ্ডি! এই পবিত্রশঙ্খপাত্রস্থিত, দূর্ব্বা, পুষ্প ও আতপতণ্ডুলযুক্ত স্বর্গগঙ্গাজলের অর্ঘ্য আমার নিকটে আপনি গ্রহণ করুন। হে জগদম্বিকে! সুগন্ধি পুষ্পযুক্ত ও পারিজাতপুষ্পমিশ্রিত, এই পুষ্পের মাল্য গ্রহণ করুন। হে শিবে! এই দিব্য সিদ্ধান্ন, আমান্ন, পিষ্টক ও পায়স প্রভৃতি মিষ্টান্ন, লড্ডুক, ফল ও নৈবেদ্য গ্রহণ করুন। ৬৫—৭৪। হে পর্ব্বত-কন্যে! এই কর্পূরাদিযুক্ত আমাকর্তৃক ভক্তিসহকারে নিবেদিত, সুবাসিত, শীতল জল গ্রহণ করুন। হে দেবি! এই গুবাক-পত্রচূর্ণ-মিশ্রিত, কর্পূরাদি-

দ্বারা সুগন্ধীকৃত, সর্ব্বভোগের শ্রেষ্ঠ, রমণীয় তাম্বূল গ্রহণ করুন। দেবি! এই বৃক্ষরসচূর্ণ-মিশ্রিত গন্ধদ্রব্য-যুক্ত অগ্নিশিখায় পবিত্র এই ধূপ গ্রহণ করুন। হে পরমেশ্বরি! এই দিব্য রত্নবিশেষ, ঘোরান্ধকারনিবারক, পবিত্র দীপ গ্রহণ করুন। হে দেবি! শ্রেষ্ঠ রত্ন-নির্ম্মিত, সূক্ষ্ম-বস্ত্রাবৃত, এই উত্তম দিব্য শয্যা গ্রহণ করুন। হে নারদ! এইরূপে দেবী দুর্গাকে ষোড়শ উপচারদানে পূজা করিয়া, পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে ও যত্নপূর্ব্বক দেবীর অষ্টনায়িকার পূজা করিবে। অষ্টদলপদ্মে, পূর্ব্ব-দিক্ হইতে যথাক্রমে উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ড-নায়িকা, অতিচণ্ডা, চামুণ্ডা, চণ্ডা এবং চণ্ডবতী, এই সকলকে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া, তাহার মধ্যদেশে, প্রথমে মহাভৈরব, পরে সংহার-ভৈরব, অসিতাঙ্গ-ভৈরব, রুরু-ভৈরব, কাল-ভৈরব, ক্রোধ-ভৈরব, ও শেষে, তাম্রচূড়, ও চন্দ্রচূড় এই ভৈরবদ্বয়কে পূজা করিয়া মধ্যে নবশক্তি পূজা করিবে; সেই অষ্টদলপদ্মে মধ্যদেশে, ভক্তি-পূর্ব্বক বৈষ্ণবী, ব্রহ্মাণী, রৌদ্রী, ঐন্দ্রী, মাহেশ্বরী, নারসিংহী বারাহী, কার্ত্তিকী এবং সর্ব্বশক্তি-স্বরূপা প্রধানা দেবী সর্ব্বমঙ্গলা,—এই নবশক্তিকে পূজা করিয়া, সেই ঘটে শঙ্কর, কার্ত্তিকেয়, সূর্য্য, সোম, হুতাশন, বায়ু, বরুণ,—এই দেবগণকে দেবীর চেটী ও বটুকে পূজা করিবে। ৭৫—৮৮। পণ্ডিত ব্যক্তি, যথাবিধি চতুঃষষ্টি যোগিনীকে পূজা করিয়া, বলিদান করত যথাশক্তি দেবীর স্তব করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি ঐ দেবীর কবচ গলদেশে বদ্ধ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করত পরে পরীহার করিয়া নমস্কার করিবে। হে মুনিবর! এক্ষণে বলিদান-বিধান শ্রবণ কর;—সুলক্ষণ নর, মহিষ, ছাগল ও মেষাদি বলিদান করিবে। হে নারদ! দেবী-দুর্গা, নরবলিদানে সহস্র বৎসর, মহিষ-দানে শতবর্ষ ও ছাগলদানে দশবর্ষ, মেষ, কুষ্মাণ্ড, পক্ষী ও হরিণ বলিপ্রদানে এক বৎসর, কৃষ্ণসার বলিদানে দশবৎসর, গণ্ডকদানে সহস্রবর্ষ, পিষ্টক-নির্ম্মিত কৃত্রিম পশু বলি দানে ষণ্মাস, ও অক্ষত সুকামাদি ফল দিলে, একমাসকাল দাতার প্রতি প্রসন্না থাকেন। ব্যাধিশূন্য, শৃঙ্গযুক্ত, সুলক্ষণ, বিশুদ্ধ, অবিকৃতাঙ্গ, উত্তমবর্ণ, পুষ্টশরীর, যুবক পশুকেই বলি দিবে। বালক পশু বলি দিলে চণ্ডিকা,—দাতার পুত্র ও বৃদ্ধপশু বলি দিলে গুরুজন, কৃশ বলি দিলে বন্ধুজন, অধিকাঙ্গ পশু বলি দিলে ধন, হীনাঙ্গ পশুদানে প্রজা, শৃঙ্গহীন পশু দিলে কামিনী, নেত্রহীন পশু দিলে ভ্রাতা বিনাশ করেন। খণ্টিকপশু বলি দিলে, দাতার মৃত্যু, ছিন্নমস্তক বলিদানে বিঘ্ন হয়, তাম্রপৃষ্ঠ পশু বলিদানে মিত্র বিনষ্ট ও পুষ্টিহীন পশু বলি দিলে শ্রীভ্রষ্ট হয়। হে মুনিবর! অথর্ব্ববেদে নরবলি যেরূপ কথিত আছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর; ইহার ব্যতিক্রমে কলহানি হয়। ৮৯—৯৯। পিতৃ-মাতৃহীন, যুবা, নারোগ, বিবাহিত, দীক্ষিত, পরস্ত্রী-পরাঙ্মুখ, অজারজাত, বিশুদ্ধ, শ্রেষ্ঠ, আত্মীয়দিগকে ধন দিয়া অতিরিক্ত মূল্যে ক্রীত সৎশূদ্রকে, ধার্ম্মিক ব্যক্তি স্নান করাইয়া বস্ত্র, চন্দন, মাল্য, ধূপ, সিন্দূর, দধি, গোরোচনা প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা পূজা করিয়া ও স্বচার দ্বারা সংবৎসর তাহাকে ভ্রমণ করাইয়া, বর্ষান্তে উৎসর্গ করিয়া, দেবী দুর্গাকে নিবেদন করিবে। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিকালে ঐ নরকে বলি দিবে। এই বলিদানপ্রসঙ্গে আমি সকলি কহিলাম। পণ্ডিত ব্যক্তি, এইরূপে বলিদান, স্তব, কবচ ধারণ করিয়া দণ্ডবৎ, ভূমিতে প্রণাম করিয়া, ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে। ১০০—১০৫।

প্রকৃতিখণ্ডে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন;—হে মহাভাগ! আমি অমৃতরস হইতেও উৎকৃষ্ট সকল বিষয় শ্রবণ করিলাম। হে প্রভো! এক্ষণে আপনি দেবীর স্তব, কবচ, পূজা ও উহার ফল ও পূজাদির সময় বলুন। নারায়ণ কহি-লেন;—আর্দ্রা-নক্ষত্রে দেবীকে বোধন করিবে ও মূলা-নক্ষত্রে গৃহপ্রবেশ করাইবে, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে পূজা করিয়া শ্রবণা নক্ষত্রে বিসর্জ্জন করিবে। মানব, আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত নবমী তিথিতে দেবীর বোধন করিয়া দেবীর শতবার্ষিকী পূজার ফল প্রাপ্ত হয়। মূলা নক্ষত্রে প্রবেশ করাইলে নরমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে পূজা করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করে। মানব, শ্রবণা-নক্ষত্রে দেবীর বিসর্জ্জন করিলে, পুত্র পৌত্রক্রমে লক্ষ্মী লাভ করে; ইহাতে সন্দেহ নাই। মানব, ঐ নক্ষত্রহীন তিথিতেও দেবীর পূজা করিলে, পৃথিবীপ্রদক্ষিণের তুল্য পুণ্য লাভ করে। নর, নবমীতে বোধন করিয়া এক পক্ষ পূজা করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া, দশমীদিনে বিসর্জ্জন করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি, সপ্তমীতে পূজা করিয়া বলি দিবে; অষ্টমীতে বলিদান-রহিত পূজাই প্রশস্ত। অষ্টমীতে বলিদান করিলে, মানবগণের বিপত্তি হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তি, নবমী

তিথিতে ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি বলি দিবে। হে দ্বিজবর! বলিদান করিলে, মানবদিগের প্রতি দুর্গার প্রীতি জন্মায়; কিন্তু বলিতে হিংসা জন্য পাপ লাভ হয়; ইহাতে সন্দেহ নাই। উৎসর্গকর্ত্তা, দাতা, ছেত্তা, পোষ্টা, রক্ষক ও অগ্রপশ্চান্নিবন্ধা এই সাতজন বধ জন্য পাপের ভাগী হয়। যে, যাহাকে হনন করে, পুনরায় তাহাকে সে হনন করে, ইহা বেদে উক্ত আছে; সেই কারণে বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবী পূজা করিয়া থাকে। রাজা সুরথ, এইরূপে পূর্ণ সংবৎসর ভক্তি-পূর্ব্বক পূজা করিয়া গলদেশে কবচ ধারণপূর্ব্বক পরমেশ্বরীকে স্তব করিলেন। ১—১৩। সেই দেবী, স্তবে পরিতুষ্টা হইয়া, তাঁহার প্রত্যক্ষা হইলেন। তখন সুরথ গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যের সমান প্রভাশালিনী দেবীকে সম্মুখভাগে দেখিলেন। তেজঃস্বরূপা, পরমা, সগুণা, গুণাতীতা, উৎকৃষ্টা, কমনীয়া, সেই দেবীকে তেজো-মণ্ডলমধ্যে দর্শন করিয়া, ভক্তিযোগে নতশিরা রাজেন্দ্র, ভক্তগণের প্রতি দয়াবিস্তারে সমুৎসুকা, কৃপারূপা, স্বেচ্ছাময়ী দেবীকে স্তব করিলেন। সেই জগন্মাতা, রাজার ভক্তিযুক্ত স্তবে পরিতুষ্টা হইয়া হাস্যপূর্ব্বক কৃপাবশতঃ রাজেন্দ্রকে সত্যবাক্য কহিলেন; হে রাজন্! তুমি আমাকে সাক্ষাৎ পাইয়া ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিরূপ বর প্রার্থনা করিতেছ,—এক্ষণে বাঞ্ছিত ঐশ্বর্য্যলাভরূপ বর তোমাকে দিতেছি। হে মহারাজ! তুমি সকল শত্রু জয় করিয়া, নিষ্কণ্টকে রাজ্য লাভ কর, পরে তুমি সাবর্ণিনামক অষ্টম মনু হইবে। রাজন্! পরিণামে তোমাকে জ্ঞান ও পরম পদার্থ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি ও তাঁহার দাসত্ব দিব। যে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি, আমাকে সাক্ষাৎ পাইয়া ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি-রূপ বর প্রার্থনা করে, সে মায়ায় প্রতারিত হইয়া বিষবোধে অমৃত ত্যাগ করে। ব্রহ্মা আদি করিয়া স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলই নশ্বর; কেবল গুণাতীত, সত্য, পরব্রহ্ম, অবিনশ্বর শ্রীকৃষ্ণই নিত্য; আমি—ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদিরও আদি, পরাৎপরা, সগুণা, গুণাতীতা, শ্রেষ্ঠা, সর্ব্বদা ইচ্ছাময়ী; আমি নিত্যা হইলেও অনিত্যা, সর্ব্বরূপা, সকল কারণেরও কারণ, ও সকলের বীজরূপা, মূল প্রকৃতি, ঈশ্বরী। ১৪—২৪। রমণীয়, পবিত্র বৃন্দাবনে রাসমণ্ডলে ও গোলোকধামে আমিই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের রাধা; আমিই দুর্গা ও বুদ্ধির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বিষ্ণুমায়া, আমিই বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ও দেবী সরস্বতী। আমি বেদমাতা সাবিত্রী, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাণী; আমিই গঙ্গা, তুলসী ও সর্ব্বাধারা পৃথিবী। এই নানাবিধা আমি, মায়াবশতঃ অংশে সমস্ত নারীরূপে বিরাজ করিতেছি। হে রাজন্! সেই আমি—শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ভ্রূভঙ্গবিলাসে সৃষ্টা হইয়াছি! যাঁহার লোমকূপে নিয়ত নিখিল বিশ্ব অবস্থান করিতেছে; সেই মহাবিরাট্, যে পুরুষকর্ত্তৃক ভ্রূভঙ্গবিলাসে সৃষ্ট হইয়াছেন, সকল লোক সেই মায়ারচিত অনিত্য বিশ্বে নিত্যজ্ঞান করিয়া থাকে। সপ্তসাগরপরিবৃতা, সপ্তদ্বীপা; পৃথিবী; তাহার নিম্নে সপ্ত পাতাল; তৎপরে সপ্তলোক; এইরূপ নির্ম্মাণই বিশ্ব, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক রচিত ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া কথিত; প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেই ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি দেবগণ আছেন। শ্রীকৃষ্ণ, সকলের ঈশ্বর;—ইহাই পরম জ্ঞান; বেদ, ব্রত, তপস্যা, তীর্থ, দেবতা, পুণ্য, এই সকলেরই সার শ্রীকৃষ্ণ;—এইরূপ কথিত হইয়াছে; যে মূঢ়, কৃষ্ণভক্তি-বিহীন, সে জীবন্মৃত। ২৫—৩৪। তীর্থসকলও কৃষ্ণ-ভক্তগণের স্পৃষ্টবায়ুসংস্পর্শে পবিত্র হয় ও কৃষ্ণমন্ত্রো-পাসক ব্যক্তি জীবন্মুক্ত হয়, ইহা কথিত আছে। মানব, কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ-মাত্রেই তপস্যা, জপ, তীর্থ ও পূজা ব্যতিরেকেও নারায়ণতুল্য হয়। সে পুরুষ মাতামহকুলের শত পুরুষ ও পিতৃকুলের সহস্র পুরুষ উদ্ধার করিয়া, গোলোকধামে গমন করে। হে রাজন্! তোমাকে এই সারভূত জ্ঞান কহিলাম, মন্বন্তরান্তে তোমারে ভোগাবসানে হরিভক্তি প্রদান করিব। অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ভোগ না হইলে, শতকোটিকল্পেও ক্ষয় হয় না। কৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ অবশ্যই করিতে হয়। আমি যাহার প্রতি কৃপা করি, তাহাকে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে নির্ম্মলা নিশ্চলা দৃঢ়া ভক্তি প্রদান করি। আর যে যে ব্যক্তিকে প্রতারণা করি, তাহা-দিগকে স্বপ্নতুল্যা মিথ্যা ভ্রমরূপিণী সম্পদ্ প্রদান করি। হে বৎস! এই তোমার নিকটে জ্ঞানবিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে যথাসুখে গমন কর। ইহা কহিয়া মহাদেবী তথায় অন্তর্হিতা হইলেন। রাজাও রাজ্য লাভ করিয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, গৃহে গমন করিলেন। হে নারদ! এই উত্তম দুর্গার উপাখ্যান তোমার নিকটে কহিলাম। ৩৫—৪৩।

প্রকৃতিখণ্ডে পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন;—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সকলই শুনিলাম নিশ্চিত, কিছুই অবশিষ্ট নাই; এক্ষণে আমাকে দুর্গার স্তোত্র ও কবচ বলুন। নারায়ণ কহিলেন;—পূর্ব্বে গোলোকধামে রাসমণ্ডলে বৈশাখ মাসে আনন্দিত

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক সেই দুর্গা প্রথম স্তুতা হন; দ্বিতীয়বার মধুকৈটভযুদ্ধে বিষ্ণুকর্ত্তৃক সংস্তুতা হন, তৃতীয়বার সেই সময়েই প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক স্তুতা হন। হে নারদ! পূর্ব্বে মহাঘোরতর ত্রিপুর-যুদ্ধকালে ঐ দেবী চতুর্থবার মহাদেবকর্ত্তৃক ভক্তিপূর্ব্বক সংস্তুতা হন ও পঞ্চমবারে বৃত্রাসুরবধকালে ঘোর প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলে, ইন্দ্র ও সকল দেবতাগণকর্ত্তৃক সংস্তুতা হন। পরে প্রতিকল্পে মুনীন্দ্রগণ, মনু ও সুরথাদি মানবগণকর্ত্তৃক সেই পরাৎপরা সংস্তুতা ও পূজিতা হন। হে ব্রহ্মন! সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন ভবসাগর পারের কারণ সুখ ও মোক্ষপ্রদ স্তোত্র শ্রবণ কর। ১—৭। শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিলেন;—তুমিই সর্ব্বজননী, মূলপ্রকৃতি, ঈশ্বরী; তুমি সৃষ্টি-বিষয়ে আদ্যা, স্বেচ্ছাক্রমে সত্ত্ব-রজস্তমোময়ী; বাস্তবিক তুমি স্বয়ং গুণাতীতা হইলেও, কার্য্যার্থে সগুণা হও; তুমি পরমব্রহ্মস্বরূপা, সত্যা, নিত্যা, ও সনাতনা; তুমি তেজঃস্বরূপা, পরমা; ভক্তজনের প্রতি দয়াপ্রকাশে শরীরিণী, সর্ব্বস্বরূপা, সর্ব্বেশা, সর্ব্বাধারা, ও পরাৎপরা; তুমি সর্ব্ববীজস্বরূপা, সর্ব্বপূজ্যা, আশ্রয়-রহিতা, সর্ব্বজ্ঞা, সর্ব্বতোভদ্রা; তুমি সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলা, সর্ব্ববুদ্ধিস্বরূপা, সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী, সর্ব্বজ্ঞানপ্রদাত্রী, সর্ব্বভাবিনী; তুমি দেবোদ্দেশে দানকালে স্বাহা; পিতৃ উদ্দেশে দানকালে স্বধারূপিণী ও সকল দানকালে তুমি সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী দক্ষিণা; তুমি আমার আত্মার নিদ্রা; তুমি তৃষ্ণা; তুমি দয়া, ক্ষুধা, ক্ষান্তি; তুমি ঈশ্বরী, শান্তি, কান্তি ও নিত্যাতুষ্টি; তুমি শ্রদ্ধা, পুষ্টি, তন্দ্রা, লজ্জা, শোভা, দয়া, সাধুগণের সম্পৎস্বরূপা ও অসাধুগণের বিপত্তিরূপা; তুমি পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের প্রীতিস্বরূপা, পাপিগণের কলহস্বরূপা ও সর্ব্বপ্রাণিগণের সর্ব্বদা মায়াময়ী শক্তি; তুমি কৃপাময়ী দেবগণকে স্ব স্ব অধিকার দান কর ও বিধাতারও সৃষ্টিকারিণী এবং সকল দেবগণের হিতার্থ অসুরসমূহঘাতিনী; তুমি যোগনিদ্রা, যোগস্বরূপা, যোগদাত্রী ও যোগিনী; তুমি সিদ্ধগণের সিদ্ধিরূপা, সিদ্ধিদা ও সিদ্ধযোগিনী; তুমি মাহেশ্বরী, ব্রহ্মাণী, বিষ্ণুমায়া, বৈষ্ণবী, ভদ্রদা, ভদ্রকালী, সর্ব্বলোকভয়ঙ্করী, তুমি প্রতিগ্রামে গ্রামদেবী ও প্রতিগৃহে গৃহদেবী; তুমি সাধুগণের কীর্ত্তি ও প্রতিষ্ঠারূপিণী এবং অসাধুদিগের নিয়ত নিন্দারূপিণী; তুমি মহাযুদ্ধে মহামারী, দুষ্টবিনাশকারিণী, শিষ্টগণের রক্ষারূপিণী ও জননীর ন্যায় হিতকারিণী; তুমি ব্রহ্মা প্রভৃতিরও বন্দ্যা, পূজ্যা, স্তুত্যা, ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মণ্যরূপা, তপস্বীদিগের তপস্যা। ৮—২২। তুমি বিদ্বান্দিগের বিদ্যা, বুদ্ধিমান্ সাধুদিগের বুদ্ধি, প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের মেধা ও স্মৃতিরূপিণী প্রতিভা; তুমি রাজাদিগের প্রতাপরূপা, বৈশ্যদিগের বাণিজ্যরূপিণী, সৃষ্টিবিষয়ে সৃষ্টিরূপিণী ও পালনে রক্ষারূপিণী; হে বিশ্বপূজিতে! তুমি বিশ্বের বিনাশসময়ে মহামারীস্বরূপা; তুমি কালরাত্রি, মহারাত্রী, মোহরাত্রি ও মোহিনীশক্তি; তুমি আমার অনতিক্রমণীয়া মায়া,—যে মায়ার এই জগৎ মুগ্ধ রহিয়াছে, বিদ্বান্ ব্যক্তিও ঐ মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মোক্ষের উপায় দেখিতেছেন। পরমাত্মকর্ত্তৃক কৃত এই বিপদ্বিনাশক দুর্গার স্তব যে ব্যক্তি পূজার সময়ে পাঠ করে, তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। বন্ধ্যা, কাকবন্ধ্যা অথবা মৃতবৎসা, দুর্ভগা নারী এক বৎসর এই স্তব শুনিলে, নিশ্চয়ই উত্তম পুত্র লাভ করে। যে ব্যক্তি কারাগারে বা অতি দৃঢ়-বন্ধনে বদ্ধ, সেও এই স্তব একমাস শুনিলে নিশ্চয়ই বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। যক্ষ্মরোগগ্রস্ত, গলৎকুষ্ঠী, মহাশূলী, বা মহাজ্বরী ব্যক্তি এই স্তব এক বৎসর পাঠ করিলে, তৎক্ষণাৎ রোগ হইতে মুক্ত হয়। পুত্রবিচ্ছেদ, প্রজাবিচ্ছেদ ও পত্নীবিচ্ছেদরূপ দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তি এই স্তব একমাস শুনিলে, পুনরায় ঐ সকল ইষ্ট লাভ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। রাজদ্বারে, শ্মশানে, মহারণ্যে ও হিংস্রজন্তুসমীপে এই স্তব শুনিলে, তাহা হইতে পরিত্রাণ পায়। গৃহদাহ উপস্থিত হইলে, দাবাগ্নিতে এবং দস্যু ও শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, এই স্তব শ্রবণমাত্র তাহা হইতে উদ্ধার লাভ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে মহাদরিদ্র ও মূর্খ মানব এই স্তব পাঠ করে, সে বিদ্বান্ ও ধনী হয়, ইহাতে সংশয় নাই।

প্রকৃতিখণ্ডে দুর্গোপাখ্যানে দুর্গাস্তোত্র সম্পূর্ণ।

নারদ কহিলেন;—হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! সর্ব্বজ্ঞান-বিশারদ! ভগবান্! আপনি ব্রহ্মাণ্ডমোহন-নামক, প্রকৃতির কবচ বলুন। ২৩—৩৫। নারায়ণ কহিলেন; —হে বৎস! সেই দুর্লভ কবচ কহিতেছি শ্রবণ কর। সে কবচ পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ কৃপাবশতঃ ব্রহ্মাকে কহিয়াছিলেন। ব্রহ্মাও গঙ্গাতীরে সমুদয় কবচ ধর্ম্মকে কহিয়াছিলেন; ধর্ম্মও কৃপাবশতঃ পূর্ব্বে পুষ্করতীর্থে আমাকে দিয়াছিলেন। মহাদেব এই কবচ ধারণ করিয়া, পূর্ব্বে ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন ও ভদ্রকালী ইহা ধারণ করিয়া, রক্তবীজ সংহার করিয়াছেন। ইন্দ্র এই কবচ ধারণ করিয়া, লক্ষ্মী লাভ করিয়াছেন। মহাকাল ইহা ধারণ করিয়া চিরজীবী

ও ধার্ম্মিক হইয়াছেন। নন্দী এই কবচ সানন্দে ধারণ করিয়া মহাজ্ঞানী হইয়াছেন ও বাণরাজা ইহা ধারণ করিয়া মহাযোদ্ধা ও শত্রুগণের ভয়ঙ্কর হইয়াছিলেন। জ্ঞানিবর দুর্ব্বাসা ইহা ধারণ করিয়া শিবতুল্য হইয়াছেন। ওঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার মস্তক রক্ষা করুক। এই ষড়ক্ষর মন্ত্র ভক্তগণের কল্পবৃক্ষস্বরূপ। হে নারদ! এই মন্ত্রগ্রহণবিষয়ে বেদেও কিছুমাত্র বিতর্ক নাই। এই মন্ত্র গ্রহণমাত্রেই মানব বিষ্ণুতুল্য হয়। আর নমোঽস্তু ওঁ দুর্গায়ৈ, এই মন্ত্র আমার মুখ রক্ষা করুন। ও দুর্গে রক্ষ, এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার কণ্ঠদেশ রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ, এই মন্ত্র নিরন্তর আমার স্কন্ধদেশ রক্ষা করুন। হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার পৃষ্ঠের সকল স্থান রক্ষা করুন। হ্রীঁ, এই মন্ত্র আমার বক্ষঃস্থল ও শ্রীঁ এই মন্ত্র সর্ব্বদা হস্তকে রক্ষা করুন। ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্র আমার সকল অঙ্গ; স্বপ্ন ও জাগরণ অবস্থায় রক্ষা করুন। পূর্ব্ব দিকে প্রকৃতি আমাকে রক্ষা করুন। অগ্নিকোণে চণ্ডী আমাকে রক্ষা করুন। দক্ষিণ দিকে ভদ্রকালী, নৈঋ্তকোণে মাহেশ্বরী, পশ্চিম দিকে বারাহী, বায়ুকোণে সর্ব্বমঙ্গলা আমাকে রক্ষা করুন। ৩৬—৪৭। উত্তর দিকে বৈষ্ণবী ও ঈশানকোণে শিবপ্রিয়া আমাকে রক্ষা করুন; জগদম্বিকা, জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে আমাকে রক্ষা করুন। হে বৎস! এই অতি দুর্লভ কবচ তোমাকে কহিলাম; যে কোন ব্যক্তিকে ইহা দিবে না ও কাহাকে ও কহিবে না। যে ব্যক্তি বস্ত্র অলঙ্কার চন্দনাদি দ্বারা গুরুদেবকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া কবচ ধারণ করিবে, সে বিষ্ণুতুল্য হইবে; তাহাতে সংশয় নাই। নারদ! সকল তীর্থে স্নান ও পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিলে, লোক যে ফল লাভ করে, সেই ফল এই কবচ ধারণে হইবে। এই কবচ পঞ্চলক্ষবার জপ করিলে, নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয়; সিদ্ধকবচ পুরুষ সঙ্কটে অস্ত্রবিদ্ধও হয় না। জল, অগ্নি ও বিষ, ইহাতে তাহার নিশ্চতই মৃত্যু হয় না। সেই পুরুষ জীবন্মুক্ত ও সর্ব্ব-সিদ্ধেশ্বর হয়। যদি পুরুষ এই কবচে সিদ্ধ হয়; সে নিশ্চয়ই বিষ্ণুতুল্য হয়। হে নারদ! অমৃতখণ্ড হইতেও উৎকৃষ্ট এই প্রকৃতিখণ্ড কহিলাম। দুর্গা মূল প্রকৃতি; ইঁহার পুত্র গণেশ; দুর্গা কৃষ্ণের ব্রত করিয়া, গণেশকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন। ভগবান্ কৃষ্ণরূপে নিজ অংশে গণেশরূপে উৎপন্ন হন। মানব এই শ্রুতিমধুর অমৃততুল্য প্রকৃতিখণ্ড শ্রবণ করিয়া, দধ্যন্নভোজন করাইয়া বক্তাকে সুবর্ণ দিবে ও রমণীয়া, সবৎসা ধেনু ভক্তিপূর্ব্বক দিবে। দেবীর অনুগ্রহে তাহার পুত্রপৌত্রাদির বৃদ্ধি হয়। তাঁহার গৃহে লক্ষ্মী অচলা হইয়া থাকেন এবং অন্তকালে তাঁহার গোলোক ধাম প্রাপ্তি হয়। ৪৮—৫৭।

প্রকৃতিখণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

প্রকৃতিখণ্ড সম্পূর্ণ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

গণেশখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করিয়া, পুরাণ কীর্ত্তন করিবে। নারদ কহিলেন,—হে প্রভো! উত্তম সুধাসিন্ধুসম সর্ব্বোৎকৃষ্ট সকলের অভিলষিত মূঢ়গণের জ্ঞান-বর্দ্ধন প্রকৃতিখণ্ড শুনিলাম। এক্ষণে গণেশখণ্ড শ্রবণে বাসনা হইতেছে; কারণ গণেশের জন্মবৃত্তান্ত মানবগণের অশেষকল্যাণনিদান। দেবাগ্রগণ্য গণেশ পার্ব্বতীর জঠর ব্যতীত কি প্রকারে উৎপন্ন হইলেন? দেবীই বা কিরূপে তাদৃশ পুত্র-রত্ন-লাভ করিলেন? তিনি কোন্ দেবের অংশ? তিনি কেনই বা জন্মক্লেশ স্বীকার করিলেন? তিনি কি অযোনি-সম্ভূত; না যোনি-সম্ভূত? জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর বিদ্যমান থাকিতে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার পূজা হইবার কারণ কি? পুরাণে তাঁহার নিগূঢ় জন্মবৃত্তান্তমাত্র বর্ণিত আছে; তিনি লম্বোদর একদন্ত গজানন হইলেন কেন? হে মহাভাগ! এই সমস্ত শুনিতে আমি উৎসুক হইয়াছি; আপনি অতি মনোহর তৎসমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বিস্তৃতরূপে বিবৃত করুন। ১—৮। নারায়ণ কহিলেন,—হে নারদ! সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন, পাপ-সন্তাপ-হর, সর্ব্ব-মঙ্গলদায়ক, সারভূত, সকলের শ্রবণ-সুখকর, সুখপ্রদ, মোক্ষের বীজ-স্বরূপ, কর্ম্মবন্ধ-চ্ছেদী, পরমাদ্ভুত গূঢ় বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি—তুমি শ্রবণ কর। ৯। ১০। নারায়ণ বলিলেন;—হে নারদ! আমি সমুদয় বিঘ্নের ক্ষয়কারী পাপ এবং সন্তাপের অপহারক, পরম আশ্চর্য্য একটি রহস্য উপাখ্যানের কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা (শ্রোতৃবর্গকে) সকল প্রকার মঙ্গল প্রদান করে, উহা (সকল উপাখ্যানের) সারভূত, সকল প্রকার শ্রোতারই কর্ণসুখকর, শুভপ্রদ, মোক্ষের বীজস্বরূপ এবং কর্ম্মবন্ধচ্ছেদকারী। দৈত্যগণকর্ত্তৃক নিপীড়িত দেবতাদিগের তেজোরাশি হইতে উৎপন্না দেবী সমুদয় দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া, দক্ষপ্রজাপতির কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি সতী নামে প্রসিদ্ধা হন। পূর্ব্বকালে সেই সতী দেবী, পতির নিন্দায় যোগবলে শরীর ত্যাগ করিয়া, শৈলরাজ হিমালয়ের প্রিয়পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পর্ব্বতরাজ হিমালয় অতিশয় আনন্দসহকারে শঙ্করকে নিজ কন্যা পার্ব্বতী দান করিলেন এবং দেবশ্রেষ্ঠ শঙ্কর সেই পার্ব্বতীকে গ্রহণ করিয়া নির্জ্জনে গমন করিলেন। শঙ্কর নদীর তীরস্থিত কোন পুষ্পোদ্যানে পুষ্প ও চন্দনে চর্চ্চিত রতির উদ্দীপক একটী শয্যা প্রস্তুত করিয়া, সেই পার্ব্বতীর সহিত রমণ করিয়াছিলেন। হে নারদ! তাঁহাদিগের উভয়ের দৈবমানে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত বিপরীতাদিক্রমে নানাবিধ শৃঙ্গার হইয়াছিল। পার্ব্বতীর অঙ্গস্পর্শমাত্রেই মহাদেব কন্দর্পকর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়াছিলেন এবং সেই পার্ব্বতীও শিবস্পর্শে এইরূপ বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের দিন-রাত্রের প্রভেদ বোধ হয় নাই। হংস ও কারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষিসমূহে সমাকীর্ণ, পুংস্কোকিলের কল-ধ্বনিতে নিনাদিত, নানাবিধ প্রফুল্ল-কুসুমে সুশোভিত, ভ্রমরগুঞ্জনে সুরঞ্জিত, সুগন্ধিকুসুমসংসৃষ্ট বায়ুদ্বারা সুরভীকৃত, অত্যন্ত শুভপ্রদ এবং সর্ব্বপ্রকার জন্তু-

রহিত অর্থাৎ অতিশয় নির্জ্জন সেই রমণীয় স্থানে, সেই দম্পতীর তাদৃশ সুরতোৎসব অবলোকন করিয়া, দেবতাদিগের যৎপরোনাস্তি চিন্তা হইয়াছিল এবং তাঁহারা ব্রহ্মাকে অগ্রসর করিয়া, নারায়ণের নিকটে গমন করিয়াছিলেন। ১১—১৯। ব্রহ্মা নারায়ণকে নমস্কার করিয়া আপনার অভীপ্সিত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন এবং দেবতাসকল চিত্রিত পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ২২। ২৩। ব্রহ্মা বলিলেন;—মহাযোগী শঙ্কর দৈবমানে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত সুরতোৎসবে রত হইয়া অন্য বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন; তিনি এখন পর্য্যন্ত বিরত হন নাই। হে জগদীশ্বর! সেই দম্পতীর সুরোৎসব নিবৃত্ত হইলে, কিরূপ সন্তান উৎপন্ন হইবে; তাহা আমাদিগের নিকটে ব্যক্ত করুন। ২১। ২২। নারায়ণ বলিলেন,—হে বিধাতঃ! কোন চিন্তা নাই, সকলই শুভ হইবে। হে বিধে! যাহারা আমার শরণাপন্ন, তাহাদের কি দুঃখ হয়? যে উপায়ে তাঁহার (শিবের) বীর্য্য নিশ্চয় ভূমিতে পতিত হয়, দেবগণের সহিত যত্নপূর্ব্বক সেই উপায় অবলম্বন কর; যদি শম্ভুর বীর্য্য কোনমতে পার্ব্বতীর উদরে পতিত হয়, তাহা হইলে সুর এবং অসুরগণের বিমর্দ্দক একটি সন্তান উৎপন্ন হইবে। তাহার পর ইন্দ্রপ্রভৃতি সমুদয় দেবগণ, নারায়ণের আজ্ঞাক্রমে নর্ম্মদানদীতীরে গমন করিলেন এবং ব্রহ্মা আপনার গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সমুদয় দেবগণ, ভয়ে কাতর হইয়া, অতিশয় বিষণ্ণবদনে সেই স্থানে, পর্ব্বত-গুহার বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহার পর দেবরাজ ইন্দ্র কুবেরকে, কুবের বরুণকে, বরুণ বায়ুকে, বায়ু যমকে, যম বরুণকে, অগ্নি যমকে, সূর্য্য অগ্নিকে, চন্দ্র সূর্য্যকে ঈশান চন্দ্রকে—এইরূপে দেবগণ (মহাদেবের) *রতিভঙ্গের নিমিত্ত পরস্পরকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মুখে পরস্পর পরস্পরকে বলিতে লাগিলেন; তুমি গিয়া মহাদেবের রতিভঙ্গ কর। অতঃপর ইন্দ্র দ্বারদেশে গিয়া, মুখ ফিরাইয়া, মহাদেবকে, সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন;—হে যোগীশ্বর! মহাদেব কি করিতেছেন? আপনি জগতের ঈশ্বর, জগতের বীজ অর্থাৎ মূল কারণ এবং ভক্তের ভয়ভঞ্জন; আপনাকে নমস্কার করি। এই কথা বলিয়া ইন্দ্র সরিয়া গেলেন এবং সূর্য্য সেই স্থানে আগমন করিলেন। সূর্য্য, দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া, ভয়ে ভয়ে আড়্চোখে চাহিতে চাহিতে বলিতে লাগিলেন;—হে জগৎপালক! মহাদেব! আপনি কি করিতেছেন? হে সুরশ্রেষ্ঠ মহাভাগ পার্ব্বতী-পতে! আপনাকে নমস্কার করি। এই কথা বলিয়াই সূর্য্যদেব ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পলায়ন করিলেন এবং সেই স্থানে চন্দ্র আসিয়া সেইভাবে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন;—হে ত্রিলোকের ঈশ্বর ত্রিলোচন! আপনি কি করিতেছেন? আপনি সর্ব্বদা আত্মতত্ত্ব অনুশীলনেই আনন্দ অনুভব করেন, আপনি যাহা অভিলাষ করেন, তাহাই সিদ্ধ হয়; আপনার নাম কীর্ত্তনে কর্ণ পবিত্র হয়; আমি আপনাকে নমস্কার করি। নিশাপতি চন্দ্র ভয়ে ভয়ে কয়টি কথা কহিয়াই বিরত হইলেন। তাহার পর বায়ু দ্বারদেশে আসিয়া (বক্রভাবে) দর্শন করত বলিতে লাগিলেন, হে জগন্নাথ! জগৎ-বন্ধো! আপনি কি করিতেছেন? আপনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ,—এই চতুর্ব্বর্গের মূল এবং সনাতন; আপনাকে নমস্কার করি। ২৩—৩৮। যোগজ্ঞানে সুপণ্ডিত মহেশ্বর এইরূপ স্তব শুনিয়া রতিক্রীড়া পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হইয়াও পার্ব্বতীর ভয়ে উহা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। (তখন) দেবগণকে ভয়পীড়িত এবং পুনর্ব্বার স্তব করিতে উদ্যত দেখিয়া সুখসম্ভোগে বিরত হইলেন এবং কণ্ঠলগ্না পার্ব্বতীকেও পরিত্যাগ করিলেন। তখন লজ্জায় ত্রস্তভাবে উত্থানকারী মহাদেবের বীর্য্য ভূমিতে পতিত হইল; এবং তাহা হইতে স্কন্দ কার্ত্তিকেয় উৎপন্ন হইলেন। পরে স্কন্দজন্মপ্রস্তাবে এই অতি মনোহর কথার সবিস্তর বর্ণন করিব। সম্প্রতি তোমার অভিলষিত কথা শ্রবণ কর। ২৯—৪৩।

গণেশখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, মহাদেব রতি ত্যাগ করিয়া, সম্মুখে দেবতাদিগকে দেখিতে পাইয়াই পার্ব্বতীর ভয়ে দয়াপরবশ হইয়া, তাঁহাদিগকে "পলাও, পলাও" বলিয়া পলাইতে আদেশ করিলেন। দেবগণ, পার্ব্বতীর শাপভয়ে ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিলেন এবং অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সংহারকারী মহাদেবও পার্ব্বতীর ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। (তখন) সেই দেবী দুর্গা, শয্যা হইতে উত্থান করিয়া, সম্মুখে দেবগণকে দেখিতে না পাইয়া, আপনার দেহ হইতে সমুত্থিত কোপানলকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিলেন। সেই দেবী পার্ব্বতী অতিশয় রোষ-পরবশ হইলেন এবং "আজ হইতে সমুদয় দেবগণের বীর্য্য নিষ্ফল অর্থাৎ সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ হইবে," এই বলিয়া

দেবতাদিগকে অভিসম্পাত করিলেন। তাহার পর দেবদেব মহেশ্বর সেই দেবী পার্ব্বতীকে ক্রোধে আরক্তনয়না, রোরুদ্যমানা, দুঃখিতা এবং অবনতমুখে ধরণীতলখননকারিণী দর্শন করিয়া, তাঁহাকে হস্তে ধরিয়া উঠাইয়া, আপনার বক্ষঃস্থলে বসাইলেন এবং অতীব ভীত হইয়া মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন। ১—৭। হে গিরিরাজকন্যে! কি নিমিত্ত ক্রুদ্ধা হইয়াছ? তুমি ধন্যা, মনোহররূপবতী, আমার সৌভাগ্যস্বরূপা এবং প্রাণের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা; হে জগদম্বে! তোমার কি অভীষ্ট আমি সম্পাদন করিব, তাহা আমাকে বল। এই অখিলব্রহ্মাণ্ডসমূহে আমাদের দুজনের কি অসাধ্য আছে? হে সুন্দরি! আমি নিরপরাধ, আমার উপর প্রসন্ন হও। যদি দৈবাৎ অজ্ঞাতভাবে আমার কোন দোষ হইয়া থাকে, তাহা তোমার ক্ষমা করা উচিত। কারণ তোমার সংযোগেই আমি শিব অর্থাৎ জগতের মঙ্গলদাতা (হই)। যদিও আমি ঈশ্বর; কিন্তু তোমার সংযোগ ব্যতীত সর্ব্বদা শবতুল্য এবং অশিব হইয়া থাকি। তুমি প্রকৃতি, বুদ্ধি, ক্ষমা এবং দয়া; হে সুরেশ্বরি! তুমি তুষ্টি, পুষ্টি, শান্তি ও ক্ষান্তি; তুমি! ক্ষুধা, ছায়া, নিদ্রা, তন্দ্রা এবং শ্রদ্ধা; তুমি সকলের আধার এবং বীজ অর্থাৎ মূল কারণস্বরূপা। হে শিবে! ঈষৎ হাস্য করত সরস বাক্যে ইহা আমাকে বল! আমি তোমার কোপরূপ বিষের জ্বালায় দগ্ধ হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছি; অতএব আমাকে জীবিত কর। কোপযুক্তা পার্ব্বতী মহেশের বাক্য শ্রবণ করিয়া, হৃদয়ের দুঃখ হৃদয়ে রাখিয়া, মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন। ৮—১৫। পার্ব্বতী বলিলেন,—আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বরূপী, আত্মারাম, পূর্ণকাম (যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই সিদ্ধ হয়) এবং সকলের দেহেই অবস্থিত; (আপনাকে) আমি কি বলিব? রমণীগণ অন্ধ স্বামীকেই আপনার মনোগত অভিলষিত অর্থ কহিয়া থাকে; কিন্তু আপনি যখন সকলের অন্তর্যামী এবং হৃদয়বাসী, তখন আপনাকে আমি কি বলিব? সমুদয় নারীই আপনার লজ্জাকর কারণকে অতি যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া থাকে। নারীগণের নিজমুখে অকথ্য হইলেও, আমি আপনার নিকটে বলিব। হে সুরেশ্বর! স্ত্রীগণের সমুদয় সুখ ও বিভবের মধ্যে নির্জ্জনস্থানে সৎপুরুষের সহিত সম্ভোগ একটি পরম সুখ। সেই সম্ভোগ শেষ হইবার পূর্ব্বে ভঙ্গ হইলে যে দুঃখ হয়, স্ত্রীলোকের তাহার মত দুঃখ আর নাই। স্ত্রীদিগের পতিবিচ্ছেদে যে দুঃখ হয়, তাহা অতি অসহ্য। কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র যেমন দিন দিন ক্ষীণতা প্রাপ্ত হন, সেইরূপ পতিবিচ্ছেদে স্ত্রীলোকেরা ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণকান্তি হইতে থাকে। চিন্তাই মনুষ্যদিগের জ্বর অর্থাৎ ক্ষয়ের কারণ। এইরূপ বর্ত্মের রৌদ্র, পতিব্রতার পতিবিচ্ছেদ এবং অশ্বের মৈথুন জ্বর অর্থাৎ শুষ্কতার হেতু। প্রথমে রতিভঙ্গহেতু দুঃখ, তাহার উপর গর্ভ না হইয়া অন্তরে বীর্য্যপতন একটি দ্বিতীয় দুঃখ। এই সকল দুঃখের উপর তৃতীয় দুঃখ এই যে, সন্তান না হওয়া। স্ত্রীলোকের মধ্যে কমনীয় তুমি আমার পতি; কিন্তু তোমা হইতে পুত্র লাভ হইল না! পুত্রহীনা রমণীর জীবন নিষ্ফল। তপস্যা এবং দান হইতে যে পুণ্য উৎপন্ন হয়, তাহা কেবল পরজন্মেই (পরলোকে) সুখ প্রদান করে, কিন্তু সৎ অর্থাৎ বিশুদ্ধবংশজাত পুত্র, ইহ ও পর, এই উভয় জন্মেই (লোকে) সুখের কারণ হয়। সুপুত্র স্বামীর অংশ, (সুতরাং) স্বামীর ন্যায়ই সুখপ্রদ হয়। কুপুত্র কুলাঙ্গার অর্থাৎ কুলের দহনকারী—উহা কেবল মনস্তাপের জন্যই (জন্ম গ্রহণ করে)। স্বামী নিজ ভার্য্যার গর্ভে আপনার অংশরূপে জন্ম গ্রহণ করে। পতিব্রতা রমণী, মাতার ন্যায় সর্ব্বদা হিতসাধন করে। অসাধ্বী পত্নী, শত্রুর ন্যায় সর্ব্বদা দুঃখদায়িনী (হয়)। কটুভাষিণী এবং ব্যাভিচারিণী, এই উভয়বিধ ভার্য্যাই অসাধ্বী বলিয়া নির্দ্দিষ্টা হইয়াছে। হে যোগীশ্বরের ঈশ্বর! আমি (পুত্রলাভবিষয়ে) কি উপায় অবলম্বন করিব, তাহা উপদেশ করুন। আপনি উপায়ের সমুদ্র এবং সকল প্রকার তপস্যার ফলদাতা। এই কথা বলিয়া দেবী পার্ব্বতী মুখ অবনত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দেবশ্রেষ্ঠ শঙ্কর একটু হাস্য করিয়া, তাঁহাকে (পার্ব্বতীকে) বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। (তিনি) সৎপুত্রলাভের উপায়সূচক সুখকর, সন্তাপহারী, পরিমিত, মনোহর এবং রুচিকর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১৬—৩১।

গণেশখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

মহাদেব বলিলেন;—হে পার্ব্বতি! আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর; তোমার মঙ্গল হইবে। এই ত্রিজগতে উপায় হইতেই কার্য্যের সিদ্ধি হইয়া থাকে! সকল প্রকার কার্য্যসিদ্ধির মূলস্বরূপ কল্যাণকর এবং মনের প্রীতিজনক উপায়, আমি তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিতেছি। হে বরাননে! শ্রীহরির আরাধনা করিয়া ব্রতের অনুষ্ঠান কর। ঐ ব্রতের নাম পুণ্যক; এক

বৎসর মাত্র উহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ঐ ব্রত অতিকঠোর হইলেও, অভীপ্সিত ফলদানে কল্পতরু-তুল্য। উহা সুখদ, পুণ্যজনক, সার অর্থাৎ সকল ব্রতের শ্রেষ্ঠ, পুত্রপ্রদ এবং সমুদয় সম্পদের প্রদাতা। ১—৪। নদীদিগের মধ্যে গঙ্গা যেমন, দেবতাদিগের মধ্যে হরি যেমন, বৈষ্ণবদিগের মধ্যে আমি যেমন, হে প্রিয়ে! সমুদয় দেবীর মধ্যে তুমি যেমন, বর্ণসমূহের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, তীর্থসমূহের মধ্যে যেমন পুষ্কর, পুষ্পসমূহের মধ্যে যেমন পারিজাত, পত্রসমূহের মধ্যে যেমন তুলসী যেমন পুণ্যপ্রদ, তিথির মধ্যে একাদশী, বারের মধ্যে রবিবার যেমন পুণ্যপ্রদ, যেমন দ্বাদশমাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ, ছয় ঋতুর মধ্যে বসন্ত, যেমন বৎসরসমূহের মধ্যে সংবৎসর, যুগচতুষ্টয়ের মধ্যে সত্যযুগ, পূজ্যগণের মধ্যে বিদ্যাদাতা, গুরুর মধ্যে জননী, আপ্তজনের মধ্যে সাধ্বী পত্নী, বিশ্বস্ত-দিগের মধ্যে মন, ধনের মধ্যে রত্ন, প্রিয়ের মধ্যে পতি, বন্ধুগণের মধ্যে পুত্র, বৃক্ষদিগের মধ্যে কল্পবৃক্ষ, ফলের মধ্যে আম্র, বর্ষসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষ বনের মধ্যে বৃন্দাবন, রমণীগণের মধ্যে শতরূপা, পুরীর মধ্যে কাশী, তেজস্বীদিগের মধ্যে সূর্য্য, আহ্লাদক-দিগের মধ্যে চন্দ্র, সুন্দরদিগের মধ্যে কন্দর্প, শাস্ত্রের মধ্যে যেমন বেদ, সিদ্ধদিগের মধ্যে কপিল, বানরের মধ্যে যেমন হনুমান্, ক্ষেত্রের মধ্যে ব্রাহ্মণের মুখ, কীর্ত্তি-হেতুদিগের মধ্যে যেমন মনোহর কাব্যনির্ম্মাণ-বিদ্যা, ব্যাপকের মধ্যে আকাশ, অঙ্গের মধ্যে লোচন, বিভবের মধ্যে হরিকথা, সুখের মধ্যে হরিচিন্তা, স্পর্শের মধ্যে পুত্রস্পর্শ, হিংস্রের মধ্যে খল, পাপের মধ্যে মিথ্যা, পাপিনীদিগের মধ্যে বেশ্যা, পুণ্যের মধ্যে সত্য, তপস্যার মধ্যে হরিসেবা, গব্যের মধ্যে ঘৃত, তপস্বীর মধ্যে ব্রহ্মা, ভক্ষ্য বস্তুর মধ্যে অমৃত, শস্যের মধ্যে ধান্য, পবিত্রকারী বস্তুর মধ্যে জল, শুদ্ধ বস্তুর মধ্যে অগ্নি, তৈজসের মধ্যে সুবর্ণ, মিষ্টের মধ্যে প্রিয়ভাষণ, পক্ষীর মধ্যে গরুড়, হস্তীর মধ্যে ঐরাবত, যোগীদিগের মধ্যে কার্ত্তিকেয়, দেবর্ষিদিগের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বদিগের মধ্যে চিত্ররথ, বুদ্ধিমান্‌দিগের মধ্যে বৃহস্পতি, সুকবিদিগের মধ্যে শুক্রাচার্য্য, কাব্যের মধ্যে পুরাণ, স্রোতস্বান্‌দিগের মধ্যে সমুদ্র, ক্ষমাশালীদিগের মধ্যে পৃথিবী, ইষ্ট অর্থাৎ অভি-লষিত বস্তুসমূহের মধ্যে মুক্তি, সম্পদের মধ্যে হরিভক্তি, পবিত্রদিগের মধ্যে বৈষ্ণব, বর্ণের মধ্যে প্রণব, মন্ত্রের মধ্যে বিষ্ণুমন্ত্র, বীজ অর্থাৎ আদি কারণের মধ্যে প্রকৃতি, বিদ্বান্‌দিগের মধ্যে সরস্বতী, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, যক্ষদিগের মধ্যে কুবের, সর্পদিগের মধ্যে বাসুকি, পর্ব্বতদিগের মধ্যে হিমালয়, গোরুদিগের মধ্যে সুরভি, বেদের মধ্যে সামবেদ, তৃণের মধ্যে কুশ, সুখপ্রদদিগের মধ্য লক্ষ্মী, শীঘ্রগামীদিগের মধ্যে মন, অক্ষরের মধ্যে অকার, হিতৈষীদিগের মধ্যে মাতা, যন্ত্রের মধ্যে শাল-গ্রাম, পশুর অস্থির মধ্যে বিষ্ণু-পঞ্জর, চতুষ্পদের মধ্যে সিংহ, প্রাণীদিগের মধ্যে মনুষ্য ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে অন্তঃকরণ, রোগের মধ্যে মন্দাগ্নি, বল অর্থাৎ ক্রিয়াসম্পাদনের উপায়ের মধ্যে শক্তি, শক্তিমান্‌দিগের মধ্যে বলশালী, স্থূলদিগের মধ্যে বিরাট্‌পুরুষ, সূক্ষ্ম-দিগের মধ্যে পরমাণু, দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র, দৈত্য-দিগের মধ্যে বলি, সাধুদিগের মধ্যে প্রহ্লাদ, দাতা-দিগের মধ্যে দধীচি, অস্ত্রের মধ্যে ব্রহ্মাস্ত্র, চক্রের মধ্যে সুদর্শন, নৃপদিগের মধ্যে রাম, ধনুর্দ্ধারীর মধ্যে যেমন লক্ষ্মণ; শ্রীকৃষ্ণ যেমন সকলের আধার, সকলের সেব্য, সকল সৃষ্ট বস্তুর মূল কারণ সকল অভীষ্টের প্রদাতা এবং সকল বস্তুর সারস্বরূপ, ব্রতসমূহের মধ্যে পুণ্যক-ব্রতও সেইরূপ।৫—৩০। অয়ি মহাভাগে! পার্ব্বতি! এই ত্রিলোক-দুর্লভ ব্রতের অনুষ্ঠান কর, এই ব্রত হইতেই তোমার সকলের সারভূত পুত্র উৎপন্ন হইবে। যাঁহার সেবা দ্বারা মনুষ্য কোটি কোটি পিতৃ-পুরুষের সহিত মুক্তি লাভ করে, সকলের বাঞ্ছিতফলদাতা সেই শ্রীকৃষ্ণ, এই ব্রতের আরাধ্য। এই ভারতবর্ষে যে ব্যক্তি হরি-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া হরি-সেবা করে, সেই ব্যক্তিই আপনার জন্ম সফল করে এবং কোটি পুরুষকে উদ্ধার করিয়া নিশ্চয়ই বৈকুণ্ঠে গমন করে, আর সেই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ হইয়া পরম সুখ লাভ করে। হরিভক্ত মনুষ্য আপনার সহোদর, ভৃত্য, বন্ধু, সহচর এবং স্ত্রী ইহাদিগকে উদ্ধার করিয়া আপনি হরিপদে লীন হয়। অতএব হে পর্ব্বত-পুত্রি! তুমি অতি দুর্লভ হরি-মন্ত্র গ্রহণ কর এবং সেই ব্রতে পিতৃগণের মুক্তির কারণ ঐ হরি-মন্ত্রের জপ কর। হে মুনিবর! দেবাদিদেব শঙ্কর গিরিজার সহিত শীঘ্র জাহ্নবীর তীরে গমন করিয়া, তাঁহাকে প্রীতিপূর্ব্বক মনোহর হরির মন্ত্র, স্তব ও কবচ দান করিলেন এবং পূজানুষ্ঠানের নিয়ম-গুলিও বলিয়া দিলেন। ৩১—৩৮।

গণেশখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন;—পার্ব্বতী, ব্রতের কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিতা হইলেন এবং ব্রতের যাবতীয় নিয়ম জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। পার্ব্বতী বলি-লেন;—হে নাথ! আপনি সর্ব্বজ্ঞপ্রধান, করুণার

সাগর, দীনজনের আশ্রয় এবং পরাৎপর অর্থাৎ সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ; আপনি আমাকে ব্রতের নিয়মগুলি বলিয়া দিউন। হে প্রভো! কোন্ কোন্ দ্রব্য এবং কি কি ফল ব্রতের উপযুক্ত? ব্রতের কাল নিয়ম, আহার, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ও ফল এই সকল বিষয়ই আমাকে ব্যক্ত করিয়া বলুন। হে দেব! আমি বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি,—আমাকে একটি উত্তম পুরো-হিত, পুষ্পচয়নকারী ব্রাহ্মণ এবং দ্রব্য-আহ-রণকারী ভৃত্য সকল নিযুক্ত করিয়া দিউন এবং আরও অন্যান্য বিষয় যাহা আমার জ্ঞাত নহে, তৎসমুদায়েরও আয়োজন করিয়া দিউন। কারণ স্বামীই স্ত্রীদিগের সর্ব্বতোভাবে প্রভু। স্ত্রীদিগের তিন অবস্থা,—কৌমার, মধ্য এবং শেষ অর্থাৎ শৈশব যৌবন এবং বার্দ্ধক্য তাহার মধ্যে পিতা কৌমার কালে সর্ব্ব প্রকারে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, স্বামী মধ্য সময়ে এবং পুত্র শেষ সময়ে। পিতা প্রাণতুল্য দুহিতাকে সৎ-স্বামীর হস্তে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। স্বামী আপনার প্রিয়তমা ভার্য্যাকে পুত্রের হস্তে ন্যস্ত করিয়া পরম সুখ লাভ করেন। যে স্ত্রী যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত বন্ধুত্রয়কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, সে-ই সম্পূর্ণ ভাগ্যবতী। যাহার উঁহাদের মধ্যে, কোন এক বন্ধুর অভাব হয়, তাহাকে মাঝামাঝি ভাগ্যবতী বলা যায়; আর যাহার একেবারে সকল বন্ধুর অভাব হয়, এইভূমণ্ডলে সে-ই অধমা অর্থাৎ দুর্ভাগ্যবতী। যে স্ত্রী, এই বন্ধুদিগের অধীনে কাল হরণ করিতে সক্ষমা হয়, ত্রিজগতে তাহারই প্রশংসা হয় এবং যে স্ত্রী, ইহাদিগকে পরি-ত্যাগ করিয়া অন্যের আশ্রয়ে অবস্থিতি করে, তাহাকে লোকে নিন্দা করে, এই সকল কথাই বেদে আছে। হে ভগবন্! আপনি সকলের সাক্ষী এবং সকল তত্ত্ব জানেন; আমাকে আত্ম-নির্ব্বৃতির কারণ পুত্ররূপ বর দান করুন। হে মহাত্মন্! নিজের বোধানুরূপ অনুমান অনুসারে এ বিষয় আপনার নিকটে নিবেদিত হইল, আপনি সকলের আন্তরিক অভিপ্রায় এবং বোধ পরিজ্ঞাত আছেন, আপনাকে আর কি বুঝাইয়া বলিব। পার্ব্বতী প্রীতিপূর্ব্বক এই কথা বলিয়া স্বামীর চরণে পতিত হইলেন; তখন কৃপাসিন্ধু মহাদেব বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১—১২। হে দেবি! আমি সেই ব্রতের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, নিয়ম, ফল এবং তাহার উপযোগী দ্রব্য ও ফলের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। এই ব্রতের জন্য ফল এবং পুষ্প চয়ন করিবার নিমিত্ত এক শত শুদ্ধ ব্রাহ্মণ; দ্রব্য আহরণের জন্য এক শত ভৃত্য ও একশতলক্ষ দাসী এবং বেদবেদাঙ্গপারগ, সমুদয় ব্রতের অনুষ্ঠানে নিপুণ, হরিভক্তদিগের অগ্রগণ্য, সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাংশে আমার তুল্য সনৎকুমারকে পুরোহিতরূপে নিযুক্ত কর। অয়ি প্রিয়তমে! দেবি! শুদ্ধকালে মাঘ মাসের শুক্ল ত্রয়োদশীতে নিয়মপূর্ব্বক ব্রতারম্ভ অতি শুভদায়ী। পূর্ব্ব দিবস মস্তকের সংস্কার করিয়া সর্ব্বাঙ্গ নির্ম্মল করিবে, উপবাস করিবে, এবং যত্নপূর্ব্বক বস্ত্র প্রক্ষালন করিয়া রাখিবে। সুব্রতী অর্থাৎ ব্রতানুষ্ঠানে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি পর দিবস অরুণো-দয়-বেলায় শয্যা হইতে উত্থান করিয়া মুখ-প্রক্ষালন-পূর্ব্বক নির্ম্মল জলে স্নান করিবে। অনন্তর হরি স্মরণ-পূর্ব্বক আচমন করিয়া শরীরশোধক মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পবিত্র হইবে। তাহার পর ভক্তিসহকারে হরিকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া, সত্বর গৃহে আগমন করিবে। পরে ধৌত বস্ত্রযুগ্ম পরিধানপূর্ব্বক শুদ্ধ আসনে উপবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার আচমন ও তিলক করিয়া আপনার আহ্নিককার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। প্রথমে যত্নপূর্ব্বক পুরোহিতের বরণ, পরে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক ঘটস্থাপন ও সঙ্কল্প করিয়া, এই বেদবিহিত ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। ব্রতের দ্রব্য সকল এক কালে নির্দ্ধারিত আছে। হে দেবেশি! পরমাত্মা বিষ্ণুকে প্রত্যহ ষোড়শ উপচার দান করিবে। আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় মধুপর্ক, স্নানীয়, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বন্দন, যজ্ঞসূত্র ও কর্পূরাদি সুবাসিত তাম্বূল—হে সুন্দরী! এই সকল দ্রব্য পূজার অঙ্গ। ১৩—২৬। হে দেবি! উহাদিগের মধ্যে কোন বস্তুর অভাব হইলে অঙ্গহীন হয়; অঙ্গহীন কর্ম্ম, অঙ্গহীন মনুষ্যের মত। কার্য্য অঙ্গহীন হইলে তাহাতে ফলেরও হানি হয়। হে দুর্গে! নিজের রূপের জন্য অষ্টোত্তর শত পারিজাত পুষ্প প্রতিদিন বিষ্ণুকে প্রদান করিবে। ব্রতী, স্বীয় বর্ণের সৌন্দর্য্যলাভার্থ ভগবান্ হরিকে ভক্তিপূর্ব্বক একলক্ষ মনোহর এবং অক্ষত শ্বেত চম্পক পুষ্প দান করিবে। মুখের সৌন্দর্য্যলাভার্থ সহস্রদল পদ্মের একলক্ষ অক্ষত পুষ্প ভক্তিপূর্ব্বক হরিকে প্রদান করিবে। নেত্রদ্বয়ের দীপ্তিবৃদ্ধ্যর্থ ভগবান্ নারায়ণকে অমূল্যরত্নরচিত সহস্র দর্পণ দান করিবে। হে দেবেশি! চক্ষুর রূপের নিমিত্ত ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ নীলোৎপল দান করিবে। কেশের সৌন্দর্য্যের জন্য, হিমালয়পর্ব্বতোদ্ভূত একলক্ষ মনোহর শ্বেত চামর কেশবকে প্রদান করিবে। নাসিকার সৌন্দর্য্যলাভার্থ ভগবান্ গোপীশ্বরকে অমূল্যরত্নরচিত সহস্র পুটক প্রদান করিবে। ওষ্ঠ এবং অধরে অধিক

সৌন্দর্য্যলাভার্থ রাধানাথকে লক্ষ বন্ধুকপুষ্প দান করিবে। হে শৈলজে! দন্তের সৌন্দর্য্যলাভার্থ গোলোকেশ্বরকে ভক্তিপূর্ব্বক একলক্ষ মুক্তাফল দান করিবে। হে শৈলেন্দ্রকন্যে! গণ্ডস্থলের সৌন্দর্য্যলাভার্থ ব্রতানুষ্ঠানসময়ে পরমেশ্বরকে একলক্ষ রত্নগণ্ডূক দান করিবে। ২৭—৩৭। হে প্রাণেশি! ওষ্ঠাধরের সৌন্দর্য্যলাভার্থ ব্রতকালে ব্রহ্মেশ্বরকে এক লক্ষ রত্নপাশক দান করিবে। কর্ণের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বেশ্বরকে রত্নসারনির্ম্মিত একলক্ষ কর্ণ-ভূষণ দান করিবে। স্বরের সৌন্দর্য্যলাভার্থ বিশ্বেশ্বরকে রত্ননির্ম্মিত একলক্ষ মাধ্বীক কলস দান করিবে। হে দেবেশি! বাক্যের সৌন্দর্য্যলাভার্থ শ্রীকৃষ্ণকে রত্ননির্ম্মিত এক সহস্র সুধাপূর্ণ কুণ্ড প্রদান করিবে। দৃষ্টির সৌন্দর্য্যলাভার্থ গোপবেশধারী কিশোরবেশ কৃষ্ণকে একলক্ষ রত্ন-প্রদীপ দান করিবে। গলদেশের সৌন্দর্য্যলাভার্থ গোরক্ষকে ধুস্তুর কুসুমাকার সহস্র রত্নপাত্র দান করিবে। বাহুর সৌন্দর্য্যের জন্য সদ্রত্নসার-রচিত সহস্র পদ্মনাল চণ্ড-কপালকে দান করিবে। হে নারায়ণি! সেই হরির প্রীতিকর ব্রতানুষ্ঠান-সময়ে, করের সৌন্দর্য্যলাভার্থ লক্ষ রক্তপদ্ম গোপাঙ্গনাদিগের অধিপতিকে দান করিবে। অঙ্গুলীসমূহের সৌন্দর্য্য-হেতু, রত্নসারনির্ম্মিত একলক্ষ অঙ্গুরীয়ক দেবেশ্বরকে দান করিবে। নখের সৌন্দর্য্য হেতু একলক্ষ শ্বেতবর্ণ মনোহর সর্ব্বোৎকৃষ্ট মণি মুনীন্দ্রনাথকে দান করিবে। বক্ষঃস্থলের সৌন্দর্য্যলাভার্থ উৎকৃষ্ট রত্নসারময় অতি মনোহর একলক্ষ হার মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিবে। ৩৮—৪৮। স্তনের সৌন্দর্য্যলাভার্থ সুপক্ব মনোহর বিল্বফল—সিদ্ধেন্দ্রনাথকে সমর্পণ করিবে। দেহের রূপবৃদ্ধির নিমিত্ত উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত মনোহর একলক্ষ বর্ত্তুলাকার পাত্র পদ্মালয়ার ঈশ শ্রীকৃষ্ণকে দান করিবে। নাভির সৌন্দর্য্যলাভার্থ উৎকৃষ্ট রত্নসার-রচিত সহস্রনাভী পদ্মনাভকে সমর্পণ করিবে। নিতম্বদেশের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধ্যর্থ উৎকৃষ্ট রত্নসাররচিত সহস্র নখচন্দ্র চক্রপাণিকে সমর্পণ করিবে। শ্রোণির সৌন্দর্য্যলাভার্থ সুবর্ণনির্ম্মিত একলক্ষ মনোহর কদলী-স্তম্ভ শ্রীনিবাসকে অর্পণ করিবে। চরণদ্বয়ের সৌন্দর্য্য-লাভার্থ একলক্ষ অক্ষত এবং অম্লান শতদল স্থলপদ্ম পদ্মনেত্রকে প্রদান করিবে। গমনের উৎকর্ষলাভার্থ সুবর্ণনির্ম্মিত এক সহস্র খঞ্জন লক্ষ্মীশ্বরকে সমর্পণ করিবে। গতিলাভের নিমিত্ত সুবর্ণনির্ম্মিত সহস্র রাজহংস ও গজেন্দ্র—হরিকে সমর্পণ করিবে। মস্তকের সৌন্দর্য্যলাভার্থ উৎকৃষ্ট রত্নদ্বারা খচিত সুবর্ণ-নির্ম্মিত একলক্ষ ছত্র নারায়ণকে দান করিবে। হে ঈশ্বরি! হাস্যের সৌন্দর্য্যলাভার্থ একলক্ষ অক্ষত মালতী কুসুম বৃন্দাবনেশ্বরকে সমর্পণ করিবে। ৩৯—৫৮। স্বভাবের সৌন্দর্য্যলাভার্থ এবং ব্রতের পূরণার্থ সেই শোভন ব্রতের অনুষ্ঠানের সময়ে অমূল্য লক্ষ রত্ন ভগবান্ নারায়ণকে সমর্পণ করিবে। মনোহর সৌন্দর্য্যের জন্য স্ফটিকসঙ্কাশ একলক্ষ শ্রেষ্ঠ মণি মুনীন্দ্রনাথকে সমর্পণ করিবে। প্রিয়জনের অনুরাগবৃদ্ধির নিমিত্ত, প্রবালসারের মত দীপ্তিমান্ সহস্র শ্রেষ্ঠ মণি, ভক্তিসহকারে শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিবে। কোটিজন্ম পর্য্যন্ত স্বামিসৌভাগ্যলাভার্থ, যত্নপূর্ব্বক এক লক্ষ শ্রেষ্ঠ মাণিক্য শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ করিবে। পুত্রলাভার্থ শ্রীহরিকে কুষ্মাণ্ড, নারিকেল, জম্বীর এবং শ্রীফল, এই কয়টি ফল প্রদান করিবে। অসংখ্য জন্ম পর্য্যন্ত স্বামীর ধন-বৃদ্ধির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে যত্নপূর্ব্বক একলক্ষ উৎকৃষ্ট রত্নসার অর্পণ করিবে। ব্রতানুষ্ঠানকারী, সম্পত্তির বৃদ্ধির নিমিত্ত ব্রতানুষ্ঠান সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে নানাবিধ বাদ্য, কাংস্য ও করতালাদি বাদ্য শ্রবণ করাইবে। স্বামীর ভোগের বৃদ্ধির নিমিত্ত শ্রীহরিকে ভক্তিপূর্ব্বক ঘৃত এবং শর্করাযুক্ত মনোহর পায়স ও পিষ্টক দান করিবে। হরি-ভক্তির বৃদ্ধির নিমিত্ত শ্রীহরিকে ভক্তিপূর্ব্বক একলক্ষ মনোহর অক্ষত সুগন্ধি-পুষ্পমালা অর্পণ করিবে। হে দুর্গে! শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-প্রাপ্তির নিমিত্ত নানাবিধ স্বাদু ও মধুর নৈবেদ্য প্রদান করিবে। হে সুব্রতে! ব্রতানুষ্ঠানসময়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত ভক্তিপূর্ব্বক তুলসীসংযুক্ত নানাবিধ পুষ্প প্রদান করিবে। ব্রতানুষ্ঠানকালে ব্রতী, জন্ম জন্ম আপনার শস্তবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রত্যহ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ৫৯—৭০। হে দেবি! ভক্তিবৃদ্ধির নিমিত্ত পূজাসময়ে একশত পূর্ণ-পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে এবং শতবার প্রণাম করিবে। হে সুব্রতে! ব্রতানুষ্ঠানসময়ে ছয়মাস হবিষ্যান্ন, পাঁচমাস ফলাদি, একপক্ষ কেবল ঘৃত এবং একপক্ষ কেবল জল ভক্ষণ করিবে। ব্রতানুষ্ঠানসময়ে ব্রতী দিবারাত্র শতরত্নপ্রদীপ ও বহ্নি প্রজ্বলিত রাখিবে এবং রাত্রে কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া জাগরণ করিবে। ক্রীড়ার উৎকর্ষলাভার্থ ব্রতানুষ্ঠানসময়ে স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, শ্রবণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায় এবং ক্রিয়া-নিষ্পত্তি, এই আট প্রকার মৈথুন পরিত্যাগ করিবে। এইরূপে ব্রত সম্পূর্ণ হইলে প্রতিষ্ঠা করিবে। বস্ত্র, ভোজ্য, উপবীত এবং উপহারযুক্ত মনোহর তিন শত

ষাটখানি ভালা উৎসর্গ করিবে। এক সহস্র তিন শত ষাট জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং এক হাজার তিনশ ষাট বার তিল হোম করিবে। ব্রতসমাপ্তির নিমিত্ত বিধানানুসারে এক হাজার তিন শত ষাট সুবর্ণ দক্ষিণা দান করিবে। হে দেবি! সমাপ্তিদিবসে আরও অন্য দক্ষিণার কথা বলিব। হরিতে দৃঢ়তর ভক্তিলাভই এই ব্রতের ফল। এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, হরিসদৃশ ত্রিভুবন বিখ্যাত পুত্র লাভ হয়; সৌন্দর্য্য, স্বামি-সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য্য এবং বিপুল ধনেরও অধিগম হয়; জন্মে জন্মে সমুদয় বাঞ্ছিতসিদ্ধির বীজ পাওয়া যায়। হে দেবি! তোমাকে ব্রতসম্বন্ধে সকল কথাই বলিলাম, হে মহেশ্বরি! এক্ষণে ব্রতের অনুষ্ঠান কর। হে সাধ্বি! তোমার পুত্র উৎপন্ন হইবে, এই কথা বলিয়া মহাদেব বিরত হইলেন। ৭১—৮১।

গণেশখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, দুর্গা ব্রতানুষ্ঠানের বিধান শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে পুনর্ব্বার আপনার স্বামীর নিকটে মঙ্গলপ্রদ বিচিত্র ব্রতকথা জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে নাথ! কি আশ্চর্য্য ব্রতানুষ্ঠান এবং তাহার ফল শ্রবণ করিলাম;—হে কান্ত! এক্ষণে ব্রতের কথা বলুন এবং প্রথমে এ ব্রতের কে অনুষ্ঠান করে, তাহাও ব্যক্ত করুন। মহাদেব বলিলেন;—মনুর পত্নী শতরূপা পুত্রাভাবহেতু দুঃখে দুঃখিতা হইয়া, ব্রহ্মার নিকটে গমন করিয়া, ব্রহ্মাকে বলিলেন;—হে ব্রহ্মন্! আপনি জগদ্ধাতা এবং সমুদয় সৃষ্টি-কারণের কারণ; অতএব আমাকে বলিয়া দিউন, কি উপায়ে বন্ধ্যার পুত্র উৎপন্ন হয়। হে ব্রহ্মন্! আমার জন্ম, ঐশ্বর্য্য এবং ধন সকলই নিষ্ফল। পুত্র ব্যতীত ঐশ্বর্য্যশালীদিগের গৃহে কিছুই শোভিত হয় না। তপস্যা এবং দান হইতে যে পুণ্য উৎপন্ন হয়, তাহা জন্মান্তরে সুখপ্রদ হয়। পুত্র, পুত্রবান্‌দিগকে সুখ, মোক্ষ এবং প্রীতি প্রদান করে, পুত্রবান্ পুত্রের মুখ দেখিয়া নিশ্চয়ই শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল এবং 'পুৎ' নামক নরক হইতে পরিত্রাণের উপায় প্রাপ্ত হয়। হে বিধাতঃ! যদি এই তাপাক্রান্ত আমাকে পুত্রলাভের উপায় বলেন, তা হইলেই মঙ্গল; নতুবা আমি স্বামীর সহিত অরণ্যে গমন করিব। আমাদের রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন, এবং প্রজাপূর্ণ পৃথিবী আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করুন। হে তাত! আমরা পুত্রহীন,—পুত্র বিনা আমাদের এ সকল কি হইবে? বিদ্বান্ ব্যক্তি, পুত্রহীন ব্যক্তির অমঙ্গলকর মুখ দর্শন করিতে উৎসাহী হন না; অপুত্রক ব্যক্তি আপনার মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ করে। আমি বিষ ভোজন করিব বা অগ্নিতে প্রবেশ করিব। আপনি আপনার স্ত্রীপুত্রহীন অমঙ্গলাস্পদ পুত্রকে লইয়া থাকুন। শতরূপা এইরূপ বলিয়া ব্রহ্মার সম্মুখে রোদন করিতে লাগিলেন। কৃপানিধি ব্রহ্মা, তাঁহাকে তদবস্থা দেখিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১—১২। হে বৎসে! আমি সমুদয় ঐশ্বর্য্যের বীজ, সমুদয় অভিলষিতপ্রদ, শুভ ও সুখাবহ পুত্রলাভের উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। এই ব্রতের নাম সুপুণ্যক; ইহা শুদ্ধ কালে মাঘ মাসের শুক্ল ত্রয়োদশীতে অনুষ্ঠেয়; ইহাতে সর্ব্বদ শ্রীকৃষ্ণ আরাধ্য। এই সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন ব্রত এক বৎসর ব্যাপিয়া অনুষ্ঠেয়। হে সুব্রতে! ইহাতে বেদকথিত দ্রব্য সকল দেয়। হে শুভে! এইকাণ্বশাখোক্ত সর্ব্ববাঞ্ছিত সিদ্ধিপ্রদ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমশালী পুত্র লাভ কর। শতরূপা ব্রহ্মার এইবাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই উত্তম ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া, প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ নামে দুইটি মনোহর পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। দেবহূতি এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া, সিদ্ধদিগের ঈশ্বর পুণ্যপ্রদ পবিত্র, মঙ্গলাস্পদ, নারায়ণের অংশ কপিল নামে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। শুভলক্ষণা অরুন্ধতী, এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া, শক্তি নামে পুত্রলাভ করেন। শক্তির পত্নী এই ব্রতের অনুষ্ঠানবলে পরাশর নামে পুত্র লাভ করেন। এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া অদিতি বামন নামে পুত্র লাভ করেন। ইন্দ্রপত্নী শচী এই ব্রত করিয়া জয়ন্ত নামে পুত্র লাভ করিয়াছেন। উত্তানপাদ রাজার পত্নী এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ধ্রুব নামে পুত্র প্রাপ্ত হন এবং কুবেরের পত্নী এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া নলকূবর নামে পুত্র প্রাপ্ত হন। সূর্য্যের পত্নী, এই উত্তম ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া মনু নামে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। অত্রি ঋষির পত্নী এই-ব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা চন্দ্রকে আপনার পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। অঙ্গিরা ঋষির পত্নী এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ইহার প্রভাবে সুরগুরু বৃহস্পতিকে আপনার পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। ভৃগুর ভার্য্যা এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া নারায়ণের অংশ, সকল তেজস্বীর শ্রেষ্ঠ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যকে আপনার পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হে দেবি! এই

সমুদয় ব্রতের শ্রেষ্ঠ ব্রতের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। অয়ি শুভে! হিমালয়পুত্রি! কল্যাণি! তুমিও এই ব্রতের অনুষ্ঠান কর। এই সুখাবহ ব্রত রাজেন্দ্রপত্নী ও দেবীদিগেরই সাধ্য। হে মহাসাধ্বি! এই ব্রত সাধ্বীদিগের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। এই ব্রতের প্রভাবে গোপাঙ্গনাদিগের স্বামী সর্ব্বদেবেশ্বর নারায়ণ স্বয়ং তোমার পুত্র হইবেন। হে নারদ! শঙ্কর এইকথা বলিয়া বিরত হইলেন, এবং দেবী পার্ব্বতী শঙ্করের আজ্ঞায় প্রহৃষ্টান্তঃকরণে, এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। সুখদ, মোক্ষদ এবং সংসারের সারভূত গণেশের জন্মের কারণ সবিস্তরে কথিত হইল। এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর ?। ১৩—২৯।

গণেশখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন ;—হে সাধু তপোধন! নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া নারদ প্রহৃষ্টান্তঃকরণে পুনর্ব্বার কি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। সূত বলিলেন ;—নারায়ণের বাক্য শ্রবণে নারদ প্রহৃষ্টান্তঃকরণে ব্রতারম্ভের বিধান জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। নারদ বলিলেন ;—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পার্ব্বতী স্বামীর আজ্ঞাক্রমে কি প্রকারে এই শুভাবহ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলুন। হে ব্রহ্মন্! সেই সুব্রতা পার্ব্বতী ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে পর গোপীশ শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারেই বা তাঁহার উদরে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। ১—৪। নারায়ণ বলিলেন ;—মহাদেব ব্রতের অপূর্ব্ব কথা ও বিধান বলিয়া স্বয়ং তপস্যার ফলদাতা হইয়াও তপস্যাচরণ করিতে গমন করিলেন। সেই হরিমূর্ত্তিভেদধারী, পরমানন্দপূর্ণ, জ্ঞানানন্দ, সনাতন মহাদেব, হরির আরাধনে ব্যগ্র, হরির সেবন ও হরিধ্যানপরায়ণ হইয়া, অন্তরে ও বাহিরে হরি স্মরণ করত দিবারাত্রির ভেদ জানিতে পারেন নাই। এদিকে দেবী পার্ব্বতী, প্রহৃষ্টান্তঃকরণে স্বামীর আজ্ঞায় কিঙ্কর ও ব্রাহ্মণগণকে ব্রতের নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন ; সেই শুভ ব্রতের উপযোগী সমুদয় দ্রব্য আহরণ করিয়া শুভক্ষণে ব্রত আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মার পুত্র ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান মূর্ত্তিমান্ তেজোরাশি ভগবান্ সনৎকুমার স্বয়ং আগমন করিলেন। ব্রহ্মা অতিশয় আনন্দিত হইয়া ভার্য্যার সহিত ব্রহ্মলোক হইতে আগমন করিলেন। ভগবান্ মহেশ্বর, অতি ত্রস্তভাবে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। হে নারদ! সকল জগতের পালন, শাসন ও ভরণকর্ত্তা, বনমালাধারী রত্নভূষণভূষিত, চতুর্ভুজ শ্যামবর্ণ ভগবান্ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু, লক্ষ্মী এবং পারিষদগণের সহিত বিপুল দ্রব্যভার লইয়া রত্নযানে আরোহণপূর্ব্বক সেই স্থানে আগমন করিলেন। ৫—১৩। সনক, সনন্দ, কপিল, সনাতন, আসুরি, ক্রতু, হংসী, বোঢ়, পঞ্চশিখ আরুণি, যতি, সুমতি, অনুচরবর্গের সহিত বশিষ্ঠ, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, ভৃগু, অঙ্গিরা, অগস্ত্য, প্রচেতা, দুর্ব্বাসা চ্যবন, মরীচি, কশ্যপ, কণ্ব, জরুৎকারু, গৌতম, বৃহস্পতি, উতথ্য, সংবর্ত্ত, সৌভরি, জাবাল, জমদগ্নি, জৈগীষব্য, দেবল, লোকামুখ, চক্ররথ, পারিভদ্র, পরাশর, বিশ্বামিত্র, বামদেব, ঋষ্যশৃঙ্গ, বিভাণ্ডক, মার্কণ্ডেয়, মৃকণ্ডু, পুষ্কর, লোমশ, কৌৎস, বৎস, দক্ষ, কালাগ্নি, অঘমর্ষণ, কাত্যায়ন, কণাদ, সালিন্দি, শাকটায়ন, শঙ্কু, আপিশলি, শাকল্য, শঙ্খ এতদ্ভিন্ন আরও অন্যান্য সশিষ্য মুনিগণ এবং ধর্ম্মপুত্র আমরা দুজন,—নর ও নারায়ণ, দিক্‌পালসকল, দেবগণ, যক্ষগণ, গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নরগণ এবং নিজ নিজ গণের সহিত পর্ব্বত সকল সেই পার্ব্বতীর ব্রতে আগমন করিয়াছিলেন। ১৪—২২। অনন্ত রত্নের প্রভব শৈলরাজ হিমালয়, কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া অপত্য, ভার্য্যা, স্বগণ এবং অনুচরবর্গের সহিত রত্নভূষণে ভূষিত হইয়া, ভারে ভারে নানাবিধ দ্রব্য, ব্রতের উপযোগী মণিমাণিক্য, রত্ন-জগতের দুর্লভ নানা প্রকার বস্ত্র, একলক্ষ শ্রেষ্ঠ হস্তী, তিন লক্ষ শ্রেষ্ঠ অশ্ব, দশ লক্ষ উত্তম গোরু, শত লক্ষ সুবর্ণ এই পরিমিত রুচক, হীরক, স্পর্শমণি, চতুর্লক্ষ মুক্তা, সহস্র কৌস্তভ এবং সুস্বাদু মিষ্ট দ্রব্যের লক্ষ ভার সমভিব্যাহারে লইয়া দুহিতার ব্রতে আগমন করিলেন। ২৩—২৭। সেই পার্ব্বতীর ব্রতে ব্রাহ্মণ, মনু, সিদ্ধ, অনেক বিদ্যাধর, যতি, ভিক্ষুক এবং বন্দিগণ আগমন করিয়াছিলেন। সেই সময় মহাদেবের গৃহে বিদ্যাধরী, নর্ত্তকী, নর্ত্তক, অপ্সরা সকল এবং নানাবিধ বাদ্যকর আগমন করিয়াছিল। কৈলাসপুরীর পদ্মরাগমণি দ্বারা নির্ম্মিত রাজমার্গ সকল চন্দনবাসিত জলের দ্বারা অভিষিক্ত ; আম্রপল্লবমালা ও কদলীস্তম্ভে সুশোভিত এবং দূর্ব্বা, ধান্য, পর্ণ, লাজ ও ফলপুষ্পে বিভূষিত দেখিয়া, সমাগত ব্যক্তিরা অতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে কৈলাসস্থিত সমুদয় ব্যক্তি ভগবান্ শঙ্করকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, পরমানন্দে উচ্চাসিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। ঐ ব্রতে ইন্দ্র দানাধ্যক্ষ, কুবের কোষাধ্যক্ষ,

সূর্য্যদেব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের আদেষ্টা এবং বরুণ পরিবেষ্টা হইয়াছিলেন। সেই পার্ব্বতীর ব্রতে সহস্র সহস্র দধির নদী, সহস্র সহস্র দুগ্ধের নদী, সহস্র সহস্র ঘৃতের নদী, শত শত গুড়ের নদী, সহস্র সহস্র মাধ্বীকের নদী, শত শত তৈলের নদী ও লক্ষ লক্ষ তক্রের নদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। হে নারদ! সেই ব্রতে শত লক্ষ অমৃতকুণ্ড এবং মিষ্টান্ন ও শর্করার লক্ষ লক্ষ রাশি স্থাপিত হইয়াছিল। ২৮—৩৬। হে নারদ! ঘৃতাক্ত যব ও গোধূমচূর্ণের স্বস্তিক ও অপূপের চতুর্লক্ষ রাশি এবং গুড়সংস্কৃত লাজের কোটি কোটি রাশি স্থাপিত হইয়াছিল। শালি-ধান্য এবং চিপিটকের দশ কোটি রাশি হইয়াছিল। হে মুনে! তণ্ডুলের যে কত রাশি হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই পার্ব্বতীর ব্রতে কৈলাসপুরীতে স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রবাল এবং মণির পর্ব্বত সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। লক্ষ্মী নিজে পায়স, পিষ্টক, মনোহর শালিধান্যের অন্ন এবং ঘৃতসংস্কৃত ব্যঞ্জন সকল পাক করিতে লাগিলেন। দেবর্ষিগণের সহিত নারায়ণ স্বয়ং ভোজন করিতে বসিলেন এবং একলক্ষ ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিতে লাগিল। সেই সুদক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণেরা ভোজনকারীদিগকে কর্পূরাদিসুবাসিত তাম্বূল এবং বিশ্রামার্থ রত্নসিংহাসন সকল দান করিতে লাগিল। ভোজনান্তে ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু স্মিতমুখে পার্ষদগণকর্ত্তৃক শ্বেত চামর দ্বারা সেব্যমান এবং ঋষি, সিদ্ধ ও দেবগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া রত্নসিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক একটু একটু হাস্য করিতে করিতে সানন্দান্তঃকরণে বিদ্যাধরীদিগের নৃত্য দেখিতেছেন এবং গন্ধর্ব্বদিগের মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছেন; এমন সময়ে মহাদেব সেই দেবর্ষিগণপূর্ণ সভাতে ব্রহ্মকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিসহকারে সেই ব্রহ্মেশ বিষ্ণুকে কর্ত্তব্য এবং অভীপ্সিত ব্রতের যুক্তিযুক্ততার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩৭—৪৬। হে নাথ! শ্রীনিবাস! আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন। হে প্রভো! আপনি তপস্যার স্বরূপ এবং তপস্যা ও অন্যান্য কর্ম্মের ফলদাতা। আপনি ব্রত, জপ, যজ্ঞ এবং পূজার সর্ব্বাগ্রে পূজিত হন। হে হরে! আপনি সকলের বীজ এবং বাঞ্ছাকল্পতরু। হে ব্রহ্মন্! দুঃখিতহৃদয়া শোকসন্তপ্তা পার্ব্বতী, পুত্রার্থিনী হইয়া সুপুণ্যক নামে ব্রত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। দেবগণ রতিভঙ্গ করিলে বীর্য্য নিষ্ফল হইল বলিয়া, তিনি অত্যন্ত শোক-পীড়িতা হইয়াছিলেন, তাহাতে আমি নানাবিধ বচনামৃত প্রয়োগ করিয়া এই সাধ্বীকে প্রবোধিত করি। এই সুব্রতা পার্ব্বতী ব্রতে সৎপুত্র এবং স্বামিসৌভাগ্য প্রার্থনা করিতেছেন। এই দুই ব্যতীত ইনি কখনই সন্তুষ্টা হইবেন না; এমন কি আপনার প্রাণ অবধি পরিত্যাগ করিতে উদ্যতা হইয়াছেন। পূর্ব্বে এই ভাবিনী আমার নিন্দা শ্রবণ করিয়া, পিতৃযজ্ঞে নিজের দেহ পরিত্যাগ করিয়া, পুনর্ব্বার শৈলগৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত আছেন, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনাকে আর কি বলিব? হে তত্ত্বজ্ঞ! এ বিষয়ে আপনার কি আজ্ঞা হয়? পরিণামশুভপ্রদ আজ্ঞা ব্যক্ত করুন। চঞ্চল স্ত্রীস্বভাবকে কেহ নিবারণ করিতে পারে না; রমণীরূপরাশি মোহের কারণ; জিতেন্দ্রিয় জিতক্রোধ অস্মাদৃশ সিদ্ধযোগী এবং তপস্বিগণের পক্ষেও উহা দুস্ত্যজ; উহা সকল মায়ার করণ্ডক এবং সমুদয় বন্ধনের কারণ; স্ত্রীর রূপ কামদেবের জগজ্জয়কারক দুর্ভেদ্য ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ; উহা বিধাতার পূর্ব্বজাত এবং বিধাতৃকর্ত্তৃক অনির্ম্মিত। ৪৭—৫৩। স্ত্রীর রূপ মোক্ষদ্বারের কবাটস্বরূপ, হরিভক্তির নিরোধক এবং সংসাররূপ বন্ধনস্তম্ভের অচ্ছেদ্য রজ্জুস্বরূপ; উহা বৈরাগ্য-নাশের বীজ, নিয়ত রাগের বিবর্দ্ধক, সাহসের পত্তন এবং সর্ব্বদা দোষের আলয়; উহা অপ্রত্যয়ের ক্ষেত্র, সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান কপট, অহঙ্কারের আশ্রয় এবং মুখে দুগ্ধ-দ্বারা আচ্ছন্ন বিষকুম্ভতুল্য; উহা সকলের অসাধ্য, সর্ব্বদা দুরারাধ্য, স্বকার্য্যের সাধ্য, আরাধ্য এবং কলহাঙ্কুরের কারণ। হে নাথ! আমি সকল কথা আপনাকে নিবেদন করিলাম; এক্ষণে পরিণাম-সুখাবহ সমুদয় কর্ত্তব্য, কার্য্য এবং পরামর্শ উপদেশ করুন। ৫৭—৬১। নারায়ণ বলিলেন;—ভগবান্ মহাদেব এই কথা বলিয়া ব্রহ্মার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং সভামধ্যে কমলাপতির স্তব করিয়া বিরত হইলেন। অনন্তর জগদীশ্বর-শঙ্করের বাক্য শ্রবণ করিয়া একটু হাস্য করত হিত এবং মিত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন,—তোমার পত্নী সতী, সন্তানহেতু যে সুপুণ্যক ব্রত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, উহা সকল ব্রতের সার এবং স্বামি-সৌভাগ্যের বীজ। ৬২—৬৪। হে পার্ব্বতীশ্বর! ঐ ব্রত সকলের আরাধ্য, দুরারাধ্য, সকল কামফলপ্রদ, সুখপ্রদ, মোক্ষের সার এবং মোক্ষপ্রদ। আত্মা—সাক্ষিস্বরূপ, জ্যোতীরূপ, সনাতন, নিরাশ্রয়, নির্লিপ্ত, নিরুপাধি, নিরাময়, ভক্তের প্রাণ, ভক্তের ঈশ্বর, ভক্তের অনুগ্রহকারী, দুরারাধ্য, অপর ভক্তদিগের সাধ্য, ভক্তের অধীন সর্ব্বসিদ্ধ এবং নিরূপ

অর্থাৎ জরারহিত: ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর সেই পুরুষেরই অংশ। মহাবিরাট্ তাহারই অংশ। তিনি নির্লিপ্ত এবং প্রকৃতি হইতে পর। তিনি অব্যগ্র, গ্রহরহিত উগ্র এবং ভক্তদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত মূর্ত্তি ধারণ করেন। তিনি গ্রহদিগের গ্রহ-স্বরূপ, গ্রহগণেরও গ্রহনিবারক, ত্রিকোটিজন্মসাধ্য; তোমার কৃপাব্যতীত তাঁহার সাধনা হয় না। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া সপ্ত জন্ম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতা-দিগের সেবা করিয়া মনুষ্য হরিভক্তি লাভ করে। তখন সে কেবল তোমার আশীর্ব্বাদই সূর্য্য-মন্ত্র প্রাপ্ত হয়। তাহার পর এই ভারতবর্ষে সূর্য্যমন্ত্রের আরাধনা করিয়া মনুষ্য অতিশয় আনন্দসহকারে শিবমন্ত্র প্রাপ্ত হয়। তাহার পর সপ্ত জন্ম সাতিশয় ভক্তিসহকারে তোমাকে সেবা করিয়া তোমার পাদপদ্মের অনুগ্রহে মায়ামন্ত্র প্রাপ্ত হয়। তাহার পর শত জন্ম শ্রেষ্ঠ নারায়ণী মায়াকে আরাধনা করিয়া মনুষ্য সর্ব্বসেব্য নারায়ণী কলা প্রাপ্ত হয়। সুদুর্লভ পুণ্যক্ষেত্র ভারত-বর্ষে সেই কলার সেবা করিয়া, ভক্তসংসর্গকারিণী কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্ত হয়। প্রথমে অপক্ব ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষে বারংবার ভ্রমণ করে, পরে ভক্তগণের সেবা করিয়া পরিপক্ব ভক্তি প্রাপ্ত হয়। হে শিব! তাহার পর ভক্তগণের প্রসাদে এবং দেবগণের আশীর্ব্বাদে নির্ব্বাণফলপ্রদ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র প্রাপ্ত হয়। ৬২—৭৭। কৃষ্ণব্রত, কৃষ্ণমন্ত্র, সকল কাম-ফল প্রদান করে। চিরকাল কৃষ্ণের সেবা করিয়া ভক্ত কৃষ্ণের তুল্য হয়। মহাপ্রলয়কালে সকলের পাত হইবে, ইহা সকলেই নিশ্চিত জানেন, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত সাধুগণ অবিনাশী, মহাপ্রলয়েও তাহাদের নাশ হয় না। হে শিব! কৃষ্ণের কিঙ্করেরা অক্ষয় গোলোকে কেবল আনন্দ অনুভব করে। তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবতাদিগকে উপহাস করে। হে মহেশ্বর! তুমি সকলের সংহার কর, কিন্তু আমার ভক্তদিগের সংহার করিতে পার না। মায়া সকলকে মোহিত করে, কিন্তু আমার অনুগ্রহে ভক্তদিগকে মোহিত করিতে পারে না। মায়া নারায়ণী মাতা, সকলকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করেন; মায়াসেবা ব্যতীত কেহই কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্ত হয় না। সেই মায়ামাতা নারায়ণী মূল প্রকৃতি ঈশ্বরী। তিনি কৃষ্ণের প্রিয়া কৃষ্ণভক্ত; এবং কৃষ্ণসদৃশ অবিনাশিনী। সেই মায়া, তেজঃ-স্বরূপা এবংআপনার ইচ্ছানুসারে শরীর ধারণ করেন। তিনি অসুরনিগ্রহকালে দেবতাদিগের তেজে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। দৈত্যসমূহ বিনাশ করিয়া তিনি দক্ষের অনেক জন্মান্তরীণ তপস্যার বলে ভারত-বর্ষে দক্ষপত্নীর উদরে জন্ম লাভ করেন। সেই সতী সনাতনী কৃষ্ণশক্তি মায়াদেবী পিতৃমুখে তোমার নিন্দা-শ্রবণে দেহ ত্যাগ করিয়া, সেই গোলোকে গমন করিয়াছিলেন। হে হর! তুমি সেই সতীর গুণ-রূপাশ্রয় সুন্দর শরীর গ্রহণ করিয়া, ভারতের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া বিষণ্ণ হইয়াছিলে। শ্রীশৈলে নদীতীরে আমি তোমাকে প্রবোধিত করি এবং সতী অচির কালের মধ্যে হিমালয় পত্নীর উদরে জন্মগ্রহণ করেন। ৭৮—৮৮। সাধ্বী সুব্রতা শিবা, পুণ্যক নামে শোভন ব্রতের অনুষ্ঠান করুন। হে শঙ্কর! এই পুণ্যক ব্রতের অনুষ্ঠানে সহস্র রাজসূয়ের পুণ্য হয়। হে ত্রিলোচন! যে ব্রতে রাজসূয়-সহস্র-তুল্য ধনব্যয়, সে ব্রত সকল সাধ্বীর সাধ্য নহে। পুণ্যক ব্রতের প্রভাবে স্বয়ং গোলোকনাথ পার্ব্বতীর গর্ভে তোমার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই কৃপানিধি স্বয়ং দেবগণের ঈশ অর্থাৎ ঈশ্বর; এই নিমিত্ত তিনি জগত্রয়ে গণেশ এই নামে বিখ্যাত হইবেন। তাঁহার স্মরণমাত্রে নিশ্চয় জগতের সমুদয় বিঘ্নের নাশ হয়! এই জন্য সেই বিভু বিঘ্নহন্তা নামে বিখ্যাত হইবেন। যেহেতু পুণ্যক ব্রতে নানাবিধ ফল প্রদত্ত হইবে এবং এবং উহা ভোজন করিয়া লোকের উদর লম্বমান হইবে; এই হেতু তাঁহার একটি নাম লম্বোদর শনির দৃষ্টিতে তাঁহার মস্তক ছিন্ন হইয়া গজের মুখ-দ্বারা যোজিত হইলে, সেই জন্য সেই শিশু গজানন নামে অভিহিত হইবেন। দৈববল কে নিবারণ করে? পরশুরামের পরশু দ্বারা যেহেতু তাঁহার এক-দন্ত খণ্ডিত হইবে; এইজন্য সেই শিশু দৈববশে একদন্ত নামে অভিহিত হইবেন। সেই জগতের বিভু সমুদয় দেবগণের এবং আমাদের পূজ্য; আমার বরে তাঁহার পূজা সকলের অগ্রে হইবে। মনুষ্য পূজার সময় সকল দেবতার অগ্রে সেই গণেশকে পূজা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে পূজার ফল প্রাপ্ত হইবে; অন্যথা তাহার পূজা বৃথা হইবে। ৮৯—৯৮। গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, অগ্নি, এবং দুর্গার পূজা করিয়া, অপর দেবতার পূজা করিবে। গণেশপূজায় জগতের সমুদয় বিঘ্নের নাশ হয়; সূর্য্যপূজায় আরোগ্য লাভ হয়; বিষ্ণুপূজায় পবিত্রতা, মোক্ষ, পাপনাশ, যশ এবং ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধি হয়। শিবপূজা তত্ত্বজ্ঞান এবং সমুদয় তত্ত্বের বীজ। মঙ্গল-কর দুর্গাপূজন—সুবুদ্ধি, সুন্দরী স্ত্রী, উত্তম ভূমি, সৎপ্রজা ও বন্ধু লাভের কারণ এবং উহা হইতেই।

ভক্তির উৎপত্তি হয়। হে শঙ্কর! অগ্নিসেবায় মনুষ্য দাতা ভোক্তা হয় এবং অন্তিম সময়ে সংস্কৃতাগ্নি ও জ্ঞান-মৃত্যু লাভ করে। ইহাঁদিগের পূজা ব্যতীত ত্রিজগতে বৈপরীত্য ঘটে, হে মহাদেব! প্রতিকল্পে নিশ্চয়ই এইরূপ ক্রম জানিবে। ইহাঁরা সর্ব্বদা বিদ্যমান নিত্য এবং সৃষ্টি-কার্য্যে তৎপর। কেবল পরমেশ্বরের ইচ্ছায় ইহাঁদিগের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়া থাকে। শ্রীহরি সভাস্থলে এইরূপ বলিয়া বিরত হইলেন। ইহা শুনিয়া সমুদয় দেবগণ এবং পার্ব্বতীর সহিত শঙ্কর প্রহৃষ্ট হইলেন। ৮৯—১০৬।

গণেশখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন;—হরির আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মহাদেব প্রহৃষ্টমানসে প্রীতিপূর্ব্বক পার্ব্বতীকে হরিকথার শুভ ফলের বিষয় বলিলেন। অনন্তর মহাদেবের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ভগবতী, প্রহৃষ্টান্তঃকরণে সেই মঙ্গলকর ব্রতে মঙ্গলবাদ্য বাজাইতে বলিলেন। তদনন্তর সুদতী পার্ব্বতী উষঃকালে স্নান করিয়া, শুদ্ধ হইয়া, ধৌত সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক শুক্ল ধান্যের উপরিস্থিত, আম্রপল্লব-সংযুক্ত, ফল ও অক্ষতশোভিত, চন্দন, অগুরু, কস্তুরী এবং কুঙ্কুমদ্বারা বিভূষিত রত্নময় ঘট স্থাপন করিলেন। তাহার পর সেই রত্নোদর-সুতা সতী, নানাবিধ রত্নে বিভূষিত হইয়া রত্নময় আসনে উপবেশনপূর্ব্বক রত্নসিংহাসনস্থিত মুনিশ্রেষ্ঠদিগকে পূজা করিলেন; পরে রত্নভূষণে ভূষিত পুরোহিত সম্যক্ পূজা করিয়া, রত্নভূষিত দিক্‌পালদিগকে ভক্তিপূর্ব্বক অগ্রে সংস্থাপিত করিলেন এবং সমাগত পরাপর দেবগণের যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া, হে মুনে! বহ্নিদ্বারা বিশুদ্ধ উজ্জ্বল বস্ত্র, শ্রেষ্ঠ রত্ননির্ম্মিত ভূষণ ও বহুবিধ পূজার্হ দ্রব্য দ্বারা পূজিত, চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কুঙ্কুমদ্বারা বিরাজিত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সাতিশয় ভক্তিসহকারে সেই পুণ্যক ব্রতে পূজা করিলেন। তদনন্তর দেবী পার্ব্বতী স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক ব্রত আরম্ভ করিলেন। ১—৯। মঙ্গলঘটে অভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে আবাহন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক যথাক্রমে ষোড়শ উপচার দান করিলেন। যে সকল বস্তু ব্রতে বিধেয় এবং দেয়, সেই নানাপ্রকার ফলপ্রদ বস্তু সকল এক এক করিয়া দান করিতে লাগিলেন। সুব্রতা সতী সেই সুব্রতে ত্রিভুবন-দুর্লভ ব্রতোক্ত উপহারসকল ভক্তিপূর্ব্বক দান করিলেন। সতী পার্ব্বতী, বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা সমুদয় দ্রব্য দান করিয়া তিল-মিশ্রিত ঘৃতদ্বারা ত্রিলক্ষ হোম করাইলেন এবং পূজিত দেব, অতিথি ও ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলেন। সুব্রতা সতী সেই করণীয় সুব্রতে একবৎসর যাবৎ প্রতিদিন সমুদয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাবধান হইয়া করিতে লাগিলেন। সমাপ্তিদিবসে পুরোহিত ব্রাহ্মণ পার্ব্বতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে সুব্রতে! এই মঙ্গলজনক ব্রতে নিজ পতিকে আমায় দক্ষিণা-স্বরূপ দান কর। মহামায়া পার্ব্বতী দেবসভায় পুরোহিতের এই দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মায়ামোহিত চিত্তে বিলাপ করত মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। হে নারদ! সেই সকল মুনিশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু তাঁহাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া, একটু হাস্যসহকারে মহাদেবকে তাঁহার নিকটে পাঠাইলেন। হে মুনে! বদতাম্বর মহাদেব শিবাকে প্রবোধিত করাইবার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন:—হে ভদ্রে! উঠ, তোমার মঙ্গল হইবে; সে বিষয়ে সংশয় নাই; সম্প্রতি চৈতন্য লাভ করিয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। ১০—১৮। মহাদেব শুষ্ক-কণ্ঠোষ্ঠতালুকা সেই শিবাকে এই কথা বলিয়া, নিজ বক্ষঃস্থলে স্থাপিত করিয়া, সচৈতন্য করিলেন। তাহার পর হিত, সত্য, মিত, পরিণাম-সুখাবহ যশস্কর এবং ফলপ্রদ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে দেবি! যাহা বেদে নিরূপিত, সকলের সম্মত এবং ইষ্ট—এই ধর্ম্মসভায় আমি সেই ধর্ম্মার্থ বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে ধর্ম্মিষ্ঠে দেবি! দক্ষিণা সকলের কর্ম্মের সারভূত এবং ধর্ম্মকর্ম্মে নিত্য যশ ও ফলপ্রদ। হে প্রিয়ে দৈব, পৈতৃক, নিত্য বা নৈমিত্তিক যেরূপ কর্ম্মই হউক দক্ষিণাহীন হইলে উহা নিষ্ফল হয় এবং সেই কর্ম্মে কর্ম্মকর্ত্তা নিশ্চয়ই কালসূত্র প্রাপ্ত হয়। যদি কর্ম্মসমাপ্তিকালে ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ করিয়া দক্ষিণা দেওয়া না হয়, তাহা হইলে কর্ম্মকর্ত্তা ইহলোকেই শত্রুকর্তৃক পীড়িত ও দৈন্যগ্রস্ত হয়। কর্ম্মসমাপ্তির পর এক মুহূর্ত্ত অতীত হইলে, দক্ষিণা দ্বিগুণ হয়, একদিন অতীত হইলে চতুর্গুণ, একপক্ষ অতীত হইলে শতগুণ, এক মাস অতীত হইলে পঞ্চশতগুণ, ছয়মাস অতীত হইলে, তাহার চতুর্গুণ এবং সংবৎসর অতীত হইলে, সে কর্ম্ম একেবারে নিষ্ফল হয়। কর্ম্ম নিষ্ফল হইলে সেই পাপে কর্ম্মকর্ত্তা সহস্রবর্ষ নরক ভোগ করে, তাহার

পুত্র, পৌত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য; এ সমুদয় ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং তাহার ধর্ম্ম নষ্ট হয়। ১৯—২৮। বিষ্ণু বলিলেন, অয়ি ধর্ম্মিষ্ঠে! ধর্ম্মজ্ঞে! পার্ব্বতি! ধর্ম্মকর্ম্মে স্বধর্ম্ম রক্ষা কর। নিজ ধর্ম্ম রক্ষা করিলে সকলেরই রক্ষা করা হয়। ব্রহ্মা বলিলেন, যে ব্যক্তি কোন কারণবশতঃ ধর্ম্ম প্রতিপালন না করে—হে ধর্ম্মজ্ঞে! ধর্ম্ম নষ্ট হওয়াতে তাহার অধর্ম্ম হয়। ধর্ম্ম বলিলেন, হে সাধ্বি! পাত্রকে দক্ষিণা দিয়া আমাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর। হে সাধ্বি! আমার স্থিতিতে সমুদয় শুভ হইবে। দেবগণ বলিলেন, হে মহাসাধ্বি সতি! ধর্ম্ম রক্ষা কর, ব্রত পূর্ণ কর। তোমার ব্রত পূর্ণ হইলে আমরা তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব। মুনিগণ বলিলেন, হে সাধ্বি! পূর্ণ হোম করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দাও; আমরা সকলে থাকিতে কি কোনরূপ অমঙ্গল হইতে পারে? সনৎকুমার বলিলেন, হে শিবে! এই ব্রতে দক্ষিণাস্বরূপ আমাকে শিব দান কর। যদি তাহা না কর, তবে আমাকে ব্রতের ফল এবং সুচিরসঞ্চিত আপনার তপস্যার ফল প্রদান কর। হে সাধ্বি! এই যাগকর্ম্মের দক্ষিণা দান না করিলে, আমি যজমানের সম্পূর্ণ কর্ম্মফল প্রাপ্ত হইব। ২৯—৩৫। পার্ব্বতী বলিলেন, দেবগণ! যে কর্ম্মে স্বামী দক্ষিণা—সে কর্ম্মে পুত্রে বা ধর্ম্মে কি প্রয়োজন? যদি আমি ভূমি ত্যাগ করি, অথবা দৈবক্রমে বৃক্ষ ত্যাগ করি; তাহা হইলে শস্য বা ফল কিরূপে হইবে? কারণ বিনষ্ট হইলে কি প্রকারে কার্য্য হইতে পারে? যদি আপনার ইচ্ছাক্রমে প্রাণ পরিত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে দেহেতে কি প্রয়োজন? যাহার দৃষ্টিশক্তি নাই, এরূপ চক্ষে কি প্রয়োজন? হে সুরেশ্বরগণ! স্বামী সাধ্বীদিগের একশত পুত্রের সমান। যদি ব্রতে সেই স্বামীকেই দান করিতে হয় তবে সে ব্রতেই বা কি প্রয়োজন এবং তাহার ফলরূপ পুত্রেই বা কি প্রয়োজন? স্বামীর বংশ ও পুত্র এ উভয়ের মূল কেবল স্বামী। যাহাতে মূলধন নষ্ট হয়, এরূপ বাণিজ্য নিষ্ফল। বিষ্ণু বলিলেন;—স্বামী পুত্র হইতে শ্রেষ্ঠ বটে; কিন্তু ধর্ম্ম স্বামী হইতেও শ্রেষ্ঠ। হে ধর্ম্মিষ্ঠে! ধর্ম্ম নষ্ট হইলে স্বামী বা পুত্রে কি প্রয়োজন? ব্রহ্মা বলিলেন;—হে সুব্রতে! স্বামী হইতে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ এবং ধর্ম্ম হইতে সত্য শ্রেষ্ঠ; অতএব তুমি সঙ্কল্পিত সত্য ধর্ম্মকে ভ্রষ্ট করিও না। পার্ব্বতী বলিলেন;—বেদেতে 'স্ব' শব্দ ধনবাচক বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, সেই ধন যাহার আছে, তিনিই স্বামী। হে বেদজ্ঞ! আমার বাক্য শ্রবণ কর। স্বামীই ধনের দাতা; ধন কখন স্বামীর দাতা হয় না। আপনারা বেদজ্ঞ; আপনাদের কি আশ্চর্য্য ব্যবস্থা এবং কি আশ্চর্য্য অজ্ঞানতা! ধর্ম্ম বলিলেন; —হে সাধ্বি! পত্নী ব্যতীত অন্য ধন, আপনার স্বামীকে দান করিতে অক্ষম। দম্পতী উভয়ে মিলিত হইয়া এক অঙ্গ; অতএব উভয়ই উভয়ের দানে সমান প্রভু। পার্ব্বতী বলিলেন;—পিতা জামাতাকে আপনার কন্যা দান করেন এবং জামাতা সেই কন্যা গ্রহণ করেন; হে শ্রুতিপরায়ণগণ! বেদে এই কথাই শুনা যায়; ইহার বিপরীত কথা কখন শুনা যায় না। ৩৬—৪৬। দেবগণ বলিলেন, —হে দুর্গে! আপনি বুদ্ধিস্বরূপা; আমরা আপনা হইতে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি। হে বেদজ্ঞে! বেদবাদে আপনাকে পরাজয় করিতে কে সমর্থ? পুণ্যক ব্রতে স্বামীই দক্ষিণারূপে নিরূপিত হইয়াছেন। বেদে যাহা শুনা যায় তাহাই ধর্ম্ম এবং তাহার বিপরীত অধর্ম্ম। পার্ব্বতী বলিলেন;—কেবল বেদকে আশ্রয় করিয়া কে নির্ণয় করে? বেদ হইতে লৌকিক বলবান্; লোকাচার কে পরিত্যাগ করিতে পারে? বেদে প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে পুরুষই নিশ্চয়ই গরীয়ান্। হে দেবগণ! আপনারা সকলেই জানেন, আমি বুদ্ধিতে স্ত্রীলোক আমি আপনাদিগকে কি বলিব? বৃহস্পতি বলিলেন;—হে সাধ্বি! পুরুষ ব্যতীত সৃষ্টি হয় না, প্রকৃতি ব্যতীতও সৃষ্টি হয় না। শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতি পুরুষ, এই দুয়েরই স্রষ্টা; অতএব প্রকৃতি পুরুষ উভয়ই সমান। ৪৭—৫১। পার্ব্বতী বলিলেন;—যে কৃষ্ণ সকলের স্রষ্টা, তিনি অংশদ্বারা সগুণ পুরুষরূপে অবতীর্ণ হন। পুরুষ প্রকৃতি হইতে গরীয়ান্; কিন্তু প্রকৃতি পুরুষ হইতে গরীয়সী নহে। এইরূপ বাদানুবাদ চলিতেছে, এমন সময়ে সেই সভাস্থিত দেবগণ ও মুনিগণ আকাশপথে, শ্রেষ্ঠ রত্নসার দ্বারা নির্ম্মিত শ্যামবর্ণ বনমালাধারী রত্নভূষণ-ভূষিত চতুর্ভুজ—পার্ষদগণসমুদায়ে পরিবৃত একখানি রথ দেখিতে পাইলেন। তখন নারায়ণ আনন্দসহকারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, সভাতলে আগমন করিলেন। তখন তত্রস্থ দেবেন্দ্রগণ, সেই বৈকুণ্ঠবাসী শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধর চতুর্ভুজ পরমেশ্বর দেবকে স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর স্বামী; শান্ত, মনোহর; সুখদৃশ্য হইলেও অভক্তদিগের কোটি জন্মে অদৃশ্য, কোটিকন্দর্পতুল্য রূপবান্, শ্যামবর্ণ, কোটি-চন্দ্রসম-প্রভ, অমূল্যরত্নরচিত

সুচারু ভূষণে ভূষিত, ব্রহ্মাদি দেবগণের সেব্য, সর্ব্বদা সেবকজনকর্তৃক সংস্তুত এবং তাঁহার নিজের শরীর-কান্তিদ্বারা আচ্ছন্ন দেবর্ষিগণকর্তৃক পরিবৃত। সভাস্থ সকলে শ্রেষ্ঠ রত্নসিংহাসনে তাঁহাকে বরণ করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি সমুদয় শ্রেষ্ঠ দেবগণ পুলকিতাঙ্গ, আনন্দাশ্রু-পূর্ণ-নেত্র এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মস্তক নত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলেন। তখন তিনি সস্মিতবদনে, মধুর বাক্যে, সমুদয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সেই সুবোধসম্পন্ন নারায়ণ সমুদয় তত্ত্ব অবগত হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ;—হে দেবগণ! বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা তুল্যবুদ্ধিশালী জনকর্তৃক উপদিষ্ট হইতে পারে না। এই বিশ্বমণ্ডলে নিখিল জীব শক্তিদ্বারা শক্তিমান্। নিশ্চয় বলিতেছি ;—ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমুদয় জগৎ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। আমা ব্যতীতও সেই মায়া-শক্তি আপনিই প্রকাশিত। তবে সেই মায়ারূপিণী দেবী, সৃষ্টিকালে আমার ইচ্ছাতেই আমা হইতে আবির্ভূতা হন, এবং পরিশেষে সৃষ্টির সংহারের সময়ে আমাতেই লীনা হন। প্রকৃতি সৃষ্টিকর্ত্রী, সকলের একমাত্র জননী। তিনি আমার মায়া এবং আমার তুল্য ; এই নিমিত্ত তাঁহাকে নারায়ণী বলে। মহাদেব আমাকে চিন্তা করত অনেককাল তপস্যা করেন ; এই নিমিত্ত আমি তাঁহাকে তপস্যার ফল-স্বরূপ মায়া দান করি। ইনি যে ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা কেবল লোকশিক্ষার্থ ; ইহাঁতে ইহার কিছুমাত্র স্বার্থ নাই। কারণ তিনি স্বয়ং জগত্ত্রয়ে তপস্যার ফলদাত্রী। এই মায়া দ্বারা সকলেই মোহিত, ইহাঁর প্রকৃত ব্রত কি আছে? ইনি কল্পে কল্পে বারংবার আবির্ভূতা হইয়া কেবল ব্রতের বাহ্যতঃ অনুষ্ঠান করেন মাত্র। সুরেশ্বর ;—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সাক্ষাৎ আমার অংশ। অন্যান্য দেবগণ ও জীবগণ, কেহ আমার অংশ, অংশের অংশ ও তাহারও অংশ-স্বরূপ। কুলাল যেরূপ মৃত্তিকা ব্যতীত ঘট করিতে অক্ষম ; স্বর্ণকার যেরূপ স্বর্ণ ব্যতীত কুণ্ডল করিতে অক্ষম ; সেইরূপ শক্তি ব্যতীত আমিও সৃষ্টি করিতে অক্ষম। সৃষ্টিকার্য্যে শক্তিই প্রধান, ইহা সমুদয় দর্শনশাস্ত্রের মত। আমি আত্মা, নির্লিপ্ত, অদৃশ্য এবং দেহীদিগের সাক্ষী। দেহমাত্রেই প্রাকৃতিক, নশ্বর এবং পাঞ্চভৌতিক। আমি নিত্য, দেহের অধিষ্ঠাতা এবং ভক্তের উপর অনুগ্রহ করিয়া শরীর ধারণ করি। এই ত্রিজগতে প্রকৃতি সকলের আধার এবং আমি সকলের আত্মা। আমি আত্মা, ব্রহ্মা মন, মহেশ্বর জ্ঞানস্বরূপ, বিষ্ণু স্বয়ং পঞ্চপ্রাণ এবং ঈশ্বরী প্রকৃতি বুদ্ধিস্বরূপা। মেধা, নিদ্রা প্রভৃতি এ সকলই প্রকৃতির অংশ। সেই প্রকৃতিই পর্ব্বতরাজের কন্যা-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বেদে নিরূপিত হইয়াছে। আমি গোলোকনাথ, বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর এবং সনাতন। আমি সেইস্থানে দ্বিভুজা-মূর্ত্তিতে গোপী এবং গোপগণে পরিবৃত হইয়া থাকি। আর এই বৈকুণ্ঠে আমি পার্ষদগণ-পরিবৃত, দেবশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মী-পতি চতুর্ভুজরূপে বিরাজমান। বৈকুণ্ঠের পঞ্চাশৎ-কোটি যোজন উর্দ্ধে গোলোকে আমি গোপীনাথরূপে অবস্থিত। দ্বিভুজমূর্ত্তিই ব্রতের আরাধ্য ; তদ্রূপেই আমি তাহার ফল দান করি। যে যেরূপ চিন্তা করে, তাহাকে সেইরূপই ফল প্রদান করি। হে শিবে! শিবকে দক্ষিণা দান করিয়া ব্রত পূর্ণ কর। পুনর্ব্বার সমুচিত মূল্য দান করিয়া গ্রহণ কর। গরু সকল যেমন বিষ্ণুর দেহ, শিবও সেইরূপ বিষ্ণুর দেহ, অতএব ব্রাহ্মণকে গোমূল্য দান করিয়া, আপনার স্বামীকে পুনর্ব্বার গ্রহণ কর। যেরূপ স্বামী, সর্ব্বদাই যজ্ঞে পত্নী দান করিতে সমর্থ, সেইরূপ স্ত্রীও স্বামীকে দান করিতে সক্ষম, ইহা শ্রুতির মত। এই কথা বলিয়া সেই বৈকুণ্ঠাধিপতি সভামধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহারা সকলে হৃষ্ট হইলেন এবং পার্ব্বতীও হৃষ্টান্তঃ-করণে দক্ষিণা দান করিতে উদ্যতা হইলেন। তখন শিবা পূর্ণ হোম করিয়া শিবকে দক্ষিণা দিলেন এবং সেই দেবতাসভায় সনৎকুমার স্বস্তি বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। দুর্গার কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালুকা শুষ্ক হইল! তিনি সংত্রস্তভাবে, দুঃখিতহৃদয়ে কৃতাঞ্জলি-পুটে ব্রাহ্মণকে বলিলেন। ৬২—৮৪। গরুর মূল্য এবং আমার পতির মূল্য এক ই ; ইহা বেদে নিরূপিত হইয়াছে। হে দ্বিজ! আমি লক্ষ গো দান করিতেছি ; আমার পতি আমাকে প্রত্যর্পণ কর, তাহা হইলে আমি ব্রাহ্মণদিগকে নানা প্রকার দান করিব। আত্ম-হীন দেহ কোন্ কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয়? সনৎকুমার বলিলেন, হে দেবি! আমি ব্রাহ্মণ, লক্ষ গরু লইয়া কি করিব? কোন্ ব্যক্তি কতকগুলি গরু লইয়া অমূল্য রত্ন প্রত্যর্পণ করে? এই ত্রিজগতে সকল ব্যক্তিই আপনার আপনার উপর কর্ত্তা। কর্ত্তা যে কর্ম্ম ইচ্ছা করেন, তাহাই হয় ; পরের ইচ্ছায় কি হইয়া থাকে? আমি বালক ও বালকদিগের হাস্তের কারণ দিগম্বরকে সম্মুখে লইয়া ত্রিজগতে ভ্রমণ করিব। সেই তেজস্বী ব্রহ্মার পুত্র এই কথা বলিয়া, শঙ্করকে গ্রহণ করিয়া সেই দেবসভায় আপনার নিকটে বসাইয়া রাখিলেন।

মহাদেবকে সনৎকুমারকর্ত্তৃক গৃহীত দেখিয়া পার্ব্বতীর কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইল। তখন সেই সাধ্বী, না অভীষ্টদেবের দর্শন হইল, না ব্রতের ফল লাভ হইল, এইরূপ দুর্গতির বিষয় মনে মনে চিন্তা করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যতা হইলেন। এই অবসরে পার্ব্বতীর সহিত দেবগণ তৎক্ষণাৎ আকাশে সমুজ্জ্বল একটি তেজোরাশি দর্শন করিলেন। উর্দ্ধগামী, কোটি-সূর্য্যসমপ্রভ, সেই তেজ দশদিক্ প্রজ্বলিত এবং দেব-গণযুক্ত কৈলাস পর্ব্বতকে উত্তপ্ত করিয়াছিল। সেই তেজোরাশি মণ্ডলাকৃতি অতি বিস্তীর্ণ এবং যাবৎ বস্তুকে প্রচ্ছন্ন করিয়াছিল। ভগবানের সেই তেজ দেখিয়া দেবতা সকলে একে একে স্তব করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু বলিলেন, যাঁহার লোমবিবরে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড, সেই মহাবিরাট্ যাঁহার ষোড়শাংশ তাঁহার নিকটে আমরা কে? ব্রহ্মা বলিলেন, যে উপযুক্ত দৃশ্যকে বেদই প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে সক্ষম; আমি তাঁহার স্তব করিতে বা বর্ণন করিতে কিরূপে সমর্থ হইব? আর সেই শ্রেষ্ঠ বস্তুর স্তবই বা কিরূপে করিব? মহাদেব বলিলেন;—আমি জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; যাহা জ্ঞান হইতে পর, সকলের অনির্ব্বচনীয় এবং স্বেচ্ছাময়, সেই বিভুকে কিরূপে স্তব করিব? ধর্ম্ম বলিলেন—যাহা স্বাভাবিক অদৃশ্য এবং অবতার অবস্থায় কেবল সকল জন্তুর দৃশ্য, সেই তেজোরূপ ভক্তানুগ্রহে দেহধারীর আমি কি প্রকারে স্তব করিব? দেবগণ বলিলেন, আমরা কে? তোমার অংশের অংশমাত্র, আমরা তোমার কিরূপে স্তব করিব? কারণ বেদও তোমার স্তব করিতে শক্ত নহে এবং স্বয়ং সরস্বতীও তোমার স্তব করিতে সমর্থ নহেন। মুনিগণ বলিলেন;—আমরা বেদ অধ্যয়ন করিয়াই বিদ্বান্ হইয়াছি; অতএব বেদের কারণ এবং বাক্য ও মনের অগোচর তোমাকে আমরা কিরূপে স্তব করিতে সমর্থ হইব? আমাদের বাক্যই বা কিরূপে তোমার স্তবে পর্য্যাপ্ত হইবে। ৯৬—১০১। সরস্বতী বলিলেন,—বেদবাদী পণ্ডিতগণ আমাকে বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তুমি বাক্য ও মন হইতেও পর; অতএব তোমাকে আমি কিরূপে স্তব করিতে সমর্থ হইব? সাবিত্রী বলিলেন;—হে নাথ! আমি বেদ প্রসব করিয়াছি বটে, কিন্তু আপনি পূর্ব্বে নিজ অংশদ্বারা আমাকে সৃজন করিয়াছেন। আপনি সমুদয় কারণের কারণ; আমি স্ত্রীলোক, আপনার কিরূপে স্তব করিব? লক্ষ্মী বলিলেন;—আমি তোমার অংশসম্ভূত বিষ্ণুর প্রিয়া; জগতের পোষণকারিণী; আমি আপনার অংশদ্বারা সৃষ্টা, আপনি জগতের মূল কারণ; আমি আপনার কি স্তব করিব? হিমালয় বলিলেন;—হে নাথ! আমি কর্ম্মবশে সম্পূর্ণ স্থাবর হইয়াছি, অতিশয় ক্ষুদ্র, আমাকে আপনার স্তব করিতে উদ্যত দেখিয়া পণ্ডিত লোক উপহাস করিতেছেন। আমি আপনার স্তব করিতে অক্ষম,—কিরূপে আপনার স্তব করিব? হে মুনে! এইরূপ একে একে সকল দেবগণ ও মুনিগণ স্তব করিয়া বিরত হইলেন। তাহার পর ব্রতের নিমিত্ত ধৌত বস্ত্র এবং জটাভারধারিণী, জলন্তদীপ-শিখারূপা ও মূর্ত্তিমতী তেজঃস্বরূপা তপস্যার ফলদাত্রী জগন্মাতা সতী, মহাদেবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, সেই সর্ব্ব-কারণ ব্রহ্মা-রাধ্য পরমাত্মাকে স্তব করিতে উদ্যতা হইলেন। ১০২—১০৮। পার্ব্বতী বলিলেন;—হে কৃষ্ণ! আপনি আমাকে জানেন, আমি আপনাকে জানিতে অসমর্থা। অথবা বেদজ্ঞ, বেদ বা বেদকারক, কে আপনাকে জানিতে পারে? যাহারা সাক্ষাৎ তোমার অংশস্বরূপ, তাহারাও তোমাকে জানিতে পারে না। যাহারা তোমার কণা অর্থাৎ অংশের অংশ তাহারা তোমাকে কিরূপে জানিবে? তোমার তত্ত্ব তুমিই জান, অন্যে তাহা কিরূপে জানিতে সমর্থ হইবে? কারণ তুমি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম এবং স্থূল হইতেও মহৎ স্থূল এবং তুমি বিশ্ব, বিশ্বরূপ, বিশ্বের বীজ এবং সনাতন; তুমি কার্য্য, তুমি কারণ এবং তুমি কারণেরও কারণ, তুমি ভগবান্ তেজঃস্বরূপ নিরাকার এবং নিরাশ্রয়; তুমি নির্লিপ্ত, নির্গুণ, সাক্ষী, আত্মারাম এবং পরাৎপর; তুমি প্রকৃতির ঈশ্বর, বিরাট্‌বীজ এবং তুমি ঐ বিরাটরূপ; সৃষ্টির নিমিত্ত তুমি আপনার কলা দ্বারা সগুণ এবং প্রাকৃতিকও হইয়া থাক; প্রকৃতি তুমি, পুরুষ তুমি; এই সংসারে তোমা ভিন্ন আর কিছুই নাই; তুমি জীব, সাক্ষী, ভোগী এবং আপনার প্রতিবিম্বও তুমি; কর্ম্ম তুমি, কর্ম্মের বীজ তুমি, কর্ম্মের ফলদাতাও তুমি; যোগিগণ, তোমার অমূর্ত্ত তেজেরই ধ্যান করিয়া থাকেন; আর কেহ কেহ বা চতুর্ভুজ শান্ত মনোহর লক্ষ্মীকান্তরূপও চিন্তা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবেরা তোমাকে সাকার কমনীয় মনোহর শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর পীতাম্বররূপে চিন্তা করেন। দ্বিভুজ, কমনীয়, কিশোর, শ্যামসুন্দর, শান্ত, গোপাঙ্গনাকান্ত, রত্নভূষণে ভূষিত অথচ তেজস্বিরূপ আপনাকে ভক্তগণ আনন্দ-সহকারে সর্ব্বদা সেবা করেন। তেজস্বী না হইলে যোগিগণ আপনাকে চিন্তা করিবেন কেন? আমি পূর্ব্বকালে অসুরদিগের বধের নিমিত্ত ব্রহ্মাকর্ত্তৃক স্তুত

হইয়া তোমার সেই তেজোধারী দেবগণের তেজে আবির্ভূতা হইয়াছিলাম। আমি নিত্যা, তোমার তেজঃস্বরূপা হইয়াও মনোহর স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূতা হইয়াছিলাম। আমি তোমার মায়াস্বরূপা, মায়া দ্বারা সেই সকল অসুরগণকে মোহিত করিয়া তাহাদিগের বধ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে গমন করি। ১০০—১১০। তাহার পর তারকাসুরপীড়িত দেবগণকর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া দক্ষজায়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করি এবং সে জন্মেও মহাদেবের পত্নী হই। পরে দক্ষের যজ্ঞে শিবনিন্দা শ্রবণপূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিয়া স্বীয়-কর্ম্মবশে হিমালয়ের পত্নীর উদরে জন্ম লাভ করি। এ জন্মেও অনেক তপস্যা করিয়া শিবকে প্রাপ্ত হই। সেই যোগী বিভু শিব, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া আমার পাণিগ্রহণ করেন; কিন্তু দেবতাদিগের মায়ায় আমি মহাদেবের শৃঙ্গারজনিত বীর্য্য লাভ করিতে অক্ষমা হই। এই নিমিত্ত হে দেবেশ! আমি পুত্রাভাবজন্য দুঃখে দুঃখিতা হইয়া আপনার স্তব করিতেছি। সম্প্রতি এই ব্রতে আপনার সদৃশ পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছা করি। হে দেবেশ! সমস্ত বেদে এই ব্রতে নিজ স্বামী দক্ষিণা-রূপে নিহিত হইয়াছে। হে কৃপাসিন্ধো! এই সকল শুনিয়া আমাকে কৃপা করুন। হে নারদ! পার্ব্বতী এই কথা বলিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন। যে ব্যক্তি এই ভারতে সুসংযত হইয়া পার্ব্বতীকৃত এই স্তব শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই বিষ্ণুতুল্য পরাক্রমশালী সৎপুত্র লাভ করে। এক বৎসর কাল হবিষ্যাশী হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীহরির অর্চ্চনা করিলে, পুণ্যক ব্রতের ফল লাভ হয়, সে বিষয়ে সংশয় নাই। হে ব্রহ্মন্! এই বিষ্ণুস্তোত্র সকলসম্পত্তিবর্দ্ধনকারী, সুখদ, মোক্ষদ, সাররূপ, স্বামি-সৌভাগ্য-বর্দ্ধন, সর্ব্ব-প্রকার সৌন্দর্য্যের বীজ, যশোরাশির বর্দ্ধক। ইহা হরিভক্তিপ্রদ, তত্ত্বজ্ঞান এবং বুদ্ধির বর্দ্ধন-কারী। ২২১—১৩১।

গণেশখণ্ডে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, পার্ব্বতীর স্তব শুনিয়া ভগবান্ করুণানিধি শ্রীকৃষ্ণ সকলের অদৃশ্য সুদুর্লভ নিজ রূপ পার্ব্বতীকে দেখাইয়াছিলেন। কৃষ্ণের প্রতি একাগ্র-চিত্তা দেবী পার্ব্বতী ধ্যাননিমগ্না হইয়া সেই তেজো-রাশির মধ্যে সংসারের বিমোহনরূপ—শ্রেষ্ঠ রত্নসার-নির্ম্মিত হীরকখচিত মাণিক্যমালাযুক্ত রত্নময় রথের উপর দর্শন করিয়াছিলেন। সে মূর্ত্তি বহ্নিসংশুদ্ধ-পীতাম্বরধর, বংশীধারী, গলদেশে বনমালাবিশিষ্ট, শ্যামবর্ণ এবং রত্নভূষণে ভূষিত। তাহার কিশোর বয়স, বিচিত্র বেশ, শরীর চন্দনার্চ্চিত, মুখে মনোহর মন্দমন্দ হাস্য; আর সেই মুখ শরৎকালীন চন্দ্রের বিনিন্দক; তাহার মস্তকে মালতীমালাযুক্ত ময়ূর-পুচ্ছের চূড়া; উহা গোপাঙ্গনার মনোহর এবং তাহার বক্ষঃস্থলের উজ্জ্বলকারী; কোটিকন্দর্পের লাবণ্যের লীলাধাম, মনোহর, অতিশয় সুন্দর, সকলের ইষ্ট এবং ভক্ত-জনের অনুগ্রহকারী। রূপবতী পার্ব্বতী সেই রূপ দেখিয়া মনে মনে তদনুরূপ পুত্র কামনা করিয়াছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বর প্রাপ্ত হইলেন। সেই সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু সমুদয় মনোভিলষিত বর দান করিয়া এবং দেবতাদিগকে আপনার আপনার অভীষ্ট দান করিয়া, সেই তেজোময় রূপ অন্তর্হিত করিলেন। অনন্তর দেবগণ, সনৎকুমারকে বুঝাইয়া সানন্দচিত্তে প্রহৃষ্টা পার্ব্বতী দেবীকে নিরুপম কিঙ্করকে প্রত্যর্পণ করিলেন। ১—১০। তখন সেই বিশ্ববন্দিত দুর্গা বিপ্র, বন্দী ও ব্রাহ্মণদিগকে নানাবিধ রত্ন ও সুবর্ণ দান করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ, দেবগণ এবং পর্ব্বতগণকে ভোজন করাইলেন; সর্ব্বোত্তম উপহার দ্বারা শঙ্করের পূজা করিলেন; দুন্দুভি বাজাইতে বলিলেন, মঙ্গলকার্য্য করাইলেন এবং মনোহর হরিনাম সঙ্গীত করাইলেন। দুর্গা ব্রত সমাপ্ত করিয়া, সস্মিত বদনে বহু দান করিয়া সকলকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং স্বামীর সহিত ভোজন করিলেন। সকলকে একে একে কর্পূরাদিসুবাসিত মনোহর তাম্বূল দান করিয়া স্বামীর সহিত স্বয়ং তাম্বূল ভোজন করিলেন। তদনন্তর সেই পরমেশ্বরী দুর্গা, পুষ্পচন্দনসংযুক্ত, কস্তূরীকুঙ্কুমান্বিত, সদ্রত্ননির্ম্মিত, দুগ্ধফেননিভ রমণীয় শয্যায় স্বামীর সহিত শয়ন করিলেন। সেই সুরসিকা অম্বিকা—সুগন্ধিকুসুমাক্ত বায়ুদ্বারা সুরভীকৃত, ভ্রমর-ধ্বনিসংযুক্ত, পুংস্কোকিলশব্দে নিনাদিত, কৈলাস পর্ব্বতের একদেশে সুরম্য চন্দন-কাননে স্বামীর সহিত বিহার করিয়াছিলেন। এইরূপ বহুবিধ বিহারের পর রেতঃপতনসময়ে বিষ্ণু নিজমায়ায় ব্রাহ্মণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই কেলিগৃহে আগমন করিলেন। হে মুনে! সে মূর্ত্তি যেন দারিদ্র্যবশতঃ অতিশয় কুৎসিত; তৈল ব্যতীত তাহার কেশসকল রুক্ষ, সে কুৎসিতবস্ত্রযুক্ত, ভিক্ষুকাকার, দাঁতগুলি অত্যন্ত শুক্ল, তৃষ্ণায় কাতর, শরীর অত্যন্ত কৃশ, ললাটে একটি উজ্জ্বল তিলক; সে দীনভাবাপন্ন এবং কাকুস্বরযুক্ত। সেই অতি দুর্ব্বল অতিবৃদ্ধ, অঙ্গের

প্রার্থক হইয়া রতিগৃহের দ্বারদেশে দণ্ডাবলম্বন করিয়া মহাদেবকে আহ্বান করিতে লাগিল। ১১—২২। ব্রাহ্মণ বলিল, হে মহাদেব! আপনি কি করিতেছেন? আমি শরণাগত, আমাকে রক্ষা করুন। সপ্ত রাত্রি আমি উপবাস ব্রত করিয়া আছি, এক্ষণে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া পারণ প্রার্থনা করিতেছি। হে করুণা-নিধে! পিতঃ! মহাদেব! আপনি কি করিতেছেন? এই জরাগ্রস্ত, তৃষ্ণাপীড়িত বৃদ্ধের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন। হে অনন্তরত্নোদ্ভবনন্দিনি! মাতদুর্গে! একবার উঠুন, আমাকে অন্ন এবং সুবাসিত জল দান করুন। আমি শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন। মাতদুর্গে! আপনি জগতের মাতা; আমি কিছু জগৎ ছাড়া নহি। তবে কেন নিজের মা থাকিতে আমি তৃষ্ণায় অবসন্ন হইতেছি। এইরূপ কাকুস্বর শ্রবণ করিয়া শিব যেমন গাত্রোত্থান করিবেন, অমনি তাঁহার বীর্য্য পার্ব্বতীর যোনিতে পতিত না হইয়া শয্যায় পতিত হইল। পার্ব্বতী ত্রস্তভাবে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন; তখন শঙ্কর পার্ব্বতীর সহিত রতিগৃহের দ্বারদেশে আগমন করিলেন। ২৩—২৮। তাঁহারা বাহিরে আসিয়া লুলিত-গাত্র, দণ্ডধারী, আনত, বার্দ্ধক্যে পরি-পীড়িত, তপস্বী, অশান্ত, শুষ্ক-কণ্ঠোষ্ঠতালুবিশিষ্ট এবং পরম ভক্তিসহকারে তাঁহাদের দুজনের স্তব করিতে নিরত, দীনভাবাপন্ন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিলেন। নীলকণ্ঠ মহাদেব তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হইয়া, একটু হাস্য করিয়া, পরমপ্রীতিসহকারে তাহাকে সুধাসদৃশ মিষ্ট বাক্যে বলিলেন, হে বেদবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ! বিপ্রর্ষে! তোমার গৃহ কোথায়? তোমার নাম কি? সম্প্রতি শীঘ্র আমি ইহা জানিতে ইচ্ছা করি। ২৯—৩২। পার্ব্বতী বলিলেন, হে বিপ্র! আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? আপনি আমার ভাগ্য-ক্রমেই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আজ আমার জন্ম সফল; যে হেতু ব্রাহ্মণ অতিথি। যে ব্যক্তি অতিথির পূজা করে, সেই ব্যক্তি ত্রিজগতের পূজা করে; কারণ হে দ্বিজ! সেই অতিথিতেই দেব, ব্রাহ্মণ এবং গুরুগণ অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। অতিথির চরণে নিশ্চয় তীর্থ সকল অবস্থান করে। গৃহী ব্যক্তি অতিথির চরণধৌতজলে মিশ্রিত সমুদয় তীর্থ লাভ করে। যে ব্যক্তি আপনার শক্তি অনুসারে অতিথির যথোচিত পূজা করে, সে নিখিলতীর্থস্নানের এবং সমুদয় যজ্ঞে দীক্ষার ফল লাভ করে। যে ব্যক্তি, এই ভারতবর্ষে ভক্তিপূর্ব্বক অতিথি পূজা করে, তৎকর্তৃক এই ভূমিতলে সমুদয় মহাদান কৃত হয়। বেদে যে সকল নানাবিধ কর্ম্মের বিধান হইয়াছে, সে সমুদয় কর্ম্ম অতিথিসেবার ষোড়শ কলার এক কলাও প্রাপ্ত হইবার যোগ্য নয়। অতিথি অপূজিত হইয়া যাহার গৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহার গৃহ হইতে পিতৃগণ এবং সুরগণ অপূজিত হইয়া গমন করেন। ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যে সকল গুরুতর পাপ আছে, ঈপ্সিত অতিথির পূজা না করিলে মনুষ্য সেই সকল পাপ লাভ করে। ৩৩—৪০। ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে বেদজ্ঞে! আপনি বেদ জানেন, বেদোক্ত পূজা করুন। হে মাতঃ! আমি ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় পীড়িত। বেদে এই বাক্য কথিত হইয়াছে যে, ব্যাধিযুক্ত, নিরাহার এবং অভুক্তব্রতী, এই সকল মনুষ্য আপনার ইচ্ছানুরূপ আহার করিতে অভিলাষ করে। পার্ব্বতী বলিলেন, হে বিপ্র! ত্রৈলোক্যে দুর্লভ এমন কোন বস্তু ভোজন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, আপনি আমার সাক্ষাতে উহা ভোজন করিয়া আমার জন্ম সফল করুন। ৪১—৪৩॥ ব্রাহ্মণ বলিলেন, হে সুব্রতে! আপনি ব্রতকালে সর্ব্বপ্রকার উপহার প্রস্তুত করিয়াছেন, আমি তাহা শুনিয়া বহুবিধ অভীপ্সিত মিষ্ট অন্ন ভোজন করিতে আগমন করিয়াছি। হে সুব্রতে! আমি তোমার পুত্র; অগ্রে আমায় ত্রৈলোক্যের দুর্লভ মিষ্ট বস্তু দান করিয়া পূজা কর। হে সাধ্বি! বেদবাদিগণ পঞ্চবিধ পিতা, নানাপ্রকার মাতা এবং পঞ্চপ্রকার পুত্রের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিদ্যাদাতা, অন্নদাতা, বিপদ্ হইতে ত্রাণকর্ত্তা, জন্মদাতা এবং কন্যাদাতা অর্থাৎ শ্বশুর, বেদে মনুষ্যদিগের এই পাঁচ প্রকার পিতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে গুরুপত্নী, গর্ভধাত্রী, স্তন্যদাত্রী, পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা, বিমাতা, পুত্রের ভার্য্যা এবং অন্নদানকর্ত্রী, ইহাঁরা মাতা বলিয়া নির্দ্দিষ্টা হইয়াছেন। ভৃত্য, শিষ্য, পোষ্য, ঔরস এবং শরণাগত এই পাঁচ প্রকার পুত্র। হে সতি! ইহাদের মধ্যে ভৃত্য প্রভৃতি চারটি ধর্ম্মপুত্র মাত্র; কেবল ঔরসই ধনাধি-কারী। হে মাতঃ! আমি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় পীড়িত, বৃদ্ধ এবং শরণাগত। আপনি বন্ধ্যা, এই নিমিত্ত আমি আপনার একটি অনাথ পুত্র। পিষ্টক, পরমান্ন, সুপক্ক ফল, কাল এবং দেশোদ্ভব নানাবিধ মিষ্টদ্রব্য, পক্কান্ন, স্বস্তিক, ক্ষীর, ইক্ষু, ইক্ষুর বিকার হইতে উৎপন্ন দ্রব্য, ঘৃত, দধি, শালি-অন্ন, ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন, ভাজা তিলের গুড়মিশ্রিত লড্ডুক, সুধা, যাবক, হে ঈশ্বরি! আমি এই সকল বস্তু তোমার আছে জানি। কর্পূরাদিবাসিত রম্য শ্রেষ্ঠ তাম্বূল, সুবাসিত, সুনির্ম্মল

স্বাদুজল, এই সকল অনেক প্রকার উত্তম উত্তম দ্রব্য আছে। হে অনন্ত-রত্নোদ্ভবতনয়ে! আমাকে ঐ সকল দ্রব্য এত পরিমাণে দান কর, যাহাতে আমার উদর লম্বমান হয়। আপনার স্বামী ত্রিজগতের কর্ত্তা এবং সকল সম্পদের দাতা; আপনি মহালক্ষ্মীস্বরূপা এবং সমুদয় ঐশ্বর্য্যের দানকর্ত্রী। রত্নসিংহাসন, অমূল্য রত্নভূষণ, সুদুর্লভ এবং বহ্নিশুদ্ধ সুচারু বস্ত্র এ সকল আমাকে দান করুন। হে সতি! আপনি আমাকে সুদুর্লভ হরি-মন্ত্র এবং সুদৃঢ় হরিভক্তিও দান করিবেন। আপনি সদা সর্ব্বদায়িনী হরিপ্রিয়া এবং হরির শক্তিস্বরূপা। ৪৪—৫৮। হে মাতঃ! মৃত্যুঞ্জয়নামক জ্ঞান, সুখ-প্রদা দাতৃশক্তি এবং সর্ব্ববিবরিণী সিদ্ধি; এ সকল আমাকে দান করুন, নিজের পুত্রে অদেয় কি আছে? হে সর্ব্বশ্রেষ্ঠে দেবি! আমার মনকে সুনির্ম্মল এবং সর্ব্বদা ধর্ম্ম ও তপস্যায় নিরত করিবেন; কিন্তু জন্ম-হেতু কামে আসক্ত করিবেন না। স্বীয় কাম হইতে লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং কর্ম্ম হইতেই ভোগ হয়। ভোগ দুই প্রকার—শুভ এবং অশুভ। তাহাই সুখ ও দুঃখের হেতু। হে জগদম্বিকে! অকস্মাৎ দুঃখ উপস্থিত হয় না, সুখও অকস্মাৎ উপস্থিত হয় না। সুখ-দুঃখ, এ উভয়ের মূল স্বকর্ম্ম;—এই জন্য পণ্ডিতগণ স্বকর্ম্ম হইতে বিরত হন। পণ্ডিতগণ অতিশয় আনন্দসহকারে কর্ম্মকে নির্ম্মূলিত করেন, এবং তপস্যা দ্বারা হরি-চিন্তন মানসে হরি-ভক্তের সহিত সর্ব্বদা মিলিত হন। ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত-দ্রব্যসংযোগে যে সুখ হয়, তাহা যে পর্য্যন্ত ঐ দ্রব্যের ধ্বংস না হয়, সেই পর্য্যন্তই থাকে; কিন্তু হরি-কথা কীর্ত্তন জন্য যে সুখ হয়, তাহা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। হে সতি! যাহারা সর্ব্বদা হরি স্মরণ করে, তাহাদের আয়ুঃক্ষয় হয় না। তাহাদের উপর কাল বা মৃত্যুঞ্জয় কেহই আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে না। যাহারা হরিভক্ত, তাহারা চিরজীবী হইয়া চিরকাল বর্ত্তমান থাকে এবং সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি বিজ্ঞাত হইয়া স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র গমন করিতে সক্ষম হয়। হরিভক্ত-গণ, জাতিস্মর হয় এবং কোটি জন্মের কথা জানিতে পারে ও কোটি জন্মের কথা বলিতে পারে; তাহারা আনন্দসহকারে আপনার ইচ্ছানুক্রমে জন্ম গ্রহণ করে। ৫৯—৬৭। তাহারা স্বয়ং পূত এবং আপনার সঙ্কার দ্বারা তীর্থ সকলকে পবিত্র করে। বৈষ্ণবদিগের পদস্পর্শে বসুন্ধরা তৎক্ষণাৎ পবিত্রা হয়। তাঁহারা গোদোহনমাত্রকাল যেখানে অবস্থান করেন, তাহাই তীর্থ হয়। যাহার কর্ণে গুরুর মুখ হইতে বিষ্ণুমন্ত্র প্রবেশ করে, পুরাবিদ্গণ তাহাকে তীর্থপূত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সে ব্যক্তি আপনার ভক্তি-বলে অবলীলাক্রমে আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী শত এবং পরবর্ত্তী শত পুরুষ সোদরগণ ও মাতাকে উদ্ধার করে। মাতামহকুলে দশ পূর্ব্ব পুরুষ, দশ পরপুরুষকে এবং মাতার মাতাকে কঠোর যম-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করে। যে কোন মনুষ্য ভক্তদর্শন-সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের সর্ব্বতীর্থে গমন এবং সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ার ফল হয়। যেরূপ অগ্নি সকল প্রকার দ্রব্য ভক্ষণ করিয়াও অপবিত্র হন না, যেরূপ বায়ু সকল দ্রব্য স্পর্শ করিয়াও অপবিত্র হয় না, সেইরূপ যে সকল ভক্তের মন সর্ব্বদা হরিচিন্তায় নিরত, তাঁহারা কোন পাতকে লিপ্ত হন না। জীব ত্রিকোটি জন্মের পর মনুষ্য-জন্ম লাভ করে। কোটি মনুষ্যজন্মের পর মনুষ্য, ভক্তসঙ্গ লাভ করে। হে সতি! জীব-গণের ভক্তের সঙ্গে ভক্তির অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। অভক্ত দর্শনমাত্রেই সেই অঙ্কুর শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়। বৈষ্ণব-দিগের সহিত আলাপমাত্রেই সেই অঙ্কুর আবার প্রফুল্ল হয় এবং সেই অঙ্কুর অবিনাশী হইয়া প্রতি-জন্মে বর্দ্ধিত হয়। হে সতি! সেই বৃক্ষ ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হইলে তাহাতে হরির দাস্যরূপ ফল হয়। শেষে সেই ভক্তি পরিণত হইলে হরির পার্ষদভাব-প্রাপ্তি হয়। ৬৮—৭৮। মহাপ্রলয়ে সমুদয় সৃষ্টবস্তুর সংহারে, ব্রহ্মলোকের এমন কি ব্রহ্মারও নাশ হইলে তাহার নাশ হয় না; ইহা নিশ্চিত। হে নারায়ণা-ম্বিকে! আমাকে নারায়ণে ভক্তি দান কর। হে বিষ্ণুমায়ে! তোমার কৃপা ব্যতীত কখনই বিষ্ণুভক্তি হয় না। তোমার ব্রত কেবল লোকশিক্ষার্থ; এইরূপ তোমার তপস্যা ও তোমার পূজাও লোকদিগকে শিক্ষা দানার্থমাত্র। তুমি সকল কর্ম্মের ফলদায়িনী, নিত্য-রূপা এবং সনাতনী। কল্পে কল্পে শ্রীকৃষ্ণ, গণেশরূপে তোমার আত্মজ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন; এবং ঐ রূপে শীঘ্রই তোমার ক্রোড়ে আসিতেছেন; এই কথা বলিয়া সেই ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হইলেন। ঈশ্বর অন্ত-র্হিত হইয়াই বালকরূপ ধারণপূর্ব্বক গৃহের অভ্যন্তর-স্থিত পার্ব্বতীর শয্যায় গমন করিলেন। তিনি তল্প-তলস্থিত শিববীর্য্যে মিশ্রিত হইয়া সদ্যঃ প্রসূত বালকের মত গৃহের উপর দিকে দেখিতে লাগিলেন। সেই বালকের বর্ণ বিশুদ্ধচম্পকসদৃশ, প্রভা কোটি-চন্দ্রের মত সুখ-দৃশ্য এবং চক্ষুর জ্যোতির্বর্দ্ধনকারী। বালকের শরীর অতি সুন্দর; এমন কি কামদেবেরও

মোহনকারী। তাঁহার মুখ নিরুপম এবং শরৎকালীন চন্দ্রেরও বিনিন্দক। ৭৯—৮৬। তাঁহার লোচনদ্বয় অতিশয় সুন্দর, সুচারু পদ্মও তাহার নিকটে লজ্জিত হয়; ওষ্ঠাধর পক্কবিম্ব অপেক্ষাও অধিক শোভমান। তাঁহার কপাল ও কপোল অতিশয় মনোহর; নাসার অগ্রভাগ গরুড়ের চঞ্চু অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। তাঁহার সকল অবয়বই অতিসুন্দর—ত্রৈলোক্যে উপমারহিত। বালক সেই শয্যায় শয়ন করিয়া হস্তপাদ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। ৮৭—৭৯।

গণেশখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! [illegible] অন্তর্হিত হইলে দুর্গা এবং শঙ্কর ব্রাহ্মণের অন্বেষণ করত পুরের চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী বলিলেন হে বিপ্রেন্দ্র! আপনি অতি [illegible] ক্ষুধাতুর হইয়া কোথায় গমন করিলেন? হে তাত! হে বিভো! একবার দর্শন দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন। হে শিব! আপনি শীঘ্র উঠুন, ব্রাহ্মণের অন্বেষণ করুন। আমরা একটু অন্যমনস্ক হইলেই আমাদের সম্মুখেই তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন। অতিথি ঈশ্বরস্বরূপ। সেই ক্ষুধার্ত্ত অতিথি যদি গৃহীর গৃহ হইতে পূজা গ্রহণ না করিয়া গমন করেন, তবে সে গৃহস্থের জীবনই বৃথা। পিতৃলোক, তাহার পিণ্ড দান এবং তর্পণ গ্রহণ করেন না; অগ্নি, তাহার আহুতি গ্রহণ করেন না এবং দেবলোক তাহার পুষ্প ও জল গ্রহণ করেন না। অশুচি ব্যক্তির হব্য, পুষ্প, জল এবং দ্রব্য সকল মদের তুল্য। তাহার দত্ত পিণ্ড অমেধ্য এবং তাহার স্পর্শ পুণ্যনাশক। ইত্যবসরে সেই স্থানে আকাশবাণী হইল। বৈক্লব্যযুক্তা শোকাতুরা দুর্গা সেই আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন, সেই আকাশবাণী এইরূপ হইল,—"হে জগন্মাতঃ! শান্তা হউন। যে নিত্য তেজোময় পুরুষকে যোগিগণ সর্ব্বদা আনন্দসহকারে ধ্যান করেন, আপনার গৃহে সেই পরিপূর্ণতম পরাৎপর সনাতন গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণকে পুণ্যক ব্রতের ফলের স্বরূপ নিজ পুত্ররূপে দর্শন করুন। যাঁহাকে বৈষ্ণবগণ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ, সর্ব্বদা ধ্যান করেন এবং প্রতিকল্পে যাঁহার পূজা সকলের অগ্রে হইয়া থাকে, যাঁহার স্মরণমাত্রে সমুদয় বিঘ্ন বিনষ্ট হয়, সেই পুণ্যরাশি-স্বরূপকে গৃহে গিয়া আপনার পুত্ররূপে দর্শন করুন! আপনি প্রতিকল্পে যে সনাতন জ্যোতিঃস্বরূপের ধ্যান করেন, সেই ভক্তজনের অনুগ্রহের নিমিত্ত শরীরধারী মুক্তিদাতা পুরুষকে আপনার পুত্ররূপে দর্শন করুন। আপনার বাঞ্ছাপূর্ত্তির বীজ, তপঃকল্পতরুর ফলস্বরূপ, কোটি-কন্দর্পের দর্পহারী সুন্দর নিজ পুত্র দর্শন করুন। ১—১৩। তিনি ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ নহেন, সাক্ষাৎ জনার্দ্দন ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। হে দুর্গে! কেন বিলাপ করিতেছেন? সেই রূপই [illegible] আর অতিথিই বা কোথায়?" হে নারদ! আকাশ-বাণী এই কথাগুলি বলিয়াই নিস্তব্ধ হইল [illegible] আকাশবাণী শ্রবণমাত্র [illegible] গমন করিয়া আনন্দসহকারে [illegible] দর্শন করিলেন। সেই বালক [illegible] প্রভা শতচন্দ্রসদৃশ; [illegible] মহীতলকে উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে। দেখিলেন, সে বালক শয্যাতলে শুইয়া শুইয়াই ঘুরিতেছে আনন্দে আপনার ইচ্ছানুসারে মিট মিট করিয়া চাহিতেছে এবং স্তনপানার্থী হইয়া যেন উমা উমা শব্দ করিয়া কাঁদিতেছে। সর্ব্বমঙ্গলা পার্ব্বতী, সেই অদ্ভুত রূপ দর্শন করিয়া, ত্রস্তভাবে শঙ্করের নিকটে গমন করিয়া সেই প্রাণেশ্বরকে মঙ্গলসংবাদ প্রদান করিলেন। ১৪—১৮। পার্ব্বতী বলিলেন, প্রাণেশ্বর! একবার গৃহে আসুন, তপস্যার ফলদাতা বলিয়া [illegible] যাঁহার চিন্তা করেন, গৃহে আসিয়া [illegible] দর্শন করুন। পুৎ নামক নরকের ত্রাণকারক, [illegible] পুণ্যবীজ মহোৎসবরূপ পুত্রের মুখ শীঘ্র দর্শন করুন। সর্ব্বতীর্থে স্নান এবং নিখিল যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়া, এই উভয়ই পুত্রদর্শনের ষোড়শ কলার তুল্য নয়। সকল প্রকার দানদ্বারা যে পুণ্য উৎপন্ন হয় এবং পৃথিবী দক্ষিণা দান করিলে যে পুণ্য হয়, এই [illegible]—পুত্রদর্শনজন্য পুণ্যের ষোড়শকলার তুল্য নয়। সকল প্রকার তপস্যাদ্বারা যে পুণ্য হয়, অনশন ব্রত গ্রহণ করিলে যে পুণ্য—এ উভয়ও সৎপুত্র-উৎপত্তিজনিত পুণ্যের ষোড়শকলার তুল্য নয়। পার্ব্বতীর বাক্য শুনিয়া মহাদেব প্রহৃষ্টমানসে শীঘ্র নিজ কান্তার সহিত আপন ভবনে আগমন করিলেন; তথায় তল্পতলে তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ নিজপুত্রকে দর্শন করিলেন; যে রূপ সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করে, পুত্রের রূপও সেইরূপ মনোহর। দুর্গা তল্পতল হইতে সেই পুত্রকে গ্রহণপূর্ব্বক আপনার বক্ষের উপর রাখিয়া, আনন্দসাগরে নিমগ্না হইয়া, তাঁহাকে চুম্বন করিতে

শিবকে এই কথা বলিলেন, বৎস! সহসা শ্রেষ্ঠ ধন লাভ করিয়া দরিদ্রজনের অন্তঃকরণ যেমন আনন্দে পূর্ণ হয়, সেইরূপ অমূল্য রত্নস্বরূপ তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমার মনও আনন্দপূর্ণ হইয়াছে। ১৯—২১। ...বহুদিনের পর আগমন করিলে স্ত্রীর মন যেমন হর্ষে পরিপূর্ণ হয়, পুত্র লাভ করিয়া আমার মনও সেইরূপ হইয়াছে। বহুদিন বিদেশগত পুত্রকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া অসুখিনী একপুত্রা যেরূপ সন্তুষ্টা হয়, সম্প্রতি আমিও সেইরূপ সন্তুষ্টা হইয়াছি মনুষ্য, অনেক দিনের হারান রত্ন পুনর্ব্বার লাভ করিয়া যেমন সুখী হয়, অনাবৃষ্টিকালে সুবৃষ্টি পাইয়া যেরূপ সুখী হয়, পুত্র লাভ করিয়া আমি সেইরূপ সুখী হইয়াছি। অনেক দিন অবধি নিরাশ্রয়ে স্থিত অন্ধের সুনির্ম্মল চক্ষুলাভ হইলে মন যেরূপ পূর্ণ হয়, আমার মনও আজ সেইরূপ পূর্ণ হইয়াছে। ... ঘোরসঙ্কটে পূর্ণসাগরে পতিত ব্যক্তির মন, নাবিকের সহিত নৌকা লাভ করিয়া যেরূপ পূর্ণ হয়, আমার মনও সেইরূপ পূর্ণ হইয়াছে। সুশীতল এবং সুবাসিত জল লাভ করিয়া তৃষ্ণায় সুচির-শুষ্ককণ্ঠ ব্যক্তির মন যেরূপ পূর্ণ হয়, আমার মনও সেইরূপ হইয়াছে। দাবাগ্নিমধ্যে পতিত এবং নিরাশ্রয়ে স্থিত ব্যক্তির মন, অগ্নিশূন্য আশ্রয় লাভ করিয়া যেরূপ পূর্ণ হয়, আমার মনও সেইরূপ হইয়াছে। সম্মুখে শোভন অন্ন দেখিয়া চিরবুভুক্ষিত ব্রতোপবাসকারীর মন যেরূপ পূর্ণ হয়, আমার মনও সেইরূপ হইয়াছে। পার্ব্বতী এইরূপ নানা কথা বলিয়া আপনার বালককে কোলে লইয়া পরম পরি-তুষ্টমানসে স্তন দান করিলেন। ভগবান্ শঙ্করও প্রহৃষ্টমনে বালককে ক্রোড়ে করিলেন এবং তাহার গণ্ডস্থল চুম্বন করিয়া বেদোক্ত আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। ২৭—৩৭।

গণেশখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, সেই দম্পতী বাহিরে আগমন করিয়া পুত্রের মঙ্গলের নিমিত্ত আনন্দিতচিত্তে নানাবিধ রত্ন ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। শঙ্কর বন্দী এবং ভিক্ষুকগণকে নানাবিধ দ্রব্য দান করিলেন এবং নানাবিধ বাদ্য বাজাইলেন। হিমালয় ব্রাহ্মণগণকে লক্ষ রত্ন, সহস্র শ্রেষ্ঠ হস্তী, তিন লক্ষ অশ্ব, দশলক্ষ গাভী, পঞ্চলক্ষ সুবর্ণ, শ্রেষ্ঠ মুক্তা মাণিক্য এবং মণি অন্যান্য দ্রব্য, বস্ত্র, ভূষণ এবং ক্ষীরোদসম্ভূত সর্ব্ব-প্রকার রত্ন দান করিলেন। বিষ্ণু কৌতুকযুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে কৌস্তুভ মণি দান করিলেন। ব্রহ্মা সানন্দচিত্তে ব্রাহ্মণগণের বাঞ্ছিত, সৃষ্টির মধ্যে দুর্লভ, বিশিষ্ট বস্তুসকল ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। ধর্ম্ম, সূর্য্য, শক্র, দেবগণ, মুনিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, পর্ব্বতগণ এবং দেবীগণ ক্রমে ক্রমে দান করিলেন। হে ব্রহ্মন্! ক্ষীরোদকন্যা লক্ষ্মী সানন্দচিত্তে সহস্র সহস্র পরশ, শত শত রুচক, শত শত কৌস্তুভ, শত শত হীরক, সহস্র সহস্র মাণিক্য, শত শত রত্ন, সহস্র সহস্র হরিদ্বর্ণ মণি, লক্ষ লক্ষ গোরত্ন, সহস্র গজরত্ন, অযুত শ্বেতবর্ণ অশ্বরত্ন, শতলক্ষ সুবর্ণ এবং বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র সকল ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। ১—১১। দেবী সরস্বতী ত্রিলোকে দুর্লভ অতিশয় নির্ম্মল, সারভূত, সূর্য্যকিরণ অপেক্ষাও উজ্জ্বল, পরিষ্কৃত, মাণিক্য এবং হীরকে বিরাজিত এবং মধ্যস্থলে কৌস্তুভদ্বারা শোভিত রমণীয় হার দান করিলেন। সাবিত্রী আনন্দসহকারে শ্রেষ্ঠ রত্নসারদ্বারা নির্ম্মিত ত্রৈলোক্যের সারভূত হার এবং সর্ব্বপ্রকার আভরণ দান করিলেন। কুবের সানন্দ-চিত্তে লক্ষ সুবর্ণলোষ্ট্র নানাবিধ ধন এবং শত অমূল্য রত্ন দান করিলেন। হে মুনে! তাঁহারা সকলে শিবের পুত্রোৎসবে ব্রাহ্মণদিগকে নানাপ্রকার দান করিয়া, পরম আনন্দযুক্ত হইয়া বালককে দেখিয়া-ছিলেন। ব্রাহ্মণ এবং বন্দিগণ ভার বহন করিতে অশক্ত হইয়া, অতিশয় কাতরভাবে পথে থাকিয়া থাকিয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধ ভিক্ষুকগণ বিশ্রান্তির সময় পূর্ব্ব পূর্ব্ব দাতার কথা বলিতে লাগিলেন এবং যুবগণ শুনিতে লাগিল। হে নারদ! তখন, বিষ্ণু প্রমুদিত হইয়া দুন্দুভি বাজাইতে বলিলেন; সঙ্গীত ও নর্ত্তন করাইলেন, বেদ ও পুরাণের পাঠ করাইলেন, মুনীন্দ্রগণকে আনাইয়া আনন্দসহ-কারে তাঁহাদিগের পূজা করাইলেন, তাহাদিগের দ্বারা মঙ্গল কার্য্য করাইলেন, তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে বলিলেন এবং স্বয়ং দেব ও দেবীগণের সহিত সেই বালককে শুভ আশীর্ব্বাদ দান করিলেন। ১২—২০। বিষ্ণু বলিলেন, হে বালক! তোমার শিবতুল্য জ্ঞান ও পরমায়ু হউক, আমার তুল্য পরাক্রম হউক এবং তুমি সকল সিদ্ধির ঈশ্বর হও। ব্রহ্মা বলিলেন, তোমার যশদ্বারা জগৎ পূর্ণ হইবে; তুমি অচিরে সর্ব্বপূজ্য হও, সকলের অগ্রে তোমার দুর্লভ পূজা হইবে। ধর্ম্ম বলিলেন, আমার তুল্য ধর্ম্মিষ্ঠ,

সর্ব্বজ্ঞ, দয়াযুক্ত, হরিভক্ত এবং হরিতুল্য হও। মহাদেব বলিলেন, হে প্রাণবল্লভ! তুমি আমার তুল্য দাতা, হরিভক্ত, বুদ্ধিমান্, বিদ্যাবান্, পুণ্যবান্, শান্ত এবং দান্ত হও। লক্ষ্মী বলিলেন, তোমার গৃহে এবং দেহে নিত্য আমার স্থিতি হউক এবং আমার মত মনোহরা, শান্তস্বভাবা এবং পতিব্রতা কান্তালাভ হউক। সরস্বতী বলিলেন, হে পুত্র! আমার ন্যায় সুকবিত্ব, ধারণাশক্তি, স্মৃতিশক্তি এবং অতিশয় বিবেচনাশক্তি হউক। সাবিত্রী বলিলেন, হে বৎস! আমি বেদজননী, তুমি অচিরকালের মধ্যে বেদজ্ঞাতা, আমার মন্ত্রজপে নিরত এবং বেদবাদীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হও। হিমালয় বলিলেন, নিত্য তোমার শ্রীকৃষ্ণে মতি এবং তোমার শাশ্বতী কৃষ্ণভক্তি হউক এবং তুমি কৃষ্ণতুল্য ঐশ্বর্য্যশালী ও কৃষ্ণপরায়ণ হও। মেনকা বলিলেন, তুমি সমুদ্রতুল্য গম্ভীর, কামতুল্য রূপবান্, শ্রীপতিতুল্য শ্রীযুক্ত এবং ধর্ম্মে সাক্ষাৎধর্ম্মের মত হও। পৃথিবী বলিলেন, তুমি আমার তুল্য ক্ষমাশীল, সকলের আশ্রয় এবং সমুদয় রত্নশালী হও। হে বৎস! তুমি বিঘ্নশূন্য, বিঘ্নবিনাশক এবং সকল শুভের আশ্রয় হও। ২১—৩০। পার্ব্বতী বলিলেন, তুমি তোমার পিতার মত মহাযোগী, সিদ্ধ, সিদ্ধিপ্রদ, শুভ, মৃত্যুঞ্জয়, ঐশ্বর্য্যশালী এবং সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হও। নারায়ণ বলিলেন, এইরূপে ঋষিগণ, মুনিগণ, সিদ্ধগণ; ইহাঁরা সকলে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ব্রাহ্মণ এবং বন্দিগণ মঙ্গল প্রয়োগ করিলেন। হে বৎস! সকল মঙ্গলের মঙ্গল, সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন গণেশের জন্ম সম্বন্ধে সকল কথাই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি সুসংযত হইয়া এই মঙ্গলকর অধ্যায় শ্রবণ করে, সে সকল মঙ্গলসংযুক্ত এবং সকল মঙ্গলের আলয় হয়; অপুত্র ব্যক্তি পুত্র লাভ করে; নির্ধন ব্যক্তি ধন লাভ করে; কৃপণ অর্থাৎ দুর্ব্বল ব্যক্তি সম্পদ্বর্দ্ধক স্থায়ী সত্ত্ব লাভ করে; ভার্য্যার্থী ভার্য্যা লাভ করে; প্রজার্থী প্রজা লাভ করে; রোগী আরোগ্য লাভ করে এবং দুর্ভগা সৌভাগ্য লাভ করে। এই অধ্যায় শ্রবণ করিলে ভ্রষ্ট পুত্র, নষ্ট ধন এবং প্রোষিত ভর্ত্তার লাভ হয়; এবং শোকাবিষ্ট সদানন্দ লাভ করে; এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। গণেশের সম্পূর্ণ আখ্যান শ্রবণ করিয়া মনুষ্য যে পুণ্য লাভ করে —হে মুনে! এই অধ্যায়মাত্র শ্রবণ করিয়া সেই ফল লাভ করে; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই মঙ্গলকর অধ্যায়, যাহার গৃহে রক্ষিত হয়, সে মনুষ্য সর্ব্বদা মঙ্গলযুক্ত হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি যাত্রাকালে বা পুণ্যাহে সমাহিতচিত্তে এই অধ্যায় শ্রবণ করে, গণেশের প্রসাদে সে সকল অভীষ্ট লাভ করে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৩১—৪০।

গণেশখণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, ভগবান্ হরি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সেই সভাস্থলে দেব ও মুনিগণের সহিত শ্রেষ্ঠ রত্ন-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার দক্ষিণ-ভাগে শঙ্কর, বামভাগে প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং সম্মুখে জগতের সাক্ষী ধর্ম্মিষ্ঠ ধর্ম্ম উপবেসন করিলেন। হে ব্রহ্মন্! ধর্ম্মের সমীপে আমরা দুই জন (নর ও নারায়ণ) এবং সূর্য্য, ইন্দ্র, চন্দ্র দেবগণ এবং মুনিগণ সকলে সুখকর আসনে উপবেশন করিলেন। নর্ত্তকগণ নাচিতে লাগিল; গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ গান করিতে লাগিল, এবং বেদগণ শ্রুতির সারভূত হরিকে শ্রুতিসুখ বচনদ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে শঙ্করের পুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত মহাযোগী সূর্য্যপুত্র শনৈশ্চর সেই স্থানে আগমন করিলেন। তাঁহার বদন অতিশয় নম্র, চক্ষু, ঈষন্মুদ্রিত, মন কৃষ্ণেতে যোজিত এবং তিনি অন্তর ও বাহিরে কৃষ্ণস্মরণে নিরত। তিনি তপঃফলভোগী, তেজস্বী, প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাতুল্য অতীব সুন্দর, শ্যামবর্ণ এবং পীতবস্ত্রধারী। শনৈশ্চর— বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব, ধর্ম্ম, রবি, দেবগণ ও মুনিগণকে প্রণাম করিয়া বালক দেখিতে গমন করিলেন। তিনি প্রধান দ্বারে গিয়া শিবতুল্যপরাক্রম শূলধারী দ্বারবান্ বিশালাক্ষকে বলিলেন, হে শঙ্করকিঙ্কর! আমি শিবের আজ্ঞায় এবং বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ ও মুনিগণের অনুরোধে বালককে দেখিতে যাইতেছি। ১—১০। হে দূত! সেই স্থানে গমন করিয়া, ঈশ্বরী পার্ব্বতীর পূজা করিব এবং তাঁহার সমীপে বালকটীকে দেখিয়া গৃহে গমন করিব; আমার চিত্ত বিষয়ে অরক্ত অর্থাৎ আমি কোন বস্তু যাচ্ঞা করিবার নিমিত্ত এখানে আসি নাই। বিশালাক্ষ বলিল, আমি দেবতাদিগের আজ্ঞাকারী নহি এবং মহাদেবেরও কিঙ্কর নহি। আমি নিজ মাতার আজ্ঞাব্যতীত দ্বার ছাড়িতে অসমর্থ। এই কথা বলিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ভগবতীর আজ্ঞাক্রমে অপাঙ্গদৃষ্টিতে মহেশ্বরকে দ্বারে

প্রবেশ করিতে বলিল। শনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া মস্তক অবনত করিয়া সানন্দচিত্তে রত্ন-সিংহাসনস্থিত পার্ব্বতীদেবীকে নমস্কার করিলেন। তখন পার্ব্বতীদেবীকে পাঁচ জন সখী অনবরত শ্বেত চামরদ্বারা সেবা করিতেছিল এবং তিনি সখীদত্ত সুবাসিত তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছিলেন। তিনি রত্নভূষণে ভূষিতা হইয়া বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন এবং পুত্রকে বক্ষঃস্থলে করিয়া নর্ত্তকীদিগের নৃত্য দেখিতে ছিলেন। শুভলক্ষণা দুর্গা সেই সূর্য্যপুত্রকে দেখিয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন ও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ দান করিলেন। ১০—১৭। পার্ব্বতী বলিলেন, হে গ্রহেশ্বর! এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তোমার মুখ নত কেন? হে সাধো! কেনই বা তুমি আমাকে ও বালককে তাকাইয়া দেখিতেছ না। শনি বলিলেন, হে সাধ্বি। সকলে নিজ কর্ম্মবশে তপস্যার ফল ভোগ করে। কোটিকল্পেও শুভ বা অশুভ কর্ম্মের ফল লুপ্ত হয় না। কর্ম্মবশেই মনুষ্য—ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং সূর্য্যের গৃহে জন্ম গ্রহণ করে। কর্ম্মবশেই মনুষ্যগৃহে জন্ম হয়, আর কর্ম্মবশেই লোকে পশু আদির যোনিতে উৎপন্ন হয়। কর্ম্মবশেই লোক নরকে এবং কর্ম্মবশেই স্বর্গে গমন করে। কেহ কর্ম্মবশে রাজ-রাজেন্দ্র হইতেছে, কেহ বা কর্ম্মবশে তাহার ভৃত্য হইতেছে। কর্ম্মবশেই লোক সুন্দর এবং নিয়ত ব্যাধিযুক্ত হয়। কর্ম্ম-হেতুই লোক বিষয়াসক্ত হয় এবং কর্ম্ম-হেতুই লোক নির্লিপ্ত অর্থাৎ বিরাগী হয়। কর্ম্মপ্রভাবেই কেহ কেহ অতুলধনের অধিপতি হইতেছে, কেহ কেহ বা মহাদরিদ্র হইতেছে। শুভ কর্ম্মদ্বারা লোক সৎ কুটুম্ব প্রাপ্ত হয়; আর কর্ম্ম-দ্বারাই অসৎ কুটুম্ব লাভ করে। আত্মকর্ম্মানুসারেই সুভার্য্যা ও সুপুত্র-সুখলাভ হয়, আর কর্ম্মদ্বারাই লোকে পুত্রহীন হয়; কুৎসিত স্ত্রী লাভ করে, অথবা একেবারে স্ত্রীশূন্য হয়। হে শঙ্করবল্লভে! এবিষয়ের একটী গোপনীয় ইতিহাস আছে, উহা লজ্জাকর এবং জননীর নিকট অকথ্য হইলেও আমি কীর্ত্তন করি-তেছি, তাহা শ্রবণ করুন। ১৮—২৫। আমি বাল্য হইতেই কৃষ্ণভক্ত আমার মন সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে একাগ্র। আমি অনবরত তপস্যায় নিরত এবং বিষয়ে অনাসক্ত। পিতা চিত্ররথের কন্যার সহিত আমার বিবাহ দেন। আমার পত্নী পতিব্রতা, অতি তেজস্বিনী এবং সর্ব্বদা তপস্যায় নিরতা ছিল। কোন সময়ে সেই মুনিমানস-মোহিনী চঞ্চল-নয়না, ঋতুস্নান করিয়া আপনার বেশভূষা বিধান করিয়া, রত্ন-অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া, আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক স্মিতমুখে আমাকে হরিপদে ধ্যাননিরত দেখিয়া, আপনার মনোভাব প্রকাশ করে। তাহার দিকে অনিরীক্ষণ-কারী, বাহ্যজ্ঞানশূন্য এবং ধ্যানৈকতানচিত্ত আমাকে দেখিয়া ঋতু নিষ্ফল হইল বিবেচনা করিয়া, সে স্ত্রী শাপ দান করিল। হে মূঢ়! যেহেতু আমাকে দেখিলে না এবং আমার ঋতু রক্ষা করিলে না; এই নিমিত্ত আমি বলিতেছি; তুমি যে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিবে, তাহা বিনষ্ট হইবে। হে সতি! পরে আমি ধ্যান হইতে বিরত হইয়া তাহাকে তুষ্ট করিলাম। কিন্তু সে শাপ মোচন করিতে সক্ষম হইল না; কিন্তু মনে মনে অনুতাপ করিল। এই জন্য হে মাতঃ! আমি নিজের চক্ষুদ্বারা কোন বস্তু দেখি না এবং সেই দিন অবধি আমি প্রাণিহিংসাভয়ে মুখ নত করিয়া থাকি। হে মুনে! শনৈশ্চরের বাক্য শ্রবণ করিয়া পার্ব্বতী হাস্য করিলেন, সকল নর্ত্তক ও নর্ত্তকীগণ উচ্চ হাস্য করিল। ২৬—৩৪।

গণেশখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, দুর্গা, সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈশ্বর হরিকে স্মরণ করিলেন; এবং বলিলেন, এই সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের ইচ্ছার বশীভূত। সেই পার্ব্বতী, দৈবের বশীভূত হইয়া কৌতুকবশতঃ শনৈশ্চরকে বলিলেন, আমাকে এবং আমার পুত্রকে দেখ, দৈব-নিয়োগকে কে বারণ করে! পার্ব্বতীর বাক্য শুনিয়া শনি মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, পার্ব্বতীর পুত্রকে দেখিব কি না দেখিব। যদি আমি বালককে দেখি, তাহা হইলে তাহার নিশ্চয়ই বিঘ্ন হইবে। এই কথা বিবেচনা করিয়া শনি, ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া বালককে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন, বালকের মাতাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন না। বালককে দেখিবার পূর্ব্বেই তাহার মন বিষন্ন হইল, কণ্ঠ, ওষ্ঠ এবং তালু শুষ্ক হইল; তিনি বামনেত্রের এক কোণদ্বারা শিশুর মুখ দর্শন করিলেন। শনির দৃষ্টিমাত্রেই বালকের মস্তক ছিন্ন হইল। শনি তৎক্ষণাৎ চক্ষু ফিরাইয়া আনতমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই মস্তক-শূন্য সুলোহিত সর্ব্বাঙ্গ পার্ব্বতীর ক্রোড়ে প্রবেশ করিল এবং সেই মস্তক

অভীপ্সিত গোলোকে গিয়া শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিল। ১—৭। ইহা অবলোকন করিয়া দেবী পার্ব্বতী বালককে বক্ষের উপর স্থাপনপূর্ব্বক বারংবার বিলাপ করিয়া পৃথিবীতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। দেবগণ, শৈলগণ, গন্ধর্ব্বগণ, মহাদেব এবং কৈলাসবাসী সকলে বিস্মিত হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। তাঁহাদের সকলকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া হরি গরুড়ের উপর আরোহণপূর্ব্বক উত্তরদিকে স্থিত পুষ্পভদ্রা নদীতে গমন করিলেন। পুষ্পভদ্রা নদীর তীরে বনমধ্যে শয়ান হস্তিনীর সহিত গজেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। সেই হস্তী আপনার শাবকগুলিকে চারিদিকে করিয়া, মস্তক উত্তর দিকে রাখিয়া পরমানন্দচিত্তে সুরতশ্রমে অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছে। বিষ্ণু সুদর্শনদ্বারা তাহার মস্তক তৎক্ষণাৎ ছিন্ন করিয়া সানন্দচিত্তে সেই রুধিরাক্ত মনোহর মস্তক গরুড়ের উপর স্থাপিত করিলেন। গজের ছিন্ন অঙ্গ ধড়ফড় করিয়া হস্তিনীর উপর পড়াতে হস্তিনী প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া, সেই অশুভ সংবাদ ব্যক্ত করিয়া, শাবকদিগকে প্রবোধিত করিল এবং শোকে আতুর হইয়া নানাবিধ বিলাপ করত, শাবকদিগের সহিত রোদন করিতে লাগিল। ৮—১৪। তখন সেই দৈববল খণ্ডন করিতে সক্ষম, স্বয়ং দৈবঘটনার জনক, সুদর্শনভ্রকণকারী, দৈবভোগদাতা ও দৈবভোগ হইতে নিস্তারকারী কমলাকান্ত হরিকে হস্তিনী স্তব করিতে লাগিল। হে বিপ্র! প্রভু নারায়ণ তাহার স্তবে তুষ্ট হইয়া সেই হস্তিনীকে বর দান করিলেন; এবং সানন্দচিত্তে সেই ছিন্ন মুণ্ড হইতে আর একটী মস্তক আকর্ষণ করিয়া সেই হস্তীতে যোগ করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ নারায়ণ সেই গজের সর্ব্বাঙ্গে চরণ বিন্যাস করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা সেই হস্তীকে জীবিত করিলেন; এবং সেই হস্তীকে "হে গজ! তুমি আকল্পপর্য্যন্ত পরিবারগণের সহিত জীবিত থাক" এই কথা বলিয়া ভগবান্ হরি মনোবেগে কৈলাসপর্ব্বতে আগমন করিলেন। তাহার পর পার্ব্বতীর নিকট আসিয়া সেই বালককে আপনার বক্ষের উপর রাখিয়া সেই হস্তীর মুণ্ড হইতে রক্ত বাহির করিয়া বালকে যোগ করিয়া দিলেন। ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞানপ্রভাবে হুঙ্কার উচ্চারণ করিয়া গণেশকে জীবিত করিলেন; পার্ব্বতীকে প্রবোধিত করিয়া, তাঁহার ক্রোড়ে সেই শিশু সন্তানকে অর্পণ করিয়া, আধ্যাত্মিক প্রবোধবচনে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। ১৫—২১। বিষ্ণু কহিলেন, হে শিবে! ব্রহ্মাদি কীটপর্য্যন্ত নিখিল জগৎ স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করে; তুমি স্বয়ং বুদ্ধিস্বরূপা; তোমার অবিদিত কি আছে? শতকোটি কল্পপর্য্যন্ত জীবদিগের স্বীয় কর্ম্মফলের ভোগ হয় এবং প্রতিজন্মেই শুভাশুভ কর্ম্মফল জীবকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে সতি! ইন্দ্রও স্বীয় কর্ম্মবশে কীটযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং কীটও পূর্ব্ব কর্ম্মফলে ইন্দ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। পূর্ব্বতন কর্ম্মফল ব্যতীত সিংহও মক্ষিকাকে হনন করিতে অক্ষম হয়। ওদিকে স্বীয় প্রাক্তন-কর্ম্মবলে মশকও হস্তীকে হনন করিতে সক্ষম হয়। সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক ও আনন্দ—এ সকল কর্ম্মের ফল; সৎকর্ম্ম হইতে সুখ ও স্বর্গ হয়, তদ্ভিন্ন সকলই পাপকর্ম্মের ফল। শুভ ও অশুভরূপ কর্ম্মভোগ, ইহ এবং পর, এই উভয় কালেই ঘটিয়া থাকে এবং ভারতবর্ষই কর্ম্ম-উপার্জ্জনের যোগ্য পুণ্যক্ষেত্র। স্বয়ং পূর্ণতম গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণই কর্ম্মের ফলদাতা, বিধাতারও বিধাতা, মৃত্যুর মৃত্যু, কালের কাল, দেবেরও দেব, সংহারকারীরও সংহর্ত্তা এবং পালনকারীরও রক্ষাকর্ত্তা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর এই আমরা তিনজন, যে পুরুষের কলাস্বরূপ, এবং যাঁহার প্রতিলোমকূপে এক একটি জগৎ বর্ত্তমান, সেই মহাবিরাট্ তাঁহার অংশস্বরূপ। হে দুর্গে! এই চরাচর সমুদয় জগতের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার কলার অংশ, আর কেহ কেহ বা কলার অংশের অংশ। এইজন্য তিনি বিনায়ক নামে বিখ্যাত। শ্রীবিষ্ণুর বচন শুনিয়া পার্ব্বতী পরিতুষ্টা হইয়া সেই গদাধর দেব শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া বালককে স্তন দান করিলেন। পরিতুষ্টা পার্ব্বতী, শঙ্করকর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া সেই কমলাপতি বিষ্ণুকে কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিলেন। বিষ্ণু, শিশু এবং শিশুর মাতাকে আশীর্ব্বাদ দান করিয়া বালকের গলদেশে নিজ ভূষণ কৌস্তভ দান করিলেন। ব্রহ্মা, নিজের মুকুট এবং ধর্ম্ম, রত্নভূষণ দান করিলেন। ক্রমে ক্রমে সকল দেবীগণও যথোচিত রত্ন দান করিলেন। মহাদেব, দেবগণ, মুনিগণ, শৈলগণ, গন্ধর্ব্বগণ, আর সমুদয় যোষিদ্গণ অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া বিষ্ণুর স্তব করিয়াছিলেন। হে নারদ! শিব এবং শিবা, মৃত বালককে পুনর্জীবিত দেখিয়া ব্রাহ্মণগণকে কোটি কোটি রত্ন দান করিলেন। মৃতবালকের জীবনের নিমিত্ত বন্দীদিগকে সহস্র সহস্র অশ্ব এবং শত শত গজ দান করিলেন। হিমালয়, দেবগণ ও সকল যোষিদ্গণ হৃষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণ এবং বন্দীদিগকে নানাবিধ বস্তু দান করিলেন। ২২—৩৯।

তখন রমাপতি, ব্রাহ্মণ-ভোজন, মঙ্গলকার্য্য সকল এবং বেদ ও পুরাণ পাঠ করাইলেন। তখন সভা-মধ্যে শনিকে লজ্জিত দেখিয়া, পার্ব্বতী কোপ করিয়া, "তুমি অঙ্গহীন হও", এই বলিয়া শাপ দিলেন। শনিকে শপ্ত দেখিয়া সূর্য্য, কশ্যপ এবং যম; ইঁহারা অতি ক্রুদ্ধ হইয়া, মহাদেবের গৃহ হইতে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ক্রোধে তাঁহাদের মুখ ও চক্ষু রক্তবর্ণ হইল; অধর কাঁপিতে লাগিল। তাঁহারা ধর্ম্ম এবং বিষ্ণুকে সাক্ষী করিয়া পার্ব্বতীকে শাপ দিতে উদ্যত হইলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং দেবগণ-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া তাঁহাদিগকে এবং ক্রোধে আরক্তমুখী প্রস্ফুরিতাধরা পার্ব্বতীকে সান্ত্বনা করিলেন। সেই সকল ভীরু দেবগণ, মুনিগণ ও পর্ব্বতগণ ব্রহ্মাকে সেই সময়োচিত বাক্যে সন্তুষ্ট করিলেন। কশ্যপ বলিলেন, এই শনৈশ্চর প্রাক্তন পত্নীশাপে খর-দৃষ্টি হইয়াছেন; ইনি বালকের মাতার আজ্ঞা-ক্রমেই বালককে দেখিয়াছেন। সূর্য্য বলিলেন, বালকের মাতার আজ্ঞায় ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া, আমার পুত্র, সাবধানে পার্ব্বতীর পুত্রকে দেখিয়াছেন। যেহেতু নিরপরাধে পার্ব্বতী, আমার পুত্রকে শাপ দিয়াছেন, সেই জন্য নিশ্চয় তাঁহার পুত্রের অঙ্গ ভঙ্গ হইবে। যম বলিলেন, আপনি দেখিতে আজ্ঞা দিয়া, আপনি শাপ দিলেন কেন? আমরাও তোমাকে শাপ দিব। জিঘাংসু ব্যক্তির হিংসায় আর অধর্ম্ম কি?। ৪০—৪৯। ব্রহ্মা বলিলেন, পার্ব্বতী, স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ চাপল্যহেতুই ক্রোধবশে শাপ দান করিয়াছেন, অতএব হে সাধুগণ! সকলের সাধ্য-সাধনায় আপনারা তাঁহাকে ক্ষমা করুন। হে দুর্গে! তুমি পুত্রদর্শনের জন্য স্বয়ং অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া, তোমার গৃহে আগত, নির্দ্দোষ অতিথিকে কেন শাপ দিয়াছ? এই কথা বলিয়া শনিকে লইয়া, পার্ব্বতীকে বুঝাইয়া, শাপমোচনের নিমিত্ত তাঁহার হাতে শনিকে সমর্পণ করিলেন। ব্রহ্মার বাক্যে পার্ব্বতী পরিতুষ্টা হইলেন এবং সেই সূর্য্য, যম ও কশ্যপ ইঁহারাও শান্ত হইলেন। পার্ব্বতী, শিবকর্তৃক প্রসাদিতা ও ব্রহ্মাকর্তৃক সান্ত্বিতা হইয়া সন্তুষ্টমানসে শনৈশ্চরকে বলিলেন, হে হরিপ্রিয়, শনৈশ্চর! আমার বরে তুমি গ্রহগণের রাজা, চিরজীবী, যোগীন্দ্র হও; হরিভক্তের আবার বিপদ্ কি? আজ অবধি নির্ব্বিঘ্নে তোমার দৃঢ় হরিভক্তি হউক। আমার শাপ অমোঘ, এইহেতু তুমি কিঞ্চিৎ খঞ্জ হইবে। এই কথা বলিয়া পার্ব্বতী পরিতুষ্ট মানসে বালককে বক্ষঃস্থলে স্থাপিত করিয়া এবং শনৈশ্চরকে শুভ আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া, যোষিদ্গণের মধ্যে উপবেশন করিলেন। ৫০—৫৭। শনি প্রহৃষ্টমানসে সেই জগদম্বিকা অম্বিকাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া, দেবগণের নিকটে গমন করিলেন। ৫৮।

গণেশখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অনন্তর বিষ্ণু, শুভ সময়ে দেব ও মুনিগণের সহিত সেই বালককে সর্ব্বোত্তম উপহারদ্বারা পূজা করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, হে বৎস! তুমি যোগীন্দ্র এবং দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; আমি তোমাকে সকলের অগ্রে পূজা করিলাম, অতএব তুমি সকলের পূজ্য হও। এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বনমালা এবং মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মজ্ঞান দান করিলেন। অনন্ত তাঁহাকে সকল প্রকার সিদ্ধি দান করিয়া আপনার তুল্য করিলেন; মনোহর দ্রব্য এবং ষোড়শপ্রকার উপচার দান করিলেন এবং দেব ও মুনিগণের সহিত তাঁহার নামকরণ করিলেন। বিঘ্নেশ, গণেশ, হেরম্ব, গজানন, লম্বোদর, একদন্ত, শূর্পকর্ণ এবং বিনায়ক— সনাতন বিষ্ণু, গণেশের এই আটটী নাম করিলেন এবং সকল মুনিগণকে আনাইয়া আশীর্ব্বাদ দেওয়াইলেন। ধর্ম্ম তাঁহাকে সিদ্ধাসন, ব্রহ্মা কমণ্ডলু এবং শঙ্কর যোগপট্ট ও সুদুর্লভ তত্ত্বজ্ঞান দান করিলেন। ইন্দ্র রত্নসিংহাসন, সূর্য্য মণিনির্ম্মিত কুণ্ডলদ্বয়, চন্দ্র মাণিক্যমালা এবং কুবের কিরীট দান করিলেন। অগ্নি তাঁহাকে বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র দান করিলেন। বরুণ রত্নছত্র এবং বায়ু রত্নাঙ্গুরীয়ক দান করিলেন। হে মুনে! পদ্মালয়া লক্ষ্মী, তাঁহাকে ক্ষীরোদসমুদ্রজাত শ্রেষ্ঠরত্ননির্ম্মিত বলয়, নূপুর এবং কেয়ূর দান করিলেন। সাবিত্রী কণ্ঠভূষা এবং ভারতী উজ্জ্বল হার দান করিলেন। এইরূপ ক্রমে ক্রমে সমুদয় দেব ও দেবীগণ তাঁহাকে যৌতুক দান করিলেন। মুনিগণ এবং পর্ব্বতগণ, তাঁহাকে নানাবিধ রত্ন দান করিলেন এবং বসুন্ধরা, তাঁহাকে বাহন করিবার নিমিত্ত একটি ইন্দুর দান করিলেন। ক্রমে ক্রমে দেবীগণ, মুনিগণ, পর্ব্বতগণ, গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নরগণ, যক্ষগণ, মনুগণ ও মানবগণ তাঁহাকে নানাবিধ স্বাদু ও মধুর দ্রব্য দান করিয়া সকলে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলেন। হে নারদ! তখন জগৎ-মাতা পার্ব্বতী, ঈষৎ হাস্য করত পুত্রকে রত্ন-সিংহাসনে বসাইলেন। তাহার পর সর্ব্বপ্রকার তীর্থোদকপূর্ণ এক

শত কলসদ্বারা মুনিগণের সহিত বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে স্নান করাইলেন এবং অগ্নিশুদ্ধ যুগল বস্ত্র তাঁহাকে পরিধান করিবার নিমিত্ত দান করিলেন। ১—১৬। অনন্তর পার্ব্বতী, গোদাবরী নদীর জল দ্বারা তাঁহার পাদ্য; গঙ্গা জল, দূর্ব্বা, আতপ তণ্ডুল, পুষ্প এবং চন্দনমিশ্রিত করিয়া তাঁহার অর্ঘ্য; পুষ্করতীর্থ হইতে জল আনাইয়া আচমন; রত্ননির্ম্মিত পাত্রে শর্করা ও আসব মিলাইয়া মধুপর্ক; স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারকর্ত্তৃক প্রস্তুত স্নানীয় বিষ্ণু তৈল, অমূল্য রত্নদ্বারা নির্ম্মিত মনোহর ভূষণসকল; পারিজাতপুষ্পদ্বারা রচিত শত শত মাল্য, মালতী ও চম্পক প্রভৃতি নানাবিধ কুসুম, তুলসী ভিন্ন পূজার যোগ্য পত্র সকল, চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কুঙ্কুম, রত্নপ্রদীপসমূহ এবং ধূপ—তাঁহার চারিদিকে স্থাপন করিয়া প্রদান করিলেন। তাঁহার প্রিয় নৈবেদ্য, পর্ব্বতাকার তিলের লড্ডুক (নাড়ু), সুস্বাদু শর্করাযুক্ত পর্ব্বতাকার স্বস্তিক, গুড়াক্ত লাজ (মুড়কি), এবং চিপিটকপর্ব্বত, ব্যঞ্জনসমূহের সহিত শালিধান্যের অন্ন ও পিষ্টকের পর্ব্বত এবং লক্ষ লক্ষ দুগ্ধের কলস, আনন্দ সহকারে দান করিলেন। হে নারদ! সেই সারদা, সুন্দরী পার্ব্বতী দধিপূর্ণ লক্ষ লক্ষ কলস, তিনলক্ষ মধুর কলস, পঞ্চ লক্ষ ঘৃতের কলস এবং নানাবিধ অসংখ্য দাড়িম, শ্রীফল, খর্জ্জুর, করঞ্জ, জাম, আম্র, পনস, কদলী এবং নারিকেল আনন্দচিত্তে দান করিলেন। মহামায়া পার্ব্বতী, অন্যান্য প্রকার সেই সময়জাত ও বিবিধ দেশোদ্ভব নানাবিধ স্বাদু ও মধুর পরিপক্ব ফল সকল তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ।১৭—২৯। পান এবং আচমনার্থ কর্পূরাদিবাসিত সুশীতল নির্ম্মল গঙ্গাজল দান করিলেন। একশত সুবর্ণ পাত্র পূর্ণ করিয়া কর্পূরাদিবাসিত রমণীয় উত্তম উত্তম তাম্বূল দান করিলেন। শৈলেশ্বরী, শৈলরাজ, শৈলকন্যা, শৈলরাজের পুত্র এবং শৈলরাজের প্রিয় অমাত্যগণ শৈলজার পুত্র গণপতিকে পূজা করিলেন এবং অপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব প্রভৃতি দেবতা সকল ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ব্রহ্মরূপ, সর্ব্বসিদ্ধির আশ্রয় বিঘ্নেশ গণেশকে বারংবার নমস্কার করি—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক দ্রব্য সকল দান করিয়া আনন্দিত হইলেন। এই বত্রিশঅক্ষরাত্মক মন্ত্র সকল প্রকার অভীষ্ট ধর্ম্ম,অর্থ,কাম এবং মোক্ষফল ও সর্ব্ববিধ সিদ্ধিদায়ক। এই মন্ত্রের পঞ্চলক্ষ বার জপ করিলে মন্ত্রী অর্থাৎ সাধকের মন্ত্রসিদ্ধি হয়। যাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হয়, এ ভারতে তিনি বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন হন। তাঁহার নাম স্মরণ করিলে বিঘ্নসকল দূরে পলায়ন করে এবং সেই মনুষ্য অতিশয় বাগ্মী, মহা-সিদ্ধ এবং সকল প্রকার সিদ্ধিযুক্ত হন। তাঁহার সাক্ষাতে বৃহস্পতি নিশ্চয়ই জড়তা প্রাপ্ত হন; এবং সেই মহাত্মা মহা-কবীন্দ্র, গুণবান্, পণ্ডিতাগ্রগণ্য ও বৃহস্পতিরও গুরু অর্থাৎ তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা জ্ঞানবান্ হন। দেব-গণ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, গণেশের পূজা করিলেন এবং আনন্দে উচ্ছলিত হইয়া, সেই উৎসবে নানাবিধ বাদ্য বাজাইলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণভোজন এবং ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা উৎসব করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষ করিয়া বন্দীদিগকে অনেক প্রকার দান করিলেন। ৩০—৪০। নারায়ণ বলিলেন, অনন্তর বিষ্ণু সভামধ্যে গণেশ্বরের পূজা করিয়া পরমভক্তিসহকারে সেই সর্ব্ব-বিঘ্ন-বিনাশন গণপতির স্তব করিলেন। শ্রীবিষ্ণু বলিলেন, হে ঈশ! আমি তোমার অতর্কনীয় স্বরূপ নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া সনাতন ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ তোমাকে স্তব করিতে ইচ্ছা করিতেছি। তুমি সকল দেব ও সিদ্ধগণের শ্রেষ্ঠ, যোগীদিগের গুরু; তুমি সর্ব্বস্বরূপ, সকলের ঈশ্বর এবং জ্ঞানরাশিস্বরূপ। তুমি অব্যক্ত, অক্ষর, নিত্য, সত্য এবং আত্মস্বরূপ; তুমি বায়ুতুল্য নির্লিপ্ত, অক্ষত এবং সর্ব্বসাক্ষী। সংসারসাগরের পারবিষয়ে তুমি মায়ারূপ পোতা-রোহী জীবগণের দুর্লভ কর্ণধার-স্বরূপ এবং ভক্ত-গণের প্রতি অনুগ্রহকারী। তুমি ধ্যানাতিরিক্ত; ধ্যানদ্বারা দুজ্ঞেয় অথচ ধ্যেয়। তুমি ধার্ম্মিক, ধর্ম্ম-স্বরূপ, ধর্ম্মজ্ঞ এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফলদাতা। তুমি সংসার-বৃক্ষের বীজ এবং তদাশ্রিত অঙ্কুর। তুমি স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসকের স্বরূপ এবং অতীন্দ্রিয়। তুমি সকলের আদিতে অবস্থিত, অগ্রে পূজনীয়, সকলের পূজনীয় এবং গুণের সাগর। তুমি আপনার ইচ্ছানুসারে কখন সগুণ এবং কখন নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান কর। ৪১—৪৮। তুমি প্রকৃতির ন্যায় সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, অথচ প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন; অনন্ত, সহস্রবদন দ্বারাও তোমাকে স্তব করিতে অক্ষম; তোমার স্তব করিতে পঞ্চমুখ মহাদেব, চতুরানন ব্রহ্মা এবং সাক্ষাৎ সরস্বতী দেবীও অক্ষম; আমি ত কোথায় আছি। চারি বেদ তোমার স্তব করিতে অক্ষম;—বেদবাদীদিগের ত কথাই নাই। সুরশ্রেষ্ঠ রমাপতি, সেই দেবসভায় দেবগণের সহিত সেই সুরেশ্বর গণপতির এইরূপে স্তব করিয়া বিরত হই-

লেন। যে ব্যক্তি সমাহিতচিত্তে বিষ্ণুকৃত গণপতির এই স্তব সায়ং, প্রাতঃ এবং মধ্যাহ্ন কালে ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করে, হে মুনে! বিঘ্নেশ্বর সর্ব্বদাতা কল্যাণদাতা গণেশ, তাহার সকল প্রকার কল্যাণ বর্দ্ধন ও বিঘ্নসমূহের বিনাশ করেন। যে ব্যক্তি যাত্রাকালে ভক্তিপূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করিয়া গমন করে, তাহার সকল প্রকার অভীষ্টসিদ্ধি হয়; সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া এই স্তব পাঠ করিলে সুস্বপ্ন হয় এবং এই স্তবপাঠকারীর কদাচ ভয়ঙ্কর গ্রহপীড়া হয় না। এই স্তব পাঠ করিলে শত্রুর বিনাশ হয়; বন্ধুবর্গের বর্দ্ধন হয়; নিত্য বিঘ্নের বিনাশ হয় এবং নিত্য সম্পদের বর্দ্ধন হয়, তাহার গৃহে পুত্রপৌত্রানুক্রমে লক্ষ্মী স্থিরা হন এবং সে ইহলোকে সকল প্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া মরণান্তে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়। সেই মনুষ্য নিশ্চয়ই শ্রীগণেশের প্রসাদে সকল প্রাকার তীর্থের, সকল প্রকার যজ্ঞের এবং সকল প্রকার মহাদানের ফল প্রাপ্ত হয়। ৪৯—৬০।

গণেশখণ্ডে বিষ্ণুকৃত গণেশের স্তব সমাপ্ত।

নারদ বলিলেন, আমি গণেশের স্তব এবং মনোহর পূজার নিয়ম শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে সংসারত্রাণকারক কবচের বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি। নারায়ণ বলিলেন, গণেশপূজা সুসম্পন্ন হইলে,সভামধ্যে শনৈশ্চর কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া সকল জগতের গুরু বিষ্ণুকে বলিলেন, হে বেদজ্ঞপ্রধান বিষ্ণো! সকলপ্রকার দুঃখের বিনাশ এবং শান্তির নিমিত্ত বিঘ্নহর গণেশের কবচ কিরূপ, তাহা কীর্ত্তন করুন। পূর্ব্বে মহামায়া শক্তির সহিত এই সকল দেবগণের বিবাদ হইয়াছিল,তাহাতে আমার উদ্বেগ হয়; সেই উদ্বেগ-শান্তির নিমিত্ত আমি কবচ ধারণ করিতে ইচ্ছা করি। শ্রীবিষ্ণু বলিলেন, বিনায়কের কবচ তিনলোকে দুর্লভ, পুরাণসমূহে অতি গোপনীয় ভাবে অবস্থিত এবং আগমনিচয়েও দুর্লভ। বিঘ্ননাথ গণপতির সর্ব্ববিঘ্নবিনাশক মনোহর শ্রেষ্ঠ কবচ সামবেদের কৌথুমশাখায় উক্ত হইয়াছে। হে সূর্য্যপুত্র রাজ্য দিতে পারা যায়,মস্তক দিতে পারা যায়,প্রাণ অবধি দিতে পারা যায়; কিন্তু প্রাণের সঙ্কট উপস্থিত হইলেও এরূপ কবচ দিতে পারা যায় না। হে বৎস! এই একদন্ত গণেশ নিত্য; ইনি আপন ইচ্ছা অনুসারে মায়াদ্বারা আবির্ভূত এবং তিরোভূত হন মাত্র। ইহাঁর কবচও সেইরূপ। ইহাঁর পূজা এবং স্তোত্র নিত্য,—প্রতি কল্পেই উহা সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। উহাঁর এই জন্মের পূর্ব্বেও মুনিগণ উহাঁর পূজা করিতেন। আমার যেমন অবতারে অবতারে জন্ম এবং শরীরধারণ হয়, সেইরূপ গণেশেরও শৈলসুতার গর্ভে জন্ম জানিবে। এই কবচ ধারণ করিয়া এই ভারতবর্ষে মুনিগণ জীবন্মুক্ত হইয়াছেন এবং সমুদয় দেবগণ ভীতিশূন্য হইয়া শত্রুপক্ষের ক্ষয় করিয়াছেন। মৃত্যু ভীত হইয়া এই কবচধারীদিগের নিকটে গমন করে না; কবচধারীদিগের আয়ুক্ষয়, অমঙ্গল এবং ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে কখন পরাজয় হয় না। ৬১—৭২। দশ লক্ষ জপ করিলে এই কবচ সিদ্ধ হয়। যাহার কবচ সিদ্ধ হয়, সেই ব্যক্তিই মৃত্যু জয় করিতে সক্ষম। যাহার কবচ সিদ্ধ হয় নাই, এইরূপ ব্যক্তিও কবচ গ্রহণমাত্রেই এই মহীতলে বাগ্মী চিরজীবী সর্ব্বত্র বিজয়ী এবং পূজ্য হয়। এই পবিত্র কবচ মালামন্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত। ইহা ধারণ করিলে সকল প্রকার পাপ নষ্ট হয়, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ডগণ, ব্রহ্মরাক্ষসসমূহ, ডাকিনীগণ, যোগীনীগণ, বেতাল প্রভৃতি অপদেবতা, বালকদিগের পীড়াদায়ক গ্রহ এবং ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি সকলেই কবচধারীদিগের সাড়া পাইলেই ভয়ে ভয়ে পলাইয়া যায়। যেমন গরুড়ের নিকটে সর্পগণ আগমন করে না, সেইরূপ আধি, ব্যাধি, মোহ এবং ভয়াবহ শোক সকল কবচধারীদিগের নিকটে ঘেঁসিতে পারে না। এই কবচ সরলস্বভাব-সম্পন্ন, নিজের ভক্ত শিষ্যের নিকটেই প্রকাশ করিবে। যদি কেহ খলস্বভাব বা পরশিষ্যকে এই কবচ প্রদান করে, তাহা হইলে সে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। সংসারমোহন এই কবচের ঋষি প্রজাপতি, ছন্দ বৃহতী এবং স্বয়ং লম্বোদর দেবতা। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষবিষয়ে ইহার নিয়োগ হইয়া থাকে। হে মুনে! এই কবচ সকল কবচের সারভূত ওঁ গৌঁ সঁ শ্রীগণেশায় স্বাহা এই মন্ত্র আমার মস্তক রক্ষা করুন। পূর্ব্বোক্ত দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরাত্মক মন্ত্র সর্ব্বদা আমার ললাট রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শ্রীঁ, এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার লোচনকে রক্ষা করুন। বিঘ্নেশ স্বয়ং ধরণীতলে সর্ব্বদা আমার তালুদেশ রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ সঁ এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার নাসিকা রক্ষা করুন। ওঁ গৌঁ সঁ শূর্পকর্ণায় স্বাহা এই মন্ত্র আমার অধর রক্ষা করুন। ৭৩—৮৪। ষোড়শাক্ষর মন্ত্র আমার দন্ত, তালু এবং জিহ্বার রক্ষা বিধান করুন। ওঁ লঁ লম্বোদরায় স্বাহা এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার গণ্ডদেশকে রক্ষা করুন। ওঁ শ্রীঁ সঁ গজাননায় স্বাহা, এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার স্কন্ধদেশ রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ বিনায়কায় স্বাহা, এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার পৃষ্ঠদেশের রক্ষা বিধান করুন। ওঁ

ক্লীঁ হ্রীঁ এই মন্ত্র আমার কঙ্কাল রক্ষা করুন। সঁ এই মন্ত্র আমার বক্ষঃস্থল রক্ষা করুন। বিঘ্নধ্বংসকারী আমার হস্তদ্বয়, পাদদ্বয় এবং সর্ব্বাঙ্গকে রক্ষা করুন। পূর্ব্বদিকে লম্বোদর, অগ্নিকোণে বিঘ্ননাশক, দক্ষিণে বিঘ্নেশ এবং নৈঋ্তকোণে গজানন, আমাকে রক্ষা করুন। পশ্চিমে পার্ব্বতীপুত্র, বায়ুকোণে শঙ্করাত্মজ এবং উত্তরে পরিপূর্ণতম কৃষ্ণের অংশ আমাকে রক্ষা করুন। ঈশানকোণে একদন্ত, উর্দ্ধদিকে হেরম্ব অধোদিকে গণাধিপতি এবং চারিদিকে সর্ব্বপূজ্য আমাকে রক্ষা করুন। স্বপ্ন এবং জাগ্রৎ অবস্থায় যোগীদিগের গুরু আমার রক্ষা বিধান করুন। হে বৎস! সকল প্রকার মন্ত্রসমূহে গঠিত সংসার-মোহননামক অতি অদ্ভুত কবচ তোমার নিকটে প্রকাশ করিলাম। হে দিনকরাত্মজ! পূর্ব্বে গোলোকস্থিত বৃন্দাবনে রাসমণ্ডলের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বিনীত দেখিয়া ইহা দান করিয়াছিলেন। ইহা এক্ষণে আমি তোমাকে দান করিলাম। তুমি ইহা যে কোন ব্যক্তিকে দান করিও না। ইহা অতিশয় শ্রেষ্ঠ সর্ব্বপূজ্য এবং সকলপ্রকার সঙ্কটের ত্রাণকারক। যে ব্যক্তি যথাবিধি গুরুপূজা করিয়া এই কবচ কণ্ঠে বা দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করে, সে বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন; সেবিষয়ে কোন সংশয় নাই। হে গ্রহেশ্বর! সহস্র সহস্র অশ্বমেধ এবং শত শত বাজপেয় যজ্ঞ এই কবচের ষোল কলার এক কলার যোগ্যও নয়। এই কবচ না জানিয়া যে ব্যক্তি গণেশের ভজনা করে, সে শতলক্ষবার মন্ত্রের জপ করিলেও তাহার সে মন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ হয় না। সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু, সূর্য্যপুত্রকে এই কবচ প্রদান করিয়া মৌনভাব ধারণ করিলেন। তখন দেবগণ সানন্দচিত্তে তাঁহার সমীপে উপবেশন করিলেন। ৮৫—৯৮।

গণেশখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, সেই সভার দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও মুনিগণ—বিষ্ণুর মহোৎসব দেখিয়া প্রহৃষ্ট চিত্ত হইয়াছিলেন। এই অবসরে ভগবতী দুর্গা ঈষৎ হাস্ত করিতে করিতে সেই দেব-সভায় প্রণত হইয়া দেবগণের ঈশ্বর বিষ্ণুকে বলিলেন। পার্ব্বতী বলিয়াছিলেন, হে নাথ! তুমি সকলজগতের রক্ষাকর্ত্তা;—আমি জগৎ ছাড়া নই। হে প্রভো! কেন আমার স্বামীর অমোঘ বীর্য্য আপনি রক্ষা করেন নাই। ব্রহ্মা এবং তোমাকর্ত্তৃক প্রেরিত দেবগণ রতিভঙ্গ করিলে সেই বীর্য্য ভূমিতে নিপতিত হইলে কোন্ ব্যক্তি উহা অপহরণ করিয়াছে? এক্ষণে সকল দেবগণই আপনার সম্মুখে রহিয়াছেন, আপনি ইহার তদন্ত করুন, আপনি রাজা থাকিতে অরাজক হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। জগদীশ্বর বিষ্ণু, পার্ব্বতীর এই বাক্য শ্রবণে একটু হাস্ত করিয়া সভাস্থিত দেব ও মুনিগণের সম্মুখে বলিলেন, হে দেবগণ! পার্ব্বতীর বাক্য শ্রবণ করিলে; এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণ কর; শিবের সেই অমোঘ বীর্য্য কে অপহরণ করিয়াছে? তাহাকে শীঘ্র সভাস্থলে আনয়ন কর; নতুবা সে উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। সে কি রাজা? যে সম্যক্ শাসন না করে এবং প্রজার বাধ্য হইয়া এক পক্ষ সমর্থন করে? বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ পরস্পর সমালোচন করিয়া বিষ্ণুর সম্মুখে ভয়ে জড়সড় হইয়া ক্রমে ক্রমে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, যে ব্যক্তি সে বীর্য্য গোপন করিয়াছে, এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে পুণ্যদিবসে পুণ্যকার্য্য হইতে সে বঞ্চিত হউক। ১—১০। মহাদেব বলিলেন, যে ব্যক্তি আমার বীর্য্য গোপন করিয়া রাখিয়াছে, সে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে তোমার পূজায় বঞ্চিত হউক। যম বলিলেন, যে ব্যক্তি সে বীর্য্য গোপন করিয়াছে, সে ইহলোকে শরণাগত-রক্ষা এবং একাদশীব্রতে বঞ্চিত হউক। ইন্দ্র বলিলেন, হে পাপমোচন! যে ব্যক্তি ঐ বীর্য্য গোপন করিয়াছে, তাহার সংসারে পুণ্যকর্ম্ম-জনিত যশ বিলুপ্ত হউক। বরুণ বলিলেন, যে ব্যক্তি সেই মহাদেবের বীর্য্য হরণ করিয়াছে, তাহার কলিকালে ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যবর্ষে অথবা শূদ্রযাজকপত্নীর গর্ভে জন্ম হউক। কুবের বলিলেন, সেই বীর্য্য যে হরণ করিয়াছে, সে গচ্ছিত বস্তুর অপহারক, বিশ্বাসঘাতক, মিত্রহন্তা, সত্যনাশক এবং কৃতঘ্ন হউক। ঈশান বলিলেন, যে ব্যক্তি সেই বীর্য্য গোপন করিয়াছে, সে এই ভারতবর্ষে পরদ্রব্যহারী, নরঘাতী এবং গুরুদ্রোহী হইয়া জন্মগ্রহণ করুক। রুদ্রগণ বলিলেন, যাহারা বীর্য্য হরণ করিয়াছে, তাহারা এই ভারতবর্ষে মিথ্যাবাদী, পরস্ত্রীহারী এবং সর্ব্বদা গুরুনিন্দক হইয়া জন্ম গ্রহণ করুক। কামদেব বলিলেন, যে বীর্য্য অপহরণ করিয়াছে, পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা পালন না করিলে যে পাপ হয়, সে সেই পাপের ভাজন হউক। স্বর্গ-বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলিলেন, যাহারা ঐ বীর্য্য হরণ করিয়াছে, তাহারা মাতা, পিতা, গুরু, স্ত্রী ও পুত্রদিগের

পোষণে বঞ্চিত হউক। সকল দেবগণ বলিলেন, যাহারা বীর্য্য হরণ করিয়াছে, তাহারা এই ভারতবর্ষে মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা, পুত্রহীন এবং দরিদ্র হউক। দেবপত্নীগণ বলিলেন, যদি কোন স্ত্রী ঐ বীর্য্য হরণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে স্ত্রী আপনার ভর্ত্তার নিন্দাকারিণী পরপুরুষগামিনী এবং বন্ধুহীনা হউক। হে মুনে! তখন দেব ও দেবীগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ত্রিজগতের স্রষ্টা, পাতা এবং শাস্তা স্বয়ং ভগবান্ হরি কর্ম্মসমূহের সাক্ষী, ধর্ম্ম, সূর্য্য, চন্দ্র, হুতাশন, পবন, পৃথিবী, জল সন্ধ্যাদ্বয় রাত্রি এবং দিনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। ১১—২৩। শ্রীবিষ্ণু বলিলেন, ভগবান্ জগদ্গুরু মহাদেবের সেই অমোঘ বীর্য্য যদি দেবগণ অপহরণ না করিয়া থাকেন, তবে কে অপহরণ করিয়াছে? এই বিশ্বমণ্ডলে তোমরা সর্ব্বদা সকল কর্ম্মের সাক্ষী,—উহা কি তোমরা অপহরণ করিয়াছ বা উহা আর কিছু হইয়াছে? তাহা তোমাদিগের প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। জগদীশ্বর বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া সেই সকল দেবতা সভামধ্যে কম্পিতকলেবরে পরস্পর আলোচনা করিয়া বিষ্ণুর সম্মুখে ক্রমশঃ বলিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম বলিলেন, শঙ্কর কোপান্বিত হইয়া যখন রতিক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া উত্থান করেন, তখন তাঁহার বীর্য্য যে পৃথিবীতলে পতিত হইয়াছিল, ইহা আমি জানি। পৃথিবী বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি অবলা, সেই গুরুভার বীর্য্য ধারণ করিতে অশক্ত হইয়া, উহা আমি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, আমার এ অপরাধ ক্ষমা করুন। অগ্নি বলিলেন, হে জগন্নাথ! আমি সেই বীর্য্য বহন করিতে অসক্ত হইয়া উহা শরবণে নিক্ষেপ করিয়াছি। দুর্ব্বল ব্যক্তির আর যশঃ ও পুরুষাকার কি হইতে পারে? বায়ু বলিলেন, হে বিষ্ণো! স্বর্ণরেখা নদীর তটে সেই বীর্য্য শরবণে পতিত হইয়াই তৎক্ষণাৎ একটি অতি সুন্দর বালকরূপে পরিণত হইয়াছে। সূর্য্য বলিলেন, আমি সেই বালককে রোদন করিতে দেখিয়াই অস্তাচলে গমন করিয়াছিলাম; কারণ আমি কালচক্রের বশীভূত; রাত্রিকালে অবস্থান করিতে অক্ষম। চন্দ্র বলিলেন, হে বিষ্ণো! সেই সময় কৃত্তিকার দল সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, তাহারা সেই বালককে রোরুদ্যমান দেখিয়া, তাঁহাকে বদরিকাশ্রম হইতে আপনাদের গৃহে লইয়া গিয়াছে। জল বলিলেন, সূর্য্য অপেক্ষা উজ্জ্বল প্রভাশালী ঈশ্বরের রোরুদ্যমান বালক পুত্রকে আনয়ন করিয়া, কৃত্তিকাগণ স্তন্যদুগ্ধদ্বারা বর্দ্ধিত করিয়াছে। সন্ধ্যাদ্বয় বলিলেন, এক্ষণে সেই বালক ছয় জন কৃত্তিকার পোষ্য পুত্র হইয়াছে এবং এইজন্য তাহারা স্নেহবশতঃ আমোদ করিয়া তাহার নাম কার্ত্তিক রাখিয়াছে। ২৪—৩৪। রাত্রি বলিলেন, কৃত্তিকারা এক্ষণে সেই বালককে চোখের আড়ালে রাখে না। সেই বালক এক্ষণে তাহাদের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় পাত্র হইয়াছে। যাহাকে যে পোষণ করে, সে তাহারই পুত্র হয়। দিন বলিলেন, এই ত্রৈলোক্যমধ্যে যে সকল বস্তু দুর্লভ, স্বাদু এবং প্রশংসিত তাহারা সেই সকল বস্তু আনাইয়া তাহাকে ভোজন করাইতেছে। তাহারা সভামধ্যে হৃষ্টচিত্তে হরিকে এই কথা বলিলে, মধুসূদন হরি তাঁহাদের সেই বাক্য শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। পার্ব্বতী পুত্রের সংবাদ পাইয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে ব্রাহ্মণদিগকে কোটি রত্ন ও অসংখ্য ধন দান করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে নানাবিধ বস্ত্রসকলও দান করিলেন। তদনন্তর লক্ষ্মী, সরস্বতী, মেনকা, সাবিত্রী আর আর সকল যোষিদ্গণ এবং বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান করিলেন। ৩৫—৪০।

গণেশখণ্ডে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! ভগবান্ শঙ্কর, পার্ব্বতীর সহিত পুত্রের সংবাদ শ্রবণ করিয়া, বিষ্ণু, দেবগণ, মুনিগণ এবং পর্ব্বতগণকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, মহাবল-পরাক্রম দূত সকল প্রেরণ করিলেন। সেই দূতদিগের নাম,—বীরভদ্র, বিশালাক্ষ, শঙ্কুকর্ণ, কবন্ধক, নন্দীশ্বর, মহাকাল, বজ্রদন্ত, ভগন্দন, গোকামুখ, দধিমুখ;—ইহারা সকলে জলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় দেদীপ্যমান। শিব ইহাদের সঙ্গে একলক্ষ ক্ষেত্রপাল, তিনলক্ষ ভূত, চারিলক্ষ বেতাল, পাঁচলক্ষ যক্ষ, চারিলক্ষ কুষ্মাণ্ড, তিনলক্ষ ব্রহ্মরাক্ষস, লক্ষ লক্ষ ডাকিনী, তিনলক্ষ যোগিনী, রুদ্রগণ, শিবতুল্য পরাক্রমশালী ভৈরবগণকে প্রেরণ করিলেন; হে নারদ! এতদ্ভিন্ন আরও অসংখ্য বিকৃতাকার পুরুষদিগকেও প্রেরণ করিলেন। সেই সকল শিবদূত নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র হস্তে ধারণ করত উন্মত্তভাবে গমন করিয়া কৃত্তিকাদিগের বাসভবনের চারিদিকে বেষ্টন করিল। তাহাদিগকে দেখিয়া কৃত্তিকাগণ, ভয়ে বিহ্বল-চিত্ত হইয়া ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান সেই কার্ত্তিকেয়কে বলিল,

হে বৎস কার্ত্তিক! কাহার অসংখ্য সৈন্য আসিয়া আমাদের গৃহ বেষ্টন করিয়াছে; এক্ষণে কি করিব, তাহা আমরা জানি না। কার্ত্তিকেয় বলিলেন, হে কল্যাণীগণ! ভয় ত্যাগ করুন, আমি থাকিতে আপনাদের ভয় কি? হে মাতৃগণ! দৈবনিয়োগ দুর্নিবার্য্য, তাহা কে নিবারণ করিতে পারে? এই অবসরে সৈন্যাধ্যক্ষ নন্দিকেশ্বর কৃত্তিকাগণের এবং কার্ত্তিকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, হে মাতৃগণ! হে ভ্রাতঃ! কার্ত্তিকেয়! লোকসংহর্ত্তা দেবশ্রেষ্ঠ শঙ্কর আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার শুভময় বার্ত্তা শ্রবণ কর। ১—১২। কৈলাসপর্ব্বতে গণেশ-জন্ম-মঙ্গলোৎসব-উপলক্ষে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব প্রভৃতি দেবগণ সভা করিয়া অধিষ্ঠান করিতেছেন। ঐ সভায় শৈলরাজ-পুত্রী জগতের পালক বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া তোমার অন্বেষণের নিমিত্ত অভিযোগ করিলেন। তাহাতে বিষ্ণু তোমার প্রাপ্তির নিমিত্ত সমুদয় দেবগণকে ক্রমে ক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবগণও প্রত্যেকে যথোচিত প্রত্যুত্তর দান করিলেন। হে ঈশ্বর! তুমি কৃত্তিকাদিগের আলয়ে বাস করিতেছ; ইহা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সাক্ষী ধর্ম্ম আদি দেবগণ, বিষ্ণুর নিকট বলিলেন। পূর্ব্বে পার্ব্বতী ও মহাদেবের নির্জ্জনে রতিক্রীড়া হইয়াছিল, ঐ সময় দেবগণ, মহাদেবকে দর্শন করায় তাঁহার বীর্য্য ভূমিতে নিপতিত হয়। ভূমি সেই বীর্য্য বহ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, বহ্নি আবার উহা শরবণে নিক্ষেপ করেন, সেই শরবণ হইতে কৃত্তিকারা তোমাকে লাভ করিয়াছে; এক্ষণে তুমি আমাদের সঙ্গে আইস। বিষ্ণু সকল দেবতার সহিত, তোমাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিবেন। তুমি তারকনামক অসুরকে বধ করিবে এবং সকল প্রকার দৈব অস্ত্র লাভ করিবে। তুমি বিশ্বসংহারকারী মহাদেবের পুত্র; এই কৃত্তিকাগণ তোমাকে কিরূপে গোপন করিবে? শুষ্ক বৃক্ষ কি কখন আপনার কোটর-মধ্যে অগ্নিকে গোপন করিয়া রাখিতে পারে? এই বিশ্বমণ্ডলে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা দীপ্তিমান্; তুমি কি ইহাদের ঘরে থাকিবার যোগ্য? মহাকূপমধ্যে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের কি শোভা হয়? তুমি আপনার দেহ-প্রভাতেই জগৎ আলোকিত করিতেছ, অন্যের অঙ্গের তেজ কি তোমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে? সূর্য্য কি কখন মনুষ্যের হস্তদ্বারা আচ্ছন্ন হন। ১৩—২২। হে শম্ভুপুত্র! তুমি জগদ্ব্যাপী বিষ্ণু; তুমি ইহাদের ব্যাপ্য হইয়া থাকিবার যোগ্য নয়; আকাশ কাহারও ব্যাপ্য নয়, উহা নিজেই সর্ব্বব্যাপক। আত্মা যেমন জীবগণের কর্ম্মভোগে লিপ্ত হন না, সেইরূপ তুমিও যোগীন্দ্র;—তোমার মায়ার বশীভূত হওয়া উচিত হয় না। তুমি জগতের ঈশ্বর এবং বিশ্বের আধার; যেমন সকল নদীর আশ্রয় সমুদ্রের একটি নদীর মধ্যে অবস্থান অসম্ভব, সেইরূপ তোমারও এই সামান্য স্থানে থাকা সম্ভবপর নহে। যেমন চড়ুই পক্ষীর ক্ষুদ্র উদরমধ্যে গরুড়ের থাকা অসম্ভব, সেইরূপ এই সামান্য কৃত্তিকার আলয়ে সকলের ঈশ্বর তুমিও থাকিবার যোগ্য নহ। যেমন অযোগী ব্যক্তি জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকে জানিতে অক্ষম, সেইরূপ ভক্তদিগের উপর অনুগ্রহ করিয়া শরীরধারণকারী সর্ব্বপ্রকার গুণ ও সমুদয় তেজের রাশিস্বরূপ তোমাকে জানিতে পারেন না। যেমন ভক্তিহীন মূঢ়চিত্তগণ হরির উৎকৃষ্ট ভক্তিকে বুঝিতে পারে না, সেইরূপ অনির্ব্বচনীয়স্বরূপ তোমাকে এই কৃত্তিকাগণ কিরূপে জানিবে? হে ভ্রাতঃ! যাহারা যাহার মহিমা জানে না, তাহারা তাহার আদরও জানে না; দেখ ভেকগণ পদ্মের সহিত একত্র বাস করিয়াও পদ্মের সম্মান রক্ষা করিতে পারে না। কার্ত্তিক বলিলেন, হে ভ্রাতঃ! আমি সকলই জানি, আমার জ্ঞান ত্রৈকালিক,—ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানবিষয়ক। তুমি জ্ঞানী এবং মৃত্যুঞ্জয়ের আশ্রিত, তোমার প্রশংসা আর কি করিব? হে ভ্রাতঃ! কর্ম্মবশে যাহাদের যে যে যোনিতে জন্ম হয়, তাহারা সেই সেই যোনিতে সর্ব্বদা পরম নির্বৃতি প্রাপ্ত হয়। পণ্ডিতই হউক আর মূর্খই হউক, যাহারা কর্ম্মভোগ-অনুসারে যেখানে বাস করে, তাহারা বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া সেই স্থানকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে। সম্প্রতি সনাতনী সর্ব্বাদ্যা বিষ্ণুমায়া জগৎজননী সর্ব্বদায়িনী বিষ্ণুমঙ্গলা এই ভারতবর্ষে শৈলরাজমহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং সুদারুণ তপস্যা করিয়া শঙ্করকে পতিরূপে লাভ করিয়াছেন। ২৩—৩৩। ব্রহ্মা আদি তৃণপর্য্যন্ত সকল কৃত্রিম অর্থাৎ সৃষ্ট বস্তু মিথ্যা, সকলই কৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন এবং কালে কেবল সেই কৃষ্ণেতেই লীন হয়। কল্পে কল্পে প্রতিজন্মেই জগন্মাতা আমার জননী, তাঁহার মায়াপ্রভাবেই আমি নিত্য সৃষ্টি-বিধিতে আবদ্ধ রহিয়াছি। ত্রিজগতে স্ত্রীমাত্রেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্না; কেহ কেহ তাঁহার অংশ, কেহ কেহ তাঁহার কলা এবং কেহ কেহ বা অংশাংশের অংশস্বরূপ। এই জ্ঞানবতী যোগরতা কৃত্তিকাগণ সাক্ষাৎ প্রকৃতির কলা; ইঁহারা সর্ব্বদা স্তন্যদানরূপ উপকার করিয়া আমাকে বর্দ্ধন করিয়াছেন। সেই কৃত্তিকাগণের আমি পোষ্য

পুত্র। ইঁহারা আমাকে পোষণ করিয়াছেন ; এই নিমিত্ত ইঁহারা আমার মাতা এবং সেই প্রকৃতিস্বরূপা জগদম্বার স্বামীর বীর্য্য হইতে আমার জন্ম হইয়াছে, এইজন্য আমি তাঁহারও পুত্র। হে নন্দিকেশ্বর! আমি শৈলেন্দ্রকন্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করি নাই। এই কৃত্তিকাগণ যেমন আমার ধর্ম্মমাতা, তিনিও সেইরূপ আমার ধর্ম্মমাতামাত্র ;—ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। স্তনদাত্রী, গর্ভধাত্রী, ভোজনদাত্রী ; গুরুপত্নী, ইষ্টদেবের পত্নী, পিতার পত্নী, কন্যা, সহোদরকন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ, পত্নী, মাতা, মাতার জননী, পিতার জননী সহোদরের পত্নী, মাতৃষসা, পিতৃষসা এবং মাতুলানী ; বেদে মনুষ্যমাত্রেই এই ষোল প্রকার মাতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই কৃত্তিকাগণ, সর্ব্বসিদ্ধিস্থা পরম ঐশ্বর্য্যসম্পন্না, ত্রিলোকের পূজনীয়া এবং ব্রহ্মার কন্যা ; ইঁহারা সামান্যা নয়। বিষ্ণু তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন তুমি নিজেও অতি মহান্ এবং মহাদেবের পুত্রসদৃশ! আচ্ছা চল ; তোমার সহিত যাইয়া দেবতাসকলকে দর্শন করি। ৩৪—৪৪।

গণেশখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, তখন সেই শঙ্করাত্মজ কার্ত্তিক নন্দিকেশ্বরকে এইরূপ বলিয়া তৎক্ষণাৎ কৃত্তিকাদিগকে সম্বোধন করিয়া নীতিযুক্ত বাক্য বলিলেন ;— হে মাতৃগণ! আমি শঙ্করের আলয়ে গমন করিব এবং সেই স্থানে সমস্ত দেবগণ, মাতা ও বন্ধুবর্গকে দেখিব, আমাকে বিদায় দিউন। এই সমুদয় জগৎ, শুভাবহ কর্ম্ম, জন্ম, সংযোগ এবং বিয়োগ সকলই দৈবাধীন ; দৈব অপেক্ষা বলবান্ আর কিছুই নাই। সেই দৈব আবার কৃষ্ণের অধীন, কৃষ্ণই দৈবশক্তির বাহিরে অবস্থিত ; এই নিমিত্ত জ্ঞানিগণ সর্ব্বদা সেই জগদীশ্বর পরমাত্মা কৃষ্ণের ভজনা করেন। সেই কৃষ্ণই অবলীলাক্রমে দৈবের বল বৃদ্ধি করিতে বা ক্ষয় করিতে সমর্থ। তাঁহার ভক্তও দৈবের দ্বারা বদ্ধ হয় না ; সুতরাং তাঁহার বিনাশও নাই, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। অতএব আপনারা সেই সুখদ, মোক্ষদ, সারভূত, জন্ম ও মৃত্যুভয়াপহারী গোবিন্দের ভজনা করুন ; আর এই দুঃখপ্রদ মোহকে পরিত্যাগ করুন। সেই মোহজালের ছেদকারী পরম আনন্দের জনক শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি সকলেই সর্ব্বদা সেবা করেন। এই ভব-সমুদ্রমধ্যে আমি তোমাদের কে? তোমরাই বা আমার কে? সমুদ্রের ফেন যেমন জলের বেগে একত্র হয়, সেইরূপ কর্ম্মস্রোতে আমরাও একত্র হইয়াছি মাত্র! পরস্পরের সংযোগ বা বিয়োগ সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে ঘটিয়া থাকে। পণ্ডিতগণ এই ব্রহ্মাণ্ডকে ঈশ্বরের অধীন এবং অস্বতন্ত্র বলিয়া জ্ঞান করেন। এই সমুদয় জগত্রয় জলবুদ্বুদের ন্যায় অনিত্য ; মূঢ়চিত্তেরা মায়াপ্রভাবেই এই অনিত্য বস্তুতে মমতা করে মাত্র। যাহাদের চিত্ত সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত, সেই পণ্ডিতগণ এই সংসারে বায়ুর মত নির্লেপ হইয়া অবস্থান করেন ; অতএব হে মাতৃগণ! মোহ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে বিদায় দিউন। এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া, ভগবান্ কার্ত্তিকেয় মনে মনে শ্রীহরির স্মরণ করিয়া, শিবের পার্ষদগণের সহিত যাত্রা করিলেন। এই সময়ে তিনি সেই স্থানে বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত, হীরকদ্বারা পরিষ্কৃত, শ্রেষ্ঠরত্নসমূহের সারভাগদ্বারা রচিত, মাণিক্য দ্বারা বিরাজিত, পারিজাতপুষ্পের মালাসমূহে সুশোভিত, মণিময় দর্পণ এবং শ্বেত চামরদ্বারা অলঙ্কৃত, নানাবিধ রমণীয় চিত্রিত ক্রীড়ার্হ কক্ষসমূহে উপশোভিত, শতচক্রবিশিষ্ট, সুবিস্তীর্ণ মনের মত গমনশীল, মনোহর, শিবের শ্রেষ্ঠ পার্ষদগণে বেষ্টিত, পার্ব্বতীকর্ত্তৃক প্রেরিত একখানি উত্তম রথ দেখিতে পাইলেন। সেই রথে কার্ত্তিকেয়কে আরোহণ করিতে দেখিয়া সেই কৃত্তিকাগণ একেবারে মনের দুঃখে মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর সহসা চেতনা প্রাপ্ত হইয়া কার্ত্তিকেয়কে সম্মুখে দেখিয়া তাহারা শোকাকুলা হইয়া, আলুলায়িত কেশে শোকবেগে কিছুকাল স্তম্ভিত থাকিয়া উন্মত্তের মত ভয়ে ভয়ে বিলাপ করিতে লাগিল। ১—১৯। আমরা এক্ষণে কি করি, কোথায় যাই, হে বৎস! তুমিই আমাদের আশ্রয়, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে তুমি কোথায় যাইতেছ? ইহা তোমার ধর্ম্মানুগত কার্য্য হইতেছে না। আমরা সস্নেহে তোমাকে লালনপালন করিয়াছি, ধর্ম্মানুসারে তুমি আমাদের পুত্র। উপযুক্ত পুত্রের মাতৃবর্গকে পরিত্যাগ করা ধর্ম্মসম্মত কার্য্য নয়। কৃত্তিকাগণ এইরূপ বিলাপ করিয়া, কার্ত্তিকেয়কে বক্ষে ধারণ করত দারুণ পুত্রবিচ্ছেদে অভিভূত হইয়া পুনর্ব্বার মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইল। হে মুনে! অনন্তর কার্ত্তিকেয় আধ্যাত্মিক বচনদ্বারা তাহাদিগকে বুঝাইয়া, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়াই পার্ষদগণের সহিত রথে গমন করিলেন। হে মুনে! কার্ত্তিক, যাত্রাকালে সম্মুখে পূর্ণকুম্ভ, ব্রাহ্মণ, বেশ্যা, শুক্ল ধান্য, দর্পণ,

দধি, ঘৃত, মধু, লাজ, পুষ্প, দূর্ব্বা, শ্বেত অক্ষত, বৃষ, গজেন্দ্র, অশ্ব, জ্বলন্ত অগ্নি, সুবর্ণ, পান, নানাবিধ পরিপক্ব ফল, পতিপুত্রবতী নারী, প্রদীপ, উত্তম-মণি, মুক্তা, পুষ্পমালা, সদ্যোহত পশুর মাংস, চন্দন, এই সকল মাঙ্গল্য বস্তু দর্শন করিলেন। বাম পার্শ্বে শৃগাল, নেউল, পূর্ণ কুম্ভ এবং এই সকল শুভাবহ বস্তু ও দক্ষিণপার্শ্বে রাজহংস, ময়ূর, খঞ্জন, শুক, কোকিল, পারাবত, শঙ্খচিল, চক্রবাক, কৃষ্ণসার, সুরভি, চমরী, শ্বেতচামর, বৎসযুক্ত ধেনু এবং পতাকা এই সব মঙ্গলকর দ্রব্যও দর্শন করিলেন। এতদ্ভিন্ন নানাবিধ বাদ্য, মঙ্গলধ্বনি হরিনামসঙ্কীর্ত্তন এবং শঙ্খ ও ঘণ্টার শব্দ শ্রবণ করিলেন। এইরূপ মঙ্গল দর্শন ও শ্রবণ করিয়া এবং উৎসব-আনন্দ-যুক্ত হইয়া সেই মনোময় রথে আরোহণ করিয়া, পিতৃভবনে গমন করিলেন, ২০—৩২। অনন্তর কুমার কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিয়া অক্ষয় ন্যগ্রোধবৃক্ষের মূলে পূর্ব্বোক্ত কৃত্তিকা এবং পার্ষদগণের সহিত ক্ষণকাল অবস্থিতি করিলেন। পার্ব্বতী, পুরীর চারিদিকে মনোহর রাজমার্গকে পদ্মরাগ ও ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা সংস্কৃত, পট্টসূত্র-প্রবর্দ্ধিত অখণ্ড পল্লবমালায় অলঙ্কৃত, রম্ভাস্তম্ভসংযুক্ত, পূর্ণকুম্ভদ্বারা সুশোভিত, পূর্ণপাত্র ও ফলদ্বারা ব্যাপ্ত, চন্দন-জলে অভিষিক্ত, অসংখ্য রত্নপ্রদীপ ও মণিসমূহে বিরাজিত, নিরন্তর নট, নর্ত্তক ও বেশ্যাসমূহের উৎসবে সঙ্কুল এবং বন্দী ও দূর্ব্বাপুষ্পহস্ত ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক সংযুক্ত করিয়া স্বয়ং পুত্রবতী সাধ্বী যোষিদ্বর্গের সহিত লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, সাবিত্রী, তুলসী, রতি, অরুন্ধতী, অহল্যা, দিতি, তারা, মনোরমা, অদিতি, শতরূপা, শচী, সন্ধ্যা, রোহিণী, অনসূয়া, স্বাহা, সংজ্ঞা, বরুণপত্নী, আকৃতি, প্রসূতি, দেবহূতি, মেনকা, একপাটলা, একপর্ণা, মৈনাক পত্নী, বসুন্ধরা, এবং মনসা ইহাঁদিগকে অগ্রে করিয়া আগমন করিলেন। হে বিপ্রেন্দ্র! রম্ভা, তিলোত্তমা, মেনা, ঘৃতাচি, মোহিনী, উর্ব্বশী, রত্নমালা, সুশীলা, ললিতা, কলা, কদম্বমালা, সুরসা, বনমালা, সুন্দরী ইত্যাদি করিয়া অপ্সরাগণ সকলে মনোহর বেশ বিন্যাস করিয়া সহাস্যমুখে হস্ততালের সহিত নৃত্যগীত করিতে করিতে আনন্দপূর্ব্বক সেই স্থানে গমন করিল। দেবগণ, মুনিগণ, পর্ব্বতগণ, গন্ধর্ব্বগণ এবং কিন্নরগণ সকলে সানন্দচিত্তে কুমারের অভ্যর্থনার নিমিত্ত গমন করিলেন। ৩৩—৪৫। মহেশ্বর নিজে বাদকদ্বারা নানাবিধ বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে রুদ্র, পার্ষদ, ভৈরব ও ক্ষেত্রপালগণের সহিত গমন করিলেন। অনন্তর শক্তিধর কার্ত্তিকেয়, নিকটে পার্ব্বতীকে দেখিয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে রথ হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া, মস্তকদ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। পার্ব্বতী, সমাদরে লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীগণের, মুনিপত্নীগণের এবং সাতিশয় ভক্তিসহকারে শিব প্রভৃতি সমুদয় দেবগণের অনুমতি লইয়া, কার্ত্তিকেয়ের মুখ দর্শন করিয়া ও তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া চুম্বন করিলেন। শঙ্কর প্রভৃতি দেবগণ, পার্ব্বতী প্রভৃতি দেবীগণ, মুনিগণ, পর্ব্বতগণ এবং পর্ব্বতপত্নীগণ, কার্ত্তিকেয়কে শুভ আশীর্ব্বাদ দান করিলেন। অনন্তর কার্ত্তিকেয় মহাদেবের গণের সহিত মহাদেবের ভবনে আগমন করিয়া সভামধ্যে ক্ষীরোদশায়ী, রত্নসিংহাসনস্থিত, রত্নভূষণে ভূষিত, ধর্ম্ম ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য বহ্নি এবং বায়ু প্রভৃতি দেবগণে পরিবৃত, ঈষৎহাস্যযুক্ত, প্রসন্নমুখ, ভক্তানুগ্রহকারী, মুনীন্দ্র ও দেবেন্দ্রগণকর্ত্তৃক সংস্তুত এবং শ্বেতচামরদ্বারা সেবিত বিষ্ণুকে দর্শন করিলেন। সেই জগন্নাথ বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া ভক্তিভরে তাঁহার স্কন্ধ নম্র হইল এবং সর্ব্বাঙ্গে পুলকোদ্গম হইল। তিনি ভূমিলুণ্ঠিত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তাহার পর ব্রহ্মা, ধর্ম্ম এবং হর্ষান্বিত অন্যান্য দেবগণ ও মুনিগণকে একে একে নমস্কার করিয়া তাঁহাদের শুভ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন এবং সভাস্থিত সকলের সহিত একে একে সাদর-সম্ভাষণ করিয়া সুবর্ণনির্ম্মিত সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। সেই সময়ে মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর ধন দান করিলেন। ৪৬—৫৬।

গণেশখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, অনন্তর জগৎপতি বিষ্ণু প্রহৃষ্টান্তঃকরণে শুভক্ষণ দেখিয়া সুরম্য রত্নসিংহাসনে কার্ত্তিকেয়কে বসাইলেন। সেই সময়ে কৌতুকপূর্ব্বক কাংস্য করতাল প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য এবং নানাবিধ যন্ত্র বাজাইতে বলিলেন; এবং আনন্দসহকারে বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক সকল তীর্থজলে পরিপূর্ণ শ্রেষ্ঠ রত্ননির্ম্মিত শত শত কুম্ভদ্বারা তাঁহাক স্নান করাইলেন। শ্রেষ্ঠরত্নের সারভাগদ্বারা রচিত কিরীট, মুকুট, অঙ্গদ, অমূল্য রত্ন-রচিত নানাবিধ ভূষণ, দিব্য বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রযুগ্ম, ক্ষীরোদসমুদ্রসম্ভূত কৌস্তুভমণি, বনমালা এবং চক্র সানন্দচিত্তে তাঁহাকে দান করিলেন। ব্রহ্মা যজ্ঞ-সূত্র, বেদমাতা সাবিত্রী বেদ

মন্ত্র্যামন্ত্র, কৃষ্ণমন্ত্র শ্রীহরির স্তোত্র ও কবচ, কমণ্ডলু, ব্রহ্মাস্ত্র এবং শত্রুসংহারিণী বিদ্যা দান করিলেন। আর ধর্ম্ম, উৎকৃষ্ট ধর্ম্মমতি এবং সর্ব্বজীবের উপর দয়া দান করিলেন। মহাদেব সর্ব্বোৎকৃষ্ট মৃত্যুঞ্জয়-জ্ঞান, সকল শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, নিত্যসুখ-প্রদ মনোহর তত্ত্বজ্ঞান, যোগতত্ত্ব, সিদ্ধিতত্ত্ব, সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান, শূল, পিণাক, পরশু, শক্তি, পাশুপতধনু, সংহারকারক অস্ত্রের প্রয়োগ এবং সংহার দান করিলেন। জলেশ্বর বরুণ তাঁহাকে শ্বেতচ্ছত্র ও রত্নমালা, ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ হস্তী এবং সুধানিধি চন্দ্র তাঁহাকে সুধাকুম্ভ দান করিলেন। সূর্য্য মনোযায়ী রথ ও মনোহর কবচ, যম যমদণ্ড এবং অগ্নি মহাশক্তি দান করিলেন। এইরূপে দেবগণ আনন্দসহকারে নানাবিধ অস্ত্রাদি দান করিলেন কামদেব সানন্দচিত্তে তাঁহাকে কামশাস্ত্র দান করিলেন। ক্ষীরোদসমুদ্র অমূল্য রত্ন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ননূপুর দান করিলেন। ১—১৩। পরমহৃষ্টা পার্ব্বতী, সস্মিতমুখে এবং সানন্দান্তঃকরণে মহাবিদ্যা, সুশীলা বিদ্যা, মেধা, দয়া, স্মৃতি, নির্ম্মলা বুদ্ধি, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা, ধৃতি, সুদৃঢ়া হরিভক্তি এবং হরির দাস্য দান করিলেন। হে নারদ! পণ্ডিতেরা যাহাকে শিশুপালিকা মহাষষ্ঠী বলিয়া থাকে, সেই সুশীলা, সুবিনীতা মনোহারিণী সুন্দরী দেবসেনাকে রত্নভূষণে ভূষিতা করিয়া ব্রহ্মা বেদমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তাঁহার সহিত বিবাহ দিলেন। সকল দেবগণ মুনিগণ ও গন্ধর্ব্বগণ কার্ত্তিকেয়ের অভিষেক সম্পাদন করিয়া জগতের ঈশ্বর শিব প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। হে নারদ! অনন্তর মহাদেব,—নারায়ণ ব্রহ্মা এবং ধর্ম্মকে স্তব করিলেন। ধর্ম্ম আলিঙ্গন করিয়া পিতৃতুল্য ভগবান্ হরিকে প্রণাম করিলেন। শৈলেন্দ্র হিমালয় মহাদেব কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া আপনার গণের সহিত প্রীত মনে গৃহে গমন করিলেন এবং যিনি যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে আনন্দিত চিত্তে সেই স্থানে গমন করিলেন। মহেশ্বর দেবীর সহিত আনন্দে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া পুনর্ব্বার সেই সকল দেবগণ ও মুনি প্রভৃতিকে আপনার গৃহে আনয়ন করাইয়া পুষ্টির সহিত মহাত্মা গণেশের মহা সমারোহে বিবাহ দিলেন। এইরূপে পার্ব্বতী, পরম হৃষ্টচিত্তে পুত্রদ্বয় ও পরিবারগণের সহিত ভগবানের সর্ব্বকামপ্রদ চরণদ্বয় সেবা করত কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এই কার্ত্তিকেয়ের অভিষেক, বিবাহ এবং পূজা ও গণেশের বিবাহ সকলই কথিত হইল। পার্ব্বতীর পুত্রলাভ এবং দেবতাগণের সম্মিলনও বলা হইল; এক্ষণে তোমার মনে কি ইচ্ছা আছে এবং আর কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা কর, তাহা বল। ১৪—২৮।

গণেশখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে মহাভাগ বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ ঈশ্বর নারায়ণ! আমার একটি অতি সন্দেহ আছে, তাহা আপনার নিকটে জিজ্ঞাসা করিতেছি। হে প্রভো! গণেশ দেবগণের অধিপতি মহাত্মা শঙ্করের পুত্র, স্বয়ং বিঘ্নবিনাশন এবং ঈশ্বরাবতার, তাঁহার বিঘ্ন হইল কেন? পরিপূর্ণতম পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীমান্ গোলোকনাথ আপনার অংশে পার্ব্বতীর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। হে বিভো! সেই সাক্ষাৎ ভগবানের শনির দৃষ্টিমাত্রে যে মস্তকচ্ছেদন হইল, ইহার প্রতি কারণ কি; তাহা আমার নিকটে ব্যক্ত করুন। নারায়ণ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্ নারদ! বিঘ্নেশ্বর গণেশের যে কারণে বিঘ্ন হইল, সেই পুরাতন ইতিহাস সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। কোন সময় সূর্য্য,—মালী এবং সুমালীনামক দুই জন ভক্তকে হনন করিতে উদ্যত হওয়ায় ভক্তবৎসল মহাদেব অতিশয় ক্রোধ সহকারে তাঁহাকে শূলের দ্বারা আঘাত করেন। সূর্য্যদেব শিবতুল্য তেজস্বান্ অব্যর্থ শূলদ্বারা আহত হইয়া বিচেতন হইলেন এবং রথ হইতে ভূমিতলে পতিত হইলেন। সূর্য্যের পিতা কশ্যপ আপনার পুত্র সূর্য্যকে উত্তানলোচন এবং মৃতকল্প দেখিয়া তাঁহাকে বক্ষঃস্থলে রক্ষা করিয়া, শোকবশে মুহুর্ম্মুহুঃ অতিশয় বিলাপ করিয়াছিলেন। দেবগণ সকলে ভীত হইয়া হাহাকারধ্বনি করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন; এবং সকল জগৎ অন্ধকারে আবৃত হইয়া একবারে অন্ধের মত হইল। ব্রহ্মতেজে দেদীপ্যমান ব্রহ্মার পৌত্র তপস্বী কশ্যপ, আপনার পুত্রকে নিষ্প্রভ দেখিয়া শিবকে শাপ প্রদান করিলেন,—হে অনঘ! তুমি যেমন শূলদ্বারা আমার পুত্রের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়াছ, সেইরূপ তোমার পুত্রেরও মস্তকচ্ছেদন হইবে। ১—১১। আশুতোষ মহাদেব ক্ষণকালের মধ্যে ক্রোধশূন্য হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান-দ্বারা তৎক্ষণাৎ সূর্য্যকে জীবিত করিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের অংশ ত্রিগুণাত্মক সূর্য্য তৎক্ষণাৎ চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া পিতার সম্মুখে গাত্রোত্থান করি-

লেন। সূর্য্য আপনার পিতাকে এবং ভক্তবৎসল শঙ্করকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর মহাদেবের প্রতি কশ্যপের শাপ শুনিয়া তিনি কশ্যপের উপর ক্রোধ করিলেন। সূর্য্য ক্রোধে এইরূপ বলিলেন, আমি বিষয়সুখ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না; উহা পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভজনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ঈশ্বর ভিন্ন আর সমস্তই তুচ্ছ এবং অনিত্য; বিদ্বান্ পুরুষ মঙ্গলময় সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া অমঙ্গলপূর্ণ এই বিষয়সুখের অভিলাষী হয় না। সূর্য্যকে এইরূপ কোপান্বিত দেখিয়া প্রভু ব্রহ্মা, দেবগণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, সসম্ভ্রমে সূর্য্যের নিকটে আগমন করিয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা করত পুনর্ব্বার বিষয়াসক্ত করিলেন। অনন্তর শিব, ব্রহ্মা এবং কশ্যপ সূর্য্যদেবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সানন্দচিত্তে আপনার আপনার গৃহে গমন করিলেন এবং সূর্য্যও আপনার রাশিতে গমন করিলেন। অনন্তর মালী এবং সুমালী শ্বিত্ররোগগ্রস্ত হইয়া গলিতসর্ব্বাঙ্গ, শক্তিহীন এবং প্রভাশূন্য হইল। ব্রহ্মা স্বয়ং তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা দুইজনে সূর্য্যের কোপে এইরূপ গলিত এবং হত হইয়াছ; অতএব তোমরা সূর্য্যকে ভজনা কর। সনাতন ব্রহ্মা, তাহাদিগের নিকটে সূর্য্যের কবচ স্তোত্র এবং সমুদয় পূজাবিধি বলিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। হে মুনে! অনন্তর তাহারা পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া ত্রিকালে স্নান এবং ভক্তিপূর্ব্বক সূর্য্যমন্ত্র জপ করত সূর্য্যের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল। তাহার পর সূর্য্যের নিকটে বর প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার আপনাদিগের স্বাভাবিক রূপ প্রাপ্ত হইল। তুমি যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলে, সে সকলের উত্তর করিলাম; এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর। ১২—২৩।

গণেশখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! দয়ালু ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে সেই দানবদ্বয়কে পরমাত্মা সূর্য্যের কিরূপ স্তোত্র এবং কবচ দান করিয়াছিলেন? হে মহাভাগ! তাঁহার পূজাবিধানই বা কিরূপ এবং সেই ব্যাধিনাশন মন্ত্রই বা কিরূপ? আপনি এই সকল আমাকে বলিয়া দিউন। সূত বলিলেন, করুণানিধি ভগবান্ নারায়ণ নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্তোত্র, কবচ, মন্ত্র এবং পূজার ক্রম বলিতে আরম্ভ করিলে। নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! সকল প্রকার পাপ ও ব্যাধিমোচন, শ্রীসূর্য্যদেবের পূজাক্রম, স্তব এবং কবচ বলিতেছি; শ্রবণ কর। মালী এবং সুমালীনামক দৈত্যদ্বয় ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া শিবমন্ত্রের প্রসাদক ব্রহ্মাকে স্মরণ করিল। ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া কমলাপতি নারায়ণ হরির সমীপে উপবিষ্ট মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মালী এবং সুমালীনামক দৈত্যদ্বয় ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! তাহাদের দুজনের ব্যাধিনাশের উপায় কি; তাহা বলিতে আজ্ঞা করুন। বিষ্ণু বলিলেন, পুষ্করে এক বৎসর কাল আমার অংশ, ব্যাধিসকলের নিহন্তা, সূর্য্যদেবের সেবা করিলে তাহারা ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবে। শঙ্কর বলিলেন, হে জগৎপতে ব্রহ্মন্! তুমি সেই দুই জনকে ব্যাধিনাশক মহাত্মা সূর্য্যের কল্পতরুস্বরূপ বাঞ্ছিতফলপ্রদ সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্তোত্র, কবচ এবং মন্ত্র দান কর। হে বিধে! সূর্য্য এবং হরি, ইঁহারা দুইজনেই লোকের অচিরে সম্পৎপ্রদাতা; স্বয়ং হরি সকল অভিলষিত দান করেন এবং দিনকর সূর্য্য ব্যাধিবিনাশ করেন, যাঁহার যে বিষয়, তিনি তাহাই করেন। ১—১০। অনন্তর ব্রহ্মা,—নারায়ণ এবং শঙ্করের অনুমতি গ্রহণ করিয়া সেই দৈত্যদ্বয়ের গৃহে গমন করিলেন। তাহারা তাঁহাকে প্রণাম ও স্বাগত প্রশ্ন করিয়া বসিতে আসন দিল। দয়ানিধি ব্রহ্মা তাহাদিগকে গলিত, শুষ্ক অর্থাৎ অসাড় আহারশূন্য এবং পূয ও দুর্গন্ধযুক্ত দেখিয়া আপনিই বলিলেন, হে বৎসদ্বয়! তোমরা কবচ, স্তোত্র, মন্ত্র এবং পূজাবিধির নিয়ম সংগ্রহ করিয়া, পুষ্করে গিয়া, নম্রভাবে সূর্য্যের উপাসনা কর। তাহারা বলিল, হে বিধাতঃ! কিরূপ বিধানে কোন্ মন্ত্রদ্বারা সূর্য্যদেবের উপাসনা করিব; তাঁহার স্তোত্র ও কবচই বা কিরূপ; আমাদিগকে উহা প্রদান করুন। ব্রহ্মা বলিলেন, ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক ভাস্করের সেবা করিলে তোমরা নীরোগ হইবে। "ওঁ হ্রীং নমো ভগবতে সূর্য্যায় পরমাত্মনে স্বাহা", এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অতি সাবধানে ভগবান্ সূর্য্যকে ষোড়শোপচারে একবৎসর কাল পূজা করিলে নিশ্চয়ই তোমরা রোগ হইতে মুক্ত হইবে। সেই সূর্য্যের অপূর্ব্ব কবচ আমি তোমাদিগকে প্রদান করিতেছি। পূর্ব্বে অহল্যাহরণ জন্য পাপে, গৌতমের শাপপ্রভাবে, ইন্দ্রের অঙ্গে সহস্র ভগচিহ্ন নির্গত হইলে সেই সঙ্কটের সময় বৃহস্পতি প্রীত হইয়া ইন্দ্রকে এই কবচ দান করেন। ১১—১৯। বৃহস্পতি বলিলেন, হে ইন্দ্র! যে কবচ ধারণ করিয়া ভারতবর্ষে মুনিগ

পরম পবিত্রতা লাভ করত জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, আমি সেই পরম অদ্ভুত কবচ তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। যেমন গরুড়কে দেখিয়া সর্পগণ ভয়ে পলায়ন করে, সেইরূপ এই কবচধারীর নিকটে ব্যাধিগণ ভয়ে গমন করে না। এই কবচ বিশুদ্ধস্বভাব গুরু-ভক্ত আপন শিষ্যের নিকটেই প্রকাশ করিবে। খলস্বভাব অপরের শিষ্যকে এই কবচ দান করিলে দাতার মৃত্যু হইবে। জগদ্বিলক্ষণ-নামক এই কবচের ঋষি প্রজাপতি, ছন্দ গায়ত্রী এবং স্বয়ং সূর্য্য দেবতা; সকল প্রকার ব্যাধির বিনাশ এবং সৌন্দর্য্যলাভার্থ ইহার প্রয়োগ হয়। এই কবচ ধারণ করিবামাত্র পবিত্রতা লাভ হয়; ইহা সকলের সারস্বরূপ এবং সকল প্রকার পাপের বিনাশক। "ওঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ক্রীঁ শ্রীঁ সূর্য্যায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার মস্তক রক্ষা করুন। অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বদা আমার কপাল রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা," এই মন্ত্র আমার নাসিকা রক্ষা করুন। সূর্য্য আমার চক্ষু রক্ষা করুন। বিকর্ত্তন আমার চক্ষের তারা রক্ষা করুন। ভাস্কর আমার অধর রক্ষা করুন। দিনকর সর্ব্বদা আমার দন্ত রক্ষা করুন। প্রচণ্ড আমার গণ্ড এবং মার্ত্তণ্ড আমার কর্ণ রক্ষা করুন। মিহির সর্ব্বদা স্কন্ধ, পূষণ জঙ্ঘাদ্বয়, রবি বক্ষঃস্থল ও সূর্য্য স্বয়ং সর্ব্বদা নাভি রক্ষা করুন। সর্ব্বদেবনমস্কৃত—সর্ব্বদা আমার কঙ্কাল, ব্রধ্ন—কর-দ্বয় এবং প্রভাকর পাদদ্বয় রক্ষা করুন। ঈশ্বর বিভাকর, সর্ব্বদা আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। হে বৎস! এই অতি মনোহর জগদ্বিলক্ষণনামক ত্রিজগতে দুর্লভ কবচ তোমাকে বলিলাম। পূর্ব্বকালে পুষ্করতীর্থে পুলস্ত্য সানন্দচিত্তে মনুকে এই কবচ দান করেন। আমি আবার ইহা তোমাকে দান করিলাম; তুমি ইহা যাহাকে তাহাকে দিওনা। এই কবচের প্রসাদে তুমি ব্যাধি হইতে মুক্ত, নীরোগ এবং শ্রীমান্ হইবে; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মনুষ্য লক্ষ বর্ষ হবিষ্য করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়, এই কবচের ধারণমাত্রে সেই ফল প্রাপ্ত হয়; স বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে মূঢ়, এই কবচ না জানিয়া সূর্য্য-উপাসনা করে, দশলক্ষবার জপ করিলেও তাহার মন্ত্র, সিদ্ধিপ্রদ হয় না। ২০—৩৫।

গণেশখণ্ডে সূর্য্যকবচ সমাপ্ত।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে বৎসদ্বয়! এই কবচ ধারণ এবং সূর্য্যদেবের স্তব করিয়া তোমরা উভয়ে নিশ্চয়ই ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হইবে। সূর্য্যের স্তব সামবেদে উক্ত হইয়াছে। উহা ব্যাধি হইতে মোচনকারী, সর্ব্ব-পাপহারক, সারভূত, সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং প্রীতি ও আরোগ্যকর। ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি সেই পরমধামে ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ সনাতন এবং ভক্তানুগ্রহকারী; তোমাকে স্তব করিতে ইচ্ছা করি। তুমি ত্রৈলোক্যের লোচন, লোকনাথ, পাপমোচনকারী, তপস্যার ফল-দাতা এবং সর্ব্বদা পাপিদিগের দুঃখদাতা। তুমি লোককে কর্ম্মের অনুরূপ ফল প্রদান কর; তুমি কর্ম্মের বীজ এবং দয়ার আধার; আবার তুমিই কর্ম্ম ও ক্রিয়াস্বরূপ। তুমি লোককে ব্যাধিযুক্ত কর এবং ব্যাধি হইতে বিমুক্তও কর; তুমি শোক, মোহ এবং ভয়ের অপহার ক। তুমি সুখ, মোক্ষ, ভক্তি এবং সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট দান কর; তুমি সারভূত; তুমি সকলের ঈশ্বর, সর্ব্ব স্বরূপ এবং সকল কর্ম্মের সাক্ষী। তুমি সকল লোকের প্রত্যক্ষ অথচ অতীন্দ্রিয় এবং অতর্কণীয়। তুমি নিস্তারসকারী, রসদায়ী সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদাতা, সিদ্ধিস্বরূপ, নির্লেপ এবং সিদ্ধদিগের পরম গুরু। এই গুহ্য হইতে গুহ্যতর স্তবরাজ কথিত হইল; যে প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা এই স্তব পাঠ করে, সে সকলপ্রকার ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করে। বিশেশ্বর শ্রীসূর্য্যের কৃপায় তাহার অন্ধতা, কুষ্ঠ, দারিদ্র্য, রোগ, শোক, ভয় এবং কলহ; এই সকল নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। ৩৬—৪৫। মহাকুষ্ঠী, গলিতাঙ্গ, চক্ষুহীন, মহা-ব্রণী, যক্ষ্মাক্রান্ত, মহাশূল-রোগাক্রান্ত এবং নানাবিধ-ব্যাধিযুক্ত মনুষ্য, একমাস হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া যদি এই স্তব শ্রবণ করে; তাহা হইলে সে রোগ হইতে নিশ্চয়ই মুক্ত হয় এবং সর্ব্বতীর্থস্নানের ফল লাভ করে; সেবিষয়ে কোন সংশয় নাই। হে পুত্রদ্বয়! তোমরা শীঘ্র পুষ্করে গমন কর এবং সেই স্থানে ভাস্করের উপাসনা কর। বিধাতা এইরূপ উপদেশ দান করিয়া সানন্দচিত্তে আপনার গৃহে গমন করিলেন। সেই দৈত্যদ্বয়ও উক্তরূপে সূর্য্যের উপাসনা করিয়া নীরোগ হইল। হে বৎস নারদ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, বিঘ্নেশের বিঘ্নের কারণ কি; তাহা বলিলাম এবং সর্ব্ববিঘ্নহর সূর্য্যস্তব ও কবচাদি বলিলাম; আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ৪৬—৫০।

গণেশখণ্ডে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, আপনি হরির অংশ হইতে উৎপন্ন; বুদ্ধি, তেজ এবং বিক্রমে হরির তুল্য; অতএব আমার প্রশ্ন শ্রবণ করুন। বিঘ্নহর গণেশের যে নিমিত্ত বিঘ্ন হইয়াছিল, সেই

পরম অদ্ভুত কথা এবং সেই বিঘ্নের কারণ বিশ্বকারণের মুখ হইতে শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আমি আর একটী সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত এই কথাটি শুনিতে ইচ্ছা করি;—হে জীবজনক! ত্রৈলোক্য-নাথের পুত্রে সকল প্রকার শ্রেষ্ঠ জীবের নানাবিধ স্বরূপ বর্ত্তমান থাকিতে হস্তীর মুখ যোজিত হইল কেন? শ্রীনারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! গজমুখ-যোজনার কারণ শ্রবণ কর। ইহা সকল পুরাণে অতি গোপ্য-ভাবে অবস্থিত, বেদেও দুর্লভ, সকলদুঃখের তারণ, সকলসম্পদের কারণ, সকলবিপদের নিবারণ, পাপ-মোচন একটী গোপনীয় বৃত্তান্ত; সকলমঙ্গলের মঙ্গল, সুখপ্রদ, মোক্ষপ্রদ এবং চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদ মহা-লক্ষ্মীচরিতও ঐ বৃত্তান্তের অন্তর্নিবিষ্ট। হে বৎস! শ্রবণ কর, আমি পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি; উহা পাদ্ম-কল্পের রহস্য; আমি উহা পিতার মুখে শ্রবণ করিয়াছি। একদা মহাসম্পজ্জনিত মদে উন্মত্ত ইন্দ্র কামপরবশ হইয়া নিজ রাজলক্ষ্মীর অনুরূপ বেশভূষা করিয়া, পুষ্পভদ্রানদীতীরে গমন করিয়াছিলেন। তাহার তীরে সকল প্রকার জীবজন্তুশূন্য দুর্গম অরণ্যের মধ্যে অতি নির্জ্জন মনোহর পুষ্পোদ্যান ছিল। ভ্রম-রের গুন্ গুন্ শব্দে ও পুংস্কোকিলের মনোহর শব্দে নিনাদিত এবং সুগন্ধিপুষ্পসংস্পর্শী বায়ুদ্বারা সুরভী-কৃত সেই উদ্যানে ইন্দ্র, চন্দ্রলোক হইতে সমাগত সুরতশ্রম-বিশ্রামাভিলাষিণী এবং কামদেবের উপর অনুরাগিণী রম্ভাকে দর্শন করিয়াছিলেন। ঐ রম্ভা তৎকালে অনন্যমনে মনে মনে নানাবিধ সুরতক্রীড়ার বিষয় কল্পনা করিতে করিতে কামদেবের উপর একাগ্র-চিত্ত হইয়া, একাকিনী কামদেবের গৃহাভিমুখে গমন করিতেছিল। ১—১৩। সেই রম্ভা শ্যামা অর্থাৎ সম্পূর্ণ যৌবনবতী ছিল, তাহার শ্রোণিদেশ সুগঠিত, দাঁতগুলি মুক্তার মত, অধর সুপক্ব বিম্বফলের ন্যায় মনোহর, নিতম্ব অতি বৃহৎ, গজেন্দ্রের ন্যায় মন্থর গমন, মুখ শরচ্চন্দ্রের মত, তাহাতে আবার ঈষৎহাস্য ও কটাক্ষ বিরাজিত, মস্তকে সুরম্য কবরী এবং গলদেশে মালতীপুষ্পের মালা শোভিত। পরিধানে বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রযুগল, সর্ব্বাঙ্গে রত্নময় ভূষণ, কপালে একটি ক্ষুদ্র সিন্দূরের টিপ, তাহার নীচে আবার খয়েরের টিপের মত কৃষ্ণবর্ণ কস্তুরীর টিপ। চক্ষুদ্বয় নীলোৎপলের মত, তাহা আবার উজ্জ্বল কজ্জলদ্বারা রঞ্জিত; গণ্ডস্থলে মণিময় কুণ্ডল আসিয়া পড়িয়াছে। স্তনদ্বয় অতি উন্নত সুকঠিন, সুতরাং রসিকদিগের সুখপ্রদ, তাহাতে আবার অতি নৈপুণ্যের সহিত পত্রাবলী অঙ্কিত। বেশবিন্যাস সর্ব্বপ্রকার শোভাকর পরিচ্ছদাদিদ্বারা রচিত। রম্ভা স্বয়ং অতি সুভগা, দেবতাদিগের প্রাণ হইতেও অধিক প্রিয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অপ্সরাদিগের মধ্যে প্রধানা, রমণীয়া, স্থির-যৌবনা, শান্তা, শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য ও সর্ব্বোত্তম গুণশালিনী মুনিগণের মনো-মোহিনী এইরূপ বেশভূষায় ভূষিতা রম্ভাকে সুরতা-ভিলাষে স্বচ্ছন্দগামিনী দেখিয়া এবং তাহার কটাক্ষে পীড়িত হইয়া, ইন্দ্র ইন্দ্রিয়গণের অত্যধিক চপলতা রোধ করিতে না পারিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে বরারোহে তুমি কোথায় গমন করিতেছ? কোথা হইতেই বা তোমার আগমন হইল? অনেক দিনের পর আমি তোমাকে দেখিলাম, আজকাল কে তোমার প্রিয়পাত্র হইয়াছে। ১৪—২২। আমি দূতদিগের মুখে শুনিয়া এই স্থানে তোমার অন্বেষণে আসিয়াছি। তুমি জান যে, আমি সর্ব্বদাই তোমাতে অনুরক্ত, তোমা ভিন্ন আর কোন স্ত্রীর চিন্তা করি না। সুবাসিতজলাভিলাষী কখন পঙ্কিল জল পান করে না; চন্দনার্থী কখন পঙ্ক গ্রহণ করে না এবং পদ্মাভিলাষী ব্যক্তি কখনও কহ্লারপুষ্পের আদর করে না; অমৃতাভিলাষী, সুরায় তৃপ্ত হয় না; দুগ্ধার্থী আবিল জল পান করেন না; সুগন্ধি পুষ্পের শয্যায় যে শয়ন করে, সে কি অস্ত্রশয্যায় শয়ন করিতে পারে? স্বর্গবাসী কখন নরক চাহে না। যে উত্তম উত্তম খাদ্যবস্তু ভোজন করে, সে কদাপি কুৎসিত দ্রব্য ভোজন করিতে পারে না; আর যে চিরকাল পণ্ডিত-গণের সহবাস করে, সে কখনও মূর্খদিগের সহিত সঙ্গতি ইচ্ছা করে না। বল দেখি—রত্ননির্ম্মিত আভরণ পরিত্যাগ করিয়া, কোন্ মূঢ় লৌহময় ভূষণ পরিধান করিতে ইচ্ছা করে? এই ত্রিজগতে এমন কে মূঢ় আছে যে, তোমাকে একবার আলিঙ্গন করিয়া অপর স্ত্রীতে গমন করিতে ইচ্ছা করে? কোন্ বিষ্ণু গঙ্গানদীকে পরিত্যাগ করিয়া অপর নদীতে স্নান করিবার অভিলাষ করিয়া থাকে? যাহারা ইহ জীবন সুখে কাটাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা ইন্দ্রিয়-সেবায় বর্দ্ধমান ইন্দ্রিয়সুখস্বরূপ বরই প্রার্থনা করে। হে নারদ! মঘবান্ ইন্দ্র এইরূপ বাক্য বলিয়া, ঐরাবত হইতে অবরোহণ করিয়া, অনুরাগভরে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়-মান হইলেন। সেই অতিশয় সুরত-প্রিয়া রম্ভা, ইন্দ্রের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া, পুলকিত-গাত্রে মুখ হেঁট করিয়া, একটু হাস্য করিল। ঈষৎ হাস্যের সহিত কটাক্ষ বিক্ষেপ, স্তন ও উরুযুগলের প্রদর্শন এবং কামাগ্নির উদ্দীপক বাক্য প্রয়োগ করিয়া ইন্দ্রের চৈতন্য

হরণ করিল। অনন্তর সে অল্প অথচ সারবান্ মধুর, স্নিগ্ধ, কোমল, প্রিয় এবং পুরুষবশীকরণের বীজস্বরূপ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল। ২৩—৩৪। রম্ভা বলিল, আমার যেখানে অভিলাষ, সেই স্থানেই গমন করিতেছি, তোমার তাহা জিজ্ঞাসায় ফল কি? আমি মিথ্যা কথায় লোককে সন্তুষ্ট করি না। ধূর্ত্তদিগেরই কেবল যতক্ষণ চোখোচখি, ততক্ষণই মিত্রতা থাকে। যেমন মধুকর লোভে সকল পুষ্পেরই রস গ্রহণ করে এবং যেখানে স্বাদ পায়, সেইখানেই সে সর্ব্বদা অবস্থান করে; সেই ভ্রমরবরের ন্যায় লম্পট পুরুষও সর্ব্বদা ভ্রমণ করে। বায়ু যেমন এক স্থানে আবদ্ধ হয় না, লম্পটও সেইরূপ কোন স্থানে আবদ্ধ হয় না; যে স্থানে রস পায়, সেই স্থান হইতেই রস আহরণ করে। বৃক্ষের অঙ্গ যেমন শাখা, সুপুরুষেরাও সেইরূপ রমণীগণের অঙ্গ; কিন্তু কাক যেমন বৃক্ষের পাকা ফলটি ভক্ষণ করিয়া উড়িয়া যায়, আর কোন সম্বন্ধ রাখে না, লম্পট পুরুষেরাও স্ত্রীদিগের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করে। যাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহাদের কার্য্য উদ্ধার না হয়, তাবৎকাল অবধিই তাহারা সহবাস করে। অগ্নি যেমন কাষ্ঠে আপনার কার্য্য শেষ অবধি অবস্থান করে, লম্পটগণও সেইরূপ আত্মকার্য্যের অনুরোধেই অবস্থান করে। যে পর্য্যন্ত সরোবরে জল থাকে, সেই পর্য্যন্তই জল-জন্তুগণ সেই স্থানে অবস্থান করে; আর যখন সেই জল শুকাইতে আরম্ভ হয়, তখন তাহারাও স্থানান্তরে গমন করে; লম্পট পুরুষদিগের ব্যবহারও সেইরূপ। তুমি দেবতাদিগের অধিপতি, রমণীদিগের পরম বাঞ্ছিত বস্তু। কারণ, রসিকা স্ত্রীগণ সর্ব্বদা রসিক পুরুষেরই অভিলাষ করে; কামিনী—যুবা, রসিক, শান্ত, সুবেশ, সুন্দর, প্রিয়, গুণী, ধনী এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কান্ত লাভ করিতে ইচ্ছা করে। ৩৫—৪০। নারীগণ দুঃশীল, রোগযুক্ত, বৃদ্ধ, রতি-শক্তিরহিত, অদাতা এবং বিবেচনাশূন্য পুরুষকে কখনই ইচ্ছা করে না! তুমি গুণের সাগর, কোন্ মূঢ়া স্ত্রী, তোমাকে ইচ্ছা না করে? এক্ষণে আমি তোমার আজ্ঞাকারিণী দাসী, আমাকে যথাসুখে গ্রহণ কর। কামাগ্নিদগ্ধা নির্লজ্জা রম্ভা হাস্যপূর্ব্বক এই কথা বলিয়া তাঁহার সমীপে অবস্থান করত কুটিলনয়নে যেন তাঁহাকে পান করিতে লাগিল। কামশাস্ত্রবিশারদ, দেবরাজ, মদনপীড়িতা রম্ভার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, পুষ্পশয্যায় তাহাকে গ্রহণ করত, তাহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। নির্জ্জনে হঠাৎ রম্ভা, দেবরাজকে চুম্বন করিলে, দেবরাজ সেই প্রৌঢ়া, বস্ত্রশূন্যা, সুভগা, শ্রেষ্ঠা এবং পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী রম্ভাকে চুম্বন করিতে লাগিলেন। হে মুনে! কামী ইন্দ্র, যেন সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান শৃঙ্গাররূপী হইয়া নানা প্রকার বিপরীত প্রভৃতি শৃঙ্গার করিতে লাগিলেন। তখন উভয়ে কামমোহিতচিত্তে নিরন্তর, পরস্পর, পরস্পরকে চিন্তা করত জ্ঞানবর্জ্জিত এবং কামার্ত্ত হইয়া দিবা-রাত্রি কিছুই জানিতে পারিলেন না। সুরেশ্বর রম্ভার সহিত এইরূপ স্থলে ক্রীড়া করত জলবিহারের নিমিত্ত পুষ্পভদ্রা নদীর জলে গমন করিলেন। দেবরাজ, সহর্ষে কিছুকাল রম্ভার সহিত জলক্রীড়া করিয়া বারংবার জল হইতে স্থলে, স্থল হইতে জলে বিহার করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা—সশিষ্যে বৈকুণ্ঠধাম হইতে সেই পথ দিয়া শঙ্করালয়ে গমন করিতেছিলেন। ৪১—৫০। দেবেন্দ্র, মুনীন্দ্রকে দর্শন করত জ্ঞানশূন্য অবস্থায় তৎক্ষণাৎ আগমনপূর্ব্বক প্রণাম করিলে, সেই ঋষি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ভগবান্ নারায়ণ, যে পারিজাত পুষ্প প্রদান করিয়াছিলেন, মহাত্মা মুনীন্দ্র, মহেন্দ্রকে সেই পারিজাত পুষ্প প্রদান করিলেন। ভাগ্যবান্ কৃপানিধি মুনিসত্তম মহাভাগ মুনিবর, তাঁহাকে সেই পুষ্প প্রদান করিয়া, তাহার যৎকিঞ্চিৎ অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন;—এই পুষ্প সমস্ত বিঘ্ন নষ্ট করে; ইহা নারায়ণকে নিবেদন করা হইয়াছে। যাঁহার মস্তকে এই পুষ্প থাকে, তিনি সকল স্থানেই জয় লাভ করেন; এবং তিনি সমস্ত দেবতাগণের অগ্রগণ্য হইয়া অগ্রে পূজা প্রাপ্ত হইবেন। মহালক্ষ্মী, তাঁহার ছায়ার ন্যায় হইয়া কখনই তাঁহাকে ত্যাগ করেন না। তিনি জ্ঞানে তেজে, বুদ্ধিতে, বলে সকল দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ; এবং তিনি শ্রীমান্ হরির তুল্য পরাক্রমশালী হন। যে পামর, অহঙ্কারে ভক্তিপূর্ব্বক এই হরির নিবেদিত পুষ্প মস্তকে ধারণ না করে, সে স্বগণের সহিত শ্রীভ্রষ্ট হয়। মহাদেবের অংশসম্ভূত ঋষি, এইরূপ কহিয়া শঙ্করালয়ে গমন করিলে ইন্দ্র রম্ভার নিকটে ঐরাবত হস্তীর মস্তকে সেই পুষ্প স্থাপন করিলেন। অসতী স্ত্রী, অতিশয় অংসা এবং চঞ্চলা, উপযুক্ত পুরুষকেই ইচ্ছা করে; অতএব রম্ভা তখন দেবরাজকে শ্রীভ্রষ্ট দেখিয়া স্বর্গে গমন করিল। মহাবল গজরাজ তেজে স্বদেহ হইতে ইন্দ্রকে নিক্ষেপ করত পরিত্যাগ করিয়া মহারণ্যে প্রবেশ করিল। পরে সেই হস্তী মত্ত হইয়া, ঐ মহারণ্যে এক করিণীকে বলপূর্ব্বক উপভোগ করিতে

লাগিল। স্ত্রীজাতি, স্বাভাবিক সুখার্থিনী ; এজন্য সেই করিণীও তাহার বশতাপন্না হইল। সেই কাননে তাহাদিগের বহুতর সন্তান উৎপন্ন হইল। এই সময়ে হরি, ঐ দিগ্‌হস্তীর মস্তক ছেদন করত, তাহাদ্বারা বালকের স্কন্ধে মস্তকযোজনা করিলেন। হে বৎস! এই গজাস্য যোজনার কারণ তোমার নিকটে কহিলাম, ইহা শ্রবণে পাপ নষ্ট হয়। পুনর্ব্বার কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, ব্যক্ত কর। ৫১—৬২।

গণেশখণ্ডে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে প্রভো! সেই দেবতারা কেন ব্রহ্মশাপে শ্রীভ্রষ্ট হইলেন? কি প্রকারেই বা সেই জগৎপ্রসবকারিণী কমলাকে প্রাপ্ত হইলেন? তখন মহেন্দ্রই বা কি করিলেন? এই সমস্ত সুদুর্লভ গোপনীয় রহস্য আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন। নারায়ণ কহিলেন, মন্দবুদ্ধি ইন্দ্র, শ্রীভ্রষ্ট হওয়াতে গজেন্দ্র এবং রম্ভাকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে দীনভাবে অমরাবতীতে গমন করিলেন। হে মুনে! সেই নিরানন্দ ইন্দ্র, অমরাবতীতে গমন করিয়া দেখিলেন। অমরাবতী পুরী নিরানন্দময়, শত্রুসমূহে পরিপূর্ণ, দীনভাবাপন্ন এবং বন্ধুবান্ধববর্জ্জিত। পরে দূতমুখ হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গুরুর মন্দিরে গমন করত, গুরু এবং দেবগণের সহিত ব্রহ্মার সভায় গমন করিলেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র; দেবগণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া গুরুর ন্যায় ব্রহ্মাকে প্রণাম করত ভক্তিযোগে বেদবিহিত স্তব করিতে লাগিলেন। পরে বৃহস্পতি প্রজাপতির নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত আবেদন করিলে, ব্রহ্মা শ্রবণ করিয়া মুখ নত করত বলিতে আরম্ভ করিলেন। দেবেন্দ্র! হে রাজন্! তুমি আমার প্রপৌত্র, নিরন্তর শ্রীর আশ্রয়ে তুমি উজ্জ্বলা দীপ্তি ধারণ করিয়াছ। তুমি লক্ষ্মীসদৃশী শচীর ভর্ত্তা; এরূপ হইয়াও সর্ব্বদা পরস্ত্রীতে লোভ করিয়া থাক। পূর্ব্বে তুমি গৌতমের অভিশাপে সুরসমাজে ভগাঙ্গ হইয়াছিলে, পুনর্ব্বার তুমি, লজ্জাবিহীন হইয়া পরস্ত্রীরমণে লোভ করিয়াছ। যে পরস্ত্রী রমণ করে, তাহার শ্রী এবং যশ নষ্ট হয়; পাপযুক্ত সেই ব্যক্তি নিরন্তর সকল সভাতে নিন্দনীয় হয়। ১—১০। দুর্ব্বাসা ঋষি, তোমাকে শ্রীহরির নিবেদিত, পারিজাত পুষ্প প্রদান করিয়াছিলেন; রম্ভা তোমার চিত্ত আকর্ষণ করাতে তুমি সেই পারিজাত পুষ্প ঐরাবতের মস্তকে নিক্ষেপ করিয়াছিলে। এক্ষণে সেই সাধারণজনের ভোগ্যা, রম্ভা কোথায়? হতশ্রী তুমিই বা কোথায়? যে কারণে ক্ষণকালমধ্যে লক্ষ্মী তোমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, সেই কারণে রম্ভাও তোমার নিকট হইতে গমন করিয়াছে। বেশ্যা, ধনবান্ পুরুষকে ইচ্ছা করে, নির্ধনকে কখনই ইচ্ছা করে না এবং পুরাতনকে নিন্দা করিয়া নূতন নূতন পুরুষকে প্রার্থনা করে। হে বৎস! যাহা হইবার হইয়াছে, অদৃষ্ট কখনই খণ্ডন হয় না; এক্ষণে লক্ষ্মীকে পাইবার নিমিত্ত ভক্তিপূর্ব্বক নারায়ণকে ভজনা কর। নারায়ণ-পরায়ণ ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া ইন্দ্রকে জগৎস্রষ্টা নারায়ণের স্তব, কবচ এবং মন্ত্র প্রদান করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র, গুরু এবং দেবগণের সহিত অভিলষিত মন্ত্র ও কবচ গ্রহণপূর্ব্বক পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া হরিকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবরাজ, মঙ্গলজনক এবং পুণ্যপ্রদ ভারতবর্ষমধ্যে একবর্ষকাল অনাহারে কমলা-প্রাপ্তির নিমিত্ত কমলাকান্তকে সেবা করিলে, ভগবান্ হরি আবির্ভূত হইয়া ইন্দ্রকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করত ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধিকর লক্ষ্মীর স্তব, কবচ এবং মন্ত্র প্রদান করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। হে মুনে! দেবরাজ, ক্ষীরোদসমুদ্রে গমন করত কবচ গ্রহণপূর্ব্বক স্তব করিয়া পদ্মালয়াকে প্রাপ্ত হইলেন; এবং সমস্ত শত্রু জয় করিয়া অমরাবতী পুরী লাভ করিলেন। সমস্ত দেবতাগণ প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় বাঞ্ছিত আলয় প্রাপ্ত হইলেন। ১১—১৯।

গণেশখণ্ডে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে তপোধন! লক্ষ্মীপতি হরি আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে কি প্রকারে মহালক্ষ্মীর স্তব-কবচ প্রদান করিলেন, তাহা আমার নিকটে বর্ণন করুন। নারায়ণ কহিলেন, সুরেশ্বর ইন্দ্র, পুষ্করতীর্থে তপস্যা করিয়া যে স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেই স্থানে স্বয়ং হরি হৃষীকেশ, তাঁহাকে ক্লিষ্ট দেখিয়া আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, তুমি যথাভিলষিত বর প্রার্থনা কর। সুরেশ্বর লক্ষ্মীরূপ বর প্রার্থনা করিলে, ঈশ্বর হর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাকে সেই বর প্রদান করিলেন। হৃষীকেশ, বর প্রদান করিয়া তাঁহাকে হিতজনক

সত্য, সারযুক্ত, এবং পরিণাম-সুখজনক বাক্য কহিলেন। হে ইন্দ্র! সমস্ত দুঃখনাশক, পরমৈশ্বর্য্যজনক সকল শত্রু-বিমর্দ্দনকারী এই কবচ গ্রহণ কর। পূর্ব্বকালে সংসার, জলপ্লাবিত হইলে, ব্রহ্মাকে ইহা প্রদত্ত হইয়াছিল; ইহা ধারণ করিয়া বিধাতা জগতের শ্রেষ্ঠ এবং সমস্তঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়াছেন। ইহা হইতেই মুনি সকল সমস্তঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়াছেন। হে সুর! সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদ এই কবচের ঋষি বিধাতা, পংক্তি ছন্দ, স্বয়ং পদ্মালয়া দেবতা, সিদ্ধি, ঐশ্বর্য্য এবং জয়ের নিমিত্ত ইহার প্রয়োগ কথিত হইয়াছে। এই কবচ ধারণ করিয়া লোক সকল, সকল স্থানে বিজয় লাভ করে; তুমি এই কবচ গ্রহণ কর। পদ্মা, আমার মস্তক, হরিপ্রিয়া আমার কণ্ঠ, লক্ষ্মী আমার নাসিকা এবং কমলা আমার লোচন রক্ষা করুন। কেশবকান্তা আমার কেশ, কমলালয়া আমার কপাল, জগৎপ্রসবিনী আমার গণ্ডদ্বয় এবং সম্পৎপ্রদা আমার স্কন্ধ সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ শ্রীঁ ক্রীঁ কমলবাসিন্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার পৃষ্ঠদেশ, ওঁ শ্রীঁ পদ্মালয়ায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার বক্ষঃস্থল সর্ব্বদা রক্ষা করুন। শ্রী আমর কঙ্কাল, শ্রীঁ নমঃ, এই মন্ত্র আমার বাহুদ্বয়, এবং শ্রীঁ ক্রীঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, এই মন্ত্র আমার পাদযুগল, নিরন্তর চিরকাল রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীঁ ক্রীঁ শ্রীঁ নমঃ পদ্মায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার নিতম্বস্থল, এবং ওঁ শ্রীং মহালক্ষ্ম্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীং ক্রীং শ্রীং ক্লীং মহালক্ষ্ম্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমাকে সকল স্থানেই রক্ষা করুন। হে বৎস! তোমার নিকটে এই সর্ব্বসম্পৎকর, শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদ-নামক পরমাদ্ভুত কবচ কহিলাম। যে ব্যক্তি গুরুপূজাপূর্ব্বক, কণ্ঠদেশে অথবা দক্ষিণ বাহুতে যথাবিধি এই কবচ ধারণ করে, তাহার সকলস্থানে জয়লাভ হয়। মহালক্ষ্মী, তাহার গৃহ কখন পরিত্যাগ করেন না এবং জন্ম জন্ম নিরন্তর তাহার ছায়ার ন্যায় থাকেন। যে মন্দবুদ্ধি এই কবচ না জানিয়া লক্ষ্মীকে ভজনা করে, শতলক্ষ বার লক্ষ্মীমন্ত্র জপ করিলেও তাহার সিদ্ধিলাভ হয় না

গণেশখণ্ডে লক্ষ্মী-কবচ সম্পূর্ণ।

নারায়ণ কহিলেন, হে মহামুনে! জগৎপতি সন্তুষ্ট হইয়া সেই ইন্দ্রকে জগতের হিতকর কবচ প্রদানপূর্ব্বক কৃপা করিয়া ওঁ হ্রীঁ ক্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ নমো মহালক্ষ্ম্যৈ হরিপ্রিয়ায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র প্রদান করিলেন। ১—১৯। গোপনীয়, সুদুর্লভ, সিদ্ধ মুনীন্দ্রদিগের দুষ্প্রাপ্য, নিশ্চিত সিদ্ধিপ্রদ, এবং মঙ্গলজনক, ধ্যান সামবেদে উক্ত আছে। শ্বেত চম্পকের তুল্য তাঁহার বর্ণ; শতচন্দ্রের সদৃশ তাঁহার প্রভা; তিনি অগ্নিপরিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন। তিনি রত্নালঙ্কারে ভূষিতা; ঈষৎ হাস্যদ্বারা তাঁহার মুখ প্রসন্ন থাকে; তিনি ভক্তদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন; কস্তূরীমধ্যস্থিত সিন্দূরবিন্দু তাঁহার ভূষণ; তিনি অমূল্য রত্ন রচিত উজ্জ্বল কুণ্ডল দ্বারা ভূষিতা; তিনি মালতীমাল্যশোভিত কবরীভার ধারণ করিতেছেন; তিনি সহস্রদলপদ্মের উপরিভাগে সুখাসীনা; সেই মনোমোহিনী শান্তিগুণাবলম্বিনী শ্রীহরিকান্তা জগতের প্রসবকর্ত্রী লক্ষ্মীকে ভজনা করিবে। হে দেবেন্দ্র! মনোহারিণী লক্ষ্মীকে ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপে ধ্যান করিয়া এই ষোড়শোপচার প্রদান করিবে। হে বাসব! এই বক্ষ্যমাণ স্তবদ্বারা স্তব করিয়া নমস্কারপূর্ব্বক বর গ্রহণ করিয়া সুখ লাভ করিবে। নারায়ণ কহিলেন, হে দেবেন্দ্র! ত্রিলোকের দুর্লভ গোপনীয়, এবং সুখপ্রদ, মহালক্ষ্মীর স্তব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে দেবি! তোমার স্তব করিতে ইচ্ছা করি; কিন্তু করিতে অক্ষম। তুমি ঈশ্বরী, বুদ্ধির অগোচরা সূক্ষ্মা তেজঃস্বরূপা নিত্যা এবং অতিশয় অনির্ব্বচনীয়া; তোমাকে নির্ব্বাচন করিতে কোন্ ব্যক্তি ,সক্ষম হয়? হে জগদম্বিকে! আপনি স্বেচ্ছাময়ী, আকাররহিতা, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই কেবল দেহ ধারণ করিয়া থাকেন, আপনি বাক্য এবং মনের অগোচর; আমি আপনাকে কি স্তব করিব? আপনি বেদচতুষ্টয়ের পারবর্ত্তিনী, সংসার-সাগরের পারবিষয়ে কারণরূপিণী, সর্ব্বশস্যের অধীশ্বরী এবং সকল সম্পদেরও অধীশ্বরী। ২০—৩০। আপনি যোগীদিগের, যোগসমূহের, জ্ঞান ও জ্ঞানীদিগের, সমস্ত বেদের এবং বেদজ্ঞদিগের জননী; আপনার কি বর্ণনা করিব? যেরূপ জননী ব্যতিরেকে স্তনপায়ী বালকদিগের সমস্ত বস্তু অবস্তু এবং তাঁহার যোগে সমস্ত বস্তু বস্তু বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ আপনা ব্যতিরেকে সমস্ত জগৎ, অবস্তু এবং আপনার যোগে সমস্তই বস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হে জগন্মাতঃ! আমি বিপন্ন হইয়া আপনার চরণ-সরোজে শরণাগত হইলাম; আপনি প্রসন্না হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনি শক্তিস্বরূপা, জগতের মাতা, জ্ঞানদা, বুদ্ধিদায়িনী এবং সর্ব্ববস্তুদায়িনী; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি হরিভক্তি-প্রদায়িনী, মুক্তিদানকর্ত্রী, সর্ব্বজ্ঞদিগকে সকল-বস্তু-দানকারিণী মহালক্ষ্মী; আপনাকে নমস্কার করি। কোন স্থানে কুপুত্র হইয়া

থাকে বটে; কিন্তু কুমাতা কোন স্থানেই হয় না। পুত্রের দোষ দর্শন করিয়া কোন্ স্থানে মাতা নির্গমন করিয়া থাকেন? হে মাতঃ! কৃপাসিন্ধুপ্রিয়ে! হে ভক্তবৎসলে! স্তনপায়ী বালকসদৃশ আমাদিগকে দর্শন দাও এবং কৃপা কর। হে বৎস! শুভজনক, সুখমোক্ষদ, সারযুক্ত এবং সম্পৎপ্রদ এই লক্ষ্মীর স্তোত্র কথিত হইল। যে ব্যক্তি এই মহাপুণ্যজনক স্তোত্র পূজাকালে পাঠ করে, মহালক্ষ্মী তাহার গৃহ কখনই পরিত্যাগ করেন না। শ্রীহরি তাঁহাকে এইরূপ কহিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন, এবং দেবরাজ তাঁহার আজ্ঞানুসারে দেবগণের সহিত ক্ষীরোদসমুদ্রে গমন করিলেন। ৩১—৪০।

গণেশখণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, ইন্দ্র হৃষ্টান্তঃকরণে উত্তমরত্ন-গুটিকাযুক্ত সেই কবচ গলদেশে বদ্ধ করিয়া সেই মনোহর স্তব পনঃপুনঃ মনে মনে স্মরণ করিতে করিতে গুরু এবং দেবগণের সহিত ক্ষীরসমুদ্রের তীরে লক্ষ্মীকে পাইবার নিমিত্ত গমন করিলেন। সেই সকল দেবতারা সজলনয়নে অতিশয় দীনভাবে ভক্তি-ভাবে আপনার স্কন্ধদেশ নত করিয়া এবং ভক্তিযুক্ত হইয়া কমলালয়াকে স্তব করিতে লাগিলেন। হে মুনে! শতচন্দ্রের তুল্য যাঁহার প্রভা, যে জগন্মাতার প্রভার দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত; সেই জগদ্ধাত্রী মহা-লক্ষ্মী তাঁহাদিগের স্তব শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদিগকে যথোচিত সারযুক্ত এবং হিতজনক বাক্য কহিতে লাগিলেন,—হে বৎস! তোমরা ব্রহ্মশাপে শ্রীভ্রষ্ট; তোমাদিগের গৃহে গমন করিতে ইচ্ছা করি না এবং এক্ষণে গমন করিতে ক্ষমতাও নাই, কারণ আমি ব্রহ্মশাপ হইতে ভীত থাকি। ব্রাহ্মণসকল আমার প্রাণ এবং পুত্র হইতে অধিক প্রিয়, ব্রাহ্মণ যে কিছু বস্তু দান করেন, তাহাই আমাদিগের জীবনোপায়। ব্রাহ্মণেরা সন্তুষ্ট হইয়া, আমাকে বলুন। আমি তাঁহাদিগের আজ্ঞাক্রমে গমন করিব। সেই তপস্বী ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয়ই আমাকে অপূজ্যা করিতেও পারেন। যাহাদিগের দৈবক্রমে দুরদৃষ্ট উপস্থিত হয়, তাহারাই গুরু, ব্রাহ্মণ, দেবতা, ভিক্ষু এবং বৈষ্ণবকর্তৃক নিরন্তর অভিশপ্ত হইয়া থাকে। সকলের কারণ, সর্ব্বেশ্বর, সনাতন, ভগবান্, নারায়ণও ব্রহ্মশাপ হইতে ভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন্! এমন সময়ে ব্রহ্মতেজদ্বারা উজ্জ্বল ব্রাহ্মণসকল হৃষ্টান্তঃকরণে সহাস্যবদনে আগমন করিলেন। ১—১০। অঙ্গিরা, প্রচেতা, ক্রতু, ভৃগু, পুলহ, পুলস্ত্য, মরীচি, অত্রি, সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, সাক্ষাৎ নারায়ণস্বরূপ ভগ-বান্ কপিল, আসুরি, বোঢু, পঞ্চশিখ, দুর্ব্বাসা, কশ্যপ, অগস্ত্য, গৌতম এবং কর্ণ, আমরা দুই ভাই নরনারায়ণ, কাত্যায়ন, কণাদ, পাণিনি, মার্কণ্ডেয়, লোমশ, স্বয়ং ভগবান্ বশিষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণগণ, নানা-প্রকার দ্রব্যদ্বারা সুরেশ্বরীকে পূজা করিতে লাগিলেন; দেবতাগণ ও ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্ব্বক ভক্তিযোগে বনের ফলমূলদ্বারা পূজা করিতে লাগিলেন। মুনীন্দ্রগণ ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে স্তব করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে আরা-ধনাপূর্ব্বক কহিলেন, হে জগদম্বিকে! আপনি দেবতাদিগের গৃহে এবং মর্ত্ত্যলোকে আগমন করুন। জগজ্জননী, মুনীন্দ্রদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমি ব্রাহ্মণদিগের অনুমতিক্রমে সন্তোষপূর্ব্বক নির্ভয়ে তোমাদিগের গৃহে গমন করিব; কিন্তু হে ব্রাহ্মণগণ! ভারতমধ্যে আমি যাহাদিগের গৃহে গমন করিব, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। পুণ্যবান্ সুনীতিজ্ঞ গৃহস্থদিগকে এবং রাজাদিগের গৃহে স্থিরভাবে থাকিয়া তাহাদিগকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিব। ১১—১৯। গুরু, দেবতা, মাতা, পিতা, বান্ধব, অতিথি এবং পিতৃলোক, যাহাদিগের প্রতি রুষ্ট থাকেন, তাহাদিগের গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, যে ব্যক্তি নিরন্তর 'ঈশ্বর নাই' এরূপ কথা বলে, যাহাদিগের সত্ত্বগুণ নাই এবং যে ব্যক্তি দুঃশীল, তাহাদিগের গৃহে গমন করিব না। যাহার সত্য বাক্য নাই, যে ব্যক্তি গচ্ছিত ধন অপহরণ করে, যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, যে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতক এবং যে কৃতঘ্ন, তাহার গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা চিন্তা করে, যে সর্ব্বদা ভীত, যাহার অনেক শত্রু, যে অতি পাতকী, যে ঋণগ্রস্ত, বা অতিশয় কৃপণ, সেই সকল পাপিষ্ঠের গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি দীক্ষা গ্রহণ করে নাই, যে সর্ব্বদা শোকপীড়িত, মন্দবুদ্ধি, যে সর্ব্বদা স্ত্রীর বশীভূত, যাহার স্ত্রী বেশ্যা, এবং যাহার মাতা বেশ্যা তাহাদিগের গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি কটুভাষী, নিরন্তর কলহ করে, যাহার গৃহে নিরন্তর কলহ হয়, যাহার গৃহে স্ত্রীলোক প্রধান; তাহার গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি হরির পূজা ও

হরির গুণকীর্ত্তন করে না; এবং যাহার হরির প্রশংসা করিতে ইচ্ছা নাই; তাহার গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি কন্যাবিক্রয়, আত্মবিক্রয়, বেদবিক্রয় করে; যে নরহত্যা করে; যে হিংসক; তাহাদিগের গৃহ নরকতুল্য, তাহাতে গমন করিব না। হে মুনীশ্বর! যে ব্যক্তি কার্পণ্যদোষে দূষিত হইয়া মাতা, পিতা, ভার্য্যা, গুরুপত্নী, গুরুপুত্র, অনাথা ভগিনী, কন্যা এবং আশ্রয়রহিত বান্ধবদিগকে পোষণ না করিয়া সর্ব্বদা ধন সঞ্চয় করে, তাহাদিগের গৃহ নরকতুল্য সে গৃহে কখনই গমন করিব না। ২০—২৯। যে ব্যক্তির দন্ত অপরিষ্কৃত, বস্ত্র মলিন, মস্তক রুক্ষ, গ্রাস এবং হাস্য বিকৃত, তাহার গৃহে গমন করিব না। যে মন্দ-বুদ্ধি মূত্র বিষ্ঠা ত্যাগ করিবার সময় মূত্রাদি ত্যাগকর্ত্তাকে দর্শন করে, যে ব্যক্তি আর্দ্রপদ হইয়া শয়ন করে, তাহাদের গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি চরণ ধৌত না করিয়া শয়ন করে, যে ব্যক্তি বস্ত্রহীন হইয়া নিদ্রা যায়, যে ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে শয়ন করে, এবং যে ব্যক্তি দিবাতে শয়ন করে; তাহাদিগের গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি অগ্রে মস্তকে তৈল প্রদান করিয়া পশ্চাৎ অন্য অঙ্গকে স্পর্শ করে কিংবা পরে গাত্রে তৈল প্রদান করে, তাহার গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি মস্তকে এবং গাত্রে তৈল প্রদান করিয়া বিষ্ঠামূত্র ত্যাগ করে বা প্রণাম ও পুষ্প চয়ন করে, তাহাদিগের গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি নখদ্বারা তৃণচ্ছেদন এবং ভূমি খনন করে, যাহার গাত্রে ও পাদে মলা থাকে, তাহাদিগের গৃহে গমন করিব না। ৩০—৩৫। যে ব্যক্তি, জ্ঞানপূর্ব্বক আত্মদত্ত কিংবা পরদত্ত ব্রাহ্মণের বৃত্তি বা দেবতার বৃত্তি হরণ করে, তাহার গৃহে গমন করিব না। যে মন্দবুদ্ধি শঠ, দক্ষিণাহীন কর্ম্ম করে, যে ব্যক্তি পাপী এবং পুণ্যহীন, তাঁহাদিগের গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি মন্ত্র এবং বিদ্যাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যে ব্যক্তি গ্রামযাজী, চিকিৎসক, পাচক এবং দেবল, তাহাদিগের গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি ক্রোধবশতঃ বিবাহকর্ম্ম কিংবা অন্য ধর্ম্মকার্য্যের ব্যাঘাত করে, যে ব্যক্তি দিবাতে মৈথুন করে; তাহাদিগের গৃহে গমন করিব না। হে নারদ! মহালক্ষ্মী এইরূপ কহিয়া অন্তর্হিতা হইলেন এবং দেবতাদিগের গৃহেও মর্ত্তলোকে দৃষ্টিপাত করিলেন। হে মুনে! সমস্ত দেবগণ ও মুনিগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সহর্ষে শত্রুশূন্য এবং সুহৃদযুক্ত গৃহে গমন করিলেন। স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দেবতা সকল স্বকীয় স্বকীয় রাজ্য এবং অচলা কমলাকে প্রাপ্ত হইলেন। হে বৎস! সুখদ, মোক্ষদ, সারযুক্ত, উত্তম লক্ষ্মীচরিত্র—এইরূপে কহিলাম। ইহার পর অন্য কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? । ৩৬—৪৩।

গণেশখণ্ডে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে মহাভাগ! হে হরির অংশসমুদ্ভব নারায়ণ! আপনার প্রসাদে সমস্ত মঙ্গলজনক গণেশ-চরিত্র শ্রবণ করিলাম। হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বকালে ভগবান্ বিষ্ণু বালকের স্কন্ধে দন্তদ্বয়যুক্ত গজরাজবক্ত্র যোগ করিয়াছিলেন; কিকারণে ঐ শিশু একদন্ত হইলেন, অন্য দন্তইবা কোন্ স্থানে গমন করিল? আপনি সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ভক্তবৎসল কৃপা করিয়া এই সকল ব্যক্ত করুন। সূত কহিলেন, ভগবান্ নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক একদন্তের বিষয় ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। হে নারদ! সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গল পুরাতন ইতিহাসরূপ একদন্ত হইবার বিবরণ কহিতেছি শ্রবণ কর। হে মুনে! এক সময় কার্ত্তবীর্য্য মৃগয়ায় গমন করিয়া বহুতর মৃগ হনন করত অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর রাজা সন্ধ্যাসময়ে সেই বনে জমদগ্নির আশ্রমনিকটে সসৈন্যে উপবাস করিয়াথাকিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে রাজা সরোবরে স্নানপূর্ব্বক শুচি ও অলঙ্কৃত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক দত্তাত্রেয়দত্ত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। জমদগ্নি মুনি, রাজাকে শুষ্ক-কণ্ঠ এবং শুষ্কতালু দেখিয়া প্রীতিপূর্ব্বক সম্ভাষণ করত কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য সসম্ভ্রমে সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন মুনিকে প্রণাম করিলে, মুনি প্রীতিপূর্ব্বক প্রণত সেই রাজাকে শুভজনক আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে রাজা আপনার অনশন প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তান্ত আবেদন করিলে, মুনি সসম্ভ্রমে রাজাকে তৎক্ষণাৎ নিমন্ত্রণ করিলেন। ১—১১। মুনিশ্রেষ্ঠ জমদগ্নি রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত আবেদনপূর্ব্বক আপনার গৃহে গমন করিয়া সহর্ষে লক্ষ্মীসদৃশ মাতা কামধেনুকে সেই বৃত্তান্ত কহিলেন। পরে কামধেনু কহিলেন, হে মুনে! আমি বর্ত্তমান থাকিতে তোমার ভয় কি? আমি সমস্ত জগৎ যোজনা করিতে পারি, কেবল রাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছ, তাহাতে ভয় কি? তুমি

রাজাদিগের ভোজনের উপযুক্ত যে যে দ্রব্য যাজ্ঞা করিবে, সে সকল বস্তু ত্রিলোকের দুর্লভ হইলেও তোমাকে প্রদান করিব। সেই কামধেনু সুবর্ণময় রজতময় নানাপ্রকার পাত্র, সুস্বাদু দ্রবাপরিপূর্ণ পাত্র, অসংখ্য ভোজনযোগ্য পাত্র এবং পাকপাত্র প্রদান করিলেন। হে নারদ! নানাপ্রকার স্বাদু সুপক্ব আম্র, পনস, নারিকেল, নিম্ব এবং রাশীকৃত অসংখ্য সুস্বাদু লড্ডুক, যব গোধমচূর্ণ পিষ্টক পক্বান্নের পর্ব্বত, গহ্বর পরিমিত পরমান্ন, দুগ্ধ, ঘৃত, দধি এই সকলের নদী প্রদান করিলেন; এবং শর্করারাশি মোদকের পর্ব্বত চিপিটক এবং উত্তম তণ্ডুলের পর্ব্বত কর্পূরাদিদ্বারা সুবাসিত তাম্বুল রাজাদিগের উপযুক্ত কৌতুককর দ্রব্য সুন্দর বস্ত্র এবং ভূষণ প্রদান করিলেন। ১২—২০। জমদগ্নি সমস্ত বস্তু আহরণ হইলে অবলীলাক্রমে সৈন্যের সহিত রাজাকে ভোজন করাইলেন। পরে মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য যে যে বস্তু দুর্লভ, তৎসমুদয় পরিপূর্ণ দেখিয়া বিস্ময়পূর্ব্বক সচিবকে কহিলেন, হে অমাত্য! এই সকল বস্তু অতি দুর্লভ, আমার অপ্রাপ্য এবং অশ্রুত, সহসা কোন্ স্থান হইতে আসিল, তুমি অবলোকন কর। অমাত্য মহারাজের আজ্ঞাক্রমে মুনির আলয়ে সমস্ত অবলোকনপূর্ব্বক রাজাকে অতি আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত কহিলেন; হে মহারাজ! মুনির গৃহে যে সমস্ত দর্শন করিলাম, তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন। মুনির গৃহ অগ্নিকুণ্ড, যজ্ঞকাষ্ঠ, কুশ, পুষ্প, ফল, কৃষ্ণসারচর্ম্ম, বহুতর শ্রুক্, শ্রুব এবং শিষ্যসমূহে ব্যাপ্ত। সুবর্ণাদি পাত্র, শস্য বা ধনাদি কিছুই নাই। তাঁহার স্ত্রী সকল ভূষণাদিশূন্য, কেবল বৃক্ষের ছাল পরিধান করিতেছেন এবং পুত্রগণ বৃক্ষচর্ম্ম পরিধান ও জটা ধারণ করিতেছেন। তাঁহার গৃহের এক পার্শ্বে, মনোহারিণী, সুন্দরাঙ্গী, চন্দ্রসবর্ণা, রক্ত-কমলনয়না, নিজ তেজঃসমুজ্জ্বলাঙ্গী পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভা, সমস্ত সম্পদ্ এবং গুণের আধাররূপা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় এক কপিলা আছে। মন্ত্রী রাজাকে এইরূপ কহিলে, মূঢ়মতি কালপাশনিবদ্ধ রাজা সচিবের অভিপ্রায়ানুসারে মুনির নিকট সেই কপিলা ধেনুকে যাজ্ঞা করিলেন। ২১—৩০। হে নারদ! কি পুণ্য, কি বুদ্ধি, সকল হইতে অদৃষ্ট বলবান্; যেহেতু পুণ্যবান্ এবং বুদ্ধিমান্ এই রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণের নিকট ধেনু প্রার্থনা করিলেন। ভারতবর্ষে পূর্ব্বপুণ্য হইতে সৎ এবং পবিত্র কর্ম্ম, পাপ হইতে ভয়জনক পাপস্বরূপ কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। মনুষ্য সকল, পুণ্যবশে স্বর্গভোগের পর পবিত্র স্থানে জন্ম গ্রহণ এবং পাপবলে নরকভোগের পর কুৎসিত কুলে জন্ম গ্রহণ করে। কর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিতে জীবের নিষ্কৃতি নাই, এই জন্য পণ্ডিতেরা সর্ব্বদা কর্ম্মক্ষয়ে যত্ন করেন। যে বিদ্যা, যে তপস্যা, যে জ্ঞান, যে গুরু, যে বন্ধুবান্ধব, যে মাতা, যে পিতা এবং যে পুত্র জীবের কর্ম্মক্ষয় করাইয়া থাকেন, তাহাই বিদ্যা, তাহাই তপস্যা, তাহাই জ্ঞান তিনি গুরু, তিনি বন্ধু, তিনি মাতা এবং তিনি পিতা, সেই-ই পুত্র। জীবদিগের শুভাশুভ কর্ম্মভোগস্বরূপ দারুণ রোগ উৎপন্ন হয়; পরে বিষ্ণুভক্ত বৈদ্য, কৃষ্ণভক্তিরূপ ঔষধদ্বারা ঐ রোগকে নষ্ট করিয়া থাকেন। যে জীব জন্মে জন্মে বুদ্ধিদায়িনী, জগদ্ধাত্রী পরমা মায়াকে সেবা করিয়া থাকে, তাহার প্রতি সেই মহামায়া সন্তুষ্ট হইয়া সেই পরম ভক্ত জীবকে মোহনিমিত্ত মায়া দান না করিয়া, বিবেক দানপূর্ব্বক পরম প্রকৃতিস্বরূপা সেই বিষ্ণুভক্তি প্রদান করেন। মায়ামোহিত রাজা যত্নপূর্ব্বক মুনিকে আনয়ন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন,—হে ভক্তেশ! আপনি, কল্পবৃক্ষস্বরূপ, সর্ব্বদা ভক্তকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, আমি আপনার ভক্ত, আমাকে কামদায়িনী কামধেনুকে ভিক্ষা প্রদান করুন। ৩১—৪০। হে মুনে! আপনার তুল্য দাতাদিগের জগতে কিছুই অদেয় নাই, পূর্ব্বে শুনিয়াছি, দধীচি মুনি দেবতাদিগকে আপনার অস্থি প্রদান করিয়াছিলেন। হে তপোধন! আপনি তপোরাশিস্বরূপ; ভ্রূভঙ্গ করিলে জগতে অনেক কামধেনু সৃজন করিতে পারেন। মুনি কহিলেন, হে শঠ। হে বঞ্চক! হে নৃপাধম! তুমি বিপরীত কহিতেছ, আমি ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয়কে দান করিব। পরমাত্মা কৃষ্ণ, গোলোকধামে ব্রহ্মাকে এই কামধেনু দান করিয়াছিলেন। হে ভূমিপ! ব্রহ্মা প্রিয় পুত্র ভৃগুকে ইহা দান করেন, ভৃগু আমাকে এই কপিলা প্রদান করিয়াছে। এই কামধেনু আমার পৈতৃক সম্পত্তি প্রাণ হইতে প্রিয়, ইহাকে কখন দান করিতে পারিব না। রে মূঢ়! আমি চাষা নহি, তুমি কখনই আমার মোহ উৎপাদন করিতে পারিবে না। আমি সমস্ত বুঝিয়াছি, অতিথি না হইলে তোমাকে এই ক্ষণেই ভস্ম করিতাম। রে পামর! তোমার দৈব প্রতিকূল হইয়াছে, অতএব গৃহে গমন কর, আমার ক্রোধ উৎপাদন করিও না, আপনার স্ত্রীপুত্রাদি দর্শন কর। মহারাজ মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া সরোষে দুরদৃষ্টক্রমে মুনিকে প্রণাম করিয়া সৈন্যের মধ্যস্থলে গমন করিলেন। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য সৈন্যমধ্যে গমন করত রাগে আপন মুখমণ্ডল কম্পিত করিয়া বলপূর্ব্বক

কামধেনুকে আনয়ন করিতে কিঙ্কর প্রেরণ করিলেন। পরে মুনিশ্রেষ্ঠ জমদগ্নি, কপিলার নিকটে গমন করত শোকে নষ্টচৈতন্য হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা ভক্তানুগ্রহ-কাতরা কপিলা; ব্রাহ্মণ রোদন করিতেছেন, দেখিয়া কহিতে লাগিলেন। ৪১—৫১। ইন্দ্র অথবা ক্ষুদ্র ব্যক্তি সকলেই নিরন্তর আপনার বস্তু দান করিতে সক্ষম; কারণ স্বকীয় স্বকীয় বস্তুর দানে, পালনে এবং শাসনে সকলেরই কর্তৃত্ব আছে। হে তপোধন! যদি তুমি আপন ইচ্ছায় নৃপেন্দ্রকে আমায় দান কর, তাহা হইলে তোমার আজ্ঞানুসারে রাজার সহিত স্বকীয়েচ্ছায় গমন করিব। আর যদি তুমি দান না কর, তাহা হইলে তোমার গৃহ হইতে গমন করিব না। তুমি আমার দত্ত সৈন্যদ্বারা রাজাকে দ্রবীভূত কর। হে মুনে! তুমি সর্ব্বজ্ঞ, কিকারণে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া রোদন করিতেছ। সংযোগ এবং বিচ্ছেদ কালবশতঃ হইয়া থাকে, তাহাতে আপনার কোন ক্ষমতা নাই। তুমিই বা আমার কে? আমিই তোমার কে? পরস্পরের সম্বন্ধ কেবল কালই যোজনা করিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত পরস্পরের সম্বন্ধ থাকে, সেই পর্য্যন্তই পরস্পরের মমতা থাকে। মনই কেবল এই বস্তু আপনার এইরূপ জানেন; অতএব যে পর্য্যন্ত সেই বস্তুতে স্বত্ব থাকে, তাবৎকাল সেই বস্তুর বিচ্ছেদ হইতে মানসিক দুঃখ উৎপন্ন হয়। কামধেনু এইরূপ কহিয়া সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র এবং সৈন্যসমূহ প্রসব করিতে লাগিলেন। কপিলার মুখ হইতে তিনকোটি খড়্গধারী পুরুষ, নাসিকা হইতে পাঁচকোটি শূলধারী পুরুষ, লোচনদ্বয় হইতে শতকোটি ধনুর্দ্ধারী পুরুষ, কপাল হইতে তিনকোটি দণ্ডধারী বীর, বক্ষঃস্থল হইতে তিনকোটি শক্তি-অস্ত্রধারী পুরুষ এবং তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে গদা-হস্ত শতকোটি পুরুষ নির্গত হইল। ৫২—৬২। সেই কামধেনুর পাদতল হইতে সহস্র সহস্র বাদ্যভাণ্ড বিনির্গত হইল এবং তাঁহার জঙ্ঘা হইতে তিনকোটি রাজপুত্র, গুহ্যদেশ হইতে তিনকোটী ম্লেচ্ছ জাতি নির্গত হইল। কপিলা এই সমস্ত প্রসব করিয়া মুনিকে সৈন্য দানপূর্ব্বক অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন,—সমস্ত সৈন্য যুদ্ধ করুক তুমি গমন করিও না। জমদগ্নি মুনিসম্ভূত সম্ভার পাইয়া অতিশয় হর্ষযুক্ত হইলেন। পরে রাজ-প্রেরিত ভৃত্য রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কপিলাসৈন্য-বৃত্তান্ত এবং আপনাদিগের পরাজয় নিবেদন করিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ কার্ত্তব্যবীর্য্য কাতরহৃদয়ে সত্বরে স্বদেশ হইতে দূতদ্বারা বহুতর সৈন্য আহরণ করিলেন। ৬৩—৬৬।

গণেশখণ্ডে চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য উৎপ্রুতহৃদয়ে হরি স্মরণপূর্ব্বক সক্রোধে মুনির নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন; দূত, মুনির নিকটে গমন করিয়া কহিল, আমার প্রভুর আজ্ঞা শ্রবণ করুন। তিনি কহিয়াছেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার ভৃত্য, বিশেষতঃ অতিথি; আমাকে আমার অভিলষিত কামধেনু প্রদান করুন, না হয় আমার সহিত যুদ্ধ করুন; যেরূপ হয়, বিচারপূর্ব্বক আমাকে কহিবেন। মুনিশ্রেষ্ঠ দূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক দূতকে হিতজনক; সত্য এবং নীতিযুক্ত বাক্য কহিলেন; আমি রাজাকে অনাহারে ক্লিষ্ট দেখিয়া আপনার গৃহে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে যথাশক্তি যথোচিত ভোজন করাইয়াছি; কিন্তু সেই রাজা বলপূর্ব্বক আমার প্রাণ হইতে অধিক কপিলা যাচ্ঞা করিতেছেন; অতএব আমি তাহা দিতে অক্ষম, নিশ্চয় যুদ্ধ করিব। দূত, মুনির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সভামধ্যে বর্ম্মধারী রাজাকে মুনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সভয়ে তৎসমস্ত কহিল। এ দিকে মুনি, কপিলাকে কহিলেন, এক্ষণে আমি কি করিব, যেরূপ কর্ণধার ব্যতিরেকে নৌকা, সেইরূপ আমা ব্যতিরেকে সমস্ত সৈন্য রহিয়াছে। কপিলা মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিকে নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক যুদ্ধশাস্ত্রের উপদেশ এবং যুদ্ধের উপযোগী সন্ধানসমূহ প্রদান করিয়া কহিলেন; হে বিপ্র! তোমার জয় হউক; তুমি নিশ্চয় যুদ্ধে জয় লাভ করিবে, অমোঘ অস্ত্র ব্যতিরেকে নিশ্চয় তোমার মৃত্যু হইবে না; কিন্তু সেই রাজা দত্তাত্রেয় শিষ্য, অমোঘ অস্ত্রধারী; তুমি ব্রাহ্মণ, তাহার সহিত তোমার যুদ্ধ করা অনুচিত! হে ব্রহ্মন্! মনস্বিনী কপিলা এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। ১—১০। তখন মহাত্মা মুনি সমস্ত সৈন্য সজ্জীকৃত করিয়া তৎসমভিব্যাহারে রণস্থলে গমন করিলেন। রাজা মুনিশ্রেষ্ঠকে প্রণামপূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে গমন করিলেন। উভয় সৈন্যের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। তৎপরে কপিলাসৈন্য বলপূর্ব্বক রাজসৈন্যকে যুদ্ধে জয় করত অবলীলাক্রমে রাজার বিচিত্র রথ ভগ্ন

করিল। কপিলা-সেনা, রাজার ধনু এবং বর্ম্ম সমস্ত ছেদন করিল; রাজা কপিলাসেনাকে জয় করিতে সক্ষম হইলেন না। কপিলা-সৈন্যগণ শরবর্ষণে রাজাকে অস্ত্রশূন্য করিল। পরে রাজা শরবর্ষণে এবং শস্ত্রবর্ষণে কাতর হইয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। রাজা মূর্চ্ছিত হইলে, তাঁহার কতক সৈন্য মরিল ও কতকগুলি সৈন্য পলায়ন করিল। হে মুনে! কৃপানিধি মুনীন্দ্র, অতিথি নৃপেন্দ্রকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া করুণার্দ্রহৃদয়ে সেই সমস্ত সৈন্য বিসর্জ্জন করিলে, কপিলার কৃত্রিম সৈন্যগণ কপিলার দেহে বিলীন হইল। তখন মুনি দয়ার্দ্রচিত্তে রাজাকে চরণধূলী প্রদানপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করত তোমার জয় হউক, এই কথা বলিয়া কমণ্ডলুজল-প্রদানে তাঁহার চৈতন্য করাইলেন। পরে রাজা, চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া সমরাঙ্গণে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভক্তিযোগে কৃতাঞ্জলিপুটে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিলেন। মহারাজ, প্রণাম করিলে, মুনি তাঁহাকে শুভাশীর্ব্বাদ প্রদানপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন এবং যত্নপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহাকে স্নান করাইয়া ভোজন করাইলেন। ব্রাহ্মণের হৃদয় সর্ব্বদা কঠিন, ক্ষুর-ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ এবং অন্যের অসাধ্য। অতএব সেই নৃপাধিপ, মুনির গৃহে গমন করত তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাবাহো! আমার অভিলষিত ধেনু প্রদান করুন। কিংবা আমার সহিত যুদ্ধ করুন। ১১—২২।

গণেশখণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, মুনিশ্রেষ্ঠ জমদগ্নি, রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া হরি স্মরণ করত হিতজনক সত্য এবং নীতিপূর্ণ বাক্য তাঁহাকে কহিলেন, হে রাজন্! হে মহাভাগ! তুমি গৃহে গমন করিয়া সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা কর। যে ব্যক্তির সতত ধর্ম্ম স্থির থাকে, তাহার নিশ্চয়ই সমস্ত সম্পত্তি স্থিরভাবে অবস্থিতি করে। আমি তোমাকে অনাহারে কাতর দেখিয়া আপনার গৃহে আনয়ন করত যথাশক্তি এবং যথাবিধি পূজা করিয়াছি, এইক্ষণেও তোমাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া পাদ-রেণু প্রদানপূর্ব্বক শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া তোমার এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা অনুচিত। রাজা, মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠকে প্রণাম করত অন্য রথে আরোহণপূর্ব্বক আপনি যুদ্ধ করুন, এই বাক্য কহিলেন। মুনিবর জমদগ্নি, যুদ্ধবেশ ধারণ করিয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলে পর, রাজাও কোপদ্বারা হতচৈতন্য হইয়া জমদগ্নি-মুনির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কপিলাদত্ত অস্ত্রদ্বারা মুনিবর রাজাকে নিরস্ত্র করিলেন; রাজাও কপিলাদত্ত শক্তি-অস্ত্রের প্রভাবে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। কমললোচন রাজা কার্ত্তবীর্য্য, চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া কোপাবিষ্টচিত্তে পুনর্ব্বার মুনির সহিত যুদ্ধ করিলেন। রাজা সমরক্ষেত্রে মুনিবরকে লক্ষ্য করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র পরিত্যাগ করিলে পর, মুনিবর বরুণাস্ত্র সৃষ্টি করিয়া অনায়াসে আগ্নেয়াস্ত্রের শক্তি নির্ব্বাণ করিলেন। নৃপবর, মুনিকে লক্ষ্য করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে বরুণাস্ত্র প্রয়োগ করিলে পর, মুনিবর বায়ব্যাস্ত্রদ্বারা অবলীলাক্রমে বরুণাস্ত্র উপশম করিলেন। ১—১০। নৃপবর সমরাঙ্গণে বায়ব্যাস্ত্র নিঃক্ষেপ করিলে পর মুনিবর তখনই গান্ধর্ব্ব বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহা শান্ত করিলেন। নৃপবর যুদ্ধক্ষেত্রে নাগপাশ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে পর, মুনিবর তৎক্ষণাৎ গরুড়াস্ত্রদ্বারা নাগপাশ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে নারদ! ভূপতিশ্রেষ্ঠ তৎক্ষণাৎ বহু-সূর্য্য-সম-প্রভাশালী অস্ত্রপ্রধান শৈব অস্ত্র দশদিক্ প্রদীপ্ত করিয়া নিক্ষেপ করিলে পর, মুনিবর বহুযত্ন-সহকারে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ত্রিভুবনব্যাপী বৈষ্ণব অস্ত্রদ্বারা তাহা নিবারণ করিলেন। তদনন্তর মুনিবর, মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করিলে, নৃপতি অস্ত্রবর দর্শন করত নমস্কার করিয়া ঐ অস্ত্রের শরণাপন্ন হইলেন। রাজা শরণাপন্ন হইলে পর, ঐ নারায়ণাস্ত্র কিয়ৎকাল আকাশমণ্ডলে বিচরণ করিয়া দিক্‌সকল প্রদীপ্ত করত, যেরূপ প্রলয়কালীন অগ্নি স্বয়ং নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ নিজেই অন্তর্হিত হইলেন। নারায়ণাস্ত্র বিফল হইল দেখিয়া মুনিবর সমরক্ষেত্রে জৃম্ভণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে পর, ঐ অস্ত্রপ্রভাবে নরপতি, মৃত ব্যক্তির ন্যায় রণক্ষেত্রমধ্যে নিশ্চলভাবে পতিত রহিলেন। মুনি নৃপতিকে নিদ্রাগত দেখিয়া সেই সময়েই অর্দ্ধচন্দ্র বাণদ্বারা রাজার সারথি, ধনু, বাণ, মস্তকের মুকুট, ক্ষুরপ্র অস্ত্রদ্বারা ছত্র,কবচ এবং অন্যান্য অস্ত্রদ্বারা রাজার যাবদীয় অস্ত্র, তূণীর ও ঘোটকবর্গ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মুনিবর নাগপাশদ্বারা অনায়াসে রাজার অমাত্যবর্গকে বন্ধন করত সানন্দচিত্তে রণ-ভূমিতে পাতিত করিয়া রাখিলেন। ১১—২০। তদনন্তর মুনিবর স্বীয় মন্ত্রপ্রভাবে নৃপতিকে অনায়াসে সচৈতন্য করিয়া তাঁহার মন্ত্রিবর্গ যে বন্ধনাবস্থায় রহিয়াছে,—তাহা দেখাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের বন্ধন-মোচন করিয়া নৃপবরকে আশীর্ব্বাদ করত বলিলেন, আর রণে কাজ নাই, গৃহে গমন কর। ক্ষত্রিয়কুলজাত

রাজা রণভূমি হইতে উত্থিত হইয়া কোপাকুলিতচিত্তে যত্ন-সহকারে শূলাস্ত্র উদ্যত করত মুনিবর-উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলে পর, মুনিবর তৎক্ষণাৎ শক্তি-অস্ত্রদ্বারা রাজাকে আঘাত করিলেন। সেই সময় ভগবান্ ব্রহ্মা যোগবলে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ও জমদগ্নি-মুনির যুদ্ধ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আগমনপূর্ব্বক নানাপ্রকার নীতিগর্ভ বাক্য প্রয়োগদ্বারা রাজা ও মুনিবরের পরস্পর প্রণয় সংঘটন করিয়া দিলেন। মুনিবর কমলযোনির পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া স্তুতি পাঠ করিলেন, রাজাও পিতামহ ব্রহ্মাকে ও মুনিবরকে নমস্কার করিয়া স্বভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মুনিবর স্বীয় আশ্রমকুটীরে গমন করিলেন এবং বিধাতাও উভয়ের যুদ্ধ ক্ষান্ত করিয়া স্বধামে উপস্থিত হইলেন। নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! তোমার নিকটে জমদগ্নিমুনি ও কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজার যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম; এক্ষণে অন্য কি বর্ণন করিব, তাহা প্রকাশ কর। ২১—২৭।

গণেশখণ্ডে ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য গৃহে গমন করিয়া ঋষিবীর্য্য স্মরণ করত বিস্মিতচিত্তে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিলেন বটে, কিন্তু পরাভবসম্ভূত অবমাননা সহ্য করিতে অসহিষ্ণু হইয়া, হরি স্মরণ করত জমদগ্নি মুনির আশ্রমে গমনোদ্দেশে পুনরায় যাত্রা করিলেন। চারিলক্ষ রথ, দশলক্ষ রথী, অসংখ্য উত্তম উত্তম ঘোটক, প্রধান প্রধান বিখ্যাত গজ, পদাতি সৈন্য এবং সহস্র সহস্র উৎকৃষ্ট বলবীর্য্যশালী ভূপতিকে সংগ্রহ করিয়া ত্রিভুবন জয়ে সামর্থ্যলাভে সানন্দচিত্তে মহা আড়ম্বরের সহিত জমদগ্নিমুনির আশ্রমভূমি বেষ্টিত করিলেন। রাজা কার্ত্তবীর্য্য কবচ ধারণ করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক স্বয়ং আশ্রমসমীপে উপস্থিত হইলেন। সৈন্যগণের কোলাহলশব্দে এবং ভেরী প্রভৃতি রণবাদ্যসমূহের ভয়ানক শব্দদ্বারা ভীত হইয়া জমদগ্নি মুনির আশ্রমস্থিত জনগণ মোহিত হইল। কুবুদ্ধি লোকের আশ্রয় স্বয়ং দুর্ব্বুদ্ধি এবং বলিষ্ঠ রাজা কার্ত্তবীর্য্য, হঠাৎ আশ্রম-কুটীরে উপস্থিত হইয়া মুনিবরের আশ্রমস্থিত শুভলক্ষণা কপিলানাম্নী ধেনুকে হরণ করত গৃহে গমনে উদ্যত হইলেন। মুনিবর রাজার আগমনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া হরি স্মরণপূর্ব্বক দত্তাত্রেয় মুনিকে প্রণাম করত বর্ম্ম ধারণ না করিয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক একাকী যুদ্ধবাসনায় উত্থিত হইলেন। যত্নদ্বারা আশ্রমস্থিত ভীতজনগণকে আশ্বাস প্রদান করত স্বয়ং নির্ভীকচিত্তে যুদ্ধক্ষেত্রে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। যেরূপ মনুষ্যগণ নিজকৃত কর্ম্মদ্বারা আবৃত হয়, সেইরূপ মুনিবর মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় আশ্রমভূমি আচ্ছাদিত করিলেন। তদনন্তর মুনিবর অন্যান্য অস্ত্রনিবহ নিক্ষেপ করিয়া ক্রমে ক্রমে সৈন্যবর্গকে পরাভূত করিলেন। যেরূপ পিঞ্জরমধ্যে পক্ষিগণ আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ মুনিকর্ত্তৃক সৈন্যগণ শরনিকরদ্বারা আবদ্ধ থাকিল। রাজা সৈন্যবর্গকে আবদ্ধ দেখিয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক ভূপতিগণের সহিত করযোড় করত ভক্তিভাবে মুনিবরকে নমস্কার করিলেন। নরপতি মুনির নিকটে আশীর্ব্বাদ পাইয়া তাঁহাকে নমস্কার করত হৃষ্টচিত্তে স্বীয় রথোপরি আরোহণ করিলেন। অনুযায়ী ভূপতিগণও স্বীয় স্বীয় রথে আরোহণ করিলেন। রাজা মুনির আশীর্ব্বাদ গ্রহণানন্তর রাজগণের সহিত মুনিবরকে লক্ষ্য করিয়া খড়্গ, বাণ, গদা এবং শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মুনিবরও অবলীলাক্রমে রাজনিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহ ছেদন করিয়া নিজ দিব্য অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। ভূপতিও অনায়াসে মুনিনিক্ষিপ্ত দিব্য অস্ত্রসমূহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ১—১৫। তদনন্তর রাজা, শূলাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে পর মুনিবর তৎকালে তাহাও ছেদন করিয়া নিজেও অন্যান্য শরসমূহ নিক্ষেপ করিলেন। অনিবার্য্য শরসমূহদ্বারা নৃপগণের গাত্র খণ্ড খণ্ড হইল, কিন্তু তাঁহারা শরসমূহ দ্বারা আবদ্ধ হওয়াতে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন না। তদনন্তর মুনি-নিক্ষিপ্ত জৃম্ভণ-অস্ত্রদ্বারা সেই সকল রাজগণ ও রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মূর্চ্ছিত হইলেন। হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতিগণের সহিত সকল সৈন্যগণকে ও নৃপতিকে নিদ্রিত দেখিয়া মুনিবর আর আঘাত করিলেন না। রোরুদ্যমানা শোককাতরা কপিলা গাভীকে সান্ত্বনাবাক্যে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহাকে অগ্রগামী করত হৃষ্টান্তঃকরণে আশ্রমগমনে উদ্যত হইলেন। হে দেবর্ষি নারদ! এই সময়ে রাজা চৈতন্য লাভ করিয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক মুনিবরকে আশ্রমগমনে বাধা দিলেন। কপিলা গাভী ভীতা হইয়া রণস্থল হইতে স্বীয় গোষ্ঠে গমন করিলেন; মুনিবরও তৎকালে ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক নির্ভীকচিত্তে সেইস্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই কালে নরপতি, মুনিবরকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; মুনিবরের ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা নৃপতির ব্রহ্মাস্ত্র তৎক্ষণাৎ বিফল হইয়া

গেল। মুনিবর দিব্যাস্ত্রদ্বারা নৃপতির ধনু, বাণ, রথ, সারথি, এবং দুর্ব্বহ কবচ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর নরপতি, ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া দত্তাত্রেয়-নামক মুনিবরদত্ত একপুরুষনাশিনী শক্তিনামক অস্ত্রবরকে নিজ সমীপে দেখিতে পাইলেন। রাজা সেই দত্তাত্রেয় মুনিকে প্রণাম করিয়া উৎসুকচিত্তে শত শত সূর্য্যতুল্য দীপ্তিশালী সেই শক্তি গ্রহণ করিয়া ভ্রামিত করিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! সেই যোগী রাজা, মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক, দত্তাত্রেয়দত্তশক্তি-অস্ত্রমধ্যে—সকল দেবগণ, শিব, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুমায়ার যে তেজ, তাহা আবাহন করিলেন এবং সেই তেজ দ্বারা আকাশমণ্ডল ও দিক্‌সমূহ আলোকিত করিলেন। সমরদর্শনার্থ স্বর্গ হইতে সমাগত আকাশস্থিত দেবগণ, সেই শক্তি নিক্ষিপ্ত হইতেছে দেখিয়া, দুঃখিতান্তঃকরণে হাহাকার শব্দ করিতে লাগিলেন। রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন স্বয়ং ঘূর্ণিত করিয়া সেই শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। উহা তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত হইয়া মুনিবরের হৃদয়-ক্ষেত্রে পতিত হইল। তদনন্তর সেই শক্তি, মুনিপুঙ্গবের হৃদয় ক্ষেত্র ভেদ করিয়া বিষ্ণুসমীপে উপস্থিত হইল। পুরাকালে স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু দত্তাত্রেয়নামক মুনিবরকে ঐ শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। দত্তাত্রেয় মুনি, উক্ত বিষ্ণুদত্ত শক্তি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজাকে প্রদান করেন। তদনন্তর সেই মুনিবর, শক্তির আঘাতে মোহিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিলেন; তাঁহার দেহস্থিত তেজোরাশি গগনমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া ব্রহ্মধামে গমন করিল। ১৬—৩০। যুদ্ধক্ষেত্রে মুনিবরকে নিহত দর্শন করিয়া কপিলা গাভী—হে তাত! কোথায় গমন করিলে, এইরূপ করুণস্বরে বারংবার রোদন করত গোলোকধামে উপস্থিত হইলেন। সেই কপিলা গোলোকধামে উপস্থিত হইয়া গোপবৃন্দ ও গোপীগণে সমাবৃত, রত্নসিংহাসনোপরি বিরাজিত জগদীশ্বর সনাতন বিষ্ণুর নিকটে জমদগ্নি ঋষির মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করিলেন। হে ব্রহ্মন্! পুরাকালে ভগবান্ বিষ্ণু, ঐ কপিলা গাভীটি ব্রহ্মাকে দান করেন; ব্রহ্মা ভৃগুমুনিকে দান করেন; মহর্ষি ভৃগু, পুষ্করতীর্থে কপিলাকে প্রীত করিয়া জমদগ্নি ঋষিকে প্রদান করিয়াছিলেন। যৎকালে সেই কপিলা অন্য কামধেনুসমূহকে নমস্কার করিয়া শোকাভিভূতচিত্তে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে গোলোকধামে গমন করেন, তৎকালে ঐ গাভীর নেত্রজলদ্বারা মর্ত্ত্যলোকে রত্নসমূহের সৃষ্টি হয়।

তদনন্তর রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, সেই মুনিকে সমরে নিহত করিয়া নিজ সৈন্যবর্গকে জাগরিত করত ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নির্ব্বাহ করিয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে নিজরাজধানীতে গমন করিলেন। পতিব্রতা ঋষিপত্নী রেণুকা, লোকমুখে প্রাণেশ্বর পতির মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া মুনির মৃতদেহ বক্ষস্থলে স্থাপন করত ক্ষণকাল মোহ প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর সেই পতিব্রতা রেণুকা, চৈতন্যলাভের পর রোদন করিতে ক্ষান্ত হইলেন। কেবল নিজপুত্র পরশুরামকে সম্বোধন করত 'এস্থানে আগমন কর' এই বলিয়া বারংবার ডাকিতে লাগিলেন। পুষ্করতীর্থ হইতে যোগিবর ভার্গব পরশুরাম, তৎক্ষণাৎ অতিশীঘ্র মানসগতি-অবলম্বনে মাতৃসমীপে আগত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক জননীকে প্রণাম করিলেন। পরশুরাম পিতাকে মৃত এবং পতিব্রতা মাতাকে শোককাতরা দেখিয়া মাতার নিকটে কার্ত্তবীর্য্যের সহিত যুদ্ধের বৃত্তান্ত এবং মুনিশোকে কপিলা কামধেনুর গোলোকধামে গমন ইত্যাদি সমস্ত শ্রবণ করিয়া, হে পিতঃ! হে মাতঃ! এইরূপ শব্দ করত অতিশয় বিলাপ করিলেন এবং চন্দনকাষ্ঠসমূহে ঘৃতরাশিদ্বারা, সেই যোগিশ্রেষ্ঠ রাম চিতা প্রস্তুত করিলেন। রেণুকা সতী, পরশুরামকে লইয়া শীঘ্র হৃদয়োপরি ধারণ করত গণ্ডদেশে ও মস্তকোপরি চুম্বন করিতে করিতে বারংবার উচ্চৈঃস্বরে অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। 'হে মহাবাহু রাম!' এইরূপ বহুবার সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে বৎস! তোমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব? বারংবার এইরূপ শব্দ করিয়া সেই রেণুকা সতী বহু বিলাপ করিলেন। ৩১—৪২। রেণুকা সতী দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্পা হইয়া বলিলেন, হে বৎস! তুমি আমার প্রাণাধিক, অতএব আমার বাক্য শ্রবণ কর; তোমার পিতার ও আমার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া "পুত্র রে! তুমি আর কদাচ যুদ্ধার্থ গমন করিও না। হে বৎস। তুমি সুখে গৃহে থাক এবং চিরস্থায়ী তপস্যাকার্য্যে অভিরত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর; দুর্ব্বৃত্ত ক্ষত্রিয়গণের সহিত কদাচ অসুখপ্রদ রণকার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না।" সেই ভৃগুকুলোদ্ভব পরশুরাম, মাতার নিষেধবাক্য শ্রবণ করিয়াও প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, আমি নিশ্চয়ই এ ধরামণ্ডলকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়-বিরহিত করিব। হে মাতঃ! পুনর্ব্বার বলিতেছি, সেই ক্ষত্রিয়কুলপাংশুল কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজাকে অনায়াসে বিনাশ করিব। আরও বলিতেছি, ক্ষত্রিয়গণের রুধিরদ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিব। পরশু-

রাম, মাতার সম্মুখে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্য প্রকাশ করিয়া ভূয়োভূয়ঃ বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং জননীকে নানাপ্রকার নীতিগর্ভ, সত্য অথচ হিতকারী বাক্য প্রয়োগ করত তাঁহার জ্ঞান সম্পাদন করিলেন। যে সকল পুত্র পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন না করে এবং পিতৃমাতৃঘাতকের মস্তক ছেদন না করে, সেই মূর্খ পুত্র দেহান্তে নিশ্চয়ই রৌরবনামক নরক ভোগ করে। যে ব্যক্তি গৃহাদিতে অগ্নি প্রদান করে, অন্নাদি ভক্ষ্য দ্রব্যে বিষ দান করে, হত্যা করিবার নিমিত্ত অস্ত্র ধারণ করে, সর্ব্বস্ব হরণ করে, জীবনোপায়ের একমাত্র স্থল ভূমি হরণ করে, সাধ্বীর সতীত্ব বিনষ্ট করে, পিতার কিংবা মাতার হত্যা করে, বন্ধুগণের অনিষ্ট করে, অনবরত অনিষ্ট চিন্তা করে, পরোক্ষে নিন্দা করিয়া জীবিকার হানি করে, কিংবা কটুবাক্য-প্রয়োগ করিয়া লোকের নিকটে অবমাননা করে; এই সকল একাদশ প্রকার অনিষ্টকারী ব্যক্তিগণ অতিশয় পাপী। ইহাদিগকে বধ করিতে বেদশাস্ত্রে বিধি আছে। হে সাধ্বি মাতঃ! ব্রাহ্মণেরাও যদি এ সকল কার্য্যে লিপ্ত হন, তাঁহাদিগকেও ধন কাড়িয়া লইয়া মস্তকমুণ্ডনপূর্ব্বক নির্ব্বাসিত করা উচিত,— পণ্ডিতগণ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ৪৩—৫০। পরশুরাম জননীকে এইরূপ বুঝাইতেছেন, ইত্যবসরে প্রশস্তচেতা, মুনিবর ভৃগু দুঃখিতচিত্তে অতিশয় ভীত হইয়া আপনিই সে স্থানে উপস্থিত হইলেন। রেণুকা এবং পরশুরাম উভয়ে সেই ভৃগুমুনিকে দর্শনানন্তর প্রণামাদি বিনীতভাব প্রদর্শন করিলেন। ভৃগুমুনি সেই রেণুকা ও পরশুরামের নিকটে পরলোকের হিতজনক বেদবিহিত বাক্যসমূহ নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, ওহে পুত্র! তুমি আমার বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; নিজে তুমি জ্ঞানী হইয়া কি নিমিত্ত অনর্থক বিলাপ করিতেছ? এই সংসারমধ্যে স্থাবর এবং অস্থাবর যাহা দেখিতেছ, সকলই জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; কিঞ্চিৎকাল পরে সমস্তই বিনষ্ট হইবে হে পুত্র! যথার্থ চিরস্থায়ী সত্যবস্তুর নিদানস্বরূপ সেই সনাতন বিষ্ণুকে চিন্তা কর। যাহা গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না; যাহা একবার গমন করে, তাহা পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হয় না; অতএব তাহার নিমিত্ত চিন্তা করিও না। এ সংসারে যাহা বর্ত্তমান-সময়ে হইতেছে, তাহা এ সময়ে কেহ নিবারণ করিতে সমর্থ নহে এবং যাহা ভবিষ্যৎকালে হইবে, তাহারও ভবিষ্যৎকালে কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না,— তাহা অবশ্যই ঘটিবে; জীবগণের অদৃষ্টসম্ভূত যে সকল কার্য্য তাহা সত্য, তাহা কেহই নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না। ৫১—৫৬। হে বৎস! ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান যে সকল কার্য্য জগদীশ্বর-কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ঐ নিরূপিত কার্য্যসমূহ কেহই খণ্ডন করিতে সমর্থ নহে। অজ্ঞানিগণের এই ক্ষিত্যাদিপঞ্চপদার্থসম্ভূত শরীর—জগদীশ্বরের মায়া হইতে উৎপন্ন (অর্থাৎ অনিত্য); ঘটপটাদি নাম সাঙ্কেতিকমাত্র; উহা প্রাতঃকালীন স্বপ্নের ন্যায় অলীক জানিবে। দেহস্থিত ক্ষুধা, নিদ্রা, দয়া, শান্তি, ক্ষমা, কান্তি, প্রাণ মন এবং জ্ঞান; ইহারা দেহস্থিত পরমাত্মা অপসৃত হইলে অপসৃত হয়। ভৃত্যবর্গ যেরূপ ভূপতির অনুগমন করে, তদ্রূপ বুদ্ধি এবং ক্ষমতা প্রভৃতি সকল পদার্থই দেহস্থিত পরমাত্মার অনুগমন করে; অতএব তুমি পরমাত্মরূপী ভগবান্ শ্রীহরির উপাসনা কর। ৫৭—৬০। হে পুত্র! এ জগতে কোন ব্যক্তিই কাহার জনক নহে এবং কোন ব্যক্তিই কাহার সন্তান নহে, ভ্রমমাত্র জানিবে; জীবগণ অত্যন্ত ভয়ানক দুষ্পার সংসারসাগরে নিজ সুকৃত বা দুষ্কৃত-কার্য্যস্বরূপ তরঙ্গমালাদ্বারা আলোড়িত হইয়া ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতেছে জানিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা আত্মীয়বর্গের বিরহে কখনই রোদন করেন না। হে পুত্র! তুমিও তোমার পিতার নিমিত্ত শোকাভিভূত হইয়া রোদন করিও না। শাস্ত্রে লিখিত আছে, পুত্র-কলত্র প্রভৃতির অশ্রুজল পতিত হইলে পরলোকগত ব্যক্তির অধঃপতন হয়। আত্মীয় ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, বন্ধুবর্গ তাহার নাম উচ্চারণ করিয়া যে রোদন করে, তাহা কেবল মোহের কার্য্য; একশত বৎসর ব্যাপিয়া রোদন করিলেও কোনরূপেই তাহাকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। লোকের দেহস্থিত পরমাত্মা পরিত্যাগ করিলে দেহ-নির্ব্বাহক পৃথিবীর অংশ পৃথিবীর মধ্যে, জলভাগ জলমধ্যে, আকাশভাগ মহাকাশে, বায়ুভাগ প্রবল বায়ুমধ্যে এবং তেজের ভাগ তেজোরাশির মধ্যে মিশ্রিত হইয়া যায়; বন্ধুবর্গের শোক কিংবা রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাহারা পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসে না। জীবগণের মৃত্যুর পর লোকের পিতৃ-মাতৃ-কৃত নাম বিদ্যা কীর্ত্তিও সৎ কিংবা অসৎ কর্ম্মের উল্লেখমাত্র থাকে; আর কিছুই থাকে না। হে রাম! তুমি তোমার পিতার পরলোকের হিত কামনায় শাস্ত্রনিয়ম অনুসারে ঔর্দ্ধদেহিক শ্রাদ্ধ তর্পণ প্রভৃতি কার্য্যসমূহ নির্ব্বাহ কর। সেই বন্ধু, সেই পুত্র, যে বন্ধু বা যে পুত্র পরলোকগত ব্যক্তির পরলোকের হিতসাধন কার্য্য করে। পরশুরাম ভৃগুমুনির শোকাপ-

নোদক বাক্যসমূহ শ্রবণান্তনর স্থিরচিত্ত হইয়া সেই সময়ে অনর্থক শোক করা ব্যর্থ বিবেচনা করত, শোক করিতে ক্ষান্ত হইলেন এবং সেই সময় পতিব্রতা ধর্ম্ম পরায়ণা পরশুরামজননী রেণুকা সেই ভৃগুমুনিকে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৬১—৬৭।

গণেশখণ্ডে সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

রেণুকা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি এখনই আমার প্রাণপতির সহগমন করিব, এই আমার বাসনা; কিন্তু হে গুরো! আমার ঋতুকাল উপস্থিত হইয়াছে, তাহার অদ্য চতুর্থ দিবস; আমার মানদাতা পূজ্যপাদ পতি অদ্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন, আমি অশুচি আছি কি করিব? আপনি বেদশাস্ত্রজ্ঞ-পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম; অতএব এ বিষয়ে শাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থা যাহা হয়, তাহা আমাকে বলুন; আমি আপনার বাক্যানুসারে কার্য্য করিব; আমার বহুকালসঞ্চিত পুণ্যবলে আপনি হঠাৎ এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় ভৃগুমুনি, রেণুকার বাক্য শ্রবণে সাতিশয় প্রীত হইয়া বলিতে লাগিলেন;—হে পতিব্রতে! তুমি অদ্যই তোমার সেই পুণ্যবান্ স্বামীর অনুগমন কর; যেহেতু নারীগণ ঋতুর চতুর্থ দিবসেই নিজ পতির সমস্ত কার্য্য-বিষয়ে অধিকারিণী হয়; তাহার প্রমাণ বলিতেছি শ্রবণ কর।—নারীগণ ঋতুর চতুর্থদিবসে স্বামীর কার্য্যের অধিকারিণ হয় বটে, কিন্তু দৈব কার্য্য, কিংবা পিতৃকার্য্য করিতে চতুর্থ দিবসে অধিকারিণী নহে; পঞ্চমদিবসাবধি দৈব ও পিতৃকার্য্যে স্ত্রীলোকের অধিকারিত্ব হয়। যেরূপ সর্পোপজীবী মনুষ্য, বলপূর্ব্বক গর্ত্ত হইতে সর্পগণকে উত্থাপিত করে, সেইরূপ পতিব্রতা রমণী, নিজকৃত সুকৃতদ্বারা স্বামী পাপিষ্ঠ হইলেও তাহাকে লইয়া স্বর্গধামে গমন করিতে সমর্থা হয়। চতুর্দ্দশ ইন্দ্র যত কালপর্য্যন্ত স্বর্গরাজ্য ভোগ করেন, পতিপ্রাণা সাধ্বী রমণী নিজপতির সহিত সুখভোগ করত তাবৎকাল-পর্য্যন্ত স্বর্গধামে অবস্থিতি করে। ভৃগুমুনি রেণুকাকে এইরূপ ব্যবস্থা প্রদান করিয়া পরশুরামকে কহিতে লাগিলেন;—যে পুত্র, পিতৃমাতৃভক্তিপরায়ণ, সে-ই যথার্থ পুত্র; এবং যে নারী পাতিব্রত্যধর্ম্মপরায়ণা, সে ই যথার্থ নারীপদবাচ্য; যে ব্যক্তি অসময়ে দান করিয়া জীবন রক্ষা করে, সে-ই যথার্থ বন্ধু; যে শিষ্য গুরু-শুশ্রূষাকার্য্যে অনুরক্ত সে-ই যথার্থ শিষ্য; যে ব্যক্তি বিপৎকালে রক্ষা করেন, তিনিই অভীষ্টদেব; যে রাজা প্রজাপালনকার্য্যে সক্ষম, তিনিই যথার্থ রাজশব্দধারণের অধিকারী; যে স্বামী নিজ পত্নীকে ধর্ম্মবিষয়ে বুদ্ধি প্রদান করেন, তিনিই যথার্থ স্বামী; যে গুরু শিষ্যকে হরিভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ গুরু; বেদচতুষ্টয়ে এবং পুরাণশাস্ত্রে এ সকল ব্যক্তিবর্গের প্রশংসা করিয়াছেন। রেণুকা সতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনিবর! ভারতবর্ষমধ্যে কোন্ কোন্ রমণী স্বামীর সহগমনে অধিকারিণী হয় এবং কোন্ কোন্ স্ত্রীলোকই বা স্বামীর সহগমনে অধিকারিণী নহে? হে তপোধন! আমার নিকটে তাহা বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করুন। ভৃগুমুনি রেণুকাকে বলিলেন, যে নারীর পুত্র বালক, যাহার গর্ভলক্ষণ হইয়াছে, যাহার ঋতুকাল উপস্থিত হয় নাই, যে স্ত্রী ঋতুমতী, যে স্ত্রী ব্যভিচারিণী, যাহার গলিতকুষ্ঠ প্রভৃতি মহারোগ আছে, যে স্ত্রী পূর্ব্বে স্বামি-শুশ্রূষা-কার্য্যে পরাঙ্মুখী ছিল, যাহার পতিভক্তি নাই এবং যে স্ত্রী স্বামীর প্রতি সর্ব্বদা কটু বাক্য প্রয়োগ করে; এ সকল স্ত্রীলোক যদ্যপি ইহলোকে সুখ্যাতিলাভবাসনায় কদাচিৎ স্বামীর সহ-গমন করে, ইহারা পরলোকগত হইয়াও পরলোক-গত স্বামীর নিকটে গমনে সমর্থা হয় না। এ সকল স্ত্রীলোকের স্বামিসহগমনে অধিকার নাই। এতদতি-রিক্ত নারীগণ, চিতাশয়ান পতির চিতার সম্মুখে সংস্কৃত অগ্নি প্রদান করিয়া নিজ কান্তের অনুগমন করিবে। সেই সকল স্ত্রীলোকই পরলোকগতা হইয়া নিজ পতিকে প্রাপ্তা হয়। ১—১৩। যে সকল স্ত্রী, নিজ কান্তের অনুগমন করে, সে সকল স্ত্রী নিজকৃত সুকৃতের ফল সমভিব্যাহারে লইয়া প্রতিজন্মে নিজ স্বামীকে প্রাপ্ত হয়। হে পতিব্রতে! তোমার নিকটে পতিসহগামিনী সাধ্বী স্ত্রীর কর্ত্তব্যকার্য্যের নিয়মাবলী বলিলাম; এক্ষণে তীর্থস্থানে সজ্ঞানে মৃত গৃহিগণের এবং বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্যকার্য্যসমূহের ব্যবস্থা বলি-তেছি, সমাহিতা হইয়া শ্রবণ কর। পতিব্রতা নারী, যে কোন স্থানে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ নিজ কান্তের সংমৃতা হইলেই পরলোকে নিজ পতির সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া গোলোকপতি বিষ্ণুর সমীপে স্থানপ্রাপ্তি-বিষয়ে অধিকারিণী হয়। নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! বিষ্ণু-ভক্তিপরায়ণ ভক্তি এবং মুক্তিলাভেচ্ছু জনগণের তীর্থ-স্থানে কিংবা অন্য স্থানে, যে কোন স্থানে হউক মৃত্যু হইলেই সমান ফল লাভ হয় (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধামে গমন করে)। হে সাধ্বি! ভৃগু বলিলেন, যে পুরুষ

সেই ভগবান্ নারায়ণের উপাসনা করে এবং যে স্ত্রীলোক কমলালয়া লক্ষ্মীর উপাসনা করে, মহা-প্রলয়সময়েও ঐ স্ত্রী-পুরুষের বৈকুণ্ঠ হইতে অধঃপতন হয় না। যে ব্যক্তি তীর্থস্থানে সজ্ঞানে-মরে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই পরকালে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া যাবৎকাল এক শত ব্রহ্মা চতুর্দ্দশ ভুবনে আধিপত্য করেন তাবৎকাল ঐ তীর্থমৃত ব্যক্তি নিজ পত্নীর সহিত সানন্দে কালযাপন করে; (নারায়ণ বলিলেন) ভৃগু মুনি রেণুকা সতীকে এ সকল ধর্ম্মোপদেশ করিয়া পরশুরামকে তৎকালোচিত বেদ বিহিত নিয়মিত কার্য্যসমূহ বলিতে লাগিলেন, হে বৎস! মহাভাগ! অমঙ্গলজনক শোক পরিত্যাগ করিয়া শ্মশানভূমিতে আগমন কর। হে ভৃগুবংশাবতংশ! তুমি পিতৃদেহটীকে দক্ষিণশিরা করাইয়া উত্তান করিয়া চিতার উপরি শয়ান করাও এবং নূতন বস্ত্র নূতন যজ্ঞোপবীত পরিধান করাইয়া অশ্রু সংবরণপূর্ব্বক নিজে দক্ষিণমুখ হইয়া ভক্তিভাবে অরণীসম্ভূত অগ্নি গ্রহণ করত ধরামণ্ডলে যে সমস্ত তীর্থ আছে, তাঁহা-দিগকে স্মরণ কর; গয়া প্রভৃতি সমস্ত তীর্থস্থলে, পুণ্যজনক পর্ব্বতসমূহ, কুরুক্ষেত্র, নদীশ্রেষ্ঠা এবং সকল-পাপবিনাশকারিণী গঙ্গা, যমুনা, কৌশিকী, চন্দ্রভাগা, গণ্ডকী, অবকাশা, পনসা, সরযূ, পুষ্পভদ্রা, ভদ্রা, নর্ম্মদা, সরস্বতী, গোদাবরী, কাবেরী, স্বর্ণরেখা—এই সকল নদী; পুষ্করতীর্থ, রৈবত, বরাহ, শ্রীশৈল, গন্ধ-মাদন, হিমালয়, কৈলাস, সুমেরু, রত্নপর্ব্বত প্রভৃতি পর্ব্বতসমূহ; বারাণসী, প্রয়াগ, পবিত্র ভূমি বনময় বৃন্দা-বন, হরিদ্বার এবং বদরীক্ষেত্রে ইহাদিগকে বারংবার স্মরণ করত চন্দনকাষ্ঠ, অগুরুকাষ্ঠ, মৃগনাভি, নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প পিতৃদেহে প্রদানপূর্ব্বক বস্ত্রযুগল পরিধান করাইয়া চিতার উপরি সংস্থাপন কর। তদনন্তর কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা এবং মুখ প্রভৃতি নবদ্বারস্থানে স্বর্ণখণ্ড প্রদানপূর্ব্বক আবৃত কর। হে তাত! তিল-পরিপূর্ণ তাম্রপাত্র, সবৎসা গাভী, রজত এবং দক্ষিণার সহিত সুবর্ণ, অকাতরচিত্তে আদরপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে দানানন্তর অব্যাকুলচিত্তে পিতার মৃতদেহে অগ্নি প্রদান কর। ১৪—৩১। হে ভৃগুনন্দন! সজ্ঞানে এবং অজ্ঞানে পাপকার্য্য করিয়া মৃত্যুকাল উপস্থিত হওয়ায় পঞ্চীভূত এই দেহ পৃথক্‌ভাবাপন্ন হইয়াছে, এ দেহ আশ্রয় করিয়া জীব পুণ্যকার্য্য এবং পাপকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, এ দেহই লোভ মোহ প্রভৃতি রিপুগণের বশবর্ত্তী ছিল, এ দেহের সকল অবয়ব আমি দগ্ধ করিতেছি, এক্ষণে জীব দিব্যলোকে গমন করুন। এই মন্ত্র পাঠানন্তর তুমি চিতাশায়ী পিতৃদেহকে প্রদক্ষিণ করিয়া হরিনাম স্মরণপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের সহিত "হে অগ্নে! তুমি ইহাঁ হইতেই আবির্ভূত হইয়াছিলে, এখন আবার তোমা হইতে ইহাঁর উৎপত্তি হউক, এখন ইনি স্বর্গে গমন করুন," এই মন্ত্র পাঠান্তে শিরোদেশে অগ্নি প্রদান কর। পরশুরাম, ভৃগুমুনির আজ্ঞানুসারে জ্ঞাতিবর্গের সহিত অগ্নিদানান্ত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তদনন্তর সতী রেণুকা স্বীয় হৃদয়োপরি পরশুরামকে বসাইয়া উত্তরকালের সুখপ্রদ কতকগুলি বাক্য আদেশ করিলেন। লোকের সহিত বিবাদ না করাই, এ সংসারসাগরে অতীব মঙ্গলজনক কার্য্য। হে বৎস! লোকের সহিত বিরোধ করিলে অসংখ্য উপদ্রব ভোগ করিতে হয়;—আত্মবিনাশ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। হে বৎস! নির্দ্দয় ক্ষত্রিয়-গণের সহিত বিবাদ কর্ত্তব্য নহে; যদ্যপি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ বলিয়া বিরোধে ক্ষান্ত না হও, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা এবং উৎকৃষ্ট মন্ত্রণা-কুশল ভৃগুমুনির সহিত বিশেষ আলোচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা করিও; পণ্ডিতগণের সহিত আলোচনা করিয়া যে কার্য্য করা হয়, তাহাই শুভপ্রদ জানিবে। রেণুকা সতী নিজপুত্র পরশুরামকে এরূপ উপদেশ করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ চিতারূঢ় মৃত স্বামীর দেহ টানিয়া হৃদয়োপরি স্থাপনান্তে হরিনাম স্মরণ করিতে করিতে নিশ্চেষ্টভাবে চিতায় শয়ন করিলেন। রেণুকা সতী চিতায় শয়ন করিলে পর পরশুরাম ভ্রাতৃগণের সহিত চিতার চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রদান করিয়া ভ্রাতৃগণ ও পিতার শিষ্যবর্গের সহিত বহু বিলাপ করিলেন। রেণুকা সতী নিজ পুত্রকে সম্বোধন করিয়া 'রাম রাম' এই শব্দটি উচ্চারণ করিতে করিতে নিজপুত্রের সম্মুখেই ভস্মাবশেষ হইয়া গেলেন। তখন প্রভুর নাম শ্রবণানন্তর বিষ্ণুদূতগণ তথায় উপস্থিত হইল। তাহারা সকলেই কৃষ্ণবর্ণ মনোহর চতুর্ভুজ, শঙ্খ চক্র গদা এবং পদ্মধারী, বনমালা-পরিশোভিতকণ্ঠ; তাহাদিগের মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, পরিধানে কৌশেয় পীতাম্বর। তাহারা রথারোহণপূর্ব্বক সেই চিতা-ভূমির নিকটে আগমনপূর্ব্বক রেণুকা সতী ও জমদগ্নি মুনিকে রথারূঢ় করাইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করত বিষ্ণু-সমীপে সমাগত হইল। রেণুকা সতী ও জমদগ্নি মুনি, বিষ্ণুলোকে আনীত হইলে পর বৈকুণ্ঠধামে শ্রীহরির নিকটবর্ত্তী স্থানে স্থান প্রাপ্ত হওয়াতে নিয়ত অতীব মঙ্গলকর শ্রীহরির দাস্যকার্য্য আচরণ করত

পরমসুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ৩২—৪৭। নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! পরশুরাম, পিতা মাতার দাহকার্য্য সমাধানান্তে ভৃগুমুনির মন্ত্রণানুসারে ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক বিহিত বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক পরলোকগত পিতা ও মাতার আদ্য শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া অসংখ্য ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধন, অসংখ্য গাভী, সুবর্ণরাশি, নানাবিধ বস্ত্র, মনোহর উৎকৃষ্ট শয্যা, সুবর্ণপাত্রের সহিত চতুর্ব্বিধ অন্ন, সুশীতল জল, সুগন্ধি চন্দন, রত্নময় দীপ, রৌপ্যনির্ম্মিত পর্ব্বত, মহামূল্য সুবর্ণের আসন, সুবর্ণাধারের সহিত কর্পূরাদিসুবাসিত তাম্বূল, ছত্র, পাদুকা, নানাবিধ ফল, পুষ্পমাল্য, নানাবিধ ফল মূল প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য, সুস্বাদু মনোহর মিষ্টান্ন দ্রব্য এবং দক্ষিণাস্বরূপ বহু ধন প্রদান করিলেন। এ সমস্ত কার্য্যাবসানে তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। পরশুরাম সেস্থানে গমনানন্তর দেখিলেন, ব্রহ্মলোক সুবর্ণময় ও তাহার প্রাচীর সমস্ত সুবর্ণনির্ম্মিত ইষ্টকদ্বারা গ্রথিত; বহির্দ্বার সমস্ত সুবর্ণ-কুম্ভদ্বারা সুশোভিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভগবান্ ব্রহ্মা, স্বীয় তেজোরাশিদ্বারা উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করত রত্নময় অলঙ্কারসমূহে বিভূষিত কলেবরে বিচিত্র রত্নসিংহাসনোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার চতুঃপার্শ্বে সিদ্ধগণ, দেবর্ষি এবং বিপ্রর্ষিগণ পরিবেষ্টন করিয়াছেন; দেখিলেন,—বিদ্যাধরীগণ নৃত্য করিতেছে; ভগবান্ সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা, সানন্দচিত্তে সহাস্যবদনে তাহা দর্শন করিতেছেন; কিন্নরগণ গান করিতেছে, তিনি তাহা শ্রবণ করিতেছেন; চন্দন, অগুরু, মৃগনাভি এবং কুঙ্কুম প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যদ্বারা শরীরের শোভা সম্পাদন করিয়া অসাধারণ শ্রী ধারণ করিয়াছেন; তপস্বিগণকে স্বীয় কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করিতেছেন; কাহাকেও বা অচলা সম্পত্তি দান করিতেছেন; এই ভুবনত্রয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং পালনকর্ত্তা পরমেশ্বর পূর্ণব্রহ্ম ব্রহ্মরূপী ভগবান্ জগদীশ্বর, হরির নাম জপ করিতেছেন; জিজ্ঞাসু শিষ্যমণ্ডলীকে অতিশয় গোপনীয় যোগশাস্ত্রের উপদেশ করিতেছেন। ভৃগুকুলোদ্বহ পরশুরাম সেই অব্যয়াত্মা বিধাতাকে দর্শন করিবামাত্র অগ্রগামী হইয়া ভক্তিভাবে নমস্কার করিয়া সাতিশয় রোদন করত কার্ত্তবীর্য্যকর্ত্তৃক পিতার নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করাইলেন। পরশুরাম বলিতে লাগিলেন, হে বিধাতঃ! হে ব্রহ্মন্! আমি আপনার কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ভগবান্ জমদগ্নি মুনি—আমার পিতা; আপনি আমার পিতামহ, আপনি ভিন্ন কাহাকে কি বলিব? রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, মৃগয়া করিতে বনে গমন করিয়া বনমধ্যে আহারীয় দ্রব্যের অসদ্ভাবে উপবাস করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে পরম দয়ালু আমার পিতা মুনিবর জমদগ্নি, দয়ার্দ্রচিত্তে কামধেনুপ্রবরকপিলাদত্ত দুগ্ধ-ঘৃতাদিদ্বারা ঐ রাজার আতিথ্যসংকারপূর্ব্বক ক্ষুধা নিবৃত্তি করাইলেন। পাপাত্মা মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য, কপিলালোভে আক্রান্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে। এই কথা বলিতে বলিতে পরশুরাম অতি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিলেন। ৪৮—৬১। অনন্তর সেই ভৃগুনন্দন, রাম চক্ষের জল তিরোহিত করত দয়ারসাগর বিধাতাকে পুনর্ব্বার বলিলেন, হে জগৎপিতঃ! সাধ্বীশ্রেষ্ঠা আমার মাতা রেণুকা, আমার প্রতি স্নেহমমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক পিতার অনুগামিনী হইয়াছেন। এক্ষণে আমি বন্ধুবান্ধবশূন্য হইয়াছি; আপনিই আমার জনক, গুরু, প্রভু, কর্ত্তা, প্রতিপালক এবং অভীষ্টদাতা; এক্ষণে আমি আপনার শ্রীচরণে শরণাগত হইতেছি, আমার রক্ষা বিধান করুন। আমি আমার মৃত মাতার উপদেশানুসারে আপনার দিব্যসভায় উপস্থিত হইয়া বলিতেছি, আপনি আমার বৈরী সংহার করুন। যে ব্যক্তি দরিদ্রজনের রক্ষা করেন, সে ব্যক্তিই রাজা, তিনিই ধর্ম্মপরায়ণ ও দয়াবান; তাঁহার কীর্ত্তি এ জগতে বিখ্যাত হয়; তিনিই লোকের নিকটে পূজা পাইয়া থাকেন এবং তাঁহারই চিরস্থায়ী সম্পদ্ ভোগ হয়; অতএব আমি অতি দীন; আমার মানস পূর্ণ করুন। যে রাজা, ইনি প্রধান, ইনি অপ্রধান, ইহাঁরা উভয়ে তুল্য, এই সকল বিবেচনা করত যথানিয়মে প্রজা পালন না করেন, লক্ষ্মীদেবী ক্রুদ্ধচিত্তে তাঁহার গৃহ হইতে প্রস্থান করেন; সে রাজার রাজ্যসম্পত্তি সমস্ত নষ্ট হয়। কৃপাময় ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণবালক পরশুরামের কথা শ্রবণানন্তর তাঁহাকে শুভাশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করত বক্ষে রাখিলেন। তদনন্তর ভগবান চতুরানন ব্রহ্মা, পরশুরামের নিকটে সাতিশয় দুষ্কর ভয়ানক এবং অনেক প্রাণীর বিনাশকর প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলেন। ব্রহ্মা চিন্তা করিলেন যে, ভবিতব্যতানুসারে সকলই ঘটিয়া থাকে, এবিষয়ে আমার চিন্তা করা ব্যর্থ; তখন পরিণামকালের মঙ্গলদায়ী বাক্যসমূহ পরশুরামকে বলিতে লাগিলেন। হে বৎস! অনেক প্রাণীর হত্যাসাধক কার্য্য তোমার প্রতিজ্ঞা, তাহা সিদ্ধ হওয়া সুকঠিন, পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারে ভগবান্ কর্ত্তৃক এ জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ৬২—৭০। হে পুত্র! পরমেশ্বরের অনুগতিক্রমে আমি ক্লেশ স্বীকার করত এ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি।

জগতের বিনাশকর তোমার ভয়ানক প্রতিজ্ঞা শ্রবণে আমার অত্যন্ত দয়ার উদয় হইতেছে; কিরূপে এ ক্ষত্রিয়কুল রক্ষা হয়, তন্নিমিত্ত আমি চিন্তাযুক্ত হইয়াছি জানিবে। হে রাম! তুমি এ পৃথিবীকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়শূন্য করিতে অভিলাষ করিতেছ, —এক কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের অপরাধে ক্ষত্রিয়জাতির ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছ; ইহা তোমার উচিত কার্য্য হয় নাই। হে বিপ্রকুলাবতংস! ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই ত্রিবিধ জাতি লইয়া সনাতনী সৃষ্টি—ইচ্ছাময় ভগবান নারায়ণ একবার প্রকাশ করিতেছেন, ইচ্ছা হইলেই পুনর্ব্বার ইহা বিলোপ করিতেছেন; এইরূপ পুনঃপুনর্ব্বার জগতের সৃষ্টি ও লয় করা ইচ্ছাময় জগদীশ্বরের নিত্য কার্য্য। অদৃষ্টবলে তোমার মনোরথ সম্পন্ন হইবে, কিন্তু বহুযত্ন করিলে পর তবে তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হইবার সম্ভাবনা। হে বৎস! তুমি কৈলাস পুরীতে গমনপূর্ব্বক ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতির শরণাগত হও; এ ধরামণ্ডলে ভূপতিগণ ভগবান ভবানীপতির কিঙ্কর; এ পৃথিবীমধ্যে অনেক ভূপতিই অসাধারণশক্তিসম্পন্ন ও শিবকবচ, শক্তিকবচ ধারণ করিয়া থাকেন; অতএব মহাদেবের বিনা অনুমতিতে শঙ্করকিঙ্কর নৃপতিনিকরকে বিনাশ করিতে কেহই সমর্থ হইবে না। হে পরশুরাম! বিশেষ যত্নপূর্ব্বক মঙ্গলকর ক্ষত্রিয়পরাজয়সাধক উপায় অবলম্বন কর। কর্ম্মের আদিতে উপায়সহকারে যে সমস্ত কার্য্য আরব্ধ করা হয়, তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে। হে পরশুরাম! যত্নপূর্ব্বক শঙ্করের নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র ও দিব্যকবচ গ্রহণ কর। জগতে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য বৈষ্ণবতেজ, শৈবতেজ, কিংবা শক্তির তেজ পরাভূত করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে? হে রাম! জগদীশ্বর মহাদেব তোমার সকল জন্মের মন্ত্রদাতা গুরু; অতএব আমার নিকটে তোমার মন্ত্র গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নহে; ভূতভাবন ভবের নিকটে মন্ত্র গ্রহণ কর। যে কার্য্য যুক্তিসঙ্গত, তাহাই বিধেয়। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মানুসারে মন্ত্র পতি, পত্নী, গুরু এবং অভীষ্ট দেবতা লাভ হয়; পূর্ব্বোক্ত ঐ সকল বস্তু পূর্ব্বজন্মে যে যাহার থাকে, আবার পরজন্মে সেই তাহার হইয়া আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে ভৃগুনন্দন রাম! তুমি মহাদেবের নিকটে উৎকৃষ্ট ত্রৈলোক্যবিজয়নামক কবচ গ্রহণপূর্ব্বক এ ধরামণ্ডলকে একবিংশতি বার ক্ষত্রিয়শূন্য করিতেপারিবে। দাতৃশ্রেষ্ঠ শঙ্কর তোমাকে অসাধারণশক্তিসম্পন্ন পাশুপতঅস্ত্র দানকরিবেন; তুমিও মহাদেবপ্রদত্ত মন্ত্রবলে ক্ষত্রিয়কুল সংহার করিতে সক্ষম হইবে। ৭১—৮২।

গণেশখণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, ভৃগুবংশাবতংস পরশুরাম বিধাতার উপদেশবাক্য শ্রবণ নন্তর জগৎপিতা ব্রহ্মাকে নমস্কার করত তাঁহার নিকটে বরলাভ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে শিবলোকে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। শিবলোক, ব্রহ্মলোক হইতে লক্ষ যোজন উর্দ্ধে অবস্থিত। ব্রহ্মলোক হইতে শিবলোকের অনেক বৈলক্ষণ্য পরিদৃশ্যমান হয়।—উহা এরূপ মনোহর যে, তাহার বর্ণনা করা যায় না; ঐ লোক শূন্যে বায়ুঅবলম্বনে অবস্থিত। শিবলোকের দক্ষিণভাগে বৈকুণ্ঠপুরী, বামভাগে গৌরীলোক এবং অধোভাগে সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠ ধ্রুবলোক এই সকল লোকের উপরিভাগে পঞ্চাশৎকোটিযোজন পরিমিত গোলোকপুরী বিরাজমান রহিয়াছে, গোলোকধামের উপরি আর লোক নাই; উহা সকল লোকের উপরি জানিবে। সেই যোগিবর পরশুরাম মানসগতি অবলম্বনে গমনপূর্ব্বক শিবলোক দর্শন করিলেন; ঐ লোকের উপমান কিংবা উপমেয় বস্তু নাই, উহা অতি অদ্ভুত। পরশুরাম দেখিলেন, যে স্থানে সিদ্ধবিদ্যাধরা নিখ্যাত, কোটিকল্প তপস্যা করিয়া পবিত্রচিত্ত, পুণ্যবান, যোগীন্দ্রশ্রেষ্ঠসমূহ চতুর্দ্দিকে বিরাজিত রহিয়াছেন এবং অভিলষিতফলদাতা, কল্পবৃক্ষসমূহ শিবলোক আবরণ করিয়া আছে। ঐ লোক অসংখ্য কামধেনুসমূহ দ্বারা শোভিত, মধুলোভমুগ্ধ মধুপসমূহের মধুর ধ্বনিদ্বারা মোহিত এবং নূতনপল্লবোপরি বিরাজমান পুংস্কোকিলগণের কুহু কুহু কলরবদ্বারা আচ্ছন্ন। ঐ লোক যোগিবর শঙ্করকর্ত্তৃক যোগপ্রভাবে স্বেচ্ছাদ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে শিল্পিশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ম্মা স্বপ্নেও ইহা দর্শন করিতে সক্ষম নহেন। হে ব্রহ্মন্! ঐ লোক নিরাময় যোগসম্ভূত জীবগণদ্বারা বেষ্টিত, কমল-নিকরশোভিত এবং মনোহর অসংখ্য সরোবর সমূহদ্বারা সুশোভিত। শিবলোক পারিজাতবৃক্ষের বনশ্রেণীদ্বারা বিরাজিত পুষ্পোদ্যানে বেষ্টিত হওয়াতে সকল সময়েই অতি মনোহর শ্রী ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সেই লোক উৎকৃষ্টমণিসমূহ দ্বারা বিনির্ম্মিত, সুদৃশ্য মণিময় বেদীসমূহ দ্বারা অদ্ভুত দৃশ্য হইয়াছে। তাহার অভ্যন্তর স্থানসকল, অতি রমণীয় রাজপথসমূহ দ্বারা

পরম রমণীয় হইয়াছে। শিবলোকে মরকতাদি-মণিনির্ম্মিত বহুকোটি গৃহ বিরাজমান রহিয়াছে; ঐ সকল গৃহের দ্বারে দ্বারে নানাপ্রকার শিল্পকার্য্য-দ্বারা গঠিত মণিময়কুম্ভশ্রেণী উজ্জ্বল শ্রী সম্পাদন করিতেছে। ১—১৩। পরশুরাম শিবলোকে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, ঐ শিবলোকের অতি মনোহর মধ্য স্থানে ভগবান্ ভবানীপতির আবাসমন্দির বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ গৃহ অত্যন্ত মনোহর মণিনির্ম্মিত প্রাচীরদ্বারা চতুঃপার্শ্বে বেষ্টিত। ঐ গৃহ এতাদৃশ উচ্চ যে গগন স্পর্শ করিয়াছে। ঐ সকল গৃহ ক্ষীর-নীরতুল্য অসাধারণ শুক্লবর্ণ; উহার ষোড়শটি দ্বার; মহামূল্য রত্নরাজিদ্বারা বিনির্ম্মিত, রত্নময় সোপানশ্রেণী-সুশোভিত, রত্নময় স্তম্ভ এবং রত্নময় কবাটশ্রেণী-সম্পন্ন, হীরক-খণ্ড-পরিষ্কৃত, মাণিক্য-নিকর নির্ম্মিত মালাদ্বারা অলঙ্কৃত, রত্নময়-কলসসমূহদ্বারা উজ্জ্বল-আশ্চর্য্য চিত্রকার্য্যদ্বারা অতি মনোহর শত শত গৃহ, শিবভবনের শোভা সম্পাদন করিতেছে। পরশুরাম দেখিলেন;—রত্নশ্রেষ্ঠসমূহের সারভাগদ্বারা নির্ম্মিত কবাটবিভূষিত সিংহদ্বার, মহাদেব-গৃহের সম্মুখে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ঐ অদ্ভুত গৃহের অভ্যন্তরে এবং বহির্দ্দেশে পদ্মরাগ মণি ও অসাধারণ মরকত-মণিদ্বারা নির্ম্মিত বেদীসমূহ গৃহের শোভাসম্পাদন করিতেছে। নানাবিধ চিত্রবস্তুদ্বারা চিত্রিত হওয়াতে ঐ গৃহ জনগণের অত্যন্ত মনোহারী হইয়াছে। গৃহের দ্বারদেশে দেখিলেন,—ভয়ানকমূর্ত্তি দুইজন দ্বাররক্ষক নিযুক্ত রহিয়াছে। ঐ দ্বারপাল দুইজনের দন্ত ও বদন ভয়ানক; আকার বিকৃত; দগ্ধপর্ব্বতসদৃশ চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ; উভয়ে মহাবলপরাক্রমশালী; বিভূতি-দ্বারা তাহাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভূষিত; পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম; উভয়েই অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ; উহাদিগের নয়ন-তারা দুইটি পিঙ্গলবর্ণ, নয়ন অতি বিস্তৃত, মস্তকে জটাভার; তাহারা ত্রিনয়ন,—ত্রিশূল ও পট্টিশাস্ত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে; ব্রহ্মতেজদ্বারা জাজ্বল্যমান ঐ দুইজন দ্বারপালকে দর্শন করিয়া পরশুরাম ভীত-চিত্তে কিঞ্চিৎ কথা বলিতে লাগিলেন। ১৪—২৩। পরশুরাম, বিনয়াবনতচিত্তে অত্যন্ত উগ্রস্বভাব এবং বিনয়শূন্য সেই দ্বারপালদ্বয়ের নিকটে আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। সেই বিপ্রবালকের বাক্য শুনিয়া দ্বারপালদ্বয় কৃপাপরতন্ত্রচিত্তে মহাত্মা মহা-দেবের নিকটে গমনপূর্ব্বক পরশুরামের আগমনবৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়া দেবদেবের নিকটে প্রবেশানুমতি আনয়নপূর্ব্বক পরশুরামকে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান করিল। ভৃগুবংশাবতংস পরশুরাম, অনুচর-দ্বয়ের আজ্ঞাপ্রাপ্তে হরি স্মরণ করিতে করিতে শিবালয়ে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন,—সকল গৃহের অতীব মনোহর ষোলটি দ্বার; সকল দ্বারই নানাবিধ বস্তুদ্বারা চিত্রিত এবং তথায় দ্বারপালবর্গ নিযুক্ত রহিয়াছে। ঐ সকল দ্বারপালকে দর্শনানন্তর মহামহিম মহাদেবের অতি আশ্চর্য্য বহুসংখ্যক সিদ্ধ-সঙ্ঘকর্ত্তৃক আবৃত,মহর্ষি-নিকর-বেষ্টিত এবং পারিজাত-সুরভীকৃত অসাধারণ সভা দর্শন করিলেন। পরশুরাম, সেই সভামধ্যে রত্নসিংহাসনোপরি উপবিষ্ট, রত্নময় ভূষণে ভূষিত দেবদেব মহাদেবকে দর্শন করি-লেন। দেখিলেন,—ভগবান্ শঙ্কর চন্দ্রশেখর, ত্রিশূল এবং পট্টিশধারী; উৎকৃষ্টব্যাঘ্রচর্ম্ম-নির্ম্মিত বস্ত্রে তাঁহার কটিদেশ আচ্ছাদিত; বিভূতিদ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বিলেপিত; সর্পশরীর তাঁহার যজ্ঞোপবীত। সেই মহাশিব, ভক্তবৃন্দের মঙ্গলকর কার্য্যে আসক্ত আছেন। তিনি মঙ্গলের নিদান, মাঙ্গল্যদ্রব্যের আধার; তিনিই আত্মারামস্বরূপ; তিনি সর্ব্বদা কামিগণের কামনা পরিপূর্ণ করিতেছেন। তাঁহার কোটিসূর্য্য-তুল্য তেজ; মুখপঙ্কজ মৃদুহাস্যদ্বারা সর্ব্বদা প্রসন্ন এবং ভক্তগণের প্রতি সর্ব্বদা অনুগ্রহ প্রকাশক। তিনি সনা-তন জ্যোতির্ম্ময়; লোকেরপ্রতি অনুগ্রহনিমিত্ত কলেবর ধারণ করিয়াছেন। তিনি জটাজূটমণ্ডিত; পতিনিন্দা-অসহমানা ত্যক্তপ্রাণা দক্ষকন্যা সতীর অস্থি-নিচয়দ্বারা রচিত মালা তাঁহার ভূষণ; তিনি তপঃপরায়ণ মুনিগণের তপস্যার যথাযোগ্য ফল দান করিতেছেন; কাহাকেও বা সকল ঐশ্বর্য্য দান করিতেছেন। তিনি নির্ম্মল স্ফটিকের ন্যায় শুক্লবর্ণ; তাঁহার পাঁচটি বদন, উহার প্রত্যেকটি-ই ত্রিনয়নে শোভামান। তিনি শিষ্যবর্গকে তত্ত্বমুদ্রাদ্বারা অতি গোপনীয় পরম ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করিতেছেন, নারদাদি যোগিগণকর্ত্তৃক দিব্য স্তবদ্বারা স্তুত হইতেছেন, চতুঃপার্শ্বে কপিলাদি সিদ্ধ ঋষিগণ তাঁহার সেবা করিতেছেন, নন্দী প্রভৃতি পার্ষদগণ অনবরত শুক্ল চামরনিকর দোলায়িত করিয়া বীজন করিতেছেন। তিনি পরাৎপর, পরিপূর্ণতম, ইচ্ছাময়, সত্ত্ব, রজ এবং তম এই ত্রিগুণের অনধীন, ভক্তগণের জরা ও মৃত্যুভয়-বিনাশকারী, জ্যোতিঃস্বরূপ, পরাৎপর, পরমানন্দরূপী, সকলের আদিভূত, প্রকৃতি হইতে অতিরিক্ত পরমব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান-পরায়ণ; ধ্যানজনিত আনন্দ-সন্দোহজাত পুলকদ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত; তিনি শ্রীকৃষ্ণের গুণ গান করিতে করিতে অজ্ঞান হইতেছেন। অশ্রুবিন্দু-

দ্বারা তাঁহার নয়ননিকর প্লাবিত হইতেছে। একাদশ রুদ্র ও ক্ষেত্রপালগণ, তাঁহার চতুঃপার্শ্বে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এতাদৃশ ভাবাপন্ন ভূতভাবন ভবানীপতিকে দর্শন করিবামাত্র পরশুরাম ভূমিলুণ্ঠিতমস্তকে সাতিশয় আনন্দিতচিত্তে প্রণাম করিলেন। পরশুরাম দেখিলেন, ভগবান্ ভবের বামপার্শ্বে কার্ত্তিকেয়, দক্ষিণপার্শ্বে সিদ্ধিদাতা গণেশ, সম্মুখস্থানে নন্দিকেশ্বর ও মহাকালরূপী বীরভদ্র এবং ক্রোড়ের একদেশে কালী ও একদেশে হিমালয়-সুতা গৌরী শোভমান রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকেও দেখিবামাত্র পরশুরাম হৃষ্টচিত্তে পরমভক্তিভাবে, অবনত মস্তক হইয়া নমস্কার করিলেন। ২৪—৩৮। জমদগ্নিসুত পরশুরাম সকলের শ্রেষ্ঠ, সারাৎসার হরকে দর্শনানন্তর স্তব করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু স্তব করিতে বাক্যস্ফূর্ত্তি না হওয়াতে গদ্গদবাক্যনিঃসরণ হইতে লাগিল; অশ্রুবিন্দুদ্বারা চক্ষু পরিপূর্ণ হইল। পরশুরাম অতিদীনমনা হইয়া কাতরোক্তিসহকারে, কৃতাঞ্জলিপুটে, শান্তভাবে, পিতৃমাতৃশোকে পীড়িতচিত্তে শোকহর হরের স্তুতি পাঠ করিলেন;—হে জগদীশ্বর! আপনাকে আমি স্তব করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু আমার স্তব করিবার কোন ক্ষমতা নাই। আপনি সকল অক্ষরের উৎপত্তিস্থান; আপনার কোনরূপ কোন কার্য্যের চেষ্টা নাই; অতএব আপনাকে কিরূপে স্তব করিব? নিজের অভিলাষানুরূপ স্তব করিবার বাক্যযোজনা করিতে সক্ষম হইতেছি না; অতএব কিরূপে স্তব করিব? বেদচতুষ্টয় যাঁহার স্তব করিতে সমর্থ হন নাই, সেই দেবদেব মহাদেবকে স্তব করিতে কোন্ ব্যক্তি সক্ষম হইবে? হে পরমেশ্বর! আপনি বুদ্ধি, বাক্শক্তি এবং মনের অগোচরপদার্থ; এ ত্রিলোকমধ্যে যাবতীয় সারবান্ পদার্থ আছে, আপনি তাহাদিগের সার পদার্থ এবং যত উৎকৃষ্ট পদার্থ আছে, তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট;—লোকের জ্ঞানশক্তি ও বুদ্ধিশক্তির অতীত; আপনি সিদ্ধপুরুষ এবং সিদ্ধপুরুষনিচয়কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সেবিত। আপনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। আপনার অন্ত নাই, আদি নাই, এবং বিনাশ নাই; আপনি ইচ্ছানুসারে কখন জগতের অধীন, কখন বা অধীনতাশূন্য, কখন বা স্বাধীন পুরুষ; আপনিই তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তিস্থান। আপনি ধ্যানদ্বারা সাধনীয় বস্তু, আপনার আরাধনা করা দুষ্কর কার্য্য, অতিসাধনাদ্বারা আপনার সাধনা করা যায়; আপনি কৃপা-সমুদ্র। হে করুণাময়! দীনজনগণবন্ধো! আমি অতি দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তি, আমাকে পরিত্রাণ করুন। অদ্য আমার জন্ম সফল হইল, এবং আমার জীবন ধারণ করা সার্থক হইল। ভক্তগণ যাঁহাকে স্বপ্নেও দর্শন করিতে সক্ষম হয় না, আমি অধুনা মানবচক্ষুদ্বারাই তাঁহাকে দর্শন করিলাম! ইহা অপেক্ষা ভাগ্য কি আছে? হে দেব! যে দেবাদিদেবের অংশ হইতে ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণ উৎপন্ন হইয়াছেন এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ যাঁহার কলার অংশ, আমি সেই জগদীশ্বর মহাদেবকে নমস্কার করি। যে দেবাদিদেব মহাদেব ভাস্কররূপে কলাকাষ্ঠা প্রভৃতি কালবিভাগ করত জগতের হিত সাধন করিতেছেন, চন্দ্ররূপী হইয়া সুধা বর্ষণ করিতেছেন, বহ্নিরূপী হইয়া পাকাদি কার্য্যদ্বারা জগতের হিতসাধন করিতেছেন, জলরূপে শস্যোৎপাদন করিতেছেন, বায়ুরূপে জনগণের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন, সেই মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। যে দেব, স্ত্রী-রূপ, ক্লীবরূপ এবং পুরুষরূপ ধারণ করিয়া, সৃষ্টি বিস্তার করিতেছেন, সকল বস্তুর আধারস্বরূপ এবং সকল বস্তুস্বরূপ হইয়া যে দেব অবস্থিতি করেন, সেই দেবাদিদেব মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। ৩৯—৫০। গিরিকন্যা পার্ব্বতী কঠোর তপস্যাদ্বারা যাঁহাকে পাইয়াছেন, বহুকাল তপস্যা করিয়াও পাওয়া সুকঠিন, সেই দেবাদিদেব মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। সকল লোকের কল্পবৃক্ষস্বরূপ হইয়া যিনি লোকের অভিলাষাধিক ফল প্রদান করিয়া থাকেন, যিনি ভক্তগণের প্রতি অল্পকালমধ্যেই সন্তুষ্ট হন ও ভক্তের প্রতি সর্ব্বদাই স্নেহপরতন্ত্র, সেই মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। যে দেব অনায়াসে অল্পকালমধ্যে ভয়ঙ্কর কালাগ্নিরূপ ধারণপূর্ব্বক এ অসীম জগৎসংসার বিলোপ করিয়া থাকেন, সেই মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। যে দেব কালস্বরূপ, যিনি কালের কাল, যে দেব হইতে সৃষ্টিকালে কালচক্র প্রবৃত্ত হয়, যিনি কালের বীজস্বরূপ, যে দেবের জন্ম নাই, যিনি পরমাত্মস্বরূপ; যে দেব দৈত্যাদিনিধনবাসনায় নানারূপ স্বীকার করিয়া অবতীর্ণ হন এবং যিনি সর্ব্বরূপী, সেই মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। ভৃগুকুলোদ্বহ পরশুরাম মহাদেবসমীপে এইরূপ স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করত তাঁহার পাদপদ্মসমীপে পড়িয়া রহিলেন। ভগবান্ ভবানীপতি ভৃগুবংশজ পরশুরামের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে পরশুরামকৃত মহাদেবের এই স্তুতি পাঠ করে, সে মনুষ্য নিখিল পাপরাশি হইতে মুক্তি লাভপূর্ব্বক কৈলাসপুরীগমনে সমর্থ হয়। ৫১—৫৬।

গণেশখণ্ডে ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

———

ত্রিংশ অধ্যায়।

পরশুরামের প্রতি প্রসন্ন হইয়া মহাদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে ব্রাহ্মণবালক! কে তুমি? তোমার বাসস্থান কোথায়? তুমি কোন্ পুণ্যবানের সন্তান? কি নিমিত্তই বা আমার স্তব করিতেছ? অধুনা আমি তোমার কি অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন করিব? তাহা আমার নিকটে প্রকাশ কর। মহাদেবের বাক্যাবসানে পার্ব্বতী কহিলেন, তোমাকে অত্যন্ত শোকাকুল দেখিতেছি, সর্ব্বদা তুমি অন্যমনস্ক, কি নিমিত্তই বা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া রহিয়াছ? তোমার যেরূপ বয়ঃক্রম দেখিতেছি, তাহাতে সাতিশয় বালক বলিয়া বোধ হইতেছে; তথাপি তুমি অতি শান্তপ্রকৃতি; তোমার যে সমস্ত গুণ দেখিতেছি, তাহা দ্বারা বোধ হইতেছে, তুমি গুণিগণের অগ্রগণ্য। হরপার্ব্বতীর অনুগ্রহবাক্য শ্রবণ করিয়া পরশুরাম নিজ বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন; হে দয়ানিধান! আমি জমদগ্নি মুনির পুত্র; ভৃগুবংশে আমার জন্ম; পাতিব্রত্যধর্ম্মপরায়ণা রেণুকা দেবী আমার মাতা; আমার নাম পরশুরাম; আমি আপনার দাস; বিদ্যারূপ পণ্য-বিনিময়ে আমাকে ক্রয় করুন। হে দীনবৎসল! আপনিই আমার প্রভু, আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। আমার বৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ করুন;—রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মৃগয়ানিমিত্ত বনে গমন করিয়া অনাহারে আমার পিতার আশ্রমে সমাগত হইলে পর, আমার পিতা নিজ কপিলাদত্ত দুগ্ধ ঘৃতাদিদ্বারা ঐ রাজার আতিথ্য সপর্য্যা করেন। সেই দুর্ব্বুদ্ধি রাজা কপিলা লোভে মুগ্ধ হইয়া আমার পিতাকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত করিয়াছে, কপিলাও পিতাকে নিহত দেখিয়া তাঁহার শোকে ব্যাকুল হইয়া গোলোকধামে গমন করিয়াছেন। ১—৬। আমার মাতা সতীশ্রেষ্ঠা রেণুকা,আমার পিতার অনুগমন করিয়াছেন; এক্ষণে আমি পিতৃ-মাতৃ-বিরহিত হওয়াতে প্রভুশূন্য হইয়াছি; আপনি আমার জনক এবং ভগবতী ভবানী আমার মাতা; অতএব হে প্রভো! আমাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করুন। আমি পিতৃ-মাতৃশোকে বিহ্বল হইয়া যাহা আমাদ্বারা কোনরূপে হইবার নহে, এরূপ সাতিশয় দুষ্কর প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছি; এ ধরামণ্ডলকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়শূন্য করিব, সেই পিতৃঘাতক কার্ত্তবীর্য্যকে রণশায়ী করিব, এই আমার দুষ্কর প্রতিজ্ঞা। হে ভগবন্ ভবানীপতি! এক্ষণে আপনাকে আমার প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। ব্রাহ্মণবালকের প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান হর, পার্ব্বতীর মুখপদ্ম দর্শন করত অবনতবক্ত্র হইলেন, তাঁহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ এবং তালুদেশ চিন্তায় শুষ্ক হইতে লাগিল। পার্ব্বতী বলিতে লাগিলেন, ওরে বিপ্রকুলজাত তপস্বিবালক! তুমি কোপে হতজ্ঞান হইয়া এ অখণ্ড ধরামণ্ডলকে ক্ষত্রিয়ভূপতি-শূন্য করিতে ইচ্ছা করিতেছ; তোমার দুরূহ সাহস দৃষ্ট হইতেছে। রে বালক! তুমি তপস্বী, তোমার অস্ত্র নাই, শস্ত্র নাই; তথাপি সেই মহারাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে সহস্র সহস্র রাজগণের সহিত বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছ; ইহা তোমার দুরূহ সাহস। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন অবলীলাক্রমে ভ্রূভঙ্গীদ্বারা রাবণ রাজার পরাজয় সাধন করিয়াছে; দত্তাত্রেয় মুনির নিকটে শ্রীহরির প্রদত্ত বর্ম্ম, ও অব্যর্থ শক্তি-অস্ত্র লাভ করিয়াছে এবং শক্তির আঘাতে তোমার জনককে ভূতলশায়ী করিয়াছে। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দিবারাত্রি হরিমন্ত্র জপ, শ্রীহরির স্তব এবং হরির ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছে। অতএব বলিতেছি, এ জগতীতলে কোন্ যোদ্ধা আছে, যে সেই কার্ত্তবীর্য্যকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে? তুমি বালক-তপস্বী, নিরস্ত্র, তোমার ক্ষমতা কি? এমন কোন বীর ত দেখিতে পাই না যে, কার্ত্তবীর্য্যকে বিনষ্ট করে। অরে বিপ্র-বালক! তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর, মহাদেব তোমার এ কার্য্যে কি করিবেন? অন্য সমস্ত ভূপতিগণ আমার কিঙ্কর, আমি বর্ত্তমানে তাহাদিগের কি ভয় আছে? পুনর্ব্বার ভদ্রকালী বলিতে লাগিলেন, অরে মূর্খ বিপ্রবালক! তুই এই পৃথিবীকে ভূপতিশূন্য করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্, যেমত হ্রস্বকায় মনুষ্য হইয়া গগনবিহারী কুমুদিনীপতিকে হস্তদ্বারা পাড়িতে ইচ্ছা করে তদ্রূপ তোর এই ইচ্ছা দেখিতেছি অতএব নিবৃত্ত হ। অরে মূর্খ! বহুবিধ যাগযজ্ঞ কর্ম্মে আসক্তচিত্ত পুণ্যকর্ম্মনিরত এবং মহাবলপরাক্রমশালী, আমার ভৃত্যগণকে শঙ্করের সাহায্য অবলম্বনে হনন করিতে ইচ্ছা করিতেছ। সেই পরশুরাম গৌরী ও কালিকাদেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকাকুলিতচিত্তে অতি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করত তৎক্ষণাৎ মহাদেব ও মহাদেবীদ্বয়ের সম্মুখে জীবনবিসর্জ্জনে উদ্যোগী হইলেন। দয়াসাগর, ভক্তানুগ্রহকারী, প্রভু মহাদেব বিপ্রবালকের ক্রন্দন দর্শন করিয়া স্নেহার্দ্রচিত্তে গৌরী এবং কালীদেবীকে ক্রুদ্ধ দর্শন করত সাতিশয় বিনয়বাক্যপ্রয়োগদ্বারা উভয় দেবীর ক্রোধশান্তি সম্পাদনপূর্ব্বক দেবীদ্বয়ের ও অন্যান্য সকলের অনুমতিক্রমে জমদগ্নিপুত্র পরশুরামকে তৎক্ষণাৎ বলিতে আরম্ভ

করিলেন। ৭—২০। শঙ্কর কহিলেন, হে বৎস! অদ্যাবধি তুমি আমার প্রধান পুত্রতুল্য হইলে, ইহা নিশ্চয় জানিবে। এ ত্রিভুবনমধ্যে সাতিশয় দুষ্প্রাপ্য সর্ব্বতোভাবে গোপনীয় যে সকল মন্ত্র, তাহা এবং অত্যন্ত আশ্চর্য্য কবচ; তোমাকে দান করিতেছি; তুমি আমার প্রসন্নতাবলে অনায়াসে কার্ত্তবীর্য্যকে বধ করিতে সক্ষম হইবে; একবিংশতিবার এ অখণ্ড-ধরামণ্ডলকে ক্ষত্রিয়শূন্য করিতে পারিবে। হে দ্বিজ-বালক! তোমার অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া এ ত্রিভুবনে তোমার যশোরাশি বিস্তৃত হইবে, ইহা নিশ্চয় বলিতেছি। এই কথার পর ভূতভাবন ভবানীপতি, এ জগতে দুষ্প্রাপ্য মন্ত্র অতি আশ্চর্য্য, ত্রৈলোক্য-বিজয়াখ্য কবচ, অদ্ভুত স্তোত্র, পূজা করিবার নিয়ম, পুরশ্চরণ করিবার নিয়ম এবং মন্ত্র সিদ্ধি করিবার প্রকরণ এ সকল যথানিয়মে পরশুরামকে শিক্ষা প্রদান করিলেন। নারায়ণ কহিলেন, নারদ! ভগবান্ শঙ্কর মন্ত্রসিদ্ধির স্থল এবং মন্ত্র-সিদ্ধির নিয়মিতকাল পরশুরামকে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন; তদনন্তর চতুর্ব্বেদ, বেদের শিক্ষাদি ছয় অঙ্গ ভৃগুনন্দনকে পঠন করাইলেন। মহাদেব পরশুরামকে অন্যের অপ্রাপ্য নাগপাশ অস্ত্র, শিবা-অস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, আগ্নেয় অস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, বায়ব্য-অস্ত্র, বরুণাস্ত্র, গান্ধর্ব্ব অস্ত্র, গরুড়াস্ত্র, জৃম্ভণাস্ত্র, গদা, শক্তি-অস্ত্র, পাশ-অস্ত্র, অসাধারণ অমোঘ শূল, অন্য নানাবিধ অস্ত্রসমূহ এবং ঐ সকল অস্ত্র নিক্ষেপ করিবার মন্ত্র ও নিয়মাবলি শিক্ষা প্রদান করিলেন। অস্ত্র-শস্ত্রসমূহের সংহার ও নিক্ষেপ করিবার কৌশল জ্ঞাত করাইয়া যাহাতে অনবরত বাণনিকর যোজিত থাকে, কদাচ বাণশূন্য হয় না; এতাদৃশ অক্ষয় ধনু প্রদান করিলেন। আত্মরক্ষা কিরূপে করিতে হইবে, তাহার সন্ধান বলিয়া দিলেন; কিরূপে যুদ্ধে জয়ী হইতে হয়, ইহারও শিক্ষা প্রদান করিলেন। নানাবিধ মায়া-যুক্ত, মন্ত্রপাঠ করিয়া কোন্ স্থলে হুঙ্কার প্রদান করিয়া পরসৈন্য পরাভূত করিতে হইবে, নিজ সৈন্যবর্গের রক্ষা-বিধান, শত্রুসৈন্যগণের ক্ষয় করা, যুদ্ধে সঙ্কট উপস্থিত হইলে যে সকল বিবিধ প্রকার উপায় অবলম্বনদ্বারা যুদ্ধ করিতে হয়;—সে সমস্ত কৌশল এবং জন্মভয় ও মৃত্যুভয়-বিনাশিনী জগৎসংসারমোহকরী নারায়ণী বিদ্যা পরশুরামকে শিক্ষা প্রদান করিলেন। পরশুরাম শিবলোকে মহাদেবসমীপে বহুদিবস বাস করত শঙ্কর-প্রদত্ত অস্ত্রসমূহ, মন্ত্রজাত নানাবিষয়ক কৌশল, স্তব, কবচ এবং সমস্ত বিদ্যা বিশেষরূপে অবগত হইয়া, তীর্থে গমনপূর্ব্বক মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়া সে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্রও মন্ত্রজাতকে নমস্কারানন্তর নিজধামে গমন করিলেন। ২১—৩২।

গণেশখণ্ডে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান্ হর কৃপাপরতন্ত্র হইয়া পরশুরামকে কি মন্ত্র, কি স্তোত্র, এবং কি কবচ দান করিয়াছিলেন; তাহা আমি শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছি, আপনি তাহা আমার নিকটে বলুন; পরশুরাম প্রাপ্ত মন্ত্রদ্বারা কোন্ দেবতার আরাধনা করিয়াছিলেন; যে স্তব ও কবচ পাইয়াছিলেন, তাহার পাঠ করিয়া কি ফল পাইয়াছিলেন, ইহাও শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। নারায়ণ কহিলেন, গোপ-গোপীশ্বর গোলোকনাথ স্বয়ং পরিপূর্ণতম প্রভু শ্রীকৃষ্ণই হরপ্রদত্ত মন্ত্রের উপাস্য দেবতা জানিবে। অতি অদ্ভুত ক্ষমতাপন্ন, ত্রৈলোক্য-বিজয়নামক কবচ এবং মহাদেবের বিভূতি-যোগদ্বারা সম্ভূত অতিশয় পবিত্র স্তবশ্রেষ্ঠ মহাদেব পরশুরামকে প্রদান করিয়াছিলেন। স্বয়ম্প্রভা নদীর তীরভূমিতে রত্নপর্ব্বতের উপত্যকাদেশে পারিজাত বৃক্ষের বনের মধ্যে, একটী আশ্রমে ত্রিলোকাধিদেব গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষে সকল অভিলষিত ফল-দাতা কল্পতরু নামে খ্যাত যে মন্ত্র, তাহাই মহাদেব পরশুরামকে প্রদান করিয়াছিলেন। মহাদেব পরশুরামকে বলিলেন, হে বৎস! হে ভৃগুবংশাবতংস মহাভাগ! তুমি গমন কর, তোমার প্রতি আমার পুত্রাধিক স্নেহ আছে, কবচ গ্রহণ কর। হে রাম। তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর, ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যত কবচ আছে, সে সমস্ত হইতে ইহা অতি আশ্চর্য্য শক্তিসম্পন্ন কবচ, ইহার নাম ত্রৈলোক্যবিজয়; ইহার উপাস্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ, ইহা পাঠ করিলে যুদ্ধে জয়লাভ হয়। এই কবচ, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, গোলোকধামে বৃন্দাবনে রাধিকার নিকুঞ্জবনে রাসমণ্ডলে আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। এ অতি গোপনীয়তত্ত্ব, ইহা সকল মন্ত্রসমূহের মূর্ত্তি-স্বরূপ। যাবৎ পবিত্র কবচাদি আছে, সকল হইতে ইহা অতি পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ; তোমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছে, এ নিমিত্ত ইহা উপদেশ করিলাম। যে কবচ ধারণ এবং পাঠ করিয়া মূলপ্রকৃতিস্বরূপা, জগদীশ্বরী পার্ব্বতী, শুম্ভ নিশুম্ভ মহিষাসুর এবং রক্তবীজ প্রভৃতি অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন; যে কবচ ধারণ করিয়া আমি সকল তত্ত্ববেত্তা ও জগৎসংহারকর্ত্তা এবং অন্যের অবধ্য দুর্দ্দান্ত ত্রিপুরাসুরের অনায়াসে বিনাশ সাধন করিয়াছি; যে কবচ ধারণ ও পাঠ

করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা এ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াছেন এবং ভগবান্ অনন্তদেব যে কবচ ধারণ করিয়া এ জগৎ-সংসার ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ১—১৩। যে কবচ ধারণ করিয়া কূর্ম্মাবতার অনায়াসে পৃথিবীর ভার-বাহক অনন্তদেবকে নিজ পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিতেছেন যে কবচ ধারণ করিয়া সর্ব্বমূর্ত্তসংযোগী বায়ু স্বয়ং জগতীস্থ লোকসমূহের প্রাণ রক্ষা করত বিশ্বাধার নামে বিখ্যাত হইয়াছেন; যে কবচ ধারণ করিয়া জলাধিপতি বরুণ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন; উত্তরদিক্‌পতি কুবের বিপুল ধনের অধিপতি হইয়াছেন; শচীপতি ইন্দ্র যে কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া দেবগণের অধিপতি হইয়াছেন, যে কবচ ধারণ করিয়া স্বয়ং সূর্য্যদেব তেজোময় মূর্ত্তি ধারণ করত ত্রিভুবন আলোকিত করিতেছেন; যে কবচ ধারণ করিয়া কুমুদিনীনাথ চন্দ্র উৎকৃষ্ট বল ও পরাক্রমশালী হইয়াছেন; অগস্ত্য মুনি, যাহা পাঠ ও ধারণ করিয়া গণ্ডূষ দ্বারা সপ্তসাগরপানে সমর্থ হইয়াছেন এবং ভয়ানক তেজস্বী বাতাপী দৈত্যকে উদরস্থ করিয়াছেন; যাহা ধারণ করিয়া ভগবতী বসুন্ধরা দেবী স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; যাহা ধারণ ও পাঠ করিয়া ভগবতী গঙ্গাদেবী স্বয়ং পবিত্রতমা হইয়া জগৎসংসার পবিত্র করিতেছেন; যাহা ধারণ করিয়া ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সকল প্রাণিগণের পাপ ও পুণ্যকার্য্যসমূহের সাক্ষিরূপে সর্ব্বোপরি বিচরণ করিতেছেন; যাহা ধারণ করিয়া বাগ্দেবী সরস্বতী নিখিল বিদ্যার আধিপত্য করিতেছেন; যাহা ধারণ করিয়া নারায়ণবক্ষঃস্থিতা পরাৎপরা লক্ষ্মীদেবী অন্নরূপে জগতের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন; যাহা ধারণ করিয়া বেদমাতা সাবিত্রীদেবী বেদচতুষ্টয় প্রসব করিয়াছেন; হে ভৃগু-কুলতিলক! যাহা ধারণ করিয়া ঋক্, যজু, সাম এবং অথর্ব্বনামক বেদচতুষ্টয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি জাতির নিখিল ধর্ম্মের বক্তা হইয়াছেন, যাহা ধারণ করিয়া ভগবান্ অগ্নি তেজোময় মূর্ত্তি ধারণ করত নিজে পবিত্রভাবে দেবগণের মুখস্বরূপ যজ্ঞীয় হবিঃ বহন করিতেছেন এবং মুনিবর সনৎকুমার যাহা ধারণ করিয়া জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন; সেই কবচ তোমাকে দিলাম। এই কবচশ্রেষ্ঠ মহাত্মা সচ্চরিত্র এবং শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণকে দান করিবে; কিন্তু বঞ্চক এবং অপরের শিষ্যকে দান করিলে, মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হয় অতএব ইহা অন্য শিষ্যকে দিবে না। পরশুরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেব! এ কবচের ঋষি, ছন্দঃ এবং দেবতা আমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছি। মহাদেব কহিলেন, ত্রৈলোক্যবিজয়াখ্য কবচের প্রজাপতি ঋষি, গায়ত্রী ইহার ছন্দঃ, স্বয়ং ভগবান্ রাসলীলাকারী শ্রীকৃষ্ণ ইহার দেবতা এবং ত্রিলোকের বিজয়-কামনাতে ইহার বিনিয়োগ; ইহা শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ, এই কবচ স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং পাতালমধ্যে দুষ্প্রাপ্য। ১৪—২৪। "ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" এই ষড়ক্ষর মন্ত্র আমার মস্তক সর্ব্বদা রক্ষা করুন; "কৃষ্ণায় স্বাহা" এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বদা আমার কপালদেশ রক্ষা করুন; 'কৃষ্ণ' এই দুই অক্ষর মন্ত্র আমার নয়নযুগল রক্ষা করুন; "কৃষ্ণ স্বাহা" এই চতুরক্ষর মন্ত্র-আমার চক্ষুর তারা রক্ষা করুন; "হরয়ে নমঃ" এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র আমার ভ্রূযুগল সর্ব্বদা রক্ষা করুন; "ওঁ গোবিন্দায় স্বাহা" এই মন্ত্র নিরন্তর নাসিকা রক্ষা করুন; "গোপালায় নমঃ" এই মন্ত্র আমার সর্ব্বপ্রকারে গণ্ডদ্বয় সর্ব্বদা রক্ষা করুন; "শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" এই কল্পবৃক্ষের তুল্য অভীষ্ট-ফলদায়ক মন্ত্র আমার কর্ণদ্বয় রক্ষা করুন, "ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ" এই মন্ত্র আমার ওষ্ঠ ও অধোদেশ সর্ব্বদা রক্ষা করুন; "ওঁ গোবিন্দায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার দন্তপঙ্‌ক্তিদ্বয়কে নিরন্তর রক্ষা করুন; "ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ" এই মন্ত্র দন্তমধ্যস্থিত গর্ত্তভাগ রক্ষা করুন; "ক্লীঁ" এই একাক্ষর মন্ত্র আমার দন্তপঙ্‌ক্তির ঊর্দ্ধদেশ রক্ষা করুন; "ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় স্বাহা" এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার জিহ্বা রক্ষা করুন; "রাসেশ্বরায় স্বাহা" এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার তালুদেশ রক্ষা করুন; "রাধিকেশায় স্বাহা" এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার কণ্ঠদেশ রক্ষা করুন; "গোপাঙ্গনেশায় নমঃ" এইমন্ত্র নিরন্তর আমার হৃদয়-দেশ রক্ষা করুন; "ওঁ গোপেশায় স্বাহা" এই মন্ত্র অনবরত আমার স্কন্ধদ্বয়ের রক্ষাবিধান করুন; "নমঃ কিশোরবেশায় স্বাহা" এই দশাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বদা আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন; "মুকুন্দায় নমঃ" এই ষড়ক্ষর মন্ত্র আমার জঠরস্থান রক্ষা করুন; "ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায় স্বাহা" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র আমার ভুজযুগল ও চরণযুগল সর্ব্বদা রক্ষা করুন; "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" এই ষড়ক্ষর মন্ত্র আমার বাহুদ্বয় সর্ব্বদা রক্ষা করুন; "ওঁ হ্রীঁ ভগবতে স্বাহা" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র আমার নখরনিকর সর্ব্বদা রক্ষা করুন; "ওঁ নমো নারায়ণায়" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র আমার নখর-বিবরনিকর সর্ব্বদা রক্ষা করুন; "ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ পদ্মনাভায়" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র আমার নাভিবিবর সতত রক্ষা করুন; "ওঁ সর্ব্বেশায় স্বাহা" এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বদা আমার কঙ্কালদেশ রক্ষা করুন; "ওঁ

"গোপীরমণায় স্বাহা" এই নবাক্ষর মন্ত্র আমার নিতম্ব-দেশ নিরন্তর রক্ষা করুন; "ওঁ গোপীরমণনাথায়" এই নবাক্ষর মন্ত্র আমার পাদতলযুগল সর্ব্বদা রক্ষা করুন; "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রসিকেশায়" এই দশাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বদা আমার সর্ব্বস্থান রক্ষা করুন; "ওঁ কেশবায় স্বাহা" এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বদা আমার কেশ-পাশ রক্ষা করুন; "নমঃ কৃষ্ণায় স্বাহা" এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র নিরন্তর আমার ব্রহ্মরন্ধ্র রক্ষা করুন; "ওঁ মাধবায় স্বাহা" এই সপ্তাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বদা আমার লোম-রাজি রক্ষা করুন; সম্পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বদিকে আমাকে রক্ষা করুন; গোলোকাধিপতি স্বয়ং অগ্নি-কোণে আমাকে রক্ষা করুন; পূর্ণব্রহ্মস্বরূপী শ্রীকৃষ্ণ দক্ষিণদিকে সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন; শ্রীকৃষ্ণ নৈঋতকোণাবস্থিত হইয়া আমায় রক্ষা করুন; শ্রীহরি পশ্চিমদিকে আমাকে রক্ষা করুন। ২৫—৩২। গোবিন্দ বায়ুকোণে প্রতিদিন আমাকে রক্ষা করুন; রসিকগণের শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ, উত্তরদিকে সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন; বৃন্দাবনবিহারী কৃষ্ণ ঈশান-কোণে সতত আমাকে রক্ষা করুন; বৃন্দাবনীপ্রাণে-শ্বর শ্রীকৃষ্ণ ঊর্দ্ধদেশে আমাকে রক্ষা করুন, দৈত্যাগ্র-গণ্য বলিরাজার দর্পহারী অত্যন্তবলশালী লক্ষ্মীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ, আমাকে নিরন্তর রক্ষা করুন; হিরণ্যকশিপু-নিহন্তা নৃসিংদেব, জলরাশিমধ্যে স্থলভাগমধ্যে এবং আকশমধ্যে আমাকে রক্ষা করুন; স্বপ্নসময়ে এবং জাগরণ-সময়ে লক্ষ্মীপতি আমাকে নিরন্তর রক্ষা করুন; সকল জীবের অন্তরাত্মারূপী, অথচ নির্লেপ ভগবান্ নারা-য়ণ আমাকে সকল স্থানে ও সকল সময়ে রক্ষা করুন, হে বৎস! পরশুরাম! সকল মন্ত্রসমূহের বিগ্রহ-স্বরূপ; অতি আশ্চর্য্য, এই ত্রৈলোক্য-বিজয়াখ্য কবচ তোমার নিকট কথিত হইল; আমি শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম হইতে ইহা শ্রবণ করিয়াছি। ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। যে পুরুষ যথানিয়মে শ্রীগুরুদেবের পূজা করিয়া এই কবচ গলদেশে কিংবা দক্ষিণবাহুমূলে ধারণ করে, সে পুরুষ বিষ্ণুসদৃশ হয়, তাহাতে সংশয় নাই। সেই কবচধারণকারী, যে স্থানে বাস করে, সে স্থানে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী পর-স্পরে বিবাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক বাস করেন। ৪৩—৪৯। যে ব্যক্তি, এই কবচ পুরশ্চরণ করিয়া সিদ্ধ করিতে পারে, সে জীবন্মুক্ত হয়, তাহাতে সংশয় নাই। কোটি বৎসর শ্রীকৃষ্ণপূজা করিয়া যে ফললাভ হয়, ঐ সিদ্ধ-কবচ ব্যক্তি সেই ফল প্রাপ্ত হয়। সহস্র সহস্র রাজসূয় যজ্ঞ, শত শত বাজপেয় যজ্ঞ, অযুত-সংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞ, অবুতসংখ্যক নরমেধ যজ্ঞ, অন্নমেরু প্রভৃতি মহাদানসমূহ এবং সমস্ত সসাগরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা এই সমস্ত কার্য্য ত্রৈলোক্য, বিজয়াখ্যকবচের ষোড়শভাগের একভাগতুল্য হইবে না। চান্দ্রায়ণাদিব্রত একাদশী প্রভৃতি তিথিতে উপ-বাস, নখলোমাদি ধারণ প্রভৃতি নিয়ম, বেদাধ্যয়ন, মহাভারতাদি পাঠ, তপস্যা এবং সকল তীর্থাবগাহন, এ কবচের এককলার যোগ্য হইবে না। যদি কোন ব্যক্তি, কবচের সিদ্ধি করিতে পারে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই সিদ্ধ-পুরুষত্ব, দেবত্ব, কিংবা শ্রীহরির দাসত্ব যাহা বাঞ্ছা করিবে, সে সমস্তই পাইতে পারে। যে ব্যক্তি দশ লক্ষবার এই কবচ পাঠ করে, সে ব্যক্তি সিদ্ধ-কবচ হয়, যে ব্যক্তি সিদ্ধকবচ হইতে পারে, সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহ সর্ব্বজ্ঞ হয়, তাহার জ্ঞান-নয়নে সমস্ত পদার্থ উদিত হইয়া থাকে। যে অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি এই কবচ না জানিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করে, কোটি কল্প কাল জপ করিলেও, তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। হে বৎস পরশুরাম! এই কবচ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্তে নির্ভীকহৃদয়ে অনায়াসে এ ধরা-মণ্ডলকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয় রাজশূন্য কর। হে পুত্র! বরং রাজ্য ত্যাগ করিবে, মস্তক ছেদন করা-ইবে, অথবা নিজ জীবন বিসর্জ্জন দিবে, তথাপি জীবন-সংশয় উপস্থিত হইলেও এ কবচ কাহাকেও দিবে না। ৫০—৫৮।

গণেশখণ্ডে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ভৃগুনন্দন বলিলেন, হে নাথ! নিরন্তর সর্ব্বাঙ্গ-রক্ষাকারী, সুখদাতা, মুক্তিদাতা, সকল কবচের সার-স্বরূপ এবং শত্রুগণের বিনাশ-সাধনকবচ, আপনার নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে হে শরণাগত-জন-প্রতি-পালক! প্রভো! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র, স্তব এবং পূজা করিবার নিয়মাবলী, আমাকে প্রদান করুন; আমি অনাথ আপনিই আমার প্রভু। মহাদেব বলিলেন, "ওঁ শ্রীঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় পরিপূর্ণতমায় স্বাহা" এই মন্ত্রদ্বারা গোপীগণের ঈশ্বর জগৎপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা কর। এই সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র অন্য সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে প্রধান;—ইহার নাম মন্ত্ররাজ। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই মন্ত্র পাঁচলক্ষ বার জপ, পঞ্চাশ হাজার বার হোম, পাঁচহাজার তর্পণ, পাঁচশত অভি-ষেক এবং পঞ্চাশতসংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ করা হয়। ইহাদ্বারা মন্ত্রসিদ্ধি হয়। পুরশ্চরণের দক্ষিণা একশত সুবর্ণমুদ্রা। হে মুনিবালক! জগৎসংসার, সিদ্ধমন্ত্র পুরুষের করতলস্থ হয়। সে ব্যক্তি চারি সমুদ্র পান করিতে সমর্থ হয়, এ জগৎ বিনাশ করিতে সক্ষম হয় এবং এই পাঞ্চভৌতিক দেহেই বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে পারে। সে ব্যক্তির পদধূলি স্পর্শ হইলে, সমস্ত তীর্থস্থানও পবিত্র হয় এবং পৃথিবীও পবিত্র হন। হে মুনিপুত্র! আমি সেই জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সামবেদোক্ত ধ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর। ঐ ধ্যান ভক্তি এবং মুক্তি প্রদান করিতে সমর্থ। তাঁহার নূতন জলধরের তুল্য কৃষ্ণবর্ণ, নীলপদ্মের সদৃশ নয়ন-যুগল, শরৎকালের পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় মুখমণ্ডল অনবরতমৃদুহাস্যযুক্ত; তাঁহার অতিশয় মনোহারী,কোটি কামদেবতুল্য শরীরকান্তি,তিনি লীলার আধার জনগণের মনোহরণ করিতেছেন। তিনি রত্নখচিত সিংহাসনোপবিষ্ট, রত্নালঙ্কার-শোভিত, শ্বেতচন্দনচর্চ্চিত। তাঁহার পীতাম্বর পরিধান, তিনি অতিশয় সুন্দর, অনবরত হাস্যমুখ গোপীগণকর্তৃক বীক্ষিত প্রস্ফুটিত মালতী-পুষ্পের মালাদ্বারা শোভিত, তাঁহার মস্তকে কুন্দপুষ্প-যুক্ত ময়ূরপুচ্ছবিনির্ম্মিত চূড়া; তাহাতে তিনি তারাগণ ও চন্দ্রমণ্ডল-মণ্ডিত নভোমণ্ডলের শোভা ধারণ করিয়াছেন। তিনি রত্নালঙ্কারভূষিত শ্রীরাধিকার হৃদয়োপরি অবস্থিত। সিদ্ধশ্রেষ্ঠ, মুনিশ্রেষ্ঠ এবং দেবতাশ্রেষ্ঠগণ-কর্তৃক সর্ব্বতোভাবে সেবিত হইতেছেন ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহাদেব শ্রুতিবাক্যদ্বারা তাঁহার স্তব করিতেছেন। সেই কৃষ্ণকে আমি ভজনা করি। ১—১৫। উক্ত-প্রকার ধ্যানদ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া ষোড়শ প্রকার উপচারদ্রব্য দানানন্তর ভক্তিভাবে পূজা করিলে, পূজক ব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে। হে পরশু-রাম! ষোড়শ উপচারদানের ক্রম বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমে পাদ্যার্থ উদক, দ্বিতীয় আসন, তৃতীয় বসন, চতুর্থ ভূষণ, পঞ্চম গোদান, ষষ্ঠ অর্ঘ্য, সপ্তম মধুপর্ক, অষ্টম উৎকৃষ্ট যজ্ঞোপবীত; নবম ধূপ, দশম দীপ, একাদশ নৈবেদ্য, তদনন্তর দ্বাদশ পুনরাচমনীয় জল, ত্রয়োদশ নানাবিধ পুষ্প, চতুর্দ্দশ কর্পূরাদিসুবাসিত তাম্বূল, পঞ্চদশ চন্দন, অগুরু এবং মৃগনাভিযুক্ত গন্ধ, ষোড়শ উৎকৃষ্ট মনোহর শয্যা; এই সকল ষোড়শ উপ-চার দ্রব্য ভক্তিভাবে ভগবান্ ভূতভাবন শ্রীকৃষ্ণচরণে সমর্পণ করিয়া উত্তম পুষ্পমাল্য ও তদন্তে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দান করিবে। তদনন্তর ষড়ঙ্গ পূজা সমাপনান্তে ভগ-বান্ শ্রীকৃষ্ণের পরিবারবর্গের পূজা করিবে। শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম, হরিভানু, চন্দ্রভানু, সূর্য্যভানু এবং সুভানু এই সাতজন শ্রীকৃষ্ণের প্রধান অনুচর; এই সপ্ত গোরক্ষক বালকের ভক্তিভাবে পূজা করিবে। গোপীগণ-প্রধানা, মূলপ্রকৃতিস্বরূপা, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পূজনীয়া, জগদীশ্বরী, কৃষ্ণশক্তি শ্রীরাধিকাকে ভক্তি-পূর্ব্বক পূজা করিবে। তদনন্তর গোপগণ, গোপীগণ, শান্তিগুণাবলম্বী মহাদেব, চতুরানন ব্রহ্মা, হিমালয়-সুতা দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, পৃথিবী, সকল দেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ,গণেশ, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব এবং শিবা এই ছয়জন দেবতার উত্তমরূপে পূজা করিয়া পরমেষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। ১৬—২৫। বিঘ্নবিনাশ-নিমিত্ত গণপতির পূজা, পীড়াশান্তি-কামনায় সূর্য্য-দেবের, দেহশুদ্ধি-কামনায় অগ্নির, মুক্তিকামনায় বিষ্ণুর, জ্ঞানলাভনিমিত্ত শিবের অতুলসম্পত্তি-কামনায় শিবার পূজা করিবে; এই ছয় জন দেবের সম্যক্‌রূপে পূজা করিলে, কথিত ফলপ্রাপ্তি হয়, পূজা না করিলে ঐ সকল ফলের বিরুদ্ধ ফল প্রাপ্তি হয়। পূজাসমাপনান্তে ইষ্টদেবসমীপে ভক্তিভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সামবেদ-কথিত স্তুতি পাঠ করিবে। স্তব যথা—পরমব্রহ্ম-স্বরূপ যে দেব, উৎকৃষ্টগতিপ্রাপ্ত জনের চরম নিবাস স্থান এবং যে দেব গ্রহাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ হইতে নিত্য জ্যোতিঃস্বরূপ ও সমস্ত পদার্থে ব্যাপ্ত থাকিয়াও কিছুতে যাঁহার সংসর্গ নাই; এক এই বিশ্বসংসারের নিদান, সেই পরমাত্মাকে আমি নমস্কার করিতেছি। যিনি এ জগতে যত বৃহৎ পদার্থ আছে, তাহা হইতে স্থূল পদার্থ, এ সংসারে যত ক্ষুদ্র পদার্থ আছে, তৎ-সমস্ত হইতে অত্যন্ত ক্ষুদ্র, দৃশ্য ও অদৃশ্য সেই পরমাত্ম-রূপী স্বাধীন শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। যিনি অবতারসময়ে শরীরধারী, যৎকালে অবতার হইবার আবশ্যক নাই, সেই সময় নিরাকার; এজগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়কারকরূপে, সত্ত্ব, রজ এবং তমো-গুণাবলম্বী, গুণাতীত জ্যোতির্ম্ময়রূপে সত্ত্বাদিগুণশূন্য, বিভু, সকল বস্তুর আশ্রয় ও সকল বস্তুর স্বরূপ, সেই ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। সাতিশয় কমনীয় নিরুপমকান্তি-যুক্ত হিরণ্যকশিপু-দৈত্যবধের নিমিত্ত অত্যন্ত ভয়ানক নৃসিংহমূর্ত্তিধারী প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। ২৬—৩২। যিনি কর্ম্মিগণের কর্ম্মস্বরূপ, সকল কর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপ, যিনি কর্ম্মের ফলস্বরূপ এবং যিনি নিখিল কর্ম্মের অভীষ্ট ফল প্রদান করেন, সেই সর্ব্বরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব অংশদ্বারা মূর্ত্তিভেদ প্রকাশ

করিয়া চতুরানন ব্রহ্মারূপে জগতের সৃষ্টি করিতেছেন, চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে জগতের পালন এবং পঞ্চানন হর-রূপে জগতের সংহার করিতেছেন, যাঁহার কলার অংশ হইতে মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতার হইয়া জগতের হিত করিতেছেন, সেই অদ্বিতীয় পুরুষকে আমি নমস্কার করি। যে দেব স্বয়ং প্রকৃতিরূপে জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, ও যিনি মায়ার অধীনত্ব স্বীকারপূর্ব্বক স্বয়ং পুরুষরূপে জগৎ রক্ষা করিতেছেন এবং কখন বা প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে অতিরিক্ত হইয়া পরাৎপর নিত্য পরব্রহ্মস্বরূপ স্বীকার করিতেছেন, সেই দেবাদি-দেবকে আমি নমস্কার করি। যে দেব নিজমায়াদ্বারা কখন স্ত্রীরূপী, মহিষাসুরাদির বধার্থ দশভুজা-মূর্ত্তি, কখন পুরুষরূপী রাবণাদির বধের নিমিত্ত দ্বিভুজ রাম-মূর্ত্তি, এবং কখন বা ক্লীবরূপী বীজাদির সংগ্রহের নিমিত্ত জল আকাশ প্রভৃতি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন; নিজেই মায়াস্বরূপ এবং মায়াবিশিষ্ট মানুষদেহী হইয়াছেন, সেই দেবশ্রেষ্ঠকে আমি নমস্কার করি। যে দেব সকল দুঃখ হইতে উদ্ধার করেন, যে দেব জগতের কারণ, পৃথিবী প্রভৃতির আদি কারণ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে যিনি ধারণ করিতেছেন, সেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের বীজ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব তেজোময় পদার্থ-নিচয়মধ্যে শ্রেষ্ঠ তেজস্বান সূর্য্যমূর্ত্তি, সকল বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠবর্ণ ব্রাহ্মণস্বরূপ এবং নক্ষত্রগণমধ্যে চন্দ্রমাস্বরূপ, সেই জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব রুদ্রগণমধ্যে বৈষ্ণবগণের মধ্যে এবং জ্ঞানিগণমধ্যে শঙ্করমূর্ত্তিস্বরূপ এবং যিনি সর্পগণ-মধ্যে অনন্তরূপে শতমস্তকে এ বিশ্বসংসার ধারণ করিতেছেন, সেই জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব প্রজাপতিগণমধ্যে চতুরানন ব্রহ্মা, সিদ্ধগণমধ্যে স্বয়ং কপিলমুনি, মুনিগণ-মধ্যে সনৎকুমার, সেই জগৎপিতা শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি, সনাতন বিষ্ণু-স্বরূপ ও দেবীগণমধ্যে স্বয়ং প্রকৃতি দুর্গা, মনুগণমধ্যে স্বায়ম্ভুব-মনু, মনুষ্যগণমধ্যে বিষ্ণুভক্ত মনুষ্য, স্ত্রীগণ-মধ্যে শতরূপা কামিনী; সেই অনন্তমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব ছয়ঋতুর মধ্যে বসন্ত ঋতু, দ্বাদশমাসমধ্যে মার্গশীর্ষ মাস এবং শঙ্কদশ তিথির মধ্যে একাদশী তিথি, সেই সকল বস্তুস্বরূপ ভগবান্ নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব জলাশয়মধ্যে মহাসাগরস্বরূপ, পর্ব্বতগণমধ্যে হিমালয়পর্ব্বতস্বরূপ এবং ভারসহনশীল পদার্থসমূহ-মধ্যে পৃথিবীস্বরূপ, সেই সর্ব্বরূপী ভগবান্ নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। বৃক্ষের পত্ররাশিমধ্যে যে দেব তুলসীপত্রস্বরূপ কাষ্ঠনিচয়মধ্যে যিনি চন্দনকাষ্ঠস্বরূপ এবং বৃক্ষগণমধ্যে যিনি কল্পবৃক্ষস্বরূপ, সেই জগদীশ্বর নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব পুষ্পনিকর মধ্যে পারিজাতপুষ্পস্বরূপ, শস্যরাশিমধ্যে ধান্যস্বরূপ এবং খাদ্যদ্রব্যমধ্যে অমৃতস্বরূপ, সেই বহুবিধমূর্ত্তিধারী ভগবান্ নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব গজবাজিমধ্যে ঐরাবত হস্তী, পক্ষিকুলমধ্যে পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় এবং গাভীগণমধ্যে কামধেনু, সেই সর্ব্বরূপী নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব ধাতুদ্রব্যের মধ্যে সুবর্ণ, ধন-সমূহমধ্যে ধান্য এবং পশুগণমধ্যে সিংহ, সেই সর্ব্বজাতির প্রধানরূপী নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব যক্ষগণমধ্যে ধনাধিপতি কুবের, নবগ্রহের মধ্যে দেবগুরু বৃহস্পতি এবং দশ-দিক্‌পালমধ্যে সুরবর ইন্দ্র, সেই শ্রেষ্ঠতম নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব নিখিল শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহমধ্যে চারিবেদস্বরূপ, শাস্ত্রজ্ঞগণ-মধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী এবং পঞ্চাশৎঅক্ষর-মধ্যে প্রথমাক্ষর অকার, সেই সর্ব্বপ্রধান নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। ৩৩—৫৯। যে দেব উপাস্য মন্ত্রসমূহমধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিষ্ণুমন্ত্র, পৃথিবীস্থ সমস্ত তীর্থ-মধ্যে ত্রিলোক-নিস্তারিণী ভাগীরথী গঙ্গা এবং একাদশ ইন্দ্রিয়মধ্যে সকল ইন্দ্রিয়ের প্রধান মন, সেই সর্ব্ব-প্রধান নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যিনি অস্ত্র-শস্ত্রসমূহ মধ্যে বিষ্ণু-হস্তস্থিত সুদর্শনচক্র, রোগসমূহ-মধ্যে বিষ্ণুজ্বর এবং তেজঃপুঞ্জমধ্যে ব্রাহ্মণের তেজ, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব, বলবান্ পদার্থের মধ্যে বলবত্তর অদৃষ্ট, শীঘ্রগামী পদার্থমধ্যে অতি দ্রুতগামী মন এবং নিয়ন্তৃগণমধ্যে সকল জীবগণের পাপ পুণ্যের নিয়ন্তা কালস্বরূপ, সেই সর্ব্ব পদার্থ হইতে বিলক্ষণ পদার্থ নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব গুরুগণমধ্যে জ্ঞানদাতা গুরু স্বরূপ, বান্ধবগণমধ্যে জননীস্বরূপ এবং মিত্রগণমধ্যে জন্মদাতা পিতা, সেই সারাৎসার নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব শিল্পিগণমধ্যে শিল্পপ্রধান বিশ্বকর্ম্মা-স্বরূপ, সুন্দরপুরুষমধ্যে মদনস্বরূপ এবং নারীগণ-মধ্যে পতিব্রতা নারী, সকল জীবের নমস্য সেই নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। প্রিয় সামগ্রীমধ্যে যিনি পুত্রস্বরূপ, মনুষ্যগণমধ্যে যিনি নরপতিস্বরূপ, এবং পূজনীয় যন্ত্রমধ্যে শিলারূপী গণ্ডকীসম্ভূত শালগ্রামচক্র, সেই বিশিষ্ট দেবকে আমি নমস্কার করি। যিনি মঙ্গলজনক পদার্থমধ্যে পুণ্যকর্ম্মজাত ধর্ম্মস্বরূপ, বেদচতুষ্টয়মধ্যে

যিনি সুন্দর গানযুক্ত সামবেদ এবং পুণ্যজনক কর্ত্তব্য কার্য্যমধ্যে সত্যবাক্যস্বরূপ, সেই দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যিনি জলমধ্যে শৈত্য-গুণরূপে পৃথিবীমধ্যে গন্ধরূপে এবং আকাশমধ্যে শব্দরূপে বিরাজিত সেই সর্ব্বজননমস্য নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যাগযজ্ঞমধ্যে যিনি রাজসূয়যজ্ঞস্বরূপ, ছন্দোগণমধ্যে গায়ত্রীনামক ছন্দ এবং গন্ধর্ব্বগণমধ্যে যিনি গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ, সেই সকল পদার্থ হইতে গুরুতর পদার্থ নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। ৫০—৫৮। যে দেব গাভীসম্ভূত পদার্থমধ্যে দুগ্ধস্বরূপ পবিত্র বস্তুর মধ্যে বহ্নিস্বরূপ, এবং পুণ্যদাতা পদার্থমধ্যে তোয়স্বরূপ, সেই মঙ্গলপ্রদ নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। তৃণজাতির মধ্যে যিনি কুশনামক তৃণস্বরূপ, বৈরিগণমধ্যে যিনি রোগস্বরূপ এবং মনুষ্যের গুণগণমধ্যে যিনি শান্তিগুণস্বরূপ, সেই আশ্চর্য্যরূপী ভগবান্ নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব তেজোময়, জ্ঞানময়, জগতীস্থ নিখিল পদার্থস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী এবং সকলের অনির্ব্বচনীয়, সেই প্রভু নারায়ণকে আমি নমস্কার করি। যিনি নিখিল নিত্য পদার্থমধ্যে আত্মাস্বরূপ সকল স্থলেই বায়ুর ন্যায় অবস্থিত এবং যাবতীয় ব্যাপকপদার্থমধ্যে সর্ব্বব্যাপক আকাশস্বরূপ, সেই সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মারূপী ভগবান্ বিষ্ণুকে আমি নমস্কার করি। দেবচতুষ্টয়ের অনির্ব্বচনীয়তাপ্রযুক্ত জ্ঞানিগণ যাঁহার স্তব করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, সেই অনির্ব্বচনীয় ভগবান্ বিষ্ণুকে সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া কোন্ ব্যক্তি স্তব করিতে সমর্থ হইবে? ঋক্ যজু সাম অথর্ব্ব এই বেদচতুষ্টয় যাঁহার স্তুতিবিষয়ে অক্ষম হইয়াছেন, বাগ্‌দেবী সরস্বতী স্তব করিতে যাইয়া মূকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যাঁহার যাথার্থ্য নিরূপণ করা বাক্য ও মনের অতীত, কোন্ পণ্ডিত তাঁহার স্তব করিতে সমর্থ হইবে? যিনি নির্ম্মল জ্যোতিঃস্বরূপ, যাঁহার উপাসকদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত শরীরপরিগ্রহ হইয়াছে, সেই অতিশয় সুন্দর মেঘতুল্য কমনীয় কৃষ্ণবর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। দ্বিভুজ, মুরলীবাদক, অত্যন্ত কিশোরবয়স্ক, সর্ব্বদা হর্ষান্বিত থাকায় ঈষৎহাস্যযুক্ত-মুখপঙ্কজ, নিরন্তর বৃন্দাবনবিলাসিনী গোপবধূগণকর্তৃক পরিদৃশ্যমান শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। শ্রীরাধিকাদত্ত তাম্বুলচর্ব্বণনিরত, অত্যন্ত মনোজ্ঞ রত্নময়-সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট, জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। যিনি রত্নবিনির্ম্মিত অলঙ্কারনিকরদ্বারা ভূষিত অনবরত সহচর গোপবালকগণ যাঁহাকে শ্বেতবর্ণ চামরদ্বারা ব্যজন করিতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। অতি রমণীয় বৃন্দাবনমধ্যস্থলে রাসলীলাকার্য্যে আসক্তচিত্ত, রাসমণ্ডপমধ্যবর্ত্তী স্থানে সর্ব্বদা গোপাঙ্গনাগণের সহিত বিরাজমান, সেই রসিকবর শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। যে দেব, কদাচিৎ শতশৃঙ্গ-নামক শৈলবরে, কদাচিৎ গোলোকধামে, কদাচিৎ রত্নপর্ব্বতসমীপে এবং বিরজা নদীর তীরক্ষেত্রে বিহার করিয়া থাকেন, সেই দেববর শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। পরিপূর্ণতম শান্তিগুণাবলম্বী, শ্রীরাধিকার প্রিয়তম, অত্যন্ত মনোহরমূর্ত্তি, সত্যরূপে এ জগতে অবতীর্ণ, যিনি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, সেই সনাতন শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। ৫৯—৭১। যে মনুষ্য প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল এবং সায়ংকালে এই শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি পাঠ করে, সে মনুষ্য এ ভারত ভূমিতে থাকিয়াও ইহলোকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মুক্তিপদ প্রদানে সমর্থ হয়। এই স্তোত্রপাঠের ফলে শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব লাভ করিতে পারে; শ্রীকৃষ্ণে অচলা ভক্তি প্রাপ্ত হয়। এই লোকেই সকলের পূজনীয় এবং নিশ্চয়ই বিষ্ণুতুল্য মান্য হয়। যে ব্যক্তি স্তব পাঠ করে, সে সকল প্রকার সিদ্ধি লাভ করিতে পারে; শান্তি গুণাবলম্বী হইয়া দেহান্তে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে স্থান প্রাপ্ত হয়, এ পৃথিবীতে থাকিয়াও প্রতাপে এবং কীর্ত্তিদ্বারা ভগবান্ সূর্য্যতুল্য দেদীপ্যমান হয়। সেই স্তোত্রপাঠকারী, নিত্য রোগশূন্য, সকল গুণের আধার, বিদ্যা দ্বারা বিখ্যাত, পুত্রপৌত্র-যুক্ত হইয়া কালক্ষেপ করে এবং সকল সময়েই ধনধান্যপূর্ণ গৃহে বাস করত কৃষ্ণভক্তি প্রভাবে জীবন্মুক্ত হয়, ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। সেই কৃষ্ণভক্ত ব্যক্তি, ন্যায় প্রভৃতি ছয় দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞানবান্ হয়, মানসগতি অবলম্বনে সর্ব্বত্র গমন করিতে পারে, সর্ব্বদা সকল বিষয়ে জ্ঞানবান্ এবং কৃষ্ণভক্তি-প্রসাদে কল্পবৃক্ষের ন্যায় সতত সকল সম্পত্তি প্রদানে সক্ষম হয়; ইহা নিশ্চিত জানিবে। মহাদেব বলিলেন, হে বৎস পরশুরাম! তোমার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র কথিত হইল, এক্ষণে তুমি পুষ্করতীর্থে গমনপূর্ব্বক মন্ত্রসিদ্ধি কর, তদনন্তর অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইবে। হে মুনে! আমার আশীর্ব্বাদে ও শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে অনায়াসে এ ধরামণ্ডলকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়শূন্য করিতে সমর্থ হইবে; ইহাতে সন্দেহ নাই। ৭২—৭৮।

গণেশখণ্ডে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! সেই ভৃগুবংশাবতংস পরশুরাম, শিব ও শিবাদ্বয়কে প্রণাম করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুষ্করতীর্থে গমনপূর্ব্বক মন্ত্রসিদ্ধি করিলেন। পরশুরাম শ্রীকৃষ্ণের চরণাম্বুজ-ধ্যানাসক্ত হইয়া ভক্তি-পরিপূর্ণ-চিত্তে একমাস অনাহারব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক বায়ুশুদ্ধি করিলেন। বায়ুশুদ্ধি হইলে পর চক্ষুদ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক দেখিলেন, গগনমণ্ডলকে স্বীয় তেজোরাশি দ্বারা আবরণ করত দশদিক্ দীপ্তিময় করিয়া সূর্য্যমণ্ডলকে আচ্ছাদনপূর্ব্বক তেজোমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী একখানি রত্নময় রথ রহিয়াছে; ঐ রথের মধ্যে ঈষৎ হাস্যদ্বারা প্রসন্ন-মুখপদ্ম এক অসাধারণ সুন্দর পুরুষ ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার অভিলাষে সাগ্রহ হইয়া রহিয়াছেন। পরশুরাম, তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িয়া অবনিতল-বিলুণ্ঠিত-মস্তকে প্রণাম করিয়া, সেই জগদীশ্বর সমীপে বর প্রার্থনা করিলেন। হে জগদীশ্বর! আমি যেন এই পৃথিবীমণ্ডলকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়শূন্য করিতে পারি; ভবদীয় চরণারবিন্দে যেন আমার চিরস্থায়ী সুদৃঢ় ভক্তি থাকে; আমাকে আপনার ঐ চরণের চিরকিঙ্করত্ব প্রদান করুন—দাসত্ব কেহ কোন কালে পাইতে পারে নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরশুরামের প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে সেই অভিলষিত বর দান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ভৃগুকুলতিলক পরশুরাম বরপ্রাপ্তির পর পরাৎপর হরিচরণে প্রণাম করিয়া স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ঐ বর প্রাপ্ত হওয়াতে পরশুরামের শুভসূচক দক্ষিণাঙ্গ স্পন্দন হইতে লাগিল। ১—৮। তদনন্তর পরশুরাম গৃহে অবস্থিতিপূর্ব্বক নিদ্রিত হইলে পর অভিলষিত বরপ্রাপ্তির প্রত্যয়জনক সুস্বপ্ন দর্শন করিলেন, দিবারাত্র তাঁহার মন প্রসন্ন হইতে লাগিল। তাঁহার শারীরিক স্ফূর্ত্তির সীমা থাকিল না। স্বীয় পরিজনগণসমীপে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন এবং হৃষ্টচিত্তে স্বীয় গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। তদনন্তর নিজ শিষ্যবর্গ, পিতৃশিষ্যবর্গ, ভ্রাতৃগণ এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণকে স্বীয় স্বীয় ভবন হইতে আনয়ন করাইয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাদিগের নিকটে জ্ঞাপন করত তাঁহাদিগের সহিত নানাপ্রকার মন্ত্রণাপূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রার নির্ণীত শুভসময়ে বলিষ্ঠহৃদয়ে শিষ্যবর্গ এবং ভ্রাতৃবর্গের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে গমনোদ্যত হইলেন। পরশুরাম গমনকালে মঙ্গলসূচক চিহ্ন দর্শন করিতে লাগিলেন এবং জয়সূচক শব্দ সকল শ্রবণ করিলেন; তাহা দ্বারা মনে মনে জানিলেন এ সকল আমার জয়ের লক্ষণ ও অরিসংক্ষয়-সূচক চিহ্ন। মুনিকুমার পরশুরাম, যাত্রা করিবার সময়ে হঠাৎ হরিধ্বনি, শঙ্খবাদ্য, ঘণ্টাবাদ্য এবং দুন্দুভির নিনাদ শুনিতে পাইলেন। "ভৃগুকুমার তোমার জয় হইবে" আকাশ হইতে এই দৈববাণী শুনিতে পাইলেন। নরগণের কল্যাণকর ইঙ্গিত দেখিতে পাইলেন, জয়সূচক মেঘশব্দ শুনিতে পাইলেন। এই সকল শুভসূচক বহু শব্দ শ্রবণ করিয়া ভগবান্ পরশুরাম যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন এবং ব্রাহ্মণ, বন্দী, দৈবজ্ঞ, জ্বলৎ প্রদীপ ধারণ করিয়া পতিপুত্রবতী এবং নানাপ্রকার অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃতা সতী নারীগণ হাস্যমুখে সম্মুখে অবস্থিত রহিয়াছে দেখিলেন। পরশুরাম গমন করিতে করিতে মৃতদেহ, শৃগালী, জল-পরিপূর্ণ কুম্ভ, চাষপক্ষী, নকুল, এই সকল শুভসূচক চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তদনন্তর গমন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন;—কৃষ্ণসার মৃগ, হস্তী, সিংহ, ঘোটক, গণ্ডক, দ্বীপী, চমরীমৃগ, রাজহংস, চক্রবাক, শুকপক্ষী, কোকিল, ময়ূর, খঞ্জন পক্ষী, শঙ্খচিল, চকোর পক্ষী, পারাবত, বকশ্রেণী, কারণ্ড পক্ষী, চাতক পক্ষী, চটক পক্ষী, মেঘমধ্যে বিদ্যুৎ, ইন্দ্রধনু, সূর্য্য, শুভজনক সূর্য্যমণ্ডল, সদ্যঃকৃত্ত মাংস, জীবিত মৎস্য, শঙ্খ, সুবর্ণ, মাণিক্য, রৌপ্য, মুক্তা, উৎকৃষ্ট মণি, প্রবাল, দধি, লাজ, শ্বেতধান্য, শ্বেতপুষ্প, কুঙ্কুম, নব-পল্লব, ধ্বজা, ছত্র, দর্পণ, শুক্লবর্ণ চামর, সবৎসা গাভী, রথোপবিষ্ট ভূমিপতি, দুগ্ধ, গব্যঘৃত, গুবাক, অমৃত, পরমান্ন, শালগ্রামশিলা, সুপক্বফল, শর্করা, মধু, বিড়াল, স্থূলকায় বৃষ, মেষ, পর্ব্বত, মূষিক, মেঘাবৃত সূর্য্যের সহসা প্রকাশ, চন্দ্র-মণ্ডল, মৃগনাভি, তালবৃন্তনির্ম্মিত ব্যজন, সুশীতল জল, হরিদ্রা, তীর্থমৃত্তিকা, শ্বেতসর্ষপ, সর্ষপ, দূর্ব্বা, ব্রাহ্মণ জাতির বালক ও বালিকা, হরিণ, বেশ্যানারী, ভ্রমর, কর্পূর, হরিদ্রাবর্ণ বসন, গোমূত্র, গোময়, গোধূলি, গোক্ষুরচিহ্ন, গোগৃহ, গোগমনাগমনবর্ত্ম, মনোহর গোশালা, শুভসূচক গোমৈথুন, অলঙ্কার, দেবতা-প্রতিমা, প্রজ্বলিত অগ্নি, জনগণের মহোৎসব, তাম্র, স্ফটিক, চিকিৎসক, সিন্দূর, পুষ্পমালা, চন্দন, সুগন্ধ-দ্রব্য, হীরক এবং রত্ন এই সকল শুভসূচক দ্রব্য দক্ষিণ-ভাগে দর্শন করিলেন; সুগন্ধি বায়ুর আঘ্রাণ পাইতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের শুভাশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ৯—২৮। এই সকল মঙ্গলসূচক জানিতে

পারিয়া হর্ষান্বিতচিত্তে গমন করত সূর্য্যাস্তের পর নর্ম্মদা নদীর তীরভূমিতে উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে সাতিশয় মনোজ্ঞ উৎকৃষ্ট অতি উচ্চ একটী চিরস্থায়ী বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তাহার নিম্নে শ্রেষ্ঠতম আশ্রম, ঐ আশ্রম সুগন্ধ বায়ুদ্বারা সর্ব্বদা শীতল ভাব ধারণ করিয়াছে; ঐ আশ্রমে পূর্ব্বকালে পুলস্ত্য ঋষি তপস্যা করিয়াছিলেন। ঐ স্থান কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজার রাজ্যের অতি নিকটবর্ত্তী। মুনিবর পরশুরাম সৈন্য সামন্তগণের সহিত সে রাত্রি সেইস্থানে যাপন করিলেন। সেই বৃক্ষমূলে পরশুরাম কিঙ্করনিকর-কর্ত্তৃক সেবিত হওত পুষ্পময় শয্যার উপরি শয়ন করিলেন। পরিশ্রমজন্য পরিশ্রান্ত থাকায় শয়নমাত্র হৃষ্টান্তঃকরণে নিদ্রাগত হইলেন। সেই ভৃগুনন্দন পরশুরাম সেই রজনীর শেষযামে উৎকৃষ্ট সুস্বপ্ন দর্শন করিতে লাগিলেন, সে সকল বিষয় কখনই চিন্তা করেন নাই, তৎকালে পরশুরামের বাতিক, পিত্ত কিংবা কফজন্য বিকার উপস্থিত ছিল না। হস্তী, অশ্ব, পর্ব্বত, অট্টালিকা, বৃষ কিংবা ফলবান বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন, কৃমিগণ তাঁহাকে ভোজন করিতেছে, তন্নিমিত্ত তিনি রোদন করিতেছেন, পরশুরাম এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলেন। আবার দেখিলেন, সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন এবং গলদেশে পুষ্পমালা ধারণ এবং পীনবসন পরিধান করিয়া আপনি নৌকায় আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন। পুনর্ব্বার স্বপ্ন দেখিলেন, সর্ব্বাঙ্গে বিষ্ঠা, মূত্র, এবং পূয লাগিয়াছে, দেখিলেন যেন আপনি উৎকৃষ্ট বীণাযন্ত্র বাজাইতেছেন, এইরূপ স্বপ্নে দর্শন করিলেন। পদ্মপত্রদ্বারা আবৃত কোন নিম্নগাতীরে আপনি উপবিষ্ট রহিয়া দধি, ঘৃত এবং মধুসংযুক্ত পায়সান্ন ভোজন করিতেছেন, তাম্বূল ভোজন করিতেছেন, ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতেছেন, সম্মুখে ফল, পুষ্প এবং প্রদীপ আপনি দেখিতেছেন; সুপক্ক ফল, দুগ্ধ, উষ্ণ অন্ন, শর্করা এবং খণ্ডিকা দ্রব্য পুনঃপুনঃ ভোজন করিতেছেন, জলৌকা, বৃশ্চিক, মৎস্য এবং সর্প; ইহারা ভোজন করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া আপনি ভীতচিত্তে পলায়ন করিতেছেন, এই সকল স্বপ্নাবস্থায় দর্শন করিলেন। ৩০—৪১। তদনন্তর স্বপ্নে দেখিলেন আপনি চন্দ্রমণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন এবং নিকটে পতি পুত্রবতী নারীগণও সহাস্যবদনে দ্বিজগণকে দর্শন করিতেছেন। আবার দেখিলেন, সুবেশা কন্যাগণ সন্তুষ্ট হইয়া এবং পরম সন্তুষ্ট দ্বিজগণ হাস্যবদনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন। পুনর্ব্বার স্বপ্নে দেখিলেন, ফলাবনত প্রস্ফুটিত পুষ্পময় বৃক্ষ, দেবতা-প্রতিমা এবং কোন নরপতি সম্মুখে রহিয়াছেন, আপনি গজারূঢ় এবং রথারূঢ় হইয়া রহিয়াছেন। পীতবস্ত্র পরিধান করত রত্নালঙ্কারভূষিতা কোন ব্রাহ্মণ রমণীগৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলেন; শঙ্খ, স্ফটিকনির্ম্মিত পাত্র, শ্বেতপুষ্পের মালা, মুক্তা, চন্দন, সুবর্ণ, রজত এবং রত্ন এ সকল আপনি দর্শন করিতেছেন, ইহা স্বপ্নে দর্শন করিলেন। হস্তী বৃষ, শ্বেতসর্ষপ, শ্বেতচামর, নীলপদ্ম এবং দর্পণ এ সকল বস্তু স্বপ্নে দর্শন করিলেন। ভৃগুরাম স্বপ্নে দেখিলেন, আপনি কখন রথোপরি উপবিষ্ট কখন বা নবরত্নসভায় আসীন, মালতীপুষ্পের মালাদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া রত্নময় সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। পদ্মসমূহ, পূর্ণকুম্ভ, দধি, লাজ, ঘৃত, মধু, পত্রনির্ম্মিত ছত্র, এবং ছত্রধারী পুরুষ এই সকল সম্মুখে রহিয়াছে; এরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলেন। বকশ্রেণী এবং হংসশ্রেণী উড়িতেছে, ব্রতপরায়ণ কন্যাগণ মঙ্গলঘট পূজা করিতেছে, ভৃগুকুমার এরূপ দর্শন করিলেন। মন্দিরমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া দ্বিজগণ হরপ্রতিমা এবং শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি পূজা করিতেছেন এবং তোমার জয় হউক; এইরূপ আশীর্ব্বাদ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, অনবরত অমৃতবৃষ্টি, ফলবৃষ্টি পত্রবৃষ্টি এবং চন্দনবৃষ্টি হইতেছে, ভৃগুরাম এইরূপ স্বপ্ন দেখিলেন। ৪২—৫০। পুনর্ব্বার দেখিলেন, সদ্যঃকৃত্তমাংস, জীবিত মৎস্য, ময়ূর, শ্বেতবর্ণ খঞ্জনপক্ষী, সরোবর, নানাদেশীয় তীর্থস্থান সম্মুখে রহিয়াছে। ভৃগুরাম পুনর্ব্বার স্বপ্ন দেখিলেন, পারাবত, শুকপক্ষী, শঙ্খচিল চাষপক্ষী, চাতকপক্ষী, ব্যাঘ্র, সিংহ এবং সুরভি গাভী; ইহারা সম্মুখে বিচরণ করিতেছে। গোরোচনা, হরিদ্রা, বৃহৎ শুক্লধান্যরাশি, প্রজ্বলিত হুতাশন, দূর্ব্বাক্ষেত্র, সম্মুখে রহিয়াছে। ভৃগুনন্দন পুনর্ব্বার স্বপ্ন দেখিলেন দেবমন্দিরসমূহ, পূজিত শিবলিঙ্গ, পূজিতা মৃন্ময়ী দুর্গামূর্ত্তি সম্মুখে রহিয়াছে, যবচূর্ণের পিষ্টক, গোধূমচূর্ণের পিষ্টক, নানাবিধ লড্ডুক, ভোজন করিতেছেন; এসকলও স্বপ্নে বারংবার দেখিতে লাগিলেন। উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক রত্নালঙ্কারে ভূষিত হইয়া অগম্যা-স্ত্রীসংসর্গ করিতেছেন, এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলেন। পুনর্ব্বার স্বপ্ন দর্শন করিলেন নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতেছে, বেশ্যাগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, রুধির প্রবাহিত হইতেছে, সুরাপান করিতেছেন। এবং সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাক্ত হইয়াছে। হে নারদ! অরুণোদয়সময়ে ভৃগুনন্দন স্বপ্নে দেখিলেন

পীতবর্ণ পক্ষিগণের মাংস এবং মনুষ্যগণের মাংস হৃষ্টচিত্তে ভোজন করিতেছেন। ভৃগুনন্দন স্বপ্ন দর্শন করিলেন, অকস্মাৎ শৃঙ্খলদ্বারা বদ্ধ হইয়াছেন, নিজ দেহ অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, এই স্বপ্ন-দর্শনের পর প্রাতঃকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া হরিনাম স্মরণ করিতে করিতে জাগরিত হইলেন। পরশুরাম শুভস্বপ্নদর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া প্রাতঃকৃত্য সমস্ত নির্ব্বাহ করত মনে মনে বিবেচনা করিলেন, নিশ্চই শত্রু জয় হইবে। ৫৩—৬৩।

গণেশখণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, সেই ভৃগুনন্দন পরশুরাম প্রাতঃকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত পরামর্শান্তে কার্ত্তবীর্য্যের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। সে দূত, শীঘ্র কার্ত্তবীর্য্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রিগণপরিবেষ্টিত রাজসভায় উপবিষ্ট কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজাকে বলিতে আরম্ভ করিল;—মহারাজ! নর্ম্মদানদীতীরে যে অক্ষয় বট আছে, উহার তলভূমি আশ্রয় করিয়া ভৃগুনন্দন পরশুরাম ভ্রাতৃবর্গ ও সৈন্যবর্গসহিত উপস্থিত হইয়াছেন, আপনিও বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত সে স্থানে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ করুন, তাঁহার প্রতিজ্ঞা যে, এ মহীমণ্ডলকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়শূন্য করিবেন, ইহা আপনি বিদিত হউন। ইহা কার্ত্তবীর্য্যের নিকট প্রকাশ করিয়া পরশুরামদূত পরশু-রামসমীপে উপস্থিত হইলেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজাও যুদ্ধসজ্জাপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রগমনে উদ্যোগী হইতে লাগিলেন, কার্ত্তবীর্য্যপত্নী মনোরমা প্রাণনাথকে সমর-গমনোদ্যত দেখিয়া রাজসমীপে আগমনপূর্ব্বক বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সভামধ্যে স্বীয় পত্নী মনোরমাকে দর্শনানন্তর প্রসন্নমুখনেত্রে তাঁহাকে বক্ষ্যমাণ বাক্য সমস্ত বলিতে লাগিলেন। শুন প্রিয়ে! জমদগ্নি মুনির প্রধান পুত্র পরশুরাম ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে নর্ম্মদানদীর তীরে উপস্থিত হইয়া রণ করিবার অভিলাষে স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আমাকে আহ্বান করিতেছেন। ভগবান্ ভবানীপতির নিকট অস্ত্রসমূহ, শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র এবং শ্রীকৃষ্ণকবচ পাইয়া এ পৃথিবীকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়শূন্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। পরশুরামের প্রতিজ্ঞাশ্রবণে আমার প্রাণবায়ু আন্দোলিত হইতেছে, আমার চিত্ত বারংবার ক্ষুব্ধ হইতেছে এবং আমার বামাঙ্গ অনবরত নৃত্য করিতেছে, ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। স্বপ্নে দেখিলাম, যেন আমি তৈলাভ্যক্তশরীরে জবাপুষ্পের মালা ধারণপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে রক্তচন্দন লেপন করত রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া লৌহময় অলঙ্কারদ্বারা ভূষিত-দেহে নির্ব্বাণ অঙ্গাররাশিদ্বারা খেলা করিতে করিতে সহাস্যবদনে গর্দ্দভের উপরি আরোহণ করিয়া রহিয়াছি। ১—১২। হে পতিব্রতে! পুনর্ব্বার স্বপ্নে দেখিলাম, এ সমস্ত পৃথিবী জবাপুষ্পের মালাদ্বারা আবৃত হইয়া ভস্মাচ্ছন্ন হইয়াছে এবং নভোমণ্ডলে সূর্য্য কিংবা চন্দ্রের উদয় নাই; কেবল সন্ধ্যারাগ সমস্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। রক্তবস্ত্র পরিধানা ছিন্ন-নাসিকা, কোন বিধবা রমণী, অট্টহাস্যমুখে আলু-লায়িত কেশে নৃত্য করিতেছে, এইরূপ স্বপ্ন দেখিলাম। পুনর্ব্বার স্বপ্নে দেখিলাম, শ্মশানভূমিতে চিতার উপর শবদেহ রহিয়াছে, তাহাতে অগ্নি নাই; কিন্তু ভস্মরাশি-পরিপূর্ণ। হে প্রাণেশ্বরি! আবার দেখিয়াছি, ভস্ম বৃষ্টি হইতেছে, রক্তবৃষ্টি হইতেছে এবং অঙ্গারবৃষ্টি হইতেছে। পুনর্ব্বার দেখিয়াছি, এ পৃথিবীমধ্যে পক্ক তাল ফল ছড়ান রহিয়াছে, অস্থিখণ্ড সকল পড়িয়া আছে। পুনর্ব্বার রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিয়াছি, কোন স্থানে লবণপর্ব্বত, কোন স্থানে রাশীকৃত কপর্দ্দক রহিয়াছে, কোন স্থানে বা চূর্ণের রাশি, কোন স্থানে তৈলরাশি রহি-য়াছে। পুনর্ব্বার দেখিতেছি, প্রস্ফুটিত অশোক-বৃক্ষ, প্রফুল্ল করবীর বৃক্ষ, ফলাবনত তালবৃক্ষ, সকল রহিয়াছে, তাহা হইতে ফল পতিত হইতেছে! আবার দেখি, স্বীয় কর হইতে পূর্ণ কুম্ভ পতিত হইবা-মাত্র ভগ্ন হইয়া গেল। ততঃপর স্বপ্নে দেখিলাম, আকাশ হইতে চন্দ্রমণ্ডল খসিয়া পড়িয়াছে, পুনর্ব্বার আকাশ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, সূর্য্যমণ্ডল আকাশ হইতে পৃথিবীতে পতিত রহিয়াছে। উল্কাপাত হইতেছে, ধূমকেতুর উদয় হইয়াছে এবং চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণ হইতেছে। পুনর্ব্বার স্বপ্নে দেখিতেছি, একটা বিকটাকার সাতিশয় ভয়ানক পুরুষ, উলঙ্গ হইয়া মুখব্যাদানপূর্ব্বক আমার সম্মুখে আসিতেছে। পুনর্ব্বার রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিতেছি, বস্ত্র-অলঙ্কার-ভূষিতা একটি দ্বাদশবর্ষবয়স্কা বালিকা ক্রুদ্ধা হইয়া আমার গৃহ হইতে পলায়ন করিতেছে। ততঃপর দেখিলাম, হে প্রিয়ে! তুমি শোকান্বিতচিত্তে বলিতেছ, হে মহারাজ! বিদায় দান কর, আমি তোমার গৃহ হইতে স্থানান্তরে গমন করিব। আবার স্বপ্নে দেখি,—ব্রাহ্মণ-

গণ, সন্ন্যাসিগণ এবং গুরুজন-বর্গ ক্রুদ্ধচিত্তে আমাকে অভিশাপ প্রদান করিতেছেন; গৃহভিত্তিতে দেখি যে, আশ্চর্য্য পুত্তলিকা সকল উত্তমরূপে নৃত্য করিতেছে। ১৩—২৪। পুনর্ব্বার নিশাকালে স্বপ্ন দেখিলাম, গৃধ্রগণ, কাকগণ এবং মহিষগণ চকলচিত্তে আমাকে আঘাত করিতেছে। হে প্রাণেশ্বরি! পুনরপি স্বপ্নে দেখিলাম, তৈলকর জাতি তৈলযন্ত্র ভ্রমণ করাইতেছে, আর কতকগুলি নর্ত্তকপুরুষ মগ্ন হইয়া নৃত্য করিতেছে এবং পাশাস্ত্র হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে পুনরপি স্বপ্নে দেখি যে, আমার গৃহে গায়কসমূহ গান করিতেছে একটি আনন্দজনক বিবাহমহোৎসব উপস্থিত। পুনর্ব্বার স্বপ্ন দেখিলাম, কতকগুলি লোক রমণ করিতেছে ও কতকগুলি লোক কেশাকেশি করিতেছে৷ কাকগণ এবং কুকুরগণ পরস্পর বিবাদ করিতেছে। হে প্রিয়ে! পুনরপি স্বপ্নে দেখিলাম, মোটক-সংযুক্ত পিণ্ডরাশি পতিত রহিয়াছে ও শ্মশান-ভূমিতে শবদেহ পতিত রহিয়াছে এবং রক্তবস্ত্র ও শুক্লবস্ত্র পতিত রহিয়াছে। হে সুন্দরি! নিশাকালে পুনর্ব্বার স্বপ্ন দেখিয়াছি, কৃষ্ণ বস্ত্রপরিধান করত আলুলায়িতকবরী একটা কৃষ্ণবর্ণা বিধবা স্ত্রী আমার নিকট আসিয়া বস্ত্রপরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইতেছে। হে প্রিয়ে! রজনীযোগে স্বপ্ন দেখিয়াছি, নাপিত আসিয়া আমার মস্তক শ্মশ্রু-সমূহ বক্ষঃস্থল মুণ্ডন ও নখসমূহ ছেদন করিতেছে। হে সুন্দরি! পুনর্ব্বার স্বপ্ন দেখিলাম পাদুকা চর্ম্ম-নির্ম্মিত রজ্জুদ্বারা একটি বৃহৎ স্তূপ প্রস্তুত রহিয়াছে এবং কুম্ভকারগণ মৃত্তিকাতে চক্রযন্ত্র ঘূর্ণিত করিতেছে। ২৫—৩২। হে পতিব্রতে! পুনর্ব্বার স্বপ্ন দেখিয়াছি, যে, ঝটিকাবায়ুদ্বারা শুষ্ক বৃক্ষ সকল আকাশে উত্থিত হইতেছে এবং কবন্ধগণ চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। অতঃপর স্বপ্ন দেখিলাম, ভয়ানক দন্ত-সংযুক্ত শবমুণ্ডদ্বারা গ্রথিত মালা সকল ঝটিকাবায়ুদ্বারা উড্ডীন হইতেছে। রজনীসময়ে দেখিলাম যে, ভূতগণ ও প্রেতগণ আলুলায়িতকেশে অগ্নি বমন করিতে করিতে আমাকে অনবরত ভয় দেখাইতেছে। পুনর্ব্বার নিশাকালে স্বপ্ন দেখিলাম, কতক প্রাণী ভগ্নশরীর, কতকগুলি বৃক্ষের শাখা প্রশাখা দগ্ধ হইয়াছে ও কতকগুলি মনুষ্য পীড়িতদেহ এবং বৃষল জাতি অঙ্গহীন হইয়া রহিয়াছে। পুনর্ব্বার নিশাকালে স্বপ্ন দেখিলাম হঠাৎ গৃহশ্রেণী, পর্ব্বতসমূহ এবং বৃক্ষনিকর পতিত হইতেছে, বারংবার বজ্রপাত হইতেছে। পুনর্ব্বার নিশাকালে স্বপ্ন দেখিলাম, সকল গৃহে কুক্কুরগণ এবং শৃগালগণ রোদন করিয়া বেড়াইতেছে। পুনরপি স্বপ্ন দেখিলাম, একটা মনুষ্য অধোভাগে মস্তক, উর্দ্ধভাগে চরণ, আলুলায়িত কেশরাশি এবং বিবস্ত্র হইয়া কখন বা ভূমিতে ভ্রমণ করিতেছে এবং কখন বা ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে। তদনন্তর রাত্রিশেষসময়ে স্বপ্ন দেখিলাম এ রাজ্যের অধিষ্ঠাতৃদেবতা অতি ভীষণ শব্দ করিয়া রোদন করিতেছেন ঐ রোদনধ্বনি শ্রবণ করিতেছি, এমন সময়ে প্রাতঃকাল উপস্থিত হওয়াতে জাগরিত হইলাম। হে প্রিয়ে! এইরূপ দুঃস্বপ্ন সকল দেখিয়াছি এবং এক্ষণে পরশুরামও যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন, কি উপায় অবলম্বন করিব? তাহা তুমি আমাকে উপদেশ কর। ৩৩—৪০। রাজা কার্ত্তবীর্য্যা-র্জ্জুনের বাক্য শ্রবণানন্তর তৎপত্নী মনোরমা উৎতপ্ত-হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে করিতে সগদ্গদ বাক্যে রাজাকে বলিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! হে সুন্দরাগ্রগণ্য! হে নৃপতিশ্রেষ্ঠ! হে প্রাণপতে! আপনি আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়; অতএব আমার শুভকর বাক্য শ্রবণ করুন।. ভগবান্ জমদগ্নিকুমার পরশুরাম নারায়ণের অংশ হইতে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন এবং অত্যন্ত বলিষ্ঠ; আবার জগৎসংহারকর্ত্তা জগদীশ্বর মহাদেবের শিষ্য; তিনি এ পৃথিবীকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়শূন্য করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন; আমি বলি, তাঁহার সহিত যুদ্ধবাসনা পরিত্যাগ করুন। আপনি পাপাচার রাবণকে জয় করিয়া আপনাকে বলবান্ বোধ করিতে-ছেন; সে রাবণকে আপনি জয় করেন নাই, সে নিজ পাপদ্বারা পরাজিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম রক্ষা করে না, তাহার এ জগতে কেহই রক্ষাকর্ত্তা হয় না, সে মূর্খ আপনিই বিনষ্ট হয়, সে ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃততুল্য হয়। অন্তর্যামী সেই পরমাত্মা লোকের অনবরত শুভাশুভ কর্ম্ম দর্শন করিতেছেন, অজ্ঞান্ লোকে তাহা জানিতে পারে না। হে মহারাজ! পুত্র ভার্য্যা প্রভৃতি পরিজনবর্গ এবং ঐশ্বর্য্য সমস্ত জল-বুদ্‌বুদের ন্যায় অচিরস্থায়ী, ইহাদিগের বিনাশ অখণ্ড-নীয়; এ সংসার স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় মিথ্যা জানিয়া সাধু ব্যক্তিরা সর্ব্বদা ধর্ম্মচিন্তা এবং ভক্তিপূর্ব্বক তপস্যা করিয়া থাকেন। হে নাথ! সেই ভগবান্ দত্তাত্রেয় মুনিদত্ত জ্ঞানোপদেশ আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন। যদ্যপি বলেন সেই জ্ঞানোপদেশ আপনার হৃদয়ে জাগরূক আছে। হে দুর্বুদ্ধে! তাহা হইলে দ্বিজ-হিংসাতে আপনার মন কি নিমিত্ত অগ্রসর হইল? সুখভোগবাসনায় মৃগয়া করিতে গমন করত উপবাস-পূর্ব্বক দ্বিজবর জমদগ্নি মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া

অপূর্ব্ব মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি ভোজনান্তে তাহার প্রতিশোধ-স্থলে সেই আশ্রয়দাতা বিপ্রবরকে হত্যা করিয়াছেন। যে ব্যক্তির গুরুজন, ব্রাহ্মণ এবং দেবগণের অনিষ্ট করে, তাহার প্রতি অভীষ্টদেবও রুষ্ট হন বিপদ্ তাহার নিকটবর্ত্তী হয়। হে মহারাজ! সেই দত্তাত্রেয় মুনির পাদপদ্ম স্মরণ কর, গুরুভক্তিই সকল লোকের সকল বিপদ্ বিনাশ করে। গুরুদেবকে পূজা করিয়া সেই ভৃগুকুলতিলক পরশুরামের শরণাপন্ন হউন। বিপ্রগণ ও দেবগণ প্রসন্ন হইলে, ক্ষত্রিয়কুলজাত ব্যক্তির কোন বিপত্তি হয় না। ৪১—৫৪। হে রাজন্! ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের কিঙ্কর, বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয় জাতির কিঙ্কর, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জাতির কিঙ্কর শূদ্র জাতি, বিশেষতঃ শূদ্রগণ ব্রাহ্মণজাতির দাসানুদাস। ক্ষত্রিয় হইয়া যদি ক্ষত্রিয়জাতির শরণাপন্ন হয়, তাহাতে ক্ষত্রিয়সন্তানের অকীর্ত্তি হয়, ইহা সত্য, কিন্তু ক্ষত্রিয় হইয়া গুরুজন দেবতা এবং ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইলে মহৎ কীর্ত্তিলাভ হয়। হে মহারাজ! ব্রাহ্মণগণ, সুরগণ হইতে শ্রেষ্ঠ; তাঁহার ভজনা করুন; ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইলে দেবগণ সন্তুষ্ট হন। মহাপতিব্রতা মনোরমা এই সকল উপদেশ প্রদান করিয়া স্বামীকে ক্রোড়ে করত তাঁহার মুখপদ্ম দর্শন করিতে করিতে বারংবার রোদন এবং বিলাপ করিতে লাগিলেন। কার্ত্তবীর্য্যপত্নী মনোরমা পুনর্ব্বার বলিলেন, হে মহারাজ! ক্ষণকাল বিলম্ব করুন এবং স্নান করুন, আমি আপনাকে কিঞ্চিৎ অভিলষিত দ্রব্য ভোজন করাইব। হে মহারাজ! আপনার এই সুন্দর শরীরে আমি উৎকৃষ্ট চন্দন, অগুরু, মৃগনাভি, কুঙ্কুম এবং আবীর এই সকল গন্ধদ্রব্য অনুলেপন করিয়া দিব। হে নাথ! কিছুকাল সিংহাসনে উপবেশন করুন। কিছুকাল আমার হৃদয়োপরি বিলাস করুন এবং কিছুকাল সভাস্থিত সজ্জীকৃত শয্যোপরি বিশ্রাম করুন, আপনাকে জন্মের শোধ দর্শন করিলাম। হে নরপতে! পতিব্রতা নারীগণের পতির প্রতি পুত্র হইতে শতগুণ অধিক স্নেহ হয়, ইহা ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং বেদশাস্ত্রে নিরূপণ করিয়াছেন। মনোরমার বাক্যশ্রবণান্তে পণ্ডিতবর মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য, মনোরমাকে প্রবোধ বাক্যে বুঝাইলেন এবং তাঁহার কথিত বাক্যের যথোচিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। কার্ত্তবীর্য্য বলিলেন, হে প্রিয়ে! আমি যাহা বলিতেছি তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। আমি তোমার কথা সমস্ত শ্রবণ করিয়াছি, শোকার্ত্ত মনুষ্যের বাক্য—সভামধ্যে গ্রাহ্য হয় না। হে সুন্দরি! সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক লোকের সহিত বিবাদ এবং লাভ; এ সকল মনুষ্যের শুভাশুভ কর্ম্মের ভোগকালে উপস্থিত হয়। কালই লোককে কখন রাজ্য প্রদান করিতেছে, কালই লোকের কখন মৃত্যু ঘটনা করিতেছে, আবার ঐ কালই লোকের এ সংসারে পুনর্ব্বার জন্ম পরিগ্রহণ করাইতেছে। সৃষ্টিসময়ে কালই জগৎ সৃষ্টি করিতেছে এবং প্রলয়কালে কালই এ সমস্ত জগৎ বিলোপ করিতেছে। ৫৫—৬৬। কালই কালরূপী বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণ করত এ সমস্ত জগতের প্রতিপালন করিতেছে, ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ কালেরও লয় করিতেছেন, কৃষ্ণই বিধাতার বিধানকর্ত্তা, জগৎসংহর্ত্তারও সংহারকর্ত্তা, জগৎপালয়িতারও পালনকর্ত্তা; তিনিই লোকসমূহের অদৃষ্টদাতা। হে পতিব্রতে! সেই অদৃষ্টই লোকের তপস্যাদির ফল দান করিতেছে। অদৃষ্ট ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি কাহাকেও বিনাশ করিতে পারে না। যে সনাতন শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাবশবর্ত্তী হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এ জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, জগৎসংহর্ত্তা হর এ জগৎ সংহার করিতেছেন এবং পালনকর্ত্তা বিষ্ণু এ সমস্ত প্রাণীর প্রতিপালন করিতেছেন; যে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে অনিলগণ ভীতচিত্তে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করত জগতীস্থ জনগণের প্রাণ রক্ষা করিতেছে, মৃত্যু নিত্যই ভীতচিত্তে লোকের পূর্ণকালে নিকটস্থ হইয়া গ্রাস করিতেছে এবং সূর্য্যদেব প্রতিদিন গগনে উদিত হইয়া তাপ প্রদান করিতেছেন। সুরপতি ইন্দ্র যাঁহার আজ্ঞাভয়ে বর্ষণ করত শস্যাদি রক্ষা করিতেছেন, অগ্নি যাঁহার ভয়ে দাহনশক্তিদ্বারা অন্নাদি পাক করিতেছেন, মহাকালভীত ব্যক্তির ন্যায় নিত্য ভ্রমণ করিতেছেন, এ জগতীস্থ সমস্ত স্থাবর পদার্থ পর্ব্বতাদি স্থিরভাবে রহিয়াছে এবং জঙ্গম পদার্থ বায়ুপ্রভৃতি নিত্য ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে, যাঁহার আজ্ঞানুসারে বৃক্ষগণ পুষ্পিত হইতেছে, ফলবান্ হইতেছে এবং পল্লবিত হইতেছে, আবার কালে শুষ্ক হইতেছে এবং উন্নতঅবস্থায় বৃদ্ধি পাইতেছে। ৬৭—৭২। যে কালরূপী ভগবান্ নারায়ণের আজ্ঞা হেতু এ সংসার-সৃষ্টি একবার প্রকাশ পাইতেছে এবং একবার লুপ্ত হইতেছে, সেই নারায়ণের আজ্ঞায় নিখিল পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে, মনুষ্যের স্বেচ্ছায় কিছুই হয় না, অতএব হে প্রিয়ে! নিবৃত্ত হও, আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পরশুরামরূপ হুতাশনে পড়িতেছি, ইহা বোধ করিও না। হে প্রিয়ে! মহাবলপরাক্রান্ত ভগবান্ পরশুরাম নারায়ণের কলা হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া-

ছেন, ইহা আমি বিশেষরূপে অবগত আছি এবং পরশুরাম ধরাদেবীকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়ভূপাল-শূন্য করিবেন, তাহা কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না; ইহাও আমি নিশ্চিত জানিয়াছি! হে সুব্রতে! কখনই পরশুরামের প্রতিজ্ঞা বিফল হইবে না, নিশ্চয়ই আমি তাঁহার নিকট বিদায় প্রাপ্ত হইব, ইহা আমি সম্যক্‌রূপে অবগত আছি জানিবে; অতএব তুমি ক্ষান্ত হও। আমি সমস্ত ভবিষ্যৎ কার্য্য জানিতে পারিতেছি, কি নিমিত্ত পরশুরামের নিকট ন্যূনতা স্বীকারপূর্ব্বক শরণাগত হইব? হে প্রিয়ে! তাহা কখনই হইবে না। এ ধরাধামে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির অকীর্ত্তি হইতে মৃত্যুলাভ শ্রেয়স্কর জানিবে। নৃপবর কার্ত্তবীর্য্য মনোরমার নিকট এই সকল কথা বলিয়া সমরে গমন করিতে উদ্‌যোগী হইলেন এবং বাদকগণকে রণবাদ্য বাজাইতে নিয়োগ করিলেন, ও রণে গমনার্থ মঙ্গলজনক, কার্য্য সকল করিতে লাগিলেন। একশত-কোটি নরপতি, ত্রিলক্ষ প্রধানতম ভূপাল, মহাবল-পরাক্রান্ত একশত অক্ষৌহিণী পরিমিত সৈন্য, অসংখ্য অশ্ব, অসংখ্য হস্তী, অসংখ্য পদাতিসৈন্য এবং অসংখ্য রথ সংগ্রহ করিয়া রণগমনে উদ্‌যোগী হইলেন। রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বর্ম্ম ধারণ করিয়া অক্ষয়বাণযুক্ত ধনুর্ব্বর হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক রণ-গমনোন্মুখ হইয়াছেন, ইহা দর্শন করত সতীপ্রধানা মনোরমা স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মানা রহিলেন। তদনন্তর মনোরমা নিজস্বামীকে যুদ্ধবাসনা হইতে নিবৃত্ত করিতে অসমর্থা হওয়াতে ক্রীড়াগারে প্রবেশপূর্ব্বক কার্ত্ত্য-বীর্য্যকে ক্ষণকাল স্বীয় হৃদয়োপরি বসাইয়া তাঁহার মুখপদ্ম দর্শন করিতে করিতে বারংবার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। ৭৩—৮১।

গণেশখণ্ডে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন,—কার্ত্তবীর্য্যপত্নী মনোরমা প্রাণেশ্বর অর্জ্জুনকে কিয়ৎকাল স্বীয় হৃদয়োপরি ধারণ করিয়া স্বামীর প্রমুখাৎ যাহা যাহা শ্রবণ করিলেন, তদ্দ্বারা ভবিষ্যৎ কার্য্য সমস্ত মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! মনোরমা আপনার পুত্রগণ, জ্ঞাতিবর্গ এবং স্বীয় কিঙ্করনিকরকে সম্মুখে আনাইয়া শ্রীহরির পাদ-পদ্ম স্মরণ ও সংসারকে অসার বোধ করত যোগাবলম্বন-পূর্ব্বক নিজ শরীরস্থ ষট্‌চক্রভেদ করিলেন; পরে মস্তকোপরি প্রাণবায়ুকে উত্থাপিত করিয়া, জলবুদ্বুদ-সদৃশ বিষয় হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক স্বীয় চঞ্চল চিত্তকে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্র-দলপদ্মমধ্যে স্থাপন ও নিষ্কল পরম-ব্রহ্মের জ্ঞানরজ্জু দ্বারা বন্ধন করত, ত্রিবিধ কর্ম্ম সমূলে সন্ন্যাস করিলেন, তাদৃশ কর্ম্মের আর উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা রহিল না;—এইরূপ অবস্থাতে তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু প্রাণাধিক প্রিয়তম পতিকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না; অর্থাৎ আলিঙ্গনাবস্থাতেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। সেই রাজা মনোরমাকে মৃতা দেখিয়া বিলাপ ও রোদন করিলেন এবং যুদ্ধসজ্জাপরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে মনোরমে! গাত্রো-খান কর; আমি রণস্থলে যাইব না; তুমি চেতনা পাইয়া দেখ, আমি বারংবার বিলাপ করিতেছি। মনোরমে! গাত্রোত্থান কর, আমার সহিত গৃহে চল। হে ভাবিনি! আমি ভৃগুরামের সহিত যুদ্ধ করিব না। সুন্দরি! মনোরমে! গাত্রোত্থান কর, শ্রীশৈলে চল; তথায় তোমার সহিত পূর্ব্বের মত ক্রীড়া করিব। প্রিয়ে! মনোরমে! গাত্রোত্থান কর, তোমার সহিত পূর্ব্বের মত জলক্রীড়া করিব হে সুন্দরি! মনোরমে! গাত্রোত্থান কর, নন্দনবনে চল; তথায় পুষ্পভদ্রা-নদীর নির্জ্জন তীরে বিহার করিব। ১—১১। সুন্দরি মনোরমে! গাত্রোত্থান কর, মলয়পর্ব্বতে চল; তথায় সুগন্ধি শীতল পবনে সুরভীকৃত, ভ্রমরঝঙ্কার ও কোকিলশব্দে মনোহর চন্দনবনে তোমার সহিত রমণ করিব। হে সতি! তুমি আমার অঙ্গে চন্দন, অগুরু ও কস্তুরী লেপন কর এবং সহাস্যমুখে আমার চন্দন-চর্চ্চিত দেহ অবলোকন কর। প্রিয়ে! অমৃততুল্য সুমধুর কথা কহ;—এক্ষণে কুটিল ভ্রূভঙ্গি করিতেছ না কেন? রাজার এইরূপ বিলাপ শ্রবণ করিয়া দৈব-বাণী হইল; হে মহারাজ! স্থির হও, কেন রোদন করিতেছ? তুমি দত্তাত্রেয়ের প্রসাদে প্রধান জ্ঞানী-দিগের অগ্রগণ্য; এই সুন্দর সংসার জলবুদ্‌বুদের ন্যায় দেখ। লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা সেই সাধ্বী মনোরমা কমলার আলয়ে গিয়াছেন। তুমিও রণস্থলে যুদ্ধ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন কর। মহারাজ, এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোক ত্যাগ করিলেন। পরে চন্দন-কাষ্ঠদ্বারা দিব্য চিতা প্রস্তুত করিলেন ও পুত্রের দ্বারা অগ্নি-সংস্কার করাইয়া তাহাকে দাহ করিলেন। ব্রাহ্মণগণকে নানাবিধ রত্ন আনন্দে প্রদান করিলেন; মনোরমার স্বর্গার্থ ব্রাহ্মণদিগকে নানাবিধ ধন

ও বিবিধ বস্ত্র দিলেন। হে নারদ! কার্ত্তবীর্য্যের গৃহে কেবল ভোজন কর, ভোজন কর, দান কর, দান কর, এই শব্দ সর্ব্বস্থানে হইয়াছিল। তখন ধনাগারে ও নিজের অধিকৃত স্থানসমূহে যে ধন ছিল, তাহা মনোরমার স্বর্গার্থ ব্রাহ্মণগণ-উদ্দেশে আনন্দে প্রদান করিলেন। তখন রাজা দুঃখিতান্তঃকরণে সৈন্যসমূহে ও অসংখ্য বাদ্যভাণ্ডের সহিত রণস্থলে উপনীত হইলেন। তিনি পথে পথে সম্মুখে অমঙ্গল দেখিতে লাগিলেন; তথাপি তিনি যুদ্ধস্থলে যাইলেন; পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন না। তিনি পথিমধ্যে প্রথমে মুক্তকেশী ছিন্ননাসা রোরুদ্যমানা উলঙ্গিনী নারী, একটী কৃষ্ণবসনা বিধবা এবং যোনি-দুষ্টা মুখদুষ্টা ব্যাধিগ্রস্তা পতিপুত্রবিহীনা ডাকিনী কুট্টনীকে দেখিলেন। তিনি কুম্ভকার, তৈলকার, ব্যাধ, সর্পজীবী, কুৎসিতবসনপরিধায়ী, অতি রুক্ষদেহ, উলঙ্গ, কাষায়বসন, বসাবিক্রেয়ী, কন্যাবিক্রেয়ী, চিতা, দগ্ধ শব, ভস্ম, নির্ব্বাণাঙ্গার, সর্পদষ্ট মানব, সর্প, গোধা, শশক, বিষ, শ্রাদ্ধপাক পিণ্ড, মোটক, তিল, দেবল, বৃষবাহক, শূদ্রের শ্রাদ্ধের অন্নভোজী, শূদ্রের অন্নপাচক শূদ্র-যাজক, গ্রাম-যাজক, কুশের পুত্তলিকাদাহী ব্যক্তি, শূন্য কুম্ভ, ভগ্নকুম্ভ, তৈল, লবণ, অস্থি, কার্পাস, কচ্ছপ, চূণ, শব্দকারী কুক্কুর, দক্ষিণ ভাগে ভীষণশব্দকারী শৃগাল, কপর্দ্দক, ক্ষৌর, ছিন্নকেশ, নখ, মল, কলহ, বিলাপ ও বিলাপকারী ব্যক্তি অমঙ্গল-রোদনকারী রোরুদ্যমানের প্রতি শোককারী, মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদাতা চৌর নরঘাতী, বেশ্যার পতি, পুত্র ও তাহার অন্নভোজী, দেবতা, গুরু ও ব্রাহ্মণের দ্রব্য ও ধনহারী, দস্যু, হিংসক, সূচক, খল, পিতা ও মাতার প্রতি বিরক্ত ব্রাহ্মণ, অশ্বত্থ-বৃক্ষঘাতী সত্যঘ্ন, কৃতঘ্ন ও স্থাপ্যধনাপহারী ব্যক্তি, বিপ্রদ্রোহী, মিত্রদ্রোহী, ক্ষতাঙ্গ, বিশ্বাসঘাতী, গুরু, দেবতা ও ব্রাহ্মণের নিন্দক, নিজের অঙ্গঘাতক, জীবঘাতী, বিকলাঙ্গ দয়াশূন্য, ব্রতোপবাসবিহীন, অদীক্ষিত, ক্লীব, গলিতকুষ্ঠী, অন্ধ, বধির, চণ্ডাল, ছিন্নলিঙ্গ, মদমত্ত, সুরাক্ষিপ্ত রুধির-বমনকারী, মহিষ গর্দ্দভ, মূত্র, বিষ্ঠা, শ্লেষ্মা, কম্পযুক্ত ব্যক্তি, মৃত মনুষ্যের কপাল, ঝঞ্ঝাবাত, রক্তবৃষ্টি, বাদ্যধ্বনি, বৃক্ষপাত, শুক, শূকর গৃধ্র, শ্যেন, কঙ্ক, ভল্লূক, পাশ, শুষ্ক কাষ্ঠ, বায়স, গন্ধক, অগ্রদানি ব্রাহ্মণ, তন্ত্রমন্ত্রোপজীবী বৈদ্য, রক্তপুষ্প, ঔষধ, তুষ, কুসংবাদ, মৃতসংবাদ, শত্রুবার্ত্তা ও দারুণ দুর্গন্ধি বাত ও দুঃশব্দ এই সকল দুর্নিমিত্ত দর্শন করিতে লাগিলেন। ১১—৪৬। তখন রাজার মন ব্যাকুল, প্রাণ ক্ষুভিত নিরন্তর বামাঙ্গ স্পন্দন ও দেহের জড়তা হইতে লাগিল। তথাপি রাজা শঙ্কাশূন্য হইয়া যুদ্ধের মঙ্গলই দেখিতে লাগিলেন ও সকল সৈন্যসমভিব্যাহারে সমরাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। পরশুরামকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া রথ হইতে শীঘ্র অবরোহণপূর্ব্বক রাজগণের সহিত ভক্তিপূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। পরশুরামও তোমরা অভিলষিত স্বর্গে গমন কর, এইরূপ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। তাঁহাদের ঐ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ অলঙ্ঘনীয় হইল। রাজেন্দ্র কার্ত্তবীর্য্য, সেইক্ষণে রাজগণের সহিত শীঘ্র নানা সজ্জায় সজ্জিত রথে আরোহণ করিলেন। সহসা দুন্দুভি ও মুরজ প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি হইল এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে ধন প্রদান করিলেন। তখন বেদবিদ্গণের অগ্রগণ্য পরশুরাম, সেই রাজেন্দ্রগণের সভায় কার্ত্তবীর্য্যকে হিতকর সত্য নীতিগর্ভ বাক্য কহিলেন, ওহে চন্দ্রবংশসম্ভূত ধার্ম্মিক রাজেন্দ্র কার্ত্তবীর্য্য! তুমি বিষ্ণুর অংশভূত ধীমান্ দত্তাত্রেয়ের শিষ্য ও স্বয়ং বেদবিদ্গণের প্রমুখাৎ বেদ শ্রবণ করিয়া বিদ্বান্ হইয়াছ; তবে কেন এক্ষণে তোমার এরূপ সজ্জন-বিড়ম্বিকা দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইল? তুমি কেন কপিলা-লোভে নিরীহ ব্রাহ্মণকে বধ করিলে? সাধ্বী ব্রাহ্মণীও শোকে সন্তপ্তা হইয়া সেই ভর্ত্তার অনুগামিনী হইয়াছেন। হে রাজন্! এই ব্রাহ্মণ-দম্পতীর বিনাশ করায় পরলোকে তোমার কি হইবে? এই সংসারে পদ্মপত্রস্থিত জলের মত সকলই মিথ্যা জানিবে। এই সংসারে সৎকীর্ত্তি ও দুষ্কীর্ত্তি অবশিষ্ট থাকে; তন্মধ্যে দুষ্কীর্ত্তি হইলে সাধুদিগের উহা অপেক্ষা আর উপহাসকর কি আছে? কপিলাই বা কোথায় গেল? বিবাদই বা কোথায়? মুনিই বা কোথায়? তুমি বিদ্বান্ রাজা হইয়াও যে কার্য্য করিলে, হালিকও সে কার্য্য করে না। ধার্ম্মিক মুনি তোমাকে রাজা ও উপবাসী দেখিয়াই, পারণ করাইয়াছিলেন; তুমি তাহার উপযুক্ত ফলই দিয়াছ। তুমি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ, প্রত্যহ ব্রাহ্মণগণকে যথাবিধি দান করিয়াছ ও তোমার যশে জগৎ পরিপূর্ণও হইয়াছে; এক্ষণে কেন বৃদ্ধাবস্থায় অযশ সঞ্চয় করিলে? কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সদৃশ দাতা মহান্, ধার্ম্মিক যশস্বী পুণ্যাত্মা পণ্ডিত কেহ হয় নাই, হইবেও না—প্রাচীন স্তুতিপাঠকগণ ভূতলে এইরূপ কহিয়া থাকে। তুমি পুরাণাদিতেও বিখ্যাত তোমার এরূপ অযশ হওয়া অনুচিত। ৪৭—৬৩। হে রাজন্! কটু বাক্য প্রাণিগণের তীক্ষ্ণ অস্ত্র অপেক্ষা

অসহ্য। সঙ্কট উপস্থিত হইলেও সাধুদিগের মুখ হইতে দুর্ব্বাক্য নির্গত হয় না। আমি তোমার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিব না, প্রকৃত কথাই কহিতেছি। হে রাজেন্দ্র! তুমি এই রাজগণসমক্ষে উত্তর প্রদান কর। এই সভায় সূর্য্যবংশীয় চন্দ্রবংশীয় ও মনুবংশীয় রাজগণ রহিয়াছেন; এই স্থানে সত্য বল। পিতৃগণ ও সুরগণ শ্রবণ করুন এবং সকল রাজেন্দ্রগণ শ্রবণ করুন; ইহাঁরা শ্রবণ করিলে ঠিক সৎ অসৎ নিরূপণ করিয়া দিবেন। কেননা সাধুগণ সমদর্শী; কোন পক্ষই অবলম্বন করেন না। এইরূপ কহিয়া পরশুরাম রণস্থলে বিরত হইলে বৃহস্পতির ন্যায় বক্তা রাজা বলিতে লাগিলেন, রাম! তুমি হরির অংশসম্ভূত, হরিভক্ত ও জিতেন্দ্রিয়, যাহাদিগের মুখ হইতে ধর্ম্ম শ্রবণ করা যায়, তুমি তাহাদিগের গুরুরও গুরু। ব্রাহ্মণ কর্ম্মফলে ব্রাহ্মণকুলে জাত হইয়া স্বধর্ম্মপরায়ণতা ও শুদ্ধাচারসহকারে ব্রহ্মচিন্তা করেন বলিয়াই, ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন। যে ব্যক্তি জন্ম লাভ করিয়া বাহ্যে ও অন্তরে মনন করত কর্ম্ম করেন, প্রায় সর্ব্বদাই মৌনাবলম্বী হইয়া থাকেন এবং যথাসময়ে বাক্ প্রয়োগ করেন; তিনিই মুনি বলিয়া কথিত। সুবর্ণে ও লোষ্ট্রে, গৃহে ও অরণ্যে, পঙ্কে ও সুস্নিগ্ধ চন্দনে, যাঁহার তুল্য জ্ঞান, তিনি যোগী বলিয়া কীর্ত্তিত। যে ব্যক্তি সকল জীবে সমজ্ঞানে বিষ্ণুকে চিন্তা করেন, ও তাঁহাতে ভক্তিসম্পন্ন, তিনিই হরিভক্ত। ব্রাহ্মণদিগের তপস্যাই ধন ও তপস্যাই কল্পতরু; তপস্যাই কামধেনু এবং নিরন্তর তপশ্চরণেই তাঁহাদিগের ইচ্ছা। ক্ষত্রিয়দিগের ঐশ্বর্য্যে, বৈশ্যদিগের বাণিজ্যে ও শূদ্রদিগের ব্রাহ্মণসেবায় স্পৃহা বেদসম্মত। ক্ষত্রিয়গণের তপস্যায় ইচ্ছা ও ব্রাহ্মণগণের বিবাদে ইচ্ছা অত্যন্ত নিন্দিত। ৬৩—৭৬। যে সকাম ব্যক্তি কামনাবশতঃ রাজসিক কর্ম্ম করেন, সেই অনুরাগান্ধ রাজসিক ব্যক্তিই রাজা বলিয়া কীর্ত্তিত হন। মুনিবর! আমি কামশতই কামধেনু ভিক্ষা করিয়াছি,—আমি অনুরাগী ক্ষত্রিয়; আমার ইহাতে কি দোষ জন্মিয়াছে? তোমাদিগের ব্যতীত কোথায় কোন্ মুনির কামধেনু এবং যুদ্ধে ও ভোগে বাঞ্ছা আছে? কেবল তোমাদিগের নিকট এই সকলের বিপরীত দেখিতেছি। হে মুনে! তুমি ত্রিংশৎ অক্ষৌহিণী সেনা ও ত্রিকোটী রাজেন্দ্রগণকে বিনাশ করিতে সমর্থ; কিন্তু সমরে প্রবৃত্ত আমাকে কেহই বিনাশ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি বধ করিতে সমাগত, বেদাঙ্গপারদর্শী হইলেও, তাহাকে বধ করিলে দোষ হয় না ও তাহাতে ব্রহ্মবধজন্য পাপ হয় না। সেই হিংসকদিগকে সমুচিত বধ করিলে, প্রায়শ্চিত্ত বিধান নাই, ইহা ব্রহ্মা কহিয়াছেন। তোমার পিতা, মহাবলপরাক্রান্ত নরপতিগণকে নিধন করিয়াছেন। এক্ষণে শিশু রাজকুমারগণ এস্থানে সমাগত হইয়াছেন। একবিংশতিবার সমগ্র পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিব, তুমি এই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ; তাহার প্রতিপালন কর। যুদ্ধই ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম, যুদ্ধে তাহাদিগের মৃত্যু নিন্দনীয় নহে; কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের যুদ্ধাভিলাষ লোকে ও বেদে বিড়ম্বনামাত্র। সত্য ত্রেতা প্রভৃতি সকল যুগেই সকল বাক্য তপোধন ব্রাহ্মণগণের শান্তিস্বস্ত্যয়নই কর্ম্ম; যুদ্ধ তাঁহাদিগের ধর্ম্ম নহে। ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধই বল, বৈশ্যদিগের বাণিজ্যই বল, ভিক্ষুকদিগের ভিক্ষাই বল ও শূদ্রদিগের ব্রাহ্মণ-সেবাই বল; বৈষ্ণবদিগের হরিভক্তি, হরিদাস্য ও হরিই বল; খলদিগের হিংসা ও তপস্বীদিগের তপস্যাই বল; বেশ্যাদিগের বেশবিন্যাস, রমণীগণের যৌবন, রাজগণের প্রতাপ ও বালকদিগের রোদনই বল। সত্য সাধুদিগের, মিথ্যা অসাধুদিগের, অনুগম অনুগদিগের, সঞ্চয় স্বল্পধনীদিগের, বিদ্যা পণ্ডিতদিগের বাণিজ্য বণিক্‌দিগের এবং গাম্ভীর্য্য ও সাহস নিরন্তর কুকর্ম্মশালীদিগের বল; ধনীদিগের ধনই বল; শুদ্ধাচারীদিগের, বিশেষতঃ শান্তস্বভাবদিগের বিবেক; গুণিগণের ঐক্য ও গুণ; চৌরদিগের চৌর্য্য; কুটনীদের প্রিয় বাক্য, কাপট্য ও অধর্ম্ম; হিংস্র জন্তুদিগের হিংসা; পতিসেবা সাধ্বীস্ত্রীদিগের; গুরুসেবা সাধুপুরুষ ও শিষ্যদিগের; ধর্ম্ম গৃহস্থদিগের; রাজসেবা ভৃত্যদিগের; স্তব স্তুতিপাঠকদিগের; ব্রহ্মোপাসনা ব্রহ্মচারীদিগের; সদাচার যতীদিগের; সন্ন্যাস সন্ন্যাসীদিগের; পাপ পাপীদিগের; হরি অসমর্থদিগের; পুণ্য পুণ্যবান্‌দিগের; রাজা প্রজাদিগের, ফল বৃক্ষসমূহের; জল জলধিসমূহের, শস্যসমূহের ও মৎস্যসমূহের এবং শান্তি রাজগণের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের বল। ব্রাহ্মণ যুদ্ধোদ্যোগী অশান্ত; ইহা দেখি নাই, শুনি নাই; দেব নারায়ণ থাকিতে আজি বিপরীত হইল। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য সমরাঙ্গণে এইরূপ বলিয়া বিরত হইলেন। তাঁহার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই মৌনাবলম্বন করিলেন। তখন পরশুরামের মহাবীর ভ্রাতৃগণ তাঁহার আজ্ঞায় হস্তে তীক্ষ্ণ অস্ত্র ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মঙ্গলাশয় মঙ্গলময় অতিবলবান মৎস্যরাজও তাহাদিগকে রণোন্মুখ দেখিয়া রণ করিতে

আরম্ভ করিলেন ও তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন জমদগ্নিতনয়গণ, তদীয় শরনিকর ছেদন করিতে লাগিলেন। হে নারদ! মৎস্যরাজ শত সূর্য্যের মত প্রভাশালী দিব্যাস্ত্র ক্ষেপণ করিলেন; ঐ মুনিগণ মাহেশ্বর-অস্ত্রে অবলীলাক্রমে তাহা ছেদন করিলেন। জামদগ্ন্য-মুনিগণ দিব্যাস্ত্রদ্বারা রাজার শরযুক্ত ধনু, রথ, সারথি ও যুদ্ধসজ্জা ছেদন করিলেন। ৭৭—১০৫। তখন ঐ মুনিগণ, রাজাকে অস্ত্রহীন দেখিয়া সানন্দে ঐ মৎস্যরাজের বিনাশবাসনায় মহাদেবের শূল ধারণ করিলেন। ঐ শূলাস্ত্র নিক্ষেপসময়ে আকাশবাণী হইল, হে বিপ্রেন্দ্রগণ! তোমরা অব্যর্থ শিবশূল নিক্ষেপ করিও না। পূর্ব্বে দুর্ব্বাসা-প্রদত্ত দিব্য শিবকবচ মৎস্যরাজের গলদেশে রহিয়াছে; উহা সকল অঙ্গ রক্ষা করিতেছে; অতএব রাজার নিকট ঐ প্রাণপ্রদ কবচ প্রার্থনা কর, পরে শূল-নিঃক্ষেপ করিয়া নৃপবরকে বিনাশ করিও। তখন জমদগ্নির সন্ন্যাসবেশধারী প্রধান পুত্র শৃঙ্গী আকাশবাণী শ্রবণ করিয়াই রাজার নিকট কবচ প্রার্থনা করেন। রাজাও সেই ব্রহ্মাণ্ডবিজয় উৎকৃষ্ট কবচ প্রদান করিলেন। অনন্তর কবচ গ্রহণ করিয়া রাজাকে শূলাস্ত্রে বধ করিলেন। তখন শতচন্দ্রতুল্য মুখশোভা-সম্পন্ন চন্দ্রবংশ-সমুদ্ভূত মহাবলিষ্ঠ গুণবান্ মৎস্যরাজও নিপতিত হইলেন। নারদ কহিলেন, হে মহাভাগ! নারায়ণ! মৎস্যরাজ যাহা ধারণ করিয়াছেন, সেই শিবকবচ বলুন; আমার শ্রবণ করিতে কৌতূহল হইতেছে। নারায়ণ কহিলেন, হে বিপ্রবর নারদ! সেই সর্ব্বাবয়ব-পরিরক্ষক ব্রহ্মাণ্ডবিজয়নামক শিবকবচ শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ধীমান্ মৎস্যরাজকে সর্ব্বপাপনাশক ষড়ক্ষর মন্ত্র দিয়া দুর্ব্বাসা মুনি এই কবচ দিয়াছেন। এই কবচ শরীরে বিদ্যমান থাকিতে জীবগণের মৃত্যু নাই ও অস্ত্রে শস্ত্রে, জলে ও অগ্নিতে সিদ্ধি হইবে; ইহাতে সংশয় নাই। এই কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া বাণরাজা অবলীলাক্রমে শিবত্ব লাভ করিয়াছেন। নন্দিকেশ্বর ইহা ধারণ করিয়া শিবতুল্য হইয়াছেন। ইহা ধারণ করিয়া বীরভদ্র বীরশ্রেষ্ঠ এবং রাজা হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ স্বয়ং ত্রৈলোক্যবিজয়ী হইয়াছেন এবং ইহা ধারণ ও পাঠ করিয়া দুর্ব্বাসা মুনি জগৎপূজ্য ও সিদ্ধ হইয়াছেন। জৈগীষব্য ইহা পাঠ ও ধারণ করিয়া মহাযোগী এবং বামদেব, চ্যবন, অগস্ত্য ও পুলস্ত্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পূজিত হইয়াছেন। ১০৬—১২০। "ওঁ নমঃ শিবায়" এই মন্ত্র আমার মস্তককে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ শিবায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার নেত্রদ্বয়কে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হুঁ শিবায় নমঃ" এই মন্ত্র আমার নাসিকাকে রক্ষা করুন। "ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার কর্ণকে রক্ষা করুন। "হ্রীঁ শ্রীঁ হূঁ সংহারকর্ত্রে স্বাহা" এই মন্ত্র আমার কর্ণদ্বয়কে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পঞ্চবক্ত্রায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার দন্ত সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ মহেশায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার অধরকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ত্রিনেত্রায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার কেশসমূহকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ ঐঁ মহাদেবায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার বক্ষঃস্থল সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ রুদ্রায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার নাভিদেশকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ ঐঁ শ্রীঁ ঈশ্বরায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার পৃষ্ঠকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ শ্রীঁ ক্লীঁ মৃত্যুঞ্জয়ায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার ভ্রূযুগলকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ঈশানায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার পার্শ্বকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ ঈশ্বরায় স্বাহা" এইমন্ত্র উদরকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁশ্রীঁ ক্লীঁ মৃত্যুঞ্জয়ায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার বাহুযুগলকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ঈশ্বরায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার করদ্বয়কে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ মহেশ্বরায় রুদ্রায়" এই মন্ত্র আমার নিতম্বদেশকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ভূতনাথায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার পাদযুগলকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ সর্ব্বেশ্বরায় সর্ব্বায় স্বাহা" এই মন্ত্র আমার সর্ব্বাবয়ব রক্ষা করুন। ভূতেশ আমার পূর্ব্বদিকে, শঙ্কর আমায় অগ্নিকোণে, রুদ্র আমার দক্ষিণ দিকে ও নৈঋতকোণে স্থাণু আমাকে রক্ষা করুন। পশ্চিম দিকে খণ্ডপরশু, বায়ুকোণে চন্দ্রশেখর, উত্তর দিকে গিরিশ ও ঈশানকোণে স্বয়ং ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন, ঊর্দ্ধভাগে মৃড়, অধোভাগে স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়, সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন; ভক্তবৎসল পিণাকী একান্তভক্ত আমাকে জলে, স্থলে অন্তরীক্ষে, স্বপ্ন ও জাগরণঅবস্থায় সর্ব্বদা প্রীতিপূর্ব্বক রক্ষা করুন। বৎস নারদ! এই তোমাকে পরম অদ্ভুত কবচ কহিলাম। এই কবচ দশলক্ষবার জপ করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হয়। যদি লোক এই কবচে সিদ্ধি লাভ করে, সে নিশ্চয়ই শিবতুল্য হয়। তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ আমি ইহা কহিলাম; এই কবচ কাহারও নিকট বলিবে না। এই অতি গোপনীয় অতিদুর্লভ কবচ—কাণ্বশাখায় উক্ত আছে। সহস্র অশ্বমেধ ও শতরাজসূয় যজ্ঞ এই কবচের ষোড়শাংশের

একাংশের যোগ্য নহে। এই কবচের প্রসাদে মানব জীবন্মুক্ত, সর্ব্বজ্ঞ, সকলসিদ্ধির ঈশ্বর এবং নিশ্চয়ই মনের ন্যায় গমনশীল হয়। যে এই কবচ না জানিয়া প্রভু শঙ্করকে ভজনা করে, তাহার শিবমন্ত্র কোটিবার জপ করিলেও সিদ্ধিপ্রদ হয় না। ১২১—১৩৯।

গণেশখণ্ডে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন মৎস্যরাজ যুদ্ধে নিপতিত হইলে, যুদ্ধনিপুণ রাজা কার্ত্তবীর্য্য, যুদ্ধশাস্ত্রে পটু বৃহদ্বল, সোমদত্ত, বিদর্ভ, মিথিলেশ্বর, নিষধাধিপতি ও মগধাধিপতি; এই সকল রাজেন্দ্রগণকে প্রেরণ করিলেন। হে নারদ! ঐ সকল মহারথগণ, পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিতে তিন অক্ষৌহিণী সেনার সহিত রণস্থলে আগমন করিলেন। তখন পরশু-রামের তীক্ষ্ণাস্ত্রধারী বীরভ্রাতৃগণ, রণস্থলে অস্ত্রদ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। সেই বীর-গণও শরজাল বিস্তার ও দিব্যাস্ত্রদ্বারা যত্নসহকারে পরশুরামের ভ্রাতৃগণকে এক এক করিয়া নিবারণ করি-লেন। তখন সেই প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা-তুল্য তেজস্বী পরশুরাম, ভ্রাতৃগণকে পরাজিত দেখিয়া হস্তে পিণাক-ধারণপূর্ব্বক শীঘ্র যুদ্ধস্থলে আগমন করিলেন। মহাবল পরশুরাম নাগপাশ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ অস্ত্র, মহা-বল সোমদত্ত গরুড়াস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিলেন। পরশু-রাম, মহাদেবের শূলে সোমদত্তকে, গদাদ্বারা বৃহদ্বলকে, মুষ্টিপ্রহারে বিদর্ভকে, মুদ্গর দ্বারা মিথিলাধিপতিকে, শক্তিনিক্ষেপে নিষধাধিপতিকে, চরণাঘাতে মগধ-পতিকে ও অস্ত্রজালে অন্যান্য সৈন্যগণকে বিনাশ করি-লেন। মহাবল পরশুরাম, সংহার-বহ্নির ন্যায় রণস্থলে নিখিল রাজগণকে নিধন করিয়া কার্ত্তবীর্য্যের প্রতি ধাবিত হইলেন। মহারথ রাজগণ তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আসিতে দেখিয়া কার্ত্তবীর্য্যকে নিবারণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। তন্মধ্যে কান্যকুব্জ, সৌরাষ্ট্র, রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, সৌহ্ম, বঙ্গীয়, মহারাষ্ট্র; কতিপয় গুর্জ্জরজাতীয় এবং কলিঙ্গ প্রভৃতি শত শত রাজগণ তাঁহাকে শরজাল দ্বারা আচ্ছাদিত করিলেন। পরশুরামও সে সকল ছেদন করিয়া হিমমুক্ত ভাস্করের ন্যায় শোভমান হই-লেন। এইরূপে পরশুরাম রণক্ষেত্রে তাঁহাদিগের সহিত দিনত্রয় যুদ্ধ করত কুঠারাস্ত্রে তাহাদিগের দ্বাদশা ক্ষৌহিণী সেনা বিনাশ করিলেন। ১—১৫। তিনি খড়্গদ্বারা অবলীলাক্রমে কদলীস্তম্ভবৎ সেনাগণকে নিধন করিয়া শিবদত্ত শূলদ্বারা রাজগণকে নিহত করিলেন। অনন্তর সূর্য্যবংশোদ্ভব রাজা সুচন্দ্র, রণ-মধ্যে তাহাদিগকে গতাসু দেখিয়া, লক্ষ নৃপতিগণে পরিবৃত হইয়া, দ্বাদশ অক্ষৌহিণী সেনার সহিত রণ-ক্ষেত্রে সিংহ যেরূপ সিংহের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ ক্রোধভরে পরশুরামের প্রতি ধাবিত হইলেন। অতঃপর মহাবলী ভার্গব, শিব-শূলদ্বারা লক্ষ নৃপতিকে নিহত করিয়া কুঠারদ্বারা দ্বাদশাক্ষৌহিণী সেনা নিপাত করিলেন। এইরূপে বলশালী ভৃগুনন্দন সেনাগণকে নিহত করিয়া নরপতি সুচন্দ্রের সহিত স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি নাগাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন নৃপবর সুচন্দ্র, গরুড়াস্ত্রদ্বারা নাগপাশ ছেদন করত রণস্থলে ভৃগুনন্দকে বারংবার উপহাস করিলেন। তখন ভার্গব রণস্থলে নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; শতসূর্য্যসদৃশ প্রভাশালী ঐ অস্ত্র সুচন্দ্রকে নিধন করিতে ধাবিত হইল। নৃপশার্দ্দূল, নারায়ণাস্ত্রকে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবরোহণ-পূর্ব্বক অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গলময় নারায়ণকে স্তব করিয়া প্রণাম করিলেন। তখন ঐ ভগবানের প্রধান অস্ত্র, সুচন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া নারায়ণসমীপে গমন করিল। তাহাতে পরশুরাম বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন তিনি রাজবিনাশবাসনায় ক্রোধভরে শক্তি, মুষল, তোমর পট্টিশ, গদা ও পরশু নিক্ষেপ করি-লেন। ভগবতী কালী সুচন্দ্রের রথে অবস্থিতা হইয়া সেই সকল অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পরশুরাম শিব-দত্ত শূল নিক্ষেপ করিলেন, তাহাও বিফল হইল। তখন পরশুরাম, মুণ্ডমালাধারিণী বিকটবদনা ভয়ঙ্করী জগজ্জননী ভদ্রকালীকে সম্মুখে দেখিলেন। তিনি দেখিয়াই অস্ত্রশস্ত্র পিণাক পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিযোগে অবনত-কন্ধর হইয়া সেই মহামায়াকে স্তব করিতে লাগিলেন। পরশুরাম কহিলেন;—তুমি শঙ্করের প্রেয়সী, তোমায় নমস্কার; তুমি সারা, তোমায় বারং-বার নমস্কার; তুমি দুর্গতিনাশিনী, তোমায় নমস্কার; তুমি মায়া, তোমায় বারংবার নমস্কার; তুমি জগদ্ধাত্রী, তোমায় নমস্কার; তুমি জগৎকর্ত্রী, তোমায় নমস্কার; তুমি জগতের মাতা, তোমায় নমস্কার; তুমি কারণ-স্বরূপা, তোমায় নমস্কার। হে জগজ্জননি! হে সৃষ্টি-সংহারকারিণি! প্রসন্না হও; আমি তোমার চরণে শরণাগত; আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর। ১৬—৩১। মাতঃ! তুমি বিমুখ হইলে আমাকে রক্ষা করিতে কে সমর্থ হইবে? শুভে! ভক্তবৎসলে! আমি তোমার

ভক্ত, আমার প্রতি প্রসন্না হও; পূর্ব্বে শিবলোকে তোমরাই আমাকে বর দিয়াছিলে। হে বরাননে! সেই বর সফল করা তোমার উচিত হইতেছে। দেবী অম্বিকা, পরশুরামের স্তব শ্রবণ করিয়া প্রসন্না হইলেন ও 'ভয় নাই' এই কথা বলিয়া তথায় অন্তর্হিতা হইলেন। যে ব্যক্তি, সংযত হইয়া এই পরশুরাম-কৃত কালীস্তব পাঠ করে, সে অনায়াসে মহাভয় হইতে সমুত্তীর্ণ হয় এবং ত্রিলোকমধ্যে পূজিত, ত্রিলোকবিজয়ী, শত্রুপক্ষবিমর্দ্দক ও জ্ঞাতিবর্গপ্রধান হয়। ৩২—৩৬।

গণেশখণ্ডে পরশুরামকৃত কালীস্তোত্র সমাপ্ত।

এই সময়ে ব্রহ্মা আগমন করিয়া ধার্ম্মিকপ্রবর পরশু-রামকে গোপনীয় বিষয় কহিতে লাগিলেন;—হে রাম! তুমি প্রতিজ্ঞা সার্থক করিবার কারণ সুচন্দ্র-বিজয়ের নিদানভূত পূর্ব্ব রহস্য শ্রবণ কর। পূর্ব্বে দুর্ব্বাসা মুনি সুচন্দ্রকেই দশাক্ষরী মহাবিদ্যা ও ভদ্রকালীর অতি দুর্লভ কবচ দিয়াছিলেন; দেব-গণেরও দুর্লভ সর্ব্বশত্রুসংহারক ঐ ভদ্রকালীকবচ উহার গলদেশে আছে। উহা অতি পূজ্য, প্রশস্ত ও ত্রিলোকবিজয়ের কারণ; ঐ কবচ থাকিতে ভূতলে কোন ব্যক্তি সুচন্দ্রকে জয় করিতে সমর্থ নহে। ভৃগুনন্দন! তুমি ভিক্ষার্থ যাও; রাজার নিকটে কবচ প্রার্থনা কর; রাজা সুচন্দ্র সূর্য্যবংশীয়, দাতা ও পরম ধার্ম্মিক; উনি প্রার্থিত হইলে কবচ ও মন্ত্র কি প্রাণ পর্য্যন্ত সকলই নিশ্চয় দান করিবেন। হে নারদ! তখন পরশুরাম, সন্ন্যাসিবেশে সুচন্দ্র রাজার সমীপে গমন করিয়া অত্যদ্ভুত কবচ ও মন্ত্র প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনামাত্রেই রাজা সুচন্দ্র সমাদরপূর্ব্বক কবচ ও মন্ত্র প্রদান করিলেন। অনন্তর পরশুরাম সেই রাজাকেই শিবদত্ত শূলাস্ত্রে নিধন করিলেন। ৩৭—৪৫।

গণেশখণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে নাথ সর্ব্বজ্ঞ! এক্ষণে আপনার নিকট হইতে ভদ্রকালীর সেই দশাক্ষরী বিদ্যা ও কবচ শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। নারায়ণ কহিলেন;—হে নারদ! দশাক্ষরী মহা-বিদ্যা এবং ত্রিলোক দুর্লভ অতি গোপনীয় সেই কবচ কহিতেছি, শ্রবণ কর। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ কালিকায়ৈ স্বাহা; এই দশাক্ষর মহামন্ত্র পূর্ব্বে পুষ্করতীর্থে সূর্য্যগ্রহণসময়ে দুর্ব্বাসা মুনি রাজা সুচন্দ্রকে দিয়াছিলেন। তৎকালে রাজা, দশ লক্ষ বার জপ করিয়া মন্ত্র সিদ্ধি ও পঞ্চ লক্ষ বার জপ করিয়া ঐ কবচ সিদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি সিদ্ধকবচ হইয়া অযোধ্যায় আগমন করেন ও কবচের প্রসাদে সমগ্রা পৃথিবী পরাজয় করেন। নারদ কহিলেন, হে প্রভো! ত্রিলোক-দুর্লভ দশাক্ষরী বিদ্যা শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে কবচ শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি, তাহা আমাকে বলুন। নারায়ণ কহিলেন হে নারদ! সেই অত্যাশ্চর্য রাজেন্দ্রগৃহীত কবচ কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে নারায়ণ ঘোর ত্রিপুরবধে শিবের জয়-লাভার্থ কৃপাবশতঃ শিবকে ইহা দিয়াছিলেন; শিব দুর্ব্বাসা মুনিকে দিয়াছিলেন ও দুর্ব্বাসা মহাত্মা সুচন্দ্রকে দিয়াছিলেন। উহার তত্ত্ব সকল অতি গুহ্যতর। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ কালিকায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার মস্তককে রক্ষা করুন। ক্লীঁ, এই মন্ত্র আমার কপালকে এবং হ্রীঁ হ্রাঁ হ্রীঁ এই মন্ত্র আমার লোচনদ্বয়কে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ ত্রিলোচনে স্বাহা' এই মন্ত্র আমার নাসিকাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ক্রীঁ কালিকে রক্ষ রক্ষ স্বাহা, এই মন্ত্র সর্ব্বদা দন্তকে রক্ষা করুন। ১—১১। দ্রীঁ ভদ্রকালিকে স্বাহা, এই মন্ত্র আমার অধরদ্বয়কে রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কালিকায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার কণ্ঠ রক্ষা করুন।" ওঁ হ্রীঁ কালিকায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র সর্ব্বদা কর্ণযুগল রক্ষা করুন। "ওঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ কাল্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার স্কন্ধ রক্ষা করুন, "ওঁ ক্রীঁ ভদ্রকাল্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র আমার বক্ষঃ-স্থলকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ ক্রীঁ কালিকায়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্র আমার নাভিকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন! "ওঁ হ্রীঁ কালিকায়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্র আমার পৃষ্ঠদেশকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "রক্তবীজবিনাশিন্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র হস্তদ্বয়কে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মুণ্ডমালিন্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র চরণদ্বয়কে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। "ওঁ হ্রীঁ চামুণ্ডায়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্র আমার সকল অঙ্গ সকল সময়ে রক্ষা করুন। পূর্ব্বদিকে মহাকালী অগ্নিকোণে রক্তদন্তিকা, দক্ষিণদিকে চামুণ্ডা ও নৈঋতকোণে কালিকা, পশ্চিমদিকে শ্যামা, বায়ুকোণে চণ্ডিকা, উত্তরদিকে বিকটাস্যা ও ঈশানকোণে অট্টহাসিনী আমাকে রক্ষা করুন। ঊর্দ্ধভাগে লোলজিহ্বা, অধো-ভাগে সেই আদ্যা মায়া, জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে, বিশ্বজননী আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। হে বৎস

নারদ! এই সকল মন্ত্র হইতে নির্ম্মিত, সকল কবচের সারভূত পরাৎপর এই কবচ তোমাকে কহিলাম। রাজা সুচন্দ্র ইহার প্রসাদে সপ্তদ্বীপাধিপতি ও এই কবচের প্রসাদে মান্ধাতা পৃথিবীপতি হইয়াছিলেন। এই কবচ হইতেই প্রচেতা ও লোমশ সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং এই কবচ হইতেই সৌভরি ও পিপ্পলায়ন যোগিগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। লোক যদি এই কবচে সিদ্ধ হয়, তবে সে সকল সিদ্ধেরই অধিপতি হয়; সর্ব্বপ্রকার মহাদান তপস্যা ও ব্রত সকল নিশ্চয়ই এই কবচের ষোড়শাংশের উপযুক্ত নহে। এই কবচ না জানিয়া যে ব্যক্তি জগজ্জননী কালীকে ভজনা করে, তাহার মন্ত্র কোটিবার জপ করিলেও ফলপ্রদ হয় না। ১২—২৪।

গণেশখণ্ডে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ নারদ! রাজকুলচূড়ামণি সুচন্দ্র নিপতিত হইলে পর সূর্য্যবংশসম্ভূত মহালক্ষ্মীর উপাসক সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী শ্রীমান্ মহান্ সুচন্দ্রের পুত্র পুষ্করাক্ষ, তিন অক্ষৌহিণী সেনার সহিত রণস্থলে আগমন করিলেন। তাঁহার গলদেশে মনোহর মহালক্ষ্মীকবচ থাকায় তিনি পরমৈশ্বর্য্যশালী ও ত্রিলোকবিজয়ী হইয়াছিলেন। ধীমান্ পরশুরামের সকল ভ্রাতৃগণ, নানা অস্ত্রশস্ত্র হস্তে ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ আগমন করিলেন। নৃপবর পুষ্করাক্ষ তাঁহাদিগকে অবলীলাক্রমে শরজালে আচ্ছন্ন করিলেন। সেই বীরগণও অনায়াসে তাঁহার শরজাল ছেদন করিলেন। সেই বীরগণ, পাঁচ বাণে রাজার রথ, পাঁচ বাণে সারথি ও দশ বাণে রথের অশ্বসকল ছেদন করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণগণ, সপ্তবাণে তাঁহার ধনু, পাঁচবাণে তূণ ও শিবদত্ত শূলে তাঁহার ভ্রাতৃবর্গকে ছেদন করিলেন। সেই বীরগণ অনায়াসে পুষ্করাক্ষের তিন অক্ষৌহিণী সেনা নিধন করিয়া তাঁহার বিনাশার্থ শিবদত্ত শূলাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই শূল রাজার গলদেশে পদ্মের মালা হইল। তখন বিপ্রগণ ক্রোধে অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া গদা, মুদ্গর, শক্তি, পরিঘ, ভূশুণ্ডি নিক্ষেপ করিলেন। ঐ অস্ত্র সকল রাজার দেহসংযোগে চূর্ণ হইল। হে মহামুনে নারদ! তদ্দৃষ্টে ভার্গবের ভ্রাতৃসকল বিস্মিত হইলেন। সেই ক্ষণে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, রথ ধনু বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও সেনা স্বয়ং প্রেরণ করিলেন। হে নারদ! মহাবল রাজা পুষ্করাক্ষ ঐ রথে আরোহণপূর্ব্বক অতি ঘোরতর শরজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। অস্ত্রধারী সেই বীরগণ ঐ শরজাল নিবারণ করিতে লাগিলেন রাজা প্রস্বাপনাস্ত্রে উঁহাদিগকে নিদ্রায় অভিভূত করিলেন। ১—১৩। মহাবল পরশুরাম, ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ সেই ভ্রাতৃগণকে নিদ্রিত দেখিয়া যোগবলে প্রবোধিত করিলেন। অনন্তর তিনি তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া স্বয়ং রণস্থলে গমন করিলেন; ও পুষ্করাক্ষের বধবাসনায় ক্রোধভরে শীঘ্র কুঠার নিক্ষেপ করিলেন। ঐ কুঠার রাজার কিরীট ছেদন করিয়া ভূমিতে পতিত হইলে, মহাবল পরশুরাম তাহা শীঘ্র গ্রহণ করিলেন ও শিবদত্ত শূল মন্ত্রপূত করিয়া ক্ষেপণ করিলেন। উহা রাজার কুণ্ডল ছেদন করিয়া শিব-সমীপে গমন করিল। পুষ্করাক্ষ, পরশুরাম-নিধনার্থ শরজাল বিস্তার করিলেন। পরশুরাম উহা অবলীলাক্রমে ছেদন করিলেন। ক্রমে রাজা বিবিধ অস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। শস্ত্রিগণাগ্রগণ্য ভার্গব, ঐসকল অস্ত্র ক্রমে ক্রমে ছেদন করিলেন ও বিশেষ সন্ধানসহকারে নানা অস্ত্র ক্ষেপণ করিলেন। মহারাজ, সন্ধানবলে সহজেই ঐ সকল অস্ত্র ছেদন করিলেন। তখন পরশুরাম মন্ত্রপূত করিয়া সন্ধানপূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ সন্ধানবলে সহজেই ঐ ব্রহ্মাস্ত্রকে নির্ব্বাপিত করিলেন। পরে পরশুরাম পাশুপত অস্ত্র ভিন্ন সকল অস্ত্র শস্ত্র তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু রাজা পুষ্করাক্ষ রোষভরে সে সমস্তই অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিলেন। হে মুনে! সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ব্যর্থ হইল দেখিয়া ভার্গব স্নানান্তে শিবকে প্রণাম করিয়া পাশুপত অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে সমুদ্যত হইলে পর, ভগবান্ নারায়ণ ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন; হে বৎস ভার্গব! তুমি জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য হইয়াও ক্রোধভরে সামান্য মনুষ্যকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ভ্রান্ত হইয়া পাশুপত অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছ? সর্ব্ব-সংহারক ঐ পাশুপাত অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে এক ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত এই বিশ্ব অচিরাৎ ভস্ম হইবে; কেবল আমিই পাশুপত ও সর্ব্বাস্ত্রবিমর্দ্দক সুদর্শনকে নিবারণ করিতে সমর্থ; পশুপতির পাশুপত ও শ্রীহরির সুদর্শন, এই উভয় অস্ত্রই ত্রিজগতে সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে প্রধান। হে ব্রহ্মন্! অতএব পাশুপত অস্ত্র পরিত্যাগ না করিয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। যে যে উপায়ে মহাবলপরাক্রান্ত পুষ্করাক্ষ ও দুর্জ্জয় কার্ত্তবীর্য্যকে জয় করিতে পারিবে, সেই সকল উপায় কহিতেছি;

অবহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ কর। ঐ পুষ্করাক্ষ, ত্রিলোক-দুর্লভ মহালক্ষ্মীকবচ ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি কণ্ঠে ধারণ করিয়াছে এবং উহার পুত্রও দুর্গতিনাশিনী দুর্গার অত্যদ্ভুত কবচ দক্ষিণহস্তে ভক্তিসহকারে ধারণ করিয়াছে। ঐ কবচপ্রসাদে পিতা পুত্র, উভয়েই বিশ্ববিজয় করিতে সমর্থ। ঐ কবচ দেহে বিদ্যমান থাকিতে ত্রিভুবনে এমন কেহই নাই যে, উহাদিগকে পরাজিত করে। হে মুনে ভার্গব! আমি সেই কবচ ভিক্ষা করিবার নিমিত্ত উহাদিগের নিকট গমন করিয়া তোমার প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ ঐ কবচ ভিক্ষা করিব। ১৪—৩৩। তখন পরশুরাম, ব্রাহ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীত হইলেন ও দুঃখিতহৃদয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কহিলেন, হে ধীমন্! ব্রাহ্মণবেশধারী আপনি কে, তাহা আমি জানি না; অতএব সত্বর এই অজ্ঞকে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া রাজা পুষ্করাক্ষের নিকট গমন করুন। তখন সেই ব্রাহ্মণবেশধারী বিষ্ণু, পরশুরামের বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করত "আমি বিষ্ণু" এইমাত্র প্রত্যুত্তর দিয়া কবচভিক্ষার্থ তাহাদিগের নিকট গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের নিকট কবচ ভিক্ষা করিবামাত্র উভয়েই বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কবচ প্রদান করিল। তখন ভগবান্ বিষ্ণু, কবচদ্বয় গ্রহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। নারদ কহিলেন, হে মুনিবর! রাজা পুষ্করাক্ষকে ঐ মহালক্ষ্মীর কবচ কে প্রদান করিয়াছিলেন? এবং উহার পুত্রকেই বা কে দুর্গতিনাশিনী দুর্গার দুর্লভ কবচ প্রদান করিয়াছিলেন? এবং উভয়ের কবচ কি প্রকার? কবচের ফল কি? এবং ঐ কবচের মন্ত্রই বা কি? তাহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল হইতেছে; অতএব হে জগদ্গুরো! আপনি তৎসমস্ত বর্ণন করুন। ৩৪—৩৯। নারায়ণ কহিলেন, পূর্ব্বে সনৎকুমার মহালক্ষ্মীর দশাক্ষরমন্ত্র, কবচ, গোপ্য স্তব, ইহার পূর্ব্বোক্ত মাহাত্ম্য, সামবেদোক্ত ধ্যান ও মনোহর পূজাবিধি ধীমান্ পুষ্করাক্ষকে প্রদান করেন এবং পূর্ব্বে দুর্ব্বাসা দুর্গার কবচ, গোপ্য স্তব ও দশাক্ষর মন্ত্র পুষ্করাক্ষের পুত্রকে প্রদান করেন। দেবী দুর্গার অদ্ভুত যে সকল কবচাদি পরে শ্রবণ করিবে। ঘোরতর যুদ্ধারম্ভকালে বিষ্ণুর প্রার্থনানুসারে যাহা প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই মহালক্ষ্মীর মন্ত্রাদি এক্ষণে তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর; ওঁ শ্রীঁ কমলবাসিন্যৈ স্বাহা, এই অত্যদ্ভুত মহালক্ষ্মীর মন্ত্র; হে নারদ! সনৎকুমার সেই ধীমান্ পুষ্করাক্ষকে সামবেদোক্ত ধ্যান ও যে পূজাবিধি দিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। যে সাধ্বী পদ্মনাভ-বিষ্ণুর প্রেয়সী, সহস্রদলপদ্মে অবস্থিতা পদ্মালয়া; যাঁহার বদন পদ্মের ন্যায় সুন্দর ও লোচন পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল; পদ্মপুষ্প যাঁহার প্রিয়; যিনি পদ্মপুষ্পের শয্যায় শয়ন করেন ও স্বয়ং পদ্মিনী; যাঁহার হস্তে পদ্ম; গলদেশে পদ্মমালা; যিনি ভূষণে বিভূষিতা হইয়া পদ্মের শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন ও সর্ব্বদা পদ্মকানন অবলোকন করিতেছেন; সেই সহাস্যবদনা মহালক্ষ্মীকে সানন্দে ভজনা করি। ৪০—৪১। সাধক ব্যক্তি এইরূপ ধ্যান করিয়া—ইহার পারিষদগণকে পূজা করত ষোড়শ উপচার প্রদানপূর্ব্বক সচন্দন অষ্টদলপদ্মে ঐ দেবীকে পদ্মপুষ্পদ্বারা পূজা করিবে; পরে স্তব করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিবে। হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে তোমাকে সর্ব্বসারভূত পরমশুভজনক মহালক্ষ্মীকবচ কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে বিপ্রবর! পদ্মনাভ, নিজ নাভি পদ্মস্থিত ব্রহ্মাকে এই কবচ দিয়াছিলেন। ব্রহ্মা উহা পাইয়া তাঁহার নাভিপদ্মে অবস্থিতি করতই জগৎ সৃজন করিয়াছেন। তিনি পদ্মালয়ার প্রসাদেই লক্ষ্মীযুক্ত হইয়াছেন। পদ্মযোনি পদ্মালয়ার বরেই জগতের প্রভু হইয়াছেন ও পাদ্মকল্পে স্বীয় প্রিয় পুত্র ধীমান্ সনৎকুমারকে তিনি এই অত্যদ্ভুত কবচ প্রদান করেন। হে নারদ! সনৎকুমারও পুষ্করাক্ষকে ইহা ধারণ ও পাঠ করিয়া সর্ব্বসিদ্ধেশ্বর পরমৈশ্বর্য্যশালী, সর্ব্বসম্পত্তিসংযুত ও প্রভু হইয়াছেন। ইহা ধারণ করিয়া ধনাধিপ কুবের ধনাধ্যক্ষ হইয়াছেন। ইহা পাঠ ও ধারণ করিয়া স্বায়ম্ভুব মনু শ্রীমান্ হইয়াছেন। হে নারদ! এই কবচ ধারণ ও পাঠে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ লক্ষ্মীযুক্ত হইয়াছিলেন ও ইহা ধারণ করিয়া পৃথু সদাই পৃথিবীশ্বর হইয়াছিলেন। এই কবচপ্রসাদে দক্ষ স্বয়ং প্রজাপতি হইয়াছেন। এই কবচপ্রসাদে ধর্ম্ম, কর্ম্মের সাক্ষী ও রক্ষক হইয়াছেন। ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ বিষ্ণু এই কবচ দক্ষিণবাহুতে ধারণ করেন। নারায়ণের অংশভূত অনন্ত ভক্তিপূর্ব্বক ইহা কণ্ঠে ধারণ করেন। প্রজাপতি কশ্যপ এই কবচ ধারণ করিয়া ভগবান্ বামনকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ইহা ধারণ করিয়া সমস্ত দেবগণের অধিপতি হইয়াছেন। ভগবান্ মরুত্ত ইহা ধারণ করিয়া রাজা ও শ্রীমান্ নহুষ ত্রৈলোক্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। খট্টাঙ্গ ইহা পঠন ও ধারণ করিয়া বিশ্বসংসার জয় করিয়াছিলেন। মান্ধাতার পুত্র মুচকুন্দ

এই কবচবলে শ্রীমান্ ও মহান্ হইয়াছিলেন। সর্ব্বসম্পৎপ্রদ সেই এই কবচের ঋষি প্রজাপতি, ছন্দঃ বৃহতী, দেবী স্বয়ং পদ্মালয়া ও ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গবিষয়ে বিনিয়োগ প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। পরমাদ্ভুত এই কবচ পুণ্যবান্‌দিগের পুণ্যপ্রদ। ৫০—৬৫। "ওঁ হ্রীঁ কমলবাসিন্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র আমার মস্তক রক্ষা করুন। "শ্রীঁ" এই মন্ত্র আমার কপাল রক্ষা করুন। "শ্রীঁ শ্রিয়ৈ নমঃ" এই মন্ত্র আমার নয়নযুগল রক্ষা করুন। "ওঁ শ্রীঁ শ্রিয়ৈ স্বাহা" এই মন্ত্র আমার কর্ণযুগল সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ মহালক্ষ্মৈ স্বাহা" এই মন্ত্র আমার নাসিকাকে রক্ষা করুন। ওঁ শ্রীঁ পদ্মালয়ায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার দন্তকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ শ্রীঁ কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ, এই মন্ত্র আমার দন্তরন্ধ্র সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ শ্রীঁ নারায়ণেশায়ৈ, এই মন্ত্র আমার কণ্ঠকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ শ্রী কেশবকান্তায়ৈ, এই মন্ত্র আমার স্কন্ধকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ শ্রীঁ পদ্মনিবাসিন্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার নাভি রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সংসারমাত্রে, এই মন্ত্র আমার সর্ব্বদা বক্ষঃস্থল রক্ষা করুন। ওঁ শ্রীঁ শ্রীঁ কৃষ্ণকান্তায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রিয়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র সতত আমার হস্তদ্বয়কে রক্ষা করুন। শ্রীঁ শ্রীঁ নিবাসকান্তায়ৈ, এই মন্ত্র সতত আমার চরণদ্বয় রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ শ্রিয়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র সতত আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন। মহালক্ষ্মী আমার পূর্ব্বদিকে, কমলালয়া আমার অগ্নিকোণে, পদ্মা আমার দক্ষিণদিকে, শ্রীহরিপ্রিয়া আমার নৈঋ‌র্ত্তে, পদ্মালয়া আমার পশ্চিমে, স্বয়ং লক্ষ্মী আমার বায়ুকোণে, কমলা আমার উত্তরদিকে, সিন্ধুকন্যা আমার ঈশানকোণে, নারায়ণেশী আমার উর্দ্ধদিকে, বিষ্ণুপ্রিয়া আমার অধোদিকে এবং বিষ্ণুপ্রাণাধিকা সতত আমার সকলদিকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষাবিধান করুন। ৬৬—৭৫। বৎস নারদ! সর্ব্বমন্ত্রাত্মক সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদ পরমাদ্ভুত এই মহালক্ষ্মীকবচ তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিলাম। ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা সুমেরুতুল্য সুবর্ণপর্ব্বত ব্রাহ্মণকে দান করিলে যে ফল লাভ করেন, এই কবচপাঠে ততোধিক ফললাভ হয়। যে ব্যক্তি যথাবিধি গুরুকে অর্চ্চনা করিয়া কণ্ঠে বা দক্ষিণ হস্তে এই কবচ ধারণ করেন, তিনি প্রতিজন্মেই ঐশ্বর্য্যশালী হন; শতপুরুষপর্য্যন্ত লক্ষ্মী তাঁহার গৃহে অচলা হইয়া থাকেন। বহুতর দেবেন্দ্র এবং অসুরেন্দ্রও তাঁহাকে নিশ্চয় বিনাশ করিতে পারেন না। যাঁহার গলদেশে এই কবচ বিদ্যমান থাকে, তিনি ধীমান, পুণ্যবান্ ও সর্ব্ববিধ যজ্ঞের ফল ও সকল তীর্থের স্নানফল লাভ করেন। লোভ, মোহ কিম্বা ভয়ের বশীভূত হইয়া এই কবচ সাধারণকে প্রদান করিবে না; কেবল গুরুভক্ত ও শরণাগত শিষ্যকে প্রদান করিবে। যিনি এই কবচ না জানিয়া জগৎপ্রসবিনী মহালক্ষ্মীকে ভজনা করেন, কোটিসংখ্যক জপ করিলেও কখনও তাঁহার মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। ৭৬—৮২।

গণেশখণ্ডে অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি মনোহর লক্ষ্মীকবচ কহিলেন; প্রভো! এক্ষণে দুর্গতিনাশিনী, দুর্গার সেই কবচ বলুন; যাহা পদ্মাক্ষের প্রাণতুল্য প্রিয়, জীবনস্বরূপ সকল কবচের সার ও দুর্গারাধনার কারণ। নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! মঙ্গলজনক দুর্গাকবচ কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই কবচ পূর্ব্বে গোলোকধামে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে দিয়াছিলেন; ত্রিপুরাসুরের যুদ্ধকালে ব্রহ্মা মহাদেবকে দিয়াছিলেন; মহাদেব ভক্তিপূর্ব্বক উহা ধারণ করিয়া ত্রিপুরাসুরকে বধ করেন। মহাদেব গৌতমকে, গৌতম পদ্মাক্ষকে ঐ কবচ প্রদান করিয়াছেন। পদ্মাক্ষ ঐ কবচ হইতেই সপ্তদ্বীপাধিপতি ও বিজয়ী হইয়াছেন ব্রহ্মা ঐ কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া ভুবনে জ্ঞানী ও শক্তিমান্ হইয়াছেন। মহাদেব ঐ কবচ হইতেই সর্ব্বজ্ঞ ও যোগিগণের গুরু হইয়াছেন। মুনিবর গৌতমও শিবতুল্য হইয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডবিজয়াখ্য এই কবচের ঋষি প্রজাপতি, ছন্দ গায়ত্রী, দেবতা দুর্গা, ব্রহ্মাণ্ডজিয়ার্থই ইহার প্রয়োগ কীর্ত্তিত হইয়াছে এই অত্যাশ্চর্য্য কবচ মহৎদিগের পুণ্যতীর্থস্বরূপ। ওঁ হ্রীঁ দুর্গতিনাশিন্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার মস্তককে রক্ষা করুন। হ্রীঁ এই মন্ত্র কপালকে, ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্র নয়নদ্বয়কে রক্ষা করুন। ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ, এই মন্ত্র আমার কর্ণদ্বয়কে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ, এই মন্ত্র সর্ব্বদা সর্ব্বদিকে আমার নাসিকা রক্ষা করুন। শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ এই মন্ত্র দন্তসকলকে এবং ক্লীঁ এই মন্ত্র ওষ্ঠদ্বয় রক্ষা করুন। ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ কণ্ঠকে এবং দুর্গে রক্ষতু এই মন্ত্র গণ্ডস্থলকে রক্ষা করুন। দুর্গবিনাশিন্যৈ স্বাহা, এই মন্ত্র নিরন্তর স্কন্ধকে রক্ষা করুন। বিপদ্বিনাশিন্যৈ স্বাহা এই মন্ত্র সর্ব্বতোভাবে আমার বক্ষঃস্থল রক্ষা করুন। দুর্গে দুর্গে

রক্ষণি স্বাহা, এই মন্ত্র সর্ব্বদা আমার নাভিদেশ রক্ষা করুন। দুর্গে দুর্গে রক্ষ রক্ষ, এই মন্ত্র আমার পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র হস্ত ও পাদদ্বয়কে সর্ব্বদা রক্ষা করুন। শ্রীঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র আমার সকল অঙ্গ সর্ব্বদা রক্ষা করুন। পূর্ব্বদিকে মহামায়া, অগ্নিকোণে কালিকা, দক্ষিণদিকে দক্ষকন্যা, নৈর্ঋতকোণে শিবসুন্দরী, পশ্চিমদিকে পার্ব্বতী, বরুণকোণে বারাহী, উত্তরদিকে কুবেরমাতা এবং ঈশানকোণে ঈশানী, সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন। ঊর্দ্ধভাগে নারায়ণী, অধোভাগে অম্বিকা, জাগ্রদবস্থায় জ্ঞানদায়িনী ও শরণাবস্থায় নিদ্রা সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করুন। ১—১৭। হে বৎস নারদ! এই তোমাকে সর্ব্বমন্ত্র হইতে নির্ম্মিত ব্রহ্মাণ্ডবিজয়নামক অত্যাশ্চর্য্য কবচ কহিলাম। যে ব্যক্তি বস্ত্র, অলঙ্কার ও চন্দনদ্বারা যথাবিধি গুরুদেবকে পূজা করিয়া কণ্ঠে বা দক্ষিণ বাহুতে এই কবচ ধারণ করে, সে সর্ব্বযজ্ঞে ও সর্ব্বতীর্থে স্নাত হয়। মানব সকল উপবাসে যে ফল লাভ করে, ইহাতে সেই ফল প্রাপ্ত হয়। সে ব্যক্তি ত্রিলোক জয় করিয়া সকল শত্রুবিমর্দ্দক হয়। যে কবচ না জানিয়া দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে ভজনা করে, শতলক্ষ বার জপ করিলেও তাহার পক্ষে এই মন্ত্র সিদ্ধিদায়ক হয় না। হে নারদ! এই কাণ্বশাখোক্ত সুন্দর কবচ কহিলাম। এই গোপনীয় ও অতি দুর্লভ কবচ যে কোন ব্যক্তিকে দিবে না। ১৮—২৩।

গণেশখণ্ডে ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন,—ব্রাহ্মণরূপী বৈকুণ্ঠনাথ ঐ দুই কবচ গ্রহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলে, ভৃগুনন্দন পরশুরাম সপুত্র পুষ্করাক্ষকে বধ করিলেন। ঐ সপুত্র রাজা পুষ্করাক্ষ কবচহীন হইয়াও সপ্তাহ যুদ্ধ করিয়া পরে বিপক্ষের যত্ননিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রে নিপতিত হইলেন। পুষ্করাক্ষ নিপতিত হইলে, মহাবীর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দুই লক্ষ অক্ষৌহিণী সৈন্যে পরিবৃত হইয়া উৎকৃষ্ট রত্ন ও পরিচ্ছদসমন্বিত সুবর্ণময় রথে আরোহণপূর্ব্বক স্বয়ং যুদ্ধস্থলে আগমন করিলেন ও তথায় চতুর্দ্দিকে অস্ত্রজাল বিস্তার করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরশুরাম সমরস্থলে রত্নালঙ্কারভূষিত কোটিরাজেন্দ্রগণ-পরিবৃত সেই রাজেন্দ্র কার্ত্তবীর্য্যকে দেখিলেন। তিনি রত্নচ্ছত্রে ও রত্নালঙ্কারে ভূষিত; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দন-চর্চ্চিত; বদনমণ্ডল সহাস্য; উহাতে মনোহরতা পূর্ণ বিরাজমান। রাজাও মুনিবরকে দেখিয়া, রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া, পুনরায় রথে আরোহণপূর্ব্বক রাজগণের সহিত অবস্থান করিলেন। পরশুরামও তাঁহাকে সময়োচিত শুভ আশীর্ব্বাদ করিলেন। হে নারদ! তথায় উভয়পক্ষীয় সেনার যুদ্ধ হইল; কিন্তু পরশুরামের শিষ্যগণ ও মহাবল ভ্রাতৃগণ কার্ত্তবীর্য্যের শরে নিপীড়িত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া পলায়ন করিল। শস্ত্রভৃদগ্রগণ্য পরশুরাম রাজার শরজালবিস্তারে নিজ সৈন্য কি রাজসৈন্য বা আপনি কিছুই দেখিতে পান নাই। তখন তিনি বহ্নিবাণ পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে রণস্থল অগ্নিময় হইল। কার্ত্তবীর্য্য-রাজা বরুণ-অস্ত্রে সহজেই ঐ অস্ত্র নির্ব্বাণ করিলেন। তখন পরশুরাম পর্ব্বতসর্পসমন্বিত গন্ধর্ব্ববাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ তাহাও বায়ব্যাস্ত্রে অবলীলাক্রমে নিবারণ করিলেন। পরশুরাম ভীষণ অনিবার্য্য নাগাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ তাহা গরুড়াস্ত্রদ্বারা অনায়াসে নিবারণ করিলেন। ১—১৩। ভগবান্ ভার্গব, মাহেশ্বরাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, রাজা বৈষ্ণবাস্ত্রে অনায়াসে তাহা নিবারণ করিলেন। হে নারদ! ভার্গব রাজার নিধনার্থ ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপণ করিলেন; কিন্তু উহা ভূপতির ব্রহ্মাস্ত্রে রণস্থলে নির্ব্বাপিত হইল। পরে রাজা দত্তাত্রেয়ের প্রদত্ত অব্যর্থ শূলাস্ত্র পরশুরামের বধবাসনায় মন্ত্রপাঠপুরঃসর গ্রহণ করিলেন। তখন পরশুরাম, শতসূর্য্যসদৃশ প্রভাশালী প্রলয়-বহ্নির শিখার মত উদ্ভূত ও দেবতাগণেরও দুর্নিবার্য্য ঐ শূলাস্ত্র দর্শন করিলেন। হে নারদ! তখন ঐ শূল, পরশুরামের উপরি নিপতিত হইল, তাহাতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া হরি স্মরণ করিতে করিতে নিপতিত হইলেন। পরশুরাম নিপতিত হইলে সমস্ত দেবগণ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ঐ যুদ্ধস্থলে সমাগত হইলেন। তখন জ্ঞানিবর শঙ্কর, নারায়ণের আজ্ঞাক্রমে প্রকৃষ্ট জ্ঞানবলে ব্রাহ্মণ পরশুরামকে শীঘ্র উজ্জীবিত করিলেন। ভার্গবও চেতনা পাইয়া পুরোভাগে দেবগণকে দর্শন করিলেন ও লজ্জায় অবনতকন্ধর হইয়া পরমভক্তিসহকারে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। রাজা কার্ত্তবীর্য্য সেই সুরপ্রভু ব্রহ্মাদি দেবগণকে দেখিয়া ভক্তিযোগে নতকন্ধর হইয়া প্রণামপূর্ব্বক পরমেশ্বরদিগকে নতমস্তকে স্তব করিলেন। তখন ভক্তবৎসল কৃপালু ভগবান্ দত্তাত্রেয়, শিষ্যকার্ত্তবীর্য্যের রক্ষণার্থ রণস্থলে আগমন করিলেন। তখন পরশুরাম ক্রোধান্বিত হইয়া

পাশুপতাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। কিন্তু রণস্থলে দত্তাত্রেয়ের দৃষ্টিনিক্ষেপে পরশুরাম স্তম্ভিত হইয়া দেখিলেন,—রাজা নানা পারিষদপরিবৃত—সমুজ্জ্বল ও নিয়ত চংক্রম্যমাণসুদর্শনধারী, সস্মিত-বদন, ব্রহ্মাবিষ্ণু-মহেশ্বর কর্ত্তৃক বন্দিত, গোপশত-পরিবৃত, নবজলধরশ্যামল, বংশীবাদন-তৎপর, গোপবেশধারী শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইতেছেন। ১৪—২৭। এই অবকাশে তথায় আকাশবাণী হইল যে, দত্তাত্রেয়-প্রদত্ত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের কবচ উৎকৃষ্ট রত্নগুটিকামধ্যস্থিত করিয়া রাজা কার্ত্তবীর্য্যের দক্ষিণ বাহুতে রক্ষিত আছে। হে নারদ! যোগি-গুরু মহাদেব, ভিক্ষা করিয়া ঐ কবচ গ্রহণ করিলে পর পরশুরাম রাজাকে নিধন করিতে সমর্থ হইবেন। এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া মহাদেব ব্রাহ্মণরূপ ধারণপূর্ব্বক রাজার নিকটে ঐ কৃষ্ণকবচ ভিক্ষা করিয়া আনয়নপূর্ব্বক পরশুরামকে দিলেন। এই সময়ে দেবগণ স্ব স্ব উত্তম স্থানে গমন করিলেন ও পরশুরাম যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া রাজাকে কহিলেন,—হে রাজেন্দ্র! গাত্রোত্থান কর, সাহসপূর্ব্বক যুদ্ধ কর; মানবদিগের কালবিশেষে জয়, কালবিশেষে পরাজয় হইয়া থাকে। তুমি অধ্যয়ন করিয়াছ, যথাবিধি দান করিয়াছ; সমস্ত পৃথিবী সুশাসন করিয়াছ ও তোমাকর্ত্তৃক যুদ্ধে মূর্চ্ছিত হইয়াছি, এই যশও এক্ষণে সঞ্চয় করিয়াছ। সকল রাজেন্দ্রগণ ও রাবণকে অনায়াসে জয় করিয়াছ। আমি দত্তাত্রেয়প্রদত্ত শূলাস্ত্রে তোমাকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পুনরায় মহাদেবকর্ত্তৃক উজ্জীবিত হইয়াছি। পরম ধার্ম্মিক রাজা কার্ত্তবীর্য্য পরশুরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক নতমস্তকে প্রণাম করিয়া যথার্থ বাক্য কহিতে লাগিলেন; আমি কিবা অধ্যয়ন করিয়াছি, কিবা দান করিয়াছি, কিবা পৃথিবী শাসন করিয়াছি; এই মহীতলে আমার মত কত শত রাজা লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে প্রভো! আমার বুদ্ধি, তেজ, বিক্রম, বিবিধ যুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণা, শ্রী, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, দানশক্তি, লৌকিকতা, আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা ও পরম তপস্যা, এই সকলই মনোরমার সঙ্গে সঙ্গে অপগত হইয়াছে। ২৮—৩৯। সেই লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা সাধ্বী স্ত্রী মনোরমা আমার প্রাণতুল্য ছিলেন; তিনি যজ্ঞবিষয়ে পত্নী, স্নেহবিষয়ে মাতা ও ক্রীড়াবিষয়ে সহচরী ছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে শয়নে, ভোজনে ও যুদ্ধে নিরন্তর আমার সহচরী ছিলেন; আমি তাঁহার বিহনে বিষহীন সর্পের মত প্রাণহীন হইয়াছি। হে বিপ্র! তুমি আমার পূর্ব্বের যুদ্ধ দেখ নাই, আমার এই শোক রহিল; দ্বিতীয় শোক এই যে, এক্ষণে ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক নিহত হইতে হইল। সময়ে সিংহ শৃগালকে, শৃগাল সিংহকে, মৃগ ব্যাঘ্রও গজরাজকে মক্ষিকা মহিষকে, সর্প গরুড়কেও নিধন করিতে পারে। সময়ে ভৃত্য রাজাকে, রাজা ভৃত্যকে স্তব করেন। কালে ইন্দ্রও মানব হন ও কালে ব্রহ্মাও কালকবলে পতিত হন। সময়ে প্রকৃতি দেবীও শ্রীকৃষ্ণদেহে তিরোভূতা হন। কালে সকলই লয় প্রাপ্ত হয়; কেহই কালকে অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু একমাত্র পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণই কালেরও কাল, স্রষ্টারও ইচ্ছানুসারে স্রষ্টা, সংহর্ত্তারও সংহর্ত্তা, পালকেরও পালক। তিনি মহান্ ও স্থূল হইতেও স্থূলতম ও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম, কৃশ; তিনিই পরমাণু পরবর্ত্তী কাল; তিনিই কালবিভাজক কাল। তাঁহার প্রত্যেক লোম এক এক বিশ্বসংসার; সেই মহাবিরাট্ পুরুষ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শাংশের এক অংশ। সর্ব্বকারণ ক্ষুদ্র বিরাট্ সেই মহাবিরাট্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া যত্নসহকারে লক্ষবর্ষ ভ্রমণ করিয়াও ঐ নাভিকমল দণ্ডের অন্ত না পাইয়া স্বস্থানে অবস্থিত হইয়াছেন। অনন্তর সেই স্থানে লক্ষ বর্ষ বায়ুমাত্র ভোজন করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। ৪০—৪৯। তখন তিনি, সেই পার্ষদগণ ও গোপগোপীগণে পরিবৃত, রত্ন-সিংহাসনে শ্রীরাধিকার বক্ষঃস্থলে অবস্থিত, মুরলীধারী দ্বিভুজ গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন ও দেখিয়া পুনঃপুনঃ প্রণামপূর্ব্বক সেই ঈশ্বরের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া, তদীয় আজ্ঞাক্রমে সৃষ্টিকার্য্য করিতে মনোনিবেশ করিলেন। যে শিব সৃষ্টির সংহারকর্ত্তা, তিনিও ঐ স্রষ্টার ললাট হইতে উৎপন্ন। শ্বেতদ্বীপনিবাসী ক্ষুদ্র বিরাট্ বিষ্ণু পালন করেন। এই সৃষ্টির নিদানভূত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণের অংশসম্ভূত হইয়া সকল বিশ্বেই অবস্থান করিতেছেন। দেবগণ সকলেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ও মহাবিরাট্ও প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন। আদ্যা প্রকৃতিই সকলের প্রসবিনী। কেবল শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির অতীত। মায়ানাথ পরমেশ্বরও সেই প্রকৃতিশক্তি ভিন্ন সৃজন করিতে সমর্থ হন না। সেই মায়া সৃষ্টির সংহারক ও পালক শ্রীকৃষ্ণে তিরোভূত হইয়া পুনরায় সৃষ্টিকালে আবির্ভূত হন। সেই মহেশ্বরী প্রকৃতি নিত্যা। যেমন কুম্ভকার মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ঘট প্রস্তুত করিতে ও স্বর্ণকার স্বর্ণ ব্যতিরেকে কুণ্ডল নির্ম্মাণ করিতে অসমর্থ; তদ্রূপ প্রকৃতি

ভিন্ন সৃষ্টিকার্য্য হয় না। সৃষ্টিকালে ঐ প্রকৃতিশক্তি ঈশ্বরেচ্ছায় রাধিকা, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, দেবী দুর্গা ও সরস্বতী এই পঞ্চ প্রকারে বিভক্তা হন। ৫০—৬১। তন্মধ্যে যিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও প্রাণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়তমা, তিনিই রাধা বলিয়া কথিত হন। যিনি সকল মঙ্গলকারিণী ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও পরমানন্দরূপিণী তিনিই লক্ষ্মী বলিয়া কীর্ত্তিতা হন। যিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী পরমেশ্বরেরও দুর্লভা এবং বেদশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্রের জননী, তিনিই সাবিত্রী বলিয়া কথিতা হন। যিনি বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সর্ব্বশক্তিরূপিণী সর্ব্বজ্ঞানময়ী ও সর্ব্বস্বরূপা; তিনিই দুর্গতিনাশিনী দুর্গা বলিয়া কথিত হন। যিনি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সর্ব্বদা শাস্ত্রজ্ঞানপ্রদায়িনী ও যিনি কৃষ্ণের কণ্ঠ হইতে সম্ভূতা; তিনিই দেবী সরস্বতী। দেবী ঈশ্বরী মূল প্রকৃতি অগ্রে স্বয়ং এই পঞ্চধা বিভক্তা হন; পরে সৃষ্টিক্রমে অংশরূপে নানামূর্ত্তি হইয়াছেন। যোষিদ্গণ প্রকৃতির ও পুরুষগণ পুরুষের অংশসম্ভূত। সৃষ্টিকালে মায়া ভিন্ন সংসার হয় নাই। হে ব্রাহ্মণ! প্রত্যেক বিশ্বতেই সর্ব্বদা ব্রহ্মা হইতে সৃষ্টি হয়। বিষ্ণু তাহার পালক ও নিরন্তর শিবপ্রদ শিব, তাহার সংহারকর্ত্তা। হে পরশুরাম! পুষ্করতীর্থে মাঘী পূর্ণিমার দিবস দীক্ষাসময়ে মুনিগণের সন্নিধানে আমাকে দত্তাত্রেয় এই জ্ঞান দিয়াছেন। কার্ত্তবীর্য্য এই কথা বলিয়া পরশুরামকে নমস্কারপূর্ব্বক সশর ধনু গ্রহণ করিয়া সহাস্যমুখে শীঘ্র রথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর পরশুরাম, ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা রাজার সৈন্যগণকে এবং শ্রীহরির স্মরণ করিতে করিতে পাশুপতাস্ত্রদ্বারা অনায়াসে রাজাকে নিধন করিলেন। পরশুরাম, এইরূপে শিবকে স্মরণ করিয়া বসুন্ধরাকে অনায়াসে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞাপালনার্থ গর্ভস্থ মাতৃক্রোড়স্থিত শিশু, বৃদ্ধ ও যুবক সকল প্রকার ক্ষত্রিয়কেই বধ করিয়াছিলেন। কার্ত্তবীর্য্য নিহত হইয়া গোলোকধামে কৃষ্ণসমীপে গমন করিলেন। পরশুরামও শ্রীহরি স্মরণ করিতে করিতে নিজভবনে গমন করিলেন। তখন মহাদেব পৃথিবীকে ভার্গবকর্ত্তৃক একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়হীন দেখিয়া ও উঁহার পরশুদ্বারাই যুদ্ধক্রীড়া দেখিয়া উঁহার পরশুরাম নাম রাখেন। হে নারদ! দেবগণ, দেবীগণ, মুনিগণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ —সকলেই পরশুরামের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। স্বর্গে দুন্দুভিনিনাদ ও হরিশব্দ হইতে লাগিল। পরশুরামের শুভ্রযশে জগৎ প্লাবিত হইল। তখন ব্রহ্মা, ভৃগু, শুক্র, চ্যবন, বাল্মীকি প্রভৃতি সকলে রোমাঞ্চিতগাত্রে ও আনন্দাশ্রুপূর্ণ হইয়া হস্তে দূর্ব্বা ও পুষ্প লইয়া মঙ্গল আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ব্রহ্মলোক হইতে পরমানন্দে তথায় আগমন করিলেন। ৬২—৮০। পরশুরাম তাঁহাদিগকে ভূপতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে, তাঁহাকে ব্রহ্মানুক্রমে সকলেই "বৎস" সম্বোধনপূর্ব্বক ক্রোড়ে করিলেন। জগদ্গুরু ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহাকে হিতজনক নীতিগর্ভ পরিণামসুখকর বেদের সার বাক্য কহিতে লাগিলেন;—হে পরশুরাম! সর্ব্বসম্পৎপ্রদশ্রেষ্ঠ কাণ্বশাখোক্ত সত্য সর্ব্ববাদিসম্মত বাক্য কহিতেছি শ্রবণ কর। হে মুনিবর! জন্মদান ও প্রতিপালনহেতু জন্মদাতা সকল পূজ্যের পূজ্যতম জনক ও পিতা বলিয়া কথিত; কিন্তু জন্মদাতা অপেক্ষা অন্নদাতা পিতা শ্রেষ্ঠ; যেহেতু অন্ন ব্যতীত শরীর রক্ষা অসম্ভব। আর পিতা হইতে যে উৎপত্তি—তাহা স্বভাবসিদ্ধ। এই দ্বিবিধ পিতা হইতেই মাতা গর্ভধারণ ও পোষণহেতু শতগুণে পূজ্যা মান্যা শ্রেষ্ঠা ও বন্দনীয়া হয়েন। বেদে কথিত আছে, যে অভীষ্ট দেব পূর্ব্বোক্ত গুরু জন হইতেও শতগুণে পূজ্যতর; কিন্তু জ্ঞানদাতা, বিদ্যাদাতা ও মন্ত্রদাতা সেই অভীষ্টদেব অপেক্ষাও পূজ্যতম। গুরুপুত্রও গুরুর সদৃশ পূজ্যতম; কিন্তু গুরুপত্নী তদপেক্ষাও পূজ্যতমা। ইষ্টদেব ক্রুদ্ধ হইলে গুরু রক্ষা করিয়া থাকেন; কিন্তু গুরুদেব ক্রুদ্ধ হইলে আর কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন। অতএব গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহেশ্বর, গুরুই পরমব্রহ্ম, এবং ব্রাহ্মণগণ হইতেও প্রিয়তম। গুরুই হরিভক্তিপ্রদ জ্ঞান প্রদান করেন। যিনি হরিভক্তিপ্রদাতা, তাঁহা অপেক্ষা আর কে বন্ধু হইতে পারে? অজ্ঞানতিমিরে আবৃত লোক যাহা হইতে জ্ঞানদীপ লাভ করিয়া নির্ম্মলপথ পরিদর্শন করে, সেই গুরু হইতে আর কে বন্ধু আছে? যে গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র জপ করিয়া জ্ঞান সর্ব্বজ্ঞতা ও সিদ্ধি লাভ করে, তদপেক্ষা বন্ধু কে আছে? গুরুদত্ত বিদ্যাপ্রভাবে সর্ব্বস্থানে সুখে জয় লাভ করে। যে বিদ্যাদ্বারা জগৎপূজ্য হয়, সেই বিদ্যাদাতা গুরু হইতে অধিক বন্ধু আর কে আছে? বিদ্যান্ধ বা বান্ধব হইয়া যে মূঢ় ব্যক্তি গুরুকে ভজনা না করে, সে ব্রহ্মহত্যা হইতে গুরুতর পাপে লিপ্ত হয়; ইহাতে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি গুরুকে দরিদ্র, পতিত বা ক্ষুদ্র দেখিয়া তাঁহার প্রতি মনুষ্য-বুদ্ধি আচরণ করে, সে তীর্থে স্নাত হইলেও

শুচি হয় না ও কোন কর্ম্মেই অধিকারী হয় না। হে বৎস! শ্রীকৃষ্ণ তোমার অভীষ্টদেব ও স্বয়ং গুরু-দেব; এক্ষণে অভীষ্টদেব হইলেও পূজ্যতম গুরুর শরণাগত হও। তুমি গুরুর বলেই পৃথিবীকে এক বিংশতিবার রাজশূন্যা করিয়াছ ও হরিভক্তি প্রাপ্ত হই-য়াছ; সেই শিবের শরণাপন্ন হও। যিনি মঙ্গলরূপী, মঙ্গলদাতা, মঙ্গলকারণ, শুভাশীর্ব্বাদক, শিবাপতি; তুমি সেই গুরুদেব শিবের শরণাগত হও। ভগবান্ গোলোকপতিই অংশরূপ ধারণ করিয়াছেন। অতএব ঐ গুরু তোমার ইষ্টদেব; এক্ষণে তাঁহার শরণাগত হও। শ্রীকৃষ্ণই সকল জীবের আত্মা, মহাদেব জ্ঞান, আমি চিত্ত ও সর্ব্বসক্তিসমন্বিতা বিষ্ণুপ্রকৃতিই প্রাণ-স্বরূপা। যিনি জ্ঞানদাতা জ্ঞানরূপী জ্ঞাননিদান ও কালের কাল, সেই সনাতন গুরুদেব মৃত্যুঞ্জয়ের শরণ লও। যিনি ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ ও ভক্তগণের প্রতি কৃপাপ্রকাশে দেহধারী; সেই সর্ব্বজ্ঞ সনাতন ভগবান্ মহাদেবের শরণাগত হও। প্রকৃতিদেবী লক্ষবর্ষ তপস্যা করিয়া যে কমনীয় ঈশ্বরকে প্রিয়পতিরূপে লাভ করিয়াছেন, সেই দেব-দেব শিবের শরণাগত হও। হে নারদ! কমলযোনি এই কথা কহিয়া মুনিগণের সহিত গমন করিলেন। পরশুরামও কৈলাসে গমন করিতে অভিলাষ করিলেন। ৮১—১০৪।

গণেশখণ্ডে চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন। পরশুরাম শ্রীহরির কবচ ধারণপূর্ব্বক পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়া গুরুদেব মহাদেবকে ও গুরুপত্নী মাতা শিবাকে নমস্কার করিতে এবং গুণে নারায়ণতুল্য সেই গুরুপুত্র কার্ত্তিক ও গণেশকে দেখিবার জন্য কৈলাসধামে গমন করিলেন। সেই মনোযায়ী মহাত্মা পরশুরাম, সেই সময়ে শীঘ্র তথায় যাইয়া অতিসুন্দর রমণীয় নগর দর্শন করিলেন। ঐ নগর, শুদ্ধস্ফটিকাভ সুন্দরমণিসমন্বিত, সুবর্ণ-ভূমিসদৃশ রাজমার্গে বিরাজিত; সিন্দূরমণি বেদিকায় সংযুক্ত মণি-গৃহে পূরিত। ঐ নগর মণিনির্ম্মিত কপাট স্তম্ভ ও সোপানে শোভিত, শতকোটিদিব্য যক্ষভবনে সমন্বিত। ঐ গৃহসকল রত্ন ও কাঞ্চনপূর্ণ শ্বেতচামর-ধারী যক্ষেন্দ্রগণে পরিবেষ্টিত দিব্য সুবর্ণকলসে বিরা-জিত। রত্নভূষণভূষিতা সুন্দরীগণ ও চিত্রপুত্তলিকা-হস্তে ও সহাস্যমুখে নিরন্তর ক্রীড়মান বালক ও বালিকাগণে বিরাজিত। ঐ নগর মন্দাকিনীতীর-জাত পুষ্পিত সুগন্ধি পারিজাতবৃক্ষসমূহে ও পুষ্প-নিকরে সমাকীর্ণ; কামধেনুপুরস্কৃত কল্পবৃক্ষের মূলাশ্রিত সিদ্ধবিদ্যায় নিপুণ পুণ্যবান্ সিদ্ধগণে পরি-বেষ্টিত; এবং তিন লক্ষ যোজন উন্নত, শতযোজন বিস্তীর্ণ ও শতস্কন্ধসমন্বিত বিবিধপক্ষিগণাকীর্ণ, প্রক-ম্পিত, মনোহর শব্দিত, অসংখ্য ফলসংযুত, অসংখ্য শাখাসমূহে সমন্বিত অক্ষয় বটবৃক্ষে, সুগন্ধি বায়ুতে, সহস্র পুষ্পোদ্যানে, শতসংখ্যক সরোবরে ও লক্ষমুনি-সিদ্ধেন্দ্রগণের রত্নময় ভবনে ভূষিত রহিয়াছে। পরশুরাম নগর অবলোকন করিয়া অতিশয় আনন্দিত-চেতা হইলেন এবং সম্মুখে রমণীয় শ্রীমৎ শঙ্করাশ্রমও সন্দর্শন করিলেন। ঐ আশ্রম বিশ্বকর্ম্মাকর্ত্তৃক রচিত ও শতসংখ্যক স্থূল সুবর্ণবর্ণ মণিদ্বারা খচিত। উহার বিস্তার চতুর্যোজন, ঊর্দ্ধে পঞ্চদশ যোজন ও চারিদিকে সমান এবং প্রাচীর মনোহর চতুষ্কোণ। উহার দ্বার নানাচিত্রযুক্ত রত্ন-কপাটে ও নানা মণিময় স্তম্ভে শোভিত শ্রেষ্ঠ মণিবেদিকায় সমন্বিত রহিয়াছে। ১—১৮। হে নারদ! ঐ দ্বারের দক্ষিণ ভাগে বৃষভবরকে, বামভাগে সিংহকে ও নন্দীশ্বর পিঙ্গল-নেত্র ভয়ঙ্কর মহাকালকে ও বিশালাক্ষ, বাণ, বিরূ-পাক্ষ, মহাবল, বিকটাক্ষ, ভাস্করাক্ষ, রক্তাক্ষ, বিকটোদর, সংহার-ভৈরব, ভয়ঙ্কর কালভৈরব, রুরু-ভৈরব, ঈশান মহাভৈরব, কৃষ্ণাঙ্গভৈরব, উৎকট ক্রোধভৈরব, সিদ্ধেন্দ্রগণ, রুদ্রগণ, বিদ্যাধরগণ, গুহ্যকগণ, ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, ব্রহ্মরাক্ষস, বেতাল ও দানব, যোগীন্দ্রগণ, জটাধরগণ, যক্ষগণ, কিম্পুরুষগণ ও কিন্নরগণকে দর্শন করিলেন। ভৃগুনন্দন তাঁহা-দিগকে দেখিয়া সম্ভাষণপূর্ব্বক নন্দিকেশ্বরের আজ্ঞা লইয়া সানন্দমনে অভ্যন্তরে গমন করিলেন। তথায় উজ্জ্বল অমূল্য রত্নকুম্ভে বিরাজিত ও অমূল্যরত্নরচিত মুক্তাময় নির্ম্মলদর্পণ সনাথ উৎকৃষ্ট হীরকময় কপাটে পরিশোভিত, গোরোচনান্বিত মণিময় সহস্র স্তম্ভ-সংযুক্ত, শ্রেষ্ঠ মণিময় সোপানে পরিসেবিত, ইন্দ্র-নীলমণিনির্ম্মিত শতমন্দির এবং নানাচিত্র-বিচিত্রিত ও মুক্তা-মাণিক্যগ্রথিত মালাসমূহে পরিশোভিত অভ্যন্তরদ্বার দর্শন করিলেন। হে নারদ! তাহার বামপার্শ্বে কার্ত্তিক ও দক্ষিণ পার্শ্বে গণেশ ও রত্ন-সিংহাসনোপবিষ্ট রত্নভূষণে ভূষিত প্রধান পার্ষদ ক্ষেত্রপালগণকে দর্শন করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভার্গব পরশুরাম তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া কুঠার-হস্তে শীঘ্র গমন করিতে উদ্যত হইলে, গণেশ

তাঁহাকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! তুমি ক্ষণকাল অবস্থান কর; এক্ষণে মহাদেব নিদ্রিত রহিয়াছেন। আমি ক্ষণকাল পরেই ঈশ্বরের অনুজ্ঞা লইয়া আসিয়া তোমার সহিত গমন করিব; সম্প্রতি প্রতীক্ষা কর। বৃহস্পতিসদৃশ বক্তা মহাবল পশুরাম গণেশের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৯—৩৫ ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

পরশুরাম কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! আমি অন্তঃপুরে ঈশ্বরকে প্রণাম করিতে যাইতেছি ও মাতাকে ভক্তি-সহকারে প্রণাম করিয়া শীঘ্র গৃহে গমন করিব। আমি যাঁহার অনুগ্রহে পৃথিবীকে একবিংশতিবার রাজশূন্য করিয়াছি, কার্ত্তবীর্য্য ও সুচন্দ্রকে নিধন করিয়াছি; যাঁহার নিকট হইতে নানাবিদ্যা ও অতি দুর্লভ বিবিধ-শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছি, সম্প্রতি সেই গুরুদেব জগন্নাথ, সগুণ, গুণাতীত ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশে দেহধারী, সত্য, সত্যস্বরূপ, সনাতন ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ, স্বেচ্ছাময়, দয়ার সাগর, দীনজনের বন্ধু, মুনী-শ্বর, আত্মারাম, পূর্ণ-কাম, ব্যক্তি, অব্যক্ত, পরাৎপর, পরাপরগণেরও স্রষ্টা, পুরুহূত পুরুষ্টুত, পুরাণ, পরমাত্মা, ঈশানাদি, অব্যয়, সকল মঙ্গলেরও মঙ্গলজনক, সকল মঙ্গলের কারণ, সর্ব্বমঙ্গলপ্রদাতা, শান্ত, সর্ব্বৈশ্বর্য্যদাতা, বর, প্রসন্নবদন, শরণাগতবৎসল, ভক্তগণের প্রতি অভয়দাতা, ভক্তবৎসল সমদর্শন, আশুতোষকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। পরশুরাম, ইহা কহিয়া গণপতির সম্মুখে অবস্থান করিলেন। তখন গণ-পতিও মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে ভ্রাতঃ। ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, এই কথা শ্রবণ কর,—স্ত্রীসহচর হইয়া নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত পুরুষকে দেখিবে না। যে নরাধম স্ত্রীসংযুত পুরুষকে অবলোকন করে বা উহাদের রস-ভঙ্গ করে, সে নিশ্চই কালসূত্রনরকগত হয় এবং তথায় ঐ পাপিষ্ঠ, চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকালপর্য্যন্ত অবস্থান করে। হে বিপ্র! বিশেষতঃ বিচক্ষণ ব্যক্তি নির্জ্জনে রতিকার্য্যাসক্ত পিতাকে গুরুকে ও রাজাকে দেখিবে না; যে ব্যক্তি, কাম বা ক্রোধবশতঃ সুরতো-ন্মুখ ব্যক্তিকে দেখিবে, নিশ্চয়ই তাহার সপ্ত জন্মেই স্ত্রীবিয়োগ হয়। যে মূঢ় কামী হইয়া পরস্ত্রীর নিতম্ব, বক্ষঃস্থল ও মুখ অবলোকন করে, সে নিশ্চয়ই অন্ধ হয়। হে নারদ! ভৃগুনন্দন, গণেশের বাক্যশ্রবণে হাস্য করিয়া তাঁহাকে অতিশয় ক্রোধে নিষ্ঠুর বাক্য কহিলেন, অহো! কি অপূর্ব্ব নীতিসঙ্গত উত্তম বাক্য শ্রবণ করিলাম; ঈশ্বরের নিকটেও এরূপ নীতি শ্রবণ করি নাই। শাস্ত্রে কামুক ও বিকৃতচিত্তদিগের নিকটে এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়াছি; বিকারশূন্য শিশুর ইহাতে কিছুই দোষ নাই। হে ভ্রাতঃ! আমি অন্তঃপুরে যাইব, ইহাতে তোমার কি? তুমি বালক স্থির হও। ১—১৭। আমি দর্শনানুরূপ তৎকালোপ-যুক্ত কার্য্যই করিব। পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর তোমারই পিতা মাতা, এরূপ নহে; উঁহারা জগতেরই পিতা ও মাতা। পার্ব্বতী স্ত্রী ও শম্ভু পুরুষ, ইহা কে না নিরূপণ করিয়াছে? শঙ্কর সর্ব্বরূপ ও পার্ব্বতী সর্ব্বরূপা, হে বিভো! তিনি গুণাতীত; তাঁহার ক্রীড়াই বা কি ও তাহার ভঙ্গই বা কি? ক্রীড়া, লজ্জা, ভীতি ও ক্রীড়াভঙ্গ এই সকল গ্রাম্যপুরুষেরই আছে, ঈশ্বরের নাই। কোথায় স্তনপায়ী শিশুদর্শনে পিতা-মাতার লজ্জা হইয়া থাকে? লজ্জা ও লজ্জানাথের আবার লজ্জা কোথায়? লজ্জা কি লজ্জিত ও অগ্নি কি উত্তপ্ত হয়? অহো! কখন কি শৈত্য শীতলতা, গ্রীষ্ম দাহ ও ভয় ভয় পাইয়া থাকে বা মৃত্যু মৃত্যু হইতে ভীত হয়? জ্বর কোথায় জ্বর বিনাশ করে বা ব্যাধি ব্যাধিকে জীর্ণ করে? সংহারকর্ত্তাকেই বা কে সংহার করিয়া থাকে? কাল কোথায় কাল হইতে ভীত হয়? ক্ষুধা কি ক্ষুধাকে, তৃষ্ণা কি তৃষ্ণাকে প্রাপ্ত হয়? বা নিদ্রা নিদ্রাকে, শোভা শোভাকে, শান্তি শান্তিকে, পুষ্টি পুষ্টিকে তুষ্টি তুষ্টিকে ও ক্ষমা ক্ষমাকে প্রাপ্ত হয়? আত্মারও কি আত্মা আছে বা শক্তিও কি শক্তি হইতে ভীত হয়? হে প্রভো! কাম কামে, ক্রোধ ক্রোধে, লোভ লোভে, মোহ মোহে, ধাবিত হয় না; দয়া দয়াদ্বারা; ইচ্ছা ইচ্ছাদ্বারা বদ্ধ হয় না। জ্ঞান কি বুদ্ধিদ্বারা ভিন্ন হয়? জরা কি কখন জরাকে বাধা দেয়? চিন্তা কি চিন্তাকর্ত্তৃক গ্রস্তা বা চক্ষু আপনাকে দেখিতে সমর্থ হয়? হর্ষ কি হর্ষকে প্রাপ্ত হয়? শোক কি শোককে বাধা দেয়? বিপদের আর বিপদ্ কি? সম্পদের সম্পত্তি কোথায়? মেধার ধারণা শক্তি, স্মৃতির স্মরণ-শক্তি কোথায়? সূর্য্যদেব নিজ তেজে দগ্ধ হন না। ইহাই শাস্ত্রসম্মত। হে ভ্রাতঃ! এক্ষণে তুমিই বিপরীতাচরণ করিলে। এরূপ গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করি নাই, কখনও দেখি নাই; শাস্ত্রেও শ্রবণ করি নাই। পরশুরাম ইহা কহিয়া বারংবার হাস্য করত অভ্যন্তরে আনন্দে গুরুসমীপে শীঘ্র গমন করিতে

অভিলাষী হইলেন। জিতক্রোধ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ গণেশ পরশুরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। ১৮—৩৩। গণেশ কহিলেন ;— অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন ব্যক্তি জ্ঞানীর নিকট হইতেই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ভাগ্যবান্ ব্যক্তি পিতা ও ভ্রাতার নিকট হইতেই দুর্লভ জ্ঞান লাভ করেন। ভ্রাতঃ! তুমি ত জ্ঞানীদিগের নিকট হইতে বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছ ; কিন্তু এই মন্দবুদ্ধি-আমার কিছু নিবেদন শ্রবণ কর। যখন সত্ত্বরজ তমোগুণাতীত ঈশ্বর সংসার-সৃষ্টি-বাসনা-শূন্য হন, তখন শক্তিবিরহিত হইয়া থাকেন ; কিন্তু সেই নির্গুণ পুরুষ যখন সৃষ্টিকার্য্যাভিলাষী হন ; তখন শক্তিকে আশ্রয় করিয়া সগুণ হইয়া থাকেন। হে মুনিবর! যাবদীয় ভোগার্হ দেহ আছে, শ্রীকৃষ্ণের শরীর ভিন্ন সকলই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। যোগিগণ সেই শুদ্ধজ্যোতিঃস্বরূপ হস্তপাদাদিশূন্য গুণাতীত প্রকৃতি হইতে অতীত শ্রীকৃষ্ণকেই ধ্যান করেন। বৈষ্ণবগণও সেই ভক্তবৎসলকেই নমস্কার করেন। অহো! তেজের আধার ব্যতিরেকে সেরূপ তেজ কোথায় হইয়া থাকে? যখন ঐ জ্যোতির্ম্ময় বিভুর জ্যোতিমধ্যে দ্বিভুজ মুরলীধর সহাস্যবদন পীতাম্বর অমূল্যরত্নালঙ্কারে ভূষিত শ্যামসুন্দর কলেবরধারী শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি দর্শন করেন, তখন তাঁহারা তাঁহার ইচ্ছাক্রমে দাসত্বে নিযুক্ত হন। যেহেতু যোগ বা তপস্যাদি হরির দাসত্বের ষোড়শাংশের একাংশ নহে। যখন তিনি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হন, তখন আনন্দে প্রকৃতিকে সৃজন করেন ; পরে তিনি সেই প্রকৃতিযোনিতে বীর্য্য নিক্ষেপ করেন ; ঐ বীর্য্য হইতে এক ডিম্ব সমুৎপন্ন হয়। দেবমানের লক্ষ বৎসর অতীত হইলে গর্ভ হইতে এক ডিম্ব নির্গত হইল ; তখন শ্রীকৃষ্ণ যে নিশ্বাস ত্যাগ করেন, সেই নিশ্বাস হইতেই বায়ু উৎপন্ন হয়। ভ্রাতঃ! ঐ নিশ্বাসের সহিত কৃষ্ণের মুখ হইতে যে বিন্দু নির্গত হয়, তাহা হইতে শ্রীহরির সম্মুখে সহসা জলরাশি হইল। সেই জলে ঐ ডিম্ব দেবমানে লক্ষবর্ষ অবস্থিত হইলে, ঐ ডিম্ব হইতে বিশ্বের আধার মহাবিরাট্ সহসা উৎপন্ন হন। সেই মহাত্মা মহাবিরাটের গাত্রে যতগুলি লোম আছে, সেই পরিমাণ ব্রহ্মাণ্ড নিশ্চিতই বিদ্যমান আছে। ঐ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দেবগণ, মুনিগণ ও চরাচর সকলই বিদ্যমান। হে মুনে! মহাবিরাট্ সকল লোকের আশ্রয়। ভগবান বায়ু, শ্রীহরির নিশ্বাস-বায়ু হইতে উৎপন্ন মহাবিষ্ণুও তাঁহার অংশ ; তাঁহা হইতেই ক্ষুদ্র বিরাট্ হইয়াছেন ; তাঁহার নাভিপদ্মে ব্রহ্মা ও ললাটে মহাদেব উৎপন্ন হইয়াছেন। শ্বেতদ্বীপনিবাসী ; পালনকর্ত্তা বিষ্ণুও তাঁহার অংশভূত ; এইরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর রহিয়াছেন। হরি যখন স্বয়ং নিজ অংশে ও কলায় নানামূর্ত্তিধর হন, তখনই মহাদেব সগুণ ও সর্ব্বশক্তিসমন্বিত হইয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বদা সর্ব্ব-ভোগাসক্ত ও সর্ব্বশক্তিসংযুক্ত, সেই স্বেচ্ছাময় মহান্ কিরূপে লজ্জাবিরহিত হইবেন? লজ্জার আর লজ্জা নাই, ইহা সর্ব্বসম্মত ; কিন্তু যিনি লজ্জাবতী দেবী, তাঁহার লজ্জা কোথায় যাইবে? সেই সর্ব্বশক্তিমতী দুর্গা স্বভাবতঃ পর্ব্বত হইতে উৎপন্না ; এ হেতু উহাঁর সর্ব্ববাদিসম্মত লজ্জাদি গুণ সর্ব্বদাই আছে। ৩৪—৫৫। রাধিকা, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, দুর্গা ও দেবী সরস্বতী এই যে পাঁচ প্রকার শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃতি ; তন্মধ্যে যিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনিই প্রাণাধিকা প্রিয়তমা রাধিকা ; তাঁহার বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতেছেন। যিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি ব্রহ্মার প্রেয়সী সাবিত্রী। যিনি সর্ব্বসম্পত্তিরূপিণী, তিনি নারায়ণের পত্নী লক্ষ্মী। দেবী সরস্বতী দ্বিধা বিভক্তা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে নির্গতা হইয়াছেন। তিনি একরূপে ব্রহ্মার পত্নী সাবিত্রী ও অন্যরূপে নারায়ণের পত্নী হইয়াছেন। যিনি জ্ঞানপ্রসবিনী, শক্তিসংযুতা ও বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী ; তিনিই দেবী দুর্গা মহাদেবের প্রেয়সী ; তাঁহার লজ্জা কোথায় যাইবে? হে ভ্রাতঃ! গোলোকধামে প্রকৃতি এই পাঁচ প্রকার হইয়াছেন। তিনি অংশে অংশে নানাবিধ হইয়াছেন! হে বিপ্রবর! বৈকুণ্ঠধাম ব্রহ্মাণ্ড হইতে অতিরিক্ত ও নিত্য বলিয়া কথিত হয়। কারণ প্রাকৃতিক লয়েও উহা অবিনশ্বর স্থান ; ঐ স্থানে শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাংশভূত চতুর্ভুজ বনমালাধারী পীতবসন দেব নারায়ণ শক্তি-লক্ষ্মীর সহিত রহিয়াছেন। দ্বিভুজ মুরলীধারী সহাস্যবদন শ্যামসুন্দর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে রাধিকার বক্ষঃস্থলে অবস্থিত রহিয়াছেন। তিনি গো, গোপ ও গোপীগণে নিরন্তর পরিবৃত ; স্বয়ং গোপরূপধারী, পরিপূর্ণতম, শ্রীমান্, গুণাতীত, প্রকৃতি হইতে অতীত, স্বেচ্ছাময়, স্বতন্ত্র ও পরমানন্দরূপী। দেবগণ তাঁহার অংশসম্ভূত ; মহাবিরাট্ তাঁহার ষোড়শাংশের একাংশ। তাঁহা হইতে স্থূল-সূক্ষ্মাদি সমস্ত বিশ্ব উৎপন্ন হইয়া পুনরায় তাহাতেই লীন হয় ; এইরূপ পুনঃপুনঃ হইতেছে। গোলোকধাম ঐ বৈকুণ্ঠ হইতে পঞ্চাশৎ কোটি যোজন

ঊর্দ্ধে। উহার ঊর্দ্ধে আর কোন লোক নাই। কৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ প্রভুও কেহ আর নাই। হে দ্বিজ! আমি মহাদেবের মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছি, তাহা তোমাকে কহিলাম। হে ভ্রাতঃ! এক্ষণে ক্ষণকাল অবস্থান কর, মহাদেব এক্ষণে সুরতকার্য্যে উন্মুখ হইয়াছেন। ৫৬—৬৯।

গণেশখণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, তখন কুঠারপাণি পণ্ডিত পরশু-রাম গণেশের বাক্য শ্রবণ করিয়া নির্ভয়ে বেগে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। গণেশ তাহা দেখিয়া যত্ন সহকারে সত্বর গাত্রোত্থান করত প্রীতিপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বিনয় করিয়া নিষেধ করিলেন। পরশুরাম বারম্বার তাহাকে হুংকার করিয়া প্রত্যাখ্যান করিলে পর পরস্পরের সেই স্থলে বাগ্‌যুদ্ধ ও করতাড়না হইতে লাগিল। ভার্গব পরশুরাম, তখন পরশু নিক্ষেপ করিতে মানস করিলে কার্ত্তিকেয় হা হা শব্দে যুদ্ধস্থলে বুঝাইতে লাগিলেন;—হে ভ্রাতঃ! তুমি গুরুপুত্রের প্রতি অব্যর্থ অস্ত্র কি জন্য ক্ষেপণ করিতেছ? গুরুসদৃশ গুরুপুত্রকে সংহার করা তোমার যোগ্য হয় না। পরশু নিক্ষেপে উদ্যত, ক্রুদ্ধ, রক্তপঙ্কজদলবৎ লোহিতলোচন সেই পরশুরামকে 'নিবৃত্ত হও' বলিয়া গণেশ প্রবোধ দিলে পর পরশুরাম ক্রোধভরে তাঁহাকে পুনর্ব্বার ছুড়িয়া দিলেন। গণেশ হতমান হইয়া দূর হইতে বেগে পতিত হইলেন। অনন্তর অক্রোধী শিব-নন্দন গজানন উত্থান করিয়া ধর্ম্মকে সাক্ষী করত "হে প্রভো ক্ষান্ত হউন; ঈশ্বরের অনুমতি ব্যতীত আপনার কি শক্তি যে এখানে প্রবেশ করিতে পারেন" বলিয়া বারংবার বুঝাইতে লাগিলেন। আপনি অতিথি, বিদ্যা-সম্বন্ধে আমার ভ্রাতা এবং ঈশ্বরের প্রিয় শিষ্য; এই জন্যই আমি সহ্য করিতেছি। আমি কার্ত্তবীর্য্য নহি; ও সেই ক্ষুদ্রপ্রাণ রাজগণও নহি; বিপ্র! আমি বিশ্বেশ্বরের পুত্র আমাকে তুমি জান না। হে ব্রাহ্মণ! অতিথে? ক্ষণকাল অবস্থান কর; যুদ্ধকার্য্যে নিবৃত্ত হও। ক্ষণকাল পরে আমি তোমার সহিত ঈশ্বর-সন্নিকটে গমন করিব। নারায়ণ কহিলেন, পরশুরাম গণেশের বাক্য শ্রবণ করিয়া বারম্বার হাস্য করিলেন এবং মহাদেব ও হরির উদ্দেশে কুঠারাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে মানস করিলেন। তখন দেবশ্রেষ্ঠ যোগিবর গজানন পরশুরামকে ক্রোধভরে শরনিক্ষেপ করিতে দেখিয়া ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া নিজ শুণ্ডকে কোটি যোজন বিস্তীর্ণ করিলেন ও স্বয়ং তথায় অবস্থিত হইয়া পুনঃপুনঃ ঘূর্ণিত করিয়া, তাহাদ্বারা পরশুরামকে শতধা বেষ্টন ও তাহাতেই ঘূর্ণিত করিয়া, যেরূপ ক্ষুদ্র সর্পকে গরুড় ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করে, তদ্রূপ ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক যোগবলে স্তম্ভিত করিয়া সপ্তদ্বীপ, সপ্তপর্ব্বত, কাঞ্চনী নগরী ও সপ্তসাগর ক্ষণকালমধ্যে দেখাইলেন। দর্পনাশন গণেশ সেই দর্পিত পরশুরামের অঙ্গসকল কম্পিত, হস্ত পদাদি অবশ করিয়া তাহাকে জড় করিয়া পুনরায় ভ্রমণ করাইলেন। ১—১৮। হে নারদ! সুরশ্রেষ্ঠ গণেশ, তাঁহাকে ক্রমশঃ ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, জনলোক, তপোলোক, ধ্রুবলোক, গৌরীলোক ও শম্ভুলোক দেখাইলেন; এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়া স্বয়ং সপ্তসাগর পান করিলেন; পুনরায় নক্রাদির সহিত ঐ সাগরজল উদ্গীরণ করি-লেন ও সেই গভীর সাগরজলে পরশুরামকে নিক্ষেপ করিলেন। তখন ঐ জলে সন্তরণশীল ও মুমূর্ষু তাহাকে অনায়াসে গ্রহণ করিলেন, ও পুনরায় ঘূর্ণিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের উপরিস্থিত উৎকৃষ্ট বৈকুণ্ঠধাম ও লক্ষ্মীর সহিত অবস্থিত চতুর্ভুজ ভগবানকে দর্শন করা-ইলেন। যোগিবর যোগবলে তথায় ক্ষণকাল ভ্রমণ করাইয়া পুনরায় যোগবলে অনায়াসে শুণ্ড পরিবর্ত্তন করিলেন, ও তাঁহাকে গোলোকধামে সরিদ্বরা বিরজা, বৃন্দাবন, শতশৃঙ্গ গিরিবর, রাসমণ্ডল এবং গোপগোপী-গণের সহিত দ্বিভুজ, মুরলীধারী, সহাস্যবদন, মনোহর রত্নসিংহাসনে রাধিকার বক্ষঃস্থলে অবস্থিত, কোটি সূর্য্য-সদৃশ তেজস্বী শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করাইলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইয়া, বারম্বার প্রণাম করাইয়া, সকল পাপনাশক ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া, ক্ষণকাল পরশুরামকে বারম্বার ভ্রমণ করাইয়া উহার ভ্রূণহত্যাদি সকল পাপ দূরীভূত করিলেন। ভোগ ব্যতিরেকে পাপজনিত যাতনার বিনাশ হয় না; কিন্তু পরশুরাম ঐ যাতনা স্বল্পই ভোগ করিয়াছেন; কারণ শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্শনে উহার অপার যাতনা দূর হইয়াছে। পরশু-রাম ক্ষণকালমধ্যেই চেতনা পাইয়া ভূতলে বেগে পতিত হইলেন ও উহাঁর গণেশকৃত স্তম্ভন দূরীভূত হইল। হে নারদ! তখন পরশুরাম গুরুপ্রদত্ত অতি দুর্লভ, কবচ, স্তব এবং অভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ ও জগদ্-গুরু গুরুদেব শম্ভুকে স্মরণ করিলেন ও তেজে মহাদেব-তুল্য ও গ্রীষ্মে মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্য অপেক্ষা শতগুণ প্রভাশালী অব্যর্থ পরশু অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন

গণেশ পিতৃদত্ত অব্যর্থ অস্ত্র অবলোকন করিয়া স্বয়ং বামদন্তের দ্বারা গ্রহণ করিলেন, উহাকে ব্যর্থ করিলেন না। ১৯—৩৩। পরশু, বেগে নিপতিত হইয়া সমূলে দন্ত উৎপাটনপূর্ব্বক মহাদেবের বরে পুনরায় পরশু-রামের হস্তে গমন করিল। তখন আকাশে দেবগণ এবং বীরভদ্র কার্ত্তিকেয় ও ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি পারিষদগণও মহাভয়ে হা হা শব্দ করিতে লাগিলেন। হে নারদ! তখন গজাননের রক্তাক্ত দন্ত গৈরিকযুক্ত বৃহৎ স্ফটিক পর্ব্বতের ন্যায় সশব্দে ভূতলে পতিত হইল। ঐ ভীষণ-শব্দে পৃথিবী ভয়ে কম্পিতা ও কৈলাসবাসী সকল ব্যক্তিই ভয়ে ক্ষণকাল মূর্চ্ছিত হইল। নিদ্রারূপিণী ভগবতীর ও নিদ্রানাথ জগৎপ্রভু শম্ভুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন উভয়ে সসম্ভ্রমে বহির্দ্দেশে আগমন করিয়া সম্মুখে ভগ্নদন্ত ক্ষতাঙ্গ লোহিতবদন ক্রোধশূন্য গণেশকে লজ্জায় সহাস্য অবনত মুখে অবস্থান করিতে দেখিলেন। তখন পার্ব্বতী কার্ত্তিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পুত্র! কি হইয়াছে? কার্ত্তিকও তাঁহাকে সভায় পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত কহিলেন। সাধ্বী পার্ব্বতী তৎশ্রবণে কোপে বারংবার রোদন করিলেন ও গণেশকে নিজবক্ষে ধারণ করিয়া ভক্তদুঃখহর নিজভক্ত মহাদেবকে সম্বোধন করত প্রণতা হইয়া শোক ও ভয়ে বিনয়সহকারে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। ৩৪—৪২।

গণেশখণ্ডে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

পার্ব্বতী কহিলেন, হে প্রভো! জগতে দুর্গাকে আপনার দাসী বলিয়া সকলেই জানে; কিন্তু যে দাসীকে স্বামী, অপেক্ষা না করেন; তাহার জীবনই বৃথা। তৃণ হইতে পর্ব্বত পর্য্যন্ত সকলই ঈশ্বরের নিকট সমান; অতএব এ দাসীপুত্র ও শিষ্য উভয়ের, কাহার এস্থলে দোষ, তাহা আপনার বিচার করা উচিত; যেহেতু আপনি ধর্ম্মবিদ্গণের অগ্রগণ্য। এবিষয়ে বীরভদ্র কার্ত্তিকেয় ও পার্ষদগণ সকলেই সাক্ষী আছেন। এই সাক্ষ্যবিষয়ে কে মিথ্যা কহিবে? যেহেতু ইহারা উভয়ে সকলেরই ভ্রাতৃতুল্য। সাক্ষ্যবিষয়ে শত্রু মিত্র উভয়ই সমান, ইহা সাধুগণ-কর্ত্তৃক ধর্ম্মশাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে। যে সাক্ষী অবগত হইয়াও ইচ্ছাধীন বা ক্রোধবশতঃ কি লোভহেতু বা ভয়প্রযুক্ত সভাস্থলে অন্য প্রকারে সাক্ষ্য প্রদান করে, সে শত পুরুষকে নরকগত করিয়া কুম্ভীপাকনরকগত হয় ও তাহাদিগের সহিত চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করে। আমি উভয়ের দোষ-গুণ বুঝিতে ও নির্ণয় করিতে সমর্থ আছি; তথাপি আপনার সাক্ষাতে আমার আদেশ করা শাস্ত্রে নিন্দিত আছে। যেরূপ সূর্য্যদেব উদিত হইলে ভূমণ্ডলে খদ্যোত শোভা পায় না, হে প্রভো! তদ্রূপ সভাস্থলে প্রভু রাজা থাকিতে ভৃত্যদিগের প্রভা কোথায়? আমি বহুকাল তপস্যা করিয়া তোমার পাদপদ্ম লাভ করি-য়াছি; কিন্তু পরিত্যাগভয়ে সর্ব্বদাই ভীতা হইয়া থাকি। হে জগন্নাথ! আমি দারুণ পুত্রস্নেহের বশীভূতা হইয়া কোপ ও শোকপ্রযুক্ত যে কিছু মোহময় কথা কহিয়াছি, সে সকল আপনি ক্ষমা করুন। ১—১০। কারণ আপনি যদি আমাকে পরিত্যাগ করেন, তবে আমার ঐ পুত্রে প্রয়োজন কি? যেহেতু সদ্বংশজাতা পতিব্রতা নারীর পতিই শত পুত্র হইতে অধিক। যে নারী নিন্দিত বংশে উৎপন্না, দুঃস্বভাবা ও জ্ঞানশূন্যা, ঐ কুৎসিতা নারী পিতা মাতার দোষেই স্বামীর প্রতি অবহেলা করে। সৎকুলজাতা নারী নিজস্বামী কুরূপ, পতিত, মূর্খ, দরিদ্র, রোগী বা জড় হইলেও তাঁহাকে সর্ব্বদা বিষ্ণুতুল্য দেখিয়া থাকে। অগ্নি ও সূর্য্য, সকল তেজস্বিগণের অগ্রগণ্য হইলেও পতিব্রতাতেজের ষোড়শাংশের একাংশের উপযুক্ত নহে। মহাদান, পুণ্যব্রত, উপবাস ও তপস্যা; ইহারা পতিসেবার ষোড়শাংশের উপযুক্ত নহে। সৎকুলোৎ-পন্ন নারীগণের পুত্র, পিতা, বন্ধু কিম্বা সহোদর, কেহই পতিতুল্য নহে। দুর্গা, মহাদেবকে ইহা কহিয়া সম্মুখে ভার্গবকে মহাদেবের পাদপদ্মসেবাতৎপর দেখিয়া, নির্ভয়ে তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাভাগ পরশুরাম! তুমি ব্রহ্মবংশোৎপন্ন সুপণ্ডিত, জমদগ্নির পুত্র ও যোগিগুরু মহাদেবের প্রধান শিষ্য; সৎকুলোৎপন্না লক্ষ্মীর অংশভূতা পতিব্রতা রেণুকা তোমার জননী; মাতামহ পরম বৈষ্ণব; মাতুল ততোধিক বৈষ্ণব। তুমি মনুবংশসম্ভূত রেণুকা রাজার দৌহিত্র ও সাধু-বিক্রমশালী রাজা বিষ্ণুযশা তোমার মাতুল; কিন্তু তুমি কাহার দোষে এরূপ দুর্দ্দম ও উদ্ধত হইয়াছ; তাহা আমি জানিতেছি না। লোক যাহাদিগের দোষে দুষ্ট হইয়া থাকে, তোমার পক্ষে তাহারা সকলে অতি বিশুদ্ধ। তুমি কেবলমাত্র করুণাময় গুরু মহাদেবের নিকটে অব্যর্থ পরশুলাভে গর্ব্বিত হইয়াই ক্ষত্রিয়গণে ঐ অস্ত্রের পরীক্ষা করিয়া এক্ষণে গুরুপুত্রে উহার পরীক্ষা করিলে। গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করা উচিত, ইহা শাস্ত্রে অবগত হইয়া কি, ঐ গুরুপুত্রের দন্ত ভগ্ন করিয়া গুরুদক্ষিণা দিলে? এক্ষণে মস্তকচ্ছেদন কেন

না করিতেছ ? তুমি যে গণেশকে পরাজয় করিয়া আমাদিগের সম্মুখে অবস্থান করিতেছ ; সেই হেতু কল্যাণযুক্ত হইয়া তুমি ত্রিজগতে পূজিত হইবে না। এই অমোঘশক্তি পরশু অস্ত্রে ও মহাদেবের বর-প্রভাবে শৃগালও সিংহকে, বিড়ালও ব্যাঘ্রকে, বিনাশ করিতে সমর্থ হয়। গণেশ, তোমার মত লক্ষ কোটি পরশুরামকে হনন করিতে সমর্থ হইলেও ইনি জিতেন্দ্রিয়গণের অগ্রগণ্য বলিয়া মক্ষিকা পর্য্যন্ত বিনাশ করেন না। ইনি কৃষ্ণের অংশভূত ও তেজে কৃষ্ণের সমান। অপর দেবগণ কৃষ্ণের কলামাত্র বলিয়াই প্রথমতঃ ইঁহারই পূজা হইয়া থাকে। ১১—২৭। এই গণেশকে ব্রতপ্রভাবে মহাদেবের বরে ও অতিকঠোর ক্লেশে আমি পাইয়াছি। কষ্ট ব্যতীত সুখ হয় না। পার্ব্বতী ইহা কহিয়া ক্রোধভরে পরশুরামকে হনন করিতে উদ্যতা হইলেন। পরশুরামও অন্তরে গুরু-দেবকে প্রণাম করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিলেন। এই অবসরে দেবী দুর্গা কোটিসূর্য্য-সদৃশ প্রভাবশালী অতি বামন দ্বিজবালককে সম্মুখে দেখিলেন। ঐ বাল-কের দন্ত শুক্লবর্ণ, বস্ত্র শুক্লবর্ণ ও যজ্ঞোপবীত শুক্লবর্ণ ; তিনি দণ্ড, ছত্র, ও সমুজ্জ্বল তিলক, তুলসীমালা, রত্নময় কেয়ূর ও বলয় ধারণ করিতেছেন। তিনি স্বয়ং সহাস্যবদন, রত্নমালায় ভূষিত ও সুন্দর। তাঁহার চরণে নূপুর, মস্তকে রত্নমুকুট, গণ্ডদ্বয়ে রত্নময় কুণ্ডলদ্বয় বিরাজ করিতেছে। ভক্তবৎসল ভক্তপ্রভু ভক্ত পরশুরামের প্রতি বামহস্তদ্বারা স্থির মুদ্রা ও দক্ষিণ হস্তে অভয় মুদ্রা দেখাইতেছেন। তিনি হাস্যবদন নাগরিক বালক ও বালিকাগণে পরিবৃত হইয়া কৈলাস-বাসী আবালবৃদ্ধ সকল ব্যক্তি কর্তৃকই সানন্দে নিরীক্ষিত হইতেছেন। মহাদেব তাঁহাকে অবলোকন করিয়া পুত্র ও ভৃত্যগণের সহিত সসম্ভ্রমে ভক্তিপূর্ব্বক নত মস্তকে প্রণাম করিলেন। পার্ব্বতীও ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণতা হইলেন। তখন অভীষ্টদাতা ঐ বালক সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অন্যান্য বালকগণ তাঁহাকে দেখিয়া ভীত ও অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইল। মহাদেব ষোড়শ উপচার দিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ঐ পরি-পূর্ণতমের শাস্ত্রবিহিত পূজা করিলেন এবং রোমাঞ্চিত হইয়া অবনত মস্তকে কাণ্বশাখোক্ত স্তবে ঐ ভগবান্ সনাতন পুরুষকে স্তব করিলেন ও অতিশয় তেজে সকল আচ্ছন্ন করিয়া রত্নসিংহাসনস্থিত তাঁহাকে মহাদেব স্বয়ং কহিতে লাগিলেন, যাঁহারা আত্মারাম, তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করা বিড়ম্বনা মাত্র ; যাঁহারা নিরন্তর কুশলাধার ও মঙ্গলমঙ্গল, তাঁহাদিগের প্রতি কুশল প্রশ্ন করা বিড়ম্বনামাত্র। হে ব্রহ্মন্ ! আজি আমা জন্ম সফল ও জীবন সার্থক হইল ; যেহেতু ভবদীয় সেবার ফলোদয়ে তোমাকেই অতিথিরূপে পাইয়াছি। তুমি পরিপূর্ণতম কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ ; লোকনিস্তার-জন্য এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে অংশে অবতীর্ণ হই-য়াছ। যে ব্যক্তিকর্ত্তৃক অতিথি পূজিত হয়, সকল দেবগণই তৎকর্ত্তৃক পূজিত হন ও যাহার প্রতি অতিথি সন্তুষ্ট হন, ভগবান্ হরি স্বয়ং তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। ২৮—৪৪। সকল তীর্থে স্নান সর্ব্ব-প্রকার দান সকল ব্রত ও উপবাস, সকল যজ্ঞে দীক্ষা, সকল তপস্যাচরণ ও নিত্যনৈমিত্তিক বিবিধ কার্য্য করায় যে ফল জন্মায় ; ঐ ফল অতিথিসেবার ষোড়-শাংশের একাংশের উপযুক্ত নহে। সেই অতিথি নিরাশ হইয়া যাহার গৃহ হইতে ক্রোধে বহির্গত হন, তাঁহার কোটি জন্মের সঞ্চিত পুণ্য নিশ্চিতই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যে ব্রাহ্মণ স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা করে, কিম্বা গুরুপত্নীতে গমন করে, কি পিতা মাতা ও গুরু-জনের নিন্দা করে, বা নরহত্যা করে, কিম্বা সন্ধ্যাহীন বা অশ্বত্থবৃক্ষচ্ছেদী, সত্যবিমুখ বা হরিনিন্দক হয়, কি ব্রহ্মস্ব ও স্থাপ্য ধনের অপহরণ করে, বা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, বা মিত্রের অপকার করে, বা কৃতঘ্ন, বা যে ব্রাহ্মণ বৃষকে বহন করায় বা পাচক, কি শবদাহ করে বা গ্রামে যাজন কার্য্য করে কিম্বা শূদ্রাণী গমন করে বা শূদ্রান্ন ও শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করে; কি শূদ্র শ্রাদ্ধেই ভোজন করে বা কন্যা বিক্রয় কি, হরিনাম বিক্রয় করে বা লাক্ষা মাংস, লৌহ, রস, তিল ও লবণ এবং গো অশ্ব বিক্রয় করে কিম্বা যে ব্রাহ্মণ ভারতে একাদশী দিবসে কৃষ্ণসেবায় বর্জ্জিত হয় ; ইহারা সক-লেই ত্রিলোকনিন্দিত মহাপাতকী বলিয়া কথিত ও ব্রহ্মার শতবর্ষ কালসূত্র নরকে পাক হয় ; কিন্তু যাহার নিকট হইতে অতিথি পরাঙ্মুখ হন, সে ব্যক্তি ইহা-দিগের হইতেও অধিক পাপী। নারায়ণ কহিলেন, তখন জগৎপতি হরি মহাদেবের এরূপ বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্টা হইয়া মেঘগম্ভীর স্বরে তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাদেব! আমি তোমাদিগের কোলাহল জানিতে পারিয়া কৃষ্ণভক্ত পরশুরামের রক্ষার্থ এক্ষণে শ্বেতদ্বীপ হইতে আসিয়াছি। ঈদৃশ কৃষ্ণভক্তদিগের কখন অমঙ্গল হয় না। কারণ আমি উহাদিগকে সুদর্শন হস্তে করিয়া গুরুর কোপানল ভিন্ন সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করি। ৪৫—৫৭। কিন্তু গুরুদেব যাহার প্রতি রুষ্ট, তাহাকে রক্ষা করিতে আমিও অসমর্থ। যেহেতু গুরুর অবমাননা সকল পাপ হইতে গুরুতর। যে

ব্যক্তি গুরুদেবের সেবা না করে, তাহার তুল্য পাতকী আর কেহ নাই। যে জন্মদাতার প্রসাদে মনুষ্য জগৎ দর্শন করিয়া থাকে, সেই জনক সর্ব্বাপেক্ষা সকলের পূজ্য ও মাননীয়, তিনি জন্মদানহেতু জনক, রক্ষাহেতু পিতা ও বংশবিস্তারহেতু অংশে প্রজাপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ঐ পিতা অপেক্ষা জননী গর্ভধারণ ও প্রতিপালনহেতু শতগুণে বন্দনীয়া, পূজনীয়া ও মাননীয়া এবং প্রসূতি বসুন্ধরাস্বরূপিণী। ঐ মাতা অপেক্ষা অন্নদাতা শতগুণে পূজনীয়, মাননীয় ও বন্দনীয়; এবং অংশে বিষ্ণুস্বরূপ; যেহেতু অন্ন ব্যতীত এই দেহ নশ্বর হইয়া থাকে। ঐ অন্নদাতা অপেক্ষা অভীষ্টদেব শতগুণে শ্রেষ্ঠ এবং ঐ অভীষ্টদেব অপেক্ষাও বিদ্যা ও মন্ত্রদাতা গুরু শতগুণে শ্রেষ্ঠ। যেহেতু তিনি জ্ঞানচক্ষুঃস্বরূপ দীপালোকে অজ্ঞানতিমিরাবৃত লোককে সকল পদার্থ পরিদর্শন করাইয়া থাকেন; অতএব তাঁহা অপেক্ষা বন্ধু কে আছে? যে গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র-প্রভাবে তপস্যাদ্বারা লোক অভীষ্ট সুখ, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি লাভ করে, সেই গুরু অপেক্ষা বন্ধু কে আছে? লোক গুরুদত্ত বিদ্যাবলে সকলকে জয় করে; অতএব জগতে সেই গুরু অপেক্ষা অধিক পূজনীয় ও বন্ধু কে আছে? যে মূঢ় বিদ্যামদ বা ধনমদে অন্ধ হইয়া গুরুকে ভজনা না করে, সে ব্রহ্মহত্যাদি পাপে লিপ্ত হয়; ইহাতে সন্দেহ নাই। গুরু, দরিদ্র, পতিত বা ক্ষুদ্রই হউন, তাঁহার প্রতি যে মনুষ্য-বুদ্ধি আচরণ করে; সে তীর্থে স্নাত হইয়াও কর্ম্মে অধিকারী হয় না। হে মহাদেব! যে ব্যক্তি সক্ষম হইয়াও কপট করিয়া পিতা, মাতা, ভার্য্যা, গুরু ও পত্নীর গুরুকে পোষণ না করে, সে মহাপাতকী বলিয়া কথিত। গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই দেব মহেশ্বর, গুরুই পরব্রহ্ম, গুরুই সূর্য্য-স্বরূপ, গুরুই ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ ও অগ্নিস্বরূপ ও তিনিই স্বয়ং সর্ব্বরূপ ভগবান্ পরমাত্মা। ৫৮—৭১। বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র নাই; কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেবতা কেহ নাই; গঙ্গাতুল্য তীর্থ ও তুলসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুষ্প নাই; পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষমাশীলা ও পুত্র অপেক্ষা প্রিয় আর কেহ নাই। দৈব অপেক্ষা বল, একাদশী অপেক্ষা ব্রত, শালগ্রাম অপেক্ষা শিলা ও ভারত হইতে শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র আর নাই। যেমন পবিত্র বৃন্দাবন যাবদীয় পবিত্র স্থান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং যেমন কাশী মোক্ষদাতৃগণের মধ্যে, মহাদেব, বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রধান, পার্ব্বতী অপেক্ষা সতী, গণেশ অপেক্ষা বলবান্, বিদ্যার সদৃশ বন্ধু আর কেহ নাই; তদ্রূপ গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। বিদ্যাদাতার পুত্র ও ভার্য্যা তাঁহারই সদৃশ; ইহাতে সংশয় নাই। সেই গুরুর পত্নী ও পুত্রে পরশুরামের যে অবহেলা হইয়াছে, আমি সেই দোষ ক্ষালন করিবার কারণে তোমার ভবনে উপস্থিত হইয়াছি। নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! ভগবান্ বিষ্ণু মহাদেবকে এইরূপ কহিয়া দুর্গাকে সম্বোধনপূর্ব্বক সত্য সারভূত পরম বাক্য কহিতে লাগিলেন;—দেবি দুর্গে! আমি হিতজনক, নীতিগর্ভ বেদসার, পরিণামে সুখকর বাক্য কহিতেছি। এই মঙ্গলময় মদীয় বাক্য শ্রবণ কর। তোমার গজানন ও কার্ত্তিকেয় যেমন পুত্র, ভৃগুনন্দন পরশুরামও তদ্রূপ; ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদিগের প্রতি তোমার বা মহাদেবের স্নেহের তারতম্য নাই। হে মাতঃ! সর্ব্বজ্ঞে! তবে এবিষয়ে বিচার করিয়া যথোচিত কার্য্য কর। পুত্রের সহিত পুত্রের বিবাদ দৈবদোষেই হইয়াছে। দৈবকে নিবারণ করিতে কে সমর্থ হয়? দৈব সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ ও শ্রেষ্ঠ। বৎসে! বরাননে! বেদে তোমার পুত্রের বিষয় দেখ, তিনি সকল দেবগণকর্ত্তৃক নমস্কৃত ও একদন্ত নামে বিখ্যাত। হে মাতঃ ঈশ্বরি! তোমার পুত্রের সামবেদোক্ত সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন নামাষ্টক পরমস্তোত্র কহিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। গণেশ, একদন্ত, হেরম্ব, বিঘ্ননায়ক, লম্বোদর, শূর্পকর্ণ, গজবক্ত্র, গুহাগ্রজ, এই গণেশের নামাষ্টক। হে মাতঃ হরপ্রিয়ে! তোমার পুত্রের এই নামাষ্টকস্তোত্রের অর্থ শ্রবণ কর, ইহা সকল স্তবের সারভূত ও সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন। গ-শব্দের অর্থ জ্ঞান, ণ-শব্দের অর্থ মুক্তি, এই উভয় প্রদানে সমর্থ এবং পরব্রহ্মস্বরূপ সেই গণেশকে আমি প্রণাম করি। এক, শব্দের অর্থ প্রধান, দন্ত, শব্দের অর্থ বল, অতএব সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলসম্পন্ন সেই একদন্তকে আমি নমস্কার করি। হে, শব্দের অর্থ দীন, রম্ব শব্দের অর্থ পালক, অতএব সেই দীনজনপ্রতিপালক হেরম্বকে আমি নমস্কার করি। বিঘ্ন শব্দের অর্থ বিপদ্, নায়ক শব্দের অর্থ খণ্ডন, অতএব সেই বিপদ্বিনাশক বিঘ্ননায়ককে নমস্কার করি। পূর্ব্বে বিষ্ণুপ্রদত্ত নৈবেদ্য ও পিতৃদত্ত নানাবিধ ভোগে যাঁহার উদর লম্বমান হইয়াছে; সেই লম্বোদরকে বন্দনা করি। যাঁহার শূর্পাকৃতিকর্ণদ্বয় বিঘ্ননিবারণের কারণ এবং সম্পদ্ ও জ্ঞানস্বরূপ সেই শূর্পকর্ণকে আমি প্রণাম করি। যাঁহার মস্তকে মুনিপ্রদত্ত বিষ্ণুর নিবেদিত পুষ্প রহিয়াছে, সেই গজেন্দ্রবদনযুক্ত গজবক্ত্রকে প্রণাম করি। ইনি গুহ অর্থাৎ কার্ত্তিকের অগ্রে মহা-

দেবের ভবনে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়াই সকল দেবের অগ্রে পূজিত দেব গুহাগ্রজ; ইহাঁকে বন্দনা করি। হে দুর্গে! বেদে তোমার পুত্রের অষ্ট নাম সংযুক্ত নামাষ্টক দেখ; পরে উচিত কোপ করিও। যে ব্যক্তি এই অর্থযুক্ত শুভ নামাষ্টক স্তোত্র নিত্য ত্রিসন্ধ্যাকালে পাঠ করে, সে সুখী ও সর্ব্বতো বিজয়ী হয়। গরুড় হইতে সর্পগণের মত তাহা হইতে বিঘ্ন সকল পলায়ন করে এবং গণেশের অনুগ্রহে সে নিশ্চয়ই মহাজ্ঞানী হয়। পুত্রার্থী পুত্র ও ভার্য্যার্থী সুন্দরী ভার্য্যা লাভ করে এবং অতি জড় ব্যক্তিও এই বিদ্যা-প্রভাবে নিশ্চয়ই কবিবর হয়। ৭২—৯৮।

গণেশখণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, বিষ্ণু পার্ব্বতীকে প্রবোধ দিয়া পরশুরামকে হিতজনক পরিণাম-সুখকর নীতিগর্ভ সারবাক্য কহিতে লাগিলেন, পরশুরাম! তুমি ক্রোধে গণেশের দন্ত ভঙ্গ করিয়া উহার বিরুদ্ধে এক্ষণে অবস্থিত হওয়ায় শাস্ত্রমতে যথার্থ অপরাধী। আমি যে স্তব কহিয়াছি, এক্ষণে তাহাদ্বারা তুমি গণেশকে স্তব করিয়া কাণ্বশাখোক্ত স্তবে জগতপ্রসবিনী দুর্গাকে স্তব কর। ইনি জগৎপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি-রূপিণী প্রধানা শক্তি; ইনি তোমার প্রতি কুপিতা হইলে তুমি বুদ্ধিশূন্য হইবে। ইনি সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী; ইহাতেই জগৎ শক্তিসংযুক্ত হইয়াছে; গুণাতীত প্রকৃতি হইতে পৃথক্ শ্রীকৃষ্ণও ইহাদ্বারাই শক্তিসম্পন্ন হন। ব্রহ্মাও এই শক্তিরূপিণীর সাহায্য ভিন্ন সৃষ্টিকার্য্য করিতে অসমর্থ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই আমরা সকলেই ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। হে বিপ্র! পূর্ব্বে ভীষণ সমরে দেবগণ অসুরগণকর্তৃক আক্রান্ত হইলে, এই সতী সকল দেবগণের তেজে আবির্ভূতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আদেশক্রমে অসুরগণকে নিধন করিয়া দেবগণকে স্ব স্ব পদ প্রদান করিয়া দক্ষের তপোবলে দক্ষপত্নীর গর্ভে জন্ম লাভ করেন। তখন মহাদেবের পত্নী হইয়া পুনরায় পতিনিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের পত্নীর গর্ভে জন্ম লাভ করিয়াছেন। ইনি তপশ্চরণদ্বারা যোগিগণের গুরুর গুরু মহাদেবকে পতিস্বরূপে পাইয়া পরে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় কৃষ্ণাংশ-সম্ভূত এই গণপতিকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন। বৎস ভার্গব! তুমি যাঁহাকে নিয়ত ধ্যান কর, তাঁহাকেই জাননা; সেই ভগবান্ কৃষ্ণই পার্ব্বতীপুত্ররূপে অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন; অতএব হে বৎস! তুমি প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মঙ্গলময়ী মঙ্গলদাত্রী মঙ্গলোদ্ভূতা মঙ্গলকারণ ও মঙ্গলেশ্বরী এই শিবপ্রিয়া দুর্গাকে সেই স্তবদ্বারা প্রসন্ন কর; পূর্ব্বে ত্রিপুরাসুর-বধসময়ে মহাদেব ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া যে শিবা-স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন। হে নারদ! শ্রীকৃষ্ণ ইহা কহিয়া লক্ষ্মীর আলয়ে শীঘ্র গমন করিলেন। তখন পরশুরাম, শুভ গঙ্গোদকে স্নান করিয়া, ধৌত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তবৎসল গুরুকে প্রণাম করিয়া, আচমনানন্তর ভক্তিভরে অবনতমস্তকে দেবীকে নমস্কার করিয়া পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গে আনন্দবারি-পরিষিক্ত হইয়া, সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন, ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের কারণ বিষ্ণুপ্রদত্ত স্তবদ্বারা সেই দুর্গাকে স্তব করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। পরশুরাম কহিলেন, হে দুর্গে! পূর্ব্বে গোলোকধামে পরিপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টিকার্য্যে উন্মুখ হইলে তাঁহার শরীর হইতে তুমি আবির্ভূতা হইয়াছ। তুমি বস্ত্র অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া, কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাযুক্তা হইয়াছ ও অগ্নি-সমুজ্জ্বল বস্ত্র পরিধান করিয়া হাস্যবদনা হওয়ায় সুশোভনা হইয়াছ; তুমি নবযৌবন-সম্পন্না ও সিন্দূরবিন্দুতে শোভিতা রহিয়াছ এবং মালতীমালায় ভূষিত কেশপাশ ধারণ করিতেছ। ১—২০। তুমি কি অনির্ব্বচনীয় চারুমূর্ত্তি ধারণ করিতেছ; মুমুক্ষুদিগেরও মোক্ষদাত্রী তুমি স্বয়ং মহাবিষ্ণুরও বিধাত্রী। সর্ব্ববিমোহিনী তোমাকে দেখিয়া সকলেই সেইক্ষণে মুগ্ধ হইয়াছিল। পূর্ব্বে তুমি রাসমণ্ডলে সহসা সম্ভূতা হইয়াই সহাস্যাননে ধাবিতা হইয়াছিলে; সেই কারণে সাধুগণ তোমাকে মূল প্রকৃতি ঈশ্বরী রাধানামে কহিয়া থাকেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে আহ্বান করিয়া সহসা তোমাতে বীর্য্যাধান করিয়াছিলেন। ঐ বীর্য্য হইতে এক বৃহৎ ডিম্ব উৎপন্ন হয়; সেই ডিম্ব হইতেই মহাবিরাট্ উৎপন্ন হইয়াছেন। এই মহাবিরাটেরই প্রতিলোম-কূপে ব্রহ্মাণ্ড সকল রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শৃঙ্গারকালে তোমার যে নিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই নিশ্বাসই মহাবায়ুরূপ হইয়াছে; ঐ বায়ু বিশ্ব-সংসার ধারণ করিতেছেন। তৎকালে তোমার শরীর হইতে যে ঘর্ম্মজল উৎপন্ন হইয়া সমস্ত গোলোকধাম প্লাবিত করিয়াছিল, সেই জলরাশিই বিশ্বাধার হইয়াছে; অনন্তর তুমি পাঁচভাগে বিভক্তা হইয়া পঞ্চমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ; তন্মধ্যে যে মূর্ত্তি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পুরাবিদেরা তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রাণাধিকা

রাধা বলিয়া কহিয়া থাকেন। বেদশাস্ত্র-প্রসবিনী, যে মূর্ত্তি বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে অতি-পবিত্রা সাবিত্রী বলিয়া কহিয়া থাকেন। শান্তস্বরূপিণী শান্তিময়ী যে মূর্ত্তি ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পণ্ডিতগণ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী সেই মূর্ত্তিকে লক্ষ্মী নামে কহিয়া থাকেন। সাধুপ্রসবিনী যে শুক্লা মূর্ত্তি শাস্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা বিদিতশাস্ত্রা সেই মূর্ত্তিকে সরস্বতী নামে কহিয়া থাকেন। যে মূর্ত্তি, বুদ্ধি বিদ্যা ও সর্ব্বশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সাধুগণ সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী সেই মূর্ত্তিকে সর্ব্বমঙ্গলা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই সমস্ত মঙ্গলেরও মঙ্গলদায়িনী সর্ব্বমঙ্গলা-মূর্ত্তি তুমি এক্ষণে সকল মঙ্গলের কারণ শিবের ভবনে রহিয়াছ। মাতঃ! তুমি শিবসমীপে শিবারূপিণী, নারায়ণের নিকটে লক্ষ্মীস্বরূপা ও বেদপ্রসবিনী সাবিত্রী ও সরস্বতীরূপে ব্রহ্মার প্রেয়সী হইয়া অবস্থান করিতেছ। তুমি পরমানন্দময় রাসেশ্বর পরিপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণের নিকটে রাধারূপে রহিয়াছ। দেবাঙ্গনাগণও তোমারই অংশের অংশ হইতে উৎপন্ন। সকল নারীই তোমার অংশ-সম্ভূতা; তুমি সকলের বীজস্বরূপিণী; তুমি সূর্য্যের ছায়া ও চন্দ্রের সর্ব্বমোহিনী রোহিণী; তুমি ইন্দ্রের পত্নী শচী, কামের কামিনী ঈশ্বরী রতি, বরুণের স্ত্রী বরুণানী, বায়ুর স্ত্রী প্রাণবল্লভা, বহ্নির প্রিয়া স্বাহা, কুবেরের সুন্দরী, যমের সুশীলা, নির্ঋতের কৈটভী, ঈশানের শশিকলা, মনুর প্রিয়া শতরূপা, কর্দ্দমের দেবহূতি, বশিষ্ঠের অরুন্ধতী ও দেবগণের মাতা অদিতি, অগস্ত্য মুনির প্রিয়া লোপামুদ্রা, গৌতমের অহল্যা, সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা গঙ্গা, তুলসী ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় নদী;—হে মাতঃ! ইহাঁরা ও অন্যান্য নারীগণ সকলেই তোমার অংশে উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি মানবগণের গৃহে গৃহলক্ষ্মী রাজগণের রাজলক্ষ্মী, তপস্বীদিগের তপস্যা ও ব্রাহ্মণের গায়ত্রী। ২১—৪২। তুমি সাধুগণের সত্ত্বস্বরূপা, অসাধুগণের কলহের বীজ ও গুণাতীতের জ্যোতিঃস্বরূপা, সগুণের শক্তিরূপিণী। তুমি সূর্য্যে প্রভা, অগ্নিতে দাহিকা শক্তি, জলে শীতলতা ও চন্দ্রে শোভারূপিণী। তুমি ভূমিতে গন্ধরূপিণী; আকাশে শব্দস্বরূপা; তুমিই জীবগণের ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি এবং সর্ব্বপ্রকার শক্তি; তুমি সকলের বীজস্বরূপা; সংসারমধ্যে তুমিই সার; তুমি পণ্ডিতগণের স্মৃতি, মেধা, বুদ্ধি ও জ্ঞানশক্তি। শ্রীকৃষ্ণ কৃপাবশতঃ শূলপাণিকে সর্ব্বজ্ঞানপ্রসবিনী কল্যাণকরী যে বিদ্যা প্রদান করিয়াছেন ও মহাদেব যে বিদ্যা হইতে মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছেন, তুমিই সেই বিদ্যা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সৃষ্টি পালন ও সংহারাত্মক যে ত্রিবিধ শক্তি আছে, তুমিই সেই শক্তি; তোমাকে নমস্কার। বিধাতা মধুকৈটভের ভয়ে ভীত ও কম্পিত হইয়া যে দেবীকে স্তব করিয়া ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছেন, সেই দেবীকে আমি নতমস্তকে প্রণাম করি। এই ত্রাতা বিষ্ণু মধুকৈটভের যুদ্ধে যে ঈশ্বরীকে স্তব করিয়া বলবান্ হইয়াছিলেন, সেই দুর্গাকে আমি নমস্কার করি। ঘোরতর ত্রিপুরসংগ্রামে শিব-রথের সহিত পতিত হইলে দেবগণ যাঁহাকে স্তব করিয়াছিলেন, সেই দুর্গাকে আমি প্রণাম করি। তখন মহাদেব বৃষরূপী বিষ্ণুর উপর আরোহণপূর্ব্বক যাঁহাকে স্তব করিয়া ত্রিপুরাসুরকে নিধন করিয়াছিলেন, যাঁহার আজ্ঞায় নিরন্তর বায়ু বহিতেছেন, সূর্য্য তাপ দিতেছেন, ইন্দ্র বারিবর্ষণ, অগ্নি দহন, কাল নিরন্তর ভ্রমণ ও মৃত্যু জন্তুসমূহে বেগে সঞ্চরণ করিতেছেন; সেই দুর্গাকে নমস্কার করি। যাঁহার আদেশে স্রষ্টা কালে সৃজন, পালক পালন ও সংহর্ত্তা কালে সংহার করিতেছেন; সেই দুর্গাকে আমি প্রণাম করি; জ্যোতিঃস্বরূপ স্বয়ং গুণাতীত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সাহায্য ব্যতীত সৃষ্টিকার্য্য করিতে অসমর্থ, সেই দুর্গাকে আমি নমস্কার করি। হে জগন্মাতঃ! আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, মাতা শিশুদিগের অপরাধে কখনই কুপিতা হন না। পরশুরাম এই কথা বলিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। তখন দুর্গা পরিতুষ্টা হইয়া সসম্ভ্রমে কহিলেন, হে বৎস! তুমি অমর হও, এবং সুস্থির হও। মহাদেবের প্রসাদে, তোমার সর্ব্বত্র সর্ব্বদা জয় হউক। সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ শ্রীহরি নিরন্তর তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হউন এবং শ্রীকৃষ্ণে ও মঙ্গলপ্রদ গুরুদেব মহাদেবে তোমার ভক্তি হউক। দুর্গা অভয় প্রদানপূর্ব্বক এইরূপ বর দান করিলেন। ৪৩—৬০। ইষ্টদেব ও গুরুর প্রতি যাঁহার অচলা ভক্তি থাকে, সমস্ত দেবতারা কুপিত হইয়াও তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। তুমি শ্রীকৃষ্ণভক্ত,—শিবের প্রিয় শিষ্য ও যেহেতু গুরুপত্নীকে স্তব করিতেছ; অতএব এ জগতে তোমাকে বিনাশ করিতে কে সমর্থ? বিশেষতঃ কৃষ্ণভক্তগণের কোন স্থলে কোনরূপ অশুভ হয় না। যাহারা অন্য দেবোপাসক তাহারা কখনই নিরাপদ্ নহে। হে পরশুরাম! বলবান্ চন্দ্রমা যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তিদিগের প্রতি তুষ্ট থাকেন, দুর্ব্বল তারাগণ রুষ্ট হইয়া তাহাদিগের

কি করিতে পারে? যদি সভাস্থলে রাজা একজনের প্রতি সন্তুষ্ট হন, সে অতিশয় সুখী হয় ও দুর্ব্বল ভৃত্যেরা তাহার প্রতি রুষ্ট হইয়া তাহার কি করিতে পারে। পার্ব্বতী সন্তুষ্টা হইয়া এইরূপ কথনানন্তর পরশুরামকে শুভ আশীর্ব্বাদ প্রদানপূর্ব্বক শীঘ্র অন্তঃপুরে গমন করিলে হরিধ্বনি হইয়াছিল। যে ব্যক্তি, পূজাকালে,যাত্রাকালে, বা প্রভাতকালে এই কাণ্বশাখোক্ত স্তব পাঠ করে, সে নিশ্চয়ই বাঞ্ছিত ফল লাভ করে, পুত্রার্থী পুত্র, কন্যার্থী কন্যা, বিদ্যার্থী বিদ্যা, প্রজার্থী প্রজা, রাজ্যভ্রষ্ট রাজ্য, ধনভ্রষ্ট ধন লাভ করে। গুরু, দেবতা রাজা অথবা বন্ধু যাহার প্রতি রুষ্ট হন, এই স্তব-রাজ-প্রসাদে তাহার প্রতি উহাঁরাই বরদাতা হইয়া সন্তুষ্ট হন। দস্যুপীড়িত সর্পদষ্ট শত্রুসমাক্রান্ত ও ভীষণ-ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি এই স্তব স্মরণমাত্রেই ঐ বিপদ্ হইতে মুক্ত হয়। রাজদ্বারে, শ্মশানে, কারাগারে, বন্ধনে ও জলরাশিতে নিমগ্ন ব্যক্তি এই স্তব পাঠ করিলে মুক্ত হয়। স্বামিবিচ্ছেদ পুত্রবিচ্ছেদ ও দারুণ বন্ধুবিচ্ছেদ হইলে এই স্তব স্মরণমাত্রেই বাঞ্ছিত ফল লাভ করে। যে নারী হবিষ্য করিয়া দুর্গাকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করত এই স্তব একবর্ষ শ্রবণ করে, সে মহাবন্ধ্যা হইলেও সন্তান প্রসব করে। সে ব্যক্তি চিরজীবী জ্ঞানী দিব্য পুত্র লাভ করে। অসুভগা নারী এই স্তব ছয়মাস শ্রবণে সৌভাগ্য লাভ করে। যে কাকবন্ধ্যা ও মৃতবৎসা ভক্তিপূর্ব্বক নয় মাস এই স্তবরাজ শ্রবণ করে, সে নিশ্চয়ই পুত্র লাভ করে। যে পুত্রহীনা কন্যাপ্রসবিনী নারী, ঘটে দুর্গাকে পূজা করিয়া এই স্তব পঞ্চমাস শ্রবণ করে, সে নিশ্চয়ই পুত্র লাভ করে। ৬১—৭৬।

গণেশখণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, পরশুরাম দুর্গাকে স্তব করিয়া আনন্দ-বিহ্বলচিত্তে শ্রীহরিকথিতস্তবে গণেশকে স্তব করিতে লাগিলেন। নানাবিধ নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ, গন্ধদ্বারা ও তুলসী ভিন্ন সকল পুষ্প-দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিলেন। তিনি মহাদেবের আদেশে ভ্রাতা গণপতিকে এইরূপে ভক্তিভাবে পূজা করিয়া গুরুপত্নী ও গুরুদেবকে নমস্কারপূর্ব্বক গমন করিতে উদ্যত হইলেন। নারদ কহিলেন, পরশুরাম যখন বিবিধ নৈবেদ্য ও পুষ্পের দ্বারা ভগবান্ গণেশের পূজা করিয়াছিলেন তখন তুলসীকে কেন বর্জ্জন করিলেন? তুলসী সকল পুষ্পমধ্যে মান্যা, ধন্যা ও মনোহরা; কিন্তু ঐ সারভূতা পবিত্রা তুলসীকে গণেশ কেন না গ্রহণ করিলেন? নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! ব্রহ্মকল্পের অতিগোপ্য মনোহরবৃত্তান্তময় ঐ পুরাতন ইতিহাস কহিতেছি, শ্রবণ কর। একদা নবযৌবনসম্পন্না নারায়ণপরায়ণা তুলসী তপস্যার্থ নানাতীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে যৌবনযুক্ত অতিসুন্দর পবিত্র সহাস্যবদন পীতবসন গণেশকে দেখিলেন; উহাঁর সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত। তিনি স্বয়ং রত্নভূষণে ভূষিত হইয়া জন্ম মৃত্যু-জরা-নিবারক শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছেন। সেই জিতেন্দ্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ, যোগেন্দ্রগণের গুরুরও গুরু, অরূপহার্য্য নিষ্কাম গণেশকে দেখিয়া, তুলসী কামশরে পীড়িতা হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন,—অয়ে শান্তমূর্ত্তে! দেব! গজানন! কি ধ্যান করিতেছ? তোমার দেহ এরূপ লম্বোদর ও বদন গজের মতন কেন? হে মহাভাগ! তোমার মুখে একটী মাত্র দন্ত কেন? ইহার কারণই বা কি? এক্ষণে ধ্যান পরিত্যাগ কর; সায়ংকাল উপস্থিত হইয়াছে। হে নারদ! নিদারুণ কামবাণে অন্তরে নিপীড়িতা দেবী তুলসী, তাঁহাকে এইরূপ কহিয়া বারম্বার হাস্য করিলেন ও গণেশের মস্তকে কিঞ্চিৎ জলক্ষেপণ করিয়া কৃষ্ণাসক্তমানস নিশ্চল-কলেবর সেই গণেশকে তর্জ্জনী-দ্বারা আঘাত করিলেন। হে নারদ! তখন গণেশের ধ্যানভঙ্গ হওয়াতে চৈতন্য ও ধ্যানভঙ্গজন্য অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইল; কারণ সাধুসঙ্গ বিচ্ছেদ অতিদুঃখদায়ক হইয়া থাকে। তখন জিতেন্দ্রিয় লম্বোদর ধ্যানচ্যুত হইয়া শ্রীহরি স্মরণ করত সম্মুখে নবযৌবন-সম্পন্না কামার্ত্তা সহাস্যবদনা শান্তমূর্ত্তি এক রমণীকে দেখিয়া সস্মিতবদনে শান্তভাবে বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন। ১—১৭। বৎসে! তুমি কে? হে মাতঃ! তুমি কাহার কন্যা? হে শুভে! কি কারণে আমার ধ্যানভঙ্গ করিলে? তাহা বল; কারণ তপস্বিদিগের ধ্যানভঙ্গ করা নিয়ত পাপ ও অশুভদায়ক হয়, কিন্তু হে শুভে! দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ তোমার বিঘ্ন দূর ও কল্যাণ করুন এবং আমার ধ্যানভঙ্গ জন্য কোন অপরাধ তোমার হইবে না। পরে কামপীড়িতা তুলসী গণেশের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সহাস্যবদনে কটাক্ষ নিক্ষেপ করত মধুরবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, দেব! আমি ধর্ম্মধ্বজের কন্যা যৌবনাবস্থায় তপস্বিনী হইয়াছি. তপস্যাও আমার—স্বামীর জন্য; অতএব হে প্রভো! আপনি আমার পতি হউন। মহামতি

গণপতি, তুলসীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীহরি-স্মরণ করত সেই বিদুষী তুলসীকে মধুর বাক্যে কহিলেন, হে মাতঃ! বিপদ্‌সঙ্কুল দারপরিগ্রহে আমার অভিলাষ নাই; যেহেতু দারপরিগ্রহ কেবল দুঃখের কারণ; কখন সুখের কারণ হয় না। এবঞ্চ ঐ দারপরিগ্রহ হরিভক্তির অন্তরায়, তপস্যার নাশক, মোক্ষদ্বারের কপাট ও সংসার-বন্ধনের রজ্জুস্বরূপ। উহা বারংবার গর্ভবাসের কারণ, তত্ত্বজ্ঞানের উচ্ছেদন-হেতু, সংসারের আধার, সাধুগণের দুস্ত্যজ, ইন্দ্রিয়গণের আবাসগৃহ, সর্ব্বমায়ার আধার ও অবিমৃষ্যকারিতা প্রভৃতি নানাদোষের আকরস্বরূপ। অতএব হে মহাভাগে! তুমি নিবৃত্তা হও; অন্য কামুক পতি অন্বেষণ কর; যেহেতু কামুক ব্যক্তির সহিত, কামুকীর সঙ্গম প্রশংসনীয় হয়। সাধ্বী তুলসী, গণেশের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে 'তোমার নিশ্চয় দারপরিগ্রহ হইবে'; তাঁহাকে ঈদৃশ শাপ প্রদান করিলেন। হে নারদ! সুরবর শিবনন্দনও ইহা শুনিয়া, দেবি! তুমিও নিশ্চয় অসুরাক্রান্তা হইবে, এইরূপ তাঁহাকে শাপ প্রদান করিলেন ও পরে কোন মহাজনের শাপে বৃক্ষত্ব লাভ করিবে; এইরূপ কহিয়া মহাতপা গণেশ বিরত হইলেন। ঐ শাপ-শ্রবণে, তুলসী পুনঃ পুনঃ রোদন করত গণেশকে স্তব করিলেন। তখন গণেশও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে মনোরমে! তুমি সকল পুষ্পের প্রধানা হইবে; হে মহাভাগে! তুমি অংশাংশে নারায়ণের প্রেয়সী হইবে এবং তুমি সমস্ত দেবতার বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া ও স্বয়ং পূতা বলিয়া মানবগণের মুক্তিদায়িনী হইবে; কিন্তু আমার সর্ব্বদা পরিত্যাজ্যা থাকিবে। সুরবর গণেশ তাঁহাকে ইহা কহিয়া, শ্রীহরির উপাসনায় ব্যগ্র হইয়া পুনরায় তপস্যার্থ বদরিকাসন্নিধানে গমন করিলেন, দেবী তুলসীও দুঃখিতহৃদয়ে পুষ্করতীর্থে গমন করত অনাহারে লক্ষবর্ষ তপস্যা করিলেন। মুনিবর নারদ! পরে তুলসী মুনীন্দ্রের ও গণেশের শাপে শঙ্খচূড়াসুরের বহুকাল পত্নীত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পরে ঐ অসুরপতি মহাদেবের শূলে প্রাণ ত্যাগ করিলে, তুলসী বৃক্ষত্ব লাভ করিয়া অংশাংশে নারায়ণের প্রিয়া হইলেন। হে নারদ! পূর্ব্বে ধর্ম্মমুখ হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, সেই ইতিহাস তোমাকে কহিলাম। শ্রেষ্ঠ মোক্ষপ্রদ এই ইতিহাস অপর পুরাণেও কীর্ত্তিত আছে। অনন্তর মহাভাগ পরশুরাম শিব ও পার্ব্বতীকে নমস্কার ও গণেশকে পূজা করিয়া তপস্যার্থ বনে গমন করিলেন। ১৮—৩১। অনন্তর গণপতি দেবেন্দ্র ও মুনীন্দ্রগণকর্ত্তৃক পূজিত ও বন্দিত হইয়া হর-পার্ব্বতীসন্নিকটে অবস্থান করিলেন। হে মুনে! যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে এই গণপতিখণ্ড শ্রবণ করেন তিনি নিশ্চয় রাজসূয় যজ্ঞের ফললাভ করেন। অপুত্র ব্যক্তি গণেশের প্রসাদে বীর, ধীরপ্রকৃতি, ধনবান্, গুণবান্, দীর্ঘজীবী, যশস্বী, পুত্রবান্, বিদ্বান, কবিশ্রেষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়-প্রধান, বরিষ্ঠ, সর্ব্বসম্পদ্দাতা, অতিপবিত্র, সদাচার-সম্পন্ন, প্রশংসনীয় বিষ্ণুভক্ত, দয়ালু, অহিংসক তত্ত্বজ্ঞানবিশারদ পুত্র লাভ করেন। মহা-বন্ধ্যা নারীও যদি বস্ত্র অলঙ্কার ও চন্দনদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক গণেশকে পূজা করিয়া এই গণপতিখণ্ড শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তিনিও পুত্রপ্রসবিনী হন। হে ব্রাহ্মন্! মৃতবৎসা ও কাকবন্ধ্যাও ইহা শ্রবণে নিশ্চয় পুত্র লাভ করেন। দূষিতা নারী বিশুদ্ধা হইয়া অদূষিত পুত্র লাভ করেন। এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিয়া মনুষ্য যে ফল লাভ করিয়া থাকেন, এই এক উত্তম গণপতিখণ্ড শ্রবণে সেই ফল লাভ করেন। এবং হে ব্যক্তি! মনে যে যে বাঞ্ছা করিয়া একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রবণ করে, সুরবর গণপতি তাহার সেই সেই বাঞ্ছা পরিপূর্ণ করেন। লোকে বিঘ্নবিনাশার্থ যত্নসহকারে এই গণপতিখণ্ড শ্রবণ করিয়া, পাঠক ব্রাহ্মণকে স্বর্ণ, যজ্ঞসূত্র, শ্বেতচ্ছত্র, অশ্ব, মাল্য, স্বস্তিক, তিললড্ডুক এবং নানাদেশ ও নানাকালসম্ভূত সুপক্ব ফলসমূহ প্রদান করিবে। ৪০—৫০।

গণেশখণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

গণেশখণ্ড সম্পূর্ণ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম, নর, দেবী সরস্বতী ও বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া পরে জয় উচ্চারণ করিবে।

নারদ কহিলেন;—ব্রহ্মন্! আমি প্রথমতঃ অত্যাশ্চর্য্য মনোহর ব্রহ্মখণ্ড ব্রহ্মার মুখকমল হইতে শ্রবণ করিয়াছি। পরে তাঁহার আদেশে শীঘ্র আপনার নিকট আগমন করিয়া অমৃতখণ্ড হইতেও উৎকৃষ্ট, এবং শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিখণ্ড ও তৎপরে সর্ব্বথা জন্মনিবারক গণপতিখণ্ড শ্রবণ করিয়াছি, তথাপি আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত না হইয়া বিশেষ কিছু শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। এক্ষণে মানবদিগের জন্ম মৃত্যু-নিবারণ, সকল জ্ঞানের প্রদীপস্বরূপ কর্ম্মচ্ছেদক হরিভক্তিপ্রদ জীবের সদা বৈরাগ্যজনক সংসারানুরাগনিবারক মুক্তিপ্রাপ্তির কারণ ভবসাগর-উত্তরণের উপায় কর্ম্মোপভোগ ও রোগসমুদায়ের খণ্ডনে ঔষধিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মলাভের সোপান, বৈষ্ণবগণের জীবন ও জগতের উত্তম পাবন বস্তু সেই শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড আপনি এই শরণাপন্ন ভক্ত শিষ্য,—আমাকে বিস্তারপূর্ব্বক বলুন। সকল অংশে পূর্ণতম এক ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, কোন্ পুরুষকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া স্বয়ং মহীতলে আগমন করিয়াছিলেন। কোন্ যুগে, কি কারণে, কোন্ স্থানে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন? ইঁহার জনক বসুদেবই বা কে? জননী দেবকীই বা কে। ১—৯। কোন্কুলে তাঁহার জন্ম ও সেই হরি কোন্রূপে আগমন করিয়া, মায়াক্রমে কিরূপে এই জগতের বিড়ম্বনা করিয়াছেন। কেন কংসভয়ে সূতিকাগৃহ হইতে গোকুলে গমন করিয়াছিলেন? হে মুনে! কেনইবা সেই অভয়ের কীটতুল্য কংস হইতে ভয় হইয়াছিল? হরি গোপবেশেই বা গোকুলে কি করিয়াছিলেন? কিহেতুই বা জগদীশ্বর গোপাঙ্গনাদিগের সহিত বিহার করিয়াছিলেন? গোপাঙ্গনাগণ কাহারা? বালকরূপী গোপালগণই বা কাহারা? যশোদা কে? নন্দই বা কে? কি পুণ্যই বা উঁহারা করিয়াছিলেন? গোলোকবিহারিণী পুণ্যবতী দেবী রাধা কিকারণে ব্রজধামে গোপকন্যা হইয়া কৃষ্ণের প্রেয়সী হইয়াছিলেন? গোপীগণ কিরূপে দুরারাধ্য সেই পরমেশ্বরকে পাইয়াছিল? কেনই বা কৃষ্ণ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় মথুরায় গমন করিয়াছিলেন? সেই কৃষ্ণ কি বিধানপূর্ব্বক ভারের অবতরণ করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছিলেন? হে মহাভাগ! আপনি শ্রবণ ও কীর্ত্তনে পবিত্র সেই বৃত্তান্ত বলুন। হে কৃপাময়! যাহা ইন্দ্রিয়-সুখভোগসুলভ ক্লেশের ছেদনে কর্ত্তরীরূপা, পাপরূপ কাষ্ঠের দহনে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাস্বরূপা, শ্রবণকারী পুরুষদিগের কোটিজন্মের পাপনাশিনী, মুক্তিরূপা, শ্রবণবিবরে অমৃতের ন্যত রমণীয়া, শোকসাগর-বিনাশিনী ও সংসার-উত্তরণে নৌকারূপিণী সেই অতি দুর্লভা হরিকথা বলুন ও ভক্ত শিষ্য আমাকে জ্ঞান প্রদান করুন। মানব, তপস্যা, জপ, মহাদান পৃথিবীর সকল তীর্থদর্শন, বেদপাঠ, অনশনব্রত, দেবপূজা ও সকল যজ্ঞে দীক্ষা, এই সকলে যে ফল লাভ করে, সেই ফল জ্ঞানদানের ষোড়শ অংশের উপযুক্ত নহে। আমি জ্ঞানোপার্জ্জনের নিমিত্ত

পিতা ব্রহ্মাকর্ত্তৃক আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছি, কোন্ ব্যক্তি অমৃত-সমুদ্র পাইয়া পান করিতে ইচ্ছা না করে। ১০—১২। নারায়ণ কহিলেন; হে কুলপাবন! আমি জানিলাম, তুমি ধন্য ও মূর্ত্তিমান্ পুণ্যরাশিস্বরূপ; তুমি লোক সকল পবিত্র করিবার জন্য ভ্রমণ করিতেছ। লোকের হৃদয়, বাক্যেই হঠাৎ প্রকাশিত হয়; কারণ শিষ্য, ভার্য্যা, কন্যা, দৌহিত্র, বন্ধু, পুত্র, পৌত্র, বাক্য, প্রতাপ, যশ, শ্রী, বুদ্ধি, জল, বিদ্যা; এই সকল বিষয়ে মানবদিগের অন্তর জ্ঞাত হওয়া যায়। তুমি জীবন্মুক্ত, পবিত্র ও গদাধরের বিশুদ্ধ ভক্ত, আর এই সর্ব্বাধারা বসুন্ধরাকে নিজ পাদরেণুস্পর্শে পবিত্র; করিতেছ। তুমি স্বয়ং নিজ মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া সকল লোককে পবিত্র করিতেছ, সেই কারণে সেই মঙ্গলদায়িনী হরিকথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ। যে স্থানে হরিবিষয়ক কথা হয়, তথায় সকল দেবতা ঋষি, মুনি ও সকল তীর্থ অবস্থান করেন। সাধুগণ হরিকথা শ্রবণ করিয়া অন্তকালে বিপদ্‌শূন্য পদ প্রাপ্ত হন ও যে সকল স্থানে পবিত্র কৃষ্ণকথা হয়, সেই সকল স্থান তীর্থতুল্য হয়। হরিকথাবক্তা সদ্য নিজের শত শত পিতৃপুরুষকে উদ্ধার করিয়া ঐ কথা শ্রবণকারীদিগেরও নিখিল-কুল পবিত্র করেন। হরিকথার প্রশ্নকর্ত্তা, প্রশ্ন করিবামাত্র নিজকুল পবিত্র করেন ও শ্রোতা শ্রবণমাত্রে নিজ কুল ও নিজ বন্ধুবর্গকে পবিত্র করেন মনুষ্য শত জন্ম তপস্যাচরণে পবিত্র হইয়া এই ভারতে জন্ম লাভ করে, দুর্লভ হরিকথামৃত পান করিয়া সেই জন্ম সফল করেন। হরির অর্চ্চনা, বন্দনা, মন্ত্রজপ, সেবা, স্মরণ, কীর্ত্তন নিরন্তর অভীষ্ট তদ্‌গুণ শ্রবণ, হরিতে আত্মসমর্পণ ও তাঁহার দাস্য, এই নয় প্রকার ভক্তির লক্ষণ আছে, লোকে ভারতে হরিবিষয়ক সকল কথা শ্রবণ করিয়া জন্ম সফল করে। ২৩—৩৪। সেই হরি-পরায়ণ ব্যক্তির বিঘ্ন হয় না ও আয়ুঃক্ষয় হয় না। গরুড়-সমীপে সর্পের মত তাহার সমীপে যম গমন করিতে পারে না। হরি স্বয়ং তাহার সমীপ কখন ত্যাগ করেন না ও অণিমাদি সিদ্ধি সকল শীঘ্র তাহাতে উপগত হয়। হরির আদেশে রক্ষণার্থ সুদর্শনচক্র তাহার পার্শ্বে দিবারাত্রি ভ্রমণ করে, কেহই তাহার অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। যেমন শলভগণ প্রজ্বলিত অগ্নি-দর্শনে তথায় গমন করে না, সেইরূপ যমের অনুচরগণ স্বপ্নেও তাহার সমীপে গমন করে না। সেই হরিভক্তকে রোগ, বিপদ্, শোক, বিঘ্ন আশ্রয় করে না। হে নারদ! মৃত্যুও তাহার সমীপে মৃত্যু-ভয়ে গমন করেন না। তাহার প্রতি ঋষি, মুনি, সিদ্ধ ও সকল দেবগণ সন্তুষ্ট থাকেন। সে স্বয়ংও হরিপ্রসাদে সকল স্থানে শঙ্কাশূন্য ও সুখী থাকে। হরি-কথায় তোমার সর্ব্বদা অত্যন্ত অনুরাগ রহিয়াছে, ইহা উচিত বটে; যেহেতু জনকের স্বভাব সন্তানে নিশ্চয়ই স্থিতি করে। হে বিপ্রেন্দ্র! ব্রহ্মার মানসে তোমার জন্ম, এ কারণে ইহা প্রশংসার নহে, যাহার যেরূপ কুলে জন্ম, তাহার চিত্তও সেইরূপ হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবা করিয়াই জগতের সৃজনকর্ত্তা ব্রহ্মা তোমার পিতা যিনি নিত্য নিরন্তর কৃষ্ণে নয় প্রকার ভক্তিলক্ষণ করিতেছেন, যাহার হরি কথায় অনুরাগ আছে ও তৎশ্রবণে অশ্রু ও পুলকোদ্গাম হয় ও হরিতেই চিত্ত মগ্ন আছে, পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাহাকে ভক্ত কহেন। যে ব্যক্তি পুত্র স্ত্রী প্রভৃতি সকলকে কায়মনোবাক্যে হরির বলিয়া বিবেচনা করে, তিনি পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক ভক্ত বলিয়া কথিত। যাহার সর্ব্বভূতে দয়া আছে ও যে সমস্ত জগৎ কৃষ্ণময় বলিয়া জ্ঞান করে, সেই মহাজ্ঞানী ভক্ত ও বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। যাঁহারা জনশূন্য তীর্থস্থানে আনন্দিত মনে শ্রীহরির পাদপদ্ম ধ্যান করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব বলিয়া উক্ত। ৩৫—৪৭। যাঁহারা নিরন্তর হরির নাম ও গুণ গান করেন ও তন্মন্ত্র জপ করেন, এবং হরিপদাবলি শ্রবণ করেন তাঁহারা অতিশয় বৈষ্ণব। মিষ্ট বস্তু লাভ করিলে আনন্দে হরিকে নিবেদন করিতে যাহার মন পুলকিত হয়, তিনিই ভক্ত ও জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ। যিনি বাহিক পূর্ব্বকর্ম্মার্জ্জিত ফল ভোগ করেন; কিন্তু মন যাহার দিবারাত্রি স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় হরিপাদপদ্মে রহিয়াছে তিনিই বৈষ্ণব। গুরুমুখ হইতে যাহার কর্ণে এই বিষ্ণুমন্ত্র প্রবেশ করে পণ্ডিতগণ তাঁহাকে অতি পবিত্র বৈষ্ণব করিয়া থাকেন। ভক্ত বৈষ্ণব ব্যক্তি সর্ব্বদা আপনার সপ্ত পূর্ব্বতন ও সপ্ত অধস্তনপুরুষ, মাতামহাদি সপ্তপুরুষ ভগিনী, জননী, মাতামহী, ভার্য্যা কন্যা, বন্ধু শিষ্য, দৌহিত্র, দাস দাসী পুত্র ইহাদিগকে উদ্ধার করেন। তীর্থ সকল নিয়ত বৈষ্ণবের স্পর্শ ও দর্শন বাঞ্ছা করেন। কারণ তাঁহাদিগের পাপি-সম্পর্কজনিত পাপ বৈষ্ণবসঙ্গে বিনাশ পায়। বৈষ্ণব ব্যক্তি গোদোহন-পরিমিত-কাল যে স্থানে অবস্থান করেন সেই ভূমিভাগে সকল তীর্থ অবস্থান করেন। যেরূপ অন্তকালে জ্ঞানপূর্ব্বক গঙ্গাপ্রাপ্ত হইলেও কৃষ্ণ স্মরণ করিলে মুক্তি হয় তদ্রূপ সেই স্থানে পাপীর মৃত্যু হইলে সে মুক্ত হইয়া হরিপদে গমন করে। যেমন তুলসীবনে গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ-

মন্দিরে বৃন্দাবনে, হরিদ্বারে বা অন্যান্য তীর্থে, কি তীর্থে স্নান ও অবগাহনে পাপীদিগের পাপ নষ্ট হয়, সেইমত বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠদিগের বায়ুস্পর্শেও তাহাদিগের পাপ নষ্ট হয়। ৪৮—৫৮। প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রদত্ত শুষ্ক তৃণের মত পূর্ব্বকৃত পাপ সমুদয় বৈষ্ণব-স্পর্শে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। যে যে মনুষ্য বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তিকে পথে গমন করিতে দর্শন করে, তাহাদিগের সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপ নিশ্চয়ই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যাহারা হৃষীকেশ ও পবিত্রহৃদয় কৃষ্ণভক্তকে নিন্দা করে, তাহাদিগের শতজন্মার্জ্জিত পুণ্য নিশ্চয়ই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও তাহারা ভয়ানক কুম্ভীপাক নরকে চন্দ্র সূর্য্যের স্থিতিকালপর্য্যন্ত কীটদংশনে ভক্ষিত হইয়া পচিতে থাকে ও তাহার দর্শনমাত্রে নিশ্চয়ই পুণ্যক্ষয় হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি উহার দর্শন করিলে গঙ্গা-স্নান ও সূর্য্যদর্শন করিয়া শুদ্ধ হন। পাপিষ্ঠ ব্যক্তি বৈষ্ণবের স্পর্শমাত্রে মুক্ত হয় ও অন্তরধিষ্ঠাতা মধুসূদন তাহার পাপ নাশ করেন। হে নারদ! এই বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের গুণ কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে কৃষ্ণের জন্মলীলা কহিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ৫৯—৬৫।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার প্রার্থনায় ভূতলে আগমন করিয়াছিলেন ও সেই ঈশ্বর যে যে কার্য্য বিধান করিয়া পুনরায় নিজলোকে গমন করিয়াছিলেন সেই ভূভারহরণোপায় ও দুষ্টদিগের বধ-প্রকারসকল বিচারপূর্ব্বক যথাবিধানে কহিতেছি। কৃষ্ণের ব্রজে আগমন, গোপালবেশ ও রাধা যে কারণে গোপিকা; এখন তোমাকে তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে শঙ্খচূড়বধ-বর্ণনপ্রসঙ্গে সংক্ষেপে কহিয়াছি, তাহা শুনিয়াছ; এক্ষণে সবিস্তারে কহিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে গোলোকধামে রাধিকার সহিত শ্রীদামের কলহ উপস্থিত হয়। রাধার শাপে শ্রীদাম শঙ্খ-চূড়-রূপে জাত হন। তখন শ্রীদামও রাধাকে এইরূপ শাপ দেন, তুমি "মানবী-যোনিতে গমনপূর্ব্বক ব্রজে ব্রজাঙ্গনা হইয়া ভূতলে বিচরণ কর।" তখন রাধা শ্রীদামশাপে ভীতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন, শ্রীদাম আমাকে এই শাপ দিয়াছে, আমি গোপী হইয়া থাকিব; হে ভয়ভঞ্জন! কি উপায় করিব, তাহা আমাকে বলুন। তোমাব্যতীত আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব? হে নাথ! তোমাব্যতীত আমার ক্ষণও শতযুগ বলিয়া বোধ হয়। চক্ষুর্নিমেষমাত্রকাল তোমার বিরহে আমার মন দগ্ধ হয়। হে নাথ! শারদ পূর্ণিমা-শশীর মত অমৃতময় তোমার মুখ আমি দিবা-রাত্রি নয়নচকোরে পান করিতেছি। তুমি আমার প্রাণ, আত্মা, দৃষ্টিশক্তি, চক্ষু ও পরম ধন জীবন, আমি কেবল দেহমাত্র। হে নাথ! স্বপ্নে ও জ্ঞানে আমার চিত্ত তোমাতে রহিয়াছে ও কেবল তোমার পাদপদ্ম স্মরণ করিতেছি। হে প্রভো! তোমার দাস্যব্যতীত ক্ষণকালও জীবিতা থাকিতে পারি না। ১—১২। কৃষ্ণ সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রেয়সী সুন্দরী রাধাকে বুঝাইতে লাগিলেন, বক্ষে ধারণপূর্ব্বক তাঁহার ভয় দূর করত, হে বরাননে! বরাহকল্পে ভূতলে গমন করিব, আমার সহিত তোমার ভূগমন ও তথায় জন্ম নিরূপিত হইয়া আছে। দেবি! আমি ব্রজে যাইয়া ব্রজের কাননে বিহার করিব, তুমি আমার প্রাণাধিকা, আমি থাকিতে তোমার ভয় কি? জগদীশ্বর হরি তথায় তাঁহাকে এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন। এই কারণে জগন্নাথ নন্দ-গোকুলে গমন করিয়াছিলেন। সর্ব্বভয়াপহ কৃষ্ণের কাহারও হইতে কিছুই ভয় নাই, কেবল মায়াভয় ছল করিয়া রাধিকা নিকটে আনিয়াছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞাপালনার্থ গোপবেশ ধারণপূর্ব্বক সেই রাধার সহিত ও গোপাঙ্গনা-দিগের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার প্রার্থনায় মহীতলে আগমনপূর্ব্বক ভূভার অপ-হরণ করিয়া নিজ স্থানে গমন করিয়াছিলেন। নারদ কহিলেন;—রাধিকার সহিত শ্রীদামের কলহ কি কারণে হয়, তাহা আপনি পূর্ব্বে সংক্ষেপে কহিয়াছেন; এক্ষণে বিস্তারপূর্ব্বক বলুন। নারায়ণ কহিলেন, একদা গোলোকধামে স্বয়ং শ্রীহরি বিজন অরণ্যে রাসমণ্ডলে বিহার করিতেছিলেন, রাধিকা সুখসম্ভোগে আত্ম পর কিছুই জানিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিয়া সেই অতৃপ্তা রাধাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক শৃঙ্গারার্থ অন্য গোপিকার নিকট গমন করিলেন। তখন রাধিকাসমা সুভগা বিরজা ও তাঁহার শতকোটি সুন্দরী বয়স্যা বৃন্দারণ্যে অবস্থান করিতেছিল। সেই কৃষ্ণের প্রাণা-ধিকা যোষিদ্বরা ধন্যা রত্নসিংহাসনোপবিষ্টা গোপী বিরজা সমীপে হরিকে দর্শন করিলেন। ১৩—২৪। শ্রীকৃষ্ণ ও শরচ্চন্দ্রমুখী মনোহর হাস্যবদনা কুটিলনয়নে নাথ-সন্দর্শিনী নবযৌবনে বিরাজমানা রত্নালঙ্কারভূষিতা সূক্ষ্মবস্ত্র-পরিধানা বিরজাকে দেখিলেন। তিনি সর্ব্ব-

দাই ষোড়শবর্ষীয়া ; শ্রীহরি তাঁহাকে রোমাঞ্চিতশরীরা কামবাণ-নিপীড়িতা দেখিয়া সত্বর নির্জ্জন মহারণ্যে রত্নমণ্ডলোপরি পুষ্পশয্যায় তাঁহার সহিত বিহার করিলেন, বিরজা কোটী কামতুল্য রূপবান্ রত্নবেদিকোপবিষ্ট শৃঙ্গারাসক্ত প্রাণনাথ শ্রীহরিকে বক্ষে ধারণ করিয়া কৃষ্ণের শৃঙ্গার-কৌতুকবশে মূর্চ্ছিতা হইলেন তখন রাধিকার সখীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বিরজার সহিত বিহার করিতে দেখিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিল ; রাধিকা তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে শয়ন করিলেন। তখন সেই মহাদেবী রক্ত-পদ্মের মত লোহিতলোচনা হইয়া অতিশয় রোদন করিলেন ও তাহাদিগকে কহিলেন, আমায় বিরজাসক্ত কৃষ্ণকে দেখাইতে পার? যদি তোমরা সত্য বলিতেছ, তবে আমার সহিত গমন কর, গোপী বিরজার ও কৃষ্ণের যথোক্ত ফল প্রদান করিব। আমি শাসন করিলে আজ সে বিরজার কে রক্ষক হইবে? আমার প্রিয় সখীগণ শীঘ্র সেই বিরজার সহিত হরিকে আনয়ন কর। দাসীগণ! তোমরা কেহই সেই সুধামুখ বিষকুম্ভের ন্যায় অন্তরে কুটিল, হাস্যমুখ হরিকে আমার আলয়ে আসিতে দিবে না। এক্ষণে সেই মদীয় সুন্দরমণ্ডপে গমন করিয়া উহাকে রক্ষা কর। কতকগুলি গোপিকা এইরূপ রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীতা ও সকলে ভক্তি-নম্র-কন্ধরা হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অগ্রে অবস্থান করত কৃষ্ণপ্রিয়া সাধ্বী রাধাকে কহিল, সেই বিরজার সহিত প্রভুকে আমরা দেখাইব। সুন্দরী রাধা তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক ত্রিষষ্টিশত কোটী গোপীর সহিত বিরজামণ্ডপে গমন করিলেন। ২৫—৩৮। যে রথে রাধিকা আরোহণ করিয়া যাইতে ছিলেন, তাহা ইন্দ্রসাররত্নে নির্ম্মিত, কোটীসূর্য্যের মত প্রভাশালী, ইন্দ্রসারমণিনির্ম্মিত, তিন কোটী কলস উহাতে শোভা পাইতেছে ও চিত্ররাজিও পতাকায় ভূষিত। ঐ রথের এক লক্ষ চক্র ও উহা মনের ন্যায় বেগগামী। উহা সুন্দর ও উত্তম মণিময় কোটীস্তম্ভে শোভিত। উহার মধ্যদেশ নানা বিচিত্র মনোহর সিন্দুরবর্ণমণিদ্বারা ভূষিত। উহার চক্রের ঊর্দ্ধভাগে রত্ননির্ম্মিত চিত্রঘণ্টাযুক্ত বিচিত্র নূপুর-শোভিত মূর্ত্তি বিরাজমান। উহার শিরোদেশে শ্রেষ্ঠমণিময়। বিচিত্র রত্নসারনির্ম্মিত লক্ষ মণিমন্দির শোভা পাইতেছে ও উহাতে শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদ দ্রব্য ইন্দ্রসার মণির কলস এবং ভোগদ্রব্য রহিয়াছে। উহা রত্নশয্যায় শোভিত, রত্নপাত্রপুটযুত সুবর্ণময়ী বেদিকা-সমূহে যুক্ত। উহা কুঙ্কুমের মত লোহিত, রত্নের কোটীসোপানযুক্ত ও স্যমন্তকমণি, কৌস্তুভমণি, রুচকমণি ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠমণিদ্বারা ভূষিত রহিয়াছে ও শতকোটী পদ্মবিশিষ্ট বহুবিধ কানন ও বাপীতে বিরাজিত। উহার শেখরভাগ ইন্দ্রসাররত্নে রচিত ও কলসে সুশোভিত ও উহার ঊর্দ্ধে পরিমাণ শতযোজন ও বিস্তার দশযোজন উহা পারিজাত, কুন্দ, করবীর ও যূথিকা পুষ্পের কোটীসংখ্যকমালায় বিরাজিত, সুন্দর চম্পক, নাগকেশর, মল্লিকা, মালতী, সুগন্ধি মাধবী ও কদম্বপুষ্পের মনোহর মালাসমূহে শোভিত ও সহস্রদল পদ্মের মালায় ভূষিত। উহা বিচিত্র পুষ্পোদ্যান সরোবর ও কাননে ভূষিত ও সকল রথের শ্রেষ্ঠ ও বায়ুর মত বেগগামী। উহা উত্তম সূক্ষ্ম বস্ত্রে আচ্ছাদিত এবং কোটী রত্নদর্পণ-সমন্বিত। উহাতে, চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কুঙ্কুমদ্রবে চর্চ্চিত, হীরকনির্ম্মিত মুষ্টি-দেশসম্পন্ন, কোটীসংখ্যক শ্বেত চামর রহিয়াছে। উহা পারিজাতপুষ্পের তিনকোটী শয্যায় ভূষিত ও কোটীঘণ্টা ও কোটীপতাকা-সমন্বিত। উহাতে চন্দন ও কুঙ্কুমচর্চ্চিত চম্পকপুষ্পের উপাধানযুক্ত বিচিত্র বস্ত্র ও পরিচ্ছদসমন্বিত শৃঙ্গার-যোগ্য কোটীসংখ্যক শয্যা রহিয়াছে এবং উহা অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব দ্রব্যে ভূষিত। ৩৯—৫৮। হে নারদ! হরিপ্রিয়া দেবী রাধিকা, এতাদৃশ রথ হইতে শীঘ্র অবরোহণ করিয়া সহসা সেই বিরজার রত্নমণ্ডপে গমন করিলেন। দেবী, সেই মণ্ডপের দ্বারে নিযুক্ত দ্বাররক্ষক লক্ষসংখ্যক গোপে পরিবৃত্ত, মধুরহাস্যে বিকসিত মুখ-কমল শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়কারী শ্রীদামনামক গোপকে দেখিলেন ও ক্রোধে আরক্তনয়না হইয়া তাহাকে কহিলেন, রে রতিলম্পটের কিঙ্কর! দূরে গমন কর, দূরে গমন কর ; তোর প্রভুর আমা অপেক্ষাও সুন্দরী কান্তা কিরূপ? তাহা আমি দেখিব। মহাবলবান্ বেত্রহস্ত শ্রীদাম, রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার অগ্রে অবস্থান করত তাঁহাকে গমন করিতে দিলেন না। তখন রাধিকার সখীগণ ক্রোধে স্ফুরিতাধরা হইয়া প্রভুভক্ত শ্রীদামকে বলপূর্ব্বক মণ্ডপমধ্যে প্রবেশ করাইল। গোলোকবিহারী হরি ঐরূপ কোলাহলশব্দ শ্রবণ করিয়া, রাধিকাকে ক্রুদ্ধা জানিতে পারিয়া, তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তখন সেই বিরজা, রাধিকার শব্দে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান দেখিয়াও রাধিকাভয়ে ভীতা হইয়া যোগবলে প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন তাহার শরীর তথায় নদীরূপ হইল, সেই নদীতে গোলোকধাম বর্ত্তুলাকারে ব্যাপ্ত হইল। ঐ নদী প্রস্থে দশযোজন বিস্তৃত ও অতি গভীর এবং দৈর্ঘ্যে উহার দশগুণ

অধিক। ঐ নদী মনোহর ও বহুবিধ রত্নের আকর হইল। ৫৯—৬৮।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, হে নারদ! সেই রাধিকা তখন রতিগৃহে গমন করিয়া হরিকে দেখিতে পাইলেন না, বিরজাকেও নদীরূপা দেখিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ, সাধ্বী প্রেয়সী বিরজাকে নদীরূপিণী দেখিয়া সেই সুন্দরসলিলা বিরজার তীরে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। হে শ্রেষ্ঠ প্রিয়তমে! সুভগে! আমার নিকট আগমন কর। হে সুন্দরি! তোমা বিনা কিরূপে আমি জীবন ধারণ করিব? তুমি মূর্ত্তিমতী সাধ্বী; আমার আশীর্ব্বাদে নদীর অধিষ্ঠাত্রীদেবী হও, আর পরমা-সুন্দরী রূপবতী যোষিদ্বরা হইয়া প্রকাশ পাও; পূর্ব্ব রূপ ও সৌভাগ্য অপেক্ষা অধিক রূপবতী ও সৌভাগ্য-বতী হও। হে সতি! তোমার পুরাতন শরীর নদীরূপ হইয়াছে; এখন নূতন শরীর প্রাপ্ত হইয়া জল হইতে উঠিয়া আগমন কর। পরে সাক্ষাৎ রাধিকার ন্যায় সুন্দরী, পীতবসনপরিধানা সহাস্য-মুখ-কমলা বিরজা, হরিসন্নিধানে আগমন করিল। তখন তিনি কটাক্ষে প্রাণনাথ হরিকে দেখিতে লাগিলেন। তিনি নিতম্ব ও শ্রোণিভারে আক্রান্তা এবং তাঁহার পয়োধর-যুগল পীনোন্নত সেই গজেন্দ্রগামিনী, মানিনীগণের মধ্যে প্রধানা মানিনী ও সুন্দরীগণের মধ্যে প্রধানা সুন্দরী ও যোষিদ্গণের মধ্যে ধন্যা ও মান্যা হইলেন। সুন্দর চম্পকের বর্ণের ন্যায় তাঁহার কান্তি; পক্ব-বিম্বের ন্যায় অধর ও পক্ব দাড়িম্ব ফলের ন্যায় মনোহর দন্ত-পঙক্তি; তাঁহার বদন শারদীয় পূর্ণিমা-শশীর ন্যায়; নয়ন বিকসিত ইন্দীবরের ন্যায়, ললাটে কস্তূরিবিন্দুর সহিত সিন্দূরবিন্দু বিভূষিত। তিনি চারু-পত্রকশোভিতা ও সুন্দর কবরীভার-ভূষিতা। তাঁহার গণ্ডস্থলে রত্নকুণ্ডল ও স্বয়ং রত্নমালায় ভূষিতা। গজমৌক্তিক তাঁহার নাসাগ্রে লম্বমান ও গলে মুক্তাহার। তাঁহার হস্তে রত্নকঙ্কণ, রত্নকেয়ূর ও সুন্দর শঙ্খ; আর তিনি শব্দায়মান কিঙ্কিণীজালভূষিতা ও রত্নমঞ্জীরে রঞ্জিতা। জগৎপতি সকামা রূপবতী সেই বিরজাকে দেখিয়া শীঘ্র আলিঙ্গন ও বারংবার চুম্বন করিলেন। ১—১৪। প্রভু হরি সেই প্রিয়তমাকে নির্জ্জনে পাইয়া বারংবার নানাবিধ বিপরীতাদি শৃঙ্গার করিলেন। তখন সুভগা সাধ্বী রজস্বলা সেই বিরজা, হরির অমোঘ-বীর্য্য ধারণ করিয়া তথায় সদ্য গর্ভবতী হইলেন। তিনি দেবমানে শতবর্ষ হরির গর্ভধারণ করিলেন। পরে তিনি তথায় সুন্দর সপ্ত পুত্র প্রসব করিলেন। সেই কৃষ্ণপ্রিয়া সতী বিরজা, সপ্তপুত্রের জননী হইয়া তথায় সপ্তপুত্রের সহিত সুখে অবস্থান করিতে লাগি-লেন। একদা সেই সাধ্বী বিরজা, শৃঙ্গারে আসক্ত-চিত্তা হইয়া শ্রীহরির সহিত পুনরায় বিহার করিতে-ছেন; এমন সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র অপর ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া ভয়ে তথায় জননীর ক্রোড়ে আগমন করিল। কৃপাময় হরি, স্বতনয়কে ভীত দেখিয়া বিরজাকে ত্যাগ করিলেন। বিরজা পুত্রকে ক্রোড়ে করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধাগৃহে গমন করিলেন। সেই সাধ্বী, পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া প্রিয়তম হরিকে নিকটে দেখিতে পাইলেন না। তখন শৃঙ্গারে অতৃপ্তমানসা হওয়ায় অতিশয় রোদন করিলেন ও ক্রোধে নিজ পুত্রকে শাপ দিলেন; তুমি লবণসমুদ্র হইবে, কোন প্রাণী তোমার জল পান করিবে না। মূঢ়গণ! তোমরা ভূতলে গমন কর। লবণসমুদ্র! তুমি তথায় যাইয়া মনোহর জম্বুদ্বীপে অবস্থান কর। তোমা-দিগের একস্থানে অবস্থিতি হইবে না; ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হইবে। পুত্রগণ! তোমরা দ্বীপে দ্বীপে বাস করিয়া সুখে অবস্থান কর ও নির্জ্জনে সেই সেই দ্বীপস্থ নদীগণের সহিত ক্রীড়া কর; অপর পুত্রদিগকেও এই রূপ শাপ দিলেন। কনিষ্ঠপুত্র মাতৃশাপে লবণসমুদ্র হইল। কনিষ্ঠ অন্যান্য সহোদর বালকদিগকে মাতৃশাপ-বৃত্তান্ত কহিল; তাঁহারা সকলে দুঃখিত হইয়া মাতৃ-সমীপে আগমন করিলেন। সকলে ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভক্ত্যবনতকন্ধরে মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া ভূতলে গমন করিল। হে নারদ! ঐ সপ্ত ভ্রাতা সপ্তদ্বীপে সপ্তসমুদ্ররূপে যথাবিভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন ও কনিষ্ঠ হইতে জ্যেষ্ঠপর্য্যন্ত সকলের ক্রমে দ্বিগুণ দ্বিগুণরূপে আয়তন বৃদ্ধ হইল। তাঁহারা লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ, জল, এই সপ্ত সমুদ্ররূপী হইল। পৃথিবীতে ইহাদিগের জল কেবল শস্যের নিমিত্তই হইবে। ঐ সকল বালকগণ সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে সপ্তসমুদ্ররূপে ব্যাপ্ত করিলেন ও পরস্পর জননী ও সহোদরের বিচ্ছেদশোকে আকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ১৫—৩১। সাধ্বী বিরজাও পুত্রগণের বিচ্ছেদে কাতরা হইয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিল। এবং পুত্রগণও হরির শোকে

মূর্চ্ছিত হইল। রাধিকানাথ হরি বিরজাকে শোকসমুদ্রে নিমগ্না জানিতে পারিয়া সহাস্যমুখকমলে পুনরায় তৎসমীপে আগমন করিলেন। বিরজা হরিকে দেখিয়া শোক ও রোদন পরিত্যাগ করিল ও কান্তদর্শনে আনন্দসাগরে নিমগ্না হইল। কামাতুরা হইয়া শ্রীহরিকে ক্রোড়ে করত বিহার করিতে লাগিল, শ্রীহরিও সেই পুত্রপরিত্যাগিনীর প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। প্রীতিযোগে প্রফুল্লবদনেক্ষণ হরি তাহাকে বর দিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমার নিকট নিত্য নিশ্চয়ই আগমন করিব; যেমন রাধিকা, তাহার সদৃশী তুমিও আমার প্রিয়তমা হইবে ও আমার বরপ্রভাবে তুমি নিজ পুত্রদিগকে নিত্য রক্ষা করিবে। রাধিকার সখীগণ, বিরজাসমীপে আসীন শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিতেছেন শুনিয়া ঈশ্বরী রাধাকে নিবেদন করিল। সেই দেবীও ইহা শুনিয়া রোদন করিলেন ও ক্রোধাগারে যাইয়া শয়ন করিলেন। হে নারদ! এই অবসরে কৃষ্ণ রাধিকাসমীপে আগমন করিলেন ও তিনি শ্রীদামের সহিত রাধিকার দ্বারে অবস্থান করিলেন। রাসেশ্বরী রাধিকা অগ্রে হরিকে অবলোকন করত কুপিতা হইয়া অপ্রিয় বাক্য কহিতে লাগিলেন, হরে! এই গোলোকে তোমার আমা অপেক্ষা বহুতর কান্তা আছে, তাহাদিগের সমীপে গমন কর, আমাতে তোমার প্রয়োজন কি?। ৩২—৪১। তোমার প্রিয়তমা কান্তা বিরজা আমার ভয়ে দেহ পরিত্যাগ করিয়া নদীরূপা হইয়াছে, তথাপি তাহার প্রতি গমন করিতেছ। এখন সেই নদীতীরে তুমি মন্দির প্রস্তুত করিয়া অবস্থান কর, তদুদ্দেশে গমন কর, সে নদী হইয়াছে, তোমার নদ হওয়া উচিত। নদীর সহিত নদের সঙ্গমই উত্তম হয়; কারণ সুখে শয়ন ভোজন স্বজাতিতেই পরম প্রীতিসহকারে হইয়া থাকে। দেবগণের চূড়ামণি কৃষ্ণের নদীর সহিত বিহার, ইহা আমি কহিলে মহাজনগণ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ হাসিয়া উঠিবেন। যাঁহারা তোমাকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া কহেন, তাঁহারা তোমার অন্তর জানেন না, সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান্ কৃষ্ণ নদীকে সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। কুপিতা দেবী রাধিকা ইহা কহিয়া বিরতা হইলেন; কিন্তু লক্ষ গোপিকাপরিবৃতা রাধা ভূশয্যা হইতে উঠিলেন না। হে নারদ! তখন কোন কোন গোপিকা হস্তে চামর, কেহ কেহ হস্তে উত্তম সূক্ষ্ম বস্ত্র, কেহ কেহ হস্তে তাম্বূল, কেহ কেহ হস্তে মাল্য ধারণ করত, কেহ কেহ হস্তে সুবাসিত জল, কেহ কেহ বা পাণিদ্বয়ে পদ্ম, কেহ কেহ বা হস্তে সিন্দূর, কেহ কেহ মাল্য, কেহ কেহ বা রত্নালঙ্কার ধারণ করিয়া, কেহ কেহ বা কজ্জলবাহিকা হইয়া, কেহ কেহ করে বেণু, বীণা, কেহ কেহ কঙ্কতিকা, কেহ কেহ আবীর, কাহারাও বা যন্ত্র, কোন কোন যোষিদ্বরা সুগন্ধি তৈল, কেহ কেহ করতাল, কেহ কেহ গেণ্ডুবাদ্য ধারণ করিয়া, কেহ কেহ মৃদঙ্গ, মুরজ ও মুরলীতে তাল প্রদান করত, কেহ কেহ সঙ্গীতে কেহ কেহ নৃত্যে তৎপরা হইয়া, কেহ কেহ করে ক্রীড়া-বস্তু, কেহ কেহ মধু, কেহ কেহ সুধাপাত্র কোন কোন উৎকৃষ্ট নারী পাদপীঠ, কেহ কেহ বেশ-দ্রব্য ধারণ করিয়া, কেহ কেহ পাদসেবা-তৎপরা, কেহ কেহ অঞ্জলিপুটে অবস্থিতা, কেহ কেহ স্তুতি-তৎপরা হইয়া, রাধিকার অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন ও কোটিকোটি সংখ্যা গোপিকা বহির্ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪২—৫৫। বেত্রধারিণী রাধিকার বয়স্যা দ্বারে অবস্থিতা হইয়া দ্বারাবস্থিত কৃষ্ণকে অভ্যন্তরে যাইতে দিতেছে না। সেই রাধিকা পুরঃস্থিত সেই প্রাণনাথ হরিকে অযোগ্য অকথ্য অসদৃশা অতি পরুষ বচন পুনরায় কহিতে লাগিলেন। রাধিকা কহিলেন; হে বিরজাকান্ত কৃষ্ণ! আমার নিকট হইতে গমন কর, হে লোল! রতিচৌর! অতি লম্পট! কেন আমাকে ব্যথিত করিতেছ। তুমি শীঘ্র পদ্মাবতী বা রত্নমালা কি মনোরমা অথবা অসামান্য রূপবতী বনমালাসমীপে গমন কর। হে নদীকান্ত! হে দেবেশ! তুমি দেবগণের গুরুরও গুরু; আমি এ সব জানিয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক; এক্ষণে তুমি আমার আশ্রম হইতে গমন কর। হে লম্পট! তোমার নিরন্তর মানব-সংসর্গ হইতেছে; তুমি এজন্য মানবীযোনি প্রাপ্ত হও; গোলোক হইতে ভারতে গমন কর। হে সুশীলে! হে শশিকলে! হে পদ্মাবতি! হে মাধবি! তোমারা এই ধূর্ত্তকে আসিতে নিবারণ কর; এখানে ইহার কোন প্রয়োজন নাই। গোপীগণ এইরূপ রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই হরিকে হিতজনক সারগর্ভ প্রণয়োচিত সবিনয় বাক্য কহিল, হে হরে! ক্ষণকাল স্থানান্তরে গমন কর। রাধিকার কোপ অপনোদন হইলে আমরা তোমাকে আনিব, ইহা কোন কোন গোপিকা কহিল। কতিপয় গোপিকা সানন্দে ইহা কহিল, হে কৃষ্ণ! ক্ষণকাল গৃহান্তরে গমন কর, তোমাকর্ত্তৃকই রাধা বঞ্চিতা হইয়াছেন; তোমা ভিন্ন কে আর রক্ষা করিবে? হে নারদ! কোন কোন গোপিকা রাধিকার প্রতি প্রেমবশে হরিকে কহিল, যাবৎক্ষণ রাধার মানের অপনোদন না হয়, তাবৎক্ষণ বৃন্দাবনে গমন কর। কেহ কেহ

গোপিকা হরিকে এইরূপ পরিহাসকর বচন কহিল, হে কামুক! তুমি ভক্তিপূর্ব্বক এই কামিনীর মানাপনয়ন কর। কোন কোন গোপী প্রভুকে কহিল, অন্যনারী-সমীপে তুমি গমন কর; তুমি অন্য স্ত্রীলোলুপ; হে নাথ! আমরা তোমার যথোচিত ফল বিধান করিব। ৫৬—৬৮। কতিপয় গোপিকা পুরঃস্থিত হরিকে সহাস্যে কহিল, তুমি উঠিয়া রাধা-সমীপে গমন করত উহাঁর মানভঞ্জন কর। কোন কোন গোপীগণ প্রাণনাথ হরিকে এইরূপ দুর্ব্বাক্য কহিল, এক্ষণে রাধিকার মুখকমল দেখিতে কাহার শক্তি আছে? কতিপয় গোপিকা প্রভুকে কহিল, হে হরে! অন্য স্থানে গমন কর, রাধার কোপাপনয়ন-কাল হইলে পুনরাগমন করিও। কোন কোন প্রগল্ভা যোষিদ্বরা কহিল, যদি গৃহান্তরে গমন না কর, তাহা হইলে আমরা তোমাকে নিবারণ করিব। কতিপয় উত্তমাঙ্গনা ক্রোধশূন্য হাস্যবদন সর্ব্বেশ্বর অকলুষ মাধবকে আসিতে নিবারণ করিলেন। সেই জগতের কারণেরও কারণ হরি, গোপীগণ-কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া গৃহান্তরে গমন করিলেন। শ্রীদাম সেইক্ষণে কুপিত হইলেন। শ্রীদাম সেই কুপিতা রক্তপঙ্কজলোচনা পরমেশ্বরী রাধিকাকে কোপে আরক্তনয়ন হইয়া কহিলেন, মাতঃ! তুমি আমার প্রভুকে কি জন্য কটূবাক্য কহিতেছ? দেবি! বিচার না করিয়া কেন বৃথা ভর্ৎসনা করিতেছ? ব্রহ্মা, অনন্ত, শঙ্কর, ধর্ম্ম ইঁহাদিগের ঈশ্বর; জগতের কারণেরও কারণ; বাণী পদ্মালয়া, মায়া ও প্রকৃতির প্রভু, গুণাতীত, আত্মারাম, পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণের প্রতি তুমি বিড়ম্বনা করিতেছ। তুমি যাহার সেবায় দেবীগণের প্রধানা হইয়াছ, তাহা একবার বিবেচনা কর। হে কল্যাণি! তুমি যাহার চরণ সেবা করিয়া সর্ব্বপ্রধানা ঈশ্বরী হইয়াছ, তুমি তাঁহাকে জানিতে পার নাই; আমিও কিছুই কহিতে সমর্থ হই না। শ্রীকৃষ্ণ ভ্রূভঙ্গবিলাসে তোমার মত কোটি কোটি দেবীকে সৃজন করিতে সমর্থ, সেই গুণাতীতকে তুমি কি জানিতে পার নাই? বৈকুণ্ঠধামে দেবী শ্রী নিজ কেশ-জালদ্বারা এই কৃষ্ণের চরণাম্বুজ মার্জ্জন ও ভক্তি-পূর্ব্বক সেবা করেন। ৬৯—৮১। দেবী সরস্বতীও কর্ণে অমৃতবর্ষী সুন্দর স্তবদ্বারা যাঁহাকে নিরন্তর ভক্তি-পূর্ব্বক স্তব করেন, সেই ঈশ্বরকে তুমি জান না? হে মানিনি! সকলের জীবরূপিণী সর্ব্বমায়া দেবী প্রকৃতিও ভীতা হইয়া যাঁহাকে ভক্তিযোগে নিরন্তর স্তব করেন; তাঁহাকে তুমি কি জান না? হে ভামিনি! বেদচতুষ্টয় যাঁহার মহিমার ষোড়শী কলাকে নিরন্তর স্তব করেন; কিন্তু কদাপি তাঁহাকে জানিতে পারেন না; সেই হরিকে তুমি কি জান না? হে ঈশ্বরি! বেদপ্রণেতা প্রভু ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে যাঁহাকে স্তব করেন ও যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করেন; যোগিগণের গুরু মহাদেব পঞ্চমুখে যাঁহাকে স্তব করেন এবং অশ্রুপূর্ণ ও রোমাঞ্চিত হইয়া যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করেন; অনন্তদেব সহস্রবদনে যে পরমাত্মা ঈশ্বরকে নিয়ত ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করেন ও যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করেন; সর্ব্বসাক্ষী রক্ষক জগজ্জৎপতি ধর্ম্ম ভক্তি-পূর্ব্বক নিরন্তর যাঁহার পাদপদ্ম সানন্দে সেবা করেন; শ্বেতদ্বীপনিবাসী, জগৎপালক প্রভু, স্বয়ং বিষ্ণুও যাঁহার অংশভূত ও যাঁহাকে অনুক্ষণ ধ্যান করেন, সুরাসুর, মুনীন্দ্র, মনু, মানব ও পণ্ডিতগণ, স্বপ্নেও যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিতে পান না; তুমি শীঘ্র ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া সেই হরির পাদপদ্ম সেবা কর। যাঁহার ভ্রূভঙ্গিবিলাসে সৃষ্টি সংহার হয় ও যাঁহার নিমেষমাত্রে ব্রহ্মার পতন হয় ও যাঁহার এক-দিবসে অষ্টাবিংশতি ইন্দ্রেরও পতন হয়; ঐ দিন-পরিমাণে অষ্টোত্তরশতবৎসর জগদ্বিধাতার আয়ুঃ পরিমাণ, হে রাধে! তুমি কিম্বা অন্যান্য নারীগণ, নিখিল জগৎই সেই সর্ব্বেশ্বর হরির বশে রহিয়াছে। ৮২—৯৩। হে নারদ! রাধা শ্রীদামের কেবল কটু ও মর্ম্মভেদী এইরূপ বাক্য শুনিয়া কুপিতা হইলেন ও উঠিয়া কম্পিতোষ্ঠী, মুক্তকেশী ও আরক্ত পঙ্কজের ন্যায় লোহিতনয়না হইয়া, রাসেশ্বরী বহি-র্ভাগে আসিয়া, তাঁহাকে নিষ্ঠুর বাক্যে কহিতে লাগি-লেন, রে রে জাল্ম! রে মহামূঢ়! রে লম্পট-কিঙ্কর! শোন্, তুই সমস্ত তত্ত্ব জেনেছিস্, আমি তোর প্রভুকে জানিতে পারি নাই। রে ব্রজাধম। শ্রীকৃষ্ণ তোরই প্রভু,—আমাদিগের নহে, জানিয়াছি তুই সর্ব্বদা জনকের স্তব ও জননীর নিন্দা করিয়া থাকিস্। যেমন অসুরগণ নিত্য নিরন্তর দেবগণের নিন্দা করে, রে মূঢ়! সেইরূপ তুই আমাকে নিন্দা করিতেছিস্, সে কারণে তুই অসুর হ। রে গোপ! গোলোক হইতে বহির্গত হও; আসুরী যোনিতে গমন কর। রে মূঢ়! আজ এই তোকে শাপ দিলাম; কোন্ ব্যক্তি তোকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? রাসেশ্বরী শ্রীদামকে ইহা কহিয়া বিরতা হইলেন ও শয়ন করিলেন। বয়স্যাগণ চামর ও রত্নমুষ্টিদ্বারা সেবা করিতে লাগিল। এইরূপ রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপে স্ফুরিতাধর হইয়া শ্রীদামও তাঁহাকে শাপ দিলেন যে, তুমি মানবীযোনিতে

গমন কর। মাতঃ! মানবীর ন্যায় তোমার ক্রোধ, সে কারণে তুমি মর্ত্ত্যে মানবী হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই; এই তোমাকে আমি শাপ দিলাম। তুমি ছায়াতে ও অংশে পরাভূতা কলঙ্কিনী হইবে। ভূতলে মূঢ়গণ তোমাকে রায়াণভার্য্যা বলিবে। শ্রীহরির অংশ-জাত এক মহাযোগী বৈশ্য তোমার শাপে বৃন্দাবনে রায়াণরূপে জন্ম গ্রহণ করিবে। ৯৪—১০৪। তুমি গোকুলে সেই কৃষ্ণকে পাইয়া বৃন্দাবনে তাহার সহিত বিহার করত বাস কর। সেই হরির সহিত তোমার শতবর্ষ বিচ্ছেদ হইবে; পুনরায় সেই প্রভুকে পাইয়া গোলোকে আগমন করিবে। শ্রীদাম রাধাকে এই কথা বলিয়া, প্রণাম করিয়া হরিসমীপে গমন করিল। শ্রীদাম কৃষ্ণসমীপে গমন করত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া শাপবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক সকল কহিল ও অতিশয় রোদন করিল। হরি সেই রোরুদ্যমান ভূতলে গমনো-ন্মুখ শ্রীদামকে কহিলেন, তুমি অসুরশ্রেষ্ঠ হইবে, ত্রিভুবনে তোমার জেতা কেহই হইবে না। পরে পঞ্চা-শৎযুগকাল অতীত হইলে আমার আশীর্ব্বাদে শঙ্ক-রের শূলে ভিন্নদেহ হইয়া দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার নিকটে আসিবে। শোকান্বিত শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে কহিল, আপনি আমাকে আপনার প্রতি কখনও ভক্তিশূন্য করিবেন না। শ্রীদাম ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক গোলোক হইতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর দেবী রাধিকা, কৃষ্ণসমীপে গমন করিলেন ও পুনঃপুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন। হা বৎস! কোথায় যাইতেছ, এইরূপে সেই সাধ্বী অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন, সেই শ্রীদামই তুলসীর স্বামী শঙ্খচূড়রূপে উৎপন্ন হইলেন। শ্রীদাম মর্ত্তে গমন করিলে রাধিকা কৃষ্ণ-সমীপে গমন করিলেন ও সকল নিবেদন করিলেন। কৃষ্ণও তাহার প্রত্যুত্তর দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই শোকাতুরা প্রেয়সী রাধাকে সান্ত্বনা করিলেন। সেই শঙ্খচূড়ও কালে পুনরায় হরিকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। হে নারদ! বরাহকল্পে রাধিকা হরির সহিত পৃথিবীতে গমন করিলেন ও গোকুলে বৃকভানুগৃহে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। এই আমি সকলের বাঞ্ছিত সারভূত উত্তম শ্রীকৃষ্ণচরিত কহিলাম। পুনরায় কি শুনিতে ইচ্ছা কর।১০৫।১১৬।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে প্রভো! আপনি বেদবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ, আপনি বলুন জগন্নাথ কৃষ্ণ কি কারণে কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া মর্ত্তে আগমন করিয়া-ছিলেন? নারায়ণ কহিলেন, পূর্ব্বে বারাহকল্পে বসুন্ধরা ভারাক্রান্তা হওয়ায় সাতিশয় শোকার্ত্তা হইয়াছিলেন ও ব্রহ্মাকে শরণ লইয়াছিলেন। তিনি অসুর-নিপীড়িত অতিশয় উদ্বিগ্নমানস দেবগণের সহিত সেই দুর্গমা ব্রহ্মসভায় গমন করিলেন। তিনি সেই সভায় ঋষীন্দ্র, মুনীন্দ্র, সিদ্ধেন্দ্রগণকর্ত্তৃক সানন্দে সেবিত, ব্রহ্মতেজে জাজ্জ্বল্যমান দেবেশ্বর ব্রহ্মাকে দেখিলেন। তখন ব্রহ্মা হাস্যমুখে অপ্সরাগণের নৃত্য দেখিতেছিলেন ও মনোহর গন্ধর্ব্বগণের সঙ্গীত শুনিতেছিলেন; 'কৃষ্ণ' এই অক্ষরদ্বয়াত্মক পরব্রহ্ম জপ করিতেছিলেন। তিনি ভক্তিযোগে আনন্দাশ্রু-পরিপূর্ণ ও রোমাঞ্চিতশরীর হইতেছিলেন! হে নারদ! সেই পৃথিবী সকল দেবগণের সহিত ভক্তিপূর্ব্বক চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া সকল দৈত্যগণের ভারাদিজনিত পীড়ন নিবেদন করিলেন ও অশ্রুপূর্ণ ও রোমাঞ্চিত-শরীরা হইয়া স্তব ও রোদন করিতে লাগিলেন। জগদ্ধাতা ব্রহ্মাও তাঁহাকে কি কারণে স্তব ও রোদন করিতেছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ভদ্রে! কি জন্য তোমার আগমন তাহা বল, তোমার মঙ্গল হইবে। হে কল্যাণি! তুমি সুস্থিরা হও, আমি থাকিতে তোমার ভয় কি আছে? ব্রহ্মা পৃথিবীকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া দেবগণকে সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবগণ! কি জন্য তোমাদিগের আমার নিকট আগমন হইয়াছে। দেবগণ ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া সেই প্রজা-পতিকে কহিলেন,প্রভো! এই বসুধা ভারাক্রান্তা হইয়াছেন; আমরাও দৈত্যপীড়িত হইয়াছি। হে ব্রহ্মন্! আপনিই জগতের স্রষ্টা, শীঘ্র আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন; এই ধরার আপনিই একমাত্র গতি; ইঁহার পরিত্রাণ করা আপনার উচিত হইতেছে। ১—১২। হে পিতামহ! এই পৃথিবী যে, ভারে পীড়িতা হইয়া-ছেন, আমরা তাহাতেই দুঃখিত হইয়াছি; অতএব আপনি সেই ভার হরণ করুন। জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মা, দেবতাদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পৃথিবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কহিলেন, হে বৎসে! তুমি ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার নিকট সুখে অবস্থান কর। হে কমলনেত্রে! তুমি কাহাদিগের ভারবহনে অশক্তা হইয়াছ? সেই ভার আমি নিশ্চয় অপনয়ন করিব,

তোমার মঙ্গল হইবে। পৃথিবী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লবদনে যে যে ব্যক্তিকর্তৃক নিপীড়িতা হইয়াছেন, তাঁহাকে সেই নিজ পীড়নপ্রকার কহিলেন,—হে তাত! আপনি শ্রবণ করুন, আমি নিজ মনোব্যথা কহিতেছি; নিজ বিশ্বস্ত বন্ধু ভিন্ন ইহা অন্যকে বলিবার যোগ্য নহে। অবলা স্ত্রীজাতি, নিজ বন্ধুবর্গ, পিতা, পতি পুত্রগণকর্তৃক নিয়ত রক্ষণীয়া; নতুবা নিশ্চয়ই বিগর্হিতা হয়। হে জগৎপিতঃ! তুমি আমাকে সৃজন করিয়াছ; তোমাকে আমার কোন কথা বলিতে লজ্জা নাই। যাহাদিগের ভারে আমি নিপীড়িতা হইয়াছি, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। যাহারা কৃষ্ণভক্তিবিহীন ও যাহারা কৃষ্ণভক্তের নিন্দক, সেই মহাপাতকীদিগের ভারবহনে আমি অসমর্থা হইয়াছি। যাহারা নিজ ধর্ম্মাচার-বিহীন ও সন্ধ্যাদি-নিত্যকার্য্য-বর্জ্জিত ও বেদে শ্রদ্ধাহীন তাহাদিগের ভারে আমি পীড়িতা হইয়াছি। ১৩—২১। যাহারা পিতা, মাতা, গুরু, স্ত্রী, পুত্র ও পোষ্যবর্গের পোষণ না করে, তাহাদিগের ভারবহনে আমি অসমর্থা। হে তাত! যাহারা দয়া ধর্ম্ম রহিত, মিথ্যাবাদী, গুরু ও দেবগণের নিন্দক, আমি তাহাদিগের ভারে নিপীড়িতা হইয়াছি। যে সকল লোক মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা, বিশ্বাসঘাতক, স্থাপ্যধনাপহারী; তাহাদিগের ভারে পীড়িতা হইয়াছি। যাহারা কল্যাণময় মন্ত্রনিচয় ও একমাত্র মঙ্গলজনক হরিনাম বিক্রয় করে, তাহাদিগের ভারে নিপীড়িতা হইয়াছি। যে সমস্ত লোক জীবহিংসাকারী, গুরুদ্রোহী, গ্রামযাজক, লুব্ধক, শবদাহী, শূদ্রান্নভোজী—তাহাদিগের ভারে পীড়িতা হইয়াছি। যে যে মূঢ় জন—পূজা যজ্ঞ, উপবাস, ব্রত, নিয়ম কিছুই করে না, তাহাদিগের ভারে পীড়িতা হইয়াছি। যে সকল পাপাত্মা ব্যক্তি গো, বিপ্র, দেব, বৈষ্ণব, হরি, হরিকথা, হরিভক্তি এই সকলের প্রতি দ্বেষ করে; তাহাদিগের ভারে পীড়িতা হইয়াছি। হে বিধাতঃ! যেরূপ আমি শঙ্খাসুরাদির ভারে পীড়িতা হইয়াছিলাম; দৈত্যগণের ভারে ততোধিক পীড়িতা হইয়াছি। হে প্রভো! এই অনাথার সকল নিবেদন আপনার নিকট হইল। আমি আপনাদ্বারাই সনাথা; এই হেতু আপনি ইহার প্রতীকার করুন। পৃথিবী এইরূপ কহিয়া বারংবার রোদন করিতে লাগিলেন। কৃপাময় ব্রহ্মা তাঁহার রোদন দেখিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। ২২—৩১। হে বসুন্ধরে! উপায়দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হয়-ই; আমার প্রভু কৃষ্ণ যথাকালে ভার হরণ করিলেন। হে সুন্দরি! যে মূঢ়গণ তোমার উপরিভাগে বস্ত্র, মঙ্গল কুম্ভ, শিবলিঙ্গ, কুঙ্কুম, মধু, কাষ্ঠ, চন্দন, কস্তুরী, তীর্থ-মৃত্তিকা, খড়্গ, গণ্ডকখড়্গ, স্ফটিক, পদ্মরাগ, ইন্দ্র-নীলমণি, সূর্য্যকান্তমণি, রুদ্রাক্ষ, কুশমূল, শালগ্রাম-শিলা, শঙ্খ, তুলসী, প্রতিমা, জল, প্রদীপ, মালা, শিলাপূজন, ঘণ্টা, শঙ্খজল, নির্ম্মাল্য, নৈবেদ্য, হরিদ্বর্ণ মণি, গ্রন্থিযুক্ত যজ্ঞসূত্র, দর্পণ, শ্বেতচামর, গোরোচনা, শুক্তি, মুক্তা, মাণিক্য, পুরাণ-সংহিতা, অগ্নি, কর্পূর, পরশমণি, রজত, কাঞ্চন, প্রবাল, রত্ন, কুশবীজ, তীর্থজল, গব্য, গোমূত্র, গোময়, এই সকল বস্তু স্থাপন করিবে; তাহারা অযুতবর্ষ কালসূত্র নরকে নিশ্চয়ই পড়িবে। জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা, পৃথিবীকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া দেবগণ ও পৃথিবীর সহিত শিবালয় কৈলাসে গমন করিলেন। বিধাতা সেই রমণীয় আশ্রমে যাইয়া মন্দাকিনীতটে অক্ষয় বটমূলে উপবিষ্ট শঙ্করকে দেখিলেন। তাঁহার পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও ভূষণ দাক্ষায়ণীর অস্থিনিচয়; তিনি ত্রিশূল ও পট্টিশ ধারণ করিতেছেন; তিনি পঞ্চানন ও ত্রিনয়ন; তিনি নানা সিদ্ধপরিবৃত ও যোগীন্দ্রগণ-সেবিত হইয়া সহাস্যে সানন্দে অপ্সরাগণের নৃত্য দেখিতেছেন। তিনি কুতূহলে গন্ধর্ব্ব-সঙ্গীত শুনিতেছেন ও নিরীক্ষমাণা পার্ব্বতীকে বক্র-নয়নে প্রীতি-পূর্ব্বক দেখিতেছেন। ৩২—৪৪। দেখিলেন;—শিব মন্দাকিনীজাত পদ্মবীজের মালায় পুলকজনক কল্যাণময়, হরিনাম জপ করিতেছেন। এই সময়ে সেই ব্রহ্মা নতকন্ধর হইয়া সুরগণ ও পৃথিবীর সহিত ধূর্জ্জটির অগ্রে অবস্থান করিলেন। মহাদেব জগদ্গুরু ব্রহ্মাকে অবলোকন করিয়া শীঘ্র ভক্তি-পূর্ব্বক উঠিলেন ও মস্তকদ্বারা প্রণাম করত ব্রহ্মার নিকট আশীর্ব্বাদ লাভ করিলেন। শশিশেখর মহাদেবকে সকল দেবগণ ও ধরাদেবী ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিলেন। মহাদেবও সকলের প্রতি আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা পার্ব্বতীকে সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। ভক্তবৎসল মহাদেব, তাহা শুনিয়া শীঘ্রই অবনতমুখ হইলেন। পার্ব্বতী ও পরমেশ্বর উভয়ে এইরূপে ভক্তগণের ক্লেশের কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা ও মহেশ্বর সকল দেবগণকে ও বসুন্ধরাকে সযত্নে আশ্বাস দান করিয়া গৃহে প্রেরণ করিলেন। পরে উভয় দেবশ্রেষ্ঠ শীঘ্র ধর্ম্মের মন্দিরে আসিয়া তাঁহার সহিত বিবেচনা করত হরি-ভবন বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। সেই পরমধাম বৈকুণ্ঠ

ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধে বায়ুকর্তৃক ধার্য্যমাণ জরামৃত্যুনিবারণ। ঐ নিত্যধাম ব্রহ্মলোক হইতে কোটিযোজন উর্দ্ধে স্থিত। বিচিত্র রত্ননির্ম্মিত কবিগণের বর্ণনাতীত ও উহার রাজমার্গ পদ্মরাগ ও ইন্দ্রনীলমণিদ্বারা ভূষিত রহিয়াছে। সেই মনের ন্যায় বেগগামী সকল দেবগণ সেই মনোরম বৈকুণ্ঠে আগত হইলেন ও হরির অন্তঃপুরে গমন করত শ্রীহরিকে দেখিলেন। ৪৫—৫৫। তিনি পীতবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক রত্নকেয়ূর, রত্নবলয় ও রত্ননূপুর প্রভৃতি রত্নালঙ্কারে ভূষিত হইয়া রত্নসিংহাসনে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার গলদেশ বনমালাবিভূষিত এবং গণ্ডস্থল কর্ণাবলম্বি কুণ্ডলযুগলে শোভিত হইতেছে। শান্তমূর্ত্তি সরস্বতীপতি চতুর্ভুজ ভগবান্ সহাস্যবদনে কোটি-কন্দর্পের শোভা ধারণ করিতেছেন। কমলা তাঁহার চরণকমল সেবা করিতেছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত ও মস্তকস্থিত রত্ন-মুকুটে শোভমান, সুনন্দ, নন্দ ও কুমুদ প্রভৃতি পার্ষদগণে তিনি পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ, ঈদৃশ পরমানন্দময় ভক্তানুগ্রহতৎপর ভগবানকে ভক্তিবিনম্রকন্ধরে প্রণাম করিয়া পরমানন্দে রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন;—প্রভো! আপনি কমলাকান্ত, সর্ব্বেশ্বর, অচ্যুত, ও শান্তমূর্ত্তি ও নিরঞ্জন; আমরা আপনার অংশজাত; এই দেবগণও আপনার কলাংশ-কলায় সঞ্জাত হইয়াছে; মনু, মুনীন্দ্র, মনুষ্য প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব আপনার অংশাংশের অংশকলায় উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব আপনাকে প্রণাম করি। মহাদেব কহিলেন, প্রভো! তুমি নিত্য, অক্ষয়, আত্মাভিরাম, ঈশ্বর, অনাদিনিধন, সর্ব্বাদ্য, আনন্দময়, সর্ব্বরূপ, অণিমাদি সিদ্ধির কারণ, সকলের কারণ, সিদ্ধিজ্ঞ, সিদ্ধিদাতা, সিদ্ধিস্বরূপ, তোমার স্তব করিতে কেহই সমর্থ নহে। ধর্ম্ম কহিলেন, ভগবন্! যে বস্তু বেদে নিরূপিত আছে, পণ্ডিতেরা তাহাই বর্ণন করেন; কিন্তু বেদ যাহা নিরূপণ করিতে পারেন নাই, কে তাহার বর্ণন করিতে সমর্থ? তুমি নিরঞ্জন ও নির্গুণ; তোমার গুণ ও রূপ অচিন্তনীয়; অতএব তোমার গুণাতীত স্তব করিতে কিরূপে আমি সমর্থ হইব। ৬৬—৫৬। হে মুনিবর! ব্রহ্মাদির এই ষট্-শ্লোকোক্ত স্তব যে ব্যক্তি পাঠ করিতে পারে, সে শঙ্কট হইতে মুক্ত হয় ও বাঞ্ছিত ফল লাভ করিতে পারে। শ্রীহরি দেবতাদিগের এইরূপ স্তব শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, সুরগণ! তোমরা গোলোকে গমন কর; পশ্চাৎ আমি লক্ষ্মীর সহিত তথায় গমন করিতেছি। নর-নারায়ণ, সরস্বতী দেবী, অনন্ত, মদীয় মায়ারূপিণী দেবী, গণপতি, কার্ত্তিকেয় ও প্রসিদ্ধা বেদমাতা সাবিত্রী; ইঁহারা নিশ্চয় সেই গোলোকধামে গমন করিবেন। আমি সেই গোলোধামে রাধিকা ও গোপীগণের সহিত দ্বিভুজধারী কৃষ্ণরূপে প্রকাশমান; এই স্থলে আমি সুনন্দাদি সিদ্ধগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কমলার সহিত অবস্থান করি। শ্বেতদ্বীপনিবাসী নারায়ণ ও কৃষ্ণ আমারই স্বরূপ; ব্রহ্মাদি দেবগণ আমারই অংশজাত বলিয়া বিখ্যাত এবং সুরাসুর মনুষ্যাদি সকলেই আমার অংশাংশে উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে তোমরা গোলকধামে গমন কর; তোমাদিগের কার্য্যসিদ্ধি হইবে, পশ্চাৎ আমরা সকলের অভীষ্ট পূরণার্থ তথায় গমন করিব। শ্রীহরি সভামধ্যে স্বয়ং দেবগণকে এইরূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। দেবগণও হরিকে প্রণাম করিয়া জরামৃত্যুবিবর্জ্জিত অদ্ভুত পরম গোলোকধামে গমন করিলেন। ঐ অগম্য গোলোকধাম বৈকুণ্ঠের পঞ্চাশৎ কোটীযোজন উর্দ্ধে অবস্থিত, উহা হরির ইচ্ছানুসারে নির্ম্মিত হইয়া বায়ুকর্তৃক ধারিত হইয়াছে। ৬৭—৭৭। মনের ন্যায় বেগগামী সেই দেবগণ, সেই অনির্ব্বচনীয় গোলোকধামে গমনোন্মুখ হইয়া ক্রমে বিরজানদীর তীর প্রাপ্ত হইলেন। দেবগণ শুদ্ধস্ফটিকতুল্য অতি বিস্তীর্ণ মনোহর নদীতীর দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। উহার কোন কোন স্থান মুক্তা, মাণিক্য, পরশমণি ও রত্নের আকরে পরিবেষ্টিত এবং কৃষ্ণ, শ্বেত, হরিত, ও রক্তবর্ণ, রত্নসমূহে সুশোভিত, কোন স্থলে অতি মনোহর প্রবালাঙ্কুর উদ্ভূত হইয়াছে ও কোন স্থান অমূল্য রত্নশ্রেণীদ্বারা ভূষিত। হে নারদ! উহার কোন স্থানে বিধাতারও অদৃশ্য, অত্যাশ্চর্য্য শ্রেষ্ঠ নিধির আকর এবং পদ্মরাগ ইন্দ্রনীলমণির আকর রহিয়াছে। কোন স্থানে মরকত মণির আকর, কোন স্থানে স্যমন্তকমণির আকর, কোন স্থানে রুচকমণির আকর রহিয়াছে। কোন স্থানে অমূল্য পীতবর্ণ মণিশ্রেণীর আকরসমন্বিত রত্নের আকর রহিয়াছে ও কোন স্থানে কৌস্তুভমণির আকর আছে। কোন স্থানে অনির্ব্বচনীয় মণিসমূহের উৎকৃষ্ট আকর রহিয়াছে ও কোন কোন স্থানে উত্তম রমণীয় বিহার-স্থান রহিয়াছে। দেবগণ তথায় এইরূপ অত্যাশ্চর্য্যকর সকল বস্তু দেখিয়া সেই নদীর অপর পারে গমন করিলেন ও মনোহর শত-শৃঙ্গনামক এক পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ দেখিলেন। উহা পারিজাতবৃক্ষের বনশ্রেণীদ্বারা বিরাজিত, কল্পবৃক্ষসমূহে পরিবৃত ও কাম ধেনুগণে বেষ্টিত। ঐ পর্ব্বত উর্দ্ধে কোটিযোজন, দৈর্ঘ্যে

উহার দশগুণ অধিক ও উহার প্রস্থ পঞ্চাশৎকোটি-যোজন পরিমিত। ইহার শিখরদেশে প্রাকারের মত দর্শনীয় দশযোজন বিস্তীর্ণ বর্ত্তুলাকার উত্তম রাসমণ্ডল; ইহা মধুকরগণসঙ্কুল সুগন্ধিপুষ্পিত সহস্র পুষ্পোদ্যান-সমন্বিত, উত্তম রত্নসংযুক্ত রতিমন্দিরসমূহে শোভিত, সহস্রকোটী রত্নমণ্ডপসমন্বিত এবং রত্নসোপান-শোভিত। উত্তম রত্নকুম্ভসমন্বিত সুশোভিত হরিন্মণি-ময় স্তম্ভসমূহে শোভিত। ৭৮—৯১। অনেক স্তম্ভ চতুর্দ্দিকে সিন্দূরবর্ণ মণিদ্বারা খচিত; উহার মধ্যভাগ মনোহর ইন্দ্রনীলমণিদ্বারা ভূষিত। উহা রত্নপ্রাকার-সমন্বিত মণিবিশেষরাজিত ও কবাটযুক্ত চতুর্দ্বারে শোভিত। চারিদিকে বস্ত্রগ্রন্থিযুক্ত রসাল পল্লবসমন্বিত কদলীস্তম্ভসমূহবিরাজিত; উহা শুক্লধান্য, পর্ণ, লাজ, ফল, দূর্ব্বাঙ্কুরে অন্বিত ও চন্দন অগুরু কস্তূরী ও কুঙ্কুমদ্রব্যে চর্চ্চিত। হে নারদ! রত্নালঙ্কারসংযুক্ত রত্নমালাবিরাজিত কোটিসংখ্যক গোপকন্যাসমূহে ঐ স্থান বেষ্টিত রহিয়াছে। উহারা রত্নকঙ্কন, রত্নকেয়ূর ও রত্ননূপুরে বিরাজিত; গণ্ডস্থলে রত্নময় কুণ্ডলদ্বয় শোভিত। ঐস্থান রাধিকার আদেশে সুন্দরীসমূহে রক্ষিত; ইহাদের হস্তাঙ্গুলি, সুন্দর রত্নাঙ্গুরীয়সমূহে ও রত্নময় পাশকসমূহে বিরাজিত; উহারা উত্তম রত্ন-মুকুট ও রত্নভূষায় ভূষিত; উহাদের নাসামধ্যভাগে গজেন্দ্রমুক্তার অলঙ্কার; উহাদের ললাটের অধঃস্থল সিন্দূরবিন্দুযুক্ত থাকায় উজ্জ্বল; উহারা উৎকৃষ্ট চম্পক-বর্ণাভ চন্দনদ্রব্যে চর্চ্চিত; উহাদের পরিধান পীতবস্ত্র ও মুখমণ্ডল বিম্বফলের মত মনোরম-অধরশালী ও শরৎকালীন পূর্ণিমাচন্দ্রের ন্যায় কমনীয় ও উজ্জ্বল। উহাদিগের নয়ন শারদীয় প্রফুল্লপদ্মশোভাকেও নিন্দা করিতেছে ও কস্তূরী-পত্রিকা ও কজ্জলরেখায় সমুজ্জ্বল; উহারা প্রফুল্লমালতীমালাসমূহে সুশোভিত ও মধুলুব্ধ ময়ূকরগণে সঙ্কুল কবরীভারে শোভিত; উহাদের সুন্দর গমন গজ ও খঞ্জনকে উপহাস করিতেছে ও উহারা ভ্রূভঙ্গিসমন্বিত মৃদুহাস্য করিতেছে; উহাদের দন্তাবলি সুপক্ব দাড়িম্বফলের ন্যায় বিরাজ করিতেছে; উহাদিগের নাসিকা পক্ষিবরের চঞ্চুপুটের ন্যায় শোভাশালী ও উন্নত; উহারা গজরাজগণ্ডদ্বয়সদৃশ কুচযুগলভারে এবং নিতম্ব ও কঠিন পীনশ্রোণিভারে অবনতা; উহাদের অন্তর কামবাণবিলাসে জর্জ্জরীভূত হইয়াছে ও উহারা দর্পণসমূহে পূর্ণচন্দ্রসদৃশ নিজ নিজ মুখের সৌন্দর্য্যদর্শনে তৎপরা; উহারা রাধিকার পাদপদ্ম-সেবায় আসক্তচিত্তা ইহা দেবগণ দর্শন করিলেন। ৯২—১০৯। রাসমণ্ডল, শ্বেতরক্ত-লোহিতবর্ণ কমলরাজি বিরাজিত লক্ষ লক্ষ ক্রীড়া-সরোবরে পরিবেষ্টিত এবং সুমধুর রব-কারী ভ্রমরগণ-সমাকুল কুসুমিত পুষ্পোদ্যানে সুশোভিত। ঐ পুষ্পোদ্যানে পুষ্পশয্যাসমন্বিত কোটি কুঞ্জ-কুটীর বিদ্যমান আছে এবং উহা কর্পূর, তাম্বুল ও বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি বিবিধ ভোগদ্রব্যে সুসজ্জিত চতুর্দ্দিকে শ্বেতচামর দর্পণ, প্রজ্জ্বলিত রত্ন প্রদীপ ও শোভাময় বিচিত্র পুষ্পমালায় সুশোভিত। দেবগণ সেই রাসমণ্ডল অবলোকন করিয়া পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা রাধামাধবের প্রিয় বৃন্দাবননামক সুরম্য বিশেষ সুন্দর বন দেখিলেন। ১১০—১১৪। ঐ বনমধ্যে কল্প-বৃক্ষশোভিত বিরজানদীর সুশীতল-কণবাহী কস্তূরী-পত্রসংসর্গী সমীরণে রমণীয় রাধামাধবের ক্রীড়াস্থান রহিয়াছে। হে নারদ! ঐ বৃন্দাবনের কোন অংশ সুমধুর-রবকারী ভ্রমরগণ-সমাকুল নবপল্লব-শোভিত কেলিকদম্বসমূহে কমনীয়; কোন অংশ চন্দন, মন্দার ও চম্পক প্রভৃতি বৃক্ষের সুগন্ধিকুসুমাদির গন্ধে সুরভিত; আম্র, নাগরঙ্গ, পনস, তাল, নারিকেল, জম্বু, বদরী, খর্জ্জুর, গুবাক, আম্রাতক, জম্বীর, কদলী, শ্রীফল, দাড়িম্ব, প্রভৃতি মনোহর সুপক্ব ফলসমন্বিত বৃক্ষসমূহে বিরাজিত এবং পিয়াল, সাল, অশ্বথ, নিম্ব, শাল্মলী, তিন্তিড়াদি শোভন বৃক্ষসমূহেও শোভিত রহিয়াছে। উহা অন্যান্য বৃক্ষসমূহসঙ্কুল ও চারিদিকে কল্পবৃক্ষসমূহে বিরাজিত; মল্লিকা, মালতী, কুন্দ, কেতকী, মাধবীলতা, যূথিকা পুষ্পসমূহ ঐ বনের শোভা সম্পাদন করিতেছে। হে নারদ! উহাতে পঞ্চাশৎকোটি চারুকুঞ্জ কুটীর রহিয়াছে। দেবগণ দেখিলেন, ঐ সকল কুটীরে ধূপামোদিত রত্নপ্রদীপ জ্বলিতেছে, সুগন্ধি বায়ু সুবাসিত শৃঙ্গারোপযোগী দ্রব্য রহিয়াছে ও মালাসমূহসমন্বিত চন্দনচর্চ্চিত পুষ্পশয্যা রহিয়াছে। উহা মধুলুব্ধ মধুকরকুলের মধুর শব্দে শব্দিত এবং রত্নালঙ্কারভূষিত গোপীগণে বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। ১১৫—১২৭। উহাতে রাধিকার আজ্ঞাক্রমে পঞ্চাশৎকোটি গোপীকর্ত্তৃক রক্ষিত অতি রমণীয় দ্বাত্রিংশৎ কানন রহিয়াছে। হে নারদ! ঐ বৃন্দাবনের অভ্যন্তরে এক সুন্দর নির্জ্জন স্থান রহিয়াছে; উহা সুপক্ব মধুর স্বাদু ফলে শ্রেষ্ঠ বন হইয়াছে। উহা গোষ্ঠধেনুসমূহ ও সুগন্ধিপুষ্পিত পুষ্পোদ্যান-সহস্র-সমন্বিত মধুলুব্ধ মধুকরসমূহযুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ-সমান রূপশালী পঞ্চাশৎকোটি সংখ্যক গোপজনের অনুত্তম রত্ননির্ম্মিত সুন্দর নিবাসস্থানে বিরাজিত। দেবগণ এতাদৃশ রমণীয় বৃন্দাবন অবলোকন করিয়া চতুর্দ্দিকে

বর্ত্তুলাকার কোটিযোজন বিস্তীর্ণ গোলোকধামে গমন করিলেন। হে নারদ! ঐ ধাম রত্নপ্রাচীরে বেষ্টিত; চতুর্দ্বারসমেত, দ্বারপাল গোপসমূহে সমন্বিত; রত্নখচিত নানাভোগ্যবস্তুসমন্বিত, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর গোপদিগের পঞ্চাশৎকোটি আশ্রমে সুশোভিত; ঐ ধাম, তদপেক্ষাও সুন্দররূপে রত্নসমূহে নির্ম্মিত ভক্তগোপদিগের শতকোটি আশ্রমে এবং তদপেক্ষাও অধিক বিলক্ষণ অমূল্য রত্ননির্ম্মিত কৃষ্ণপার্ষদদিগের দশকোটি আশ্রমে সংযুক্ত; শ্রীকৃষ্ণের রূপধারী কৃষ্ণপার্ষদপ্রবরদিগের উত্তম রত্ননির্ম্মিত কোটিসংখ্যক আশ্রম ও রাধিকার প্রতি বিশুদ্ধভক্তিযুক্তা গোপীদিগের রত্ননির্ম্মিত দ্বাত্রিংশৎকোটি আশ্রম উহাতে বর্ত্তমান; তাহাদিগের কিঙ্করীগণেরও মনোহর মণিরত্নাদিরচিত দশকোটি ভবন তথায় আছে। হে নারদ! এই ভারতভূমিতে যাঁহারা শতজন্ম তপঃসাধনে পবিত্র, সুদৃঢ় হরিভক্তিপরায়ণ ও কর্ম্মবন্ধনচ্ছেদনে সমর্থ, পরম ভক্ত এবং যাঁহারা স্বপ্নে জ্ঞানে হরিধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া দিবানিশি 'রাধাকৃষ্ণ' এই নাম জপ করেন; সেই কৃষ্ণভক্তগণের উৎকৃষ্ট মণিরত্নবিনির্ম্মিত নানাভোগসমন্বিত, পুষ্পশয্যা, পুষ্পমালা, শ্বেত চামর ও হরিদ্বর্ণ মণিগণভূষিত রত্নদর্পণে সুশোভিত, শতকোটী নিবাসমন্দির সেই গোলোকধামে বিদ্যমান আছে। ঐ মন্দিরসকলের শিখরদেশ অমূল্য রত্নকলসে সুসজ্জিত ও উহার মধ্যভাগ সূক্ষ্মবস্ত্রে সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে। জগৎপ্রভু দেবগণ সেই অদ্ভুত গোলোকধাম দর্শন করিয়া আনন্দে কিয়দ্দূর গমনপূর্ব্বক সেই স্থলে রমণীয় অক্ষয় বট দেখিলেন। ঐ অক্ষয় বট পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণ ও দশযোজন উন্নত। উহা সহস্র স্কন্ধসংযুক্ত, অসংখ্য শাখাসমন্বিত, রত্নময় বেদিমণ্ডলে পরিশোভিত ও সুপক্ক রত্নময় ফলে সমাকীর্ণ। ১২৮—১৪৭। অনন্তর দেবগণ ঐ বটবৃক্ষের মূলদেশে পীতবস্ত্রধারী ক্রীড়াসক্ত মধুরমূর্ত্তি রত্নভূষণে বিভূষিত ও চন্দন-চর্চ্চিতাঙ্গ কৃষ্ণস্বরূপ গোপ-বালকগণকে দেখিলেন। হে নারদ। অনন্তর কৃষ্ণের পার্ষদপ্রবরগণকে দর্শনপূর্ব্বক অতি দূরে সিন্দূরবৎ রক্তবর্ণ পদ্মরাগমণি, ইন্দ্রনীলমণি, হীরক ও রুচকনামক মণিমণ্ডলে সুশোভিত এক মনোহর রাজমার্গ দর্শন করিলেন। ঐ রাজমার্গ ... চন্দন কস্তুরী ও কুঙ্কুমরসে সিক্ত; উহার চতুর্দ্দিকে অপূর্ব্ব বেদিকাযুক্ত রত্নমণ্ডপ বিরাজমান রহিয়াছে। ঐ রাজপথের স্থানে স্থানে কুঙ্কুমাক্ত রম্ভাস্তম্ভ সংরোপিত এবং তাহাতে সূক্ষ্মসূত্রে গ্রথিত শ্রীখণ্ডের পল্লবমালা বিরাজমান রহিয়াছে, দধি, পর্ণ, লাজ, ফল, পুষ্প, দূর্ব্বাঙ্কুর প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্য তাহাতে সংলগ্ন রহিয়াছে। উহাতে আবার সিন্দূর কুঙ্কুমাক্ত গন্ধ চন্দনচর্চ্চিত পুষ্পমালা বিভূষিত ফলশাখাসমন্বিত রত্নময় মঙ্গল কলস অতিশয় শোভা পাইতেছে। রাজপথ ক্রীড়াসক্ত গোপিকাগণে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত। অনন্তর গমনোৎসুক দেবগণ, বহুমূল্য রত্নে বিনির্ম্মিত সোপানশোভিত; অগ্নিবিশুদ্ধ বসন, শ্বেত চামর, দর্পণ, রত্নময় শয্যা ও পুষ্পমালা বিভূষিত; ষোড়শদ্বারসংযুক্ত রত্নময় প্রাকারপরিবেষ্টিত; পরিখাযুক্ত, অগুরু, চন্দন ও কুঙ্কুমদ্রব্যে চর্চ্চিত এবং অসংখ্য দ্বারপালকর্ত্তৃক সুরক্ষিত মনোরম রাজপুর দর্শন করিলেন। ১৪৮—১৫৮। হে নারদ! তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিয়া পরে রাসেশ্বরী দেবাধিদেবী শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা গোপীবরা রাধিকার রম্যদ্রব্যযুক্ত রমণীয় আশ্রম দেখিলেন। সকলের অনির্ব্বচনীয় ঐ আশ্রমকে, পণ্ডিতগণ নিরূপণ করিতে সমর্থ নহেন, উহা সুচারুবর্ত্তুলাকার; উহার পরিমাণ দ্বাদশক্রোশ। উহা অমূল্যরত্নসারনির্ম্মিত, রত্নপ্রভায় প্রজ্বলিত, শতমন্দির-শোভিত, অলঙ্ঘনীয় গভীর পরিখাসমূহে বিরাজিত কল্পবৃক্ষ-পরিবৃত। উহার মধ্যে শতপুষ্পোদ্যান রহিয়াছে। রাজপুর অমূল্যরত্ননির্ম্মিত প্রাকারে পরিবেষ্টিত, উত্তম রত্নবেদিকান্বিত ও ঐ প্রকার সপ্তদ্বারসমন্বিত। হে নারদ! ঐ সকল দ্বারে বিচিত্র বহুল রত্ন-চিত্র শোভা পাইতেছে। হে নারদ! তথায় ঐ প্রধান সপ্তদ্বার হইতে ক্রমে ক্রমে চারিদিকে ষোড়শ দ্বার রহিয়াছে। দেবগণ ঐ সহস্রধনু-পরিমাণে উন্নত, মনোহর উত্তম রত্ন কলসসমূহে প্রদীপ্ত রমণীয় প্রাকার অবলোকনে অতিশয় বিস্মিত হইলেন। পরে তাঁহারা ঐ আশ্রম প্রদক্ষিণ করিয়া অনুপম আনন্দে কিয়দ্দূর গমন করিলেন। তাঁহারা অগ্রে গমন করিলে সেই আশ্রম তাঁহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। হে নারদ! পরে তাঁহারা গোপাল ও গোপিকাদিগের অমূল্য রত্ন-রচিত শতকোটিসংখ্যক উৎকৃষ্ট আশ্রম দর্শন করিলেন, ও চারিদিকে গোপদিগের সকল আশ্রম ও গোপিকাদিগের অন্যপ্রকার নূতন নূতন সুন্দর সুন্দর আশ্রম দর্শন করিতে লাগিলেন। ১৫৯—১৭০। দেবগণ এইরূপে সেই বর্ত্তুলাকার রমণীয় নিখিল বৃন্দাবন অবলোকন করিয়া পাবন গোলোকধামে গমন করিলেন। প্রথমে শতশৃঙ্গ পর্ব্বত, তৎপরে বিরজা নদী; দেবগণ তাহার পরে গমন করিলেন ও বায়ুধার উত্তম রত্নময় অত্যাশ্চর্য্য গোলোকধাম দেখিলেন। উহা রাধিকার জ্ঞান-

বন্ধনের জন্য ঈশ্বরেচ্ছায় নির্ম্মিত সহস্র সরোবরে সমন্বিত ও অশেষ মঙ্গলের আলয়। দেবগণ তথাও অতি মনোহর নৃত্য দর্শন ও রাধাকৃষ্ণগুণ-সমন্বিত-তানলয়শুদ্ধ মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ করিলেন। হে নারদ! দেবগণ ঐ গীতামৃত পান করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। পরে কৃষ্ণাসক্তমানস সেই দেবগণ ক্ষণকালপরে চেতনা পাইয়া স্থানে স্থানে মনোহর মূর্ত্তি আশ্চর্য্য দেখিলেন। নানা বেশধারিণী সকল গোপীগণকে দেখিলেন;—কোন কোন গোপিকা মৃদঙ্গহস্তা; কেহ কেহ বীণাধারিণী; কেহ কেহ চামরহস্তা; কোন কোন গোপিকা করতাল দিতেছে; কাহার কাহার হস্তে যন্ত্রবাদ্য রহিয়াছে; কাহার বা রত্ননূপুর শব্দায়মান হইতেছে; কোন কোন উত্তমা গোপিকাগণের রত্নময় কিঙ্কিনীজাল শব্দিত হইতেছে; কেহ কেহ বা মস্তকে কুম্ভ লইয়া নৃত্যবিশেষে আসক্তচিত্ত রহিয়াছে; কোন কোন গোপিকা পুরুষবেশ ধারণ করিয়াছে, কেহ কেহ বা তাহাদিগের নায়িকা হইয়াছে; কোন কোন গোপিকা কৃষ্ণবেশ ধারণ করিয়াছে; অন্যান্য গোপী রাধাবেশ ধারণ করিয়াছে; কেহ কেহ সংযোগনিরতা। কোন কোন গোপী আলিঙ্গনে আসক্তা; কেহ কেহ বা ক্রীড়াসক্তা রহিয়াছে; জগৎপ্রভুগণ সেই সকল দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। হে নারদ! তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিয়া রাধিকার সখীগণের বহু আশ্রম ও গৃহ দেখিলেন। উহারা রূপ, গুণ, বেশ, যৌবন, সৌভাগ্য ও বয়সে সকলেই সদৃশী। দেখিলেন, অনির্ব্বচনীয়বেশা রাধিকার বয়স্যা ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রধানা গোপিকা অবস্থান করিতেছে। তাহাদিগের নাম শ্রবণ কর;—সুশীলা, শশিকলা যমুনা, মাধবী, রতি, কদম্বমালা, কুন্তী, জাহ্নবী, স্বয়ংপ্রভা, চন্দ্রমুখী, পদ্মমুখী, সাবিত্রী, সুধামুখী, শুভা, পদ্মা, পারিজাতা, গৌরী, সর্ব্বমঙ্গলা, কালিকা, কমলা, দুর্গা, ভারতী, সরস্বতী, গঙ্গা, অম্বিকা, মধুমতী, চম্পা, অপর্ণা, সুন্দরী, কৃষ্ণপ্রিয়া, সতী নন্দনী ও নন্দনা ইহারা প্রধানা গোপিকা। এই সমানরূপগুণশালিনী গোপীদিগের আশ্রম—রত্ন ও ধাতুশোভিত এবং বহুবিধ চিত্রে চিত্রিত; অমূল্য রত্নকুম্ভ ইহার শিখরদেশে বিরাজমান। ইহা উৎকৃষ্ট রত্নরচিত শ্রেষ্ঠমণিযুক্ত শুভ্রবর্ণ ও অতি মনোহর। এই গোলোক ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে উর্দ্ধে অবস্থিত, ইহার উর্দ্ধে আর কোন লোক নাই, উর্দ্ধে সকল শূন্যময়। তাহাই বিধাতার সৃষ্টিশেষে অবস্থিত ও সপ্তরসাতলের অধোভাগে আর সৃষ্টি নাই। তাহার অধোভাগে জল ও অন্ধকার আছে। উহা অগম্য ও অদৃশ্য, ব্রহ্মাণ্ডের অন্ত ও বহির্ভাগের বিষয়; সকলই এই শ্রবণ করিলে। ১৭১—১৯২।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন,—সেই দেবগণ নিখিল গোলোকধাম অবলোকন করিয়া সানন্দচিত্তে পুনর্ব্বার রাধিকার প্রধান দ্বারে গমন করিলেন। ঐ দ্বার উৎকৃষ্ট রত্ন ও মণিনির্ম্মিত বেদিকাদ্বয়ে সমন্বিত; হরিদ্রাভ মণিময় হীরকমিশ্রিত অমূল্য রত্নখচিত কপাটে বিভূষিত আছে। বীরভানুনামক এক প্রধান গোপকে তথায় নিযুক্ত দেখিলেন। উহার পরিধান পীতবস্ত্র। বীরভানু, রত্নসিংহাসনস্থিত রত্নভূষণে ভূষিত ও রত্নমুকুট বিরাজিত। দেবগণ, নানা চিত্রে বিচিত্রিত দ্বারে উপনীত হইয়া দ্বারপালকে স্ব স্ব গমনাভিলাষ বিজ্ঞাপন করিলেন। তখন দ্বারপাল নিঃশঙ্কচিত্তে দেবগণকে কহিল, সুরগণ! আমি প্রভুর অনুমতি ভিন্ন পুরমধ্যে প্রবেশ করাইতে পারিব না। হে নারদ! অনন্তর দ্বারপাল শ্রীকৃষ্ণের নিকট দেবগণের আগমনবৃত্তান্ত বিজ্ঞাপনার্থ ভৃত্যগণকে প্রেরণ করিলেন এবং ভৃত্যের মুখ হইতে কৃষ্ণের অনুজ্ঞা পাইয়া দেবগণকে পুরপ্রবেশে অনুমতি দিলেন। দেবগণ সেই দ্বারপালকে সম্ভাষণপূর্ব্বক ততোধিক মনোরম বিচিত্র সুন্দর দ্বিতীয় দ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলেন, চন্দ্রভানামক শ্যামবর্ণ কিশোরবয়স্ক রত্নভূষণবিভূষিত ও পঞ্চলক্ষ গোপে পরিবেষ্টিত এক গোপ, রত্নসিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক সুচারু স্বর্ণবেত্র হস্তে ঐ দ্বারে নিযুক্ত রহিয়াছেন। অনন্তর দেবগণ তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া মণিতেজে প্রজ্বলিত বিচিত্র ও ততোধিক সুন্দর তৃতীয় দ্বারে উপনীত হইয়া এক দ্বিভুজ, মুরলীধর, শ্যামসুন্দর, কিশোর দ্বাররক্ষায়, নিযুক্ত গোপকে দেখিলেন। উহার কপোলদেশ কর্ণাবলম্বিত রত্নময় কুণ্ডলযুগে শোভিত, তিনি রাধাকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয় পাত্র এবং নবলক্ষ গোপে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজার ন্যায় দ্বারে [illegible] ছেন। দেবগণ ঐ দ্বারপালকে সম্ভাষণ করিয়া মণিতেজে প্রদীপ্ত অত্যদ্ভুত চিত্রে রঞ্জিত ও অতীত দ্বার অপেক্ষা বিলক্ষণ রম্য ও মনোহর চতুর্থ দ্বারে উপনীত হইয়া পরম সুন্দর কিশোর ব্রজেশ্বর বসুভাননামক গোপকে দেখিলেন। ঐ গোপ রত্ন-ভূষণে ভূষিত হইয়া রত্নসিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক মণিদণ্ড হস্তে ঐ দ্বার রক্ষা করিতে-

ছেন। উহাঁর অধর ও ওষ্ঠ পক্কবিম্বের ন্যায় সুন্দর এবং বদন সহাস্য। দেবগণ ঐ বসুভানকে সম্ভাষণ করিয়া মণিময় ভিত্তিস্থিত বিচিত্র চিত্রে সমুজ্জ্বল পঞ্চম দ্বারে উপনীত হইলেন। ১—১৮। ঐ দ্বারে দেবভাননামক গোপ রত্ন-ভূষণে ভূষিত হইয়া রত্ন সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক দ্বার রক্ষা করিতেছেন। সেই দ্বারী কদম্বকুসুমে সুশোভিত, উৎকৃষ্ট রত্নকুণ্ডলে বিভূষিত এবং অগুরুচন্দন, কস্তূরী ও কুঙ্কুমদ্রব্যে চর্চ্চিত ও দশলক্ষ প্রজাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বেত্র-হস্তে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ ও গলদেশে রত্নমালা শোভা পাইতেছে। দেবগণ আনন্দিতচিত্তে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া, ষষ্ঠদ্বারে উপনীত হইলেন। ঐ দ্বার মণিময় ভিত্তিদ্বয়যুক্ত ও পুষ্পমালাবিভূষিত এবং নানা চিত্রে বিরাজিত এবং তথায় শক্রভাননামক গোপকে দেখিলেন। ঐ দ্বার-পাল দশ লক্ষ প্রজাগণে পরিবেষ্টিত ও নানালঙ্কারে সমলঙ্কৃত হইয়া ঐ রমণীয় দ্বারে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার কর্ণে রত্নকুণ্ডল ও গলদেশে শ্রীখণ্ড-পল্লব শোভা পাইতেছে। দেবগণ সত্বর তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া অতীত ষড়্দ্বার হইতে বিলক্ষণ নানাপ্রকার চিত্রে বিচিত্রিত সপ্তম দ্বারে উপনীত হইলেন। তথায় হরির প্রিয়পাত্র রত্নভাননামক গোপ দ্বাদশ-লক্ষ গোপে পরিবেষ্টিত ও বিবিধরত্নে ভূষিত হইয়া রত্নসিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক চন্দনাক্ত কলে-বরে বেত্রহস্তে সেই দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত রহিয়া-ছেন। তাঁহার গলদেশ পুষ্পমালাবিভূষিত ও মুখ-কমল সহাস্য এবং স্বয়ং রাজেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। দেবগণ তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া ঐ সপ্তম দ্বার হইতে উৎকৃষ্ট অষ্টম দ্বারে গমন করি-লেন ও তথায় অতি সুন্দর সুপার্শ্বনামক দৌবারিককে দেখিলেন। তাঁহার বদন সস্মিত ললাট, শ্রীখণ্ডতিলক-সমুজ্জ্বল, অধর ওষ্ঠ বন্ধুজীব কুসুমের ন্যায় সুন্দর ও স্বয়ং রত্নকুণ্ডল প্রভৃতি সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত; রত্নদণ্ড-ধারী এবং দ্বাদশলক্ষ যুবক গোপগণে পরিবৃত। ১৯—৩১। অনন্তর দেবগণ বজ্র ও উৎকৃষ্ট রত্নে নির্ম্মিত চতুর্ব্বেদিকাসমন্বিত মালাসমূহে শোভিত ও বিচিত্র চিত্রযুক্ত অপূর্ব্ব অভিলষিত নবম দ্বারে গমন করিলেন। তথায় তাঁহারা সুন্দরাকৃতি নানাভূষণে ভূষিত ও দ্বাদশ লক্ষ গোপে পরিবৃত মনোহর সুবল-নামক গোপকে দেখিলেন ও সেই বেত্রপাণি সুবলকে সম্ভাষণ করিয়া অন্য দ্বারে যাইলেন। হে নারদ! তাঁহারা সেই সকলের অনির্ব্বাচনীয় অদৃষ্ট ও অশ্রুত দশম দ্বার অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন তাঁহারা অনির্ব্বচনীয় রূপবান্ কৃষ্ণসদৃশ মনোহর বিংশতি লক্ষ গোপগণে পরিবৃত সুদামনামক দ্বার-রক্ষককে দেখিলেন। দেবগণ সেই দণ্ডহস্ত সুদামকে দেখিয়াই অত্যদ্ভুত সুচিত্র একাদশাখ্য অপর দ্বারে গমন করিলেন। তথায় রাধিকার পুত্রতুল্য পীতবস্ত্র ব্রজেশ্বর শ্রীদামনামক দ্বারপালকে দেখিলেন। ঐ শ্রীদাম অমূল্য রত্নরচিত রম্য সিংহাসনোপবিষ্ট ও অমূল্য রত্নভূষায় ভূষিত এবং চন্দন অগুরু কস্তূরী কুঙ্কুমে বিরাজিত উহাঁর গণ্ডস্থলে উত্তম রত্নকুণ্ডল রহিয়াছে এবং তিনি শ্রেষ্ঠরত্ননির্ম্মিত বিচিত্র মুকুটে শোভিত ও সর্ব্বাঙ্গে প্রফুল্ল মালতীমালাসমূহে বিরাজ-মান। তিনি কোটি গোপে পরিবৃত এবং রাজেন্দ্র হইতেও অধিক সুশোভিত। হে নারদ! দেবগণ তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া অমূল্য রত্ননির্ম্মিত বেদিকা-সমূহে সমন্বিত ও সকলের দুর্লভ, অত্যাশ্চার্য্য, অদৃশ্য অশ্রুতপূর্ব্ব এবং হীরকভিত্তির উপরি অবস্থিত; নানা চিত্রে সুন্দর অতি মনোহর দ্বাদশ দ্বারে সানন্দে গমন করিলেন। দেবগণ সেই দ্বারে নিযুক্ত রূপ-যৌবনসম্পন্ন রত্নাভরণভূষিত গোপাঙ্গনাগণকে দেখিলেন। তাঁহারা পীতবস্ত্র পরিধানা, কবরীভারে শোভিতা ও সর্ব্বাঙ্গে মালতীমালানিকরে ভূষিতা, রত্ন-কঙ্কণ রত্নকেয়ূর রত্ননূপুরে অলঙ্কৃতা; উহাঁদের গণ্ড-স্থলে রত্নময় কুণ্ডলদ্বয় বিরাজ করিতেছে, তাঁহারা পীনশ্রোণি ও নিতম্বভারে অবনতা এবং চন্দন অগুরু কস্তূরী ও কুঙ্কুমদ্রব্যে চর্চ্চিতা; তাঁহারা শতকোটি গোপীকার প্রধানা; শ্রীকৃষ্ণেরও প্রিয়তমা। এইমত কোটিসংখ্যক গোপিকা-অবলোকনে দেবগণ বিস্ময়া-বিষ্ট হইলেন। ৩২—৫০। হে মুনে! তাঁহারা সেই সকল গোপিকাকে সম্ভাষণ করিয়া সানন্দচিত্তে দ্বারা-ন্তরে গমন করিলেন ও ক্রমশঃ দ্বারত্রয়ে অতি মনোহরা শ্রেষ্ঠতমা রম্যা ধন্যা মান্যা সুন্দরী গোপাঙ্গনাগণ দর্শন করিলেন। উহারা সকলেই রাধিকার প্রিয়তমা সৌভাগ্যশালিনী, রমণীয় ভূষণে ভূষিতা ও নবযৌবন-সম্পন্না, অতি রমণীয় বিচক্ষণগণের অনিরূপণীয় সক-লের অদৃশ্য অদ্ভুতাশ্রয় দ্বারত্রয় দর্শন করিয়া প্রভু দেবগণ সেই সকল গোপিকাদিগকে সম্ভাষণ করত পরম বিস্মিত হইয়া ষোড়শাখ্য মনোহর রাধিকায় অভ্যন্তরদ্বারে গমন করিলেন। হে নারদ! ঐ দ্বার রাধিকার রূপযৌবনসম্পন্ন রত্নালঙ্কারে ভূষিত, নানা গুণসমন্বিত অনির্ব্বচনীয় বেশধারিণী ত্রয়স্ত্রিংশৎ বয়স্যাসমূহে রক্ষিত হইতেছে। তাঁহারা রত্ন-কঙ্কণ

রত্ননূপুর ও রত্নকেয়ূরে বিভূষিতা; তাঁহাদিগের মধ্যদেশ উৎকৃষ্ট রত্নরচিত; কিঙ্কিণীজালে বিভূষিত; গণ্ড-স্থল কর্ণস্থিত রত্নকুণ্ডলে শোভিত; প্রফুল্লমালতী-মালায় বক্ষঃস্থল সমুজ্জ্বলকান্তিবিশিষ্ট হইয়াছে। তাঁহাদিগের মুখচন্দ্র শারদীয় পূর্ণিমা চন্দ্রের শোভাকেও পরাজিত করিয়াছে; মস্তকে মনোহর কবরীভার নানা ভূষণে বিভূষিত ও পারিজাত কুসুমমালায় বেষ্টিত হইয়া পরম শোভা সম্পাদন করিতেছে। তাঁহাদিগের অধর ও ওষ্ঠদেশ পক্কবিম্বের সদৃশ এবং পক্ক দাড়িম্ববীজসদৃশ দন্তপঙ্ক্তি বিরাজিত, মুখকমল সদা সহাস্য রহিয়াছে। হে নারদ! তাঁহারা চারু চম্পক কুসুমবর্ণা ও ক্ষীণমধ্যা; তাঁহাদিগের খগেন্দ্রচঞ্চুশোভা-নিন্দিত নাসিকায় সুন্দর গজমুক্তা দোদুল্যমান রহিয়াছে এবং তাঁহারা পীন-নিতম্বভারে ও গজেন্দ্রগণ্ডের ন্যায় কঠিন স্তনভারে অবনত হইয়া শ্রীহরির চরণকমলে দত্তচিত্তা হইয়া রহিয়াছেন। দেবগণ দ্বারস্থিত ঈদৃশ গোপিকাগণকে দর্শন করিয়া নির্নিমেষ নয়নে উৎকৃষ্ট মণিরত্নে ও বেদিকাযুগে পরিশোভিত পরমা-শ্চর্য্য শ্রীমতী রাধিকার অভ্যন্তরদ্বার অবলোকন করিলেন। ঐ দ্বার হরিদ্বর্ণ মণিময় স্তম্ভসমূহে সুশোভিতা। উহার মধ্যভাগ সিন্দূরাকার মণিমণ্ডলে বিরাজিত ও পারিজাত কুসুমে বিভূষিত থাকায় তৎসংসর্গে সুগন্ধ বায়ুতে সুরভিত হইয়াছে। তাঁহারা ঈদৃশ রাধিকার অভ্যন্তরদ্বার অবলোকন করত শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলদর্শনে সমুৎসুক হইলেন। দেবগণ পুল-কাঙ্কিত-বিগ্রহ, ভক্তির উদ্রেকে অশ্রুপূর্ণনয়ন ও ঈষৎ নতকন্ধর হইয়া তাঁহাদিগকে সম্ভাষণপূর্ব্বক শীঘ্র গমন করিলেন ও নিকটে মন্দিরমধ্যস্থিত চতুঃশাল মনোহর, রাধিকার অভ্যন্তরগৃহ দেখিতে পাইলেন। ৫১—৭০। উহা অমূল্য রত্নসারে নির্ম্মিত হীরক-খচিত নানা মণিস্তম্ভে ভূষিত, পারিজাত কুসুমের মালানিকরে বিরাজিত; মুক্তা মাণিক্য শ্বেতচামর, দর্পণসমূহ এবং অমূল্যরত্নকলসে ভূষিত। হে নারদ! ঐ সকল কলস শ্রীখণ্ডপল্লব ও পট্টসূত্র-গ্রন্থিসমন্বিত রহিয়াছে। উহা মণিস্তম্ভসমন্বিত রমণীয় প্রাঙ্গণে ভূষিত ও চন্দন, অগুরু কস্তূরী, ও কুঙ্কুমদ্রব্যে চর্চ্চিত এবং শুক্লধান্য, শুক্ল পুষ্প, প্রবাল, ফল, তণ্ডুল ও পূর্ণপাত্র, দূর্ব্বা আতপতণ্ডুল, লাজ ও নির্ম্মঞ্ছনে বিভূষিত রহিয়াছে। উহা রত্নফলসনাথ সিন্দূর ও কুঙ্কুমসমন্বিত পারিজাত পুষ্পের মালাযুক্ত রত্নকুম্ভে বিরাজিত রহিয়াছে ও সর্ব্বত্র কুসুমসুগন্ধি বায়ুদ্বারা সুগন্ধীকৃত ও সকলের অনির্ব্বচনীয় অনিরূপণীয় ও ব্রহ্মাণ্ডদুর্লভ যে যে বস্তু; সেই সকল দ্রব্যে বিরাজিত; মনোহর রত্নশয্যা সূক্ষ্মবস্ত্র পরিচ্ছদ ও পারিজাত মালা-নিকরে সুশোভিত। হে নারদ! কোটিসংখ্যক অমূল্য মনোহর রত্নকুণ্ডল ও রত্নপাত্রে উহা বিভূষিত ও নানা-প্রকার বাদ্যের সুমধুর শব্দ ও বীণাস্বর ও গোপী-সঙ্গীতে পরিপূর্ণ। হে নারদ! উহা মৃদঙ্গবাদ্যের শব্দ ও কৃষ্ণসদৃশ গোপসমূহে পরিবৃত রহিয়াছে ও রাধি-কার সখী গোপিকাগণে বিরাজিত রহিয়াছে। উহাতে রাধাকৃষ্ণগুণান্বিত মধুর সঙ্গীত শ্রুত হইতেছে, দেবগণ এতাদৃশ অভ্যন্তরদর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইলেন। সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ এবং উত্তম নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন ও তথায় সকলে তদ্গতচিত্ত হইয়া অবস্থান করিলেন। পরে দেবগণ শত ধনুপরিমিত চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকার রমণীয় রত্নসিংহাসন দর্শন করিলেন। ৭১—৮৫। ঐ রত্নসিংহাসন রত্নময় ক্ষুদ্র কলসসমূহে সমন্বিত ও চিত্রপুত্তলিকা, চিত্রপুষ্প ও চিত্র কাননে ভূষিত রহিয়াছে। হে নারদ! তথায় কোটিসূর্য্যসম প্রভাশালী অত্যদ্ভুতরূপপ্রভায় জ্বলিত তেজঃপুঞ্জ বিরাজমান। উহা সপ্ততালপ্রমাণ ও উর্দ্ধে, চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত ও সকলের তেজ অপহরণ করিতেছে ও আশ্রম ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছে। দেবগণ ধ্যানতৎপর হইয়া ঐ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ববীজ ও নয়নরোধকর তেজঃ-স্বরূপ অবলোকন করিয়া ভক্ত্যবনতকন্ধর ও পরমানন্দ সংযোগে অশ্রুপূর্ণনয়ন হইয়া পরম ভক্তিসহকারে উহাকে প্রণাম করিলেন ও উহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ রোমা-ঞ্চিত হইল ও মনের বাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইল। দেবগণ সেই তেজোময় প্রভুকে নমস্কার করত উত্থানপূর্ব্বক তেজঃসমীপে ধ্যানযোগে অবস্থিত হইলেন। হে নারদ! জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা নিজ দক্ষিণভাগে মহাদেবকে ও বামে ধর্ম্মকে অবস্থান করাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ধ্যান করত ধ্যাননিমগ্নচিত্ত হইয়া ভক্ত্যুদ্রেকবশতঃ সেই পরাৎপর পরমাত্মা গুণাতীত ঈশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন;— বর, বরেণ্য, বরদ ও বরদদিগেরও কারণ সর্ব্বভূতকারণ তেজোরূপ আপনাকে আমি নমস্কার করি। আপনি মঙ্গল্য মঙ্গলার্হ মঙ্গল মঙ্গলপ্রদ সমস্ত মঙ্গলাধার তেজোরূপ, আপনাকে আমি নমস্কার করি। সকল স্থানে লিপ্তভাবে অবস্থিত আত্মরূপ পরাৎপর, নিরীহ, অবিতর্ক্য তেজোরূপ আপনাকে আমি নমস্কার করি। সগুণ, নির্গুণ, সনাতন ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ সাকার নিরা-কার তেজোরূপ আপনাকে নমস্কার করি। ৮৬—৯৭। সেই অনির্ব্বচনীয় ব্যক্ত অব্যক্ত অদ্বিতীয় স্বেচ্ছারূপ সর্ব্বরূপ তেজোরূপ আপনাকে আমি নমস্কার করি।

আপনি সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের বিভাগার্থ ব্রহ্মাদি রূপত্রয়ধারী বেদাতীত; আপনাকে দেবগণ অংশরূপেও জানেন না; আপনি সর্ব্বাধার, সর্ব্বরূপ, সর্ব্ববীজ ও অবীজক সর্ব্বান্তক অনন্ত তেজোরূপ; আপনাকে আমি নমস্কার করি। বিচক্ষণগণ আপনার গুণস্বরূপ লক্ষসংখ্যায় বর্ণন করিয়াছেন। আমি তোমার সেই গুণের কি বর্ণনা করিব, আমি ঐ তেজোরূপ আপনাকে নমস্কার করি। আপনি অশরীর তথাপি শরীরী, ইন্দ্রিয়বান্ তথাপি অতীন্দ্রিয়, অসাক্ষী তথাপি সর্ব্বসাক্ষী; তেজোরূপ আপনাকে নমস্কার করি। আপনি পাদবিহীন হইয়াও গমনে সক্ষম, চক্ষুবিহীন হইয়াও সর্ব্বদর্শী ও হস্তমুখাদিবিহীন হইয়াও ভোজনাদি করিতে সক্ষম তুমি তেজোময়; অতএব তোমাকে আমি প্রণাম করি। পণ্ডিতগণ বেদনিরূপিত বিষয়ের বর্ণনা করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন; আমি তোমার বেদেও অনিরূপিত তেজোরূপকে নমস্কার করি। তুমি সকলের ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর কেহ নাই; তুমি অনাদি, তোমার আদি কেহ নাই; তুমিই সকলের আত্মা, তোমার আত্মা কেহ নহে; তুমি তেজোরূপ; অতএব তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি। আমি জগতের বিধাতা ও বেদের সৃষ্টিকর্ত্তা; তুমি ধর্ম্মস্বরূপ পালনকর্ত্তা, হর সংহারকর্ত্তা হইয়াও, আমরা কেহই তোমার স্তুতিবাদে সক্ষম নহি। ধর্ম্ম তোমার সেবাবলে রক্ষিত বিষয় রক্ষা করিতেছেন এবং সংহারকর্ত্তা শিব তোমার নিরূপিত কালে তোমারই আজ্ঞানুসারে সংহার করিতেছেন। আমি তোমার পাদপদ্মের সেবাবলে জীবগণের ললাটে অবশ্যম্ভাবিনী লিপি নির্দ্দেশ করিতেছি ও কর্ম্মিগণের ফল প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছি; কিন্তু তথাপি তোমার ভক্তগণের প্রভু হইতে সমর্থ হই নাই। এই ডিম্বসদৃশ ব্রহ্মাণ্ডে আমরা তোমার আজ্ঞানুসারে বিষয়কার্য্যে নিযুক্ত আছি, কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ কতবিধ সেবক আছে; তাহার সংখ্যা নাই। যেরূপ পরমাণুর সংখ্যা নাই, তদ্রূপ অনুত্তম সেই সেবকবর্গেরও সংখ্যা নাই। যিনি সকলের জনক এবং সকলের ঈশ্বর, তাঁহাকে স্তব করিবে এরূপ ক্ষমতাপন্ন কে আছে? যে মহাবিষ্ণুর প্রতি-লোমকূপে এক একটী ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান, সেই বিষ্ণু তোমার ষোড়শাংশস্বরূপ। ৯৮—১১১। যোগিগণ, ইচ্ছানুরূপ তোমার এই গুন-রূপ সর্ব্বদা ধ্যান করিয়া থাকেন; কিন্তু তোমার দাস্যনিরত ভক্তগণ সেরূপ নহে, তাঁহারা ঐ পাদপদ্মই নিয়ত সেবা করেন। হে ভগবন্! ধ্যান ও মন্ত্রানুসারে তোমার যে কিশোর মনোহর রূপ বর্ণিত আছে, আমাকে তদ্রূপ দর্শনদানে কৃতার্থ করুন। সেই রূপ নবীননীরদসদৃশ শ্যাম, পীতাম্বরধারী। দ্বিভুজ, করে মুরলী সম্বিত, মনোহর। তোমার সেই রূপ ময়ূরপুচ্ছশোভিত-চূড়া, মালতীজালে মণ্ডিত চন্দন, অগুরু, কস্তূরী ও কুঙ্কুমদ্রবে চর্চ্চিত এবং অমূল্য রত্নসারনির্ম্মিত ভূষণে বিভূষিত, অমূল্য রত্ননির্ম্মিত কিরীট ও মুকুটদ্বারা উজ্জ্বল শোভাসম্পন্ন। তোমার বদনচন্দ্র শরৎকালীন বিকশিতপদ্মপ্রভার ন্যায় মনোহর; তোমার পক্কবিম্ববিনিন্দিত ওষ্ঠাধর ও দন্তপঙক্তি পক্কদাড়িম্ববীজের ন্যায় মনোরম; তুমি কেলিকদম্বমূলে সদা অবস্থিত ও রাসক্রীড়ার নিমিত্ত উৎসুক; তুমি যেরূপে রাধাবক্ষঃস্থলে অবস্থান করত সহাস্যবদনে গোপিকাদিগের মুখ-কমল দর্শন করিয়াছিলে; এইরূপ কেলিরসোৎসুকবাঞ্ছিত এই প্রকার ভবদীয় রূপ দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছি। বিশ্বস্রষ্টা এই কথা বলিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। এই স্তবানুসারে ধর্ম্ম ও শঙ্কর উভয়েই স্তব করত সাশ্রুনেত্রে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন। হে মুনে! দেবগণ সেই স্থানে অবস্থান করত কৃষ্ণতেজে ব্যাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার স্তব করিলেন। ব্রহ্মা, শিব ও ধর্ম্মকৃত এই শ্রেষ্ঠভূত স্তব—হরির পূজাসময়ে যে ব্যক্তি পাঠ করে, সে হরির নিশ্চল ও দুর্ল্লভ দৃঢ় ভক্তি লাভ করে এবং সেই ব্যক্তি সুরাসুর ও মুনীন্দ্রদিগের দুর্লভ হরির দাসত্ব অণিমাদি সিদ্ধি ও সালোক্য প্রভৃতি মুক্তি-চতুষ্টয় লাভ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই; । ১১২—১২৪। সেই বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ মহাত্মা ইহলোকে বিষ্ণুতুল্য হইয়া সর্ব্বপূজিত হয় এবং নিশ্চিতরূপে তাহার বাক্যসিদ্ধি ও মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। সেই বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি সর্ব্বসৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। তাহার যশোরাশি বিস্তৃত হইয়া জগৎ পূর্ণ করে এবং সেই মহাত্মা পুত্র, কবিতা, বিদ্যা ও নিশ্চলা লক্ষ্মী লাভ করে। তাহার পত্নী পতিব্রতা ও সুশীলা হয়; তাহার অবিচ্ছিন্ন পুত্রপৌত্রাদি হইয়া থাকে এবং সে কীর্ত্তিতে প্রথিত হইয়া অন্তে কৃষ্ণসমীপে সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকে। ১২৫—১২৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, দেবগণ এইরূপে ধ্যান ও স্তব করিয়া কৃষ্ণতেজের সম্মুখীন হইয়া অবস্থান করত কিয়ৎকাল পরে তেজোমধ্যে মনোহর শরীর দেখিতে পাইলেন। সেই শরীর জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, পরম আহ্লাদজনক, ত্রৈলোক্যচিত্তমোহন ও অতি মনোহর। তাঁহার গণ্ডস্থল ও কপোলে উজ্জ্বল মকরাকৃতি কুণ্ডলযুগল লম্বিত; চরণপদ্মযুগল রত্ননির্ম্মিত নূপুরদ্বয়ে সুশোভিত। তাঁহার বহ্নিশুদ্ধ হরিদ্বর্ণবস্ত্র পরিধান; তিনি মণীন্দ্রসার দ্বারা স্বেচ্ছানুসারে নির্ম্মিত রম্য ভূষণে বিভূষিত। তাঁহার বিম্বাধর বিনোদ-মুরলীযুক্ত অতি মনোহর; তিনি সকলকে প্রসন্ন-দৃষ্টিতে দর্শন করেন ও ভক্তানুগ্রহকাতর। তাঁহার বক্ষস্থল বিশুদ্ধ-স্বর্ণনির্ম্মিত গুড়িকাযুক্ত কবাটের ন্যায় বিস্তৃত এবং উজ্জ্বল কৌস্তুভ মণিদ্বারা উদ্ভাসিত। দেবগণ সেই তেজোরাশির অভ্যন্তরে চারুগাত্রী রাধিকাকেও দেখিতে পাইলেন। তিনি বক্রনয়নযুগলে নিয়ত স্বমুখদর্শনকারী কান্তকে দর্শন করিতেছেন; তাঁহার দন্তপঙ্ক্তি মুক্তাশ্রেণীবিনিন্দিত, মুখমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত, অতএব প্রসন্ন; নয়নযুগল শারদীয় বিকশিত পদ্মের ন্যায় মনোহর। তাঁহার মুখকমলও শারদীয় পূর্ণচন্দ্রবিনিন্দিত। তাঁহার ওষ্ঠাধর বন্ধুজীবকুসুমের ন্যায় মনোহর; পাদপদ্ম মুখর মঞ্জরীযুগলে বিরাজিত, তাঁহার নখশ্রেণী এরূপ মনোহর, যেন মণীন্দ্রের প্রভাকেই অপহরণ করিয়া স্বীয় শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে। তাঁহার পাদতলের রাগ, কুঙ্কুমের আভাকেও আচ্ছাদন করিয়া শোভা পাইতেছে। তিনি অমূল্যরত্ননির্ম্মিত পাশকাবলি ধারণ করিয়াছেন এবং অগ্নিবিশুদ্ধ বহুমূল্য বস্ত্র দ্বারা শোভাসম্পন্না। তিনি মণীন্দ্রসারনির্ম্মিত কিঙ্কিণীজালে মনোহারিণী। তাঁহার কপোলস্থলে বিশুদ্ধরত্ন-রচিত কুণ্ডলযুগল বিলম্বিত ও কর্ণযুগল মণীন্দ্রনির্ম্মিত-কর্ণভূষণে বিভূষিত হইয়া মনোহর শোভা সম্পাদন করিতেছে। ১—১৩। তাঁহার নাসার অগ্রভাগ গরুড়চঞ্চু-বিনিন্দিত ও মুক্তাযুক্ত। তিনি মালতীমাল্যযুক্ত কবরীভার ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার বক্ষস্থল কৌস্তুভমণি দ্বারা সুশোভিত ও পারিজাতপুষ্পের মালিকাজালে উজ্জ্বলীকৃত তাঁহার করাঙ্গুলি সকল রত্নময় অঙ্গুরীয়নিকরে বিভূষিত। তিনি বিচিত্ররাগরঞ্জিত দিব্যশঙ্খ-বিকার দ্বারা ও সূক্ষ্মসূত্রাকার রম্য শঙ্খনির্ম্মিত-ভূষণে মনোহর শোভাশালিনী। তিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা; রক্তসূত্র-গ্রথিত রত্নসারনির্ম্মিত গুটিকা ধারণ করিয়াছেন। তিনি নিতম্ব ও শ্রোণি দ্বারা মনোহারিণী; উন্নত-পীন-স্তন দ্বারা নম্রীকৃতা। তিনি স্বীয় সৌন্দর্য্যরাশিভূষিত সমস্ত ভূষণে বিভূষিতা। দেবগণ ঈশ্বর ও ঈশ্বরীকে এইরূপ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং সকলেই পূর্ণ-মনোরথ হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, হে ঈশ! আমার মনোভৃঙ্গ তোমার চরণসরোজে প্রেম ও ভক্তি-সহকারে সতত গুন্ গুন্ স্বরে ভ্রমণ করুক। তুমি সু-পরিপক্ব ও সুদৃঢ় ভক্তি এবং দাসত্ব প্রদান করত মরণরোগ হইতে শান্তিঔষধ প্রদানে আমাকে রক্ষা কর। শঙ্কর বলিলেন, ভগবন্! আমার চিত্তরূপ মীন ভবজলধিতে নিমগ্ন হইয়া এই সংসার-কূপে নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে। দয়াময়! আপনি কৃপা করিয়া এই সৃষ্টি-সংহাররূপ নিন্দনীয় বিষয় হইতে আমাকে মুক্ত করত আপনার পাদারবিন্দে ভক্তি প্রদান করুন। ধর্ম্ম বলিলেন, হে জগদীশ! আপনার ভক্তজনের সহিত যেন আমার চিরকাল বাস হয়; আপনার সেই ভক্তজনসহ বাস—বিষয়-বন্ধনচ্ছেদনে সুতীক্ষ্ণ খড়্গ-স্বরূপ এবং আপনার চরণপদ্মে স্থান দানের অদ্বিতীয় কারণ। হে দয়াময়! জন্মে জন্মে আপনার শ্রীচরণ-পদ্মে ভক্তি প্রদান করুন। নারায়ণ বলিলেন, দেবগণ, অভিলাষপূরক রাধিকারমণের এইরূপ স্তুতি করিয়া কৃতার্থ মনে তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৃপানিধি হরি দেবগণের স্তব শ্রবণ করত হাস্যবিকশিত বদনে তাঁহাদিগকে হিতকর ও সত্যবাক্য বলিতে লাগিলেন; হে দেবগণ! তোমরা আমার এই পুরীতে আগমন করিয়া বিশ্রাম কর; তোমরা যখন মঙ্গলজনক আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ, তখন কুশল জিজ্ঞাসা করাই অবশ্য যুক্তিসঙ্গত। ১৪—২৬। তোমরা এখানে নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান কর, আমি বর্ত্তমান থাকিতে তোমাদের চিন্তা কি? আমি সকল জীবেই লীনভাবে অবস্থান করি; কিন্তু স্তবেই প্রত্যক্ষভাব ধারণ করি; তোমাদের যে অভিপ্রায় তাহা সমস্তই জানিতে পারিয়াছি। হে সুরগণ! শুভাশুভ সকল কার্য্যই কালক্রমে হইয়া থাকে; কালই মহত্তর ও ক্ষুদ্রতর কার্য্যও বিধান করে। তরুগণ, স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্টকালে ফলপুষ্পযুক্ত হয়; কালে পরিপক্ব ফলে শোভিত হয় ও কালক্রমেই অপক্ব-ফলযুক্ত থাকে। সুখ, দুঃখ, বিপদ্, সম্পদ্, শোক, চিন্তা ও শুভাশুভ সকল কার্য্যই স্বীয় কর্ম্মফলে কালক্রমে ঘটিয়া থাকে। এই জগৎত্রয়ে কেহ কাহার প্রিয় কিম্বা অপ্রিয় নহে; কিন্তু কালক্রমে কার্য্যবশতঃ

সকলেই প্রিয় অপ্রিয় হয়। পৃথিবীতলে যে সমস্ত রাজা ও মনু প্রভৃতি দেখিতে পাও, তাহারাও স্বীয় কর্ম্মফলের পরিপাকে কালের বশতাপন্ন হইয়া থাকে। অধিক কি, আমাদের এক্ষণেই গোলোকে যে সময় অতীত হইল, এই কালমধ্যে পৃথিবীতে সপ্তমন্বন্তর অতীত হইয়াছে এবং সুরলোকে সপ্ত ইন্দ্র বিগত হইয়া অষ্টম ইন্দ্রের অধিকারকাল উপস্থিত; এইরূপ মদীয় কালচক্র দিবানিশি অবিরত ভ্রমণ করিতেছে। ইন্দ্র, মনু ও রাজগণ, সকলেই কালের বশতাপন্ন; কেবল ইহাদের কীর্ত্তি, পৃথিবী ও অমোঘ পুণ্য, কথামাত্রেই থাকে। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে রাজাসমূহ দুষ্ট, হরিনিন্দুক ও মহাবলপরাক্রান্ত হইবে; কিন্তু সকলেই কালক্রমে কালান্তকের বশতাপন্ন হইবে। সেই কাল আমার আজ্ঞাক্রমে এই উপস্থিত হইয়াছে; বায়ু নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে, বহ্নি দাহ্যবস্তু দহন করিতেছে, সূর্য্যও প্রখরতেজে অতিশয় তাপ প্রদান করিতেছে। হে দেবগণ! আমার আজ্ঞাক্রমে প্রতিদেহে ব্যাধি অবস্থান করিতেছে ও প্রতিজন্তুতে মৃত্যু বিচরণ করিতেছে এবং জলধর অবিরত বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিতেছে। আমার আজ্ঞাক্রমে বিপ্রগণ—ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠানতৎপর, তপোধন প্রভৃতি তপোরত, ব্রহ্মর্ষিগণ ব্রহ্মনিষ্ঠ, ও যোগিগণ যোগপরায়ণ হইয়াছেন; তাঁহারা সকলেই আমার ভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় ধর্ম্ম-কর্ম্ম অনুষ্ঠানে রত রহিয়াছেন, কিন্তু আমার ভক্তগণ কর্ম্মনির্ম্মূলকারী; অতএব তাহাদিগের কোন আশঙ্কা নাই। ২৭—৪১। হে দেবগণ। আমি কালের কাল, বিধাতার বিধাতা, সংহারকর্ত্তার সাহারকর্ত্তা, পালনকর্ত্তার পালক এবং পরাৎপররূপ; আমার আজ্ঞাক্রমে হর সংহারকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সংহারকর্ত্তা নাম ধারণ করিয়াছেন, তুমি সৃজনকর্ত্তা হইয়াছ ও ধর্ম্ম রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রক্ষাকর্ত্তারূপে অভিহিত হইয়াছে। আমি ব্রহ্মা অবধি তৃণপর্য্যন্ত সকলেরই ঈশ্বর, আমিই কর্ম্মানুযায়ী ফল দান করি ও কর্ম্ম নির্ম্মূল করিয়া থাকি। আমি যাহাদিগকে বিনাশ করি, তাহাদিগকে কে রক্ষা করিতে পারে? আমি যাহাদিগকে পালন করি, তাহাদিগকেও কেহ বিনাশ করিতে পারে না। আমি সকলেরই সংহারকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু আমি নিত্য, দেহধারী ভক্তগণের কিছুতেই সংহার করিতে সক্ষম নহি। ভক্তগণ নিয়ত আমার অনুগত এবং আমার পাদার্চ্চন-তৎপর; আমি সেই ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত তাহাদের সমীপে নিরন্তর বাস করি। এই ব্রহ্মাণ্ডে সকল জীব পুনঃপুনঃ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ও পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হয়; কিন্তু আমার ভক্তগণ অবিনাশী, নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ্। সেই জন্যই পণ্ডিতগণ আমার শ্রেষ্ঠ দাসত্ব বাঞ্ছা করে। যাহারা আমার দাসত্ব প্রার্থনা করে, তারাই ধন্য; কিন্তু তদ্ভিন্ন সকলেই বঞ্চিত। সমস্ত কর্ম্মনিরত জীবগণের জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-ভয় ও যম-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; কিন্তু আমার ভক্তগণকে তাহারা কিছুতেই স্পর্শ করিতে পারে না। আমার ভক্তগণ কোন কর্ম্মের পাপপুণ্যে লিপ্ত নহে; আমি তাহাদিগের কর্ম্মভোগ বিনাশ করিয়া থাকি। আমি ভক্তবর্গের প্রাণ, ভক্তবর্গও আমার প্রাণস্বরূপ। যাহারা নিরন্তর আমাকে ধ্যান করে, তাহারা নিরন্তর স্মৃতিপথে প্রকাশিত থাকে। ৪২—৫২। আমার এই ষোড়শার সুদর্শন নামে সুতীক্ষ্ণ চক্র, ইহার যেরূপ তেজ বর্ত্তমান আছে, জীবগণে তাহার ষোড়শাংশের একাংশও নাই; সেই সুদর্শনকে ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত তাহাদিগের সমীপে নিয়ত রক্ষা করিয়াও আমি প্রীতি লাভ করিতে না পারিয়া, তাহাদের সমীপে গমন করিয়া থাকি। গোলোকে রাধিকাসমীপে অথবা বৈকুণ্ঠে কোন স্থানেই আমি সুস্থরূপে অবস্থান করিতে পারি না। যে স্থানে আমার ভক্তগণ নিয়ত অবস্থান করে, সেই স্থানেই আহর্নিশি আমি অবস্থান করিয়া থাকি। রাধা আমার বক্ষে সর্ব্বদা অবস্থান করেন, তিনি আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা এবং তোমরাও প্রিয়তম; লক্ষ্মী আমার প্রিয়তমা, কিন্তু তোমরা কেহই আমার ভক্তগণ তুল্য প্রিয় নও। হে দেবগণ! আমি ভক্তপ্রদত্ত দ্রব্য ভক্তিপূর্ব্বক ভোজন করিয়া থাকি; কিন্তু অভক্তদত্ত বস্তু আমি ভোজন করি না; তাহা পাতালস্থিত বলিরাজ ভোজন করে। ভক্তগণ, স্ত্রীপুত্র স্বজনবর্গ পরিত্যাগ করত অহর্নিশি আমাকেই ধ্যান করে; সেই জন্য আমিও তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে নিয়ত স্মৃতিপথে রাখি। যাহারা আমার ভক্তগণের, ব্রাহ্মণদিগের গোদিগের দ্বেষ করে এবং যজ্ঞ ও দেবতাদিগের নিয়ত হিংসা করে; তাহারা বহ্নিতে তৃণ পতনের ন্যায় অচিরাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যখন আমি তাহাদের বিনাশে উদ্যত হই, তাহাদিগকে রক্ষা করিতে কেহই সমর্থ হয় না। দেবগণ! তোমরা স্বভবনে গমন কর, আমিও পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইব; তোমরাও অংশরূপে শীঘ্র পৃথিবী-তলে গমন কর। এই কথা বলিয়া জগৎপতি গোপ গোপীগণকে আহ্বান করিয়া সময়োচিত মধুর বাক্যে বলিলেন; হে গোপ-

গোপীগণ! আমি যাহা বলি শ্রবণ কর; তোমরা নন্দের ব্রজধামে জন্ম গ্রহণ কর; রাধিকে! তুমি শীঘ্র বৃষভানু গৃহে গমন কর। কলাবতী-নাম্নী গোপী সুবলতনয়া লক্ষ্মীর অংশরূপিণী; সেই সাধ্বী বৃষভানু-পত্নী। তিনি পিতৃগণের মানসী কন্যা অতিধন্যা ও মাননীয়া; পূর্ব্বে দুর্ব্বাসার শাপবশতঃ তাঁহার ব্রজে মনুষ্যযোনিতে জন্ম হইয়াছে; তুমি ব্রজে গমন করত সেই কলাবতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর; আমি তোমাকে বালকরূপে কমলকাননে গ্রহণ করিব। ৫৩—৬৬। রাধে! তুমি আমার প্রাণাধিকা, আমিও তোমার প্রাণাধিক; আমাদের কিছুমাত্র ভেদ নাই; সর্ব্বদাই একাঙ্গ। তখন প্রেমবিহ্বলা রাধিকা ভগবানের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করত রোদন করিতে লাগিলেন এবং হে মুনে! নয়নচকোরে তাহার মুখচন্দ্রের রশ্মি পান করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, গোপগণ তোমরা পৃথিবী-তলে শ্রেষ্ঠ গোপদিগের গৃহে জন্ম গ্রহণ কর। এই সময়ে মণিরত্ন ও হীরকখচিত একখানি উত্তম রথ দেখিতে পাইলেন। সেই রথ, লক্ষ শ্বেতচামর ও দর্পণসমূহযুক্ত বিশুদ্ধ কাষায়বস্ত্র দ্বারা বিভূষিত এবং উৎকৃষ্ট সহস্র রত্ন-কলসে সুশোভিত ও পারিজাত-কুসুমের মালাজালে বিরাজিত। সেই রথ শ্রেষ্ঠভূত পারিষদবর্গে বেষ্টিত; শতসূর্য্যপ্রভার ন্যায় তেজঃশালী; তাহাতে শত শত রত্নকুম্ভ শোভা পাইতেছে। সেই রথমধ্যে কমনীয় শ্যামসুন্দর শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী পীতাম্বর নারায়ণ অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল ও গলে বনমালা মনোহর শোভা সম্পাদন করিতেছে; তাঁহার কলেবর চন্দন অগুরু কস্তূরী ও কুঙ্কুমদ্রবে চর্চ্চিত। তিনি চতুর্ভুজ, হস্তবিকশিতবদন ও মণিসারভূত রত্নের দ্বারা বিভূষিত। তাঁহার বাম দিকে বেণু ও বীণাহস্তা ভক্তানুগ্রহকাতরা, শুক্লবর্ণা মনোহর রমণীয় রূপশালিনী, জ্ঞানরূপিণী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী উপবিষ্টা রহিয়াছেন। ৬৭—৭৭। নারায়ণের দক্ষিণ পার্শ্বে অপর একটী রমণী বিরাজ করিতেছেন। তিনি অতি রমণীয়া, শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালিনী, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, সস্মিতা মনোহারিণী লক্ষ্মী। তাঁহার কপোলযুগল বিশুদ্ধ কুণ্ডলযুগলে বিরাজিত, পরিধান অমূল্য রত্নখচিত বস্ত্র। তিনি অমূল্য রত্ননির্ম্মিত কেয়ূরকঙ্কণ দ্বারা সুশোভিতা ও তাঁহার বিশুদ্ধ রত্নসারনির্ম্মিত কল-ধ্বনিপূর্ণ মুখরমঞ্জীর চরণযুগলে শোভা পাইতেছে। তাঁহার বক্ষঃস্থল পারিজাতকুসুমের মনোহর মালিকায় উদ্ভাসিত। তিনি প্রফুল্লমালতীমালাযুক্ত কবরীভার ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল শরৎকালীন চন্দ্রের প্রভাকেও ধিক্কার প্রদান করিতেছে। তিনি ললাটে কস্তূরীবিন্দুযুক্ত সিন্দূরবিন্দু বিন্যাস করিয়াছেন। তাঁহার লোচনযুগল কজ্জলযুক্ত এবং শারদীয় পদ্মযুগলসদৃশ। তিনি হস্তে সহস্রদল লীলা-কমল ধারণ করিয়াছেন ও অবিরত দর্শনে রত নারায়ণকে বক্রনয়নে নিরন্তর দর্শন করিতেছেন। ৭৮—৮৪। নারায়ণ, রথ হইতে অবরোহণ করত পারিষদবর্গ ও স্ত্রীর সহিত সেই গোপ-গোপী-সঙ্কুল সভায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন; গোপগোপীগণ ও দেবগণ অঞ্জলি-বদ্ধকরে অবস্থান করিতেছেন; দেবর্ষিগণ সাম-বেদোক্ত স্তোত্র দ্বারা স্তব করিতেছেন। ভগবান্ নারায়ণ সেই সভায় উপস্থিত হইবামাত্র কৃষ্ণশরীরে লীন হইলেন। তদ্দর্শনে সভাস্থ সকলেই আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইলেন। ঐ সময়ে স্বর্ণময় রথ হইতে চতুর্ভুজ বনমালাবিভূষিত পীতাম্বর শ্রীসম্পন্ন মনো-হররূপ কোটিসূর্য্যসম প্রভাশালী জগৎপতি বিষ্ণু স্বয়ং আরোহণ করত, সেই সভায় আগমন করিলেন। হে মুনে! তাঁহাকে দেখিবামাত্র সভাস্থ সকলেই উত্থানপূর্ব্বক প্রণাম করত স্তব করিতে লাগিলেন। তিনিও সেই রাধিকেশ্বরের দেহেই লীন হইলেন। সভাস্থ সকলে তাহা দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চ-র্য্যান্বিত হইলেন। এইরূপে নারায়ণ শ্বেতদ্বীপনিবাসী হরির সঙ্গে লীন হইলেন; হঠাৎ সেই সভামধ্যে রত্ন-যুক্ত শুদ্ধস্ফটিক সদৃশ প্রদীপ্ত সূর্য্যসম প্রভাশালী সহস্র-শিরা সঙ্কর্ষণ আগমন করিলেন। সভাসদ্বর্গ সেই আগত বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করত স্তব করিতে লাগিলেন। হে নারদ! সঙ্কর্ষণ তথায় আগমন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক নতমস্তকে রাধিকাপতিকে স্তব করত সহস্র শিরে প্রণাম করিলেন। অতঃপর আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া তথায় গমন করি। আমি কৃষ্ণপাদপদ্মে লীন হই, তৎ-পরে আমার অর্জ্জুনরূপে পুনর্ব্বার জন্ম হয়। সেই স্থানে ব্রহ্মা শিব অনন্ত ধর্ম্মপ্রভৃতি অবস্থান করিতে লাগিলেন; এই সময়ে দেবগণ, স্বর্ণনির্ম্মিত নানারত্ন-পরিচ্ছদযুক্ত এক উত্তম রথ দেখিতে পাইলেন, সেই রথ মণীন্দ্র-সার ও বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রযুক্ত, এবং শ্বেতচামর ও দর্পণ দ্বারা বিভূষিত; উহাতে বিশুদ্ধরত্ননির্ম্মিত কলসশ্রেণী সারি সারি শোভা পাইতেছে; উহাতে পারিজাতকুসুমের মালিকাজালে বিরাজিত। সেই রথে সহস্রচক্র সংযো-জিত এবং ঐ রথ মনের ন্যায় ক্ষিপ্রগামী; গ্রীষ্মে মধ্যাহ্ন সময়ে প্রখর দিনমণির ন্যায় প্রভাশীল, মুক্তা-মাণিক্য ও বজ্রসমূহে সমুজ্জ্বল এবং চিত্রিত পুত্তলিকা,

পুষ্প, সরোবর ও কাননে সুশোভিত। হে নারদ! ঐ রথখানি দেবদানবদিগের রথসমূহ হইতেও শ্রেষ্ঠ। ইহাকে শঙ্করের প্রীতির নিমিত্ত বিশ্বকর্ম্মা অতিযত্নপূর্ব্বক নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ রথ পঞ্চাশ যোজন উচ্চ ও চারি যোজন বিস্তৃত; রতি-শয্যাযুক্ত শত শত মন্দির তাহাতে শোভা পাইতেছে। ৮৫—১০২। তখন সভাস্থিত সকলেই সেই রথ-মধ্যে এক দেবী-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তিনি রত্নালঙ্কারে ভূষিতা। তাঁহার হস্ততল এরূপ দ্যুতিসম্পন্ন, যেন বিশুদ্ধ স্বর্ণের প্রভাকেই হরণ করিয়া ওরূপ হইয়াছে। তিনি অতুল তেজঃস্বরূপা ঈশ্বরী মূল প্রকৃতি। তাঁহার সহস্র ভুজ; তাহাতে নানারূপ অস্ত্র শোভা পাইতেছে। তাঁহার মুখমণ্ডল ঈষৎহাস্যবিকাশে অতি প্রসন্ন এবং ভক্তানুগ্রহকাতর। তাঁহার গণ্ডস্থল ও কপোলযুগল বিশুদ্ধ রত্ন-কুণ্ডলে সুশোভিত এবং চরণ-যুগল ক্বণিত মঞ্জরীযুগলে রঞ্জিত। তাঁহার মধ্যদেশ মণীন্দ্রনির্ম্মিত মেখলাদামে বিরাজিত; হস্তদ্বয় রত্নসারনির্ম্মিত কেয়ূর ও কঙ্কণে ভূষিত। তাঁহার বক্ষঃস্থল মন্দার পুষ্পের মালা দ্বারা উদ্ভাসিত। তিনি নিতম্ব, কঠিন শ্রোণি এবং স্থূল ও উন্নত কুচ-যুগল-ভরে ঈষৎ আনম্র। তাঁহার বদনমণ্ডল শারদীয়সুধাকরবিনিন্দিত, অতি মনোহর; লোচনযুগল কজ্জলশোভিত, শারদীয় পঙ্কজের ন্যায় সুদৃশ্য। তিনি চন্দন, অগুরু, কস্তূরী দ্বারা বিরচিত চিত্রপত্রাবলিতে পরিশোভিতা। তাঁহার ওষ্ঠাধর নূতন বন্ধুজীবকুসুমের ন্যায় মনোহর। তিনি মুক্তা-পংক্তির প্রভাবিনিন্দিত দন্তশ্রেণীতে শোভাশালিনী এবং প্রফুল্ল-মালতীমাল্যযুক্ত মনোহর কবরী ধারণ করিয়াছেন। ১০৩—১১০। তাঁহার নাসাগ্রভাগ পক্ষিরাজের চঞ্চুর অনুকারী এবং তাহাতে গজমুক্তা যত্নে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তিনি বহ্নি-শুদ্ধবস্ত্রপরিধানা ও সুতদ্বয় সহ সিংহপৃষ্ঠে আরূঢ়া। তিনি রথ হইতে অবরোহণ করত শ্রীকৃষ্ণকে প্রণামপূর্ব্বক সুতদ্বয় সহ শ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করিলেন। গণেশ ও কার্ত্তিক উভয়ে পরাং-পর কৃষ্ণকে প্রণাম করত তৎপরে শঙ্কর, ধর্ম্ম, অনন্ত ও ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন। তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া সমীপস্থিত দেবগণ গাত্রোত্থান করত আশীর্ব্বাদ করি-লেন এবং নিকটে উপবেশন করাইলেন; তাঁহাদের সহিত আনন্দে সদালাপ করিতে লাগিলেন। সেই সভামধ্যে শ্রীহরির অগ্রভাগে দেবগণ, দেবী ও মূল-প্রকৃতি দুর্গা অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বহুবিধ গোপীগণ বিস্ময়াকুল হইল। তখন কৃষ্ণ, হাস্য-বিকশিত-বদনে কমলাকে বলিলেন, দেবি! তুমি গমন করত নানা-রত্নযুক্ত ভীষ্মকগৃহে বৈদর্ভীর উদরে জন্মগ্রহণ কর; আমি কুণ্ডিননগরে গমন করিয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিব। তৎপরে সভাস্থিত দেবী-গণ পার্ব্বতীকে দেখিয়া তাঁহাকে সাদরে রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। হে বিপেন্দ্র! তখন পার্ব্বতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী—ইঁহারা একাসনে উপবিষ্টা হইয়া নানারূপ আলাপ করিতে লাগিলেন। তৎপরে গোপ-কন্যাগণ তাঁহাদিগকে প্রীতিসহকারে যথোচিত সম্মান করিলেন এবং কোন কোন গোপালিকা আনন্দে তাঁহা-দের সমীপেই উপবেশন করিলেন। তখন জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ পার্ব্বতীকে বলিলেন, দেবি! তুমি মহা-মায়া ও সৃষ্টিসংহারকারিণী, অতএব অংশরূপে ব্রজধামে গমন করিয়া যশোদার গর্ভে নন্দ ঔরসে জন্মগ্রহণ কর। পৃথিবীতলে গ্রামে গ্রামে তোমার পূজা প্রচলিত করিব; তুমি পৃথিবীতলে অবতীর্ণা হইলে মানবগণ নগরে নগরে ভক্তিপূর্ব্বক অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া নানাবিধ দ্রব্যদ্বারা তোমাকে পূজা করিবে। হে কল্যাণি! তুমি ভূমিতল স্পর্শ করিবামাত্র সূতিকা-মন্দিরে পিতা আমাকে রাখিয়া তোমাকে লইয়া গমন করিবেন। তুমি কংসকে দর্শন করিবামাত্রই পুনর্ব্বার শিব-সমীপে গমন করিও, আমি ভারাবতারণ করিয়া স্বভবনে গমন করিব। এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ষড়াননকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎস! তুমি অংশরূপে মহীতলে গমন করত জাম্ববতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবে। দেবতাগণ! তোমরাও সকলেই ধরণীতে অংশরূপে অবতীর্ণ হও, নিশ্চিতই বসুধার দুর্ব্বহ ভার হরণ করিব। এই কথা বলিয়া রাধিকনাথ স্বীয় আসনে উপবেশন করিলেন। তখন দেবদেবীগণ, গোপগণ, এবং গোপিকাগণ তাঁহার সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ব্রহ্মা, হরির সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে জগন্নাথকে বলিলেন, প্রভো! কিঙ্করজনের নিবেদন শ্রবণ করুন; হে মহাভাগ! পৃথিবীতলে কে কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাহা আদেশ করুন। যিনি সেবকদিগের ভরণকর্ত্তা পালনকর্ত্তা ও উদ্ধার-কর্ত্তা তিনিই প্রভুপাদাভিষিক্ত; যে ব্যক্তি ঈশ্বরের আজ্ঞা সর্ব্বদা প্রতিপালন করে, সেই ভৃত্যও ভক্তপদ-বাচ্য। ১১১—১৩৪। ভগবন্! কোন্ কোন্ দেবতা কোন্‌রূপে এবং কোন্ কোন্ দেবী কিরূপ অংশে মহীতলে অবতীর্ণ হইয়া কি কি নামে অভিহিত হইবেন; তাহা আজ্ঞা করুন। জগৎপতি ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ব্রহ্মন্! যে যে স্থানে যে যে

দেব-দেবীগণ অবতীর্ণ হইবে, তাহা বিশেষরূপে বলিতেছি শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কামদেব রোহিণীতনয়-রূপে অবতীর্ণ হউন, রতি মায়াবতী নামে শম্বরগৃহে অবতীর্ণা হইয়া ছায়ারূপে অবস্থান করুন। তুমি মায়াবতীর গর্ভে রোহিণীতনয়ের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করত অনিরুদ্ধ নামে বিখ্যাত হও; ভারতী শোণিত-পুরে বাণতনয়ারূপে জন্মগ্রহণ করুন। জগৎপতি অনন্ত প্রথমতঃ দেবকী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন; তৎপরে তাঁহার গর্ভ হইতে যোগমায়া আকর্ষণ করিয়া রোহিণী-গর্ভে নিহিত করিবেন; সেই জন্য তিনি রৌহিণেয় সঙ্কর্ষণ নামে খ্যাত হইবেন। গঙ্গা মহীতলে অংশে সূর্য্যতনয়া কালিন্দীরূপে অবতীর্ণা হউন এবং তুলসী অর্দ্ধাংশে লক্ষ্মণা রাজকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। বেদমাতা সাবিত্রী, নাগ্নজতীরূপে, বসুন্ধরা সত্যভামা-রূপে ও সরস্বতীদেবী শৈব্যারূপে জন্মপরিগ্রহ করিবেন। রোহিণী রাজকন্যা মিত্রবৃন্দারূপে, সূর্য্যপত্নী অংশে রত্নমালারূপে ও স্বাহা অংশে সুশীলারূপে অবতীর্ণা হইবে, রুক্মিণী প্রভৃতি নয়টী স্ত্রীর বিষয় বর্ণন করিলাম; কিন্তু দুর্গা অংশে জাম্ববতীরূপে অবতীর্ণা হইবে; ইহা দ্বারা আমার দশটী মহিষী পূর্ণ হইল; তাহার প্রত্যেকের ভাবিজন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। কৈলাসপর্ব্বতে মহাদেব পার্ব্বতীকে এই আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তুমি অর্দ্ধাংশে জাম্ববানের গৃহে তাহার তনয়ারূপে জন্মগ্রহণ কর এবং কান্তে! তুমি কৈলাসগামী শ্বেতদ্বীপনিবাসী বিষ্ণুকে আলিঙ্গন প্রদান কর, আমার আজ্ঞায় তাহাতে তোমার কিছুমাত্র দোষ হইবে না! ব্রহ্মা বলিলেন, হে রাধিকাপতে! শ্বেতদ্বীপ-নিবাসী বিষ্ণুর আলিঙ্গনের নিমিত্ত শঙ্কর দেবীকে কি জন্য আদেশ করিলেন, তাহাই বলুন। ১৩৫—১৪৫। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, পূর্ব্বে এক সময়ে দেবগণ গণেশকে দর্শন করিবার নিমিত্ত কৈলাসে আগম করিয়াছিলেন, সেই সময়ে শঙ্করের স্তবের নিমিত্ত শ্বেতদ্বীপ হইতে বিষ্ণুও আগমন করিয়াছিলেন; তখন বিষ্ণু গণেশকে দর্শন করিয়া আনন্দচিত্তে আসনে উপবেশন করিলে সকলেই তাঁহার ত্রৈলোক্যমোহন কান্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি কিরীট-কুণ্ডলধারী, পীতবস্ত্র-পরিধান, সুন্দর,শ্যামরূপ ও নবযৌবনসম্পন্ন; তাঁহার অঙ্গ-চন্দন-অগুরু-কস্তূরী দ্রব-চর্চ্চিত ও রত্নালঙ্কারে বিভূষিত; বদনমণ্ডল পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল; তিনি রত্নসিংহাসনে আসীন, পারিষদবর্গে পরিবৃত এবং সুরগণবন্দিত; শিব তাঁহাকে স্তুতি পূজা করিতেছেন। তখন প্রসন্ন-বদনা পার্ব্বতী তাঁহাকে দেখিয়া অঞ্চল দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করত অতি লজ্জিত হইলেন। সতী পার্ব্বতী সেই মনোহর রূপ পুনঃপুনঃ দর্শন করত মুখ আচ্ছাদন করিয়া নির্নিমেষ নয়নে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী সেই পরম অদ্ভুত বেশ কটাক্ষে দর্শন করত পুলকাঙ্কিত কলেবরে সুখসাগরে মগ্না হইলেন,। ১৪৬—১৫৩। তিনি ক্ষণে সুবর্ণ ত্রিলোচন ত্রিশূলপট্টিশধারী কোটিকন্দর্পরূপশালী পঞ্চাননকে দর্শন করেন; ক্ষণে সেই দ্বিনয়ন একান্ত শ্যামসুন্দর চতুর্ভুজ পীতবাস বনমালীকে দর্শন করেন! তাঁহার এক ব্রহ্ম মূর্ত্তিভেদ ও অভেদরূপে নিরূপিত হইয়াছে। মায়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিষ্ণুমায়ায় কামুকী হইয়া বিবেচনা করিলেন যে, এই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেবতাত্রয় আমার অংশসম্ভূত; কিন্তু শিব ব্রহ্মা বা হইতে বিষ্ণু সত্ত্বগুণাত্মক; তিনিই শ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে দেখিয়া পার্ব্বতীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল এবং তিনি মনে মনে সেই পরমাত্মা ঈশ্বরকে পূজা করিলেন। তখন জগৎপতি সর্ব্বান্তরাত্মা অন্তর্যামী ভগবান্ শঙ্কর দুর্গার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া নির্জ্জনে তাঁহাকে হিতকর সত্যস্বরূপ বিবিধ বাক্যে প্রবোধ দিলেন;—হে শৈলতনয়ে! তুমি আমার এক নিবেদন শ্রবণ কর, এই পরমাত্মা হরিকে তুমি আলিঙ্গন প্রদান কর; দেবি! আমি ব্রহ্মা ও বিষ্ণু আমরা তিন জনই সেই সনাতন ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এক দেবতা; কিন্তু বিষয়ভেদে মূর্ত্তিভেদমাত্র। তুমি এক প্রকৃতি, সর্ব্ব-রূপিণী ও সকলের মাতৃস্বরূপা; তুমি ব্রহ্মার বাণীরূপা, তুমিই নারায়ণের বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মীরূপিণী ও আমার বক্ষে দুর্গারূপিণী; হে সতি! তুমি এই আধ্যাত্মিক বিষয় অবগত হও। শিবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুরেশ্বরী তাঁহাকে বলিলেন। ১৫৪—১৬৪। হে দীনবন্ধো! হে কৃপাসিন্ধো! আমার প্রতি আপনার এরূপ অকৃপা কেন? চিরকাল তপস্যা করিয়া তোমা হেন জগন্নাথ পতি লাভ করিয়াছি; নাথ! মাদৃশী কিঙ্করীকে আপনি কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না; হে মহেশ্বর! আমাকে আর এরূপ অযোগ্য বাক্যও বলিবেন না। মহাদেব! আপনার বাক্য আমার অবশ্য প্রতিপালনীয়; অতএব দেহান্তরে জন্ম লাভ করত হরিকে ভজনা করিব। মহেশ্বর পার্ব্বতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিরত হইলে অভয়প্রদ হরি উচ্চহাস্য করত পার্ব্বতীকে অভয় প্রদান করিলেন। হে বিধাতঃ! সেই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য পার্ব্বতী অংশে জাম্ব-বানের গৃহে জাম্ববতী নামে জন্মগ্রহণ করিবেন। ব্রহ্মা বলিলেন, ভগবন্! পৃথিবীতে বহুবিধ রাজকুল থাকিতে

পার্ব্বতী সামান্য ভল্লুক জাম্ববানের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিবেন কেন? কৃষ্ণ বলিলেন, ব্রহ্মন্! ত্রেতাতে রাম-অবতারে বানরগণ, দেবাংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভল্লূকরাজ জাম্ববান্ হিমালয়ের অংশজাত হইয়া রামকিঙ্কর হইয়াছিল। ১৬৫—১৭১। সেই মহাবল জাম্ববান্ রাম-বরে চিরজীবী ও সদা শ্রীসম্পন্ন হইয়া কোটিসিংহসম বল ধারণ করে। তাই পার্ব্বতী পৃথিবীতলে পিতার অংশস্বরূপ জাম্ববান্-গৃহে অংশে অবতীর্ণ হইলেন; এই আমি পূর্ব্ববৃত্তান্ত তোমার নিকটে কহিলাম। সকল দেবগণ, অংশে রাজপুত্ররূপে ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়া রণে ও বধকার্য্যে আমার সহায় হইবে। দেবীগণ, লক্ষ্মীর অংশে ষোড়শ সহস্র রাজকন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করত আমার মহিষী হইবেন; এই ধর্ম্ম অংশে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিররূপে অবতীর্ণ হইবেন; বায়ু অংশে ভীমরূপে; ইন্দ্র স্বীয় অংশে অর্জ্জুনরূপে; স্বর্বৈদ্য অশ্বিনীকুমার,স্বীয় অংশে নকুল-সহদেব; সূর্য্য স্বীয় অংশে কর্ণবীররূপে; শমন অংশে বিদুররূপে; কলি অংশে দুর্য্যোধনরূপে; সমুদ্র অংশে শান্তনুরূপে; শিব অংশে অশ্বত্থামারূপে; বহ্নি অংশে দ্রোণরূপে; চন্দ্র অংশে অভিমন্যুরূপে; বসু স্বীয় অংশে ভীষ্মরূপে; কশ্যপ অংশে বসুদেবরূপে; অদিতি অংশে দেবকী-রূপে; বসু স্বীয় অংশে নন্দগোপরূপে; এবং বসু-কামিনী যশোদারূপে জন্মগ্রহণ করিবেন; দ্রৌপদী লক্ষ্মীর অংশে যজ্ঞকুণ্ড হইতে উদ্ভূতা হইবেন এবং মহাবলপরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন ভগবান্ হুতাশনের অংশে জন্মগ্রহণ করিবেন; সুভদ্রা শতরূপের অংশে দেবকী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭২—১৮১। দেবগণ ভারহরণের নিমিত্ত অংশে পৃথিবীতলে গমন করুন। এবং দেবপত্নীগণও অংশে পৃথিবীতলে গমন করুন। হে নারদ! ভগবান্ এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন। ব্রহ্মা সমস্ত বিবরণ শুনিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে নারদ! কৃষ্ণের বামে সরস্বতী, দক্ষিণ ভাগে লক্ষ্মী এবং সম্মুখে দেবগণ, পার্ব্বতী ও গোপ-গোপীগণ এবং বক্ষঃস্থলে রাধা অবস্থান করিতেছেন, এই সময়ে ব্রজেশ্বরী রাধা ভগবানকে বলিলেন, আমি বলিতেছি এ কিঙ্করীর বাক্য অনুগ্রহপূর্ব্বক শ্রবণ করুন; আমার হৃদয় সতত দগ্ধ হইতেছে, এবং মন নিরন্তর আন্দোলন করিতেছে। নাথ! আপনার দর্শনসময়ে বিচ্ছেদ-শঙ্কায় চক্ষু নিমীলন করিতে পারি না; তাহা হইলে আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে ধরণীতলে গমন করিব? হে বন্ধো! কতকাল পরে গোকুলে আপনার সহিত পুনর্ম্মিলন হইবে? প্রাণেশ্বর! তাহা সত্যরূপে বলুন, আপনার বিরহে নিমেষমাত্র কালও শতযুগ বলিয়া জ্ঞান হয়, আমি কাহাকে দর্শন করিব? কোথায় যাইব? কেই বা আমাকে পালন করিবে? হে প্রাণেশ্বর! তোমা ব্যতীত মাতা পিতা ভ্রাতা বন্ধু ভগিনী পুত্র; ইহাদিগকে ক্ষণকালও চিন্তা করি না। ১৮২—১৯০। হে মাহেশ! ভূতলে আপনি বিভববিস্তারপূর্ব্বক আমাকে মায়াযুক্ত করিবেন না, এই শপথ করুন। হে মধুসূদন! আমার মনোভৃঙ্গ আপনার মধুপূর্ণ চরণপদ্মে যেন সর্ব্বদা ভ্রমণ করে, এই আমার প্রার্থনা। নাথ! যে স্থানে সে স্থানে যে কোন যোনিতে জন্ম হউক না কেন, কিন্তু আপনি স্বীয় দাস্যস্মৃতি অবশ্য প্রদান করিবেন; এইটী আমার অভিলাষ। আমি রাধা, আপনি কৃষ্ণ, আমাদের যে প্রেমসৌভাগ্য প্রথিত আছে, তাহা যেন ভূতলে গমন করিয়া বিস্মৃত না হই; এই বর প্রদান করুন। প্রভো! যেরূপ তনুর সহগামী প্রাণ ও শরীরের সহগামী ছায়া, সেইরূপ অবিচ্ছিন্নরূপে ভূতলে আমাদের জন্ম হউক; দ্বিতীয়তঃ এই বরপ্রদান করুন। হে প্রভো! পৃথিবীতলে চক্ষুর নিমেষমাত্র কালও যেন আমাদের বিচ্ছেদ না ঘটে; তৃতীয়তঃ এই বর আমাকে প্রদান করুন। হে হরে! আমার প্রাণ দ্বারা কোন কারুকর তোমার তনু, মুরলী এবং পদযুগল গঠন করিয়াছে। এই জগতে কত স্ত্রী, কত পুরুষ আছে; কিন্তু আমার তুল্য কমনীয়া ও কান্তাসক্তা কোথাও নাই। আমার বোধ হয়,কোন কারুকর আপনার দেহের অর্দ্ধভাগ দ্বারা আমাকে গঠন করিয়াছে; এই জন্যই আমাদের উভয়ের ভেদ নাই ও আমার মন সর্ব্বদা আপনাতেই আসক্ত। ১৯১—১৯৯। অথবা কোন ব্যক্তি আমার মন-প্রাণ আপনাতে স্থাপন করত আপনার মন-প্রাণ আমাতে অর্পণ করিয়াছে; এই জন্যই নিমেষমাত্র বিরহে মন অতিশয় ক্লেশযুক্ত হয় এবং বিরহের নাম শ্রবণমাত্রেই প্রাণ সতত যাতনায় দগ্ধ হয়। দেবী রাধিকা, সেই সুরসভামধ্যে এইরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদযুগল ধারণ করত পুনঃপুনঃ রোদন করিতে লাগি-লেন। তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করত বস্ত্র দ্বারা মুখ মার্জ্জনা করিয়া সত্য ও হিতকর বিবিধ বাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, দেবি! তোমাকে যোগীন্দ্রদুর্লভ শোকচ্ছেদনকর, আধ্যাত্মিক যোগ বলিতেছি শ্রবণ কর। সুন্দরি! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, এই ব্রহ্মাণ্ড আধার-আধেয়রূপে পরিক্লৃপ্ত; আধার ব্যতীত কোথাও আধেয়ের সম্ভাব হয় না; দেখ, ফলের আধার পুষ্প, পুষ্পের আধার পল্লব; পল্লবের

আধার শাখা; শাখার আধার বৃক্ষ, বৃক্ষাধার বীজ-শক্তিযুক্ত অঙ্কুর; অঙ্কুরাধার অস্থি; অস্থির আধার বসুধা; বসুধার আধার অনন্ত,অনন্তাধার কচ্ছপ,কচ্ছপাধার বায়ু,বায়ুর আধার আমি ও আমার আধার তুমি; অতএব তোমাতেই আমি নিয়ত অবস্থান করি। তুমি শক্তিসমূহ ও ঈশ্বরী মূল প্রকৃতি; তুমি শরীরস্বরূপা ত্রিগুণের আধাররূপিণী; আমি তোমার নিরীহ আত্মা; কিন্তু তোমার সহযোগেই চেষ্টাবান্ হইয়াছি। পুরুষ হইতে বীর্য্য উৎপন্ন হয়; সেই বীর্য্য হইতে সন্ততি উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃতিকলাসম্ভূতা কামিনী তাহার আধার-রূপিণী। ২০০—২১১। দেহ ভিন্ন আত্মা অথবা আত্মা ভিন্ন দেহ থাকিতে পারে না; অতএব দেবি! উভয়েরই প্রাধান্য; উভয় ব্যতীত কাহারও উৎপত্তির সম্ভব হয় না। রাধে! তুমি বৃথা এরূপ বিনয় করিতেছ কেন? আমরা উভয়েই সংসারের বীজস্বরূপ; কোথাও আমাদের ভেদ নাই; যেস্থানে দেহ সেই স্থানেই আত্মা, তাহাতে কোন ভেদ নাই। যেরূপ ক্ষীরে ধাবল্য, অগ্নিতে দাহিকা শক্তি, পৃথিবীতে গন্ধ ও জলে শৈত্য গুণ অবস্থান করে; সেইরূপ আমিও তোমাতে অবস্থান করি। যেমন ধবলতা ও দুগ্ধ, অনল ও তদীয় দাহিকাশক্তি, ও পৃথিবী ও গন্ধ এবং জল তদীয় শৈত্য নিয়ত ঐক্যভাবে অবস্থান করে,—ভেদ নাই; সেইরূপ আমাদেরও নিত্য ঐক্যভাব বিরাজিত; বিচ্ছেদের সম্ভাবনামাত্রও নাই। আমা ভিন্ন তুমি নির্জ্জীব এবং তোমা ব্যতীতও আমি অদৃশ্য। হে সুন্দরি! যেরূপ কুম্ভকার মৃত্তিকা ভিন্ন ঘট নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হয় না এবং স্বর্ণকার স্বর্ণ ব্যতীত অলঙ্কার গঠন করিতে সক্ষম হয় না; তদ্রূপ আমিও তোমা ভিন্ন সৃষ্টি করিতে সমর্থ হই না। যেরূপ আত্মা স্বয়ং নিত্য, তুমি সর্ব্বশক্তিসম্পন্না সনাতনী সকলের আধাররূপিণী মূল-প্রকৃতি; অতএব সেইরূপ তুমিও নিত্যা। লক্ষ্মী, সর্ব্ব-মঙ্গলা বাণী আমার প্রাণতুল্যা এবং ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত, ধর্ম্ম ইঁহারাও আমার প্রাণতুল্য; কিন্তু আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা। রাধিকে! বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি যদি সেরূপ না হইবে, তাহা হইলে এই সমস্ত দেবদেবীগণ সমীপে অবস্থান করিতেছেন; তুমি কেন বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতেছ? রাধে! অশ্রুমোচন ও নিস্ফলভ্রান্তি পরিত্যাগ করত নিঃশঙ্ক-চিত্তে বৃষভানুর গৃহে গমন কর। সুন্দরি! কলাবতীর জঠরে নয়মাস পর্য্যন্ত মায়াবলে বায়ুদ্বারা তাহার গর্ভরোধ কর, তৎপরে দশম মাস উপস্থিত হইলে তুমি স্বীয়রূপ পরিত্যাগ করত শিশুরূপ ধারণ করিয়া ভূতলে আবির্ভূত হও এবং কলাবতীর গর্ভ হইতে বায়ুনিঃসরণ-কালে তাহার সমীপে ভূতলে বিবস্ত্রভাবে পতিত হইয়া রোদন করিও। ১১২—১২৪। তুমি গোকুলে এই রূপে অযোনিসম্ভবা হইবে, আমিও অযোনিসম্ভব হইব;—আমাদের উভয়েরই গর্ভে অবস্থান হইবে না। আমি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পিতা আমাকে গোকুলে রাখিয়া আসিবেন; কিন্তু কেবল তোমার জন্যই কংসভয়চ্ছলে আমি স্বয়ং তথায় গমন করিব। নন্দগৃহে যশোদা আমাকে নন্দপুত্র বলিয়া সর্ব্বদা স্নেহে আলিঙ্গন করত নিয়ত আমাকে অবেক্ষণ করিবেন। রাধিকে! আমার বরে কালক্রমে পূর্ব্বাপর সমস্ত বিষয় তোমার স্মৃতি-পথারূঢ় থাকিবে এবং আমরা উভয়ে বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার করিব। সুন্দরি! ত্রিসপ্ত শতকোটি গোপীগণ গোকুলে গমন করত ত্রেত্রিংশটি সুশীলা সখীর সহিত অবতীর্ণ হও। তৎপরে তুমি অসংখ্য গোপীগণকে পরিমিত প্রবোধ, বাক্যে সান্ত্বনা করত গোলোকে রাখিয়া এবং আমিও অসংখ্য গোপগণকে রাখিয়া, আমরা উভয়েই মথুরা-পুরীতে বসুদেবাশ্রমে গমন করিব। প্রিয়তর গোপী-গণ আমার সহিত ক্রীড়ার নিমিত্ত ব্রজধামে বল্লবদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করুক। হে নারদ! যে স্থানে দেব-দেবীগণ অবস্থান করিতে ছিলেন, তথায় শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন। ২২৫—২৩৩। তৎপরে ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী; ইঁহারা সকলেই পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন এবং বিরহ-বেদনায় কাতর গোপগোপীগণ, প্রেমে বিহ্বল হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করত পুনঃ-পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিল। তখন পূর্ণ-মনোরথা রাধা ক্ষণিক বিরহে কিছু কাতর হইয়া প্রাণাধিক প্রিয়কান্তকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। হরি রাধাকে সাশ্রুনেত্রা অতিদুঃখিনী ও ভয়াকুলা দেখিয়া তাঁহাকে সত্য বাক্যে প্রবোধ দিতে আরম্ভ করিলেন;—হে প্রাণাধিকে! তুমি স্থির হও, ভয় পরিত্যাগ কর; যেরূপ আমি সেইরূপ তুমি, আমি বর্ত্তমান থাকিতে তোমার ভয় কি? কিন্তু তাহা হইলেও, কিছু অমঙ্গলের কারণ আছে, তাহা বলি-তেছি। হে সুন্দরি! সেই শ্রীদামের শাপরূপ কর্ম্ম-ভোগে আমার সহিত তোমার পূর্ণ একশত বৎসর বিচ্ছেদ ঘটিবে; সেই সময় আমি মথুরায় গমন করিব। ২৩৯—২৪০। সেই স্থানে ভারাবতারণ, পিতার বন্ধন মোচন এবং মালাকার, তন্তুবায়, কুব্জিকা

প্রভৃতির কারাগার মোচন করিব এবং যবনরাজকে বিনাশ করত মুচুকুন্দের উদ্ধার ও দ্বারকা নির্ম্মাণ করিব। তৎপরে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় দর্শন করিব। তাহার পর ষোড়শ সহস্র রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তদতিরিক্ত একশত দশটী রমণীর পাণিগ্রহণ ও শত্রুদমন করিব। মিত্রের উপকার, বাণপুরী-দহন, হরজৃম্ভন, বাণ-হস্তচ্ছেদন, পারিজাত-হরণ ইত্যাদি কার্য্য সকল ক্রমে নির্ব্বাহ করিব এবং তীর্থযাত্রায় মুনিদিগকে দর্শন করিব। তাহার পর বন্ধুদিগকে সম্ভাষণ করত পিতার যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া পুনর্ব্বার শুভক্ষণে তোমার সহিত সেই স্থান প্রদর্শন করিব; এবং সেই সময়ে গোপিকাদিগকেও দর্শন করত তোমাকে আধ্যাত্মিক যোগ উপদেশ করিয়া পুনর্ব্বার তোমার সহিত সত্যে আবদ্ধ হইব। প্রিয়ে! তাহার পরে তোমার সহিত মুহূর্ত্তমাত্রও বিচ্ছেদ থাকিবে না এবং পুনর্ব্বার তোমার সহিত ব্রজধামে আগমন করিব। তথাপি কান্তে! বিচ্ছেদসময়ে শতবর্ষ পর্য্যন্ত প্রত্যহ তোমার সহিত স্বপ্নে মিলন হইবে। আমার অংশ নারায়ণ দ্বারকায় গমন করিবেন, আমি শতবৎসরে এই সমস্ত কার্য্য করিব। ২৪১—২৫০। তোমার সহিত পুনর্ব্বার বনে বাস করত পিতা ও গোপগোপীগণের শোকাপনোদন করিয়া ভারাবতারণের পরে তোমার সহিত ও গোপ-গোপীগণের সহিত গোলোকে আগমন করিব। হে রাধে; নিত্য পরমাত্মাস্বরূপ আমার নারায়ণাংশ লক্ষ্মী ও সরস্বতী-সহ বৈকুণ্ঠধামেই গমন করিবেন। দেব-দেবীগণের অংশসমূহ স্বভবনে গমন করিবে। আমার পুনর্ব্বার তোমার সহিত গোলোকে অবস্থান হইবে। কান্তে! আমি তোমাকে ভবিষ্যৎ শুভাশুভ বিষয় বলিলাম। আমি যাহা নিরূপণ করিব, তাহা কে খণ্ডন করিতে পারে? এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দেবদেবীগণ বিস্মিতা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীহরি তখন দেবদেবী-গণকে সময়োচিত বাক্য বলিলেন, হে দেবগণ! তোমরা স্ব স্ব কার্য্যের নিমিত্ত স্বগৃহে গমন কর; পার্ব্বতি! তুমিও স্বামী ও পুত্রদ্বয়সহ কৈলাসে গমন কর; কিন্তু আমার নিয়োজিত কার্য্য সমস্ত কালক্রমে ঘটিবে; আমার বাক্যক্রমে গণেশ ব্যতীত ক্ষুদ্র মহৎ সকল দেবগণই অংশরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হইবেন। তৎপরে দেবগণ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও পুরুষোত্তম হরিকে প্রণাম করত স্বভবনে গমন করিলেন এবং হরির নিয়োজিত কার্য্যে ব্যগ্র হইয়া মহীতলে গমন করিলেন। স্বামীর নিরূপিত স্থান দেবতাদিগেরও দুর্লভ। তাহার পর কৃষ্ণ রাধিকাকে বলিলেন, রাধে! তুমি পূর্ব্বনিরূপিত গোপগোপীগণ সহ বৃকভানু-গৃহে গমন কর। প্রিয়ে! আমিও মথুরায় বসুদেবালয়ে গমন করিব, পরে কংস-ভয়চ্ছলে গোকুলে তোমার সমীপে যাইব। ২৫১—২৬৩। তখন রক্তপঙ্কজলোচনা রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করত তাঁহার অগ্রভাগে দণ্ডায়মানা থাকিয়া প্রেমবিচ্ছেদ-আশঙ্কায় রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি গমনে উদ্যতা হইয়া, ক্ষণে অবস্থান, ক্ষণে দুই এক পদ গমন ও পুনর্ব্বার আগমন করত হরির মুখকমল পুনঃপুনঃ দর্শন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার নিমেষশূন্য নয়ন-চকোর শারদীয় সুধাপূর্ণ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রভুর মুখচন্দ্রের রশ্মি পান করিতে লাগিল। তাহার পর পরমেশ্বরী রাধিকা শ্রীহরিকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ ও সপ্তবার প্রণাম করত, তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎপরে ত্রিসপ্ত শত কোটি গোপিকা ও কোটি-সংখ্যক গোপ সেই স্থানে আগমন করিলে, রাধিকা গোপ গোপিকাগণের সহিত পুনর্ব্বার কৃষ্ণকে প্রণাম করত সেই স্থানে অবস্থিতা রহিলেন! কিছুক্ষণ পরে রাধা তেত্রিশটি সহচরী ও গোপসমূহের সহিত হরিকে প্রণাম করত মহীতলে গমন করিয়া হরির নিয়োজিত স্থান নন্দ-গোকুলে গমন করিলেন। রাধিকা বৃকভানুর গৃহে ও গোপীগণ অন্যান্য গোপগণের গৃহে অবতীর্ণ হইলেন। রাধিকা গোপ-গোপীগণ সহ মহীতলে গমন করিলে, শ্রীহরি পৃথিবীতে গমনোন্মুখ হইয়া গোপ-গোপীগণকে আহ্বানপূর্ব্বক তাহাদিগকে স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত করত জগন্নাথ মনের ন্যায় শীঘ্রগামী রথে মথুরায়গমন করিলেন। পূর্ব্বে বসুদেব দৈবকীর যে ছয়টি সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা সমস্তই কংস বধ করিয়াছে; কিন্তু দেবকীর অনন্তের অংশসম্ভূত সপ্তম গর্ভ শ্রীহরির আজ্ঞানুসারে মায়া আকর্ষণ করত গোকুলে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিয়াছেন। ২৬৪—২৭৫।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, মহাভাগ! যে কৃষ্ণ-জন্ম-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে; জন্ম, মৃত্যু, জরা, প্রভৃতি দূর হইয়া পুণ্যবৃদ্ধি হয়, সেই কৃষ্ণজন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণন করুন এবং বসুদেব কাহার পুত্র? দেবকীই বা কাহার কন্যা? দেবকীও বসুদেবই বা কে? তাহাদের বিবাহ

বিবরণ সমস্ত বর্ণন করুন। কেনই বা সুদারুণ কংস তাঁহাদের ছয় পুত্রকে বিনাশ করিল? হরির জন্ম কোন্ দিনে হইল; তাহা বিশেষরূপে অনুগ্রহ প্রকাশে বর্ণন করুন; আমার শ্রবণেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। নারায়ণ বলিলেন, মুনে! মহাত্মা কশ্যপ বসুদেবরূপে ও অদিতি দৈবকীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বপুণ্যফলে শ্রীহরিকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। মহাত্মা বসুদেব দেবমীঢ়ের ঔরসে মারিষার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম হইবামাত্র দেবগণ আনক ও দুন্দুভি বাদন করিয়াছিলেন। সেই জন্য প্রাচীন সাধুগণ তাঁহাকে আনক, শ্রীহরির জনকও আনকদুন্দুভি বলিয়া থাকেন। যদুবংশসমুদ্ভূত আহুকের পুত্র শ্রীসম্পন্ন জ্ঞানসিন্ধু দেবক নামে এক রাজা ছিলেন; দৈবকী তাঁহারই কন্যারূপে উৎপন্না হন। তৎপরে যদুকুলাচার্য্য গর্গ মুনি, বসুদেবসহ দৈবকীর বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিলেন, বসুদেব অতি সমারোহে শুভক্ষণে দেবকপ্রদত্তা দৈবকীকে উদ্বাহবিধিমতে গ্রহণ করিলেন। হে নারদ! দেবক, যথাবিধি বিবাহোচিত দ্রব্য, সহস্র অশ্ব, স্বর্ণপাত্রসমূহ, অলঙ্কৃতা সুন্দরী শতসংখ্যক পরিচারিকা, নানাবিধ দ্রব্য, রত্নমণি-ময় বস্ত্র ও রত্নপাত্র প্রভৃতি বসুদেবকে যৌতুকস্বরূপ প্রদান করিলেন। তৎপরে বসুদেব শরৎচন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালিনী, রত্নালঙ্কারভূষিতা, ত্রৈলোক্যমোহিনী, ধন্যা, মাননীয়া, যোষিদ্বর্গের শ্রেষ্ঠভূতা, রূপগুণবতী, স্মিত বদনা, বঙ্কিম নয়ন-যুগলে মনোহর শোভাশালিনী, নবসঙ্গমযোগ্যা ও নবযৌবনসম্পন্না সেই কন্যারত্নকে গ্রহণ করত রথারোহণে স্বভবনে প্রস্থান করিলেন। কংস, ভগিনীর বিবাহকার্য্যে অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে ভগিনীর রথসমীপবর্ত্তী হইয়া সহচররূপে গমন করিলেন। সেই সময়ে কংসকে সম্বোধন করিয়া এই দৈববাণী হইল, 'হে রাজেন্দ্র কংস! তুমি এরূপ আনন্দিত হইতেছে কেন? এই সত্য বাক্য শ্রবণ কর, দৈবকীর অষ্টম গর্ভ তোমার মৃত্যুর কারণ হইবে। ১—১৬। এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া ভয় এবং ক্রোধে মহাবলপরাক্রান্ত পাপিষ্ঠ কংস খড়্গহস্তে দৈবকীকে বধ করিতে উদ্যত হইল। তখন নীতিশাস্ত্রবিশারদ সুপণ্ডিত বসুদেব দৈবকীকে হনন করিতে উদ্যত দেখিয়া কংসকে প্রবোধ বাক্যে বলিতে লাগিলেন; রাজন্! বুঝিলাম আপনি নীতি বিশেষরূপে জানেন না; অতএব আমার এই যশস্কর দোষঘ্ন শাস্ত্রোক্ত ও সময়োচিত হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন। হে ভূপতে! ইহার অষ্টম গর্ভ যদ্যপি আপনার বিনাশের কারণ হয়, তাহা হইলে ইহাকে বধ করিয়া কেন দুষ্কীর্ত্তি ও নরকগমনের পথ বিস্তৃত করিতেছেন? পণ্ডিত ব্যক্তি ক্ষুদ্র জন্তু ও হিংস্রকাদি জন্তু বধ করিয়াও মৃত্যুকালে কার্ষাপণ উৎসর্গপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করত সেই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, কিন্তু হিংস্র অপেক্ষা অহিংসক ক্ষুদ্র জন্তুর বধে হিংস্রক বধ অপেক্ষা শতগুণ পাপ হয়, ব্রহ্মা তাহার মৃত্যুসময়ে তাহার শতগুণ প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন। ১৭—২২। মনু বলিয়াছেন, ইচ্ছানুসারে বিশিষ্ট জন্তু ও পশু প্রভৃতির বধ করিলে সেই অহিংসক ক্ষুদ্র জন্তুর বধ অপেক্ষাও শতগুণ পাপ হইয়া থাকে, ও সামান্য ম্লেচ্ছ প্রভৃতির বধে তাহা হইতে শতগুণ পাপ হয়, মানব, শতসংখ্যক ম্লেচ্ছ বধ করিলে যে পাপরাশি লাভ করে সদ্বংশজাত একটি শূদ্র বধ করিলেও তদ্রূপ পাপরাশিতে মগ্ন হইয়া থাকে। মনুষ্যগণ, সদ্বংশজাত শত শূদ্র বধ করিলে যে পাপে লিপ্ত হয়, গোবধ করিলেও সেইরূপ পাপে লিপ্ত হয়; ইহা ব্রহ্মা নিরূপণ করিয়াছেন; গোবধ অপেক্ষা ব্রহ্মবধে দশগুণ পাপ হয়; মানব স্ত্রী হত্যা করিলেও সেই বিপ্রহত্যাতুল্য পাপ ভোগ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ ইনি আপনার ভগিনী, পোষ্যা এবং শরণাগতা; অতএব রাজন্! ইহাকে বধ করিলে আপনাকে শতস্ত্রীহত্যার পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। নরগণ, তপস্যা, জপ, দান পূজা, তীর্থদর্শন, ব্রাহ্মণ-ভোজন ও হোমাদি সমস্তই স্বর্গার্থ করিয়া থাকে; কিন্তু সাধুগণ নিরন্তর সংসারকে ভয়সঙ্কুল স্বপ্নতুল্য ও জলবুদ্বুদের ন্যায় দর্শন করত যত্নপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন। ২৩—২৯। হে ধার্ম্মিকপ্রবর! আপনি পদ্মরূপ স্ববংশের ভাস্করস্বরূপ; অতএব স্বীয় ভগিনীকে পরিত্যাগ করুন, হে নৃপ! এই সভায় কত পণ্ডিত ব্যক্তি উপস্থিত আছেন, না হয় ইহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করুন। অধিক কি আপনি আমার বন্ধু, ইহার অষ্টম গর্ভে আমার যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহা আপনাকেই প্রদান করিব; সে পুত্রে আমার প্রয়োজন কি? হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ! অথবা আমার যে সমস্ত পুত্রকন্যা হইবে, তাহা সমস্তই আপনাকে প্রদান করিব; কারণ আপনার অপেক্ষা প্রিয় আমার কেহ নাই। হে রাজেন্দ্র! স্বীয় কন্যাতুল্য প্রিয়তরা ভগিনীকে পরিত্যাগ করুন; আপনি ইহাকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া বর্দ্ধিত করিয়াছেন; অতএব আপনার ইহাকে বধ করা উচিত নহে। তৎপরে কংস বসুদেবের বাক্য শ্রবণ করত ভগিনীকে

পরিত্যাগ করিল। বসুদেব অবিলম্বে প্রিয়াকে লইয়া নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। হে নারদ! ক্রমে দৈবকীর গর্ভে যে ছয় পুত্র উৎপন্ন হইল, বসুদেব সত্য-রক্ষার্থ তাহা কংসকে প্রদান করিলেন; কংস ক্রমান্বয়ে তাহাদিগকে বধ করিল। তৎপরে দৈবকীর সপ্তম গর্ভসময়ে কংস ভয়ে রক্ষক নিযুক্ত করিল; কিন্তু মায়া সেই গর্ভ আকর্ষণ করত রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিলেন। রক্ষিগণ, সেইরূপ জানিতে না পারিয়া কংসসমীপে বলিল গর্ভস্রাব হইয়া গর্ভ নষ্ট হইয়াছে। গর্ভ আকর্ষণ করিয়া অন্য গর্ভে স্থাপন করায় রোহিণী-তনয় সঙ্কর্ষণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ৩০—৩৭। অতঃপর দৈবকীর অষ্টম গর্ভ বায়ুপূর্ণ হইয়া গর্ভ লক্ষণে পরিণত হইল। ক্রমে নবম মাস অতীত হইয়া দশম মাস উপস্থিত হইলে, ভগবান্ সর্ব্ব-দর্শন কৃষ্ণ তাহাতে দৃষ্টি রাখিলেন। তৎপরে স্বাভাবিক রূপবতী সর্ব্ব যোষিৎ শ্রেষ্ঠা দৈবকী, পূর্ব্বাপেক্ষা ভগবানের দৃষ্টিবশতঃ চতুর্গুণ সুন্দরী হইলেন। তখন কংস দেখিল দৈবকী প্রফুল্লবদনেক্ষণা ও তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিতা হইয়া মায়ার ন্যায় দশ দিক্ আলোকময় করিতেছেন এবং তাহার বোধ হইতে লাগিল, যেন দেবকী মূর্ত্তিমান্ রাশীভূত জ্যোতিঃসমূহ; অসুরেন্দ্র তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইল। 'এই গর্ভস্থিত সন্তান আমার মৃত্যুর কারণ' এই বলিয়া কংসরাজ যত্নপূর্ব্বক রক্ষী নিযুক্ত করিলেন। দৈবকী ও বসুদেবের গৃহ হইতে সপ্তদ্বারপর্য্যন্ত রক্ষিগণ রক্ষা করিতে লাগিল। তৎপরে দশম মাস পূর্ণ হইলে গর্ভও পূর্ণ হইল, তাহাতে দৈবকী জড়-প্রায় হইয়া চলৎশক্তি ও স্পন্দাদিরহিত হইয়া পড়িলেন। ৩৮—৪৪। গর্ভ বায়ুদ্বারা পূর্ণ হইলে, নির্লিপ্ত ভগবান্ কৃষ্ণ, দৈবকীর হৃৎপদ্মদেশে অধিষ্ঠান করিলেন। এইরূপে সতী বিশ্বম্ভরগর্ভা দৈবকী, মন্দিরমধ্যে জড়বৎ অতি ক্লেশে বাস করিতে লাগিলেন। দেবী, ক্ষণে উপবেশন, ক্ষণে উত্থান, ক্ষণে একপাদ গমন ও ক্ষণে নিদ্রা, এইরূপে কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রশস্ত-মনাঃ বসুদেব, দৈবকীকে দর্শন করিয়া জানিতে পারিলেন, প্রসবকাল অতি নিকট হইয়াছে। তখন তিনি শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অত্যন্ত ভয়াকুল হইয়া বসুদেব, সেই দৈবকী-অধিষ্ঠিত মনোহর মন্দিরে খড়্গ, লৌহ, তোয়, অগ্নি, মন্ত্রজ্ঞ-পুরুষ, বন্ধুপত্নীগণ, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ও বন্ধুগণকে সাদরে সমাবেশিত করিলেন। এইসময়ে ক্রমে রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইলে আকাশমণ্ডল তড়িৎযুক্ত মেঘে ব্যাপ্ত হইল ও অষ্টপ্রকার বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল; তখন রক্ষিগণ নিদ্রাভিভূত হইয়া শয্যাতলে বিলুণ্ঠিত মৃত ব্যক্তির ন্যায় অচেতন হইয়া পড়িল। এই অবকাশে সেই স্থানে দেবগণ সমবেত হইলেন এবং ব্রহ্মা, শিব ও ধর্ম্ম, সেই গর্ভস্থিত পরমেশ্বরকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবগণ বলিলেন, প্রভো! তুমি জগৎযোনি, অযোনি, অনন্ত ও অব্যয়; তুমি জ্যোতিঃস্বরূপ, অনঘ, সগুণ, নির্গুণ ও মহৎ; তুমি নিরঙ্কুশ, নিরাকার কিন্তু ভক্তের অনুরোধে সাকার হইয়া থাক; তুমি স্বেচ্ছাময়, সর্ব্বেশ, সর্ব্ব ও সর্ব্ব-গুণাশ্রয়; তুমি সুখদ, দুঃখপ্রদ, দুরবগম্য ও দুর্জ্জনা-ন্তক; তুমি নির্ব্যূহ, নিখিল পদার্থের আধার, শঙ্কাহীন; কোনরূপ উপদ্রব তোমাকে অভিভূত করিতে পারে না। তুমি নিরুপাধি, নির্লিপ্ত, নিরীহ ও অন্তকের অন্তক; তুমি পরমাত্মাস্বরূপ, পূর্ণকাম, নির্দ্দোষ ও নিত্য; তুমি সুভগ, দুর্ভগ বাগ্মী, দুরারাধ্য ও দুরত্যয়; তুমি বেদকারণ বেদস্বরূপ, বেদাঙ্গ, বেদবেত্তা ও বিভু। দেবগণ এইরূপে স্তব করত পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলেন এবং হর্ষাশ্রুলোচনে সকলেই পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি ভগবানের এই দ্বিচত্বারিংশ নাম প্রাতরুত্থানসময়ে পাঠ করে, তাহার হরিপদে অচলা ভক্তি ও বাঞ্ছিত দাসত্ব লাভ হয়। ৪৫—৫৩।

ইতি ব্রহ্মাদিকৃত কৃষ্ণ-স্তব।

নারায়ণ বলিলেন, দেবতাগণ, এইরূপ স্তব করিয়া স্ব স্ব মন্দিরে গমন করিলে মথুরাপুরী নিশ্চেষ্ট ও জল-বৃষ্টিতে আচ্ছন্না হইল; যামিনী ঘোর অন্ধকার-নিগড়ে সংযমিতা হইল; তৎপরে সপ্তম মুহূর্ত্ত অতীত হইয়া অষ্টম মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে, বেদাতিরিক্ত দুর্জ্ঞেয় ভগবান্ কৃষ্ণ আবির্ভূত হইবেন বলিয়া অশুভ গ্রহের অদৃষ্ট ও শুভ গ্রহের দৃষ্ট সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্ষণ সমাগত, অর্দ্ধ রাত্রিসময়ে রোহিণী নক্ষত্র, অষ্টমী তিথি, জয়ন্তী-যোগ, অর্দ্ধচন্দ্রোদয়, লগ্ন ও লক্ষণ উত্তম দেখিয়া সূর্য্যাদি শুভ অশুভ গ্রহগণ ভীতভাবে নিজ নিজ ক্রম উল্লঙ্ঘন করত মীন লগ্নে অবস্থিত হইল। সমস্ত গ্রহ সুপ্রসন্ন হইয়া বিধাতার আজ্ঞানুসারে প্রীতিপূর্ব্বক লগ্নের একাদশ স্থানে অবস্থান করিতে লাগিল। আকাশ হইতে বৃষ্টিধারা পতিত হইতে লাগিল; সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং পৃথিবী ও দিক্‌সকল অতি প্রসন্নভাব ধারণ করিল। ৫৪—৬৭। ঋষি, মনু, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও দেব দেবীগণ সকলেই

অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল। হে নারদ! সেই সময়ে গন্ধর্ব্বরাজ ও বিদ্যাধরগণ গান করিতে লাগিলেন। নদীসমূহ সুখে প্রবাহিত ও অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, দুন্দুভি ও আনকের মধুরধ্বনিতে স্বর্গধাম পূর্ণ হইল এবং পারিজাত-পুষ্প-বৃষ্টি হইল। তৎকালে বসুন্ধরা রমণীরূপ ধারণ করিয়া সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন; জয় শব্দ ও শঙ্খ-শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হরিধ্বনি বারংবার হইতে লাগিল; এই সময়ে দৈবকী ভূমিতে পতিত হইলেন। তৎপরে পতনমাত্রই জঠর হইতে বায়ুসকল নিঃসৃত হইল। সেই সময়ে ভগবান্ কৃষ্ণ দিব্যরূপ ধারণ করত দৈবকীর হৃৎপদ্মকোষ হইতে আবির্ভূত হইলেন। তখন তাঁহার কমনীয় মনোহর মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। তিনি দ্বিভুজ; তাঁহার হস্তে মুরলী, কর্ণ-যুগল মনোহর মকরাকৃতি কুণ্ডলে শোভিত, বদনমণ্ডল ঈষৎ-হাস্যযুক্ত ও প্রসন্ন; তিনি ভক্তানুগ্রহকাতর ও সারভূত মণি-রত্নভূষণে বিভূষিত; তাঁহার পরিধানে পীতবস্ত্র, কলেবর নবীন নীরদের ন্যায় শ্যাম ও কুঙ্কুম-চন্দন-কস্তূরীদ্রবে চর্চ্চিত; তাঁহার বদনমণ্ডল শারদীয় পূর্ণচন্দ্রসদৃশ, অধর বিম্বফলের ন্যায়, শিরোদেশ ময়ূর-পুচ্ছনির্ম্মিত চূড়া ও বিশুদ্ধ রত্ননির্ম্মিত মনোহর মুকুটে উজ্জ্বল; তাঁহার মধ্যদেশ বাঁকা; তিনি ত্রিভঙ্গ ও বনমালায় বিভূষিত, তাঁহার বক্ষঃস্থল, শ্রীবৎস ও মনোহর কৌস্তভমণিদ্বারা বিরাজিত; কিশোরবয়স্, শান্তভাব তিনি ব্রহ্মা ও শিব হইতেও কমনীয় ভাবে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। হে মুনে! বসুদেব ও দৈবকী সম্মুখে তাঁহাকে দেখিয়া অতি বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং উভয়ে পরম ভক্তির সহিত অশ্রুপূর্ণনেত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিদ্বারা নতমস্তক হইয়া ভগবান্কে স্তব করিলেন। ৬৮—৮০। বসুদেব বলিলেন প্রভো! তুমি অতীন্দ্রিয়, অব্যক্ত, অক্ষর, নির্গুণ; তুমি সকলের ধ্যানাসাধ্য, পরমাত্মস্বরূপ ঈশ্বর; তুমি স্বেচ্ছাময়, সর্ব্বরূপ, স্বেচ্ছারূপধারী; তুমি নির্লিপ্ত, পরম ব্রহ্ম, বীজরূপ ও সনাতন; তুমি স্থূল পদার্থ হইতেও স্থূলতর জগংব্যাপক অতি সূক্ষ্ম ও অদর্শন; তুমি সর্ব্বশরীর-স্থিত সাক্ষিরূপ ও অদৃশ্য; তুমি প্রকৃতি, প্রকৃতীশ্বর, প্রাকৃত ও প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ; তুমি সর্ব্বেশ, সর্ব্বরূপ সর্ব্বান্তকর ও অব্যয়; তুমি সকলের আধার, স্বয়ং নিরাধার ও বিগ্রহ; অতএব হে বিভো। আমি তোমাকে কিরূপে স্তব করিব? অনন্তদেব ও স্বয়ং দেবী সরস্বতী আপনার স্তব করিতে সমর্থা নহেন। যাঁহাকে পঞ্চানন, ষড়ানন; বেদকর্ত্তা চতুরানন এবং যোগীদিগের গুরুর গুরু গণেশ প্রভৃতি কেহই স্তব করিতে সমর্থ নহেন, আমি ক্ষুদ্র মানব হইয়া কিরূপে তাঁহাকে স্তব করিতে সমর্থ হইব? ঋষি, দেবতা, মুনীন্দ্র, মনু ও মানবগণ যাঁহাকে স্বপ্নেও দর্শন করিতে পারেন না, তাঁহাকে কিরূপে তাঁহারা স্তব করিবেন? যাঁহাকে শ্রুতিও স্তব করিতে সমর্থা নহেন, তাঁহাকে পণ্ডিতগণই বা কিরূপে স্তব করিবেন? তুমি স্বীয় শরীর পরিত্যাগ করিয়া বালকরূপ ধারণ করিয়াছ। যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা এই বসুদেবকৃত স্তব পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণচরণকমলে ভক্তি ও দাসত্ব লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহার হরির দাস ও তাঁহার সমান গুণশালী পুত্র লাভ হয় এবং শঙ্কট শত্রুভয় ইত্যাদি হইতে মুক্তি লাভ ঘটে। ৮১—৯১।

ইতি বসুদেবকৃত কৃষ্ণস্তব।

নারায়ণ বলিলেন, বসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তানুগ্রহতৎপর কৃষ্ণ প্রসন্নবদনে তাঁহাকে বলিলেন; মহাত্মন্! আপনার পূর্ব্বজন্মকৃত তপস্যার ফলেই আমি আপনার পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছি, অতএব হে মহাভাগ! আপনি বর প্রার্থনা করুন, আপনার মঙ্গল হইবে; তাহাতে সন্দেহ নাই। আপনি পূর্ব্ব-জন্মে পৃশ্নি নামে বিখ্যাত ছিলেন; তৎপরে আপনি যোগিগণশ্রেষ্ঠ প্রজাপতিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই তপস্বিনী আপনার পত্নী ছিলেন, কিন্তু আপনি আমাকে তপস্যাদ্বারা অত্যন্ত আরাধনা করিয়াছেন এবং আমি প্রত্যক্ষভাবে আপনাদের সমীপে উপস্থিত হইলে. আপনি আমাকে দেখিয়া আমার ন্যায় পুত্র-প্রাপ্তিরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন; আমিও 'আমার ন্যায় পুত্র হইবে' এই বর প্রদান করিয়াছিলাম; কিন্তু ঐরূপ বর প্রদান করিয়া আমি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম যে আমার সমান এ জগতে কেহই নাই; অতএব সেই জন্য আমিই স্বয়ং আপনাদের পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছি। আপনি তপঃপ্রভাবে কশ্যপরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং আপনার এই সুতপা পতিব্রতা অদিতিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; বর্ত্তমান সময়ে আপনি কশ্যপের অংশে বসুদেবরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমার পিতা হইয়াছেন এবং দেবমাতা অদিতি অংশে এই দৈবকীরূপে জন্মগ্রহণ করত আমার মাতৃরূপে পরি-কল্পিতা হইয়াছেন। হে তাত! আমি পূর্ব্বে অদিতির গর্ভে আপনার অংশে বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম; বর্ত্তমান সময়ে আপনাদের তপস্যাফলে পুনর্ব্বার পরিপূর্ণতম পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। হে

মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি পুত্রভাবেই হউক, অথবা ব্রহ্মভাবেই হউক, আমাকে প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হইবেন। হে তাত! আপনি আমাকে লইয়া শীঘ্র যশোদাভবন ব্রজধামে গমন করত আমাকে সেই স্থানে রাখিয়া মায়ারূপিণী কন্যাকে আনয়ন করিয়া এই স্থানে রাখুন। ৯২—১০১। এই কথা বলিয়া শ্রীহরি বালকরূপ ধারণ করিলেন। তৎপরে বসুদেব নগ্ন অবস্থায় ভূমিতে শয়ান শ্যাম-সুন্দর সুতরূপ বালককে দেখিয়া বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইলেন, এবং "সূতিকাগৃহে স্বপ্নাবস্থায় কি দেখিলাম," এই কথা বলিয়া বসুদেব স্ত্রীর সহিত সমালোচনা করত বালককে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক নন্দভবনে গোকুলে গমন করিলেন। বসুদেব, শীঘ্র ব্রজধামে নন্দভবনে উপস্থিত হইয়া সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন শয্যাতলে সুপ্তা যশোদা নিদ্রিতা; নন্দ ও অন্যান্য গৃহস্থিত সকলেই নিদ্রিত; তৎপরে দেখিলেন, একটী বালিকা নগ্না, তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণাভা, ঈষৎ হাস্য-যুক্ত-প্রসন্ন-বদনা। সে গৃহের উর্দ্ধভাগ নিরীক্ষণ করিতেছে। তাহাকে দেখিবামাত্র বসুদেব অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তৎপরে সেইস্থানে বালককে রাখিয়া সেই কন্যা গ্রহণ করত ত্রস্তভাবে মথুরায় আগমন করিলেন এবং স্বকান্তার সূতিকাগৃহে গমন করত সেই স্থানে মহামায়ারূপিণী রোদনপরায়ণা বালিকাকে রাখিলেন; তখন দৈবকী সেই কন্যাদর্শনে অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন। নিদ্রাভিভূত রক্ষিগণ বালিকার ক্রন্দনশব্দে জাগরিত হইয়া গাত্রোত্থান করত শীঘ্র বালিকাকে গ্রহণ করিল এবং সেই বালিকাকে লইয়া কংসসমীপে গমন করিল। দেবকী ও বসুদেব শোকাকুল হইয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। হে মুনে! কংস বালিকাকে দর্শন করিয়া বিশেষ হৃষ্ট হইলেন না, সেই রোদনপরায়ণা বালিকার প্রতি তাঁহার দয়ার লেশমাত্রও হইল না। তৎপরে সুদারুণ কংস, তাঁহাকে গ্রহণ করত পাষাণখণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে বসুদেব-দৈবকী বিনয় করত কংসকে বলিতে লাগিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ কংস! আপনি নীতিশাস্ত্র-বিশারদ, অতএব আপনি আমার বাক্য সত্য নীতি-যুক্ত ও মনোহর বলিয়া অবগত হউন। হে বান্ধবশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাদিগের ছয় পুত্র বিনাশ করিয়াছেন, আপনার কি দয়া নাই? এক্ষণে এই অষ্টমগর্ভসম্ভূতা বালিকাকে বধ করিয়া আপনার কি মহা ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইবে? এই বালিকা কি আপনাকে রণভূমে বিনাশ করিতে সক্ষমা হইবে। ১০২—১১৬। বসুদেব ও দৈবকী সভাতলে এই কথা বলিয়া সেই দুরাত্মা কংসের সম্মুখে অবস্থান করত রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সুদারুণ কংস, তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবকীকে বলিল, আমার বাক্য শ্রবণ কর, তোমাদিগকে প্রবোধ দিতেছি। কংস বলিলেন, বিধাতা দৈববশতঃ তৃণদ্বারা পর্ব্বত, সামান্য কীট দ্বারা শার্দ্দূল, মশকদ্বারা হস্তী, শিশুদ্বারা মহাবীর, ক্ষুদ্র জলজন্তু দ্বারা বৃহৎ জন্তু, মূষিকদ্বারা মার্জার, ভেকদ্বারা সর্প, জন্য দ্বারা জনক, ভক্ষ্য দ্বারা ভক্ষক, বহ্নি দ্বারা জল ও শুষ্ক তৃণদ্বারা অগ্নি বিনষ্ট করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন; একজন ব্রাহ্মণ, সপ্তসমুদ্র পান করিয়াছিলেন; বিধাতার গতি অতি বিচিত্র ও ত্রিভুবনে দুর্জ্জ্ঞেয়। অতএব দৈববশতঃ বালিকাও আমাকে বধ করিতে পারে, ইহাতে বিবেচনা কিছু নাই। আমি ইহাকে নিশ্চয় বিনাশ করিব। কংস এই কথা বলিয়া বালিকাকে গ্রহণ করত বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন বসুদেব, তাঁহাকে পুনর্ব্বার বলিলেন, হে রাজন্! আপনি ইহাকে বৃথা বিনাশ করিতেছেন, হে কৃপানিধে! আমার বালিকা, আমাকে প্রদান করুন। তৎপরে বিচারজ্ঞ কংস কিছু সন্তুষ্ট হইল। সেই সময়ে তাহাকে সম্বোধন করিয়া এই দৈববাণী হইল, হে মূঢ় কংস! তুমি বিধাতার গতি বুঝিতে না পারিয়া কাহাকে বিনাশ করিতেছ? তোমার বিনাশ-কারী ব্যক্তি কোন এক স্থানে বিরাজ করিতেছেন কাল পাইলেই প্রকাশিত হইবেন। কংসরাজ এইরূপে দৈববাণী শ্রবণ করিয়া বালিকাকে পরিত্যাগ করিল, তখন বসুদেব ও দৈবকী সেই বালিকা কন্যাকে সানন্দে হৃদয়ে ধারণ করত স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বসুদেব যেন মৃতকন্যা পুনর্ব্বার পাইলেন বলিয়া, ব্রাহ্মণ-দিগকে বহুবিধ ধন প্রদান করিলেন, অদ্বীতীয়া পরমা প্রকৃতিরূপা সেই কন্যা পার্ব্বতীর অংশ-সম্ভূতা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী এবং অংশা-নামে বিখ্যাতা। বসুদেব তাঁহাকে রুক্মিণীর বিবাহসময়ে ভক্তিপুরঃসর শঙ্করাংশসম্ভূত দুর্ব্বাসা মুনিকে প্রদান করিয়াছিলেন। হে মুনে! তোমাকে এই জরা, মৃত্যু, জন্ম ও বিঘ্নবিনাশক পুণ্য ও সুখ প্রবর্দ্ধদায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত বলিলাম। ১১৭—১৩১।

———

অষ্টম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, মহর্ষে! ব্রতমধ্যে শ্রেষ্ঠভূত জন্মাষ্টমীব্রত, জয়ন্তী-যোগের ফল এবং ব্রতের ক্রম সামান্যরূপে আমাকে বলুন। জন্মাষ্টমীব্রত না করিলে এবং সেই দিনে ভোজনাদি করিলে দোষ কি? জয়ন্তীযোগে সুসংযত হইয়া উপবাস করিলেই বা ফল কি? প্রভো! সম্প্রতি ব্রত, পূজা-বিধান, সংযম উপবাস ও পারণের ফলশ্রুতি যাহা আছে, তৎসমস্ত সুন্দররূপে বিচার করিয়া আমাকে বলুন। নারায়ণ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! প্রথমতঃ সপ্তমীদিবসে সুসংযত হইয়া হবিষ্য করিবে, পারণ দিনেও এইরূপ করিবে। অষ্টমীদিনে অরুণোদয়বেলাতে শয্যা হইতে উত্থান করত প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া স্নানপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে; ব্রত উপবাস কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত। মনুষ্য মন্বন্তরাদিবসে স্নান ও হরিপূজা করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়, ভাদ্রপদীয় অষ্টমী তিথিতে স্নান ও পূজা করিয়া তাহা হইতে কোটি গুণ ফল লাভ করিবে, তাহাতে সংশয় নাই। যে ব্যক্তি জন্মাষ্টমীতে পিতৃগণকে জলমাত্রও প্রদান করে, তাহার শত বৎসর গয়াশ্রাদ্ধের তুল্য ফল হয়; তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রতী, সেই দিবসে স্নানান্তে নিত্যক্রিয়া সম্পাদনপূর্ব্বক সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে লৌহ, খড়্গ, অগ্নি ও রক্ষকসমূহ স্থাপন করিবে এবং সেই গৃহে বহুবিধদ্রব্য নাড়ীচ্ছেদনের নিমিত্ত কর্ত্তরী ও ধাত্রীরূপা একটী স্ত্রী, পণ্ডিত ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক স্থাপন করিবে। হে নারদ! তৎপরে ষোড়শোপচারে পূজার যোগ্য সুচারু দ্রব্য, অষ্ট ফল, সুমিষ্ট দ্রব্যসমূহ সেই গৃহে স্থাপন করিবে। জাতীফল, কঙ্কোল, দাড়িম্ব, শ্রীফল, নারিকেল, জম্বীর, কুষ্মাণ্ড এই অষ্ট ফল সেই ব্রতে নির্ণীত। আসন, বস্ত্র, পাদ্য, মধুপর্ক, অর্ঘ, আচমনীয়, স্নানীয় জল, শয্যা, গন্ধ, পুষ্প, নৈবেদ্য, তাম্বুল, অনুলেপন, ধূপ, দীপ, ভূষণ এই ষোড়শোপচার তাহাতে বিহিত আছে। ব্রতী, পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক ধৌত বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়া আসনে উপবেশন করত আচমনপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করিবে। পরে ঘট স্থাপন করত তাহাতে পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া সেই ঘটে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে আবাহন করিবে। তৎপরে বসুদেব, দৈবকী, যশোদা, নন্দ, রোহিণী, বলদেব, ষষ্ঠী দেবী, বসুন্ধরা, ব্রহ্মা, অষ্টমী, স্থানদেবতা, অশ্বত্থামা, বলি, হনূমান্, বিভীষণ, কৃপাচার্য্য, পরশুরাম, ব্যাসদেব ও মার্কণ্ডেয় প্রভৃতিকে আবাহন করিয়া তৎপরে হরির ধ্যান করিবে। বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রথমবার ধ্যানান্তে পুষ্প, মস্তকে ন্যস্ত করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান করিবে। হে নারদ! সেই সামবেদোক্ত ধ্যান প্রথমতঃ ব্রহ্মা সনৎকুমারকে বলিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। ১—১৯। শ্রীকৃষ্ণ বালরূপী, তাঁহার নীলনীরদসদৃশ অতি রুচির কলেবর, মুখমণ্ডল বিকশিত-পদ্মসদৃশ মনোহর; ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত প্রভৃতি দেবগণ বহুদিবস নিরন্তর তাঁহাকে স্তব করিতেছেন; তিনি ঋষীন্দ্র, মুনি ও মনুজবর্গের ধ্যানাসাধ্য এবং সিদ্ধসমূহের অসাধ্য। তিনি যোগিগণের অচিন্ত্য অতিশয় অতুল ও সাক্ষীরূপ; তাঁহাকে আমি ভজনা করিতেছি। ব্রতী এই ধ্যান করিয়া পুষ্প দান করত অন্য সমস্ত যথাক্রমে মন্ত্র উচ্চারণে দানপূর্ব্বক ব্রত করিবে। এক্ষণে সেই দ্রব্যাদিদানের মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে হরে! আমি আপনাকে সর্ব্বশোভাযুক্ত বিশুদ্ধ রত্ন ও মণিনির্ম্মিত নানারূপ চিত্রে চিত্রিত আসন প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। বিভো! আমি আপনাকে বহ্নিশুদ্ধ বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত তপ্ত-কাঞ্চন-খচিত ও চিত্রযুক্ত বস্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। প্রভো! আমি আপনাকে পাদপ্রক্ষালনের নিমিত্ত স্বর্ণপাত্রস্থিত পবিত্র সুনির্ম্মল জল ও পুষ্প প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। ভগবন্! আমি আপনাকে মধু, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও ও শর্করাযুক্ত স্বর্ণ-পাত্রস্থিত মধুপর্ক আধারের সহিত প্রদান করিতেছি গ্রহণ করুন। প্রভো! আমি স্বচ্ছতোয় চন্দন অগুরু ও কস্তুরীযুক্ত দূর্ব্বাক্ষত এবং শুক্লবর্ণ পুষ্প আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে পরমেশ্বর! আমি আপনাকে আচমনের নিমিত্ত গন্ধদ্রব্যবাসিত সুস্বাদু স্বচ্ছ জল প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে হরে! আমি গন্ধদ্রব্যযুক্ত বিষ্ণু-তৈল-সুবাসিত স্নানীয় আমলকীদ্রব প্রদান করিতেছি; গ্রহণ করুন। বিভো! আপনাকে বিশুদ্ধ রত্ন ও মণিনির্ম্মিত সূক্ষ্মবস্ত্রাবৃত মনোহর শয্যা প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। ২০—২৯। প্রভো! আপনাকে বৃক্ষবিশেষের চূর্ণমূলের দ্রবসংযুক্ত ও কস্তূরীরসসংযুক্ত গন্ধতোয় প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। পরমেশ্বর! আমি আপনাকে বনস্পতিসমুদ্ভূত সকল দেবতাগণের সুপ্রিয় সুগন্ধি পুষ্প প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। বিভো! আমি আপনাকে শর্করা ও স্বস্তিকযুক্ত মিষ্ট দ্রব্য সহ সুপক্ব ফলযুক্ত নৈবেদ্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে হরে! আমি আপনাকে লড্ডুক, মোদক, ঘৃত,

ক্ষীর, গুড়, মধু, নবোদ্ধৃত দধি, তক্র নৈবেদ্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে পরমেশ্বর! আমি কর্পূরাদি সুবাসিত ভোগের সারভূত তাম্বুল ভক্তিপূর্ব্বক আপনাকে নিবেদন করিতেছি গ্রহণ করুন! হে পরমেশ্বর! আমি চন্দন অগুরু কস্তূরী ও কুঙ্কুম প্রভৃতির দ্রবযুক্ত আবীরচূর্ণ আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে প্রভো! আপনাকে বৃক্ষবিশেষের উৎকৃষ্ট রস সমুদ্ভূত সকল দেবগণের প্রিয়কর গন্ধদ্রব্য ধূপ অগ্নিযুক্ত করিয়া প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে হরে! আপনাকে ঘোরঅন্ধকারনাশের কারণভূত শুভাবহ সুন্দররূপে প্রদীপ্ত দীপ্তিকর দীপ প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। বিভো! আপনাকে কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত, সুনির্ম্মল, পবিত্র এবং জীবনস্বরূপ পানার্থ জল প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। ভগবন্! আপনাকে নানা পুষ্পযুক্ত সূক্ষ্ম সূত্র দ্বারা গ্রথিত ও শরীরের ভূষণ-স্বরূপ মাল্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে পরমেশ্বর! আপনাকে এই বংশবৃদ্ধিকারক তরুবীজস্বরূপ, সুস্বাদু সুন্দর ফল প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। এইরূপে ব্রতী পূজার উপযোগী সমস্ত দ্রব্য প্রদান করিয়া অবশিষ্ট ব্রতস্থানস্থিত যে যে দ্রব্য, তাহাও হরিকে নিবেদন করিবে এবং ব্রতী আবাহিত দেবগণের ভক্তিভাবে পূজা করত পুষ্পাঞ্জলিত্রয় প্রদান করিবে। ৩০—৪২। তৎপরে নন্দ, সুনন্দ, কুমুদ প্রভৃতি গোপগণ, গোপিকাগণ, রাধিকা, গণেশ, কার্ত্তিকেয়, ব্রহ্মা, শিব, শিবা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, দিক্‌পাল, গ্রহগণ, অনন্ত, সুদর্শন ও কৃষ্ণপারিষদশ্রেষ্ঠদিগকে যথানিয়মে পূজা করিবে। সকল দেবতাকে পূজা করত ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে এবং ব্রাহ্মণদিগকে নৈবেদ্য ও দক্ষিণা প্রদান করিবে। তৎপরে ব্রতী ভক্তিভাবে জন্মাধ্যায়োক্ত কথা শ্রবণ করত ব্রতদিবসে কুশাসনে অবস্থান করিয়া জাগরণ করিবে এবং তাহার পরদিন প্রভাতকালে আহ্নিকাদি সম্পাদনপূর্ব্বক শ্রীহরির পূজা করিবে, তাহার পর ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া হরিসংকীর্ত্তন করিবে। নারদ বলিলেন, হে বেদবিৎশ্রেষ্ঠ! বেদোক্ত সর্ব্বসম্মত ব্রত-কালব্যবস্থা এবং উপবাস ও জাগরণে ফল কি? ঐ দিবসে ভোজন করিলেই বা কি পাপ হয়; বেদাঙ্গ ও পুরাতনী সংহিতা আলোচনা করত অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ণন করুন। যে দিনে অর্দ্ধ-রাত্রিতে অষ্টমীর এক পাদও থাকিবে, সেই দিন মুখ্য কাল ঐ দিনই হরি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যোগ পুণ্য ও জয় প্রদান করে, এ নিমিত্ত তাহার নাম জয়ন্তীযোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে।—সেই জয়ন্তীযোগে পণ্ডিত ব্যক্তি উপবাস করত ব্রত করিয়া জাগরণ করিবে, এই কাল, ব্রতের পক্ষে প্রধান এবং সর্ব্বসম্মত; ইহা বেদবিদ্‌গণের বাক্য ইহা ব্রহ্মা পূর্ব্বে বলিয়াছেন। ঐ কালে যে ব্রতী জাগরণপূর্ব্বক উপবাস করত ব্রত করিবে, তাহার কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ হইবে, তাহাতে সংশয় নাই। ব্রতী সপ্তমীযুক্ত অষ্টমী যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে। সপ্তমীসহ অষ্টমী রোহিণীনক্ষত্রযুক্তা হইলেও সর্ব্বোতোভাবে বর্জ্জনীয়া। দৈবকীনন্দন, সপ্তমীসহ অসম্বদ্ধ রোহিণী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বেদ ও বেদার্থাদিতে সুগুপ্ত অতি বিশিষ্ট মঙ্গললক্ষণ রোহিণী নক্ষত্র অতীত হইলে, ব্রতী পারণ করিবে, তিথি অন্ত হইলে হরিকে স্মরণ করত দেব-অর্চ্চনা করিয়া পারণ করিবে। সেই পারণ অতি পবিত্র এবং পুরুষদিগের সর্ব্বপাপ-প্রণাশক, পারণ-উপবাসের অঙ্গস্বরূপ শুভফলপ্রদ ও শুদ্ধির কারণ। মুনিগণের সকল উপবাসেই দিবা-পারণ অভিমত; তাহার অন্যথারূপে ব্রত ধারণ ও পারণ করিলে ফলহানি হয়। রোহিণীব্রত ভিন্ন রাত্রিতে পারণ করিবে না; এই রোহিণীব্রতে মহানিশা বর্জ্জন করিয়া নিশাতে পারণ করিতে পারিবে। ৪৩—৫৯। কিন্তু হে বিপ্র! পূর্ব্বাহ্নে দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিয়া পারণ করাই প্রশস্ত এবং সর্ব্বসম্মত; কিন্তু তাহা রোহিণীব্রতের অতিরিক্ত ব্রতে উক্ত আছে। বুধ বা সোমযুক্ত জয়ন্তীযোগে ব্রতী যদি ব্রত করে, তাহা হইলে তাহার গর্ভবাসযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যদি সমস্ত দিন নবমী থাকে, কিন্তু উদয়কালে অষ্টমীর ভোগ থাকে এবং ঐ দিবসে যদি সোম বা বুধের যোগ হয় ও রোহিণী নক্ষত্রের যোগ থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ দিন—শত বৎসরেও লাভ হয় কি না সন্দেহ। ব্রতী ঐ দিনে ব্রত করিয়া কোটিপুরুষ-পর্য্যন্ত উদ্ধার করে। ধনহীন ভক্ত মানবগণ ব্রত না করিতে পারিয়া উপবাস করিলেও মাধব সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। জয়ন্তী-ব্রত-দীক্ষিত মানব, যদি ভক্তিপূর্ব্বক নানা উপচারে রাত্রি জাগরণ করে, দৈত্যারি তাহাকে ব্রতসম্ভূত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি বিত্তশাঠ্য না করে সে সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিত্তশাঠ্যকারী কোন ফল লাভ করিতে পারে না। পণ্ডিত ব্যক্তি অষ্টমী অথবা রোহিণীতে পারণ করিবে না; তাহা হইলে পূর্ব্বকৃত পুণ্য ও উপাবাসার্জ্জিত ফল নষ্ট হইয়া যায়। তিথি অষ্টগুণ ও উক্ত নক্ষত্র চতুর্গুণ ফল নাশ করে, অতএব যত্নপূর্ব্বক তিথি ও

নক্ষত্রান্তে পারণ করিবে। মুনিশ্রেষ্ঠ! যদি মহানিশা-সময়ে তিথি এবং নক্ষত্রের অন্ত হয়, তাহা হইলে ব্রতী তাহাতে পারণ না করিয়া তৃতীয় দিবসে পারণ করিবে। হে নারদ! রাত্রির ছয় মুহূর্ত্ত অতীত হইলেই মহানিশা, তাহাতে ভোজন করিলে ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হয়। শুদ্ধ মহানিশাতে অন্য ভোজনের কথা কি তাম্বূল, ফল, জল প্রভৃতিও মনুষ্যের অভক্ষ্য,—গোমাংস, বিষ্ঠা ও মূত্রতুল্য হয়; আদ্যে ও অন্তে চারি চারি দণ্ড করিয়া পরিত্যাগ করত রাত্রি ত্রিযামা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দিবসের আদ্যভাগ ও অন্ত ভাগের সেই পরিত্যক্ত, উভয় নাড়িকাই সন্ধ্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। শুদ্ধ জন্মাষ্টমীতে জাগরণ ও ব্রত করিলে শতজন্মার্জ্জিত পাপ হইতেও মুক্তি-লাভ হয়; তাহাতে সংশয় নাই। মানব যদি শুদ্ধ জন্মাষ্টমীতে জাগরণ ব্যতীত কেবল উপবাস করে, তাহা হইলেও তাহার অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি বাল্য, কৌমার, যৌবন, অথবা বার্দ্ধক্য সকল সময়ে সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে যে মুক্তি লাভ করিবে, তাহাতে সংশয় নাই। যে নরাধম শ্রীকৃষ্ণ-জন্মদিবসে ভোজন করে, সে-ই মাতৃগমন ও শত ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হয়। তাহার কোটিজন্মার্জ্জিত পুণ্য নিশ্চয় নষ্ট হয় ও সে দৈব-পিতৃ-কার্য্যে সর্ব্বদা অনধি-কারী ও অশুচি থাকে এবং অন্তে সূর্য্য-চন্দ্রের অবস্থিতি-কালপর্য্যন্ত শূলতুল্যতীক্ষ্ণদন্তবিশিষ্ট কৃমিগণকর্তৃক ভক্ষিত হইয়া কালসূত্রনামক নরকে বাস করে। সেই পাপী নরক হইতে উত্থান করত যদিও ভারতে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে ষষ্টিসহস্র বৎসর বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া বাস করে; তৎপরে সহস্রকোটি বৎসর গৃধ্র, অতঃপর শতজন্ম শূকর, শতজন্ম শ্বাপদ, শতজন্ম শৃগাল, সপ্তজন্ম সর্প ও সপ্তজন্ম কাকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে; এইরূপে সকল যোনিতে ক্রমান্বয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার পরে মনুষ্যযোনিতে জন্ম গ্রহণ করত মূক, গলিতকুষ্ঠযুক্ত ও সদা আতুর হয়। তাহার পরজন্মে পশুঘাতী ব্যালগ্রাহী হয়, তৎপরে নরঘাতক ধর্ম্মহীন দস্যু হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহার পর রজক, তৎপরে তৈলবিক্রেতা, অবশেষে সর্ব্বদা অশুচি দেবল ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করে। কোন ব্যক্তি যদি উপবাসে অসমর্থ হয় তাহা হইলে অন্ততঃ একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, অথবা অন্নের দ্বিগুণ-পরিমিত ধন ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। অথবা সহস্র-পরিমিত সাবিত্রীমন্ত্র জপ করিবে, কিম্বা মানবগণ সেই ব্রত পালনার্থ দ্বাদশবার প্রাণায়াম করিবে। বৎস! ধর্ম্মমুখে যাহা শুনিয়াছিলাম সেই সমস্ত ব্রতোপবাস ও পূজাবিধান বর্ণন করিলাম। ৬০—৮৬।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, মহর্ষে! তৎপরে বসুদেব গোকুলে যশোদামন্দিরে কৃষ্ণকে রাখিয়া স্বগৃহে গমন করিলে, নন্দ কিরূপ পুত্রের উৎসবক্রিয়া করিলেন? হরি, নন্দভবনে কত কাল অবস্থান করিলেন এবং কি কি কার্য্য করিলেন? প্রভো! তাঁহার বাল্যক্রীড়া অবধি সমস্ত ক্রমে ক্রমে বর্ণনা করুন। পূর্ব্বে হরি রাধার নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা কিরূপে প্রতিপালন করিলেন? রাসমণ্ডল কিরূপ? বৃন্দা-বনই বা কি প্রকার? এবং ভগবানের রাসক্রীড়া ও জলক্রীড়া সমস্তই বর্ণন করুন। প্রভো! নন্দ, রোহিণী ও যশোদা, কিরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন? হরির পূর্ব্বে বলদেবের কোথায় জন্ম হইল? তাহা প্রকাশপূর্ব্বক বর্ণনা করুন। হরির অদ্ভুত আখ্যান অমৃতখণ্ডসদৃশ, বিশেষতঃ কবিগণের মুখে বর্ণিত হইলে প্রতিপদে নূতন ভাব গ্রহণ করে; অতএব স্বীয় রাসমণ্ডল ও ক্রীড়া আপনি বর্ণনা করুন; পরোক্ষ-বর্ণিত কাব্য অপেক্ষা দৃশ্য বর্ণন প্রশস্ত; আপনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপ এবং যোগীন্দ্রগণের গুরুরও গুরু, যিনি যাঁহার অংশসম্ভূত তিনি তাঁহার সুখেই সুখী। আপনিই বর্ণনা করিয়াছেন যে, আপনারা উভয়ে শ্রীহরির পাদপদ্মে বিলীন ছিলেন; অতএব আপনি সাক্ষাৎ গোলোকনাথের অংশস্বরূপ ও তাঁহারই তুল্য মহানুভব। নারায়ণ বলিলেন, ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত, গণেশ, ধর্ম্ম, কূর্ম্ম, আমি, নর ও কার্ত্তিকেয়, আমরা নয় জন শ্রীকৃষ্ণের অংশজাত। গোলোকনাথের আশ্চর্য্য মহিমা, কে বর্ণন করিতে সমর্থ হয়? হে নারদ! যে মহিমা আমরাই জানিতে পারিলাম না, পণ্ডিতগণ তাহা কি জানিবে? বরাহাবতার, বামন, কল্কী, বুদ্ধ, কপিল, মীনাবতার, ইঁহারা হরির অংশসম্ভূত; এইরূপ অন্যও কালসম্ভূত কত অবতার আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। রাম ও নৃসিংহ উভয়ে পূর্ণাবতার ও শ্বেতদ্বীপে বিরা-জিত; বৈকুণ্ঠে ও গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরিপূর্ণতম। ১—১০। হরি গোকুল ও গোলোকে দ্বিভুজ মুরলী-ধারী রাধাকান্ত এবং তিনিই বৈকুণ্ঠে রূপভেদে চতুর্ভুজ

কমলাকান্ত। তাঁহারই নিত্য তেজ যোগিগণ নিয়ত চিন্তা করিয়া থাকেন এবং ভক্তগণও তাঁহার পাদপদ্ম নিত্য ধ্যান করেন; তেজস্বী ব্যক্তি ব্যতীত তেজ থাকিবে কিসে? বিপ্র! যশোদা, নন্দ ও রোহিণী যেরূপে তপস্যা করিয়া যে কারণে হরির মুখকমল দর্শন করিতে পারিয়াছিলেন, সেই তপোবিষয় এক্ষণে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। বসুগণের শ্রেষ্ঠ নন্দ পূর্ব্বে দ্রোণ নামে তপোধন ছিলেন। সেই দ্রোণ মহর্ষির পত্নীর নাম ধরা ছিল। সেই ধরাই যশোদারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং সর্পমাতা কদ্রু রোহিণীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁদের জন্ম-চরিত বলিতেছি বিশেষরূপে অবগত হও। হে মুনে! একদা ধরা ও দ্রোণ পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমে গন্ধমাদনে গৌতমের আশ্রমসমীপে উপস্থিত হইয়া সুপ্রভানদীতীরে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের নিমিত্ত অযুত বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করিলেন। তৎপরে তপস্বিনী ধরা ও দ্রোণ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন না পাইয়া বৈরাগ্যবশতঃ অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। ১৪—২১। তখন তাঁহাদের মুমূর্ষু ভাব দর্শন করিয়া এই দৈববাণী হইল যে, হে বসুশ্রেষ্ঠ! তোমরা জন্মান্তরে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের বন্দিত মুনিগণের ধ্যানযোগ্য ও যোগিগণের দুর্দর্শ সেই ভগবান্‌কে পৃথিবীতে গোকুলে পুত্ররূপে দর্শন করিবে। তৎপরে দ্রোণ ও ধরা সেই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া সুখে স্বভবনে গমন করিলেন। কালক্রমে তাঁহারা উভয়ে ভারতভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া হরির মুখকমল দর্শন করিলেন। আমি যশোদা ও নন্দের চরিত্র বর্ণন করিলাম, এক্ষণে দেবতাদিগের সুগোপ্য রোহিণীচরিত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে মুনে! এক সময়ে দেবমাতা অদিতি ঋতুমতী হইয়া পুষ্পোৎসবদিবসে পতি কশ্যপকে চরদ্বারা সেই সংবাদ জানাইলেন। তাহার পর সুন্দরী অদিতি ঋতুস্নান করত রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হইলেন এবং বিবিধ বেশভূষা করত দর্পণে স্বীয় মুখকমল দর্শন করিলেন। তিনি কস্তূরীবিন্দুর সহিত সিন্দূরবিন্দু ও রত্নকুণ্ডলশোভাশালী পত্রাভরণ ধারণ করিলেন। তিনি স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে মনোহর গজ-মুক্তা বিন্যাস করিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ও নয়নযুগল শারদীয় বিকচপদ্মসদৃশ শোভাসম্পন্ন; তাঁহার মুখমণ্ডল বক্রভঙ্গিমাযুক্ত, কজ্জল রচনাতে উজ্জ্বল, বিচিত্রভাবে বিরাজিত এবং তাহাতে দন্তপংক্তি পক্ব-দাড়িম্ব-বীজের ন্যায় শোভিত। ২২—৩০। সেই মুখমণ্ডলে অধরোষ্ঠ পক্ববিম্বফলসদৃশ মনোহর; তিনি অত্যন্ত কমনীয় ও মুনীন্দ্রগণের চিত্তের মোহোৎপাদক স্বীয় মনোহর মুখমণ্ডল আদর্শতলে দর্শন করিয়া স্বগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নিরন্তর আগমনপথ নিরীক্ষণ করিয়া, কামবাণে পীড়িত হইতে লাগিলেন। তৎপরে অদিতি, কশ্যপ কদ্রুসহ ক্রীড়াতে আসক্ত হইয়াছেন, এবং তাঁহার বক্ষঃস্থলে নিয়ত অবস্থান করিতেছেন, এই বার্ত্তা সেই রসভাব সমারম্ভ-কালে শুনিতে পাইলেন। তখন অত্যন্ত কোপযুক্ত হইয়া রতিকাতরা সাধ্বী অদিতি হতাশা হইলেন এবং প্রেমবশতঃ স্বীয় পতিকে অভিশাপ না করিয়া সর্প-মাতা কদ্রুকে অভিসম্পাত করিলেন।—"সেই ধর্ম্মিষ্ঠার ধর্ম্মনাশিনী কদ্রু, দেবালয়ে অবস্থানের যোগ্যা নহে, পাপীয়সী এই স্বর্গলোক হইতে দূরে গমন করত মানব-যোনি প্রাপ্ত হউক।" তৎপরে কদ্রু চর-মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবমাতা অদিতিকেও শাপ প্রদান করিলেন যে, "সেই অদিতিও জরাযুক্তা হইয়া মর্ত্ত্যলোকে মানবযোনিতে গমন করুক।" এইরূপে উভয়ে শাপগ্রস্তা হইলে, তখন কশ্যপ কদ্রুকে সান্ত্বনা-বাক্য বলিতে লাগিলেন, হে সুহাসিনি! তুমি কালক্রমে আমার সহিত মর্ত্ত্যে গমন করিবে এবং শ্রীহরির মুখকমল দেখিতে পাইবে; অতএব প্রিয়ে ভয় ত্যাগ করিয়া প্রসন্না হও। এই কথা বলিয়া ভগবান্ কশ্যপ অদিতির গৃহে গমন করত তাঁহার বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। সেই ঋতুতেই অদিতির গর্ভে দেবরাজ জন্মগ্রহণ করেন; তৎপরে অদিতি দেবকীরূপে, কদ্রু রোহিণীরূপে ও কশ্যপ শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবরূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। হে মুনে! সকল গোপনীয় রহস্য ক্রমে বর্ণন করিলাম। এক্ষণে দীর্ঘকায় সহস্র ফণাধারী অনন্ত অপ্রমেয় বলদেবের জন্ম বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। রোহিণীরূপিণী বসুদেবের প্রিয়ভার্য্যা হইলেন। হে মুনে! সাধ্বী রোহিণী বসুদেবের আজ্ঞানুসারে বলদেবের রক্ষার্থ কংসভয়ে তথা হইতে গোকুলে পলায়ন করিয়া গমন করিলেন। তখন মায়াদেবী কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে দৈবকীর সপ্তম গর্ভ গোকুলে রোহিণীর জঠরে স্থাপন করিলেন; মায়া গর্ভসংক্রান্ত করিয়া কৈলাসে গমন করিলেন। তাহার কতিপয় দিবস পরে রোহিণী নন্দভবনে কৃষ্ণাংশস্বরূপ তপ্তস্বর্ণাভ ঈশ্বররূপ পুত্র প্রসব করিলেন। সেই নবজাত শিশুর বদনমণ্ডল ঈষদ্ধাস্যযুক্ত প্রসন্ন। তিনি ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত; তাঁহার জন্মমাত্রেই সমস্ত

দেবকুল আনন্দিত হইলেন এবং স্বর্গপুরে দুন্দুভি পটহ মৃদঙ্গ প্রভৃতির বাদ্য হইতে লাগিল। দেবগণ আনন্দিত হইয়া জয় শব্দ এবং শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। ৩১—৪৭। নন্দ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান করিতে লাগিলেন। তৎপরে ধাত্রী সেই বালকের নাড়ীচ্ছেদন করিয়া, তাহাকে স্নান করাইল। তখন গোপীগণ সকল আভরণে ভূষিত হইয়া উলুধ্বনি করিল। নন্দরাজ পর-পুত্রের উৎসব অতি আদরের সহিত করিলেন। যশোদাও সন্তুষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণীদিগকে নানাবিধ দ্রব্য, সিন্দূর, তৈল ও ধন ইত্যাদি প্রদান করিলেন। বৎস নারদ! তোমাকে নন্দ-যশোদার তপস্যা-লহরী, জন্ম ও রোহিণীর চরিত সমস্ত বলিলাম; এক্ষণে তোমার বাঞ্ছনীয়, সুখ মোক্ষপ্রদ, জন্ম-মৃত্যু-জরা-প্রভৃতিবিনাশক সারভূত নন্দপুত্রোৎসব শ্রবণ কর। কৃষ্ণচরিত মঙ্গলময়, বৈষ্ণবগণের জীবনতুল্য, সর্ব্বঅশুভনাশক ও শ্রীহরির ভক্তি ও দাস্যপ্রদ। বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে নন্দভবনে রাখিয়া সেই বালিকাকে গ্রহণ করত নিজ ভবনে গমন করিলেন। হে মুনে! সেই বালিকার চরিত্র পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে; তাহা আমার মুখেই শুনিয়াছ। এইক্ষণে গোকুলে মঙ্গলময় কৃষ্ণচরিত শ্রবণ কর। তাহার পর বসুদেব স্বভবনে গমন করিলে, যশোদা ও নন্দ জয়শ্রিত মঙ্গলময় সূতিকাগৃহে জাগরিত থাকিয়া দেখিলেন ভূমিষ্ঠ পুত্র, নবীননীরদ-সদৃশ শ্যামবর্ণ, অত্যন্ত সুন্দর, নগ্ন: সে গৃহের শিখর-দেশ অবলোকন করিতেছে। তাহার মুখমণ্ডল শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়; লোচনযুগল নীলইন্দীবর-সদৃশ; তিনি ক্ষণে হাস্য ও ক্ষণে রোদন করিতেছেন; তাঁহার শরীর ধূলিধূসরিত; কোন সময়ে তিনি হস্তদ্বয় ভূমিতে ন্যস্ত করিয়া পাদপদ্মপ্রসারণ করিতে উদ্যম করিতেছেন। নন্দ হরিকে এইরূপ দর্শন করিয়া প্রিয়ার সহিত অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন; ধাত্রী শীতল জলে সেই বালককে স্নান করাইয়া তাঁহার নাড়ীচ্ছেদ করিল। তখন গোপীগণ আনন্দে জয় শব্দ করিতে লাগিল। সেই সময়ে বৃহৎশ্রোণি চঞ্চল-স্তনী নানারূপ বলিকা ও বয়স্থা গোপিকাগণ ও ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ সকলেই সেই সূতিকা-গৃহাভিমুখে আগমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই বালককে দর্শন করত আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ বালককে ক্রোড়ে করত তাহাকে চুম্বন করিয়া রূপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎপরে নন্দ পরিধেরবস্ত্রসহ স্নান করিয়া ধৌত বস্ত্রযুগল ধারণ করত হৃষ্টচিত্তে পৌর্ব্বাপর্য্য-বিধি-অনুসারে সমস্ত সম্পাদন করিলেন; ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া বিবিধ মঙ্গল করত বাদ্য বাদন করাইলেন এবং বন্দী-দিগকে ধন প্রদান করিলেন। ৪৮—৬৪। তাহার পর নন্দ সানন্দে ব্রাহ্মণদিগকে ধন, রত্ন, প্রবাল ও হীরা প্রভৃতি আদরের সহিত প্রদান করিতে লাগিলেন। হে মুনে! নন্দরাজ তিলের সপ্তটী পর্ব্বত, সুবর্ণ, কাঞ্চন, রৌপ্য, ধান্যের পর্ব্বত, বস্ত্র, সহস্র গো, দধি, দুগ্ধ, চিনি, নবনীত, ঘৃত, মধু, মিষ্টান্ন, নারিকেল, লড্ডুক, সুস্বাদু মোদক, সকল শস্যোপযোগিনী ভূমি, বায়ুর ন্যায় বেগশালী ঘোটক, তাম্বুল ও তৈল প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য প্রদান করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন; এবং সূতিকাগার রক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে, তন্ত্র-মন্ত্রজ্ঞ মানবদিগকে এবং বৃদ্ধ গোপগণকে নিযুক্ত করিলেন। মহারাজ নন্দ বেদপাঠ ও মঙ্গলময় হরির নাম কীর্ত্তন করাইলেন, এবং ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদ্বারা দেবতাদিগের পূজা করাইলেন। তৎপরে বৃদ্ধা ও বয়স্থা বিপ্রপত্নীগণ সস্মিত বদনে স্বীয় বালকসহ নন্দভবনে আগমন করিলেন। নন্দ তাঁহাদিগকেও বিবিধ ধনরত্ন প্রদান করিলেন। তৎপরে বৃদ্ধা গোপালিকাগণ রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া নন্দভবনে আগমন করিল। নন্দ তাহাদিগকেও সূক্ষ্ম বস্ত্র, রৌপ্য ও সহস্র গো সাদরে প্রদান করিলেন। তাহার পর জ্যোতিষশাস্ত্রবিশারদ নানাবিধ সিদ্ধবাক্য গণকগণ পুস্তককরে নন্দভবনে আগমন করিল। নন্দরাজ তাহাদিগকে নমস্কার করত বিনয় করিলেন। তাহারা আশীর্ব্বাদ করত সকলে বালককে দর্শন করিল। হে ব্রহ্মশ্রেষ্ঠ! নন্দ এইরূপে সম্ভৃতসম্ভার হইয়া গণকদ্বারা বালকের ভবিষ্যৎ শুভা-শুভ গণনা করাইলেন। বালক শুক্লপক্ষীয় নিশা-করের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। হরি নন্দালয়ে মাতার স্তন্য পান করিয়া সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে মুনে! যশোদা ও রোহিণী উভয়েই সেই পুত্রোৎসবে হৃষ্টা হইয়া, সকল স্ত্রীদিগকে ধন, সিন্দূর, তাম্বুল প্রভৃতি প্রদান করিলেন। তাহারা আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বীয় মন্দিরে গমন করিল এবং যশোদা, রোহিণী ও নন্দ ইঁহারা আনন্দে গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৬৫—৭৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

———

দশম অধ্যায়।

নারায়ন বলিলেন, এদিকে কংস, সভামধ্যে স্বর্ণ-সিংহাসনে সুখে অবস্থান করিতেছেন, এক দিন গগনে এক দৈববাণী শুনিতে পাইলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।—হে মূঢ় নরাধিপ! কি করিতেছ? এইক্ষণে স্বীয় মঙ্গলের চিন্তা কর, তোমার বিনাশকর্ত্তা ধরণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এক্ষণে তাহার উপায় চিন্তা কর। বসুদেব, দৈবমায়াবলে তোমার বিনাশ-কারী স্বীয় তনয় নন্দকে প্রদান করিয়া তাঁহার কন্যা আনয়ন করত তোমাকে প্রদান করিয়াছে; সেই কন্যা স্বয়ং মায়া, বসুদেব পুত্র স্বয়ং হরি তোমার হন্তা; তিনি গোকুলে নন্দভবনে বৃদ্ধি পাইতেছেন; দৈবকীর সপ্তম গর্ভ প্রসব হয় নাই, তাহা নষ্ট হইয়াছে শুনিয়াছিলে, তাহা মিথ্যা; মায়া তাহাকে রোহিণী-জঠরে স্থাপন করিয়াছেন; তাহাতে শেষাংশ মহাবল বলদেবের জন্ম হইয়াছে; তোমার কালস্বরূপ তাঁহারা উভয়েই নন্দভবনে বর্দ্ধিত হইতেছেন। রাজা সেই দৈববাণী শুনিয়া নত-মস্তকে প্রগাঢ় চিন্তায় মগ্ন হইলেন; তৎপরে উন্মনস্ক হইয়া আহারাদি পরিত্যাগ করিলেন। তখন নীতিবিৎ কংসরাজ, প্রাণোপমা প্রিয়ভগিনী পূতনাকে সভামধ্যে আনয়ন করত বলিলেন; পূতনে! কোন কার্য্যের নিমিত্ত গোকুলে নন্দভবনে গমন করত স্বীয় স্তন বিষাক্ত করিয়া সেই নন্দ বালককে প্রদান করিবে। বৎসে! তুমি অতি বেগ-গামিনী ও মায়া-শাস্ত্রবিশারদা, অতএব মায়াবলে মনুষ্য-রূপ ধারণ করত নন্দালয়ে শীঘ্র গমন কর। পূতনে! তুমি দুর্ব্বাসাপ্রদত্তমন্ত্রবলে সর্ব্বত্রই গমনাগমন করিতে পার এবং নানা প্রকার রূপও ধারণ করিতে সক্ষমা। হে নারদ! কংসরাজ এই কথা বলিয়া বিরত ও ভীত হইলে কামচারিণী পূতনা কংসকে প্রণাম করত গমন করিল। ১—১২। তাহার পর পূতনা মায়াবলে তপ্তকাঞ্চনবর্ণা হইল ও নানারূপ অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া মালতীমাল্যযুক্ত কবরীভার ধারণ করিল এবং ভালদেশে কস্তূরীবিন্দুর সহিত সিন্দূরবিন্দু বিন্যস্ত করত রসনা-নূপুরের মনোহর কলশব্দে দিক্‌সকল মুখরিত করিয়া গমন করিল। কিয়দ্দুর গমন করত গোষ্ঠ প্রাপ্ত হইল; তাহার মধ্যে দুল্লঙ্ঘ্য গভীর-পরিখা-বেষ্টিত মনোহর নন্দালয় দেখিতে পাইল। সেই নগর বিশ্বকর্ম্মা, দিব্য প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মাণ করত তাহাকে ইন্দ্রনীল মকরত ও পদ্মরাগ প্রভৃতি মণি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছেন। নন্দাশ্রমের শিখরদেশ চিত্রিত সুবর্ণকলসে সুশোভিত হইয়া উজ্জ্বল শোভা সম্পাদন করিতেছে। গগনস্পর্শী চতুর্দ্বারযুক্ত প্রাকারমালায় সেই আশ্রম চারিদিকে বেষ্টিত। সেই প্রাকারস্থিত দ্বারসমূহে লৌহকবাট নিবদ্ধ রহিয়াছে এবং দ্বারপালগণ তাহাতে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে। সেই নগর রমণীয় সুন্দরীগণে পরিশোভিত হইয়া স্বীয় রম্যভাব বিস্তার করিতেছে। নন্দাশ্রম বিবিধ মুক্তা, মাণিক্য, স্পর্শমণি, ধন, রত্ন, স্বর্ণপাত্র, স্বর্ণ-ঘট ও কোটি কোটি দুগ্ধবতী গাভীতে পরিপূর্ণ; এবং নন্দপ্রতি-পালিত লক্ষ লক্ষ গোপকিঙ্করগণে পরিব্যাপ্ত ও কর্ম্মব্যগ্র সহস্র সহস্র দাসীসমূহযুক্ত। মনোহারিণী পূতনা সানন্দে সেই আশ্রমে প্রবেশ করিল। তখন গোপিকাগণ তাহাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দুষ্টা বলিয়া জানিতে পারিল না। তাহারা বিবেচনা করিল যে, লক্ষ্মী কি দুর্গা কৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত এই নন্দালয়ে আগমন করিয়াছেন। সকল গোপীগণ তাহাকে প্রণাম করত কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল এবং পাদ্য ও সিংহাসন প্রদান করিয়া মায়ারূপা পূতনাকে তাহাতে বসাইল। তখন দুষ্টা পূতনাও গোপবালকদিগের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করত সেই গোপীগণপ্রদত্ত পাদ্য সাদরে গ্রহণ করিয়া আসনে উপবেশন করিল। তৎপরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে ঈশ্বরি! আপনি কে? আপনার নিবাস কোথায়? আপনার নাম কি? কি জন্যই বা এখানে আগমন করিয়াছেন? অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা আমাদিগকে বলুন। মনোহরা পূতনা তাহাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগি-লেন, হে গোপিকাগণ! আমি মথুরাবাসিনী বিপ্রপত্নী, বহুকালে নন্দরাজের একটী সুসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বার্ত্তাবাহকের মুখে এইরূপ মঙ্গলসূচক বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নন্দভবনে আসিয়াছি। সেই বালককে দর্শন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিব, এই আমার অভিলাষ, অতএব পুত্র আনয়ন কর, তাহাকে দর্শন করত আশীর্ব্বাদ করিয়া গমন করি। যশোদা ব্রাহ্মণীর বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণপত্নীকে প্রণাম করত পুত্রকে তাহার ক্রোড়ে প্রদান করিলেন। ১৩—২৯। সুন্দরী পূতনা সেই বালককে ক্রোড়ে করিয়া বারংবার চুম্বন করত সুখে উপবেশন করিয়া বালককে স্তন পান করাইতে লাগিল। এবং বলিতে লাগিল, গোপ-সুন্দরি! আহা! তোমার এই বালকটী কি অদ্ভুত। কেমন সুন্দর! গুণে নারায়ণ-তুল্য। বালক, হৃষ্টচিত্তে তাহার বক্ষে অবস্থান করত

স্তন্য পান করিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং সেই বিষাক্ত দুগ্ধ সুধার ন্যায় তাহার প্রাণের সহিত পান করিলেন। সুন্দরী বালককে পরিত্যাগ করত প্রাণত্যাগ করিয়া বিকটবদনে উর্দ্ধমুখে ভূমিতে পতিত হইল। তৎপরে পূতনা স্বীয় নশ্বর স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহে প্রবেশ করত রত্নসারনির্ম্মিত দিব্যরথে শীঘ্র আরোহণ করিল। সেই রথ মনোহর দিব্য পারিষদবর্গে বেষ্টিত লক্ষ শ্বেতচামর ও লক্ষ দর্পণে পরিশোভিত এবং বহ্নির ন্যায় শুদ্ধ সূক্ষ্মবস্ত্রে নানারূপ চিত্রসমূহে ও রত্নকলসে মনোহর শোভাশালী। সেই রথ সুন্দর একশতচক্রযুক্ত এবং রত্নতেজে অত্যন্ত প্রদীপ্ত; পারিষদগণ তাহাকে সেই রথে তুলিয়া গোলোকধামে গমন করিলেন। গোপ-গোপিকাগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্মিত হইল; কংসও ইহা সম্পূর্ণরূপে শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। হে মুনে! যশোদা বালককে ক্রোড়ে করিয়া স্তন দান করিলেন। এবং ব্রাহ্মণদ্বারা শিশুর মঙ্গলকার্য্য করাইলেন। তাহার পর নন্দ আনন্দপূর্ব্বক পূতনার দেহ দাহ করিয়া সেই চিতাধূমে চন্দন অগুরু কস্তুরীতুল্য গন্ধ পাইলেন। নারদ বলিলেন, হে মুনে! রাক্ষসরূপিণী সেই পুণ্যবতী কে? কোন্ পুণ্যবলে সেই সতী শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দর্শন করিয়া কৃষ্ণমন্দিরে গমন করিল? নারায়ণ বলিলেন, বলিকন্যা রত্নমালা পিতার যজ্ঞসময়ে বামনের মনোহররূপ দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি পুত্রস্নেহে কাতরা হন, এবং মনে এই অভিলাষ করেন, যদি এই বামন আমার পুত্রসদৃশ হন তাহা হইলে ইঁহাকে স্তন দান করত বক্ষে ধারণ করি। কামপূরক কৃপানিধি হরি রত্নমালার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া জন্মান্তরে তাঁহার স্তন্য পান করত তাঁহাকে মাতৃগতি প্রদান করিলেন। পূতনা রাক্ষসী কৃষ্ণকে বিষাক্ত স্তন পান করাইয়া তাঁহার মাতৃস্বরূপা হইলেন এবং তৎপরে মুক্তি লাভ করিলেন। অতএব তাদৃশ দয়াময় হরি ব্যতীত আর কাহাকে ভজনা করিব? হে বিপ্র! শ্রীকৃষ্ণের গুণ বর্ণনা এইরূপে তোমার নিকটে করিলাম; অতঃপর পদে পদে সুমধুর শ্রেষ্ঠ বিষয় তোমাকে বলিতেছি। ৩০—৪৫।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, এক সময়ে নন্দপত্নী সাধ্বী যশোদা গোকুলে গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়া বালককে বক্ষে ধারণ করিয়াছেন, এমন সময়ে বাত্যারূপ তৃণাবর্ত্ত আসিতেছে; শ্রীহরি মনে মনে তাহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ভারযুক্ত হইলেন। হে মুনে! যশোদা তখন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হওয়াতে বালককে পরিত্যাগ করত শয্যায় শয়ন করাইয়া গৃহান্তে গমন করিলেন। এই সময়ে সেই স্থানে বাত্যারূপধারী অসুর বায়ুরূপে শ্রীহরিকে গ্রহণ করত ভ্রমণ করাইয়া শত যোজন দূরে গমনকরিল। তাহাতে বহু বহু বৃক্ষশাখা ভগ্ন হইল। এইরূপে গোকুল অন্ধকারে পরিপূর্ণ করিয়া মায়াবী পুনর্ব্বার সেই স্থানে পতিত হইল। তৎপরে শ্রীহরির সংস্পর্শে সে অসুর হইয়াও স্বীয় কর্ম্মভোগাবসান হইলে সুন্দর রথারোহণ করত হরিমন্দিরে গমন করিল। সেই অসুর পূর্ব্বে পাণ্ড্যদেশীয় রাজা ছিল; দুর্ব্বাসার শাপবশতঃ অসুরযোনি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শে মুক্তদেহে গোলোকধামে গমন করিল। সেই বাত্যাপ্রভাবে গোপ-গোপীগণ ভয়বিহ্বল হইল এবং বালককে শয়নীয় স্থানে না দেখিয়া ভয় ও শোকাকুলভাবে তাহারা স্বীয় বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে করিতে কেহ বা মূর্চ্ছিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ব্রজবাসিগণ অন্বেষণ করিয়া পুষ্পোদ্যানে গমন করত পদ্মের একদেশে সরোবরের তীরে জলসমীপবর্ত্তী প্রদেশে ধূলিধূসরিতাঙ্গ এবং নিরন্তর গগনমার্গ অবলোকনকারী ও যেন ভয়কাতর হইয়া অবিরত রোদনকারী সেই বালকরূপী ভগবান্‌কে দেখিতে পাইল। তখন নন্দ বালককে দেখিবামাত্র স্বীয় বক্ষে ধারণ করত তাঁহার মুখমণ্ডল অবিরত নিরীক্ষণ করিয়া সুখে রোদন করিতে লাগিলেন। রোহিণী যশোদাও বালককে দেখিয়া রোদন করিতে করিতে বক্ষে ধারণ করত মুহুর্ম্মুহু তাঁহার মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং যশোদা বালককে স্নান করাইয়া তাঁহার মঙ্গলজনক শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি করাইলেন, প্রসন্নবদনে তাঁহাকে স্তন প্রদান করিলেন। নারদ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! দুর্ব্বাসা পাণ্ড্যদেশীয় নৃপতিকে কেন অভিসম্পাত করিয়াছিলেন? সেই পুরাতন ইতিহাস বিচারপূর্ব্বক আমাকে বলুন। নারায়ণ ঋষি বলিলেন, পাণ্ড্যদেশীয় প্রতাপশালী সহস্রাক্ষ নরপতি কামবাণে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া স্ত্রীসহস্রসমভিব্যাহারে মনোহর নির্জ্জন প্রদেশ গন্ধমাদন পর্ব্বতে

নদীতীরস্থ পুষ্পোদ্যানে গমন করত সুখে বিহার করিতে লাগিলেন। ১—১৭। সহস্রাক্ষ বিপরীতাদি নানারূপ শৃঙ্গার ও কামিনীদিগের মুখে এবং কুচে নখ-দন্ত ক্ষত প্রভৃতি করিলেন। নৃপতীশ্বর যোগিশ্রেষ্ঠ সহস্রাক্ষ এইরূপে সহস্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নানাবিধ বিহার করত তৎপরে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। নারীগণ সকলে বিবস্ত্রা হইল, নৃপতিও নগ্ন হইয়া মনোরম পুষ্পভদ্রানদীতীরে বিহারে রত থাকিলেন। ঐ সময়ে মহামুনি দুর্ব্বাসা লক্ষশিষ্য-পরিবৃত হইয়া সেই পথে শঙ্করসমীপে গমন করিতেছিলেন। তখন মহামত্ত সহস্রাক্ষ তাঁহাকে দেখিয়া জল হইতে উত্থিত হইলেন না, প্রণামাদি কিছুই করিলেন না ও বাচিক অথবা হস্তদ্বারাও কোনরূপ সম্ভাষণ করিলেন না। মুনি তাহা দেখিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং কম্পিত অধরোষ্ঠে নৃপতিকে এই অভিসম্পাত করিলেন;—"পাপিষ্ঠ! তুই যোগভ্রষ্ট হইয়া অসুররূপে ধরাতলে গমন কর্। নরাধম! তুই ভারতে লক্ষবর্ষ অসুররূপে অবস্থান করিয়া তৎপরে শ্রীহরির পাদস্পর্শে পুনর্ব্বার গোলোক-ধামে গমন করিবি। হে মহিষীগণ! তোমরাও ভারতে স্থানে স্থানে রাজেন্দ্রগৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত মনোহারিণী রাজকন্যা হও।" মুনীন্দ্র এই কথা বলিয়া শঙ্করালয়ে গমন করিলেন। কৃপালু শিষ্যগণ তাহা শুনিয়া হাহা শব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মুনি গমন করিলে রাজা সেই নদীতটে রোদন করিতে লাগিলেন এবং সেই রমণীয়া রমণীগণ বিরহাতুরা হইয়া, "হে নাথ! হে রমণশ্রেষ্ঠ! তোমা ব্যতীত আমরা কোথায় যাইব? তুমিই বা কোথায় যাইবে" পুনঃপুনঃ এই কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিল; নাথ! আর কি তোমার সহিত শুনির্জ্জনে বিহার করিতে পারিব না? আর কি তুমি রাজ্য ভোগ করিবে না? আমরা কি আর গৃহে যাইতে পারিব না? শরচ্চন্দ্রের প্রভাশালী তোমার মুখকমল কি আর দেখিতে পাইব না? হে প্রাণ-বল্লভ! আর কি আমরা প্রসারিত বাহুযুগলে তোমাকে বক্ষে ধারণ করিতে পারিব না? নারীগণ সেই নদীতীরে রাজাকে সম্মুখে করত তাঁহার চরণ ধারণপূর্ব্বক সকলে এইরূপ বিলাপ করিয়া রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইল। হে নারদ! তখন রাজা অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া হরিপদাম্বুজ হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে নারীগণসহ সেই অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। তাহা দর্শনে গগনস্থিত দেবগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন এবং মুনিগণ এই কথা বলিলেন যে "দৈবই বলবত্তর।" সেই রাজাই তৃণাবর্ত্তরূপে হরির পাদস্পর্শে হরিমন্দিরে গমন করিলেন; মহিষীগণ ভারতে বাঞ্ছিত জন্ম লাভ করিলেন। শ্রীহরির উত্তম মাহাত্ম্য, মুনীন্দ্রের শাপ-কারণ ও নৃপতির শাপ হইতে মুক্তি, সমস্ত বর্ণন করিলাম। ১৮—৩৫।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

নারায়ণ ঋষি বলিলেন, এক দিন নন্দপত্নী যশোদা স্বীয় মন্দিরে বসিয়া ক্ষুধাতুর পুত্র গোবিন্দকে বক্ষে করত স্তন্য প্রদান করিতেছেন, এমন সময়ে বৃদ্ধা ও যুবতী কতকগুলি গোপিকা বালক-বালিকাসহ নন্দাশ্রমে আগমন করিল। শ্রীহরি স্তনপানে পরিতৃপ্ত না হইতেই যশোদা তাঁহাকে শীঘ্র শয্যায় রাখিয়া তাঁহার ঔত্থানিক মঙ্গলজনক কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত উঠিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাদিগকে তৈল, সিন্দূর, তাম্বুল, মিষ্ট বস্তু, ভূষণ ও বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করিলেন। এই সময়ে মায়াময় কৃষ্ণরূপী বালক, ক্ষুধায় রোদন করিতে করিতে মায়া-বশে চরণ প্রসারণ করিলেন, তখন তাঁহার চরণ প্রবীণ শকটে পতিত হইবামাত্র বিশ্বম্ভর হরির পদাঘাতে শকট চূর্ণ হইল। শকট ভগ্ন হইলে তাহার কাষ্ঠরাশি সেই স্থানে পতিত হইল এবং সেই শকট-স্থিত দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, নবনীত, মধু প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য ভূমে পতিত হইল। তখন গোপ গোপিকাগণ তাহা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল এবং সেই ভগ্ন শকটের কাষ্ঠরাশিমধ্যে শিশুকে দেখিয়া ভয়ে তথা হইতে পলায়ন করিল। তখন যশোদা ভাণ্ড সকল ভগ্ন হওয়াতে পতিত মধু, দুগ্ধ, কাষ্ঠ প্রভৃতি সমস্ত অপসারিত করিয়া, তাহার অভ্যন্তরস্থিত বালককে গ্রহণ করিলেন এবং মায়ায় রক্ষিতসর্ব্বাঙ্গ ও ক্ষুধায় আকুলিত রোদনপরায়ণ শিশুকে স্তন্যপ্রদান করিলেন এবং শোকে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন গোপসমূহ বালকবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিল; বালকগণ! এই শকট ভগ্ন হইল কেন? ইহার ত কোন কারণ দেখিতেছি না, তবে সহসা এই অদ্ভুত ব্যাপার হইল কেন? তাহা শ্রবণ করিয়া বালকগণ বলিল, হে গোপগণ! বলিতেছি শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণের

পদাঘাতে এই শকট ভগ্ন হইয়াছে। ব্রজবাসী গোপ-গোপীগণ তাহা শ্রবণ করিয়া হাস্য করিতে লাগিল এবং সেই সমস্ত কথা বিশ্বাস না করিয়া মিথ্যা জল্পনা বিবেচনা করিল; তৎপরে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সেই নন্দ-বালকের স্বস্ত্যয়নাদিকরিলেন। তখন শিশুর শরীরে হস্তপ্রদান করত স্বস্ত্যয়নকারী কোন ব্রাহ্মণ যে কবচ পাঠ করিয়াছিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! সেই সর্ব্বরক্ষণ কবচ তোমাকে বলিতেছি;—যখন জগতীনাথ হরি নিদ্রিত অবস্থায় জলশায়ী ছিলেন, তখন মধুকৈটভের ভয়ে ভীত হইয়া স্তুতিপরায়ণ হরিনাভি-পঙ্কজস্থিত ব্রহ্মাকে মায়াকর্তৃক এই কবচ প্রদত্ত হইয়াছিল। যোগনিদ্রা ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভয় দূরীভূত কর, হরি ও আমি থাকিতে তোমার ভয় কি? সুখে অবস্থান কর। তোমার বদন হরি রক্ষা করুন; মস্তক মধুসূদন রক্ষা করুন। তোমার চক্ষুর্দ্বয় শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করুন; নাসিকা রাধিকাপতি রক্ষা করুন। মাধব, তোমার কর্ণযুগল কণ্ঠ ও কপাল রক্ষা করুন এবং গোবিন্দ কপোল রক্ষা করুন; স্বয়ং কেশব তোমার কেশসমূহ রক্ষা করুন। তোমার অধরোষ্ঠ হৃষীকেশ ও দন্তপংক্তি গদাগ্রজ রক্ষা করুন; রাসেশ্বর রসনা ও বামন তালুকা রক্ষা করুন। তোমার বক্ষঃস্থল মুকুন্দ রক্ষা করুন, জঠর দৈত্যারি রক্ষা করুন, নাভি জনার্দ্দন রক্ষা করুন ও হৃদ্দেশ বিষ্ণু রক্ষা করুন। তোমার নিতম্ব ও গুহ্য পুরুষোত্তম রক্ষা করুন; জানুযুগল প্রভু জানকীপতি সর্ব্বদা রক্ষা করুন। সকল সঙ্কটে তোমার হস্তযুগল নৃসিংহ এবং পাদযুগল বরাহ সর্ব্বদা রক্ষা করুন। ঊর্দ্ধদেশে নারায়ণ এবং অধো-দেশে কমলাপতি রক্ষা করুন। পূর্ব্বদিকে গোপাল রক্ষা করুন; অগ্নিকোণে দশাস্যহন্তা রক্ষা করুন। তোমাকে নৈর্ঋতে বৈকুণ্ঠ, দক্ষিণে বনমালী, পশ্চিমে বাসুদেব রক্ষা করুন; অজ বিষ্টরশ্রবা বায়ুকোণে তোমাকে সতত রক্ষা করুন, উত্তরে অনন্তশক্তি ভগবান্ অনন্ত রক্ষা করুন। তোমাকে ঈশানকোণে ঈশ্বর রক্ষা করুন এবং সকল স্থানে শত্রুজিৎ রক্ষা করুন। রাঘব জলে স্থলে অন্তরীক্ষে এবং নিদ্রাতে তোমাকে রক্ষা করুন। হে ব্রহ্মন্! এই পরম অদ্ভুত কবচ তোমার নিকট বলিলাম। পূর্ব্বে শত্রুসহ দারুণ নির্লক্ষ্য ঘোর সংগ্রামে স্মরণ করিবামাত্র শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাকে এই কবচ প্রদান করিয়াছিলেন। আমার কবচ প্রাপ্তি-মাত্রই হরি গগনস্থিত হইয়া আমার রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। আমি পূর্ব্বে শতবর্ষ আকাশে শুম্ভাসুরের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া যখন এই কবচ প্রাপ্ত হইলাম, তখনি ইহার প্রভাবে সেই অসুর ভূতলে পতিত হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইল। শুম্ভ মৃত হইলে কৃপাসাগর গোবিন্দ আকাশমার্গে থাকিয়া আমাকে মালা এবং এই কবচ প্রদান করত গোলোকে গমন করিলেন। হে দেবর্ষে এই কল্পান্তরের বৃত্তান্ত তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম। এই কবচের প্রভাবে এবং আমরা থাকিতে তোমার কোন ভয় নাই। ১৭—৩২। কোটি কোটি ব্রহ্মার পতন প্রভৃতি সমস্তই আমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে; কিন্তু আমি হরিসহ প্রতিকল্পেই সর্ব্বদা স্থিরভাবে রহিয়াছি। এই কথা বলিয়া কবচ প্রদান করত যোগমায়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। তখন কমলোদ্ভব নিঃশঙ্কচিত্তে নাভি-কমলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই কবচ সুবর্ণ গুটিকাতে করিয়া কণ্ঠে, দক্ষিণ হস্তে অথবা বাহুতে বন্ধন করে; তাহার বিষ, অগ্নি, সর্প ও শত্রু হইতে কোন ভয় থাকে না; এবং জলে, স্থলে অন্তরীক্ষে ও নিদ্রায় ঈশ্বর স্বয়ং তাহাকে রক্ষা করেন। মানব এই কবচের প্রভাবে সংগ্রামে, বজ্রপাতে, বিপত্তিতে ও প্রাণসঙ্কটব্যাপারে নিঃশঙ্ক হয়। পূর্ব্বে এই কবচ কণ্ঠে ধারণ করিয়া শিব অবলীলাক্রমে দুরন্ত ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়াছেন এবং এবং কালী এই কবচ ধারণ করিয়া রক্তবীজকে ভক্ষণ করিতে সক্ষমা হইয়াছিলেন। সহস্রশিরা অনন্ত এই কবচ ধারণ করত পৃথিবীকে তিলবৎ মস্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সনৎকুমার, সকল কর্ম্মের সাক্ষী ধর্ম্ম ও আমি, আমরা এই কবচের প্রভাবে সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়াছি। বিপ্র, সেই কবচ নন্দবালকের কণ্ঠে অর্পন করিলেন। হরি স্বীয় কবচ স্বয়ং কণ্ঠে ধারণ করিলেন। হে মুনে! তোমার নিকটে অনন্ত অচ্যুত শ্রীহরির ও তাঁহার কবচের অতুল প্রভাব সমস্ত বর্ণন করিলাম। ৩৩—৪২।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! আমি, পাপহর বিঘ্ননাশন পুণ্যকর অপর শ্রীকৃষ্ণ-মহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি;—শ্রবণ কর। একদা নন্দপত্নী যশোদা রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিয়া, ক্ষুধিত কৃষ্ণকে বক্ষে করত তাঁহাকে স্তন প্রদান করিতেছেন; এরূপ সময়ে তথায় শিষ্যসমূহপরিবৃত ও ব্রহ্মতেজে প্রজ্জ্বলিত এক বিপ্রেন্দ্র আগমন করিলেন। সেই বিপ্রবর শুদ্ধস্ফটিক-

মালাদ্বারা নিয়ত পরব্রহ্ম জপ করিতেছেন। তিনি দণ্ড ও ছত্রধারী। তাঁহার দন্তপঙ্‌ক্তি শুক্লবর্ণ ও শুক্লবর্ণ বস্ত্র পরিধান। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে অদ্বিতীয় ও বেদ-বেদাঙ্গপারদর্শী। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ তপ্তকাঞ্চনতুল্য জটাভার ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার বদনমণ্ডল শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায়, অঙ্গ গৌরবর্ণ ও লোচনদ্বয় পদ্মসদৃশ। সেই দ্বিজ, ধূর্জ্জটির শিষ্য ও গদাধরের শুদ্ধ ভক্ত এবং যোগীন্দ্র; তিনি ব্যাখ্যামুদ্রাযুক্তকরে শিষ্যগণের অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। তিনি অবলীলাক্রমে বেদের এত ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, যেন চতুর্ব্বেদ এক-দেহধারণ-পূর্ব্বক মূর্ত্তিমান্ হইয়া আগমন করিয়াছেন বোধ হইল। তাঁহার কণ্ঠে সাক্ষাৎ সরস্বতী বিরাজমানা। তিনি সিদ্ধান্তবিশারদ; দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে ধ্যান-পরায়ণ। সেই দ্বিজ জীবন্মুক্ত, সিদ্ধির ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র যশোদা গাত্রোত্থান করত প্রণাম করিলেন এবং পাদ্য, অর্ঘ, মধুপর্ক ও স্বর্ণ সিংহাসন প্রভৃতি প্রদান করত স্বীয় বালকদ্বারা তাঁহাকে বন্দনা করাইলেন। মুনিও মনে মনে হরিকে শত শত প্রণাম করিলেন এবং প্রীত হইয়া বেদমন্ত্রোচ্চারণে আশীর্ব্বাদ করিলেন। যশোদা শিষ্যদিগকেও প্রণাম করিলে, তাঁহারা তাঁহাকে উপযুক্ত আশীর্ব্বাদ করিলেন। যশোদা সেই মুনি-শিষ্যদিগকে পাদ্যাদি প্রদান করত পৃথক্‌রূপে আসন প্রদান করিলেন। মুনি, শিষ্যগণসহ পাদপ্রক্ষালন করিয়া আসনে উপবেশন করিলে, সতী যশোদা কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষিণী হইলেন, তখন স্বীয় ক্রোড়ে বালককে রাখিয়া ভক্তি-নত মস্তকে বলিতে লাগিলেন, মহর্ষে! আপনি আত্মারাম; যদি আপনাকে মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতে আমি অক্ষমা; তথাপি আপনার নাম ও মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতেছি; তাহাতে যদি কোন দোষ হয়, তাহা বুদ্ধিহীনা অবলা বলিয়া ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; যেহেতু, সাধুগণ মূঢ় ব্যক্তির দোষ সতত ক্ষমা করিয়া থাকেন। প্রভো! আপনি কি মহর্ষি অঙ্গিরা, অত্রি, মরীচি, গৌতম? কিংবা ক্রতু, প্রচেতা, পুলস্ত্য, পুলহ, দুর্ব্বাসা? অথবা কর্দ্দম, বসিষ্ঠ, গর্গ, জৈগীষব্য দেবল? কি স্বয়ং প্রভু কপিল, সনৎকুমার, সনক, সনন্দ? সনাতন, বোঢ়ু, অথবা পঞ্চশিখ, আসুরি? অথবা সৌভরি, বিশ্বামিত্র, বাল্মিকি, বামদেব, কশ্যপ? কিম্বা সম্বর্ত্ত, উতথ্য, কচ, বৃহস্পতি, ভৃগু, শুক্র, চ্যবন? অথবা নর কি নারায়ণ, আপনি কি শক্তি, পরাশর, ব্যাস? কিম্বা জৈমিনি কি শুকদেব? আপনি মার্কণ্ডেয়, লোমশ, কণ্ব কাত্যায়ন? আস্তীক, জরৎকারু, ঋষ্যশৃঙ্গ বিভাণ্ডক, পৌলস্ত্য অগস্ত্য, শরদ্বান্, শৃঙ্গি, সমীক, অরিষ্টনেমি, মাণ্ডব্য, পৈল, পাণিনি, কণাদ শাকল্য, শাকটায়ন, অষ্টাবক্র, ভাণ্ডরি সুমন্ত্র, বৎস, জাবালি, যাজ্ঞবল্ক্য, বৈশম্পায়ন, যতি, হংসী, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয় করথ, উপমন্যু, গৌরমুখ, অরুণি ঔর্ব্ব, কাক্ষিবান্, ভরদ্বাজ, বেদশিরা, শঙ্কুকর্ণ, শৌনক এই সমস্ত পুণ্য-শ্লোকগণের মধ্যে আপনি কে? তাহাই আমাকে বলুন, যদিও আমি প্রত্যুত্তরের যোগ্যা নহি, তাহা হইলেও আপনার বলা কর্ত্তব্য। ১—২৭। কিঙ্কর কিম্বা কিঙ্করী ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে; যে যাহার সেবানিরত, সে তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে? আমি অতি ধন্যা এবং জানিলাম কর্ত্তব্য কার্য্যও আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমার জীবন সফল এবং আপনার পাদপদ্মের রজঃস্পর্শে আমার কোটিজন্মসঞ্চিত পাপরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। আপনার পাদোদকস্পর্শে বসুন্ধরা পবিত্রা হইলেন এবং আপনার আগমনমাত্রেই আমার এই আশ্রম তীর্থতুল্য হইয়াছে। হে ব্রাহ্মণ! শ্রুতিতে যে যে মহাত্মা মহাজনদিগের কথা শুনিয়াছি, আপনি তাহার মধ্যে এক জন হইবেন; আমি পূর্ব্ব-পুণ্যবলে আপনাকে দেখিতে পাইলাম। মূর্ত্তিমান্ বেদস্বরূপ এবং গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্ন ভাস্করসদৃশ আপনার এই শিষ্যগণও পাদরেণুদ্বারা আমার কুল এবং গোকুলকে সদা পবিত্র করিলেন। আপনারা প্রসন্নমনে এই বালককে আশীর্ব্বাদ করুন; বিপ্রগণের আশীর্ব্বাদপূর্ণ স্বস্ত্যয়নস্বরূপ এবং অতি মঙ্গলার্হ। নন্দপত্নী এই কথা বলিয়া ভক্তিপূর্ব্বক মুনির সমক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নন্দকে আনিবার নিমিত্ত চর পাঠাইলেন। যশোদার বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ হাস্য করিতে লাগিলেন এবং শিষ্যগণও অত্যন্ত হাস্যবিকাশে দশদিক্ উদ্ভাসিত করিলেন। ২৮—৩৪। তখন শুদ্ধবুদ্ধি গর্গমুনি আনন্দিতচিত্তে যশোদাকে হিতকর সত্যনীতিযুক্ত ও প্রীতিকর বাক্য বলিলেন। তোমার বাক্য লৌকিক সময়োচিত ও সুধাময়। যাহার যে কুলে জন্ম হয়, সে তদ্রূপই হইয়া থাকে। গিরিভানু সমস্ত গোপরূপ পদ্মের ভাস্করসদৃশ; তাঁহার পত্নী পদ্মাসদৃশী পদ্মাবতী, তুমি সেই পদ্মাবতীর কন্যা যশোবর্দ্ধিনী যশোদা; তুমি গোপ-শ্রেষ্ঠ নন্দকে প্রাণবল্লভ পাইয়াছ। তুমি যে, নন্দ যে, আর এই বালক যে ব্যক্তি, তাহা আমি জানি;

কিন্তু নির্জ্জনে নন্দসমীপে তাহা বলিব। আমি যদুবংশীয় বহুকালের পুরোহিত; আমার নাম গর্গ, বসুদেব অনন্যসাধ্য কার্য্যের নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে নন্দ চরমুখে বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আগমন করত মস্তকদ্বারা সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন; তৎপরে শিষ্যদিগকে প্রণাম করিলে, তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপরে মুনিবর আসন হইতে উত্থান করত নন্দ ও যশোদাকে লইয়া কোন রমণীয় গৃহাভ্যন্তরে গমন করিলেন। নন্দ সপুত্রা যশোদা ও গর্গ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, তখন নির্জ্জনে গর্গ তাঁহাদিগকে নিগূঢ় বাক্য বলিলেন; হে নন্দ! তোমার শুভাবহ বাক্য বলিতেছি এবং আমাকে যে কারণ বসুদেব প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। ৩৫—৪৫। বসুদেব, সূতিকাগারে এই শিশুকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন; এই বালক নিশ্চয় তোমার জ্যেষ্ঠস্বরূপ বসুদেবের পুত্র; বসুদেব কংস-ভয়ে তোমার কন্যাকে লইয়া মথুরায় গমন করিয়াছেন। ইহার অন্নপ্রাশন ও নামকরণের নিমিত্ত গোপনভাবে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার উদ্‌যোগ কর। এই শিশু পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ, ইনি মায়াবলে বিধাতার প্রার্থনানুসারে ভারাবতারণের নিমিত্ত মহীতলে অব-তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি গোলোকনাথ ভগবান্ রাধিকা-পতি শ্রীকৃষ্ণ এবং সেই বৈকুণ্ঠস্থিত কমলাকান্ত নারায়ণ। ইনি-ই শ্বেত-দ্বীপ-নিবাসী তোমাদের রক্ষা-কর্ত্তা বিষ্ণু, ইনি-ই অজ, কপিল প্রভৃতি ও নরনারায়ণ ঋষি ইহাঁরই অংশ। সকলের তেজোরাশি একত্র হইয়া মূর্ত্তিমান্‌রূপে বসুদেবকে দর্শন প্রদান-পূর্ব্বক শিশুরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি সূতিকাগার হইতে তোমার আলয়ে আগমন করিয়াছেন, ইনি অযোনিসম্ভব হইয়া মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হরি মায়াবলে মাতৃগর্ভ বায়ুপূর্ণ করত স্বীয় মূর্ত্তি বসুদেবকে দর্শন করাইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। হে বল্লব! যুগে যুগে ইহাঁর নামভেদ এবং বর্ণভেদ হইয়া থাকে;—প্রথম শুক্ল, তৎপরে রক্ত, তৎপরে পীত এবং বর্ত্তমানযুগে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন। ইনি সত্যযুগে শুক্লবর্ণ ও তীব্রতেজে আবৃত ছিলেন এবং ত্রেতাতে রক্তবর্ণ ও দ্বাপরে পীতবর্ণ ছিলেন। এই কলিযুগে ইনি কৃষ্ণবর্ণ,—শ্রীমান্ তেজোরাশিস্বরূপ পরিপূর্ণতম ব্রহ্ম। এই জন্য ইহাঁর নাম কৃষ্ণ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। 'কৃষ্ণ' এই নামের ককার ব্রহ্মবাচক, ঋকার অনন্ত-বাচক ষকার শিববাচক ও ণকার ধর্ম্মবাচক এবং অকারে শ্বেতদ্বীপনিবাসী বিষ্ণু বুঝায় ও বিসর্গে নর-নারায়ণ বুঝায়। ইনি সকল তেজের রাশি, সর্ব্ব-মূর্ত্তিস্বরূপ, সর্ব্বাধার ও সকল বীজস্বরূপ; এই জন্য ইহাঁর নাম কৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কৃষ্ ধাতুর অর্থ নির্ব্বাণ, ণকার মোক্ষবাচক; অকার দাতৃবাচক, অতএব ইহাঁতে সেই সমস্ত গুণ আছে বলিয়া প্রভু কৃষ্ণ নামে অভিহিত হইয়াছেন। কৃষ্ ধাতু কর্ম্মনির্ম্মূলবাচক, ণকার দাস্যবাচক ও অকার প্রাপ্তিবাচক; ইনি নিষ্কাম দাস্য প্রদান করেন বলিয়া ইহাঁর নাম কৃষ্ণ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। ৪৬—৬২। হে ব্রজরাজ নন্দ! ভগবানের কোটি নাম স্মরণ করিয়া মানব যে ফল লাভ করে; 'কৃষ্ণ' এই নামটী একবারমাত্র স্মরণ করিলেই তদ্রূপ ফললাভ হয়; কৃষ্ণ-নামস্মরণে যেরূপ পুণ্য হয়, কথনে এবং শ্রবণেও তদ্রূপ হয়। এই কৃষ্ণ-নাম স্মরণ ও শ্রবণাদিতে মানবের কোটিজন্ম-সঞ্চিত পাপরাশি দূরীভূত হয়; তাহাতে সন্দেহ নাই। বিষ্ণুর সমস্ত নামের মধ্যে "কৃষ্ণ" এই সুন্দর নামটী সমস্ত নাম হইতে সারভূত, পরাৎপর, মঙ্গলময় এবং ভক্তি ও দাস্যপ্রদ। ভক্ত ব্যক্তি নামের আদ্যক্ষর ককার উচ্চারণেই জন্ম-মৃত্যু-হর বৈকল্য মুক্তি লাভ করে, এবং ঋকারোচ্চারণে অতুল দাস্য, ষকারোচ্চারণে নিশ্চলা ভক্তি, ণকারো-চ্চারণে তাঁহার সহিত অভিলষিত সহবাস ও বিসর্গো-চ্চারণে তাঁহার সারূপ্য লাভ করে; ইহাতে কোনও সংশয় নাই। হে নন্দ! কৃষ্ণনামের ককারোচ্চারণে যমকিঙ্করগণ কম্পিত হয়; ঋকারে অনিষ্টসমূহ, ষকারে পাতকরাশি, ণকারোচ্চারণে রোগচয় এবং অকারোচ্চারণে মৃত্যু, সকলেই কম্পিত হইয়া থাকে। তাহা হইলে নামোচ্চারণে যে ইহারা নিশ্চয় ভীত হইয়া পলায়ন করিবে; তাহাতে সন্দেহ কি? হে ব্রজেশ্বর! যেস্থানে কৃষ্ণ-নামের কথন, শ্রবণ ও গান হয়, গোলোক হইতে কৃষ্ণকিঙ্করগণ রথ লইয়া সেই স্থানে ধাবিত হয়, সাধু পণ্ডিতগণ পৃথিবীর ধূলিকণার সংখ্যা করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন; কিন্তু কৃষ্ণনামের মহিমা কিছুতেই সংখ্যা করিতে পারেন না। পূর্ব্বে এই নামের মহিমা শিবমুখে কিছু শ্রুত হইয়াছি এবং আমার গুরু এই নামের গুণ ও প্রভাব কিছু জানেন; কিন্তু ব্রহ্মা, অনন্ত, ধর্ম্ম, সুরর্ষি, মনু ও মানবগণ এবং বেদ; ইহাঁরা এই নামের মহিমায় ষোড়শভাগের এক ভাগও পরিজ্ঞাত নহেন। নন্দরাজ! আমি জ্ঞানবুদ্ধিক্রমে এবং গুরুমুখে যে কিছু শুনিয়াছি, তদনুসারে আপনার পুত্রের মহিমা

বর্ণন করিলাম। ৬৩—৭৪। হে ব্রজপতি! গুরু-মুখে ইহাঁর এই সমস্ত নাম শুনিয়াছি ;—যথা পীতাম্বর, কংসধ্বংসী, বিষ্টরশ্রবা, দৈবকীনন্দন, শ্রীশ, যশোদা-নন্দন, হরি, সনাতন, অচ্যুত, বিষ্ণু, সর্ব্বেশ, সর্ব্বরূপ-ধৃক্, সর্ব্বাধার, সর্ব্বগতি, সর্ব্বকারণ-কারণ, রাধাবন্ধু, রাধিকাত্মা, রাধিকাজীবন, রাধিকাসহচর, রাধা-মানস-পূরক, রাধাধন, রাধিকাঙ্গ, রাধিকাসক্তমানস, রাধা-প্রাণ, রাধিকেশ, রাধিকারমণ, রাধিকাচিত্তচোর, রাধা-প্রাণাধিক, প্রভু, পরিপূর্ণতম ব্রহ্ম, গোবিন্দ, গরুড়ধ্বজ, অতএব প্রজাপতি। আপনি শুভক্ষণে পুত্রের এই জন্মমৃত্যুহর নাম সমস্ত রক্ষা করুন। যেরূপ শুনিয়াছি তদনুসারে কনিষ্ঠের নাম নিরূপণ করিলাম, এক্ষণে জ্যেষ্ঠ হলীর নামসঙ্কেত বলিতেছি শ্রবণ কর। ইনি গর্ভে থাকা সত্ত্বে গর্ভের সঙ্কর্ষণ হইয়াছিল; এজন্য সঙ্কর্ষণ; বেদে ইহাঁর অন্ত নাই বলিয়া অনন্ত; ইনি অত্যন্ত বলবান, তজ্জন্য বলদেব; অবিরত হল ধারণ করেন বলিয়া হলী; শিতিবাস নীলবাস এবং মুষল ধারণ করেন; এজন্য মুষলী ও রেবতী সহ নিয়ত সম্ভোগ করেন বলিয়া রেবতী-রমণ; রোহিণীর গর্ভে বাস করিয়াছেন; এজন্য রৌহিণেয় ইত্যাদি আপনার জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম; আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহা বর্ণন করিলাম; তাহা হইলে নন্দরাজ! আপনি স্বগৃহে সুখে অবস্থান করুন, আমি নিজ মন্দিরে গমন করি। ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া নন্দ ও যশোদা নিশ্চেষ্ট হইয়া স্তব্ধপ্রায় হইলেন। বালক, আনন্দে হাস্য করিতে লাগিল। তৎপরে নন্দ বদ্ধাঞ্জলিকরপুটে বিনয়পূর্ব্বক ভক্তি-নত-মস্তকে মুনিকে প্রণাম করত বলিতে লাগিলেন, ভগবন্! আপনি যদি গমন করেন, তাহা হইলে, এরূপ কোন্ মহাত্মা আছেন যে, এই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন। অতএব আপনি স্বয়ং শুভক্ষণ নিরূপণ করিয়া ইহার নামকরণ ও অন্নপ্রাশন সম্পন্ন করুন। মুনে! রাধাপ্রাণাধিক প্রভৃতি যে দশ নাম বলিলেন, তাহার কারণ কি? এবং সেই রাধাই বা কে? তাহা আমাকে বিশেষরূপে বলুন। মুনিবর নন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করত বলিলেন, ব্রজরাজ! আপনাকে গোপনীয় নিগূঢ় তত্ত্ব বলিতেছি, শ্রবণ করুন। গর্গ বলিলেন, নন্দরাজ! পূর্ব্বে যে গোলোকবৃত্তান্ত শিবমুখে শুনিয়াছি, সেই পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে রাধিকাসহ শ্রীদামের মহাকলহ হয়, তাহাতে রাধিকা-শাপে শ্রীদাম দৈত্যযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, রাধিকাও তাহার শাপে গোকুলে গোপিনী হইয়াছেন।৭৫—৯২। রাধিকা, বৃষভানুসুতা তাহার মাতার নাম কলাবতী; কলাবতী কৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গসম্ভূতা-পতির অনুরূপা ভার্য্যা, তিনিও কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে গোলোকেই অবস্থান করিতেছেন; ঈশ্বরী মূলপ্রকৃতি দেবী রাধিকা অযোনি-সম্ভবা, সতী, মায়াবলে মাতার গর্ভবায়ু পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তৎপরে বায়ু-নিঃসরণকালে শিশুরূপ ধারণ করত কৃষ্ণের উপদেশক্রমে পৃথিবীতে সদ্য আবি-র্ভূতা হইয়াছেন। সেই রাধিকা এই ব্রজধামে শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রকলার ন্যায় বর্দ্ধিতা হইতেছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের তেজের অর্দ্ধভাগিনী হইয়া মূর্ত্তিমতী; একমূর্ত্তিই কৃষ্ণ-রাধিকারূপে বিভক্ত হইয়াছে। তাঁহাদিগের অভেদ বেদে নিরূপিত আছে। ইনি স্ত্রী, তিনি পুরুষ কিংবা ইনিই পুরুষ, তিনি স্ত্রী; তাহার কোন নিশ্চয় নাই; ইহাঁদের উভয় মূর্ত্তিই রূপে, গুণে, পরাক্রমে, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে ও সম্পদে সমান। রাধিকা পূর্ব্বে অবতীর্ণা হইয়াছেন বলিয়া তিনিই ইহাঁর অপেক্ষা বয়োধিকা। ইনি তাঁহাকে নিয়ত ধ্যান করেন, তিনিও ইহাঁকে নিরন্তর প্রিয়রূপে স্মরণ করেন। তিনি ইহাঁর প্রাণে গঠিত; ইনিও তাঁহার প্রাণে মূর্ত্তিমান্। ইনি রাধিকার অনুরোধে গোলোকে পূর্ব্বে যাহা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা প্রতিপালনের নিমিত্ত গোকুলে আগমন করিয়াছেন। হরি প্রতিজ্ঞাপালনের নিমিত্ত কংস-ভীতিচ্ছলে গোলোক হইতে আগমন করিয়াছেন, না হইলে ভয়েশ্বরের ভয়-সম্ভাবনা কোথায়? রাধা-শব্দের ব্যুৎপত্তি সামবেদে নিরূপিত হইয়াছে; নারায়ণ সেই ব্যুৎপত্তি নাভি-পঙ্কজস্থিত ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন; ব্রহ্মা সেই ব্যুৎপত্তি, ব্রহ্মলোকে শঙ্করকে বলিয়াছিলেন এবং শঙ্কর কৈলাসশিখরে আমাকে বলিয়াছেন। ৯৩—১০৪। নন্দরাজ! সেই ব্যুৎপত্তি দেবগণেরও দুর্লভ, সুরাসুর-দেবগণের বাঞ্ছিত এবং মুক্তিপ্রদ, তাহা আপনাকে বলিতেছি শ্রবণ করুন। রাধিকা-নামের আদ্য অক্ষর রকার উচ্চারণে কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ, শুভাশুভ কর্ম্মভোগ বিনষ্ট হয় ও আকার উচ্চারণে গর্ভবাস, মৃত্যু ও রোগ প্রভৃতি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ধকার উচ্চারণে আয়ুর বৃদ্ধি এবং আকার উচ্চারণে ভববন্ধন হইতে জীব মুক্ত হয়। এই রাধানাম শ্রবণ, স্মরণ ও উচ্চারণে জীবের কর্ম্ম ভোগ, গর্ভবাস এবং ভববন্ধনাদি যে এককালীন বিনষ্ট হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই। মানব রাধানামের রাকার উচ্চারণ করিলে কৃষ্ণপদাম্বুজে নিশ্চলা ভক্তি ও দাসত্ব লাভ করিয়া সর্ব্বেপ্সিত সদানন্দ সর্ব্বসিদ্ধির

আকর ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এবং ধকার উচ্চারণ করিলে জীবগণ সাষ্টি', সারূপ্য, মুক্তি, কৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞান এবং তত্তুল্য কাল সহবাস লাভ করে। আকার উচ্চারিত হইয়া শিবের ন্যায় দাতৃতা, তেজোরাশি, যোগশক্তি, যোগে মতি ও সর্ব্বকাল হরিস্মৃতি প্রদান করিয়া থাকেন। সেই রাধানামের স্মরণে, উচ্চারণে, শ্রবণে ও যোগে মোহজাল ও পাপ-রাশি ধ্বংসীভূত হয় এবং রোগ, শোক, মৃত্যু, যম প্রভৃতি সকলে তাহার নিকট ভয়ে কম্পিত হয়। রাধামাধবের স্তবাখ্যান যাহা শ্রুত হইয়াছি, তাহা জ্ঞানানুসারে যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন করিলাম; সম্পূর্ণ বর্ণন করিতে আমার ক্ষমতা নাই। নন্দ! ইঁহাদের উভয়ের এই বৃন্দাবনে বিবাহ হইবে। জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা তাহার পুরোহিত হইবেন এবং সেই কার্য্য অগ্নি সাক্ষী করিয়া নিষ্পন্ন হইবে। তোমার এই কৃষ্ণ কুবের-পুত্রমোচন, ক্ষীরনবনীতাদি ভক্ষণ, ধেনুকাসুর বধ, কাননে তাল ভক্ষণ ও অবলীলাক্রমে বক কেশী প্রলম্ব প্রভৃতির বধ সাধন করিবেন। ইনি দ্বিজ-পত্নী-দিগের নিকটে মিষ্টান্ন ভোজন ও পানীয় পান করিয়া তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান, শক্রযজ্ঞ-ভঙ্গ ও শক্র হইতে গোলোক রক্ষা করিবেন। ইনি গোপীগণের বস্ত্রহরণ-ব্রত সম্পাদন করিবেন এবং তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার বস্ত্র দান করত ঈপ্সিত বর প্রদান করিয়া বংশী দ্বারা তাহাদিগের মন হরণ করিবেন। এই বালক বসন্তকালে পূর্ণিমারাত্রিতে রাসমণ্ডলে সকলের হর্ষ-বর্দ্ধক অনির্ব্বচনীয় রাসোৎসব করিবেন। ইনি নব-সম্ভোগে গোপীগণের মনোরথ পূর্ণ করিয়া তাহাদের সহিত কুতূহলে জলক্রীড়া করিবেন। শ্রীদামের শাপ-হেতু ইঁহার সহিত গোপাল, গোপালিকা ও রাধার শত বৎসর পর্য্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটিবে। সেই বিচ্ছেদে ইনি মথুরায় গমন করিলে, গোপীগণের শোকোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি হইবে। তখন এই ভগবান্ তাহাদিগকে প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই গোপীগণ হইতে রথ ও অক্রূরের রক্ষা করিবেন এবং রথারোহণ করত তাহাদিগকে পুনর্ব্বার আসিব বলিয়া পিতা, ভ্রাতা ও ব্রজবালকগণের সহিত যমুনা পার হইবেন এবং অক্রূরকে স্নান দান ও জলে আত্মরূপ দর্শন করাই-বেন। তৎপরে সায়াহ্নে কৌতুকে নগরোৎসব দর্শন করিবেন এবং মালাকার, তন্তুবায় ও কুব্জার বন্ধন মোচন করিবেন। ইনি তাহার পর শঙ্করধনু ভগ্ন, যজ্ঞ-স্থান প্রদর্শন, গজমল্লদিগের বিনাশ ও রাজসভা পরিদর্শন করিবেন। তৎপরে ইনি কংস বধ ও পিতার কারাগার মোচন করিয়া আপনাদিগকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করত উগ্রসেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। ইঁহার জ্ঞানদানে উগ্রসেনের পুত্রবধূগণের শোকাপ-নোদন হইবে। ইনি ও ইঁহার ভ্রাতা উভয়েই উপনীত হইয়া গুরুমন্দিরে বিদ্যাভ্যাস করিবেন এবং মৃত গুরুপুত্রকে যমালয় হইতে আনয়নপূর্ব্বক গুরু-দক্ষিণা-স্বরূপে প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার গৃহে আগমন করত জরাসন্ধরাজের সৈন্যবর্গের ও দুরাত্মা যবনের ছলনা করিবেন। অতঃপর এই বালক দ্বারকা নির্ম্মাণ করত মুচুকুন্দকে মুক্ত করিয়া যাদবগণের সহিত দ্বারকায় গমন করিবেন। ইনি তথায় স্ত্রীগণসহ বিহার, তাহাদের সহিত ক্রীড়া ও তাহাদের পুত্রপৌত্রাদির সৌভাগ্য বর্দ্ধন করিবেন। ইনি মণি অপহরণরূপ মিথ্যা কলঙ্কিত হইয়া তাহা মোচনপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সাহায্য করত পৃথিবীর ভারাবতারণ করিবেন। ইনি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ অবলীলাক্রমে নিষ্পন্ন করিয়া পারিজাত হরণ করত শক্রের অহঙ্কার চূর্ণ করিবেন। ১০৫—১৩২। ইনি সত্যার ব্রত পূর্ণ, বাণের ভুজ কর্ত্তন, শিবসৈন্যের দমন, হরের জৃম্ভণ, বাণতনয়ার হরণ ও বাণপুর হইতে অনিরুদ্ধের উদ্ধার করিবেন এবং বাণপুরী দাহ, বিপ্রের দারিদ্র্যভঞ্জন, বিপ্রপুত্র প্রদান ও দুষ্টদমনাদিও করিবেন। ইনি তৎপরে তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং পুনর্ব্বার রাধিকাসহ ব্রজে আগমন করিবেন। এই গোলোকনাথ জগৎপতি, সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া দ্বারকাতে পরম ব্রহ্ম নারায়ণাংশ স্থাপনপূর্ব্বক রাধিকাসহ পুনর্ব্বার গোলোকধামে গমন করিবেন। গোলোকপতি গমন করিলে, নারায়ণ লক্ষ্মীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন। নরনারায়ণ ঋষিদ্বয় ধর্ম্মগৃহে গমন করিবেন। বিষ্ণু ক্ষীরোদসাগরে গমন করিবেন। হে নন্দরাজ! তোমার সমীপে বেদনির্ণীত ভবিষ্যৎ বিষয় বর্ণন করিলাম; সম্প্রতি যে কর্ম্মের জন্য আগমন করিয়াছি, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। মাঘমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে গুরুবারে তোমার পুত্রের চন্দ্র তারা শুদ্ধ আছে এবং রেবতী নক্ষত্র; ঐ দিনে শুভক্ষণে কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। উক্ত দিবসে মীনলগ্নে চন্দ্র অবস্থান করাতে চন্দ্রের সম্পূর্ণ দৃষ্টি আছে এবং বণিজকরণ ও সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট মনোহর শুভযোগও আছে। এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপযোগী সুদুর্লভ শুভদিনে পণ্ডিতগণের সহিত আলোচনা করিয়া সানন্দে এই কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। মুনীশ্বর এই কথা বলিয়া বহির্ভবনে আগমন

করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন নন্দ ও যশোদা সানন্দচিত্তে কর্ম্মের উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৩৩—১৪৩। ইতিমধ্যে গর্গকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গোপগোপিকা ও বালক বালিকাগণ নন্দভবনে আগমন করিল। তাহারা মুনিশ্রেষ্ঠকে দেখিল;—তিনি গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্ন ভাস্করসদৃশ শিষ্যগণে পরিবৃত ও ব্রহ্মতেজপ্রভাবে প্রদীপ্ত; শিষ্যগণ সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাকে গূঢ় যোগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছে; তিনি সানন্দচিত্তে নন্দভবনের শোভা সন্দর্শন করিতেছেন; তিনি রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া করে যোগমুদ্রা ধারণ করত অবস্থান করিতেছেন এবং জ্ঞানচক্ষুদ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান দর্শন করিতেছেন। মুনিবর সিদ্ধমন্ত্রপ্রভাবে হৃদ্গত ঈশ্বরকে দর্শন করিতেছেন এবং বহির্ভাগেও হৃদয়স্থিত ঈশ্বরের অনুরূপ যশোদা-ক্রোড় স্থিত শিশুকে দর্শন করিতেছেন। ভূতভাবন মহেশপ্রদত্ত ধ্যানযোগে যেরূপ নিরূপিত হইয়াছে, তাহাই তিনি সম্মুখে দর্শন করত পূর্ণমনোরথ হইয়া পরমা প্রীতি লাভ করিতেছেন এবং সাশ্রুনেত্রে পুলকিত হইয়া ভক্তিসাগরে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন ও যোগচর্চ্চাদ্বারা হৃদয়ে পূজা ও প্রণামাদি করিতেছেন। তাঁহার সেই ভাব দর্শন করিয়া গোপগোপিকাগণ তাঁহাকে প্রণাম করিল। মুনি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া আসনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহারা সানন্দে স্বমন্দিরে গমন করিল। তৎপরে নন্দ সানন্দচিত্তে দূরস্থ ও সমীপস্থ আত্মীয়বর্গের নিকট বহুপ্রকার মঙ্গলময় পত্রিকা প্রেরণ করিলেন; এবং পরিপূর্ণ দুগ্ধকুল্যা, দধিকুল্যা, ঘৃতকুল্যা, গুড়কুল্যা, তৈলকুল্যা, বিস্তৃত মধুকুল্যা, নবনীতকুল্যা ইচ্ছানুসারে নির্ম্মিত করিয়া পরিপূর্ণ তক্রকুল্যা ও শর্করোদককুল্যা প্রভৃতি কৃত্রিম নদী অবলীলাক্রমে সংস্থাপন করিলেন। হে নারদ! পুত্রের অন্নপ্রাশনোৎসবে নন্দরাজ শালিতণ্ডুলের উচ্চ একশত পর্ব্বত, স্বর্ণের একশত পর্ব্বত, লবণের সপ্ত পর্ব্বত, পরিপক্ক ফলরাশির ষোড়শটী পর্ব্বত, যবগোধূমচূর্ণের সুসংস্কৃত লড্ডুক, পিষ্টক,মোদক এবং স্বস্তিকের পর্ব্বত কপর্দ্দকের অত্যুচ্চ সপ্তটী পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিলেন। এবং সুগন্ধি জলযুক্ত বিস্তৃত ও দ্বারহীন চন্দন অগুরু-কস্তূরী-কুঙ্কুমযুক্ত কর্পূরাদি-সুবাসিত তাম্বূলের মন্দির প্রস্তুত করিলেন এবং নানাবিধ রত্ন, নানাবিধ স্বর্ণ, রম্য মুক্তাফল, প্রবাল এবং নানাবিধ মনোহর বসন ভূষণাদি স্থানে স্থানে রাশীকৃত ভাবে সজ্জিত করিলেন। ১৪৪—১৬০। নন্দরাজ, পুত্রের অন্নপ্রাশনোপলক্ষে এই সমস্ত করিয়া পুনর্ব্বার কৌতুকবশতঃ কদলীস্তম্ভদ্বারা প্রাঙ্গণ বেষ্টন করিলেন; সেই কদলী বৃক্ষসমূহ সূক্ষ্মসূত্র-গ্রথিত নূতন আম্রপল্লবে সুশোভিত করিলেন; সেই প্রাঙ্গণ সংস্কারযুক্ত, মনোহর চন্দনদ্রবচর্চ্চিত, চন্দন-অগুরু-কস্তূরী-পুষ্পমালা-বিরাজিত ও ফলপল্লবযুক্ত মঙ্গলকুম্ভদ্বারা শোভিত করিলেন এবং মাল্য ও শ্রেষ্ঠ বস্ত্ররাশিদ্বারাও তাহার শোভা সম্পাদন করিলেন। হে নারদ! সেই স্থান গো, মধুপর্ক, আসন, ফল, পদ্মসমূহ এবং মনোহর দুন্দুভি ও অন্যান্য নানাবিধ বাদ্য,—ঢক্কা, পটহ, মৃদঙ্গ, মুরজ, আনক, বংশী, সন্নহনী, কাংস্য, স্বরযন্ত্র, প্রভৃতির কোলাহলশব্দে প্রাঙ্গণ আধ্মাত হইল, বিদ্যাধরীগণের মনোহর ভঙ্গিমাযুক্ত ভ্রমণ ও গন্ধর্ব্বনায়কদিগের মনোহর গীতের মূর্চ্ছনালাপ হইতে লাগিল; প্রাঙ্গণের স্থানে স্থানে স্বর্ণসিংহাসন ও রথসমূহ সংস্থাপিত হইল। এই সময়ে এক জন বার্ত্তাবহ আসিয় নন্দকে বলিল, গিরিভানু সস্ত্রীক আগমন করিয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে বহু কিঙ্কর, চারিলক্ষ রথ, চারিলক্ষ গজ, কোটি সংখ্যক তুরঙ্গ, কোটি শিবিকা আসিয়াছে এবং ঋষীন্দ্র, মুনীন্দ্র, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, বন্দী ও ভিক্ষুসমূহ তাঁহার সমীপে অবস্থান করিতেছে এবং গোপ গোপী কত আগমন করিয়াছে; তাহা কাহার সাধ্য সংখ্যা করে! আপনি বহির্গত হইয়া দেখুন; চর এই কথা বলিয়া সেই প্রাঙ্গণে অবস্থান করিতে লাগিল। তাঁহারা সমীপস্থ হইলে, ব্রজেশ্বর তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া প্রাঙ্গণে যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করাইলেন এবং যথাযোগ্য পূজাদি করিলেন, ঋষীন্দ্র; মুনীন্দ্র প্রভৃতিকে ভক্তিসহকারে ভূতলে শির লুণ্ঠনপূর্ব্বক প্রণাম করত বিনীতভাবে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। তখন নন্দ-মন্দির, বস্তুসমূহে ও বন্ধুবর্গে পরিপূর্ণ হইল; কেহই কাহারও কথা শুনিতে সক্ষম হইল না। ১৬১—১৭৫। কুবের, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসাধনের নিমিত্ত তিন মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বর্ণবৃষ্টি করিয়া গোকুল স্বর্ণে পরিপূর্ণ করিলেন। নন্দের বন্ধুবর্গ নন্দতনয়কে প্রদান করিতে যে সমস্ত যৌতুক আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা নন্দের ঐরূপ সম্পদ্দর্শনে লজ্জায় নতমস্তকে গোপন করিলেন। তাহার পর নন্দ, স্বীয় আহ্নিকাদি ইষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়া পবিত্র কলেবরে ধৌত বস্ত্র পরিধান করিলেন এবং চন্দন, অগুরু, কস্তূরী, কুঙ্কুম প্রভৃতিদ্বারা ভূষিত হইয়া পাদপ্রক্ষালন করত মনোহর স্বর্ণপীঠে উপবেশন করিলেন; ব্রজেশ্বর, গর্গ এবং অন্যান্য মুনীন্দ্রবর্গের আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক আচমন করত

বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া স্বস্তি বাচন করিলেন। তৎপরে বেদোক্ত কর্ম্মসকল যথানিয়মে সম্পাদন করত বালককে ভোজন করাইলেন। ব্রজরাজ সানন্দচিত্তে গর্গের বাক্যানুসারে শুভক্ষণে সেই বালকের 'কৃষ্ণ' এই-মঙ্গলজনক নাম রাখিলেন, এবং সঘৃত অন্ন ভোজন করাইয়া জগৎপতির নামকরণ করত বাদ্যকরদ্বারা বিবিধ বাদ্য করাইয়া বিবিধ মঙ্গলানুষ্ঠান করিলেন। নন্দ নানাবিধ রত্ন, স্বর্ণ-ভূষণ, ভক্ষদ্রব্য ও বস্ত্রাদি সানন্দ-হৃদয়ে ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান এবং বন্দী ও ভিক্ষুক-দিগকে বিপুল সুবর্ণরাশি প্রদান করিলেন; এমন কি তাহারা সেই সমস্ত স্বর্ণাদি বহন করিয়া গমন করিতেই অক্ষম হইল। তৎপরে ব্রাহ্মণদিগকে, বন্ধুবর্গকে; বিশেষতঃ ভিক্ষুদিগকে পরিপূর্ণরূপে মনোহর মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন। তখন গোকুলে নন্দালয় কেবল "প্রদান কর প্রদান কর, ভোজন কর ভোজন কর" এইরূপ অত্যুচ্চশব্দে পরিপূর্ণ হইল। ব্রজরাজ বহুতর, রত্ন, বসন, ভূষণ, প্রবাল, সুবর্ণ, মণিসার, বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত চারু স্বর্ণপাত্র প্রভৃতি যে কিছু ছিল, গর্গকে তৎসমস্ত প্রদান করত বিনয় করিতে লাগিলেন। হে নারদ! নন্দরাজ গর্গ শিষ্যদিগকেও বিনয় করত সুবর্ণভার প্রদান-পূর্ব্বক অবশিষ্ট বিপ্রগণকে পরিপূর্ণরূপে রত্নাদি প্রদান করিলেন। ১৭৬—১৮৯। নারায়ণ বলিলেন, গর্গ শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া এক নিভৃত স্থানে গমন করত ঈশ্বরকে অতি ভক্তিসহকারে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। ঋষিবর পুলকিত হইয়া ভক্তি-নত মস্তকে শ্রীহরির পাদপদ্মে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,হে জগন্নাথ! হে ভক্তভবভয়ভঞ্জন কৃষ্ণ! তুমি প্রসন্ন হইয়া তোমার পাদপদ্মে দাসত্ব প্রদান কর। তোমার পিতা আমাকে যে ধন প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমার প্রয়োজন কি? অতএব তুমি আমাকে ভক্তজনের অভয়প্রদ নিশ্চলা ভক্তি প্রদান কর। হে প্রভো! অণিমাদি ঐশ্বর্য্যে, সিদ্ধিতে, যোগে, মুক্তিতে, জ্ঞানতত্ত্বে, অমরত্বে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই; হে ভগবন্! তোমার দাসত্ব ব্যতীত ইন্দ্রত্ব অথবা মনুত্ব কিংবা চিরকাল স্বর্গভোগও আমার অভিলষিত নহে। ব্রহ্মন্! তোমার দাস্য ভিন্ন সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য এই মুক্তিচতুষ্টয়ের একটীও আমি গ্রহণ করিতে অভিলাষী নহি। প্রভো! আমার গোলোক-বাস কিংবা পাতালবাস উভয়েই তুল্য-মনোরথ; কিন্তু এই প্রার্থনা যে, তোমার চরণকমল যেন আমার নিয়ত স্মৃতিপথে অবস্থান করে, বহুজন্মের ফলোদয়ে শঙ্কর-সমীপে বেদজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আমি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বত্র গতিশীল হইয়াছি; কিন্তু হে কৃপাসিন্ধো! হে দীনবন্ধো! আমাকে কৃপা কর, তুমি আমাকে স্বীয় চরণকমলে রক্ষা করত অভয় প্রদান করিলে মৃত্যু আমার কি করিতে পারিবে? সর্ব্বেশ্বর শিব, 'তোমার পাদপদ্ম সেবা করিয়া স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় বিনাশকর্ত্তা ও যোগি-গুরু হইয়াছেন। ১৯০—২০০। যাঁহার এক দিবসে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের পতন হয়, সেই ব্রহ্মা তোমার পাদপদ্ম সেবা করিয়া জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াছেন। ধর্ম্ম তোমারই পাদসেবা করিয়া দুর্জ্জয় কালকে জয় করত সর্ব্বকর্ম্মের সাক্ষী সকলের রক্ষাকর্ত্তা ও ফলদাতা হইয়াছেন। সহস্রবদন অনন্ত, তোমার পাদপদ্ম সেবা করিয়া শ্বেতসর্ষপের ন্যায় পৃথিবীকে মস্তকে ধারণ করিতেছেন। যে লক্ষ্মী নিখিল সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকেন ও দেবীগণের শ্রেষ্ঠা এবং পরাৎপরা, তিনিও নিরন্তর স্বীয় কেশদ্বারা তোমার চরণযুগল মার্জ্জনা করিয়া থাকেন। সকলের শক্তিস্বরূপা বীজরূপিণী প্রকৃতি তোমার পাদপদ্ম অবিরত স্মরণ করিয়া তোমাতে আসক্তচিত্তা হইয়াছেন। সকল জীবের বুদ্ধিরূপিণী সকল দেবীগণের ঈশ্বরী পার্ব্বতী, তোমার পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া ঈশ্বর শিবকে পতিরূপে লাভ করিয়াছেন। যিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রীদেবী ও জ্ঞানের মাতৃস্বরূপা, সেই সরস্বতীও তোমার পাদপদ্ম সেবা করিয়া সকলের পূজনীয়া হইয়াছেন। সাবিত্রী দেবী, তোমার পাদপদ্ম সেবা করিয়া বেদমাতা ত্রিভুবনপাবনী এবং ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মণদিগের একমাত্র গতিস্বরূপা হইয়া-বসুন্ধরা তোমারই পাদপদ্মের সেবাবলে জগৎকে ধারণ করিতে সক্ষমা হইয়া নিখিল শস্যের প্রসবকারিণী হইয়াছেন। অন্যের কথা কি? রাধা তোমার বামাংশসম্ভূতা ও তেজঃপ্রভাবে তোমার সদৃশী হইয়াও তোমার পাদপদ্ম বক্ষে স্থাপন করত অবিরত সেবা করিতেছেন। নাথ! যেরূপ শিব প্রভৃতি দেবগণ ও পদ্মা প্রভৃতি দেবীগণ তোমার কৃপাভাজন হইয়াছেন, আমাকেও তদ্রূপ কৃপাভাজন কর; কারণ ঈশ্বরের সর্ব্বভূতেই সমান কৃপা। হে জগন্নাথ! আমি আর গৃহে গমন করিব না, তোমার ধনও গ্রহণ করিব না, তোমার পাদপদ্মসেবার নিমিত্ত আমাকে সেবক কর। এইরূপ স্তব করিয়া গর্গ সাশ্রুনেত্রে ও পুলকিত-কলেবরে শ্রীহরির পাদপদ্মে পতিত হইয়া পুনঃপুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন। ২০১—২১৩। তখন ভক্ত-বৎসল কৃষ্ণ, গর্গের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিলেন "তোমার ভক্তি আমাতে

নিশ্চলভাবে অবস্থান করুক।” এই গর্গকৃত কৃষ্ণ স্তুতি যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করে, তাহার নিশ্চয় কৃষ্ণপাদপদ্মে দৃঢ় ভক্তি, হরির দাসত্ব ও হরিস্মৃতি লাভ হয়। সে জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ, শোক, মোহ ও অতি শঙ্কট প্রভৃতি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দাসরূপে তাঁহার সেবাতৎপর হয়। সেই ব্যক্তি অবলীলাক্রমে কৃষ্ণসহ কৃষ্ণভবনে নিয়ত অবস্থান করে এবং কোনকালেও তাহার কৃষ্ণসহ বিচ্ছেদ ঘটে না।

গর্গকৃত কৃষ্ণস্তব সমাপ্ত।

নারায়ণ বলিলেন,—মুনিবর, হরিকে নানাবিধ স্তব করত তাঁহাকে নন্দকরে অর্পণ করিয়া বলিলেন, ব্রজরাজ! আমি এক্ষণে গৃহে গমন করিতে ইচ্ছা করি, সম্মতি প্রদান কর। অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই সংসার বিচিত্র মোহজালে আচ্ছন্ন; সিন্ধুফেনসদৃশ নরগণের একবার মিলন আবার বিচ্ছেদ হইয়া থাকে। গর্গবাক্য শ্রবণ করিয়া নন্দরাজ রোদন করিতে লাগিলেন; কারণ সাধুগণের সদ্বন্ধুবিচ্ছেদ, মৃত্যু অপেক্ষাও অতিরিক্ত কষ্টদায়ক। হে মুনে! তৎপরে নন্দ প্রভৃতি গোপগণ ও গোপিকাগণ, শিষ্যবর্গসহ মুনিকে গমন করিতে উদ্যত দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং প্রীতিসহকারে বিনয় করত ঋষি-শ্রেষ্ঠকে প্রণাম করিলেন। মুনি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সানন্দে মথুরায় গমন করিলেন। তাহার পর ঋষি, মুনি ও গোপরাজের আত্মীয় গোপগণ, ধনরত্নে পরিপূর্ণ হইয়া সানন্দচিত্তে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন এবং বন্দিগণ মিষ্ট দ্রব্য, উত্তম বস্ত্র, উৎকৃষ্ট তুরগ ও স্বর্ণখচিত ভূষণাদি লাভে পরিপূর্ণমনোরথ হইয়া গমন করিল। ভিক্ষুগণ আকণ্ঠপূর্ণ আহার করিয়া স্বগৃহে গমন করিতে অসমর্থ হইল; সকলেই প্রাপ্ত বস্তুসমূহের দুর্ব্বহভারে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া, কেহ কেহ মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিল, —কেহ বা ভূমিতেই শয়ন করিল, কেহ পথিমধ্যেই পতিত হইয়া রহিল, কেহ বা উত্থান করত চলিয়া যাইতে লাগিল। কেহ নৃত্য, কেহ কেহ গান ও কেহ কেহ বা পুরাতন গাথাসকল কীর্ত্তন করিতে লাগিল। মরুত্ত, শ্বেত, সগর, মান্ধাতা, উত্তানপাদ, নহুষ, নলপ্রভৃতির কথা এবং শ্রীরামের অশ্বমেধ, রন্তিদেবের কার্য্যের বিষয় ও অন্যান্য রাজগণের ইতিবৃত্ত যাহা বৃদ্ধমুখে শুনিয়াছে সেই সমস্ত, ইতিহাস কেহ বলিতে লাগিল, কেহ বা তাহা শ্রবণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ পথিমধ্যে এক এক বার বিশ্রাম করিয়া গমন করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা বারংবার শয়ন ও এক একবার গমন করিতে লাগিল। এইরূপে সকলেই আনন্দিতচিত্তে ব্রজপুর হইতে স্বগৃহে গমন করিল। ২১৪—২৩০। তৎপরে নন্দ ও যশোদা বালকরত্নকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করত কুবেরভবনসদৃশ রমণীয় নিজ মন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বলরাম ও কৃষ্ণ এইরূপে ক্রমে শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন; কোন সময়ে বালজনোচিত গোপুচ্ছ ধারণ ও ভিত্তি ধারণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইতে লাগিলেন। হে মুনে! তৎপরে তাঁহারা দিনে দিনে কখন বা স্ফুটোচ্চারিত কখন বা অর্দ্ধোচ্চারিত কথা বলিতে লাগিলেন এবং প্রাঙ্গণে বিচরণপূর্ব্বক পিতা মাতার আনন্দাতিশয় বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। হরি ক্রমে প্রাঙ্গণে জানুযুগলদ্বারা গমন করিতে সক্ষম হইলেন এবং দুই একপদভূমি পাদচারণেও যাইতে শিখিলেন। বলরাম, কৃষ্ণ অপেক্ষা এক বৎসরের বড়। তাঁহারা যখন দিনে দিনে পাদচারণে ও জানুদ্বারা গমন করিতে সক্ষম হইলেন, তখন নন্দ-যশোদার আনন্দের সীমা রহিল না। সেই মায়া-শিশু বালকদ্বয় ক্রমে পাদচারণে গমন করিতে সমর্থ হইয়া গোকুলে হৃষ্টচিত্তে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং স্ফুটবাক্যও উচ্চারণ করিতে শিখিলেন। হে মুনে! তাহার পর গর্গ মথুরায় বসুদেবালয়ে গমন করিলেন। তখন বসুদেব মুনিকে দর্শন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করত কৃষ্ণ-বলরামের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিবর গর্গ, নন্দালয়ে মহোৎসব ও কৃষ্ণ বলরামের কুশল-সংবাদ বসুদেবকে সমস্ত বলিলেন। বসুদেব তাহা শ্রবণ করিবামাত্র আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দৈবকীও প্রীতিপূর্ব্বক শিশুদ্বয়ের কুশলবার্ত্তা পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করত আনন্দে নিমগ্ন হইয়া মুহুর্ম্মুহু রোদন করিতে লাগিলেন। তৎপরে গর্গ তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করত স্বভবনে গমন করিলেন। বসুদেব দৈবকীও সুখে কুবেরভবনতুল্য স্বমন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে নারদ! যে কল্পের কথা আমি বলিতেছি, তখন তুমি পঞ্চাশৎ কামিনীর পতি উপবর্হণ নামে গন্ধর্ব্বপতি ছিলে; তুমি সেই স্ত্রী-রত্নদিগের প্রাণাধিক শৃঙ্গারনিপুণ যুবা পুরুষ ছিলে; তাহার পর ব্রহ্মার শাপে দ্বিজের ঔরসে দাসীগর্ভে তোমার জন্ম হয়; তৎপরে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজনের ফলে বর্ত্তমানসময়ে ব্রহ্মার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করত হরির সেবাগুণে সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছ এবং সকল বিষয় তোমার স্মৃতিপথে সর্ব্বদা জাগরিত হইয়া থাকে। নারদ আমি তোমার নিকট নামকরণ অন্ন-

প্রাশনযুক্ত কৃষ্ণচরিত বর্ণন করিলাম, এক্ষণে জন্মমৃত্যু-জরা প্রভৃতির বিনাশক কৃষ্ণের অপর চরিত্র বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ২৩১—২৪৪।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! এক সময়ে নন্দ-পত্নী যশোদা স্নানের নিমিত্ত যমুনায় গমন করিলেন; মধুসূদন কৃষ্ণ দেখিলেন গৃহে ক্ষীর শর নবনীত প্রভৃতি পূর্ণ রহিয়াছে; অমনি গৃহস্থিত সেই দধি দুগ্ধ ঘৃত ও নবনীত প্রভৃতি এবং শকটস্থিত স্বস্তিক ও সদ্যোজাত ঘৃত আদি সমস্ত ভোজন করিয়া মধুসূদন পীত বস্ত্র-দ্বারা মুখ মার্জ্জনা করিতেছেন, সেই সময়ে যশোদা স্নানান্তে নিজমন্দিরে আগমন করিয়া বালক কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন; তৎপরে গৃহে গব্য ও মধুপ্রভৃতির শূন্য ভাণ্ড সকল চারিদিকে পতিত রহিয়াছে দেখিয়া বালকবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বালকগণ! এ অদ্ভুত কাজ কে করিয়াছে? কে এই সুদারুণ কার্য্যে সাহসী হইয়াছে? তোমরা সত্যরূপে বল। তখন বালকগণ, যশোদার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, তোমার এই বালক কৃষ্ণ সমস্ত ভোজন করিয়াছে, আমাদিগকে কিছু মাত্র প্রদান করে নাই। তৎপরে নন্দপত্নী বালক-দিগের বাক্য শ্রবণ করত ক্রোধ-পরবশা হইয়া আরক্তা পঙ্কজলোচনে বেত্রহস্তে ধাবমানা হইলেন কিন্তু সেই শিব ও যোগিগণের ধ্যানাসাধ্য পলায়ন-তৎপর শ্রীকৃষ্ণকে ধরিতে পারিলেন না। যশোদা ভ্রমণ করত অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইলেন। তখন শরীর হইতে ঘর্ম্মবিন্দু পতিত হইতে লাগিল, কণ্ঠ ও ওষ্ঠ শুষ্কপ্রায় হইল; কোপে আরও প্রজ্বলিত হইলেন। তখন কৃপাময় পরমেশ্বর কৃষ্ণ, জননীকে এইরূপ পরিশ্রান্তা দেখিয়া হাস্যমুখে মাতার অগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। গোপিকা যশোদা, তাঁহার কর ধারণ করত স্বমন্দিরে আনিলেন; তৎপরে বস্ত্রদ্বারা মধুসূদনকে বৃক্ষে বন্ধন করত পুনঃপুনঃ আঘাত করিতে লাগিলেন। তাহার পর যশোদা কৃষ্ণকে বন্ধন অবস্থায় রাখিয়াই গৃহে গমন করিলেন। জগৎপতি হরি সেই বৃক্ষমূলেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে নারদ! তখন শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শমাত্রেই সেই শৈলসদৃশ বৃক্ষ, ঘোরতর শব্দ করত ভূমে পতিত হইলে; তৎপরে সেই বৃক্ষ হইতে দিব্যরূপধারী স্বর্ণপরিচ্ছদ ও রত্নালঙ্কারে ভূষিত গৌরকায় কিশোরবয়স্ক এক পুরুষমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া ভগবান্‌কে প্রণাম করত স্বকীয় রথারোহণে স্বর্গধামে গমন করিলেন। তখন ব্রজেশ্বরী, বৃক্ষ অত্যন্ত ঘোরতর শব্দে পতিত হইল দেখিয়া ভয়ত্রস্ত-চিত্তে রোদনপরায়ণ শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিলেন। তৎপরে গোকুলস্থ গোপ গোপীগণ নন্দগৃহে আগমন করিয়া যশোদাকে নানারূপ ভর্ৎসনা করত শিশুর কিছু কিছু শান্তিকার্য্য করিলেন। বিপ্রগণ শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। নন্দ পুত্রের মঙ্গলের জন্য বন্দীদিগকে ধন প্রদান করত ব্রাহ্মণদ্বারা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করাইলেন। ১—৮। অতঃপর গোপগোপীগণ যশোদাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল, ব্রজেশ্বরি! তোমার যে সুবুদ্ধি নাই, তাহা আমরা নিশ্চিতরূপে পরিজ্ঞাত হইলাম। তোমাদের শেষ অবস্থায় এই পুত্ররত্ন জন্মিয়াছে, লোকে ধন, ধান্য ও রত্নসমূহ পুত্রের জন্যই সঞ্চয় করে, যে দ্রব্য পুত্রে ভোগ না করে, সে দ্রব্যই নিস্ফল। নিষ্ঠুরে! তুমি পুত্রকে সামান্য গব্য বস্তুর জন্য বৃক্ষমূলে বন্ধন করিয়া গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত হইয়াছিলে, ইহার মধ্যে বৃক্ষ নিপতিত হইয়াছে; এই বৃক্ষপতনে তোমার ভাগ্যবশতঃ এই বালক জীবিত আছে; মূঢ়ে! এই বালক বিনষ্ট হইলে তোমার দ্রব্যে কি হইত? গোপগোপীগণ সকলেই যশোদাকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া নিজ নিজ মন্দিরে গমন করিল। তখন নন্দ আরক্তপঙ্কজনেত্রে প্রিয়-তমা যশোদাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, যশোদে! অদ্যই আমি এই বালককে কণ্ঠে ধারণ করত তীর্থে গমন করিব; অথবা তুমিই গৃহ হইতে দূর হও। তোমাতে প্রয়োজন কি? বিবেচনা কর, শত কূপ দান অপেক্ষা এক বাপীদান, শত বাপীদানের সমান এক সরোবরদান, সত সরোবর দান অপেক্ষা এক যজ্ঞ ও শত যজ্ঞ অপেক্ষাও এক পুত্র সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। তপস্যা ও দানে যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, সে কেবল জন্মান্তরে-সুখপ্রদ, কিন্তু সৎপুত্র ইহকাল ও পরকাল উভয় কালেই সুখদায়ক হইয়া থাকে। সকলের বাসনা ও সংসারবন্ধনের একমাত্র শৃঙ্খলস্বরূপা প্রিয়পত্নী মূর্ত্তিময়ী মায়া এবং সাক্ষাৎ স্নেহেও স্নেহের আধাররূপিণী; তাহা হইতে এমন কি প্রাণ হইতেও পুত্র অধিকতর প্রিয়, পুত্র হইতে পরম-বন্ধু আর কেহ হয় নাই, হইবেও না। নন্দ স্বীয় ভার্য্যাকে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া নিজ মন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যশোদা ও রোহিণী গৃহকর্ম্মে রত হইলেন। ১৯—৩৪। নারদ বলিলেন, ভগবান্!

সেই সুবেশ পুরুষ বৃক্ষরূপে গোকুলে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি কে? এবং কেনই বা তিনি বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তাহা সবিশেষরূপে বর্ণন করু। নারায়ণ বলিলেন, এক দিন নলকূবর নামে কুবেরতনয় ক্রীড়ার নিমিত্ত রম্ভাসহ নন্দন-কাননে গমন করিয়াছিলেন। তৎপরে সেই কাননে কিয়ৎকাল সরোবরতীরে পুষ্পোদ্যানমধ্যে, কিয়ংকাল মনোহর পুষ্পবায়ু-সুরভিত বটবৃক্ষসমীপে, আলোকমালায় উদ্দীপিত, চন্দন অগুরু কস্তুরী, কুঙ্কুম প্রভৃতির নির্যাসদ্বারা চর্চ্চিত, চারিদিকে বিচিত্র পুষ্পমালা ও ক্ষৌমবস্ত্রদ্বারা বেষ্টিত, মনোহর পুষ্পশয্যা রচনা করত তাহাতে রম্ভাসহ ক্রীড়ায় রত হইয়া সুখকর বিপরীতাদি আটপ্রকার শৃঙ্গার করিলেন; এবং স্থানানুসারে নিরূপিত ছয়প্রকার চুম্বন ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংযোগে ত্রিবিধ আলিঙ্গন করিলেন। তাহার পর কামশাস্ত্র বিশারদ রসিকেশ্বর কুবেরতনয়, জল হইতে স্থলে, ও স্থল হইতে জলে নখদন্ত-করাদি দ্বারা ক্রীড়া করিতে লাগিলেম। তখন রতি-ভোগাসক্ত কুবেরতনয় তথায় হঠাৎ সমাগত দেবল মহর্ষির নয়নপথে পতিত হইলেন। ঋষিবর আরও দেখিলেন, পীনশ্রোণিপয়োধরা রম্ভা নগ্না ও নখদন্ত-ক্ষতা হইয়া আলুলায়িত কেশে পুলকিত কলেবরে প্রাণনাথ কুবেরতনয়কে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে-ছেন; কুবেরাত্মজও তাহাকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতে-ছেন। মুনিশ্রেষ্ঠ দেখিলেন, কামুকী রম্ভা বক্র ভ্রূভঙ্গীযুক্তা, এবং রত্নময় কেয়ূর, নূপুর, বলয় ও বিচিত্র রত্নমাল্য এবং কিঙ্কিণীজাল-বিমণ্ডিতা ও সিন্দূরবিন্দুতে মনোহর-শোভাশালিনী হইয়া অবস্থান করিতেছে। তাহার গণ্ডস্থল রত্নময় কুণ্ডলে বিরাজিত। সেই রম্ভার সহিত ক্রীড়াসক্ত স্মরাতুর নলকূবর মুনিকে দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন না; তজ্জন্য মুনিবর কুপিত হইয়া কুবেরতনয়কে এই শাপ প্রদান করিলেন। "পাপিষ্ঠ! তুই বৃক্ষরূপ ধারণ কর" এবং সেই মদনা-তুরা রম্ভাকে বলিলেন; "পাপিষ্ঠে! তুইও মানুষীরূপে জন্মগ্রহণ কর", এই শাপ প্রদান করিয়া রম্ভাকে বলি-লেন, তুমি জনমেজয়ের সৌভাগ্যশালিনী পত্নী হইবে তৎপরে ইন্দ্রসম্ভোগে পুনর্ব্বার স্বর্গে আসিতে পারিবে। নলকূবর তুমি বৃক্ষরূপে গোকুলে অবতীর্ণ হও, তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শমাত্রে স্বমন্দিরে গমন করিতে পারিবে। মুনি এই কথা বলিয়া নিজ মন্দিরে গমন করিলেন, শ্রীসম্পন্ন কুবেরতনয়ও স্বভবনে গমন করিলেন। হে বিপ্র! আমি তোমার নিকট সমস্ত বিষয় বর্ণন করি-লাম; এক্ষণে রম্ভার উপাখ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর। তৎপরে রম্ভা ভারতে সুচন্দ্রনামক এক রাজার লক্ষ্মী-স্বরূপা পরমা রূপবতী কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাহার পর নৃপতীশ্বর সুচন্দ্র কন্যার বিবাহকাল উপ-স্থিত হইলে কন্যাকে নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা করিয়া নানারূপ যৌতুকসহ রাজকুলতিলক জনমে-জয়কে প্রদান করিলেন। সুচন্দ্রতনয়া জনমেজয়ের সৌভাগ্যশালিনী পত্নী ও মহিষীগণের ঈশ্বরী হইলেন, রাজা স্থানে স্থানে নির্জ্জন প্রদেশে তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। একদা নৃপশ্রেষ্ঠ জনমেজয় অশ্বমেধযজ্ঞে দীক্ষিত হইলে ইন্দ্র তাঁহার ভবনে যজ্ঞীয়াশ্বে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। সাধ্বী রাজমহিষী বসুষ্টমা অতি মনোহর অশ্বের কথা শ্রবণ করিয়া কৌতুকবশতঃ একাকিনীই তাহা দর্শন করিতে গমন করিলেন। শক্র, তখন রাজমহিষীকে একাকিনী আসিতে দেখিয়া অশ্ব হইতে বিনির্গত হইলেন এবং সতী রাজমহিষীকে ধর্ষণ করত তাঁহার নিবারণ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। সেই সুরতক্রীড়ায় সুখের প্রবলতাবশতঃ দেবরাজ মূর্চ্ছিত-প্রায় হইয়া দিবারাত্র-জ্ঞানশূন্য হইলেন; রাজমহিষীও সম্ভোগমাত্রই যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিলেন। দেবরাজ রাজার ভয়ে লজ্জায় স্বীয় স্বর্গধামে গমন করিলেন। রাজা সমস্ত বিষয় শুনিয়া ও পত্নীর মৃত-দেহদর্শনে অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে যজ্ঞ সমাপন করিয়া পূর্ণাহুতি ও বিপ্রদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন; রম্ভা মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামেই গমন করিলেন। হে মুনে! এই তোমাকে বৃক্ষার্জ্জুনভঞ্জন, নলকূবর ও রম্ভার মুক্তি-বিষয়ক ইতিহাস বলিলাম, এক্ষণে অপর জন্মমৃত্যুহর পুণ্যপ্রদ শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৩৫—৫৭।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, একদা নন্দ, কৃষ্ণের সহিত বৃন্দাবনে গমন করত সেই বৃন্দাবনসমীপে ভাণ্ডীর-বনে গোচারণ করিতে লাগিলেন, এবং সেই বনমধ্য-স্থিত সরোবরের সুস্বাদু জল গোসমূহকে পান করাই-লেন ও স্বয়ং পান করিলেন। তৎপরে বালক কৃষ্ণকে স্ববক্ষে ধারণ করত নন্দরাজ বটমূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এরূপ সময়ে বালকরূপী মায়াময় কৃষ্ণের

মায়াবশে নভোমণ্ডল হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হইল। তখন নন্দরাজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও কাননাভ্যন্তর শ্যামবর্ণ দেখিলেন এবং ঝঞ্ঝাবাত, মেঘের সুদারুণ শব্দ ও বজ্রের ঘোরতর নিনাদ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তখন অতিস্থূল বৃষ্টিধারা পতিত হইতে লাগিল, বৃক্ষসমূহ বায়ুর প্রবলবেগে কম্পিত হইতে লাগিল; তদ্দর্শনে নন্দরাজ অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিতে লাগিলেন, এই সমস্ত গোবৎস পরিত্যাগ করত কিরূপে গমন করি? যদি গৃহে গমন করি, তাহা হইলে এই বালকের গতিই বা কি হইবে? গোপরাজ এই কথা বলিতেছেন, এরূপ সময়ে শ্রীহরি, মায়া-কল্পিত ভয়ে রোদন করত পিতার কণ্ঠ ধারণ করিলেন। এই সময়ে রাধা, রাজহংস ও খঞ্জনের ন্যায় মৃদু গমনে কৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলেন; তাঁহার বদন-কমল শারদীয় পূর্ণনিশাকরের ন্যায় মনোহর; লোচনযুগল শরৎকালের মধ্যাহ্নবিকসিতপদ্মসদৃশ কমনীয়শোভাশালী; তাঁহার নেত্রযুগলের চারিদিক্ বিচিত্রকজ্জল-রঞ্জিত; নাসিকাটী পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড়ের চঞ্চুবিনিন্দিত, নাসিকার মধ্যস্থল স্থূল এবং মুক্তাফলদ্বারা উজ্জ্বল-শোভাসম্পন্ন, তিনি মস্তকে কবরী ও মালতী-মালা ধারণ করিতেছিলেন। রাধিকার কর্ণযুগলে গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্নসময়ের প্রচণ্ডরবিপ্রভার ন্যায় উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয় বিরাজিত; তাঁহার অধরোষ্ঠ পক্কবিম্বফলের ন্যায় মনোহর। ১—১২। তাঁহার দন্তপংক্তি মুক্তা-শ্রেণির ন্যায় সমুজ্জ্বল; মুখকমলে মধুর হাসি ঈষদ্বিকসিত কুন্দপুষ্পের শোভাকে ধিক্কার দিতেছিল। দেবীর ললাটে কস্তুরী-বিন্দুর সহিত সিন্দুরবিন্দু, অতি অপূর্ব্ব শোভা করিয়াছে! তাঁহার বর্ত্তুলাকার কপোলদেশ মনোহর অলকাযুক্ত ও সুচারু পুলকাঙ্কিত এবং তাঁহার বক্ষদেশে রাজেন্দ্রসার-নির্ম্মিত হারযষ্টি বিলম্বিত। তাঁহার স্তনযুগল কঠিন অথচ সুচারু শ্রীফলসদৃশ; দেবী রাধা পত্রাবলির শোভা ও সমুজ্জ্বল রত্নরাজির প্রখর তেজোরাশিতে প্রদীপ্তা; তাঁহার উদরদেশ বর্ত্তুলাকার এবং মনোহর নাভি বিচিত্রত্রিবলীযুক্ত এবং ঈষৎ নিম্ন। বিশুদ্ধরত্নসার নির্ম্মিত মেখলা তাঁহার কটিদেশে বিরাজমান; তিনি কামের একমাত্র অস্ত্রস্বরূপ ভ্রূভঙ্গবিলাসে যোগিগণেরও মনোহারিণী; তাঁহার উরু-যুগল কঠিন ও করিণীকর-বিনিন্দিত; তাঁহার চরণদ্বয় স্থলপদ্মের ন্যায় প্রভাশালী, রত্নপাশকভূষিত, অলক্তকরঞ্জিত এবং উত্তম রত্নরচিত শব্দায়মান নূপুরে অলঙ্কৃত। তাঁহার নখরনিকর অলক্তকরাগে সুরঞ্জিত। ১৩—২০। তাঁহার বহ্নি-শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান ও হস্তে রত্নময় কঙ্কণ, কেয়ূর ও মনোহর শঙ্খ এবং অঙ্গুলিতে রত্নাঙ্গুরীয়ক; তাঁহার অঙ্গপ্রভা মনোহর চম্পকপুষ্পসদৃশ; তিনি সহস্র-দলবিশিষ্ট ক্রীড়া-কমলদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত মুখ দর্শনের নিমিত্ত মনোহর দর্পণ ধারণ করিয়াছেন। দেবী রাধিকা স্বীয় শরীরের প্রদীপ্ত তেজে দশদিক্ আলোকিত করিয়া আগমন করিলেন। নন্দ নির্জ্জন প্রদেশে তাঁহাকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং নত মস্তকে সাশ্রুনেত্রে তাঁহাকে বলিলেন দেবি! গর্গমুখে শুনিয়া আপনাকে আমি জানিতে পারিয়াছি, আপনি লক্ষ্মী হইতেও শ্রীহরির অধিক প্রিয়তমা। এই ক্রোড়স্থিত বালক যে মহা-বিষ্ণু হইতেও শ্রেষ্ঠ অচ্যুতরূপ, তাহাও আমি জানি; তথাপি বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া আছি। এখন ভদ্রে! এই আপনার প্রাণনাথকে গ্রহণ করুন, মনোরথ পূর্ণ করত পুনর্ব্বার আমার পুত্র আমাকেই প্রদান করিবেন। এই কথা বলিয়া নন্দরাজ সেই রোদনপরায়ণ বালককে রাধিকাহস্তে সমর্পণ করিলেন। রাধিকা হাস্য মুখে তাঁহাকে গ্রহণ করত স্পষ্টরূপে যত্নপূর্ব্বক নন্দরাজকে বলিতে লাগিলেন; গোপরাজ! তুমি বহুজন্মের ফলোদয়ে আমাকে দর্শন করিলে। ২১—২৮। গর্গ-মুখে সমস্ত কারণ অবগত হইয়া তুমি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ; আমাদিগের গোপনীয় চরিত্র কাহারও নিকটে বক্তব্য নহে; তুমি এক্ষণে গোকুলে গমন কর। হে ব্রজেশ্বর! আমার নিকটে তুমি মনোবাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর, আমি অবলীলাক্রমে দেবদুর্লভ বর তোমাকে প্রদান করিতেছি। ব্রজেশ্বর রাধিকার বাক্য শ্রবন করিয়া বলিলেন, দেবি! আপনাদের চরণ-যুগলে ভক্তি থাকে, এই আমার প্রার্থনা; ইহা ভিন্ন আমার বিষয়ে স্পৃহা নাই। হে জগদম্বিকে! হে পরমেশ্বরি! আমরা উভয়ে যাহাতে আপনাদের দুর্লভচরণসমীপে বাস করিতে পারি, সেই বর প্রদান করুন। পরমেশ্বরী রাধিকা নন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, তোমা-দিগকে আমাদের অতুল দাস্য প্রদান করিব; এক্ষণে আমাদের প্রতি তোমার অচলা ভক্তি হউক এবং আমাদের চরণকমল স্মৃতি-সুদুর্লভ হইলেও তোমার ও যশোদার আনন্দময় মনোমধ্যে সর্ব্বদা জাগরিত থাকুক। আমার বরে মায়া তোমাদিগকে প্রচ্ছন্ন করিতে সক্ষম হইবে না। অনন্তর মৃত্যুকালে মানব-দেহপরিত্যাগ করত গোলোকধামে গমন করিবে। রাধিকা এই কথা বলিয়া সানন্দচিত্তে বাহুধারা কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করত অভিলষিত সুদূর দেশে গমন করি-

লেন। রাধিকাদেবী কামবশে অতি যত্নপূর্ব্বক কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়া বারংবার আলিঙ্গন করত পুলকাঙ্কিত কলেবরে তাঁহাকে চুম্বন করিতে করিতে রাসমণ্ডল স্মরণ করিলেন। সেই সময়ে কৃষ্ণের মায়ায় নির্ম্মিত শত শত রত্নকলসযুক্ত রত্নমণ্ডপ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ২৯—৩৭। সেই মায়ারচিত রত্নমণ্ডপ নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত, বহুচিত্রকাননে পরিশোভিত এবং সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণ মণিস্তম্ভসমূহে বিরাজিত। মণ্ডপের মধ্যভাগে চন্দন অগুরু কস্তুরী কুঙ্কুম প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যযুক্ত মালতীমালায় বিরচিত মনোহর কত পুষ্পশয্যা তথায় বিরাজমান। মণ্ডপমধ্যে কোন স্থান মনোহর নানাবিধ ভোগ্যবস্তুযুক্ত, কোন স্থান দিব্য দর্পণযুক্ত, কোন স্থান বা মণীন্দ্র মুক্তা মাণিক্য প্রভৃতির মালা-শ্রেণীতে সুশোভিত। সেই রত্নমণ্ডপ সারভূত-মণি-নির্ম্মিত কবাটযুক্ত ও বিবিধ ভূষণ বস্ত্র ও শ্রেষ্ঠ পতাকাসমূহে বিভূষিত। তাহাতে কুঙ্কুমাকার-মণিনির্ম্মিত সপ্তটী সোপান বর্ত্তমান। তাহার চারিদিকে ষট্পদযুক্ত বিকশিত পুষ্পসমূহে সুশোভিত মনোহর পুষ্পোদ্যান। দেবী সেই মণ্ডপ দর্শন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাহার মধ্যে প্রবেশ করত কর্পূরাদি-সুবাসিত তাম্বুল দেখিতে পাইলেন। হে নারদ! দেখিলেন, সেই মণ্ডপাভ্যন্তরে রত্নকুম্ভ-পরিপূর্ণ স্বচ্ছ সুধা-তুল্য সুস্বাদু সুশীতল জল রহিয়াছে এবং অমৃত ও সুধা-পরিপূরিত রত্নকুম্ভ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। মণ্ডপ-মধ্যে পুষ্পশয্যায় কমনীয় শ্যামসুন্দর কিশোরবয়স এক পুরুষ শয়ান রহিয়াছেন দেখিতে পাইলেন। তাঁহার শরীর কোটিকন্দর্পের আভার ন্যায় আভাশালী এবং চন্দনে বিভূষিত। তিনি সস্মিত ও মনোহর। তাঁহার পীতবস্ত্র পরিধান; বদনমণ্ডল ও নয়ন প্রসন্ন, অঙ্গ শ্রেষ্ঠমণিনির্ম্মিত মুখর-মঞ্জীর-ভূষণে ভূষিত; বাহুদ্বয় সারভূত-রত্ননির্ম্মিত কেয়ূর ও বলয়যুক্ত। তাঁহার গণ্ডস্থল মণিময় কুণ্ডলযুগলে শোভিত; বক্ষঃস্থল মণিশ্রেষ্ঠ কৌস্তুভের দ্বারা বিরাজিত; তাঁহার মুখমণ্ডল যেন শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের প্রভা হরণ করিয়া প্রভাশালী হইয়াছে এবং লোচনদ্বয় শরৎকালে বিকশিত পদ্মের ন্যায় মনোহর। ৩৮—৪৯। সেই সুপুরুষ মালতীমাল্যযুক্ত শিখিপুচ্ছপরিশোভিত ত্রিভঙ্গ চূড়া ধারণ করিয়াছেন এবং সেই মন্দিরের শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। দেবী রাধা সকল স্মৃতিস্বরূপা হইলেও ক্রোড়স্থিত বালককে না দেখিয়া ও সেই নবযৌবনসম্পন্ন পুরুষকে দেখিয়া বিস্মিতা হইলেন। রাসেশ্বরী সেই সুমনোহর রূপ দর্শনে মোহিতা হইলেন; কামবশে তাঁহার লোচনরূপ চকোরযুগল সেই পুরুষের মুখচন্দ্রের রশ্মি নিয়ত পান করিতে লাগিল। সেই সময়ে রাধিকা নবসঙ্গম-লালসায় নির্নিমেষনেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন; তাঁহার অঙ্গ পুলকাঙ্কিত হইল; তিনি অত্যন্ত মদনাতুরা হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ হরি সেই বিকশিতপদ্মের ন্যায় হাস্যবদনা নবসঙ্গমযোগ্যা রাধিকাকে সকটাক্ষ দর্শন করিতে দেখিয়া বলিলেন, প্রিয়ে রাধিকে! তোমার যদি স্মরণ হয়, তবে গোলোকবৃত্তান্ত স্মরণ কর; পূর্ব্বে তোমার নিকটে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, তাহা পূর্ণ করিব। তুমি আমার প্রাণাধিকা মঙ্গলপ্রদায়িনী প্রেয়সী রাধিকা। যে তুমি, সেই আমি; আমাদের কোনও ভেদ নাই; যেরূপ ক্ষীরে ধাবল্য, অগ্নিতে দাহিকা শক্তি, পৃথিবীতে গন্ধ প্রভৃতি নিয়ত অবস্থান করে, সেইরূপ আমিও তোমাতে নিয়ত অবস্থান করি। যেরূপ কুলাল মৃত্তিকা ব্যতীত ঘট নির্ম্মাণ করিতে পারে না, স্বর্ণকার কদাচও স্বর্ণ ভিন্ন কুণ্ডল নির্ম্মাণ করিতে পারে না, সেইরূপ আমিও তোমা ভিন্ন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হই না। তুমি সৃষ্টির আধারস্বরূপা; আমি বীজস্বরূপ; অতএব হে সাধ্বি! এক্ষণে তুমি আসিয়া আমার উজ্জ্বল বক্ষঃস্থলে তোমার শয়ন-স্থান কর। ভূষণ যেরূপ দেহের শোভা সম্পাদন করে, সেইরূপ তুমিও আমার দেহের শোভা-সম্পাদিকা। যে সময়ে তোমা হইতে বিযুক্ত থাকি, তখন লোক সকল আমাকে মাত্র কৃষ্ণ বলে, যখন তোমার সহিত অবস্থান করি, তখন তারাই আমাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া থাকে। তুমি শ্রী, তুমি সম্পত্তি, তুমিই জগতের আধাররূপা এবং তুমি আমার ও সকলের সমস্ত শক্তিস্বরূপা। হে রাধে! তুমি স্ত্রী, আমিই পুরুষ, এইটী বেদে নির্ণীত হইয়াছে। তুমি সর্ব্বস্বরূপা, আমি সর্ব্বরূপ; যখন আমি তেজোরূপ, তখন তুমিও তেজোরূপিণী। ৫০—৬৪। হে সুন্দরি! যে সময়ে আমি যোগে সর্ব্ববীজস্বরূপ হই, তখন তুমিও সর্ব্ব-শক্তিস্বরূপা ও সকল স্ত্রীরূপধারিণী হইয়া থাক; তুমি আমার অর্দ্ধাংশসম্ভূতা মূলপ্রকৃতি; তুমি শক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান ও তেজে আমার তুল্যা। যে নরাধমেরা আমাদের উভয়ে পৃথক্‌বুদ্ধি হয়, সেই পাপী চন্দ্র ও সূর্য্যের স্থিতিকালপর্য্যন্ত কালসূত্র-নামক নরকে বাস করে এবং তাহার ঊর্দ্ধ সপ্তপুরুষ ও পরবর্ত্তী সপ্তপুরুষ অধোগামী হয় ও তাহার কোটিজন্মার্জ্জিত পুণ্য বিনষ্ট হয়। যদি অজ্ঞানবশতঃ কোন নরাধম আমাদের নিন্দা করে, সেই পাপাত্মা শতব্রহ্মার বয়ঃকালপর্য্যন্ত নরক

ভোগ করে। যে ব্যক্তি রা-মাত্র শব্দ উচ্চারণ করে, প্রসন্নচিত্তে তাহাকে উত্তম ভক্তি প্রদান করি; এবং পরে সেই ব্যক্তি ধা শব্দ উচ্চারণ করিবে, আমি তাহা শ্রবণ করিতে পাইব, এই লালসায় তাহার সমীপে গমন করিয়া থাকি। যাহারা ষোড়শোপচার প্রদান করত আমার সেবা করে, তাহারা যাবজ্জীবন নিত্য ভক্তিযুক্ত হয়; তাহাতে আমার যেরূপ প্রীতি-লাভ হয়, রাধা-শব্দ উচ্চারণে তাহা হইতে অধিক প্রীত হই; হে রাধে! আমার ষোড়শোপচার পূজা-নিরত ব্যক্তিগণ যেরূপ আমার প্রিয়, তাহা অপেক্ষা রাধা নাম যাহারা সতত উচ্চারণ করে, তাহারাই অধিক প্রিয়। ব্রহ্মা, অনন্ত, শিব, ধর্ম্ম, নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়, কপিল, গণেশ, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি সকলেই আমার প্রিয় এবং লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী, ইহারা প্রকৃতি দেবী, আমার প্রিয়া; কিন্তু তোমার সমান কেহই প্রিয় নহে। হে সতি! তাঁহারা মাত্র প্রাণতুল্যা, তুমি আমার প্রাণাধিকা; তাঁহারা ভিন্ন স্থানে অবস্থান করেন, তুমি আমার বক্ষঃস্থলেই নিয়ত বাস কর। আমার চতুর্ভুজ মূর্ত্তিও তোমাকে নিয়ত বক্ষে ধারণ করিতেছে। আমিও তোমাকে নিয়ত হৃদয়ে ধারণ করিতেছি; শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া সেই মনোহর শয্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন রাধিকা ভক্তিনতমস্তকে প্রাণনাথকে বলিতে লাগিলেন, প্রভো! সে সব বৃত্তান্ত বিস্মরণ হইব কেন? সমস্তই স্মরণ হইতেছে। আপনার পাদপদ্মপ্রসাদে যাহা আপনি বলিতেছেন, সমস্তই আমি জানি। হে মায়েশ। আমি তোমার ভক্তা হইয়াও ত্বদীয় ঈদৃশ মায়াজালে আচ্ছন্ন হইয়াছি; অথবা তোমার মায়ায় আমাসদৃশ কত ব্যক্তি নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে; আমি একজন ভক্তের শাপে ধরাতলে গোপিকারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, আবার আমাকে তোমার সহিত শতবৎসর বিচ্ছিন্নভাবে থাকিতে হইবে। ৬৫—৮০। কেহ ঈশ্বরের প্রিয় কেহ বা ঈশ্বরের অপ্রিয় হয়; কিন্তু যে যেরূপ তাঁহার উপাসনা করে, ভগবান্ তাহাকে তদনুরূপ কৃপা করিয়া থাকেন। তুমি তৃণকে পর্ব্বত করিতে ও পর্ব্বতকে তৃণ করিতে সক্ষম, তাহা হইলেও যোগ্য ও অযোগ্য এবং দম্পতির প্রতি তোমার কৃপা তুল্য। হে বিভো! তুমি শয়ান রহিয়াছ ও আমি দণ্ডায়মানা রহিয়াছি। ইহার মধ্যে কথোপকথনে যে কাল অতীত হইতেছে তাহা যেন শতযুগ বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাও পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইতে পারিব না। আমার বক্ষঃস্থলে ও মস্তকে আপনার ঐ চরণযুগল অর্পণ কর, তোমার বিরহানলে আমার হৃদয় অত্যন্ত পরিতপ্ত হইতেছে। আমার দৃষ্টি প্রথমতঃ তোমার চরণযুগলে নিপতিত হয়; আমি তাহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া তোমার অঙ্গ কলেবর দর্শনের নিমিত্ত নিয়োগ করিয়াছি; দৃষ্টি তোমার প্রত্যেক অঙ্গ দর্শন করিয়া তৎপরে মুখকমলে পতিত হইয়াছে; ত্বদীয় মনোহর মুখারবিন্দ দর্শন করিয়া সে আর অন্যত্র গমন করিতে সক্ষম হইতেছে না। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করত হিতজনক সারভূত ও শ্রুতিস্মৃতিনিরূপিত বাক্য ইঁহাকে বলিতে লাগিলেন;—প্রিয়ে! যে দেশে, যে সময়ে লোকে যেরূপ আচরণ করিতে হয়, আমি তাহা পূর্ব্বেই নিরূপণ করিয়াছি, সেটী খণ্ডন করিবার কাহারও সাধ্য নাই। প্রিয়ে! তাহা হইলে তুমি কিছুকাল প্রতীক্ষা কর; তোমার মঙ্গলজনক কার্য্য করিব; এক্ষণে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবার কাল উপস্থিত। রাধে! যাহার যে অদৃষ্ট-লিপি, যে কালে ফলিবে বলিয়া পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছে, তাহা বিধাতা দূরে থাকুন, আমিও খণ্ডন করিতে সক্ষম নহি। আমি বিধাতার বিধাতা, অতএব আমি যাহার অদৃষ্টে যে লিখন লিখি, ব্রহ্মা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি তাহা কদাচও খণ্ডন করিতে পারে না। এই-রূপ কথোপকথন হইতেছে, এই সময়ে তথায় মালা-কমণ্ডলুধারী ঈষৎহাস্যযুক্ত চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, হরির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা প্রথমতঃ কৃষ্ণসমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং ভক্তি-নতমস্তক হইয়া সাশ্রুনেত্রে পুলকিতান্তঃকরণে কৃষ্ণকে আগমানুসারে স্তব করিতে লাগিলেন। জগদ্ধাতা এইরূপে হরিসমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, এবং স্তব করত পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া রাধিকাসমীপে গমন করি-লেন; তৎপরে দেবীর চরণযুগল স্বীয় জটাজালে বেষ্টন করিয়া শীঘ্র কমণ্ডলুর জলদ্বারা প্রক্ষালন করি-লেন এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহার আগমানুসারে স্তব করিতে লাগিলেন;—হে মাতঃ! অদ্য কৃষ্ণপ্রসাদে আপনার সর্ব্বসুদুর্লভ পাদপদ্ম দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছি; বিশেষতঃ ভারতে ইহা আরও দুর্লভ। পূর্ব্বে আমি ভারতে পুষ্করতীর্থে ষষ্টিসহস্র বৎসর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করি। তখন তিনি প্রসন্ন হইয়া বর দান করিবার নিমিত্ত আগমন করতঃ বলিলেন, "তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর" ভগবান্ এই কথা বলিলে, আমি এই অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিলাম, হে গুণাতীত! আমি যেন এখনই সেই

সর্ব্বদুর্লভ রাধিকার চরণপদ্ম দর্শন করিতে পারি, এই বর প্রদান করুন। তখন হরি আমার তপস্বিভাব দর্শনে মায়া পরিত্যাগ করত বলিলেন বৎস! সময়ে তোমাকে রাধিকার চরণযুগল দর্শন করাইব এ বিষয়ে কিছুকাল অপেক্ষা কর। মাতঃ! ঈশ্বরের আজ্ঞা কখনও বিফল হয় না, সেই জন্য এই ভারতে গোলোকধামে সর্ব্ববাঞ্ছিত আপনার চরণযুগল দর্শন করিতে পারিলাম। ৮১—১০২। সকলদেবীগণ প্রকৃতির অংশসম্ভূত অতএব তাঁহারা প্রাকৃতিক ও জন্যা; কিন্তু আপনি কৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গসম্ভূতা এবং সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহার সদৃশী; আপনি শ্রীকৃষ্ণ, ইনি রাধা, আপনি রাধা, ইনি স্বয়ং হরি, ইহা কে নিরূপণ করিতে পারে? ইহা বেদেও কখন দেখিতে পাই নাই। মাতঃ! ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে ঊর্দ্ধদেশে গোলোকধাম, আপনি তথায় বাস করেন। যেরূপ গোলোক ও বৈকুণ্ঠ নিত্য, সেইরূপ আপনিও নিত্যা। যেরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডে সকল জীব কৃষ্ণের অংশের অংশ হইতে উৎপন্ন, সেইরূপ আপনিও সেই প্রতিজীবে সর্ব্বশক্তিস্বরূপা। পুরুষগণ, হরির অংশসঞ্জাত; স্ত্রীসমূহ আপনার অংশসম্ভূতা; এই ভগবান্ কৃষ্ণ আত্মাস্বরূপ, আপনি দেহস্বরূপ ও আধাররূপিণী। হে মাতঃ! আপনি কৃষ্ণের প্রাণযুক্তা হইয়া জগতের মাতৃস্বরূপা হইয়াছেন এবং এই শ্রীকৃষ্ণও আপনার প্রাণবিশিষ্ট হইয়া ঈশ্বর হইয়াছেন; আশ্চর্য্যের বিষয়! কোন্ শিল্পী এইরূপ সৃজন করিয়াছে, তাহা বোধগম্য নহে। এই কৃষ্ণ যেরূপ নিত্য, সেইরূপ আপনিও নিত্যা। আপনি ইহঁার অংশ, কি ইনিই আপনার অংশ, ইহা কেহই নিরূপণ করিতে সক্ষম হয় না। আমি জগতের বিধাতা ও বেদপ্রণয়নকর্ত্তা; সেই বেদ গুরুমুখে শ্রবণ করত অধ্যয়ন করিয়া বহুবিধ লোক পণ্ডিত হইয়া থাকে; আমি সেই বেদেরসৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও আপনার গুণ ও স্তবের শতাংশের একাংশও বলিতে সক্ষম নহি; বেদ অথবা পণ্ডিত কে আপনার গুণানুবাদ করিতে সমর্থ? স্তবের কারণভূত জ্ঞান, আপনিই সেই জ্ঞানশালিনী অম্বিকা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। হে মাতঃ! আপনি বুদ্ধির জননী; এরূপ বুদ্ধিমান্ কে আছে, যে আপনার স্তব করিতে সক্ষম হইবে? যে বস্তু সকলের দৃষ্টিগোচর হয়, পণ্ডিতগণ তাহারই-নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, কিন্তু অদৃষ্ট অশ্রুত বিষয়ের নির্ব্বাচন করিতে কে সমর্থ হয়? । ১০৩—১১৩। আমি, অনন্ত, কিংবা শিব, আমরা কেহই আপনার স্তব করিতে সক্ষম নহি; হে জগদীশ্বরি! সরস্বতী এবং বেদও স্তব করিতে সমর্থ নহেন। আমি আগমানুসারে আপনার স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিলাম, ইহাতে আমাকে নিন্দা করা উচিত নহে। কারণ ঈশ্বর ও ঈশ্বরীগণের যোগ্যাযোগ্যে সমান কৃপা। প্রতিপাল্য সন্তানের ক্ষণে গুণ ও ক্ষণে দোষ হইয়া থাকে; কিন্তু জনক-জননী তাহা স্নেহবশতঃ সমস্তই ক্ষমা করিয়া থাকেন। বিধাতা এইরূপ স্তব করিয়া সর্ব্বপূজ্য ঈপ্সিত রাধাকৃষ্ণের চরণ-কমলে প্রণাম করত অগ্রভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি ব্রহ্মাকৃত এই স্তোত্র ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করে, সে রাধামাধবের চরণযুগলে ভক্তি ও দাসত্ব লাভ করিবে; তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই এবং সেই ব্যক্তি কর্ম্মকাণ্ড উন্মূলন করত দুর্জ্জয় মৃত্যু জয় করিয়া সমস্ত লোক লঙ্ঘনপূর্ব্বক উত্তম গোলোকধামে গমন করিবে। ১১৪—১১৯।

ইতি ব্রহ্মাকৃত রাধাস্তব সম্পূর্ণ।

নারায়ণ বলিলেন, রাধা ব্রহ্মার স্তব শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, বিধাতঃ! তুমি মনোবাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর। বিধাতা তখন রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, দেবি! আপনাদের উভয়ের পাদপদ্মে অচলা ভক্তি হয়, এই বর আমাকে প্রদান করুন; ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, রাধিকা শীঘ্র তাহাই স্বীকার করিলেন। তখন বিধাতা পুনর্ব্বার ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে হুতাশন প্রজ্বলিত করিয়া হরিকে স্মরণ করত বিবিধক্রমে হোম করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণ শয্যা হইতে উত্থান করিয়া বহ্নিসমীপে উপবেশনপূর্ব্বক ব্রহ্মোক্ত বিধিক্রমে স্বয়ং হোম করিতে আরম্ভ করিলেন। ১২০—১২৪। তৎপরে বেদকর্ত্তা হরি ও রাধিকাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করাইলেন। পুনর্ব্বার রাধিকাকে হুতাশন প্রদক্ষিণ করাইয়া তাঁহাকে এবং কৃষ্ণকে প্রণাম করত দেবীকে উপবেশন করাইলেন। তৎপরে বিধি রাধিকার হস্ত কৃষ্ণকে ধরিতে বলিলেন, ভগবান্ সেই হস্ত ধারণ করিলে, তাঁহাকে বেদোক্ত সপ্ত মন্ত্র পাঠ করাইলেন। প্রজাপতি রাধিকার হস্ত কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে ও কৃষ্ণের হস্ত রাধিকার পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিয়া রাধিকাকে মন্ত্রসমূহ পাঠ করাইলেন, এবং আজানুলম্বিত পারিজাতকুসুমের মালা রাধাদ্বারা কৃষ্ণগলে অর্পণ করাইলেন। তৎপরে কমলোদ্ভব, কৃষ্ণ ও রাধিকাকে প্রণাম করত কৃষ্ণদ্বারা রাধিকাগলেও মনোহর মালা প্রদান করাইলেন। পুনর্ব্বার কমলোদ্ভব কৃষ্ণকে

বসাইয়া তাঁহার বামপার্শ্বে কৃষ্ণের চিত্তস্বরূপা সস্মিতা রাধিকাকে উপবেশন করাইলেন এবং হে নারদ! রাধা-কৃষ্ণকে হস্তযোড় করাইয়া, বেদোক্ত পঞ্চ মন্ত্র পাঠ করাইলেন। অনন্তর কৃষ্ণকে রাধিকাদ্বারা প্রণাম করাইলেন। পিতা যেরূপ কন্যাকে প্রদান করে, সেইরূপ বিধাতাও রাধিকাকে কৃষ্ণকরে সমর্পণ করিয়া তাঁহাদের পুরোভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দেবগণ আনন্দে পুলকিত হইয়া দুন্দুভি পটহ ও মুরজাদি বাদ্য বাজাইতে এবং পারিজাতকুসুম বর্ষণ ,করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণ মধু পান করিতে আরম্ভ করিল, অপ্সরাগণ মনোহর নৃত্য করিতে লাগিল। তখন ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে স্তব করত বলিলেন, আপনাদের পাদপদ্মে অচলা ভক্তি আমাকে দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করুন। ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া হরি তাঁহাকে বলিলেন, আমাদের পাদপদ্মে তোমার ভক্তি সুদৃঢ়রূপে অবস্থান করুক; এক্ষণে তুমি স্বস্থানে গমন কর, তোমার সকল বিষয়ে মঙ্গল হইবে, তাহাতে সংশয় মাত্রও নাই। হে বৎস! আমার আজ্ঞানুসারে আমার নিয়োজিত কার্য্য করিতে উদ্যুক্ত হও। হে মুনে! জগদ্বিধাতা, ঈশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাধা-কৃষ্ণকে প্রণাম করত নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। ব্রহ্মা প্রস্থান করিলে দেবী রাধিকা সহাস্যবদনে সকটাক্ষ-নেত্রে হরির বদনমণ্ডল বারংবার দর্শন করত লজ্জায় মুখ আচ্ছাদন করিলেন। ১২৫—১৩০। অত্যন্ত কামবাণে পীড়িতা হওয়াতে রাধিকার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল; তখন তিনি ভক্তি-পূর্ব্বক হরিকে প্রণাম করত তাঁহার শয়নাগারে গমন করিয়া কস্তূরী-কুঙ্কুম-মিশ্রিত চন্দন ও অগুরুর পঙ্ক কৃষ্ণের বক্ষে বিলেপন করিলেন ও স্বয়ং ললাটে তিলক ধারণ করিলেন। তৎপরে সুধা ও মধুপূর্ণ রত্নপাত্র হরিকে প্রদান করিলেন; হরি তাহা সাদরে গ্রহণ করত ভোগ করিতে লাগিলেন। রাধিকা কর্পূরাদি-সুবাসিত তাম্বূল কৃষ্ণকে প্রদান করিলেন, হরি সাদরে তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাধাও সস্মিত হইয়া হরিপ্রদত্ত সুধারস তাম্বূল হরির সমক্ষেই চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ আনন্দে চর্ব্বিত তাম্বূল রাধাকে প্রদান করিলেন। রাধা তাহা পরম ভক্তির সহিত ভোজন করত মুখ-কমল পান করিতে লাগিলেন। মধুসূদন রাধার চর্ব্বিত তাম্বুল যাচ্ঞা করাতে রাধিকা তখন হাস্য করত বলিলেন, সে বিষয়ে আমাকে ক্ষমা কর। তাহার পর মাধব রাধিকার সর্ব্বাঙ্গে চন্দন অগুরু কস্তূরী কুঙ্কুম প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য লেপন করিলেন। কাম নিরত যাঁহার চরণকমল চিন্তা করে, অদ্য তিনিই রাধিকার সন্তোষের নিমিত্ত সেই পঞ্চবাণ কামের বশীভূত হইলেন! হে নন্দন! যাঁহার ভৃত্যের ভৃত্য-সমীপে কাম পরাজিত হয়, অদ্য সেই কাম,—ভগবান্ স্বেচ্ছাময় বলিয়া তাঁহাকে কৌতুকে পরাজয় করিতে পারিল। তৎপরে কৃষ্ণ রাধিকার কর ধারণ করিয়া স্বীয় বক্ষে স্থাপন করত চতুর্ব্বিধ চুম্বনপূর্ব্বক তাঁহার বস্ত্র শিথিল করিলেন। হে মুনে। রতি-যুদ্ধে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সমস্ত বিচ্ছিন্ন হইল, চুম্বনে ওষ্ঠরাগ, আলিঙ্গনে চিত্রিত পত্রাবলি, শৃঙ্গারে কবরী ও সিন্দুরতিলক এবং বিপরীত বিহারে অলক্তাদুর প্রভৃতি দূরীভূত হইল। ১৩১—১৫৩। রাধিকার নবসঙ্গমবশে সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল; তিনি মূর্চ্ছিত-প্রায় হইলেন তাঁহার দিবারাত্রি জ্ঞান থাকিল না; কামশাস্ত্রপারদর্শী কৃষ্ণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গদ্বারা রাধিকার প্রত্যঙ্গ আলিঙ্গন করত অষ্টবিধ শৃঙ্গার করিলেন। পুনর্ব্বার সেই বক্রলোচনা রাধিকাকে আকর্ষণ করিয়া হস্ত ও নখদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিলেন। তখন শৃঙ্গারসমরোদ্ভূত কঙ্কণ কিঙ্কিণী মঞ্জীর প্রভৃতির মনোহর শব্দ হইতে লাগিল। তৎপরে কামশাস্ত্র-বিশারদ কৃষ্ণ, নির্জ্জনে কৌতুকবশতঃ রাধিকাকে বসন, কবরী ও বেশভূষাদি হইতে বিযুক্তা করিলেন। রাধিকাও তাঁহাকে চূড়াবিহীন এবং বেশ-বস্ত্রাদি-বিমুক্ত করিলেন। তাঁহারা উভয়েই কার্য্য-কুশল বলিয়া তাঁহাদিগের সেইরূপ ভাব কোন ক্ষতিকর হইল না। মাধব রাধার হস্ত হইতে তাঁহার রত্নদর্পণ হরণ করিলেন, রাধিকাও মাধবের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক মুরলী গ্রহণ করিলেন। মাধব, রসপ্রসঙ্গে রাধার চিত্ত অপহরণ করিলেন, রাধিকাও তাঁহার মন হরণ করিলেন। হে মুনে! সেই কামযুদ্ধ বিরত হইলে বক্রলোচনা রাধিকা হৃষ্ট-মনে প্রীতিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে মুরলী প্রদান করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণও রাধিকাকে উজ্জ্বল দর্পণ ও ক্রীড়াকমল প্রদান করিয়া তাঁহার মনোহর কবরীভার বন্ধন করিলেন ও ললাটে সিন্দুরধারা তিলক প্রদান করিলেন। ১৫৪—১৬৩। হরি, রাধিকার এরূপ বেশ ও বিচিত্র পত্রাবলি প্রভৃতি রচনা করিলেন, সেরূপ রচনা করিতে সখীগন দূরে থাকুক, বিশ্বকর্ম্মা পর্য্যন্তও অক্ষম। রাধিকা যখন কৃষ্ণের বেশবিন্যাস রচনা করিতে যত্ন করিলেন, তখন কৃষ্ণ তাঁহার কৈশোরভাব পরিত্যাগ করত শিশুরূপ ধারণ করিলেন। সেই সময়ে রাধিকা দেখিলেন, সেই বালক ক্ষুধায় পীড়িত

হইয়া রোদন করিতেছেন এবং যে ভাবে নন্দ প্রদান করিয়াছিলেন তাদৃশ ভীরু। তখন রাধিকা ব্যথিত হৃদয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ইতস্ততঃ কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া না পাওয়াতে বিরহাতুরা ও শোকাকুলা হইলেন এবং কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া অতি করুণ স্বরে কাকুক্তিতে বলিলেন, হে মায়েশ! মাদৃশ দাসীজনের প্রতি এরূপ মায়া বিস্তার করিতেছেন কেন? এই কথা বলিয়া রাধা রোদন করিতে করিতে ভূমিতে পতিত হইলেন, কৃষ্ণও পূর্ব্ববৎ রোদন করিতে লাগিলেন। তখন এই দৈববাণী হইল "রাধে! তুমি রোদন করিতেছ কেন? কৃষ্ণ-পাদপদ্ম স্মরণ কর, যত দিন রাসমণ্ডপ বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তুমি এই স্থানে আগমন করিবে এবং ছায়ামাত্র গৃহে রাখিয়া স্বয়ং এই রাসমণ্ডলে আগমন করত হরির সহিত নিত্য ঈপ্সিত রতি ভোগ করিবে; আর রোদন করিও না। হে সুন্দরি! এই বালকরূপী মায়েশ্বর প্রাণপতিকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া শোক পরিত্যাগ করত নিজ মন্দিরে গমন কর।" এই দৈববাণী শ্রবণে রাধিকা প্রবোধযুক্তা হইয়া বালককে ক্রোড়ে ধারণ করতঃ সেই পুষ্পোদ্যান, বন ও রত্নমণ্ডপ প্রভৃতি সমস্ত দর্শন করিলেন। ১৬৪—১৭৩। হে নারদ! তৎপরে মনের ন্যায় বেগগামিনী রাধিকা শীঘ্র তথা হইতে নিমেষার্দ্ধে নন্দভবনে গমন করিলেন। আরক্তলোচনা রাধিকা উন্মুক্ত-বদনা হইয়া তাঁহার নয়নাম্বুসিক্ত সুস্নিগ্ধ শিশুকে যশোদাকরে অর্পণ করত এই কথা বলিলেন, এই শিশু অত্যন্ত স্থূল বলিয়া দুর্ব্বহ এবং ক্ষুধাতুর হইয়া নিয়ত ক্রন্দন করিতেছে; তোমার স্বামী গোষ্ঠে আমার হস্তে এই বালককে প্রদান করিয়াছিলেন; ইহার জন্য পথিমধ্যে আমি অত্যন্ত যাতনা ভোগ করিয়াছি, ইহাকে তুমি গ্রহণ কর। মেঘাচ্ছন্ন হওয়াতে দিন অত্যন্ত মন্দ হইয়াছে, অনবরত বৃষ্টিধারা পড়াতে বসন সকল আর্দ্র হইয়াছে; এই জন্য সেই পিচ্ছিল দুর্গমপথে ইহাকে বহন করিতে অত্যন্ত যাতনা ভোগ করিয়াছি। ভদ্রে! এই বালককে গ্রহণ কর এবং শীঘ্র স্তন্য প্রদান করিয়া ইহাকে সুস্থ কর; আমি অনেকক্ষণ হইল গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি; অতএব এইক্ষণ গৃহে গমন করি, তুমি স্বগৃহে অবস্থান কর। সতী রাধিকা এই বলিয়া বালক প্রদান করত স্বগৃহে গমন করিলেন। যশোদা বালককে ক্রোড়ে করিয়া স্তন প্রদান করত চুম্বন করিতে লাগিলেন। রাধিকা স্বগৃহে গৃহ-কর্ম্মাদিতে বাহ্যিক নিবিষ্টা রহিলেন; কিন্তু প্রতিদিন সেই বৃন্দাবনে রাসমণ্ডলে হরিসহ রতিক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বৎস! তোমার সমীপে সুখপ্রদ মোক্ষদ ও পবিত্র শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রবিষয় বর্ণন করিলাম, অপর বিষয় তোমাকে বলিতেছি। ১৭৪—১৮১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! একদা মাধব পান ভোজনাদি সম্পন্ন করত শিশুগণসহ গোধন লইয়া ক্রীড়ার নিমিত্ত শ্রীবনে গমন করিলেন। মধুসূদন শ্রীবনে শিশুগণসহ নানাবিধ ক্রীড়া করত গোচারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর কৃষ্ণ গোধনসহ তথা হইতে মধুবনে গমন করিলেন; তথায় বলদেবের সহিত সুস্বাদু জল পান করিলেন। সেই স্থানে শ্বেতবর্ণ বলবান্ ভয়ঙ্কর এক দৈত্য উপস্থিত হইল, তাহার নাম বকাসুর। সে শৈলের ন্যায় বৃহৎ; তাহার বদন অতি বিকট। বকাসুর, গোষ্ঠে গোসমূহ, বলদেব এবং কৃষ্ণকে দেখিয়া অগস্ত্য যেরূপ বাতাপিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সে কৃষ্ণ প্রভৃতি সকলকেই গ্রাস করিল। তখন দেবগণ কৃষ্ণকে বক গ্রাস করিয়াছে দেখিয়া, হাহাকার করত সশস্ত্রে ধাবমান হইলেন। ইন্দ্র কোন উপায় না দেখিয়া দধীচির অস্থি-নির্ম্মিত বজ্র বকের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে বকাসুরের মৃত্যু হইল না। একটী পক্ষ মাত্র অস্ত্রানলে দগ্ধ হইল। হে নারদ! তাহার পর চন্দ্র নীহারাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে দৈত্য অত্যন্ত শীতার্ত্ত হইল। যম যমদণ্ড প্রহার করিলেন, তাহাতে সে অত্যন্ত ব্যথিত হইল। বায়ু বায়ব্যাস্ত্র প্রহার করিয়া তাহাকে স্থানান্তরিত করিলেন। বরুণ শিলাবৃষ্টি করিয়া তাহাকে নিতান্ত পীড়িত করিলেন। হুতাশন অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহার পক্ষসমূহ দগ্ধ করিলেন। কুবের অর্দ্ধচন্দ্রবাণে তাহার পদদ্বয় ছিন্ন করিলেন। অসুর শিবনিক্ষিপ্ত শূলাঘাতে মূর্চ্ছিত হইল। তখন ঋষিগণ মুনিগণ সকলেই ভীতচিত্তে কৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে পরমেশ্বর কৃষ্ণ, ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত হইয়া দৈত্যের বাহ্য ও অভ্যন্তর সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিলেন। বক গোধন ও শিশু প্রভৃতি বমন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। বলরাম-সহ কৃষ্ণ বকাসুরকে বিনাশ করিয়া মনোহর কেলিকদম্বকাননে গমন করিলেন। এই সময়ে শৈলের ন্যায় অতি বৃহৎ এবং অত্যন্ত ধূর্ত্ত প্রলম্ব নামে অসুর বৃষরূপ ধারণ করত তথায় উপস্থিত

হইল এবং হরিকে শৃঙ্গে করিয়া ভ্রমণ করাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে গোপবালকগণ ভয়ে আকুলিত হইয়া রোদন করিতে করিতে চারি দিকে ধাবমান হইল। তখন বলরাম ভ্রাতাকে ঈশ্বররূপী জানিতেন বলিয়া হাস্য করত বালকদিগকে বলিলেন "তোমাদের ভয় কি ?" এই বলিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। এ দিকে মধুসূদন তাহার শৃঙ্গ ধারণ করত আকাশে ভ্রমণ করাইয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। দৈত্যশ্রেষ্ঠ ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল, তদ্দর্শনে বালকগণ হাসিতে হাসিতে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ প্রলম্বকে বধ করিয়া অবিলম্বে বলরাম-সহ গোধন চরাইয়া ভাণ্ডীরবনে গমন করিলেন। মাধবকে যাইতে দেখিয়া দৈত্যপতি বলবান্ কেশী তাঁহাকে শীঘ্র বেষ্টন করত খুরদ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল, ।১—২০। দুষ্ট কেশী, হরিকে মস্তকে ধারণপূর্ব্বক শতযোজন উর্দ্ধে আকাশে উত্তোলন করত ভ্রমণ করাইয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিল। তৎপরে সেই পাপী পুনর্ব্বার হরিকে কোপবশতঃ চর্ব্বণ করিতে লাগিল, তাহাতে পর্ব্বত চর্ব্বণে যেরূপ দন্তসকল ভগ্ন হয়, তদ্রূপ পাপিষ্ঠের দন্তপংক্তি ভগ্ন হইল এবং কৃষ্ণতেজে দগ্ধ হইয়া অচিরাৎ প্রাণ ত্যাগ করত ভূতলে পতিত হইল; তখন স্বর্গে দুন্দুভিবাদ্য ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এই সময়ে দ্বিভুজ পীতবাস দিব্যরূপধারী হরির পারিষদগণ দিব্য রথে আরোহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা কিরীট, কুণ্ডল ও বনমালায় বিভূষিত; তাহাদের হস্তে চিত্তশান্তিকর মধুর মুরলী ও চরণে মুখর মঞ্জীর শোভিত; তাঁহাদের চন্দনচর্চ্চিত ও কুঙ্কুমদ্রববিলেপিত কলেবর অতি মনোহরশোভাসম্পন্ন। তাঁহাদের বদনমণ্ডল ঈষৎহাস্যযুক্ত; তাহারাও গোপবেশধারী, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহবিতরণে অতি ব্যগ্র। সেই পারিষদবর্গ, শ্রেষ্ঠরত্ননির্ম্মিত প্রদীপ্ত রথে আরোহণ করিয়া ভাণ্ডীরবনে হরিসমীপে গমন করিলেন। তৎপরে দিব্যবস্ত্রধারী, রত্নালঙ্কারভূষিত পারিষদগণ, হরিকে প্রণাম করিয়া পবিত্র গোলোকধামে গমন করিলেন। বৈষ্ণব পুরুষগণ মুক্তদেহ পরিত্যাগ করত দানবযোনিতে উদ্ভূত হইয়া তদ্দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কৃষ্ণপারিষদ হইলেন। ২১—৩০। নারদ বলিলেন, হে মহাভাগ! সেই বৈষ্ণবপুরুষগণ কিরূপে দৈত্যরূপী হইলেন? সেই অদ্ভুত বিষয় বর্ণন করুন। নারায়ণ বলিলেন, ব্রহ্মন্! যাহা পুষ্করতীর্থে শিবমুখে শ্রুত হইয়াছি, সেই পুরাতন ইতিহাস তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে আমি, মুনিগণ ও ব্রহ্মা, আমরা সকলেই শঙ্করের নিকটে এই সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি হরিগুণ প্রসঙ্গে আমাদিগকে এই বিষয় বিশেষরূপে বলিয়াছেন। হে মহাভাগ ব্রহ্মপুত্র! আমি সেই ত্রিভুবনপবিত্রকারিণী শিবমুখনিঃসৃতা কথা সুবিস্তাররূপে বর্ণন করিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর। পূর্ব্বে গন্ধমাদন পর্ব্বতে গন্ধবাহ নামে হরিভক্তি-নিরত তপস্বিশ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব্বপতি বাস করিতেন। হে মুনে। সেই গন্ধর্ব্বরাজের কুলশ্রেষ্ঠ চারিটী পুত্র জন্মিল। তাঁহারা স্বপ্নে ও জাগরণে কৃষ্ণপাদপদ্ম নিয়ত স্মরণ করিতেন। গন্ধর্ব্বপুত্রগণ দুর্ব্বাসাশিষ্য হইয়া কৃষ্ণসেবাতে তৎপর হইলেন। এমন কি কৃষ্ণকে নিত্য পদ্ম প্রদান করত পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। সেই গন্ধর্ব্ব-পুত্রগণের নাম—বসুদেব, সুহোত্র, সুপার্শ্ব, সুদর্শক, তাঁহারা চারিজনেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং পুষ্করতীর্থে তপস্যা করিতেন; বহুকাল তপস্যা করত তাঁহারা সিদ্ধপুরুষের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ বসুদেব দুর্ব্বাসার নিকটে যোগ প্রাপ্ত হইয়া সেই যোগবলে যোগীদিগের শ্রেষ্ঠ ও সিদ্ধ হইলেন এবং দার গ্রহণ করত ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবে অমলতুল্য দীপ্তি পাইতে লাগিলেন; তৎপরে দেহ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ পারিষদ হইলেন। ৪১—৫০। এক সময়ে সুহোত্র প্রভৃতি ভ্রাতৃত্রয় কৃষ্ণপূজার নিমিত্ত প্রত্যূষে পদ্ম চয়ন করিতে চিত্র সরোবরে গমন করিলেন। তৎপরে তাঁহারা পদ্ম চয়ন করিয়া আগমন করিতেছেন, এমন সময়ে সরোবররক্ষক শিব-কিঙ্করগণ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া সমীপে গমন করত, আবদ্ধ করিল এবং বলিষ্ঠ শিব-কিঙ্করগণ, দুর্ব্বল গন্ধর্ব্বপুত্রগণকে লইয়া শিবসমীপে গমন করিল; তৎপরে তাঁহারা শিবসমীপে গমন করত ভূমিতে পতিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন; তখন ভক্তবৎসল, হাস্যবদন শঙ্কর তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করত বলিলেন, পার্ব্বতীর ব্রতের নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ যক্ষরক্ষিত সরোবরে পার্ব্বতীর পদ্ম সকল হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তোমরা কে? সতী পার্ব্বতী ত্রৈমাসিক ব্রতে পতিসৌভাগ্য-বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রতিদিন হরিকে সহস্র পদ্ম প্রদান করেন;—শিব-বাক্য শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবগণ ভীত হইয়া করযোড়ে নতমস্তকে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, প্রভো! আমরা গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ গন্ধবাহের পুত্র; হে ঈশ! আমরা শ্রীকৃষ্ণকে কমল প্রদান করিয়া তৎপরে জলগ্রহণ করি; হে প্রভো! এই সরোবর যে পার্ব্বতীরক্ষিত, তাহা আমরা পরিজ্ঞাত নহি, এক্ষণে এই সমস্ত

পদ্ম গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ফল প্রদান করুন। ৪২—৪৯। অদ্য আমরা কমলও দান করিতে পারিব না অতএব জলও ভক্ষণ করিব না; অথবা পান করিব না কেন? যেহেতু আপনাকেই সমস্ত পদ্ম প্রদান করিলাম। হে বিভো! যাহার পাদপদ্ম নিত্য ধ্যান করিয়া পদ্মদ্বারা পূজা করিয়া থাকি, অদ্য তাঁহাকে সাক্ষাতে পদ্ম দান করিয়া আমরা পবিত্র হইলাম। একব্রহ্ম তাঁহার দ্বিতীয় নাই এবং তাঁহার দেহ নাই, অতএব রূপও নাই কিন্তু কেবল ভক্তানুগ্রহে তিনি দেহ ধারণ করিয়াছেন, ও মায়াতে রূপ ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। হে প্রভো! আপনিই আমাদের সেই দয়াময় প্রভু; অতএব এই পদ্মসমূহ গ্রহণ করুন; এবং যাহাতে আমাদের মানস পূর্ণ হয় সেই কৃষ্ণরূপ আমাদিগের দর্শন করান; তিনি, দ্বিভুজ, কিশোর, শ্যাম, সুন্দর, তাহার হস্তে মোহন মুরলী, পীতবাস পরিধান; তাঁহার এক বদন, দ্বিনয়ন, শরীর চন্দন ও অগুরুচর্চ্চিত; তাঁহার মুখমণ্ডল মৃদুহাস্যযুক্ত, অতএব প্রসন্ন; তিনি রত্নালঙ্কারে ভূষিত, ময়ূরপুচ্ছনির্ম্মিত চূড়া ও মালতীমালায় বিভূষিত, মণিশ্রেষ্ঠ কৌস্তুভদ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল সমুজ্জ্বল; তিনি পারিজাতকুসুমের মনোহর মাল্যশ্রেণীতে বিরাজিত; তিনি কোটিকন্দর্পের লাবণ্যলীলার আধারস্বরূপ; গোপীগণ তাঁহাকে হাস্যবিস্ফারিত বঙ্কিমনয়নযুগলে অবিরত দর্শন করিতেছে; তিনি নবযৌবনসম্পন্ন এবং রাধার বক্ষঃস্থলে নিয়ত অবস্থিত। তাঁহাকে ব্রহ্মাদি দেবগণ অবিরত স্তব করিয়া থাকেন; তিনি সকলের বন্দনীয়, ধ্যানযোগ্য ও বাঞ্ছিত; তিনি পরমাত্মা পূর্ণকাম ও ভক্তের প্রতি অনুগ্রহে অতি বিনীতভাব-সম্পন্ন। ৫০—৫৯। এই কথা বলিয়া সেই গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠগণ, কৃষ্ণনাম-স্মরণবশতঃ পুলকাঙ্কিত কলেবরে শম্ভুসম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাদেব গন্ধর্ব্বগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণরূপ স্মরণ করত অশ্রুপূর্ণ ত্রিনয়নে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, হে গন্ধর্ব্বগণ! তোমরা যে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি; তোমরা কেবল চরণকমলের রেণুতে পৃথিবী পবিত্র করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া থাক। আমি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণভক্তদর্শনে বাঞ্ছা করি, ত্রিভুবনে তোমাদের সদৃশ সাধুসমাগম অতি দুর্লভ। তোমরা আমার, পার্ব্বতীর ও দেবগণের সর্ব্বদা প্রীতিভাজন; আমার নিজ ভক্ত অপেক্ষা বৈষ্ণবগণ অধিক প্রিয়। কিন্তু হে মহাভাগগণ! পার্ব্বতীর ব্রতকার্য্যে যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছি তাহার অন্যথা হইবে না, সেই প্রতিশ্রুত বিষয় শ্রবণ কর। পার্ব্বতীর অনুষ্ঠিতব্রতকালের মধ্যে যাহারা এই সরোবরের পদ্ম আহরণ করিবে, তাহারা তৎক্ষণাৎ অসুরযোনি প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সংশয়মাত্রও নাই; কিন্তু তাহা হইলেও কৃষ্ণভক্তগণের কোথাও অমঙ্গল ঘটে না, তোমরা দানবযোনি প্রাপ্ত হইলেও পুনর্ব্বার গোলোকধামে গমন করিতে পারিবে। হে বৎসগণ! তোমরা যে কৃষ্ণরূপ প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছ, সেইরূপ ভারতে বৃন্দাবনে নিশ্চয় দেখিতে পাইবে। হে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা তখন সম্মুখে কৃষ্ণরূপ দর্শন করিতে করিতে দানবদেহ পরিত্যাগ করত দিব্য রথে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণভবনে গমন করিবে। এক্ষণে তোমাদের বাঞ্ছনীয় যেরূপ দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছ, তাহা দর্শন কর; এই বলিয়া শিব তাহাদিগকে সেই মোহন রূপ দর্শন করাইলেন। তৎপরে দানবেশ্বরগণ, সেইরূপ দর্শনে সাশ্রুনেত্র হইয়া শিবকে প্রণাম করত দানবযোনিতে গমন করিলেন। বসুদেব পূর্ব্বেই মুক্ত হইয়াছেন। সুহোত্র বকাসুররূপে, সুদর্শন প্রলম্বরূপে এবং সুপার্শ্ব কেশীরূপে দানবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই অসুরগণ শিববরে অনুত্তমরূপ দর্শন করত কৃষ্ণহস্তে মৃত্যু লাভ করিয়া কৃষ্ণমন্দিরে গমন করিলেন। হে বিপ্র! এইরূপ শিবের অদ্ভুত চরিত্র এবং বক কেশী ও প্রলম্বের মোক্ষপ্রদ মুক্তি বিষয় বর্ণন করিলাম। ৬০—৭৪। নারদ বলিলেন, হে মহাভাগ! আপনার প্রসাদে সমস্ত অদ্ভুত বিষয় শ্রুত হইলাম, এক্ষণে পার্ব্বতী কোন্ ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন, তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি। সেই ব্রতের আরাধ্য দেবতা কে? সেই ব্রতেরই বা ফল কি? তাহার নিয়ম কি? হে ভগবন্। সেই ব্রতের কোন্ কোন্ বস্তু উপযোগী, তাহা কত কালসাধ্য? তাহার প্রতিষ্ঠার নিরূপণ কি? তাহা শুনিতে আমি অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছি; অতএব কৃপা করিয়া সুবিচারপূর্ব্বক আমাকে বলুন। নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! এই ব্রত ত্রিমাসসাধ্য; ইহার নাম পতি-সৌভাগ্য-বর্দ্ধন, ইহাতে আরাধ্য রাধা-কৃষ্ণ; ইহা বিষ্ণু-সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণায়নে সমাপ্ত করিতে হয়। ব্রতের পূর্ব্বদিনে হবিষ্যান্ন ভোজন করত সংযম করিবে। ব্রতী বৈশাখমাসের সংক্রান্তিতে স্নান করত জাহ্নবীতীরে সঙ্কল্প করিয়া মণিনির্ম্মিত ঘটে শালগ্রামে অথবা জলে পূজা করিবে। —প্রথমতঃ পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া তৎপরে ভক্তি-

পূর্ব্বক রাধাকান্তের ধ্যান করিবে; সেই সামবেদোক্ত ধ্যান তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। যথা—নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামতনু, পীত-কৌষেয়বস্ত্রধারী, শরৎ-কালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ঈষদ্ধাস্যপূর্ণবদনমণ্ডল শরৎ-বিকশিত পদ্মসদৃশ মনোহর অঞ্জনরঞ্জিত নয়নযুগলে শোভিত, গোপিকাগণের অবিরত মনোমোহন, রাধিকা-বক্ষঃস্থলে রাধিকা কর্ত্তৃক নিয়ত পরিদৃশ্যমান, ব্রহ্মস্বরূপ, অনন্ত মহেশ্বর ও ব্রহ্মা প্রভৃতি কর্ত্তৃক স্তূয়মান কৃষ্ণকে আমি ভজনা করি;—এই প্রকারে কৃষ্ণকে ধ্যান করত ব্রতী তাঁহার আরাধনা করিবে। তৎপরে মধ্যন্দিনোক্ত রাধিকার ধ্যানের দ্বারা তাঁহাকে ধ্যান করিবে। ৭৫—৮৫। ধ্যান যথা—রাসেশ্বরী রমণীয়া রাসোল্লাসে উৎকণ্ঠিতা রাধা রাসমণ্ডল-মধ্যস্থিতা ও রাসের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। তিনি রাসেশ্বরের বক্ষে নিয়ত বাস করেন স্বয়ং রসিকা এবং রসিকপ্রিয়া; তিনি রসিকপ্রবরা রমণীয়রূপা ও মনোহারিণী। তাঁহার শরৎকালীন পদ্মশ্রেণীর ন্যায় শোভাসম্পন্ন এবং ভ্রূভঙ্গযুক্ত বঙ্কিম নয়নযুগল অঞ্জনে রঞ্জিত; তাঁহার বদনমণ্ডল, শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর এবং ঈষদ্ধাস্যযুক্ত, তিনি চারুচম্পকবর্ণাভা ও চন্দনে বিভূষিতা। তাঁহার ললাটে কস্তূরীবিন্দুর সহিত সিন্দূরবিন্দু বিরাজিত; তিনি চারুপত্রাবলিযুক্তা ও বহ্নির ন্যায় শুদ্ধবস্ত্রপরিধানা; তাঁহার মনোহর কপোলস্থল রত্নময় কুণ্ডলযুগলে উজ্জ্বল শোভাসম্পন্ন; বক্ষঃস্থল সারভূত-রত্ননির্ম্মিত হারে বিরাজমান। তাঁহার বাহুযুগল রত্নময় কঙ্কণ, কেয়ূর, কিঙ্কিণী, প্রভৃতি দ্বারা সুরঞ্জিত; চরণে মুখর রত্নময় মঞ্জীর; ব্রহ্মা প্রভৃতির সেব্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিরন্তর সেবা করিয়া থাকেন; তিনি সর্ব্বে-শের স্তুতিযোগ্যা ও সর্ব্ববীজস্বরূপা; তাঁহাকে আমি ভজনা করি। ৮৬—৯৩। এই ধ্যান করিয়া ভক্তি-সহকারে প্রতিদিন ষোড়শোপচার প্রদানপূর্ব্বক কৃষ্ণ-সহ রাধিকাকে পূজা করিবে। হে মুনে! তাহার পর ব্রতী অষ্টোত্তর সহস্র কমল প্রত্যেকটী, পৃথক্ পৃথক্-রূপে প্রদান করিবে। এবং প্রতিদিন অষ্টোত্তর শত আহুতি প্রদানে হোম করিবে ও নিত্য অষ্টোত্তর শত অক্ষত ফল প্রদান করিবে। ব্রতী রাধিকাসহ কৃষ্ণকে পুষ্প ও রসাল অথবা পক্করম্ভা ফল—কৃষ্ণায় স্বাহা'এই-মাত্র উচ্চারণ করত যত্নপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে প্রদান করিবে এবং প্রতিদিন শতসংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ব্রতী প্রতিদিন অষ্টোত্তর শতাহুতিদ্বারা হোম করত রাধিকাসহ কৃষ্ণকে সমস্ত প্রদান করিবে। হে নারদ! তাহার পরে আজ্যমিশ্রিত তিল হোম করিয়া প্রতিদিন বাদ্য ও হরিসঙ্কীর্ত্তন করিবে। এই-রূপ তিনমাস পর্য্যন্ত করিয়া তাহার পর প্রতিষ্ঠা করিবে; হে নারদ! সেই প্রতিষ্ঠাদিবসের নিয়ম শ্রবণ কর। হে বিপ্রেন্দ্র! প্রতিষ্ঠাদিবসে, অক্ষত নবতিসহস্র পদ্ম প্রদান করিবে এবং নবসহস্র ব্রাহ্মণ সুস্বাদু পিষ্টক ও পরমান্নদ্বারা ভোজন করাইবে; আর নবসহস্র সাত-শত দশটী ফল নানাবিধ দ্রব্য ও নৈবেদ্য রাধা-কৃষ্ণকে প্রদান করিবে। তৎপরে বিদ্বান্ ব্যক্তি সংস্কৃত অগ্নি স্থাপন করিয়া হোম করত সঘৃত তিলদ্বারা নবতি-সহস্র আহুতি প্রদান করিবে এবং বস্ত্র ভোজ্য যজ্ঞসূত্র ও ফলযুক্ত নবতিসংখ্যক ডালা গন্ধপুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করত ভক্তিপূর্ব্বক প্রদান করিবে। ব্রতী শীতলজলপূর্ণ নবতিসংখ্যক কুম্ভ উৎসর্গ করিবে, এইরূপ ব্রত করিয়া বিপ্রকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। ৯৪—১০৬। দক্ষিণার পরিমাণ বেদে নিরূপিত হই-য়াছে,—সহস্রসংখ্যক স্বর্ণশৃঙ্গবিশিষ্ট বৃষেন্দ্র প্রদান করিবে। হে বিপ্র। এইরূপ ত্রৈমাসিক ব্রতের বিষয় তোমাকে বলিলাম; এই ব্রত উৎকৃষ্টসন্ততিজনক ও পতিসৌভাগ্যবর্দ্ধক। নারী এই ব্রতপ্রভাবে শত-জন্ম পর্য্যন্ত সৌভাগ্যশালিনী হইয়া শতজন্ম পর্য্যন্ত নিশ্চয় সৎপুত্রের জননী হয়। তাহার কদাচও পতি-পুত্রের বিচ্ছেদ হয় না এবং পুত্র তাহার দাসতুল্য হয় ও পতি সুমধুরভাষী হয়; সেই সতী অনুক্ষণ রাধাকৃষ্ণের ভক্তিতেই মনোনিবেশ করিতে পারে এবং এই ব্রতপ্রভাবে জাগরণেও স্বপ্নে হরিস্মৃতি তাহাকে পরিত্যাগ করে না। আমাদের মাতাও এই সামবেদোক্ত ব্রত পূর্ব্বে আচরণ করিয়াছেন। এই সকল ব্রতের শ্রেষ্ঠ তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ স্বায়ম্ভুব মনুর পত্নী সতী শতরূপা অগস্ত্যকে পুরোহিত স্থির করিয়া এই ব্রত করেন। হে মুনে! সেই সময়ে দেবহূতী ও চারুহূতী পুলস্ত্যকে পুরোহিত করিয়া এই ব্রত করেন। তৎপরে রোহিণী ক্রতুকে পুরোহিত করিয়া এবং রতি গৌতমকে পুরোহিত করিয়া এই ব্রত করিয়াছেন। তৎপরে গুরুপত্নী তারা অত্যন্ত সমারোহে ভক্তিপূর্ব্বক বশিষ্ঠকে পুরোহিত করিয়া এই ব্রত করিয়াছেন। সেই গুরু-পত্নীর ব্রতদর্শনে সানন্দচিত্তে শচী মহাসমারোহে এই ব্রত করেন, বৃহস্পতি তাহার পুরোহিত ছিলেন। তাহার পর স্বাহা সকলের অপেক্ষা বিশেষরূপে মহা-সম্ভৃত সম্ভারে এই ব্রত করিয়াছিলেন, তাঁহার পুরোহিত ছিলেন মরীচি। হে ব্রহ্মন্! স্বাহা দর্শনে

করিয়া হৃষ্টচিত্তে পার্ব্বতী বদ্ধাঞ্জলি করে ভক্তিনত-মস্তক হইয়া শঙ্করকে বলিলেন, হে জগন্নাথ! ব্রত-সমূহের শ্রেষ্ঠভূত আমাদের ইষ্টদেবের উত্তম ব্রত করিতে বাসনা করি. সে বিষয়ে আপনি অনুমোদন করুন। ১০৭—১২০। হে নাথ! হরির আরাধনা সকল মঙ্গলের কারণ। ইষ্ট বস্তু প্রদান শ্রুতিপাঠ ও পৃথিবীর তীর্থাদি পরিভ্রমণ প্রভৃতি কার্য্য—হরি-আরাধনার ষোড়শ কলার এক কলারও যোগ্য নহে। যাহার বাহ্য ও অভ্যন্তরে হরিস্মৃতি অনুক্ষণ জাগরূক থাকে, সেই জীব জীবন্মুক্ত, তাঁহার দর্শনমাত্রই মুক্তি-লাভ হয়, তাঁহার পাদপদ্মের পজঃকণায় পৃথিবী সদ্য পবিত্রা হয়; তাহার দর্শনমাত্রেই ত্রিভুবন পবিত্র হয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু, ধর্ম্ম, অনন্ত, তুমি ও গণেশ্বর, তোমরা সকলেই যাঁহার পাদপদ্ম নিয়ত ধ্যান করিয়া তেজে তাঁহার সমতা প্রাপ্ত হইয়াছ। যে যাঁহাকে সতত ধ্যান করে, সে নিশ্চয় তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় এবং গুণে, তেজে, বুদ্ধিতে ও জ্ঞানে তাহার-ই সমান হয়। সেই কৃষ্ণের ধ্যান, তপস্যা ও সেবাফলেই তাঁহার ন্যায় গুণসম্পন্ন তোমা হেন পতি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি গুণবান্ স্বামী ওউত্তম পুত্র অবলীলা ক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আমার অভিলাষ পূর্ণই আছে। প্রভো! কৃষ্ণতুল্য আপনাকে পতি, কার্ত্তিক ও গণেশকে পুত্র এবং হিমালয়কে পিতারূপে পাইয়াছি; অতএব আমার দুর্লভ কি আছে। স্ত্রীগণ সর্ব্বদা পতি, পুত্র ও পিতার গর্ব্ব করিয়া থাকে, কিন্তু যাহার তিনটীই অতি যোগ্য তাহার দুর্লভ কি আছে? পার্ব্বতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া শঙ্কর অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং হাস্যবদনে পুলকিত হইয়া মধুর বাক্য প্রয়োগ করত বলিলেন, হে ঈশ্বরি! তুমি মহালক্ষ্মীস্বরূপা, সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী ও অনন্তশক্তিরূপা। অতএব তোমার অসাধ্য কি আছে। ১২১—১৩১। দেবি! তুমি যাহার গৃহে বিরাজমানা সে সকলঐশ্বর্য্য-শালী। যাহার গৃহে গৃহলক্ষ্মী নাই, তাহার জীবিত থাকা অপেক্ষা মরণও শ্রেয়ঃ। হে শুভদে! আমি ব্রহ্মা ও বিষ্ণু আমরা শক্তিরূপিণী; তোমার প্রসাদে শক্তিযুক্ত হইয়া যথাক্রমে জগতের সংহার সৃষ্টি ও রক্ষা করিয়া থাকি। হিমালয় কে? আমিই বা কে? কার্ত্তিক এবং গণেশই বা কে? আমরা তোমা বিহীন হইলে সকলকার্য্যে অসমর্থ এবং তোমার প্রসাদে আমরা ঈশ্বর হই। শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, পতিব্রতা নারীর স্বামীর আজ্ঞা গ্রহণ করা সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয়; হে পতিব্রতে! তুমি বুঝি আমার আজ্ঞা গ্রহণ করত ব্রত করিতে উদ্যত হইয়াছ; যাহা হউক যাঁহারা এই ব্রত করিয়াছেন; তাঁহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিশেষ করিয়া এই ব্রতাচরণ কর। ভগবান্ সনৎকুমার তোমার ব্রতে পুরোহিত হইবেন, আমি—পদ্ম, ব্রাহ্মণ ও দ্রব্য প্রভৃতির সংগ্রহকর্ত্তা হইব এবং হে সুন্দরি! কুবেরকে কোষাধ্যক্ষ কর, ব্রতে দানাধ্যক্ষ আমি হইব, লক্ষ্মী স্বয়ং ধনদাত্রী হইবেন। স্বয়ং বহ্নিদেব তাহাতে পাচক থাকিবেন, বরুণ স্বয়ং জল প্রদান করিবেন, যক্ষগণ ব্রতের বস্ত্রবাহক হইবে, ষড়ানন তাহার অধ্যক্ষ হইবে; স্নানসংস্কারকর্ত্তা পবন হউন; স্বয়ং ইন্দ্র পরিবেশনকারী হউন ও চন্দ্র এই কার্য্যের অধিষ্ঠায়ক হইবেন। যোগ্য ও অযোগ্য পাত্রে যথানিয়মে যেরূপ বস্তু প্রদান করিতে হয়, সূর্য্য সেইরূপ প্রদান করিবার নিমিত্ত নিয়োগকর্ত্তা হইবেন। হে সুন্দরি! ব্রতোপযুক্ত যে বস্তু, নিয়মিতরূপে তাহা দান করত তাহার অধিক ফল, পুষ্প হরিকে প্রদান করিবে। দেবি! ব্রতের নিয়মিত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া তাহা হইতে অধিক অসংখ্য ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ কর, তৎপরে সমাপ্তিদিনে বিপ্রদিগকে স্বর্ণ প্রবাল রত্ন প্রভৃতি ব্রতোক্ত দক্ষিণা প্রদান করিবে। ১৩২—১৪৩। এই কথা বলিয়া শঙ্কর পার্ব্বতীকে সেই ব্রত আরম্ভ করাইলেন; দুর্গাও সকলের অপেক্ষা বিশেষরূপে ব্রত করিতে লাগিলেন। হে বিপ্র! পার্ব্বতী যে ব্রতাচরণ করিয়াছেন তাহা তোমাকে বলিলাম; পার্ব্বতীর ব্রতে ব্রাহ্মণগণ এত রত্ন পাইয়া-ছিলেন যে, তাহা তাহাদিগের বহন করিতে ক্ষমতা ছিলনা। হে নারদ! এই ইতিহাস সমস্ত শুনিলে, এক্ষণে প্রকৃত বিষয় শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত প্রতিপদে নতন নতন ভাবে ভাবময়। কৃষ্ণ দানবেন্দ্র-দিগকে বিনাশ করিয়া সেই শিশুগণ ও গোপগণের সহিত কুবেরভবনসদৃশ স্বীয় ভবনে আগমন করিলেন। তৎপরে শিশুগণ, বনের সেই সমস্ত বার্ত্তা সকলের নিকটে বলিতে লাগিল; তাহা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইল কিন্তু নন্দ অত্যন্ত ভীত হইলেন। তাহার পর নন্দ, বৃদ্ধ গোপ-গোপীগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সহিত সমালোচনা করিয়া সময়োচিত যুক্তি করিলেন। তখন গোপরাজ যুক্তি স্থির করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যোগ করত বৃন্দাবনে গমনের নিমিত্ত শকট সজ্জীভূত করিলেন। তখন নন্দের আজ্ঞা শ্রুত হইয়া গোপ-গোপিকা ও বালক-বালিকাগণ সকলেই গমন করিতে উদ্যত হইল। তৎপরে তাহারা নানাবেশযুক্ত হইয়া

কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে বলরাম ও কৃষ্ণের সহিত সেই বনে গমন করিল। সেই গোকুলধামে বালকের মধ্যে কেহ বেণু বাজাইতে লাগিল, কেহ শৃঙ্গ বাজাইতে লাগিল, কেহ করতাল হস্তে, কেহ বা বীণা হস্তে, কেহ শরযন্ত্র হস্তে, কেহ বা শৃঙ্গ হস্তে শোভা পাইতে লাগিল; কোন গোপাল বালকের কর্ণে নব পল্লব, কাহার কর্ণে মুকুল, কাহার কর্ণে পুষ্প, কাহারও চূড়ায় নবপল্লব, কাহারও বা চূড়ায় পুষ্প-কাহার করে বনপুষ্পমালা, কেহ বা আজানুলম্বিত মালা ধারণ করিয়াছিলেন। হে বিপ্রেন্দ্র! সেই গোপাল বালকগণ সংখ্যায় নবকোটি; তাহাদের সহিত কোটি কোটি বয়স্থা ও বৃহৎশ্রোণীযুক্তা শিথিলপয়োধরা বৃদ্ধা কোটি কোটি গোপী চলিল। ১৪৭—১৫৭। নানালঙ্কারভূষিতা দিব্যবস্ত্রপরিধানা হাস্যবিকশিতমুখী সুশীলা প্রভৃতি গোপবালিকাগণ রাধিকার সহচারিণী হইয়া বনে গমন করিতে উদ্‌যোগ করিল। তন্মধ্যে কেহ শিবিকারোহণে, কেহ রথারোহণে গমন করিল; রাধিকা রত্নময় পরিচ্ছদ-ভূষিত রথে গমন করিলেন। নন্দ, সুনন্দ, শ্রীদাম, গিরিভানু, বিভাকর, বীরভানু, চন্দ্রভানু প্রভৃতি প্রধান প্রধান গোপগণ গজারোহণ করিয়া সানন্দচিত্তে গমন করিলেন। নানা রত্নময় অলঙ্কারে বিভূষিতা দেবী যশোদা ও রোহিণী সেই স্ত্রীগণসহ গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম রত্নালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া স্বর্ণরথে আরোহণ করত সানন্দচিত্তে গমন করিলেন। কোটি কোটি বৃদ্ধ ও যুবক গোপগণের মধ্যে কেহ গজে, কেহ অশ্বে, কেহ বা রথারোহণ করত সঙ্গীততালতৎপর বৃষারূঢ় ও গর্দ্দভারূঢ় কিঙ্করগণে পরিবৃত হইয়া সানন্দমনে গমন করিলেন। আনন্দে মগ্না স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা অপর সপ্তশতকোটী রাধিকার পরিচারিকা হৃষ্ট চিত্তে, কেহ সিন্দূর হস্তে, কেহ কজ্জল বহন করিয়া, কেহ বা চন্দন-অগুরু-কস্তুরীকুঙ্কুমদ্রব-বাহিকারূপে, কেহ স্বর্ণপাত্রকরে, কেহ দর্পণ হস্তে, কেহ শ্বেত চামর হস্তে, কোন পরিচারিকা তাম্বুল বহন করিয়া, কেহ গেণ্ডুক হস্তে, কেহ পুত্তলিকা করে, কেহ কেহ ভোগ-দ্রব্য ও ক্রীড়াদ্রব্য করে, কেহ বেশদ্রব্য হস্তে, কেহ বা মালা হস্তে করিয়া এবং কোন গোপিকা যাবক হস্তে করিয়া—সকলেই একত্রে গমন করিল। ১৫৮—১৭০। হে মুনে! কোন গোপিকা সঙ্গীত করিতে করিতে, কেহ কেহ বা চিত্র ফলক হস্তে করিয়া এবং কোটি কোটি রমণীয়া গোপিকা শিবিকা আরোহণ করিয়া গমন করিল। কোটি কোটি অশ্ব, কোটি কোটি রথ, দ্রব্যপূর্ণ কোটি কোটি শকট—ক্রমে বৃন্দাবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। কোটি কোটি উষ্ট্র, অশ্ব, পক্ষী এবং পৃষ্ঠাস্তরণ ও অঙ্কুশযুক্ত দশলক্ষ হস্তী বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিল। হে মুনে! সকলেই বৃন্দাবনে গমন করিয়া তথায় গৃহ না থাকায় সকল শূন্যময় দেখিলেন; তৎপরে কালোচিত বৃক্ষমূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণ গোপদিগকে বলিলেন, হে ব্রজবাসী গোপগণ! এই স্থানে তোমাদের অভিলষিত রম্য গৃহ আছে, আমার নিকটে সে বিষয় অবগত হও। কৃষ্ণ বলিলেন, এই স্থানে গৃহ সকল দেবনির্ম্মিত বলিয়া প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে। সেই দেবতাদিগের প্রীতিসাধন ব্যতীত কেহ তাহা দর্শন করিতে পারে না; অতএব গোপালগণ! তোমরা বনদেবতার পূজা করিয়া অদ্য অবস্থান কর, কল্য প্রাতঃকালে রমণীয় গৃহ সকল নিশ্চয় দেখিতে পাইবে। তোমরা ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বহু পুষ্প-চন্দনদ্বারা এই বটমূলস্থা চণ্ডিকা দেবীর পূজা কর। কৃষ্ণবাক্য শ্রবণ করিয়া গোপগণ, সেই দেবতাকে পূজা করিল এবং খাদ্য দ্রব্য যাহা কিছু ছিল, দিনে ও রাত্রিতে সেই সকল ভোজন করত সুখে বৃক্ষমূলেই শয়ন করিল। ১৭১—১৭৯।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, রাত্রিতে বৃন্দাবনে গোপগোপীগণ শয়ন করিলে, নিদ্রার ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণও মাতৃবক্ষে নিদ্রিত হইলেন;—মনোহর শয্যাতে শয়ন করত গোপিকাগণ কামোন্মত্তা হইয়া স্বীয় প্রিয়জনের সহিত সুখসম্ভোগ করিতে করিতে নিদ্রিতা হইল। কোন গোপিকা শিশু-ক্রোড়ে, কেহ স্বামীর নিকটে, কেহ শকটে বা রথেই নিদ্রিতা হইল। তখন পূর্ণচন্দ্র চারি দিকে কিরণ-জাল বিস্তার করিয়া সেই বৃন্দাবনকে স্বর্গ হইতেও মনোহর শোভাসম্পন্ন করিলেন। নানাপ্রকার কুসুম-বায়ুদ্বারা সেই স্থান অতি মনোহর গন্ধযুক্ত হইল। তখন প্রাণি সকল নিশ্চেষ্ট। রাত্রির পঞ্চম মুহূর্ত্ত অতীত হইয়াছে, সেই সময়ে বৃন্দাবনভবনে শিল্পী-দিগের গুরুর গুরু বিশ্বকর্ম্মা আগমন করিলেন। তাহার অঙ্গে দিব্য সূক্ষ্ম বস্ত্র, মনোহর মালা, মকর-কুণ্ডল ও বহু রত্নালঙ্কার। তিনি জ্ঞান ও বয়সে বৃদ্ধ কিন্তু দেখিতে কিশোরবয়স্ক, অতি সুন্দর শোভাসম্পন্ন ও কামদেবতুল্য প্রভাশালী। তিনি তথায় ত্রিকোটি নিপুণ শিল্পকর-সহ আগমন করিলেন।

সেই শিল্পীদিগের হস্তে মণিসার স্বর্ণ, রত্ন ও প্রস্তর-হস্তে বিকট কুবেরকিঙ্কর যক্ষগণ আগমন করিল। তাহাদের মূর্ত্তি অঞ্জনাকার, বদন অতি বিকৃত, অক্ষি-যুগল পিঙ্গলবর্ণ, উদর অত্যন্ত লম্বমান; তাহাদের কেশপাশ রঞ্জিত স্ফটিকের ন্যায় আরক্ত, স্কন্ধ অতি দীর্ঘ। সেই শিল্পিগণমধ্যে কেহ পদ্মরাগ হস্তে, কেহ ইন্দ্রনীল করে তথায় উপস্থিত হইল। কাহারও হস্তে, স্যমন্তক, কাহারও হস্তে চন্দ্রকান্ত, কাহার বা হস্তে সূর্য্যকান্ত, কেহ বা প্রভাকর মণি হস্তে, কেহ বা পরশু হস্তে, কেহ শ্রেষ্ঠ লৌহ হস্তে, কেহ গন্ধসার হস্তে, কেহ বা মণীন্দ্রসমূহ হস্তে; এইরূপে সকলেই তথায় উপস্থিত হইল। এবং কেহ চামর, কেহ দর্পণ, কেহ স্বর্ণ ঘট প্রভৃতি লইয়া সকলেই সেই স্থানে সমবেত হইল। বিশ্বকর্ম্মা সেই সমস্ত মনোহর সামগ্রী দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে কৃষ্ণকে ধ্যান করত নগর নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই নগর পঞ্চযোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ভারতে শ্রেষ্ঠভূত অতি উত্তম, এবং পুণ্যক্ষেত্র তীর্থের সারভূত ও হরির অতি প্রিয়তর হইল। সেই স্থান মুমুক্ষুদিগের নির্ব্বাণ-মুক্তির কারণস্বরূপ এবং সকলের বাঞ্ছিত ও গোলোকের সোপানস্বরূপ। সেই নগরে চারিকোটি চতুঃশাল গৃহ নির্ম্মিত হইল, এবং প্রস্তরদ্বারা সোপানসহ কবাটস্তম্ভও নির্ম্মিত হইল। বিশ্বকর্ম্মা সেই নগরের গৃহে চিত্রপুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিলেন এবং গৃহ সকলের অগ্রভাগ কজ্জলদ্বারা উজ্জ্বলীভূত করিলেন ও নগরকে শৈলজাত-প্রস্তরনির্ম্মিত বেদি ও প্রাঙ্গণযুক্ত করিলেন এবং তাহাতে অবলীলাক্রমে শিলাময় প্রাকার প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া যথোচিত বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র দ্বারদ্বয় দৃঢ়রূপে নিবদ্ধ করিলেন। তাহার পর সেই নগরমধ্যে শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা স্ফটিকাকার মণিদ্বারা অতি মনোহর কোটিসংখ্যক চতুঃশালগৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। ১—২০। বিশ্বকর্ম্মা গন্ধসারদ্বারা তাহার সোপান নির্ম্মাণ করিয়া শঙ্খদ্বারা স্তম্ভ, লৌহসারদ্বারা কবাট প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিলেন ও তাহাতে রজতময় উজ্জ্বল কলসদ্বারা গৃহ সকল পরিশোভিত করিলেন এবং বজ্রসারনির্ম্মিত প্রাকারে সেই পুরী বেষ্টিত করিয়া গোপগণের আশ্রম নির্ম্মাণ করত যথাস্থানে উপযুক্তরূপে সন্নিবেশিত করিলেন। তৎপরে বৃষভানুর রম্য-গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ভবন প্রাকার ও পরিখাযুক্ত চারিদ্বারবিশিষ্ট হইল এবং তাহাতে মহামণিনির্ম্মিত বিংশতি চতুঃশাল সন্নিবিষ্ট হইল; সেই বৃষভানু-ভবনে ব্যক্ত সূর্য্যকান্ত-মণিময় স্তম্ভসমূহ ও স্বর্ণাকার-মণিনির্ম্মিত সোপানশ্রেণী অতি সৌন্দর্য্যসম্পাদক হইল। পুরীমধ্যে লৌহসার-নির্ম্মিত কবাট ও কৃত্রিম চিত্র সকল বিন্যস্ত হইল এবং মনোরম মন্দিরসমূহে সুবর্ণকলস বিন্যস্ত করায় মন্দির সকল অত্যন্ত উজ্জ্বল শোভাযুক্ত হইল। ২১—২৭। হে মুনে! সেই আশ্রমের এক প্রান্তভাগে মনোহর নির্জ্জন প্রদেশে এক মনোহর চম্পকবৃক্ষের উদ্যান নির্ম্মিত হইল। তাহার অভ্যন্তরে কলাবতী কৌতুকে স্বামিসহ সম্ভোগ করিবেন, তজ্জন্য উৎকৃষ্ট মণিদ্বারা এক অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল। বিশ্বকর্ম্মা সেই অট্টালিকামধ্যে ইন্দ্রনীলমণিদ্বারা নয়টী সোপান নির্ম্মাণ করিলেন। সেই পুরী গন্ধসারবিকারজ কবাট-দ্বারা অতি মনোরম এবং উচ্চ ও সকল ভবন হইতে বিলক্ষণ শোভাশালী। নারদ বলিলেন, ভগবন্! বিশ্বকর্ম্মা যাঁহার রম্যগৃহ যত্ন-পূর্ব্বক নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই কলাবতী কে? কাহার পত্নী? নারায়ণ বলিলেন, কলাবতী কমলার অংশরূপা পিতৃগণের মানসী-কন্যা; কৃষ্ণপ্রাণাধিকা রাধা, তাঁহারই তনয়া। কলাবতী শ্রীকৃষ্ণের অংশ হইতে আবির্ভূতা বলিয়া তেজোগর্ব্বে তাঁহারই সদৃশী, তাঁহার চরণকমলের রেণুস্পর্শে বসুন্ধরা সদা পবিত্রা। ২৮—৩২। নারদ বলিলেন, সাধুগণ! যাঁহার সুদৃঢ় ভক্তি নিয়ত বাঞ্ছা করে, সেই পিতৃগণের মানসী কন্যাকে বৃষভানু মানব হইয়া ব্রজে অবস্থান করত কোন্ পুণ্যফলে প্রাপ্ত হইলেন? ব্রজপতি বৃষভানু পূর্ব্বজন্মে কে ছিলেন? কোন্ তপস্যা-ফলে রাধাকে তনয়ারূপে প্রাপ্ত হইলেন? সূত বলিলেন, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ নারায়ণ মহর্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক প্রীত হইয়া পুরাতন ইতিহাস সমস্ত বলিতে লাগিলেন। নারায়ণ বলিলেন, পূর্ব্বে পিতৃগণের মানস হইতে কলাবতী, রত্নমালা, মেনকা, এই তিনটী কন্যা উৎপন্না হন। তাহার মধ্যে রত্নমালা কামুকী হইয়া জনকরাজাকে বরণ করিলেন। মেনকা হরির অংশ শৈলশ্রেষ্ঠ হিমালয়কে বরণ করিলেন। সেই রত্নমালার তনয়া অযোনিসম্ভবা শ্রীরামপত্নী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা সত্যপরায়ণা সীতা দেবী। মেনকার কন্যা পার্ব্বতী; তিনি পূর্ব্বে দক্ষকন্যা সতী, অযোনি-সম্ভবা ও সনাতনী বিষ্ণুমায়া ছিলেন। তিনি তপো-বলে নারায়ণাত্মক শিবকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। কলাবতী মনুবংশোদ্ভব সুচন্দ্রকে বরণ করিলেন। রাজা সুন্দরী কলাবতীকে প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে পুণ্যবান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন এবং মনে এই আন্দোলন করিতে লাগিলেন,—

ইহার কি আশ্চর্য্যকর রূপ! কি মনোহর বেশ! কিবা মনোহর নবীন বয়স!! ইহার অঙ্গ অতি-সুকোমল এবং সুন্দর বদনমণ্ডল শারদীয় নিশাকরের ন্যায়, ইহার গমন অতি দুর্লভ এবং গজ ও খঞ্জনের ন্যায় মন্থর। এই কলাবতী কটাক্ষবিক্ষেপে মুনীন্দ্র-গণের মনও মোহিত করিতে সক্ষমা। ৩৩—৪৩। ইহার শ্রোণিযুগল রম্ভাতরুবিনিন্দিত এবং অতি সুললিত; হে মুনে! প্রেয়সীর স্তনদ্বয় পীন অথচ উন্নত ও সুকঠিন; নিতম্বযুগল রথচক্রবিনিন্দিত, অতএব মনোহর; হস্ত ও পদদ্বয় রক্তবর্ণ, অধর পক্কবিম্বিকাফলের ন্যায়। প্রিয়তমা-কলাবতীর দন্ত-পঙ্ক্তি পক্কদাড়িম্ববীজসদৃশ মনোহর, লোচনযুগল শরৎকালে মধ্যাহ্ন-বিকশিত পদ্ম-প্রভার ন্যায় শোভা-সম্পন্ন। ইহার রূপ বিবিধ ভূষণে ভূষিত, উত্তম রত্ন-ভূষণযুক্ত; এইরূপে নানাবিধ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে দর্শন করত সুচন্দ্র কামবাণে পীড়িত হইয়া, কামুক রাজা কামুকী কলাবতীসহ দিব্য রথে আরোহণে নির্জ্জন প্রদেশে স্থানে স্থানে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। চন্দন ও অগুরুর বায়ুদ্বারা সুরভিত রম্য মলয়পর্ব্বতে মনোহর চম্পকপুষ্পের সুখাবহ শয্যায় এবং সুপুষ্পিত মালতী-মল্লিকার উদ্যানে ও পুষ্পভদ্রানদীতীরে রজ-শূন্য অতি নির্জ্জন প্রদেশে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। গঙ্গাপুলিনে, গন্ধমাদনের গুহাতে, গোদাবরী নদীর তীরস্থ নির্জ্জন কেতকীবনে, পশ্চিম সমুদ্রের তটসমী-পস্থ জন্তুশূন্য কাননে, কোন সময়ে নন্দন বনে কখনও বা মলয়পর্ব্বতের শিখরে, কোন সময়ে কাবেরীতীরস্থ বনে, এইরূপে শৈলে শৈলে নদী ও নদ প্রভৃতির তীর-ভূমিতে ও প্রতিদ্বীপে নির্জ্জনে সুচন্দ্র রমণী কলাবতী-সহ নিয়ত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নবসঙ্গমে মত্ত হইয়া দিবারাত্রিজ্ঞানশূন্য হইলেন তাঁহা-দের একসহস্র বৎসর মুহূর্ত্তের ন্যায় অতীত হইল। এই-রূপে অনেককাল বিহার করিয়া সুচন্দ্র অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তপস্যার নিমিত্ত কলাবতীসহ বিন্ধ্যশৈলতীর্থে গমন করিলেন। ৪৪—৫৫। ভারতে পুলহের আশ্রম অতি পবিত্র ও প্রশংসনীয়; নৃপতি সেই আশ্রমে দিব্য সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করিলেন। তৎপরে মুনিশ্রেষ্ঠ সুচন্দ্র রাজা মোক্ষপদাকাঙ্ক্ষী নিস্পৃহ ও নিরাহারে কৃশোদর হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইলেন; তখন সাধ্বী কলাবতী পতির সমস্ত শরীরব্যাপ্ত বল্মীক মৃত্তিকা দূরীভূত করিয়া নিশ্চেষ্ট পরিত্যক্ত পক্কপ্রাণ এবং মাংস-শোণিত-শূন্য, অতএব অস্থিমাত্রসার পতির কলেবর সন্দর্শন করি-লেন; তৎপরে পতিকে বক্ষে ধারণ করত হা নাথ প্রাণবল্লভ! বলিয়া শোকার্ত্তা কলাবতী, সেই নির্জ্জনে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পতিপরায়ণা ভীতা দুঃখিনী কলাবতী নৃপতিকে নিরাহারে কৃশ ধমনি-যুক্ত দর্শন করিয়া বিলাপ করিতেছেন, তখন সতীর রোদন শুনিতে পাইয়া কৃপানিধি জগদ্বিধাতা কমলোদ্ভব কৃপাবশতঃ আবির্ভূত হইয়া সেই মৃতদেহ ক্রোড়ে করত ভগবান্ বিভুও স্বয়ং রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মা, রোদন করিয়া তৎপরে কমণ্ডলুর জল দ্বারা সেই নৃপদেহ সিক্ত করত ব্রহ্মজ্ঞানে তাহাতে জীব সঞ্চার করিলেন। তখন নৃপেন্দ্র চৈতন্য লাভ করত সম্মুখে কামসম প্রভাশালী প্রজাপতিকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া বলি লেন, হে সুচন্দ্র! তুমি ঈপ্সিত বর প্রার্থনা কর তখন সুচন্দ্ররাজ বিধির বাক্য শ্রবণ করিয়া অভীপ্সিত নির্ব্বাণমুক্তিরূপ বর প্রার্থনা করিলেন। প্রসন্নবদন ও আনন্দে হাস্য-বিকশিত মুখকমলবিশিষ্ট দয়ানিধি কমলযোনি, দয়াপূর্ব্বক সেই বর প্রদান করিতেই উদ্যত হইলেন। সতীকলাবতী ব্রহ্মার উদ্যম দেখিয়া মনে মনে অনুমান করত শুষ্ককণ্ঠে ত্রস্তচিত্তে বরদানোন্মুখ কমলাসনকে বলিলেন, হে কমলোদ্ভব! আপনি যদি নৃপেন্দ্রকে উপযুক্ত বলিয়া এই বর প্রদান করেন তাহা হইলে এ হতভাগিনী অবলার গতি কি হইবে? তাহাই অগ্রে নিরূপণ করুন। হে চতুরানন! কান্তার কান্ত বিনা শোভা কি? আমি শ্রুতিতে শুনিয়াছি পতিব্রতার পতিসেবাই একমাত্র ব্রত এবং পতিই গুরু ইষ্টদেব, তপোধর্ম্মময়; বন্ধু সকলের মধ্যে প্রিয়তম স্বামী ভিন্ন আর কেহ নাই। হে ব্রহ্মন্! সকল ধর্ম্ম হইতে সুদুর্লভ স্বামি-সেবাই শ্রেষ্ঠ, স্বামিসেবা-বিহীন রমণীর অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্য সমস্তই নিষ্ফল। ৫৬—৭১। ব্রত, দান, তপস্যা, জপ হোম, সর্ব্বতীর্থে স্নান, পৃথিবী প্রদক্ষিণ এবং দীক্ষা, যজ্ঞকার্য্য, বিবিধ মহাদান বেদ পাঠ, সকল তপস্যা, বেদজ্ঞান, ব্রাহ্মণভোজন, দেব সেবা প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য সকল, পতিসেবার ষোড়শ ভাগের একভাগের তুল্য নহে। যে রমণীগণ স্বামিসেবা বিহীন ও স্বামীকে কটু বাক্য বলে সেই হতভাগিনীগণ চন্দ্রসূর্য্যের অবস্থিতিকালপর্য্যন্ত কালসূত্রনরকে বাস করে এবং তাহাদিগকে সর্প-প্রমাণ কৃমি সকল দিবা নিশি দংশন করে; সেই যাতনায় তাহারা অত্যন্ত ঘোর বিপরীত শব্দ করে এবং সেই কটুভাষিণীগণ মূত্র শ্লেষ্মা ও বিষ্ঠা নিয়ত ভক্ষণ করে; যমকিঙ্করগণ তাহা দিগের মুখেপ্রজ্বলিত অগ্নি প্রদান করে। তাহারা তাহা

দের যাহা ভোগ্য, তাহা ভোগ করিয়া তৎপরে কৃমি যোনি প্রাপ্ত হয় এবং তদবস্থায় শত জন্ম পর্য্যন্ত রক্ত-মাংস-বিষ্ঠাদি ভোজন করে। আমি অবলা, পণ্ডিত-গণের মুখে এইরূপ সুনিশ্চিত বেদবাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াছি; আপনি একমাত্র দেবী-স্তনক বিভু, গুরু, বিদ্বান্ যোগী ও জ্ঞানীদিগেরও গুরু; আপনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বভূতময় বুঝিতে পারিয়াছি, আপনাকে আর অধিক কি বলিব? হে ব্রহ্মন্! আমার এই প্রাণাধিক কান্ত যদি মুক্ত হয়,তাহা হইলে আমার ধর্ম্ম ও যৌবনের রক্ষা কর্ত্তা কে হইবে? কৌমরাবস্থায় সংকৃতী পিতা রক্ষা করত সৎপাত্রে প্রদান করেন, অবশিষ্ট সকল কালেই কান্ত রক্ষা করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহার অভাবে পুত্র রক্ষা করে! তিন অবস্থাতেই রমণীগণকে এই তিন জনে রক্ষা করিয়া থাকে; কিন্তু যে নারীগণ স্বাধীনা তাহারাই নষ্টচরিত্রা ও সকল ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃতা। হে পদ্মযোনে! তাহারাই অসৎকুলপ্রসূতা কুলটা ও দুষ্টমতি হয় ও তাহাদের শতজন্মকৃত পুণ্যরাশি নাশ প্রাপ্ত হয়। যেরূপ বাল্যে পুত্রে স্নেহ হয়, সেইরূপ কি বার্দ্ধক্যে কি যৌবনে, সর্ব্বকালেই পতিব্রতাদের পতিতে সমান স্পৃহা। স্তন্যপায়ী পুত্রে যে স্নেহ ও ক্ষোভিত সন্তানের ক্ষোভ নিবাকরণে যে আকাঙ্ক্ষা হয়, সে সমস্ত সাধ্বী স্ত্রীগণে পতিস্নেহের ষোড়শ ভাগের একভাগের তুল্যও নহে। ৭২—৮৬। স্তনান্ধ সন্তানে স্তনদান পর্য্যন্ত এবং মিষ্টান্নের ভোজন পর্য্যন্ত চিত্তের বিশেষ আনন্দ থাকে; কিন্তু স্বামীতে জাগরণ এবং স্বপ্নাবস্থায়ও সতী স্ত্রীগণের চিত্তবৃত্তি নিয়ত আনন্দ-ময় থাকে! দুঃখভোগ ও বন্ধুবিচ্ছেদ অপেক্ষা পুত্র-বিচ্ছেদ অধিকতর দুঃখাবহ। কিন্তু কান্ত-বিচ্ছেদ তাহা অপেক্ষা অধিকতর সুদারুণ দুঃখাবহ; তাহা হইতে স্ত্রীগণের অধিক দুঃখের কারণ কিছুই নাই। অবিদগ্ধ রমণী যেরূপ জ্বলন্ত অনলে ও বিষভক্ষণে দগ্ধ হয়, সেইরূপ বিদগ্ধা রমণীও বিরহানলে অত্যন্ত দগ্ধ হইয়া থাকে। সাধ্বী স্ত্রীগণের স্বামী ব্যতীত অন্নেও স্পৃহা থাকে না এবং জলেও তৃষ্ণা থাকে না। তাহাদের মন শুষ্ক তৃণের ন্যায় নিয়ত বিরহানলে দগ্ধ হয়। রমণী-গণের কান্ত হইতে অধিক বন্ধু কেহ নাই; কান্ত হইতে অধিকতর প্রিয় কেহ নাই; কান্ত হইতে দেবগণও তাহাদের অধিক মাননীয় নহেন এবং কান্ত হইতে অধিক গুরুও কেহ নাই। স্ত্রীগণের স্বামী অপেক্ষা ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ নহে ও ধনও আদরণীয় নহে; এমন কি প্রাণ পর্য্যন্তও তাহাদের কান্ত হইতে অধিক নহে; অতএব স্ত্রীগণসমীপে কান্ত হইতে শ্রেষ্ঠ কে? বৈষ্ণব-গণের মন যেরূপ কৃষ্ণপাদপদ্মে নিশ্চলভাবে নিমগ্ন ও মাতার মন যেরূপ এক পুত্রে এবং রমণীকামুকগণের মন যেরূপ স্ত্রীতে ও কৃপণের মন যেরূপ চিরকালার্জ্জিত ধনে বিন্যস্ত থাকে, যেরূপ ভয়ে ভীত ব্যক্তিদিগের মন, শাস্ত্রে বিদ্বান্‌দিগের মন, মাতাতে স্তনান্ধ শিশুর মন, শিল্প কার্য্যে শিল্পীদিগের মন, উপপতিতে বেশ্যাদিগের মন যেরূপ নিয়ত নিমগ্ন, সেইরূপ সাধ্বীদিগের মনও প্রিয় স্বামীতে নিশ্চলভাবে নিমগ্ন। উত্তমস্বামিবিরহিত হইয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে স্ত্রীর জীবিত থাকা অপেক্ষা মরণই জীবনে সুখদায়ক জীবিত থাকা মৃত্যু হইতেও অধিক ক্লেশকর। ৮৭—৯৬। শোক,অন্ন পান ও ভোজনাদিতে কালক্রমে বিলীন হয়, কিন্তু স্বামি-শোক তাহার বিপরীত; কারণ, তাহা পান-ভোজনেই বৃদ্ধি পায়। কর্ম্ম, ছায়া এবং সতী স্ত্রী ইহারা চিরসঙ্গিনা; ইহার মধ্যে সতী স্ত্রীই প্রধান। ভোগদেহাবসানে সকল জন্মেই সাধ্বী, তদীয় সহধর্ম্মচারিণীরূপে উৎপন্ন হয়। হে জগদ্ধাতঃ! যদি আমা ব্যতীত ইহাকে মুক্ত করেন, তবে আপনাকে পাপগ্রস্ত করিয়া আপনাতে স্ত্রীবধের পাতক অর্পণ করিব। বিধি কলাবতীর বাক্য শ্রবণ করত বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে ভয়াকুলচিত্তে অমৃততুল্য বাক্য বলিতে লাগিলেন।—বৎসে! তোমা ভিন্ন তোমার স্বামীকে মাত্র মুক্তি প্রদান করিব না; কিন্তু তোমা সহ তাহাকে মুক্ত করিতে এক্ষণে আমি সক্ষম নহি। মাতঃ! ভোগ ব্যতীত মুক্তি দুষ্প্রাপ্য, এইটী সর্ব্বসম্মত। ভোগী ব্যক্তির ভোগ শেষ হইলে তৎপরে নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয়। সতি! তাহা হইলে তুমি কিয়ৎকাল স্বামীর সহিত স্বর্গ ভোগ কর,তাহার পর তোমাদের জন্ম ভারতে হইবে। হে সতি! যখন রাধিকা স্বয়ং তোমার কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন, তখন তোমরা জীবন্মুক্ত হইয়া তাহার সহিত গোলোকধামে গমন করিবে। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তুমি কিয়ৎকাল স্ত্রীসহ ভোগ্য বিষয় ভোগ কর; সাধুগণ সত্ত্বগুণসম্পন্ন; অতএব তুমি আমাকে শাপ দিতে পারিতেছ না! জীবন্মুক্ত সর্ব্ব-ভূতে সমদর্শী কৃষ্ণপাদপদ্ম-চিন্তনতৎপর, সাধুগণ দুর্লভ হরির দাসত্বই বাঞ্ছা করে; মুক্তিকে ইচ্ছা করে না। ৯৭—১০৬। বিধি, এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদান করত তাঁহাদের সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন কলাবতী ও সুচন্দ্র, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে বিধি নিজভবনে গমন করিলেন। তৎপরে তাহার

কালক্রমে ব্রহ্মাদির বাঞ্ছিত পুণ্যপ্রদ বস্তু ভোগ্য সকল ভোগ করিয়া গোকুলধামে সুচন্দ্র বৃষভানুরূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি পদ্মাবতীর গর্ভে সুরভানের ঔরসে হরির অংশরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় সেই ব্রজগেহে, দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। বৃষভানু, হরি-পাদপদ্মচিন্তায় মগ্ন, মহাযোগী, সর্ব্বজ্ঞ, বদান্য, রূপবান, গুণবান্ এবং ধীসম্পন্ন হইয়া নন্দ-কুলের বন্ধুস্বরূপ হইলেন। এদিকে কান্যকুব্জে কমলার অংশে। অযোনিসম্ভবারূপে কলাবতীও জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি জাতিস্মরা সুন্দরী ও মহাসাধ্বী হইলেন। কান্যকুব্জে উন্নতপ্রতাপশালী নৃপশ্রেষ্ঠ ভলন্দন, যোগাবসানে যজ্ঞকুণ্ড হইতে সমুত্থিতা সেই কন্যাকে প্রাপ্ত হইলেন। তখন ভলন্দনরাজা সেই রূপসম্পন্না যেন স্তন্যপানার্থিনী, নগ্না, হাস্যপরায়ণা স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রদীপ্তা, প্রতপ্ত-কাঞ্চন-প্রভা-শালিনী সেই কন্যাকে বক্ষে করিয়া স্বমন্দিরে গমন করত সানন্দচিত্তে স্বীয় ভার্য্যাকে প্রদান করিলেন। রাজমহিষী মালাবতীও স্তন্য দান করত হৃষ্টচিত্তে তাহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাহার অন্নপ্রাশনদিবসে শুভক্ষণে নামকরণকালে সভা-সদ্ব্যক্তিগণের সমক্ষেই এক দৈববাণী হইল, "হে নৃপতি! তুমি এই কন্যার নাম কলাবতী রাখ।" নৃপশ্রেষ্ঠ এই অশরীরিণী বাণী শ্রবণ করিয়া তাহাই করিলেন। তৎপরে মহীপতি ভিক্ষুক, বিপ্র ও বন্দী-দিগকে ধন দান করিলেন এবং সকলকে ভোজন করাইয়া অতি মহোৎসব সম্পাদন করিলেন। ১০৭—১১৮। সেই কলাবতী, কালক্রমে রূপ-যৌবন-সম্পন্না অতি সুন্দরী ও রমণীয়া হইয়া মুনিমানস-মোহিনী হইলেন। তাঁহার শরীরের আভা মনোহর চম্পকবর্ণসদৃশ হইল, প্রসন্ন ঈষদ্ধাস্যযুক্ত মুখমণ্ডল শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় হইল, ও নয়নযুগল বিকশিত পদ্মের ন্যায় হইল। তিনি নিতম্ব ও শ্রোণিযুগলের ভারে অত্যন্ত পীড়িতা ও স্তনভারে ঈষৎ নতভাব ধারণ করিলেন। দিব্যবস্ত্রপরিধানা ও রত্নময় অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া একদা তিনি রাজপথে করি-সদৃশ মন্থর গতিতে গমন করিতেছিলেন, এরূপ সময়ে নন্দ তীর্থ গমন করিতে করিতে তাঁহাকে পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন। নন্দরাজ জিতেন্দ্রিয় ও জ্ঞানী হইলেও তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইলেন; তৎপরে চৈতন্য লাভ করত শীঘ্র আদরের সহিত ত্রস্ত-ভাবে পথিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যে গমন করিতেছেন এটী কাহার কন্যা?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সেই পথিকজন তাঁহাকে বলিল, ইনি ভলন্দন নৃপতির কন্যা, ইঁহার নাম কলাবতী। ইনি লক্ষ্মীর অংশরূপে নৃপমন্দিরে অবতীর্ণা হইয়াছেন; ইনি ক্রীড়ার নিমিত্ত কৌতুকে সখীর ভবনে গমন করিতে-ছেন; এই কথা বলিয়া পথিক লোক গমন করিল। তখন নন্দ হৃষ্টমনে রাজমন্দিরে গমন করিয়া রথ হইতে অবরোহণ করত রাজসভায় প্রবেশ করিলেন: রাজা তাঁহাকে দেখিবামাত্র উত্থান করত সম্ভাষণ করিয়া স্বর্ণসিংহাসন প্রদান করিলেন। ১১৯—১২৭। তৎপরে পরস্পর বহুবিধ ইষ্টালাপ করিলে, নন্দ বিনয়াবনত হইয়া সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিলেন। নন্দ বলিলেন, হে রাজন্! আপনাকে বিশেষ শুভকর একটী বাক্য বলিতেছি শ্রবণ করুন, এইক্ষণে আপনার এই কন্যার সম্বন্ধ বিশেষরূপে স্থির করুন;—সুরভানের পুত্র ব্রজপতি বৃষভানু নারায়ণের অংশসম্ভূত, অতি রূপবান, সুন্দর ও পণ্ডিত; তিনি স্থিরযৌবনসম্পন্ন এবং জাতিস্মর ও অতি তপস্বী যুবা। আপনার কন্যা কলাবতীও যজ্ঞ-কুণ্ড-সম্ভূতা অতএব অযোনিসম্ভবা ত্রৈলোক্যমোহিনী ও লক্ষ্মীর অংশস্বরূপা। তিনিই আপনার কন্যার উপযুক্ত বর ও আপনার কন্যাও তাহার উপযুক্তা। হে নৃপকুলোত্তম! বিদগ্ধ নায়কের সহিত বিদগ্ধা নায়িকার মিলন অতি গুণ-সম্পন্ন হইবে; নন্দ সেই সভামধ্যে এই কথা বলিয়া বিরত হইলেন। হে মুনে! তখন নৃপশ্রেষ্ঠ বিনয়াব-নত হইয়া নন্দরাজকে বলিতে লাগিলেন। ১২৮—১৩১। হে ব্রজপতি! সম্বন্ধ বিধির আয়ত্ত, সে বিষয়ে আমার কোন ক্ষমতা নাই, প্রজাপতিই মিলনকর্ত্তা, আমি মাত্র জন্মদাতা। এ সংসারে কে কাহার পত্নী? কে কাহার কন্যা? কেই বা কাহার আত্মসাধন বর? কেবল সেই ধর্ম্মানুরূপ ফলপ্রদ বিধাতাই সকলের কারণ। কৃত কার্য্যের ফল অবশ্যম্ভাবী, তাহা কখন নিষ্ফল হয় না; এইটী শ্রুতিতে শুনিয়াছি। তাহা না হইলে অক্ষম ব্যক্তির উদ্যমের ন্যায় সকলই নিষ্ফল হয়। আমার কন্যা বৃষভানুপত্নী হইবে এইটী যদি বিধাতা লিখিয়া থাকেন; তবে ত তাহা সিদ্ধ হইয়াই আছে, আমি আর করিব কি? আর কে-ই বা তাহা নিবারণ করিতে পারে। হে নারদ! তৎপরে রাজা এই কথা বলিয়া বিনয়াবনতমস্তক হইয়া নন্দরাজকে সাদরে মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন। তাহার পর ব্রজশ্রেষ্ঠ নৃপতির অনুজ্ঞানুসারে ব্রজপুরে গমন করিয়া সুরভানের সভাতে আগমন করত তাঁহাকে সমস্ত বলিলেন। তৎসমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া

সুরভান নৃপতি সাদরে যত্নপূর্ব্বক গর্গ ও নন্দদ্বারা এই সম্বন্ধ যোজনা করিলেন। তৎপরে বিবাহকালে রাজেন্দ্র ভলন্দন গজরত্ন অশ্বরত্ন ও বহুবিধ রত্ন ভূষণাদি যৌতুক প্রদান করিলেন। বৃষভানু মনোমোহিনী কলাবতীকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে নির্জ্জন রম্য প্রদেশে ক্রীড়াসক্ত হইলে, তাহাদের দিবা রাত্রি জ্ঞান থাকিল না। কলাবতী চক্ষুর নিমেষকালেও স্বামী ব্যতীত বিরহে আকুলিত হন, বৃষভানুও ক্ষণকাল তাঁহাকর্ত্তৃক বিরহিত হইলে ব্যাকুলিত হইয়া থাকেন। মায়া-মানুষরূপিণী কলাবতী জাতিস্মরা ও বিষ্ণুর অংশজ বৃষভানুও জাতিস্মর; তাঁহাদের প্রেম প্রতিদিন নূতন নূতনরূপে বাড়িতে লাগিল। সেই প্রৌঢ়া কলাবতী সর্ব্বদাই সকামা, বৃষভানুও কামসদৃশ উত্তম যুবাপুরুষ। ১৩২—১৪৫। কালক্রমে দৈবাৎ শ্রীদামশাপে কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে সতী রাধিকা তাঁহাদের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি অযোনিসম্ভবা ও কৃষ্ণের প্রাণাধিকা প্রিয়তমা; তাঁহার দর্শনেই তাঁহারা উভয়ে মুক্তি লাভ করিলেন। এই ইতিহাস তোমাকে বলিলাম, এক্ষণে পাপ-ইন্ধন-দাহে জলন্তঅগ্নি-শিখাতুল্য প্রকৃত বিষয় শ্রবণ কর। তৎপরে শিল্পিশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ম্মা বৃষভানুর আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া পরিচারকবর্গের সহিত স্থানান্তরে গমন করিলেন। তদ্ভিন্ন বিশ্বকর্ম্মা মনে মনে সমালোচনা করিয়া সেই স্থানে ক্রোশমাত্র আয়ত মনোহর নন্দাশ্রম নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বুদ্ধিদ্বারা অনুমান করিয়া সকল ভবন হইতে উৎকৃষ্ট করিয়া নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে গভীর চারিটী পরিখা খনন করিলেন। সেই পরিখা অরির দুর্লঙ্ঘ্য ও প্রস্তরদ্বারা দৃঢ় নিবদ্ধ করিলেন। নন্দভবনের পরিখা-সমীপে পুষ্পিত পুষ্পোদ্যান ও বিকশিত কুসুমচয়ে শোভিত মনোহর চম্পকবৃক্ষ বায়ুর আন্দোলনে চারিদিক্ সুগন্ধি আমোদিত করিতে লাগিল। কত শত আম্র, গুবাক, পনস, খর্জ্জুর, নারিকেল, দাড়িম্ব, শ্রীফল, ভৃঙ্গ, জম্বীর নাগরঙ্গ, তুঙ্গ, আম্রতক, জম্বু প্রভৃতি ফলসমূহেও পরিশোভিত বৃক্ষ সকল শোভা পাইতে লাগিল। কেতকী, কদলী, কদম্বসমূহ ও ফল-ফুলযুক্ত বৃক্ষসমূহে চারিদিকে পরিশোভিত সেই পরিখা সকল শোভিত হইয়া ক্রীড়াযোগ্য নির্জ্জন এবং সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয় হইল। ১৪৬—১৫৬। সেই পরিখার সুগুপ্তস্থানে একটী উত্তম পথ প্রস্তুত করিলেন। তাহা এরূপ কৌশলে করিলেন যে, উহা অরিবর্গের দুর্গম এবং আত্মীয়দিগের সুগম হইল। কারণ, ঐ পথে অল্পজলাবৃত মণি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ স্তম্ভের সীমা অধিক সঙ্কীর্ণ হইল ও অধিক বিস্তীর্ণ হইল না। সেই পরিখার উপরিভাগে শতধনু-পরিমিত ও অতি উচ্চ একটী প্রাকার রচনা করিলেন; সেই প্রাকারের প্রস্থ পঞ্চবিংশতি হস্ত; তাহা সিন্দূরাকার মণিদ্বারা অতি সুন্দররূপে নির্ম্মাণ করিলেন। সেই প্রাকারের বহির্দ্দেশে দুইটী মণিসারনির্ম্মিত কবাট, ও অভ্যন্তরে সাতটী মণিসার কবাট সন্নিবেশিত করিয়া সকল পরিখা নিরুদ্ধ করিলেন। সেই ভবনে পদ্মরাগমণিদ্বারা চতুর্ব্বিংশতিটী চতুঃশালা নির্ম্মাণ করিলেন এবং গন্ধসারমণিদ্বারা তাহার স্তম্ভ সকল যোজনা করিলেন। তাহাতে কুম্ভাকার মণিদ্বারা সোপান নির্ম্মাণ করত সেই ভবনস্থিত গৃহসকলের উপরিভাগে হরিদ্বর্ণ মণিময় বিচিত্র কলস সমস্ত নিবদ্ধ করিলেন। মণিসারের দ্বারা তাহার কবাট সকল সুশোভিত এবং শ্রেষ্ঠ স্বর্ণনির্ম্মিত কলসসমূহের শোভায় গৃহ সকলের উপরিভাগ উজ্জ্বলীকৃত হইল। এইরূপে বিশ্বকর্ম্মা নন্দালয় নির্ম্মাণ করিয়া নগরে ভ্রমণ করত নূতন মনোহর রাজমার্গ সকল নির্ম্মাণ করিলেন এবং ঐ রাজমার্গের চারিদিকে পদ্মরাগমণিনির্ম্মিত মনোহর বেদি সকল নির্ম্মাণ করাতে সেই রাজপথসমূহ অত্যন্ত মনোহর শোভা ধারণ করিল। সেই রাজমার্গের দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে বণিকদিগের বাণিজ্যোপযোগী উজ্জ্বল মণিমণ্ডপ সকল নির্ম্মিত হইয়া নগরের চারিদিকে বিরাজিত হইল। তাহার পর বিশ্বকর্ম্মা বৃন্দাবনবনে গমন করত সুন্দর বর্ত্তুলাকার মণিপ্রাকারযুক্ত রাসমণ্ডল নির্ম্মাণ করিলেন। তাহার চারিদিকে এক যোজন দীর্ঘ মণিবেদিকা নির্ম্মাণ করিলেন এবং সেই রাসমণ্ডলমধ্যে মণিসারবিকারে শৃঙ্গারসুখের যোগ্য মনোহর চিত্রে চিত্রিত ও রতিশয্যাযুক্ত নবকোটি মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিলেন। সুগন্ধ সমীরণ নানাজাতি পুষ্পের গন্ধ আহরণ করিয়া সেই মণ্ডপ সকল সৌরভসম্পন্ন করিতে লাগিল এবং তাহাতে রত্নময় প্রদীপ স্থাপিত হইল। সুবর্ণকলসসমূহ তাহার উপরিভাগে নিবিদ্ধ হইয়া বিচিত্র উজ্জ্বল শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। সেই মণ্ডপসমূহের চারিদিকে পুষ্পিত পুষ্পোদ্যান ও মনোহর সরোবর অত্যন্ত শোভা বিস্তার করিল। ১৫৭—১৭১। তৎপরে বিশ্বকর্ম্মা রাসমণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া অন্য স্থানে গমন করিলেন এবং বৃন্দাবন অতি রমণীয় হইয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার পর বৃন্দাবনমধ্যে নির্জ্জন স্থানে রাধা-কৃষ্ণের

ক্রীড়ার নিমিত্ত বুদ্ধিপূর্ব্বক সমালোচনা করিয়া যত্নের সহিত পরিমিতরূপে উৎকৃষ্ট মনোহর ভেত্রিশটী বন নির্ম্মাণ করিলেন এবং মধুবনের সমীপে, চম্পকোদ্যানের পূর্ব্বভাগে, সরোবরের পশ্চিম তটে, কেতকীবনমধ্যে, অতি মনোহর নির্জ্জন বটমূলসমীপে, রাধাকৃষ্ণের ক্রীড়ার নিমিত্ত আর একটী মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিলেন। তাহার চারিদিকে স্বর্ণমূল্য অপেক্ষা শতগুণ মূল্যবান্ দুর্লভ মণিদ্বারা সুন্দর চারিটী বেদিকা নির্ম্মাণ করিলেন। সেই মণ্ডপ, রত্নসারনির্ম্মিত স্তম্ভদ্বারা বিরাজিত, অমূল্যরত্ননির্ম্মিত এবং নানাচিত্রে চিত্রিত হইল। বিশ্বকর্ম্মা সেই মণ্ডপের নবটী দ্বার নির্ম্মাণ করিয়া তাহা কবাটসমূহে দৃঢ় নিবদ্ধ করিলেন। তিনি রত্নশ্রেষ্ঠনির্ম্মিত কৃত্রিম তিন কোটি চিত্রকলসদ্বারা মণ্ডপের ঊর্দ্ধ, অধোদেশ ও চারিদিক্ পরিশোভিত করিলেন। তাহার উপরিভাগে উত্তম রত্ননির্ম্মিত কলস প্রদত্ত হইল। মণীন্দ্র-নির্ম্মিত তাহার সোপান সকল শোভা পাইতে লাগিল। বিশ্বকর্ম্মা সেই মণ্ডপ, পতাকা ও তোরণযুক্ত করিলেন এবং উহাতে শ্বেত চামর বদ্ধ করিয়া শোভিত করিলেন। তাহার চারিদিকে মণিময় দর্পণ বিন্যস্ত করাতে মণ্ডপ অতি প্রদীপ্ত হইল। তিনি তাহার চারিদিকে তিনশত ধনু ঊর্দ্ধ ও শতহস্তপ্রমাণ প্রস্থ বর্ত্তুলাকার প্রাকার নির্ম্মাণ করিলেন। সেই মণ্ডপের অভ্যন্তর মনোহর শয্যায় শোভিত ও বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র মাল্য প্রভৃতির দ্বারা বিরাজিত। সেই মণ্ডপস্থিত শয্যা পারিজাতকুসুমের মাল্যবিশিষ্ট, উপাধান-যুক্ত, চন্দন অগুরু কস্তূরী ও কুঙ্কুমদ্বারা সুরভিত, কামবর্দ্ধনকারী, নবশৃঙ্গারযোগ্য এবং মালতী চম্পক প্রভৃতি পুষ্পদ্বারা শোভিত। ১৭২—১৮৫। মণ্ডপে রত্নময় পাত্রমধ্যে কর্পূরযুক্ত তাম্বূল সজ্জীকৃত রহিল; কোন কোন স্থান বজ্রসারে খচিত ও মুক্তাজালবিলম্বিত হইল;—বিশ্বকর্ম্মা এই ভাবে সকল নির্ম্মাণ করিলেন। মণ্ডপের কোন স্থান রত্নময় পাত্র ও ঘটসমূহে আকীর্ণ, কোন স্থান রত্নময় পাদপীঠযুক্ত, কোনও স্থান রত্নময় সিংহাসনশোভিত ও নানা চিত্রে চিত্রিত। কোন স্থান চন্দ্রকান্ত হইতে ক্ষরিত জলবিন্দুদ্বারা সুসিক্ত; কোন স্থান বা শীতল সুগন্ধি জল ও নানা ভোগ্যবস্তুপূর্ণ। বিশ্বকর্ম্মা, রতিগৃহ ও নগর অতি রমণীয় হইয়াছে দেখিয়া অতি হৃষ্টমনে পুনর্ব্বার নগরমধ্যে গমন করত যাঁহার যাঁহার যে যে মন্দির, তাঁহার তাঁহার নাম সেই সেই মন্দিরে লিখিয়া রাখিলেন। হে মুনে! তৎপরে বিশ্বকর্ম্মা হৃষ্টান্তঃকরণে শিষ্য-যক্ষগণ-সহ নিদ্রিত নিদ্রেশ ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া স্বমন্দিরে গমন করিলেন। সুকৃতিগণের ইচ্ছানুসারে সকল স্থানেই সকল বিষয় হইতে পারে; ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে একটী নগর প্রস্তুত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এইরূপে সুখদ পাপহর মঙ্গলময় হরির চরিত্র বর্ণন করিলাম, পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শুনিবার ইচ্ছা কর? নারদ বলিলেন, হে গুরুজ্ঞ! ভারতে এই কাননের বৃন্দাবন নাম হইল কেন? এই নামের কোন ব্যুৎপত্তি আছে; কি ইহা সংজ্ঞামাত্র-প্রতিপাদক? তাহার প্রকৃত বিষয় আমাকে বলুন। ১৮৬—১৯১। সূত বলিলেন, নারায়ণ ঋষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে নিখিল পুরাতন বিষয় তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে সত্যযুগের সপ্তদ্বীপের অধিপতি সত্য ও ধর্ম্মপরায়ণ কেদার নামে এক রাজা ছিলেন; তিনি স্ত্রী পুত্র প্রভৃতির সহিত সানন্দে কালযাপন করত পুত্রের ন্যায় প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিতেন এবং অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। রাজা শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়ও সকলের ঈপ্সিত ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করেন নাই; কারণ বহুবিধ পুণ্যকার্য্য করিয়াও তিনি স্বয়ং ফলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না; তিনি নিত্য-নৈমিত্তক কার্য্য সকল কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত করিতেন। কেদার-সদৃশ রাজেন্দ্র কেহই জন্মে নাই এবং জন্মিবেও না। কিয়ৎকাল পরে রাজা জৈগীষব্যের উপদেশক্রমে রাজ্যভার ও ত্রৈলোক্যমোহিনী প্রিয়তমাদিগের ভার পুত্রহস্তে ন্যস্ত করিয়া তপস্যার নিমিত্ত বনে গমন করিলেন। রাজা শ্রীহরির একান্ত ভক্ত হইয়া অবিরত সেই হরিকেই ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন হরির সুদর্শন চক্র তাঁহার সমীপে থাকিয়া তাঁহাকে অবিরত রক্ষা করিতেন। তৎপরে নৃপশ্রেষ্ঠ বহুকাল তপস্যা করিয়া গোলোকধামে গমন করিলেন। তাঁহার নামানুসারে সেই তীর্থ কেদার নামে প্রসিদ্ধ হইল। তীর্থে অদ্যাপিও প্রাণীর মৃত্যু হইলে, সে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। কেদাররাজের কমলার অংশস্বরূপা অতি তপস্বিনী ও যোগশাস্ত্রবিশারদা বৃন্দানাম্নী এক কন্যা ছিলেন। বৃন্দা কোন বরকেই বরণ করিলেন না। তাঁহাকে তপোধন দুর্ব্বাসা দুর্লভ হরিমন্ত্র প্রদান করিলেন। তৎপরে বৃন্দা বিরাগিণী হইয়া গৃহ ত্যাগ করত তপস্যার নিমিত্ত বনে গমন করিলেন এবং সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অতি নির্জ্জন প্রদেশে তপস্যা করিতে লাগিলেন। ১৯২—২০৪। অনন্তর, ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নবদনে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, বর প্রার্থনা কর। তখন সেই বৃন্দা, সুন্দর কায় শান্ত রাধিকাকান্তকে দেখিবামাত্র কামবাণে প্রপী-

ড়িতা হইয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। পরে বৃন্দা, আপনি আমার পতি হউন, এই বর প্রর্থনা করিলে শ্রীকৃষ্ণ তথাস্তু বলিয়া সেই নির্জ্জনপ্রদেশে বহুকাল বিহার করিলেন। তৎপরে বৃন্দা পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোলোকধামে গমনপূর্ব্বক রাধিকার সমান সৌভাগ্যশালিনী ও গোপীকাগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন। হে মুনিপুঙ্গব! সেই বৃন্দা যে স্থানে তপস্যা বা যে স্থানে কৃষ্ণের সহিত বিহার করিয়াছিলেন, তাহাই বৃন্দাবন নামে প্রসিদ্ধ। বৎস! আরও এক পুণ্যজনক ইতিহাস শ্রবণ কর, যে কারণে বৃন্দাবন নাম হইয়াছে তাহা বলিতেছি। পূর্ব্বে কুশধ্বজনামক কোন এক রাজার তুলসী ও বেদবতী নামে ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদা দুই কন্যা সংসারবিরাগিণী হইয়া তপস্যাচরণ করেন। পরে বেদবতী নারায়ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হন; তিনিই সর্ব্বত্র জনককন্যা সীতা নামে প্রসিদ্ধা। তুলসীও হরিকে পতিরূপে বাঞ্ছা করিয়া তপস্যা করত দৈবাৎ দুর্ব্বাসার শাপে শঙ্খাসুরকে পতিভাবে প্রাপ্ত হইয়া পরে পুনরায় সেই মনোহর কমলাকান্তকে কান্তরূপে লাভ করেন। সেই সুরেশ্বরী তুলসীই হরির শাপে বৃক্ষরূপা ও হরিও তাঁহার শাপে শালগ্রাম হইয়াছেন এবং সুন্দরী তুলসী, সেই শিলারূপী হরির বক্ষঃস্থলে নিরন্তর স্থিতি করিয়া থাকেন। হে মুনে! পূর্ব্বে সমস্ত তুলসীচরিত সবিস্তারে তোমাকে কহিয়াছি, তথাপি এক্ষণে প্রসঙ্গাধীন পুনরায় কিঞ্চিৎ কহিলাম। সেই তুলসীর নামান্তর বৃন্দা; তিনি ঐ স্থানে তপস্যা করেন; সেই হেতু মনীষিগণ, উহাকে বৃন্দাবন বলিয়া থাকেন। আরও এক হেত্বন্তর বলিতেছি শ্রবণ কর, যদ্দ্বারা পুণ্যক্ষেত্র ভারতে বৃন্দাবন নাম হইয়াছে। শ্রীমতী রাধিকার ষোড়শ নামের মধ্যে বৃন্দা নাম শ্রুতিপ্রসিদ্ধ; তাঁহারই রম্য ক্রীড়াবন বলিয়া উহা বৃন্দাবন নামে বিখ্যাত। ২০৫—২১৯। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ, গোলোকধামে রাধিকার প্রীত্যর্থ বৃন্দাবন নির্ম্মাণ করেন, পরে পৃথিবীতলেও তাঁহার ক্রীড়ার্থ ঐ বন বৃন্দাবন নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। নারদ বলিলেন, হে জগদ্গুরো! রাধিকার ষোড়শ নাম কি কি, তাহা এই শিষ্যের নিকটে প্রকাশ করুন; আমার শ্রবণ করিতে কৌতুহল হইয়াছে। আমি সামবেদে নিরূপিত তাঁহার সহস্র নাম শ্রবণ করিয়াছি, তথাপি আপনার মুখে তাঁহার ষোড়শ নাম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। কারণ, হে বিভো! ভক্তগণের বাঞ্ছিত পবিত্র সেই ষোড়শ নাম, সামবেদোক্ত সহস্র নামের মধ্যবর্ত্তী বা অন্য, ইহা জানিবার ইচ্ছা হইতেছে। প্রভো! মূঢ়জগজ্জনের পবিত্রতাকর জগন্মাতার সেই ষোড়শ নাম এবং তাহার অর্থ আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। নারায়ণ বলিলেন, বৎস! শ্রবণ কর!—রাধা, রাসেশ্বরী, রাসবাসিনী, রসিকেশ্বরী, কৃষ্ণপ্রাণাধিকা, কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণস্বরূপিণী, কৃষ্ণবামাংশসম্ভূতা, পরমানন্দরূপিণী, কৃষ্ণা, বৃন্দাবনী, বৃন্দা, বৃন্দাবনবিনোদিনী, চন্দ্রাবলী চন্দ্রকান্তা, এবং শতচন্দ্রনিভাননা এই ষোড়শ নাম সহস্র নামের শ্রেষ্ঠ ও তাহারই মধ্যবর্ত্তী। প্রথমে রাধা নাম কিরূপে সিদ্ধ তাহা শ্রবণ কর। রা-শব্দ দানবাচক ও ধা-শব্দে নির্ব্বাণ বোধ হয়। তিনি নির্ব্বাণ দান করেন বলিয়া রাধা নামে কীর্ত্তিতা হন। তিনি রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পত্নী, এজন্য রাসেশ্বরী ও রাসমণ্ডলে বাস করেন বলিয়া রাসবাসিনী নামে প্রসিদ্ধা। সমুদয় রসিকা দেবীগণের ঈশ্বরী—একারণ পণ্ডিতগণ, নিরন্তর তাঁহাকে রসিকেশ্বরী বলিয়া থাকেন। তিনি, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা প্রেয়সী, এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রাণাধিকা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি, শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়া কান্তা, অথবা শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার সর্ব্বদা প্রিয়; এজন্য সমুদয় দেবগণ তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রিয়া বলিয়া থাকেন। তিনি অবলীলাক্রমে কৃষ্ণরূপ বিধান করিতে সমর্থা ও সর্ব্বাংশে শ্রীকৃষ্ণের সদৃশী বলিয়া কৃষ্ণস্বরূপিণী নামে প্রসিদ্ধা। ২২০—২৩৩। পূর্ব্বে সেই সতী, শ্রীকৃষ্ণের বামাংশ হইতে সম্ভূতা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কৃষ্ণবামাংশসম্ভূতা নামে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই সতী, স্বয়ং মূর্ত্তিমতী পরম-আনন্দ-রাশি; এজন্য বেদে তিনি পরমানন্দরূপিণী বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। কৃষ্-শব্দে মোক্ষ, ণ-কার শব্দে উৎকৃষ্ট ও আকার-শব্দে দান বোধ হয়; তিনি উৎকৃষ্ট মোক্ষদায়িনী এজন্য কৃষ্ণা নামে বিখ্যাতা। তাঁহার বৃন্দাবন আছে অথবা তিনি বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; একারণ সকলে তাঁহাকে বৃন্দাবনী বলিয়া থাকেন। বৃন্দ-শব্দে সখীসমূহ ও আকার-শব্দ অস্তিবোধক; এজন্য তাঁহার সখীসমূহ আছে বলিয়া, বৃন্দা নামে কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। বিনোদ শব্দ আনন্দ বাচক, তাহা তাঁহার বৃন্দাবনে আছে বলিয়া বেদ সকল তাঁহাকে বৃন্দাবনবিনোদিনী বলিয়া থাকেন। রাধিকার মুখচন্দ্র ও নখচন্দ্রাবলী নিরন্তর বিরাজমান, এজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে চন্দ্রাবলী বলিয়া থাকেন। তাঁহার মুখকান্তি, দিবানিশি চন্দ্রতুল্য বলিয়া হরি সহর্ষে তাঁহাকে চন্দ্রকান্তা নামে কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে নিরন্তর শতচন্দ্রের ন্যায় প্রভা বিদ্যমান,

এজন্য মুনিগণকর্তৃক তিনি শতচন্দ্রনিভাননা বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। এই আমি তোমার নিকটে অর্থ ও ব্যাখ্যাযুক্ত রাধিকার ষোড়শ নাম কীর্ত্তন করিলাম। ইহা নারায়ণ, নাভিপঙ্কজস্থ ব্রহ্মার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরে ব্রহ্মা, আমার জনক ধর্ম্মকে ইহা দান করেন; অনন্তর মহাতীর্থ পুষ্করে পুণ্য দিনে আদিত্য-পর্ব্বে দেবসভামধ্যে রাধিকার প্রভাববিষয়ে প্রস্তাব করিলে ধর্ম্মদেব আমাকে কৃপা করিয়া প্রসন্নচিত্তে ইহা দান করিয়াছিলেন; হে মহামুনে! এক্ষণে আমিও তোমাকে পবিত্র স্তোত্র দান করিলাম। ২৩৪—২৪৫। যে ব্যক্তি, যাবজ্জীবন ত্রিসন্ধ্যা এই স্তোত্র পাঠ করিবেন, তিনি, ইহকালে রাধামাধবের পাদপদ্মে ভক্তি লাভ করিয়া অন্তে অণিমাদি সিদ্ধি ও নিত্য শরীর ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের দাস্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া নিরন্তর তাঁহাদিগের সহিত কালযাপন করিয়া থাকেন। নিয়মপূর্ব্বক সমুদয় ব্রত, দান ও উপবাসে, সমুদয় অর্থযুক্ত চারিবেদ পাঠে, যথাবিধি সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে, সমস্ততীর্থ পর্য্যটনে সপ্তবার পৃথিবী-প্রদক্ষিণে, শরণাগতের রক্ষায়, অজ্ঞানীকে জ্ঞান দান করিলে এবং দেবতা ও বৈষ্ণবগণের দর্শনে যে ফল হয়, তাহা এই স্তোত্রপাঠের ষোড়শ ভাগেরও যোগ্য নহে; অধিক কি, এই স্তোত্র-প্রভাবে মানব, জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। ২৪৬—২৫১।

ইতি শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে রাধিকাস্তোত্র সমাপ্ত।

নারদ বলিলেন, হে বিভো! আপনি যে সযত্নে সন্তাপহারক সর্ব্বসুদুর্লভ পরমাশ্চর্য্য রাধিকার স্তোত্র কীর্ত্তন করিলেন, তাহা এবং পূর্ব্বকথিত সেই দেবীর সংসারবিজয়নামক কবচও আমার পরিজ্ঞাত হইয়াছে এবং আপনার চরণপ্রসাদে বিচিত্র কৃষ্ণকথা সকল শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহার রহস্য বিবর শুনিতে ইচ্ছা করি। হে মুনিবর! প্রাতঃকালে নগর দর্শন করিয়া গোপগণ কিরূপ পরস্পর কহিয়াছিল, তাহা আমাকে বলুন। নারায়ণ বলিলেন, সেই যামিনী অতীতা হইলে, বিশ্বকর্ম্মা গমন করিলে,অরুণোদয়কালে ব্রজবাসী সকল, জাগরিত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্বর্গ হইতেও উৎকৃষ্ট নগর দর্শন করিয়া কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! এইরূপ বলিতে লাগিল। কোন গোপ, কোন গোপকে কহিতে লাগিল, কোন্ ব্যক্তি কিরূপে এই সমুদয় সম্পন্ন করিল? পৃথিবীতে এমত ক্ষমতাশালী কে আছে? তখন নন্দ, গর্গবাক্য স্মরণ করিয়া মনে মনে জানিলেন যে, শ্রীহরির ইচ্ছায় ভ্রূভঙ্গিমাত্রে ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত এই চরাচর জগৎ আবির্ভূত ও তিরোভূত হইয়া থাকে, তাঁহার অসাধ্য কি আছে? যাঁহার প্রতিলোমকূপমধ্যে অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিরাজিত, সেই মহাবিষ্ণুর নিয়ন্তা হরির অসাধ্য কি আছে? ব্রহ্মা, অনন্ত, মহেশ্বর ও ধর্ম্ম প্রভৃতি যাঁহার পদাম্বুজ ধ্যান করেন, মায়া-মানুষরূপী তদংশের অসাধ্য কি? গোপরাজ নন্দ, এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই নগর বারংবার ভ্রমণ, তত্রত্য গৃহ সকল দর্শন, ও লিখিত নামসমূহ পাঠ করত সকলকে নির্দ্দিষ্ট ভবন প্রদান করিলেন। অনন্তর, নন্দ ও বৃষভানু, কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে শুভক্ষণ পর্য্যালোচন করিয়া আত্মীয়বর্গের সহিত সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং বৃন্দাবনবাসী সকলেই স্বীয়স্বীয় আশ্রমে প্রবেশ করিলে, তাঁহাদিগের মুখমণ্ডল ও নয়নযুগল আনন্দভরে প্রসন্ন হইয়াছিল। গোপগণ সকলেই, মনোহর নিজ নিজ স্থান লাভে আনন্দিত হইয়াছিলেন। এই সমুদায় নগরনির্ম্মাণ-বৃত্তান্ত তোমাকে বলিলাম। হে নারদ! সেই স্থানে বালক-বালিকাগণ সানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিল, এবং শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে শিশুগণের সহিত রাসমণ্ডলের মনোহর স্থানে স্থানে ও বনে বনে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। ২৫২—২৬৭।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন, হে সূত! আজ কি অদ্ভুত সুমনোহর রহস্য সুখ-মোক্ষপ্রদ শ্রীকৃষ্ণচরিত শ্রবণ করিলাম! মুনে! তাহার পর দেবর্ষি নারদ মুনি, নগর নির্ম্মাণ শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মপুত্র নারায়ণ ঋষির নিকটে হরির কোন্ মঙ্গলময় চরিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? সূত কহিলেন, মুনিসত্তম নারদ, নগর নির্ম্মাণ শ্রবণান্তে অপর সুমনোহর শ্রীকৃষ্ণচরিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নারদ বলিলেন, হে মুনিসত্তম! আপনি জ্ঞানের সাগরস্বরূপ; অতএব এই শরণাগত শিষ্যের নিকট পীযূষতুল্য শ্রীকৃষ্ণের অপর চরিত কীর্ত্তন করুন নারায়ণ ঋষি, নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া সানন্দে পরমেশ্বরের পরমাদ্ভুত অপর চরিত বলিতে লাগিলেন। নারায়ণ বলিলেন, একদা মাধব, বলদেব ও বালকগণের সহিত যমুনার তীরবর্ত্তী মধুবনে গমন করিলেন। সকলে তথায় উপস্থিত হইলে গোসমূহ বিচরণ করিতে লাগিল এবং বালকগণ বহুকাল ক্রীড়া করায় অত্যন্ত শ্রান্ত, পিপাসিত ও ক্ষুধার্ত্ত

হইয়া পরমেশ্বর ৺কৃষ্ণকে কহিল, হে কৃষ্ণ! আমাদিগের ক্ষুধায় অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে, এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, এই কিঙ্করদিগকে বলিয়া দিন। দয়ানিধি শ্রীকৃষ্ণ, শিশুগণের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া প্রসন্নবদনে তাঁহাদিগকে হিতকর বাক্য বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে বালকগণ! তোমরা ব্রাহ্মণদিগের সুখকর যজ্ঞস্থানে গমন করিয়া সেই যজ্ঞানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণগণের নিকটে অন্ন প্রার্থনা কর। ১—১০। শ্রুতি-স্মৃতিবিশারদ অঙ্গিরা-কুলোদ্ভব সেই বিপ্রগণ শ্রীবনের নিকটস্থ নিজ আশ্রমে যজ্ঞ করিতেছেন। তাঁহারা সকলে, নিস্পৃহ ও পরম বৈষ্ণব, তাঁহারা মুক্তিবাসনায় আমারই পূজা করিতেছেন। কিন্তু আমার মায়ায় মোহিত হইয়া মায়া-মানুষরূপী আমাকে বিদিত নহেন। যদি সেই যজ্ঞকারী বিপ্রগণ, অন্ন দান না করেন, তবে শীঘ্র তাঁহাদের পত্নীগণের নিকট অন্ন প্রার্থনা করিও তাঁহারা বালকের প্রতি দয়াবতী। গোপবালক সকলে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য-শ্রবণে ব্রাহ্মণগণের নিকট গমন করিয়া অবনত-মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া, "হে দ্বিজসত্তমগণ! আমাদিগকে অন্ন দাও" এই কথা বলিলে; কেহ কেহ শ্রবণ করিতেই পাইলেন না, আর কেহ কেহ বা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন বালকগণ, যে স্থানে ব্রাহ্মণীগণ পাক করিতেছিলেন, সেই রন্ধনাগারে উপস্থিত হইয়া অবনত-মস্তকে বিপ্রভার্য্যাদিগকে প্রণামপূর্ব্বক বলিল, হে পতিব্রতা জননীসকল! এই ক্ষুধার্ত্তবালকগণকে অন্নদান করুন। সাধ্বী বিপ্রপত্নী সকল, বালকগণের মনোহর রূপ ও বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে সমাদরপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন; তোমরা কে? তোমাদের নামই বা কি? আর কে তোমাদিগকে পাঠাইয়াছেন? ইহা বল, পরে বহুবিধ ব্যঞ্জনের সহিত উৎকৃষ্ট অন্ন দিব। ১১—১৯। তখন সেই সমস্ত গোপবালক ব্রাহ্মণীগণের বাক্যশ্রবণে আনন্দিত হইয়া স্ফীত হইল এবং মধুর হাস্যসহকারে কহিতে লাগিল, হে মাতা সকল! আমরা অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত বলিয়া বলরাম ও কৃষ্ণ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন, এক্ষণে অন্ন দিন, শীঘ্র তাঁহাদের নিকট গমন করিব। এস্থান হইতে অতিদূরে ভাণ্ডীর বনমধ্যবর্ত্তী মধুবনে এক বটবৃক্ষের মূলদেশে সেই রাম ও কেশব অবস্থিত আছেন। হে মাতৃগণ! তাঁহারাও বিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আপনাদিগের নিকট অন্ন প্রার্থনা করিয়াছেন, এক্ষণে দিবেন কি না, আমাদিগকে শীঘ্র বলুন। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মপ্রার্থী সেই বিপ্রপত্নীগণ, গোপবালক সকলের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দহেতু সজলনয়ন ও পুলকান্বিতকলেবরা হইয়া রৌপ্য-কাংস্যাদি পাত্রে নানাব্যঞ্জনসংযুক্ত সুমনোহর শাল্যন্ন, পায়স, পিষ্টক, স্বাদু দধি, ক্ষীর, ঘৃত ও মধু লইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধানে গমনোদ্যত হইলেন। তখন সেই শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনোৎসুকা ধন্যা পতিব্রতাগণ, নানা প্রকার অভিলাষ করিয়া গমনোন্মুখ হইলেন। তাঁহারা গমন করিয়া নক্ষত্র-মণ্ডলস্থ চন্দ্রমার ন্যায় বলদেব ও বালকগণের সহিত বটমূল-সমাসীন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। তিনি পীতকৌষেয়বাসা, সুন্দর, সস্মিত, শান্তপ্রকৃতি, মনোহর রাধাকান্ত, কিশোরবয়স্ক ও শ্যাম-কলেবর। তাঁহার মুখমণ্ডল, শারদীয় পূর্ণশশধরের সদৃশ এবং সর্ব্বাঙ্গে রত্ননির্ম্মিত কেয়ূর বলয় ও নূপুরাদি নানা অলঙ্কার শোভা পাইতেছে; তিনি আজানুলম্বিত শুভ্র রত্নমালা ধারণ করিয়াছেন; তাঁহার কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল মালতীমালায় বিরাজিত। ২০—৩১। তাঁহার শরীর, চন্দন-অগুরু-কস্তুরী ও কুঙ্কুমে অনুলিপ্ত এবং নাসিকা ও কপোল অতি সুন্দর; তাঁহার উৎকৃষ্ট দন্তপঙ্ক্তি পক্বদাড়িম্ব ফলের বীজতুল্য; সেই শিখিপুচ্ছ-কৃতচূড় পরাৎপর কৃষ্ণের কর্ণমূল কদম্বপুষ্পযুগলে বিরাজিত; সেই ভক্তানুগ্রহকারককে যোগিগণ ধ্যানেও অবলোকন করিতে অসমর্থ; তিনি নিরন্তর ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ধর্ম্ম অনন্ত ও ইন্দ্রাদিদেবগণ এবং মুনীন্দ্রগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান। বিপ্রপত্নীগণ, পরমেশ্বর মধুসূদনকে এইরূপ দর্শন করিয়া ভক্তিসহকারে প্রণামপূর্ব্বক নিজ নিজ জ্ঞানানুরূপ স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। বিপ্রপত্নীগণ বলিতে লাগিলেন, আপনি পরমব্রহ্ম, পরম আশ্রয়; আপনি কখন নির্গুণ, নিরাকার ও কখন গুণযুক্ত সাকার হন। আপনি সাক্ষিস্বরূপ; নির্লিপ্ত, আপনিই সেই নিরাকার পরমাত্মা; প্রকৃতি এবং পুরুষও আপনি এবং আপনিই তাহাদের কারণ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপ যে দেবত্রয় সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-বিষয়ে নিযুক্ত, সেই সর্ব্ববীজ দেবত্রয়ও আপনার অংশ। হে বিভো! পরমেশ্বর! যাঁহার লোমবিবরে অখিল বিশ্ব বিরাজ করিতেছে, সেই মহাবিরাট্ মহাবিষ্ণু আপনি এবং আপনিই তাঁহার জনক। আপনিই তেজ, তেজস্বী এবং আপনিই জ্ঞান ও পরমজ্ঞানী; আপনি বেদে অনির্ব্বচনীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট; অতএব আপনাকে কে স্তব করিতে সমর্থ হইবে? আপনি মহাত্ত্বাদি সৃষ্টিসূত্র; পঞ্চতন্মাত্র; আপনিই সর্ব্বশক্তির বীজ ও সর্ব্বশক্তিস্বরূপ; সর্ব্বশক্তির ঈশ্বর আপনিই সর্ব্ব ও সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তির আশ্রয়; আপনি

অচিন্তনীয় ও স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়; আপনি সর্ব্বানন্দ সনাতন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আপনি শরীরী হইয়াও অশরীরী, এবং আপনার কোন ইন্দ্রিয় নাই; তথাপি সমুদায় ইন্দ্রিয়বিষয় পরিজ্ঞাত। যখন আপনাকে স্তব ও নিরূপণ করিতে সরস্বতী, মহেশ্বর, অনন্ত, ধর্ম্ম, স্বয়ং বিধি, পার্ব্বতী, কমলা, রাধা, এবং বেদমাতা সাবিত্রী এবং বেদচতুষ্টয়ও জড় হইয়াছেন, তখন অন্য আর কোন্ জ্ঞানী পুরুষ আপনাকে স্তব করিতে শক্ত হইবেন? অতএব হে প্রাজ্ঞেশ্বর! আমরা অযোগ্য, আমরা আপনার কি স্তব করিব? হে দীনবন্ধো! আপনি নিজগুণে প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে কৃপা করুন। ৩২—৪৬। বিপ্রপত্নীগণ, এইরূপ কহিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে পতিত হইলে, তিনি প্রসন্নবদনে তাঁহাদিগকে অভয় দান করিলেন। যে ব্যক্তি পূজার সময়ে এই বিপ্রপত্নীকৃত স্তব পাঠ করিবেন, তিনিও তাঁহাদের গতি লাভ করিবেন; ইহাতে সংশয় নাই। নারায়ণ বলিলেন, অনন্তর শ্রীমধুসূদন, তাঁহাদিগকে নিজ পাদপদ্মে পতিত দেখিয়া তোমরা বর গ্রহণ কর, মঙ্গল হইবে, এইরূপ কহিলেন। তখন বিপ্রপত্নীগণ, শ্রীকৃষ্ণের বাক্য-শ্রবণে হর্ষযুক্ত হইয়া ভক্তি-বিনত-মস্তকে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, বৎস! আমরা বর গ্রহণ করিব না, আমাদিগের কেবল আপনার চরণ-পদ্মেই বাসনা; অতএব আমাদিগকে নিজ দাস্য ও সুদুর্লভ ভক্তি দান করুন। হে বিভো কেশব! আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করুন, আমরা আর গৃহে প্রত্যাগমন করিব না; কেবল আপনার মুখকমল নিরন্তর নিরীক্ষণ করিব। করুণানিধি ত্রিলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ, দ্বিজপত্নীগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীকার-পূর্ব্বক বালকগণের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং বিপ্রপত্নীগণপ্রদত্ত অমৃততুল্য মিষ্ট অন্ন অগ্রে বালকদিগকে ভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে সেই স্থানে বিপ্রপত্নীগণ, গগন হইতে সুবর্ণ-রথ পতিত হইতেছে দেখিতে পাইলেন। ঐ রথ, রত্নবিনির্ম্মিত দর্পণ, এবং পরিচ্ছদযুক্ত; রত্নময় স্তম্ভসমূহ উহাতে নিরুদ্ধ আছে ও উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত কলসসমূহে উহা অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছে। পারিজাত পুষ্পের মালাজালে বিরাজিত ঐ রথ বহ্নির ন্যায় বিশুদ্ধ পতাকা, বস্ত্র ও শ্বেতচামরযুক্ত; উহা অতি মনোহর ও মনের ন্যায় গমনশীল এবং শতচন্দ্র সমাযুক্ত। ৪৭—৫৭। ঐ রথ, পীতবসনধারী এবং বনমালা ও রত্নালঙ্কারে বিভূষিত দিব্য পার্ষদগণে বেষ্টিত; সেই পার্ষদগণ সকলেই নবযৌবনসম্পন্ন, শ্যামলকায়, সুমনোহর দ্বিভুজ, মুরলীহস্ত ও গোপবেশধারী; তাঁহাদের বঙ্কিম চূড়ায় শিখিপুচ্ছ ও গুঞ্জমালা নিবদ্ধ আছে। তাঁহারা অতি শীঘ্র রথ হইতে অবতরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পদে প্রনামপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-কামিনীদিগকে রথে আরোহণ করিতে কহিলেন। তখন বিপ্রভার্য্যাগণ, হরিকে প্রণাম করিয়া অভিলষিত গোলোকধামে গমনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ মনুষ্যদেহ ত্যাগ করত গোপিকা হইলেন। অনন্তর হরি বিষ্ণুমায়ায় তাঁহাদের ছায়া নির্ম্মাণ করিয়া স্বয়ং ব্রাহ্মণদিগের গৃহে প্রেরণ করিলেন এদিকে বিপ্রগণ ভার্য্যা-উদ্দেশে, পরম সন্দিগ্ধমানস হইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে পথিমধ্যে কামিনীগণকে দেখিতে পাইলেন। সেই ব্রাহ্মণগণ তাহা-দিগকে দেখিয়া পুলকাঞ্চিত-সর্ব্বাঙ্গ ও প্রসন্নবদন হইয়া বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন, আহো; তোমরাই ধন্য, কারণ তোমরা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছ, আমাদের জীবন ও বেদপাঠ সমস্তই ব্যর্থ। বেদে, পুরাণে ও সর্ব্বত্রই বিবুধগণকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে যে, সমুদয় পদার্থই হরির বিভূতি; তিনিই সকলের জনক। তপস্যা, জপ, ব্রত, দান, বেদাধ্যয়ন, দেবপূজা এবং তীর্থস্নান ও অনশনরূপ যাহা কিছু কার্য্য, সকলের-ই ফলদাতা হরি। যেমন কল্পপাদপ প্রাপ্ত হইলে অন্য বৃক্ষের প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ যিনি শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করেন, তাঁহার আর তপঃফলে ফল কি? যাঁহার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান, তাঁহার অন্য কর্ম্মে প্রয়োজন কি? যিনি সাগরপানে সক্ষম, তাঁহার কূপজলপানে কি পৌরুষ? বিপ্রগণ এইরূপ কহিয়া সেই কামিনীদিগকে গ্রহণ-পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। ৫৮—৭১। ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া সেই কামিনী-গণের পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রীড়ায় অধিক প্রেম ও সকল কর্ম্মে দাক্ষিণ্য দেখিয়া কোনরূপ বিতর্ক করিতে শক্ত হন নাই অনন্তর পূর্ণব্রহ্ম সনাতন নারায়ণ, বলদেব ও শিশুগণের সহিত শীঘ্র নিজালয়ে গমন করিলেন। যাহা পূর্ব্বে ধর্ম্মের মুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম, এই আমি সমুদয় উত্তম হরিমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে পুনরায় তোমার কি শুনিতে ইচ্ছা হয়? নারদ বলিলেন, হে ঋষীন্দ্র! কোন্ পুণ্যবলে সেই বিপ্ররমণীদিগের মুনীন্দ্র এবং সিদ্ধগণেরও দুর্লভ এইরূপ গতিলাভ হইল? পূর্ব্বে এই পুণ্যবতীগণ কে ছিলেন এবং কোন্ দোষেই বা মহীতলে এইরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন; এই সমস্ত কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ

দূর করুন! নারায়ণ বলিলেন, নারদ! ইঁহারা সকলে সপ্তর্ষিগণের অপ্রতিম রূপসম্পন্না, গুণবতী, সুশীলা, ধর্ম্মিষ্ঠা ও পতিব্রতা রমণী ছিলেন। সকলেই নবীনযৌবনা পীনশ্রোণি ও পীনপয়োধরা; সকলের পরিধান দিব্যবস্ত্র ও সর্ব্বাঙ্গ রত্নালঙ্কারে ভূষিত; তাঁহাদের বর্ণাভা তপ্তকাঞ্চনতুল্য ও মুখকমল ঈষৎহাস্যযুক্ত; তাঁহারা বক্রদৃষ্টি করিলে মুনিমানসও মুগ্ধ করিতে পারিতেন। পূর্ব্বে অনলদেব ইঁহাদের মুখমণ্ডল, নিতম্ব ও সুন্দর স্তন দর্শন করিয়া কামবাণে পীড়িত হইয়া মনে মনে ইঁহাদের প্রতি অভিলাষ করিয়াছিলেন। একদা তিনি সুরতেচ্ছুক হইয়া শিখাদ্বারা রন্ধনাগারে তাঁহাদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া চেতনাশূন্য হন। পতিচরণে একচিত্তা সেই পতিব্রতাগণ, কিছুই জানিতে পারেন নাই; কিন্তু অগ্নিদেব, বারংবার তাঁহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৭২—৮২। তখন, স্বয়ং ভগবান্ অঙ্গিরা বহ্নির মনোভাব জানিতে পারিয়া "সর্ব্বভক্ষ্য হও" বলিয়া বহ্নিকে অভিসম্পাত করেন। পরে বহ্নি সচেতন হইয়া লজ্জাবনতবদনে মুনিপুঙ্গব অঙ্গিরার স্তব করেন, তখন ব্রহ্মতেজোভয়ে তাঁহার কলেবর কম্পিত হইয়াছিল। মুনিবর অঙ্গিরা ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পৃষ্ট কামিনীদিগকেও শাপ প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন;—তোমরা পাপযুক্তা হইয়াছ, অতএব মানুষী যোনি প্রাপ্ত হও; তোমরা ভারতে ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম লাভ করিবে এবং আমাদিগের কুলজাত দ্বিজগণই তোমাদিগকে বিবাহ করিবে। তখন, সেই কামিনীগণ মুনিবাক্য-শ্রবণে রোদন করিতে লাগিলেন এবং প্রেম-বিহ্বল ও পুটাঞ্জলিযুত হইয়া সকলেই সেই জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মুনিকে বলিতে লাগিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমরা নিষ্পাপ ও পতিব্রতা; আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন না; আমরা অজ্ঞানবশতঃ পরস্পৃষ্ট হইয়াছি; অতএব ত্যাগ করা উচিত নহে। ভক্ত কিঙ্করীগণের দণ্ডবিধান কর্ত্তব্য নহে; আমরা আবার কবে, আপনাদের চরণকমল দর্শন করিতে পাইব? হে মুনে! খড়্গাঘাত, বজ্রপাত ও অপর সর্ব্বপ্রকার প্রহার হইতে সাধ্বী রমণীদিগের কান্তবিচ্ছেদ দারুণ দুঃসহ। আমরা ধর্ম্মিষ্ঠ গুণবান্ শ্রেষ্ঠ মহামুনিরূপ স্বামী ত্যাগ করিয়া কিরূপে পৃথিবীতলে গমন করিব? হে বিপ্রেন্দ্র! যদি একান্তই গমন করিতে হয়, তবে বলুন আবার কবে এস্থানে আগমন করিব? বিধি-অনুসারে আমাদিগের অজ্ঞান-স্পর্শজনিত দোষ হইতে পারে না, অহল্যা, ইন্দ্রপ্রধর্ষিতা হইয়াও পুনর্ব্বার স্বামীকে প্রাপ্ত হইলেন; তিনি সম্ভোগ হইলেও শুদ্ধা হইলেন; কিন্তু আমরা কি জন্য স্পর্শমাত্রে পরিত্যক্তা হইলাম। হে ধর্ম্মিষ্ঠ! আপনি বেদবেদাঙ্গের পারগ, বেদকর্ত্তা ব্রহ্মার পুত্র ও সর্ব্ববেদবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ; অতএব আপনি বিচার করুন। রমণীগণ অন্য হইতে ভীতা হইয়া কান্তের শরণ লইয়া থাকে; কিন্তু সেই কান্ত ভয়প্রদ হইলে কাহার শরণাপন্ন হইবে? । ৮৩—৯৫। হে ধর্ম্মিষ্ঠ! এই ভীত রমণীগণকে অভয় দান করুন; কোন্ ব্যক্তি পুত্রে, শিষ্যে ও কলত্রে দণ্ডবিধান করিতে অক্ষম? সবলই হউক আর দুর্ব্বলই হউক, নিজ বস্তুতে সকলেরই প্রভুত্ব; আপনার দ্রব্য বিক্রয় করিলে অপর কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারে না। দয়ালু মুনিপুঙ্গব, কামিনীগণের বাক্য শ্রবণ ও তাঁহাদিগের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া প্রেমভরে রোদন করিতে লাগিলেন। যদিও তিনি বেদ-বেদাঙ্গপারগ, জ্ঞানী ও যোগীদিগের শ্রেষ্ঠ তথাপি পত্নীবিচ্ছেদসময়ে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। তখন বিরহোদ্বিগ্ন সকল মুনিগণই, তাঁহাদের মুখ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক শোকার্ত্ত হইয়া পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সর্ব্ববেদবিৎপ্রবর অঙ্গিরা, শোকভরে বহুকাল বিলাপ করিয়া পরে ভ্রাতৃগণের সহিত সমালোচনপূর্ব্বক কামিনীগণকে বলিতে লাগিলেন, আমি যে সত্য বাক্য বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর;—স্বকর্ম্মভোগী জীবগণের কর্ম্মের সীমা পর্য্যন্তই ভোগ হয়, ইহা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। এক্ষণে নিশ্চয় আমাদিগের সহিত ভোগ তোমাদিগের অবসান হইয়াছে, ভোগ বিনষ্ট হইলে পুনরায় ভোগ বেদে নিরূপিত নাই। ভারতে শুভাশুভ যে সমস্ত কার্য্য কৃত হয়, ভোগব্যতীত শতকোটি কল্পেও তাহার ক্ষয় হয় না। যে ব্যক্তি, পরভুক্তা কান্তাকে ভোগ করে, সেই নরাধম, চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকালপর্য্যন্ত কালসূত্রনরকে যন্ত্রণা ভোগ করে। সেই পাপিষ্ঠা রমণী, দৈব বা পৈত্র্য কোন কার্য্যেই পাত্রার্হা নহে; তাহাকে আলিঙ্গন করিলে ভর্ত্তার শ্রী ও তেজ বিনষ্ট হয়। স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন, সেই অন্যভুক্তার আলিঙ্গনকারীর হব্যদানে দেবগণ ও তর্পিত জলে পিতৃগণ, সন্তোষ লাভ করেন না। ৯৬—১০৭। এজন্য সুধীগণ, সর্ব্বপ্রযত্নে ভার্য্যাকে রক্ষা করিয়া থাকেন; তাহা না করিলে নিশ্চয় তাহাকে পাপভাগী হইয়া নরকে গমন করিতে হয়। পণ্ডিতগণ, পদে পদে সাবধান হইয়া কান্তাকে রক্ষা করেন; কারণ, রমণী দোষের আধার, বিশ্বাসের স্থান নহে। পত্নী ও পাকপাত্র সর্ব্বদা রক্ষা করা কর্ত্তব্য, উহা

কেবল আপনার স্পর্শে পবিত্র, আর অপরের স্পর্শমাত্রে অপবিত্র হইয়া থাকে। যে রমণী নিজ পতিকে বঞ্চনা করিয়া অন্যকে অবলম্বন করে, সেই অধমা, যাবৎ চন্দ্রসূর্য্য থাকিবেন, তাবৎ কুম্ভীপাক নরকে বাস করিবে। যমদূতগণ, সেই পাপিষ্ঠাকে নরকমধ্যে সংস্থাপিত করিয়া ক্লেশবশতঃ উঠিতে দেখিলেই দণ্ডাঘাত করে; এবং সেই পুংশ্চলীকে দিবানিশি নিরন্তর সর্পপ্রমাণ তীক্ষ্ণদন্ত সুদারুণ কীট সকল সেইস্থানে দংশন করিয়া থাকে। সেই সূক্ষ্ম-দেহধারিণী অসতী, নিরন্তর ভয়ে বিকৃত শব্দ করে; কিন্তু ভয়ঙ্কর প্রহারেও জীবন ত্যাগ করিতে পারে না। যে অসতী অর্দ্ধমুহূর্ত্তমাত্র সুখ ভোগ করিয়া ইহকালে অযশোভাগিনী ও পরকালে পতিতা হয়, তাহাকে এইরূপ গতি লাভ করিতে হয়। কমলযোনি বলিয়াছেন, যে নারী, পরস্পৃষ্টা বা পরপুরুষকে স্পৃহা করে, সেই উভয়েই দুষ্টা; সুতরাং পরিত্যাজ্যা। এই নিমিত্ত ঋষিগণ, যত্নের সহিত যাহাতে রমণীকে অপরে দর্শন করিতে না পায়, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ফলতঃ যে রমণী অসূর্য্যম্পশ্যা, সেই শুদ্ধা ও পতিব্রতা থাকে। যে নারী শূকরীর সমান স্বচ্ছন্দগামিনী ও স্বতন্ত্রা, নিশ্চয় সে তাহারই ন্যায় অন্তর্দুষ্টা ও পরগামিনী। ১০৮—১১৮। আর যে নারী কুলধর্ম্মভয়ে স্বামীর বশবর্ত্তিনী হয়, নিশ্চয় সেই কান্তা, কান্তের সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করে। তোমরা এক্ষণে পৃথিবীতলে ঈপ্সিত মানবযোনি প্রাপ্ত হও; পরে কৃষ্ণদর্শনমাত্রে গোলোকে গমন করিবে: তাহার সন্দেহ নাই। পরে হরি, যোগমায়াবলে তোমাদিগের ছায়া নির্ম্মাণ করিলে, সেই ছায়া কিছুকাল সেই সকল বিপ্র-গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার আমাদিগের গৃহে উপস্থিত হইবে; এইরূপে তোমরা পুনর্ব্বার অংশদ্বারা আমাদের পত্নী হইবে সংশয় নাই। অতএব আমার শাপ তোমাদের পক্ষে বর হইতেও উৎকৃষ্ট। শোকান্বিত মুনিবর অঙ্গিরা এই বলিয়া বিরত হইলেন। তাঁহারাও মুনির শাপে মহীতলে আগমনপূর্ব্বক বিপ্রভার্য্যা হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক হরিকে অন্ন দান করিয়া হরিমন্দিরে গমন করিলেন। ফলতঃ তাঁহাদের পক্ষে সেই শাপ নিশ্চয় সম্পদের অধিক হইল। কি অদ্ভুত ব্যাপার! সাধুদিগের কোপও তৎক্ষণাৎ উপকারের হেতু হইয়া থাকে। এই জন্য নিন্দনীয় ব্যক্তি হইতে সম্পত্তি অপেক্ষা মহদ্ব্যক্তি হইতে বিপত্তিও ভাল। ব্রাহ্মণ-যোষিদ্‌গণ, কান্তকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া যখন মুক্তি লাভ করিলেন, তখন নিশ্চয় এই ভূমণ্ডলে, বিপত্তি ব্যতীত কাহারই মহিমাবৃদ্ধি হয় না। এই তোমাকে সমুদয় উৎকৃষ্ট হরিচরিত ও পুণ্যবতীদিগের আশ্চর্য্য মনোহর মোক্ষোপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। হে বিপ্রেন্দ্র! শ্রীকৃষ্ণের উপাখ্যান পদে পদে নূতন হইয়া থাকে। কৃষ্ণোপাখ্যান-শ্রোতাদিগের কিছুতেই তৃপ্তি হয় না. ফলতঃ মঙ্গল-বিষয়ে কোন ব্যক্তির তৃপ্তির সীমা হইতে পারে? আমি গুরুমুখে যেরূপ শুনিয়াছি, অবিকল বলিলাম; এক্ষণে তোমার বাঞ্ছানুরূপ আমাকে বল, তুমি কোন বিষয় পুনর্ব্বার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? নারদ বলিলেন, হে কৃপানিধে! আমি আর কি বলিব, আপনি পূর্ব্বে গুরুমুখ হইতে যে যে বিষয় শ্রবণ করিয়াছেন; সেই মঙ্গলময় সমুদয় কৃষ্ণচরিত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। সূত কহিলেন, নারায়ণ ঋষি, দেবর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বলিতে উপক্রম করিলেন। ১১৯—১৩১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, একদা হরি, বলদেব বিনা অন্যান্য বালকগণের সহিত যমুনাতীরে যে স্থানে কালীয়সর্প বাস করে; তথায় উপস্থিত হইলেন। পরে স্বেচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণ, যমুনাতীরবর্ত্তী বনমধ্যে পরিপক্ব ফল ভোজন করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া নির্ম্মল যমুনাজল পান করিলেন। অনন্তর শিশুগণের সহিত গো-গণকে কাননে পরিচালিত করিয়া যথাস্থানে স্থাপন-পূর্ব্বক স্বয়ং সেই বালকবৃন্দের সমভিব্যাহারে বিহার করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহার চিত্ত ক্রীড়ায় নিমগ্ন ও বালকগণ আনন্দে উন্মত্ত হইল, তখন হে মুনে! গোগণ, নবতৃণ ভোজনপূর্ব্বক বিষতোয় পান করিয়া কালকূটের বিষম জ্বালায় অস্থির হইয়া, তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিল। তখন সমুদয় গোপগণ, গো-সমূহকে মৃত দেখিয়া সভয়, চিন্তাকুলহৃদয় ও বিষণ্ণবদনে মধুসূদনকে কহিল, জগন্নাথও সমুদয় জানিয়া গোগণকে জীবিত করিলে, তৎক্ষণাৎ সেই গো সমূহ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শ্রীহরির মুখ দর্শন করিতে লাগিল। অনন্তর নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণ, যমুনা-তীরস্থ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া জলমধ্যবর্ত্তী সর্পভবনে পতিত হইলেন। হে নারদ! তখন জল, শতহস্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল, তদ্দর্শনে বালকগণ এক-কালে হর্ষবিষাদ প্রাপ্ত হইল। ১—৯। কালীয় সর্প, নরাকৃতি-দর্শনে ক্রোধে বিহ্বল হইয়া, অজ্ঞানবশতঃ

মনুষ্য যেরূপ তপ্ত লৌহ গ্রহণ করে, সেইরূপ শ্রীহরিকে ত্বরায় গ্রাস করিলে, তাহার কণ্ঠ ও উদর দগ্ধ হইয়া গেল। তখন সেই নাগ, ব্রহ্মতেজে উদ্বিগ্ন হইয়া "হায় প্রাণ গেল" এই কথা বলিয়া পুনরায় তাঁহাকে উদ্বমন করিল। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের বজ্রতুল্য অঙ্গ চর্ব্বণ করিয়া তাহার দন্ত সকল ভগ্ন হওয়ায় অনর্গল মুখ হইতে রক্তধারা বিগলিত হইতে লাগিল। ভগবান্ কৃষ্ণ, তখন সেই ভগ্নদন্ত সর্পের মস্তকোপরি অবস্থান করিলে, সেই নাগ বিশ্বম্ভরাক্রান্ত হওয়ায় প্রাণত্যাগে উদ্যত হইল। হে মুনে! রক্ত বমন করত মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইল। নাগগণ, তাহাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া প্রেম-বিহ্বল-চিত্তে রোদন করিতে লাগিল; এবং কেহ কেহ ভয়ে পলায়ন ও কেহ কেহ বিলমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন নাগপত্নী সাধ্বী সুবলা, রমণাভিমুখ কান্তের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া প্রেমবশতঃ নাগিনীগণের সহিত হরির সম্মুখে রোদন করিতে লাগিল; এবং ভয়াকুলচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে হরিকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া বলিতে লাগিল,—হে জগৎকান্ত! হে মানদ! আমায় কান্ত দান করুন, স্ত্রীগণের পতি প্রাণাপেক্ষা অধিক, পতিতুল্য পরম বন্ধু আর নাই। হে অনন্তপ্রেম-সিন্ধো! আপনি সুরবরদিগের নাথ, এবং আপনি সুবন্ধু; অতএব আমার প্রাণ নাথের প্রাণনাশ করিবেন না। হে রাধিকাপ্রেমসিন্ধো! আপনি অখিল ভুবনের বন্ধু ও বিধাতার বিধাতা; আপনি আমার পতি দান করুন। হে বিশ্বনাথ! যখন মহাদেব, ব্রহ্মা, অনন্ত, ষড়ানন, সরস্বতী এবং বেদসকলও আপনাকে স্তব করিতে জড় হইয়াছেন, তখন অপর আর কোন্ ব্যক্তি আপনাকে স্তব করিতে সমর্থ হইবে? হে নাথ! যোষিদধমা অবিজ্ঞা কুমতি আমিই বা কোথায়! আর ইন্দ্রাদ্যতীত ত্রিভুবনপতি পরমেশ্বর-ই বা কোথায়! ফলতঃ আমার ন্যায় নীচের পক্ষে আপনার দর্শন নিতান্ত অসম্ভব, যে আপনি ব্রহ্মা, হরি হর ও অনন্ত প্রভৃতি দেবগণ এবং মনু, মনুজ ও মুনীন্দ্রগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইতেছেন, সেই আপনাকে আমি কিরূপে স্তব করিতে বাসনা করি। ১০—২০। পার্ব্বতী ও কমলা যাঁহার স্তববিষয়ে ভীতা; যে আপনাকে স্তব করিতে বেদসকলের জনয়িত্রী সাবিত্রীও সমর্থা নন; কলিকলুষ-নিমগ্না এবং বেদবেদাঙ্গাদি শাস্ত্রের শ্রবণ-বিষয়ে মূঢ়া আমি আর কিরূপে, সেই আপনাকে স্তব করিব? যিনি রত্ন-ভূষণে ভূষিত হইয়া, রত্নপর্য্যঙ্কে শয়নপূর্ব্বক রত্নভূষণ-ভূষিতা রাধিকার বক্ষঃস্থলে অবস্থান করেন; যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনানুলিপ্ত এবং মুখকমলে নিরন্তর ঈষৎ হাস্যচিহ্ন বিরাজ করে; যিনি সর্ব্বদা পরম সুখে প্রেমরস-সাগরে নিমগ্ন; যাঁহার চূড়ায় মল্লিকা ও মালতীমালাসমূহ শোভা পাইতেছে এবং যাঁহার মানস, পারিজাত কুসুমের সুগন্ধে আনন্দযুক্ত হয়; হে মুনে! পুংস্কোকিলগণের ও ভ্রমরগণের মধুর ধ্বনি শ্রবণে কামবিকারহেতু যাঁহার গাত্র পুলকাঞ্চিত হইয়া থাকে; যিনি নিরন্তর প্রিয়া-প্রদত্ত তাম্বূল ভোজনপূর্ব্বক সুখে কাল যাপন করেন; ব্রহ্মা, মহাদেবও অনন্তকর্ত্তৃক বন্দিত, সেই পরমেশ্বরের চরণপদ্ম বন্দনা করি। লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, জাহ্নবী, সাবিত্রী, সিদ্ধসমূহ ও মুনি-মুনীন্দ্রগণ নিরন্তর যাঁহাকে সেবা করেন; সমস্ত বেদ ও বিচিক্ষণ-গণ যাঁহার স্তবে জড়ীভূত, সেই অনির্ব্বচনীয় হরিকে সামান্য নাগপত্নী আমি আর কি স্তব করিব? হে দেব! নিষ্কারণ, অথচ সকলের কারণ; আপনি সর্ব্বেশ্বর, পরাৎপর ও স্বয়ং প্রকাশিত; আপনি পরাবর ও পরাবরগণের অধিপতি; আপনাকে নমস্কার। হে কৃষ্ণ! আপনি সুরাসুর, ব্রহ্মা, অনন্ত প্রজাপতি, মুনিগণ, মনুগণ এবং সিদ্ধি ও সিদ্ধগণের ঈশ্বর; আপনিই যাবদীয় গুণগণের প্রভু; অতএব হে চরাচরেশ! আমাকে রক্ষা করুন। হে সর্ব্বেশ! সর্ব্বাত্মক! আপনি ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী, শুভ ও অশুভ এবং বেদের ঈশ্বর; আপনাকে নিরূপণ করিতে বেদসকলও অসমর্থ; আপনি জীব ও জীবীর নিয়ন্তা; আপনিই সকলের বন্ধু; অতএব আমার প্রভুকে রক্ষা করুন। ২১—৩১। নাগেশ্বরী ভক্তিবিনতমস্তকে এইরূপ স্তব করিয়া কৃষ্ণের চরণকমল ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিল। যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা এই নাগপত্নী-কৃত স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে হরিমন্দিরে গমন করেন এবং ইহকালে হরিভক্তি ও অন্তে হরির দাস্য লাভপূর্ব্বক পার্ষদ হইয়া সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় লাভ করেন। ৩২—৩৪।

নাগপত্নীকৃত স্তোত্র সমাপ্ত।

নারদ বলিলেন, হে মহাভাগ! হরি নাগপত্নীর বাক্যশ্রবণে তাহাকে বলিলেন, সেই পরমাদ্ভুত রহস্য কীর্ত্তন করুন। সূত বলিলেন, নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ ধর্ম্মনন্দন নারায়ণ ঋষি, অতি মধুর পরমাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, নাগ-পত্নীর স্তব শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটা, পাদপতিতা, ভয়বিহ্বলা সেই নাগপত্নীকে কহিতে লাগিলেন, হে

নাগেশি! উঠ, উঠ, ভয় ত্যাগ করিয়া বর প্রার্থনা কর। হে মাতঃ! আমার বরে অজর অমর কান্তকে গ্রহণ কর। হে বৎসে! তুমি ভর্ত্তা ও পরিবারবর্গের সহিত এই কালিন্দী হ্রদ ত্যাগ করিয়া যথেচ্ছা নিজ স্থানে গমন কর। হে নাগেশি! তুমি আজ হইতে আমার কন্যা হইলে, সুতরাং তোমার এই প্রাণাধিকও নিশ্চয় আমার জামাতা হইল। হে শুভে! গরুড়, তোমার স্বামীর মস্তকে আমার পাদপদ্মের চিহ্ন দর্শন করিয়া তোমার স্বামীকে স্তব করিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক পাদচিহ্নকে প্রণাম করিবে। হে ভদ্রে! গরুড়-ভয় ত্যাগ করিয়া এই হ্রদ হইতে নির্গত হইয়া শীঘ্র রমণকদ্বীপে গমন কর এবং যথাভিলাষ বর প্রার্থনা কর। নাগপত্নী শ্রীকৃষ্ণের বাক্যশ্রবণে প্রসন্নবদনা ও সাশ্রুনেত্রা হইয়া ভক্তিবিনত-কন্ধরে বলিতে লাগিল; হে বরদেশ্বর! হে পিতঃ! যদি আমাকে বর দান করেন, তবে আপনার পাদপদ্মে নিশ্চলা ভক্তি দান করুন। ৩৫—৪৪। আমার মানস যেন নিরন্তর ভ্রমরের ন্যায় আপনার পাদপদ্মে ভ্রমণ করে এবং কখনই যেন ঐ পাদপদ্ম বিস্মৃত না হই। আর আমার যেন স্বকান্ত-সৌভাগ্য হয় ও আমার কান্ত যেন জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ হন, হে প্রভো! ইহাই আমার প্রার্থনীয়; অতএব তাহা পূর্ণ করুন। সর্পপত্নী এই বলিয়া হরির সম্মুখে অবস্থানপূর্ব্বক শারদীয় পূর্ণচন্দ্র-তুল্য তাঁহার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই সতী নাগপত্নী, অনিমিষনয়নে হরির মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া পুলকাঙ্কিতকলেবর ও আনন্দাশ্রুতে পরিপ্লুতা হইল। সুবলা, পরম স্নেহসহকারে সুন্দর বালকমূর্ত্তি হরিকে দর্শন করিয়া, ভক্তিপরিপ্লুতা হইয়া পুনারায় কৃষ্ণকে বলিল; হে প্রভো! আমি রমণক-দ্বীপে গমন করিব না। আমার সংসারে প্রয়োজন নাই। সর্পরাজ সংসার করুন, আমাকে নিজকিঙ্করী করুন। হে কৃষ্ণ! আমার সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয়েও বাঞ্ছা নাই; কারণ তাহারা আপনার পাদ-পদ্মসেবার ষোড়শাংশেরও যোগ্য নহে। যে ব্যক্তি, আপনার চরণসেবা ভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা করে, সে ভারতে দুর্লভ জন্ম লাভ করিয়াও স্বয়ং বঞ্চিত হয়। নাগপত্নীর বাক্য শ্রবণে শ্রীমান্ কৃষ্ণের মুখকমলে ঈষৎ হাস্য প্রকাশ পাইল; তখন তিনি প্রসন্নবদনে স্বীকার করিলেন। হে মুনে! ইহার মধ্যে উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত তেজঃপ্রদীপ্ত দিব্যরথ, সেই স্থানে শীঘ্র উপস্থিত হইল। ঐ রথ, বস্ত্র-মাল্যাদি পরিচ্ছদে পরিপূর্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদপ্রবরযুক্ত; তাহার বেগ বায়ুতুল্য ও শতচক্র; ঐ রথ মনের ন্যায় গমনশীল এবং মনোহর। সেই শ্যামল শ্যামকিঙ্করগণ সত্বর রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম ও নাগপত্নীকে গ্রহণ করিয়া উত্তম গোলোকধামে গমন করিলেন। অনন্তর হরি, মায়াবলে নাগপত্নীর ছায়া নির্ম্মাণ করিয়া কালীয় সর্পকে প্রদান করিলেন, সেও বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া কিছুই জানিতে পারিল না। ৪৫—৫৭। পরে করুণানিধি শ্রীকৃষ্ণ, কালীয়-মস্তক হইতে অবতরণ করিয়া ত্বরায় কৃপাবশতঃ তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিলে, সে তৎক্ষণাৎ চেতনা প্রাপ্ত হইয়া সম্মুখে হরি ও কৃতাঞ্জলিপুটা অশ্রুপূর্ণা সতী সুবলাকে দর্শন করিল। তখন সেই কালীয়, ভক্তি-বশতঃ সাশ্রুনেত্র ও পুলকাঙ্কিতগাত্র হইয়া প্রেম-বিহ্বল-চিত্তে হরিকে প্রণামপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। কৃপাময় কৃষ্ণ, সর্পকে মৌনী দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—পরমেশ্বরের মতই যোগ্য ও অযোগ্যে—সমানই কৃপা হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বলি-লেন, কালীয়! তুমি অভিলাষানুরূপ বর প্রার্থনা কর; বৎস! তুমি আমার প্রাণাধিক; অতএব ভয় ত্যাগপূর্ব্বক সুখে অবস্থান কর। যে আমার অংশজাত ভক্ত, তাহাকে আমি অনুগ্রহ করিয়া থাকি, কিঞ্চিন্মাত্র দমন করিয়া আমি প্রসন্ন হই। এক্ষণে বলিতেছি, যে ব্যক্তি তোমার বংশজাত সর্পকে বিনাশ করিবে, সেই মানবাধমের নিশ্চয় ব্রহ্মহত্যার সমান পাপ হইবে। এবং যে আমার পাদপদ্মচিহ্নে দণ্ড ধারণ করিবে তাহার ব্রহ্মহত্যার দ্বিগুণ পাপ হইবে ও লক্ষ্মী দারুণ অভিসম্পাত করিয়া তাহার গৃহ হইতে গমন করিবেন; নিশ্চয় তাহার বংশ আয়ুঃ ও যশের হানি হইবে। সেই পাপাচারীসকল, নিশ্চয় শতবর্ষ দারুণ কালসূত্র নরকে সর্পপ্রমাণ কীটগণকর্ত্তৃক নিরন্তর দংশিত হইয়া অবস্থানপূর্ব্বক ভোগাবসানে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই সর্পের দংশনে প্রাণ ত্যাগ করিবে এবং তাহার বংশজাতগণের সেই সর্পবংশ হইতেই ভয় উপস্থিত হইবে; এবং যাঁহারা তোমার বংশজাতকে দর্শন করিয়া আমার পাদচিহ্নকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিবেন, তাঁহারা সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হইবেন। এক্ষণে গরুড়ভয় ত্যাগ করিয়া শীঘ্র রমণকদ্বীপে গমন কর; গরুড় তোমার মস্তকে আমার পাদচিহ্ন দেখিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিবে। ৫৮—৭০। বৎস! তোমার এবং তোমার বংশজাতগণের গরুড় হইতে নিশ্চয় আর ভয় হইবে না, আর তুমি আমার বর-

প্রভাবে আজ হইতে সকল জাতিবর্গের শ্রেষ্ঠ হইবে। হে বৎস! এক্ষণে অপর যে বরে অভিলাষ থাকে প্রার্থনা কর; তুমি ভয় ত্যাগ করিয়া আমার নিকটে যাহাতে তোমার ভয়ভঞ্জন হয়, তদ্বিষয় প্রকাশ কর। তখন কালীয়দর্প শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ে কম্পিতকলেবর ও কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল, হে বিভো! আমার অন্য বরে বাঞ্ছা নাই, হে বরপ্রদ! আমার যেন জন্মে জন্মে আপনার পাদপদ্মে ভক্তি ও স্মৃতি থাকে, এই বর দান করুন। আমার তির্য্যক্‌যোনি বা ব্রহ্মকুলেই জন্ম হউক, যদি আপনার চরণাম্বুজে স্মৃতি থাকে, তবেই সেই জন্ম সফল। যাহার আপনার চরণে স্মৃতি নাই, তাহার সর্গবাসও নিষ্ফল; এবং আপনার চরণচিন্তক ব্যক্তি, যে স্থানেই থাকিবে, তাহাই শ্রেষ্ঠ। পুরুষের আয়ুঃ ক্ষণকালই হউক, আর কোটিকল্পই হউক যদি সেই আয়ুঃ আপনার সেবায় অতিবাহিত হয়, তবেই সফল, অন্যথা হইলে নিষ্ফল। যাঁহারা আপনার পাদপদ্ম সেবা করেন, তাঁহাদের আয়ুঃক্ষয় হয় না, এবং জন্ম-মরণ ও রোগ-শোকাদি ভয় কিছুই থাকেনা। ভক্তগণের আপনার পাদসেবা ভিন্ন অতি দুর্লভ ইন্দ্রত্ব, অমরত্ব বা ব্রহ্মত্বেও বাঞ্ছা হয় না। কৃষ্ণভক্তগণ, সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয়কেও সুজীর্ণ বস্ত্রখণ্ডতুল্য তুচ্ছ জ্ঞান করেন, অপর বিষয়ের আর কথা কি? হে ব্রহ্মন্! আমি যাবৎ অনন্তদেব হইতে আপনার মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই কাল অবধি আপনাকে চিন্তা করিয়া আপনার অনুগ্রহে আপনার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছি। ৭১—৮১। দৃঢ়-ভক্তিমান্ স্বয়ং গরুড়, আমাকে অপক্ক ভক্ত জানিয়াই তিরস্কার বরত দূর করিয়াছে। হে বরদেশ্বর! আপনি আমাকে দৃঢ় ভক্তি দান করিয়াছেন এক্ষণে আমিও যেমন ভক্ত, সেই গরুড়ও তদ্রূপ ভক্ত: সুতরাং সে এক্ষণে কোনক্রমেই আমাকে ভোজন করিতে পারিবে না। এক্ষণে গরুড়, আপনার পাদপদ্মচিহ্নিত আমার শ্রীমস্তক দর্শন করিলে, আমি গুণযুক্তই হই আর সদোষই হই, নিশ্চয় আমাকে ত্যাগ করিবে। হে ঈশ্বর! এক্ষণে নাগেন্দ্রগণ, আমার বাধ্য এবং আমিও গরুড়ের অবধ্য হইলাম, এক্ষণে সেই গুরু অনন্তদেব ব্যতীত সর্ব্বত্র আর কাহাকেই ভয় করি না। আমার কি অদৃষ্ট! দেবেন্দ্র, দেব, মুনি, মনু ও মানবগণ যাঁহাকে ধ্যানযোগে স্বপ্নেও দর্শন করিতে পান না, তিনিই আমার আজ চক্ষুর্গোচর হইয়াছেন। হে বিভো! আপনি ভক্তানুরোধেই সাকার হইয়াছেন; নতুবা আপনার শরীর কোথায়? আপনি সাকার হইলেই সগুণ, নতুবা নিরাকার নির্গুণ। আপনি স্বেচ্ছাময়, সকলের আধার, সকলের বীজ ও সনাতন; আপনিই সকলের ঈশ্বর, সকলের সাক্ষী, সকলের আত্মা ও সর্ব্বরূপধারী। বেদ-বেদাঙ্গের পারদর্শী ব্রহ্মা, মহেশ্বর, অনন্ত, ধর্ম্ম ও ইন্দ্র যাঁহাকে স্তব করিতে অসমর্থ; সেই পরমেশ্বর-রূপী আপনাকে আমি সামান্য সর্প হইয়া কিরূপে স্তব করিব? হে নাথ! হে করুণাসিন্ধো! আপনি দীনবন্ধু: অতএব এ অধমকে ক্ষমা করুন, আমি খলস্বভাব ও অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে গ্রাসে ও চর্ব্বণ করিয়াছি। ৮২—৯০। হে প্রভো! আকাশ যেরূপ অস্পৃশ্য নহে এবং অদৃশ্য ও অলক্ষ্য; আপনিও সেইরূপ। আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ তেজোময় ও দুষ্প্রেক্ষ্য। নাগেন্দ্র এই বলিয়া তাঁহার চরণাম্বুজে পতিত হইলে, হরি তুষ্ট হইয়া তাহার প্রার্থিত সমুদয় বর দান করিলেন। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানানন্তর নাগরাজকৃত এই স্তোত্র পাঠ করেন, তাঁহার এবং তাঁহার বংশজাতদিগের সর্পভয় হয় না। সেই ব্যক্তি ভূমণ্ডলে সর্ব্বদা সর্প-শয্যাতেও শয়ন করিতে সমর্থ; এবং তাঁহার ভোজনে, বিষ ও অমৃতের কিছুমাত্র প্রভেদ থাকে না। মানবগণ, সর্পগ্রস্ত বা সর্পদষ্ট হইয়া অথবা বিষভোজনজন্য প্রাণান্তসময়ে এই স্তোত্র শ্রবণ মাত্রে সুস্থ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, এই স্তোত্র ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া কণ্ঠে বা দক্ষিণ করে ভক্তিপূর্ব্বক ধারণ করেন; তাঁহারও নাগভয় থাকে না। এই স্তোত্র যে গৃহে বিদ্যমান থাকে, নাগগণ সেই গৃহে অবস্থিতি করে এবং নিশ্চয় সেই স্থানে বিষভয়, অগ্নিভয় ও বজ্রভয় হয় না। আর এই স্তোত্র পাঠ বা ধারণ করিলে, ইহলোকে নিরন্তর হরিতে ভক্তি ও স্মৃতি লাভ করিয়া থাকে এবং অন্তে নিশ্চয় নিজকুল পবিত্র করিয়া হরিদাস্য লাভ করিতে পারে। ৯১—৯৮। নারায়ণ বলিলেন, জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, নাগেন্দ্রকে এইরূপ বর দান করিয়া পুনরায় পরিণাম-সুখকর মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, হে বৎস নাগেন্দ্র! এক্ষণে নিজ পরিবারবর্গের সহিত যমুনার জলপথ দিয়া ইন্দ্রনগর-তুল্য রমণকদ্বীপে গমন কর। নগরাজ হরির আজ্ঞা শ্রবণে প্রেমবিহ্বল হইয়া রোদনপূর্ব্বক কহিল; নাথ! কবে আবার আপনার পাদপদ্ম দর্শন করিব? অনন্তর কালীয়, পরমেশ্বরকে শতবার প্রণাম করিয়া স্ত্রী ও পরিবারগণের সহিত বিরহাতুরচিত্তে জলপথদ্বারা গমন করিল। ৯৯—১০২। হে নারদ! যমুনা হ্রদের জল অমৃততুল্য ও সমস্ত প্রাণিগণ প্রসন্ন হইল।

কালীয় তথায় গমন করিয়া ইন্দ্রনগরের ন্যায় উৎকৃষ্ট বাসস্থান দেখিল, উহা অগ্রেই কৃপাসিন্ধু কৃষ্ণের আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছে। নাগেন্দ্র সেইস্থানে স্ত্রী-পুত্রগণের সহিত হরি-চিন্তায় তৎপর হইয়া নিঃশঙ্কে ও সহর্ষে অবস্থান করিতে লাগিল। হে বৎস! এই ত আমি অদ্ভুত ও সুখ-মোক্ষপ্রদ সার হরিচরিত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর? সূত বলিলেন, নারদ, মহর্ষির বাক্য-শ্রবণে হর্ষবিহ্বল হইয়া সর্ব্বসন্দেহভঞ্জক ঋষিকে সন্দেহবিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হে জগদ্‌গুরো! কালীয় কি কারণে উৎকৃষ্ট পূর্ব্ব ভবনত্যাগ করিয়া যমুনাতীরে গমন করিয়াছিল, তাহা আমাকে বলুন। নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! আমি পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি শ্রবণ কর;—উহা পূর্ব্বে মলয় পর্ব্বতে সূর্য্য-পর্ব্বদিনে ধর্ম্মের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। একদা পুলহ মুনি, সুপ্রভা-নদীর পশ্চিম তটে মুনিসভায় শ্রীকৃষ্ণের উপাখ্যানপ্রসঙ্গে ধর্ম্মকে উহা জিজ্ঞাসা করেন। পরে কৃপানিধি ধর্ম্ম তাঁহাকে এই অদ্ভুত উপাখ্যান বলিয়াছিলেন; হে ব্রহ্মন্! সেই সময় আমি শুনিয়াছি, এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ কর;—নাগগণ প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন অনন্তদেবের আজ্ঞাহেতু ভয়ে গরুড়ের পূজা করিয়া থাকে। তাহারা মহাতীর্থ পুষ্করে সুস্নাত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও অপরাপর নানা প্রকার পূজোপকরণদ্বারা ঐ পূজা করে। একদা কালীয় অত্যহঙ্কৃত হইয়া তাঁহার পূজা না করিয়া অপরের পূজোপকরণ সমস্ত বলপূর্ব্বক ভোজন করিতে উদ্যত হইলে, নাগগণ নিবারণপূর্ব্বক সেই মদোদ্ধত কালীয়কে নীতিবাক্যে বুঝাইতে লাগিল এবং তাহারা নিবারণে অসক্ত হইল; অনন্তর গরুড় তথায় আবির্ভূত হইলেন। ১০৩—১১৫। হে মুনে! তখন নাগগণ, খগেশ্বরকে দেখিয়া কালীয়ের প্রাণরক্ষার্থে সকলে সূর্য্যোদয়পর্য্যন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিল। অনন্তর সকলে পক্ষীন্দ্রের তেজে সমুদ্বিগ্ন হইয়া পলায়নপূর্ব্বক সকলের অভয়প্রদ অনন্তদেবের শরণাপন্ন হইল। তখন কালীয় নাগগণকে পলায়নপর দেখিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে সেই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক গরুড়কে দর্শন করিয়া হরির পাদপদ্ম স্মরণ করত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং মুহূর্ত্তকাল তাহাদিগের অতিশয় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল। অনন্তর নাগেন্দ্র, খগেন্দ্রতেজে পরাজিত হইয়া ভয়প্রযুক্ত পলায়নপূর্ব্বক যমুনাহ্রদে গমন করিল। কারণ সেই স্থানে খগেন্দ্র সৌভরি মুনির শাপে গমন করিতে অশক্ত। পরে তাহার স্বগণ সকলে ভয়ে সেই স্থানে গমন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। নারদ বলিলেন, হে মুনে! সৌভরি কি জন্য গরুড়কে শাপ প্রদান করেন? এবং গরুড় পরমেশ্বরের বাহন হইয়াও কি কারণে তথায় গমন করিতে অশক্ত হন? নারায়ণ কহিলেন, দিব্য শত সহস্র কাল সৌভরি সেই স্থানে তপস্যা করিয়া, মহাসিদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণাম্বুজ ধ্যান করিতেছেন; এমত সময়ে তাঁহার সমীপে সেই যমুনার জলমধ্যে এক মৎস্য স্বগণের সহিত নিঃশঙ্ক হইয়া সানন্দে ভ্রমণ করিতে লাগিল। সে পরম আনন্দিত হইয়া ইচ্ছাবশতঃ বহুবার পুচ্ছ উত্তোলনপূর্ব্বক মুনিকে প্রদক্ষিণ করিয়া গমনাগমন করিতেছে; এমন সময়ে খগাধিপ সেই মহাস্থূল মৎস্যকে বারংবার দর্শন করিয়া মুনিরসমক্ষেই শীঘ্র চঞ্চুদ্বারা গ্রহণ করিল। তখন মুনিবর, গরুড় সেই মৎস্যকে মুখে লইয়া গমন করিতেছে দেখিয়া তাহার প্রতি কোপ-দৃষ্টিতে চাহিবামাত্র মীন জলে পতিত হইয়া গরুড়ভয়ে মুনির সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিল এবং গরুড় পুনর্ব্বার তাহাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে, মুনিবর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, অরে খগেন্দ্র! তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হয় তোর এমত কি যোগ্যতা যে, আমার সমক্ষে জীব হিংসা করিবি। ১১৬—১২৮। তুই আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের বাহন মনে করিয়া গর্ব্বিত হইয়াছিস্? তুই জানিস্? শ্রীকৃষ্ণ অবলীলাক্রমে তোর ন্যায় কোটি কোটি বাহন সৃষ্টি করিতে পারেন। আমিও ভ্রূভঙ্গিমাত্রে তোকে ভস্মসাৎ করিতে পারি। অরে! তুই হরির বাহন, আর আমরা কি তাঁহার কিঙ্কর নহি? পক্ষীন্দ্র! আমি বলিতেছি, আজ হইতে যদি তুমি আমার হ্রদে আগমন কর, তবে নিশ্চয় আমার শাপে তুমি ভস্মীভূত হইবে। খগেশ্বর মুনীন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পিত-কলেবরে শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্মরণপূর্ব্বক মুনিকে প্রণাম করিয়া গমন করিল। হে বিপ্রেন্দ্র! সেই অবধি গরুড়ের হ্রদের নাম শ্রবণমাত্রে নিশ্চয় নিরন্তর কম্প হইয়া থাকে। আমি ধর্ম্মমুখে যে ইতিহাস শুনিয়াছিলাম, তাহা বলিলাম। এক্ষণে শ্রবণ-সুখকর মঙ্গল-জনক প্রকৃত রহস্য শ্রবণ কর। সেই গোপবালকগণ-হরি বহুক্ষণ জল হইতে উঠিলেন না দেখিয়া মোহ-বশতঃ যমুনাতটে বিষাদপূর্ণহৃদয়ে রোদন করিতে লাগিল। কোন কোন বালক শোকাকুল হইয়া বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল। কেহ কেহ হরিকে না দেখিয়া ভূমিতে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইল। কেহ বা হরিবিরহে হ্রদ-প্রবেশে উদ্যত হইলে, কোন কোন

গোপ-বালক তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ বিলাপপূর্ব্বক প্রাণত্যাগে উদ্যত হইলে, অপরাপর বালক তাহা জানিয়া যত্নসহকারে তাহাদিগের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। কেহ কেহ হাহাকার ও কেহ কেহ কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; আর কেহ বা বৃত্তান্ত জানিবার জন্য নন্দনিকটে উপস্থিত হইল। ১২৯—১৪০। এবং কোন কোন বালক পরস্পর সম্মিলিত এবং শোকে মোহে ও ভয়ে ক্লিষ্ট হইয়া আমাদের হরি কোথায়? আমরা কি করিব?' এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আর কেহ কেহ, 'হে নন্দসূনো! হে কৃষ্ণ! হে প্রাণাধিক প্রিয়! হে বন্ধো! আমাদের প্রাণ যায়, একবার দর্শন দাও," এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। এমন সময়ে কোন কোন বালক অতিশয় চঞ্চল হইয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে রোদন করিতে করিতে শীঘ্র নন্দসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক যশোদা, বলদেব ও তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। গোপ-গোপিকাসকলে সেই বৃত্তান্ত শ্রবণমাত্রে শোকাকুলচিত্তে আরক্তনয়ন হইয়া সত্বর প্রধাবিত হইল, এবং রোদনপর বালকগণে পরিপূর্ণ কালিন্দীতীরে গমনপূর্ব্বক সকলেই রোদন করিতে করিতে শোকে মূর্চ্ছিত হইল। সেই সমস্ত গোপ-গোপিকাগণ তখন শোকবশতঃ নিজ নিজ অঙ্গে আঘাত করিতে লাগিল; এবং কেহ বা কাহাকে হ্রদে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নিবারণ করিল। কেহ কেহ নিরন্তর বিলাপ করিতে লাগিল ও কেহ কেহ মূর্চ্ছিত হইয়া রহিল। তখন রাধিকাকে হ্রদমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলেই নিবারণ করিলে, রাধিকা যমুনাতটে শোকবশতঃ মৃতার ন্যায় মূর্চ্ছিতা রহিলেন। গোপরাজ নন্দ, অতিশয় বিলাপপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছিত হইয়া সংজ্ঞালাভান্তে পুনর্ব্বার রোদনপূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বলদেব, অতি বিলাপকারী নন্দ, শোকমূর্চ্ছিতা যশোদা রোরুদ্যমান বালকগণ ও বালিকাগণকে শোকাকুল দেখিয়া সকলকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ১৪১—১৫০। বলদেব বলিলেন, হে গোপ-গোপিকাগণ! হে বালকসকল! সকলে আমার বাক্য শ্রবণ কর; হে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ নন্দ! আপনি গর্গবাক্য স্মরণ করুন। যিনি, অনন্তরূপে সমস্ত জগৎ ধারণ করিতেছেন এবং শঙ্কররূপে সকলের সংহার কর্ত্তা ও যিনি স্বয়ং জগৎসমূহের বিধানকারী; সেই পরমেশ্বরের আবার বিপদ্ কি? যাঁহার লোমবিবরসমূহে ব্রহ্মাণ্ডনিকর বিরাজমান, সেই মহাবিষ্ণুর নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণের ভয়, কিরূপে সম্ভব? যিনি কালান্তকেরও অন্তক, মৃত্যুর মৃত্যু এবং বিধাতার বিধাতা; সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে ভূমণ্ডলে কে পরাজয় করিতে পারে? যিনি পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম, স্থূল হইতেও স্থূলতর, বিদ্যমান হইয়াও অদৃশ্য এবং যিনি যোগিগণের হৃদয়ে অবস্থিত; তাঁহার আবার পরাজয় কি? যেমত দিক্‌সকলকে একত্র করা যায় না, যেরূপ আকাশকে স্পর্শ করা যায় না, সেইরূপ রাধেশ্বর কাহারও বাধ্য নহেন, বেদসমূহে এই কথা স্পষ্টরূপে কীর্ত্তিত আছে। আধ্যাত্মিকগণ বলিয়াছেন, আত্মা অদৃশ্য, তিনি অস্ত্রের লক্ষ্য নহেন এবং কাহারও বধ্য, নাশ্য, দাহ্য বা হিংস্য নহেন। ভক্তগণের ধ্যাননিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণের শরীর; নতুবা জ্যোতিঃস্বরূপ সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের আদি, অন্ত বা মধ্য কিছুই নাই। এ অতি বিচিত্র বিষয় যে, ব্রহ্মাণ্ড জলপ্লুত হইলে, যে জলশায়ী জনার্দ্দনের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই পরমেশ্বরের সামান্য হ্রদে আবার বিপদ্? হে পিতঃ! অধিক কি, যদি মশকও অখিল ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিতে পারে, তথাপি কখনই মদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে সর্প গ্রাস করিতে সক্ষম হইবে না। এই আমি আপনাদিগের নিকট যোগিগণেরও অজ্ঞাত সংশয়চ্ছেদের কারণ সকলের সার উত্তম আধ্যাত্মিক বিষয় সকল কীর্ত্তন করিলাম। অনন্তর নন্দ ও ব্রজবাসী স্ত্রী-পুরুষ সকলে বলদেবের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক গর্গ-বাক্য স্মরণ করিয়া শোক ত্যাগ করিল। ১৫১—১৬২। তখন যশোদা ও রাধিকা ভিন্ন সকলেই প্রবোধিত হইলেন; ফলতঃ কৃষ্ণবিচ্ছেদসময়ে প্রবোধবাক্যে মন স্থির করা সহজ নহে। হে মুনে! এমত সময়ে শ্রীকৃষ্ণ জল হইতে উত্থিত হইতেছেন দেখিয়া ব্রজবাসী স্ত্রী পুরুষগণ, প্রসন্নচিত্ত হইল। তখন তাঁহার শারদীয় পূর্ণচন্দ্রসমমুখমণ্ডলে ঈষৎ হাস্য প্রকাশ পাওয়ায় মনোহর শোভা হইয়াছিল, কি আশ্চর্য্য! তাঁহার বস্ত্র অঞ্জন ও চন্দনানুলেপাদি কিছুই জলসিক্ত হয় নাই। সেই অচ্যুত, পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বাভরণসংযুক্ত, ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত ও ময়ূরপুচ্ছের চূড়াধারী এবং বংশীবাদনতৎপর। যশোদা, বালক কৃষ্ণকে দেখিবামাত্র বক্ষে ধারণ করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক প্রসন্ননয়না হইয়া তাঁহার বদন-কমল চুম্বন করিলেন। অনন্তর নন্দ, বলদেব ও রোহিণী পরমানন্দে ক্রোড়ে লইলে, সকলেই অনিমিষনয়নে শ্রীহরির মুখ দরশন করিতে লাগিলেন। তখন বালকগণ সকলে প্রেমান্ধ হইয়া হরিকে আলিঙ্গন করিল এবং গোপিকাগণের, নেত্র-চকোর তাঁহার মুখচন্দ্রের সুধা পান করিতে

লাগিল। এমত সময়ে কাননমধ্যে সহসা দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহাদিগের সকলের সহিত সমস্ত গোকুলকে বেষ্টন করিল। তখন সকলেই কাননের চারিদিকে শৈল-প্রমাণ অগ্নিদর্শনে, সঙ্কটে ভয় প্রাপ্ত হইয়া বিপদাশঙ্কা করিতে লাগিল। সেই সময় ব্রজবাসী গোপ-গোপিকা ও বালক-গণ সকলে ভীত হইয়া ভক্তি-নম্রাস্র-কন্ধরে শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে আরম্ভ করিল। ১৬৩—১৭২। সকলে বলিল, হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে যেরূপ সকল আপদ্ হইতে আমাদের কুল রক্ষা করিয়াছেন, হে মধুসূদন! পুনর্ব্বার সেইরূপ দাবাগ্নি হইতে রক্ষা করুন। তুমিই আমাদিগের ইষ্টদেবতা ও তুমিই আমাদিগের কুল-দেবতা। বহ্নি, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য্য, যম, কুবের পবন, ঈশান, ব্রহ্মা, মহেশ্বর, অনন্ত ও ধর্ম্মাদি দেবতা আর মুনীন্দ্র, মনু, মানব, দৈত্য, যক্ষ, রাক্ষস ও কিন্নরগণ এবং অন্যান্য চরাচর সমস্তই আপনার বিভূতি। হে জগৎপতে! আপনিই ত্রিজগতের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা। আপনার ইচ্ছাতেই জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। হে গোবিন্দ! আমাদিগকে অভয় দানপূর্ব্বক বহ্নি সম্বরণ করুন। আমরা আপনার শরণাগত হইলাম, আমাদিগকে রক্ষা করুন। তাঁহারা সকলে এইরূপ কহিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ ধ্যানপূর্ব্বক অবস্থান করিলে, তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের অমৃত-দৃষ্টিতে দাবাগ্নি দূরীভূত হইলে, গোলোকবাসিগণ প্রাণসঙ্কট বিপত্তি হইতে নিস্তার পাইল। এইরূপ সকলেই এই স্তোত্রপাঠ করিলে, সমুদয় বিপত্তি হইতে মুক্তি লাভ করে; ইহাতে সংশয় নাই; এবং তাঁহার শত্রু-সৈন্য ক্ষয় হইয়া থাকে; তিনিও সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়া নিশ্চয় ইহলোকে হরিভক্তি ও অন্তে হরিদাস্য লাভ করেন। নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! শ্রীহরি সকলকে দাবাগ্নি হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাদের সহিত কুবেরভবনোপম নিজগৃহে গমন করিলেন। অনন্তর গোপরাজ নন্দ, ব্রাহ্মণগণকে পরিপূর্ণতম ধন-দানপূর্ব্বক জ্ঞাতিবর্গ ও বান্ধবগণকে ভোজন করাইলেন এবং আনন্দিত হইয়া ব্রাহ্মণদ্বারা নানাবিধ মঙ্গলকার্য্য হরিনামানুকীর্ত্তন ও বেদ পাঠ করাইলেন। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ-ধ্যাননিষ্ঠ বৃন্দারণ্যবাসী সকলেই আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন। এই আমি তোমার নিকট মঙ্গলজনক সমুদয় হরিচরিত কীর্ত্তন করিলাম, উহা কলিকলুষরূপ কাষ্ঠরাশির দাহন-বিষয়ে দহনতুল্য। ১৭৩—১৮৬।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ ঋষি বলিলেন, একদা মাধব, বালকগণ ও বলদেবের সহিত ভোজন-পানান্তে অনুলিপ্ত হইয়া বৃন্দারণ্যে গমন করিলেন। তথায় ভগবান্ পরম কৌতুকে তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন; যখন ক্রীড়ায় নিমগ্নচিত্ত হইলেন, তখন গোসমূহ দূরে গমন করিল; এমত সময় জগৎপতি বিধাতা শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব জানিবার জন্য বৎসের সহিত গোগণ ও বালকগণকে হরণ করিলেন। অনন্তর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকারক যোগীন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার অভি-প্রায় বুঝিতে পারিয়া পুনরায় যোগমায়াবলে সমুদায় সৃষ্টি করিলেন। পরে ক্রীড়া-কৌতুকচিত্ত শ্রীহরি, গোচারণপূর্ব্বক বলদেব ও বালকগণের সহিত গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। এইরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক বৎসর প্রত্যহ গোগণ, বলদেব ও বালকগণের সহিত গমনাগমন করিলে ব্রহ্মা তাঁহার প্রভাব বিদিত হইয়া লজ্জাবনত-কন্ধরে ভাণ্ডীরবটমূলে হরিসমীপে আগমন-পূর্ব্বক নক্ষত্রগণবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় গোপালগণ বেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণকে সন্দর্শন করিলেন। ১—৮। দেখি-লেন, সেই রত্ন-সিংহাসনাসীন ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে ঈষৎ হাস্য করিতেছেন; তাঁহার পরিধান পীতবসন; তিনি রত্ননির্ম্মিত কেয়ূর, বলয় ও মঞ্জীরে রঞ্জিত; তাঁহার সুন্দর কপোলস্থল রত্ন কুণ্ডল-যুগলে উজ্জ্বল হইয়াছে; সেই মনোহর মূর্ত্তি কোটি কন্দর্পের লাবণ্যলীলার আশ্রয়; তাঁহার সমুদয় শরীর চন্দন, অগুরু, কস্তূরী ও কুঙ্কুমে অনুলিপ্ত; তিনি পারিজাতপুষ্পের মালাজালে বিরাজিত; মালতী-কুসুমের মাল্যযুক্ত ও মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া ধারণ করিয়াছেন; অধিক কি, ভূষণসমূহই তাঁহার সৌন্দর্য্য-দীপ্তিতে ভূষিত হইতেছে; সেই নবীন-যৌবন শ্রীকৃষ্ণ নবীন জলধরের ন্যায় শ্যামাঙ্গ; তাঁহার মুখমণ্ডল শরৎ-কালীন পূর্ণচন্দ্রের প্রভাকে হরণ করিয়াছে; তাঁহার অধরোষ্ঠ পক্কবিম্বফলতুল্য এবং নাসিকা খগেন্দ্রের চঞ্চুসদৃশ; তাঁহার নয়নদ্বয়, শরৎকালের মধ্যাহ্নপদ্মের প্রভাপহারী এবং মনোহর দন্তপঙ্ক্তি, মুক্তাশ্রেণীকেও নিন্দা করিয়া থাকে; তাঁহার বক্ষঃস্থল কৌস্তভ-মণীন্দ্রে অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছে; সেই পরিপূর্ণতম পরব্রহ্ম রাধিকাকান্তের মূর্ত্তি অতিশয় শান্ত। ৯—১৬। ব্রহ্মা এবম্ভূত পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার দর্শন করিয়া বিস্মিতান্তঃকরণে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলেন। তিনি হৃৎপদ্মে যেরূপ দর্শন করিয়াছেন, বাহিরেও

সেইরূপ দেখিলেন। সম্মুখেও যে মূর্ত্তির দর্শন পাইলেন, পশ্চাৎ ও চতুর্দ্দিকেই সেই মূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন। হে মুনে! তখন জগতের বিধানকর্ত্তা ব্রহ্মা, সেই বৃন্দারণ্য সমুদয় কৃষ্ণময় দেখিয়া বারংবার সেইরূপ ধ্যান করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা, গো, গোবৎস, গোপবালক, লতা, গুল্ম ও বীরুধ প্রভৃতি বৃন্দাবনস্থ যাবতীয় বস্তুকেই শ্যামরূপ দেখিতে লাগিলেন। হে মুনে! ব্রহ্মা এইরূপ পরমাশ্চর্য্য দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানাবলম্বনপূর্ব্বক ত্রিজগতে কৃষ্ণবিনা আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন ব্রহ্মা, হরির মায়াবলে বৃক্ষই বা কোথায়, শৈলই বা কোথায়, মহী ও সাগরই বা কোথায় এবং দেব, গন্ধর্ব্ব, মুনীন্দ্র, মানব, আত্মা, জগদ্বীজ, স্বর্গ ও গোলকই বা কোথায়, কেবল সমস্তই হরিরূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎকালে জগতের নাথ কৃষ্ণই বা কে? আর তাঁহার মায়া বা বিভূতিই বা কি? তাহার কিছুই স্থির হইল না। তিনি সমস্তই কৃষ্ণময় দর্শন করিয়া একেবারে বাক্‌শূন্য হইলেন। তখন জগতের ধাতা ব্রহ্মা, কাহাকেই বা স্তব করিব ও আমার কর্ত্তব্যই বা কি, মনে মনে তাহার কিছুই স্থির না করিতে পারায়, সেই স্থানেই জপ করিতে উদ্যত হইলেন। অনন্তর, সুখকর যোগাসন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিলেন, তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকাঙ্কিত হইল এবং দীনের ন্যায় তিনি সাশ্রুনেত্র হইলেন। ১৭—২৬। পরে যোগবলে যত্নপূর্ব্বক ঈড়া, সুষুম্না, মেধ্যা, পিঙ্গলা, নলিনী ও বুধা এই ছয় নাড়ী এবং মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাখ্য ষট্‌চক্রকে নিরুদ্ধ করিলেন। অনন্তর বিধাতা, ক্রমে বায়ুকে সেই ষট্‌চক্র লঙ্ঘন করাইয়া, ব্রহ্মরন্ধ্রে আনয়ন করত নিরোধপূর্ব্বক সেই মেধ্যা নাড়ীকে হৃৎপদ্মে আনয়ন করিলেন এবং সেই বায়ুকে ভ্রমণ করাইয়া মেধ্যার সহিত সংযুক্ত করিলেন। এইরূপ যোগ করিয়া পূর্ব্বে হরি যে আপনার একাদশাক্ষর পরম সিদ্ধ মন্ত্র দান করিয়াছিলেন, তাহাই জপ করিতে লাগিলেন। হে মুনে! তিনি মুহূর্ত্তকাল জপ করিয়া বারংবার তাঁহার চরণাম্বুজ ধ্যানপূর্ব্বক হৃৎপদ্মে সমুদায় তেজোময় দর্শন করিলেন। পরে সেই তেজের মধ্যে অতিশয় সুমনোহর রূপ নয়নপথে পতিত হইল; তিনি দ্বিভুজ মুরলীহস্ত ও পীতবস্ত্রে ভূষিত; সেই ভক্তানুগ্রহকারকের শ্রুতিমূলে উজ্জ্বল মকরাকৃতি কুণ্ডল বিন্যস্ত আছে এবং প্রসন্ন মুখমণ্ডল ঈষৎহাস্যযুক্ত; তাঁহার শরীর নবীনজলদতুল্য সুন্দর শ্যামবর্ণ। তিনি সকল প্রাণীতেই অবস্থিত অথচ নির্লিপ্ত ও সাক্ষিস্বরূপ; তিনি আত্মারাম, পূর্ণকাম, জগদ্ব্যাপী ও জগৎপর; সেই সনাতন সর্ব্বস্বরূপ, সকলের কারণ, সকলের আধার, সকলের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বশক্তিসমন্বিত; তিনি সকলের আরাধ্য, সকলের গুরু ও সকলের মঙ্গলের নিদান; তিনিই সর্ব্বমন্ত্রস্বরূপ ও সর্ব্বসম্পত্তিকারী। হে মুনে! অনন্তর ব্রহ্মা, ব্রহ্মরন্ধ্রে ও হৃদয়ে যে রূপ দেখিলেন, বাহিরেও সেই পরমাশ্চর্য্য রূপ সন্দর্শন করিয়া পূর্ব্বে একার্ণবকালে হরি যে স্তোত্র দান করিয়াছিলেন, তাহাদ্বারাই ভক্তিনম্রকন্ধরে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। যিনি সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বকারণকারণ ও সকলের অনির্ব্বচনীয়; সেই শিশুরূপী হরিকে প্রণাম করি। ২৭—৩৯। যিনি শক্তির ঈশ্বর, শক্তির বীজ ও শক্তিরূপধারী এবং যিনি শক্তিযুক্ত হইয়াও অযুক্ত, সেই ইচ্ছাময় পরম বিভুকে স্তব করি। যিনি ঘোরসংসাররূপ সাগরে শক্তিরূপ নৌকাসমন্বিত কৃপাময় কর্ণধারস্বরূপ; সেই ভক্তবৎসলকে প্রণাম করি। যিনি আত্মস্বরূপ, একান্ত লিপ্ত অথচ নির্লিপ্ত এবং সগুণ অথচ নির্গুণ; সেই স্বেচ্ছারূপী ব্রহ্মকে স্তব করি। যিনি সকল ইন্দ্রিয়ের অধিদেবতা, সকল ইন্দ্রিয়ের আলয় ও সর্ব্বেন্দ্রিয়স্বরূপ; সেই বিরাট্‌রূপী পরমেশ্বরকে নমস্কার। যিনি বেদ ও বেদের জনক এবং বেদবেদাঙ্গরূপী; সেই সর্ব্বমন্ত্রস্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রণাম করি। যিনি যাবতীয় সারবস্তু হইতে সার এবং অপূর্ব্ব ও অনিরূপিত, যিনি স্বতন্ত্র হইয়াও অস্বতন্ত্র; সেই যশোদানন্দনকে ভজনা করি। যিনি সর্ব্বশরীরে বর্ত্তমান থাকিয়াও সকলের অদৃশ্য ও অতর্কণীয় এবং যাঁহাকে ধ্যানযোগেও দর্শন করা যায় না; সেই যোগীন্দ্রগণের গুরুকে ভজনা করি। যিনি রাসোল্লাসে সমুৎসুক হইয়া রাসমণ্ডলমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক গোপীগণকর্ত্তৃক সেবিত হইয়া থাকেন, সেই রাসেশ্বরকে নমস্কার করি। যিনি নিরন্তর সাধুসন্নিধানে অবস্থিত ও অসাধুগণের পক্ষে অবিদ্যমান; যিনি যোগিগণের ঈশ্বর ও যোগস্বরূপ; সেই শিবসেবিত ঈশ্বরকে নমস্কার। যিনি মন্ত্রবীজ ও মন্ত্ররাজস্বরূপ; যিনি মন্ত্র ও মন্ত্রের ফল প্রদান করেন; আর যিনি মন্ত্রফল ও মন্ত্রসিদ্ধিস্বরূপ; সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে প্রণাম করি। যিনি সুখ ও দুঃখস্বরূপ; যিনি সুখদ ও দুঃখদ; যিনি পুণ্য ও পুণ্যপ্রদ এবং যিনি শুভদ ও শুভবীজ, সেই গুণাতীশ্বরকে আমি প্রণাম করি।

৪০—৫১। ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিয়া গো, গো-বৎস ও বালকগণকে অর্পণপূর্ব্বক দণ্ডের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম ও রোদন করিতে লাগিলেন হে মুনে! তখন জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা, নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক ভাণ্ডীরবট-মূলস্থ রত্নসিংহাসনাসীন সর্ব্বগোপালবেষ্টিত কেবলমাত্র মনোহর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার প্রণাম-পুরঃসর ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। যে ব্যক্তি ব্রহ্ম-কৃত এই স্তোত্র নিত্য ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করেন, তিনি ইহলোকে সুখ ভোগ করিয়া অন্তে গোলোকে গমন করেন এবং অনুপম দাস্য ও ঈশ্বর-সন্নিধানে স্থান লাভপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সারূপ্য লাভ করিয়া পার্ষদপ্রবর হন। নারায়ণ বলিলেন, জগৎকারণ ব্রহ্মা, ব্রহ্মলোকে গমন করিলে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণও বালকগণের সহিত স্বালয়ে গমন করিলেন; এবং সেই সকল গো, গো-বৎস ও বালকগণ একবর্ষান্তে গৃহে গমন করিয়াও কৃষ্ণমায়ায় দিনান্তরমাত্র বলিয়া বোধ করিল। গোপ-গোপিকাগণও ঐ বিষয় কিঞ্চিন্মাত্রও বিতর্ক করিতে সক্ষম হইল না। কারণ যোগিগণের কৃত সমুদয় পদার্থই নূতন বা পুরাতন বলিয়া নিশ্চয় করা অসাধ্য। হে বিপ্র! এই ত তোমার নিকটে সুখ-মোক্ষ-পুণ্যপ্রদ সর্ব্বকাল-সুখাবহ শুভ শ্রীকৃষ্ণচরিত কীর্ত্তন করিলাম। ৫২—৬০।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে বিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! একদা ব্রজপুরে গোপরাজ নন্দ, সানন্দে ইন্দ্রযাগ-করণে উদ্যত হইয়া দুন্দুভি বাদন করাইলেন এবং বলিলেন, এতন্নগরস্থ যাবতীয় গোপ-গোপিকা, বালক-বালিকা এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—যে যে আছেন, সকলেই দধি, ক্ষীর, ঘৃত, তক্র, গুড়, ও মধু এই সমস্ত বস্তু সংগ্রহ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ইন্দ্রের পূজা করুন। পরে এইরূপ ঘোষণা করাইয়াই স্বয়ং সুবিস্তৃত রমণীয় প্রদেশে সানন্দে ইন্দ্রধ্বজ সমারোপণ করাইলেন। অনন্তর সেই যষ্টি, ক্ষৌমবস্ত্রাবৃত, মনোহর মালাজালে জড়িত এবং চন্দন, অগুরু, কস্তূরী ও কুঙ্কুমে অনুলিপ্ত করাইলেন। পরে স্নানান্তে ধৌত বস্ত্রযুগ্ম পরিধান ও পাদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক ভক্তিযোগে আহ্নিক কার্য্য সমাধা করিয়া স্বর্ণপীঠে উপবিষ্ট হইলেন। তথায় নানাপ্রকার যজ্ঞীয় পাত্র আনীত হইল; পুরোহিত ব্রাহ্মণ, গোপ-গোপিকা ও বালক-বালিকাগণ সেই স্থানে উপবেশন করিল। সেই সময়ে নগরবাসিগণ, নানাপ্রকার উপ-ঢৌকন লইয়া সভূত সম্ভারে ঐ স্থানে আগমন করিল। পরে ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত বেদবেদাঙ্গ-পারগ শান্তপ্রকৃতি গর্গ, গালব, শাকল, শাকটায়ন, গৌতম, কণ্ব, কর্ণ, বাৎস্য, কাত্যায়ন, সৌভরি, বামদেব, যাজ্ঞ-বল্ক্য, পাণিনি, ঋষ্যশৃঙ্গ, গৌরমুখ, ভরদ্বাজ, বামন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, শৃঙ্গী, সুমন্ত্র, জৈমিনি, কঠ, পরাশর, মৈত্রেয় ও বৈশম্পায়ন এই সকল মুনিগণ শিষ্যগণের সহিত সেই স্থানে সমাগত হইলেন, এবং নানাপ্রকার ব্রাহ্মণ, ভিক্ষুক, বন্দী, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র তথায় আগমন করিল। ১—১৩। তখন গোপরাজ নন্দ, মুনীন্দ্র ব্রাহ্মণ ও ভূমিপগণকে সমাগত দেখিয়া, ব্রজ-বাসী সকলের সহিত স্বর্ণপীঠ হইতে উত্থিত হইয়া সেই মুনীন্দ্র, বিপ্র ও ভূপতিগণকে প্রণামপূর্ব্বক উপ-বেশন করাইয়া তাঁহাদের অনুমতি প্রাপ্তে আপনিও আনন্দে উপবেশন করিলেন; এবং তৎকালে পাকপ্রজ্ঞ ব্রাহ্মণসমূহকে সাদরে আনয়ন করাইয়া যষ্টি-নিকটে পাক করিতে আজ্ঞা করিলেন। আর সেই স্থানের চতুর্দ্দিকে রত্নপ্রদীপ সকল প্রজ্বলিত করাইলেন। তখন সেই স্থান, ধূপশিখায় অন্ধীভূত ও সুরভীকৃত হইল। হে মুনে! নারদ! নানাবিধ পুষ্প, বিবিধ মাল্য, বহু-বিধ অপূর্ব্ব সুমনোহর নৈবেদ্য, তিললড্ডুক ও স্বস্তিক-পূর্ণ দিনহস্র তক্রক, সহস্র শর্করাপূর্ণ কলস, ব্রাহ্মণকৃত ঘৃতপক্ব সুমধুর উৎকৃষ্ট যব-গোধূমচূর্ণ, লড্ডুকে পরিপূর্ণ কলসসমূহ, অসংখ্য বৃক্ষপক্ব রমণীয় রম্ভাফল ও সাময়িক স্বদেশোৎপন্ন অন্যান্য ফলসমূহ, লক্ষ ক্ষীরকুম্ভ, লক্ষ দধিকুম্ভ, শত মধুকুম্ভ, সহস্র ঘৃতকুম্ভ, নবনীতপূর্ণ শত কলস, ত্রিলক্ষ তক্রপূর্ণ কলস, পঞ্চলক্ষ গুড়পূর্ণ ঘট, সহস্র বিষ্ণু-তৈলপূর্ণ কলস এবং বহুবিধ ভোগার্হ দ্রব্য, বাহক বৃষেন্দ্রসমূহ ও নানাবিধ মনোহর মধুর বাদ্যযন্ত্র সেই স্থানে আনীত হইল। তখন বাদকগণ সেই উৎসবস্থানে স্বরযন্ত্র সকল বাদিত করিতে লাগিল। হে ব্রহ্মন্! সেই যষ্টি-সন্নিধানে সুবর্ণরজতময় নানাপ্রকার পাত্র ও উত্তম বস্ত্র, মনোহর ভূষণ এবং স্বর্ণপীঠসমূহও সমানীত হইল। ১৭—২১। অনন্তর, বলি-নিমিত্ত সহস্র ছাগ, শত মহিষ, লক্ষ মেষ, বলিযোগ্য ষোড়শ নর ও শত গণ্ডক সেই যষ্টি-সন্নিধানে আনীত হইলে প্রোক্ষণান্তে রক্ষকগণ তাহা-দিগকে রক্ষা করিতে লাগিল। সেই সময়ে তত্রস্থ বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতীগণের এবং আরোপিত বৃক্ষ-লতাদির কেহই সংখ্যা করিতে সমর্থ হইল না। তখন সেই মহোৎসবে সকলেই গায়কগণের

সঙ্গীতশ্রবণে ও নর্ত্তকগণের নৃত্য-দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। হে ব্রহ্মন্! সেই উৎসবস্থানে রম্ভা, উর্ব্বশী, মেনকা, ঘৃতাচী, মোহিনী রতি, প্রভাবতী, বিপ্রচিত্তী, ভানুমতী, তিলোত্তমা, চন্দ্রপ্রভা, সুপ্রভা, রত্নমালা, মদালসা, রেণুকা প্রভৃতি সকলেই আগমন করিয়াছিল। মানবগণ, তাহাদের নৃত্য-গীতে এবং স্তন, মুখ ও শ্রোণি দর্শনে আর রূপ ও বক্র দৃষ্টিতে সকলেই মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। এমত সময় বলশালী বলদেব ও গোপবালকগণের সহিত স্বয়ং হরি সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন সকলেই তাঁহাকে দূর হইতে দর্শন করিয়া হর্ষ-বিহ্বলচিত্তে পুলকাঙ্কিত গাত্রে ও সভয়-সম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন। সেই, বিনোদ মুরলী বেণু ও শঙ্খবাদনকারী, ক্রীড়াস্থান হইতে সমাগত শান্ত সুন্দরবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ, উত্তম রত্নভূষণ-সমূহ ও কৌস্তভ মণিতে ভূষিত। তাঁহার শ্যাম কলেবর চন্দন ও অগুরুপঙ্কে চর্চ্চিত। তিনি, রত্নদর্পণে শারদীয় মধ্যাহ্নপদ্মের ন্যায় মনোহর মুখমণ্ডল দর্শন করিতেছিলেন এবং আকাশে নক্ষত্ররাজি-বিরাজিত শশাঙ্কের ন্যায় তাঁহার ভালমধ্যে কস্তুরীবিন্দুর সহিত মনোহর চন্দ্রকরূপ চন্দ্র বিরাজ করিতেছিলেন। ২৮—৩৯। শারদীয় সুনির্ম্মল আকাশ-মণ্ডল যেরূপ বকপঙ্ক্তিতে শোভা পায়, সেইরূপ তাঁহার শ্যামলকণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল মালতীমালায় সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। নূতন জলধর যেরূপ বিদ্যুল্লতায় শোভা-পায়, তাঁহার শ্যাম কলেবর মনোহর পীতবস্ত্রে সেই-রূপ শোভিত। তিনি কুন্দকুসুম ও গুঞ্জাফলনিবদ্ধ বঙ্কিম চূড়া ধারণ করিয়া ইন্দ্রধনু ও নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। শারদীয় প্রফুল্ল পদ্ম যেরূপ সূর্য্যকিরণে শোভা পায়, সেই-রূপ তাঁহার সস্মিত মুখমণ্ডল রত্নকুণ্ডলের দীপ্তিতে সুশোভিত। তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং মুনিগণ ও গোপগণ সকলে সেই ভগবান্‌কে প্রণামপূর্ব্বক সানন্দে রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। সেই জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্ণপীঠে উপবিষ্ট হইয়া আকাশমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডিত শরচ্চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে ব্রাহ্মণাদি সকলে সেই স্বেচ্ছাময় গুণাতীত জ্যোতীরূপ সনাতন জগদীশ্বরকে স্তব করিয়া স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলেন। অনন্তর নীতিশাস্ত্রে বিশারদ হরি, মহোৎসব দর্শন করিয়া পিতাকে পণ্ডিতগণেরও দুর্লভ নীতিবাক্য বলিতে লাগিলেন, ভো ভো গোপরাজ! এ স্থানে কি কার্য্য করিতেছেন? সুব্রত! কাহার পূজা হইবে? পূজাই বা কিরূপ? পূজায় কি ফল হইবে? সেই ফলে কি সাধন হইবে? এবং সেই সাধনেই বা কি সাধিত হইবে? হে পিতঃ! এই পূজার প্রতি-বন্ধকতা জন্য আরাধ্যদেব রুষ্ট হইলে কি হইবে? এবং তুষ্ট হইয়াই বা ইহকালে ও পরকালে কি ফল দান করিবেন? ফলতঃ হে পিতঃ! কোন পূজায় ইহকালে ফললাভ হয়, পরকালে হয় না; কোন পূজায় পরকালে ফললাভ হয়, ইহকালে হয় না, এবং কোন পূজায় উভয়কালেই ফললাভ হয় ও কোন পূজায় উভয়কালেই ফললাভ হয় না; কিন্তু যে পূজা বেদ-বিহিত নহে তাহা সকল অনিষ্টের আধার। আর এই পূজা আপনার পুরুষানুক্রমে হইতেছে, না নূতন আরব্ধ হইল? যে দেবতার উদ্দেশে পূজা হইতেছে, সেই দেবকে আপনি কখন কি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? আর আপনার সেই দেবতা সাক্ষাৎরূপে কি নৈবেদ্য ভোজন করিয়া থাকেন? বা তাহা করেন না?—যদি তাহা না করেন, তবে যে দেবতা সাক্ষাৎ ভোজন করিয়া থাকেন, তাঁহার অর্চ্চনা করাই সুপ্রশস্ত। ৪০—৫৩। হে তাত! পৃথিবীতে ব্রাহ্মণগণই দেবতা এবং সকলের পূজা অপেক্ষা ব্রাহ্মণের পূজাই প্রশস্ত; ইহা বেদে নিরূপিত হইয়াছে। বিপ্ররূপী জনার্দ্দন সাক্ষাৎ নৈবেদ্য ভোজন করিয়া থাকেন, এবং ব্রাহ্মণ পরিতুষ্ট হইলেই সকল দেবতা সন্তুষ্ট হন। যিনি দ্বিজগণের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাঁহার অন্য দেবতার পূজায় প্রয়োজন কি? ফলতঃ ব্রাহ্মণগণ পূজিত হইলে সমস্ত দেবতাই পূজিত হইয়া থাকেন। দেখুন, দেবতা-উদ্দেশে নৈবেদ্য উৎসর্গ করিয়া যদি তাহা ব্রাহ্মণকে দান না করা যায়, তাহা হইলে সেই দ্রব্য ভস্মীভূত ও পূজাও নিষ্ফল হয়। দেবনৈবেদ্য ব্রাহ্মণে অর্পিত হইলে নিশ্চয় অনন্ত ফল হয় এবং সেই দেবতা তুষ্ট হইয়া বর প্রদানপূর্ব্বক স্বস্থানে গমন করেন। যদি কেহ দেবতাকে নৈবেদ্য দান করিয়া তাহা স্বয়ং ভোজন করে, তাহা হইলে সেই মূঢ় দেবস্বভোজনজন্য দত্তাপহারী হইয়া নরকগামী হয়। এজন্য হরি ব্যতীত অন্য দেবতাকে নৈবেদ্য দান করিয়া তাহা ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে; কেবল সকল দেবতার মধ্যে বিষ্ণুর নৈবেদ্যই ভোজন করা প্রশস্ত; ৫৪—৬০। সকলের পক্ষেই বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠার তুল্য ও জল মূত্রসম; কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা বিশেষ দোষাবহ। আর হে পিতঃ! দেখুন, যদি কোন সুবুদ্ধি ব্যক্তি কোন বস্তু দেবতাকে না দান করিয়াও ব্রাহ্মণকে দান করেন, তাহা হইলে দেবগণ, সেই

বস্ত ব্রাহ্মণের মুখদ্বারা ভোজন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে স্বর্গবাস প্রদান করিয়া থাকেন। সেইহেতু আপনি, সর্ব্বপ্রযত্নে ব্রাহ্মণগণেরই অর্চ্চনা করুন, তাঁহারা ইহকালের ও পরকালের ফলদানকারী। পিতঃ! ব্রাহ্মণের তুষ্টিসাধন ও ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করাই, জপ, তপস্যা, পূজা, যজ্ঞ, দান ও মহোৎসবাদি সমুদয় কার্য্যের সার কার্য্য। দেখুন, ব্রাহ্মণের শরীরে সমস্ত দেবতা এবং পাদে ও ধূলিতে পুণ্যজনক সমুদয় তীর্থ বিদ্যমান, এবং ব্রাহ্মণের পাদোদকে তীর্থজল অবস্থিত; সেই বিপ্রপাদোদক স্পর্শ করিলে সমস্ত তীর্থে স্নানজন্য ফল লাভ হইয়া থাকে। হে গোপরাজ! ভক্তিভাবে বিপ্রপাদোদক পান করিলে সমুদয় রোগ বিনষ্ট হয় এবং সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতেও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে; ইহাতে সংশয় মাত্র নাই। যে দ্বিজ, পঞ্চবিধ পাপ করিয়াও ব্রাহ্মণকে প্রণাম করেন, তিনি সর্ব্বতীর্থে স্নাত হইয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। বেদে কথিত আছে যে, পাতকী ব্যক্তি, ব্রাহ্মণের স্পর্শমাত্রে মুক্ত হইয়া থাকে এবং দর্শন মাত্রে পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। জ্ঞানীই হউন বা অজ্ঞানীই হউন, ব্রাহ্মণমাত্রেই বিষ্ণুরূপী,; যে সকল ব্রাহ্মণ হরিসেবক, তাঁহারা বিষ্ণুর প্রাণাধিক প্রিয়। বেদে হরিভক্ত দ্বিজগণের প্রভাব দুর্লভ বলিয়া কথিত আছে, তাঁহাদের পাদরজঃস্পর্শে বসুন্ধরাও তৎক্ষণাৎ পবিত্রা হন। ৬১—৭১। হরিভক্ত ব্রাহ্মণের পাদচিহ্ন তীর্থ বলিয়া কীর্ত্তিত; তাঁহাদের স্পর্শমাত্রে তীর্থপাপও বিনষ্ট হয়। সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সহিত আলাপ, তাঁহাদের আলিঙ্গন, উচ্ছিষ্টভোজন, দর্শন ও স্পর্শনে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়। অধিক কি, সমুদয় তীর্থভ্রমণ ও সমুদয় তীর্থে স্নান করিলে যে পুণ্য হয়, এক হরিভক্ত বিপ্রের দর্শনমাত্রে তাহাই হইয়া থাকে। যে সকল বিপ্র প্রত্যহ হরিকে অন্ন দান করিয়া সেই অন্ন ভোজন করেন, তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে মানব হরিদাস্য লাভ করিয়া থাকেন। ভ্রান্তি বশতঃ হরিকে দান না করিয়া ভোজন করিলে, ভোজ্য বস্তু বিষ্ঠাতুল্য ও জল মূত্রতুল্য হয়। বস্তু, ভক্তের হস্তগত হইলে তাহা বিষ্ণুর বলিয়া গণ্য, সুতরাং তাহা হরি-উদ্দেশে নিবেদন না করিয়া ভোজন করিলে দেবস্বভোজক হইতে হয়। হরিভক্ত শূদ্র, যদি নৈবেদ্য ভোজনে উৎসুক হয়, তবে হরিকে আমান্ন নিবেদনপূর্ব্বক তাহা পাক করিয়া ভোজন, করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয়েরই শালগ্রাম-শিলার্চ্চনে অধিকার আছে, কেবল শূদ্রের তাহাতে অধিকার নাই। হে গোপেন্দ্র! আপনি যদি এই সমস্ত দ্রব্য ব্রাহ্মণগণকে দান না করেন তবে সমুদয়ই ভস্মীভূত হইবে সংশয় নাই। পুণ্যার্থ সমস্ত জীবকেই অন্ন দান করিতে পারা যায়, কিন্তু বিশিষ্ট জীবকে দান করিলে বিশিষ্ট ফল হয়। অন্য জীব অপেক্ষা মনুষ্যকে দান করিলে, অষ্টগুণ ফল হয় এবং তদপেক্ষা বিশিষ্ট শূদ্রে প্রদত্ত হইলে তাহার দ্বিগুণ ফল হইয়া থাকে। ৭২—৮২। বৈশ্যজাতিকে দান করিলে তাহা হইতেও অষ্টগুণ, ক্ষত্রিয়গণকে প্রদান করিলে বৈশ্যদানাপেক্ষা দ্বিগুণ ফল লাভ হয়; আর ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করিলে শতগুণ ফল হইয়া থাকে এবং সামান্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিলে শতগুণ ও ভক্ত ব্রাহ্মণকে দান করিলে শাস্ত্রজ্ঞ অপেক্ষাও শতগুণ ফলপ্রাপ্তি হয়; ইহার সংশয় নাই; কারণ ভক্ত, হরিকে তাহা সাদরে ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদন করিয়া ভোজন করেন। বিষ্ণু ও বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণকে দান করিলে, দাতার যে ফল হয়, ভক্ত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। ভক্ত তুষ্ট হইলেই হরি সন্তুষ্ট হন এবং হরি সন্তুষ্ট হইলে, সমস্ত দেবতা তুষ্টি লাভ করেন; যেমন বৃক্ষের মূলের সেক করিলেই শাখাসমূহ সিক্ত হইয়া থাকে। আর বিবেচনা করুন, যদি এই সমস্ত দ্রব্য একমাত্র দেবতাকে অর্পণ করেন তাহা হইলে অন্যান্য দেবতাগণ অসন্তুষ্ট হইবেন; সুতরাং সকল দেবতা অসন্তুষ্ট হইলে এক দেবতা কি করিতে পারিবেন? অথবা এই বস্তুসমূহ আপনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে দান করুন, ইনি নিত্য গো-গণকে বর্দ্ধিত করিতেছেন বলিয়াই গোবর্দ্ধন নামে প্রসিদ্ধ। হে তাত! এই ভূমণ্ডলে গোবর্দ্ধনের তুল্য পুণ্যবান্ কেহই নাই; কারণ উনি নিত্যই গো-গণকে নূতন নূতন তৃণ দান করিয়াথাকেন; দেখুন সমুদায় তীর্থে স্নান, ব্রাহ্মণভোজন, মহাদান, হরিসেবা, সমুদয় ব্রত ও উপবাস, সর্ব্বপ্রকার তপস্যা, পৃথিবীপর্য্যটন ও নিরন্তর সত্যবাক্য প্রয়োগ; এই সমস্ত কার্য্যে যে পুণ্য, কেবল গো-সেবাতেই তাহা হইয়া থাকে। হে পিতঃ! গোগণের অঙ্গে সমস্ত দেবতা বিদ্যমান এবং তাহাদের পদে তীর্থ সকল ও গুহ্যদেশে স্বয়ং লক্ষ্মী সর্ব্বদা বিরাজমান। যে মানব গোষ্পদ-চিহ্নিত মৃত্তিকাদ্বারা তিলক রচনা করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তীর্থস্নাত হন এবং তাঁহার পদে পদে অভয় লাভ হয়। ৮৩—৯৪। অধিক কি, যে স্থানে গোগণ অবস্থান করেন, সেই স্থান তীর্থ

বলিয়া পরিকীর্ত্তিত; মনুষ্য সেই স্থানে প্রাণ ত্যাগ করিলে, নিশ্চয় তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়। যে মানবাধম, ব্রাহ্মণ বা গোগণের অঙ্গে আঘাত করে, নিঃসংশয় তাহার ব্রহ্মহত্যার সমান পাপ হইয়া থাকে। যে সকল মনুষ্য, নারায়ণাংশ ব্রাহ্মণ ও গো হত্যা করে, তাহারা যতদিন চন্দ্রসূর্য্য, তাবৎকাল কালসূত্রে অবস্থান করিয়া থাকে। হে নারদ! শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে নন্দ পরম আনন্দিত হইয়া সস্মিত বদনে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন, বৎস! মহাত্মা মহেন্দ্রের এই পূজা আমাদিগের পুরুষানুগত, উহা সুবৃষ্টিকরণ। সেই সুবৃষ্টি হইতেই উত্তম সর্ব্বপ্রকার শস্য সাধিত হয়, শস্যই জীবগণের জীবন, শস্যদ্বারাই জীবগণ জীবিত রহিয়াছে। ব্রজবাসী সকলে পুরুষানুক্রমে নির্ব্বিঘ্ন এবং মঙ্গলের নিমিত্ত বৎসরান্তে মহেন্দ্রপূজা-রূপ মহোৎসব করিয়া থাকেন। তখন মাধব, পিতার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলদেবের সহিত উচ্চ হাস্য করিলেন এবং পুনরায় সানন্দে পিতাকে বলিতে লাগিলেন। ৯৫—১০১। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কি আশ্চর্য্য! পিতঃ! আপনার মুখে পরমাদ্ভুত বিচিত্র কথা শ্রবণ করিলাম, উহা লোকে ও শাস্ত্রে উপহাসাস্পদ এবং বেদগর্হিত। হে তাত! কুত্রাপি এরূপ নিরূপণ নাই যে, ইন্দ্র হইতে বৃষ্টি হইয়া থাকে, আপনার মুখেই আজ এই অপূর্ব্ব নীতিবাক্য শুনিলাম। হে তাত! আপনি এরূপ অন্যায় বলিবেন না; এক্ষণে পণ্ডিতগণের নীতিবাক্য শ্রবণ করুন; সমস্ত পণ্ডিতগণই সামবেদোক্ত সেই নীতিবাক্য সর্ব্বতোভাবে বিদিত আছেন। আপনি এই সভামধ্যে পণ্ডিতগণকে সেই সামবেদোক্ত মন্ত্রের বিষয় প্রশ্ন করুন, পরে ইঁহারা নির্ণয়পূর্ব্বক যথার্থ বলুন যে, ইন্দ্র হইতে বৃষ্টি হয় কি না? হে পিতঃ! সূর্য্য হইতে জল উৎপন্ন হয়, সেই জল হইতে শস্য-বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে ফল ও শস্য এবং শস্য হইতে অন্নের উৎপত্তি; সেই অন্ন ও ফলদ্বারাই জীবগণ জীবন ধারণে সক্ষম হয়। কালে সূর্য্যই জল গ্রাস করেন ও কালেই সেই সূর্য্য হইতে তাহার উদ্ভব হয়, এবং সেই সূর্য্য ও মেঘাদি সমস্ত বিধাতাই নিরূপণ করিয়াছেন। তোয়যুক্ত জলধর, গজ, সাগর, বায়ু, শস্যাধিপ, বৎসরাধিপ, মন্ত্রী, জলাঢ়ক, এবং শস্য ও তৃণের বিধাতাই নিরূপক। তাহারাই নিয়মানুসারে এই সমস্ত, প্রতিকল্পে প্রতিযুগে ও প্রতিবর্ষে বিদ্যমান থাকে। হস্তী, নিজ শুণ্ডদ্বারা সমুদ্র হইতে অভিলষিত জল গ্রহণ করিয়া মেঘকে দান করে, মেঘ বায়ুকর্ত্তৃক চালিত হইয়া সময়ে সময়ে পৃথিবীর স্থানে স্থানে সেই জল যথোচিত দান করে। এই সমস্ত ঘটনা ঈশ্বরের ইচ্ছায় হইয়া থাকে, উহাতে কিছুই প্রতিবন্ধক হয় না। হে তাত! ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এবং মহৎ, ক্ষুদ্র ও মধ্যম কর্ম্ম সমুদয় বিধাতাকর্ত্তৃক নিরূপিত, কেহই উহার নিবারণে সমর্থ নহেন। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সেই বিধাতা, এই চরাচর সমস্ত জগৎ সৃজন করিয়াছেন এবং উহা উক্ত আছে যে, অগ্রে ব্রহ্মা, পরে জীব নির্ম্মিত হইয়াছে। অভ্যাসবশতঃ স্বভাব, স্বভাববশতঃ কর্ম্ম এবং সেই কর্ম্মবশতই জীবগণের সুখ-দুঃখের ভোগ হয়। যাতনা, জন্ম, মরণ, রোগ, শোক, ভয়, বিপদ, বিদ্যা, কবিত্ব, যশ, অযশ পুণ্য, স্বর্গবাস, পাপ, নরকবাস, মুক্তি, ভক্তি এবং হরিদাস্য পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যই মনুষ্যগণের নিজ কর্ম্মবলে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই অভ্যাস, স্বভাব ও কর্ম্মের জনক সেই পরমেশ্বর, বিধাতা ও ফলদাতা; সমস্ত পদার্থই তাঁহার ইচ্ছাধীন। ১০২—১১৭। যিনি বিরাট্ পুরুষ, সমস্ত তত্ত্ব, প্রকৃতি, জগৎ, কূর্ম্ম, অনন্ত, ধরণী ও ব্রহ্মা হইতে তৃণপর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; যাঁহারই আজ্ঞায় বায়ু কূর্ম্মকে, কূর্ম্ম অনন্তকে, অনন্ত মস্তকদ্বারা বসুন্ধরাকে এবং বসুন্ধরা চরাচর সমস্তকে ধারণ করিতেছেন; যাঁহার আজ্ঞায় জগৎপ্রাণ নিরন্তর ত্রিজগতে পর্য্যটন এবং প্রভাকর ভ্রমণপূর্ব্বক ভূমণ্ডল তাপিত করিতেছেন; যে পরমেশ্বরের আজ্ঞায় অগ্নি দাহন, মৃত্যু জন্তুগণে বিচরণ ও বৃক্ষসমূহ সময়ে ফলপুষ্প ধারণ করিতেছে ও সমুদ্র সকল স্ব স্ব স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক অধোভাগে গভীর আছে; আপনি এক্ষণে সেই পরমেশ্বরকেই ভজনা করুন; অন্য আর কেবা কি করিবে? যাঁহার ভ্রূভঙ্গিমাত্রে কত শত ব্রহ্মাণ্ড ও কত শত বিধাতা আবির্ভূত ও তিরোভূত হইয়া থাকেন, যিনি মৃত্যুর মৃত্যু কালের কাল ও বিধাতারও বিধাতা হে তাত! আপনি তাঁহারই শরণাপন্ন হউন; তিনি আপনাকে রক্ষা করিবেন। কি আশ্চর্য্য! দেখুন, অষ্টাবিংশতি ইন্দ্রপাতে যে ব্রহ্মার এক দিবারাত্রি হয় সেই জগতের বিধানকারী ব্রহ্মার এইরূপ পষ্টোত্তর শতবর্ষ পরমায়ু; কিন্তু নির্গুণ পরমাত্মা পরমেশ্বরের নিমেষমাত্রে ঐ ব্রহ্মারও পতন হয়। এবম্ভূত পরমেশ্বর বিদ্যমান থাকিতে ইন্দ্রের পূজা করা বিড়ম্বনা মাত্র। হে নারদ! শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া বিরত হইলে, সভাসদ্ মুনিগণ, সেই ভগবানকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন নন্দ, সভামধ্যে

হৃষ্ট ও পুলকাঙ্কিত হইলেন এবং তাঁহার নেত্র হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইল, ফলতঃ মনুষ্যমাত্রেই পুত্রের নিকটে পরাজিত হইলে আনন্দযুক্ত হইয়া থাকে। ১১৮—১২৮। অনন্তর নন্দ শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সকলকে ক্রমে ক্রমে বরণ করিয়া সানন্দে সমাদরপুরঃসর গোবর্দ্ধন পর্ব্বত,মুনীন্দ্রগণ,বুধগণ, ব্রাহ্মণগণ, গোগণ ও বহ্নিদেবের পূজা করিলেন। পরে সেই পূজা সমাপ্ত হইলে সেই মহোৎসবে মঙ্গলজনক কার্য্যের সময় নানাপ্রকার বাদ্যের তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। তখন জয় জয় শব্দ শঙ্খনিনাদ ও হরিধ্বনি হইতে লাগিল এবং মুনিপুঙ্গবগণ বেদ ও মঙ্গলজনক চণ্ডী পাঠ করিতে লাগিলেন। কংসের প্রিয় সচিব বন্দিপ্রবর ডিণ্ডী উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বসমক্ষে মঙ্গলজনক মঙ্গলাষ্টক পাঠ করিল। সেই সময় কৃষ্ণ অন্য দিব্য-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শৈলোপরি আরোহণপূর্ব্বক আমি গোবর্দ্ধন পর্ব্বত তোমার নৈবেদ্য ভোজন করিলাম. তুমি বর প্রার্থনা কর, এইরূপ বলিলেন। এ দিকে সভাস্থ শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে বলিতে লাগিলেন, পিতঃ! ঐ দেখুন আপনার সম্মুখে শৈল উপস্থিত, আপনি বর প্রার্থনা করুন আপনার মঙ্গল হইবে। তখন সেই গোপরাজ হরিভক্তি ও হরিদাস্যরূপ বর প্রার্থনা করিলে গোবর্দ্ধনরূপী, কৃষ্ণ সমস্ত দ্রব্য ভোজন ও প্রার্থিত বর দান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর গোপরাজ নন্দ মুনীন্দ্র ও ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করা-ইয়া বন্দী ব্রাহ্মণ ও মুনিগণকে ধন দানপূর্ব্বক মুনি ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া সহর্ষে রামকৃষ্ণকে অগ্রে লইয়া স্বগণের সহিত স্বালয়ে গমন করিলেন। পরে বন্দী ডিণ্ডীকে রৌপ্য, বস্ত্র, সুবর্ণ, উত্তম অশ্ব, মণি ও বহুবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদত্ত হইল। তৎপরে মুনিগণ, ব্রাহ্মণগণ, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর সকল রামকৃষ্ণকে স্তব ও প্রণাম করিয়া গমন করিলেন। যে সকল রাজা ও গোপগণ সেই মহোৎসবে সমাগত হইয়াছিলেন, সকলেই সাদরে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া গমন করিলেন। ১২৯—১৪১। সেই সময় সুররাজ ইন্দ্র বহুবিধ নিন্দা ও মখভঙ্গ শ্রবণ করিয়া কোপপ্রস্ফুরিতাধরে সত্বর বায়ুগণ ও মেঘগণের সহিত রথারোহণপূর্ব্বক মনোহর নন্দনগর বৃন্দারণ্যে উপ-স্থিত হইলেন। হে নারদ! যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদ সমুদয় দেবগণও অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া কোপভরে রথারোহণ-পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেন। তখন ভয়-ঙ্কর বায়ুশব্দ, মেঘশব্দ ও সৈন্যশব্দে সমুদয় নগর কম্পিত হইতে লাগিল এবং নন্দ অতিশয় ভীত হই-লেন। পরে নীতিশাস্ত্রবিশারদ নন্দ শোকে কাতর হইয়া ভার্য্যা এবং স্বগণকে নির্জ্জন স্থলে আনয়ন করিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে যশোদে! হে রোহিণি! তোমরা আমার সন্নিকটে আগমন-পূর্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ কর, হে প্রিয়ে! শীঘ্র রামকৃষ্ণকে লইয়া ব্রজধাম হইতে দূরে পলায়ন কর; এবং ভয়াকুল বালক-বালিকা ও রমণীগণও দূরে পলা-য়ন করুক; কেবল বলবান্ গোপ সকল আমার নিকটে উপস্থিত থাকুন। পশ্চাৎ প্রাণসঙ্কট হইলে আমরাও নগর হইতে নির্গত হইব; গোপরাজ এই কথা বলিয়া ভয়ে শ্রীহরিকে স্মরণ করিলেন; এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া ভক্তিনম্রাশ্রুকন্ধরে কাণ্বশাখোক্ত স্তোত্রদ্বারা শচী-পতিকে স্তব করিতে লাগিলেন;—হে সুরনাথ! আপনি ইন্দ্র, সুরপতি, শক্র, অদিতিজ,পবনাগ্রজ, সহ-স্রাক্ষ, ভগাঙ্গ ও কশ্যপাত্মজ; আপনি বিড়োজা, সুনা-সর, মরুত্বান্ ও পাকশাসন; আপনি সকলের জনক আপনি শ্রীমান্ শচী,ঈশ ও দৈত্যসূদন নামে বিখ্যাত। সকলে আপনাকে বজ্রহস্ত কামসখা, গৌতমীব্রত-নাশন, বৃত্রহা, বাসব এবং দধীচিদেহ-ভিক্ষুক বলিয়া থাকেন। ১৪২—১৫৩। হে দেব! আপনার নাম জিষ্ণু, বামনভ্রাতা, পুরুহূত, পুরন্দর, দিবস্পতি, শত-মখ, সূত্রামা, গোত্রভিদ্ ও বিভু। আপনি লেখর্ষভ, বলারাতি, জম্ভভেদী, স্বরাট্, সংক্রন্দন, দুশ্চ্যবন, তুরাষাট্, মেঘবাহন, আখণ্ডল, হরিহয, নমুচিপ্রাণ-নাশন, বৃদ্ধশ্রবা, বৃষ এবং দৈত্যদর্প-নিসূদন নামে প্রসিদ্ধ। হে নারদ। ইন্দ্রের এই ষট্‌চত্বারিংশৎ নাম, নিশ্চয় সকল পাপের বিনাশকারী। যে মানব এই নামরূপ কৌথুমোক্ত স্তোত্র, প্রত্যহ পাঠ করেন, ইন্দ্র তাহাকে মহাবিপত্তিকালেও বজ্রহস্তে রক্ষা করিয়া থাকেন। অতিবৃষ্টি শিলাবৃষ্টি এবং দারুণ বজ্রপাত হইতেও কখন তাহার ভয় উপস্থিত হয় না; কারণ স্বয়ং বাসব তাহার রক্ষক। যে গৃহে এই স্তোত্র বিদ্যমান থাকে বা যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি ইহা বিদিত আছেন, তাঁহার গৃহে ও পূর্ব্বোক্তস্থানে বজ্রপতন বা শিলাবৃষ্টি হয় না। অনন্তর মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ, নন্দ-মুখে এইরূপ স্তোত্র শ্রবণ করিয়া সক্রোধে ব্রহ্মতেজঃ-প্রজ্বলিত হইয়া পিতাকে নীতিবাক্য বলিতে লাগিলেন, ভয় কি? হে ভীরো! কাহাকে স্তব করিতেছেন, আমি নিকটে থাকিতে ভয় ত্যাগ করুন, আমি অবলীলাক্রমে ক্ষণার্দ্ধমধ্যে সমস্ত ভস্মসাৎ করিতে পারি। আপনি, ভয়াতুর গো, গোবৎস, বালক ও স্ত্রীগণকে গোবর্দ্ধনের কুহরমধ্যে সংস্থাপিত করিয়া

নির্ভয়ে অবস্থান করুন। তখন নন্দ, বালকের বাক্য শ্রবণে আনন্দিত হইয়া সেইরূপ কার্য্য করিলে হরি অনায়াসে দণ্ডের ন্যায় বামহস্তদ্বারা সেই পর্ব্বত উত্তোলনপূর্ব্বক ধারণ করিলেন। ১৫৪—১৬৩। এমত সময়ে সেই স্থান, রত্নতেজে অতিশয় প্রদীপ্ত হইল বটে, কিন্তু সহসা ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় পুনরায় অন্ধকারময় হইল। হে মুনে! তখন ভয়ঙ্কর বায়ুসমন্বিত মেঘনিকরে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল, এবং সেই বৃন্দাবনমধ্যে নিরন্তর অতিশয় বৃষ্টি হইতে লাগিল; তথায় শিলাবৃষ্টি, বজ্রবৃষ্টি ও সুদারুণ উল্কাপাত হইতে লাগিল। কিন্তু সেই সমস্তই পর্ব্বত-স্পর্শমাত্রে দূরে পতিত হইল। হে মুনে! অশক্তের উদ্যমের ন্যায় ইন্দ্রের সেই সমস্ত উদ্‌যোগই নিষ্ফল হইল। তখন ইন্দ্র, সেই সমস্তকে ব্যর্থ হইতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। পরে দধীচিমুনির অস্থি-নির্ম্মিত অমোঘ বজ্র গ্রহণ করিলে মধুসূদন তাঁহাকে বজ্রহস্ত দেখিয়া হাস্য করিলেন। অনন্তর বিভু শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের হস্তের সহিত দারুণ বজ্র এবং ভয়ঙ্কর মরুদ্‌গণ ও মেঘ সকলকে স্তম্ভিত করিলে, সকলেই ভিত্তিস্থ পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন; ইন্দ্র হরিকর্ত্তৃক স্তম্ভিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তন্দ্রা প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি, তন্দ্রাবস্থায় সমুদয় জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, চতুর্দ্দিকেই দ্বিভুজ মুরলীহস্ত রত্নালঙ্কার-ভূষিত পীতবসনধারী হরি রত্নসিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন। সেই ভক্তানুগ্রহকারকের প্রসন্ন মুখমণ্ডলে ঈষৎহাস্য প্রকাশ পাইতেছে; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত, ইন্দ্র সমুদয় চরাচর এইরূপ অদ্ভুত-রূপময় দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে মূর্চ্ছিত হইলেন। পরে পূর্ব্বকালে গুরু যে পরম মন্ত্র দান করিয়াছিলেন, তাহাই জপ করিতে লাগিলেন। তখন সহস্রদল-পদ্মস্থ উজ্জ্বল জ্যোতি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। ।১৬৪—১৭৪। অনন্তর সেই জ্যোতির অভ্যন্তরে নূতন জলধরের ন্যায় উৎকৃষ্ট শ্যামসুন্দরকলেবর সুমনোহর দিব্যরূপ দর্শন করিলেন। তাঁহার কর্ণমূলে উৎকৃষ্টরত্ননির্ম্মিত প্রদীপ্ত মকরকুণ্ডল বিরাজিত; তাঁহার কলেবর মণীন্দ্রসাররচিত কিরীটদ্বারা, আর কণ্ঠ ও বক্ষস্থল প্রজ্বলিত কৌস্তভমণিদ্বারা, অতিশয় উজ্জ্বল; তিনি মণিময় কেয়ূর; বলয় ও মঞ্জীরভূষণে রঞ্জিত। দেবরাজ সেই পরমেশ্বকে অন্তরে ও বাহিরে সমানরূপ দর্শন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র বলিলেন, হে জগদীশ! আপনি অক্ষর, পরম ব্রহ্ম, জ্যোতীরূপ, সনাতন এবং গুণাতীত, নিরাকার; আপনি ইচ্ছাময়; কেহই আপনার অন্ত পান না। আপনি ভক্তগণের ধ্যান ও সেবার নিমিত্তই নানারূপ ধারণ করিয়া থাকেন। আপনি যুগানুক্রমে শুক্ল, রক্ত, পীত ও শ্যাম বর্ণ হইয়া বিরাজ করিতে-ছেন। হে প্রভো! আপনি সত্যযুগে শুক্লবর্ণ,তেজোময় সত্যরূপী, ত্রেতায় ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত কুঙ্কুমাকার, দ্বাপরে পীতবস্ত্রপরিশোভিত পীতবর্ণ এবং কলিতে সেই পরিপূর্ণতম পরমেশ্বর আপনি কৃষ্ণবর্ণহেতু কৃষ্ণ নামে বিরাজ করিতেছেন। আপনার কলেবর, নবীন নীরধরের ন্যায় উৎকৃষ্ট শ্যামসুন্দর; আপনি নন্দের একমাত্র নন্দন এবং যশোদার জীবন-স্বরূপ; আপনি সকলের প্রভু, এজন্য আপনাকে বন্দনা করি। আপনি গোপিকাগণের চিত্তহরণকারী ও রাধিকার প্রাণাধিক। আপনি কৌতুকবশতঃ নিরন্তর বিনোদমুরলীর ধ্বনি করিয়া থাকেন। আপনি অপ্রতিমরূপসম্পন্ন, রত্নভূষণে ভূষিত, কোটিকন্দর্পের সৌন্দর্য্যধারী, শান্ত ও সকলের ঈশ্বর। আপনি কখন বৃন্দাবনে রাধিকার সহিত ক্রীড়া করেন ও কখন নির্জ্জন রমণীয় প্রদেশে রাধিকার বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিয়া থাকেন। ১৭৫--১৮৫। আপনি কখন রাধি-কার সহিত জলক্রীড়ায় আসক্ত, কখন বা রাধিকার কবরীবন্ধনে নিযুক্ত আছেন এবং কখন রাধিকার চরণে অলক্তক দান ও কখন রাধিকাচর্ব্বিত তাম্বূল গ্রহণ করেন। কখন, রাধিকা আপনার প্রতি বক্রদৃষ্টি করিলে আপনিও তাঁহাকে সেইরূপে দর্শন করিতেছেন, কখন বা মালা রচনা করিয়া রাধিকার গলে অর্পন করেন। আপনি কখন রাধিকার সহিত রাসমণ্ডলে গমন, কখন রাধিকাদত্ত মালা পুনরায় রাধিকার গলে দান ও কখন গোপিকাগণের সহিত বিহার করিয়া থাকেন এবং কখন সেই গোপিকাগণকে ত্যাগ করিয়া রাধিকাকে লইয়া গমন করেন; কখন বা বিপ্রপত্নী-গণদত্ত অন্নভোজনে আসক্ত হন। আপনি কোন সময়ে বালকগণের সহিত তালফল ভোজন ও কখন সানন্দে গোপিকাগণের বস্ত্র হরণ করিয়া থাকেন। আপনি কোন সময়ে বালকের সহিত রম্য গীত গান, কোন সময়ে কালীয়মস্তকে পাদপদ্ম দান, কোন সময়ে বালকগণের সহিত গোগণকে আহ্বান ও কখন বা সানন্দে বিনোদ মুরলীধ্বনি করিয়া থাকেন। ইন্দ্র সভয়ে হরিকে এই স্তোত্র দ্বারা স্তব করিয়া প্রণাম করিলেন। এই স্তোত্র পূর্বে তাঁহার গুরুদেব, বৃত্রাসুরের সহিত যুদ্ধের সময়ে তাঁহাকে দান

করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে কৃষ্ণ, তপস্বী ব্রহ্মাকে এই স্তোত্র, একাদশাক্ষর মন্ত্র ও সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন কবচ কৃপা করিয়া দান করেন; পরে ব্রহ্মা পুষ্করতীর্থে সনৎকুমারকে, সনৎকুমার তাঁহার গুরু বৃহস্পতিকে ও পরে বৃহস্পতি তাঁহাকে দান করেন। যে মানব নিত্য ভক্তিপূর্ব্বক এই ইন্দ্রকৃত স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি ইহকালে দৃঢ়া ভক্তি ও অন্তে হরিদাস্য লাভ করেন। ১৮৬—১৯৭। তিনি জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও শোক হইতে মুক্ত হন। তাঁহাকে স্বপ্নেও যমদূত বা যমালয়-দর্শন করিতে হয় না। নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণ, ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে বর দান করিয়া পর্ব্বতকে যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন। পরে ইন্দ্র, হরিকে প্রণামপূর্ব্বক স্বগণের সহিত গমন করিলে পর্ব্বতগহ্বরস্থ জনসকল গহ্বর হইতে নির্গত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। তখন সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে পরিপূর্ণতম পরমেশ্বর মনে করিলেন। অনন্তর হরি ব্রজবাসীদিগকে অগ্রে লইয়া স্বালয়ে সমাগত হইলেন। পরে নন্দ, পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গ ও ভক্তিহেতু অশ্রুপূর্ণলোচন হইয়া পুত্রূপী পূর্ণব্রহ্ম সনাতনকে স্তব করিতে লাগিলেন;— হে কৃষ্ণ! তুমি ব্রহ্মণ্যদেব, তোমাকে নমস্কার, তুমি গো ও ব্রাহ্মণের হিতকারী কৃষ্ণ এবং জগতের হিতের জন্য গোবিন্দরূপে বিচরণ করিতেছ, তোমাকে বারংবার নমস্কার। ১৯৮—২০৩। তুমি গো, ব্রাহ্মণ, পরমাত্মা, ব্রহ্মণ্যদেব; তোমাকে প্রণাম করি। তুমি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের আধার বলিয়া প্রসিদ্ধ, আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমি মৎস্যাদিরূপের কারণস্বরূপ এবং সকলের সাক্ষী; তুমি নির্লিপ্ত, নির্গুণ ও নিরাকার, তোমাকে নমস্কার। তুমি যোগিগণের ধ্যান-সাধ্য অতি সূক্ষ্ম স্বরূপ; ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরও তোমাকে বন্দনা করিয়া থাকেন। তোমার রূপ নিত্য, তুমি চারিযুগে যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, পীত ও শ্যাম, এই চারি বর্ণের আধার হইয়া থাক; সমুদয় গুণ তোমাতে বিদ্যমান আছে। তুমি, যোগী, যোগস্বরূপ এবং যোগিগণের গুরু; তুমি, সিদ্ধেশ্বর, সিদ্ধ ও সিদ্ধগণের গুরু, তোমাকে নমস্কার। হে প্রভো! যাঁহাকে স্তব করিতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর;—অসমর্থ অনন্তদেব, ধর্ম্ম, বিধি, লম্বোদর ও কার্ত্তিকেয়ও যাঁহার স্তবে অক্ষম, যাঁহার স্তুতিবাদে সনকাদি ব্রহ্মর্ষিগণ ও সিদ্ধেন্দ্রগণের গুরুর গুরু কপিলদেবও অযোগ্য; যাঁহাকে স্তব করিতে নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়ও শক্ত নহেন; সেই পরাৎপরকে স্তব করিতে অজ্ঞ আর কোন্ জড়বুদ্ধি বা শক্ত হইবে? হে দীনবন্ধো! যখন সমুদয় বেদ, সরস্বতী, লক্ষ্মী ও রাধাও তোমার স্তবে অশক্ত, তখন পণ্ডিতগণ আর কি স্তব করিবেন? হে ব্রহ্মন্! আমি ক্ষণে ক্ষণে যে, তোমার নিকটে অপরাধ করিতেছি, সেই নিখিল অপরাধ মার্জ্জনা কর। হে করুণাসিন্ধো! এই ভবার্ণবে আমাকে রক্ষা কর। হে কৃষ্ণ! আমি পূর্ব্বে তীর্থস্থানে তপস্যা করিয়া সনাতন পরমেশ্বরকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে আমাকে নিজ চরণকমলে ভক্তি ও দাস্য দান কর। ব্রহ্মত্বই বল, ইন্দ্রত্বই বল বা সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয়ই বল, কিছুই তোমার পাদপদ্মসেবার ষোড়শ ভাগের যোগ্য নহে। সুধী ব্যক্তি কখন ইন্দ্রত্ব, অমরত্ব, স্বর্গ, সিদ্ধিলাভ, রাজত্ব বা চিরজীবিত্ব গ্রাহ্য করেন না। হে জগদীশ্বর! এই ব্রহ্মত্বাদি যে সমস্ত কথিত হইল, ইহার কেহই কি তোমার ভক্তসহবাসের ক্ষণার্দ্ধ কালেরও সদৃশ হইতে পারে? হে বিভো! তোমার ভক্তও তোমার তুল্য, তাঁহারও মহিমা কেহ স্থির করিতে পারেন না; দেখুন, আপনার ভক্ত, ক্ষণার্দ্ধকাল যাহার সঙ্গে আলাপ করেন, তাহাকে অনায়াসে ভবসাগর পার করিতে পারেন। তোমার ভক্তজনের সঙ্গবশতই অনশ্বর ভক্তিবৃক্ষের অঙ্কুর হয়, পরে সেই ভক্তরূপ জলদের আলাপরূপ জলসেকেই তাহা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ২০৪—২২০। কিন্তু অভক্ত জনের সহিত আলাপরূপ উত্তাপে তৎক্ষণাৎ শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, এবং যখন তোমার গুণগণ স্মৃতিপথারূঢ় হয়, তৎক্ষণাৎ আবার সেই অঙ্কুর সতেজ হইতে থাকে। আপনার ভক্ত্যঙ্কুর মানসক্ষেত্রে একবার স্ফীত হইলে তাহার আর বিনাশ হয় না, তাহা নিত্য নিত্য ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অনন্তর সেই ভক্তি, প্রবল-বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া ভক্তের জীবনাবধি হরিদাস্যরূপ অত্যুত্তম ফল দান করিয়া থাকে। হে দয়াময়! ভক্ত যদি একবার দুর্লভ দাস্য লাভ করিয়া আপনার দাস হইতে পারে, তখন সে নিস্পৃহ হইয়া ভবাদি সমস্তই জয় করে। নন্দ ভক্তিসহকারে এইরূপ কহিয়া হরিসন্নিধানে অবস্থান করিলে, শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নবদনে তাঁহাকে প্রার্থিত বিষয় দান করিলেন। যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক এই নন্দকৃত স্তোত্র প্রত্যহ পাঠ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সুদৃঢ়া ভক্তি ও অন্তে হরিদাস্য লাভ করেন। পূর্ব্বে যখন দ্রোণ-নামক বিপ্র নিজপত্নী ধরার সহিত তীর্থে তপোনুষ্ঠান করেন, তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে এই সুদুর্লভ স্তোত্র, হরির ষড়ক্ষর মন্ত্র এবং সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন কবচ দান করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই দ্রোণ, যখন

নন্দরূপে জন্ম লাভ করিয়া পুষ্করে তপস্যা করেন, তখন ব্রহ্মাংশসম্ভূত মুনিবর সৌভরি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঐ স্তোত্র, কবচ ও মন্ত্র অর্পণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ যাহার যে মন্ত্র, স্তোত্র, কবচ, ইষ্টদেব ও গুরু একবার লব্ধ হইয়াছে এবং যাহার যে বিদ্যা পুরুষানুক্রমিক চলিতেছে, সে সকল নিশ্চয় তাহাকে ত্যাগ করে না। এই আমি সুখমোক্ষপ্রদ সকলের সার ও ভববন্ধনের মোচনকারী শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র এবং অদ্ভুত উপাখ্যান তোমার নিকটে কীর্ত্তন করিলাম। ২২১—২৩১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! একদা রাধিকানাথ, বলদেব ও বালকগণের সহিত পরিপক্কফলান্বিত এক তালবনে গমন করিলেন। কোটিসিংহসম বলশালী দেবগণের দর্পনাশক খররূপী ধেনুক নামে এক দৈত্য ঐ তালবৃক্ষ সকলের রক্ষক। তাহার শরীর পর্ব্বত-সমান, লোচনদ্বয় কূপতুল্য, দন্তসকল ঈষাপংক্তির সমান, ও তুণ্ড পর্ব্বত-গহ্বররূপ। তাহার ভয়ানক লোলজিহ্বা শতহস্তপরিমিত, এবং নাভি প্রাসাদ-সদৃশী ও শব্দ অতিভয়ঙ্কর। অনিন্দিত বালকগণ, সেই তালবন দর্শনে আনন্দিত হইলে তাহাদের মুখকমলে ঈষৎ হাস্য প্রকাশ পাইল। তখন তাহারা কৌতুকান্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিল, হে করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে কৃষ্ণ! হে সমস্তবলিশ্রেষ্ঠ মহাবল ভ্রাতঃ বলদেব! আমাদের নিবেদন শ্রবণ করুন, হে বিভো! আমরা সকলে ঐ তালবৃক্ষসমূহকে ভগ্ন ও পরিচালিত করিতে এবং বৃক্ষ হইতে ফলনিকর পাতিত করিতে পারি; কিন্তু এই বনের রক্ষক, বলবান্ খররূপী ধেনুক নামক দৈত্য আছে। সে মহাবলপরাক্রম, দেবগণেরও অজেয়। সে কংসের প্রধান সচিব, এবং সকলের জীবনাশা ও প্রাণিগণের হিংসাকারী। হে বাগ্মী-প্রবর [illegible]! আপনি এক্ষণে আমাদের ঐ কার্য যুক্তিসঙ্গত বা অযুক্ত এবং কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া আমাদিগকে বলুন। তখন ভগবান মধুসূদন, বালকগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে মধুর সুখকর বাক্য বলিলেন,—ওহে বালকগণ! তোমরা আমার সহচর, তোমাদের আবার দৈত্যভয় কি? তোমরা নির্ভয়ে গমনপূর্ব্বক বৃক্ষসমূহকে পরিচালিত ও ফল সকল ভোজন কর। হে নারদ! তখন বলশালী বালকগণ, ক্ষুধিত ও ফলার্থী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্রে বৃক্ষশিখরে আরোহণপূর্ব্বক নানাবর্ণ স্বাদু, সুন্দর, পরিপক্ক, ফলসকল পাতিত করিতে লাগিল। তখন কেহ বৃক্ষকে ভগ্ন, কেহ চালিত, কেহ কোলাহল ও কেহ বা নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সেই সকল বলশালী বালকবৃন্দ, বৃক্ষ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক ফলসমূহ গ্রহণ করিয়া গমন করিতে করিতে মহাবলশালী দীর্ঘকায় ঘোর গর্দ্দভরূপী দৈত্যপুঙ্গবকে ভয়ঙ্করশব্দ-সহকারে আগমন করিতে দেখিয়া সকলেই ভয়ে রোদন করিতে লাগিল এবং গৃহীত ফলসমূহ পরিত্যাগ করিয়া বারংবার 'হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ!' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তখন তাহারা বলিতে লাগিল, হে করুণানিধে শ্রীকৃষ্ণ! আগমন করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর, হে সঙ্কর্ষণ! দানবহস্তে প্রাণ যায়, রক্ষা কর। হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে হরি! হে গোবিন্দ! হে দামোদর! আপনি দীনজনের বন্ধু এবং গোপগোপিকাগণের ঈশ্বর; হে অনন্ত! হে নারায়ণ! এই ভয়ার্ণবে আমাদিগকে রক্ষা করুন। হে দীননাথ! হে মাধব! ভয়, অভয়, শুভ, অশুভ এবং সুখ বা দুঃখসময়ে আপনি ভিন্ন আমাদের রক্ষক আর কেহই নাই; অতএব এই ভয়সাগর হইতে রক্ষা করুন। হে গুণসিন্ধো! আপনি বারংবার জয়যুক্ত হউন। হে কৃষ্ণ! ভক্তৈকবন্ধো! এক্ষণে অতিশয় ভয়াকুল বালকদিগকে রক্ষা করুন; শীঘ্র এই আমাদিগের অন্তক দনুজকুলেশ্বরকে বিনাশ করিয়া সুরগণের বলদর্প বর্দ্ধন করুন। ১—২২। সেই সময়ে ভয়নিবারণ ভক্তবৎসল মাধব, বালকগণের এইরূপ 'বিলাপ শ্রবণে বলদেবের সহিত 'ভয় নাই, ভয় নাই,' বলিতে বলিতে দ্রুতপদে শিশুগণসন্নিধানে আগমন করিয়া শিশুগণকে অভয় দান করিলেন; তৎকালে তাঁহার প্রসন্ন মুখমণ্ডলে ঈষৎ হাস্য প্রকাশ পাইল। তখন, বালকগণ কৃষ্ণ-বলরামকে দেখিয়া ভয় ত্যাগপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিল। যথার্থই হরিস্মরণ, অভয় এবং সর্ব্বমঙ্গল দান করিয়া থাকে। অনন্তর মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ, দানবকে কোপভরে শিশুগণের প্রতি গ্রাসোদ্যত দেখিয়া বলিশ্রেষ্ঠ বলদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন;—হে আর্য্য বলদেব! এই বলী দানব, বলিরাজের পুত্র; উহার নাম সাহসিক ছিল; পূর্ব্বে দুর্ব্বাসাকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াই গর্দ্দভরূপ ধারণ করিয়াছে। ঐ মহাবল পরাক্রান্ত পাপিষ্ঠ আমারই

বধ্য, এজন্য আমিই উহাকে বিনাশ করিব। আপনি বালকগণকে রক্ষা করুন; আপনি ঐ সকল বালকদিগকে লইয়া দূরে প্রস্থান করুন। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে বলদেব তাঁহার আদেশক্রমে শীঘ্র তাহাদিগকে লইয়া গমন করিলেন। অনন্তর মহাবলপরাক্রম দানবেন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া কোপভরে অনায়াসে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় তাঁহাকে গ্রাস করিল। তখন সেই মুমূর্ষু দৈত্য, তাঁহার উগ্রতেজে দগ্ধপ্রায় হইয়া ভয়ে পুনরায় তেজস্বী বিভু শ্রীকৃষ্ণকে উদ্গার করিয়া ফেলিল। দৈত্যবর, উদ্গারিত অতি সুন্দর শান্ত ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িল। ২৩—৩২। শ্রীকৃষ্ণের দর্শনমাত্রে পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল তাহার স্মৃতিপথারূঢ় হইলে, শ্রীকৃষ্ণকে জগতের কারণ পরমাত্মা বলিয়া জানিতে পারিল। তখন সেই দানব, গুণাতীত বেদনিরূপিত তেজোময় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহার অবতারোল্লেখপূর্ব্বক যথাশাস্ত্র স্তব করিতে লাগিল। ৩৩। ৩৪। দানব বলিল, হে বিভো! আপনি অংশ দ্বারা বামনমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক আমার পিতার যজ্ঞে ভিক্ষার্থী হইয়া তাঁহার রাজ্য ও শ্রী হরণ করিয়া তাঁহাকে ভূতলে স্থান দান করিয়াছেন। দয়াময়! আপনি সকলের ঈশ্বর ও ভক্তবৎসল; অতএব আপনার ভক্ত বলিরাজের ভক্তি স্মরণ করিয়া শাপহেতু গর্দ্দভরূপী এই পাপিষ্ঠকে শীঘ্র সংহার করুন। হে জগৎপতে! মুনিবর দুর্ব্বাসার অভিসম্পাতে আমার এইরূপ কুৎসিত জন্ম হইয়াছে এবং সেই মুনিবরই আপনার হস্তে আমার মৃত্যু বলিয়া দিয়াছেন। হে জগতের নাথ! অতিতেজঃসম্পন্ন সুতীক্ষ্ণ ষোড়শার চক্রদ্বারা আমাকে সংহার করুন। হে মোক্ষদ! আমাকে সদ্গতি দান করুন। হে নাথ! আপনি অংশ দ্বারা বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক বসুন্ধরার উদ্ধার সাধন এবং হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়া দেবগণকে রক্ষা করিয়াছেন। আপনি প্রহ্লাদের প্রতি অনুগ্রহ এবং দেবগণের রক্ষার নিমিত্ত পূর্ণাংশে নৃসিংহমূর্ত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছেন। হে দয়ানিধে! আপনি নৃপগণকে জ্ঞানপ্রদান ও সুর বিপ্রগণকে রক্ষা করিবার জন্য মীনাবতারে বেদের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। আপনি সৃষ্টিহেতু অংশ দ্বারা কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া অনন্তদেবকে আশ্রয় দান করিয়াছেন এবং আপনিই স্বীয় অংশে সহস্রমুখ অনন্ত মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক বিশ্বের আধার হইয়াছেন। ৩৫—৪২। আপনি দাশরথি রামরূপে জানকীর উদ্ধারনিমিত্ত সমুদ্রে সেতু বন্ধনপূর্ব্বক দশাননকে নিধন করিয়াছেন; এবং আপনিই অংশদ্বারা জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপুত্র নর নারায়ণরূপ ঋষিদ্বয়মূর্ত্তি ধারণ করিয়া লোকগণকে নিস্তার করিতেছেন। এক্ষণে আপনি সমুদয় অবতারের বীজস্বরূপ পরিপূর্ণতম সনাতন কৃষ্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন। আপনি নিত্য এবং যশোদার জীবনস্বরূপ, নন্দের অদ্বিতীয় আনন্দবর্দ্ধনকারী, গোপিকাগণের প্রাণের অধিদেবতা ও রাধিকার প্রাণাধিক প্রিয়। হে দেব! আপনি শান্ত, অযোনিসম্ভব ও শ্রীমান্; আপনি দৈবকীর দুঃখনিবারক বসুদেবের পুত্ররূপে ভূভার হরণ করিতেছেন। আপনি কৃপানিধি, কৃপা করিয়া পূতনাকে মাতৃযোগ্যা গতি প্রদান করিয়াছেন এবং বক, কেশী, প্রলম্বাসুর ও আমারও মোক্ষকারক। হে রাধিকানাথ! আপনি প্রসন্ন হউন! আপনি স্বেচ্ছাময় গুণাতীত ও ভক্তগণের ভয়নিবারক; আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার মুক্তি বিধান করুন। হে নাথ! আমাকে গর্দ্দভযোনি হইতে মুক্ত করিয়া ভবার্ণব হইতে উদ্ধার করুন; আমি মূর্খ ও আপনার ভক্তের পুত্র; আমাকে উদ্ধার করা আপনার উচিত কার্য্য। সমুদয় বেদ, ব্রহ্মাদি দেবগণ ও মুনীন্দ্রগণও যাহাকে স্তব করিতে অক্ষম, সেই গুণাতীত পরমেশ্বরকে আমি কি প্রকারে স্তব করিব? কারণ আমি পূর্ব্বেও দৈত্য ছিলাম, এক্ষণেও গর্দ্দভরূপী। হে কৃপাসিন্ধো! এই বিধান করুন, আমার যেন আর জন্ম না হয়। আপনার পদারবিন্দ দর্শন করিয়া কোন্ ব্যক্তি পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে? মধুসূদন! ব্রহ্মা আপনার স্তব করিয়া থাকেন বলিয়া আমার স্তবে আপনি উপহাস করিতে পারেন না; কারণ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের যোগ্যে এবং অযোগ্যে কৃপা সমানই হইয়া থাকে। দৈত্যেন্দ্র এইরূপ স্তব করিয়া হরির সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রতি তুষ্ট হওয়ায় তাঁহার মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইল। যে ব্যক্তি প্রত্যহ ভক্তিপূর্ব্বক দৈত্যকৃত এই স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি অনায়াসে হরির সালোক্য সার্ষ্টি ও সামীপ্য লাভে সমর্থ হন; আর ইহকালে হরিভক্তি, অন্তে হরিদাস্য এবং বিদ্যা, প্রিয়া, সুকবিত্ব, পুত্র-পৌত্র ও যশ লাভ করিয়া থাকেন। ৪৩—৫৬। নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! করুণানিধি শ্রীকৃষ্ণ দৈত্যেন্দ্রের এইরূপ স্তব শ্রবণ করিয়া মনে করিলেন, কি প্রকারে ঈদৃশ ভক্তকে সংহার করিব? তখন স্বয়ং হরি তাহার সংহারের

নিমিত্ত চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, স্তবকারীর বধ যুক্তিসঙ্গত নহে; তবে কটূবাদী হইলে বিনাশ করা বিধি। অনন্তর সেই দানব, বিষ্ণুমায়ায় আত্মবিস্মৃত হইলে দুষ্টা সরস্বতী তাহার কণ্ঠদেশে অধিষ্ঠান করিলেন। হে মুনে! তৎক্ষণাৎ সেই মুমূর্ষু বৈরগ্রস্ত হতবুদ্ধি দৈত্য কোপহেতু প্রস্ফুরিতাধর হইয়া শ্রীহরিকে বলিতে লাগিল। দৈত্য বলিল, অরে দুর্ব্বুদ্ধি নরশিশো! নিশ্চয় তোর প্রাণত্যাগে বাসনা হইয়াছে; আজ আমি তোকে যমসদনে প্রেরণ করিব। রে শিশো! তুই কি জীবন প্রত্যাশায় আমার তালবনে আসিয়াছিস্? তুই পুনরায় আর গৃহে গমনপূর্ব্বক বান্ধবগণকে দেখিতে পাইবি না। কি কংস, কি জরাসন্ধ, কি নরকাসুর, আমার সমান কেহই নহে। ভূমণ্ডলে আমার তুল্য পরাক্রমশালী আর কে আছে? দেবগণও নিত্য আমার ভয়ে কম্পিত হয়। অধিক কি, সাক্ষাৎ সংহার-কর্ত্তা শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মৃত্যু ও কালও আমাকে সংহার করিতে সক্ষম নহেন। তুই আমার তালবন ভগ্ন ও ফল সকল পাতিত করিয়া সহসা কাহার বলে এরূপ অহঙ্কার করিতেছিস্? রে বটো! তুই কে সত্য বল্, তোর শরীর দেখিতে অতি কমনীয়, সুন্দর; কি জন্য দুর্লভ জীবন বিসর্জ্জন করিতে এস্থানে আসিয়াছিস্? ।৫৭—৬৬। সেই মরণোন্মুখ বলশালী দানব, এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মস্তকে উত্তোলনপূর্ব্বক ভ্রমণ করাইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। পরে ভূমিতে পাতিত করিয়া বিষাণদ্বারা আঘাত করিলে, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ স্পর্শমাত্র তাহার বিষাণদ্বয় ভগ্ন হইয়া গেল। হে মুনে! তখন সেই দৈত্য, ভগ্নবিষাণ হইয়া কোপভরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে চর্ব্বণ করিবার জন্য গ্রাস করিবামাত্র তাহার দন্ত সকল ভগ্ন হইল। সেই দৈত্য এইরূপে ভগ্নদন্ত এবং কৃষ্ণ-তেজে দগ্ধবক্ত্র হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উদ্গার করিল। তখন সেই মহাবলী দৈত্য, কোপভরে প্রজ্বলিত ও কম্পিত হইয়া মহী খনন করিতে লাগিল, এবং লাঙ্গুল ঘূর্ণন ও ভয়ানক চীৎকার করিয়া শিশুগণের নিকটে গমন করিলে, তাহারা ভয়ে পলায়ন করিল। পরে সে মস্তক দ্বারা বলদেবকে সঞ্চালিত করিল। অনন্তর বলদেব তাহাকে মুষ্টি প্রহার করিলে সেই অসুর মূর্চ্ছাপন্ন হইল। পরে সে ক্ষণকালমধ্যে চেতনা লাভ করিয়া হরিসন্নিধানে গমন করিলে, হরির বজ্রতুল্যমুষ্টিপ্রহারে ব্যথিত হইয়া পুনরায় মূর্চ্ছিত হইল এবং পুনর্ব্বার চেতনা লাভ করিয়া ব্যথিতচিত্তে উত্থিত হইয়া ভয়প্রযুক্ত মল-মূত্র ত্যাগ করিতে লাগিল। পরে সেই মহাবলপরাক্রান্ত দানব ক্ষণকালমধ্যে বল প্রাপ্ত হইয়া গোবিন্দকে মস্তকে উত্তোলনপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ ঘূর্ণিত করিয়া ভূমিতে পাতিত করিলে মাধব এক তালবৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক তাহার দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। কেশপ্রহারে মনুষ্যগণের যেরূপ ব্যথা বোধ হয়, সেই তালবৃক্ষাঘাতে দৈত্যের ও সেইরূপ বোধ হইল। ৬৭—৭৭। হে মহামুনে! তখন বিভু শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন উৎপাটনপূর্ব্বক আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন, পরে সেই শৈলরাজ অতিবেগে তাহার উপর পতিত হইবা মাত্র সেই মহাবল দানব মূর্চ্ছাপন্ন ও আকুলিতাঙ্গ হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল। পরে সেই বলিপুত্র ক্ষণকালমধ্যে চৈতন্য লাভ করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পর্ব্বতরাজকে গ্রহণ করত দূরে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর মহাবেগে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক হরিকে বেষ্টন করিয়া তীক্ষ্ণাগ্র খুরদ্বারা পৃথিবী ঘর্ষণ করিতে লাগিল। পরে সেই মনের ন্যায় গমনশীল মহাসুর, শ্রীহরিকে মস্তকে গ্রহণ করিয়া অতিবেগে অবলীলাক্রমে লক্ষযোজন ঊর্দ্ধে উৎপতিত হইল। অন্তরীক্ষে এক প্রহরকাল উভয়ের যুদ্ধ হইল। তৎপরে সেই দৈত্য শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করিয়া ধরণীতলে পতিত হইল এবং পুনর্ব্বার ভূতলে মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধ হইলে, হরি আনন্দে হাস্যপূর্ব্বক দানবেরশ্বরকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন দানবেন্দ্র! তোমারই জীবন ধন্য! বৎস! তুমি আমার ভক্ত বলিরাজের পুত্র, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি নির্ব্বাণমুক্তি লাভ কর। বৎস! আমার দর্শন মঙ্গলের বীজ ও নির্ব্বাণের কারণ; এজন্য তুমি এক্ষণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনোহর স্থান লাভ কর। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া উত্তম নিজ চক্রকে স্মরণ করিলেন। পরে স্মৃতিমাত্রে কোটিসূর্য্যসম দীপ্তিবিশিষ্ট সুদর্শন তথায় উপস্থিত হইলে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। ৭৮—৮৭। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই অত্যুজ্জ্বল ষোড়শারযুক্ত চক্র, ঘূর্ণিত করিয়া নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহাদ্বারা অনায়াসে দৈত্যবরের মস্তক ছেদন করিলেন। তখন মহাত্মা দানবের মস্তক ভূমিতে পতিত হইবামাত্র তাহা হইতে শতসূর্য্যসমপ্রভ তেজঃপুঞ্জ উত্থিত হইল। পরে সেই দানব-পুঙ্গব হরিধাম ও কৃষ্ণের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া পরমমোক্ষ প্রাপ্ত হইল। তখন গগনস্থ সমস্ত দেবগণ ও মুনিগণ পরমানন্দে পারিজাত-পুষ্পের বৃষ্টি করিতে লাগিলেন; স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি

হইল; অপ্সরাগণ নৃত্যারম্ভ করিল আর গন্ধর্ব্বনিকর গান করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই সময় মুনিগণ তাহার স্তব করিতে লাগিলেন, পরে সমুদয় দেবগণ ও মুনিগণ হর্ষ-বিহ্বল-চিত্তে স্তব করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। এদিকে বালকগণও ধেনুকাসুরের বধ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণনিকটে উপস্থিত হইল। অনন্তর বলিশ্রেষ্ঠ বলদেব পরমেশ্বরকে স্তব করিলেন এবং বালকগণ সকলে পরমানন্দে স্তব ও নৃত্য করিতে লাগিল। পরে সেই সকল বালকবৃন্দ, হৃষ্টচিত্তে কৃষ্ণ-বলরামকে উত্তম ফলসমূহ দান করিয়া অবশিষ্ট সমুদয় আপনারা ভোজন করিল। হে ব্রহ্মন্! হরি এই রূপে দানবেশ্বরকে নিহত করিয়া ভোজনপানান্তে বলদেব ও বালকগণের সহিত স্বালয়ে গমন করিলেন। ৮৮—৯৬।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, দয়াময়! বলিপুত্র কি শাপে গর্দ্দভত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল? এবং দুর্ব্বাসাই বা কোন্ দোষে দানবেশ্বরকে শাপ প্রদান করেন? হে নাথ! আর দানবাধিপ কোন্ পুণ্যবলে সহসা হরিপদে লীন হইয়া একত্ব মুক্তি লাভ করিল? হে মুনে! আপনি সকল বিষয়ের সন্দেহভঞ্জনকারী; অতএব এই সমুদয় বিস্তারপূর্ব্বক আমাকে বলুন; কি আশ্চর্য্য! কবির মুখে সমস্তবাক্যই পদে পদে নূতন বলিয়া বোধ হয়। নারায়ণ বলিলেন, বৎস! আমি পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি শ্রবণ কর। উহা পূর্ব্বে গন্ধমাদনপর্ব্বতে ধর্ম্মের মুখে আমার শ্রুত আছে। পাদ্মকল্পের ঐ বৃত্তান্ত, বিচিত্র সুমনোহর এবং নারায়ণকথাযুক্ত; উহা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে উত্তম পীযূষ বলিয়া বোধ হয়। যে কল্পের এই উত্তম কথা, সেই কল্পে তুমি, আকল্পজীবী সশ্রীক সুন্দর স্থির যৌবনযুক্ত পঞ্চাশৎকামিনীপতি শৃঙ্গারতৎপরে এবং ব্রহ্মার বরে সুকণ্ঠ গায়কশ্রেষ্ঠ উপবর্হণ নামে গন্ধর্ব্ব ছিল। তখন সেই সকল কামিনীগণ, কামবাণে পীড়িত হইয়া অনিমিষ নয়নে অনুক্ষণ তোমার সুন্দর মুখকমল দর্শন করিত। বিধাতা তোমাকে তাহাদিগের প্রাণের ন্যায় করিয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ আছে; সুতরাং দিবানিশি তাহারা তোমার সঙ্গিনী ছিল; তোমা ভিন্ন তাহারা জীবন ধারণে সমর্থ ছিল না। তাহারা তোমার সহিত কখন নির্জ্জন পুষ্পোদ্যানে, কখন বিজন মনোহর স্থানে, কখন শৈল-গহ্বরে, কখন নদী-কন্দরে, কখন রম্য কাননে ও কখন বা প্রাণিশূন্য শ্মশানপ্রদেশে ইচ্ছানুরূপ ক্রীড়া করিত। সেই সময়ে আবার তুমি দৈববিপাকে বিধাতার শাপে দাসীপুত্র হইয়া পরে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজনহেতু এক্ষণে অসংখ্যাকল্পজীবী, বৈষ্ণবপ্রবর, জ্ঞানদৃষ্টিদ্বারা সর্ব্বদর্শী এবং ধূর্জ্জটির প্রিয় শিষ্য ব্রহ্মপুত্ররূপে বিরাজ করিতেছ। মুনিবর! সেই কল্পের বৃত্তান্ত আমার নিকটে শ্রবণ কর, আমি সুধোপম দৈত্যবৃত্তান্ত বিস্তাররূপে বলিতেছি। ১—১৪। একদা সাহসিক নামে মহাবলশালী বলিরাজের পুত্র স্বীয় বলে সুরগণকে জয় করিয়া গন্ধমাদনপর্ব্বতে উপস্থিত হন। তিনি সেই স্থানে চন্দন-চর্চ্চিত-সর্ব্বাঙ্গ ও রত্নভূষণে ভূষিত এবং বহুতর-সৈন্যসমন্বিত হইয়া রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে রূপে সকল অপ্সরাগণের শ্রেষ্ঠা তিলোত্তমা নানাপ্রকার বেশবিন্যাসপূর্ব্বক সেই পথ দিয়া গমন করিতেছিল। তাহার বর্ণাভা সুন্দর, চম্পকসদৃশ, সর্ব্বাঙ্গ রত্ন-ভূষণে ভূষিত। সেই নবযৌবনান্বিতা কামিনী তখন কামবাণে পীড়িতা হইয়াছিল। সেই গজেন্দ্র-মন্দগামিনী বক্রভ্রূভঙ্গীকারিণীর পরিধান দিব্য বস্ত্র; তাহার প্রসন্ন মুখমণ্ডলে ঈষৎহাস্য প্রকাশ পাইতেছিল। সেই সময়ে সেই যুবা সাহসিক, দৈবাৎ বায়ুকর্ত্তৃক বস্ত্র পরিচালিত হওয়ায় সেই বিলাসিনীর স্তন, ঊরু ও মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। তখন তিলোত্তমাও সেই সুমনোহর, প্রফুল্লমাল্যশোভায় বিরাজিত, নবযৌবনসম্পন্ন, শারদীয় পূর্ণচন্দ্রতুল্য মুখমণ্ডল-যুক্ত সস্মিত বলিপুত্রকে দর্শনমাত্রে কামাধীনা হইয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিতে লাগিল। সেই কামুকী ক্রীড়ানিমিত্ত চন্দ্রলোকে গমন করিতেছিল; কিন্তু বলিপুত্রের সহিত শৃঙ্গার-প্রত্যাশায় কোনরূপ ছল করিয়া তথায় অবস্থিতা রহিল। তখন বিলাসিনী হাস্যসহকারে বক্রদৃষ্টিতে বারংবার তাঁহার মুখমণ্ডল দর্শন ও বারংবার বস্ত্রদ্বারা নিজ মুখ আচ্ছাদন করিতে লাগিল। ১৫—২৪। সেই কামমত্তার সর্ব্বাঙ্গ পুলকাঞ্চিত ও ঘর্ম্মযুক্ত হইল এবং যোনি ক্লিন্ন ও কণ্ডূয়নযুক্ত হইল। তখন সে বলিপুত্রের প্রতি আসক্তা হইয়া শশধরকে বিস্মৃত হইল। কি আশ্চর্য্য! এই ভূমণ্ডলে পুংশ্চলীদিগের দুর্জ্জেয় মন কেহই বিদিত হইতে সমর্থ নহেন। যে ব্যক্তি পুংশ্চলীকে বিশ্বাস করে, সে বিধিবিড়ম্বিত, স্বকুলের সহিত ধন ও যশ তাহার বিনষ্ট হয়। নূতন বাঞ্ছিত প্রাপ্ত হইলে

কুলটার আর পুরাতনে অভিরুচি হয় না; ফলতঃ তাহারা কেবল স্বকার্য্যসাধনে তৎপরা; তাহাদের প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নাই। দৈব পৈত্র কার্য্যে বা পুত্র বন্ধু বা স্বামীর প্রতিও তাহাদের আদর থাকে না; পুংশ্চলীগণের দারুণ চিত্ত কেবল শৃঙ্গার-কার্য্যেই সন্তুষ্ট হয়। পুংশ্চলী রমণীর রতিজ্ঞ পুরুষ প্রাণাপেক্ষা অধিক; সে তাহাকে অমৃতদৃষ্টিতে দর্শন করে; কিন্তু রতিবিষয়ে অনভিজ্ঞ পুরুষ রত্ন দান করিলেও তাহাকে বিষদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকে। সকলের স্থান আছে, কিন্তু পুংশ্চলীর কুত্রাপি স্থান নাই; পুংশ্চলী নরঘাতী হইতেও ভয়ঙ্কর। নিশ্চয় সকলেই কর্ম্মভোগান্তে নিষ্কৃতি লাভ করে; কিন্তু হে বিপ্রেন্দ্র! পুংশ্চলীদিগের চন্দ্র সূর্য্য থাকিতে নিষ্কৃতি নাই। অন্যান্য কামিনীগণের সামান্য কীট বিনাশ করিতেও যেরূপ দয়া হয় পুংশ্চলীগণের পুরাতন কান্তকে হনন করিতেও সেরূপ দয়া হয় না। পুংশ্চলী নূতন রতিজ্ঞ প্রাপ্ত হইলে পুরাতন কান্ত কে বিষতুল্য দর্শন করে এবং অবলীলাক্রমে কোন উপায়দ্বারা তাহাকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। পৃথিবীতে যাবতীয় পাপ আছে, এই ভারতবর্ষে এক পুংশ্চলীতে তৎসমুদায়ই দেখা যায়; সুতরাং পুংশ্চলী অপেক্ষা পাপিনী আর কেহই নাই। পুংশ্চলী অন্ন পাক করিলে তাহা সমুদয় পাপে মিশ্রিত হয়; সুতরাং তাহা এবং তাহাদের জল, দৈব বা পৈত্রকার্য্যে অব্যবহার্য্য। ২৫—৩৬। নিশ্চয় পুংশ্চলীগণের অন্ন বিষ্ঠাতুল্য ও জল মূত্রতুল্য, তাহা দেবতা ও পিতৃগণকে দান করিলে নরকগামী হইতে হয়; এবং সে শতবর্ষ পর্য্যন্ত ঘোরান্ধকারময় সুদারুণ কালসূত্রনরকে দিবানিশি কৃমিনিকরের দংশনে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে, যদি কেহ দৈববশতও পুংশ্চলীর অন্ন ভোজন করে তাহা হইলে নিশ্চয় সেই নরাধমের সপ্তজন্মার্জ্জিত পুণ্য নষ্ট হয় এবং উভয় লোকেই তাহার আয়ু, শ্রী ও যশ বিনষ্ট হয়। এজন্য সর্ব্বতোভাবে কলত্র ও পাকপাত্রকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। পুংশ্চলী দর্শন হইলে নিশ্চয় পুণ্যক্ষয় ও যাত্রা অসিদ্ধ হয় এবং তাহাকে স্পর্শ করিলে মহাপাতক হইয়া থাকে; তীর্থস্নান করিলে তবে শুদ্ধ হইতে পারে। ভারতক্ষেত্রে পুংশ্চলীগণের জীবন বৃথা, কারণ তাহারা স্নান, দান, ব্রত, জপ ও দেবপূজাদি—যাহাই করে, সমস্তই নিষ্ফল হয়। হে নারদ! প্রসঙ্গক্রমে দুর্জ্ঞেয় কুলটাখ্যান কথিত হইল, এক্ষণে সেই উভয়ের সংবাদরূপ প্রকৃত বিষয় শ্রবণ কর। অনন্তর বলিপুত্র পুনরায় চেতনা লাভ করিয়া সেই কুলটা তিলোত্তমাকে দর্শনপূর্ব্বক কামাতুর ও প্রমত্ত হইয়া তাহার সন্নিধানে গমন করিলেন। তখন সে লজ্জাবশতঃ আন্তরীণ আনন্দের সহিত বস্ত্রদ্বারা মুখমণ্ডল আবরণ করিল এবং বারংবার তাঁহাকে বস্ত্রের অন্তরাল হইতে কুটিল নয়নে দৃষ্টি করিতে লাগিল। পরে বলিপুত্র তাহাকে বলিতে লাগিলেন, কল্যাণি! তুমি কে? কাহারই বা কান্তা? কামিনি! তুমি স্বয়ং কোথায় যাইতেছ? সুভ্রু! এমন মনোহর অথচ কল্পান্ত তপস্যায় পূত পুণ্যবান্ ব্যক্তি কে যে, তুমি স্বয়ং তাহাকে উপভোগ করিতে গমন করিতেছ? সুন্দরি! তুমি যাহার নিকটেই গমন কর, এক্ষণে আমাকে ভৃত্যরূপে গ্রহণ করা তোমার কর্ত্তব্য। হে কামুকি! রতিরূপ পণ্যদ্বারা এই রতিলোলুপ ভৃত্যকে ক্রয় কর; নিশ্চয় তুমিও শৃঙ্গারলোলুপা, অতএব আমার সহিত শৃঙ্গারে প্রবৃত্তা হও। হে প্রিয়ে! তোমার সহিত আমার মিলন, বিধাতাই স্থির করিয়াছেন; অতএব তাঁহার নিরূপিত বিষয় কে নিবারণ করিবে? ৩৭—৪৯। হে সুন্দরি! একবার সহাস্যবদনে অমৃতকল্প বাক্য প্রয়োগ কর এবং এই নির্জ্জন প্রদেশে শীঘ্র আমাকে ভুজলতারূপ পাশদ্বারা বন্ধন কর। হে কল্যাণি। কনকসন্নিভ স্বীয় উরুরূপ আসন আমাকে দান কর। কামিনি যাত্রাযোগ্য স্তনমণ্ডল সকল দর্শন করাইয়া কটাক্ষরূপ তীক্ষ্ণাস্ত্রে আমাকে জর্জ্জরিত করিতে থাক। প্রিয়ে! কামরূপ সর্প আমাকে দংশন করিয়াছে, এজন্য পাদস্পর্শে নীরোগ কর; আমি অতিশয় ক্লিষ্ট, আমাকে স্বাদু অধরোষ্ঠামৃত দান কর। হে সুন্দরি! পক্বদাড়িম্ববীজতুল্য সুন্দর দন্তপঙ্ক্তি আমাকে দর্শন করাও। আমি তোমার গভীর নাভি ও ত্রিবলী দর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি; নীবীমোক্ষণপূর্ব্বক তোমার মুনিমানসমোহিনী সুন্দর শ্রোণি দর্শনে আমার নিরন্তর বাসনা বর্দ্ধিত হইতেছে। তুমি একবার আমাকে শারদীয়মধ্যাহ্নপদ্মের প্রভাপহারী লোচনদ্বয় এবং শারদীয় পূর্ণচন্দ্রতুল্য প্রসন্ন মুখমণ্ডল দর্শন করাও। অনন্তর সেই স্মরাতুরা কামিনী, সাহসিকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ ও তাঁহাকে কামবাণে পীড়িত দর্শন করিয়া মান ত্যাগপূর্ব্বক বলিতে লাগিল;—নাথ! আপনার ন্যায় পতি কামিনীগণের প্রার্থনীয়, আপনি বলিরাজের পুত্র, ধর্ম্মিষ্ঠ, রূপবান্, গুণবান্, যুবা, শৃঙ্গারনিপুণ, শান্ত এবং কামশাস্ত্রবিশারদ। আপনার ন্যায় স্বভাব-সুন্দর সুবেশ পুরুষ—স্ত্রীগণের সর্ব্বদা মনোনীত হয়। কামিনীগণ—সুবেশ, সুন্দর, শান্ত, কমনীয়, দান্ত, অরোগী, শৃঙ্গারজ্ঞ, গুণজ্ঞ,

যুবা, রসিক, পবিত্র, স্ত্রীগণের মনোজ্ঞ, দয়ালু, বলিষ্ঠ, সাধু, ক্ষমতাশালী ও অনুরক্ত পুরুষকেই পতি করিতে ইচ্ছা করে। হে কান্ত! আপনাতে এই সমস্ত গুণই বর্ত্তমান; অতএব যে কামিনীরা, আপনাকে বাঞ্ছা না করে, তাহারা নিশ্চয় অবিজ্ঞা, এজন্য বঞ্চিতা। নাথ! আমি চন্দ্রগৃহ হইতে সমাগত হইয়া আপনার সন্তোষ সাধন করিব। আমি চন্দ্রের নিমিত্তই বেশ রচনাপূর্ব্বক গমন করিতেছি, এজন্য আজ আমি তাঁহারই কামিনী; ইহা আমাদিগের ধর্ম্ম। যে রমণী চন্দ্রকর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা না হইয়াছে, তাহারা মূঢ়া বলিয়া কীর্ত্তিতা; নিশ্চয় তাহারা পুরুষরসে বঞ্চিতা হইয়া মাতৃগর্ভেই অবস্থিতা থাকে। ফলতঃ স্বর্বৈদ্য, মদন, চন্দ্র, ইন্দ্র ও নলকূবর যে সকল কামিনীকে আলিঙ্গন না করিয়াছেন, তাহারা রতিকর্ম্মে বঞ্চিতা। আমার চিত্ত দিবানিশি তাঁহাদিগেরই ক্রীড়া চিন্তা করিয়া থাকে, বিশেষ আবার সকলের মধ্যে কামদেবই রতি-কার্য্যে নিপুণ। কিন্তু চন্দ্রের আলিঙ্গন এবং শৃঙ্গার অমৃতাপেক্ষা অধিক মনোজ্ঞ; আজ তাঁহারই রতি-দিন, এজন্য আমার মন তাঁহাতেই আসক্ত রহিয়াছে। ৫০—৬৬। অনন্তর বলিনন্দন, তিলো-ত্তমার এইরূপ বাক্য শ্রবণে হাস্যপূর্ব্বক পুলকাঙ্কিত ও কামাতুর হইয়া সেই নির্জ্জন স্থানে তাহাকে বলিতে লাগিলেন, তিলোত্তমে! ব্রহ্মা পরম কৌতুকে তোমায় নির্ম্মাণ করিয়াছেন; রসিকেশ্বরি! তুমি অপ্সরাগণের মধ্যে চতুরা। বিধাতা সুন্দ ও উপ-সুন্দের নাশের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রযত্নে তোমাকে সকল গুণের আধার করিয়াছেন। হে সর্ব্বজ্ঞে! তুমি সুরতকার্য্যে অভিজ্ঞা; অতএব সমস্তই তোমার পরিজ্ঞাত; এক্ষণে মানসিক ভাব আমার নিকটে প্রকাশ কর, আমি কৌতুকবশতঃ তাহা শ্রবণ করিতে বাসনা করি। বরাননে! তোমাদিগের অতিশয় প্রিয় কে? এবং স্বভাবই বা কি প্রকার? হে সুন্দরি! ইহা অকথ্য ও গোপনীয় হইলেও আমার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। সুন্দরি! সমুদয় গন্ধর্ব্ব দেবতা ও পুণ্যবান্ রাজগণের তুমি ত প্রাণতুল্যা; কিন্তু বল দেখি, তাঁহাদিগের মধ্যে তোমার পরম প্রিয় কে? তখন সেই তিলোত্তমা সাহসিকের বাক্য শ্রবণে হাস্য-পূর্ব্বক বঙ্কিমনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া বস্ত্রদ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিল। পরে, পণ্ডিতগণেরও অপরিজ্ঞেয়, অতি গোপনীয়, অবক্তব্য, সত্য মানসিক ভাব বলিতে লাগিল;—অসুরেন্দ্র! পুংশ্চলীগণের মনের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর, হে কান্ত! পণ্ডিতগণ বেদ-বেদান্তশাস্ত্রেরও অন্ত জানিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারাও দিক্, আকাশ ও যোষিদ্গণের অন্ত পান না। বৃদ্ধ রত্নপ্রদ হইলেও যোষিদ্গণের বিষ হইতেও অপ্রিয় এবং যুবা যদি সর্ব্বস্বহারা হয়, তথাপি প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয়। সুন্দর যুবক দর্শন করিলে পুংশ্চলী উন্মত্তা হয়; বিশেষ ঐ যুবক সুবেশধারী হইলে আর চৈতন্য থাকে না। ৬৭—৭৭। সেই পুংশ্চলী, তখন অনিমেষনয়নে তাহাকে দর্শন করিতে থাকে, এবং তাহার যোনি ক্লিন্ন ও কণ্ডূয়নযুক্ত হয়; আর মন অস্থির ও সর্ব্বাঙ্গ কম্পান্বিত হইয়া থাকে এবং শরীর জড়ীভূত ও মদনানলে দগ্ধ হইতে থাকে। নির্জ্জন স্থানে তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার সহিত যদি স্পষ্টরূপে আলাপ করিতে পারে, তাহা হইলে তখন বারংবার তাহার প্রতি কটাক্ষপাতের সহিত মুখমণ্ডল দর্শন করাইয়া থাকে। পরে যদি তাহাতে সেই যুব-ককে জিতেন্দ্রিয়তানিবন্ধন বশ করিতে অশক্ত হয়, তাহা হইলে তখন নিজ অঙ্গ দেখাইয়া মনের কথা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করে। আর নায়ক দুঃসাধ্য হইলে পুংশ্চলী আজীবন দুঃখ ভোগ করে; কিন্তু তাহার তুল্য বা ততোধিক গুণশালী অন্য নায়ক প্রাপ্ত হইলে তাহাকে বিস্মৃত হয়। পৃথিবীতলে পুংশ্চলীগণের প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নাই, কেবল যখন যে শৃঙ্গার-নিপুণ হয়, সে-ই তখন তাহার প্রাণাধিক প্রিয় হইয়া থাকে। পুংশ্চলী রমণী গুণশালী নূতন নায়ক প্রাপ্ত হইলে, পূর্ব্ব উপপতি, পতি, পুত্র ভ্রাতা এবং পিতা-মাতা প্রভৃতি সকলকেই অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারে। কুলটা সুরতি ভিন্ন কি দান কি পুণ্য, কি সত্য, কি স্তব বা কি উপকার কিছুতেই প্রীতা বা বশীভূতা, হয় না। কুলটা রমণীগণ নিত্য দিবানিশি শয়ন, ভোজন, স্বপ্ন ও জ্ঞানাবস্থায় কেবল সুপুরুষের আলিঙ্গনই স্মরণ করিয়া থাকে। দারুণ পুংশ্চলা-জাতি, শৃঙ্গারনিপুণ পুরুষের ধ্যানসাধ্য; তাহারা কেবল নব নব নায়ককেই প্রার্থনা করে। রাজন্! এই ত আমি সমুদয় কুলটাগণের চরিত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অকথ্য গোপনীয় আমার মনের কথা শ্রবণ কর। গন্ধর্ব্ব বা উরগগণের মধ্যে কামশাস্ত্রবিশারদ ও রতিশূর কোন যুবকই আমার বিশিষ্ট প্রিয় নাই; শশধরের প্রতি অনেকটা প্রেম আছে। কিন্তু তদপেক্ষা কামই আমার অতিশয় প্রিয়, কামের তুল্য প্রিয় আমার আর হয়ও নাই এবং হইবেও না; অধিক কি তাহার স্মরণমাত্রে আমার চিত্ত আর্দ্র হয়। ৭৮—৯১। মহারাজ! এই ত আপ-

নার ও যোষিদ্গণের চরিত্র সকল প্রকাশ করিলাম, এক্ষণে অনুমতি করুন, চন্দ্রসন্নিধানে গমন করি। হে দৈত্যেন্দ্র! নিশ্চয় আমি চন্দ্রের নিকট হইতে আগমন করিয়া আপনার সন্তোষ সাধন করিব। তখন বলিপুত্র তাহার এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া উচ্চ হাস্য করিলেন, এবং স্মরাতুরা তিলোত্তমাও বারংবার তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাতপূর্ব্বক ঈষৎহাস্য করিতে লাগিল। পরে সেই সুর-ললনা ছলক্রমে চারু চম্পকবর্ণাভ পীনোন্নত বর্ত্তুল ও কঠিন স্তনযুগল, রম্ভাস্তম্ভ-বিনিন্দিত সুকঠিন রম্য শ্রোণিমণ্ডল এবং সকটাক্ষ সস্মিত মুখকমল ও পুলকাঙ্কিত কপোলদেশ দর্শন করাইল, এবং নির্জ্জন স্থানলাভে কামবাণে হতজ্ঞান ও পুলকাঙ্কিত-সর্ব্বাঙ্গী হইয়া লোচনদ্বয়ে নিরন্তর বলিপুত্রের মুখমণ্ডল দর্শন করিতে লাগিল। তখন সে বারংবার বলিতনয়ের রূপ ও বেশ দর্শন করিয়া কামভাবে পুনঃপুনঃ সূক্ষ্মবস্ত্রে নিজমুখ আবরণ করিল। অনন্তর কামী সুপ্রজ্ঞ বলিনন্দন, সেই কামিনীকে অতিশয় কামার্ত্তা দেখিয়া তাহার মনোভাব বিদিত হইবার জন্য ঔৎসুক্যবশতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি পঙ্কজলোচনে! সত্য বল, এক্ষণে কি করিবে? আমি বহুক্ষণ এস্থলে থাকিতে অক্ষম; কারণ কার্য্যান্তরহেতু গমন করিতে হইবে। প্রিয়ে! কামিনীগণের প্রতি বলাৎকার ধর্ম্মশীলের কর্ত্তব্য নহে, বিশেষ জ্ঞানীর পক্ষে ইহা নিতান্ত অকর্ত্তব্য এবং আমাদিগের কুল-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। হে শুভে! এই রতিশূরের নিকট আগমনপূর্ব্বক শৃঙ্গারসুখ দান কর। অথবা কোন্ পুরুষ, বহুগামিনী পুংশ্চলীকে বশীভূত করিতে সক্ষম? দৈত্যেন্দ্রের এইরূপ কঠোর বাক্য শ্রবণে তাহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গেল; অনন্তর কামবশে মানত্যাগপূর্ব্বক মনে মনে আপনাকে নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিল, হে কান্ত! কি জন্য এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলেন? এবং কি কারণে কোপযুক্ত হইলেন? আপনি আমার প্রাণাধিক প্রিয়, এক্ষণে আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুন। আপনাকে বিমুখ করিয়া যদি চন্দ্রের নিকটে গমন করি, তবে নিশ্চয় আপনার অভিশাপে গমনমাত্রে বিঘ্ন হইবে। নাথ! এক্ষণে যথেচ্ছ বিহার করুন, স্বয়ং হরি আপনার মঙ্গল করিবেন, যে জন, স্ত্রীলোকের মান রক্ষা করেন, হরির কৃপায় তাঁহার প্রতিপদে শুভ হয়। আর যে পুরুষাধম, স্ত্রীকে অবমানপূর্ব্বক গমন করে, সতী পার্ব্বতী, সেই মূঢ়ের পদে পদে অশুভ বিধান করিয়া থাকেন। কামশাস্ত্রাভিজ্ঞ সুধী বলিনন্দন, তিলোত্তমার বাক্য শ্রবণে মনোভাব বিদিত হইয়া হাস্য করিলেন। পরে সেই কামশাস্ত্রবিশারদ, ভাবজ্ঞ, বলিকুমার—ভাবজ্ঞানান্তে কর ধারণপূর্ব্বক গাঢ়ালিঙ্গন ও মুখপঙ্কজ চুম্বন করিলেন। অনন্তর তাহার সহিত গন্ধমাদনের গহ্বরে গমনপূর্ব্বক প্রাণিশূন্য স্থান দর্শন করিলেন। তখন সেই স্থানে রত্নপ্রদীপ ও সুমনোহর ধূপ সংস্থাপিত করিয়া রতি-যোগ্য শয্যারচনান্তে সেই বিলাসিনীর সহিত শয়ন করিলেন। পরে কামমোহিত হইয়া নানাপ্রকার শৃঙ্গার করিলে তিলোত্তমা তাঁহাকে কামাপেক্ষা বিচক্ষণ মনে করিল। অনন্তর সেই রসিকেশ্বরী, বিপরীতরতিলাভে পরম সন্তুষ্টা হইল, এবং নবসঙ্গমে মূর্চ্ছিতা হইয়া কখন্ দিন, কখন্ রাত্রি, তাহা বোধ করিতে পারিল না। তৎকালে তিলোত্তমা প্রাণেশ্বর বলিপুত্রকে বক্ষঃস্থলে স্তনদ্বয়ের মধ্যে ধারণ করিয়া কামভাবে বলিতে লাগিল, হে কান্ত! আবার আমি কবে তোমার মনোহর মুখচন্দ্র দেখিব? পুনরায় কবে আমার এইরূপ শুভদিন হইবে। ১৯২—২১৪। অয়ি দানবনাথ! আপনার কি আশ্চর্য্য রূপ ও গুণ; নিশ্চয় আপনার তুল্য শৃঙ্গারনিপুণ কেহই নাই। নাথ! পুরুষজাতি ষট্পদতুল্য, সুতরাং আপনি কালে আমাকে বিস্মৃত হইবেন; কিন্তু রমণীগণের চিত্তে সৎপুরুষের আলিঙ্গন যাবজ্জীবন দেদীপ্যমান থাকে। পুণ্যবান্ ব্যক্তির পুণ্যবলে শুভদিনে সৎসঙ্গম হয়; সেই সজ্জনের বিচ্ছেদ, দুঃখের হেতু; অধিক কি মরণ অপেক্ষা অতিরিক্ত। সুখময় সৎসঙ্গম, অমৃত-ভোজন ও স্বর্গবাস অপেক্ষা সুদুর্ল্লভ কিন্তু অসৎসঙ্গ, বিষ হইতে অধিক ভয়ঙ্কর। মহারাজ! ক্ষণকাল অবস্থানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার আলিঙ্গন করুন, আপনার সহিত আমার মনঃপ্রাণ গমন করিবে। সেই কুলটা এই বলিয়া দানবনাথকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক পুনঃসঙ্গমসুখে পুলকাঙ্কিতা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইল। যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি ঘৃতলাভে সমধিক বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ দৈত্যেশ্বরও কুলটার আলিঙ্গন ও আলাপে অতিশয় কামী হইলেন। হে মুনে! তখন দৈত্যরাজ, পুনরায় অষ্টবিধ শৃঙ্গার ও যথাস্থানে যথোচিত নববিধ চুম্বন করিলেন এবং পুনর্ব্বার নখ-দন্ত ও করদ্বারা বিবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিলে, কিঙ্কিণী ও কঙ্কণের প্রখর শব্দ হইতে লাগিল। তখন সেই শব্দে মুনিবর দুর্ব্বাসার ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি বল্মীকে আচ্ছাদিত ছিলেন বলিয়া কেহই তাঁহাকে দর্শন করেন নাই। মুনিবর, সেই গন্ধমাদনগহ্বরে যোগাসন করিয়া পরমাত্মা

শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ ধ্যান করিতেছিলেন। সেই কামাত্মা সাহসিক ও তিলোত্তমা, কামে হতচেতন হওয়ায় কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না, এজন্য মহামুনি সমীপস্থ থাকিলেও তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত হয় নাই। ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত মুনিবর সহসা চেতনা প্রাপ্ত হইয়া নেত্রদ্বয় উন্মীলনপূর্ব্বক সম্মুখে উভয়কে দেখিতে পাইলেন। তখন অতি তেজস্বী রুদ্রাংশ-সম্ভূত ভগবান্ বিভু দুর্ব্বাসা, উভয়কেই দিবারাত্রি জ্ঞানে অসমর্থ পরস্পরাশ্লিষ্ট কামমোহিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি ধ্যানপ্রাপ্ত শ্রীহরির চরণকমলের বিচ্ছেদহেতু উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া, রক্ত-পঙ্কজের ন্যায় আরক্তনয়নে বিহারান্তে তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, অরে গর্দ্দভসম নির্লজ্জ পুরুষাধম! গাত্রোত্থান কর্, তুই ভক্তপ্রধান বলিরাজের পশুতুল্য কুপুত্র। দেবতা, মানব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব বা রাক্ষস, সকলেই স্বজাতিনিকটে সর্ব্বদা লজ্জা করিয়া থাকে; কেবল এক পশুজাতিরই তাহা নাই। আবার সেই পশুর মধ্যে খরজাতি-ই বিশেষ জ্ঞানলজ্জাবিহীন; অতএব দানবশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে খরযোনি প্রাপ্ত হও। তিলোত্তমে! উত্থিত হ, লজ্জাহীনে! পুংশ্চলি! তোর দৈত্যের উপর যখন এরূপ অনুরাগ তখন, দানবযোনি প্রাপ্ত হ। ১১৫—১৩৪। ক্রোধে প্রজ্বলিত মুনিবর এইরূপ বলিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলে, সাহসিক ও তিলোত্তমা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভীত ও লজ্জিত হইয়া মুনিকে স্তব করিতে লাগিলেন। সাহসিক বলিলেন, দয়াময়! আপনি ব্রহ্মা, আপনি বিষ্ণু ও আপনিই সাক্ষাৎ মহেশ্বর; আপনি হুতাশন এবং সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী সূর্য্যদেবও আপনি। হে ভগবন্! অপরাধ ক্ষমা করুন, কৃপানিধে! অধমের প্রতি কৃপা করুন, যে প্রভু, নিরন্তর মূঢ় ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করেন, তিনিই সাধু। মুনে! দৈত্যেন্দ্র এই বলিয়া দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক মুনিবরের চরণাম্বুজে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তিলোত্তমা বলিল, হে নাথ! করুণাসিন্ধো! দীনবন্ধো! আমার প্রতি কৃপা করুন, বিধাতাই সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহারই সৃষ্ট স্ত্রীজাতি অতি মূঢ়। তাহার মধ্যে কুলটা আবার অতিশয় মত্তা ও নিরন্তর কামাতুরা; হে বিভো! আপনি ত বিদিত আছেন, কামুকের লজ্জা, ভয় বা চৈতন্য কিছুই থাকে না। তিলোত্তমা এইরূপ বলিয়া রোদনপূর্ব্বক মুনিবরের শরণাপন্না হইল। ইহা প্রসিদ্ধই আছে; বিপত্তিব্যতীত এই ভূমণ্ডলে কাহারই জ্ঞানোদয় হয় না। মুনে! তাহাদিগের কাতরতা দেখিয়া মুনিবরের করুণা উপস্থিত হইল; তখন তিনি তাহাদিগকে অভয়দানপূর্ব্বক বলিলেন,—দানবনাথ! দৈববশতই জীবগণের অভিশাপ বা প্রসাদ লাভ হইয়া থাকে এবং সৎকীর্ত্তি বা অপকীর্ত্তি নিশ্চয় পূর্ব্বকর্ম্মফলে উৎপন্ন হয়। বৎস! তুমি বিষ্ণুভক্ত বলির পুত্র ও সদ্বংশজাত, এবং তুমি যে জনক অপেক্ষা অধিক বিষ্ণুভক্ত, তাহা আমি নিশ্চয়রূপে জানিলাম। নিশ্চয় জনকের স্বভাব জন্তেও বিদ্যমান থাকে, কালীয়বংশমস্তকে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন তাহার উদাহরণ। বৎস! তুমি গর্দ্দভীযোনিপ্রাপ্তে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিবে। পূর্ব্বকৃত কৃষ্ণার্চ্চনফল অনন্তকালেও বিলুপ্ত হইবার নহে। এক্ষণে শীঘ্র ব্রজের নিকটবর্ত্তী বৃন্দারণ্যের তালবনে গমন কর; পরে নিশ্চয় হরিচক্রে প্রাণত্যাগ করিয়া মুক্তি লাভ করিবে। তিলোত্তমে! তুমি ভারতে বাণরাজের কন্যা হইয়া পরে শ্রীকৃষ্ণপৌত্রের আলিঙ্গনলাভের পর পুনরায় এস্থানে আগমন করিবে। হে মহামুনে! মুনিবর দুর্ব্বাসা এই বলিয়া বিরত হইলে, তাহারাও মুনিপুঙ্গবকে প্রণাম করিয়া যথাস্থানে গমন করিল। নারদ! এই আমি দৈত্যরাজের খরজন্মের সমুদয় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম। পরে সেই তিলোত্তমা উষানাম্নী বাণপুত্রী হইয়া অনিরুদ্ধের কামিনী হন। ১৩৫—১৫০।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, নারদ! এক্ষণে দুর্ব্বাসা মুনি ঊর্দ্ধরেতা হইলেও যে কারণে তাঁহার দারসংযোগ ঘটিয়াছিল, সেই অদ্ভুত নিগূঢ় বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। মুনিবর, তাহাদিগের শৃঙ্গার দর্শন করিয়া কামাসক্ত হইয়াছিলেন, কারণ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরও অসৎসংসর্গবশতঃ সাংসার্গিক দোষ উপস্থিত হয়। সহসা সেই মুনিবরের হৃদয়ে সুরতস্পৃহা উপস্থিত হইলে তিনি কামাতুর হইয়া তপস্যা ত্যাগপূর্ব্বক কামিনীচিন্তা করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে মুনীশ্বর ঔর্ব্ব, সংপতিপ্রার্থিনী কন্যার সহিত সেই পথে গমন করিতেছিলেন। ঐ ঊর্দ্ধরেতা যোগীন্দ্র, পূর্ব্বকল্পে তপস্যাকারী ব্রহ্মার উরু হইতে উৎপন্ন বলিয়া ঔর্ব্ব নামে বিখ্যাত এবং ঐ কন্যা ঔর্ব্বের জানুভবা ও কন্দলী নামে বিখ্যাতা। তিনি দুর্ব্বাসাকে প্রার্থনা করেন; অন্য কাহাকেই রুচি করেন না। অনন্তর জলদগ্নিশিখোপম সেই মুনিবর কন্যার সহিত প্রসন্ন

চিত্তে দুর্ব্বাসা মুনির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন মুনীন্দ্র দুর্ব্বাসা, সেই মুনীন্দ্র ঔর্ব্বকে সম্মুখে দর্শন করিয়া, সসম্ভ্রমে অতিবেগে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে প্রণাম করিলেন। পরে ঔর্ব্বও দুর্ব্বাসাকে প্রণাম ও আলিঙ্গন করিয়া সহর্ষে তাঁহাকে কন্যার অভিলষিতাদি সমুদয় বলিতে লাগিলেন। ঔর্ব্ব বলিলেন, আমার এই মনোহরা প্রৌঢ়া কন্যা কন্দলী নামে বিখ্যাতা; ইনি বাচিক-মুখে আপনার রূপগুণাদি শ্রবণ করিয়া আপনাতেই অনুরক্তা হইয়াছেন। এই কন্যা অযোনিসম্ভবা এবং সর্ব্বপ্রকার রূপ ও গুণের আধার; অধিক কি ইনি ত্রৈলোক্যকেও মোহিত করিতে সক্ষম; কেবল একমাত্র দোষ এই যে, অতিশয় কলহপ্রিয়া; সুতরাং ক্রোধ উপস্থিত হইলে কটূবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহা বলিয়া নানাগুণযুক্ত দ্রব্য এক দোষে পরিত্যাজ্য হইতে পারে না। মুনিবর দুর্ব্বাসা, ঔর্ব্বের বাক্য শ্রবণে হর্ষশোকান্বিত হইয়া রূপ গুণবতী সম্মুখবর্ত্তিনী সেই কন্যাকে দর্শন করিলেন; তাঁহার ঈষৎ-হাস্যসমন্বিত প্রসন্ন মুখমণ্ডল, শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়; লোচনদ্বয় শরৎপঙ্কজতুল্য এবং শ্রোণী ও পয়োধর অতি বিস্তৃত। বহ্নির ন্যায় শুদ্ধ-বসনধারিণী রত্নালঙ্কারভূষিতা নবীন-যৌবনা সেই কন্যা, তৎকালে দুর্ব্বাসাকে বঙ্কিম নয়নে দেখিতেছিলেন। ১—১৫। মুনিবর দুর্ব্বাসা তাহাকে দেখিবামাত্র কামবাণে পীড়িত হইয়া মোহিত হইলেন; পরে দুঃখিত হৃদয়ে মুনিবরকে বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্! ত্রিভুবনে নারীরূপ নিরন্তর মুক্তিমার্গের বিরোধক, তপস্যার প্রতিবন্ধক ও মোহের কারণ; সংসাররূপ কারাগৃহে রমণীই দুর্ব্বহ নিগড়স্বরূপ; মহাত্মা শঙ্করাদিও জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা উহাকে ছেদন করিতে অশক্ত; মহাত্মন্! উহা ছায়া হইতে অধিক সঙ্গী এবং কর্ম্মভোগ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়াধার দেহ, বিদ্যা ও মতি হইতে গুরুতর সঙ্গী; কারণ ছায়া দেহপর্য্যন্তসঙ্গিনী এবং ভোগ ভোগান্ত পর্য্যন্ত, দেহেন্দ্রিয় জীবান্ত পর্য্যন্ত, বিদ্যা অনুশীলন পর্য্যন্ত ও মতি অবশীলন পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে; কিন্তু সু স্ত্রী প্রতিজন্মেই সঙ্গিনী হয় এবং প্রাণী যাবৎকাল সস্ত্রীক থাকে, তাবৎকাল কিছুতেই তাহার জন্মের খণ্ডন হয় না; আর জীবের যাবৎ জন্ম তাবৎ শুভাশুভ কর্ম্মের ভোগ হইয়া থাকে। এজন্য হে মুনীন্দ্র! হরিপাদপদ্ম-সেবাই সকলের শ্রেষ্ঠ। আমি জানি না, কোন্ পূর্ব্বজন্মজ কর্ম্মদোষে হরির চরণারবিন্দ ধ্যানকালে আমার বিঘ্ন হইল। পুংশ্চলীর সহিত দৈত্যের শৃঙ্গার দর্শনে আমার মন কামাসক্ত হইবামাত্র বিধাতাও তাহার ফল দান করিলেন। মুনে! সে যাহাই হউক, কিন্তু আপনার কন্যার আমি শত কটূবাক্য ক্ষমা করিয়া পরে পুনরায় তাহা শ্রবণ করিলে, তাহার সমুচিত ফল প্রদান করিব। কারণ, স্ত্রীকটূক্তিসহিষ্ণুতা, সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয়; এই ভুবনত্রয়ে স্ত্রীজিত ব্যক্তি, সাধুগণের নিকটে অতিশয় নিন্দাভাজন হইয়া থাকে। এক্ষণে আপনার আজ্ঞা শিরোধারণপূর্ব্বক আপনার কন্যাকে গ্রহণ করিব; কারণ মানব উপস্থিত কামিনীকে পরিত্যাগ করিলে কালসূত্রে গমন করে। যদি কোন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি, কামবশত, নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত পুংশ্চলীকেও ধর্ম্মভয়ে পরিত্যাগ করেন, তবে তাঁহাকে অধর্ম্মে লিপ্ত হইয়া নরকে গমন করিতে হয়। হে মুনে! দুর্ব্বাসা মুনিসমক্ষে এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে পর মুনিবর ঔর্ব্ব, বেদবিধানানুসারে তাঁহাকে কন্যা দান করিলেন। তখন দুর্ব্বাসা স্বস্তি বলিয়া গ্রহণ করিলে ঔর্ব্ব তাঁহাকে যৌতুক দানপূর্ব্বক মোহবশতঃ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই মুনিবর ঔর্ব্ব নিজ কন্যার বিরহচিন্তায় ক্লিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। কি আশ্চর্য্য! আপত্যবিচ্ছেদ দুঃখরাশি, জ্ঞানী পুরুষকেও আক্রমণ করিয়া থাকে। ১৬—৩১। পরে ঔর্ব্ব, ক্ষণকালমধ্যে চৈতন্য লাভ করিয়া পিতৃবিচ্ছেদদুঃখে মূর্চ্ছিতা রোরুদ্যমানা শোকাকুলা কন্যাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ঔর্ব্ব বলিলেন, বৎসে! আমি তোমাকে যে পরিণামসুখপ্রদ বেদসম্মত সত্য হিতজনক সুদুর্লভ নীতিবাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। বৎসে! নিজ স্বামীই ইহকালের ও পরকালের পরমবন্ধু; কুলস্ত্রীগণের কান্ত অপেক্ষা প্রিয় ও পরম গুরু কেহই নাই। দেবপূজা, ব্রত, দান, তপস্যা, অনশন, জপ, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষা, পৃথিবীপ্রদক্ষিণ এবং ব্রাহ্মণ ও অতিথিসেবা এই সমস্ত কার্য্যই পতিসেবার ষোড়শ ভাগেরও যোগ্য নহে। পতিভক্তা রমণীর এই সকল কার্য্যে কিছুই প্রয়োজন করে না এবং অভক্তারও এই সমস্ত নিষ্প্রয়োজনীয়। কারণ অভক্তা ইহা করিলেও ফলজনক হয় না। বেদে কথিত আছে, স্ত্রীগণের পতিসেবা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম কিছুই নাই। বৎসে! তুমি স্বপ্ন জাগরণাদি সকল অবস্থাতেই নিজ কান্তকে নারায়ণাধিক জ্ঞান

করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিও; হে তনয়ে! পরিহাস, কোপ, ভ্রম বা অবজ্ঞাবশতঃ স্বামীর সমক্ষেই হউক বা পরোক্ষেই হউক কখন কটূক্তি করিও না। এই ভারত ভূমিতে যে রমণী জ্ঞানপূর্ব্বক বাগ্‌দুষ্টা বা যোনিদুষ্টা হয়, তাহার প্রায়শ্চিত্ত বেদেও নির্ণীত হয় নাই, শত ব্রহ্মার পতন পর্য্যন্ত তাহাকে নরকে বাস করিতে হয়। সর্ব্বধর্ম্মযুক্তা হইয়াও যে নারী, পতির প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করে, নিশ্চয় তাহার সপ্তজন্মকৃত পুণ্য বিনষ্ট হয়। মুনিপুঙ্গব ঔর্ব্ব কন্যাকে দান করিয়া প্রবোধ দানপূর্ব্বক গমন করিলেন এবং আত্মারাম দুর্ব্বাসাও স্ত্রীর সহিত পরমানন্দে স্বাশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য! মুনিবর কামী হইয়া সম্ভোগেচ্ছা করিবামাত্র কামিনীকে প্রাপ্ত হইলেন, অতএব যথার্থই বটে, সুকৃতী ব্যক্তির বাঞ্ছা হইলেই তৎক্ষণাৎ কার্য্য সিদ্ধ হয়। অনন্তর মহামনা মুনিবর, রতিকরী শয্যা রচনাপূর্ব্বক শুভক্ষণে সেই প্রিয়াকে গ্রহণ করিয়া নির্জ্জন স্থানে শয়ন করিলেন। মুনিপুঙ্গব যদিচ আজন্ম নারীরসে অনভিজ্ঞ, তথাপি তিনি কামশাস্ত্রবিশারদ এবং সুরতবিষয়ে বিশেষজ্ঞানশালী ছিলেন, এজন্য বিধিপূর্ব্বক নানা প্রকার শৃঙ্গার করিতে লাগিলেন; তখন কন্দলী নখদংশনমাত্রে মূর্চ্ছাপন্না হইলেন; কাহারই দিবা-রাত্রি জ্ঞান রহিল না; যেরূপ দুঃখী ব্যক্তির প্রথম সুখারম্ভে আকাঙ্ক্ষার শান্তি হয় না, সেইরূপ মুনিবর সাকাঙ্ক্ষচিত্তে সুখে প্রতিদিন সুরতকার্য্য করিতে লাগিলেন। ৩২—৪৭। বিদগ্ধা কন্দলীর সহিত বিদগ্ধ মুনিবরের সঙ্গম সমভাবেই চলিতে লাগিল; এজন্য মুনীশ্বর, ক্রমে তপস্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহাসক্ত হইলেন। পরে কন্দলী নিত্য স্বামীর সহিত কলহ করিতে লাগিলেন, মুনীন্দ্রও নীতিবাক্যে সেই কামিনীকে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু কন্দলী সেই নীতিবাক্যে কিছুতেই প্রবোধ না মানিয়া কলহেই অভিরুচি করিতে থাকিলেন; তখন তিনি পিতৃপ্রদত্ত জ্ঞানেও শান্তি লাভ করিলেন না। স্বভাব অলঙ্ঘনীয়, নীতিবাক্যে কেহই তাহা ত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং সেই কন্দলী অকারণে প্রত্যহ স্বামীর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। যাঁহার প্রভাবে জগৎ কম্পিত হয়, সেই মুনিবর কন্দলীর কটুবাক্যে ক্রোধে কম্পিত হইয়া কেবল তাঁহার কটূক্তির সংখ্যা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃপানিধি দুর্ব্বাসা নিত্যই কন্দলীকে প্রবোধ দান করিলেও সে শান্ত হইল না; তখন ক্রমে শত কটূক্তি পূর্ণ হইল। তথাচ মুনিবর, কৃপা করিয়া শতাধিক কটুবাক্যও ক্ষমা করিলেন; কিন্তু পত্নীর কটুবাক্যে মুনিবরের মানস নিরন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। ক্রমে সেই কটুভাষিণীর কর্ম্ম পূর্ণ হইলে, আত্মারাম দয়ালু দুর্ব্বাসা, কোপ সম্বরণ করিতে অক্ষম হইয়া 'ভস্মরাশি হও' বলিয়া কন্দলীকে শাপ প্রদান করিলেন। তখন মুনিবরের ইঙ্গিত মাত্রে সেই কামিনী ভস্মসাৎ হইল। ফলতঃ এইরূপ অতি উদ্ধত হইলে ত্রিজগতে কাহারই কল্যাণ হয় না। তখন কন্দলীর শরীর ভস্মসাৎ হইলে তাহার আত্মার প্রতিবিম্ব জীব অন্তরীক্ষে অবস্থান করিয়া বিনয়পুরঃসর প্রভু দুর্ব্বাসাকে বলিতে লাগিল,—হে নাথ! আপনি সর্ব্বদর্শী; আপনি জ্ঞানচক্ষে নিরন্তর সমস্তই জানিতেছেন; অতএব হে সর্ব্বজ্ঞ! আমি আর আপনাকে কি বুঝাইব? সদুক্তি, কদুক্তি, কোপ, সন্তোষ, লোভ, মোহ, কাম, ক্ষুধা, তৃষ্ণাদি এবং স্থৌল্য, কৃশতা, নাশ ও দর্শন বা অদর্শন সকলই শরীরের ধর্ম্ম; জীব বা আত্মার নহে। সেই শরীর, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক এবং নানা প্রকার, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। হে মুনে! কোন শরীরে সত্ত্বগুণ অধিক, কোন শরীরে রজোগুণ এবং কোন শরীরে তমোগুণের আধিক্য থাকে; কিন্তু কোন শরীরই সমান গুণত্রয়বিশিষ্ট নহে। সত্ত্বগুণ হইতে দয়া ও মুক্তীচ্ছা, রজোগুণ হইতে কর্ম্মেচ্ছা এবং তমোগুণ হইতে জীবহিংসা, কোপ ও অহঙ্কার উৎপন্ন হয়; আর সেই কোপ-হেতুই কদুক্তি ও কদুক্তিতেই শত্রুতা এবং শত্রুতা হইলেই সদা অপ্রিয়তা উপস্থিত হয়। নতুবা এই ভূমণ্ডলে কে কাহার শত্রু? কে কাহার প্রিয় বা অপ্রিয়? কেবা কাহার মিত্র? কেবল ইন্দ্রিয়গণই সর্ব্বত্র শত্রুতা ও মিত্রতার কারণ বলিয়া কথিত আছে। দেখুন, স্বামী স্ত্রীগণের প্রাণাধিক প্রিয় এবং স্ত্রীও স্বামীর প্রাণাধিকা প্রিয়া; কিন্তু কটূক্তিতে, তাহাদের ক্ষণকালমধ্যেই শত্রুতা উপস্থিত হয়। হে বিভো! আমার কর্ম্মদোষে যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে আমার নিখিল অপরাধ ক্ষমা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করুন। এক্ষণে কি করি? কোথায় যাই? কোথায় বা আমার জন্ম হইবে? আমি জগৎত্রয়ে আপনাভিন্ন অন্য কাহারই জায়া হইব না। ৪৮—৬৯। জীব এই কথা বলিয়া মৌনীভূত হইলে, সেই মুনিবর শোকে হতচেতন হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। কি আশ্চর্য্য! তিনি আত্মারাম ও মহাজ্ঞানী; তথাপি তাঁহার চৈতন্যলোপ হইল, অতএব বিদগ্ধ ব্যক্তিদিগের

স্ত্রীবিচ্ছেদ সকল শোক অপেক্ষা গুরুতর। পরে ক্ষণকালমধ্যে চেতনাপ্রাপ্তে প্রাণত্যাগে উদ্যত হইয়া সেই স্থানে যোগাসন করত বায়ু ধারণ করিলেন। এমত সময়ে সেই স্থানে এক ব্রাহ্মণবালক সমাগত হইলেন; তিনি দণ্ড,ছত্র, রক্তবস্ত্র ও উজ্জ্বলতিলকধারী। তাঁহার মুখমণ্ডলে ঈষৎ হাস্য প্রকাশ পাইতেছে; তিনি শ্যামবর্ণ, ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত,শান্ত, জ্ঞানী ও বেদবিদ্‌গণের গুরু; কিন্তু বয়সে অতি শিশু বলিয়া বোধ হয়। দুর্ব্বাসা তাঁহাকে দেখিয়াই সসম্ভ্রমে প্রণামপূর্ব্বক উপবেশন করাইয়া ভক্তিসহকারে পূজা করিলেন। তখন ব্রাহ্মণকুমার তাঁহাকে শুভাশীর্ব্বাদ করিলে তাঁহার দর্শনে ও আশীর্ব্বাদে মুনিবরের সমুদয় দুঃখ বিদূরিত হইল। পরে সেই নীতিশাস্ত্রবিশারদ বিচক্ষণ বালক, ক্ষণকাল অবস্থিতি করিয়া দুর্ব্বাসাকে অমৃততুল্য নীতিসমূহ বলিতে লাগিলেন; হে বিপ্র! আমি গুরুমন্ত্রপ্রসাদে সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছি; কোন বিষয় আমার অজ্ঞাত নাই; আপনাকে শোকে কাতর দেখিতেছি; সুতরাং আপনাকে আর কি তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিব? ব্রহ্মন্! ব্রাহ্মণগণের তপস্যাই ধর্ম্ম; এই জগৎত্রয় তপঃসাধ্য, কিন্তু আপনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কোন্ কার্য্যে উদ্যত হইয়াছেন? এই ভুবনত্রয়ে কে কাহার পত্নী? কেবা কাহার পতি? মূর্খেরাই হরির মায়াবলে ঐরূপে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আপনার ঐ পত্নী মিথ্যাস্বরূপা, এই জন্যই অল্পকালমধ্যে অদৃশ্যা হইয়াছে; কিন্তু ঐ অদর্শনও সত্য নহে, মিথ্যা বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট আছে। হে মুনে! একানংশা নামে হরির ভগিনী, পার্ব্বতীর অংশে সমুদ্ভূতা, চিরজীবিনী অতি সুশীলা বসুদেবের এক কন্যা আছেন। ৭০—৮২। সেই সুন্দরীই আপনার কল্পে কল্পে পত্নী হইবেন। এক্ষণে আপনি তপস্যায় মনোনিবেশ করুন, পত্নীরূপ সুধা কয় দিনের নিমিত্ত? কন্দলী এক্ষণে ধরণীতলে কন্দলীজাতি হইয়া উৎপন্না হইবে; পরে কর্ম্মের ফলপাকাবসানে শুভদা হইবে। একবার মাত্র জন্মলাভ করিয়াই শুভদা হইতে পারে না; সেই সুন্দরী কন্দলী, কল্পান্তরে আপনার পত্নী হইবে। আর ইহাও বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে যে, অত্যুদ্ধতের দমন করা উচিত কার্য্য। সেই বিপ্ররূপী জনার্দ্দন, এইরূপ বাক্যে বিপ্রবরকে জ্ঞান দান করিয়া শীঘ্র অন্তর্হিত হইলেন। তখন মুনিবর, সমুদয় ভ্রম বিবেচনা করিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। এদিকে কন্দলীও কন্দলীজাতি হইয়া ধরণীতলে উৎপন্না হইল। মুনে! আর সেই দৈত্য তালবনে গমনপূর্ব্বক গর্দ্দভাকৃতি হইল; তিলোত্তমাও যথাসময়ে বাণপুত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিল। অনন্তর দৈত্যেন্দ্র, বিষ্ণুচক্রে প্রাণত্যাগ করিয়া মুনিগণেরও দুর্লভ সুবাঞ্ছিত শ্রীহরির চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হইল। এদিকে যথাসময়ে বাণপুত্রীরূপিণী তিলোত্তমাও শ্রীকৃষ্ণপৌত্রের আলিঙ্গনলাভে পূর্ণমনোরথ হইয়া পূর্ব্ববৎ তিলোত্তমা-রূপ ধারণপূর্ব্বক পুনরায় স্বালয়ে গমন করিল। এই আমি তোমার নিকটে পদেপদে সুন্দর উৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণের উপাখ্যান সকল কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? ৷ ৮৩—৯১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! কি অদ্ভুত মঙ্গলজনক হরিতত্ত্ব শ্রবণ করিলাম, বিশেষতঃ আপনার মুখে উহা অতিশয় সুমনোহর বলিয়া বোধ হয়। তপোধন! দুর্ব্বাসামুনির শাপপ্রভাবে ঔর্ব্বকন্যা মৃতা হইলে, মুনিবর ঔর্ব্ব আগমন করিয়া কি করিয়াছিলেন? তাহা আমাকে বলুন নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! তিনি সরস্বতী নদীতীরে সেই সময়ে তপস্যা করিতেছিলেন, সহসা বায়ুবেগে তাঁহার মস্তকধৃত ধৌত বস্ত্র পৃথিবীতে পতিত হইলে, মুনিবর তপস্যা ত্যাগ করিয়া ধ্যানাবলম্বনদ্বারা কন্যার সঙ্কট পরিজ্ঞাত হইলেন; তখন তিনি অতিশয় শোকাবিষ্ট হইয়া ত্বরায় জামাতার আশ্রমে গমন করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহার নয়নবারিতে বারংবার পৃথিবীরেণু পরিষিক্ত হইতে থাকিল। সেই বিপ্রবর, কাতরচিত্তে জামাতার আশ্রমসমীপে উপস্থিত হইয়া পুনর্ব্বার 'হা বৎসে কন্দলি!' এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন দুর্ব্বাসা শ্বশুরের স্বর বিদিত হইয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে ত্বরায় বহির্ভূত হইয়া তাঁহার চরণকমলে পতিত হইলেন। এইরূপে শ্বশুরকে প্রণামপূর্ব্বক শোকে পুনরায় অতিশয় বিলাপ করত সেই মুনিসত্তমের নিকটে অমূল বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। পরে মহাজ্ঞানী ঔর্ব্ব, তৎশ্রবণে শোকাবিষ্ট ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া নিশ্চেষ্ট মৃতের ন্যায় ধরণীতলে পতিত হইলে, দুর্ব্বাসা তাঁহাকে মৃত জ্ঞান করত মনে মনে সঙ্কট ভাবিয়া বহু যত্নে সেই মহামুনির চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। অনন্তর ঔর্ব্ব, শীঘ্র চেতনা লাভ করিয়া সম্মুখস্থিত ভীত শোকযুক্ত প্রণতকন্ধর জামাতাকে

বলিতে লাগিলেন; সেই সময় তাঁহার মহাশোকভরে রক্তপঙ্কজতুল্য নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল এবং তিনি ক্রোধে বারংবার কম্পিত ও স্ফুরিতাধর হইতে লাগিলেন। ঔর্ব্ব বলিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি জগৎপতি ব্রহ্মার পৌত্র এবং অত্রির বংশধর, তবে কি জন্য স্বল্প দোষে গুরুতর দণ্ড বিধান করিলে? তোমার শঙ্করের অংশে জন্ম, তুমি সেই জগদ্গুরু শঙ্করেরই শিষ্য; আর স্বয়ং গুণবান্, সর্ব্বজ্ঞ ও বেদবেদাঙ্গের পারদর্শী; কমলাংশসমুদ্ভবা মহাসাধ্বী অনসূয়া তোমার জননী। কিন্তু তোমার বুদ্ধি যে কি দোষে এইরূপ হইয়াছে, তাহা জানি না। যাহার জনক গুণবান্ ও জননী গুণবতী, তাহাদিগের পুত্র যে নির্দ্দয় হয়, ইহা অতি আশ্চর্য্য; অতএব বেদমর্য্যাদা অতি দুর্জ্ঞেয়। আমি প্রাণাধিক কন্যাকে সানন্দে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম, সে মহাগুণান্বিতা, কেবল স্বল্পমাত্র তাহার দোষ ছিল। বাগ্দুষ্টা রমণীর পরিত্যাগরূপ দণ্ডই বেদনির্দ্দিষ্ট; তুমি যদি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে, তাহা হইলে সে পিতাকর্তৃক যত্নে পালিতা হইত। তুমি যেহেতু সামান্য দোষে আমার অপত্যকে ভস্ম করিয়াছ, সেই হেতু তোমার নিঃসংশয় মহাপরাভব হইবে। ইহা নিশ্চয় জানিবে, করুণানিধি ভগবান্, কি মহৎ, কি ক্ষুদ্র সকল জীবেরই সর্ব্বদা স্রষ্টা, পাতা ও শাস্তা। ১—২০। মুনিশ্রেষ্ঠ ঔর্ব্ব, এই কথা বলিয়া পুনঃপুনঃ বিলাপ করত 'হে বৎসে! হে বৎসে!' এইরূপ বলিতে বলিতে সক্রোধে স্বালয়ে গমন করিলেন। মুনীন্দ্র ঔর্ব্ব গমন করিলে, দুর্ব্বাসা পুনর্ব্বার অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি যে শোক, জ্ঞানবলে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাহা পুনরায় দ্বিগুণতর হইল। ফলতঃ কালে শোকানল জ্ঞানরূপভস্মে সমাচ্ছন্ন হইলেও বন্ধুদর্শনরূপ শুষ্ককাষ্ঠপ্রাপ্তিমাত্রে পুনরায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তখন সেই দুর্ব্বাসা, বারংবার প্রিয়াকে স্মরণ করিয়া অতিশয় বিলাপ করিলেন, আপনিই সমস্ত ভ্রমাত্মকজ্ঞান করিয়া তপস্যায় মনঃসমাধান করিলেন। এই আমি তোমার নিকটে মুনিবরের শাপকারণ বর্ণন করিলাম; পরে সেই ঔর্ব্বের শাপপ্রভাবে দুর্ব্বাসার মহাপরাভব হইয়াছিল। নারদ কহিলেন, প্রভো! দুর্ব্বাসা শঙ্করের অংশ এবং তেজেও শিবতুল্য; তবে এমন মহান্ তেজস্বী কোন্ ব্যক্তি আছে যে তাঁহাকেও পরাভব করিয়াছিল? নারায়ণ বলিলেন, মুনে! অম্বরীষ নামে সূর্য্যবংশোৎপন্ন এক রাজা ছিলেন, তাঁহার চিত্ত নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের পদকমলেই আসক্ত থাকিত। রাজ্য, ভার্য্যা, পুত্র, প্রজা ও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মার্জ্জিত রাজসভাতেও তাঁহার চিত্ত ক্ষণকালের নিমিত্ত আসক্ত হইত না। সেই বিষ্ণুব্রতপরায়ণ মহান্ জিতেন্দ্রিয় শান্ত ও ধর্ম্মশীল অম্বরীষ, স্বপ্নে ও জ্ঞানাবস্থায় অহর্নিশি পরমানন্দে কেবল হরিকেই ধ্যান করিতেন। একাদশীব্রত ও কৃষ্ণপূজায় তাঁহার চিত্ত নিতান্ত নিমগ্ন ছিল; তিনি সকল কর্ম্মের ফল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিতেন। প্রভু কৃষ্ণও সুতীক্ষ্ণ, ষোড়শার তেজে হরির তুল্য, কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তুতিযোগ্য ও সুরাসুর-পূজিত স্বীয় সুদর্শননামক চক্র সেই রাজার রক্ষার নিমিত্ত নিয়ত তাঁহার নিকটে রাখিতেন। ২১—৩১। এক সময়ে রাজা একাদশীব্রত করিয়া দ্বাদশীদিবসে স্নান করত কালানুসারে বিধিপূর্ব্বক হরির পূজা করিলেন, তৎপরে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজনের নিমিত্ত উপবেশন করিয়াছেন, এই সময়ে, হে মুনে! দণ্ডছত্রধারী, শুভ্রবস্ত্র-পরিধান, ললাটে সমুজ্জ্বলতিলকশোভিত, জটিল, অতি কৃশ; ক্ষুধিত, এক তপস্বী ত্রস্তভাবে শুষ্ককণ্ঠে তথায় আগমন করিলেন। তিনি স্বয়ং ভগবান্ দুর্ব্বাসা। তিনি নৃপতির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা মুনীন্দ্রকে দেখিয়া আসন হইতে উত্থান করত তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তৎপরে প্রীতিপূর্ব্বক পাদ্য ও স্বর্ণসিংহাসন প্রদান করিলেন। বিপ্র দুর্ব্বাসা, রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসনে সুখে উপবেশন করিলে, রাজা ভীত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনার কি অনুমতি হয়, তাহা আমাকে বলুন। তখন রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা বলিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তোমার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছি; আমাকে ভোজন করাও। কিন্তু হে রাজন্! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিয়া পুনর্ব্বার আগমন করিতেছি; অদ্য অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করা হয় নাই। এই বলিয়া মুনি গমন করিলে; রাজাবর মনে অত্যন্ত চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, তিনি দ্বাদশী অতীতপ্রায় দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। এই সময়ে গুরুদেব বশিষ্ঠ, তথায় সমাগত হইলে, রাজা তাঁহাকে প্রণাম করত সকল বিষয় তাঁহার নিকটে বর্ণন করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, ভগবন্! দ্বাদশী অতীতপ্রায়, মুনিশ্রেষ্ঠ অনেক সময় হইল গমন করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করিতেছেন না; আমি অত্যন্ত সঙ্কটে পতিত হইয়াছি। হে মুনেশ্রেষ্ঠ! ইহাতে শুভাশুভ বিষয় আপনি বিশেষ বিবেচনা করত বিধিপূর্ব্বক

আমাকে শীঘ্র বলুন। ৩২—৩৯। মুনিশ্রেষ্ঠ, রাজার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আশু-হিতকর ও পরিণাম-সুখাবহ বেদোক্ত বাক্য তাঁহাকে অবিলম্বে বলিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন, রাজন্! দ্বাদশী অতীত হইলে ব্রতী যদি ত্রয়োদশীতে পারণ করে তবে সেই পারণ উপবাসের ফল নষ্ট এবং ব্রতীকে বিনাশ করে। তাহার ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপ হয় ও ভক্ষ্যদ্রব্য সমস্ত সুরাতুল্য হয়, ইহা বেদে ব্রহ্মা বলিয়াছেন। যদি কোন মূঢ় নর উপস্থিত অতিথিকে ভোজন না করাইয়া প্রবল ক্ষুধার বেগে ত্রস্তভাবে স্বয়ং ভোজন করে, সেই পাপাত্মা কুম্ভীপাকনরক ভোগ করত চণ্ডালযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে এবং প্রতিজন্মেই সেই ব্যক্তি দরিদ্র ও ব্যাধিযুক্ত হয়। এই ঘোর শঙ্কটাপন্ন ব্যাপারে ইহা অপেক্ষা তোমাকে আর সূক্ষ্ম বিষয় কি বলিব? যাহাতে উভয়ই রক্ষা হয়, তাহাই কর; সে বিষয়ে সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর—হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনার চরণামৃত ভক্ষণ করিয়া উপবাসের ফল রক্ষা কর, যে হেতু জলপান অনাহারের তুল্য হয়, তাহাতে আতিথ্য সৎকারের হানি হইবে না। হে মুনে! এই কথা বলিয়া ব্রহ্মাপুত্র বশিষ্ঠ বিরত হইলে রাজা, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ করত সেই চরণামৃত জল কিঞ্চিৎ পান করিলেন। হে ব্রহ্মন্! এই সময়ে সেই মুনীশ্বর দুর্ব্বাসা আগমন করত স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতাবলে সমস্ত বিষয় পরিজ্ঞাত হইলেন এবং ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া নৃপসমীপে স্বীয় জটা ছিন্ন করিলেন, তৎক্ষণাৎ এক অগ্নিশিখোপম খড়্গহস্ত মহা ভীমকায় পুরুষ উত্থিত হইয়া রাজাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। তখন কোটীসূর্য্য-সম-প্রভাশালী শ্রীহরিচক্র সেই ব্যাপার দর্শন করত সেই কৃত্যা পুরুষকে ছেদন করিয়া ব্রাহ্মণকেও ছেদন করিতে উদ্যত হইল, বিপ্র সুদর্শন-দর্শনে ভয়বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু প্রলয়কালের অগ্নিশিখা-সদৃশ সুদর্শন, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। তৎপরে নির্ব্বেদযুক্ত ভয়াকুল দুর্ব্বাসা ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করত জগৎপতি ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। নারদ মুনি! 'পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর,' উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিয়া ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা গাত্রোত্থান করিয়া সেই বিপ্রেন্দ্রকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪০—৫৩। সেইরূপ বৃত্তান্ত আমূল সম্পূর্ণ ভাবে বর্ণন করিলেন। ব্রহ্মা সমস্ত শ্রবণ করিয়া ভয়াকুলচিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত মুনিকে বলিলেন, বৎস! তুমি কাহার তেজঃপ্রভাবে হরির দাসকে অভিশাপ প্রদান করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলে? যাহার রক্ষাকর্ত্তা স্বয়ং ভগবান্, এ ত্রিজগতে কাহার ক্ষমতা আছে তাহাকে বিনাশ করে, ভক্তবৎসল হরি ক্ষুদ্র হউক অথবা মহৎ হউক সকলরূপ ভক্তের রক্ষার জন্যই সতত তাহাদের সমীপে স্বীয় সুদর্শনচক্র রক্ষা করেন। হে দ্বিজ! যে মূঢ় ব্যক্তি বিষ্ণু-প্রাণতুল্য বৈষ্ণবদিগকে দ্বেষ করে, তাহাকে সংহারকর্ত্তার ঈশ্বর হরি সংহার করিয়া থাকেন। বৎস! তুমি শীঘ্র স্থানান্তরে গমন কর; এস্থানে থাকিলে জীবনের আশা কম; তুমি গমন না করিলে সুদর্শন আমার সহিত তোমাকে বিনাশ করিবে। যে সুদর্শন, ব্রহ্মলোক দূরে থাকুক, ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্তও দগ্ধ করিতে সক্ষম এবং তেজে বিষ্ণুতুল্য, তাহাকে কে বারণ করিবে? এইরূপ ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বিপ্র দুর্ব্বাসা সেস্থান হইতে পলায়ন করত ত্রস্তচিত্তে কৈলাসধামে শঙ্করের শরণাপন্ন হইলেন; এবং বিনয়-পূর্ব্বক ভীতচিত্তে শঙ্করকে বলিলেন, কৃপা-নিধান! আমাকে রক্ষা করুন; দীননাথ সংহারকারী সর্ব্বজ্ঞ শিব ব্রাহ্মণকে কোন কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিলেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ! স্থির হও, আমার বাক্য শ্রবণ কর। শঙ্কর বলিলেন, তুমি বিশ্ববিধাতার পৌত্র ও অত্রির তনয়; তুমি বেদজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ হইয়া মূর্খের ন্যায় আচরণ করিয়াছ; সর্ব্বেশ, বেদ পুরাণ ও ইতিহাসে সকল বিষয়ে যাহা নিরূপণ করিয়াছেন, তুমি মূঢ়ের ন্যায় তাহা জান না। আমি, ব্রহ্মা, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, ধর্ম্ম, ইন্দ্র, সুরসকল, মুনীন্দ্রগণ এবং মনুগণ যাঁহার ভ্রূভঙ্গলীলায় আবির্ভূত-তিরোভূত হইয়া থাকেন, তুমি কাহার তেজে সেই হরির প্রাণাধিক ভক্তকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে? আমি, ব্রহ্মা, কমলা, দুর্গা, বাণী ও রাধিকা আমরা হরির ভক্ত অপেক্ষা প্রিয় নহি; ভক্তগণ তাঁহার অধিক প্রিয়তম। সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ হরি দুঃসহ সুদর্শন-চক্রদ্বারা যত্নপূর্ব্বক মহৎ ও ক্ষুদ্র ভক্তগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি তেজঃপ্রভাবে নিজতুল্য দুর্নিবার্য্য সুদর্শনচক্রকে ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত নিয়োগ করিয়াও তাঁহার বিশ্বাস হয় না, বলিয়া স্বয়ং রক্ষা করিবার নিমিত্ত গমন করিয়া থাকেন। হরি স্বকীয় গুণনাম শ্রবণে তৃপ্তি লাভ করিবার নিমিত্ত ভক্তগণের সহিত ছায়ার ন্যায় নিয়ত ভ্রমণ করিয়া থাকেন। শ্রীহরির প্রিয়তমা রাধিকা, প্রাণাধিকা প্রিয়তমা; তাঁহা হইতে প্রিয় কেহ নাই, কিন্তু তিনিও যদি স্বয়ং ভক্তগণকে দ্বেষ করেন, তাহা হইলে প্রভু তৎক্ষণাৎ

তাঁহাকেও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। সকল বর্ণের মধ্যে হরির স্বীয় শরীর হইতেও বিপ্রগণ প্রিয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও ভক্তগণ হরির প্রাণাধিক প্রিয়তর। এই ত্রিজগতে ঈশ্বরের প্রিয় বা অপ্রিয় কে? কিন্তু যে শিষ্ট ব্যক্তি নিরন্তর তাঁহাকে ভজনা ও ধ্যান করে, সেই প্রিয়। হে ব্রহ্মন্! মহাপ্রলয়ে এই ব্রহ্মাণ্ড জলপ্লাবিত হইলেও তাহাতে কৃষ্ণভক্তগণের কিছুতেই নাশ হইবে না। ৫৪—৭৪। হে দ্বিজ! তুমি গোবিন্দকে ভজনা কর এবং তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান কর; শ্রীহরির স্মরণমাত্রেই সকল আপদ্ দূরীভূত হইবে। তুমি শীঘ্র বৈকুণ্ঠে গমন কর; বৈকুণ্ঠই তোমার শরণীয়; তুমি শরণাগত হইলে করুণাসাগর হরি তোমাকে নিশ্চয় অভয় প্রদান করিবেন। এই সময়ে যেরূপে সূর্য্যকিরণে মহীতল সুদীপ্ত হয়, তদ্রূপ কৈলাসভবন চক্রের তেজে পরিব্যাপ্ত হইল। তখন সমস্ত কৈলাসবাসিগণ, চক্রের জ্বালাকরালে দগ্ধপ্রায় হইয়া 'পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর,' শব্দে শঙ্করের শরণাপন্ন হইল। করুণানিধি শঙ্কর দুঃসহ চক্র দর্শন করত পার্ব্বতীর সহিত প্রীতমনে ব্রাহ্মণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন "আমার চিরসঞ্চিত তপস্যা ও তেজ যদি সত্য হয়, তবে এই কৃতাপরাধ ভীত ব্রাহ্মণ বিপদ্‌শূন্য হউন।" পার্ব্বতী বলিলেন, যেহেতু প্রভু ও আমার পুণ্যফলে ব্রাহ্মণ আমাদের শরণাগত হইয়াছেন, অতএব আমার আশীর্ব্বাদে এই মহা-ভয়-ব্যাকুল বিপ্র বিপত্তি হইতে মুক্তি লাভ করুন। কৃপাপূর্ব্বক শিবদুর্গা এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, মুনি দেবেশকে প্রণাম করত আত্মত্রাণার্থে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। তৎপরে দুর্ব্বাসা মনোবেগে বৈকুণ্ঠভবনে গমন করত পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুদর্শন আসিতেছে দেখিয়া শ্রীহরির পুরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন;— শ্রীহরি রত্নসিংহাসনে সমাসীন; তাঁহার হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভা পাইতেছে। তাঁহার পীতবস্ত্র পরিধান! সেই শ্যামসুন্দর, চতুর্ভুজ, শান্তমূর্ত্তি, কমলাকান্ত, মনোহর রত্নালঙ্কারে ও রত্নমালায় বিভূষিত; তাঁহার বদনমণ্ডল ঈষদ্ধাস্যযুক্ত প্রসন্ন; তিনি ভক্তানুগ্রহকাতর; তাঁহার মস্তক বিচিত্র রত্নসার-নির্ম্মিত উজ্জ্বল কিরীটে শোভিত। তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ পারিষদবর্গ শ্বেত-চামরদ্বারা বীজন করিতেছে, কমলাদেবী তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিতেছেন; সরস্বতী তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করত স্তব করিতেছেন। তাঁহার চারিদিকে সুনন্দ-নন্দ-কুমুদ-প্রচণ্ডাদি ভক্তগণ উপবিষ্ট রহিয়াছে। কোন ভক্ত যন্ত্রের দ্বারা ভগবানের গুণানুবাদ গান করিতেছে; তিনি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। মুনি প্রভুকে এইরূপ দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক পরমেশ্বরকে সামবেদোক্ত স্তোত্রের দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বাসা বলিলেন, হে কমলাকান্ত! হে করুণানিধে! আপনি দীনবন্ধু, দীনজনের ঈশ্বর, করুণাসাগর; অতএব হে প্রভো! আমাকে পরিত্রাণ করুন। ৭৫—৯০। হে প্রভো! আপনি বেদ-বেদাঙ্গস্থষ্টিকর্ত্তা, বিধাতারও বিধাতা, মৃত্যুরও মৃত্যু ও কালেরও কালস্বরূপ; এক্ষণে আমাকে সঙ্কটার্ণব হইতে পরিত্রাণ করুন। হে সর্ব্বেশ! সর্ব্বকারণ! আপনি সংহারকর্ত্তার সংহর্ত্তা ও মহাবিষ্ণুতরুর বীজস্বরূপ; অতএব আপনি আমাকে এই ভয়সাগরে রক্ষা করুন। হে নারায়ণ! আপনি শরণাগত, শোকার্ত্ত ও ভয়শীলদিগের পরিত্রাণপরায়ণ; আমি ভীত হইয়া আপনার চরণে শরণাগত হইয়াছি, আমাকে রক্ষা করুন। যিনি বেদের আদিভূত, যাঁহাকে স্তব করিতে বেদ অক্ষম এবং সরস্বতী পর্য্যন্তও জড়ীভূতা, তাঁহাকে পণ্ডিতগণ কিরূপে স্তব করিবে? যাঁহাকে স্তব করিতে অনন্তের সহস্র বদনও জড়ীভূত হয়; চতুরানন, পঞ্চানন, শ্রুতি, শ্রুতিকর্ত্তা ও বাণী প্রভৃতি সকলেই জড়ীভূত হইয়া স্তব করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন এবং বেদজ্ঞ দ্বিজগণও যাঁহাকে স্তব করিতে অসমর্থ, হে মানদ! আমি সেই তোমাকে সামান্য শিষ্য হইয়া কিরূপে স্তব করিতে সক্ষম হইব? চতুর্দ্দশ মনুর পতনে এক ইন্দ্রপতন হয়, সেই অষ্টাবিংশতি ইন্দ্র-পতনপরিমিত কাল যাঁহার এক দিবারাত্রি, সেই ব্রহ্মার তৎপরিমিত অষ্টাধিক শত বৎসর আয়ুষ্কাল; হে বিভো! যাঁহার চক্ষুরুন্মীলন কালে সেই ব্রহ্মার পতন হয়, সেই অনির্ব্বচনীয় পুরুষকে আমি কিরূপে স্তব করিতে সমর্থ হইব? দুর্ব্বাসা এইরূপে স্তব করিয়া শ্রীহরির চরণকমলে পতিত হইলেন এবং ভয়াকুল হইয়া নয়নাম্বুদ্বারা তাঁহার চরণযুগলের অভিষেক করিলেন। দুর্ব্বাসাকৃত পুণ্যদ সামবেদোক্ত পরমাত্মাস্বরূপ শ্রীহরির জয়মঙ্গল-নামক স্তোত্র সঙ্কটগ্রস্ত হইয়া ভক্তিসহকারে যে ব্যক্তি পাঠ করে, হরি কৃপাবশতঃ তাহার সমীপে শীঘ্র আগমন পূর্ব্বক তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন; এবং রাজ-দ্বারে, শ্মশানে, কারাগারে, ভয়াকুল ব্যাপারে, শত্রুমধ্যে, দস্যুভয়ে, হিংস্র জন্তুসঙ্কুল প্রদেশে, রাজ-সৈন্য-বেষ্টিত হইলে বা মহার্ণবে মগ্নপ্রায় পোতে যদি কোন ব্যক্তি, মাত্র এই স্তোত্র শ্রবণ করে, তাহা হইলে তাহার

সেই সমস্ত বিপদ্ দূরীভূত হয়; তাহাতে কোন সংশয় নাই। ৯১—১০৩।

ইতি দুর্ব্বাসাকৃত কৃষ্ণস্তোত্র সম্পূর্ণ।

নারায়ণ কহিলেন, তখন ভক্তবৎসল ভগবান্ হরি, মুনির স্তব শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে তাঁহাকে পীযূষবৃষ্টির ন্যায় মধুর বাক্য বলিলেন, মুনে! তুমি গাত্রোত্থান কর আমার বরে তোমার নিশ্চয় মঙ্গল হইবে; কিন্তু আমার সুখাবহ সত্য ও নীতিযুক্ত বাক্য শ্রবণ কর। সাধুগণ-সমীপে মূর্ত্তিমান্ শাস্ত্র সকল বিরাজিত থাকে; সেই সাধুগণের মুখে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া অন্যের জ্ঞানোদয় হয়; কিন্তু যে বিদ্বান্ ব্যক্তি জানিয়াও বেদবিরুদ্ধ সর্ব্বগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে জীবিতাবস্থাতেই মৃতের অধিক। হে দ্বিজ! পুরাণ, বেদ ও ইতিহাস প্রভৃতিতে সকলেই বৈষ্ণবদিগের মহিমা বিশেষরূপে শুনিয়াছেন যে, আমি বৈষ্ণবগণের প্রাণস্বরূপ, বৈষ্ণবগণও আমার প্রাণতুল্য; যে মূঢ় ব্যক্তি সেই প্রাণতুল্য বৈষ্ণবদিগকে দ্বেষ করে, সে আমার প্রাণকেই দ্বেষ করে; ভক্তগণ, পুত্র, পৌত্র, কলত্র ও রাজলক্ষ্মীকেও পরিত্যাগ করিয়া আমাকেই সতত ধ্যান করে, তাহাদের অপেক্ষা আর প্রিয় কে হইতে পারে? আমার ভক্ত হইতে স্বীয় প্রাণ, লক্ষ্মী, শঙ্কর, ভারতী, ব্রহ্মা, দুর্গা, গণপতি, ব্রাহ্মণগণ, বেদসমূহ, সাবিত্রী, বেদজননী, দেবগণ, গোপ-গোপী ও রাধিকা কেহই আমার পরম প্রিয় নহে। হে মুনে! এই তোমার নিকট সত্য সারভূত বাস্তবিক কথা বলিলাম, ইহা আমার ভক্তগণের প্রশংসাপর নহে। তাহারা আমার নিশ্চয় প্রাণাধিক প্রিয়। যে মূঢ় জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ আমাকে দ্বেষ করে, তাহারা স্বীয় পরমাত্মাকেই জানে না; অতএব তাহারা বঞ্চিত হইয়া চিরকাল নরকে বাস করে। যে নরাধম ব্যক্তিগণ, আমার প্রাণসম প্রিয় ভক্তগণকে দ্বেষ করে, আমি শীঘ্র তাহাদের শাস্তি-প্রদানে প্রবৃত্ত হই এবং তাহারা পরকালে নিরয়গামী হয়। হে দ্বিজ! আমি সকলের প্রভু, পরিপালন-কর্ত্তা, ঈশ্বর; তথাপি আমি স্বাধীন নহি; সর্ব্বদাই ভক্তের অধীন। আমি গোলোকে অথবা বৈকুণ্ঠে যে দ্বিভুজ এবং চতুর্ভুজরূপে অবস্থান করি, সে কেবল সেই সেই রূপমাত্রেই অবস্থান করিয়া থাকি, কিন্তু আমার প্রাণ সর্ব্বদা ভক্তসমীপেই বর্ত্তমান থাকে। যে বস্তু ভক্তগণ আমাকে প্রদান করে, তাহাই আমার যত্নের সহিত ভক্ষণীয়, কিন্তু ভক্ত ভিন্ন অন্য জনের প্রদত্ত দ্রব্য অমৃত হইলেও আমার অভক্ষ্য। মুনে! নৃপশ্রেষ্ঠ অম্বরীষ নিরীহ, অহিংসক, দয়াশীল ও সকল প্রাণীর প্রতি হিতপরায়ণ; তুমি কি জন্য তাহাকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে? যে সাধু ব্যক্তি, সকল জীবমাত্রেই সতত দয়া করেন, যে মূঢ়গণ তাহাদিগকে দ্বেষ করে, আমি তাহাদের বিনাশ করিয়া থাকি, স্বয়ং ইন্দ্র আমার ভক্তগণের হিংসক হইলে আমি তাঁহাকে রক্ষা করিতে সক্ষম নহি; অতএব তুমি অম্বরীষ রাজের গৃহে গমন কর, এ বিষয়ে সেই তোমার রক্ষা করিতে সমর্থ; অন্যের রক্ষা করিবার শক্তি নাই। ১০৪—১২১।

তখন দুর্ব্বাসা নারায়ণের বাক্য শ্রবণে ভয়বিহ্বল হইয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ করত বিষণ্ণমনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই সময়ে ব্রহ্মা, পার্ব্বতীসহ শিব, ধর্ম্ম, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তথায় আগমন করিলেন এবং তাঁহারা সকলেই পরমাত্মা-স্বরূপ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করত ভক্তিনত-মস্তকে ও আনন্দে পুলকিত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, হে ভগবন্! আপনি পরমাত্মাস্বরূপ, নির্লিপ্ত, ভক্তানুগ্রহ-বিগ্রহ। অতএব ভক্তাপরাধকারী এই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে রক্ষা করুন। মহাদেব বলিলেন হে দীনবন্ধো? হে জগন্নাথ! এই বিপ্র জগৎ হইতে বহির্ভূত নহেন, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই কৃতাপরাধ দীন পাপী শরণাগত ব্রাহ্মণকে রক্ষা করুন। পার্ব্বতী বলিলেন, প্রভো! অম্বরীষ আপনার ভক্ত, ব্রাহ্মণগণ সুরগণও কি আপনার প্রিয় নহে? আপনি সকলের ঈশ্বর; এই কৃতাপরাধ ব্রাহ্মণকে আপনি রক্ষা করুন। ধর্ম্ম বলিলেন, বিভো! আপনি সকলের জনক, পালনকর্ত্তা, দণ্ডকর্ত্তা, ঈশ্বর; অতএব পিতা এক শিশু সন্তানের নিমিত্ত অন্য শিশু সন্তানের বিনাশ করিতে উদ্যত, এ আবার কিরূপ ভাব? ইন্দ্র বলিলেন হে প্রভো! আপনার সকল জীবে কৃপা ও সমদর্শিতা নিরন্তর বিরাজমান, যেমন কর্ম্ম, তেমনই ফল হইয়াছে; এখন এই বিপ্রকে রক্ষা করুন। রুদ্র বলিলেন, ভগবন্! উন্মার্গগামীর শাস্তি প্রদান করা সমুচিত বটে; কিন্তু এই কৃতাপরাধ মূঢ়ের রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য। দিক্পালগণ বলিলেন, প্রভো! বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, কৃতাপরাধ বিপ্রকে বধ করিবে না; অতএব অজ্ঞানতাবশতঃ কৃতাপরাধ বিপ্রকে রক্ষা করুন। গ্রহগণ বলিলেন, যে মূঢ় বৈষ্ণবকে দ্বেষ করে, তাহার প্রতি দেবগণ রুষ্ট হন ও আমরাও নিরন্তর তাহার পীড়া উৎপাদন করিয়া থাকি; কিন্তু পরে তাহার রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য। মুনিগণ বলিলেন, নাথ! এই বিপ্র পরাভূত হওয়াতে আমরা জীবন্মৃতবৎ

হইয়াছি, কারণ স্বজাতির মধ্যে এক জনের দণ্ড হইলে সকলেরই লজ্জার বিষয়। অত্রি বলিলেন, হে বিভো! তুমিই আমাকে এই পুত্র প্রদান করিয়াছ, পুত্রও সর্ব্বদা তোমার সেবায় নিরত; এই জন্যই আমার পুত্র তেজোগর্ব্বে ত্রৈলোক্যে কাহাকেও ভয় করে না। লক্ষ্মী বলিলেন, ভগবন্! এই শরণাগত ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করত ইহাকে রক্ষা করুন; দেবগণ ও বিপ্রগণ সকলেই আপনার স্তব করিতেছেন; এই বিপ্রকে বিনাশ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। ১২২—১৩৫। সরস্বতী বলিলেন, প্রভো! আপনি দেবতাদিগের ও বেদের জনক, আপনাকে বুঝাইব কি? আপনি সকলের ঈশ্বর; সকলকে রক্ষা করাই আপনার কর্ত্তব্য। পারিষদর্গ বলিলেন, ভগবন্! আপনার স্মরণমাত্রেই সকলের সকল বিষয়ে মঙ্গল হইয়া থাকে এবং সকল আপদ্ও দূরীভূত হয়. অতএব এই শরণাগত বিপ্রকে পরিত্রাণ করুন। নর্ত্তকগণ বলিল, হে দারিদ্র্যভঞ্জন! আমরা সর্ব্বদা আপনার দ্বারের ভিক্ষু; সম্প্রতি আমাদিগকেই এই দ্বিজের পরিত্রাণরূপ ভিক্ষা প্রদান করুন। তখন শরণাগত-পালক প্রভু শ্রীহরি ইঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে তাঁহাদের সন্তোষকর বাক্য বলিলেন;—হে দেবগণ! আপনারা সকলেই আমার এই সুখাবহ নীতিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করুন, আপনাদের প্রার্থনানুসারে আমি নিশ্চয় বিপ্রকে রক্ষা করিব; কিন্তু এই দ্বিজ পুনর্ব্বার এই বৈকুণ্ঠ হইতেই অম্বরীষ-নিকটে গমন করত তথায় রাজার প্রীতির নিমিত্ত পারণ করুন। এই দুর্ব্বাসা ঋষি অম্বরীষ রাজের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া নিরপরাধে তাহাকে শাপ দিতে উদ্যত হইয়া-ছিলেন; তখন সুদর্শন তাহাকে রক্ষা করত মুনিকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; মুনি তাহাতে ভীত হইয়া সেই অবধি পূর্ণ এক বৎসরকাল পৃথিবীতে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছেন; তদবধি রাজেন্দ্র সস্ত্রীক শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে উপবাসী রহিয়াছেন। জননী যেরূপ স্তনন্ধয় বালক দর্শনে ভোজন করে না, সেইরূপে ভক্তের উপবাসহেতু আমিও তদবধিই উপবাসী আছি। আমার আশীর্ব্বাদে মুনিশ্রেষ্ঠ বিপত্তিশূন্য হউন এবং পথিমধ্যে আমার সুদর্শন চক্র ইঁহাকে বিনাশ করিবে না, আমিও অদ্য অবধি নিশ্চিন্ত হইয়া সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হইব, ভক্তপ্রদত্ত বস্তু আমি অমৃতের ন্যায় ভোজন করি; নতুবা লক্ষ্মীপ্রদত্ত দ্রব্যও ভোজন করিতে সক্ষম হই না। লক্ষ্মীও অগ্রে ভক্তকে প্রদান না করিয়া আমাকে কোন বস্তু প্রদান করিতে সক্ষমা হন না। হে বৎস! মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি মহাপ্রাজ্ঞ, অতএব শীঘ্র নৃপমন্দিরে গমন কর এবং দেব, দেবী ও মুনিগণ সকলেই স্বগৃহে গমন করুন। এই কথা বলিয়া শ্রীহরি শীঘ্র স্বীয় অন্তঃপুরে গমন করিলেন এবং দেবগণ সকলেই জগদীশ্বরকে প্রণাম করত সানন্দে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। তখন মনের ন্যায় গতিশীল বিপ্র, হরিভবন হইতে প্রস্থান করিলেন এবং কোটিসূর্য্যসম প্রভাশালী সুদর্শনও গমন করিল। রাজা একবৎসরকাল পর্য্যন্ত উপবাসে করিয়া শুষ্ককণ্ঠে সিংহাসনে অবস্থান করিতেছেন। এরূপ সময়ে সম্মুখে মুনিশ্রেষ্ঠকে দেখিতে পাইলেন। তখন আসন হইতে সত্বরের সহিত উত্থান করত সাদরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মিষ্টান্নাদি ভোজন করাইলেন; তৎপরে স্বয়ং ভোজন করিলেন। দ্বিজবর ভোজন করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করত রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপরে অম্বরীষ-রাজের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বগৃহে গমন করিবার সময়ে পথে সবিস্ময়চিত্তে মুনিশ্রেষ্ঠ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ওঃ! বৈষ্ণবদিগের কি দুর্লভ মাহাত্ম্য। ১৩৬—১৫৭।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে মুনে! দ্বাদশীলঙ্ঘনে যে দোষোদ্ভব হয়, মুনিবর-পরিভব ও হরি তাঁহাকে যেরূপে উদ্ধার করিয়াছেন, তৎসমস্তই আপনার মুখে শুনিলাম; এক্ষণে সকলের ঈপ্সিত একাদশীব্রতের বিধান শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি; তাহাই নিশ্চিত-রূপে আমাকে বলুন। আমি শ্রুতি কিয়ৎ পরিমাণে শ্রুত হইয়াছি; কিন্তু মতভেদবশতঃ তাহার কোনরূপ নিশ্চয় করিতে পারি নাই। আপনি শ্রুতির কারণস্বরূপ; আপনার মুখে ইহা শুনিতে মন অত্যন্ত কৌতুহলী হইয়াছে। নারায়ণ বলিলেন, মুনে! এই একাদশীব্রত সমস্ত ব্রতের মধ্যে দুর্লভ, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিজনক ও তপস্বীদিগের শ্রেষ্ঠ তপঃস্বরূপ। দেবগণের মধ্যে যেরূপ কৃষ্ণ, দেবীগণের মধ্যে যেরূপ প্রকৃতি, আশ্রমবাসীদিগের মধ্যে যেরূপ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যেরূপ শিব শ্রেষ্ঠ; যেরূপ পূজ্য-দিগের মধ্যে গণেশ পণ্ডিতগণের মধ্যে বাণী, শাস্ত্রের মধ্যে বেদ, তীর্থের মধ্যে গঙ্গা, তৈজস পদার্থের মধ্যে স্বর্ণ, প্রাণীদিগের মধ্যে বৈষ্ণব, ধনের মধ্যে বিদ্যা

ও সঙ্গীর মধ্যে প্রিয়তমা শ্রেষ্ঠা ; প্রিয় পদার্থের মধ্যে যেরূপ প্রাণ, প্রিয়তমার মধ্যে যেরূপ মতি, বিশ্বস্তদিগের, চঞ্চলদিগের ও ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে মন যেরূপ শ্রেষ্ঠ ; যেরূপ গুরুগণের মধ্যে মাতা, বন্ধুর যেরূপ পতি, বলিষ্ঠদিগের মধ্যে যেরূপ দৈব, সংহারকের মধ্যে কাল ও মিত্রের মধ্যে সুশীলগণ,শত্রুর মধ্যে রোগ, কীর্ত্তিনাশকদিগের ও গোপনীয়দিগের মধ্যে অকীর্ত্তি যেরূপ প্রধান বলিয়া উক্ত আছে ; যেরূপ হিংসকের মধ্যে সর্প, দুষ্টাদিগের মধ্যে বেশ্যা, তেজস্বীর মধ্যে শিব ও সহিষ্ণুর মধ্যে ক্ষিতি ; যেরূপ ভক্ষ্য বস্তুর মধ্যে অমৃত, দাহকের মধ্যে অগ্নি, ধনদাতার মধ্যে লক্ষ্মী, সতীগণের মধ্যে দক্ষকন্যা সতী ; যেরূপ প্রজাপতির মধ্যে ব্রহ্মা, নদীর মধ্যে সাগর, শ্রুতির মধ্যে সাম, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রীচ্ছন্দ ; যেরূপ বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ-পুষ্পের মধ্যে তুলসী, মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ, ঋতুর মধ্যে বসন্ত ; যেরূপ আদিত্যের মধ্যে সূর্য্য, রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর, বসুগণের মধ্যে ভীষ্ম, বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষ ; যেরূপ দেবর্ষিগণের মধ্যে তুমি, ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, নৃপসমূহের মধ্যে রাম, সিদ্ধবর্গের মধ্যে কপিল ; যেরূপ জ্ঞানী ও যোগিগণের মধ্যে সনৎকুমার, গজেন্দ্রের মধ্যে ঐরাবত, পশুর মধ্যে শরভ, পর্ব্বতের মধ্যে হিমালয়, মণির মধ্যে কৌস্তুভ, নদীর মধ্যে পুণ্যস্বরূপিণী সরস্বতী শ্রেষ্ঠা ; হে নারদ! যেরূপ গন্ধর্ব্বের মধ্যে চিত্ররথ শ্রেষ্ঠ, যক্ষের মধ্যে কুবের শ্রেষ্ঠ, রাক্ষসের মধ্যে সুমালী শ্রেষ্ঠ ; যেরূপ নারীর মধ্যে শতরূপা শ্রেষ্ঠা ; যেরূপ মনুর মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু শ্রেষ্ঠ ; সুন্দরীগণের মধ্যে যেরূপ রম্ভা শ্রেষ্ঠ ও মায়াবিগণের মধ্যে যেরূপ মায়া শ্রেষ্ঠা, বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, ব্রতগণের মধ্যে এই একাদশীব্রতও সেইরূপ। এই ব্রত নিত্য, অতএব চারি বর্ণেরই কর্ত্তব্য ; যতি ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদিগের পক্ষে বিশেষ কর্ত্তব্য। ১—২২। শ্রীকৃষ্ণব্রতদিবসে ব্রহ্ম-হত্যাদি সমস্ত পাপ অন্নাশ্রিত থাকে ; ঐ দিবসে অন্ন ভোজন করিলে ঐ সমস্ত পাপে লিপ্ত হইতে হয়। যে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি একাদশীদিনে ভোজন করে, সেই মূঢ় ঐ সমস্ত পাপপঙ্কে লিপ্ত হয় ; এবং ইহলোকে অতিপাতকীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া অন্তে নরকগামী হইয়া থাকে ; সে একাদশীপরিমিত যুগপর্য্যন্ত কুম্ভী-পাকনামক নরকে অবস্থান করত পরে চাণ্ডাল-যোনিতে গমন করে এবং সপ্তজন্ম পর্য্যন্ত গলিতকুষ্ঠ-ব্যাধিযুক্ত হইয়া তৎপরে সেই পাপী পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে ; ইহা কমলযোনি স্বয়ং বলিয়াছেন। হে ব্রহ্মন্! একাদশীতে ভোজন করিলে যে দোষ হয়, তাহা আমি বর্ণন করিলাম, দ্বাদশীলঙ্ঘনে যে দোষ হয়, তাহা আমি পূর্ব্বে, বলিয়াছি ; তুমি শুনিয়াছ। এইক্ষণ দশমীবিদ্ধা একাদশীতে উপবাসে যে দোষ হয়, তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। এই বিষয় ধর্ম্ম, বেদসার হইতে উদ্ধার করত আমাকে বলিয়াছেন। যে মূঢ় কলামাত্র দশমীকেও জ্ঞানবশতঃ লঙ্ঘন করে অর্থাৎ কলামাত্রদশমীযুক্ত একাদশীতে উপবাস করে, লক্ষ্মী তাহাকে সুদারুণ শাপ প্রদান করিয়া, তাহার গৃহ হইতে অপসৃতা হইয়া থাকেন ; ইহলোকে তাহার বংশহানি ও যশোহানি হয় এবং সে অন্তে শতমন্বন্তর কাল অন্ধকূপে বাস করে। যে দিনে দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী, এই তিন তিথির যোগ থাকে, সে দিবসে ভোজন করিয়া তাহার পর দিনে উপবাস করত ব্রত করিবে। এ স্থলে দ্বাদশীতে ব্রত করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিলে ব্রতীর দ্বাদশী-লঙ্ঘন-দোষে লিপ্ত হইতে হয় না। যদি একাদশী পূর্ব্বদিনে সম্পূর্ণ থাকে এবং পরদিনে প্রভাতসময়ে অল্পকাল থাকে, তবে একা-দশীর বৃদ্ধি জন্য ঐ পরদিনেই উপবাস করিতে হয় ; যে দিন ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা একাদশী থাকে এবং পর দিন প্রভাতসময়ে তিথিত্রয়ের যোগ থাকে, এরূপ স্থলে গৃহিগণ পূর্ব্বদিনে উপবাস করিবে ; কিন্তু যতি প্রভৃতির সেরূপ নহে ; তাহারা পরদিনে উপবাস করিয়া নিত্যক্রিয়া সমাপন করিবে এবং জাগরণাদি সমস্ত কার্য্য পরদিনেই করিবে। । ২৩—৩৫। গৃহী তাহার পূর্ব্বদিবসে উপবাসরূপ ব্রত করিয়া পর দিনে একাদশী অতীত হইলে পারণ করিবে। হে নারদ! বৈষ্ণব, যতি, বিধবা, ব্রহ্মচারী ও ভিক্ষুদিগের সকল একাদশীতে সমভাবে উপবাস করা কর্ত্তব্য ; কিন্তু বৈষ্ণব ভিন্ন গৃহিগণের শুক্লাএকাদশীতেই অবশ্য উপ-বাস করা কর্ত্তব্য ; কারণ তাহাদের কৃষ্ণা-একাদশী-লঙ্ঘনে কোনরূপ দোষ নাই, ইহা বেদে উক্ত আছে। শয়ন-একাদশী ও উত্থান-একাদশী এই উভয় একাদশীর মধ্যে যে কৃষ্ণা একাদশী হইবে, তাহাতে গৃহীমাত্রেরই উপবাস করা কর্ত্তব্য ; কিন্তু এতদ্ব্যতীত অন্য কৃষ্ণা-একাদশী তাহাদের কদাচও উপোষ্যা নহে। হে ব্রহ্মন্! যেরূপ নির্ণয় বেদে শুনিয়াছি, তাহা তোমার নিকটে বলিলাম ; এক্ষণে এই ব্রতের বিধান সমস্ত অবগত হও। ব্রতী পূর্ব্বাহ্নে হবিষ্য করিয়া সেই দিন পুনর্ব্বার জল পর্য্যন্তও পান করিবে না ; তৎপরে রাত্রিতে একাকী কুশশয্যায় শয়ন করিবে ; পরদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা হইতে উত্থান করত প্রাতঃকৃত্য

সমাপন করিয়া নিত্যকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক স্নান করিবে। ব্রতী, ব্রত ও উপবাসের সঙ্কল্প শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-উদ্দেশেই করিয়া, তৎপরে সন্ধ্যা-তর্পণাদি সম্পাদন করত আহ্নিক করিবে; নিত্যপূজা করিয়া দিবসেই ব্রত-দ্রব্য আহরণ করিবে, তাহাতে ষোড়শোপচার দ্রব্যই প্রকৃত বিধিনির্দ্দিষ্ট। আসন, বস্ত্র, পাদ্য, অর্ঘ্য, পুষ্প, অনুলেপন, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, যজ্ঞসূত্র, ভূষণ, গন্ধ, স্নানীয়, তাম্বূল, মধুপর্ক এবং আচমনীয়; ব্রতী এই ষোড়শোপচারের দ্রব্য সকল দিবসে আহরণ করত রাত্রিতে ব্রত করিবে। তাহার পর ব্রতী, ধৌত বস্ত্র-যুগল পরিধান করত পবিত্রভাবে আসনে উপবেশন করিয়া আচমনপূর্ব্বক হরি-স্মরণ ও স্বস্তিবাচন করিবে; তৎপরে শুভক্ষণে ধ্যানাধারে মুনিগণ দ্বারা বেদোক্ত মঙ্গল ঘট স্থাপন করত তাহাতে ফল, শাখা ও চন্দন প্রদান করিবে; সেই ঘটে পৃথক্ পৃথক্ ধ্যান ও আবাহনে ছয় দেবতাকে পূজা করিবে। ছয় দেবতা যথা—গণেশ, সূর্য্য, বহ্নি, বিষ্ণু, শিব, ও শিবা; ইহা-দিগকে পূজা করত প্রণামপূর্ব্বক হরি স্মরণ করিয়া ব্রত করিবে। যদি কেহ ঐ ছয় দেবতাকে আরাধনা না করিয়া কর্ম্ম করে, তাহা হইলে তাহার নিত্য-নৈমি-ত্তিকাদি সমস্ত কর্ম্মই নিস্ফল হয়। ৩৭—৫১। হে মুনে! এই আমি ব্রতের অঙ্গভূত সমস্ত বিষয় বর্ণন করিলাম; এক্ষণে কাণ্বশাখোক্ত অভিলষিত ব্রতের বিষয় শ্রবণ কর; পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণকে সামবেদোক্ত ধ্যান করিয়া সেই পুষ্প মস্তকে প্রদান করত পুনর্ব্বার ধ্যান করিবে। সেই সকলের বাঞ্ছিত নিগূঢ় ধ্যান কহিতেছি শ্রবণ কর; এই ধ্যান ভক্তগণের প্রাণ-তুল্য; ইহা অভক্তসমীপে প্রকাশ্য নহে। ধ্যান যথা—যাঁহার নবীননীরদসদৃশ শ্যামসুন্দর শরীর; শার-দীয় চন্দ্রের আভা-বিনিন্দিত উত্তম মুখমণ্ডল; নয়ন-যুগল শরৎকালে সূর্য্যোদয়বিকশিত পদ্মের শোভা-সদৃশ শোভাশালী; যিনি স্বীয় অঙ্গের সৌন্দর্য্য, রূপ, ও রত্নময় ভূষণে বিভূষিত, গোপীগণ যাঁহাকে অত্যন্তকুটিল-প্রসন্ন-নেত্রকোণে নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতে তৎপর; যাঁহার মূর্ত্তি যেন তাহাদের প্রাণের দ্বারাই বিনির্ম্মিত; যিনি রাসোল্লাসে সমুৎসুক হইয়া সর্ব্বদা রাসমণ্ডলে অবস্থান করেন; যিনি রাধার বদনরূপ শারদীয় চন্দ্রমার সুধাপানে চকোর-স্বরূপ; যাঁহার বক্ষঃস্থল কৌস্তুভমণিদ্বারা সমুজ্জল এবং পারিজাতকুসুমের মালিকা দ্বারা বিরাজিত, মস্তক বিশুদ্ধরত্ননির্ম্মিত কিরীটে শোভিত, হস্তে মোহন মুরলী ন্যস্ত, সেই সুরাসুরপূজ্য-ব্রহ্মাদি দেবগণের দুরারাধ্য, ধ্যানের অসাধ্য ও বন্দিত কারণের কারণ ঈশ্বরকে আমি ভজনা করি। হে নারদ! এই ধ্যান দ্বারা প্রভুকে ধ্যান করত আবাহন করিয়া ভক্তিপুরঃসর এই সকল মন্ত্র দ্বারা ষোড়শোপচার প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিবে।—হে পরমেশ্বর! এই স্বর্ণনির্ম্মিত রত্নসারপরিচ্ছদ নানা চিত্রে চিত্রিত আসন আপনাকে প্রদান করিতেছি গ্রহণ করুন। হে রাধিকাপতে! বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত বহ্নিবিশুদ্ধ বহুমূল্য বস্ত্র আপনাকে প্রদান করিতেছি গ্রহণ করুন। হে করুণানিধে; এই পাদপ্রক্ষালন-যোগ্য স্বর্ণপাত্রস্থিত সুবাসিত শীতল জল আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে ভক্তবৎসল! এই শঙ্খতোয়, পুষ্প, দূর্ব্বা ও চন্দনযুক্ত পবিত্র অর্ঘ্য আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে জগৎ-কারণ! আপনার সর্ব্বদা প্রীতিজনক চন্দন ও অগুরু-যুক্ত সুবাসিত শুভ্র পুষ্প আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি সর্ব্বেপ্সিত চন্দন, অগুরু, কস্তূরী, কুঙ্কুম ও আবীর অনুলেপন প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। ৫২—৬৮। হে প্রভো! নানাদ্রব্যযুক্ত সুগন্ধ সুখপ্রদ বৃক্ষবিশেষের রসরূপ ধূপ আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে প্রভো! রত্নসার-বিনিন্দিত দিবানিশি সুন্দর প্রদীপ্ত নিবিড়অন্ধকারবিনাশের কারণস্বরূপ এই দীপ আপ-নাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে পরমাত্মন্! সুস্বাদু মধুর চোষ্য নানাবিধ পবিত্র দ্রব্য আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন! হে দেব-দেবেশ! স্বর্ণ-তন্তুবিনির্ম্মিত, সাবিত্রীগ্রন্থিযুক্ত কারুকাররচিত যজ্ঞ-সূত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে নন্দ-নন্দন! অমূল্যরত্নরচিত তেজে জাজ্বল্যমান সর্ব্বাঙ্গের ভূষণ প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে দীনবন্ধো! সকল মঙ্গল কার্য্যে প্রধান আদরণীয় মঙ্গলপ্রদ এই গন্ধ আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। ভগবন্! আমলকী ও শ্রীফলপত্রাক্ত সকল লোকের বাঞ্ছনীয় মনোহর বিষ্ণুতৈল্য আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে নাথ! সকলের বাঞ্ছনীয় কর্পূরাদিসুবা-সিত তাম্বূল, আমি ভক্তিপূর্ব্বক আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। হে গোপীকান্ত! সকলের প্রীতিজনক বিশুদ্ধ রত্নপাত্রস্থিত সুমিষ্ট মধুর মধু আপ-নাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন হে মধুসূদন! সুবাসিত পবিত্র জাহ্নবীজল পুনরাচমনীয় প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। ভক্ত, আনন্দে এই সকল ষোড়শোপচার প্রদান করত এই মন্ত্রে যত্নপূর্ব্বক রত্ন-মাল্য প্রদান করিবে।—হে বিভো! নানারূপ পুষ্প

ও সূক্ষ্মসূত্রের দ্বারা গ্রথিত এবং ভূষণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাল্য আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। ব্রতী মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে; তৎপরে কৃতাঞ্জলি-পুটে ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের স্তব করিবে।—হে রাধিকানাথ কৃষ্ণ! আপনি করুণাসাগর প্রভু; অতএব এই ভয়ানক ঘোর সংসারসাগর হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করুন। হে প্রভো! আমি শতজন্ম গতায়াতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেছি, অতএব স্বীয় কর্ম্মরূপ পাশনিগড়ে দৃঢ় সংযত রহিয়াছি, তাহা হইতে আমাকে মোচন করুন। ভগবন্! আমি আপনার শরণাগত হইয়া পাদপদ্মে প্রণত রহিয়াছি, অতএব আপনি কৃপাদৃষ্টে যমভয় হইতে আমাকে রক্ষা করত শরণপঞ্জর শ্রীচরণে স্থান প্রদান করুন। প্রভো! আমি ভক্তিহীন, ক্রিয়াহীন, বেদনিরূপিত বিধিহীন ও বস্তুমন্ত্রহীন; তথাপি আমি যেরূপ অর্চ্চনা করিলাম, তাহা দয়া করিয়া সম্পূর্ণ করুন। হে হরে! বেদোক্ত বিধানের অজ্ঞানতাবশতঃ যদি কার্য্যের কোন অঙ্গহানি হয়, তাহা হইলে আপনার নামোচ্চারণ মাত্রেই সেই কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। ৬৯—৮৬। ব্রতী এইরূপ স্তব করিয়া প্রণাম করত ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিবে, তৎপরে মহোৎসবে রত হইয়া রাত্রি-জাগরণ করিবে। ব্রতী যদি ব্রত ও উপবাস করিয়া নিদ্রিত হয়, তাহা হইলে ব্রত ও উপবাসের অর্দ্ধেক ফল লাভ করে এবং দ্বাদশীতে পারণ করিয়া যদি নিদ্রিত হয় ও পুনর্ব্বার জলমাত্রও যদি পান করে, তাহা হইলেও ব্রতের অর্দ্ধ ফল লাভ করিবে। হে বিপ্রেন্দ্র! ব্রতী, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ করত এই মন্ত্রে যত্নপূর্ব্বক এক-বারমাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে। মন্ত্র যথা—হে অন্ন! তুমি প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ, ব্রহ্মা তোমাকে পূর্ব্বে নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং তুমি স্বয়ং বিষ্ণুস্বরূপ; অতএব আমার এই ব্রতোপবাসের ফল প্রদান কর। হে নারদ! যে ব্যক্তি এই ভারতে ভক্তিপূর্ব্বক এই উত্তম একাদশীব্রত আচরণ করে, সে তাহা হইতে পূর্ব্বতন সপ্তপুরুষ, পরবর্ত্তী সপ্তপুরুষ, নিজের আত্মা, মাতা, ভ্রাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, কন্যা, জামাতা ও স্বীয় ভৃত্য পর্য্যন্তও উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। হে বিপ্র! তোমার নিকটে সুখ-মোক্ষপ্রদ সারভূত শ্রীকৃষ্ণের ব্রত ও চরিত্র বর্ণনা করিলাম; এক্ষণে অপর বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৮৭—৯৪।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! কৃষ্ণচরিত্র—গোপীদিগের বস্ত্রহরণ এবং তাহাদিগকে অভিলষিত বর-প্রদানের কথা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। গোপিকাগণ কামমোহিতা হইয়া, হেমন্তকালের প্রথম মাসে ব্রত আরম্ভ করত সম্পূর্ণ মাস সুসংযতভাবে হবিষ্য করিতে লাগিলেন এবং স্নান করত ভক্তিসহকারে যমুনাতীরে বালুকা দ্বারা পার্ব্বতীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করত বিধিক্রমে আবাহন করিয়া মনোহর চন্দন, অগুরু, কস্তুরী, কুঙ্কুম, নানারূপ পুষ্প, বহুবিধমাল্য, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বস্ত্র, নানাবিধ ফল ও মণি-মুক্তা-প্রবালাদি দ্বারা বিবিধ বাদ্যনিঃস্বনে সেই বালুকাময়ী পার্ব্বতী-মূর্ত্তির নিত্য পূজা করিতে লাগিলেন। হে জগন্মাতঃ! তুমি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী; অতএব হে সুব্রতে! তুমি নন্দগোপ-সুতকে আমাদের পতিরূপে প্রদান কর। প্রথমে গোপিকাগণ এই মন্ত্রে দেবীর নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করত তৎপরে সঙ্কল্প করিয়া মূলমন্ত্রে দেবীর পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সাম-বেদোক্ত মন্ত্র নূতন ও সজীব, যথা—ওঁ হ্রীঁ দুর্গায়ৈ নমঃ, এই মন্ত্র সমস্ত অভিলষিত ফল প্রদান করে। ক্রমে গোপিকাগণ এই মন্ত্র দ্বারা সানন্দচিত্তে পুষ্প-মাল্য, নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ ও গন্ধাদি সমস্ত দেবীকে প্রদান করিলেন এবং তাঁহারা পরম ভক্তির সহিত এই মন্ত্র সহস্র বার জপ করিয়া, বিবিধ স্তুতি করত ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। হে দেবি! তুমি সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গল্যস্বরূপা, সকলঅভিলষিতবস্তু-প্রদায়িনী ও মঙ্গলদায়িনী; অতএব হে শঙ্করপ্রিয়ে! আমরা তোমাকে প্রণাম করিতেছি; আমাদের বাঞ্ছিত বিষয় প্রদান কর। এই মন্ত্রোচ্চারণে প্রণাম করত ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা ও নৈবেদ্য প্রদানপূর্ব্বক স্বগৃহে গমন করিলেন। হে মুনে! যে স্তব দ্বারা গোপাঙ্গনাগণ পার্ব্বতীকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিয়াছেন, সেই সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ স্তবরাজ শ্রবণ কর। একার্ণব-সময়ে চন্দ্র ও সূর্য্যের অপ্রকাশবশত চরাচর ঘোর অন্ধকারাবৃত অঞ্জনাকার তোয়রাশিতে পরিপ্লুত হইলে, জলশায়ী হরি এই স্তব ব্রহ্মাকে প্রদান করিয়া জল-রাশিতে শয়ন করিয়াছিলেন। জগৎস্রষ্টা পদ্মযোনি মধু ও কৈটভনামক অসুরের পীড়ায় নিতান্ত পীড়িত হইয়া এই স্তবদ্বারা ঈশ্বরী মূলপ্রকৃতিকে স্তব করিয়া-ছিলেন। হে অভয়ে! তুমি দুর্গা, শিবা, মায়া, নারায়ণী, সনাতনী, জয়া ও সর্ব্বমঙ্গলা নামে বিখ্যাতা;

তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি, আমাকে মঙ্গল প্রদান কর। ১—১৭। দুর্গে! তোমার নামের দকারের দৈত্যনাশকবাচকতা অর্থ কথিত আছে, উকার বিঘ্ননাশকবাচক, এটী বেদসম্মত; রেফের অর্থ রোগবিনাশকর; গকারের অর্থ পাপনাশক এবং আকার ভয় ও শত্রুনাশবাচক; অতএব যাহার এই সমস্ত বিশেষঅর্থযুক্তবর্ণঘটিত নামের উচ্চারণ, শ্রবণ ও স্মরণ মাত্রই ঐ সকল দোষ বিনষ্ট হয়, তিনি দুর্গা—হরির শক্তিস্বরূপা, ইহা হরি স্বয়ং বলিয়াছেন; এবং দুর্গা-শব্দের অর্থ বিপত্তিবাচকতা, আকার নাশবাচক; অতএব যিনি নিত্য দুর্গতি নাশ করেন তিনি দুর্গা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। দুর্গ শব্দের অর্থ দৈত্যেন্দ্র, আকারের অর্থনাশ; অতএব দৈত্যেন্দ্রকে পূর্ব্বে নাশ করাতে পণ্ডিতগণ আপনাকে দুর্গা নামে অভিহিত করিয়াছেন। শকারের অর্থ কল্যাণ, ইকার উৎকৃষ্টবোধক ও সমূহবোধক এবং বা শব্দ দাতৃবাচক; অতএব আপনি উৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃসমূহ দান করেন, এই জন্য আপনার নাম শিবা বলিয়া উক্ত হইয়াছে; অথবা আপনি মূর্ত্তিমতী মঙ্গলরাশি, এই জন্য শিবা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শিব-শব্দ মোক্ষবোধক এবং আকার দাতৃবাচক; অতএব যিনি স্বয়ং নির্ব্বাণমুক্তি প্রদান করেন, তিনিই শিবা বলিয়া কথিত। অভয়-শব্দ ভয়নাশবোধক, আকার দাতৃবাচক; অতএব যিনি অভয় প্রদান করেন, তিনিই অভয়া বলিয়া উক্ত। মা-শব্দের অর্থ রাজশ্রী, য়া—শব্দে প্রাপণ বুঝায়, যিনি সেই রাজশ্রীকে সদ্য লাভ করান, তিনি মায়া, ইহা উক্ত আছে। মা-শব্দ মোহবাচক ও য়া-শব্দের অর্থ প্রাপণ; অতএব যিনি জীবগণকে মোহপাশে বদ্ধ করেন, তিনিই মায়া। আপনি নারায়ণের অর্দ্ধাঙ্গসম্ভূতা এবং তেজেও তাঁহার সমতুল্যা। সর্ব্বদা, তাঁহারই শরীরে অবস্থান করেন, এই জন্য আপনার নাম নারায়ণী। সনাতন এই শব্দটী নির্গুণ ও নিত্যবাচক; অতএব যিনি সর্ব্বদা নিত্যা ও নির্গুণা তিনিই সনাতনী। জ-শব্দ কল্যাণবোধক, য়া-শব্দ দাতৃবাচক; অতএব যিনি নিত্য কল্যাণ প্রদান করেন, তিনিই জয়া নামে খ্যাতা। সর্ব্বমঙ্গল শব্দ সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্যবাচক ও আকার দাতৃবোধক; অতএব যিনি পূর্ণ ঐশ্বর্য্য দান করেন, তিনিই সর্ব্বমঙ্গলা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এই নামার্থসহ সারভূত দুর্গার নামাষ্টক নাভিপদ্মস্থিত ব্রহ্মাকে প্রদান করিয়া জগৎপতি নারায়ণ নিদ্রিত হইয়াছিলেন। ১৮—৩৪। যখন দুর্দ্দান্ত মধুকৈটভ ব্রহ্মাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়, ব্রহ্মা সেই সময়ে এই স্তবদ্বারা নিদ্রাকে স্তুতি করিলে, মহামায়া দুর্গা সাক্ষাতে আবির্ভূতা হইয়া দিব্য সর্ব্বরক্ষণনামক শ্রীকৃষ্ণকবচ প্রদান করত অন্তর্হিতা হইলেন। ব্রহ্মা স্তবের প্রভাবে শ্রেষ্ঠ কবচ লাভ করেন ও কবচ-প্রভাবে অভয় প্রাপ্ত হন, ইহা নিশ্চয়। ত্রিপুরাসুর-যুদ্ধে মহাদেব রথসহ পতিত হইলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে সেই স্তব ও দিব্য কবচ প্রদান করেন। অনন্তর মহাদেব দিব্য কবচ পাঠ ও নিদ্রারূপিণী দুর্গার স্তব করিলে, স্তবপ্রভাবে ও নিদ্রার অনুগ্রহে তথায় জনার্দ্দন শঙ্করের জয় হইবার জন্য শক্তিরূপিণী দুর্গাসহ বৃষরূপে আসিয়া উপস্থিত হন। অনন্তর তিনি রথসহ শঙ্করকে মাথায় করিয়া ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক অভয় প্রদান করিলেন; জয়া তাঁহাকে জয় প্রদান করিলেন। তৎপরে শঙ্কর নিদ্রা ও শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করত এই স্তোত্র ও কবচপ্রভাবে ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন। গোপালিকাগণ এই স্তোত্রের দ্বারা দুর্গাকে স্তব করিয়া স্তবপ্রভাবে শ্রীহরিকে কান্তরূপে লাভ করিলেন। গোপ-কন্যাকৃত বাঞ্ছিতার্থপ্রদ সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন সর্ব্বমঙ্গলনামক স্তোত্র যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করেন, সেই ব্যক্তি শৈব হউন অথবা বৈষ্ণব হউন কিংবা শাক্তই হউন, অবশ্যই দুর্গ হইতে মুক্তি লাভ করিবেন এবং রাজদ্বার, শ্মশান, দাবাগ্নি, প্রাণসঙ্কট ব্যাপার, হিংস্রজন্তুভয়, সমুদ্রপতিত পোত, শত্রুগ্রস্ত সংগ্রাম, কারাগার, বিদ্যুৎ, গুরুশাপ, ব্রহ্মশাপ, সুহৃত্তর বন্ধুভেদ, এই সমস্ত হইতে মুক্ত হন। মানব স্থানভ্রষ্ট হইলে, ধননাশ অবস্থায়, জাতিভ্রংশে, শোকে আকুলিত হইলে, পতিভেদ ও পুত্রভেদে এবং খল ও সর্পের বিষক্রিয়ায় এই স্তব স্মরণ করিবামাত্র নির্ভয়রূপে মুক্তি লাভ করিয়া বাঞ্ছিত অনুত্তম সমস্ত ঐশ্বর্য্য লাভ করে; তাহার ইহজন্মে হরিস্মৃতি ও ভক্তি দৃঢ়া হয় ও অন্তে পার্ব্বতীর প্রসাদে তাহার হরিদাসত্ব লাভ হয়। ৩৫—৭০।

ইতি গোপকন্যাকৃত সর্ব্বমঙ্গল স্তোত্র সমাপ্ত।

ব্রজাঙ্গনাগণ এই স্তবরাজ দ্বারা মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন ঈশ্বরী মূলপ্রকৃতি দুর্গাকে স্তব করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। হে নারদ! এইরূপে মাস পূর্ণ হইলে সমাপ্তিদিবসে গোপীগণ নানাবিধ নীল, পীত, শুক্লবর্ণ দ্রব্যাদি বহুমূল্য মনোহর বহু বস্ত্র সেই যমুনাতটে রাখিয়া স্নান করিতে গমন করিল। সেই সমস্ত বস্ত্র তীর-ব্যাপ্ত হইল বলিয়া তীর অত্যন্ত শোভিত হইল এবং চন্দন, অগুরু ও কস্তুরীর সুগন্ধি বায়ু-

দ্বারাও সুরভিত হইল। যমুনাতীর বহুবিধ নৈবেদ্য কালদেশোদ্ভূত ফল, ধূপ, দীপ, সিন্দুর ও কুঙ্কুমদ্বারা বিরাজিত। তখন গোপীগণ কৌতুকবশতঃ শ্রীকৃষ্ণে মন অর্পণ করিয়া, বস্ত্র পরিত্যাগ করত নগ্ন অবস্থায় জলক্রীড়ায় রত হইল। কৃষ্ণ সেই বস্ত্রসমূহ ও দ্রব্যাদি দর্শন করত বস্ত্রাদি গ্রহণ করিলেন এবং শিশুগণসহ দ্রব্যাদি সমস্ত ভক্ষণ করিলেন। তখন অতি লুব্ধ গোপাল বালকগণ, বস্ত্রসকল পুঞ্জ করিয়া স্কন্ধে করত অতি দূরপ্রদেশে গমনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিল। শ্রীদাম, সুদাম, সুবল, সুপার্শ্ব, শুভাঙ্গ, সুন্দর, চন্দ্রভান, বীরভান, সূর্য্যভান, বসুভান, রত্নভান,—এই দ্বাদশটী গোপাল-বালক এবং কৃষ্ণ-বলরাম, এই চতুর্দ্দশটী প্রধান গোপাল। কিন্তু অপর যে কোটি কোটি গোপ তাহারাও হরির বয়স্য; তাহারা সকলেই বস্ত্রসমূহ গ্রহণ করত দূরে কোন প্রদেশে অবস্থান করিতে লাগিল এবং সেই শত শত বস্ত্রপুঞ্জ সেই স্থানে রাখিয়া কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া রহিল। ৫১—৬২। শ্রীহরি স্বয়ং কিছু বস্ত্র গ্রহণ করত পুঞ্জাকার করিয়া কদম্ববৃক্ষে আরোহণ-পূর্ব্বক গোপিকাদিগকে বলিলেন;—হে গোপাঙ্গনা-গণ! তোমরা সকলেই ব্রতকার্য্যে নিবিষ্টা; সাবধানে আমার বাক্য শ্রবণ করত উন্মুখ হইয়া ক্রীড়াতে রত হও। ব্রতের যোগ্যমাসে ব্রতরূপ মঙ্গলকার্য্যে সঙ্কল্প করত জলমধ্যে নগ্নাবস্থায় অবতরণ করিয়া কি জন্য ব্রতের অঙ্গহানি করিতেছ? এক্ষণে তোমাদের বস্ত্র, পুষ্প, মাল্য ও ব্রতার্হ বস্তুসকল কে অপহরণ করিল? যে স্ত্রী ব্রতে দীক্ষিতা হইয়া নগ্নাবস্থায় স্নান করে, বরুণদেব স্বয়ং তাহার প্রতি রুষ্ট হন এবং বরুণের অনুচরবর্গ তাহার বস্তুসমূহ হরণ করে। তোমরা এক্ষণে নগ্নাবস্থায় কিরূপে গমন করিবে? গমন না করিলে, ব্রতেরই বা কি হইবে? তোমাদের ব্রতারাধ্য দেবী কি বস্তুগুলিও রক্ষা করিলেন না? তোমরা বলি-দ্বারা পরিতুষ্টা পূজ্যা যে ঈশ্বরীকে চিন্তা করিতেছ, সেই দেবী তোমাদের দ্রব্যাদি রক্ষা করিতে যখন সমর্থা হইলেন না, তখন তিনি কিরূপে সারভূত ব্রত-ফল দান করিতে সমর্থা হইবেন? যিনি ফল দান করিতে সক্ষমা, তিনি সকল কার্য্যে সক্ষমা। তখন ব্রজস্ত্রীগণ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে যমুনাতীরে বস্ত্র ও দ্রব্য নাই দেখিয়া, চিন্তাকুলা হইলেন এবং নগ্নাবস্থায় জল-মধ্যে থাকিয়া—আমাদের বস্ত্র ও ব্রতার্হ বস্তুসকল কোথায় গেল? এইরূপে বিষাদ করত রোদন করিতে লাগিলেন। ৬৩—৭২। তৎপরে গোপকন্যাগণ নানা-রূপ বিষাদ করিয়া ভক্তিসহকারে বিনয়পূর্ব্বক কৃতা-ঞ্জলিপুটে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন;—নাথ! তুমি নিজের আত্মাকে বিশেষরূপে অবগত হও, কারণ তুমি আদীশ্বর; কিঙ্করীগণের পরিধেয় বস্ত্র প্রদান করা তোমার কর্ত্তব্য। হে বেদবিংশ্রেষ্ঠ! এই দেবার্হ বস্তু সকল দেবোদ্দেশে আনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা দেব-তাকে প্রদান করা হয় নাই; অতএব তাহা গ্রহণ করা তোমার উচিত নহে। হে গোবিন্দ! তুমি আমাদের ধৌত বস্ত্র প্রদান কর; আমরা পরিধান করিয়া অন্য বস্তুদ্বারা ব্রত করি, তুমি এ সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ কর। গোপিকাগণ এই বলিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীদাম তাঁহাদিগকে বস্ত্রপুঞ্জ দেখাইয়া পুনর্ব্বার পলায়ন করিল। তখন সকলের ঈশ্বরী পরা প্রকৃতি রাধিকা, বস্ত্রের সহিত গোপাল বালকগণকে দর্শন করত অত্যন্ত কুপিতা হইয়া সলিলসিক্ত কলেবরে সখীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সুশীলা, শশিকলা, চন্দ্রমুখী, মাধবী, কদম্বমালা, কুন্তী, যমুনা, সর্ব্বমঙ্গলা, পদ্মমুখী, সাবিত্রী, পারিজাত, জাহ্নবী, সুধামুখী, শুভা, পদ্মা, গৌরী, স্বয়ংপ্রভা, কালিকা, কমলা, দুর্গা, সরস্বতী, ভারতী, অর্পণা, রতি, গঙ্গা, অম্বিকা, কৃষ্ণপ্রিয়া, চম্পা, চন্দননন্দিনী প্রভৃতি আমার সমস্ত সখীগণ! তোমরা জল হইতে উঠিয়া প্রাণবল্লভ কৃষ্ণকে বন্ধন করত আনয়ন কর। ৭৩—৮২। তখন তাঁহারা রাধার আজ্ঞানুসারে ক্রোধে জল হইতে উত্থান করত পাণিদ্বারা যোনি আচ্ছাদন করিয়া নগ্নাবস্থায় গমন করিলেন এবং ইহাঁদের সহচারিণী সহস্র সহস্র গোপিকা ঐ অবস্থায় কোপারুণিত নেত্রে গমন করিল। সেই সকল গোপবালিকাগণ, বস্ত্রপুঞ্জ গ্রহণ করিয়া বেগে পলায়নতৎপর শ্রীদামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমানা হইল। যে স্থানে অন্য গোপবালকগণ, বস্ত্র-সহ অবস্থান করিতেছে, শ্রীদাম অবিলম্বে সেই স্থানে গমন করিল; গোপিকাগণও বলপূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া শীঘ্র সেই বস্ত্রচৌর গোপবালক-দিগকে বেষ্টন করিলে, তাহারা ভীত হইয়া যে স্থানে কৃষ্ণ, বস্ত্রসহ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিল। সে স্থানেও গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণসহ বালক-দিগকে আক্রমণ করিল। তখন তাহারা ভীত হইয়া বস্ত্রসকল মাধবের হস্তে প্রদান করিল। মাধব সে সমস্ত বসন বৃক্ষের শাখায় শাখায় স্থাপন করিলেন। তখন সেই কদম্ববৃক্ষ নানাবিধ বস্ত্রে আবৃত হইয়া মনোহরশোভাসম্পন্ন হইল। কৃষ্ণ বস্ত্রপুঞ্জ বৃক্ষশাখায় স্থাপন করত গোপিকাদিগকে সপরিহাস বাক্য বলিতে

লাগিলেন, হে গোপালিকাগণ, তোমরা বিবস্ত্রা হইয়া এ কিরূপ আচরণ করিতেছ? এক্ষণে বস্ত্র প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত করজোড় কর এবং যাও, তোমাদের ঈশ্বরী রাধিকাকে বল, শীঘ্র কৃতাঞ্জলিপুটে বস্ত্র প্রার্থনা করুন, না হইলে কিছুতেই আমি তোমাদের বস্ত্র প্রদান করিব না; তোমাদের রাধিকা আমার কি করিবেন? এবং তোমাদের ব্রতের আরাধ্যা যে দেবী, তিনিই বা আমার কি করিবেন? আমি যাহা বলিলাম, তোমরা গমন করত রাধিকাকে এইরূপ বল। ৮৩—৯৪। তখন গোপকন্যাগণ, শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সকটাক্ষ-দৃষ্টিনিঃক্ষেপ করত রাধিকাসমীপে গমন করিল। তাহারা রাধিকা-সমীপে উপস্থিত হইয়া শ্রীহরি যেরূপ বলিয়াছেন, সমস্ত নিবেদন করিল। রাধা সেই সমস্ত শ্রবণ করত কামপীড়িতা হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। রাধিকা তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিলে, তাঁহার অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। তিনি লজ্জাবশতঃ শ্রীহরিসমীপে গমন করিতে না পারিয়া জলে যোগাসন করত ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত ও ধর্ম্ম প্রভৃতির বন্দনীয় ঈপ্সিতপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন;—রাধিকা কৃষ্ণ-পাদপদ্ম বারংবার স্মরণ করিয়া ভাবাতিশয্যহেতু সজলনয়নে প্রাণেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন, হে প্রাণবল্লভ! তুমি গোলোকনাথ আমার ঈশ্বর এবং গোপীগণেরও ঈশ্বর; হে দীনবন্ধো! তুমি দীনজনের প্রভু ও সর্ব্বেশ্বর; তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি। হে গোপেশ! তুমি গোপসমূহের ঈশ্বর, যশোদার আনন্দ-বর্দ্ধক, নন্দাত্মজ, সদানন্দ ও নিত্যানন্দ; অতএব তোমাকে আমি নমস্কার করিতেছি। হে প্রাণনাথ কৃষ্ণ! তুমি ইন্দ্রযাগ ভগ্ন ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ এবং কালীয়কে দমন করিয়াছ; তোমার চরণে আমি প্রণিপাত করিতেছি। নাথ! তুমি ব্রহ্মা, অনন্ত, শিব ও ব্রাহ্মণ-গণের ঈশ্বর, পরাৎপর, ব্রহ্মস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ ও ব্রহ্মবীজ-স্বরূপ; অতএব তোমাকে আমি প্রণিপাত করিতেছি। প্রভো! তুমি চরাচররূপ তরুর বীজস্বরূপ, গুণাতীত, গুণাত্মক, গুণের বীজস্বরূপ, গুণাধার ও গুণীশ্বর; তোমাকে আমি নমস্কার করি। প্রাণেশ! তুমি অণিমাদি-ঐশ্বর্য্যশালী সিদ্ধির ঈশ্বর, সিদ্ধ, সিদ্ধি স্বরূপ, তপোরূপ, তপস্বী এবং তপস্যার বীজস্বরূপ; আমি তোমাকে নমস্কার করি। ৯৫—১০৫। হে প্রভো! তুমি নির্ব্বচনীয় ও অনির্ব্বচনীয় বস্তুস্বরূপ এবং তাহার বীজ ও সর্ব্ববীজস্বরূপ; অতএব আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি। আমি যাঁহার চরণকমল নিত্য অর্চ্চনা করত সরস্বতী, লক্ষ্মী, দুর্গা, গঙ্গা ও বেদমাতা হইয়া জগতে পূজনীয়া হইয়াছি, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি। যাঁহার ভৃত্যবর্গের স্পর্শে ও দিবা-নিশি যাঁহার ধ্যানে তীর্থসকল পবিত্র হয়, আমি সেই ভগবান্‌কে নমস্কার করি। সতী রাধিকা, এইরূপ স্তব করত স্বীয় দেহ জলেই রাখিয়া মনঃপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণে অর্পণপূর্ব্বক স্থাণুর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি রাধাকৃত কৃষ্ণস্তব ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করে, সে হরিভক্তি, হরির দাসত্ব ও রাধার গতি প্রাপ্ত হয়। যদি বিপত্তিসময়ে ভক্তিপূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করে, তাহা তাহার হইলে সদ্য সম্পত্তিপ্রাপ্ত হয় ও চিরকাল-গত, হৃত এবং নষ্ট দ্রব্যও লাভ হয়,—তাহাতে সংশয় নাই। যে ব্যক্তি, চিন্তাগ্রস্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করে, সে উৎকৃষ্ট নির্বৃতি লাভ করে এবং তাহার বংশবৃদ্ধি হয় ও মন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়। যদি কোন স্ত্রী পতিবিচ্ছেদ, পুত্রবিচ্ছেদ, মিত্রবিচ্ছেদ ও সঙ্কটে পতিত হইয়া মাস পর্য্যন্ত ভক্তি-পূর্ব্বক এই স্তব পাঠ করে, তাহা হইলে তাহার সদ্য সেই অভীষ্টের দর্শনলাভ হয়। যদি কুমারী স্ত্রী এই স্তোত্র ভক্তিপূর্ব্বক এক বৎসর পর্য্যন্ত শ্রবণ করে তাহা হইলে সে শ্রীকৃষ্ণ সদৃশ গুণবান্ পতি লাভ করে। ১০৬—১১২।

রাধিকাকৃত কৃষ্ণস্তব সমাপ্ত।

জলস্থিতা রাধিকা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ধ্যান ও স্তুতি করত চক্ষুরুন্মীলন করিয়া জগৎ কৃষ্ণময় দেখিলেন ও যমুনাতীর বস্ত্রযুক্ত ও দ্রব্যময় দেখিয়া রাধিকা বিবেচনা করিলেন যে ইহা স্বপ্ন—কি তন্দ্রা? দ্রব্যাদি যে স্থানে, যে আধারে, যেরূপ পূর্ব্বে ছিল, গোপিকাগণ বস্ত্রের সহিত সে সমস্ত দ্রব্য সেইরূপেই পাইলেন। গোপ-কন্যাগণ জল হইতে উঠিয়া অভিলষিত ব্রত সম্পাদন করত দেবীর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া স্বগৃহে গমন করি-লেন। নারদ বলিলেন বিভো! গোপাঙ্গনাগণের অনুষ্ঠিত ব্রতের নাম কি? তাহার ফল কি? তাহাতে কোন্ কোন্ দ্রব্য দিতে হয়? ও দক্ষিণাই বা কিরূপ দিতে হয়? সেই ব্রতের শেষে কিরূপ মনোহর রহস্য হয়? হে মহাভাগ! সেই সমস্ত কৃষ্ণকথা কৃপা করিয়া সবিস্তারে বর্ণন করুন। সূত বলিলেন, কবি-দিগের গুরুর গুরু মুনিশ্রেষ্ঠ নারায়ণ নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন;—বৎস! সেই ব্রতের বিধান আমার নিকটে সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ কর। ঐ ব্রত গৌরীব্রত বলিয়া বিখ্যাত। অগ্রহায়ণ মাসে উহা করিতে হয়। কন্যাগণ স্নান করত ধৌত বস্ত্র

পরিধান করিয়া ঘটে আবাহনপূর্ব্বক গণেশ, সূর্য্য, বহ্নি, নারায়ণ, শিব ও শিবা; এই ছয় দেবতাকে নানা দ্রব্যের দ্বারা পঞ্চোপচারে পূজা করিবে এবং তৎপরে ব্রত আরম্ভ করিবে।১১৫—১২৪। ঘটের অধোভাগে চন্দন, অগুরু, কস্তূরী ও কুঙ্কুমদ্বারা সুসংস্কৃত সুবিস্তৃত চতুরস্র মণ্ডল কারকে পরে বালুকাময়ী দশভুজাদুর্গামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া কপালে সিন্দূরবিন্দু ও তাহার নিম্নে চন্দনবিন্দু বিন্যস্ত করিবে, এবং সেই দেবীকে ধ্যান ও আবাহন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এই মন্ত্র পাঠ করত পূজা আরম্ভ করিবে। তাহার হে গৌরি! শঙ্করের অর্দ্ধাঙ্গশোভিনি! তুমি যেরূপ শঙ্করপ্রিয়া, হে কল্যাণি! সেইরূপ আমাকেও মনোহর দুর্লভ পতির পত্নী কর; এই মন্ত্র পাঠ করত জগৎপ্রসবকারিণী কাত্যায়নীকে ধ্যান করিবে; সেই ধ্যান সামবেদোক্ত নিগূঢ় ও সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ। হে নারদ! মুনীন্দ্রদিগের দুর্লভ ধন তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। এই ধ্যানদ্বারা সিদ্ধগণ দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে ধ্যান করিয়া থাকেন। যিনি শিবা, শিবপ্রিয়া, শৈবা ও শিববক্ষঃস্থলে অবস্থিতা; যাঁহার বদনমণ্ডল ঈষদ্ধাস্যযুক্ত ও প্রসন্নলোচন যুগল অতি মনোহর; যিনি উত্তম প্রতিষ্ঠাশালিনী; যিনি নবযৌবনসম্পন্না, রত্নাভরণে বিভূষিতা এবং রত্নময় কঙ্কণ, কেয়ূর ও নূপুরে সুশোভিতা; যাঁহার গণ্ডস্থল রত্ননির্ম্মিত কুণ্ডলযুগলে বিরাজিত; যাঁহার গলদেশে মালতীমাল্য ও মস্তকে ভ্রমরযুক্ত কবরী, ললাটদেশে কস্তূরীবিন্দুর সহিত সিন্দূরতিলক, পরিধানে বহ্নিবিশুদ্ধ বস্ত্র ও মস্তকে মনোহর কিরীট; যাঁহার গলদেশে, মণীন্দ্রসারযুক্ত রত্নমালা নিবদ্ধ হইয়া সমুজ্জ্বল ভাবে দীপ্ত ও তাহার সমাপে আজানুলম্বিত পারিজাতকুসুমের মালা; যাঁহার মনোহর শ্রোণিযুগল কঠিন এবং স্থূল বলিয়া নবযৌবনভরে ঈষন্নম্র; যিনি কোটিসূর্য্য-সম প্রভাশালী, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহাকে নিরন্তর স্তব করিয়া থাকেন; যাঁহার অধরোষ্ঠ পক্ববিম্বের ন্যায় এবং বর্ণ চারুচম্পককুসুমের ন্যায়, যাঁহার দন্তশ্রেণী মুক্তাপঙ্ক্তিবিনিন্দিত এবং মুখমণ্ডল শারদীয় চন্দ্রমার ন্যায় মনোহর; সেই ভক্তাভীষ্টদায়িনী দেবীকে আমি ভজনা করি। ১২৫—১৩৮। ব্রতী এইরূপ ধ্যান করত ধ্যানপুষ্প মস্তকে প্রদান করিবে; তৎপরে অন্য পুষ্প গ্রহণ করত ভক্তিপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। ব্রতকার্য্যে ব্রতী পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে প্রত্যহ সানন্দে ভক্তিপূর্ব্বক ষোড়শোপচার প্রদান করিবে, তৎপরে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে স্তব ও প্রণাম করত ভক্তিপূর্ব্বক কথা শ্রবণ করিবে। নারদ বলিলেন, ভগবান্! ব্রতবিধান, অদ্ভুত স্তোত্র ও ব্রতের ফল সমস্তই শুনিলাম; এক্ষণে গৌরীব্রতের কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। প্রভো! এই ব্রতপ্রথমতঃ কে করিয়াছেন, এবং কোন ব্যক্তিই বা ভূমিতে প্রকাশ করিয়াছেন? হে সন্দেহভঞ্জন! এই সমস্ত বিষয় সবিস্তারে বর্ণন করুন। ব্রতকথা যথা—নারায়ণ বলিলেন, পূর্ব্বে কুশধ্বজ নৃপতির সাধ্বী বেদবতী নামে এক তনয়া ছিলেন। তিনি পুষ্করতীর্থে প্রথমতঃ এই ব্রত করেন,ব্রতসমাপ্তিদিনে কোটিসূর্য্য-সমপ্রভাশালিনী জগদম্বিকা দুর্গা লক্ষযোগিনীসহ স্বর্ণরথে আরোহণ করিয়া সেই বেদবতীর নিকটে প্রত্যক্ষ ভাবে আগমন করত ঈষৎহাস্যবিকসিত প্রসন্নবদনে তাঁহাকে বলিলেন, হে বেদবতি! তোমার মঙ্গল হউক; তুমি ঈপ্সিত বর প্রার্থনা কর; আমি তোমার ব্রতে সন্তুষ্ট হইয়া বাঞ্ছিত বর প্রদান করিতে আসিয়াছি। হে নারদ। বেদবতী পার্ব্বতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করত তাঁহাকে দেখিলেন; তখন প্রণাম করত কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, দেবি! নারায়ণ আমার পতি হউন; এই অভিলষিত এক বর আমাকে প্রদান করুন; আর আপনার পাদপদ্মে আমার দৃঢ় ভক্তি থাকুক; এই অপর বর প্রদান করুন। এতদ্ব্যতীত অন্য বিষয়ে আমার স্পৃহা নাই। জগদম্বিকা হরপ্রিয়া দেবী কুশধ্বজতনয়া বেদবতীর বাক্য শ্রবণ করত রথ হইতে শীঘ্র অবরোহণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে জগন্মাতঃ! তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী-স্বরূপা তাহা আমি সমস্তই জানি; কেবল ভারতভূমিকে পবিত্র করিবার নিমিত্তই ধরাতলে অবতীর্ণা হইয়াছ! দেবি! তোমার পাদরজঃস্পর্শে বসুন্ধরা সদ্য পবিত্রা হইয়া থাকেন; হে পরমেশ্বরি! নিখিল তীর্থও তোমার পাদরজ স্পর্শে পবিত্র হইয়া থাকে। হে তপস্বিনি! তোমার ব্রত এবং তপস্যা, কেবল যাবতীয় লোকের শিক্ষার নিমিত্ত; কারণ তুমি ত জন্মে-জন্মেই নারায়ণের প্রিয়তমা পত্নী। বিষ্ণু ভারাবতারণে দস্যু-নিগ্রহের নিমিত্ত দশরথতনয় রামরূপে ত্রেতাযুগে অযোধ্যায় পূর্ণভাবে আগমন করিবেন, তৎপরে ব্রহ্মশাপে প্রচ্যুত ভৃত্যদ্বয়েরও মোচন করিবেন। তুমিও শিশুরূপধারণ করত মিথিলায় গমন কর; মিথিলাধিপতি জনক তোমা হেন অযোনিসম্ভবা তনয়া প্রাপ্ত হইলে যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিবেন; তুমি সীতা নামে বিখ্যাতা হইবে। তৎপরে রাম মিথিলায় গমন করিয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন। এইরূপে কল্পে কল্পে তুমি নারায়ণের প্রিয়তমা কান্তা হইবে। পার্ব্বতী এই কথা বলিয়া বেদবতীকে আলিঙ্গন করত

স্বমন্দিরে গমন করিলেন। তৎপরে সাধ্বী বেদবতী শিশু-কন্যারূপ ধারণ করিয়া মিথিলায় গমন করত মায়াবশে লাঙ্গলের রেখামধ্যে সুপ্তাবস্থায় রহিলেন। তখন জনক দেখিতে পাইলেন যে, একটী বালিকা নগ্নাবস্থায় মুদ্রিতনয়নে ভূমিতলে পতিত হইয়া রোদন করিতেছে; তাহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনসদৃশ এবং শরীর অতি তেজস্বী। হে নারদ! জনকরাজ তাঁহাকে দেখিবামাত্রই গ্রহণ ও স্বীয় বক্ষে ধারণ করত গৃহাভিমুখে গমন করিতেছেন, এরূপ সময়ে পথিমধ্যে এক দৈববাণী হইল, "জনকরাজ! তুমি এই অযোনিসম্ভবা লক্ষ্মীরূপিণী কন্যাকে গ্রহণ কর, নারায়ণ তোমার জামাতা হইবেন।" হে ঋষে! তখন জনক সেই দৈববাণী শুনিয়া অধিক আনন্দে কন্যাকে গ্রহণ করত স্বমন্দিরে গমন করিলেন। তৎপরে সানন্দে কন্যাকে পালনের নিমিত্ত স্বীয় ভার্য্যাহস্তে অর্পণ করিলেন। ক্রমে সেই বালিকা যৌবনে পদার্পণ করত এই ব্রতপ্রভাবে ত্রিজগৎপতি দাশরথি রামকে পতিরূপে পাইলেন। এই ব্রত প্রথমতঃ বশিষ্ঠদেব ভক্তিভাবে প্রকাশ করেন, তৎপরে রাধিকা ব্রত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পতি পাইয়াছেন; এবং গোপাঙ্গনাগণ এই ব্রতপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইয়াছেন। হে বিপ্র! এই গৌরীব্রতের কথা তোমাকে বলিলাম, ভারতে যে কুমারী এই ব্রত করে, সে নিশ্চয় কৃষ্ণতুল্য পতি পায় তাহাতে সংশয় নাই। ১৩৯—১৬৭।

গৌরীব্রতকথা সম্পূর্ণ।

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! এইরূপে গোপিকাগণ একমাস পর্য্যন্ত ব্রত করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্তোত্রে দেবীকে প্রত্যহ স্তব করিলেন; এবং সমাপ্তিদিনে গোপিকাগণ সানন্দে ব্রত সমাপন করিয়া কাণ্বশাখোক্ত স্তোত্রে দেবীকে স্তব করিলেন। হে নারদ! যে স্তোত্রে তাঁহাকে স্তব করিয়া সত্য-পরায়ণা সীতা সদা রাজীবলোচন রামকে কান্তরূপে পাইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। জানকী বলিলেন, হে শক্তিরূপিণি! তুমি সকল পদার্থের আধার গুণের আশ্রয় এবং সর্ব্বদা শঙ্করসহগামিনী; তুমি আমাকে পতি প্রদান কর; তোমাকে নমস্কার করিতেছি। হে দেবি! তুমি সৃষ্টি স্থিতি ও অন্তরূপিণী এবং সৃষ্টি স্থিতি অন্ত তুমিই করিয়া থাক, তুমি সৃষ্টি স্থিতি অন্তের বীজের বীজস্বরূপা; অতএব তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি। হে গৌরি! তুমি পাতিব্রত্যপরায়ণা পতিব্রতা ও পতিপরায়ণা; তুমি পতিমর্য্যাদা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছ; তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি, আমাকে পতি প্রদান কর। হে মঙ্গলদায়িনি! তুমি নিখিলমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপা ও মঙ্গলময়ী এবং সকল মঙ্গলের বীজস্বরূপিণী, তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি। হে শঙ্করপ্রিয়ে! তুমি সকলের প্রিয়কারিণী সকলের বীজস্বরূপা ও সর্ব্ব অশুভনাশিনী এবং সকলের ঈশ্বরী; অতএব হে সর্ব্বজননি! তোমাকে আমি নমস্কার করিতেছি। হে সনাতনি! তুমি পরমাত্মাস্বরূপা, নিত্যরূপিণী; তুমি সাকার, নিরাকার এবং সর্ব্বরূপা; তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি। হে নারায়ণি! ক্ষুধা, পিপাসা দয়া, ইচ্ছা, শ্রদ্ধা, নিদ্রা, তন্দ্রা, স্মৃতি, ক্ষমা; এ সমস্তই তোমার অংশজাত; অতএব মাতঃ! আমি তোমাকে প্রণাম করি। হে সর্ব্বরূপিণি! লজ্জা, মেধা, তুষ্টি, পুষ্টি, শান্তি, সম্পত্তি ও বৃদ্ধি; এ সমস্তই তোমার অংশসম্ভূত বলিয়া উক্ত আছে, আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি। হে মহামায়ে! তুমি দৃষ্ট ও অদৃষ্টস্বরূপা এবং তাহার বীজরূপিণী ও ফলপ্রদায়িনী; তুমি নিখিল অনির্ব্বচনীয় পদার্থস্বরূপা, অতএব তোমাকে আমি প্রণিপাত করি। হে শিবে! তুমি শঙ্করের সৌভাগ্যযুক্তা এবং সৌভাগ্য-দায়িনী; তোমাকে আমি নমস্কার করিতেছি, আমাকে নারায়ণপতি ও সৌভাগ্য প্রদান কর। যে রমণীগণ, ব্রতসমাপ্তিদিনে এই স্তোত্রে শিবাকে স্তব করত ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করে, তাহারা নিশ্চয় হরিকে পতিরূপে লাভ করে এবং ইহকালে পরাৎপর হরিকে পতিরূপে লাভ করিয়া কমনীয় সুখভোগ করত অন্তে দিব্য রথে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণসমীপে গমন করে। ১৬৮—১৮২।

পার্ব্বতীস্তোত্র সম্পূর্ণ।

ব্রত-সম্পূর্ণ-দিনে রাধিকা, গোপীগণ-সহ দেবীকে স্তব ও প্রণাম করত ব্রত সম্পূর্ণ করিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণ ও গোসহস্র দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিলেন এবং সাদরে সহস্র ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া, ভিক্ষুদিগকে ধন দান করত স্বগৃহে গমন করিতে উদ্‌যোগ করিলেন। তখন তাঁহার আদেশক্রমে বিবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল। এই সময়ে সেই স্থানে ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত-শরীরা নানালঙ্কার-বিভূষিতা ঈষদ্‌হাস্যযুক্ত-প্রসন্নবদনা দশভুজা দুর্গতিনাশিনী দুর্গা সিংহ আরোহণে গগনতল হইতে আবির্ভূতা হইলেন। দেবী, রত্নসারনির্ম্মিত পরিচ্ছদযুক্ত সুবর্ণরথ হইতে অবরোহণ করত শীঘ্র রাধিকাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন গোপাঙ্গনাগণ দেবীকে সানন্দে প্রণাম করিলেন।

দুর্গা, তাহাদিগকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে তোমাদের অভিলাষ সিদ্ধ হউক। তৎপরে দেবী গোপিকাদিগকে বর প্রদান করিয়া, তাহাদিগকে সাদরে সম্ভাষণ করত হাস্যবিকসিত মুখ-কমলে রাধিকাকে বলিলেন, জগদম্বিকে! রাধে! তুমি সর্ব্বেশ্বরের প্রাণ হইতেও অধিক প্রিয়তমা; তুমি কেবল মায়া মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছ; তোমার ব্রত কেবল যাবদীয় লোকের শিক্ষার নিমিত্ত। সুন্দরি! সেই গোলোকনাথ, গোলোক, শ্রীশৈল, বিরজা নদী এবং কামশাস্ত্রাভিজ্ঞ রতি লম্পট শ্রীকৃষ্ণের বিরচিত রমণীমোহন বৃন্দাবন-বিরাজিত মনোহর রাসমণ্ডল, শাস্ত্রবিৎ বংশীধারীকে স্মরণ হয় কি? সতি! তুমি শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধাঙ্গসম্ভূতা এবং তেজে কৃষ্ণতুল্যা; দেবীগণ তোমার অংশের অংশ হইতে উৎপন্না হইয়াছেন। তুমি মানুষী, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? দেবি! তুমি কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে গোপিকারূপ ধারণ করত মহীতলে আগমন করিয়াছ, তুমি শান্তস্বভাবা, অতএব তোমাকে কিরূপে মানুষী বলিব। সতি! শ্রীদামের শাপে এবং ভারাবতারণের নিমিত্ত ভূমিতলে তোমার আগমন হইয়াছে? তোমাকে কিরূপে মানুষ বলা যাইতে পারে? সতি! তুমি অযোনিসম্ভবা ও জন্ম-মৃত্যু জরা-বিনাশিনী, তুমি কেবল কলাবতীর পুণ্যফলে তাঁহার কন্যারূপে জন্মিয়াছ; তোমাকে কিরূপে মনুষ্য বলা যাইতে পারে। ১৮৩—১৯৭। সতি! তুমি হরির প্রাণস্বরূপ; বেদে তোমাদের উভয়ের ভেদ নিরূপিত হয় নাই, তবে তোমাকে মানুষী বলা যায় কিরূপে? সতি! পূর্ব্বে ব্রহ্মা ষষ্টি সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াও তোমার চরণকমল দর্শন করিতে সক্ষম হন নাই, তাঁহাকে মানুষী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইবে কিরূপে? মনুবংশসমুদ্ভূত রাজা সুযজ্ঞ, তোমা হইতেই গোলোকধামে গমন করিয়াছেন, তোমাকে মনুষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিব কিরূপে? সতি! ভৃগু তোমার মন্ত্র ও কবচের বলে পৃথিবীকে একবিংশবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছে, তবে তোমাকে মনুষ্য বলিব কিরূপে? পরশুরাম শঙ্কর হইতে তোমার মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া পুষ্করতীর্থে সেই মন্ত্র সিদ্ধি করত কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বধ করিয়াছে, তোমাকে মনুষ্য বলিয়া কিরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? সেই পরশুরাম আমার তনয় গণেশের দন্ত অতিদর্পে ভগ্ন করিয়াছে, তাহাতে আমি রুষ্টা হইয়াও তোমার নাম শ্রবণে ভীত হইয়াছিলাম; তোমাকে মানুষী বলিব কিরূপে? তথাপি আমি যখন অত্যন্ত কুপিত হইয়া তাহাকে ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, তখন তোমার প্রীতির জন্য ঈশ্বর হরি আগমন করত তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তোমাকে কিরূপে মানুষী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়? হে জগন্মাতঃ! কল্পে কল্পে প্রতিজন্মে শ্রীহরি তোমারই পতি, ইহা নিরূপিত রহিয়াছে; তাহাতেও যে তুমি ব্রতানুষ্ঠান কর এটি কেবল তোমার লোকশিক্ষার নিমিত্ত। সতি! আর তিন মাস অতীত হইলে মনোহর মধুমাসে রাত্রিতে নির্জ্জন রমণীয় রাসমণ্ডলে এবং বৃন্দাবনে তুমি গোপীসহ মিলিত হইয়া হরির সহিত সানন্দে ক্রীড়া করিবে। রাধে! হরিসহ কল্পে কল্পে তোমার ক্রীড়া হইবে, ইহা বিধাতা লিখিয়াছেন, তাহা কে খণ্ডন করিতে সক্ষম হইবে? হে হরিপ্রিয়ে। যেরূপ আমি শঙ্করের সৌভাগ্যযুক্তা হইয়াছি, সেই রূপ তুমিও শ্রীকৃষ্ণের সৌভাগ্যশালিনী হও। ১৯৮—২০৯। যেরূপ দুগ্ধে ধবলতা, অগ্নিতে দাহিকা-শক্তি, পৃথিবীতে গন্ধ, জলে শৈত্যগুণ নিয়ত অবস্থান করে, সেইরূপ তুমি কৃষ্ণে নিয়ত অবস্থান কর। দেবী, মানুষী, গন্ধর্ব্ব-পত্নী কিংবা রাক্ষসীই হউক, কেহই তোমার তুল্য সৌভাগ্য-শালিনী হয় নাই, হইবেও না। দেবি! আমার বরে পরাৎপর গুণাতীত ব্রহ্মাদি দেবগণবন্দিত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তোমার অধীন হইবেন। সতি! আমি বলিতেছি, সেই ধ্যানাসাধ্য, যোগিগণের দুরারাধ্য ও ব্রহ্মা অনন্ত এবং শিব প্রভৃতির আরাধ্য ভগবান্ তোমার বশীভূত হইবেন। হে রাধে! তুমি স্ত্রীজাতির মধ্যে পরম ভাগ্যবতী; পরে তুমি কৃষ্ণের সহিত গোলোক-ধামে গমন করিবে। হে মুনে! পার্ব্বতী এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন। তখন রাধিকা গোপিকাগণ সহ গৃহগমনে উদ্‌যোগ করিলেন। এরূপ সময়ে কৃষ্ণ, রাধিকাসমীপে উপ-স্থিত হইলে, রাধিকা দেখিলেন;—কিশোর বয়স শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ,—তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান; তাঁহার পীতবস্ত্র পরিধান; শরীর রত্নালঙ্কারে বিভূষিত। ২১০—২১৭। তাঁহার বদন ঈষদ্ধাস্যযুক্ত, অতএব প্রসন্ন; তিনি ভক্তানুগ্রহকাতর; তাঁহার শরীর চন্দন-সিক্ত ও লোচনযুগল শারদীয় বিকশিত-পদ্ম-সদৃশ; তাঁহার বদনমণ্ডলে শারদীয় পূর্ণ নিশাকরের ন্যায়, ললাট বিশুদ্ধ রত্ননির্ম্মিত মুকুটে উজ্জ্বল; তাঁহার দশন-পঙ্‌ক্তি পক্ব দাড়িম্ব-বীজের ন্যায়; হস্তে মনোহর লীলাকমলশোভিত বিনোদ মুরলী; তাঁহার আকৃতি কোটিকন্দর্পের লাবণ্যলীলার আধার, তিনি গুণাতীত;

ব্রহ্মা, অনন্ত ও শিব প্রভৃতি তাঁহাকে নিরন্তর স্তব করিয়া থাকেন; তিনি শ্রুতিনিরূপিত ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্মণ্য, অব্যক্ত, অক্ষর, ব্যক্ত, জ্যোতীরূপ, সনাতন; তিনি মঙ্গল্য মঙ্গলের আধার ও মঙ্গলপ্রদ। রাধিকা সেই অনির্ব্বচনীয় রূপ-লাবণ্য দর্শন করিয়া সহসা উত্থান করত তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাকে দেখিবামাত্রই কামবাণে প্রপীড়িতা হইয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন; বক্রলোচনে তাঁহার মুখকমল বারংবার দর্শন করত লজ্জায় পুনঃপুনঃ মুখ আচ্ছাদন করিতে লাগিলেন। ২১৮—২২৪। তখন হরি সকল গোপিকার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রসন্নবদনে রাধিকাকে বলিলেন;—অয়ি প্রাণাধিকে রাধিকে! তুমি ঈপ্সিত বর প্রার্থনা কর। হে গোপিকাগণ তোমরাও তোমাদের অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন কৃষ্ণবাক্য শ্রবণ করত রাধিকা প্রার্থনা করিলেন, এবং গোপিকাগণও সেই কল্পপাদপরূপ সর্ব্বেশ্বরের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন। রাধিকা বলিলেন, হে প্রভো! তোমার পাদসরোজে আমার মনোরূপ মধুব্রত নিয়ত ভ্রমণ করত, যেরূপ মধুব্রত পদ্মের মধু পান করে, সেইরূপ ভক্তি-রস পান করুক; তুমি আমার প্রতিজন্মেই প্রাণনাথ হও এবং পাদপদ্মে আমাকে সুদুর্লভ ভক্তি প্রদান কর; প্রভো! এই আমার অভিলাষ যে, আমার চিত্ত স্বপ্নে ও সজ্ঞান অবস্থায় দিবানিশি তোমার স্মৃতি ও গুণে যেন নিয়ত নিমগ্ন থাকে। গোপিকাগণ বলিল;—হে প্রাণবন্ধো! তুমি আমাদের প্রতি-জন্মে প্রাণবল্লভ হইও এবং যেরূপ রাধাকে দেখিবে, তদ্রূপ আমাদিগকেও দেখিতে হইবে। ২২৫—২৩১। তৎপরে যশোদানন্দবর্দ্ধন গোপিকাদিগের বাক্য শ্রবণ করত প্রসন্নবদনে স্বস্তি বলিয়া তাহাই স্বীকার করিলেন। তাহার পর জগৎপতি প্রীতিপূর্ব্বক মনোহর মালতীমালা ও সহস্রদল ক্রীড়া-পদ্ম রাধিকাকে প্রদান করিলেন এবং অবশিষ্ট মালাসমূহ ও পুষ্পসমূহ পরম প্রীতিপূর্ব্বক গোপিকাদিগকে প্রদান করত বলিলেন, গোপীগণ! তিন মাস অতীত হইলে বৃন্দাবনে রমণীয় রাসমণ্ডলে তোমরা আমার সহিত ক্রীড়া করিবে, যেরূপ আমি সেইরূপ তোমরা; আমাদের কোন ভেদ নাই, ইহা শ্রুতিতে নিণীত আছে; আমি তোমাদের প্রাণ স্বরূপ, তোমরাও আমার প্রাণস্বরূপা। হে প্রেয়সীগন! তোমাদিগের ব্রত কেবল লোকশিক্ষার জন্য, ইহাতে স্বার্থ কিছুই নাই; গোলোক হইতে আমার সহিত আগমন করিয়াছ, আমার সহিতই গমন করিবে। তোমরা শীঘ্র নিজভবনে গমন কর, আমি যেরূপ প্রতিজন্মে তোমাদের প্রাণ হইতে ও গুরুতর, সেইরূপ তোমরাও আমার প্রাণ হইতে গরীয়সী তাহাতে সংশয় নাই। এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই যমুনাতটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। গোপবালিকাগণও তাঁহাকে পুনঃপুনঃ দর্শন করত তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। তৎপরে গোপীগণ সকলেই প্রহৃষ্টবদনে সস্মিতা হইয়া কটাক্ষদর্শনে প্রীতিপূর্ব্বক নয়ন-চকোরদ্বারা শ্রীহরির মুখচন্দ্রের সুধা পান করিতে লাগিল। তাঁহারা সকলে পুনঃপুনঃ জয় শব্দ করত স্বগৃহে গমন করিলেন। হরিও শিশুগণসহ নিজমন্দিরে প্রসন্নবদনে গমন করিলেন। নারদ! তোমাকে এই শ্রীহরির মঙ্গলময় চরিত ও সর্ব্বলোকসুখাবহ গোপিকাদিগের বস্ত্রহরণ সমস্তই বলিলাম। ২৩২—২৪২।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে ঋষে! তিন মাস অতীত হইলে গোপিকাগণের হরির সহিত কিরূপে নব সঙ্গম হইল? হে মহাভাগ! বৃন্দাবন কিরূপ ও রাসমণ্ডলই বা কি প্রকার? হরি একাকী হইয়া কিরূপে সেই বহু নারীর সহিত ক্রীড়া করিলেন? নূতন নূতন হরিচরিত সতত শ্রবণ করিতে আমার অত্যন্ত কুতুহল বৃদ্ধি হইতেছে এবং হরির পুরাণ সারভূত রাসযাত্রাও শুনিতে উৎসুক হইয়াছি; ভূমণ্ডলে হরির সমস্ত লীলাই শ্রুতিমনোহর; অতএব আপনি সেই পুণ্যশ্রবণ পুণ্য-কীর্ত্তন সমস্ত বিবরণ বর্ণন করুন। সূত বলিলেন, তৎপরে নারায়ণ তপোধন নারদ-বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করত প্রসন্নবদনে বলিতে আরম্ভ করিলেন, নারদ! পূর্ব্বে একদা মধুমাসে শুক্লত্রয়োদশীর রজনীতে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে শ্রীহরি বৃন্দাবনে গমন করিয়া দেখিলেন যে, সেই বৃন্দাবন যূথিকা, মাধবী, কুন্দ ও মালতী প্রভৃতি পুষ্পের পরিমলবাহী সুগন্ধ বায়ুদ্বারা সুবাসিত ও ভ্রমর সকলের মধুর কলনাদে অতি মনোরম শোভাসম্পন্ন। ঐ বনপ্রদেশে নবপল্লবসংযুক্ত পুংস্কোকিলগণ মনোহর কুহুধ্বনি করিতেছে এবং ঐ প্রদেশ রাসক্রীড়ার উপযোগী নূতন ক্ষৌমবসন সকলে পরিব্যাপ্ত হইয়া মনোহর শোভা সম্পাদন করিতেছে; সেই বনভূমি চন্দন, অগুরু, কস্তূরী ও কুঙ্কুমে সুবাসিত এবং কর্পূরান্বিত তাম্বূল প্রভৃতি সুখকর ভোগ্যদ্রব্যে পূর্ণ রহিয়াছে;

তাহার কোন স্থান কস্তূরী ও চন্দনযুক্ত চম্পক কুসুম-দ্বারা রতিযোগ্য নানাবিধ শয্যায় সুশোভিত এবং রত্নময় প্রদীপে আলোকিত ও ধূপের মনোহর সৌরভে আমোদিত; তাহাতে নানা পুষ্পরচিত মালাশ্রেণী মনোহর ভাবে বিরাজ করিতেছে। ১—১১। সেই বনমধ্যে বর্ত্তুলাকার চন্দন, অগুরু, কস্তূরী ও কুঙ্কুমদ্বারা সুসংস্কৃত রাসমণ্ডল শোভা পাইতেছে; তাহাতে কত পুষ্পিত পুষ্পোদ্যান ক্রীড়া-সরোবর বিরাজিত রহিয়াছে এবং হংস কারণ্ডব জল-কুক্কুট প্রভৃতি পক্ষিগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। সেই সরোবর সকল, সুরতশ্রমহারী শুদ্ধস্ফটিক-সঙ্কাশ সলিলপূর্ণ সুনির্ম্মল মনোহর ক্রীড়নীয় সোপানশ্রেণী-বেষ্টিত। সেই রাসমণ্ডল, দধি, শুক্ল ধান্য ও লাজা প্রভৃতিদ্বারা নির্ম্মঞ্ছিত হইয়া, সূত্রদ্বারা গ্রথিত আম্রপল্লবযুক্ত সুন্দর রম্ভাতরুসমূহে সুশোভিত হইয়াছে এবং সিন্দুর ও চন্দনচর্চ্চিত মালতীমালা ও নারিকেল-ফলযুক্ত সারি সারি মঙ্গল ঘট, তাহাতে শোভা পাইতেছে; মধুসূদন সেই রাসমণ্ডল দেখিয়া, হাসিতে লাগিলেন। তখন মধুসূদন, কৌতুকবশতঃ সেই স্থানে কামুকী গোপিকাদিগের কামবর্দ্ধনের কারণভূত বিনোদমুরলীধ্বনি করিলেন। রাধিকা সেই মোহনমুরলী-রব শুনিতে পাইয়া, কামাধীনচিত্তে তৎক্ষণাৎ মোহিতা হইলেন। তাঁহার মনঃ প্রাণ সেই তানের সহিত লয় হইল। তিনি নিশ্চলভাবে বৃক্ষের ন্যায় দণ্ডায়মানা রহিলেন। ক্ষণকাল পরে চেতনা লাভ করিয়া পুনর্ব্বার সেই মুরলীধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তখন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া, একবার উপবেশন, আবার উত্থান, এইরূপ করিতে লাগিলেন। তৎপরে স্বীয় আবশ্যক কর্ম্মত্যাগ করত স্বগৃহ হইতে নিঃসৃত হইয়া চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে সেই বংশীধ্বনি-অনুসারে গমন করিলেন; কিন্তু তাঁহার মনে কেবল শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মই সর্ব্বদা জাগরিত এবং তাঁহার শরীরের আভায় ও সমুদ্রের সারভূত ভূষণের দীপ্তিতে চারিদিক্ আলোকিত হইল। তাহার পর সুশীলা প্রভৃতি রাধিকার তেত্রিশ জন সখীও বংশীর রবে আকৃষ্টচিত্তে কামবশে মোহিত হইয়া, নিঃশঙ্কভাবে কুলধর্ম্ম পরিত্যাগ করত শীঘ্র গৃহ হইতে বহির্ভূতা হইলেন। ১২—২৩। সেই রাধিকার প্রিয়তমা সখী গোপীগণ, সমস্ত গোপীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা, তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যে সমস্ত গোপিকাগণ গমন করিল, ক্রমে তাহাদের কত সংখ্যা, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। দেবর্ষে! সেই পশ্চাদ্‌গামিনী গোপীগণ সকলেই রূপ, বেশ বয়স ও গুণে তুল্যা। তাহাদের মধ্যে সুশীলার সহিত ষোড়শ সহস্র গমন করিল, শশিকলার সঙ্গে চতুর্দ্দশ সহস্র, চন্দ্রমুখীর সহিত ত্রয়োদশ সহস্র, মাধবীর সহিত একাদশ সহস্র, কদম্বমালার সহিত ত্রয়োদশ সহস্র, কুন্তীর সহিত দশ সহস্র গমন করিল; চতুর্দ্দশ সহস্র যমুনার অনুগামিনী হইল। জাহ্নবীর সহিত চতুর্দ্দশ সহস্র, শুভার সহিত চতুর্দ্দশ সহস্র, পদ্মার সহিত ত্রয়োদশ সহস্র, দুর্গার সহিত চতুর্দ্দশ সহস্র, মঙ্গলার সহিত ষোড়শ সহস্র, কালিকার সহিত চতুর্দ্দশ সহস্র, কমলার সহিত ত্রয়োদশ সহস্র ও সরস্বতীর সহিত ত্রয়োদশ সহস্র গোপিকা গমন করিল। এইরূপ দশ সহস্র গোপিকা ভারতীর অনুগমন করিল এবং দশসহস্র গোপী অপর্ণার অনুগমন করিল। রতিসহ দশসহস্র গোপী গমন করিল। ২৪—৩৪। গঙ্গার সহিত চতুর্দ্দশ সহস্র, কৃষ্ণপ্রিয়ার সহিত ষোড়শ সহস্র, সতীর সহিত ত্রয়োদশ সহস্র, নন্দিনীর সহিত দশসহস্র, সুন্দরীর সহিত ত্রয়োদশ সহস্র ও কৃষ্ণপ্রাণার সহিত ষোড়শ সহস্র গোপিকা গমন করিল। চতুর্দ্দশ সহস্র গোপিকা অনুগামিনী হইল ও ত্রয়োদশ সহস্র গোপী চম্পার সহগামিনী হইল। চন্দনার সহিত চতুর্দ্দশ সহস্র গোপী গমন করিল। ক্রমে তাহারা সকলেই এক স্থানে সমবেতা হইল, এবং সেই স্থানে কোন গোপীগণ মালা হস্তে, কেহ কেহ মনোহর চন্দন হস্তে, কেহ শ্বেতচামর হস্তে, তথায় সানন্দে গমন করিল এবং কোন গোপকন্যা কস্তূরী হস্তে, কেহ কেহ কুঙ্কুম বহন করিয়া, কেহ কেহ তাম্বূলকরঙ্ক বহন করত তথায় আগমন করিল। এইরূপে কোন কোন গোপকন্যা সমস্ত কাঞ্চন ও বস্ত্রাদি বহন করত আগমন করিল। কেহ কেহ বা সানন্দে চন্দ্রাবলী-সমীপে আগমন করিল। গোপিকাগণ সকলেই একস্থানে সমবেত হইয়া অত্যন্ত সানন্দচিত্তে রাধিকার মনোহর বেশ রচনা করত অভিলষিত বৃন্দাবনে গমন করিল এবং পথিমধ্যে তাহারা 'হরির জয়' এই শব্দ করিতে করিতে ক্ষণকাল পরেই সেই রমণীয় বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া মনোহর রাসমণ্ডল দেখিতে পাইল; সেই রাসমণ্ডল স্বর্গ হইতেও সুন্দর-দৃশ্য এবং পূর্ণ নিশাকরের অমল-ধবল কৌমুদীজালে পরিব্যাপ্ত। সেই প্রদেশ অতি নির্জ্জন এবং তথায় নানাবিধ পুষ্প বিকশিত হইয়াছে; মৃদুমন্দ বায়ু সঞ্চালিত হইয়া পুষ্পসৌরভে চারিদিক্ আমোদিত করিতেছে। ৩৫—৪৬। গোপিকাগণ

সেই মনোহর প্রদেশে কামিনীগণের কামোৎপাদক ও মুনিসমূহের মনোহারী পুংস্কোকিলের কলকণ্ঠ ধ্বনি শুনিতে পাইলেন; এবং তথায় পুষ্প-মধুমত্ত ভৃঙ্গকুল ভ্রমরীগণের সহিত গুন গুন রব করিতেছে। রাধিকা, সমস্ত বালিকাগণের সহিত শুভক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে সেই রাসমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত হইয়া দেখিলেন, সখী-গণে বেষ্টিত হইয়া রাধিকা তাঁহার সমীপে আগমন করিয়াছেন। দেবী রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা; তাঁহার মনোহর বস্ত্র পরিধান; নয়নযুগল ঈষৎ বঙ্কিম; তিনি গজেন্দ্রগামিনী এবং মুনিদিগের মনোহরণেও সক্ষম। সেই দেবী নবীনবেশে, নবীন বয়সে এবং রূপে অতি মনোহারিণী; তাঁহার নিতম্ব ও শ্রোণিযুগল অত্যন্ত স্থূল বলিয়া দুর্ব্বহ; তিনি চারুচম্পকবর্ণা; তাঁহার বদনমণ্ডল শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়; তিনি মালতী-মাল্যযুক্ত কবরীভার ধারণ করিয়াছেন। তখন রাধিকাও দেখিলেন, নবযৌবনসম্পন্ন, রত্নাভরণে বিভূষিত, কোটিকন্দর্পের লাবণ্যলীলার আধারস্বরূপ; কিশোর শ্যামসুন্দর—তাঁহাকে প্রাণাধিকা বিবেচনায় তাঁহার প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আছেন; রাধা সেই পরমাদ্ভুত অনুপমরূপসম্পন্ন বিচিত্রবেশ-ধারী কৃষ্ণকে বঙ্কিমনয়নপ্রান্তে পুনঃ পুনঃ দর্শন করত লজ্জায় বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আচ্ছাদন করিলেন এবং তৎ-ক্ষণাৎ কামবাণে পীড়িত হইয়া পুলকিত গাত্রে মূর্চ্ছি-তের ন্যায় চৈতন্যশূন্য হইলেন; এইরূপে ক্রীড়া-রসোন্মুখ হরিও কটাক্ষরূপ কামবাণে প্রপীড়িত হইয়া মূর্চ্ছিতভাবে স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহি-লেন। তাঁহার হস্ত হইতে মুরলী ও উজ্জ্বল ক্রীড়া-কমল স্খলিত হইল; শরীর হইতে পীতধড়া ও শিখিপুচ্ছ বিগলিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল, ক্ষণকাল পরে শ্রীহরি চেতনা লাভ করত রাধিকা-সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং প্রীতিপূর্ব্বক আলিঙ্গন ও চুম্বন করিতে লাগি-লেন। রাধিকাও শ্রীকৃষ্ণস্পর্শে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া প্রাণাধিক প্রাণকান্তকে গাঢ় আলিঙ্গন করত পুনঃ পুনঃ তাঁহার বদনকমলে চুম্বন করিতে লাগিলেন। রাধাকৃষ্ণ উভয়েই উভয়ের মনোহরণ করিলেন এবং রসিকশ্রেষ্ঠ হরি, রসিকা রাধিকাসহ বিবিধ রত্নপ্রদীপ ও রত্নময় দর্পণসমূহে সুশোভিত চন্দনচর্চ্চিত মনোহর চম্পককুসুম-বিরচিত শয্যায় বিরাজিত ও কর্পূরযুক্ত তাম্বুল প্রভৃতি নানাবিধ ভোগ্যবস্তুপূর্ণ রতিমন্দিরে গমন করত রাধিকার সহিত সেই প্রদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩৭—৬৫। তৎপরে মধুসূদন, রাধাপ্রদত্ত সুবাসিত তাম্বুল সুখে ভক্ষণ করিলেন; রাসেশ্বরী রাধিকাও কৃষ্ণপ্রদত্ত তাম্বুল সানন্দে ভোজন করিলেন। হরি চর্ব্বিত তাম্বুল রাধিকাকে প্রদান করিলে, মদনাতুরা রাধা তাহা হাস্য করিতে করিতে পরম ভক্তিতে আনন্দের সহিত ভক্ষণ করিলেন। তাহার পর, মাধব রাধিকার চর্ব্বিত তাম্বুল প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহা প্রদান না করিয়া ভীতচিত্তে কৃষ্ণের চরণকমলে পতিতা হইলেন। এই সময়ে হরি কামোদ্রেকবশতঃ সুরতোন্মুখ হইয়া, রাধার সহিত সেই রতিশয্যায় শয়ন করিলেন। তৎপরে রসিকেশ্বর, হরি বিপরীতাদি অষ্টবিধ শৃঙ্গার, যথোচিত নখ-দন্ত ও করপ্রহার এবং কামশাস্ত্রে সুগুপ্ত কামিনীগণের মনো-হারী অষ্টবিধ চুম্বন ক্রমে সম্পাদন করিলেন। সেই সুরতসময়ে কামাতুর হরি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা কামুকী-দিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সুখাবহ আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহারা উভয়েই কামশাস্ত্রে পারদর্শী, সুরতক্রীড়ায় সুদক্ষ; অতএব তাঁহাদের উভয়ের রতিযুদ্ধের নিবৃত্তি হইল না। এইরূপে রাধিকারমণ নানামূর্ত্তি পরি-গ্রহ করিয়া প্রতিগৃহে গোপাঙ্গনাগণের সহিত সুরম্য রাসমণ্ডলে রমণ করিতে লাগিলেন। গোপরূপী হরি, গৃহাভ্যন্তরে সুরতক্রীড়া সম্পাদন করত বাহ্য-প্রদেশে গোপিকাগণসহ অন্যান্য ক্রীড়া করিতে লাগি-লেন। নবলক্ষ গোপীর সহিত হরি নবলক্ষ গোপ-রূপ ধারণ করিলেন। সকলে মিলিত হইয়া অষ্টাদশ লক্ষ গোপ ও গোপিকার সেই রাসমণ্ডলে সমাবেশ হইল। তাঁহারা সকলেই মুক্তকেশ, বিচ্ছিন্নভূষণ, ছিন্নভিন্নবেশ এবং কামবশে মত্ত ও মূর্চ্ছিত। হে নারদ! সেই স্থানে কেবল কঙ্কণ, কিঙ্কিণী, বলয় ও বিশুদ্ধ রত্নপুর প্রভৃতির মনোহর শব্দ নিয়ত হইতে লাগিল। তাঁহারা এইরূপে স্থলক্রীড়া করিয়া, অবশেষে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন; ক্রমে তাহা শেষ হইল। এইরূপ ক্রীড়া করিয়া তাঁহারা সক-লেই পরিশ্রান্ত হইলেন। তখন অবিলম্বে জল হইতে উত্থান করত স্ব স্ব বস্ত্র পরিধান করিয়া সকলেই রত্নদর্পণে মুখপদ্ম দর্শন করিলেন এবং তাঁহারা চন্দন, অগুরু, কস্তুরী প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য ও সুগন্ধিপুষ্প-মালা সানন্দে পরিধান করিয়া, প্রকৃতিস্থ হইলেন। ৬৬—৮১। তৎপরে সেই অষ্টাদশলক্ষ গোপগোপী সকলেই কৌতুকবশতঃ কর্পূরসুবাসিত তাম্বুল ভক্ষণ করিয়া বিশুদ্ধরত্নদর্পণে স্বীয় স্বীয় মুখচন্দ্র দর্শন করিলেন। কোন কোন গোপী কামাতুরা হইয়া,

কৌতুকবশতঃ বলপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে বংশী গ্রহণ করিলেন; তৎপরে পীতবসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কোন কামপ্রমত্তা গোপিকা মাধবকে বিবস্ত্র করিয়া তাঁহার পীতবসন গ্রহণ করত পরিহাসপূর্ব্বক পুনর্ব্বার প্রদান করিলেন। কোন গোপিকা "মুক্তি বিষয় শ্রবণ কর," এই কথা বলিয়া প্রাণকান্ত কৃষ্ণকে ধারণ করত পুনঃপুনঃ আলিঙ্গনপূর্ব্বক গণ্ডে ও বিম্বোষ্ঠে চুম্বন করিলেন। কোনও গোপিকা সস্মিত ও সকটাক্ষ মুখচন্দ্র, উন্নত স্তনযুগল ও সুললিত শ্রোণি কৃষ্ণকে অভিলাষপূর্ব্বক দর্শন করাইতে লাগিলেন। কেহ বা কান্তকে করে ধারণ করত স্বীয় শ্রোণিদেশে স্থাপন করিয়া মালতীমাল্যসংযুক্ত চূড়া নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন এবং কেহবা চূড়া আকর্ষণ করত তাহাতে ময়ূরপুচ্ছ নিহিত করিলেন। কেহ বা তাহা পুষ্পমালাদ্বারা বেষ্টন করিলেন; কেহ শ্বেত চামর ব্যজন করত প্রাণনাথকে সেবা করিতে লাগিলেন। কোন কামিনী কামবশে তাঁহার গাত্রে সুগন্ধি চন্দনাদি লেপন করিলেন; কেহ বা অন্য গোপীর হস্ত হইতে মুরলী আকর্ষণ করত প্রেমবর্দ্ধনের নিমিত্ত কামবশে স্বামিহস্তে তাহা প্রদান করিলেন এবং কোনও গোপিকা অন্য এক গোপিকাকে আকর্ষণ করত বিবস্ত্রা করিয়া চন্দনচর্চ্চিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়দেশে উপবেশন করাইলেন; কেহবা কৃষ্ণকে মধ্যে রাখিয়া নৃত্য ও গীতাদি করিতে লাগিলেন এবং কেহ কৃষ্ণকে বলপূর্ব্বক নৃত্য করাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণও কুতূহলবশতঃ কাহারও বসন আকর্ষণ এবং কাহাকেও বিবস্ত্রা করিয়া অন্যকে তাহার বস্ত্র প্রদান করিলেন, এবং রাধিকাকে আকর্ষণ করত স্ববক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহার মনোহর কবরী রচনা করিয়া দিলেন। তাঁহার ললাটে কস্তুরীবিন্দুর সহিত সিন্দূরবিন্দু যত্নপূর্ব্বক বিন্যাস করিলেন ও তাহার অধোদেশে অতিসূক্ষ্ম এবং তাহার সেই মনোহর কপোলে চিত্র পত্রাবলি রচনা করিলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ সেই দেবীকে বহ্নিশুদ্ধ মনোহর বসন যত্নপূর্ব্বক পরিধান করাইয়া চরণকমল গ্রহণ করত তাহাতে বিশুদ্ধরত্ননির্ম্মিত মঞ্জীরযুগল অর্পণ করিলেন এবং নখসমূহ মার্জ্জন করত তাহাতে অলক্তকরস প্রদান করিলেন। তৎপরে তাঁহাকে বিবিধভূষণে বিভূষিত করিয়া নানাবিধ গন্ধদ্রব্য তাঁহার অঙ্গে লেপন করিলেন এবং গলদেশে মালতীমালা অর্পণ করত মুখকমলে পুনঃপুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার নয়নযুগল অঞ্জনদ্বারা সুরঞ্জিত করিয়া নাসিকাগ্রে সুদুর্লভ গজমুক্তা বিন্যস্ত করিলেন, এবং দেবীর শ্রোণিদেশ ও কুচযুগল নখক্ষত করিলেন ও দন্তদ্বারা পক্কবিম্বসদৃশ অধর দংশন করিলেন। ৮২—৯১। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাসহ সরোবরের তটে সুনির্জ্জন পুষ্পোদ্যানে ক্রীড়া করত পুনর্ব্বার রাসমণ্ডলে আগমন করিলেন; এবং সেই রাসমণ্ডলে সম্পূর্ণরূপে রাসক্রীড়া করিলেন। তৎকালে বহির্ভবনে চন্দ্রোদয় হওয়াতে অতি মনোহর পুষ্পচন্দনে চর্চ্চিত এবং পুষ্প ও চন্দন-পরিমলবাহী বায়ুর দ্বারা সুরভীকৃত, রাসমণ্ডলে ভ্রমরকুল মধুর গুণ গুণ ধ্বনি ও পিককুল কলকণ্ঠে কুহুরব করিতেছিল। যোগিগণের পরম গুরু ও গোপীদিগের চিত্তচোর হরি নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার গোপীগণের সহিত সুরতক্রীড়ায় রত হইলেন। হে নারদ! তখন আবার সেই শৃঙ্গারোদ্রেকবশতঃ কিঙ্কিণী, কঙ্কণ ও নূপুরের কলমধুর ধ্বনি হইতে লাগিল। গোপিকাগণের নবসঙ্গমে শরীর পুলকিত ও হস্ত-পদাদি বিচলিত হইল; তাহারা মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল। ক্ষণকাল পরে সুরতক্রীড়ার বিরতি হইলে চেতনা লাভপূর্ব্বক পুনর্ব্বার পরস্পরে পরস্পরকে নখ-দন্তাদিক্ষত করিলেন। কৃষ্ণ তাহাদের স্তনের উপরে স্বীয় নখাঘাত ও সুকঠিন শ্রোণিদেশেও নখ-চিত্র বিন্যস্ত করিলেন। সেই রতিযুদ্ধে গোপিকাগণের কটিদেশে বদ্ধ বসন, কবরী ও ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা প্রভৃতি সমস্তই বিগলিত হইল, এবং সুমনোহর বেশ বিদূরিত হইল; তৎপরে রসিকেশ্বর নববিধ আলিঙ্গন, অষ্ট প্রকার চুম্বন ও ষোড়শ প্রকার শৃঙ্গার করিলেন। কামুকপ্রবর হরি, কামুকী গোপিকাগণের অঙ্গের দ্বারা অঙ্গ, প্রত্যঙ্গে প্রত্যঙ্গ আলিঙ্গন করিলেন। কামশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ নারীগণের ষোড়শ কলানুসারে শৃঙ্গার কলাভেদে যে ভিন্নরূপ অবগত আছেন এবং প্রকৃত শৃঙ্গার দ্বাদশ প্রকার ও বিপরীত চারিপ্রকার, যহা কামশাস্ত্রে নিরূপিত আছে, কৃষ্ণ তাহা হইতে অধিকরূপে গোপীগণের সহিত বিহার করিলেন। ক্রীড়ারম্ভে ক্রীড়ামধ্যে ও ক্রীড়ার অবসানকালে শ্রীকৃষ্ণ কামিনীগণের প্রীতির নিমিত্ত ক্রীড়ার আনুষঙ্গিক কার্য্য সকলও যাহা কামশাস্ত্রে নিরূপিত আছে, তাহা অপেক্ষা অধিকরূপে সম্পন্ন করিলেন। পর্ব্বত যেরূপ গৈরিকদ্বারা মনোহর শোভাসম্পন্ন হয়; সেইরূপ কৃষ্ণদেহও গোপীগণের কঙ্কণচিহ্ন ও চরণের অলক্তকযোগে মনোহর শোভাসম্পন্ন হইল। রাসমণ্ডলে এইরূপে পূর্ণ রাসক্রীড়া সম্বৃত্ত হইলে সুরগণ স্বীয় কলত্র ও অনুচরবর্গের সহিত

সুবর্ণরথ আরোহণে গগনমার্গে সমাগত হইলেন। সেই ক্রীড়াদর্শনে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল, তাঁহারা কামবাণে প্রপীড়িত হইলেন। ১০০—১১৬। এইরূপে তথায় ঋষি, মুনি, সিদ্ধ ও পিতৃগণ এবং বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, ও কিন্নরগণ সকলেই আনন্দে স্বীয় স্বীয় পত্নীর সহিত আগমন করিয়া সেই ক্রীড়া দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎপরে শঙ্কর পার্ব্বতীসহ সুবর্ণবিনির্ম্মিত, মণিদ্বারা সুশোভিত, রত্নসারনির্ম্মিতপরিচ্ছদযুক্ত, বহ্নিবিশুদ্ধ বস্ত্রে আবৃত, বিশুদ্ধ রত্ননির্ম্মিত দর্পণ ও শ্বেতচামরসংযুক্ত, শতচক্র-যুক্ত, মনের ন্যায় বেগশীল মনোহর এবং বিশুদ্ধ-রত্ন-নির্ম্মিত কলসসমূহে উজ্জ্বলীকৃত শিখরযুক্ত দিব্য রথারোহণে তথায় আগমন করিলেন। ভগবানের বামপার্শ্বে মহাকাল, দক্ষিণ পার্শ্বে নন্দিকেশ্বর, সম্মুখে কার্ত্তিকেয় ও গণপতি; তিনি পিঙ্গলাক্ষ ক্ষেত্র-পালেশ্বর ও অষ্ট ভৈরব প্রভৃতি পারিষদবর্গে বেষ্টিত। তাঁহার বক্ষঃস্থলে দুর্গা বঙ্কিমনয়নে ও হাস্যবদনে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে ব্রহ্মা ভারতীর সহিত সুবর্ণরথে আরোহণ করত তথায় সমাগত হইলেন; তখন তাঁহার বামপার্শ্বে সপ্তর্ষিমণ্ডল ও দক্ষিণ পার্শ্বে, সনক সনন্দ প্রভৃতি ঋষিগণ, রাসলীলা দর্শনের নিমিত্ত অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎপরে শুভাশুভকর্ম্মসাক্ষী ধর্ম্ম স্বর্ণরথে তথায় সমাগত হইলেন। সেই সময়ে স্মেরাননা সতী মূর্ত্তি তাঁহার বক্ষঃস্থলে অবস্থান করত সকামা হইয়া সেই পূর্ণ রাসক্রীড়া বঙ্কিমনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের চারিদিকে ব্রহ্মতেজে উজ্জ্বল দীপ্তি-শীল পারিষদবর্গ অবস্থান করিতে লাগিল। ঐ সময়ে ইন্দ্র শচীর সহিত, চন্দ্র রোহিণীর সহিত, অগ্নি স্বাহার সহিত ও কামদেব রতিকে বক্ষে ধারণ করত এবং সূর্য্যদেব সংজ্ঞার সহিত তথায় সমাগত হইলেন। এইরূপে দিক্‌পালগণ স্বীয় স্বীয় রমণীর সহিত সেই রাসপরিদর্শনে তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই আকাশমার্গে অবস্থান করত সরস রাসমণ্ডল দর্শন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ ক্রীড়া দর্শনে মোহপ্রাপ্ত হইলেন, কেহ বা মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। এইরূপে দেবগণ ক্ষণকাল সস্মিত হইয়া সানন্দহৃদয়ে চন্দনদ্রব ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; এবং মুনীশ্বরগণ কস্তূরীযুক্ত মাল্য বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সেই রাসদর্শনে দেবপত্নীগণ কামবাণে প্রপীড়িতা হইলেন। ১১৭—১৩২। তৎপরে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন কৃষ্ণ, স্থলপ্রদেশে রাসক্রীড়া শেষ করিয়া যমুনাজলে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মায়া-পরিগৃহীত মূর্ত্তি সকল, গোপীগণসহ যমুনা জলে গমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই কামবাণে পীড়িতা হইয়া জলকেলিতে রত হইলেন। কামপরবশ কৃষ্ণ, প্রথমতঃ রাধিকার অঙ্গে জল প্রদান করিলেন, রাধিকাও সেই কাম-পীড়িত কৃষ্ণ-অঙ্গে অঞ্জলিত্রয় জল প্রদান করিলেন। হরি রাধিকার বস্ত্র বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে, তিনি নগ্না হইলেন; তখন কৃষ্ণ তাঁহার মালা ছিন্ন করিলেন ও তাঁহার কবরী শিথিল করিয়া ফেলিলেন; জলক্রীড়ায় রত হইয়া জল-বিলোড়নে দেবীর সিন্দূর পত্রাবলী মনোহরবেশ সুবিচিত্র ওষ্ঠরাগ ও নয়নের কজ্জল সমস্তই বিলুপ্ত হইল। হরি বিবস্ত্র রাধিকাকে আলিঙ্গন করত জল-মধ্যে নিমগ্ন হইলেন, এবং জলাভ্যন্তরে ক্রীড়া করত তৎপরে রাধিকাসহ উত্থিত হইলেন। তাহার পর কৃষ্ণ, লজ্জানম্রমুখী নগ্না রাধিকাকে গোপিকামণ্ডলী-মধ্যে দর্শন করাইয়া পুনর্ব্বার সুদূর যমুনাজলে নিক্ষেপ করিলেন। রাধিকা বেগে জল হইতে উত্থান করত বলপূর্ব্বক মাধবকে ধারণ করত তাঁহার হস্ত হইতে মুরলী কোপবশতঃ দূর জলে নিক্ষেপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পীত বসন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে দিগম্বর করিলেন এবং বনমালা বিচ্ছিন্ন করিয়া পুনঃপুনঃ জল প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে রাধিকা, হরিকে আকর্ষণ করত দূর জলে নিক্ষেপ করিলে, জগৎপতি সেই গম্ভীর যমুনাসলিলে নিমগ্ন হইলেন, এবং মাধব অবিলম্বে জল হইতে উত্থান করত সহাস্যে সেই নগ্না রাধিকাকে বক্ষে ধারণ করত পুনঃপুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভগবানের কল্পিত মূর্ত্তি সকলও গোপীগণসহ কৌতুকে যমুনাতীরে ও তাহার মনোহর সলিলাভ্যন্তরে ক্রীড়া করিলেন। ক্রীড়া শেষ হইলে বস্ত্র-বিহীন হরি, নগ্না রাধিকার সহিত তীরে উত্থান করত উভয়েই উভয়ের নিকটে বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে মাধব রাধিকাকে বস্ত্র ও মনোহর মালা প্রদান করিলেন। তখন রাসেশ্বরীও সানন্দে হরিকে বস্ত্র ও বংশী প্রদান করিলেন। রাধিকা পরমভক্তির সহিত কৃষ্ণকে শ্রোণিতে বসাইয়া তাঁহার শরীরে কুঙ্কুমযুক্ত চন্দন, অগুরু ও কস্তূরী প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য প্রদান করিলেন; এবং তাঁহার কামিনী-চিত্ত-মোহন চূড়া নির্ম্মাণ করত তাহার চারি-দিকে মনোহর মালতী-মালাদ্বারা বেষ্টন করিলেন। ১৩৩—১৫৮। শ্রীকৃষ্ণও রাধিকার সুমনোহর কবরী-ভার বন্ধন করত কুন্তল সংস্কারপূর্ব্বক পত্রাবলী রচনা

করিলেন ; এবং দেবীর ললাটে কস্তুরীবিন্দুর সহিত সিন্দূরবিন্দু প্রদান করিয়া তাহার অধোভাগে চন্দনদ্বারা সূক্ষ্ম অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা প্রদান করিলেন এবং দেবীর স্তনযুগলে উরুদ্বয়ে ও বক্ষে ঘন নখক্ষত করিয়া তাঁহাকে বহ্নিবিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করাইলেন। তাহার পর কুঙ্কুম, অগুরু, কস্তুরীদ্রব তাঁহার শরীরে বিলে-পন করিয়া বক্ষে ধারণ করত তাঁহাকে পুনঃপুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। তৎপরে ভগবান্ পুনর্ব্বার আলি-ঙ্গন করত তাঁহার গলে মালা অর্পণ করিলেন ও বিবিধ ভূষণে বিভূষিত করিয়া চরণযুগলে মঞ্জীরভূষণ প্রদান করিলেন। শ্রীহরি রাধিকার চরণযুগলে অলক্তক বিন্যাস করিলেন, এই ভাবে তিনি পৃথক্ পৃথক্রূপে সকল গোপিকাগণের বেশ বিন্যাস করিলেন। তাহারা পুনর্ব্বার সেই সুনির্জ্জন রতিযোগ্য পূর্ণেন্দুচন্দ্রিকাযুক্ত রাসমণ্ডলে কামোন্মত্তা হইয়া গমন করিল। তখন সেই রাসমণ্ডল, মাধবী, কেতকী, কুন্দ, মালতী, চাঁপা, যূথিকা ও মল্লিকা প্রভৃতির মনোহর গন্ধে আমোদিত হইতেছিল। রাধিকা সেই প্রস্ফুটিত পুষ্পদর্শনে তাহা চয়নের নিমিত্ত গোপীগণকে নিযুক্ত করিলেন। কোন গোপিকাকে মালানির্ম্মাণের নিমিত্ত আদেশ করিলেন, কাহাকে তাম্বুল প্রস্তুত করিতে, কাহাকেও বা চন্দন ঘর্ষণ করিতে নিযুক্ত করিলেন। তৎপরে সেই সমস্ত শেষ হইলে রাধিকা, গোপীগণপ্রদত্ত মালা, চন্দন, তাম্বূল প্রভৃতি অত্যন্ত প্রীতিসহকারে কৃষ্ণকে প্রদান করিলেন। তাহার পর কোন কোন গোপিকাকে কৃষ্ণগুণগানে নিযুক্ত করিলেন, কাহাকেও মৃদঙ্গ মুরজ প্রভৃতি বাদন করিতে নিযুক্ত করিলেন। ১৪৯—১৬০। গোপিকাগণ লীলায় হরির সহিত রাসমণ্ডলে ক্রীড়া করত তৎপরে সমস্ত মনোহর নির্জ্জন প্রদেশে এবং কোন সময়ে পুষ্পোদ্যানে, কখন রমণীয় নদীতটে, কন্দরে কন্দরে, নদসমীপে, নদীতীরে, অতি নির্জ্জন স্থানে, শ্মশানে ও কখন গিরিগহ্বরে ; কখন ভাণ্ডীর-বনে, শ্রীবনে ও রম্য কদম্বকাননে ; কখন তুলসী-কাননে, কুন্দবনে ও চম্পককাননে ; কখন নিম্ববনে মধুবনে ও জম্বীরকাননে, কখন নারিকেলবনে, পূগ-বনে ও কদলীবনে ; কখন বা বদরীকাননে, বংশবনে দাড়িম্বকাননে ; কখন অশ্বত্থকাননে, বিল্ববনে এবং নাগরঙ্গবনে ; কখন মন্দারকাননে, তালবনে ও চূত-কাননে ; কোন সময়ে বা কেতকীকাননে, অশোকবনে এবং খর্জ্জূরকাননে, তাঁহারা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ এইরূপে গোপীগণ সহ কখন আম্রাতকবনে, জম্বুবনে, শালবনে, কণ্টকীকাননে, পদ্মবনে, জাতীবনে ; কখন ঘোরতর ন্যগ্রোধবনে, শ্রীখণ্ডকাননে এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট কেশরবনে বিহার করিলেন। নারীগণের বাঞ্ছিত এই ত্রয়স্ত্রিংশ কাননে এইরূপে কামবশতঃ ত্রিংশদ্দিবারাত্রি বিহার করিয়াও তাঁহাদের অভিলাষ কিছুই পূর্ণ হইল না। তাহাতে কামিনীগণের কামভাব নিবৃত্তি না হইয়া বরং ঘৃতধারায় অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধি হইল। তখন দেবদেবীগণ বিস্মিত হইয়া প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। তৎপরে শৃঙ্গাররলালসায় কামাগ্নিদগ্ধ দেবী-গণ অংশে ভারতভূমে নৃপতিদিগের গৃহে গৃহে জন্ম-গ্রহণ করিলেন। ১৬১—১৭১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে ! গোপাঙ্গনাগণ কাম-মত্ততাপ্রযুক্ত প্রৌঢ়া ও মানিনী হইয়াও কৃষ্ণকে ঈশ্বররূপে না জানিয়া পতিরূপেই তাঁহাকে বিবেচনা করিলেন। কোন গোপিকা নির্জ্জনে কৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন, নাথ ! এই মালতীপুষ্প উত্তোলন করত মালা গাঁথিয়া আমাকে প্রদান করুন। কেহ বলিতেছেন ; অয়ে কৃষ্ণ ! আমাকে তোমার ক্রোড়ে স্থাপন কর ; কেহ বা শ্রীহরির স্কন্ধ ধারণপূর্ব্বক তাহাতে আরোহণ করিতে লাগিলেন এবং কোনও প্রমত্তা গোপিকা প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, কৃষ্ণ ! তোমার পীত বসন আমাকে পরিধান করাও। কেহ জগদীশ্বর কৃষ্ণকে বলিলেন নাথ ! তুমি আমার ললাটদেশে সিন্দূরবিন্দু প্রদান কর। তন্মধ্যে কেহবা শীঘ্র তথায় আগমন করত প্রাণেশকে বলিলেন, প্রাণবল্লভ ! তুমি আমার কেশপাশ সংস্কার করত কবরী বন্ধন করিয়া দাও। স্বীয় অঙ্গবেশ-বিধায়িনী কোন গোপী কর্ণমূলের ভূষণ বিন্যাসের নিমিত্ত কৃষ্ণকে শ্রীখণ্ডপল্লব আনয়ন করিতে প্রেরণ করিলেন। কেহ বা কামবশে গূঢ় সঙ্কেত-পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় মনোগত বিষয় বলিলেন এবং মৈথুনের নিমিত্ত হাস্যবিকশিত বদনে তাঁহার মুখকমলে নিয়ত দৃষ্টিনিঃক্ষেপ করিয়া রহিলেন। কোন গোপিকা বলপূর্ব্বক মাধবকে আকর্ষণ করত তাঁহার হস্ত হইতে মুরলী গ্রহণপূর্ব্বক পরিধেয় পীতবসন হরণ করত তাঁহাকে নগ্ন করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কোন, কোন মানিনী কামিনী মধুসূদনকে বলিলেন, নাথ ! আমাদের পদদ্বয়ে অলক্তক প্রদান কর। কেহ বা

প্রেমবশতঃ তাঁহাকে বলিলেন প্রাণবল্লভ! গণ্ড ও স্তনযুগলে নানাচিত্রবিচিত্র পত্রাবলী রচনা কর। ১—১০। গোপিকাগণ এইরূপ প্রমত্তা হইলে, কৃষ্ণ তাহাদের মানসিক সেই ভাব অবগত হইয়া রাধার সহিত অন্তর্হিত হইলেন; স্বেচ্ছাময় বিভু শ্রীকৃষ্ণ, অতি নির্জ্জন স্থানে কলানুসারে রাধিকাসহ সুরত-সুখভোগ করিতে লাগিলেন। কোন সময়ে পর্ব্বতে পর্ব্বতে, রমণীয় দ্বীপে দ্বীপে, সর্ব্বজন্তুশূন্য নদীর তীরে তীরে, শ্রীগোষ্ঠে, রত্নশৈলে, গঙ্গাতটে এবং কোন সময়ে কলিন্দ ও পুলিন্দ দেশীয় মন্দিরে, গন্ধমাদন পর্ব্বতে, কোন সময়ে রজঃশূন্য কাবেরী তীরস্থিত মনোহরকুন্দবনে, কোন সময়ে পুষ্পভদ্রা নদীর পুলিন-স্থিত পুষ্পিত পুষ্পোদ্যানে; এইরূপে ভগবান্ সকল স্থানে বিহার করত তৎপরে রাধিকার বেশ বিধান-পূর্ব্বক চন্দনাক্ত সমীরণে রম্য মলয়শিখরে গমন করিলেন তথায় পুষ্পশয্যা রচনা করত কৃষ্ণ রাধিকাসহ সুখে বাস করিতে লাগিলেন। অত্যন্ত সুখসম্ভোগে পুলকিতশরীরা রাধিকা গোবিন্দকে বক্ষে ধারণ করত মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। তখন কৃষ্ণ আনত-পয়োধর ও শ্রোণিযুক্তা রাধিকাকে দেখিলেন;—তিনি কামার্ত্তা হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছেন এবং তিনি বিবসনা; তাঁহার বেশভূষা সমস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে, কেশপাশ আলুলায়িত। সেই সময়ে কৃষ্ণ সেই নিদ্রিতপ্রায় পতিতা রাধিকাকে বক্ষে ধারণ করত তাঁহার চৈতন্য উৎপাদন করিলেন। তৎপরে তাঁহাকে বসন ও উৎকৃষ্ট মেখলা পরিধান করাইয়া তাহার কিঞ্চিৎ বামভাগে বঙ্কিম কবরী বন্ধন করিলেন, তাহাতে মনোহর মালতীমাল্য ও কুন্দপুষ্প বিন্যস্ত করিলেন। ১১—২১। শ্রীহরি দেবীর ললাটে সুন্দর সিন্দুরবিন্দু প্রদান করিয়া, স্তনযুগলে বিচিত্র পত্রাবলী রচনা করিলেন এবং তাঁহার পাদপদ্মের অঙ্গুলিসমূহ অলক্তক দ্বারা চিত্রিত করিয়া, নখরদ্বারা শ্রোণি ও বক্ষে কৃত্রিম পদ্ম অঙ্কিত করিলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ, গাত্রোত্থান করত রাধিকাসহ বিবিধপদ্মশ্রেণীবিরাজিত নির্ম্মল-স্ফটিকাকারজলরাশিপূর্ণ তত্রত্য মনোহর সরোবরে গমন করিলেন। তাহাতে কত হংস-কারণ্ডব প্রভৃতি ক্রীড়া করিতেছিল এবং জলকুক্কুটসমূহ মনোহর কূজন করিতেছিল। সেই সরোবরাস্থিত পদ্মসমূহে মধুলুব্ধ ভ্রমরগণ বিচরণ করত নিরন্তর মধুর গুন্গুন্ রব করিতেছে। কৃষ্ণ রাধিকাসহ সেই সরোবরে স্নান করত জলক্রীড়ায় রত হইয়া প্রথমতঃ রাধিকার অঙ্গে জল প্রদান করিলেন, তৎপরে রাধিকা কৃষ্ণ-অঙ্গে জল প্রদান করিলেন; মাধব দুইটী সহস্রদল পদ্ম গ্রহণ করত একটী রাধাকে প্রদান করিলেন, আর একটী নিজের নিমিত্ত রাখিলেন। তাহার পর রসিকেশ্বর হরি, চন্দন, অগুরু, কস্তুরী, কুঙ্কুমদ্রব প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য ইচ্ছানুসারে রাধিকা-অঙ্গে বিলেপন করিলেন। তৎপরে রাধিকাসহ গমন করত অদূরে এক উচ্চ-শাখাসম্পন্ন বিস্তৃত বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। এক যোজন পর্য্যন্ত তাহার ছায়ার বেষ্টিত, সেই বটবৃক্ষের অনতিদূরে একটী কেতকীবন আছে; তাহার পুষ্প-পরিমলবাহী সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইয়া সেই ছায়া প্রদেশ অতি সৌরভযুক্ত করিতেছিল; গোবিন্দ, রাধিকাসহ সেই বটমূলে উপবেশন করত হৃষ্টচিত্তে প্রবীণদিগের পুরাতন বিচিত্র ইতিহাস সকল রাধিকাকে বলিতে লাগিলেন। ২২—৩২। এই সময়ে দেখিতে পাইলেন, একটী মুনিশ্রেষ্ঠ প্রসন্নবদনে তথায় আগমন করিতেছেন। মুনিবর পরমাত্মা ঈশ্বরের রূপ হৃদয়ে দেখিতে না পাইয়া ধ্যান হইতে বিরত হইলে চক্ষু-রুন্মীলন করিয়া সম্মুখেই সেই অনির্ব্বচনীয়রূপ দেখিতে পাইলেন। সেই মুনিবরের সর্ব্বাবয়ব বক্র; তিনি কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বাকৃতি ও দিগম্বর; তাঁহার নাম অষ্টাবক্র। তিনি জটিল ও ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত এবং সমুত্থিত তপোরাশির ন্যায় তাঁহার মুখ হইতে যেন অগ্নি উদ্গীর্ণ হইতেছিল। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মতেজ স্বয়ং আগমন করিতেছেন। তাঁহার নখ, শ্মশ্রু, লোম প্রভৃতি অতি দীর্ঘ; তিনি অতি শান্তস্বভাব ও তেজস্বী; তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে ভীত হইয়া নতমস্তকে ভক্তিপূর্ব্বক হরির সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তদ্দর্শনে রাধিকা হাস্য করিতেই মাধব তাঁহাকে বারণ করত সেই মুনির প্রভাব সমস্ত বর্ণন করিলেন। অনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ গোবিন্দকে প্রণাম করত পূর্ব্বে শঙ্করপ্রদত্ত স্তোত্রে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। হে গুণাধার! আপনি গুণাতীত, গুণের বীজস্বরূপ, গুণাত্মক, গুণীদিগের ঈশ্বর, গুণীদিগের বীজস্বরূপ ও গুণেরআদ্য-রূপে নির্দ্দিষ্ট আছেন; আপনাকে আমি বারংবার নমস্কার করি-তেছি। হে প্রভো! আপনি সিদ্ধিস্বরূপ, সিদ্ধাংশ, সিদ্ধিবীজ, সিদ্ধরূপ, সিদ্ধগণের অধীশ্বর ও সিদ্ধগণের গুরু; অতএব আপনাকে আমি নমস্কার করিতেছি। হে ভগবন্! আপনি বেদের বীজস্বরূপ, বেদাঙ্গবেত্তা ও বেদবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ; আপনি বেদজ্ঞ, সর্ব্বরূপময় ও বেদজ্ঞগণের ঈশ্বর। হে বিভো! আপনি প্রকৃতি-স্বরূপ, প্রাকৃত প্রাজ্ঞ, প্রকৃতির ঈশ্বর; পরাৎপর,

আপনি সংসাররূপ বৃক্ষস্বরূপ এবং তাহার বীজ ও ফলস্বরূপ; আপনাকে আমি করজোড়ে প্রণিপাত করিতেছি। হে নারায়ণ! আপনি সৃষ্টি, স্থিতি, অন্তের কারণের ঈশ্বর ও সৃষ্টি স্থিতি নাশের কারণ স্বরূপ; আপনি মহাবিরাট্‌রূপ তরুর বীজ; অতএব হে হৃষিকেশ! আপনাকে আমি নমস্কার করিতেছি। হে হরে! আপনি মূলবৃক্ষ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইঁহারা সেই বৃক্ষের তিনটী স্কন্ধস্বরূপ; দেবগণ তাহার শাখা-প্রশাখা; উৎকৃষ্ট তপস্যাই তাহার কুসুম ও সংসার তাহার ফলস্বরূপ; প্রকৃতি সেই বৃক্ষের-অঙ্কুর ও আপনি তাহার আধার; কিন্তু আপনি স্বয়ং নিরাধার এবং সকলের আধার; অতএব আপনাকে নমস্কার করিতেছি।৩৩—৪৬। প্রভো! আপনি তেজোরূপ নিরাকার স্বতঃপ্রকাশ, অতর্কিত, নিত্য, সর্ব্বাকার, অতিপ্রত্যক্ষ ও স্বেচ্ছাময়, আপনাকে আমি প্রণিপাত করিতেছি। মুনিশ্রেষ্ঠ এই কথা বলিয়া তাঁহার চরণকমলে পতিত হইলেন। তখন তাঁহার দেহ কৃষ্ণ-পাদপদ্মসমীপে পতিত হইল ও তাহা হইতে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় তেজ সমুদ্গত হইতে লাগিল। সেই তেজোরাশি সপ্ততালপর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার ভূমে পতনপূর্ব্বক কিয়ৎকাল চারিদিকে ভ্রমণ করত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে লীন হইল। যে ব্যক্তি অষ্টাবক্রকৃত স্তোত্র প্রাতঃকালে উত্থানসময়ে পাঠ করেন, তিনি নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করেন; তাহাতে সংশয় নাই। হে মুনে! এই স্তোত্ররাজ স্বয়ং মুমুক্ষুদিগের প্রাণ হইতেও অধিক, ইহা পূর্ব্বে হরি বৈকুণ্ঠে শঙ্করকে প্রদান করিয়াছিলেন।৪৭—৫২।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে মহামুনে! এই অদ্ভুত রহস্য শ্রবণ করিলাম, তৎপরে ঋষিবরের মৃত্যু হইলে ভক্তবৎসল কৃষ্ণ কি করিলেন? তাহা বর্ণন করুন। নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! কৃষ্ণ মুনিশ্রেষ্ঠের মৃত্যু হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার যথোচিত সংস্কারাদি করিতে উদ্‌যোগ করিলেন; তৎপরে মুনির মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করত সামান্য মানবের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ভগবানের আলিঙ্গনজন্য বাহুসংঘর্ষণে নিষ্পেষিত হওয়াতে সেই মুনিবরের শব-দেহ হইতে ভস্মচয় নির্গত হইতে লাগিল। সেই ভস্মনির্গমের কারণ এই, মুনি নিরাহারেষষ্টিসহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন; তাহাতে শরীর রক্ত-মাংসাস্থিবিহীন হইয়াছিল এবং জঠরানলে দগ্ধ হইয়া অস্থি মাংস প্রভৃতি লোহিত বর্ণ হইয়াছিল। তিনি কৃষ্ণপাদপদ্মে নিয়ত মনঃসংযোগ করিয়া রাখিতেন বলিয়া বাহ্যিকজ্ঞানবিহীন হইয়াছিলেন। তৎপরে মধুসূদন চন্দনকাষ্ঠে চিতা নির্ম্মাণ করত শোকযুক্ত হৃদয়ে তাহাতে মৃতদেহ স্থাপন করত সেইস্থানে তাঁহার অগ্নিকার্য্য করিলেন। সেই চিতায় অগ্নিপ্রদান করত শবের উপরে চন্দনকাষ্ঠ প্রদান করিলে, চিতানল অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইল। তখন বিভু ক্ষণকালের জন্য মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। মুনির দেহ ভস্মসাৎ হইলে, স্বর্গে দুন্দুভি-বাদ্য বাজিতে লাগিল ও স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এই সময়ে গোলোকধাম হইতে মনের ন্যায় গতিশীল বস্ত্র-মাল্য-পরিচ্ছদযুক্ত কৃষ্ণসদৃশ পারিষদবর্গে বেষ্টিত এবং রত্নসারবিনির্ম্মিত একখানি সুন্দর রথ কৃষ্ণসমীপে সমাগত হইল ১—১০। তখন কৃষ্ণসদৃশ রূপগুণসম্পন্ন পারিষদগণ, রথ হইতে অবিলম্বে অবতরণ করত রাধা-কৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন এবং সেই সূক্ষ্মদেহধারী মুনিশ্রেষ্ঠকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রণাম করাইয়া, তাঁহার সমভিব্যাহারে রথে আরোহণ করত তাঁহারা গোলোকধামে গমন করিলেন। তাহার পর মুনীন্দ্র, গোলোকে গমন করিলে, বৃন্দাবনবিলাসিনী রাধিকা বিস্মিতা হইয়া, জগদীশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নাথ! সর্ব্বশরীর বক্র, খর্ব্বাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ তেজঃশালী অতিকুৎসিত-রূপসম্পন্ন এই মুনিশ্রেষ্ঠ কে? এবং কেনই বা ইঁহার শরীর হইতে অদ্ভুত ভস্ম বিনির্গত হইল? ইঁহার অনলসদৃশ তেজোরাশি আপনার পাদপদ্মেই ত বিলীন হইল দেখিলাম এবং আপনি পরমাত্মা হইয়া তাঁহার জন্য রোদন করিলেন, ইহারই বা কারণ কি? ঐ পুণ্যবান্ মহাত্মা দিব্যরথে আরোহণ করত গোলোকধামে গমন করিলেন, ইহারই বা কারণ কি? আর আপনিও অশ্রুপূর্ণনয়নে মুনিবরের বহুবিধ সৎকার করিলেন কেন? হে প্রভো! সেই সমস্ত বিবরণ সবিস্তারে শীঘ্র বর্ণন, করুন। মধুসূদন রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, সহাস্যবদনে যুগান্তরগত বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন, প্রিয়ে! মুনিবর অষ্টাবক্রের বৃত্তান্ত সমস্ত জগদ্বিখ্যাত। পরে কালক্রমে কোন প্রসঙ্গে পণ্ডিতগণের মুখে শুনিতে পারিবে। অষ্টাবক্র মুনিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ত্রিভুবনবিখ্যাত। হে জগজ্জননি! তাঁহার যশোরাশিতে জগৎ পরিপূর্ণ।

১১—২১। তখন কৃষ্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হরিপ্রিয়া রাধিকা কিঞ্চিৎ বিমনস্কভাবে শুষ্ককণ্ঠে যত্নপূর্ব্বক সুমধুরবাক্যে বলিতে লাগিলেন, হে প্রাণ-কান্ত! মনের যে তৃষ্ণা সুধাসমুদ্রে পতিত হইয়াও তৃপ্ত হয় নাই, সেই মন কি সামান্য গোষ্পদস্থিত বারিপানে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে? আপনি বেদ-সমূহ, বেদবক্তাগণ ও বিধাতার বিধাতা মহাবিষ্ণুর ঈশ্বর স্বরূপ; আপনি ভিন্ন অন্য বক্তা এজগতে কে আছে? রাধিকা-বাক্য শ্রবণে কৃষ্ণ সাতিশয় সন্তোষ লাভ করত পরম অদ্ভুত গোপনীয় বিষয় সমস্ত বলিতে লাগিলেন; —প্রিয়ে! তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উপলক্ষে এক পুরাতন ইতিহাস তোমাকে বলিতেছি; যে বিষয়ের শ্রবণ ও কথনে পাপরাশি বিদূরিত হয়, তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বে যে সময়ে ত্রিজগৎ জলরাশিতে পরিপূর্ণ ছিল, তখন মাংসপূর্ণ মহাবিষ্ণুর নাভিকমল হইতে আমার অংশে জগৎবিধাতা ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়; তৎপরে সেই ব্রহ্মার মানস হইতে নারায়ণ-পরায়ণ ব্রহ্ম-তেজে উজ্জ্বল সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎ-কুমার এই চারিটী শিশু উৎপন্ন হন। তাঁহারা পঞ্চবর্ষবয়স্ক জ্ঞানহীনের ন্যায় বিবস্ত্র; তাঁহারা বাহ্য-জ্ঞানহীন অথচ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ। এক দিন ব্রহ্মা তাঁহা-দিগকে বলিলেন, পুত্রগণ! তোমরা সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হও; কিন্তু তাঁহারা পিতার সে বাক্য প্রতিপালন না করিয়া আমার আরাধনার নিমিত্ত গমন করিলেন। পুত্রগণ গমন করিলে বিধাতা কিঞ্চিৎ উন্মনস্ক হইলেন; কারণ যদ্যপি পুত্র ইচ্ছানুসারে পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালন না করে; তাহা হইলে সেটী পিতার অত্যন্ত দুঃখকর হয়। তৎপরে পিতামহ জ্ঞানবলে স্বীয় দেহ হইতে ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত বেদ-বেদাঙ্গবিৎ তপস্যানিরত পুত্র-গণের সৃষ্টি করিলেন। তাঁহাদের নাম,—অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, মরীচি, ভৃগু, অঙ্গিরা, ক্রতু, বশিষ্ঠ, বোঢ়ু, কপিল, আসুরি, কবি, শঙ্কু, শঙ্খ, পঞ্চশিখ, প্রচেতা। ইঁহারা বহুকাল তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার আদেশক্রমে সৃষ্টি বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং ইঁহারা দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারআশ্রম গ্রহণ করিলেন। তৎপরে সেই সমস্ত মহর্ষিবর্গের পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে বিস্তার হইতে লাগিল। হে সুন্দরি? এক্ষণে বহুবিস্তৃত চারুতর পুণ্যস্বরূপ মুনিবংশানু-কীর্ত্তনে আর প্রয়োজন নাই; প্রকৃত বিষয় শ্রবণ কর।

২২—৩৫। কালক্রমে বিধিপুত্র প্রচেতার অসিত নামে এক মুনিশ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। অসিত পুত্রকামনায় স্বীয় পত্নীর সহিত দৈব পরিমাণে সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন, তথাপি তিনি পুত্র লাভ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া এক দৈববাণী হইল যে, "হে ঋষে! তুমি শঙ্করের নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করত সিদ্ধ কর, তাহা হইলে সেই মন্ত্রা-ধিষ্ঠাত্রী দেবী তোমার সাক্ষাৎ হইয়া অভিলষিত বর প্রদান করিবেন; সেই দেবীর বরে তোমার পুত্রমুখ দর্শন লাভ হইবে।" বিপ্র এইরূপে অদ্ভুত দৈববাণী শ্রবণ করিয়া শীঘ্র সেই যোগিগণের অগম্য নিরাময় শিবলোকে হরসমীপে গমন করিলেন; এবং সেই যোগিবর সস্ত্রীক ভক্তিনত-মস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে যোগিগুরু মহাদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন;—হে জগদ্গুরো! আপনি মঙ্গলময় মঙ্গলপ্রদ এবং যোগীন্দ্র ও যোগীন্দ্রগুরুগণের গুরু; অতএব আপনাকে আমি প্রণিপাত করিতেছি। হে ভগবান্! আপনি মৃত্যুর মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া মৃত্যুখণ্ডনের কারণভূত, এবং মৃত্যুর ঈশ্বরস্বরূপ ও মৃত্যুবীজ এবং স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়, আপনাকে আমি প্রণাম করিতেছি। হে শম্ভো! আপনি সংহারকদিগের কালস্বরূপ, কালের ঈশ্বর, কালকারণ, কালাতীত, কালে অবস্থিত ও কালের কাল; হে বিভো! আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। হে গুণাধার! আপনি গুণাতীত, গুণবীজ ও গুণাত্মক এবং আপনি গুণীদিগের ঈশ্বর, গুণিসমূহের বীজস্বরূপ ও গুণিবর্গের গুরু; আপনাকে আমি প্রণাম করিতেছি। হে প্রভো! আপনি ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মচিন্তাপরায়ণ, ব্রহ্মবীজ-স্বরূপে ব্রহ্মপুত্র বলিয়া বিখ্যাত; আপনাকে প্রণাম করিতেছি। মুনিশ্রেষ্ঠ এইরূপে ভগবান্ ভূতভাবনকে স্তব করিয়া পুলকিতশরীরে সাশ্রুনেত্রে দীনের ন্যায় তাঁহার সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন। যে ব্যক্তি, হবিষ্যাশী হইয়া ভগবান্ শঙ্করের অসিত-কৃত স্তব ভক্তিপূর্ব্বক এক বৎসর পাঠ করে, সে নিশ্চয় চির-জীবী, জ্ঞানী ও বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ পুত্র লাভ করে এবং দুঃখী হইলে, ধনবান্ হয় ও মূর্খ হইলে পণ্ডিত হয়; তাহাতে সন্দেহ নাই। পত্নী-শূন্য ব্যক্তি, সুশীলা পতিব্রতা ভার্য্যা লাভ করিয়া ইহলোকে সুখ ভোগ করত অন্তে শিবমন্দিরে গমন করে। এই স্তোত্র পূর্ব্বে ব্রহ্মা প্রচেতাকে প্রদান করেন; প্রচেতা আবার স্বীয় পুত্র অসিতকে প্রদান করিয়াছেন। ৩৬—৫১।

অসিতকৃত শিবস্তোত্র সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ভক্তবৎসল! ভগবান শঙ্কর স্বয়ং মুনির স্তব শ্রবণ করত সেই বিধিপুত্র অসিতকে

বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি স্থির হও; তোমার মনোগত বিষয় বুঝিতে পারিয়াছি; আমার অংশে এবং আমার সমান রূপ-গুণ-শালী নিশ্চয় তোমার একটী পুত্র হইবে; অতএব আমার তুল্য এবং সর্ব্ব-দুর্লভ মন্ত্র তোমাকে প্রদান করিতেছি; এই বলিয়া শঙ্কর, তোমার ষোড়শাক্ষর মন্ত্র, স্তোত্র, পূজা-বিধান, সংসারবীজনামক অদ্ভুত কবচ ও পুরশ্চরণবিধি "ইষ্ট দেবী প্রত্যক্ষ ভাবে আগমন করত অভিমত বর প্রদান করিবে" এই বলিয়া অসিতকে সমস্ত প্রদান করিলেন; শঙ্কর এইরূপ মন্ত্র প্রদান করিয়া বিরত হইলে অসিত তাঁহাকে শত-বার প্রণিপাতপূর্ব্বক গমন করিয়া সেই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র একশত বৎসর জপ করিলেন। সতি! তুমি তাঁহার সমক্ষে প্রত্যক্ষভাবে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে এই বর প্রদান করিয়াছিলে যে, হে ঋষে! আমার প্রসাদে তুমি জ্ঞানী পুত্র লাভ করিবে, এইরূপ বর প্রদান করিয়া তুমি গোলোকে আমার সমীপে আগমন করিলে। কালক্রমে সেই অসিতের শিবাংশে এক পুত্র জন্মিল। মুনিকুমার দেবল নামে বিখ্যাত হইলেন; তিনি ব্রহ্মজ্ঞপ্রধান ও কন্দর্পের অপেক্ষা অতি সুন্দর। কিয়ৎকালপরে অসিততনয় দেবল মুনি সুযজ্ঞনৃপতির কন্যা সর্ব্বজনমোহিনী সুন্দরী রত্নমালা-বতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তৎপরে সুরনিপুণ দেবলমুনি রত্নমালাবতীসহ অতি গোপনীয় স্থানে শত বর্ষ পর্য্যন্ত বিহার করিলেন কিয়ৎকাল অতীত হইলে মুনিশ্রেষ্ঠও ক্রীড়া হইতে বিরত হইয়া সমস্ত সুখ পরিত্যাগ করিলেন এবং ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে মুনি এক দিন রাত্রিকালে স্ত্রীসহ শয়ন করিয়াছিলেন; ক্রমে সংসারে বিরাগ জন্মিয়া হঠাৎ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করত তপস্যার নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্ব্বতের গুহায় গমন করিলেন এদিকে রত্নমালাবতী প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, স্বামীকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি বিরহানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া শোক-বশতঃ অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি মুহুর্মুহুঃ উপবেশন, উত্থান ও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মন তপ্তপাত্রে পতিত ধান্যসদৃশ অত্যন্ত চঞ্চল হইল। তিনি ক্রমে আহার পরিত্যাগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে, তাঁহার পুত্র, তাঁহার পারলৌকিক কার্য্য সকল সম্পাদন করিল। ৫২—৬৬। তাহার পর আমার ভক্ত জিতেন্দ্রিয় মুনিশ্রেষ্ঠ দেবল, দৈব সহস্র বৎসর সেই গন্ধমাদন পর্ব্বতের গহ্বরে তপস্যা করিতে লাগিলেন। দৈববশতঃ একদিন রম্ভা তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার শৃঙ্গার অভি-লাষ করিলেন। কারণ মুনিবর অতি সুন্দর, শান্ত-স্বভাব ও কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্। তখন ত্রৈলোক্য-চিত্তমোহিনী রম্ভা যত্নপূর্ব্বক স্বীয় বেশ রচনা করিয়া নির্জ্জনে মুনিকে বলিলেন, হে সাধো! আমার কথা শ্রবণ কর, তোমার রূপরাশি কামিনীগণের মনোহারী; অতএব এই নির্জ্জনপ্রদেশে কঠোর তপস্যা পরিত্যাগ করত আমাকে সুখে উপভোগ কর। তুমি এই পৃথিবীতলে শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, আমিও উত্তমাস্ত্রী হইয়া তোমাকে স্বয়ং বরণ করি-তেছি। বিদগ্ধ বনিতার সহিত বিদগ্ধ নায়কের নব-সঙ্গম অতি দুর্লভ। ভারতে ভূপালগণ স্বর্গের নিমিত্ত যজ্ঞ করিয়া থাকেন; কিন্তু আমরাই সেই স্বর্গভোগের সারভূতা। আমাদের স্তনযুগল, উরুদ্বয় ও সুন্দর মুখকমল এবং হাস্য ও ভ্রূভঙ্গী দেখিয়া কে না সুখী হয়? হে মুনে! নারীরস সুখের সারভূত, ইহা মুনিগণেরও বাঞ্ছিত; তাহার মধ্যে রসিকার সহিত নির্জ্জনে সম্ভোগ আরও দুর্লভ। অধিক কি দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব অথবা রাক্ষস, ইহার মধ্যে যিনি রম্ভাসহ রতিতে বঞ্চিত, তিনি প্রকৃত স্ত্রীসুখেই বঞ্চিত, ইহা জানিবেন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া নির্জ্জন প্রদেশে উপস্থিতা কান্তাসহ সম্ভোগ না করে, সেই ব্যক্তি গাত্রলোম-পরিমিতকাল নিশ্চয় কুম্ভীপাক নরক ভোগ করে। যে পুরুষ, সম্ভোগলালসায় সমাগতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে তাহার বধভাগী হয় ও সেই রমণীর শাপে তাহাকে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হয়। দেখ, ব্রহ্মা মোহিনীশাপে ত্রিভুবনে অপূজ্য হইয়া-ছিলেন। যে ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত রমণীকে পরিত্যাগ করে, পুংশ্চলী, তাহাকে স্বামী, পুত্র ও বন্ধুবর্গাদির ঘাতক অপেক্ষাও অধিক কোপদৃষ্টে দর্শন করে। বেশ্যা স্বীয় উপপতিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় বলিয়া বিবেচনা করে, যদি সেই উপপতি তাহাকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই বেশ্যা, তাহাকে বধ করিতে বিশেষ যত্ন করে। পুংশ্চলী সমস্ত হিংস্র জন্তু ও নরঘাতকগণ হইতেও অত্যন্ত দুষ্টস্বভাবা এবং প্রতি-জন্মে নিয়ত দয়াহীনা। ৬৭—৮০। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই নির্জ্জন প্রদেশে আমি স্বয়ং প্রার্থনা করিতেছি, ধ্যান ত্যাগ করত আমাকে গ্রহণ করিয়া চিরকাল সুখ-কর তপস্যার ফল ভোগ কর। মুনিবর রম্ভার বাক্য শ্রবণ করত ভীত হইয়া তাঁহাকে পরিণাম-সুখকর নীতিযুক্ত হিতকর বাক্য বলিতে লাগিলেন, হে রম্ভে!

আমি তোমাকে ব্রাহ্মণ ও তপস্বীদিগের কুলধর্ম্মোচিত বেদ সারভূত সত্যবাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে ব্রাহ্মণ ধর্ম্মাচরণের উপযুক্তকালে স্বীয় রমণীতে রত হয়, সে ইহ লোকে ও পরলোকে নিয়ত পূজিত হয়; কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইহারা যদি পরস্ত্রীতে রত হয় তাহা হইলে সে জগৎপূজিত হইলেও লক্ষ্মী রুষ্টা হইয়া তাহার গৃহ হইতে অপসৃত হইয়া থাকেন এবং ইহলোকে সেই ব্যক্তি সকল স্থানেই অতিনিন্দিত হইয়া সকল কর্ম্মেই অনধিকারী হয় ও পরকালে একশতবৎসর পর্য্যন্ত অন্ধকূপনরকে বাস করে। গৃহী ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিতা স্ত্রীকে গ্রহণ করিবে, ইহা উক্ত আছে। তাহারা কামিনীদিগকে ত্যাগ করিলে শাপভাগী ও পাপভাগী হয়, ইহাই উক্ত আছে; কিন্তু তপস্বীদিগের পক্ষে সে নিয়ম নহে। জগৎবিধাতা ব্রহ্মাও দার পরিগ্রহ করিয়া স্ত্রীযুক্ত হইয়াছেন; অতএব নারীসংসর্গে তাঁহার বিরাগ না জন্মিতে পারে. কিন্তু আমরা যখন স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছি; আমাদের সে স্পৃহা কেন হইবে? যে ব্যক্তি স্বীয় ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া পরস্ত্রীকে সাদরে গ্রহণ করে, তাহার যশ ধন ও আয়ুর হানি হয়; অতএব তাহার জীবন মৃত্যু-তুল্য হয়। এই জগতে যাহার কিছুমাত্র যশ নাই, তাহার জীবন নিষ্ফল এবং সম্পত্তি রাজ্য সুখ ও ধনেই বা তাহার প্রয়োজন কি? হে সুন্দরি! আমি বৃদ্ধতাপস, আমাতে তোমার কোন প্রয়োজন নাই; অতএব মাতঃ! অন্য সুবেশধারী সুন্দর কোন যুবা পুরুষের নিকটে গমন কর। তখন অপ্সরাশ্রেষ্ঠা রম্ভা মুনির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিলে কোপে তাঁহার অধরোষ্ঠ প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল। তিনি পুনর্ব্বার মুনিকে বলিলেন। ৮১—৯২। হে ঋষিবর! মনোহর চম্পকসদৃশ তোমার বর্ণ এবং তুমি কন্দর্পতুল্য সুন্দর; তোমার তপঃপ্রভাবে এরূপ স্ত্রী জন-সম্মত শোভাশালী মনোহর রূপলাবণ্য হইয়াছে; অতএব প্রভো! তুমি ভিন্ন অন্য কাহার নিকটে গমন করিব? তোমা অপেক্ষা রূপবান্ অন্য কোন্ পুরুষ আছে? মদনাতুরা বেশ্যা রমণী তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবে? হে বিপ্রেন্দ্র! আমার হৃদয় কামাগ্নিতে অত্যন্ত দগ্ধ হইতেছে, আমাকে অবিলম্বে উপভোগ কর; মাতঙ্গ যেরূপ বনস্থিত রম্ভাতরু হঠাৎ বিনাশ করে, তোমার দর্শনে উদ্ভূত কামও আমাকে তদ্রূপ বিনাশ করিতে উদ্যত; হে বেদবিৎ-শ্রেষ্ঠ! তুমি বল;—না হইলে তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিব। তুমি অবিলম্বে দারুণ শাপ অথবা আমাকে গ্রহণ কর; আমার মনপ্রাণ নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে এবং অন্তরাত্মা সর্ব্বদাই কাঁদিতেছে; এই দগ্ধ মনপ্রাণে তোমার শৃঙ্গারপীযূষ পান ব্যতীত কিছুতেই নির্ব্বাণতা লাভ করিতে পারিবে না। দেখ মুনিবর! নারী, নিতান্ত দুঃখে দুঃখিত হইয়া যদি কাহার প্রতি ক্রোধদৃষ্টি নিক্ষেপ করত অভিশাপ প্রদান করে, সে নিদারুণ শাপ জগৎপ্রভু বিধাতা পর্য্যন্তও খণ্ডন করিতে সক্ষম হন না। মুনিবর রম্ভার বাক্য শ্রবণ করত তাহার কোনরূপ উত্তর প্রদান না করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানস্থ হইলে রম্ভা অত্যন্ত কুপিতা হইয়া মুনিকে অভিশাপ প্রদান করিলেন, হে বক্র বিপ্র! তোমার সকল শরীর বক্র ও অঙ্গনাকার হইবে এবং তুমি রূপযৌবনবিবর্জ্জিত হইয়া ত্রিভুবনগর্হিত অতীববিকৃতাকার ধারণ করিবে ও নিশ্চয় তোমার পুরাতন তপোবল সদ্যঃ বিনষ্ট হইবে ৯৩—১০১। এই কথা বলিয়া অপ্সরাশ্রেষ্ঠা— রম্ভা অভীষ্ট স্থানে গমন করিলেন। সেই অল্প সময়ের মধ্যেই মুনিশ্রেষ্ঠ হরিপাদপদ্ম আর দেখিতে পাইলেন না; তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-বিরহে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং স্বীয় অঙ্গ পূর্ব্বপুণ্যবিবর্জ্জিত ও বিকৃত দেখিয়া, শোকসন্তপ্তহৃদয়ে অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মাণ করত প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। সেই সময়ে আমি তাঁহার সমীপে গমন করত বরপ্রদান করিলাম। মুনি আমার দিব্যজ্ঞানে প্রবোধিত ও আশ্বস্ত হইয়া শান্তভাব অবলম্বন করিলেন। আমি সেই মহর্ষির অষ্ট অঙ্গ বক্র দেখিয়া কৌতুকবশতঃ সেই সময়ে তাঁহার নাম "অষ্টাবক্র" রাখিলাম; মুনি আমার বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ এই মলয়শিখরে আগমন করত ষষ্টিসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত মহৎ তপস্যা করিলেন; তৎপরে তপস্যার অবসান হইলে, আমার ভক্ত বলিয়া আমি তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিলাম। প্রিয়ে! প্রলয়কালে সকল পদার্থ নষ্ট হয়; কিন্তু আমার ভক্তগণ কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। মুনি বহুকাল নিরাহারে তপোমগ্ন ছিলেন বলিয়া প্রজ্বলিত জঠরাগ্নিতে তাঁহার দেহ দগ্ধ হইয়া ভস্মপূর্ণ হইয়াছিল। হে প্রিয়ে! আমি কেবল মুনির নিমিত্তই এই মলয়শিখরে আগমন করিয়াছি। অষ্টাবক্রসদৃশ আমার পরম ভক্ত কেহ জন্মে নাই, জন্মিবেও না; বিধাতা যেরূপ বেশ্যাশাপে নিষ্প্রভ হইয়াছিলেন, এই তপোনিষ্ঠ ব্রহ্মার প্রপৌত্র মুনিশ্রেষ্ঠ হইয়া, ইনিও তদ্রূপ প্রভাশূন্য

হইয়াছিলেন। এইরূপে মহাত্মা অষ্টাবক্রের সুখদ পুণ্যপ্রদ গূঢ় চরিত্র বর্ণন করিলাম। এক্ষণে অন্য কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা কর। ১০২—১১১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশ অধ্যায়।

রাধিকা বলিলেন, নাথ! মহর্ষির মনোহর অদ্ভুত চরিত শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে ব্রহ্মা কেন অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই শুনিতে আমার অভিলাষ। যিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তপস্যার ফলদায়ক, তিনি সামান্য বেশ্যার শাপে জগতে অপূজ্য হইলেন কেন?। ১—২। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, প্রিয়ে! রৈবত মন্বন্তরে সুচন্দ্রনামে তপস্বী বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পরম ধার্ম্মিক এক রজর্ষি ছিলেন। সেই মহাত্মা রাজর্ষি পূর্ব্বে আমার আরাধনার নিমিত্ত ভারতে মনোহর এই মলয় পর্ব্বতের শিখরদেশে সমাগত হইয়া সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন। মুনিদিগের কঠোর নিয়মাচরণে তাঁহার শরীর জীর্ণ হইয়া, বল্মীকে আচ্ছাদিত হইল; তদ্দর্শনে কৃপানিধি বিধাতা তাঁহাকে বর প্রদান করিবার নিমিত্ত সেই সুনির্জ্জন তপস্যাস্থানে সমাগত হইলেন। বিধাতা কমণ্ডলুস্থিত আমার দেহসম্ভূত জলদ্বারা মৎপ্রদত্ত মন্ত্রে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন নৃপশ্রেষ্ঠ, সেই কমণ্ডলু-জলস্পর্শেই উত্থান করত ভক্তিপূর্ব্বক জগতের সৃজনকর্ত্তাকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে তাঁহার অগ্রভাগে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন কমলযোনি, প্রণত সুচন্দ্ররাজকে বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! তোমার বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর। ৩—৯। নৃপশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহার নিকটে আমার চরণে ভক্তি ও দাসত্বরূপ অভিলষিত বর প্রার্থনা করিলেন। বিধাতাও তাঁহাকে কৃপাপ্রকাশে সেই বাঞ্ছিত বর প্রদান করিলেন। কামদেবতুল্য প্রভাশালী রাজর্ষি সুচন্দ্র, অভিলষিত বর প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পুরোভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজা দেখিতে পাইলেন, শতসূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী একখানি রথ আকাশ হইতে ভূমিতলে আগমন করিতেছে। সেই রথ সারভূত, রত্নশ্রেষ্ঠনির্ম্মিত, শতচক্রযুক্ত ও উজ্জ্বল তেজে আবৃত। তাহার তেজোরাশিতে দশদিক্ আলোকিত হইল। ঐ রথ অমূল্য রত্ননির্ম্মিত বিচিত্রকলসসমূহে উজ্জ্বল; মুক্তা মাণিক্য হীরা প্রভৃতির মালাসমূহে বিরাজিত, সুদীপ্ত বিশুদ্ধ রত্ননির্ম্মিত দর্পণে অতি মনোহরশোভাসম্পন্ন; দিব্য বস্ত্র ও কোটি শ্বেত-চামর প্রভৃতিদ্বারা সুশোভিত; তাহার চারিদিক্ পারিজাতকুসুমের মালাসমূহে বেষ্টিত। সেই রথ মনের ন্যায় শীঘ্রগামী, নানারূপ চিত্রে চিত্রিত বলিয়া অতি আশ্চর্য্যশোভা-সম্পন্ন। ঐ রথে নানা ভূষণে বিভূষিত, চতুর্ভুজ,শ্যামবর্ণ, প্রদীপ্তকায়, স্থির-যৌবনসম্পন্ন, পীতবস্ত্রধারী, চন্দন অগুরু প্রভৃতি নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যদ্বারা সুবাসিতদেহ, পারিষদবর্গ উপবিষ্ট রহিয়াছে। নৃপতি রথস্থিত সেই দেবকুলকে দেখিয়া, সানন্দে প্রণাম করিলেন। সেই সময়ে সহসা তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইল এবং স্বর্গে দুন্দুভি আনক প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল। তখন ঋষি, মুনি ও সিদ্ধগণ সকলেই রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। দেবগণ হর্ষবিহ্বল হইয়া রাজাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজা পারিষদদিগকে ধ্যান করত তাহাদের সারূপ্য লাভ করিলেন।১০।২০। তৎপরে পারিষদগণ তাঁহাকে সেই রথারোহণে আমার গোলোকধামে গমন করাইলে, সেই সুচন্দ্ররাজ আমার পারিষদ হইয়া চিরকাল আমার সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাহার পর ব্রহ্মা স্বগৃহে গমন করিতেছেন, এরূপ সময়ে মোহিনী মনোহর পুষ্পোদ্যানে বিচরণ করিতেছিল, তাঁহাকে দেখিতে পাইল। বিধির দর্শন হইবামাত্র মোহিনী কামানলে দগ্ধপ্রায় হইয়া তৎক্ষণাৎ বিমোহিত হইল এবং কটাক্ষনেত্রে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আচ্ছাদন করিল। সেই সময়ে মোহিনীর ললাটদেশে বিন্যস্ত কস্তূরীবিন্দুসহ সিন্দূরবিন্দু মনোহর শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। মোহিনীর শরীরের বর্ণ মনোহর চম্পকপুষ্পসদৃশ ও যৌবন চিরস্থায়ী; তাহার নিতম্ব, শ্রোণি ও পয়োধর স্থূল এবং তাহার মুখমণ্ডল যেন শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের শোভা অপহরণ করত স্বীয় শোভা বিস্তার করিয়াছে; সে সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করিয়া বিবিধ রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা; মোহিনী বোধ হয় যেন ত্রিভুবনকে কটাক্ষবিক্ষেপেই অবলীলাক্রমে মোহিত করিতে পারে। সেই রমণী উদ্যান-পথমধ্যে গজেন্দ্রগমনে মন্দ মন্দ বিচরণ করত বিধাতাকে দেখিবামাত্রই পুলকাঙ্কিতা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইল। তখন আত্মারাম জিতেন্দ্রিয় পদ্মযোনি, মোহিনীর সেই ভাব দর্শন করিয়াও বিকারপ্রাপ্ত হইলেন না; এবং শ্রীহরিকে মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে গমন করিলেন; ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে গমন করিলে, সেই সকামা মোহিনী প্রায় চেতনাশূন্য হইল, এবং স্বপ্নে ও জাগরণে সেই চতুর্ম্মুখকে দিবানিশি চিন্তা করত আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সবল

উপপতিকেই বিস্মৃতা হইল। মোহিনী কামপীড়ায় ক্ষণে উপবেশন ক্ষণে উত্থান ও ক্ষণে শয়ন, এইরূপ করিতে লাগিল এবং তপ্তপাত্রে প্রদত্ত ধান্যের ন্যায় পংমধ্যে চঞ্চলভাবে বিচরণ করিতে লাগিল। ২১—৩১। এমন সময়ে অপ্সরাশ্রেষ্ঠা চতুরা রম্ভা, সেই পথে কোন অভিলষিত স্থানে কোন অভিপ্রায়ে গমন করিতেছিল, দেখিল সেই স্থানে তাহার সহচরী বিচরণ করিতেছে; তাহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু প্রভৃতি শুষ্ক; রম্ভা দেখিয়াই তাহার গূঢ় ভাব বুঝিতে পারিল; তথাপি হাস্যমুখে মোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, সখি! তুমি ত্রৈলোক্য-চিত্তমোহিনী হইয়া এরূপভাবে বিচরণ করিতেছ কেন? শীঘ্র বল মহাভাগে! এই দেখ আমি তোমার প্রিয়সখী রম্ভা; তুমি যাহার জন্য সকামা হইয়াছ সেই অভিলষিত কান্তসমীপে গমন করত তাহাকেও সচেতন কর, সেও তোমার জন্য বিচেতন হইয়াছে। প্রিয়সখি! আমরা কুলটা, চিরকাল সৌভাগ্যশালিনী; অতএব আমাদের কুলরক্ষার কোন ভয় নাই; তুমি বিশেষরূপে দেখ, ত্রিভুবনে সকলেই ইন্দ্রিয়ের সুখের জন্য ব্যগ্র। যেহেতু কান্তের প্রতি প্রাণ সর্ব্বদা ধাবমান, তাহাতে জীবগণের লজ্জা কি? এই ত্রিভুবনে আত্মা হইতে প্রিয় কোন পদার্থই নাই; কান্তের প্রতি আমাদের যে অনুরাগ জন্মে, সে কেবল নিজের স্বার্থের নিমিত্ত; তাহাকে পতিরূপে স্নেহ করি, যে পর্য্যন্ত আত্মার সম্বন্ধ থাকে, সেই পর্য্যন্তই তাহাকে স্নেহ করিয়া থাকি। যাহাদের মনোবৃত্তি যাহাদের প্রতি সর্ব্বদা অবস্থান করে, তাহারাই তাহাদের প্রাণস্বরূপ। হে প্রিয়সখি! আমাকেও দেখ, আমিও সকাম হইয়া অভিলষিত স্থানে গমন করিতেছি। অতএব সখীর সহিত বিশেষ আলোচনা করত সেই প্রিয়জনের সমীপে গমন কর। সখি! তুমি নীবি ও কেশপাশ উৎকৃষ্টরূপে সংযমন এবং মুনিগণের মোহোৎপাদক মনোহর অভিলষিত বেশ রচনা করত সেই কান্তকে মোহিত কর। হে মহাভাগে! আমার নিকটে মনোগত বিষয় প্রকাশ কর। ত্রিজগতে স্ত্রীজাতির প্রভাব ও স্বীয় আত্মা এই উভয়কেই রক্ষা করা কর্ত্তব্য। রমণী সুরত-বিষয়ে স্বীয় অভিপ্রায় কাহার নিকটে কদাচও প্রকাশ করিবে না; কিন্তু প্রিয় সরলা সহচরী ও কান্তের নিকটে প্রকাশ করিলেকোনও দোষ নাই। অতএব প্রিয়সখি! যত্নপূর্ব্বক সেই মনোগত বিষয় আমার নিকটে প্রকাশ কর। আমার নিকটে তাহা প্রকাশ না করিলে, তুমি উপহাসের পাত্রী হইবে এবং নিজ মরণেরও কারণ হইবে। রম্ভার বাক্য শ্রবণ করত মোহিনী লজ্জিতা হইয়া সহাস্যবদনে যাহার নিমিত্ত তাঁহার এইরূপ গতি হইয়াছে, সেই মনোগত বৃত্তান্ত রম্ভার নিকটে বলিতে লাগিলেন। ৩২—৪৪। রম্ভে! যে অবধি নির্জ্জন উদ্যানে সেই চতুরাননকে দেখিয়াছি, সেই অবধি কামানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে; তদবধি আমার আহারীয় বস্তুতে কোন স্পৃহা নাই এবং কোন্ সময়ে চন্দ্রোদয়, কোন্ সময়ে বা সূর্য্যোদয় হইতেছে; তাহা কিছুই জানিতে পারি না; সখি! বর্ত্তমান সময়ে আমার স্বপ্নাবস্থা ও সজ্ঞানাবস্থা ইহাতে কিছুই বিশেষ নাই, আমার প্রাণ নিয়ত তাঁহার অভিলষিত আলিঙ্গনকেই ইচ্ছা করিতেছে, ক্ষণকাল মধ্যে অভিলাষ পূর্ণ না হইলে অবিলম্বেই প্রাণ সেই প্রাণেশের জন্য দেহ হইতে বহির্গত হইবে। প্রিয়সখি! তোমাকে অধিক কি বলিব, আমার এই স্বর্ণসদৃশ কলেবর কেবল কামানলশিখায় দগ্ধ হওয়াতে অনাহারে দগ্ধশৈলসদৃশ বিকৃত হইয়াছে। এখন আমি গমন, উপবেশন, কি শয়ন, কিছুই স্থির করিতে পারি না; অতএব পুংশ্চলী জাতিকে ধিক্; বিশেষতঃ আমাকে শত ধিক্! রম্ভে! সম্প্রতি আমি কি উপায় করি; লজ্জা পরিত্যাগ, কি শরীর পরিত্যাগ করি; এই উভয়ের মধ্যে কোন্ উপায় অবলম্বন করি, তাহা বল। ৪৫—৫০। মোহিনীর বাক্য শ্রবণ করত অপ্সরাশ্রেষ্ঠা রম্ভা হাস্যপূর্ব্বক ভাবী মঙ্গলের মূলীভূত দিব্য উপায় বলিতে লাগিল। ভদ্রে! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য; কিন্তু আমি তোমার সমস্ত অমঙ্গলের কারণ অপনোদন করিব; তুমি ভয় ত্যাগ করত সেই উপায় শ্রবণ কর। মোহিনি! এ সময়ে অপূর্ব্ববেশে মদনের আরাধনা কর; তাঁহার সহিত স্বয়ং গমন করিয়া প্রিয়কান্তের মোহ উৎপাদন কর; কামদেবের সাহায্য ব্যতীত সেই জিতেন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ নারায়ণ-স্বরূপ ব্রহ্মাকে কোন্ রমণী পরাজয় করিতে সক্ষমা হইবে? অতএব সখি মোহিনি! তুমি পুষ্কর-তীর্থে গমনপূর্ব্বক তপস্যা করত কামকে আরাধনা কর, তবেই সে রমণীগণের প্রতি দয়ালু প্রভু কাম, প্রত্যক্ষভাবে তোমার সমীপে আগমন করিবেন: এই কথা বলিয়া অপ্সরাশ্রেষ্ঠা রম্ভা ইন্দ্রিয়-চারতার্থ করিবার নিমিত্ত কামসমীপে গমন করিলে, মোহিনী কামদেবের আরাধনার নিমিত্ত পুষ্কর-তীর্থে গমন করিল। তৎপরে মোহিনী পুষ্করতীর্থে বহু তপস্যা করত কামের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার সহিত অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন

করিল এবং নির্জ্জনে পদ্মযোনির দর্শন পাইয়া পুরোভাগে অবস্থান করত তাঁহার মোহ উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন মোহিনী কোন সময়ে সুতালে মনোহর নৃত্য ও কোন সময়ে প্রিয় জনের চিত্তমোহন মনোহর সঙ্গীত করিতে লাগিল। তখন জগদ্বিধাতা তাহার সেই মনোহর সঙ্গীত শ্রবণে বিমোহিত হইলেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল এবং নেত্র হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। ৫১—৬০। মোহিনী দেখিল, চতুরানন মুগ্ধ হইয়াছেন; তখন সানন্দ-হৃদয়ে লীলাক্রমে কাম-শাস্ত্রোক্ত কলানুসারে হাব-ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল এবং সহাস্য বদনে ভ্রূভঙ্গের লীলাক্রমে স্বীয় অঙ্গ সন্দর্শন করাইল। এই জগতে যে কামবাণে হতচেতন, তাহার লজ্জার বিষয় কি আছে? ব্রহ্মা তাহার মনোগত কুৎসিত ভাব বুঝিতে পারিয়া নতমস্তক হইলেন, এবং শ্রীহরিকে স্মরণ করত তাহাকে সমুচিত পারিতোষিক প্রদানপূর্ব্বক তাহার নৃত্যগীতাদি শ্রবণে বিরত হইলেন। মোহিনী ব্রহ্মার সেই ভাব জানিতে পারিয়া হতোদ্যম হইল এবং শুষ্ককণ্ঠে কামপ্রদ কামকে স্তব করিতে লাগিল। ৬১—৬৪। হে অনঙ্গ! মন সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বিষ্ণুর অংশসম্ভূত; মন সকল কর্ম্মের বীজ-স্বরূপ,—সেই মন হইতেই তুমি উদ্ভূত হইয়াছ; অতএব আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি। শরীরীদিগের শরীরে ভগবান্ স্বয়ং হরি আত্মারূপে, শিব জ্ঞানরূপে ও ব্রহ্মা মনোরূপে অবস্থান করেন, তুমি সেই মন হইতে উদ্ভূত; অতএব তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি। তুমি শরীরিমাত্রের সর্ব্বশরীরে বাস কর এবং যোগিগণের প্রতিও তোমার বিশেষ দৃষ্টি আছে; তুমি জগৎসাধ্য, দুরারাধ্য ও দুর্নিবার্য্য; অতএব তোমাকে আমি নমস্কার করিতেছি। ৬৫—৬৭। হে রতিস্বামিন্! তুমি জগতের অজেয়, স্বয়ং জগজ্জয়ী, জীবগণের মূলীভূত কারণ, সকলের মনোহারক রতির বীজ-স্বরূপ ও স্বীয় পত্নী রতির প্রিয়; তোমাকে আমি নমস্কার করি। হে যোষিদ্বন্ধো! তুমি নারীগণের শরীরে সর্ব্বদা অবস্থান কর; তুমি রমণীগণের প্রাণাধিক প্রিয়; রমণীগণ তোমার বাহনস্বরূপ ও তীক্ষ্ণ অস্ত্রস্বরূপ; তোমাকে নমস্কার করি। তুমি স্বামিপ্রেমোৎপাদক, অশেষ রূপের আধার, গুণাশ্রয়; সুগন্ধি বায়ু তোমার মন্ত্রী ও মধু তোমার মিত্র; অতএব প্রভো! আমি তোমাকে প্রণিপাত করিতেছি হে কুসুমায়ুধ! তোমার যুবকজনেই নিরন্তর অধিষ্ঠান; তুমি সেই যুবাপুরুষের স্ত্রী-সন্দর্শনাভিলাষ বর্দ্ধন কর, তুমি বিদগ্ধ বিরহীদিগের প্রাণান্তক; তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি। হে কৃপাসিন্ধো! তোমার প্রতি যাহারা দয়াশূন্য হইয়া জ্ঞানপ্রভাবে অর্থলালসা পরিত্যাগ করে, তুমি তাহাদের জ্ঞান বিনাশ কর এবং তুমি ভক্তগণে অতি সূক্ষ্মরূপে অবস্থান কর; তোমাকে প্রণাম করিতেছি। তুমি তপস্বিগণের ও তপস্যার ধর্ম্মের বীজস্বরূপ; তুমি অবলীলাক্রমে মুক্ত পুরুষদিগের মনও সকাম করিতে সক্ষম; অতএব বিভো! আমি তোমাকে নমস্কার করি। পাঞ্চভৌতিক কলেবরবিশিষ্ট প্রাণিগণ, সদা তোমারই সাধ্য ও বাধ্য; পঞ্চেন্দ্রিয় তোমার আধার; অতএব হে পঞ্চবাণ! আমি তোমাকে প্রণিপাত করি। মোহিনী বিধির সমক্ষে মনে মনে এইরূপ মন্মথের স্তব করিয়া অধোবদনে তাঁহাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। হে কান্তে রাধিকে! এই মনোহর স্তোত্র মাধ্যন্দিন-শাখায় উক্ত আছে; ইহা গন্ধমাদনে তপোধন দুর্ব্বাসা মোহিনীকে প্রদান করিয়াছিলেন। যে কামী ভক্তিপূর্ব্বক এই মহাপুণ্য স্তোত্র পাঠ করে, সে নিশ্চয় অভীষ্ট লাভ করিয়া নিষ্কলঙ্ক হয়; তাহাতে সন্দেহ নাই। কামদেব সেই প্রিয় পুরুষকে পীড়িত করিতে চেষ্টা করেন না; কিন্তু সেই ব্যক্তি তৎপ্রসাদে কামদেবসম প্রভাশালী হইয়া অরোগী হয় এবং বিনীতা ত্রৈলোক্যমোহিনী সাধ্বী পত্নী লাভ করে। ৬৮—৭৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

———

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, প্রাণাধিকে! তখন কামদেব মোহিনীর স্তবে তুষ্ট হইয়া অন্তরীক্ষে অবস্থান করত শর সন্ধান করিলেন। কাম পিতার প্রতি মন্ত্রপূত মোহনাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে ব্রহ্মা কামভাবে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া ক্ষণকাল মোহিনীর মুখকমল পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; তৎপরেই জ্ঞানোদয় হইলে শ্রীহরিকে স্মরণ করত সে ভাব হইতে বিরত হইলেন। ব্রহ্মা মন্মথের সমস্ত চরিত্র জানিতে পারিয়া তাহাকে ক্রোধে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন; স্বীয় পুত্র বলিয়া কিছুমাত্র ক্ষমা করিলেন না।—মূঢ় কন্দর্প তুই যৌবন ও ঐশ্বর্য্যমদে গর্ব্বিত হইয়া গুরুজনের মোহ উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছিস্, তোর অচিরাৎ দর্প চূর্ণ হইবে।” এইরূপ শাপ প্রদান করিলে, মন্মথের ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গেল; তিনি ব্রহ্মার শাপে ভীত

ও হতোদ্যম হইয়া মিত্র মধুর সহিত গমন করিলেন। তৎপরে জগৎবিধাতা মন্মথকে এই কথা বলিয়া মদনাতুরা ও কটাক্ষদৃষ্টে তাঁহার দর্শনপরায়ণা মোহিনীকে বলিলেন, মাতঃ মোহিনি! যে পুরুষে তোমাদের বেশ্যার কার্য্য সফল হইতে পারে, সেই স্থানে গমন কর। তোমার অভিপ্রায় আমি জানিতে পারিয়াছি, আমি এরূপ গর্হিত কার্য্যের উপযুক্ত নহি। আমি বেদ-নিন্দিত কার্য্য কিছুতেই করিতে সক্ষম নহি। বেদকর্ত্তার ইহা অপেক্ষা নিন্দিত কার্য্য আর কি আছে! আর স্বয়ং উপস্থিতা রমণী যোগিগণের পরিত্যাজ্য নহে, এইরূপ যাহা উক্ত আছে তাহাও তপস্বিদিগের নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। ১—১০। সকল রমণীই পরিত্যাজ্যা; বিশেষতঃ বেশ্যা স্ত্রীকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে। কারণ বেশ্যা রমণী ধন, আয়ু, প্রাণ ও যশ প্রভৃতি নাশ করিয়া পরিণামে সমধিক ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে। পুংশ্চলী প্রতিদিন নূতন নূতন পুরুষকে অভিলাষ করে এবং অন্য কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মায়; তাহারা নরঘাতীদিগের অপেক্ষাও নিষ্ঠুরা এবং সমস্ত বিপদের নিদান। বিদ্যুতের দীপ্তি, জলরেখা এবং লোভবশতঃ মিত্রদ্রোহ ও পরদ্রোহার্জ্জিত সম্পত্তি প্রভৃতি যেরূপ ক্ষণস্থায়ী, তদ্রূপ কুলটার প্রেমও ক্ষণস্থায়ী। সকল হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও কুলটা স্ত্রীতে বিপদের আশঙ্কা অধিক; যে মূঢ় সেই কুলটা স্ত্রীর প্রেমপাশে বদ্ধ হয়, তাহার পদে পদে নিয়ত বিপদের আশঙ্কা। মোহিনি! তুমি রূপবতী এবং রমণীগণের মধ্যে ধন্যা, যুবকগণের সম্পৎ-স্বরূপা ও তাপসগণের বিষতুল্যা; তুমি অপ্সরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ও নিয়ত স্থির-যৌবনা অতএব সুন্দরি! তোমার কর্ম্মের উপযুক্ত যুবা পুরুষকে অন্বেষণ কর। তুমি নারীগণের মধ্যে চতুরা; অতএব চতুর পুরুষকে বশীভূত করাই তোমার কর্ত্তব্য; কারণ বিদগ্ধা রমণীর সহিত বিদগ্ধ নায়কের সঙ্গম অতি প্রীতিজনক হয়। আমি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ বিষ্ণুপরায়ণ তপস্বী ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার পরাধীন; অতএব বেশ্যাতে আমার কিরূপে রতি হইতে পারে? বৎসে! আমি তোমার পিতৃতুল্য; অতএব আমাকে পরিত্যাগ করত অন্য স্থানে গমন কর। কারণ আমি জগৎস্রষ্টা, যে সৃজনকর্ত্তা সে-ই পিতা। যে কামুকী রমণী কামদেব, চন্দ্র, জয়ন্ত, নলকূবর, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, চন্দ্রতনয় বুধ ও কামশাস্ত্রে সুনিপুণ রতিকর্ম্মে পারদর্শী সুন্দর সুন্দর দৈত্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকটে আগমন করে, সে নিশ্চয়ই নিতান্ত অরসিকা। ১১—২১। সম্ভোগবিষয়ে পুরুষই সর্ব্বদা স্ত্রীকে প্রার্থনা করে; কিন্তু যদি স্ত্রী পুরুষকে প্রার্থনা করে, তাহা হইলে সে বৈপরীত্য বিড়ম্বনামাত্র। সমস্ত রত্নের মধ্যে স্ত্রীরত্নই কেবল দুর্লভ; অতএব কান্ত তোমাকে প্রার্থনা করিবে, কান্তকে তোমার প্রার্থনা করা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। যে রমণী পুরুষের নিকটে স্বয়ং উপস্থিত হয়, তাহার কেবল অপমাননামাত্র; কারণ স্বয়ং উপস্থিত রত্নেরও অবশ্যই অল্প মূল্য হয়। পুরুষ স্বীয় স্ত্রীতেই গমন করে; স্ত্রীও স্বীয় কান্তেরই অনুগামিনী হয়; ইহা শাস্ত্রসঙ্গত; কিন্তু রমণীর পর পুরুষে গমন করা বেদবিরুদ্ধ ও লোকাচারবিরুদ্ধ। যে ব্যক্তি শাস্ত্রোক্তবিধিপূর্ব্বক নিয়মিত কালে স্বীয় বস্তু ভোগ করে, সে-ই জগতে পূজ্য হইয়া থাকে; কিন্তু যে পর-বস্তুতে অভিলাষ করে, সে কখনও পূজ্য হইতে পারে না। হে অবলে! ত্রিভুবনে কে কাহার শত্রু? কেবল শত্রুতার মূলীভূত কারণ বলিয়া স্বীয় ইন্দ্রিয় সকলই শত্রুরূপে পরিগণিত। বেদবিহিত কার্য্যের আচরণে এই জগতে সকলের মিত্রতা সংস্থাপন হয়; কিন্তু বেদবিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠানে মিত্রও শত্রুরূপে পরিণত হয়। হরি বেদবিহিতাচারী ব্যক্তির প্রতি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন; হরি সন্তুষ্ট থাকিলে জগৎ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং হরি রুষ্ট হইলে সকলেই রুষ্ট হয়। কুলটাজাতি ও সাধ্বীজাতি কেবল স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফলবশতঃ হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতিকে নারায়ণ প্রকৃতির অংশরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তাহার মধ্যে বেশ্যাকে দুঃশীলা, নিন্দনীয়া ও পতিব্রতা রমণীকে সুশীলা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ২২—৩১। পতিব্রতা ও বেশ্যা স্ত্রী ত্রিবিধ; তাহাদের মধ্যে এরূপ কোন রমণীই নাই যে, স্বয়ং প্রিয় পর-পুরুষের নিকটে গমন করে। জগতে স্ত্রী-জাতির মধ্যে তোমাসদৃশ এরূপ কুলকলঙ্কিনী রমণী কে আছে যে, রতির নিমিত্ত স্বয়ং বেশবিন্যাস করিয়া পরকান্তের নিকটে গমন করে। ৩২—৩৪। জগদ্বিধাতা এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে, মোহিনী অত্যন্ত কুপিতা হইয়া বিধাতাকে বলিতে আরম্ভ করিল;—হে বিধাতঃ! তোমার চরিত্র সমস্ত আমি জানিতে পারিয়াছি! তুমি নীতিক্রমে উপদেশ দিতেছ; কিন্তু আমার মন কিছুতে স্থির হইতেছে না। যে পর্য্যন্ত তুমি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছ, সেই অবধি আমার মন তোমাতেই নিবিষ্ট হইয়াছে; তোমার বদনকমল দর্শনমাত্রেই সমস্ত উপপতি-কথা বিস্মৃত হইয়াছি। প্রভো। যখন

এই কামানলে দগ্ধ দেহ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, তখন রম্ভা আমাকে তাহা হইতে বিরত করিয়া এই মন্ত্রণা প্রদান করিল; আমি সেই মন্ত্রণানুসারে কামদেবসহ তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি। কিন্তু সেই কামও তোমার শাপে মিত্র মধুর সহিত হতোদ্যম হইয়া গমন করিয়াছে। হে বিভো! তুমি যদিও আমাকে নানারূপ ভর্ৎসনা করিতেছ, তথাপি আমি গমন করিতে কিছুতেই সক্ষমা নহি। আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জড়তায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। হে কৃপাসিন্ধো! এ দাসীর প্রতি কৃপা কর; আমাকে বিনাশ করা কিছুতেই তোমার কর্ত্তব্য নহে। প্রভো! তোমার আলিঙ্গনমাত্রেই আমার দেহের জ্বর দূরীভূত হইবে। ৩৫—৪১। তুমি জগদ্বিধাতা, আর আমি স্বীয় কর্ম্মফলে কুলটা; সাধু ব্যক্তিগণ কিছুতেই গর্ব্ব করেন না। কারণ জীবগণমাত্রেই কর্ম্মসাধ্য; কেহ কেহ যানে গমন করিতেছে, কেহ কেহ বা তাহাকে বহন করিতেছে; এই কর্ম্মফলে কেহ রাজা হইয়া কর গ্রহণ করিতেছে, কেহ বা প্রজারূপে তাহাকে কর প্রদান করিতেছে। কেহ সিংহাসনে নিয়ত অবস্থিত নৃপতি, কেহবা তাহার পাত্রমিত্র; আবার কেহ কেহ বা তাহার অনুজীবী ভৃত্য;—কেবল স্বীয় কর্ম্মফলই এই প্রভেদের প্রতি কারণ। কেহ অশ্বপৃষ্ঠে ও কেহ গজপৃষ্ঠে গমন করে; আবার কর্ম্ম ফলে কেহ কেহ বাহক ও কেহ কেহ বাহন-পালক। কর্ম্মফলে কেহ কেহ শূকরীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতেছে; আবার কেহ বা শচীগর্ভে ও কেহ বা তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিতেছে। এই জগতে কর্ম্মফলে কেহ হরির ভক্তিফলে তাঁহার পারিষদ হইতেছে; কেহ বা দৈবদোষে বিষ্ঠাতে কৃমিরূপে উৎপন্ন হইতেছে। কোন রাজেন্দ্র স্বকর্ম্মফলে স্বর্গধামে গমন করে; কেহ বা নরকগামী হইয়া বিমূত্র ভক্ষণ করে। কর্ম্মফলে কেহ সুরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র আর কেহ কেহ বা অন্য দেবতা, মনুষ্য এবং ক্ষুদ্র জন্তু। মহীতলে এই কর্ম্মফলে কেহ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; কেহ বা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং কেহ বা ম্লেচ্ছজাতি। কেহ স্বকর্ম্মফলে প্রাজ্ঞ ও জ্ঞানে সমদর্শী; আবার কেহ বা মূর্খ, কেহ অন্ধ ও কেহ অঙ্গবিহীন। স্বীয় কর্ম্মফলে কেহ শিষ্যগণকে শাস্ত্র উপদেশ করেন; কেহ বা পাঠ করত গুরুমুখ হইতে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া থাকেন। কর্ম্ম-ফলে কাহার দেহ স্থাবর-জঙ্গম হয়; কেহ তপস্বী, কেহ বা নরঘাতী হয়; তুমি কর্ম্মফলেই স্বয়ং ব্রহ্মা হইয়াছ। কোন স্ত্রী স্বীয় কর্ম্মফলে সাধ্বী,—ইহকাল ও পরকাল উভয় কালেই পূজনীয়া হয়; কেহ বা বেশ্যা হইয়া অঙ্গ বিক্রয় করত স্বীয় উদর পোষণ করে। আমি সুরপুরে স্বর্ব্বেশ্যা; অতএব দেবগণের ভোগ্যা এবং পূজনীয়া; আমাদের আলিঙ্গনমাত্রেই কর্ম্মচয় খণ্ডিত হইয়া থাকে। ৪২—৫৫। মন স্বভাব-কারণ; স্বভাব কর্ম্মবীজ; সেই কর্ম্ম ফলের কারণ; কিন্তু ইহাদের সকলের কারণ ভগবান্ শ্রীহরি। বিভু স্বয়ং কর্ম্মদ্বারা নিয়ত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। সেই কর্ম্মরূপী জনার্দ্দন নিত্য ও সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্! আমি কেনই বা এরূপ নিন্দিতা হইলাম এবং তুমিই বা আমাকে এরূপে ভর্ৎসনা করিলে কেন? তুমি ত জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর; তোমার পাদপদ্ম দর্শন করিতেই আগমন করিয়াছি। যোগিগণ স্বপ্নেও যাহার চরণযুগল দর্শন করিতে সক্ষম হয় না, আমি সেই ঈশ্বরকে ইচ্ছানুসারে পতিপদে অভিষিক্ত করিবার অভিলাষে আগমন করিয়াছি; ইহকালেই হউক অথবা পরকালেই হউক আমি আর কাহারও সমীপে গমন করিব না ও কাহাকেও স্পর্শ করিব না; তোমা ভিন্ন অন্য কাহারও পাদরজস্পর্শে স্ত্রীগণ শোভা পায় না। ৫৬—৬০। মোহিনী এই কথা বলিয়া গমন করত বিধির সম্মুখে উপবেশন করিলে, জগদ্বিধাতা সেই কুলটা রমণীর ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন। মোহিনী তখন বক্রনয়নে, ঈষৎহাস্য-বদনে, কামভাব প্রকাশ করত কামবাণে পীড়িতা হইয়া স্বীয় অঙ্গ বিধাতাকে দর্শন করাইতে লাগিল। এই সময়ে সর্ব্বযোগপারদর্শী সর্ব্বাঙ্গ কাম আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মার প্রতি এককালীন পঞ্চবাণ নিক্ষেপ করিলেন। সম্মোহন, সমুদ্বেগকারণ, স্থিতিকারণ, উন্মত্তবীজ, জ্বরপ্রদ ও নিরন্তর চেতনহারক প্রভৃতি বাণসমূহ, মদন অন্তরীক্ষে থাকিয়া নিক্ষেপ করত স্বীয় কিঙ্করগণকে প্রেরণপূর্ব্বক সানন্দে পিতাকে সম্মোহিত করিতে চেষ্টা করিলেন। মন্মথ বসন্ত কোকিল ও মনোহর গন্ধবাহী বায়ু প্রভৃতি কিঙ্করগণকে নিয়োগ করত স্বয়ং বিধাতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার বিকৃত ভাব উৎপাদন করিলেন। তখন বিধাতার সমীপপ্রদেশে পুংস্কোকিলগণ মধুর কলকণ্ঠে কুহুরব করিতে লাগিল, এবং ষট্‌পদশ্রেণী তাঁহার সমক্ষে মধুর সূক্ষ্ম গুঞ্জন করিতে লাগিল। সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চারে বহিতে লাগিল এবং মধু স্বয়ং সানন্দে সেই স্থানে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন জগদ্বিধাতার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। সেই সময়ে সেই সর্ব্বমোহিনী হাস্যপূর্ব্বক কামবাণে হতচেতনা হইয়া কটাক্ষ-দৃষ্টিতে কামভাব

প্রকাশ করিতে লাগিল। বিধাতা কামের আবির্ভাব-বশতঃ ঐ সমস্ত ভাব হইতেছে, এইটী বিশেষ বুঝিতে পারিয়া মানসিক শত্রু কন্দর্পকে মন হইতে অপনোদন করিবার নিমিত্ত ভয়ে শ্রীহরিকে স্মরণ করিলেন। তৎপরে বিধাতা, দ্বিভুজ মুরলীধারী পীতবসন কিশোর কমনীয়বেশ অবিচলিত-যৌবন বিবিধ রত্নালঙ্কারে বিভূষিত সস্মিত শান্তস্বভাব শ্যামসুন্দর শ্রীহরিকে মনে মনে স্তব করিতে লাগিলেন। ৬১—৭২। হে হরে! আমি দুষ্কৃতিরূপ জলপূর্ণ বহুসঙ্কটাকীর্ণ দুস্তর কামসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি আমাকে শীঘ্র রক্ষা কর। এই দুস্তর কাম-সাগর ভক্তিবিস্মৃতির বীজস্বরূপ, বিপদের একমাত্র সোপান ও অতি নির্ম্মল জ্ঞানচক্ষু-আবরণের কারণভূত। এই দুষ্পার কাম-সাগর জন্ম-রূপ ঊর্ম্মিমালায় পরিপূর্ণ ও রমণীরূপ কুম্ভীরসমূহ তাহাতে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে ও উহার অভ্যন্তরে অতি গভীর এবং প্রবলবেগে রতিস্রোত উহাতে প্রবাহিত হইতেছে। এই কামসাগর প্রথমতঃ অমৃত-ময় বোধ হয়, পরিণামে বিষপূর্ণ; ইহা মুক্তিমার্গ রোধ করত যমালয়প্রবেশের পথ অতি প্রশস্ত করে; অতএব হে মধুসূদন! তুমি স্বয়ং কর্ণধার হইয়া বুদ্ধিরূপ তরণী ও উত্তম জ্ঞানদ্বারা আমাকে এই দুস্তর পারাবার হইতে উদ্ধার কর। হে নাথ! আমার মত কত ব্রহ্মাকে সংসার-সৃষ্টিকার্য্যে নিয়োগ করিয়াছ এবং এই বিশ্বে কতই বিধাতা আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; হে বিশ্বেশ্বর! আমাকে রক্ষা কর। হে বিভো! যদিও এই স্থান কর্ম্মক্ষেত্র নহে; ব্রহ্মলোক বলিয়া বিখ্যাত; তথাপি তোমার ভক্তির অন্তরায় বলিয়া কামে আমার কিছুই স্পৃহা নাই। হে নাথ! করুণা-সিন্ধো! হে দীনবন্ধো! তুমি আমার প্রতি কৃপা কর। হে মায়াময়! আমি অত্যন্ত অজ্ঞানরূপ তমোরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়াছি, আমাকে আর দুঃস্বপ্ন দর্শন করাইও না। এইরূপ স্তব করত জগৎবিধাতা নতমস্তকে বিরত হইয়া নিয়ত আমার পাদপদ্ম ধ্যান ও আমাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাকৃত এই স্তোত্র ভক্তিযুক্ত হইয়া যে পাঠ করে, সে কোন অকার্য্যবিষয়ে নিমগ্ন হয় না এবং আমার মায়া অতিক্রমপূর্ব্বক আমার দাস্য লাভ করত ইহলোকে ভক্তিযুক্ত হইয়া আমার ভক্তশ্রেষ্ঠ হয়। ৭৩—৮২।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ব্রহ্মা শ্রীহরিকে স্তুতি করত নন্দত্ত দিব্যজ্ঞানরূপ অঙ্কুশদ্বারা কামাসক্ত মনোরূপ মত্ত গজেন্দ্রকে নিবারণ করিয়া মোহিনীসমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মোহিনী তাহাকে পরিহাস-যোগে বলিতে লাগিল, হে বিভো! যে ব্যক্তি রমণী-গণের ইঙ্গিতমাত্রেই মত্ত হইয়া তাহাদিগকে আকর্ষণ করত সম্ভোগ করে, সেই উত্তম পুরুষ বলিয়া খ্যাত হয় এবং যে ব্যক্তি প্রকাশ্যরূপে অভিপ্রায় জানিয়া ও রমণীর প্রার্থিত হইয়া পরে শৃঙ্গারাদি করে সেই পুরুষ মধ্যম; কিন্তু যে পুরুষ কামপীড়িতা রমণীর প্রার্থিত হইয়াও নির্জ্জনে তাহার সহিত সম্ভোগ না করে, সেই হতভাগ্য পুরুষ-পদবাচ্য নহে; সে ক্লীবমধ্যে পরি-গণিত। গৃহী, তপস্বী কিংবা কামী, ইহার মধ্যে যে ব্যক্তি উপস্থিতা রমণীকে পরিত্যাগ করে, সে ইহকালে অপূজ্য হইয়া পরকালে নিরয়গামী হইয়া থাকে এবং সেই পুরুষ শ্রীভ্রষ্ট, রূপভ্রষ্ট ও দর্পভ্রষ্ট হইয়া স্ত্রীর শাপে ক্লীবতা প্রাপ্ত হয়। হে জগতীনাথ! গাত্রোত্থান কর; আমি এই ঘোর দুস্তর কামার্ণবে পতিত হইয়া ভয়ে অত্যন্ত আকুলিত হইতেছি; তুমি কর্ণধার হইয়া ইহা হইতে আমাকে উদ্ধার কর। এই সর্ব্বজন্তুশূন্য সুগন্ধি বায়ুর মন্দ মন্দ সঞ্চারে রমণীয় ও কোকিল-কুলের মধুর কলকুহুধ্বনি-পূর্ণ এই নির্জ্জনপ্রদেশে তদ্গতচিত্তা জন্মজন্মের এই দাসীকে রত্নস্বরূপ অমূল্য রতিপণ্যে ক্রয় কর। কামবিহ্বলা মোহিনী এই কথা বলিয়া সহাস্যবদনে জগৎস্রষ্টা বিধাতার বস্ত্র ও কর আকর্ষণ করিতে লাগিল। ১—১১। বিধাতা সমস্ত বুঝিতে পারিয়া, ভয়াকুলচিত্তে মোহিনীকে বিনয়পূর্ব্বক অমৃতসদৃশ মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন;—মোহিনি! তোমাকে স্পষ্টরূপে সত্য সারভূত হিতজনক বাক্য বলিতেছি শ্রবণ কর। ত্রিভুবনে স্ত্রীজাতির নিগ্রহ্ত. আ নয়ন করা কর্ত্তব্য নহে। হে মাতঃ! আমি তোমার নিরভিলাষ বৃদ্ধপুত্র; অতএব আমাকে পরিত্যাগ করত তোমার কার্য্যের উপযুক্ত রসিক যুবা-পুরুষকে দর্শন কর। হে সুন্দরি! পত্নী, গুরু, ভর্ত্তা, শুভাশুভ ফল, মন্ত্র, শিল্প, পুত্র ইত্যাদি দৈবনির্ব্বন্ধক্রমে লব্ধ হয়, ইহার জন্য কাহাকেও বিশেষ যত্ন করিতে হয় না। হে সুব্রতে! তোমার সহিত আমার রতির নির্ব্বন্ধ নাই; কার্য্য ক্ষুদ্রই হউক অথবা মহৎই হউক সকলই দৈবনির্ব্বন্ধে ঘটিয়া থাকে। ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া আমার পাদপদ্ম স্মরণ করিতে লাগিলেন।

বেশ্যা কামে হতচেতনা হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। এই সময়ে সেই মনোহর প্রদেশে আমার ইচ্ছাক্রমে ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, বশিষ্ঠ, ক্রতু, অঙ্গিরা, ভৃগু, মরীচি, কপিল, বোঢ়ু, পঞ্চশিখ, রুচি, আসুরি, প্রচেতা, শুক্র, বৃহস্পতি, উতথ্য, করথ, কণ্ব, কশ্যপ, গৌতম, সনক, সনন্দ, কর্দ্দম, সনাতন, যোগিগণের পরমগুরু ভগবান্ সনৎকুমার, শাতাতপ, পিপ্পল, শঙ্খ, শঙ্খ, পরাশর, মার্কণ্ডেয়, লোমশ, মৃকণ্ডু, চ্যবন, দুর্ব্বাসা, জরৎকারু, আস্তীক, বিভাণ্ডক, ঋষ্যশৃঙ্গ, ভরদ্বাজ, বামদেব, কৌশিক—প্রভৃতি মুনিগণ সমাগত হইলেন। মোহিনী তাঁহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া লজ্জায় কমল-যোনিকে পরিত্যাগ করিল। বিধাতা সেইস্থানে উপবেশন করিলেন; মোহিনীও তাঁহার বামপার্শ্বে উপবেশন করিল। মুনিগণ ভক্তি-নতমস্তকে ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলে, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করত যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করাইলেন এবং সেই মুনিগণের মধ্যে তারাগণ-বেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল ভাবে শোভা পাইতে লাগিলেন। ১২—২৬। তখন মুনিগণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেব! স্বর্গবেশ্যা-প্রধানা মোহিনী আপনার সমীপে উপবিষ্টা রহিয়াছে কেন? প্রজাপতি মুনিগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন; স্ত্রীজাতির বাক্য স্বভাবতঃ লজ্জাচ্ছন্ন; অতএব এই রমণী স্বয়ং বলিতে অক্ষমা, আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। এই মোহিনী বহু সময় অপূর্ব্ব নৃত্য-গীতাদি করিয়া নিতান্ত পরিশ্রান্তা হইয়াছে বলিয়া কন্যার ন্যায় পিতার সমীপে উপবেশন করিয়া আছে। বিধাতা সেই মুনিসমাজে এই কথা বলিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। হে রাধিকে! তাহাতে সর্ব্বজ্ঞ মুনিসকলও জ্ঞানক্রমে সে ভাব জানিতে পারিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। ২৭—৩০। স্বর্ব্বেশ্যা মোহিনী সেই সভামধ্যে হাস্যচ্ছলে জগৎস্রষ্টার মানসিক সমস্ত ভাব বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত কুপিতা হইল। তখন তাহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল; নয়নযুগল ঈষৎ কুটিল ও রক্তপদ্মসদৃশ রক্তবর্ণ হইল এবং অধরোষ্ঠ প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল। মোহিনী সেই কোপভাবে উত্থান করত সভামধ্যে দণ্ডায়মানা হইয়া মুনিগণের সমক্ষে ব্রহ্মাকে সম্বোধন করত মৃত্যুকন্যার ন্যায় বলিতে লাগিল;—অহে ব্রহ্মন্! তুমি জগতের নাথ ও বেদকর্ত্তা; এখন যাহা করিতেছ, ইহা কি বেদবিহিত, কি তাহার বিপরীতাচরণ? হে বেদবিদ্-গুরো! স্বীয় মনোমধ্যে বিচার করিয়া দেখ, যাহার স্বীয় কন্যাতে স্পৃহা হয়, সে ব্যক্তি কিরূপে নর্ত্তকীকে উপহাস করিতে পারে? ঈশ্বর আমাকে সর্ব্বগামিনী বেশ্যারূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন; কিন্তু সাধুব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধাচরণ অতি বিড়ম্বনা মাত্র। তুমি যেহেতু দাসী-তুল্যা বিনীতা দৈববশতঃ শরণাগতা রমণীকে অতিগর্ব্বে উপহাস করিতেছ, অতএব তুমি জগতে শীঘ্রই অপূজ-নীয় হইবে এবং হরিও তোমার অচিরাৎ দর্প ভঙ্গ করিবেন। হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে স্বীয় বল কিরূপ ও বেশ্যারই বা কতদূর বল, তাহা অবগত হও। যে ব্যক্তি তোমার কবচ, মন্ত্র বা স্তোত্র গ্রহণ করিবে, সে পদে পদে বিঘ্ন ভোগ করত উপহাস্যতা প্রাপ্ত হইবে। প্রতিযুগেই দেবতাদিগের বার্ষিকী পূজা হইয়া থাকে; তাহার মধ্যে তোমার মাঘমাসের সংক্রান্তি দিবসে যে পূজা হইত, তাহা আর হইবে না। ৩১—৪০। তুমি পূর্ব্বে যে পূজা প্রাপ্ত হইয়াছ সে বিষয়ে আর আলো-চনা কি? কিন্তু এই কল্পে কি কল্পান্তরে এই দেহে কি দেহান্তরে, পুনর্ব্বার আর পূজা পাইবে না। মোহিনী এই কথা বলিয়া কামভবনে গমন করত তাঁহার সহিত রতিসুখ ভোগপূর্ব্বক জ্বর দূরীভূত করিলেন। হে প্রিয়ে! তাহার পর চেতনা প্রাপ্ত হইয়া মোহিনী পুনঃপুনঃ বিলাপ করিতে লাগিল; আহা আমি কেন সেই জগদ্বিধাতাকে অভিশাপ প্রদান করিলাম। এইরূপ বিলাপ করত স্বর্ব্বেশ্যা মোহিনী গমন করিলে, মুনিগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং বিধাতাও স্বয়ং মোহিনীদত্তশাপভয়ে নতমস্তকে কম্পিত হইতে লাগিলেন। সেই সময়ে মুনিগণ ব্রহ্মাকে কল্যাণকারণ উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিলেন। হে ব্রহ্মন্! বৈকুণ্ঠে গমন করত হরির শরণাপন্ন হউন। এইরূপ পরামর্শ প্রদান করিয়া মুনিগণ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা তথা হইতে গমন করত শান্তভাবে কমলাকান্ত শ্যামসুন্দর নারায়ণস্বরূপ আমার শরীরান্তরের শরণা-পন্ন হইলেন। শুষ্কোষ্ঠ শুষ্ককণ্ঠতালু জগদ্বিধি বিষণ্ণ-বদনে চতুর্ভুজকে প্রণাম করত তাঁহার নিকটে উপ-বেশন করিলেন। তখন তিনি দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু বিপত্তারণ-কারণ নারায়ণকে সমস্ত গোপনীয় বিবরণ বলিলেন। বিভু রহস্যবিষয় সমস্ত শ্রবণ করিয়া হাস্য-পূর্ব্বক বিধাতাকে জগতের হিতকর সুখাবহ সারভূত সত্য বাক্য বলিতে লাগিলেন;—বিধে! তুমি স্বয়ং বেদজ্ঞ ও পণ্ডিতগণের গুরুর গুরু হইয়াও যে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছ, কোন ঘাতক পুরুষও তাহা করিতে সক্ষম হয় না। ৪১—৫০। স্ত্রীজাতি

প্রকৃতির অংশস্বরূপা ও জগতের বীজরূপিণী; সেই স্ত্রীর বিড়ম্বনা করিলে, প্রকৃতিরই বিড়ম্বনা করা হয়। সে স্থান ত অনুত্তম পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষ নহে; সেটী ক্রীড়াক্ষেত্র ব্রহ্মলোক; তাহাতে তোমার ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের কারণ কি? অধিক কি, যদি ভারতবর্ষেও রমণী কাম-পীড়িতা হইয়া দৈববশতঃ নির্জ্জনে উপস্থিতা হয়, তাহা হইলে, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণও তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না; যদি পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে, ইহকালে নানারূপে বিড়ম্বিত হইয়া পরকালে নরকগামী হয় এবং নারী দুঃখার্ত্তা হইয়া তাহাদিকে শাপ প্রদান করে। যে ব্যক্তি স্বীয় রমণীকে পরিত্যাগ করত লোভ বা কামসুখ-প্রযুক্ত পরস্ত্রীকে গ্রহণ করে, সে নিশ্চয় নরাধম; তাহাতে সংশয় নাই। সে স্বয়ং পতিত হয় ও তাহার পূর্ব্বতন দশ পুরুষ ও পরবর্ত্তী দশ পুরুষকে পাতিত করে। নারী স্বীয় স্বামীকে পরিত্যাগ করত পর-পুরুষগামিনী হইলে তাহাতে কুলস্ত্রী নিশ্চয় দূষিতা হয়; কিন্তু বেশ্যার বা স্বয়ং উপস্থিত রমণীগমনে পুরুষের কোন দোষ হয় না। রমণী যদি কোন উপায়াবলম্বনে পরপুরুষকে আয়ত্তাধীন করে, তাহা হইলে, সে চন্দ্র ও দিবাকরের স্থিতিকালপর্য্যন্ত অন্ধকূপনরকে বাস করে। স্বর্গবেশ্যা কুলধর্ম্মানুসারে সর্ব্বদা স্বর্গেই অবস্থান করে; কিন্তু যে পুরুষ তাহাদের অবমাননা করে, সে নিশ্চয় অপরাধী হয়। হে জগদ্বিধাতঃ! তুমি এই পাপীদিগের ভবার্ণবে ক্ষণকাল অবস্থান কর, তৎপরে যাহাতে তোমার শাপ-বিমুক্তি হয়, তাহার উপায় করিতেছি। এই সময়ে কোন এক দ্বারপাল দ্রুত-গমনে হরিসমীপে আগমন করত নত-মস্তকে বলিল, প্রভো! অন্য ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি দশমুখ ব্রহ্মা আপনার দর্শনাভিলাষে ভক্তিভাবে দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন। হরি দ্বারপালের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আগমন করিতে অনুমতি করিলেন। তৎ-পরে দশমুখ ব্রহ্মা দ্বারপালের আজ্ঞানুসারে হরিসমীপে আগমন করত হরির আজ্ঞাক্রমে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে পশ্চাৎ রাখিয়া উপবেশন করত চতুর্ম্মুখের অশ্রুত-পূর্ব্ব বিচিত্র স্তোত্রে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৫১—৬৩। নারায়ণ পুনর্ব্বার চতুর্ভুজ দ্বারপালদিগকে বলিলেন, হে দ্বারপালগণ! যদি অভ্যাগত কোন ব্যক্তি দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে তাহাকে সাদরে আমার সমীপে আনয়ন কর। হে বৃন্দাবন-বিনোদিনি! রাধিকে! এই সময়ে শতমুখ ব্রহ্মা প্রণত-ভাবে হরি-সমক্ষে আগমন করত তাঁহাকে দশমুখের অশ্রুতপূর্ব্ব নিগূঢ় সুন্দর স্তোত্রে স্তব করিয়া ভক্তি-পূর্ব্বক দশমুখ ও চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার পুরোভাগে উপবেশন করিলেন। জগদ্বিধি সেই সভাতে অবস্থান করিতেছেন এমন সময়ে অন্যব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি সহস্র-বদন ব্রহ্মা, হরি-সমক্ষে আগমন করত ভক্তি-নতশিরে সকলের অশ্রুতপূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ স্তোত্রে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে ভগবানের আজ্ঞা-ক্রমে উপবেশন করিলেন। তখন হরি, সেই সহস্র-বদন ব্রহ্মাকে ক্রমে সকল ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মার বিষয়াদিগের ও সুরগণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। চতুর্ম্মুখ আপনাকে বিষ্ণুসদৃশ বিবেচনা করিতেন, কিন্তু সেই শতমুখ, সহস্রমুখ প্রভৃতি ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া তাঁহার সে দর্প ভগ্ন হইল। হরি চতু-র্ম্মুখকে মৃততুল্য দেখিয়া কৃপাপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডস্থিত অন্যান্য ব্রহ্মাদিগকে দেখাইলেন। আমার মূর্ত্ত্যন্তর নারায়ণের শরীরে যত লোম আছে, তত ব্রহ্মাণ্ড ও সেই প্রতি-ব্রহ্মাণ্ডে এক একটী ব্রহ্মা নিরন্তর বিরাজ করেন। বিধাতাগণ নারায়ণকে প্রণাম করত স্বীয় স্বীয় ভবনে গমন করিলেন। চতুর্ম্মুখ বিধাতা আপনাকে সামান্য বিষয়ের অধিপতি বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণু, লজ্জানতবদন প্রণত চতুর্ম্মুখকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি এইক্ষণে স্বপ্নের ন্যায় কি দেখিতেছিলে? তাহা বল। চতুরানন নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ভগবন্! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্ত-মান সকলই আপনার মায়া-সমুদ্ভূত। বিধি এই কথা বলিয়া লজ্জাবনত-মস্তকে সেই সভামধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ তাঁহার শুদ্ধিলাভের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। ৬৪—৭৬।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এই সময়ে সেই বিগুণভাষ বিভূতিভূষণ বৃষারূঢ় প্রসন্নবদন স্বয়ং শঙ্কর উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম; গলদেশে নাগযজ্ঞোপবীত; মস্তকে স্বর্ণবর্ণ জটাভার; ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র এবং করে মনোহর ত্রিশূল, পট্টিশ, উত্তম খট্বাঙ্গ ও বিশুদ্ধ রত্ন-নির্ম্মিত স্বর-যন্ত্র। শঙ্কর, ঝটিতি বাহন হইতে অবরোহণ করত কমলা-কান্ত এবং ব্রহ্মাকে প্রণাম করত হৃষ্টবদনে উপবেশন করিলেন। সেই সময়ে মুনিগণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ,

আদিত্য, বসু, রুদ্র, মনু, সিদ্ধ ও পন্নগ প্রভৃতি সকলেই তথায় আগমন করত পুলকিতগাত্রে পুরুষোত্তমকে স্তব করিলেন এবং সুরগণ ভক্তিনতমস্তকে শিব ও কমলযোনিকে প্রণাম করিলেন। এই সময়ে শঙ্কর ভক্তিপূর্ব্বক আমাদের গুণানুবাদপূর্ণ মনোহর রাস সঙ্গীত সুতানে স্বরযন্ত্রে লয় করিয়া গাইতে লাগিলেন। সেই সঙ্গীতসময়োচিত মনোহর রাগযুক্ত, যন্ত্র, কণ্ঠ ও তালের একলয়ে অতি মনোহর, এবং পদভেদ ও গুরু বিরামে লঘুক্রমে উচ্চারণযুক্ত ও অনতিদীর্ঘ মৃদুমন্দগতিসম্পন্ন; এই ভারতে সুদুর্লভ, প্রীতিপূর্ণ, অর্থযুক্ত ও স্পষ্ট সুমধুর সেই সঙ্গীত গাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার শরীর পুনঃপুনঃ লোমাঞ্চিত হইতে লাগিল ও নয়ন হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। হে প্রিয়ে! তখন সেই মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করত শঙ্করের সম্মুখস্থিত রুদ্রপারিষদগণ ও মুনিগণ সকলেই বিচেতন হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন এবং রুদ্রগণ, সুরগণ, বিধাতৃগণ, হরির পারিষদবর্গ, নারায়ণ, লক্ষ্মী ও স্বয়ং গায়ক শিব সকলেই হতচেতন হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। ১—১২। হে প্রাণেশ্বরি! সেই সময়ে বৈকুণ্ঠ জলপ্লাবিত হইল। আমি তদ্দর্শনে ত্রস্ত হইয়া সেই সমস্ত জলরাশি হইতে গঙ্গা-মূর্ত্তি সৃষ্টি করিলাম এবং তাঁহার স্বরূপ অস্ত্র, বাহন, ভূষণ, স্বভাব, মন, বিষয় ও মানস সমস্ত তাহাতে সংযোজিত করিয়া বৈকুণ্ঠের চতুর্দ্দিকে তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করিলাম। তখন সেই গঙ্গার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমার নির্দ্দিষ্ট আলয়ে গমন করিলেন এবং তিনি সুরগণের শরীর সম্ভূতা বলিয়া সুরনিম্নগা নামে অভিহিতা হইলেন; তিনি মুমুক্ষু ভক্তগণের মুক্তি ও হরিভক্তি প্রদায়িনী। তাঁহার স্পর্শবায়ুর সম্পর্কমাত্রে পাপীর কোটীজন্মার্জ্জিত বিবিধ পাপরাশি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে প্রাণেশ্বরি! আমি সেই গঙ্গার স্পর্শ ও দর্শনের ফল যখন অবগত নহি, তখন কিরূপে তাহাতে স্নান-ফলের নিরূপণ করিব? পৃথিবীতে সকল তীর্থ অপেক্ষা পুষ্করতীর্থ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বেদে কথিত আছে; কিন্তু সেই পুষ্করতীর্থ ইহার ষোড়শ কলার এক কলারও যোগ্য নহে। ভগীরথ ইহাঁকে ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ করিয়াছিল বলিয়া ইহাঁর ভাগীরথী নাম খ্যাত হইয়াছে এবং স্রোতোরূপে পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া গঙ্গানামে অভিহিতা হইয়াছেন। পূর্ব্বে জহ্নুমুনি কোপবশতঃ গঙ্গাকে পান করিয়া পুনর্ব্বার জানুদ্বারা বহির্গত করেন; এজন্য সেই মুনির কন্যাস্বরূপা বলিয়া তিনি জাহ্নবী নামে অভিহিতা হইয়াছেন এবং তাঁহার গর্ভে বসু ভীষ্মরূপে জন্মগ্রহণ করেন, এজন্য তাঁহার একটী নাম ভীষ্মজননী বলিয়া বিখ্যাতা হইয়াছে। গঙ্গাদেবী আমার আজ্ঞানুসারে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে, তিন ধারায় প্রবাহিতা হইতেছেন বলিয়া তাঁহার নাম ত্রিপথগামিনী হইয়াছে। তাঁহার যে প্রধান ধারা স্বর্গে প্রবাহিত হয়, তাহা মন্দাকিনী নামে বিখ্যাতা;—তাহা দীর্ঘে শতযোজন ও প্রস্থে এক যোজন; তাহার জল ক্ষীরতুল্য ও উত্তাল তরঙ্গযুক্ত। মন্দাকিনী প্রথমতঃ বৈকুণ্ঠ হইতে ব্রহ্মলোকে ও ব্রহ্মলোক হইতে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ১৩—২৫। সেই গঙ্গার যে ধারা স্বর্গ হইতে হিমালয়মার্গে পৃথিবীতলে পতিত হইয়া লবণ-সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম অলকনন্দা,—তাঁহার জলরাশি শুদ্ধ-স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ ও তিনি অত্যন্ত বেগবতী। তিনি পাপিগণের পাপরূপ শুষ্ক ইন্ধন দগ্ধ করিতে প্রজ্বলিতপাবকরূপা। তিনি সগরবংশীয়দিগকে আশ্চর্য্য মুক্তি প্রদান করিয়াছেন এবং বৈকুণ্ঠগামী পুরুষগণের মার্গে সোপানশ্রেণী-স্বরূপা। এই জন্যই পুণ্যশীল সাধুগণের মৃত্যুসময়ে প্রথমতঃ পাদদ্বয় গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করত পরে মুখে গঙ্গাজল প্রদান করিয়া থাকে। সাধুগণ, গঙ্গারূপ সোপানারোহণে ব্রহ্মলোক প্রভৃতি সমগ্র বিলঙ্ঘন করত রথারূঢ় হইয়া, নিরাপদে আমার আলয়ে গমন করিয়া থাকেন। পাপী পুরুষগণ দৈবযোগে প্রাক্তন কর্ম্মফলে যদি গঙ্গাসলিলে দেহ ত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহারা সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করত আমার সারূপ্য প্রাপ্ত হয়; এবং তাহারা শিবের পারিষদশ্রেষ্ঠ হইয়া তাঁহার সমীপে বাস করে ও সেই মৎস্বরূপ পুরুষগণের প্রলয়কালেও মৃত্যু হয় না। মৃত ব্যক্তির শরীর যদি কোন-ক্রমে গঙ্গাসলিলে নিপতিত হয়, তাহা হইলে সে লোমপরিমিত বৎসর শ্রীহরির মন্দিরে বাস করে। তাহারা কায়ব্যূহ (এককালে বহু শরীর) ধারণ করিয়া অল্পকালমধ্যেই পাপপুণ্য ভোগ করিয়া লয়। তৎপরে তাহারা ভারতে কোন পুণ্যবানের গৃহে জন্ম লাভ করত নিশ্চয় ভক্তিভাজন হইয়া, আমার পারিষদবর্গের মধ্যে পরিগণিত হয়। মৃত দ্বিজাতির দেহ যদি শূদ্রে বহন করে, তাহা হইলে সেই দ্বিজাতিগণের পাদক্ষেপপরিমিত-বৎসর নরকে বাস হয়; তৎপরে কৃপাময়ী হরিরূপিণী ভাগীরথী তাহাদের সাহায্য করত ক্রমে তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন। ভারতে পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের গৃহে তাহাদিগকে জন্মগ্রহণ করাইয়া, তিনি জন্মান্তরে বৈকুণ্ঠে নিশ্চয় তাহাদের স্থান প্রদান করেন। ২৬—৩৮।

শুদ্ধ দিবসে স্নানের নিমিত্ত যে ব্যক্তি যাত্রা করিয়া সুরেশ্বরীজলে গমন করে, সে পাদপ্রমাণ বৎসর বৈকুণ্ঠধামে সানন্দে বাস করে। যদি কোন পাপী ব্যক্তি অন্য কর্ম্মান্তরে গমন করিয়াও আনুষঙ্গিক গঙ্গা-স্নান করে, সে যদি পুনর্ব্বার পাপে লিপ্ত না হয়, তাহা হইলে তাহার সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়। সেই গঙ্গা কলির পঞ্চসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ভারতে অবস্থিতি করিবেন; তাঁহার বিদ্যমানাবস্থায় কলির কোন প্রভাব থাকিবে না এবং কলির দশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ভারতে আমার প্রতিমা ও পুরাণ সকল থাকিবে। আমাদের বিদ্যমানাবস্থায় কলির কোন প্রভাব থাকিবে না। গঙ্গার যে ধারা পাতালে গমন করিয়াছে, তাঁহার নাম ভোগবতী;—তাঁহার সলিল-রাশি দুগ্ধফেননিভ। ভোগবতী নিরন্তরবেগবতী ও রত্নমণি প্রভৃতির আকরস্বরূপা; তাঁহার তীরভূমে স্থিরযৌবনা নাগকন্যাগণ নিয়ত ক্রীড়া করিয়া থাকে। হে প্রাণেশ্বরি! সেই গঙ্গাদেবী স্বয়ং বৈকুণ্ঠধাম বেষ্টন করত নিয়ত অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার প্রস্থ সহস্রযোজন ও দৈর্ঘ্য লক্ষযোজন; সেই আমার তনয়া গঙ্গার কিছুতেই বিনাশ নাই। তাঁহার তীরভূমি সুমনোহর নানারত্নের আকর। দেবি! জাহ্নবীর পুণ্যপ্রদ জন্মবৃত্তান্ত তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম। এক্ষণে মোহিনীর শাপ হইতে ব্রহ্মা কিরূপে মুক্তি লাভ করিলেন, তাহা শ্রবণ কর।৩৯ ৪৭।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এদিকে নারায়ণের সভায় সকলে গঙ্গাকে দেখিয়া আমার মায়া বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তখন বৈকুণ্ঠনাথ কৃপাপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে বলিলেন; —হে চতুর্ম্মুখ! তুমি অভিশপ্ত হইয়াছে, অতএব যাও, আমার আজ্ঞানুসারে গাত্রোত্থান করত গঙ্গা-সলিলে স্নান করিয়া পবিত্র হও, তোমার মঙ্গল হইবে; তুমি গঙ্গাজলে স্নান করিলে নিশ্চয়ই স্বয়ং পবিত্র হইবে। তীর্থসকলও তোমাদিগের ন্যায় বৈষ্ণবপ্রধানের স্পর্শ কামনা করিয়া থাকেন। পবিত্র হইলেও প্রকৃতির অবমাননাবশতঃ তুমি কিঞ্চিৎ শাপযুক্ত থাকিলে। অহঙ্কার সকলেরই অমঙ্গলজনক,—পাপের বীজস্বরূপ, তুমি শীঘ্র আমার পরাৎপর গোলোকধামে গমন কর; সেই স্থানে প্রকৃতির অংশসম্ভূতা মঙ্গল-দায়িনী ভারতীকে প্রাপ্ত হইবে; তুমি সেই কল্যাণ-সৃষ্টি-বীজস্বরূপিণী প্রকৃতিকে ভজনা কর। ইহা অতি শোচনীয় বিষয় যে, তুমি কল্পান্তপর্য্যন্ত তপস্যা করিয়াছ; কিন্তু এক্ষণে বেশ্যাশাপে তোমার মন্ত্র কেহই গ্রহণ করিবে না। তখন ব্রহ্মা আমার মূর্ত্ত্যন্তরের আজ্ঞানুসারে গঙ্গাজলে স্নান করত জগদ্গুরু-স্বরূপ আমার নারায়ণমূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া শীঘ্র গোলোকধামে গমন করিলেন। ১—৭। তখন দেবগণ ও মুনিগণ সকলেই আমার সুনির্ম্মল যশ গান করিতে করিতে স্বমন্দিরে গমন করিলেন। বিধি গোলোক-ধামে আগমন করত সর্ব্ববিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেবী আমার মুখকমল হইতে বিনির্গতা সতী বাগীশ্বরী ভারতীকে প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে ইহা কামশাস্ত্রের ব্যাপার ব্যতীত সম্ভবে না। তৎপরে আগমন করত আমাকে প্রণাম-পূর্ব্বক, ত্রৈলোক্য-মোহিনীকে প্রাপ্ত হইয়া ভগবান্ অতিনির্জ্জন প্রদেশে স্থানে স্থানে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বহু সময় ক্রীড়া করত বিধাতা বিরত হইয়া পুনর্ব্বার নিজভবন ব্রহ্ম-লোকে আগমন করি-লেন। তখন ব্রহ্ম-লোকবাসিগণ দেখিলেন অতীব সুন্দরী শুভ্রবর্ণা সস্মিতা ভারতী, কৌতুকাবিষ্টহৃদয়ে ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার বদন-মণ্ডল শারদীয় নিশাকরের ন্যায়; প্রসন্ন নয়নযুগল শরদ্বিকশিত পদ্ম-সদৃশ; তাঁহার অধরোষ্ঠ এরূপ মনোহর, বোধ হয় যেন পক্ক বিম্বফলের প্রভা অপহরণ করিয়াই এরূপ প্রভাশালী হইয়াছে; তাঁহার দন্ত-শ্রেণী মুক্তা-পঙ্ক্তিবিনিন্দিত; অতি মনোহর গণ্ডস্থল রত্নময় কুণ্ডলযুগলে বিরাজিত; তাঁহার বক্ষঃস্থল রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিত হারাবলিদ্বারা উদ্ভাসিত; তিনি বহ্নিবিশুদ্ধ-সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধানা, নবযৌবনসম্পন্না এবং অতীব মনোহারিণী; তাঁহার শ্রোণি ও পয়োধরযুগল স্থূল; তাঁহার হস্তে বীণা ও পুস্তক। তখন তাঁহারা পরম মঙ্গল করত নির্ম্মঞ্ছন করিয়া ব্রহ্মাকে ও দেবী ভারতীকে সানন্দে পুরে প্রবেশ করাইলেন। ব্রহ্মা ভারতীসহ দিবানিশি ক্রীড়া করত সুখসম্ভোগে নিরত নিমগ্ন হইলেন। প্রিয়ে! এই সকল পুরাণের গূঢ় বিষয় তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম। আর কোন বিষয় শুনিতে তোমার অভিলাষ?—প্রকাশ কর। ৮—২০। নারায়ণ বলিলেন, পরমেশ্বরী রাধিকা প্রাণেশ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করত সকৌতুকে তাঁহার নিকটে স্বকীয় অভিপ্রায় প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, নাথ! সকল কর্ম্মের ফলদাতা ব্রহ্মা সেই নির্জ্জন কর্ম্মক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত বেশ্যাকে গ্রহণ

করিলেন না কেন? কামের নিমিত্ত স্বয়ং উপস্থিতা রমণীকে পরিত্যাগ করিলে অত্যন্ত দোষ জন্মে। বেদবিধাতা ইহা জানিয়াও কেন মোহিনীকে পরিত্যাগ করিলেন? মধুসূদন রাধিকাবাক্য শ্রবণ করত হাস্য-পূর্ব্বক রসিকেশ্বরীকে পাদ্মকল্পের বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন;—কান্তে! পূর্ব্বে মহাত্মাদিগের গোপনীয় অকথ্য ও নিন্দনীয় যে সমস্ত বিষয় আছে তাহা তোমার নিকটে বলিতেছি শ্রবণ কর! এক সময়ে আমি প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মাকে প্রেরণ করিলে, কমলযোনি ব্রহ্মা ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত মানসপুত্র-দিগকে সৃজন করিলেন। তাহাদের নাম যথা—সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার বোঢ়ু, কবি, পঞ্চ-শিখ, আসুরি, সিদ্ধ, কপিল, ও সিদ্ধগণ এই কয়জন মানসপুত্র সৃজন করিলেন। সেই পঞ্চবর্ষীয় নগ্ন বালকদিগকে সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত পিতা চতুরানন আদেশ করিলেন। তখন আমার অর্চ্চনাপরায়ণ সেই বিধিপুত্রগণ পিতার সৃজনবিষয়ক বাক্য শ্রবণ না করিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ তপস্যার নিমিত্ত গমন করিল। তখন বিধাতা রোষপরবশ হইয়া পুনর্ব্বার ভীষণকায় রোদনপরায়ণ একাদশ রুদ্র সৃজন করিলেন। তাহার পর পরমাত্মস্বরূপ সৌম্যমূর্ত্তি যোগিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা যোগবলে আমাকে ধ্যান করত বশিষ্ঠ, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, ভৃগু, অত্রি, পুলস্ত, দক্ষ, কর্দ্দম, মরীচি প্রভৃতি পুত্রগণকে সৃজন করিয়া সৃষ্টির নিমিত্ত আদেশ-পূর্ব্বক প্রহৃষ্টমনে আর একটী পুত্র ও কন্যা সৃজন করিলেন। ঐ পুত্র কামদেব নামে বিখ্যাত হইলেন; কন্যাও রত্নময়ভূষণে বিভূষিতা ষোড়শ বর্ষীয়া হইয়া মনোহর শোভা-শালিনী হইলেন। তৎপরে বিধাতা মৎকলাংশসম্ভূত আত্মারাম দুর্নিবার্য্য মনোহর সুদীপ্ত সমীপস্থিত সুন্দর পুত্রকে বলিলেন বৎস! আমি তোমাকে স্ত্রীপুরুষের ক্রীড়ার নিমিত্ত সানন্দে সৃজন করিয়াছি। তুমি যোগবলে সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিবে। ২১—৩৬। আমি তোমাকে সম্মোহন, সমুদ্বেগবাজ, স্তম্ভনকারণ, উন্মত্তবীজ, জ্বরদ, নিরন্তর চেতনহারক এই বাণ সকল প্রদান করিলাম; তুমি এই সমস্ত গ্রহণ করিয়া সকলকে সম্মোহিত কর। বৎস! তুমি আমার বরে ভবে দুর্নিবার্য্য হও; এইরূপ বর প্রদান করিয়া জগদ্বিধাতা আনন্দিত হইলেন। তৎপরে সম্মুখে দুহিতাকে দেখিয়া বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। এই সময়ে কাম মনে মনে যুক্তি স্থির করিয়া অস্ত্রপরীক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্মাতেই সে সমস্ত অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন সিদ্ধ মহাযোগী ব্রহ্মা স্মরনিক্ষিপ্ত মন্ত্রপূত দুর্নিবার্য্য বাণপ্রভাবে হতচেতন হইয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। ক্ষণকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া সম্মুখে কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। তখন হতজ্ঞান ব্রহ্মা তাহাকেই সম্ভোগ করিবার নিমিত্ত অভিলাষ করত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলে, সেই সতী ভয়ে পলায়ন করিল। সেই কন্যা হতচেতন পিতাকে পশ্চাৎ ধাবিত দেখিয়া, শীঘ্র তপস্বী ভ্রাতৃগণের শরণা-পন্ন হইলেন। তখন সেই মুনিগণ, ভগিনীকে নিকটে রাখিয়া ক্রোধে পিতাকে হিতকর বেদসার নীতিপূর্ণ সত্য বাক্য বলিতে লাগিলেন, অহো পিতঃ! আপনার এ কি গর্হিত কার্য্য! নীচ ব্যক্তিগণের আচরিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? সাধু ব্যক্তিগণ পরস্ত্রীকে সর্ব্বদা জননীর ন্যায় দর্শন করেন, এই জন্যই সেই জিতেন্দ্রিয় সাধুগণ ইহকাল ও পরকালে সকল স্থানেই পূজনীয় হইয়া থাকেন। ৩৭—৪৬। কন্যা মাতৃবর্গের মধ্যে পরিগণিতা; এইটী বেদে উক্ত আছে; আপনি স্বয়ং সেই বেদকর্ত্তা হইয়া কন্যাকে সম্ভোগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? তাত! গুরুপত্নী, রাজপত্নী, বিপ্রপত্নী, সাধ্বী নারী, ভ্রাতৃবধূ, পুত্রবধূ, মিত্রজননী, মিত্রপত্নী, পিতামহী, পিতামাতার ভ্রাতৃপত্নী, স্বীয় কন্যা, জননী, বিমাতা, ভগিনী, সুরভী, অভীষ্ট গুরুপত্নী, কাল-প্রদায়িকা ধাত্রী, গর্ভধারিণীনাম্নী রমণী, ভয়ত্রাতার কামিনী, এই সকল রমণীগণ সকলের মাতৃবর্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছেন। ইহাঁদের সকলের মধ্যে কাহারও অপেক্ষা কাহার ন্যূনতা নাই এবং বেদে কন্যাদাতা, অন্নদাতা, জ্ঞানদাতা, অভয়দাতা, জন্মদাতা, মন্ত্রদাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, মাতামহ, ইহাঁরা সকলে পিতৃবর্গ বলিয়া উক্ত আছেন; যশস্বীদিগের অযশ প্রাণত্যাগ অপেক্ষাও দুঃখকর। যে মূঢ়গণ এই যশের হানি করে এবং যাহারা এই জনকদিগকে পীড়ন করিতে চেষ্টা করে, তাহারা ব্রহ্মার বয়ঃকালপর্য্যন্ত নিরয়-যাতনা ভোগ করে, এবং দুরন্ত যমকিঙ্করগণ তাহা-দিগকে অন্ধকূপ নরকে রাখিয়া ভীষণ তাড়না করে ও নিরন্তর অভক্ষ্য বিষ্ঠা প্রভৃতি ভোজন করায়। আপনি স্বয়ং বিশ্বকর্ত্তা এবং শমনের শাসনকর্ত্তা ও জগদ্বিধাতা হইয়াও স্বীয় কন্যাকে গ্রহণ করিতে অভি-লাষ করিয়াছেন?। ৪৭—৫৬। কামুক! তুমি আমাদের সম্মুখ হইতে দূর হও, তোমার মন কাম-পীড়ায় নিতান্ত কলুষিত হইয়াছে; আমরা তোমাকে ভস্মসাৎ করিতে সমর্থ হইয়াও পিতা বলিয়া ক্ষমা করিলাম। গুরুর সহস্র দোষ হইলেও পণ্ডিতগণ

তাহা ক্ষমা করিবে। নীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ গুরু ব্যতীত পীড়নকারীকে বিনাশ করিয়া থাকেন। গুরু যদ্যপি নিষ্ঠুরভাবে আগমন করত সর্ব্বস্ব গ্রহণ কিম্বা শাপ প্রদান করিতে সমুদ্যত হন, তাহা হইলে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সেই সমীপস্থিত গুরুকে নিন্দা না করিয়া বরং ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তিগণ পরাৎপর গুরুকে নিন্দা কি দ্বেষ করে, তাহারা চন্দ্রসূর্য্যের অবস্থিতিকালপর্য্যন্ত অন্ধকূপনরকযাতনা ভোগ করে এবং তাহারা যম-তাড়নায় ক্ষুধিত হইয়া বিষ্ঠা ভক্ষণ করেও তাহাদিগকে শালপ্রমাণ কীটসমূহে দিবানিশি নিয়ত দংশন করে। মুনিগণ এই কথা বলিয়া তাঁহার পাদপদ্মে প্রণাম করত স্বীয় কার্য্যে নিমগ্ন হইলেন। তখন ব্রহ্মা দৈব সংঘটনায় এইরূপ সমস্তই হইয়া থাকে, ইহাই বিবেচনা করত লজ্জায় শরীর পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া যোগবলে ষট্চক্র ভেদপূর্ব্বক প্রাণ সকলকে নিরোধ করিলেন, এবং ঐ প্রাণসকলকে ব্রহ্মরন্ধ্রে আনয়ন করিয়া স্বীয় কর্ম্মফলে পরিত্যাগ করিলেন। সেই প্রাণত্যাগকালে তিনি মনে মনে শ্রীহরিকে স্মরণ করত এই কামনা করিলেন, হে ঈশ্বর! আমার মন যেন পরদ্রব্যে চঞ্চল না হয়। এই বিষয় মনে চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মা পরমব্রহ্মে লীন হইলেন। সেই কন্যাও পিতার মৃত্যু-অবস্থা দর্শনে পুনঃপুন বিলাপ করিয়া যোগবলে দেহ ত্যাগ করত পরব্রহ্মে লীনা হইলেন। ৫৭—৬৬। তৎপরে মহর্ষিগণ পিতা ও ভগিনী মৃত হইয়াছেন দেখিয়া বিলাপ করত কোপবশে স্বাত্মারাম শ্রীহরিকে স্মরণ করিলেন। তখন আমার অংশজাত নারায়ণ কৃপা করিয়া সত্বর তথায় আগমন করত ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মা ও সেই কন্যাকে পুনর্জীবিত করিলেন। ব্রহ্মা পুরোভাগে শ্রীহরিকে দর্শন করত আমার চরণে অনপায়িনী নিশ্চলা ভক্তি হয়, এইরূপ অভিলষিত বর তাঁহার সমীপে গ্রহণ করিলেন। কৃপানিধি নারায়ণ ব্রহ্মার বিষণ্ণ ভাব দর্শনে তাঁহাকে সত্য ও নীতি-সারযুক্ত মনোহর প্রবোধবাক্য বলিতে লাগিলেন;—ব্রহ্মন্! হৃদয়ের পীড়া-দায়িকা লজ্জা পরিত্যাগ করত মুখ উত্তোলন করিয়া আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ক্ষুদ্র কি মহৎ সকলেরই স্বীয় কর্ম্মানুসারে সৎকীর্ত্তি, অপকীর্ত্তি এবং সুপ্রতিষ্ঠা ও উপদ্রব প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে; কর্ম্ম সকলেরই সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ এই জন্য সাধুগণ সর্ব্বদা সৎকার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কোন কোন সাধুগণ স্বকৃতকর্ম্ম ভোগ করত হরিপাদপদ্মে চিত্ত অর্পণ করিয়া সকল কর্ম্ম নির্ম্মূল করিয়া থাকেন। কুকর্ম্ম হইতে অপকীর্ত্তি হয়, অপকীর্ত্তি হইতে লজ্জা উপস্থিত হয়; আর সুকর্ম্ম হইতে সুপ্রতিষ্ঠা ও সুপ্রতিষ্ঠা হইতে সুনির্ম্মল যশোরাশি বিস্তার হইয়া থাকে। হে বিধে! কালক্রমে জরাবশে দেহ, বল, রূপ ও শুভাশুভ কার্য্য সমস্তই নষ্ট হয়; কিন্তু কীর্ত্তি, গুণ ও যশ কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। ৬৭—৭৬। কালক্রমে জীবগণের ঋণ ব্রণ ও কলঙ্ক সমস্তই বিলুপ্ত হয়। কিন্তু প্রধান ব্যক্তিগণের ঋণ, ব্রণ, এই দুইটী কালক্রমে বিলুপ্ত হয় বটে; কলঙ্ক কদাচও বিলুপ্ত হয় না। পরস্ত্রী ও পরবস্তুবিষয়ে সর্ব্বদা অপকীর্ত্তি বিদ্যমান থাকে; সেই কারণে সাধুগণ ক্লেশের কারণভূত পরস্ত্রী ও পরদ্রব্য কদাচও গ্রহণ করেন না। এক্ষণে অন্তরে ও বাহে তুমি আমাকেই স্মরণ কর, তাহা হইলে তোমার মন পরবস্তুতে লোলুপ হইবে না। সকলের মোহকারিণী যে যোষিৎস্বরূপা মায়া বিদ্যমান আছে, সে অবলীলাক্রমে আত্মারামেরও মোহ জন্মাইতে পারে। যে পুরুষগণ রমণীর নানা হাবভাব, নবযৌবন ও হাস্যের অনুরাগী, তাহারা সতত নারীর স্তন-নামক বক্ষঃস্থলস্থিত মাংসপিণ্ডকে পরম পদার্থ বিবেচনা করে; বিশুদ্ধ নীতিমার্গে তাহাদের বুদ্ধি ধাবিত হয় না। রমণীগণের শ্রোণি, বদন ও স্তন কামদেবের আবাসস্বরূপ; এইজন্য ধর্ম্মভীরু সাধুগণ স্ত্রীদিগের প্রতি কদাচও দৃষ্টিপাত করেন না। যাহাদিগের মন সর্ব্বদা পরস্ত্রীতে আসক্ত, তাহাদের ধর্ম্ম, যশ, প্রতিষ্ঠা, তপস্যা, বুদ্ধি, বিদ্যা ও জ্ঞান সমস্তই নিষ্ফল। সেই হতবুদ্ধি ব্যক্তিগণের ইহকালে অযশ প্রচার হয় ও পরকালেও তাহারা দুরন্ত নরকযাতনা ভোগ করে এবং তথায় যমকিঙ্করগণ তাহাদিগকে তাড়ন ও কৃমিসমুদয় নিয়ত দংশন করে। সেই মূঢ়গণ দৈবদোষে দুঃখের মূলীভূত কারণকে সুখ বিবেচনা করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক নিয়ত পরস্ত্রী সেবা করে। এই জগতে উত্তম ব্যক্তিগণ আমার পাদপদ্ম সর্ব্বদা চিন্তা করে, মধ্যশ্রেণীস্থ ব্যক্তিরা সর্ব্বদা সৎকর্ম্মের অনুসরণ করে ও অধম ব্যক্তিরা নিয়ত পরস্ত্রীসেবায় আসক্ত থাকে। ৭৭—৮৬। যাহার মন পরবস্তুতে বিশেষতঃ পরস্ত্রী, পরসুবর্ণ ও পরভূমিতে সর্ব্বদা লুব্ধ হয়, তাহার পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। যদি কেহ দৈবক্রমে পরস্ত্রী দর্শন করে, তাহা হইলে সে শ্রীহরিকে স্মরণ করত তাহার গ্রহণে বিরত হইবে এবং যদি কেহ পরসুবর্ণ

স্পর্শ করে, তাহা হইলে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া পবিত্র হইবে। সাধুগণ, যক্ষ্মারোগ, ব্যাধি, জ্ঞানহানি ও লোকনিন্দাভয়ে স্বস্ত্রীতেও নিয়ত আসক্ত হন না। তপস্বিগণ তপস্যায়, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রচিন্তাতে, যোগিগণ যোগচিন্তায়, বৈদিকসমূহ বেদার্থচিন্তায়, সাধ্বী স্ত্রীগণ পতিসেবায়, গৃহস্থেরা গৃহকার্য্যে, বিষয়িগণ বিষয়কার্য্যে ও আমার ভক্তগণ আমার সেবায়,—এই সমস্ত কার্য্যেই ইহারা সকলে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে নিযুক্ত। এইরূপ স্বীয় স্বীয় বেদোক্ত কার্য্যানুষ্ঠানে ইহারা সভায় প্রশংসিত হয়; আর যাহারা বেদবিরুদ্ধাচারী, তাহারা সুতরাং নিন্দিত হইয়া থাকে। হে বিধে! যাহারা সর্ব্বদা সৎপথাবলম্বী, সকলেই তাহাদিগকে প্রশংসা করে আর যাহরা কুপথগামী, তাহাদিগকে পাতকগণও নিন্দা করিয়া থাকে। হে বিধাতঃ! অদ্য প্রভৃতি যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত আমার বরে অসদাচরণে তোমার মন নিবিষ্ট হইবে না এবং পরস্ত্রী ও পরবস্তুতেও তোমার মন আকৃষ্ট হইবে না। হে ব্রহ্মন্! তুমি আমার নির্দ্দিষ্ট প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করত অন্তরে আমার বিষয় এবং পাদপদ্মের বিঘ্নবিনাশিনী চিন্তা অবলম্বন কর। হে ব্রহ্মন্! তোমার এই কন্যা রতির অধিষ্ঠাতৃদেবতা; ইনি রতি নামে বিখ্যাতা হইয়া কামদেবের পত্নী হইবেন। হে বৃন্দাবনবিনোদিনি! কমলাপতি এই কথা বলিয়া ব্রহ্মাকে আশ্বাস প্রদান করত নিজভবন বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। ৮৭—৯৭।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

রাধিকা বলিলেন, নাথ! এই নিয়মবশতঃ যেন ব্রহ্মা মোহিনীকে পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু সেই কুলটার শাপে তাঁহার জগতে পূজা প্রতিবদ্ধ হইল কেন? এবং কেনই বা কমলাপতি তাঁহার দর্প ভঙ্গ করিলেন? হে সর্ব্ববীজ! তুমি সকলের ঈশ্বরস্বরূপ, অতএব এই বিষয় বর্ণন করিয়া আমার চিত্তের ক্ষোভ দূর কর। রাকিকেশ্বর কৃষ্ণ রাসেশ্বরীর বাক্য শ্রবণ করত নিগূঢ় ইতিহাস তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, প্রিয়ে! ব্রহ্মা বহুবিধ তপস্যা করিয়া আমার নিকটে বর লাভ করত নানাবিধ সৃষ্টি করাতে তাঁহার নাম বিধাতা বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। তিনি তপস্যার ফলদাতা ও সকলের শাসনকর্ত্তা প্রভু, এই বলিয়া তাঁহার মনে আপনাকে ঈশ্বর বিবেচনায় কিছু গর্ব্বের সঞ্চার হইল। এই ব্রহ্মাণ্ডে যে পর্য্যন্ত গর্ব্ব উপার্জ্জিত না হয়, সকলেই সেই পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে; আমি এই কথা বিবেচনা করিয়া ব্রহ্মার দর্প ভঙ্গ করিলাম। হে পরাৎপরে! এই ব্রহ্মাণ্ডে যাহাদের দর্প-সঞ্চার হয়, আমি সর্ব্বাত্মা বলিয়া সে সকলই জানিতে পারি; অতএব তখনই তাহার শাসনে প্রবৃত্ত হই। ১—৭। হে প্রিয়ে! প্রথমতঃ আমি ব্রহ্মার গর্ব্ব চূর্ণ করি, তাহা তোমার শ্রুতিগোচর হইয়াছে। তৎপরে যথাক্রমে শঙ্কর, পার্ব্বতী, চন্দ্র, সূর্য্য, বহ্নি, দুর্ব্বাসা, ধন্বন্তরি প্রভৃতিরও দর্প চূর্ণ করিয়াছি; তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রিয়ে! ক্ষুদ্র কি মহৎ, যাহাদের মনে গর্ব্বের সঞ্চার হয়, আমি তাহাদেরই সেই গর্ব্ব ভঙ্গ করিয়া থাকি। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণে রাধিকার কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু প্রভৃতি শুষ্ক হইল। তিনি ভয়বিহ্বলা হইয়া যত্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রাণনাথ! ইহাঁদের কাহার কিরূপে দর্প উৎপন্ন হইল এবং আপনিই বা কিরূপে তাঁহাদের দর্প ভঙ্গ করিলেন? আপনি দর্পহারী, অভয়প্রদ এবং প্রাণদাণের অদ্বিতীয় কারণস্বরূপ; অতএব সেই সমস্তের দর্পভঞ্জনের বিবরণ বর্ণন করুন। কৃষ্ণ বলিলেন, রাধে! জগদ্বিধাতার যেরূপে দর্প ভঙ্গ হইয়াছে, তাহা শ্রুত হইয়াছ; এক্ষণে অন্যান্যের দর্পভঙ্গের বিষয় সবিস্তারে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। প্রিয়ে! জগতের সংহারকর্ত্তা শিব আমার অংশস্বরূপ; তেজে, গুণে ও জ্ঞানে আমার সমান এবং পরিপূর্ণতম। যোগিগণ তাঁহাকে, যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু এবং জ্ঞানানন্দস্বরূপে ধ্যান করিয়া থাকেন। তাঁহার আখ্যান বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর; শূলপাণি ষষ্টিসহস্রযুগ দিবানিশি তপস্যা করত আমার কলায় পূর্ণরূপ হইয়া আমার সমান হইয়াছেন। তিনি তপস্যা ও তেজে নিয়ত প্রজ্বলিত তেজোরাশিস্বরূপ, তাঁহার কোটিসূর্য্যতুল্য প্রভাব এবং তিনি ভক্তগণের কল্পপাদপস্বরূপ। ৮—১৮। যোগিগণ বহুকাল তাঁহার তেজোরাশির ধ্যান করিয়া তাহার পরে তাহাতে অতি সুন্দর রূপ দর্শনে সক্ষম হইয়া থাকেন। সেই রূপ—বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র, পঞ্চবক্ত্র, ত্রিলোচন, ত্রিশূলপট্টিশধারী, ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধান; তিনি শ্বেতপদ্মের মালিকা দ্বারা স্বয়ং পরমাত্মাকে জপ করিতেছেন। তাঁহার বদনমণ্ডল ঈষৎহাস্যযুক্ত, অতএব প্রসন্ন; ললাটদেশে অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পাইতেছে। তিনি মস্তকে স্বর্ণবর্ণ জটাভার ধারণ করিয়াছেন; তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি ত্রিভুবনে কমনীয় এবং তিনি ভক্তানুগ্রহতৎপর। তিনি আপনাকে ঈশ্বরস্বরূপ জ্ঞান করিয়া

সকলকেই সকল সম্পদ্ প্রদান ও কল্পপাদপের ন্যায় সকলকেই বাঞ্ছিত বিষয়ও প্রদান করিতে লাগিলেন; তাঁহার সমীপে যে বর প্রার্থনা করে, বরেশ্বর স্বাত্মারাম শঙ্কর তাঁহাকে সেই বর অবলীলাক্রমে প্রদান করেন; এইরূপে তাঁহার মনে কিছু গর্ব্বের অঙ্কুর উদ্ভূত হইল। এক সময়ে বৃক নামে কোন এক দৈত্য একবৎসর পর্য্যন্ত কঠোর নিয়মে দিবানিশি শিবের আরাধনা করে, তাহাতে কৃপানিধি শঙ্কর কৃপা করিয়া প্রতিদিন তাহার অভীষ্ট বর দান করিবার নিমিত্ত তৎসমীপে আগমন করেন; কিন্তু অসুর কিছুতেই বর গ্রহণ করে না। তৎপরে একবর্ষ অতীত হইলে শঙ্কর নিরন্তর তাহার সমক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অসুর ভক্তিভাবে তাঁহার এরূপ আরাধনা করিতে লাগিল যে, তাহাতে তিনি ক্ষণকালও অন্যত্র যাইতে সক্ষম হন না। শূলপাণি তাঁহাকে সর্ব্বৈশ্বর্য্য, সর্ব্বসিদ্ধি, মুক্তি ও হরির পাদপদ্মে ভক্তি প্রভৃতি বর গ্রহণ করিতে বারংবার অনুমতি করিলেও দৈত্য কিছুতেই তাহা গ্রহণ না করিয়া কেবল তাঁহার পাদপদ্ম অনুক্ষণ ধ্যান করিতে লাগিল। তখন মহেশ্বর ত্রস্তভাবে তাহার অযাচনভাব ও নিশ্চেষ্টভাব দর্শনে প্রেমে বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শঙ্করের অত্যন্ত রোদনে বৃকাসুরের ধ্যান ভঙ্গ হইলে সে দেখিল, তাঁহার সম্মুখে সাক্ষাৎ সর্ব্বসম্পৎপ্রদাতা দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ১৯—৩০। তখন দৈত্যেন্দ্র আমার মায়াবলে ভক্তিপূর্ব্বক এই বর প্রার্থনা করিল যে, আমি যাহার মস্তকে হস্ত প্রদান করিব, সে-ই ভস্ম হইবে। এই বর প্রার্থনা করিলে শূলপাণি তাহাই স্বীকার করত তথা হইতে গমন করিলেন; কিন্তু সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল; তাহাতে মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুভয়ে বিত্রাসিত হইয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিলেন। সেই সময়ে তাঁহার হস্ত হইতে ডমরু, কটিদেশ হইতে ব্যাঘ্রচর্ম্ম স্খলিত হইল; তিনি তখন দিগম্বর হইয়া দৈত্যভয়ে ক্রমে দশদিকে পলায়নের নিমিত্ত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভক্তবৎসল কৃপাবশতঃ তাহাকে বিনাশ করিলেন না। সাধু ব্যক্তি কাহারও দুষ্কার্য্য দর্শনে কখনও তদ্রূপ আচরণে অভিলাষ করেন না। সাধুগণ ভৃত্য, পুত্র ও প্রিয়া ভিন্ন ঘাতকদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু ভক্তবৎসল শূলপাণি আপনার আত্মাকে প্রবোধ দিতে পারিলেন না; শিব, স্বীয়মূর্ত্তি জ্ঞানে নিরহঙ্কার হইয়া ভীতচিত্তে পুনঃপুনঃ আমাকে স্মরণ করত আমার শরণাপন্ন হইলেন। হে ভদ্রে! তখন দেখিলাম, তাঁহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু প্রভৃতি শুষ্ক হইয়াছে। তিনি হে হরে! আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর, এই কথা পুনঃপুনঃ বলিতে বলিতে ভয়বিহ্বল হইয়া আমার আশ্রমে আগমন করিলেন। আমি শঙ্করকে সমীপে বসাইয়া সেই দৈত্যকে প্রবোধ-বাক্যে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন দৈত্য ক্রমে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বলিতে লাগিল। তৎপরে অসুর আমার মায়ার কৌশলে বঞ্চিত হইয়া আমার আজ্ঞানুসারে স্বীয় মস্তকে হস্ত অর্পণ করত স্বয়ং ভস্ম হইল। সেই সময়ে সিদ্ধ, সুরেন্দ্র, মুনীন্দ্র ও মনুগণ সকলেই আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন এবং শিবও লজ্জিত হইয়া আমার স্তব করিতে লাগিলেন। শিবের এইরূপে গর্ব্ব চূর্ণ হইলে আমার প্রবোধবাক্যে প্রবোধিত হইয়া তিনি নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। ৩১—৪১। অনন্তর শিব, আর এক সময়ে "আমি সমস্ত জগতের সংহারকর্ত্তা" এইরূপ বিবেচনা করত অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উদ্ধত ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিতে উদ্যত হন। 'এই দৈত্য অতি সামান্য পতঙ্গসদৃশ; ইহাকে বধ করিতে বিশেষ আড়ম্বরের প্রয়োজন কি?' এই বিবেচনায় রণগমনসময়ে মদ্দত্ত শূল ও মদীয় কবচ, পরিত্যাগ করত রণে গমন করিলেন। তৎপরে সেই ত্রিপুর-দৈত্যের সহিত শঙ্করের একবৎসর পর্য্যন্ত দিবানিশি যুদ্ধ হইল; কিন্তু কেহ কাহাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না; উভয়ের সমভাবে যুদ্ধ হইতে লাগিল। প্রিয়ে! তাহার পর দৈত্যেন্দ্র পৃথিবীতলে চরণ নিক্ষেপ করত মায়াবলে পঞ্চাশৎকোটিযোজন ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। তখন জগৎপ্রভু শঙ্করও দৈত্যের বিনাশের নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ সেই ঊর্দ্ধদেশেই উত্থিত হইলেন। সেই নিরবলম্বন প্রদেশে একমাসপর্য্যন্ত নিয়ত যুদ্ধ হইতে লাগিল। বলবান্ ত্রিপুর, অস্ত্রসমূহ ও ধনু ছেদন করিল। শঙ্করও সেই দৈত্য-শ্রেষ্ঠের রথ ভগ্ন করত অস্ত্র ও ধনু প্রভৃতি ছেদন করিয়া অত্যন্ত কুপিতভাবে দানবের মস্তকে এক মুষ্টি প্রহার করিলেন। দানব সেই বজ্রমুষ্টিপ্রহারে মূর্চ্ছিত হইল; ক্ষণকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া ক্রোধে শয়ান শিবকে উত্তোলন করত ভূতলে নিঃক্ষেপ করিল। হঠাৎ শঙ্কর ভূতলে পতিত হইলে, দেবগণ ও দেবর্ষিগণ অত্যন্ত ভীতচিত্তে আমাকে স্তব করত "কৃষ্ণ! পরিত্রাণ কর," এই কথা পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন। তখন শঙ্কর অভয়-

কারণ জ্ঞানে নির্ভয়ে আমাকে স্মরণ করত সঙ্কট কাল-বিহিত মৎপ্রদত্ত স্তবে আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে আমি অংশে বৃষরূপ গ্রহণ করিয়া বিষাণদ্বারা মহাবিক্রমের সহিত সেই শয়ান শিবকে ধারণ করত স্বীয় কবচ ও অরিমর্দ্দন স্বীয় শূল তাঁহাকে প্রদান করিলাম। তখন রুদ্রদেব অতি ঊর্দ্ধপ্রদেশে নিরাশ্রয়ে অবস্থিত দানবের সমীপবর্ত্তী হইয়া সেই শূলদ্বারা ত্রিপুরকে বিনাশ করিলেন; অসুর শূলপ্রহারে চূর্ণীভূত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন শঙ্কর আমাকে দর্পহারী জানিয়া লজ্জিতান্তঃকরণে আমার স্তব করিতে লাগিলেন; দেবতা ও মুনিগণ শঙ্করকে স্তব করিতে লাগিলেন। তাহার পর জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ সর্ব্বকর্ম্মে নির্লিপ্ত শঙ্কর, বিঘ্নের বীজস্বরূপ দর্প পরিত্যাগ করিলেন। প্রিয়ে। এই জগতে শিবের তুল্য আমার প্রিয়তম কেহ নাই, এই জন্য আমি প্রিয় শিবকে বৃষরূপে বহন করিয়া থাকি। প্রিয়ে! ব্রহ্মা আমার মনঃস্বরূপ, মহেশ্বর জ্ঞানস্বরূপ, মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরী দুর্গা আমার বুদ্ধিস্বরূপা এবং আমার নিদ্রা প্রভৃতি সমস্ত শক্তি প্রকৃতির অংশস্বরূপা; আমার বাক্যের অধিষ্ঠাতৃদেবতা স্বয়ং সরস্বতী, গণেশ আমার হর্ষরূপ ও মঙ্গলের অধি-দেবতা; ধর্ম্ম পরমার্থ ও হুতাশন আমার তেজঃস্বরূপ; কমলা আমার সকল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাতৃদেবী। ৪২—৬১। আর তুমি আমার প্রাণের অধিষ্ঠাতৃ-দেবী ও সর্ব্বদা প্রাণাধিকা। গোপাঙ্গনাগণ তোমার অংশসম্ভূতা বলিয়া আমার প্রিয়তমা। গোলোকবাসী গোপগণ আমার লোমকূপসঞ্জাত, সূর্য্য আমার তেজঃ-স্বরূপ, বায়ু প্রাণস্বরূপ, বরুণ আমার শরীরস্থিত জল-স্বরূপ, পৃথিবী আমার মনঃসম্ভূতা, মহাকাশ আমার শূন্যরূপ, মদন আমার মানসোদ্ভূত এবং ইন্দ্রাদি দেব-গণ আমার কালাংশের অংশসম্ভূত; ও মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সৃষ্টি-বীজ,—আমি এ সকলেরই বীজস্বরূপ, পরমাত্মা ও নিরাশ্রয়। কর্ম্মভোগের অধিকারী জীব আমার প্রতিবিম্বস্বরূপ; কিন্তু আমি তাহার সাক্ষী,—নিশ্চেষ্ট ও সকলকর্ম্মভোগহীন। আমি স্বেচ্ছাময়; আমার দেহধারণ কেবল ভক্তের ধ্যানের নিমিত্ত; আমিই পরাৎপর প্রকৃতি ও পুরুষ। হে রাধে! যেরূপে শিবের দর্প ভঙ্গ করিয়াছিলাম, তাহা তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম। নারায়ণ বলিলেন, পরমাত্মা ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে দেবী রাধিকা নিগূঢ় বাঞ্ছিত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন;—ভগবন্! তুমি সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, সকলের বীজস্বরূপ ও সনাতন; অতএব হে ভবভয়-ভঞ্জন! আমার এই বাঞ্ছিত প্রশ্নের বিশদরূপে উত্তর প্রদান কর। ৬২—৬৯। ভগবান্ শঙ্কর সর্ব্ব-জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা দেবতা, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, মৃত্যুঞ্জয় ও কালের কালস্বরূপ এবং তোমার তুল্য মহান্। তিনি কেন গাত্রে বিভূতি লেপন করেন? তাঁহার পঞ্চবদন ও ত্রিনয়নই বা কেন? তিনি দিগম্বর, জটাধারী ও ফণিভূষণই বা হইলেন কেন? তিনি দেবশ্রেষ্ঠ, তথাপি উত্তম বাহন পরিত্যাগ করিয়া বৃষারোহণে গগনাগমন করেন এবং রত্নসারনির্ম্মিত ভূষণাদি কিছুই অঙ্গে ধারণ করেন না কেন? কেনই বা তিনি বহ্নিবিশুদ্ধ বস্ত্র পরিত্যাগ করত শার্দ্দূলচর্ম্ম পরিধান করেন? ও পারিজাতকুসুম পরিত্যাগ করিয়া ধুস্তূর-পুষ্প ধারণ করেন? তাঁহার রত্নকিরীটে ইচ্ছা নাই; কিন্তু জটাজূটধারণে পরমা প্রীতি; সেই বিভুর দিব্য-লোক পরিত্যাগ করিয়া শ্মশানেই অধিক স্পৃহা এবং চন্দন, অগুরু, কস্তূরী, সিন্দূর ও কুসুম প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া বিল্বপত্রে ও বিল্বকাষ্ঠানুলেপনেই অভিলাষ ইহার কারণ কি? হে প্রভো! এই সমস্ত বিষয় জানি-বার নিমিত্ত আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিতে আমার মন অত্যন্ত স্পৃহাযুক্ত ও কৌতু-হলী হইয়াছে,—অতএব হে নাথ! সেই বিষয় সবিস্তারে বর্ণন কর। ৭০—৭৬। মধুসূদন রাধিকার বাক্য শ্রবণে হাস্য করত রাধিকাকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক শিবসম্বন্ধীয় সেই সমস্ত বিবরণ বলিতে আরম্ভ করি-লেন, প্রিয়ে! পূর্ব্বে মহেশ্বর ষষ্টিসহস্র যুগ তপস্যা করত পূর্ণতম হইয়া বিরত হন; তৎপরে মনে মনে আমাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আমি কিশোর শ্যামসুন্দর অতি কমনীয় বেশে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলে তিনি আমার সেই মনোহর রূপ দর্শন করিলেন। ত্রিলোচন আমার সেই অনুত্তম রূপরাশি সন্দর্শনে লোচনযুগলের তৃপ্তির শেষ করিতে পারিলেন না; তখন আমার ভক্ত শঙ্কর নির্নিমেষ লোচনে আমাকে দর্শন করত পরিতৃপ্ত না হইয়া প্রবলভক্তির উদ্রেকে প্রেমবিহ্বল হইয়া এইরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন;—সহস্রবদন অনন্ত ও চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বহুলোচনে ভগবানের দর্শন ও বহু বদনে তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন, আমি ঈদৃশ লোচন ও বদন প্রাপ্ত হইয়া লোচনযুগলে ভগবানের রূপ দর্শন ও এক বদনে প্রভুর স্তব কিরূপে করিব? শঙ্কর এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া তপোমগ্ন হইলে তখন তাঁহার আর চারিবদন উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বের বদনসহ তাঁহার পাঁচটী বদন হইল। তাঁহার এক একটী বদন

তিনটী তিনটী লোচনযুক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল; এই জন্য তাঁহার নাম পঞ্চবদন ও ত্রিলোচন হইয়াছে। স্তব অপেক্ষা আমার দর্শনেই শিবের অধিক প্রীতি জন্মে, সেই জন্যই তাঁহার অধিক লোচন হইয়াছে। প্রিয়তমে! ব্রহ্মস্বরূপ শঙ্করের নয়নসমূহ সত্ত্ব, রজ ও তমগুণসম্পন্ন; তাহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। ৭৭—৮৭। শম্ভু সত্ত্বাংশসম্ভূত নয়নদ্বারা দর্শন করত সাত্ত্বিকদিগকে রক্ষা করেন ও রজোগুণাংশসম্ভূত নয়নে রাজসিক ব্যক্তিদিগকে এবং তামসনেত্রযোগে তামস জনদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। পরে সংহারকালে শঙ্করের ললাটস্থিত তামস নয়ন হইতে সংহার করিবার নিমিত্ত অগ্নি আবির্ভূত হয়; সেই অগ্নি কোটিতালবৃক্ষপ্রমাণ, কোটিসূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী; তাহার শিখা আকাশ-মার্গ-স্পর্শী অতি দীর্ঘ; সেই অগ্নি ত্রিভুবন দগ্ধ করিতেও সক্ষম। প্রিয়ে! শঙ্কর প্রাণাধিকা সতীর দেহ-সংকারের ভস্ম শরীরে লেপন করিয়া বিভূতিভূষিত হইয়াছেন এবং সেই সতীর অস্থিমালা তাঁহার প্রেমবশতঃ গলদেশে ধারণ করিয়াছেন। মহেশ্বর যদ্যপি পরমাত্মা-স্বরূপ, তথাপি তিনি সতীদেহ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া পূর্ণ একবৎসরকাল নগরে নগরে ভ্রমণ করত রোদন করিয়াছিলেন। সতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যে যে স্থানে পতিত হইয়াছে, সেই সেই স্থান মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদ সিদ্ধপীঠ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। হে রাধিকে! সেই সময়ে শঙ্কর শবের অবশিষ্ট ভাগ বক্ষে ধারণ করত মূর্চ্ছিত হইয়া সিদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইলেন। তখন আমি মহেশ্বরসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে ক্রোড়ে করত প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া শোকহর দিব্যতত্ত্ব তাহাকে উপদেশ দিলাম। তৎপরে শিব সন্তুষ্ট হইয়া স্বমন্দিরে গমন করত কালক্রমে সেই সতীকেই মূর্ত্ত্যন্তররূপে প্রাপ্ত হইলেন। বিভু যোগবলে দিক্‌বসন ধারণ করিয়াছেন; তাঁহার অন্য বসনে স্পৃহা নাই। তিনি তপস্যাকালে জটা ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা বিবেকবশতঃ অদ্য পর্য্যন্তও ধারণ করিতেছেন তিনি যোগী, এজন্য তাঁহার কেশ-সংস্কার ও স্বীয় অঙ্গের বেশভূষাতে স্পৃহা নাই চন্দন ও পঙ্কে, লোষ্ট্রে ও রত্ন মণিশ্রেষ্ঠে তাঁহার সমভাব ৮৮—৯৮। কোন সময়ে গরুড়ভয়ে সর্পগণ শঙ্করের শরণাপন্ন হইয়াছিল, এজন্য তিনি শরণাগত সেই সমস্ত সর্পদিগকে কৃপাপূর্ব্বক স্বীয় অঙ্গে ধারণ করিয়াছেন অন্য কেহ তাঁহাকে বহন করিতে সক্ষম নহে, এজন্য আমি বৃষরূপে তাঁহাকে বহন করিয়া থাকি। সেই বৃষ ত্রিপুরাসুরের বধের সময়ে আমার কলাংশরূপে সম্ভূত হইয়াছে; আর পারিজাতপুষ্প ও সুগন্ধি চন্দন প্রভৃতি আমাকে প্রদান করিয়াছেন, অতএব শঙ্করের তাহাতে প্রীতি হয় না। তাঁহার কেবল ধুস্তুরপুষ্পে, বিল্বপত্রে, বিল্বকাষ্ঠের অনুলেপনে, গন্ধহীন পুষ্পে ও যোগে অভিলাষ; ব্রহ্মচর্য্যেই সর্ব্বদা প্রীতি; তাঁহার মন দিব্যশয্যায়, দিব্যালোকে ও জনতাপূর্ণ স্থানে আসক্ত হয় না; কেবল অতি নির্জ্জন-শ্মশানে দিবানিশি আমাকেই ধ্যান করিয়া থাকেন। শিব, ব্রহ্মা অবধি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্তই স্বপ্নের ন্যায় জ্ঞান করেন। কেবল অনির্ব্বচনীয় আমার এই রূপে তাঁহার মন নিয়ত মগ্ন। ব্রহ্মার পতন হইলেও শিবের বিনাশ হয় না; তাঁহার আয়ুর সংখ্যা আমিই জানি না, শ্রুতি কি জানিবে? শঙ্কর মৃত্যুঞ্জয়-জ্ঞান ও আমার তুল্য তেজঃশালী শূল ধারণ করেন; অতএব আমি ব্যতীত তাঁহাকে অন্য কেহই পরাজয় করিতে সক্ষম নহে। শঙ্কর আমার প্রাণ হইতেও অধিক, পরমাত্মাস্বরূপ এবং মঙ্গলময়। সেই ত্র্যম্বকে আমার মন নিয়ত নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। তাঁহা অপেক্ষা আমার প্রিয়তর কেহ নাই; আমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি; আমার মায়ায় নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সমাচ্ছন্ন: সেই মায়া ব্যতীত শঙ্করকে অন্য কেহই মোহিত করিতে সক্ষম হয় না। আমি গোলোকে, বৈকুণ্ঠে ও তোমার বক্ষঃস্থলেও সর্ব্বদা বাস করি না; কিন্তু আমি শিবের হৃদয়মাঝে সর্ব্বদা প্রেমপাশে বদ্ধ। শঙ্কর পঞ্চ বক্ত্রে সুতানলয়ে আমার গাথা সর্ব্বদা গান করেন; এই জন্যই আমি তাঁহার সমীপে সর্ব্বদা বাস করি। তিনি ভ্রূভঙ্গিলীলায় যোগ-বলে ব্রহ্মাণ্ডনিকরের নাশ ও সৃজন করিতে সক্ষম; তাঁহার তুল্য যোগী এজগতে কেহ নাই। যে শঙ্কর দিব্যজ্ঞানবলে মৃত্যু ও কাল প্রভৃতিকে ভ্রূভঙ্গির লীলা-ক্রমে নাশ ও সৃষ্টি করিতে সক্ষম; সে শঙ্কর হইতে জ্ঞানী কেহই নাই। তিনি পঞ্চবদনে দিবানিশি আমার যশ গান ও নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং আমার রূপ সর্ব্বদা ধ্যান করেন; অতএব এ জগতে শঙ্কর হইতে ভক্ত কেহ নাই। আমি, সুদর্শন ও শম্ভু;—আমরা সকলেই তেজে সমান, স্রষ্ট ব্রহ্মা যোগবলে ও তেজে আমাদের সমান নহেন। প্রিয়ে! এইরূপে তোমার নিকটে শঙ্করের যশ, বল ও দর্পভঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত বর্ণন করিলাম. পুনর্ব্বার কোন বিষয় শুনিতে অভিলাষ, বল। ৯৯—১১৫।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

রাধিকা বলিলেন, হে সন্দেহভঞ্জন! মহাত্মা শঙ্কর এইরূপ সকলের ঈশ্বর ও বিভু, কিন্তু তাঁহার উচ্ছিষ্ট বস্তু প্রশস্ত নহে, ইহার কারণ কি, বল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে দেবি! পাপরূপ ইন্ধনসমূহের দহনে অগ্নিশিখাতুল্য পুরাতন ইতিহাস তোমার নিকটে বলিতেছি, শ্রবণ কর। একদা সনৎকুমার বৈকুণ্ঠধামে গমন করত দেখিলেন, নারায়ণ ভোজন করিতেছেন। তখন দ্বিজোত্তম তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করত গূঢ়স্তোত্রে স্তব করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে ভক্তবৎসল সন্তুষ্ট হইয়া ভুক্তাবশেষ তাঁহাকে প্রদান করিলেন। দ্বিজ প্রাপ্তমাত্রেই তৎক্ষণাৎ তাহা ভোজন করিলেন। সেই দুর্লভবস্তু কিছু বন্ধুগণের ভক্ষণের নিমিত্ত রাখিলেন। তৎপরে সনৎকুমার সিদ্ধাশ্রমে স্বীয় গুরু শূলপাণিকে তাহা প্রদান করেন। শঙ্কর প্রাপ্তিমাত্র অতিশয় ভক্তিউদ্রেকবশতঃ তাহা ভক্ষণ করেন। সেই সুদুর্লভ বস্তু ভক্ষণের পর তিনি প্রেমবিহ্বল ও পরম আনন্দিত হইয়া পুলকিত শরীরে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। তিনি পঞ্চবদনে মধুরকণ্ঠে রাগভেদে তাল মান লয় করিয়া ভক্তিসহকারে আমার গুণ গান করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার হস্ত হইতে ডমরু ও শৃঙ্গ এবং কটিদেশ হইতে ব্যাঘ্রচর্ম্ম স্খলিত হইল; তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। তিনি স্বয়ং রোদন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইয়া, সেই সময়ে আমার এই কমনীয় রূপ একাগ্রচিত্তে ধ্যান করত হৃদয়স্থিত সহস্রদলপদ্মের অভ্যন্তরে স্থিত আমাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দুর্গতিনাশিনী দুর্গা আনন্দে প্রসন্নবদনে শীঘ্র তথায় আগমন করিলেন। আগমন করিয়া দেখিলেন যে, শূলপাণি ভক্তিভাবে রোদন করত মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে হাস্য করত দেবী তাহার কারণ সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সনৎকুমার বদ্ধাঞ্জলিকরে তাঁহাকে সমস্ত বিষয় বলিলেন। দেবী তৎশ্রবণে শিবের প্রতি অত্যন্ত কুপিতা হইলেন। তাঁহার অধর-পুট কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি শঙ্করকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যতা হইলেন। শঙ্কর দেবীর সেই ভাব জানিতে পারিয়া গাত্রোত্থান করত তাঁহাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিবিধ স্তব করিলেন। শিবা সেই মনোহর স্তোত্র শ্রবণ করত ভগবান্‌কে শাপ প্রদান না করিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট পণ্ডিতগণের অভক্ষ্য ও দূষিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন। ১—১৫। তপস্যাবলে সৌভাগ্যশালী পুরুষগণের প্রভাবের কথা দূরে থাকুক্, ব্রহ্মাণ্ডের সংহারকর্ত্তা পর্য্যন্তও পার্ব্বতীভয়ে কম্পিত হইলেন। তখন জগন্মাতা গুণপ্রসবিনী দুর্গা কোপে রক্ত-পঙ্কজ-লোচনা হইয়া শঙ্করকে নীতিসার বাক্য বলিতে লাগিলেন;—নাথ! তুমি ব্রহ্মাণ্ডের সংহারকর্ত্তা, এবং আমি শৈলতনয়া; যখন আমার দর্শনেই তুমি কম্পিত হইতেছ, তখন জীবগণের তপস্যা ও তেজের প্রভাব কি আছে? তুমি জগতের পালনকর্ত্তা, বিশেষতঃ আমার পালনকর্ত্তা; তুমি বেদবক্তা, বেদের জনক ও স্বয়ং বিভু; তুমি মুক্তি ও সর্ব্বসম্পদ্দানেও তৎপর; কিন্তু তুমিই যদি দুর্নীতি আচরণ কর, তাহা হইলে, কে ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে? নাথ! আমি তোমার সর্ব্বদা প্রতিপাল্যা, পোষ্যা ও কিঙ্করী; আমি কেবল কর্ম্মদোষেই হরির নির্ম্মাল্য-ভক্ষণে বঞ্চিত হইলাম! কোন বস্তু মূল্য দ্বারা ক্রয় করিলে তাহা বিশুদ্ধ হয়; কোন বস্তু বায়ুতে শুদ্ধ হয় ও কোন বস্তু প্রক্ষালনে বিশুদ্ধ হয়; কিন্তু বিষ্ণুর নিবেদনে সমস্ত বস্তুই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ বিষ্ণুর নিবেদিত অন্ন দ্বারা সমস্ত দেবপূজা, পিতৃগণ ও অতিথি-সমূহের সৎকার প্রভৃতি করিবে; ইহা বেদে নিরূপিত আছে। অনিবেদিত বস্তু অভক্ষ্য এবং হরির নিবেদিত বস্তুই ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। হরির নিবেদিত বস্তু ভক্ষণ করিলে মানব হরিতুল্য হইতে পারে। সাধুশীল ব্যক্তি ইচ্ছাক্রমে যদি হরির নিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ করে, তবে তাঁহার ষষ্টিসহস্র বৎসরের তপস্যার ফল লাভ হয়। যে ভক্ত প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক সমস্ত দ্রব্য হরিকে নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করে, তাহার তপস্যার কোন প্রয়োজন থাকে না। সে তপস্যা ব্যতীতই হরিসম তেজস্বী হইতে পারে। আমি পুষ্করতীর্থে মুনিদিগের সভায় তোমার মুখে যেরূপ হরির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছি, তাহা কিরূপে বর্ণন করিব? কারণ তুমি বেদকর্ত্তা, তুমি যেরূপ বর্ণন করিয়াছ, আমার সেরূপ বর্ণন করা অসম্ভব। ১৬—২৭। প্রভো! বহুকাল তপস্যা করিয়া তোমাকে পতিরূপে লাভ করিয়াছি; তুমি বিষ্ণুর প্রসাদে আমাকে কেন বঞ্চিত করিলে? মহেশ্বর! তুমি আমাকে বিষ্ণুর নৈবেদ্য-প্রদানে বঞ্চিত করিয়াছ, সেই জন্য তুমি আমা হইতে এই ফল ভোগ কর;—যে ব্যক্তি অন্ন প্রভৃতি তোমায়

নিবেদিত বস্তু ভক্ষণ করিবে, তাহাকে ভারতে এক জন্ম কুক্কুরযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। পার্ব্বতী এই কথা বলিয়া মানভরে বিভুর পুরোভাগে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন পার্ব্বতীর সেই অবস্থার দৃষ্টি নীলকণ্ঠের কণ্ঠদেশে পতিত হওয়াতে, তাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ হইল। তৎকালে শিব ভক্তিসহকারে এবং সাদরে শিবাকে বক্ষে ধারণ করত বিবিধ স্তুতি-বাক্যে মান ভঞ্জন করিলেন, এবং হস্ত দ্বারা তাঁহার নয়নজল মার্জ্জন করত মনোহর বিবিধ নীতিবাক্যে তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। তখন দেবী সন্তুষ্টা হইয়া প্রাণেশ্বরকে বলিলেন, নাথ! হরির নৈবেদ্য ব্যতীত আমি শরীর পরিত্যাগ করিব। প্রভো! আমি কেবল তোমার সৌভাগ্যে বৰ্দ্ধিতা বলিয়া দেহ ধারণ করি; কিন্তু যদি সেই সৌভাগ্যেই বঞ্চিতা হইলাম, তাহা হইলে, এ দেহধারণে প্রয়োজন কি? প্রভো! আমি জন্ম-মৃত্যু-জরা-হর তোমার নৈবেদ্য দূষিত করিয়াছি. অতএব দেখ সেই জন্য আমি দেহ ত্যাগ করিতেছি;—হে মহেশ্বর! তোমার লিঙ্গোপরি যে যে বস্তু প্রদত্ত হইবে, তাহাই অগ্রাহ্য হইবে; কিন্তু তাহা বিষ্ণুর নিবেদিতবস্তুমিশ্রিত হইলে পবিত্র হইবে; এই কথা বলিয়া দেবী দেহ ত্যাগ করিতে উদ্যতা হইলে, হর ত্রস্তভাবে তাঁহার স্তব করিয়া তাহাই স্বীকার করত বলিলেন, সুন্দরি! আমার বহু অপরাধ হইলেও তোমার ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; হে কৃপাময়ী! আমি তোমার তপস্যা দ্বারা ক্রীত ভৃত্য; আমার প্রতি কৃপা কর। হে জগন্মাতঃ! তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির বীজস্বরূপা সনাতনী; অতএব হে চণ্ডিকে! তুমি মহাদেবী হইয়া এরূপ ক্রোধ করিতেছ কেন? স্থির হও। ২৮—৪০। হে নির্গুণে! তুমি গুণাতীত গোলোকনাথের নিয়ত সহচারিণী সর্ব্ব শক্তিস্বরূপা; তুমি সাকারা, নিরাকারা ও স্বেচ্ছাময়ী। হে প্রিয়ে! সেই প্রভুর কৃপায় তুমি আমার বক্ষে অবস্থান করিতেছ; তুমি সর্ব্ববীজস্বরূপা, মহামায়া ও মনোহারিণী। দেবি! তুমি সকল প্রকার সিদ্ধি, মুক্তি ও কৃষ্ণপদে অকৃত্রিম ভক্তি প্রদান করিয়া থাক; আমি সাক্ষাৎ হরির নৈবেদ্য প্রদান করিতে কিছুতেই সক্ষম নহি; তাহা হইলে হে নির্গুণে! তুমি দেহ ত্যাগ করত সেই নির্গুণসমীপেই গমন কর। চন্দ্রশেখর এই কথা বলিয়া নীরব হইলে পার্ব্বতী প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। এইরূপে শঙ্কর পূর্ব্বে পার্ব্বতীর স্তব করিয়াছিলেন. যে ব্যক্তি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া শঙ্করকৃত এই স্তোত্র পাঠ করে, সে নিশ্চয় সেই ভয় হইতে মুক্তি লাভ করে এবং তাহার মিত্রভেদ দূরীভূত হইয়া উত্তম প্রীতির সংস্থাপন হয়; পার্ব্বতী সন্তুষ্টা হইয়া সর্ব্বদা তাহার গৃহেই অবস্থান করেন; তাহার গৃহ কদাচ পরিত্যাগ করেন না। ৪১—৪৭।

শঙ্করকৃত পার্ব্বতীস্তোত্র সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, প্রিয়ে! পার্ব্বতীদেবী প্রাণনাথ মহেশ্বরের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে সন্তুষ্টা হইয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে শীঘ্র স্নানের নিমিত্ত মন্দাকিনীতে গমন করিলেন; তৎপরে স্নান করিয়া দেবী ভক্তিভাবে নির্গুণ অভীষ্টদেবের পূজা করত শীঘ্র মিষ্টান্ন ও ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিলেন। তখন শিব স্নান করত পরমভক্তিপূর্ব্বক হৃদয়স্থিত ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ সনাতন হরির অর্চ্চনা করিয়া আমার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন আমি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া গমন করত অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজন করিয়া হরকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করিলাম। পার্ব্বতী তরুমূলে সমাগতা হইয়া আমার নৈবেদ্য লাভ করিলেন। সেই ভোজনাবশিষ্ট অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পার্ব্বতী স্বীয় ভর্ত্তার সহিত আনন্দে ভোজন করত ভক্তিসহকারে শঙ্করকে স্তব করিয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলেন। সুরেশ্বরি! যেরূপে শঙ্করের নির্ম্মাল্য অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়াছে, তোমার নিকটে সেই জিজ্ঞাসিত বিষয়ের বর্ণন করিলাম। ৪৮—৫৩।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, দেবি! জগদ্‌গুরু শঙ্করের দর্পভঙ্গবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে; এক্ষণে যেরূপে দুর্গার দর্প ভঙ্গ করিয়াছিলাম, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে জগৎপ্রসবিনী দুর্গা সমস্ত দেবগণের তেজে আবির্ভূতা হইয়া মনোহর কমনীয় কামিনীরূপ ধারণ করেন; তৎপরে দানবগণকে বধ করিয়া দেবকুল রক্ষা করিয়াছেন। তাহার পর তিনি দক্ষপত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করত সুরসেব্য পিনাকপাণিকে পতিরূপে লাভ করিয়া পরম ভক্তির সহিত স্বামিসেবায় রতা হন। পরে এক সময়ে ব্রহ্মা হিমালয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন; তাহাতে দেবগণের সভা হয়। সেই সভায় দৈববশতঃ দক্ষের সহিত শিবের নিরর্থক শত্রুতা হয়। তৎপরে দক্ষ সেই যজ্ঞ হইতে ক্রোধে স্বভবনে আগমন করত স্বয়ং যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তাহাতে

শিব ভিন্ন সকলকেই নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহার পর দেবগণ সস্ত্রীক দক্ষভবনে আগমন করিলেন; কিন্তু শঙ্কর ক্রোধে ও অভিমানবশতঃ কিঙ্করগণের সহিত তথায় গমন করিলেন না। তখন সতী মোহবশতঃ পতিকে যত্নপূর্ব্বক প্রবোধবাক্য বলিয়াও তাঁহার মন বিচলিত করিতে পারিলেন না। তখন তিনি স্বয়ং অত্যন্ত চঞ্চলা হইলেন। তৎপরে সদর্পে শঙ্করের অনুমতিক্রমেই পিতৃগৃহে গমন করাতে শিবের শাপে তাঁহার দর্প ভঙ্গ হইল। সতী পিতৃগৃহে গমন করাতে পিতা দক্ষ তাঁহাকে বাক্যপ্রয়োগেও সম্ভাষণ না করিয়া, বহু শিবনিন্দা করিলেন। সতী পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া অভিমানে প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রিয়ে! যেরূপে সতীর দর্প ভঙ্গ হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিলাম। এক্ষণে তাঁহার জন্মান্তরে যেরূপে দর্পভঙ্গ হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১—১১। সতী প্রাণত্যাগ করত হিমালয়পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। শিব, প্রেমবশে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার চিতাভস্ম ও অস্থি গ্রহণ করত অস্থি দ্বারা মালা ও ভস্মদ্বারা অনুলেপন করিলেন এবং প্রেমে বিহ্বল হইয়া সতীকে বারংবার স্মরণ করত নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মেনকা বিধাতার সৃষ্টির অনুপমা অতি মনোহারিণী সেই দেবীকে প্রসব করিলেন। গুণপ্রদায়িনী দেবী উমা নিখিল গুণ ও রূপ ধারণ করত শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন সমস্ত দেবপত্নীগণ তাঁহার ষোড়শাংশের একাংশের স্বরূপ হইলেন না। দেবী শৈলগৃহে শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তৎপরে এক সময়ে সেই জগজ্জননীকে উদ্দেশ করিয়া এইরূপ দৈববাণী হইল ‘শিবে! তুমি কঠোর তপস্যা করত শিবকে পতিরূপে লাভ কর, তুমি গর্ব্বসমন্বিতা হইয়াছ; অতএব তপস্যা ব্যতীত ঈশ্বরকে পতি লাভ করিতে পারিবে না।” এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া শৈলতনয়া যৌবন-গর্ব্বে হাস্য করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন,—যিনি আমার জন্মান্তরীয় ভস্ম ও অস্থি ধারণ করিতেছেন তিনি কি ইহ জন্মে আমাকে ঈদৃশ নবযৌবনা দেখিয়াও গ্রহণ করিবেন না? যে বিদগ্ধ পুরুষ আমার শোকে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতেছেন, তিনি আমাকে এরূপ পরমাসুন্দরীদর্শনেও কেন গ্রহণ করিবেন না? যে কৃপাময় আমার জন্য দক্ষের যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছেন, তিনি জন্মে জন্মে কেনই বা আমা-সদৃশী পত্নী গ্রহণ করিবেন না? যে রমণী যাহার পত্নী ও যে পুরুষ যে রমণীর পতি, প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ তাহা পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছে, কেবল দাতাই ভিন্ন ভিন্ন; কারণ প্রকৃত কর্ম্মফলের অন্যথা কখনও হয় না। ১২—২২। এইরূপ বিবেচনা করত সাধ্বী গিরিজা সর্ব্বজ্ঞ গণাধার শিবকে আত্মীয় জ্ঞানে ঈশ্বর জানিয়াও আরাধনা করিলেন না এবং তখন তাঁহার মনে এইরূপ গর্ব্ব সঞ্চারিত হইল যে, সুন্দরীগণের মধ্যে আমা অপেক্ষা সুন্দরী আর কেহ নাই, শিবা এইরূপ বিবেচনা করত গর্ব্বে তপস্যা করিলেন না। তিনি আরও ভাবিলেন যে পুরুষ মাত্রেই রূপযৌবনশালিনী রমণীদিগের প্রার্থী হয়; অতএব শিব আমার রূপযৌবনের বিষয় শ্রবণ করত তপস্যা ব্যতীতেই আমাকে গ্রহণ করিবেন। গিরিজা এইরূপ হৃদয়ে ধারণা করত হিমালয়গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক সখীগণমধ্যে ক্রীড়ায় নিমগ্না থাকিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে এক দিন এক জন দূত শৈলেন্দ্রের সভায় আগমন করত শৈলরাজের সমক্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে মধুরবাক্য বলিতে লাগিলেন, হে শৈলেন্দ্র! আপনি শীঘ্র গাত্রোত্থান করুন, শীঘ্র অক্ষয়-বটসমীপে গমন করুন, তথায় মহাদেব বৃষারোহণে প্রমথগণসহিত সমাগত হইয়াছেন। হে শৈলরাজ! আপনি ভক্তিনতমস্তকে মধুপর্ক প্রভৃতি প্রদান করত ইন্দ্রিয়ের অবিষয় সেই দেবেন্দ্র শঙ্করকে পূজা করুন। রাজন্! তিনি সিদ্ধিস্বরূপ, সিদ্ধির ঈশ্বর, যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু। তিনি মৃত্যুঞ্জয়, কালের কাল, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম ও সনাতন। তিনি পরমাত্মাস্বরূপ, সগুণ ও নির্গুণ বিভু। সেই ঈশ্বর কেবল ভক্তগণের ধ্যানের নিমিত্ত দেহ ধারণ করিয়াছেন। ২৩—৩১। শৈলরাজ দূতবাক্য শ্রবণ করত সানন্দ হৃদয়ে গাত্রোত্থান করিয়া মধুপর্ক প্রভৃতি সংগ্রহপূর্ব্বক শীঘ্র শঙ্করের সমীপে গমন করিলেন, দূতমুখে শঙ্করের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দেবী গিরিজার বদনমণ্ডলও প্রফুল্ল হইল। তিনি হৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, শঙ্কর আমার জন্য আগমন করিয়াছেন। এইরূপ ভাবিয়া উত্তম বেশ-ভূষা করিলেন; মনোহর বস্ত্র পরিধান করত রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিত মনোহর রত্নমালা গলে প্রদান করিলেন এবং পারিজাত-কুসুমের মালাও চন্দনযুক্ত করিয়া গলে প্রদান করত শঙ্করের নিমিত্ত নানারূপ অভিলাষপূর্ব্বক দর্পণতলে স্বীয় মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া ললাটদেশে কস্তূরীবিন্দুর সহিত সিন্দূরবিন্দু বিন্যস্ত করিলেন এবং আরক্ত নেত্রযুগল নির্ম্মল অঞ্জন দ্বারা সুশোভিত করিলেন। বোধ

হইল, যেন শরৎকালে মধ্যাহ্নবিকশিতপদ্ম অলিশ্রেণীতে বেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতেছে তাঁহার অধরোষ্ঠ যুগল তাম্বূলরাগে রঞ্জিত হইয়া পক্ক বিম্বফলের ন্যায় অতি রমণীয় শোভার শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহার গণ্ডস্থল সূর্য্যোদয়ে প্রজ্জ্বলিত সুমেরু-শিখরের ন্যায় কর্ণলম্বিতকুণ্ডলের দীপ্তিতে বিরাজিত হইল; দন্ত পংক্তি জলদাগমে সঞ্জনন মুক্তাসমূহের ন্যায় অতি অনির্ব্বচনীয়! মেরু যেরূপে মন্দাকিনীর জল-ধারায় সুশোভিত, সেইরূপে গিরিতনয়ার সুচারু নাসিকাও গজমুক্তায় শোভিত হইয়া মাধুর্য্য বিস্তার করিতে লাগিল। যেরূপ নবীননীরদতলে বকশ্রেণী মনোহরভাবে শোভা পায়, তদ্রূপ দেবীর কবরীভারে মালতীমাল্য বিন্যস্ত হওয়াতে শোভা পাইতে লাগিল। তাঁহার বক্ষঃস্থলের আভা তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও মনোহর। মন্দাকিনীর জলধারার ন্যায় বিশুদ্ধরত্ন-নির্ম্মিত তাঁহার হারশ্রেণী শোভা পাইল। তাঁহার চিত্রিতপত্রাবলীযুক্ত বদরীফলের ন্যায় চারুচম্পকবর্ণ স্তনযুগল অতি মনোহর। তাঁহার মধ্যদেশ ক্ষীণ ও অতি মনোহর; নাভিদেশ নিম্ন এবং উজ্জ্বল শোভা-সম্পন্ন; উদর বর্ত্তুলাকার অথচ অত্যন্ত রমণীয়। দেবীর উরুযুগল রম্ভাতরু-বিনিন্দিত, অতি মনোহর, সুকঠিন, কামের আলয়স্বরূপ; উহা বস্ত্রদ্বারা আবৃত। তাঁহার স্থলপদ্মের প্রভাহারী চরণযুগল অতি মনোহর, তাহাতে রত্নময় পাষক প্রদানপূর্ব্বক অলক্তক বিলেপন করিলেন। তিনি চরণযুগলে রাজহংসানুকারী মঞ্জীর ও শরীরে বিশ্বকর্ম্মাবিনির্ম্মিত শ্রেষ্ঠ রত্নাভরণ ধারণ করিলেন। তাঁহার কনকপ্রভ সুকোমল কর রত্নকঙ্কণ, কেয়ূর ও শঙ্খভূষণে বিভূষিত। দেবী শিরোদেশে নালীকমলে উজ্জ্বলীকৃত বিশুদ্ধরত্ননির্ম্মিত মুকুট ও করে সুমনোহর অঙ্গুরীয়ক ধারণ করিলেন। ৩২—৫০। দেবী গিরিতনয়া স্বীয় রূপ দর্শন করিয়া মনে মনে ভর্ত্তা শঙ্করের চরণযুগল বিশেষরূপে গ্রহণ করত তাঁহাকে নিয়ত স্মরণ করিতে লাগিলেন। শিব ব্যতিত পিতা মাতা বন্ধু সাধ্বীসমূহ সহোদর কেহই তাঁহার স্মৃতিপথে পতিত হইল না। তখন তাঁহার সকল চিন্তা শঙ্করগত হইল। অনন্তর শৈলেশ্বর তথায় গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন,—চন্দ্রশেখর মন্দাকিনীর রমণীয় পুলিন হইতে সাহাস্য-বদনে তথায় সমাগত হইয়াছেন। তিনি সংস্কৃত মালা ধারণ করত আমার নাম নিয়ত জপ করিতেছেন, তাঁহার মস্তক তপ্তকাঞ্চনপ্রভাহারী জটাভারে বিরা-জিত। তিনি বৃষারূঢ় ও সর্পভূষণে বিভূষিত; তাঁহার অঙ্গজ্যোতি শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র, পরিধান ব্যাঘ্র-চর্ম্ম। তাঁহার কলেবর বিভূতি-ভূষণে ভূষিত; গলদেশ অস্থিমালায় মনোহর শোভা পাইতেছে। তিনি দিগম্বর; তাঁহার পঞ্চবদনে কোটিসূর্য্যসম প্রভাশালী তিনটী তিনটী নয়ন দীপ্ত পাইতেছে। শৈলরাজ দেখিলেন, ভগবানের চারিদিকে ব্রহ্মতেজ প্রজ্বলিত রুদ্রগণ; বামে ও দক্ষিণে নন্দিকেশ্বর এবং ভূত, প্রেত, পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, ব্রহ্মরাক্ষস, বেতাল, ক্ষেত্রপাল ও ভীমবিক্রম ভৈরবগণ অবস্থান করিতেছেন তাঁহার পুরোভাগে সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, সনাতন, জৈগী-ষব্য, দেবল, কণাদ, গৌতম, পিপ্পলাদ, আপিশঙ্গ, বোঢ়ু, পঞ্চশিখ, কঠ জাবালি, করথ, কণ্ব, সূর্য্যসদৃশ তেজঃ-শালী লোমশ, কাত্যায়ন, পাণিনি, শঙ্খ, দুর্ব্বাসা, শাতাতপ, পারিভদ্র, অষ্টাবক্র, প্রভৃতি অদ্ভুত ঋষিগণ অবস্থান করিতেছেন। শৈলেশ্বর ইহাদিগকে প্রণাম-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ভূমিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া শিবকে প্রণাম করিলেন এবং গাত্রোত্থান করত ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার চরণকমল ধারণ করিয়া রোমা-ঞ্চিত কলেবরে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন। পরে ব্রাহ্মদিনাবসানে সৃষ্টি পূর্ব্বকালে পুষ্করতীর্থে যেরূপ সন্দর্শন করিয়া-ছিলেন, তৎকালে সেই প্রহার রূপ দর্শন করিয়া গিরিরাজ ধর্ম্মদত্ত স্তোত্রে পরমেশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৫১—৬৪। হে প্রভো! তুমি ব্রহ্মারূপে সমস্ত সৃজন কর, বিষ্ণুরূপে পালন কর ও শিবরূপে মঙ্গল প্রদান কর এবং অন্তকালে জগৎ সংহার কর। বিভো! তুমি গুণাতীত ঈশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপ ও সনাতন; তুমি প্রকৃতিস্বরূপ, প্রকৃতির অংশ, প্রাকৃত ও প্রকৃতি হইতেও পৃথক্; ঈশ! তুমি ভক্তগণের ধ্যানের নিমিত্ত নানা রূপ ধারণ করিয়া থাক; তোমার যখন যে রূপে প্রীতি জন্মে, তখনই সেই রূপের আবির্ভাব হয়। তুমি সৃষ্টির কারণীভূত, সর্ব্বতেজের আধার সূর্য্য-স্বরূপ এবং তুমিই চন্দ্ররূপে শীতল কিরণে শস্য প্রভৃতি রক্ষা কর। হে প্রভো! তুমি বায়ুস্বরূপ ও সর্ব্বদাহক অগ্নিস্বরূপ এবং তুমিই দেবরাজ ইন্দ্র কাল মৃত্যু এবং যমস্বরূপ। তুমি স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় এবং কালের কাল, মৃত্যুরও মৃত্যু, যমেরও যমস্বরূপ। তুমি বেদ, বেদকর্ত্তা, বেদাঙ্গ-পারগ, পণ্ডিত, পাণ্ডিতগণের জনক ও বিদ্বানগণের গুরু বলিয়া নিরূপিত আছ। তুমি মন্ত্র জপ ও তপস্যাস্বরূপ এবং তপস্যার ফল-প্রদ. তুমি বাক্যের অধিষ্ঠাতৃদেবতা, তৎকর্ত্তা ও তাহার গুরু এবং তুমি সরস্বতীর বীজস্বরূপা; অত-

এব তোমাকে স্তব করিতে কে সমর্থ হইবে? শৈলেন্দ্র এইরূপ স্তব করিয়া ভগবানের চরণকমল ধারণ করিয়া রহিলেন। তখন শিব তাঁহাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া বৃষোপরি সমাসীন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই মহাপুণ্য স্তোত্র যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করে, সে ব্যক্তি এই ভবার্ণবে সকল পাপ হইতে ও সকল প্রকার ভয় হইতে মুক্তি লাভ করে। অপুত্র ব্যক্তি যদি এই স্তোত্র এক মাস পর্য্যন্ত পাঠ করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয় পুত্র লাভ করে এবং ভার্য্যাহীন ব্যক্তি একমাস ঐ স্তব পাঠ করিলে সুশীলা ভার্য্যা লাভ করিতে পারে। ৬৫—৭৫। এই স্তোত্র পাঠে ও শঙ্করের প্রসাদে বহুকালের হৃত বস্তু লব্ধ হয় এবং রাজ্যভ্রষ্ট ব্যক্তি রাজ্য লাভ করে; তাহাতে সন্দেহ নাই। কারাগারে-শ্মশানে, শত্রুগ্রস্ত হইলে, গভীর জলাকীর্ণ স্থানে, জলমগ্ন হইলে, বিষভোজনে, বনমধ্যে এবং হিংস্রজন্তুপূর্ণ ভয়জনক প্রদেশে পতিত হইয়া, যদি কেহ এই স্তোত্রে শঙ্করকে স্তব করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি শঙ্করের প্রসাদে সেসমস্ত বিপদ্ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। ৭৬—৭৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, গিরিরাজ বৃষে সমাসীন শঙ্করের স্তব করিয়া অনতিদূরে তাঁহার পুরোভাগে আজ্ঞাক্রমে দণ্ডায়মান থাকিয়া ভক্তিপূর্ব্বক শঙ্করকে মধুপর্ক প্রভৃতি প্রদান করিলেন; তৎপরে মুনিগণ ও শঙ্করের পারিষদবর্গকে যথানিয়মে পূজা করিলেন। গিরিরাজ পুনর্ব্বার মেনকা ও স্বীয় আত্মীয়বর্গের সহিত বটবৃক্ষসমীপে গমন করিয়া তাহার মূলে অবস্থিত চন্দ্রশেখরকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল প্রসন্ন এবং হাস্যযুক্ত, পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম। স্বীয় ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত শঙ্কর আকাশে তারকারাজিবিরাজিত শশধরের ন্যায় মুনিগণমধ্যে শোভা পাইতেছেন। কোটিকন্দর্পের ন্যায় তাঁহার আহ্লাদজনক মনোহর রূপ। তৎকালে তিনি স্বীয় বৃদ্ধাবস্থা পরিত্যাগ করত যুবতীগণের চিত্তাপহারী অতি রমণীয় সুন্দর নবযৌবন রূপ ধারণ করিলেন। তখন তিনি কামাতুরা রমণীগণের কাম, সতী স্ত্রীগণের পুত্র, বৈষ্ণবদিগের মহাবিষ্ণু, শৈবগণের মহাশিব, শাক্তদিগের শক্তি, সৌরগণের সূর্য্যরূপী, দুষ্টগণের কালস্বরূপ, শিষ্টগণের পরিপালক, কালের কাল, যমের যম ও মৃত্যুর মৃত্যুস্বরূপ অতি ভয়ঙ্করভাবে শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যাঘ্রচর্ম্ম মনোহর বসন ও ভস্ম চন্দনরূপে পরিণত হইল; সর্পসমূহ মনোহর মাল্যস্বরূপ হইল ও সেই সর্পগণের বিষপ্রভা কস্তূরীরূপে পরিণত হইল। তাঁহার জটাভার সুললিত চূড়া, ললাটস্থিত চন্দ্র তিলক এবং সুচারু গঙ্গাধারা মনোহর মালতীমালার রূপ ধারণ করিল। ভগবানের অস্থিমালা রত্নমালাসদৃশ হইল ও ধুস্তুরপুষ্প চারুচম্পকপুষ্প হইল। তাঁহার পঞ্চ বদন এক বদন হইয়া নেত্রযুগলে শোভা পাইতে লাগিল। ১—১১। তাঁহার শরীরপ্রভা শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের দীপ্তিকে সমাচ্ছাদিত করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল; ওষ্ঠাধর বন্ধুজীবকুসুমকেও যেন তিরস্কার করিতে লাগিল। তাঁহার বৃষ শ্বেতাকার অশ্বশ্রেষ্ঠ ও ভূতগণ নর্ত্তকরূপে পরিণত হইল। হে প্রিয়ে! মহেশ্বরের সমস্ত এইরূপ ব্যতিক্রম হইল মেনকা এই প্রকার শিবের রূপ সন্দর্শন করিয়া প্রীতি লাভ করিলেন। তখন শিবের সেই রূপ দর্শনে কোন কোন রমণী কামবশে পুলকিতা হইয়া নির্নিমেষনয়নে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল; কোন কোন রমণী কামাতুরা হইয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল। কেহ কেহ বা স্বীয় কান্তদিগকে নিন্দা করত শিবকে প্রশংসা করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ অভিলাষ-পূর্ণ মনে অন্য স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল; কেহ কেহ কামবশতঃ শঙ্করকে মনে মনে চুম্বন করিল, এবং কেহ কেহ বলিতে লাগিল যে, আমরা কাম-সাগরে এই কন্দর্পতুল্য পুরুষকে কর্ণধার করিব। কোন কোন স্ত্রীগণ বলিতে লাগিল যে, আমরা ইহজন্মেএই পুরুষকে কান্ত করিয়া রতি ভোগ করিব এবং পর জন্মেও যাহাতে ইনিই আমাদের পতি হন, আমরা কঠোর তপস্যা করিয়া তাহাই করিব। কেহ কেহ বা শিবের রূপ দর্শনে স্ব স্ব মুখমণ্ডল বস্ত্রাঞ্চলে অচ্ছাদন করত হাস্য-বদনে ও কটাক্ষ-নেত্রে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; কেহ কেহ বলিতে লাগিল, আমরা আর গৃহে গমন করিব না; এক্ষণে শিবসমীপে গমন করত নিয়ত শারদীয় সুধাংশুর ন্যায় তাঁহার বদন-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিব। আবার কেহ কেহ বলিতে লাগিল, আমরা আর সংসার করিব না; যাহাতে পরকালে শিব আমাদের স্বামী হন, এই কামনা করিয়া হুতাশনে প্রবেশ করত প্রাণত্যাগ করিব। ১২—২১। তখন কোন কোন রমণী বলিতে লাগিল, আহা! দুর্গা কি পুণ্য-

বতী; ভারতে তাহারই শ্লাঘ্য জন্ম হইয়াছে; ইহা বলিয়া তাহারা দুর্গাকে সেবার নিমিত্ত শিবসমীপে প্রেরণ করিল। পার্ব্বতী মনোহর বেশভূষা করিয়া সখীগণসহ বিবিধ হাবভাব প্রকাশ করত শিবসমীপে গমন করিলেন। তখন শিবা প্রসন্নবদনেক্ষণ শান্ত শিবকে দর্শন করত সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিয়া সহাস্য বদনে প্রণাম করিলেন। শিব তাহাকে এই আশীর্ব্বাদ করিলেন, সুন্দরি! অনন্যভজনীয় সর্ব্বগুণাধার জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ সুন্দর ভর্ত্তা লাভ কর; শুভে! তোমার স্বামি-সৌভাগ্য লাভ হইবে ও তুমি নারায়ণসম গুণ-বান্ পুত্র লাভ করিবে। হে জগদম্বিকে! ত্রৈলোক্যে তোমার পূজা সকলের পূজার পূর্ব্বে হইবে। তুমি নিখিলব্রহ্মাণ্ডে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা হও; তুমি আমাকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করত ভক্তিতে নম্র হইয়াছ; সেইজন্য আমি তোমার প্রতি জন্মজন্মেই সন্তুষ্ট; অত-এব সুন্দরি! তাহার যোগ্য ফল লাভ কর। কান্তে! তীর্থ, অভীষ্টদেব, গুরু, মন্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতিতে যাহাদের যেরূপ আস্থা, তাহাদের সেইরূপ ফল সিদ্ধ হয়। এই কথা বলিয়া যোগিপতি-শঙ্কর শীঘ্র ব্যাঘ্রচর্ম্মে যোগাসন করত ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ আমাকে ধ্যান করিতে লাগি-লেন। তৎপরে দেবী তাঁহার পাদযুগল ধৌত করিয়া, সেই চরণামৃত পান করত বহ্নিবিশুদ্ধ বস্ত্র দ্বারা ভক্তি-পূর্ব্বক চরণ মার্জ্জনা করিলেন। তাহার পর শৈল-তনয়া বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত রমণীয় রত্নসিংহাসন ও অপূর্ব্ব কাংস্যপাত্রস্থিত মধুর মধুপর্ক প্রদান করিয়া, তাঁহার চরণযুগলে মন্দাকিনীসলিলযুক্ত অর্ঘ্য ও সুগন্ধি চন্দন, চারু কস্তূরী-কুঙ্কুম প্রভৃতি প্রদান করিলেন এবং পার্ব্বতী ভগবানের নীলকণ্ঠে মালতীমাল্য অর্পণ করত পুষ্পাঞ্জলিচতুষ্টয় দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। তৎপরে শৈলতনয়া পাত্রস্থিত অমৃতপূর্ণ নৈবেদ্য, চারি দিকে শত শত রত্নপ্রদীপ, মনোহর ধূপ, ত্রৈলোক্যে দুর্লভ বস্ত্র, যজ্ঞো-পবীত, সুগন্ধি শীতল পানার্থ জল এবং রত্নসার-বিনির্ম্মিত অতি রমণীয় ভূষণ শঙ্করকে প্রদান করিলেন এবং স্বর্ণশৃঙ্গযুক্ত দুর্লভ কামধেনু, তীর্থজল, স্নানীয়, মনোহর তাম্বূল প্রভৃতি ষোড়শোপচার প্রভুকে প্রদান করত তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পর্ব্বতী এইরূপে শূলী শঙ্করকে নিত্য পূজা করত পিতৃগৃহে গমন করিতেন। ২২—৩৯। মহেশ্বর এইরূপ ভাবে অবস্থান করিতেছেন, ইন্দ্র অপ্সরাগণের মুখে ইহা শুনিয়া, আনন্দে নৃত্য করত কামদেবকে আনয়নের নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিলেন। কামদেব ইন্দ্রের আজ্ঞায় অমরাবতীতে আগমন করিলে, ইন্দ্র তাঁহাকে যে স্থানে শিব ও শিবা অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করিতে আদেশ করিলেন। কামদেব প্রসন্নবদনে পঞ্চ শর ও পুষ্প-ধনু গ্রহণ করিয়া যে স্থানে হর, শক্তিযুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তথায় গমন করিয়া দেখিলেন,—জগৎপ্রভু শিব ত্রৈলোক্য-কমনীয় প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করত প্রসন্নবদনে শক্তিসহ অবস্থান করিতেছেন। তদ্দর্শনে কাম অন্তরীক্ষে থাকিয়া সশর ধনু ধারণপূর্ব্বক শঙ্করের প্রতি আনন্দে দুর্নিবার্য্য অমোঘ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। কামের বাণ অমোঘ হইলেও নির্লক্ষ্য আকাশে নিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় সেই নির্লিপ্ত সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাস্বরূপ শঙ্করের নিকটে বিফল হইল। বাণ-প্রয়োগ নিস্ফল হইলে কাম সেই মৃত্যুঞ্জয়কে দর্শন করিয়া তাঁহার পুরোভাগে অবস্থান করত ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন। শম্ভু তখন কোপে কম্পিত হইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কাম ভয়বিহ্বল হইয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে স্মরণ করিলে, তাঁহারা ত্রিদশেশ্বর শম্ভুসমীপে আগমন করিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার কপালস্থিত নয়ন হইতে কোপানল বিনির্গত হইতে লাগিল। তখন দেবগণ হরের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু সেই শম্ভুর তৃতীয়নেত্র-সমুদ্ভূত অগ্নির প্রদীপ্ত শিখা প্রলয়কালের অগ্নিশিখার ন্যায় উর্দ্ধে প্রজ্বলিত হইয়া গগনমার্গে উত্থিত হইল; তৎপরে বেগে ঘূর্ণিত হইতে হইতে ধরণীতলে পতিত হইল; তৎপরে বেগে চারিদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে মদনের উপর পতিত হইলে মদন ক্ষণকালমধ্যেই সেই হরকোপানলে ভস্মসাৎ হইলেন। তদ্দর্শনে দেবগণ বিষাদগ্রস্ত হইলেন ও পার্ব্বতী বদন নত করিলেন। ৪০—৫১। তখন হরসমীপে রতি অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন ও দেবগণ ভয়ে কম্পিত হইয়া চন্দ্রশেখরকে স্তব করিতে লাগিলেন। তৎপরে দেবগণ রতিকে কহিলেন, মাতঃ! তুমি ভয় পরিত্যাগ করত এই ভস্ম কিছু গ্রহণ কর, এই বলিয়া দেবগন মুহুর্ম্মুহু রোদন করিতে করিতে আবার রতিকে বলিলেন;—রতি! শিবের কোপ অপনীত হইয়া সুপ্রসন্ন দিন উপস্থিত হইলে তোমার প্রাণবল্লভকে আমরা পুনর্জ্জীবিত করিব; তবেই পুনর্ব্বার প্রাণকান্তকে লাভ করিতে পারিবে। পার্ব্বতী রতির বিলাপবাক্য শ্রবণ করত মূর্চ্ছিতা হইলেন; তৎপরে দেবী সেই গুণাতীত অতীন্দ্রিয় চন্দ্রশেখরকে স্তব করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্কর, সেই রোদন-পরায়ণা পার্ব্বতীকে পরিত্যাগ করিয়া

স্বস্থানে গমন করিলেন; তখনি সেই স্থানে পার্ব্বতীর দর্প ভঙ্গ হইল। সেই সময়ে শৈলতনয়া রূপযৌবনের গর্ব্ব পরিত্যাগ করিলেন। এমন কি লজ্জায় সখীগণকেও মুখ দেখাইতে পারিলেন না। তৎপরে সুরগণ তাঁহাকে সমাশ্বাসিত করিয়া শোকসন্তপ্তহৃদয়ে শিবকে প্রণাম করত স্বভবনে গমন করিলেন। হে রাধিকে! তৎপরে রতি শোক ও ভয়ে রোদন করত কোপারুণলোচনে শঙ্করকে স্তব করিয়া স্বমন্দিরে গমন করিলেন। তখন পার্ব্বতী লজ্জাবশতঃ পিতৃগৃহে গমন না করিয়া, সখীগণ বনগমনে নিষেধ করিলেও তাহা উপেক্ষা করত তপস্যার নিমিত্ত বনে গমন করিলেন। ৫২—৬০। সখীগণও শোকাকুলা হইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। ঐ সময়ে মাতৃগণও তাঁহাকে তপশ্চরণে নিবারণ করিলেন, কিন্তু পার্ব্বতী তাহাতে প্রবোধিতা না হইয়া, গঙ্গাতীরস্থিত বনে বহুকাল তপস্যা করিয়া ত্রিলোচনকে পতি পাইলেন। রতিও শঙ্করের বরে মদনকে প্রাপ্ত হইলেন। রাধে! তোমার নিকটে পার্ব্বতীর দর্পভঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত নিগূঢ় বিষয় বর্ণন করিলাম। পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা কর? । ৬১—৬৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চত্বারিংশ অধ্যায়।

রাধিকা বলিলেন, নাথ! আহা, কি মনোহর জ্ঞানের কারণভূত শ্রুতিসুখাবহ পীযূষতুল্য অদ্ভুত চরিত্র শ্রবণ করিলাম; কিন্তু ইহা আপনি সংক্ষেপরূপে বর্ণন করিলেন; সবিস্তাররূপে শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে; অতএব প্রভো! তাহা বিস্তীর্ণরূপে বর্ণন করুন। হে কান্ত! পার্ব্বতী শোকসন্তপ্তা হইয়া, কি কি কঠোর তপস্যা করিলেন? সেই তপস্যা করিয়া, কোন্ কোন্ বর লাভ করত মহেশ্বরকে প্রাপ্ত হইলেন এবং রতিই বা কিরূপে মন্মথকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন? হে প্রভো কৃষ্ণ! পার্ব্বতী-শঙ্করের বিবাহ, তাঁহাদের গোপনীয় সম্ভোগ ও পার্ব্বতীর মনস্তাপবিমোচন প্রভৃতি সমস্ত বর্ণন করিয়া হে কৃপাসিন্ধো! এ দুঃখিনীর দুঃখ মোচন করুন। হে কৃষ্ণ! দম্পতীর বিরহ-উক্তি স্ত্রীগণের কর্ণদাহ উৎপাদন করে, এইজন্যই পুনর্ব্বার তাঁহাদের মিলনের বিষয় শুনিতে কৌতূহল জন্মে; নারীগণ অগ্নিজ্বালা ও বিষজ্বালা বরং সহ্য করিতে পারে; কিন্তু দম্পতীবিচ্ছেদ-জ্বালা কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বদন নত করত দুঃখিত-হৃদয়ে সবিস্তারে তাহা বলিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল যে, যে রাধা দম্পতীবিরহের কথা শুনিতেই অক্ষমা, তাহার যে সময়ে আমার সহিত শত বৎসর বিচ্ছেদ ঘটিবে, তখন কিরূপ অবস্থা হইবে? কৃপাসিন্ধু, মায়াময় হরি এইরূপ চিন্তা করত প্রকৃত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। অয়ি প্রাণবল্লভে রাধিকে! তুমি প্রাণের অধীশ্বরী, প্রাণ-হইতে অধিকা এবং প্রাণের আধারস্বরূপা; এক্ষণে তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ১—১১। সেই তপস্যার বটমূল হইতে শঙ্কর গমন করিলে, পিতা মাতা পুনঃপুনঃ নিষেধ করিলেও তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া পার্ব্বতী তপস্যার নিমিত্ত গমন করিলেন। দেবী মন্দাকিনী-তীরে গমন করত তাঁহার পবিত্র-সলিলে স্নান করিয়া আমার শরণাগতা হইলে, আমি তাঁহাকে শিবমন্ত্র প্রদান করিলাম। তৎপরে জগজ্জননী সেই মন্ত্র জপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ভক্তিসহকারে সম্পূর্ণ একবৎসরকাল মন্ত্রজপ ও কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিলেন। গ্রীষ্মকালে চারিদিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহার মধ্যে দিবানিশি অবস্থান করত ভগবানের মন্ত্র জপ করিলেন; আবার বর্ষাকালে শ্মশানে যোগাসন করত শিলাবৃষ্টি ও জলধারায় নিয়ত সংসিক্তা হইয়া তপস্যা করিলেন, এবং শীতকালে জলমধ্যে নিরন্তর নিমগ্না থাকিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের আরাধনা করিলেন; এইরূপ নিরাহারে শারদীয় রৌদ্রসন্তাপে নিশায় নীহারমধ্যে থাকিয়া তপস্যা করিলেন। এইরূপ সম্পূর্ণ বৎসর তপস্যা করিয়া পার্ব্বতী যখন শঙ্করকে প্রাপ্ত হইলেন না, তখন অত্যন্ত শোকাকুলা হইয়া অগ্নিকুণ্ড করত তাহাতে প্রবেশ করিতে উদ্যতা হইলেন। সেই সময়ে তপঃক্লেশে কৃশাঙ্গী পার্ব্বতীকে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কৃপাসিন্ধু শঙ্করের কৃপার সঞ্চার হইল। তিনি তখন পার্ব্বতীসমীপে স্বতেজে খর্ব্বাকৃতি বালক বিপ্ররূপ ধারণ করিয়া সমাগত হইলেন। তাঁহার হস্তে ছত্র ও দণ্ড; তিনি জটাধারী, হৃষ্টান্তঃকরণ; তাঁহার গলে শুক্লযজ্ঞোপবীত ও শুক্ল-বাস পরিধান। তিনি গলে শ্বেতপদ্মবীজের মালা ও ললাটে উজ্জ্বল তিলক ধারণ করিয়াছিলেন। তখন পার্ব্বতী নির্জ্জন প্রদেশে সেই বালককে দেখিয়া

তাঁহার মনে স্নেহের উদয় হওয়াতে তিনি হাস্য করিতে লাগিলেন, তাঁহার তেজে প্রচ্ছন্ন হওয়াতে দেবীর তপঃশ্রম সমস্ত বিদূরিত হইল। তখন তিনি সেই সম্মুখস্থিত বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বিজবর! তুমি কে? এই কথা বলিয়া তিনি নীরব হইলেন তখন তাঁহার মনে সেই দ্বিজরূপী শঙ্করকে পরম আদরের সহিত আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হইল। পরমেশ্বর শৈলসুতার প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া হাস্য করিয়া পীযূষপূর্ণ অতি মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন। ১২—২৪। কান্তে! আমি তপস্বী দ্বিজবালক; আমরা ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকি। সুন্দরি! তুমি কে? কেন তুমি এই দুর্গম নির্জন কাননমাঝে তপস্যা করিতেছ? সুন্দরি! তুমি কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? কাহার কন্যা? তোমার নাম কি? তুমি তপস্যার ফলদায়িনী হইয়া কেনই বা এরূপ তপশ্চরণ করিতেছ? দেবি! তুমি কি মূর্ত্তিমান তপোরাশি? দেবি! তুমি কি স্বয়ং তেজঃস্বরূপা ঈশ্বরী মূলপ্রকৃতি; ভক্তের ধ্যানের নিমিত্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ? অথবা তুমি সম্পদ্রূপা ত্রিলোকলক্ষ্মী জগতের রক্ষার নিমিত্ত আগমন করিয়াছ? তুমি কি বেদজননী স্বয়ং সাবিত্রী ভারতে জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছ? তুমি কি সাক্ষাৎ বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী, বিবিধ বিদ্যা প্রকাশের নিমিত্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? ইহাদের মধ্যে তুমি কে, তাহা স্থির করিতে সক্ষম হইতেছি না; হে কল্যাণি! তুমি যে কোন দেবী হওনা কেন, তাহার তর্কে প্রয়োজন নাই; তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। সতি! তুমি প্রসন্না হইলে স্বয়ং পরমেশ্বর প্রসন্ন হইবেন। কারণ পতিব্রতা নারী প্রসন্না হইলে স্বয়ং নারায়ণ প্রসন্ন হন; যেরূপ তরুমূল সিক্ত হইলে তাহার সমস্ত শাখাও সিক্ত হয়, সেইরূপ নারায়ণ সন্তুষ্ট থাকিলে, ত্রিভুবন সর্ব্বদা সন্তোষে থাকে, পরমেশ্বরী শিশুর সেইরূপ বাক্য শুনিয়া হাস্য করত অমৃতপূর্ণ মধুর-বাক্য বলিতে লাগিলেন;—হে মহাত্মন্! আমি জগজ্জননী সাবিত্রী লক্ষ্মী অথবা বাক্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী সরস্বতী নহি। সম্প্রতি শৈলকন্যারূপে ভারতে আমার জন্ম হইয়াছে; আমি পূর্ব্বজন্মে দক্ষগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া সতীনামে বিখ্যাতা ছিলাম, সে জন্মে শঙ্কর আমার পতি ছিলেন। আমি পিতার মুখে স্বামীর নিন্দা-শ্রবণে যোগবলে দেহ ত্যাগ করি। ২৫—৩৬। হে দ্বিজ! এজন্মেও পুণ্যফলে শঙ্করকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু অদৃষ্টবশে আমাকে পরিত্যাগ করত মদনকে ভস্ম করিয়া তিনি স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। শঙ্কর গমন করিলে মনস্তাপ ও লজ্জাবশত পিতৃগৃহ হইতে এই মন্দাকিনী-তীরে আগমন করিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলাম; বহুকাল কঠোর তপস্যা করিয়াও যখন প্রাণবল্লভকে পাইলাম না, তখন এই অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। এইক্ষণে তোমার দর্শনে কিছুকাল বিরত হইয়া আছি; অতএব বিপ্র! তুমি এক্ষণে গমন কর, আমি হরপ্রাপ্তিরূপ অভিলষিত সাধন করত এই প্রলয়াগ্নি-শিখাতুল্য অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের জ্বালা দূর করি। যে স্থানেই কেন জন্ম গ্রহণ করি না, জন্মে জন্মেই সেই প্রাণাধিক কান্ত শিবকে যেন পতি লাভ করি। সকল রমণী প্রিয়পতি লাভের নিমিত্ত জন্মগ্রহণে অভিলাষিণী হয়; এইজন্য প্রিয়-পতিলাভের নিমিত্ত রমণীগণের জন্মগ্রহণ হয়; এইটী বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে। যে রমণীর যে পুরুষ প্রাক্তন পতি থাকে, সেই পুরুষ সেই নারীর প্রতিজন্মেই পতি হয় এবং যে নারী যে পুরুষের পত্নী থাকে, সেই নারীই তাহার অন্যান্য জন্মেও পত্নী হয়। আমি ঘোরতর তপস্যা করিয়াও যে প্রিয় পতিকে প্রাপ্ত হইলাম না; আমি কামনা করিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করত পরজন্মে তাঁহাকে লাভ করিব। এই কথা বলিয়া পার্ব্বতী সেই বিপ্ররূপধারী মহাদেবের সমক্ষেই জ্বলন্তঅনলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন বিপ্র বারংবার নিষেধ করিলেও তিনি তাহা শুনিলেন না। ৩৭—৪৫। হে পরমেশ্বরি রাধিকে! পার্ব্বতী সেই অনলমধ্যে প্রবেশ করিলে, তাঁহার তপঃপ্রভাবে অনল চন্দনের ন্যায় সুশীতল হইল। হে বৃন্দাবন-বিনোদিনি! তখন শৈলতনয়া সেই অনলমধ্যে ক্ষণকাল থাকিয়া তাহা হইতে বিনির্গতা হইলে, সেই বিপ্ররূপী শিব তাঁহাকে বলিলেন, ভদ্রে! তোমার তপস্যার কি আশ্চর্য্য প্রভাব! কিন্তু তোমার বুদ্ধি কিছুমাত্র নাই। তোমার দেহও অনলে দগ্ধ হইল না; তুমি অভিলষিত পতিকেও লাভ করিতে পারিলে না। তুমি কল্যাণরূপ শিবকে পতি লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, কিন্তু সেই অশরীরীকে পতিরূপে লাভ করিলে তোমার কি অভীষ্টসিদ্ধি হইবে? হে চারুহাসিনি! তুমি সংহারকর্ত্তাকে পতিরূপে লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, ইহার ভাব কি? কোন্ স্ত্রী সংহারকর্ত্তাকে পতি করিতে ইচ্ছা করে? দেবি! তুমি যদি তাঁহাকে কান্তস্বরূপে লাভ করিয়া মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে তাহাতে

তোমার তপস্যাই বিফল; কারণ তুমিই স্বয়ং মুক্তি-প্রদায়িনী। আর যে শিবকে তুমি মুক্তির নিমিত্ত পতিরূপে লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তিনি সংহার-কর্ত্তা, তিনি ত মঙ্গল ও মোক্ষপ্রদ নহেন; বেদে সেই শিবশব্দের অন্যার্থ নিরূপিত হইয়াছে। ৪৬—৫২। সুন্দরি! তুমি যদি একান্তই সেই সংহারকর্ত্তাকে স্বামিরূপে লাভ করিতে অভিলাষিণী হইয়া থাক, তাহা হইলে নিশ্চয় সেই সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর রুদ্রকে লাভ করিবে; কিন্তু তোমার অভীষ্টদেব হরির সেবা ব্যতীত মুক্তি লাভ হইবে না। কারণ হরিস্মৃতি অমোঘ-মঙ্গলপ্রদায়িনী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। দেবি! এক্ষণে তুমি পিতৃগৃহে গমন কর। আমার আশীর্ব্বাদ ও তোমার তপস্যাফলে তথায় সুদুর্লভ শঙ্করের দর্শন পাইবে। বিপ্র পার্ব্বতীকে এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। দুর্গাও শিব শিব এই নাম বারংবার জপ করিতে করিতে পিতৃগৃহে গমন করিলেন। এদিকে হিমালয় ও মেনকা পার্ব্বতীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণে হর্ষবিহ্বল হইয়া দিব্য যান গ্রহণ করত তাঁহার অভি-মুখে অগ্রসর হইলেন এবং তখন রাজার আজ্ঞানুসারে রাজপথে চন্দন, অগুরু, কস্তূরী ও ফলশাখাযুক্ত মঙ্গলঘট সংস্থাপিত হইল; তাহাতে পট্টসূত্র নিবদ্ধ আম্র-পল্লব সমস্ত শোভা পাইতে লাগিল। তাহার চারিদিকে সারি সারি রম্ভাতরু সংরোপিত হইল। সেই রাজপথে পতিপুত্রবতী রমণীগণ দীপহস্তে আগমন করিতে লাগিলেন। পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ, মুনি ও ব্রহ্মচারিগণ পর্ণ, লাজ, ধান্য, দূর্ব্বা প্রভৃতি লইয়া তথায় সমাগত হইলেন। কত নটী ও নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতে লাগিল। শোভিত গজ অশ্ব প্রভৃতি তথায় সমানীত হইল। সুচারুমালতীমাল্যহস্তে প্রশংসিত প্রশস্ত পুরোহিতগণ তথায় সমাগত হইয়া, মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিলেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ বাদ্যধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। সেই রাজপথ সিন্দুররেণু ও চন্দনদ্রবে পঙ্কিল হইল। তখন দুর্গা-দেবী পুরে প্রবিষ্টা হইয়া দেখিলেন, তাঁহার জনক-জননী তাঁহার অভিমুখে ত্রস্তভাবে আগমন করিতেছেন। তাঁহাদের শরীর রোমাঞ্চিত ও নয়ন হইতে নির্গত অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। তদ্দর্শনে দেবী প্রসন্নবদনে সখীগণসহ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তখন পিতা-মাতা তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করত আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং প্রেম-বিহ্বল হইয়া হা মাতঃ! হা বৎসে! এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহাকে রথে আরোহণ করাইয়া নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। পার্ব্বতীকে স্ত্রীগণ নির্ম্মঞ্ছন ও বিপ্রগণ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা বন্দী ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর পরিমাণে ধন প্রদান করিয়া বিবিধ মঙ্গল ও ছন্দ পাঠ করাইলেন। গিরিরাজ ও মেনকা তনয়ার সহিত হৃষ্টান্তঃকরণে স্বমন্দিরে সুখে অবস্থান করিতে লাগি-লেন। ৫৩—৬৮। একদা গিরিরাজ মন্দাকিনী তীরে তপস্যার নিমিত্ত গমন করিলেন; মেনকা, কন্যার সহিত স্বভবনে রহিলেন। ইত্যবসরে একজন সু-গায়ক নর্ত্তক ভিক্ষুক, হঠাৎ মেনকাসমীপে আগমন করি-লেন। ভিক্ষুক অতি জরাতুর বৃদ্ধ। তাঁহার বামহস্তে শৃঙ্গবাদ্য, দক্ষিণ হস্তে ডমরু এবং গাত্রে বিভূতি ভূষণ; তাঁহার রক্ত-বস্ত্র পরিধান ও পৃষ্ঠদেশে ও বিচিত্র কন্থা; তিনি অতি সুমধুর কণ্ঠে আমার গুণ গান করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন; এবং ক্ষণে শৃঙ্গ-বাদ্য ও ক্ষণে ডমরু-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সেই ধ্বনি শুনিয়া নগরবাসী বালক-বালিকাগণ, বৃদ্ধ, যুবা, যুবতী ও বৃদ্ধা স্ত্রীগণ সকলেই হর্ষ-বিহ্বল হইয়া তথায় সমাগত হইল। তাহারা সকলেই সেই নর্ত্তক ভিক্ষুকের সুতান ও সুস্বর-যুক্ত সুন্দর গান শ্রবণ করিয়া, মোহিত হইলেন এবং মেনকাও মূর্চ্ছিতা হইলেন। তখন দুর্গা দেবীও মূর্চ্ছাপন্না হইয়া দেখিলেন;—ত্রিশূল-পট্টিশধারী, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধান, শঙ্কর তাঁহার হৃদয়পটে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার বিভূতি ভূষণ, গলে রমণীয় অস্থিমালা, সুনির্ম্মল রূপ, মুখমণ্ডল হাস্যবিকশিত ও সুপ্রসন্ন এবং তাঁহার নয়নযুগল অতি প্রশান্ত। সেই পরম সুন্দর চন্দ্র-শেখরের পঞ্চবদন, হস্তে মালিকা ও গলে নাগযজ্ঞোপ-বীত শোভা পাইতেছে। তিনি বলিতেছেন:—"পার্ব্বতি! অভিমত বর গ্রহণ কর।" এইরূপে শৈলতনয়া হৃদয়মধ্যে হরকে দর্শনানন্তর মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করত বর প্রার্থনা করিলেন;—হে ভগবন্! তুমিই আমার পতি হও। শিবও সেই বর প্রদান করত তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তৎপরে দুর্গা হৃদয়মাঝে আর সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিতে না পাইয়া চৈতন্য লাভ করত চক্ষুরুন্মীল-পূর্ব্বক সম্মুখে সেই সঙ্গীতপরায়ণ ভিক্ষুককে দেখিতে পাইলেন। ৬৯—৮০। তখন মেনকা সেই ভিক্ষুর নৃত্য-গীত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে স্বর্ণপাত্রস্থিত বিবিধ রত্ন প্রদান করিবার নিমিত্ত তৎসমীপে গমন করিলেন; কিন্তু ভিক্ষু তাহা গ্রহণ না করিয়া তাঁহার তনয়া দুর্গাকে ভিক্ষা চাহিয়া পুনর্ব্বার সকৌতুকে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। মেনকা ভিক্ষুর সেই বাক্যে

প্রথমতঃ বিস্মিতা হইয়া, তৎপরে অত্যন্ত ক্রোধ করত তাঁহাকে নানারূপে ভর্ৎসনা করিলেন এবং বহিষ্কৃত করিয়া দিতে আত্মীয়গণকে আজ্ঞা করিলেন। মেনকা আরও বলিলেন, উমা আমার ত্রৈলোক্যনাথ পরমাত্মা শিবের প্রিয়তমা হইবে; এই ভিক্ষুক কি না তাহাকে প্রার্থনা করিতেছে; এই কু-ভাষী ভিক্ষুককে দূর করিয়া দাও. এইরূপ বলিতেছেন; এমন সময়ে গিরিরাজ তপস্যা করিয়া স্বভবনে আগমন করিয়া দেখিলেন, প্রাঙ্গনমধ্যে এক মনোহর ভিক্ষু রহিয়াছে। গিরিরাজ সেই মনোহর গঙ্গা-তীরে নারায়ণের অর্চ্চনা করত ধ্যানযোগে তাহার মূর্ত্তি দর্শন করিতে না পারিয়া শোকে উদ্বিগ্ন মনে বাটীতে আগমন করিলেন। সেই সময়েই মেনকার মুখে এই সমস্ত বার্ত্তা শুনিলেন। প্রথমতঃ তাহার কিঞ্চিৎ হাস্যের উদয় হইল, তৎপরেই তাহা বিলুপ্ত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধ হইল। তখন তিনি স্বীয় অনুচরবর্গকে আজ্ঞা করিলেন যে, ভিক্ষুককে নগর হইতে বহিষ্কৃত কর। হিমালয় এইরূপ আজ্ঞা করিলে অনুচরগণ সেই আকাশের ন্যায় দুস্পর্শ ব্রহ্ম-তেজে প্রজ্বলিত ভিক্ষুককে বহিষ্কৃত করা দূরে থাকুক, তাহার সমীপেই গমন করিতে সক্ষম হইল না। তৎপরে শৈলরাজ ক্ষণকালমধ্যে সেই ভিক্ষুককে কিরীট ও কুণ্ডলধারী পীতাম্বর চতুর্ভুজ দেখিতে পাইলেন; তখন সুন্দরবেশধারী শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি গিরিরাজের নয়নপথে পতিত হইল। তিনি বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার বদনমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত ও মনোহর এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত; তিনি ভক্তানুগ্রহতৎপর। গিরিরাজ যে যে পুষ্প পূজাকালে গদাধরের চরণে অর্পণ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত পুষ্পই সেই ভিক্ষুর শরীরে ও মস্তকে দেখিতে পাইলেন এবং যে সমস্ত মনোহর ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য ভক্তিপূর্ব্বক গদাধরকে প্রদান করিয়াছিলেন, গিরি সে সমস্তই সেই ভিক্ষুর পুরোভাগে অবস্থিত রহিয়াছে দেখিলেন। ৮১—৯২। গিরিরাজ, আবার ক্ষণকাল সেই ভিক্ষুর মুরলীধারী শ্যামসুন্দর কিশোর গোপবেশ দ্বিভুজ-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন তিনি ময়ূরপুচ্ছে নির্ম্মিত চূড়া ও রত্নালঙ্কারে বিভূষিত এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত ও বনমালায় বিরাজিত। শৈলরাজ আবার ক্ষণকাল সেই ভিক্ষুকের ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধান, ত্রিশূল-পট্টিশধারী [illegible] গাত্র, চন্দ্রশেখর শঙ্করমূর্ত্তি দেখিলেন; তাঁহার গলে সুনির্ম্মল অস্থিমালা ও নাগযজ্ঞোপবীত শোভা পাইতেছে; মস্তকে স্বর্ণময় জটাভার, হস্তে ডমরু ও শৃঙ্গ; তাহার মনোহর প্রশান্ত মূর্ত্তি, তিনি নিরন্তর শুদ্ধস্ফটিক-মালায় হরি-নাম জপ করিতেছেন; আবার তাঁহাকে ক্ষণকাল ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত, ত্রিগুণাত্মক, তীব্র সূর্য্য-স্বরূপ দর্শন করিলেন; তৎ-পরে ক্ষণকাল ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত অগ্নিস্বরূপও দেখিতে পাইলেন; তৎপরে আহ্লাদজনক চারুচন্দ্র-স্বরূপ দেখিলেন; তৎপরে ক্ষণকাল নিরাকার নিরঞ্জন নির্লিপ্ত নিরীহ পরমাত্মা-স্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখিতে পাইলেন। গিরিরাজ এইরূপে নানারূপধারী স্বেচ্ছা-ময় শঙ্করকে দর্শন করিয়া হর্ষাশ্রুপুলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন; এবং ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত পুনঃপুনঃ প্রণামপূর্ব্বক হর্ষিতচিত্তে তাহার সমীপে গমন করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎপরে শৈলেন্দ্র প্রকৃত ভিক্ষুককে দর্শন করত বিষ্ণুমায়ায় পূর্ব্বে যে ভিন্ন ভিন্ন নানা প্রকার রূপ দর্শন করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইলেন। ৯৩—১০৩। তখন ভিক্ষু পুনর্ব্বার শৈলরাজের নিকটে ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। আবার তাঁহার পার্শ্বে ভিক্ষার ঝুলী, পরিধান রক্ত বস্ত্র ও হস্তে বিচিত্র শৃঙ্গ-বাদ্য ও ডমরু প্রভৃতি শোভা পাইতে লাগিল। ভিক্ষুর অন্য ভিক্ষাতে অভিলাষ নাই, কেবল দুর্গাকে গ্রহণ করিতেই অভিলাষ; কিন্তু শৈলেন্দ্র বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া তাহা কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। তখন ভিক্ষু অন্য কোন বস্তু গ্রহণ না করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। প্রিয়ে! সেই সময়ে শৈল ও মেনকার জ্ঞানের উদয় হওয়ায় তাঁহারা তখন বিবেচনা করিলেন যে, জগৎপ্রভুর কি আশ্চর্য্য [illegible]: তিনি দিবসেই আমাদের সাক্ষাতে স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন; আবার আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। শৈলপ্রভৃতি দেবগণ, হিমালয় ও মেনকার শিবে এইরূপ অচলা ভক্তি দর্শন করিয়া, চিন্তান্বিত হইলেন। তখন [illegible] পরস্পর অশ্বত্থবটের তলে সকলে সমাগত হইয়া, এক যুক্তি স্থির করিলেন। শৈলরাজ ভক্তিপূর্ব্বক যদ্যপি স্বীয় তনয়া শিবকে প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি সদ্যই নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিবেন। যদি সেই অনন্ত-রত্নাধার পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন, তাহা হইলে পৃথিবীর রত্নগর্ভা নাম বৃথা হইবে। হিমালয় শূল-পাণিকে কন্যা প্রদান করিয়া স্থাবরত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক দিব্যরূপ ধারণ করত নিশ্চয় বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন এবং অবলীলাক্রমে হরির সারূপ্য লাভ করত তাহার

পারিষদবর্গের মধ্যে পরিগণিত হইবেন। কন্যা দশবাপীতুল্যা; যদি কোন ব্যক্তি অপ্রতিগ্রাহী, পবিত্র, বেদজ্ঞ, সন্ধ্যাবিৎ, বেদাধ্যায়ী, সত্যবাদী ব্রাহ্মণকে কন্যা প্রদান করে, সে নিশ্চয় দশটী বাপী প্রদানের তুল্য ফল লাভ করে। যদি ত্রিসন্ধ্যাকারী, সত্যবাদী, গৃহী, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে কন্যা প্রদান করা যায়, তাহা হইলে, ঐ ফলের অর্দ্ধ ফল লাভ হয়। ১০৪—১১৫। যে ব্যক্তি পরগ্রাহী, নিত্য ত্রিসন্ধ্যাবিহীন, মূর্খ ব্যক্তিকে কন্যা প্রদান করে, সেও তদর্দ্ধ ফল লাভ করিতে পারে; এবং পরদারাপহারী, যাচক, সন্ধ্যাবিহীন, শঠ ব্রাহ্মণতনয়কে কন্যা দান করিলেও এক বাপী দানের ফল হয়; সন্ধ্যা-গায়ত্রীবিহীন, শঠ বিপ্রতনয়কে কন্যা দান করিলে অর্দ্ধবাপী দানের সমান ফল হয়। কেবল পাপিনী ব্রাহ্মণীর গর্ভসম্ভূত শূদ্রের ঔরসজাত সেই চণ্ডালতুল্য পুরুষকে কন্যা দান করিলে, সেই কন্যা নরকপ্রদায়িনী হয়। কিন্তু বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ বিদ্বান, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকুমারকে কন্যা দান করিলে, সেই কন্যা-দান ত্রিংশৎবাপীদানের তুল্য ফলদায়ক হয় ও এইরূপ বরে যে কন্যা সমর্পণ করে, সে দিব্যরূপ ধারণ করত ষষ্টিসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত বিষ্ণুমন্দিরে আনন্দে কালযাপন করে। হে প্রিয়ে! বেদে নিরূপিত আছে, যদি কোন ব্যক্তি হর কিংবা হরিকে সুশীলা কন্যা দান করে, তাহা হইলে সে নারায়ণের সারূপ্য লাভ করিয়া থাকে। বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ যদি কোন ব্যক্তি বিষ্ণুপ্রীতিউদ্দেশে বিপ্র-তনয়কে কন্যা দান করে, সেই মহাত্মা নিশ্চয় হরির দাসত্ব লাভ করিতে পারে। প্রিয়ে! তখন সুরগণ এইরূপ আলোচনাপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিয়া বৃহস্পতিকে হিমালয়গৃহে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত সকলে গমন করিলেন। তৎপরে সুরগণ গুরুসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করত সমস্ত বিষয় নিবেদন করিলেন, গুরো! আপনি হিমালয়গৃহে গমন করিয়া শূলপাণির বহুতর নিন্দা করুন, দুর্গা দেবী সেই পিনাকপাণি ভিন্ন অন্য বরকে বরণ করিবেন না; অতএব হিমালয় অনিচ্ছাক্রমে কন্যা দান করিয়া কন্যাদানের অনুযায়ী ফল লাভ করিতে পারিবে না; তাহা হইলেই আপাততঃ পৃথিবীতলে তাঁহাকে অবস্থান করিতে হইবে; হে গুরো! আপনিই সেই অনন্তরত্নাধারকে পৃথিবীতলে রাখুন। তখন বৃহস্পতি দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণে হস্তপ্রদানপূর্ব্বক নারায়ণ স্মরণ করত বলিলেন যে, আমাদ্বারা সে কর্ম্ম কিছুতেই নির্ব্বাহ হইবে না। এইরূপ অস্বীকার করত বেদ-বেদাঙ্গ-বিজ্ঞাতা হরিহরের ভক্তি-পরায়ণ বৃহস্পতি দেবগণকে পুনঃপুনঃ ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, হে স্বার্থপর দেবগণ! তোমাদিগকে নীতিসার বেদোক্ত পরিণাম-সুখাবহ সত্যস্বরূপ বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে পাপিগণ হরিহরের ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিকে এবং ভূমিদেব ব্রাহ্মণ স্বীয় গুরু, পতিব্রতা, যতি, ভিক্ষু, ব্রহ্মচারিগণ, এবং সৃষ্টির কারণভূত সুরগণকে নিন্দা করে, তাহারা চন্দ্র-সূর্য্যের অবস্থিতিকাল পর্য্যন্ত কালসূত্র নামে নরক ভোগ করে এবং সেই নরকে তাহাদের দিবানিশি শ্লেষ্মা-মল মূত্র প্রভৃতিতে শয়ন করিতে হয় ও তাহারা কীটসমূহের নিয়ত দংশনে পীড়িত হইয়া কাতরে চিৎকার করিয়া থাকে। যে পাপাত্মা জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা, দেবী-প্রধানা ভগবতী দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সীতা, তুলসী, গঙ্গা, বেদসমূহ, বেদমাতা, ব্রত, তপস্যা, পূজামন্ত্র ও মন্ত্রপ্রদ গুরুকে নিন্দা করে, তাহারা ব্রহ্মার আয়ুঃসংখ্যাকালের অর্দ্ধকাল পর্য্যন্ত অন্ধকূপনরকে অবস্থান করত সর্পদংশনে ভয়ানক আর্ত্তনাদ করে। যাহারা ভগবান্ হৃষীকেশকে সামান্য দেবতুল্য বলিয়া নিন্দা করে, শ্রুতি অপেক্ষা প্রশংসিত বিষ্ণুভক্তিপ্রদ পুরাণের নিন্দা করে, কিম্বা কৃষ্ণের অঙ্গসম্ভূতা গোপিকা রাধিকার ও সদার্চ্চিত ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করে; তাহারা বিধাতার আয়ুঃকাল পর্য্যন্ত অবটোদ-নামক নরকে বাস করে; সেই নরক মধ্যে তাহারা ঊর্দ্ধ-পদ ও অধোমুখে সর্পসমূহে বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করে এবং বিকটাকার কীট-দংশনে আকুলিত হইয়া ভীষণ চীৎকার করে; ক্ষুধিত হইয়া তাহাদিগকে শ্লেষ্মা, মল, মূত্র প্রভৃতি ভক্ষণ করিতে হয়। তৎপরে ভয়ঙ্কর যমকিঙ্করগণ রোষে সেই নিন্দাকারীদিগের মুখে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি প্রদান ও ত্রিসন্ধ্যা তাড়ন ও তর্জ্জন-গর্জ্জন করে; তখন তাহারা ভীত ও প্রহার-যন্ত্রণায় তৃষিত হইয়া মূত্র পান করে। ১১৬—১৪১। কমলযোনি বলিয়াছেন, কল্পান্তরে বিধাতার সৃষ্টির প্রারম্ভে তাহারা সেই নরক হইতে মুক্তি লাভ করে। হে দেবগণ! আমি কি শিবনিন্দা করিয়া নরকগামী হইব? তোমরা এই উপকার করিতে আমাকে বলিতেছ? পূর্ব্বে দক্ষ, ব্রহ্মার বাক্যানুসারে শূলপাণিকে কন্যা দান করিয়াছিলেন; কিন্তু শিবনিন্দা করাতে মুক্তি লাভ না করিয়া ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন। দক্ষ অনিচ্ছাক্রমে শিবকে স্বীয় কন্যা প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ পুণ্য লাভ করিয়াছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সারূপ্য মুক্তি পরিত্যাগ করিয়া

তুচ্ছ স্বর্গ লাভ করিলেন ? হে সুরগণ ! তোমাদের মধ্যে কেহ শৈলগৃহে গমন করত যত্নপূর্ব্বক কৌশলে অভিমত সাধন করুক। সেই শৈলরাজ অনিচ্ছাক্রমে কন্যা প্রদান করিয়া সুখে ভারতেই অবস্থান করুন, না হইলে শূলপাণিকে ভক্তিপূর্ব্বক কন্যা প্রদান করিলে, তিনি নিশ্চয় মুক্তি লাভ করিবেন। পরে সপ্তর্ষিগণ নিশ্চয় অরুন্ধতী-সমভিব্যাহারে শৈলরাজের গৃহে গমন করত তাঁহাকে প্রবোধ প্রদান করিবেন ; দুর্গাও শিব ভিন্ন অন্য পতিকে বরণ করিবেন না ; অতএব শৈলরাজকে অনিচ্ছাক্রমেও কন্যার অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহাকে শিবহস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। হে দেবগণ ! আমি তোমাদিগকে সমস্ত বিষয় বলিলাম, এক্ষণে স্ব-মন্দিরে গমন কর ; এই কথা বলিয়া বৃহস্পতি মন্দাকিনী-তীরে গমন করিলেন। ১৪২—১৫০।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একচত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তখন দেবগণ পরস্পর আলোচনা করিয়া ব্রহ্মার সমীপে গমন করত জগৎপতি ব্রহ্মাকে সমস্ত বিষয় বলিতে লাগিলেন, হে বিধাতঃ ! আপনার সৃষ্টিমধ্যে হিমালয় রত্নাধার বলিয়া খ্যাত ; সেই হিমালয় যদ্যপি মুক্তি লাভ করে, তাহা হইলে পৃথিবী রত্নগর্ভা নামে বঞ্চিতা হইবেন ; শৈলেশ্বর শূলপাণিকে ভক্তিপূর্ব্বক কন্যা প্রদান করিয়া নিশ্চয় নারায়ণের সারূপ্য লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে প্রভো ! আপনি সেই হিমালয়গৃহে গমন করত শিবনিন্দা করিয়া তাঁহার মতিভ্রম উৎপাদন করুন ; আপনি ভিন্ন একার্য্যে অন্যে সক্ষম নহে। বিধাতা দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অমৃতনিস্যন্দী নীতি-সারভূত শ্রুতি-মধুর বাক্য বলিলেন, হে বৎসগণ ! সেই সম্পত্তি-নাশক বিপদের বীজস্বরূপ সুদুষ্কর শিবনিন্দা আমি কিছুতে করিতে পারিব না। তোমরা শিবসমীপে গমন করত তাঁহাকে হিমালয়-গৃহে প্রেরণ কর ; তিনি স্বয়ং নিজের নিন্দা করিবেন, তাহাতে কোন দোষ হইবে না ; কারণ পরনিন্দা বিনাশের নিমিত্ত হইয়া থাকে ; কিন্তু আত্মনিন্দা কেবল নিজের যশ বর্দ্ধন করে। প্রিয়ে ! তাহার পর দেবগণ, ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া শীঘ্র কৈলাসে গমনপূর্ব্বক শিবকে স্তব করিতে লাগিলেন ; তৎপরে করুণাময়-শঙ্করসমীপে সমস্ত বিষয় নিবেদন করিলেন। তখন শঙ্কর হাস্যপূর্ব্বক দেবগণকে আশ্বাসিত করিয়া শৈল-সদনে গমন করিলেন। দেবগণও অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া স্ব-মন্দিরে গমন করিলেন। সকলেরই ইষ্টসিদ্ধি আনন্দের কারণ ও ইষ্ট বিষয়ের হানি নিরন্তর দুঃখদায়ক হইয়া থাকে। ১—১০। অনন্তর শৈলরাজ সভামধ্যে বন্ধুগণ-বেষ্টিত হইয়া পার্ব্বতীসহ আনন্দে অবস্থান করিতেছেন, এরূপ সময়ে শিব বিপ্ররূপ ধারণ করিয়া প্রসন্ন-বদনে হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হস্তে দণ্ড ও ছত্র, পরিধান মনোহর বস্ত্র, ললাটে সমুজ্জ্বল তিলক, করে স্ফটিক-মালা ও গলদেশে বস্ত্রাবৃত শালগ্রাম। তখন হিমালয় তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র আসন হইতে উত্থান করত সেই অপূর্ব্ব অতিথিকে ভক্তিপূর্ব্বক দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। তৎপরে শৈলরাজ তাঁহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, ভগবন্ ! আপনি কে ? আমাকে পরিচয় প্রদান করুন। এই কথা বলিলে, বিপ্রশ্রেষ্ঠ শৈলরাজকে আদরের সহিত বলিলেন, গিরিরাজ ! আমি ঘটকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধরণীতলে বিচরণ করিয়া থাকি। আমি গুরুর বরে সর্ব্বজ্ঞ ও মনের ন্যায় গতিতে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারি ; তুমি অজ্ঞাত-কুলশীল শঙ্করকে এই কমলাসদৃশী তনয়াকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা আমি জানি ; কিন্তু সেই শঙ্কর, নিরাশ্রয়, সঙ্গহীন, রূপহীন, নির্গুণ, শ্মশানবাসী, নিখিল ভূতগণের নাথ ও যোগী বলিয়া খ্যাত ; সে দিগম্বর, তাহার ভূষণ সমস্ত বিভূতি ও সর্প ; অতএব ব্যাল-গ্রাহী-স্বরূপ ; তাহার কেবল কালরূপ সর্পেই দয়া। সে মৃত্যুর বিষয় অপরিজ্ঞাত ; সেই ভব, অজ্ঞ, অনাথ ও বান্ধবহীন ; তাহার মস্তকে স্বর্ণবর্ণ জটাভার ; সে নির্ধন, অজ্ঞাত-বয়স, অতিবৃদ্ধ, বিকার-শূন্য, সে সর্ব্বাশ্রয় ভ্রমণকারী ; তাহার গলে যজ্ঞোপবীতরূপ নাগগণ শোভা পায় ; সে ভিক্ষুক ; অতএব হে পর্ব্বতেন্দ্র ! তাহাকে কন্যা দান করা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না ; তাহার কারণ কি তাহা বলিতেছি ;—তুমি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ও নারায়ণের অংশসম্ভূত ; তুমিই তাহা বিবেচনা কর। তিনি তোমার পার্ব্বতীর ন্যায় কন্যা দানের উপযুক্ত পাত্র নহেন, সাধুগণ ইহা শ্রবণ মাত্র পরিহাস করিবেন। রাজন্ তুমি লক্ষ শৈলাধিপতি, তোমার কি বন্ধুবান্ধব কেহ নাই ? সেই বন্ধুগণকে ও মেনকাকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা কি বলেন ; আত্মীয়বর্গ ! এক পার্ব্বতী ব্যতীত সকলকেই যত্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা কর ; পার্ব্ব-

তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা নিষ্ফল ; কারণ রোগী ব্যক্তির ঔষধে রুচি হয় না, কেবল অপথ্য দ্রব্যেই বেশী অভিলাষ হইয়া থাকে। ১১—২৫। হে বৃন্দাবনবিনোদিনি! বিপ্র এই সকল কথা বলিয়া শীঘ্র স্নান-আহার নির্ব্বাহ করত আনন্দে স্ব ভবনে গমন করিলেন। মেনকা ব্রাহ্মণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিত-হৃদয়ে সাশ্রুনেত্রে হিমালয়কে বলিলেন, শৈলেন্দ্র! তুমি আমার পরিণামসুখাবহ বাক্য শ্রবণ করিয়া আত্মীয় শৈলবর্গকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা কর ; আমি কিছুতেই সেই মহাদেবকে কন্যা প্রদান করিব না। শৈলেন্দ্র! তুমি যদি আমার বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে আমি আলয় পরিত্যাগ করিব ; না হয়, বিষভক্ষণে প্রাণ ত্যাগ করিব, অথবা তুমি দেখ, এখনই আমি অম্বিকাকে গলে বন্ধন করিয়া বিজনকাননমধ্যে গমন করি ; এইরূপ বলিয়া মেনকা পার্ব্বতীকে লইয়া ক্রোধাগারে গমন করিয়া মৃত্তিকায় শয়ন করত আহার-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিয়ত রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বশিষ্ঠ ভ্রাতৃগণসহ শৈলরাজসমীপে আগমন করিলে, তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অরুন্ধতী তথায় সমাগতা হইলেন। তখন শৈলরাজ, তাঁহাদিগকে প্রণামপূর্ব্বক আসন প্রদান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন। ঋষিগণ সেই সভামধ্যে আসনে সুখে উপবেশন করিলেন। তাহার পর অরুন্ধতী মেনকাসমীপে গমন করত দেখিলেন, মেনকা শোকে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া শয়ানা রহিয়াছেন। তখন সাধ্বী অরুন্ধতী তাহাকে হিতকর মধুর বাক্য বলিলেন,—সাধ্বি! মেনকে! গাত্রোত্থান কর, আমি পিতৃগণের মানসী কন্যা ব্রহ্মার পুত্রবধূ অরুন্ধতী ; তোমার গৃহে আগমন করিয়াছি। মেনকা তখন অরুন্ধতীর কথা শ্রবণ করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক লক্ষ্মীসদৃশী তেজস্বিনী অরুন্ধতীকে প্রণাম করত অবস্থ করিতে লাগিলেন ; তৎপরে তাঁহাকে বলিলেন, অহো! আমরা কি পুণ্যজন্মা! আমাদের কি পুণ্যবল! অদ্য জগদ্বিধাতার পুত্রবধূ বশিষ্ঠের পত্নী আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন! সতি! আমি আপনার কিঙ্করী ; আপনি সম্ভ্রমে 'আমার এই গৃহ' একথা নির্দ্দেশ করিলেন কেন? অদ্য ঈশ্বরী, কিঙ্করীকে বহুপুণ্যফলে দর্শন করিতে আগমন করিয়াছেন। ২৬—৩৮ তৎপরে মেনকা সতী অরুন্ধতীকে স্বর্ণময় পীঠে বসাইয়া পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদান করত মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন ; পরে কন্যার সহিত স্বয়ং কিছু ভক্ষণ করিলেন। অরুন্ধতী প্রসঙ্গে কোন সম্বন্ধ যোজনা করত শিবের নিমিত্ত মেনকাকে নীতিবাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। এদিকে ঋষীন্দ্রগণ শৈলরাজকেও প্রসঙ্গে সম্বন্ধ সংঘটনাপূর্ব্বক নীতি-সারভূত বাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। ঋষিগণ বলিলেন, শৈলেন্দ্র! তুমি আমাদের শুভজনক বাক্য শ্রবণ করত কন্যা পার্ব্বতীকে শিবকে প্রদান করিয়া সংহারকর্ত্তার শ্বশুর হও। গিরিরাজ! শূলপাণি তোমার কন্যা প্রার্থনা করিবেন না ; কিন্তু ব্রহ্মা তারকাসুরের বিনাশের নিমিত্ত এই সম্বন্ধকার্য্যে তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক বুঝাইয়াছেন। সেই যোগিশ্রেষ্ঠ শঙ্কর স্বয়ং দার-পরিগ্রহ করিতে অনিচ্ছুক ; কিন্তু কেবল ব্রহ্মার অনুরোধে তিনি তোমার কন্যা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। আর তোমার তনয়ার তপস্যাবসানে তিনি বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই উভয় কারণবশতঃ সেই যোগীন্দ্র বিবাহ করিবেন। তখন হিমালয় ঋষিগণের বাক্য শ্রবণ করত হাস্যপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ভীতচিত্তে বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে বলিলেন হে মহর্ষিগণ! সেই শিবের বাহ্য সামগ্রী,—কি আশ্রম-ঐশ্বর্য্য, কি বন্ধুবান্ধব কিছুই দেখিতেছি না ; অতএব সেই নির্লিপ্ত যোগীকে কন্যা প্রদান করা যুক্তিসঙ্গত নহে ; আপনারা বিধাতার পুত্র বেদজ্ঞ, এবিষয়ে আপনাদের যে অভিমত, তাহা বলুন। ৩৯—৪৮। পিতা যদি মোহে, লোভে কি ভয়বশতঃ কন্যাকে অননুরূপ পাত্রে প্রদান করে, তাহা হইলে তাহাকে শতবৎসর পর্য্যন্ত নিরয় ভোগ করিতে হয়। অতএব ইচ্ছাপূর্ব্বক আমি কিছুতেই শূলপাণিকে কন্যা প্রদান করিব না ; অতএব হে ঋষিগণ! আমার পক্ষে যাহা যোগ্যবিধি, তাহাই আপনারা বলুন। হিমালয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া বেদবেদাঙ্গবিৎ বিধি-পুত্র বশিষ্ঠ তাঁহাকে বেদোক্ত বাক্যে বলিলেন ;—হে শৈলরাজ! লৌকিক ও বৈদিক বাক্য তিন প্রকার ; সর্ব্বত্রই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি নির্ম্মল জ্ঞানচক্ষুবলে সমস্তই জানিতে পারে ; যে বাক্য আপাততঃ শ্রুতিমধুর, কিন্তু পরিণামে অসত্য ও অহিতকর ; শত্রু পরপক্ষকে সুবুদ্ধি প্রদান না করিয়া ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। যে বাক্য বিপদে প্রীতিজনক ও পরিণামে সুখাবহ, দয়ালু ধর্ম্মশীল ব্যক্তি সেই বাক্যে বন্ধুকে প্রবোধ প্রদান করিয়া থাকেন। যে বাক্য সত্য, সারভূত ও হিতকর এবং শ্রুতিমাত্রেই অমৃততুল্য বোধ হয় ও পরিণামেও সুখাবহ ; তাহা সকল বাক্যের শ্রেষ্ঠ বাক্য এবং সকলের অভিমত। হে

শৈলরাজ! এই তিন প্রকার বাক্য নীতি-শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে; এখন আপনি বলুন, এই ত্রিবিধ বাক্যের মধ্যে কোন্ প্রকার বাক্য বলিব? গিরিরাজ! ত্রিদশেশ্বর শঙ্কর—রাজ্য-সম্পত্তি-বিহীন এবং তাঁহার মন সর্ব্বদা একাগ্রভাবে তত্ত্বজ্ঞানরূপ সাগরেই নিমগ্ন। এরূপ সম্পত্তিতে লক্ষ্মী ক্ষণ-বিনষ্টা বিদ্যুতের ন্যায় বিনাশ পায়। সেই সম্পত্তিতে সদানন্দময় ঈশ্বর স্বাত্মারামের স্পৃহা হইবে কেন? । ৪৭—৫৮। গৃহী ব্যক্তি যদি স্বীয় তনয়া রাজ্য-সম্পত্তিশালী ব্যক্তিকেও দান করে, তাহাতে কন্যা যদি অভিমত পতি লাভ না হওয়াতে দুঃখে কালযাপন করে, তাহা হইলেও পিতা কন্যা-ঘাতী হয়। কুবের যাহার কিঙ্কর, সেই শঙ্করকে দুঃখী বলিবে কে? তিনি ভ্রূভঙ্গিলীলায় জগতের সৃষ্টিনাশ করিতে সমর্থ। ভগবান্ শূলপাণি নির্গুণ,—পরমাত্মা, ঈশ্বর,—প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ; তিনি সকলের ঈশ্বর নির্লিপ্ত এবং সকল জন্তুতে লিপ্ত; এই সৃষ্টি-সংহার-কার্য্যে তিনিই একমাত্র কর্ত্তা, সৃষ্টিকার্য্যে তিনিই সর্ব্বস্বরূপ; তিনি স্বেচ্ছাময়; অতএব নিরাকার ও সাকার। তিনি সৃষ্টিকার্য্যে সৃষ্টিস্থিতি ও লয় করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব নামে ত্রিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করেন। ব্রহ্মা ঐ ত্রিবিধ মূর্ত্তির মধ্যে ব্রহ্মলোকে অবস্থান করেন, বিষ্ণু ক্ষীরোদসাগরে ও শিব কৈলাসে বাস করেন। ঐ ত্রিবিধ মূর্ত্তি কৃষ্ণের বিভূতিস্বরূপ; শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ,—এই দ্বিবিধ রূপবিশিষ্ট; সেই চতুর্ভুজরূপে বৈকুণ্ঠে ও দ্বিভুজরূপে স্বয়ং গোলোকে অবস্থান করেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সেই পরমাত্মা কৃষ্ণের অংশজাত; দেবগণের মধ্যে কেহ তাঁহার অংশজাত কেহ কেহ বা তাঁহার অংশের অংশজাত। সেই কৃষ্ণ সৃষ্টিকার্য্যে উন্মুখ হইয়া প্রথমে প্রকৃতি সৃজন করিয়া, সেই প্রকৃতির যোনিদেশে বীর্য্যাধান করেন; তাহার পর তাহাতে একটি ডিম্ব সমুদ্ভূত হয়, সেই ডিম্বমধ্যে মহাবিরাট্ উৎপন্ন হন; তিনিই কৃষ্ণের ষোড়শাংশরূপ মহাবিষ্ণু। সেই জলশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা সমুদ্ভূত হইয়াছেন; এবং ভালদেশ হইতে চন্দ্রশেখর শঙ্কর উৎপন্ন হইয়াছেন। তৎপরে মহা-বিষ্ণুর বাম পার্শ্ব হইতে বিষ্ণু উৎপন্ন হন; হে শৈলরাজ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি সমস্তই প্রাকৃতিক সৃষ্টি; সেই কৃষ্ণসমুদ্ভূতা প্রকৃতি নানামূর্ত্তি ধারণ করত লীলাক্রমে সৃষ্টিকার্য্যে অংশে ও কলায় বহুবিধ রূপ ধারণ করিয়াছেন। স্বয়ং রাসেশ্বরী রাধা, কৃষ্ণ-বামাঙ্গসম্ভূতা; বাক্যের অধি-ষ্ঠাত্রী দেবতা বাণী কৃষ্ণের মুখ হইতে উদ্ভূতা হইয়াছেন সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী লক্ষ্মী তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে সমুদ্ভূতা হইয়াছেন। ৫৯—৭১। তৎপরে দেবগণের তেজঃসমূহ হইতে শিবার আবির্ভাব হয়; শিবা সমস্ত দৈত্যকুল বিনাশ করিয়া দেবলোকে ইষ্ট সম্পত্তি প্রদান করেন। তিনি কল্পান্তরে দক্ষপত্নীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া সতীনামে বিখ্যাতা হইয়া শিবকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দক্ষও তাহাকে শিবকরে সমর্পণ করেন। তাহার পর সেই সতী স্বামিনিন্দা শ্রবণে যোগবলে দেহত্যাগ করিয়া পিতৃগণের মানসী কন্যা তোমার পত্নী মেনকার গর্ভে জগজ্জননী-রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। হে শৈলরাজ! এই শিবা জন্মে-জন্মেই শিবের পত্নী এবং কল্পে-কল্পে জ্ঞানীদিগের বুদ্ধিস্বরূপা ও জননীস্বরূপা বলিয়া প্রসিদ্ধা। ইনি জাতিস্মরা, সর্ব্বজ্ঞা, সিদ্ধিপ্রদা ও স্বয়ং সিদ্ধিরূপিণী; ইহার অস্থি ও ভস্ম শিব যত্নপূর্ব্বক দেহে ধারণ করিতেছেন। যদি তোমার স্বেচ্ছাক্রমে শিবকে কন্যা প্রদান করিতে অভিলাষ হয়, তাহা হইলে শীঘ্র তাঁহাকে কন্যা প্রদান কর; না হইলে তুমি দেখিতে পাইবে, ইনি স্বয়ং কান্তসমীপে গমন করিবেন। যে পুরুষ যে নারীর পতি থাকে, সেই রমণী প্রাক্তন-কর্ম্মযোগে তাঁহাকেই পতি লাভ করে. এইরূপ প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। সেই তত্ত্ববিৎ স্বাত্মারাম শম্ভু বিবাহে সমুৎসুক নহেন; কেবল সুরগণ তারকের পীড়ায় পীড়িত হইয়া তাঁহাকে নানাবিধ স্তব করিয়াছেন. এজন্য ভগবান্ কৃপাসিন্ধু [illegible] উৎপীড়নদর্শনে আর ব্রহ্মার প্রার্থনা-ক্রমে [illegible] হইয়াছেন। ৭২—৮২। ভগবান মহেশ নিজরূপে তোমার তনয়ার তপঃস্থানে আগমন করত তাঁহার অসংখ্যক্লেশদর্শনে প্রার্থিত বিষয়ে প্রতিশ্রুত হইয়া, তোমার তনয়াকে আশ্বাসবাক্যে বর-প্রদান-পূর্ব্বক নিজ ভবনে গমন করিয়াছেন। তৎ-শ্রবণে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, ভগবান্ নারায়ণ, ব্রহ্মা, ধর্ম্ম, ঋষিগণ ও মুনিগণ সমস্ত গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষসগণ সকলেই একত্র সমবেত হইয়া সমালোচনা করত আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন; ইহার পূর্ব্বে অরুন্ধতী আমাদের অগ্রে তোমার আলয়ে সমাগত হইয়াছেন। আমাদের বাক্যে তুমি প্রবোধিত হইলেই, আমরা সাতিশয় প্রীত হই; এই কার্য্য তুমি আপাততঃ অশুভ বলিয়া বিবেচনা করিতেছ বটে, কিন্তু ইহা পরিমাণে সুখদায়ক হইবে। শৈলেন্দ্র! তুমি

যদি স্বেচ্ছাক্রমে স্বীয় তনয়া শিবকে প্রদান না কর, তাহা হইলে, ভবিতব্যবলেই তাঁহাদের বিবাহ নিশ্চয় হইবে ; যে দেবাদিদেব শিব তপস্যাস্থলে সমাগত হইয়া শিবাকে বর প্রদান করিয়াছেন, তিনি দেবগণের শ্রেষ্ঠ, আদি-অন্ত-মধ্য-বিহীন, জ্ঞানিগণের গুরু, নির্ব্বিকার, জন্মবিহীন, যোগিগণের শ্রেষ্ঠ ; তিনি নারায়ণসহ রত্নময়-রথারোহণে তোমার আলয়ে আগমন করিবেন ; কারণ ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা কখনও বিপরীত হয় না। ৮৩—৯১। গিরিরাজ! এই জগতে ব্রহ্মা অবধি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই নশ্বর ; কিন্তু সাধুদিগের বাক্য দুর্লভ ও অবিনশ্বর। অনন্য-সহায় দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালনের নিমিত্ত অবলীলাক্রমে পর্ব্বতসমূহের পক্ষ ছেদন করিয়াছেন এবং পবনও অক্লেশে সুমেরু-শৃঙ্গ ভগ্ন করিয়াছেন ; অতএব হে হিমালয়! পর্ব্বতের মধ্যে এরূপ কে আছে যে, সুরগণসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়? যদ্যপি দুঃসাহসে নির্ভর করিয়া কেহ কেহ যুদ্ধে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় সেই সমস্ত পর্ব্বত পবনের সংক্ষোভে চালিত হইয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইবে ; অতএব গিরিরাজ! যদি একের রক্ষার জন্য সমস্ত সম্পত্তি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রদান করিয়া সমস্ত সম্পত্তি রক্ষা করাই উচিত ; কেবল শরণাগত ব্যক্তিকেই পরিত্যাগ করিবে না। নীতিবিদ্গণ বলিয়াছেন, শরণাগত ব্যক্তির রক্ষার নিমিত্ত, পুত্র, দারা, ধন প্রভৃতি সমস্ত এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্তও প্রদান করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে অনরণ্য-নামক রাজেন্দ্র এক ব্রাহ্মণ-তনয়কে স্বীয় কন্যা প্রদান করত ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, সমস্ত সম্পত্তি রক্ষা করেন। নীতিশাস্ত্রবিদ্গণ, সেই ব্রহ্মশাপনিমগ্ন, অতি কাতর অনরণ্য নৃপতিকে এই হিতকার্য্য করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ; অতএব হে শৈলরাজ! তুমিও স্বীয় তনয়া শিবকে প্রদান করত সমস্ত বন্ধুবান্ধবকে রক্ষা করিয়া, সুরকুল বশীভূত কর। পর্ব্বতেশ্বর বাক্য শ্রবণ করিয়া, দুঃখিতহৃদয়ে সেই অনরণ্য-রাজার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করত সহাস্যবদনে বলিলেন, ব্রহ্মন্! নৃপশ্রেষ্ঠ অনরণ্য কোন্ কুলসম্ভূত? তিনি কেন স্বীয় তনয়াকে দান করিয়া সমস্ত সম্পত্তি রক্ষা করিলেন?। ৯২—১০১। বশিষ্ঠ বলিলেন, গিরিরাজ! নৃপশ্রেষ্ঠ অনরণ্য মনুবংশোদ্ভব, তিনি চিরজীবী ধর্ম্মশীল জিতেন্দ্রিয় ও বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ছিলেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মার পুত্র ধার্ম্মিকপ্রবর স্বায়ম্ভুব মনু এক-সপ্ততিযুগ পর্য্যন্ত ধর্ম্মানুসারে রাজ্য প্রতিপালন করিয়া, তৎপরে পত্নী শতরূপার সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন-পূর্ব্বক হরির দাসত্ব লাভ করত তাঁহার পারিষদবর্গ-মধ্যে পরিগণিত হন। তৎপরে স্বারোচিষ-মনুর আবির্ভাব হয়, তাঁহার অবসানে উত্তম-মনু আবির্ভূত হন ; উত্তমের পরে ধার্ম্মিকপ্রবর তামস-মনুর আবির্ভাব হয় ; তাঁহার অধিকৃত কাল অতীত হইলে জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ রৈবত জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে চাক্ষুষ-মনু উদ্ভূত হন ; তাঁহার অবসানে বৈবস্বত-মনুর আবির্ভাব হয়। তিনি সপ্তম মনু বলিয়া বিখ্যাত ; তাঁহার পরে সূর্য্যতনয় সাবর্ণি-মনু জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই অষ্টম মনু ; এই সাবর্ণিই পূর্ব্বজন্মে চৈত্র-বংশোদ্ভব সুরথ নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার অবসান হইলে, দক্ষসাবর্ণি নামে নবম মনুর অধিকার ; তাহার পরে দশম ব্রহ্মসাবর্ণি ; তৎপরে একাদশ মনু শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসাবর্ণি ; তাঁহার অবসানে জিতেন্দ্রিয় বিষ্ণু-ভক্তি-পরায়ণ রুদ্রসাবর্ণির অধিকার ; তাঁহার অধিকার-সময় অতীত হইলে, দেবসাবর্ণি ; তাঁহার অবসানে ইন্দ্রসাবর্ণির অধিকার ; বন্ধুবর! আমি তোমার নিকটে এই চতুর্দ্দশ মনুর উৎপত্তির বিষয় বর্ণন করিলাম। এই সমস্ত মনু অবসানপ্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মার এক দিন হয়। ১০২—১১০। শৈলরাজ! এক্ষণে ইন্দ্রসাবর্ণির বৃত্তান্ত তোমাকে বলিতেছি, বিশেষরূপে অবগত হও। মনুশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রসাবর্ণি পরম ধার্ম্মিক ও গদাধরের পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি একসপ্ততিযুগপর্য্যন্ত ধর্ম্মানুসারে রাজ্য প্রতিপালন করিয়া, সুচন্দ্রের প্রতি সেই রাজ্যভার অর্পণ করত, তপস্যার নিমিত্ত গমন করিলেন। সেই সুচন্দ্রের মহাবল-পরাক্রান্ত শ্রীমান্ শ্রীনিকেতু নামে পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। সেই শ্রীনিকেতু হইতে মহাযোগী পুরীষাতরু-নামক এক পুত্র সমুৎপন্ন হন ; তাঁহার অতি তেজস্বী গোকামুখ নামে এক পুত্র সমুৎপন্ন হন। সেই গোকামুখের পুত্র বৃদ্ধশ্রবা, বৃদ্ধশ্রবার পুত্র ভানু, ভানুর পুত্র পুণ্ডরীক, তাঁহার পুত্র জৃম্ভণ, জৃম্ভণের পুত্র শৃঙ্গী, তাঁহার পুত্র ভীম, ভীমের পুত্র যশশ্চন্দ্র, এই যশশ্চন্দ্র যশঃপ্রভাবে চন্দ্রকে পরাজয় করেন। তাঁহার সুনির্ম্মল কীর্ত্তি অদ্যাপিও দেবগণ নিয়ত ঘোষণা করেন। তাঁহার পুত্র বরেণ্য, বরেণ্য হইতে পুণ্যারণ্য, পুণ্যারণ্য হইতে ধার্ম্মিক শ্রীমান্ অধরারণ্য অধরারণ্য হইতে মঙ্গলারণ্য জন্মগ্রহণ করেন। সেই মঙ্গলারণ্য অত্যন্ত জ্ঞানবান্ ও তপস্বী ছিলেন। তাঁহার অপুত্রতানিবন্ধন তিনি তপস্যার নিমিত্ত পুষ্কর-তীর্থে গমন করত, বহুকাল কঠোর তপস্যা করিয়া, মহাদেব হইতে বর লাভ করিলেন। সেই বরপ্রভাবে তাঁহার বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ জিতেন্দ্রিয় অনরণ্য নামে

এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রাজা তাঁহার প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তপস্যার নিমিত্ত বনে গমন করিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ অনরণ্য সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি হইয়া পুরোহিত ভৃগুদ্বারা শত যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। মহীপতি অনরণ্য তুচ্ছজ্ঞানে নশ্বর ইন্দ্রত্ব লাভ করিলেন না। তিনি লীলাক্রমে ইন্দ্র, বলি ও দানবেন্দ্র প্রভৃতিকে পরাজয় করিলেন; এবং তিনি স্বীয় তেজে প্রদীপ্ত-ভাবে শাসনপ্রণালী বিস্তার করিতে লাগিলেন। হে শৈলপতে! তৎপরে সেই অনরণ্যরাজের একশত পুত্র ও কমলা-সদৃশী রমণীয়া পদ্মা নামে এক তনয়া জন্ম গ্রহণ করিল। নৃপতির পুত্রগণ অপেক্ষা কন্যাতেই অধিক স্নেহ জন্মিল, তাঁহার সকল রমণীগণের শ্রেষ্ঠা সৌভাগ্য-শালিনী স্থিরযৌবনা পতিব্রতা অতিরূপবতী ও পুণ্যবতী পঞ্চাশৎ মহিষী ছিল। ১১১—১২৫। সেই অনরণ্য-রাজের তনয়া পিতৃগৃহে দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তখন নৃপতি-শ্রেষ্ঠ স্থানে স্থানে চর প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এক সময়ে পিপ্পলাদ মুনি স্বীয় আশ্রমে গমন করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, এমন সময়ে সেই সুনির্জ্জন তপঃস্থানে এক গন্ধর্ব্বকে দেখিতে পাইলেন। সেই গন্ধর্ব্ব স্ত্রীসহ শৃঙ্গার-সাগরে মগ্নচিত্ত হইয়া এরূপ মত্ত হইয়াছে যে, তাহাদের দিবারাত্রি জ্ঞান নাই। মুনিশ্রেষ্ঠ সেই গন্ধর্ব্বের এই ভাব সন্দর্শনে অত্যন্ত কামপীড়িত হইলেন; তখন তাঁহার তপস্যাতে চিত্ত আসক্ত হইলেও দারপরিগ্রহে অভিলাষ হইল। এক সময়ে মুনীশ্বর পিপ্পলাদ স্নানের নিমিত্ত পুষ্প-ভদ্রা নদীতে গমন করিয়া কমলা-সদৃশী রূপবতী মনোহারিণী সেই অনরণ্য-তনয়া পদ্মাকে দেখিয়া তাঁহার সমীপস্থিত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কন্যাটী কে? তাহারা বলিল,—ইনি অনরণ্য-রাজের কন্যা, ইহাঁর নাম পদ্মা। হিমালয়! তৎপরে মুনিবর স্নান করত অভীষ্টদেব রাধিকাপতিকে পূজা করিয়া কামায়ত্তচিত্তে অনরণ্য-তনয়াকে প্রার্থনা করিতে সেই অনরণ্যসমীপে গমন করিলেন। রাজা তখন মুনিকে দর্শন করত ভয়াকুলিত-চিত্তে শীঘ্র তাঁহাকে প্রণাম করত মধুপর্ক প্রভৃতি প্রদান পূর্ব্বক ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করিলেন। মুনি কামবশে সমস্ত গ্রহণ করিয়া তৎপরে তাঁহার কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে অনরণ্য রাজা মৌনা-বলম্বন করিলেন; কিছুই বলিতে সক্ষম হইলেন না। মুনি পুনর্ব্বার রাজাকে বলিলেন, হে অনরণ্য-রাজ! তুমি নিজ কন্যা আমাকে প্রদান কর, না হইলে শাপানলে ক্ষণকালমধ্যেই সমস্ত ভস্মসাৎ করিব। তখন সেই মুনির তেজে সভাস্থ সকলেই সমাচ্ছন্ন হইলেন; রাজা সেই মুনিকে বৃদ্ধ ও জরাতুর দেখিয়া বন্ধুগণের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। ১২৬—১৩৬। রাজমহিষীগণও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, এবং কন্যার মাতা মহারাজ্ঞী শোকে অধীরা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। সে সময়ে এক নীতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, রাজাকে তদীয় মহিষী ও পুত্রগণকে এবং সেই কন্যাকে প্রীতিপূর্ণ বাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, তিনি বলিলেন, হে নৃপ! বর্ত্তমান সময়েই হউক অথবা দিনান্তেই হউক কন্যা তোমার প্রদান করিতেই হইবে; এই বিপ্র ভিন্ন অন্য কাহাকেও আপনার প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে; আমি ব্রাহ্মণ ভিন্ন এ জগতে সৎপাত্র কাহাকেও দেখিতেছি না; অতএব এই বিপ্রকে কন্যা প্রদান করিয়া সমস্ত সম্পত্তি রক্ষা করুন। রাজন্! এই কন্যার নিমিত্তই আপনার সমস্ত সম্পত্তি বিনাশ পাইবার সম্ভব হইয়াছে; অতএব শরণা-গত ব্যক্তি ব্যতীত সেই কন্যাকে মাত্র পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত সম্পত্তি রক্ষা করাই আপনার কর্ত্তব্য। রাজা সেই প্রাজ্ঞ ব্যক্তির বাক্য শ্রবণ করত বারংবার বিলাপ করিতে লাগিলেন; তৎপরে স্বীয় তনয়াকে রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা করিয়া সেই মুনীন্দ্রকে প্রদান করিলেন। মুনিবর কান্তাকে গ্রহণ করত সানন্দচিত্তে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। তাহার পর রাজাও সমস্ত পরিত্যাগ করত তপস্যার নিমিত্ত বনে গমন করিলেন। তখন প্রধানা রাজমহিষী, স্বামী ও তনয়ার শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন; নৃপতি-বিরহে পাত্রগণ, পুত্রগণ ও ভৃত্যবর্গ সকলেই মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল। অনরণ্য রাধিকেশ্বরের চিন্তায় চিত্ত নিবিষ্ট করত তপস্যা করিলেন। এবং সেই গোলোকনাথের সেবা করত গোলোকধামেই গমন করিলেন। হে গিরিরাজ! তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কীর্ত্তিমান্ রাজা হইয়া, পুত্রের ন্যায় প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। ১৩৭—১৪৬।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

বশিষ্ঠ বলিলেন, শৈলরাজ! সেই অনরণ্যতনয়া যেরূপ লক্ষ্মী নারায়ণকে সেবা করেন, তদ্রূপ কর্ম্মদ্বারা, বাক্যদ্বারা ও মানসিক ভক্তিভাবে মুনির সেবা করিতে

লাগিলেন। এক সময়ে সতী অনরণ্যতনয়া স্নান করিবার নিমিত্ত মন্দাকিনীতে গমন করিয়াছেন, এমন সময়ে মায়াবলে নৃপরূপধারী ধর্ম্ম তাঁহাকে পথমধ্যে দেখিতে পাইলেন। তখন সেই ছদ্মবেশধারী ধর্ম্ম রত্নময়রথারূঢ় ও রত্নালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নবীন যৌবন, কামদেবতুল্য শরীর প্রভাশালী; শ্রীসম্পন্না সেই রমণীয়া সুন্দরীকে দেখিয়া প্রভু ধর্ম্ম সেই মুনিপত্নীর আভ্যন্তরিক বিষয় জানিবার নিমিত্ত মায়াচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অয়ি সুন্দরি! তোমাকে লক্ষ্মীর ন্যায় স্থিরযৌবনা মনোহারিণী দেখিতেছি; অতএব তুমি নিশ্চয় রাজযোগ্যা রমণী; তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তোমার এই জরাতুর বৃদ্ধসমীপে অবস্থান শোভাজনক হইতেছে না। চন্দনাগুরুবিলিপ্তা হইয়া রাজগণের বক্ষঃস্থলেই তুমি শোভা পাইবার উপযুক্ত; অতএব হে সুন্দরি! তুমি এই তপোনিরত সত্যজ্ঞ মরণোন্মুখ বিপ্রকে পরিত্যাগ করত রতিশূর কামার্ত্ত রাজেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ কর; সুন্দরী স্ত্রী, পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যফলে সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু রসিক ব্যক্তির আলিঙ্গনেই সেই সৌন্দর্য্যের সফলতা হয়; আমি সহস্র সুন্দরীর কান্ত ও কামশাস্ত্র-বিশারদ; অতএব কান্তে! আমাকে কিঙ্কররূপে গ্রহণ কর। আমি তোমাকে পাইলে অন্যান্য সকল রমণীগণকে পরিত্যাগ করিব। মনোহারিণি! তোমার সদৃশী কামিনীর সহিত আমি রমণীয় অতি নির্জ্জন স্থানে পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিনদে পুষ্পবাসিত বায়ুদ্বারা সুরভীকৃত কুসুমিত পুষ্পোদ্যানে বিহার করিব। সুন্দরি! কামজ্বরে প্রপীড়িতা রমণীর কামপীড়া নিবারণ করিতে আমিই সক্ষম; অতএব আমার সহিত বিহার করত জন্ম সফল কর। এই কথা বলিয়া নৃপরূপী ধর্ম্ম স্বীয় রথ হইতে অবতরণ করত তাঁহাকে ধারণ করিতে উদ্যত হইলে, তখন সতী পদ্মা সেই অহিতচারী ধর্ম্মকে বলিলেন, "পাপিষ্ঠ! নৃপকুলাধম! এস্থান হইতে দূর হ! যদি আমাকে পুনর্ব্বার কামভাবে জিজ্ঞাসা করিস্, তাহা হইলে নিশ্চয় ভস্ম হইবি! তপোবল-পবিত্র মুনিশ্রেষ্ঠ পিপ্পলাদকে পরিত্যাগ করিয়া তোর সদৃশ স্ত্রীজিত লম্পটকে ভজনা করিব? নরাধম স্ত্রীজিত ব্যক্তির স্পর্শমাত্রেই সমস্ত পুণ্য বিনষ্ট হয়, স্ত্রীজিত ব্যক্তি অপেক্ষা পাপী ও পাতকী জগতে কেহ নাই; আমি তোর মাতৃস্বরূপা, অথচ আমাকে স্ত্রীভাবে বাক্য প্রয়োগ করিতেছিস্; এজন্য আমার শাপে [illegible] দ্বারা তোর ক্ষয় হইবে। তখন ধর্ম্ম সতী-শাপ শ্রবণ করিয়া নৃপমূর্ত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব-মূর্ত্তি ধারণ করত কম্পিত কলেবরে বলিলেন, মাতঃ! আমি ধর্ম্মজ্ঞদিগের গুরুর গুরু—ধর্ম্ম; সতি! আমি পরস্ত্রীতে নিয়ত মাতৃবুদ্ধি করিয়া থাকি। আমি কেবল মনোভাব জানিবার জন্য তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি; তোমাদের মনের ভাব জানি বটে, তথাপি দৈবদোষে বিড়ম্বিত হইলাম। হে সাধ্বি! আমার দমনে বিরুদ্ধাচরণ হয় নাই, যথোচিত কার্য্যই হইয়াছে; উন্মার্গগামীদিগের শাস্তি ঈশ্বরই বিধান করিয়াছেন। ১—২০। যিনি ধর্ম্মের স্বধর্ম্মোপদেশে কালের বিনাশে ও বিধাতার বিধানে সক্ষম, সেই পরমাত্মা কৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি। যে বিভু সংহারকারী শঙ্করকেই কালক্রমে সংহার করিতে ও জগৎস্জনকারী বিধাতাকেও সৃজন করিতে সক্ষম; সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। যিনি যমের সংহার করিতে সক্ষম, মৃত্যুরও মরণের কারণস্বরূপ ও যিনি দৈবের সৃজনবিনাশে সমর্থ, সেই ভগবান্ কৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি। যিনি শাপ, সুখ, দুঃখ, বর, সম্পদ্ ও বিপদ্ প্রভৃতি প্রদান করিতে সক্ষম, সেই সনাতন কৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি। যিনি শত্রু, মিত্র, প্রীতি কলহ প্রভৃতি বিধান করিতে সক্ষম; যাঁহার ইচ্ছাক্রমে ক্ষীর ধবলিত, জল শৈত্যগুণসম্পন্ন এবং হুতাশন দাহিকাশক্তিসম্পন্ন হইয়াছে, সেই মহানুভব শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। যিনি প্রকৃতি, মহাবিষ্ণু, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি সৃজন করিয়াছেন, সেই পরমাত্মা কৃষ্ণকে আমি নমস্কার করিতেছি। যিনি অতি তেজঃস্বরূপ অথচ সেই তেজোরাশি হইতে বহুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন এবং যিনি গুণিশ্রেষ্ঠ অথচ নির্গুণ সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করিতেছি। যিনি সর্ব্বময় সর্ব্ববীজ ও সকলের অন্তরাত্মস্বরূপ, আমি সেই সর্ব্ববন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি; এই কথা বলিয়া জগদ্গুরু তাঁহার পুরোভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে প্রিয়ে! তখন সাধ্বী পদ্মা তাঁহাকে ধর্ম্ম জানিতে পারিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন, ভগবন্! আপনি সকল কর্ম্মের সাক্ষী; সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বতত্ত্ববিৎ ধর্ম্ম; তবে কেন মনোগত ভাব জানিবার নিমিত্ত কিঙ্করীকে বিড়ম্বনা করিলেন? হে ব্রহ্মন্! যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এবিষয়ে আমার কোন অপরাধ নাই। হে বিভো! আমি স্ত্রীস্বভাব-নিবন্ধন অজ্ঞানতাবশতঃ ক্রোধে আপনাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে আপনার কি অবস্থা ঘটিবে তাহাই চিন্তা করিতেছি। যদি আকাশ, দিক্, বায়ু

প্রভৃতি সমস্ত বিনষ্ট হয়, তথাপি সাধ্বী স্ত্রীর শাপ কখন বিফল হইবে না; আপনি যদি বিনষ্ট হন, তাহা হইলে সমস্ত সৃষ্টি বিনাশপ্রাপ্ত হইবে; এবিষয়ে আমি কংকর্তব্য-বিমূঢ়া হইয়াছি; তথাপি আপনাকে এক উপায় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ২১—৩৫। হে দেবশ্রেষ্ঠ! যেরূপ পৌর্ণমাসীতে শশী পূর্ণরূপে চতুষ্পদে প্রকাশিত হন, তদ্রূপ সত্যযুগে আপনিও পূর্ণরূপে বিরাজমান থাকিবেন। হে ভগবন্! ত্রেতাতে আপনার একপাদ ক্ষয়, দ্বাপরে দ্বিপাদ এবং কলিতে ত্রিপাদ ক্ষয় হইবে; কলিশেষে আপনার অবশিষ্ট একপাদ অচ্ছন্ন হইবে; আবার সত্য সমাগত হইলে, চতুষ্পাদে পূর্ণ হইবেন। আপনি সত্যযুগে সর্বব্যাপী হইবেন এবং অন্যান্য যুগে কোন কোন স্থানে প্রকাশিত থাকিবেন। হে বিভো! যাহাতে যাহাতে আপনার অবস্থান হইবে, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে ধর্মরাজ! বৈষ্ণব, বিপ্র, যতি, ব্রহ্মচারী, পতিব্রতা, নিষ্কাম জ্ঞানশালী, বানপ্রস্থ, ভিক্ষু, ধর্মশীল নরপতি, সাধু ব্যক্তি, সদ্বৈশ্যজাতি, দ্বিজসেবা-পরায়ণ শূদ্র, সৎসংসর্গী ও স্থিরচিত্ত পুরুষ; এই সমস্তে আপনি সম্পূর্ণরূপে বিরাজিত থাকেন। এই সমস্ত পুণ্যবান্ ব্যক্তি যুগে যুগে আপনার আধাররূপে কল্পিত থাকিবেন এবং অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, তুলসী, দেবার্হ পুষ্প ও সাধুব্যক্তি প্রভৃতিতেও আপনি বিদ্যমান থাকিবেন। দেবালয়ে, তীর্থে, সাধুগণের গৃহে, বেদবেদাঙ্গ-শ্রবণ-স্থলে ও সভাতে আপনার নিয়ত অবস্থান হইবেন এবং কৃষ্ণনাম গান, কৃষ্ণগুণ গান, তাহার শ্রবণ ও উচ্চারণ-স্থলে এবং ব্রত, পূজা, তপস্যা, ন্যায়, যজ্ঞ ও সত্যস্থলে আপনার নিয়ত অধিষ্ঠান হইবে। দীক্ষা, পরীক্ষা, শপথ, গোষ্পদভূমি, গো-গৃহ এবং গোষ্ঠে আপনি বিদ্যমান থাকিবেন। হে ধর্ম! এই সমস্ত স্থানে আপনার কৃশতা হইবে না; ইহা ভিন্ন যে যে স্থলে আপনার কৃশতা ঘটিবে, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ৩৬—৫৭। ভগবন্! বেশ্যা, বেশ্যাগৃহ, নরহত্যাকারীর গৃহ, নরহত্যাকারী, নীচ, মূর্খ ও খল ব্যক্তিতে আপনার কৃশতা হইবে এবং দেবতা, গুরু, ব্রাহ্মণ ও পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের ধনহরণকারী দুর্জন দূত চৌরগণে এবং রতিভূমে, দ্যূতক্রীড়াস্থলে ও ভূপালগণের কলহস্থলে আপনার ক্ষীণতা হইবে। যেখানে শালগ্রামশিলা, সাধুব্যক্তি, তীর্থ বা পুরাণ নাই তথায়; দস্যুগ্রস্ত-দেশে ও গর্ব্বপরায়ণ ব্যক্তিতে আপনার হীনতা হইবে। অসিজীবী, দেবল, গ্রাম-যাজক, বৃষবাহক, স্বর্ণকার, জীবহিংসোপজীবী, স্বামিনিন্দা-পরায়ণা রমণী, স্ত্রীজিতপুরুষ, দীক্ষা সন্ধ্যা ও বিষ্ণুভক্তিবিহীন ব্রাহ্মণ, মাংসবিক্রয়ী, কন্যাবিক্রয়ী, নিত্যা-বিক্রয়কারী, শালগ্রামশিলা-বিক্রয়ী, দেবমূর্তি-বিক্রয়ী, রসবিক্রয়ী ও ভূমিবিক্রয়ী, এই সমুদায়ে আপনার ক্ষীণতা সঞ্জাত হইবে। মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক, শরণাগতত্যাগী ও অশ্রিতত্যাগী ব্যক্তিতেও আপনার ক্ষীণতা হইবে। নিয়ত মিথ্যাভাষী, মাংস-হরণকারী, কাম ক্রোধ ও লোভবশতঃ মিথ্যাসাক্ষ্য-প্রদানকারী, পুণ্যকর্মবিহীন এবং পুণ্যকর্মবিরোধী; এই সমস্ত ব্যক্তিতে আপনার অবস্থান করিবার অধিকার নাই। হে প্রভো! ইহাতে আমার বাক্য সত্য হইবে ও আপনারও রক্ষা হইবে; এক্ষণে আমি পতি-সেবার নিমিত্ত গমন করিব; আপনিও স্ব-মন্দিরে গমন করুন। সাধ্বী অনরণ্যতনয়া এই কথা বলিলে, বিধিপুত্র ধর্ম প্রসন্নবদনে বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন, সাধ্বি! তুমি পতিভক্তি-পরায়ণা ধন্যা রমণী; তোমার নিয়ত মঙ্গল হউক। তুমি আমাকে পরি-ত্রাণ করিলে; অতএব বর প্রার্থনা কর, প্রদান করিব। ৫৮—৫৯। বৎসে! আমার বরে তোমার স্বামী যুবা, রতিশূর, রূপবান, গুণবান বাগ্মী ও সতত স্থির-যৌবন হউন; তুমিও পরমৈশ্বর্য্যশালিনী ও স্থির-যৌবনা হও এবং তোমার পতি মার্কণ্ডেয় হইতেও দীর্ঘজীবী, কুবের হইতে ধনবান্, ইন্দ্র হইতে ঐশ্বর্য্য-শালী, শিবতুল্য বিষ্ণুভক্ত ও কপিল অপেক্ষাও সিদ্ধ পুরুষ হউন; তুমি যাবজ্জীবন পতিসৌভাগ্যশালিনী হও ও তোমার গৃহ কুবেরভবন হইতেও সমৃদ্ধিশালী হউক। তুমি আমার বরে স্বীয় স্বামী অপেক্ষাও অধিক রূপগুণসম্পন্ন পুত্রগণের জননী হইবে। হে শৈলেন্দ্র! ধর্মরাজ এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলে, সতী পদ্মা তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রণাম করত স্বগৃহে গমন করিলেন। ধর্মও তাঁহাকে আশী-র্বাদ করত স্বীয় ভবনে আগমন করিলেন; পরে প্রতি সভায় সভায়, পতিব্রতা রমণীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পদ্মা স্ব-ভবনে গমন করত ধর্মবরে যৌবনপ্রাপ্ত স্বামী পিপ্পলাদের সহিত নির্জনে সতত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তৎপরে স্বীয় স্বামী হইতেও অধিক গুণসম্পন্ন দশ পুত্র প্রসব করিলেন। শৈলেন্দ্র! যেরূপে অনরণ্য স্বীয় তনয়া মুনিকে প্রদান করিয়া সমস্ত সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই পুরাতন ইতিবৃত্ত তোমার নিকটে বর্ণন করি-লাম। তুমিও সেই সর্বেশ্বরকে কন্যা প্রদান করত সম্পত্তি, ও আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবগণকে রক্ষা কর। পর্ব্বত-

রাজ! অদ্যাবধি সপ্তদিন অতীত হইলে অতি দুর্লভ শুভক্ষণ উপস্থিত হইবে; ঐ দিনে লগ্নাধিপতি লগ্নস্থ হইবেন। ঐ দিনে চন্দ্র স্বীয় পুত্র বুধের সহিত লগ্নাস্থ হইবেন এবং রোহিণীযুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ হইবেন; তারাও বিশুদ্ধ হইবে। সেই দিন মার্গশীর্ষ-মাসীয় সোমবার; ঐ দিনে কোন দোষের লেশ থাকিবে না। সমস্ত সদ্‌গ্রহের দৃষ্টি হইবে ও অসদ্‌গ্রহের দৃষ্টি নাশ হইবে; তাহাতে বিবাহ হইলে পতি-সৌভাগ্য ও সৎপুত্র লাভ হইবে। ঐ লগ্ন জন্ম জন্ম অবৈধব্যপ্রদ ও প্রীতিজনক; ঐ লগ্নবলে গাঢ়প্রেমের কখনও বিচ্ছেদ হয় না। অতএব হে পর্ব্বতরাজ! এই লগ্নে কন্যা পাত্রসাৎ করিয়া তুমি কৃতী হও। ৬০--৭৩। গিরিরাজ! তোমার এই কন্যা সমস্ত দেবগণের তেজঃস্বরূপা, দেবপূজিতা, জগজ্জননী, ঈশ্বরী, মূলপ্রকৃতি, ইহাঁকে জগৎপিতা শিবকে প্রদান কর। ইনি পূর্ব্বকল্পে দেবতাদিগের রক্ষার নিমিত্ত, সুরসমূহের তেজোরাশিস্বরূপে আবির্ভূতা হইয়া, দশদিক্ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইহাঁর স্বীয় তেজোবলে দৈত্যকুলমধ্যে কেহ কেহ দগ্ধ, কেহ কেহ পলায়িত ও কেহ কেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল এবং কেহ বিবরে প্রবিষ্ট, কেহ মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত, কেহ বা দন্তে তৃণ লইয়া ইহাঁর শরণাপন্ন হইয়াছিল। দেবীর ভীষণ প্রভাবে কেহ বস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিল, কেহ স্তম্ভিত হইয়াছিল, কেহ বা অনেক সময় যুদ্ধ করিয়া অনাময় স্বর্গধামে গমন করিয়াছিল। সুরগণ পূর্ব্বে ইহাঁর প্রভাবেই নিঃশত্রু হইয়াছিলেন। ইনিই কল্পান্তে কৃষ্ণের আজ্ঞাক্রমে দক্ষকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। ৭৪—৭৯। তৎপরে দক্ষও বিধিক্রমে শূলপাণিকে কন্যা প্রদান করেন; দৈববশতঃ আমার পিতার যজ্ঞে দেবসভায় দক্ষসহ শূলপাণির মহাকলহ হয়; তখন ত্রিলোচন রোষপরবশ হইয়া ব্রহ্মাকে প্রণাম করত গমন করিলেন। দক্ষও রুষ্ট হইয়া স্বীয় বন্ধুগণের সহিত স্ব-ভবনে গমন করিলেন। তৎ পরে দক্ষ কোপে মহা সমারোহে যজ্ঞ আরম্ভ করত সেই যজ্ঞভাগ মাৎসর্য্যবশতঃ শূলপাণিকে প্রদান করিলেন না। তাহাতে সতী পিতার সেইরূপ দুর্ব্ব্যবহার দর্শনে কোপে আরক্তলোচনা হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে পিতাকে বহুতর ভর্ৎসনা করত তথা হইতে মাতা প্রসূতির সমীপে গমন করিলেন। তৎপরে ত্রিকালজ্ঞ পরাৎপরা সতী যজ্ঞ ভঙ্গ ও পিতার পরাভব প্রভৃতি সমস্ত ভবিষ্যদ্বিষয় মাতার নিকটে বলিলেন; হে পর্ব্বতরাজ! সেই যজ্ঞ-স্থান হইতে দেবগণ, যাজ্ঞিকগণ, মুনিসমূহ ও পর্ব্বতদিগের পলায়ন, শিব-সৈন্যের জয়, নিজের মৃত্যু, বিরহাকুলিতচিত্তে স্বামীর শোকবশতঃ নানা স্থানে পর্য্যটন প্রভৃতি সমস্ত বর্ণন করিলেন; শঙ্করের নয়ন-সলিলে সরোবরের উদ্ভব, মূর্ত্তিভেদে শঙ্করকে পুনর্ব্বার পাইবেন, তাঁহার সহিত পুনর্ব্বার বিহার হইবে; এই সকল ভবিতব্য সমস্ত বিষয় মাতার নিকটে বলিয়া মাতা ও ভগিনীগণের নিষেধ-বাক্যে উপেক্ষা করত দুঃখিতান্তঃকারণে গমন করিলেন। তৎপরে সিদ্ধ-যোগিনী সতী জাহ্নবীতীরে গমন করত সকলের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া যোগবলে স্নানান্তে শঙ্করের পূজা করিলেন; পরে শঙ্করের চরণকমল স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করত গন্ধমাদন-দ্রোণীস্থ শরীরে প্রবেশ করিলেন। সেই গন্ধমাদন-স্থিতা দেবী পূর্ব্বে অখিল দৈত্যকুলকে বিনাশ করিয়াছিলেন। দেবী সেই শরীরে প্রবিষ্টা হইলে সুরগণ বিস্মিত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। এদিকে শঙ্কর-সেনাগণ দক্ষযজ্ঞ বিনাশপূর্ব্বক সকলকে পরাভব করিয়া শোকে ব্যাকুলহৃদয়ে গমন করত সমস্ত শঙ্করকে বলিল। শঙ্কর সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রুদ্রগণের সহিত শোকে সহসা মূর্চ্ছিত হইলেন; ক্ষণকাল পরে মূর্চ্ছা-ভঙ্গ হইলে ত্রিলোচন গাত্রোত্থান করিয়া যে স্থানে দেবীর দেহ পতিত ছিল, সেই মন্দাকিনীতীরে গমন করিলেন। ৮০—৯৫।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, অনন্তর মহাদেব গমন করত দেখিলেন;—জাহ্নবীতটে অম্লানপদ্মপত্রাভা মনোহরা সতীমূর্ত্তি শয়ান রহিয়াছে। সেই অক্ষমালাধারিণী সতীমূর্ত্তি তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় প্রভাসম্পন্না, তেজে প্রজ্বলিতা এবং শ্বেতবস্ত্রপরিধানা। সেই মূর্ত্তি-দর্শনে মহাদেব বিরহানলে দগ্ধপ্রায় হইতে লাগিলেন। তিনি মূর্ত্তিমান্ তত্ত্বরাশির স্বরূপ হইলেও তাঁহাকে মূর্চ্ছিত হইতে হইল। তখন প্রবল কলত্রশোক, সেই স্বাত্মারাম পরাৎপর বেদের বীজস্বরূপ যোগীন্দ্রগণের গুরু শঙ্করকেও পীড়া দিতে লাগিল। ত্রিলোচন, ক্ষণকাল পরে চেতনা লাভ করিয়া তাঁহাকে কি বলিবেন, ইচ্ছা করিলেন; আবার তাঁহার বদনকমল দর্শন করত সে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া তখন তিনি স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থিত রহিলেন। আবার সেই দীনগণের শরণপ্রদ, দীন-দৈন্যাপহারী শঙ্কর সাশ্রুনেত্রে অতি দীনভাবে

বিলাপ করত বলিলেন ;—হে প্রাণেশ্বরি! হে প্রিয়ে! তুমি গাত্রোত্থান কর, একবার গাত্রোত্থান কর ; হে সুভগে! দেখ, আমি তোমার স্বামী শঙ্কর ; তোমার নিকটে সমাগত হইয়াছি ; আমি শিবপ্রদ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বরূপ, সিদ্ধিপ্রদ, সকলের আত্মাস্বরূপ শিব ; কিন্তু প্রিয়ে! আমি তোমা ব্যতীত সকলের পক্ষে শবতুল্য। প্রিয়ে! তুমি সকলের শক্তি-রূপিণী তোমার আশ্রয়েই আমি শক্তিযুক্ত ছিলাম ; এক্ষণে শক্তি-হীন হইয়া সকল কার্য্যে নিশ্চেষ্ট শবতুল্য হইলাম ; হে বিজ্ঞে! যে ব্যক্তি শক্তিকে পরিজ্ঞাত নহে, সে-ই শক্তিকে নিন্দা করিয়া থাকে, তাহাকেই তোমার পরিত্যাগ করা উচিত ; তবে প্রিয়ে! আমাকে পরিত্যাগ করিলে কেন? প্রাণেশ্বরি! স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও আমি, আমরা তোমারই সাধ্যভূত ; তুমি হাস্যবদনে আমার প্রতি কটাক্ষদৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক সুধাতুল্য বাক্যপ্রয়োগে আমার হৃদয় শীতল কর। প্রিয়ে! মধুর আলাপ ও মধুর দৃষ্টিরূপ অমৃতময় বারিসেকে আমার দগ্ধ হৃদয়ের তাপ দূর কর ; এবং দূর হইতে আমাকে দর্শন করিয়া শীঘ্র আমার প্রতি স্নেহময় মধুরবাক্য প্রয়োগ কর। প্রাণাধিকে! এই নিশ্চেষ্টভাবে বিলাপপরায়ণ শিবকে এখনও সম্ভাষণ করিতেছ না? প্রিয়ে! তুমি যে আমার প্রাণের আধারস্বরূপা পরাৎপরা ; শীঘ্র গাত্রোত্থান কর ; তুমি জগতের আধাররূপিণী জগদম্বা অতএব দেবি! আমি অতি বিনীতভাবে বলিতেছি, তুমি গাত্রোত্থান কর। দক্ষকন্যে! গাত্রোত্থান কর, এই রোদন-পরায়ণ শিবকে একবারও নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিবে না? সুন্দরি! আমার প্রাণকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার গমন করা কর্ত্তব্য নহে ; পতিব্রতে! গাত্রোত্থান কর, কেন অদ্য আমাকে সেবা করিতেছ না? হে দেবজননি! জানিয়াও কেন ব্রত ভঙ্গ করিতেছ? এইরূপ বিলাপ করত বিরহাতুর শঙ্কর প্রিয়ার মৃতদেহ বক্ষে ধারণ-পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন ও চুম্বন করিতে লাগিলেন। শঙ্কর, প্রিয়ার অধরে অধর, বক্ষে বক্ষ স্থাপন করিয়া পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন করিতে করিতে আবার মূর্চ্ছিত হইলেন। তৎপরে শঙ্কর চেতনা লাভ করত শোক-বশে বেগে উত্থান করিলেন এবং জ্ঞানিগণের গুরুর গুরু হইলেও, তিনি উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইলেন। তৎপরে শঙ্কর অজ্ঞানের ন্যায় পত্নীর সুবর্ণপ্রতিম মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া সপ্তদ্বীপ লোকালোকে পর্ব্বতও সপ্তসিন্ধু পরিভ্রমণ করিলেন। পরে তিনি ভারতে শতশৃঙ্গগিরির পার্শ্বে জম্বুদ্বীপে সুনির্জ্জন প্রদেশে অক্ষয়বটমূলে নদীতীরে পরিভ্রমণ করিয়া হা সতি! সাধ্বি! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নত্রয় হইতে যে অশ্রু বিগলিত হইল, তাহাতে এক সরোবর উৎপন্ন হইল ; তাহারই নাম নেত্রসরোবর। তথায় মুনিগণ তপস্যা করেন। সে সরোবর দুইযোজন বিস্তীর্ণ ; সেটী এক মনোহর পুণ্যতীর্থ। গিরিরাজ! তাহাতে স্নান করিলে মানবগণের পুনর্জন্ম হয় না। তাহাতে স্নানমাত্রেই নরগণ শতজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করত হরিধামে গমন করে। ১—২৪। তৎপরে মহাযোগী শঙ্কর সেই সরোবর পরিত্যাগ করিয়া বিরহাকুলিতচিত্তে পূর্ণ এক বৎসর পর্য্যন্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিলেন। হে পর্ব্বতেশ্বর! সেই সতীদেহবিগলিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যে যে স্থানে পতিত হইল, সেই সেই স্থানে বাঞ্ছিতপ্রদ সিদ্ধপীঠ নামে প্রসিদ্ধ হইল। তৎপরে মহাদেব সতীর অবশিষ্টাঙ্গের সংস্কার করিয়া, অস্থিদ্বারা মালা নির্ম্মাণ করত স্বীয় কণ্ঠভূষণ করিলেন। শঙ্কর ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিদিন সতীর শরীরভস্ম গাত্রে লেপন করিতে লাগিলেন ; পুনর্ব্বার হা প্রাণেশ্বরি! হা সতি! বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন স্বয়ম্ভূ আত্মারাম পূর্ণকাম ভগবান্ শঙ্কর বিরহ-জ্বরে নিশ্চেষ্ট হইয়া পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে বিস্মৃত হইলেন। দেবগণ বটমূল-সমীপে শিবকে শয়নে দেখিয়া বিস্মিতভাবে তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন। লক্ষ্মী যাঁহার পাদপদ্ম নিয়ত অর্চ্চনা করেন, সেই ভগবান্ ঈশ্বর নারায়ণ, পারিষদবর্গের সহিত রত্নযানে তথায় সমাগত হইলেন। তিনি রত্নালঙ্কারে বিভূষিত, পীতবসন ও চতুর্ভুজ ; তাঁহার বদনমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত এবং প্রসন্ন ; তিনি বনমালায় বিভূষিত। তৎকালে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, অনন্ত, সুরগণ, মহর্ষিগণও তথায় আগমন করিলেন। দেব-গণ তথায় সমাগত হইয়া লক্ষ্মীকান্তকে প্রণাম করত সমাসীন হইলেন। ২৫—৩৩। তাহার পর জ্ঞানি-গুরু জ্ঞানীশ্বর শ্রীহরি সেই মূর্চ্ছিত শঙ্করকে বক্ষে ধারণ করত তাঁহাকে প্রবোধবাক্যে বলিলেন, শম্ভো! তুমি পরমাত্মাস্বরূপ হইয়া কেন এরূপ সামান্য জনের ন্যায় শোকে অধীর হইলে? আমার দুঃখ-শোক বিনা-শক সারভূত হিতকর আধ্যাত্মিক বাক্য শ্রবণ কর। হে শঙ্কর! তুমি বিধাতার বিধাতা, সর্ব্বজ্ঞ, জ্ঞান-নিধি ও জীব-স্বরূপ ; সমস্ত অধ্যাত্মতত্ত্বই তোমাতে বিদ্যমান আছে ; তথাপি তোমাকে প্রবোধ দিতেছি ; কারণ প্রাণ-সঙ্কট উপস্থিত হইলে, অজ্ঞানী ব্যক্তিও

জ্ঞানী ব্যক্তিকে প্রবোধ দানে সক্ষম হয়। ইহা জনসমাজে ব্যবহার আছে যে, বিপৎকালে সকলেই পরস্পরকে পরস্পরে প্রবোধ প্রদান করিয়া থাকে। গুণসকল মায়ার আশ্রিত; এই জন্য সেই গুণ সমস্ত সুখদুঃখের কারণ, এই জন্য বলবতী বিষ্ণু-মায়া গুণযুক্ত পুরুষকে পীড়ন করে। হে শম্ভো! দুর্দ্দিন উপস্থিত হইলে দুঃখ, শোক, ভয় প্রভৃতি অনিষ্ট ঘটনা উপস্থিত হয়; কিন্তু আবার সেই দুর্দ্দিন যাইয়া সুদিন সমাগত হইলে সে সমস্তই দূরীভূত হয়। তখন হর্ষ, ঐশ্বর্য্য, দর্প, এই সমস্ত বৃদ্ধি হয়; কিন্তু পণ্ডিতগণ তাহাকে স্বপ্নবৎ মনে করেন। হে শৈলরাজ! ভগবান্ ত্রিলোচন হরির বাক্য শ্রবণ করিয়া নেত্রত্রয় উন্মীলন করত তাঁহাকে বলিলেন, মহাত্মন্! তোমাকে তেজঃস্বরূপ দেখিতেছি, তুমি কে? তোমার সমীপস্থ ইহারাই বা কে? তোমার নাম কি? ইহাদেরই বা নাম কি? সতী কে? আর আমিই বা কে? তুমি কাহাকে কি বলিতেছ? এবং আমাকেই বা কি বলিতেছ? আমি কিজন্য এখানে আসিয়াছি? আমি কোথায় যাইব? আর ইঁহারাই বা কোথায় যাইবেন? তাহা আমাকে বল। হে গিরে! শ্রীহরি এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বগণের সহিত রোদন করত নেত্রনীর দ্বারা সেই রোদনপরায়ণ শিবকে অভিষিক্ত করিলেন। হরিহরের নেত্রনীরে পবিত্র জলসম্ভূত ত্রিভুবন-পাবন তীর্থ উৎপন্ন হইল। ৩৪—৪৫। ভারতে অস্তগিরির পশ্চাদ্ভাগে অক্ষয়বটসমীপে ঐ তীর্থ সম্ভূত হইলে তাহা তপস্বীদিগের মুক্তিবীজ স্বরূপ তপস্যার স্থানরূপে পরিগণিত হইল। অনন্তর শ্রীহরি, সমস্ত দেবগণ মুনিগণ ও ঊর্দ্ধরেতাদিগের সমক্ষে হরকে পুনর্ব্বার অধ্যাত্ম বিষয় উপদেশ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন, হে শঙ্কর! তুমি পরাৎপর জ্ঞাননিধি সনাতন জ্ঞানানন্দস্বরূপ; এক্ষণে তুমি শোকবশতঃ প্রকৃষ্ট জ্ঞান বিস্মৃত হইয়াছ; তোমাকে অধ্যাত্ম বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে শঙ্কর! এই সংসারে সুদিন ও দুর্দ্দিন নিয়ত ভ্রমণ করে, সেই সুদিন-দুর্দ্দিনই সকল প্রাকৃত বিষয়ের সুখ-দুঃখের কারণস্বরূপ; তাহার মধ্যে সুখ হইতে হর্ষ, দর্প, শৌর্য্য, প্রমত্ততা, রাগ, ঐশ্বর্য্য, অভিলাষ, বিদ্বেষ প্রভৃতি উৎপন্ন হয় এবং দুঃখ ও শোক হইতে সমুদ্বেগ ও ভয় প্রবর্দ্ধিত হয়। হে মহেশ্বর! ইহার কারণ বিনাশ হইলেই এই সমস্ত বিনষ্ট হয়। হে শঙ্কর! সুদিন-দুর্দ্দিন স্বীয় কর্ম্মোদ্ভূত; সেই কর্ম্ম তপঃসাধ্য এবং শুভাশুভ কার্য্য সকল সেই কর্ম্মসাধ্য; তপস্যা স্বভাবসাধ্য, স্বভাব অভ্যাসসাধ্য, সেই অভ্যাস সংসর্গসাধ্য এবং সংসর্গ পুণ্য হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে শম্ভো! মন—পাপপুণ্য উভয়েরই কারণস্বরূপ, সেই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগ্রবর্ত্তী-মন আমারই অংশে উৎপন্ন। হে শঙ্কর! আমি, তুমি, কি প্রজাপতি ব্রহ্মা—আমরা সকলেরই জনক; ব্রহ্ম এক পদার্থ,—কেবল গুণভেদে মূর্ত্তিভেদে সংজ্ঞিত হইয়া থাকে। হে শিব! সেই ব্রহ্ম দ্বিবিধ—সগুণ ও নির্গুণ; তিনি মায়াযুক্ত হইলে, সগুণ ও মায়ারহিত হইলে নির্গুণ হইয়া থাকেন। ৪৬—৫৫। ভগবান্ স্বেচ্ছাময়; তিনি ইচ্ছায় সমস্ত সৃজন করেন; তাঁহার ইচ্ছাশক্তি প্রকৃতি নামে অভিহিতা এবং নিত্যা। তিনিই সমস্ত জগৎ প্রসব করেন। এক ব্রহ্মকে কেহ কেহ বলেন, সনাতন ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ; কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্ম দ্বিবিধ, প্রকৃতি ও পুরুষ; যাঁহারা ব্রহ্ম এক বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম সর্ব্বকারণস্বরূপ ও প্রকৃতিপুরুষ হইতে অতীত; এবং সেই ব্রহ্ম হইতেই প্রকৃতিপুরুষ, এই উভয়ের উৎপত্তি হইয়াছে; অথবা এক পরমব্রহ্ম ইচ্ছাক্রমে দ্বিবিধ হইয়া থাকেন। সেই শক্তিই সমস্ত শক্তি-প্রসবকারিণী প্রকৃতি; পরমব্রহ্ম সেই ইচ্ছাশক্তিতে আসক্ত হইলেই সগুণ শরীরী ও প্রাকৃত বলিয়া উক্ত হন, এবং তাহাতে লিপ্ত না হইলেই নির্গুণ নিরঙ্কুশ বলিয়া কথিত হন। সেই সনাতন ভগবান্ পরমাত্মা নিত্য সর্ব্বাধার সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বসাক্ষী। তিনি সকল স্থানেই অবস্থান করেন এবং সকল বিষয়ের ফল প্রদান করেন। হে শম্ভো! তাঁহার শরীর দ্বিবিধ, নিত্য ও প্রাকৃত; নিত্য-শরীর অবিনাশী ও প্রাকৃত-শরীর বিনশ্বর। হে ভগবন্! আমার ও তোমার দেহ নিত্য; কিন্তু যাহারা আমাদের অংশজাত, তাহাদের শরীর বিনশ্বর ও প্রাকৃত বলিয়া কথিত হয়। হে শঙ্কর। দশ রুদ্র তোমার অংশজাত ও বিষ্ণুরূপী পুরুষগণ আমার অংশজাত। আমার দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ এই দ্বিবিধরূপ; আমি চতুর্ভুজরূপে লক্ষ্মী ও পারিষদবর্গের সহিত বৈকুণ্ঠধামে বিরাজমান ও দ্বিভুজরূপে গোপীগণ ও রাধিকাসহ গোলোকধামে বিরাজ করি। যাহারা ব্রহ্মপদার্থের উভয়রূপ স্বীকার করে, তাহাদের মতে তাঁহার উভয়রূপই প্রধান;—পুরুষ নিত্য ও ঈশ্বরী প্রকৃতিও নিত্যা। হে শিব! তাঁহারা জগতের পিতা মাতাস্বরূপ ও উভয়েই সর্ব্বদা সংশ্লিষ্ট। তাঁহারা উভয়েই ইচ্ছাবশতঃ শরীর ধারণ করেন ও অশরীরীও হইয়া থাকেন; ইচ্ছাবশতই আবার নানারূপ ধারণ

করেন। ৫৬—৬৭। যেরূপ পুরুষের প্রাধান্য, সেই-রূপ প্রকৃতিরও প্রাধান্য; অতএব হে শম্ভো! যদি সতীকে পাইবার ইচ্ছা কর, তাহা হইলে প্রকৃতির স্তব কর। শঙ্কর! যে স্তব আমি পূর্ব্বে দুর্ব্বাসাকে প্রদান করিয়াছিলাম, সেই কাণ্বশাখোক্ত স্তোত্রে জগৎপ্রসূতি প্রকৃতিকে আরাধনা কর। হে শম্ভো! আমার আশীর্ব্বাদে তোমার শোক দূরীভূত হইয়া মঙ্গল হউক এবং তোমার স্ত্রীবিরহযাতনা ও বিরহের কারণও নিদূরিত হউক। হে গিরিরাজ! লক্ষ্মীপতি এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, মহেশ্বর ভক্তিযুক্ত হইয়া বদ্ধাঞ্জলিপুটে শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রহ্মাকে প্রণাম এবং স্তব করত প্রকৃতির স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।— হে সনাতনি! তুমি পরমাত্মস্বরূপা, পরমানন্দদায়িনী, ব্রহ্মস্বরূপিণী, ব্রাহ্মী নামে বিখ্যাতা; অতএব দেবি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে দুর্গতিনাশিনি দুর্গে! তুমি দুর্গাসুরকে নাশ করিয়াছ এবং মঙ্গল-প্রদান করিয়া থাক, তুমি ভবার্ণব-পারের নবীন-তরণী-স্বরূপা; অতএব ভদ্রে! তুমি এই ভবার্ণবে পতিত ব্যক্তির প্রতি প্রসন্না হও। হে সর্ব্বরূপে! তুমি সর্ব্ববাগ্‌স্বরূপিণী, সর্ব্বেশ্বরী, সকলের আধার ও জয়প্রদায়িনী; অতএব হে সর্ব্ববিদ্যে! তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে সর্ব্বমঙ্গলে! তুমি সকল বিষয়ে মঙ্গলরূপিণী, নিখিলমঙ্গলদায়িনী ও সকল মঙ্গলের আধারস্বরূপা; তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে জগদম্বে! তুমি নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, তুষ্টি, পুষ্টি, দয়া, লজ্জা ও মহামায়াস্বরূপিণী; অতএব আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে ভক্তবৎসলে! তুমি শান্তি, কান্তি ও সর্ব্বান্তঃস্বরূপা এবং ক্ষুধা, পিপাসা, লজ্জা, মেধা ও বুদ্ধিস্বরূপা; অতএব দেবি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। ৬৮—৬৯। হে বেদমাতঃ! বেদরূপিণি, বেদসমূহের কারণস্বরূপা; তুমিই বেদ প্রদান করিয়া থাক এবং তুমি সর্ব্ববেদাঙ্গস্বরূপা তুমি আমার প্রতি সুপ্রসন্না হও। হে বিষ্ণুমায়ে! তুমিই নারায়ণের ক্রোড়স্থিতা লক্ষ্মী এবং তুমিই বিধাতার বক্ষে ভারতী-রূপে অবস্থান কর ও আমার ক্রোড়ে মহামায়ারূপে অবস্থান করিয়া থাক। হে দীনবৎসলে! তুমি কলাকাষ্ঠা প্রভৃতি সময়ের মানস্বরূপা এবং দিবারাত্রি-স্বরূপা; তুমিই সকলের পরিণাম প্রদান কর; অতএব দেবি! প্রসন্না হও। হে ভদ্রে! তুমি সর্ব্ব-শক্তির কারণস্বরূপা এবং কৃষ্ণবক্ষঃস্থলে নিয়ত অবস্থিতা রাধিকাস্বরূপা; তুমি কৃষ্ণপ্রাণাধিকা; শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে নিরন্তর পূজা করিয়া থাকেন; তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। দেবি! তুমি যশঃস্বরূপা, যশঃসমূহের কারণ-স্বরূপা; সমস্ত দেবস্বরূপা; তুমি নারীরূপ সৃষ্টি করিয়াছ এবং তুমিই স্বীয় অংশের অংশে নারীরূপ ধারণ করিয়াছ; অতএব দেবি! আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে শুভে! তুমি সমস্ত সম্পত্তিরূপিণী ও সর্ব্ব-সম্পৎ-প্রদায়িনী এবং তুমি নিখিল সম্পত্তির কারণ-রূপিণী; অতএব হে আনন্দময়ি! আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে যশস্বিনি! তুমি যশস্বিগণের পূজনীয়া; অতএব আমার প্রতি প্রসন্না হও। দেবি! তুমি সমস্ত জগতের আধারস্বরূপা এবং তুমি বসুধার সংস্কারস্বরূপা ও চরাচররূপিণী; অতএব আমার প্রতি অচিরাৎ প্রসন্না হইয়া আমাকে রক্ষা কর। হে সিদ্ধ-যোগিনি! তুমি যোগস্বরূপা, যোগের ঈশ্বরী, যোগ প্রদা-য়িনী, যোগের কারণস্বরূপা, যোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও পরমেশ্বরি; অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে সিদ্ধেশ্বরি! তুমি সর্ব্বসিদ্ধিস্বরূপা, সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী, সর্ব্বসিদ্ধির কারণস্বরূপা; অতএব দেবি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে মহেশ্বরি! সমস্ত শাস্ত্রের ব্যাখ্যাবিষয়ে মতভেদ আছে, অতএব পরমেশ্বরি! জ্ঞান ও অজ্ঞানতাবশতঃ যে কিছু বলিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর। পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রকৃতির পুরুষের প্রাধান্য বলেন, কেহ কেহ বা প্রাধান্য স্বীকার করেন; ফলতঃ মতদ্বৈধবশতঃ ব্যাখ্যা ভিন্নরূপে হইয়া থাকেন। ৭০—৯০। দেবি! পূর্ব্বে দুর্দ্দান্ত মধুকৈটভ মহাবিষ্ণুর নাভিকমল-স্থিত কমলযোনিকে অবলীলাক্রমে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে, সেই স্তুতিপরায়ণ ব্রহ্মার রক্ষার নিমিত্ত তুমিই গোবিন্দকে দৈত্যদ্বয়ের বিনাশের জন্য প্রবোধ প্রদান করিয়াছিলে; তৎপরে নারায়ণ, শক্তিরূপা তোমার সহযোগে সেই দুর্দ্দান্ত অসুরদ্বয়কে বিনাশ করেন। তোমার সাহায্যে সর্ব্বেশ্বর হওয়া যায়, কিন্তু আমি তোমা হইতে বিরহিত বলিয়া অনীশ্বর হইয়াছি। হে সুরেশ্বরি! পূর্ব্বে আমি যখন ত্রিপুর-সংগ্রামে আকাশ হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইয়াছিলাম, তখন তুমি বিষ্ণুর সহিত আমাকে রক্ষা করিয়াছিলে; অধুনা আমি বিরহানলে দগ্ধ হইতেছি, আমাকে রক্ষা কর। হে পরমেশ্বরি! তোমার দর্শনরূপ পণ্যে আমাকে ক্রয় কর, এইরূপ স্তব করিয়া শম্ভু বিরত হইয়া দেখি-লেন, গগনতলে রত্নসারবিনির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া দেবী দশভুজা সমাগত হইয়াছেন। তাঁহার তপ্তকাঞ্চ-নের ন্যায় শরীরের আভা; তিনি রত্নাভরণে বিভূষিতা; তাঁহার বদন ঈষৎ হাস্য-যুক্ত অতএব প্রসন্ন; তিনি

জগন্মাতা সতী। বিরহাকুল শঙ্কর দশভুজা দেবীকে দর্শন করিয়া অবিলম্বে রোদনপূর্ব্বক বিরহজনিত দুঃখ নিবেদন করত তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্তব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে শরীরস্থিত অস্থিমালা বিভূতি-ভূষণ দেখাইয়া বহুবিনয়পূর্ব্বক দেবীর সন্তোষ সাধনে যত্নবান্ হইলেন। তখন নারায়ণ, ব্রহ্মা, ধর্ম্ম, অনন্ত, দেবর্ষিগণ; ইঁহারা সকলেই বলিলেন, হে ঈশ্বরি! শিবকে শান্ত করুন; এই কথা বলিয়া সনাতনীর স্তব করিতে লাগিলেন। তখন দেবী সেই দেবগণের স্তোত্রে সন্তুষ্টা হইলেন এবং প্রাণবল্লভা প্রকৃতি কৃপা করিয়া প্রাণেশ্বর শম্ভুকে বলিলেন, হে প্রাণাধিক! মহাদেব! তুমি স্থির হও। প্রভো! তুমি পরমাত্মাস্বরূপ ও যোগিগণের ঈশ্বর এবং আমার প্রতিজন্মে স্বামী। হে মহেশ্বর! আমি শৈলেন্দ্র হিমালয়ের পত্নীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া তোমার পত্নী হইব; তুমি বিরহ-যাতনা পরিত্যাগ কর। দেবী এইরূপে শিবকে আশ্বাসিত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। দেবগণও সেই লজ্জানত মস্তকে শিবকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, স্ব-ভবনে গমন করিলেন। তখন শিব আহ্লাদে পুলকিত হইয়া কৈলাসে গমন করত বিরহজ্বর পরিত্যাগ করিয়া গণের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। যে মানব এই শম্ভুকৃত প্রকৃতিস্তব পাঠ করে, তাহার কোন জন্মে কামিনীবিচ্ছেদ ঘটে না, এবং সে ইহলোকে সুখ ভোগ করত অন্তে শিবমন্দিরে গমন করে। তাহার যে ইহজন্মে ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়; তাহাতে সংশয় নাই। ৯১—১০৭।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, রাধিকে! হিমালয় বশিষ্ঠ-বাক্য শ্রবণ করিয়া ভার্য্যা ও অমাত্যবর্গের সহিত বিস্মিত হইলেন। তখন পার্ব্বতী দেবী স্বয়ং ঐ বাক্য শ্রবণে হাস্য করিতে লাগিলেন। এদিকে অরুন্ধতী নিরাহারে কাতরা ও রোদনপরায়ণা মেনকাকে প্রবোধ প্রদান করিলে, তিনি শোকপরিত্যাগপূর্ব্বক অরুন্ধতীকে বিবিধ উপাদেয় ভোগ্য বস্তু ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিলেন; তৎপরে হৃষ্টান্তঃকরণে সমস্ত মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন। হে প্রিয়ে! শৈলরাজ বশিষ্ঠের আজ্ঞানুসারে সম্ভৃত-সম্ভার হইয়া, নানাস্থানে পার্ব্বতীর বিবাহসূচক পত্র প্রেরণ করিলেন; তৎপরে শিবের নিকট মঙ্গলপত্রিকা প্রেরণ করিয়া নানাবিধ দ্রব্য ও বিবিধ বাদ্য বাদন করাইতে লাগিলেন। হে সুন্দরি! তাহার পর শৈলরাজ তণ্ডুলের পর্ব্বত, চিপীটকের পর্ব্বত এবং তৈল, ঘৃত, দধি, গুড়, আসব, ক্ষীর, সদ্যোজাত ঘৃত, নবনীত প্রভৃতি দ্বারা বহুবিধ দীর্ঘিকা নির্ম্মাণ করাইলেন। তাঁহার অনুমতিক্রমে যত্নপূর্ব্বক স্বস্তিক শর্করা লড্ডুক যবচূর্ণাদি দ্বারা পিষ্টক ও ঘৃতপক্ক পিষ্টক নির্ম্মিত হইল। নানা প্রকার বহ্নি-শুদ্ধ বস্ত্র ও সাধারণ বস্ত্র চন্দ্রকান্তমণি রত্ন প্রবাল সুবর্ণ রজত প্রভৃতি দ্রব্য-সমূহ শৈলরাজ বিধিপূর্ব্বক আহরণ করিয়া সেই মঙ্গলময় দিবসে মাঙ্গলিক কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ১—১০। তৎপরে পর্ব্বতস্ত্রীগণ পার্ব্বতীর সংস্কার সম্পাদনপূর্ব্বক স্নান করাইয়া উত্তম বস্ত্রযুগল পরিধান করাইলেন, এবং তাঁহারা পার্ব্বতীকে সুবেশা ও রত্নভূষণে বিভূষিতা করিয়া দূর্ব্বাঙ্কুরযুক্ত দর্পণ ধারণ করাইলেন। শৈলরমণীগণ পার্ব্বতীর পাদযুগলের অঙ্গুলিতে চারুতর অলক্তক বিন্যস্ত করত গণ্ডে রমণীয় পত্রাবলি রচনা ও নেত্রে কজ্জল প্রদান করিলেন; এবং তাঁহার পট্টসূত্র-নিবদ্ধ বামদিকে-ঈষদ্বক্র মালতী-মাল্যবেষ্টিত মনোহর কবরীভার রচনা করিলেন। হে রাধে! এই সময়ে সুরেশ্বরগণ রত্ন-যানস্থ ত্রিলোচনকে লইয়া হিমালয়গৃহে সমাগত হইলেন। শৈলরাজ সমধিক উদ্যোগে তাঁহাদিগকে সমাদর করিবার নিমিত্ত পূজিত ব্রাহ্মণ ও শৈলদিগকে প্রেরণ করিলেন। তৎপরে গিরিরাজের আজ্ঞানুসারে তাঁহার নগরের প্রাঙ্গণে পট্টসূত্রনিবদ্ধ রসালপল্লবযুক্ত সারি সারি রম্ভাতরু প্রোথিত হইল এবং সেই রম্ভাতরুসমূহে ফল ও পল্লব শোভা পাইতে লাগিল; তাহার মূল দেশে জলপূর্ণ চন্দন, অগুরু, কস্তূরী, সুচারু কুঙ্কুম ও মালতীমাল্যযুক্ত কলস সমস্ত সংস্থাপিত হইল; তাহাতে প্রাঙ্গণের মনোহর শোভা বিস্তারিত হইতে লাগিল। তৎপরে হিমালয় পুরোভাগে দেবেশ্বরগণকে দর্শন করিয়া প্রণাম করত তাঁহাদিগকে রত্নসিংহাসন প্রদান করিতে কিঙ্করগণকে প্রেরণ করিলেন। ভগবান্ চতুর্ভুজ নারায়ণ, শীঘ্র রথ হইতে অবরোহণ করিয়া পারিষদবর্গের সহিত সভায় উপবেশন করিলেন, তিনি বিবিধ রত্নময় ভূষণে বিভূষিত। তাঁহাকে চতুর্ভুজ পারিষদগণ রত্নমুষ্টিনিবদ্ধ শ্বেত-চামর বীজন করত সেবা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ ও সুরশ্রেষ্ঠগণ সেই সভামধ্যে সেবা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মুখ-কমল প্রসন্ন এবং তিনি ভক্তানুগ্রহপরায়ণ হইয়া সেই সভামধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎপরে

ব্রহ্মা দেবগণসহ তাঁহার সমীপে উপবেশন করিলেন এবং সেই মঙ্গলস্থলে ঋষি ও মুনিগণও আনন্দে উপবেশন করিলেন। ১১—২৩। এই সময়ে শম্ভু রথ হইতে অবরোহণ করিয়া রত্নালয়ে অবস্থান করত শৈলরাজের পুরশোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন বৃদ্ধা, বালিকা, যুবতী প্রভৃতি শৈলেন্দ্রপুরনারীগণ রত্নভূষণে বিভূষিতা হইয়া সকলেই শিবকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় সমাগত হইলেন। কেহ কেহ সিন্দুর-হস্তে, কেহ কেহ কঙ্কতিকা-হস্তে, কোন কোন স্ত্রী কজ্জল-হস্তে, কেহ কেহ বা বস্ত্র-হস্তে, কেহ কেহ অর্দ্ধবিভূষিতা, কেহ বা অর্দ্ধভূষণবিহীনা, কেহ ভূষণ-বর্জ্জিতা হইয়া, কেহ কেহ সর্ব্বাভরণে বিভূষিতা হইয়া, সকলেই সেই পর্ব্বতালয়ে সানন্দহৃদয়ে আগমন করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে মনোহারিণী ঋষিকন্যা, দেবকন্যা, নাগকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা, শৈলকন্যা, ও রাজকন্যাগণও তথায় সমাগতা হইলেন। তখন রম্ভা প্রভৃতি সমস্ত অপ্সরাগণ তথায় আগমন করিলেন। মেনকা কন্যাগণসহ বর শঙ্করকে দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তাঁহারা দেখিলেন, শঙ্করের শরীরের আভা সুচারুচম্পককুসুমের আভার ন্যায় উজ্জ্বল এবং এক-বদন, ত্রিনয়ন; তিনি রত্নাভরণে বিভূষিত ও তাঁহার মুখমণ্ডল ঈষৎ-হাস্যযুক্ত; অতএব প্রসন্নভাবপূর্ণ। তিনি কস্তূরী, চন্দন, অগুরু ও মনোহর কুঙ্কুম বিভূষিত ও মালতী-মাল্যযুক্ত বিশুদ্ধ রত্নমুকুটে উজ্জ্বলভাবে শোভা পাইতেছে। তিনি বহ্নি-বিশুদ্ধ অতুল সূক্ষ্মতর অমূল্য বিচিত্র বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়াছেন; এজন্য তাঁহার সুন্দর শোভা বিস্তারিত হইতেছে। তিনি যোগিগণের গুরুর-গুরু স্বেচ্ছাময় গুণাতীত ব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ সনাতন; তাঁহার হস্তে রত্নময় দর্পণ শোভা পাইতেছে। তিনি রূপবিহীন;—কেবল গুণভেদে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশিত হয়। তিনি সৃষ্টি-স্থিতি ও বিনাশের কারণভূত এবং সংসারস্থ পতিত জীবগণের উদ্ধার করিয়া থাকেন; তিনি সর্ব্বাধার সর্ব্ববীজ, সর্ব্বেশ্বর এবং সকলের জীবনস্বরূপ। তিনি সাক্ষীস্বরূপ, পরমাত্মা, নিরীহ, অক্ষর, আদ্য-অন্তমধ্যরহিত, তিনি সর্ব্বাদ্য, সর্ব্বরূপ। মেনকা জামাতার এতাদৃশ রূপ দর্শন করত আনন্দিতা হইয়া শোক পরিত্যাগ করিলেন। তখন অন্যান্য যুবতিগণ তাঁহার সেই রূপ দর্শনে ধন্য-ধন্য বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং কোন কোন কন্যাগণ বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, দুর্গা কি ভাগ্যবতী! আমাদের জ্ঞান-গোচরে এরূপ বর কখন দেখি নাই। ২৪—৩৮। কোন কোন স্ত্রী নির্নিমেষলোচনে শিবকে দর্শন করিতে লাগিল; কোন কোন স্ত্রী শিবকে দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিতা হইল; কেহ কেহ স্বীয় পতিকে নিন্দা করিতে লাগিল; কেহ কেহ বা শিবকে লাভ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিল। কেহ কেহ শিবদর্শনে ভাবে পুলকিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল; কোন কোন কামিনী কামবশে মৌনাবলম্বন করত স্তম্ভিতা হইয়া রহিল। শঙ্করের রূপ দর্শন করিয়া দেবগণ আনন্দিত হইলেন। তখন গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিল এবং অপ্সরাকুল নৃত্য করিতে লাগিল। এই সময়ে বাদকগণ নানাপ্রকার মধুর বাদ্য সকল নিপুণতার সহিত নানারূপে বাজাইতে লাগিল। সেই সময়ে শৈলান্তঃপুর-পরিচারিকাগণ রত্নময় ভূষণে বিভূষিতা দুর্গা-দেবীকে রত্ননির্ম্মিত আসনে উপবেশন করাইয়া, বহির্ভবনে আনয়ন করত শিবকে প্রদক্ষিণ করাইলেন। তখন দেবগণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিভূষিতা তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভা ঈশ্বরী পার্ব্বতীকে দর্শন করিতে লাগিলেন। দেবগণ দেখিলেন;—দুর্গাদেবীর মস্তকে সুচারু কবরীভার; গণ্ডস্থলে মনোহর পত্রাবলী এবং ললাটে কস্তূরীবিন্দুর সহিত সিন্দুরবিন্দু মনোহর শোভা সম্পাদন করিয়াছে; তাঁহার ললাটদেশ চন্দ্রাকার চারুচন্দনরচিতচিহ্নে সমুজ্জ্বল, বক্ষঃস্থল বিশুদ্ধ রত্ননির্ম্মিতহারে সুশোভিত; তিনি অন্যদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, নেত্রপ্রান্তে ত্রিনয়নকে সতত নিরীক্ষণ করিতেছেন; তাঁহার বদন-মণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত; তাহাতে কটাক্ষ দৃষ্টিতে আরও শোভা পাইতেছে; তাঁহার হস্তদ্বয় রত্ননির্ম্মিত কেয়ূর, বলয় ও রত্নকঙ্কণে বিভূষিত; গণ্ডস্থল মনোহর কুণ্ডলে বিরাজিত। দেবীর বদন-মণ্ডল মণিসার মনোহর দন্তশ্রেণীতে সুশোভিত; তাঁহার অধর পক্কবিম্বফল-বিনিন্দিত; চরণযুগল মুখরমঞ্জীর ও রত্নপাদকে রঞ্জিত; তিনি বহ্নি-বিশুদ্ধ অমূল্য বস্ত্রযুগল ধারণ করিয়া মনোহর শোভা বিস্তার করিতেছেন; তাঁহার হস্তে রত্নময়দর্পণ-বিরাজিত ক্রীড়াকমল শোভা পাইতেছে, তিনি সর্ব্বাঙ্গে চন্দন, অগুরু, কস্তূরী, কুঙ্কুম বিলেপন করিয়াছেন তখন সকলেই সেই জগদাদ্যা জগজ্জননীকে আনন্দে দর্শন করিতে লাগিলেন। ত্রিলোচনও আনন্দে নেত্রপ্রান্তে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। ৩৯—৫৩। তিনি সকল বিষয়েই তাঁহাকে সতীর প্রতিকৃতি দেখিয়া বিরহজ্বর দূরীভূত করিলেন। তখন শিব দুর্গাতে মনোনিবেশ করত সমস্ত বিস্মৃত হইলেন।

তাঁহার শরীর পুলকিত হইল; নেত্র হইতে হর্ষাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। এই সময়ে শৈলরাজ পুরোহিতের সহিত আগমন করত বস্ত্র, চন্দনও ভূষণের দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক পাদ্য মাল্য ও দিব্য মনোহর গন্ধদ্বারা বর শিবকে বরণ করিলেন। তাহার পর বেদমন্ত্রে কন্যা সম্প্রদান করিলেন; সম্প্রদানের পর গিরিরাজ, শিবকে বিবিধ রত্ন ও রত্ননির্ম্মিত সুন্দর পাত্র সমুদয় যৌতুক প্রদান করিলেন। হে রাধিকে! তাহার পর শৈলরাজ লক্ষ গো, রত্নময় কম্বল ও অঙ্কুশযুক্ত সহস্র সহস্র উত্তম হস্তী, ত্রিশলক্ষ সজ্জিত অশ্ব, বিশুদ্ধরত্ন-বিভূষিতা অনুরক্তা লক্ষ দাসী, পার্ব্বতীর ভ্রাতৃতুল্য শতসংখ্যক দ্বিজবালক, রত্নেন্দ্র-সারনির্ম্মিত রমণীয় একশত রথ শঙ্করকে প্রদান করিলেন। শঙ্কর, শৈলসমর্পিত দ্রব্যসমূহসহ পার্ব্বতীকে, 'স্বস্তি' এই বাক্য উচ্চারণ করত আনন্দে যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। হিমালয় কন্যা প্রদান করিয়া শিবকে অতি বিনয় করত অঞ্জলিবদ্ধকরে মাধ্যন্দিনশাখোক্ত স্তোত্রে স্তব করিতে লাগিলেন। হে দক্ষযজ্ঞহারিন্! তুমি নরকার্ণবতারক, সকলের অন্তরাত্মাস্বরূপ ও সর্ব্বেশ্বর; তোমার শরীর পরম আনন্দময়; তুমি গুণার্ণব, গুণাতীত, গুণযুক্ত, গুণেশ্বর, গুণের কারণস্বরূপ ও গুণীদিগের শ্রেষ্ঠ; অতএব হে মহাভাগ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে যোগাধার! তুমি যোগস্বরূপ, যোগজ্ঞ, যোগের কারণ, যোগিগণের ঈশ্বর এবং তাঁহাদের কারণস্বরূপ ও যোগীদিগের শ্রেষ্ঠ; অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে পরিপালক! তুমি প্রলয়ের আদি, অদ্বিতীয়, ভব-প্রলয়ের কারণ ও প্রলয়ান্তে সৃষ্টির বীজস্বরূপ; অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে ভগবন! তুমি শিব-স্বরূপ, মঙ্গলপ্রদ, মঙ্গলের বীজ, শিবাশ্রয়, শিবভূত, শিবপ্রাণ ও পরমাশ্রয়; অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হিমালয় এইরূপ স্তব করিয়া বিরত হইলে দেবগণ ও মুনিগণ তাহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে রাধিকে! যে ব্যক্তি হিমালয়-কৃত স্তোত্র সংযত হইয়া পাঠ করে, শিব তাহাকে বাঞ্ছিত বিষয় প্রদান করেন। ৫৪—৬৯।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অনন্তর ঈশ্বর মহাদেব বেদ-বিধিমতে অগ্নি স্থাপন করিয়া বামে পার্ব্বতীকে সংস্থাপন করত যজ্ঞ করিতে লাগিলেন; হে বৃন্দাবন-বিনোদিনি! যজ্ঞ শেষ হইলে ব্রাহ্মণকে শত সুবর্ণ দক্ষিণা প্রদান করিলেন। অনন্তর শৈলেন্দ্রপুরনারী-গণ প্রদীপ আনয়ন করত সমস্ত মঙ্গল কার্য্য সম্পাদন করিয়া শিব ও পার্ব্বতীকে গৃহে প্রবেশ করাইলেন; এবং তাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক জয়ধ্বনি করত নির্ম্মঞ্ছনাদি শুভ কার্য্য সম্পাদন করিয়া পুলকিতগাত্রে সহাস্যবদনে শিবের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। শঙ্কর বাসরগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তথায় রত্নভূষণে বিভূষিতা রূপ ও মনোহর বেশশালিনী নবযৌবন-সম্পন্না ষোড়শটী রমণী অবস্থান করিতেছেন। তাহাদের কলেবর চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কুঙ্কুম দ্বারা চর্চ্চিত; তাঁহাদের বদনমণ্ডল ঈষৎ-হাস্যযুক্ত, অতএব প্রসন্ন; তাহাতে কটাক্ষ-নয়নে আরও মনোহর হইয়াছে; তাঁহারা অতি সূক্ষ্ম বেশ ধারণ করিয়া ললাটে মনোহর সিন্দূরবিন্দু বিন্যস্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের সর্ব্বাবয়ব অতি সুন্দর ও চারুচম্পকবর্ণের ন্যায় আভাযুক্ত। তথায় মনোহারিণী দেবকন্যা, নাগকন্যা ও মুনিকন্যা প্রভৃতি যাঁহারা যাঁহারা ছিলেন; তাঁহাদের সংখ্যা করিতে কেহই সক্ষম নহে। তাঁহারা রত্ন-আসন প্রদান করিলে, তাহাতে শিব উপবেশন করিলেন। তখন তাঁহারা শিবকে ক্রমান্বয়ে সুধাসদৃশ মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ সরস্বতী বলিলেন হে মহাদেব! এক্ষণে তুমি প্রাণাধিকা সতীকে প্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব কামেশ! প্রিয়ার সর্ব্বাবয়ব-সুন্দর চন্দ্রবদন দর্শন করিয়া সর্ব্বদা আলিঙ্গনপূর্ব্বক কালাতিপাত কর; আমার আশীর্ব্বাদে তোমাদের সর্ব্বকালই বিচ্ছেদ ঘটিবে না। ১—১১। লক্ষ্মী বলিলেন, হে দেবেশ! যে সতীর বিরহে তোমার প্রাণ বিগতপ্রায় হইয়াছিল, তুমি লজ্জা পরি-ত্যাগ করত সেই সতীকে বক্ষে ধারণ করিয়া, সুখে অবস্থান কর। অন্তর্হিত স্ত্রীগণে তোমার লজ্জা কি? সাবিত্রী বলিলেন, হে শম্ভো! আর তোমার খেদে প্রয়োজন নাই, এক্ষণে তুমি স্বয়ং ভোজন করত সতীকে ভোজন করাইয়া আচমনপূর্ব্বক ভক্তিভাবে সকর্পূর তাম্বূল প্রদান কর। জাহ্নবী বলিলেন, হে শঙ্কর! এই স্বর্ণকঙ্কতিকা ধারণ করত সতীর বেশ

মার্জ্জনা কর। কামিনীর স্বামিসৌভাগ্যই পরম সুখ-লাভের বিষয়! রতি বলিলেন, হে দেব! আপনি পার্ব্বতীকে গ্রহণ করিয়া অতি দুর্লভ সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইলেন। অকারণে আমার প্রাণনাথকে ভস্মসাৎ করিলেন কেন? হে বিভো! আপনার রমণ-ব্যাপারের কারণীভূত কামকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া আমার বিচ্ছেদযাতনা দূর করুন। হে দয়ানিধে! সমস্ত দম্পতীবিরহ ক্লেশ জানিয়াও, আমার প্রাণ-কান্তকে কোপে ভস্ম করিলেন কেন? এই কথা বলিয়া রতি গ্রন্থিনিবদ্ধ কামভস্ম শম্ভুর সমক্ষে প্রদান করত হা নাথ! হা নাথ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন করুণাসাগর হরি সেই রোদন শ্রবণে ব্রহ্মা ও ধর্ম্মাদি দেবগণসহ শিবের বাসর-গৃহে গমন করিলেন। শিব,—নারায়ণ, ব্রহ্মা, ধর্ম্ম ও সুরগণকে দর্শন করিয়া অবিলম্বে সেই পীঠ হইতে উত্থান করত তাঁহাদের সমক্ষে করযোড়ে বলিলেন, ইহার প্রতি যাহা আজ্ঞা হয় করুন। হরি শঙ্করের বাক্য শ্রবণ করত তাঁহাকে বলিলেন, হে রুদ্র! কামকে জীবিত কর, এই কথা বলিয়া তথা হইতে শীঘ্র গমন করিলেন। তখন সমস্ত দেবীগণও বিনয়-পূর্ব্বক শিবকে বহুতর বাক্য বলিলে, শূলপাণির সুধাময় দৃষ্টিপ্রভাবে কাম সেই ভস্মরাশি হইতে আবির্ভূত হইলেন; রতি কামকে পূর্ব্বাকারে শরাসনসহ হাস্যবদনে আবির্ভূত হইয়াছেন দেখিয়া, মহেশ্বরের পাদপদ্মে শত বার প্রণাম করিলেন। কাম তখন শঙ্করকে আগমোক্ত বহু স্তব করিয়া প্রণাম করিলেন। তৎপরে সেখান হইতে বহির্গত হইয়া, শ্রীহরি ও অন্যান্য দেবগণকে প্রণাম করত তাঁহাদের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবগণ কামকে আশীর্ব্বাদ করত তাঁহার সহিত সদালাপ করিতে করিতে বলিলেন, হে কন্দর্প! কালে জীবের বিনাশ ও কালে জীবের রক্ষা হইয়া থাকে; অবশ্যম্ভাবী কার্য্য কেহ বারণ করিতে পারে না। অনন্তর শৈলরাজ নারায়ণপ্রভৃতি দেবগণকে পরিপূর্ণরূপে ভোজন করাইয়া তাঁহাদের শয়নের জন্য যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। ১২—২৬। তৎপরে শম্ভু বাসর-গৃহে পার্ব্বতীকে বামভাগে উপবেশন করাইয়া আনন্দে মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন এবং তৎপরে স্বয়ং ভোজন করিলেন; রাধে! তখন দেব-মাতা দিতি হাস্যবদনে প্রীতিপূর্ব্বক সরস বাক্যে বলিলেন;—হে শম্ভো! তুমি পার্ব্বতীকে ভোজনা-বসানে শীঘ্র শৌচের নিমিত্ত জল প্রদান করত আমার প্রীতি উৎপাদন কর; দম্পতীর প্রেম অতি দুর্লভ। শচী বলিলেন, তুমি যে সতীর জন্য বহুবিলাপ করিয়া, তাহার শবদেহ স্কন্ধে বহন করত পৃথিবীতলে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছ, সেই [illegible] তোমার লজ্জা কি? লোপামুদ্রা বলিলেন, হে মহাদেব! স্ত্রী-গণের এই ব্যবহার আছে যে, [illegible] ভোজন করিয়া, প্রিয়তমাকে তাম্বুল প্রদান করত তাহার সহিত শয়ন করিবে। অরুন্ধতী বলিলেন, শম্ভো! মেনকা তোমাকে পার্ব্বতী প্রদান করিতে অস্বীকৃতা হইয়াছিলেন। আমিই তোমাকে সতী পার্ব্বতীকে প্রদান করাইয়াছি; অতএব তুমি ইহাকে বিবিধ প্রবোধবাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া ইহার সহিত বিহার কর। অহল্যা বলিলেন, হে ঈশ্বর। তুমি বৃদ্ধাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া, অতিতরুণবয়স্ক হইয়াছ; এজন্য মেনকা স্বীয় তনয়া প্রদান করিতে তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন? তুলসী বলিলেন, প্রভো! তুমি পূর্ব্বে সতীকে পরিত্যাগ ও কামকে দগ্ধ করিয়াছিলে, আবার কেন সেই সতীর গ্রহণাভিলাষে বশিষ্ঠকে প্রেরণ করিয়াছিলে? স্বাহা বলিলেন, মহাদেব! সম্প্রতি স্ত্রীদিগের বাক্যে কোন উত্তর প্রদান না করিয়া স্থির হইয়া থাক; বিবাহে পুরনারীগণ যে প্রগল্‌ভতা আচরণ করে; ইহা ব্যবহারসিদ্ধ। রোহিণী বলিলেন, হে কামশাস্ত্রবিশারদ! তুমি পার্ব্বতীর অভিলাষ পূর্ণ কর, এক্ষণে তুমি স্বয়ং কামী হইয়া কামিনীকে কামসাগর পার করিয়া দাও। বসুন্ধরা বলিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ! কামপীড়িতা রমণীগণের সমস্ত স্বভাব তুমি অবগত আছ; স্ত্রী স্বীয় স্বামীকে কখনও রক্ষা করে না, স্বামীই স্ত্রীকে সতত রক্ষা করিয়া থাকে। শতরূপা বলিলেন, হে শম্ভো! সুধাতুর ভোগী ব্যক্তি ভোগ্য দ্রব্য ব্যতীত সন্তুষ্ট হয় না; যাহাতে স্ত্রীর তুষ্টি সাধন হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। সংজ্ঞা বলিলেন, সখিগণ! তোমরা কোন নির্জ্জনপ্রদেশে রত্নপ্রদীপ, তাম্বুল ও মনোহর শয্যা রচনা করত সেই স্থানে পার্ব্বতীসহ শঙ্করকে প্রেরণ কর। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, রাধিকে! তখন যোগিগণের গুরুর গুরু নির্ব্বিকার ভগবান্ শঙ্কর, স্ত্রীগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, হে দেবীগণ! তোমারা আমার নিকটে এরূপ বাক্য বলিও না; সাধ্বী জগজ্জননীদিগের পুত্রের প্রতি এরূপ চপলতা কেন? সুররমণীগণ শঙ্করের বাক্য শ্রবণ করত লজ্জিতা হইয়া সসম্ভ্রমে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান

শঙ্কর মিষ্টান্ন ভোজন করত আচমনপূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত আনন্দে কর্পূরবাসিত তাম্বুল ভক্ষণ করিলেন। ২৭—৪৩। শম্ভু, মেনকা-প্রদত্ত মনোহর রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিয়া সানন্দহৃদয়ে বাসগৃহের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, প্রজ্ব-লিত শত শত রত্নপ্রদীপে সেই বাসগৃহ প্রদীপ্ত, চারিদিক্ মুক্তা ও মাণিক্য প্রভৃতি দ্বারা বিভূষিত, রত্নপাত্র ও রত্নময়বটে ব্যাপ্ত রহিয়াছে; কোন স্থান রত্ন দর্পণ ও শ্বেতচামরদ্বারা সুশোভিত হইয়াছে; তাহার এক দিকে চন্দন, অগুরু, কস্তুরীযুক্ত পুষ্পশয্যা সুসজ্জিত আছে। বিশ্বকর্ম্মা সেই গৃহ রত্নসারদ্বারা নানাচিত্রে চিত্রিতভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং তাহার কোন কোন স্থান শ্রেষ্ঠ হীরকে খচিত হইয়াছে; আর কোন স্থানে সুনির্ম্মিত মনোহর বৈকুণ্ঠধাম, কোন স্থানে বৃন্দাবন, কোন স্থানে রাসমণ্ডল, কোন স্থানে কৈলাসপর্ব্বত, কোন স্থানে ইন্দ্রভবন বিরচিত রহিয়াছে; তদ্দর্শনে মহাদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। হে প্রাণবল্লভে! তৎপরে প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে, বাদকগণ নানারূপ বাদ্য বাজাইতে লাগিল। তখন সর্ব্বেশ্বরগণ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সজ্জীভূত হইয়া স্বীয় স্বীয় বাহনে আরোহণ করত কৈলাসাভিমুখে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। সেই সময়ে ধর্ম্ম নারায়ণের আজ্ঞানুসারে বাসরগৃহে আগমন করত যোগিগুরু শঙ্করকে সময়োচিত বাক্যে বলিলেন, হে প্রমথাধি-পতে! তুমি গাত্রোত্থান কর, তোমার মঙ্গল হউক; তুমি এই মাহেন্দ্রক্ষণে শ্রীহরিকে স্মরণ করত পার্ব্বতী-সহ যাত্রা কর। তখন শঙ্কর চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, ধর্ম্ম তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া শীঘ্র গাত্রোত্থান করত সেই মাহেন্দ্রক্ষণে যাত্রা করিলেন। দেবেশ্বর কৃপা-নিধি শঙ্কর পার্ব্বতীসহ যাত্রা করিলে মেনকা উচ্চৈঃ-স্বরে রোদন করিতে করিতে বলিলেন, হে কৃপানিধে! হে আশুতোষ! তুমি কৃপা করিয়া আমার প্রাণা-ধিকা পার্ব্বতীর সহস্রদোষ ক্ষমা করত যত্নে প্রতিপালন করিবে; আমার প্রাণাধিকা পার্ব্বতী জন্মে-জন্মেই তোমার পাদপদ্মের দাসী, তাহার স্বপ্নে কি জ্ঞানে প্রভু শিব ব্যতীত অন্য চিন্তা নাই। ৪৪—৫৭। হে মৃত্যুঞ্জয়! তোমার ভজন-শ্রবণ-মাত্রে উমার সর্ব্বাঙ্গ পুলকাঙ্কিত ও নয়ন হর্ষাশ্রুপূর্ণ হয় এবং নিন্দা শুনিলে মৃতার ন্যায় মৌনাবলম্বিনী হইয়া থাকে। মেনকা এইরূপ কহিয়া শীঘ্র শিবকরে শিবাকে সমর্পণ করিয়া অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে রোদনপূর্ব্বক শিব ও শিবার সম্মুখে মূর্চ্ছাপন্না হইলেন। তখন পার্ব্বতীর রোদন শ্রবণে দেবপত্নীগণও মূর্চ্ছিত হইলেন এবং স্বয়ং যোগীন্দ্র মহাদেব ও দেবগণ সকলে বিষ্ণুর মায়াবলে রোদন করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে হিমালয় শীঘ্র সেই স্থানে আগমনপূর্ব্বক স্নেহবশতঃ তনয়াকে বক্ষে ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন, বৎসে! হিমা-লয় শূন্য করিয়া কোথায় যাইবে? বারংবার তোমার গুণগান স্মৃতিপথারূঢ় হওয়ায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। শৈলেন্দ্র এই কথা বলিয়া শিবহস্তে শিবাকে সমর্পণপূর্ব্বক শৈলগণ ও পুত্রের সহিত মুহুর্মুহু উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন স্বয়ং কৃপানিধি ভগবান্ নারায়ণ, কৃপা করিয়া অধ্যাত্ম-বিদ্যাবলে সকলকে প্রবোধিত করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর পার্ব্বতী ভক্তি-সহকারে পিতা, মাতা ও গুরুকে প্রণাম করিলেন এবং সেই মহামায়াই মায়াবলে বারংবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতীর রোদনহেতু সমুদয় রমণীগণ, মুনিগণ ও দেবতাসকলে স্ব স্ব পত্নী ও স্বগণের সহিত রোদন করিতে থাকিলেন; অনন্তর মনের ন্যায় গমনশীল সেই দেবতাগণ, শীঘ্র কৈলাস-গমনে উদ্যত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যেই পরমানন্দে শঙ্করালয়ে উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে দেবপত্নী ও মুনিপত্নীগণ সত্বর মঙ্গলকর্ম্মের নিমিত্ত দীপ গ্রহণ করিয়া আনন্দে সেই স্থানে আগমন করিলেন। তথায় বায়ুপত্নী, কুবেরপত্নী, শুক্রপত্নী, বৃহস্পতির পত্নী, দুর্ব্বাসার পত্নী, অত্রিভার্য্যা অনসূয়া, চন্দ্রপত্নীগণ এবং সহস্র সহস্র দেবকন্যা, নাগকন্যা ও মুনিকন্যাগণ সমাগত হইলেন; সেই অসংখ্য কামিনীদিগের সংখ্যা করিতে কেহই সক্ষম নহেন। ৫৮—৭০। সেই সমস্ত কামিনীগণ, হর-দুর্গাকে বাসভবনে প্রবেশ করাইয়া শঙ্করকে রম্য রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। তখন ভগবান্ শিব সানন্দে সেই সতীকে পূর্ব্বালয় দর্শন করাইয়া কহিলেন, সতি! তুমি যে এই গৃহ হইতে পিত্রালয়ে গমন করিয়াছিলে, তাহা কি স্মরণ হয়? তুমি সেই পূর্ব্বজন্মে দক্ষকন্যা ছিলে, এক্ষণে শৈলকন্যা হইয়াছ; তুমি জাতিস্মরা হইলেও পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করাইলাম। প্রিয়ে! যদি তোমার সত্য স্মরণ থাকে, তবে বল। সেই সতী শঙ্করের বাক্যশ্রবণে ঈষৎ-হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, দেবেশ! আমার সমস্তই স্মরণ আছে; এক্ষণে আপনি মৌনী হউন। এই প্রকার কথোপ-

কথনানন্তর ভগবান্ শিব, সম্ভূত-সম্ভার নারায়ণ প্রভৃতি দেবগণকে মনোহর নানা প্রকার বস্তু সকল ভোজন করাইলেন; ভোজনান্তে নানা রত্ন-বিভূষিত দেবতা সকল নিজ নিজ পত্নীগণের সহিত চন্দ্রশেখরকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। তখন স্বয়ং শঙ্কর, নারায়ণ ও ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলে তাঁহারা তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। পরে কিছু দিন গত হইলে হিমালয় ও মেনকা নিজ তনয় মৈনাককে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, পুত্র! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি শীঘ্র পার্ব্বতী ও শঙ্করকে আনয়ন কর। সেই মৈনাক, পিতামাতার বাক্যশ্রবণে শীঘ্র শিবালয়ে গমন-পূর্ব্বক পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরকে লইয়া আগমন করিলেন। পরে পার্ব্বতীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্রে বালক, বালিকা, বৃদ্ধা, যুবতী ও শৈলসকল, পরমানন্দে ধাবিত হইল। তখন মেনকা, সহাস্যবদনে পুত্রদ্বয় ও পুত্রবধূর সহিত ধাবমানা হইলেন এবং হিমালয়ও পরমানন্দে কন্যাকে দেখিবার নিমিত্ত গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবী পার্ব্বতী, রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সানন্দে পিতা, মাতা ও গুরুজনদিগকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া এক কালে আনন্দসাগরে নিমগ্না হইলেন। তখন মেনকা, পার্ব্বতীকে ক্রোড়ে লইয়া হর্ষবিহ্বলা হইলেন এবং হিমালয়ও পার্ব্বতীদর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিলেন। অতঃপর হিমালয়, আনন্দের সহিত কন্যাকে স্বীয় গৃহে লইয়া গিয়া ভগবান্ শূলপাণিকে রত্ন-সিংহাসন দানপূর্ব্বক তাঁহাকে ও তাঁহার গণসকলকে মধুপর্কাদি দান করিলেন। ভগবান্ চন্দ্রশেখর, নিত্য ভার্য্যার সহিত ষোড়শোপচারে পূজিত হইয়া, স্বগণের সহিত শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হে রাধে! এই আমি তোমার সাক্ষাতে শোকনাশক ও হর্ষজনক শঙ্করের উদ্বাহরূপ মঙ্গলময় ব্যাপার কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে পুনরায় কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়?।৭১—৮৬।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

রাধিকা কহিলেন, নাথ! বহুকালমৃত কান্তকে শঙ্কর জীবিত করিলে, রতি তাঁহাকে পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইয়া আনন্দের সহিত কি করিয়াছিলেন? স্ত্রীগণের স্বামিবিচ্ছেদ মরণ অপেক্ষা ক্লেশকর পুনরায় সেই স্বামীর সহিত মিলন হইলে, পরম দুর্লভ সুখলাভ হইয়া থাকে। আর ভগবান্ শিব, দারপরিগ্রহরূপ মঙ্গল-কার্য্যে চিরপ্রনষ্টা সতীকে সম্প্রাপ্ত হইয়া বিরহান্তে সানন্দে কি কার্য্য করিলেন? পুরুষদিগের কলত্রবিরহ সমুদয় শোক হইতে গুরুতর; সুতরাং সেই কলত্রের সহিত পুনর্ব্বার মিলন হইলে, প্রাণপ্রাপ্তি অপেক্ষা অধিক সুখ লাভ হইয়া থাকে। এজন্য বহুকাল স্বামিবিরহিণী রতি ও স্ত্রী-বিরহী শঙ্কর এই উভয়ে উভয়কে লাভ করায়, উভয়ের কি প্রকার সুখোদয় হইয়াছিল? হে প্রভো! আমার ঐ বিষয় শুনিতে পরম কৌতুহল জন্মিয়াছে; আপনি জ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ, অতএব কৃপা করিয়া তাহাই আমার নিকটে যথার্থরূপে বর্ণন করুন। শক্তির সহিত শিবের ও রতির সহিত মন্মথের মিলন-কথা শ্রবণ করিলে, শোক বিনষ্ট ও সর্ব্ব মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। নারায়ণ বলিলেন, রাধিকাদেবী, সহাস্যবদনে এই কথা বলিয়া বিরতা হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাক্য-শ্রবণে ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, হে রাধিকে! কামার্ত্তা কামকামিনী মৃত কামকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে হরের বিবাহ-গৃহ হইতে স্বীয় আলয়ে আনয়নপূর্ব্বক রমণোৎসুকা হইয়া সখীগণদ্বারা সযত্নে ভর্ত্তার ও আপনার বিবিধ বেশ রচনা করাইলেন। কামশাস্ত্রবিশারদ কামদেব, রতির ভাব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার সহিত রত্নযানে আরোহণপূর্ব্বক স্বালয় হইতে বনে গমন করিলেন। পরে রম্য শৈলসমূহে, প্রতিনদীতে, প্রতিনদে, প্রতিদ্বীপে, সিন্ধুতটে, মনোহর পুষ্পোদ্যানে ও কাঞ্চনীভূমির নিকটবর্ত্তী নির্জ্জন বটমূলে বিহার করিয়া, শেষে সাগর-পুলিনের ঊর্দ্ধভাগস্থ পুষ্পিত পুষ্পকাননের মধ্যে যে স্থান ভ্রমরধ্বনি ও পুংস্কোকিলগণের শব্দে পরিপূর্ণ, জলকণবাহী সুগন্ধি বায়ু যে স্থানে প্রবহমাণ, তথায় কলামানপ্রকারে যোষিদ্গণের চিত্তচৈতন্য-হারক শৃঙ্গার করিতে লাগিলেন। ১—১৫। কামদেব সেই স্থানে রতির সহিত দেব-পরিমাণে পূর্ণ শত-বর্ষকাল বিহার করিলেন। তখন তিনি কামিনীহৃতচিত্ত হইয়া দিবারাত্রি জানিতে পারেন নাই। সেই রতিশাস্ত্রবিশারদ যুবক-যুবতী সেই স্থানে পরমানন্দে নিরন্তর পরস্পর সংসক্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের কেহই সুরতকার্য্যে বিরত হইলেন না। তখন রতির সেই আনন্দলাভে পতিবিচ্ছেদ-সন্তাপ বিদূরিত হইল, ফলতঃ তাঁহাদের এইরূপ অত্যাসক্তি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? কারণ কোন্ ব্যক্তি অপহৃত রত্ন প্রাপ্ত হইলে, অল্পকালের

জন্য তাহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে? রাধিকে! এই আমি তোমার নিকটে রতির সন্তাপ-নিবারক উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে শ্রোতার কর্ণামৃত-স্বরূপ পরমাশ্চর্য্য প্রার্থনীয় শক্তি-শিবের অতুল শৃঙ্গার বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ঐ শুভ বিষয় শ্রবণ করিলে, সমুদয় সন্তাপ বিনষ্ট এবং সুখ ও পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। সেই শঙ্কর শ্বশুরালয়ে বাস করত একদা নিজ অনুজ্ঞাক্রমে পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া নিমিত্ত বিশ্বকর্ম্মা-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত উৎকৃষ্ট রত্ন-খচিত এবং উৎকৃষ্ট রত্নের পরিচ্ছদযুক্ত রত্নরথে আরোহণ করিয়া বনমধ্যে গমন করিলেন। অনন্তর তিনি শতশৃঙ্গ সুরসন, মলয় ও গন্ধমাদন পর্ব্বতে, নন্দনকাননে এবং পুষ্পভদ্র, পারিভদ্র, ভদ্র, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, পিণ্ডারক ও অন্ধকদেশীয় সুরম্য অরণ্যসমূহে, সাগরনিচয়ের প্রতিতটে, আর যে স্থানে পূর্ব্বে শব-রূপিণী সতীকে পরিত্যাগ করিয়া বিলাপ করিয়া-ছিলেন, সেই অস্তাচলের পার্শ্ববর্ত্তী মনোহর বটমূলে ও পশু-পক্ষি-বিবর্জ্জিত অন্যান্য নানাপ্রকার বিজন স্থানে কামাধীন হইয়া পার্ব্বতীর সহিত যথেচ্ছা বিহার করিলেন। পরে ধরণীতলের যে যে স্থানে শব লইয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন, শম্ভু পরমানন্দে সতীকে সেই সকল স্থান দর্শন করাইতে লাগিলেন। এই প্রকার সুচিরকাল বিহার করিয়াও তাঁহাদিগের অভিলাষ পূর্ণ না হওয়ায়, জগৎপিতা মহাদেব সহস্র-বর্ষ-ব্যাপী মহাশৃঙ্গার আরম্ভ করিলেন। সেই মায়াতীত মায়ে-শ্বর মহেশ্বর নিজ মায়াবলে মায়ায় আসক্ত হইয়া শৃঙ্গারসুখানুভবনিবন্ধন স্বয়ং পরমযোগী ও কালের স্রষ্টকর্ত্তা হইয়াও দিবারাত্র্যাদি কাল কিছুই জানিতে পারিলেন না। ১৬—২৯। তখন সাক্ষাৎ শক্তিরূপিণী পার্ব্বতী ও শক্তিমান্ শঙ্করের সেই শৃঙ্গারকার্য্যে কিছুমাত্র পরিশ্রম হইল না; বরং অসহ্য বিরহজনিত সন্তাপসমূহই বিনষ্ট হইল। সেই সময় উভয়েই পুষ্পশয্যায় শয়নপূর্ব্বক সুখসংসক্তচিত্ত, পুলকাঙ্কিত-গাত্র ও কামবাণে মূর্চ্ছিত হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। সেই রতিশাস্ত্রাভিজ্ঞ উভয়েই সুখসম্ভোগ-নিবন্ধন উলঙ্গ হইয়া পড়িলেন এবং উভয়ের দেহ নখদন্ত-প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইল। তাঁহাদিগের অঙ্গস্থ চন্দন, অগুরু কস্তূরী, ও পার্ব্বতীললাটস্থ সিন্দূরবিন্দু বিলুপ্ত হইল; উভয়ের মাল্য ছিন্ন হইয়া গেল এবং কেশ-কবরীবন্ধন শ্লথ হইয়া পড়িল। হে সুন্দরি! তাঁহাদিগের ক্রীড়াকালে নিরন্তর রসনা, নূপুর, কঙ্কণ, বলয় ও কুণ্ডলের শব্দ হইতে লাগিল। সমান-তেজঃ-সম্পন্ন উভয়েই নিরন্তর ক্রীড়াকৌতুকপ্রসঙ্গে বলোৎকর্ষ ধারণ করায়, পাদাদিবিক্ষেপহেতু পুষ্পশয্যা দলিত হইয়া গেল; তখন সেই বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি শিব-শক্তির ভরে বসুন্ধরা ভারাক্রান্তা হইয়া বিদীর্ণা হইতে লাগিলেন এবং শৈল, বন ও সাগরসমূহের সহিত কম্পিতা হইতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাদিগের ভরে ধরাদেবী নম্রা হইলেন; তাঁহার ভরে অনন্তদেব ভারাক্রান্ত ও অনন্তদেবের ভরে কূর্ম্মরূপী নারায়ণও ক্লিষ্ট হইলেন। পরে সেই কূর্ম্মদেবের ভরে সর্ব্বাধার সর্ব্বপ্রাণ, সমীরণসমূহ মহাক্লেশযুক্ত হওয়ায়, স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তখন সমীরণ সকল স্তম্ভিত হইলে, ত্রিলোককে ভয়বিহ্বল দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ মিলিত হইয়া বৈকুণ্ঠনাথের শরণাপন্ন হইলেন এবং সেই নারায়ণের চরণকমলে সমুদয় নিবেদন করিলেন। ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাকে বলিতে লাগিলেন, হে বিধে! এক্ষণে হরপার্ব্বতীর শৃঙ্গারভঙ্গের সময় হয় নাই; দেখ কার্য্যমাত্রেই যথাকালে আরব্ধ ও যথাকালে সিদ্ধ হইয়া থাকে। শঙ্কর, সহস্রবর্ষ পূর্ণ হইলেই স্বীয় ইচ্ছায় বিরত হইবেন, এক্ষণে শম্ভুর অভিলষিত সম্ভোগ ভেদ করিতে কেহই সমর্থ নন। বিশেষ যে ব্যক্তি কোনরূপ উপায় দ্বারা স্ত্রীপুরুষকে রতি হইতে বিচ্ছিন্ন করে, প্রতিজন্মেই তাহাকে স্ত্রীপুত্রের বিচ্ছেদদুঃখ ভোগ করিতে হয়। ৩০—৪৪। আরও সেই পাতকী ইহকালে জ্ঞান, কীর্ত্তি ও লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়া অন্তে লক্ষ বর্ষ কালসূত্র-নরকে অবস্থান করে। পূর্ব্বে মহামুনীন্দ্র দুর্ব্বাসা, রতিকালে রম্ভাযুক্ত ইন্দ্রকে রতি-শূন্য করায়, তাঁহার স্ত্রীবিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। পরে ইন্দ্র দিব্য সহস্র বৎসর শিবের আরাধনা করিয়া পুনরায় রম্ভালাভে বিরহজ্বর হইতে মুক্ত হন এবং ঘৃতাচীর সহিত মিলিত কামকে বৃহস্পতি বিশ্লিষ্ট করিয়াছিলেন, এজন্য ষণ্মাসাভ্যন্তরেই চন্দ্র তাঁহার পত্নীকে অপহরণ করেন; পরে শিবারাধনা-পূর্ব্বক নিজপত্নী তারার নিমিত্ত সংগ্রাম করিয়া পুন-রায় সগর্ভা তারা প্রাপ্তে বিরহদুঃখ হইতে নিস্তার পান। এইরূপ মহর্ষি গৌতম, রতিসময়ে রোহিণীর সহিত মিলিত চন্দ্রকে রতিশূন্য করায়, তাঁহার স্ত্রী-বিচ্ছেদ হইয়াছিল। তিনি পুষ্করতীর্থে দিব্য সহস্র-বর্ষ শিবের আরাধনাপূর্ব্বক অহল্যাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া বিরহজ্বর হইতে মুক্ত হন। আর যুবা বিভাণ্ডক মুনি, দিবসে নির্জ্জন স্থানে স্বভার্য্যায় আসক্ত কোন মুনিকে স্থানান্তরিত করিয়া রতি-বিচ্যুত করায়, কালান্তরে তাঁহার পুত্র-বিচ্ছেদ হয়, পরে শিবসেবায়

পুত্র-প্রাপ্তে দুঃখ ত্যাগ করেন। আরও রাজা হরিশ্চন্দ্র শূদ্রার সহিত নির্জ্জনে মিলিত নিশ্চেষ্ট কোন হালিককে নিবারণ করায়, তাহার যে ফল হইয়াছিল, শ্রবণ কর। মহর্ষি বিশ্বামিত্র অবলীলাক্রমে তাঁহাকে স্ত্রী-পুত্র-রাজ্যভ্রষ্ট ও তাড়িত করেন। অনন্তর হরিশ্চন্দ্র, সর্ব্বসম্পৎপ্রদাতা ভগবান্ শিবের আরাধনা করিয়া সদ্য আত্মীয়বর্গের সহিত আমার আলয় বৈকুণ্ঠে আগমন করেন আর পূর্ব্বে দ্বিজশ্রেষ্ঠ অজামিল, বৃষলীর সহিত সঙ্গত হওয়ায় কোন দেবতাই ভয়ে তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারেন নাই। পরে সেই মদ্ভক্ত অজামিল কর্ম্মভোগ নিষ্পন্ন হইলে, মোহপ্রাপ্ত হইয়া আমার নাম স্মরণমাত্রে, আমার আলয়ে আগমন করিয়াছেন; অতএব হে ব্রহ্মন্! সমস্ত কার্য্যই শুভাশুভ কর্ম্মের পরিণাম নিয়তির সাধ্য! সেই নিষেক, বিধি অপেক্ষা বলবান্; আমিও নিষেকের ফলদাতা, নিষেকের ব্যতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে। শম্ভুর সেই সম্ভোগ-কার্য্য দেব পরিমাণে সহস্রবর্ষ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তিনি নিষেক-ফলদাতা হইতে এইরূপ নিষেক-ফল সংগ্রহ করিয়াছেন। সহস্রবর্ষ পূর্ণ হইলে, সুরেশ্বর তথায় গমনপূর্ব্বক যেরূপে তাঁহার বীর্য্য ভূমিতে পতিত হয়, সেইরূপ কার্য্য করিবেন, ইহা নিশ্চয় জানিবে। ৪৫—৬০। সেই বীর্য্য হইতে তোমাদিগের মঙ্গলকারক কার্ত্তিকেয় জন্মগ্রহণ করিবেন। আমি নিরন্তর তোমাদের মঙ্গল স্বরূপ; আমি বিদ্যমান থাকিতে তোমাদের কোন ভয় নাই। এক্ষণে তুমি দেবগণের সহিত গমন কর, ভগবান্ শম্ভু, সেই নির্জ্জন প্রদেশে পার্ব্বতীর সহিত সম্ভোগ-সুখ অনুভব করুন। কমলাকান্ত এইরূপ করিয়া শীঘ্র স্বীয় অন্তঃপুরে গমন করিলে দেবগণও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে শিবও রতিক্রীড়ায় আসক্ত থাকিলেন। ঋষি নারায়ণ বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সকটাক্ষা সস্মিতা রাধিকাকে এইরূপ বলিয়া তাঁহার সহিত চন্দনবনে গমন করিলেন। সেই স্থান অতি নির্জ্জন, রমণীয় বায়ু-কর্ত্তৃক সুরভীকৃত পুষ্পোদ্যানে সমাকীর্ণ এবং কোকিল ও ভ্রমরগণের রবে পরিপূর্ণ থাকায়, কামিনীগণের পক্ষে অতি মনোহর হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পশয্যাযুক্ত সেই স্থানে রাধিকার সহিত ক্রীড়ারম্ভ করিলেন। তখন কৃষ্ণ-সম্ভোগমাত্রে রাধিকা সুখমূর্চ্ছিতা ও শ্রীকৃষ্ণও রাধাঙ্গস্পর্শমাত্রে অতিশয় মূর্চ্ছিত হইলেন। হে মুনে! সেই রাধা ও রাসেশ্বর উভয়েই অতিশয় রতি-নিশ্চেষ্ট ও পরস্পর সংসক্ত হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এক্ষণে পুনরায় কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা হয়? হে নারদ! যে ব্যক্তি একাগ্র হইয়া এই মাঙ্গলিক বিষয় শ্রবণ করেন, তাঁহার কখনই বন্ধুবিচ্ছেদ হয় না এবং পুত্র, কলত্র, সদ্‌ভৃত্য ও বন্ধুবিচ্ছেদনিবন্ধন মহাশোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া, যদি এক মাস ইহা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে, নিশ্চয় তাঁহার অভীষ্ট লাভ হয়। সূত বলিলেন, মহামুনি ধর্ম্মপুত্র, এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে, দেবর্ষি নারদ কৌতূহলান্বিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৬১—৭১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্ত চত্বারিংশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে করুণানিধে! ক্রীড়াবসানে রাধিকা, ভগবান্ হরিকে কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? হরিই বা তাঁহাকে কোন্ কথা বলিলেন? তাহা আমার নিকটে প্রকাশ করুন। নারায়ণ বলিলেন, অনন্তর শ্রীহরি সুখসম্ভোগ হইতে উত্থিত হইয়া রাধিকাকে সম্মুখে লইয়া মলয়দ্রোণীর মনোহর বট-মূলে উপবেশন করিলেন। পরে রাধিকা সস্মিত সুমনোহর হরিকে শ্রুতিসুখকর, নিগূঢ়, ইন্দ্রের দর্প-ভঙ্গের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, নাথ! শূলপাণির যশ এবং দৈববশতঃ তাহার ও পার্ব্বতীর দর্পভঙ্গ এবং তাঁহাদিগের বিবাহ বিষয়ও আমি শ্রবণ করিয়াছি। হে হরে! এক্ষণে ইন্দ্রের দর্প-ভঙ্গ-বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি; জগদ্‌গুরো! আপনি ক্রমে অন্যান্য সকলেরও দর্পভঙ্গের বিষয় সবিস্তারে বর্ণন করুন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সুন্দরি! ত্রিলোকবিখ্যাত সুরপতির দর্পভঙ্গবৃত্তান্ত শ্রবণ কর, উহা কর্ণামৃতস্বরূপ ও অতিশয় মনোহর। পূর্ব্বে শতক্রতু, সদর্পে আনন্দের সহিত শত যজ্ঞ করিয়া সম্পদ্‌যুক্ত ও সমস্ত দেবগণের অধ্যক্ষ হন। পরে তপস্যার ফলে তাঁহার ঐশ্বর্য্য দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং বৃহস্পতি তাঁহাকে সিদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। অনন্তর পুষ্করতীর্থে শত বৎসর সেই মহামন্ত্র জপ করায়, মন্ত্রসিদ্ধিহেতু তাঁহার মনোরথ পরিপূর্ণ হয়। পরে ইন্দ্র, সম্পন্মদে মত্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপা প্রকৃতি দেবীকে অনাদর করায়, তিনি ক্রোধে "তুই গুরুর অভিশাপগ্রস্ত হইবি" বলিয়া দেবরাজকে শাপ প্রদান করেন। একদা সুরনাথ, প্রকৃতির শাপপ্রভাবে হতবুদ্ধি হইয়া সানন্দে স্বীয় সভায় উপবিষ্ট

থাকিয়া সমাগত গুরুকে দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন না। অনন্তর বৃহস্পতি কোপবশতঃ সেই স্থানে উপবেশন না করিয়া, গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক গ্লানিনিবন্ধন তারার সন্নি· ধানেও অবস্থান করিতে না পারিয়া তপ· স্থার্থ বনে গমন করিলেন। ১—১২। সেই দুঃখিত বৃহস্পতি, মনে মনে ইন্দ্রের সম্পদ্ বিনষ্ট হউক এইরূপ কামনা করিলেন। অনন্তর দেবরাজ সুমতি প্রাপ্ত হইয়া 'আমার গুরুদেব কোথায় যাইলেন,' এইরূপ বলিয়া অতিবেগে সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া গুরুপত্নী তারার সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক ভক্তিভাবে নতকন্ধরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সমুদয় নিবেদন করত বারংবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন তারাও পুত্রের রোদন দর্শনে অতিশয় রোদন করিয়া বলিতে লাগিলেন, বৎস! গৃহে গমন কর, এক্ষণে তোমার গুরুদর্শন হইবে না; পরে দুর্দ্দিন ঘুচিলে গুরুকে প্রাপ্ত হইয়া, পুনরায় লক্ষ্মী লাভ করিবে। তুমি যে প্রকার মূঢ় ও দুরাশয়, এক্ষণে তাহার উপযুক্ত কর্ম্ম ভোগ কর; আর নিশ্চয় জানিও, দুর্দ্দিন উপস্থিত হইলেই গুরু- দেব রুষ্ট ও সুদিন সমাগত হইলে তুষ্ট হইয়া থাকেন। হে শক্র! ঐ সুদিন সুখের ও দুর্দ্দিন দুঃখের কারণ। পতিব্রতা তারাদেবী, এই বলিয়া বিরতা হইলেন। পরে ইন্দ্র, স্নাননিমিত্ত সুমনোহর মন্দাকিনীতে গমন করিয়া সেই স্থানে অতি সুন্দরী নিতম্বিনী সস্মিতা সকটাক্ষা গৌতমপ্রিয়া অহল্যাকে আগমন করিতে দেখিলেন। দেবরাজ, তাঁহার বিপুল শ্রোণি ও মনোহর স্তনযুগ্ম দর্শনে কামমোহিত হইয়া সহসা মোহপ্রাপ্ত হইলেন। জীবিতেশ্বরি! অনন্তর ইন্দ্র, পুনরায় চৈতন্য লাভ করিয়া স্নান পরিত্যাগ- পূর্ব্বক অহল্যার স্বামীর রূপ ধারণ করত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। পরে স্মরাতুর ইন্দ্র, তাঁহার স্নিগ্ধ বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিয়া সেই স্থানে স্ত্রীমনোহর নানাপ্রকার শৃঙ্গার করিলেন। তখন মুনিপত্নী, কামে মূর্চ্ছা ও তন্দ্রা প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চেষ্টা হইয়া রহিলেন এবং ত্রিদশাধিপও সুখসম্ভোগ হেতু নিশ্চেষ্ট হইলেন। হে প্রিয়ে! এমত সময়ে মুনিবর, তপঃসমাপনান্তে সমাগত হইয়া গৃহমধ্যে উভয়কে মৈথুনাসক্ত দর্শন করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; কিন্তু তথাপি তিনি বিশিষ্ট জ্ঞানবান্ বলিয়া অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়াও রতিসুখ- ভঙ্গ করিলেন না। ১৩—২৬। অনন্তর শক্র, চেতনা প্রাপ্তে রোষবশতঃ সাক্ষাৎ কালস্বরূপ মুনিপুঙ্গবকে দর্শন করিয়া, তাঁহার চরণকমল ধারণ করিলেন। তৎকালে মুনিবরের ক্রোধে মুখমণ্ডল ও নয়নযুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; কিন্তু তথাপি তিনি, ভয়ে পাদানত ইন্দ্রকে শরণাগত দর্শনে বিনষ্ট না করিয়া নীতিবাক্য বলিতে লাগিলেন;—হে ইন্দ্র! তোমাকে ধিক্, কারণ তুমি দেবগণের শ্রেষ্ঠ, পণ্ডিত এবং জগৎস্রষ্টার প্রপৌত্র ও কশ্যপের পুত্র; কিন্তু তথাপি কি জন্য তোমার বুদ্ধি এইরূপ হইয়াছে? আর স্বয়ং দক্ষ তোমার মাতামহ এবং পতিব্রতা অদিতি জননী; অতএব জানিলাম, স্বভাব কর্ম্মসাধ্য, সে কুল ধর্ম্মকে অপেক্ষা করে না; অতএব তুমি যেমন বেদজ্ঞ ও জ্ঞানী হইয়াও নিজ কর্ম্মানুসারে যোনিলুব্ধ হইয়াছ, সেই হেতু তোমার গাত্রে সহস্র যোনি হইবে। তুমি পূর্ণ একবর্ষকাল নিরন্তর যোনিগন্ধ প্রাপ্ত হও, পরে সূর্য্যের আরাধনায় ঐ যোনিসকল চক্ষুরূপে পরিণত হইবে। রে মূঢ়! আর তুই যেহেতু আমার প্রাণেশ্বরীকে দূষিতা করিয়াছিস, সেই হেতু এখনই আমার শাপপ্রভাবে গুরুকোপনিবন্ধন শ্রীভ্রষ্ট হয়। অরে মূঢ় দেব! আমি বন্ধুভেদ-ভয়ে আমার পরম বন্ধু তেজস্বী তোমার গুরু বৃহস্পতির অনুরোধেই তোমার জীবন সংহার করিলাম না। দেবেন্দ্র! এক্ষণে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্বভবনে গমন কর; দেখ যাহা কিছু শুভাশুভ সমস্তই নিজকর্ম্মানুসারে হইয়া থাকে। ২৭—৩৫। অনন্তর ইন্দ্র, মহামুনীন্দ্রের বাক্যানুসারে পুষ্করে গমন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সূর্য্যের আরাধনায় অরোগিতা লাভ করেন। এদিকে মুনিবর গৌতম, পদানতা অহল্যাকে বলিলেন, তুমি বনে গমন-পূর্ব্বক পাষাণমূর্ত্তি হইয়া বহুকাল অবস্থান কর। প্রিয়ে! ইন্দ্র যে, অনুরাগশূন্যা তোমাকে সম্ভোগ করিয়াছে, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি; তথাপি অন্যে যখন তোমাকে উপভোগ করিয়াছে, তখন আর আমার ভোগ্যা হইবে না, এজন্য অধমে! এক্ষণে গমন কর। অহল্যে! কামতই হউক বা অকামতই হউক, দৈববশতঃ যে রমণীর উদরে পর- বীর্য্য প্রবেশ করে, তাহার শুদ্ধির উপায় শ্রবণ কর। অকামতঃ পরভোগ্যা হইলে, প্রকৃত দুষ্টা হয় না, সে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধা হয়; আর যে কামতঃ পর- ভোগ্যা, তাহাকে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য; সে কর্ম্মভোগ করিয়া শুদ্ধি লাভ করে। পরভোগ্যা রমণী, পিতৃগণ ও দেবতার পাককার্য্যে বা পূজায় অধিকারিণী নহে; সে ষষ্টিসহস্র বর্ষ কালসূত্রনরকে অবস্থান করে।

অনন্তর অহল্যা স্বামীর বাক্যানুসারে সভয়ে তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক "নাথ! নাথ!" বলিয়া রোদন করিতে করিতে বনে গমন করিলেন। সেই মুনিপ্রিয়া ষষ্টি-সহস্রবর্ষ কর্ম্মভোগান্তে শ্রীরামের চরণস্পর্শে তৎক্ষণাৎ পবিত্রা হইয়া ত্রৈলোক্যমোহনরূপ ধারণপূর্ব্বক গৌতম-সন্নিধানে গমন করিলে মুনিবর গৌতম, সেই সুন্দরীকে গ্রহণ করেন। হে সুন্দরি! এক্ষণে পাপের নাশক ও পুণ্যের কারণ অদ্ভুত শক্রবৃত্তান্ত বিশেষরূপে নিরূপণ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর।৩৬—৪৫। একদা গুরুর কোপ ও প্রকৃতির অবহেলনে হতচেতন ইন্দ্রের ব্রহ্ম-হত্যা ঘটে। হে দেবি! গুরুকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ইন্দ্র, দৈত্যগণ-কর্ত্তৃক নিপীড়িত ও ভীত হইয়া জগদ্‌গুরু ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মার আজ্ঞায় বিশ্বরূপকে পুরোহিত করিয়া দৈববশতঃ হতবুদ্ধি ইন্দ্র তাঁহার প্রতি বিশ্বস্ত হইলেন। কিয়দ্দিন গত হইলে বিচক্ষণ ইন্দ্র, দৈত্যদৌহিত্র বিশ্বরূপের দুষ্টাভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া, অবলীলায় তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন। পরে বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টা মুনি, তাহা শ্রবণমাত্রে ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রের শত্রুর উৎ-পত্তি কামনায় এক যজ্ঞ করিলে, সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে বৃত্রনামে এক মহাসুর সমুত্থিত হইয়া কোপভরে অব-লীলাক্রমে দেবগণের নিগ্রহ করিতে লাগিল। তখন দৈত্যমর্দ্দন ইন্দ্র, মহামুনি দধীচির অস্থি দ্বারা সুদারুণ বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া, দেবকণ্টক বৃত্রাসুরকে বিনষ্ট করিলে, রক্তবস্ত্র-পরিধানা বৃদ্ধ-স্ত্রীবেশধারিণী ব্রহ্মহত্যা, হতচেতন ইন্দ্রের প্রতি ধাবিতা হইল। তাহার শরীর সপ্ততাল-বৃক্ষতুল্য দীর্ঘ এবং দন্তপংক্তি লাঙ্গলের ফলার ন্যায় ভয়ঙ্কর। তাহাকে দেখিলে বোধ হয়, নিরন্তর তাহার কণ্ঠ-ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইতেছে; সেই খড়্গহস্তা দয়াহীনা বলিষ্ঠা ব্রহ্মহত্যা, ভীত কাতর অস্ত্রহীন ইন্দ্রের প্রতি ধাবমানা হইলে, প্রথমে তিনি পলায়ন করিতে লাগিলেন; পরে জ্ঞানশূন্য হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর ইন্দ্র, সেই ঘোররূপিণীকে নিকটবর্ত্তিনী দর্শন করিয়া বারংবার গুরুপাদপদ্ম স্মরণ পূর্ব্বক মানস-সরোবরের সূক্ষ্ম-মৃণাল-সূত্রমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই ব্রহ্মহত্যা ব্রহ্মার শাপহেতু তথায় গমন করিতে অশক্তা, সুতরাং সেই সরস্তটের নিকট-বর্ত্তী বটশাখায় অবস্থান করিতে লাগিল।৩৭—৫৭। পরে এ দিকে বলিষ্ঠ নহুষ ভূপতি, ত্রিলোকেশ্বর হইয়া, দুর্দ্দম দেবগণের নিকটে শচীদেবীকে প্রার্থনা করিলে, শচীদেবী তৎ-শ্রবণে মহাভীতা হইয়া, গুরুপত্নী তারার শরণাগতা হইলেন। তখন তারা নিজপতিকে ভৎ-সনা-পূর্ব্বক ভৃত্যপত্নী শচীকে রক্ষা করিতে বলিলেন। অনন্তর বৃহস্পতি শচীকে আশ্বাস দান করিয়া, আনন্দে মানস-সরোবরে গমনপূর্ব্বক কাতর হতজ্ঞান ইন্দ্রকে বলিলেন, বৎস! গাত্রোত্থান কর, আমি উপস্থিত থাকিতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আমি তোমার গুরুদেব আসিয়াছি, তুমি কণ্ঠস্বরেই তাহা জানিতে পারিতেছ, এক্ষণে ভয় ত্যাগ কর। তখন সর্ব্বসিদ্ধে-শ্বর দেবরাজ, বৃহস্পতির স্বর বিদিত হইয়া, সূক্ষ্মরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় রূপ ধারণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সূর্য্যসমতেজস্বী সেই গুরুদেবকে কোপশূন্য ও প্রীত দেখিয়া, পরমানন্দে সসম্ভ্রমে তাঁহার চরণে নত হইলেন। তখন প্রেমবিহ্বল বৃহস্পতি চরণনিপতিত রোরুদ্যমান ভয়বিহ্বল ইন্দ্রকে প্রেমবশতঃ বক্ষে ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে ত্রিদশাধিপ, সেই রোদনকারী পরিতুষ্ট বৃহস্পতিকে কৃতাঞ্জলি ও পুলকাঞ্চিত হইয়া, ভক্তিবিনতকন্ধরে স্তব করিতে লাগি-লেন, হে ভগবন্! আমার দোষ ক্ষমা করুন। কৃপানিধে! আমার প্রতি কৃপা করুন। দেখুন, ভৃত্যগণ নিরন্তর অপরাধ করিলেও সৎপ্রভু ভৃত্যাপ-রাধ গ্রহণ করেন না। দুর্ব্বল বা সবলই হউন, কোন ব্যক্তি স্বীয় ভার্য্যা শিষ্য ভৃত্য বা পুত্রের প্রতি দণ্ড-বিধান করিতে অক্ষম? দেব! ত্রিকোটি দেবগণের মধ্যে এক আমিই অজ্ঞান, কিন্তু আপনার প্রসাদে আমি সুরগণের শ্রেষ্ঠ হইয়াছি এবং আপনিই কৃপা করিয়া আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। ৫৮—৬৮। আপনি স্বয়ং বিধাতার পৌত্র, আপনার নিকটে আমি কোন্ কীট? আপনি স্বয়ং সমস্ত সংহার ও পুনরায় সৃজন করিতে সক্ষম। বৃহস্পতি ইন্দ্রের এইরূপ স্তব শ্রবণ করিয়া, অতিশয় তুষ্ট হইলে, তাঁহার মুখমণ্ডল ও নয়নযুগল প্রসন্ন হইল; তিনি তখন প্রীতিপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে মহাভাগ! স্থির হও; তোমার লক্ষ্মী অচলা হউন; তুমি পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া, অমরাবতীতে গমনপূর্ব্বক রাজ্য শাসন কর। বৎস পুরন্দর! আমার প্রসাদে তোমার শত্রু বিনষ্ট হইবে; এক্ষণে গমন করিয়া সতী শচীদেবীকে দর্শন কর। বৃহস্পতি এই বলিয়া শিষ্যের সহিত গমন করিতে উদ্যত হইয়াই সম্মুখে ঘোররূপিণী সুদুঃসহা ব্রহ্মহত্যাকে দর্শন করিলেন। তখন ইন্দ্র সেই ব্রহ্মহত্যা দর্শনে ভীত হইয়া গুরুদেবের শরণাগত হইলেন এবং বৃহস্পতিও মহাভীত হইয়া মধুসূদনকে স্মরণ করিলেন। এমত সময়ে, "হে গুরো! এক্ষণে

সংসারবিজয় নামে সর্ব্বাশুভ-বিনাশন রাধিকা কবচ দান করিয়া শিষ্যকে রক্ষা করুন," এইরূপ স্বল্পক্ষরা অথচ অর্থগরীয়সী আকাশবাণী হইলে; বৃহস্পতি তাহা শ্রবণ করিলেন। তখন শিষ্যবৎসল বৃহস্পতি, শিষ্যকে সেই কবচ দান করিয়া হুঙ্কারদ্বারা অবলীলাক্রমে সেই ব্রহ্মহত্যাকে ভস্মসাৎ করিলেন। অনন্তর বৃহস্পতি, শিষ্যসমভিব্যাহারে অমরাবতীতে গমন করিয়া শত্রুকৃত তাঁহার অতিশয় দুর্দ্দশা অবলোকন করিলেন। তখন শচীদেবী, ভর্ত্তার আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্রে সানন্দচিত্তে আগমনপূর্ব্বক স্বীয় গুরুদেবের চরণে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া স্বকান্তকে প্রণাম করিলেন। হে প্রিয়ে! সেই সময়ে ইন্দ্র আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, হর্ষ-গদ্গদচিত্তে দেবতা, ঋষি ও মুনিগণ উপস্থিত হইলেন। পরে সুররাজ, বিশ্বকর্ম্মাকে পুনরায় অমরাবতীনির্ম্মাণে নিযুক্ত করিলে, সেই দেবশিল্পী পূর্ণ সংবৎসরে মনোহর পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। উৎকৃষ্ট-মণিরত্ননির্ম্মিত ঐ পুরী নানা বিচিত্ররত্নে মণ্ডিত হওয়ায়, অতি মনোহর হইল; অধিক কি, তাহার আর উপমার স্থল রহিল না; কিন্তু সুররাজ তাহাতে তুষ্ট হইলেন না। ৬৯—৮২। তখন বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার অজ্ঞাব্যতীত গমনে অশক্ত হইয়া পরমোদ্বিগ্নচিত্তে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে স্বয়ং বিধাতা তাঁহার অভিপ্রায় বিজ্ঞাত হইয়া বিশ্বকর্ম্মাকে বলিলেন, দেব! আগামী দিনে তুমি কর্ম্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হইবে। ব্রহ্মার এইরূপ বাক্য শ্রবণে দেবশিল্পী শীঘ্র অমরাবতীতে আগমন করিলেন। এদিকে ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠে গমনপূর্ব্বক প্রণাম-পুরঃসর হরির নিকটে নিজাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, হরি ব্রহ্মাকে আশ্বাসিত ও ব্রহ্মলোকে প্রেরিত করিয়া শিশুরূপ ধারণ করত অমরাবতীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি দণ্ড, ছত্র, শুক্লবস্ত্র ও উজ্জ্বল-তিলকধারী এবং তিনি খর্ব্বাকৃতি সস্মিত ও সুমনোহর; তাঁহার দন্তসকল অতিশয় শুক্লবর্ণ; তাঁহাকে দেখিলে অতি শিশু বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু বুদ্ধিতে বৃদ্ধ ব্যক্তি অপেক্ষাও বিচক্ষণ; সেই বিধাতার বিধাতা সর্ব্ব-সম্পৎ-প্রদাতা স্বয়ং হরি ইন্দ্রের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দ্বারপালকে বলিলেন, দ্বারপাল! শীঘ্র ইন্দ্রকে গিয়া বল যে, এক ব্রাহ্মণ আপনার দর্শন-নিমিত্ত দ্বারদেশে সমাগত হইয়াছেন। দ্বারপাল তাঁহার এই বাক্য শ্রবণান্তর ইন্দ্রকে নিবেদন করিলে, ইন্দ্র সত্বর সমাগত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ-বালককে দর্শন করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, সেই বালক সস্মিত ও ব্রহ্মতেজে পরিপূর্ণ; বালক-বালিকাসমূহ মহোৎসাহে সহাস্যবদনে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তখন সুরনাথ সেই শিশুরূপী হরিকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিলে, ভক্তবৎসল হরি, প্রীত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর ইন্দ্র, মধুপর্কাদি দ্বারা সেই বিপ্রবালককে পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! কি কারণে আপনার আগমন হইয়াছে, প্রকাশ করুন। তখন বৃহস্পতিরও গুরুর গুরু সেই বিপ্রবালক, ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া মেঘনিনাদের-ন্যায় গম্ভীর বাক্যে ইন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন;—সুররাজ! আমি তোমার বিচিত্র নগর-নির্ম্মাণ শ্রবণ করিয়া, তোমাকে দর্শন ও কোন অভিলষিত বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছি। সুরনাথ! তুমি কতবর্ষে এই পুরী নির্ম্মাণ করাইতে ইচ্ছা করিয়াছ? আর বিশ্বকর্ম্মাই বা ইহাতে কতবিধ কারুকার্য্য করিবেন?। ৮৩—৯৫। সুরবর! পূর্ব্বে কোন ইন্দ্রই এবংবিধ নির্ম্মাণ করাইতে পারেন নাই, এবং অপর কোন বিশ্বকর্ম্মাই এরূপ নির্ম্মাণে সক্ষম নন। তখন সম্পন্মদাদিমত্ত সুরেশ্বর, বালকের এই প্রকার বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া পুনরায় বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মশিশো! আপনি কিয়ৎ-সংখ্যক ইন্দ্রসমূহ ও কতিবিধই বা বিশ্বকর্ম্মাকে দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে আমার নিকটে প্রকাশ করুন। তখন বিপ্রবালক, ইন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণে উচ্চ হাস্য করত অমৃততুল্য শ্রবণ-সুখকর বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন;—বৎস! তোমার পিতা প্রজাপতি কশ্যপ এবং পিতামহ তপোনিধি মরীচি মুনিকেও আমি বিদিত আছি। আর মরীচির পিতা বিষ্ণু-নাভিকমলোদ্ভব ভগবান্ বিধাতা এবং ব্রহ্মার রক্ষাকর্ত্তা সত্ত্বগুণাবলম্বী সেই বিষ্ণুকেও আমি জানি। সুরেশ্বর! জীবশূন্য ভয়ানক একার্ণব-প্রলয়ও আমার পরিজ্ঞাত; আর সৃষ্টি কতবিধ, কল্প কতবিধ, ব্রহ্মাণ্ড কতবিধ এবং প্রতিব্রহ্মাণ্ডে যে কতবিধ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও কতবিধ ইন্দ্র তাহা কেহই বর্ণন করিতে সমর্থ নন। হে সুরাধিপ! পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, যদি রেণু বা বৃষ্টিধারারও সংখ্যা নিরূপণ হয়, তথাপি ইন্দ্রের সংখ্যা করা যায় না। ইন্দ্রের আয়ু এবং অধিকারকাল দেবপরিমাণে একসপ্ততি যুগ, এইরূপ অষ্টাবিংশতি ইন্দ্রের পতন হইলে, বিধাতার এক দিবারাত্র হয়। এই পরিমাণে অষ্টোত্তর শতবর্ষ বিধাতার আয়ু নিরূপিত হইয়াছে। বৎস! ইন্দ্রের সংখ্যা দূরে থাকু,

বিধাতারও সংখ্যা নাই ; যে সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বিরাজ করিতেছেন, সেই ব্রহ্মাণ্ডেরই বা সংখ্যা কোথায় ? ভবতোয়ে কৃত্রিম নৌকার ন্যায় মহাবিষ্ণুর লোমকূপোদ্ভব সুনির্ম্মল সলিলোপরি ব্রহ্মাণ্ড ভাসমান রহিয়াছে। ৯৭—১০৮। এইরূপ মহাবিষ্ণুর লোম-পরিমাণে ব্রহ্মাণ্ডও অসংখ্য এবং সেই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডেই তোমার ন্যায় কতবিধ দেবগণ বিদ্যামান রহিয়াছে। পুরুষোত্তম এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে তিনি সেই স্থানে শ্রেণীবদ্ধ ধনুরাকারে গমনশীল পিপীলিকাসমূহ দর্শন করিলেন। পরে সেই দ্বিজবালক ক্রমে তাহাদিগকে দর্শন করিয়া উচ্চ হাস্য করিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না ; গভীর-স্বভাবের ন্যায় মৌনী হইয়া রহিলেন। তখন ইন্দ্র সেই বিপ্রবালকের হাস্য দর্শনে ও গাথা শ্রবণে বিস্মিত এবং শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠ-তালু হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিপ্র ! আপনি কি জন্য হাস্য করিতেছেন ? এবং মায়াচ্ছন্ন শিশুরূপী গুণার্ণব আপনিই বা কে ? আমায় শীঘ্র বলুন। দ্বিজবালক ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে আধ্যাত্মিক নীতিসার জ্ঞানবীজ পরম বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ; আমি যে পিপীলিকাসমূহের দর্শনপূর্ব্বক হাস্য করিলাম, ইহার কারণ গূঢ়, তুমি সেই শোকবীজ বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না এবং তাহা তোমার অন্যপ্রকার জ্ঞানের কারণ। সেই গূঢ় বিষয় সংসারীদিগের সংসারবৃক্ষের মূলচ্ছেদক এবং অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে অত্যুত্তম জ্ঞানদীপস্বরূপ ; তাহা সিদ্ধগণেরও অতি দুর্লভ, সর্ব্ববেদে নিগূঢ় যোগীদিগের প্রাণতুল্য এবং মূঢ় ব্যক্তির অহঙ্কার-চূর্ণকারক। দ্বিজপুঙ্গব এই বলিয়া সহাস্যবদনে সেই স্থানে সংস্থিত হইলে, ইন্দ্র শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালু হইয়া পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—হে বিপ্রবটো ! শীঘ্র আমার নিকটে সেই জ্ঞানদীপস্বরূপ পুরাতন গূঢ় বিষয় প্রকাশ করুন, আমি জানি না, আপনি মূর্ত্তিমান্ জ্ঞানরাশিস্বরূপ শিশুরূপী কে ? তখন বিপ্ররূপী জনার্দ্দন, ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া যোগীন্দ্রগণের সুদুর্লভ জ্ঞানবিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে শক্র ! আমি যে এই পিপীলিকাসমূহের এক এক করিয়া ক্রমে দর্শন করিলাম, ইহারা সকলেই স্বকর্ম্মবলে এক সময় সুরালয়ে ইন্দ্র হইয়াছিল। এক্ষণে ইহারা সকলে কালপ্রাপ্ত হইয়া বহুজন্মের পর, ক্রমে পিপীলিকাজাতি হইয়াছে। ১০৯—১২২। জীবগণ কর্ম্মবশতই নিরাময় বৈকুণ্ঠে এবং কর্ম্মবশতই ব্রহ্মলোকে ও কর্ম্মবলেই শিবলোকে গমন করিয়া থাকে এবং স্বীয় কর্ম্মযোগেই স্বর্গ, স্বর্গসম স্থান, পাতাল ও আত্মদুঃখের নিদান ঘোরনরকে গমন করে। নিজকর্ম্মানুসারে জীবগণ শূকরীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করে, কর্ম্মানুসারে ক্ষুদ্রজীব হয় এবং কর্ম্মানুসারেই পশুপক্ষী ও পক্ষিযোষিদ্গণের গর্ভে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কর্ম্ম দ্বারাই কীট-যোনি, কর্ম্ম দ্বারাই বৃক্ষত্ব, কর্ম্ম দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব ও কর্ম্ম দ্বারাই দেবত্ব প্রাপ্তি হয়। জীব স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে শক্রত্ব লাভ করে, কর্ম্মবলে ব্রহ্মপুত্র হয় এবং স্বীয় কর্ম্মানুসারেই সুখী, দুঃখী, সেব্য ও সেবক হইয়া থাকে। কর্ম্মবলে শিবিকারোহী, কর্ম্মবলে রাজেন্দ্র, কর্ম্মবলে ব্যাধিযুক্ত ও কেহ বা কর্ম্মবলে অতি সুন্দর হয়। কেহ কর্ম্মানুসারে অঙ্গহীন ও কর্ম্মানুসারে কেহ অধিকাঙ্গ হইয়া থাকে ; অধিক কি বিধাতাও কর্ম্মসূত্রে জীবগণের কর্ম্মদাতা হইয়াছেন। সেই কর্ম্ম স্বভাব-সাধ্য এবং স্বভাব-অভ্যাস মূলক। এই সমুদয় আধ্যাত্মিক বাক্য কথিত হইল, ইহা সুখমোক্ষপ্রদ সকলের সার ও নরকার্ণবতারণ। দেবেন্দ্র ! চরাচর সমস্ত সংসারই স্বপ্নবৎ ; কালযোজিত মৃত্যু সকলেরই মস্তক স্বামী। হে শক্র ! জীবগণের সমুদয় শুভাশুভ জলবুদ্বুদের ন্যায় নশ্বর ; উহা নিরন্তর চক্রের তুল্য ভ্রমণ করিতেছে ; এজন্য পণ্ডিতগণ তাহাতে আসক্ত হন না। বিপ্রবর এই কথা বলিয়া সেই সভামধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলে, বিস্মিত ত্রিদশাধ্যক্ষ তখন আপনাকে অতি সামান্য জ্ঞান করিলেন ; এমত সময়ে শীঘ্র তথায় এক অতি বৃদ্ধ মহাযোগী মুনিবর আগমন করিলেন। তিনি জ্ঞান ও বয়সে অতি মহান্, সেই মুনিবর, কৃষ্ণাজিন, জটা, ও উজ্জ্বলতিলকধারী, তাঁহার বক্ষঃস্থলে লোমচক্র ও মস্তকে কট (তৃণরচিত ছত্রবিশেষ) বিরাজমান। তাঁহার বক্ষঃস্থলের মধ্যগত লোমরাজি সমুদয়ই স্থির ভাবে আছে ; কেবল কিঞ্চিন্মাত্র উৎপাটিত হইয়াছে বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এতাদৃশ মুনিবর উভয়ের মধ্যস্থলে সমাগত হইয়া স্থাণুর ন্যায় অবস্থিত হইলেন। ১২২—১৩৬। তখন মহেন্দ্র সেই ব্রাহ্মণকে দর্শনমাত্রে সানন্দে প্রণামপূর্ব্বক ভক্তিভাবে মধুপর্কাদি দান করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন এবং সেই বিপ্রকে বিনয় পুরঃসর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া অতিথিভাবে আনন্দের সহিত সাদরে। স্তব করিতে লাগিলেন ; তখন সেই বিপ্রবালক, তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিলেন এবং বিনয়পূর্ব্বক স্বীয় বাঞ্ছিত বিষয় সমুদয় তন্নিকটে

ব্যক্ত করিলেন। বালক বলিলেন, বিপ্র! আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? আপনার কি নাম, তাহা বলুন। আপনার এস্থানে আগমনের হেতু কি? আর এক্ষণে আপনার নিবাস কোথায়? হে মুনে! কি জন্য আপনার মস্তকে কট এবং বক্ষঃস্থলের মধ্যদেশে অত্যুল্বণ লোমচক্রই বা কি কারণ কিঞ্চিৎ উৎপাটিত হইয়াছে? হে বিপ্র! যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তাহা হইলে, সমুদয় সংক্ষেপে প্রকাশ করুন। অত্যদ্ভুত এই সমুদয় বিষয় শ্রবণ করিতে আমার কৌতুহল হইয়াছে। সেই মহামুনি, শিশুর বাক্য শ্রবণ করিয়া শক্রসমক্ষে সানন্দে সমুদয় স্বকীয় বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। মুনি বলিলেন, বিপ্র! আমি অল্পায়ু বলিয়া কুত্রাপি গৃহ-রচনা, বিবাহ বা কোনরূপ উপজীবিকা স্থির করি নাই; বর্ত্তমান সময়ে ভিক্ষাই আমার উপজীবিকা। হে বিপ্র! আমার নাম লোমশ, ইন্দ্রের দর্শনই আমার আগমনের হেতু। আমি বর্ষণ ও আতপ শান্তির নিমিত্তই মস্তকে কট ধারণ করিতেছি। আর বক্ষঃস্থল-স্থিত যে লোমচক্র তাহার কারণ শ্রবণ কর, উহা সাংসারিকদিগের ভয়প্রদ এবং পরম-বিবেক-জনক বিপ্র! বক্ষঃস্থলস্থ এই লোমচক্র আমার আয়ুঃসংখ্যার প্রমাণ; এক ইন্দ্রের পতনে আমার একটি লোমের উৎপাটন হয়। সেই কারণে মধ্যস্থিত লোম উৎপাটিত হইয়াছে; এইরূপ ব্রহ্মার পরার্দ্ধকাল পূর্ণ হইলেই, আমার মৃত্যু নিরূপিত আছে। হে ব্রহ্মন্! যখন অসংখ্য ব্রহ্মা কালকবলিত হইয়াছেন ও অসংখ্য ব্রহ্মা কালকবলিত হইবেন, তখন সুতরাং আমি অতি অল্পায়ু; এজন্য কলত্র, পুত্র বা গৃহে প্রয়োজন কি?। ১৩৭—১৪৯। যখন এক এক ব্রহ্মার পতনে, হরির এক এক চক্ষুর্নিমেষ হয়, তখন সকলই মিথ্যা; আমি এজন্য নিরন্তর সেই হরিরই অতুল পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া থাকি। শ্রীহরির দাস্য অতি দুর্লভ হরিভক্তি মুক্তি অপেক্ষা গরীয়সী; সমুদয় ঐশ্বর্য্যই স্বপ্নবৎ নশ্বর এবং উহা হরিভক্তির বিঘ্নকারক। সদ্গুরু শম্ভু, আমাকে এই উত্তম জ্ঞান দান করিয়াছেন, এক্ষণে আমি ভক্তি বিনা সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয়ও গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহি। সেই মুনি এইরূপ বলিয়া শিব-সন্নিধানে গমন করিলেন এবং শিশুরূপী হরিও সেই স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। হে পরমেশ্বরি! ইন্দ্র স্বপ্নবৎ এই ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, তখন তাঁহার সম্পত্তিতে কিছুমাত্র তৃষ্ণা রহিল না। পরে শতক্রতু, বিশ্বকর্ম্মাকে আনয়নপূর্ব্বক প্রিয়বাক্য বলিয়া যথেষ্ট রত্ন দান ও সৎকার করিয়া গৃহে প্রস্থাপিত করিলেন এবং বিবেকী ও মোক্ষকামুক হইয়া পুত্রের উপর সমুদয় ভার অর্পণপূর্ব্বক শচী ও রাজশ্রীকে পরিত্যাগ করিয়া বনগমনে উদ্যত হইলেন। তখন শচী কান্তকে বিবেকী দর্শন করিয়া শোকার্ত্তা ও সন্ত্রস্তা হইয়া দুঃখিতহৃদয়ে গুরুর শরণাগতা হইলেন। পরে কামিনী সমুদয় নিবেদন করিয়া বৃহস্পতিকে আনয়নপূর্ব্বক নীতিশাস্ত্রানুসারে সেই শক্রকে প্রবোধিত করিলেন এবং গুরু স্বয়ং দম্পতীবশসংযুক্ত শাস্ত্রবিশেষ প্রণয়ন করিয়া, প্রীতিসহকারে তাঁহাকে পাঠ করাইলেন। আর বাক্পতি তাঁহাকে বহুবিধ নীতিশাস্ত্র পরিজ্ঞাত করিলেন। হে বৃন্দাবন-বিনোদিনি! তখন তিনি রাজ্য করিতে লাগিলেন। হে সুরেশ্বরি! এই আমি শক্রের দর্পভঙ্গের বিষয় সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম, আর নন্দযজ্ঞেও তাঁহার দর্পভঙ্গ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছ। ১৫০—১৬১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

রাধিকা বলিলেন, নাথ! ভবৎকথিত ইন্দ্রের দর্পভঙ্গ শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে রবির দর্পভঙ্গ যথার্থরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, একদা রবি উদিত হইয়া অস্তমিত হইলে, মালী ও সুমালী নামে দৈত্যদ্বয় দীপ্তি করিতে উদ্যত হইল। হে সুন্দরি! তখন সূর্য্যদেব তাহাদিগের প্রভায় রাত্রি হইবে না জানিয়া রুষ্ট হইয়া, স্বীয় শূল দ্বারা অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে আঘাত করিলে তাহারা সূর্য্যের শূলাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইল। পরে ভক্তবৎসল ভগবান্ শঙ্কর ভক্তাপায় জানিতে পারিয়া, আগমনপূর্ব্বক মহাজ্ঞানবলে তাহাদিগকে জীবিত করিলেন। তখন সেই দৈত্যদ্বয় প্রীতমনে শিবকে প্রণাম করিয়া নিজ মন্দিরে গমন করিল এবং মহাদেবও ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া, সূর্য্যকে বিনাশ করিবার জন্য ধাবমান হইলেন। অনন্তর রবি, সংহারকর্ত্তা হরকে সংহারেচ্ছুক দেখিয়া, ভয়ে পলায়মান হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। এ দিকে কালের কাল, বিধির বিধি, মহাদেবও ক্রোধে অব্যর্থ শূল উত্তোলন করিয়া ব্রহ্মালয়ে গমন করিলেন। তখন জগৎপতি ব্রহ্মা, পরমেশ্বর হরকে রুষ্ট দেখিয়া, চতুর্ম্মুখে বেদোক্ত স্তোত্র দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে দক্ষযজ্ঞঘ্ন! আমার শরণাগত সূর্য্যের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে জগদ্‌গুরো! আপনিই সৃষ্টিবিস্তারহেতু চরাচর সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। হে আশুতোষ! হে মহাভাগ। হে ভক্তবৎসল! প্রসন্ন হউন, কৃপাসিন্ধো! কৃপা করিয়া ভাস্করকে রক্ষা করুন। হে ভগবন্! আপনি ব্রহ্মস্বরূপ এবং আপনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ, আপনি স্বয়ং রবিকে নির্ম্মাণ করিয়া স্বয়ংই সংহার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। হে পরাৎপর! স্বয়ং ব্রহ্মা, আমি, অনন্ত, ধর্ম্ম, সূর্য্য, হুতাশন, ইন্দ্র ও চন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই আপনা হইতে ভীত। তপোধন ঋষি ও মুনিগণ আপনারই সেবায় তপঃফল লাভ করেন; আপনিই তপস্যার ফলদাতা, আপনিই তপঃস্বরূপ ও আপনি তপস্যার অতীত। ব্রহ্মা ভক্তিসহকারে এইরূপ বলিয়া সূর্য্যকে আনয়নপূর্ব্বক প্রীতমনে ভক্তবৎসল শঙ্করের নিকটে সমর্পণ করিলেন। তখন শ্রীমান্ জগদ্‌বিধি শম্ভু, সূর্য্যকে আশীর্ব্বাদ ও ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া প্রসন্নবদনে আনন্দের সহিত স্বালয়ে গমন করিলেন। যে মানব সঙ্কটসময়ে এই বিধাতৃকৃত স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি ভীত হইলে, ভয় হইতে ও বদ্ধ হইলে, বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। রাজদ্বারে, শ্মশানে মহার্ণবমধ্যে বা পোতমগ্ন হইলে, এই স্তোত্র স্মরণ মাত্র মুক্ত হয়; ইহাতে সংশয় নাই। ১—১৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অনন্তর তেজস্বী ত্রিগুণাত্মক সূর্য্য, সানন্দে ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞায় প্রীতমনে স্বকার্য্য সাধন করিতে লাগিলেন। এক্ষণে পুরাণসমূহে গোপনীয় উত্তম কর্ণামৃতস্বরূপ বহ্নির উপাখ্যান সাবধানে শ্রবণ কর। অগ্নিদেব কোন সময়ে শততালপ্রমাণ ভয়ানক শিখা বিস্তার করত একাকী ত্রৈলোক্য ভস্মসাৎ করিতে সমুদ্যত হন। তিনি আপনাকে তেজস্বী ও আপনা ভিন্ন সকলকেই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, ভৃগুর শাপহেতু ক্ষুভিত ও কুপিত হইয়াছিলেন। এমত সময়ে বিষ্ণু আগমনপূর্ব্বক বহ্নির সম্মুখস্থিত হইয়া অবলীলাক্রমে তাঁহার দাহিকাশক্তি হরণ করিলেন। মায়াবলে শিশুরূপধারী জনার্দ্দন ভক্তি-নম্রাত্মকন্ধর হইয়া বিনয়পূর্ব্বক সহাস্যবদনে অগ্নিকে বলিতে লাগিলেন, ভগবন! আপনি কি জন্য রুষ্ট হইয়াছেন? আমাকে কারণ বলুন। আপনি নিরর্থক ত্রৈলোক্য ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আপনি ভৃগুকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছেন, ভৃগুকেই দমন করুন; একজনের অপরাধে ত্রৈলোক্য ভস্ম করা আপনার উচিত নহে। ব্রহ্মা বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, স্বয়ং হরি তাহার রক্ষক এবং ভগবান্ রুদ্র বিশ্বের সংহর্ত্তা, এইরূপ ক্রমই নিরূপিত আছে; অতএব শঙ্কর বিদ্যমান থাকিতে, আপনি কি প্রকারে ভস্মসাৎ করিতে সমর্থ হইবেন? আর যদিও সমর্থ হন, তবে অগ্রে বিশ্বরক্ষক হরিকে জয় করিয়া সত্বর সংহার করুন। ব্রাহ্মণবটু, এই বলিয়া সম্মুখস্থিত অতিশুষ্ক শরপত্র করে ধারণ করিয়া দগ্ধ করিবার জন্য দান করিলেন। তখন বহ্নি শুষ্কেন্ধন দর্শনে ভয়ানক লেলিহান হইয়া দেব দ্বারা শম্ভীর ন্যায় শিখা দ্বারা বিপ্রকে আবৃত করিলেন; কিন্তু শুষ্ক-পত্র বা শিশুর একটী মাত্র লোমও দগ্ধ হইল না দেখিয়া বহ্নিদেব লজ্জিত হইয়া শিশুর সম্মুখে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। হরি এইরূপে বহ্নির দর্প ভঙ্গ করিয়া অন্তর্হিত হইলে, বহ্নিও স্বমূর্ত্তি-সংহার-পূর্ব্বক ভীতবৎ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এই আমি বহ্নির দর্পভঙ্গবিষয় কহিলাম, এক্ষণে দেবগণের দর্প-ভঙ্গ-বিষয়ক কি নূতন আখ্যান শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় বল। রাধিকা বলিলেন, প্রভো! অন্যান্য সকলের দর্প-ভঙ্গ-বিষয় ক্রমে কীর্ত্তন করুন; এই সংসারক্ষেত্রে পীযূষধারা-সম আপনার কথা শ্রবণে কোন্ ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হইতে পারে? নারায়ণ বলিলেন, ভগবান্, রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্যবদনে পুনরায় শ্রুতিসুখকর পুরাতন কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১—১৭।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ঊনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, প্রিয়ে! রুদ্রাংশ অতি তেজস্বী মহামুনি যোগী দুর্ব্বাসার দর্পভঙ্গবিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। একদা অম্বরীষ দ্বাদশীব্রতানুষ্ঠান-পূর্ব্বক বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া পারণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমত সময়ে বিষ্ণুব্রত-পরায়ণ মুনিবর দুর্ব্বাসা তৃষ্ণার্ত্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া স্বয়ং সেই স্থানে আগমনপূর্ব্বক—"হে মহাভাগ! আমাকে ভোজন করাও, নৃপতিকে এইরূপ বলিলেন। রাজা ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে সুধোপম পরমান্ন দান করিলেন। পরে দুর্ব্বাসা সেই পায়সমধ্যে কেশ-দর্শন-পূর্ব্বক

রাজাকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া মস্তক হইতে জটা উৎপাটন করত ভূতলে স্থাপিত করিলেন। সেই সময় সেই জটার মধ্য হইতে প্রজ্বলিত-অগ্নিশিখাতুল্য সপ্ততালপ্রমাণ প্রলয়ান্তক এক পুরুষ সমুদ্ভূত হইল। সে উত্থিত হইয়াই কোপভরে সরাজ্য নৃপবরকে হনন করিতে উদ্যত হইলে, ভয়ে সকলেরই কলেবর কম্পিত হইল, কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গেল। তখন রাজা মহা ভীত হইয়া আমার চরণাম্বুজ স্মরণ করিলেন এবং স্মৃতিমাত্রে সর্ব্ববিঘ্নের উপশম হইল। এমত সময়ে আমার ন্যায় তেজস্বী কোটিসূর্য্যসমপ্রভ দুর্নিবার্য্য সুদর্শনচক্র সহসা সভা-মধ্যে আবির্ভূত হইয়া অতিশয় ঘূর্ণিত হইতে লাগিল; পরে সেই কৃত্যাপুরুষকে ছেদন করিয়া মুনিপুঙ্গবের প্রতি ধাবমান হইল। তখন সূর্য্য হইতে সমধিক ভাস্বর সুদর্শন, ভীত, কাতর, আর্ত্ত, মুক্তকেশ ধাবনতৎপর, মুনিবরকে সশৈলসাগর সমুদয় পৃথিবী উত্তম কাঞ্চনী ভূমি ভ্রমণ করাইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। বিপ্রবর, কৈলাস, সপ্তস্বর্গ ও অনাময় ব্রহ্মলোক ভ্রমণ করিয়া বৈকুণ্ঠনাথের শরণাপন্ন হইলেন। তখন কৃপাসিন্ধু বৈকুণ্ঠনাথ, বিপ্রপুঙ্গবকে পাদপদ্মে পতিত দেখিয়া কৃপাবশতঃ তাঁহাকে অভয় দান করিলেন। দ্বিজবর, নারায়ণবরে বিজ্বর হইয়া হরিকে স্তুতিপূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞায় পুনরায় সেই নৃপ-গৃহে গমন করিলেন। রাজা মুনীন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া পায়স ভোজন করাইলেন এবং স্বয়ং সস্ত্রীক হইয়া বান্ধব-গণের সহিত পারণ করিলেন। পরে ভোজনান্তে বিপ্র রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে গমন করিলেন। ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত সুদর্শনচক্র আমা-কর্ত্তৃক এইরূপে নিয়োজিত হইয়া থাকে। প্রলয়কালে সমুদয় প্রাণীই বিনষ্ট হয়, কেবল আমার ভক্ত বিনষ্ট হয় না। সমস্ত দেবগণ আমার প্রাণস্বরূপ; কিন্তু ভক্তগণ আমার প্রাণাপেক্ষা অধিক। তুমি, লক্ষ্মী, মহামায়া, সাবিত্রী, সরস্বতী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অনন্ত, ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণগণ এবং গোপ-গোপাঙ্গনা সকলেই আমার প্রিয়তম; কিন্তু তোমাদিগের সকলের অপেক্ষা ভক্তগণই আমার পরম প্রিয়; ভক্ত অপেক্ষা আর কেহই প্রিয় নাই। ভক্তগণের রক্ষার জন্য সুদর্শন চক্রকে নিযুক্ত করি, তথাপি আমার প্রতীতি না হওয়ায়, স্বয়ং তাহাদিগকে দর্শন করিতে গমন করিয়া থাকি। হে সুরেশ্বরি! তুমি আমার নিকটে দুর্ব্বাসার দর্পভঙ্গ শ্রবণ করিলে; অতএব হে মহাভাগে! পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা হয়, আজ্ঞা কর। রাধিকা বলিলেন, হে জগদ্গুরো! পুরাণে গোপনীয় ধন্বন্তরির দর্প-ভঙ্গ-বিষয় প্রকাশ করুন। তৎশ্রবণে আমার কৌতুহল হইয়াছে। মধুসূদন, রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপুরঃসর শ্রুতিসুখকর পুরাতনী কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১—২৪।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ভগবান্ ধন্বন্তরি স্বয়ং নারায়ণাংশ ও মহান্। তিনি পূর্ব্বে সমুদ্রমন্থনসময়ে মহোদধি হইতে সমুত্থিত হন। তিনি দেবগণের মধ্যে প্রবীণ, মন্ত্র-তন্ত্রবিশারদ, বৈনতেয়ের শিষ্য ও শঙ্করের উপশিষ্য। হে ঈশ্বরি! একদা তিনি সহস্র শিষ্যের সহিত কৈলাসে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে ভয়ানক লেলিহান তক্ষককে দর্শন করিলেন এবং লক্ষনাগপরিবৃত বিষোল্বণ শৈলতুল্য সেই তক্ষককে কোপভরে ভক্ষণার্থ আগমন করিতে দেখিয়া, হাস্য করিলেন। তখন ধন্বন্তরির দাম্ভিক কোন শিষ্য সেই উদ্ধত তক্ষককে ধারণ করিয়া, মন্ত্রবলে জৃম্ভিত ও বিষশূন্য করিলেন এবং তাহার মস্তকস্থিত অমূল্য মণিরত্ন-হরণ-পূর্ব্বক কর দ্বারা ভ্রমিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। তখন তক্ষক মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া, সেই মার্গমধ্যে অবস্থিত রহিল। তাহার সঙ্গিগণ বাসুকিসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। বাসুকি, তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণে কোপভরে যেন প্রজ্বলিত হইয়া, অসংখ্য বিষোদ্ধত সর্পসমূহ এবং সর্পসেনাগ্রণী-প্রধান দ্রোণ, কালীয়, কর্কোট, পুণ্ডরীক ও ধনঞ্জয়, এই প্রসিদ্ধ পঞ্চ সর্পকে প্রেরণ করিলেন। পরে যে স্থানে স্বয়ং ধন্বন্তরি অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় সমুদয় নাগগণ সমাগত হইলে, ধন্বন্তরির শিষ্যগণ সেই অসংখ্য নাগ দর্শনে ভীত হইল। তখন সমুদয় শিষ্য, নাগগণের নিশ্বাসবাতে মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ও জ্ঞানরহিত হইয়া ভূতলে শয়ন করিল। অনন্তর ভগবান্ ধন্বন্তরি, গুরুকে স্মরণ করত মন্ত্রবলে অমৃতবর্ষণ দ্বারা শিষ্যগণকে জীবিত করিলেন। জগদ্গুরু ধন্বন্তরি, শিষ্যগণের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া, মন্ত্রবলে বিষোল্বণ সর্পসমূহকে জৃম্ভিত করিলেন। হে দেবি! তখন সমস্ত সর্প জৃম্ভিত হইয়া মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইল; পরে তাহাদিগের মধ্যে কেহই বাসুকিকে বার্ত্তাদানে সমর্থ হইল না; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ

বাসুকি সমুদয় সঙ্কট জানিতে পারিয়া, জ্ঞানরূপিণী জগদ্গৌরীকে আহ্বান করত বলিলেন, মনসে! তুমি তথায় গমন করিয়া নাগগণকে রক্ষা কর। হে মহাভাগে! জগৎত্রয়ে তোমার পূজা হইবে। কন্যকা মনসাদেবী বাসুকির বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক বিনয়াবনতা হইয়া, তাঁহাকে অমৃততুল্য বাক্য বলিতে লাগিলেন। ১—১৭। হে নাগেন্দ্র! আমার বাক্য শ্রবণ করুন, আমি সমরে গমনপূর্ব্বক যথোচিত কার্য্য করিব; কিন্তু ভদ্রাভদ্র দৈবায়ত্ত। আমি সমরস্থলে অনায়াসে সেই শত্রুকে সংহার করিব, আমি যাহাকে সংহার করিব, কে তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? অধিক কি, যদি ব্রহ্মাদিদেবগণও সেই সমরস্থলে সমাগত হন, তথাপি সেই শত্রুকে জয় করিব; তাহার সংশয় নাই। আমার গুরু ভগবান্ অনন্তদেব আমাকে জগদীশ্বর নারায়ণের পরমাদ্ভুত সিদ্ধমন্ত্র দান করিয়াছেন। আমি ত্রৈলোক্যমঙ্গল নামক উৎকৃষ্ট কবচ কণ্ঠে ধারণ করিতেছি; আমি সংসারকে ভস্মসাৎ করিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতে সক্ষম। আমি মন্ত্রশাস্ত্রে ভগবান্ শঙ্করের শিষ্যা, সেই বিভু পূর্ব্বে আমাকে কৃপা করিয়া মহাজ্ঞান দান করিয়াছেন। আমি শম্ভুশিষ্য গরুড়কেও গণনা করি না; ধন্বন্তরি সেই গরুড়ের শিষ্যসমূহের একজন; তাহাকে আর কি গণনা করিব? মনসা এই বলিয়া শ্রীহরি, শম্ভু ও অনন্তদেবকে প্রণামপূর্ব্বক ক্রোধে নাগগণকে ত্যাগ করিয়া হৃষ্টচিত্তে একাকিনী গমন করিলেন। যে স্থানে ধন্বন্তরীদেব অবস্থিত ছিলেন, প্রসন্নবদনেক্ষণা মনসাদেবী সেইস্থানে ক্রোধারক্তনয়নে উপস্থিত হইলেন। তখন সেই সুন্দরী দৃষ্টিমাত্রে সর্পগণকে জীবিত এবং বিষদৃষ্টিতে শত্রুশিষ্যগণকে নিশ্চেষ্ট করিলেন; পরে মন্ত্র-শাস্ত্র-বিশারদ ভগবান্ ধন্বন্তরি মন্ত্রদ্বারা চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে উত্থাপিত করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন সুরেশ্বরী মনসাদেবী, ধন্বন্তরীকে ব্যগ্র দর্শন করিয়া, হাস্যপূর্ব্বক অহঙ্কারের সহিত অর্থযুক্ত কটূক্তি বলিতে লাগিলেন; অহে ধন্বন্তরি! তুমি গরুড়ের প্রসিদ্ধ শিষ্য, অতএব কি প্রকার মন্ত্রার্থ, মন্ত্রকৌশল, মন্ত্রভেদ বা মহৌষধ তোমার বিদিত আছে, আমার নিকটে প্রকাশ কর। ধন্বন্তরি শোন, আমি এবং বৈনতেয় উভয়েই শম্ভুর প্রসিদ্ধ শিষ্য; কিন্তু সে অতি অল্পকাল, আর আমি বহুকাল শিক্ষা করিয়াছি। জগজ্জননী মনসা, এই বলিয়া সরোবর হইতে পদ্ম আনয়নপূর্ব্বক মন্ত্রসম্বলিত করিয়া কোপভরে নিক্ষেপ করিলেন। ১৮—৩২। ধন্বন্তরিও জ্বলদগ্নিশিখোপম পদ্মপুষ্পকে আগত দেখিয়া নিশ্বাস দ্বারা ভস্মসাৎ করিলেন। তখন মনসা ক্রোধে বিহ্বলা হইয়া সত্বর সর্ষপসমূহ মন্ত্রান্বিত করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। ধন্বন্তরিও তদ্দর্শনে হাস্যপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে সমস্ত ধূলিমুষ্টি দ্বারা তাহা ভস্ম করিয়া নিষ্ফল করিলেন। পরে মনসাদেবী, গ্রীষ্ম-সূর্য্য-সম প্রভশক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক তাহা মন্ত্র-সংবলিত করিয়া, সেই রিপু-উদ্দেশে প্রেরিত করিলেন; তখন ধন্বন্তরি জাজ্বল্যমানা শক্তিকে দর্শন করিয়া স্বয়ং বিষ্ণুদত্ত শূল দ্বারা অনায়াসে তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঈশ্বরী মনসাদেবী, সেই শক্তিকে ব্যর্থ হইতে দেখিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিতা হইয়া শ্রেষ্ঠ অব্যর্থ ভয়ঙ্কর নাগপাশ গ্রহণ করিলেন। পরে সেই কালান্তক-সমপ্রভ লক্ষনাগযুক্ত নাগপাশকে সিদ্ধমন্ত্র-যুক্ত করিয়া কোপভরে প্রেরণ করিলেন। তখন ধন্বন্তরি নাগপাশ দর্শন করিয়া আনন্দের সহিত সহাস্যবদনে গরুড়কে স্মরণ করিলে, খগেশ্বর শীঘ্র সেই স্থানে আগমন করিলেন। পরে বহুকাল-ক্ষুধিত হরিবাহন গরুড়, সর্পাস্ত্র আগত দেখিয়া চঞ্চু দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক শীঘ্র ভোজন করিয়া ফেলিলেন। হে প্রিয়ে! নাগাস্ত্রকে নিষ্ফল দেখিয়া মনসা অতিশয় ক্রোধবশতঃ আরক্তনয়নে শিবদত্ত ভস্মমুষ্টি গ্রহণ করিলেন; তখন গরুড়, মনসা-প্রেরিত মন্ত্রপূত ভস্মমুষ্টি দর্শনে শিষ্যকে পশ্চাদ্বর্ত্তী করিয়া পক্ষবাত দ্বারা তাহা ইতস্তত বিকীর্ণ করিলেন। অনন্তর দেবী ভস্মমুষ্টিকে নিরস্ত দর্শনে ক্রুদ্ধা হইয়া, ধন্বন্তরির বিনাশার্থ অব্যর্থ শূল গ্রহণ করিলেন। শঙ্কর তাহাকে সেই শতসূর্য্যসমপ্রভ শূল দান করিয়াছিলেন; তাহার প্রভা প্রলয়াগ্নির সদৃশ এবং ত্রিলোকে তাহা ব্যর্থ হইবার নহে। অনন্তর ব্রহ্মা ও পরে শম্ভু, ধন্বন্তরির রক্ষার্থ এবং গরুড়ের সম্মানার্থ রণস্থলে আগমন করিলেন। তখন সেই নিঃশঙ্কা শূলধারিণী জগদ্গৌরী শম্ভু এবং জগৎপতি ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন এবং ধন্বন্তরি ও গরুড় সেই সুরেশ্বরদ্বয়কে প্রণামপূর্ব্বক পরম-ভক্তিসহকারে স্তব করিলে, তাঁহারা তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন ব্রহ্মা লোকগণের হিতেচ্ছায় মনসার পূজার্থ সানন্দে ধন্বন্তরিকে হিতজনক মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন, হে মহাভাগ ধন্বন্তরে! হে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ আমার মতে মনসার সহিত তোমার সংগ্রাম করা উচিত বলিয়া বোধ হয় না। এই ত্রিদশেশ্বরী শিবদত্ত দুর্নিবার্য্য শূলদ্বারা সর্ব্ব প্রকারে ত্রৈলোক্যকে ভস্মসাৎ করিতে সক্ষমা; অতএব এক্ষণে সমাহিত হইয়া ভক্তি-

ভাবে কৌথুমশাখোক্ত ধ্যানপূর্ব্বক যোড়শোপচার দান করিয়া দেবীর পূজা কর এবং আস্তিকোক্ত স্তোত্রদ্বারা স্তব কর, তাহা হইলেই মনসা পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে বর দান করিবেন। ৩৩—৫৩। ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া শিবও অনুমতি করিলেন; পরে বৈনতেয় প্রীতিযুক্ত হইয়া সযত্নে ধন্বন্তরিকে বোধিত করিলেন। তখন ধন্বন্তরি ইঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্নানানন্তর শুচি ও অলঙ্কৃত হইয়া ব্রহ্মাকে পুরোহিত করত পূজা করিতে সমুদ্যত হইলেন। ধন্বন্তরি বলিলেন, হে জগদ্গৌরি। এই স্থানে আগমন করিয়া আমার পূজা গ্রহণ করুন। হে কশ্যপকন্তে! আপনি ত্রিলোক-মধ্যে পূজ্যা ও শ্রেষ্ঠা। হে দেবি! বিষ্ণুস্বরূপা আপনা কর্ত্তৃক সমুদয় জগৎ জিত হইয়াছে, এই জন্য রণভূমিতে আপনার প্রতি আমি অস্ত্র প্রয়োগ করি নাই। ধন্বন্তরি এই বলিয়া সংযত ও ভক্তি-নম্রাত্ম-কন্ধর হইয়া শুক্ল-কুসুম গ্রহণ-পূর্ব্বক ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহার বর্ণাভা চারুচম্পক সদৃশ এবং সর্ব্বাঙ্গ সুমনোহর, যাঁহার প্রসন্ন মুখমণ্ডলে ঈষৎ হাস্য বিকাশ পাইতেছে, যিনি সূক্ষ্মবস্ত্র-শোভিতা, যিনি কবরীভার ও রত্নাভরণে ভূষিতা এবং যে দেবী সকলের অভয়-প্রদায়িনী ও ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ-বিতরণে নিরন্তর ব্যগ্রা হইয়া থাকেন, আমি সেই সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদা সর্ব্ব বিদ্যাপ্রদা নাগেন্দ্র-বাহিনী নাগেশ্বরী শান্তা পরমা দেবীকে ভজনা করি। ৫৪—৬২। প্রিয়ে! ধন্বন্তরি এইরূপ ধ্যান করিয়া পুষ্পদানান্তে নানাদ্রব্য-সমন্বিত যোড়শোপচার দানপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেন। পরে পুলককিতবিগ্রহ ও পুটাঞ্জলিযুত হইয়া, ভক্তি-বিনতকন্ধরে ভক্তি-পুরঃসর স্তব করিতে লাগিলেন, হে দেবি! আপনি সিদ্ধিস্বরূপা ও সিদ্ধিদা, আপনি বরদায়িনী কশ্যপকন্যা, আপনাকে বারংবার নমস্কার। আপনি শঙ্করকন্যা, আপনাকে নমস্কার। আপনি শঙ্করী আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। আপনি নাগ-বাহিনী, আপনাকে নমস্কার এবং আপনি নাগগণের ঈশ্বরী, বারংবার আপনাকে নমস্কার। নাগভগিনীকে নমস্কার; যোগিনীকে বারংবার নমস্কার। আস্তীক-জননীকে নমস্কার। পুনর্ব্বার জগজ্জননীকে নমস্কার। আপনি জরৎকারু-নাম্নী, আপনাকে নমস্কার; আপনি জরৎকারুপত্নী, আপনাকে নমস্কার। আপনি চির-তপস্বিনী, আপনাকে নমস্কার এবং আপনি সুখদায়িনী, আপনাকে বারংবার নমস্কার। আপনি তপস্যাস্বরূপা, আপনাকে নমস্কার এবং আপনিই তপস্যার ফলদায়িনী, আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। আপনি সুশীলা, শান্তা ও সাধ্বী; আপনাকে বারংবার নমস্কার। ধন্বন্তরি এই বলিয়া প্রযত্নে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন দেবী তুষ্টা হইয়া বর-দান-পূর্ব্বক সত্বর স্বালয়ে গমন করিলেন। পরে ব্রহ্মা মহেশ্বর ও বৈনতেয় নিজালয়ে গমন করিলে, ভগবান্ ধন্বন্তরিও নিজমন্দিরে গমন করিলেন। অনন্তর নাগগণ, পরমা-নন্দে ফণারাজি-বিরাজিত হইয়া গমন করিল। এই আমি তোমার নিকটে মহৎ সমুদয় স্তবরাজ কীর্ত্তন করিলাম। পরে আস্তীক-মুনি মাতাকে যথাবিধি ভক্তি করিলেন। তখন জগদ্গৌরীও সেই মুনিপুঙ্গব পুত্রের প্রতি তুষ্টা হইলেন। যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া এই মহাপুণ্য স্তোত্র পাঠ করেন, তাঁহার বংশগণের নিঃসংশয় নাগভয় থাকে না। ৬৩—৭৩।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এই ত সকলের দর্প-ভঙ্গ-বিষয় বর্ণন করিলাম, তুমি শ্রবণ করিলে; ফলতঃ কি ক্ষুদ্র কি মহৎ, সকলেরই দর্প ভঙ্গ করা হইয়াছে, তাহার সংশয় নাই। হে সুন্দরি! এক্ষণে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক বৃন্দাবনে চল, গোপিকাগণ বিরহার্ত্তা হইয়াছে, তাহাদিগকে দর্শন করিব। নারায়ণ বলিলেন, রসিকেশ্বরী রাধা শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণে, মানিনী হইয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, ভগবন্! আমি গমন করিতে অশক্তা, অতএব আমাকে লইয়া চলুন। তখন মধুসূদন রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য-পূর্ব্বক 'আমাতে আরোহণ কর' এই বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। পরে সেই রাধিকা, মনের ন্যায় বেগে ইত-স্তত ধাবমানা হইয়া ক্ষণকাল রোদনান্তে, "হে নাথ! হে নাথ! এইরূপ কাতরোক্তিকারিণী, প্রেমবিচ্ছেদ-কাতরা নিরাহারা কোপাবিষ্টা গোপিকাগণকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের নিকটে মলয় ভ্রমণাদি-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। অনন্তর বিরহাতুরা রাধিকা গোপিকাগণের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন, পরে হা নাথ! হা নাথ! বলিয়া বারম্বার বিলাপান্তে কোপভরে কৃষ্ণকে নিন্দা করিয়া ক্ষণকাল কৃষ্ণোদ্দেশে তর্জ্জন করিলেন, পরক্ষণে সকলেই কোপবশতঃ শরীর-ত্যাগে সমুদ্যত হইলেন। এমত সময়ে শ্রীকৃষ্ণ সেই চন্দন-কানন-মধ্যে রাধিকা ও গোপিকাগণকে স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন

করাইলেন। তখন রাধিকা গোপাঙ্গনাগণের সহিত প্রাণেশ্বরকে দর্শন করিয়া পুলকাঙ্কিতশরীরে সহাস্য-বদনে সানন্দে ধাবমানা হইলেন। অনন্তর সেই মানিনী সত্বর শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কোপভরে মুরলী, মালা এবং উলঙ্গ করিয়া তাঁহার পীতবসন হরণ করিলেন। পরে বৃন্দাবন-বিনোদিনী তুষ্টা হইয়া পুনরায় বস্ত্র, মনোহর মালা ও বিনোদ মুরলী যথাস্থানে নিয়োজিত করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে চন্দন, অগুরু, কস্তূরী ও কুঙ্কুমে অনুলিপ্ত করিয়া, পরমাদরে বারংবার তাঁহার মুখ-নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক চুম্বন করিলেন। তখন রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষণকাল তর্জ্জন ক্ষণকাল স্তব ও ক্ষণকাল পরমানন্দে সকর্পূর তাম্বূল দান করিতে লাগিলেন। ১—১৪। পরে প্রেম-বিহ্বল গোপাঙ্গনাসকল রোদনপূর্ব্বক বিরহবেদনারূপ নিজ নিজ দুঃখ নিবেদন করিলেন এবং তন্নিবন্ধন দেহত্যাগ-উদ্যম, স্নানাহার-বিসর্জ্জন ও বনে বনে যে অহর্নিশ নিরন্তর ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাও নিবেদন করিলেন। তাঁহারা কখন কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা, কখন সানন্দে স্তব, আর কখন ভূষণ ও কখন চন্দন দান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে কোন কোন গোপিকা বলিলেন, সখি! এই প্রাণচৌরকে নয়ন-পথে রক্ষা কর। কেহ কেহ বলিলেন, ইনি এরূপ আর করিবেন না। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, তোমরা সত্বর ইহাকে সকলের মধ্যবর্ত্তী কর। কেহ কেহ বলিলেন, প্রেমপাশে বদ্ধ করিয়া হৃদয়মধ্যে রক্ষা কর। কেহ কেহ বলিলেন, ইহাকে কখনই বিশ্বাস নাই। কেহ কেহ কহিলেন, এই চিত্তচৌরের প্রতি বারংবার সযত্নে দৃষ্টি রাখ। হে নারদ! কোন কোন গোপিকা কোপভরে বলিতে লাগিলেন, এই কৃষ্ণ নিষ্ঠুর নরঘাতী এবং কেহ কেহ বলিলেন, ইহার প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিও না। অনন্তর সেই সকল গোপিকা কৌতুকবশতঃ কৃষ্ণের সহিত যাবতীয় নির্জ্জন রমণীয় বনে ভ্রমণ করিলেন। পরে গোপিকাসকল জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যে লইয়া যে স্থানে সুরম্য রাসমণ্ডল বিরাজমান আছে, সেই বনে গমন করিলেন। তখন রসিকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, রাসমণ্ডলে গমনপূর্ব্বক স্বর্ণপীঠে অবস্থান করিলেন। সেই সময়ে তিনি আকাশমণ্ডলে তারাগণের সহিত মিলিত চন্দ্রের ন্যায়, গোপিকাগণের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর জনার্দ্দন, নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই গোপিকাগণের সহিত পুনরায় কামুকীদিগের মনো-হারিণী ক্রীড়া করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং স্মরাতুরা রাধিকাকে করে ধারণ করিয়া বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত পূর্ব্বোক্ত রতিমন্দিরে আরোহণ করিলেন। পরে সেইস্থানে চন্দন অগুরু কস্তূরী ও কুঙ্কুমসিক্ত সুবাসিত চম্পকশয্যায় রাধিকার সহিত শয়ন করিলেন। অনন্তর কামশাস্ত্র-বিশারদ কামী শ্রীকৃষ্ণ, কৌতুকা-বিষ্ট হইয়া কামিনী রাধার সহিত নানাপ্রকার শৃঙ্গার ও ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ১৫—২৮। হে মুনে! তথায় বহুকাল তাঁহাদিগের রতিক্রীড়া হইতে লাগিল, উভয়েই রতিবিষয়ে প্রবীণ; এজন্য ক্ষণকালও তাঁহাদের সেই কার্য্যে বিরাম রহিল না। সেই রতি-রসোৎসুক রাধাকৃষ্ণ সেই স্থানে এই প্রকারে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং সেই সকল কৃষ্ণমূর্ত্তিও গোপিকাগণের সহিত সুরতক্রীড়ায় আসক্ত রহিলেন। নারদ বলিলেন, হে ভক্তজনপ্রিয়! বুধগণ যে অগ্রে রাধা-শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক পরে কৃষ্ণ-শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন, ইহার কারণ কি? তাহা এই ভক্তের নিকটে প্রকাশ করুন। নারায়ণ বলিলেন, উহার ত্রিবিধ কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। প্রকৃতি জগন্মাতা, পুরুষ জগৎপিতা, কিন্তু ত্রিজগতে পিতা অপেক্ষা মাতা শতগুণে গরীয়সী; দ্বিতীয়তঃ রাধাকৃষ্ণ, গৌরীশ, এইরূপ শব্দই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ; কেহই কখন কৃষ্ণরাধা বা ঈশগৌরী এরূপ শ্রবণ করেন নাই; হে মুনিসত্তম! সামবেদের কৌথুম শাখায় এইরূপ দৃষ্ট আছে যে, হে রোহিণীচন্দ্র! প্রসন্ন হউন, আমার এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন; হে সংজ্ঞা-সহিত ভাস্কর! মৎপ্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ করুন, হে কমলাকান্ত! আপনি প্রসন্ন হইয়া আমার পূজা গ্রহণ করুন। তৃতীয়তঃ মাধব, রা-শব্দ উচ্চারণ মাত্রে স্ফীত হইয়া থাকেন এবং ধা-শব্দের উচ্চারণে সম্ভ্রমের সহিত পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হন। হে মুনে! যে ব্যক্তি অগ্রে পুরুষের নামো-চ্চারণ করিয়া, পশ্চাৎ প্রকৃতির নামোচ্চারণ করে, সে বেদাতিক্রমনিবন্ধন মাতৃঘাতী হয়। মুনি-বর! রাধামাহাত্ম্য অনির্ব্বচনীয়; দেখ, ত্রৈলোক্যে পুণ্যক্ষেত্র পুণ্যপ্রদ ভারত ভূমিই ধন্য, আবার তদপেক্ষা রাধিকার চরণারবিন্দের রেণুদ্বারা পবিত্র বৃন্দাবন অধিক ধন্য; পূর্ব্বেবিধাতা রাধিকার চরণারবিন্দ এবং চরণারবিন্দরেণু লাভ করিবার নিমিত্ত ষষ্টিসহস্র বর্ষ তপস্যা করিয়াছিলেন। ২৯—৩২।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, পৌর্ণমাসী অতীত হইলে জগৎ-পতি শ্রীকৃষ্ণ কি করিয়াছিলেন? কি প্রকারই বা তাঁহাদিগের রহস্যলীলা হইয়াছিল? তাহা আপনি আমার নিকটে ব্যক্ত করুন। নারায়ণ বলিলেন, স্বয়ং রাসেশ্বর রাসেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়া রাসমণ্ডলে রাসক্রীড়া সমাপনান্তে সেই স্থান হইতে যমুনা-পুলিনে গমন করিলেন। সেই স্থানে নির্ম্মল জলে স্নান ও নির্ম্মল জল পান করিয়া গোপাঙ্গনাগণের সহিত জল-ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পরে ভগবান্ রাধিকার সহিত ভাণ্ডীরবনে গমন করিলে, গোপাঙ্গনা সকল বিরহাতুর হইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। এদিকে রমণোৎসুক ভগবান্ ভাণ্ডীরবনমধ্যবর্ত্তী নির্জ্জন মালতীবনে রমণীয়-মালতী-পুষ্প-শয্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, সেই ক্রীড়া সমাপ-নান্তে বাসন্তীকাননে গমনপূর্ব্বক সুমনোহর বসন্ত-সময়ে তথায় রমণ করিতে লাগিলেন। পরে সেই স্থানে রমণ করিয়া চন্দনকাননে গমন করিলেন, তথায় পূর্ণচন্দ্র সমুদিত হইলে চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ চন্দনোক্ষিতা রাধিকাকে গ্রহণপূর্ব্বক, স্নিগ্ধচন্দন-পল্লবময় রমণীয় চন্দনাক্ত শয্যায় তাঁহার সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ সেই স্থানে বিহারান্তে চম্পককাননে গমনপূর্ব্বক রমণীয়-চম্পক-শয্যায় রতিক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ভগ-বান্ তথায় রতিক্রীড়া সমাপন করিয়া পদ্মবনে গমন করিলেন; পরে শীতল-পদ্ম-বায়ু-যুক্ত সেই স্থানে পদ্ম-পত্রসমাকীর্ণ সুমনোহর শয্যায় পদ্মমুখী রাধিকার সহিত সুখসম্ভোগ করিয়া, তাঁহার সহিত নিদ্রাগত হইলেন। অনন্তর নিদ্রেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পদ্মশয্যায় শয়ানা সুখসম্ভোগমাত্রে নিদ্রিতা প্রিয়াকে দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন রাধিকার শরচ্চন্দ্র-বিনিন্দিত মুখমণ্ডল ঘর্ম্মাক্ত এবং ললাটস্থ সিন্দুর, নয়নের উজ্জ্বল কজ্জল, অধররাগ ও গণ্ড-পত্র সকল বিলুপ্ত হইয়াছে এবং কবরীভার বিস্রস্ত ও নেত্রোৎপল নিমীলিত রহিয়াছে। আর কর্ণপাশ অমূল্য রত্নকুণ্ডলযুগলে পরিশোভিত এবং নাসিকায় গজরাজোদ্ভব মুক্তা বিরাজমান আছে। ১—১৫। এইরূপ ব্যাপার দর্শন করিয়া, ভক্তবৎসল মাধব প্রেমভরে বহ্নিশুদ্ধ সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক রাধি-কার মুখমণ্ডল মার্জ্জন করিলেন। পরে শ্রীহরি তাঁহার কেশ সম্মার্জ্জনপূর্ব্বক কবরী বন্ধন করিয়া দিলেন। ঐ কবরী মাধবী ও মালতী-মালাজালে পরিশোভিত, পট্ট-সূত্রে নিবদ্ধ, বামভাগে বক্র, মনো-হর এবং অতিশয় বর্ত্তুলাকার ও কুন্দপুষ্পে পরিশোভিত হইল। অতঃপর রাধিকার ললাটদেশে সিন্দূরতিলক দান করিলেন। ঐ তিলক চতুর্দ্দিকে কস্তূরীবিন্দুর সহিত অধোদেশস্থ চন্দনবিন্দু দ্বারা পরিশোভিত হইল এবং গণ্ডযুগে চিত্রবিচিত্র পত্রাবলী রচনা করিলেন ও ভক্তিসহকারে কজ্জল দান করায়, রাধিকার নেত্রোৎপলযুগল সমুজ্জ্বল হইল। পরে সানুরাগে রাধিকার অধররাগ সম্পাদন করিয়া, কর্ণভূষণযুগল অতিশয় নির্ম্মল করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থলে মণিরাজ-বিরাজিত অমূল্য রত্নহার কণ্ঠদেশে অর্পণ করিলে, স্তন-মণ্ডলযুগল অতিশয় সৌন্দর্য্য ধারণ করিল। তৎপরে জগতের যাবতীয় রত্নাপেক্ষা অমূল্য কস্তূরী-কুঙ্কুমাক্ত বহ্নি-বিশুদ্ধ শুভ দিব্য বসন পরিধান করাইলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকার পাদযুগলে রত্নরঞ্জিত নূপুর বিন্যস্ত করিলেন এবং পাদাঙ্গুলির নখনিকরে ভক্তিভাবে অলক্তকরাগ বিস্তার করিলেন। কি আশ্চর্য্য! ত্রিজগতের সাধুগণ যাঁহাকে সেবা করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ সেবকের ন্যায় পরম-ভক্তি-সহকারে শ্বেতচামর দ্বারা রাধিকার সেবা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সর্ব্বভাববিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ বোধজ্ঞ কামশাস্ত্রবিৎ শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকাকে বিনিদ্র করিয়া, বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন। পরে প্রেমবশতঃ মুখচন্দ্রের সুবেশ দর্শনার্থ রাধিকাকে সুমার্জ্জিত রত্নদর্পণ দান করিলেন। ১৬—২৭। অনন্তর শ্রীহরি সৌভাগ্যযুক্তা রাধিকার গলদেশে নানাপুষ্প-বিরচিত চন্দনোক্ষিত অম্লান মালা সৌভাগ্যহেতু অর্পণ করিলেন। পরে প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমভরে প্রিয়ার সর্ব্বাঙ্গে কস্তূরী-কুঙ্কুমাক্ত সুগন্ধি চন্দন লেপন করিলেন। হে নারদ! তৎপরে বিজনে ব্রহ্মার প্রদত্ত পারিজাতকুসুম, রাধিকার মনোরম কবরীভারে বিন্যস্ত করিলেন এবং নির্জ্জনে শিবদত্ত সহস্রদল নির্ম্মল উজ্জ্বল দিব্য কমল, রাধিকার দক্ষিণ করে অর্পণ করিলেন। অনন্তর নির্জ্জনে মণীন্দ্র-সকলের মধ্যে অতি সারভূত কৌস্তুভ-নামক ধর্ম্মদত্ত মণিরত্ন প্রীতিসম্পাদনার্থ রাধিকাকে প্রদান করিলেন। পরে নির্জ্জনে চন্দ্রদত্ত রত্নপাত্রস্থ ভোজ্যসামগ্রী এবং কামোন্মাদকর উৎকৃষ্ট পানীয় বস্তু কৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল। সন্তোষ-সাধনার্থ, রত্ন-পাত্রার্পিত মাধবী, মালতী, কুন্দ, মন্দার ও চম্পকাদি পুষ্প সকল রাধিকাকে দান করিলেন। তখন সমাগত শ্রীকৃষ্ণ,

প্রিয়া রাধিকাকে কর্পূরাদিসুবাসিত সুদুর্লভ তাম্বুল ভোজন করাইলেন। অনন্তর সেই বিজনস্থলে বাক্‌পতি নির্ম্মিত বিশ্ব-দুর্লভ অনুত্তম অমূল্য অতিসূক্ষ্ম ও অনুপম বসন ভক্তিভাবে বরুণদেবকর্তৃক প্রদত্ত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ প্রীতমনে কৌতুকবশতঃ সেই বিবসনা রাধিকাকে পরিধান করাইলেন। পরে দেবরাজদত্ত মনোহর গজরাজ মৌক্তিক সুপ্রীতির নিমিত্ত রাধিকার নাসিকা-ভূষণ করিয়া দিলেন। এমত সময়ে রাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত সহচরী সুশীলাদি ষটত্রিংশৎ গোপিকা ষট্‌ত্রিংশৎকোটি গোপীর সহিত প্রহৃষ্টচিত্তে প্রিয়-বহনকারী শ্রীকৃষ্ণের পাদচিহ্ন-দর্শনে তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই সকল গোপীগণের মধ্যে কতিপয় গোপিকার হস্তে চন্দন, কতিপয়ের হস্তে চামর, কতি-পয়ের হস্তে কুঙ্কুম, কতিপয়ের হস্তে তাম্বুল। কেহ কেহ হস্তে কস্তুরী, কেহ কেহ হস্তে মালা, কেহ কেহ হস্তে সিন্দূর ও কেহ কেহ হস্তে কঙ্কতিকা ধারণ করিতেছিলেন। ২৮—৪২। কাহার করে অলক্তক, কাহার করে বস্ত্র, কাহার করে ভূষণ ও কেহ কেহ আসব বহন করিতেছিলেন। আর কেহ কেহ করতাল-হস্তা, কেহ কেহ মৃদঙ্গ বাহিকা, কেহ কেহ স্বর-যন্ত্র-হস্তা ও কেহ কেহ বা হস্তে বীণা ধারণ করিয়াছিলেন। আর গোলোক হইতে রাধিকার সহিত গোপিকার রূপ ধারিণী ষট্‌ত্রিংশৎ রাগ-রাগিণী ভারতে আগমন করেন। তাঁহারা তথায় আগমনপূর্ব্বক কেহ কেহ গান, কেহ কেহ নৃত্য ও কেহ বা শ্বেতচামর দ্বারা রাধিকার সেবা করিতে লাগিলেন এবং কেহ সানন্দে দেবীর পাদসংবাহন ও কেহ বা ভক্ষণার্থ সুবাসিত তাম্বূল দেবীকে দান করিলেন। রাধাবক্ষঃস্থলস্থিত শ্রীকৃষ্ণ, সেই পবিত্র বৃন্দাবন বনে এইরূপ কৌতুকযুক্ত হইয়া গোপিকাগণের সহিত অবস্থান করিতে লাগিলেন। মাধব, প্রিয়ার সহিত কখন মাধ্বীক পান, কখন তাম্বূল ভক্ষণ করিলেন এবং কখন আনন্দের সহিত নিদ্রাগত হইলেন। আর কখন রত্ননির্ম্মিত মন্দিরে শৃঙ্গার, কখন বা যমুনার জলে জলবিহার করিতে লাগিলেন। হে বৎস! এই আমি তোমার নিকটে স্বেচ্ছাময় পরিপূর্ণতম পরমাত্মা নির্গুণ স্বতন্ত্র প্রকৃতি হইতে অতীত ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদিরও ঈশ্বর সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীহরির আশ্চর্য্য রাসক্রীড়া বর্ণন করিলাম। শ্রীকৃষ্ণের জন্মরহস্য অভিলষিত বাল-ক্রীড়া ও কিশোর-চরিত উক্ত হইয়াছে; এক্ষণে পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা কর? ৪৩—৫৩।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে মুনিসত্তম! ইহার পর শ্রীকৃষ্ণের কি নিগূঢ় লীলা হইয়াছিল? তিনি কি প্রকারেই বা নন্দালয় হইতে মথুরায় গমন করিয়া-ছিলেন? আর গোপরাজ নন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণগতমানসা গোপাঙ্গনাগণ ও যশোদাই বা কি প্রকারে হরিবিরহে প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন? যে রাধিকা, চক্ষুর নিমেষ মাত্র বিচ্ছেদ হইলে, জীবিতা থাকিতেন না, সেই দেবীই বা কিরূপে প্রাণেশ্বর বিনা প্রাণধারণ করিলেন? আর যে সকল গোপ শয়ন-ভোজনাদি সমস্ত কার্য্যেই তাঁহার সঙ্গী ছিলেন, তাঁহারাই বা কি প্রকারে ব্রজ-ধামে তাদৃশ বান্ধবকে বিস্মৃত হইলেন? এবং সেই শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমনপূর্ব্বক কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন? আপনি স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত সেই সমস্ত বিষয় বর্ণন করুন। নারায়ণ বলিলেন, কংস, ধনুর্মখনামক শঙ্করযজ্ঞ আরম্ভ করিলে, ভগবান্ সেই কংসরাজ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া, সেই স্থানে গমন করেন। ভূপতি কংস, অক্রূরকে গোকুলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অক্রূর রাজপ্রেরিত হইয়া নন্দালয়ে গমনপূর্ব্বক বল-দেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে সমভিব্যাহারে লইয়া মথুরায় প্রত্যাগত হন। হে মুনে! শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়া নৃপতিকে বিনষ্ট করেন এবং সুদুর্দ্ধর্ষনামক রজক, চানূর-মুষ্টিক নামে মল্লদ্বয় ও কুবলয়াপীড় নামে প্রধান হস্তীকে বিনষ্ট করিয়া পিতা-মাতা এবং অন্যান্য বান্ধব-গণকে বন্ধন হইতে উদ্ধার করিলেন। অনন্তর গোপিকাপতি, সকৌতুকে কুব্জার সহিত শৃঙ্গার করিয়া তাঁহাকে গোলোকে প্রেরণ করিলেন এবং শ্রীদাম সুদামানামক মালাকারকে কৃপাবশতঃ মোচন করিয়া উদ্ধবদ্বারা গোপিকাগণকে সান্ত্বনা করাইলেন। ১-১১। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ উপনীত হইয়া, অবন্তীনগরে গমন-পূর্ব্বক গুরু সান্দীপনি মুনির নিকটে বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর জরাসন্ধকে জয় ও যবনেশ্বরকে সংহার করিয়া, বিধিপূর্ব্বক উগ্রসেনকে নৃপতি করি-লেন। পরে সমুদ্রনিকটে গমনপূর্ব্বক দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ করাইয়া, নৃপতিসমূহকে জয় করত রুক্মিণী দেবীকে হরণ করিলেন, এবং কালিন্দী, লক্ষ্মণা, শৈব্যা, সত্যা, সতী জাম্ববতী, মিত্রবিন্দা ও নাগ্নজিতীকে বিবাহ করিলেন। অনন্তর দারুণ সংগ্রামদ্বারা ভূমি-পুত্র নরকাসুরকে নিহত করিয়া, ষোড়শসহস্র রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। অতঃপর অনায়াসে ইন্দ্রকে পরাজয়পূর্ব্বক পারিজাতপুষ্প হরণ করিলেন, এবং

চন্দ্রশেখর শিবকে জয় করিয়া, বাণরাজার হস্তসমূহ ছেদন করিলেন। তৎপরে পৌত্রের মুক্তিসাধন করিয়া, পুনরায় দ্বারকায় আগমনপূর্ব্বক প্রতিমন্দিরে সকলকেই স্বমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে প্রভাসের যজ্ঞে প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী রাধিকাকে দর্শন করেন। তখন শতবর্ষ পূর্ণ হওয়ায় শ্রীদামের শাপ মোক্ষণ হইলে, পুনরায় রাধিকার সহিত পবিত্র বৃন্দাবন-বনে গমন করিলেন। পরে জগৎপতি পুনর্ব্বার রাধিকার সহিত পুণ্যক্ষেত্র ভারতে চতুর্দ্দশ বর্ষ রাসমণ্ডলে বাস করিয়াছিলেন। সেই পৃথুবিক্রম ভগবান্ বাল্যকালে পূর্ণ একাদশ বৎসর নন্দালয়ে অতিবাহিত করিয়া, মথুরায় ও দ্বারকায় পূর্ণ শতবর্ষকাল অবস্থানপূর্ব্বক পৃথিবীর ভার হরণ করেন। হে মুনে! সেই পুরাতন পরমেশ্বর এই প্রকারে পঞ্চবিংশতিবর্ষাধিক শতবর্ষ পৃথিবীতে অবস্থানপূর্ব্বক গোলোকধামে গমন করেন। ১২—২৩। তিনি, যশোদা, নন্দ, ধীমান্ বৃকভানু ও রাধিকা-মাতা কলাবতীকে সামীপ্য মুক্তি দান করেন। রাধিকা গোপগোপীগণের সহিত কৌতূহলবশতঃ যুগে যুগে এইরূপ বেদোক্ত ধর্ম্মসেতু নিবদ্ধ করিয়া থাকেন। হে মহামুনে! এই আমি তোমার নিকটে সংক্ষেপে চতুর্ব্বর্গফলপ্রদ মনোহর শ্রীকৃষ্ণচরিত সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম। নারদ! ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই নশ্বর, অতএব সানন্দে সেই পরমানন্দ নন্দ-নন্দনকেই ভজনা কর। তিনি স্বেচ্ছাময়, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, ঈশ্বর; সেই অক্ষর অব্যক্ত পরমপুরুষ, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহবশতই শরীর ধারণ করিয়া থাকেন। তিনি সত্য, নিত্য, স্বতন্ত্র, সকলের ঈশ্বর, প্রকৃতি হইতে অতীত, নির্গুণ, নিরাকার, নিরীহ ও নিরঞ্জন। ২৪—২৯।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাত্মা এবং যাবতীয় পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি দুরারাধ্য অথচ অতিসাধ্য; তিনি সকলের আরাধ্য ও সুখপ্রদ। তিনি নিজভক্তগণেরই অতিসাধ্য এবং ভক্তগণেরই আরাধ্য; তাঁহার ভক্তগণই বারম্বার তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন, অভক্তগণের নিকটে তিনি অদৃশ্য। সেই পরমেশ্বরের চরিত, কার্য্য এবং হৃদয় দুর্জ্ঞেয়, তাঁহারই দুরন্ত মায়ায় সকলে আবদ্ধ ও মোহিত হইয়া আছেন। যাঁহার ভয়ে পবনদেব সঞ্চরণ করিতেছেন, যাঁহার ভয়ে নিরাশ্রয় কূর্ম্মদেব নিরন্তর অনন্তকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, হে নারদ! যাঁহার ভয়ে সেই সহস্রশীর্ষা পুরুষ অনন্তদেবও মস্তকের একদেশে সমুদায় বিশ্ব ধারণ করিতেছেন,—সপ্তসাগরসংযুক্তা শৈলকাননান্বিতা সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা এবং সপ্তপাতাল ও ব্রহ্মলোকসমন্বিত বিবিধ সপ্তস্বর্গ, এই ত্রিভুবনরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই কৃত্রিম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত; বিধাতা যাঁহার ভয়ে প্রতিসৃষ্টিসময়েই ইহা নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, এবং যাঁহার ভয়ে মহান বিরাট্ পুরুষ এইরূপ অসংখ্য বিশ্বকে লোমকূপদ্বারা ধারণ করিতেছেন ও তিনি যাঁহার অংশমাত্র এবং তিনিও যাঁহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন, কৃপানিধি বিষ্ণু যাঁহার ভয়ে সমস্ত সংসার পালন এবং কালস্বরূপ কালাগ্নি রুদ্র যাঁহার ভয়ে প্রজাগণকে সংহার করিতেছেন, মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব ষড়্গুণযুক্ত এবং সংসারবিরত বিরাগী হইয়া নিরন্তর অনুরাগের সহিত যাঁহার ভয়ে যাঁহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন, যাঁহার ভয়ে অগ্নি দহন, সূর্য্য তাপ প্রদান, ইন্দ্র বর্ষণ ও মৃত্যু জন্তুগণে বিচরণ করিতেছেন, যাঁহার ভয়ে ধর্ম্মস্বরূপ যম পাপিগণের শাসনকর্ত্তা এবং যাঁহার ভয়ে ধরণী চরাচর সমস্ত লোক ধারণ করিতেছেন, আর প্রকৃতি সৃষ্টিপ্রারম্ভে যাঁহারই ভয়ে মহৎ প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া থাকেন, হে পুত্র! কে তাঁহার দুর্জ্ঞেয় অভিপ্রায় জানিতে পারে? বৎস! ব্রহ্মাবিষ্ণু-মহেশ্বরাদিও যাঁহার প্রভাব পরিজ্ঞাত নহেন, সেই পরমেশ্বরের চেষ্টা—সুমন্দবুদ্ধি আমি কি প্রকারে জানিব? তিনি যে কিজন্য বৃন্দাবন-বন পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় গমন করিয়াছিলেন, এবং সেই নন্দনন্দন কি কারণে যে গোপিকাসকল, প্রাণাধিক প্রিয়া রাধিকা এবং যশোদা, নন্দ ও বান্ধবাদিকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা বুদ্ধির অগোচর। ১—১৬। তবে এইমাত্র অনুমান করা যাইতে পারে যে, সেই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার সকলেরই দর্পদাতা ও দর্পহর্ত্তা; এই নিমিত্ত শ্রীদামের শাপকারণে মথুরায় গমনপূর্ব্বক রাধিকারও দর্প ভঙ্গ করিয়াছেন। সেই ভগবান্ পূর্ব্বে মহাবিষ্ণুরও দর্প ভঙ্গ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অনন্ত, শিব, ধর্ম্ম, যম, চন্দ্র, সূর্য্য, গরুড়, বহ্নি, গুরু, দুর্ব্বাসা ও জয়-বিজয় নামক ভক্ত দৌবারিকদ্বয়, কামদেব, শক্র, সুরাসুরগণ ও তোমার দর্প তিনি চূর্ণ করিয়াছেন। লক্ষ্মণ, অর্জ্জুন, বাণ, ভৃগু, সুমেরু, সমুদ্রসমূহ, বায়ু, বরুণ, সরস্বতী, দুর্গা, পদ্মা, পৃথিবী, সাবিত্রী, গঙ্গা ও মনসার দর্প তৎকর্ত্তৃক বিনাশিত হইয়াছে। অথবা তিনি

যখন প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয়া রাধিকারও দর্প চূর্ণ করিয়াছেন, তখন অন্যের আর কথা কি! সকলের কর্ত্তা, হর্ত্তা, পালয়িতা এবং বিধাতার ও বিধাতা সেই শ্রীকৃষ্ণ, সর্ব্বপ্রকারে সকলেরই দর্প হরণপূর্ব্বক সকলের প্রতিই কৃপা করিয়াছেন। শঙ্কর পঞ্চবক্ত্রে যাঁহাকে স্তব করিতে সমর্থ নন, অনন্তদেব সহস্রবদনে যাঁহার স্তবে অশক্ত, বিশ্বব্যাপী জনার্দ্দন স্বয়ং বিষ্ণুও যাহাকে স্তব করিতে পারেন না, যে জগদীশ্বরকে স্তব করিতে মহাবিরাট্ পুরুষও অশক্ত, হে নারদ! যে পরমাত্মার সম্মুখে প্রকৃতি দেবীও কম্পিতা হন, যে পরমেশ্বরকে স্তব করিতে সরস্বতীও জড়ীভূতা হইয়াছেন এবং বেদ সকলও যাঁহার মহিমা বিদিত নহেন, হে ব্রহ্মন্! আমি তোমার নিকটে সেই নির্গুণ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব, এইরূপ বর্ণন করিলাম; এক্ষণে পুনর্ব্বার কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা কর? । ১৭—২৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! সেই অনন্ত অদ্ভুত শ্রীকৃষ্ণের কি অপূর্ব্ব পরমাদ্ভুত গূঢ় প্রশংসনীয় অনন্ত-চরিত শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে সেই বিষ্ণু কি প্রকারে মহাবিষ্ণুর ও অন্যান্য সকলের দর্প ভঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহা আপনি ব্যক্ত করুন। স্বভাবতঃ শ্রীকৃষ্ণচরিত অতিশয় শ্রুতিমধুর, তাহাতে কবিমুখ হইতে বাক্য নির্গত হইলে, সমধিক মধুর ও রমণীয় হইয়া থাকে। নারায়ণ বলিলেন, সহসা মহাবিষ্ণুর এইরূপ অহঙ্কার হইল যে, সমুদয় বিশ্বই আমার লোমকূপমধ্যে অবস্থিত; সুতরাং আমিই ঈশ্বর। তখন শ্রীকৃষ্ণ সংহার-ভৈরবরূপে আবির্ভূত হইয়া, অনায়াসে তাঁহাকে গ্রাস করিলেন; পরে মস্তকমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে পুনরায় তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ মহাবিষ্ণুকে সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানপরায়ণ স্তুতি-কারী ও ভীত দেখিয়া, পুনরায় তাঁহার শরীর সমুৎপন্ন করিলেন। ১—৬। হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মার সহসা অতিশয় দর্প হইল যে আমি ত্রিজগতের ধাতাও কর্ত্তা; সুতরাং আমিই স্বয়ং ঈশ্বর। আমা ভিন্ন পূজনীয় বা জিতেন্দ্রিয় কেহই নাই, তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়াই অতিশয় দর্পান্বিত হইয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তৎক্ষণাৎ গোলোকধামে স্বসমীপে সমাসীন ব্রহ্মাকে অনায়াসে মায়াবলে পঞ্চবক্ত্র, ষড়্‌বক্ত্র, দশবক্ত্র ও ততোধিক শতবক্ত্র পর্য্যন্ত ব্রহ্মা-সমূহ এবং অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সকল দর্শন করাইলেন। তখন ব্রহ্মা লজ্জায় নতকন্ধর হইয়া স্বদেহ ত্যাগ করিতে কামনা করিলে, কৃপানিধি কৃপা করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কোন কালে মোহিনীদ্বারা তাঁহাকে অপূজ্য ও স্বকন্যা দর্শন করাইয়া কামান্বিত করিয়াছিলেন, এবং পুনরায় শিবদ্বারা তাঁহার দর্প ভঙ্গ করেন। পরে ব্রহ্মা লজ্জায় দেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। তৎপরে মহা-জ্ঞানী মহাজ্ঞানানন্দময় সনাতন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় সেই ব্রহ্মাকে পূজ্য করেন ও জ্ঞান দান করিয়াছিলেন। আমিই জগৎপাতা পরমেশ্বর, বিষ্ণুর এইরূপ গর্ব্ব হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ, রামজন্মে তাঁহাকে আত্মবিস্মৃত করেন। আর আমিই বিশ্বকে ধারণ করিতেছি, অনন্তদেবের এইরূপ দর্প হওয়ায় কৃষ্ণ গরুড় দ্বারা তাঁহার দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। মুনে! পূর্ব্বে একদা কৃষ্ণবাহন গরুড় সমুদায় নাগকর্তৃক পূজিত হন, কেবল অনন্তদেবই নিজ দর্পহেতু তাঁহার পূজা করেন নাই। পরে ক্রোধ-ভরে গরুড় তাঁহাকে পরাজয় করিলে, কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ, মনস্বী সেই অনন্তদেবকে গরুড়হস্ত হইতে মুক্ত করেন। স্বয়ং শিবও দর্পবশতঃ বিবাহ করেন নাই, পরে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকে মায়ায় মুগ্ধ করিয়া স্ত্রীযুক্ত করেন এবং পুনরায় তৎপত্নী মহাসতী দক্ষকন্যাকে হরণ করায়, শঙ্কর একবর্ষকাল সেই সতীদেহ ক্রোড়ে লইয়া শোকযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন শোকবশতঃ বারংবার রোদন করিতে করিতে নানা স্থান ভ্রমণ করেন; পরে পুনরায় জন্মান্তরে সেই সতীকে পার্ব্বতী-রূপে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হন এবং শিব দক্ষ-কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া স্বজ্ঞান-বিস্মৃত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাহাকে সত্বর অঙ্গিরার দ্বারা সেই জ্ঞান স্মরণ করাইয়া দেন। আর পূর্ব্বে একদা দর্পান্বিত শম্ভু, ত্রিপুরকর্তৃক রথের সহিত নিপাতিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দ্বারা সেই দৈত্যকে সংহারপূর্ব্বক শিবকে ত্রিপুরারি নামে বিখ্যাত করেন। ৭—২৪। একদা কৃপানিধি শম্ভু, কল্পতরু হইয়া সকলকে সকল বর দান করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করেন। পরে ভগবান্ কৃষ্ণ বৃকাসুরের দেহে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক আমি যাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিব, সে ভস্মসাৎ হইবে; এইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন। পরে বৃকাসুর সেই-রূপ বরলাভান্তে ভগবান্ শঙ্করকে গমন করিতে দেখিয়া তাঁহারই মস্তকে হস্ত দান করিবার নিমিত্ত সত্বর ধাবিত হইল। অনন্তর শম্ভু, অতিশয় ভীত

হইয়া হরির শরণাপন্ন হইলেন; তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শিবের মঙ্গলার্থে সেই দৈত্যকে ভস্ম করিলেন। আর পূর্ব্বে ভগবান্, বাণযুদ্ধে শিবকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া অনায়াসে জৃম্ভণাস্ত্রদ্বারা তাঁহাকে জড়ীভূত করিয় ছিলেন এবং সেই ভগবান্ দক্ষযজ্ঞে সমাগত শিবদূত নন্দীশ্বরকে গলে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে নিবারণ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে স্বয়ং ধর্ম্ম, দৈববশতঃ কেদারকন্যাদ্বারা অভিশপ্ত হওয়ায় কৃশ, ভীত, ক্ষীণ ও যশোবিহীন হন। পরে কেদারকন্যার শাপান্ত হওয়ায় পুনর্ব্বার সত্যযুগে পূর্ণ হন এবং ত্রেতায় ত্রিপাদ্, দ্বাপরে দ্বিপাদ্, কলিতে একপাদ হইয়া পুনরায় কলির অন্তে ক্ষয়প্রাপ্তে ষোড়শাংশ মাত্র অবশিষ্ট হওয়ায় অতি ক্লিষ্ট হইয়া ভগবানের চরণকমল স্মরণ করেন; পরে পুনরায় সত্যসমাগমে পরিপূর্ণতা ও পুনর্ব্বার যুগানুরোধে ক্ষীণতা নিরূপিত হইয়াছে। ২৫—৩৩। যম মাণ্ডব্য মুনির শাপে শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হন, পরে শত বৎসর অতীত হইলে, পুনরায় শুদ্ধি লাভ করেন। স্বয়ং বিধাতার অভিসম্পাতে গলৎকুষ্ঠযুক্ত হইয়া সূর্য্যব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক পুনরায় শুদ্ধ হন। চন্দ্র ঐশ্বর্য্যাদিমদে দর্পান্বিত হইয়া, গুরুপ্রিয়াকে হরণ করেন, পরে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হওয়ায় তাঁহার দর্প ভঙ্গ হয়। সূর্য্য দর্পান্বিত হইয়া নিজ বলে শঙ্করের কিঙ্কর সুমালী নামে দৈত্যের বিনাশজন্য অস্তগিরিতে গমন করেন; ঐ দৈত্য সূর্য্যাধিকার গ্রহণ করত দিবারাত্র দীপ্তি করিতে প্রবৃত্ত হয়; পরে সেই দৈত্য সূর্য্য হইতে ভীত হইয়া শঙ্করের শরণাপন্ন হইলে, শঙ্কর সূর্য্যকে দর্শন করিবামাত্র শূল গ্রহণ করেন। হে মুনে! তখন সূর্য্যদেব শূলপাণিকে দর্শন করিয়া ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন; পরে শূলপাণি কাশীশ্বর, কাশীধামে সেই সূর্য্যদেবকে শূলাঘাত করিলে সূর্য্য মূর্চ্ছাপন্ন হওয়ায় তাঁহার দর্প চূর্ণ হইয়াছিল। সেই সময়ে পৃথিবীতল গাঢ়ান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় আশুতোষ মহাদেব, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে জীবিত করেন, তখন সূর্য্যদেব লজ্জিত হইয়া সভয়ে শঙ্করকে স্তব করিলে, কৃপানিধি শঙ্কর তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করত গৃহে গমন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে শিববৃষভের নিশ্বাসে চালিত গরুড়ের দর্প ভঙ্গ করিয়াছিলেন। ঐ বৃষভ পরমদেব নারায়ণের দর্শনোৎসুক শিবকে স্বীয় পৃষ্ঠে লইয়া বৈকুণ্ঠধামে সমাগত হয়, তৎকালে গরুড়ের ঐ অবস্থা ঘটে। পরে নারায়ণ বৃষের ভক্তি দর্শনে অপরাধ গ্রহণ দূরে থাক, তাহার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছিলেন। ৩৪—৪৪। বহ্নি দর্পান্বিত হইয়া ভৃগুশাপে সর্ব্বভক্ষ হইয়াছেন এবং স্বীয় ভার্য্যাহরণহেতু বৃহস্পতির দর্প চূর্ণ হইয়াছে। দুর্ব্বাসার অম্বরীষ হইতে বিষ্ণুর চক্রদ্বারা দুর্ব্বিসহ সুদর্শন চক্রদ্বারা দর্পচূর্ণ হয়। শ্রীকৃষ্ণ, জয়-বিজয় নামে দ্বারপালদ্বয়কে ব্রহ্মশাপচ্ছলে বৈকুণ্ঠ হইতে পাতিত করিয়া হতদর্প করিয়াছেন। পরে তাহারা হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে উৎপন্ন হইলে, অনায়াসে রসাতলমধ্যে হিরণ্যাক্ষকে শূকররূপে ও পৃথিবীতে হিরণ্যকশিপুকে নৃসিংহরূপে বিনাশ করেন, তাহারা পরে জন্মান্তরে লঙ্কাধামে রাবণও কুম্ভকর্ণরূপে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে রামবাণে নিহত হয়; অনন্তর তৃতীয় জন্মে শিশুপাল ও দন্তবক্র হইয়া কৃষ্ণচক্রে অনায়াসে নিহত হইয়াছে। সেই ভগবান, পরস্পর বিরোধে দৈত্যদ্বারা দেবগণের ও দেবগণদ্বারা অসুরগণের দর্প ভঙ্গ করিয়াছেন এবং তিনি বিধাতাদ্বারা তোমারও দর্প ভঙ্গ করিয়াছেন তুমি পূর্ব্বে প্রজাপতির পুত্র নারদ থাকিয়া পিতৃশাপে ক্রমে গন্ধর্ব্ব ও শূদ্রপুত্র হইয়া পরে ভগবানের প্রসাদে এক্ষণে পুনরায় নারদ হইয়াছ। আর সমস্ত বিশ্বই মদান্বিত, কামের এইরূপ দর্প হওয়ায় সেই প্রমত্ত কামকে কৃষ্ণ শিবদ্বার ভস্মসাৎ করিয়াছেন। পরে পুনরায় ঐকান্তিক ভক্ত কামদেবকে অনুগ্রহ করিয়া জীবিত করিয়াছেন, আর কামও তদবধি অযথা অস্ত্রপ্রয়োগ করেন না। ভগবান্, রণস্থলে রাবণপ্রেরিত শূলদ্বারা দর্পান্বিত লক্ষ্মণের দর্প ভঙ্গ করিয়াছেন। ৪৫—৫৬। হে নারদ! পরে ব্রহ্মশাপে আত্মবিস্মৃত বিষ্ণু রামের স্তবে পুনরায় তাঁহাকে জীবিত করেন। পূর্ব্বে পরশুরামের কুঠাররূপ অমোঘ শস্ত্রদ্বারা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের দর্প ভঙ্গ করিয়াছেন। সেই ভগবান্, বিপ্রপুত্রের মরণে, কৃষ্ণ-যোষিদ্গণের হরণে ও কর্ণের সহিত সমরে অর্জ্জুনের দর্পভঙ্গ করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঊষাহরণব্যাপারে বাণরাজার হস্তসমূহ ছেদন করিয়া তাঁহার দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন এবং দক্ষযজ্ঞে ভৃগুরও দর্প ভঙ্গ করেন। পূর্ব্বে রাম বিবাহান্তে পথিমধ্যে গমন করিতেছিলেন, এমত সময়ে পরশুরামের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হওয়ায় ভগবান্, রামদ্বারা পরশুরামের দর্প ভঙ্গ করিয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ বায়ুদ্বারা শৃঙ্গভঙ্গ করাইয়া সুমেরুর ও অগস্ত্যদ্বারা ভক্ষণ করাইয়া, সমুদ্রের দর্প ভঙ্গ করিয়াছেন। পূর্ব্বে বায়ু কোন কারণে কোপযুক্ত হইয়া, সৃষ্টিহরণে সমুদ্যত হয়, পরে তাহার পুত্রের মৃত্যুতে দর্প চূর্ণ করিয়াছেন এবং ঊষাহরণ-যাত্রায় হরি দ্বারকায় আগমনকালে বাণরাজার

গো-নিমিত্ত বরুণকে শাপগ্রস্ত করিয়া হীনদর্প করেন। সেই ভগবান্ নারায়ণ স্বসমক্ষে সরস্বতী গঙ্গার সহিত কলহ করেন বলিয়া সরস্বতীকে পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার দর্প হরণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে হিমালয়ে ভগবান্ শম্ভু, দর্পযুক্তা গঙ্গাকে পরিত্যাগ ও কামদেবকে ভস্ম করিয়া তপস্যার্থ গমন করিলে, গঙ্গাদেবী লজ্জা-প্রাপ্তা হন, তাহাতে তাঁহার দর্পভঙ্গ হয়; পরে শিব-প্রাপ্তিহেতু বিষ্ণুর তপস্যা করিতে গমন করেন। গঙ্গাদেবী ভারতে বহুকাল তপস্যা করিয়া, বিষ্ণুর বরে সেই ভগবান্ সনাতন শম্ভুকে পুনরায় পতিরূপে প্রাপ্ত হন। তখন মহাসৌভাগ্যযুক্তা শঙ্করপ্রিয়া আনন্দিতা হইয়া, ত্রিভুবনে সমুদয় দেবীগণের মধ্যে পূজ্যা বন্দনীয়া ও সুরগণকর্তৃক স্তূয়মানা হন। হে মহামুনে! পূর্ব্বে মহালক্ষ্মীদেবীও দর্পযুক্তা হইয়া জয় ও বিজয়কর্তৃক পরাভূতা হইয়াছিলেন। তিনি ভক্তকে বাঞ্ছিত-বিষয় প্রদানপূর্ব্বক ভগবানের দ্বারদেশে প্রবেশ করিতে গিয়া, সেই দৌবারিককর্তৃক দ্বার-প্রবেশে নিবারিতা হন। ৫৭—৭১। তখন সেই মহা-সতী অভিমানিনী হইয়া তথায় দৌবারিককে তিরস্কার পূর্ব্বক হরির পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া দেহত্যাগে সমুদ্যতা হইলেন। সেই সময়ে ব্রহ্মা, মহেশ্বর, বিষ্ণু, ধর্ম্ম, ভাস্কর, মহেন্দ্র, বরুণ, বায়ু, হুতাশন, চন্দ্র, কামদেব, ধনেশ্বর বৈশ্রবণ এবং ঋষিগণ, মুনিগণ ও বিঘ্ননাশক মনুগণ রোদন করিতে করিতে পদ্মার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সেই মূলপ্রকৃতি ভগবতী মহালক্ষ্মীকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলিলেন, হে ভগবতি! জননি! আপনি ক্ষমাশীলা পরাৎপরা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ও কোপাদিপরিবর্জ্জিতা; অতএব ক্ষমা করুন। হে দেবপূজিতে! আপনি সমুদয় সাধ্বী দেবীগণের উপমাস্থল; আপনি ভিন্ন সমস্ত জগৎ মৃততুল্য নিস্ফল হইবে। হে দেবি! আপনি সকলের সর্ব্ব-সম্পৎ-স্বরূপা; আপনিই সর্ব্বরূপিণী, আপনিই রাসেশ্বরীর অধিদেবী; সমস্ত যোষিদ্‌গণই আপনার অংশ। আপনি কৈলাসে পার্ব্বতী, ক্ষীরোদে সিন্ধুকন্যা, স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী ও ভূতলে মর্ত্ত্যলক্ষ্মীরূপে বিরাজ করিতেছেন। আপনি বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী এবং দেবদেবী সরস্বতী গঙ্গা, তুলসী ও ব্রহ্মলোকে সাবিত্রীও আপনিই। গোলোকে আপনিই স্বয়ং কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী রাধিকা-রূপা; আপনিই রাসে রাসেশ্বরী ও বৃন্দাবন-বনে বৃন্দা। আপনিই ভাণ্ডীরে কৃষ্ণপ্রিয়া, চন্দন-কাননে চন্দ্রা, চম্পকবনে বিরজা, শতশৃঙ্গপর্ব্বতে সুন্দরী, পদ্মবনে পদ্মাবতী, মালতীবনে মালতী, কুন্দবনে কুন্দবতী, কেতকীবনে সুশীলা এবং আপনিই কদম্ববনে দেবী কদম্বমালা; রাজগৃহে রাজলক্ষ্মী ও গৃহে গৃহে গৃহলক্ষ্মীরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন। ৭২—৮৪। দেবতা, মুনি ও মনুগণ সকলে এই বলিয়া বিনত-বদনে রোদন করিতে লাগিলেন; তখন তাঁহাদের কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গেল। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া সর্ব্বদেবকৃত শুভ ও পুণ্যজনক লক্ষ্মীর এই স্তব পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয় ঐশ্বর্য্যলাভ করেন। ভার্য্যাহীন ব্যক্তি এই স্তোত্রপাঠে বিনীতা, সুদতী সতী, সুশীলা সুন্দরী, অতিপ্রিয়বাদিনী, পুত্র-পৌত্রবতী, শুদ্ধা, কুলজা, কোমলা ও সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠা ভার্য্যা লাভ করিয়া থাকেন। এই স্তোত্রপাঠে অপুত্রব্যক্তি বৈষ্ণব, চিরজীবী, পরমঐশ্বর্য্যযুক্ত, বিদ্যাবান্ ও যশস্বী পুত্র লাভ করেন। এই স্তোত্রপাঠ করিলে, রাজ্যভ্রষ্ট রাজা, শ্রীভ্রষ্ট শ্রী, বন্ধুবিহীন বন্ধু ও ধনভ্রষ্ট ব্যক্তি ধন লাভ করিয়া থাকে। কীর্ত্তিবিহীন ব্যক্তি এই স্তোত্রপাঠে নিশ্চয় কীর্ত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন; আর পুরুষমাত্রেই এই স্তোত্র পাঠ করিলে প্রজাবান্, ভূমিবান্ ও লক্ষ্মীর পুত্রস্বরূপ হন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলতঃ এই স্তোত্র সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ, শোক-সন্তাপ-নাশক, নিরন্তর হর্ষ ও আনন্দকর এবং ধর্ম্ম, মোক্ষ ও সুহৃৎপ্রদাতা। ৮৫—৯১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, নারদ! সেই সতী মহালক্ষ্মী, দেবগণের এইরূপ স্তবপ্রবণে তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া রোদন ত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, দেবগণ! আমি ক্রোধবশতঃ দেহ ত্যাগ করিতেছি না, যে কারণে করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। আমি এক্ষণে বৈরাগ্যের এইরূপ সমালোচনপূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিতেছি যে, সর্ব্বত্র সমদর্শী, নির্গুণ, সর্ব্বাত্মা, সদানন্দ, সর্ব্বেশ্বর, যে মহাপুরুষের তৃণ ও শৈলে সমান জ্ঞান এবং যিনি ভ্রূভঙ্গিমাত্রে আমার ন্যায় লক্ষ লক্ষ্মীকে সৃজন করিতে পারেন, যাঁহার নিকটে ভৃত্য ও স্ত্রী উভয়ই তুল্য, তাঁহার সেবায় আমার কি কার্য্য হইবে? দেখ, আমি তাঁহার পত্নীর মধ্যে প্রধানা, কিন্তু তাঁহার ভৃত্যের যে ভৃত্য, তাহার ভৃত্য ভক্তিযুক্ত যে দ্বারী সেও আমাকে গ্রাহ্য করিল না; আমি এইমাত্র তৎকর্তৃক দ্বার-প্রদেশে নিরস্তা হইয়াছি। অতএব আমি স্বামি-

সৌভাগ্যবিহীনা বলিয়া ভাবী মঙ্গল কামনায় বহ্নিতে জীবন বিসর্জ্জন করিব। যে স্ত্রী, সর্ব্বদা স্বামিসৌভাগ্য-বঞ্চিতা, সে সর্ব্বপ্রকারে অভাগ্যবতী, তাহার জীবন বৃথা; তাহার শয়ন ও ভোজনে সুখ নাই। যে রমণী পতির প্রেম লাভ করিতে না পারে, তাহার জন্ম নিরর্থক, পুত্রধনরূপ সম্পত্তি অথবা যৌবনে তাহার কিছুমাত্র সুখ নাই। যে নারীর সর্ব্বপ্রিয়তম কান্তে ভক্তি না থাকে, সে অশুচি, ধর্ম্মহীনা ও সর্ব্ব-কর্ম্ম বিবর্জ্জিতা। রমণীর পতিই বন্ধু, পতিই গতি, পতিই দেবতা ও পতিই গুরু; স্বামীই সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, স্বামী অপেক্ষা পরম গুরু আর কেহই নাই। দেবগণ! পিতা, মাতা, পুত্র ও ভ্রাতা সকলেই ক্লিষ্ট হইয়া পরিমিত ধন দান করে; কিন্তু স্বামী মূঢ় যোষিদ্‌গণকেও সর্ব্বস্ব দান করিয়া থাকে। অতি সদ্বংশজাতা সুশীলা কুলপালিকা মহাসাধ্বীই স্বামীর মহিমা বিদিত হইয়া থাকেন। আর যে সকল রমণী অসতীর অংশসম্ভূতা, দুঃশীলা, ধর্ম্মবর্জ্জিতা, মুখদুষ্টা ও যোনিদুষ্টা, তাহারাই কোপবশতঃ পতি-নিন্দা করে। যে স্ত্রী সর্ব্বাপেক্ষা পরমগুরু বিষ্ণুস্বরূপ পতির দ্বেষ করে, সে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপর্য্যন্ত কুম্ভীপাকনরকে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। ১—১৪। পতিভক্তি-বিহীনা রমণীর ব্রত, অনশন, দান, সত্য, পুণ্য ও বহুকালব্যাপী তপস্যাও ভস্মীভূত হইয়া নিরর্থক হয়। এই জন্য পতি-পরমেশ্বরকে কিছুমাত্র নিষ্ঠুর বাক্য বলিব না; কিন্তু দৈববশতঃ ভৃত্যাপরাধে নিশ্চয় প্রাণ ত্যাগ করিব; কারণ মহাসাধ্বীর পতির দোষ-দর্শনেও পতিকে নিষ্ঠুর বাক্য বলা অবিধি; কিন্তু যদি তিনি সহন করিতে অশক্তা হন; তবে ধর্ম্মতঃ প্রাণ ত্যাগ করিতে পারেন। স্ত্রীগণের পতিসেবাই ব্রত, পতিসেবাই পরম তপস্যা, পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম, পতিসেবাই দেবপূজা এবং পতিসেবাই পরম সত্য, দান ও তীর্থপর্য্যটনাদিরূপে নির্দ্দিষ্ট। রমণীর পক্ষে স্বামীই সমুদয় দেবতা, স্বামীই সমুদয় দেবতাতুল্য শুচি ও স্বামীই সমুদয় পুণ্যস্বরূপ; অধিক কি পতিই জনার্দ্দন; যে সতী রমণী সর্ব্বদা ভর্ত্তার উচ্ছিষ্ট ভোজন ও পাদোদক পান করিয়া থাকে, নিত্য দেব-গণও তাহার দর্শন ও স্পর্শ বাঞ্ছা করেন; তাহার দর্শন ও স্পর্শনে তীর্থ সকলও পবিত্র হয় এবং পাপিগণ পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। মহাসাধ্বী লক্ষ্মী এই বলিয়া বারংবার রোদন করিতে লাগিলে, ব্রহ্মা ভীত হইয়া ভক্তিনম্রকন্ধরে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, দেবি! জয়-বিজয়ের কখনই মঙ্গল হইবে না, আপনি কেবল সেই মূঢ়দ্বয়কে প্রিয়াপরাধ-ভয়েই অভিসম্পাত করেন নাই। হে সতি! আপনি জানিবেন, যদি কোন ধর্ম্মিষ্ঠ, নিজ ক্ষমাগুণে অপরাধী ব্যক্তিকে শাপ প্রদান না করেন; তথাপি সেই অপ-রাধীর নিশ্চয় অচিরকালমধ্যে সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। আর যদি কেহ অপরাধী পুরুষকে শাপ প্রদান বা দণ্ডবিধান করিতে অশক্ত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মই তাহার দণ্ড করেন। ১৫—২৫। হে মাতঃ! আপনি সকল অপরাধ ক্ষমা করুন; আমি আপনার স্বামীর ভক্ত, আমাকে সৃষ্টিকর্ম্মে নিয়োগপূর্ব্বক আপনি প্রিয়সমীপে গমন করুন। ব্রহ্মা এই বলিয়া দেবগণ ও মুনীন্দ্রগণের সহিত লক্ষ্মীকে অগ্রে করিয়া ভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথকে স্তব করিবার নিমিত্ত শীঘ্র বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। চতুর্ব্বেদবিদ্‌গণের গুরু কমলাসন চতুর্ম্মুখ, তথায় গমনপূর্ব্বক জগন্নাথকে স্তব করিলেন। তখন কমলাপতি, ব্রহ্মার স্তব শ্রবণ করিয়া এবং পুরো-বর্ত্তিনী লক্ষ্মীকে বিনতবদনে রোদন করিতে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন; হে কমলোদ্ভব! আমি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বপালক, সর্ব্বশাস্তা ও সর্ব্বাদি; আমি সমস্ত কারণই বিদিত আছি। কি ভক্ত, কি কলত্র, কি বন্ধু, আমি সর্ব্বত্রই সমদর্শী। বিশেষ আবার আমার ভক্ত, কলত্র হইতেও আমার অধিক প্রিয়। চতুরানন! তোমার সেই দুরন্ত পুত্র দ্বারপালদ্বয় আমার ভক্ত; অতএব আমাকে ও সেই ভক্তিপূর্ণ জয়-বিজয়ের অপরাধ ক্ষমা কর। সদ্ভক্তি-পূর্ণ বলবান্ ব্যক্তি, অন্য কাহাকেই ভয় করে না; কারণ ভক্তিমদমত্তকে আমার চক্র নিরন্তর রক্ষা করিয়া থাকে। জগন্নাথ এই কথা বলিয়া লক্ষ্মীকে স্বীয় বক্ষে ধারণপূর্ব্বক দ্বারপালদ্বয়কে আনয়ন করাইয়া তাহা-দিগকে এইরূপ কহিলেন,—হে বৎসদ্বয়! তোমরা ভীত হইও না সুখে অবস্থান কর; আমি বিদ্যমান থাকিতে তোমাদের ভয় কি? কোন্ ব্যক্তি আমার ভক্তগণের শাস্তা হইতে পারে? তোমরা স্বস্থানে গমন কর। মহামুনে! ভগবান্ এই বলিয়া বিরত হইলেন এবং দেবগণ জগদীশ্বরকে প্রণামপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন দ্বারপাল জয়, নারায়ণের বাক্য শ্রবণে সর্ব্বাঙ্গে পুলকযুক্ত হইয়া ভক্তিবিনত কন্ধরে তাঁহাকে বলিতে লাগিল, প্রভো! আমার চিত্ত যখন আপনার চরণকমলের ধ্যানে নিতান্ত আসক্ত, তখন দেবতা, লক্ষ্মী ও মুনিগণকেও আমি ভয় করি না। ২৬—৩৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, নারদ! পূর্ব্বে আমিই সকলের আধার, পৃথিবীর এইরূপ দর্প হইয়াছিল; পরে ভগবান্ পৃথুদ্বারা তাঁহার সেই দর্প বিনষ্ট করেন এবং আমি দেবমাতা, বলিয়া অদিতির দর্প হইলে কালে তদীয় পুত্রগণকে অদিতির অদৃশ্য করিয়া তাঁহার দর্প চূর্ণ করেন। হে মুনে! আমি নির্ব্বাণদায়িনী, বলিয়া গঙ্গার দর্প হয়; পরে জগৎপতি, জহ্নু দ্বারা তাঁহার সেই দর্প হরণ করেন; আর পূর্ব্বে দুর্গাদ্বারা মনসার দর্প হরণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে রাধিকা কৃষ্ণকে বিরজায় উপগত জানিয়া কোপভরে ভর্ৎসনা করেন এবং কৃষ্ণ রাসগৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন বলিয়া সদর্পে গোপীগণদ্বারা নিবারণ ও দৌবারিকাগণদ্বারা বেত্রাঘাত করাইয়াছিলেন; এজন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণের নিজ ভক্ত শ্রীদামকর্ত্তৃক রাধিকা অভিশপ্তা হন। হে নারদ! রাধিকা সহসা দৈবপীড়িতা হইয়া গোলোক হইতে আগমনপূর্ব্বক বৃষভানুপত্নী কলাবতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকানুরোধে কংসভীতিচ্ছলে নন্দালয়ে গমন করেন; তন্নিমিত্তই তিনি নন্দ-নন্দন হইয়াছেন এবং পরে শ্রীদামের শাপ বিচ্ছেদ-পালনার্থ জগৎপতি পুনরায় মথুরায় গমন করিয়াছিলেন, এই কথা ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন। নারদ! ইহা ভিন্ন কৃষ্ণের অপর অভিপ্রায় কেহই বিদিত নহে। মুনিবর! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, কিরূপে জন্ম গ্রহণ করেন ও কি প্রকারেই বা মথুরা হইতে গোকুলে আগমন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় কথিত হইয়াছে; এক্ষণে অপর বিষয় শ্রবণ কর। সেই নন্দনন্দন যখন নন্দের নিকট হইতে মথুরায় গমন করেন, তখন নন্দ ও যশোদা ভাগ্যবশতঃ অতিশয় শোকাকুল হইয়াছিলেন; এবং শ্রীকৃষ্ণবিরহে গোপ গোপী ও গোগণ, বৃন্দার সহিত বৃন্দাবনের বনে বনে বন্যগণের নিকটে যে প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন, বন্য জন্তু সকল তাহার কিঞ্চিৎ বিদিত আছে। হে মুনে! শ্রীমতী রাধিকা ও কখন বন, বন্য ও বন্যপদ ত্যাগ করিয়া এবং কখন বনে বনে, কখন শ্মশানে কখন অশ্মশানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই আনন্দোৎসবশূন্যা রাধিকা কখন কৃষ্ণের উপর কোপ প্রকাশ করিয়াছিলেন ও কখন কোপশূন্যা হইয়াছিলেন, এবং কখন সচেতনা, কখন অচেতনা ও কখন বা কৃষ্ণের পুনঃপ্রাপ্তির অভিলাষিণী হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘনিঃশ্বাস পতিত ও ক্ষণে ক্ষণে চৈতন্য হইয়াছিল। তিনি কখন বিপন্না হইয়া শয্যায় শয়ন ও কখন বা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কেবল রোদন করিয়াছিলেন। ১—১৫।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনষষ্টিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, নারদ! এই আমি সকলেরই সমুদয় দর্পভঙ্গ-বিবরণ বর্ণন করিলাম, এক্ষণে সবিস্তারে ইন্দ্রের দর্পভঙ্গ-বিষয় শ্রবণ কর। একদা ইন্দ্র সভামধ্যে রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমত সময় তদবিৎ গুরু বৃহস্পতি তথায় সমাগত হন; কিন্তু দেবরাজ তাঁহাকে দর্শন করিয়াও দর্পহেতু গাত্রোত্থান করিলেন না। তখন বৃহস্পতি নিজ অবমাননাহেতু রুষ্ট হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন; কিন্তু তথাপি সেই ধর্ম্মশীল বৃহস্পতি স্নেহবশতঃ কৃপা করিয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন নাই। পরে অভিসম্পাত ব্যতীতও ইন্দ্রের দর্পচূর্ণ হইয়াছিল, হে নারদ! ইহা নিশ্চয় আছে যে, ধর্ম্মশালী ব্যক্তি যদি ধর্ম্ম বা প্রেমনিবন্ধন পাপাত্মাকে অভিসম্পাত না করেন, তথাপি সেই অপরাধীকে পাপের ফলভোগ করিতে হয়; ধর্ম্মই তাহার শাস্তি প্রদান করেন। আর ধার্ম্মিক ব্যক্তি যদি ক্রোধবশতঃ হিংস্রক অপরাধীকে শাপ প্রদান করেন,তাহা হইলে অপরাধীর বিনাশ এবং ধার্ম্মিকেরও ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া থাকে। নারদ! পরে গুরুঅবমাননারূপ সেই অধর্ম্মেই ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা-পাপ উপস্থিত হয়, তখন তিনি ভীত হইয়া স্বরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষ্ণুসরোবরে পলায়ন করেন। পরে তিনি সেই সরোবরের পদ্মসূত্রমধ্যে সূক্ষ্মরূপ অবস্থান করিতে লাগিলেন; ব্রহ্মহত্যা পবিত্র বিষ্ণুসরোবরে গমন করিতে অশক্ত। ভারতবর্ষের মধ্যে সেই বিষ্ণুসরোবর তপস্বীদিগের প্রধান তপস্যার স্থান; পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ সেই স্থানকে পুষ্কর তীর্থ বলিয়া থাকেন। সেই সময় নহুষ নামে ধার্ম্মিক হরিভক্ত কোন নরাধিপ, ইন্দ্রকে রাজ্যভ্রষ্ট দেখিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার রাজ্য হরণ করেন। অনন্তর কোনসময় বরারোহা অনপত্যা সুন্দরী শচীদেবী দুঃখিতহৃদয়ে মন্দাকিনীতে গমন করিতেছিলেন, এমত সময় যুবা রাজেন্দ্র নহুষ সেই নবযৌবন-সম্পন্না রত্নালঙ্কার-ভূষিতা, সুকোমলাঙ্গী, সুদতী, রোদনশীলা, মহাসতী শচীকে দর্শন করিয়া কামহেতু মূর্চ্ছিত হইলেন; পরে তাঁহার সম্মুখে অবস্থানপূর্ব্বক ভৃত্যবৎ বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন। ১—১২। অহো! বিধাতার গতি

বিচিত্র! জ্ঞানিগণও তাহা বোধগম্য করিতে পারেন না, যে ইন্দ্র, পরস্ত্রী-কামুক হইয়া সর্ব্বাঙ্গে যোনি-চিহ্ন বহন করিতেছে, তাহার স্ত্রী এতাদৃশী! কি অদ্ভুত। যাহার ভার্য্যা ঈদৃশী সুন্দরী, তাহার চিত্তও পরস্ত্রীতে আসক্ত হয়, ঈদৃশী রূপবতীর নিকট রম্ভা কে? উর্ব্বশীই বা কে? এবং তিলোত্তমা, ঘৃতাচী, রত্নমালা, কলাবতী, সুন্দরী কালিকা, ভদ্রাবতী ও চম্পাবতীই বা কে? ফলতঃ এই সমস্ত অপ্সরাগণ, ইহার ষোড়শ ভাগেরও যোগ্য নহে। মন্দমতি ইন্দ্র, এতাদৃশী ললনাকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে অন্য রমণীর নিকট গমন করে? আমাদিগের যোষিদ্গণ ইহার চেটীতুল্য কি না সন্দেহ। হে বরারোহে! আমি তোমার কিঙ্কর, তুমি প্রসন্না হইয়া আমাকে ভজনা কর; গোলোকধামে রাধিকা যেমন কৃষ্ণ-বক্ষে বিরাজ করিতেছেন, বৈকুণ্ঠনাথের বক্ষঃস্থলে যেরূপ লক্ষ্মী ও সরস্বতী, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মবক্ষে যেরূপ ব্রহ্মাণী, যে প্রকার কৈলাস-শিখরে শঙ্করের বক্ষে শঙ্করী, মনোহর শ্বেতদ্বীপে ক্ষীরোদ তীরনিলয়ে বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে যেরূপ সেই ভাগ্যশালিনী মর্ত্ত্যলক্ষ্মী সিন্ধুকন্যা এবং ধর্ম্মের বক্ষে যেরূপ মহাসাধ্বী মূর্ত্তিদেবী অবস্থিতা আছেন, আর অনন্তদেবের বক্ষে পাতাললক্ষ্মী বাসন্তী, গণেশবক্ষে পুষ্টি, কার্ত্তিকবক্ষে দেবসেনা, বরুণবক্ষে বরুণানী, হুতাশনবক্ষে স্বাহা, কামদেবের বক্ষে রতি, দিনেশ্বরের বক্ষে সংজ্ঞা, বায়ুবক্ষে বায়ুপত্নী, চন্দ্রবক্ষে রোহিণী এবং কশ্যপবক্ষে তোমার শ্বশ্রূ দেবমাতা অদিতি, হিমালয়ের বক্ষে পিতৃগণের মানসী কন্যা মেনা, অগস্ত্যবক্ষে লোপামুদ্রা, বৃহস্পতির বক্ষে তারা, কর্দ্দমের বক্ষে দেবহূতী, বশিষ্ঠের বক্ষে অরুন্ধতী, মনুবক্ষে শতরূপা ও দময়ন্তী যে প্রকারে নলরাজার বক্ষঃস্থলে বিরাজমানা হইয়াছেন, হে সুন্দরি! সৌভাগ্যবশতঃ আমার বক্ষঃস্থলে তুমিও সেইরূপ বিরাজ করিতে থাক, আমি অনায়াসে সহস্র ইন্দ্রকেও খণ্ড খণ্ড করিতে সমর্থ। ১৩—২৬। এবং নারীগণও স্বামী অপেক্ষা বলবান্ ব্যক্তিকে উপপতি করিতে বাঞ্ছা করিয়া থাকে; অতএব তুমি আমাকে ভজনা কর। আমি দুর্গম অথচ অতি নির্জ্জন সুমেরু গিরিকূটে, অথবা চন্দন-বায়ু সুরভিত নির্ঝরযুক্ত সুরসন রমণীয় মলয়াচলে কিম্বা নন্দনকাননে এবং কখন শতশৃঙ্গ পর্ব্বতনিকটে, কখন পুষ্পভদ্রা নদীতীরে, কখন শীকরাম্বু-শীতলীকৃত গোদাবরী-তীর-নীর-সমীপে, কখন শ্মশানে ও কখন অতি শ্মশানে, কখন সুরম্য কখন চম্পাবতীতীরবর্ত্তী রমণীয় চম্পককাননে, বিজন বিপিনে, কখন বিজন শৈলে শৈলে, কখন কন্দরে কন্দরে, কখন অতি দুর্গ দ্বীপে দ্বীপে, কখন নদীতে নদীতে ও কখন বা সর্ব্বজন্তু বিবর্জ্জিত সুরম্য সমুদ্র-পুলিনে তোমার সহিত বিহার করিব; বিজন স্থানে বিদগ্ধার সহিত বিদগ্ধের অঙ্গম অতিশয় সুখাবহ হইয়া থাকে। সুন্দরি! তুমি পুষ্প-চন্দন-চর্চ্চিত শয্যায় পুষ্প-চন্দন-চর্চ্চিত আমাকে লইয়া রতিসুখ অনুভব কর। দেবি! আমি ব্রহ্মার বরে জন্ম-মৃত্যুবিবর্জ্জিত ও সুস্থিরযৌবন হইয়াছি এবং আমি সুবেশ, সুন্দর, বীর ও কামশাস্ত্র-বিশারদ, আমার মুখমণ্ডল শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভমান ও বিশেষ আমি চন্দ্রবংশসমুৎপন্ন; অতএব হে ভদ্রে! তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ কর। দেবি! অধিক কি বলিব, অদ্য উর্ব্বশী স্বয়ং আগতা হইয়া আমাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি তাহাকেও পরিত্যাগ করিয়াছি; কারণ পরস্ত্রীসঙ্গমে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই; তবে কেবলমাত্র তোমাকে অবলোকন করিয়াই আমার চিত্ত নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে। ২৭—৩৬। বরাননে! তোমার নিমিত্ত নিশ্চয় আমি রত্নভূষণভূষিত স্বীয় ভার্য্যাগণকে পরিত্যাগ করিব, অথবা ইচ্ছা হয়, তাহাদিগকে নিজ দাসী করিয়া রাখিও। সুন্দরি! আমি যুদ্ধে অতি তেজঃসম্পন্ন ব্রহ্মাস্ত্রস্রষ্টা বরুণকে জয় করিয়া তাহার উৎকৃষ্ট রত্নমালা তোমাকে প্রদান করিব। হে দেবি! তুমি এই কিঙ্করকে আজ্ঞা কর; আমি অদ্যই দুর্ব্বল বহ্নিকে পরাজয় করিয়া বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রযুগ্ম তোমাকে অর্পণ করিতেছি। সুন্দরি! আমি অদ্যই তোমাকে দেবজননী অদিতি দেবীর মণীন্দ্র-সার-নির্ম্মিত মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিব এবং দুর্ব্বল চন্দ্রকে পরাজয়পূর্ব্বক রোহিণীর অমূল্য রত্ননির্ম্মিত রত্নভূষণযুগ্ম অদ্যই তোমাকে সমর্পণ করিব। অথবা সেই যক্ষ্মারোগগ্রস্ত অতিকৃশ চন্দ্র ভীত হইয়া বিনাযুদ্ধেই তোমাকে তাহা প্রদান করিবেন, কিম্বা আমার পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া কৃপাপূর্ব্বকও দান করিতে পারেন। অদ্য আমি মহেশ্বরের নিকট পার্ব্বতীর অমূল্যরত্ননির্ম্মিত মধুর শব্দায়মান নূপুরযুগল ভিক্ষা করিয়া তোমাকে অর্পণ করিব। হে শুভে! সেই আশুতোষ স্তবের বশীভূত, ভক্তগণের প্রতি কৃপাময় ও সর্ব্বসম্পত্তিদাতা; অধিক কি তিনি পরমকল্পতরুস্বরূপ; সুতরাং অবশ্যই আমার প্রার্থনা পূরণ করিবেন। প্রিয়ে! আজি আমি যুদ্ধ করিয়া গঙ্গার অমূল্য রত্ননির্ম্মিত সুদুর্ল্লভ কেয়ূর-যুগল তোমাকে সমর্পণ করিব। হে সুশোভনে! আমি অদ্যই তোমাকে সূর্য্যপত্নীর উৎকৃষ্ট রত্নসার

নির্ম্মিত মনোহর বলয়ীযুগল (অলঙ্কারবিশেষ) প্রদান করিব এবং অনায়াসে কামকে পরাজয়পূর্ব্বক কাম-পত্নীর অমূল্যরত্ননির্ম্মিত সুনির্ম্মল দর্পণ আমাকর্ত্তৃক তোমার করে প্রদত্ত হইবে। সুন্দরি! আমি কমলা-পতির নিকটে কমলার ক্রীড়াকমল-মন্দার ভিক্ষা করিয়া তোমাকে দান করিব। ৩৭—৪৮। আর আমি ব্রহ্মার তপস্যা করিয়া সাবিত্রীর বিশ্বদুর্ল্লভ অঙ্গুরীয়ক সকল আহরণপূর্ব্বক তোমাকে অর্পণ করিব এবং যে বাণীবীণা, স্বয়ং মূর্চ্ছনা ও শ্রুতিসংযুত গীতালাপ করিয়া থাকে, আমি নারায়ণব্রতাচরণপূর্ব্বক তাহা আনয়ন করিয়া তোমার হস্তে সমর্পণ করিব। সুন্দরি! আমি কুবেরপত্নীর বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত পাদাঙ্গুলি-বিভূষণ রত্নপাবকসমূহও তোমাকে প্রদান করিব। রাজবর নহুষ এইরূপ বলিয়া শচীদেবীর চরণতলে পতিত হইলে, শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকা মহাসাধ্বী, শচীদেবী ভয়চকিতা হইয়া বারংবার শ্রীহরি ও গুরুদেবের পদারবিন্দ স্মরণ পূর্ব্বক সেই রাজপথের অর্গলস্বরূপ নৃপতিকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, বৎস মহারাজ! আমার কথা শ্রবণ করুন; হে তাত! হে ভয়ভঞ্জন! রাজা সকলের পালক ও পিতা। রাজাই সকলকে ভয় হইতে রক্ষা থাকেন। এক্ষণে মহেন্দ্র শ্রীভ্রষ্ট ও আপনি স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছেন; সুতরাং আপনি আমার পিতৃস্থানীয়; কারণ যিনি রাজা, তিনিই প্রজাগণের পিতা ও রক্ষা-কর্ত্তা; ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। আর হে বৎস! গুরুপত্নী, রাজপত্নী, দেবপত্নী, পুত্রবধূ, পিতা-মাতার ভগিনী, শিষ্যপত্নী, ভৃত্যপত্নী, মাতুলানী, পিতৃপত্নী, ভ্রাতৃপত্নী, শ্বশ্রূ, ভগিনী, কন্যা, গর্ভধারিণী ও ইষ্টদেবী এই ষোড়শ জন পুরুষের মাতৃপদবাচ্য; অতএব তুমি মনুষ্য, আমি দেবপত্নী; সুতরাং বেদ সম্মত আমি তোমার মাতা; তবে বৎস! যদি মাতৃ-গমনেই ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে দেবজননী অদিতির নিকটে গমন কর। বৎস! সর্ব্বপ্রকার পাতকীরই নিষ্কৃতি আছে, কেবল মাতৃগামীদিগের নিস্তার নাই; তাহাদিগকে ব্রহ্মার আয়ুঃকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাকনরকে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়; পরে তাহারা বহুকল্প বেশ্যার যোনিকীট হইয়া অনন্তর সপ্তকল্প বিষ্ঠার কৃমি হইয়া থাকে। হে পুত্র! তৎপরে তাহারা এককল্প ব্রণকৃমি, সপ্তকল্প মস্তককৃমি ও তদন্তে এককল্প শয্যাকৃমি হয়। অনন্তর সপ্তজন্ম কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত ও ছাগযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতঃপর যথাক্রমে সপ্তজন্ম বিষ্ঠাভোজী কাক; সপ্তজন্ম কুক্কুর ও সপ্তজন্ম শূকর-জাতিতে জন্ম লাভ করে। ৪৯—৬৩। অনন্তর সেই মাতৃগামীসকল, প্রতিজন্মে ক্লীবরূপে সমুৎ-পন্ন হয়, তাহাদিগের কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই, স্বয়ং ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াছেন। রাজন্! ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরও ব্রাহ্মণীগমনে এইরূপ ফল ভোগ করিতে হয়; বৃহস্পতি বলিয়াছেন বেদেও তাহাদের নিষ্কৃতির উপায় কথিত হয় নাই। বৎস! সংসারী-দিগেরই নিশ্চয় স্বর্গসম্পত্তিভোগ সুখকর হইয়া থাকে; কিন্তু মুমুক্ষুগণের মোক্ষ, তপস্বিগণের তপস্যা, ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণ্য, মুনিগণের মৌন, বৈদিকগণের বিদ্যাভ্যাস, কবিগণের কাব্য বর্ণন এবং বৈষ্ণবগণের পক্ষে বিষ্ণুদাস্য ও বিষ্ণুভক্তি-রসই পরম পদার্থ। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত মুক্তিও বাঞ্ছা করেন না। হে সাধো! তুমি আমাকে বল দেখি, রমণীগণের মল-মূত্রযুক্ত দুর্গন্ধের আধার যোনিতে সাধুগণের কি সুখ হইতে পারে? হে রাজেন্দ্র! তুমি নিজ পূর্ব্বজ অদ্বিতীয় রাজগণের কুলপ্রদীপস্বরূপ; বহুজন্মের পুণ্যবলে ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। রাজন্! চন্দ্র-বংশীয় নৃপতিগণরূপ পদ্ম-সমূহের প্রকাশহেতু অতি তেজস্বী গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্নভাস্করের ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছ; অতএব তোমার ন্যায় মহদ্ব্যক্তির ধর্ম্ম পালন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য; কারণ সকল আশ্রমেরই ধর্ম্ম পালন পরম যশঃস্বরূপ; মূঢ়মতি জনগণই স্বধর্ম্মবিহীন হইয়া নরকগামী হইয়া থাকে। ত্রিসন্ধ্যা হরির অর্চ্চনা এবং প্রতিদিন সুধাধিক হরির পাদোদক ও নৈবেদ্য ভোজনই ব্রাহ্মণগণের স্বধর্ম্ম; বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠা ও জল মূত্রস্বরূপ; ব্রাহ্মণগণ তাহা ভোজন ও পান করিলে শূকরযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে নৃপ! ব্রাহ্মণগণ আজীবন হরির নিবেদিত বস্তু ভোজন করিবেন, কেবল একাদশী, কৃষ্ণের জন্মদিন, শিবরাত্রি, শ্রীরামনবমী ও অন্যান্য পুণ্য-বাসরে যত্নপূর্ব্বক ভোজন ত্যাগ করিবেন; ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ স্বধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। ৬৪—৭৬। পতিব্রতা কামিনী-দিগের পতিসেবাই পরম ব্রত ও পরম তপস্যা; তাহাদের পক্ষে পরপতি পুত্রতুল্য; ইহাই যোষিদ্গণের ধর্ম্ম। ভূপতিগণ, প্রজাগণকে ঔরসপুত্রের ন্যায় প্রতি-পালন ও প্রজাস্ত্রীদিগকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করিবেন; তাঁহাদিগের বিষ্ণূদ্দেশে যাগ, দেব-ব্রাহ্মণের সেবা, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করাই কর্ত্তব্য। ব্রহ্মা ক্ষত্রিয়গণের ইহাই ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৈশ্যের বাণিজ্যই স্বধর্ম্ম; তাহাতেই তাহাদিগের ধর্ম্ম-সঞ্চয় হয়; শূদ্রজাতির বিপ্রসেবাই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। রাজন্! শ্রীকৃষ্ণে সমুদয় কর্ম্মের

সমর্পণ করা সন্ন্যাসিগণের ধর্ম্ম। সন্ন্যাসী একমাত্র রক্তবস্ত্র পরিধান এবং দণ্ড ও মৃৎকমন্ডলু ধারণ করিবেন। আর সর্ব্বত্র সমদর্শন, বিরন্তর নারায়ণ-স্মরণ ও নিত্য গৃহে গৃহে ভ্রমণ করা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য। তিনি কুত্রাপি বাস করিবেন না। ভিক্ষু-ব্যক্তি দৈব-বশতও কাহাকেও বিদ্যা-মন্ত্র-দান, অবস্থান জন্য আশ্রম বা কোনরূপ বস্তুর কামনা করিবেন না। সন্ন্যাসী নির্ম্মোহ ও সঙ্গবর্জ্জিত হইবেন, কোনক্রমে কাহারও সঙ্গ করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। তিনি স্বাদু বস্তু ভোজন বা দৈবক্রমেও স্ত্রীমুখ দর্শন করিবেন না; ও গৃহীর নিকটে কোন বাঞ্ছিত বস্তু প্রার্থনা করা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে। ভগবান্ কমলযোনি সন্ন্যাসী-দিগের এইরূপ ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুত্র! সক-লেরই কর্ত্তব্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। বৎস! এক্ষণে স্বচ্ছন্দে গমন কর। মহেন্দ্রাণী পতিমধ্যে এই কথা বলিয়া বিরতা হইলে, নহুষ-নৃপতি প্রণতকন্ধরে সেই শচীকে বলিতে লাগিলেন, দেবি! তুমি যেসকল কথা বলিলে তাহা সমস্তই বিপরীত; এক্ষণে আমি তোমাকে যথার্থ বেদোক্ত ধর্ম্ম বলিতেছি, শ্রবন কর। হে সুরসুন্দরি! স্বর্গ, পাতাল বা অন্য দ্বীপে অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমুদয়ের ফল ভোগ করিতে হয় না, ইহা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। কর্ম্মী পুণ্যক্ষেত্র ভারতে শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মনিবন্ধন অন্যত্র তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে। হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত স্থানের নাম পুণ্যক্ষেত্র ভারত; মুনিগণের তপঃস্থল; ঐ ভারত সমুদয় স্থানের শ্রেষ্ঠ। জীবগণ, সেই ভারতে জন্ম লাভ করিয়া বিষ্ণুমায়ায় বঞ্চিত হইয়াই হরিসেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষয়ভোগে আসক্ত হয়। পুণ্যবান্ ব্যক্তি সেই স্থানে মহৎ পুণ্যাচরণ করিয়া স্বর্গে গমনপূর্ব্বক স্বর্গকন্যাদিগের সহিত চিরকাল আনন্দোপভোগ করিয়া থাকে। সুন্দরি! পুণ্যবান্ মানব, মানবদেহ ত্যাগ করিয়া তবে স্বর্গে আগমন করে; কিন্তু আমি সশরীরেই আগমন করিয়াছি; অতএব আমার পুণ্যবল দেখ। আমি বহুজন্মের পুণ্যবলে প্রার্থনীয় স্বর্গধামে আগমন করিয়াছি। আবার কোন অনির্ব্বচনীয় পুণ্যে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইল। সুন্দরি! এই স্বর্গ কর্ম্মস্থল নহে, ইহা ভোগের স্থল। আবার সমুদয় ভোগের মধ্যে বরনারী-সম্ভোগই সার বলিয়া প্রসিদ্ধ। আর ভোগস্থলে ভোগ্যবস্তুর পরিত্যাগ প্রশংসার কার্য্য নহে। তাহাতে তুমি ভাবানুরক্তা ও রসিকা; সুতরাং তুমি এস্থলে ভোগিগণের যথার্থ ভোগ্যা। অস্বামিক ভোগ্য বস্তুকে যে অনায়াসে পরিত্যাগ করে, সেই অবিরোধ সুখত্যাগী মন্দমতিব্যক্তি যে পশু, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। হে কান্তে! এক্ষণে তুমি আমার বাক্যে অভিরুচি করিয়া গৃহে গমনপূর্ব্বক নির্জ্জন স্থানে রমণীয় উৎকৃষ্ট রতিকরী শয্যা প্রস্তুত কর। হে বর-বর্ণিনি! তুমি নিশ্চিতরূপে মনের দ্বৈধভাব ত্যাগ কর। হে বরাননে! এক্ষণে উৎকৃষ্টালয়ে আমার সহিত আনন্দ-সাগরে নিমগ্না হও। আমি লক্ষ্মীর বক্ষঃস্থলের মণি-রাজিবিরাজিত অমূল্য রত্নমালা ভিক্ষা করিয়া তোমাকে প্রদান করিব। ৭৭—১০৩। মহাদেবের মস্তকভূষণ জন্ম, মৃত্যু ও ব্যাধি বিনাশক এবং শত্রুর উৎকৃষ্ট ক্রীড়া-কর বস্তু, ত্রিজগতে দুষ্প্রাপ্য ও বিশ্বপূজ্য; অর্দ্ধচন্দ্র আমি শিবব্রত করিয়া সেই সুন্দর চন্দ্রখণ্ড নিশ্চয় তোমাকে আনিয়া দিব। আমি ভক্তিসহকারে সূর্য্য-ব্রত করিয়া ত্রিলোকদুর্ল্লভ সূর্য্যের মণিশ্রেষ্ঠ স্যমন্তক তোমাকে প্রদান করিব। হে প্রিয়ে! তাহা প্রত্যহ অষ্টভার সুবর্ণ প্রসব করিয়া থাকে। আমি মদন-দেবের সেই জন্মমৃত্যুহর পরম ক্রীড়াকর অমূল্যরত্ন-নির্ম্মিত সতত মধুপূর্ণ মনোহর পাত্রও তোমাকে আহরণ করিয়া দিব। অমূল্য রত্নখচিত তেজে সূর্য্য-সম নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্য ঈশ্বরেচ্ছায় মণ্ডলাকারে নির্ম্মিত মণিরাজবিরাজিত লক্ষহস্তপরিমিত এবং চতুরস্র মনো-হর ও বিমল উৎকৃষ্ট কমলাদেবীর যে পদ্মাসন বিরাজ করিতেছে. আমি পদ্মালয়ার ব্রতাচরণপূর্ব্বক তাঁহার পরম প্রিয় সুদুর্ল্লভ সেই বস্তু নিশ্চয় তোমাকে প্রদান করিব। ভূপতি নহুষ এই বলিয়া প্রার্থনারোধপূর্ব্বক পুনরায় বারংবার মহেন্দ্রাণীর চরণে পতিত হইতে লাগিলেন। ভূপতির এইরূপ বাক্য শ্রবণে, মহেন্দ্রা-ণীর কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গেল; তখন তিনি বারংবার গুরুদেব ও হরিকে স্মরণ করত নহুষকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—কার্য্যাকার্য্যানভিজ্ঞ কামার্ত্ত হতচেতন এই মূঢ়ের কত প্রকার কথাই আজ আমাকে শুনিতে হইবে। মধুমত্ত ও সুরামত্ত ব্যক্তি হইতে কামমত্ত অধিক চৈতন্যশূন্য হয়; পুরুষ কামকর্ত্তৃক হৃতচিত্ত হইলে আপনার মৃত্যুকে গণনা করে না। এইরূপ আত্মগত বলিয়া প্রকাশে বলিতে লাগিলেন; হে মত্ত! আজ মাতৃতুল্যা রজস্বলা আমাকে পরি-ত্যাগ কর; হে মদ্যপ! নিশ্চিত বলিতেছি, আজ আমার ঋতুর প্রথম দিন। রজস্বলা স্ত্রী প্রথম দিনে চাণ্ডালী, দ্বিতীয় দিনে ম্লেচ্ছা ও তৃতীয় দিবসে রজকী-স্বরূপা বলিয়া প্রসিদ্ধা; আর চতুর্থ দিবসে কেবল ভর্ত্তার নিকটে শুদ্ধা হয়; কিন্তু দৈব পৈত্রকার্য্যে অশুদ্ধা থাকে। ঐ দিনে অপরের নিকটে অসৎ শূদ্রার

সমান। যে ব্যক্তি প্রথম দিবসে রজস্বলা কান্তায় উপগত হয়, সে ব্রহ্মহত্যার চতুর্থাংশভাগী; তাহাতে সংশয় নাই। সেই পুরুষ দৈব-পৈত্রকার্য্যের অনধিকারী এবং সকলের অধম; সকলের নিকটে নিন্দিত ও অযশের ভাজন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় দিবসে কামতঃ রজস্বলা নারীতে গমন করিয়া নিজাভিলাষ পূর্ণ করে, নিশ্চয় তাহাকে গোহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। বৃহস্পতি বলিয়াছেন, সে আজীবন পিতৃগণ, ব্রাহ্মণ ও দেবগণের অর্চ্চনায় অনধিকারী এবং অমনুষ্য অযশস্বী ও অবিদ্য হইয়া থাকে। তৃতীয় দিনে রজস্বলায় উপগত হইলে, সেই মূঢ়ব্যক্তি ভ্রূণহত্যার পাতকে পাতকী হয়; ইহাতে সংশয় নাই। সেও পূর্ব্বের ন্যায় পতিত এবং সকল কর্ম্মের অনর্হ; আর চতুর্থ দিনে রজস্বলা রমণী অসৎ শূদ্রার তুল্যা, সুতরাং বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহাতে উপগত হন না। মূঢ়! যদি মাতৃতুল্যা আমাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে অভিলাষ কর, তবে যে দিবস আমি ঋতুশূন্যা হইব, সেইদিন গমন করিও। তখন নহুষ শচীর বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক শান্তভাবে মধুর বাক্যে সেই সুব্রতা শক্রকান্তাকে বলিতে লাগিলেন, দেবি! মানবের নিকটে দেবপত্নীগণ শয়ন ভোজনাদি কার্য্যে নিরন্তর পবিত্র, কখনই অপবিত্র হন না। সুন্দরি! তুমি যে রজস্বলার সম্ভোগে পাপ কীর্ত্তন করিলে, তাহা কর্ম্মক্ষেত্র ভারতেই হইয়া থাকে, স্বর্গে নহে এবং ঐ কর্ম্মক্ষেত্রেও যে সকল বেদোক্ত শুভাশুভ কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাও ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত বৈষ্ণবগনের পক্ষে কিছুই অনিষ্টকর হয় না। প্রদীপ্তবহ্নিপাতিত শুষ্ক তৃণসমূহের ন্যায় বৈষ্ণবের নিকটে সমস্ত পাপই ভস্মীভূত হইয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ বহ্নি, সূর্য্য ও ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও তেজীয়ান্; তাহারা নিরন্তর বিষ্ণুচক্রে রক্ষিত হইয়া স্বতন্ত্র মত্তকুঞ্জরের ন্যায় বিচরণ করিয়া থাকে। বৈষ্ণবগণের কর্ম্ম-বিচার বা কর্ম্মভোগ করিতে হয় না, ইহা সামবেদের কৌথুমশাখায় উক্ত আছে, তুমি এতদ্বিষয় বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিও। ১০৪—১৩২। এই স্বর্গ-ভূমিতেও চন্দ্রবংশীয় বৈষ্ণবগণকে সকলেই বিদিত আছেন যে, তাহারা হরি ভিন্ন অন্য দেবের উপাসনা করেন না। সত্ত্বগুন-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় যিনি বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ না করেন, তিনি বিষ্ণুমায়াবলে বঞ্চিত। আমার নিকটে অন্য মন্ত্রই বা কি? আর দেবগণই বা কে? যমও আমার শাসনকর্ত্তা নহেন; আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ব্যতীত সকলকেই পরাস্ত করিতে সমর্থ। শোভনে! এক্ষণে তুমি গৃহে গমনপূর্ব্বক শয্যা প্রস্তুত কর; আমি শীঘ্রই তোমার গৃহে গমন করিতেছি; ঋতুজন্য পাপ আমারই হইবে, তোমার তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। নৃপতি নহুষ এই বলিয়া প্রফুল্ল বদনে রত্নযানারোহণপূর্ব্বক নন্দনকাননে গমন করিলেন। তখন শচী নিজগৃহে গমন না করিয়া গুরুদেবের গৃহে গমনপূর্ব্বক কুশাসনস্থ বৃহস্পতিকে দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন তারাদেবী সেই ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত বৃহস্পতির চরণকমল সেবা করিতেছেন; আর তিনি করে জপমালা ধারণপূর্ব্বক নিরন্তর অভীপ্সিত পরমানন্দ পরমেশ্বর নির্গুণ নিরীহ স্বতন্ত্র প্রকৃতি হইতে অতীত স্বেচ্ছাময় ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করিতেছেন। তখন শচী সেই আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচন বৃহস্পতিকে ভূতলে পতিতা হইয়া মস্তকদ্বারা প্রণাম করিলেন। পরে শোকার্ণবনিমগ্না ভীতা সেই শচীদেবী সজলনয়নে রোদন করিতে করিতে দুঃখিতহৃদয়ে ভক্তিসাগরে নিমগ্ন ব্রহ্মিষ্ঠ কৃপানিধি নিজ গুরুদেবকে স্তব করিতে লাগিলেন;—হে মহাভাগ! আপনিই আমার রক্ষাকর্ত্তা, অতএব আমি শোকসাগরনিমগ্না ও ভীতা হইয়া আপনার শরণাগতা হইয়াছি আমাকে রক্ষা করুন। প্রভুই হউন বা অপ্রভুই হউন, আর সবল বা দুর্ব্বলই হউন, সকলেই স্বীয় শিষ্য, ভার্য্যা ও পুত্রকে শাসন করিতে সর্ব্বদা সক্ষম। আপনি স্বরাজ্য হইতে স্বশিষ্যকে দূরীভূত করায় অপরাধের শাস্তি হইয়াছে, এক্ষণে তাহার প্রতি অনুগ্রহ করুন। হে কৃপানিধে! এক্ষণে আমি সর্ব্বশূন্যা অনাথা হইয়াছি এবং সেই অমরাবতী শূন্যা ও আমার আশ্রয় সম্পৎশূন্য হইয়াছে; আপনি প্রত্যক্ষ করুন। দেব! আমি দস্যুগ্রস্তা হইয়াছি; আমাকে রক্ষা করুন এবং কিঙ্করকে স্বস্থানে আনয়নপূর্ব্বক তাহাকে চরণরেণু ও শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান করুন। দেখুন, সর্ব্বপ্রকার গুরু অপেক্ষা জন্মদাতা শ্রেষ্ঠ এবং সেই জন্মদাতা অপেক্ষা মাতা শতগুণে পূজ্যা, বন্দনীয়া ও গরীয়সী। আবার সেই মাতা অপেক্ষা বিদ্যাদাতা, মন্ত্রদাতা, জ্ঞানদাতা ও হরিভক্তিপ্রদাতা গুরু—শতগুণে পূজ্য, বন্দনীয় ও সেবার্হ। মন্ত্রদাতা মন্ত্র উদ্গিরণ করেন বলিয়া বুধগণ তাঁহাকে গুরু বলিয়া থাকেন, অতএব মন্ত্রদাতাই যথার্থ গুরু, অন্যে গুরুত্বের আরোপ মাত্র। যিনি জ্ঞানাঞ্জনশলাকাদ্বারা অজ্ঞানতিমিরান্ধ ব্যক্তির চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেন; আমি সেই গুরুদেবকে নমস্কার করি। অদীক্ষিত মূর্খের কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই; সর্ব্বকর্ম্মানর্হ

সেই পশুর নিশ্চয় নরকে অবস্থান হয়। জন্মদাতা, অন্নদাতা, মাতা বা অন্য যে গুরুই বলুন, তাঁহারা কেহই ঘোর সংসারসাগর হইতে নিস্তার করিতে সক্ষম নহেন। কেবল বিদ্যা, মন্ত্র ও জ্ঞানদাতাই সংসারপার-করণে নিপুণ; অপর কোন প্রভুই শিষ্যের উদ্ধারসাধনে সমর্থ নন। গুরুই বিষ্ণু, গুরুই ব্রহ্মা গুরুই দেব মহেশ্বর, গুরুই ধর্ম্ম, গুরুই অনন্তদেব ও গুরুই সেই নির্গুণ সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর। গুরু সকল তীর্থ ও সকল দেবতার আধার, গুরুই সর্ব্বদেবস্বরূপ, স্বয়ং হরিই গুরুরূপে বিরাজ করিতেছেন। অভীষ্টদেব রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করিতে সমর্থ; কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে অভীষ্টদেবও রক্ষায় অসমর্থ। সমুদয় গ্রহদেবতা ও ব্রাহ্মণগণ যাহার প্রতি রুষ্ট হন, ভাগ্যবশতঃ গুরুদেব তাহার প্রতি রুষ্ট হইয়া থাকেন। কি আত্মা, কি পুত্র, কি ধন, কি ভার্য্যা বা কি ধর্ম্ম কিছুই গুরু অপেক্ষা প্রিয় বস্তু নহে; গুরুসেবা অপেক্ষা তপস্যা, সত্য ও কোনরূপ পুণ্যজনক কার্য্যই শ্রেষ্ঠ নহে। ১৩৩—১৬১। গুরুর পর শাস্তা ও গুরুর পর বন্ধু আর কেহই নাই, শিষ্যগণের পক্ষে গুরুই নিরন্তর শিষ্যগণের দেবতা, রাজা ও শাস্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। অন্নদাতা যাবৎকাল অন্ন দান করেন, তাবৎকালই শাস্তা হন; কিন্তু গুরু শিষ্যগণের প্রতিজন্মেই শাস্তা হইয়া থাকেন। মন্ত্র ও বিদ্যা, গুরু ও দেবতা পতি,—ইহারা প্রতিজন্মেই অনুসৃত হয়; তজ্জন্য ইহারা সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। পিতৃরূপ গুরু যে জন্মে জন্ম দান করেন, সেই জন্মেই বন্দনীয়; এইরূপ অন্যান্য গুরু এবং মাতাও এক এক জন্মে পূজ্য হন; কিন্তু মন্ত্রদাতা গুরু প্রতিজন্মেই পূজনীয়। হে ব্রহ্মন্! আপনি বিপ্রগণের শ্রেষ্ঠ, তপস্বিগণের গুরু, সমুদায় ধার্ম্মিকগণের মধ্যে প্রধান এবং পরম ব্রহ্মবিৎ। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আমার প্রতি ও ইন্দ্রের প্রতি আপনি তুষ্ট হউন, আপনি তুষ্ট হইলেই সর্ব্বদা গ্রহদেবতাগণও তুষ্ট থাকিবেন। হে ব্রহ্মন্। সেই শচী এইরূপ বলিয়া পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার রোদন দর্শনে তারাদেবীও বারংবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তারা পতিচরণে পতিতা হইয়া অপরাধ ক্ষমা করুন, এই বলিয়া পুনঃপুনঃ রোদন করিলে, বৃহস্পতি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, তারে! গাত্রোত্থান কর, শচীর সর্ব্ববিষয়ে মঙ্গল হইবে; আমার আশীর্ব্বাদে শচীদেবী অতি শীঘ্রই ভর্ত্তাকে প্রাপ্ত হইবেন। নারদ! সেই সুরগুরু, এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, তারাদেবী পুনরায় তাঁহার চরণে পতিতা হইয়া রোদন করিতে থাকিলেন। তখন বৃহস্পতি, সতী তারাদেবীকে স্ববক্ষে ধারণ করিয়া বিবিধ প্রকার আধ্যাত্মিক অত্যুত্তম বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। যে ব্যক্তি পূজাকালে শচীকৃত স্তোত্র পাঠ করেন, গুরু ও অভীষ্টদেবতা প্রতিজন্মেই তাহার প্রতি তুষ্ট থাকেন। এবং গ্রহদেবতাগণ, ব্রাহ্মণগণ, রাজগণ ও বান্ধবসকলও নিরন্তর সর্ব্বপ্রকারে তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। সেই ব্যক্তি, গুরুভক্তি, বিষ্ণুভক্তি ও যাবতীয় বাঞ্ছিত বস্তু নিশ্চয় লাভ করে এবং সর্ব্বদা তাহার আনন্দলাভ হইয়া থাকে; কখনই শোক উপস্থিত হয় না। এই স্তোত্রপাঠে পুত্রার্থী ব্যক্তি গুণবান্ পুত্র, ভার্য্যার্থী হইলে গুণবতী পুত্রবতী সতী প্রিয়া ভার্য্যা লাভ করে, ইহা নিশ্চয় এবং রোগার্ত্ত রোগ হইতে ও বদ্ধ বন্ধন হইতে মুক্ত হয়; আবার যশোবিহীন ব্যক্তি সুযশস্বী ও মূর্খ ও পণ্ডিত হইয়া থাকে। এই স্তোত্র পাঠ করিলে নিশ্চয় কখনই তাহার বন্ধুবিচ্ছেদ হয় না এবং নিত্যই ধর্ম্ম ও বিপুল নির্ম্মল যশ বৃদ্ধি পায়। সেই ব্যক্তি পুত্র-পৌত্র ধন ও ঐশ্বর্য্য লাভপূর্ব্বক ইহকালে সমস্ত সুখ ভোগ করিয়া অন্তে বৈকুণ্ঠধামে গমন করে। সে হরিদাস্য লাভ করিয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে না, কেবল নিরন্তর শান্তিগুণাবলম্বী হইয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক ও সন্তাপনাশন বিষ্ণুভক্তিরসামৃত পান করিয়া থাকে। ১৬১—১৮০।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে উনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, শান্ত বৃহস্পতি শচীদেবীর স্তোত্রশ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া সেই ইন্দ্রকান্তাকে মধুরবাক্যে বলিতে লাগিলেন;—বৎসে! ভয় ত্যাগ কর, আমি অবস্থিত থাকিতে তোমার ভয় কি? হে শোভনে! আমার নিকটে যেমন কচের পত্নী স্নেহের পাত্রী, তুমিও সেইরূপ; কারণ যেমন পুত্র, শিষ্যও সেইরূপ; তর্পণ, পিণ্ডদান, পালন ও পরিপোষণবিষয়ে পুত্র ও শিষ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। কমলযোনি ব্রহ্মা কাণ্বশাখায় বলিয়াছেন, পুত্র যেরূপ অগ্নিদাতা, নিশ্চয়ই শিষ্যও সেইরূপ অগ্নিদানে সমর্থ। পিতা, মাতা, গুরু, ভার্য্যা, শিশুসন্তান ও অনাথ বান্ধব; ইহারা পুরুষের অবশ্য পোষ্য, এই কথা স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন। মহেশ্বর বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইহাদিগকে পোষণ না করে, সে মরণান্ত অশৌচী ও দৈব-পৈত্র কর্ম্মে

অনর্হ। যে ব্যক্তি পিতা, মাতা ও গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করে, তাহার সর্ব্বত্র অযশ ও পদে পদে বিঘ্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সম্পদমত্ত হইয়া গুরুর অবমাননা করে, অচিরকালমধ্যে নিশ্চয় তাহার সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। সুররাজ সভামধ্যে আমাকে দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান না করায়, সদাই তাহার ফল ভোগ করিয়াছেন। বৎসে! তুমি তাহা এক্ষণে প্রত্যক্ষ কর। বৎসে! আমি নিশ্চয় তাঁহাকে বিপন্মুক্ত ও তোমাকে রক্ষা করিব। যিনি শাসন ও রক্ষা করিতে সমর্থ তিনিই গুরুপদবাচ্য। ভদ্রে! যে রমণীর হৃদয় পবিত্র, কখনই তাহার সতীত্ব বিনষ্ট হয় না। যাহার চিত্তে দ্বৈধভাব থাকে, তাহারই ধর্ম্ম নষ্ট হয়। সতি! তোমার দুর্গার ন্যায় প্রভাব এবং লক্ষ্মীর ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার যশের ন্যায় যশ হইবে। তুমি রাধিকার তুল্য সৌভাগ্য ও ভর্তৃপ্রেম লাভ করিবে, তোমারও পতির নিকটে তাঁহার ন্যায় গৌরব, মান্যতা, প্রীতিলাভ ও প্রাধান্য হইবে। তুমি রোহিণীর ন্যায় স্বামীর অপেক্ষাশালিনী, ভারতীর সমান পূজ্যা এবং সর্ব্বদা সাবিত্রীসদৃশী শুদ্ধা ও নিরুপমা হইবে। বৃহস্পতি এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে নহুষের দূত তথায় আগত হইয়া বৃহস্পতির সমক্ষে বলিতে লাগিল, দেবি! শীঘ্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রমণীয় বিজন নন্দনকাননে ক্রীড়ার নিমিত্ত নৃপতি নহুষের নিকটে গমন করুন। তখন বৃহস্পতি দূতের ঐ বাক্যশ্রবণে, ক্রোধে কম্পিতকলেবরে ও আরক্তনয়ন হইয়া, সেই দূতকে বলিতে লাগিলেন। সুরগুরু বলিলেন, তুমি গমনপূর্ব্বক তোমাদের রাজা নহুষকে বল, যদি আপনার শচী-উপভোগে বাসনা হয়, তবে অপূর্ব্ব কোনরূপ যানে আরোহণ করিয়া রাত্রিতে আগমন করিতে হইবে। বেশবিন্যাসপূর্ব্বক সপ্তর্ষিগণের স্কন্ধে শুভ-শিবিকা অর্পণ করিয়া তাহাতে আরোহণ করত আগমন করাই তাঁহার যোগ্য কার্য্য। তখন সেই দূত বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণান্তে গমনপূর্ব্বক নৃপতিকে নিবেদন করিলে, নহুষ নৃপতি দূতবাক্যশ্রবণে হাস্যপূর্ব্বক সেই কিঙ্করকে বলিলেন, দূত! যাও, শীঘ্র যাও, শীঘ্র সপ্তর্ষিগণকে আনয়ন কর; এক্ষণে আমি তাঁহাদিগের সহিত উপায় বিধান করিব। ১—২১। সেই দূত, রাজবাক্য শ্রবণে তাঁহাদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নহুষ যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহাই প্রকাশ করিল। তখন সপ্তর্ষিগণ দূতবাক্য শ্রবণ করিয়া সানন্দে রাজসন্নিধানে গমন করিলে, রাজা সেই সকল ঋষিকে দর্শনমাত্র প্রণামপূর্ব্বক সাদরে বলিতে লাগিলেন, আপনারা সকলে ব্রহ্মার পুত্র, ব্রহ্মার তুল্য গুণসম্পন্ন এবং ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত ও নিরন্তর ভক্তবৎসল বলিয়া প্রসিদ্ধ। আপনারা সতত নারায়ণপরায়ণ ও শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ; আপনাদিগের মোহ, মাৎসর্য্য ও দর্প বা অহঙ্কার কিছুই নাই। আপনারা সকলে তেজ, যশ, কৃপা, প্রেম ও বরদানে নিশ্চয় নারায়ণের সমান গুণশালী। ভূপতি নহুষ এই বলিয়া প্রণতভাবে তাঁহাদিগকে স্তব করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন পরমহিতৈষী ঋষিগণ, সেই ভূপতিকে কাতর দেখিয়া বলিতে লাগিলেন। ঋষিগণ বলিলেন, বৎস! তোমার যে বরে অভিলাষ হয় প্রার্থনা কর, আমরা সমস্ত প্রার্থিতই দান করিতে পারি, কিছুই আমাদিগের অসাধ্য নাই। হে বৎস! ইন্দ্রত্ব, মনুত্ব, চিরজীবিত্ব, সপ্তদ্বীপাধিপত্য, অতিশয় নিত্যসুখ কিম্বা সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি, বা সুদুর্লভ সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য যাহা তোমার বাঞ্ছনীয় হয় এক্ষণে সানন্দে আমাদিগের নিকটে ব্যক্ত কর, আমরা তোমার সমুদয় অভিলষিত দান করিয়া, প্রীতমনে তপস্যার্থ গমন করিব। আমাদিগের কৃষ্ণার্চ্চন বিনা যে ক্ষণ অতিবাহিত হয়, তাহা যুগলক্ষ বলিয়া বোধ হয় এবং আমাদিগের পক্ষে হরির ধ্যান ও সেবাশূন্য দিনই দুর্দ্দিন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি হরিসেবা ভিন্ন অন্য বিষয় বাঞ্ছা করে, সে নিশ্চয় আপনার বিপদের জন্যই অমৃত ত্যাগ করত বিষ পান করিয়া থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ধর্ম্ম, মহাবিরাট্‌পুরুষ, গণেশ, দিননাথ, অনন্তদেব ও সনকাদি ঋষিগণ অহর্নিশি হরির জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-বিনাশন যে চরণকমল ধ্যান করিয়া থাকেন, আমরা তাহারই অভিলাষী। মায়া-মুগ্ধচিত্ত নৃপবর, সেই ঋষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সলজ্জভাবে বিনতবদনে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, হে মহাভাগগণ! আপনারা ভক্তবৎসল ও সমুদয় প্রার্থিত বিষয় দান করিতে সমর্থ, অতএব এক্ষণে ত্বরায় শচীদান করিয়া অভিলাষ পূর্ণ করুন। সতী শচী, এক্ষণে সপ্তর্ষিবাহন কান্তের অভিলাষিণী হইয়াছে; সুতরাং আমার ইহাই প্রার্থনীয়; আপনারা কামপ্রদ আমার এই কামনা পূর্ণ করুন। নারদ! সেই মুনিগণ, নহুষের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৌতুকবশতঃ পরস্পর উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন। পরে সেই দীনবৎসল ঋষিগণ, রাজাকে বিষ্ণুমায়ায় মোহিত ও বঞ্চিত বিবেচনা করিয়া কৃপাবশতঃ তাহাকে বহন করিতে স্বীকার করিলেন। অনন্তর তাঁহারা মুক্তা-মাণিক্য-ভূষিত নহুষের শিবিকা স্কন্ধে লইলেন; তখন দুর্ম্মতি রাজাও

সুবেশ-সম্পন্ন ও রত্নভূষণে ভূষিত হইয়া সেই শিবিকায় আরোহণপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। ২২—৪০। পরে পথিমধ্যে ঋষিগণের বিলম্ব দেখিয়া নৃপতি তাহা- দিগকে ভর্ৎসনা করায় অগ্রগামী দুর্ব্বাসা ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিলেন। তিনি বলিলেন, রে দুর্ম্মতে! মহান্ অজগর হইয়া ভূতলে পতিত হও, পরে ধর্ম্ম- পুত্রের দর্শনে তোমার মুক্তি হইবে। মহারাজ! কর্ম্ম নিস্ফল হইবে না, তুমি সর্পদেহ ত্যাগ করিয়া রত্ন- যানারোহণে বৈকুণ্ঠে গমনপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠনাথের সেবা করিবে। সেই মুনিসত্তম সকল, এইরূপ শাপপ্রদা- নের পর হাস্যপূর্ব্বক গমন করিলেন। এদিকে রাজাও দুর্ব্বাসার অভিসম্পাতে সর্প হইয়া মহারণ্যে পতিত হইলেন। অনন্তর শচী সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গুরুদেবকে প্রণামপূর্ব্বক অমরাবতীতে গমনক রিলে, বৃহস্পতিও যে স্থানে ইন্দ্র পদ্মতন্তুমধ্যে অবস্থিত আছেন, শীঘ্র তথায় প্রস্থান করিলেন। কৃপানিধি বৃহস্পতি, সরোবরসন্নিধানে গমন করিয়া কৃপাবশতঃ অতি প্রসন্নবদনে সুরেশ্বরকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন, বৎস! আমি বিদ্যমানে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই; তুমি ভয় ত্যাগ করিয়া আমার নিকটে আগমন কর। আমি তোমার গুরুদেব বৃহস্পতি উপস্থিত হইয়াছি। তখন মহেন্দ্র, স্বীয় গুরুর কণ্ঠস্বর বিদিত হইয়া হৃষ্ট- চিত্তে সূক্ষ্মরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বমূর্ত্তি ধারণ করত সমাগত হইয়া ভক্তিসহকারে গুরুদেবের চরণকমলে মস্তক রাখিয়া দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। তখন বৃহস্পতি ইন্দ্রকে মহাভীত ও রোদন করিতে দেখিয়া আনন্দের সহিত স্বীয় বক্ষে ধারণ করিলেন। অনন্তর সুরগুরু, পাপের প্রায়শ্চিত্ত-নিমিত্ত ইন্দ্রকে সোমযাগ করাইয়া রমণীয় রত্নসিংহাসনে অধিরূঢ় করিলেন। পরে তৎ- কর্ত্তৃক দেবরাজের পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ ঐশ্বর্য্য সম্পাদিত হইল। তখন দেবগণ সকলে পরমানন্দে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। শচী দেবীও ত্রিদশ- নাথ ভর্ত্তা মহেন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া স্বমন্দিরে পুষ্পশয্যায় শয়নপূর্ব্বক স্বামিসহবাসে পরমসুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। বৎস নারদ! তোমার নিকটে মহেন্দ্রের এই প্রকার দর্পভঙ্গ ও শচীর সতীত্বরক্ষা- বিষয় কথিত হইল; এক্ষণে পুনরায় কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা কর? নারদ কহিলেন, হে মুনিসত্তম! সোম- যাগের বিধান এবং বৃহস্পতি কি প্রকারে মহেন্দ্রকে তাহা করাইলেন ও তাহার ফল কিরূপ, এই সমস্ত আমার নিকটে ব্যক্ত করুন। নারায়ণ বলিলেন, মুনে! ব্রহ্মহত্যা-শান্তি সোমযাগের ফল, এই যাগে যজমানের প্রীতমনে এক বর্ষ সোমলতারস পান, এক বর্ষ ফল ভোজন ও একবর্ষ জল পান করিতে হয় এই- রূপে বর্ষত্রয় এই ব্রত অনুষ্ঠিত হইলে সমুদয় পাপের বিনাশ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির ভৃত্যবেতন-নিমিত্ত বর্ষত্রয়োপযুক্ত অথবা ততোধিক ধান্য সংগৃহীত থাকে, সে সোমরসপানে সমর্থ হয়। হে মুনে! ফলতঃ পূর্ব্বে দেবতা বা মহারাজাই এই যাগ নিষ্পাদনে সমর্থ; ইহা সর্ব্বসাধ্য নহে; কারণ ইহাতে বহুতর অর্থ ও বহুতর দক্ষিণার আবশ্যক। ৪১—৫৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, ব্রহ্মন্! এই আমি তোমাকে ইন্দ্রের কিঞ্চিৎ দর্পভঙ্গবিষয় বলিলাম, এক্ষণে সাব- ধানে নিগূঢ় অপর দর্পভঙ্গবৃত্তান্ত শ্রবণ কর। পূর্ব্বে সমুদ্রমন্থনান্তে অমৃতরস পানপূর্ব্বক দৈত্যসমূহকে পরা- জয় করিয়া দেবরাজ অতিশয় দর্পান্বিত হইয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ, বলিরাজদ্বারা তাহার দর্প চূর্ণ করিলে, ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলে শ্রীভ্রষ্ট হইলেন। অনন্তর ভগ- বান্ বৃহস্পতির স্তোত্রে ও অদিতিব্রতে তুষ্ট হইয়া অদি- তির গর্ভে অংশকলাদ্বারা বামনরূপে উৎপন্ন হইলেন। পরে কৃপানিধি ভগবান্ বলিরাজের নিকট ছলক্রমে প্রার্থনাপূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিয়া দেবরাজকে দেবরাজ্য ও দেবগণকে পূর্ব্বসম্পদ্ দান করেন। হে মুনে! পুনরায় কালান্তরে ইন্দ্রের দর্প হইলে ভগবান্ দুর্ব্বাসা- দ্বারা তাঁহার শ্রী হরণ করিয়াছিলেন এবং পুনরায় কৃপাবশতঃ কৃপাময় ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ সেই শ্রী দান করিলে, পুনরায় সম্পন্নত্ত হইয়া ইন্দ্র গৌতমপ্রিয়াকে হরণ করেন। তখন ইন্দ্র গৌতম মুনির শাপপ্রভাবে ভগাঙ্গ হইয়া গাত্র-বেদনায় অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া ছিলেন। মুনিঋষিগণ তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া উচ্চৈঃ- স্বরে হাস্য করিতেন এবং দেবগণ অতিশয় লাঞ্ছিত ও বৃহস্পতি মৃততুল্য হইয়াছিলেন। সেই সময়ে ইন্দ্র সহস্র বর্ষ সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহার বরে গাত্রের সহস্র যোনিচিহ্ন, সহস্র নেত্ররূপে পরিণত হওয়ায় সহস্রাক্ষ নামে প্রসিদ্ধ হন। তারাহরণ-নিমিত্ত চন্দ্রের কলঙ্করেখার ন্যায় তাঁহার সেই নেত্রনিকর কলঙ্করূপে অবস্থিত রহিল। হে ব্রহ্মন্! যিনি ভুবন- মণ্ডলের পূজ্যা ও পবিত্রতাকারিণী এবং যিনি শুদ্ধাশয়া মহাভাগা ও কমলা-কলা বলিয়া প্রসিদ্ধা, দেবরাজ কি

প্রকারে সেই নির্ম্মলস্বভাবা মহাসতী গৌতমপ্রিয়া অহল্যাকে হরণ করিয়াছিলেন, এতদ্বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি। অতএব হে বেদবিদ্বর! তাহা আমার নিকটে ব্যক্ত করুন। নারায়ণ বলিলেন, নারদ! একদা অহল্যা তীর্থযাত্রা উপলক্ষে সূর্য্য-পর্ব্বদিনে পুষ্করে আগমন করেন, সেই সময়ে পাকশাসনের দৃষ্টিপথে পতিতা হন। মহেন্দ্র সেই পীনশ্রোণিপয়োধরা সস্মিতা সুদতী শান্তা অহল্যাকে দর্শনমাত্রে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন; পরদিনে আবার অহল্যা, যখন মন্দাকিনীতে নগ্না হইয়া সহাস্যবদনে সলজ্জভাবে একাকিনী স্নান করিতেছিলেন, সেই সময়েও ইন্দ্রের নেত্রপথে পতিতা হন। দেবরাজ তখন অহল্যার বিপুল শ্রোণি ও স্তনযুগল দর্শনে কাম-পীড়িত হইয়া পুনরায় মূর্চ্ছাপন্ন হওয়ায় বিচেতন হই-লেন। পরে ক্ষণমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া অহল্যা-সমীপে গমনপূর্ব্বক সবিনয়ে মধুর বাক্যে সেই পতি-ব্রতাকে বলিতে লাগিলেন, শোভনে! তোমার কি অদ্ভুত রূপগুণ! কি কমনীয় নবীন বয়ঃক্রম! শরচ্চন্দ্র-বিনিন্দিত কি আশ্চর্য্য তোমার মুখশ্রী! সুন্দরি! তোমার মনোহর কুটিল কটাক্ষ দর্শনমাত্রে পুরুষের চিত্ত আকর্ষিত হয়; তোমার রমণীয় লোচনদ্বয় পদ্মপ্রভাকে অপহরণ করিয়াছে। তোমার রমণীয় গমন গজ ও খঞ্জনের গতিকেও পরাজয় করিতেছে; তোমার অলৌকিক বাক্য অমৃতাপেক্ষা সুমধুর ও দুর্লভ বলিয়া বোধ হয়। ১—২১। তোমার কি অদ্ভুত মুনি-মানসমোহিনী মনোহরা বিপুলা শ্রোণী, উহা কামের আধার বলিয়া বোধ হয়, কারণ দর্শন মাত্রেই কামি-হৃদয়ে কামের আবির্ভাব হইয়া থাকে; উহা অতি কঠিনা ও পীনা; উহার দর্শনে রম্ভাস্তম্ভকে বিড়ম্বিত বিবেচনা হয়। তোমার নিতম্বযুগলও চন্দ্র-বিম্বের ন্যায় বর্ত্তুল এবং তোমার ত্রৈলোক্যচিত্তমোহন অত্যুন্নত সুকঠিন শ্রীযুক্ত স্তনযুগ্ম দর্শন করিলে শ্রীফলযুগল বলিয়া বোধ হয়। তপোধন গৌতম কি অনির্ব্বচনীয় তপস্যাই করিয়াছেন! যাহার ফলে তাঁহার ভাগ্যে ঈদৃশী পরমাসুন্দরী ভার্য্যা ঘটিয়াছে। তিনি নিশ্চয় বিষ্ণুমায়া সনাতনী প্রকৃতি দুর্গা ও কমলার আরাধনায় ঈদৃশী কমলাসদৃশী কমলাননা সুকোমলাঙ্গী শুদ্ধা সুদতী শীতে সুখোষ্ণা ও গ্রীষ্মে সুখশীতলা তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণা সুকঠিনস্তনী বিশালনিতম্বা ক্ষীণমধ্যা পদ্মিনী ভার্য্যা লাভ করিয়াছেন। সুন্দরি! কামশাস্ত্র-বিশারদ কামদেব বা কামুক চন্দ্র তোমার ন্যায় ললনাকে কিরূপে রমণ করিতে হয় তাহা বিদিত আছেন, তপোধন গৌতম তাহা কি জানিবেন? কামশাস্ত্রে বিচক্ষণ সেই সকল ব্যক্তি এবং উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরাগণও নিরন্তর আমাকে কামশাস্ত্রে নিপুণ বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। বরাননে! শচীকে তোমার দাসী করিয়া দিব, তুমি এক্ষণে কামশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, অনুরাগের অযোগ্য নারায়ণপরায়ণ নিষ্কাম দুর্ব্বল তপস্বী গৌতমকে পরিত্যাগ করিয়া বিপুল ত্রৈলোক্য-লক্ষ্মী গ্রহণ কর। বিধাতা স্ত্রী-পুরুষ-সংযোজনে সক্ষম বটে, কিন্তু অতিশয় অচতুর; কারণ তিনি ঈদৃশী সুরম্যা কামুকী কামিনীকে তপস্বীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। কামুক ইন্দ্র, এই কথা বলিয়া সানন্দে অহল্যার চরণতলে পতিত হইলে মহাসাধ্বী অহল্যা, তাঁহাকে যথোচিত বেদোক্ত বাক্য বলিতে আরম্ভ করি-লেন, ইন্দ্র! তুমি কশ্যপের কু-সন্তান, তোমাদ্বারা তাঁহার, কি তাঁহার পিতা তপস্বী মরীচি ও তৎপিতা ভগবান্ ব্রহ্মারও অভাগ্য প্রকাশ পাইয়াছে। যাহার চিত্ত রমণীকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়, কি জপ, কি মৌনব্রত, কি দেবপূজা ও কি তীর্থসেবা; কিছুই তাহার পক্ষে ফল-জনক নহে। স্ত্রীভিন্ন সৃষ্টি হয় না; এই জন্য পরমেশ্বরের আজ্ঞায় বিধাতা কামিগণের মন মুগ্ধ করি-বার নিমিত্ত স্ত্রীরূপের সৃজন করিয়াছেন। নারীরূপ, সর্ব্বপ্রকার মায়ার আধারবিশেষ, মানবগণের কর্ম্মমার্গের অর্গলস্বরূপ, তপস্যার ব্যবধান ও দোষের আশ্রয়। হে পুত্র! উহা সংসারনিবদ্ধ ব্যক্তিগণের কঠিন নিগড়-স্বরূপ এবং পতঙ্গগণের পক্ষে প্রদীপ ও মীনগণের পক্ষে বড়িশের ন্যায় বিপদের আকর। দুগ্ধাবৃত বিষ-কুম্ভস্বরূপ নারীরূপ আপাতমধুর ও পরিণামে দুঃখের কারণ; অধিক কি উহা নরকের সোপান। এইজন্য সনকাদি ঋষিগণ, বিবাহপ্রার্থনা দূর করিয়াছেন, বিশেষ যাহাদিগের মন পর-স্ত্রীতে আসক্ত হয় তাহা-দের সমুদয় কর্ম্মই নিষ্ফল। হে শক্র! কামুক পুরুষ, পরস্ত্রী উপভোগ করিয়া ইহকালে অযশের ভাজন ও পরকালে ঘোরনরকগামী হইয়া থাকে। ২২—৪১। মহাসাধ্বী গৌতমগৃহিণী, এই বলিয়া কামুক ইন্দ্রকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্রুতপদে স্বগৃহে গমন করিলেন। অনন্তর তপস্বী গৌতম-সন্নিধানে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে মুনিবর গৌতম মহেন্দ্রের চরিত্র চিন্তা করত হাস্যপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে একদা গৌতম শঙ্করালয়ে গমন করিলে ইন্দ্র গৌতমরূপ ধারণ করিয়া অহল্যাকে সম্ভোগ করিলেন। তখন সর্ব্বজ্ঞ মুনিবর, সমুদয় জানিতে পারিয়া সহসা গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং তিনি মহেন্দ্রকে গৃহ হইতে নির্গত হইতে ও পীনশ্রোণিপয়োধরা অহল্যাকে

নির্জ্জনে নগ্না হইয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া কোপভরে ইন্দ্রকে 'ভগাঙ্গ হও' বলিয়া ও রোরুদ্যমানা ভয়বিহ্বলা পত্নীকে 'তুমি মহারণ্যে পাষাণী হইয়া অবস্থান কর' এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। পরে ইন্দ্র অতিশয় লজ্জিত হইয়া স্বগৃহে গমন করিলে অহল্যা সভয়ে শোকাকৃষ্ট স্বামীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ধার্ম্মিক! নির্দ্দোষ এই দাসীকে কি জন্য পরিত্যাগ করিতেছেন? আপনি বেদবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ, অতএব ধর্ম্মতঃ বিচার করুন। গৌতম বলিলেন, অহল্যে! তুমি যে মনঃশুদ্ধা সুব্রতা ও পতিব্রতা; তাহা আমি বিদিত আছি; কিন্তু তথাপি তোমাকে পরিত্যাগ করিব; কারণ তুমি উদরে পরবীর্য্য ধারণ করিয়াছ; দেখ, যে কান্তা পরভোগ্যা হয়, সে সকল কর্ম্মেই অপবিত্রা; যে মহামূঢ় ব্যক্তি তাহাতে উপগত হয়, তাহার আকল্পকাল বনবাস হইয়া থাকে। পরভোগ্যা নারীর অন্ন বিষ্ঠা ও জল মূত্রস্বরূপ; তাহার সংশয় নাই। অধিক কি, তাহার স্পর্শমাত্রে পূর্ব্বকৃত পুণ্যসমুদয় বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে সতি! আমার বাক্য শ্রবণ কর, অনিচ্ছাবশতঃ শৃঙ্গার করিলে উপপতি-সংসর্গহেতু রমণী দুষ্টা হয় না; কিন্তু স্বীয় ইচ্ছাসত্বে পরভোগ্যা হইলে নিশ্চয় দুষ্টা হইয়া থাকে; অতএব তোমার যখন ইন্দ্রকে স্বামী বিবেচনা করিয়া ইচ্ছাক্রমে সুখসম্ভোগের পর আমার দর্শনহেতু জ্ঞানোদয় হইয়াছে, তখন তুমি দুষ্টা হইয়াছ। অহল্যে! এক্ষণে মহারণ্যে গমনপূর্ব্বক পাষাণরূপিণী হও, পরে শ্রীরামের পদাঙ্গুলি স্পর্শমাত্রে পবিত্রা হইবে। হে কান্তে! তুমি সেই পুণ্যে পুনরায় আগমনপূর্ব্বক আমাকে প্রাপ্ত হইবে, এক্ষণে মহারণ্যে গমন কর, মুনিবর এই বলিয়া তপস্যার্থ গমন করিলেন। হে মুনে! এই আমি তোমার নিকটে মহেন্দ্রের দর্পভঙ্গ-বিবরণ এবং তিনি যে প্রকারে গুরুকৃপায় পুনরায় লক্ষ্মী লাভ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিলাম।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন, ব্রহ্মন্! স্বয়ং দাশরথি রাম কোন্ যুগে, কি প্রকারে গৌতমপত্নীর মুক্তিসাধন করিয়াছিলেন? হে মহাভাগ! আপনি সেই মনোহর সুখপ্রদ রামাবতার-কথা সংক্ষেপে আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন; আমার উহা শ্রবণ করিতে কৌতূহল হইয়াছে।

নারায়ণ ঋষি বলিলেন, ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার প্রার্থনায় ত্রেতাযুগে দশরথগৃহে প্রীতমনে কৌশল্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন এবং কৈকেয়ীর গর্ভে রামতুল্য গুণশালী ভরত, আর সুমিত্রার গর্ভে গুণার্ণব লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন সমুৎপন্ন হন। পরে শ্রীরাম, বিশ্বামিত্রের উপদেশক্রমে সীতা-গ্রহণ নিমিত্ত লক্ষ্মণের সহিত সুরম্য মিথিলা-নগরে যাত্রা করেন। জগদীশ্বর রাম গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে পাষাণরূপা কামিনীকে দেখিয়া বিশ্বামিত্রের নিকটে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্ম্মিষ্ঠ মহাতপা বিশ্বামিত্র রামবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকটে সমস্ত গূঢ় বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন। তখন ভুবনপাবন রাম, বিশ্বামিত্রমুখে কারণ জানিয়া পদাঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিবামাত্র সেই পাষাণী পূর্ব্ববৎ পদ্মিনী কামিনী হইল। অনন্তর সেই অহল্যা, শ্রীরামকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভর্তৃভবনে গমন করিলে, মুনিবর গৌতমও ভার্য্যা প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীরাম-উদ্দেশে পরম শুভাশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। হে নারদ! অনন্তর শ্রীরাম মিথিলায় গমনপূর্ব্বক হরধনু ভঙ্গ করিয়া, সীতার পাণি গ্রহণ করিলেন। তিনি বিবাহান্তে পরশুরামের দর্প হরণ করিয়া রমণীয় অযোধ্যানগরে উপস্থিত হইলে, নানাপ্রকার ক্রীড়া-কৌতুক ও মঙ্গলাচরণ হইতে লাগিল। পরে রাজা দশরথ, পুত্র রামচন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত সপ্ত-তীর্থোদকপূর্ণ কুম্ভসকল আহরণপূর্ব্বক মুনিপুঙ্গবগণকে রাজসভায় আনয়ন করিয়া সর্ব্বগুণাকর শ্রীরামের অধিবাসকার্য্য সমাধা করিলে ভরতমাতা কৈকেয়ী তদ্দর্শনে শোকবিহ্বলা হইয়া রাজার নিকটে পূর্ব্বস্বীকৃত বর প্রার্থনা করিলেন। পরে তিনি অঙ্গীকারপাশে বদ্ধ হইলে, রামের বনবাস ও ভরতের রাজত্ব প্রার্থনা করায়, মহারাজ দশরথ সেই বর দান করিবার নিমিত্ত নিমেষমাত্রে শোকে মোহিত হইলে, সুবুদ্ধি রামচন্দ্র ধর্ম্মসত্যভয়ে নৃপতিকে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—পিতঃ! মনুষ্য তড়াগদানে যে ফল লাভ করে, বাপী দান করিলে ততোধিক ফল লাভ করিয়া থাকে; ইহার সংশয় নাই। আবার মনুষ্যের দশবাপীদানে যে পুণ্য হয়, কন্যাদানে ততোধিক পুণ্য হইয়া থাকে; দশ-কন্যাদানে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, নরাধিপ একবার যজ্ঞানুষ্ঠানে ততোধিক ফলভাগী হন। পুণ্যবান্ ব্যক্তি শতযজ্ঞে যে পুণ্য লাভ করেন, পুত্রমুখ দর্শন করিলে ততোধিক পুণ্য হইয়া থাকে; মনুষ্যের শতপুত্র দর্শনে যে ফল হয়, পুণ্যবান্ ব্যক্তি এক সত্য পালন করিলে সেই পুণ্য লাভ করিতে পারেন। হে

পিতঃ! সত্য অপেক্ষা পরম বন্ধু ও মিথ্যা অপেক্ষা মহৎ পাতক এবং গঙ্গার সমান তীর্থ ও কেশব অপেক্ষা পরম দেবতা আর কেহই নাই। ১—২১। মহারাজ! ধর্ম্ম হইতে বন্ধু কেহই নহে; ধর্ম্ম অপেক্ষা ধন ও ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রিয় কোন পদার্থই নাই; অতএব যত্ন পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম রক্ষা করুন। হে তাত! স্বধর্ম্ম রক্ষিত হইলে নিরন্তর সর্ব্বস্থানে মঙ্গল; যশ, সুপ্রতিষ্ঠা, প্রতাপ ও পূজ্যতা হইয়া থাকে। আমি ধর্ম্মানুসারে আপনার সত্যপালননিমিত্ত গৃহসুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনবাসী হইয়া বনে বনে বিচরণ করিব। ইচ্ছা বা অনিচ্ছাবশতই হউক, যে সত্য শপথ করিয়া তাহা প্রতিপালন না করে; তাহার মরণান্ত অশৌচ হয়; চন্দ্রসূর্য্যের অবস্থানকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক-নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরিণামে তাহাকে সপ্তজন্ম মূক ও কুষ্ঠরোগী মনুষ্য হইতে হয়। শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ বলিয়া জটা-বল্কল ধারণপূর্ব্বক সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মহারণ্যে গমন করিলেন। হে মুনে! অনন্তর মহারাজ দশরথ, পুত্রশোকে স্বদেহ ত্যাগ করিলেন। এদিকে শ্রীরামও পিতৃসত্য-পালনার্থ বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে কিছুকাল গত হইলে রাবণ-ভগিনী সূর্পণখা ভ্রাতার সহিত সকৌতুকে সেই ভয়ঙ্করমহারণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীরামকে দর্শন করিল। তখন সেই কুলটা রাক্ষসী, কামার্ত্তা ও পুলকাঞ্চিত-সর্ব্বাঙ্গী হইয়া কামশরে মূর্চ্ছিতা হইল। অনন্তর সেই সদাযৌবন-যুক্তা অতি প্রৌঢ়া কাম-দুর্ম্মদা কামিনী শ্রীরাম-সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক সহাস্যবদনে বলিতে লাগিল। সূর্পণখা বলিল, হে রূপগুণাকর ঘনশ্যাম রাম! এই বিজন বনে আমি তোমার ভাবানুরক্ত হইয়া উপস্থিত হইয়াছি, অতএব আমাকে বনিতারূপে গ্রহণ কর। নারদ! ধার্ম্মিক রামচন্দ্র, সূর্পণখার বাক্য শ্রবণে ধর্ম্মকে স্মরণ করিয়া শাপভয়ে মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, মাতঃ! আমার ভার্য্যা উপস্থিত আছে। অতএব ভার্য্যা-বিহীন আমার অনুজের নিকটে গমন কর; কারণ, ভার্য্যাভাবে দুঃখিত প্রিয়ব্যক্তিকেই ভজনা করা কর্ত্তব্য, অপর সুখাশ্রিতকে আশ্রয় করা উচিত কার্য্য নহে। সেই রাক্ষসী রামবাক্য শ্রবণে সানন্দে লক্ষ্মণের নিকটে গমন করিয়া লক্ষণান্বিত শান্ত কমনীয় লক্ষ্মণকে দর্শনপূর্ব্বক, হে মহাভাগ! আমাকে ভজনা কর, বারংবার এই কথা বলিতে লাগিল। লক্ষ্মণ তাহার বাক্য শ্রবণ করত কুতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, অয়ি মূঢ়ে! সর্ব্বপ্রভু রামকে ত্যাগ করিয়া এই দাসকে কি কারণে ইচ্ছা করিতেছ? দেখ, আমার পত্নী সীতার দাসী ও আমি সীতার দাস। হে সতি! তুমি মদীশ্বর রামের নিকটে গমন কর, তাহা হইলে প্রভুপত্নী হইবে এবং আমি সীতার যেরূপ পুত্র আছি, তোমারও সেইরূপ হইব। কামসন্তপ্ত-চিত্তা মূঢ়া সূর্পণখা লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিতে লাগিল। সেই সময় তাহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইতে লাগিল। সূর্পণখা বলিল, নির্ব্বোধ! আমি কামবশতঃ স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি, যদি আমাকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তোমাদিগের উভয়েরই বিপত্তি ঘটিবে। ২২—৪০। দেখ, মোহিনীকে পরিত্যাগনিবন্ধন ব্রহ্মা বিশ্বের অপূজ্য এবং রম্ভা-শাপে দক্ষ ছাগমুণ্ড হইয়াছেন। লক্ষ্মণ! উর্ব্বশীর অভিসম্পাতে স্বর্বৈদ্য যজ্ঞভাগবিবর্জ্জিত এবং মেনকার শাপে কুবের রূপ-বিহীন হন। কামদেব ঘৃতাচীর শাপে শিবনেত্রবহ্নিতে ভস্মীভূত এবং মদালসার অভিসম্পাতে বলিরাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন, আর দেখ যেমন মিশ্রকেশীর শাপে বৃহস্পতির ভার্য্যা অপহৃতা হয়, সেইরূপ আমার শাপে রামের ভার্য্যাও অপহৃতা হইবে। আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি, মাধ্যন্দিনশাখায় এইরূপ উক্তি আছে যে, ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিরও স্বয়মুপ-স্থিতা কামাতুরা যৌবনাবস্থা ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে, যে এই অধর্ম্মাচরণ করে, সে ইহকালে বিপদ্গ্রস্ত ও দেহান্তে নরকগামী হয়। তখন লক্ষ্মণ, সূর্পণখার বাক্য শ্রবণে তীক্ষ্ণধার অর্দ্ধচন্দ্রবাণ দ্বারা অনায়াসে তাহার নাসিকা ছেদন করিলেন। অনন্তর মহাবলপরাক্রান্ত খর-দূষণনামক তাহার ভ্রাতৃদ্বয়, সসৈন্যে যুদ্ধ করত লক্ষ্মণাস্ত্রে যমালয়ে গমন করিল। তখন সূর্পণখা চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষস ও খরদূষণকে মৃত দেখিয়া রাবণকে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া পুষ্করতীর্থে গমন করিল, পরে তথায় তপশ্চা-চরণ করিয়া ব্রহ্মার নিকটে বর প্রাপ্ত হইল। নারদ! কৃপাসিন্ধু সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মা সেই নিরাহারা কৃশা তপস্বি-নীকে দর্শন করত তাহার মনোভাব পরিজ্ঞাত হইয়া বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, সূর্পণখে! তুমি দুষ্প্রাপ্য রামকে কিংবা সর্ব্বলক্ষণান্বিত জিতেন্দ্রিয়-প্রবর লক্ষ্মণকে প্রাপ্ত হইতে নাপারিয়া এইরূপ, দুষ্কর তপস্যা করিতেছ, তাহা আমি বিদিত হইয়াছি। বরাননে! তুমি ব্রহ্মা-বিষ্ণু শিবাদিরও ঈশ্বর প্রকৃতি হইতে অতীত শ্রীরামকে জন্মান্তরে ভর্ত্তারূপে লাভ করিবে। ব্রহ্মা এই বলিয়া স্বস্থানে গমন করিলে সূর্পণখা পরমানন্দে বহ্নিতে দেহ ত্যাগ করিয়া কুব্জা-

রূপে উৎপন্না হয়। এদিকে মায়াবী রাক্ষসেশ্বর রাবণ, সুর্পণখার বাক্য শ্রবণে ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া মায়াবলে সীতাকে হরণ করিল; হে মুনে! অনন্তর শ্রীরাম সীতার অদর্শনে বহুকাল মূর্চ্ছাপন্ন হইলে ভ্রাতা লক্ষ্মণ আধ্যাত্মিক বাক্যে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। হে মুনে! পরে শ্রীরাম, শোকাকুল হইয়া দিবা-রাত্রি কখন গহনে, কখন পর্ব্বতে, কখন কন্দরে, কখন নদে ও কখন বা মুনিগণের আশ্রমে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রভু শ্রীরাম, এইরূপে বহুকাল অন্বেষণ করিয়াও সীতাকে না দেখিয়া স্বয়ং সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিলেন। অনন্তর শ্রীরাম, অঙ্গীকার পালনার্থ অবলীলাক্রমে বালীকে নিধন করিয়া মিত্র সুগ্রীবকে রাজ্য প্রদান করেন। পরে বানররাজ সুগ্রীব, সীতার অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে দূত সকল প্রেরণ করিলেন। তখন শ্রীরাম লক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীবভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪১—৫৯। অনন্তর জগদীশ্বর রাম, হনুমানকে বরদানপূর্ব্বক তাহার করে রমণীয় নিজ রত্নাঙ্গুরীয় অর্পণ করিয়া তাহাকে সীতার প্রাণধারণের কারণীভূত কতিপয় শুভসন্দেশ বাক্য বলিয়া দিলেন এবং প্রীতমনে তাহাকে আলিঙ্গনান্তে সুদুর্লভ পদরেণু দান করিয়া দক্ষিণদিকে প্রেরণ করিলেন। তৎপরে রুদ্রাংশসম্ভূত মহাবলশালী হনুমান রামকথিত সন্দেশবাক্য গ্রহণ করিয়া সীতার অন্বেষণহেতু লঙ্কাদ্বীপে গমন করিলেন। অনন্তর অশোককাননমধ্যে শোকক্লিষ্টা নিরাহারা কৃশা সীতাকে দগ্ধ চন্দ্রকলার ন্যায় দর্শন করিলেন। সেই তপ্তকাঞ্চনসন্নিভা সীতা, জটাভার ধারণপূর্ব্বক নিরন্তর ভক্তিসহকারে রাম রাম এই নাম জপ করিতেছেন এবং সেই শুদ্ধাশয়া, সুব্রতা, সুশীলা, পতিব্রতা, দিবানিশি শ্রীরামের চরণকমলধ্যানে নিমগ্না রহিয়াছেন। তখন পবননন্দন হনুমান, সর্ব্বতাপের পুণ্যদায়িনী ভুবনপাবনী স্বতেজে প্রজ্বলিতা সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না মহালক্ষ্মী সীতাকে রোদন করিতে দেখিয়া প্রণামপূর্ব্বক সানন্দে শ্রীরামের অঙ্গুরীয় দান করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা পবনকুমার, সীতাকে কাতরা দেখিয়া, তাঁহার চরণকমল ধারণপূর্ব্বক রোদন করিলেন; পরে তাঁহার জীবনরক্ষাকর রামবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। হনুমান বলিলেন, মাতঃ! সমুদ্রপারে শ্রীরাম লক্ষ্মণের সহিত বদ্ধপরিকর হইয়া অবস্থিত আছেন এবং বলবান্ কপিবর সুগ্রীব তাঁহার মিত্র হইয়াছেন। শ্রীরাম, বালীকে নিহত করিয়া মিত্র সুগ্রীবকে নিষ্কণ্টক রাজ্য এবং বালীকর্ত্তৃক অপহৃত ভার্য্যাকে দান করিয়াছেন। আর সুগ্রীব, ধর্ম্মতঃ আপনাকে উদ্ধার করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এজন্য বানরগণ আপনার অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইয়াছে। রাজীবলোচন রামচন্দ্র, আমার মুখে আপনার মঙ্গলবার্ত্তা প্রাপ্তমাত্রে গভীর সাগর বন্ধনপূর্ব্বক অচিরে আগমন করিবেন। হে মাতঃ! তিনি অচিরকাল-মধ্যে পাপিষ্ঠ রাবণকে পুত্রবান্ধবের সহিত বিনাশ করিয়া আপনাকে উদ্ধার করিবেন। মাতঃ! আমি শ্রীরামের অনুগ্রহে অদ্যই নিঃশঙ্কচিত্তে রত্নময়ী লঙ্কাকে ভস্মীভূতা করিব। আপনি সহাস্য বদনে অবলোকন করুন। হে সুব্রতে! আমি লঙ্কাকে মর্কটীডিম্বতুল্য, সমুদ্রকে মূত্রতুল্য ও পৃথিবীকে সরাবতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকি। আমি অর্দ্ধমুহূর্ত্ত মাত্রেই অবলীলাক্রমে পিপীলিকাসমূহের ন্যায় সসৈন্যে রাবণকে সংহার করিতে সমর্থ। হে মদীশ্বরি! হে মহাভাগে! আমি কেবল শ্রীরামের প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ রাবণকে বিনাশ করিব না; আপনি এক্ষণে ভয় ত্যাগপূর্ব্বক সুস্থা হউন। পতিপরায়ণা সীতা, হনুমানের বাক্যশ্রবণে বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে রোদনপূর্ব্বক সভয়ে বলিতে লাগিলেন, অয়ি বৎস! শ্রীরাম মদীয় দারুণ শোকার্ণবে পতিত হইয়া জীবিত আছেন ত? সেই প্রভু কৌশল্যানন্দনের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই?। ৬০—৭৯। সেই জানকীজীবন এক্ষণে কীদৃশ কৃশাঙ্গ হইয়াছেন? আমার প্রাণাধিক প্রিয় এক্ষণে কিরূপ আহার করিয়া থাকেন? বৎস! সত্যই কি স্বয়ং সীতাপতি বদ্ধপরিকর হইয়া সমুদ্রপারে অবস্থান করিতেছেন? সত্যই ত আমার শোকে আমার প্রভুর প্রাণ-বিয়োগ হয় নাই? তিনি কি এই দুঃখদায়িনী পাপাশ্রয়া পত্নীকে স্মরণ করেন? হায়! সেই আমার প্রভু আমার নিমিত্ত কতই দুঃখ ভোগ করিতেছেন। নাথ! পূর্ব্বে আমাদিগের পরস্পর বিচ্ছেদভয়ে কণ্ঠহারও পরিত্যক্ত হইয়াছিল, কিন্তু হায়! এক্ষণে আমাদিগের উভয়ের মধ্যে শতযোজন সমুদ্র ব্যবধান রহিয়াছে। হায়! আর কি আমি সেই করুণাসাগর প্রশান্ত কমনীয়মূর্ত্তি নিরতিশয় ধর্ম্মকর্ম্মানুরত প্রভু রামকে দর্শন করিতে পাইব? এই হতভাগিনীর ভাগ্যে পুনরায় কি সেই প্রভুর চরণারবিন্দ-সেবা লাভ হইবে? হায়! যে রমণী পতিসেবা-বিহীনা তাহার জীবন বৃথা। বৎস! আমার ধর্ম্মপুত্র লক্ষ্মণ ত সত্যই জীবিত আছে? সে নিশ্চয় আমার অদর্শনে শোকসাগরে মগ্ন ও ভগ্নদর্প হইয়াছে। সেই বীরপ্রবর ধর্ম্মশীল প্রভুর অনুজ দেবকল্প দেবর লক্ষ্মণ কি সত্যসত্যই আমার মুক্তির নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছে? সত্যই কি আর সেই প্রাণাধিক

প্রিয় ধর্ম্মলক্ষণসম্পন্ন পুণ্যস্বরূপী ধন্য লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইব? মুনে! বায়ুপুত্র, সীতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর দানপূর্ব্বক অনায়াসে সেই লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিলেন। পরে বায়ুনন্দন হনুমান্, পুনর্ব্বার সীতাকে সান্ত্বনা করিয়া যে স্থানে রাজীবলোচন রাম উপস্থিত ছিলেন,তথায় অতিবেগে অনায়াসে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে জানকীবৃত্তান্ত সমুদয় নিবেদন করিলে সেই রাম সীতার মঙ্গলবৃত্তান্ত শ্রবণে রোদন করিতে লাগিলেন। হে নারদ! তখন লক্ষ্মণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন এবং সুগ্রীব ও মহাবলপরাক্রান্ত বানরগণও রোদন করিতে লাগিল। নারদ! অতঃপর রঘুনন্দন, শীঘ্র লক্ষ্মণ ও সৈন্যগণের সহিত বদ্ধপরিকর হইয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধনপূর্ব্বক লঙ্কায় গমন করিলেন; হে ব্রহ্মন্! অনন্তর শ্রীরাম সংগ্রামে রাবণকে সবান্ধবে নিহত করিয়া শুভক্ষণে সীতার উদ্ধার করিলেন। পরে সত্যপরায়ণ রাম, সীতাকে পুষ্পকযানে লইয়া শীঘ্র ক্রীড়াকৌতুক-মঙ্গল-সহকারে অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ রামচন্দ্র সীতাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ক্রীড়াসুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন; তখন সীতারাম উভয়েই বিরহজ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। শ্রীরাম পৃথিবীতলে সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হইলেন এবং নিখিলা পৃথ্বীও আধিব্যাধিশূন্যা হইল। কালে কুশীলব নামে শ্রীরামের ধর্ম্মশীল দুই পুত্র হয়; তাহাদিগের পুত্রপৌত্রাদিক্রমেই সূর্য্যবংশীয় রাজগণের উদ্ভব হইয়াছে। হে বৎস! এই আমি তোমার নিকটে সুখমোক্ষপ্রদ শুভজনক শ্রীরামচরিত বর্ণন করিলাম, উহা সকলের সার এবং ভবসাগরপারের নৌকা স্বরূপ। ৮০—৯১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, অনন্তর কংস দুঃস্বপ্নদর্শনে এইরূপ চিন্তা করিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন ও মহাভীত হইয়া আহার-উৎসবশূন্য হইল। পরে সেই সুদুঃখিত কংস, পাত্র মিত্র, বন্ধুবান্ধবগণ এবং পুরোহিতকে সভামধ্যে আনয়ন করাইয়া তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিল। কংস বলিল, হে বান্ধবসকল! হে পুরোহিত মহাশয়! আপনারা সকলে পণ্ডিত, আমি রাত্রিশেষে যে ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। এক লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করী অতিবৃদ্ধা কৃষ্ণবর্ণা রমণী যেন আমার নগরমধ্যে নৃত্য করিতেছে; তাহার গলদেশে সরক্তচন্দন জবাপুষ্পের মালা, ও পরিধান রক্তবস্ত্র; সেই স্বভাবতঃ অট্টহাসিনীর করদ্বয়ে ভয়ানক তীক্ষ্ণ খড়্গ ও খর্পর বিরাজ করিতেছে এবং এক মুক্তকেশী, ছিন্ননাসা, কৃষ্ণাঙ্গী বিধবা মহাশূদ্রী যেন আমাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিতেছে, তাহার পরিধান কৃষ্ণাম্বর। অপর এক মলিন চেলখণ্ডধারিণী রুক্ষকেশী রমণী আমার কপালে ও বক্ষে তিলক দান করিতেছে। হে সত্যক! * কৃষ্ণবর্ণ পরিপক্ব ছিন্ন ভগ্ন তালফল সকল যেন শব্দ করত নিরন্তর পতিত হইতেছে এবং এক কুচেলধারী বিকৃতাকার রুক্ষকেশ ম্লেচ্ছ যেন উষাকালে আমাকে ছিন্নভগ্ন কপর্দ্দকসমূহ দান করিতেছে। আর এক পতি-পুত্রবতী দিব্যস্ত্রী যেন মহারুষ্টা হইয়া বারংবার আমাকে অভিসম্পাত করত পূর্ণকুম্ভ ভগ্ন করিতেছে এবং এক বিপ্র যেন মহারুষ্ট হইয়া আমাকে অভিসম্পাত প্রদানপূর্ব্বক রক্তচন্দনচর্চ্চিত অম্লান জবাকুসুমমালা প্রদান করিতেছে। আমার নগরে যেন ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গারবৃষ্টি, ক্ষণে ক্ষণে ভস্মবৃষ্টি ও ক্ষণে ক্ষণে রক্তবৃষ্টি হইতেছে এবং বিকৃতাকার বানর, কাক, কুক্কুর ভল্লুক, শূকর ও গর্দ্দভ যেন ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতেছে, দর্শন করিয়াছি। অরুণোদয়কালে শুষ্ক কাষ্ঠরাশি অঙ্গার, কঙ্কাল কর্পর ও ছিন্ন নখ সকল আমার দৃষ্টিগোচর হইল এবং এক সতী রমণী যেন রুষ্টা হইয়া আমাকে অভিশাপ প্রদান করত আমার ভবন হইতে নির্গতা হইলেন; পরিধান পীতবস্ত্র ও সর্ব্বাঙ্গ শ্বেত-চন্দনচর্চ্চিত। সেই সিন্দূরবিন্দু শোভিতা রত্নভূষণ-ভূষিতা রমণীর গলদেশে মালতীমালা ও হস্তে ক্রীড়াকমল দেখিলাম। আমি পাশহস্ত মুক্তকেশ অতি কৃষ্ণবর্ণ ভয়ঙ্কর পুরুষসমূহকে আমার নগরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছি এবং মুক্তকেশী অতি বিকৃতাকারা নগ্না নারী সকল যেন নিরন্তর গৃহে গৃহে সহাস্যবদনে নৃত্য করিতেছে, দর্শন করিয়াছি। কোন এক ছিন্ননাসা অতি ভয়ঙ্করী দিগম্বরী মহাশূদ্রী বিধবা, আমার সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিতেছে। আমি অতি প্রভাতসময়ে সহাস্যবদনে নির্ব্বাণাঙ্গারযুক্ত ভস্মপূর্ণ ভয়ঙ্কর চিতাসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এবং ঐ সকল চিতাসমীপে নৃত্য গীত মহোৎসব ও রক্তবস্ত্রপরিধানকারী মুক্তকেশ পুরুষগণ আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। ১—২১। আমি সহাস্যবদনে

* কংসের পুরোহিতের নাম সত্যক।

দেখিয়াছি, কোন পুরুষ নিরন্তর রক্ত বমন করিতেছে, কেহ ভীষণ নৃত্য করিতেছে, কেহ ধাবিত হইতেছে ও কেহ বা শয়ান রহিয়াছে। হে বান্ধবগণ! আমি গগনমণ্ডলে এককালে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রসূর্য্যের সর্ব্বগ্রাস অবলোকন করিয়াছি। হে পুরোহিত মহাশয়! উল্কাপাত, ধূমকেতু, ভূমিকম্প, রাষ্ট্রবিপ্লব ও ঝঞ্ঝাবাত-রূপ মহোৎপাত সকলও প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং দেখিয়াছি, বায়ুদ্বারা বিঘূর্ণমান ছিন্ন-স্কন্ধ বৃক্ষসমূহ এবং পর্ব্বত সকল যেন পৃথিবীতলে পতিত হইতেছে। আমি দেখিলাম, কোন ঘোররূপী ছিন্নশিরা এক পুরুষ গৃহে গৃহে নৃত্য করিতেছে, সে দীর্ঘকার ও উলঙ্গ, তাহার করে মুণ্ডমালা রহিয়াছে এবং আশ্রম সকল দগ্ধ, ভস্মপূর্ণ ও অঙ্গারসঙ্কুল হওয়ায় চতুর্দ্দিকে যেন নিরন্তর সকলে হাহাকার করিতেছে, ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ভূপতি কংস, সভাস্থলে এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে, তদীয় বান্ধব সকল স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিনতবদনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। নারদ! পুরোহিত সত্যক যজমান কংসের অবশ্যম্ভাবী বিনাশ নিশ্চয় করিয়া তৎক্ষণাৎ বিচেতন হইলেন। তখন কংসের পিতা, মাতা ও পত্নীগণ অচিরে তাহার বিনাশ উপস্থিত মনে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ২২—৩০।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, মুনে! তখন বুদ্ধিমান্ শুক্রশিষ্য সত্যকনামক পুরোহিত পরামর্শপূর্ব্বক হিতবাক্যে বলিতে লাগিলেন, সত্যক বলিলেন, হে মহাভাগ! আপনি ভয় পরিত্যাগ করুন, আমি বিদ্যমান থাকিতে আপনার কিছুতেই ভয়ের সম্ভাবনা নাই; এক্ষণে সর্ব্বারিষ্ট-বিনাশন মহেশ্বরের প্রীতিকর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। ধনুর্ম্মখনামক এই যাগে বহুতর অর্থ ও ভূরি দক্ষিণার আবশ্যক। উহা দুঃস্বপ্ন ও শত্রুভীতির বিনাশক। এই যাগের অনুষ্ঠানে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ উৎকট উৎপাত সকল প্রশমিত ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ঐ যাগ সম্পূর্ণ হইলে, সর্ব্বসম্পৎ-প্রদাতা শম্ভু প্রত্যক্ষ হইয়া জরামৃত্যুহর বর দান করেন। পূর্ব্বে মহাবল-পরাক্রান্ত বাণ রাজা নন্দীশ্বর পরশুরাম ও বলিশ্রেষ্ঠ ভল্ল এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মহেশ্বর এই ধনু নন্দীশ্বরকে দান করিলে পর, ধার্ম্মিক নন্দীশ্বর উক্ত ধনু প্রাপ্তে যাগানুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ করিয়া উহা বাণ রাজাকে প্রদান করেন। পরে বাণ রাজা পুষ্করতীর্থে যাগানুষ্ঠানপূর্ব্বক মহাসিদ্ধ হইয়া, সেই ধনু পরশুরামকে দান করিয়াছিলেন। তৎপরে কৃপানিধি পরশুরাম কৃপা করিয়া আপনাকে উহা দান করিয়াছেন। রাজন্! অতি কঠিন ঐ ধনু শঙ্করের ইচ্ছায় বিনির্ম্মিত, উহার পরিমাণ দৈর্ঘ্যে সহস্র হস্ত ও প্রস্থে দশ হস্ত। পূর্ব্বে পশুপতি এই ধনুতেই দুর্ব্বহ পাশুপতাস্ত্র যোগ করিয়া দৈত্য সংহার করেন, দেব নারায়ণ ভিন্ন কেহই উহা ভগ্ন করিতে সমর্থ নহে। ১—১০। এই মঙ্গলকর যজ্ঞে ঐ ধনু ও শঙ্করের পূজা করিতে হইবে, আপনি এক্ষণে শীঘ্র আত্মীয় সকলকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক মঙ্গলার্হ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। নরনাথ! যদি এই যজ্ঞে কোনরূপে ধনুর্ভঙ্গ হয় তাহা হইলে নিশ্চয় যজমানের বিনাশ হইবে। ধনু ভগ্ন হইলে, নিশ্চয় যজ্ঞও ভগ্ন হইল; সুতরাং কার্য্য অনিষ্পন্ন হইলে, কে ফল দান করিবে। হে মহামতে! এই ধনুর মূলদেশে ব্রহ্মা, এবং মধ্যে স্বয়ং নারায়ণ ও অগ্রে উগ্রপ্রতাপসম্পন্ন মহাদেব অধিষ্ঠিত আছেন। উৎকৃষ্ট রত্নখচিত বিকৃতিভাবশূন্য ঐ ধনু গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রভাকেও প্রচ্ছন্ন করিয়াছে। রাজন্! অন্যের কথা কি, মহাবল অনন্তদেব সূর্য্য এবং কার্ত্তিকেয়ও উহা নত করিতে অশক্ত। পূর্ব্বে ত্রিপুরারি, ঐ ধনুদ্বারাই ত্রিপুরাসুরকে সানন্দে নিহত করিয়াছেন, আপনি এক্ষণে নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দতার সহিত মঙ্গলার্হ মহোৎসব আরব্ধ করুন। চন্দ্রবংশ-বিবর্দ্ধন কংস সত্যকের বাক্য শ্রবণ করিয়া নিরন্তর সর্ব্বপ্রকার হিতৈষী সেই সত্যককে বলিতে লাগিলেন, মহাশয়! আমার বিনাশকারী কুলনাশক নন্দনন্দন বসুদেবগৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া, এক্ষণে স্বচ্ছন্দে নন্দালয়ে বর্দ্ধিত হইতেছে। সেই বলশালী বালক মন্ত্রণাবিশারদ মহাবীর বন্ধুবর্গকে এবং পবিত্রা ভগিনী পূতনাকে বিনষ্ট করিয়াছে। সেই বলবর্দ্ধন কৃষ্ণ এক করে গোবর্দ্ধন ধারণপূর্ব্বক মহাবীর মহেন্দ্রকেও পরাভব করিয়াছে। সেই বালক সানন্দে কৃত্রিম গোপবালক ও গোবৎস সকল প্রস্তুতকরণান্তে ব্রহ্মাকে চরাচর সমুদয় ব্রহ্মময় দর্শন করাইয়াছে। হে সত্যক! এক্ষণে সেই বলশালী বালককে হনন করিবার মন্ত্রণা করুন, সে ভিন্ন আমার আর ধরণীতল স্বর্গ ও পাতাল এই ত্রিভুবনে নিশ্চয়ই কেহই শত্রু

নাই। সর্ব্বত্র যে সকল ব্রাহ্মণ বিদ্যমান আছেন, সকলেই আমার বান্ধব; আর ব্রহ্মা ও স্বয়ং শঙ্কর মহাতপস্বী এবং সর্ব্বাত্মা সনাতন বিষ্ণু সর্ব্বত্র সমদর্শী; সুতরাং তাঁহাদিগের বিপক্ষ হইবার সম্ভব কি? আমি এক্ষণে নন্দনন্দনকে নিহত করিতে পারিলেই ত্রিলোক-পূজিত সপ্তদ্বীপাধিপতি মহান্ সার্ব্বভৌম হই। আমি স্বর্গে দৈত্য-নির্জ্জিত দুর্ব্বল মহেন্দ্রকে পরাজয়-পূর্ব্বক স্বয়ং মহেন্দ্র হইব। ভাস্কর, যক্ষ্মারোগগ্রস্ত আমারই পূর্ব্বপুরুষ চন্দ্র, বায়ু, কুবের, যম, ইহা-দিগকেও নিশ্চয় আমি পরাজয় করিব। এক্ষণে আপনি শীঘ্র নন্দব্রজে গমনপূর্ব্বক নন্দ, নন্দনন্দন ও তদ্ভ্রাতা মহাবলী বলরামকে আনয়ন করুন। সত্যক কংসের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎসময়োচিত নীতিসার সত্য পরম হিতকর বাক্য বলিলেন, মহাভাগ! আপনি অক্রূর, উদ্ধব অথবা বসুদেবকে অভীপ্সিত নন্দব্রজে প্রেরণ করুন। ১১—৩১। কংস সত্যকের বাক্য-শ্রবণে সেই সভায় উপবিষ্ট রত্নসিংহাসনাসীন বসু-দেবকে বলিলেন, বন্ধো! আপনি উপায়বিশারদ ও নীতিশাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ; অতএব আপনি নন্দব্রজে কৃষ্ণা-লয়ে গমন করিয়া বৃষভানু, নন্দ, কৃষ্ণ, বলরাম ও সমুদয় গোকুলবাসীদিগকে শীঘ্র এই যজ্ঞস্থলে আনয়ন করুন এবং দূত সকল, রাজগণ ও মুনিগণকে বিজ্ঞাপনার্থ পত্রিকা গ্রহণপূর্ব্বক সানন্দে চতুর্দ্দিকে গমন করুক। হে ব্রহ্মন্! নৃপতির বাক্যশ্রবণে বসুদেবের কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়া গেল; তখন তিনি দুঃখিতহৃদয়ে সদয়ভাবে বলিতে লাগিলেন, রাজেন্দ্র! এক্ষণে নন্দ বা নন্দনন্দনকে বিজ্ঞাপনার্থ নন্দব্রজে গমন করা আমার উচিত কার্য্য নহে; কারণ যদি নন্দনন্দন এই মহোৎ-সবে আগমন করে, তাহা হইলে অবশ্যই তোমার সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হইবে। আর আমি যে তাহাকে আনয়ন করিয়া যুদ্ধ সংঘটন করাইব, ইহা আমার ভাল বিবেচনা হয় না; কারণ তাহা হইলে হয় তোমার, না হয় তাহার বিঘ্ন উপস্থিত হইবে এবং তাহা হইলেই সকলে এই কথা বলিবে যে, কৃষ্ণের পিতা কৃষ্ণকে আনয়ন করিয়া বিনষ্ট করিল, অথবা বসুদেবকর্ত্তৃক পুত্রদ্বারা নৃপতির নিধন সাধিত হইল। ফলতঃ উভয়ের মধ্যে একের সদ্য মৃত্যু হইবে এবং বহুতর বীর ভূতলে শয়ন করিবে, কারণ যুদ্ধ নিরামিষ হয় না; সুতরাং আমার গমন করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। বসুদেবের বাক্যশ্রবণে ভূপতির লোচনদ্বয় রক্ত-পঙ্কজের ন্যায় লোহিত হইয়া উঠিল; তখন সে খড়্গ গ্রহণ করিয়া বসুদেবের বিনাশার্থ ধাবিত হইল। মুনে! তৎক্ষণাৎ মহাবলসম্পন্ন উগ্রসেন হাহাকার করিয়া পুত্র মহারাজ কংসকে নিবারণ করিলেন। তখন বসুদেব কোপাবিষ্ট হইয়া সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহে গমন করিলেন। পরে ভূপতি নন্দব্রজে অক্রূরকে শীঘ্র প্রেরণ করিল। অনন্তর সমুদয় দিক্‌পালগণ, ব্রাহ্মণগণ তপস্বিগণ, মুনিগণ ও নানা পরিচ্ছদধারী রাজসমূহ আগমন করিতে লাগিলেন। ৩২—৪২। তখন সনক, সনন্দ, বোঢ়ু, পঞ্চশিখ, ব্রহ্মতেজ-প্রজ্বলিত ভগবান্ সনৎ-কুমার, কপিল, আসুরি, পৈল, সুমন্ত, সনাতন, পুলহ, পুলস্ত্য, ভৃগু, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, কশ্যপ, দক্ষ, অত্রি, চ্যবন, ভরদ্বাজ, ব্যাস, গৌতম, পরাশর, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, সম্বর্ত্ত, বৃহস্পতি, কাত্যায়ন, যাজ্ঞবল্ক্য, উতথ্য, সৌভরি, পর্ব্বত, দেবল, জৈগীষব্য, জৈমিনি, বিশ্বামিত্র, সুতপ, শাকল্য, শাকটায়ন, জাজলি, লাঙ্গলি আপিশলি, শিলানিক, আস্তীক, জরৎকারু, কল্যাণ-মিত্রক, দুর্ব্বাসা, বামদেব, ঋষ্যশৃঙ্গ, বিভাণ্ডক, কবি, পথ, কণাদ, কৌশিক, পাণিনি, কৌৎস, অঘমর্ষণ, বাল্মীকি, লোমশ, মার্কণ্ডেয়, মৃকণ্ডু, পরশুরাম, সাঙ্কৃতি, অগস্ত্য ঋষি ও নরনারায়ণ আমরা উভয়ে এবং অন্যান্য সশিষ্য সপুত্র মুনিগণ ও তাপস ব্রাহ্মণ সকল তথায় আগমন করিলেন। আর জরাসন্ধ, দন্তবক্র, দাম্ভিক দ্রাবিড়াধিপ, শিশুপাল, ভীষ্মক, ভগদত্ত, মুদ্গল, ধৃত-রাষ্ট্র, ধূম্রকেশ, ধূমকেতু, শম্বর, শল্য, শত্রাজিত, ও শঙ্কু এবং অন্যান্য মহাবলপরাক্রান্ত নৃপতি সকল সমাগত হইলেন এবং সেই সভাস্থলে ক্রমে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, মহাবলী, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, শাল্ব, কেকয় ও কোশলরাজ উপস্থিত হইলেন। তখন মহারাজ কংস, সকলকে যথোচিত সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন এবং পুরোহিত সত্যক যজ্ঞদিবস ও যজ্ঞের শুভক্ষণ স্থির করিলেন। ৪৩—৫৭।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ শান্ত-স্বভাব অক্রূর কংসের বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে শান্ত উদ্ধবকে বলিতে লাগিলেন, বন্ধো! আজি আমার রজনী সুপ্রভাতা, আজি আমার পরম শুভদিন উপস্থিত, নিশ্চয় আমার প্রতি আজ গুরু, বিপ্র, দেবগণ তুষ্ট হইয়াছেন। আজি আমার কোটিজন্মার্জ্জিত পুণ্য

স্বয়ং উপস্থিত হইল এবং যে যে শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়াছি, অদ্য তাহার ফল সমুৎপন্ন হইয়াছে। এতদিন আমি যে কর্ম্মবদ্ধ ছিলাম, আজি সেই বন্ধন-নিগড় ছিন্ন হইল; আমি সংসাররূপ কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিব। সুবিজ্ঞ কংস আজ ক্রুদ্ধ হইয়া, বন্ধুর কার্য্য করিয়াছে; তাহার ক্রোধ আমার ভাগ্যে দেবতার বরতুল্য হইল। বন্ধো! এক্ষণে আমি ব্রজরাজের সম্বর্দ্ধনার্থ ব্রজধামে গমন করিয়া সেই নীলেন্দীবরলোচন নবঘনশ্যাম ভক্তিমুক্তিপ্রদাতা পরমপূজ্য শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিব। দেখিব, তাহার কটিদেশে পীতবসন-ধড়া বিরাজ করিতেছে; অথবা তাঁহাকে ধূলিধূষরিতাঙ্গ কিম্বা চন্দনচর্চ্চিত অথবা তিনি সাহাস্তবদনে সর্ব্বাঙ্গ নবনীতাক্ত করিয়াছেন দর্শন করিব; কিম্বা দেখিব, তিনি বিনোদ-মুরলী-ধ্বনি করিয়া, সকলের মন হরণ করিয়াছেন, কিম্বা গোসমূহকে ইতস্ততঃ চালিত করিতেছেন; কিংবা উপবিষ্ট, কিংবা শয়ান, কিংবা গমন করিতেছেন; অথবা আজ শুভক্ষণে স্বচক্ষে সেই নিদ্রেশ্বরকে অন্য কোন প্রকার দর্শন করিব।১—১০। হে বন্ধো! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণ, যে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ ধ্যান করেন এবং অনন্ত বিগ্রহ অনন্তদেবও যাঁহার অন্ত বিদিত নহেন, যাঁহার প্রভাব দেবগণ এবং সাধুগণও পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না, যাঁহাকে স্তব করিতে দেবী সরস্বতীও ভীতা ও জড়ীভূতা হন, যাঁহার দাস্য-কার্য্যে স্বয়ং মহালক্ষ্মী দাসীরূপে নিযুক্তা আছেন, এবং যাঁহার চরণকমল হইতে সর্ব্বরূপিনী গঙ্গাদেবী নির্গতা হইয়াছেন, যে গঙ্গাদেবী ত্রিভুবনের পূজ্যা এবং দর্শন ও স্পর্শনমাত্রে মনুষ্যগণের জন্ম জরা ব্যাধি হরণ করিয়া থাকেন ও সমুদয় পাতক বিনষ্ট করেন, আর যে হরির চরণকমল, ত্রিলোকজননী দুর্গতিনাশিনী মূলপ্রকৃতি পরমেশ্বী দেবী দুর্গা, নিরন্তর ধ্যান করেন, এবং স্থূল হইতে স্থূলতর যে মহাবিষ্ণুর লোমকূপ-নিকরে অসংখ্য বিচিত্র বিশ্ব সকল বিরাজ করিতেছে; সেই মহাবিষ্ণুও যে সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শাংশ মাত্র, আজি আমি সেই মায়ামানুষরূপী শ্রীহরিকে দর্শন করিতে গমন করিব। সেই শিশুরূপী নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, সকলের অন্তরাত্মা সর্ব্বজ্ঞ প্রকৃতি হইতে অতীত ও ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ; ভক্তগণের প্রতি অনু-গ্রহনিমিত্তই তাঁহার শরীর-ধারণ। তিনি নির্গুণ, নিরীহ, নিরানন্দ, নিরাশ্রয় অথচ সেই পরম পদার্থ, পরম আনন্দস্বরূপ, সেই সানন্দ স্বেচ্ছাময় সনাতন সকলের শ্রেষ্ঠ ও সকলের কারণ; যোগিগণ তাঁহাকে এইরূপে কীর্ত্তনপূর্ব্বক দিবা-নিশি ধ্যান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে পাদ্ম-কল্পে পদ্মযোনি ব্রহ্মা নাভিপদ্মে অবস্থানপূর্ব্বক নিরাহারে কৃশোদর হইয়া সহস্রমন্বন্তরকাল পর্য্যন্ত যদুদ্দেশে তপস্যা করিয়াও "পুনরায় তপস্যা করিলে আমার দর্শন পাইবে" কেবল একবার মাত্র এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে দর্শন করিতে পান নাই; পরে ব্রহ্মা, পুনর্ব্বার তাবৎকাল তপস্যা করিয়া তাঁহাকে দর্শনপূর্ব্বক বর লাভ করেন। হে উদ্ধব! আজি আমি এবম্ভূত সেই পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিব। পূর্ব্বে শম্ভু, ব্রহ্মার পরমায়ু পর্য্যন্ত তপোনুষ্ঠান করিয়া গোলোকধামে জ্যোতির্ম্মণ্ডল-মধ্যে তাঁহাকে সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহার চরণকমলে পরম নির্ম্মল ভক্তি এবং সমস্ত তত্ত্ব, সমুদয় সিদ্ধি ও অমরত্ব বর প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে উদ্ধব! যে ভক্তবৎসল সেই শঙ্করকে আত্মতুল্য করিয়াছেন, আজ আমি সেই পরমেশ্বরকে অবলোকন করিব। অনন্তদেব নিরাহার ও কৃশোদর হইয়া সহস্র ইন্দ্রের পতন পর্য্যন্ত পরম ভক্তিসহকারে তপস্যা করায় যে পরমাত্মা পরমেশ্বর তাঁহাকে আত্মতুল্য জ্ঞান দান করিয়াছেন, হে উদ্ধব! ঈদৃশ পরমেশকে আজ নয়নগোচর করিব এবং ধর্ম্মদেব, সহস্র ইন্দ্রের পতন-পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়া যাঁহার প্রসাদে ধর্ম্মশীলগণের সমুদয় কর্ম্মের সাক্ষী এবং মানবগণের শাস্তা ও কর্ম্ম-ফলদাতা হইয়াছেন, হে উদ্ধব! আজি আমি ঈদৃশ সর্ব্বেশ্বরকে দর্শন করিব। ১১—৩০। অষ্টাবিংশতি ইন্দ্রপাতে ব্রহ্মার এক দিবারাত্রি হয় এবং এইরূপ দিনগণনায় যে মাস বৎসর, সেইরূপ শতবৎসরে তাঁহার পরমায়ু; কিন্তু যে শ্রীকৃষ্ণের নিমেষমাত্রে সেই ব্রহ্মারও পতন হইয়া-থাকে; হে উদ্ধব! সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর আজ আমার দৃষ্টিগোচর হইবেন। হে বন্ধো! যেমন পৃথিবীর ধূলির সংখ্যা হয় না, সেই-রূপ ব্রহ্মা ও বিশ্বের সংখ্যা নাই; মহান বিরাট্-পুরুষ, সেই অখণ্ড বিশ্বের আধার এবং প্রতিবিশ্বেই ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মুনিগণ, মনুগণ সিদ্ধগণ ও মানবাদি চরাচর সমুদয় বিরাজমান আছে কিন্তু সেই বিরাট্ যাঁহার ষোড়শাংশ মাত্র এবং অনায়াসে সৃষ্ট ও নষ্ট হন, হে উদ্ধব! সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরকে আজ আমি প্রত্যক্ষ করিব। এইরূপ বলিতে বলিতে অক্রূরের সর্ব্বশরীর পুলকাঞ্চিত হইল, এবং নেত্র হইতে অবিরল আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে থাকিল।

তখন তিনি মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ ধ্যান করিতে লাগিলেন। তিনি বারম্বার সেই পরিপূর্ণতম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল স্মরণ করত ভক্তিরসে পূর্ণ হইলেন; তখন উদ্ধব তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বারম্বার প্রশংসা করিয়া সত্বর স্বগৃহে গমন করিলে, অক্রূরও স্বভবনে প্রস্থান করিলেন। ৩১—৩৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর রাসেশ্বরীযুক্ত রাসেশ্বর, স্বয়ং রমণোৎসুক হইয়া রাসমণ্ডলে সেই রাসেশ্বরীর সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন রাধিকা সুখসম্ভোগমাত্রে নিদ্রিতা হইয়া দুঃস্বপ্নদর্শনে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দীনভাবে প্রিয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অয়ি স্বামিন্! ত্বরায় আমার নিকটে একবার আগমন কর, আমি তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করি; জানি না পরিণামে বিধাতা আমার অদৃষ্টে আর কি ঘটাইবেন। সেই মহাভাগা রাধিকা এই বলিয়া প্রিয়কে স্ববক্ষে ধারণপূর্ব্বক দুঃখিতহৃদয়ে দুঃস্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। রাধিকা বলিলেন, স্বামিন্! আমি যেন রত্নচিত্র ধারণপূর্ব্বক রত্নসিংহাসনে উপবিষ্টা আছি, এমত সময়ে কোন বিপ্র রুষ্ট হইয়া আমার আতপত্র গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি কজ্জলাকার মহাঘোর দুস্তর গভীরসাগরে দুর্ব্বলা বলিয়া আমাকে নিক্ষেপ করিলেন। আমি সেই স্রোতে পতিতা হওয়ায় শোকার্ত্তা ও ব্যাকুলা হইয়া বারম্বার নক্রসঙ্কুল মহা-তরঙ্গবেগে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। তখন হে নাথ! আমায় পরিত্রাণ কর, আমায় পরিত্রাণ কর, এইরূপ পুনঃপুনর্ব্বার বলিয়াও যখন আপনাকে দেখিতে পাইলাম না, তখন দেবতার নিকটে পরিত্রাণের প্রার্থনা করিলাম। হে কৃষ্ণ! আমি সেই তরঙ্গে নিমগ্না হইয়া দেখিলাম, চন্দ্রমণ্ডল গগন হইতে ভূতলে পতিত হইয়া শতখণ্ড হইল। আবার পরক্ষণে দেখিলাম, সূর্য্যমণ্ডল গগনতল হইতে ধরণীতলে পতিত হইয়া চতুঃখণ্ডে বিভক্ত হইল এবং এককালে গগনতলে চন্দ্রসূর্য্যমণ্ডলকে রাহুকর্ত্তৃক সর্ব্বগ্রস্ত হওয়ায়, অতিশয় কজ্জলাকার হইতে দেখিয়াছি। ক্ষণেকপরে দেখিলাম, এক দীপ্তিমান্ ব্রাহ্মণ ক্রোধভরে আমার ক্রোড়স্থ সুধাকুম্ভ ভগ্ন করিলেন; পরক্ষণে সেই ব্রাহ্মণকে মহারুষ্ট হইয়া আমার নয়নপথবর্ত্তী কোন পুরুষকে গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিতে দেখিলাম! হে প্রভো! পরে আমার ক্রীড়াকমলদণ্ড যেন কোন কারণবশতঃ সহসা হস্তস্খলিত হওয়ায় খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল এবং উৎকৃষ্ট রত্নসারনির্ম্মিত দর্পণ, সহসা হস্ত হইতে পতিত হইয়া কজ্জলাকার ধারণপূর্ব্বক খণ্ড খণ্ড হইল। ১—১৫। আমার রত্নসারনির্ম্মিত কণ্ঠহার যেন ছিন্ন হইয়া বক্ষঃস্থল হইতে অতি মলিন পঙ্করূপে ধরণীতলে পতিত হইল। পরে আমি দেখিলাম, সৌধপুত্তলিকা সকল ক্ষণে ক্ষণে নৃত্য, ক্ষণে ক্ষণে হাস্য, ক্ষণে ক্ষণে আস্ফোটন, ক্ষণে ক্ষণে গান ও ক্ষণে ক্ষণে রোদন করিতেছে। অনন্তর দৃষ্ট হইল, কৃষ্ণবর্ণ ভয়ঙ্কর চক্র যেন আকাশমণ্ডলে মুহুর্মুহু ভ্রমণ করিতেছে মুহুর্মুহু নিপতিত ও মুহুর্মুহু উৎপতিত হইতেছে; তৎপরেই আমার প্রাণাধিদেব পুরুষ যেন অভ্যন্তর হইতে নিঃসৃত হইয়া বলিলেন, রাধে! বিদায় দাও; আমি তোমার নিকট হইতে চলিলাম এবং এইমাত্র আমি দেখিলাম, কোন কৃষ্ণবস্ত্র-পরীধানা কৃষ্ণবর্ণা প্রতিমা আমাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিল। হে প্রাণবল্লভ! স্বপ্নযোগে এইরূপ বিপরীত ঘটনা দর্শন করিয়াছি, আমার দক্ষিণ অঙ্গ নৃত্য করিতেছে, প্রাণ আন্দোলিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে ও সমুদ্বিগ্ন চিত্তকে যেন শোক সকল আকর্ষণ করিতেছে। অতএব হে নাথ! হে বেদবিধর! আমার এ কি হইল? এ কি হইল? এইরূপ বলিতে বলিতে রাধিকার কণ্ঠ, ওষ্ঠ তালু শুষ্ক হওয়াতে তখন তিনি ভীতা ও শোকবিহ্বলা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলে নিপতিতা হইলেন। তৎকালে জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ, স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণে সেই দেবীকে তৎক্ষণাৎ স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া আধ্যাত্মিক যোগ-কথনদ্বারা প্রবোধিতা করিলেন। তখন সেই দেবী নির্ম্মল জ্ঞান লাভ করিয়া নিজকান্ত শান্তমূর্ত্তি ভগবান্‌কে স্ব-বক্ষে ধারণপূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ করিলেন। ১৬—২৫।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, নারদ! অনন্তর কামমোহন শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে বিরহ-ব্যাকুলা দেখিয়া স্বীয় বক্ষে ধারণপূর্ব্বক ক্রীড়া-সরোবরে গমন করিলেন। মুনে! গগনমণ্ডলে সৌদামিনী যেমন নূতন জলধরে শোভা পায়, সেইরূপ রাসরাজেশ্বরী রাধিকাও তখন শ্রীকৃষ্ণের

বক্ষঃস্থলে বিরাজ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃপানিধি কৃপা করিয়া রাধিকার সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইলে স্বর্ণমণিতে মারকতমণির যে প্রকার শোভা হয়, রাধাকৃষ্ণেরও সেইরূপ শোভা হইল। তাঁহাদিগের রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিত বিহারমন্দিরে রত্নপ্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল, রত্নভূষণভূষিত রসিকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, রমণীয় রসরত্নাকরে নিমগ্ন হইয়া রত্ননির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে শয়নপূর্ব্বক সকৌতুকে রত্নভূষণ-ভূষিতা সাক্ষাৎ রত্নস্বরূপা রাধিকার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সুরতক্রীড়া বিরত হইলেও মনোরথ বিরত হইল না। রাসেশ্বরী রাধিকা তখন রাসমণ্ডলস্থ রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন, কমলাকান্ত! যেমন প্রভাতকালে সূর্য্যোদয় হইলে মহৌষধি সকল ম্লান হয়, তদ্রূপ আপনার অদর্শনে আমি ম্লানা ও মৃতকল্পা হই এবং আপনার সহবাসে প্রফুল্লিতা হইয়া থাকি। নাথ! আমি তোমার সহিত মিলিতা হইলে নিশাকালীন দীপশিখার ন্যায় দীপ্তিশালিনী হই, কিন্তু তোমার বিরহে কৃষ্ণপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় আমার ক্ষীণতা হয়। ১—৮। কান্ত! যখন আমি তোমার বক্ষঃস্থলে অবস্থান করি, তখন আমার পূর্ণচন্দ্রের প্রভার সমান দীপ্তি হয় আর তোমাকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে, অমাবস্যার চন্দ্রকলার ন্যায় সদ্য মৃতকল্পা হই। নাথ! আমি তোমার সহিত সঙ্গতা হইলে ঘৃতাহুতিলাভে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় প্রভাশালিনী হই। আর শিশিরে পদ্মিনী যেরূপ ম্লানা হয়, তোমাবিহনে আমারও সেই প্রকার অবস্থা ঘটে। চন্দ্র-সূর্য্য অস্তমিত হইলে ধরা যে প্রকার গাঢ়ান্ধকারগ্রস্তা হয়, তুমি আমার নিকট হইতে গমন করিলে সেইরূপ চিন্তাজ্বর আমাকে গ্রাস করে। প্রভো! অরুণোদয়ে যেরূপ তারাবলী পরিভ্রষ্টা হয়, সেই প্রকার তোমার অদর্শনে আমার বেশভূষা রূপ যৌবন ও চেতন ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। নাথ! তুমি সকলেরই আত্মা বটে, কিন্তু বিশেষ আমার আত্মারূপী; সুতরাং তোমার অভাবে আত্মাবিহীন তনুর ন্যায় আমারও অবস্থা ঘটিয়া থাকে। হে কান্ত! তুমিই আমার পঞ্চপ্রাণবায়ুতুল্য; দৃষ্টি-পুত্তলিকা ভিন্ন যেরূপ কেবল কৃষ্ণবর্ণ গোলক্ষেত্রের দর্শনশক্তি থাকে না, সেইরূপ তোমা ব্যতীত আমিও মৃতা হইয়া থাকি। চিত্রযুক্ত স্থলের ন্যায় তদ্যুক্ত আমারও শোভা হয় এবং তোমার বিচ্ছেদে তৃণাচ্ছন্না ভূমির ন্যায় আমিও অসংস্কৃতা হইয়া থাকি। হে কৃষ্ণ! চিত্রযুক্তা হইলে মৃন্ময়ী প্রতিমার যে প্রকার শোভা হয়, তোমার সহিত মিলিতা হইলে আমিও সেইরূপ শোভা ধারণ করি এবং তোমাবিনা জলধৌত মৃত্তিকাময় মৃন্ময়ীপ্রতিমার সমান শ্রীভ্রষ্টা হই। নাথ! শ্বেত মণির সহযোগে স্বর্ণহারের যেরূপ শোভা হয়, সেই প্রকার রাসেশ্বর তোমার সহিত মিলিত হইলেই গোপাঙ্গনাগণ শোভাসম্পন্ন হইয়া থাকে। ৯—১৭। হে ব্রজরাজ! আকাশমণ্ডলে তারকারাজি যেরূপ চন্দ্রের সহিত বিরাজিত হয়, রাজগণও সেই প্রকার তোমার সহিত সঙ্গত হইয়া বিরাজ করিতে থাকে। নন্দনন্দন! তরুরাজি যে প্রকার শাখা, ফল ও স্কন্ধদ্বারা বিরাজিত হয়, সেইরূপ যশোদা ও নন্দের তোমা দ্বারা শোভা হইতেছে। হে গোকুলেশ! রাজেন্দ্রসমাগমে লোক যে প্রকার শোভা ধারণ করে, সেইরূপ তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া গোকুলবাসী শোভমান হয়। হে রাসেশ! স্বর্গে অমরাবতী যে প্রকার দেবরাজলাভে শোভিতা হয়, রাসমণ্ডলও তোমার অধিষ্ঠানে সেইরূপ মনোহর শোভা ধারণ করে। ফলতঃ বৃন্দাবন ও বৃন্দাবনের বৃক্ষসমূহের তুমিই শোভা, তুমিই গতি ও তুমিই পতি। অন্য বলশালীদিগের মধ্যে কেশরী যেমন সর্ব্বপ্রধান বলবান্, সেই প্রকার বৃন্দাবনবাসিগণের মধ্যে তুমিই বলবানের শ্রেষ্ঠ। তোমার অদর্শনে যশোদা বৎসহারা সুরভির ন্যায় শোকসাগরে নিমগ্না হইয়া ব্যাকুলচিত্তে রোদন করিতে থাকেন এবং তোমাকে না দেখিতে পাইলে তপ্তপাত্রস্থ ধান্যসমূহের ন্যায় নন্দের প্রাণ আন্দোলিত ও মানস দগ্ধ হইতে থাকে। রাধিকা, এইরূপ বলিয়া পরম প্রেমভরে হরিপদে পতিতা হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাঁহাকে আধ্যাত্মিক যোগ বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন। নারদ! তীক্ষ্ণধার কুঠার যে প্রকার বৃক্ষসকলের ছেদনের হেতু, সেইরূপ আধ্যাত্মিক মহাযোগও শোকনাশের কারণ বলিয়া পরিগণিত। ১৮—২৬। নারদ বলিলেন হে বেদ-বিদ্বর! জীবগণের শোকনাশক সেই আধ্যাত্মিক মহাযোগ শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইয়াছে, অতএব তাহা আমার নিকটে প্রকাশ করুন। নারায়ণ বলিলেন, নারদ! সেই আধ্যাত্মিক মহাযোগ যোগীদিগেরও অজ্ঞাত এবং তাহা নানা প্রকার; কেবল স্বয়ং হরিই সমুদয় বিদিত আছেন। হে মুনে! পূর্ব্বে তপস্বিপ্রবর বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ প্রিয় ভগবান্ ত্রিপুরারি, সহস্র-ইন্দ্রপাত পর্য্যন্ত তপস্যা করায় রাধিকেশ্বর তাঁহার প্রতি পরমপ্রীত হইয়া গোলোকধামে আধ্যাত্মিক যোগের কিঞ্চিদংশ বলিয়াছিলেন। হে ব্রহ্মনন্দন! পূর্ব্বে পাদ্মকল্পে পদ্মযোনি

পুষ্করতীর্থে শতইন্দ্রপাত পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করাতে কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকে কৃশোদর, নিশ্চেষ্ট ও অস্থি-সার দেখিয়া কৃপা করত সাদরে সেই যোগের কিয়দংশ তাঁহার নিকটে প্রকাশ করেন এবং পূর্ব্বে কৃপানিধি কর্ম্মিপ্রবর ধর্ম্মকেও সিংহক্ষেত্রে চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত তপোনুষ্ঠান-হেতু কৃশোদর দেখিয়া কৃপাবশতঃ কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক বিষয় বলিয়াছিলেন। আর শত ইন্দ্র পর্য্যন্ত তপস্যা করায় আমার নিকটেও কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়াছেন। নারদ! সনৎকুমার ও অনন্তদেবও সুচির কাল তপোনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার নিকটে ঐ যোগের কিঞ্চিন্মাত্র লাভ করিয়াছেন এবং ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ, হিমালয়ে তপস্বী কপিলদেব ও পুষ্করে ভাস্কর-দেব বহুকাল তপস্যা করায় তাঁহাদিগের নিকটে আর নিগূঢ়ভক্ত প্রহ্লাদ এবং পরম তপস্বী দুর্ব্বাসা ও ভৃগুর নিকটেও কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়াছেন। মুনিবর! কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ, রমণীয় ক্রীড়াসরোবরে শোকার্ত্তা রাধিকাকে সেই যোগবিষয়ক যেরূপ বলিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর। ২৭—৩৮। সেই সময়ে যোগি-গণের গুরু শ্রীকৃষ্ণ, রসিকাযোগিনী রাধিকাকে বিরসা দেখিয়া বক্ষঃস্থলে ধারণপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে কিঞ্চিৎ অধ্যাত্মিকবিষয় কীর্ত্তন করেন,—জাতিস্মরে! আপ-নাকে স্মরণ কর, প্রিয়ে! কি কারণে সমুদয় গোলোক-বৃত্তান্ত ও শ্রীদামের অভিশাপ বিস্মৃতা হইতেছ? মহাভগে! শ্রীদামের সেই শাপহেতু আমার সহিত তোমার কিঞ্চিদ্দিন বিচ্ছেদ ঘটিবে বটে, কিন্তু পুনরায় আমাদিগের মিলন হইবে। প্রিয়ে! পুনরায় আমি নিজালয় গোলোকে গমনপূর্ব্বক গোলোকবাসী গোপ-গোপাঙ্গনাদিগের সহিত এইরূপ মিলিত হইব। এক্ষণে আমি তোমার নিকটে শোকঘ্ন হর্ষপ্রদ সকলের সার, চিত্তের সুখজনক কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক বিবরণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রিয়তমে! আমি সকলের অন্তরাত্মা সর্ব্বকর্ম্মে নির্লিপ্ত এবং সর্ব্বজীবে অবস্থিত হইয়াও সর্ব্বত্র অদৃশ্যভাবে বিরাজ করিতেছি। বায়ুদেব যে প্রকার সর্ব্বত্র সর্ব্ব জন্তুতে বিচরণ করিয়াও লিপ্ত নহেন, সেইরূপ আমি নির্লিপ্ত অথচ সর্ব্বকর্ম্মের সাক্ষী। সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবে বিদ্যমান, জীবাত্মা আমার প্রতিবিম্ব মাত্র, সেই জীবাত্মাই নিরন্তর কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। যে প্রকার জলপূর্ণ ঘটে চন্দ্র-সূর্য্যমণ্ডল প্রতিবিম্বরূপে বিরাজ করে, আবার সেই ঘট ভগ্ন হইলে সেই প্রতিবিম্বও চন্দ্রসূর্য্যে সংশ্লিষ্ট হয়, সেইরূপ দেহী বিনষ্ট হইলে আমার প্রতিবিম্ব জীবও আমাতে বিলীন হইয়া থাকে। আমি সমুদয় প্রাণিগণের জীবরূপে দৃষ্ট ও আত্মরূপে অদৃষ্ট হইয়া আছি। আমি সর্ব্বত্র-সর্ব্বদা সর্ব্বদ্রব্যে অধিষ্ঠিত আছি, আমি শরীর ধারণ করিলেই সগুণ হই, নতুবা নিরাকার নির্গুণ ৩৯—৪৯। সুন্দরি! সমুদয় দ্রব্যই নশ্বর ও তাহা আমি, তবে কোন স্থলে আমার অধিক আবির্ভাব ও কোন স্থলে অল্প আবির্ভাব হইয়া থাকে। কোন কোন দেবতা আমার অংশ, কোন কোন দেবতা কলা এবং কোন কোন দেবতা কলাকলার অংশাংশ ও কোন কোন দেবতা আবার তাহারও অংশাংশসম্ভূত। সূক্ষ্ম প্রকৃতি-দেবী আমার অংশজাতা, তিনি সরস্বতী, কমলা, দুর্গা, তুমি ও সাবিত্রী এই পঞ্চ প্রকার মূর্ত্তিতে বিভক্তা হইয়াছেন। আর যাবতীয় মূর্ত্তিধারী দেবগণ দেখি-তেছ, সকলেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, কেবল পরমাত্মা আমিই ভক্তগণের ধ্যানানুরোধে নিত্যদেহ ধারণ করি-তেছি। হে রাধে! যাহারাই প্রকৃতিজাত, তাহারাই প্রাকৃতিক কল্পে বিনষ্ট হয়, কেবল আমিই মাত্র অগ্রেও যেরূপ পরেও সেইরূপ অবস্থিত থাকিব, আমার লয় কখনই হয় না। আর আমি তুমি একই পদার্থ, যেমন দুগ্ধ ও দুগ্ধধাবল্যের কখনই পার্থক্য হয় না, সেইরূপ আমাদিগেরও নিশ্চয় ভেদ নাই। যে বিরাটপুরুষের লোম-নিকরে নিখিলবিশ্ব অবস্থিত আছে, সৃষ্টিকালে আমিই সেই মহান্ বিরাট্ হইয়া থাকি এবং আমার অংশজাতা তুমিও সেই সময়ে নিজাংশ দ্বারা তাঁহার মহতী কামিনী হইয়া থাক। সতি! সৃষ্টিকালে যাহার নাভিকমল হইতে সমুদয় বিশ্বের কারণীভূত ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই ক্ষুদ্র বিরাট্ও আমি এবং আমিই বিষ্ণু ও মহেশ্বর; ফলতঃ সকলেই আমার অংশে উৎপন্ন। আর তুমিও নিজ অংশে সেই ক্ষুদ্র বিরাটের সদা শুভগা বৃহতী শ্রীরূপা পত্নী হইয়া থাক। দেবি! প্রত্যেক বিশ্বেই এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর বিরাজমান আছে। ৫০—৫৮। দেবি! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমার অংশ হইতে সমু-দ্ভূত, এবং অন্যান্য সমুদয় চরাচরমণ্ডল আমার কলাং-শের অংশকলায় সমুৎপন্ন হইয়াছে। বৈকুণ্ঠধামে আমিই চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে ও তুমি মহালক্ষ্মীরূপে বিরাজ করিতেছ। সেই বৈকুণ্ঠ গোলোকের ন্যায় বিশ্বের বহির্ভাগে ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিত। তুমিই সেই স্থানে সরস্বতীরূপে ও ব্রহ্মলোকে, ব্রহ্মপ্রিয়া সাবিত্রীরূপে আর শিবলোকে মূলপ্রকৃতি পরমে-শ্বরী শিবারূপে অধিষ্ঠিতা আছে। ঐ শিবারূপিণী তুমিই দুর্গনামক অসুরকে সংহার করায় সর্ব্বদুর্গতি-

নাশিনী দুর্গানামে অভিহিতা হইয়া থাক; সেই সৌভাগ্যশালিনী শিবগৃহিণী শিবাই দক্ষকন্যা হন। পরে তিনিই আবার পর্ব্বতকন্যা হওয়ায় কৈলাসে পার্ব্বতী বলিয়া প্রসিদ্ধা। আর তুমিই স্বীয় অংশে সিন্ধুকন্যা হইয়া ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে বিরাজ করিতেছ এবং আমিই স্বীয় অংশদ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপ ধারণ করিয়াছি। তুমিই লক্ষ্মী, শিবা, ধাত্রী ও সাবিত্রী এবং গোলোকে স্বয়ং রাসেশ্বরী রাধা আর পুণ্য বৃন্দাবনে বৃন্দা ও বিরজাতটে বিরজা, এই পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিকাশ পাইতেছে। সুন্দরি! তুমি শ্রীদামের শাপহেতু ভারত ও বৃন্দাবনকে পবিত্র করণার্থ পুণ্যভূমি ভারতে আগমন করিয়াছ। বিশ্বের সমুদয় যোষিদ্‌গণই তোমার কলাংশের অংশকলায় সমুৎপন্ন, সুতরাং যে রমণী, সেই তুমি; আর যে পুরুষ সেই আমি; আমি অংশবিশেষে বহ্নিরূপী হইলে তুমিও স্বীয় অংশে স্বাহা নামে দাহিকাশক্তিরূপিণী আমার প্রিয়া হইয়াছ; আমি তোমার সহিত একত্রিত থাকিলেই সমুদয় বস্তু দগ্ধ করিতে সমর্থ, আর তোমার বিচ্ছেদে তাহাতে সম্পূর্ণ অক্ষম। ৫৯—৬৮। এবং আমি কলাদ্বারা দীপ্তিমানদিগের মধ্যে সূর্য্যরূপে প্রকাশ পাইলে তুমিও প্রভারূপে আমার সহিত মিলিতা হইয়াছ, তোমার মিলন ব্যতীত আমি দীপ্যমান হইতে পারি না। আমি অংশক্রমে চন্দ্ররূপী হইলে, তুমিও শোভারূপিণী আমার প্রিয়া রোহিণী হইয়াছ। সুন্দরি! আমি তোমার সহযোগেই সকলের নিকটে মনোহর নতুবা নহি। এবং আমি কলাদ্বারা ইন্দ্র আর তুমিও সতী স্বর্গলক্ষ্মী হইয়াছ, তোমার সহিত অবস্থিত থাকিলেই আমি দেবগণের রাজা নতুবা হতশ্রী হইয়া থাকি। আমি স্বীয় অংশবিশেষে ধর্ম্মরূপী হইলেই তুমিও মূর্ত্তিরূপিণী হইয়া আমার প্রিয়া হইয়াছ, ধর্ম্মক্রিয়ারূপিণী তোমাভিন্ন আমি ধর্ম্মকৃত্যে অশক্ত। আমি কলাদ্বারা যজ্ঞরূপী ও তুমি নিজ অংশে দক্ষিণারূপিণী হইয়াছ; আমি তোমার সহিত সঙ্গত থাকিলেই যজ্ঞফলদানে সমর্থ নতুবা নহি। আমি কলাদ্বারা পিতৃলোক হইলে তুমিও স্বীয় অংশে সতীস্বধারূপিণী প্রিয়া হইয়াছ, তোমার সহযোগেই আমি কব্য গ্রহণে সমর্থ নতুবা নহি। আমি ঐশ্বর্য্যশালী, তুমি সম্পৎস্বরূপা, সুতরাং লক্ষ্মীরূপিণী তোমার যোগেই আমি লক্ষ্মীযুক্ত, নতুবা লক্ষ্মীশূন্য হইয়া থাকি। প্রিয়ে! আমি পুরুষ, তুমি প্রকৃতি, যেমন মৃত্তিকা ভিন্ন কুম্ভকার ঘটনির্ম্মাণে অশক্ত, সেইরূপ আমিও তোমাব্যতীত সৃষ্টি করিতে অসমর্থ। সুন্দরি! আমি কলাদ্বারা অনন্তরূপী ও তুমি স্বীয় অংশে বসুন্ধরারূপা হইলে আমি শস্যরত্নাধারা তোমাকে মস্তকে ধারণ করিতেছি। রাধে! দেহিগণের দেহরূপিণী তুমিই শান্তি, কান্তি, মূর্ত্তি, মূর্ত্তিমতী সতী, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা, লজ্জা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দয়া, নিদ্রা, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, সন্ততি ও ক্রিয়া এবং তুমিই মুক্তিরূপা ও ভক্তিরূপা। দেবি! সর্ব্বদা তুমি আমার আধার ও আমি তোমার আত্মা; ফলতঃ তুমি ও আমি একই পদার্থ; আমরা পরস্পর সমভাবে প্রকৃতিপুরুষরূপে অবস্থিত; আমাদিগের উভয়ের একের অভাব হইলেই সৃষ্টি হয় না। নারদ! পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়া প্রাণাধিকা প্রিয়া রাধিকাকে প্রফুল্লচিত্তে বক্ষে ধারণ করত সান্ত্বনা করিলেন। পরে কামুক শ্রীকৃষ্ণ কামুকী রাধিকার সহিত রত্ন-মন্দিরে ক্রীড়ায় নিযুক্ত হইলেন। ৬৯—৮২।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, মুনিবর! অনন্তর সেই সর্ব্বাদি শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়ান্তে পুষ্পশয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ প্রাণসদৃশী নিদ্রিতা রাধিকাকে প্রবোধিতা করিলেন। পরে মধুসূদন তাঁহার নির্ম্মল মুখমণ্ডল বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা পরিমার্জ্জন করিয়া শান্তভাবে মধুর বচন বলিতে লাগিলেন,—অয়ি চারুহাসিনি রাসেশ্বরি রাধে! তুমি ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক বৃন্দাবন বা ব্রজধামে গমন কর। প্রিয়তমে! তুমি রাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; অতএব গ্রাম্য দেবতাসকল গ্রামে গ্রামে যেরূপ অধিষ্ঠিতা থাকেন, সেইরূপ তুমিও ক্ষণকাল রাসমণ্ডলে অধিষ্ঠান কর। সুন্দরি! পরে তুমি প্রিয় সখীগণের সহিত ক্ষণকাল চন্দন-কাননে বা ক্ষণকাল চম্পকবনে গমন বা এই স্থানেই অবস্থান করিও। প্রাণবল্লভে! তুমি প্রসন্নমনে কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত আমায় বিদায় দাও; আমার বিশিষ্ট প্রয়োজন আছে; এইহেতু ক্ষণকালের জন্য গৃহে গমন করিব। প্রিয়ে! তুমি আমার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; তোমাতেই আমার প্রাণ নিরন্তর অবস্থান করিতেছে; অতএব প্রাণী প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় অবস্থিতি করিতে সক্ষম হয়? আমার চিত্ত নিরন্তর তোমাতেই সংশ্লিষ্ট; তুমিই আমার সংসার-বাসনাস্বরূপা; তোমা অপেক্ষা প্রিয় কেহই নাই; অধিক কি শঙ্কর হইতেও তুমি

আমার প্রিয়া। সতি! সত্য বটে শঙ্কর আমার প্রাণ; কিন্তু তুমি আমার প্রাণের অধিক। সেই সর্ব্বোপকারক সর্ব্বপাতা সর্ব্বাত্মা সর্ব্বসাধন সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, মনে মনে অক্রূরের আগমন জানিতে পারায় রাধিকাকে এইরূপ বলিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক গমনে উদ্যত হইলেন। ১—১০। তখন দেবী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে উৎকণ্ঠাকুলিতচিত্তে গমনোদ্যত দেখিয়া দুঃখিত-হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন;—নাথ! হে রমণ-শ্রেষ্ঠ! তুমি আমার যাবতীয় প্রিয় বস্তু অপেক্ষা প্রিয়। হে রমানাথ! হে ব্রজেশ্বর কৃষ্ণ! আমাকে ব্রজে লইয়া চল। হে প্রাণনাথ! এক্ষণে তোমাকে চঞ্চল-চিত্ত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে; অতএব জানি-লাম, আমার প্রতি তোমার প্রেম ও আমার সৌভাগ্য বিনষ্ট হইয়াছে। নাথ! আমি তোমারই শরণাগতা, তুমি এই বিরহ-ব্যাকুলা দুঃখিতা রমণীকে গভীর শোক-সাগরে নিক্ষেপ করিয়া কোথায় যাইবে? আমি তোমাকর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া আর গৃহে যাইব না; আমি কাননান্তরে গমনপূর্ব্বক দিবানিশি কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! বলিয়া কালক্ষেপ করিব। অথবা অরণ্যে না গিয়া কাম সাগরে গমনপূর্ব্বক তথায় তোমাকে কামনা করত কলেবর ত্যাগ করিব। আমি এই কামনা করিব যে যেমন আত্মা কাল চন্দ্র ও সূর্য্য নিরন্তর আমার সহগামী, সেইরূপ তুমিও যেন আমার পার্শ্বদেশে বসনাঞ্চলে নিবদ্ধ হইয়া সংগামী হও। দীন-বৎসল! তুমি এক্ষণে আমায় নিরাশা করিয়া গমন করিতেছ; কিন্তু এই শরণাগতা দীনাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত কার্য্য নহে। নাথ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি যাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করেন, আমি মন্দমতি রমণী হইয়া কি প্রকারে সেই মায়াবলে গোপবেশধারী পরমে-শ্বরকে পরিজ্ঞাত হইব? প্রভো! আমি অবিনয়প্রযুক্ত যে সহস্র অপরাধ করিয়াছি এবং পতিভাবে অভিমান-বশতঃ যে সকল দুর্ব্বাক্য বলিয়াছি, সেই সমুদয় তুমি ক্ষমা কর। নাথ! আমার দর্প চূর্ণ ও মনোরথ দূরীভূত হইয়াছে; অধিক কি বলিব, আমি আত্মসৌভাগ্য বিশেষরূপে বিদিত হইয়াছি। ১১—২১। আমি পূর্ব্বে গর্গের মুখে তোমার বৃত্তান্তশ্রবণে তোমাকে পরিজ্ঞাত হইয়াও তোমারই মায়ায় মোহিতা হইয়া প্রেম বা ভক্তিবশতঃ তোমাকে কোন কথা বলিতে পারিনাই। প্রভো! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে কলঙ্কী হইবে এবং ব্রহ্মকোপানলে তোমার পুত্র-পৌত্রাদির বিনাশ ঘটিবে। হে প্রভো প্রাণবল্লভ! তোমাকে না দেখিলে ক্ষণকালও আমার শতযুগ বোধ হয়; অতএব শত বৎসর তোমাকে ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব? মুনে! রাধিকা এই কথা বলিয়া সহসা শোকভরে ধরণী-তলে পতিতা ও মূর্চ্ছিতা হইলে, তাঁহার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল। তখন কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া চৈতন্য সম্পাদনপূর্ব্বক কৃপাবশতঃ বক্ষঃস্থলে রক্ষা করিলেন। পরে তিনি শোকবিনাশক যোগকথনদ্বারা তাঁহাকে বিবিধপ্রকারে প্রবোধ দান করিলেও সেই বিমলহাসিনী শোকত্যাগে সমর্থা হইলেন না। ফলতঃ মানবগণের সামান্য বস্তুর বিয়োগও যখন শোক-হেতু হইয়া থাকে, তখন দেহ ও আত্মার বিচ্ছেদ কাহার সুখজনক হয়? রাধিকার অবস্থাদর্শনে ব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণ সেই দিবস ব্রজধামে গমন না করিয়া রাধিকার সহিত ক্রীড়া-সরোবর হইতে রাসমণ্ডলোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে গমন করিয়া পুনরায় তাঁহার সহিত ক্রীড়ারম্ভ করিলে, রাসেশ্বরী সানন্দে বিরহ-বেদন হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। নারদ! সেই রাধিকা তখন পুষ্প-চন্দনে চর্চ্চিতা হইয়া সেই বিজন প্রদেশে স্বামীর সহিত চন্দনাক্ত পুষ্প-শয্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ২২—৩১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনসপ্ততিতম অধ্যায়।

নারদ বলিলেন;—প্রভো! ইহার পর রাধা-মাধবের কি রহস্য ব্যাপার হইয়াছিল; সেই অস্পষ্ট নিগূঢ়তত্ত্ব আমার নিকটে প্রকাশ করুন। নারায়ণ বলিলেন;—নারদ! আমি সেই পরমাদ্ভুত রহস্য বলিতেছি, শ্রবণ কর; উহা সমুদয় বেদ ও পুরাণে অপ্রকাশিত এবং পুরাবিদ্গণের অজ্ঞাত। ঋষে! অনন্তর সেই বিদগ্ধ স্বেচ্ছাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, পুনরায় কামান্বিত হইয়া বিদগ্ধা রাধি-কার সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। পিতৃগণের মানসী কন্যা শম্ভুর প্রিয়শিষ্যা ধন্যা মান্যা মানিনী জ্ঞানবতী শত-কলাস্ত-জীবিনী বেদবেদাঙ্গ-নিপুণা, যোগিনীরূপে প্রসিদ্ধা, সিদ্ধ যোগিনী, নানারূপধরা, প্রসিদ্ধা, সাধ্বী, রাধিকা-মাতা কলাবতী যে প্রকার চতুঃষষ্টিকলাসক্তা, কামশাস্ত্রে নিপুণা, বিদগ্ধা, রসিকেশ্বরী, শৃঙ্গারলীলায় চাতুর্য্যশালিনী, সতত কামা; কামুকী এবং সুন্দরীদিগের শ্রেষ্ঠা ও সুস্থিরযৌবনা; তৎকন্যা রাধিকাতেও সেইরূপ গুণসমুদয় বিদ্যমান।

সেই সর্ব্বাংশে মাতৃতুল্য কামুকী সুশীলা রাধিকাদেবী ও বিহারসময়ে স্বামীর প্রতি নানা প্রকার কাম-ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাসরসোৎসুক সেই শ্রীকৃষ্ণ, বিদগ্ধা রাধিকার সহিত রাসমণ্ডলে চতুঃষষ্টি কলাপরিমাণে বিহার করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে সেই রাধিকার শ্রোণী ও পয়োধরমণ্ডল শ্রীকৃষ্ণের নখাঘাতে ক্ষত বিক্ষত এবং গাত্রীয় চন্দন ও সীমন্ত-সিন্দুর বিলুপ্ত হইল; আর কবরীভার শিথিল হইয়া পড়িল। অনন্তর সেই সুখসম্ভোগ-নিমগ্না নগ্না সুখ-মূর্চ্ছিতা পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গী রাধিকাকে নিদ্রাদেবী আশ্রয় করিলেন। ১—১১। তখন মায়াময় মায়েশ্বর কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকাকে নিদ্রিতা দেখিয়া লোক-শিক্ষার্থ মায়াবশে রোদনপূর্ব্বক কৃপা করিয়া স্ববক্ষে ধারণ করত সেই প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে নয়ন-জলে স্নান করাইয়া বারংবার তাঁহার মুখ চুম্বন করি-লেন। পরে সেই প্রাণাধিকা প্রিয়তমাকে বহ্নি-শুদ্ধ অতি সূক্ষ্ম অমূল্য বিশ্বদুর্লভ বস্ত্রযুগ্ম পরিধান করাইয়া কবরীবন্ধনপূর্ব্বক তাঁহার গাত্রে কুঙ্কুম, চন্দন, গলদেশে অমূল্য রত্ননির্ম্মিত হার ও সীমন্তাধঃস্থলে চন্দনবিন্দুযুক্ত দাড়িম্ব-কুসুমাকার সিন্দুর দান করিলেন। পরে তাঁহার গণ্ডস্থলে নানা চিত্র বিচিত্র পত্রাবলি রচনাপূর্ব্বক পাদপদ্মে রঞ্জিত রত্ননূপুর পরাইয়া পদাঙ্গুলির নখাগ্রে সিন্দূর ও অলক্তক দান করিলেন। অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, নানা সুবেশশোভিনী নিদ্রাকুলা রাধিকাকে পুনর্ব্বার মোহবশতঃ অভিলষিত গাঢ়ালিঙ্গন করিলেন। পরে জগৎস্বামী কৃষ্ণ, ভাবী কান্তাবিরহে কাতর হইয়া পুনর্ব্বার কান্তাকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক চুম্বন করিয়া স্বয়ং নিদ্রিত হইলেন। ঐ সময়ে লোকপিতামহ ব্রহ্মা, শিব, শেষাদি দেবগণ ও মুনীন্দ্রগণের সহিত তথায় আগমনপূর্ব্বক সেই পরিপূর্ণতম ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সামবেদোক্ত স্তোত্রদ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। ১৩—২১। ব্রহ্মা বলিলেন;— জয় জয় জগদীশ! সমুদয় জীবগণ আপনার চরণ বন্দনা করিয়া থাকে; আপনি নির্গুণ, নিরাকার; অথচ সাকার, স্বেচ্ছাময়; আপনি ভক্তানুগ্রহ-নিমিত্ত নিত্য বিগ্রহ ধারণ করিতেছেন। হে মায়েশ! মায়া-বশে আপনার এই গোপবেশ প্রকাশ পাইতেছে। হে সুবেশ! হে শান্ত! সুশীল! আপনি সর্ব্বকান্ত, দান্ত ও নিতান্ত জ্ঞানানন্দময়; আপনি পরাৎপর-তর, প্রকৃতি হইতে অতীত, সকলের অন্তরাত্মা-স্বরূপ; আপনি নির্লিপ্ত, সাক্ষিস্বরূপ, ব্যক্তাব্যক্ত ও নিরঞ্জন; ভূভারহরণার্থ করুণাবশতঃ এই ভূমণ্ডলে আপনার আগমন; আপনি শোক, সন্তাপ, জরা ও মৃত্যুভয়াদি সমুদয় হরণ করেন, আপনি শরণাগত-পালক ও ভক্তবৎসল বলিয়াই নিরন্তর ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহার্থ ব্যগ্র থাকেন। হে ভক্তসঞ্চিত ধন! আপনাকে নমস্কার। ব্রহ্মা দেবগণ-মধ্যে সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃ-দেব শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ স্তব করিয়া বারংবার প্রণাম ও বারংবার গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নিরতিশয় প্রেমবশতঃ মূর্চ্ছিত হইলেন। যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া ব্রহ্মকৃত এই স্তোত্র শ্রবণ করে, তাহার সমুদয় অভীষ্ট সিদ্ধ হয়; ইহার সংশয় নাই এবং অপুত্র হইলে পুত্র, প্রিয়াহীন প্রিয়া ও নির্ধন হইলে এই স্তোত্রশ্রবণে নিশ্চয় ভরিপূর্ণতম ধন লাভ করিতে পারে। আর সে ব্যক্তি ইহলোকে সুখ ভোগ করিয়া অন্তে হরিদাস্য ও মুক্তি অপেক্ষা সুদুর্লভ অচলা হরিভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা, এইরূপে স্তব ও বারংবার প্রণাম করিয়া অল্পে অল্পে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পুনরায় ভক্তিসহকারে বলিতে লাগিলেন; হে দেবদেবেশ! হে পরমানন্দকারণ! নন্দনন্দন! হে নিত্যানন্দ! হে সানন্দ! আপনাকে নমস্কার করি; আপনি গাত্রোত্থান করুন। হে নাথ! আপনি শতবর্ষব্যাপী শ্রীদাম-শাপ স্মরণ করত বৃন্দাবন-বন পরিত্যাগপূর্ব্বক এক্ষণে নন্দালয়ে গমন করুন। ভক্তের শাপানুরোধে শতবর্ষ প্রিয়াকে পরিত্যাগ করুন; পুনরায় ইঁহার সহিত গোলোকে গমন করিবেন। ভগবন্! আপনি পিতৃগৃহে গমনপূর্ব্বক সমাগত পরমবৈষ্ণব মান্য; ধন্য, অতিথি পিতৃব্য অক্রূরকে দর্শন করুন। হে ভগবন্ হরে! এক্ষণে আপনি তাহার সহিত মধুপুরী গমনপূর্ব্বক শঙ্করের ধনু ও বৈরিগণকে ভগ্ন করুন। ২২—৩২। আপনি দুরাত্মা কংসকে বিনাশ করিয়া পিতা-মাতাকে সান্ত্বনা এবং দ্বারকা-পুরী নির্ম্মাণ ও পৃথিবীর ভারাবতরণ করুন। হে বিভো! আপনি শম্ভুর বারাণসী দগ্ধ, ইন্দ্রের দমন, বাণযুদ্ধে শিবের জৃম্ভণ, বাণরাজার ভুজ ছেদন, রুক্মিণী-হরণ, নরকাসুরের বিনাশ ও ষোড়শ সহস্র স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করুন। ব্রজরাজ! প্রাণসমা প্রিয়াকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এক্ষণে ব্রজবাসে গমন করুন। রাধিকা জাগরিতা না হইতে হইতে গাত্রোত্থান করুন; আপ-নার মঙ্গল হইবে। ব্রহ্মা এইরূপ বলিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত ব্রহ্মলোকে এবং অনন্তদেব ও শঙ্কর স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। হে নারদ। অনন্তর দেবগণ ভক্তিসহকারে প্রফুল্লচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের মস্তকো-পরি পুষ্প-চন্দন বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন

এইরূপ দৈববাণী হইল; "দেব। যথার্থই কংসের বিনাশ সাধন করিয়া পিতামাতার উদ্ধার ও ভূভার হরণ করুন।" ভগবান্ ভূতভাবন শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া ভগবতী রাধিকাকে পরিত্যাগ করত অল্পে অল্পে উত্থিত হইলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার রাধিকাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া রাসমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী চন্দনবনে ক্ষণকাল অবস্থান করিলেন। অনন্তর সেই রাধিকা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রাণবল্লভ শান্ত নিজকান্ত হরিকে না দেখিয়া হা নাথ! হা রমণশ্রেষ্ঠ! হা প্রাণেশ! হা প্রাণবল্লভ! হা প্রাণচোর! হা প্রিয়তম! কোথায় গেলে; বারংবার এইরূপ বলিতে লাগিলেন। ৩৩—৪৩। পরে ক্ষণকাল অন্বেষণ করিতে করিতে মালতীবনে ভ্রমণ করিলেন; অনন্তর ক্ষণকাল উপবেশন, ক্ষণকাল উত্থান, ক্ষণকাল ভূতলে শয়ন, ক্ষণকাল উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও ক্ষণকাল, হে নাথ! একবার আগমন কর, একবার আগমন কর বলিয়া, বারংবার বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিরহানলসন্তপ্তা সেই রাধিকা সন্তাপহেতু মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া তৃণাচ্ছন্ন ভূতলে মৃতার ন্যায় পতিতা হইলেন। ব্রহ্মন্! তখন শত সহস্র গোপী কেহ চামর ও কেহ চন্দনদ্রব লইয়া তথায় আগমন করিলেন। পরে তাঁহাদিগের মধ্যে রাধিকার এক প্রিয়সখী প্রিয়া রাধিকাকে মৃতার ন্যায় দর্শন করিয়া প্রেমবিহ্বলচিত্তে তাঁহাকে স্ববক্ষে ধারণপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সজল পঙ্কজদল পঙ্কের উপর নিহিত করিয়া তদুপরি মৃতার ন্যায় নিশ্চেষ্টা রাধিকাকে স্থাপিত করিলেন। তখন গোপীগণ স্নিগ্ধরম্ভাপত্র-শায়িতা চন্দনদ্রবযুক্তা সতী রাধিকাকে মনোহর শ্বেতচামরদ্বারা ব্যজন করত শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। নারদ! পরে শ্রীকৃষ্ণ, প্রাণবল্লভা রাধিকার তদবস্থা দেখিয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলে, রাজকিঙ্কর কর্ত্তৃক দণ্ডার্হ অপরাধী যেরূপ অপসারিত হয়, সেইরূপ তিনিও বলিষ্ঠা গোপীগণকর্ত্তৃক সক্রোধে নিবারিত হইলেন। তৎপরে কৃপানিধি কৃষ্ণ, রাধাসমীপে সমাগত হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করত চৈতন্য সম্পাদনপূর্ব্বক প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। ৪৪—৫২। তখন দেবী রাধিকা চেতনালাভে প্রাণবল্লভকে দর্শন করিয়া সুস্থচিত্তা হওয়ায় তাঁহার বিরহবেদন বিদূরিত হইল। অনন্তর সেই কান্তা রাধিকা, কান্তকে ঈপ্সিত গাঢ়ালিঙ্গন করিলে, সেই মধুসূদন তাঁহার সহিত নানা প্রকার শৃঙ্গার করিয়া সেই রাধাকে স্বীয় বক্ষে ধারণ করত রত্নশয্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে পরমপূজিতা বিদগ্ধা রত্নমালানাম্নী কোন রাধাসখী অত্যুত্তম নীতিসার মধুর বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন; কৃষ্ণ! দম্পতীর পরস্পর প্রীতির কারণ, পরিণামে সুখজনক, নীতিসার, সত্য, হিতকর বাক্য বলিতেছি শ্রবণ কর; তাহা কামশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও বেদপুরাণের সম্মত এবং লৌকিক ব্যবহারে প্রশংসনীয় ও অতিশয় যশস্কর। প্রভো! রমণীগণের বন্ধুবর্গের মধ্যে পিতা, মাতা ও ভ্রাতা প্রিয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট; সেই পিত্রাদি অপেক্ষা পুত্র ও পুত্রাপেক্ষা পতিই প্রিয় হইয়া থাকে। সাধুগণ বলেন সাধ্বী রমণীদিগের শত পুত্র অপেক্ষা স্বামী শ্রেষ্ঠ; ফলতঃ বিদগ্ধা রসিকাগণের ভর্ত্তা অপেক্ষা পরম প্রিয় আর কেহই নাই। বিদগ্ধা রমণীর ভর্ত্তা বিদগ্ধ হইলে পরম সুখ হইয়া থাকে; আর তাহা না হইয়া যদি খলস্বভাব হয়, তাহা হইলে সেই স্বামীকে বিষতুল্য বিষম বোধ হইয়া থাকে। ৫৩—৬১। সংসারনিবদ্ধ দম্পতীর প্রীতি ও মমতা হইলেই পরম প্রেম ও সৌভাগ্য হয়। যে গৃহে দম্পতীর মমতা না হয়, তথায় অলক্ষ্মী বাস করে এবং তাহাদিগের জীবন বিফল হইয়া থাকে। মনোমত স্বামীর বিচ্ছেদ রমণীগণের পক্ষে পরম দুঃখজনক এবং তাহা শোকসন্তাপের কারণ; অধিক কি জীবনসত্ত্বেও মরণাধিক দুঃখভোগ হয়। যোষিদ্গণের স্বপ্ন-জাগরণাদি সকল অবস্থাতেই পতি—প্রাণস্বরূপ; ফলতঃ ইহকাল ও পরকালে রমণীগণের পতিই গতি। এইজন্য তুমি গমন করিলে পর, রাধিকা সহসা মূর্চ্ছাপন্না হইয়া তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতলে পতিতা হইয়াছিলেন। পরে আমি ইঁহার মুখে উত্তম সুশীতল জল দান করায়, নিশ্বাসপতন ও সামান্য চৈতন্য হইয়াছিল, কিন্তু ক্ষণকাল রোদন করিয়া তৎক্ষণাৎ পুনরায় সন্তাপহেতু মূর্চ্ছিতা হন। তখন রাধিকার সর্ব্বশরীর বিরহানলে দগ্ধ লৌহযষ্টির সমান সন্তপ্ত ও অনলের ন্যায় অস্পৃশ্য হইয়া উঠিল। সেই সময়ে স্বপ্ন-জাগরণ, রাত্রি, দিবা, গৃহ, বন, জল, স্থল ও অন্তরীক্ষ এবং চন্দ্রসূর্য্যোদয়ে রাধিকার কিছুমাত্র ভেদ জ্ঞান ছিল না; ইনি কেবল মৃততুল্যা জড়াকৃতি হইয়া নিরন্তর তোমাকে ধ্যান করত সমুদয় জগৎ কৃষ্ণময় দেখিয়াছিলেন। তখন সজল পঙ্কজদল পঙ্কে বিন্যস্ত করিয়া সংকৃত শয্যায় বিরহাতুরা রাধিকা শায়িতা হইলে, সখীগণমধ্যে কেহ নিরন্তর শ্বেতচামর বীজন, কেহ চন্দন-দ্রবানুলেপন ও কেহ গাত্রে স্নিগ্ধ

বস্ত্র যোগ করিয়া ইহাঁর সেবা করেন; কিন্তু তখন রাধার অঙ্গস্পর্শমাত্রে পঙ্ক-শুষ্ক ও স্নিগ্ধ পদ্মপত্র সকল ভস্মসাৎ হইয়াছিল। হে হরে! তৎক্ষণাৎ চন্দনানুলেপ শুষ্ক হইল, চম্পকসন্নিভ বর্ণ কজ্জলাকার ধারণ করিল, কেশকলাপ স্বর্ণসম পীতবর্ণ হইয়া উঠিল, মনোহর সিন্দূরবিন্দু শ্যামল হইয়া গেল এবং বেশ, বিলাস ও লীলা দূরীভূত হইল। ৬২—৭৭। হে কৃষ্ণ! তুমি নীতিবিশারদ; এক্ষণে যাহাতে স্ত্রীহত্যা না হয়, মনে মনে সেইরূপ বিচার করিয়া যাহা উচিত বোধ হয় কর। তখন মাধব, রত্নমালার বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক পরিণামে সুখকর নীতিসার হিতজনক সত্য বাক্য বলিতে লাগিলেন; প্রিয়ে! যদি আমি শুভাশুভ কর্ম্মফল খণ্ডন করিতে সমর্থ হই, কিন্তু তথাপি কোনক্রমে নিয়তি লঙ্ঘন করিতে পারিব না। কারণ আমি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে যে মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছি, মুনিগণ দেবতাসকল ও মানবগণ তদনুসারেই কর্ম্ম করিয়া থাকে। সুন্দরি! শ্রীদামের শাপহেতু আমাদিগের উভয়ের শতবর্ষ বিচ্ছেদ অনীপ্সিত হইলেও অবশ্যই ঘটিবে। সুমধ্যমে! জাগরণাবস্থায় আমার সহিত ইহাঁর বিচ্ছেদ থাকিবে, কিন্তু আমার বরে নিদ্রাবস্থাতে নিরন্তর মিলন হইবে। আর আমি যে আধ্যাত্মিক যোগ দান করিয়াছি, তাহাতেই ইহাঁর শোক বিনষ্ট হইবে। এক্ষণে রাধিকাকে সান্ত্বনা কর, তোমার মঙ্গল হইবে; আমি নন্দালয়ে চলিলাম। নারদ! জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া নন্দালয়াভিমুখে যাত্রা করিলে সখীসমূহ রাধিকাকে প্রবোধ দান করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ গৃহে গমনপূর্ব্বক পিতা-মাতাকে নমস্কার করিয়া মাতৃক্রোড়ে অবস্থান করত নবনীত ভোজনান্তে বালচাপল্য-প্রদর্শনার্থ আনন্দের সহিত মাতৃদত্ত তাম্বূল মাতাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। ৭৭—৮৫।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে উনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন;—নারদ! এদিকে অক্রূর কংসকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বভবনে গমনপূর্ব্বক উত্তমমিষ্টান্ন-ভোজনান্তে শয্যায় শয়ন করিলেন। পরে তিনি সুবাসিত জলপানান্তে সকর্পূর তাম্বূল চর্ব্বণ করত সুখানুভব করিতে করিতে সুখে নিদ্রাগত হইলেন। অনন্তর সেই বাতাধিক্যাদি দোষশূন্য অরোগী বদ্ধকেশ বস্ত্রযুগ্মসমন্বিত সুখশয্যাশায়ী চিন্তা-শোক-বিবর্জ্জিত ও সুস্নিগ্ধ অক্রূর নিশাবশেষ সময়ে পুরাণ-শ্রুতি-সম্মত সুস্বপ্ন দর্শন করিলেন। তিনি প্রথমে দেখিলেন; কিশোরবয়স্ক শ্যামকলেবর দ্বিভুজ মুরলীহস্ত পীতবসনধারী বনমালাবিভূষিত এক দ্বিজ-শিশু, সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনানুলিপ্ত; সেই ভূষণার্হ বালক মালতীমাল্য ও উৎকৃষ্ট রত্নমণিময় ভূষণ-সমূহে বিভূষিত। তাঁহার বদনমণ্ডলে ঈষৎ হাস্য বিকাশ পাইতেছে এবং সেই পদ্মলোচনের মস্তকে ময়ূর-পুচ্ছের চূড়া বিরাজ করিতেছে। পরে এক পতি-পুত্রবতী সুন্দরী সতী রমণীকে দেখিতে পাইলেন; তাঁহার পরিধান পীতবসন, সর্ব্বাঙ্গ রত্নভূষণে ভূষিত এবং শরচ্চন্দ্রসদৃশ মনোহর মুখ-মণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত; সেই বরদা শুভদায়িনী রমণী এক হস্তে প্রজ্বলিত প্রদীপ ও এক হস্তে শুক্ল ধান্য ধারণ করিতেছেন। অনন্তর শুভাশীর্ব্বাদকারী এক ব্রাহ্মণ, শ্বেত পদ্ম, রাজহংস, তুরঙ্গম, সরোবর তাঁহার নেত্রগোচর হইল। তৎপরে বিচিত্র-ফল-পুষ্প-শোভিত শুভজনক আম্র, নিম্ব, নারিকেল, গুবাক ও কদলীতরু প্রত্যক্ষ করিলেন। পরে দেখিলেন, এক শ্বেতসর্প দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং স্বয়ং কখন পর্ব্বতে, কখন বৃক্ষে, কখন গজে, কখন তরিতে, কখন তুরগে অবস্থিত আছেন। ১—১২। অনন্তর আপনি কখন বীণা বাদন, কখন পায়স ভোজন, কখন দধি-ক্ষীরসমন্বিত অভিলষিত পদ্মপত্রস্থ অন্ন ভক্ষণ করিতেছেন। কখন নিজ হস্তে শুক্ল ধান্য ও পুষ্প ধারণ করিতেছেন, এবং কখন স্বয়ং চন্দনচর্চ্চিত হইতেছেন, দেখিতে পাইলেন। তৎপরে রজত, শুভ্র মণি, কাঞ্চন, মুক্তা, মাণিক্য, রত্ন, পূর্ণকুম্ভ, মেঘ, জল, সবৎসা সুরভি গো, উত্তম বৃষ, ময়ূর, শুক্ল সারস, শঙ্খচিল, খঞ্জন, তাম্বূল, পুষ্প-মালা, প্রজ্বলিত অগ্নি, দেবপূজা, পার্ব্বতীপ্রতিমা, কৃষ্ণপ্রতিমা, শিবলিঙ্গ বিপ্রবালিকা, বিপ্রবালক, সুপক্কফলান্বিত শস্যক্ষেত্র, দেবস্থলী, রাজেন্দ্র, সিংহ, ব্যাঘ্র এবং গুরু ও দেবতা নয়নগোচর করিলেন। অক্রূর এইরূপ শুভ স্বপ্ন দর্শন করিয়া গাত্রোত্থানান্তে ঈপ্সিত আহ্নিককার্য্য সমাধাপূর্ব্বক উদ্ধবকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। নারদ! পরে তিনি উদ্ধবের আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক গুরু-দেবতার অর্চ্চনা করিয়া মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করত যাত্রা করিলেন। তিনি পথিমধ্যে নির্গত হইয়া শুভজনক মঙ্গলার্হ বাঞ্ছাফলপ্রদ রমণীয় ও আসন্ন-মঙ্গলসূচক দ্রব্যসকল দৃষ্টিগোচর করিলেন। তিনি বামভাগে শব, শিবা, পূর্ণকুম্ভ, নকুল, চাতক পক্ষী,

দিব্যাভরণভূষিতা পতিপুত্রবতী সাধ্বী রমণী, শুক্লপুষ্প, শুক্লপুষ্পের মাল্য, ধান্য ও শুভজনক খঞ্জন পক্ষী, দক্ষিণভাগে প্রজ্বলিত অগ্নি, বিপ্র, বৃষভ, গজ, সবৎসা ধেনু, শ্বেতাশ্ব, রাজহংস, বেশ্যা, পুষ্পমাল্য, পতাকা, দধি ও পায়স দেখিতে পাইলেন। ১৩—২৩। মণি, স্বর্ণ, রজত, মুক্তা, ঈপ্সিত মাণিক্য, সদ্যোমাংস, চন্দন মাধ্বীক, উত্তম ঘৃত, কৃষ্ণসারস, ফল, লাজ, শ্বেতশর্ষপ, দর্পণ, বিচিত্র বিমান, শুভকরী উজ্জ্বল প্রতিমা, শুক্ল পদ্ম, পদ্মবন, শঙ্খচিল্ল, চকোর পক্ষী, মার্জ্জার, পর্ব্বত, মেঘ, ময়ূর, শুক ও সারস পক্ষী নয়নগোচর করিলেন। আর মঙ্গলজনক শঙ্খধ্বনি, কোকিলের রব, বাদ্যনিনাদ অদ্ভুত কৃষ্ণগুণ-গান, হরিশব্দ ও জয়ধ্বনি তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। অক্রূর এইরূপ শুভদর্শন ও শুভশব্দ শ্রবণে হৃষ্টচিত্ত হইয়া শ্রীহরিকে স্মরণ করত পবিত্র বৃন্দাবন-বনে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি প্রবেশ-কালে সম্মুখে অভীপ্সিত রাসমণ্ডল দেখিতে পাইলেন, শ্রীরাসমণ্ডলের চতুর্দ্দিক চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও পুষ্প-বায়ুদ্বারা আমোদিত হইয়াছে; উহার দ্বারদেশে রম্ভাস্তম্ভ বিরাজ করিতেছে এবং তাহার অধোদেশস্থ মঙ্গল-ঘটে পট্টসূত্র বিচিত্রিত আম্রপল্লবসমূহ শোভা পাইতেছে। দেখিলেন, সেই শোভনার্হ রাসমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পদ্মরাগ-বিনিন্দিত সুশোভিত ত্রিকোটি রত্নমন্দির নিরন্তর শোভা বিস্তার করিতেছে। আর সুরম্য শতকোটি কুঞ্জকুটীরদ্বারা উহা অতিশয় বিরাজিত হইতেছে। অক্রূর এইরূপ রাসমণ্ডল ও বৃন্দাবন দর্শন করিয়া কিয়দ্দূর অতিক্রম করত সম্মুখে অত্যুত্তম রমণীয় নন্দব্রজ ও বৈকুণ্ঠসদৃশ শ্রীকৃষ্ণালয় দৃষ্টিগোচর করিলেন। ২৪—৩৩। বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত মণিসারখচিত ঐ নন্দালয়,রত্নময় সোপানযুক্ত রত্নস্তম্ভে বিরচিত, নানাপ্রকার চিত্র বিচিত্রাঢ্য ও উৎকৃষ্ট রত্ন প্রাচীরে পরিশোভিত। অক্রূর এইরূপ দেখিতে দেখিতে সেই নন্দালয়ের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। পরে দ্বারী তাঁহাকে পথ প্রদর্শন করাইলে তিনি রাজ-দ্বারে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন; ঐ রাজদ্বার—পতাকা, রত্নসমূহ, মুক্তা, মাণিক্য ও রত্ন-দর্পণে সুশোভিত, রত্নচিত্র-বিচিত্রিত রত্নবীথী বিরাজিত ও মঙ্গল-ঘট সমন্বিত। অনন্তর অক্রূরাগমন-শ্রবণে গোপরাজ নন্দ অতি আহ্লাদিত হইয়া কৃষ্ণ, বলরাম ও বৃষভানু প্রভৃতি স্বজনবর্গের সহিত বেশ্যা, পূর্ণকুম্ভ, উৎকৃষ্ট গজ ও শুক্ল ধান্য অগ্রে লইয়া এবং কৃষ্ণা গো, মধুপর্ক, পাদ্য ও রত্নাসনাদি গ্রহণ করিয়া সাদরে শান্তভাবে সহাস্য-বদনে বিনয়ান্বিত হইয়া অনুগমনার্থ দ্বারদেশে আগমন করিলেন। পরে সেই সগণ বালকান্বিত সানন্দচিত্ত নন্দ, মহাভাগ অক্রূরকে দর্শন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং গোপগণ অক্রূরকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। মুনে! সেই পরস্পর সংযোগ অতিশয় সুখজনক হইয়াছিল। অনন্তর অক্রূর ক্রমে কৃষ্ণ বলরামকে ক্রোড়ে লইলেন। পরে তিনি, বাঞ্ছাসিদ্ধ হওয়ায় আপনাকে কৃতার্থ-জ্ঞানে আনন্দিত হইলে, তাঁহার সর্ব্বশরীর পুলকাঙ্কিত ও নয়নদ্বয় আনন্দ-বারিপূর্ণ হইল। তখন তিনি তাঁহাদিগের গণ্ডযুগল চুম্বন করিলেন। ৩৪—৪৩। তখন অক্রূর ক্ষণকাল সেই দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন; তিনি পীতবসনধারী ও মালতী মাল্য বিভূষিত; সেই বংশীধরের সর্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত এবং ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও অনন্তাদি দেবগণ আর সনকাদি মুনীন্দ্রগণ তাঁহার স্তব ও গোপকন্যাসকল নিরন্তর সেই পরিপূর্ণতম পরমেশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। পরক্ষণে সেই ক্রোড়স্থ কৃষ্ণকে দেখিলেন; তিনি সস্মিত চতুর্ভুজ, লক্ষ্মী সরস্বতীযুক্ত ও বনমালাবিভূষিত এবং সুনন্দ, নন্দ ও কুমুদাদি পার্ষদগণ-কর্ত্তৃক পরিসেবিত। সিদ্ধগণ বেদমন্ত্রদ্বারা সেই পরাৎপরকে উপাসনা করিতেছেন। তৎপরে তাঁহার দৃষ্ট হইল; সেই কৃষ্ণ, দেব ত্রিলোচন পঞ্চবক্ত্র শুদ্ধস্ফটিক-সঙ্কাশ নাগরাজ-বিরাজিত পরম-ব্রহ্ম দিগম্বররূপে ক্রোড়ে অবস্থান করিতেছেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভস্মানুলিপ্ত ও মস্তকে জটাভার শোভিত, সেই যোগিশ্রেষ্ঠ ধ্যাননিষ্ঠ দেবাধিদেব করে জপমালা ধারণ করিয়াছেন। পরে আবার সেই কৃষ্ণকে কখন মনীষি-গণাগ্রগণ্য ধ্যাননিষ্ঠ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, কখন ধর্ম্মস্বরূপ, কখন অনন্তরূপী, কখন ভাস্কর, কখন চন্দ্র, কখন দ্বিজরূপী, কখন প্রকৃতি-স্বরূপ, কখন তেজোরূপ, সনাতন ও কখন বা কোটি-কন্দর্প-নিন্দিত পরম-শোভাঢ্য কামিনীজনের কমনীয়-কামসংযুক্ত কামুক পুরুষরূপী নেত্রগোচর করিলেন। নারদ! অক্রূর, সেই শিশুকে এবম্ভূত দর্শন করিয়া বক্ষঃস্থল হইতে নন্দদত্ত রম্য রত্ন-সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। পরে তিনি পুলকাঙ্কিত-কলেবরে ভক্তির সহিত সেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ৪৪—৫৪। অক্রূর বলিলেন; বিভো! আপনি সকলের কারণ ও পরমাত্ম-রূপী, আপনাকে নমস্কার; আপনি সমুদয় বিশ্বের ঈশ্বর, আপনাকে বারংবার নমস্কার। হে ঈশ! আপনি প্রকৃতি হইতে অতীত ও পরাৎপরতর; আপনি

নির্গুণ, নিরীহ ও নিরাকারস্বরূপ; আপনি সমুদয় দেবগণের ঈশ্বর ও সমুদয় দেবগণস্বরূপ এবং সমুদয় দেবগণের অধিদেবতা। হে ভগবন্! আপনি অসংখ্য বিশ্বমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর-রূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন এবং আপনিই অসংখ্য বিশ্বের আদিবীজস্বরূপ; এই নিমিত্ত আপনাকে বিশ্বরূপী বলিয়া সকলে নির্দ্দেশ করেন। আপনি গোপাঙ্গনাগণের প্রভু, গণেশেশ্বররূপী ও সুরগণের ঈশ্বর এবং রাধিকার কান্ত, অতএব আপনাকে বারংবার নমস্কার করি। প্রভো! আপনি রাধারমণরূপী; রাধারূপধারী, রাধার আরাধ্যদেব, রাধার প্রাণাধিক প্রিয়, রাধার আধার-স্বরূপ এবং রাধিকার অধিদেবতা ও প্রিয়তম; আপনি রাধিকার প্রাণাধিদেব ও বিশ্বরূপী অতএব আপনাকে নমস্কার। দেব! আপনি বেদ-বেদাঙ্গ ও বেদজ্ঞরূপী: আপনিই বেদের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা ও কারণ; বেদনিচয়ে নিরন্তর আপনারই স্তুতিবাদ বর্ণিত আছে অতএব আপনাকে নমস্কার। যে মহাবিষ্ণুর লোমকূপনিকরে অসংখ্য বিশ্ব নিরন্তর অবস্থিত; আপনি তাঁহারও ঈশ্বর; অতএব আপনি বিশ্বনিচয়ের প্রভু; আপনাকে বারংবার নমস্কার। আপনিই স্বয়ং প্রকৃতি ও প্রাকৃত বস্তু সকল; এবং আপনিই প্রকৃতির ঈশ্বর প্রধান পুরুষ; অতএব আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। ৫৫—৬৪। অক্রূর এই রূপ স্তব করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে সহসা মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন পুনরায় সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরকে হৃদয়মধ্যে ও বহির্ভাগে চতুর্দ্দিকেই শ্যামরূপে বিরাজ করিতে দেখিলেন; অধিক কি সমুদয় বিশ্বই তাঁহার কৃষ্ণময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নারদ! তখন নন্দ, অক্রূরকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া সাদরে রমণীয় রত্নসিংহাসনে অবস্থান করাইলেন। পরে মূর্চ্ছাবসান হইলে, "আপনি কি কিছু অদ্ভুত দর্শন করিয়াছেন?" নন্দ এই বলিয়া তাঁহাকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইলেন। পরে পুনঃ পুনঃ কুশল ও সমুদয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে অক্রূর কংসবৃত্তান্ত ও পিতা-মাতার মোচনার্থ কৃষ্ণ-বলরামের অভীপ্সিত মধুপুরী-গমন-বিষয় প্রস্তাব করিলেন। যে ব্যক্তি চিত্তের একাগ্রতাবলম্বনপূর্ব্বক অক্রূরকৃত এই স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি অপুত্র হইলে পুত্র, ভার্য্যাবিহীন হইলে ভার্য্যা, ধনশূন্য হইলে ধন, ভূমিহীন হইলে অতুল ভূমি, হতপ্রজা হইলে প্রজা, অপ্রতিষ্ঠিত হইলে প্রতিষ্ঠা এবং অযশস্বী হইলে, অনায়াসে বিপুল যশ লাভ করিয়া থাকেন; অনন্তর অক্রূর, পরম হৃষ্টচিত্তে কৃষ্ণকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া রমণীয় চম্পক-শয্যায় শয়ন করিলেন। ৬৫—৭২। পরে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক আহ্নিককার্য্য সমাধা করিয়া জগৎপতি রাম-কৃষ্ণ এবং বৃষভান, নন্দ, সুনন্দ ও চন্দ্রভানকে, আর নানা-প্রকার সুদুর্লভ দ্রব্যসকল ও পঞ্চগব্য স্বীয় রথে সংস্থাপন করিলেন। সেই সময় ব্রজেশ্বর গোপবর নন্দ মৃদঙ্গ, মুরজ পটহ পণব, ঢক্কা দুন্দুভি, আনক, সজ্জা, সল্লহনী, কাংস্য, পটমর্দ্দন ও মণ্ডবী প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্য সকল পরমানন্দে বাদিত করাইতে লাগিলেন। তখন গোপাঙ্গনাগণ বাদ্য-ধ্বনি ও রাম-কৃষ্ণের গমনবার্ত্তা শ্রবণানন্তর দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে রথস্থ দেখিয়া কোপভরে তথায় উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মন্! রাধিকা-প্রেরিতা সেই সকল গোপিকা কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিবারিতা হইয়াও পদাঘাত করিয়া অনায়াসে সেই কৃষ্ণাধিরূঢ় রথ ভগ্ন করিলেন। তখন সমুদয় গোপগণ হাহাকার করিতে লাগিলে, কতিপয় বলবতী গোপিকা কৃষ্ণকে বক্ষঃস্থলে স্থাপিত করিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই সময় কোন গোপিকা কোপবশতঃ অক্রূরকে ক্রূর বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন। কেহ বস্ত্রদ্বারা তাঁহাকে বন্ধনপূর্ব্বক সকলে মিলিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। মুনে! পরে কেহ তাঁহাকে কঙ্কণ ও করদ্বারা তাড়ন করিতে লাগিলেন! কেহ বা তাঁহার বস্ত্র হরণ করিয়া তাঁহাকে বিবসন করিলেন। ৭৩—৮১। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, অক্রূরের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত দেখিয়া রাধিকার নিকটে গমন-পূর্ব্বক বিনীতভাবে সাদরে আধ্যাত্মিক নীতিবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া অক্রূরকে মুক্ত করিলেন। তখন জগৎপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বিচিত্র বস্ত্রমণ্ডিত মণিরাজখচিত বিশ্বকর্ম্মাবিনির্ম্মিত ইন্দ্রপ্রস্থাপিত দিব্য রথ, সম্মুখে গগনতল হইতে অবতরণ করিল দেখিয়া মাতৃভবনে গমন করিলেন। পরে তিনি বান্ধবগণের সহিত ভোজন-পানান্তে কংসালয়ে গমনজন্য সুখে শয়ন করিলে, মুনীন্দ্রগণ, দেবরাজ, ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। নারদ! সেই সময় সমুদয় গোপিকাগণও পরম হৃষ্টচিত্তে রাধিকার সহিত রমণীয় পুষ্পশয্যায় শয়ান হইয়া নিদ্রাগতা হইলেন। তখন গোকুলবাসী সকলেই অতিশয় আনন্দযুক্ত এবং কোন কোন গোপ গান ও কোন গোপ নৃত্য করিতে লাগিল। ৮২—৮৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

———

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, নারদ! রাধিকা ও গোপিকাগণ সমীরণ-সুরভীকৃত পুষ্প-শয্যায় নিদ্রিতা থাকিতে রাত্রির তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে শুভচন্দ্রতারাযুক্ত অমৃতযোগসমন্বিত শুভক্ষণে এবং শনৈশ্চরের দৃষ্টি-সম্পন্ন পাপগ্রহের দৃষ্টিদোষশূন্য বুধস্বামিক লগ্নে স্বয়ং হরি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যশোদাকে জাগরিতা করিয়া মঙ্গলাচরণ করাইলেন, এবং তৎকর্তৃক বন্ধুবর্গ যথাস্থানে সংস্থাপিত হইল। সেই বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বপাতা বিশ্ব-ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণ, স্বতন্ত্র হইয়াও অস্বতন্ত্রের ন্যায় যেন রাধিকার ভয়ে ভীত হইয়া বাদ্যবাদন নিষেধ করিলেন। পরে পাদদ্বয় প্রক্ষালনপূর্ব্বক ধৌতবস্ত্র-যুগ্ম পরিধান করিয়া চন্দনাদিলিপ্ত পরিষ্কৃত স্থানে অবস্থান করিলেন। তখন তাঁহার বামভাগে চন্দনাদি সংস্কৃত ফলপুষ্পযুক্ত পূর্ণকুম্ভ, দক্ষিণভাগে বহ্নি ও বিপ্র এবং সম্মুখে পতি-পুত্রবতী রমণী, দীপ ও দর্পণ সংস্থাপিত হইল। পরে তিনি গুরুদত্ত শুভজনক সুস্নিগ্ধ দূর্ব্বাকাণ্ড, পুষ্প ও শুক্লধান্য গ্রহণপূর্ব্বক মস্তকোপরি নিহিত করিলেন। অনন্তর ঘৃত, মধু, রজত, কাঞ্চন ও দধি দর্শনপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে চন্দনানু-লেপন করিয়া গলে পুষ্পমালা ধারণ করিলেন। ১—৯। পরে ভক্তি-সহকারে গুরুবর্গ ও ব্রাহ্মণগণকে বন্দনা, শঙ্খধ্বনি, বেদপাঠ, মঙ্গলাষ্টক সঙ্গীত ও বিপ্রগণের শুভ আশীর্ব্বচন শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে সর্ব্বত্র মঙ্গলপ্রদ মঙ্গলরূপ ধ্যান করিয়া সুন্দর দক্ষিণ চরণ ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। পরে সেই ভগবান্ মধ্যাঙ্গুলির-দ্বারা নাসিকার বামভাগ ধারণ করত নাসার দক্ষিণরন্ধ্রদ্বারা ইষ্টবায়ু রেচন করিলেন। অনন্তর সেই পরমানন্দস্বরূপ নিত্যানন্দ সনাতন নন্দ-নন্দন আনন্দের সহিত নন্দের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হই-লেন। তিনি নিত্য, অথচ অনিত্য, তিনি নিত্যবীজ-স্বরূপ, নিত্যবিগ্রহ, নিত্যাঙ্গভূত, নিত্যেশ্বর ও নিত্য-কৃত্যবিশারদ। তাঁহার নিত্য নূতন রূপ, নিত্য নূতন যৌবন; তাঁহার নিত্য নূতন বেশ ও নিত্য নূতন বয়স। তাঁহার সম্ভাষণ নিত্য নূতন, প্রেম নিত্য নূতন এবং সম্প্রাপ্তি-সৌভাগ্যও নিত্য নূতন। অমৃতাধিক সুমিষ্ট বাক্যও তাঁহার নিত্য নূতন এবং নিত্যই তাঁহার নূতন ভক্ত ও নূতন পদ। সেই মায়াযুত মায়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, সেই অতি সুরম্য নন্দের প্রাঙ্গণে বারংবার অবস্থানপূর্ব্বক গমনোন্মুখ হইলেন। অনন্তর আম্র-পল্লবান্বিত পট্টসূত্রনিবদ্ধ মনোহর রম্ভা-স্তম্ভসমূহে সুশোভিত পুরদ্বারে সমাগত হইলেন। বিশ্বকর্ম্মা-বিরচিত ঐ পুরদ্বার পদ্মরাগমণিখচিত এবং কস্তুরী, কুঙ্কুম ও চন্দনদ্বারা সুসংস্কৃত। শ্রীকৃষ্ণ, অক্রূর ও বান্ধবগণের সহিত ক্ষণকাল তথায় অবস্থান করিলে, যশোদা মায়াবশে তাঁহাকে বাম পার্শ্বে আলিঙ্গন করি করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ, সানন্দে নন্দকর্তৃক দক্ষিণ পার্শ্বে আলিঙ্গিত, বান্ধবগণকর্তৃক সম্ভাষিত ও পিতা মাতা-কর্তৃক চুম্বিত হইলেন। ১০—২৩।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, মুনে! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, গুরু-দেবকে প্রণামপূর্ব্বক নন্দভবন হইতে নির্গত হইয়া দিব্যযানে আরোহণ করত শুভ মধুপুরীতে গমন করিতে লাগিলেন। পরে অক্রূর ও স্বগণের সহিত অমরাবতীবিনিন্দিত মনোহর শোভাযুক্ত রমণীয় মথুরাপুরীতে উপনীত হইয়া দেখিলেন, বিশ্বকর্ম্মা-বিরচিত ঐ পুরী উৎকৃষ্ট রত্নসমূহে খচিত এবং পরম সুন্দর অমূল্য রত্ন-কলসনিকরে বিরাজিত। উহা অতি রমণীয় শত শত রাজপথে বেষ্টিত রহিয়াছে এবং ঐ পথসকল স্থানে স্থানে চন্দ্রাকার চন্দ্রসারমণি দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে, আর স্থানে স্থানে বণিক্-গণের বিচিত্র মণিসার-নির্ম্মিত পণ্যবস্তু-পূর্ণ মনোহর শত শত পণ্যবীথিকায় পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ নগরীর চতুর্দ্দিকে নির্ম্মল স্ফটিকাভ সলিলপূর্ণ পদ্মরাগবিরাজিত সহস্র সহস্র সরোবর পরম শোভা সম্পাদন করিতেছে। নানালঙ্কারভূষিত-স্থির যৌবনান্বিতা পদ্মিনী রমণীগণ, কৃষ্ণদর্শনবাসনায় অক্ষত গ্রহণপূর্ব্বক অনিমিষ-নয়নে ঊর্দ্ধবদনে অবস্থান করায় নগরীর শোভার পরিসীমা রহিল না। তাঁহাদিগের ভ্রূভঙ্গ লীলায় নিরন্তর নয়নের চাঞ্চল্য বিকাশ পাই-তেছে। রতিবাসবিশারদ কামাসক্ত সেই কামিনীগণের শ্রোণি ও পয়োধরমণ্ডল অতি পৃথুল এবং মধ্যদেশ অতি কৃশ ও অঙ্গসকল অতি কোমল। ঐ নগরীর কোন স্থানে চিত্র-বিচিত্রিত, ভূষণবিভূষিত, রত্ননির্ম্মিত কোটি কোটি যান বিরাজ করিতেছে এবং সেই নগরী নানাকুসুমশোভিত ত্রিকোটি পুষ্পোদ্যানে পরম সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। আর সেই সকল উদ্যানে মধুমাধুর্য্যসংসক্ত মদান্বিত মধুলুব্ধ মধুকরগণ মাধ্বীকমদে মত্ত হইয়া মধুকরীগণের সহিত প্রতি-পুষ্পে বিচরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে নানাপ্রকার

দুর্গসমূহে ঐ নগরী প্রবল বৈরিগণেরও দুর্গম্যা; প্রধান প্রধান রক্ষিগণকর্ত্তৃক সেই দুর্গসকল নিরন্তর রক্ষিত হইতেছে। বিশ্বকর্ম্মাকর্ত্তৃক উৎকৃষ্ট বিচিত্র রত্নবিরচিত ত্রিকোটি অট্টালিকা অবস্থিত থাকায় নগরীর অতিশয় সৌন্দর্য্য হইয়াছে। ১—১৪। কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ মথুরার এইরূপ শোভা দর্শন করিতে করিতে গমনকালে পথিমধ্যে অতি জরাতুরা বৃদ্ধা কুব্জাকে দর্শন করিলেন। দেখিলেন, সেই রুক্ষাঙ্গী বিকৃতাকারা কুব্জা, দণ্ড-সাহায্যে অতি নম্রা হইয়া গমন করিতেছে; সেই সময়ে তাহার গাত্রীয় লোলমাংস সকল চলিত হইতেছে। নারদ! সেই বৃদ্ধার হস্তে স্বর্ণপাত্রস্থ কস্তুরীকুঙ্কুমাক্ত চন্দনদ্রব এবং মকরন্দগন্ধযুক্ত মনোহর সুগন্ধি দ্রব্য সকল অবস্থিত রহিয়াছে। তখন সেই বৃদ্ধা কুব্জা, সহসা শ্রীযুত শ্রীনিবাস শ্রীবীজ শ্রীনিকেতন শান্তমূর্ত্তি ভগবান শ্রীকান্তকে দর্শন করিয়া, সহাস্যবদনে কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিবিনত মস্তকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার শ্যামকলেবরে স্বর্ণপাত্রস্থ চন্দন বিলেপন করিল। পরে তাঁহার সঙ্গিগণের গাত্রেও ঐরূপ চন্দন দান করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বারংবার প্রণাম করিতে লাগিল। পরে কুব্জা শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিমাত্রে সহসা রূপ ও যৌবনে লক্ষ্মীর সমান সৌন্দর্য্যশালিনী হইল; তখন স বহ্নি-শুদ্ধবসন ও রত্নভূষণে ভূষিতা মনোহরা ধন্যা দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যার ন্যায় প্রকাশ পাইল। তাহার ওষ্ঠ বিম্বফলতুল্য, বর্ণ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ, শ্রোণি ও দন্তপঙ্ক্তি অতি মনোহর এবং পয়োধরযুগল বিল্বফল-সদৃশ হইল; তখন তাহার বদনমণ্ডলে নিরন্তর ঈষৎ হাস্য বিকাশ পাইতে লাগিল। ১৫—২৩। তৎকালে কুব্জার গলদেশে অমূল্য রত্ননির্ম্মিত মনোহর হার বিরাজ করিতে লাগিল এবং পাদযুগল রত্নমঞ্জীরে রঞ্জিত ও গমন গজেন্দ্ররাজের গমনের ন্যায় মন্থর হইল। তখন সে মালতীমালাবেষ্টিত বামবঙ্কিম বর্ত্তুলাকার মনোহর কবরীভার ধারণ করিল। সেই সীমন্তিনীর সীমন্তের উপরিভাগে কস্তুরীবিন্দু ও চতুর্দ্দিকে চন্দনবিন্দুর সহিত দাড়িম্ব-কুসুমাকার সিন্দুর-বিন্দু শোভা পাইতে লাগিল। তখন সেই রতিকর্ম্মনিপুণা রত্নদর্পণহস্তা কুব্জা, চঞ্চলকটাক্ষ বিক্ষেপ করত শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিল। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিলে, সেই সতী কুব্জা কৃতার্থা হইয়া কমলার ন্যায় স্বভবনে গমন করিল। পরে কুব্জা দেখিল, তাহার ভবন কমলার আলয়ের ন্যায় রত্নসার-নির্ম্মিত ও রত্ন-শয্যায় শোভিত হইয়াছে। সেই ভবনে প্রদীপ্ত রত্ন-প্রদীপ-শ্রেণী এবং চতুর্দ্দিকে রত্নময় দর্পণসমূহ বিরাজ করিতেছে; অসংখ্য দাস-দাসীতে সেই ভবন পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং দাসীগণের মধ্যে কেহ সিন্দূর, কেহ বস্ত্র, কেহ তাম্বূল, কেহ শ্বেত চামর ও কেহ বা মাল্য ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছে। ২৪—৩১। কুব্জা তথায় গমনান্তে সুমনোহর মিষ্টান্ন ভোজনপূর্ব্বক রত্নপর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া দাসীগণকর্ত্তৃক সেবিতা হইতে লাগিল। সেই সময় সেই কুব্জা হরির উদ্দেশে নিজসমীপে শয্যার উপর সকর্পূর তাম্বূল, কস্তুরী-কুঙ্কুমান্বিত চন্দন, মালতীমাল্যযুগল, কর্পূরাদি-সুবাসিত শীতল সলিল ও স্বাদু মিষ্টান্ন সকল সংস্থাপিত করিয়া রাখিল। তখন কুব্জা কায়মনোবাক্যে হরির চরণ এবং হরির আগমন ও মনোহর মুখচন্দ্র চিন্তা করিতে লাগিল। মুনে! তৎকালে কুব্জা কামাসক্তা হইয়া নিরন্তর কোটিকন্দর্পের ন্যায় মনোহর কামুক হরিরূপ-চিন্তাতেই নিমগ্না হইল; অধিক কি তাহার নেত্রে সমস্ত জগৎ কৃষ্ণময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ গমনকালে এক মালাকারকে মনোহর মালাসমূহ লইয়া রাজমন্দিরে গমন করিতে দেখিলেন। তখন সেই মালাকারও শ্রীকান্তকে দেখিয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে মাল্যসমূহ অর্পণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহার ভক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া তাহাকে অতি দুর্লভ স্বদাস্যরূপ বর দানপূর্ব্বক মাল্য গ্রহণ করিয়া নূতন নূতন রাজপথে গমন করিতে লাগিলেন। হে মহামুনে! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সতত যৌবনোদ্ধত অহঙ্কৃত বলিষ্ঠ বস্ত্রপুঞ্জধারী এক রজককে দর্শন করিয়া তাহার নিকটে বিনীতভাবে বস্ত্র প্রার্থনা করিলে সে তাঁহাকে বস্ত্র প্রদান না করিয়া নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে লাগিল। ৩২—৪২। অহে মূঢ় গোপজনবল্লভ! এই সুদুর্লভ বস্ত্র সকল রাজার যোগ্য; ইহা গো-রক্ষক জনের যোগ্য নহে। অরে কন্যা-লোলুপ! লম্পট! বৃন্দাবন অরাজক বলিয়াই তথায় গোপকন্যাদিগের সহিত বিহার করিয়াছ; কিন্তু এই কংসরাজনগরে কখনই এতাদৃশ কর্ম্ম করিতে সক্ষম হইবে না; কারণ এস্থলে রাজেন্দ্র বিদ্যমান আছেন. তিনি অকার্য্য দেখিলে তৎক্ষণাৎ দুষ্টের শাসন করিয়া থাকেন। তখন মধুসূদন, বলদেব, অক্রূর ও গোপবৃন্দ রজকের বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া উঠিলেন। পরে সদ্‌গুণসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ, চপেটাঘাতে সেই রজককে নিহত করিয়া তাহার বস্ত্রপুঞ্জ গ্রহণপূর্ব্বক সঙ্গিগণকে পরিধান করাইলেন ও আপনিও

পরিধান করিলেন। তখন সেই রজকরাজ, স্থির-যৌবনান্বিত জরা-মৃত্যু-শূন্য পীতবসনধারী সস্মিত শ্যাম-সুন্দর উৎকৃষ্ট দিব্যকলেবর ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদগণে বেষ্টিত রত্নযানে আরোহণ করিয়া গোলোক-ধামে গমন করিল। পরে সেই জিতেন্দ্রিয় রজক, গোলোকে পার্ষদগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়া নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে দিনকর অস্তমিত হইলে, অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি লইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণও কুবিন্দ-নামক কোন বৈষ্ণবের গৃহে সানন্দে নন্দ, বলদেব ও গোপবৃন্দের সহিত উপস্থিত হইলেন। কুবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণে সমুদয় ধনসম্পত্তি অর্পণ করিয়া অবস্থান করিতে-ছিলেন। তখন সেই ভক্ত কুবিন্দ শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম ও পূজা করিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ স্বদাস্যরূপ বর দান করিলেন। ৪৩—৫২। অনন্তর সকলে উত্তম মিষ্টান্ন ভোজন-পূর্ব্বক পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন। এদিকে কুব্জাও নিদ্রিতা হইলে, নিদ্রেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে তাঁহার নিকটে গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, কমলার ন্যায় সুন্দরী কুব্জা দাসীগণে পরিবৃতা হইয়া রত্নশয্যায় নিদ্রিতা রহিয়াছেন। তখন জগন্নাথ কৃষ্ণ, দাসীগণের নিদ্রা ভঙ্গ না করিয়া, কেবল প্রিয়া কুব্জারই নিদ্রা ভঙ্গ করত বলিতে লাগিলেন, মহাভাগে! নিদ্রা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমায় শৃঙ্গার দান কর; সুন্দরি! তুমি পূর্ব্বে রাবণ-ভগিনী সূর্পণখা ছিলে। কান্তে! তুমি রামাব-তারকালে আমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছিলে; এক্ষণে আমি কৃষ্ণরূপে জন্ম গ্রহণ করি-য়াছি, তুমি সেই তপঃপ্রভাবে আমাকে কান্তরূপে ভজনা কর। সুন্দরি! এক্ষণে তুমি আমার সহিত সুখ-সম্ভোগ করিয়া জন্ম-মৃত্যুজরাশূন্য সুদুর্লভ মদীয় নিলয় গোলোকে গমন কর। শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া সেই কামুকী কুব্জাকে বক্ষঃস্থলে ধারণপূর্ব্বক নগ্না করিয়া শৃঙ্গার ও চুম্বন করিতে লাগিলেন। তখন নবসঙ্গম-সঙ্গতা সেই কুব্জা, কমলার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার গণ্ডস্থল চুম্বন করিতে লাগি-লেন। নারদ! সেই দম্পতী রতিবিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ, এজন্য ক্ষণকালও তাঁহাদিগের সুরতক্রীড়ার বিরাম রহিল না, নিরন্তর নানাপ্রকার শৃঙ্গার হইতে লাগিল। তৎকালে ভগবান্ কৃষ্ণ, তীক্ষ্ণ নখাঘাতে কুব্জার স্তনযুগল ও শ্রোণিমণ্ডল এবং দশনদ্বারা দংশন করিয়া অধরদেশ ক্ষত-বিক্ষত করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, নিশাবসানসময়ে বীর্য্যাধান করিলে সুন্দরী কুব্জা সম্ভোগসুখে মূর্চ্ছাপন্না হইলেন। তখন কৃষ্ণ-বক্ষঃস্থল-স্থিতা তদবস্থাপন্না সেই কুব্জা, দিবা কি রাত্রি, স্বর্গ কি মর্ত্ত্য, কি স্থল, কি জল কিছুই বোধ করিতে পারিলেন না। পরে রজনী সুপ্রভাতা হইলে রজনীপতি যেন শ্রীকৃষ্ণের ব্যতিক্রমদর্শনেই লজ্জাহেতু মলিন হই-লেন। অনন্তর গোলোক হইতে রত্ননির্ম্মিত রথ উপস্থিত হইলে কুব্জা বহ্নিবিশুদ্ধ-বসনধারী রত্নভূষণে ভূষিত তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ নিত্য জন্মাদিবিবর্জ্জিত দিব্য কলেবর ধারণ করিয়া সেই রথারোহণে গোলোকে গমন করিলেন। মুনে! সেই কুব্জা গোলোকধামে চন্দ্র-মুখী নামে গোপিকা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং কতিপয় গোপিকা তাঁহার পরিচর্য্যাকার্য্যে নিযুক্তা হইল। ভগবান্ নন্দনন্দন, ক্ষণকাল তথায় অবস্থিত থাকিয়া সানন্দে নন্দাধিষ্ঠিত মন্দিরে গমন করিলেন। ৫৩—৬৯। এদিকে কংস নিশাকালে নিদ্রাবস্থায় ভয়বিহ্বল ও বিষন্ন হইয়া আপনার মৃত্যুসূচক দুঃস্বপ্ন দর্শন করিল। মুনে! কংস দেখিল, সূর্য্য নভশ্চ্যুত হইয়া চতুঃখণ্ডে ভূতলে পতিত রহিয়াছে এবং চন্দ্র-মণ্ডল আকাশচ্যুত ও ভূমিপতিত হইয়া দশখণ্ড হই-য়াছে; আর বিকৃতাকার বজ্রহস্ত পুরুষগণ এবং নগ্না ছিন্ননাসা কোন বিধবা শূদ্রপত্নী তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। সেই রমণী লোলজিহ্বা ও অট্টহাস্যকারিণী; তাহার ললাটে চূর্ণতিলক, হস্তে খড়্গ ও খর্পর এবং গলদেশে জবাপুষ্পের মালা, তাহার বস্ত্র ও কেশকলাপ শুক্লবর্ণ। পরে গর্দ্দভ, মহিষ, বৃষ, শূকর, ভল্লুক, কাক, গৃধ্র, কঙ্ক, বানর, বিরজ, কুক্কুর, কুম্ভীর, শৃগাল, ভস্মপুঞ্জ, অস্থিরাশি, তালফল, কেশকলাপ, উত্থকার্পাস, নির্ব্বাণ-অঙ্গার, উল্কা, শব, চিতাশ্রিত মানব, কুম্ভকার-চক্র, তৈলকার-চক্র, খণ্ড-কপর্দ্দক, শ্মশানদগ্ধকাষ্ঠ, শুষ্ককাষ্ঠ, তৃণরাশি, ও কুশরাশি তাহার নেত্রপথে পতিত হইল এবং সদণ্ড-ধাবমান কবন্ধ, মৃতমস্তক, ভস্মযুক্ত দগ্ধস্থান, জলশূন্য তড়াগ, দগ্ধ মৎস্য, লৌহ, নির্ব্বাণ-দগ্ধ-কানন এবং গলৎকুষ্ঠী উলঙ্গ মুক্তকেশ কোন শূদ্রকে দেখিতে পাইল। আর দেখিল, যেন গুরু বিপ্র রুষ্ট হইয়া শাপপ্রদান করিতেছেন এবং কোন ভিক্ষুযোগী ও বৈষ্ণব পুরুষ তাহার প্রতি অতি-শয় রুষ্ট হইয়াছেন। কংস এইরূপ দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও পত্নীর নিকটে ঐ স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে তাহার পত্নী অমঙ্গলাশঙ্কায় প্রেমবিহ্বলচিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কংশ সভাস্থলে মঞ্চ সন্নিবেশিত ও প্রধান হস্তীকে দ্বারদেশে সংস্থাপিত করিয়া, যুদ্ধ-

বিশারদ মল্ল-সৈন্যগণকে মঙ্গলাচরণ করাইল এবং সভা সজ্জিতকরণের পর ব্রাহ্মণদ্বারা কুশলকর পুণ্য স্বস্ত্যয়ন করাইয়া যত্নসহকারে উপযুক্ত পুরোহিত-গণকে যাগে নিযুক্ত করিল। ৭০—৮২। তৎপরে তীক্ষ্ণধার খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক রমণীয় মঞ্চে সমাসীন হইয়া, যুদ্ধকোবিদ যোদ্ধৃবর্গকে যুদ্ধকার্য্যে নিয়োগ করিল এবং রাজেন্দ্রগণ, ব্রাহ্মণগণ, মুনীন্দ্রগণ ও ধর্ম্মিষ্ঠ রণকোবিদ সুহৃদ্গণ তৎকর্ত্তৃক যথাস্থানে উপবেশিত হইলেন। নারদ! অনন্তর গোবিন্দ বলদেবের সহিত আগমন করিয়া, ধনুগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক অনায়াসে মহেশ্বরের সেই ধনু ভগ্ন করিলেন। সেই সময়ে তাহার শব্দে মথুরাস্থিত যাবতীয় লোক বধির হইয়া পড়িল এবং কংসের বিষাদ ও বসুদেব-দেবকীর পরম আনন্দ উপস্থিত হইল। পরে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারস্থিত গজ ও প্রধান মল্লকে নিহত করিয়া, সভা-মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তখন যোগিপুরুষসকল সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর দেব শ্রীকৃষ্ণকে হৃৎপদ্মমধ্যে ও বাহিরে একরূপ দর্শন করিতে লাগিলেন এবং সভাসদ্ রাজগণ, দণ্ডধারী শাস্তা রাজেন্দ্রস্বরূপ ও বসুদেব-দেবকী দুগ্ধমুখ স্তনান্ধ বালকরূপ দর্শন করিলেন। আর কামিনীগণকর্ত্তৃক সেই কৃষ্ণ কোটিকন্দর্পের লাবণ্যলীলার আধাররূপে, কংসকর্ত্তৃক কালপুরুষরূপে ও কংসের বান্ধবগণকর্ত্তৃক বৈরীরূপে দৃষ্ট হইলেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ, মুনিগণ বিপ্রগণ পিতা-মাতা গুরুকে প্রণাম করিয়া হস্তে সুদর্শন ধারণপূর্ব্বক কংসাধিষ্ঠিত মঞ্চের নিকটে গমন করিলেন। ৮৩—৯১। তখন ভূপতি কংস সমুদয় বিশ্ব কৃষ্ণময় এবং সম্মুখে হীরাহার-বিভূষিত রত্নযান দর্শন করিতে লাগিল। মুনে! ভক্তজনের বন্ধু কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদর্শনে কৃপা করিয়া মঞ্চ হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক অনায়াসে কংসকে বিনাশ করিলে, কংস দিব্যরূপ ধারণ করত আনন্দে স্ফীত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিল এবং তাহার শরীর হইতে পরম তেজ নির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে লীন হইল। পরে কৃষ্ণ, কংসের সৎকার-নির্ব্বাহান্তে ব্রাহ্মণগণকে ধন দানপূর্ব্বক ধীমান্ উগ্রসেনকে রাজ্য ও রাজচ্ছত্র দান করিলেন। তখন চন্দ্রবংশ-সমুদ্ভব উগ্রসেন নৃপেন্দ্র হইলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইল; কংসের মাতা ও পত্নীবর্গ বিলাপ করিতে লাগিল এবং তাহার বান্ধবগণ, মাতৃবর্গ, ভগিনী ও ভ্রাতৃকামিনী বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিল;—হে রাজেন্দ্র! একবার আমাদিগকে দর্শন দাও; তুমি নৃপাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজ্য, ধন, বান্ধব ও সৈন্য-গণকে রক্ষা কর। হে মহাবলিষ্ঠ! তুমি অনাথ বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে? যিনি ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্ত চরাচরাধার অসংখ্য বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন; ব্রহ্মা, মহেশ্বর, অনন্তদেব, ধর্ম্ম, সূর্য্য, গণপতি, মুনীন্দ্রগণ ও দেবেন্দ্র, দিবারাত্রি যাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন; দেবগণ সরস্বতী ও প্রকৃতি দেবী সভয়ে যে শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া থাকেন; যিনি স্বেচ্ছাময় নিরীহ, নির্গুণ, নিরঞ্জন, পরাৎপরতর, পরমাত্মা, ঈশ্বর এবং যিনি নিত্য ও জ্যোতিঃস্বরূপ; ভক্তের প্রতি অনুগ্রহবশতই যাঁহার শরীরধারণ; যিনি নিত্যানন্দ, নিত্য, নিত্যবিগ্রহ ও অক্ষয়; সেই মায়েশ্বর ভগবান্ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ, পৃথিবীর ভারাবতারণার্থ মায়াবলে গোপবালকবেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ৯২—১০৪। সেই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যাহাকে বিনষ্ট করেন, অপর কোন পুরুষই তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ নন এবং তিনি যাহাকে রক্ষা করেন, কেহই তাহার বিনাশে সমর্থ হয় না। হে মহামুনে! কংসের আত্মীয়বর্গ সকলে এইরূপ বলিয়া বিরত হইলেন; পরে তাহার স্বর্গার্থে বহুতর ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে প্রচুর ধন দান করিলেন। তৎকালে ভগবান্ সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণও পিতা-মাতার নিকটে গমনপূর্ব্বক লৌহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করিলেন। তৎপরে সেই দেবগণের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, পিতামাতাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বিনতকন্ধরে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন,—হে পিতঃ! হে মাতঃ! যে ব্যক্তি পিতা, মাতা এবং বিদ্যাদাতা ও মন্ত্রদাতা গুরুকে পোষণ না করে, সেই মূঢ় যাবজ্জীবন অশুচি। সমুদয় পূজ্য ব্যক্তি অপেক্ষা পিতা পরম পূজ্য ও পরম গুরু এবং গর্ভধারণ ও পোষণ নিমিত্ত পিতা অপেক্ষাও মাতা শতগুণে অধিক গরীয়সী। মাতা পৃথিবীরূপা ও সর্ব্বাপেক্ষা হিতৈষিণী; এই ভূমণ্ডলে সকলেরই মাতা হইতে পরম বন্ধু আর কেহই নাই। কেবল বিদ্যা ও মন্ত্রদাতা, মাতা অপেক্ষাও পরমগুরু; তাঁহাদিগের তুল্য বন্দনীয় ও পূজনীয় কেহই নাই; তাঁহারা দেবতাস্বরূপ। হে মুনে! এই বলিয়া বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় প্রণাম করিলে, তাঁহার পিতা-মাতা সাদরে সেই রাম-কৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক মিষ্টান্ন ও পায়স ভোজন করাইয়া পরে নন্দ এবং গোপগণকেও পরমাদরে ভোজন করাইলেন। অনন্তর বসুদেব ব্রাহ্মণগণদ্বারা মঙ্গলানুষ্ঠান করাইয়া

ভূরি ব্রাহ্মণভোজন করাইলেন এবং সেই ব্রাহ্মণদিগকে সানন্দে প্রভূত ধন বিতরণ করিলেন। ১০৫—১১৫।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন; অনন্তর কৃষ্ণ-বলরাম শোকার্ত্ত পিতা নন্দকে আধ্যাত্মিকাদি দিব্য যোগ বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাকে আধ্যাত্মিকাদি যোগ দানান্তে পুনরায় পুত্র-বিচ্ছেদে কাতর হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে দেখিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন, পিতঃ নন্দ! সানন্দে মদ্বাক্য শ্রবণ করত শোক ত্যাগ করিয়া আনন্দ লাভ কর। আমি পূর্ব্বে পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মা, অনন্তদেব, গণেশ, কামদেব, সূর্য্য, মুনীন্দ্রগণ ও যোগীন্দ্রগণকে যে জ্ঞান দান করিয়াছি, এক্ষণে আমি তোমাকে সেই জ্ঞান দান করিতেছি, গ্রহণ কর। হে তাত! কে কাহার পুত্র? কে কাহার পিতা? বা কে কাহার মাতা? সকলে কেবল পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে সংসারক্ষেত্রে যাতায়াত করে। জীবগণ কর্ম্মানুসারে স্থানবিশেষে জন্ম লাভ করে এবং নিজ নিজ কর্ম্মবলেই কেহ বিধাতার পত্নীতে, কেহ ইন্দ্রপত্নীতে, কেহ নৃপ-স্ত্রীতে, কেহ দ্বিজপত্নীতে, কেহ ক্ষত্রিয়ার গর্ভে, কেহ বৈশ্যার গর্ভে, কেহ শূদ্রযোনিতে কেহ তির্য্যগ্‌যোনিতে ও কেহ বা পশ্বাদিযোনিতে সমুৎপন্ন হয়। পিতঃ! সকলে আমারই মায়াপ্রভাবে বিষয়ভোগে আনন্দিত এবং বান্ধব, প্রজা, ভূমি ও ধনাদিবিচ্ছেদে মরণাদি জ্ঞানে বিষণ্ণ হইয়া থাকে; কিন্তু মূঢ় ব্যতীত মদ্‌যাজী বিজিতেন্দ্রিয় মন্মন্ত্রো পাসক মৎসেবানিরত সতত পবিত্র ভক্তিযুক্ত মদ্ভক্ত জ্ঞানী পুরুষ কখন শোকান্বিত হয় না। আমার ভয়ে বায়ু নিরন্তর বিচরণ, চন্দ্র-সূর্য্য সময়ে কিরণ দান, ইন্দ্র কালভেদে বর্ষণ, বহ্নি দাহ, মৃত্যু জন্তুগণে সঞ্চরণ ও বৃক্ষ সকল কালে পুষ্প-ফল ধারণ করিতেছে। ১—১২। ব্রজরাজ! আমারই শাসনে বায়ু নিরাধারে অবস্থান করিতেছে। সেই বায়ু কূর্ম্মাধার, কূর্ম্ম অনন্তদেবের আধার, অনন্তদেব পর্ব্বতনিচয়ের আধার ও পর্ব্বত সকল সপ্তপাতালের আধার। হে জ্ঞানিন্! তদুপরি নিশ্চল জল; বসুন্ধরা নিশ্চল জলেই অবস্থিতা। সেই বসুন্ধরা সপ্তস্বর্গের আধার ও জ্যোতিশ্চক্র গ্রহগণের আধার; আর ব্রহ্মাণ্ডাতীত বৈকুণ্ঠ নিরাধার। সেই বৈকুণ্ঠের পঞ্চাশৎকোটিযোজন ঊর্দ্ধে রত্নসারবিনির্ম্মিত নিরাশ্রয় গোলোকধাম বিরাজ করিতেছে। উহা সপ্তদ্বার,সপ্তসার ও সপ্তপরিখাসংযুক্ত, উহাতে লক্ষপ্রাকার ও বিরজা-নদী শোভিত হইতেছে। উহা শতশৃঙ্গনামক মনোহর রত্নশৈলে বেষ্টিত; ঐ শৈলের সমুজ্জ্বল এক এক শৃঙ্গ অযুতযোজনপরিমিত; সেই শতশৃঙ্গশৈলের পরিধি শতকোটিযোজন ও উচ্চতা তদপেক্ষা শতগুণ; উহা প্রস্থে লক্ষযোজন বিস্তৃত। ঐ পর্ব্বতে অমূল্য-রত্ননির্ম্মিত চন্দ্রবিম্ববৎ গোলাকার অযুতযোজন-বিস্তীর্ণ রাসমণ্ডল বিরাজমান রহিয়াছে। উহা সহস্র পুষ্পিত কল্পবৃক্ষ, মনোহর শত পুষ্পোদ্যান ও নানাবিধ পুষ্প-বৃক্ষসমূহে বেষ্টিত। ঐ রাসমণ্ডলে ত্রিকোটি রত্নভবন এবং অসংখ্য রত্নপ্রদীপ ও রত্নকুম্ভ সকল শোভমান হইতেছে; উহা লক্ষগোপীকর্ত্তৃক নিরন্তর পরি-রক্ষিত। ১৩—২২। উহাতে নানাপ্রকার ভোগ্য-বস্তু, শত শত মধুবাপী, শত শত পীযুষবাপী বিদ্যমান আছে; অসংখ্য কামোপভোগযোগ্য বহু বস্ত্র দ্বারা উহা পরিপূর্ণ। ব্রজেশ্বর! সেই গোলোকস্থিত গৃহসংখ্যা বর্ণনে কোন বিচক্ষণ বেদবিদ্বান্ ব্যক্তি বা স্বয়ং বেদও সমর্থ নন। ঐ গৃহসমূহের মধ্যে অতি রমণীয় রাধা-শিবির ত্রিকোটি অমূল্য রত্নাভরণে নিরন্তর শোভিত হইতেছে। সেই শিবির, অমূল্য রত্নকলসনিকরে সমুজ্জ্বল, রত্নদর্পণনিচয়ে পরিপূর্ণ ও অমূল্য রত্নস্তম্ভ-সমূহে বিরাজিত রহিয়াছে। মাণিক্যমুক্তাসংযুক্ত হীরাহারসমন্বিত সেই শিবির নানাপ্রকার চিত্র-বিচিত্র শ্বেতচামরনিকরে অনির্ব্বচনীয় শোভাসম্পন্ন। উহাতে রত্নপ্রদীপ সকল নিরন্তর প্রজ্জ্বলিত হইতেছে; উহার সোপান সমুদয় রত্নময় এবং স্থানে স্থানে অমূল্য রত্নপাত্র ও অপূর্ব্ব শয্যাসমূহ বিরাজ করিতেছে। চিত্র-বিচিত্র অমূল্য রত্নপ্রাকারত্রয় ও পরিখাত্রয়ে উহা পরিবেষ্টিত; উহাতে দুর্গম দ্বারত্রয় বিদ্যমান আছে। সেই শিবিরের ষোড়শ কক্ষা; ঐ কক্ষা সকলের প্রতিদ্বারে নিযুক্ত ষোড়শলক্ষ গোপিকা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। শিবিকার অভ্যন্তরে তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভ শতচন্দ্রসমপ্রভ রাধিকার কিঙ্করীবর্গ অবস্থান করিতেছে; উহাদের পরিধান বহ্নিবিশুদ্ধবস্ত্র ও সর্ব্বাঙ্গ রত্নভূষণে ভূষিত। ২৩—৩২। রাধাভবনের অমূল্যরত্ননির্ম্মিত সুমনোহর প্রাঙ্গণ, অমূল্য রত্নস্তম্ভ-সমূহে সুশোভিত; ঐ প্রাঙ্গণে ফল-পল্লব-সংযুত রত্নময় মঙ্গল কুম্ভসমূহ ও মুক্তাশ্রেণী-বিরাজিত রত্ন-বেদীসকল শোভা পাইতেছে এবং কোন কোন স্থানে অমূল্য রত্নদর্পণ ও কোন কোন স্থানে অমূল্য রত্ন-নির্ম্মিত মনোহর আভরণসকল শোভমান হইতেছে; তন্মধ্যে কোটি পূর্ণশশধরের ন্যায় শোভান্বিতা শ্বেত-

চম্পকসন্নিভা রাধিকা রত্নসিংহাসনে সমাসীনা হইয়া লক্ষ গোপীকর্তৃক সেবিতা হইতেছেন। তিনি অমূল্য রত্ননির্ম্মিত ভূষণ ও রত্নময় বসনে বিভূষিতা; তাঁহার বামকরে রত্নদর্পণ ও দক্ষিণ হস্তে মনোহর রত্নপদ্ম বিরাজ করিতেছে। তিনি মৃগমদ ও চন্দনবিন্দুশোভিত দাড়িম্বকুসুমাকার মনোহর সিন্দূরবিন্দু এবং মালতী-মালামণ্ডিত বামবঙ্কিম মুনীন্দ্রমনোহারী কবরীভার ধারণ করিতেছেন। সেই গোলোকধামে এবম্ভূতা রাধিকা, সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার তুল্য অমূল্য রত্ননির্ম্মিত ভূষণনিবহে বিভূষিতা গোপীগণকর্ত্তৃক শ্বেত-চামর দ্বারা পরিসেবিতা হইয়া থাকেন; দেবীপ্রবরা সেই রাধিকাই আমার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, পিতঃ! সেই রাধিকা এক্ষণে শ্রীদামের শাপবশতঃ বৃষভানুর কন্যারূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন; সেই শাপহেতুই আমার সহিত তাঁহার শতবর্ষ বিচ্ছেদ হইবে; আমি সেই সময়েই ভূভার হরণ করিয়া তাঁহার সহিত পুনরায় গোলোকে গমন করিব; এক্ষণে তুমি ব্রজ-ধামে গমন কর। ৩৩—৪৩। আমি তোমার সহিত এবং যশোদা, গোপগোপিকাগণ, বৃষভানু, তৎপত্নী কলাবতী ও বান্ধবগণের সহিত সেই গোলোকধামে মিলিত হইব। হে মহাভাগ নন্দ! তুমি এই বৃত্তান্ত মাতা যশোদার নিকটে সানন্দে প্রকাশ করিও; এক্ষণে শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রজবাসীদিগের সহিত ব্রজে গমন কর। পিতঃ! আমিই সমুদয় জীব-গণের আত্মা; আমি তাহাদিগের অভ্যন্তরে নির্লিপ্ত হইয়া সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত আছি। জীবাত্মা আমার প্রতিবিম্ব; ইহা সর্ব্বসম্মত। প্রকৃতি মদ্বি-কারা অথবা স্বয়ং আমিই সেই প্রকৃতি; ফলতঃ দুগ্ধ ও দুগ্ধের ধাবল্যের ন্যায় আমাদিগের কিছু মাত্র ভেদ নাই। রাজন্! যেমন জল ও শৈত্যে, বহ্নি ও দাহিকাশক্তিতে, আকাশ ও শব্দে, ভূমি ও গন্ধে, শোভা ও চন্দ্রে, প্রভা ও দিনকরে এবং আত্মা ও জীবে কোন ভেদ নাই; সেইরূপ রাধিকা ও আমি পৃথক্ নহি। পিতঃ! তুমি রাধিকায় গোপিকাবুদ্ধি ও আমাতে পুত্রবুদ্ধি পরিত্যাগ কর; আমি সেই সকলের কারণ আদিপুরুষ এবং রাধিকাও সর্ব্বেশ্বরী প্রকৃতি। হে তাত নন্দ! পূর্ব্বে আমি অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার নিকটে যাহা বর্ণন করিয়াছি, তুমি এক্ষণে সানন্দে আমার সেই সুখকরী বিভূতি শ্রবণ কর। ৪৪—৫১। স্বয়ং আমিই গোলোকধামে দেবগণের মধ্যে দ্বিভুজ কৃষ্ণ এবং স্বয়ং আমি বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ বিষ্ণু ও শিবলোকে শিব। আমি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা, তেজস্বীর মধ্যে সূর্য্য, পবিত্রের মধ্যে বহ্নি, দ্রবের মধ্যে জল। আমি ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে মন, শীঘ্রগামীর মধ্যে সমীরণ, দণ্ডকারীর মধ্যে যম ও সংহারকদিগের মধ্যে কাল-স্বরূপ। আমি অক্ষরের মধ্যে অকার, বেদের মধ্যে সামবেদ, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের মধ্যে শচীপতি, ধনীর মধ্যে কুবের এবং দিগীশ্বরের মধ্যে ঈশান। আমি ব্যাপকের মধ্যে আকাশ, জীবের মধ্যে সর্ব্বান্তরাত্মা, আশ্রমের মধ্যে ব্রাহ্মণ। আমি ধনের মধ্যে সর্ব্বদুর্লভ অমূল্য রত্ন, তৈজস পদার্থের মধ্যে সুবর্ণ ও মণির মধ্যে কৌস্তুভ। আমি পূজাধারের মধ্যে শালগ্রাম, পত্রের মধ্যে তুলসী, পুষ্পের মধ্যে পারিজাত, তীর্থের মধ্যে পুষ্কর এবং বৈষ্ণবের মধ্যে সনৎকুমার, যোগীন্দ্রের মধ্যে গণেশ, সেনাপতির মধ্যে কার্ত্তিকেয় ও ধনুর্দ্ধর-গণের মধ্যে লক্ষ্মণ। আমি রাজেন্দ্রগণের মধ্যে শ্রীরাম, নক্ষত্রের মধ্যে শশী, মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ, ঋতুর মধ্যে বসন্ত, বারের মধ্যে রবিবার, তিথির মধ্যে একাদশী, সহিষ্ণুর মধ্যে পৃথিবী ও বান্ধবের মধ্যে মাতা। ৫২—৬১। আমি ভক্ষ্য বস্তুর মধ্যে অমৃত, গব্যের মধ্যে ঘৃত, বৃক্ষের মধ্যে কল্পবৃক্ষ, কামধেনুর মধ্যে সুরভি, নদীর মধ্যে পাপবিনাশিনী গঙ্গা, পণ্ডিতজনের মধ্যে বাণী ও মন্ত্রের মধ্যে প্রণব। আমি বিদ্যার মধ্যে বীজরূপ, শস্যের মধ্যে ধান্য, বনস্পতির মধ্যে অশ্বত্থ, গুরুর মধ্যে স্বয়ং মন্ত্রদাতা এবং প্রজাপতি-দিগের মধ্যে কশ্যপ। আমি পক্ষীর মধ্যে গরুড়, সর্পের মধ্যে অনন্ত, মনুজের মধ্যে মনুজাধিপ ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, দেবর্ষির মধ্যে নারদ, রাজর্ষির মধ্যে জনক ও মহর্ষির মধ্যে স্বয়ং শুকদেব। আমি গন্ধর্ব্বের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধদিগের মধ্যে কপিলমুনি, বুদ্ধিমান্দিগের মধ্যে বৃহস্পতি, কবিগণের মধ্যে শুক্র, গ্রহের মধ্যে শনি, শিল্পর মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা, মৃগগণের মধ্যে মৃগেন্দ্র ও বৃষের মধ্যে শিববাহন। আমি গজেন্দ্রের মধ্যে ঐরাবত, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী, অপ্সরার মধ্যে উর্ব্বশী, সমুদ্রের মধ্যে জলার্ণব, পর্ব্বতের মধ্যে সুমেরু। আমি রত্নসম্পন্ন বস্তুর মধ্যে হিমালয়, প্রকৃতির মধ্যে দুর্গা, দেবীর মধ্যে কমলালয়া। আমি নারীর মধ্যে শতরূপা, আমার প্রিয়াগণের মধ্যে রাধিকা, সাধ্বীর মধ্যে বেদমাতা সাবিত্রী, দৈত্যের মধ্যে প্রহ্লাদ ও বলিষ্ঠের মধ্যে স্বয়ং বলি। ৬২—৭২। আমি জ্ঞানিগণের মধ্যে ভগবান্ নারায়ণ ঋষি, বানরের মধ্যে হনূমান, পাণ্ডবের মধ্যে ধনঞ্জয়, নাগকন্যার মধ্যে মনসা, বসুর মধ্যে দ্রোণনামক বসু, জলধরের মধ্যে দ্রোণমেঘ, বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষ, কামিগণের মধ্যে কামদেব

কামুকীর মধ্যে রম্ভা ও সমুদয় লোকের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোলোকস্বরূপ। আমি মাতৃগণের মধ্যে শান্তি, সুন্দরীদিগের মধ্যে রতি, সাক্ষীর মধ্যে ধর্ম্ম, বাসরের মধ্যে সন্ধ্যা, ক্ষণের মধ্যে মাহেন্দ্রক্ষণ, রাক্ষসের মধ্যে বিভীষণ একাদশ রুদ্রের মধ্যে কালাগ্নিরুদ্র ও ভৈরবের মধ্যে সংহার ভৈরব। হে নন্দ! আমি শৈবের মধ্যে নন্দী, বনের মধ্যে বৃন্দাবন, শঙ্খের মধ্যে পাঞ্চজন্য, অঙ্গের মধ্যে মস্তক, পুরাণশাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পরম পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত, ইতিহাসের মধ্যে মহাভারত ও পঞ্চরাত্রের মধ্যে কাপিল পঞ্চরাত্র। আমি মনুগণের মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু, মুনিগণের মধ্যে ব্যাসদেব, পিতৃগণের পত্নীর মধ্যে স্বধা ও বহ্নির প্রিয়ার মধ্যে স্বাহা, যজ্ঞের মধ্যে রাজসূয়, যজ্ঞপত্নীর মধ্যে দক্ষিণা এবং শস্ত্রাস্ত্রজ্ঞের মধ্যে জমদগ্নিপুত্র মহান্ পরশুরাম। আমি পৌরাণিকের মধ্যে সূত, নীতিজ্ঞের মধ্যে অঙ্গিরামুনি, ব্রতের মধ্যে বিষ্ণুব্রত, বলের মধ্যে দৈববল, ওষধির মধ্যে দূর্ব্বা, তৃণের মধ্যে কুশ, ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে সত্য ও স্নেহ-ভাজনের মধ্যে পুত্র। ৭৩—৮৩। আমি শত্রুর মধ্যে ব্যাধি, ব্যাধির মধ্যে জ্বর এবং বরের মধ্যে আমার ভক্তি ও আমার দাস্যরূপ প্রধান বরস্বরূপে কীর্ত্তিত হই। আমি আশ্রমীর মধ্যে গৃহস্থ, বিবেকীদিগের মধ্যে সন্ন্যাসী, শস্ত্রের মধ্যে সুদর্শন, শুভাশীর্ব্বচনের মধ্যে কুশলস্বরূপ, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে মহাজ্ঞান, সুখের মধ্যে বৈরাগ্য। আমি প্রীতিকর বস্তুর মধ্যে মিষ্টবাক্য, দানের মধ্যে আত্মদান, সঞ্চয়ের মধ্যে ধর্ম্মকর্ম্মের সঞ্চয়, কর্ম্মের মধ্যে আমার পূজা, কঠোর কার্য্যের মধ্যে তপস্যা ও ফলের মধ্যে মোক্ষফল। আমি অষ্টবিধ সিদ্ধির মধ্যে প্রাকাম্য, পুরীর মধ্যে কাশীপুরী, নগরের মধ্যে কাঞ্চী ও দেশের মধ্যে বৈষ্ণবাধিষ্ঠিত দেশ। আমি সর্ব্বাধার স্থূল পদার্থের মধ্যে মহান্ বিরাট্ এবং বিশ্ব-সংসারে যাহা সূক্ষ্ম বস্তুর মধ্যে অবিনশ্বর পরমাণুরূপে গণ্য। আমি বৈদ্যের মধ্যে অশ্বিনীকুমার, ঔষধের মধ্যে রসায়ন ও বিষাদিক্ষয়কারী মন্ত্রবিদ্গণের মধ্যে ধন্বন্তরি। আমি রাগের মধ্যে মেঘমল্লার, রাগিণীর মধ্যে কামোদরাগিণী। আমার পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীদাম ও আমার বন্ধুর মধ্যে আমি উদ্ধব। আমি পশু-জন্তুর মধ্যে গো, কাননের মধ্যে চন্দন-কানন, পবিত্রের মধ্যে তীর্থস্বরূপ ও নিঃশঙ্ক প্রাণীর মধ্যে আমি বৈষ্ণব। ফলতঃ মন্ত্রোপাসক বৈষ্ণব অপেক্ষা প্রাণী আর কিছুই নাই। ৮৪—৯২। পিতঃ! আমি বৃক্ষের অঙ্কুররূপ, আমি সর্ব্ববস্তুতেই সর্ব্ববস্তুর আকরস্বরূপে বিদ্যমান; ফলতঃ যেমন বৃক্ষে ফল ও ফলে বৃক্ষের অঙ্কুর, সেইরূপ আমিও নিরন্তর সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বভূতও আমাতে অবস্থিত কিন্তু আমিই অর্ব্বকারণের কারণ-স্বরূপ, আমা কারণ কিছুই নাই। আমিই সকলের ঈশ্বর সর্ব্বপালক; আমার পালনকারী কেহই নাই আমিই কার্য্য ও আমিই কারণ। এই নিমিত্ত মনীষিগণ আমাকে সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ববীজ বলিয়া কীর্ত্ত করেন। পাপী সকল মদীয় মায়ায় বিমোহিত হই আমাকে বিদিত হইতে পারে না; সুতরাং সেই বিধি বঞ্চিত পাপগ্রস্ত জীব, দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ সর্ব্বজন্তু অন্তরাত্মাস্বরূপ আমাকে অনাদর করায়, স্বয়ং স্বী আত্মারই অনাদর করিয়া থাকে। তাত! যে স্থানে আমার অধিষ্ঠান, ক্ষুৎপিপাসাদি মৎশক্তিসমূহেরও সেই স্থানে প্রকাশ হইয়া থাকে; সুতরাং আমি মনুষ্যদেহে গমন করিবামাত্র, সেই শক্তিসমুদায়ও তথায় অনুগত ব্যক্তির ন্যায় গমন করিয়া থাকে হে ব্রজেশ্বর তাত নন্দ! তুমি এই জ্ঞানোপদেশ পরিজ্ঞাত হইয়া, ব্রজে গমন কর এবং তথায় উপস্থিত হইয়া, রাধিকা ও যশোদাকে এই জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিও। অনন্তর ব্রজরাজ নন্দ শ্রীকৃষ্ণ হইতে এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া, অনুগত গোপবৃন্দের সহিত ব্রজধামে গমনপূর্ব্বক যোষিৎপ্রধানা রাধিকা ও যশোদার নিকটে সেই জ্ঞানোপদেশ বর্ণন করিলেন। হে নারদ! তখন তাঁহারা সকলে সেই মহাজ্ঞানবলে শ্রীকৃষ্ণকে নির্লিপ্ত মায়াযুক্ত মহেশ্বর পরমব্রহ্ম বিবেচনা করিয়া শোকশূন্য হইলেন। পরে ব্রজরাজ নন্দ যশোদাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া,পুনর্ব্বার পরমানন্দময় নন্দনন্দন মাধবের সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক পূর্ব্বে ব্রহ্মা যাহা দানে করিয়াছিলেন সেই সামবেদোক্ত স্তোত্রে তাঁহাকে স্তব করিলেন এবং পুত্রের সম্মুখে অবস্থানপূর্ব্বক বারংবার রোদন করিতে লাগিলেন। ৯৩—১০৩।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন;—নারদ! যে পরমাত্মা পরম পুরুষ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ-বিতরণে তৎপর, যিনি ভূভারহরণার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি নির্গুণ প্রকৃতি হইতেও পরাৎপর, ব্রহ্মা মহেশ্বর ও অনন্তদেব যাঁহাকে নিরন্তর বন্দনা করেন, সেই পরমানন্দময় পরিপূর্ণতঃ জগৎপতি পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, গোকুল হইতে সমাগত বিরহজ্বর-কাতর নন্দের স্তব শ্রবণে তুষ্ট হইয়া

তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। পিতঃ নন্দ! তুমি এক্ষণে আমার নিকটে শোকগ্রন্থি-বিনাশক পরম সত্য-জ্ঞান শ্রবণ করিয়া ভ্রম-শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রজধামে গমন কর। ব্রজেশ্বর! বায়ু, ক্ষিতি, আকাশ, জল ও তেজ; এই পঞ্চপদার্থই বেদে পঞ্চভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাত! সমুদয় জীবগণের দেহ সেই পঞ্চভূত হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া পাঞ্চভৌতিক নামে বিখ্যাত ও কৃত্রিম; জীবগণ আমারই মায়াবলে মিথ্যা ভ্রান্ত হইয়া আত্ম-পর জ্ঞান করিয়া থাকে; সেই ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতই সতত সর্ব্বদেহীর মায়াসঙ্কেতরূপ ভ্রমাত্মক দেহসংজ্ঞা ধারণ করিতেছে। পিতঃ! কে কাহার পুত্র? কে কাহার পিতা? কে কাহার স্ত্রী? কে বা কাহার পতি? সকলেই কেবল নিজ নিজ কর্ম্মবলে বারংবার জন্ম লাভ করত নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। কর্ম্মানুসারেই প্রাণিগণ জন্ম গ্রহণ করে ও কর্ম্মানুসারেই বিলীন হয় এবং কর্ম্মপ্রভাবেই তাহাদিগের সুখ, দুঃখ, ভয় ও শোক উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১—৯। কর্ম্মানুসারে কেহ কেহ স্বর্গে, কেহ কেহ ব্রহ্ম-গৃহে, কেহ কেহ বিপ্র-গৃহে, কেহ কেহ ক্ষত্রিয়যোনিতে, কেহ কেহ বৈশ্যজাতিতে ও কেহ কেহ বা শূদ্রজাতিতে উৎপন্ন হয়। স্ব স্ব কর্ম্মনিবন্ধন কেহ কেহ অতি নীচযোনিতে, কেহ কেহ পশু বা পক্ষিযোনিতে জন্ম লাভ করে এবং কেহ কেহ ক্ষুদ্র জন্তু ও কেহ কেহ বা বিষ্ঠার কৃমি হইয়া থাকে। তাত! সকলেই স্বীয় কর্ম্মানুসারে পুনঃপুনঃ এইরূপে ভ্রমণ করে। কেবল মৎপ্রিয় মদ্ভক্ত ব্যক্তিই কর্ম্ম নির্ম্মূল করিতে পারে। ব্রজেশ্বর! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, ক্রমে এই যুগচতুষ্টয় নিরূপিত আছে। এইরূপ পঞ্চবিংশসহস্র যুগের অবসান হইলে এক মনুর পতন হয়; মনুর তুল্যই ইন্দ্রের পরমায়ু। চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের জীবনকালই ব্রহ্মার একদিন বলিয়া অভিহিত আছে। কালজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁহার রাত্রিও এইপরিমিত নির্ণয় করিয়াছেন। এইরূপ দিনানুসারেই তাঁহার মাস ও বর্ষ স্থিরীকৃত হইয়াছে; এইরূপ শতবর্ষ ব্রহ্মার পরমায়ু নিরূপিত আছে; কিন্তু আমার নিমেষমাত্রে সেই ব্রহ্মার পতন হইয়া থাকে। পিতঃ! ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমুদয় পদার্থই মিথ্যা, কেবল ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ পরমাত্মা আমিই সত্য। আমার মন্ত্রোপাসক ভক্ত ধরাধামে দেহ ত্যাগপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বকর্ম্মবন্ধন ছেদন করিয়া গোলোক ধামে গমন করিয়া থাকে, সেই মদ্ভক্ত পুরুষ—জন্ম-মৃত্যু-জরা-বিবর্জ্জিত নিত্য দেহ লাভ করে; অসংখ্য ব্রহ্মার পতন হইলেও তাহার আর পতন হয় না। নন্দ! আমার ভক্তগণের কখনই অশুভ হয় না, কারণ আমার সুদর্শনচক্র নিত্যই তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকে। ১০—২০। আমার ভক্ত আমা অপেক্ষা বলবান্; যদিচ আমি কখন চিন্তিত হই; কিন্তু আমার ভক্তের কখনই চিন্তা উপস্থিত হয় না; কারণ আমিই তাহার স্বামী; কিন্তু আমার স্বামী বা পিতা মাতা কেহই নাই। এক্ষণে তুমি পুত্রবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মরূপী আমাকে ভজনা কর; তাহা হইলেই কর্ম্মপাশ ছেদন করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মলোকে গমন করিবে। ব্রজেশ্বর! এক্ষণে তুমি সমাগত-সর্ব্বজনসমভিব্যাহারে ব্রজধামে গমনপূর্ব্বক যশোদা ও গোপগোপীগণের নিকটে এই জ্ঞানবিষয় বর্ণন কর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সভাস্থলে এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে, ব্রজরাজ নন্দ আনন্দপূর্ণহৃদয়ে পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কৃষ্ণ! তুমি পরমানন্দজনক বেদনিচয়ের স্রষ্টিকর্ত্তা; আমি অতি মূঢ়; অতএব আমি যে প্রকারে তোমার পরমপদলাভে সমর্থ হই, তদনুরূপ সাংসারিক জ্ঞান আমাকে প্রদান কর। তখন সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নন্দের বাক্য শ্রবণে স্বয়ং বেদাতীত আহ্নিক-কৃত্য বর্ণন করিতে লাগিলেন। ২১—২৬।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

ভগবান্ বলিলেন, হে নন্দ! বেদপুরাণে দুর্লভ সু-গোপনীয় পরমাদ্ভুত জ্ঞানবিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রজেশ্বর! মুক্তিপথের অর্গলস্বরূপ ভ্রম-মায়াময়ী কুলটা রমণীকে কখনই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে; উহারা হরিভক্তিরসাদির বিরুদ্ধাচারিণী এবং হরিভক্তিবিনাশের বীজরূপা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মদ্ভক্ত গৃহী নিত্য প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানানন্তর রাত্রিবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক হৃৎপদ্মমধ্যে অভীষ্টদেব ও ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুদেবকে চিন্তা করিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে নির্ম্মল জলে স্নান করিবে। সুবোধ ভক্ত কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তিপ্রার্থী হইলে কোনরূপ সঙ্কল্প করিবে না। পরে স্নানান্তে হরি স্মরণ ও সন্ধ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক গৃহে গমন করিবে। পাদ প্রক্ষালন ও ধৌত বস্ত্রযুগ্ম পরিধান করিয়া গৃহে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য। অনন্তর শালগ্রাম, মণি, যন্ত্র, প্রতিমা, জল, বিপ্র, গুরু, গোষ্ঠ বা চন্দননির্ম্মিত অষ্টদল পদ্মে মুক্তির কারণ পরমাত্মা আমাকে পূজা করিবে। ব্রতী ব্যক্তি শালগ্রাম ও

জল ভিন্ন সর্ব্বত্রই আবাহনপূর্ব্বক মন্ত্রানুরূপ ধ্যান করিয়া ভক্তিসহকারে মূল মন্ত্রদ্বারা ষোড়শোপচার-দানে আমার অর্চ্চনা করিবে। পরে সেই সাধক—শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম, বীরভানু ও শূরভানু, এই পঞ্চ গোপ, সুনন্দ, নন্দ, কুমুদনামক পার্ষদ, সুদর্শন আর লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, রাধা, গঙ্গা, বসুন্ধরা, গুরু, তুলসী, শম্ভু, কার্ত্তিকেয় ও বিনায়কের পূজা করিবে। ১—১২। সুধী ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে বিঘ্নবিনাশজন্য গণেশ, দিনেশ্বর, বহ্নি, বিষ্ণু, শিব ও শিবার পূজা করিয়া, চতুর্দ্দিকে নবগ্রহ ও দিক্‌পালগণকে পূজা করিবে; এই দেবগণ কর্ম্মপাশচ্ছেদক ও মোক্ষপ্রদ বলিয়া বেদে কথিত হইয়াছেন। বিঘ্নবিনাশার্থ গণেশের, ব্যাধিনাশের জন্য সূর্য্যের, অভীষ্টপ্রাপ্তির নিমিত্ত বহ্নির, মোক্ষের জন্য বিষ্ণুর, জ্ঞানলাভার্থ শঙ্করের ও বুদ্ধিমুক্তিনিমিত্ত সুধীব্যক্তি পার্ব্বতীর পূজা করিবে; ইহাঁদিগের পূজা করিলে নিশ্চয় অন্তঃশুদ্ধি হইয়া থাকে। পরে আমার ভক্ত আমাকে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দানপূর্ব্বক মদীয় স্তোত্রকবচ পাঠান্তে গুরুকে প্রণাম ও পূজা করিয়া, পরে অন্যান্য দেবগণকে প্রণাম করিবে। এইরূপে যথাভিলষিত আহ্নিক কৃত্য ও পূজা সমাপন করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য বেদবিহিত আত্মকর্ত্তব্য পালন করিবে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, ব্যাধি-বীজস্বরূপিণী বিষ্ঠা ও ঘোর নরককারণ ব্যাধিবীজস্বরূপ মূত্র এবং লিঙ্গ ও দুঃখব্যাধিদারিদ্রদায়িনী যোনি, আর রমণীগণের উরু, মুখ স্তন, কটাক্ষ ও হাস্য দর্শন করিবে না। রমণীর রূপও বিনাশের বীজ এবং বিপদের কারণ; এজন্য তদ্দর্শন এবং দিবাভাগে স্বীয় পত্নীর সহিতও আলাপ ও সম্ভোগ ত্যাগ করা বিধেয়। একতারকান্বিত গগন দর্শন করিলে, চক্ষু ও কর্ণের পীড়া হয়; এজন্য তদ্দর্শনেও পরাঙ্মুখ হইবে; যদি দৈবাৎ দৃষ্ট হয়, তবে হরিস্মরণপূর্ব্বক সপ্তবার নারদ-নাম জপ করিবে। ১৩—২২। অস্তকালে চন্দ্র, সূর্য্য এবং মধ্যাহ্নেও ঘনাচ্ছন্ন সূর্য্য দর্শন করা নিষিদ্ধ; কেননা তাহা ব্যাধির কারণ। জলস্থ চন্দ্রসূর্য্য-দর্শনে শোক ও পরমৈথুনদর্শনে বন্ধুবিচ্ছেদ হয়, সুতরাং তাহাতে দৃষ্টিপাত করিবে না। পাপিষ্ঠের সহিত একত্র শয়ন, একত্র ভোজন, একত্র স্নান ও একত্র বসতি কর্ত্তব্য নহে; কারণ ঐ কার্য্য সকল সর্ব্বনাশের হেতু। সলিলপতিত তৈলবিন্দুর ন্যায় পাপাত্মার সহিত আলাপ, শয়ন, ভোজন, অবস্থিতি ও পাপাত্মার গাত্রস্পর্শে নিশ্চয় পাপসকল সঞ্চরণ করিয়া থাকে। হিংস্রজন্তু-সমীপে গমন দুঃখের কারণ এবং খলের সহিত মিলন কেবল শোকের হেতু; এজন্য তাহা অকর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, গো ও বিশেষ বৈষ্ণবগণের হিংসা-কর বা কোনরূপ হানিকর কার্য্য করিবে না; কারণ তাহাতে সর্ব্বনাশ হয়। দেবতা, দেবল ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের বৃত্তি বা ধনহরণে সর্ব্বনাশ হয়, সুতরাং তাহাও অকর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি স্বদত্ত বা পরদত্ত ব্রহ্মস্ব হরণ করে, সে ষষ্টিসহস্র বর্ষ বিষ্ঠায় কৃমিরূপে অবস্থান করে; পরে কোটিসহস্রবর্ষ গৃধ্র, শতজন্ম শূকর, শতজন্ম শ্বাপদ, শতজন্ম গণ্ডক, শতজন্ম ঘোটক, সপ্তজন্ম কুম্ভীর ও শতজন্ম পুংশ্চলীদিগের যোনিকীট হয়, ইহার সংশয় নাই। অনন্তর সেই পাপাত্মা শত-জন্ম পুংশ্চলীদিগের ব্রণকীট, সপ্তজন্ম গোধিকা, ত্রিজন্ম নকুল, সপ্তজন্ম ক্রূর সর্প, সপ্তজন্ম শার্দ্দূল, সপ্তজন্ম মহিষ, সপ্তজন্ম ভেড়ক ও সপ্তজন্ম ছাগল-যোনি প্রাপ্ত হয়। ২৩—৩৫। পরে পুনরায় তাহাকে সেই ব্রহ্মস্ব হরণনিবন্ধন শতজন্ম ভল্লুক, লক্ষজন্ম শৃগাল, ও বহুকাল জলৌকাদেহ ধারণ করিতে হয়। অধিকন্তু এবম্বিধ পাপাত্মাসকল ব্রহ্মার পরমায়ু পর্য্যন্ত কুম্ভীপাকনরকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। আর কেহ যদি ব্রাহ্মণ-দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহান্তে দক্ষিণা দান না করে, তাহা হইলে এক রাত্রির অবসানে দ্বিগুণ দান করিতে হয়; এবং একমাস অতীত হইলে শতগুণ, দ্বিমাস গত হইলে সহস্রগুণ ও সংবৎসর অতিক্রান্ত হইলে, দাতা নরকগামী হইয়া থাকে। আর মূর্খতা-নিবন্ধন দাতা যদ্যপি দান না করে ও গ্রহীতাও প্রার্থনায় বিরত থাকে তাহা হইলে উভয়েই নরকগামী হয় ও দাতা ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া থাকে। ব্রজেশ্বর! যে বিপ্র-হিংসা করে, তাহার বংশহানি হয় এবং সে ঐশ্বর্য্যহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া ভিক্ষুকরূপে কাল যাপন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি দেবতা বা ব্রাহ্মণ দর্শনে প্রণাম না করে, সে শোক প্রাপ্ত হয়, আর যে গুরুভক্তি না করে, তাহাকে নিশ্চয় রৌরব নরকে গমন করিতে হয়। যে দুরাচারণা নারী নিজ পতিকে হরিরূপে দর্শন না করে এবং তাহার প্রতি তর্জ্জন করিয়া থাকে, নিশ্চয় সেই মূঢ়াকে কুম্ভীপাকনরকে গমন করিতে হয়। ৩৬—৪২। রমণী স্বীয় পতির প্রতি বাক্‌তর্জ্জনে কাক, হিংসাতে শূকর, কোপপ্রকাশে সর্প, দন্তপ্রকাশে গর্দ্দভ, কুবাক্য-প্রয়োগে কুক্কুরী, ও বিষদৃষ্টিতে অন্ধরূপে সঞ্জাতা হয়; আর পতিব্রতা কামিনী পতির সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করে। যে ব্যক্তি, শিব, দুর্গা, গণপতি, সূর্য্য, বিপ্র, বৈষ্ণব ও বিষ্ণুর নিন্দা করে, সেই মূঢ় মহা-রৌরব নরকে গমন করিয়া থাকে। পিতা, মাতা,

পুত্র, সাধ্বীভার্য্যা, গুরু ও অনাথা ভগিনী আর অনাথা কন্যাকে অন্ন দান না করিলে, নরকগামী হইতে হয়। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রযোনিজ মানবগণ যদি বিপ্রভক্তি ও হরিভক্তিবিহীন ও যুবতিগণ যদি পতিভক্তিশূন্য হয়, তাহা হইলে সেই অধম মনুষ্যগণ নিশ্চয় নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। যে সকল বিপ্র, নিত্য শালগ্রামশিলারূপী হরির চরণামৃত পান ও বিষ্ণুপ্রসাদ ভোজন করিয়া থাকেন, তাঁহারা তীর্থ ও বসুন্ধরা ও শত পূর্ব্বপুরুষকে পবিত্র করেন। ব্রাহ্মণ পিতৃদেবগণের নিবেদিত মাংস ভোজন করিলে, পবিত্রতার হানি হয় না; কিন্তু বৃথামাংস ভোজনে মহারৌরবনরকে তাহাকে গমন করিতে হয়। কামতঃ মৎস্যভোজনে ব্রাহ্মণের ত্রিরাত্রি উপবাসান্তে চান্দ্রায়ণব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। হে নন্দ! যে জ্ঞান-দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ, কামতঃ মৎস্য ভোজন করে, সে সতত অশুচি থাকে ও তাহার পুরাকৃত পুণ্য বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি, মৎস্যমাংসত্যাগী ও নিত্য বিষ্ণুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করে, নিশ্চয় তাহার প্রতিপদে অশ্বমেধের ফল হইয়া থাকে। ৪৩—৫২। যাহারা একাদশী ও কৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রত পালন করে, তাহাদিগের শতজন্মকৃত পাপও বিনষ্ট হয়, এবিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। অধিক কি, তাহাদিগের বাল্য, কৌমার, বার্দ্ধক্য ও যৌবনকালে যে সমুদয় পাপাচারণ হইয়াছে, সে সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া থাকে। একাদশী ও কৃষ্ণজন্মাষ্টমীদিনে ভোজন করা ত্রৈলোক্যজনিতপাপ ভোজন, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু পীড়িত, অতি বৃদ্ধ ও বালকের পক্ষে এই নিয়ম নহে। তাহারা ব্রাহ্মণকে নিজ ভোজনোপযুক্ত ভক্ষ্য বস্তুর দ্বিগুণ দান করিলে, ঐ পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। আর যে ব্যক্তি, উপবাসে সমর্থ হইয়াও শিবরাত্রি ও শ্রীরামনবমীদিনে ভোজন করে, সে মহারৌরব নরকে গমন করিয়া থাকে। মনুষ্য অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে স্ত্রী-তৈল-মাংস-সেবনে চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হয়; সকলেরই রবিবারে মৎস্য, মাংস, মসুর, আর্দ্রক, রক্তশাক ও কাংস্যপাত্রে ভোজন পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; তাহা না করিলে নিঃসংশয় কুম্ভীপাক নরকে গমন করিতে হয়। ব্রজেশ্বর! যে ব্রাহ্মণ দৈবাৎ রজস্বলান্ন, বেশ্যান্ন ও অবীরার অন্ন ভোজন করে, সে নিশ্চয় বিষ্ঠাভোজী হইয়া থাকে এবং সে নিত্যই অশুচি, তাহার অশৌচ যাবজ্জীবন; এজন্য সে প্রতিদিন যে সকল কার্য্য করে কিছুরই ফল প্রাপ্ত হইতে পারে না। ৫৩—৬১ রমণী চতুঃপুরুষগামিনী হইলে, বেশ্যা বলিয়া গণনীয়া, দেবতা বা পিতৃকার্য্যের পাকে তাহার অধিকার থাকেনা। গ্রামযাজী ও শূদ্রশ্রাদ্ধান্নভোজীর অন্ন ভোজন করিলে চন্দ্রসূর্য্যের অবস্থানকাল পর্য্যন্ত নরকে বাস করিতে হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ, শূদ্রের শ্রাদ্ধদিবসে সেই শ্রাদ্ধীয়ান্ন ভোজন করে, তাহাদিগকে ব্রহ্মার পরমায়ুপর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে যাতনা ভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি শূদ্রের শ্রাদ্ধদিনে শূদ্রকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া স্থানান্তরেও ভোজন করে, সে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত সুরাপায়ী বলিয়া গণ্য। মসমীজীবী, অসিজীবী, দেবল, বৃষবাহক, শূদ্র-শবদাহী ও শূদ্রাপতি ব্রাহ্মণকেও শূদ্রের ন্যায় সমুদয় ব্রাহ্মণের কার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য। সন্ধ্যাবিহীন অশুচি ব্যক্তি নিত্য সর্ব্বকর্ম্মে অনর্হ, সে যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার ফলভাগী হয় না। ব্রাহ্মণ বিষ্ণুপূজাবিহীন হইলে চণ্ডালতুল্য হইয়া থাকে ও বাম-মন্ত্রোপাসক হইলে নরকগামী হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি নদীর গর্ভে ও গর্ত্তে বৃক্ষমূলে, জলসমীপে, দেবান্তিকে ও শস্যক্ষেত্রে মল ত্যাগ করিবে না। ব্রজেশ্বর নন্দ! পুরীষ ত্যাগানন্তর বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, শৌচ সাধনার্থ বল্মীক মৃত্তিকা, মূষিকোৎখাত মৃত্তিকা জলমধ্যস্থ মৃত্তিকা, শৌচাবশিষ্ট মৃত্তিকা, গৃহের লেপসম্ভব মৃত্তিকা, যাহার মধ্যে প্রাণী মৃত হইয়াছে সেই মৃত্তিকা, হলোৎখাত মৃত্তিকা, আলবাল, শস্যক্ষেত্র, বৃক্ষমূল বা নদীগর্ভ হইতে যে মৃত্তিকা উত্থিত হইয়া থাকে, এই সকল মৃত্তিকা পরিত্যাগ করিবে। ৬২—৭২। স্ত্রীলোক কুষ্মাণ্ড ছেদন ও পুরুষ দীপ-নির্ব্বাণ করিলে, সপ্ত জন্ম রোগী ও প্রতিজন্মে দরিদ্র হয়। যে ব্যক্তি, প্রদীপ, শিবলিঙ্গ, শালগ্রাম, মণি, দেবপ্রতিমা, যজ্ঞসূত্র, সুবর্ণ, শঙ্খ, হীরক, মুক্তা, গোমূত্র, গোময়, ঘৃত ও শালগ্রামশিলাতোয় ভূমিতে ত্যাগ করে। সে অধোগামী হয় সেই পাপী ক্রমে দরিদ্র, কৃপণ, কুষ্ঠী, বংশহীন, ভার্য্যাবিহীন, ভূমিবিহীন, প্রজাবিহীন, বন্ধুহীন, কুৎসিত, অন্ধ, পঙ্গু, বধির, খঞ্জ ও অঙ্গহীন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দিবাভাগে ও উভয় সন্ধ্যাকালে নিদ্রাগত হয়; বা স্ত্রী সম্ভোগ করে, সে সপ্ত জন্ম রোগী ও সপ্ত জন্ম দরিদ্র হয়। জগৎপতি সূর্য্য উদিত হইলে, যে ব্যক্তি দন্ত ধাবন করে, সেই পাপিষ্ঠ কিরূপে বলিবে যে আমি বিষ্ণুপূজা করিব? মৃত্তিকা, ভস্ম, গোময় ও বালুকাদ্বারা শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক একবার মাত্র পূজা করিলেও শতকল্প স্বর্গবাস হইয়া থাকে এইরূপে যে ব্যক্তি সহস্র শিবলিঙ্গ পূজা করে, সে বাঞ্ছিত ফল ও লক্ষ পূজা করিলে, শিবত্ব লাভ করে।

যে ব্রাহ্মণ, নিত্য শিবলিঙ্গ পূজা করেন তিনি জীবন্মুক্ত হন; আর শিব-পূজাবিহীন হইলে নরকে গমন করিতে হয়। ৭৩—৮২। যে সকল জন, সংপূজিত প্রিয়তম শিবের নিন্দা করে, তাহারা ব্রহ্মার আয়ুঃকাল পর্য্যন্ত নিরয়গামী হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। পূজিত শিবলিঙ্গে কঙ্কর থাকিলে জন্মান্তরে মহান্ধ ও কেশ বিদ্যমান থাকিলে যবনযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। শিবলিঙ্গ ক্ষুদ্র হইলে সাধক দরিদ্র ও কৃপণ হয়, কুৎসিত হইলে ব্যাধিগ্রস্থ এবং সর্ব্ব-নির্ম্মাণ-বিহীন হইলে নীচযোনিতে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। ব্রজরাজ! সমুদয় প্রিয়পাত্রমধ্যে ব্রাহ্মণ আমার অধিক প্রিয় ও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিরন্তর বক্ষঃস্থল-বাসিনী লক্ষ্মীঅধিক প্রিয়া এবং লক্ষ্মী অপেক্ষা রাধিকা, রাধিকা অপেক্ষা ভক্ত এবং ভক্ত অপেক্ষাও শঙ্কর অধিক প্রিয়। শঙ্করের তুল্য আমার অধিক প্রিয় আর কেহই নাই। যাঁহারা নিরন্তর মহাদেব, মহাদেব এই নাম উচ্চারণ করেন, আমি ঐ নাম শ্রবণলোভে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হই। আমার মন ভক্তের নিকটে, প্রাণ রাধিকার নিকটে ও আত্মা নিরন্তর শঙ্কর-স্থানে অবস্থিত; সুতরাং শঙ্কর আমার প্রাণাপেক্ষা অধিক। দেখ, যে আদ্যা নারায়ণী শক্তি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী, যে শক্তি অবলম্বন করিয়া আমি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হই, যাহার দ্বারা ব্রহ্মাদি দেবগণ সৃষ্ট হইয়াছেন, যে শক্তিবলে বিশ্ব নিরন্তর জয়যুক্ত হইতেছে, যাহা দ্বারা জগতের সৃষ্টি হইয়াছে এবং যে শক্তি ভিন্ন জগৎ ক্ষণকালও স্থায়ী হয় না, আমি সেই শক্তি শিবকে প্রদান করিয়াছি। ৮৩—৯১। সেই আদ্যাশক্তিই দয়া, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃপ্তি, তৃষ্ণা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, শান্তি, ও লজ্জার অধিদেবতা! তিনি বৈকুণ্ঠে মহাসাধ্বী লক্ষ্মীরূপে, গোলোকে সতী রাধিকারূপে ও ক্ষীরোদে মর্ত্ত্যলক্ষ্মীরূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনিই দৈন্য-দুর্গতি-নাশিনী মেনকা-কন্যা দুর্গা ও সেই দুর্গাই স্বর্গলক্ষ্মীরূপে ইন্দ্রাদি দেবগণের গৃহে গৃহে অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। তিনিই বাণী, তিনিই বিপ্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা সাবিত্রী, তিনিই বহ্নিতে দাহিকাশক্তি, ভাস্করে প্রভাশক্তি, পূর্ণচন্দ্রে শোভাশক্তি, জলে শীতলাশক্তি এবং ধরাতে শস্যপ্রসবিনা ও ধারণাশক্তিরূপে বিরাজ-মানা। তিনিই বিপ্রগণে ব্রহ্মণ্যশক্তি ও সুরগণে দেবশক্তি; তিনি তপস্বিগণের তপস্যা, গৃহিগণের গৃহদেবতা, মুক্ত পুরুষগণের মুক্তিশক্তি, সাংসারিক-গণের আশাস্বরূপা এবং মদভক্তগণের নিরন্তর আমাতে ভক্তিদায়িনী ভজনশক্তিও তিনি। সেই দুর্গাই নৃপতিগণের রাজলক্ষ্মী, বাণিজ্যকারীদিগের লভ্য-রূপিণী এবং সংসারসাগরপারবিষয়ে ভবাবতারিণী ত্রয়ীও তিনি। তিনি জ্ঞানিগণের সদ্বুদ্ধিরূপা ও মেধা-শক্তিস্বরূপিণী এবং বেদশাস্ত্রে ব্যাখ্যাশক্তি ও দাতা-গণের দাতৃতাশক্তি। তিনি ক্ষত্রিয়াদির বিপ্রভক্তি ও সতী রমণীদিগের পতিভক্তিস্বরূপা। যে আদ্যাশক্তি এবম্ভূতা, আমি সেই শক্তি শিবকে সমর্পণ করিয়াছি। নন্দ! এই আমি তোমার নিকটে সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে পুনরায় কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা কর? তুমি যে যে বিষয় প্রশ্ন করিবে, সকলের প্রত্যুত্তর দান করিব। ৯২—১০২।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

নন্দ বলিলেন; হে সর্ব্বেশ্বর! যাহাদিগের দর্শনে পুণ্য ও যাহাদিগের দর্শনে পাপসঞ্চার হয়, সেই সমুদয় আমার নিকটে প্রকাশ কর; তৎশ্রবণে আমার কৌতূহল হইতেছে। ভগবান্ বলিলেন, ব্রজরাজ! মানব সুব্রাহ্মণ, তীর্থ, বৈষ্ণব ও দেব-প্রতিমাদর্শনে তীর্থস্নানের ফল লাভ করিয়া থাকে। ভক্তিপূর্ব্বক সূর্য্য, সতী রমণী, সন্ন্যাসী, যতি, ব্রহ্মচারী, গো, বহ্নি, গুরু, গজেন্দ্র, সিংহ, শ্বেতাশ্ব, শুকপক্ষী, পিক, খঞ্জন, হংস, ময়ূর, চাস, শঙ্খপক্ষী, সবৎসা ধেনু, অশ্বত্থবৃক্ষ, পতিপুত্রবতী রমণী, তীর্থযাত্রী, প্রদীপ সুবর্ণ, মণি, মুক্তা, হীরক, মাণিক্য, তুলসী, ও শুক্ল-পুষ্প দর্শন করিলে পাপনাশ হয় এবং মানব ফল, শুক্ল ধান্য, দধি, ঘৃত, মধু, পূর্ণকুম্ভ, লাজ, (খই) রাজেন্দ্র, দর্পণ, জল ও শুক্লপুষ্পের মাল্যদর্শনে পুণ্য লাভ করিয়া থাকে। গোরোচনা, কর্পূর, রজত, সরোবর ও পুষ্পিত পুষ্পোদ্যান দর্শন করিলে পুণ্য-সঞ্চার হয়। নন্দ! শুক্লপক্ষীয় চন্দ্র, পীযূষ, চন্দন, কস্তূরী ও কুঙ্কুম দৃষ্ট হইলে মানবের পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। পতাকা, দেবার্পিত শুভ অক্ষয়বটবৃক্ষ, দেবালয় ও দেবখাত দর্শনে মনুষ্য পুণ্য প্রাপ্ত হয়। মানব, দেবাশ্রিত শুভ বট দর্শন, সুগন্ধি বায়ু সেবন ও শঙ্খ বা দুন্দুভিবাদ্য শ্রবণ করিলে সদ্য পুণ্য লাভ করিয়া থাকে। ১—১৩। শুক্তি, প্রবাল, রুদ্রাক্ষ, স্ফটিক, কুশমূল, গঙ্গামৃত্তিকা, কুশ, তাম্র, শুদ্ধ পুরাণ-পুস্তক, সবীজ বিষ্ণুমন্ত্র, স্নিগ্ধ দূর্ব্বা, অক্ষত ও রত্ন

দর্শনে পুণ্য হয়। তপস্বীদিগের স্নিগ্ধ মন্ত্র শ্রবণ এবং সমুদ্র, কৃষ্ণসার, যজ্ঞ, মহোৎসবদর্শনে মনুষ্যের পুণ্য-সঞ্চয় হইয়া থাকে। গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, গোধূলি, গোষ্ঠ, গোষ্পদ ও পক্কশস্যান্বিত ক্ষেত্র দৃষ্ট হইলে মানব পুণ্য লাভ করে। দিব্যাভরণভূষিতা সুবেশা সুবদনা শ্যামা * ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডলা † সুন্দরী পদ্মিনী রমণী, ক্ষেমঙ্করী, বেশ্যা, গন্ধ, দূর্ব্বা, অক্ষত, তণ্ডুল, সিদ্ধান্ন ও পরমান্নঅবলোকনে মনুষ্য পুণ্য লাভ করিয়া থাকে। আর কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে শুভ রাধিকা-প্রতিমাকে পূজা, দর্শন ও প্রণাম করিলে, পুনরায় জন্ম হয় না। আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমীতে হিঙ্গুল-তীর্থে শ্রীদুর্গাপ্রতিমা দর্শন করিলে পুনর্জ্জন্মের খণ্ডন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শিবরাত্রিতে উপবাস করিয়া কাশীধামে বিশ্বনাথকে দর্শন ও পূজা করে তাহার পুনর্ব্বার সংসারে আগমন করিতে হয় না; যে মানব জন্মাষ্টমীদিনে বিন্ধ্যমাধবরূপী আমাকে দর্শন, পূজা ও প্রণাম করে, তাহার পুনরায় জন্ম হয় না। ১৪—২৩। পৌষমাসের অমাবস্যারাত্রিতে যে কোন স্থানে কমলা-প্রতিমা দর্শন করিলে ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না এবং সেই দর্শকের পুত্রপৌত্র সপ্তজন্মকুবেরতুল্য ধনবান্ হয়। একাদশী-উপবাস করিয়া দ্বাদশীর দিনে প্রভাতে স্নানানন্তর কাশীধামে অন্নপূর্ণা দর্শন করিলে জন্ম খণ্ডন হইয়া থাকে। চৈত্র মাসের চতুর্দ্দশী তিথিতে পুণ্যপ্রদ কামরূপে ভদ্রকালীকে দর্শন ও প্রণাম করিলে পুন-র্জ্জন্ম হয় না। শ্রীরামনবমীদিনে অযোধ্যাতে রাম-রূপী আমাকে পূজা, প্রণাম ও দর্শন করিলে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি, গয়াধামে বিষ্ণুপদে পিণ্ড দান ও বিষ্ণুর পূজা করে, সে পিতৃ-গণকে ও আপনাকে উদ্ধার করিয়া থাকে। মানব, যদি প্রয়াগে মুণ্ডন ও পুষ্করে উপবাস করিয়া দান করে, তাহার আর জন্ম হয় না। যে উপোষিত হইয়া পুষ্করে কিম্বা বদরিকাশ্রমে স্নানানন্তর আমাকে দর্শন ও পূজা করে, তাহার পুনর্জ্জন্মখণ্ডন হয়। যে ব্যক্তি বদর-কাননে মৎপ্রতিমা দর্শনপূর্ব্বক বদরীফল সিদ্ধ করিয়া ভোজন করে, সে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। যে মানব পুণ্য বৃন্দাবনে গোবিন্দরূপী আমাকে দোলায়মান দর্শনপূর্ব্বক পূজা ও প্রণাম করে, তাহার ভববন্ধনমোচন হয়। ২৪—৩২। যে ভক্ত ভাদ্রমাসে মধুসূদনরূপী আমাকে মঞ্চস্থ দর্শনপূর্ব্বক পূজা ও প্রণাম করে, তাহার আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যে ভক্ত মানব কলিতে রথস্থ জগন্নাথকে দর্শন এবং পূজা ও প্রণাম করে, সে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়। উত্তরায়ণসংক্রান্তিতে প্রয়াগতীর্থে স্নানাচরণপূর্ব্বক আমাকে পূজা ও প্রণাম করিলে পুনর্জ্জন্মের খণ্ডন হয়। উপোষিত হইয়া কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন মদীয় মঙ্গলময়ী প্রতিমাকে দর্শন ও পূজা করে তাহার আর ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি মাঘী পূর্ণিমাতে চন্দ্রভাগা-নদীর সমীপে রাধামূর্ত্তির সহিত আমার প্রতিমূর্ত্তি মৃদুভাবে আনয়নপূর্ব্বক সেই যুগলমূর্ত্তি অবলোকন করে, তাহাকে আর সংসারে আগমন করিতে হয় না। উপোষিত হইয়া আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে সেতুবন্ধে রামেশ্বরমূর্ত্তি দর্শনপূর্ব্বক পূজা করিলে, পুনর্জ্জন্মের ক্ষয় হয়। রাত্রিকালে স্বর্গবিদ্যাধরীগণ তথায় আগমন-পূর্ব্বক বারংবার নৃত্য করিয়া থাকে এবং সেই মহা-দেবকে দর্শনজন্য বিভীষণ সমাগত হন ও গন্ধর্ব্ব-কিন্নরগণ রজনীযোগে মনোহর সঙ্গীত করে। যে ব্যক্তি কোণার্কে উত্তরায়ণে উপোষিত হইয়া দীননাথ দিনকরকে দর্শনপূর্ব্বক পূজা করে, তাহার পুনর্জ্জন্ম বিনষ্ট হয়। কৃষিগোষ্ঠ, সুবলন, কলবিঙ্ক, যুগন্ধর, বিষ্কন্দক, রাজকোষ্ঠ, নন্দক ও পুষ্পভদ্রক প্রদেশে পার্ব্বতী-প্রতিমা এবং কার্ত্তিকেয়, গণেশ, নন্দী ও শঙ্করমূর্ত্তি দর্শন করিলে পুনরায় জন্ম হয় না। ৩৩—৪২। যে ব্যক্তি উপবাস করত প্রাতঃকালে আমাকে পূজা, দর্শন ও প্রণাম করিয়া দধিপ্রাশনে পারণ করে, সে সংসার হইতে মুক্ত হয় যে পশ্চিম সমুদ্রনিকটে মণিভদ্রে ও ত্রিকূটে উপোষিত হইয়া আমাকে দর্শনপূর্ব্বক দধিপ্রাশন করে, সে মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। মদীয় প্রতিমা ও পার্ব্বতী-প্রতিমাতে জীবন্যাসপূর্ব্বক পূজা করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। শিবা-লয়, দুর্গালয়, মদীয় আলয় দান ও শিবস্থাপন করিলে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি, পুষ্পো-দ্যান, যূপ, সেতু, খাত, সরোবর এবং বিপ্রস্থাপন করে, সে সংসার হইতে নিষ্কৃতি পায়। পিতঃ! বেদ, পুরাণ, সাধুগণ, মুনিগণ ও ব্রহ্মাদি দেবগণও—ব্রাহ্মণ-স্থাপনে যে কতদূর ফল হয়, তাহা বিদিত নন। ব্রহ্মা বরং পৃথিবীর পাংশুনিকর ও বৃষ্টিবিন্দু সকল গণনা করিতে পারেন; কিন্তু বিপ্রসংস্থাপন-ফল গণনায় অসমর্থ। যে মানব, ব্রাহ্মণের জীবনো-

* শ্যামা,—যাহার বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় এবং শীতসময়ে সুখজনক উষ্ণ ও গ্রীষ্মে সুখ-শীতল যে।

† ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা,—যাহার স্তনদ্বয় সুকঠিন, নিতম্ব বিশাল ও মধ্যদেশ ক্ষীণ।

পায় বিধান করিয়া দেন। তিনি জীবন্মুক্ত হন এবং ইহকালে অচলা শ্রী ও অন্তে মুক্তিচতুষ্টয় প্রাপ্ত হইতে পারেন। সেই পুণ্যাত্মা আমার দাস্য ও ভক্তি লাভ করিয়া অনন্তকাল বৈকুণ্ঠধামে সানন্দে কালাতিপাত করে; পরমাত্মাস্বরূপী আমার যেমন পতন নাই, সেইরূপ তাহারও আর পতন হয় না। যে ব্যক্তি অষ্টমবর্ষীয়া কুমারীকে সর্ব্বাভরণে ভূষিতা করিয়া অর্চ্চনাপূর্ব্বক সুব্রাহ্মণকে দান করে তাহার দুর্গাদানের ফল লাভ হয়। ৪৩—৫২। সেই পুণ্যবান্ মানব, সমুদয় স্বর্গ অবলোকনপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে পূজিত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে আমার দাস্য লাভ করত চিরকাল আনন্দ ভোগ করে। ঐ বিবাহদর্শনেও মানব কোটিস্বর্ণদানের ফলভোগী হয় এবং ইহকালে অচলা লক্ষ্মী ও অন্তে স্বর্গ ভোগ করে। যে ব্যক্তি অনাথ দরিদ্র সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের বিবাহ দেয়, সে নিশ্চয় মোক্ষ লাভ করে। পুণ্য দিনে উপোষিত হইয়া যে মানব ভক্তিপূর্ব্বক শালগ্রামরূপী আমার প্রীত্যর্থ ছত্র বা পাদুকা দান করে, তাহার পৃথিবীদানের ফল হয়। বেদে উক্ত আছে, ব্রাহ্মণকে গজ দান করিলে সেই গজের লোমপরিমিত বর্ষ এবং গজেন্দ্রদানে তাহার চতুর্গুণ কাল আমার আলয়ে সানন্দে কাল ক্ষেপ করে। পিতঃ! শ্বেতাশ্বদানে গজদানের অর্দ্ধ ফল, অন্যপ্রকার অশ্বদানে তাহার অর্দ্ধ ফল এবং কৃষ্ণবর্ণ গোদানে গজদানের তুল্য ফল হয়। ধেনুদানে তত্তুল্য ফল ও সামান্য গোদানে তদর্দ্ধ ফল এবং সবৎসা-গো-সমূহ দানে পৃথিবীদানের ফল হইয়া থাকে। পিতঃ! মনুষ্য ভূমি দান করিলে দত্তভূমির রেণুপরিমিত বর্ষ এবং জ্ঞানদানে মহাপুণ্য সঞ্চয় করিয়া চিরকাল বৈকুণ্ঠে অবস্থান করত আনন্দ ভোগ করে। স্বর্ণদানে সম্পদ্ ও রজতদানে রাজত্ব লাভ হয় অন্নদানের ফল কত, তাহা আমিও বিদিত নই এবং বেদে ও বর্ণিত হয় নাই। ব্রজরাজ! ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইলে সর্ব্বদানের ফল হয়; সুতরাং অন্নদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান কখন হয়ও নাই, হইবেও না। ৫৩—৬২। অন্নদানে পাত্রপরীক্ষা ও কালনিয়ম নাই। পাতকী ব্যক্তিও অন্নদানের পাত্র হইয়া থাকে এবং তাহাতেও দাতার শুভ পুণ্য লাভ হয়। ভূমণ্ডলে অন্নদানই ধন্য, উহার ফলে মানব অনায়াসে বৈকুণ্ঠে গমন করে। বস্ত্র দান করিলে, সেই বস্ত্রের সূত্রপরিমিত বহুবর্ষ সুরম্য চন্দ্রলোকে ও বরুণলোকে আনন্দ ভোগ করে। যে মানব, পরমাত্মা হরি-উদ্দেশে লৌহপ্রদীপাই স্বর্ণবর্ত্তিসমন্বিত ঘৃতপ্রদীপ দান করে, সেই দাতাকে অন্ধকারময় গৃহ, যমদূত ও যমকে দর্শন করিতে হয় না; সে মদালয়ে গমন করিয়া থাকে। আর ব্রাহ্মণকে উহা প্রদান করিলে যমযাতনা প্রাপ্ত হইতে হয় না; সেই দাতা দিব্য সহস্রবর্ষ ইন্দ্রালয়ে পরম সুখে কাল যাপন করে। ব্রজরাজ! আসনদানে বস্ত্র ও পাত্রানুরূপ স্বর্গভোগ হইয়া থাকে; উত্তম আসন দান করিলে লক্ষবর্ষ ও সামান্য আসন দান করিলে তদর্দ্ধকাল স্বর্গবাস হয়। তাম্বূলদানে শতবর্ষ স্বর্গ-ভোগ হয় এবং মাল্যদানে বস্ত্র-পাত্রানুরূপ স্বর্গভোগ হইয়া থাকে, আর ফলদানফলেও ঐরূপ স্বর্গবাস করিতে পারে, সংশয় নাই। মনুষ্য, সামান্য শয্যা-দান করিলে শতবর্ষ এবং উত্তম শয্যা দানে তদপেক্ষা দ্বিগুণ কাল ও অত্যুত্তম শয্যাদানে তদপেক্ষা লক্ষগুণ কাল স্বর্গ ভোগ করিয়া থাকে। অনাথ সুব্রাহ্মণকে গৃহ দান করিলে সেই গৃহের রেণু-পরিমিত বর্ষ ইন্দ্র-লোকে পরম সম্মানে অবস্থান করে। যে মানব, বুভুক্ষিতবিপ্রদর্শনে তাহাকে অন্ন দান করে, সে পুত্র-পৌত্রবিবর্দ্ধনী অচলা সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকে। ৬৩—৭৩। ব্রজনাথ! এক্ষণে তুমি ব্রজধামে গমন কর এবং তথায় গমন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাও, তাহা হইলে নিশ্চয় স্বর্গে গমন করিবে। পিতঃ! এক্ষণে, সবৎস নিরাকুল গোগণে পরিব্যাপ্ত গোকুলধামে গোকুলবাসিগণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে; অতএব তোমার সেই ব্রজে গমন করা কর্ত্তব্য হইতেছে। নন্দ! এই আমি তোমার নিকটে সানন্দে পুণ্যজনক বিষয় বর্ণন করিলাম, আর নীচ-ব্যক্তির নিকটে যদি প্রকাশ না করা হয়, তবে সুস্বপ্ন-দর্শনও পুণ্যজনক হইয়া থাকে। কাশ্যপগোত্র, দরিদ্র, নীচ, শত্রু, অজ্ঞানী ও স্ত্রীলোকের নিকটে এবং রাত্রি-কালে উহা প্রকাশ না করিয়া দিবাভাগে সুপণ্ডিতব্রাহ্মণ-সন্নিধানে কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। দেবালয়ে দেবপ্রতিমার নিকটে এবং অশ্বত্থ, তুলসী ও বটবৃক্ষসমীপে প্রকাশ করিলে, দ্বিগুণ পুণ্যজনক হয় আর কাহার নিকটে ব্যক্ত না করিলে চতুর্গুণ পুণ্য হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সুস্বপ্নদর্শনে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করে এবং তাহার বিপুল অর্থ, পুত্র, ভার্য্যা, ভূমি, প্রজা, পরম ঐশ্বর্য্য ও সমুদয় বাঞ্ছিত বিষয় অধিক কি মোক্ষপর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। তাত! এই ত সমস্ত বর্ণন করিলাম, এক্ষণে পুনরায় কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা কর? ৭৪—৮০।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তসপ্ততিম অধ্যায়।

নন্দ বলিলেন, প্রভো! কোন্ স্বপ্নে কিরূপ পুণ্য, কোন্ স্বপ্নে প্রাধান্য ও কিরূপ স্বপ্নে সুখ লাভ হয়? আর কোন্ কোন্ স্বপ্নই বা সুস্বপ্ন? তৎসমুদয় কীর্ত্তন কর। ভগবান্ বলিলেন, তাত! বেদের মধ্যে সামবেদ প্রশস্ত, সেই সামবেদের কাণ্বশাখায় মনোহর পুণ্যকাণ্ডে পুণ্যপ্রদ যে সকল সুস্বপ্ন অভিহিত হইয়াছে, তৎসমস্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ব্রজেশ্বর! মানব যে স্বপ্নাধ্যায় শ্রবণে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করে, আমি সেই বহুপুণ্যপ্রদ স্বপ্নাধ্যায় কীর্ত্তন করিতেছি। রাত্রির প্রথম প্রহরে স্বপ্ন দর্শন করিলে সংবৎসরে, দ্বিতীয় প্রহরে দৃষ্ট হইলে অষ্টমাসে, তৃতীয় প্রহরে দৃষ্ট হইলে ত্রিমাসে, চতুর্থ প্রহরে দৃষ্ট হইলে অর্দ্ধ মাসে ও অরুণোদয়কালে স্বপ্ন দর্শনে দশাহমধ্যে তাহার ফল প্রাপ্ত হয়। আর প্রাতঃকালে স্বপ্ন দর্শনমাত্রে জাগরিত হইলে সেই স্বপ্ন তৎক্ষণাৎ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। হে তাত! চিন্তা-ব্যাধিযুক্ত মানব, দিবাভাগে মনে মনে যে সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করে, স্বপ্নযোগে তৎসমুদয়ই দর্শন করিয়া থাকে; সুতরাং সেই সকল নিষ্ফল হয়; তাহাতে সংশয় নাই। মূত্র বা পুরীষে জড়ীভূত, পীড়িত, ভয়াকুল, উলঙ্গ, বা মুক্তকেশ পুরুষের স্বপ্নজ ফল লাভ হয় না। নিদ্রালু ব্যক্তি স্বপ্নদর্শনান্তে যদি নিদ্রিত হয় অথবা বিমূঢ়তাবশতঃ রাত্রিতে তাহা প্রকাশ করে, তাহা হইলে স্বপ্নজ ফল লাভ করিতে পারে না। ১—১০। মনুষ্য কাশ্যপ গোত্রের নিকটে স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনে নিশ্চয় বিপত্তি লাভ করে এবং দুর্গতিনিকটে ব্যক্ত করিলে দুর্গতি, নীচনিকটে ব্যক্ত করিলে ব্যাধি ও শত্রুর নিকটে ব্যক্ত করিলে ভয় প্রাপ্ত হয়। আর মূর্খের নিকটে প্রকাশে কলহ, কামিনীর নিকটে প্রকাশে ধনহানি ও রাত্রিকালে প্রকাশে চৌরভয় হয়। ব্রজেশ্বর! স্বপ্নদর্শনান্তে নিদ্রাগত হইলে শোক এবং পণ্ডিতনিকটে ব্যক্ত করিলে বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ পণ্ডিত কাশ্যপ গোত্র হইলে তাহার নিকটে সুস্বপ্ন প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রজরাজ! মনুষ্য, গো, হস্তী, অশ্ব, অট্টালিকা, পর্ব্বত ও বৃক্ষে আরোহণ করা এবং ভোজন ও রোদন করা স্বপ্ন দেখিলে ধন লাভ করিয়া থাকি। আর স্বপ্নযোগে বীণা গ্রহণ করিলে শস্যপূর্ণা ভূমি লাভ করে। যদি স্বপ্নযোগে শস্ত্রাস্ত্রে বিদ্ধ ও ব্রণে ক্লিষ্ট হয় এবং গাত্রে কৃমি, বিষ্ঠা ও রুধির দর্শন করে, তাহা হইলে অর্থ লাভ হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় অগম্যা গমন করে, তাহার ভার্য্যা লাভ হয়। আর যে নরকে প্রবেশ বা মূত্রসিক্ত শুক্র পান করে, যে মানব স্বপ্নযোগে নগরে প্রবেশ কিম্বা রক্ত, সমুদ্র বা সুধা পান করে, সে বিপুল অর্থ ও শুভ বার্ত্তা প্রাপ্ত হয়। স্বপ্নে গজ, নৃপ, সুবর্ণ, বৃষভ, ধেনু, দ্বীপ, অন্ন, ফল, পুষ্প, কন্যা, পুত্র, রথ ও ধ্বজ দর্শন করিলে কুটুম্ব, কীর্ত্তি ও বিপুল সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। ১১—১৯। পূর্ণকুম্ভ, ব্রাহ্মণ, বহ্নি, পুষ্প, তাম্বুল দেবমন্দির, শুক্র ধান্য, নট ও বেশ্যা দর্শন করিলে সম্পত্তি লাভ হয়। আর মানব, গোক্ষীর ও ঘৃত দর্শনে প্রার্থনীয় বস্তু, পুণ্য ও ধন লাভ করিয়া থাকে। মানব যদি স্বপ্নে পদ্মপাত্রে পায়স, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, মিষ্টান্ন ও স্বস্তিক ভোজন করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয় রাজা হয় এবং মনুষ্য যদি স্বপ্নে, পক্ষী ও মনুষ্যমাংস ভোজন করে, তাহা হইলে তাহার বহু অর্থ, শুভ বার্ত্তা ও বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়। মানব স্বপ্নে ছত্র ও পাদুকা লাভ করিলে পথ ভ্রমণ করে, আর নির্ম্মল তীক্ষ্ণ অসি লাভে সেই রূপই ঘটনা হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে ভেলাবলম্বনে সন্তরণ করে, সে সকলের প্রধান হয় এবং ফলবান্ বৃক্ষ দর্শনে নিশ্চয় ধন লাভ করে। স্বপ্নে সর্প দৃষ্ট হইলে অর্থলাভ ও চন্দ্র-সূর্য্যদর্শনে ব্যাধি-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। যে মানব স্বপ্নে বড়বা, কুক্কুটী ও ক্রৌঞ্চী দর্শন করে, নিশ্চয় তাহার ভার্য্যা লাভ হয় এবং যে নিগড়ে বদ্ধ হয়, সে প্রতিষ্ঠা ও পুত্র লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে নদীতটে সরস বা বিশীর্ণ পদ্মপত্রে দধিযুক্তান্ন বা পায়স ভোজন করে, সে রাজা হয়। স্বপ্নে জলৌকা বৃশ্চিক বা সর্প দর্শন হইলে ধন, পুত্র, বিজয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়া থাকে। ২০—২৯। মানব যদি স্বপ্নে শৃঙ্গিগণ, দংষ্ট্রিগণ, শূকরগণ বা বানরগণ কর্তৃক পীড়িত হয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয় রাজা হয় এবং বিপুল ধন লাভ করে। যে ব্যক্তি স্বপ্নে মৎস্য, মাংস, মৌক্তিক, শঙ্খ, চন্দন, বা হীরক দর্শন করে, সে বিপুল ধন লাভ করিয়া থাকে এবং সুরা, রুধির, স্বর্ণ বা বিষ্ঠা দর্শনে ধন ও দেবপ্রতিমা বা শিবলিঙ্গ দর্শনে ধন ও জয় লাভ হয়। স্বপ্নে ফলিত বিল্ববৃক্ষ বা পুষ্পিত আম্রবৃক্ষ দর্শনে ধন এবং প্রজ্বলিত অগ্নি দর্শনে ধন, বুদ্ধি ও সম্পত্তি লাভ করে; আর আমলক, ধাত্রীফল ও উৎপল দর্শনেও ধনাগম হয়। স্বপ্নে দেবতা, দ্বিজ, গো, পিতৃগণ ও ব্রহ্মচারীর বেশধারী পুরুষ নির্জ্জনে যাহা দান করেন, তাহাই লব্ধ হয়। স্বপ্নযোগে শুক্লমাল্যানুলেপনা শুক্লাম্বরধরা রমণী যাহাকে আলিঙ্গন করে, তাহার সর্ব্বপ্রকারে সুখ ও সম্পত্তি লাভ হয়।

যে ব্যক্তি স্বপ্নে পীতমাল্যানুলেপনা পীতাম্বরধারিণী রমণীকে আলিঙ্গন করে, তাহার কল্যাণ লাভ হয়। ব্রজরাজ! স্বপ্নে ভস্ম, অস্থি ও কার্পাস ভিন্ন সমুদয় শুক্ল বস্তুই প্রশংসিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। রত্নভূষণ-ভূষিতা সজ্জিতা দিব্যাঙ্গনা ব্রাহ্মণপত্নী গৃহে উপস্থিত হইতেছেন, এবম্বিধ স্বপ্ন দর্শন করিলে নিশ্চয় পরম সম্পত্তি লাভ হয়। স্বপ্নে ব্রাহ্মণ, দেবতা, ব্রাহ্মণী ও দেবকন্যা যাহাকে কোন ফল দান করেন, তাহার পুত্র লাভ হইয়া থাকে। ৩০—৩৯। নন্দ! স্বপ্নে ব্রাহ্মণকে শুভাশীর্ব্বাদ করিতে দেখিলে তাহার পদে পদে সুখ, সম্মান ও গৌরব লাভ হয়। কেহ যদি অকস্মাৎ স্বপ্নে উৎকৃষ্টা সুরভি লাভ করে, তাহা হইলে তাহার ভূমি ও পতিব্রতা ভার্য্যা লাভ হয়। হস্তী শুণ্ড দ্বারা উত্তোলন করিয়া মস্তকে স্থাপিত করিতেছে, যদি কেহ এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহার রাজ্য লাভ হয়, ইহা বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রজরাজ! কোন ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইয়া আলিঙ্গন করিতেছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিলে নিশ্চয় তীর্থস্নানের ফলভাগী ও শ্রীযুক্ত হইয়া থাকে। স্বপ্নে ব্রাহ্মণ যে পুণ্যবান্‌কে পুষ্প দান করেন, সে জয়যুক্ত, যশস্বী, ধনী ও সুখী হয়। মানব স্বপ্নে তীর্থ ও ধৌত রত্ন-গৃহসমূহ দর্শন করিলে তীর্থস্নানের ফলভাগী, জয়যুক্ত ও ধনবান্ হইয়া থাকে। কেহ কাহাকে পূর্ণ কলস দান করিতেছে, এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলে পুত্র-সম্পত্তি ও বাসস্থান লাভ হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে কোন সুন্দরী রমণীকে হস্তে কুড়ব ও আঢ়ক ধারণ করিয়া গৃহে আগমন করিতে অবলোকন করে, তাহার নিশ্চয় লক্ষ্মী লাভ হইয়া থাকে। যে মানব কোন দিব্য স্ত্রীকে গৃহে আগমনপূর্ব্বক পুরীষ ত্যাগ করিতে দর্শন করে, তাহার অর্থলাভ ও দারিদ্র্য দুঃখ অপগত হয়। ৪০—৫৮। যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে ব্রাহ্মণীর সহিত কোন ব্রাহ্মণকে, কিম্বা পার্ব্বতীর সহিত শম্ভুকে, অথবা লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণকে নিজ গৃহে আগমন করিতে, কিম্বা কোন ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণীকে ধান্য বা পুষ্পাঞ্জলি দান করিতে দর্শন করে, তাহা হইলে সে পরম সম্পত্তি লাভ করে ও সর্ব্বপ্রকারে সুখী হয়। ব্রজরাজ! স্বপ্নে বিপ্রদত্ত মুক্তাহার, পুষ্পমালা ও চন্দন লাভ করিলে তাহার অতুল সম্পত্তি ও সর্ব্বপ্রকারে সুখ লাভ হয়। যে মানব স্বপ্নে গোরোচনা, পতাকা, হরিদ্রা, বা ইক্ষুদণ্ড লাভ করে, সেও অতুলসম্পত্তিশালী ও সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইয়া থাকে। স্বীয় মস্তকে কোন ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী ছত্র বা শুক্ল মাল্য দান করিতেছেন, যে এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে, সে রাজা হয়। পুরুষ, স্বপ্নাবস্থায় শুক্লমাল্যযুক্ত ও শুক্লগন্ধে অনুলিপ্ত হইয়া রথে অবস্থান করত দধি বা পায়স ভোজন করিলে নৃপতি হইয়া থাকে। স্বপ্নে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী সুধা, দধি, বা প্রশস্ত পাত্র যাহাকে দান করেন, সে নিশ্চয় রাজত্ব লাভ করে। যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে রত্নভূষণ-ভূষিতা অষ্টবর্ষীয়া কুমারীকে আপনার প্রতি প্রসন্না হইতে দেখে, তাহার প্রতি পার্ব্বতী পরিতুষ্টা হন; এজন্য সে যশস্বী, ধনবান্, ভূমিমান্, প্রজাবান্ ও পণ্ডিত হয়; কিম্বা মহা ধনাঢ্য অথবা রাজা হইয়া থাকে; ইহার সংশয় নাই। স্বপ্নযোগে শুক্ল বা পীতবসনধারিণী রত্নভূষণভূষিতা রমণী যাহার প্রতি সন্তোষভাবপ্রকাশ করেন, সেও পণ্ডিত হয়। ৫৯—৫৮। ঐ প্রকার নারী স্বপ্নে যে পুণ্যবান্ পুরুষকে পুস্তক দান করেন, সে বিশ্ববিখ্যাত কবীন্দ্র ও পণ্ডিতেশ্বর হইয়া থাকে। ঐরূপ রমণী পুত্রকে মাতার ন্যায় যাহাকে অধ্যয়ন করান, সেই ব্যক্তি সরস্বতীর পুত্রতুল্য হয়, তাহার সমান পণ্ডিত আর কেহই থাকে না। পুত্রকে পিতার ন্যায় স্বপ্নে যাহাকে কোন ব্রাহ্মণ পাঠ করান এবং প্রীতমনে পুস্তক দান করেন, সেও পূর্ব্ববৎ অদ্বিতীয় পণ্ডিত হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে পথিমধ্যে বা যে কোন স্থানে পুস্তক প্রাপ্ত হয়, সে পৃথিবীতলে বিখ্যাত পণ্ডিত ও যশস্বী হয়। স্বপ্নযোগে যাহাকে কোন ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী মহামন্ত্র দান করেন, সেই পুরুষ প্রাজ্ঞ,ধনবান্,গুণবান্ ও সুখী হইয়াথাকে। স্বপ্নে যাহাকে কোনও ব্রাহ্মণ মন্ত্র বা শিলাময়ী প্রতিমা দান করেন, তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে ব্রাহ্মণীগণ বা ব্রাহ্মণসমূহকে দর্শনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগের নিকটে আশীর্ব্বাদ লাভ করে, সে রাজেন্দ্র কিংবা কবিত্বশালী পণ্ডিত হয়। স্বপ্নে কোন ব্রাহ্মণ পরিতুষ্ট হইয়া যাহাকে শুক্লমাল্যযুক্তা ভূমি দান করেন, সে পৃথিবীপতি হইয়া থাকে। কোন ব্রাহ্মণ রথে লইয়া নানাপ্রকার স্বর্গ দর্শন করাইতেছেন, এইরূপ স্বপ্ন দৃষ্ট হইলে সে চিরজীবী হয়; প্রতিদিন তাহার আয়ু ও ধন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মানব যদি এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে যে, কোন ব্রাহ্মণী বা ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কন্যা দান করিতেছে, তাহা হইলে সে নিত্য ধনাঢ্য ভূপতি হয়। ৫৯—৬৮। স্বপ্নে সরোবর, সমুদ্র, নদ, বা নদী এবং শুক্লসর্প বা শুক্লপর্ব্বত দর্শন করিলে অতুলসম্পত্তিশালী হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে মৃত মানবকে দর্শন করে, সে দীর্ঘজীবী হয় এবং রোগী ব্যক্তিকে দেখিলে অরোগী, সুখীকে দেখিলে দুঃখী ও দুঃখীকে দেখিলে সুখী হইয়া থাকে। স্বপ্নে কোন দিব্যাঙ্গনা

যাহাকে বলেন, তুমি আমার স্বামী হও, সেই ব্যক্তি এইরূপ স্বপ্নদর্শনান্তে জাগরিত হইলে, নিশ্চয় রাজা হইয়া থাকে। স্বপ্নে বলিকা, ইন্দ্রধনু ও শুক্লমেঘ দর্শন করিলে ও স্ফটিকমালা প্রাপ্ত হইলে নিশ্চয় সুপ্রতিষ্ঠা লাভ হয়। স্বপ্নে কোন বিপ্র যাহাকে বলেন যে, তুমি আমার দাস হও, সেই ব্যক্তি হরিভক্তের নিকটে হরিভক্তি লাভ করিয়া বৈষ্ণব হইয়া থাকে। স্বপ্নবিদ্ পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, স্বপ্নদৃষ্ট ব্রাহ্মণ, হরি, শম্ভু, ব্রাহ্মণী, কমলা, শিবা, শুক্লবেশধারিণী স্ত্রী, বেদমাতা, জাহ্নবী, সরস্বতী, গোপিকা-বেশধারিণী বালিকা, মৎপ্রিয়া রাধিকা, বালক ও বালগোপাল-মূর্ত্তি শুভজনক হয়, তাহাতে সংশয় নাই। নন্দ! এই আমি তোমার নিকটে পুণ্যকর সু-স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম, এক্ষণে অপর যাহা শুনিতে ইচ্ছা হয়, প্রকাশ করিলে, তাহা আমি কীর্ত্তন করি। ৬৯—৭৬। নন্দ বলিলেন, হে জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ! আমি তোমার নিকটে সুস্বপ্ন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম এবং বেদসার বৈদিক নিয়ম ও নীতিসার লৌকিক নিয়ম সকলও শ্রুত হইয়াছি। বৎস! যাহাদিগের দর্শনে বা যে সকল কার্য্যানুষ্ঠানে পাপসঞ্চার হইয়া থাকে, এক্ষণে তদ্বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি; অতএব তুমি তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন কর। বেদানুযায়ী লোক সকল সংসারতাপে সন্তপ্ত হইয়া তোমার মুখে বেদশাস্ত্রোক্ত বাক্য শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকে। প্রভো! বেদমার্গানুসারী সাধুগণ, ব্রহ্মাদি, সুরগণ মুনিগণ ও নিখিল জগতের তুমিই জনক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। বৎস! আমি তোমার মুখকমল হইতে যে সপ্রমাণ বচনামৃত শ্রবণ করিয়াছি, তাহাতে আমার বিচ্ছেদ-দগ্ধ-দেহ অভিষিক্ত হইয়াছে। আমার কি অদ্ভুত অদৃষ্ট! ব্রহ্মাদি দেবগণ স্বপ্নেও সর্ব্বকামফল-প্রদ যে চরণ-কমল সাক্ষাৎ করিতে অসমর্থ, তাহাই আজ আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। দেব! অতঃপর কবে তোমার চরণ-কমল দর্শন করিব? আমি পাতকী, নিজ-কর্ম্মানুসারে মলমূত্রাকর দেহ আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বৎস! আবার কবে ঈদৃশ শুভদিন উপস্থিত হইবে যে, ব্রহ্মাদিনাথ তোমার সহিত এই পাপাত্মার পুনরায় এইরূপ কথোপকথন হইতে থাকিবে। হে কৃপানাথ পরমেশ্বর! আমি পুত্র-বুদ্ধিতে যে সমস্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া আমার সেই সকল দোষ ক্ষমা কর। হায়! ব্রহ্মা, মহেশ্বর, অনন্ত ও মুনিগণ যাঁহার চরণারবিন্দ ধ্যান করেন এবং সরস্বতী ও বেদ সকল যাঁহাকে স্তব করিতে অসমর্থ, আমি তাঁহার প্রতিই পুত্রবুদ্ধি করিয়াছি। নন্দ এইরূপ বলিয়া পুত্র-বিচ্ছেদে কাতর ও নিরানন্দ হইয়া শোকাকুলচিত্তে রোদন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন জগৎ-পতি ভগবান্ কৃষ্ণ, সন্ত্রস্ত হইয়া সযত্নে তাঁহার চৈতন্যসম্পাদনপূর্ব্বক পরম আধ্যাত্মিক জ্ঞানদান করিলেন। ৭৭—৮৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, হে পিতঃ নন্দ! হে সর্ব্ব-জনেশ্বর! তুমি সকলের প্রিয় ও সকলের শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে তুমি চেতনা লাভ করিয়া কল্যাণকর পরমজ্ঞান বিষয় শ্রবণ কর। যাহা জ্ঞানিগণের সুদুর্লভ ও বেদ-শাস্ত্রে গোপনীয়, সেই পরম আধ্যাত্মিক জ্ঞান তোমাকে প্রদান করিতেছি। নন্দ! যে জ্ঞানঅভ্যাসে মানবের জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি হয় না, এক্ষণে সমাহিত-চিত্তে সানন্দে সেই জ্ঞান শ্রবণ কর। মহারাজ! স্থির হও; ব্রজনাথ! মদ্দত্ত জ্ঞানলাভে শোকমোহ-বিবর্জ্জিত সদানন্দ হইয়া ব্রজধামে গমন কর। পিতঃ! জলবুদ্-বুদবৎ সচরাচর এই সমুদয় সংসার প্রভাতকালীনস্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা। জীবগণ মোহবশতই উহাতে আবদ্ধ। এই পঞ্চভূতাত্মক দেহও মিথ্যা কৃত্রিম; মানবগণ কেবল মায়াপ্রভাবেই সত্যজ্ঞানে ইহার গৌরব করিয়া থাকে। ১—৬। জ্ঞানহীন দুর্ব্বল মানবই নিরন্তর মায়ায় মোহিত হইয়া সর্ব্ব কর্ম্মে লোভ, মোহ, কাম ও ক্রোধে বেষ্টিত হয়। নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা, ধৃতি, শান্তি, পুষ্টি ও তুষ্টি সমুদয় জীবগণে অধিষ্ঠিত। বায়সগণ যেরূপ বৃক্ষে অবস্থান করে; সেইরূপ মন, বুদ্ধি, চেতনা, প্রাণ ও জ্ঞানরূপ দেবগণ প্রাণিসমূহে অধিষ্ঠান করিতেছেন। সর্ব্বেশ্বর আমিই জীবগণের আত্মা, শম্ভু জ্ঞান, ব্রহ্মা মন ও সনাতনী প্রকৃতি বুদ্ধিরূপা; আর প্রাণ বিষ্ণুস্বরূপ ও পদ্মা চেতনারূপিণী অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা। কিন্তু আমি অবস্থিত থাকিলেই ইঁহারা অবস্থান করেন, আর আমি গমন করিলে সকলেই গমন করিয়া থাকেন। আমাদিগের অধিষ্ঠান ভিন্ন নিশ্চয় দেহ সদ্যঃপতিত হয়; আর তৎক্ষণাৎ পঞ্চভূত পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া থাকে। তাত! মানবগণের সঙ্কেতরূপ নাম নিষ্ফল; তাহা কেবল মোহেরই কারণ; এজন্য জ্ঞানি-

গণের কিছুতেই শোক হয় না; অজ্ঞানী পুরুষেরাই শোকাভিভূত হইয়া থাকে। নিদ্রাদি সমুদয় শক্তি প্রকৃতির অংশজাত এবং লোভাদি ও অহঙ্কার অধর্ম্মের অংশ। দেহস্থিত সত্ত্বাদি গুণত্রয় যথাক্রমে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্রের অংশ। শিব জ্ঞানরূপে ও আমি নির্গুণ জ্যোতির্ম্ময় আত্মারূপে দেহমধ্যে অবস্থিত। আমি প্রকৃতির সহিত মিলিত হইলেই সগুণ হই; ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদি সকলেই সগুণবিষয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ১—১৬। ধর্ম্ম, অনন্ত, সূর্য্য ও চন্দ্র আমার অংশজাত এবং মুনি ও মন্বাদি সমুদয় দেবগণ আমার কলাংশজাত। সুতরাং সকলেই আমার বিষয়াত্মক; কিন্তু আমি সর্ব্বদেহে প্রবিষ্ট হইয়াও সর্ব্বকর্ম্মে নির্লিপ্তভাবে অবস্থিত। আমার ভক্ত পুরুষ, জন্ম, মৃত্যু, জরাশূন্য ও জীবন্মুক্ত এবং সর্ব্বসিদ্ধেশ্বর, শ্রীমান্, কীর্ত্তিমান্, পণ্ডিত ও কবি হইয়া থাকে। সর্ব্বকর্ম্মোপকারক চতুস্ত্রিংশদ্বিধ সিদ্ধিই আমার ভক্তকে স্বয়ং আশ্রয় করে; কিন্তু আমার ভক্ত সেই সিদ্ধিকে বাঞ্ছা করে না। নন্দ! এক্ষণে আমার মুখে সর্ব্বসাধনকারণ চতুস্ত্রিংশৎ প্রকার সিদ্ধি শ্রবণ ও সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণ কর। অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা, দূরশ্রবণ, দ্বারপ্রবেশ, কায়প্রবেশ, মনোযায়িত্ব, অভীপ্সিতলাভ, সর্ব্বজ্ঞত্ব, জলজ্ঞত্ব, জলস্তম্ভন, চিরজীবিত্ব, বায়ুস্তম্ভন, ক্ষুধাস্তম্ভন, পিপাসাস্তম্ভন, নিদ্রাস্তম্ভন, কায়ব্যূহ, বাক্‌সিদ্ধি, মৃতানয়ন, সৃষ্টিকরণ, প্রাণাকর্ষণ, প্রাণদান, লোভাদি ষট্‌কের স্তম্ভন, ইন্দ্রিয়স্তম্ভন ও বুদ্ধিস্তম্ভন এই চতুস্ত্রিংশদ্বিধ সিদ্ধি। ব্রজেশ্বর! ওঁ সর্ব্বেশ্বরায় সর্ব্ববিঘ্ননাশিনে মধুসূদনায় স্বাহা; এই মন্ত্র সকলেরই কল্পপাদপস্বরূপ অর্থাৎ সকলেই ইহাতে সর্ব্বপ্রকার ফল লাভ করিতে পারে। এই মন্ত্র সামবেদে উক্ত আছে, ইহা সিদ্ধগণের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতা; যোগিগণ, মুনীন্দ্রগণ ও দেবগণ ইহা দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ১৭—২৮। তাত! সাধুগণ, যদি হবিষ্যান্নভোজী হইয়া নারায়ণক্ষেত্রে এই মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে শতলক্ষ জপেই মন্ত্র সিদ্ধ হয়; অতএব তুমি কাশীধামে গমন করিয়া মণিকর্ণিকাতে এই মন্ত্র জপ কর। ব্রজরাজ! এক্ষণে নারায়ণ-ক্ষেত্র শ্রবণ কর;—জল হইতে হস্তচতুষ্টয় নারায়ণ-ক্ষেত্র; তাহার কখনই অন্যে অধিকারী নহে। ব্রজেশ্বর! এই স্থানে সজ্ঞানে মৃত্যু হইলে জীবের মুক্তি লাভ হয় এবং মন্ত্র জপে মানব জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। ব্রজনাথ! এক্ষণে ব্রজধামে গমন করিয়া ব্রজধাম পবিত্র কর। হে তাত! আর যাহাদিগের দর্শনে পাপ হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ২৯—৩৩। দুঃস্বপ্নদর্শন, পাপের বীজ ও কেবল বিঘ্নের কারণ; আর গোঘ্ন, ব্রহ্মঘ্ন, কুটিল, দেবঘ্ন, পিতৃঘ্ন, মাতৃঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যা-সাক্ষ্যপ্রদাতা, অতিথি-বঞ্চক, পাপিষ্ঠ, গ্রামযাজী, দেবদ্রব্যাপহারক, ব্রহ্মস্বহারী, অশ্বত্থঘাতী, শিবনিন্দক ও বিষ্ণুনিন্দক দুষ্টব্যক্তি; আর অদীক্ষিত, অনাচারী, ও সন্ধ্যাবিহীন দ্বিজ এবং দেবল, বৃষবাহক, শূদ্রের সূপকারক, শূদ্রের শবদাহী ও শূদ্রের শ্রাদ্ধান্নভোজী ব্রাহ্মণ, আর অবীরা ও ছিন্ননাসা নারী এবং দেবনিন্দক ও ব্রাহ্মণনিন্দক পুরুষ, পতিভক্তিবিহীনা রমণী, বিষ্ণুভক্তিবিহীন ব্যক্তি, শূদ্র, বিধবা, চণ্ডাল, ব্যভিচারিণী, নিরন্তর কোপযুক্ত দুষ্ট ব্যক্তি, ঋণগ্রস্ত, জারজ, চৌর, মিথ্যাবাদী, শরণাগত-ত্যাগী, মাংসাপহারী, বৃষলীপতি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীগামী শূদ্র, বৃদ্ধিজীবী দ্বিজ, ও চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে নরাধম অগম্যাগামী দুষ্ট ব্যক্তিকে দর্শন করিলে পাতক ও বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ৩৪—৪১। ব্রজরাজ! জননী, সপত্নী, মাতা, শ্বশ্রূ, ভগিনী, সুতা, গুরুপত্নী, পুত্রপত্নী, সহোদরপত্নী, সাধ্বী, মাতৃভগিনী, ভাগিনেয়পত্নী, মাতুলানী, নবোঢ়া, পিতৃব্যস্ত্রী, রজস্বলা, পিতৃপ্রসূ ও মাতৃপ্রসূ এই অষ্টাদশবিধ স্ত্রী সামবেদে অগম্যা ও সজ্জনগণের পরিপাল্যা বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। পিতঃ! পূর্ব্বোক্ত পাপাত্মাদিগকে দর্শন বা স্পর্শ করিলে মানব ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হয়; একারণ দৈবাদ্দর্শনে সূর্য্যদর্শনানন্তর হরিস্মরণ করা কর্ত্তব্য; আর যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক উহাদিগকে দর্শন করে, তাহারাও তাহাদিগের তুল্য হয়। ব্রজেশ্বর! এজন্য পাপভীত সাধুগণ তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। চন্দ্র সপ্তমস্থ, জন্মস্থ, দ্বাদশস্থ ও দশমস্থ থাকিলে রাহুগ্রস্ত চন্দ্র-সূর্য্যকে পণ্ডিতগণ দর্শন করিবেন না এবং চন্দ্র জন্ম নক্ষত্র বা নিধননক্ষত্রে অবস্থিত হইলে ও চতুর্থ রাশিস্থ থাকিলেও রাহুগ্রস্থ চন্দ্র-সূর্য্য সকলের অদৃশ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ভাদ্র মাসের উভয় পক্ষীয় চতুর্থীতেই চন্দ্রকে অশুদ্ধ বলিয়া মনীষিগণ তদ্দর্শন ত্যাগ করিয়াছেন, এজন্য ঐ নষ্টচন্দ্র কখনই দর্শনীয় নহে। হে নন্দ! যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ নষ্টচন্দ্র দর্শন করে, চন্দ্র অতি দুষ্কর তারাপহরণকলঙ্ক তাহাকে প্রদান করেন। মানব, অনিচ্ছায় দৈববশতঃ ঐ চন্দ্র দর্শন করিলে মন্ত্রপূত জল পান করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই সে সদ্যঃপূত ও নিষ্কলঙ্কী হইয়া মহীতলে অবস্থান করিতে পারে। এই স্যমন্তকমণির নিমিত্ত

পূর্ব্বে সিংহ প্রসেনকে ও জাম্ববান্ সিংহকে বিনাশ করিয়াছে। হে সুকুমার! তুমি রোদন ত্যাগ কর, এই মণি এক্ষণে তোমার হইয়াছে; এই মন্ত্রপূত জল সাধু ব্যক্তির অবশ্য পান করা বিধেয়। ব্রজেশ্বর! এই তোমার নিকটে জিজ্ঞাসিত বিষয় সকল কথিত হইল, এক্ষণে অপর জিজ্ঞাস্য থাকিলে ব্যক্ত কর, বলিতেছি। ৪২—৫৩।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

নন্দ বলিলেন;—হে জগৎপ্রভো! কি কারণে চন্দ্র সূর্য্য রাহুগ্রস্থ ও কিজন্য ভাদ্রমাসের উভয় পক্ষীয় চতুর্থীতে চন্দ্র দুষ্ট হন? ইহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। তুমি বেদের জনক; তোমা ভিন্ন আর কাহাকে বেদ-পুরাণ-মধ্যে গোপনীয় এই অভিলষিত বিষয় জিজ্ঞাসা করিব? ভগবান্ বলিলেন;—নন্দ! বেদবেত্তাগণ এই বাক্য প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এজন্য বক্তব্য নহে; অতএব আমাকে ক্ষমা করিয়া অন্য বিষয় প্রশ্ন কর; তোমার মঙ্গল হউক। তাত! দৈববশতঃ সংঘটিত সজ্জনের ছিদ্র আর কাহারই গূঢ়বাক্য মনীষিগণের প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। নন্দ বলিলেন, হে জগন্নাথ! ভক্তকে বঞ্চনা করিও না; কিন্তু রাহুগ্রস্থ হইলে পুণ্যপ্রদ চন্দ্র-সূর্য্যের দর্শন নিষিদ্ধ, তাহা আমার নিকটে প্রকাশ কর। ভগবান্ বলিলেন, নন্দ! যে পুরাতনী কথা শ্রবণে মানব নিষ্কলঙ্ক ও তীর্থে স্নানের ফলভাগী হয়, আমি তোমার জিজ্ঞাসিত সেই বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। মানব সমুদয় পাতকী ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া যে পাপ লাভ করে, এই অখ্যান-শ্রবণে তাহা ভস্মীভূত হয়। একদা মহাত্মা যমদগ্নি কৌতূহলান্বিত হইয়া নিজ প্রিয়া রেণুকার সহিত সানন্দে নর্ম্মদাতটে গমন করেন; পরে সেই নবোঢ়া যুবতী সুন্দরী রেণুকার সহিত সেই নির্জ্জন নর্ম্মদাতীরে বিহারে প্রবৃত্ত হন। সেই রত্নভূষণ-ভূষিতা সস্মিতা সুবেশা রেণুকা স্তনভারে ঈষৎ নম্রা ও শ্রোণিভারে জড়তান্বিতা; তাঁহার বর্ণ শ্বেতচম্পক-তুল্য ও মুখ-মণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর; তৎকালে সেই অনুপম সুন্দরী, বারংবার সেই যমদগ্নির প্রতি কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ১—১১। ব্রজরাজ! ক্রমে সেই অতি সূক্ষ্মাম্বরধারিণী কামবাণপীড়িতা রেণুকা সম্ভোগসুখে পুলকাঙ্কিত-সর্ব্বাঙ্গী ও মূর্চ্ছিতা হইলেন। তখন সেই সুগন্ধিবায়ুসংযুক্ত পুংস্কোকিল-রুতান্বিত মধুকর-ধ্বনিত রমণীয় প্রদেশে পুষ্পশয্যায় শয়ান চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গ মহারাসরস-সংপ্লুত বস্ত্র-মাল্য-ধারী মুনিবরকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া স্বয়ং ভাস্কর-দেব বলিলেন;—মুনে! তুমি জগৎপতি বেদপ্রণেতা ব্রহ্মার প্রপৌত্র এবং স্বয়ংও চতুর্ব্বেদবিহিত কর্ত্তব্যে বিশেষ নিপুণ ও সর্ব্বদা পবিত্র। তুমি বেদাঙ্গকর্ত্তা ধর্ম্মজ্ঞ, বেদবিদ্গণ-শ্রেষ্ঠ, মহা-তপস্বী, তেজস্বী এবং ব্রহ্মচারী ও সুব্রতী। মুনিবর! যুষ্মদ্বিধব্যক্তির প্রণীত শাস্ত্রপাঠে অন্যে পণ্ডিত হইয়া থাকে; অতএব তুমি ত বিদিত আছ যে, বেদবিহিত কার্য্য করিলেই ধর্ম্ম এবং তদ্বিপরীতাচরণেই অধর্ম্ম হইয়া থাকে। মুনে! তুমি স্বয়ং ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অধর্ম্মে রত হইয়াছ? দেখ, বেদে দিবামৈথুন বিশেষ দোষ বলিয়া উক্ত আছে; আমি কর্ম্মের সাক্ষী, এইজন্যই তোমাকে বলিতেছি। তখন দ্বিজবর, সম্মুখে বিপ্ররূপী তেজস্বী সূর্য্যদেবকে দর্শন ও তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া মৈথুন পরিত্যাগ করিলেন। তৎকালে সতী রেণুকাও লজ্জিতা হইয়া বসনযুগ্ম পরিধান করিলেন এবং মুনিবর ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত হইয়া আরক্ত-বদনে সূর্য্যদেবকে বলিতে লাগিলেন। ১২—২০। পণ্ডিতাভিমানী কে? আপনি বিবেচনা করেন, আপনার তুল্য পণ্ডিত আর নাই; আমি ভগবান্ ভৃগুর শিষ্য; বুঝিলাম তুমিও কশ্যপশিষ্য সূর্য্য। ধর্ম্মাধর্ম্ম-নিরূপণার্থ বেদ-চতুষ্টয় আমার পরিজ্ঞাত আছে এবং বেদনির্দ্ধারিত নিয়মই যে ধর্ম্ম, আর তদ্বিরুদ্ধাচরণ যে অধর্ম্ম, তাহাও আমি জানি। অজ্ঞানী ব্যক্তিই সর্ব্বদা স্বকর্ম্মে জড়িত থাকে; আর সর্ব্বভুক বহ্নির ন্যায় তেজীয়ান্ পুরুষের কোন কার্য্যই দোষাবহ হয় না। অন্যান্য দেবগণ, তুমি এবং ধর্ম্ম সকলেই কেবল কর্ম্মের সাক্ষীমাত্র; তোমার যখন লয় রহিয়াছে, তখন তুমি আমার ফল-দাতা বা শাস্তা হইতে পার না; ফলতঃ অস্মাদৃশ বৈষ্ণবগণের তোমরা শাস্তা নহ। নিশ্চয় জানিবে, বাসুদেবের ভক্তগণের কখনই অশুভ হয় না; কারণ হরির সুদর্শনচক্র নিরন্তর বৈষ্ণবদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। দিবাকর! ভগবান্ নারায়ণ, স্বয়ং ব্রহ্মা, শঙ্কর বা যমও আমাদিগের শাস্তা নহে; সুতরাং তোমরা কিরূপে মাদৃশ জনের শাসনকর্ত্তা হইবে? সূর্য্য! রাজপুত্র নির্দ্দিষ্টস্থানে বিচরণে সক্ষম, আর আমরা যথাইচ্ছা গমন করিতে পারি; অধিক কি আমি ক্ষণকালের মধ্যে অনায়াসে যম ও মহেন্দ্র-প্রভৃতি দেবগণকেও ভস্মসাৎ করিতে পারি। ভাস্কর! তুমি আমায় কি ধর্ম্মোপদেশ করিবে? যাও, এক্ষণে

স্বস্থানে গমন কর, আমার শাস্তা সেই প্রকৃতি হইতে অতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তুমি যেহেতু অদ্য এই নির্জ্জনস্থানে আমার রসভঙ্গ করিয়াছ, সেই হেতু আমার শাপে রাহুগ্রস্ত ও পাপদৃশ্য হইবে এবং যেসকল মেঘ তোমাকে দর্শন করিয়া দূরীভূত হয়, তাহারা বায়ু-প্রেরিত হইয়া তোমাকে আচ্ছন্ন করিবে। তুমি স্বীয় তেজে অতিশয় গর্ব্বিত, এজন্য আমার শাপে হততেজা এবং মেঘাচ্ছন্ন হইয়া স্বল্পপ্রভ ও রাহুগ্রস্ত হইবে। তখন স্বয়ং ভগবান্ ভাস্কর, ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণে ত্রস্ত ও পুটাঞ্জলি হইয়া সেই মুনিপুঙ্গবকে স্তব করিতে লাগিলেন। ২১—৩৩। ঋষে! ব্রাহ্মণগণ অবধ্য এবং ধন্য, মান্য ও সকলের পূজিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ; স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ, শম্ভু, ব্রহ্মা, গণেশ, অনন্ত ও সনাতন ধর্ম্ম ইহারা সকলেও ব্রাহ্মণকে স্তব করিয়া থাকেন ; কারণ জনার্দ্দনই বিপ্ররূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। ব্রহ্মন্! লোকে ব্রাহ্মণকে যে ভক্ষ্য বস্তু দান করে, আমরা তাহা সেই ব্রাহ্মণমুখে ভোজন করিয়া থাকি। কারণ ব্রাহ্মণ ও হুতাশন আমাদিগের মুখস্বরূপ ; এই জন্যই সমুদয় দেবগণ দ্বিজমুখ নামে প্রসিদ্ধ; কিন্তু সেই উভয় মুখের মধ্যে ব্রাহ্মণরূপ মুখই শ্রেষ্ঠ। আপনি সেই বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, বিশেষ বৈষ্ণব ; অতএব আমাকে ক্ষমা করিয়া স্বধর্ম্ম পালন করুন। দেখুন, যাঁহাদিগের হৃদয়ে জনার্দ্দন বিরাজমান, সেই বৈষ্ণবগণের ক্রোধ কিরূপে সম্ভবিতে পারে? হে দ্বিজ! বিপ্রগণ আমাদিগের পূজিত ও আমরাও বিপ্রগণের পূজিত, এইরূপ আচরণ আছে বলিয়া পরস্পরই পরস্পরের স্নেহভাজন ; কিন্তু তুমি যখন আমাকে শাপ প্রদান করিলে তখন আমিও তোমাকে অভিসম্পাত করিব, অন্যথা সকলেই সূর্য্য নিস্তেজ বলিয়া কীর্ত্তন করিবে। দ্বিজেশ্বর! তুমি ক্ষত্রিয়ের নিকটে পরাভূত হইবে ও ক্ষত্রিয়াস্ত্রে তোমার মৃত্যু হইবে। ৩৪—৪০। যমদগ্নি সূর্য্যদেবের বাক্যশ্রবণে পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া আরক্তবদনে তুমি শত্রুকর্তৃক পরাজিত হইবে, এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন। ব্রজেশ্বর! তখন জগতের বিধানকর্ত্তা ব্রহ্মা উভয়ের কলহ বিদিত হইয়া কশ্যপের সহিত স্বয়ং সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মজ্ঞগণের গুরুর গুরু ব্রহ্মা আগত হইয়া সন্ত্রস্ত ভাস্কর এবং ধর্ম্মজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠকে প্রবোধ দান করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—ভাস্কর! তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ; অতএব এই মুনিবরকে ক্ষমা কর ; সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ তোমাদিগের পরিপাল্য ও অবধ্য। বিপ্র যে তোমাকে শাপ প্রদান করিয়াছেন, আমি তাহার সঙ্কেত করিতেছি ; এই নিমিত্তই আমি ভৃগু, মরীচি ও কশ্যপকর্তৃক স্তুত ও প্রেরিত হইয়া ত্রস্তভাবে এই স্থানে আগমন করিয়াছি। হে সুরশ্রেষ্ঠ! তুমি সর্ব্বকর্ম্মের সাক্ষী ; অতএব শান্তি অবলম্বন কর। ব্রহ্মন্! তুমি কোন দিবস ক্ষণকালের জন্য মেঘাচ্ছন্ন হইয়া সদ্যঃ সেই মেঘ হইতে মুক্ত হইবে এবং কোন দিন মেঘাচ্ছন্ন না হওয়াতে সম্পূর্ণ নির্ম্মল থাকিবে। আর তুমি নানাতিরিক্ত বর্ষে রাহুগ্রস্ত হইয়া কোন কোন ব্যক্তির পাপদৃশ্য ও কোন কোন ব্যক্তির পুণ্যদৃশ্য হইবে এবং অন্ত সময় কালে তুমি এই ভূমণ্ডলে সকলেরই পুণ্যদৃশ্য হইবে। জনগণ তোমাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া পাপ ক্ষয় করিবে। চন্দ্র যাহাদিগের জন্ম, সপ্তম, অষ্টম, দ্বাদশ, নবম ও চতুর্থ রাশিতে কিম্বা জন্ম নক্ষত্র বা নিধন নক্ষত্রে অবস্থিত থাকিবে, তুমি তাহাদিগেরই রাহুগ্রস্ত হইয়া দৃশ্য হইবে না। ৪১—৫০। অস্তকালে, মেঘাচ্ছন্ন-সময়ে, মধ্যাহ্নে ও অর্দ্ধোদয়কালে আর জলস্থ থাকিলে পাপদৃশ্য হইবে। আর তোমার ভার্য্যা তোমার তেজ-সহনে অশক্তা হইলে তাহার দুঃখ নিবারণার্থ এবং শ্বশুর ও শ্যালকের প্রীতিনিমিত্ত হীনতেজা হইবে ; তদ্ভিন্ন তোমার পত্নী সংজ্ঞা কিছুতেই ত্বদীয় তেজ সহন করিতে সক্ষম হইবে না এবং তুমি মালী ও সুমালীর যুদ্ধে শত্রুকর্তৃক পরাজিত হইবে। ব্রজরাজ! ব্রহ্মা সূর্য্যদেবকে এইরূপ কহিয়া শাপ-পরাজিত লজ্জা-ক্রোধ-সমন্বিত নম্র যমদগ্নিকে প্রবোধ দান করত বলিলেন, —হে বিপ্র! তুমি সানন্দে গৃহে গমন কর। বৎস! তোমার তেজে ক্ষণকালমধ্যে জগৎ ভস্মীভূত হইবে! মুনে! নিত্যই সূর্য্য তোমার পরিপাল্য ও পূজ্য এবং তুমিও সূর্য্যের পরিপাল্য ও পূজ্য ; তোমাদের পরস্পর পোষ্য-পোষক সম্বন্ধ। ঋষে! তোমার প্রাক্তন কর্ম্ম সকল কখনই খণ্ডন হইবার নহে, নিঃসন্দেহ তুমি হরির অংশজাত ক্ষত্রিয় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকর্তৃক পরাভূত ও মৃত হইবে ; কিন্তু নারায়ণাংশে তোমার এক পুত্র হইবে, সে একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিবে। বিপ্র! মহীতলে তোমার মৃত্যুও যশের কারণ হইবে। ব্রজেশ্বর! ব্রহ্মা এই প্রকার বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে যমদগ্নি এবং ভাস্করও নিজালয়ে গমন করিলেন। তাত! এই আমি তোমার নিকটে যে কারণে রাহুগ্রস্ত-সূর্য্য অদৃশ্য হইয়াছেন, সেই পুণ্য-বীজ মনোহর আখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ভাদ্রমাসের শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্থীতে উদিত চন্দ্র যেহেতু দর্শনাযোগ্য ও নষ্টরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন; তাহা শ্রবণ কর এবং চন্দ্র যে কারণে পূর্ব্বে অভিশপ্ত হইয়া

রাহুগ্রস্ত ও কলঙ্কী হন; সেই পুরাতনী কথা তোমায় বলিতেছি। ৫১—৬৩।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে উনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অশীতিতম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন;—পিতঃ! পূর্ব্বে বৃহস্পতির পত্নী নবযৌবনান্বিতা সতী তারা উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম-বসন ও রত্নভূষণসমূহে ভূষিতা হইয়াছিলেন। সেই পরম রূপলাবণ্যবতী সুন্দরীর শ্রোণিদেশ অতি সুন্দর ও বদনমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত এবং মালতীমালা-বেষ্টিত কবরীভারে তাঁহার শোভার সীমা ছিল না; তাঁহার ললাটের মধ্যস্থলে চতুর্দ্দিকে মনোরম চন্দনবিন্দু ও অধোদেশে কস্তুরীবিন্দুর সহিত সিন্দূরবিন্দু বিরাজ করিতেছিল এবং চরণযুগল উৎকৃষ্ট রত্নসারনির্ম্মিত মধুর শব্দে শব্দায়মান নূপুরভূষণে রঞ্জিত; সেই সুচারু কজ্জলোজ্জ্বলা শ্যামা সুবক্রলোচনার দন্তপঙ্ক্তি উৎকৃষ্ট সুচারু মুক্তা-শ্রেণীর ন্যায় মনোহর এবং চারুগণ্ডস্থল রত্নময় কুণ্ডল-যুগ্মে সমুজ্জ্বল; সেই গজেন্দ্র-মন্দগামিনী কামাধারা কামুকী ললনা, সুকোমলাঙ্গী ও চন্দ্রমুখী; স্বধিক কি কামিনীগণে তাঁহার তুলনা ছিল না। ব্রজরাজ! সেই অবলা স্বর্গ-মন্দাকিনীতীরে স্নানান্তে আর্দ্রবসনে পতির চরণযুগল ধ্যান করিতে করিতে স্বগৃহে গমনোন্মুখী হইয়াছেন, এমত সময় চন্দ্র তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দর্শন করিয়া অনঙ্গবাণে পীড়িত হওয়ায় এককালে হতচেতন হইলেন। ভাদ্রমাসের চতুর্থীতেই এই ঘটনা হয়। ১—৮। পরে বলশালী রথারূঢ় সুরসিক সুধাকর, ক্ষণমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কর ধারণপূর্ব্বক তারকাকে স্বরথে উত্তোলন করিলেন। অনন্তর কামোন্মত্ত চন্দ্র, সেই কামুকীকে গাঢ়ালিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া শৃঙ্গারে উদ্যত হইলে, গুরুপ্রিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, রে সুরকুলপাংশুল চন্দ্র! আমি ব্রাহ্মণী, বিশেষ তোমার গুরুপত্নী, তাহাতে পতিপরায়ণা; অতএব আমাকে ত্যাগ কর, ত্যাগ কর্। গুরুপত্নীসঙ্গমে শত ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। আর গুরুপত্নী বা বিপ্রপত্নী পতিব্রতা হইলে, তৎসঙ্গমে সহস্র ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইতে হয়। সুরেশ্বর! তোমায় ধিক্, তুমি আমার পুত্র ও আমি তোমার মাতা; অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন কর; সুরগুরু তোমার এই কুৎসিত ব্যাপার শ্রবণ করিলে, তোমাকে ভস্মীভূত করিবেন। পাপিষ্ঠ! তুমি আমার স্বামীর পুত্রাধিক প্রিয় শিষ্য; অতএব আমি তোমার মাতা, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা কর। আর যদি আমাকে বলপূর্ব্বক উপভোগ কর, তাহা হইলে নিশ্চয় স্ত্রী-হত্যার পাতকী হইবে। তখন শশধর তারার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া সম্ভোগে উদ্যত হইলে, সেই নিষ্কামা পতিব্রতা তাঁহাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন;—চন্দ্র! তুমি রাহুগ্রস্ত ঘনাচ্ছন্ন পাপদৃশ্য, কলঙ্কী ও যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইবে, সংশয় নাই। পরে চন্দ্রের অপরাধ নিমিত্ত কামদেবকে তাহার মূলীভূতস্থানে, তৎক্ষণাৎ তাহাকেও এই অভিসম্পাত করিলেন;—কাম! কোন তেজস্বী পুরুষ তোমাকে ভস্মীভূত করিবেন। অনন্তর চন্দ্র শাপগ্রস্ত হইয়াও তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক রমণ করিলেন। পরে সেই শোকান্বিতা রোরুদ্যমানা গুরুপত্নীকে ক্রোড়ে ধারণ করত সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। ৯—১৯। তৎপরে শশধর, সুরম্য বিবিধ নির্জ্জন প্রদেশে; মনোহর নানা পর্ব্বতে এবং রমণীয় বহু সরোবর নদ ও নদীর তীরে, ভ্রমরকোকিল-গণের মধুর ধ্বনিতে পরিপূর্ণ সুপুষ্পিত পুষ্পোদ্যান-মধ্যে, রমণীয় পুষ্পশয্যায় সেই রামার সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে সেই মধুপানমত্ত চন্দনো-ক্ষিত-সর্ব্বাঙ্গ চন্দ্র, সুখসম্ভোগে এরূপ আসক্ত হইলেন যে, তাঁহার দিবা রাত্রি জ্ঞান রহিল না। তিনি কখন মলয়ানিলসংযুত মলয়ারণ্যে, কখন পশ্চিম সাগরের নিকটবর্ত্তী বিস্যন্দন প্রদেশস্থ চন্দনবনে, কখন ত্রিকূট পর্ব্বতের বটমূলে, কখন চন্দ্র সরোবরের চন্দনচর্চ্চিত পদ্মপত্রের উপর, কখন চম্পকানিল-সেবিত মনোহর চম্পকোদ্যানে, কখন ক্ষীরোদ-সাগরের কাঞ্চনী ভূমিতে, কখন ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে, কখন কাঞ্চন পর্ব্বতে, কখন মণিময় রত্নশৈলে, কখন উৎকৃষ্ট মুক্তামাণিক্য ও হীরাহার-শোভিত সুন্দর মণিমন্দিরে ও কখন বা শ্বেতচামর দর্পণ ও রত্নময় দীপমালায় মণ্ডিত এবং সুচারু বিচিত্র বসনে সুশো-ভিত দেবপ্রিয় ক্রীড়াস্থানে, এবং কখন বা যে স্থানে বরুণদেব বরুণানীর সহিত বারুণী মদিরা পান করিয়া রমণ করেন, তথায় সেই তারার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। পরে তিনি নির্ম্মল রত্নমালানদীর তীরে পারিজাত-সমীরণে সুরভীকৃত পবিত্র পবনোদ্যানে এবং অক্ষয়শৈলে ও কল্পবৃক্ষবনে বিহার করিয়া ক্ষীরোদসাগরকূলে উপনীত হইয়া কামধেনুগণের ক্ষীর পান করিলেন। ২০—৩১। তৎকালে সেই শশাঙ্ককে অগ্নিদেব প্রীতমনে বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রযুগ্ম, বরুণদেব রত্নমালা

ও সমীরণ রত্নছত্র প্রদান করিলেন। অনন্তর অসুর-গুরু বলি গৃহ হইতে তথায় সমাগত হইলে চন্দ্র তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করত তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। তখন বেদবেদাঙ্গের পারদর্শী নিরপেক্ষ মুনিবর শুক্রাচার্য্য নীতিযুক্তি অনুসারে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন;—বৎস! আমার বাক্য শ্রবণ কর, বৃহস্পতি ব্রহ্মার পৌত্র এবং শম্ভুর গুরুপুত্র; অতএব তুমি তাঁহাকে তৎপত্নী তারা প্রদান কর। হে পুত্র! তিনি দেব-গণের পূজিত ও দেবগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত; অতএব তুমি শীঘ্র তাঁহাকে তৎপ্রিয়া অর্পণ করিয়া তাঁহার শরণাগত হও। চন্দ্র! আমার বাক্যে মাতৃতুল্যা গুরুপত্নীকে পরিত্যাগ কর; এই গুরুতর পাপের বিনাশোপায় একমাত্র নিবৃত্তি; নিবৃত্তিই মহা-ফলদায়িনী বলিয়া উক্ত আছে। বলপূর্ব্বক সতী গুরুপত্নীকে হরণ করিলে সহস্র ব্রহ্মহত্যার পাতক হয় এবং পরে সেই পাতকীকে ব্রহ্মার আয়ুঃকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে অশেষ যাতনা ভোগ করিতে হয়। বৎস! নারায়ণের নিকটে তৃণ ও পর্ব্বত উভয়ই সমান; দেখ যে হরি ব্রহ্মারও কর্ম্মফলদাতা; তুমি কিরূপে তাঁহার নিকটে কর্ম্মভোগ হইতে মুক্তি লাভ করিবে, ফলতঃ জগতে সমুদয় স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ এই ত্রিবিধ জীবই নারায়ণের শাসনাধীন। ৩১—৩৯।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাশীতিতম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন;—পিতঃ! এইরূপ বলিতেছেন এমন সময় সেই শুক্রাচার্য্য সংগ্রামোপযোগী শস্ত্রাস্ত্রধারী দেবসৈন্যগণকে আকাশমার্গ হইতে আগমন করিতে দেখিলেন। ত্রিকোটি পতাকা, শতকোটি মহারথ, লক্ষকোটি গজেন্দ্র, তচ্চতুর্গুণ গজ ও গজের শতগুণ সুদারুণ অশ্ব এবং অশ্বের ষড়্‌গুণ পদাতিসমূহ, আর ত্রিলক্ষ পটহ, লক্ষ ডিণ্ডিম বাদ্য, ঐরাবতারূঢ় মহেন্দ্র, শ্বেতাশ্বারূঢ় ধর্ম্ম এবং রথস্থ কুবের, বহ্নি, বরুণ, পবন ও দিবাকর মহিষস্থ যম, গজেন্দ্রারূঢ় ঈশান, নাগবাহন অনন্ত আর আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নরগণ ও সূর্য্যের তুল্য তেজঃসম্পন্ন জীবন্মুক্ত মুনিসমূহ তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইলেন। ১—৭। ব্রজেশ্বর! শুক্রাচার্য্য এই সকল দেবসেনা দর্শনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া নিশাকরকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক সেই সুরসৈন্যের দ্বিগুণ সৈন্য আহ্বান করিলেন। সেই দৈত্যসৈন্য সকল রত্নমালা নদীর তীরে হুতাশনপ্রিয়াশ্রমে এবং ক্ষীরোদ সাগরের তটভূমিতে অবস্থান করিতে লাগিল। এমত সময়ে শুক্রাচার্য্য, সমীপবর্ত্তী পুণ্যাশ্রমের সরোবর-তটস্থ অক্ষয় বটবৃক্ষের মূলে সুরসৈন্য হইতে সমাগত সর্ব্বমঙ্গলকর বৃষভারূঢ় শঙ্করকে দেখিতে পাইলেন। সেই ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ মহাদেব পরম তেজঃস্বরূপ এবং ত্রিশূল পট্টিশ ও ব্যাঘ্র চর্ম্মাম্বরধারী; তিনি সর্ব্বসম্পৎপ্রদাতা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকারণ। ৮—১২। সেই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বপূজ্য সর্ব্বরূপ সনাতন শিব, নিরন্তর শরণাগত দীন ও আর্ত্তজনের পরিত্রাণার্থ ব্যগ্রচিত্ত; তিনি ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত এবং পরমানন্দময় ও সহাস্যবদন। শুক্রাচার্য্য এবম্ভূত শঙ্করকে দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার চরণকমলে প্রণাম করিলেন। তখন সেই পরাৎপর সুপ্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন, তিনি শঙ্করকে সাদরে রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর শুক্রাচার্য্য, তথায় সুন্দর রত্ন-রথারূঢ়, শান্তমূর্ত্তি, স্বয়ং বিধাতাকে দর্শন করিলেন। সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সস্মিত প্রসন্ন সিদ্ধ জগদীশ্বরের গলদেশ রত্নমালায় বিভূষিত এবং পরিধান বহ্নিবিশুদ্ধ বসনযুগল। তিনি কর্ম্মের ফলদাতা, তপস্বিগণের তপঃস্বরূপ, বেদনিচয়ের জনক ও সাবিত্রীর কান্ত; তাঁহার মূর্ত্তি অতি মনোহর। শুক্রাচার্য্য, সেই সুরেশ্বর ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিসহকারে প্রণামপূর্ব্বক রমণীয় রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন পরে ভক্তিপূর্ব্বক শঙ্কর ব্রহ্মার চরণকমল পূজা করিলেন; কিন্তু অনুচিত বিবেচনায় তাঁহাদের কুশল প্রশ্ন করণে মৌনী হইলেন। নন্দ! তখন জগত্রয়ের বিধানকারী ব্রহ্মা, শম্ভুর সম্মতিক্রমে সম্মুখস্থ সেই মুনিবর শুক্রাচার্য্যকে বলিলেন, বৎস শুক্র! আমি চন্দ্রের বেদবহিষ্কৃত ত্রিজগতের লজ্জাকর দুর্নীতি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ১৩—২২। পতিব্রতা গুরুপত্নী তারা, স্নানান্তে স্বগৃহে গমনোন্মুখী হইয়াছিলেন, এমত সময় পাপিষ্ঠ চন্দ্র তাহাকে গ্রহণ করিয়া এক্ষণে তোমার শরণাপন্ন হইয়াছে। বৎস! তুমি দেখ, দেবসৈন্য সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইয়াছে, সেই জন্য আমি ও শম্ভু—তোমার নিকটে উপস্থিত। শম্ভু বলিলেন;—বিপ্র! যদি তোমার আত্মমঙ্গলের ইচ্ছা থাকে, তবে শীঘ্র চন্দ্রকে আনয়ন কর, আমি এই ত্রিশূলদ্বারা সেই পাপিষ্ঠের

শিরশ্ছেদন করিব। হে দ্বিজ! আমার বাক্য শ্রবণ না করিলে, ক্ষণমধ্যেই সমুদয় দৈত্যগণকে সংহার করিব। আমি রুষ্ট হইলে কে তোমার দৈত্যগণের রক্ষাকর্ত্তা হইবে? আমি এখনই অব্যর্থ পাশুপাতাস্ত্রে সুরগণের রিপুবর্গকে অবলীলাক্রমে বিনষ্ট করিব। মুনিবর অঙ্গিরা, মদংশজাত দুর্ব্বাসার গুরু; সুতরাং পরম্পরা সম্বন্ধে বৃহস্পতি আমার গুরুপুত্র। তেজস্বী বৃহস্পতিও সেই পাপিষ্ঠ চন্দ্রকে ভস্ম করিতে সমর্থ; কেবল প্রিয় শিষ্য বলিয়া কৃপাবশতঃ তাহাতে বিরত আছেন। পূর্ব্বে সেই বৃহস্পতি, উতথ্যপত্নীর সৌন্দর্য্য-দর্শনে কামার্ত্ত হইয়া তাহার সহিত বিহার করায় উতথ্যের অভিশাপে তাঁহারও সাধ্বী প্রিয়া পরভোগ্যা হইয়াছে। বিপ্র! এক্ষণে আমার গুরুপুত্রকে তাঁহার মনোরমা তারাদেবীকে অর্পণ কর এবং গুরুপুত্র ভ্রাতৃ-তুল্য; সুতরাং সেই ভ্রাতৃভার্য্যাপহারী মদীয় বৈরী চন্দ্রকে আনয়ন কর। ২৩—৩১। যদি সমর্থ হইয়াও শরণাগত দীন ও আর্ত্তব্যক্তিকে কেহ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে, তাহাকে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপর্য্যন্ত নিরয়গামী হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, ইহা সত্য বটে; কিন্তু এরূপ পাপিষ্ঠ শরণাপন্ন হইলে সেরূপ নিয়ম নহে। কারণ পাপী ব্যক্তি যাহার শরণ গ্রহণ করে, নিঃসংশয় সেও পাপভাগী হইয়া থাকে। অতএব বিপ্রবর! সেই মাতৃগামী পাপাত্মা চন্দ্রকে প্রদান করিতে আর বিলম্ব করিও না। সাধ্বী তারার সহিত তাহাকে বহির্দ্দেশে আনয়ন কর। শঙ্কর এইরূপ বলিলে পর, শুক্রাচার্য্য বলিলেন, ভগবন্! তুমি সুরাসুর প্রভৃতি সমুদয় জগদ্বাসী জীবগণেরই শাস্তা এবং তোমার কি সুর কি অসুর সকলের প্রতিই সমভাব। অতএব হে প্রভো। তুমি কি কারণে সুরগণের সাহায্য করিয়া দৈত্যগণকে সংহার করিবে? আর তুমি যখন সর্ব্বজগতের সংহারকারী তখন সামান্য দৈত্যবধে কি পৌরুষ হইবে? প্রভো। তুমি সেই জ্যোতির্ম্ময় পরমব্রহ্ম এবং স্বয়ং সগুণ ও নির্গুণ; তোমার গুণভেদেই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবরূপ ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে। হে শম্ভো! তুমিই গদাপাণি হইয়া বলির দ্বারে অবস্থিত আছ এবং তুমিই বামনরূপে অবলীলাক্রমে তাহার নিকট হইতে রাজলক্ষ্মীকে গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছ, অতএব হে ভগবন্ শম্ভো! ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক ক্ষমা কর; ব্রাহ্মণহিংসায় তোমার কি পৌরুষ হইবে? আমার জীবনসত্ত্বে পাপযুত হইলেও লজ্জিত শরণাগত দীনার্ত্ত নিশাকরকে আমি পরিত্যাগ করিতে পারিব না। ৩২—৪০। হে শঙ্কর! আমিও তোমার চরণ-কমলে শরণাপন্ন হইলাম; এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয় কর; সমুদয় জগতই তোমার শাসনাধীন। তখন ভগবান্ শঙ্কর শুক্রাচার্য্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, নিশানাথকে আনয়ন কর, মঙ্গল হইবে। ব্রজরাজ! মহাদেব এইরূপ বাক্য বলিতেছেন এমত সময়ে ভগবান্ ব্রহ্মা শুক্রাচার্য্যকে প্রবোধ দান-পূর্ব্বক তারার সহিত নিশানাথকে আনয়ন করিয়া শম্ভুর চরণকমলে সমর্পণ করিলেন। তখন কৃপালু শম্ভু প্রীতমনে চন্দ্রকে বক্ষে ধারণ করত পাদরেণুদানে তাহার পাপক্ষয় করিয়া মস্তকে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক অভয় দান করিলেন। অনন্তর শঙ্কর, ব্রহ্মার সহিত সমবেত হইয়া চন্দ্রকে ক্ষীরোদসাগরে স্নান ও প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া নিষ্পাপ ও পবিত্র করিলেন। পরে সেই যোগীন্দ্র মহাদেব যোগবলে চন্দ্রকে দ্বিখণ্ড করিয়া এক খণ্ড ললাটে ধারণ করায়, চন্দ্র-শেখর নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তৎকালে শরণাগত দীনার্ত্ত চন্দ্র আমাকর্ত্তৃক ব্রহ্মার নিকটে অর্পিত হওয়ায়, অপরার্দ্ধভাগে তৎসমীপে অবস্থিত রহিলেন। তখন কলঙ্কী মৃগাঙ্ক সেই দেবসভামধ্যে লজ্জিত হইয়া যোগাবলম্বন পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিলেন। পরে চন্দ্রদেহ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ক্ষীরোদসাগরে সমর্পিত হইলে সহসা অতি শোকাকুল হইয়া করুণার্দ্রচিত্তে সেই ক্ষীরসাগরতটে রোদন করিতে লাগিলেন। হে ব্রজ-রাজ! সেই সময় সেই অত্রির নেত্রসলিল ক্ষীরোদ-নীরে নিপতিত হইলে চন্দ্র বিশুদ্ধদেহ ধারণ করত দেবসভামধ্যে সলিল হইতে আবির্ভূত হইলেন। ৪১—৫০। তখন চন্দ্র, ভগবান্ ব্রহ্মা ও মহাদেব-কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া নির্ভয়ে দেবসভায় অবস্থিত হইলে, মহাদেব তাহাকে বলিতে লাগিলেন;—বৎস! এক্ষণে তুমি সানন্দে স্বস্থানে গমনপূর্ব্বক নিজাধিকার গ্রহণ কর; পরে শ্বশুরের অভিশাপে যক্ষ্মাক্রান্ত হইবে; কারণ ভূমণ্ডলে পতিব্রতার অভিশাপ কেহই ব্যর্থ করিতে সমর্থ নয়; কিন্তু আমার আশী র্ব্বাদে যক্ষ্মার প্রতিকার হইবে। আর বৎস! তুমি যেহেতু ভাদ্র মাসের চতুর্থীতে গুরুপত্নীকে দূষিত করিয়াছ, সেই কারণ প্রতিযুগে সেইদিনে পাপদৃশ্য হইবে। কারণ শতকোটিকল্পেও ভোগব্যতীত কিছুতেই কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। এজন্য অবশ্যই জীব-গণের শুভাশুভ কর্ম্মের ভোগ করিতে হয়। বৎস! প্রতিযুগেই চন্দ্রমণ্ডলে মৃগচিহ্নরূপে তারাপহরণ-কলঙ্ক বিলগ্ন থাকিবে। শঙ্কর চন্দ্রকে এইরূপ বলিয়া

তারাকে বলিলেন ;—বৎসে! পতিব্রতে! তারে আমি যাহা তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর ;—তুমি সত্য বল কাহার গর্ভ ধারণ করিতেছ? যদি চন্দ্র-কর্তৃক তোমার গর্ভ হইয়া থাকে, তবে তাহা ত্যাগ করিয়া প্রিয়সন্নিধানে শুদ্ধা হও। ৫১—৫৮। সাধ্বী রমণী নিজের অনিচ্ছায় যদি বলপূর্ব্বক অন্য পুরুষকর্ত্তৃক গৃহীতা হয়, তাহা হইলে, সে দোষ-ভাগিনী হয় না ; কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক হইলে সেই নারীকে চন্দ্রসূর্য্যের বিদ্যমানকাল পর্য্যন্ত নরকগামিনী হইতে হয়। তখন তারা ব্রহ্মাকে "চন্দ্রের কৃত গর্ভ" সহাস্যবদনে এই কথা বলিলে সমুদয় দেবগণ মুনিসমূহ ও শঙ্কর হাস্য করি-লেন। ব্রজেশ্বর! অনন্তর মহাদেব লজ্জিত বৃহ-স্পতিকে তারা প্রদান করিলে,বৃহস্পতি পতিব্রতা সেই তারাকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন এবং চন্দ্র তারা-প্রসূত কনকপ্রভ পরম সুন্দর কুমারকে গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে গমন করিলে, দেবগণ, মুনিগণ, শঙ্কর, ব্রহ্মা এবং দৈত্যগণের সহিত শুক্রাচার্য্যও সানন্দে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হে নন্দ! এই আমি তোমার নিকটে পুণ্যপ্রদ শুভ আখ্যান কীর্ত্তন করিলাম ; ইহা শ্রবণ করিলে মানব নিষ্পাপ ও নিকলঙ্ক হইয়াথাকে। ধন্য এই উপা-খ্যান, যশস্কর আয়ুস্কর সর্ব্বসম্পৎপ্রদ শোকনাশক হর্ষকর ও সর্ব্বত্র মঙ্গলদায়ী। হে ব্রজেশ্বর! এক্ষণে তুমি শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমানন্দে গৃহে গমন করিয়া আমার মাতা যশোদা ও গোপিকাগণকে এই সমুদয় বিষয় পরিজ্ঞাত করিবে এবং শোকাকুল সমুদয় রমণীদিগকে মৎপ্রদত্ত জ্ঞানদ্বারা সান্ত্বনা করিয়া সর্ব্বদা সানন্দে কালযাপন করিও। ৫৯—৬৭।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাশীতিতম অধ্যায়।

নন্দ বলিলেন, মহাভাগ! সমস্তই শ্রবণ করিলাম, প্রভো! এক্ষণে দুঃস্বপ্ন বর্ণন কর। নন্দ এই কথা বলিলে ভগবান কৃষ্ণ শ্রবণ কর, বলিয়া তাঁহাকে তাঁহার জিজ্ঞাসিত বিষয় বলিতে লাগিলেন। ব্রজরাজ! যে ব্যক্তি স্বপ্নে সানন্দে হাস্য করে কিংবা বিবাহ বা নৃত্য দর্শন অথবা গীত শ্রবণ করে, নিশ্চিত তাহার বিপত্তি হয়। স্বপ্নে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ ও কোন ব্যক্তিকে বিচরণ করিতে দেখিলে ধনহানি এবং শারীরিক পীড়া হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তৈলাভ্যক্ত হইয়া খর উষ্ট্র বা মহিষে আরোহণপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে গমন করে, তাহার নিঃসংশয় মৃত্যু হয়। যদি কেহ স্বপ্নযোগে চূর্ণ জব পুষ্প, অশোক পুষ্প, করবীর পুষ্প, তৈল ও লবণ দর্শন করে, তাহার বিপত্তি হইয়া থাকে। আর নগ্না, কৃষ্ণবর্ণা, ছিন্ননাসা নারী, শূদ্র বিধবা রমণী, কপর্দ্দক ও তালফল দর্শনে শোকপ্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় রুষ্ট ব্রাহ্মণ ও কোপযুক্ত ব্রাহ্মণীকে দৃষ্টিগোচর করে, নিশ্চয় তাহার বিপত্তি হয় ও গৃহ হইতে লক্ষ্মী গমন করেন। স্বপ্নে রক্তবর্ণ বনপুষ্প, সুপুষ্পিত পলাশ বৃক্ষ এবং কার্পাস ও শুক্ল বস্ত্র দর্শন করিলে দুঃখলাভ হয়। মানব যদি স্বপ্ন যোগে কৃষ্ণাম্বরধারিণী কোন রমণীকে গীত ও নৃত্য করিতে অবলোকন করে, অথবা কৃষ্ণবর্ণা বিধবাকে দর্শন করে, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু হয় ১—৯। যদি কেহ স্বপ্নে নিদ্রাধিকৃত দেশে দেবগণকে নৃত্য গীত হাস্য ও আস্ফোটন করিতে দেখে, তাহা হইলে তাহার ঐদেশ উৎসন্ন হয়। যে ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ অথবা স্বপ্নে কোন ব্যক্তিকে মূত্র, পুরীষ, পিত্তল, রৌপ্য ও সুবর্ণ বমন করিতে দর্শন করে, সে দশ মাস মাত্র জীবিত থাকে। স্বপ্নে যে মানব, কৃষ্ণমাল্যানুলেপনা কৃষ্ণাম্বরধারিণী রমণীকে আলি-ঙ্গন করে, তাহার মৃত্যু হয় এবং যে ব্যক্তি স্বপ্নে মৃগ অথবা মনুষ্যের মৃত বৎস বা মুণ্ড প্রাপ্ত হয় ও যে অস্থিমালা লাভ করে, নিশ্চয় তাহার বিপত্তি হইয়া থাকে। স্বপ্নযোগে ঘৃত, ক্ষীর, মধু, তক্র বা গুড়দ্বারা অভ্যক্ত হইলে, নিশ্চয় তাহার পীড়া হয়। যে ব্যক্তি খর উষ্ট্রসংযুক্ত রথে একাকী আরূঢ় হইয়া জাগরিত হয়, নিঃসংশয় তাহার মৃত্যু উপস্থিত হয়। যে মানব স্বপ্নে রক্তমাল্যানুলেপন রক্তাম্বর-ধারিণী নারীকে আলিঙ্গন করে, নিশ্চয় তাহার ব্যাধি হয়। স্বপ্নে পতিত নখ, কেশ, নির্ব্বাণ অঙ্গার ও ভস্ম-পূর্ণ চিতা দর্শন করিলে মৃত্যুলাভ হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় শ্মশানস্থ স্থল, কাষ্ঠ, শুষ্ক তৃণরাশি, লৌহ কিংবা কিঞ্চিৎ কৃষ্ণা মসী দর্শনে নিশ্চয় দুঃখলাভ হয় এবং পাদুকা, ফলক, ভয়ানক রক্তপুষ্পের মাল্য, মাষ, মসুর বা মুদ্গ দর্শনে সদ্য ব্রণ হয়। স্বপ্নে কঙ্কপক্ষী, গৃধ্র, কাক, ভল্লুক, বানর, খর, পূয় ও গাত্রমল দর্শন কেবল ব্যাধির কারণ জানিবে। স্বপ্নে ভগ্নভাণ্ড, ক্ষতাঙ্গ শূদ্র, গলৎ-কুষ্ঠ রোগী, রক্তাম্বরধারী জটিল পুরুষ, শূকর, মহিষ, খর, মহাঘোর অন্ধকার কিংবা ভয়ঙ্কর মৃতজীব অথবা যোনি ও লিঙ্গ দর্শন করিলে নিশ্চয়

বিপত্তি হইয়া থাকে। ১০—২২। মানব, স্বপ্নে কুরূপ কুবেশধারী ম্লেচ্ছ কিংবা পাশহস্ত ভয়ঙ্কর যমদূত দেখিলে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, বালক, বালিকা কিম্বা পুত্র, কন্যা সক্রোধে কোন বস্তু বিদায় করিতেছে, এরূপ স্বপ্নদর্শন করিলে দুঃখ লাভ হয়। কৃষ্ণপুষ্প, কৃষ্ণপুষ্পের মাল্য, শস্ত্রাস্ত্রধারী সৈন্য বা বিকৃতাকারা ম্লেচ্ছরমণী দর্শন করিলে নিশ্চয় মৃত্যু হইয়া থাকে। স্বপ্নে নৃত্যগীত, বাদ্য, রক্তবস্ত্রধারী গায়ক, মৃদঙ্গবাদ্য ও আনন্দোৎসব দর্শন করিলে নিশ্চয় দুঃখলাভ হয়। মৃতদেহ দর্শন করিলে নিশ্চয় মৃত্যু ও মৎস্যাদি ধারণ করিলে নিঃসংশয় ভ্রাতৃমরণ হইয়া থাকে, মানব ছিন্নপুরুষ বা কবন্ধ কিংবা মুক্তকেশবিকৃত পুরুষকে ক্ষিপ্র নৃত্য করিতে দর্শন করিলে মৃত্যু হয়; তাহার সংশয় নাই। স্বপ্নে মৃত পুরুষ বা মৃত নারী অথবা কৃষ্ণকায় ভয়ানক ম্লেচ্ছ যাহাকে আলিঙ্গন করে, নিশ্চিত তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। স্বপ্নযোগে যাহার দন্তভগ্ন ও কেশ পতিত হয়, তাহার ধনহানি বা শারীরিক পীড়া হয়। স্বপ্নে শৃঙ্গিগণ দংষ্ট্রিগণ বা বাণশিক্ষার্থী বাণধারী মানবগণ যাহার প্রতি উপদ্রব করে, তাহার রাজকুল হইতে ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে এবং পতিত ছিন্নবৃক্ষ, শিলাবৃষ্টি তুষ ক্ষুর, রক্তাঙ্গার ও ভস্মবৃষ্টি দর্শন হইলে দুঃখলাভ হয়। যে ব্যক্তি স্বপ্নে রথ, গৃহ, বৃক্ষ, শৈল, গো, হস্তী, তুরগ বা আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হয়, নিশ্চয় তাহার বিপত্তি উপস্থিত হয়। ২৩—৩৩। যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে উচ্চস্থান হইতে ভস্মাঙ্গার ব্যাপ্ত গর্ত্তমধ্যে কিংবা ক্ষারকুণ্ডে বা চূর্ণরাশিতে পতিত হয়, তাহার নিশ্চয় মৃত্যু হইয়া থাকে। স্বপ্নেও যাহার মস্তক হইতে কোন দুষ্টব্যক্তি বলপূর্ব্বক ছত্রগ্রহণ করে, তাহার পিতৃবিয়োগ গুরুবিয়োগ বা রাজবিয়োগ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে যে তাহার গৃহ হইতে সবৎসা সুরভী ত্রস্তা হইয়া গমন করিতেছে, সেই পাপীর গৃহ হইতে বসুন্ধরা লক্ষ্মীও অপসৃতা হন। স্বপ্নে যমদূত বা ম্লেচ্ছগণ যাহাকে পাশদ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া গমন করে, নিশ্চিত তাহার মৃত্যু হয়। স্বপ্নযোগে কোন গণক বা ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণী অথবা গুরু রুষ্ট হইয়া যাহাকে শাপ প্রদান করেন, নিশ্চয় তাহার বিপত্তি হইয়াথাকে। স্বপ্নে বিরোধিপুরুষগণ, কাকগণ, কুক্কুরগণ বা ভল্লুকগণ, আগমনপূর্ব্বক যাহার গাত্রে পতিত হয়, নিঃসংশয় তাহার মৃত্যু হয়। স্বপ্নে মহিষগণ, উষ্ট্রগণ, ভল্লুকগণ শূকরসমূহ ও গর্দ্দভনিচয় রুষ্ট হইয়া যাহার প্রতি ধাবমান হয় নিশ্চয় সে ব্যক্তি রোগী হইয়া থাকে। ৩৪—৪০। ব্রজরাজ! এইরূপ দুঃস্বপ্ন দর্শনে যে ব্যক্তি ঘৃতাক্ত রক্তচন্দন কাষ্ঠের আহুতি দান ও সহস্র গায়ত্রী জপ করে, তাহার স্বপ্নসূচিত অশুভশান্তি হয়। অথবা যে মানব, ভক্তিসহকারে সহস্রবার মধুসূদন নাম জপকরে, সেও নিষ্পাপ হয় এবং দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন হইয়া থাকে। যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, শুচি ও পূর্ব্বাস্য হইয়া অচ্যুত, কেশব, বিষ্ণু, হরি, সত্য, জনার্দ্দন, হংস, নারায়ণ এই শুভ নামাষ্টক দশবার পাঠ করে, সেও নিষ্পাপ এবং তাহার ও দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্ন হয়। আর যে মানব শুচি, পূর্ব্বাস্য ও ভক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বিষ্ণু, নারায়ণ, কৃষ্ণ, মাধব, মধুসূদন, হরি, নর, হরি, রাম, গোবিন্দ ও দধিবামন; এই দশ নাম জপ করে, সেও নিষ্পাপ ও তাহারও দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্নরূপে পরিণত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে শতবার শুভজনক ঐ দশ নাম জপ করে, সমুদয় রোগ হইতে নিষ্কৃতি পায়। আর ঐ নাম লক্ষ বার জপ করিলে মানব নিশ্চয় বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে এবং উহা দশ লক্ষ জপ করিলে মহাবন্ধ্যাও পুত্রপ্রসবিনী হয় ও দরিদ্রব্যক্তি হবিষ্যান্ন ভোজনপূর্ব্বক সংযত হইয়া শুদ্ধভাবে দশ লক্ষবার জপ করিতে পারিলে ধনবান্ হইয়া থাকে এবং শতলক্ষ জপ করিলে মানব জীবন্মুক্ত হয় ও নারায়ণ-ক্ষেত্রে শুদ্ধভাবে সেই কার্য্য করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করে। আর যে মানব অবগাহনান্তে শিব, দুর্গা, গণপতি, কার্ত্তিকেয়, গণেশ্বর, ধর্ম্ম, গঙ্গা, তুলসী, রাধা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী; এই শুভকর নাম সমুদয় জপ করে; তাহারও সমুদয় বাঞ্ছিত সিদ্ধি ও সুস্বপ্ন হইয়া থাকে। ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রুঁ দুর্গতিনাশিন্যৈ মহামায়ায়ৈ স্বাহা, এই সপ্ত দশাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বলোকের কল্পবৃক্ষস্বরূপ। শুচি হইয়া এই মন্ত্রদশবার জপ করিলেও দুঃস্বপ্নের সুস্বপ্নে পর্য্যবসান হয় এবং উহা শত লক্ষ জপ করিলে মানবগণের মন্ত্রসিদ্ধি হয়; আর মন্ত্র সিদ্ধি হইলেই সমুদয় সিদ্ধি ও বাঞ্ছিত বিষয় লাভ হইয়া থাকে। ওঁ নমো মৃত্যুঞ্জয়ায় স্বাহা, এই মন্ত্র লক্ষবার জপ করিলে মানব মৃত্যুসূচক স্বপ্নদর্শনেও শতায়ুঃ হইয়া থাকে। পূর্ব্বোত্তরাস্য হইয়া প্রাজ্ঞের নিকট স্বপ্ন প্রকাশ করা কর্ত্তব্য; কাশ্যপ গোত্রজ, দুর্গত, নীচ, দেব-ব্রাহ্মণনিন্দক, মূর্খ ও অনভিজ্ঞের নিকট কখনই প্রকাশ করিবে না। মানব দিবাতে অশ্বত্থবৃক্ষ, গণকব্রাহ্মণ, পিতৃদেবাসন, আর্য্য, বৈষ্ণব ও মিত্রের নিকট প্রকাশ করিতে পারে। পিতঃ! এই আমি তোমার নিকট পাপবিনাশন পুণ্য আখ্যান

কীর্ত্তন করিলাম; ইহা আয়ুঃ ও যশোবৃদ্ধিকর; এক্ষণে অপর কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে বাসনা কর। ৪১—৫৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

নন্দ বলিলেন;—পুত্র! তুমি বেদসমুদয় ও ব্রহ্মাদি দেবগণের কারণ; অতএব তোমা ভিন্ন আর কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব, তোমার মঙ্গল হউক; তুমি আমার জ্ঞাতব্য বিষয় সকল কীর্ত্তন কর। কৃষ্ণ! বিপ্রগণের যাহা ধর্ম্ম এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যাহা কর্ত্তব্য; আর সন্ন্যাসী, যতি, ব্রহ্মচারী, বিপ্র, বিধবা স্ত্রী, বৈষ্ণবজনগণের ও পতিব্রতা রমণীদিগের যে প্রকার কর্ত্তব্য কার্য্য; তৎসমুদয় আমার নিকটে প্রকাশ কর এবং গৃহিগণ ও গৃহিণীদিগের কিরূপ কর্ত্তব্য? বিশেষ শিষ্যগণের কিরূপ আচরণ বিধেয়? আর পুত্র কন্যাদিগেরই বা পিতা মাতার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিতে হয় এবং হে প্রভো! স্ত্রীজাতি কতিবিধ? ভক্ত কতিবিধ? ব্রহ্মাণ্ড কতিবিধ? ও সেই ব্রহ্মাণ্ডসমূহেরই বা কি প্রকার আকার আর কি নিত্য ও কিবা কৃত্রিম ক্রমে এই সমুদয় বিষয় আমার নিকটে বর্ণন কর। ১—৫। ভগবান্ বলিলেন, পিতঃ! ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাপূত হইয়া নিরন্তর আমার সেবা ও নিত্য মৎপ্রসাদ ভোজন করিবে, অনিবেদিত বস্তু অভক্ষ্য বলিয়া গণ্য। বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠাতুল্য ও জল মূত্রসম। যে ব্রাহ্মণ নিত্য বিষ্ণুপ্রসাদ ভোজন করে, সে জীবন্মুক্ত হয়। ব্রাহ্মণ নিত্য তপস্যা নিরত শুচি, শান্তস্বভাব, শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রততীর্থাশ্রিত, ধর্ম্মশীল ও নানাপ্রকার শাস্ত্রাধ্যয়নে আসক্ত হইবেন। ব্রাহ্মণ প্রথমে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিয়া গুরুশুশ্রূষাপূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে পশ্চাৎ গৃহী হইবেন; নিত্য পূজার দক্ষিণা গুরুকে নিবেদন ও নিত্য গুরুর পোষণ করা বিধেয়; ইহাতে সংশয় নাই। সমুদয় বন্দনীয় গুরুর মধ্যে পিতাই মহাগুরু; পিতা অপেক্ষা মাতা শতগুণে; মাতা অপেক্ষা দেবতা শতগুণে অধিক গুরু এবং মন্ত্রদাতা ও অন্নদাতা গুরুদেবগণের চতুর্গুণ পূজ্য; যেহেতু তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বেদে উক্ত আছে, বস্তুসকল দেবতার উদ্দেশে দান করিতে হয়; কিন্তু সাক্ষাৎ জনার্দ্দনরূপী সেই গুরু স্বয়ং প্রত্যক্ষরূপে ভোজন করেন; সুতরাং তিনিই শ্রেষ্ঠ গুরু। স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপী সমুদয় দেবগণ নিরন্তর সানন্দে গুরুদেহে অধিষ্ঠান করিতেছেন। যে হরি তুষ্ট হইলে সমস্ত দেবগণ তুষ্ট হন, গুরুদেব তুষ্ট হইলেই সেই হরি তুষ্ট হইয়া থাকেন। গুরুর শিষ্যগণের প্রতি পুত্রতুল্য স্নেহ করা কর্ত্তব্য, যে গুরু শিষ্যগণকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া ভোজন করেন; তিনি ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হন। ৬—১৫। স্বধর্ম্মনিরত ও বিষ্ণুসেবী ব্রাহ্মণই সদা শুচি; আর বিষ্ণুসেবাবিহীন স্বধর্ম্মত্যাগী বিপ্র সর্ব্বদা অশুচি। বৃষবাহক, দেবল, সন্ধ্যাহীন, দিবাশায়ী, শূদ্র শ্রাদ্ধান্নভোজন ও শূদ্রের শবদাহী ব্রাহ্মণ শূদ্রতুল্য। ব্রাহ্মণ নিত্য যথাবিধি শালগ্রাম মহাযন্ত্রের পূজা করিয়া নৈবেদ্যশেষ ভোজন ও পাদোদক পান করিবে। যে মানব হরিপাদোদক পান করে, সে তীর্থস্নানের ফলভাগী হয় এবং সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে বিষ্ণুলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি শালগ্রামশিলাজলে অভিষিক্ত হয়, সে সর্ব্বতীর্থে স্নান ও সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষার ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রজেশ্বর! গঙ্গাজল হইতেও শালগ্রামজল দশগুণে শ্রেষ্ঠ; যে ব্রাহ্মণ নিত্য উহা পান করে সে জীবন্মুক্ত ও দেবতাগণের তুল্য হয়। বিষ্ণু-নৈবেদ্য-ভোজন, যত্নপূর্ব্বক বিষ্ণুপূজা ও তৎপাদোদক পান, ব্রাহ্মণগণের নিত্য কর্ত্তব্য। হে তাত! যে ব্রাহ্মণ নিত্য ত্রিসন্ধ্যা ও ভক্তিসহকারে আমার পূজা করেন এবং একাদশীতে, আমার জন্মদিনে, শিবরাত্রিতে ও শ্রীরামনবমীদিনে উপবাসী হন, তিনি জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন। পৃথিবীতলে যে সমস্ত তীর্থ বিদ্যমান আছে, তাঁহার চরণে তৎসমুদয়ই অধিষ্ঠিত; এজন্য বিপ্রপাদোদকপানে মানব তীর্থস্নানের ফল লাভ করে। মানব, বিপ্রপাদোদক পান করিয়া যাবৎকাল ভূমণ্ডলে অবস্থিতি করে তাবৎকাল তাহার পিতৃগণ পুষ্করপাত্রে জল পান করিয়া থাকেন। ১৬—২৭। বিষ্ণু-প্রসাদভোজী ব্রাহ্মণ জীবন্মুক্ত হন এবং সমুদয় তীর্থ, পৃথিবী ও মানবগণকে পবিত্র করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বতীর্থস্নানের ও সর্ব্ব প্রকার ব্রতাচরণের এবং পদেপদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন; তাহার সংশয় নাই। তিনি বহ্নি-বায়ুতুল্য পবিত্র ও ভাস্করের সমান তেজস্বী হন; তাঁহাকে স্বপ্নেও যমলোক, যমদূত বা যমকে দর্শন করিতে হয় না। তিনি হরির পার্ষদ হইয়া হরির সহিত বৈকুণ্ঠধামে পরমানন্দে কালাতিপাত করেন। সেই হরিসেবী ব্রাহ্মণের কখনই পতন হয় না। যে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসক, তিনিই বৈষ্ণব, ঐ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণই প্রাজ্ঞ, তদপেক্ষা পরম পুরুষ আর কেহই নাই

বেদোক্ত, পুরাণোক্ত বা তন্ত্রোক্ত মন্ত্র পবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; মানব যথাবিধি উহা গ্রহণ করিয়া শৈব, শাক্ত অথবা বৈষ্ণব হইয়া থাকে। কিন্তু যাহার কর্ণে গুরুমুখ হইতে বিষ্ণুমন্ত্র প্রবেশ করে, মনীষিগণ তাহাকেই মহাপূত বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন। মানব বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণমাত্রে জীবন্মুক্ত হয়; এবং অন্তে অখিল ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া হরিপদ লাভ করে। সেই বিষ্ণু-ভক্ত, আপনার পূর্ব্বাপর সপ্ত পুরুষ, মাতামহাদি সপ্ত পুরুষ, সহোদরগণ এবং জননী ও জননীর জননীকে উদ্ধার করিয়া থাকে। ব্রজেশ্বর! বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণমাত্রে উক্ত ফলপ্রাপ্তি হয়; আর ঐ মন্ত্রে পুরশ্চরণ হইলে শত শত পূর্ব্বাপর পুরুষের নিস্তার হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি, নারায়ণক্ষেত্রে পুরশ্চরণপূর্ব্বক ঐ বিষ্ণুমন্ত্র জপ করে, সে অবলীলাক্রমে আপনাকে ও আপনার পূর্ব্বাপর সহস্র পুরুষকে উদ্ধার করে। ২৮—৩৮। আর বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিতে করিতে যাহার সমুদয় কামনা বিদূরিত ও কার্য্য-কলাপ বিষ্ণুপদে লীন হয়, সেই ঐকান্তিক ভক্ত পুরুষ আপনার লক্ষ পুরুষকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণ ও দেবগণ আমার প্রাণতুল্য, কিন্তু ভক্ত আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়; ফলতঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থিত যাবতীয় প্রিয়পাত্রের মধ্যে ভক্তাপেক্ষা অধিক প্রিয় কেহই নাই; সর্ব্বত্র রক্ষা করিতে সমর্থ তেজীয়ান্ গুরু দর্শনে বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহার নিকটে হৃষ্টচিত্তে মন্ত্রগ্রহণ করিবে। বয়োহীন, জ্ঞানহীন, বিদ্যাহীন, বা জাতি- হীন, পুরুষের নিকটে কখনই মন্ত্র গ্রহণ করিবে না এবং মূর্খ, আশ্রমহীন, পিতা, সন্ন্যাসী, ব্যাধিযুক্ত, বংশহীন, ভার্য্যাহীন ও মন্ত্রক্ষিপ্ত ব্যক্তির নিকট কদাপি মন্ত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। মানব, বিষ্ণুভক্তি-বিহীন এবং শৈব ও শাক্তের নিকটে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিবে না, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-নিকটে তাহা গ্রহণ করা বিধেয়। বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তির নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিলে অপণ্ডিত, বিদ্যাহীনের নিকটে গ্রহণ করিলে মূঢ় ও জাতিহীনের নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিলে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। মূর্খ-নিকটে মন্ত্রগ্রহীতা সদ্য ঘোর মূর্খ ও অনাশ্রমীর নিকটে মন্ত্রগ্রহীতা দুঃখী হয়; পিতার নিকটে মন্ত্রগ্রহণে যশোহানি ও সন্ন্যাসীর মন্ত্রগ্রহণে মৃত্যু হইয়া থাকে। ব্যাধিযুক্ত গুরুর মন্ত্র গ্রহণে ব্যাধিযুক্ত, বংশহীনের মন্ত্রগ্রহণে বংশহীন এবং ভার্য্যাহীনের মন্ত্রগ্রহণে স্ত্রীহীন ও মন্ত্রহীন ও মন্ত্রক্ষিপ্তের নিকটে মন্ত্র গ্রহণে গুরুতুল্য হইতে হয়। মানব বিষ্ণুভক্তিবিহীন ব্যক্তির নিকটে মন্ত্রগ্রহণ করিলে ভক্তিহীন হয় এবং শৈব বা শাক্তের নিকটে বিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণে হরিভক্তি বর্দ্ধিত হয় না। ৩৯—৪৮। শুদ্ধ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, হরিকে পক্কান্নদানে সমর্থ, অপর ব্যক্তি তাহা দান করিতে পারে না। বিপ্র ব্যতীত যদি অন্য কেহ ওঁকার উচ্চারণ, শালগ্রাম শিলার্চ্চন ও আমাকে পক্কান্ন দান করে, তাহা হইলে সে অধোগামী হয়। সুবোধ ব্যক্তি উদাসীন ও দুরাচার ব্যক্তির নিকট অন্ন গ্রহণ করিবে না। যদি দৈবাধীন গ্রহণ করে, তাহা হইলে নিশ্চয় ধনহীন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণের নিত্য নিরামিষ হবিষ্যান্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ আমিষত্যাগে সূর্য্যসম তেজস্বী হন। ব্রাহ্মণের নিত্য নূতন ভাণ্ডে পাক করাই কর্ত্তব্য, অথবা এক ভাণ্ডে একপক্ষ পাক করিতে পারেন; কিন্তু তৎপরেই তাহা মনীষিগণ পরিত্যাগ করিবেন। বিপ্র স্থান পরিষ্কৃত করিয়া শুদ্ধাচারে তথায় পাক সমাপনান্তে পরিষ্কৃত স্থানে ভক্তিপূর্ব্বক সেই অন্ন আমাকে নিবেদন করিবেন। পরে সাদরে তাহা বিপ্রকে দান করিয়া, অবশিষ্ট স্বয়ং ভোজন করিবেন। আমার অনিবেদিতান্ন ভোজন করিলে, ব্রাহ্মণ সুরাপানের পাপভাগী হইয়া থাকেন। চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণে, জনন-মরণাশৌচে ও অশুচি ব্যক্তির স্পর্শে তৎক্ষণাৎ পাক ভাণ্ড পরিত্যাগ করা বিধেয়। ব্রাহ্মণ পাদপ্রক্ষালনান্তে ধৌত বস্ত্রযুগ্ম পরিধানপূর্ব্বক পরিষ্কৃত স্থানে ভৃষ্ট দ্রব্য বা অন্নভোজন করিবেন। দ্বিজাতিদিগের সূর্য্যের স্থিতি-কাল মধ্যে দ্বিভোজন অবিহিত; যে দ্বিজ ইহার অন্যথা করেন, তাঁহার সমুদয় কর্ম্ম নিষ্ফল হয় এবং অন্তে স্বয়ং নরকে গমন করে। শ্রাদ্ধ দিবসে যাত্রা, যুদ্ধ, নদীপার, পুনর্ভোজন, মৈথুন বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য এবং সংযমদিনে হবিষ্যাশী হইতে হয়। ৪৯—৫৯। বিষ্ণুভক্ত জ্ঞানী ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধীয়পাত্র প্রদান করিবে; বৃষলীপতি, শূদ্রযাজী, সন্ধ্যাবিহীন, দুষ্ট, শুক্র-বিক্রয়ী ও দেবল ব্রাহ্মণকে কদাচ তাহা দান করিবেন না। ব্রাহ্মণ, ঐ সকল ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধীয়পাত্র প্রদান করিলে এবং পাত্রীয়ান্ন ভোজন করিয়া তদ্দিনে মৈথুন করিলে নরকগামী হইয়া থাকে। তাত! যে ব্যক্তি মূল্য গ্রহণপূর্ব্বক কন্যা প্রদান করে, সেই কন্যাবিক্রয়কারী সর্ব্বপাতকী অপেক্ষা অধিক পাতকী; দেহান্তে তাহাকে মহারৌরব নরকে গমন করিতে হয় এবং সেই কন্যাবিক্রয়ী, পিতৃগণ, পুত্রগণ ও পুরোহিতগণের সহিত কন্যার লোমপরিমিত বর্ষ কুম্ভীপাক নরকে অশেষ ক্লেশ ভোগ করে। এজন্য বিচক্ষণ ব্যক্তি, সুপাত্রকে কন্যা দান করিবে, শূদ্রবৎ ব্রাহ্মণ বা তদ্বংশজাতকে দান করা অকর্ত্তব্য।

ব্রজেশ্বর! সমুদয় পুরাণ ও বেদচতুষ্টয়ে যাহা উক্ত হইয়াছে, আমি বিপ্র ও বৈষ্ণবের সেই ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিলাম। দ্বিজার্চ্চন, নারায়ণপূজা, রাজ্য-পালন, রণে নির্ভয়তা, ব্রাহ্মণগণকে নিত্য দান, শরণাগতকে রক্ষা করা, প্রজা ও দুঃখী জনগণকে পুত্রতুল্য পরিপালন, অস্ত্রশাস্ত্রে নিপুণতা, রণে দক্ষতা এবং তপস্যা ও ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম; অতএব সানন্দে যত্নপূর্ব্বক উহারই অনুষ্ঠান করিবে। ক্ষত্রিয়, নিত্য পণ্ডিতগণের সহিত অবস্থিতি করিবে এবং তাহার নিত্য নীতি-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতজনকে পরিপালন ও সভা-মধ্যে নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য। ৬০—৭০। যশস্বী ও প্রতাপবান্ ক্ষত্রিয়, নিত্য অতি যত্নে হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই সেনাঙ্গচতুষ্টয় পালন করিবে। ক্ষত্রিয় যুদ্ধার্থ নিমন্ত্রিত হইলে যুদ্ধগমনে বিমুখ হইবে না এবং যে ক্ষত্রিয় রণে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহার স্বর্গলাভ ও যশোরাশি বিকীর্ণ হইয়া থাকে। আর বৈশ্যগণের বাণিজ্য, পশুপালন, বিপ্রদেবার্চ্চন, দান তপস্যা ও ব্রতসেবা স্বধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, শূদ্রগণের কেবল বিপ্রসেবাই ধর্ম্ম। শূদ্র বিপ্রদ্বেষী ও বিপ্রধান-গ্রাহী হইলে চণ্ডালত্ব লাভ করে। বিপ্রধনাপহারী শূদ্র, কোটি সহস্র জন্ম গৃধ্র, শত জন্ম শূকর ও শত জন্ম শ্বাপদ হয় এবং যে শূদ্র ব্রাহ্মণীগমন করে, সেই পাতকী মাতৃগামী হইয়া থাকে; সে অন্তে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে যন্ত্রণা ভোগ করে। সেই পাপী কুম্ভীপাক নরকে তপ্ততৈল মধ্যে পতিত হইয়া দিবানিশি সর্পগণকর্ত্তৃক দষ্ট ও যমদূতকর্ত্তৃক তাড়িত হওয়ায় নিরন্তর বিকৃত শব্দ করিতে থাকে। অনন্তর সেই পাতকী সপ্তজন্ম চাণ্ডাল, সপ্তজন্ম সর্প, সপ্তজন্ম জলৌকা, কোটি সহস্র জন্ম বিষ্ঠার কৃমি, সপ্তজন্ম পুংশ্চলীগণের যোনিকীট ও সপ্তজন্ম গোগণের ব্রণ-কৃমিরূপে উৎপন্ন হয়; এইরূপে তাহাকে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে হয়; সে আর মানবদেহ প্রাপ্ত হয় না। পিতঃ! এক্ষণে সন্ন্যাসীদিগের যেরূপ ধর্ম্ম, তাহা আমার মুখে শ্রবণ কর;—মানব দণ্ডগ্রহণমাত্রে নারায়ণ হইয়া থাকে। সন্ন্যাসীর পূর্ব্ব শুভাশুভ কর্ম্ম দগ্ধ হয় এবং পরকর্ত্তব্য কিছুই থাকে না। সেই নিরন্তর আমাকে চিন্তা করিয়াই অন্তে আমার মন্দিরে গমন করিয়া থাকে। ৭১—৮২। ব্রজরাজ! বৈষ্ণবের ন্যায় সন্ন্যাসীরও পাদস্পর্শে বসুন্ধরা সদ্য পূতা হয় এবং তীর্থ-সমুদায়ও তৎসংসর্গে পবিত্র হইয়া থাকে। মানব সন্ন্যাসীর স্পর্শমাত্রে নিষ্পাপ হয় এবং সন্ন্যাসীকে ভোজন করাইলে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং তাঁহাকে কামতঃ দর্শন ও প্রণাম করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফলভাগী হয়; আর সন্ন্যাসীর ন্যায় যতি এবং ব্রহ্মচারীর প্রতিও ঐরূপ আচরণে ঐরূপ ফল হইয়া থাকে। ক্ষুধিত সন্ন্যাসী সায়ংকালে গৃহী-দিগের গৃহে গমন করিবে এবং গৃহী যাহা দান করিবে, তাহা সদন্নই হউক আর কদন্নই হউক, কখন ত্যাগ করিবে না। সন্ন্যাসী গৃহীর নিকট মিষ্টান্ন বা ধন প্রার্থনা ও গৃহীর প্রতি কোপ প্রকাশ করিবেন না; তিনি এক বস্ত্র পরিধান ও নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থিতি করিবেন। সন্ন্যাসী, শীত গ্রীষ্মে সমভাবাপন্ন ও লোভ-মোহ-বিবর্জ্জিত হইবেন এবং গৃহস্থভবনে এক রাত্রি অবস্থানপূর্ব্বক প্রভাতে স্থানান্তরে গমন করা কর্ত্তব্য কার্য্য। যে সন্ন্যাসী যানারোহণ, গৃহীর নিকটে ধন গ্রহণ বা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া গৃহীর ন্যায় অবস্থান করে; সে স্বধর্ম্ম হইতে পতিত হয় এবং যে সন্ন্যাসী, কৃষি বাণিজ্য করিয়া কুবৃত্তি আচরণ করে; সেই দুরাচারী স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া থাকে। অশুভ বা শুভই হউক, সন্ন্যাসী যদি অবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইলে সে স্বধর্ম্মবহির্ভূত ও উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। পিতঃ! যে ব্রাহ্মণী বিধবা হয়, সে নিত্য দিনান্তে হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে ও সর্ব্বদা নিষ্কামা হইবে; শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত আছে। ৮৩—৯২। বিধবা ব্রাহ্মণী, উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিবে না এবং গন্ধদ্রব্য, সুগন্ধি, তৈল, মাল্য, চন্দন, শঙ্খ সিন্দূর ও ভূষণ ত্যাগ করিবে; নিত্য মলিনাম্বর ধারণ করিয়া নারায়ণ স্মরণ করাই তাহার কর্ত্তব্য। ব্রজরাজ! উক্ত বিধবা, ঐকান্তিক ভক্তিমতী হইয়া নিত্য নারায়ণ সেবা, নিরন্তর নারায়ণের নামোচ্চারণ ও পুরুষমাত্রকে ধর্ম্মত পুত্রতুল্য দর্শন করিবে। সে মিষ্টান্ন ভোজন ও বিভব করিবে না। পবিত্রা বিধবা ব্রাহ্মণী, একাদশী, কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, শ্রীরাম-নবমী ও শিবরাত্রিতে কিছুমাত্র ভোজন করিবে না। আর অঘোরা ও প্রেতা চতুর্দ্দশীতে এবং চন্দ্রসূর্য্যোপরাগদিনে ভুক্ত দ্রব্য বিধবার পক্ষে নিষিদ্ধ; সুতরাং তদ্ব্যতীত অন্য বস্তু ভোজন করিবে। বিধবা, যতি, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদিগের পক্ষে তাম্বুল, গোমাংস ও সুরাতুল্য বলিয়া বেদে উক্ত আছে এবং উহাদের রক্ত শাক, মসূর, জম্বীর, পর্ণ ও বর্ত্তুলাকার অলাবু বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। বিধবা পর্য্যঙ্কশায়িনী হইলে পতিকে পাতিত করে এবং যানারোহণ করিলে স্বয়ং নরকগামিনী হয়। বিধবা, কেশ-সংস্কার ও গাত্র-সংস্কার পরিত্যাগ করিবে এবং কেশকলাপ জটাবদ্ধ

হইলে তীর্থাতিরিক্ত স্থানেও ক্ষৌরকার্য্য দ্বারা তাহা অপনীত করিবে। ৯৩—১০১। বিধবা, তৈলাভ্যঙ্গ, দর্পণে মুখ দর্শন, পরপুরুষের মুখ নিরীক্ষণ এবং যাত্রা, নৃত্য, মহোৎসব, নৃত্যকারী, গায়ক, সুবেশসম্পন্ন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না; সর্ব্বদা সামবেদ-নিরূপিত ধর্ম্মকথা শ্রবণ করাই তাহার কর্ত্তব্য। ব্রজরাজ! এক্ষণে পরম পরমার্থ বলিতেছি শ্রবণ কর; —অধ্যাপন, অধ্যয়ন, শিষ্যগণের পরিপালন, নিত্য গুরুসেবা, দ্বিজ-দেবার্চ্চন, সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে নৈপুণ্য, আত্মসন্তোষকর পরমার্থ চিন্তা, নিরন্তর গ্রন্থসমূহের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ও অভ্যাস, ব্যবস্থা পরিশুদ্ধি নিমিত্ত বেদসম্মত বিচার এবং স্বয়ং শাস্ত্রবিহিতাচরণ সাধুগণের কর্ত্তব্য। বেদাহ্নিকে নৈপুণ্য, ঈপ্সিত বেদাচরণ, বেদোক্ত ভক্ষণ ও সর্ব্বদা পবিত্রাচরণই সজ্জনগণের আবশ্যকীয়। ব্রজেশ্বর! এক্ষণে পতিব্রতা রমণীদিগের স্বধর্ম্ম শ্রবণ কর;—পতিব্রতা নারী, সতত স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী থাকিবে এবং নিত্য ভর্ত্তার অনুজ্ঞা লইয়া ভক্তিভাবে ভর্ত্তার পাদোদক পান করিবে। ব্রত, তপস্যা ও দেবার্চ্চনা পরিত্যাগ করিয়া যত্ন-সহকারে স্বামীর চরণ সেবা, স্বামীকে স্তব ও স্বামীর তুষ্টিসাধন করাই পতিব্রতার কর্ত্তব্য। সতী রমণী স্বামীর অনুমতি ভিন্ন কখনই কোন কার্য্য করিবে না এবং নিরন্তর নিজ কান্তকে নারায়ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠজ্ঞান করা সতীর কর্ত্তব্য কার্য্য। ব্রজরাজ! সুব্রতা স্ত্রী, পরপুরুষের মুখাবলোকন, পরপুরুষের প্রতি নেত্রপাত এবং যাত্রা, মহোৎসব, নৃত্য, নৃত্যগীতকারী পুরুষ, পর-ক্রীড়া ও পরের সুরত দর্শন করিবে না। স্বামীর যাহা ভক্ষ্য যোষিদ্গণেরও তাহা ভোজন করা কর্ত্তব্য। সুব্রতা নারী ক্ষণকালও পতিসঙ্গ ত্যাগ করিবে না। পতিব্রতা স্বামীর উত্তরে উত্তর করিবে না এবং স্বামীর প্রতি কোপ প্রকাশ বা কোপভরে তাড়না করা শুদ্ধস্বভাবার কর্ত্তব্য নহে। স্বামী ক্ষুধিত হইলে তাঁহাকে ভোজন করাইবে; তাঁহার তোষণার্থ পানীয় প্রদান করিবে; এবং নিদ্রাগত স্বামীকে জাগরিত ও কোন কার্য্যে প্রেরিত করিবে না। সতী, পতিকে পুত্রগণের শতগুণ স্নেহ করিবে; কারণ কুলকামিনীদিগের পতিই বন্ধু, পতিই গতি ও পতিই ভরণকারী। সাধ্বী রমণী ভক্তিভাবে সহাস্যবদনে সযত্নে শুভদৃষ্টিতে কান্তকে সুধাতুল্য দর্শন করে। সতী স্ত্রী সহস্র পুরুষকে উদ্ধার করিয়া থাকে; পতিব্রতা রমণীদিগের পতি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রজেশ্বর! সাধ্বী রমণীদিগের তেজস্বিতাগুণে তাহাদের স্বামীকে কর্ম্মভোগ করিতে হয় না; সে, নিষ্কর্ম্মী হইয়া পত্নীর সহিত হরিমন্দিরে সানন্দে কালক্ষেপ করে। পৃথিবীস্থিত যাবতীয় তীর্থই সতীপদে বিদ্যমান এবং সমুদয় দেবতা ও মুনিগণের তেজ সতী রমণীতে অবস্থিত আছে। ব্রজরাজ! তপস্বিগণ তপোনুষ্ঠান, ব্রতিগণ ব্রতাচরণ ও দাতাগণ দান কার্য্যে যে ফল লাভ করেন, সতী রমণীগণে তৎসমুদয়ই নিরন্তর বিদ্যমান আছে। অধিক কি, স্বয়ং নারায়ণ, শম্ভু, জগতের বিধানকারী ব্রহ্মা এবং সমুদয় দেবতা ও মুনিগণ নিরন্তর তাহাদিগকে ভয় করিয়া থাকেন। সতীগণের চরণরেণু-স্পর্শে বসুন্ধরা সদ্যঃপূতা হন; মানব পতিব্রতাকে নমস্কার করিলে সমুদয় পাতক হইতে মুক্ত হন। মহা পুণ্যবতী পতিব্রতা রমণী সদা স্বীয় তেজঃপ্রভাবে ক্ষণমধ্যেই ত্রিলোককে ভস্মসাৎ করিতে সমর্থা। সতীস্ত্রীদিগের পতি পুত্র সর্ব্বদা নিঃশঙ্কে অবস্থিত থাকে; তাহাদের দেবতা ও যম হইতে কোন ভয় নাই। ১০২—১২৪। যাহারা শত জন্ম পুণ্যার্জ্জন করেন, তাঁহাদের গৃহেই সতী রমণীর জন্ম হইয়া থাকে। পতিব্রতার জননী পবিত্রা ও জনক জীবন্মুক্ত হন। সতী স্ত্রী, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানান্তর রাত্রিবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ভর্ত্তাকে নমস্কার করিয়া সানন্দে স্তব করিবে। পরে গৃহকার্য্য-সমাপনান্তে স্নান করিয়া ধৌত বসনযুগল পরিধান ও শুক্লপুষ্প-গ্রহণ করিয়া পতিকে পূজা করিবে। অনন্তর নির্ম্মল পবিত্রজলে পতিকে স্নান করাইয়া ধৌতবস্ত্র প্রদান-পূর্ব্বক প্রফুল্লমনে পতির পাদ প্রক্ষালন করিবে। তৎপরে আসনে উপবেশন করাইয়া স্বামীর ভালে চন্দন প্রদানপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গ অনুলিপ্ত করিয়া গলদেশে মাল্য দান করিবে। পরে সামবেদোক্ত মন্ত্রে সুধোপম বিবিধ ভোগ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া প্রীতমনে ভক্তিপূর্ব্বক কান্তকে স্তব ও প্রণাম করিবে। সাধ্বী ওঁ নমঃ কান্তায় শাস্ত্রে সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় স্বাহা, এই মন্ত্রে পতিকে পুষ্প, চন্দন, পাদ্য, অর্ঘ্য, ধূপ, দীপ, উত্তম বস্ত্র ও নৈবেদ্য, সুবাসিত জল, শুদ্ধ জল ও সুসংস্কৃত তাম্বূল দান করিয়া সরস্বত্যাদিকর্ত্তৃক পূর্ব্বকৃত স্তোত্র পাঠ করিবে, যথা, হে স্বামিন্! তুমি কান্ত, শান্ত ও শিবচন্দ্র স্বরূপ; তোমাকে নমস্কার। তুমি শান্ত, দান্ত সর্ব্ব-দেবাশ্রয় ব্রহ্মস্বরূপ ও সতীর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়; তোমাকে নমস্কার। নাথ! তুমি নমস্য পূজ্য ও হৃদয়াধার; তোমাকে নমস্কার। তুমি পত্নীগণের পঞ্চপ্রাণের অধিদেব, চক্ষুর তারকা, জ্ঞানের আধার

এবং পরম আনন্দদাতা; অতএব তোমাকে নমস্কার প্রভো! রমণীগণের পতি ব্রহ্মা, পতি বিষ্ণু ও পতিই মহেশ্বর এবং পতিই নির্গুণাধার পরমব্রহ্মস্বরূপ; অতএব তোমাকে নমস্কার করি। ১২৫—১৩৬। হে ভগবন্! আমার জ্ঞানাজ্ঞানকৃত দোষ সকল ক্ষমা কর। হে পত্নীবন্ধো! হে দয়াসিন্ধো! দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা কর। ব্রজরাজ! সৃষ্টির প্রথমে লক্ষ্মী ও পূর্ব্বকালে সরস্বতী ধরা ও গঙ্গা এই মহাপুণ্যজনক স্তোত্র পাঠ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে সাবিত্রী নিত্য ব্রহ্মাকে ও কৈলাসে পার্ব্বতী শঙ্করকে ভক্তিপূর্ব্বক এই স্তোত্রে স্তব করেন এবং পূর্ব্বে মুনিপত্নীগণ ও দেবপত্নীগণ এই স্তোত্রে স্ব স্ব পতির স্তব করিয়াছেন। ইহা সমুদয় পতিব্রতাদিগেরই সুখাবহ। যে পতিব্রতা রমণী এই মহাপুণ্য স্তোত্র শ্রবণ করেন, তিনি অথবা যে কোন নর বা নারী এতৎশ্রবণে সমুদয় বাঞ্ছিত ফল লাভ করিতে পারে। এই স্তোত্রশ্রবণে পুত্রহীন পুত্র ও ধনহীন ধন লাভ করিয়া থাকে এবং রোগী রোগ হইতে ও বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। পতিব্রতা এই স্তোত্রে পতিকে স্তব করিলে, সমুদয় তীর্থ-স্নানের সমুদয় তপস্যা ও সর্ব্বপ্রকার ব্রতাচরণের ফল লাভ করিয়া থাকে। সতী-স্ত্রী, পতিকে ভক্তিসহকারে এইরূপ স্তব করিয়া পরে তাহার অনুজ্ঞাক্রমে ভোজন করিবে। ব্রজরাজ! এই আমি তোমার নিকটে পতিব্রতাদিগের ধর্ম্ম ব্যক্ত করিলাম, এক্ষণে গৃহিগণের ধর্ম্ম শ্রবণ কর। ১৩৭—১৪৪।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুশীতিতম অধ্যায়।

ভগবান্ বলিলেন;—পিতঃ! গৃহী ব্যক্তি সতত দ্বিজ ও দেবতার পূজা করিবে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়েরই নিত্য ধর্ম্মাচরণ করা কর্ত্তব্য। দেবতাদি সকলেই গৃহীদিগের প্রত্যাশা করেন; এজন্য যে গৃহস্থ অতিথিপূজা না করে, সে সদা অশুচি। পানভূমিতে গোগণের ন্যায় সর্ব্বকালে পিতৃগণ ও তিথিকালে দেবতা সকল গৃহস্থনিকটে উপস্থিত হন। ক্ষুধিত অতিথি, সায়াহ্নে ব্যগ্রচিত্তে গৃহীর নিকটে উপস্থিত হন; পরে পূজা লাভ করিয়া আশীর্ব্বাদ করত গৃহস্থের গৃহ হইতে প্রস্থান করেন। গৃহী, অতিথিপূজা না করিলে পাতকী হইয়া থাকে; অধিক কি ত্রৈলোক্য-জনিত পাপ তাহাকে আশ্রয় করে; এ বিষয়ে কিছু-মাত্র সংশয় নাই। অতিথি ভগ্নমনোরথ হইয়া যে গৃহীর গৃহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, দেবগণ ও পিতৃগণ ত্রিবিধ অতিথির অপ্রতিগ্রহহেতু নিরাশ হইয়া তাহার গৃহ হইতে প্রস্থান করিয়া থাকেন। যাহার গৃহে অতিথি অর্চ্চিত না হয়, সেই গৃহী স্ত্রীঘাতক, গোঘাতক, কৃতঘ্ন, ব্রহ্মঘ্ন ও গুরুতল্পগামীর তুল্য দোষভাগী হইয়া থাকে এবং বিমুখ অতিথি তাহাকে আত্ম পাতক অর্পণ করিয়া তাহার পুণ্য-গ্রহণ-পূর্ব্বক গমন করে। সেই হেতু শুভাশয় ধর্ম্মবিৎ গৃহী, দেবাদি সকলের সেবা ও পোষ্যবর্গের সেবা করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং ভোজন করিয়া থাকেন। যাহার গৃহে মাতা নাই ও ভার্য্যা পুংশ্চলী, তাহার অরণ্যে গমন করা কর্ত্তব্য; কারণ তাহার পক্ষে অরণ্য ও গৃহ উভয়ই তুল্য। পুংশ্চলী স্ত্রী, সর্ব্বদা পতিকে স্বেব ও বিষতুল্য দর্শন করিয়া থাকে এবং পতিকে আহার দান করে না; কেবল নিরন্তর ভর্ৎসনা করে। সে পাপীয়সী, পতি মুনিতুল্য পূজিত ও সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ হইলেও তাহাকে নিরন্তর তৃণজ্ঞানে হুঙ্কার করিয়া থাকে। ১—১২। মানব দুষ্টবংশজা নারীকে পরিগ্রহ করিলে যাবজ্জীবন তাহার দুর্ব্বাক্যবহ্নিতে দগ্ধ হওয়ায় মৃততুল্য হইয়া জীবিত থাকে। ব্রজরাজ! এক্ষণে বেদবিহিত গৃহিণীগণের সদাচার শ্রবণ কর। দেব-ব্রাহ্মণপূজিতা পতিভক্তা শুদ্ধা গৃহিণী, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানানন্তর পতি ও দেবতাকে নমস্কার করিয়া গোময় ও জলসেকে প্রাঙ্গণে মণ্ডল প্রদান করিবে। সতী গৃহকৃত্য নির্ব্বাহান্তে স্নান করিয়া গৃহে গমনপূর্ব্বক দেবতা, বিপ্র ও পতিকে প্রণাম এবং গৃহদেবতাকে পূজা করিবে। তৎপরে সেই সতী অন্যান্য গৃহকার্য্য সম্পাদনান্তে পতিকে ভোজন করাইয়া, অতিথিপূজাপূর্ব্বক সুখে স্বয়ং ভোজন করিবে। পুত্রগণকর্তৃক পিতা ও শিষ্যগণকর্তৃক গুরু পূজিত হইবেন এবং পুত্র পিতার ও শিষ্য গুরুর আজ্ঞাক্রমে ভৃত্যের ন্যায় সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিবে। পুত্র পিতাকে ও শিষ্য গুরুকে কোন কার্য্যে প্রেরণ করিবে না। পুত্রের পিতাকে ও শিষ্যের গুরুকে সর্ব্বস্বই সমর্পণ করা কর্ত্তব্য। পুত্র পিতাকে ও শিষ্য গুরুকে কখনই মনুষ্য জ্ঞান করিবে না; তাহা করিলে নিশ্চয় ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হইবে। মানব, পিতা অপেক্ষা মাতাকে ভক্তিপূর্ব্বক অধিক পূজা করিবে এবং মাতা অপেক্ষাও গুরুকে ভক্তিযোগে সমধিক পূজা করা কর্ত্তব্য। পিতা, মাতা, গুরু, ভার্য্যা, শিষ্য, অক্ষম পুত্র এবং অনাথা ভগিনী, কন্যা ও গুরু-ভার্য্যা মনুষ্যে

নিত্য পোষা। তাত! এই আমি তোমার নিকটে সকলেরই উত্তম ধর্ম্মপ্রণালী কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে স্ত্রীজাতির বিষয় শ্রবণ কর। সমুদয় স্ত্রীজাতিই বাস্তবিক শুদ্ধা ও পতিব্রতা ছিল। ১৩—২৩। পূর্ব্বে ব্রহ্মা, সমুদয় স্ত্রীজাতিকেই একরূপ সৃজন করেন। তাহারা সকলেই প্রকৃতির-অংশসম্ভূতা, পবিত্রা এবং সমধিকজ্ঞানশালিনী ছিল। পরে যখন কেদার-কন্যার অভিশাপে ধর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হন, তখন ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া কৃত্যাস্ত্রী নির্ম্মাণ করেন। ব্রজরাজ! ব্রহ্মা-নির্ম্মিত ঐ কৃত্যা স্ত্রী উত্তমা, মধ্যমা ও অধমা—এই ত্রিবিধা জাতি; তাহার মধ্যে উত্তমা প্রথমা বলিয়াও প্রসিদ্ধা। ঐ উত্তমা স্ত্রী পতিভক্তা ও কিঞ্চিৎ-ধর্ম্মযুক্তা; উত্তমা প্রাণান্তেও অযশস্কর উপপতি-সংসর্গ করে না। সেই উত্তমা স্ত্রী নিজকান্তকে যেরূপ পূজা করে, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও অতিথিকেও সেইরূপ পূজা করিয়া থাকে এবং ব্রত, উপবাস ও সকলেরই সংকার করে। যে স্ত্রী, গুরুজন কর্ত্তৃক যত্নে রক্ষিতা হইলে, ভয়ে জার-সংসর্গ করে না, সেই কৃত্রিমা মধ্যমা নারী, যথা-কথঞ্চিৎ পতিতে অনুরাগিণী হয়। হে নন্দ! রতির স্থান, রতির সময় ও প্রার্থয়িতা পুরুষের অভাবেই সেই মধ্যমা রমণীদিগের সতীত্ব রক্ষিত হইয়া থাকে। আর অত্যন্ত অসদ্বংশজাতা, অধর্ম্মশীলা, দুশ্চরিত্রা, দুর্ম্মুখা, কলহান্বিতা, পরমা দুষ্টা নারীই অধমা বলিয়া প্রসিদ্ধা। ঐ অধমা স্ত্রী, নিত্য পতিভর্ৎসনা ও সর্ব্বদা উপপতির সেবা করিয়া থাকে; সে কান্তকে বিষতুল্য দর্শন এবং দুঃখ দান করে। অধিক কি, এই ভূমণ্ডলে অধমা রমণী—ধর্ম্মিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, বরিষ্ঠ ও মনোহর কান্তকেও কোন উপায়ে উপপতি দ্বারা বিনষ্ট করিয়া থাকে। সেই পাপীয়সী নিরন্তর কামভাবে সানন্দে কটাক্ষ বিক্ষেপ করত শুভ দৃষ্টিতে উপপতিকে কামদেব তুল্য দর্শন করিয়া ২৪—৩৪। সুবেশ রতিশূর যুবাপুরুষ দর্শনে সেই কামুকীদিগের যোনি সর্ব্বদা ক্লিন্ন হইয়া থাকে। সেই দুষ্টা রমণী ভর্ত্তাকে আহার দান করে না এবং নিরন্তর তাহার প্রতি কটূক্তি করিয়া থাকে; আর সতত সানন্দে জার-সঙ্গরূপ পরমঅধর্ম্ম চিন্তায় নিরতা হয়। সেই দুষ্টা গুরুজনসমূহ কর্ত্তৃক ভর্ৎসিতা ও শত ব্যক্তি কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইলেও উপপতিসঙ্গ করিয়া থাকে; নৃপগণও তাহাকে নিবারণ করিয়া রাখিতে পারেন না। সেই দুষ্টার প্রকৃত প্রিয় বস্তু কিছুই নাই; কেবল কার্য্যবশতই প্রিয় ও অপ্রিয় সমস্ত ঘটিয়া থাকে। অরণ্যে গোগণ যেমন নব নব তৃণ ইচ্ছা করে, উহারাও সেইরূপ নিরন্তর নূতন নূতন পুরুষের সঙ্গসুখে অভিলাষিণী হয়। সেই অধর্ম্মযুক্তা রমণী, নিশ্চয় সতত কপট বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে; তাহার প্রীতি বিদ্যুতের আলোক ও জলরেখার ন্যায় অস্থায়িনী। ব্রত, তপস্যা, ধর্ম্ম, গৃহকার্য্য, গুরু ও দেবতার প্রতিও সেই দুষ্টার মন থাকে না। তাহার চিত্ত কেবল উপপতিতেই অনুরক্ত ও তন্নিমিত্তই চঞ্চল হইয়া থাকে। তাত! এই আমি তোমার নিকট ত্রিবিধ স্ত্রীজাতির কথা বলিলাম; এক্ষণে ত্রিবিধ ভক্তের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর আমার ভক্ত, সংসার-সুখ কারণ সমুদয় বস্তু ত্যাগ করিয়া তৃণশয্যায় শয়ন করত আমারই নাম গুণকীর্ত্তনে মনোনিবেশ করিবে এবং ভক্তিভাবে আমারই চরণকমল ধ্যান ও পূজা করিবে; কামনাশূন্য মদ্ভক্তের সম্পত্তিপ্রদ অন্য দেবতার প্রীতিলাভের প্রয়োজন নাই। ভক্তগণ, অভীপ্সিত অণিমাদি সমুদয় সিদ্ধি, অথবা সুখকারণ ব্রহ্মত্ব, অমরত্ব বা সুরত্বও বাঞ্ছা করেন না; ফলতঃ আমার দাস্য ভিন্ন সালোক্যাদি চতুষ্টয়ও তাহাদিগের প্রার্থনীয় নহে। তাহারা নির্ব্বাণ মুক্তি বা অভীপ্সিত সুরাপানও ইচ্ছা করে না; কেবল নিরন্তর আমাতে অতুল অচল ভক্তির ইচ্ছুক। ৩৫—৪৫। ব্রজেশ্বর! সেই সিদ্ধেশ্বর-প্রবর ভক্তগণের স্ত্রীপুরুষে বিভেদ থাকে না; তাহারা সর্ব্ব জীবকেই অভিন্নরূপে দর্শন করে। শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি এবং নিদ্রা ও লোভ-মোহাদি রিপুবর্গকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দিগম্বর হইয়া দিবানিশি আমারই ধ্যানে নিমগ্ন থাকে। নন্দ! এইরূপ ভক্তই আমার উত্তম ভক্ত। এক্ষণে মধ্যমাদি ভক্তের বিষয় শ্রবণ কর। যে শুচি গৃহী, পূর্ব্ব-কর্ম্মানুসারে কর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া সতত কর্ম্মপাশ-চ্ছেদনে প্রবৃত্ত থাকে ও সযত্নে কোনরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান না করে এবং সঙ্কল্পরহিত হইয়া কায় মনোবাক্যে নিরন্তর এইরূপ চিন্তা করে যে, যাহা কিছু হইতেছে সমুদয়ই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায়, আমি কোন কর্ম্মেরই কর্ত্তা নহি, সেই ভক্তই মধ্যম ভক্ত। আর তদপেক্ষা অল্পভক্তিযুক্ত ব্যক্তিই ন্যূন ভক্ত, সে বেদে প্রাকৃতিক ভক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। আমার পূর্ব্বভক্ত, স্বপ্নেও যম বা যমদূতকে দর্শন করে না এবং সহস্র পুরুষের উদ্ধার-সাধন করিয়া থাকে। আর মধ্যম ভক্ত শত পুরুষ ও প্রাকৃত ভক্ত পঞ্চবিংশতি পুরুষের উদ্ধার করে। হে তাত! এই আমি তোমার আজ্ঞায় ত্রিবিধ ভক্তের বিষয় বর্ণন করিলাম, এক্ষণে সাবধানে ব্রহ্মাণ্ডরচনাবিষয় শ্রবণ কর। পিতঃ! আমার ভক্তগণ যত্ন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডরচনা বিব-

রূপ জানিতে পারে এবং মুনিগণ সুরগণ ক্লেশে কিয়ৎ-পরিমাণে বিদিত হইতে পারেন। আমি সমস্ত বিশ্ব-রচনা বিবরণ পরিজ্ঞাত আছি। আর ব্রহ্মা অনন্ত, মহেশ্বর, ধর্ম্ম, সনৎকুমার, নর-নারায়ণ—ঋষিদ্বয়, কপিলদেব, গণেশ, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, দেবগণ, বেদমাতা ও স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞা রাধিকা—ইঁহারাও সকলে এই বিশ্ব-রচনার বিষয় বিদিত আছেন, অন্যে কেহই তাহা জানে না। অধিক কি, সমুদয় সুধী ব্যক্তিও ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে অক্ষম। ১৬—৫৬। ব্রজরাজ। যেমন আকাশ ও আত্মা নিত্য; সেইরূপ দশদিক্‌ও নিত্য এবং প্রকৃতি যেমন নিত্যা, তদ্রূপ বিশ্বগোলোকও নিত্য বস্তু। আর গোলোকধাম যেমন নিত্য, বৈকুণ্ঠধামও সেইরূপ নিত্য। পিতঃ! একদা ঐ গোলোকধামে রাসমণ্ডলে আমি নৃত্য করিতেছি; এমত সময় আমার বামাঙ্গ হইতে শ্বেত চম্পকবর্ণাভা শরচ্চন্দ্র-সমপ্রভা এক ষোড়শবর্ষীয়া বালা আবির্ভূতা হইলেন। রমণীপ্রধানা সেই রামা, অতিশয় সুন্দরী। তখন সেই মনোহরা কোমলাঙ্গীর সুপ্রসন্ন মুখমণ্ডলে ঈষৎ হাস্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। জলদপঙ্‌ক্তি যেরূপ বলাকায় বিভূষিত হয়, সেইরূপ তিনি বহ্নিশুদ্ধ বসন ও রত্নাভরণ-নিচয়ে ভূষিতা। তাঁহার সীমন্তের অধঃস্থলে চন্দ্রবৎ মনোহর চন্দনবিন্দু ও কস্তূরীবিন্দুর সহিত সিন্দূরবিন্দু এবং গণ্ডস্থলে রত্নকুণ্ডলযুগল বিরাজ করিতে লাগিল। কুঙ্কুমে আরক্ত কস্তূরী ও চারুচন্দনপত্রক বিচিত্ররূপে চিত্রিত হওয়ায়, তাঁহার কপোলস্থলের শোভা বিস্তার করিল। তাঁহার মনোহর নাসিকা খগেন্দ্রচঞ্চুর সৌন্দর্য্যকেও পরাজয় করিল; তাহাতে আবার গজেন্দ্রগণ্ড-নির্ম্মুক্ত মুক্তাভূষণ লম্বিত হওয়ায়, শোভার সীমা ছিল না। সেই ললিতা বনিতার দন্তপঙ্‌ক্তি শুক্তিসঞ্জাত মুক্তার ন্যায় মনোহর এবং অধর পক্কবিম্বফলতুল্য সুন্দর। তাঁহার বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রকেও লজ্জা দেয় এবং নয়নযুগল পদ্ম-বিনিন্দিত তাহাতে আবার কৃষ্ণসারনিভ উজ্জ্বল কজ্জলরেখা পরম সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিল। ৫৭—৬৬। তাঁহার করযুগলে উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত কেয়ূর কঙ্কণ ও অসাধারণ মণিরাজি বিরাজিত শঙ্খযুগল শোভিত। তাঁহার অঙ্গুলিসকল রত্নাঙ্গুরীয়কে এবং চরণযুগল রত্নেন্দ্রসার-খচিত মধুর শব্দায়মান নূপুরযুগে রঞ্জিত। তাঁহার পাদাঙ্গুলিনিচয়ে রত্নময় পাষকসমূহ বিরাজ করিতেছে এবং চরণের অধোদেশ সুন্দর অলক্ত-রাগে সমুজ্জ্বল। তখন সেই গজেন্দ্রগামিনী বামলোচনা পরম লাবণ্যবতী রমণী; রমণোৎসুকা হইয়া আমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই সর্ব্বপূজিতা বামা, রাসমণ্ডলে সম্ভূত হইয়াই আমার অগ্রে ধাবমানা হন; এই জন্য পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে রাধা বলিয়া থাকেন। প্রকৃষ্টা প্রকৃতি বলিয়া পরমা প্রকৃতি ও তিনি সর্ব্বকার্য্যে শক্তা বলিয়া শক্তি নামে প্রসিদ্ধা। সেই সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলার্হা সর্ব্বা-ধারা সর্ব্বরূপা রাধা সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলবিধানে দক্ষা বলিয়া, সর্ব্বমঙ্গলা নাম ধারণ করিয়াছেন। তিনিই মুক্তিভেদে বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী ও সরস্বতীরূপে বিরাজ করিতেছেন এবং তিনিই বেদসকল প্রসব করায় সর্ব্বদা বেদমাতা নামে প্রসিদ্ধা। ফলতঃ তিনিই সাবিত্রী, তিনিই গায়ত্রী ও তিনিই ত্রিলোকধারিণী শক্তি; আর পূর্ব্বে দুর্গনামক অসুরকে সংহার করায় তিনিই দুর্গা নামে কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। সেই সতী পূর্ব্বে সমুদয় দেবগণের তেজে আবির্ভূতা হইয়া সমস্ত অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছেন; এই নিমিত্ত আদ্যা প্রকৃতি বলিয়া বিখ্যাতা। তিনি সর্ব্বানন্দ-স্বরূপা ও সানন্দা; তিনি ভক্তগণের ভয়-হারিণী ও দুঃখ-দারিদ্র্যনাশিনী এবং শত্রুগণের ভয়দাত্রী। ৬৭—৭৭। সেই দেবীই দক্ষকন্যা সতী ও শৈলজাতা পার্ব্বতী এবং তিনিই নিজ অংশে সর্ব্বা-ধারস্বরূপা বসুন্ধরারূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারই অংশে তুলসী, গঙ্গা ও অন্যান্য যোষিদ্‌গণের উৎপত্তি হইয়াছে এবং আমিও সেই শক্তিসহায়ে বারংবার সৃষ্টি করিতেছি। তাত! সেই রাসমণ্ডলস্থা রাধিকাকে দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত আমার ক্রীড়া আরম্ভ হইল; পরে ব্রহ্মার পরমায়ুপরিমিত অতি দীর্ঘকাল সকৌতুকে ঈপ্সিত অত্যদ্ভুত মহাশৃঙ্গার হইতে লাগিল। তখন সেই রাসমণ্ডলে আমাদিগের উভয়ের গাত্র হইতে এরূপ ঘর্ম্মরাশি নির্গত হইতে লাগিল যে, তাহা হইতে এক গভীর মনোহর সরোবর উৎপন্ন হইল। ব্রজেশ্বর! ক্রমে সেই ঘর্ম্মধারা বেগে অধঃস্থিত বিশ্বলোকে পতিত হওয়ায়, সৃষ্টিশূন্য সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর শৃঙ্গা-রান্তে রাধিকার গর্ভে আমি বীর্য্যাধান করিলে, তিনি ব্রহ্মার পরমায়ুকাল পর্য্যন্ত গর্ভ ধারণ করিলেন। পরে দেবী রাধিকা অত্যদ্ভুত এক ডিম্ব প্রসব করিয়া তদ্দর্শনে বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে রোদন করিলেন এবং কোপভরে সেই ডিম্ব অধঃস্থ বিশ্বলোকে পাদদ্বারা পাতিত করিলে, তাহা জলে পতিত হইল; তৎপরে সেই ডিম্ব হইতে সর্ব্বাধার মহান্ বিরাট্ পুরুষ

প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন আমি সেই অপত্যকে জলস্থ দেখিয়া রাধিকাকে শাপ প্রদান করায় তিনি আমার শাপপ্রভাবে অনপত্যা হইয়াছেন। এই হেতু দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও পরিপূর্ণা সেই রাধিকা, এই মূর্ত্তিচতুষ্টয় অপ্রসূতা অর্থাৎ ইহাঁদিগের সন্তান হয় নাই। ব্রজেশ্বর! এইরূপ তাঁহার কলা বা কলাংশে যে সকল দেবী বা অন্য রমণীগণের উৎপত্তি হইয়াছে তাঁহারা কেহই প্রসব করে নাই ।৭৮—৮৯। ব্রজেশ্বর! সেই ডিম্ব হইতে আমার অংশ সর্ব্বাশ্রয় মহান্ বিরাট্ উৎপন্ন হইলে, আমি তাঁহাকে অমৃতাঙ্গুষ্ঠের পীযূষ প্রদান করিয়াছিলাম। তিনিও পান করিয়াছিলেন। তিনি নিজ কর্ম্মানুসারে জলে স্থাবররূপে শয়ান রহিলেন; তাঁহার যোগবলে জলই উপাধান ও শয্যা হইল। তদীয় লোমকূপ সকল নিরন্তর জলপূর্ণ রহিল এবং প্রত্যেক লোমকূপে ক্রমে এক এক ক্ষুদ্র বিরাট্ পুরুষ সমুদ্ভূত হইয়া শয়ান রহিলেন। আবার সেই ক্ষুদ্র বিরাটের নাভিকমল হইতে সহস্র-পত্র কমলের উৎপত্তি হইল এবং সেই কমলমধ্যে স্বতো ব্রহ্মা উৎপন্ন হওয়ায় কমলোদ্ভব নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। সেই বিধি তথায় আবির্ভূত হইয়া "কিরূপে আমার দেহ হইল, আমার পিতা, মাতা ও বান্ধবই বা কোথায়, এইরূপ চিন্তাকুলচিত্তে সেই কমলমধ্যে দিব্য ত্রিলক্ষ বর্ষ ভ্রমণ করিলেন, পরে সেই কমলের দণ্ডে অবস্থিত হইয়া দিব্য পঞ্চলক্ষ বর্ষ তপস্যা অবলম্বন করত আমাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে আমি তাঁহাকে মন্মন্ত্র প্রদান করিলে তিনি সংযত ও শুচি হইয়া কমলমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক দিব্য সপ্তলক্ষ বর্ষ নিয়ত সেই মন্ত্র জপ করেন। পরে সেই স্রষ্টা আমার নিকটে বরপ্রাপ্তে সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মায়াবলে প্রতি ব্রহ্মাণ্ডেই পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উদ্ভব হইল ।৯০—৯৭। দিক্পালগণ, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, নবগ্রহ, অষ্টবসু, ত্রিকোটি দেবতা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, ভূতাদি ও রাক্ষসসমন্বিত সমুদয় চরাচর সৃষ্ট হইল। আর সেই স্রষ্টা ক্রমে প্রতিবিশ্বেই এইরূপ সপ্ত স্বর্গের নির্ম্মাণ করিলেন। সপ্তসাগর ও কাঞ্চনীভূমিযুক্ত সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা আর তৎপরে অন্ধকারময় স্থান ও সপ্ত পাতাল সৃষ্ট হইল। ব্রজেশ্বর! এই সমুদয়ের সমষ্টির নামই ব্রহ্মাণ্ড। এইরূপ প্রতি বিশ্বেই চন্দ্র, সূর্য্য পুণ্যক্ষেত্র ভারত ও গঙ্গাদি তীর্থ সকল বিরাজ করিতেছে। পিতঃ! সেই মহাবিষ্ণুর যে পরিমাণে রোমকূপ, অসংখ্য বিশ্বও সেই পরিমিত, তাহাতে সংশয় নাই। ঐ সমুদয় বিশ্বের ঊর্দ্ধভাগে নিরাশ্রয় বৈকুণ্ঠধাম, আমার ইচ্ছায় নির্ম্মিত হইয়াছে; দেবগণও উহার বর্ণনবিষয়ে সমক্ষ নহেন। উহা কুযোগী ও অভক্তগণের অদৃশ্য, তাহার সংশয় নাই। আর সেই বৈকুণ্ঠধাম হইতে পঞ্চাশৎ কোটি যোজন ঊর্দ্ধে গোলোকধাম বিদ্যমান রহিয়াছে; ঐ বিচিত্র পরমাশ্রয় নিত্যরূপ গোলোকধাম, আমারই ইচ্ছায় অতীব রমণীয়রূপে নির্ম্মিত ও বায়ু-অবলম্বনে অবস্থিত। উহাতে শতশৃঙ্গ শৈল, পুণ্য বৃন্দাবন ও সুরম্য রাস-মণ্ডল শোভা পাইতেছে। উহা বিরজা-নদীতে পরিবৃত। ব্রজরাজ! অতি প্রশংসনীয়া শুভদায়িনী ঐ বিরজা, প্রস্থে কোটিযোজন ও দৈর্ঘ্যে তাহার দশগুণ বিস্তীর্ণা। সেই গোলোকধামের যাবতীয় ভবনই অমূল্যরত্ননির্ম্মিত ও তাহার এরূপ মনোহর প্রাকার যে বিশ্বকর্ম্মা কখন তাহা দর্শনও করেন নাই। ৯৮—১০৮। আর তত্রত্য রাসমণ্ডল, কার্য্যব্যস্ত গোপনিকরে বেষ্টিত এবং অসংখ্য কামধেনু, কল্পবৃক্ষ, পারিজাত-পাদপ, সরোবর ও কোটি কোটি পুষ্পোদ্যানে সুশোভিত। ঐ রাসমণ্ডলে গোপগণ-বেষ্টিত, রত্নপ্রদীপযুক্ত পুষ্পশয্যাসমন্বিত, শতকোটি মন্দির বিরাজমান রহিয়াছে। সেই মন্দিরসকল কস্তূরী-কুঙ্কুমান্বিত সুগন্ধি চন্দনে আমোদিত এবং তাহাতে কোন স্থানে তাম্বুল, কোন স্থানে সুবাসিত জল ও কোন স্থানে ক্রীড়োপযুক্তা ভোগ্যবস্তু-সমূহ সন্নিবেশিক রহিয়াছে। বহ্নিশুদ্ধ বসন ও অমূল্য রত্নাভরণে ভূষিত ত্রিকোটি রাধিকা-দাসী নিরন্তর ঐ রাসমণ্ডল রক্ষা করিতেছে। নিরুপম রূপসম্পন্ন নবযৌবনান্বিত ঐ সকল রাক্ষস, যথাক্রমে স্থাপিত লক্ষ মত্ত গজেন্দ্রবলে বেষ্টিত! ব্রজরাজ! অমূল্য রত্নখচিত সেই রাসমণ্ডলের বিস্তার দশ যোজন এবং উহা চন্দ্রবিম্ববৎ রমণীয় বর্ত্তুলাকার। উহা সুরম্য কস্তূরী, কুঙ্কুম ও চন্দনে চর্চ্চিত এবং ফল-পল্লবান্বিত মঙ্গল-ঘটনিকরে পরিবৃত। ঐ রাসমণ্ডল দধি, লাজ স্নিগ্ধ দূর্ব্বাঙ্কুর, ফল ও অসংখ্য মনোহর রামকদলীস্তম্ভ পট্টসূত্রনিবদ্ধ স্নিগ্ধ চন্দন-পল্লব, এবং চন্দনাক্তমালা ও ভূষণসমূহে বিভূষিত হইয়াছে। সেই গোলোকধামে অমূল্যরত্নরচিত মনোহর শত শৃঙ্গ-শৈলবিরাজমান উহার পরিমাণ ঊর্দ্ধে কোটিযোজন, দৈর্ঘ্যে তাহার শতগুণ ও প্রস্থে পঞ্চাশৎকোটি যোজন; উহা অতি কমনীয়; বেদসমুদয়ও তদ্বর্ণনে অক্ষম। মনোহর ঐ পর্ব্বত, হীরাহারসমন্বিত রম্য প্রাকারস্বরূপ

গোলোকে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ১০৯—১২০। তন্মধ্যে রমণীয় চন্দনপাদপ, কল্পবৃক্ষ ও মন্দারতরুদ্বারা বিরাজিত সুরম্য বৃন্দাবন শোভমান, উহাতে কামধেনু সকল বিচরণ করিতেছে। ঐ শোভাসম্পন্ন বৃন্দাবন অসংখ্য মনোহর পুষ্পোদ্যান, সুরম্য রতিমন্দিরনিচয় ও রমণীয় ক্রীড়া-সরোবরসমূহে সুশোভিত। সেই অতি রমণীয় বিজন বাসযোগ্য-স্থলান্বিত বৃন্দাবন, রম্য অসংখ্য রক্ষক গোপিকাগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর রক্ষিত, বর্ত্তুলাকার, দ্বিলক্ষযোজন বিস্তৃত। —ঐ বনে নিরন্তর ষট্পদ ও পুংস্কোকিলনিচয় সুমধুর ধ্বনি করিতেছে। সেই বিজন প্রদেশে সহস্রযোজন সমুন্নত এবং তাহার চতুর্গুণ পরিধিযুক্ত সুরম্য অক্ষয়বট বিরাজ করিতেছে। তথায় সর্ব্ববাঞ্ছাফলপ্রদ গোপিকাগণের কল্পবৃক্ষসমূহ—ক্রীড়াসক্ত ত্রিলক্ষ রাধিকা-দাসীদ্বারা পরিবৃত রহিয়াছে। বিরজানদীর জলকণা-বহনে সুশীতল ও পুষ্পসহযোগে সুগন্ধি সমীরণ নিরন্তর মন্দ মন্দ প্রবাহিত হওয়ায় সেইস্থান অতি সুখকর হইয়াছে। আমার প্রাণাধিক দেবতা বৃন্দাবনবিনোদিনীরাধিকা, অসংখ্য দাসীগণে পরিবৃতা হইয়া তথায় ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ব্রজরাজ! ব্রহ্মাদি দেবগণ সিদ্ধেন্দ্রগণ ও মুনীন্দ্রগণের পূজিতা সেই রাধিকা এক্ষণে শ্রীদামশাপে বৃষভানুর কন্যারূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন। তাত! সকলের বন্দনীয়া সেই প্রিয়া রাধিকা সিদ্ধি, গুণ, বল, বুদ্ধি, জ্ঞান, যোগ ও বিদ্যা,—সর্ব্বপ্রকারেই মৎসদৃশী। নন্দ! ব্রহ্মাণ্ড সমুদয় ও তাহার যথোচিত পরিমাণ, তোমার নিকটে এইরূপে বর্ণন করিলাম, এক্ষণে পুনরায় কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর? । ১২১—১৩১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

নন্দ বলিলেন;—হে মহাভাগ! এক্ষণে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের ভক্ষ্যাভক্ষ্য এবং সমস্ত প্রাণিগণের কর্ম্ম-বিপাকবিষয় কীর্ত্তন কর। হে জগদীশ্বর! তুমি কারণের কারণ ও অদ্বিতীয় জ্ঞানী; অতএব তোমা ভিন্ন অন্য আর কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? ভগবান্ বলিলেন;—তাত! ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের ভক্ষ্যাভক্ষ্য-বিষয় বেদে যেরূপ উক্ত আছে, তাহা বলিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। তাম্রপাত্রে দুগ্ধ ও নারিকেলোদক পান এবং গব্য, সিদ্ধান্ন, ভৃষ্টাদি বস্তু, মধু, গুড় ও যে কোন ফল-মূল ভোজন করা নিষিদ্ধ, ইহা মনু বলিয়াছেন। ব্রহ্মা বলিয়াছেন, দগ্ধান্ন ও তপ্ত সৌবীর অভক্ষ্য, আর কাংস্যপাত্রস্থিত নারিকেলোদক, তাম্রপাত্রস্থিত মধু, ও ঘৃত ভিন্ন যাবতীয় গব্য বস্তু মদ্য-তুল্য হইয়া থাকে। তাম্রপাত্রস্থ দুগ্ধ পান, উচ্ছিষ্ট ঘৃত ভোজন, আর সলবণ দুগ্ধ পান, করিলে সদ্য গোমাংস ভক্ষণ করা হয়। বেদে উক্ত আছে, মধু-মিশ্রিত ঘৃত, তৈল ও গুড় এবং গুড়যুক্ত আর্দ্রক অভক্ষ্য। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, পীতাবশিষ্ট জল, মাঘমাসে মূলক ও হরি-শয়নে পূতিকা পরিত্যাগ করিবে। দিবসে দ্বিভোজন আর উভয় সন্ধ্যা ও রাত্রিশেষে ভোজন করা প্রাজ্ঞের কর্ত্তব্য নহে। পানীয়, পায়স, চূর্ণ, ঘৃত, লবণ, স্বস্তিক, নবনীত, ক্ষীর, তক্র ও মধু হাতে হাতে লইয়া ভোজন করিলে সদ্য গোমাংস ভোজন করা হয়। রৌপ্য-পাত্রস্থ কর্পূরও অভক্ষ্য, ইহা শ্রুতিসম্মত। পরিবেষ্টা যদি ভোক্তাকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাহার হস্তস্থিত অন্ন অন্য সকলের অভক্ষ্য হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বসম্মত। ব্রজেশ্বর! নকুল, গণ্ডক, মহিষ, পক্ষী, শর্প, শূকর, গর্দ্দভ, মার্জ্জার, শৃগাল, কুক্কুর, ব্যাঘ্র ও সিংহের মাংস মানবগণের সর্ব্বদাই পরিত্যাজ্য। জলৌকা, নক্র, গোধিকা, মণ্ডূক, কর্কটী, কম্বুক এবং গো ও চমরীর মাংস কলিকালে অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রজেশ্বর! হস্তী, ঘোটক, মনুষ্য ও রাক্ষসের মাংস এবং দংশ-মশক, মক্ষিকা ও পিপীলিকা আর এইরূপ অন্যান্য অভক্ষ্য প্রাণী ভোজন করা বেদে ও লৌকিক নিয়মে নিষিদ্ধ। বানর, ভল্লুক, শরভ, কস্তূরীমৃগ এবং গর্দ্দভমাংসও ভোজন করিতে নিষেধ আছে। মহিষের দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, নবনীত ও তক্র বিপ্রগণের অভক্ষ্য। অশ্ব-মাংস ও অশ্ব-দুগ্ধাদি ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণেরই অভক্ষ্য বলিয়া বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে। রবিবারে আর্দ্রক সকলেরই অভক্ষ্য এবং পর্য্যুসিত জল, অন্ন ও দুগ্ধ বিপ্রগণের অভক্ষ্য। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়েরই অবীরার অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ তাহার অন্ন সুরাতুল্য ও গোমাংস অপেক্ষা অধিক দোষকর। মনু বলিয়াছেন, যে জ্ঞান-দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ অবীরার অন্ন ভোজন করে, তাহার পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চ্চনা নিষ্ফল হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের মৎস্য অভক্ষ্য এবং অন্য সকলেরও পঞ্চ পর্ব্বদিনে উহা নিশ্চয় অভক্ষ্য হয়। পিতৃগণ ও দেবগণ-উদ্দেশে নিবেদিত ভক্ষ্যমাংস ভোজনে দোষ হয় না; কিন্তু পঞ্চ পর্ব্বদিনে উহা সকলেরই পরিত্যাজ্য; এই কথা মনু বলিয়াছেন। অসংস্কৃত লবণ ও তৈল অভক্ষ্য; কিন্তু উহা ব্যঞ্জনে বহ্নি-সংস্কৃত

হইলে পবিত্র হয়; সুতরাং সকলেরই ভক্ষ্য হইয়া থাকে। ১—২৫। পরিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হইলেও এক-হস্তধৃত জল ও আবিল বা কীটযুক্ত জল অপেয়, ইহা সর্ব্বসম্মত। যতি, ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ ও বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের, হরি-উদ্দেশে অনিবেদিত বস্তু, অভক্ষ্য-রূপে কীর্ত্তিত আছে। তাত! পিপীলিকাযুক্ত মধু, গব্য, গুড় অথবা যে কোন বস্তু, অভক্ষ্য বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছে। পক্ষী বা কীটভক্ষিত শুষ্ক-পক্ক ফল ও কাকভক্ষিত সমুদয় দ্রব্যই সকলের অভক্ষ্য হয়। শূদ্রসংস্কৃত ঘৃতপক্ক, তৈলপক্ক মিষ্টান্ন এবং শূদ্রভৃষ্ট চিপীটক, ব্রাহ্মণগণের অভক্ষ্য। সমুদয় অশৌচী-ব্যক্তির জল ও অন্ন পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু অশৌচান্তদিনের পরদিনে উহা শুদ্ধ; ইহাতে সংশয় নাই। ব্রজেশ্বর! এই আমি তোমার নিকটে ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিষয় যথাজ্ঞান বর্ণন করিলাম, এক্ষণে শ্রুতি-সম্মত দুষ্কর কর্ম্মবিপাক শ্রবণ কর। পিতঃ! এই বিষয় বেদচতুষ্টয়ের ক্রমে মতচতুষ্টয় উক্ত আছে, আমি সেই সকল মতের মধ্যে যাহা সারভূত তাহাই বলিতেছি শ্রবণ কর। ২৬—৩৩। ভোগ ব্যতীত শতকোটি কল্পেও আচরিত কর্ম্মের ক্ষয় হয় না; অবশ্যই শুভাশুভ কর্ম্ম ভোগ করিতে হয়। যত্নসহকারে তীর্থপর্য্যটন ও দেবসেবায় এবং একদা নানাদেহধারণে মানবগণের পাপক্ষয়ের কিঞ্চিৎ সাহায্য হইয়া থাকে। হে তাত! সুরাকুম্ভকে নদী যেরূপ পবিত্র করিতে পারে না, সেইরূপ মৎসেবা-পরাঙ্মুখ পাপী, বিবিধ প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানেও পবিত্র হয় না; ইহা নিশ্চয়। বৈশ্যেন্দ্র! মানবগণ প্রায়শ্চিত্ত, দান, যোগ বা পুণ্যজনক সমুদয় কার্য্যেও শুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। শুভাশুভ কর্ম্মের ভোগ ভিন্ন কিছুতেই ক্ষয় হয় না; সুতরাং মানবগণ ভোগান্তে শুদ্ধি লাভ করিয়া কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হয়। মানবগণের সুকৃত কর্ম্ম-দ্বারা দুষ্কৃত কর্ম্ম ও দুষ্কৃত কর্ম্মদ্বারা সুকৃত কর্ম্ম বিনষ্ট হইবার নহে। যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত, অনশন, তীর্থস্নান, দান, জপ, নিয়ম, পৃথিবীপ্রদক্ষিণ, পুরাণশ্রবণ, পবিত্র উপদেশ গ্রহণ, গুরু-দেবতার পূজা, স্বধর্ম্মাচরণ ও অতিথিপূজা এই সকল কর্ম্মদ্বারা মোক্ষ লাভ হয় না; তাহা কেবল মদীয় সেবায় হইয়া থাকে। ঐ সমুদয় সুকৃতকার্য্যে স্বর্গভোগ হয় ও দুষ্কৃতকর্ম্মে নরক, ব্যাধি এবং কুৎসিৎ যোনিতে জন্মলাভের পর মানব শুচি হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে ব্যক্তি ইচ্ছা-পূর্ব্বক গো-হত্যা করে, সে উপপাতকগ্রস্ত হইয়া গোলোম-পরিমিতবর্ষ দন্দশূক নরকে বাস করিয়া থাকে। তথায় সর্পকর্ত্তৃক ভক্ষিত, গরল-জ্বালায় জ্বলিত, তৃষিত, ব্যথিত ও নিরাহারে কৃশোদর হইয়া বিষম যাতনা ভোগ করে। অনন্তর সেই নরককুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া গোলোমপরিমিত বর্ষ গোদেহ প্রাপ্তির পর লক্ষ বর্ষ-কুষ্ঠরোগাক্রান্ত চাণ্ডাল ও পরে কর্ম্মদোষে কুষ্ঠযুক্ত ব্রাহ্মণ হয়; তখন লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে নির্ব্যাধি ও শুচি হইতে পারে। ৩৪—৪৭। ব্রাহ্মণ অনিচ্ছায় ও ক্ষত্রিয় স্বেচ্ছায় উক্ত কার্য্য করিলে অর্দ্ধ পাপ হয়। আর ক্ষত্রিয় অনিচ্ছায় ও বৈশ্য স্বেচ্ছায় করিলে তাহারও অর্দ্ধ পাপ হইয়া থাকে ও গোহত্যাকারী শূদ্র বৈশ্যের অর্দ্ধপাপ-ভাগী। এইরূপ বৈশ্য ও শূদ্রের ইচ্ছাকৃত অপেক্ষ অনিচ্ছাকৃত গো-হত্যায় অর্দ্ধ পাপ; তাহার সংশয় নাই। গো-হত্যাকারী প্রায়চিত্তাচরণে শুদ্ধ হইলেও পাপশেষ ভোগ করিয়া থাকে। আর গোহত্যার অনুকল্পে প্রকৃত গো-হত্যাপাপের চতুর্ভাগের এক ভাগ হয়। আর ব্রহ্মহত্যাকারী পাতকী ব্রাহ্মণ, গো-হত্যাকারী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা চতুর্গুণ পাপে পাপী হয়। ব্রহ্মহত্যাতেও গোহত্যানুরূপ কামত, অকামত ও বর্ণভেদে পাপের তারতম্য জানিবে; জন্ম, কর্ম্ম ও ব্যাধিভোগই নিঃসংশয় ইহার প্রায়শ্চিত্ত। গো-হত্যাকারী যত বর্ষ গোরূপে অবস্থান করে, ব্রহ্ম হত্যা-কারী তাহার চতুর্গুণ বর্ষ বিষ্ঠার কৃমি হয়; তৎপরে তাহার চতুর্গুণ বর্ষ ম্লেচ্ছ হইয়া পরে তদপেক্ষাও চতুর্গুণ বর্ষ অন্ধবিপ্ররূপে সমুৎপন্ন হয়। তৎকালে চতুর্লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে অতিপাতক হইতে মুক্ত হইয়া শুচি, চক্ষুষ্মান ও যশস্বী হইতে পারে বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যে মানব স্ত্রী-হত্যা করে, বেদে সে অতি-পাতকী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট; সেই পাপী সেই স্ত্রীর লোমপরিমিত বর্ষ কাল-সূত্র নরকে অবস্থান করে ৪৮—৫৫। সেই স্থানে কৃমিগণের দংশনে ব্যথিত হইয়া, নিরাহারে অবস্থান করিতে হয়; পরে সেই পাতকী তাবৎকাল শূকররূপে জন্ম লাভ করে অনন্তর সেই পাপী স্বীয় কর্ম্মদোষে শতবর্ষ যক্ষ্মাগ্রস্ত শূদ্র হইয়া থাকে। তৎকালে তাহার লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করান কর্ত্তব্য কার্য্য। তৎপরে সে তপস্যা নিরত, শুদ্ধাচারী, জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ হইয়া, কিয়ৎকাল অবস্থিতি করে, পরে স্বর্ণ দান করিলে সম্যক্ শুচি হইতে পারে। ভ্রূণ-হত্যাকারী মহাপাপী শতবর্ষ সূচীমুখ নরকে অবস্থানপূর্ব্বক সূক্ষ্মশস্ত্রে পীড়িত হইয়া থাকে। অনন্তর সেই পাপী শতবর্ষ ঘোটক হইয়া পরে কর্ম্মদোষে পঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত দদ্রুযুক্ত বৈশ্য

হয়। স্বর্ণ দান করিলে শুচি হইয়া, পরে সৎকুলজাত নির্ব্ব্যাধি পবিত্র ব্রাহ্মণ হইতে পারে। ক্ষত্রিয়ঘ্ন ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যঘাতক ক্ষত্রিয় সহস্র বর্ষ তপ্তশূল নরকে অবস্থানপূর্ব্বক লৌহদণ্ডে তাড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে, পরে শতবর্ষ মত্তগজরূপে উৎপন্ন হয়। অনন্তর রক্ত-বিকার-রোগী শূদ্র হইয়া শতবর্ষ অবস্থান করে, তৎকালে গজ দান করিলে ব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া পরে দ্বিজাতি হইয়া থাকে। আর বৈশ্যঘ্ন বৈশ্য, শূদ্রঘ্ন বৈশ্য ও বৈশ্যঘ্ন শূদ্র নিশ্চয় সমান পাপভাগী। উহারা শতবর্ষ কৃমিকুণ্ড নরকে কৃমিগণকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া অতি দুঃখে অবস্থানানন্তর শতবর্ষ কৃমিব্যাধিসমন্বিত কিরাত হয়। ব্রাহ্মণ, কামতঃ শূদ্র-হত্যা করিলে লক্ষ গায়ত্রীজপ ও অকামতঃ করিলে তদর্দ্ধ গায়ত্রীজপে শুচি হইয়া থাকে। ৫৬—৬৭। বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যে নর কুক্কুর হত্যা করে, সে শত্রুকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া শতবর্ষ রৌরব নরকে অবস্থানপূর্ব্বক পরে ষোড়শবর্ষ কুক্কুর হয়; পরে বিপ্রকুলে উৎপন্ন হইয়া কুক্কুরকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া থাকে; তৎকালে গঙ্গাস্নান ও স্বর্ণ দান করিলে শুচি হয়। বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে মার্জ্জারহত্যাকারী গঙ্গাস্নানে শুচি হয় ও ব্রাহ্মণকে ষট্‌পলপরিমিত লবণ দানেও পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার পাদচিহ্নিত সর্পকে বিনাশ করে, সে ব্রহ্মহত্যা পাপের চতুর্থ ভাগ পাপ প্রাপ্ত হয়; তাহার সংশয় নাই। সেই পাপী শতবর্ষ অসিপত্র নরকে তীক্ষ্ণধারে বিচ্ছিন্ন হইয়া অশেষ যাতনা পায়; পরে ডুণ্ডুভসর্পরূপে পঞ্চবর্ষ অবস্থান করত মনুষ্যের তাড়নায় পীড়িত হইয়া অতি ক্লেশে মৃত হয়; অনন্তর সেই পাপে জ্বরযুক্ত দুর্ব্বল মানবদেহ প্রাপ্তে পঞ্চবর্ষ মাত্র অবস্থিত থাকিয়া, কর্ম্মদোষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রজেশ্বর! চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে অশ্ব বা গজ-হত্যাকারী পাতকী দশ বৎসর মূত্রকুণ্ডে বাস করিয়া পরে বিংশতিবর্ষ অশ্ব বা গজ হইয়া নিশ্চয় শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হয়. ঐ শূদ্র অহস্কৃত ও ব্যাধিযুক্ত হইয়া থকে। তৎকালে শতসংখ্যক ব্রহ্মণকে ভোজন করাইয়া রৌপ্য দান করিলে পাপমুক্ত হইয়া শুচি হয়। মানব, ক্ষুদ্র জন্তু বধ করিলে দেহান্তে ক্ষুদ্র জন্তু হইয়া পরে শতবর্ষ ক্ষুদ্রব্যালী হয়। ব্রজেশ্বর! সদ্ব্যক্তিদিগের অহিংস্রক জন্তুকে সর্ব্বদা কৃপা করাই কর্ত্তব্য; কিন্তু হিংস্রক জন্তুর হিংসায় কোন দোষ হয় না। তাত! বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে অশ্বত্থঘাতী ব্যক্তি, নিশ্চয় ব্রহ্মহত্যা-পাপের চতুর্থ ভাগ লাভ করে এবং অসিপত্র নরকে গমন করিয়া থাকে। ৬৮—৮০। সেই পাপী, তথায় শতবর্ষকাল দিবানিশি তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পরম যাতনা ভোগ করে। পরে লক্ষ বর্ষ শাল্মলী বৃক্ষ হইয়া অবস্থান করে; অনন্তর যাবজ্জীবন ব্যাধিযুক্ত ছিন্নাঙ্গ-শূদ্রদেহ ধারণান্তে নিশ্চয় ব্রণব্যাধি-সমাযুক্ত বিপ্র হইয়া থাকে, তৎকালে স্বর্ণ দান করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রজরাজ! যে জ্ঞানহীন নীচাশয় নররক্ত পান করে, সে সপ্ত জন্ম জলে জলৌকা হইয়া পরে শতবর্ষ নীচ জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া অনন্তর ব্যাধিগ্রস্ত বিপ্র হয়, তখন স্বর্ণদানে পাপ-মুক্ত হইতে পারে। মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা, কৃতঘ্ন, অতি-কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতী, মিত্রঘ্ন, ব্রহ্মস্বাপহারী, শূদ্র-শ্রাদ্ধান্নভোজী, শূদ্রের শবদাহী, শূদ্রের সূপকার, বৃষ-বাহক, ধাবককার্য্যকারী ও দেবল; এই সকল অতি-পাপীদিগকে সহস্রবর্ষ কুম্ভীপাক নরকে দিবানিশি তপ্ত তৈলে সন্তপ্ত সর্পাকার জন্তুগণকর্ত্তৃক ভক্ষিত ও ব্যাধিত হইয়া অবস্থান করিতে হয়। অনন্তর কোটি সহস্র বর্ষ গৃধ্র, শত জন্ম শূকর ও শত জন্ম শ্বাপদ হইয়া পরে মন্দাগ্নি-জ্বররোগাক্রান্ত শূদ্রদেহ ধারণ করত অবস্থান করিতে হয়; ঐ সময় শতপলপরিমিত সুবর্ণ দানে নিশ্চয় শুদ্ধ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যে মানব, বস্ত্র, গব্য, রৌপ্য, মুক্তা বা অন্য কোন শুভ্র বস্তু অপহরণ করে; সেই পাপী নিশ্চয় শতবর্ষ মূত্রকুণ্ড নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরে সহস্র বর্ষ বকজাতি হইয়া থাকে। ব্রজরাজ! অনন্তর সেই পাতকী গলৎকুষ্ঠরোগী শূদ্রজাতি হইয়া শতবর্ষ অবস্থান করে, পরে এক জন্ম অধিকাঙ্গ ব্রাহ্মণ হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণ জাতিতে জন্ম লাভ করত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পাপমুক্ত হয়। গন্ধদ্রব্যাপহারীর নিশ্চয় পশুযোনিতে জন্ম হয়। যে মৃগের অণ্ডকোষ গন্ধাক্ত ও যাহার নাম কস্তুরীমৃগ, গন্ধদ্রব্যাপহারী সপ্তজন্ম সেই মৃগ হইয়া পরে গন্ধকনামক পশু হইয়া থাকে। অনন্তর একজন্ম জন্মাবচ্ছিন্ন গলৎকুষ্ঠরোগা-ক্রান্ত শূদ্র হইয়া পরে সেই রোগের অবশিষ্টাংশযুক্ত কৃশ ব্রাহ্মণ হয়, তখন ষট্‌পলপরিমিত স্বর্ণ দান করিলে পাপমুক্ত হয়; তাহার সংশয় নাই। খাদ্যাপহারী ব্যক্তি শতবর্ষ বিট্‌কুণ্ড নরক ভোগ করে এবং সপ্তজন্ম দুঃখী ও কৃপণ হইয়া সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পায়। স্বর্ণাপহারী মানব পতিত ও কুষ্ঠরোগী হয় আর স্বর্ণ-প্রতিগ্রাহী ব্যক্তি বিট্‌কুণ্ড নরকে গমনপূর্ব্বক সেই স্থানে শতবর্ষ দিবানিশি বিষ্ঠা ভোজন করিয়া পরে

রক্তদোষযুক্তব্যাধিগ্রস্থ শূদ্র হইয়া থাকে এবং সেই জন্মে পাপভোগ করিয়া পুনরায় ব্যাধিশেষযুক্ত ব্রাহ্মণ হইয়া স্বর্ণদানে মুক্তি লাভ করে। অগম্যাগামী ব্যক্তি, অসংখ্য বর্ষ পূর্ব্বোক্ত রৌরব ও মহাঘোর কুম্ভীপাক নরকে অবস্থান করিয়া থাকে। অনন্তর সেই পাপী সহস্রবর্ষ পুংশ্চলীগণের যোনিকীট ও লক্ষ বর্ষ বিষ্ঠার কৃমি হইয়া পরে পশুযোনি প্রাপ্ত হয়; অতঃপর ক্ষুদ্র জন্তু এবং ক্ষুদ্র জন্তু হইতে ম্লেচ্ছজাতি ও তাহার পর অধম শূদ্র হইয়া থাকে। ৮১—১০৪। অনন্তর ব্যাধি-যুক্ত নপুংসক বিপ্ররূপে জন্মলাভান্তে নিজপাপে পুনরায় বংশহীন ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে; ইহজন্মে তীর্থ পর্য্যটনদ্বারা ক্রমে শুদ্ধি লাভ করে এবং লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া সম্যক্ পবিত্রতা ও পুত্র লাভ করিতে সক্ষম হয়। ক্রোধযুক্ত মানব সপ্তজন্ম গর্দ্দভ ও কলহাবিষ্ট মনুষ্য সপ্তজন্ম বায়স হইয়া থাকে। শালগ্রামশিলা প্রতিগ্রহ করিলে মানব নিশ্চয় কালসূত্র নরকে শতবর্ষ অবস্থানপূর্ব্বক পরে খঞ্জন পক্ষী হয়। লোহচোর ব্যক্তি নির্ব্বংশ, মসীচোর ব্যক্তি কোকিল, অঞ্জনচোর ব্যক্তি শুকপক্ষী ও মিষ্টচোর ব্যক্তি কৃমি এবং গুরুদ্বেষী বা বিপ্রদ্বেষী মানব মস্তকের কীট হয়। তাত! পুংশ্চলী কামিনী বহুকাল রৌরব নরক ভোগান্তে শতবর্ষ বৃথাকৃমি হইয়া পরে ক্রমে সপ্তজন্ম বিধবা, বন্ধ্যা, অস্পৃশ্য হীনজাতি স্ত্রী ও ছিন্ন-নাসা হইয়া থাকে। রক্তদ্রব্যাপহারী ব্যক্তি রক্তদোষযুক্ত, আচারহীন ব্যক্তি যবন, হিংসক ব্যক্তি হীনজাতি খঞ্জ, অদীক্ষিত ব্যক্তি বঞ্জুর, দুষ্টদর্শী ব্যক্তি কাণ, অহঙ্কারী অন্ত্যজ, দেবনিন্দক বধির, বাক্যহর্ত্তা মূক, হিংসক কেশহীন, মিথ্যাবাদী শ্মশ্রুবিহীন, দুর্ম্মুখ দন্তহীন, সত্যভঙ্গকারী জিহ্বাহীন, দুষ্টব্যক্তি অঙ্গুলিহীন এবং গ্রন্থাপহারী ব্যক্তিমূর্খ ও ব্যাধিযুক্ত হয় সন্দেহ নাই। যে মানব অশ্বপ্রতিগ্রহ বা অশ্বচৌর্য্য করে, সে শতবর্ষ লালামূত্র নরকে অবস্থান করিয়া পরে নিশ্চয় ঘোটক হইয়া থাকে।১০৫—১১৬। যে ব্যক্তি, গজচৌর্য্য বা গজ প্রতিগ্রহ করে, সে সহস্র বর্ষ বিট্কুণ্ড নরকে অবস্থানপূর্ব্বক পরে হস্তী ও তৎপরে শূদ্র হইয়া থাকে। যে মানব, যজ্ঞ ব্যতীত ছাগ বধ বা ছাগচৌর্য্য অথবা ছাগ প্রতিগ্রহ করে, সে শতবর্ষ পূয়কুণ্ড নরকে অবস্থান করিয়া পরে ছাগলত্ব প্রাপ্ত হয় এবং একবর্ষ ছাগ থাকিয়া মানবদেহ ধারণ করত শত্রু কর্ত্তৃক ছিন্ন হইয়া নিষ্পাপ দ্বিজ হয়। যে ব্যক্তি, দত্তবস্তু হরণ করে বা বাগ্দান করিয়া তাহা খণ্ডন করে, সেই পাপী বহুকাল নরক ভোগান্তে ম্লেচ্ছযোনিতে জন্ম লাভ করিয়া থাকে। একাকী মিষ্টদ্রব্য ভোজন করিলে নিশ্চয় শতবর্ষ কালসূত্রনরকে অবস্থিত থাকিয়া পরে সহস্র বর্ষ প্রেতরূপে ভ্রমণ করে। অনন্তর এক জন্ম মক্ষিকা, এক জন্ম পিপীলিকা, এক জন্ম ভ্রমর, এক জন্ম মধুমক্ষিকা, এক জন্ম মৎকুণ, এক জন্ম দংশ, এক জন্ম মশক, এক জন্ম পুত্তিক ও এক জন্ম শয্যাকীট হইয়া পরে নিশ্চয় ব্যাধিযুক্ত অসদ্বুদ্ধি শূদ্রদেহ ধারণের পর পাপমুক্ত দ্বিজ হয়। যে ব্যক্তি তৈলচৌর্য্য করে, সে ত্রিজন্ম তৈলকীট ও ত্রিজন্ম মস্তককীট হইয়া পরে এক জন্ম দুষ্টাশয় স্বর্ণকার হয়। ব্রাহ্মণের মধ্যে যে ব্যক্তি লিপিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে বা যে মানব অন্নদাতার ধন হরণ করে, সে শত বর্ষ তমঃকুণ্ডে অবস্থিতির পর এক জন্ম দুরাচার স্বর্ণবণিক্ ও এক জন্ম কায়স্থ হয়। ১১৭—১২৬। ঐ কায়স্থ জাতি কেবল দন্তাভাবপ্রযুক্ত গর্ভধানকালে জননীর মাংস ভোজন করে না, নতুবা কিছুতে তাহার দয়া নাই। ব্রজেশ্বর! এই ভূমণ্ডলে যাবতীয় মনুষ্যের মধ্যে স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক্ ও কায়স্থ অতিশয় ধূর্ত্ত কৃপাহীন। তাহাদিগের হৃদয় ক্ষুরধারসদৃশ ও তাহারা কাহারই সমাদর করিতে পারে না, বরং শত কায়স্থের মধ্যে একজন সাধু হয়, কিন্তু অপর দুই জাতির মধ্যে কেহই সজ্জন হয় না। তাত! যে ব্যক্তি সুবুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মিষ্ঠ ও কল্যাণান্বিত, সে যেন কখন আত্মকল্যাণ-নিমিত্ত উহাদিগকে বিশ্বাস না করে। সীমাপহারী দুষ্ট এবং ভূমিচোর হিংসক ও ভূমিদানাপহারী ব্যক্তি নিশ্চয় কালসূত্রে গমন করিয়া থাকে এবং তথায় ষষ্টিসহস্র বর্ষ ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়া অবস্থান করে, পরে তাবৎ বর্ষ বিষ্ঠার কৃমি হয়। অনন্তর সেই ব্যক্তি এক জন্ম অসৎ শূদ্র হইয়া পরিণামে শুচি হয়, এই জন্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তি দান করিয়া যত্নসহকারে তদ্বিষয়ে সাবধান হইবে। রক্তবস্ত্রাপহারী এক জন্ম রক্তকীট ও পীতবস্ত্রাপহারী এক জন্ম পীত বর্ণ কীট হইয়া, পরে এক জন্ম শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হয়; তৎপরে পবিত্রতা লাভ করত বিপ্র হইয়া থাকে। যে বিপ্র, ত্রিসন্ধ্যাবিহীন, প্রাতঃশায়ী, সন্ধ্যাশায়ী, দিবাশায়ী, যজ্ঞসূত্রাপহারী, অশুদ্ধসন্ধ্যাকারী বা বেদবেদাঙ্গনিন্দক, তাহার স্বর্গপথ অবরুদ্ধ থাকে ও সেই দ্বিজ ত্রিজন্ম পতিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যে শূদ্র, ব্রাহ্মণী-গমন করে, নিশ্চয় তাহাকে কুম্ভীপাক নরকে গমনপূর্ব্বক ত্রিলক্ষ বর্ষ দিবানিশি দারুণ তপ্ত তৈলে দগ্ধ হইয়া, অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; পরে সেই পাতকী, ষষ্টিসহস্রবর্ষ পুংশ্চলীগণের যোনিকীট হইয়া যোনিমল

ভক্ষণ করে। ১২৭—১৩৮। অনন্তর ক্রমে ক্রমে লক্ষজন্ম চণ্ডাল হইয়া পরে এক জন্ম গলৎকুষ্ঠরোগী শূদ্রদেহ ধারণান্তে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, ব্যাধিশেষ ভোগ করত তীর্থপর্য্যটন-দ্বারা শুচি হইয়া থাকে। অস্থানে দেব পূজা করিলে সেই পূজক অসৎশূদ্র হইয়া জন্ম লাভ করে, আর যে মানব দেবতাকে অপবিত্র নৈবেদ্য দান করে বা কেশযুক্ত পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা করে, সে যবন হইয়া থাকে। পূজিত শিবলিঙ্গ কঙ্করযুক্ত হইলে জন্মান্তরে অন্ধ, কুৎসিত-গঠন হইলে কুৎসিত, অঙ্গহীন হইলে দরিদ্র ও অশ্রদ্ধায় নির্ম্মিত হইলে ব্যাধিযুক্ত হইয়া মানব অবজ্ঞায় নির্ম্মাণের উপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি মৃত্তিকা, ভস্ম, গোময় বা বালুকা-দ্বারা শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক একবার মাত্র পূজা করে, সে অযুতকল্পকাল স্বর্গবাসের পর, মহাপ্রাজ্ঞ ভূমিবান্ ব্রাহ্মণ হয় এবং ঐরূপ শত শিবলিঙ্গ পূজা করিলে, ঐরূপ স্বর্গবাসের পর ভারতে রাজা হইয়া থাকে এবং ঐরূপ সহস্র পূজা করিলে নিশ্চয় তাহার ফলে সুচিরকাল স্বর্গভোগান্তে ভারতে রাজেন্দ্র হয়। আর অযুতশিবলিঙ্গপূজনে রাজেন্দ্রগণের প্রভুত্ব ও লক্ষ পূজনে পৃথিবীশ্বরত্ব এবং অতিশয় ভক্তিযোগে ঐরূপ পূজা করিলে আরও অতিরিক্ত ফল লাভ হইয়া থাকে। তীর্থ-স্নান, দান, ব্রাহ্ম-ভোজন ও নারায়ণের অর্চ্চনারূপ শুভকর্ম্মফলে মানব ব্রাহ্মণ-জাতি হয়। ১৩৯—১৪৮। অতিরিক্ত তপস্যায় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হয় ও অনেক জন্মের পুণ্যে পণ্ডিত জিতেন্দ্রিয় বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হইয়া ভারতভূমিতে জন্ম লাভ করে। বৈষ্ণবগণ জীবন্মুক্ত, অধিক কি বৈষ্ণবের চরণস্পর্শে বসুন্ধরা সদ্যঃ পূতা হন ও তীর্থসকলও তৎসংসর্গে পবিত্র হইয়া থাকে, তদীয় সহস্র পুরুষ পবিত্র হয়, ইহা বেদসম্মত। পাপাচরণ-রত ব্রাহ্মণ একজন্ম দুশ্চিকিৎসক বৈদ্য ও ত্রিজন্ম ব্যালগ্রাহী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অতি ক্রূর, দুরাচার ও দেব-ব্রাহ্মণের দ্বেষ্টা, সে সহস্র বর্ষ কুটিল সর্পরূপে জন্ম গ্রহণ করে। ব্রজরাজ! যে কামুকী রমণী পুংশ্চলী ও লম্পটগণের দূতী হয়, সে শত বর্ষ কালসূত্র নরকে অবস্থান করিয়া পরে গোধিকা হইয়া থাকে এবং এক জন্ম গোধিকা হইয়া তৎপরে ত্রিজন্ম হরিণ, একজন্ম মহিষ, একজন্ম ভল্লুক, একজন্ম গণ্ডক ও জন্মত্রয় শৃগাল হয়। যে মানব পরকীয় তড়াগ লোপ করিয়া সেই স্থানে শস্য রোপণ করে, সে ত্রিজন্ম নক্র ও ত্রিজন্ম কচ্ছপ হইয়া থাকে। মৎস্যলুব্ধ যে ব্রাহ্মণ মীনমাংস বা অনিবেদিত মাংস ভোজন করে, সে মীন ও মৃগরূপে উৎপন্ন হয়। সেই পাপী সহস্র বর্ষ এইরূপে পাপ ভোগ করত কর্ম্ম-ভোগাবসানে পবিত্র হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণ হয়। ব্রাহ্মণ একাদশীবিহীন হইলে পতিত হয়, সে অন্য ব্রাহ্মণকে নিজ ভক্ষ্যের দ্বিগুণ দান করিলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। ১৪৯—১৫৮। যে নরাধম, আমার জন্মদিনে ভোজন করে, সে নিশ্চয় ত্রৈলোক্যহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হইয়া সমুদয় নরক-ভোগান্তে চণ্ডালত্ব লাভ করে এবং শিবরাত্রি ও শ্রীরাম নবমীদিনে ভোজন করিলেও ঐরূপ পাপ ভোগ করিতে হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি উপবাসে অসমর্থ, তাহার হবিষ্যান্ন ভোজন করা বৈধ। পিতঃ! যে দুর্ব্বল মানব তাহাতেও অসক্ত, সে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। মানব, পুণ্যজনক মদীয় মহোৎসব আচরণে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়, এজন্য যত্নপূর্ব্বক আমার নাম সঙ্কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। অমাবস্যারাত্রিতে ভোজন করিলে কোটিসহস্র জন্ম গৃধ্র, শতজন্ম শূকর ও শতজন্ম শ্বাপদ হইতে হয়। অদীক্ষিত ব্রাহ্মণ, শঙ্খ-চিল ও শুকপক্ষী হয় এবং অবিবাহিত ব্রাহ্মণ নিশ্চয় রাজহংস হইয়া থাকে। যে চিত্র বস্ত্র অপহরণ করে, সে জন্মত্রয় ময়ূর হইয়া ক্রমে দরিদ্র, ব্যাধিযুক্ত, বধির ও কুব্জরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পক্বপর্ব্ব-দিনে স্ত্রী, তৈল, মৎস্য ও মাংস ত্যাগ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে মহামূঢ় তাহার অন্যথা করে সে নিশ্চয় বজ্র-দংষ্ট্র নরকে গমন করিয়া থাকে। সেই পাতকী তথায় সহস্র বর্ষ অতিক্লেশে অবস্থানানন্তর সপ্তজন্ম ম্লেচ্ছ ও সপ্তজন্ম চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হয়; পরে ব্যাধিযুক্ত শূদ্র হইয়া পরিণামে শুদ্ধি লাভ করত ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। একারণ ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি উক্ত দিনে ভারতে নিষিদ্ধাচরণ যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিবে। যে নরাধম, ব্রাহ্মণ বা দেবমূর্ত্তি দর্শনে প্রণাম না করে, সে যাব-জ্জীবন অশুচি হয় এবং পরে যবনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ১৫৯—১৬৯। যে মানব আগত ব্রাহ্মণ দর্শনে অভ্যুত্থান না করে, সে নিশ্চয় সপ্তজন্ম কৃষ্ণ-জাতি হয়। যাচকদিগকে অবজ্ঞাকারী ধনাঢ্য ব্যক্তি সপ্ত জন্ম চাতক এবং শিবদ্বেষী মানব সপ্তজন্ম কুক্কুর ও সপ্তজন্ম দেবল হইয়া থাকে। যে জ্ঞানহীন মানব বেদোক্ত পিতৃদেবার্চ্চনের ব্যাঘাত করে, সেই পাপী সহস্র বর্ষ নরক ভোগ করে। ব্রজেশ্বর! সে রৌরব নরকভোগ করিয়া ত্রিজন্ম কাক ও ত্রিজন্ম শৃগালদেহ ধারণ করত শবভোজন করিয়া থাকে।

অনন্তর সেই পাতকী, কর্ম্মদোষে জন্মত্রয় তীর্থস্থানে শবরক্ষক হইয়া শবসমূহের কর গ্রহণ করে। যে জ্ঞান-দুর্ব্বল দাম্ভিক ব্যক্তি, নিত্য দেবপূজা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক গুরুর অর্চ্চনা বা গুরুকে অন্ন দান না করে সেই সুদারুণ দেবদ্রোহী পাতকী, পূজার ফল প্রাপ্ত হয় না এবং দেবশাপে দুঃখী দেবলরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দীপনির্ব্বাণকারী পুরুষ, সপ্তজন্ম খদ্যোত ও কুষ্মাণ্ডছেদিকা নারী ত্রিজন্ম শঙ্খচিন্ন হয়। পরে তাহাকে নিশ্চয় সপ্তজন্ম রোগী, সপ্তজন্ম দরিদ্র ও সপ্তজন্ম কৃপণ এবং জন্মত্রয় কেশশ্মশ্রু বিহীন ও অন্ধরূপে জন্ম লাভ করিতে হয়। সামবেদের কৌথুমশাখায় দীপনির্ব্বাপণে ও কুষ্মাণ্ডছেদনে এইরূপ দোষশ্রুতি আছে; সন্দেহ নাই। যে অতিশয় মৎস্যলুব্ধ হইয়া অনিবেদিত মৎস্য ভোজন করে, সে সপ্তজন্ম মৎস্যরঙ্ক পক্ষী ও সপ্তজন্ম মার্জ্জার হইয়া থাকে। গোণীহর্ত্তা পুরুষ সপ্তজন্ম কপোত, মালাহর্ত্তা সপ্তজন্ম বিহঙ্গম, ধান্যচোর সপ্তজন্ম চটক পক্ষী ও মাংসচোর ব্যক্তি সপ্তজন্ম কুঞ্জর হইয়া থাকে। ১৭০—১৮১। যে ব্যক্তি, পণ্ডিতগণের কবিত্ব হরণ করে, সে সপ্তজন্ম মণ্ডূক, সপ্তজন্ম অসৎকবি, সপ্তজন্ম গ্রামবিপ্র, সপ্তজন্ম নকুল, জন্মত্রয় জ্যোঠী ও ত্রিজন্ম কৃকলাস হয়। দুর্ম্মুখ পুরুষ সপ্তজন্ম বৃশ্চিক, সপ্তজন্ম কাক, একজন্ম ববল (বোল্‌তা) ও একজন্ম বৃদ্ধ পিপীলিকা হইয়া, পরে ক্রমে শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও তৎপরে ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি, কন্যা বিক্রয় করে, সে সদ্য তামিস্র নরকে গমন করিয়া, চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত তথায় ক্লেশ পায়। অনন্তর সেই পাপী মাংসবিক্রয়কারক ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে ব্যাধিযুক্ত মনুষ্য হয়, তৎপরে যে যেরূপ পূর্ব্বে থাকে, তদ্রূপ হয়। মহাচক্রী কুটিল ধর্ম্মহীন মানব, একজন্ম তৈলকার ও একজন্ম কুম্ভকার হয়। মিথ্যা কলঙ্কবক্তা ও দেব-ব্রাহ্মণ-নিন্দক মনুষ্যকে সপ্তজন্ম চূর্ণকার ও সপ্তজন্ম রজক হইতে হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র কুৎসিতাচারসম্পন্ন ও শৌচবর্জ্জিত, তাহাদিগের সহস্রবর্ষ ম্লেচ্ছযোনিতে জন্ম হইয়া থাকে। অতিশয় কামিনীলুব্ধ যে কামুক পুরুষ নিরন্তর স্ত্রীনিরত, সে সদ্য যক্ষারোগে আক্রান্ত ও পরজন্মে নপুংসক হয়। যে ব্যক্তি কামভাবে পরস্ত্রীগণের শ্রোণি, স্তন ও মুখ নিরীক্ষণ করে, তাহাকে পরজন্মে দৃষ্টিহীন ও নপুংসক হইতে হয়। হে ব্রজরাজ! জ্ঞান-দুর্ব্বল অভিচারকর্ত্তা হিংসক ব্রাহ্মণ, অযুতবর্ষ অন্ধতামিস্র-নরকে বাস করে। ১৮২—১৯৩। অনন্তর সেই দুর্ম্মতি, দৈবজ্ঞ ও অগ্রদানী ব্রাহ্মণ হইয়া, পরে শূদ্রদেহ ধারণ করিয়া কর্ম্মভোগাবসানে বিপ্রকুলে জন্ম লাভ করে। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন দৈবজ্ঞ, যদি লোভপ্রযুক্ত মিথ্যা বলে, তাহা হইলে, সে বহুকাল জ্যোঠী ও সপ্তজন্ম বানর হয়। ধর্ম্মহীন পাতকী ব্যক্তি, অনেক জন্ম তপস্যার ফলে ভারতে সুবুদ্ধি ও অতি ধর্ম্মিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে। স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ পবন হইতে পবিত্র ও হুতাশন হইতে তেজস্বী; অধিক কি দেবগণও তাঁহাকে সর্ব্বদা ভয় করেন। যেমন নদীর মধ্যে গঙ্গা, তীর্থের মধ্যে পুষ্কর, পুরীর মধ্যে কাশী, জ্ঞানীর মধ্যে শঙ্কর, শাস্ত্রের মধ্যে বেদ, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ, তপস্যার মধ্যে আমার পূজা, ও ব্রতের মধ্যে অনশন; সেইরূপ সমুদয় জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের চরণে পুণ্যজনক নিখিল তীর্থ ও ব্রতের আবির্ভাব রহিয়াছে। বিপ্রগণের পবিত্র পাদরজ সমুদয় ব্যাধি ও পাপের বিনাশক এবং তাঁহাদের শুভাশীর্ব্বাদ সর্ব্বকল্যাণের কারণ। তাত! মানবগণের কর্ম্মবিপাক শাস্ত্রে যেরূপ উক্ত আছে, আমি তোমার নিকটে তাহা যথাজ্ঞান বর্ণন করিলাম, এক্ষণে তৎশ্রবণের উদীচ্যকর্ত্তব্য শ্রবণ কর। কর্ম্মবিপাকশ্রবণে যাচককে সুবর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র ও তাম্বূল দান করা বিধি আছে। আমার প্রীতিনিমিত্ত দেহিগণ, কর্ম্মবিপাক শ্রবণমাত্রে অন্যান্য ব্রাহ্মণকে শত সুবর্ণ, রৌপ্য, গোসমূহ এবং বস্ত্র ও তাম্বূল দান করিবে। ১৯৪—২০।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

নন্দ বলিলেন,—প্রভো! কেদারকন্যা-প্রস্তাবে প্রসঙ্গাধীন কৃত্যা-স্ত্রীগণের কর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছ; কিন্তু এক্ষণে কেদারকন্যা কে, কেদার ভূপতি কে ও তাঁহার জন্মই বা কোন্ বংশে, তাহা আমার নিকটে সবিস্তারে কীর্ত্তন কর। ভগবান্ বলিলেন, ব্রজরাজ! পূর্ব্বে সৃষ্টি-প্রারম্ভে ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব নামে এক মনু আবির্ভূত হন। তাঁহার স্ত্রীর নাম শতরূপা। ঐ শতরূপা যোষিদ্‌গণের মধ্যে ধন্যা ও মান্যা। পরে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে তাঁহাদিগের দুই পুত্র হয়। ঐ উত্তানপাদের ঔরসে ধ্রুব মহাশয় জন্ম লাভ করেন। ধ্রুবের পুত্র বৎসরার্ণ ও বৎসরার্ণের পুত্র কেদার। শ্রীমান্ কেদার পরম বৈষ্ণব এবং স্বয়ং সপ্তদ্বীপের অধিপতি হইয়াছিলেন। ঐ কেদারের রক্ষার্থ সুদর্শন চক্র নিয়ত তৎসভায় বিদ্যমান থাকিত। বরুণদেব

তাঁহাকে স্বর্ণশৃঙ্গবিভূষিত সুলক্ষণাক্রান্ত নবলক্ষ গো, বহ্নি-বিশুদ্ধ বস্ত্রসমূহ, লক্ষসুবর্ণ, উর্ব্বরা বসুন্ধরা এবং উত্তম উত্তম মণি, রত্ন, মুক্তা, হীরক, মাণিক্য, লক্ষ উৎকৃষ্ট অশ্ব ও লক্ষ হস্তী দান করেন। ঐ ভূপতি, প্রত্যহ রৌপ্য, প্রবাল, মিষ্টান্ন, শত ধান্যাচল ও রত্ন-ভূষণ সকল ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেন এবং নিত্য শত লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন ও তাঁহাদিগকে সুবর্ণ-নির্ম্মিত জলপাত্র সকল প্রদান করিতেন। তৎকর্ত্তৃক নিত্য নিত্য সুবর্ণময় যজ্ঞসূত্র স্বর্ণের উত্তম অঙ্গুরীয়ক এবং সুবর্ণ ও রত্ননির্ম্মিত আসন সকল ব্রাহ্মণগণ উদ্দেশে পরমানন্দে প্রদত্ত হইত। ১—১১। তাহার লক্ষ পাচক ও দ্বিলক্ষ পরিবেশনকারী ব্রাহ্মণ ছিল এবং সাধারণের অভিলাষ পূরণার্থ নিত্যই মনোহর ঘৃতকুল্যা, মধুকুল্যা, দধিকুল্যা, গুড়কুল্যা, ও দুগ্ধকুল্যা, সকল প্রস্তুত থাকিত। প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণভোজন ও দুঃখী ভিক্ষুকদিগকে যথোচিত ধন দান করা হইত। সেই জিতেন্দ্রিয় বৈষ্ণব রাজা, ফল-মূল মাত্র আহার করিয়া আমাতে সমস্ত সমর্পণপূর্ব্বক দিবারজনী কেবল আমারই নাম জপ করিতেন। একদা এক সূপকার, সেই নৃপবরকে বলিয়াছিল; প্রভো! ব্রাহ্মণগণের ভোজন-সুখের জন্য একলক্ষ মাত্র গোধন উপস্থিত আছে, আর সমস্তই ব্যয়িত হইয়াছে। রাজন্! অদ্য ব্রাহ্মণগণ রুক্ষান্ন-ভোজন করিতেছেন। আপনার কি অনুমতি হয়, তাঁহারা কেবল তবে সূপ-শাকাদিদ্বারাই ভোজন নির্ব্বাহ করুন। চতুর্যোজন পর্য্যন্ত যাঁহার অধি কৃত, তিনি নৃপতি, ও যে রাজা তাহার দশগুণ ভূমির অধিকারী; তিনি মণ্ডলেশ্বর এবং তদ-পেক্ষাও যাহার দ্বাদশ গুণ অধিকার, সেই রাজাকে রাজেন্দ্র বলা যায়। এইরূপ পঞ্চলক্ষ রাজেন্দ্র নিত্য ঐ কেদাররাজের সভায় উপস্থিত থাকিতেন। ঐ সকল রাজগণ, অমূল্য রত্ন, মাণিক্য, মুক্তা, হীরা, উৎকৃষ্ট মণি এবং গজরত্ন ও অশ্বরত্ন সকল কেদার-রাজকে কর প্রদান করিতেন। তাঁহার যজ্ঞকুণ্ড হইতে কমলাংশজাতা এক কন্যা সমুদ্ভূতা হন। উদ্ভব-কালে ঐ কন্যার পরিধান বহ্নিবিশুদ্ধ বসন ও সর্ব্বাঙ্গ রত্নভূষণে ভূষিত ছিল। সেই কামিনীশ্রেষ্ঠা কমল-লোচনা কামুকী কন্যা উদ্ভূতা হইয়া কেদাররাজকে বলিলেন;—মহারাজ। আমি আপনার কন্যা। পরে রাজা তাঁহাকে ভক্তির সহিত পূজা করিয়া পত্নীর হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই কন্যা পিতামাতাকে বিনয়পুরঃসর বিজ্ঞাপন করিয়া সানন্দে তপস্যার্থ যমুনার সমীপবর্ত্তী রমণীয় পুণ্যবনে গমন করিলেন। ঐ কেদারকন্যার নাম বৃন্দা; সুতরাং তাঁহার তপোবন বলিয়াই সেই বন বৃন্দাবন নামে বিখ্যাত হইয়াছে। বৃন্দা আমাকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য, তপোনিরতা হইয়া বরেণ্য ব্রহ্মার নিকটে আমাকে পতিরূপে পাইবার বর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরে ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া বলিলেন, বৃন্দে! তুমি কিঞ্চিৎকাল পরে কৃষ্ণকে লাভ করিবে। অনন্তর একদা সেই সতী বসন্তসময়ে রত্নাভরণে ভূষিতা হইয়া যমুনানদীতীরে হাস্যবদনে পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এমত সময়ে ব্রহ্মা সুমনোহরা সেই সাধ্বীকে পরীক্ষা করি-বার জন্য ধর্ম্মকে মনোহর বেশে তথায় প্রেরণ করি-লেন। তখন কেদারকন্যা, সেই বিজনস্থানে এক যুবক পুরুষকে দর্শন করিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনানুলিপ্ত ও রত্নাভরণে ভূষিত। সেই কনকপ্রভ সস্মিত যুব-কের রমণীয় মূর্ত্তি কামিনীগণের বাঞ্ছনীয়। তাঁহাকে দেখিলে কামুক ষোড়শ বর্ষীয় কুমার বলিয়া বিবেচনা হয়। কোটি কন্দর্পের ন্যায় তাঁহার লাবণ্য, পরিধান পীতবসন এবং মুখমণ্ডল শরচ্চন্দ্রতুল্য ও লোচনদ্বয় শরৎপঙ্কজের সদৃশ মনোহর। বৃন্দা তাঁহাকে দর্শন করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নিকটে উপবেশন করাইয়া পূজা করিয়া সানন্দে ফল, মূল, ও সুবাসিত জল দান করত ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। তখন সেই ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত বিপ্ররূপী ভগবান্ ধর্ম্ম পূজা গ্রহণ করত হৃষ্ট হইয়া সাদরে কামুকীদিগের মনোরম সতীগণের অসহনীয় বাক্য তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন; —অয়ি মনোহরে! তুমি কাহার কন্যা? তোমার নাম কি? এবং এই নির্জ্জন স্থানেই বা কি করিতেছ? তাহা আমার নিকটে প্রকাশ কর। সুন্দরি! তোমার তপস্যার কারণ কি? তুমি কোন্ বস্তুই বা বাঞ্ছা করি-তেছ? তোমার মঙ্গল হউক, যাহা তোমার বাঞ্ছিত, তুমি সেই বর আমার নিকটে প্রার্থনা কর। বৃন্দা বলিলেন, বিপ্র! আমি কেদার রাজার কন্যা; আমার নাম বৃন্দা; আমি এই বিজন বৃন্দাবনে অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যা করিতেছি; প্রার্থনা,—হরি আমার পতি হউন। বিপ্র! আপনি যদি সমর্থ হন তবে এই বাঞ্ছিত বর দান করুন, আর যদি অসমর্থ হন, তবে প্রশ্নের প্রয়োজন কি? স্বস্থানে যান। ১২—৩৮। ধর্ম্ম বলিলেন, সুন্দরি! যিনি নিশ্চেষ্ট, অতর্কনীয়, নির্গুণ, নিরাকার, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহার্থই যিনি শরীর ধারণ করেন, লক্ষ্মী ও সরস্বতী ভিন্ন কোন্ রমণী সেই পরমাত্মা

পরমেশ্বরকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইতে পারে? চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি বৈকুণ্ঠশায়ী হরির ঐ দুই ভার্য্যাই তাঁহার নিকটে অবস্থিতি করেন। সেই পরিপূর্ণতম পরমাত্মা যখন দ্বিভুজ বংশীবদন কিশোর গোপবেশে গোলকধামে বিরাজ করেন, তখন তাঁহার ভার্য্যা মহালক্ষ্মী পরাৎপরা পরমা ব্রহ্মস্বরূপা রাধিকা স্বয়ং নিরন্তর সেই শান্ত সুরম্য শ্যাম-সুন্দর পরমাত্মা পরমেশ্বরকে ভজনা করিয়া থাকেন। তাঁহার মনোহর কলেবর কোটি-কন্দর্পের লাবণ্যকে ও নিন্দা করিয়া থাকে। তিনি সত্যস্বরূপ, নিত্যবিগ্রহ, পীতবসনারী ও সর্ব্বসম্পৎ-প্রদাতা; তদীয় অঙ্গ সকল রত্নাভরণে ভূষিত। সেই শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ এই উভয় মূর্ত্তি; চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে বৈকুণ্ঠে ও দ্বিভুজ মূর্ত্তিতে স্বয়ং তিনি গোলোকে বিরাজ করেন। বৃন্দে! তাঁহার এক নিমেষ পতনে এক ব্রহ্মার পতন হইয়া থাকে, পঞ্চ-বিংশতিসহস্র যুগে এক ইন্দ্রের পাত হয়, এইরূপ চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের ভোগকালে জগদ্বিধাতা ব্রহ্মার এক দিন এবং রাত্রিও সেই পরিমিত কাল। ঐ প্রকার ত্রিংশৎ-দিনে তাঁহার এক মাস ও দ্বাদশ মাসে এক বৎসর হয়। বুদ্ধিমতি! ঐরূপ বৎসরের শত বর্ষ ব্রহ্মার আয়ু জানিও। সনকাদি ঋষিগণ, যাবজ্জীবন সাধনা করিতেছেন; কোটি কোটি কল্প গত হইল, তথাপি সেই ভগবানের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। সহস্রবদন অনন্তদেব, শত শত কোটি কল্প দিবানিশি নিরন্তর ভক্তিভাবে সেই হিতকর দুরারাধ্য পরাৎপরের সেবা ও নাম জপ করিয়াও সিদ্ধ হন নাই। ৩৭—৪৮। ভদ্রে! যে ব্রহ্মা বেদ-চতুষ্টয়ের জনক, সকলের ফলদাতা, সকলের সর্ব্ব-সম্পৎপ্রদাতা এবং জগতের বিধানকারী, সেই ব্রহ্মা জন্ম জন্ম সতত চতুর্ম্মুখে সেই নিত্য সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ পরমেশ্বরকে ভজনা করিতেছেন; তথাপি সেই দুরারাধ্য পরাৎপর বেদানির্ব্বচনীয় ভগবান্‌কে যথার্থরূপে অবগত নহেন এবং যে ভগবান্ মৃত্যুঞ্জয় সকলের শিব-দাতা শিবাষায় ও পরমানন্দময়, যিনি যোগিগণের গুরুর গুরু, কালের কাল, অন্তকের অন্তক ও যিনি অংশে রুদ্ররূপী হইয়া সমুদয় জগৎ সংহার করেন, অন্যের আর কথা কি, স্বয়ং তিনিও পঞ্চমুখে নিরন্তর তাঁহাকে স্তব করিয়া থাকেন। বৃন্দে! মৃত্যুঞ্জয় অপেক্ষা সেই ভগবানের কেহই অধিক প্রিয় নাই, ইহা জানিও। যে দুর্গা, সর্ব্বশক্তি-স্বরূপা ও সকলের দুর্গতিনাশিনী; যিনি পরমা ব্রহ্মস্বরূপা মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরী; যে বিষ্ণু-মায়া সনাতনী, নারায়ণী ও বৈষ্ণবী বলিয়া প্রসিদ্ধা; যাঁহার মায়ায় ভ্রান্ত হইয়া অনিত্য এই জগৎ নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে, বৃন্দে! স্বয়ং সেই দেবীও দিবানিশি ভক্তিভাবে সেই দেবকে স্তব করিয়া থাকেন। শোভনে! ষড়ানন ছয়মুখে নিরন্তর তাঁহাকে ভক্তিভাবে যথাসাধ্য স্তব করেন। সর্ব্বদেবের অগ্রে যাঁহার পূজা হয়, যিনি সমুদয় দেবগণের ঈশ্বর ও জ্ঞানি-গণের গুরু; যিনি সিদ্ধেন্দ্রগণ, দেবেন্দ্রগণ ও যোগিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; যাঁহা অপেক্ষা বিদ্বান্ আর কেহই নাই; অধিক কি, যিনি সুরগণের অধিপতি, সেই ভগবান্ গজানন গণেশ তাঁহার সতত স্তব ও ধ্যান করিতেছেন। ৪৯—৫৭। আর পরমেশ্বরী সরস্বতীও তাঁহার স্তবে অশক্ত এবং কমলাও ভক্তিভাবে দিবা-নিশি তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করেন। তাঁহার কটাক্ষ-মাত্রে সমুদয় জগৎ পরিপূর্ণতম মঙ্গলময় হইয়া থাকে। তাঁহার ভয়ে পবনদেব সঞ্চরণ ও সূর্য্য-দেব কিরণ বিস্তার করিতেছেন। তাঁহার ভয়ে ইন্দ্র বর্ষণ, অগ্নি দহন ও মৃত্যু জন্তুগণে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার সেবায় পৃথিবী সর্ব্বাধারা ও বসুন্ধরা হইয়া-ছেন। সুন্দরি! তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া সমুদ্র ও শৈলসকল নিশ্চল ভাবে অবস্থিত আছে এবং তাঁহার পাদপদ্মসেবায় পবিত্রা গঙ্গাদেবী, মুক্তিদায়িনী ত্রিজগ-তের পবিত্রতাকারিণী ও তীর্থমধ্যে শ্রেষ্ঠা হইয়াছেন। তাঁহার সেবা ও স্মরণজন্য তুলসী দেবী ঈদৃশী পবিত্রা এবং নবগ্রহ ও দিক্‌পালগণ তাঁহার প্রভাবে ভীত। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং অনন্তাদি দেবগণ, মুনিগণ ও অন্যান্য যে সকল সুরেশ্বরগণ আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের কলানুরূপ, ও কেহ কেহ অংশানু-রূপ ও কেহ কেহ কলাংশানুরূপ। কল্যাণি! তুমি সেই প্রকৃতি হইতে অতীত পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পতি-ইচ্ছা করিতেছ। তিনি গোলোকধামে রাধিকা ভিন্ন কখনই অন্য কাহারও প্রেমবশ্য নহেন। মহাভাগে! আমি নৃপগণের শ্রেষ্ঠ। বরাননে! দেবতা ও দৈত্য-সমাজে আমা অপেক্ষা বলবান্ কেহই নাই; অতএব আমাকেই পতিরূপে ভজনা কর। ৫৮—৬৬। অয়ি কল্যাণি! ত্রিলোকমধ্যে যে কিছু সুখ আছে, আমার প্রসাদে তৎসমস্তই ভোগ করিবে; সন্দেহ নাই। অয়ি মধুরভাষিণি! সপ্তসাগরপারে দেবগণের ক্রীড়ার্থ, পূর্ব্বে বিধাতা এক কাঞ্চনময় স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তুমি আমার সহিত তথায় গমন করিয়া বিহার-সুখ লাভ কর; তোমার মঙ্গল হইবে। অথবা পুষ্পো-দ্যান-সমন্বিত মহেন্দ্রের অমরাবতীতে গমনপূর্ব্বক

উভয়ে সুখে কালযাপন করি। না হয়, নানারত্ন-বিভূষিতা স্বর্ণময়ী লঙ্কায় কিম্বা সুমেরু গহ্বরে অথবা মনোহর ক্ষীরোদসমুদ্রে, না হয় নিরন্তর নির্জ্জন রমণীয় সত্যলোকে বা ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক উভয়ে সুখে বিহারে প্রবৃত্ত হই। মলয়াচলে উৎকৃষ্ট রত্নসারনির্ম্মিত রমণীয় স্থান বিদ্যমান আছে; পবিত্র চন্দন-বায়ুতে উহা সতত সুগন্ধময়; মালতী, যূথিকা, কেতকী ও চারু চম্পকপুষ্পের সুগন্ধে উহার চতুর্দ্দিক্ আমোদিত। তথায় পিকগণ ও ভ্রমরগণ নিরন্তর মধুর ধ্বনি করিতেছে, চল, তথায় উভয়ে সুখে বিহার করি। দেবি! ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু, যম, ধনেশ্বর, বহ্নি, ধর্ম্ম ও চন্দ্র ইঁহাদিগের মধ্যে যাঁহার সুরম্য লোকে তোমার ইচ্ছা হয়, চল তথায় গিয়া বিহার করি, অথবা রত্নদ্বীপ মণিদ্বীপ বা রমণীয় চন্দ্রসরোবর, যে স্থানে তোমার অভিরুচি হয়, সেই স্থানে গিয়া আমার সহিত রমণ কর, তোমার মঙ্গল হইবে। ব্রজরাজ! ধর্ম্মদেব এইরূপ বলিয়া সম্ভোগার্থ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন; উহা বাস্তবিক নহে, সতীত্ব পরীক্ষার জন্য ছলনামাত্র-তদ্দর্শনে, সেই কেদাররাজকন্যার মুখমণ্ডল ও লোচন-দ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি বেদানুগত ধর্ম্মার্থযুক্ত যশস্কর সত্য হিতজনক বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ৬৭—৮০। মহাভাগ! ধৈর্য্য ধারণ করুন, আপনি সর্ব্বজাতিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণগণের তপোনুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন, সত্যনিষ্ঠা ব্রতা-চরণ ও ধৈর্য্যধারণ প্রকৃত ধর্ম্ম। বিপ্রবর! নীচ-স্বভাব অধর্ম্মচারীরাই পরস্ত্রী সম্ভোগ করিয়া থাকে; ঐরূপ অধর্ম্মাচরণ আপনার কর্ত্তব্য নহে; ব্রাহ্মণের ধর্ম্মবলে সমস্ত শত্রুই পরাজিত হয়। দুষ্টব্যক্তি অশুভের আকর; অধিক কি তাহারা সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মন্! বলাৎকারপূর্ব্বক পতিব্রতা-গমন করিলে নিশ্চয় মাতৃগামী হইতে হয় এবং সদ্য শত ব্রহ্মহত্যাপাতক লাভ করিয়া থাকে। পরে সেই পাতকীকে চন্দ্রসূর্য্যের অবস্থিতিকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে তপ্ততৈলে নিরতিশয় দগ্ধ হইতে হয়; কিন্তু সূক্ষ্মদেহের বিনাশ নাই বলিয়া মরণ হয় না এবং যম-দূতগণ লৌহদণ্ডদ্বারা নিরন্তর তাহার মস্তকে আঘাত করিয়া থাকে; অতএব পরস্ত্রীসঙ্গ ক্ষণমাত্র সুখকর কিন্তু চিরদুঃখের হেতু, অধিক কি সর্ব্বনাশের কারণ। ধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তি, কখন অগম্যাগমনজনিত দুঃখের অভি লাষ করেন না। ৯হে জ্ঞানদুর্ব্বল দ্বিজ! তুমি এক্ষণে আমাকে ক্ষমা করিয়া স্বস্থানে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক। যেমন দীপশিখা দর্শনে কীট তাহাতে আত্মসমর্পণ করে, যেমন বড়িশগ্রস্ত মিষ্টবস্তু দর্শনে লুব্ধ মীন মৃত হয়, যেমন বুভুক্ষিত ব্যক্তি ক্ষুধার যাতনায় বিষাক্ত ভক্ষ্য ভোজন করে ও যেমন দুষ্ট ব্যক্তি পয়োমুখ বিষকুম্ভ দর্শনে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে; সেইরূপ লম্পট পুরুষ, আত্মবিনাশবীজ আপাত-মনোহর পরস্ত্রীর মুখপদ্ম দর্শনে মোহাভিভূত হয়। ৮১—৮৯। রমণীগণের মনোহর মুখমণ্ডল, শ্রোণীযুগ্ম ও স্তনযুগল কামের আধার, বিনাশের কারণ এবং অধর্ম্মের আবাসভূমি এবং নানা-মলসমন্বিত যোনিদেশ নরককুণ্ডস্বরূপ; উহা দুর্গন্ধময় পাপজনক ও যমদণ্ডের কারণ। পুরুষ, যেমন যোষিদ্‌গণের যোনিমধ্যে লিঙ্গকে প্রবিষ্ট করে, অমনি যুগযুগান্তরের নিমিত্ত আত্মাকেও রৌরবনরকে পাতিত করিয়া থাকে। তুমি নির্জ্জন স্থান ও অনাহারাদিরূপ আপদ্ দেখিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? কিন্তু তাহা মনে করিও না। ব্রাহ্মণ! এস্থানে সমুদয় দেবগণ ও লোকপালগণ বিদ্যমান আছেন ও সকল কর্ম্মের সাক্ষী, সকলের নিয়ন্তা, অধিক কি যিনি যমেরও দণ্ডকর্ত্তা, সেই জাজ্বল্যমান ধর্ম্মকে স্বয়ং হরি স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। দ্বিজ! সর্ব্বপ্রাণিগণেই স্বয়ং কৃষ্ণ অন্তরাত্মারূপে, মহেশ্বর জ্ঞানরূপে, দুর্গা বুদ্ধিরূপে, ব্রহ্মা মনোরূপে ও দেবগণ ইন্দ্রিয়রূপে সর্ব্বকর্ম্মের সাক্ষী হইয়া অবস্থান করিতেছেন; সুতরাং গুপ্ত বা নির্জ্জন স্থান কুত্রাপি নাই। অতএব জ্ঞানদুর্ব্বল ব্রাহ্মণ! আমায় ক্ষমা কর, তোমার মঙ্গল হউক; তুমি স্বস্থানে গমন কর। ব্রাহ্মণগণ সকলেরই অবধ্য; নতুবা আমি তোমাকে ভস্মসাৎ করিতাম। সে যাহাই হউক বৎস! এক্ষণে তুমি স্বচ্ছন্দে গমন কর, তপোনুষ্ঠানে আমার অষ্টোত্তর শতযুগ গত হইয়াছে, আমার পিতা-মাতা বা পিতৃগোত্র কেহই নাই। হে দ্বিজ! কেবল সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ কৃষ্ণই আমাকে রক্ষা করিতেছেন। ৯০—৯৮। আর কৃষ্ণস্থাপিত ধর্ম্ম এবং আদিত্য, চন্দ্র, পবন, হুতাশন, ব্রহ্মা, শম্ভু ও ভগবতী দুর্গা নিরন্তর আমার রক্ষায় নিযুক্ত আছেন। ব্রাহ্মণ! যিনি হংসকে শুক্লবর্ণ, শুকপক্ষীকে হরিতবর্ণ ও ময়ূরকে বিচিত্র করিয়াছেন, তিনিই আমায় রক্ষা করিবেন। অনাথ, বালক ও বৃদ্ধগণের সমুদ দেবগণই রক্ষাকর্ত্তা; অতএব তুমি অবলাজ্ঞানে আমায় অবমাননা করিও না। নিশ্চয় জানিও সর্ব্বত্রই সমুদয় দেবগণ বিরাজমান আছেন। বৎস! আমি তোমার মাতৃস্বরূপা, অতএব আমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে স্বস্থানে গমন কর।

সেই বৃন্দাদেবী এইরূপ বলিয়া ধরার ন্যায় তথায় অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন বিপ্র-রূপী ধর্ম্ম, তাঁহার প্রবোধ বাক্যে গমন না করিয়া বরং সম্ভোগার্থ তন্নিকটে আগমন করিতে লাগিলেন। বৃন্দা ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহাকে শাপপ্রদান করিলেন। বৃন্দা বলিলেন, "ব্রহ্মবন্ধো! তুমি ক্ষয়প্রাপ্র হও" তিনি এইরূপ শাপদানের পর পুনরায় শাপ প্রদানে উদ্যতা হইলে, স্বয়ং সূর্যদেব সযত্নে নিবারণ করিলেন। ৯৯—১০৪। তাত! এমত সময়ে জগৎপ্রভু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি দেবগণ, অতি সন্ত্রস্ত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। ব্রজরাজ! তখন সেই ত্রিদশে-শ্বরগণ, ধর্ম্মকে অমাভীত চন্দ্রের ন্যায় কলামাত্র অবস্থিত, সতী-কোপানল-দগ্ধ মলিন ও নিশ্চেষ্ট দর্শনে ক্রোড়ে লইয়া নিরতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন, অয়ি জন্ম-মৃত্যু-জরাবর্জ্জিতে মস্তক্তে বৃন্দে! ধর্ম্মের অপরাধ ক্ষমা কর। অয়ি পতিব্রতে! মদ্ভক্ত ধর্ম্মকে জীবন দান করিয়া রক্ষা কর। ব্রহ্মা বলিলেন, বৃন্দে! ধর্ম্ম বিনা সমস্ত জগৎ গাঢ়ান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল এবং চন্দ্র, সূর্য্য, অনন্ত ও বসুন্ধরা কম্পিত হইতেছে। মহাদেব বলিলেন, সুন্দরি! ধর্ম্মাভাবে সমুদয় জগৎ প্রনষ্ট হয়, অতএব বরাননে। ধর্ম্মকে জীবন দান কর, তোমার মঙ্গল হউক। সূর্য্য বলিলেন, পতিব্রতে! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর; ধর্ম্মের জীবন রক্ষা করিয়া সৃষ্টি রক্ষা কর। অনন্ত বলিলেন বৃন্দে! তুমি তপস্যা দ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতেছ, তবে কিরূপে ধর্ম্মহিংসায় প্রবৃত্তা হইয়াছ? অতএব ধর্ম্মকে জীবিতকর, তাহা হইলেই তোমার সর্ব্ব ধর্ম্ম রক্ষা হইবে; তোমার মঙ্গল হউক। চন্দ্র বলিলেন, বৃন্দে! তোমার পরীক্ষার্থ ধর্ম্ম ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, দ্বিজরূপে আগমন করিয়াছিলেন; তুমি নির্দ্দোষীর হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। মহেন্দ্র বলিলেন, বৃন্দে! মানবগণ তপোনুষ্ঠানে ধর্ম্মকেই উপার্জ্জন করে; ধর্ম্ম-বলেই তাহাদিগের তপস্যার ফল লাভ হয়, অতএব ধর্ম্ম যদি ক্ষয় প্রাপ্ত হন, তবে কিরূপে তুমি তপঃফল লাভ করিবে? বরুণ বলিলেন, ধর্ম্মিষ্ঠে! জীবন দান করিয়া সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা কর। ধার্ম্মিকে! ধর্ম্ম বিনা কর্ম্মীদিগের সমুদয় কর্ম্মই নিষ্ফল হয়। পবন বলিলেন, শুভে এক্ষণে ধর্ম্মের জীবনদান করিয়া জগৎ পবিত্র কর; দেখ, ধর্ম্ম লোপ হইলে তোমার তপঃফলও বিলুপ্ত হইবে; সন্দেহ নাই। ১০৫—১১৫। বহ্নি বলিলেন, সুন্দরি! তুমি স্বধর্ম্মোপার্জ্জনার্থ ভারতে সমাগত হইয়াছে এবং না জানিয়াই ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিয়াছ; অতএব এক্ষণে পুনর্জ্জীবিত কর। যম বলিলেন, বরাননে! আমি কর্ম্মিগণের সমুদয় কর্ম্ম বিদিত আছি এবং ধর্ম্মানুসারেই তাহার ফল দান করি; অতএব শীঘ্র ধর্ম্মকে জীবিত কর। সেই পতি-ব্রতা তপস্বিনী বৃন্দা, দেবগণের বাক্য শ্রবণে গাত্রো-ত্থানপূর্ব্বক সেই সুরেশ্বরগণকে প্রণাম করিয়া কহি-লেন, দেবগণ! ধর্ম্ম যে ব্রাহ্মণরূপে আমার পরীক্ষার্থ আসিয়াছিলেন, তাহা আমি জানি না। আমায় আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, কোপভরে উহাঁকে ক্ষয় করিয়াছি। সে যাহাই হউক, এক্ষণে আপনা-দিগের প্রসাদে নিশ্চয় আমি ধর্ম্মকে পুনর্জ্জীবিত করিব। ব্রজেশ্বর! সেই বৃন্দা, এই প্রকার বলিয়া পুনরায় বলিলেন, যদি আমার তপস্যা ও বিষ্ণুপূজা সত্য হয়, তাহা হইলে সেই পুণ্যবলে এই দ্বিজবর এই মুহূর্ত্তে বিজ্বর হউন। যদি আমি যথার্থই অকপটে উপবাসক্লেশ সহ্য করিয়া থাকি এবং যদি আমার ব্রতানুষ্ঠান, তপশ্চরণ ও পবিত্রতা সত্য হয়, তাহা হইলে সেই সত্যপুণ্যবলে এই বিপ্র এখনই বিজ্বর হউন। যদি সর্ব্বাত্মা নিত্যবিগ্রহ নারায়ণ ও জ্ঞানা-ত্মক শিব সত্য হন, তাহা হইলে এই দ্বিজ বিজ্বর হউন। যদি ব্রহ্মা, দেবগণ, পরমা প্রকৃতি এবং যজ্ঞ ও তপস্যা সত্য হয়, তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণ বিজ্বর হউন। সেই সতী বৃন্দা, এইরূপ বলিয়া ধর্ম্মকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সেই কলাবশিষ্ট মূর্ত্তি দর্শনে সকরুণ রোদন করিতে লাগিলেন। ১১৬—১২৫। ইত্যবসরে ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তিদেবী শোকাকুলচিত্তে তথায় আগমনপূর্ব্বক বিনত-মস্তকে বিষ্ণুচরণে নিপতিতা হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে নাথ! করুণাসিন্ধো! হে দীনবন্ধো! আমার প্রতি দয়া করুন। হে কৃপাময় জগন্নাথ! শীঘ্র আমার কান্তের জীবন দান করুন। এই ভবসাগরে যে রমণী পতিহীনা হয়, সে যথার্থই পাপীয়সী; নেত্রহীন মুখ-মণ্ডল ও প্রাণশূন্য দেহের ন্যায় তাহার কিছুমাত্র সৌন্দর্য্যেরও প্রয়োজন থাকে না। কি পিতা, কি ভ্রাতা, কি পুত্র, কি বন্ধু ও কি মাতা সকলেই পরি-মিত দান করে; কিন্তু এক পতি অভিলাষানুরূপ সমুদয় দান করিয়া থাকেন। সেই মূর্ত্তিদেবী, এইরূপ বলিয়া সেই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলে, প্রকৃতি হইতে অতীত সর্ব্বাত্মা ভগবান্, বৃন্দাকে বলিলেন, সুন্দরি! তুমি যে তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার ন্যায় আয়ু লাভ করিয়াছ, তাহা এক্ষণে ধর্ম্মকে

অর্পণ করিয়া গোলোকধামে গমন কর। পশ্চাৎ তুমি এই তপস্থার ফলে আমাকে লাভ করিবে। বরাননে! পরে তুমি বরাহকল্পে গোলোক হইতে গোকুলে আগমনপূর্ব্বক রাধিকাচ্ছায়ারূপে বৃষভানুর কন্যা হইবে এবং মৎকলাংশজাত রায়াণ তোমার পাণিগ্রহণ করিবে; আর রাসমণ্ডলে গোপীগণ ও রাধিকার সহিত আমাকে প্রাপ্ত হইবে। শ্রীদামশাপে বাস্তবী রাধা যখন বৃষভানুর কন্যারূপে অবতীর্ণা হইবেন, তখন তুমি তাঁহার ছায়াস্বরূপিণী হইবে। বিবাহকালে রায়াণ ছায়ারূপিণী, তোমাকে গ্রহণ করিবে এবং সেই বাস্তবী রাধা তোমাকে রায়াণ-করে অর্পণ করিয়া স্বয়ং অন্তর্হিতা হইবেন।১২৬—১৩৫। গোকুলবাসী মূঢ় গোপগণ, তোমাকেই রাধা জ্ঞান করিবে; ফলতঃ তাহারা স্বপ্নেও রাধার চরণকমল দর্শনে সমর্থ নয়। তৎকালে প্রকৃত রাধা আমার ক্রোড়ে অবস্থান করিবেন ও ছায়ারূপিণী তুমি রায়াণকামিনী হইয়া কালযাপন করিবে। তখন সেই সুন্দরী-বৃন্দা, বিষ্ণুবাক্য শ্রবণে ধর্ম্মকে আয়ু দান করিলে, ধর্ম্মদেব তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পুনরায় পূর্ণকলেবরে গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রূপ-লাবণ্য প্রকাশ পাইল। তৎকালে তিনি জগৎপ্রভু হরিহর, ব্রহ্মা ও পরাৎপরা প্রকৃতিদেবীকে প্রণাম করিলেন। পরে বৃন্দা, দেবগণকে বলিলেন, দেবগণ! আমি যে ধর্ম্মের প্রতি দুর্লঙ্ঘনীয় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন; আমার সেই বাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে জানিবেন। আমি ভীতা ও ক্রুদ্ধ হইয়া "ক্ষয় প্রাপ্ত হও," এই বাক্য বারত্রয় বলিয়া পুনরায় বলিতে উপক্রম করিলে, ভাস্করদেব আমাকে নিবারণ করিয়াছেন। এজন্য এই ধর্ম্মদেব, পূর্ব্বে যেরূপ ছিলেন এবং এক্ষণেও যেরূপ পূর্ণকলেবর হইয়াছেন; প্রতিসত্যে এইরূপ পূর্ণভাবে থাকিয়া ত্রেতায় ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ ও কলির প্রথমে একপাদ এবং শেষে ষোড়শাংশ মাত্র অবশিষ্ট থাকিবেন, পরে পুনরায় সত্যযুগে পরিপূর্ণ হইবেন। ১৩৬—১৪৩। আমার মুখ হইতে যখন ক্রমে তিনবার ক্ষয় শব্দ নির্গত হইয়াছে, তখন সেই ক্রমে উঁহার পাদপাদরূপে তিনবার করিয়া ক্ষয় হইবে এবং চতুর্থবার বলিবার উপক্রমে যখন ভাস্কর নিবারণ করিয়াছেন, সেই হেতু কলিশেষে কলামাত্র অবস্থিত থাকিবে। ব্রজরাজ! ধর্ম্ম এইরূপ অভিশপ্ত থাকায় নিশ্চয় কলিশেষে ঐরূপেই অবস্থান করেন। নন্দ! বৃন্দা এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে দেবগণ দেখিলেন গোলোক হইতে অতি সুন্দর এক রথ বেগে আগত হইতেছে; উহা অমূল্য রত্নে নির্ম্মিত ও হীরাহারপরিবৃত; নানাবিধ মণি, মুক্তা, মাণিক্য, বস্ত্র, শ্বেতচামর, রত্নদর্পণ এবং মনোহর ভূষণ সকল উহার সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। অনন্তর বৃন্দা, হরিহর, ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক সেই দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া গোলোকধামে গমন করিলে, দেবগণও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রজেশ্বর! পুনরায় কোন্ বিষয় শুনিতে ইচ্ছা কর? । ১৪৪—১৪৯।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

নন্দ বলিলেন, প্রভো! কি বেদচতুষ্টয়, কি বেদবেত্তা ব্যক্তিগণ, কি ব্রহ্মা, কি মহেশ্বর, কি অনন্তাদিদেবগণ, কি মুনিগণ, কি সিদ্ধাদিগণ, কেহই তোমাকে যথার্থরূপে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ নন; কিন্তু তুমি কে—ইহা জানিবার জন্য আমার পরম কৌতুহল হইয়াছে; অতএব প্রভো! এই সময়ে এই নির্জ্জনে সম্পূর্ণরূপে আত্মস্বরূপ বর্ণন কর। নারায়ণ ঋষি বলিলেন, বৎস নারদ! নন্দ এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শননিমিত্ত ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত মুনীশ্বরগণ সহসা তথায় সমাগত হইলেন। পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, ভৃগু, অঙ্গিরা, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, দুর্ব্বাসা কণ্ব, কাত্যায়ন, পাণিনি, কণাদ, গৌতম, সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল, আসুরি, বোঢ়, পঞ্চশিখ, বিশ্বামিত্র, বাল্মীকি, কশ্যপ, পরাশর, বিভাণ্ডক, মরীচি, শুক্র, অত্রি, বৃহস্পতি, গার্গ্য, বাৎস্য, ব্যাস, জৈমিনি, ঋষ্যশৃঙ্গ, যাজ্ঞবল্ক্য, শুক, সৌভরি, শুদ্ধ-জটিল, ভরদ্বাজ, সুভদ্রক, মার্কণ্ডেয়, লোমশ, বিকঙ্কন, অষ্টাবক্র, শতানন্দ, বামদেব, ভার্গব, সম্বর্ত্ত, উতথ্য, নর এবং আমি আর জাবালি, পরশুরাম, অগস্ত্য, পৈল, সুমন্যু, গৌরমুখ, উপমন্যু, শ্রুতশ্রবা, মৈত্রেয়, চ্যবন, করথ ও কর;—শ্রীকৃষ্ণ, এই সকল মুনিগণকে সমাগত দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া সাদরে রমণীয় সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। ১—১২। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ, কুশল প্রশ্নপূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহাদিগের পূজা করিয়া পরস্পর সম্ভাষণানন্তর মধ্যস্থলে উপবেশন করিলেন। এমত সময়ে আকাশমণ্ডলে

এক সমুজ্জ্বল তেজোরাশি তাঁহার ও মুনিগণের নেত্র-পথে পতিত হইল ; তাঁহারা সেই তেজোমণ্ডলের মধ্যে কনকপ্রভ এক কুমারকে দেখিতে পাইলেন। বৎস! সেই সনৎকুমার যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পঞ্চমবর্ষীয় নগ্ন এক বালক। এইরূপ দেখিতে দেখিতে সেই সনৎ-কুমার সহসা মুনিসভায় আবির্ভূত হইলেন। নারদ! তখন সেই মুনিপুঙ্গবগণ ও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। পরে তিনি, সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সভামধ্যে আসীন হইয়া সমুদয় মুনিগণ ও সস্মিত স্নিগ্ধনেত্র সনাতন ভগবান্ কৃষ্ণকে সদয়ভাবে সাদরে বলিতে লাগিলেন। সনৎকুমার বলিলেন, মুনিগণ! তোমাদিগের কুশল এবং বাঞ্ছিত তপঃফলের ত কোন বিঘ্ন নাই? কৃষ্ণের কুশল জিজ্ঞাসা নিস্প্রয়োজন, কারণ উনিই মঙ্গলের বীজ-স্বরূপ। অথবা সম্প্রতি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের দর্শনই তোমাদিগের কুশল ; প্রকৃতি হইতে অতীত শ্রীকৃষ্ণের ভক্তানুরোধেই দেহধারণ করা। উনি নির্গুণ, নিরীহ, সর্ব্ববীজ ও তেজোময় , সম্প্রতি ভূভার-হরণার্থ আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, বিপ্রবর! শরীরধারী মাত্রেরই কুশলপ্রশ্ন ঈপ্সিত হইয়া থাকে, তবে কিজন্য আমি কুশলপ্রশ্নের পাত্র না হইব? সনৎকুমার বলিলেন, প্রভো! প্রাকৃত শরীরেই নিরন্তর শুভাশুভ ঘটিয়া থাকে ; কিন্তু যে দেহ নিত্য ও যে দেহ কুশলের কারণ তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা নিরর্থক। ভগবান্ বলিলেন, বিপ্রবর! শরীরধারী-মাত্রেই প্রাকৃতিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, কারণ সেই নিত্যা প্রকৃতি বিনা দেহ হয় না। সনৎকুমার বলিলেন, প্রভো! শোণিত-শুক্রোৎপন্ন দেহই প্রাকৃতিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ; আপনি স্বয়ং সকলের আদি, সকলের কারণ ও প্রকৃতির নাথ ; সুতরাং আপনার দেহ কিরূপে প্রাকৃতিক হইতে পারে। ১৩—২৫। প্রভো! আপনি বেদচতুষ্টয়ে সমুদয় অবতারের প্রধান, নিত্য, সনাতন, অব্যয়, বীজরূপে নির্দ্দিষ্ট আছেন ; আপনি পরম জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা পরমেশ্বর ; আপনি সকলের শ্রেষ্ঠ, মায়েশ্বর ও নির্গুণ, অথচ মায়াযুক্ত হইলে সগুণ হইয়া থাকেন। প্রভো! সমুদয় বেদ-বেদাঙ্গ ও বেদবিদ্গণ আপনাকে এইরূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, বিপ্রবর! সম্প্রতি আমি বসুদেবাত্মজ, সুতরাং আমার দেহ শুক্রশোণিত হইতে উৎপন্ন, তবে আমি কি নিমিত্ত প্রাকৃতিক বা কুশল-প্রশ্নের পাত্র নহি? সনৎকুমার বলিলেন, ভগবন্! "মস্থ" অর্থাৎ যাঁহার লোমকূপনিকরে সমুদয় বিশ্ব অবস্থিত, সেই সর্ব্বনিবাস মহান্ বিরাট্ পুরুষ ; তুমি তাঁহার দেব অর্থাৎ প্রভু পরমব্রহ্ম বলিয়া সমুদয় বেদ, পুরাণ ইতিহাস ও বার্ত্তায় বাসুদেব নামে কীর্ত্তিত হইয়াছ। আপনার দেহ যে শুক্রশোণিতসহযোগী তাহা কোন্ বেদে নিরূপিত আছে? এই ত মুনিগণ এস্থানে সাক্ষী আছেন, ইঁহারাই বলুন দেখি ; ধর্ম্মও সর্ব্বত্র সাক্ষিরূপে বিরাজমান, এতদ্ভিন্ন বেদ-চতুষ্টয় এবং চন্দ্র-সূর্য্যও আমার সাক্ষী আছেন। ভৃগু বলিলেন, বিপ্রেন্দ্র! তুমি যথার্থই বলিতেছ, তুমিই প্রকৃত বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য ; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তোমার স্বাগত এবং কুশল ত? এস্থানে উপ-স্থিতির কারণ কি? সনৎকুমার বলিলেন, হে মুনি-গণ! হে কৃষ্ণ! আমি সম্প্রতি এস্থানে যে নিমিত্ত ত্বরায় আগমন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে ভগবন্! হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! তুমিই জ্ঞানি-গণের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজ্ঞ, তোমার কি জন্য এস্থানে আগমন, আমি তাহা বিদিত আছি। সনৎকুমার বলিলেন, ভগবন্! তুমিই ধন্য ও তুমিই জগতের মান্য এবং তুমিই সমস্ত ঈশ্বরেরও ঈশ্বর ; এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহই নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, দ্বিজবর! আমি সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ, ব্রত ও তপস্যার দক্ষিণার সহিত সতত ফল দান করিয়া থাকি। ২৬—৩৫। শ্রীকৃষ্ণের এইকথা শ্রবণে সনৎ-কুমার তথা হইতে বেগে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, মুনিগণ সেই বাক্যে চমৎকৃত হইয়া তাহার অর্থ বিদিত হইবার জন্য সনৎকুমারকে ধারণ করিয়া রাখিলেন। ঋষিগণ বলিলেন, হে সিদ্ধেন্দ্র! হে মহাভাগ! হে ভগবন্ করুণাময় কুমার! তুমি কৃষ্ণ-সন্নিধানে কি সংশয়ান্বিত কথা বলিলে? তুমি কি কোন স্থানে কোন আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছ? তাহা আমাদিগের নিকটে অতি বিস্তাররূপে ব্যক্ত কর। ইতাবসরে ব্রহ্মা, পার্ব্বতীর সহিত শঙ্কর, অনন্ত, ধর্ম্ম, সূর্য্য, চন্দ্র, আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ ও দিক্-পালাদিদেবগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সম্ভাষণানন্তর ভক্তিভাবে পৃথক্ পৃথক্ মধুপর্কাদি দান করিয়া তাঁহা-দিগকে পূজা করিলেন এবং সমুদয় ঋষিগণ, অনন্ত, শম্ভু, বিধি ও পার্ব্বতীকে প্রণাম করিলেন। তখন সেই দ্বিজগণ ও দেবগণের পরস্পর সম্ভাষণ হইতে লাগিল। অনন্তর সনৎকুমার বলিলেন, আমি গোলোকে গমনপূর্ব্বক রাধিকাপতিকে না দেখিয়া পরে বৈকুণ্ঠে গমন করি ; কিন্তু তথায়ও চতুর্ভুজের অদর্শনে

ক্ষীরোদে গমন করিলাম; কিন্তু দেখিলাম সেস্থানেও হরি নাই; তখন বিষণ্ণ হইলাম এবং পরিশ্রান্ত হওয়ায় সেই ক্ষীরোদসাগরে স্নান করিলাম, পরে বিস্তীর্ণবালুকামধ্যে শতযোজনকায় ভীত কম্পিত, দুঃখিত ও শুষ্কশরীর এক কচ্ছপ আমার দৃষ্ট হইল। মহাকায় রাঘবনামক মীন উহাকে জল হইতে নিঃসারিত করিয়াছিল। আমি সেই কচ্ছপকে তুমি ধন্য, এই কথা বলিলে, সে বলিল মহামুনে! আমি ধন্য নহি, ক্ষীরোদ সাগরই ধন্য; কারণ উহাতে আমার ন্যায় ও আমা অপেক্ষা বৃহৎকায় অসংখ্য প্রাণী অবস্থান করিতেছে। ৩৭—৪৭। তখন আমি ক্ষীরোদকে, ক্ষীরোদ! তুমি ধন্য, এই কথা বলায় সে বলিল আমি ধন্য নহি, যে বসুন্ধরাতে সপ্তসাগর বিদ্যমান, সেই বসুন্ধরা দেবীই ধন্যা। পরে বসুন্ধরাকে বলিলাম, বসুন্ধরে! তুমি ধন্যা; আমি এই কথা বলায় তিনি বলিলেন, আমি ধন্যা নহি; কৃষ্ণাংশসম্ভূত আমার আধার বিভু নাগরাজ অনন্তদেবই ধন্য, কারণ আমি তাঁহার সহস্রফণামণ্ডলের মধ্যে একমাত্র ফণার শূর্পে সর্ষপের ন্যায় অবস্থান করিতেছি। অনন্তর অনন্তদেব! তুমি ধন্য, এই কথা বলায় তিনি বলিলেন; আমি ধন্য নহি, পবন দেবই ধন্য; কারণ তিনি আমায় সর্ব্বদা ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। পরে পবনকে তুমি ধন্য, এই কথা বলিলে তিনি বলিলেন, আমি ধন্য নহি, ধন্য ভগবান্ ব্রহ্মা; কারণ তিনিই সমুদয় জগতের বিধাতা। তখন ব্রহ্ম-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক বলিলাম, বিধাতঃ! তুমি ধন্য, তিনিও বলিলেন আমি ধন্য নহি, ধন্য দেব মহেশ্বর; কারণ তিনি যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু, সকলের আরাধ্য সকলের পূজ্য ও সনাতন ধর্ম্মস্বরূপ; সেই প্রভু কালের কাল সকলের সংহর্ত্তা স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়। তখন আমি শম্ভুর নিকটে গিয়া শম্ভো! তুমি ধন্য, এই কথা কহিলে তিনি বলিলেন, আমি ধন্য নহি, যাঁহার সর্ব্বাগ্রে পূজা হইয়া থাকে ও যিনি জ্ঞানিগণের গুরুর গুরু, সেই দেবপ্রবর দেব গণেশ্বরই ধন্য; সিদ্ধেন্দ্রগণ, সুরেন্দ্রগণ, মুনীন্দ্রগণ, যোগীন্দ্রগণ ও যাবতীয় প্রাজ্ঞগণের মধ্যে গণেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ কেহই নাই, ইহা বেদে উক্ত আছে; যেমন নদীর মধ্যে গঙ্গা, তীর্থের মধ্যে পুষ্কর ও পুরীর মধ্যে কাশী, সেইরূপ দেবগণের মধ্যে গণেশই সর্ব্বপ্রধান। ৪৮—৫৭। পরে আমি গণপতিসন্নিধানে গিয়া বলিলাম, গণপতে! দেবগণের মধ্যে তুমিই ধন্য ও মান্য, তখন তিনি সহাস্যবদনে বলিলেন, মুনিবর আমি ধন্য নহি, বেদচতুষ্টয়ই ধন্য; যেহেতু বেদব্যবস্থানুসারেই সমুদয় কর্ম্মকাণ্ড হইতেছে; দেখুন যাহা বেদবিহিত, তাহাই ধর্ম্ম ও বেদ-বিরুদ্ধাচরণই অধর্ম্ম। বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ, বেদব্যবস্থাতেই আমরা পূজ্য। বেদ হইতেই পুরাণাদি শাস্ত্র সকল সমুদ্ভূত হইয়াছে। অতএব বেদই যখন ধন্য, তখন মুনিবর! তুমি বেদ-চতুষ্টয়ের নিকটেই গমন কর। অনন্তর বেদনিকটে গিয়া বলিলাম বেদগণ! তোমরাই ধন্য ও মান্য। তখন বেদগণ কহিলেন আমরা ধন্য নহি, যজ্ঞসমূহই ধন্য; কারণ আমরা ব্যবস্থাকর্ত্তামাত্র, কিন্তু যজ্ঞনিচয় স্বয়ং ফল দান করিয়া থাকে। অতএব মহামুনে! যজ্ঞই ধন্য, তুমি তন্নিকটেই গমন কর। পরে আমি যজ্ঞনিকটে গমনপূর্ব্বক বলিলাম, যজ্ঞ সকল! তোমরাই ধন্য, তাহাতে তাঁহারা বলিলেন, মুনে! আমরা ধন্য নহি, শুভকর্ম্মই ধন্য। পরে আমি শুভকর্ম্মকে ধন্য বলায় তিনিও বলিলেন আমি ধন্য নহি, যিনি কর্ম্মসমূহের ফলদাতা, কর্ম্মের হেতু ও সকলের বিধানকর্ত্তা, অধিক কি যিনি বিধাতারও বিধাতা, সেই সর্ব্বাদি, সর্ব্বকারক, পরমাত্মা ভগবান্ কৃষ্ণই নিশ্চয় ধন্য ও মান্য। অনন্তর আমি ধর্ম্মালয়ে গমন করিলাম, কিন্তু সে স্থানে জগদীশ্বরকে না দেখিয়া সেই পরিপূর্ণতম প্রভুকে দর্শন করিবার জন্য মথুরায় আগমন করিয়াছি; কিন্তু এস্থলে সমুদয় যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও শুভকর্ম্মের ফলদাতা যাবতীয় কারণের কারণ এবং ব্রহ্মাদিরও অগ্রগণ্য পরমাত্মা পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া কহিলাম, আপনি ধন্য; তাহাতে ভগবান্ উত্তর করিলেন, আমি দক্ষিণার সহিত যজ্ঞাদির ফলদাতা, সুতরাং ইহাই বলা হইল যে, আমি দক্ষিণা ভিন্ন ধন্য হইতে পারি না। কারণ যজ্ঞ অদক্ষিণ হইলে নিষ্ফল হয়। মুনিগণ! এই ত সমুদয় কারণ কথিত হইল; এক্ষণে দক্ষিণার বিষয় কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর। যথাসময়ে বিপ্রকে দক্ষিণা দান না করিলে, এক রাত্রি পরে তাহার দ্বিগুণ এক মাস গত হইলে শতগুণ ও দ্বিমাস অতীত হইলে, বিহিত দক্ষিণার সহস্র গুণ দান করিতে হয় এবং সংবৎসর অতীত হইলে দাতা নরকগামী হইয়া থাকে। সেই পাতকী সহস্র বর্ষ মূত্রকুণ্ড নরকে পতিত থাকিয়া পরে ব্যাধিযুক্ত চণ্ডাল হয়। যদি দাতা গ্রহীতাকে প্রাপ্য দান প্রদান বা গ্রহীতা দাতার নিকটে প্রাপ্য দান প্রার্থনা না করে, তাহা হইলে উভয়েই সহস্র বর্ষ নরকবাসী হইয়া থাকে। পরে সেই যজমান চাণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ চাণ্ডালের পুরোহিত হয় এবং সেই উভয় পাপীই নিজ কর্ম্মফলে ব্যাধিযুক্ত

হইয়া থাকে। সমুদয় দেবতা ও মুনিগণ সনৎকুমারের পূর্ব্বোক্ত বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া যুগপৎ হর্ষবিস্ময়ান্বিত হইলেন। নন্দও বিস্ময়যুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুত্রভাব ত্যাগ করিলেন। তখন তিনি শোকাকুলচিত্তে লজ্জাবিহীন হইয়া সেই সভামধ্যে রোদন করিতে লাগিলে পার্ব্বতী তাহাকে নন্দ! মোহ ত্যাগ কর, ইত্যাদি বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। নন্দ বলিলেন, দেবেশ! অমূল্যরত্ন বা মাণিক্য কু-বণিক্দিগের গৃহস্থিত হইলে, তাহারা যেমন তাহাতে বঞ্চিত হয়, প্রভো! সেইরূপ আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াও অজ্ঞানতানিবন্ধন বঞ্চিত হইয়াছি। ভগবন্! তুমি প্রকৃতি হইতে অতীত, আমি তোমার মহিমা কি জানিব? অতএব আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আর আমি গৃহে, গোকুলে ও যমুনাতটে গমন করিব না। গদাগ্রজ! তোমার ক্রীড়াভূমি, রাসমণ্ডল, বৃন্দাবন এবং যশোদা বা গোপিকাগণের নিকটে আর আমার যাইবার প্রয়োজন নাই। আর গিয়াই বা যশোদা, কল্যাণময়ী রাধিকা ও প্রেমাধার বালবৃন্দকে কি বলিব বল? নারদ! নন্দ এই বলিয়া সেই সভামধ্যে মূর্চ্ছাপন্ন হইলে তৎক্ষণাৎ জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ৫৮—৮২।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে তাত! চৈতন্যাবলম্বন করুন। এই সচরাচর সমুদয় জগৎই জলবুদ্বুদবৎ বিনশ্বর। মহাভাগ! মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপা পরমা পরাৎপরা মায়াদেবীকে স্তব কর; সেই মহাভাগা সনাতনী বিষ্ণুমায়া মুক্তিদায়িনী ও সর্ব্বমোহবিনাশিনী। ত্রিপুরাসুরের সংহারসময়ে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে শঙ্কর ভীত হইয়া মহামায়ার যে স্তোত্রবলে, ত্রিপুরাসুরকে বিনষ্ট করেন, হে নন্দ! আমি এই সভামধ্যে তোমাকে সর্ব্বমোহ-নিকৃন্তন, সর্ব্ববাঞ্ছাপ্রদ সেই স্তোত্ররাজ প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর। নন্দ বলিলেন, হে জগৎপ্রভো! হে ভক্তবৎসল! তুমি গুণাতীত পরাৎপর ও বেদসমূদয়ের জনক; অতএব মানবগণের সমুদয় বিঘ্নের বিনাশ, দুঃখের শান্তি, অভিলষিতের সিদ্ধি এবং বিভূতি ও যশোলাভের নিমিত্ত দুর্গতিনাশিনী জগন্মাতা মহাদেবীর সুদুর্লভ গোপনীয় পরম এক স্তোত্র আমাকে প্রদান কর, আমি তোমার নিতান্ত ভক্ত ও বিনীত। ভগবান্ বলিলেন, বৈষ্ণবেন্দ্র! আমি সর্ব্ববিঘ্নবিনাশার্থ মোহপাশচ্ছেদক পরমাদ্ভুত স্তোত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বে শঙ্কর রণস্থলে শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নারায়ণের উপদেশানুসারে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ঐ স্তোত্র পাঠ করেন। ভগবান নারায়ণ শঙ্করকে শত্রুগ্রস্ত দেখিয়া ব্রহ্মাকে বলিলে, ব্রহ্মা আগমনপূর্ব্বক রণস্থলে রথোপরি পতিত শঙ্করকে বলিলেন, শঙ্কর! তুমি স্বীয় শান্তির নিমিত্ত দুর্গতিনাশিনী ব্রহ্মস্বরূপিণী সেই আদ্যা মূল প্রকৃতি দুর্গাকে স্মরণ কর। সুরেশ্বর! আমি হরিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তোমাকে ঐ কথা বলিতেছি, ফলতঃ শক্তি-সহায় বিনা কেহ কাহাকে জয় করিতে সমর্থ হয় না। তখন শঙ্কর, ব্রহ্মার বাক্যশ্রবণে প্রাঞ্জলি ও প্রণত হইয়া ভক্তিবিনতকন্ধরে দুর্গাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তিনি স্নানান্তে পাদপ্রক্ষালন ও ধৌত বসনযুগল পরিধানপূর্ব্বক কুশহস্তে আচমন করিলেন; পরে পবিত্রভাবে বিষ্ণু স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন। ১—১৪। মহাদেব বলিয়াছিলেন, হে দুর্গতিনাশিনি দুর্গে! হে কৃপাময়ি মহাদেবি! আমি তোমার ভক্ত ও অনুরক্ত, আমি শত্রুগ্রস্ত হইয়াছি, আমাকে রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর। হে বিষ্ণুমায়ে! হে মহাভাগে! হে নারায়ণি! হে সনাতনি! হে ব্রহ্মস্বরূপে! হে পরমে! হে নিত্যানন্দস্বরূপিণি! হে জগদম্বিকে! তুমি ব্রহ্মাদি-দেবগণের অম্বিকা; তুমি সগুণ হইলে সাকারা ও নির্গুণ হইলে নিরাকারা। হে সনাতনি! স্বয়ং তুমিই নিজ মায়াবলে পুরুষ ও তুমিই মায়াবলে প্রকৃতি এবং তুমিই সেই প্রকৃতি-পুরুষ হইতে অতীত ব্রহ্মরূপ ধারণ করিতেছ। তুমিই বেদজননী পরাৎপরা সাবিত্রী, তুমি সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী মহালক্ষ্মীরূপে বৈকুণ্ঠে এবং অনন্তশয্যাশায়ী ভগবান্ নারায়ণের কামিনী মর্ত্ত্যলক্ষ্মীরূপে ক্ষীরোদে বিরাজ করিতেছ। তুমি স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী, ভূতলে রাজলক্ষ্মী, পাতালে নাগাদিলক্ষ্মী ও গৃহীদিগের গৃহে গৃহদেবতা। দেবি! তুমি সর্ব্বৈশ্বর্য্যস্বরূপা ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যবিধায়িনী এবং তুমিই ব্রহ্মার বাগধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। তুমি স্বয়ং গোলোকে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী রাধারূপে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বিরাজ করিতেছ। তুমি গোলোকের অধিষ্ঠাত্রী, বৃন্দাবনের বৃন্দা ও রাসমণ্ডলে বৃন্দাবনবিনোদিনী। তুমি শতশৃঙ্গাচলের অধিদেবী; তোমারই নাম চন্দ্রাবলী এবং তুমিই কোন কল্পে দক্ষকন্যা ও কোন কল্পে

শৈলসুতা ; তুমিই দেবমাতা অদিতি ; তুমিই সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা ; তুমিই গঙ্গা ; তুমিই তুলসী ; তুমিই স্বাহা ও তুমিই স্বধা সতী ; আর তুমিই নিজ অংশের অংশকলায় সমুদয় দেবাদির যোষিৎরূপে বিরাজমানা। ফলতঃ দেবি! তুমিই স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসকস্বরূপ। তুমি বৃক্ষের বীজরূপা, সৃষ্টির অঙ্কুররূপিণী, বহ্নির দাহিকাশক্তি ও জলের শৈত্যস্বরূপিণী, তুমিই নিরন্তর তেজঃস্বরূপিণী প্রভারূপে সূর্য্যে, এবং শোভারূপে চন্দ্রে ও পদ্মসমূহে বিরাজ করিতেছ। ১৫—২৯। তুমিই সৃষ্টিতে সৃষ্টিরূপা, পালনে পরিপালিকা এবং তুমিই সংহারে মহামারী ও জলে জলরূপিণী ; অধিক কি তুমিই সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ও সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী। বেদচতুষ্টয় যখন তোমার তত্ত্বনিরূপণে অসমর্থ, তখন কেহই তোমাকে যথার্থরূপে অবগত নহে। সুরেশ্বরি! সহস্রবদন অনন্তদেব ও বেদচতুষ্টয়ই যখন তোমাকে স্তব করিতে সমর্থ নন, তখন আর কোন্ বিদ্বান্ তোমাকে স্তব করিবে? অধিক কি, স্বয়ং সরস্বতী, বিধাতা এবং সনাতন বিষ্ণুও তোমার স্তবে অশক্ত ; অতএব মহেশ্বরি! রণগ্রস্ত আমি, তোমাকে কি প্রকারে স্তব করিব? মহামায়ে! নিজগুণে কৃপা করিয়া আমার শত্রুক্ষয় কর। শঙ্কর করুণভাবে এইরূপ স্তব করিয়া সেই রণস্থলে রথোপরি পতিত হইলে, কোটিসূর্য্যতুল্য প্রভাশালিনী সেই দুর্গা, কৃপান্বিত পরমাত্মা নারায়ণকর্তৃক প্রেরিতা হইয়া মঙ্গল ও জয়ের নিমিত্ত শীঘ্র শিবসম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। পরে সেই মহাদেবী "মহাশক্তিতে অসুরকে বিনাশ কর" এই কথা বলিয়া বলিলেন ;— শঙ্কর! তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি দেবগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ, তোমাকে আমি জয় দান করিতেছি। মহাদেব বলিলেন, হে ঈশ্বরি! এই দৈত্যবর বিনষ্ট হউক, ইহাই আমার প্রার্থনা ; অতএব হে পরমাদ্যে সনাতনি দুর্গে! এই বাঞ্ছিত বরই আমাকে প্রদান করুন। ভগবতী বলিলেন, হে মহাভাগ! হে জগদ্গুরো! তুমি হরিকে স্মরণ করিয়া ত্রিপুরাসুরকে জয় কর ; সেই জ্যোতির্ম্ময় ভগবান্ পরমেশ্বরই স্বয়ং জগতের বিধানকর্ত্তা। ভগবতী এইরূপ বলিতেছেন, এমত সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু বৃষরূপ ধারণপূর্ব্বক মস্তকদ্বারা শূলপাণির রথ ধারণ করিলেন। ৩০—৩৯। ঐ রথের চক্র ঊর্দ্ধভাগে ও অগ্রভাগ অধোমুখে অবস্থিত ছিল, তাহা যথোপযুক্তরূপে স্থাপন করিয়া, শঙ্করকে মন্ত্রপূত অস্ত্র দান করিলেন ; পরে সেই রথ উত্তোলন করিয়া রাখিলেন। তখন মহাদেব, শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক বিষ্ণু ও সুরেশ্বরীকে ধ্যান করিয়া ত্রিপুরাসুরদেহে শস্ত্র ক্ষেপ করিলে, সেই দৈত্য গতাসু হইয়া মহাতলে নিপতিত হইল। সেই সময়ে দেবগণ শঙ্করকে স্তব ও পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে দুর্গা তাঁহাকে শূল ও বিষ্ণু পিনাক দান করিলেন এবং ব্রহ্মা শুভাশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন ; আর মুনিগণ আনন্দিত হইলেন ; সমুদয় দেবগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন ও গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ গীতারম্ভ করিল। হে তাত! এই আমি তোমার নিকট শত্রুসংহার কারণ বিঘ্নবিনাশক অত্যুত্তম স্তবরাজ কীর্ত্তন করিলাম। ঐ স্তবে পরম ঐশ্বর্য্য, সুখ, শুভ, অধিক কি হরিভক্তি ও নির্ব্বাণ মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ হয় ; তাহাতে সন্দেহ নাই। উহার প্রভাবে গোলোকে বাস ও হরিদাস্য প্রাপ্ত হওয়া যায় ; আর লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি কর্ম্মমূল সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে। উহা মানবগণের বলবুদ্ধিকর, জন্মমৃত্যু বিনাশক এবং ধন, পুত্র, প্রিয়া, ভূমি ও সর্ব্বসম্পৎপ্রদাতা, শোকদুঃখাপহারক, সর্ব্বসিদ্ধি প্রদ। ঐ স্তোত্ররাজপাঠ করিলে মহাবন্ধ্যা ও পুত্রবতী হইয়া থাকে এবং বদ্ধ বন্ধন হইতে, ভীত ভয় হইতে ও রোগী রোগ হইতে নিশ্চয় মুক্ত হয়, আর দরিদ্র ব্যক্তও ধনী হইতে পারে। ৪০—৫৯। হে বৈশ্যেন্দ্র! মানব, দাবাগ্নিমধ্যে পতিত, পোতভঙ্গহেতু মহার্ণবে নিমগ্ন এবং দস্যুগ্রস্ত, রিপুগ্রস্ত ও হিংস্রজন্তু কর্তৃক আক্রান্ত হইলেও এই স্তোত্রপ্রভাবে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া কল্যাণ লাভ করিয়া থাকে। ব্রজরাজ! যেমন তৈজসের মধ্যে রত্ন, আশ্রমীর মধ্যে ব্রাহ্মণ, নদীরমধ্যে গঙ্গা, মন্ত্রের মধ্যে প্রণব, সর্ব্বপত্রমধ্যে তুলসী, আধারের মধ্যে বসুন্ধরা, পুষ্পের মধ্যে পারিজাত, কাষ্ঠের মধ্যে চন্দন, তপস্যার মধ্যে বিষ্ণুপূজা, ব্রতের মধ্যে একাদশী ; জ্ঞানীর মধ্যে শম্ভু, সিদ্ধের মধ্যে গণেশ, দেবতার মধ্যে বিষ্ণু, শাস্ত্রের মধ্যে বেদ, দেবীর মধ্যে দুর্গা, শান্তার মধ্যে কমলা, বিদ্বজ্জনের মধ্যে সরস্বতী ও সুন্দরীর মধ্যে রাধিকা, সেইরূপ যাবতীয় স্তোত্রের মধ্যে এই স্তোত্রই শ্রেষ্ঠতম, ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কোন স্তোত্রই নাই। পূর্ব্বে সূর্য্যপর্ব্বদিনে পুষ্করতীর্থে এই স্তোত্র আমি ব্রহ্মাকে দান করি। পরে আবার এই বিপদ্‌বিনাশন স্তোত্র দৈত্যগ্রস্ত ভীত শঙ্করকে মদাজ্ঞায় ব্রহ্মা প্রদান করেন ; অনন্তর শঙ্কর উহা সনকাদি ঋষিগণ ও দুর্ব্বাসাকে প্রদান করেন ; পরে ভগবান্ সনৎকুমার কৃপাবশতঃ গৌতমকে, গৌতম পুলহকে, পুলহ পুলস্ত্যকে, পুলস্ত্য অঙ্গিরাকে

এবং চন্দ্রসূর্য্যকে সানন্দে অর্পণ করেন; তৎপরে সূর্য্য যমকে ও যম চিত্রগুপ্তকে কৃপা করিয়া দান করিয়াছেন। পিতঃ! তুমি গোলোক-গমনার্থ প্রতিদিন এই স্তোত্র পাঠ করিও। বিভো! এক্ষণে একবার সাক্ষাৎ পার্ব্বতীকে এই স্তোত্রে স্তব কর। ইহা যে কোন ব্যক্তিকে দান করিও না ও পাপীর নিকটে গোপন করিবে। নারায়ণ-ভক্ত, শান্ত-স্বভাব, বিদ্বান্ এবং সর্ব্বজ্ঞবিপ্রকে ইহা সযত্নে প্রদান করা কর্ত্তব্য-কিন্তু বৃষবাহক, বৃষলীপতি, শূদ্রের সূপকার ও শূদ্রের শ্রাদ্ধান্নভোজী বিপ্র, বিশেষতঃ কন্যাবিক্রয়ী ব্রাহ্মণকে কখনই দান করিবে না। ৫০—৬৩। মানব, এই স্তোত্র শতলক্ষবার জপ করিলে, সিদ্ধস্তোত্র হইয়া থাকে এবং স্তোত্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিলেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। সিদ্ধস্তোত্র ব্যক্তি অগ্নিস্তম্ভ, জলস্তম্ভ, ভূস্তম্ভ ও মনঃস্তম্ভাদি সাধন করিয়া থাকে। সহস্র অশ্বমেধ, পৃথিবী প্রদক্ষিণ ও সর্ব্বতীর্থে স্নান অপেক্ষা এই স্তোত্র পাঠে অধিক পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। হে তাত! আমার প্রাণতুল্য এই স্তোত্র আমি প্রদান করিলাম, এক্ষণে একবার এই সভামধ্যে পার্ব্বতীর স্তব কর। বিপ্রবর! শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে, নন্দ সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী পার্ব্বতীকে এই স্তোত্রে স্তব করিলে, পার্ব্বতী তুষ্টা হইয়া তাঁহাকে বর দান করিলেন। মুনে! তিনি নন্দকে অভীপ্সিত গোলোকবাস, বেদদুর্লভ পরম জ্ঞান, গোকুলে রাজেন্দ্রত্ব এবং সুদুর্লভ হরিভক্তি, হরিদাস্য, মহত্ত্ব ও সর্ব্বসিদ্ধিরূপ বর দানপূর্ব্বক সম্ভাষণানন্তর শম্ভুর সহিত গমন করিলেন এবং দেবগণ ও মুনিগণ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থিত হইলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে কহিলেন, নন্দরাজ! দুর্লভ প্রবোধনে তোমার ত মোহ বিগত হইয়াছে, এক্ষণে প্রহৃষ্ট হইয়া সত্বর ব্রজধামে গমন কর। ৬৪—৭১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊননবতিতম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে নন্দ! হে ব্রজরাজ! এক্ষণে ব্রজধামে গৃহে গমন কর, তোমার কোন তত্ত্বই অজ্ঞাত রহিল না এবং মুনিগণ ও দেবগণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তুমি ধর্ম্মজনক উপাখ্যান সকল শ্রবণ করিয়াছ, এবং যাহাদ্বারা ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, তোমার নিকটে সেই সুদুর্লভ দুর্গার স্তোত্ররাজও কথিত হইল। পিতঃ! আমি তোমার গৃহে পরম হর্ষে ও সুখে অবস্থান করিয়াছি, তৎকালে বাল্যভাবপ্রযুক্ত যে সকল অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করিবে। তাত! রাজভবনে পিতা-মাতার নিকটে যে সুখলাভ না হইয়াছে, আপনার নিকটে অবস্থান করিয়া আমি সেই পরম সুখ লাভ করিয়াছি, অধিক কি স্বর্গেও তাহা সুদুর্লভ। আমার যথোচিত বিনয়পূর্ণ প্রিয় সম্ভাষণ এবং বহুতর পরিহার, জননী যশোদা, গোপিকাগণ ও যে সকল বন্ধুবর্গের সহিত সতত অবস্থান করিয়াছি, সেই সকল গোপবালকদিগের নিকটে, আর বিশেষ রাধিকার নিকটে বিজ্ঞাপন করিবেন। তাত! আপনি ঐহিক সুখ সম্ভোগ করিয়া পরিণামে যশোদা, রোহিণী, গোপ-গোপিকাগণ, গোপবালকগণ, বৃষভানু রাধিকার মাতা কলাবতী ও রাধিকার সহিত গোলোকে গমন করিবেন। পিতঃ! তোমাদিগের গমন-কালে অমূল্য রত্ননির্ম্মিত হীরাহারপরিষ্কৃত শত লক্ষ রথ গোলোক হইতে উপস্থিত হইবে; ঐসকল রথ মণি, মাণিক্য ও মুক্তা-মালায় বিভূষিত এবং বহ্নিবিশুদ্ধ পীতবর্ণ সুরম্য বস্ত্রসমূহে সমাচ্ছাদিত। ১—১০। ঐ রথনিচয়ের চতুর্দ্দিকে শ্বেতচামরধারী সুন্দরকায় আমার পার্ষদপ্রবরগণ দণ্ডায়মান এবং স্থানে স্থানে রমণীয় উৎকৃষ্ট রত্নদর্পণ সকল বিরাজমান; আপনি পার্থিব দেহ ত্যাগ ও দিব্য দেহ ধারণপূর্ব্বক গোপ-গোপিকাগণে পরিবেষ্টিত ঐ রথে আরোহণ করিয়া নিশ্চয় পরমানন্দে গোলোকধামে গমন করিবেন। অযোনিসম্ভবা রাধামাতা কলাবতী মেনা, নিত্য-দেহে নিশ্চয় সেই রথে গোলোকগামিনী হইবেন। পিতৃগণের মানসী কন্যা ঐ মেনা কলাবতী এবং সীতামাতা ও দুর্গামাতা মেনকা ধন্যা। দুর্গা, তারা ও সুন্দরী সীতা ইঁহারা ও কলাবতী মেনা যথার্থই ধন্যবাদের পাত্রী। তাত! সুদুর্লভ গোপনীয় তত্ত্ব সকল কথিত হইল এবং আমি ও দুর্গা উভয়েই আপনাকে বর প্রদান করিয়াছি। কৃষ্ণ-ভক্ত ব্রজরাজ নন্দ, শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে, পুনরায় সেই ভক্তবৎসল জগন্নাথকে বলিলেন, প্রভো! চারিযুগের যে যে সনাতন ধর্ম্ম, তাহা আমার নিকটে বিস্তার করিয়া ক্রমে বর্ণন কর এবং কলিশেষে যে যে গুণ, দোষ, উপস্থিত হইবে, আর পৃথিবী, ধর্ম্ম ও প্রাণিগণেরই বা কি গতি হইবে। তৎসমুদয় কীর্ত্তন কর। কমললোচন কৃষ্ণ, নন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুমধুর বিচিত্র কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১১—২০।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ঊননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবতিতম অধ্যায়।

ভগবান্ বলিলেন, নন্দ! পুরাণসমূহে যে সুমধুর কথা পরিস্ফুত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, আমি সানন্দে বলিতেছি শ্রবণ কর। সত্যযুগে ধর্ম্ম পরিপূর্ণতম, মানব সকল ধার্ম্মিক এবং সত্য ও দয়া পূর্ণভাবে অবস্থিত থাকে। ঐ সময় সমুদয় বেদ-বেদাঙ্গ, বিবিধ ইতিহাস, সংহিতা, সুরম্য পুরাণ সকল, পঞ্চরাত্র গ্রন্থ এবং কল্যাণকর মনোহর ধর্ম্মতত্ত্বকথার অতিশয় প্রচার থাকে। সমুদয় বিপ্র সত্যযুগে বেদবিৎ পুণ্যবান্ ও তপস্বী, তাঁহারা নিরন্তর নারায়ণ-ধ্যান ও নারায়ণ-মন্ত্রজপে নিরত থাকেন। সেই সময় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ই বৈষ্ণব হয় এবং সত্যধর্ম্মপরায়ণ শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের দাসত্বে নিযুক্ত থাকে। তৎকালে সমুদয় ভূপতিগণ ধার্ম্মিক ও প্রজাপালন-তৎপর এবং প্রজাদিগের নিকট হইতে ষোড়শাংশ কর গ্রহণ করিয়া থাকে। সত্যে ব্রাহ্মণগণ করশূন্য ও স্বচ্ছন্দগামী, আর বসুন্ধরা সতত শস্য ও রত্নসমূহে পরিপূর্ণা থাকেন। তৎকালে শিষ্যগণ গুরুভক্ত, পুত্রগণ পিতৃভক্ত এবং যোষিদ্‌গণ পতিভক্তা ও পাতিব্রত্যপরায়ণা হইয়া থাকে। ১—৯। সমুদয় ব্যক্তিই ঋতুকালে ভার্য্যা সম্ভোগ করে এবং কেহই স্ত্রীলুব্ধ বা লম্পট হয় না। তৎকালে দস্যু বা চৌর্য্য-ভয় থাকে না, আর কেহই পরদারে আসক্ত হয় না। সমুদয় বৃক্ষ ফলপূর্ণ, ধেনু সকল অতিশয় দুগ্ধবতী এবং লোক সমুদয় বলবান্, দীর্ঘকায় ও সৌন্দর্য্যযুক্ত হয়। অধিক কি, কোন কোন পুণ্যবান্ চিরদিন অরোগী হইয়া লক্ষবর্ষ জীবিত থাকেন। আর বিপ্রগণ যেমন বিষ্ণুভক্ত, অপর বর্ণত্রয়ও সেইরূপ বিষ্ণুভক্ত ও বিপ্রসেবী হয়। নদ, নদী ও কন্দর সকল নিরন্তর জলপূর্ণ থাকে এবং চতুর্ব্বর্গ ই তীর্থপূত ও দ্বিজাতিগণ তপঃ-পূত হইয়া থাকেন। তৎকালে নিখিল ব্যক্তিরই মন পবিত্র এবং জগৎ খলবিহীন সৎকীর্ত্তিপূর্ণ, যশোযুক্ত ও মঙ্গলান্বিত ঐ সত্য যুগে প্রতি গৃহে পর্ব্বকালে পিতৃগণ, তিথিকালে দেবতাগণ ও সর্ব্বকালে অতিথিগণ পূজিত হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ই বিপ্রভক্ত ও বিপ্রগণকে ভোজন করাইতে নিয়ত উৎসুক, কারণ ব্রাহ্মণগণের মুখ অকণ্টক উর্ব্বরা ক্ষেত্রস্বরূপ অর্থাৎ তাহা হইতেই সমুদয় বাঞ্ছিত ফল সমুৎপন্ন হয় এবং তৎকালে সমুদয় লোকই হরি সংকীর্ত্তন ও হরিমহোৎসবে নিতান্ত আহ্লাদিত হয়। ১০—১৬। সেই সত্যযুগে, নারায়ণের নাম-কীর্ত্তনে ও তাঁহার উৎসবে সকলেই হর্ষযুক্ত হয়; দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণের কেহই নিন্দাবাদ করে না; সকলেই আত্মশ্লাঘা পরিত্যাগ করত পরগুণানুবাদে রত হয়; কাহারও সহিত কাহারও বিরুদ্ধাচার থাকে না, সকলেই সকলের হিতসাধনে রত হয়; স্ত্রী কি পুরুষ কেহই মূর্খ থাকে না; সকলেই পণ্ডিত হইয়া থাকে। সেই সত্যকালে কেহই দুঃখী থাকে না; সকলেরই মন্দির রত্নময় হইয়া থাকে। সকলের গৃহই মণি মাণিক্য মুক্তা ও স্বর্ণসমূহে পরিপূর্ণ হয়; তখন ভিক্ষুক কি রোগার্ত্ত কেহই থাকে না। সকলেই শোকবিহীন হইয়া সর্ব্বদা আনন্দিত হয়; স্ত্রী কি পুরুষ কাহারও বসনভূষণের অপ্রতুল হয় না। তখন কেহই ধূর্ত্ত, কি কোপশীল; কি ক্ষুধার্ত্ত ও কুৎসিত হয় না; সকল প্রাণীই জরাবিহীন হইয়া স্থির-যৌবনশালী হয়। সকলেই নির্ব্বিকার হয়; কাহারও মনঃপীড়া ও অন্যান্য পীড়াদি কিছুই থাকে না। সত্যযুগে সত্য, ধর্ম্ম; অধিক দয়া প্রভৃতির বিষয় যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার ত্রেতাতে একপাদহীন ও দ্বাপরে তাহার অর্দ্ধপাদবিহীন হইয়া থাকে; কলির প্রথমভাগে ধর্ম্ম একপাদমাত্র অবশিষ্ট থাকে এবং অতি ক্ষীণবল হইতে থাকে। হে ব্রজরাজ! তখনি দুষ্ট, দস্যু, চৌর প্রভৃতির অঙ্কুর উৎপন্ন হইতে থাকে। কেহ কেহ ভয়ে সংগুপ্তভাবে অধর্ম্মচারী হয়; পুংশ্চলীগণ ভয়ে গুপ্তভাবে অধর্ম্মচারিণী হয় ও পরদার পরায়ণ ব্যক্তিরাও ভয়ে ভয়ে সংগোপনে অধর্ম্মাচরণ করে; ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের ভয়ে অধার্ম্মিকগণ নিয়ত ভীত থাকে; ভূপতিগণ পরিমাণে অল্প ধর্ম্মপরায়ণ হয় ও অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ হয় এবং বহুসংখ্যকের মধ্যে কেহ কেহ ব্রতধর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ হয় আর প্রায়শই লোক স্বচ্ছন্দগামী হইয়া থাকে। যে কাল পর্য্যন্ত তীর্থসকল, বিপ্র, গ্রাম্যদেবতা, শাস্ত্রসকল ও দেবপূজা বিদ্যমান থাকিবে, সেই কাল পর্য্যন্ত কিছু তপস্যা কিয়ৎ পরিমাণ সত্য, কিছু ধর্ম্ম ও কিয়ৎপরিমাণে স্বর্গপ্রাপ্তিও বিদ্যমান থাকে। ১৭—২৮। হে তাত! দোষের আকর কলিকালের কেবল মাত্র একটি মহৎ গুণ; তখন মানসিক দুষ্কৃত উৎপন্ন হয় না, কিন্তু সুকৃত ও পুণ্য মানসিক ব্যাপারেই উৎপন্ন হইবে। হে তাত! তীর্থ সমুদয় বিগত হইলে ধর্ম্মাংশও নষ্ট হইবে; অমাবস্যাতে চন্দ্রকলা যেরূপ ভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ ধর্ম্মও কলারূপে সেই কলিশেষে অবস্থান করে। নন্দ বলিলেন, হে বৎস! এই সমস্ত তীর্থ কতদিন থাকে,

ে গ্র। দেবতা ও শাস্ত্রসমূহ কতদিন থাকে; তাহা র্ণন কর। ভগবান্ বলিলেন, পিতঃ। কলির শসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত শ্রীহরি পৃথিবীতলে অবস্থান রেন। ততদিনই দেব-প্রতিমা-পূজা, শাস্ত্র ও রাণাদি বিদ্যমান থাকে, তাহার অর্দ্ধ সময় গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থ পৃথিবীতে থাকেন, তাহার অর্দ্ধ সময় গ্রাম্যদেবতাও পণ্ডিতগণের বেদ অবস্থিতি করে। হে পিতঃ! তৎপরে কলির অন্তিম কালে অধর্ম্ম পরিপূর্ণ হয়; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিজাতি একজাতিরূপে পরিণত হয়; বিবাহ মন্ত্রপূত হয় না এবং সত্য ও ক্ষমা থাকে না, ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞোপবীত ও তিলক ধারণ পরিত্যাগ করে; বিপ্রবংশীয় ব্যক্তিগণ সন্ধ্যাবিহীন ও বেদালোচনাবিহীন হয়; সকল বর্ণের সহিত সকল বর্ণই ভোজন করে; তাহাতে কোন নিয়ম থাকে না; চতুর্ব্বিধ বর্ণই লম্পট হইয়া অভক্ষ্য-ভক্ষণে চঞ্চল হয়; নারীগণের প্রায়ই সতীত্ব থাকে না; গৃহে গৃহে পুংশ্চলীপূর্ণ হয়; তাহাদের ভয়ে স্বামী ভৃত্যতুল্য কম্পিতকলেবর হইলেও তথাপি তাহাকে নিয়ত তর্জ্জন গর্জ্জন করে। ১৯—৩৭। হে পিতঃ! স্ত্রীগণ ক্ষুধায় প্রপীড়িত স্বামীকে উৎকৃষ্ট আহার প্রদান না করিয়া উপপতিকে মিষ্টান্ন, তাম্বূল চন্দন প্রভৃতি সানন্দে প্রদান করে। কলিতে পুত্র পিতাকে ও শিষ্য গুরুকে ভর্ৎসনা করে; প্রজাগণ ভূপালকে উৎপীড়ন করে; ভূপালগণও প্রজাদিগকে উৎপীড়ন করে; শিষ্ট ব্যক্তিরা দস্যু, তস্কর, দুষ্ট মানবগণের যন্ত্রণায় নিতান্ত পীড়িত হন; প্রজাগণ করভারে পীড়িত হইয়া মনের খেদে বনবাস গ্রহণ করে এবং বসুন্ধরা শস্যহীনা গাভী সকল ক্ষীরহীনা হয়; দুগ্ধের অল্পতাবশতঃ ঘৃত ও নবনীত প্রভৃতি দুর্লভ হইয়া উঠে; লোক সকল সত্যকথাবিহীন হইয়া সর্ব্বদা মিথ্যা কথা ব্যবহার করে; ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যাশৌচাদিবিহীন হইয়া বৃষবাহনে ইতস্ততঃ গমনাগমন করে এবং শূদ্রজাতির পাচকতাকার্য্যে নিযুক্ত হয়; শূদ্রশব-দাহে তাহাদের অভিরুচি ও শূদ্রস্ত্রী-গমনে নিয়ত প্রবৃত্তি হয়, শূদ্রগণও বিপ্রপত্নীতে নিয়ত রত হয়। শূদ্র-পরিচারকগণ যে ব্রাহ্মণের অন্নে প্রতিপালিত হইবে, তাঁহার স্ত্রী মাতা হইতে ও পূজনীয়া, তথাপি সেই লম্পট পরিচারকগণ সেই বিপ্রপত্নীকে হরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। কলি-প্রভাবে ভৃত্যগণ রাজাকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং রাজা হয় এবং রমণীরা স্বীয় স্বামীকে বিনাশ করিয়া উপপতির সেবাপরায়ণা হয়। পুত্র পিতাকে বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং ভূপতি হয় এবং রাজগণ ধর্ম্মনির্ম্মিত্তে ম্লেচ্ছ যবনাচারে প্রবৃত্ত হইয়া সাধুগণের সংকীর্ত্তি বিলোপ করিতে যত্নবান্ হয়। সকল লোক স্বেচ্ছাচারী হইয়া লিঙ্গপরায়ণ ও উদরপরায়ণ হয় ও সকলেই ব্যাধির দ্বারা অভিভূত কুৎসিত ও সুন্দর পরিচ্ছদপ্রভৃতি বিহীন হয়। মনুষ্য অসম্পূর্ণ মন্ত্র-গ্রহণ করে; গুরুগণ হীনজাতি, বয়ঃকনিষ্ঠ বেদাদিনিন্দক এবং মিথ্যা মন্ত্রপ্রচারক হয়। সেই কলিকালে দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথি, গুরু ও পিতামাতার পূজা বিলুপ্ত হইয়া কেবল সহধর্ম্মিণীই নিয়ত পূজিতা হয়; কেবল স্ত্রীর বন্ধুবান্ধব ও স্ত্রীরই গৌরব সর্ব্বদা থাকে। যুগধর্ম্মক্রমে সৎকুলজাত ব্যক্তি চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মস্ব ও দেবস্ব হরণ করে এবং লোভবশতঃ কৌতুকে নরহত্যা করে; তাহাতে অণুমাত্রও কুপিত হয় না। ৩৮—৫০। পিতঃ! দোষাকর কলিযুগপ্রভাবে সমস্ত জগৎ দেবগৃহবিহীন, অরাজকতা ও দুর্নীতিপূর্ণ হইয়া অত্যন্ত ভয়াকুল হয়; লোকসকল ক্ষুধাপীড়িত, কুৎসিতবেশধারী, দরিদ্র ও ব্যাধিযুক্ত হয়; রাজেন্দ্রগণ কেবল কপর্দ্দক ও ঘটাধ্যক্ষ হয়; লোক সকল বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপরিমিত ও বৃক্ষ সকল শাকসম হয়; তখন তাল, নারীকেল ও পনস- বৃক্ষের ফলসকল সর্ষপের ন্যায় অতি ক্ষুদ্র হয়; কিন্তু তাহার পরে আরও ক্ষুদ্রতর হয়, গৃহসকল, জলপাত্র, ভোজনপাত্র শস্য ও বস্ত্রবিহীন হইয়া অপরিষ্কারের একশেষ হয় এবং সমস্ত গৃহ দুর্গন্ধময় ও দীপশিখা-বিহীন হইয়া অন্ধকারে পরিপূর্ণ হয়; সমস্ত লোক পাপাক্রান্ত হইয়া হিংস্রজন্তুভয়ে আকুল হয়; ব্যাভিচারিণী-স্ত্রী ও পুরুষগণ সকলেই কলহপরায়ণ হইয়া উঠে, তখন কামিনীগণ রূপবিহীন ও পুরুষগণ বিরূপ হয়। কলিযুগে নদ, নদী, কন্দর, সরোবর, তড়াগ সকল জল-পদ্মবিহীন ও কূপস্থ বারিবিহীন হইয়া উঠে; নারীগণ গর্ভে অপত্য ধারণ করিতে পারে না। সর্ব্বদা কামবশে জারসংযোগে উন্মত্তা হয়। সকল লোক অশ্বত্থ বৃক্ষ ছেদন করে; বসুন্ধরা বৃক্ষশূন্যা হয় এবং বৃক্ষ ফলবিহীন ও শাখাস্কন্ধবিহীন হয়; ফল, অন্ন ও জল, ইহাতে স্বাদুতা থাকিবে না। মানবগণ সর্ব্বদা কটুভাষী নির্দ্দয় ও ধর্ম্মশূন্য হয়। হে ব্রজেশ্বর! তাহার পর বহুবৃষ্টিতে দ্বাদশ সূর্য্য উদিত হইয়া আতপতাপে মানব ও সমস্ত জন্তু বিনাশ করিয়া থাকেন; তখন পৃথিবী কথামাত্রে পর্য্যবসিত হয়; এইরূপে কলির অবসান হইলে, ক্রমে পুনর্ব্বার সত্য প্রবিষ্ট হয়। হে তাত! আমি আপনার দুগ্ধপোষ্য বালক আমার যথাসাধ্য চারিযুগের বিষয় বর্ণন করিলাম, আর কি বলিব? এখন আপনি সুখে ব্রজধামে গমন করুন। নবনীত, ঘৃত, দুগ্ধ, পরিষ্কৃত

দধি, তক্র, শুভকর্ম্মযোগ্য স্বস্তিক সুধাসদৃশ মিষ্টান্ন ও পিতৃলোক এবং দেবোদ্দেশে প্রস্তুত যাহা কিছু মিষ্টদ্রব্য-সমস্তই আমি রোদনবলের আশ্রয়ে ভোজন করিয়াছি ; কারণ বালকদিগের রোদনই বল। অতএব তাত! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন ; আমি বালক, আমার পদে পদে দোষ ; আপনি আমার পিতা ও যশোদা আমার জননী ; আমি আপনাদের স্নেহময় পুত্র ; জননী যশোদা ও রোহিণীকে আমার দোষ মার্জ্জনা করিতে বলিবেন। আপনি এই বালকমুখে যাহা শ্রুত হইলেন এবং আমি যে, তৎসমস্ত গোকুলবাসীদের নিকটে বলিবেন। ৫১—৬৮। কাল বন্ধুগণের সহিত বন্ধুগণের মিলন করে, আবার কালই তাহার বিরোধী বিচ্ছেদ জন্মায় এবং কালানুসারেই সকলের প্রীতিও জন্মিয়া থাকে। কাল সৃষ্টি করে, কাল প্রতিপালন করে এবং কালক্রমে আনন্দ জন্মে ও কালবশে সমস্ত প্রজাক্ষয় হইয়া থাকে। সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক জরা, মৃত্যু ও জন্ম প্রভৃতি সমস্তই কর্ম্মানুরোধে কালই বিধান করে। হে তাত! এ সমস্তই কালকৃত, অতএব ইহাতে বিস্ময়াপন্ন হইবেন না। এক্ষণে ব্রজধামে গমন করুন, দেখুন কালের কিরূপ গতি;—কোথায় আপনি গোকুলে বৈশ্যাধিপতি গোপেশ্বর নন্দ, আর কোথায় আমি মথুরাতে বসুদেবের তনয় ; পিতা কংসভয়ে আমাকে আপনার গৃহে যশোদাসমীপে সমর্পণ করেন, সেই জন্য আপনি পিতা হইতেও অধিকতর মাননীয় পিতা। যশোদা আমার জননী হইতেও অধিকতর স্নেহময়ী জননী। হে ব্রজপতে! আপনাকে আমি যে জ্ঞান প্রদান করিলাম ও পার্ব্বতী যে জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, সেই জ্ঞানবলে মোহ পরিত্যাগ করুন। হে তাত! এক্ষণে সুখে গমন করুন। নন্দ বলিলেন, বৎস কৃষ্ণ! সেই বৃন্দাবন, রমণীয় মহোৎসব, সেই, গোকুল, সেই ধেনুসমূহ, সেই সুন্দর যমুনাতট একবার স্মরণ কর। হে বৎস! রমণীগণের সুরম্য ও তোমার প্রিয় রাসমণ্ডল, সেই গোপিনী ও গোপবালকগণ ; তোমার জননী যশোদা ও রোহিণী এবং প্রাণাধিকা রাধিকাকে স্মরণ হয় কি? বৎস কৃষ্ণ! আমি বলিতেছি, তুমি অল্পকালের জন্য একবার গোকুলে গমন কর। নন্দ এই কথা বলিয়া কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিলেন। তখন অবিরত তাঁহার শোকবেগে নেত্রনীর বিগলিত হইয়া কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিল। নন্দরাজ মোহবশতঃ কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করত তাঁহার গণ্ডস্থলে অবিরত চুম্বন করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ কৃষ্ণ পরম আনন্দে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ৬৯—৭৯।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

একনবতিতম অধ্যায়।

ভগবান্ বলিলেন, হে তাত! কর্ম্মফলে সকলের সহিত সকলের মিলিতভাবে একত্রাবস্থান হয় ও সেই কর্ম্মফলেই আবার বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে ; তাহাতেই আবার ক্ষণকাল দর্শন হয়। কে সেই কর্ম্মফল বারণ করিতে পারে? হে পিতঃ! বৃন্দাবনে যাওয়া আর না যাওয়ার বিষয় উদ্ধব সমস্ত বলিবেন। তাঁহাকে শীঘ্র বৃন্দাবনে প্রেরণ করিতেছি, তাঁহার নিকটে সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন। সেই উদ্ধব যাইয়াই জননী যশোদা, রোহিণী গোপিকা, গোপবালকগণ ও প্রাণাধিকা রাধিকাকে প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিবেন। কৃষ্ণ এই কথা বলিতেছেন, এই সময়ে তথায় বসুদেব, দৈবকী, বলদেব, উদ্ধব ও অক্রূর, ইহারা সহসা সমমাগত হইলেন। বসুদেব বলিলেন হে নন্দরাজ! তোমাসদৃশ জ্ঞানী সদ্বন্ধু এই বালক হইতে সখারূপে লাভ করিয়াছি ; তুমি মোহ পরিত্যাগ করত স্বগৃহে গমন কর। বৎস কৃষ্ণ যেরূপ আমার পুত্র, এইরূপ তোমার ও পুত্র ; ইহাতে কোন বিশেষ নাই, হে বন্ধো! মথুরা গোলোক হইতে অতিদূরদেশ নহে, অতএব মহোৎসবে ও সর্ব্বদা আনন্দকার্য্যে এই পুত্রকে অবশ্য দেখিতে পাইবে। দৈবকী বলিলেন, হে নন্দরাজ! আপনি শোকে এত অলস হইতেছেন কেন? কৃষ্ণ যেরূপ আমাদের পুত্র, এইরূপ আপনারও পুত্র কৃষ্ণত বলদেবের সহিত একাদশ বৎসরই আপনার গৃহে সুখে বাস করিয়াছে, এত অল্পদিনেই কেন শোকাকুলিত হইলেন? তাহা হইলে এই মথুরাতেই পুত্র-কৃষ্ণ সহ কিয়দ্দিন অবস্থান করত তাহার চন্দ্রানন দর্শনে জন্ম সফল করুন। ঐ সময়ে ভগবান্ বলিলেন, উদ্ধব তুমি অবিলম্বে গোকুলে গমন কর। তোমার মঙ্গল হইবে, তুমি সানন্দে গমন করিয়া জননী যশোদা, রোহিণী এবং গোপবালকসমূহ, রাধিকা ও গোপীগণ সকলেই আমার শোকে অধীর হইয়া অবস্থান করিতেছেন, অতএব তাঁহাদিগকে শোকবিনাশী আধ্যাত্মিক প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বন করিবে এবং জননী যশোদাকে বলিও যে, মাতার আজ্ঞানুসারে নন্দরাজ আপাততঃ আমা-

দিগের গৃহেই স /ানন্দে অবস্থান করিতেছেন ; শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া স্বীয় পিতা, মাতা, বলদেব ও অক্রূরের সহিত শীঘ্র স্বগৃহাভ্যন্তরে গমন করিলেন। হে নারদ! তৎপরে উদ্ধব সে রাত্রিতে সেই মথুরাতেই অবস্থান করিয়া প্রভাতে শীঘ্র সেই রমণীয় বৃন্দাবনে গমন করিলেন। ১—১৪।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত উদ্ধব দূতরূপে গমন করিলেন। তিনি যাত্রাকালে প্রথমতঃ গণপতিকে প্রণাম করিলেন; তৎপরে নারায়ণ, শম্ভু, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, দিক্‌পাল ও মহেশ্বরকে স্মরণ করত মঙ্গলসূচক সমস্ত দর্শন করিয়া বৃন্দাবন-যাত্রা করিলেন। উদ্ধব পথিমধ্যে দুন্দুভিধ্বনি, ঘণ্টানাদ, শঙ্খধ্বনি, হরিনামসঙ্কীর্ত্তন ও ব্রাহ্মণদিগের শুভাশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিলেন এবং কিয়দ্দূর গমন করিয়া পথিমধ্যে পতি-পুত্রবতী সাধ্বী রমণী, প্রদীপ, মাল্য দর্পণ, জলপূর্ণ কুম্ভ, দধি, লাজ, ফল, দূর্ব্বাঙ্কুর, শুক্ল-ধান্য, রজত, কাঞ্চন, মধু, ব্রাহ্মণসমূহ কৃষ্ণসার, বৃষ, ঘৃত, সদ্যোমাংস, গজেন্দ্র, নৃপশ্রেষ্ঠ, শ্বেতঘোটক, পতাকা, নকুল, শুকপক্ষী, শুক্ল পুষ্প ও চন্দন প্রভৃতি কল্যাণসূচক দ্রব্যাদি দর্শন করিতে করিতে গমন করিয়া কিয়ৎকাল পরেই বৃন্দাবন প্রাপ্ত হইলেন। তথায় প্রথমতঃ সম্মুখেই ভাণ্ডীর-বনমধ্যে অক্ষয়বট দেখিতে পাইলেন, তাহার পত্র সকল রক্তবর্ণ ও অতি মসৃণ; তৎপরে সুবেশধারী গোপবালকগণকে দেখিলেন; তাহারা রত্নময় ভূষণে বিভূষিত এবং শোকে অধীরভাবে হা কৃষ্ণ! হা বলরাম! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে; তাহাদিগকে আশ্বাস বাক্যে প্রবোধ প্রদান করিয়া, সুদূর নগরমধ্যে প্রবেশ করত দেখিলেন, বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত মনোহর নন্দশিবির, সম্মুখে বিরাজমান; ঐ শিবির মণিরত্নবিনির্ম্মিত এবং তাহার চারিদিক্ মুক্তা-মাণিক্য ও হীরকদ্বারা পরিশোভিত; তাহার মধ্যে মধ্যে বিশুদ্ধ রত্ননির্ম্মিত মনোরম কলস সকল শোভা পাইতেছে। ১—১১। তাহার চিত্র বিচিত্র দ্বার দর্শন করিয়া সেই নগরে প্রবেশ করত রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সেই প্রাঙ্গণে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন যশোদা ও রোহিণী শীঘ্র কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করত আসন, জল ও গো প্রভৃতি মধুপর্ক প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, উদ্ধব। নন্দ, বলরাম ও কৃষ্ণ ইঁহারা কোথায়, তাহা সত্য বল। তখন উদ্ধব ক্রমে সকলের মঙ্গলবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন, যশোদে! নন্দরাজ, কৃষ্ণ ও বলরামসহ আনন্দে অবস্থান করিতেছেন; কিছু বিলম্বে আগমন করিবেন। সম্প্রতি আমি আপনাদের কুশলবার্ত্তা সম্পূর্ণরূপে জানিয়া মথুরায় গমন করত তাঁহাদিগকে বলিব; যশোদা ও রোহিণী, মঙ্গলবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অভীপ্সিত রত্ন, সুবর্ণ ও বস্ত্রাদি প্রদান করিলেন। তৎপরে উদ্ধবকে সুধাতুল্য সুস্বাদু মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মণি, হীরা ও রত্ন প্রভৃতি প্রদান করিলেন। তখন তাঁহাদের অনুমতিক্রমে বাদ্য-করগণ নানাবিধ মঙ্গলজনক বাদ্য বাজাইতে লাগিল। তৎপরে তাঁহারা বহুবিধ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া নানারূপ মাঙ্গলিক কার্য্যানুষ্ঠান করিলেন এবং বিপ্রগণদ্বারা বেদ পাঠ করাইয়া পরম আনন্দের সহিত নৈবেদ্য, পুষ্প, ধূপ, দীপ, চন্দন, বস্ত্র, তাম্বুল, মধুপর্ক, ঘৃত প্রভৃতি নানারূপ উপহারে প্রভু শঙ্করের অর্চ্চনা করাইলেন। এইরূপে যোড়শোপচার দ্রব্য, নানাবিধ বলি, শতসংখ্যক মহিষ, শুদ্ধ সহস্র ছাগ, অযুত মেষ প্রভৃতি নানা উপহার প্রদানপূর্ব্বক বৃন্দারণ্য-দেবতা ভবানী দেবীর অর্চ্চনা করিলেন। ১২—২৩। তাঁহারা কৃষ্ণের কল্যাণের নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগক শতসংখ্যক সুবর্ণ শত ধেনু দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিলেন। তৎপরে বারংবার উদ্ধবকে সাদরে পূজা করিতে লাগিলেন। তৎপরে উদ্ধব গোপগণ ও যশোদা, রোহিণী, গোপবালকগণ, বৃদ্ধ গোপিকাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া রাসমণ্ডলে গমন করিলেন; তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাসমণ্ডল সুচারু চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় বর্ত্তুলাকার এবং পট্টসূত্রনিবদ্ধ স্নিগ্ধ রসাল ও চন্দন-পল্লবযুক্ত ও শোভাসম্পন্ন মনোহর মালাশ্রেণীবিলম্বিত শ্রীরামকদলীস্তম্ভে সুশোভিত; সেই রাসমণ্ডলস্থিত ভূমি সকল দধি, লাজ, ফল, পট্ট, পুষ্প, দূর্ব্বাঙ্কুর, চন্দন, অগুরু, কস্তুরী, ও কুঙ্কুমদ্বারা সুসংস্কৃত; সেই রাসমণ্ডল তিন লক্ষ সুন্দর রমণীয় রতিমন্দিরযুক্ত; তাহার চারিদিকে তিন কোটি গোপিকা বেষ্টন করত যত্নপূর্ব্বক তাহা রক্ষা করিতেছে এবং লক্ষ লক্ষ গোপগণ কৃষ্ণের আগমন ভাবিয়া তথায় তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। তৎপরে উদ্ধব যমুনা প্রদক্ষিণ করিয়া, ক্রমে চন্দনবন, চম্পকবন, যূথিকাবন, কেতকীবন, মাধবীবন, বকুলবন, রঙ্গনাবন, অশোকবন মল্লিকা, পলাশ, শিরীষ, ধাত্রী-

কাঞ্চন ও কর্ণিকারবন প্রদক্ষিণ করিলেন। এইরূপে উদ্ধব মনের আনন্দে নাকেশ্বরবন, লবঙ্গবন, নাগবন, তালবন, হিন্তালবন, ভ্রমণ করিতে করিতে সকল পরিদর্শন করিলেন। ২৪—৩৪। এইরূপে রমণীয় পনস, রসাল, লাঙ্গলী ও মন্দারকানন সকল বামভাগে রাখিয়া অতিক্রম করত রমণীয় কুম্ভবন দেখিলেন; তৎপরে তাহা অতিক্রম করত পুংস্কোকিলের শব্দে অতি মধুর রমণীয় মধুকানন প্রাপ্ত হইলেন। তথায় মধুব্রতসমূহ মধুর ঝঙ্কার করিতেছে এবং মাধবীকাধার সেই প্রদেশে অভীপ্সিত ও বন্য বৃক্ষ সকলে পরিবৃত রহিয়াছে। পুষ্পপরিমলবাহী সমীরণ মৃদু মন্দ সঞ্চারে প্রবাহিত হইয়া চারিদিক্ সৌরভে পরিপূর্ণ করিতেছে। উদ্ধব সেই বন সন্দর্শন করত যথোক্ত রাজমার্গে, রমণীয় বদরীবনে গমন করিলেন, তাহা দর্শন করিয়া ক্রমে শ্রীফল, নিম্ব, নারঙ্গ, পদ্ম, করবীর, তুলসী প্রভৃতি বনসকল দর্শন করিয়া গমন করত সম্মুখে দেখিলেন, রক্তবর্ণ সুপক্ক ফল শোভা পাইতেছে। তাহা বামে রাখিয়া তিনি কদলীবনে প্রবেশ করিলেন; তথায় অতি নিভৃত স্থানে রাধিকার আশ্রম দেখিতে পাইলেন। সেই আশ্রম মণীন্দ্রনির্ম্মিত প্রাকার, পরিখা ও দুর্গদ্বারা বেষ্টিত। অতএব শত্রুগণের অতি অগম্য ও মিত্রগণের সুগম্য; তাহার সঙ্কেতমার্গ রক্ষিগণ নিয়ত রক্ষা করিতেছে। সেই আশ্রম বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত এবং নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত; মণীন্দ্র মুক্তা, মাণিক্য ও হীরা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট রত্নখচিত ও রত্নস্তম্ভে সুশোভিত; তাহাতে রত্নময় সোপানে পরিশোভিত মন্দিরসমূহ মনোহর শোভা সম্পাদন করিতেছে; তাহাতে আবার সারি সারি রত্নময় কলসসমূহ নিবদ্ধ আছে। সেই আশ্রমের উপরিভাগে বহ্নিবিশুদ্ধ-বস্ত্রনির্ম্মিত পতাকা সকল ইতস্ততঃ বায়ুবিচলিত হইয়া অতি রমণীয় শোভা বিস্তার করিতেছে এবং কোন কোনও স্থান রত্ন, দর্পণ ও শ্বেতচামরে সুশোভিত হইয়াছে; তৎপরে উদ্ধব আশ্রমের রত্নময় কবাটযুক্ত সিংহদ্বার দেখিতে পাইলেন; তৎপরে দ্বারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন; বিচিত্র রমণীয় বৃন্দাবন-কদম্বকানন; সেই বস্ত্রহরণাদি-ব্যাপারখচিত বিশ্বকর্ম্মবিরচিত সুরম্য রাসমণ্ডল বিরাজিত রহিয়াছে; তাহার মধ্যে গোপগোপীযুক্ত নানা কুটীরকুঞ্জ সকল বিরাজ করিতেছে। ৩৫—৪৮। মনোহারিণী লক্ষ লক্ষ বলবতী গোপিকা বেত্র হস্তে ভয়শূন্যা হইয়া আনন্দের সহিত স্বচ্ছন্দাচরণে সেই দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছে। উদ্ধব সেই দ্বার সন্দর্শন করিয়া অতি মনোহর দ্বিতীয় দ্বার ও তৃতীয় দ্বার অতিক্রম করত চতুর্থ দ্বারে উপস্থিত হইলেন; সেই দ্বারের শোভা অনির্ব্বচনীয়। তিনি সকল দ্বার অপেক্ষা সেইটী উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিলেন; তৎপরে পঞ্চদ্বারে উপস্থিত হইয়া নানারূপ চিত্র দর্শন করত তৎপরে মনোহর ষষ্ঠদ্বারে গমন করিলেন; তথায় দেখিতে পাইলেন; ভিত্তিসকল রামরাবণের যুদ্ধ, বিষ্ণুর দশাবতারের চিত্রে চিত্রিত; তাহাতে বিশ্বকর্ম্মা কৃত্রিম রাসমণ্ডল ও যমুনাকূলকেলি প্রভৃতি অতি মনোহর ভাবে রচনা করিয়াছেন। সহস্র গোপাঙ্গনা সেই ষষ্ঠদ্বার সযত্নে রক্ষা করিতেছে; সেই গোপিকাগণ রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিত বিবিধ ভূষণে বিভূষিত; তাহাদের হস্তে উৎকৃষ্ট রত্নময় দণ্ড এবং বসনভূষণ সকল হীরক, মণি, মুক্তা ও মাণিক্যে খচিত। তাহাদের প্রধানা মাধবী প্রথমতর কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, উদ্ধব ক্রমে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন মাধবী উদ্ধবকে তথায় রাখিয়া পরম আহ্লাদের সহিত গমনপূর্ব্বক রাধিকার সখীগণকে, সমস্ত সংবাদ জানাইল। ৪৯—৫৭। তখন রাধিকার প্রিয়সখীগণ মঙ্গলবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দের সহিত শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ পণব প্রভৃতি বাদন করত ঈপ্সিত উদ্ধবের যথোচিত নির্ম্মঞ্ছনা করিল এবং মহানন্দে তাঁহাকে রাধাপুরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইল। উদ্ধব তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন; মন্দির অতি উৎকৃষ্ট ও অমূল্য-রত্ননির্ম্মিত; সম্মুখে সপঙ্ক পদ্মপত্রে অমাবস্যার চন্দ্রকলাসদৃশী শোকাকুলা রাধা মূর্চ্ছিতভাবে শয়ানা রহিয়াছেন। অবিশ্রান্ত রোদনে তাঁহার বদনমণ্ডল রক্তিমাপূর্ণ হইয়াছে; শরীর শীর্ণ এবং আভরণসকল উন্মুক্ত; তিনি নিরাহারে নিশ্চেষ্টভাবে পতিত আছেন। তাঁহার ওষ্ঠাধর শুষ্ক ও অল্প অল্প নিশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে এবং তাঁহার কেশপাশ সুবর্ণ-বর্ণ হইয়াছে। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র উদ্ধবের শরীর পুলকিত হইল। তিনি ভক্তিনম্রমস্তকে প্রণাম করত বলিলেন, ব্রহ্মাদিদেবগণ যাঁহাকে বন্দনা করেন, যাঁহার গুণকীর্ত্তনে ত্রিভুবন পবিত্রতা লাভ করে; আমি সেই রাধার পাদপদ্ম বন্দনা করি। আমি গোলোকবাসিনী দেবী রাধিকাকে প্রণাম করি। দেবি! আপনি শতশৃঙ্গনিবাসিনী চন্দ্রাবলী; অতএব আপনাকে নমস্কার করি। আপনি রাসমণ্ডলবাসিনী রাসেশ্বরী; আপনাকে করযোড়ে আমি নমস্কার করি। দেবি! আপনি বিরজাতীরবাসিনী বৃন্দা; অতএব আপনাকে আমি সাদরে নমস্কার করিতেছি। আপনি বৃন্দাবনবিলাসিনী কৃষ্ণ-

অতএব এই দাস আপনাকে নমস্কার করিতেছে। দেবি! আপনি কৃষ্ণপ্রিয়া শান্তা; অতএব আপনাকে আমি নমস্কার করিতেছি; আপনি কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে নিয়ত অবস্থান করেন এবং আপনি তাঁহার প্রিয়তমা; অতএব দেবি! আমি আপনাকে নমস্কার করি। মাতঃ! আপনি বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মী, বিদ্যার অধিষ্ঠাতৃদেবী সরস্বতী এবং সকল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাতৃদেবী কমলা অতএব আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি। দেবি! আপনি পদ্মনাভপ্রিয়তমা পদ্মা ও মহাবিষ্ণুর মাতা আদ্যাশক্তি; অতএব আপনাকে আমি নমস্কার করিতেছি। জননি! আপনি সিন্ধুসুতা মর্ত্ত্য-লক্ষ্মী, নারায়ণপ্রিয়া নারায়ণী; অতএব আপনাকে আমি নমস্কার করি। ৫৮—৭০। আপনি বিষ্ণুমায়া বৈষ্ণবী মহামায়া ও সম্পদ্‌রূপিণী; অতএব আপনাকে আমি নমস্কার করি। আপনি কল্যাণস্বরূপিণী, শুভপ্রদা ও চারিবেদের মাতা সাবিত্রীস্বরূপা; এই দাস আপনাকে করযোড়ে প্রণিপাত করিতেছে। দেবি! আপনি বুদ্ধিস্বরূপা ও জ্ঞানদায়িনী; আপনি সত্যযুগে দেবগণের তেজোরূপে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন; আপনি স্বয়ং প্রকৃতি; অতএব আপনাকে প্রণাম করি। আপনি দুর্গ-নিবাসিনী দেবী দুর্গা; অপনাকে আমি নমস্কার করি। দেবি! আপনি ত্রিপুরহারিণী ত্রিপুরা; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সুন্দরীগণের মধ্যে অতি রমণীয়া সুন্দরী এবং আপনি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ও সগুণা; অতএব আপনাকে আমি নমস্কার করি; আপনি দক্ষকন্যা সতী শৈলসুতা পার্ব্বতী ও তপস্বিনী উমা; অতএব আপনাকে প্রণাম করি। ভগবতি! আপনি নিরাহারস্বরূপা অপর্ণা ও গৌরীলোকনিবাসিনী গৌরী; আপনাকে আমি প্রণাম করিতেছি। আপনি কৈলাসবাসিনী মাহেশ্বরী, নিদ্রা দয়া ও শ্রদ্ধাস্বরূপা; অতএব আপনাকে প্রণাম করি। দেবি! আপনি তৃষ্ণা, ক্ষুধা, ভ্রান্তি, কান্তি, সৃষ্টিস্বরূপা ও স্থিতি-কর্ত্রী; অতএব অপনাকে আমি প্রণাম করিতেছি। দেবি! আপনি মঙ্গলময়ী অভয়া মুক্তিদায়িনী স্বধা স্বাহা শান্তি ও কান্তিস্বরূপা; অতএব আপনাকে নমস্কার করিতেছি। ভগবতি! আপনি তুষ্টি, পুষ্টি, দয়া, নিদ্রা ও শ্রদ্ধাস্বরূপা; অতএব আপনাকে আমি প্রণাম করি। আপনি ক্ষুধা, পিপাসা, লজ্জাস্বরূপা এবং ধৃতি, ক্ষমা ও চেতনাস্বরূপা আপনাকে প্রণাম করি। দেবি! আপনি সর্ব্বশক্তি ও সকলের মাতৃস্বরূপা, আপনি বহ্নিতে উৎকৃষ্ট-দাহিকা শক্তিস্বরূপা এবং পূর্ণচন্দ্র ও শারদীয় বিকশিত-কমলসমূহে শোভা-রূপিণী। ৭১—৮৪। হে দেবি! যেরূপ দুগ্ধ ও দুগ্ধের ধবলতায়, ভূমি ও গন্ধে, জল ও তাহার শৈত্যগুণে, আকাশ ও শব্দে, সূর্য্য ও তাহার জ্যোতিতে, কোনও প্রভেদ নাই; তদ্রূপ লোকব্যবহারে, বেদে ও পুরাণে রাধামাধবেরও কোন প্রভেদ নাই। হে কল্যাণি! আপনি চেতনা লাভ করিয়া আমার কথার উত্তর প্রদান করুন। উদ্ধব এইরূপ স্তব করিয়া তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি এই উদ্ধবকৃত স্তোত্র ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করে, সে ইহলোকে সুখভোগ করিয়া অন্তে হরিমন্দিরে গমন করে। তাহার রোগ শোক ও বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটে না এবং প্রোষিতভর্ত্তৃকা স্ত্রী এই স্তবপাঠে কান্তকে অবিলম্বে প্রাপ্ত হয়। স্ত্রী-বিরহী ব্যক্তি অনায়াসে স্ত্রীলাভ করিতে পারে এবং এই স্তবপাঠে অপুত্র ব্যক্তি পুত্র; নির্দ্ধন ব্যক্তি ধন, ভূমিহীন ব্যক্তি ভূমি ও প্রজ্ঞাবিহীন ব্যক্তি প্রজ্ঞা লাভ করে। এবং রোগী রোগ হইতে, বন্ধনগত ব্যক্তি বন্ধন হইতে, ভীত ব্যক্তি ভয় হইতে, আপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তি আপদ্‌ হইতে মুক্তি লাভ করে। এই স্তবপাঠপ্রভাবে অযশস্বী ব্যক্তি যশ লাভ করে এবং মূর্খ পণ্ডিত হয়। ৮৫—৯১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, রাধিকা উদ্ধবের স্তবে চৈতন্য লাভ করত উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণসদৃশ দর্শন করিয়া শোকাকুলিত ভাবে তাঁহাকে বলিলেন, বৎস! তোমার নাম কি? কে তোমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছে? তুমি কি জন্য, কোথা হইতে আগমন করিয়াছ? তাহা আমাকে বল। তোমার আকৃতি কৃষ্ণসদৃশ, অতএব আমি বিবেচনা করি, তুমি কৃষ্ণের কোন পারিষদ, তাহা হইলে সম্প্রতি বলরাম ও কৃষ্ণের কুশল বল, এবং নন্দ মথুরায় কিজন্য রহিলেন; তাহাও বিশেষরূপে বর্ণন কর। আর কি গোবিন্দ বৃন্দাবনে আসিবেন? আর কি তাঁহার পূর্ণ-চন্দ্র-সদৃশ মুখমণ্ডল দেখিতে পাইব? আর কি তাঁহার সহিত আমি রাসমণ্ডলে ক্রীড়া করিতে পারিব? আবার কি সেই সখীগণসহ জলক্রীড়া করিয়া শ্রীনন্দ-নন্দনের মনোহর অঙ্গে চন্দন বিলেপন করিতে পারিব? রাধিকার এইরূপ শোকাকুলিত বাক্য শ্রবণে উদ্ধব বলিলেন, বরাননে! আমি ক্ষত্রিয়-

বংশোদ্ভব; আমার নাম উদ্ধব; আমি পরমাত্মা হরির পার্শ্বচর, তাহা সত্য বটে;—তিনিই শুভবার্ত্তা জানাইবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; তজ্জন্য আপনার সমীপে আগমন করিয়াছি। সম্প্রতি কৃষ্ণ, বলরাম ও নন্দ ইহারা তথায় কুশলে অবস্থান করিতেছেন। রাধিকা বলিলেন, বৎস উদ্ধব! সেই যমুনাকূল, সেই সুগন্ধি পবন, সেই কেলি-কদম্বমূল, সেই রমণীয় পবিত্র বৃন্দাবন, সেই পুংস্কোকিলের যথেচ্ছ বিহার ও মনোহর মধুপান, সেই দুরন্ত পাপিষ্ঠ মন্মথ, সেই রাসমণ্ডলে প্রজ্জ্বলিত রত্নপ্রদীপ, সেই মণীন্দ্রসার-নির্ম্মিত রতিমন্দির, সেই গোপাঙ্গনাগণ ও সেই পূর্ণচন্দ্র এখনও বিদ্যমান আছে। সেই সুগন্ধি চন্দনচর্চ্চিত পুষ্পশয্যা, সেই কর্পূরবাসিত রতি-ভোগার্হ তাম্বুল এবং সেই সুগন্ধি মালতী-মালা, সেই শ্বেত চামর, সেই দর্পণ, সেই মুক্তামাণিক্যসংযুক্ত মনোহর হীরাহার, কস্তুরী, কুঙ্কুম ও পাত্রপূর্ণ চন্দন, নানা উপকরণে রম্য সেই ক্রীড়া সরোবর, সেই সুগন্ধি পুষ্পোদ্যান সেই পদ্মশ্রেণী, অদ্য পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে; সমস্ত বিভবই আছে,—কিন্তু আমার সেই প্রাণনাথ কোথায়? হা কৃষ্ণ! হা রমানাথ! তুমি কোথায়? প্রাণবল্লভ! দাসীর কি কোন অপরাধ হইয়াছে? দাসীর ত পদে পদেই দোষ; দেবী এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিতা হইলেন। তখন উদ্ধব আবার তাঁহার চৈতন্যোৎপাদন করিলেন। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ উদ্ধব তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় বিবেচনা করিলেন। তখন দেবীকে সপ্তজন সখী শ্বেতচামরবীজনে সেবা করিতে লাগিল। তাঁহার চারিদিকে তাঁহার সেবার নিমিত্ত তিন লক্ষ গোপিকা নিযুক্তভাবে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। শতকোটি গোপিকা তাঁহাকে দিবারাত্রি বেষ্টন করিয়া থাকে। তন্মধ্যে কেহ কজ্জল হস্তে, কেহ মাল্য হস্তে, কেহ সিন্দূর হস্তে, কেহ গোরোচনা হস্তে ও কেহ চন্দনপাত্র হস্তে করিয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কেহ দর্পণ হস্তে, কেহ কুঙ্কুম হস্তে, কেহ অভিলষিত কস্তুরীপাত্র হস্তে এবং কেহ বা চম্পক পাত্র হস্তে করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছে। ১—২৩। কেহ শোকাকুলিত হইয়া মধুর মধুপূর্ণ পাত্র হস্তে, কেহ বা সুগন্ধি তৈল হস্তে তথায় অবস্থান করিতেছে। এইরূপে কেহ কর্পূরসুবাসিত তাম্বুল হস্তে, কেহ সুশীতল সুস্বাদু জল হস্তে, কেহ চিত্রযুক্ত ক্রীড়াপুত্তলিকা হস্তে, কেহ গেণ্ডুক হস্তে, কেহ রত্নময় ভূষণ হস্তে, কেহ অমূল্য বহ্নিবিশুদ্ধ বস্ত্র হস্তে, কেহ ভক্ষ্যবস্তু হস্তে অবস্থান করিতেছে। কেহ কেশবিন্যাসের নিমিত্ত অভিলষিত মালতীমালা রচনা করিতেছে; কেহ বা কাঙ্কতিক হস্তে দেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। কেহ যাবক হস্তে, কেহ পাত্রস্থিত দধ্যোদন হস্তে করিয়া ভীতচিত্তে দূরে অবস্থান করিতেছে; কেহ ভীতা হইয়া স্তব করিতেছে। কেহ শোকে রোদন করিতেছে কেহ বা সেই বিরহাতুরা রাধিকাকে প্রবোধ বাক্য বলিতেছে। উত্তপ্ত সুবর্ণবর্ণা কোন গোপিকা, দেবীর সন্তাপ দূরের নিমিত্ত তাঁহাকে পদ্মপত্রবিরচিত সুস্নিগ্ধ শয্যায় শয়ন করাইতেছে। রাধিকার এইরূপ ভাব দেখিয়া উদ্ধব পুনর্ব্বার তাঁহাকে, অকুতোভয়ে সুপ্রিয় শ্রুতিমধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন;—দেবি! আপনি যে দেব, দেবী ও সিদ্ধ গোপীগণের সুবিজ্ঞা সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ঈশ্বরী মূলপ্রকৃতি, তাহা আমি জানি আপনি শ্রীদামশাপে গোলোককামিনারূপে ধরণীতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। আপনি কৃষ্ণপ্রাণাধিশ্বরী দেবী তাঁহার বক্ষঃস্থলেই আপনি নিয়ত অবস্থান করেন ২৪—৩১। দেবি! আমি আপনাদের অভীপ্সিত হৃদয়-স্নিগ্ধকারিণী শুভবার্ত্তা বলিতেছি; আপনি সখীগণসহ সুস্থচিত্তে শ্রবণ করুন। এই শুভবার্ত্তা দুঃখরূপদাবাগ্নিদগ্ধের প্রতি সুধাবর্ষণরূপা এবং বিরহরূপ ব্যাধিগ্রস্তের প্রতি রসায়নতুল্য। বসুদেব কৃষ্ণের উপনয়ন পর্য্যন্ত তথায় থাকিতে অনুরোধ করাতে, নন্দরাজ সেই মথুরায় সানন্দে অবস্থান করিতেছেন। সেই মঙ্গলকার্য্য সম্পন্ন হইলে নন্দরাজ, কৃষ্ণ ও বলরামসহ সানন্দে পুনর্ব্বার গোকুলে আগমন করিবেন। কৃষ্ণ আগমন করত প্রথমতঃ মাতা যশোদাকে প্রণাম করিয়া তৎপরে ব্রজনীয়োগে আনন্দের সহিত পবিত্র বৃন্দাবনে আগমন করিবেন। সতি! আপনি অচিরাৎ শ্রীকৃষ্ণমুখকমল দর্শন করিয়া সকল বিরহদুঃখ দূর করিতে পারিবেন। অতএব মাতঃ! আপনি সুদারুণ শোক পরিত্যাগ করত হাস্যবদনে বহ্নিবিশুদ্ধ রমণীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া অমূল্য রত্ননির্ম্মিত ভূষণ সকল গ্রহণ করুন। দেবি! কস্তুরীকুঙ্কুমযুক্ত সুগন্ধ চন্দন গাত্রে বিলেপন ও কেশপাশ সংস্কারপূর্ব্বক তাহাতে মালতী মাল্য বিন্যস্ত করুন এবং সুন্দর বেশভূষা করত গণ্ডে পত্রাবলী রচনা করুন। দেবি! সীমন্তে কস্তূরী চন্দনযুক্ত সিন্দূরবিন্দু ধারণ করুন এবং ভূষণযুক্ত চরণযুগলে অলক্তক প্রদান করুন। সতি! গাত্রোত্থান করুন; আমার বলিতেছি গাত্রোত্থান করুন। ঐ রত্নসিংহাসনে উপ

বেশন করত সপঙ্ক পঙ্কজশয্যা ও শোক পরিত্যাগ করত কৃষ্ণেমন অর্পণ করি বিশুদ্ধ সুমধুর মধু ভক্ষণপূর্ব্বক সংস্কৃত ও সুবাসিত জল এবং সুবাসিত তাম্বূল ভক্ষণ করুন। ৩৫—৪৬। হে দেবেশ্বরি! আপনি বহ্নিবিশুদ্ধবস্ত্রে আচ্ছাদিত মালতীমাল্যযুক্ত কস্তূরী, জাতি, চম্পক ও চন্দনদ্বারা সুগন্ধি চারিদিকে মালতীমালা ও হীরাহারে বিভূষিত এবং মণীন্দ্র-মুক্তা-মাণিক্য প্রভৃতি দ্বারা পরিষ্কৃত ও পুষ্পময় মাল্যোপাধানযুক্ত রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিত সুমনোহর মঙ্গলার্হ পর্য্যঙ্কে শয়ন করুন। তৎপরে আপনার সখীগণ ও অন্যান্য গোপীগণ শ্বেত-চামর ব্যজন করত আপনার সেবায় নিযুক্ত হউন। হে মনোহরে! ভক্ত গোপীগণ আপনার পদারবিন্দসেবায় নিযুক্ত হউন। আপনিও বিশুদ্ধরত্ননির্ম্মিত দর্পণে স্বীয় বদনকমল দর্শন করুন। হে মুনে! উদ্ধব এই কথা বলিয়া ব্রহ্মাদিদেববন্দিত পাদযুগলে প্রণাম করত দেবীর সম্মুখে নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সতী রাধিকা, তখন উদ্ধবের বাক্য শ্রবণ করিয়া, হাস্যবদনে তাঁহাকে বিশুদ্ধরত্ননির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক উপঢৌকন প্রদান করিলেন। সেই অঙ্গুরীয়ক অমূল্য, বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত, অতি সুখ-দৃশ্য, পীতবর্ণ এবং প্রদীপের ন্যায় সুদীপ্ত; পূর্ব্বে রাসমণ্ডলে অগ্নি শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপে রাধিকা উদ্ধবকে অতি সন্তোষের সহিত অমূল্য রত্ননির্ম্মিত কুণ্ডলযুগল ও অমূল্যরত্ননির্ম্মিত অভিপ্রেত ভূষণ প্রদান করিলেন। তৎপরে কুবের পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে যে বহ্নি-বিশুদ্ধ বস্ত্র, রত্ননির্ম্মিত যান ও হীরাসার-বিনির্ম্মিত মনোহর হার প্রদান করিয়াছিলেন, সে সমস্ত উদ্ধবকে প্রদান করিলেন, এবং বরুণ কৃষ্ণকে প্রীতিপূর্ব্বক যে রত্নেন্দ্র-সারনির্ম্মিত মনোহর ক্রীড়া-পদ্ম প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ক্রীড়া-কমল এবং সূর্য্যদেব শ্রীকৃষ্ণকে যে স্যমন্তক মণি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই স্যমন্তক মণি, শ্রীহরি পূর্ব্বে যে কৌস্তুভমণি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই কৌস্তুভ ও দেবরাজ যে রত্ন-সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সিংহাসনও রাধিকা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ৪৭—৫৯। ব্রহ্মা প্রীতিপূর্ব্বক রাসমণ্ডলে যে শ্রেষ্ঠ মুক্তা, মাণিক্য ও হীরাহারদ্বারা সুশোভিত, মনোহর বিচিত্রচিত্রপদ্মদ্বারা চিত্রিত এবং চারিদিকে রত্ননির্ম্মিত দর্পণে সুশোভিত, মনান্দসারনির্ম্মিত মনোহর ছত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ছত্র এবং শঙ্করপ্রদত্ত সংস্কৃত জপমালা প্রভৃতি সমস্তই রাধা প্রীতিসহকারে উদ্ধবকে প্রদান করিলেন। দেবী রাধিকা জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিহারক অতি মনোহর পুণ্যপ্রদ অমূল্য জপমালা প্রদান করিয়া চন্দ্রের ন্যায় সুদীপ্ত রমণীয় ও সুন্দররূপে পরিষ্কৃত চন্দ্রপ্রদত্ত মণিও তাঁহাকে প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে ধর্ম্ম যে অক্ষয় মধুপূর্ণ মধুপাত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সেই মধুপাত্র এবং বিশুদ্ধস্বর্ণনির্ম্মিত জলপাত্রে উদ্ধবকে প্রদান করত, মিষ্টান্ন পরমান্ন ও সুস্বাদু পিষ্টক ভোজন করাইয়া কর্পূরাদিসুবাসিত তাম্বূল এবং সুস্নিগ্ধ মাল্য ও চন্দন তাঁহাকে প্রদান করিলেন। তাহার পর আশীর্ব্বাদ করত বাঞ্ছিত বর দানপূর্ব্বক পূর্ব্বে গোলকধামে রাসমণ্ডলে কৃষ্ণ যে জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, রাধিকা সেই জ্ঞানও প্রদান করিলেন এবং তাহার শতপুরুষ পর্য্যন্ত নিশ্চলা লক্ষ্মী, যশস্করী বিদ্যা, সুনির্ম্মল যশ ও কীর্ত্তি, নিখিল সিদ্ধি, হরির দাস্য, হরিপদে নিশ্চলা ভক্তি এবং হরির শ্রেষ্ঠতমপারিষদ-পদপ্রাপ্তিরূপ সমস্ত বর উদ্ধবকে প্রদান, করিলেন। ৬০—৭০। রাধিকা এইরূপে বর ও পারিতোষিক প্রদান করত সানন্দে গাত্রোত্থান করিয়া বহ্নিবিশুদ্ধ বস্ত্র অমূল্য রত্নভূষণ, হীরাহার, মনোহর রত্নমালা, সিন্দুর, কজ্জল, পুষ্পমালা ও সুস্নিগ্ধ চন্দন ধারণপূর্ব্বক হাস্য-বদনে রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তখন সখীগণ চারিদিকে দণ্ডায়মান থাকিয়া শ্বেতচামর বীজন করত তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। সেই মঙ্গল-বার্ত্তা শ্রবণে অন্যান্য গোপীগণও উদ্ধবকে নানাপ্রকার আভরণ ও নানাবিধ রত্ন প্রদান করিলেন। রাধিকা রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করিলে, শত চন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালিনী তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা শতকোটি গোপী, হাস্যবদনে সেই রত্নসিংহাসনস্থিত ও বিবিধ উপচারে পূজিত উদ্ধবকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মানা হইল। তখন রাধিকা অতি রমণীয় মধুর বাক্যে বলিলেন;—উদ্ধব! হরি কি সত্যই শীঘ্র এখানে আগমন করিবেন? তুমি কপটতা পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্যরূপে বল; এ সভায় তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই; তুমি তাহা সত্য করিয়া বল। বৎস! যেরূপ শতকূপ হইতে বাপী, শত বাপী হইতে যজ্ঞ, শত যজ্ঞ হইতে পুত্র শ্রেষ্ঠ; সেইরূপ শত পুত্র হইতে সত্য শ্রেষ্ঠ। যেরূপ সত্য অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই; এবং মাতা অপেক্ষা বন্ধু ও মন্ত্রদাতা গুরু অপেক্ষা অন্য গুরু নাই, সেইরূপ মিথ্যা অপেক্ষাও দ্বিতীয় অধর্ম্ম নাই। উদ্ধব বলিলেন, সুন্দরি! হরি সত্য সত্যই আগমন করিবেন; নিশ্চয় আপনি সেই শ্রীহরির মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া সন্তাপ দূরীভূত করিতে

পারিবেন। হে মহাভাগে! আমার দর্শনেই আপনার বিরহজ্বরের অনেক শান্তি হইয়াছে। আর অধিকতর চিন্তা করিবেন না। এক্ষণে সুখভোগে রত হউন; আমি মথুরাপুরে গমন করিয়াই শ্রীহরিকে প্রেরণ করিব; তিনি আপনাকে প্রবোধ প্রদান না করিয়া অন্য কোন কার্য্যই করিবেন না। ৭১—৮২। মাতঃ! আপনি আমাকে বিদায় প্রদান করুন; আমি হরিমন্দিরে গমন করত আপনার বৃত্তান্ত যথোচিতরূপে হরিকে বলিব। রাধিকা বলিলেন;—বৎস! তুমি যদি একান্তই মনোহর মথুরায় গমন কর, তাহা হইলে দেখ, যেন আমার কথা বিস্মরণ না হও; আমি বিরহ-যাতনায় অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতেছি। বৎস! তুমি আর কিছুকাল স্থির হও; আমি আর কয়েকটি দুঃখের কথা বলিব; এই কথাগুলি আমার কান্ত কৃষ্ণকে বলিয়া অবিলম্বে গোকুলে প্রেরণ করিবে। তাঁহাকে বলিবে যে, কোন পণ্ডিত ব্যক্তি নারীদিগের মনোগত বিষয় জানিতে পারে? কেবল শাস্ত্রানুসারে তাহার সামান্য নিরূপণ করিয়া থাকে; অথবা দেবচতুষ্টয় যে বার্ত্তা জানে না শাস্ত্রই তাহার কিরূপে নিরূপণ করিবে? উদ্ধব! তুমি আমার পুত্রতুল্য; তোমাকে সমস্তই বলিতেছি; কিন্তু তুমি যদি তাহাকে বল। বৎস! আমার দিবানিশি গৃহ কি বন, পশু কি মানব, জল কি স্থল, স্বপ্ন কি জ্ঞান, কিছুতেই প্রভেদ ছিল না; আমি আপনি আপনাকে জানিতাম না; চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াস্তও জানিতে পারিতাম না; কেবল সম্প্রতি হরির শুভবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আমার চৈতন্য হইয়াছে; কেবল সর্ব্বদা কৃষ্ণাকৃতি দর্শন করি; তাঁহার মুরলীধ্বনি শ্রবণ করি এবং কুললজ্জাভয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্মই সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া থাকি। ৮৩—৯০। আমি সেই প্রকৃতি হইতে পৃথগ্‌ভূত জগদীশ্বরকে লাভ করিয়াও তাঁহার মায়াবলে কিছুই জানিতে পারি নাই; কেবলমাত্র এই জানি যে, তিনি আমার গোপস্বামী; এক্ষণে আমার হৃদয়ে এইটীই সর্ব্বদা জাগরূক যে যাঁহার পাদপদ্ম বেদ ও ব্রহ্মাদি দেবগণ নিয়ত ধ্যান করেন, আমি কোপবশত তাঁহাকেই ভর্ৎসনা করিয়াছি। উদ্ধব! আমি তাঁহার পাদপদ্মসেবা, গুণ-কীর্ত্তন, ভক্তি, পূজা ও ধ্যানে যে কাল অতিক্রম করিতাম, সেই সময়েই সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল, হর্ষ ও আয়ুর্বৃদ্ধি সমস্তের নিয়ত ব্যবস্থা ছিল। সম্প্রতি তাঁহার বিচ্ছেদে হৃদয়স্থিত সন্তাপই সেই সমস্তের বিঘ্ন জন্মাইতেছে। আমার প্রীতিতে আর সেরূপ প্রীতি নাই; আর সে প্রেম সে সৌভাগ্য নাই। আর কি সে নির্জ্জনে নবসঙ্গম করিতে পারিব না? উদ্ধব! আর কি তাঁহার সঙ্গে পুনর্ব্বার বৃন্দাবনে যাইতে পারিব না? আর কি সেই নন্দনন্দনের বক্ষে চন্দন প্রদান করিতে পারিব না? তাঁহার মুখকমল আর কি দর্শন করিতে পারিব না? আর কি তাঁহাকে মালা প্রদান করিতে পারিব না? আর কি সেই মালতী, কেতকী ও চম্পককাননে এবং পুনর্ব্বার সেই সুন্দর রাসমণ্ডলে যাইতে পারিব না? আর কি সেই হরি সঙ্গে রমণীয় চন্দনকানন, মাধবীকানন ও গোপনীয় মধুকাননে যাইতে পারিব না? পুনর্ব্বার কি সেই নির্জ্জন যমুনাজলে ও ক্রীড়া-সরোবরে কৃষ্ণ ও সখীগণসহ সুখে বিহার করিতে পারিব না? আর কি সেই মলয়পর্ব্বতে রত্নমন্দিরে রমণীয় শ্রীখণ্ডকাননে ও স্বচ্ছ-চন্দ্রসরোবরে যাইতে পারিব না এবং সেই বিস্কন্দন, সুরসন, নন্দক, পুষ্পভদ্রক ও ভদ্রকে আর কি হরিসহ গমন করিতে পারিব না? সেই মধুমাসে বিকশিতা মাধবী-লতা কোথায়? কোথায় সেই মাধবী রাত্রি? কোথায় সেই মধু? আর আমার সেই প্রাণকান্ত মাধবই বা কোথায়?—রাধা এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে শোকে রোদন করত পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিতা হইলেন। ৯১—১০৩।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! দেবীর মূর্চ্ছাদর্শনে উদ্ধবের মনে ভয় ও বিস্ময়ের একদা সঞ্চার হইল। তিনি তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করাইয়া, সেই কৃষ্ণকান্তা রাধিকাকে বলিতে লাগিলেন। রাধিকার ভক্তিভাব জানিতে পারিয়া ও সেই ভাগ্যবতী সতীকে দর্শন করিয়া আপনাকে ভক্তমধ্যে পরিগণিত এবং সমস্ত জগৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন। (উদ্ধব বলিলেন) হে জগন্মাতঃ! আপনার চরণে নমস্কার করি, আপনি চৈতন্য লাভ করুন। প্রাক্তন সমস্তবিষয়ই আপনি ঘটিয়াথাকে; আপনি সম্প্রতিই কৃষ্ণকে দেখিতে পাইবেন। দেবি! এই বিশ্ব আপনা হইতে পবিত্র হইয়াছে; আপনার পদরজস্পর্শে বসুন্ধরাও পবিত্রা হইয়াছেন, আপনা হইতেই গোপিকাগণ উদার-প্রকৃতি ও পুণ্যবতী হইয়াছে; লোকসকল মঙ্গলময় সঙ্গীতে আপনার নাম গান করিয়া থাকে; বেদ ও সনক প্রভৃতি মুনিগণ আপনার বিস্তৃত কীর্ত্তি নিয়ত গান করেন; আপনার কীর্ত্তি পদ্মধারিণী তীর্থ সকলের পবিত্রতাকারিণী।

নির্ম্মল হরিভক্তি প্রদায়িনী, মঙ্গলদাত্রী ও সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী। দেবি! আপনি রাধা, আপনিই কৃষ্ণ; আপনি পুরুষ এবং আপনিই পরা প্রকৃতি; কি পুরাণ, কি শ্রুতি কিছুতেই রাধা ও মাধবের ভেদ নির্দ্দেশ হয় নাই। উদ্ধব এই কথা বলিলে, মাধবী নামে গোপী রাধিকাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া উদ্ধবকে পশ্চাৎ করত রাধার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহাকে বলিলেন;—সখি! তুমি কি সেই কৃষ্ণের রূপ, সেই উত্তম বেশ, সেই সুখ, সেই বিভব, সেই অনুত্তম গৌরব, তাঁহার সেই বীর্য্য, সেই ঐশ্বর্য্য, সেই দুরতিক্রমণীয় শৌর্য্য, সেই সিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ গুণগ্রাম কি স্মরণ করিতেছ? তিনি কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছিলেন, আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছেন; তিনি রাজপুত্র নহেন; তিনি সামান্য গোপবেশধারী বালক। কল্যাণি! কেন সেই নন্দনন্দন গোপালকে স্মরণ করিতেছ? তুমি আত্মাকে সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর, আত্মা হইতে অধিক প্রিয় কি হইতে পারে? ১—১২। মালতী বলিল, রাধে! তোমায় ধিক্, তুমি অতি নির্লজ্জা, নির্লজ্জার জীবনধারণ বৃথা। তুমি জগতে যুবতীকুলের যশবিলোপ করিলে। সখি! তুমি যত্নপূর্ব্বক নয়নজল সম্বরণ কর এবং অন্তর্গত পতিভাব গোপন করিয়া ভাবনা কর। সুরেশ্বরি! শত্রু ও মিত্র ইহা ভিন্নজাতি নহে, কেবল কার্য্যবশতঃ শত্রুতা ও কার্য্যবশেই মিত্রতা হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, কলেকৌশলে স্বকার্য্য উদ্ধার করেন, কারণ কার্য্যহানি হইলেই মূর্খতা প্রকাশ পায়। রাধে! এ জগতে কে কাহার প্রিয় এবং কেই বা কাহার বল্লভ? কেবল সাধু ব্যক্তিরা কার্য্য ও সময় জানিয়াই সমস্ত বিধান করেন। সখি! শত্রুর লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর;—শত্রু মনুষ্যদিগকে নির্দ্ধন করিয়া পরে কটূবাক্য ও দুঃখ প্রদান করত অবশেষে প্রাণ হরণ করে। তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ যে, সেই নিষ্ঠুর তোমাকে স্বীয় কুল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া শোক-সাগরে পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার চেতনা ও প্রাণ গ্রহণ করত কোথায় গমন করিয়াছে। অতএব মূঢ়ে! তুমি তাঁহাকে কেন স্মরণ করিতেছ? তুমি সুদারুণ শোক পরিত্যাগ করত যত্নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা কর। স্বীয় আত্মা হইতে প্রিয় কি আছে? পদ্মাবতী বলিলেন;—সখি! তুমি সে দিবস যমুনা-জলে গমন করত স্বয়ং বলিলে যে, অরসিকের সহিত প্রেমে নারীগণের কোনও সুখ হয় না। সখি! খলের প্রীতি, জলরেখা ও বিদ্যুচ্ছটা সমান, কারণ কোনটীই অধিকক্ষণ স্থায়ী নহে। খলের প্রতি বিশ্বাস করা নীতিশাস্ত্রে নিয়ম নাই, আশ্চর্য্যের বিষয় তুমি যখন যমুনাকূলে হরির সকটাক্ষ সস্মিত মুখকমল দর্শন কর, তখন স্বীয় মুখ একবার গোপন করিয়াছিলে, আবার পুনঃপুনঃ দর্শন করত চৈতন্যশূন্য হইয়া গুরুজনের ভয় সখীগণের প্রবোধ বাক্য ও গৃহকার্য্য একেবারে জলাঞ্জলি দিয়াছ। এখনও তুমি অনাহারে প্রাণপণে সেই কৃষ্ণকেই নিয়ত ধ্যান করিতেছ। কোথায় কৃষ্ণ মথুরায়, কোথায় বা তুমি গোকুলে অবস্থান করিতেছ। সুন্দরি! যদি তুমি এখানে সদ্য প্রাণও পরিত্যাগ কর, তথাপি সে আবির্ভূত হইবে না, যদি আত্মা রক্ষা কর, তাহা হইলে কালক্রমে দেখিতে পাইবে। চন্দ্রমুখী বলিলেন, সুখ, দুঃখ, শুভাশুভ, শোক, বিভব, সম্পদ্, বিপদ্ সমস্তই প্রাক্তনকর্ম্মফলে ভোগ করিতে হয়; এই ভারতভূমি অতি পবিত্র ও সকলের বাঞ্ছিত, ইহাতে প্রিয়সখী রাধিকা—প্রকৃতি হইতে পৃথগ্ভূত সেই শ্রীহরিকে পতিলাভ করিয়াছেন। ১৩—২১। তথাপি সম্প্রতি কামবাণে ইহার শরীর দগ্ধ হইতেছে, ইহার শত্রু চন্দ্র কি বসন্ত কিংবা মধুমাধব উভয়েই। কাম একবার হরকোপানলে দগ্ধ হইয়াছে। রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া পুনর্ব্বার উদ্গিরণ করিয়াছে, মধুও মিত্রশোকে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া যমসদনে গমন করিয়াছেন; তথাপি আমাদের পক্ষে সুধাসিন্ধু ইন্দুও বিষসিন্ধুরূপে পরিণত হইয়াছেন; মনোহর বেশভূষা, জলন্ত অগ্নিসদৃশ হইয়াছে; তাহাতে সুগন্ধিচন্দনবিলেপ ঘৃতাহুতি বলিয়া বোধ হইতেছে। সুগন্ধিসমীরণপ্রবাহে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধপ্রায় হইল বলিয়া বোধ হয়। আমাদের প্রিয়সখী এইরূপ যাতনায় আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্বাস প্রশ্বাসে মাত্র জীবন ধারণ করিতেছেন। অতএব মূঢ়ে! এক্ষণে কৃষ্ণের নিয়ত প্রশংসা কর; কদাচও নিন্দা করিও না। তাঁহার নাম শ্রবণে এবং গুণ শ্রবণে ও তাঁহার শুভবার্ত্তা শ্রবণে সখীর সহসা চৈতন্য হইতে পারে। শশিকলা বলিলেন, মাধবি! তুমি কি জানিবে? কৃষ্ণ যে পরমাত্মা ঈশ্বর। ব্রহ্মাদি দেবগণ ও বেদচতুষ্টয় তাঁহাকে নিয়ত ধ্যান করেন। সাধুরাও তাঁহার নিরন্তর পাদপদ্ম ধ্যান করে এবং পদ্মা, সরস্বতী, দুর্গা, অনন্তদেব, মহেশ্বর ও সিদ্ধেন্দ্র মুনীন্দ্রগণ যাঁহাকে জানিতে পারেন না, তাঁহাকে তুমি কি জানিবে? তিনি সর্ব্বাত্মা ও নির্গুণ; সুতরাং তাঁহার রূপ-গুণের সম্ভাবনা কি? তুমি যাহা পূর্ব্বে

বলিয়াছ, তাহা সত্য সত্যই বলিয়াছ; তিনি কেবল পৃথিবীর ভারাবতারণের নিমিত্তই সেই আহ্লাদকর ভক্তানুগ্রহপরায়ণ রমণীয় সর্ব্বজনমনোহর অনির্ব্বচনীয় রূপ ধারণ করিয়াছেন। সেইরূপ কোটি-কন্দর্পের লাবণ্য-লীলাধার। সর্ব্বেশ্বর শঙ্কর, যাঁহার পাদপদ্মের মধুস্বরূপ মন্দাকিনীজল ভক্তিপূর্ব্বক শিরে ধারণ করিয়াছেন, সেই সংসারবিনাশী শিব পঞ্চবদনে যাঁহার কীর্ত্তি গান করত নিরত নৃত্য করেন; এমন কি আহার, ভূষণ, বস্ত্র প্রভৃতি পরিত্যাগ করত সেই শুভ্র সুনির্ম্মল ব্রহ্মজ্যোতিস্বরূপ নিয়ত ধ্যান করেন, তাঁহাকে তুমি কি জানিবে? ব্রহ্মা তাঁহারই সেবাবলে জন্ম-দায় হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন এবং অনন্তদেব, সনৎকুমার ও সিদ্ধগণ তাঁহারই সেবায় যোগজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুশীলা বলিলেন, সখি! শত শত কাম সেই কৃষ্ণের নির্ম্মঞ্ছনার উপযুক্তও নহে; তাঁহার সহিত রূপের তুলনায় চন্দ্র কি অশ্বিনীকুমার কিছুতেই গণ্য হইতে পারেন না। এই অসংখ্য বিশ্বে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, মুনি, মনু, সিদ্ধ, ভক্ত ও সাধুগণ নিত্য সেই নির্গুণ পরমাত্মার ধ্যান করিয়া থাকেন। যে পরমাত্মা ঈশ্বরকে বেদ স্তুতি করিতে অসমর্থ, এমন কি সরস্বতীও স্তব করিতে ভীতা ও জড়ীভূতা হইয়া অসমর্থা হন, সহস্রবদন যাঁহার স্তব করিতে নিয়ত কম্পিত হইয়া থাকেন, ব্রহ্মা স্বয়ং বেদকর্ত্তা হইয়াও যাঁহার স্তব করিতে অক্ষম, সেই সত্যস্বরূপ নিত্য সনাতনকে মাধবী নিন্দা করিতেছে; অদ্য সভা অপবিত্র হইল। ইহাতে আমাদের গোপীগণের জীবনও বৃথা; কিন্তু ইহার মধ্যে রাধিকাই পুণ্যবতী, কারণ তিনি দিবানিশি কেবল তাঁহাকে ধ্যান করিতেছেন। সখি! তাঁহার নাম স্মরণমাত্রে কোটি-জন্মার্জ্জিত পাপ, ভয়, শোক প্রভৃতি নিশ্চয় বিনষ্ট হয়। রত্নমালা বলিলেন, হরি বামহস্তে গোবর্দ্ধন-গিরি ধারণ করিয়াছিলেন; সেই জগৎকর্ত্তার তাহা অপেক্ষা শৌর্য্য ও যশ আর কি হইতে পারে? যে দৈত্যরাজ সহস্র সহস্র শৈল চূর্ণ করিতে পারে; হরি অবলীলাক্রমে তাহাদের লক্ষ লক্ষ দৈত্য বিনাশ করিতে সক্ষম; তাঁহার অংশসম্ভূত শূকররূপী বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া স্বীয় দশনাগ্রে অবলীলাক্রমে বসুন্ধরাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তখন সেই বসুধাতলে সহস্র সহস্র শৈল ও প্রভূত বিক্রমশালী অসংখ্য দৈত্যপতির বাস ছিল; সখি! সেই কার্য্যেও কি সেই পরমাত্মার শৌর্য্য, পৌরুষ, যশ কি প্রশংসা প্রকাশিত হইবে না। ২৮—৪৩। পারিজাতা বলিলেন, সখি! এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে অসংখ্য পর্ব্বত, সাগর, কাঞ্চনী ভূমি প্রভৃতি বিরাজিত আছে, এবং ইহা সর্ব্বাধাররূপা ও অতি মনোহারিণী; ইহাতে ব্রহ্মলোকাবধি সপ্তস্বর্গ ও সপ্তপাতাল বিদ্যমান আছে এবং ইহাতে বিচিত্র সুন্দর নানাবিধ দ্রব্য আছে। এই বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মা নির্ম্মাণ করিয়াছেন; কিন্তু সেই এক একটী ব্রহ্মাণ্ড মহাবিষ্ণুর লোমকূপে পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করিতেছে। তাঁহার যতগুলি লোম আছে, ততসংখ্যক বিশ্বও আছে; কিন্তু সেই মহাবিষ্ণু পরমাত্মা কৃষ্ণের ষোড়শাংশের এক অংশ; অতএব তাঁহার সেই যশ, শৌর্য্য ও অনুপম মহিমা উদরপরায়ণা গোপকন্যা মাধবী কি জানিবে? মাধবী বলিলেন:—আমি যাহা বলিয়াছি, মূঢ়া গোপিকাগণ তাহা বুঝিতে না পারিয়াই নানারূপ জল্পনা করিতেছে। উদ্ধব! আমি যাহা বলি তাহা তুমি শ্রবণ কর;—বিষ্ণু স্বীয় ইচ্ছাবশতঃ সগুণ ও স্বেচ্ছাক্রমেই নির্গুণ:—তিনি কেবল ভূভার হরণের নিমিত্তই গোপবেশে শিশুরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বেদ, পুরাণ, সিদ্ধ ও সাধুগণ এবং ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও অনন্ত প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ যে ঈশ্বরের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারেন না, আমি মূঢ়-প্রকৃতি, উদরপরায়ণা, সামান্য গোপকন্যা হইয়া তাঁহাকে কিরূপে জানিব? কিন্তু হে বৎস উদ্ধব! আমি সত্যরূপে যাহা বলিতেছি, তাহা ক্ষণকাল শ্রবণ কর; তাঁহার কি অনির্ব্বচনীয় বিষয়, সেই গুণাতীত দেহহীন পরমাত্মাস্বরূপ বিষ্ণুর উপাধি কি? আর তাঁহার রূপাদিই বা কি? এই মহামুগ্ধা গোপিকা আমার কথা বুঝিতে না পারিয়াই আমাকে নিন্দা করিতেছে; এই মূঢ়া গোপিকা কি সেই পরাৎপর সত্যস্বরূপ কৃষ্ণকে জানিতে পারিবে? ৪৪—৬৪। তিনি পরম জ্যোতিস্বরূপ পরমাত্মা ঈশ্বর; তিনি অনির্ব্বচনীয় ও ভক্তানুগ্রহতৎপর; যাঁহার পাদপদ্ম সেই ত্রৈলোক্য-জননী পদ্মা ভয়ে কম্পিতা হইয়া দাসীর ন্যায় সতত সেবা করেন। সনাতনী ব্রহ্মস্বরূপা মূলপ্রকৃতি, যাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন, পরমেশ্বরী সরস্বতীও ভীতা এবং জড়ীভূতা হইয়া যাঁহার স্তব করিতে অক্ষমা, সেই পরমেশ্বরকে বেদচতুষ্টয় কিরূপে স্তব করিবে? উদ্ধব! তাঁহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত প্রেমবিহ্বল হইলেন। তখন তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, তিনি একবার রোদন করেন, আবার ভূতলে মূর্চ্ছিত হন; এইরূপ করিয়া পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতে

করিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহার চৈতন্য হইল; তখন গোপীগণের তাদৃশ ভক্তি দর্শনে আপনাকে তুচ্ছ বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে উদ্ধব তাঁহাদিগকে বলিলেন, দ্বীপসমূহের মধ্যে জম্বুদ্বীপ অতি মনোহর এবং প্রশংসনীয় ও ধন্য, কারণ তাহাতে শুভদায়ক ও পুণ্যপ্রদ ভারতবর্ষ বিদ্যমান আছে। পুণ্যবণিকদিগের ইহা অতি ঈপ্সিত বাণিজ্যস্থল; এই স্থানে পুণ্য করিয়া পরলোকে তাহার শুভ ফল ভোগ করে। ভারতবর্ষ অতি ধন্য এবং পুণ্য ও শুভপ্রদ; ইহা গোপীগণের পাদপদ্মস্পর্শে পরম পবিত্র ও নির্মল; এই ভারতে যত রমণী আছে, তাহার মধ্যে এই গোপিকাগণই ধন্যা ও মাননীয়া; কারণ ইঁহারা নিত্য শ্রীরাধার পুণ্যপ্রদ পাদপদ্ম দর্শন করেন, ব্রহ্মা ষষ্টিসহস্র বৎসর রাধিকা-পাদপদ্মের রেণুমাত্র লাভের নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছিলেন। দেবী রাধিকা গোলোকবাসিনী কৃষ্ণের প্রাণাধিকা পরা প্রকৃতি; সম্প্রতি শ্রীদামশাপে বৃকভানুসুতারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ কৃষ্ণের যে যে ভক্ত আছেন, তাঁহারা রাধিকা ও গোপীগণের ষোড়শাংশের একাংশতুল্যও নহেন। ৬৫—৭৭। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণভক্তি, যোগীন্দ্র মহেশ্বর, রাধা ও গোপীগণ এবং বৃন্দাবনবাসী গোপগণই জানেন; ইহা ভিন্ন সনৎকুমার, বিষয়ী ব্রহ্মা, সিদ্ধ ও ভক্তগণ কিঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত আছেন। সম্প্রতি আমি ধন্য, আমিই কৃতার্থ; যেহেতু আমি গোলোকধামে আগমন করিয়া গুরুতুল্য গোপিকাগণের নিকটে অচলা হরিভক্তি লাভ করিলাম, আর মথুরায় গমন করিব না; আমি জন্মে জন্মে এই ব্রজাঙ্গনাদিগের দাস হইয়া সেই পবিত্র কৃষ্ণগুণগান নিয়ত শ্রবণ করিব; পরমাত্মা শ্রীহরির গোপীদিগের তুল্য আর ভক্ত নাই; গোপীগণ তাঁহার যেরূপ ভক্তি লাভ করিয়াছেন, অন্যে সেরূপ হরিভক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। কলাবতী বলিলেন, ধন্যা, মেনকা ও আমি আমরা তিন জনে পিতৃগণের মানসীকন্যা; আমরা তিন ভগিনী পৃথিবীতলে বিচরণ করিতেছি। ধন্যা জনকপত্নী; তিনি সীতাদেবীর জননী। সীতা যেরূপ অযোনিসম্ভবা; সেইরূপ ধন্যাও অযোনিসম্ভবা। মেনকা হিমালয়পত্নী দুর্গাদেবীর মাতা, তিনি অতি ব্রত-পরায়ণা, দুর্গা যেরূপ অযোনিসম্ভবা, সেইরূপ মেনকাও অযোনিসম্ভবা। হে উদ্ধব! আমি বৃকভানুপত্নী ও এ রাধার জননী; রাধা অযোনিসম্ভবা; আমিও অযোনিজা। রাধা শ্রীদামশাপে পৃথিবীতলে বৃকভানুতনয়ারূপে অবতীর্ণা হইয়াছে, আমরা ও সনৎকুমারের শাপে মহীতলে অবতীর্ণা হইয়াছি। ৭৮—৮৮। ক্ষীরোদ সাগরের মধ্যে এক রমণীয় শ্বেত দ্বীপ আছে, তাহাতে বিষ্ণু সর্ব্বদা বাস করেন; আমরা ভগিনীত্রয়ে সেই বিষ্ণুর দর্শনের নিমিত্ত তথায় গমন করি। তৎপরে আমরা সেই স্থানে উপবিষ্টা রহিয়াছি, সেই সময়ে যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু ভগবান্ সনৎকুমার তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন আমরা তাঁহার দর্শনাদিমাত্র গাত্রোত্থান করিলাম না; সেই অপরাধে কোপপরবশ হইয়া তিনি আমাদিগকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন; হে মুগ্ধচিত্তরমণীগণ! তোমরা অত্যন্ত অহঙ্কারে মত্ত হইয়াছ, এজন্য তোমরা মানবীরূপে ধরণীতলে গমন কর; পুনর্ব্বার স্বর্গে আগমন করিতে পারিবে না। তৎপরে আমরা তাঁহাকে অত্যন্ত বিনয় করিলাম, তাহাতে সেই দ্বিজেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার আমাদের প্রত্যেককে এইরূপ বর প্রদান করিলেন,—(তিনি বলিলেন,) মেনকা! তুমি জ্যেষ্ঠা, অতএব ভূতলে অবতীর্ণা হইয়া বিষ্ণুর অংশসম্ভূত হিমালয়ের পত্নী হও; পার্ব্বতী তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যা হইবেন। ধন্যা তুমি যোগিশ্রেষ্ঠ জনকরাজের পত্নী হও, মহালক্ষ্মী সীতাদেবী তোমার কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন। তোমাদিগের মধ্যে কলাবতী। কনিষ্ঠা অতএব কলাবতি! তুমি যোগিপ্রবর দুর্ব্বাসার প্রিয়শিষ্য বৈশ্যবর বৃকভানুর সাধ্বী প্রিয়তমা পত্নী হও; দ্বাপরের শেষভাগে গোকুলে শ্রীদামশাপবশতঃ গোলোকবাসিনী দেবী রাধা ধরণীতলে অবতীর্ণা হইয়া তোমার কন্যারূপে বিখ্যাতা হইবেন। মহেশ্বর ও অনন্ত দেবেরও ঈশ্বর ভগবান্ কৃষ্ণ, ভারাবতারণের নিমিত্ত পুণ্যক্ষেত্র ভারতে অবতীর্ণ হইবেন। সেই সময়ে তুমি কলাবতী ও বৃকভানু তোমরা উভয়ে কন্যাসহ জীবন্মুক্ত হইয়া সানন্দে পুনর্ব্বার গোলোকে আগমন করিবে। ধন্যাও স্বীয় তনয়া সীতার সহিত স্বর্গধামে গমন করিবে এবং সিদ্ধ যোগিনী মেনকাও আমার বরে পার্ব্বতীসহ বৈকুণ্ঠভবনে সশরীরে আগমন করিবেন। কল্পান্ত উপস্থিত হইলে লক্ষ্মী বিষ্ণুলোকেই অবস্থান করেন। বিপত্তি ব্যতীত কাহার কোথায় মহিমা বিস্তার হইয়া থাকে? কর্ম্মিগণের দুঃখাবসানে নিয়তই সুদুর্লভ সুখোদ্ভব হইয়া থাকে। আমরা পিতৃগণের মানসী কন্যা; পূর্ব্বে স্বর্গীয় ভোগবিলাসে রত ছিলাম, তৎপরে বিষ্ণুর দর্শনার্থে গমন করত প্রথমতঃ মুনিশাপ, তৎপরে তাঁহার বর প্রাপ্ত হইয়া অধুনা লক্ষ্মীর ন্যায় পৃথিবী-

জলে অবস্থান করিতেছি। বিষ্ণুদর্শনেই আমাদের কর্ম্মক্ষয় হইবে, সেই তীব্র পুণ্যফলেই আজ বৎসের দর্শন লাভ করিলাম; সনৎকুমারের মুখেই সমস্ত শ্রুত হইয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও সিদ্ধগণের এমন কি জগতের দুর্লভ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ, পরমাত্মা ঈশ্বর, তিনি প্রকৃতি হইতে পৃথক্, নির্গুণ, নিরীহ, স্বেচ্ছাময় ও সকলের শ্রেষ্ঠ। ৮৯—১০৪। তুলসী বলিলেন, সখি! বিষ্ণু আমাদের প্রাণ ও বিধাতা বিষ্ণু আমাদের মন, ব্রহ্মা চেতনা, প্রকৃতি বুদ্ধিস্বরূপা ও সকল শক্তির অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা শম্ভু জ্ঞানস্বরূপ ও স্বয়ং ধর্ম্ম সর্ব্বাবয়ববিশিষ্ট পুরুষ; কৃষ্ণ নির্গুণ পরমাত্মা, প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মস্বরূপ; তিনি সমস্ত জীবের কর্ম্মসাক্ষী; তিনি সুখদুঃখ-ভোক্তা; জীব তাঁহার প্রতিবিম্বমাত্র, সেইরূপ চক্ষুদ্বয়ে চন্দ্র সূর্য্য, জিহ্বায় সরস্বতী, চর্ম্মে পৃথিবী ও বাহুতে লোকপালগণ বিরাজ করে; তাঁহারা সকলেই সেই পরমাত্মার পরিচারকস্বরূপ। যেরূপ দেবগণ সভাতে শিবের অনুগমন করেন, তদ্রূপ জীবগণ পরমাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিয়ত সেই আত্মার অনুগমন করে। সাধুতম যোগিগণ পরম ভক্তির সহিত তাঁহার চিন্তা করিয়া থাকেন। তিনি কর্ম্মিগণের সাক্ষিস্বরূপ সুতরাং তাহার নিকটে কর্ম্মের গোপন কি হইতে পারে? সেই অন্তর্যামী কৃষ্ণ, লোকের অনুষ্ঠিত কার্য্যের প্রচার করেন। কালিকা বলিলেন, বৃদ্ধ, বালক, যুবা প্রভৃতি নরগণ দেবগণ ও সিদ্ধগণ সকলেই সেই পরমব্রহ্ম কৃষ্ণকে জানেন। হে বিজ্ঞবর! সম্প্রতি রাধিকার চৈতন্যোৎপাদন করা কর্ত্তব্য; এই অবস্থায় সেইটাই প্রধান যুক্তি; অতএব উদ্ধব! ইহাঁর চৈতন্য সম্পাদন কর। উদ্ধব বলিলেন, কল্যাণি! একবার চৈতন্য লাভ করুন। হে জগন্মাতঃ! আমি কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ দাসানুদাস উদ্ধব; আমি মথুরায় গমন করিতে ইচ্ছা করি, আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া বিদায় প্রদান করুন। পরাধীন ব্যক্তি কাষ্ঠময়ীমূর্ত্তির ন্যায় নিয়ত পরাধীন, কদাচও স্বাধীন নহে। যেরূপ বৃষ সর্ব্বদা বৃষবাহকের বশীভূত, হে মাতঃ! তদ্রূপ সমস্ত জগৎ সেই জগন্নাথের বশীভূত। ১০৫—১১৭।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, রাধিকা উদ্ধববাক্য শ্রবণ করত চেতনা লাভ করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রত্নময় সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তখন সপ্তগোপিকা ভক্তিপূর্ব্বক চামর ব্যজন করত তাঁহার সেবা করিতে লাগিল; তৎপরে তিনি দুঃখিতান্তঃকরণে মধুর ভাবে বলিতে লাগিলেন;—বৎস! এক্ষণে তুমি মথুরায় গমন কর, ভবাদৃশ জনসমূহ ভবসাগরে পতিত হইয়া আমাকে স্মরণ না করিলেও কোন অধর্ম্ম হয় না। উদ্ধব! আমার এই সমস্ত বাক্য কৃষ্ণকে বলিয়া সেই পরম আনন্দময় প্রভুকে আমার সমীপে শীঘ্র আনয়ন কর। এই নারীকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তাদৃশ পতি লাভ করিয়াছি, পরে তাঁহার এরূপ বিচ্ছেদ হইয়াছে, আর আমি ভিন্ন এজগতে দুঃখিনী কে আছে? উদ্ধব! আমাকে আর কি প্রবোধ দিতেছ? আমার প্রবোধের উপযুক্ত কিছুই নাই; দেহীর আত্মা ব্যতীত সর্ব্বদা দেহ নিষ্ফল। উদ্ধব! আমার মনে অন্য কোন বিষয়েরই উদ্ভব হয় না, কেবল সেই নিত্য নূতন প্রীতি, সৌভাগ্য, গৌরব, অতি দুর্লভ প্রেম ও গোপনীয় নব-সঙ্গম প্রভৃতি সমস্তই সর্ব্বদা আমার মনে জাগরূক। রাত্রিতে নিদ্রা পরিত্যাগ করত ঐ সমস্ত স্মরণ হওয়াতে শোকবেগ দ্বিগুণতর প্রবাহিত হয়। হে বৎস! আমি শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে উদ্ধার কর; জীবের অভয়প্রদান করিলে নরগণের তীর্থস্নানতুল্য ফল লাভ হয়। আমার মন অতি দুর্নিবার্য্য হইয়া প্রবোধিত হইতেছে না। কেবল সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের চিন্তায় নিয়ত নিমগ্ন, তাঁহার গুণ-মহিমা, প্রীতি প্রেম ও সৌভাগ্য বারংবার স্মরণ করিয়া আমার মন নিতান্ত চঞ্চল হইতেছে; কিছুতেই সুস্থ হইতেছে না। ১—১১। এই জগতের যুবতীগণের মধ্যে এরূপ দুঃখভাগিনী কে আছে? আমি ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদ-যাতনাই বা কে জানে? সীতা কিয়ৎপরিমাণে পতি-বিরহ অবগত ছিলেন, তিনি ত আমিই; অতএব এই ত্রিভুবনে কামিনীদিগের মধ্যে আমার মত চিরদুঃখিনী কে আছে? আর আমার মনোবেদনা শ্রবণ করিয়াইবা কে বিশ্বাস করিবে? বৎস উদ্ধব! যুবতীদিগের মধ্যে আমার মত দুঃখভাগিনী কে আছে? স্ত্রীদিগের মধ্যে রাধিকার ন্যায় দুঃখিনী বিরহ-বিধুরা সৌভাগ্যবর্জ্জিতা রমণী কেহ কখন জন্মগ্রহণ করে নাই, করিবেও না। আমি অতি পাপিনী; কারণ আমি ... ...

জগৎপতিকে পতি লাভ করিয়াও নির্দ্দয় বিধাতার ছলনায় বঞ্চিত হইলাম। বৎস! যাঁহার পাদপদ্ম, বদনমণ্ডল, রূপ, বেশ প্রভৃতি নয়নগোচর হইলে, মন সুস্নিগ্ধ এবং জীবন ও জন্ম সফল হয়, যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র পঞ্চপ্রাণ প্রহর্ষিত ও স্মৃতিমাত্রে প্রফুল্ল হয় এবং তাহাতে আত্মাও সুস্নিগ্ধ হয়, যাঁহার সুরত-অঙ্গস্পর্শ এবং যশ ত্রিভুবনে বিখ্যাত, আমি কোন্ সম্পত্তিবলে তাঁহাকে বিস্মৃত হইব? বৎস! যিনি ত্রৈলোক্যবিজয়ী রূপ ও গুণ ধারণ করেন এবং বিধাতা স্বয়ং যাঁহাকে সৃষ্টি করেন নাই, সেই বিধাতাকেই যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই বিধির বিধাতা সমস্ত সম্পত্তির প্রদানকর্ত্তা কল্পবৃক্ষ হইতেও শ্রেষ্ঠভূত শান্ত-স্বভাব সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ববীজস্বরূপ লক্ষ্মীকান্ত ঈশ্বর পরমাত্মাস্বরূপ পতিকে কোন্ সম্পত্তিবলে বিস্মৃতা হইব? বৎস! চন্দ্র, মন্মথ, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতিও যাঁহার নির্ম্মঞ্ছনার উপযুক্ত নহেন এবং এই জগতে যাঁহার তুল্য গুণবান্ দ্বিতীয় নাই; যাঁহার পাদপদ্ম ব্রহ্মা, শিব ও অনন্ত নিয়ত ধ্যান করেন, সেই প্রভুকে কান্ সম্পত্তিগর্ব্বে বিস্মৃতা হইব? পুত্র! যাহারা স্বপ্নেও একবার সেই কৃষ্ণের মনোহর অতুল রূপরাশি দর্শন করে, তাহারা সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করত দিবানিশি তাঁহাকে ধ্যান করে, এমন কি তাঁহার গুণে পর্ব্বত জলরূপে পরিণত, শুষ্ককাষ্ঠ দ্রবীভূত, মৃত বৃক্ষ মুকুলিত ও অনিল স্তম্ভিত হইয়া থাকে এবং তাঁহার ভক্তিতে সূর্য্য ও ও জলধি নিশ্চল হয়, সেই প্রিয়তম পতিকে কোন্ সম্পত্তিগর্ব্বে বিস্মৃতা হইব? বৎস! যাঁহার ভয়ে বায়ু সকল স্থানে সঞ্চারিত হয়, সূর্য্য কিরণজাল বিস্তার করেন, ইন্দ্র বারিবর্ষণ ও অগ্নি সকল বস্তু দগ্ধ করেন, মৃত্যু সর্ব্বভূতে বিচরণ করেন, এবং যাঁহার ভয়ে বৃক্ষ সকল নিয়মিত সময়ে পুষ্পিত ও ফলবান্ হইতেছে, সমুদ্র গ্রহ মুনি ও সুরগণ, স্বীয় স্বীয় কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছেন; যিনি কালের কাল, সংহারকর্ত্তার সংহারকর্ত্তা, স্রষ্টার স্রষ্টা; যিনি স্বাধীন, সর্ব্ববস্তু হইতে পৃথক্ স্বয়ং পরমাত্মাস্বরূপ, তাঁহাকে কোন্ সম্পত্তিবলে বিস্মৃত হইব? বিজ্ঞবর! তাঁহার বিচ্ছেদে এরূপ কোন প্রবোধ নাই যে, আমাকে তদ্দ্বারা প্রবোধিত করিবে। ইহাতে বেদ, বেদাঙ্গ, সাধুগণ, কি সুরগণ; এমন কি সাবিত্রী ও সরস্বতী পর্য্যন্তও আমাকে প্রবোধ প্রদানে সক্ষমা হইবেন না। সহস্র-বদন অনন্ত, বেদকর্ত্তা বিধাতা, যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু শম্ভু ও গণেশ্বরও আমার প্রবোধদানে সক্ষম নহেন। স্থিতির গতি চিন্তনীয় বটে, কিন্তু মার্গশূন্য স্থানে কিরূপে তাহা চিন্তা করা যায়। বৎস! সুখ, দুঃখ ও শুভাশুভ সমস্ত কাল-সাধ্য, কিন্তু সেই কাল অতি দুর্নিবার্য্য; এই জগৎও কালায়ত্ত। বৎস! এক্ষণে তুমি সুখে সেই মনোহর মথুরাধামে গমন কর; তোমাকেও ব্রজবাস পরিত্যাগ করিয়া গমনোন্মুখ দেখিতেছি। বহুকাল কৃষ্ণবিচ্ছেদ, সুখ ও দুঃখ উভয়ই উৎপাদন করে; অতএব সেই কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মমৃত্যুজরাহর চন্দ্রবদন দর্শন করিয়া সুখী হও। এই বলিয়া রাধিকা বন্ধু-বিচ্ছেদে অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ও তাঁহার সুমধুর বাক্য শ্রবণে উদ্ধবও রোদন করিতে লাগিলেন। ১২—৩৭।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষণ্নবতিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! উদ্ধব রাধিকার পাদপদ্মে প্রণাম করত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া মথুরায় গমনোন্মুখ হইলেন। তখন মাধবীনাম্নী গোপিকা প্রেমবিহ্বলা হইয়া রোদন করিতে করিতে রাধা-বিচ্ছেদে উচ্চৈঃস্বরে রোদনপরায়ণ ভক্ত উদ্ধবকে বলিলেন;—উদ্ধব! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর; মনো-বাঞ্ছিত নিগূঢ় পরম জ্ঞানবিষয় যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর; সেই আমার বক্তব্য বিষয় অতি সুদুর্লভ; বেদপুরাণেও অতি গোপনীয়; হে মহাভাগ! তুমি এই ত্রিজগজ্জননী রাধিকাকে তাহা জিজ্ঞাসা কর। মাধবী উদ্ধবকে এই কথা বলিয়া সেই সভামধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন উদ্ধব সেই শান্তস্বভাবা রাধিকাকে বলিলেন, প্রাণিগণ কর্ম্মানু-রোধে বারংবার একাকী সংসারে আগমন করে ও একাকী গমন করে, এই জন্য পুরুষ স্বকর্ম্ম-ফলভোগী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। জন্তু সকল কর্ম্মফলে জন্মগ্রহণ করে ও কর্ম্মফলেই বিলীন হয় এবং সুখ, দুঃখ, ভয় ও শোক প্রভৃতি কর্ম্মফলেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জন্তুগণ এই সংসারে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া অবশিষ্ট কালের ভোগের নিমিত্ত পুনর্ব্বার গতায়াত করে। সতি! আপনি আমাকে যে সকল রত্নাদি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমার প্রয়োজন কি? কিছুতেই তাহা আমার সঙ্গে যাইবে না। দেবি! আপনি রমণীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, ও এই ভবসাগর পার করিতে একমাত্র তরণীস্বরূপা; তাহাতে স্বয়ং কৃষ্ণ কর্ণধার হইয়া সকলকে পার করিয়া থাকেন। সেই ভবাব্ধি-

পারের জন্য কিঞ্চিৎ জ্ঞান আমাকে প্রদান করুন, তাহাই কৃষ্ণপ্রাপ্তির মূলীভূত কারণ; আপনার প্রসাদে লাভ করিয়া মথুরাতে গমন করিব।১—১১। হে মাতঃ! সুরগণের, মনুষ্যদিগের, পিতৃগণের, ব্রহ্মলোকের তদূর্দ্ধ লোকের যে যে কালগতি, তাহা বর্ণন করুন; যাহাতে সেই ঘোর দুস্তর কালগতি অতিক্রম করিয়া হরির পাদপদ্ম লাভ করিতে পারি; হে কমলালয়ে! এরূপ কোন উপায় আমাকে উপদেশ করুন। যাঁহার পাদ-পদ্ম দিবানিশি ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও অনন্তদেব প্রভৃতি নিয়ত ধ্যান করেন, আপনি আবার তাঁহারই বক্ষঃস্থলে অবস্থান করেন। কমলালয়া উদ্ধবের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক নেত্রনীর বস্ত্রাঞ্চলে মার্জ্জনা করত উদ্ধবকে বলিলেন, উদ্ধব! তুমি মাধবীর বাক্যানুসারে এরূপ প্রশ্ন করিয়াছ; কিন্তু বৎস! আমি অবলা স্ত্রীজাতি অতিচঞ্চল-স্বভাবা, অতএব আমি তোমাকে কি জ্ঞান প্রদান করিব? বৎস, ভগবান্ হরি এই বিশুদ্ধ কালগতি অবগত আছেন; সাধুগণও বেদানু-সারে কিয়ৎপরিমাণে অবগত আছেন। গোলোক নামে রাসমণ্ডলে কৃষ্ণমুখে যেরূপ আমি শুনিয়াছি এবং সম্প্রতি গোলোকে, বৈকুণ্ঠে, ব্রহ্মলোকে, যেরূপ কালের গতি দর্শন করিতেছি, তাহা তোমাকে বলি শ্রবণ কর। পণ্ডিতগণ,—মনুষ্য, দেবতা ও পিতৃগণের ব্রহ্মলোকাদির, ব্রহ্মাণ্ড হইতে পাতাল পর্য্যন্ত সকলের ও বহির্লোকের দুরত্যয় কালগতি হইতে যে উপায়ে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে উদ্ধব! যাঁহারা কালের কাল-স্বরূপ জগদ্-গুরু নিরীহ পরমাত্মা ঈশ্বর জগন্নাথকে ভজনা করেন এবং সদাত্মা ব্যতীত যাঁহাদের বিনশ্বর দেহ-সদ্য পতিত হয়, তাঁহারাই সেই পরমাত্মা কৃষ্ণের সেবা করিয়াই কালগতি হইতে নিস্তার লাভ করেন। ১২—২২। সূর্য্য, সকল প্রাণীর আয়ু হরণ করেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যবান্ শুদ্ধ ভক্তগণের আয়ু হরণ করিতে পারেন না। পুত্র! স্থির-বয়স্ক সনক সনন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মার মানস পুত্রগণকে ও রুদ্রাদি দেবগণকে স্মরণ কর; তাঁহারা জ্ঞানিগণের গুরুর গুরু, নিত্য-বয়ঃস্থ এবং তাঁহারা অনুপনীত পঞ্চবর্ষীয় বালকের ন্যায়; কিন্তু তাঁহাদের অন্তর অতি-উচ্চ ভাবাপন্ন; তাঁহারা সস্মিত ও দিগম্বর, শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যানে নিত্য-পবিত্র, তীর্থস্নানে বিশুদ্ধদেহসম্পন্ন ও বৈষ্ণব; তাঁহারা কখন বেদ কি বেদাঙ্গ প্রভৃতির চিন্তা করেন না; কেবল প্রফুল্ল হৃদয়ে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীহরির ধ্যানে রত। তাঁহারা বাহ্যিক কোনরূপ পূজা করেন না; কেবল মানসিক পূজায় সর্ব্বদা আসক্ত; সেই মহা ভাগ্যশালী ব্যক্তিগণই মৃত্যুঞ্জয় হইয়া কালস্বরূপ হিংস্র জন্তুকে জয় করিয়া-ছেন। এক্ষণে সেই সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎ-কুমার প্রভৃতি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণকে যাঁহারা নিত্য স্মরণ করেন, তাঁহারা তীর্থ-স্নান-তুল্য ফল লাভ করত কৃত পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া হরিভক্তি ও হরি-দাসত্ব লাভ করিতে পারেন বৎস উদ্ধব! তুমি একবার মৃকণ্ডুর শিশু সন্তানের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ;—তিনি প্রথমতঃ দশবৎসর আয়ু প্রাপ্ত হইয়া তীব্র ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান হইলেন; তৎপরে তিনি হরিসেবাবলে কল্পান্তজীবী হইয়া-ছেন। তুমি বোঢ়ু, পঞ্চশিখ, লোমশ ও আসুরির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ, তাঁহারা সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত হরিসেবায় রত থাকিতেন; সেই হরির পাদপদ্মধ্যানে শতকল্পান্তজীবী হইয়া-ছেন। ২৩—৩১। বৎস! তুমি জমদগ্নিপুত্র পরশু-রাম, হনুমান, বলি, ব্যাস, অশ্বত্থামা, বিভীষণ, কৃপাচার্য্য, ভৃগুকশ্রেষ্ঠ, জাম্ববান্ প্রভৃতি চিরজীবিগণের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ; ইহারা কেবল হরি-চিন্তাবলেই সিদ্ধ নর ও মুনীন্দ্রগণের মধ্যে চিরজীবী বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। আর দেখ দুরন্ত হরিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুতনয় প্রহ্লাদ দৈত্যকুলের মধ্যে হরিচিন্তা-পরায়ণ হইয়া মহানুভব হইয়াছিলেন। এইরূপ অন্যান্য মহাত্মগণও ভারতে জন্ম লাভ করত বহুজন্ম তপস্যা করিয়া চিরজীবিতা লাভ ও সুদুস্তর কালকে জয় করিয়াছেন। যাহারা সেই পরমাত্মা শ্রীহরির সেবা না করে, তাহারা মূঢ় ও পাপনিরত। যে ব্যক্তি শ্রীহরির সেবায় বিরত হইয়া বিষয়ান্তরে আসক্ত হয়, সেই মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছাক্রমে অমৃত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিষ পান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই নশ্বর জগতে কে কাহার স্ত্রী? কে কাহার পুত্র? কে কাহার বন্ধু? বিপদেই বা কে কাহার বান্ধব? সকলি সেই দয়াময় শ্রীকৃষ্ণ; সেই জন্য সাধুগণ দিবানিশি নিয়ত সেই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিহারক পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণকেই ভজনা করিয়া থাকেন। অতএব বৎস! সেই শ্রীনন্দনন্দন পরিপূর্ণতম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ভজনাই একমাত্র সুদুস্তর কালের তরণোপায়। বৎস উদ্ধব! এক্ষণে মনুষ্যগণ, পিতৃগণ, সুরবর্গ, নাগ ও রাক্ষসগণের এবং অন্যান্যের আমার জ্ঞান-গোচরীভূত কালগতি নিশ্চিতরূপে বলিতেছি সাব-ধান হইয়া শ্রবণ কর। বৎস! যাঁহার লোমকূপে অসংখ্য বিশ্ব বিরাজ করিতেছে, সেই সর্ব্বাধার মহা-

বিরাট্ সকল বস্তু হইতে স্থূলতম, পরমাণু এবং সমস্ত বস্তু হইতে অতি সূক্ষ্ম সেই পরমাণুই সকল কালের আরম্ভাত্মক ও অনূহ; সেই পরমাণুদ্বয়ে দ্ব্যণুক এবং দ্ব্যণুকত্রয়ে ত্রসরেণু ত্রসরেণুত্রয়ে এক ত্রুটি—ইহাই মনীষিগণ বলিয়াছেন। ৩৪—৪৭। শতত্রুটিতে একবেধ, তিনবেধে একলব, তিনলবে এক নিমেষ, তিন নিমেষে একক্ষণ, সেই পঞ্চক্ষণে এককাষ্ঠা, দশকাষ্ঠায় একলঘু, পঞ্চদশ লঘুতে একদণ্ড, সেই দণ্ডের প্রমাণ তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। চারি অঙ্গুলিপরিমিত চারিটী স্বর্ণমাসের সূক্ষ্ম বিবর দ্বারা বিনির্গত জলে ষট্পল পরিমিত জলপাত্র পূর্ণ হইলে দণ্ড হয়; সেই দণ্ডদ্বয়ে এক মুহূর্ত্ত হয়। তিথি ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা অষ্টদণ্ডে একপ্রহর, তাহার প্রমাণ নিরূপিত হইয়াছে; এইরূপ চারিপ্রহরে রাত্রি, চারিপ্রহরে দিন এবং পঞ্চদশ তিথিতে একপক্ষ। পক্ষ দুইপ্রকার; শুক্ল ও কৃষ্ণ। সেই পক্ষদ্বয়ে একমাস, দুই মাসে এক ঋতু ও ছয় ঋতুতে এক বৎসর; ঋতু ছয়প্রকার যথা—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত বসন্ত। কালবিৎ পণ্ডিতগণ বৎসর পাঁচপ্রকার বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন;—যথা—সম্বৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর অনুবৎসর, উদাবৎসর। হে উদ্ধব। দ্বাদশ মাসে এক অব্দ, সেই মাসের নাম যথারীতি বলিতেছি, শ্রবণ কর, যথা—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র; এই চৈত্র মাসই বর্ষের শেষ মাস বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে চৈত্র বৈশাখ এই মাসদ্বয়ে বসন্ত ঋতু, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় দুই মাসে গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ভাদ্র দুই মাসে বর্ষা, আশ্বিন কার্ত্তিক দুই মাসে শরৎ, অগ্রহারণ পৌষ এই দুই মাসে হেমন্ত ও মাঘ ফাল্গুন দুই মাসে শীত ঋতু; এইরূপে ক্রমে হইয়া থাকে। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন এই দুই অয়ন; দুই অয়নে এক অব্দ হয়। মাঘ অবধি আষাঢ় পর্য্যন্ত ছয় মাস উত্তরায়ণ এবং শ্রাবণাবধি পৌষ পর্য্যন্ত ছয় মাস দক্ষিণায়ন। মাঘ অবধি আষাঢ় পর্য্যন্ত ক্রমে দিন বৃদ্ধি হয় এবং শ্রাবণাবধি পৌষ পর্য্যন্ত ক্রমে রাত্রি বৃদ্ধি পায়। এইরূপ প্রতিপৎ অবধি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শুক্লপক্ষ, পূর্ণিমার পর প্রতিপৎ হইতে অমাবস্যাশেষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণপক্ষ;—ইহা বেদবিদ্‌গণ নিরূপণ করিয়াছেন। পৌর্ণমাসীর শেষ প্রতিপদের পর দ্বিতীয়া তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যা পর্য্যন্ত গণনা করিবে। এই রূপে শুক্লপক্ষও গণনা করিতে হয়। হে উদ্ধব! অশ্বিনী ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া শ্রবণা, অভিজিৎ, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী এই অষ্টাবিংশতি নক্ষত্র চন্দ্রের পত্নী। ইহাদের সহিত চন্দ্র ক্রমিক নিত্যই অবস্থান করেন। নক্ষত্র সপ্তবিংশতিটী, তাহাই চন্দ্রের পত্নী; এইটি শ্রুতিতে উক্ত আছে, কিন্তু অভিজিৎ শ্রবণার ছায়ামাত্র, তাহা লইয়া অষ্টাবিংশতি নক্ষত্র। একদা মধুমাসে চন্দ্র রমণী শ্রবণার সহিত দিবানিশি ক্রীড়ায় নিমগ্ন থাকেন। তদ্দর্শনে চিত্রা অত্যন্ত কুপিতা হইলে শ্রবণা ভয়ে চন্দ্রকে ছায়া প্রদান করিয়া পিতার সমীপে গমন করিলেন; তৎপরে পিতাকে সেইস্থানে আনয়ন করিয়া বিভাগ করিলেন। সেইজন্য অভিজিৎ নামে নক্ষত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিষয় আমি শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে কৃষ্ণমুখে শুনিয়াছি। বৎস! তিথি ও নক্ষত্রের বিষয় বলিলাম, এক্ষণে যোগ ও করণ বলিতেছি শ্রবণ কর। ৪৮—৭৫। যোগ যথা—বিষ্কুম্ভ, প্রীতি, আয়ুষ্মান্, সৌভাগ্য, শোভন, অতিগণ্ড, সুকর্ম্মা, ধৃতি, শূল, গণ্ড, বৃদ্ধি, ধ্রুব, ব্যাঘাত, হর্ষণ, বজ্র, অসৃক্, ব্যতীপাত, বরীয়ান্, পরিঘ, শিব, সাধ্য, সিদ্ধ, শুভ, শুক্র, ব্রাহ্ম, ইন্দ্র, বৈধৃতি, এই যোগের কথা তোমার নিকটে বর্ণন করিলাম। এক্ষণে করণের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। করণ যথা—বব, বালব, কৌলব, তৈতিল, গর, বণিজ, বিষ্টি, শকুনি, চতুষ্পাৎ কিন্তুঘ্ন। হে উদ্ধব! মনুষ্যগণের এক মাসে পিতৃগণের এক দিবারাত্রি হয়, তাহার মধ্যে শুক্লপক্ষ রাত্রি;—এইরূপ মনুষ্যগণের একবৎসরে দেবগণের এক দিবারাত্র হয়। তাহার মধ্যে উত্তরায়ণ দিবা ও দক্ষিণায়নে রাত্রি হইয়া থাকে। দিব্য একসপ্ততি যুগে এক মন্বন্তর, ইন্দ্রের আয়ুঃসংখ্যা সেই মনুর আয়ুকালপরিমিত! এক মন্বন্তর মনুষ্যপরিমাণে পঁচিশ হাজার পাঁচশত ছয় যুগ, তাহাতে একটি ইন্দ্রপতন হয়। তখন সেই ইন্দ্রলোকে সূর্য্যের গতিরোধ হইয়া থাকে, এইকালমধ্যে ইন্দ্র ও মনুর পতন হয়; এইরূপ চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকৃত কাল ব্রহ্মার এক দিন। ইহা দ্বারা যুক্তি অনুসারে বিধাতার দিন-রাত্রি উক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের আয়ুঃ-কালে তাঁহার দিবা এবং তাদৃশকালে তাঁহার রাত্রি হয়, সেই সময়ে ইন্দ্রপাতানুসারে তথায় সূর্য্যের গতিরোধ হয়। এইরূপে ব্রহ্মলোকনিবাসিগণ

তাহাতেই দিবানিশি জানিয়া থাকেন। ৭৬—৮৬। এই পরিমাণে ত্রিশদিন বিধাতার একমাস, সেইরূপ দ্বাদশমাসে একবৎসর, তাহারই শত বৎসর তাঁহার আয়ুঃসংখ্যা। ব্রহ্মার পতনে শ্রীহরির একনিমেষকাল, বিধাতার পতনানুসারে বৈকুণ্ঠে এক দিনরাত্রি হয়, তখন বৈকুণ্ঠে ও গোলোকেও সূর্য্যের গতি থাকে না। তাহাতেই গোলোকবাসী ও বৈকুণ্ঠবাসিগণ দিবারাত্রি জানিয়া থাকেন। সেই সময়ে তথায় চন্দ্র এবং গ্রহগণেরও গতি থাকে না এবং হরির ইচ্ছাক্রমে আর রাশিচক্র পরিভ্রমণ করে না। দিবাভাগে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের তেজ প্রদীপ্ত হয়; তিনি স্বীয় মন্দিরে গমন করেন বলিয়া তাঁহার তেজোহীন হয়, এজন্য রাত্রি উপস্থিত হইয়া থাকে। হে উদ্ধব! বিষ্ণুলোকেও এইরূপে কালগতি বিদ্যমান আছে; সেই নিরাকার ভগবান্ পরমাত্মাই কালরূপ। এইরূপ সপ্তপাতালেও চন্দ্র-সূর্য্যের গতি নাই, কিন্তু তথায় পাতালবাসিগণ সঙ্কেতে দিবারাত্রি জানিতে পারে; নাগগণের মস্তকস্থিত মণি যখন জ্বলিতে থাকে, তখন তাহারা দিবা বলিয়া জানে এবং যখন তাহা দীপ্তিহীন হয়, তখন তমোরাশিতে আবৃত হইয়া রাত্রি উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই পাতালনিবাসিগণ তন্ত্রিপ্রমাণে কালকে জানে। পৃথিবীতে যেরূপ কালের পরিমাণ, পাতালেও তদ্রূপ কালপরিমাণ নিরূপিত আছে; যুগ চারিটী। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, ও কলি। দিব্য দ্বাদশসহস্র বৎসরে সেই যুগচতুষ্টয় হইয়া থাকে; তাহার মধ্যে কালবিৎ পণ্ডিতগণ দেবপরিমাণে চারিসহস্র আটশত বৎসরে সত্যযুগ নিরূপণ করিয়াছেন; ঐকাল মনুষ্যপরিমাণে সপ্তদশলক্ষ অষ্টাবিংশতি বৎসর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দেবপরিমাণে তিনসহস্র ছয়শত বৎসর ত্রেতাযুগের পরিমাণ বলিয়া কালবিৎ পণ্ডিতগণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; সেই পণ্ডিতগণই আবার মনুষ্যদিগের পরিমাণে দ্বাদশলক্ষ ষণ্ণবতি সহস্র বৎসর, ত্রেতাযুগের পরিমাণ বলিয়াছেন। এইরূপে কালজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বাপরযুগের পরিমাণ দিব্য দুইসহস্র চারিশত বৎসর বলিয়াছেন; এবং এই কালে নরপরিমাণে অষ্টলক্ষ চৌষট্টি হাজার বৎসর তাঁহারাই বলিয়াছেন। এইরূপ কলিযুগেরও মান দিব্য এক সহস্র দুইশত বর্ষ ও মনুষ্যপরিমাণে চারিলক্ষ বত্রিশ হাজার বর্ষ, কালবিৎ পণ্ডিতগণ নিরূপণ করিয়াছেন। এই যুগচতুষ্টয়ের মনুষ্যপরিমাণ বিংশতিসহস্র ত্রিচত্বারিংশৎ লক্ষ বর্ষ, ইহা কালজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, বৎস! আপনার জ্ঞানানুসারে যাহা শুনিয়াছিলাম তদনুরূপ কালসংখ্যা তোমার নিকটে বলিলাম, এক্ষণে হরিসমীপে গমন কর। ৮৭—১০৩।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষণ্ণবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, নারদ! তৎপরে শ্রীহরি-প্রিয়া রাধিকা উদ্ধবের গমনোদ্যোগ দেখিয়া দুঃখিতহৃদয়ে শীঘ্র আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। সতী রাধিকা উৎকণ্ঠিতা হইয়া গোপীগণ সহ উদ্ধবের মস্তকে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং সুস্নিগ্ধ দূর্ব্বাক্ষত, শুক্লধান্য, ও মঙ্গলজনক পুষ্পও তাঁহার মস্তকে প্রদান করিলেন, তৎপরে ফল, শস্য ও দধি প্রভৃতি তাঁহার পশ্চাৎ প্রেরণ করিলেন এবং দর্পণ, পল্লব, ফল, গন্ধ, সিন্দূর, কস্তুরী ও চন্দন-যুক্ত পূর্ণ-কুম্ভ, পুষ্প, মাল্য, প্রদীপ, মণিরত্ন, উত্তম ব্রাহ্মণ, পতি-পুত্রবতী সাধ্বী স্ত্রী, কাঞ্চন, রজত প্রভৃতি দর্শন করাইয়া মহালক্ষ্মী রাধা তাঁহাকে হিতকর মঙ্গলময় বাক্য বলিতে লাগিলেন; তখন তাঁহার নেত্রনীর দুঃখসন্তপ্ত হৃদয়ে পতিত হইলেও তাহা গোপন করিয়া বলিলেন, উদ্ধব! পথে তোমার মঙ্গল হউক, তোমার কল্যাণ হউক; তুমি হরি-সমীপে জ্ঞান লাভ করত তাঁহার প্রিয়তর হও। বরের মধ্যে কৃষ্ণদাস্য ও কৃষ্ণভক্তিই শ্রেষ্ঠতম বর এবং পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হরিভক্তিই গুরুতর মুক্তি; ব্রহ্মত্ব, দেবত্ব, অমরত্ব, অমৃতলাভ কিংবা সিদ্ধিলাভ এ সকল হইতেও হরিদাস্য দুর্লভ। হে দ্বিজবর! যদি কেহ এই ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া বহু তপস্যা করত হরিভক্তি লাভ করে, তাহা হইলে তাহার জন্ম হয় না তাহাকে আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না; সেই ব্যক্তির জীবন সকল; আচরিত কর্ম্মের ক্ষয় হয় তাহার, তদীয় মাতৃপিতৃগণেরও অদৃষ্ট ক্ষয় হয়। ১—১১। তাহার মাতামহদিগের শত পুরুষ, শত শত সহোদর শত বান্ধবপত্নী, বান্ধব, শত শত গুরুপত্নী, শিষ্য ও ভৃত্যগণ সকলেই কর্ম্মমুক্ত হয়। বৎস! কৃষ্ণ-সমর্পিত কার্য্য ও কৃষ্ণের সন্তোষজনক যে কর্ম্ম, তাহা অতি উত্তম ও শুদ্ধ; প্রীতি ও বিধিপূর্ব্বক সম্ভ্রম করিয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তাহা অতি ধন্য ও মঙ্গলজনক এবং পরিণামসুখদায়ক। শ্রীকৃষ্ণের ব্রতানুষ্ঠান, তাঁহার তপস্যা, তাঁহার ভক্তি ও তাঁহার পূজা এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-উদ্দেশে অনশন—এ সমস্ত কেবল তাঁহার দাস্যের কারণ। সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ, সকল

তীর্থে স্নান, সকল ব্রত, তপস্যা, বহুবিধ যজ্ঞ, সকল দানের ফল, সমস্ত বেদবেদাঙ্গ পাঠ বা অন্যের দ্বারা পাঠ করান, ভীত ব্যক্তির রক্ষা, সুদুর্লভ জ্ঞান দান, অতিথির সংকার, শরণাগতের রক্ষা, সকল প্রকার দেবপূজা ও বন্দনা, মন্ত্রজপ, পুরশ্চরণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-ভোজন, গুরুর শুশ্রূষা, পিতৃ-মাতৃভক্তি, তাঁহাদিগের সংকার প্রভৃতি পুণ্যজনক কার্য্যসকল কৃষ্ণদাস্যের ষোড়শকলার উপযুক্ত নহে; অতএব উদ্ধব! তুমি যত্নপূর্ব্বক নির্গুণ, নিরীহ, পরমাত্মা, পরাৎপর, ঈশ্বর, শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা কর। তিনি নিত্য, সত্য, পরম ব্রহ্ম, পরাৎপর, পরিপূর্ণতম, বিশুদ্ধ, ভক্তানুগ্রহপরায়ণ, কর্ম্মিগণের কর্ম্মসাক্ষী, নির্লিপ্ত, পরম জ্যোতিঃস্বরূপ, কারণের কারণ সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বেশ ও সমস্ত সম্পদ্‌-প্রদায়ক; তিনি স্বীয় ভক্তি ও সাম্যপ্রদ নিজসম্পত্তি-স্বরূপ পাদপদ্ম প্রদান করেন। অতএব মাৎসর্য্যপ্রদ জ্ঞাতিবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, সেই পরমানন্দময় নন্দ-নন্দনকে ভজনা কর। ১২—২৫। বেদে কৌথুম-শাখাতে তাঁহার যে সহস্রনাম, উল্লিখিত আছে। তাঁহার যে নন্দনন্দন নামটী উক্ত হইয়াছে, তাহা উচ্চারণে কর্ম্মের মহদ্বিঘ্নসকল বিদূরিত হয়; উদ্ধব, এই সমস্ত শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং তিনি পূর্ণরূপে জ্ঞান লাভ করিয়া পরিপূর্ণ হইলেন। উদ্ধব স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল গলে বদ্ধ করিয়া দেবীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করত শিরস্থিত কেশপাশে তাঁহার পাদপদ্ম বন্ধন করিতে লাগিলেন; তখন তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, ভক্তিবশে নয়ন হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল; তিনি তাঁহাদের বিচ্ছেদশোকে ও প্রেমবশতঃ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। রাধা ও গোপীগণ তাঁহার প্রেমে তাঁহার গলদেশ ধারণপূর্ব্বক রোদন করত নয়ননীরে উদ্ধবকে সিক্ত করিলেন। রাধিকা উদ্ধবকে অচৈতন্যভাবে মূর্চ্ছিত দেখিয়া হৃষ্টমনে তাঁহাকে অবিলম্বে উত্থান করাইলেন এবং তৎপরে তাঁহার মুখকমলে জল প্রদান করিয়া চৈতন্যোৎপাদন করত তাঁহাকে শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই সভামধ্যে উদ্ধব, চেতনা লাভ করিয়া গোপীগণ-সম্মুখে রোদনপরায়ণা পরমার্থদায়িনী রাধিকাকে বলিলেন, দ্বীপগণের মধ্যে এই জম্বুদ্বীপ অতি সুদুর্লভ, ধন্য ও যশঃপূর্ণ। এই জম্বুদ্বীপে ভারতবর্ষ বিরাজিত, সেই পবিত্র ভারতবর্ষে বৃন্দাবন আবার অতি রমণীয় এবং রাধার পাদপদ্মের রেণু-স্পর্শে সর্ব্বদা পবিত্র; ত্রিভুবনে পৃথিবী ধন্যা, মাননীয়া ও পূজিতা, যেহেতু তীর্থপূতা, রাধিকার পাদপদ্ম-রজ স্পর্শে পবিত্রা। পূর্ব্বে পুষ্করতীর্থে ব্রহ্মা রাধাকৃষ্ণের দর্শনাভিলাষে ষষ্টিসহস্র বৎসর ভক্তিপূর্ব্বক গোপোক্ত তপস্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু গোলোকে রাধাকৃষ্ণের দর্শন দূরে থাকুক, স্বপ্নেও দর্শন পাইলেন না। তখন এক নিত্যরূপা অশরীরিণী আকাশবাণী তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। তাহা এই, "ব্রহ্মন্! বরাহকল্পে ভারতবর্ষে বৃন্দাবনে রাসোৎসবসময়ে রাসমণ্ডলস্থিত দেবগণ-পরিবৃত সেই যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। তুমি সুস্থ হও"; তৎশ্রবণে ব্রহ্মা তপস্যা হইতে বিরত হইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন, তৎপরে কালক্রমে বিধাতা কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া পূর্ণমনোরথ হইলেন; তখন তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিল না। আহা! গোপ ও গোপীগণের জীবন সফল, কারণ তাহারা নিত্য সেই ব্রহ্মাদির দুর্লভ পাদপদ্ম দর্শন করে। ২৬—৪২। যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র, সিদ্ধ, সাধুগণ ও বৈষ্ণবগণ তীর্থপূতা পুণ্যবতী সতী মানিনী রাধিকাকে নিত্য পূজা করিয়া থাকেন; যাঁহার পাদপদ্ম ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ, যাঁহার পাদপদ্মের নখর সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ যাবকরসে রঞ্জিত করত সুদুর্লভ স্তোত্র পাঠ ও পূজা করিয়াছেন এবং কৃষ্ণ শতশৃঙ্গে ও গোলোকে রাসমণ্ডলে যাঁহার পাদ-যুগলে পারিজাতকুসুমের অঞ্জলি, গন্ধ ও সুগন্ধি দূর্ব্বাক্ষত প্রদান করিয়াছেন; যিনি ত্রিংশৎকোটি গোপিনীর অধীশ্বরী এবং স্বীয় ষট্‌ত্রিংশৎ প্রিয়সখীর ঈশ্বরী রাধিকা নামে প্রসিদ্ধা, সেই কৃষ্ণ-প্রাণাধিকা রাধিকাকে যে মহাপাপিগণ নিন্দা, দ্বেষ ও উপহাস করে, তাহারা শত ব্রহ্মহত্যাপাপে কলুষিত হয়। তাহাদিগকে কুম্ভীপাক ও রৌরব নরক ভোগ করিতে হয়, তাহারা সেই কীটপূর্ণনরকমধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন তপ্ততৈলে নিঃক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকৃতকাল পর্য্যন্ত সপ্ত পিতৃগণের সহিত বাস করিয়া থাকে; তৎপরে একবার শূকর-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করত পুনর্ব্বার দিব্য সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত বিষ্ঠা-কীটরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অবস্থান করে; তৎপরে বেশ্যাযোনি কীট হইয়া তাহাদের রক্ত ও মল ভক্ষণ করে; পরে তাহার মলকীট হইয়া তৎপরিমিত বৎসর পর্য্যন্ত ক্লেদাদি ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকে। বেদে কাণ্ব-শাখায় কমলযোনি এই কথা বলিয়াছেন। ৪৩—৫৩। এই কথা বলিয়া রোদন করিতে করিতে রাধিকা বলিতে লাগিলেন, বৎস উদ্ধব! তুমি সুখে মধুপুরী গমন করিয়া সমস্ত বিষয় মাধবকে বলিও এবং যাহাতে আমরা তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারি, সে বিষয়ে

যত্ন করিও। বৎস! তুমি শীঘ্র গমন কর; আমাদের জন্ম কেবল মিথ্যা দুরাশায় নিষ্ফল হইল। আশা পরম দুঃখের আকর? নিরাশাই পরম সুখের কারণ; বারাঙ্গনা পিঙ্গলা প্রথমতঃ দুরাশায় জন্ম নিষ্ফলপ্রায় করে, তৎপরে গোবিন্দের চিন্তাবলে জীবন্মুক্ত হইয়াছে; রাধিকা এই কথা বলিয়া পুনঃপুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন। তখন উদ্ধব, রোদনপরায়ণা রাধিকার চরণযুগলে প্রণিপাত করিয়া যশোদাভবনে গমন করিলেন। হে নারদ! উদ্ধব গমন করিলে রাধিকা মূর্চ্ছিতা হইয়া অচৈতন্যভাবে ধ্যানস্থা হইলেন। গোপীগণ তাঁহাকে সপঙ্ক সজল-পদ্মপত্র-বিরচিত শয্যায় স্থাপন করিলেন; তখন তাঁহার নয়ন হইতে অজস্র অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল; রাধিকার স্পর্শমাত্র শয্যা ভস্মীভূত হইল; তৎপরে পুনর্ব্বার স্নিগ্ধস্থলে চন্দনাক্তিত বস্ত্রে বিরহ-জ্বর-কাতরা সেই রাধিকাকে স্থাপন করিলেন; কিন্তু সেই সুগন্ধি চন্দনোদকও সহসা শুষ্ক হইল। উদ্ধববিরহে তাঁহার নিমেষমাত্র কালও শতযুগের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল; তখন তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন;—হা উদ্ধব! হা উদ্ধব! তুমি শীঘ্র গমন করত আমার এই যাতনা আমার প্রাণেশ্বর হরিকে জানাইয়া তাঁহাকে শীঘ্র এখানে প্রেরণ কর; এই কথা বলিয়া রাধিকা চৈতন্যশূন্যা হইলে, গোপিকাগণ তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, ক্ষণকাল পরে তাঁহার চৈতন্যোৎপাদন করত অবিলম্বিত প্রবোধবাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। ৫৪—৬৫।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! অনন্তর উদ্ধব যশোদাকে প্রণামপূর্ব্বক খর্জ্জুরকানন বামে রাখিয়া যমুনায় গমন করিলেন; তথায় স্নানআহার সম্পন্ন করত পুনর্ব্বার মথুরায় গমন করিয়া দেখিলেন, কৃষ্ণ অতি নির্জ্জন বটমূলে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই শোকাকুল সাশ্রুনেত্র রোদনপরায়ণ উদ্ধবকে দেখিয়া বলিলেন, এস—উদ্ধব! এস; তোমার মঙ্গল ত? আমার রাধিকা ত জীবিতা আছেন? আমার বিরহ-জ্বরে গোপীগণ জীবিত আছে ত? গোপবালক ও গোপবৎসগণের মঙ্গল ত? আমার মাতা যশোদা, পুত্রবিরহে কিরূপ আছেন? বন্ধো! বল তিনি কিরূপে অবস্থান করিতেছেন? তোমাকে দর্শন করিয়াই বা কি বলিলেন? তৎপরে তুমি তাঁহাকে কি বলিলে? তাহার পর আবার তোমাকেই বা তিনি কি বলিলেন? সখে! যমুনাকূল, পবিত্র বৃন্দাবন, নির্জ্জন উপবনসমূহে রম্যতর রাসমণ্ডল, রমণীয় কুঞ্জকুটীরসমূহে সুরম্য ক্রীড়া-সরোবর, মধুব্রত-সঙ্কুল-বিকসিত পুষ্পোদ্যান প্রভৃতি, তুমি দেখিয়াছ ত? ভাণ্ডীরবনে বালকসমূহ-যুক্ত সুস্নিগ্ধ বটবৃক্ষ, গোষ্ঠ, গো-সমূহ, গোকুল ও গোকুলবৃত্ত দর্শন করিয়াছ ত? রাধা যদি জীবিতা আছেন, তাহা হইলে তোমাকে দেখিয়া তিনি কি বলিলেন? হে বন্ধো! এই সমস্ত বিষয় জানিবার নিমিত্ত আমার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছে। ১—১০। গোপিকাগণ তোমাকে কি বলিলেন? গোপবালকগণই বা তোমাকে কি বলিল? পিতা নন্দের বন্ধু বৃদ্ধ গোপগণ কি বলিলেন? বলদেব-জননী রোহিণী তোমাকে বা কি বলিয়াছেন? হে প্রিয়বন্ধো! অপরাপর বন্ধু-বান্ধব, গোপগণ কি বলিয়াছেন? তুমি তথায় কি ভোজন করিলে? মাতা ও রাধিকা তোমাকে কি কি অপূর্ব্ব বস্তু প্রদান করিয়াছেন? ও তাঁহারা কিরূপ সুমধুর বাক্য প্রয়োগ ও কিরূপ সম্ভাষণ করিলেন? গোপগণ, গোপিকাগণ, বালকসমূহ জননী ও রাধার আমার প্রতি কিরূপ প্রেমানুরাগ দেখিলে? মাতা কি আমাকে স্মরণ করেন? রোহিণীও কি আমাকে স্মরণ করিয়া থাকেন? আমার প্রেমবিরহ-বিহ্বলা রাধিকা ত আমাকে স্মরণ করেন? গোপ, গোপী, গোপবালকগণ আমাকে স্মরণ করেন ত? ভাণ্ডীরবনে বটমূলে গোপবালকগণ আমা ব্যতীতও কি ক্রীড়া করিয়া থাকে? যে স্থানে প্রমদা ও বালকগণের সহিত ব্রাহ্মণী-গণপ্রদত্ত সুধাতুল্য অন্ন ভোজন করিয়াছিলাম, সেই ঈপ্সিত স্থান ত দর্শন করিয়াছ? ইন্দ্রের যজ্ঞভূমি গোবর্দ্ধন এবং যেস্থানে ব্রহ্মা গো হরণ করিয়াছিলেন, সে সমস্তই ত দেখিয়াছ? উদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণবাক্য শ্রবণ করিয়া শোকপূর্ণ এই মধুরবাক্য ভগবান্‌কে বলিলেন? হে নাথ! যাহা যাহা আপনি বলিয়াছেন, সমস্তই দর্শন করিয়াছি, তাহাতে আমার ভারতোৎপন্ন জীবন ও জন্ম সফল হইয়াছে; আমি ভারতের সারভূত পবিত্র বৃন্দাবন এবং তাহার সারভূত ব্রজভূমিতে সুরম্য রাসমণ্ডল দর্শন করিয়াছি; আবার তাহার সারভূতা, গোলোকবাসিনী গোপকন্যাগণ এবং তাহাদের সারভূতা রাসেশ্বরী রাধা; ইহাঁরা আমার দৃষ্টি-গোচর হইয়াছেন। ১১—২২। দেবী-রাধিকা

সুনির্জ্জন কদলীবনমধ্যে চন্দনাক্ত সজল পঙ্কযুক্ত শয্যায় রত্নময় ভূষণ সকল পরিত্যাগ করত অতি মলিন ও ক্ষীণভাবে শুক্লবস্ত্রে আবৃতা হইয়া শয়ানা রহিয়াছেন। সখীগণ অতি ব্যস্তসমস্ত হইয়া শ্বেত-চামর ব্যজন করত তাঁহার বিবিধ পরিচর্য্যা করিতেছে; আহারঅভাবে উদর অতিশয় কৃশ; তাঁহার কখন শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, কখনও বা কিছুই বহিতেছে না। তিনি ক্ষণকাল পুনরুজ্জীবিত হইতেছেন, আবার ক্ষণকাল বিরহজ্বরে অত্যন্ত কাতরা হইতেছেন। হে হরে! তাঁহার জল স্থল জ্ঞান নাই, দিবা রাত্রি বোধ নাই, পশু কি মনুষ্য তাহাতে বিশেষ গ্রাহ্য নাই; তিনি আত্ম-পর-জ্ঞান-শূন্যা হইয়াছেন; বাহ্যজ্ঞানবিরহিত হইয়া কেবল আপনার পাদপদ্ম নিয়ত ধ্যান করিতেছেন। যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আপনার অত্যন্ত অযশ জগতীতলে প্রচারিত হইবে। প্রভো! অধিক কি জ্ঞানহীন দস্যুগণেরও স্ত্রীহত্যা বর্জ্জনীয় নহে। হে জগন্নাথ! শীঘ্র সেই বাঞ্ছিত কদলীবনে গমন করুন; সমস্ত জগৎ আপনার দর্শন করা কর্ত্তব্য; আপনার একান্তানুরক্তা রাধিকা ত জগৎ হইতে বহির্ভূতা নহেন, বরং তিনি আপনার অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণা; অতএব তাঁহাকে ত্যাগ করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। জগতে প্রভুতা কেবল রক্ষার নিমিত্তই, রাধা অপেক্ষা আপনার ভক্তিনিরতা কেহ জন্মে নাই, জন্মিবেও না। মন্মথ শঙ্করের নিকটে ভীত, আপনি তাঁহারও পূজিত; কিন্তু রাধিকা আপনাকেও পতি পাইয়া তিনি কামযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন; অতএব জানিতে পারিলাম যে, কর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ, তাহা কেহই নিবারণ করিতে সক্ষম নহেন। দেখুন স্বয়ং মধু ও চন্দ্র কিরণজালদ্বারা তাঁহার দেহ সর্ব্বদা দগ্ধ করিতেছে এবং সুগন্ধি সুশীতল সমীরণ সেই অনাথা অনন্যশরণা দেবীর সর্ব্বদা পীড়া উৎপাদন করিতেছে। তিনি তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণাভা, কিন্তু অধুনা কালিমায় আচ্ছন্না হইয়াছেন; পূর্ব্বে তাঁহার সুবর্ণের ন্যায় বর্ণ ও সুন্দর কেশ ছিল, এক্ষণে তাহা বিকৃত হইয়াছে। তিনি সমস্ত বসন-ভূষণ পরিত্যাগ করিয়াছেন; সুরগণের প্রভব স্বয়ং বিধাতা আপনার এবং যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু শঙ্কর আপনার ভক্ত; সনৎকুমার এবং জ্ঞানিগুরু গণেশ ও কত মুনীন্দ্র এই ধরণীতলে সকলেই আপনার ভক্ত; যেরূপ রাধা আপনার ভক্তিপরায়ণা, তদ্রূপ আর কেহই নহেন। এমন কি রাধা যেরূপ আপনাকে ধ্যান করেন, সেরূপ লক্ষ্মীও ধ্যান করেন না। ২৩—৩৬। আমি রাধার সমক্ষে বলিয়াছি যে, হরি শীঘ্রই আগমন করিতেছেন; অতএব হে মহাভাগ! শীঘ্র আপনি তথায় গমন করিয়া আমার সেই স্বীকৃত বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদন করুন। মাধব, উদ্ধবের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করিতে করিতে হিতার্থযুক্ত বেদ-বিহিত বাক্য বলিলেন;—উদ্ধব! রমণীজনসমীপে, ক্রীড়াস্থলে, প্রাণ-সঙ্কট ব্যাপারে, গোর নিমিত্ত, ব্রাহ্মণের নিমিত্ত, মিথ্যাবাক্য নিন্দনীয় নহে; অতএব তোমার স্বীকারোক্তির সার্থকতা না হইলেও তাহাতে তোমার নরকের ভয় নাই। আমার ভক্তগণ নিয়ত গোলোকেই গমন করিয়া থাকে। নরক তাহাদের দৃষ্টিগোচরও হয় না; তথাপি তোমার অঙ্গীকার আমি সফল করিব। যশস্বী উদ্ধব হরির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। হরিও স্বপ্নাবস্থায় গোকুলে গমন করত রাধার সেই স্বপ্নাবস্থাতেই আশ্বাস প্রদান করিয়া সুদুর্লভ দিব্য জ্ঞান প্রদান করিলেন তৎপরে তাঁহার সহিত সেই স্বপ্নেই সুখ সম্ভোগ করিয়া গোপিকাগণসহ সময়োচিত বিহার করিলেন তাহার পর নিদ্রিতা যশোদার চৈতন্য করিয়া তাঁহার স্তন্য পান করিলেন এবং স্বপ্নাবস্থায় গোপবালকগণ ও গোপগণকে আশ্বাসিত করিয়া পুনর্ব্বার মথুরায় গমন করিলেন। ৩৭—৪৪।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবনবতিতম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! এই সময়ে শুভ্র যজ্ঞোপবীতধারী সদা সংযতচিত্ত তপস্বী ভগবান্ গর্গ সেই বসুদেবাশ্রমে আগমন করিলেন। তাঁহার হস্তে দণ্ড ও ছত্র, মস্তকে জটাভার বিলম্বিত; তিনি ব্রহ্ম-তেজে অত্যন্ত প্রদীপ্ত; তাঁহার দন্তপঙ্‌ক্তি শুক্লবর্ণ পরিধান শুক্ল বস্ত্র; তিনিই যদুকুলের পুরোহিত দৈবকী তাঁহাকে দেখিয়া সহসা গাত্রোত্থান করত প্রণাম করিলেন; বসুদেবও ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে উপবেশন করিতে রত্ননির্ম্মিতসিংহাসন প্রদান করিলেন এবং মধুপর্ক, কামধেনু, বহ্নি-বিশুদ্ধ বস্ত্র, গন্ধ, পুষ্পমালা প্রভৃতি প্রদান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেন; তৎপরে মিষ্টান্ন পরমান্ন মধুর পিষ্টক ও মং তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া, সুবাসিত তাম্বূল প্রদান করিলেন। গর্গ শরণভূত কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মনে মনে প্রণাম করত পতিব্রতা দৈবকী ও বসুদেবকে

বলিলেন; বসুদেব! দেখ বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণের উপনয়নকাল উপস্থিত, কৃষ্ণে বয়স অধিক হইয়াছে। বসুদেব বলিলেন, হে গুরো! আপনি যদুকুলের পূজ্য দেব, অতএব আপনি সাধুগণের প্রশংসিত উপনয়নোপযুক্ত শুভক্ষণ স্থির করুন। গর্গাচার্য্য বলিলেন, বসুদেব! তুমি সম্পদে কুবেরতুল্য; অতএব যত্নপূর্ব্বক বন্ধুবান্ধবদিগের নিকটে আমন্ত্রণ পত্রিকা প্রেরণ করত উদ্‌যোগ কর। আগামী তৃতীয় দিবসে চন্দ্রতারা শুদ্ধ আছে, ঐ দিনই সাধুগণের অভিমত উপনয়নের দিন; উহা অতি শুদ্ধ। তখন বসুতুল্য বসুদেব গর্গবাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত বন্ধুগণ-সমীপে কৃষ্ণবলরামের উপনয়নরূপ মঙ্গলসূচক পত্রিকা প্রেরণ করিলেন; তৎপরে ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, মধু ও গুড় প্রভৃতির কৃত্রিম নদী এবং মণি, রত্ন, স্বর্ণ, মুক্তা, মাণিক্য, হীরক স্তূপাকার নানাদ্রব্য, অলঙ্কার ও বস্ত্র প্রভৃতি রাশীকৃত সঞ্চয় করিলেন। তখন ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ দেববর্গ, মুনীন্দ্র, সিদ্ধশ্রেষ্ঠ এবং ভক্তগণকে যত্নের সহিত স্মরণ করিলেন। ১—১৪। তাহার পর সেই শুভদিন উপস্থিত হইলে, বসুদেব-ভবনে মুনীন্দ্রগণ, বান্ধববর্গ, দেবতাসমূহ ও অনেক অনেক রাজার সমাগম হইল এবং দেবকন্যা, নাগকন্যা, রাজকন্যা, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব ও বাদ্যভাণ্ডক প্রভৃতি বহু সংখ্যক তথায় উপস্থিত হইল; ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু, ভট, যতি, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, অবধূত ও যোগিগণ তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। বসুদেবের-স্ত্রী-বান্ধব, শ্ববন্ধু, মাতামহবন্ধু, বন্ধুর বান্ধব, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য্য ও পুত্র এবং ভার্য্যাসহ ধৃতরাষ্ট্র বসুদেবভবনে সেই উপনয়নোপলক্ষে আগমন করিলেন। এইরূপে হর্ষশোকাকুলা পতিবিরহিণী কুন্তী পুত্রগণের সহিত এবং নানাদেশস্থ যোগ্য যোগ্য রাজা ও রাজপুত্র সকল তথায় সমাগত হইলেন। অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, মহাতপা ভরদ্বাজ, যাজ্ঞবল্ক্য, ভীম, গর্গ, গার্গ্য, বৎসপুত্র, ধর্ম্ম, জৈগীষব্য, দেবল, পুলহ, পুলস্ত্য, পিপ্পলাদ, সৌভরি, সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, ভগবান্ বোঢ়ু, পঞ্চশিখ, দুর্ব্বাসা, অঙ্গিরব্যাস, ব্যাসপুত্র শুক, কুশিক, কৌশিক, রাম, ঋষ্যশৃঙ্গ, বিভাণ্ডক, শৃঙ্গী, বামদেব, গুণাধার গৌতম, ক্রতু, গতি, অরুণি, শুক্রাচার্য্য, বৃহস্পতি, অষ্টাবক্র, বামন, পারিভদ্র, বাল্মীকি, পৈল, বৈশম্পায়ন, প্রচেতা, পুরুজিত, ভৃগু, মরীচি, মধুজিৎ, প্রজাপতি, কশ্যপ, দেবমাতা অদিতি, দৈত্যমাতা দিতি, সুমন্তু, সুভানু, কণ্ব, কাত্যায়ন, পাণিনি, পারিজাত, পুরুষশ্রেষ্ঠ পারিপাত্র, মার্কণ্ডেয়, লোমশ, কপিল, পরাশর, সম্বর্ত্ত, উতথ্য, বিশ্বামিত্র শতানন্দ, জাবালি, তৈত্তিরি ও ব্রহ্মার অংশসম্ভূত বোঢ়ী ও জ্ঞানিগণের গুরু সান্দীপন প্রভৃতি সকলেই বসুদেবভবনে আগমন করিতে লাগিলেন, নর এবং আমি আমরাও গমন করিলাম। ১৫—৩০। ক্রমে উপমন্যু, গৌরমুখ, মৈত্রেয়, শ্রুতশ্রবা, কচ, কচপুত্র কল্পত, ধর্ম্মজ্ঞ ভরদ্বাজ এবং অন্যান্য মুনিগণ স্বীয় স্বীয় শিষ্যসহ সকলেই বসুদেবাশ্রমে আগমন করিলেন। বসুদেব তাঁহাদের দর্শনমাত্র ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তাঁহাদিগের বন্দনা করিলেন। এই সময়ে হংসবাহনে ব্রহ্মা, বৃষভময় যানে পার্ব্বতীসহ শঙ্কর এবং নন্দী, মহাকাল, বীরভদ্র, সুভদ্র, মণিভদ্র, কার্ত্তিকেয়, গণপতি, গজেন্দ্রারোহণে মহেন্দ্র, ধর্ম্ম, চন্দ্র, সূর্য্য, কুবের, বরুণ, পবন, অগ্নি, সংযমনীনাথ যম, জয়ন্ত, নলকূবর, গ্রহগণ, বসুগণ ও গণের সহিত রুদ্রসমূহ, অনন্ত, সকল দেবকুল ক্রমে বসুদেবভবনে সমাগত হইলেন। বসুদেব ভক্তিপূর্ব্বক ভূলুণ্ঠিতমস্তকে তাঁহাদিগকে বন্দনা করিলেন এবং পুলকিতগাত্রে ভক্তিনতমস্তক হইয়া দেবেন্দ্রগণ ও সুরগণকে স্তব করিতে লাগিলেন! পরাৎপর পরমেশ্বর তেজস্বী পরমব্রহ্মরূপ এই জগতের পালনকর্ত্তা (বিষ্ণু) স্বয়ং অদ্য আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। জগৎস্রষ্টা সর্ব্বকালবর্ত্তী সৃষ্টির কারণস্বরূপ বেদকর্ত্তা (ব্রহ্মা) এবং দেব, মুনিবর ও সিদ্ধপ্রধানগণের পরম গুরু (শিব) স্বয়ং আমার গৃহে সমাগত হইয়াছেন। যাদৃশ বিশেষ ব্যক্তির, স্বপ্নেও যাঁহাদের পাদপদ্ম সন্দর্শন দুর্লভ, সেই যোগিবরগণের পরম গুরু মহাদেব এবং পার্ব্বতী আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন! অধিক কি শিবনাম স্মরণ করিবামাত্র অমঙ্গলসমূহ অতি দূরে পলায়ন করে এবং মনুষ্যগণও সকল সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সুখরাশি লাভ করে। যাঁহার সকল দেবের অগ্রে পূজা বিহিত হয়, বটে ভক্তিসহকারে মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যাঁহার আবাহনে সকল মঙ্গল লাভ হয়, সেই দেবগণের অগ্রগণ্য বিঘ্নবিনাশী স্বয়ং গণপতি এবং দেবগণের পূজনীয় কার্ত্তিকেয় সাক্ষাৎ আমার গৃহে উপনীত হইয়াছেন। ত্রিলোকপূজ্যা পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মী আমার মন্দিরে আবির্ভূতা হইয়াছেন ৩১—৪৪। পরাৎপরা পরমেশ্বরী পরমব্রহ্মস্বরূপিণী সর্ব্বশক্তি মূলপ্রকৃতি পরমেশ্বরী জগদ্ধাত্রী পার্ব্বতীদেবী অদ্য আমার ভবনে উপস্থিতা। মনুষ্যগণ শরৎকালে ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহার

পূজা করিয়া অভিলষিত বস্তু লাভ করে, অদ্য তিনিই প্রত্যক্ষ আমার মন্দিরে দৃশ্যমানা হইতেছেন। ভক্তবৎসলা কৃপাবতী ভগবতী, দেবী এবং প্রমথগণের সহিত কৃপাপূর্ব্বক ভারতে আবির্ভূতা হইয়াছেন। অদ্য আমি ধন্য হইলাম; আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম অদ্য শেষ হইল; অদ্য আমার জীবন সফল। হে দুর্গে! যেহেতু পরমপ্রধানা তুমি অদ্য আমার গৃহে সমাগতা হইয়াছ। বসুদেব এইরূপে আগত দেব, মুনি এবং মানব প্রভৃতি সকলকে পৃথক্ পৃথক্রূপে গললগ্নীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে ক্রমশঃ স্তব করিলেন এবং প্রত্যেককে মহামূল্য রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইয়া পৃথক্ পৃথক্রূপে যথাবিধি ক্রমশঃ পূজা করিতে লাগিলেন; ব্রহ্মাদি দেবগণ, মুনি ও ব্রাহ্মণগণকে এবং পুরোহিত গর্গ প্রভৃতি প্রত্যেককে রত্ন, প্রবাল, মণিমাণিক্য হীরক, ভূষণ, বসন, মাল্য এবং সুগন্ধ চন্দনাদিদ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক বরণ করিলেন; সকলের মধ্যস্থিত রম্য রত্নসিংহাসনে শুভকর পূজা বাসনায় গণেশকে সংস্থাপন করিলেন; পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা সুবাসিত এবং সুশীতল সুবর্ণকলসপূর্ণ সপ্ততীর্থজল, স্বর্গগঙ্গাজল, পবিত্র পুষ্করপানীয়, শুদ্ধ পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য এবং সমুদ্রজলদ্বারা ভক্তিসহকারে মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক গণপতির পূজা করিতে লাগিলেন। হে নারদ! পারিজাতমাল্য, বহুমূল্য রত্নভূষণ, বাহন, শুভ্র বস্ত্র, সুগন্ধ চন্দন, পুষ্প, রত্নমাল্য এবং অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতিদ্বারা গণেশকে বরণ করিলেন; পরে সর্ব্বদেব প্রধান শুভকর শান্ত বিঘ্নবিনাশন ভগবান্ সনাতন পার্ব্বতী পুত্রকে স্তব করিতে লাগিলেন। ২৫—৫৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

শততম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, অনন্তর অদিতি, দিতি, দেবকী, রোহিণী, রতি, সরস্বতী, সাবিত্রী, পতিব্রতা যশোদা, লোপামুদ্রা, অরুন্ধতী, অহল্যা এবং তারা প্রভৃতি পার্ব্বতীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গৃহ হইতে সত্বর গমন করিলেন এবং তথায় উপনীতা হইয়া পরস্পর সম্ভাষা, প্রণাম এবং আলিঙ্গনাদি যথোচিত ব্যবহারান্তে রত্ননির্ম্মিত মন্দিরে উপবেশন করিলেন; রমণীয় রত্নসিংহাসনে ঈশ্বরীকে উপবেশন করাইয়া মাল্য, বস্ত্র, ও রত্ন-ভূষণদ্বারা বরণ করিলেন। দৈবকী ইন্দ্রকর্ত্তৃক আনীত অতিশয় মনোহর পারিজাত পুষ্প ভক্তিপূর্ব্বক পার্ব্বতীর পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন। দেবকী পার্ব্বতীর সীমন্তদেশে সিন্দূরবিন্দু এবং কপালে চন্দনবিন্দু অর্পণ করিয়া তাহাদের মধ্যে কস্তূরী এবং কুঙ্কুমদ্বারা চন্দ্র লেখন করিলেন এবং নানাপ্রকার মিষ্টান্ন শীতল ও সুবাসিত জলের সহিত ভোজন করাইয়া মুখশুদ্ধির নিমিত্ত কর্পূরাদিদ্বারা সুরভিত এবং রমণীয় তাম্বূল অর্পণ করিলেন। চরণযুগলের নখরশ্রেণীতে অলক্ত এবং কুঙ্কুমরাগ প্রদান করিয়া শ্বেতচামরব্যজনদ্বারা সেবা করিতে লাগিলেন। পতিপুত্রবতী পতিব্রতা দৈবকী এইরূপে পার্ব্বতীরপূজা করিয়া ক্রমে মুনিপত্নীগণের প্রত্যেককে পূজা করিলেন। সুব্রতা দৈবকী, গৃহে সমাগতা মনোহরা রাজকন্যা, দেবকন্যা, নাগকন্যা, মুনিকন্যা, এবং অন্যান্য বন্ধুগণের কন্যা সকলকে পূজাদ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। ১—১০। তিনি আনন্দিতচিত্তে মনোহর নানাপ্রকার বাদ্য করিতে আদেশ করিলেন এবং মঙ্গলকর কর্ম্ম সকল আরম্ভ করাইলে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতে আদেশ করিলেন। মথুরানগরের গ্রামদেবতা ভৈরবীদেবী এবং ষষ্ঠী মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি বালাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণের দিব্য ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন। বসুদেবপত্নী মঙ্গল ও পুণ্যজনক বিশুদ্ধ স্বস্ত্যয়ন করাইলেন এবং বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে বেদপাঠে নিযুক্ত করিলেন। পুত্রবৎসলা দৈবকী সুবর্ণকলসপূর্ণ স্বর্গগঙ্গাজলদ্বারা বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করাইলেন পরে বস্ত্র, চন্দন, মালা, মহামূল্য রত্ননির্ম্মিত মনোহর ভূষণদ্বারা শ্রীরাম এবং কৃষ্ণের বেশ-রচনা করিয়া দিলেন। হে নারদ! বলরাম এবং কৃষ্ণ নানাপ্রকার ভূষায় জননীকর্ত্তৃক বিভূষিত হইয়া দেব ও মুনিবরগণকর্ত্তৃক সুশোভিত সভায় উপস্থিত হইলেন। জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণকে আগত দর্শন করিয়া ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত, ধর্ম্ম এবং সূর্য্য প্রভৃতি সভাসদ্গণ বেগে গাত্রোত্থান করিলেন। মুনিগণ, কার্ত্তিক, গণেশ এবং অন্যান্য দেবগণ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পৃথক্ পৃথক্রূপে ক্রমশঃ স্তব করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ ব্রহ্মা বলিলেন;—হে নাথ! আপনার নির্ব্বাচন করা যায় না; আপনি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশের নিমিত্ত অনিশ্চরূপ ধারণ করেন; বিশেষতঃ বেদও আপনার গুণকীর্ত্তনে অক্ষম, অতএব আপনাকে স্তবদ্বারা সন্তুষ্ট করে, তাদৃশ লোক দুর্লভ। শ্রীমহাদেব বলিলেন;—হে পরমেশ্বর! আপনি নিরাকার; মনুষ্যগণের ন্যায় আপনার কোন বস্তুতে স্পৃহা নাই। আপনি দেহিগণের শরীরে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিতে-

ছেন এবং আপনি কর্ম্মিগণের কর্ম্মসমূহের শুদ্ধ সাক্ষিস্বরূপ সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বর। হে নির্গুণপুরুষ! আপনি রূপ এবং গুণবিহীন, অতএব আপনার আর কি স্তব করিব। ১১—২১। অনন্ত বলিলেন, হে সর্ব্বেশ্বর! দুঃখবারিন্! অনন্তপুরুষ! নাথ! অনন্ত-কোটী ব্রহ্মাণ্ডের কারণস্বরূপী আপনাকে কি প্রকারে জানিব। জলশায়ী শ্রীমহাবিষ্ণুর লোমবিবরে বিচিত্র অসংখ্য কৃত্রিম ব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তমান আছে। সেই প্রত্যেক বিশ্বে আপনার পবিত্র অংশস্বরূপী সাধুগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহাদেব প্রভৃতি দেবগণ, পবিত্র তীর্থ ও উত্তম ভারতবর্ষ অধিষ্ঠান করিতেছেন। এক ব্রহ্মাণ্ড-স্থিত ক্ষীণনাগরূপী আমাকে গজেন্দ্রের উপর মশকের ন্যায় স্থাপন করিয়াছেন। এই বিশ্বমণ্ডলে পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং মহাবিষ্ণু অপেক্ষা বৃহৎ কিংবা সমান কোন পদার্থ নাই; কিন্তু আপনি মহাবিষ্ণু অপেক্ষা বৃহৎ এবং আপনি পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম। আপনি স্বয়ং জলরূপে মহাবিষ্ণুর আধার, স্থাবর গোলোকরূপে আপনি সেই জলের আধার; হে বিভো! ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ নিত্যপুরুষরূপী আপনার শ্বাস এবং নিশ্বাসস্বরূপী মহাবায়ু, সকলের আধার হইয়া-ছেন। হে নাথ! আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে অনেক মুখ প্রদান করিয়াছেন অতএব আপনার স্তব করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু তাদৃশ জ্ঞান আমাকে দান করেন নাই। দেবগণ বলিলেন হে অনন্তস্বরূপিন্! অনন্তদেব স্বয়ং ব্রহ্মা এবং জ্ঞানাত্মক শিবও আপনার স্তব করিতে অক্ষম হইলেন। অধিক কি বাণীদেবী যাঁহার স্তববর্ণনে জড়বৎ হন, তাঁহাকে আর আমরা কোন্ স্তবে তুষ্ট করিব? মুনিগণ বলিলেন; হে বেদবেদ্য পরমেশ্বর! বেদসকল আপনার স্তব করিতে সমর্থ হইলেন না। আমরা সেই বেদের কিয়দংশ অধ্যয়ন করিয়া কি প্রকারে আপনার স্তব করিব? যে ব্যক্তি শুদ্ধচিত্ত হইয়া দেব এবং মুনিবরগণকর্ত্তৃক নির্ম্মিত পুণ্যকর এই স্তব পূজাকালে ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করে, সেই মহাত্মা ইহলোকে পরম সুখভোগ করত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ হইতে উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া অন্তে রত্নযানে আরূঢ় হইয়া গোলোকধামে গমন করে। ২২—৩৪।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একশত অধ্যায় সমাপ্ত।

একাধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, হে নারদ! দেবগণ এবং মুনিগণ সকলে সমবেত হইয়া চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন না; কিন্তু নন্দের প্রাঙ্গণে পীত-বস্ত্র-সুশোভিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। হে মুনে! নূতন মেঘ যে প্রকার বিদ্যুৎ এবং বকপঙ্‌ক্তিদ্বারা সুশোভিত হয়, শ্রীকৃষ্ণও সেই প্রকার পীত বসন এবং মালতীমালায় মণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার কপালস্থিত কস্তূরীযুক্ত মণ্ডলাকার চন্দন, মেঘ-মধ্যস্থিত সকলঙ্ক সুধাংশুর ন্যায় শোভিত হইয়াছিল। দ্বিভুজ শান্ত-মূর্ত্তি মনোহর শ্যামল শ্রীরাধাকান্তের মুখ মন্দহাস্য-দ্বারা প্রসন্ন এবং তিনি কেবলমাত্র ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবিধানের নিমিত্ত বিগ্রহ ধারণ করেন। মহা-মূল্য রত্ননির্ম্মিত কেয়ূর, বলয় এবং মঞ্জীর-প্রভৃতিদ্বারা বিভূষিত হইয়া বলদেবের সহিত পিতৃক্রোড়ে উপবিষ্ট ছিলেন। অনন্তর শান্তগ্রহগণকর্ত্তৃক দৃষ্ট, লগ্নাধিপ-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, অসৎ গ্রহগণকর্ত্তৃক অদৃষ্ট, সুন্দর-গ্রহমণ্ডলবিশিষ্ট, মনোরম, শুভলগ্নযুক্ত মঙ্গলকালে বসুদেব এবং ব্রাহ্মণগণের আদেশে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক শুভকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন; আদরপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে শত সুবর্ণ দান করিয়া দেবেন্দ্র, মুনীন্দ্র এবং পুরোহিত প্রভৃতিকে প্রণাম করিলেন; গণপতি, সূর্য্য, বহ্নি, পুত্ররূপী বিষ্ণু, শিব এবং পার্ব্বতী এই ছয় দেবের দেবসভার সাক্ষাতে অর্চ্চনা করিলেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক ষোড়শোপচার প্রত্যেককে অর্পণ করিলেন। সভামধ্যে বেদমন্ত্রদ্বারা পুত্রদ্বয়ের অধিবাস করিলেন। ১—১০। নানাপ্রকার দেব, দিক্‌পাল, নবগ্রহ এবং ষোড়শ-মাতৃকাগণকে ভক্তিপূর্ব্বক পঞ্চোপচারদ্বারা পূজা করত ঘৃতদ্বারা শতবার বসুধারা প্রদান করিলেন; চেদিরাজ বসুকে পূজান্তে নমস্কার করত পুনর্ব্বার গমন করিয়া আভ্যুদায়িক নান্দীমুখ বৈদিক শ্রাদ্ধ করিলেন। বেদোক্ত যজ্ঞ করিয়া বলদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে যজ্ঞসূত্র প্রদান করিলেন। সান্দিপনি মুনি পরমাত্মার সম্বন্ধে গায়ত্রী উপদেশ প্রদান করিলেন। প্রথমে পার্ব্বতী-দেবী পরমাদরে অমূল্য রত্নপূর্ণ রত্নপাত্র, মুক্তা, মহামূল্য হীরকনির্ম্মিত পিতৃদত্ত হার শ্রীকৃষ্ণকে ভিক্ষা দান করত শুক্লপুষ্প এবং দূর্ব্বাদ্বারা আশীর্ব্বাদ করিলেন। তদনন্তর অদিতি, দিতি, মুনিপত্নী, দেবকী, যশোদা, রোহিণী, কৃষ্ণা, সাবিত্রী এবং সরস্বতী সকলে মণিকাঞ্চনাদি ভিক্ষা প্রদান করিলেন। ইন্দ্রাণী, বরুণানী, পবনানী, রোহিণী

কুবেরপত্নী স্বাহা, কন্দর্পপত্নী রতি, স্বাহা, স্বধা, বসুধা এবং সূর্য্যপত্নী, সকলে রত্নভূষণাদি ভিক্ষা প্রদান করিলেন। ঈষৎ হাস্যকারিণী স্নিগ্ধলোচনা এবং পতিব্রতা দেবকন্যা, নাগকন্যা, রাজকন্যা, এবং বন্ধুর রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভিক্ষা অর্পণ করিলেন। ১১—২০। ভগবান্ বলদেবের সহিত পূজ্যাগণকর্ত্তৃক প্রদত্ত ভিক্ষা ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করত কিয়দংশ গর্গমুনিকে এবং কিয়দংশ নিজগুরু সান্দিপনি মুনিকে প্রদান করিলেন। বসুদেব বৈদিক কর্ম্মসমূহ নির্ব্বাহান্তে গর্গকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন। এবং সমাগত দেব ও ব্রাহ্মণগণকে সাদরে ভোজন করাইলেন। যাঁহারা যজ্ঞদর্শন-মানসে বসুদেবগৃহে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রীরাম এবং কৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করত আনন্দিতচিত্তে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। নন্দ এবং যশোদা পুত্রের শুভকর্ম্ম সম্পাদন করত পুত্রদ্বয়কে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া মুখচন্দ্র চুম্বনাদিদ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া গমন করিবার উদ্‌যোগ করিলেন। নন্দ এবং পতিব্রতা যশোদা কৃষ্ণবিরহকষ্টে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা-পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন। হে মাতঃ যশোদে! হে তাত! আপনারা আনন্দিতচিত্তে গমন করুন। আপনিই আমার প্রতিপালনকারিণী মাতা। যথার্থ ইনিই পিতা। হে পিতঃ! অদ্যই বলরামের সহিত অভীপ্সিত বেদ-অধ্যয়নের নিমিত্ত অবন্তীনগরে সান্দিপনি মুনির গৃহে গমন করিব। সে স্থান হইতে কিয়দ্দিন পরে আগমন করত আপনাদের চরণ দর্শন করিব; যেহেতু কালই পরস্পর মিলন এবং বিচ্ছেদের কারণ। হে মাতঃ! বিচ্ছেদ, মিলন, সুখ, দুঃখ, হর্ষ, শোক এবং প্রচুর আনন্দ প্রভৃতি মনুষ্যগণের যাবতীয় অবস্থা কালদ্বারা সম্পাদিত হয়। যোগিগণেরও সুদুর্লভ তত্ত্ব আমি সম্প্রদান করিয়াছি। পিতা নন্দ সেই সকল বিষয় আনন্দিতচিত্তে আপনার নিকটে কীর্ত্তন করিবেন। ২১—৩০। জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, এইরূপে নন্দ ও যশোদাকে সম্ভাষণ করত বসুদেব-সমীপে গমন করিলেন; এবং তাঁহার আজ্ঞায় সুসময় উপস্থিত দর্শন করিয়া সান্দীপনি মুনির গৃহে গমন করিলেন। নন্দ, বসুদেব এবং দেবকীকে সম্ভাষণ করত ভার্য্যার সহিত দুঃখিতচিত্তে প্রস্থান করিলেন। দেবকী—মণি, মুক্তা, সুবর্ণ, মাণিক্য, হীরক এবং বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য নন্দকে, অর্পণ করিলেন। বসুদেব এবং কৃষ্ণ, শ্বেতবর্ণ অশ্ব, উৎকৃষ্ট হস্তী এবং সুবর্ণনির্ম্মিত উত্তম রথ আদরপূর্ব্বক নন্দকে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ, দেবকী প্রভৃতি স্ত্রীগণ, বসুদেব, অক্রূর এবং উদ্ধব প্রভৃতি বন্ধুগণ, নন্দ এবং যশোদার সহিত বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং তাঁহারা সকলে কালিন্দীর নিকটপর্য্যন্ত গমন করত বন্ধুবিচ্ছেদ-শোকে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পরস্পর সম্ভাষণ করত নিজ গৃহে আগমন করিলেন। হে নারদ! পতিহীনা কুন্তীদেবী নানাপ্রকার রত্ন, মণি প্রভৃতি লাভ করত পুত্রগণের সহিত আনন্দিতচিত্তে গৃহে গমন করিলেন। বসুদেব এবং দেবী, পুত্রদ্বয়ের কল্যাণবাঞ্ছায় নানা প্রকার রত্ন, মণি, বস্ত্র, সুবর্ণ, রজত, মুক্তা, মাণিক্য এবং অমৃতসদৃশ উপাদেয় নানাপ্রকার মিষ্টান্ন ভট্ট এবং ব্রাহ্মণগণকে আনন্দিতচিত্তে সাদরে অর্পণ করিলেন এবং স্থানে স্থানে মহোৎসব, বেদপাঠ, কল্যাণের একমাত্র কারণ হরিনাম এবং ব্রাহ্মণগণের ভোজন যত্নপূর্ব্বক সম্পাদন করিতে লাগিলেন। জ্ঞাতি ও বান্ধবগণকে মণি,মাণিক্য, মুক্তা এবং মনোহর বস্ত্রাদি যথোচিত পুরস্কারে সন্তোষিত করিলেন। ৩১—৪১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একাধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্ব্যধিক শততম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, কৃষ্ণ বলদেবের সহিত সান্দীপনি মুনির গৃহে গমন করত পতিব্রতা গুরুপত্নী এবং গুরুদেবকে আনন্দিতচিত্তে নমস্কার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গুরুর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করত গৃহ হইতে আনীত রত্ন এবং মণি প্রভৃতি গুরু এবং গুরুপত্নীকে অর্পণ করিয়া গুরুকে বলিলেন, আমার ইচ্ছা আমি আপনার নিকট হইতে অভিলষিত বিদ্যা অধ্যয়ন করি। হে বিপ্র! আপনি শুভক্ষণ নির্ণয় করত আমাকে যথোচিত অধ্যয়নে নিযুক্ত করুন। মুনিবর শ্রীকৃষ্ণের বাক্য স্বীকার করত আনন্দিতচিত্তে তাঁহার পূজা করিলেন; মধুপর্ক ও মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া চন্দন বস্ত্রাদি প্রদান করিলেন। এবং মুখশুদ্ধির নিমিত্ত সুবাসিত তাম্বূল সমর্পণ করিলেন; সুপ্রিয় বাক্যদ্বারা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন;—হে পরমাত্মন্ পরাৎপর ঈশ্বর! আপনি পরাপরের মধ্যে প্রধান পরমব্রহ্ম এবং পরমতেজঃস্বরূপ; অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে পুরুষোত্তম! আপনি সাধু-গণের প্রিয়তম, সকলের জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ এবং পুরাতন পুরুষ। যিনি অনুকূল হইলে মনুষ্যগণের পুনর্জ্জন্ম হয় না, সেই আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে নির্গুণ! নির্ব্বিকার; স্বেচ্ছাময়; আপনি চেষ্টাশূন্য

এবং প্রকৃতির অতীত। হে জ্যোতির্ম্ময়! আপনি কোন বিষয়ে লিপ্ত নহেন এবং এক আপনার কেহ শাসক নাই; হে ভক্তেশ্বর! হে ভক্তৈকনাথ! আপনি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবিধানের নিমিত্ত বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন। হে ভক্তগণ-প্রাণবল্লভ! আপনি কল্পবৃক্ষসদৃশ ভক্তগণের বাঞ্ছাপূর্ণকারী। সান্দীপনিপত্নী বলিতে লাগিলেন; হে ব্রহ্ম-শেষ-বন্দিত! আপনি মায়ায় বালকরূপে প্রতীয়মান হইতে-ছেন এবং আপনি মায়ায় ভূমির ভার হরণ করিবার নিমিত্ত ভূপালরূপে প্রতীত হইতেছেন। হে বেদ-চতুষ্টয়ের মূলকারণ! যোগিগণ যাঁহাকে এইরূপ সনা-তন ব্রহ্মজ্যোতি বলেন এবং ভক্তসমূহ জ্যোতির্ম্ময় যে পুরুষকে দ্বিভুজ মুরলীহস্ত শ্যামসুন্দর চন্দনচর্চ্চিতাঙ্গ ঈষৎ হাস্যযুক্ত ভক্তবৎসল পীতাম্বর দেব বনমালা-বিভূষিত কৃষ্ণবর্ণ অপাঙ্গদেশের তরঙ্গে অনঙ্গেরও মোহজনক, অলক্তরক্ত-পাদপঙ্কজ সুশোভিত কৌস্তভ-মণি-বিভূষিত মনোহর দিব্যমূর্ত্তি সস্মিত প্রসন্ন সুবেশ দেবগণকর্ত্তৃক বন্দিত দেবদেব জগন্নাথ ত্রৈলোক্য-মোহনবর কোটিকন্দর্পসমুজ্জ্বল কমনীয় সর্ব্বেশ্বর বহুমূল্য রত্নভূষণে বিভূষিত সর্ব্বোত্তম মান্যবরদগণের অভিলষিত বরদাতারূপে আনন্দিতচিত্তে নিরন্তর চিন্তা করেন। আপনি তাদৃশ পুরুষ হইয়াও আমার স্বামীর নিকটে মায়াতে অধ্যয়ন মানসে আগমন করিয়াছেন। ১—১৬। পরিপূর্ণতম বিভো! আত্মারাম! আপ-নার অধ্যয়ন কেবল লোকশিক্ষার নিমিত্ত; বনে গমন ক্রীড়ামাত্র। অদ্য আমার জন্ম, জীবন পাতিব্রত্য তপস্যারূপ ব্রত, তীর্থস্নান এবং উপবাসাদি সকলই সফল হইল। অদ্য পাকবিষয়ে নিপুণ আমার হস্ত সফল হইল; যে হস্তদ্বারা অদ্য অভিলষিত অন্ন প্রদত্ত হইবে। তীর্থদেবস্বরূপ আপনার পাদপদ্মদ্বারা অঙ্কিত আমার আশ্রম অদ্য তীর্থ হইতেও উত্তম। আপনার পদরজে পবিত্র আমার গৃহপ্রাঙ্গণ উত্তম; আপনার পাদপদ্ম দর্শন করিয়া অদ্য আমাদেরও পুনর্জ্জন্ম খণ্ডন হইল। মনুষ্যগণের সেই পর্য্যন্ত দুঃখ, সেই পর্য্যন্ত শোক, সেই পর্য্যন্ত রোগবশতঃ কষ্টভোগ, সেই পর্য্যন্ত বারংবার কর্ম্মবশে জন্ম এবং ক্ষুধাপিপা-সাদি দেহধর্ম্ম বলবান্ হয়, যে কালপর্য্যন্ত অজ্ঞানান্ধ জীবগণ আপনার দর্শন এবং পাদপদ্ম সেবা না করে। গুরুপত্নী এই প্রকার বলিতে বলিতে সজলনয়নে হরিকে, হে সৃষ্টিকর্ত্তার সংহারক! মায়া এবং মোহের বিনাশক! কালের কাল! ভগবন্! আমাদিগকে কৃপা করুন। বলিয়া, ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া দেবকীর ন্যায় পুত্রপ্রেমে স্তন্য পান করাইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন হে মাতঃ! আপনার দুগ্ধপোষ্যপুত্র বালক আমাকে কি নিমিত্ত স্তব করিতেছেন? স্বামীর সহিত সম্প্রতি অভিলষিত গোলোকধামে গমন করুন। মায়া-নির্ম্মিত মিথ্যাভূত নশ্বর এই কলেবরকে ত্যাগ করত জন্মমৃত্যুজরারহিত নির্ম্মল দেহ লাভ করুন; এই প্রকার বাক্য বলিয়া এক মাসের মধ্যে মুনিবরের নিকট হইতে ভক্তিপূর্ব্বক চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিলেন। অধ্যয়নান্তে পূর্ব্বে মৃত গুরুপুত্র, তিনলক্ষ রত্ন, পাঁচলক্ষ মণি, চারি লক্ষ হীরক, পাঁচলক্ষ মুক্তা, দুইলক্ষ মাণিক্য, ত্রৈলোক্যদুর্লভ বস্ত্র, দুর্গাদত্ত হার, হস্তস্থিত রত্নাঙ্গুরীয় এবং দশকোটী সুবর্ণ গুরুকে দক্ষিণা দান করিলেন। বহুমূল্য রত্ননির্ম্মিত নারীগণের সর্ব্বাঙ্গের ভূষণ এবং বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র গুরুপত্নীকে প্রদান করিলেন। মুনি সেই সকল দ্রব্য পুত্রকে প্রদান করিয়া ভার্য্যার সহিত বিচিত্র বহুমূল্য রত্ননির্ম্মিত রথে আরোহণ করত গোলোকে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও সেই অদ্ভুত কর্ম্ম দর্শন করত আনন্দিতচিত্তে নিজগৃহে গমন করিলেন। হে নারদ! ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র এইরূপে শ্রবণ কর। মহাপুণ্যকর এই স্তোত্র যে ব্যক্তি ভক্তি-পূর্ব্বক পাঠ করে, নিশ্চয় তাহার পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে নিশ্চলা ভক্তি লাভ হয়। যাহার কীর্ত্তি সর্ব্বত্র বিস্তৃত না থাকে, সে ব্যক্তি এই স্তোত্র পাঠ করত অতি যশস্বী হয়। মূর্খ এই স্তবপাঠে পণ্ডিত হইয়া পরম-সুখে ইহলোকে বাস করত অন্তে শ্রীহরির চরণ-সমীপে গমন করে; এবং তথায় প্রতিদিন হরির-দাস্য নিশ্চয় লাভ করে। ১৭—৩৩।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্ব্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন;—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত মধুপুরে আগমন করত জনক-জননীর চরণ বন্দন করিলেন এবং বটবৃক্ষমূলে উপনীত হইয়া গরুড়কে স্মরণ করিলেন এবং আদরপূর্ব্বক লবণ-সমুদ্র, বিশ্বকর্ম্মা, অভিলষিত সুদর্শনচক্র, কৌমো-দকী গদা, পাঞ্চজন্য শঙ্খ এবং অভীপ্সিত বৈকুণ্ঠ, ধামকেও স্মরণ করিলেন; গোপবেশ ত্যাগ করত নৃপবেশ ধারণ করিলেন। ইতিমধ্যে কোটিসূর্য্য-সমকান্তি হরিসদৃশ তেজস্বী শত্রুবিমর্দ্দন অব্যর্থ অস্ত্ররাজ পরাৎপর সুদর্শননামক চক্র শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে উপস্থিত হইল। গরুড় রত্নরথ অগ্রে করিয়া

হরির সমীপে উপনীত হইলেন। শিষ্যগণের সহিত বিশ্বকর্ম্মা এবং কম্পমান জলধি আগমন করত নত-মস্তকে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। বিভু শ্রীকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া আদরপূর্ব্বক তাঁহা-দিগকে ক্রমশঃ বলিতে লাগিলেন। হে মহাত্মন্ সমুদ্র! শতযোজনপরিমিত স্থান আমাকে প্রদান কর, আমি সম্প্রতি তাহার দ্বারা নগরনির্ম্মাণ করত পশ্চাৎ তোমাকেই সেই স্থান প্রত্যর্পণ করিব। হে শিল্পিবর বিশ্বকর্ম্মন্! তিনলোকে দুর্লভ যাবতীয় লোকের মনোহর এবং স্ত্রীগণের কমনীয়, সমুদ্রদত্ত স্থানে এক মন্দির নির্ম্মাণ কর। সেই নগর বৈকুণ্ঠ-সদৃশ ভক্তগণের নিরন্তর বাঞ্ছনীয় সপ্তস্বর্গ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং পরম মনোরম হইবে। হে মহাত্মন্ খগশ্রেষ্ঠ! তুমি সেইকালপর্য্যন্ত বিশ্বকর্ম্মার সমীপে নিরন্তর অবস্থান কর, যে পর্য্যন্ত দ্বারকাপুরী নির্ম্মিত না হয়। হে চক্রশ্রেষ্ঠ সুদর্শন! তুমিও নিরন্তর আমার সমীপে অবস্থান কর। হে নারদ! সমুদ্রাদি সকলেই কৃষ্ণের আজ্ঞা অঙ্গীকারপূর্ব্বক গমন করি-লেন। কিন্তু চক্র শ্রীকৃষ্ণের সমীপে অবস্থান করি-লেন। শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা মহাবল কংসপিতা উগ্রসেনকে পুরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং সদাশয় ক্ষত্রিয়গণ উগ্রসেনকে রাজব্যবহারে সম্মান করিতে লাগিলেন। মহাভাগ শ্রীকৃষ্ণ যাদবেন্দ্রগণকর্তৃক পুরস্কৃত হইয়া জরাসন্ধকে জয় করত উপায়দ্বারা ভীষণ জরাসন্ধ-প্রেরিত কালযবনগণকে নিধন করিলেন। ভক্তিদ্বারা পুলকিতগাত্র শান্ত বিশ্বকর্ম্মা সজলনয়নে কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক জগতের পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগি-লেন। হে জগন্নাথ! আপনার আদিষ্ট দ্বারকা কিপ্রকারে নির্ম্মাণ করিব। হে মহাভাগ ঈশ্বর! নির্ম্মাণক্রম আমাকে আদেশ করুন। ১—১৫। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, পদ্মরাগ, মরকত, অত্যুৎকৃষ্ট ইন্দ্রনীল, রুচক, পারিভদ্র, কলঙ্ক, স্যমন্তক, গন্ধক, নীলিম, শুদ্ধ এবং স্ফটিকান্বিত চন্দ্রকান্ত-সূর্য্যকান্তাদি হরিদ্বর্ণ শ্যামগৌর প্রভৃতি নানাবর্ণ মণি গোরোচনাসদৃশ পীত দাড়িম্ববীজসদৃশ ও পদ্মবীজসদৃশ নীল, কমল-বর্ণ কজ্জলবর্ণ, শ্বেতচম্পকবর্ণ, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, স্বর্ণ অপেক্ষা শতগুণ মূল্যবান্ ঈষৎ রক্তবর্ণ সুশোভিত গুরুতর উৎকৃষ্ট পূজ্য উজ্জ্বল এবং পরিষ্কৃত মণি দ্বারা যথাবিধি যথাযোগ্য বিবেচনাপূর্ব্বক শতযোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং মনোহর নগর নির্ম্মাণ কর। দ্বারকাপুরীর যে পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ শেষ না হয়, তদবধি যক্ষসমূহ হিমালয় পর্ব্বত হইতে নিরন্তর রাশি রাশি মণি আহরণ করিবে। কুবেরপ্রেরিত সাতলক্ষ যক্ষ, মহাদেবকর্তৃক আদিষ্ট একলক্ষ বেতাল এবং কুষ্মাণ্ড শৈলতনয়া শঙ্করী-নিয়োজিত দানব এবং ব্রহ্মরাক্ষস-গণের সাহায্যে ষোড়শ সহস্র পত্নীর দিব্যভবন নির্ম্মাণ কর এবং অষ্টাধিক শততম পট্ট-রমণীগণের পরিখা এবং প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত সিংহদ্বার এবং দ্বাদশসংখ্যক উপদ্বারযুক্ত চিত্রবিচিত্র নানাপ্রকার শিল্পনির্ম্মিত কপাটযুক্ত কুৎসিত বৃক্ষশূন্য এবং উৎ-কৃষ্ট বৃক্ষবিশিষ্ট শিবির নির্ম্মাণ কর। প্রত্যেক ভবনে সুলক্ষণ-সম্পন্ন চন্দ্রবেদীবিশিষ্ট প্রাঙ্গণ বিধান কর। বন্ধুগণের প্রত্যেকের নিবাসস্থান উত্তমরূপে নির্ম্মাণ করত কিঙ্করগণের বাসস্থান রচনা কর। রাজাধি-রাজ উগ্রসেন রাজার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিলয় নির্ম্মাণ করত সকলপ্রকারে সুখকর পূজ্যপাদ পিতৃদেব বসু-দেবের গৃহ নির্ম্মাণ কর। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, হে জগদ্গুরো! কোন্ বৃক্ষ নিষিদ্ধ; এবং কোন্ বৃক্ষ প্রসিদ্ধ; কোন্ বৃক্ষ মঙ্গলকর এবং কোন্ বৃক্ষ অমঙ্গলকর আপনি আদেশ করিলে আমি তদুচিত মত গৃহ নির্ম্মাণ করিব। কোন্ বৃক্ষ শিবিরে রোপণ করিলে শুভ হয় এবং কোন্ বৃক্ষ রোপণ করিলে অশুভ হয়। শিবিরের কোন দিকে জল থাকিলে শুভ হয় এবং কোন্ দিকে জল না থাকিলে অশুভ হয়; কোন্ বৃক্ষ কোন্ দিকে রোপন করিলে মাঙ্গল হয়, কি পরিমাণে গৃহ এবং কি পরিমাণে প্রাঙ্গণ নির্ম্মাণ করিব? কোন্ দিকে পুষ্পো-দ্যান মঙ্গলকর হইবে? হে দেবদেব! বৃক্ষনির্ম্মিত প্রাকার কি পরিমাণে নির্ম্মাণ করিব এবং পরিখাদ্বার গৃহ প্রাকার সকল কি পরিমাণে নির্ম্মিত হইবে? হে বিভো! কোন্ কোন্ বৃক্ষের কাষ্ঠ শিবির নির্ম্মাণে প্রশস্ত এবং কোন্ কোন্ বৃক্ষের কাষ্ঠ অপ্রশস্ত এই সকল বিষয় বিশেষরূপে আমাকে আদেশ করুন। ১৬—৩২। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে সুরশিল্পিন্। গৃহি-গণের আশ্রমের ঈশানকোণস্থিত নারিকেলবৃক্ষ ধনপ্রদ হয় এবং শিবিরের পূর্ব্বদিকে প্ররূঢ় হইলে পুত্রপ্রদ হয়। মনোহর তরুবর গৃহে যে কোন দেশেই অবস্থান করুক মঙ্গলজনকই হয়। বিশ্বকর্ম্মন্! আম্রবৃক্ষ পূর্ব্বদিকে উৎপন্ন হইলে গৃহিগণের সম্পত্তি-দায়ক হয় এবং অন্যান্য দিকে সঞ্জাত হইলেও শুভ-দায়ক হয়। নিম্ব, পনস, জম্বীর এবং বদরী বৃক্ষ গৃহের পূর্ব্ব দিকে উৎপন্ন হইলে পুত্র এবং দক্ষিণ দিকে উৎপন্ন হইলে ধন দান করে এবং অন্যান্য দিকে উৎপন্ন হইলেও সম্পদ্জনক হয়; তাহার দ্বারা গৃহী

বৃদ্ধি লাভ করে। জম্বূ দাড়িম্ব কদলী এবং আম্রাতক বৃক্ষ গৃহের পূর্ব্ব দিকে উৎপন্ন হইলে বন্ধুবর্দ্ধন করে, দক্ষিণ দিকে ধনবর্দ্ধন করে এবং অন্যান্য দিকে উৎপন্ন হইলেও শুভধন এবং পুত্র প্রদান করে। গুবাক বৃক্ষ দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে উৎপন্ন হইলে হর্ষবর্দ্ধন করে এবং ঈশানকোণে ও অন্যান্য দিকে উৎপন্ন হইলে সুখবর্দ্ধণ করে। শুদ্ধ চম্পকবৃক্ষ ভূমির যে কোন দিকে উৎপন্ন হইলে মঙ্গলদায়ক হয় এবং অলাবু কুষ্মাণ্ড চন্দন শুক (তৃণবিশেষ) খর্জ্জুর কর্কটী এবং কুষ্মাণ্ডবিশেষ বৃক্ষ শিবিরে উৎপন্ন হইলে সুখ প্রদান করে। বাস্তুক, করবিল্ব, বার্ত্তাকু গৃহে উৎপন্ন হইলে, শুভদায়ক হয় এবং সকল প্রকার লতা ফল গৃহের যে কোন দেশে উৎপন্ন হউক সুখদায়ক হয়। হে শিল্পিন্! প্রশস্ত বৃক্ষসমূহের নাম কীর্ত্তন করিলাম। সম্প্রতি নিষিদ্ধ বৃক্ষসমূহের নাম শ্রবণ কর। শিবির নগরে বন্যবৃক্ষ রোপণ নিষিদ্ধ। শিবিরে বটবৃক্ষরক্ষা নিষেধ, যেহেতু চৌরভয়-সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু নগরে বটবৃক্ষ প্রশস্ত এবং তাঁহার দর্শনে পুণ্য জন্মে। শিবির নগর এবং সর্ব্বত্রই শাল্মলি বৃক্ষ অপ্রশস্ত, যেহেতু ঐ সকল স্থানে উক্ত বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে মহাত্মা রাজগণও দুঃখ লাভ করেন। গ্রাম কিংবা নগরে উক্ত বৃক্ষ বিশেষরূপে নিষিদ্ধও নহে প্রশস্তও নহে। কিন্তু বাটীতে উক্ত বৃক্ষ অতিশয় নিষিদ্ধ যেহেতু নিরন্তর দুঃখ জন্মায়। ৩৩—৪৪। হে শিল্পিন্! তিন্তিড়ীনামক বৃক্ষ অতিশয় নিষিদ্ধ, তাহাকে যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে; শাল বৃক্ষ হইতে ধনহানি এবং প্রজাহানি হয়। বিশেষতঃ নগরে উক্ত বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে যদ্যপি তাদৃশ ক্ষতি না হউক কিন্তু শিবিরে অতিশয় দোষকর! গ্রামে কিম্বা নগরে কার্পাস মসূর এবং সর্ষপ প্রভৃতি বৃক্ষ নিষিদ্ধ কিম্বা প্রশস্ত নহে। নগর কিম্বা শিবিরে উৎপন্ন যব গোধূম চনকাদি এবং ধান্যবৃক্ষ মঙ্গলদায়ক হয়। গ্রাম নগর কিংবা শিবিরাদিস্থানে যদ্যপি ইক্ষুবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সকল বিষয়ে মঙ্গল এবং সুখ প্রদান করে। অশোক শিরীষ কদম্ব কটটী হরিদ্রা এবং আর্দ্রক বৃক্ষ পূর্ব্বোক্ত স্থানে উৎপন্ন হইলে সুখ এবং মঙ্গল দান করে। হরীতকী বৃক্ষ গ্রাম কিংবা নগরে শুভপ্রদ হয়। কিন্তু গৃহে হরীতকী এবং আমলকী উৎপন্ন হইলে অশুভ হয়। উৎকৃষ্ট অশ্বের অস্থি এবং হস্তীর অস্থি বাস্তু-ভূমিতে প্রোথিত করিয়া রাখিলে, সেই বাস্তুস্থিত প্রোথনকর্ত্তার বংশ-পরম্পরার ক্রমে শুভ হয়। কিন্তু অপরে তাহাতে বাস করিলে তাহার অমঙ্গল হয়, এবং সমূলে উচ্ছেদ হয়। বানর, নর, গর্দ্দভ, গো, কুক্কুর, শৃগাল, মার্জ্জার মেষ এবং শূকর প্রভৃতি অন্তজীবগণের অস্থি অমঙ্গলকর। শিবিরের ঈশান, পূর্ব্ব, পশ্চিম এবং উত্তর দিকে জল থাকা মঙ্গল কর। এতদ্ভিন্ন অন্য দিকে জল অমঙ্গলকর হে শিল্পিন্! গৃহ দীর্ঘ এবং প্রস্থে সমান করিবে। বর্ত্তুলাকার গৃহ গৃহিগণের ধননাশক হয়। ৪৫—৫৫ দীর্ঘ প্রস্থ প্রমাণানুসারে করিবে। শূন্যরহিতই মঙ্গলপ্রদ হয়, যেহেতু শূন্যপরিমাণে নির্ম্মিত হইলে ফলশূন্য হয়। প্রস্থে দুই হস্তের কিঞ্চিৎ অধিক এবং দীর্ঘনেত্রযুক্ত দ্বিতীয় অর্থাৎ পাঁচ হস্ত পরিমিত দ্বারই গৃহিগণের গৃহ, এবং প্রকারে শুভপ্রদ হয়। মধ্যদেশে কদাচ দ্বার করিবে না। কিঞ্চিৎ ন্যূনে হউক কিম্বা কিঞ্চিৎ অধিক দেশেই হউক দ্বার নির্ম্মাণ করিবে। বর্ত্তুলাকার চন্দ্রবেধকালে নির্ম্মিত শিবির মঙ্গলপ্রদ হয় এবং সূর্য্যবেধকালে নির্ম্মিত প্রাঙ্গণ অমঙ্গলদায়ক হয়। শিবিরের অভ্যন্তরে তুলসী বৃক্ষ রোপণ করিলে মনুষ্যগণের মঙ্গল হয় এবং তুলসীবনন, পুত্র এবং পুণ্য, অধিক কি হরিভক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করেন। প্রাতঃকালে তুলসী দর্শন করিলে সুবর্ণদানের ফললাভ হয়। মালতী, যূথিকা, কুন্দ, মাধবী, কেতকী, নাগেশ্বর, মল্লিকা, কাঞ্চন, বকুল এবং অপরাজিতা বৃক্ষ শুভকর। মনোরম এই সকল বৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যান, গৃহের পূর্ব্ব কিংবা দক্ষিণ দিকে থাকিলে নিশ্চয়ই মঙ্গল হয়। প্রাকার গৃহস্থ ব্যক্তি ষোড়শহস্তের উর্দ্ধ গৃহ নির্ম্মাণ করিবে না এবং প্রাকার বিংশতি হস্ত অপেক্ষা উচ্চতর করিলে অমঙ্গল হয়; এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি বাটীসমীপে কিংবা গ্রামমধ্যে সূত্রধার, তৈলকার, স্বর্ণকার এবং হীরাব্যবসায়িদিগকে স্থাপন করিবে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, সংশূদ্র, শুভ গণক, ভট্ট, বৈদ্য এবং মালাকারদিগকে শিবিরের সমীপে অবস্থাপন করিবে। শিবিরের চতুর্দ্দিকে শতহস্ত গভীর এবং প্রস্থে শত হস্ত পরিমিত পরিখাই প্রশস্ত। পরিখাদ্বার ইচ্ছামত অতিশয় সঙ্কেতে নির্ম্মাণ করিবে; যাহাতে মিত্রগণ অনায়াসে গমন করিতে পারে এবং শত্রুগণ কোন প্রকারেই প্রবেশ করিতে পারে না। শিবিরে শাল্মলী, তিন্তিড়ী, হিন্তাল, নিম্ব, সিন্ধুবার, ডুম্বুর, ধুস্তুর, বট এবং এরণ্ড প্রভৃতি বৃক্ষ সংস্থাপন নিষিদ্ধ এবং অমঙ্গলকর। ইহা ভিন্ন সকল বৃক্ষ মঙ্গলকর। পণ্ডিতগণ বজ্রাহত বৃক্ষকে যত্নপূর্ব্বক নিষেধ করিবেন। পদ্মযোনি বলিতেছেন, উক্ত বৃক্ষ

পুত্র দ্বারা ধন প্রভৃতিকে বিনাশ করে। ৫৬—৬৮। লোকসকলকে হিতাহিত জ্ঞাপনের নিমিত্ত কাষ্ঠের বিষয় বর্ণন করিলাম, কিন্তু দ্বারাবতীতে কাষ্ঠের সম্পর্কও থাকিবে না রত্নাদিদ্বারা উক্ত পুর-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হও; সম্প্রতি শুভক্ষণ উপস্থিত আছে। বিশ্বকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করত গরুড়ের সহিত সমুদ্রের সমীপস্থ মনোহর বটমূলে গমন করিলেন। পক্ষিবর এবং বিশ্বকর্ম্মা রাত্রিকালে সেই স্থানে নিদ্রাগত হইলেন। গরুড় স্বপ্নাবস্থায় রমণীয় দ্বারাবতী দর্শন করিলেন। হে নারদ! শ্রীকৃষ্ণ সুরশিল্পি-বিশ্বকর্ম্মাকে পুরের বিষয় যে কিছু আদেশ করিয়াছিলেন, পক্ষিবর সেই সকল লক্ষণ নগরে দর্শন করিলেন। সেই পুরনির্ম্মাতা শিল্পিগণ বিশ্বকর্ম্মাকে উপহাস করিতে লাগিল এবং অন্যতর গরুড় ও অন্যান্য বলবান্ পক্ষিগণ গরুড়কে উপহাস করিতে লাগিল। অনন্তর গরুড় জাগরিত হইয়া শতযোজনবিস্তৃত অতীব রমণীয় দ্বারকাপুরী দর্শন করিলেন এবং বিশ্বকর্ম্মাও তদ্দর্শনে লজ্জিত হইলেন। সেই নগরী ব্রহ্মলোককেও কান্তিপুঞ্জদ্বারা অভিভূত করিয়াছে এবং তেজোরাশিদ্বারা সূর্য্য এবং রত্নরাশিকে আচ্ছাদন করত পরিষ্কৃত হইয়া শোভা পাইতেছে। ৬৯—৭৫।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্র্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, ইতিমধ্যে ব্রহ্মা, হরপার্ব্বতী, অনন্ত, ধর্ম্ম, সূর্য্য, অগ্নি, কুবের, বরুণ, পবন, যম, মহেন্দ্র, চন্দ্র, একাদশ রুদ্র, অন্যান্য দেবগণ, বসুসমূহ দ্বাদশ আদিত্য, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব এবং কিন্নর প্রভৃতি সকলে দ্বারকাপুরীদর্শনেচ্ছায় বটমূলে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারা তথায় বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে আগমন করিতে দর্শন করিয়া শীঘ্র পুরুষোত্তমকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন এবং আকাশবাসিগণ নভোমণ্ডল হইতে বিমানারূঢ় হইয়া অতিশয় মনোহারিণী রমণীয় দ্বারকাপুরী দর্শন করিতে লাগিল। দেখিলেন, দ্বারকা মুক্তা, মাণিক্য, হীরক এবং নানাপ্রকার রত্নরাশিদ্বারা বিরাজিতা এবং চতুর্দ্দিকে বর্ত্তুলাকারে শতযোজনবিস্তৃতা। অগাধ সাতটী পরিখা সেই নগরীর চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়াছে। নয়টি প্রাকার এবং একলক্ষ ক্রীড়াসরোবর সেই পুরে শোভা পাইতেছে। মধুকরকুলচুম্বিত,পদ্মযুক্ত মনোহর তিন তিন লক্ষ পুষ্পোদ্যান সেই নগরের সাতিশয় শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। দ্বারকা সকলদিকে প্রফুল্ল মনোহর পুষ্পনিকরের গন্ধে আমোদিত হইয়া শীতল সুগন্ধ চন্দনবিশিষ্ট বায়ুদ্বারা আমোদিত হইয়াছে। শত কোটি নারিকেল বৃক্ষ এবং চারিশত কোটি গুবাকদ্বারা সেই নগর বেষ্টিত হইয়াছে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে আম্র এবং তৎসদৃশ গুণশালী পনসবৃক্ষ শোভা পাইতেছে। আম্রসদৃশ গুণশালী তালবৃক্ষ, অশ্বত্থ, বদরী, বিল্ব, আম্রাতক, বটবৃক্ষদ্বারা সেই নগরী বিভূষিতা হইয়াছে। শাল্মলী, জম্বু, কদম্ব, বংশ, তিন্তিড়ী, চম্পক এবং চন্দনবৃক্ষদ্বারা সাতিশয় শোভাশালিনী সেই নগরী নাগেশ্বর, নাগরঙ্গ, জম্বীর, দাড়িম, হরীতকী এবং আমলকীবৃক্ষদ্বারা বিভূষিতা হইয়াছে। ১—১৪। শাল, পিয়াল, হিন্তাল শিরীষ, সপ্তপর্ণ এবং অন্যান্য মঙ্গলকর বৃক্ষদ্বারা বিরাজিতা এবং পরিষ্কৃতা সেই নগরী ইষ্টকরী হইয়াছিল। মহামূল্য রত্ননির্ম্মিত, মুক্তা এবং মণিদ্বারা বিভূষিত, মাণিক্য, হীরক প্রভৃতি সুন্দর রত্ননির্ম্মিত, কলসবিশিষ্ট, মনোহর মণিনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট সোপানসমূহযুক্ত, দৃঢ়তর অর্গল এবং কীলযুক্ত কঠিন কপাট বিরাজিত, মরকতমণিনির্ম্মিত স্তম্ভসমূহদ্বারা শোভিত, রত্নচিত্রিত বিচিত্র পরিষ্কৃত চিত্রযুক্ত শ্বেতচামর, সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং দর্পণদ্বারা বিভূষিত অতিশয় উচ্চতর অসংখ্য মন্দিরদ্বারা বিভূষিত, সেই নগরী ইন্দ্রনীলমণিদ্বারা চিত্রিত, পদ্মরাগ-মণিরচিত প্রাঙ্গণদ্বারা শোভিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে রাজপথ এবং অন্যান্য পথসমূহও শোভা পাইতেছে। গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যসদৃশ প্রভাশালিনী রত্নপ্রভায় জাজ্বল্যমানা লক্ষ লক্ষ গবাক্ষযুক্ত বাজিশালাবিশিষ্ট দিব্য সেই দ্বারকাপুরীকে দর্শন করত আগত দেবগণ বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং বলদেব প্রসন্নবদনে উগ্রসেন, বসুদেব, দেবকী প্রভৃতি যদুবংশসমূহ কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণ, নন্দ, যশোদা, গোপাল, রাখাল, রাজর্ষিগণ, মুনিশ্রেষ্ঠ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সরাসমূহ, বিদ্যাধরী, কিন্নরী, বাদ্যভাণ্ডক, গায়ক, নর্ত্তকী এবং ভাণ্ড প্রভৃতিকে স্মরণ করিলেন। হে নারদ! ইতিমধ্যে সেই স্থানে বসুদেব,দেবকী, মহারাজ উগ্রসেন, যদুগণ, নন্দ, যশোদা, গোপগণ, কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, বিদ্যাধরী, কিন্নরী, নর্ত্তকী, গায়ক, বাদ্যভাণ্ডক, ভিক্ষুক, ভণ্ডরত ভট্টগণ নানা দেশীয় নৃপতিগণ, বৈশ্যগণ, অন্যান্য মনুষ্য, সন্ন্যাসী, যতি, অবধূত এবং ব্রহ্মচারী সকলে উপস্থিত হইলেন। ১৫—২৯। জ্ঞানিগণের পরম

গুরু ভগবান্ পঞ্চবর্ষীয় দিগম্বর সিদ্ধশ্রেষ্ঠ সনক, সনন্দ সনাতন ও সনৎকুমার তিনকোটি শিষ্যের সহিত, অত্র ভগবান্ দুর্ব্বাসা তিনলক্ষ শিষ্যের সহিত, কশ্যপ একলক্ষ শিষ্যের সহিত, বাল্মীকি তিনলক্ষ শিষ্যের সহিত, গৌতম লক্ষ শিষ্যের সহিত, বৃহস্পতি কোটি শিষ্যের সহিত ও শুক্র তিন কোটি শিষ্যের সহিত, ভরদ্বাজ তিনলক্ষ শিষ্যের সহিত, অঙ্গ ভগবান্ অঙ্গিরা তিনকোটি, ভগবান্ প্রচেতা এক কোটি, পুলস্ত্য তিন লক্ষ, অগস্ত্য এককোটি, পুলহ একলক্ষ, ক্রতু একলক্ষ, অত্রি তিনকোটি, ভৃগু পাঁচকোটি, মরীচি তিনকোটি, শতানন্দ একসহস্র, ঋষ্যশৃঙ্গ এবং বিভাণ্ডক তিনকোটি, পাণিনি এক কোটি, কাত্যায়ন একলক্ষ, যাজ্ঞবল্ক্য একসহস্র, ব্যাস তিনকোটি, শুক তিনকোটি, পরাশর চারিকোটি, কণাদ তিনকোটি, চ্যবন তিনকোটি, কুলপুরোহিত গর্গ একলক্ষ, গালব এক সহস্র, সৌভরি এক সহস্র, লোমশ তিনকোটি, মার্কণ্ডেয় তিনকোটি, বামদেব এককোটি, জৈগীষব্য তিনকোটি, সান্দীপনি এবং দেবল তিনকোটি, বোঢ়ু এককোটি, পঞ্চশিখ একলক্ষ, আমি নারায়ণ ঋষি এবং আমার সহোদর নর আমরা তিনকোটি, বিশ্বামিত্র এককোটি, জরৎকারু তিনকোটি, আস্তীক তিনকোটি, পরশুরাম তিনকোটি, বাৎস্য একলক্ষ, দক্ষ তিনলক্ষ, কপিল পাঁচকোটি, সম্বর্ত্ত তিনলক্ষ, উতথ্য তিনলক্ষ, জৈমিনি এক সহস্র, পৈল একলক্ষ, সুমন্তু এক সহস্র, ব্যাস-শিষ্যপ্রধান বৈশম্পায়ন একলক্ষ, শৃঙ্গী এক-লক্ষ, উপমন্যু একলক্ষ, গৌরমুখ এক সহস্র, বৃহ-স্পতিপুত্র কচ একলক্ষ, শিষ্যের সহিত এবং অশ্ব-ত্থামা দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য নিজ নিজ শিষ্যের সহিত সুসমৃদ্ধ দ্বারকাদর্শন মানসে আগমন করিলেন এবং ভীষ্ম, কর্ণ, শকুনি, ভ্রাতৃগণের সহিত মহারাজ দুর্য্যো-ধন এবং অন্যান্য নৃপতিগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। মুনিবরগণ ও নৃপবরগণ পরমাত্মা ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করত আশীর্ব্বাদ করিলেন। ৩০—৪৮। জগদ্-গুরু শান্তমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নৃপতিকুলতিলক সভায় উপবিষ্ট উগ্রসেন ঈষৎ হাস্যবিশিষ্ট বদনে ভক্তিভাবে বলিতে লাগিলেন। সমাগত শিব ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ এবং মুনিগণ শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইলে গমন করিলেন। ভগবান্! মহেন্দ্রগণ উপস্থিত হইয়াছে অতএব আপনি এইক্ষণে পিতা এবং মাতাগণের সহিত দ্বারকাপুরে প্রবেশ করুন; অন্যান্য যদুগণ মধুপুরে গমন করিবেন। মহারাজ উগ্রসেন শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করত ভয়াকুল হইয়া বিরসবদনে বলিতে লাগিলেন, হে বাসুদেব! সর্ব্বতীর্থময়ী এবং দৈব ও পিতৃকর্ম্মে পবিত্ররূপা পৈতৃকী মধুপুরী ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিব না। যে ব্যক্তি অতি পবিত্র স্থলেও পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণাদি প্রদান করে; সেই ভূমিস্বামী পিতৃগণকর্ত্তৃক শ্রাদ্ধকর্ম্মে নিহত হয়। অন্য স্থানে পিতৃ-উদ্দেশে শ্রাদ্ধ এবং দেবাদির পূজা ফলশূন্য কিম্বা কিয়দংশ ফল হইতে পারে; কিন্তু পৈতৃকস্থানে উক্ত শ্রাদ্ধাদি করিলে সম্পূর্ণ ফল লাভ হয়, পিতা এবং মাতা অপেক্ষা গুরুতর পৈতৃকী ভূমি, পুত্র, পৌত্র এবং কলত্র অধিক কি প্রাণ অপেক্ষা নিরন্তর প্রীতি উৎপাদন করে। দৈব কিম্বা পৈতৃককর্ম্মে পৈতৃক স্থানসদৃশ পবিত্র স্থান নাই; তদ্ভিন্ন স্থানে দানাদি ক্রীড়ার ন্যায় অকিঞ্চিৎকর হয়, দান করিলেও অশুদ্ধ হয়। পৈতৃক ভূমিতে মরণ হইলে, তীর্থে মরণসদৃশ ফললাভ হয়। হরে! পিতৃনির্ম্মিত গর্ত্তের জলও গঙ্গাজলসদৃশ পবিত্র হয় এবং পবিত্র সেই জলে স্নান করিলেই গঙ্গাস্নানের ফললাভ হয়। সেই জলে পিতৃতর্পণ এবং দেবপূজন পবিত্রকর হয় এবং সেই স্থান যদি পিতারও জন্মভূমি হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ফললাভ হয়। সাধুগণ যেস্থানে দান করেন, সে স্থানও পৈতৃকভূমিসদৃশ পবিত্র নহে। ৪৯—৫৯। ভগবান্ বলিলেন, যাহার যত দিন যেস্থানে স্থান-অবস্থানের নিয়তি আছে, সেই নিয়ত দিন অন্ত হইলে তাহা হইতে তাহাকে উত্থান করিতে হইবে এবং কে দৈবায়ত্ত কর্ম্মকে নিঃশেষ করিবে? বিশেষতঃ দ্বারকাপুরী পৈতৃক তীর্থতুল্য, তাহা অপেক্ষা প্রধান কোন্ তীর্থ আছে? পুণ্যপ্রদ দ্বারকাতীর্থ সকলপ্রকার তীর্থ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যাহাতে প্রবেশ-মাত্র মনুষ্যগণের পুনর্জ্জন্মের আশঙ্কা থাকে না। হে পৃথিবীপতে! সেই দ্বারকাতে দান, শ্রাদ্ধ এবং দেব-পূজা প্রভৃতি পুণ্যজনক গঙ্গাদিতীর্থতীর অপেক্ষা চতুর্গুণ ফল উৎপাদন করে। ব্রহ্মাদি দেবগণ, যাদবগণ এবং মুনিগণের সহিত সেই স্থানে গমন করুন। সেইখানে রাজেন্দ্রভোগ্য উত্তম উত্তম ভবন আছে, আপনি আদরপূর্ব্বক অঙ্গীকার করুন। অতি রমণীয় দ্বারকানগরী মহেন্দ্রের অমরাবতীকে স্বকীয় সমৃদ্ধিতে নিরন্তর তুচ্ছকার করিতেছে। হে নৃপমণে! আপনি উপস্থিত মাহেন্দ্রযোগে দেবগণবেষ্টিত সেই সুধর্ম্মা সভায় প্রবেশ করুন। দেবগণ যে প্রকার দেবেন্দ্রের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে করপ্রদান করেন, সেই এই জম্বুদ্বীপস্থিত মণ্ডলেশ্বর নৃপতিগণ আপনাকে

কর প্রদান করিবে। মহারাজ উগ্রসেনের ধন এবং সম্পত্তিদ্বারা কুবের পরাজিত হউন; প্রভাদ্বারা প্রভাকর দিনকর দেব জিত হউন; সমৃদ্ধিদ্বারা মহেন্দ্র জিত হউন; দেবগণ রণকৌশলে পরাজিত হউন। মুনিগণ পুণ্যপ্রতাপে পরাভূত হউন এবং তপস্বিগণ তপস্যাদ্বারা ও ব্রতিসমূহ পালনদ্বারা নির্জিত হউন। উগ্রসেনসমান রাজা কোনকালেও হয় নাই এবং হইবেও না। সভামধ্যে মহাবল বলদেব ইঁহার সহায়। হে নরপতে! বলদেবের বল আর অধিক কি বলিব, যাঁহার সহস্রশিরের একতমশিরে, সূর্পে সর্ষপসদৃশ এই বিশ্বমণ্ডল অবস্থান করিতেছে। মানে অনন্ত-সদৃশ কোন্ দেব আছেন এবং তাঁহার তুল্য কোন্ ব্যক্তি বলবান্ আছে? ইঁহার গুণগ্রামের অন্ত নাই বলিয়া পণ্ডিতগণ ইঁহাকে অনন্ত নামে কীর্ত্তন করেন। মহাত্মা অষ্টবসু, শিবভিন্ন একাদশরুদ্র, বলবান্ দ্বাদশাদিত্য এবং সুরগণের সহিত সুরপতি নিশ্চয়ই উগ্রসেন নরপতিকে পরাজয় করিতে অসমর্থ। ৬০—৭১। শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করত মহারাজ উগ্রসেন প্রসন্নচিত্তে যদুগণের সহিত দ্বারকার মধ্যস্থিত মহামূল্য মণিসমূহের তেজে জাজ্বল্যমান, মহেন্দ্রভবন অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট নিজভবনে যাত্রা করিলেন। শূলধারী দণ্ডপাণিনিযুক্ত সহস্র সহস্র দ্বারপালগণ সেই গৃহের দ্বার রক্ষা করিতেছে। এই প্রকার ছয় দ্বারের মধ্য স্থিত রত্ন-নির্ম্মিত শত শত মন্দির পরিভূষিত নিজ শিবির দর্শন করিলেন। মনুজেন্দ্র হস্তিশালায় মদমত্ত এককোটী গজরাজ এবং চারিকোটী সমান্য হস্তী দর্শন করিলেন। মহাবল হস্তী অপেক্ষা ছয়গুণ অশ্ব অশ্বশালায় অধিষ্ঠান করিতেছে; যাহারা তেজস্বিতায় সূর্য্যদেবের অশ্বকেও উপহাস করে। হে নারদ! সকল বাহনের অধীশ্বর গজপতিশ্রেষ্ঠকে উগ্রসেন রাজা দর্শন করিলেন। সেই হস্তী মহেন্দ্রের ঐরাবতকেও নিজগুণে নিরন্তর উপাহাস করে। নৃপতি অতিশয় এককোটী উচ্চতর উচ্চৈঃশ্রবাজাতীয় অশ্ব, দশ সহস্র গর্দ্দভ ও ষষ্টি সহস্র পদাতিক দর্শন করিলেন। মহারাজ উগ্রসেন মহামূল্যরত্ননির্ম্মিত পাঁচলক্ষ সারথি, তদপেক্ষা ছয়গুণ রথীয় অশ্ব, তদুপযুক্ত অশ্বারোহী এবং মধ্যদেশে দেব ও মুনিগণকর্ত্তৃক বেষ্টিত রমণীয় বহ্নি-শুদ্ধবস্ত্র ও রক্তকম্বল পরিবৃত কোটিসংখ্যক—রমণীয় রত্ন সিংহাসনদ্বারা বিভূষিত মহামূল্য রত্ননির্ম্মিত বীথিসমূহের প্রভাদ্বারা জাজ্বল্যমান ও মহাভীত শতকোটি কিঙ্করকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত সুধর্ম্মা সভা দর্শন করত মঙ্গলকর শঙ্খধ্বনি, দুন্দুভিবাদ্য ও মুনিগণের বেদমন্ত্র শ্রবণ করিতে করিতে রমণীয় সভায় প্রবেশ করিলেন। ৭২—৮২। নরবরকে সমাগত দর্শন করত শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব, ব্রহ্মা, মহেশ্বর, দেবশ্রেষ্ঠ অনন্ত, অন্যান্য দেবগণ, মহাতপা মুনিগণ, সিদ্ধশ্রেষ্ঠগণ এবং বসুদেব প্রভৃতি নৃপগণ গাত্রোত্থান করিলেন। মহাবল মহারাজ উগ্রসেন মুনিগণ ও শ্রীকৃষ্ণের আদেশে মাহেন্দ্রক্ষণে রমণীয় রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিলেন; এবং গর্গ প্রভৃতি মুনিগণ ও দেবগণ তাঁহাকে সিংহাসনে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন। হে নারদ! স্বর্ণকুম্ভপরিপূর্ণ সপ্ত-তীর্থসঞ্চিত জলদ্বারা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করত মহারাজার অভিষেক নির্ব্বাহ হইল। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ উগ্রসেনকে বহ্নিশুদ্ধ মনোহর বরুণ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত পূর্ব্ব বস্ত্রযুগল অর্পণ করিলেন। মহাবল বলদেব উগ্রসেনকে পারিজাতমাল্য রত্নভূষণ এবং রত্নচ্ছত্র প্রদান করিলেন। ব্রহ্মা, মহারাজ উগ্রসেনকে কমণ্ডলু, মহাদেব শূলাস্ত্র পার্ব্বতী রত্ন-মালা এবং লক্ষ্মীদেবী হার প্রদান করিলেন। অন্যান্য দেবগণ, মুনিগণ, সিদ্ধশ্রেষ্ঠগণ এবং রাজেন্দ্রগণ পৃথক্ পৃথক্রূপে ক্রমশঃ উগ্রসেনকে যৌতুক প্রদান করিতে লাগিলেন। পবনদেব পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকে চামর প্রদান করিয়াছিলেন, বাসুদেব সেই শ্বেতচামর মহারজকে উপহার দিলেন। হে মুনে! গোপরাজ নন্দ মহা-রাজকে পূজ্য সুরভী কামধেনু প্রদান করিলেন। যশোদা এবং দেবকী উৎকৃষ্ট রত্ন তাঁহাকে প্রদান করিলেন। সাতজন ভৃত্যকর্ত্তৃক শ্বেতচামরদ্বারা সেব্যমান অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের আদেশে এবং স্বীয় স্বামিভক্তি-প্রকটনের নিমিত্ত মহারাজের মস্তকে ছত্র ধারণ করিলেন। ৮৩—৯৩। মহারাজ উগ্রসেন জগদিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে রমণীয় রত্নসিংহাসনে উপবেশন করত রত্ন-দর্পণ এবং অতিশয় পুণ্যরাজ্য দর্শন করিয়াছিলেন। ভট্ট এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণগণ মনোহর স্তবে উগ্রসেনকে সন্তোষিত করিলেন। দেবগণ এবং ব্রাহ্মণগণ শুভাশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। মহা-রাজাও ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিপূর্ব্বক কোটিসংখ্যক রত্ন প্রদান করিলেন। ভট্টগণকে এবং ভিক্ষুকগণকেও শত শত রত্ন প্রদান করিলেন। যাদবগণ নৃপবর উগ্রসেনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করত এবং সমাগত দেব, মুনি, ব্রাহ্মণ, ভট্ট, ভিক্ষুক, দ্বিজ ও গুরু-গণের পূজা করিয়া আনন্দিতচিত্তে নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। অন্যান্য হরিপার্ষদগণ নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং পরদিন প্রাতঃকালে

সকলে ক্ষেমঙ্করী হরিসভা—সুধর্ম্মায় আগমন করত মহারাজকে প্রণামপূর্ব্বক অবস্থান করিলেন।৯৪—৯৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুরধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, নারায়ণের অংশস্বরূপী সর্ব্বসম্পৎপ্রদাতা ধার্ম্মিক নৃপতিগণের অগ্রগণ্য গুরুতর বিদর্ভদেশাধিপতি নৃপতিমণ্ডলের ঈশ্বর মহাবলশালী সত্যশীল এবং পুণ্যাত্মা ভীষ্মকনামে নরপতি বিদর্ভদেশের অধিপতি ছিলেন। সেই রাজার যোষিদ্‌গণের মধ্যে প্রধানা মহালক্ষ্মীস্বরূপিণী অতিশয় সুন্দরী রম্যা রামাগণের পূজনীয়া রুক্মিণীনাম্নী এক কন্যা ছিলেন। তপ্তকাঞ্চনসদৃশ বর্ণশালিনী এবং নবযৌবনসম্পন্না সতী সেই কন্যা রত্নভূষণে বিভূষিতা হওয়ায় বোধ হইতেছিল, তেজঃপুঞ্জে জাজ্বল্যমানা হইয়াছেন। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী সত্যশীলা পতিব্রতা শম এবং দম প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট সেই কন্যার সদৃশ গুণশালিনী অন্য কেহ ছিল না। ইন্দ্রপত্নী, বরুণভার্য্যা, চন্দ্রকান্তা রোহিণী, কুবের-সিমন্তিনী, সূর্য্যপত্নী, স্বাহা, শান্তি, রতি, কলা এবং অন্য শ্রেষ্ঠা মনোরমা নারীগণ সৌন্দর্য্যে ভীষ্মক কন্যা রুক্মিণীর ষোড়শকলার এককলারও যোগ্যা নহেন। রাজাধিরাজ ভীষ্মক শোভাশালিনী বালা এবং বাল্যক্রীড়ায় আসক্তা কন্যাকে মেঘমধ্যগত চন্দ্রকলার ন্যায় দর্শন করিলেন। শরৎকালীন পূর্ণশশধর সদৃশ শোভাশালিনী শরৎকালীন কমল অপেক্ষা উৎকৃষ্টনয়না, লজ্জাহেতু নতবদনা, যৌবনারূঢ়া মনোহারিণী কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত বিবেচনায় ধর্ম্মশীল ধার্ম্মিক সুব্রত রাজা সহসা চিন্তান্বিত হইয়া কন্যা, পুত্র, পুরোহিত এবং ব্রাহ্মণ গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১।১০। বরণের যোগ্য প্রবর, মুনিপুত্র অথবা দেবপুত্র কিংবা অভীপ্সিত নরপতিবরতনয় কাহাকে কন্যার বররূপে বরণ করি? মনোহারিণী আমার কন্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি লাভ করিতেছেন; অতএব ইহার বিবাহ দেওয়া উচিত। শীঘ্র নবযৌবনসম্পন্ন উপযুক্ত বর অন্বেষণ কর। সেই বরের ধর্ম্মশীল, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, নারায়ণ-পরায়ণ, বেদ-বেদাঙ্গবিৎ, পণ্ডিত, সুন্দর কল্যাণী, শমদমক্ষমা প্রভৃতি গুণশালী, দীর্ঘজীবী, সৎকুলপ্রসূত সর্ব্বত্র লব্ধপ্রতিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক। এই সকল গুণবিশিষ্ট বর যদি রাজপুত্র হন, তাহা হইলে তাঁহার রণশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, মহারথ, প্রতাপবান্ রণ মস্তকে সুস্থির হওয়া আবশ্যক, তিনিই আমার জামাতৃরূপে বৃত হইবেন। আর তিনি যদি দেবপুত্র হন, তাহা হইলে তাঁহারও উক্ত গুণবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক এবং উক্ত বর যদি মুনিকুমার হন, তাহা হইলে তাঁহার বাবদূক সিদ্ধান্ত-বিচারজ্ঞ এবং চতুর্ব্বেদে দক্ষ হওয়া উচিত। তাঁহাকেই আমি জামাতৃরূপে বরণ করিব। নৃপতির বাক্য শ্রবণ করত আত্মীয়, তপস্বী, বিজ্ঞ, ধার্ম্মিক গৌতম মুনির পুত্র বেদ এবং বেদাঙ্গে বিচক্ষণ পৃথিবীর সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ সকল কর্ম্মে নিপুণ কুলপুরোহিত শতানন্দ বলিতে আরম্ভ করিলেন; নৃপতিবর! তুমি ধার্ম্মিক এবং সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত; তথাপি বেদোক্ত পুরাবৃত্ত বলিতেছি শ্রবণ কর। ১১—১৯। বিধাতারও বিধাতা ব্রহ্মা, শিব এবং অনন্তকর্তৃক বন্দিত জ্যোতির্ম্ময় সকল জীবগণের পরম পরমাত্মা প্রকৃতি হইতে পৃথক্ নির্লিপ্ত নিরীহ সকল কর্ম্মের সাক্ষিস্বরূপী শ্রীমান্ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত বিগ্রহধারী পরিপূর্ণতম প্রভু স্বয়ং নারায়ণ ভূভার হরণের নিমিত্ত বসুদেবের পুত্রতা স্বীকার করিয়াছেন। নৃপবর! সেই পরিপূর্ণতম পরমাত্মা গোলোকনাথকে কন্যা সম্প্রদান করত শত পিতৃগণের সহিত গোলোকধামে গমন করিবে। কন্যা সম্প্রদান করত পরলোকে মুক্তি এবং সারূপ্য লাভ কর এবং ইহলোকে সকলের পূজ্য ও বিশ্বগুরুর গুরু হও। হে নরপতে! মহালক্ষ্মীস্বরূপিণী রুক্মিণী লক্ষ্মীনাথকে সমর্পণ করত সেই কন্যাদানের দক্ষিণা সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া পুনর্জ্জন্ম জয় কর। রাজন্! বিবাহাদির সম্বন্ধ বিধাতা লিখিয়াছেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিবে। সেই শ্রীকৃষ্ণকে আনয়নের নিমিত্ত দ্বারকানগরে ব্রাহ্মণ প্রেরণ কর। সকলের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক শুভক্ষণ নির্দ্ধারণ করত ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকটনের নিমিত্ত বিগ্রহধারী সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন কর। নরপতে! ভক্তগণের ধ্যানানুরোধে প্রকটিত অত্যুৎকৃষ্ট তাঁহার সেই নিত্যদেহ দর্শনমাত্রে স্বকীয় জন্ম এবং কর্ম্মের খণ্ডন কর। মহারাজ! বেদচতুষ্টয়, সাধুগণ, দেববৃন্দ এবং সিদ্ধপ্রবর মুনিশ্রেষ্ঠগণ, অধিক কি ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁহাকে জ্ঞাত নহেন; ধ্যানদ্বারা পবিত্রচিত্ত যোগিগণ যাঁহাকে জানেন না; যাঁহার স্তববিষয়ে বাগ্দেবতাও জড়ীভূতা এবং যাবতীয় শাস্ত্র, বেদসমূহ, সহস্রবদন অনন্ত, পঞ্চমুখ স্বয়ং মহাদেব, চতুর্ম্মুখ জগৎস্রষ্টা, সনৎকুমার, কার্ত্তিক, ঋষিগণ ও বৈষ্ণবপ্রধান ভক্তগণ যাঁহার স্তব করিতে অক্ষম, যিনি যোগিগণেরও ধ্যানদ্বারা দুর্লভ, আমি বালক এবং অজ্ঞ হইয়া সেই পুরুষের গুণ কি

বর্ণন করিব। ২০—৩২। নৃপতিবর শতানন্দের বাক্য শ্রবণ করত সানন্দচিত্তে আসন হইতে উত্থানপূর্ব্বক বেগে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রসন্নবদন রাজা নানাপ্রকার রত্ন, সুবর্ণ, রত্নভূষিত বস্ত্র, উত্তম উত্তম হস্তী, অশ্ব, মণিনির্ম্মিত রথ, বিপুল ধন, নিরন্তর বৃত্তিকরী শুভা পরিশ্রম ব্যতিরেকে শস্য পাওয়া যায় এমন পূজ্যভূমি এবং প্রশংসিত গ্রাম তাঁহাকে প্রদান করিলেন। এই ঘটনা দর্শন করত নৃপনন্দন রুক্মী ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধে কম্পমান ও তাঁহার শরীর হইতে স্বেদজল নির্গত হইতে লাগিল। তদনন্তর আরক্তনয়ন হইয়া ক্রোধহেতু রক্তমুখে সভাসদ্গণের অগ্রে উত্থানপূর্ব্বক চঞ্চলভাবে পিতা এবং বিপ্রকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, মহারাজ! প্রশংসিত হিতকর এবং সত্য বাক্য শ্রবণ করুন। কি আশ্চর্য্য! ভিক্ষুক ব্রাহ্মণগণ কি লোভী, ইহাদের বাক্যে কখন বিশ্বাস করিবেন না। নর্ত্তক, বেশ্যা, ভট্ট, যাচক, কায়স্থ এবং ভিক্ষুক, ইহারা নিরন্তরই মিথ্যা বাক্য বলিয়া মনুষ্যগণকে প্রতারণা করে। দরিদ্র, ঘটক, নট, অভিনেতা, লম্পট, কামুক, দরিদ্র এবং মূর্খ ব্যক্তি নিরন্তর মিথ্যাভূত স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করে। মহারাজ! কৃষ্ণ নিকৃষ্টবুদ্ধিবলে অন্যদ্বারা নৃপবর কালযবনকে হনন করত উপায়দ্বারা তাহার ধন লাভ করিয়াছে। কৃষ্ণ যবনের ধনে দ্বারকায় ধনী হইয়াছে। ভাল, সে যদি এতাদৃশ বীরপুরুষ, তাহা হইলে মহারাজ জরাসন্ধের ভয়ে সমুদ্রের মধ্যে কি নিমিত্ত সে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। আমি একাকী শত জরাসন্ধকে একক্ষণে নিধন করিতে সক্ষম। অন্য রাজা কি আমার যুদ্ধে স্থির হইতে পারে? রণশাস্ত্রে সুপণ্ডিত আমি দুর্ব্বাসার শিষ্য। নিশ্চয় আমি পাশুপত অস্ত্রদ্বারাই এই বিশ্ব সংহার করিতে সমর্থ। আমার তুল্য বিক্রমী এক পরশুরাম এবং শিশুপাল। আমার প্রিয়সখা বলবান্ শূর শিশুপাল স্বর্গ জয় করিতে সক্ষম এবং আমিও ক্ষণকালে সানুচর মহেন্দ্রকে জয় করিতে সমর্থ। ৩৩—৪৬। মহারাজ! আপনিও কি বিদিত নহেন? যে ব্যক্তি জিতপ্রায় দুর্ব্বল জরাসন্ধকে জয় করিয়া মনে আপনাকে বীরাভিমান করত অহঙ্কারে মত্ত হয়; নিশ্চয় বলিতেছি, সেই মূঢ় যদি অভিলষিত বিবাহমানসে আমার গ্রামে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সেই ক্ষণেই যমভবনে প্রেরণ করিব। অহো কি খেদের বিষয়! আপনি কিনা নন্দগোপের গো-রক্ষক, গোপনারীগণের সাক্ষাৎ উপপতি, গোপালকসমূহের উচ্ছিষ্টভোজী, সেই মূঢ়কে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বাক্যে দেবপ্রার্থনায় রুক্মিণী সম্প্রদানের ইচ্ছা করিতেছেন। নৃপবর! ব্রাহ্মণ ধনলুব্ধ এবং বহুকষ্টে ধন উপার্জ্জন করে, এতাদৃশ ভ্রান্ত ব্যক্তির বাক্যে আপনারও বুদ্ধিভ্রম হইয়াছে। কোন্ গুণে কৃষ্ণকে আপনি রুক্মিণীর পাত্র স্থির করিলেন? কৃষ্ণ কি রাজপুত্র, না বীর, না কুলীন, না শুচি, না দাতা, না ধনাঢ্য, না রুক্মিণীর সদৃশ অথবা জিতেন্দ্রিয়। কোন সদ্গুণ ত কৃষ্ণে নাই। নরবর! বলে রুদ্রসদৃশ রাজপুত্র সুপাত্র শিশুপালকে কন্যা সম্প্রদান করুন। মহারাজ! নানা দেশীয় নরপতিমণ্ডল, বান্ধবগণ এবং মুনিবরগণকে শীঘ্র পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করুন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, সৌরাষ্ট্র, বঙ্গল, গুরু, রাঢ়, বরারেন্দ্র, বঙ্গ, গুর্জ্জরাটি, পেটর, মহারাষ্ট্র, বিরাট, মুদ্গল, সুবঙ্গ, ভল্লূক, ভল্লক, খর্ব্ব এবং দুর্গ প্রভৃতি দেশে ব্রাহ্মণ প্রেরণ করুন। সহস্র ঘৃতকুল্যা, সহস্র মধুকুল্যা, সহস্র দধিকুল্যা, সহস্র দুগ্ধকুল্যা, পঞ্চশত তৈলকুল্যা, দুইলক্ষ গুড়কুল্যা, শত শত রাশি শর্করা, তদপেক্ষা চতুর্গুণ মিষ্টান্ন, যব গোধূমচূর্ণ, শত শত রাশি পিষ্ট, লক্ষরাশি পৃথুক, তদপেক্ষা চতুর্গুণ অন্ন প্রস্তুত করান; এবং লক্ষ গো, দুইলক্ষ হরিণ, চারিলক্ষ শশক এবং কূর্ম্মচ্ছেদন করান। দশলক্ষ ছাগল,তদপেক্ষা চতুর্গুণ মেষ পূর্ণিমাদিনে গ্রাম্যদেবীর নিকটে ভক্তিপূর্ব্বক বলিদান করুন। এই সকলের মাংস ভোজনার্থে পাক করান। ভূমিপতে! বাঞ্জনাদি সামগ্রী পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুত করান। নৃপতিবর ভীষ্মকে পুত্রের বাক্য শ্রবণকরত পুরোহিতকে সঙ্গে করিয়া নির্জ্জনস্থানে মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিলেন এবং মন্ত্রণান্তে উপযুক্ত প্রিয় এক ব্রাহ্মণকে দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন। সকলের অভিপ্রায়ানুসারে শুভলগ্ন নিরূপণ করত রাজা আনন্দিতচিত্তে অবিলম্বে সকল দ্রব্য সঞ্চয় করিলেন। পুত্রের আদেশে দেশবিদেশে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভীষ্মকপ্রেরিত দ্বিজ, নৃপ এবং দেববেষ্টিত সুধর্ম্মাসভায় উপস্থিত হইয়া কল্যাণকরী পত্রিকা মহারাজ উগ্রসেনকে প্রদান করিলেন। নরপতি শুভ পত্র শ্রবণ করত প্রসন্নবদনে আনন্দিতচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে শত শত সুবর্ণ সম্প্রদান করিলেন। ৪৭—৬৭। দ্বারকায় সর্ব্বত্র দুন্দুভিবাদ্য করিতে আদেশ করিলেন। দেবগণ, অন্যান্য রাজমণ্ডল, জ্ঞাতিবর্গ, বান্ধববৃন্দ, ভট্ট এবং ভিক্ষুকসমূহকে আদরপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। নরপতি অতিশয় রমণীয় অনুপম তিন লোকে সুদুর্লভবেশে শ্রীকৃষ্ণকে ভূষিত করাইলেন এবং জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে বররূপে ভূষিত করাইয়া রমণীয় মাহেন্দ্র-

যোগে বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বিবাহযাত্রায় প্রেরণ করিলেন। প্রথমতঃ লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা সাবিত্রীর সহিত রথে আরূঢ় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাত্রা করিলেন। ভবানীর সহিত ভব রথারূঢ় হইয়া গমন করিলেন। অনন্ত, দিনপতি, গণপতি, কার্ত্তিক, মহেন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, পবন, কুবের, যম, অগ্নি এবং ঈশান সকলেই আনন্দিতচিত্তে গমন করিলেন। অন্যান্য তিনকোটি দেব, ছয়কোটিমুনি এবং শ্বেতচ্ছত্রবিশিষ্ট তিনলক্ষ রাজগণের মধ্যস্থিত উগ্রসেন নক্ষত্রমণ্ডলীপরিবৃত নিশাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং বলবান্ মহারাজা কুণ্ডিননগরাভিমুখে গমন করিলেন। মহাবল বলদেব, বসুদেব, উদ্ধব, নন্দ, অক্রূর, সাত্যকি, গোপালগণ এবং চন্দ্রবংশীয় যাদবেন্দ্রগণ রত্ন-নির্ম্মিত যানে আরোহণ করত গমন করিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল এবং সহদেব প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডব রথে আরোহণ করিলেন। মহাবল ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, শকুনি এবং শল্য প্রভৃতি কুরুগণ যানারূঢ় হইয়া আনন্দিতচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। ৬৮—৭৮। তিনকোটি ভট্ট, শতকোটি ব্রাহ্মণ, এক সহস্র সন্ন্যাসী এবং একসহস্র যতি ও ব্রহ্মচারী এবং ক্রোধাদিশত্রুজেতা অবধূত দুই সহস্র গমন করিলেন। সহস্র সহস্র পুষ্পকারগণ উৎপলাদি পুষ্পসমূহ লইয়া সজ্জীভূত হইল। চিত্র বিচিত্র নানা প্রকার শিল্পকর, লক্ষ বাদ্য-ভাণ্ড এবং লক্ষ লক্ষ নর্ত্তক প্রস্থান করিল। হে নারদ! গন্ধর্ব্বগণ সুস্বরে গান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যাত্রা করিল। নারদ! সেই কল্পে তুমিই উপবর্হণ নামে গন্ধর্ব্ব ছিলে এবং সেই কালে পঞ্চাশৎ কামিনীর মধ্যবর্ত্তী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গমন করিয়াছিলে। একলক্ষ বিদ্যাধরী, একলক্ষ অপ্সরা, তিনলক্ষ কিন্নরী এবং একলক্ষ গন্ধর্ব্ব স্বকীয় বিদ্যায় পারদর্শিতা দর্শন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত আগমন করিল। ৭৯—৮৩।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

মহর্ষি নারায়ণ বলিলেন, এই সময়ের মধ্যে মহাবল ককুদ্মান্ নৃপতি স্বকীয় কন্যার উপযুক্ত পাত্র নির্ণয়ের নিমিত্ত ব্রহ্মলোক হইতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। নিরন্তর স্থির-যৌবনা, বহুমূল্য-রত্নরাশি-নির্ম্মিত ভূষণে বিভূষিতা ত্রিলোকরমণীয়া রেবতীনাম্নী কন্যা উপযুক্ত বর বলদেবকে আনন্দিতচিত্তে নানা যৌতুকের সহিত সম্প্রদান করিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম সপ্তবিংশতিসংখ্যক সত্যযুগ অতিক্রম করিয়াছে, তথাপি নবযৌবনা সেই কন্যা মুনীন্দ্র এবং দেবেন্দ্রসভায় সম্প্রদান করত রাজা, জামাতাকে তিন লক্ষ গজরাজ, দশ লক্ষ অশ্ব, একলক্ষ রথ, রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃত এক লক্ষ দাসী, লক্ষ মণি, লক্ষ রত্ন, কোটী স্বর্ণ, রমণীয় বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র এবং নানাবিধ মুক্তামাণিক্য হীরক প্রভৃতি আদর-পূর্ব্বক উপহার প্রদান করিলেন। ককুদ্মী রাজা বলবান্ বলদেবকে কন্যাদান করত তাঁহাদের সহিত বহুমূল্য রত্নরথে আরোহণপূর্ব্বক কুণ্ডিনপুরে প্রস্থান করিলেন। দৈবনির্ব্বন্ধবশতঃ মঙ্গলকর্ম্ম সমাপ্ত হইলে, রমণীয়া দেবকী, রোহিণী, নন্দগেহিনী যশোদা, অদিতি, দিতি এবং শান্তি প্রভৃতি নারীগণ যোষিদ্‌গণের মধ্যে কমলাদেবীর কলাস্বরূপিণী রেবতীকে জয়-সূচক কর্ম্মসকল করত গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইলেন। বসুদেবপত্নী ব্রাহ্মণগণকে নানাপ্রকারে ভোজন করাইয়া আনন্দিতচিত্তে তাঁহাদিগকে ধন দান করিতে লাগিলেন এবং মঙ্গলসূচক কর্ম্ম করাইলেন। অনন্তর দেবগণ, মুনিগণ এবং নৃপতিসমূহ অবলীলাক্রমে আনন্দিতচিত্তে কুণ্ডিননগরে উপস্থিত হইলেন। ১—১০। তাঁহারা সকলে গভীর সাত পরিখা এবং সাতটী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত একশত দ্বারে শোভিত বিশ্বকর্ম্মকর্ত্তৃক নানা-প্রকার রত্নদ্বারা নির্ম্মিত অতিশয় রমণীয় নগর দর্শন করিলেন। বরযাত্রিগণ রক্ষকগণের সহিত চারিজন মহারথকর্ত্তৃক নগরের বহির্দ্বার দর্শন করিলেন। রথারূঢ় নৃপতনয় রুক্মী, শিশুপাল, মহাবল, দন্তবক্র এবং যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদ মায়াবিশ্রেষ্ঠ শাল্ব, শ্রীকৃষ্ণসৈন্য দর্শন করত ক্রুদ্ধ হইয়া নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র লইয়া রণোন্মুখ হইল এবং রুক্মী মুনিবরগণ, দেবপ্রধান এবং নৃপেন্দ্রগণকে উপহাস করত নিষ্ঠুর শ্রুতিকটু দুষ্কর বাক্য বলিতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য! কালের কি মাহাত্ম্য! অথবা দৈব কে নিষেধ করিতে পারে? আর এই সকল দেবরাজগণের মধ্যে আমি কি বলিব! অহো! নন্দ-গোপের গোপালক দেবদুর্লভ রমণীয়া রুক্মিণী কন্যাকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় দেব এবং মুনিগণের সহিত আগমন করিতেছে। গোপীগণের সাক্ষাৎ উপপতি, গোপালগণের উচ্ছিষ্ট অন্নভোজী এবং যাহার জাতির নিশ্চয় নাই ও লজ্জা এবং মৈথুনবিষয়ে সদসৎ বিবেচনা নাই, সেই মূঢ় কি না নরপতিতনয় অথবা মুনিগণের মধ্যে একজন প্রধান মুনি! অধিকন্তু বসুদেবের পুত্র

ক্ষত্রিয় হইয়া বৈশ্যের অন্ন চিরকাল ভোজন করিল। অহো! কি দুর্ম্মতি! যাহার বধে পঞ্চবিধ মহাপাতক-গ্রস্ত হইতে হয়, পাপাত্মা বাল্যকালে সেই স্ত্রীকে হনন করিল! কি নিষ্ঠুর! সম্ভোগদ্বারা কুব্জার প্রাণ সংহার করিয়া বস্ত্রের নিমিত্ত রজকের শিরশ্ছেদন করিল। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, যে দুষ্ট নৃপবরের হত্যা করে, তাহাকে ব্রহ্মহত্যার পাতকী হইতে হয়। এ সদ্য ধার্ম্মিক মহারাজ কংসকে মথুরায় বিনাশ করিল। শাল্ব বলিল, হে দেবগণ! রুক্মী যে বাক্য বলিলেন, তাহার কোন্ অংশ অসত্য? নন্দের পশুপালক হইয়াও ইহার রুক্মিণীর পাণিপীড়নেচ্ছা হইয়াছে! শিশুপাল বলিল, অহো! কি আশ্চর্য্যের বিষয়! ব্রহ্মাদি দেবপ্রধানগণ এবং ব্রহ্মপুত্র ঋষিবরগণ মনুষ্যের আদেশে পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন! দন্তবক্র বলিল, আচ্ছা ব্রাহ্মণজাতি লোভপরতন্ত্র হইয়া সকল কর্ম্মই করেন এবং দেবগণ ভক্তবৎসল হন; ইহাঁরা আসুন, কিন্তু লোভহীন ব্রহ্মতনয়গণ নন্দ-নন্দনের বাক্যে এ স্থানে কি নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছেন? তাহাদের সেই বাক্য শ্রবণ করত দেবগণ, মুনি ও রাজেন্দ্রগণ এবং বলদেবের সহিত যাদবগণ ক্রুদ্ধ হইলেন। ১১—২৬।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষড়ধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

হে মুনিবর নারদ! অনন্তর মহাবল বলদেব অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া হলদ্বারা রুক্মীর রথ ভগ্ন করিলেন। জগদীশ্বর বলদেব ঘোটক এবং সারথিকে হনন করত বিরথ পাপিষ্ঠ রুক্মীকে হননেচ্ছায় ধাবমান হইলেন। রুক্মী শরজাল নিক্ষেপ করত অবলীলা-ক্রমে বলদেবকে নিবারণ করিয়া পরমেশ্বর হলধরকে বন্ধন করিবার মানসে নাগাস্ত্র নিয়োগ করিল। বলদেব গরুড় অস্ত্রদ্বারা নাগাস্ত্র সংহার করিলেন। রুক্মীও অব্যর্থ শত্রুবিমর্দ্দনকারী শতসূর্য্যসদৃশ প্রভাশালী পরম পাশুপত অস্ত্র ক্রোধপূর্ব্বক গ্রহণ করিল। বলদেব সেই অস্ত্রক্ষেপের পূর্ব্বে চতুর্দ্দিকে জৃম্ভণাস্ত্রদ্বারা রুক্মীকে মোহিত করিয়া নিদ্রাস্ত্র নিঃক্ষেপ করিলেন; তাহা দ্বারা রুক্মী শুষ্কবৃক্ষের ন্যায় পৃথিবী-তলে পতিত হইয়া নিদ্রাগত হইল। শাল্ব রুক্মীকে নিদ্রাগত দেখিয়া এক শত বাণ মোচন করিলেন এবং ক্ষণে ক্ষণে শৈলবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি জলবৃষ্টি, জ্বলদঙ্গারবৃষ্টি ও বাণবৃষ্টি হইতে লাগিল। লাঙ্গলী বাহুবল এবং অস্ত্রদ্বারা শাল্বনিক্ষিপ্ত বাণসমূহ নিবারণ করত হলাস্ত্র-দ্বারা তাহার রথ চূর্ণ করিলেন; অবলীলাক্রমে ঘোটক ও রথ বিনাশ করিলেন, কোপাকুল বলদেবরে প্রতি শাল্বকে বধ করিবার জন্য আকাশবাণী হইল। কৃষ্ণবধ্য শাল্বকে পরিত্যাগ করুন, অসদৃশ ক্ষুদ্রতরের সহিত সংগ্রামে আপনার কি পৌরুষ? আপনার মস্তকে সর্পে সর্ষপসদৃশ এই বিশ্বমণ্ডল বিরাজ করিতেছে; সেই কথা শ্রবণ করত বলদেব লাঙ্গল-দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন, সেও ব্যথিত হইয়া রণমধ্যে নিপতিত হইল। ১—১০। পৃথিবী-তলে যে প্রকার মেঘবৃন্দ বারি বর্ষণ করে, সেই প্রকার মহাবল শিশুপাল শাল্বকে নিপতিত দর্শন করিয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। হলধর স্বকীয় হলদ্বারা শিশু-পালের রথ চূর্ণ করত তাহার বাণ বর্ষণ অর্দ্ধচন্দ্র বাণ-দ্বারা অবলীলাক্রমে নিবারণ করিলেন। দেবাদি-দেব মহাদেব বলদেবকে শিশুপালবধে উদ্যত দেখিয়া নিবারণ করিলেন। হে বলদেব! কৃষ্ণবধ্য পারিষদ-শ্রেষ্ঠ শিশুপালকে ত্যাগ কর। বলদেব লাঙ্গল দ্বারা দন্তবক্রের দন্তপঙ্ক্তিকে ভগ্ন করিলেন। দন্তভগ্ন দন্তবক্রকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া কৃষ্ণপক্ষীয় সকলে হাস্য করিতে লাগিলেন। বলদেবের বিক্রম দর্শন করত অন্যান্য দ্বারপালগণ পলায়ন করিল। বরযাত্রি-গণ নিঃশঙ্কচিত্তে কুণ্ডিনপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। এই সময়ে মহামুনি শতানন্দ কোটি মুনির সহিত হরির সম্মুখে সেই স্থানে উপনীত হইলেন। শত্রুগণের অগম্য এবং বন্ধুগণের সুখপ্রদ শতদ্বারে বররূপী শ্রীকৃষ্ণকে প্রবেশ করাইলেন। দেবকন্যা নাগকন্যা, মুনিকন্যা এবং রাজকন্যা সকলে মন্দ মন্দ হাস্য করিতে করিতে বরদর্শনেচ্ছায় সেই স্থানে সমাগত হইলেন। নারীগণ নির্নিমেষনয়নে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখর মহাদেব ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন করাইলেন। নারীগণ দেখিলেন, বহুমূল্য রত্ননির্ম্মিত রথে আরূঢ় পরমেশ্বর, সকলের পরমাত্মা হইলেও ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবিধানের নিমিত্ত বিগ্রহ ধারণ করিয়া-ছেন। তাঁহার নবীন নীরদসদৃশ শ্যাম অঙ্গে পীত-বস্ত্র মনোহর শোভা পাইতেছে। চন্দনদ্বারা বিলিপ্ত অঙ্গে বনমালা দোদুল্যমান হইতেছে। রত্ননির্ম্মিত কেয়ূরবলয়দ্বারা শোভমান বাহুযুগল বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠদেশ রত্নমালায় উজ্জ্বল হইয়াছিল; এবং দোদুল্য-মান রত্নকুণ্ডল-যুগলে গণ্ডদেশ বিরাজমান হইতেছে;

১১—২২। তাঁহার চরণযুগলে বহুমূল্য রত্ননির্ম্মিত নূপুর সুমধুর শব্দ করিতেছে। মুরলীধর ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক রত্ন-দর্পণ অবলোকন করিতেছেন। পার্ষদ সাতজন গোপ শ্বেত চামরবায়ুদ্বারা তাঁহার পরিশ্রম দূর করিতেছেন। তাঁহার নূতন যৌবন উপস্থিত হওয়ায় নয়নদ্বয় শরৎকালীন কমলসদৃশ কমনীয় হইয়াছে। কোটি কন্দর্পসদৃশ সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের বদনারবিন্দ শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রেরও সৌন্দর্য্যের নিন্দা করিতেছে। সত্য নিত্য সনাতনস্বরূপী এবং ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও অনন্তবন্দিত তাঁহার কীর্ত্তি সকল তীর্থসমূহকে পবিত্র করিয়াছে। তাঁহার কীর্ত্তি অতিশয় পবিত্র এবং যাঁহার রূপ কোটিচন্দ্রসদৃশ কান্তিশালী ও অতিশয় আনন্দজনক। তিনি ধ্যানের অসাধ্য দুরারাধ্য পরমাত্মা প্রকৃতি হইতে পৃথক্ হইয়াও দূর্ব্বাযুক্ত পট্টসূত্র, বহুমূল্যরত্ননির্ম্মিত দর্পণ, কদলীর অবিকসিত মঞ্জরী এবং একখানি ক্ষুদ্র অসি ধারণ করিয়াছেন, মালতী মাল্যমণ্ডিত ত্রিবক্র চূড়ায় নারীগণপ্রদত্ত পুষ্প এবং উজ্জ্বল মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। এই বরেণ্য পরমেশ্বরকে নারীগণ দর্শন করত মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন এবং রুক্মিণীর জীবনই ধন্য এবং শ্লাঘনীয়, এই কথা অভিলাষানুরূপ বলিতে লাগিলেন। মহারাজ ভীষ্মক-পত্নী মহারাজ্ঞীগণ, নির্নিমেষ নয়নে জামাতাকে দর্শন করত প্রসন্নবদনা হইয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। ভীষ্মক রাজা পাত্র এবং পুরোহিতের সহিত আনন্দিতচিত্তে আগমন করত দেবগণ, মুনিগণ এবং রাজেন্দ্রগণকে প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে সুধাসদৃশ ভক্ষ্য সামগ্রীপরিপূর্ণ উপযুক্ত বাসস্থান প্রদান করিলেন। দিবারাত্রি "অভিলষিত বস্তুর অর্পণ কর" এই শব্দ হইতে লাগিল। ২৩—৩২। শ্রীকৃষ্ণ সেই রাত্রি তথায় দেব এবং ব্রাহ্মণগণের সহিত সুখে যাপন করত পরদিন প্রাতঃকৃত্য সকল সম্পাদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্নানান্তে সন্ধ্যাদি প্রতিদিনকৃত্যকর্ম্ম সকল করিয়া ধৌত বস্ত্রযুগল পরিধানপূর্ব্বক শুভ অধিবাসে দীক্ষিত হইলেন। ভীষ্মক নরপতি সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপিণী ষোড়শমাতৃকার আরাধনা করিয়া বসুধারা প্রদানপূর্ব্বক শুদ্ধভাবে বেদমন্ত্রদ্বারা হরির অধিবাস করত নান্দীমুখাদি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিলেন; ব্রাহ্মণ, দেব এবং বান্ধবগণকে নানাপ্রকার উপাদেয় সামগ্রীদ্বারা ভোজন করাইলেন; বাদ্যকরকে বাদ্য করিতে আদেশ করিলেন; মঙ্গলাধার ভগবানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় মঙ্গলকর্ম্ম করিতে আজ্ঞা করিলেন। ভীষ্মক, বররূপী বরেণ্য ভগবানের অতিশয় প্রশংসিত সুবেশ রচনা করিয়া দিলেন; সুশোভিত বরযান সুন্দররূপে সজ্জিত করিলেন। এই প্রকারে ভীষ্মক নরপতি বিবাহযোগ্য মঙ্গলকর্ম্ম সকল সম্পাদন করত পুরোহিতগণদ্বারা বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অন্যান্য কর্ম্ম করাইতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ ভট্ট, ব্রাহ্মণ এবং ভিক্ষুকগণকে মণি, রত্ন, মাণিক্য, হীরক, ভক্ষ্যদ্রব্য এবং উত্তম উত্তম উপহার সকল আনন্দিতচিত্তে দান করিতে লাগিলেন; এবং তাঁহার আদেশে বাদ্যধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল আবৃত হইল। মঙ্গলকর্ম্ম স্থানে স্থানে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ভীষ্মকমহিষী মুনিপত্নীগণদ্বারা যথোচিত বিহিত স্থানে রুক্মিণীর মনোহর বেশ রচনা করাইলেন। তদনন্তর পরমবৃদ্ধিসাধক মাহেন্দ্রযোগে বিবাহোচিত লগ্নবিশিষ্ট শুভক্ষণ উপস্থিত হইল। লগ্নপতিকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত শুভগ্রহগণের দর্শনজন্য শুদ্ধ অসৎগ্রহকর্ত্তৃক অনবলোকিত বিশুদ্ধ চন্দ্রতারাবিশিষ্ট শুভকর শুভ নক্ষত্রযুক্ত বেধদোষশূন্য শলাকাদিরহিত এবং দম্পতীর মঙ্গলকর ও পরিণামে সুখদায়ক সময়ে শ্রীকৃষ্ণ দেব, মুনি, বিপ্র এবং পুরোহিতগণের সহিত ভীষ্মকনৃপতির প্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন। ৩৩—৪৫। শ্রীকৃষ্ণের সহিত জ্ঞাতিগণ, বন্ধুসমূহ, পিতা-মাতা, নৃপতিমণ্ডল, পার্ষদ, বয়স্য, মনোহর গোপালগণ, ভট্ট, জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদ গণক, নানাবিধ বাদ্য, নর্ত্তক, গায়ক, নানাপ্রকার শিল্পকার, মালাকার, উৎপল, বিদ্যাধরী, অপ্সরা এবং কিন্নরী প্রভৃতি গমন করিলেন। দেব, মুনি, নৃপেন্দ্রগণ এবং বিবাহদর্শনের নিমিত্ত সমাগত অন্যান্য ব্যক্তিগণ সেই সজ্জিত স্থান দর্শন করিলেন। সেই স্থানে পট্টসূত্র-পরিষ্কৃত সহস্র রম্ভাস্তম্ভ এবং চম্পক, চন্দন, রসালপল্লবদ্বারা শোভিত হইয়াছে। পীত রক্ত কৃষ্ণ প্রভৃতি নানাবর্ণ পুষ্পরচিত মালাবেষ্টিত, ফল-পল্লবসংযুক্ত, কস্তূরী ও চন্দনযুক্ত, কুঙ্কুমশোভিত, মঙ্গলঘটসমূহ, পর্ণ, লাজ, ফল, পুষ্প এবং দূর্ব্বা প্রভৃতি মঙ্গল দ্রব্যবিশিষ্ট হইয়া সেই স্থানের চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে। বহুমূল্য রত্ননির্ম্মিত মনোহর বেদিবিশিষ্ট সেই স্থানে মুনি, ব্রাহ্মণ এবং রাজেন্দ্রগণ উপবেশন করিয়াছেন। চন্দনচর্চ্চিত, স্নিগ্ধ কস্তূরী-কুঙ্কুম-যুক্ত, সুগন্ধ শীতল এবং মন্দ মন্দ পবন সেই স্থানকে আমোদিত করিয়াছে। তথায় রত্ননির্ম্মিত জাজ্বল্যমান প্রদীপসহস্র প্রজ্বলিত হইয়া নানাপ্রকার সুগন্ধ ধূপধূমে সুবাসিত হইয়াছে। সেই সভা শিল্পী এবং পুষ্পকার-

গণের সুশোভিত চতুর্দ্দিকে অবস্থিত নানাপ্রকার চিত্রিত চিত্রপঙক্তিতে উপশোভিতা। তথায় মনোহর গন্ধর্ব্বগণ নানাপ্রকার সুমধুর গান করিতেছে; এবং বিদ্যাধরী, নর্ত্তক ও শিল্পিবৃন্দের বিদ্যাপারদর্শিতা দর্শনে মনুষ্যগণ নিশ্চলচিত্তে অবস্থিত হইয়াছে। যুবতীগণ সেই সভার শোভা, গূঢ় দ্বার ও গবাক্ষমার্গ হইতে অবলোকন করিতেছে। মঙ্গলঘট, বিদ্বদ্বর পুরোহিত, দানবস্তু এবং কুশহস্ত ভীষ্মকরাজা সেই স্থানের শোভা অধিকরূপে উজ্জ্বল করিতেছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং নৃপগণ সেই স্থান দর্শন করিয়া রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক প্রাঙ্গণে অবস্থিত হইলেন। নৃপবরগণ, যদুপতিসমূহ, সনকাদি মুনিবৃন্দ এবং পার্ষদগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণও সেইস্থানে অবস্থিত হইলেন। ৪৬—৬১। ভীষ্মকনৃপতি তাঁহাদিগকে দর্শনমাত্রে বেগে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দেব, মুনি এবং রাজেন্দ্রগণকে নতমস্তকে বন্দনা করিলেন এবং প্রত্যেকের যথাযোগ্য পূজা করিয়া প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে আদরপূর্ব্বক মনোরম রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। ভীষ্মক নৃপতি ভক্তিসহকারে তাঁহাদিগকে স্তব করিয়া সজলনয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিপূর্ব্বক বসুদেবতনয় বাসুদেবকে বলিতে লাগিলেন;—অদ্য আমার জীবন সুন্দর হইল এবং জন্মগ্রহণ সফল হইল; পূর্ব্ব কোটিজন্মকৃত কর্ম্ম সমূলে ছিন্ন হইল। হে প্রভো! যিনি স্বয়ং জগতের স্রষ্টা এবং সম্পৎপ্রদাতা; স্বপ্নেও যাঁহার পাদপদ্ম দর্শন মাদৃশ ব্যক্তির দুর্লভ, তপস্যার ফলদায়ক সেই পরমাত্মা আজ আমার প্রাঙ্গণে। আত্মারাম এবং পূর্ণ সেই পুরুষে সাধারণ লোকের ন্যায় স্বাগত-প্রশ্ন অযোগ্য। যোগেন্দ্র, সিদ্ধেন্দ্র, সুরেন্দ্র এবং মুনীন্দ্রগণ ধ্যানেও যাঁহার দর্শন পান না, সেই শিবধাম শিব আজ আমার প্রাঙ্গণে। যিনি কালের কাল এবং মৃত্যুর মৃত্যু, সেই মৃত্যুঞ্জয় সর্ব্বেশ্বর প্রভু আজ মনুষ্যের ন্যায় নয়নগোচর হইয়াছেন। যাঁহার সহস্র মস্তকের একতর মস্তকে এই চরাচর বিশ্ব অবস্থিত হইয়াছে এবং যাঁহার অন্ত নাই, সেই অনন্তদেব দেবগণের সহিত আজ আমার প্রাঙ্গণে উপস্থিত। যিনি সকল অভিলাষ পূর্ণ করেন, সেই অনন্ত স্বয়ং আজ আমার প্রাঙ্গণে উপনীত। ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান ব্রহ্মার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র এবং বংশজাতগণ সকলেই আজ আমার গৃহে সমাগত হইয়াছেন। যিনি সকল সিদ্ধিসাধক, যাঁহার সর্ব্বাগ্রে পূজা বিহিত হয়, যিনি দেবগণের শ্রেষ্ঠ, সেই গণপতি আমার প্রাঙ্গণে। বৈষ্ণব, মুনিগণের প্রধান, জ্ঞানিগণের গুরু, ভগবান্ সনৎকুমার আজ প্রত্যক্ষ হইয়া আমার প্রাঙ্গণে উপস্থিত। ৬২—৭৪। অহো! মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত আমার নিকেতন তীর্থসদৃশ পবিত্র থাকিবে। যাঁহাদের পাদোদকে তীর্থ হয়, বিশুদ্ধ সেই পাদোদক আজ আমার গৃহে। পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ আছে, সেই পৃথিবীস্থ তীর্থসমূহ এক সমুদ্রে অধিষ্ঠান করিতেছে। সমুদ্রে যে সকল তীর্থ আছে, সেই সমস্ত তীর্থ বিপ্রপাদোদকে অধিষ্ঠান করেন। মনুষ্য বিপ্রপাদোদক পান করত যে কালপর্য্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করে, তদবধি তাহার পিতৃগণ পুষ্করতীর্থের জল পান করেন। মনুষ্যগণ বিপ্রপাদোদক পানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করিলে, নিশ্চয় যাবতীয় তীর্থসমূহে স্নানজন্য ফল লাভ করে। কমলযোনি বলিয়াছেন,—মনুষ্যগণ ভক্তিপূর্ব্বক শুভপ্রদ সার বিপ্রপাদোদক পান করিলে, বিপদ্ হইতে উদ্ধার এবং রোগ হইতে মুক্তিলাভ করত পরমসুখ অনুভব করে। গঙ্গাসদৃশ তীর্থ নাই, মাধব অপেক্ষা প্রধান দেব নাই, সনৎকুমার অপেক্ষা ভক্ত নাই, কল্পতরু অপেক্ষা উত্তম বৃক্ষ নাই, পারিজাত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুষ্প নাই, একাদশী অপেক্ষা পুণ্যব্রত নাই, তুলসীপত্র অপেক্ষা পবিত্র পত্র নাই, প্রকৃতি হইতে প্রধানা দেবী নাই, আধারে পবন অপেক্ষা বিস্তৃত কেহ নাই, মহাবিষ্ণু অপেক্ষা স্থূল ও পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্মতর নাই এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পবিত্র আশ্রম ও তীর্থ নাই, কেশব হইতে মান্য দেব নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং প্রকৃতিরও প্রধান যে পুরুষ, যোগিগণেরও নিশ্চয়ই ধ্যানের দ্বারা অসাধ্য ও দুরারাধ্য এবং যিনি নির্গুণ, নিরাকার হইয়াও ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবিধানের নিমিত্ত বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন, সেই দেবাদিদেব শ্রীকৃষ্ণ আজ আমার গৃহে সাধারণ মনুষ্যগণের নয়নবর্ত্তী হইয়াছেন। ব্রহ্মা, মহাদেব, অনন্ত, ধনেশ, দিনেশ এবং গণেশ প্রভৃতি দেবগণ যাঁহার চরণপদ্ম চিন্তা করেন, তিনিই আজ আমার গৃহে উপস্থিত। ৭৫—৮৬। ভীষ্মক নরপতি এই প্রকার বাক্য বলিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে আনয়ন করত সামবেদোক্ত স্তোত্রদ্বারা পরমেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। হে সর্ব্বান্তরাত্মন্! আপনি কোন বিষয়ে লিপ্ত নহেন অথচ সকলের সাক্ষী এবং আপনি কর্ম্মিগণের কর্ম্মসমূহের ঈশ্বর ও কারণকূটের আদি কারণ। কাহারাও আপনাকে জ্যোতির্ম্ময় সনাতন এবং একমাত্র বলেন। কতকগুলি শাস্ত্রকার আপনাকে জীবদেহে প্রতিবিম্বিত পরমাত্মা বলেন। ভ্রান্তমতি কত

ব্যক্তি আপনাকে সগুণ প্রকৃতিগ্রস্ত জীব বলে, অহো! কি লোকের ভ্রম সাকার পরমাত্মা ভিন্ন কাহার দেহ হইতে আভ্যন্তরিক জ্যোতির্ম্ময় নিত্য দেহস্বরূপ সনাতন তেজ নির্গত হয়? হে নারদ! নরপতিপ্রবর ভীষ্মক এইরূপ বাক্যে ভগবানের স্তব করত কমলা-দেবীকর্ত্তৃক অর্চ্চিত শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে পাদ্য প্রদান করিলেন এবং সেই চরণকমলে পুষ্পদূর্ব্বা-অক্ষতযুক্ত অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক সুগন্ধ মধুপর্ক ও সর্ব্বাঙ্গে, সুগন্ধ চন্দন অর্পণ করিলেন। ভীষ্মকনৃপতি শুভকর্ম্ম-উপলক্ষে ইন্দ্রকর্ত্তৃক যৌতুক-স্বরূপ প্রদত্ত পারিজাত-পুষ্পের মালা জামাতার কণ্ঠে অর্পণ করিলেন; এবং শুভবিবাহ-উপলক্ষে কুবেরকর্ত্তৃক যৌতুক-প্রদত্ত অমূল্য রত্ননির্ম্মিত ভূষণ, ভীষ্মক রাজা ভক্তিপূর্ব্বক জামাতাকে প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে বহ্নিদেব বহ্নি-শুদ্ধ যে বস্ত্রদ্বয় রাজাকে অর্পণ করিয়াছিলেন, ভীষ্মক সেই বস্ত্রদ্বয় পরিপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণকে সম্প্রদান করিলেন। তেজঃপুঞ্জে জাজ্বল্যমান যে রত্নমুকুট বিশ্বকর্ম্মা রাজাকে অর্পণ করিয়াছিলেন, মহারাজ সেই মুকুট, শ্রীকৃষ্ণকে দান করিলেন। ধূপ, রত্নপ্রদীপ, মনোহর নৈবেদ্য, নানা প্রকার পুষ্প এবং রত্নসিংহাসন, সপ্ত তীর্থ হইতে আহৃত আচমনীয়, কর্পূরাদি সুবাসিত তাম্বূল, সন্তোষ-জনক শয্যা, পানীয় সুবাসিত জল প্রভৃতিদ্বারা ভীষ্মক শ্রীকৃষ্ণের পূজা করত বিনয় বাক্য পরীহার করিলেন। রাজা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। ৮৭—৯৯।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, সেই সময়ে মহালক্ষ্মী রুক্মিণী-দেবী মুনি এবং দেববৃন্দবিরাজিত সেই সভায় আগমন করিলেন। রত্নসিংহাসনারূঢ়া রুক্মিণীদেবী বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক বহুমূল্য রত্ন-অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠদেশে কবরীভার শোভা পাইতেছিল। সুশীতল চন্দনচর্চ্চিতা রুক্মিণীদেবীর গাত্রে কস্তূরীবিন্দু অর্পিত হইয়াছিল। তাঁহার ললাট মধ্যে উজ্জ্বল সিন্দূরবিন্দু শোভিত হইয়াছিল এবং পতিব্রতা রুক্মিণীদেবী সহাস্যবদনে অমূল্য রত্ন-দর্পণ অবলোকন করিতেছিলেন। তপ্তকাঞ্চন এবং শত-চন্দ্রসদৃশ প্রভাশালী উজ্জ্বল অঙ্গ চন্দনদ্বারা সিক্ত এবং মালতীমালায় বিভূষিত হইয়াছিল। সাতজন নৃপবালক তাঁহাকে সভামধ্যে আনয়ন করিলেন। দেবেন্দ্র, মুনীন্দ্র, সিদ্ধেন্দ্র এবং নৃপবর্গগণ পতিব্রতা মহালক্ষ্মীস্বরূপিণী রুক্মিণীদেবীকে দর্শন করিলেন। পতিব্রতা রুক্মিণী নিজ পতিকে সাতবার প্রদক্ষিণান্তে প্রণাম করতঃ স্নিগ্ধ চন্দন পল্লবদ্বারা শীতল জল সেচন করিতে লাগিলেন। জগৎকান্ত শ্রীকান্ত, শান্তা মধুরহাসিনী নিজ কান্তাকে সেচন করিতে লাগিলেন। কান্তা লক্ষ্মীদেবী, শুভক্ষণে নিজকান্তকে দর্শন করি-লেন; লক্ষ্মীকান্তও নিজ কান্তাকে শুভক্ষণে অব-লোকন করিলেন। অনন্তর রুক্মিণী স্বীয় তেজে জাজ্বল্যমানা সুমুখী লজ্জায় নম্রবদনা হইয়া পিতার ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন। নারদ! ভীষ্মক রাজা পরিপূর্ণতম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দেবেশ্বরী নিজ কন্যাকে বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যৌতুকের সহিত সম্প্রদান করিলেন। বসুদেবের আজ্ঞায় শ্রীকৃষ্ণ "স্বস্তি" এই বাক্য বলিয়া আনন্দিতচিত্তে অবস্থিত হইলেন এবং মহাদেব যে প্রকার পার্ব্বতীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার রুক্মিণীদেবীকে গ্রহণ করিলেন; ভীষ্মক রাজা পরিপূর্ণতম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে পঞ্চলক্ষ সুবর্ণস্বরূপা কন্যাদানের দক্ষিণা প্রদান করিলেন। ভীষ্মক রাজা শুভকর্ম্ম সম্পূর্ণ হইলে, মুনি এবং দেবেন্দ্রগণের সভায় কন্যাকে বক্ষে গ্রহণ করত অজ্ঞান হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এবং বিনয়পূর্ব্বক পরীহার-বাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কন্যার ভার সমর্পণ করত লোকধন্য নিজ কন্যাকে নয়নযুগলের জলে সেচন করিলেন। ১—১৪।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবাধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, উক্তকালে কল্যাণবতী রাজপত্নী রুক্মিণীজননী পতিপুত্রবতী পতিব্রতা নারীগণের সহিত আনন্দিতচিত্তে আগমন করত নির্ম্মঞ্ছনাদি মঙ্গলকর্ম্ম সেই স্থানে সম্পাদন করিয়া নানাপ্রকার চিত্রবিচিত্র হীরাহার-বিভূষিত মুক্তামাণিক্য এবং দর্পণাদিদ্বারা দীপ্তিশালী গৃহে বর-কন্যাকে উপবেশন করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে রত্নসিংহাসনস্থা রত্নভূষণে ভূষিতা দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, সরস্বতী, সাবিত্রী, রতি এবং পতিব্রতা রোহিণীকে দর্শন করিলেন। তাঁহারাও জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করত গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আনন্দিতচিত্তে তাঁহাকে রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন, এবং দেবপত্নী মনিপত্নীগণ কৃতাঞ্জলিপুটে

প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে ক্রমশঃ স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজমহিষী বর এবং কন্যাকে ভোজন করাইয়া কর্পূরযুক্ত তাম্বূল এবং সুবাসিত জল প্রদান করিলেন। দুর্গা শ্রীকৃষ্ণকে মঙ্গলপত্রিকা প্রদান করত সকলের আজ্ঞানুরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আদেশ করিলেন, পত্রিকা পাঠ কর। শ্রীকৃষ্ণ দেবীগণের অভিপ্রায়ানুসারে পত্রিকা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী, পতিব্রতা রাধিকা, তুলসী, পৃথিবী, গঙ্গা, অরুন্ধতী, যমুনা, দিতি, শতরূপা, দেবহূতি, সীতা এবং মেনকা প্রভৃতি দেবীগণ বর-কন্যার মঙ্গল করুন। শ্রীকৃষ্ণ পত্রিকা পাঠ করিলে, সকলে শ্রবণ করত হাস্য করিতে লাগিলেন। ১—১২। পার্ব্বতী বলিলেন, হে রুক্মিণীকান্ত! রুক্মিণী মন্দ-হাস্য পূর্ব্বক তোমাকে দর্শন করিতেছেন; তুমিও নবযৌবনসম্পন্না রূপবতী প্রৌঢ়া নিজ সুন্দরীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। শচী বলিলেন, নবযৌবনসম্পন্না রত্নভূষণে বিভূষিতা তোমার সুসদৃশা রুক্মিণী বহুকাল হইতে অন্যের অবমাননা করত তোমাকে প্রার্থনা করিতেছেন। সাবিত্রী বলিলেন, বর যে প্রকার গুণবান, সেই প্রকার গুণবতী কন্যাও বিধাতা যোগ করিয়াছেন। নিপুণের সহিত নিপুণার সঙ্গম সর্ব্বত্র মঙ্গলকর হয়। রতি বলিলেন, হে জগদীশ্বর! ঈশ্বরের সহিত পরিহাস করা কোন্ নারীর সাধ্য? বিশেষতঃ ধ্যানেও যাঁহার দর্শন দুর্লভ, যিনি অতি দুরারাধ্য এবং অন্যান্য দেবতা হইতে প্রধান; হে জগন্নাথ! একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই রমণীমণ্ডলের মধ্যে যথার্থ উত্তর প্রদান করিতে হইবে। রাধিকাই বা কি প্রকার রমণীয়া ও রুক্মিণীই বা কীদৃশী মনোহারিণী? সরস্বতী বলিলেন, রাধিকায় যে প্রকার প্রীতি; রুক্মিণীতে সে প্রকার প্রীতি নহে। যেহেতু ক্রীড়া-রস-কুশলা সেই রাধিকা পূর্ব্বকালের সঙ্গিনী এবং পঞ্চপ্রাণ, প্রাণাপেক্ষা গুরুতরা শ্রীরাধা প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী রুক্মিণী সর্ব্বসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সাক্ষাৎ কমলা। পরমেশ্বরী নারায়ণী দুর্গাদেবী, বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং বেদমাতা সাবিত্রী ও বেদ সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আমিও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী কলা, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সকলেও কলা। জগদীশ্বরের শ্রীরাধায় যে প্রকার স্নেহ, ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত, গণেশ, দিনেশ, ভক্ত, লক্ষ্মী, শঙ্করী কিংবা আমাতে তাদৃশ অনুগ্রহ নাই। ১৩—২২। ত্রিলোকের মধ্যে পৃথিবী ধন্যা, যাহাতে পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষ অধিষ্ঠান করিয়াছেন। সেই পৃথিবীমধ্যে বৃন্দাবন ধন্য, যাহাতে শ্রীরাধিকা চরণ নিক্ষেপপূর্ব্বক বিচরণ করিয়াছেন। সকল দেবীর মধ্যে শ্রীরাধিকা মান্যা এবং পুণ্যবতী, যাঁহার চরণকমলে দেবদেব শ্রীকৃষ্ণ স্নিগ্ধ অলক্তক প্রদান করিয়াছেন। সরস্বতীর বাক্য শ্রবণে দেবীগণ হাস্য করিতে লাগিলেন। অন্যান্য নারীগণ দূর হইতে যাঁহাকে ধ্যান করেন, শ্রীরাধিকা সেই শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে বাস করিতেছেন; অতএব রুক্মিণী রাধিকাকে নমস্কার করিলে, কথঞ্চিৎ তাঁহার সাদৃশ্যলাভ করিবেন। সাবিত্রী, পার্ব্বতী, রতিপ্রভৃতি অন্যান্য নারীগণ সরস্বতীর চাতুরীযুক্ত বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। লোপামুদ্রা, অনসূয়া, অহল্যা, অরুন্ধতী প্রভৃতি প্রসিদ্ধা মুনিপত্নীগণ সানন্দে শ্রীকৃষ্ণের সহিত কৌতুক করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভীষ্মক নৃপতি দেবেন্দ্র, মুনীন্দ্র ও রাজেন্দ্রগণের যথা বিধি পূজা করত সকলকে নানা উপহারে ভোজন করাইলেন। অভিলাষানুরূপ বস্তু প্রদান কর, ইচ্ছানুরূপ ভোজন কর, এই প্রকারে পরস্পরের বাক্যাড়ম্বর বাদ্য এবং সঙ্গীত শব্দের সহিত সংঘটিত হইয়া নগরে তুমুলতর শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং অনন্ত প্রভৃতি দেবগণ ও নৃপগণ পরদিন প্রাতঃকালে ব্যস্তসমস্ত হইয়া নিজ নিজ যানে আরোহণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ উগ্রসেন এবং বসুদেব তৎপর হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও পতিব্রতা রুক্মিণীর শুভযাত্রার উদ্‌যোগ করিতে আদেশ করিলেন। রুক্মিণীর জননী সুভদ্রা কন্যাকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করত তাঁহার সখীগণের সহিত ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন,—বৎসে! অথবা হে ঈশ্বরি! জননীকে পরিত্যাগ করত কোথায় গমন করিতেছ? তোমার অদর্শনে কি প্রকারে জীবনধারণ করিব এবং তুমিই বা কি প্রকারে জীবিতা থাকিবে? মায়ায় কন্যারূপিণী মহালক্ষ্মী পতিব্রতা বাসুদেবপ্রিয়া আমার গৃহ হইতে বসুদেবালয়ে গমন করিতেছ। এই কথা বলিতে বলিতে শোকবশতঃ উদ্গত নয়নজলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সেচন করিতে লাগিলেন। ২৩—৩৪। ভীষ্মরাজা সজলনয়নে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কন্যার ভার সমর্পণপূর্ব্বক বিনয় বাক্যে পরীহার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। রুক্মিণী দেবীও রোদন করিতে লাগিলেন। মায়ামনুষ্য শ্রীকৃষ্ণও কিঞ্চিৎ রোদন করিলেন। বসুদেব বর-কন্যাকে রথে আরোহণ করাইলেন। এই অবকাশে রাজা জামাতাকে এক সহস্র হস্তী, ষট্‌সহস্র অশ্ব, একসহস্র দাসী, শত

শত কিঙ্কর, সহস্র রত্ন, অমূল্য রত্নভূষণ, বহ্নিশুদ্ধ পাঁচলক্ষ সুবর্ণ এবং বিশ্বকর্ম্মাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত রমণীয় সুবর্ণরচিত জলভাজন আদরপূর্ব্বক প্রদান করিলেন এবং এক সুরভী ও সবৎসা দুগ্ধবতী সহস্র ধেনু ও অমূল্য রমণীয় বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র আনন্দিতচিত্তে জামাতাকে যৌতুক প্রদান করিলেন। বসুদেব ও উগ্রসেন, দেব এবং মুনিগণের সহিত প্রফুল্লবদনে শীঘ্র দ্বারকাভিমুখে গমন করিলেন। রমণীয় নিজ নগরে প্রবেশ করত মঙ্গলকর কর্ম্মসকল করাইতে লাগিলেন ও সুমধুর মনোহর বাদ্য করিতে আদেশ করিলেন। দেবকী, রোহিণী, রমণীপ্রবরা নন্দগেহিনী, যশোদা, অদিতি, দিতি এবং উদ্ধবকামিনী নারীগণ, মনোহারিণী রুক্মিণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার দর্শন করত গৃহে প্রবেশ করাইয়া মঙ্গলকর্ম্ম সকল করিতে আদেশ করিলেন। বসুদেব চর্ব্ব্য-চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ মধুর ভোজ্যদ্বারা দেব, মুনি, নৃপ ব্রাহ্মণগণের ভোজন সম্পাদন করত বিনয়বাক্যে তাঁহাদের নিকটে পরিহার করিলেন এবং প্রশংসিত ভট্ট ও ব্রাহ্মণগণকে রত্নাদি সম্প্রদানদ্বারা পরিতুষ্ট করত আনন্দিতচিত্তে ভোজন করাইলেন। এইরূপে সকলে উদর পূরণপূর্ব্বক ভোজন করিয়া ইচ্ছামত ধন লাভ করত নিজগৃহে গমন করিলেন। বসুদেব-পত্নী মঙ্গলকর্ম্ম সকল করাইতে লাগিলেন। ৩৫—৪৭।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে নবাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশাধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন, আগত দেবাদিগণ মঙ্গলকর্ম্ম সমাপনান্তে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলে; নন্দ, যশোদার সহিত পুত্রদ্বয়ের সমীপে উপস্থিত হইলেন। যশোদা বলিলেন, মাধব! তুমি পিতা নন্দকে অনুগ্রহপূর্ব্বক নির্ম্মল জ্ঞান উপদেশ করিয়াছ। বৎস! আমিও তোমার মাতা, অতএব হে কৃপাময়! আমার প্রতিও সদয় হও। তুমি কমঠরূপে ধরার উদ্ধারকারী মহাত্মা, ভীম ভবাব্ধিতরণে ভীতা এবং সেই ভবার্ণবে নিপতিতা আমাকে উদ্ধার কর। ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে মায়াময়ী সেই মূলপ্রকৃতিই তরীস্বরূপা। কৃপাময়! ভক্তগণকে ভবসমুদ্র পার করিতে তুমি সেই তরণীর কর্ণধার। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, যশোদার বচন শ্রবণ করত হাস্য করিলেন। তখন সেই জ্ঞানিগণের পরম গুরু ভক্তিপূর্ব্বক মাতাকে বলিতে লাগিলেন, মাতঃ! যোগাত্মক, বিষয়াত্মক, সিদ্ধাত্মক, এবং আমার দাস্যাত্মক এই চতুষ্টয় এবং ভক্ত্যাত্মক সর্ব্ববেদসম্মত এই পঞ্চবিধ জ্ঞানের মধ্যে ভক্ত্যাত্মক জ্ঞান সর্ব্বোৎকৃষ্ট; ক্রমশঃ প্রত্যেকের লক্ষণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। ক্ষুধাপিপাসাদি দৈহিক ধর্ম্মের বিনাশন, চিত্তশোধন, ঈড়াদি নাড়ীর বিশুদ্ধীকরণ এবং ষট্‌চক্র ভেদদ্বারা বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া তদনন্তর কুণ্ডলিনী শক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বরকে চিন্তা করিবে; ইন্দ্রিয়দমন এবং যত্নপূর্ব্বক লোভাদির শান্তি আচরণ করিবে। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা এই ছয়টি ষট্‌চক্র বলিয়া বিখ্যাত আছে সাধ্বি! নারীগণের দুর্ব্বোধ বিশেষ মূর্খ ব্যক্তির অতিশয় দুর্জ্ঞেয় যোগাত্মক জ্ঞান সিদ্ধগণেরই সাধ এবং অভীপ্সিত। আমার ইচ্ছাক্রমে মনুষ্যসকলে যে জ্ঞানদ্বারা জন্তুগণের আত্মবিষয়ে জ্ঞান লাভ করে, তাহাকেই বিষয়াত্মক জ্ঞান বলে। সিদ্ধগণের সকল কর্ম্মে নিযুক্ত এবং সুসিদ্ধগণের সাধনের উদ্বোধক চতুস্ত্রিংশৎ প্রকার জ্ঞানকেই সিদ্ধাত্মক জ্ঞান বলে। পরম কৈবল্য কারণ মোক্ষাত্মক জ্ঞান বিশুদ্ধ। ভক্ত ব্যক্তি নিবৃত্তিমার্গের পোষক সেই জ্ঞানকে বাঞ্ছা করেন না। ১—১৪। ভক্ত্যাত্মক ভক্তলভ্য জ্ঞান তোমাকে রাধিকা প্রদান করিবেন। আপনি তাঁহাকে মনুষ্যভাব ত্যাগপূর্ব্বক ঈশ্বর জ্ঞান করিবেন। পিতা নন্দকে যে জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে, শ্রীরাধিকা সেই জ্ঞান আপনাকে প্রদান করিবেন। জননি! নন্দের সহিত সাদরে ব্রজে গমন করুন। শ্রীহরি বিনয়পূর্ব্বক এই প্রকার বাক্যদ্বারা জননীকে সান্ত্বনা করত অন্তঃপুরে গমন করিলেন। নন্দ, যশোদার সহিত কদলীবনে গমন করিলেন এবং সেই স্থানে ভ্রমণ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিদ্রাগতা শুক্লবস্ত্রধারিণী আহাররহিতা এবং কৃশোদরী শ্রীরাধাকে দর্শন করিলেন। শ্রীরাধিকা সজল-চন্দন-চর্চ্চিত পঙ্কস্থিত পঙ্কজদলে শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার ওষ্ঠ শুষ্ক হইতেছে; নয়নদ্বয় হইতে জলধারা পতিত হইতেছে এবং তিনি ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছাপন্না হইতেছেন। বাহ্যজ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাতে একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল চিন্তা করিতেছেন! শ্রীরাধা স্বপ্নাবস্থায় ঈষৎ হাস্যযুক্ত কান্ত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন পাইয়া নির্নিমেষনয়নে তাঁহার মুখকমল অবলোকন করিতেছেন, কখনও তাঁহার সমীপে রোদন করিতেছেন, কখন হাস্য করিতেছেন। সখীগণ চতুর্দ্দিকে চামরদ্বারা সেবা করিতেছেন। শত-কোটি গোপবালা সাবধান হইয়া বেত্রহস্তে তাঁহার

রক্ষনাবেক্ষণ করিতেছেন। সপ্তদ্বারে এবং প্রাঙ্গণে তাঁহারা অধিষ্ঠান করিয়া শ্রীরাধার পরিচর্য্যা করিতেছেন। নন্দ শ্রীরাধার সেই অবস্থা দর্শনে ভার্য্যার সহিত বিস্ময়ান্বিত হইলেন। পরম ভক্তিপূর্ব্বক নত-মস্তক হইয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন। শ্রীরাধা ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে সহসা নিদ্রা ত্যাগপূর্ব্বক জাগরিতা হইলেন; ক্ষণকালমধ্যে বিষয়-জ্ঞানশূন্য চৈতন্য লাভ করিলেন। পতিপরায়ণা শ্রীরাধিকা সম্মুখে নন্দ এবং যশোদাকে দর্শন করত আদরপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং সখীসমীপে মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন, তুমি কে? এ স্থানে কি নিমিত্ত আগমন করিলে, শীঘ্র বল এবং আমার অবস্থা শ্রবণ কর। নর কিম্বা পশু, জল কিম্বা স্থল, দিন কিম্বা রাত্রি এবং স্ত্রী, পুরুষ অথবা নপুংসক ইহাদের ভেদ আমার জ্ঞানবিষয় হইতেছে না। নন্দ শ্রীরাধার বাক্য শ্রবণ করত বিস্ময়ান্বিত হইলেন। সেই বাক্য শ্রবণে ভীতা যশোদা গোপীগণের সদালাপে সম্ভাষিতা হইয়া, রাধার নিকটে গমন করিলেন। ১৫—২৬। যশোদা শ্রীরাধার নিকটে উপবেশনপূর্ব্বক প্রিয় বাক্যদ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। নন্দরাজও আনন্দিতচিত্তে গোপীগণকর্ত্তৃক প্রদত্ত আসনে উপবেশন করিলেন। যশোদা বলিলেন, রাধে! চৈতন্য লাভ কর, যত্নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা কর, শুভদিন উপস্থিত হইলেই প্রাণনাথের দর্শন পাইবে। দেবদেবি! মঙ্গলনিলয় এই বিশ্ব তোমা হেতুই পবিত্র এবং গোপীগণ নিরন্তর তোমার চরণকমল সেবা করিয়া পুণ্যবতী হইয়াছেন। তীর্থপবিত্রকারিণী মঙ্গলজননী পুরাতনী তোমার কীর্ত্তি লোকগণ গান করিবেন এবং সাধুগণ বেদচতুষ্টয় ও পুরাণ সকল তোমার কীর্ত্তি গান করিয়াছেন। বুদ্ধিরূপিণি! তোমার কি নিমিত্ত বুদ্ধিভ্রম হইতেছে? আমি যশোদা ইনি নন্দ মহারাজ। সুব্রতে! তুমি বৃষভানুসুতা আত্ম-স্মৃতি কর, হে ভদ্রে সাধ্বি! আমি হরিকর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া দ্বারকানগর হইতে তোমার সমীপে আগমন করিয়াছি। হে দেবি! শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলবার্ত্তান্বিত মঙ্গল শ্রবণ কর, অচিরে সেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবে, চেতনা লাভ কর, তোমার পতি জগৎপতির আদেশে তোমার সমীপে আগত হইয়াছি, আমাদিগকে ভক্ত্যাত্মক জ্ঞান উপদেশ কর। বরাননে! পশ্চাৎ মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্ত তোমার নিকটে শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিবেন; এবং শীঘ্রই শ্রীদামের শাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। যশোদার বাক্যে শ্রীরাধা গদাধরের মঙ্গল-সংবাদ পাইলেন; এবং তাঁহার নাম স্মরণ করিবামাত্র অমঙ্গল দূরীভূত হইল। শ্রীরাধিকা যশোদার বাক্য শ্রবণ করত চৈতন্য লাভ করিলেন। এবং সুমধুর বাক্যে অলৌকিক ভক্তি বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ২৭—৪০।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশাধিক শততম অধ্যায়।

শ্রীরাধিকা বলিলেন, ব্রহ্মা, মহাদেব এবং অনন্ত প্রভৃতি দেবগণের বন্দনীয় জ্ঞানাত্মক পরমেশ্বর, আপনাকে জ্ঞান প্রদান করেন নাই; অধিকন্তু আপনি তাঁহার নিকটপর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। সেই জ্ঞানের অর্থ লইয়া তাহার ভাবার্থ আমি কি প্রকারে বুঝাইব? বেদচতুষ্টয় এবং সদাশয় সাধুগণ সেই জ্ঞানের ভাবার্থ অবগত নহেন। আমি অবলা মূঢ়া এবং বাস্তবিক অজ্ঞানাবৃতা স্ত্রীজাতি; বিশেষতঃ তাঁহার বিরহে নিরন্তর চেতনাশূন্যা। আমি সর্ব্বদা কৃষ্ণের বিরহজ্বরে কাতরা; মতিস্থৈর্য্য নাই, কি বলিব? কৃষ্ণজননী পতিব্রতা আপনিই বা আমার নিকটে কি বিজ্ঞাত হইবেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে যে উৎকৃষ্ট জ্ঞান অর্পণ করিয়াছেন; ব্রহ্মময় হরিকর্ত্তৃক উক্ত সেই পরমজ্ঞান সম্প্রতি শ্রবণ করুন। পঞ্চবিধ জ্ঞানের মধ্যে কোন্ জ্ঞান বর্ণন করিব? তবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভক্ত্যাত্মক জ্ঞান বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে সাধ্বে! শ্রীকৃষ্ণের বর পাইয়া একবারে নির্ভয় হইবেন না। কুযোগী ব্যক্তি কষ্টে গোলোকধাম পাইলেও সে স্থান হইতে নিপতিত হয়; অতএব সকল পরিত্যাগ করত পরমেশ্বরের উপাসনা করুন; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুত্রবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মরূপে চিন্তা করুন। যশোদে! আপনি নশ্বর ধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করত পুণ্যক্ষেত্র ভারতের মধ্যবর্ত্তী পুণ্য বৃন্দাবনে গমন করুন এবং তথায় নির্ম্মল যমুনাজলে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করত স্নিগ্ধ চন্দনদ্বারা অষ্টদলপদ্ম নির্ম্মাণ করুন। সেই পদ্মে গর্গদত্ত শুদ্ধ মহামন্ত্র ধ্যান-দ্বারা পরমানন্দময় পুরুষের পূজা করত তাঁহার স্থানে গমন করুন। হে সাধ্বি! কর্ম্মসমূহ সমূলে ছিন্ন হইলে শতজন্মের পিতৃগণকেও সেই ধাম লাভ করাইবেন। নিরন্তর বৈষ্ণবগণের সহিত আলাপ করুন। ১—১১। ভগবদ্ভক্তগণ অগ্নিজ্বালাও সহ্য করিতে কুণ্ঠিত হন না এবং পঞ্জর কিম্বা কণ্টকাকীর্ণ কষ্টকর স্থানে অবস্থান করিতে ভীত হন না, বরং

বিষভক্ষণে সাহসী হন; কিন্তু নাশকারণ হরিভক্তি-বিহীন ব্যক্তির সঙ্গ করিতে অল্পমাত্রও ইচ্ছা করেন না। কারণ স্বয়ং নষ্ট ভক্তিহীন ব্যক্তি ভক্তগণের বুদ্ধি ভেদ করিতে সক্ষম হয়। ভক্তিরূপ বৃক্ষের অঙ্কুর সাধুসঙ্গক্রমে বৃদ্ধি লাভ করে এবং সেই ভক্তিবৃক্ষে হরিকথারূপ অমৃতসেচন হইলে তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। অভক্তগণের সহিত কলামাত্র আলাপ, সেই ভক্তি-বৃক্ষের অঙ্কুরদাহনে দেদীপ্যমান হুতাশন হয়। পুনর্ব্বার হরিকথামৃতসেচন হইলে বৃদ্ধি লাভ করে। মনুষ্য যে প্রকার কালসর্প দর্শন করিলে ভয়ে পলায়ন করে, আপনারাও সেইরূপ অভক্তের সহিত সঙ্গ সাবধানে পরিত্যাগ করুন। যশোদে! আত্মপুত্রকে পরমাত্মা পরমেশ্বর, জগদীশ্বর-রূপে একাগ্রচিত্তে পরম ভক্তিসহকারে আরাধনা করুন। যে ব্যক্তি রাম, নারায়ণ, অনন্ত, মুকুন্দ, মধুসূদন, কৃষ্ণ, কেশব, কংসারে, হরে, বৈকুণ্ঠ, বামন,—এই একাদশ নামের প্রতিপাদ্য পরমেশ্বর হরিকে উদ্দেশ করত স্বয়ং পাঠ করে, কিংবা কাহারও দ্বারা পাঠ করায়, সে সহস্রকোটি জন্মের পাপ হইতে নিস্তার লাভ করে। 'রা' শব্দ বিশ্ববাচী এবং 'ম' এই শব্দ ঈশ্বরার্থবোধক; অতএব যিনি এই বিশ্ব-মণ্ডলের ঈশ্বর, তাঁহাকেই অভিরাম রাম নামে উল্লেখ করা যায়। যিনি রমা লক্ষ্মীদেবীর সহিত রমণ করেন, বিদ্বান্‌গণ তাঁহাকেও রাম শব্দের অভিধেয় বলেন এবং রমাদৎবৎসরস্বরূপিণী লক্ষ্মীদেবীর যিনি রমণ স্থান, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেও রাম নামে নির্দ্দেশ করেন! কোন কোন পণ্ডিতের মতে রা শব্দ লক্ষ্মীর নাম এবং 'ম' শব্দ ঈশ্বরবাচী; অতএব তাঁহার পতি লক্ষ্মীপতিকে রাম নামে সম্বোধন করেন। সহস্র দেবগণের নাম স্মরণ করিলে যে ফল লাভ হয়, একবার রাম এই নাম উচ্চারণ করিবামাত্র নিশ্চয় সহস্রনাম স্মরণের ফলপ্রাপ্তি হয়। পণ্ডিতগণ "নারা" এই- শব্দটীকে তৎসারূপ্য এবং মুক্তি অর্থে অভিহিত করেন; অতএব যিনি মুক্তি এবং সারূপ্যের অয়ন, তিনিই নারায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন এবং "নারা" এই শব্দ পাপাত্মা ব্যক্তিগণকে বোধ করায় ও অয়ন শব্দ গমনার্থবাচক, অতএব যাঁহার নাম উচ্চারণ-মাত্রে পাপিষ্ঠগণও সেই ধামে গমন করে, তিনিই নারায়ণ শব্দের অভিধেয়। মনুষ্যগণ একবার মাত্র "নারায়ণ" এই নাম উচ্চারণ করিলে শতত্রয় কল্প কালপর্য্যন্ত গঙ্গাদিতীর্থসমূহে স্নানজন্য ফল নিশ্চয় লভ করে। কিংবা নার শব্দে মোক্ষ এবং অয়ন শব্দে অভিলষিত পুণ্য জ্ঞান; যাঁহা হইতে এই উভয়ের জ্ঞান হয়, সেই প্রভু নারায়ণ নামে অভিহিত হন। বেদচতুষ্টয় পুরাণসমূহ এবং অন্যান্য প্রকার যোগাদি শাস্ত্রে যাঁহার অন্ত নাই, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই অনন্ত বলেন। "মুকুন্দ" এই শব্দটী মকারান্ত অব্যয় এবং নির্ব্বাণ ও মোক্ষ-অর্থে অভিহিত। তাঁহাকে যিনি দান করেন, তিনিই মুকুন্দ-শব্দের অভিধেয়। "মুকুন্দ" শব্দ বেদে ভক্তি এবং প্রেমরসে নির্দ্দিষ্ট; অতএব যিনি ভক্তগণকে ভক্তি এবং প্রেমরস প্রদান করেন, তিনিও মুকুন্দ-শব্দের বাচ্য। যিনি মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন, তিনিই মধুসূদন, সাধুগণ বেদভিন্ন এই অর্থদ্বারাও মধুসূদন নাম সমর্থন করেন। ক্লীবলিঙ্গ মধু শব্দ পুষ্পরস এবং কৃত শুভাশুভ কর্ম্মের নাম, যিনি ভক্তগণের শুভাশুভ কর্ম্মসমূহ বিনাশ করেন, তিনি মধুসূদন নামে নির্দ্দিষ্ট হন। পরিণামে পরিতাপদায়ক ভ্রান্তগণের পক্ষে আপাততঃ সুখকর কর্ম্মও মধু শব্দে অভিহিত, যিনি সেই কর্ম্মের নাশ করেন, তিনিও মধুসূদন নামে আখ্যাত হন। কৃষি-শব্দ উৎকৃষ্ট বোধক, ণ-কার সদ্ভক্তিবাচী এবং অকার দাতৃপর; অতএব যিনি উৎকৃষ্ট সদ্ভক্তি সম্প্রদান করেন, তিনিই কৃষ্ণনামে উল্লিখিত হন। এবং কৃষি-শব্দ পরমানন্দবোধক, ণ-শব্দ তাঁহার দাস্যবাচক, অকার দানার্থক; অতএব যিনি ভক্তগণকে পরমানন্দ ও দাস্য দান করেন, তিনিও কৃষ্ণনামে অভিহিত হন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ এবং ক্লেশ এই উভয় অর্থ কৃষিশব্দদ্বারা সমর্থিত হয়। ণুণ-শব্দ নির্ব্বাণ-বাচী; অতএব যাহা হইতে ভক্তগণের ঐ উভয়ের নির্ব্বাণ হয়, তিনিও কৃষ্ণশব্দের অভিধেয়। দেবগণের তিন সহস্র নাম উচ্চারণ করিলে যে ফল-লাভ হয়, মনুষ্যগণ একবার মাত্র কৃষ্ণ এই নাম উচ্চারণ করিয়া সেই ফল লাভ করে। ১২—৩৭। বেদজ্ঞ বিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন, কৃষ্ণ নাম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য নাম হয় নাই, কখন হইবে না, সকল নাম অপেক্ষা এই নামই অধিক মহিমশালী। হে গোপি! কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই নাম উচ্চারণপূর্ব্বক যে ব্যক্তি নামের প্রতিপাদ্য পরমাত্মাকে স্মরণ করে, জল-রাশিকে ভেদ করত পদ্ম যে প্রকার উত্থিত হয়, আমিও তদ্রূপ সেই মনুষ্যকে নরক হইতে উদ্ধার করি। যাহার বাক্যে সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল কৃষ্ণ এই নাম উচ্চারিত হয়, তৎক্ষণেই সেই ব্যক্তির দেহস্থিত কোটি কোটি মহাপাতক ভস্মীভূত হইয়া যায়। কৃষ্ণ-নামজপে সহস্র অশ্বমেধসদৃশ ফললাভ হয়, বরং

সহস্র অশ্বমেধ করিলেও পুনর্জ্জন্মের আশঙ্কা থাকে; কিন্তু ভক্ত এই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া পুনঃপুনঃ জন্ম-গ্রহণকষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করেন। লক্ষ লক্ষ যজ্ঞ, ব্রত, সকল তীর্থে স্নান অনশনাদি কষ্ট করত তপস্যা, সহস্রবার বেদপাঠ এবং শত শতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ প্রভৃতি পুণ্যকর্ম্মসমূহ কৃষ্ণনাম-জপজন্য পুণ্যের ষোড়-শাংশের একাংশেরও সদৃশ নহে। মনুষ্যগণ সেই সকল পুণ্যের ফলে যদিও চিরকাল স্বর্গ লাভ করে, তথাপি স্বর্গ হইতে অবশ্য তাহাকে ধ্বস্ত হইতে হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি হরিনাম জপ করে, তাহার আর ধ্বংস নাই, সে অন্তে সেই হরিপদ প্রাপ্ত হয়। যে পরমাত্মা, কে অর্থাৎ জলে এবং দেহসমূহে শয়ন করেন বেদবিৎগণ তাঁহাকেই কেশব বলেন। পতিত, বিঘ্ন, রোগ, শোক এবং দানববিশেষ অর্থে কংস-শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের যিনি অরি এবং সংহর্ত্তা তিনিই কংসারিনামে পরিগণিত হন। যিনি রুদ্ররূপে বিশ্বমণ্ডল সংহার করেন, এবং প্রতিদিন ভক্তগণের পাতকরাশিকে হরণ করেন, তিনিই হরিনামে উচ্চারিত হন। কুণ্ঠশব্দে জড় বিশ্বসমূহ, তাহাকে যিনি বিশিষ্ট করেন, বেদচতুষ্টয় তাঁহাকেই বিকুণ্ঠা প্রকৃতি বলেন। ভগবান্ নির্গুণ হইলেও গুণ আশ্রয়-পূর্ব্বক নিজ সৃষ্টি সংস্থাপনার্থে তাঁহাতে উৎপন্ন হন বলিয়া পণ্ডিতগণ পরিপূর্ণতম ঈশ্বরকে বৈকুণ্ঠনামে উল্লেখ করেন। ৩৮—৪৯। সাক্ষাৎ বেদ বলিতেছেন, বাম শব্দে বিপত্তি এবং ন শব্দে ছেদন; অতএব যে দেবাদিদেব দেবগণের বিপদ্ ছেদন করেন, তিনিই বামন নামে কীর্ত্তিত হন। নামসমূহের ব্যুৎপত্তি এইরূপে বেদ হইতে শ্রবণ করিয়াছি এবং আগমানু-সারে বলিলাম, এ সকল বিষয় মাধব বিদিত আছেন। যশোদা বলিলেন, হে রাধে! আপনার মুখে অতিশয় অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম; তুমি বেদচতুষ্টয়ের সনাতনী জননী। ইনি রাধা নহেন, আমার স্বরূপা এই বিবেচনা করিয়া শ্রীহরি আপনাকে এই সকল বিষয় উপদেশ করিয়াছেন। সেই ভাগ্যক্রমে আপনি সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্টা এবং স্বয়ং ভগবানেরও মান্য; আপনিই এই জগতে ধন্যা। বাসুদেব গোবিন্দ, মুরারি এবং মাধব এই নামচতুষ্টয়ের ব্যুৎপত্তি যথা-ক্রমে বর্ণন করুন, অন্য নামের অর্থ এক্ষণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি না। ৫০—৫৪। রাধিকা বলি-লেন,—যাঁহার প্রতিলোমকূপে বিশ্ব সকল বিরাজমান, সেই বিশ্বনিবাসের নাম 'বাসু' পরমব্রহ্মের নাম 'দেব' এই জন্য তাঁহার নাম বাসুদেব হইয়াছে। যিনি, অবলীলাক্রমে গো অর্থাৎ পৃথিবী ও বিশ্বসকল ধারণ করিতেছেন, যিনি অনন্তজ্ঞানসমুদ্র, তিনিই গোবিন্দ। ক্লেশ, সন্তাপ, কর্ম্মভোগ ও দৈত্যবিশেষের নাম মুর, তিনি সমুদায়ের অরি, এইজন্য মুরারি বলিয়া কীর্ত্তিত হন। 'মা' শব্দে নারায়ণী নামে বিখ্যাতা; ব্রহ্মস্বরূপা মূলপ্রকৃতি, ঈশ্বরী সনাতনী বিষ্ণুমায়া, মহালক্ষ্মী বেদমাতা সরস্বতী, রাধা, বসুন্ধরা ও গঙ্গা,—এই সকলের স্বামী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম মাধব হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও অনন্তদেব যাঁহাকে বন্দনা করেন, সনকাদি ঋষিগণ যাঁহাকে ধ্যান করিয়াও অন্ত লাভ করিতে পারেন নাই, বেদ পুরাণ সকল যাঁহার যাথার্থ্য তত্ত্ব নিরূপণে অসমর্থ, ভক্তিপূর্ব্বক সেই নবনীত-চোরকে ভজনা কর। কোথায় দুগ্ধ, কোথায় দধি, ঘৃত, কোথায় ঈপ্সিত সদ্যোজাত তক্র, কোথায় সেই সমস্ত দ্রব্যের অপহর্ত্তা, কোথায় বা আপনি, আর কোথায় বা তরুমূলমধ্যে তোমার কৃত বন্ধন। কারণ যোগিগণ সিদ্ধগণ, মুনীন্দ্র-গণ, ভক্তবৃন্দ, মহেশ্বর, ব্রহ্মা ও অনন্তদেব মানস-মন্দিরে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া যোগ-দ্বারাও যাঁহাকে অবলম্বন করিতে পারেন নাই, আপনি কিরূপে তাঁহাকে তরুমূলে বদ্ধ করিয়া রাখিবেন, হে সতি! প্রেম, স্বভক্তি, স্তবন, পূজা, তপস্যা ও ধ্যানদ্বারা যত্নসহকারে হৃৎপদ্মমধ্যস্থিত পরমপবিত্র পরমেশ্বরকে তুমি নিরন্তর ভজনা কর। ভদ্রে! আপনার মঙ্গল হউক, মনে যাহা আপনি বাঞ্ছা করিয়া-ছেন, সেই বর প্রার্থনা করুন, আমি আপনাকে জ্ঞানি-গণেরও দুর্লভ সকল বস্তু দান করিব। ৫৫—৬৪। যশোদা কহিলেন, মাতঃ! হরিতে নিশ্চলা ভক্তি ও হরিদাস্য আমার বাঞ্ছিত, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমার নামের ব্যুৎপত্তি কি? তুমিই বা কে? তাহা ব্যক্ত কর। সাধ্বি! মদ্বরদ্বারা তোমার নিশ্চলা হরিভক্তি ও দুর্লভ হরিদাস্য হউক। সম্প্রতি আমার স্বরূপ কহিতেছি, পূর্ব্বে একদিন আমি ভাণ্ডীরবটমূলে উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে জ্ঞানবান্ ব্রজরাজ নন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি উহাঁকে কহিলাম, আমি স্বয়ং রাধা রায়াণকামিনী ছায়ামাত্র। রায়াণ শ্রীহরির অংশ এবং প্রধান পারিষদশ্রেষ্ঠ। যাঁহার প্রতিলোমকূপে সমুদয় বিশ্ব বিরাজ করিতেছে, তিনিই মহদ্বিষ্ণু, সেই মহৎ বিষ্ণু, বিশ্বপ্রাণী ও বিশ্ব সকল 'রা' শব্দ জানিবে। ধা শব্দে ধাত্রীও মাতা বোধ হয়। আমিই মহাবিষ্ণু, বিশ্বপ্রাণী ও বিশ্বসকলের ধাত্রী মাতা। আমিই ঈশ্বরী ও মূলপ্রকৃতি। এই জন্য পূর্ব্বকালে

পণ্ডিতগণ ও শ্রীকৃষ্ণ আমাকে রাধা নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অধুনা আমি শ্রীদামশাপে বৃষভানুসুতা হইয়াছি। সম্প্রতি হরির সহিত আমার শতবর্ষ বিচ্ছেদ হইবে। আর বৃষভানুও শ্রীকৃষ্ণের প্রধান পারিষদশ্রেষ্ঠ। আমার মাতা কলাবতী পিতৃগণের মানসী কন্যা। আমি ও আমার মাতা আমরা উভয়েই ভারতে অযোনিসম্ভবা, পুনরায় তোমাদিগের সহিত শ্রীহরির চরণে বিলীন হইব। হে ব্রজেশ্বরি! আমি তোমাকে সমস্তই কহিলাম। হে সতি! এক্ষণে আপনার স্বামী জ্ঞানবান্ ব্রজেশ্বরের সহিত ব্রজে গমন করুন। এক্ষণে আপনি আমার ধ্যানের ব্যাঘাত করিলেন। হে সুন্দরি! মনুষ্যগণের ধ্যানভঙ্গ করিলেও মহান্ দোষ হইয়া থাকে। ৬৫—৭৫।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, মুনে! বাসুদেব, বসুদেবের আজ্ঞাক্রমে দ্বারকাতে উপস্থিত হইয়া রত্নবিনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট রুক্মিণীমন্দিরে গমন করিলেন। অমূল্য-রত্ন-নির্ম্মিত সেই গৃহের আভা যেন বিশুদ্ধ স্ফটিক মণির ন্যায় দীপ্যমান। অগ্রভাগে অতি রমণীয় ও চতুর্দ্দিক নানা চিত্রে বিচিত্রিত। উহার স্থানে স্থানে অমূল্য রত্নকলস। চারিদিকে শ্বেত-চামর, দর্পণ এবং বহ্নি-বিশুদ্ধ অংশুকদ্বারা সেই গৃহ পরিশোভিত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, নবযৌবন-সম্পন্না পরমানন্দে রত্নময় পর্য্যঙ্কের উপর শয়ানা এবং সস্মিতা রুক্মিণীদেবীকে দর্শন করিলেন। তিনি প্রৌঢ়া নয়; কিন্তু নবোঢ়ার শেষভাগে অবস্থিতা; সুতরাং নবসঙ্গমে লজ্জিতা। তাঁহার শরীর অমূল্য রত্ননির্ম্মিত ভূষণে বিভূষিত। হস্তে রত্নময় দর্পণ, কপাল সিন্দুরবিন্দুদ্বারা শোভিত, মস্তকের সুচারু কবরীভার মালতীমাল্যে অলঙ্কৃত। ভীষ্মক-কন্যা রুক্মিণী, দর্শন করিবামাত্র কৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, শুভক্ষণে তাঁহার সহিত রমণ করিলেন। রুক্মিণীদেবী সুখসম্ভোগমাত্রে হর্ষিতা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। শম্ভুকর্তৃক ভস্মীভূত কামদেব, পুনরায় সেই সুরতযজ্ঞে আবির্ভূত হইলেন। সেই কামদেব, শম্বরকে হনন করিয়াই পতিপ্রাণা রতিকে প্রাপ্ত হইলেন। দেবগণের সঙ্কেতে রতি মায়াবতী নাম ধারণপূর্ব্বক শম্বরালয়ে গৃহিণী হইয়া কেবল শয়ন-বিষয়ে ছায়া মাত্র দান করিতেন। নারদ কহিলেন, কামদেব কি প্রকারে শম্বর দৈত্যকে নিহত করিলেন? হে মহাভাগ! সেই পবিত্র কথা বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করুন। ১—১০। নারায়ণ কহিলেন, মীনকেতন ভূমিষ্ঠ হইবার সপ্তাহ পরে শম্বরদৈত্য, রুক্মিণীর সূতিকাগৃহ হইতে নবজাত বালককে গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিল। দৈত্যরাজ অপুত্রক, সুতরাং পুত্রলাভে প্রহর্ষিত হইয়া সেই পুত্রকে স্বীয় পত্নীর ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন; সেই সতী মায়াবতী প্রহৃষ্টা হইয়া অতিশয় পালনদ্বারা সেই বালককে বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। একদা সরস্বতী দেবী নির্জ্জনে ও গোপনভাবে তাঁহাকে কহিলেন, পূর্ব্বে তোমার পতি, হরকোপানলে ভস্মীভূত হন; এই রুক্মিণীপুত্র তিনিই দৈত্যকর্ত্তৃক সমাহৃত হইয়াছেন। মায়াবী শম্বর, মায়া অবলম্বন করত রুক্মিণীর সূতিকা-গৃহ হইতে কুমারকে আনয়ন করিয়া তোমাকে দান করিয়াছে, ঐ কুমার তোমার পতি, উনি তোমার পুত্র নহেন। মায়াবতীকে এই রূপ কহিয়া পুনরায় সেই জগন্মাতা সতী সরস্বতী, কামদেবকে কহিলেন, কন্দর্প! ইনি তোমার পত্নী রতি, তুমি ইঁহার সহিত ক্রীড়া কর। মন্মথ! তুমি রুক্মিণীর পুত্র এই দৈত্যের পুত্র নহ। এই সতী প্রতিদিন কুররীর ন্যায় তোমাবিহনে রোদন করিয়াছেন। ব্রহ্মাণী বাণী এই কথা বলিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলে পর, সেই পরমসুন্দর কামদেব, প্রতিদিন নির্জ্জনে নিজপত্নী মায়াবতীর সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। ১১—১৮। একদিন দৈত্যরাজ, কৌতুকসহকারে নিজপত্নী মায়াবতীর সহিত সুরতব্যাপারে প্রবৃত্ত এবং নির্জ্জনে স্থিত সস্মিতা মায়াবতীর মধ্যবক্ষঃস্থলে আরূঢ় সস্মিত কামদেবকে দর্শন করিলেন এবং কাম-কর্ত্তৃক মূর্চ্ছিতা সুরতোৎসুকা রতিকেও দর্শন করিলেন। শম্বরাসুর এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া কুপিত হইলেন ও উত্তম খড়্গ গ্রহণ করিলেন; খড়্গহস্ত হইয়া পতিপ্রাণা রতি ও কামদেবকে কহিতে লাগিলেন, রে মূর্খ! কামুকাধম! তোরে ধিক্, তুই আবার পাণ্ডিত্যের অভিলাষ করিস্! তোর অপেক্ষা মহাপাতকী আর জগতে দ্বিতীয় নাই। তুই এত উন্মত্ত যে, মাতৃগামী হইলি! রে পুংশ্চলি! তোকেও ধিক্! তুই কামুকী হইয়া এত উন্মত্তা! এত জ্ঞানশূন্যা যে, পুত্রকে লইয়া নির্জ্জনে সুরতব্যাপারে অনুরাগ করিতেছিস্? এই বলিয়া দৈত্যরাজ, তৎক্ষণাৎ মদনের উপর সেই শাণিত খড়্গ নিক্ষেপ করিল; কিন্তু খড়্গ, কামশরীর স্পর্শমাত্র তৎক্ষণাৎ ভগ্ন হইয়া গেল। শম্বর, কোপাকুললোচন হইয়া রতির কেশ গ্রহণ

করিয়া সেই রতিকে হনন করিতে উদ্যত হইল। হে ব্রহ্মন্! কুসুমায়ুধ, রতির হননেচ্ছু দৈত্যকে এমন এক আঘাত করিলেন যে, তাহাতেই দৈত্য মূৰ্চ্ছিত ও পীড়িত হইয়া দূরে পতিত হইল। পুনরায় চেতনার সঞ্চার হইলে দৈত্যবর কোপে প্রজ্বলিত হইয়া রোষভরে শিবদত্ত শূল গ্রহণ করিল। মুনে! সে শূলের কথা কি কহিব! প্রলয়কালীন অগ্নিসদৃশ ও শতসূর্য্য-প্রভাযুক্ত শূল দর্শন করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অনন্তদেব ও অন্যান্য দেবগণ তথায় আগমন করিলেন। তাহার মধ্যে পবনদেব, যত্নপূর্ব্বক মন্মথের কর্ণে কহিলেন, স্মর! তুমি দুর্গতিনাশিনী মহামায়া দুর্গার স্মরণ কর। মন্মথ, পবনদেবের বচন শুনিয়া দুর্গাকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র শিবশূল রমণীয় ও মনোহর মাল্যসদৃশ হইল। রতিপতি ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা মনের আনন্দে সেই শম্বরাসুরকে নিহত করিলেন এবং রতিকে গ্রহণ করিয়া রথারোহণে দ্বারকাপুরীতে গমন করিলেন। দেবগণও শিব-পার্ব্বতীর স্তব করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। এদিকে রুক্মিণীদেবী, মঙ্গলাচরণ করিয়া রতি ও পুত্রকে গ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, আনন্দোৎসব পরম স্বস্ত্যয়ন এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন, পার্ব্বতীকেও পূজা করিলেন। ১৯—৩৩। হে নারদ! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, যথাক্রমে বেদবিহিত মঙ্গলদিনে কালিন্দী, সত্যভামা, সত্যা, নাগজিতী, সতী, জাম্ববতী ও লক্ষ্মণা এই সাত রমণীর সহিত পৃথক্ পৃথক্ রমণ করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ঐ রমণীর প্রত্যেকের গর্ভে দশ দশ পুত্র এক এক কন্যা সমুৎপন্ন হইল। অনন্তর একদা রুক্মিণীপতি, সপুত্র, অধীশ্বর নরক দৈত্যকে নিহত করিয়া রণাগ্রে বলবান্ মুর দৈত্যকেও হনন করিলেন। তথায় ষোলহাজার কন্যা এবং চিরকাল স্থিরযৌবনা শতাধিক বয়স্থাগণকেও দেখিলেন। সকল রমণীগণকে রত্নময় ভূষণে ভূষিতা ও প্রফুল্লবদনা দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শুভক্ষণে তাহাদিগের পাণি-গ্রহণ করিলেন, এবং শুভক্ষণে তাহাদিগের সহিত যথাক্রমে রমণ করিলে ঐ সকল যুবতীর প্রত্যেকের গর্ভে যথাক্রমে এক এক কন্যা ও দশ দশ পুত্র উৎপন্ন হইল। হরির ঐ সকল অপত্য পৃথক্ পৃথক্ হইয়া ছিল। একদা মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা, ত্রিকোটী শিষ্যের সহিত অবলীলাক্রমে রমণীয় দ্বারকাপুরীতে আগমন করিলেন। সামাত্য ও সপুরোহিত রাজা উগ্রসেন, বসুদেব, বাসুদেব, অক্রূর এবং উদ্ধব, ইহাঁরা সকলে ষোড়শ উপচার গ্রহণ করিয়া মুনিপুঙ্গব দুর্ব্বাসাকে প্রণাম করিলেন। হে ব্রহ্মন্! তিনিও তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন। বাসুদেব শুভক্ষণে একানংশানাম্নী কন্যাকে দুর্ব্বাসার হস্তে প্রদান করি-লেন। মুক্তা, মাণিক্য, হীরক ও ভিন্ন ভিন্ন রত্নসমূহ তাঁহাকে যৌতুকস্বরূপ দান করিলেন। মহেন্দ্র-নিলয়সদৃশ রত্ন মন্দিরে সেই কন্যার সহিত দুর্ব্বাসা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উত্তম রত্নসার-নির্ম্মিত একটি শুভাশ্রম তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ৩৪—৪৬। একদা মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসা, মনে মনে আলোচনা করিয়া ভগবৎপত্নী সেই সকল রমণীর প্রত্যেকের মন্দিরে গমন করিলেন। দেখিলেন, পূর্ণতম প্রভু শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বত্র বিরাজমান। ভগবান্ হরি, কোন গৃহে বা ক্রীড়া করিয়াছেন। কোন গৃহে রমণীয় রত্ন-নির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে শয়ান রহিয়াছেন। কোন গৃহে শ্রদ্ধাসহকারে পুরাণ সকল শ্রবণ করিতেছেন। কোন গৃহে শুভ প্রাঙ্গণে মহোৎসবে নিযুক্ত। কোন গৃহে বা ভক্তিপূর্ব্বক সত্যানাম্নী পত্নীকর্ত্তৃক দত্ত তাম্বূল ভোজন করিতেছেন। কোন গৃহে রুক্মিণী দেবী শ্বেত চামরদ্বারা শয্যায় শয়ান শ্রীকৃষ্ণের পদ সেবা করিতে-ছেন। কোন গৃহে কালিন্দী দেবী, আনন্দসহকারে শ্রীকৃষ্ণের পদ সেবা করিতেছেন। মুনিপুঙ্গব, যে গৃহেই গমন করেন, ভগবান্ শ্রীহরি সেই স্থানেই সমভাবে তাঁহার সহিত কথোপকথন করেন। সেই পরমাদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া দুর্ব্বাসা বিস্ময় লাভ করিলেন। দুর্ব্বাসা মুনি, রুক্মিণী-মন্দিরে এবং সুধর্ম্মানাম্নী সাধুসভাতে আসীন পরমসুন্দর জগতী-নাথ কৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিলেন।,—হে জগন্নাথ! হে জনার্দ্দন! তোমারি জয় তোমারি জয়, কারণ তুমি সমস্তই জয় করিয়াছ। হে সর্ব্বেশ! তুমি একমাত্র সকলের প্রয়োজনীয় ও সকলের কারণ। হে পুরাতন তুমি নির্গুণ, নিরীহ, নির্লিপ্ত, নিরঞ্জন, নিরাকার, ভক্ত-গণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করত শরীর ধারণ করিয়া থাক, তুমি সত্যরূপ। হে সনাতন! তুমি নিত্য ও নিত্য নূতন। ব্রহ্মা, মহেশ, অনন্তদেব তোমার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া থাকেন। তুমি ব্রহ্মজ্যোতি, অনির্ব্বচনীয় বেদাতীত; হে পরমাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। বিপ্রশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসামুনি, এইরূপ স্তব করিয়া প্রণামপূর্ব্বক হরির অনুমতিক্রমে তাঁহার সম্মুখে সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন জগৎপতি হরি, হিতকর, সত্য পুরাতন ও জ্ঞানময়, বেদবিহিত এবং সকল সাধুজনের অভিমত বাক্য সেই ঋষিশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বা-সাকে কহিলেন, হে বিপ্র! তোমার ভয় নাই, তুমি

শিবের অংশ। তুমি কি জ্ঞানদ্বারা জানিতে পারিতেছ না যে, আমি সকলের উৎপত্তিকারণ; আমা হইতে সমস্ত প্রবর্ত্তিত হইতেছে। আমি সকলের আত্মা-স্বরূপ। আমা ভিন্ন সকলে শবাকার। প্রাণিগণের দেহ হইতে আত্মার বহির্গম হইলে, সকল শক্তি যায়। জাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব গোত্র ইত্যাদি বিষয়ে আত্মা-রূপে আমিই অদ্বিতীয়; কিন্তু ব্যক্তিগত হইলেই পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকি। কেননা, যে ব্যক্তি ভোজন করে, তাহারই তৃপ্তি হয়, অন্য কাহারও কখনই তৃপ্তি হয় না। আমি যখন জীবাদি সকল ও প্রতিমাস্থ প্রাণিসকলে অবস্থান করি, তখন পৃথক হই; কিন্তু যখন গোলোকে রাসমণ্ডলে অবস্থান করি, তখন আমিই পূর্ণতম। শ্রীদামের শাপহেতু প্রেমময়ী রাধা, এখন আমাকে দেখিতে অসমর্থা হইতেছেন। সকল স্থানে আমি অংশরূপে বিরাজমান। কোন গৃহে অংশাংশরূপে ও অংশাংশের কলারূপে অবস্থিত। অন্যান্য বনিতার মন্দিরে কলারূপে আমি বিরাজ-মান, কেবল রুক্মিণীমন্দিরে আমি অংশরূপে স্থিত। এইরূপে কোন স্থানে আমার অংশ, কোন স্থানে আমার অংশের অংশ এবং কোন কোন প্রতিমা ও প্রাণীতে আমার অংশাংশের অংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। জগৎস্বামী এই কথা বলিয়া গৃহের অভ্যন্তরে গমন করিলেন। দুর্ব্বাসাও নিজপত্নীকে ত্যাগ করিয়া শ্রীহরির আরাধনায় প্রস্থান করি-লেন। ৪৭—৬২।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

ত্রিকোটি শিষ্যপরিবৃত দুর্ব্বাসা, দ্বারকাপুরী ত্যাগ করিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক পরমেশ্বর শঙ্করকে দেখিতে কৈলাসে গমন করিলেন। তথায় গমন করিয়া, সেই দুর্ব্বাসা মুনি শিব ও দুর্গাকে প্রণাম করিলেন, পরমভক্তি সহকারে ও প্রণতভাবে সশিষ্য শুচি হইয়া স্তব করি-লেন। শ্রীহরির সেই সকল বৃত্তান্ত ও আপনার তপঃ-প্রবৃত্তির কারণ নিবেদন করিলেন। পতিব্রতা পার্ব্বতী, মুনির বচন শুনিয়া হাস্যপূর্ব্বক শঙ্করের নিকটে সাক্ষাৎ সত্য ও হিতজনক বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, মুনে! তুমি ধর্ম্মের স্বরূপ জাননা অথচ আপনাকে ধর্ম্মিষ্ঠ বলিয়া মানিতেছ; অনপত্যা নিজ পত্নীকে ত্যাগ করিয়া, তপস্যার নিমিত্ত কোথায় যাইতেছ? যে ব্যক্তি সংকুলোদ্ভবা, পতিব্রতা এবং যুবতী পত্নীকে পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী যতি হইয়া তপস্যায় গমন করে, বা যে ব্যক্তি বাণিজ্যার্থ বা অন্য কোন কারণে প্রবাসে বা দূরদেশে চিরকালের জন্য গমন করে, সেই ব্যক্তির মোক্ষ হয় না; বরং নিশ্চয়ই ধর্ম্মের স্খলন হইয়া থাকে; গমন করিলেও তাঁহাদিগের অভিশাপে পরলোকে নরক ও ইহকালে যশ পর্য্যন্তও থাকে না। ভগবান্ কমলযোনি এই কথা বলিয়া থাকেন। অতএব হে বিপ্র! তুমি সম্প্রতি স্ব-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সত্বর দ্বারকায় গমন কর। তথায় গিয়া ধর্ম্মানুসারে আমার অংশরূপা একানংশাকে প্রতিপালন কর। ব্রহ্মা এবং পদ্মা, নিরন্তর যে পাদপদ্ম অর্চ্চনা করেন, যে পাদপদ্ম সক-লের সুদুর্লভ এবং সনকাদি মুনীন্দ্রগণ ও শম্ভু ধ্যান করেন, পরমাত্মরূপী সুরগুরুর সেই পাদপদ্ম পরি-ত্যাগ করিয়া তপস্যার নিমিত্ত কোথায় যাইতেছ? বৎস! সুধা ত্যাগ করিয়া গরলে মনোনিবেশ করিতেছ? হে মুনে! যে ব্যক্তি, স্বপ্নাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম দর্শন করে, সে শতজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে; এই বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই! জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত হউক, বাল্যাবস্থায়, কৌমারা-বস্থায়, যৌবনাবস্থায় বা বার্দ্ধক্যাবস্থায় যে পাপ হয়, সে পাপ তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া যায়। যে ব্যক্তি ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছে, সে তৎক্ষণাৎ পূত ও নিশ্চয় জীব-ন্মুক্ত হয় এবং তৎক্ষণাৎ কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। যাহা হইতে সকল তীর্থ পবিত্র হইতেছে, সেই পাদপদ্মদর্শনই ব্রত, সেই পাদপদ্মদর্শনই তপস্যা, সেই পাদপদ্মদর্শনই সত্য ও পুণ্য, সেই পাদপদ্মদর্শনই পূজা জানিবে। যাহা হইতে জন্মের খণ্ডন হইয়া থাকে, সেই কৃষ্ণ গুণানু-বাদই সকল কৃষ্ণভক্তিবিহীন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল হইতেও অধম। কারণ তাহার সংসর্গে ও তাহার সহিত কথোপকথনে ভক্তগণের ভক্তিনাশ হইয়া যায়: যে ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টভোজী ও কৃষ্ণভক্ত; তিনি জল, বহ্নি, বায়ু হইতেও পূত হইয়া জগৎকে পবিত্র করিতে সক্ষম হন। হে দ্বিজ! শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার নিমিত্ত কোথায় যাইতেছ? মানবগণ, শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে তপস্যার ফল লাভ করে। যে গুরু হইতে পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি হয় না, সে গুরু, শিষ্যের পরমবৈরী হইয়া জন্ম নিষ্ফল করিয়া দেয়। ১—১৯। পার্ব্বতীর এই বাক্য শুনিয়া শঙ্করের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি প্রেমে বিহ্বল

হইয়া পরমেশ্বরীকে স্তব করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বাসা মুনি, শিব-দুর্গার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে পুনরায় দ্বারকা-পুরীতে গমন করিলেন। দ্বারকায় গমন করিয়া হরিকে দর্শনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিলেন, তৎপরে একানংশানাম্নী নিজ পত্নীর গৃহে গমন করিয়া দুর্ব্বাসা তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এদিকে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির আহ্বান করাতে শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। তথায় গমন করিয়া পরমানন্দে অগ্রে কুন্তী, তৎপরে ভ্রাতৃগণ, তৎপরে অন্যান্য নৃপগণকে সম্ভাষণ করিয়া উপায়দ্বারা জরাসন্ধ ও শাল্বকে নিহত করিয়া বিধিবোধিত দক্ষিণাদানে মুনীন্দ্র ও শ্রেষ্ঠ নৃপগণকর্তৃক অভীপ্সিত রাজসূয়যজ্ঞ করাইলেন। সেই যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ, দেবগণ ও রাজগণ —সভায় অতিশয় নিন্দাকারী শিশুপাল ও দন্ত বক্রকে যে হনন করিলেন, তাহাতে উভয়ের শরীর পতিত রহিল বটে; কিন্তু জীবাত্মা গমনপূর্ব্বক হরির চরণ দেখিতে না পাইয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সর্ব্বেশ্বর মাধবকে স্তব করিতে লাগিলেন। মাধব! তুমি ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ ও বেদাঙ্গ সকলের জনক। সুরাসুর ও প্রাকৃত দেহিগণেরও জনক; তুমি কল্পভেদে সূক্ষ্ম সৃষ্টি করিয়া থাক এবং মায়া অবলম্বন করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও অনন্তরূপে সৃষ্টি করিতেছ। ২০—২৮। চতুর্দ্দশ মনু, সপ্তর্ষি, চতুর্ব্বেদ, সৃষ্টিপালগণ, দিক্‌পালগণ, গ্রহগণ, সকলেই কেহ বা তোমার অংশ, কেহবা তোমার অংশের অংশ। তুমি স্বয়ং পুরুষ, স্বয়ং স্ত্রী, আবার স্বয়ং নপুংসক। স্বয়ং তুমিই কারণ ও কার্য্য আবার তুমিই স্বয়ং জন্য ও জনক। বেদেতে যন্ত্রীর অর্থাৎ আপনার ও যন্ত্রের অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চের যে গুণদোষ শুনিয়াছি, তাহাই বর্ণনা করিতেছি। মাধব আপনি স্বয়ং যন্ত্রী, আর এই জগৎপ্রপঞ্চ আপনার যন্ত্র। সমস্ত জগৎ আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত। মাধব! আমি মূঢ়, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। শিশুপালের স্তবে সকলে বিস্মিত হইয়া কৃষ্ণকে পূর্ণতম ঈশ্বর বলিয়া জানিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, রাজসূয় যজ্ঞ করাইয়া ব্রাহ্মণ ভোজনও নীতি আশ্রয় করত কুরুপাণ্ডবযুদ্ধ করাইলেন। কৃপানিধি শ্রীকৃষ্ণ, এইরূপে পৃথিবীর ভারাবতারণ করিলেন ও বহুকাল সেইখানে থাকিয়া যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাক্রমে পুনরায় দ্বারকাতে গমন করিলেন। ঐ সময় মৃতবৎসা কোন ব্রাহ্মণীর পুত্রগণকে মৃতস্থান হইতে আনয়নপূর্ব্বক জীবিত করিয়া তাহাদিগের জননীকে সেই সকল পুত্র প্রদান করিলেন। তদ্দর্শনে দেবকী পরিতুষ্টা হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, "বৎস! তবে আমার মৃত পুত্রদিগকে পুনরুজ্জীবিত কর।" তখন কৃষ্ণ মৃত সহোদরগণকে মৃতস্থান হইতে আনয়ন করিয়া জননীকে দান করিলেন। স্বগৃহ হইতে দ্বারকায় সমাগত এবং তাঁহার শরণাপন্ন সুদামা ব্রাহ্মণের তৎক্ষণাৎ দারিদ্র্য হরণ করিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্, ভক্ত সুদাম ব্রাহ্মণের তণ্ডুলকণা ভোজন করিয়া সেই ব্রাহ্মণকে অধস্তন-সপ্তপুরুষ-ভোগ্যা ও নিশ্চলা রাজলক্ষ্মী দান করিলেন। ২৯—৩৮। ইন্দ্রের অমরাবতীর তুল্য তাহার রাজ্য হইল; সে ব্রাহ্মণ কুবেরের ন্যায় ধনাঢ্যও হইল। ভক্তবৎসল হরি, তাঁহাকে অচলা হরিভক্তি, দুর্লভ হরিদাস্য এবং অবিনশ্বর গোলোকধামে যথেষ্ট উত্তম স্থান দান করিলেন। তিনি স্বর্গ হইতে পারিজাত হরণ করিয়া ইন্দ্রের গন্ধজনিত অহঙ্কার হরণ করিলেন। সত্যাকে অভিলষিত পুণ্যক ব্রত করাইলেন। মুনে! তাঁহা হইতে নিত্য ও নৈমিত্তিক ব্রতসকল সকল স্থানে বর্দ্ধিত হইল। সেই পুণ্যকব্রতে সনৎকুমারকে দক্ষিণারূপে আত্মদান করিলেন। তিনি ঐ ব্রতোপলক্ষে হর্ষসহকারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে রত্ন দান করিলেন। এইরূপে সর্ব্বপ্রকারে সত্যভামার অভিমান বাড়াইয়া রুক্মিণী ও অন্যান্য পত্নীগণেরও নূতন নূতন সৌভাগ্য বাড়াইলেন। মুনে! সকল স্থানে বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ও দেবগণেরও নিত্য নৈমিত্তিক পূজার বৃদ্ধি হইল; প্রভু কেবল উদ্ধবকে উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অর্জ্জুনকে কোটিহোমযুক্ত মঙ্গলজনক কার্য্য উপদেশ দিলেন। পার্ব্বতীর প্রীতির জন্য নানাপ্রকার মনোহর নৈবেদ্য, ধূপ, দীপাদি সহযোগে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইলেন; রমণীয় রৈবত পর্ব্বতে অমূল্য রত্ননির্ম্মিত মন্দিরে দেবগণের পরম ঈশ্বর গণেশকে অর্চ্চনা করিয়া পরমানন্দে তাঁহাকে সুস্বাদু, সুমনোহর, পরিপুষ্ট পাঁচলক্ষ তিললড্ডুক ও নৈবেদ্য দান করিলেন। বহুতর শর্করানির্ম্মিত সুধাসদৃশ সাতলক্ষ স্বস্তিকলড্ডুক, দশলক্ষ অপূর্ব্ব সুপক্ক কদলীফল, সুস্বাদু স্বস্তিক পিষ্টক, রমণীয় পায়স, মিষ্টান্ন, ঘৃত, নবনীত, দধি, দগ্ধ, সুরা, মধু, ধূপ, দীপ, পারিজাত কুসুম, অভিমত মাল্য, সুগন্ধি চন্দন, গন্ধ, বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র তাঁহাকে দান করিলেন। প্রভু, মঙ্গলময় কোটিহোমযুক্ত যজ্ঞ করাইয়া অসংখ্য ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন এবং গণপতির স্তব করিলেন, সেই

স্থানে দশবিধ বাদ্যও বাদিত হইল। ভগবান্ হরি, শাম্বের কুষ্ঠের ক্ষয়জন্য অতি উত্তম উপহারদ্বারা পূর্ণসম্বৎসর ব্যাপিয়া সূর্য্যের পূজা ও সমাতৃক শাম্বকে হবিষ্য করাইলেন। ভাস্কর স্বয়ং প্রীত হইয়া শাম্বকে স্তোত্র ও বর দান করিলেন। ৩৯—৫৪।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, কৃষ্ণের পুত্র মহাবলপরাক্রম প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধ বিধাতার অংশ। নবযৌবনসম্পন্ন সেই অনিরুদ্ধ একদা নির্জ্জনে পুষ্প এবং চন্দনচর্চ্চিত পর্য্যঙ্কে সুপ্ত হইয়া, স্বপ্নাবস্থায় বিকসিত কুসুমপূর্ণ উদ্যানে স্নিগ্ধচন্দনলিপ্ত সুগন্ধি কুসুমশয্যায় শয়ানা, ঈষৎ হাস্যযুক্তা নবযৌবন-সম্পন্না রমণীয়া এক যুবতীকে দর্শন করিলেন। তাঁহার সকল অঙ্গ অমূল্য রত্নময় ভূষণে অলঙ্কৃত। হস্তে মনোহর কেয়ূর, বলয়, শঙ্খ, কঙ্কণ, কর্ণে মণিময় কুণ্ডলযুগল গণ্ডস্থল পর্য্যন্ত বিরাজিত; পরিধান অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র, চরণে শব্দায়মান নূপুর, ওষ্ঠদ্বয় পরিপক্ক বিম্বফলসদৃশ রক্তবর্ণ, লোচনযুগল শরৎকালীন কমলসদৃশ, ভালে সিন্দূরবিন্দু, দাড়িম্ব কুসুমাকার ধারণ করিয়া শোভিত হইতেছে। উরুদ্বয় যেন রামরম্ভাকেও নিন্দা করিতেছে। স্তনদ্বয় অতিশয় উচ্চ ও অতি কঠিন, কামবাণে তাঁহার শরীর পীড়িত। গুরু নিতম্বভাবে মধ্যভাগ বিনম্র, তাঁহার শরীর অতি কোমল বক্রদৃষ্টিতে অবলোকন করত নিজের সকামতার পরিচয় দিতেছে। পাদপদ্ম কুঙ্কুম ও অলক্তক রক্তদ্বারা শোভিত। পরিধেয় বসন বায়ুসঞ্চারে চঞ্চল হওয়াতে গুপ্তস্থান ব্যক্ত হইতেছে। ১—৯। কামপুত্র অনিরুদ্ধ কামব্যথিত-চিত্ত ও মত্ত হইয়া কোমলাঙ্গী চারুচম্পকবর্ণা কাম-পুলকিতা কামমত্তা নবোঢ়া হইলেও অতি প্রৌঢ়া, শৃঙ্গারলোলুপা, কামিনীকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে মধুর বাক্যে কহিলেন;—সুন্দরি! তুমি কি দেবকন্যা, না গন্ধর্ব্বকন্যা? হে কামিনি! তুমি কে? কাহার পত্নী বা কাহার কন্যা? এই উদ্যানে কাহাকে অভিলাষ কর। ত্রিভুবনে সৌন্দর্য্যহেতুক তুমি মুনিগণেরও মানস মোহিত করিয়াছ। তুমি একাকিনী হইয়াও কেন ভীতা হইতেছ না? তাহা বল। আমি ত্রিলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, কন্দর্পের পুত্র, আমার নাম অনিরুদ্ধ। কান্তে! এখন আমি নবীনযৌবন-হেতুয় উন্নত হইয়াছি। দেখিতেও কুৎসিত নহি। আমিও কামী ও কামবিশারদ। বিশেষতঃ কামুক জনের কামনা পূর্ণ করিতে স্বয়ং সক্ষম। সুশীলে! আমি সুবেশ, সুশীল, রতিবীর, রতিরসপ্রাজ্ঞ, রতিরস-প্রিয়, রতিপুত্র ও রতিতে একান্ত উন্মত্ত ও রসিক। প্রিয়ে! অতএব আমাকে ভজনা কর। কামুকী বনিতা, রোগশূন্য কামুক যুবাপুরুষকেই কামনা করিয়া থাকে এবং বিদগ্ধ রতিপণ্ডিতও কামিনীর কামনাপূরক কান্তকেই লাভ করিয়া থাকে; কেননা রসিকের সহিত রতিপণ্ডিতা কামিনীর মিলন সুখকর। নবসঙ্গমলজ্জিতা সেই কামিনী বস্ত্রাঞ্চলে লোচন ও মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া কুটিল চক্ষুর ঈষৎ প্রকাশদ্বারা বিলোকন করিতে করিতে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন; যদি আপনি কামপুত্র ও কামকর্তৃক ব্যাকুল হইয়া এখন কামুক হন, আর যদি কামুকীরও যোগ্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কেন আপনি কামকে চিন্তা না করিতেছেন? আর যদি আপনি ত্রিলোকনাথ শ্রীহরির পৌত্র, সম্মানিত প্রদ্যুম্নের পুত্রই হন,—আর যদি আপনি পিতার উপযুক্ত পুত্র হন, তাহা হইলে নিজের যোগ্যাকে বিবাহ না করিতেছেন কেন?। ১০—২০। যিনি যথাবিধি বিবাহিতা যজ্ঞপত্নী অর্থাৎ যাহাকে অগ্নি সাক্ষী করিয়া যথাবিধি বিবাহ করা হয়, তিনিই সতী, পুণ্যবতী, নিরন্তর নিশ্চলা অনুরাগবতী সর্ব্বদা সঙ্গিনী লোকের সাধ্যা হইয়া থাকেন। গুপ্তপত্নী অর্থাৎ গান্ধ-র্ব্বাদি বিবাহবিবাহিতা পত্নী নিশ্চলা হইয়া ভয় ও প্রীতিদানে সমর্থা হইয়া থাকেন; কিন্তু নৈমিত্তিক পত্নী, অর্থাৎ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যে পত্নী, সে কখন নিত্যা অর্থাৎ আজন্ম সঙ্গিনী হইতে পারে না। বিশেষতঃ সে পত্নী বেদবিগর্হিতা বলিয়াই প্রসিদ্ধা। তাদৃশ পত্নী কেবল নরকের সোপানস্বরূপা হইয়া ইহকালে ও পরকালে অযশ প্রদান করে। সাধু ব্যক্তি, যদি সদ্বংশজাত ও বিষ্ণুপরায়ণ হন তাহা হইলে বেদবিগর্হিতা নৈমিত্তক পত্নীতে আসক্ত হইবেন না। পূর্ব্বে যদি কেহ ভ্রান্ত হইয়া সাধুসঙ্গ হইতে নিবৃত্ত হয়, প্রাণিগণের এরূপ প্রবৃত্তিই স্বভাবসিদ্ধ; কিন্তু অসৎ প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তিই মহৎ ফলদায়িকা। যদি কোন ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করাতে নিবৃত্তপাতক হইয়া পুনরায় পাপে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে সে উপহাস্য হয়। তাহার সকলই কুঞ্জর-শৌচের ন্যায়। অর্থাৎ হস্তী স্নান করিলেও যেমন তাহার পূর্ব্ব অপরিষ্কৃতভাব যায় না, তদ্রূপ।

সৎস্বভাবা সুন্দরী শান্তস্বভাবা ধর্ম্মপত্নীই প্রশংসিতা হন, কেননা, তিনি পতিব্রতা, সাধ্যা ও প্রিয়বাদিনী হইয়া থাকেন। আর কোমলাঙ্গী রতিপণ্ডিতা শ্যামা স্ত্রীও রতিসুখ প্রদান করিয়া থাকেন। যদি বনিতা পরিণতবয়স্কা, সাধ্বী, নিরন্তর শান্তস্বভাবা ও পুত্রবতী হন, তবেই বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তি তাহাকে ত্যাগ করিয়া তপস্যার জন্য গমন করিতে পারেন। ইহার অন্যথা হইলে সমস্তই বৃথা ও তপস্যার স্খলন হয়। অতিশয় ক্রূর অসাধু পুরুষও পর-স্ত্রী গমন করিলে ঊর্দ্ধতন সপ্তপুরুষের সহিত ঘোরতর নরকগামী হয়। আমি বাণরাজার কন্যা উষা, নরপতি বাণ শঙ্করের কিঙ্কর। শঙ্কর জগতের পতি; আমার পিতা বাণও ত্রিলোকের ত্রিজেতা। ত্রিলোকের মধ্যে কামিনীগণের স্বাধীনতা নাই, বরং তাহারা পরাধীন। আর যাহারা অসদ্বংশপ্রভাবা, তাহারাই পুংশ্চলী ও স্বতন্ত্রা। ২১—৩০। নারীগণ, কুমারাবস্থায় পিতাকর্ত্তৃক, যৌবনকালে ভর্ত্তাকর্ত্তৃক, বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রকর্ত্তৃক রক্ষিত-হইয়া থাকেন; পতিব্রতা নারী কোনকালে সাধীন নয়। পিতা, যোগ্যপাত্রেই কন্যা দান করেন; কন্যা, বর প্রার্থনা করিবে না, এইটিই সনাতন ধর্ম্ম। তুমি উপযুক্ত পাত্র, আমিও বিবাহযোগ্যা; প্রভো! যদি তুমি আমাকে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে মৎপিতা বাণ অথবা শম্ভু, কিংবা পতিপরায়ণা সতীর নিকটে প্রার্থনা কর। মুনে! সেই সাধ্বী সুন্দরী এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন এবং উষার প্রতি একান্ত স্পৃহাবান্ কামনন্দনের সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইল। শান্তস্বভাব অনিরুদ্ধ জাগরিত হইয়া পূর্ব্ব ঘটনা স্বপ্ন জ্ঞান করিলেও প্রাণবল্লভাকে দেখিতে না পাইয়া কামকর্ত্তৃক ব্যথাযুক্ত, পীড়িত ও ব্যাকুল হইলেন। আহার ত্যাগ করিয়া অনিদ্র প্রমত্ত অর্থাৎ সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক ও কৃশোদর হইয়া ক্ষণকাল উপবেশন, ক্ষণকাল শয়ন, ক্ষণকাল নির্জ্জনে রোদন করিতে লাগিলেন। দেবকী, রুক্মিণী, রতি ও অন্যান্য কৃষ্ণ-পত্নীরা, পুত্রকে তাদৃশ দর্শন করিয়া রোদন করিতে করিতে আপনাদিগের স্বামী কৃষ্ণকে কহিলেন। সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ মধুসূদন ভগবান্ কৃষ্ণ তাহাদিগের বচন শুনিয়া, পূর্ণমনোরথ হইয়া, হাস্যপূর্ব্বক তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন;—বাণকন্যা উষা, শিবপার্ব্বতীর অনুরাগদর্শনে কামপীড়িতা হইয়া দুর্গার নিকটে বর-লাভে মদনবাণে ব্যাকুল হইয়াছে। সেই পার্ব্বতীই তোমার পৌত্র অনিরুদ্ধকে স্বপ্ন দর্শন করাইয়াছেন এবং কৌতুক দেখিবার জন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা অন্যমনস্ক করিয়াছেন। এখন আমিও স্বপ্নে সেই বাণপুত্রীকে প্রমত্তা করিব। অনিরুদ্ধের জন্য চিন্তা বা মনো-ব্যথা নাই; অনিরুদ্ধ স্বচ্ছন্দে থাকুক। ৩১—৪১। সর্ব্বময় ও সকলের অভিলাষজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ, এইরূপে আশ্বাসিত করিয়া কামুকী সেই বাণপুত্রীকে স্বপ্ন দর্শন করাইলেন। নবযৌবনসম্পন্না রত্নময় ভূষণে ভূষিতা বালা সেই বাণপুত্রী রত্নময় পর্য্যঙ্কের উপর পুষ্প ও চন্দনচর্চ্চিত উত্তম শয়নে শয়ানা ও সুপ্তা হইয়া অভিলষিত স্বপ্ন দর্শন করিলেন। অতি নির্জ্জনদেশে রত্ননির্ম্মিত মন্দিরে নবজলধরের ন্যায় শ্যামবর্ণ অতিশয় নবযৌবনসম্পন্ন, ঈষৎ হাস্যযুক্ত, কোটি কন্দর্পের ন্যায় শরীরকান্তি, সকলের হৃদয়গ্রাহী, রত্নময় কেয়ুর, রত্নময় বলয়, রত্নময় নূপুরধারী, রত্নময় কুণ্ডলযুগলদ্বারা বিরাজিত গণ্ডস্থল, চন্দনলিপ্ত সর্ব্বাঙ্গ, পীতাম্বর, সুচারু মালতীকুসুমের মাল্যদ্বারা সমুজ্জ্বল বক্ষঃস্থল, পুষ্পচন্দনচর্চ্চিত রত্নময় পর্য্যঙ্কে শয়ান পুরুষকে দর্শন করিয়া সাধ্বী উষা, সহসা পরমানন্দে তাঁহার নিকটে যেন গমন করিলেন। কামপুত্রের ভাবী প্রিয়তমা কমনীয়-গাত্রী কামবাণে প্রপীড়িতা হইয়া পরিতাপিতহৃদয়ে তাঁহাকে মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন;—কামুক! তুমি কে? তোমার মঙ্গল হউক, আমি কামাতুরা; অতএব তুমি আমাকে ভজনা কর। আমি অতি প্রৌঢ়া ও নবোঢ়া, নবসঙ্গমে একান্ত স্পৃহাবতী এবং তোমার অনুরক্তা ও ভক্তিমতী। আমাকে গান্ধর্ব্ববিবাহদ্বারা বিবাহ কর। আট প্রকার বিবাহমধ্যে গন্ধর্ব্ব বিবাহ মনুষ্য-দিগের সুলভ। যে কপটী পুরুষ অনুরাগিণী প্রিয়াকে প্রাপ্ত হইয়া ত্যাগ করে, মহালক্ষ্মী নিদারুণ শাপ দান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে গমন করেন। পুরুষ কহিলেন;—আমি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, স্বয়ং কাম-দেবের আত্মজ। কান্তে! আমি সেই দুই জনের অনুমতি ভিন্ন তোমাকে কেমন করিয়া গ্রহণ করিব? সেই পুরুষ এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেই পুরুষের ভাবী কান্তা ঈপ্সিত কান্তকে দেখিতে না পাইয়া কামব্যাকুলা হইলেন। ৪১—৫০। উষা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া মনোহর শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অতিশয় রোদন করিতে করিতে সখীগণের মধ্যে অন্যমনস্কা হইয়া বিষণ্ণা হইয়া রহিলেন। সখীগণের মধ্যে যোগ্যতমা চিত্রলেখা, তাঁহাকে বুঝাইলেন ও মনের ভাব জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ঘটিয়াছে? বলিয়া কহিতে লাগিলেন;—কল্যাণি! জ্ঞান লাভ কর; কাহা হইতে তোমার এই প্রকার

ভয় হইয়াছে? হে সতি! এই দুর্লঙ্ঘ্য নগরে সাক্ষাৎ শিবা ও স্বয়ং শম্ভু বিরাজমান। যে স্থলে শিব ও শিবালয় বর্ত্তমান, সেই স্থলে সর্ব্বত্র মঙ্গল হইয়া থাকে। দুর্গতিনাশিনীর ধ্যান করিলে সকল দুঃখ বিনষ্ট হয়; মঙ্গলময়ী ও সকলের মঙ্গলজনিকা দুর্গা তাহাকে মঙ্গল দান করেন। সুন্দরী উষা চিত্রলেখার বচন শুনিয়া কিছুমাত্র বলিলেন না; আহার ও নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নিরন্তর পুরুষকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সখী চিত্রলেখা, দৈত্যরাজ বাণ ও তাঁহার পত্নীর নিকটে গমন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন এবং দুর্গা, শঙ্কর, কার্ত্তিকেয়, যোগিগুরু গণেশ; ইহাদের নিকটেও গমন করিয়া উষার বৃত্তান্ত কহিলেন। মহিষী চিত্রলেখার বাক্য শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। শঙ্করসেবক বাণও শঙ্করের নিকটে মূর্চ্ছিত হইয়া বিষণ্ণ হইলেন। শঙ্কর, দুর্গা, কার্ত্তিকেয় ও গণেশ হাস্য করিতে লাগিলেন। গণনায়ক কহিলেন, যে ব্যক্তি দম্ভমোহিত হইয়া অন্য ব্যক্তিকে নিশ্চয় দুঃখ দান করে, সে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম বিচারে চতুর্গুণ দুঃখ লাভ করিয়াথাকে; তোমার কন্যা উষা, শিব ও শিবার ক্রীড়া দর্শন করিয়া কামে বিমোহিতা হওয়াতে দুর্গা তাহাকে অমরেন্দ্রগণের সুদুর্লভ বর দান করিয়াছেন। ৫৫—৬৩। স্বয়ং দেবী স্বপ্নাবস্থায় কামাত্মজকে মত্ত করিয়া এক্ষণে শম্ভুর বামপার্শ্বে মূকবৎ অবস্থিতি করিতেছেন। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বসমর্থ ভগবান্ হরি, সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া স্বপ্নাবস্থায় তোমার কন্যাকেও সুবেশ পুরুষ দর্শন করাইয়াছেন। কোন পতিপ্রাণা যুবতী সুবেশ যুবা পুরুষকে দর্শন করিলে, তাহার প্রতি তাহার একান্ত স্পৃহা হয় বটে; কিন্তু সেই সতী, ধর্ম্মভীতা হইয়া তাহা হইতে নিবর্ত্তিতা হয়। পাপবংশসম্ভূতা পুংশ্চলী, সুবেশ পুরুষকে দর্শন করিয়া আহার, নিদ্রা, পতি, পুত্র, ধন ও গৃহ ত্যাগ করে এবং জ্ঞান, গৃহকার্য্য, কুললজ্জা ও উভয়কুল পর্য্যন্তও ত্যাগ করিয়া থাকে; কিন্তু সে, বীর যুবা পুরুষ অতি নীচ হইলেও তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না। অধিক কি জাতি, ধর্ম্ম এবং পরিণামে প্রাণ পর্য্যন্তও ত্যাগ করে। এই জন্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, যুবতী ভার্য্যাকে স্বীয় প্রাণ হইতেও সর্ব্বদা যত্নসহকারে রক্ষা করেন। সেই মায়াবতীকে বিশ্বাস করা উচিত নহে। নারীগণের হৃদয়, ক্ষুরধারসদৃশ, কিন্তু বাক্য মধুর; সাধুগণ, দেবগণ, বেদপারগ ব্যক্তিগণ; ইঁহারা কেহই তাহাদিগের মন জানিতে পারেন না। অতি নিপুণা চিত্রলেখা, সদ্যই দ্বারকায় গমন করুক। গমন করিয়া অবলীলাক্রমে সেই উন্মত্ত অনিরুদ্ধকে সম্যক্ প্রকারে আকর্ষণ করিয়া এই স্থলে আনয়ন করুক। ৬৪—৭১। বাণপ্রিয় মহাদেব, এই বাক্য শুনিয়া গণেশকে বলিলেন, শুভকর্ম্ম যাহাতে নরপতি বাণ শুনিতে না পায়, তুমি সেই প্রকারে কর। চিত্রলেখা, সত্বর ভগবানের দ্বারকাভবনে যাত্রা করিলেন এবং অবলীলাক্রমে সাধারণের অলক্ষ্যে সেই দ্বারকাভবনে চিত্রলেখা প্রবেশ করিলেন। পরে নিদ্রিত বালক অনিরুদ্ধকে যোগবলে হরণ করিয়া অপ্সরা চিত্রলেখা পরমানন্দে রথে আরোহণ করাইলেন; মুনে! মনোবেগ-গমনা মঙ্গলময়ী চিত্রলেখা, সেই বালককে গ্রহণ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে মুহূর্ত্তমধ্যে শোণিতপুরে গমন করিলেন। অনন্তর, দ্বারকাভবনে, "হায় বালক অনিরুদ্ধ! হায় বৎস! হায় আমাদিগের জীবনসর্ব্বস্ব! তুমি কোথায় গেলে"; এই বলিয়া সকল রমণী রোদন করিল। তখন সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, কৃষ্ণ, রমণীগণকে আশ্বাসিত করিয়া শাম্ব, কাম, বল ও সাত্যকি, বীরচূড়ামণি গরুড়; ইহাদিগের সহিত সুদর্শনচক্র, ও পাঞ্চজন্য শঙ্খ, কৌমোদকী গদা গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর রথারোহণ করিয়া সগণ শঙ্কর ও পার্ব্বতীকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত।সেই শোণিতনগরে স্বয়ং পশ্চাৎ গমন করিলেন। চিত্রলেখা উপস্থিতা হইয়া নিরাহারা, কৃশোদরী, নিদ্রিতা এবং সখীগণকর্ত্তৃক পরিরক্ষিতা, সেই উষাকে দর্শন করিয়া শীঘ্রই তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করাইলেন। রমণীয় মাল্য, চন্দন, ও শুভকরসিন্দূরপত্রকশোভিতা ও রত্নময় ভূষণে ভূষিতা উষাকে সুস্নাতা করিয়া শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে সখীগণের সম্মতিক্রমে গোপনে সেই স্থলে অনিরুদ্ধ ও উষা উভয়ের কথোপকথন করাইলেন। পতিব্রতা বিরহ-বিধুরা সেই উষা পতি দর্শন করিয়া রমণ করিলেন। কামপুত্র অনিরুদ্ধ, গান্ধর্ব্ববিবাহে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত, উভয়ের সুখজনক রতি হইল। কামপুত্র, কামাতুর হইয়া দিবারাত্র জানিতে পারেন নাই। নবোঢ়া এবং কামাতুরা উষা, নূতন সঙ্গমহেতু কামুকী হইয়া পুরুষের স্পর্শমাত্রে মূর্চ্ছিতা হইলেন। হে বিপ্র! নির্জ্জনে প্রতিদিন এই প্রকার উভয়ের তৃপ্তিকর সঙ্গম হইয়াছিল। পরে বাণরাজ রক্ষকের নিকটে এই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন। ৭২—৮৬।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন;—অনন্তর রক্ষকগণ ভীত হইয়া কার্ত্তিকেয়, গণেশ এবং দুর্গাকে দণ্ডবৎ প্রণিপাতপূর্ব্বক তাহাদিগের প্রভু বাণের নিকটে সমস্তই নিবেদন করিল। অহো কি কষ্ট! এই সময় অতিশয় দুরতিক্রমণীয়। আপনার প্রগল্‌ভা বালিকা উষা, এক্ষণে স্বতন্ত্রা হইয়া পতি কামনা করিয়াছেন। হে নাথ! অনুচিত সংসর্গ সাধুগণের পক্ষে দুঃখের কারণ হয়; কেননা, মনুষ্যদিগের সংসর্গজনিত গুণ ও দোষ সততই হইয়া থাকে। চিত্রলেখা, স্বয়ং দূতী হইয়া রণবীর বীরেন্দ্র, নৃপেন্দ্র, উৎকৃষ্ট মহারথ, আনয়ন করিয়া সম্ভোগ করাইতেছে; ঐ বর কন্দর্প অপেক্ষা অতি সুন্দর, ব্যাধিহীন ও যুবাপুরুষ। দিবারাত্র কিরূপে যাইতেছে, তাহার চৈতন্য নাই। বোধ হয় সম্প্রতি তোমার কন্যা উষা গর্ভবতী হইয়াছেন। যদিও তিনি সৎকুলপ্রসূতা, তথাপি এখন উভয়কুলের তপ্তাঙ্গারস্বরূপিণী; এক্ষণে অচিরাৎ আপনি দৌহিত্র বা দৌহিত্রীর মুখাবলোকন করিবেন। অতি প্রগল্‌ভা আপনার সেই নাগরী কন্যা নাগরমিলিতা কি না, আপনি তাহাকে দেখুন; আর তাহার সর্ব্বশরীর নখবিক্ষত হইয়াছে। তিনি এখন সেই বরের অধীনা; তাঁহার আর চাঞ্চল্যের সীমা নাই; নিরন্তর পুরুষের সঙ্গিনী; রহস্যে রতি-রসপ্রবৃত্তা। মুখে সর্ব্বদা ঈষৎ হাস্য রহিয়াছে; লোচনযুগল কেবল কটাক্ষের বশীভূত। তিনি চঞ্চল নয়নে সর্ব্বদা দেখিয়া থাকেন। ১—৮। রক্ষকের এইরূপ কথা শুনিয়া দৈত্যশিরোমণি বাণ লজ্জিত ও কুপিত হইলেন। শম্ভুকর্ত্তৃক অতিশয় বারিত হইলেও যুদ্ধে মত প্রদান করিলেন। মাতা যেমন হিতের নিমিত্ত অসৎ কার্য্য হইতে পুত্রকে নিবৃত্ত করেন, সেইরূপ গণেশ, কার্ত্তিক, শিবপত্নী, ভৈরবী, ভদ্রকালী, যোগিনীগণ, অষ্টভৈরব, একাদশরুদ্র, ভূতগণ, প্রেতগণ, কুষ্মাণ্ডগণ, বেতালগণ, ব্রহ্মরাক্ষসগণ, যোগীন্দ্রগণ, শ্রেষ্ঠ সিদ্ধগণ, এবং উগ্রচণ্ডা প্রভৃতির সহিত কোটরী, গ্রামদেবী ইহারা সকলে হিতার্থ বাণকে নিবারণ করিলেও তিনি যুদ্ধে উদ্যত হইলেন। শঙ্কর, পণ্ডিতমানী মূঢ় বাণকে পরিণামসুখকর, হিত, সত্য ও নীতিযুক্ত বাক্য কহিলেন;—হে বাণ! এক পুরাতনী কথা তোমাকে বলিব, তুমি তাহা শ্রবণ কর। পৃথিবীর ভারাবতারণ-জন্য ভারতে, ঈশ্বর স্বয়ং উপস্থিত; তিনি বাসুদেব নামে খ্যাত; সেইজন্য পণ্ডিতগণ, তাঁহাকে বাসুদেব বলিয়া থাকেন। সেই চক্রপাণি ভগবান্ স্বয়ং বিভু ও বিধাতার বিধাতা। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি দেবগণেরও ঈশ্বর ও প্রকৃতি হইতে পর। তিনি নির্গুণ ও নিশ্চেষ্ট। তাঁহার শরীরধারণ কেবল ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশমাত্র। তিনি পরম ব্রহ্ম, তিনি পরমধাম, তিনি জীবগণের পরমাত্মা, তিনি গমন করিলে জীব গমন করেন। তাঁহার সহিত তোমার যুদ্ধ করা সম্ভবপর নহে। হে মূঢ়! যেমন মহাকাশ ও দিক্‌সকল শস্ত্রবিদ্ধ হয় না, তিনিও তদ্রূপ, তিনি নিরাকার, কেবল জীবগণের ধ্যানজন্য দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। মহাবলপরাক্রম অনিরুদ্ধ তাঁহার পৌত্র। তিনি ক্ষণকালমধ্যে ত্রিভুবনকেও সংহার করিতে সক্ষম হন। দেবগণ, দৈত্যগণ, মহাবল মহারথগণ, ইহাঁরা সেই অনিরুদ্ধের ষোড়শাংশেরও একাংশ নহেন। যদি উভয়ের তুল্য ধন থাকে কিংবা উভয়ের তুল্য বল থাকে, তাহা হইলে উভয়ের বিবাদে বা মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু সবলে বা দুর্ব্বলে বিবাদ বা বন্ধুতা করা কর্ত্তব্য নহে। যিনি দৈত্যগণের শিরোমণি ও মহারথ, সেই তোমার পিতা বলি যে বামনদেবকর্ত্তৃক ক্ষণকালমধ্যে সুতলে নীত হইয়াছিলেন, সেই বামনদেব শ্রীহরির অংশ মাত্র। ৯—২২। সকলেই সেই বৃন্দাবনপতি পরিপূর্ণতম পুরুষ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অংশের অংশ। পার্ব্বতী বলিলেন;—ব্রহ্মা মহেশ্বর এবং অনন্ত, ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া সেই সনাতন ভগবানকে দিবারাত্র হৃৎপদ্মমধ্যে ধ্যান করেন। দিননাথ এবং যোগীন্দ্রদিগের গুরু গণপতি সেই পরমাত্মা সনাতন ভগবানকে ধ্যান করেন। সনৎকুমার, কপিল, নর-ঋষি এবং নারায়ণ ঋষি সেই সনাতন ভগবান্‌কে হৃদয়কমলে ধ্যান করেন। মনুগণ মুনীন্দ্রগণ সিদ্ধ-শ্রেষ্ঠগণ এবং যোগিবরগণ সেই ধ্যানাতীত সনাতন ভগবান্‌কে ধ্যান করেন। সকল জ্ঞানিবৃন্দই সেই সর্ব্বাদি, সর্ব্বকারণ, সর্ব্ব-পরাৎপর সনাতন ভগবান্‌কে ধ্যান করিয়া থাকেন। গণেশ বলিলেন;—মহাত্মা বৈষ্ণব বলির অভাগ্য আর কি; যেহেতু তাঁহার পুত্র এতাদৃশ মূঢ়; শুধু বলির নহে, বলি-পিতা পরম-জ্ঞানী প্রহ্লাদেরও অভাগ্য। কার্ত্তিকেয় বলিলেন; অহে ভাই! তুমি কি মহাবলপরাক্রান্ত হিরণ্য-কশিপু, হিরণ্যাক্ষ এবং মধুকৈটভের কথা শ্রবণ কর নাই? বিষ্ণু, তোমার পূর্ব্বপুরুষ সেই সকল মহাবল-পরাক্রান্ত দৈত্যগণকে অবলীলাক্রমে ক্ষণকালমধ্যে শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছেন। ভ্রাতঃ! স্বয়ং ভগ-

বান্ প্রভু নারায়ণ, যাহাকে সংহার করেন, কে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে? অতএব অবলম্বিত কুপথ হইতে নিজ মঙ্গল-উদ্দেশে নিবৃত্ত হও। অসুরেশ্বর বাণ, তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক রোষাবেশে আরক্তনেত্র ও আরক্তবদন হইয়া শরাসন হস্তে কৃতান্তের ন্যায় তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন; মা দুর্গে! পিতঃ মহেশ্বর! ভাই গণেশ! ভাই কার্ত্তিক! আমি যাহা যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ২৩—৩৪। কর্ম্মানুগত প্রাণিগণের মঙ্গলামঙ্গল প্রাক্তন কর্ম্মানুসারেই হইয়া থাকে; কৃতকর্ম্মের অতিরিক্ত ফল কাহারও হয় না। কালপ্রাপ্ত না হইলে শত শরে বিদ্ধ হইলেও মৃত্যু হয় না, কিন্তু কাল প্রাপ্ত হইলে তৃণাগ্রসংস্পর্শেও মৃত্যু ঘটে। বিধাতা যাহার হস্তে যাহার মৃত্যু লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা সত্য এবং অবশ্যম্ভাবী; নিয়তি লঙ্ঘন করিতে কে সমর্থ হয়? যে ব্যক্তি যুদ্ধ করিতে ভয় পায়, তাহার জীবন নিষ্ফল; দেখ, যুদ্ধে জয় হইলে যশোলাভ, মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। শিব, দুর্গা, গণপতি এবং মহাবল কার্ত্তিকেয়-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত নগরে প্রবিষ্ট হইয়া কি না আমার কন্যা হরণ করিল! অতএব আমাকে ধিক্, আমার ঐশ্বর্য্যে ধিক্, আমার বীর্য্যে ধিক্, আমার জীবনে ধিক্। কে—বল, এরূপ রক্ষিত কাহার নগরে প্রবেশ করিয়া কাহার কন্যা হরণ করিয়াছে? "আপনার কন্যা গর্ভবতী," সভাস্থলে রক্ষক এই কথা বলিয়াছিল; সেই কটুতর বাক্য আমার কর্ণে এখনও বজ্রতুল্য লাগিয়া আছে। যুদ্ধস্থলে অনিরুদ্ধকে বধ করিয়া, কন্যাকে বধ করিব; নতুবা জ্বলন্ত অনলে দেহ ত্যাগ করিব। কোটরী বলিলেন;—বৎস! ধর্ম্মতঃ আমিও তোমার মাতা; যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। পুত্রের পরিণাম মন্দ হইলে, পিতা-মাতার পদে পদে দুঃখ। একজনে কন্যা গ্রহণ করিলে, অপরকে তাহা দেওয়া যায় না; সুতরাং গ্রহীতা অযোগ্য পাত্র হইলে, আক্ষেপ ও ক্রোধের কথা বটে; কিন্তু, তোমার কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, প্রদ্যুম্নের পুত্র; শ্লাঘ্যপাত্র স্বয়ং অনিরুদ্ধ। স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাকেই কন্যাদান কর। ভারতবর্ষে এই কার্য্য করিলে সপ্তপিতৃপুরুষের সহিত পবিত্র হইবে। ভূমণ্ডলব্যাপী যশ এবং প্রতাপের উদ্দেশে ইঁহাকে সর্ব্বস্ব যৌতুক প্রদান কর; নতুবা মাধব যুদ্ধস্থলে সুদর্শন চক্রদ্বারা তোমাকে বধ করিবেন; তখন কেহই তোমাকে রাখিতে পারিবে না। নারায়ণ বলিলেন, হে মুনিবর দৈত্যরাজ বাণ কোটরীর কথা শুনিয়া সরোষে রথারোহণপূর্ব্বকশ্রীকৃষ্ণপৌত্রসমীপে গমন করিলেন। তখন শিবের আদেশে কার্ত্তিকেয় সেনাপতি হইয়া গমন করিলেন। স্বয়ং শিব এবং গণেশ বাণের জন্য স্বস্ত্যয়ন করিলেন। ৩৫—৪৮। পার্ব্বতী, কোটরী, অষ্ট-ভৈরব এবং একাদশ রুদ্র সকলেই বাণকে শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহারা সকলেই শস্ত্রপাণি হইয়া সত্বর যুদ্ধাভিমুখীন হইলেন। ইত্যবসরে পার্ব্বতী এবং বাণপত্নীর প্রেরিত একজন দূত সত্বর গিয়া অনিরুদ্ধকে বলিল,—অনিরুদ্ধ! উঠ তোমার মঙ্গল হউক; পার্ব্বতীর কথা শ্রবণ কর। বৎস! যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া বহির্গত হও; যুদ্ধ করিতে হইবে। উষা ভয় পাইয়া রোদন করত সতী পার্ব্বতীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। "হে মহামায়ে! আমার অভিলষিত প্রাণেশ্বরকে রক্ষা কর, রক্ষা কর। হে অভয়ে! ঘোর দারুণ সংগ্রামে আমার প্রাণেশ্বরকে অভয় প্রদান কর। তুমি জগতের মাতা, তোমার স্নেহ সর্ব্বত্রই সমান।" অনন্তর অনিরুদ্ধ বর্ম্মাবৃত ও সশস্ত্র হইয়া সহর্ষে উষাদত্ত রথে আরোহণ করিলেন। অনিরুদ্ধ শিবির হইতে বহির্গত হইয়াই বর্ম্মাবৃত শস্ত্রপাণি আরক্তবদন, আরক্তলোচন বীরবর বাণরাজকে দেখিতে পাইলেন। বাণও অনিরুদ্ধকে দেখিবামাত্র সক্রোধে যেন প্রজ্বলিত হইয়া, সেই ঘোর রণস্থলেই কটূক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন,—অরে মহাদুষ্ট! নীতিশাস্ত্রবিবর্জ্জিত! তুই আবার বীর তুই চন্দ্রবংশের কুলাঙ্গার এবং পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষের অকীর্ত্তিকর। ৪৯—৫৭। তোর পিতা শম্বরকে বধ করিয়া তদীয় রমণীকে হরণ করে; তুই সেই রমণীর গর্ভেই উৎপন্ন; নিজের কুলাচারক্রম শুনিলি ত? তোর পিতামহ বাসুদেব মথুরাতে ক্ষত্রিয় আর গোকুলে বৈশ্য, তথায় তাহার নাম নন্দনন্দন। নন্দের পশুরক্ষক পরম লম্পট দুষ্ট গোপাল তোর পিতামহ বৃন্দাবনে গোপীগণের উপপতি। সেই অধার্ম্মিক পূতনাকে সদ্য বধ করিয়া স্ত্রীহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়াছে; আবার মথুরায় আসিয়া মৈথুনযোগে কুব্জাকে বিনাশ করিয়াছে। অতি নিষ্ঠুর যোনিলোলুপ কৃষ্ণ দুর্ব্বল নরকাসুরকে পুত্রসমেত বধ করিয়া তদীয় মনোহর স্ত্রীসমূহ হরণ করিয়াছে। মানব ভীষ্মককে এবং তদীয় দুর্ব্বল পুত্রকে জয় করিয়া ভীষ্মকদুহিতা দেবযোগ্যা রুক্মিণীকে হরণ করিয়াছে। সূর্য্যভক্ত সত্রাজিত সূর্য্যের নিকট হইতে শ্রেষ্ঠ মণি লাভ করে; তোর পিতামহ ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে বধ করায় এবং তাহার মণি ও কন্যা গ্রহণ করে: কৌরব ও পাণ্ডবগণের পরস্পর

দারুণ যুদ্ধ বাধাইয়া দিয়া ভূমণ্ডলস্থিত বহুতর রাজমণ্ডলীর বিনাশ সাধন করিয়াছে। দারুণপ্রকৃতি কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলে শিশুপালকে হত্যা করিয়াছে; দন্তবক্র এবং শাল্বকে সেই বধ করিয়াছে। জরাসন্ধও তাহারই কৌশলে, নিহত হইয়াছে। কৃষ্ণ কৌশলে, কালযবনের বধ সাধন করিয়া তদীয় সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে; বলিব কি! সেই দুর্ব্বলটা রাজা জরাসন্ধের ভয়ে কিনা সমুদ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সে কিনা স্ত্রীর কথায় ভ্রাতা ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া স্বর্গদুর্লভ পারিজাত পুষ্প হরণ করিয়া আনিয়াছে। ৫৮—৬৮। অধর্ম্মিষ্ঠ বেটা, মাতুল কংসকে বধ করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়াছে। তোরে আর অধিক বলিব কি? ভল্লুককে যুদ্ধে জয় করিয়া তাহার কন্যা গ্রহণ করিয়াছে। তোর পিতামহের পিতৃস্বসা কুন্তী চারিজনের প্রণয়িনী, ইহা ভূমণ্ডলে বিখ্যাত। তোর পিতামহের পৈতৃস্বসেয়-পত্নী দ্রৌপদী আবার পাঁচজনের প্রণয়িনী। তোদের গোষ্ঠীতেই এইরূপ পরম লম্পট এবং যোনিলুব্ধ। তোর পিতামহের জ্যেষ্ঠ বলরাম সর্ব্বদা বারুণীপান করে; সে ভ্রাতৃপত্নী যমুনাকে ইচ্ছাক্রমে আহ্বান করিয়াছিল। ইন্দ্রনন্দন অর্জ্জুন, আবার সেই বলরামসহোদরা মাতুলপুত্রী সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়াছে; কুলের আচারব্যবহার শুনিলি ত? নারায়ণ বলিলেন, হে মুনে! বাণের কথা শ্রবণে কামপুত্র অনিরুদ্ধ কুপিত হইয়া উচিতমত যথার্থ প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন; শুন,—আমার পিতা পূর্ব্বজন্মে পরমপবিত্র ব্রহ্মনন্দন কামদেব ছিলেন। এই ত্রৈলোক্য নিরন্তর তাঁহার অস্ত্রের বশীভূত ছিল। নিজ কর্ম্মফলে শিবকোপানলে তিনি ভস্মীভূত হইয়া এখন সর্ব্বপরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পুত্র হইয়াছেন। পতিব্রতা জননী রতি, শম্বরাসুরবর্তৃক বলপূর্ব্বক অপহৃতা হইয়া কামদেব ভস্মীভূত হইলে, পতিশোকবিধুরা হইয়া তদীয় গৃহে অবস্থিতি করেন। জননী রতি, নিজছায়াকে মায়াবলে মায়াবতীনাম্নী রমণীরূপিণী করিয়া শম্বরের শয়নসঙ্গিনী করিয়াছিলেন; তিনি এইরূপে ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা করত শম্বরগৃহে ছিলেন। আমার পিতা শত্রু শম্বরকে বধ করিয়া নিজ দয়িতাকে গ্রহণপূর্ব্বক দ্বারকাতে সমাগত হন; চন্দ্র-সূর্য্য ইহার সাক্ষী। চতুর্ব্বেদ এবং বেদবেত্তা সাধুগণ যাঁহাকে অবগত হইতে অসমর্থ, আমার পিতামহ সেই বাসুদেবকে তুমি জানিবে কিরূপে? তুমি ত মূঢ়। বাসুশব্দের অর্থ অখিলব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়—যাঁহার লোমকূপে কতশত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান, সেই বিরাট্ পুরুষ; যিনি বিরাট্পুরুষেরও দেব—প্রভু; সেই পরব্রহ্মই বাসুদেব নামে বিখ্যাত। ৬৯—৮১। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়,তুমি এখন যাঁহার ভৃত্য, সেই মহাদেবকেই সাক্ষাৎ জিজ্ঞাসা কর। হায়! তুমি কৃষ্ণসেবক বলির পুত্র এরূপ দুরাত্মা হইলে কেন? তোমার জ্ঞান অত্যন্ত অল্প, তাই তাঁহাকে "বৃন্দাবনে বৈশ্যপুত্র" বলিতেছ। বৈশ্যান্নভোজনে কোন দোষ নাই, ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের পরস্পর ভোজন বেদশাস্ত্রানুমোদিত। দ্রোণ একজন প্রধান প্রজাপতি, সতী ধরা তাঁহার সহধর্ম্মিণী; তাঁহারা উভয়ে তপস্যাপ্রভাবে পরমাত্মা ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। বৈশ্যরাজ নন্দ সেই দ্রোণ; যশোদা সেই সাধ্বী ধরা; বৃষভানুনন্দিনী রাধিকা;—তিনি ত শ্রীদামের দারুণ অভিশাপে স্বামীর আদেশক্রমে ত্রিংশৎকোটি গোপীকে সমভিব্যাহারে লইয়া গোলোক হইতে এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে অবতীর্ণা হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে সেই সমস্ত গোলোকবাসিনী নিজপত্নীগণেরই সহিত সানন্দে বিহার করিয়াছেন; আর রাধিকার ত বৃন্দাবনেও পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; এ বিবাহে পুরোহিত ছিলেন ব্রহ্মা। কোটিসংখ্যক গোপ সানন্দে গোলোক হইতে বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীহরির প্রধান প্রধান পার্ষদ এবং তাঁহার সমান তেজঃসম্পন্ন। পরমাত্মাস্বরূপ হরি যে গোপবেশে গোধন রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা সেই মায়াপতির মায়াবিজৃম্ভিত গোপশিশু-শিক্ষার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। হে অসুর! তোমার ভগিনী বলিকন্যা পূতনা শ্রীকৃষ্ণের বামন মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার ন্যায় পুত্র কামনা করিয়াছিলেন,—যদি আমার এইরূপ একটী পুত্র হয়, তাহা হইলে এখন আমি সেই সুন্দর পুত্রটীকে বক্ষঃস্থলে করিয়া স্তন পান করাই। প্রভু ভগবান্ কৃষ্ণ তাহার মনোরথ পূর্ণ করিয়াছেন;—পূতনা ভগবান্‌কে স্তন পান করাইয়া রত্নযানে আরোহণপূর্ব্বক গোলোকে গমন করিয়াছে। ৮২—৯২। কুব্জা পূর্ব্বজন্মে দুরাত্মা রাবণের ভগিনী ছিল; তাহার নাম সূর্পণখা। সে কামবশে শ্রীরামের প্রতি অভিলাষবতী হয়। ধার্ম্মিকপ্রধান লক্ষ্মণ, তাহার নাসিকা ছেদন করিয়াছিলেন। পরে সূর্পণখা সেই পরমেশ্বর তাহার স্বামী হইবেন, তপস্যা-প্রভাবে ব্রহ্মার নিকটে এই বর লাভ করে। কুব্জারূপে উৎপন্না সূর্পণখা সেই পুণ্যবলে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া গোলোকে গমন করিয়াছে; কৃষ্ণের আলিঙ্গনবলে গোলোকে গিয়া একজন গোপী

হইয়াছে। নরকাসুর নিজের প্রাক্তনকর্ম্মফলে শ্রীকৃষ্ণের বধ্যই ছিল। আর শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরের অন্তঃপুরস্থিত কন্যাগণের পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন ;—এ বিষয়ের সাক্ষী চন্দ্র-সূর্য্য। ভীষ্মক-দুহিতা সতী রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণমহিষী মহালক্ষ্মী; সেই সাধ্বী ব্রহ্মার সম্মতিক্রমে বৈকুণ্ঠ হইতে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণা হন। সাক্ষাৎ বসুন্ধরা দেবীই সত্রাজিতনন্দিনী সত্যভামা। রাজা সত্রাজিত, শ্রীকৃষ্ণকে স্যমন্তক মণি যৌতুক প্রদান করেন। ভূভারহরণের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীতে আগমন। তিনি কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধপ্রসঙ্গে সেই ভূভার হরণ করিয়াছেন। শিশুপাল এবং দন্তবক্র বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়দ্বারের দ্বারপাল জয় বিজয়। সনৎকুমারের শাপে উহারা পদচ্যুত হইয়া তিনজন্ম মর্ত্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিতেছে, ইহা স্থির; তোমারই পূর্ব্ব পুরুষ হিরণ্যকশিপু এবং তদীয় ভ্রাতা বরুণজেতা হিরণ্যাক্ষ জয়-বিজয়ের প্রথম জন্ম এই দুইরূপে। শ্রীহরি নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে এবং বরাহরূপে হিরণ্যাক্ষকে অবলীলাক্রমে বিনাশ করেন। তাহাদিগের প্রথম জন্মের কথা শুনিলে ত? ৯৩—১০২। দ্বিতীয় জন্ম তাহাদিগের রাবণ-কুম্ভকর্ণরূপে। রাবণ-কুম্ভকর্ণ শ্রীরামের হস্তে নিহত হয়। এই কলিকালে তাহাদিগের শেষ জন্ম। শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ উপলক্ষে তাহাদিগকে বধ করেন। জরাসন্ধ, শাল্ব এবং দুরাত্মা কংস পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে ভূভারহরণেচ্ছু শ্রীহরির বধ্য হইয়াছিল। কালযবনও প্রাক্তন কর্ম্মফলে মান্ধাতৃনন্দন মুচকুন্দের বধ্য ছিল। স্বয়ং লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণের আর ধনে প্রয়োজন নাই যে, লোভপ্রযুক্ত বধ করিবেন; সত্যভামার নিকটে প্রতিজ্ঞা করাতেই পুণ্যকব্রতের জন্য পারিজাত আনয়ন করিয়া আত্ম-ব্রত সমাধা করিয়াছেন। ভল্লুকনন্দিনী জাম্ববতী স্বয়ং দুর্গার অংশ। শ্রীহরি তাঁহার তপোবলেই এই ভারতবর্ষে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। স্বামীর অনুমতিক্রমেই কুন্তীর ক্ষেত্রজপুত্র উৎপন্ন হয়। ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদন, সত্য প্রভৃতি তিন-যুগেই প্রসিদ্ধ ছিল, কেবল কলিকালে নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাই যুধিষ্ঠির ধর্ম্মনন্দন, ভীম পবনতনয়, এবং পৃথিবী-বিজয়ী ধর্ম্মিষ্ঠ অর্জ্জুন ইন্দ্রের পুত্র; স্বয়ং শিব, তাঁহাকে সহর্ষে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেন। অশ্বমেধ, বৈধ গোবধ, সন্ন্যাস ক্ষেত্রজাদি পুত্রের করণ এবং দেবরদ্বারা পুত্রোৎপাদন কলিকালে এই পাঁচটী কার্য্য নিষিদ্ধ। শিবের বরেই দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী। বলদেব, নিত্যই পবিত্র পুষ্পমধু পান করিয়া থাকেন। পবিত্র ধার্ম্মিক বলরাম, স্নানের জন্য যমুনাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। স্বয়ং কৃষ্ণই মহাত্মা অর্জ্জুনকে সুভদ্রা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। দক্ষিণ দেশীয় লোক মাতুলকন্যা বিবাহ করিতে পারে। একার্য্য অন্য দেশে দোষাবহ;—ব্রহ্মা ইহা বলেন। ১০৩—১১৩।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

বাণ কহিলেন, অনিরুদ্ধ! তুমি পণ্ডিত বট; তোমার কথাও সত্য। শিবও এই সকল কথা বলিয়াছেন; আমিও মনে মনে সব বুঝিয়াছি। তুমি যে বলিলে, মহাভাগা দ্রৌপদী শিবের বর-প্রভাবে পঞ্চস্বামীর প্রণয়িনী হইয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ আমার নিকটে কীর্ত্তন কর। তোমার মাতা রতিকে শম্বরাসুর কিরূপে হরণ করিয়াছিল? দেবতারা রতিকে ছাড়িয়া দিলেন কেমন করিয়া? তবে বোধ হয় তাঁহারা শম্বরাসুরের নিকটে সকলেই পরাজিত হইয়াছিলেন; কিন্তু সকলের পরাজয় কিরূপে হইল? অনিরুদ্ধ বলিলেন;—একদা রঘুনাথ সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে রম্য পঞ্চবটীবনে সরোবরে স্নান করিয়া তথায় অবস্থান করত সীতাকে বলিলেন;—"হেমন্তকালে জল নির্ম্মল ও সুস্বাদু হয়; অন্নব্যঞ্জন রমণীয় এবং সকল বস্তুই সুশীতল হইয়া থাকে।" প্রভু এই বলিয়া ফলভোগ করিয়া, অগ্রে সীতাকে অনন্তর লক্ষ্মণকে প্রদান-পূর্ব্বক সর্ব্বশেষে স্বয়ং ভোজন করিলেন। লক্ষ্মণ, সেই ফল জল গ্রহণ করিতেন বটে, কিন্তু সীতার উদ্ধার করিবার জন্য মেঘনাদকে বধ করিতে হইবে বলিয়া কিছুই ভোজন করিতেন না। যে যোগিপুরুষ, চতুর্দ্দশ বৎসর অনিদ্রা ও অনাহার থাকিবেন, তিনিই রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎকে নিহত করিতে সমর্থ। ইত্যবসরে অগ্নি, কমললোচন রামকে দেখিবার জন্য আসিয়া শ্রীরামের শ্রবণদুঃসহ ভাবি-ঘটনা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; মহাভাগ-রাম! শুন;—সীতাকে গোপন কর; দুষ্ট রাক্ষস রাবণ সপ্তাহের মধ্যে জানকীকে অপহরণ করিবে। প্রাক্তনকর্ম্মফলে তাহার নিবারণ হইবে না। বিধি-লিখিত প্রাক্তন ফল নিবারণে কে সক্ষম হইতে পারে? চতুর্ব্বেদেই উক্ত আছে, "নচ দৈবাৎ পরং বলম্‌"। ১—১১। শ্রীরাম

বলিলেন ;—তুমি সীতাকে গ্রহণ করিয়া গমন কর। সীতার ছায়া আমার এখানে থাকৃ। পত্নীপরিত্যাগ-বার্ত্তা সকলের পক্ষেই জুগুপ্সিত। অগ্নি রোরুদ্যমানা সীতাকে লইয়া গমন করিলেন। সীতাসদৃশী তদীয়া ছায়া শ্রীরামসমীপে রহিলেন। তৎকালে ছায়াসীতা বলিয়াই রাবণ অবলীলাক্রমে তাঁহাকে হরণ করিতে পারিয়াছিল। শ্রীরাম সেই রাবণকে সবান্ধবে বিনাশ করিয়া ছায়াসীতা উদ্ধার করেন। সীতার অগ্নি পরীক্ষাকালে সেই ছায়াসীতা অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করেন ; তখন অগ্নি, ছায়া রাখিয়া রামকে জানকী প্রদান করেন। রাম তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া সহর্ষে নিজভবনে প্রত্যাবৃত্ত হন। আর ছায়াসীতা দুঃখিতচিত্তে বহ্নি-সন্নিধানে থাকিলেন। অনন্তর ছায়াসীতা নারায়ণ-সরোবরে দিব্য একশত বৎসর শিবের উদ্দেশে তপস্যা করেন। পরে শিব আসিয়া বলেন, তোমার মঙ্গল হউক, অভিলষিত বর প্রর্থনা কর। ভর্ত্তৃবিরহদুঃখিতা ছায়াসীতা ব্যগ্রতা সহকারে ত্রিলোচন শিবের নিকটে পাঁচবার পতি ভিক্ষা করেন। তখন সকল সম্পত্তি-দাতা শঙ্কর, তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। মহাদেব বলিলেন,—সাধ্বি! তুমি ব্যাকুলা হইয়া "পতি প্রদান করুন" এই কথা পাঁচবার বলিয়াছ ; অতএব বিষ্ণুর অংশ পঞ্চ ইন্দ্র তোমার স্বামী হইবেন। সেই পঞ্চ ইন্দ্রই বর্ত্তমানকালের পঞ্চ-পাণ্ডব। আর ছায়াসীতাই এখনকার যজ্ঞকুণ্ডসমুদ্ভূতা দ্রৌপদী। তিনি সত্যযুগে বেদবতী, ত্রেতাযুগে ছায়া-সীতা আর দ্বাপরযুগে দ্রৌপদী, এইজন্য কৃষ্ণার নাম ত্রিহায়ণী অর্থাৎ ত্রৈকালিকা। বৈষ্ণবী এবং কৃষ্ণভক্তা বলিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণা। এই কৃষ্ণা ভবিষ্যতে মহেন্দ্রদিগের স্বর্গলক্ষ্মী হইবেন। ১২—২৩। দ্রুপদ-রাজা স্বয়ম্বরকালে তাঁহাকে অর্জ্জুনের হস্তে সম্প্রদান করেন। অনন্তর বীর অর্জ্জুন উপনিবেশে আসিয়া জননীকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি যে বস্তু অদ্য লাভ করিয়াছি; তাহা কি করিব ? মাতা তাঁহাকে বলি-লেন, যাহা পাইয়াছ ভ্রাতৃগণের সহিত তাহা তুমি স্বয়ং গ্রহণ কর। প্রথমে শিবের বর, শেষে জননীর আজ্ঞা, এই দুই কারণে দ্রৌপদীর স্বামী পঞ্চ পাণ্ডব। পঞ্চ পাণ্ডবও অন্য কেহ নহেন, চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের মধ্যে পাঁচ-জন ইন্দ্র। আমার পিতা রুদ্র-কোপানলে ভস্মীভূত হইলে, আমার মাতা মহাদেবকে ভর্ৎসনা করেন, তাহাতে মহাদেব, তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন ; রতি! তুমি আমার শাপে অচিরেই অসুরকবলে পতিত হইবে; শম্বরাসুর ইন্দ্রাদি দেবগণকে জয় করিয়া তোমাকে হরণ করিবে। অনন্তর জননীর অনুনয়ে মহাদেব শাপান্ত করেন যে, পুনরায় নিজপতি লাভ করিবে ; কিন্তু যতদিন তোমার পতি পুনর্জ্জী-বিত না হন, ততদিন ছায়ারূপে অসুরগৃহে অবস্থিতি করিবে। দৈত্যরাজ! এই আমি তোমার নিকটে দেবগণের গুপ্তচরিত্রবিষয়ক সমস্ত পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিলাম, শুনিলেন ত ? ২৪—৩০। ইত্য-বসরে বাণরাজার প্রধান সেনাপতি কুম্ভাণ্ডভ্রাতা মহা-বলপরাক্রান্ত মহারথ সুভদ্র সশস্ত্র সমরে আগমন-পূর্ব্বক তথা হইতে বাণকে সরাইয়া প্রলয়ানলের ন্যায় উগ্রভাবে অনিরুদ্ধের প্রতি শূল ক্ষেপ করিল। অনি-রুদ্ধ অর্দ্ধচন্দ্র বাণদ্বারা সেই শূল ছেদন করিলেন। তখন সুভদ্র, শত সূর্য্যসম প্রভাশালিনী শক্তি তদুপরি নিক্ষেপ করিল। প্রদ্যুম্ননন্দন, বৈষ্ণবাস্ত্রদ্বারা সেই শক্তি ছেদন করিলেন। অনন্তর সুভদ্র সেই রণ-ক্ষেত্রে নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করিল ; মহাবল অনিরুদ্ধ, নির্ভীকচিত্তে সেই অস্ত্রকে গ্রাস করিয়া শয়ান হই-লেন। তখন সেই শতসূর্য্যসদৃশ প্রভাশালী, বিশ্ব-সংহারে সক্ষম অস্ত্র উর্দ্ধে ভ্রমণ করত আকাশে লীন হইল। নারায়ণাস্ত্র নিবারিত হইলে, অনিরুদ্ধ সেই রণক্ষেত্রে মহাগদা গ্রহণপূর্ব্বক, তদ্দ্বারা সুভদ্রের রথ, অশ্ব এবং সারথি বিনাশ করিয়া অবলীলাক্রমে সুভদ্রকেও বধ করিলেন। সুভদ্র নিহত হইলে, মহা-বলপরাক্রান্ত বাণরাজা, সমরাঙ্গণে একশত শর অনি-রুদ্ধের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তখন প্রদ্যুম্ননন্দন, অগ্নিবাণদ্বারা সেই শরনিকর দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বাণ, বিশ্বসংহারকারী ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপ করিলেন, তদ্দর্শনে, অনিরুদ্ধ; শীঘ্র বীজমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া তদ্দ্বারা অবলীলাক্রমে বাণ-প্রেরিত ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ করিলেন। তখন শিব, গণেশ এবং কার্ত্তিক নিষেধ করিলেও বাণ, ক্রোধে সত্বর পাশুপতাস্ত্র পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন ; অনিরুদ্ধ, তাহা দেখিয়া লঘুহস্ত মহারথ সশর-শরাসন বাণরাজের প্রতি জৃম্ভণাস্ত্র ত্যাগ করিলেন। বাণ তাহাতে রণক্ষেত্রে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন। অনিরুদ্ধ পুনরায় নিদ্রাস্ত্র ত্যাগ করিয়া বাণরাজাকে নিদ্রিত করিয়া ফেলিলেন। মহাবল মহাভাগ্য ধনুর্দ্ধর অনিরুদ্ধ, বাণকে নিদ্রিত দেখিয়া উৎকৃষ্ট খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক বধ করিতে উদ্যত হইলে, কার্ত্তিক শতবাণ নিক্ষেপ করত অবলীলাক্রমে তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। তখন অনিরুদ্ধ, দুর্নিবার প্রসিদ্ধ শক্তি প্রহারে সহসা কার্ত্তিকের উত্তম রত্নসারময় রথ

ভগ্ন করিলেন। তখন কার্ত্তিক সেই রণক্ষেত্রে সরোষে গদাঘাতে অবলীলাক্রমে তৎক্ষণাৎ অনিরুদ্ধরথ ভগ্ন করত আনন্দিত হইলেন। অনিরুদ্ধ ক্ষুরধার অর্দ্ধচন্দ্র বাণদ্বারা কার্ত্তিকের ধনু অবলীলাক্রমে ছেদন করিয়া ভল্লাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; তখন কার্ত্তিকের, দুর্নিবার এক গদাঘাতে তাহা বিনষ্ট হইলে, মদননন্দন, কার্ত্তিকের হস্ত হইতে সেই গদা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। অনন্তর কার্ত্তিক, শূল গ্রহণপূর্ব্বক সহসা অনিরুদ্ধকে বধ করিতে আসিলে, প্রদ্যুম্ননন্দন তাঁহাকে সরোষে দূরে ঠেলিয়া দিলেন। কার্ত্তিক পুনরায় আসিয়া হস্তদ্বারা অনিরুদ্ধকে বারংবার আকর্ষণপূর্ব্বক ভূতলে ফেলিয়া দিলেন। মহাবল অনিরুদ্ধ তাঁহাকে সবলে গ্রহণ করিয়া ভূতল হইতে উত্থিত হইলেন। তখন গণেশ আসিয়া তাঁহাদিগের উভয়ের যুদ্ধ মিটাইয়া দিলে, কার্ত্তিক নিজগৃহেও অনিরুদ্ধ উষাভবনে গমন করিলেন। গণেশও শিবের নিকটে সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিতে গেলেন। ৩১—৫২।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষোড়শাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন;—গণেশ শিবের নিকটে গমন করিয়া মহেশ্বরকে প্রণাম করত সুভদ্র-নিধন, বাণ-অনিরুদ্ধ-যুদ্ধ, কার্ত্তিকঅনিরুদ্ধ-যুদ্ধ এবং অনিরুদ্ধ-বিক্রম সমস্তই ক্রমে ক্রমে এক এক করিয়া তাঁহার নিকটে নিবেদন করিলেন। ভগবান্ মহাদেব গণেশের কথা শ্রবণে হাস্য করিয়া, কোমলবচনে বেদসম্মত গুপ্তবিষয় বলিতে লাগিলেন;—মহাভাগ গণেশ! হিতকর পরিণামসুখাবহ, নীতিসার, আমার সত্যবচন শ্রবণ কর। পুত্র! অসংখ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই কৃষ্ণময়; শ্রীকৃষ্ণকে কার্য্যরূপী এবং নিখিল কারণেরও কারণরূপী বলিয়া জানিবে। গণেশ! ব্রহ্মা হইতে তৃণ-পর্য্যন্ত সমস্তই মিথ্যা জানিবে, কেবল ভগবান্ কৃষ্ণকেই সনাতন ও সত্যস্বরূপ নিশ্চয় করিবে। এই সনাতন প্রভু শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে রাধাকান্ত, মনোহর দ্বিভুজ, গোপবালকবেশধারী পরিপূর্ণতম। এই অনন্ত-ব্রহ্মমহেশ্বরবন্দিত কৃষ্ণ রম্য বৃন্দাবন, সুন্দর রাসমণ্ডল, শতশৃঙ্গ শৈল, নির্জ্জন বটমূল, গোষ্ঠ, ভাণ্ডীরবন এবং নির্ম্মল বিরজা-নদীতীর এই সকল স্থানে গোপগোপীমণ্ডলী এবং কামধেনুগণসমভিব্যাহারে মুরলীহস্তে বিচরণ করেন। আহা! কিবা তাঁহার নবীননীরদ শ্যামল কান্তি! তাহাতে আবার পরিধানে পীতবস্ত্র, ঠিক যেন সৌদামিনীজড়িত নবীন মেঘমালা। ১—১০। গোলোকে রাসমণ্ডলে তাঁহার যত প্রাদুর্ভাব, রম্য গোকুলে পবিত্র বৃন্দাবনবনেও তদ্রূপ। সকল অবতারই ঈশ্বরের হয় অংশ, না হয় অংশাংশ; কেবল ভগবান কৃষ্ণই স্বয়ং পূর্ণতম। শ্রীরামও পরিপূর্ণতমবটেন, কিন্তু তিনি ব্রহ্মশাপে আত্মবিস্মৃত। অনিরুদ্ধ সেই শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র মহাবল পরাক্রান্ত; আমিই সেই নিদারুণ মহাসমরে কার্ত্তিককে প্রেরণ করি, যুদ্ধে বাণ মরিয়াছিল আর কি, কার্ত্তিক কেবল তাহাকে রক্ষা করিয়াছে। কার্ত্তিক ও অনিরুদ্ধের যুদ্ধ—গণেশ! তুমিই মিটাইয়া দিয়াছ। অষ্টভৈরব একাদশরুদ্র, অষ্টবসু, ইন্দ্রাদি সকল দেবগণ, দ্বাদশ আদিত্য, সকল দৈত্যগণ দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়, সানুচর বাণ, এমন কি সমুদয় প্রাণী একত্র হইয়াও অনিরুদ্ধকে জয় করিতে সক্ষম হয় না। অনিরুদ্ধ সাক্ষাৎ ব্রহ্মা; প্রদ্যুম্ন, কামদেব, বলদেব, অনন্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির অতীত পূর্ণব্রহ্ম। গণেশ! এই তোমাকে সমস্ত বলিলাম; এখন বাণকে রক্ষা কর। তুমি মঙ্গল-স্বরূপ এবং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশক। কোটি সূর্য্যসমপ্রভ অব্যর্থ অস্ত্রশ্রেষ্ঠ সুদর্শন গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অচিরেই আগমন করিবেন। ১১—১৯

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

শিব, গণেশকে প্রবোধ দিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলে, তথায় দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, ভৈরবী ভদ্রকালী, উগ্রচণ্ডা, কোটরী; ইহাঁরা রম্যরত্নসিংহাসন হইতে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সেই জগদীশ্বরকে প্রণাম করিলেন। তখন গণেশ, মহাবল কার্ত্তিকেয়, বাণ, বীরভদ্র, স্বয়ং নন্দী, নন্দক, মহামন্ত্রী মহাকাল এবং অষ্টভৈরব তথায় সমাগত হইলেন। ইত্যবসরে সিংহ-দ্বারের দ্বারী মণিভদ্র তথায় আসিয়া মহেশ্বরকে বলিল, মহেশ্বর! যাদবগণের অসংখ্য সৈন্য এবং তাহার অধ্যক্ষ বলদেব, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, সাত্যকি, রাজা উগ্রসেন ভীম, স্বয়ং অর্জ্জুন, অক্রূর, উদ্ধব ও ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত আগমন করিয়াছেন। সাত জন গোপপারিষদকর্ত্তৃক শ্বেত চামরদ্বারা সেব্যমান, বিধাতার বিধাতা, কোটি কন্দর্প-লাবণ্যলীলাসম্পন্ন, বনমালা-বিভূষিত, পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, কোটিসূর্য্যসমপ্রভ নিরুপম চক্র, কৌমোদকী গদা, অব্যর্থ শূল এবং বিশ্বসংহারসমর্থ

োখড়গ লইয়া উত্তম রত্নসারনির্ম্মিত মনোহর শ্রেষ্ঠ-থে আরোহণপূর্ব্বক লক্ষ মহারথ, ত্রিকোটি রথ, ত্রিকোটি গজেন্দ্র, ত্রিকোটি মল্ল, শতকোটি অশ্ব, তুঃশতকোটি বর্ম্মধারী, অষ্টবিংশতিকোটি খড়্গধারী এবং ষট্‌পঞ্চাশৎকোটি ধনুর্দ্ধর-সমভিব্যাহারে সত্বর মাগত হইয়াছেন। দাশরথি রাম যেমন লঙ্কার তুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনিও শোণিত পুরের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়াছেন। সহস্র তালবৃক্ষ-প্রমাণ উচ্চ, সুরাসুরগণের দুর্লঙ্ঘ্য, জ্বলন্ত অগ্নিশিখা-ময়ী উজ্জ্বল পরিখা, পক্ষিরাজ গরুড় মন্দাকিনীসলিল-রাশি বর্ষণে নির্ব্বাণ করিয়াছে। বলদেব লাঙ্গল এবং লক্ষমল্ল দ্বারা উত্তম মণিসারনির্ম্মিত প্রাকারসমূহ ভগ্ন করিয়াছেন। ১—১৫। প্রভু বলদেব, ত্রিলক্ষ উদ্যান বিনষ্ট ও দ্বারপালগণকে নিহত করিয়া মহাদ্বারে প্রবেশ করিয়াছেন। মহাদেব এই কথা শুনিয়া সেই দেবসভামধ্যে পার্ব্বতী ও ভদ্রকালীকে বলিলেন;—কার্ত্তিক, গণেশ, অষ্টভৈরব, একাদশরুদ্র, বীরভদ্র, মহাকাল এবং নন্দী এই সমস্ত সেনাপতি দিগকে তোমরা রক্ষা কর। ভগবান্ চক্রপাণি কৃষ্ণ গোলোকনাথ; তিনি সমাগত হইয়াছেন। তিনি ক্ষণকালমধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডসমূহ বিনষ্ট করিতে সমর্থ; সামান্য নগর ত কোন্ ছার। অতএব ইহারা সকলেই বিবিধ উপায় অবলম্বনে বাণের রক্ষা বিধান করুক। বাণ পরাৎপর লম্বোদরের স্মরণপূর্ব্বক রণ-ক্ষেত্রে গমন করুক। বাণের দক্ষিণভাগে কার্ত্তিক, সম্মুখে গণেশ, বামভাগে ভৈরবগণ, রুদ্রগণ এবং মহারথ নন্দী, পশ্চাৎ ভাগে মহাকাল বীরভদ্র ও অন্যান্য সৈন্যগণ, এবং উর্দ্ধে দুর্গা, ভদ্রকালী, উগ্র-চণ্ডা এবং কোট্টরী বর্ত্তমান থাকিবেন। হে মহা-ভাগে! দুর্গতিনাশিনি দুর্গে! তুমি বাণকে রক্ষা কর। তুমি শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, এই জন্য তুমি নারায়ণী নামে অভিহিতা। হে জগজ্জননি! সর্ব্ব-মঙ্গলমঙ্গলে! বিষ্ণুমায়ে! চক্রশ্রেষ্ঠ অমোঘ সুদর্শন চক্র হইতে বাণকে রক্ষা করিবে। বাণ আমার সর্ব্বাপেক্ষা এমন কি কার্ত্তিক-গণেশ অপেক্ষাও প্রিয়। দুর্গে! বাণের মস্তকে পদকমল-ধূলি ও হস্ত প্রদান কর। ১৬—২৫। দুর্গতিনাশিনী দুর্গা শিবের বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া কালোপযুক্ত যথার্থ মধুর বাক্য-বলিতে লাগিলেন;—বাণ! জামাতা অনিরুদ্ধকে রত্নভূষণে ভূষিত করিয়া তাঁহাকে অগ্রে করিয়া মুক্তা-মাণিক্য, হীরক এবং মণিরত্নাদি যাহা কিছু আছে, তৎসমস্ত এবং রত্ন-ভূষণভূষিতা কন্যা উষাকে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের করে অর্পণ কর। নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য করিবে। আত্মার সহিত আবার যুদ্ধ কি? প্রাণ যাহার সহিত একেবারে যায়; ইন্দ্রিয়গণ সহ জীবাত্মা অবস্থান করেন না; শক্তিরূপা আমি থা'কতে পারি না, ব্রহ্মস্বরূপ মন এবং স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ শিব চলিয়া যান; সুতরাং শিবরূপ জ্ঞান বিনা দেহ সদ্য পতিত ও শবাত্মক হয়; সেই পরমাত্মার সহিত আবার যুদ্ধ কি? হে শিব! সুদর্শনচক্রের তেজে যুদ্ধক্ষেত্রে কে অবস্থান করিতে পারিবে? আত্মা বা আকাশ বাণবিদ্ধ হয় না; তবে আত্মার সহিত যুদ্ধ হইবে কিরূপে? ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবশতঃ শরীরধারী পরিপূর্ণতম প্রভু শ্রীকৃষ্ণ নিত্য সত্য এবং সকলের পরমাত্মা। গণেশ এবং কার্ত্তিকেয় আমার প্রিয় বটে, কিন্তু আপনি তাহাদিগের অপেক্ষাও প্রিয়। বাণ কিঙ্করগণের মধ্যে প্রিয়তম; কিন্তু কৃষ্ণ অপেক্ষা পরম প্রিয় আর কেহ নাই। আমি বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী, গোলোকে স্বয়ং রাধিকা, আমিই শিবলোকে শিবা এবং ব্রহ্মলোকে সরস্বতী। আমিই পূর্ব্বকালে দৈত্য-কুল বিনাশ করিয়া দক্ষনন্দিনী সতীরূপে আবির্ভূতা হই। আবার সেই আমিই তোমার নিন্দাশ্রবণে সতীদেহ ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতনন্দিনীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। রক্তবীজযুদ্ধে আমিই যে অপর মূর্ত্তি ধারণ করি তাহাই কালী; আমিই বেদমাতা সাবিত্রী, জনকনন্দিনী সীতা এবং ভারতবর্ষে দ্বারকানগরবাসিনী ভীষ্মকদুহিতা রুক্মিণী। আমিই আবার এখন দৈব-লব্ধ শ্রীদামশাপে পবিত্র বৃন্দাবনকাননে বৃষভানুতনয়া কৃষ্ণ-ধর্ম্মপত্নী রাধা। আপনি ভগবান্ সনাতন সর্ব্বজ্ঞ শিব; আপনাকে আর আমি কি বলিব? এখন সময়োচিত যাহা হয়, তাহা করুন। ২৬—৩৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ঊনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ বলিলেন;—পার্ব্বতীর কথা শুনিয়া কার্ত্তিকেয়, গণেশ, কালী এবং স্বয়ং শিব তাঁহার প্রশংসা করিলেন জগজ্জননী পরাৎপরা জ্যোতির্ম্ময়ী পরমা মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরীকে ভগবান্ শিব বলিলেন; দেবেশি! তুমি যাহা বলিলে তাহা যথার্থ হিতকর এবং বেদসম্মত। পরমাত্মার সহিত যুদ্ধ করা নিতান্ত অযুক্ত এবং উপহাসাস্পদ। বাণ নিজ কন্যা উষাকে বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়া প্রদান করুক; তাহা হইলে সকল কার্য্য সামঞ্জস্য, কীর্ত্তিরক্ষা এবং মঙ্গল

হইবে। যদি বাণ কন্যাদান না করে, তাহা হইলে সেই হিরণ্যকশিপুবংশোদ্ভব নিশ্চয়ই ভয়ে যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়া অযশস্কর হইবে। তথাপি যদি যুদ্ধে যাইতে ইচ্ছা হয়, তবে সেই সমরশাস্ত্র-বিশারদ বাণ কবচাবৃত হইয়া প্রথমে যুদ্ধে গমন করুক, পশ্চাৎ আমরা সজ্জিত হইয়া যাইব। তখন কন্যাদান করিতে বাণকে শিব বলিলেন; বাণ কিন্তু তাহা স্বীকার করিল না। দুর্গা তাহাকে অনেক বুঝাইলেন, সে কিন্তু বুঝিল না। ইত্যবসরে সপ্তলক্ষ দৈত্যপুঙ্গবে পরিবৃত মহাস্ত্রবেত্তা পরম ধার্ম্মিক বৈষ্ণবাগ্রগণ্য মহাবল বলি,—প্রতাপান্বিত সাতজন দৈত্যকর্ত্তৃক পরিচালিত-শ্বেতচামরসমীরণ সেবন করত উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত রথারোহণে সেই মনোরম সভামধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি সত্বর রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক গণেশ শিব দুর্গা ও কার্ত্তিকেয়কে প্রণাম করিয়া সভামণ্ডপে অবস্থিত হইলেন। ১—১০। তাঁহাকে সমীপস্থ দেখিয়া শিব ব্যতীত সকলেই উঠিয়া দাঁড়াই-লেন। সর্ব্বসম্পৎপ্রদাতা ভগবান্ মহাদেব, প্রিয়-সম্ভাষণপূর্ব্বক মনোহর মঙ্গলময় কথা তাঁহাকে বলি-লেন, বৈষ্ণবসমাগমই পরম লাভ; বৈষ্ণবের স্পর্শ-মাত্রেই তীর্থ সকলও পবিত্র হয়। পবিত্র ব্রাহ্মণ সকল আশ্রমবাসীদিগেরই পূজনীয়; আবার বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ তদপেক্ষা অধিক পূজ্য। বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পবিত্র দেখিতে পাই না। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বায়ু হই-তেও পবিত্র অগ্নি হইতেও পবিত্র এবং সমস্ত তীর্থ হইতেও পবিত্র। দেবতারাও তাঁহাকে ভয় করেন। অনলনিক্ষিপ্ত শুষ্ক তৃণরাশির ন্যায় তদীয় দেহসম্বন্ধে পাপ সকল দগ্ধ হইয়া যায়। বলি বলিলেন;—হে জগন্নাথ! আমি স্তবের অযোগ্য একজন আপনার ভৃত্যমাত্র; হে ঈশ্বর! আমাকে স্তব করিতেছেন কেন? নাথ! আপনিই আমাকে অত্যন্ত দুর্লভ পরমৈশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছিলেন। এখন আমাকে দৈববশতঃ সর্ব্বনিম্নভূতলে স্থাপন করাইয়াছেন। হে সুরেশ্বর! আপনি বামনরূপে এই দাসের নিকটে ঐশ্বর্য্য লইয়া ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছেন। আপনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বস্বরূপ। আমার প্রাণাধিক পুত্র বাণকে এখন আপনি হিতকথা বুঝান; কেন না আত্মার সহিত যুদ্ধ বেদবিরুদ্ধ। বলি এই কথা বলিয়া শিবকে প্রণাম ও পুত্রকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিবার পর যথায় মনুষ্যাকার ভগবান্ পরমাত্মা অবস্থিত ছিলেন, তথায় গমন করিলেন। কোটিসূর্য্যপ্রভাশালী চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিবামাত্র বলি ভক্তিসহকারে প্রদক্ষিণ করিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিলেন। ১১—২০। অনন্তর তিনি পুলকিত-কলেবর সাশ্রুনেত্র ও ভক্তিবিহ্বল হইয়া গুরু-প্রদত্ত একাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া হৃদয়কমলমধ্যে নিরন্তর ঘোর সুমনোহর পরমেশ্বরকে সামবেদোক্ত স্তোত্রদ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন;—প্রভু হে! পূর্ব্বে আপনি মাতা অদিতিদেবীর প্রার্থনা ও ব্রত-পালনপ্রযুক্ত বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। আপনি এই ভক্তদাস অপেক্ষা অধিক ভক্ত পুণ্যবান্ ভ্রাতা ইন্দ্রকে অনুরাগসহকারে আমার সম্পত্তিরূপ মহালক্ষ্মী প্রদান করিয়াছেন। এই বাণ আমার পুত্র; শিবের কিঙ্কর। সেই ভক্ত-বৎসলই সমীপে থাকিয়া ইহাকে রক্ষা করিতেছেন। মাতা যেমন পুত্রকে প্রতিপালন করে, পার্ব্বতীও তদ্রূপ ইহাকে পালন করিতেছেন। সম্প্রতি আপনার পৌত্র, ইহার যুবতী সতী কন্যাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন, আবার ইহাকে বধ করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন, কার্ত্তিক নিবারণ করিয়াছেন। সেই অপরাধী পৌত্রকে দমন করিতে না পারিয়া আমার পুত্রকেই কিনা আপনি বধ করিতে আসিয়াছেন! পরমাত্মা সর্ব্বত্রই সমভাবাপন্ন; বেদে ইহাই শুনিতে পাই। হে জগন্নাথ! তবে এরূপ ব্যতিক্রম করিতে-ছেন কেন? আপনি যাহাকে বধ করিবেন, জগতে কে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে? এক আপনার সুদর্শনই কোটি সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর। কোন দেবতারই অস্ত্রে তাহা নিবারিত হয় না। যেমন সুদর্শন চক্র সকল অস্ত্রের শ্রেষ্ঠ; তেমনই আপনিও দেবগণের পরমেশ্বর। আপনি যেমন বিধাতারও বিধাতা, আপনার অস্ত্রও আবার তদুপযুক্ত। ২১—৩০। বিষ্ণু ও শিব, সত্ত্বগুণাবলম্বী; স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা পিতামহ ব্রহ্মা রজোগুণাবলম্বী, আর বিশ্বসংহারকারী ভগবান্ কালাগ্নিরুদ্র তমোগুণাবলম্বী; তিনি সকল রুদ্রগণের মধ্যে প্রধান, তিনিই শিবের অংশ। অন্য সকল রুদ্রই অংশাংশমাত্র। আপনি নির্গুণ, তাহাদিগের এবং প্রকৃতির নিয়ন্তা। আপনি, সকলেরই পরমাত্মা। বিষ্ণু—প্রাণ, স্বয়ং ব্রহ্মা—মন, স্বয়ং শিব—জ্ঞান, সর্ব্বশক্তিপ্রধান ঈশ্বরী প্রকৃতিই—বুদ্ধি। সর্ব্বদেহ-স্থিত জীব—পরমাত্মস্বরূপী আপনার প্রতিবিম্ব। কর্ম্মী জীব, স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগী, আপনি সাক্ষী মাত্র। রাজা গমন করিলে, অনুচরগণ যেমন তাঁহার অনুগমন করে, তদ্রূপ আপনি দেহ ছাড়িয়া গমন করিলে পূর্ব্বোক্ত সকলেই আপনার অনুগমন করেন। আপনার

নির্গমে কেহ সদ্য পতিত হয়; এবং অস্পৃশ্য শবরূপে পরিণত হয়। অনেক পণ্ডিত আপনার মায়ায় বঞ্চিত হইয়া বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন না। যে সকল সাধু আপনাকে ভজনা করেন, তাঁহারই এই মায়া পার হইতে পারেন। ত্রিগুণা প্রকৃতি পরমাবৈষ্ণবী ঈশানী, নারায়ণী, দুর্গা, আপনার মায়ারূপা; তাঁহাকে অতিক্রম করা অতি দুঃসাধ্য। প্রতিব্রহ্মাণ্ডেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, আপনার অংশ। সকল বিশ্বের আশ্রয় যে মহাবিরাট্ যোগনিদ্রাবলম্বনে ব্রহ্মাণ্ডগোলমধ্যে-জলশায়ী; সেই ভগবান্‌ই বাসু-পদবাচ্য। আপনি তাঁহারও পরম দেবতা; তাই পুরাবেত্তাগণ আপনাকে বাসুদেব বলেন। ৩১—৪০। আপনি কলায় অর্থাৎ অংশাংশে সূর্য্য, অংশাংশে চন্দ্র, অংশাংশে অগ্নি এবং অংশাংশে স্বয়ং পবন। আপনি অংশাংশে বরুণ, কুবের, যম, ইন্দ্র, ধর্ম্ম। আপনিই অংশাংশে অনন্ত, ঈশান, নির্ঋতি, মুনিগণ, মনুগণ এবং ফলদায়ক নবগ্রহ। আপনিই কলাকলাংশে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদয় জীব আপনি জ্যোতিঃস্বরূপ পরম ব্রহ্ম; যোগিগণ সতত আপনাকে ধ্যান করেন। আপনার ভক্তগণ, আদরপূর্ব্বক সেই জ্যোতির মধ্যে আপনার এই নবজলধর-শ্যামল, পীত-কৌষেয়-বস্ত্র-পরিধান, স্মিতপ্রসন্নবদন, ভক্তবৎসল দ্বিভুজ বংশীধর রাধাবক্ষঃস্থলস্থিত ভক্তেশ্বর কৃষ্ণমূর্ত্তি চিন্তা করেন; আপনার সর্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত, চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ, গলদেশে মালতীমাল্য, হস্তে অমূল্য রত্ননির্ম্মিত বলয়, বাহুতে কেয়ূর, কর্ণবিলম্বী মণিকুণ্ডলযুগল গণ্ডস্থলে আসিয়া পড়িয়াছে; আপনার অঙ্গুলীতে উৎকৃষ্ট রত্নময় অঙ্গুরীয়, চরণে মুখর মঞ্জীর, লাবণ্য কোটিকন্দর্পের সদৃশ, নয়নযুগল শারদকমলসন্নিভ; কোটি কোটি গোপী সস্মিতমুখে আপনার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। বয়স্য পারিষদ গোপগণ আপনাকে শ্বেতচামর ব্যজন করিতেছে। বেশ গোপবালকের ন্যায়। আপনি ধ্যানের অসাধ্য, দুরারাধ্য, ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং অনন্তের বন্দিত। সিদ্ধেন্দ্র, মুনীন্দ্র, যোগীন্দ্রগণ প্রণত হইয়া আপনাকে স্তব করিয়া থাকেন। আপনি বেদের অনির্ব্বচনীয়, স্বেচ্ছাময় পরম প্রভু। আপনার রূপ স্থূল হইতে স্থূলতম সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম। আপনি সত্যস্বরূপ। আপনার ধ্বংস নাই, উৎপত্তি নাই, সকল অপেক্ষা আপনি শ্রেষ্ঠ; আপনি প্রকৃতির পর; আপনি পরমেশ্বর, আপনি কোন বস্তুতে লিপ্ত নহেন, আপনি চেষ্টারহিত, আপনি অনন্তকালস্থায়ী ভগবান্। ভক্তগণ, আপনাকে এইরূপে ধ্যান করত পবিত্র হইয়া ব্রহ্মা এবং লক্ষ্মীসেবিত ভবদীয় চরণ-কমলে, স্নিগ্ধ দূর্ব্বাঅক্ষতজল প্রদান করিতে চেষ্টা করে। যখন, চারিবেদ, সরস্বতী, অনন্ত, ব্রহ্মা, মহাদেব, গণেশ, সূর্য্য, ইন্দ্র, এবং চন্দ্র; ইহাঁরা কেহ আপনার স্তব করিতে সক্ষম নহে, তখন হীনবুদ্ধি ব্যক্তিরা কিরূপে তোমার স্তব করিবে? ৪১—৫৬। আপনি সত্ত্ব, রজ, তম, গুণত্রয়ের অতীত; আপনাকে তর্ক করিয়া কেহই স্থির করিতে পারে না। আপনি নির্গুণ, আপনি সকল হইতে শ্রেষ্ঠ, আপনার কি স্তব করিব? আমি পণ্ডিত নহি, দেবতা নহি, সামান্য অসুর; অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। তখন পূর্ণব্রহ্ম, ভক্তবৎসল, জগতের ঈশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ, বলির স্তব শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিতে লাগিলেন;—হে বৎস! তোমার ভয় নাই, গৃহে গমন কর; আমি তোমার সুতল রক্ষা করিতেছি, আমার বরে ও অনুগ্রহে তোমার পুত্র, অজর-অমর হইবে। আমি সেই মূর্খ অহঙ্কারীর দর্প নষ্ট করিব; পরমভক্ত, তপস্বী প্রহ্লাদকে বর প্রদান করিয়াছি,—আমি তোমার বংশাবলীকে বধ করিব না; প্রসন্নচিত্তে তোমার পুত্রকে, পরম মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান প্রদান করিব। তুমি যে আমার বাঞ্ছিত, সামবেদোক্ত, স্তব করিলে তাহা ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে সনৎকুমারকে প্রদান করিয়াছিলেন। দয়ালু শঙ্কর, সূর্য্যগ্রহণসময়ে, সিদ্ধাশ্রমে প্রশস্ত পুণ্যতীর্থে, স্বর্গগঙ্গাতীরে, পরমভক্ত শিষ্য গৌতমকে ঐ স্তব দান করিয়াছিলেন। আমি বিরজানদীর তীরে ব্রহ্মা ও শিবকে ইহা প্রদান করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে ধীমান্ সনৎকুমার, ভৃগুকে ঐ স্তব প্রদান করিয়াছিলেন। আমি সেই স্তব বাণ-রাজাকে প্রদান করিব; বাণরাজ ঐ স্তবদ্বারা আমাকে স্তব করিবেন। যে ব্যক্তি স্নান করত বস্ত্র, অলঙ্কার, চন্দনদ্বারা ব্রতশীল গুরুকে পূজা করিয়া গুরুমুখ হইতে এই স্তব শ্রবণপূর্ব্বক ভক্তিযুক্ত হইয়া পাঠ করে সে কোটি কোটি জন্মের পাপ হইতে মুক্ত হয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৫৭—৬৭। এই স্তব পাঠ করিলে বিপদ্ নষ্ট হয়, ইহার পাঠ, সমস্ত সম্পদের কারণ। ইহাতে দুঃখ, শোক নষ্ট হয়; দুস্তর সংসার সাগর পার হওয়া যায়; আর গর্ভবাসের যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না; জরা এবং মৃত্যু, কিছুই থাকে না; বন্ধন ও রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ইহাই ভক্তের ভূষণ। যে ব্যক্তি এই স্তব পাঠ করেন, তিনি সমস্ত তীর্থস্নানের, সমস্ত যজ্ঞের, সমস্ত ব্রতের, সমুদয় তপস্যার, সত্যবাক্যের, সমস্ত বস্তুদানের নিশ্চয় ফল লাভ

করেন। এই স্তোত্র লক্ষবার পাঠ করিলে, মনুষ্যের সিদ্ধিলাভ হয়। যে ব্যক্তি এই স্তবে সিদ্ধ হন, তিনি সমস্ত সিদ্ধি লাভ করেন এবং ইহলোকে দেবতার তুল্য হইয়া পরলোকে শ্রীহরির পদ লাভ করেন। জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন। বলিরাজা প্রফুল্লচিত্তে ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া আপনার গৃহে গমন করিলেন।৬৮-৭৩।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে উনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন;—অনন্তর ভগবান্, কৃষ্ণ উদ্ধব এবং বলদেবের সহিত মঙ্গলজনক মন্ত্রণা করিয়া, যে স্থানে শিব গণপতি, দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, কার্ত্তিকেয়, ভদ্রকালী, উগ্রচণ্ডা এবং কোট্টরী অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত আগমন করত গণেশ, শিব, শিবা, এবং পূজ্যদিগকে প্রণাম করিয়া মনুষ্য হইয়াও যথোচিত বাক্য বলিতে কুণ্ঠিত হইল না। দূত কহিল, হে মহেশ্বর! শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের নিমিত্ত বাণরাজাকে আহ্বান করিতেছেন; অতএব দৈত্যরাজ, অনিরুদ্ধ এবং উষাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার শরণাগত হউক। যে ব্যক্তি যুদ্ধে আহূত হইয়া ভয়ে কাতরতাপূর্ব্বক রণস্থলে গমন না করে, সে ব্যক্তি ঊর্দ্ধ সপ্তপুরুষের সহিত নরকে গমন করে। দেবী পার্ব্বতী স্বয়ং সভামধ্যে দূতের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাদেবের নিকটে যথোচিত বাক্য কহিতে লাগিলেন, হে মহাভাগ বাণ! উত্তম কন্যা গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন করত তাঁহাকে কন্যা এবং আপনার যথাসর্ব্বস্ব যৌতুক প্রদান করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও। সেই কৃষ্ণ সকলের ঈশ্বর, সমস্ত বস্তুর কারণ, সকল সম্পদের প্রধানকর্ত্তা, সকলের প্রধান এবং তিনি রক্ষাকর্ত্তা, কৃপাবান্ ও ভক্তবৎসল। দেবতাগণ পার্ব্বতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, সভামধ্যে তুমিই ধন্যা, এইরূপে তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন অসুররাজ বাণ সক্রোধে বর্ম্ম ধারণ ও হস্তে ধনু গ্রহণপূর্ব্বক শঙ্করকে প্রণাম করিয়া গমন করিলেন! তৎকালে সকলেই তাঁহাকে নিষেধ করিতে লাগিলেন; তাহাতে তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল; লোচনদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে মহাবলপরাক্রান্ত বর্ম্মধারী তিন কোটী দৈত্য, কুম্ভাণ্ড, কূপকর্ণ, নিকুম্ভ, কুম্ভ, এই চারিজন প্রধান সেনাপতি, বর্ম্মধারণপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল। উন্মত্তভৈরব, সংহারভৈরব, অসিতাঙ্গভৈরব, রুরুভৈরব, মহাভৈরব, কালভৈরব, প্রচণ্ডভৈরব, এবং ক্রোধভৈরব, ইহারা সকলে নিজ নিজ শক্তির সহিত গমন করিলেন। ভগবান্, কালাগ্নি রুদ্র অন্যান্য রুদ্রগণের সহিত বর্ম্মধারণ করিয়া গমন করিলেন। উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডিকা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডেশ্বরী, চামুণ্ডা, চণ্ডী, চণ্ডপালিকা এই আটজন নায়িকা খর্পর ধারণ করিয়া গমন করিলেন। শোণিতপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কোট্টরী, প্রফুল্লবদনে খড়্গ এবং খর্পর ধারণ করত রত্নময় যানে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। ইন্দ্রাণী, শান্তপ্রকৃতি বৈষ্ণবী, ব্রহ্মবাদিনী ব্রহ্মাণী, কৌমারী, বিকটাকৃতি নারসিংহী, বারাহী, মহামায়া মাহেশ্বরী এবং ভীমরূপা ভৈরবী, এই আটজন শক্তি, সকলেই সহর্ষে রথারোহণপূর্ব্বক গমন করিলেন। যাঁহার শরীর রক্তবর্ণ, জিহ্বা লোল ও ভয়ানক; যিনি শূল, শক্তি, গদা, হস্তে ধারণ করিয়াছেন; যিনি খড়্গ এবং খর্পর ধারণ করিতেছেন; সেই ত্রিনয়না ভদ্রকালী উৎকৃষ্ট রত্নময় যানে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিলেন। মহেশ্বর, শূলহস্তে এবং বৃষবাহনে; কার্ত্তিকেয় শস্ত্রহস্তে শরাসন ধারণ করত গমন করিলেন। গণেশ এবং পার্ব্বতী ব্যতিরেকে সকলেই গমন করিলেন। চক্রপাণি, মহাদেব ও ভদ্রকালীকে এই সকল সেনা পরিবেষ্টিত দেখিয়া যথোচিত সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। তখন দৈত্যরাজ বাণ, পার্ব্বতীশ্বরকে প্রণাম ও শঙ্খধ্বনি করত সগুণ শরাসনে দিব্যাস্ত্র যোজনা করিয়া ধারণ করিলেন। সাত্যকি বাণকে সমরে উদ্যোগী দেখিয়া যদিও সকলে তাঁহাকে নিষেধ করিতে লাগিল; তথাপি সহর্ষে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ১—২৫।

হে নারদ! মহারাজ বাণ, গ্রীষ্মসময়ের মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রভাশালী, সুতীক্ষ্ণ, অব্যর্থ, মন্থন নামে দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সাত্যকি সম্মুখে সেই দিব্যাস্ত্র দর্শন করিয়া মস্তক কিঞ্চিৎ অবনত করিলে, সেই ভয়ানক অস্ত্র তাঁহার কেশ দগ্ধ করিয়া আকাশমধ্যে গমন করিল। তখন বাণ আগ্নেয় অস্ত্র ক্ষেপ করিলেন, সাত্যকি সেই উজ্জ্বল তালপ্রমাণ আগ্নেয় অস্ত্রকে বারুণাস্ত্রদ্বারা নির্ব্বাণ করিলেন। উগ্রমূর্ত্তি বাণ ভয়ানক উজ্জ্বল বরুণাস্ত্রক্ষেপ করিলে সাত্যকি, তাহাকে অবলীলাক্রমে পার্জ্জন্যাস্ত্রদ্বারা ছেদন করিলেন। তখন দৈত্যরাজ বাণ নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, সাত্যকি অর্জ্জুনের শিক্ষাবলে সমরাঙ্গনে ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত

হইলেন; তখন শস্ত্রবিদগ্রগণ্য বাণ, মাহেশ্বরাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, সাত্যকি বৈষ্ণবাস্ত্রদ্বারা অবলীলাক্রমে তাহা ছেদন করিলেন। বাণরাজ সমরাঙ্গণে ব্রহ্মাস্ত্রক্ষেপ করিলেন, সাত্যকি ক্ষণকালমধ্যে ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা তাহা নির্ব্বাণ করিলেন। বাণবিশারদ বাণ, নাগাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে সাত্যকি ক্ষণকালমধ্যে গারুড়াস্ত্রদ্বারা তাহা সংহার করিলেন। তখন, বাণদৈত্য, সুদারুণ অব্যর্থ মহাদেবের শূল গ্রহণ করিলেন; সাত্যকি দুর্গার স্তব করিলে অমনি তাহা গলদেশে মালার ন্যায় হইল। তখন বাণ ধনুকে পাশুপত বাণ যোজনা করিলেন; সাত্যকি জৃম্ভণাস্ত্র প্রয়োগ করত বাণহস্ত বাণকে মোহযুক্ত করিলেন। মহাবল কার্ত্তিকেয় বাণকে মুগ্ধ দেখিয়া অর্দ্ধচন্দ্রবাণ ক্ষেপ করিলে, কামদেব অবলীলাক্রমে তাহা ছেদ করিলেন। কার্ত্তিক শত শত সূর্য্যের প্রভাশালিনী গদা নিক্ষেপ করিলেন, পরে কামদেব, বৈষ্ণবাস্ত্রদ্বারা ঐ গদাকে সাতখণ্ড করিলেন। ২৬—৩৭। স্কন্দ প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল শক্তি ক্ষেপ করিলে, কামদেব নারায়ণাস্ত্রদ্বারা ঐ শক্তিকে নির্ব্বাণ করিলেন; তখন কার্ত্তিকেয় সমরাঙ্গণে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; অমনি কামদেব ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা করত কার্ত্তিকের প্রক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র নির্ব্বাণ করিলেন। স্কন্দ সবেগে নারায়ণাস্ত্র ত্যাগ করিলে প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণের শিক্ষায় দণ্ডের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ কার্ত্তিক সকোপে এবং সহর্ষে দিব্য পাশুপতাস্ত্র প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলেন, মদন নিদ্রাস্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহাকে নিদ্রিত করিলেন। তখন ভদ্রকালী কার্ত্তিককে নিদ্রিত ও বাণকে স্তম্ভিত দেখিয়া সকোপে রথের সহিত কামকে গ্রাস করিলেন, এবং বাণ ও স্কন্দকে ক্রোড়ে করিয়া যে স্থানে জগন্মাতা সতী পার্ব্বতী অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে রণস্থল হইতে গমন করিলেন। ভদ্রকালী তথায় উপস্থিত হইয়া কার্ত্তিকের চৈতন্য সম্পাদন ও বাণকে সুস্থ করিলে কামদেব রথের সহিত তাঁহার নাসিকারন্ধ্র দিয়া বহির্গত হইয়া তখনি রণস্থলে গমন করিলেন। তৎকালে যাদবগণ, রথের সহিত কামদেবকে অবলোকন করিয়া হাসিতে লাগিলেন। এদিকে শৈবেরা শুষ্ককণ্ঠে অতিশয় ভীত হইলেন। অনন্তর বাণ এবং ভগবান্ কার্ত্তিকেয়, রথারোহণপূর্ব্বক সক্রোধে যুদ্ধনিমিত্ত পুনর্ব্বার আগমন করিলেন। বাণ রণস্থলে আগমন করিয়া পাঁচবাণ নিক্ষেপ করিলে মহাবল বলদেব অর্দ্ধচন্দ্রবাণদ্বারা তাহা ছেদন করিলেন। তাহার পরে লাঙ্গলধারী বলদেব লাঙ্গলদ্বারা বাণের রথ ভগ্ন করিলেন এবং অবলীলাক্রমে মুষলাঘাতে তাহার সারথি ও অশ্বের প্রাণ নাশ করিলেন। ৩৮—৪৮। তখন ভগবান্ কালাগ্নিনামক রুদ্র মহাবল লাঙ্গলধারী বলদেবকে মহারাজ বাণের ছেদনে উদ্যত দেখিয়া অবলীলাক্রমে তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। লাঙ্গলধারী বলদেব ক্রোধে কালাগ্নিরুদ্রের রথ ভগ্ন করত রণস্থলে মুষলাঘাতে তাঁহার অশ্ব ও সারথির প্রাণনাশ করিলেন। তখন কালাগ্নিরুদ্র ক্রোধে ভয়ানক জ্বরকে তাঁহাদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীহরি ব্যতীত সমস্ত যাদবেরা সেই জ্বরে আক্রান্ত হইল। ভগবান্ কৃষ্ণ সেই সমস্ত দর্শন করত বৈষ্ণবজ্বর সৃজন করিয়া মহাদেবের নিমিত্ত রণস্থলমধ্যে সেই জ্বরকে নিক্ষেপ করিলেন। মুহূর্ত্তকাল শিবজ্বর ও বৈষ্ণবজ্বর উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। বৈষ্ণবজ্বর শিবজ্বরকে আক্রমণ করিলে সেই শিবজ্বর রণস্থলে পতিত হইল। পরে চেষ্টারহিত হইয়া পুনর্ব্বার মাধবকে স্তব করিতে লাগিল;—হে জগন্নাথ! তুমি আমার প্রাণ রক্ষা কর। তুমি কেবল ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই শরীর ধারণ কর। তুমি পরমাত্মারূপে সকলের দেহরূপ পুরীতে শয়ন করিতেছ। তুমি পূর্ণব্রহ্ম। তোমার সকল বস্তুতে সমানভাব। তখন শ্রীহরি, শিবজ্বরের বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার জ্বরকে নিবারণ করিলে মহেশ্বরজ্বর ভীত হইয়া রণস্থল হইতে গমন করিল। তখন বাণরাজা পুনর্ব্বার আগমন করিয়া প্রলয়কালের অগ্নি-শিখার ন্যায় সহস্র বাণ মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। ফাল্গুন অর্জ্জুন অবলীলাক্রমে শরজাল বর্ষণ করিয়া তাহা নির্ব্বাণ করিলে, মহারাজ বাণ, সুতীক্ষ্ণ সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল সব্যসাচী অর্জ্জুন, অবলীলাক্রমে সেই শক্তি ছেদ করিলে বাণদৈত্য শতসূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন পাশুপতাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন চক্রপাণি কৃষ্ণ, অব্যর্থ, অতি ভয়ানক জগৎসংসার-নাশের কারণ সেই পাশুপত অস্ত্র অবলোকন করিয়া ভীষণ চক্র নিক্ষেপ করিলেন। ৪৯—৬০। সেই চক্র, পাশুপত অস্ত্রের সহিত বাণরাজের সমুজ্জ্বল সহস্র হস্ত ছেদন করিলে, সেই সকল হস্ত পর্ব্বতসমূহের ন্যায় রথমধ্যে পতিত হইতে লাগিল। যে অমোঘ, জগতে প্রলয়কালের অগ্নি-শিখার ন্যায় ভয়ানক পাশুপত অস্ত্র বাণরাজের হস্তে ছিল, তাহা পুনর্ব্বার পশুপতির হস্তে গমন করিল। দৈত্যরাজ বাণের হস্তছেদনে অতিরিক্ত রক্ত নির্গত হওয়াতে তাহাদ্বারা অতি বৃহৎ এক কুণ্ড

হইল। বাণরাজও সেই বেদনায় অচেতন ও স্পন্দনরহিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। ভগবান্ জগদ্‌গুরু মহাদেব, সেই স্থানে আগমন করত স্বীয় বক্ষঃস্থলে বাণরাজাকে স্থাপন করিয়া মোহবশে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন মহাদেবের চক্ষের জলে বৃহৎ সরোবর হইল। করুণাসাগর প্রভু মহেশ্বর, বাণকে সচেতন করিয়া যে স্থানে দেব জনার্দ্দন, অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে বাণকে গ্রহণ করিয়া গমন করিলেন। চন্দ্রশেখর মহেশ্বর, বাণকে ব্রহ্মা এবং লক্ষ্মীকর্ত্তৃক সেবিত শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া ভক্তের ঈশ্বর জগৎপতি কৃষ্ণকে বলিরাজা যে স্তবদ্বারা স্তব করিয়াছিলেন, সেই স্তবদ্বারা স্তব করিলেন। তখন, হরি, ধীমান্ বাণকে মৃত্যুঞ্জয়জ্ঞান প্রদান করিয়া তাহার গাত্রে করপদ্ম প্রদান করত তাহাকে অজর-অমর করিলেন। দৈত্যরাজ বাণ, ভক্তিপূর্ব্বক বলিকৃত স্তোত্রদ্বারা স্তব করিয়া, বর এবং রত্নালঙ্কারভূষিত কন্যা আনয়নপূর্ব্বক দেবসভামধ্যে ভক্তির সহিত হরিকে প্রদান করিলেন। বাণ রাজা, শঙ্করের আজ্ঞানুসারে ভক্তিভরে আপনার স্কন্ধদেশ নত করিয়া সেই জগৎপ্রভু হরিকে পাঁচ লক্ষ হস্তী, তাহার চতুর্গুণ অশ্ব, রত্নালঙ্কারভূষিতা সহস্র দাসী, সকল বস্তু দান করিতে সক্ষম বৎসযুক্ত সহস্র কামধেনু, শতলক্ষ মাণিক্য, মুক্তা, এবং রত্ন, মনোহর শতলক্ষ মণীন্দ্র, হীরক, সহস্র সহস্র সুবর্ণনির্ম্মিত জলপাত্র এবং ভোজনপাত্র প্রদান করিলেন। ৬১—৭২। হে নারদ! বাণরাজা উত্তম সূক্ষ্মবস্ত্র, অগ্নিবিশুদ্ধ বস্ত্র, তাম্বুলপূর্ণ পাত্র, মধুপরিপূর্ণ পাত্র, নানাপ্রকার সহস্র সহস্র পাত্র এবং কন্যা শ্রীহরির পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করত ভক্তিপূর্ব্বক হরির নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ, বাণকে বেদবিধি অনুসারে বর দানপূর্ব্বক মঙ্গলজনক আশীর্ব্বাদ করিয়া শঙ্করের অনুমতিক্রমে দ্বারকা পুরীতে গমন করিলেন। শ্রীহরি স্বয়ং গমন করিয়া মহাত্মা বাণের সেই নবোঢ়া কন্যাকে রুক্মিণী এবং দৈবকীর নিকটে অর্পণ করিলেন। তখন শ্রীহরির যত্নে মহোৎসব মঙ্গলকার্য্য ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান, ও বহুতর ব্রাহ্মণ-ভোজন হইতে লাগিল। ৭৩—৭৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—অনন্তর কৃষ্ণ বন্ধুবান্ধবের সহিত, সুধর্ম্মা নামে সভাতে আসীন হইলে, সেই স্থানে ব্রহ্মতেজে উজ্জ্বল এক ব্রাহ্মণ আগমনপূর্ব্বক পুরুষোত্তমকে দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে স্তব করত বিনয়পূর্ব্বক শান্ত এবং ভীতভাবে মিষ্ট বচনে কহিতে লাগিলেন, রাজাধিরাজ মণ্ডলেশ্বর শৃগাল ও বাসুদেব, আপনাকে যে যে বাক্য কহিয়াছেন, তাহা কহিতেছি সাবধানে শ্রবণ করুন। শৃগাল বলিয়াছেন, আমি বৈকুণ্ঠধামে বাসুদেব, আমি দেবতার প্রধান, আমি চতুর্ভুজ লক্ষ্মীপতি, আমি জগতের পালনকর্ত্তা এবং বিধাতারও পালনকর্ত্তা। পৃথিবীর ভারাবতারণ নিমিত্ত ব্রহ্মা আমার নিকটে প্রার্থনা করিলে তন্নিমিত্ত আমি ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছি। কৃষ্ণ, বসুদেবের পুত্র, সামান্য ক্ষত্রিয়, অতিশয় অহঙ্কৃত, মায়াবী এবং প্রতারক; আপনাকে বিষ্ণু বলিয়া ব্যক্ত করে। মহাধূর্ত্ত কৃষ্ণ, বলবানের সহিত দুর্ব্বলদিগকে যুদ্ধ করাইয়া দুর্ব্বল রাজাদিগকে পরাজিত এবং নষ্ট করে। সেই কৃষ্ণ, দুর্য্যোধন, জরাসন্ধ এবং অন্যান্য দুর্ব্বল রাজাকে বলশালী ভীমসেনদ্বারা বধ করাইয়াছে। দ্রোণ, ভীষ্ম কর্ণ এবং পৃথিবীতে যে সকল অন্যান্য রাজা ছিল, তাহাদিগকে বলবান্ অর্জ্জুনদ্বারা মায়া করিয়া বধ করাইয়াছে। এতদ্ভিন্ন দুর্ব্বল, সুপ্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগকে কপটতা করিয়া প্রসিদ্ধ বলবান্‌দ্বারা নষ্ট করিয়াছে। সে কৃষ্ণ স্বয়ং শিশুপাল, দন্তবক্র, চিররোগী কংস, আমার পুত্র নরক, দুর্ব্বল নরকাসুর ও মুরনামে অসুরকে হঠাৎ সঙ্কেতপূর্ব্বক ছল করিয়া নাশ করিয়াছে। সেই কপটী কৃষ্ণ, কখন ধর্ম্মযুদ্ধ করে নাই সে বাল্যাবধি অধার্ম্মিক। ১—১২। সেই দুষ্ট প্রতারক কৃষ্ণ, পুতনা ও কুব্জাকে বিনাশ করিয়াছে অতএব সে স্ত্রীহত্যাকারী, সে সামান্য বস্ত্রের নিমিত্ত সংস্বভাবান্বিত রজককে বিনাশ করিয়াছে। আমি মহাবল পরাক্রান্ত হিরণ্যকশিপু দৈত্যকে ও মধুকৈটভকে বিনাশ করিয়া সৃষ্টিরক্ষা করিতেছি। আমিই স্বয়ং ব্রহ্মা, আমিই স্বয়ং শিব, আমি জগতের রক্ষাকর্ত্তা এবং দুষ্টের দমনকারী। সকল মুনিগণ ও মনুগণ আমার অংশ বা অংশাংশ। আমি স্বয়ং নারায়ণ, নির্গুণ, এবং প্রকৃতির পর। লজ্জাবশতঃ ও দয়া করিয়া মিত্রবুদ্ধিতে এতদিন ক্ষমা করিয়াছি। যা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে আমার সহিত যুদ্ধ করুক। আমি দূতমুখে কৃষ্ণকে অতিশয় অহঙ্কৃত বলিয়া শ্রবণ

করিয়াছি। সেই কৃষ্ণের দমন করা আমার উচিত, উদ্ধত ব্যক্তিকে দমন করা রাজাদিগের প্রধান ধর্ম্ম, এক্ষণে আমি তাহার শাসন করিব। আমি চতুর্ভুজ হইয়া শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করত স্বয়ং সগণে যুদ্ধের নিমিত্ত সেই দ্বারকাতে গমন করিব। যদি ইচ্ছা থাকে, যুদ্ধ করুক; আমার শরণাগত হইয়া কাজ নাই। যদি শরণাগত হইয়া আমার গৃহে গমন না করে, তাহা হইলে ক্ষণকালমধ্যে দ্বারকা পুরীকে ভস্মসাৎ করিব। আমি অন্য ব্যক্তিকে সহায় না করিয়া একাকী ক্ষণকালমধ্যে অবলীলাক্রমে বলদেবের সহিত, পুত্রের সহিত বান্ধবের সহিত এবং স্বগণের সহিত কৃষ্ণকে বিনাশ করিব। কৃষ্ণ তপস্বী বৃদ্ধ শঙ্করকে এবং স্ত্রীর অধীন হইয়া বৃথা প্রয়োজনে পারিজাতের নিমিত্ত ব্রহ্মশাপে চিররোগী ভগাঙ্গ ইন্দ্রকে জয় করত মত্ত হইয়া আপনাকে বীর ও ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিতেছে। ২৩—৩২। কৃষ্ণ লম্পট, যোনিলুব্ধ, গোকুলে রাধার অধীন, এক্ষণে সত্যভামা প্রভৃতি স্ত্রীসমূহের কিঙ্করের ন্যায় হইয়াছে। হে মুনে! ব্রাহ্মণ, এইরূপ বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে শ্রীকৃষ্ণ, সগণে তাহা শ্রবণ করিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন; তৎপরে ব্রাহ্মণকে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, এই চতুর্ব্বিধ ভোজন করাইয়া দুঃখে এবং হৃদয়বিদারক বাক্য-বাণে জর্জ্জরিত হইয়া সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতসময়ে কৃষ্ণ, সগণে হর্ষপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে যে স্থানে শৃগাল নৃপতি অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। শৃগাল রাজা কৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কৃত্রিম চারিটি হস্ত ধারণ করত স্বয়ং সসৈন্যে যুদ্ধের নিমিত্ত শ্রীহরির নিকটে আগমন করিলেন। তখন কৃষ্ণ, হাস্যবদনে স্নিগ্ধনয়নে বন্ধুর ন্যায় লৌকিক বাক্যে মধুর সম্ভাষণ করত শৃগালকে আলিঙ্গন করিলেন। শৃগাল রাজা কৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিলেন; কিন্তু কৃষ্ণ, তাহা স্বীকার করিলেন না। তখন শৃগাল কৃষ্ণের দর্শনে ত্যক্তগর্ব্ব ও ভীত হইয়া কৃষ্ণকে কহিলেন; হে অখিল-ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর! তুমি চক্রদ্বারা আমার মস্তক ছেদন করিয়া শীঘ্র দ্বারকায় গমন কর; আমার এই পাপদেহ পতন হউক। যেরূপ তোমার জয় ও বিজয় আমিও সেই সুভদ্রনামে তোমার দ্বারপাল ছিলাম। হে সর্ব্বজ্ঞ! হে প্রভো! তুমি সকলই জানিতেছ, আর বিলম্ব করিও না। ২৪—৩৩। আমি লক্ষ্মীর শাপে এরূপ ভ্রষ্ট হইয়াছি, আমার কাল পূর্ণ হইয়াছে, শত বৎসর পূর্ণ হইলে আমার শাপান্ত হইবে; তোমার ভবনে গমন করিব। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে মিত্র! তুমি আমাকে অগ্রে প্রহার কর, আমি পশ্চাৎ যুদ্ধ করিব। হে বৎস! সকলি জানিতেছি, তুমি সুখে বৈকুণ্ঠধামে গমন কর। কৃষ্ণ এই কথা বলিলে, রাজা শৃগাল মাধবের প্রতি দশটি বাণক্ষেপ করিলেন। কালরূপী সেই সকল বাণ মাধবকে প্রণাম করিয়া, সত্বরে আকাশে গমন করিল। তৎক্ষণাৎ রাজা প্রলয়কালের অগ্নিশিখার ন্যায় গদাক্ষেপ করিলে, সেই গদা কৃষ্ণের অঙ্গ স্পর্শ-মাত্রে ভগ্ন হইয়া গেল। তখন রাজা শৃগাল শূল, মুষল, শক্তি, পরশু ক্ষেপ করিলেন। কৃষ্ণের অঙ্গ স্পর্শমাত্রে ক্ষণকালমধ্যে সমস্ত ভগ্ন হইল। তখন ধনু এবং সুদারুণ কালরূপী খড়্গ নিক্ষেপ করিলে, তাহাও কৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শমাত্রে ক্ষণকালমধ্যে ভগ্ন হইল। তখন কৃপানিধি কৃষ্ণ, রাজাকে অস্ত্রশূন্য দেখিয়া এই কথা বলিলেন, হে মিত্র! গৃহে গমন করিয়া, সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র আনয়ন কর। শৃগাল কহিল, পরমাত্মা কি অস্ত্রে বিদ্ধ হন? অতএব পরমাত্মার সহিত কিরূপে যুদ্ধ হইবে? আপনি আমাকে সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করুন। আপনিই একমাত্র উদ্ধারের কারণ। হে নাথ! এই সংসারসমুদ্র, বিষ হইতে অধিক বিষম পদার্থ। আমার মায়াস্বরূপ বন্ধনস্তম্ভ এবং স্বকর্ম্মজন্য মোহসমূহকে ছেদন করুন। আপনি সকল কার্য্যের ঈশ্বর, বিধাতারও বিধাতা, শুভফলের দাতা, সমস্ত সম্পদের প্রদানকর্ত্তা। আপনি পূর্ব্ব-জন্মের অদৃষ্টের কারণ এবং সেই অদৃষ্টের খণ্ডনে সক্ষম। আমি এই নশ্বর প্রকৃত পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া আপনার বৈকুণ্ঠধামে সপ্তমদ্বারে গমন করি। তখন কৃপানিধি কৃষ্ণ সমরমধ্যে মিত্রের স্তুতি এবং অমৃতোপম বচন শ্রবণ করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সমরভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের অশ্রুবিন্দুদ্বারা বিন্দুসরোবরনামে দিব্য তীর্থের মধ্যে প্রধান উৎকৃষ্ট সরোবর হইল। সেই সরোবরের জলস্পর্শমাত্রে মনুষ্য জীবন্মুক্ত হয় এবং সপ্তজন্মা-র্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হয়; ইহাতে সন্দেহ নাই। ৩৪—৪৭। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে মিত্র! যদি তোমার মন এরূপ নির্ম্মল, তবে কি জন্য এরূপ যুদ্ধ-বুদ্ধি উপস্থিত হইল? কি জন্যই বা দূতদ্বারা এরূপ নিদারুণ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিলে? শৃগাল কহিল, হে নাথ! আমি তোমাকে এরূপ কহিয়াছি, এইজন্য তুমি সক্রোধে এ স্থানে আসিয়াছ, তাহা না

হইলে স্বপ্নেও তোমার দর্শন দুর্লভ। এই কথা বলিতে বলিতে সে যোগাবলম্বন করত প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক যানে আরোহণ করিয়া কৃষ্ণকে দেখিতে দেখিতে সানন্দে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিল। তৎকালে শৃগালের শরীর হইতে সপ্ততালপ্রমাণ ঘোরতর এক জ্যোতি উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মা এবং লক্ষ্মীপূজিত শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলে প্রণাম করত গমন করিল। শ্রীমান্ কৃষ্ণ, স্বগণের সহিত এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া প্রফুল্লবদনে দ্বারকাভিমুখে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিয়া অগ্রে পিতামাতাকে প্রণাম করিলেন; পরে রুক্মিণীর পুষ্পচন্দনবাসিত গৃহে গমন করিয়া তাঁহার সহিত পুষ্পশয্যায় শয়ন করত রাত্রিযাপন করিলেন। ভীষ্মকরাজদুহিতা রুক্মিণী, আপনার বক্ষঃস্থলে কৃষ্ণকে আরোপিত করিয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। ৪৮—৫৪।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন,—মহাভাগ! পরমাত্মা কৃষ্ণের সহিত যে সকল রমণীর বিবাহ হইয়াছে, তৎসমুদয় আপনি সহর্ষে কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু স্যমন্তক মণির উপাখ্যান শ্রবণে আমার অভিলাষ থাকিলেও আমার তাহা শ্রবণ করা হয় নাই; অতএব সেই স্যমন্তক-উপাখ্যান আমার নিকটে ব্যক্ত করুন। শ্রীভগবান্ কহিলেন, পূর্ব্বকালে চন্দ্রমা ভাদ্রমাসে শুক্লপক্ষের চতুর্থীতে তারাকে হরণ করত কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীতে ত্যাগ করিলে, গুরু তাহাকে গ্রহণ করেন। পরে গুরু সগর্ভা তারাকে ভর্ৎসনা করাতে তারা লজ্জিতা হইয়া লজ্জাবশতঃ সকোপে কামাতুর চন্দ্রকে শাপ প্রদান করেন, তুমি আমার শাপে কলঙ্কী হও; যে দেহী তোমাকে দর্শন করিবে সে পাপী ও কলঙ্কী হইবে। চন্দ্র, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নারায়ণসরোবরে গমনপূর্ব্বক ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করত আত্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইলেন। কৃপানিধি ভগবান্ পুরুষোত্তম, চন্দ্রমাকে অতিশয় ভীত ও তপস্যায় ক্লিষ্ট দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, হে কলানিধে! তুমি সকল সময়ে কলঙ্কী হইতেছ, অতএব মুক্ত হও। যে ব্যক্তি ভাদ্রমাসে শুক্ল এবং কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্থীতে সমুদিত চন্দ্রকে দর্শন করিবে, সেই কলঙ্ক প্রাপ্ত হইবে, তাহার শাপের এই স্থান নির্দ্দেশ হইল। শ্রীহরি, ভাদ্রমাসের শুক্ল এবং কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীতে কখনই সমুদিত চন্দ্রকে দর্শন করিবে না, এই কথা বলিয়া হস্তে তালী প্রদান করিয়াছিলেন; অতএব তিনি স্বয়ং ভাদ্রমাসের চতুর্থীতে চন্দ্র দর্শন করত কলঙ্কী হইয়া আপনার বাক্য প্রতিপালন করিলেন। ১—১১। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, যে প্রকারে কলঙ্কী হইলেন এবং যে প্রকারে কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইলেন, তৎসমুদয় লোকের শিক্ষানিমিত্ত কহিতেছি শ্রবণ কর। সত্রাজিতনামে এক সূর্য্যভক্ত পুষ্করতীর্থে তপস্যা করিয়া ভাস্করের নিকট হইতে স্যমন্তক নামে উৎকৃষ্ট মণি প্রাপ্ত হন। সেই মণি প্রতিদিন আট ভার সুবর্ণ প্রসব করে; এবং অতি পবিত্র পুণ্যপ্রদ সেই মণিতে ভগবান্ বিষ্ণু অধিষ্ঠান করেন। ধার্ম্মিকবর সত্রাজিত, কৃষ্ণকে ভক্তিপূর্ব্বক সত্যভামা দান করিয়া যৌতুকস্বরূপ সেই মণি প্রদান করিতে উদ্যত হইলে কালপীড়িত দুর্ম্মতি প্রসেন, তাঁহাকে নিষেধ করিয়া সেই মণি গ্রহণপূর্ব্বক পবিত্র বারাণসীপুরীগমনে যাত্রা করে। বনে পথিমধ্যে সিংহ, বলপূর্ব্বক প্রসেনকে বিনাশ করিয়া সেই মনোহর মণি গ্রহণ করত সূত্রবদ্ধ করিয়া আপনার গলদেশে ধারণ করিল। পূর্ব্বে ঐ সিংহ, কলিঙ্গপুত্র ছিল; সমাগত ব্রাহ্মণ দর্শনে প্রত্যুত্থান না করাতে সুদারুণ ব্রহ্মশাপে পশুযোনি প্রাপ্ত হয়। বলবান্ ভল্লুকরাজ জাম্ববান, অকালে ঐ সিংহকে বিনাশ করিয়া মণি গ্রহণপূর্ব্বক আপনার রত্ননির্ম্মিত পুরে গমন করিলেন। দ্বারকাতে সকলেই "কেশব মণি হরণ করিয়াছেন" এই কথা বলিতে লাগিল। তাঁহার কিরূপ বুদ্ধি, এবং কোন্ উপায়ে বা হরণ করিয়াছেন" তাহা আমরা জানিতে পারিতেছিনা। ভগবান্ কৃষ্ণ, এই কথা শ্রবণ করিয়া আপনার কলঙ্কখণ্ডনের নিমিত্ত যে পথ দিয়া মণিচোর গমন করিয়াছে, সেই পথে চোরের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া বনে গমন করিলেন। ১২—২১। দুঃখী মাধব, বনমধ্যে প্রসেন ও সিংহকে মৃত দেখিলেন। কিন্তু উভয়কে মণিশূন্য দেখিয়া অতিশয় বিষন্ন হইলেন। তখন সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণ, সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া ভল্লুকভবনে গমন করত সেই স্থানে এক বালককে ধাত্রীর ক্রোড়ে রোদন করিতে দেখিলেন। তৎকালে ঐ ধাত্রী, বালক তুমি মণি গ্রহণ কর, তোমারই এই স্যমন্তকমণি, এই কথা বলিয়া শান্ত করিতেছিলেন। সিংহ প্রসেনকে বিনাশ করিয়াছে, সেই সিংহকে জাম্ববান্ বিনাশ করিয়াছেন, হে কুমার! তুমি রোদন করিও না; তোমারই এই স্যমন্তক মণি। যে ব্যক্তি এই ধাত্রীকথিত শ্লোক স্মরণ করিয়া জল পান করে, সে

দৈবযোগে নষ্টচন্দ্র দর্শনজন্য দোষ হইতে মুক্ত হয়। যে দাম্ভিক বেদনিন্দক ব্যক্তিরা ইচ্ছাপূর্ব্বক দর্শন করে, তাহারা নিশ্চয় কলঙ্কী হয়; কমলোদ্ভব ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াছেন। তখন কৃষ্ণ, ধাত্রীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বালকের নিকট হইতে মণি গ্রহণ করিলে, ধাত্রী ক্রোধে গমন করত ভল্লুককে কহিয়া দিল। তৎকালে জাম্ববান্, কৃষ্ণের নিকটে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া স্তব করিতে লাগিল এবং জাম্ববতী নামে আপনার কন্যা কৃষ্ণকে প্রদান কর ত যৌতুকস্বরূপ স্যমন্তক মণি প্রদান করিল। তখন কৃষ্ণ স্যমন্তক মণি দ্বারকাতে আনয়ন করিয়া, যাদবদিগকে দর্শন করাইলে, সকলের নিকটে শুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক হইলেন। হে বৎস! তোমার নিকটে এই স্যমন্তকমণির উত্তম উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। যে মনুষ্য এই অধ্যায় শ্রবণ করে, তাহার কোন কলঙ্ক থাকে না। আমি ধর্ম্মের মুখে বেদোক্ত সুদুর্লভ স্যমন্তক মণির উপাখ্যান যেরূপ শুনিয়াছি সেইরূপ কহিলাম, পুনর্ব্বার কি শুনিতে ইচ্ছা হয় বল। ২২—৩২।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

দেব-ঋষি নারদ কহিলেন,—পুরাণশাস্ত্রে গণেশ-পূজার উপাখ্যান অতি দুর্লভ, সেই উপাখ্যান ব্রহ্মার মুখে সংক্ষেপে সামান্যরূপে শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে সকলের পূজ্য, সকলের ঈশ্বর, যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু গণপতির মহিমা সবিস্তারে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। পূর্ব্বে যে সিদ্ধাশ্রমে রাধা-কৃষ্ণের পুর্ণ মিলন হইয়াছিল, ত্রিলোকবাসী ব্যক্তিরা সেই সিদ্ধাশ্রমে গণপতির মহাপূজা করিয়াছিলেন। হে মুনে! শতবর্ষ পরে শ্রীদামের শাপবিমোচন হইলে দেবতার মধ্যে প্রধান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সিদ্ধেন্দ্রকুমারাদি যোগিগণ, নাগশ্রেষ্ঠ অনন্ত, প্রধান প্রধান নাগগণ, প্রধান প্রধান রাজা, বলবান্ অসুর সকল, গন্ধর্ব্বগণ, অন্যান্য বলবান্ রাক্ষসগণ পৃথিবীতে থাকিতে কি কারণে রাধা অগ্রে গণেশের পূজা করিলেন, তাহা আমার নিকটে বিস্তারপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া বলুন। ১—৭। নারায়ণ কহিলেন, ত্রিলোকমধ্যে পৃথিবীই ধন্যা, সকল ব্যক্তির মান্যা এবং অতি পবিত্রা। ঐ পৃথিবীমধ্যে ভারতবর্ষ কর্ম্মসমূহের ফল দান করেন, অতএব ধন্য, যশোবৃদ্ধিকর, মঙ্গলজনক, সকল ব্যক্তির পূজ্য। সেই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষমধ্যে সিদ্ধাশ্রম মহাপবিত্র স্থান, মঙ্গলজনক; এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রদান করেন। সেই সিদ্ধাশ্রমে ভগবান্ সনৎকুমার, যোগীন্দ্রগণ, মুনীন্দ্রগণ, কপিলাদি সিদ্ধেন্দ্রগণ এবং স্বয়ং বিধাতা তপস্যা করত সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। দেবরাজ মহেন্দ্রও ঐ স্থানে শতযজ্ঞের অনুষ্ঠান করত সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, এজন্য ঐ স্থানের নাম সিদ্ধাশ্রম হইয়াছে। ঐ সিদ্ধাশ্রম সকলেরই দুর্লভ। হে মুনে! গণপতি ঐ সিদ্ধাশ্রমে নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন। দেবতারা বৈশাখী পূর্ণিমাতিথিতে অমূল্য-রত্ননির্ম্মিত এবং অতি সুন্দর গণেশপ্রতিমাকে পূজা করেন। একদা নাগগণ, মানবগণ, দৈত্যগণ, গন্ধর্ব্বগণ, রাক্ষসগণ, সিদ্ধেন্দ্রগণ, মুনীন্দ্রগণ, সনকাদি যোগীন্দ্রগণ এবং পার্ব্বতীর সহিত মঙ্গলকারী শম্ভু সেই স্থানে আগমন করেন। গণেশের সহিত কার্ত্তিকেয়, স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা, নাগেন্দ্রগণের সহিত অনন্তদেব, সেই সিদ্ধাশ্রমে, সত্বর, আগমন করেন। সমস্ত দেবগণ, মনুগণ, মুনিগণ এবং সমস্ত নৃপতিগণ হৃষ্টান্তঃকরণে ঐ গণেশপ্রতিমার পূজা করিতে সেই স্থানে আগমন করেন। দ্বারকাবাসিগণের সহিত ভগবান্ কৃষ্ণ, গোকুলবাসিগণের সহিত নন্দ, সেই সিদ্ধাশ্রমে আগমন করেন। বিংশতিকোটি গোপীর সহিত, বিংশতিকোটি গোলোকবাসীর সহিত, গজেন্দ্রতুল্য বলবতী কোটিসখীর সহিত কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবতা, সুন্দরী রাধা শত বর্ষ পরে ঐ সিদ্ধাশ্রমে গণেশপূজার্থ আগমন করিলেন। রাসেশ্বরী সুরসিকা সুদতী রাধা স্নান করত শুদ্ধভাবে ধৌত বস্ত্রযুগল পরিধানপূর্ব্বক সংযতভাবে অনাহারে মণিমণ্ডপে গমন করিলেন। ৮—২০। ত্রিভুবন-পবিত্রকারিণী সুন্দরী রাধা পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামনায় সঙ্কল্প করত ভক্তিপূর্ব্বক গঙ্গাজলদ্বারা হেরম্বকে স্নান করাইলেন। পরে বেদচতুষ্টয়ের, অষ্টবসুর এবং ত্রিজগতের মাতা, বুদ্ধিস্বরূপা ভগবতী, জ্ঞানসমূহের জননী ধ্যান-অনুসারে পরাৎপরা সেই রাধিকা শুক্ল পুষ্প হস্তে যাঁহাকে ধ্যান করা যায় না, সেই শ্রেষ্ঠ স্বীয় পুত্রকে সামবেদোক্ত ধ্যান করিতে লাগিলেন। যাঁহার দেহ খর্ব্ব, উদর প্রশস্ত, শরীর স্থূল, যিনি ব্রহ্মতেজদ্বারা উজ্জ্বল দীপ্তি ধারণ করিতেছেন; যাঁহার মুখমণ্ডল হস্তীর ন্যায়; যাঁহার অগ্নির ন্যায় বর্ণ; যিনি একদন্ত, যাঁহার অন্ত নাই; যিনি সিদ্ধগণ, যোগিগণ ও জ্ঞানিগণের গুরু; মুনীন্দ্রগণ, দেবেন্দ্রগণ, ব্রহ্মা, মহাদেব, অনন্তদেব, সিদ্ধেন্দ্রগণ, মুনিগণ, নিত্যস্বরূপ, যে ভগবান্ গণপতিকে ধ্যান করিয়া থাকেন; যিনি ব্রহ্মস্বরূপ; যিনি সকল হইতে

উৎকৃষ্ট ; যিনি মঙ্গলস্বরূপ ; যিনি সকল মঙ্গলের আধার ; যিনি সমস্ত বিঘ্ন হরণ করেন ; যিনি অতি-শান্ত ; যিনি সমস্ত সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকেন ; যিনি বর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের সংসার-সমুদ্রে মায়ানৌকায় কর্ণধারস্বরূপ ; যিনি শরণাগত দীন এবং পীড়িতদিগের পরিত্রাণে সর্ব্বদা রত ; সেই ভক্তবৎসল ভক্তের ঈশ্বর এবং ধ্যানের অসাধ্য গণেশকে ধ্যান করিবে। সেই সতী রাধিকা, এইরূপে ধ্যান করত আপনার মস্তকে পুষ্প প্রদান করিয়া সর্ব্বাঙ্গশোধন বেদোক্ত ন্যাস করিলেন। পরে সেই পূর্ব্বোক্ত মঙ্গলজনক ধ্যানদ্বারা পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া লম্বোদরের পাদপদ্মে পুষ্প প্রদান করিলেন।২১—৩১। পরে গোলোকবাসিনী স্বয়ং রাধিকা, সুগন্ধ শীতল সপ্ততীর্থোদকদ্বারা পদ্মাপ্রভৃতি দেবীগণ যে পাদপদ্ম পূজা করিয়া থাকেন, তাহাতে পদ্ম প্রদান করিয়া দূর্ব্বা, আতপতণ্ডুল, শুক্লপুষ্প, সুগন্ধি-চন্দন এবং জলদ্বারা তাঁহার পাদপদ্মে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। স্বয়ং রাসেশ্বরী রাধিকা, গণেশের গল-দেশে সচন্দন স্নিগ্ধ এবং সুন্দর পারিজাতপুষ্পের মালা প্রদান করিলেন। বৃন্দাবন-বিনোদিনী রাধিকা, গণপতির সর্ব্বাঙ্গে কস্তূরী ও কুঙ্কুমযুক্ত সুগন্ধি শীতল চন্দন অর্পণ করিলেন। মহাপদ্মালয়া সতী রাধিকা গণপতির পাদপদ্মে সুগন্ধিচন্দনযুক্ত সুগন্ধি শুক্ল পুষ্প প্রদান করিলেন। কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকা ত্রিজগতের ঈশ্বর সেই গণপতির উদ্দেশে সমস্ত পবিত্র বস্তুর দ্বারা নির্ম্মিত উত্তম গন্ধযুক্ত ধূপ প্রদান করিলেন। আদ্যা প্রকৃতি সনাতনী রাধিকা সেই সুরেশ্বরের উদ্দেশে গাঢ় অন্ধকারনাশক প্রদীপ্ত ঘৃতপ্রদীপ প্রদান করিলেন। হে নারদ! পরে কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবতা রাধিকা, সেই সুরেশ্বর গণপতির উদ্দেশে অতি মনোহর সুস্বাদু এবং রমণীয় নানাপ্রকার নৈবেদ্য, চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় এই অমৃততুল্য চতুর্ব্বিধ অন্ন, ত্রিজগতের দুর্লভ সুমধুর বৃহদাকার গ্রামজাত ও অরণ্যজাত সুপক্ক ফল, অসংখ্য তিললড্ডুক, সুস্বাদু সুপক্ক অসংখ্য অনান্য লড্ডুক, ঘৃত এবং শর্করাযুক্ত অতি রমণীয় গোধূম চূর্ণের পিষ্টক, সুন্দর এবং বৃহদাকার স্বস্তিক লড্ডুক, শর্করাযুক্ত নানাপ্রকার ভর্জ্জিত দ্রব্য, ঘৃত, দুগ্ধ, মধু, গুড়, পায়স এই সকলের কৃত্রিম নদী, রাশীকৃত পিষ্টক, রাশীকৃত স্বস্তিক, রাশীকৃত রম্ভা, অতি সুন্দর মিষ্ট ব্যঞ্জনযুক্ত শাল্যন্ন, প্রদান করিলেন।৩২—৪৫। পরে বিরজা-তটবাসিনী রাধিকা, বিঘ্ননাশক গণপতিকে অমূল্যরত্ন-নির্ম্মিত অতি রমণীয় উৎকৃষ্ট সিংহাসন প্রদান করিলেন। শতশৃঙ্গনিবাসিনী, শিবাত্মজ গণপতিকে অগ্নি-পরিশুদ্ধ অমূল্য রমণীয় সূক্ষ্ম বস্ত্রযুগল প্রদান করিলেন। বৃন্দাবননিবাসিনী রাধিকা, গণপতির উদ্দেশে বিশুদ্ধ ঘৃতযুক্ত নির্ম্মল সুমধুর মধুযুক্ত মধুপর্ক প্রদান করিলেন। বৃষভানুনন্দিনী সর্ব্বসম্পৎপ্রদ নিষ্কাম গণ-পতিকে কর্পূরাদিসুবাসিত অতি রমণীয় উত্তম তাম্বুল প্রদান করিলেন। গোপীশ্বরী রাধিকা, সহর্ষে অতি পবিত্র সুশীতল এবং সুবাসিত সপ্ততীর্থোদক পানার্থ জল তদুদ্দেশে প্রদান করিলেন। মূলপ্রকৃতি ঈশ্বরী রাধিকা, সেই পরমেশ্বর গণপতির উদ্দেশে অমূল্য অতি দুর্লভ এবং বিশুদ্ধ শ্বেতচামর প্রদান করিলেন। কৃষ্ণবক্ষঃস্থলনিবাসিনী, অমূল্য রত্ননির্ম্মিত মুক্তা, মাণিক্য ও হীরকদ্বারা সুসজ্জিত পুষ্প ও চন্দনযুক্ত এবং যাহার চতুর্দ্দিক্ শুক্লবর্ণ অতি সূক্ষ্মবস্ত্রদ্বারা সুসজ্জিত এইরূপ শয্যা শিবাত্মজকে প্রদান করিলেন : পরে বৃন্দা, বাঞ্ছিতফলদায়িনী সবৎসা কামধেনু প্রদান-পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন। ৪৬—৫৩। তৎপরে কালিন্দীকূলবাসিনী রাধিকা, দিব্য উজ্জ্বল বীজযুক্ত মূলমন্ত্রদ্বারা ষোড়-শোপচার প্রদান করিলেন। তাহার পর ওঁ গঁ গৌং গণপতয়ে বিঘ্নবিনাশিনে স্বাহা, এই ষোড়শাক্ষর কল্প-তরুস্বরূপ উৎকৃষ্ট মন্ত্র সহস্রবার জপ করিলেন। পরে রাধিকা ভক্তিভাবে স্কন্ধদেশ অবনত করিয়া সজলনয়নে লোমাঞ্চিতশরীরে ভক্তিপূর্ব্বক কৌথুমশাখোক্ত স্তবদ্বারা গণপতির স্তব করিতে লাগিলেন ;—তুমি পরমব্রহ্ম, তুমি পরমজ্যোতিঃস্বরূপ, তুমি পরেশ অর্থাৎ প্রকৃতি-নিয়ন্তা, তুমি সমস্ত বিঘ্ন নষ্ট করিয়া থাক, তুমি শান্ত-প্রকৃতি, তুমি গজানন ; তোমাকে নমস্কার করি। দেবতাগণ, অসুরগণ, সিদ্ধেন্দ্রগণ তোমাকে স্তব করিয়া থাকেন, তোমা হইতে আর কেহই উৎকৃষ্ট নাই, তুমি দেবরূপ পদ্মসমূহের প্রকাশক ভাস্করস্বরূপ, তুমি গণেশ, তুমি মঙ্গলের আধার ; অতএব তোমাকে স্তব করি। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া এই মহাপুণ্যজনক বিঘ্ন এবং শোকনাশক উৎকৃষ্ট স্তোত্র পাঠ করে, সে সমস্ত বিঘ্ন হইতে মুক্ত হয়। ৫৪—৫৯।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রয়োবিংশত্যধিক-শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্স্ত্রিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন, পতিব্রতা রাধিকা, লম্বোদরকে এইরূপে যথাবিধি স্তব করিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অমূল্য রত্ননির্ম্মিত অলঙ্কার প্রদান করিলেন। তখন শান্তপ্রকৃতি গণপতি, রাধার স্তব শ্রবণ, রাধার পূজা এবং রাধিকা যে সমস্ত বস্তু প্রদান করিয়াছেন, তৎসমুদয় দর্শন করিয়া ত্রিলোক-জননী শান্তপ্রকৃতি রাধিকাকে মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন। হে জগন্মাতঃ! হে শুভে! আপনি ব্রহ্মস্বরূপা; আপনি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে সর্ব্বদা অবস্থান করেন; আপনি যে আমার পূজা করিলেন; তাহা কেবল লোকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত। দেবতাগণ ব্রহ্মা, মহেশ্বর, অনন্তদেব, সনকাদি মুনীন্দ্রগণ, জীবন্মুক্তগণ, ভক্তগণ এবং কপিলাদি সিদ্ধেন্দ্রগণ যে কৃষ্ণের সুদুর্লভ অতুলনীয় পাদপদ্ম চিন্তা করেন, তুমি সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও প্রাণ অপেক্ষা অতিশয় প্রিয়া। রাধিকা বামাঙ্গ, মাধব দক্ষিণাঙ্গ, জগন্মাতা মহালক্ষ্মী তোমার বামাঙ্গ হইতে উৎপন্না হইয়াছেন। তুমি সমস্ত জগতের আশ্রয় বিরাট্‌পুরুষের জননী, তুমি পরমেশ্বরী, তুমি বেদ-চতুষ্টয়ের এবং ত্রিজগতের মাতা; তুমি মূলপ্রকৃতিরূপা ঈশ্বরী। হে মাতঃ! সৃষ্টির আদিভূত, সমস্ত প্রকৃতি তোমারই অংশ। সমস্ত জগৎ কার্য্য, তুমি কারণ-রূপিণী। প্রলয়কালে ব্রহ্মার পতন হইলে তোমার নিমেষপতন হয় এবং হরিরও নিমেষপতন হয়। যে ব্যক্তি অগ্রে রাধানাম, পশ্চাতে পরাৎপর কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করে, সেই ব্যক্তিই পণ্ডিত এবং যোগী ও পরে ক্রীড়া করিতে করিতে গোলোকধামে গমন করে। যে ব্যক্তি ইহার ব্যতিক্রম করে, সে মহাপাপী এবং নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যাজন্য পাপ লাভ করে। আপনি ত্রিজগতের মাতা, পরমাত্মা হরি পিতা, মাতা-পিতা হইতে গুরু, পূজনীয়া, বন্দনীয়া এবং পরাৎপরা। যদি কোন মহামূঢ় ব্যক্তি পুণ্যক্ষেত্রে অন্য দেবতাকে কি সর্ব্বকারণ কৃষ্ণকে ভজনা করে, কিন্তু রাধিকাকে নিন্দা করে, তাহা হইলে তাহার বংশ নষ্ট হয় এবং দুঃখ ও শোক হয়। যে কাল পর্য্যন্ত চন্দ্র-সূর্য্য অবস্থান করেন, সেই কাল পর্য্যন্ত সে ঘোর নরকে বাস করে। ১—১৩। গুরু—শিষ্যদিগের জ্ঞান জন্মাইয়া দেন; এজন্যই গুরু; মন্ত্র এবং তন্ত্র এই উভয়ে যে জ্ঞান, সে-ই জ্ঞান; যে মন্ত্রতন্ত্র হইতে রাধা-কৃষ্ণে ভক্তি জন্মে, তাহাই মন্ত্রতন্ত্র। যে দেহধারী জীব জন্মে জন্মে অন্য দেবতাগণের মন্ত্র উপাসনা করে, তাহার দুর্গার সুদুর্লভ চরণকমলে ভক্তি জন্মিয়া থাকে। যে ব্যক্তি জন্মে জন্মে ভক্তিপূর্ব্বক দুর্গামন্ত্র সেবা করে সে মহাদেবের সনাতন জ্ঞানানন্দ-মন্ত্র লাভ করে। যে ব্যক্তি জগৎকারণ শম্ভুর মন্ত্র সেবা করে, সে তোমা-দিগের উভয়ের সুদুর্লভ পাদপদ্ম লাভ করে। পুণ্যবান্ ব্যক্তি তোমাদিগের উভয়ের সুদুর্লভ পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়া দৈববশতঃ ক্ষণার্দ্ধের ষোড়শ ভাগের এক ভাগের একভাগ কালও বৃথা পরিত্যাগ করে না। যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্তের নিকট হইতে তোমাদিগের উভয়ের মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তোমার স্তব কিংবা কবচ পাঠ করে, তাহার কর্ম্মজন্য ফল ভোগ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষমধ্যে পরম ভক্তিপূর্ব্বক রাধাকৃষ্ণমন্ত্র জপ করে, সে নিজের সহিত সহস্র পুরুষকে উদ্ধার করে। যে ব্যক্তি বস্ত্র অলঙ্কার এবং চন্দনদ্বারা যথাবিধি গুরুকে পূজা করিয়া কবচ ধারণ করে, সে নিশ্চয় বিষ্ণুতুল্য হয়। হে মাতঃ! তুমি, যে কিছু বস্তু আমাকে প্রদান করিলে, তাহা সমস্ত সার্থক কর। তুমি আমার প্রীতি নিমিত্ত সমস্ত বস্তু ব্রাহ্মণকে প্রদান কর, আমি তাহা হইলে এক্ষণে সমস্ত ভোগ করিব। দেবতা-উদ্দেশে দ্রব্য প্রদান করিবে এবং দেবতাকেই দক্ষিণা দিবে। পরে সেই সমস্ত বস্তু ব্রাহ্মণকে দান করিবে। এইরূপ করিলে অনন্ত ফল হইবে। হে রাধে! ব্রাহ্মণগণের মুখই দেবতাদিগের প্রধান মুখ, ব্রাহ্মণ যে কিছু দ্রব্য ভোজন করেন, দেবতারা তাহা সমস্তই পাইয়া থাকেন। ১৪—২৫। হে নারদ! সতী রাধিকা তখন সেই সকল বস্তু ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলেন। সেই ক্ষণে গণেশও অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এই সময়ে ব্রহ্মা শিব অনন্ত প্রভৃতি দেবগণ গণপতির পূজার্থ সেই বটমূলে আগমন করিলেন। পরে তথায় শিবানুচর রক্ষক গমন করিয়া ভীত ও শুষ্ককণ্ঠ হইয়া দেব দেবীগণ ও শ্রীকৃষ্ণকে কহিতে লাগিল। রক্ষক কহিল, ত্রিংশকোটীগোপীপরিবৃতা বলবতী বৃষভানু-নন্দিনী রাধিকা সর্ব্বাগ্রে শুভ সময়ে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক গণেশকে পূজা করিয়াছেন; আমি সেই বলবতী গোপীগণে নিবারিত হইয়াছি; তাহা আপনাদিগকে কহিতেছি। যে ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে গণেশের পূজা করে, সে অশেষ ফল প্রাপ্ত হয়; মধ্যে পূজা করিলে মধ্য ফল ও শেষে পূজা করিলে অল্প ফল পায়; ইহা কথিত আছে। দেবেন্দ্রগণ, মুনীন্দ্রগণ ও দেবীগণ উপস্থিত থাকিলেও গোপীগণমিলিতা রাধিকা-

কর্তৃক গণপতি অগ্রে পূজিত হইয়াছেন। এই দূতবাক্য শ্রবণে সকল দেবতা মুনি, মনু, রাজা ও দেবপত্নীগণ হাস্য করিলেন ও রুক্মিণী প্রভৃতি যদুকুলকামিনীগণ বিস্মিত হইলেন এবং সরস্বতী সাবিত্রী, পরমেশ্বরী পার্ব্বতী, রোহিণী ও স্বধা সংজ্ঞা স্বাহা প্রভৃতি নারীগণ ও পতিব্রতা মুনিপত্নীগণ আনন্দিতা হইয়া গমন করিলেন। ২৬—৩২। সকল মুনি, মনু, দেব ও নৃপতিগণ ও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ও অন্যান্য সকলেই নিজগণের সহিত সানন্দে গমন করিলেন। তাহারা সকলেই বলিষ্ঠ ও দুর্ব্বল যথাক্রমে পৃথক্ পৃথক্ নানাবিধ দ্রব্যে শুভক্ষণে গণপতিকে পূজা করিলেন। তথায় শতকোটি লড্ডুকরাশি, তাহার অর্দ্ধেক শর্করা ও স্বস্তিকরাশি হইল, অন্ন ও ভৃষ্টবস্তুর রাশি হইল ও অসংখ্য স্বাদু মধুর ফল হইল। সেই ত্রিলোকপূজনে শতসংখ্যক মধুকুল্যা, দুগ্ধকুল্যা ও ঘৃতনদী হইল। তাঁহারা সকলে পূজা করিয়া সুখে আসনে উপবেশন করিলেন ও পার্ব্বতী পরমানন্দে রাধাসমীপে গমন করিলেন। সেই রাধা পার্ব্বতীকে অবলোকন করিয়া উত্থান করত সাদরে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলেন; ও পরস্পরের চুম্বন ও আলিঙ্গন হইল; এবং দুর্গা রাধাকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক মধুর বচনে কহিলেন;—রাধে! তুমি সকল মঙ্গলের আলয়; তোমাকে আর কি প্রশ্ন করিব? শ্রীদামের শাপবিমোচনে তোমার বিরহ-বেদনা যাইয়াছে। আমার মনপ্রাণ নিয়ত তোমাতে রহিয়াছে। আমাতে তোমারও তদ্রূপ আছে; প্রকৃতি ও পুরুষের মত আমাদের পরস্পর কিছুমাত্র ভেদ নাই। যে আমার ভক্তগণ তোমাকে নিন্দা করে ও তোমার যে ভক্তগণ আমাকে নিন্দা করে; তাহারা চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে পতিত থাকে। ৩৩—৪৩। যে নরাধমেরা রাধা ও মাধবের ভেদ জ্ঞান করে, তাহাদের বংশহানি হয়; বহুকাল নরকে বাস হয় ও শত পিতৃপুরুষের সহিত শূকরযোনি প্রাপ্ত হয়; পরে ষাষ্টসহস্র বর্ষ বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া থাকে। তুমিই আমার পুত্র গণপতিকে পূজা করিয়াছ, আমি করি নাই; না হইক, তথাপি ইনি সর্ব্বাগ্রে সকলের পূজ্য হইবেন; কেননা, গণপতি আমার পক্ষেও যেরূপ, তোমার পক্ষেও তদ্রূপ। দেবি! দুগ্ধে ধবলতার ন্যায় রাধা ও মাধবে যাবজ্জীবনকাল বিচ্ছেদ হইবে না; তুমি পুণ্যক্ষেত্র ভারতে সিদ্ধাশ্রমে ও তীর্থে বিঘ্নরাজকে পূজা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে গোবিন্দকে লাভ কর। তুমি রসিকা রাসেশ্বরী; শ্রীকৃষ্ণ রসিকরাজ; রসিকা চতুরার চতুরের সহিত সঙ্গম প্রশংসনীয় হয়। শতবর্ষান্তে শ্রীদাম-শাপের মোচন হইয়াছে, আজি আমার ঘরে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হও। হে সুন্দরি! আমার আদেশে শীঘ্র রমণীয় বেশ কর, যেহেতু স্ত্রীজনের সংপুরুষের সহিত সঙ্গম অতি দুর্লভ। শিবার আদেশে রাধার প্রিয় সখীগণ উত্তম বেশ রচনা করিল ও ঈশ্বরী রাধাকে রমণীয় রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করাইল। তৎসখী রত্নমালা অগ্রে রাধার গলে রত্নমালা দিল ও পদ্মা মুখকমল দেখিবার জন্য উত্তম রত্ন-দর্পণ প্রদান করিল। পদ্মমুখী রাধার দক্ষিণ হস্তে মনোহর ক্রীড়াপদ্ম ও পাদপদ্মদ্বয়ে অলক্তক দিল। সুন্দরীনাম্নী গোপিকা সীমন্তের অধোভাগে চন্দনচর্চ্চিত উৎকৃষ্ট মনোহর সিন্দুর প্রদান করিল। ৪৪—৫৫। মালতী তাঁহার মুনিমনোহারী, সুচারু কেশপাশ মালতীমাল্যে ভূষিত করিল ও সতী চন্দনী, উঁহার সুকঠিন স্তনদ্বয়ে কস্তুরী ও কুঙ্কুমাক্ত চারু চন্দনপত্র রচনা করিল। মালাবতী সুগন্ধি চারুচম্পককুসুমের মালা ও প্রফুল্ল নবমল্লিকা প্রদান করিল। সুরসিকা গোপিকা রতি সেই শৃঙ্গারকৌতুকিনী সুরসিকা রাধাকে রত্নভূষণে ভূষিতা করিল। সতী ললিতা শরৎপঙ্কজের মত বিশাল তাঁহার নয়নযুগল কজ্জল-সংযোগে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহাকে সুন্দর বসন দিল। পারিজাতানাম্নী সখী তাঁহার হস্তে ইন্দ্রদত্ত সুগন্ধি পারিজাতপুষ্প দিল। গোপিকা সুশীলা তাঁহাকে স্বামি-সমীপে উপযুক্ত সংস্বভাব মধুর বচন ও নীতি শিক্ষা করাইল। রাধিকা বিপৎকালে যে সকল বিস্মৃত হইয়াছিলেন, সেই স্ত্রীজনের ষোড়শকলা মাতা কলাবতী তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিল। ভগিনী সুধামুখী তাঁহাকে অমৃতোপম শৃঙ্গারবিষয়ক বচন স্মরণ করাইয়া দিল। সখী কমলা পদ্ম ও চম্পকের চন্দন-চর্চ্চিত দলে সুকোমল রতিশয্যা রচনা করিল। সতী চম্পাবতী স্বয়ং কৃষ্ণের জন্য চারু চম্পকপুষ্প চন্দন-চর্চ্চিত করিয়া পুটকে স্থাপন করিল; ও মনোহর কেলিকদম্বপুষ্পের স্তবক ও কদম্বমালা কৃষ্ণের জন্য স্থাপিত করিল; ও কৃষ্ণপ্রিয়া কর্পূরাদিসুবাসিত উত্তম তাম্বুল ও জল কৃষ্ণনিমিত্ত সুবাসিত করিল। ৫৬—৬৮। এই সময়ে সকল দেবগণ ও মুনিগণ, সজলস্থল সেই আশ্রম সমুদায়ই গোরোচনা বর্ণ দেখিতে লাগিলেন ও তাঁহারা সকলে বিস্মিত হইয়া ভগবান্ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরও তাঁহাদিগকে উহার কারণ কহিতে লাগি-

লেন ;—রাধিকা শ্রীদামকর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইয়া শ্রীস্রষ্টা ও আমার বিচ্ছেদজ্বরে কাতরা হইয়া সকল জ্ঞান বিস্মৃতা হইয়াছিলেন। সেই সাধ্বীর শতবর্ষান্তে শাপমোচন হইলে সেই জ্ঞান স্মৃতিপথে আসিয়াছে ও সেই রাসেশ্বরীর তেজে সিদ্ধাশ্রম পীতবর্ণ হইয়াছে। ঐ তেজ কোটিচন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালী ও পরমাহ্লাদজনক সুখদৃশ্য ও জীবগণের চক্ষুর সুখদায়ক। মুনিগণ, মনুগণ, দেবীগণ, ব্রহ্মা, ঈশান প্রভৃতি সকল দেবগণ ও ত্রিলোকস্থিত সকল জন সেই অতি আশ্চর্য্য ঘটনা শ্রবণ করিয়া বেগে সেই স্থানে গগনপূর্ব্বক ভক্ত্যবনতকন্ধর হইয়া রাধিকাকে অবলোকন করিলেন। ঐ রাধিকার বর্ণ শ্বেতচম্পকের মত। তিনি অতি সুন্দরী, অনুপমা ও উদ্ধরেতা মুনিগণেরও মানসমোহিনী। তিনি সুকেশী, সুন্দরী, শ্যামা ও ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা। তিনি নিতম্ব, কঠিন শ্রোণি ও উন্নত স্তনদ্বয়ে অবনতা হইয়াছেন। উঁহার কোটিচন্দ্রবিনিন্দিত বদন ও নয়ন শরৎপঙ্কজের ন্যায় কজ্জলে উজ্জ্বল। তিনি স্বয়ং সুদতী ও সস্মিতা। ৬১—৭৮। তিনি মহালক্ষ্মী, বীজরূপা, পরমাদ্যা, সনাতনী এবং পরমাত্মার ও প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও পরমাত্মাকর্ত্তৃক স্তুতা, পূজিতা, পরা, ব্রহ্মস্বরূপা, নির্লিপ্তা, নিত্যরূপা, গুণাতীতা ও বিশ্বব্যাপ্তা প্রকৃতি, ভক্তজনের প্রতি দয়া প্রকাশে শরীরধারিণী, সত্যস্বরূপা শুদ্ধা, পূতা, পতিতপাবনী এবং তীর্থপূতা। তিনি বিধাতৃগণের সৎকীর্ত্তি-বিধায়িনী, মহৎপ্রিয়া, মহতী এবং মহাবিষ্ণুরও জননী; রাসেশ্বরেরও ঈশ্বরী; রম্যা, রসিকা ও রসিকাদিগের প্রধানা। তিনি স্বেচ্ছারূপা, শুভালয়া। তাঁহার পরিধান অগ্নির ন্যায় শুদ্ধ বসন। সপ্তগোপীজনে নিরন্তর শ্বেতচামরে তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে ও পাদপদ্ম চারিজন প্রিয় সখী সেবা করিতেছে। তিনি অমূল্যরত্ননির্ম্মিত-ভূষণে বিভূষিতা; তাঁহার কর্ণ গণ্ডস্থল সুন্দর কুণ্ডলযুগ্মে সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। তাঁহার ওষ্ঠ পক্ক-বিম্বের মত। তিনি স্বয়ং বনমালায় বিভূষিতা ও রমণীয় মালতীমাল্যভূষিত কবরীভার ধারণ করিতেছেন। তাঁহার সীমন্তের অধঃস্থল সিন্দূরবিন্দুসংযুক্ত স্নিগ্ধ বিন্দু এবং কস্তূরী ও কজ্জলচিহ্নে সমুজ্জ্বল। খগরাজ-চঞ্চুবিনিন্দিত তাঁহার নাসিকা গজমুক্তাসমন্বিত। সেই সুকামুকী কোমলাঙ্গী কুঙ্কুমে আরক্ত কস্তূরীস্নিগ্ধ ও চন্দনচিত্রিত কপোলদেশ ধারণ করিতেছেন; তিনি গজেন্দ্রগামিনী, অতি-কমনীয়া রামা, সুকামিনী ও কামের জয়াস্বরূপা। সেই কাম-কল্লালয়া প্রফুল্ল ক্রীড়াকমল, পারিজাত কুসুম, অমূল্য রত্ননির্ম্মিত উজ্জ্বল দর্পণ ধারণ করিতেছেন এবং কল্যাণময় নানা চিত্র বিচিত্র রত্নসিংহাসনস্থিত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্বপ্ন ও জাগরণ অবস্থায় কর্ম্ম, মন, বাক্যে হৃদয়পদ্মে ধ্যান করিতেছেন ও কৃষ্ণের প্রীতি এবং নিত্য নূতন প্রেম ও সৌভাগ্য চিন্তা করিতেছেন। তিনি তাঁহার ভাবে একান্ত অনুরক্তা, শুদ্ধভক্তা ও পতিব্রতা। তিনি ধন্যা, মান্যা, গৌরবার্হা ও নিয়ত কৃষ্ণবক্ষে অবস্থিতা ও এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে বৃষভানুনন্দিনী বলিয়া খ্যাতা। তিনি গুপ্তরূপা, সিদ্ধিদা, সিদ্ধরূপিণী ও দুরারাধ্যা; ধ্যানেও অপ্রাপ্যা; সাধু ভক্তগণের বন্দিতা; সেই গোপীপ্রধানা রাধাকে বন্দনা করি। যাহারা ধ্যানতৎপর হইয়া এই ধ্যানে রাধাকে ধ্যান করে, তাহারা ইহলোকে জীবন্মুক্ত হইয়া পরলোকে কৃষ্ণের পার্শ্বচর হইয়া থাকেন। জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা বিধাতৃজননী এতাদৃশী পরমেশ্বরীকে অবলোকন করিয়া সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং স্তব করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে পরমেশ্বরি! দেবমানে ষষ্টিসহস্রবর্ষ পুণ্যক্ষেত্র ভারতে পুষ্করতীর্থে আমি তপ অনুষ্ঠান করিয়াছি। হে সতি! আমার মনরূপ মধুকর ভবদীয় পাদপদ্মের সুমধুর মধুর লোভে চঞ্চল হইয়াছে; তথাপি অভিলষিত তোমার পাদপদ্ম লাভ করিতে পারি নাই। ৭৯—১০০। স্বপ্নেও আমি উহা দেখি নাই; কিন্তু আমার প্রতি আকাশবাণী হইয়াছিল;—হে মহাভাগ! নিরস্ত হও তুমি বিষয়াসক্ত; রাধামাধবের দাস্য তোমার সম্ভব নহে; তুমি বারাহকল্পে ভারতবর্ষে পবিত্র কানন বৃন্দাবনে স্থিত গণেশের সিদ্ধাশ্রমে রাধামাধবের পাদপদ্ম দেখিতে পাইবে। এই সুদুর্লভ বর শ্রবণে ভগ্নমনোরথ হইয়া তপস্যা হইতে আমি নিবৃত্ত হইয়াছি; আজি আমার সেই বাঞ্ছিত তপঃফল পূর্ণ হইল। শ্রীমহাদেব কহিলেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ তৎপর হইয়া যাঁহার সুদুর্লভ পাদপদ্ম নিরন্তর ধ্যান করেন ও মুনি, মনু, সিদ্ধ, সাধু ও যোগিগণ স্বপ্নেও যাঁহার পাদপদ্ম দেখিতে সমর্থ হয় না, তাঁহার বক্ষঃস্থলে আপনি রহিয়াছেন। অনন্ত কহিলেন;—হে সুব্রতে! বেদ সকল, বেদমাতা, পুরাণচয়, আমি সরস্বতী ও সাধুগণ নিয়ত যাঁহাকে স্তব করিতে অসমর্থ; ও আমাদিগের স্তবে যাঁহার ভ্রূভঙ্গ অতিদুর্লভ; সেই হরি তোমারই ভর্ৎসনায় ভীত হইয়া আমাদিগের উভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়াছেন। এইরূপে দেবগণ অন্যান্য সকল সমাগত ব্যক্তিগণ ও মুনি মনাদিগণ সকলেই প্রণত হইয়া রাধাকে স্তব করিতে

লাগিল। রুক্মিণী প্রভৃতি নারীগণ লজ্জায় অধোবদন হইয়া নিশ্বাসে রত্ন-দর্পণ মলিন করিতে লাগিলেন। হে নারদ! কৃশোদরী, আহারশূন্যা, অতএব মৃতপ্রায়া সত্যভামা নিজ মনের সকল অভিমান পরিত্যাগ করিলেন। ১০১—১১০।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে চতুর্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীনারদ কহিলেন, হে প্রভো! ঐ গণেশপূজা ও রাধাস্তবের পর অপর কি রহস্য বিষয় হইয়াছিল, তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। শ্রীনারায়ণ কহিলেন, ঐ তীর্থে গণেশের পূজোপলক্ষে যে সকল দেব, মুনি ও যোগীন্দ্রগণ সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বটমূলে উপবিষ্ট হইলে ঐ সময়ে বসুদেব ও দেবকী, ব্রহ্মা, শম্ভু ও মুনিবর অনন্তদেবকে সমাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবেশ! হে সিদ্ধগণ। হে মুনিসত্তমগণ! এই আমাদিগের উভয় দীনজনের কি উপায়ে সংসারসাগর সমুত্তরণে উত্তমা গতি হইবে? হে দীনজনবান্ধব! মহাভাগগণ! আপনারা শীঘ্র বলুন আপনারাই সেই ভবাব্ধিপারাবারের তরণিতে নাবিক। জলময় হইলেই তীর্থ হয় না ও মৃন্ময় কি শিলাময় হইলেই দেবতা হয় না। যজ্ঞাদি পুণ্যকার্য্যের ও অনশনাদি ব্রতের অনুষ্ঠান, তপশ্চরণ, নানাবিধ দান, বিপ্র ও দেবসেবা, এই সকল পুণ্য কার্য্য বহুকাল অনুষ্ঠানে কর্ত্তাকে পবিত্র করেন; কিন্তু বৈষ্ণবগণ দর্শনমাত্রেই পূত করেন। সাধু বৈষ্ণবদিগের পবিত্র পাদপদ্মের রেণুস্পর্শমাত্র বসুন্ধরা সদ্য পূতা হন এবং তীর্থ সমুদ্র ও পর্ব্বত সকলও পবিত্র হইয়া থাকেন। দেবগণও পাপরূপ কাষ্ঠদহনে অগ্নিস্বরূপ ঐ বৈষ্ণবদিগের দর্শন কামনা করেন। যেরূপ অজ্ঞানী ব্যক্তি, জ্ঞানিজনের সহবাসেও জ্ঞানকে দধি ও দুগ্ধের রসের মত জানিতে পারে না; সেইরূপ আমি কৃষ্ণের পিতা ও দেবকী মাতা উভয়ে বহুকাল উহার সঙ্গী হইয়াও জ্ঞানিগণের গুরুরও গুরু কৃষ্ণকে জানিতে পারিলাম না। যিনি সামাদি চতুর্ব্বেদের জনক সেই প্রভু শঙ্কর বসুদেববাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। ১—১২। জ্ঞানিগণেরও সন্নিকর্ষ জ্ঞানে অনাদরের কারণ, যেমন লোক গঙ্গাজলে পাবত্র হইয়াও শুদ্ধির নিমিত্ত অন্যান্য তীর্থে গমন করে। পরমাত্মা বাসুদ পিতা জ্ঞানী কশ্যপের অংশভূত ও বাসুদেব কৃষ্ণের জনক এই পণ্ডিত বসুদেব, পুত্র-বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হইয়া কৃষ্ণকে না জানিতে পারিয়া আমাদিগকে জ্ঞানবিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আহা! মোহবতী জ্ঞানিদিগেরও মোহিনী শক্তি দুরারাধ্যা; ভগবতী বিষ্ণুমায়া জগতের অসাধ্যা। দেবজনক আমরাও ঐ বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি। পরিজ্ঞাতা ব্রহ্মাও তাঁহার মায়ায়মুগ্ধ হইয়া আজীবন তপশ্চরণদ্বারা তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছেন। অষ্টশতাধিক দশলক্ষ ইন্দ্রের ও এক ব্রহ্মার পতনে মাধবের একনিমেষ কাল হয়, তাঁহার সহিত পারিজাতকারণে ইন্দ্রের যুদ্ধ হয়; আমি পারিজাতত্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছি। তাঁহার তাত্ত্বিক বা বৈষয়িক জ্ঞান জ্ঞানিদিগেরই হইয়া থাকে, তাঁহাতে অজ্ঞদিগের উহা কিছুই হয় না। কিন্তু সাধুব্যক্তিগণের ঐ জ্ঞান সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। আমরা আত্মবিষয়ে অজ্ঞ হইলেও আমাদের জ্ঞান আছে কিন্তু উহা কৃষ্ণ অপেক্ষা অধিক বা সমান নহে; অতএব শুভাশুভ সকলই কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করুন। ১৩—২০। কালবিৎ পণ্ডিতগণ ব্রহ্মার চারি প্রহরকে এক কল্প কহেন। মহামুনি মার্কণ্ডেয় ঐরূপ সপ্তকল্প জীবিত থাকেন; অষ্টনবতি ইন্দ্রের পতন হইলে পর, ঐ মুনির পতন হয়; পরে ঐ মুনি নিজ তপঃফলে শ্রীহরির দাসত্ব প্রাপ্ত হন প্রলয় কালে ব্রহ্মার পতন হইলে লোমশ মুনির পতন হয় ও সেই কাল পর্য্যন্ত দিক্‌পালগণ গ্রহগণ ও চিরজীবিগণের আয়ুর পরিমাণ। মৃত্যুঞ্জয়—আমি ভিন্ন অপর সকল দেবগণ, ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণ ও সিদ্ধগণের ঐ কালপর্য্যন্তই আয়ুর পরিমাণ। প্রলয়কালে বিধাতারও পাত হইলে, আমি শিব শিবলোকে অবস্থান করি। আমি ব্রহ্মার ললাট হইতে সম্ভূত ও সকল আদিসৃষ্টির প্রকাশক শম্ভু। যেমন রাধা শ্রীকৃষ্ণের বামাংশ হইতে উৎপন্না, তদ্রূপ দেবগণ, দুর্গা, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, সরস্বতী ও কায়ব্যূহে দ্বাদশ সংখ্যক অদিতি-তনয় আদিত্য ও সেইরূপ কায়ব্যূহে চতুর্দ্দশ মহেন্দ্র অষ্টবসু ও একাদশরুদ্র কৃষ্ণের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন। এক মনুর পতন হইলে ইন্দ্রের পতন হয়। অধিকারচ্যুতিই এই পতন-শব্দের তাৎপর্য্য; নতুবা ঐ সকলেরই সমান আয়ু;—বিনাশ, প্রলয়কালে হয়। প্রলয়কালে ব্রহ্মাণ্ড জলপ্লাবিত হইলে যিনি ব্রহ্মাকে ও আমাকে গোলোকধাম ও শক্তিসমুদায়ের সহিত স্বীয় পরমাত্মাকে দেখাইয়া থাকেন। ২১—২৯। সেই শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বর, সকলের মূল;

অতএব রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া ঐ যজ্ঞেশ্বর ও যজ্ঞবীজ নিজপুত্রকে ভজনা কর। হে যাদব! যজ্ঞান্তে যথাবিধি দক্ষিণা দিয়া ভব-সাগর সমুত্তীর্ণ হও। তুমি কশ্যপ; বিষয়াসক্ত তোমার নির্ব্বাণমুক্তি নাই; কারণ ভক্তের ধন কৃষ্ণের দাসত্ব তোমার নাই। দেবকী এবং অদিতি ও সেইরূপ সুতরাং তাহাদেরও নির্ব্বাণমুক্তি বা কৃষ্ণদাস্য হইবে না। তুমি ভোগমূলক স্বর্গে, কি কশ্যপ-স্থানে বা আমার আলয়ে গমন কর। যশোদা ও নন্দের সালোক্যমুক্তি এবং দাসত্ব নিশ্চিত রহিয়াছে। এই তোমাকে সমস্ত কহিলাম; তুমি যথাসুখে যজ্ঞ কর; আমরা তোমার কর্ম্ম সম্পূর্ণ করিয়া স্বস্থানে গমন করিব; তখন ঐ বসুদেব শিবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বস্তুজাত সংগ্রহ করত সংযত হইয়া তথায় শুভক্ষণে রাজসূয় যজ্ঞ করিলেন। দেবগণ সাক্ষাতে থাকিয়া বাসুদেবপ্রদত্ত হব্য গ্রহণ করিলেন; যে স্থানে সাক্ষাৎ যজ্ঞেশ্বর এবং দক্ষিণাসহ যজ্ঞ বর্ত্তমান, তথায় এরূপ হইবার বিচিত্র কি? হে নারদ! অনন্তর সেই ভগবান্ সনৎকুমার পূর্ণাহুতিপ্রদাতা বসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে কহিতে লাগিলেন,—হে লক্ষ্মীপতিজনক! আপনি শীঘ্র সর্ব্বস্বদক্ষিণা প্রদান করিয়া এই কার্য্য সফল করুন; বেদোক্ত বাক্য কহিতেছি শ্রবণ করুন। যদি কর্ম্ম সমাপনকালেই বিষ্ণুউদ্দেশে দক্ষিণা দেওয়া না হয়, তবে ঐ দক্ষিণা মুহূর্ত্ত কাল অতীত হইলে দ্বিগুণ দিতে হইবে ও এক দিন অতিক্রম হইলে, উহা চতুর্গুণ হইবে এবং ত্রিরাত্র অতীত হইলে, তাহা নিশ্চয় ষড়্গুণ হইবে! ২০—৩৯। একপক্ষ গত হইলে তাহারও চারিগুণ ও ছয়মাসের অধিক বা কিছু ন্যূন অতীত হইলে, সহস্রগুণ দিতে হইবে। হে যাদব! ব্রাহ্মণগণে ঐ দক্ষিণা সংবৎসরান্তে লক্ষগুণ দিতে হয় নচেৎ কর্ম্মকর্ত্তা ও পুরোহিত উভয়েই নরকে গমন করে! ঐ বসুদেব সনৎকুমারের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণের আদেশে সহসা অকাতরে সর্ব্বস্ব প্রদান করিলেন; কৃষ্ণের পিতা বসুদেব সর্ব্বাগ্রে গর্গমুনিকে অনুত্তম অমূল্য দশকোটি রত্ন ও শতকোটি উৎকৃষ্ট মণি, তাহার চারিগুণ সুবর্ণ, মাণিক্য, মুক্তা, হীরক, রৌপ্য, প্রবাল, স্বর্ণপাত্র সকল, নিজস্ত্রী ও বধূবর্গের অমূল্য রত্নভূষণ, লক্ষ শ্বেত চামর, লক্ষ রত্নদর্পণ, সকল কামধেনু, শতকোটি গাভী, উত্তম গজ, তাহার চারিগুণ অশ্ব ও দানব রাজগণের নিকট হইতে সংগৃহীত সমস্ত ধন, সকলই রাজার অনুমোদনে প্রদান করিলেন। তিনি শতলক্ষ সশস্য গ্রাম, ফলিত বৃক্ষ, বহুলক্ষ শালিধান্য, পায়স, পিষ্টক, অমৃততুল্য মিষ্টদ্রব্য, স্বস্তিক, তিল, রম্য লড্ডুক, শর্করা ও মিশ্রের লক্ষরাশি, দুগ্ধ, মধু, দধি, গুড় ও ঘৃতের শতশতকুল্যা দান করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তিনি প্রফুল্লবদনে কর্পূরযুক্ত তাম্বুল, সুবাসিত শীতল জল, সুগন্ধি চন্দন, পারিজাতপুষ্পের মালা, রমণীয় আসন, বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র, রত্নময় শয্যা, পুষ্প ও ফল, দ্বিজগণকে প্রদান করিলেন। তিনি দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণকে সুখে উত্তম দ্রব্য ভোজন করাইলেন; দেব ও মুনিগণ তথায় সস্ত্রীক হইয়া রাত্রিতে ক্রীড়া করিলেন। প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে সকলে গমন করিলেন ও সকল যাদবগণ রুক্মিণীর দর্শনে অমূল্যরত্নপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণপালিতা দ্বারকায় গমন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

শ্রীনারায়ণ কহিলেন,—হে নারদ! দেব মাধব, গণেশের পূজা করিয়া যাদবগণ, দেবগণ, মুনিগণ, দেবীগণ ও রুক্মিণী প্রভৃতি নিজ দেবীগণের সহিত রমণীয় দ্বারকায় অংশরূপে গমন করিলেন ও স্বয়ং সেই সিদ্ধাশ্রমে অবস্থান করিলেন। তখন তিনি গোকুলনিবাসী সুহৃদ্ গোপগণ, অন্যান্য গোপীগণ ও জননী গোপিকা যশোদার সহিত প্রীতিসম্ভাষণ করিয়া মাতা, পিতা ও গোকুলবাসিবন্ধুবর্গ গোপগণকে নীতিগর্ভ যথোচিত বাক্য কহিতে লাগিলেন,—হে পিতঃ! প্রাণবল্লভ নন্দ! আপনি নন্দব্রজে গমন করুন। হে পদ্মার্ঘ্যে যশস্বিনি মাতর্যশোদে! তুমিও গমন কর। তথায় অবশিষ্ট কাল ভোগ করিয়া উত্তম গোলোকধামে গমন করিবে; তোমাদিগকে গোকুলবাসিগণের সহিত সাযুজ্যমুক্তি প্রদান করিব। ভগবান্ কৃষ্ণ ইহা কহিয়া মাতা-পিতার আদেশক্রমে রাধিকা-সমীপে এবং নন্দগোকুলে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন মুক্তাভূষিতা হাস্যবদনা সুন্দরী রাধাকে দেখিলেন। তিনি দ্বাদশবর্ষীয়া, নিরন্তর স্থির-যৌবনা এবং উচ্চরত্নাসনে উপবিষ্টা ও বেত্রহস্তা সহাস্যবদনা ত্রিশৎকোটি গোপিকায় পরিবৃতা রহিয়াছেন। ১—৯। রাধিকা পরম সুন্দর, শিশুবেশধারী, হাস্যবদন, প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দূর হইতেই অবলোকন করিলেন। উহার বর্ণ নবীনজলদের ন্যায় শ্যাম, পরিধান পীত কৌশেয়

বস্ত্র ও সর্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত ও রত্নভূষণে ভূষিত; উঁহার ময়ূরপুচ্ছশোভিত চূড়া মালতীমালায় ভূষিত। তিনি ঈষৎহাস্তে প্রসন্নবদন ও ভক্তজনের প্রতি দয়া করিয়া শরীরধারী। তিনি সুন্দর অম্লান ক্রীড়াকমল, মুরলী ও হস্তবিন্যস্ত সুপ্রশস্ত দর্পণ ধারণ করিতেছেন। ইহা দেখিয়া রাধা বেগে সাদরে সমুত্থানপূর্ব্বক গোপীগণের সহিত প্রণাম করত পরম ভক্তিসহকারে পরমেশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন। রাধিকা কহিলেন,—আজি আমার জন্ম সফল ও জীবন সার্থক হইল। হে সুপ্রিয়! তোমার মুখচন্দ্রদর্শনে আমার নয়ন, পঞ্চপ্রাণ ও পরমাত্মা শীতল হইল। উভয়ের আনন্দনিদান বন্ধু সাক্ষাৎকার, অতি দুর্লভ। আমি শোকসাগরে নিমগ্না হইয়া বিরহানলে দগ্ধ হইতেছি, আজি আপনাকে দেখিয়া, অমৃতদর্শনে সিক্ত হইয়া, আমার দেহ শীতল হইল। হে মঙ্গলনিদান! আপনার সঙ্গেই আমি শিবা ও মঙ্গলদায়িনী এবং আপনার সঙ্গরহিত হইলেই আমি নিশ্চেষ্টা শবস্বরূপিণী ও অস্পৃশ্যা হই। আপনি দেহে বিদ্যমান থাকিলে দেহী শ্রীমান্ ও পবিত্র হয় ও সর্ব্বশক্তিমান্ আপনি দেহ হইতে গমন করিলে দেহী শবরূপ হয়। হে নাথ! স্ত্রী কি পুরুষের বিরহ সমান ও দারুণ। পরমাত্মার সহিত বিচ্ছেদ হইলে সকল শক্তির সহিত প্রাণ অপগত হয়। দেবী রাধিকা পরমাত্মরূপী পরমেশ্বর কৃষ্ণকে এইরূপ স্তব করিয়া সানন্দে তাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিয়া স্বকীয় আসনে উপবেশন করাইলেন। ১০—২১। শ্রীমান্ শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার সহিত, রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। সাতজন গোপী শ্বেতচামর হস্তে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল, তখন রাধিকা হরির অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন বিলেপন করিতে লাগিলেন; রত্নমালানাম্নী গোপী হাস্তবদনে তাঁহার গলদেশে রত্নমালা অর্পণ করিল এবং পদ্মাবতী কমলাসেবিত তাঁহার পাদপদ্মে দূর্ব্বা, পুষ্প ও চন্দনে মিশ্রিত অর্ঘ্য প্রদান করিল। মালতী তাঁহার চূড়ায় মালতী-পুষ্পের মাল্য এবং চম্পাবতী চম্পক পুষ্পপুটক সমর্পণ করিল। পারিজাতা অর্ঘ্য প্রদান করিয়া সানন্দে পারিজাত পুষ্প, কর্পূরযুক্ত তাম্বুল এবং সুবাসিত শীতল জল প্রদান করিল। কদম্বমালিকা তাহার গলে রম্য কদম্বমালা এবং হস্তে অম্লান ক্রীড়াকমল ও অমূল্য রত্নময় দর্পণ প্রদান করিল। সুকোমলাঙ্গী কমলা রুণদেবকর্তৃক পূর্ব্বপ্রদত্ত সুন্দর বস্ত্রযুগল হরির হস্তে প্রদান করিল। সুন্দরী মধু গোরোচনানিভ অতি মধুর মধুপূর্ণ মধুপাত্র তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। সুধামুখানাম্নী কোন সখী সুধাপাত্র সুধাপূর্ণ করিয়া ভক্তির সহিত তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। অন্যান্য গোপীরা অম্লান মালতীপুষ্পের মাল্যসমূহে বিভূষিত ও চন্দনরসে অভিষিক্তা করিয়া হরির পুষ্পশয্যা রচনা করিল। হরির শয়নমন্দির অতি মনোহর রত্নদ্বারা নির্ম্মিত। উহার কোন কোন স্থান শ্রেষ্ঠ মণিমাণিক্য ও হীরাহারবিভূষিত। উহা কস্তুরী ও কুঙ্কুমাদির সংসর্গে সুগন্ধি বায়ুকর্তৃক সুরভিত ও প্রজ্বলিত শত শত রত্ন-প্রদীপে সমুদ্ভাসিত। ধূপশিখায় উহার চতুর্দ্দিক্ সুবাসিত ও নানাবিধ বস্ত্রতে পরিবৃত। ঐ ভবন বসন্তসময়ে উন্মত্ত কোকিলগণের মধুর শব্দে শব্দিত ও বিকশিত কুসুমস্থিত ভ্রমরগণের মধুর ধ্বনিতে মনোহর, নানাবিধ কামোদ্দীপক বস্তুসমূহে ও নানাবিধ চিত্র বিচিত্রে সুশোভিত। গোপীগণ ঐ গৃহমধ্যে হরির রতিশয্যা প্রস্তুত করিয়া সহাস্যবদনে বহির্গত হইলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা নির্জ্জনে অতি রমণীয় মনোহর পুষ্পশয্যা অবলোকন করিয়া উভয়ে কামাতুর হইয়া নানাবিধ কামোদ্দীপক হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন। ২২—৩৫। রাধিকা শ্যামের বক্ষে মাল্য, কস্তুরী, কুঙ্কুমাক্ত চন্দন ও তাঁহাকে সুবাসিত পানীয় ও তাঁহার চূড়ায় চারু চম্পক কুসুম দিলেন এবং হস্তে সহস্রদল পদ্ম প্রদান করিলেন; হস্ত হইতে মুরলী কেলিয়া রত্নদর্পণ দিলেন ও তাঁহার সম্মুখে অম্লান পারিজাতপুষ্প রাখিলেন। সহাস্যবদনা প্রেয়সী রাধিকা মধুর ও শান্তপ্রকৃতি হাস্যমুখে সুন্দর কান্তকে সুমধুর সহাস্যবচনে কহিতে লাগিলেন; আপনি মঙ্গলালয়, সর্ব্বমঙ্গলের বীজ, মাঙ্গল্য, মঙ্গলপ্রদ ও মঙ্গলময়; আপনাতে মঙ্গলজিজ্ঞাসা নিষ্ফল। তথাপি সময়োচিত কুশলপ্রশ্ন করা যুক্ত হইতেছে; লৌকিক ব্যবহার বৈদিক ব্যবহার হইতেও বলবান্ হে রুক্মিণীকান্ত! হে সত্যভামেশ! এক্ষণে আপনার কুশল ত? সত্যভামার আদেশে আপনি অনায়াসে ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বর্গে অমরাবতীতে দেবগণকে জয় করিয়া পারিজাততরু উৎপাটনপূর্ব্বক তাহাকে দিয়াছেন, ইহা শুনিয়াছি। তিনি ঐ পারিজাতদ্বারা ব্রতাদি পুণ্যকার্য্য করিয়া, আরাধ্য পতি—তোমাকে ঐ সকল পুণ্যকার্য্যের সম্পূর্ণ দক্ষিণা স্থানীয় করিয়া প্রদান করিয়াছে। আপনি ব্রহ্মা শিব এবং অনন্তদেবেরও অসাধ্য; আপনি কিরূপে সত্যভামার সাধ্য হইয়াছেন ও আপনি সকল কামিনী অপেক্ষা সত্যভামাকে ভয় করিয়া থাকেন।

রুক্মিণীতে আপনার অতিরিক্ত প্রেমসৌভাগ্য ও গৌরব আছে; কিন্তু সেই ধন্যা সত্যভামাতেই মান আছে এবং তাহার নিকট হইতেই আপনার ভয়, ইহা শুনিয়াছি। ৩৮—৪৭। হে জাম্ববতীকান্ত! আপনি নিশ্চয় করিয়া সত্য বলুন, সেই সকল প্রেয়সী-মধ্যে কাহাতে আপনার অধিক প্রেম এবং সর্ব্বভাব-সমন্বিত শৃঙ্গারকালে উহাদের মধ্যে কোন্টী উত্তমা রসিকা? উহাদিগের মধ্যে যে চতুরা আপনার প্রতি স্নিগ্ধা, সেই ধন্যা ও সুব্রতা। যে, স্বামীর প্রতি ভাবানুরক্তা সেই স্ত্রী; ও যে, স্ত্রীর প্রতি ভাবানুরক্ত সেই স্বামী; স্ত্রী পুরুষ উভয়ের অতিরিক্ত প্রেম ত্রিভুবনে দুর্লভ। স্বাধ্বী গুণবতী রসিকা কামিনী গুণজ্ঞ শূর, সুশীল, রসিক পতিকে রতিকালে সর্ব্বদা জানিতে পারে। মধুকর মধুলোভে পদ্মের প্রতি দূর হইতে ধাবিত হয়; কিন্তু ভেক তাহাকে জানিতে পারে না ও পদ্মের শিরোদেশে পাদবিন্যাস করিয়া থাকে। যন্ত্রবাদক পুরুষই সঙ্গীত-রস বুঝিতে পারে; কিন্তু যন্ত্র তাহা পারে না ও চতুর ব্যক্তিরাই দুগ্ধের স্বাদ পায়, দর্ব্বী ও পাত্র জানিতে পারে না। সুপক্ব ফলভোক্তারাই সুখে তাহার স্বাদ জানিতে পারে; কিন্তু ঐ ফলবান্ বৃক্ষসকল নিয়ত একত্র অবস্থিত হইয়াও কিছুই জানিতে পারে না; কৃষক সুশীতল জলের আস্বাদ জানিতে পারে কিন্তু বাপী ও ঘট একত্র অবস্থিত হইলেও উহা জানিতে পারে না। ভোক্তারাই শালির স্বাদুরস জানিতে পারে; কিন্তু যদিও একত্র অবস্থিত, তথাপি ক্ষেত্র উহার আস্বাদনের ভাজন হয় না। চন্দনের আঘ্রাণকারী ব্যক্তিই চন্দনের আঘ্রাণ বুঝিতে পারে; কিন্তু ঐ চন্দনের ভারবাহী বা পাত্র, তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না। ব্রহ্মা, দেবগণ, বেদচয়, যোগী ও মুনিগণ যাঁহাকে জানিতে পারে না, তাঁহাকে স্ত্রী কি জানিবে। ৪৮—৫৮। যোষিদ্গণের সৌভাগ্য, গৌরব ও নিত্য নূতন দুর্লভ প্রেম আমার অধীন ছিল, সে সকলই আপনি ক্ষণকালমধ্যে চূর্ণ করিয়াছেন; হে প্রভো! অতিশয় উন্নত হইলে নিশ্চয় নিপতিত হইতে হয়। ফলতঃ বৈষ্ণবদিগের ব্রত-হিংসা, সন্নিকট বিপদের কারণ হয়। হে ভক্তবৎসল! ভবদীয় ভক্ত শ্রীদাম আমাকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছে; সেই তনয় শ্রীদামের শাপে আমার এতাদৃশী বিপত্তি ঘটিয়াছে। ঈশ্বর কাহার বাধ্য, অপ্রিয় বা প্রিয়তম? তিনি সর্ব্বদা ভক্তিসাধ্য ও যে তাঁহার ভক্ত তাহারই তিনি ঈশ্বর। চারিবেদ, বৈদিক সাধুগণ ও পুরাণচয় বলেন বটে যে, ভগবান্ মাধব রাধার বশ্য; কিন্তু ইহা নিষ্ফল আপনি সগণ মহাদেবকে জয় করিয়া বাণাসুরের ভুজ ছেদনপূর্ব্বক সস্ত্রীক রুক্মিণীপৌত্র অনিরুদ্ধকে দ্বারকায় আনয়ন করিলে, রুক্মিণী কি বলিয়াছিলেন। সেই রুক্মিণীর উপর তোমার প্রেম সমান রহিয়াছে বা গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে? পরমাত্মাস্বরূপ আপনাকর্ত্তৃক কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে কুরুগণ নিহত হইয়াছে ও পাণ্ডব-পক্ষীয় রাজগণ রক্ষিত হইয়াছে। সাক্ষাৎ রাজমণ্ডলী-মধ্যে আপনি মহেন্দ্রতনয় কৌন্তেয় অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছেন ও সেই মহতী সভামধ্যে বিশুদ্ধচিত্ত মহাত্মা ভীষ্ম লজ্জিত হইয়া আপনাকে কি বলিয়াছিলেন। আপনার প্রসিদ্ধ ভক্ত ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত প্রভৃতি দেবগণ, ইহা কিরূপে দেখিলেন ও কি কহিলেন। যিনি চতুর্ব্বেদ ও পুরাণ ইতিহাসসমূহে অনির্ব্বচনীয় প্রকৃতি হইতে পৃথক্ পরমেশ্বর। ৫৯—৭০। নির্গুণ, নিরীহ, সর্ব্বকর্ম্মে নির্লিপ্ত, সুকর্ম্মিগণের কর্ম্মের সাক্ষী এবং ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহার্থ শরীরী, পরব্রহ্ম, পরজ্যোতিঃস্বরূপ, পরমেশ পরাৎপর ও সকলের পরমাত্মা; তিনি কি না সারথির ন্যায় রথে অবস্থান করিয়াছিলেন! আপনি বৃদ্ধা, অধিকাঙ্গী, অপুত্রী যুবাদিগের অস্পৃশ্যা ক্ষত্রিয়কামিনী কুব্জাকে তাঁহার প্রাক্তন পুণ্যবলে ভোগ করিয়াছেন। কি কারণেই বা মাতুল কংস আপনাকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে ও কিহেতুই বা আসিতেছি বলিয়া গমন করিলেন; কিন্তু পুনরায় আসিলেন না। সেই দেবী রাধিকা ইহা কহিয়া উচ্চৈঃস্বরে অতিশয় রোদন করিলেন ও মূর্চ্ছিতা হইলেন এবং সহসা নিশ্বাস-রহিতা হইয়া পড়িলেন। তখন যে গোপিকাগণ গবাক্ষবিবরে অবস্থান করিয়া ঐ সকল শুনিতেছিল ও দেখিতেছিল, তাহারা রাধাকে ঐ অবস্থাপন্না দেখিয়াও আগমন করিয়া "রাধা মৃতা" এইরূপ কহিতে লাগিল। তাহারা সকলে রাধিকাকে ক্রোড়ে লইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল ও সকলেই কহিতে লাগিল; "হে প্রভো! হরে! নরহরে! আপনি রক্ষা করুন, আপনি রক্ষা করুন"। ৭১—৭৭। গোপীগণ কহিলেন হে কৃষ্ণ! কি করিলে, কি করিলে! তুমি আমাদের রাধাকে বিনাশ করিলে! রাধাকে জীবন দাও, তোমার মঙ্গল হউক, আমরা বনে গমন করিব। এরূপ না করিলে, আমরা সকল স্ত্রীজন তোমাতে স্ত্রীবধের পাপ দিব। হে নারদ! শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার ও গোপীগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া

অমৃত-দৃষ্টি-বিক্ষেপে তাঁহাকে উজ্জীবিত করিলেন এবং সতীদেবী রাধিকা উঠিলেন ও গোপীগণ তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া বারংবার প্রবোধ দিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে রাধে! আমি আধ্যাত্মিক উৎকৃষ্ট জ্ঞানের কথা কহিতেছি;—শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণে মূর্খ কৃষকও সদ্য পণ্ডিত হয়। আমি স্বরূপতঃ জগতের স্বামী; রুক্মিণী প্রভৃতি নারীগণের কথা কি কহিব; হে রাধে! আমি কার্য্য-কারণরূপ ও পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্ত; আমি বিশ্বের এক আত্মা ও স্বরূপতঃ স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়; এবং ব্রহ্মা হইতে তৃণপর্য্যন্ত সকল জীবেতেই আমি পৃথক্ পৃথক্ যুক্ত আছি। এক ব্যক্তি ভোজন করিলে, ইতর ব্যক্তি তুষ্ট হয় না; আত্মা নির্গত হইলে, এক ব্যক্তি মৃত হয় ও অন্য ব্যক্তি জীবিত হয়। আমি কৃষ্ণরূপ পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ ঈশ্বর, গোলোকে এবং গোকুলে, পুণ্যক্ষেত্র বৃন্দাবনবনে অবস্থান করি। আমি বৃন্দাবনে গোপবেশ বালক, দ্বিভুজ ও রাধানাথ হইয়া গোপাল এবং গোপিকাগণ ও কামধেনুগণে মিলিত হইয়া তোমার সহিত অবস্থান করি। আমি বৈকুণ্ঠে নিয়ত শান্তমূর্ত্তি সনাতন চতুর্ভুজ হইয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পতি। আমার এই দুইমূর্ত্তি। যিনি সিন্ধুর মানসী কন্যা, আমি ক্ষীরোদে ও শ্বেতদ্বীপে চতুর্ভুজরূপে সেই মর্ত্ত্যলক্ষ্মীর বল্লভ হইয়া অবস্থান করি। ৭৮—৮৮। আমি ধর্ম্মের পুত্র, ধর্ম্মবক্তা, ধর্ম্মিষ্ঠ ও ধর্ম্মপথ-প্রবর্ত্তক সনাতন নারায়ণ ঋষি। আমি এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে সেই ধর্ম্মিষ্ঠা পতিপরায়ণা লক্ষ্মীরূপিণী শান্তির স্বামী। হে সুন্দরি! আমি সিদ্ধিদাতা সিদ্ধেশ্বর সতীপতি সাক্ষাৎ কপিল ও ব্যক্তিভেদে নানারূপধারী। আমি দ্বারকায় চতুর্ভুজের অংশভূত রুক্মিণীবল্লভ ও শুভ সত্যভামা-গৃহে ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্। আমি কায়ব্যূহে অধিষ্ঠান করিয়া অন্য নারীগণের গৃহে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান করি ও আমিই নারায়ণ ঋষি ও অর্জ্জুনের সারথি সেই ধর্ম্ম তনয় নরর্ষি অর্জ্জুন আমার অংশভূত হইয়া পৃথিবীতে বলবান্। আমি পুষ্করতীর্থে তাঁহার তপশ্চরণে সারথ্য কর্ম্মে আরাধিত হইয়াছি। যেমন তুমি গোলোকে ও গোকুলে দেবী রাধিকা, তদ্রূপ বৈকুণ্ঠে তুমিই মহালক্ষ্মী ও সরস্বতী। তুমিই ভগবান্ ক্ষীরোদশায়ীর প্রেয়সী মর্ত্ত্যলক্ষ্মী, তুমি ধর্ম্মপুত্রের রমণী লক্ষ্মীরূপিণী শান্তি। কান্তে! তুমিই ভারতে কপিলের প্রিয়া সতী ও দ্বারকাতে মহালক্ষ্মী। সাধ্বী রুক্মিণী; তুমি মিথিলায় সীতা। পঞ্চপাণ্ডবের প্রেয়সী দ্রৌপদী তোমারই ছায়া ও তুমিই স্বয়ং কমলা। তুমি রাবণকর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছিলে। তুমিই নারায়ণের কামিনী। এই প্রকারে তুমি নিজ অংশে ও কলায় নানারূপা। পরিপূর্ণতম পরাৎ-পর পরমাত্মাস্বরূপী আমি দিবারাত্র এই পবিত্র বৃন্দা-বনে তোমার পার্শ্বে রহিয়াছি। হে রাধে! শ্রীদামের শাপনিবন্ধন তুমি আমাকে দেখিতে পাও নাই; কিন্তু প্রাণবল্লভা তুমি আমাকর্ত্তৃক সর্ব্বদা দৃষ্টা হইয়াছ। আমি রুক্মিণীসমীপে অংশরূপে ও অন্য সকলের সমীপে কলাক্রমে থাকি। অন্য নারীগণ তোমারই অংশভূতা; তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়া; পুরুষমণ্ডলীমধ্যে শম্ভু আমার প্রিয়; তাঁহা অপেক্ষা আমার প্রিয় নাই ও যোষিদ্গণের মধ্যে পরাৎপরা তুমিই প্রিয়া, তোমা অপেক্ষা প্রিয়া আর কেহই নাই। হে সাধ্বি রাধে! এই সমস্ত আধ্যাত্মিক বৃত্তান্ত তোমাকে কহিলাম। হে পরমেশ্বরি! আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর। শ্রীকৃষ্ণের বচন শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধিকা ও গোপীগণ পরিতুষ্টা হইলেন ও সেই পরমেশ্বরকে প্রণাম করিলেন। ৮৯—১০৫।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ষড়্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন;—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণবচন শ্রবণ করিয়া আনন্দিতা হইল ও সকলেই রাধিকানাথকে প্রণাম করিয়া গৃহে গমন করিল। তখন সাধ্বী রাধিকা হাস্যবদনে বক্রচঞ্চল-লোচনে ষোড়শকলাপূর্ণ শৃঙ্গারভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি পুনরায় স্বামীকে চন্দন ও মালা দিয়া রহস্যপূর্ব্বক পরিহার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে আকর্ষণ-পূর্ব্বক স্বীয় বক্ষঃস্থলে আনয়ন করিয়া ওষ্ঠ, অধর কপোল, গণ্ডদ্বয়. চুম্বন করিতে লাগিলেন রাধিকাও কৃষ্ণের সুন্দর মুখশশী চুম্বন ও প্রাণনাথ কৃষ্ণকে বাহুযুগলদ্বারা নিজ বক্ষে স্থাপন করিলেন প্রভু ভগবান্ কৃষ্ণ কামশাস্ত্রোক্ত স্ত্রীপুরুষের প্রীতি-জনক ষোড়শবিধ অভিলষিত শৃঙ্গার করিলেন। রাধি-কার সর্ব্বাঙ্গ নখক্ষত, অধর দন্তক্ষত, দেহ রোমাঞ্চিত ও স্বয়ং অলসা হইলেন। তিনি সুখসম্ভোগে মূর্চ্ছিত বিবস্ত্রা, ও চৈতন্যরহিতা হইলেন; নিদ্রায় নয়নদ্বয় মুদ্রিত ও নিঃশ্বাসমাত্র অবশিষ্ট রহিল। রতিশূরা কোমলাঙ্গী, কান্তের বক্ষোপরি অবস্থিতা, শীতকালে সুখোষ্ণ-সর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মকালে সুখশীতলা ও নিবিড়নিতম্ব পয়োধরা; সেই প্রত্যঙ্গ-সুখদায়িনী, শৃঙ্গারকালে

সুখদ-নিতম্ব-ভারাবনতা পরমা রাধিকা পরাৎপর পরমেশ্বরকে পুনঃপুনর্ব্বার বাহুযুগল ও নিতম্বদ্বারা আবদ্ধ করিয়া কহিতে লাগিলেন; হে মহাভাগ! পবিত্র বৃন্দাবনে রাসমণ্ডলে গমন করুন; তথায় জলে স্থলে ক্রীড়া করিয়া পুনরায় মলয়পর্ব্বতে, সুন্দর মণিমন্দিরে গমন করিব, আমি জন্মে যাহা শুনি নাই, সেই সেই অন্যান্য রহস্যস্থানে তোমার সহিত যাইব; এই আমার একান্ত অভিলাষ। এইরূপে পরস্পর কথোপকথনে শুভ রজনী অতীতা হইল, অরুণোদয়সময়েও রাধিকা মাধবকে ত্যাগ করিলেন না। মাধব প্রীতি-বচনের পর অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন। তখন শারদ-কমলনেত্র হরি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া শ্রীরাধাও গোপীগণের সহিত রথে আরোহণ করিলেন। ঐ রথ একযোজন বিস্তীর্ণ ও ইন্দ্রসারমণিনির্ম্মিত দীপ্যমান ত্রিশতকোটি গৃহে উপশোভিত। উহা গোলোক হইতে সমাগত, মনের ন্যায় বেগগামী, সহস্রচক্র-সংযুক্ত, সহস্র অশ্বে চালিত, মনোহর ত্রিকোটি মণিময় স্তম্ভ ও রত্নরাজিবিরাজিত ও মুক্তা-মাণিক্যময় হীরার হারে শোভিত। নানা চিত্র-বিচিত্র, শ্বেতচামর দর্পণ ও অগ্নিশুদ্ধ বস্ত্র ও প্রদীপমালানিকরে সুশোভিত। ঐ রথপুষ্প-চন্দন-চর্চ্চিত রত্ননির্ম্মিত শয্যায় ও সমানরূপ ও সদৃশ লক্ষ গোপে পরিবৃত। ভগবান্ সেই রথে আরোহণ করিয়া পুনরায় বৃন্দাবনে গমন করিলেন; তথায় উপস্থিত হইয়া রজনীযোগে জলে স্থলে বিহার করিতে লাগিলেন। ১২—২১। তিনি এই প্রকারে বনে ও উপবনে রতিকার্য্য সমাধা করত রাধিকাকে সমুদয় অভিনব কৌতুক দেখাইলেন। কখন বিন্ধ্যক, সুরসন পার্ব্বত্য প্রদেশে; কখন বা সুরপতির নন্দনবনে, কি সুমেরু ও গন্ধমাদন পর্ব্বতে, কখন সুভদ্রে, পুষ্পভদ্রে ও নারায়ণ সরোবরে; কখন বা পবনবাস মলয়শিখরে, অমরাবতীতে; ত্রিকূট, ভদ্রকূট, পঞ্চকূট, সুকুকুট ও মনোরম কাঞ্চনীভূমিতে, কখন সমুদ্রে সমুদ্রে, দ্বীপে দ্বীপে, ও কমনীয়প্রবর খর্ব্বরে; কখন পবিত্র চন্দ্র-সরোবরে, সুপার্শ্ব, মণিপার্শ্ব প্রভৃতি নানাস্থানে শ্রীরাধার সহিত রমণ করিলেন। এবং শীঘ্র তথা হইতে পবিত্র জম্বুদ্বীপে প্রত্যাগত হইয়া দ্বারকা ও রৈবতক পর্ব্বত দেখাইলেন; অনন্তর গো-গোপসমাকুল গোকুলে আসিয়া ভাণ্ডীরারণ্য অবলোকনপূর্ব্বক পুণ্য বৃন্দাবনে গমন করিলেন। নন্দ, যশোদা এবং বৃদ্ধগোপ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া সাশ্রুনেত্রে ব্যস্ততাসহকারে কবিরাজ, বেশ্যা, নটনর্ত্তক, পতিপুত্রবতী সাধ্বী ব্রাহ্মণী এবং ব্রাহ্মণকে সম্মুখে লইয়া গমন করিলেন। তখন কৃষ্ণও নন্দ এবং জননী যশোদাকে দেখিবার জন্য শিশুরূপী হইয়া রাধার সহিত অনলে আবাহিত দেবগণের ন্যায় তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২২—৩১। কৃষ্ণ হাস্য করিয়া জননীর ক্রোড়ে আরোহণ করিলেন। নন্দ ও যশোদা উভয়ে তাঁহার মুখকমল চুম্বন করিতে লাগিলেন; ও অতিশয় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে নয়ন জলে সিক্ত করিলেন। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণও যশোদার স্তন্য পান করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ যে অবস্থায় মথুরায় গিয়াছিলেন, সকল লোক তাঁহাকে তাদৃশ রত্নভূষণ-ভূষিত মুরলীধারী পীতবসন-সুশোভিত, মালতীমালামণ্ডিত ও একাদশবর্ষীয়ের মত দেখিলেন। যশোদা রাধিকার সহিত কৃষ্ণকে গৃহে প্রবেশ করাইলেন ও মঙ্গলকার্য্য করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন। তিনি গোপীগণ ও মুনিগণের পূজা করিলেন ও মণি, রত্ন, প্রবাল, সুবর্ণ ও পরশমণি মুক্তা, মাণিক্য, হীরা—ব্রাহ্মণগণকে সানন্দে প্রদান করিলেন এবং গজরত্ন ও সুন্দর অশ্বরত্ন, আসন, পাত্র, ভূষণসমূহ, শস্য, ধান্য ও বস্ত্র প্রদান করিলেন। হে নারদ! নন্দ রাধার সহিত মাধবকে সকল অপূর্ব্ব দেখাইতে লাগিলেন ও সাদরে গোপীগণকে মিষ্টান্ন দিলেন। দুন্দুভিধ্বনি ও মঙ্গলকর্ম্ম করিতে লাগিলেন ও ঐ মহোৎসবে দেবগণকে পরমানন্দে পূজা করিলেন। ৩২—৪১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন,—তখন শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে আহ্বান করিয়া ভাণ্ডীরবনে সেই বটবৃক্ষমূলে স্বয়ং উপবেশন করিলেন। ঐস্থানে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণীগণ তাঁহাকে অন্ন দিয়াছিলেন। তাঁহার বামপার্শ্বে দেবী রাধিকা, দক্ষিণে যশোদা ও নন্দ; তাঁহার দক্ষিণে বৃষভানু ও তাঁহার বামে কলাবতী ও অন্যান্য গোপগোপী সুহৃদ্ বন্ধু সকলেই আসীন হইলেন। তখন গোবিন্দ তাঁহাদিগকে সময়োচিত বাক্য কহিতে লাগিলেন, হে নন্দ! সম্প্রতি পরলোক-সুখকর সত্যপরমার্থ সময়োচিত কথা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। বিদ্যুতের প্রকাশ, জলের রেখা ও জলবুদ্বুদ যেমন ক্ষণস্থায়ী, সেই-

রূপ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সকলই ভ্রম জানিবে। মথুরায় আপনাকে সকলই কহিয়াছি, কিছুই অবশিষ্ট নাই। রাধিকাও কদলীবনে যশোদাকে যাহা বুঝাইয়াছিলেন, তাহাই পরম সত্য ও ভ্রমান্ধকারের প্রদীপস্বরূপ; অতএব বৃথা মায়া ত্যাগ করিয়া সেই জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-শোক-সন্তাপ-সংহারক কর্ম্মমূলচ্ছেদক পরম আনন্দজনক পরমপদ স্মরণ কর। আপনি আমার প্রতি পুত্রবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া আমাকে পরমব্রহ্ম ভগবান্ সনাতন-বিবেচনায় বারংবার ধ্যান করত পরমপদ লাভ কর। গোলোকবাসিগণের সহিত শীঘ্র গোলোকে গমন কর। ১—১০। শুভকর্ম্ম-বীজ-বিনাশক কলির আগমন অদূরবর্ত্তী ঐ কালে স্ত্রী, পুরুষ ও জাতির ভিন্নতা থাকিবে না। ব্রাহ্মণদিগের সন্ধ্যা-বন্দনাদি থাকিবে না। কেবল চিহ্নস্বরূপ যজ্ঞসূত্র থাকিবে; কলিশেষে ঐ যজ্ঞসূত্র ও তিলক নিশ্চয়ই বিলুপ্ত হইবে। লোক দিবসে রতিকার্য্যে আসক্ত ও ধর্ম্মকর্ম্মে বিরত হইবে। যজ্ঞ, ব্রত, ও তপস্যা-কার্য্য বিলুপ্ত হইবে। কেদারকন্যার শাপে ধর্ম্ম একপাদমাত্র থাকিবে; স্ত্রীগণ স্বেচ্ছাচারী ও পতি সর্ব্বদা পরস্ত্রীরসে আসক্ত হইবে। হে গোপ! স্ত্রীগণ দিবারাত্রি পতিকে তাড়না ও ভর্ৎসনা করিবে; স্ত্রীজন ও স্ত্রীকুটুম্ব শ্যালক প্রভৃতিরই সর্ব্বদা প্রাধান্য হইবে। পতি ভার্য্যার নিকটে সর্ব্বদা পরাভূত হইয়া তাহাদিগের ভক্ত হইবে। কলিকালে যোষিদ্‌গণ সকলেই উপপতিসেবায় তৎপর থাকিবে। ঐকালে নারীগণের উপপতিতে শতপুত্রের সমান স্নেহ হইবে। ও তাহাকে হাস্যমুখে সকটাক্ষে স্বেচ্ছায় অমৃত-দর্শনে ও পতির প্রতি সর্ব্বদা বিষদর্শনে দেখিবে। উপপতির বন্ধুর প্রতি তাহাদিগের সর্ব্বদা গৌরব ও স্নেহ হইবে। স্ত্রী প্রতিদিনই পতির প্রতি করতাড়না ও তাঁহাকে ভৃত্যের ন্যায় ক্রোধভরে ভক্ষ্য প্রদান করিবে; এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে উপপতিকে মিষ্টান্ন দিবে; সর্ব্বদাই বেশ-বিন্যাস ও উপপতিসেবায় তৎপর থাকিবে। কলিতে নারীগণের উপপতিই জীবন, বন্ধু, গতি ও আত্মাস্বরূপ হইবে, অতিথিসেবা ও বিষ্ণুসেবা, পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চ্চনা একেবারে বিলুপ্ত হইবে। মনুষ্য সর্ব্বদাই বিষ্ণু ও বৈষ্ণবগণের দ্বেষ্টা হইয়া উঠিবে। ১১—২২। চতুর্ব্বর্ণই রামমন্ত্রের উপাসক হইবে ও শালগ্রাম, তুলসী, কুশ ও গঙ্গোদককে ধূর্ত্ত মানব স্বেচ্ছাচারী হইয়া স্পর্শ করিবে না। কারণেরও কারণ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্ববীজ, সুখদ, মোক্ষদ, সর্ব্বসম্পদ্দায়ী, ঈদৃশ আমাকে মায়ামুগ্ধ ব্রাহ্মণগণ ত্যাগ করিয়া সামান্য সম্পদ্দাতা বেদমন্ত্র ও রামমন্ত্র জপ করিবে। জগতের অনভিভবনীয়া সনাতনী ভগবতী বিষ্ণুমায়া আমার আদেশে জগৎকে বঞ্চিত করিবেন। কলির দশসহস্র বৎসরপর্য্যন্ত পৃথিবীতে আমার পূজা থাকিবে; ও তাহার অর্দ্ধেক বৎসর জগৎপাবনী গঙ্গা থাকিবেন। যেকাল পর্য্যন্ত তুলসী ও বৈষ্ণব থাকিবে ও গঙ্গাদির মহাত্ম্যকীর্ত্তন হইবে, সেইকালপর্য্যন্তই মহীতলে অত্যল্প পুরাণ থাকিবে। হে নন্দ! কলিতে এই সময়ের পর আমার পূজা ও কীর্ত্তন হইবে না! ও চতুর্ব্বর্ণই একজাতি হইয়া যাইবে। নর ও নারীগণ বৃদ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত ও ষোড়শবর্ষীয়েরা বৃদ্ধ, পলিত ও জরাগ্রস্ত হইবে। সকল লোকেই দুর্ভিক্ষ ও রাজস্বে নিপীড়িত হইয়া বনে গমন করিবে। সেই স্থানেও বলবান্ ধূর্ত্ত কিরাতগণ তাহাদিগকে দুঃখ দিবে; সকল মানব পিতৃসেবা, গুরুসেবা, দেবসেবা, ব্রাহ্মণ-সেবা ও অতিথিসেবায় বিমুখ হইবে। পৃথিবীও সর্ব্বদা অনাবৃষ্টিনিবন্ধন শস্যশূন্যা, বৃক্ষ, ফল-হীন ও নদ-নদী জলশূন্য, ব্রাহ্মণ বেদহীন, রাজা দুর্ব্বল, লোক সকল জাতিচ্যুত ও ম্লেচ্ছই রাজা হইবে। ২৩—৩৪। পুত্র পিতাকে, শিষ্য গুরুকে, ভার্য্যা স্বামীকে ভৃত্যের ন্যায় তাড়না করিবে; একারণে গৃহস্থ ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত কুকুরের ন্যায় হইবে। কলির শেষে সমুদায় লোক পাপাচারী হইয়া কেহ কেহ সূর্য্যের উত্তাপে, কেহ কেহ বা জলপ্লাবনে বিনাশ পাইবে। হে বৈশ্যেন্দ্র! প্রত্যেক কলিতেই পৃথিবী বিনষ্টা হইবে ও পুনরায় সৃজনকার্য্যে সকলই সৃষ্ট হইবে, নিয়ত সত্যই একমাত্র বীজ। হে নারদ! এই অবকাশে ব্রজবাসিগণ গোলোক হইতে সমাগত, কোটি-গোপী-পরিবৃত সূক্ষ্ম বস্ত্রে সমাচ্ছাদিত, চতুর্যোজন বিস্তৃত ও ঊর্দ্ধে পঞ্চযোজন এক সুন্দর রথ শীঘ্র অবলোকন করিল। ঐ রথ ইন্দ্রসাররত্নে নির্ম্মিত ও অম্লান পারিজাতমালায় বিভূষিত, কৌস্তভমণির ভূষণে ভূষিত ও উহার বর্ণ বিশুদ্ধ স্ফটিকের মত। উহাতে অমূল্য রত্ন-কলস ও হীরাহার লম্বমান রহিয়াছে ও সহস্র কোটি সুন্দর মন্দিরে বিরাজিত। তাহার চক্র দুইসহস্র ও অশ্ব দুইসহস্র। হে নারদ! তখন কলাবতী, অযোনিসম্ভবা ধন্যা রাধিকা ও অন্যান্য গোলোক হইতে সমাগতা অযোনিসম্ভবা গোপীগণ ও সেই সকল গোপপত্নীগণ সকলেই কৃষ্ণের আজ্ঞায় সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক সশরীরে সুন্দর গোলোক-ধামে গমন করিল। তাহারা সকলেই নশ্বরজীবন পরিত্যাগ করিয়া সুনিশ্চিত গোলোকে গমন করিল,

রাধাও সকল গোলোকবাসীর সহিত গোলোকে যাইলেন। তথায় নানারত্নে ভূষিত বিরজানদীর তীর দর্শন করিলেন। ৩৫—৪৫। হে বিপ্র! তাঁহারা সেই বিরজাতীর অতিক্রম করিয়া নানাবিধ মণিসমাকীর্ণ ও রাসমণ্ডলে মণ্ডিত শতশৃঙ্গপর্ব্বতে গমন করিলেন। অনন্তর কিয়দ্দূর গমন করিয়া পবিত্র বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন ও তথায় অক্ষয়বট দেখিলেন। উহার দৈর্ঘ্য ত্রিশতযোজন এবং বিস্তার শতযোজন, উহা অসংখ্য শাখাপ্রশাখায় পরিবৃত ও স্থূলতর রক্তবর্ণ ফলসমূহে সুশোভিত। মনোহরাকৃতি বৃন্দা কোটি সহস্র গোপিকার সহিত হাস্যবদনে সমাদরের সহিত ব্রজসমীপে উপস্থিত হইয়া রাধাকে শীঘ্র রথ হইতে অবতীর্ণ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং সেই রাসেশ্বরী রাধার সহিত কথোপকথন করত তাঁহার সহিত নিজ আলয়ে প্রবেশ করিলেন। ঐ গৃহে হীরাহারবিভূষিত রত্নময় সিংহাসনে বৃন্দা তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিলেন। তখন সাত জন সখী শ্বেতচামর বীজন করিতে লাগিল। সমস্ত গোপীরা সেই পরমেশ্বরীকে দর্শন করিতে আগমন করিল। বৃন্দা ব্রজরাজ নন্দাদির এবং রাধার নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ বাসস্থান প্রস্তুত করাইলেন। তখন সেই পরমানন্দময়ী রাধা পরমানন্দে গোপীগণের সহিত অতি রমণীয় নিজ ভবনে প্রস্থান করলেন। ৪৬—৫৩।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়সমাপ্ত।

ঊনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

নারায়ণ কহিলেন;—তখন সেই পূর্ণতম বিভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোলোকবাসিগণের সদ্যোমুক্তি ও সালোক্যলাভ সন্দর্শন করণানন্তর পাঁচজন গোপের সহিত ভাণ্ডীরবনের বটমূলে উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, সমস্ত গোকুল গোপসমূহসমাকুল এবং বৃন্দাবন বিনষ্টপ্রায় ও ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে। তখন সেই কৃপানিধি কৃষ্ণ যোগপ্রভাবে অমৃতময় দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া পুনরায় বৃন্দাবনকে গোপ ও গোপিকাগণে পরিপূর্ণ করিলেন এবং মধুর হিতজনক ও নীতিপূর্ণ দুর্লভ বাক্যে তাহাদিগকে কহিলেন, হে বন্ধো গোপগণ! তোমরা এই বৃন্দাবনবনমধ্যে স্থিরভাবে সুখে কালযাপন কর; তোমরা সকলে স্থিরযৌবনে শতায়ু হইয়া প্রিয়ার সহিত সুখে ক্রীড়া কর ও পরম্পরাগত কুললক্ষ্মীকে পুত্রপৌত্রাদির হস্তে সমর্পণ কর। তখন তাহারা সকলে কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া পবিত্র বৃন্দাবনে যুবতী নারীগণের সহিত রমণীয় রাসমণ্ডলে গমন করিলেন। সেই অবধি পবিত্র বৃন্দাবনবনে চন্দ্রসূর্য্যের স্থিতিকালপর্য্যন্ত নিয়ত শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান হইল। তখন জগদ্বিধাতা, স্বয়ং অনন্ত, ধর্ম্ম ও ভবানীর সহিত স্বয়ং মহাদেব ঐ ভাণ্ডীরবনে গমন করিলেন। যথায় ঐ ভগবান্ প্রভু কৃষ্ণ রহিয়াছেন; সূর্য্য, মহেন্দ্র, চন্দ্র, হুতাশন, কুবের, বরুণ, পবন, যম, ঈশান, দেবগণ, অষ্টবসু, গ্রহ, রুদ্রগণ, মুনি ও মনুগণ সকলেই ত্বরমাণ হইয়া তথায় গমন করিলেন। বিধাতা স্বয়ং দণ্ডবৎ ভূমিতে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে পূর্ণব্রহ্ম! অবিনাশিশরীর! জ্যোতির্ম্ময়! প্রকৃতেঃ পর! পরমপদার্থ! আপনাকে নমস্কার। হে নির্লিপ্ত! নিরাকার! ভক্তজনের ধ্যানের নিমিত্ত সাকার! স্বেচ্ছাময়! পরধাম! পরমাত্মন্! আপনাকে নমস্কার। হে ব্রহ্মেশ! বিষ্ণুও মহাদেবের ঈশ! দিনেশেশ! আপনি সকল কার্য্যস্বরূপ ও সকল কারণেরও কারণ, আপনাকে নমস্কার। হে সরস্বতীশ! লক্ষ্মীশ! পার্ব্বতীশ! পরাৎপর! হে সাবিত্রীশ! রাধেশ! রাসেশ্বর! আপনাকে নমস্কার। ১—১৩। আপনি সকলের আদিরূপ, সর্ব্ব-সর্ব্বেশ্বর ও সকলের রক্ষক ও সংহারক; হে সৃষ্টিরূপ! আপনাকে নমস্কার। পৃথিবী আপনার পাদপদ্মের রেণুস্পর্শে পবিত্রা ও ধন্যা হন, হে নাথ! আপনি স্বস্থানে গমন করিলে, পৃথিবী শূন্যরূপা হন। পঞ্চবিংশত্যধিকশতবর্ষ গত হইল; আপনি রোরুদ্যমানা বিরহাতুরা এই পৃথিবীকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। শ্রীমহাদেব কহিলেন; হে বিভো! আপনি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া পৃথিবীতে আগমনপূর্ব্বক ভূভার হরণ করিয়া স্বস্থানে গমন করিতেছেন। ত্রিলোকমধ্যে পৃথিবীই আপনার চরণে অঙ্কিতা হইয়া সদ্যঃপূতা ও ধন্যা হইয়াছেন; আমরা ও মুনিগণ, সাক্ষাতে আপনার পাদপদ্ম দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছি। যে ঈশ্বর ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণের ধ্যানাতীত ও দুরারাধ্য আজি পৃথিবীতে তিনি আমাদিগেরও চক্ষুগোচর হইলেন। যিনি বাসু ও সকলের নিবাসস্থান যাঁহার লোমে বিশ্বনিচয় অবস্থান করিতেছে, সেই মহাবিষ্ণুর দেবতা বাসুদেব আপনি ভূতলে রহিয়াছেন। যাঁহার অনুপম পাদপদ্ম বহুকাল তপশ্চরণে লব্ধ হয় ও সিদ্ধশ্রেষ্ঠদিগের দুর্লভ, তাহা আজি সকল জীবের প্রত্যক্ষ হইল। অনন্ত

কহিলেন, আপনি ভগবান্ অনন্ত; আমি আপনার অংশেরও অংশ নহি। বিশ্বের একদেশস্থিত ক্ষুদ্র কূর্ম্মে আমি গজের উপর মশকের মত রহিয়াছি। ১৪—২৫। অনন্ত, কূর্ম্ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও অসংখ্য বিশ্বসংসার; অসংখ্য আপনি স্বয়ং ঐ সকলের ঈশ্বর। হে নাথ! আমাদিগের এরূপ শুভদিন কবে হইবে যে, স্বপ্নে অগোচর ঈশ্বর, সকল প্রাণীর গোচর হইবেন? হে নাথ! আপনি পবিত্রা করিয়াও সেই শোকসাগরনিমগ্না রোরুদ্যমানা বসুন্ধরাকে অনাথা করিয়া গোলোকে গমন করিতেছেন। দেবগণ কহিলেন, ব্রহ্মা ও মহেশ্বরাদি দেবতা ও চারিবেদ যাঁহাকে স্তব করিতে সমর্থ হন না, আমরা তাঁহার কিরূপে স্তব করিব? আপনাকে নমস্কার। সেই দেবগণ এইরূপ কহিয়া সানন্দে দ্বারকাপুরীস্থিত ভগবানকে দেখিবার নিমিত্ত ঐ দ্বারকায় সত্বর গমন করিলেন। অনন্তর এ দিকে পঞ্চগোপাল সর্ব্বোত্তম গোলোকধামে গমন করিল। পৃথিবী কম্পিতা ও ভীতা এবং সপ্তসাগর সংক্ষুব্ধ হইলেন এবং রাধাবল্লভও ব্রহ্মশাপে শ্রীভ্রষ্টা দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া কদম্বতরুর মূলস্থিত প্রতিমায় প্রবেশ করিলেন। পরে সেই সকল যাদবও যুদ্ধে নিপতিত হইল। দেবীগণও চিতায় আরোহণ করিয়া স্ব স্ব পতির সহিত স্বর্গে গমন করিলেন। অর্জ্জুনও নিজ গৃহে গমন করত রাজা যুধিষ্ঠিরকে সেই সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরও ভ্রাতৃগণ ও ভার্য্যার সহিত স্বর্গে গমন করিলেন। এ দিকে সেই ব্রহ্মাদি দেবগণ কদম্বমূলে উপস্থিত পরমেশ্বরকে অবলোকন করিয়া ভক্তিসহকারে প্রণাম করিলেন। ২৬—৩৫। সেই রত্নভূষণভূষিত বনমালা-শোভিত, বহ্নিবিশুদ্ধবসন-পরিধান, কিশোরবয়স্ক, অতি সুন্দর, লক্ষ্মীকান্ত, মনোহর, শান্ত, শ্যাম, ব্যাধবাণে বিদ্ধপাদপদ্ম, পদ্মাদিসেবিত, দেবপ্রভু, পরমাত্মা নারায়ণকে স্তব করিলেন। তিনিও সেই ব্রহ্মাদি দেবগণকে অবলোকন করিয়া সহাস্যবদনে অভয় দান করিলেন এবং সেই প্রেমবিহ্বলা রোরুদ্যমানা পৃথিবীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া ব্যাধকে শ্রেষ্ঠতম উত্তম নিজ স্থানে প্রেরণ করিলেন। অত্যদ্ভুত বলদেবের তেজ অনন্ত-দেবে, প্রদ্যুম্নের তেজ কামদেবে ও অনিরুদ্ধের তেজ ব্রহ্মাতে প্রবিষ্ট হইল। হে নারদ! অযোনিসম্ভবা মহালক্ষ্মীরূপা দেবী রুক্মিণী সর্ব্বসমক্ষে সশরীরে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন ও লক্ষ্মীর অংশভূতা সত্যভামা ভূগর্ভে ও দেবী জাম্ববতী স্বয়ং বিশ্বজননী পার্ব্বতীর শরীরে প্রবিষ্টা হইলেন। যে যে দেবীরা যে যে দেবীর অংশরূপে ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সেই সেই দেবীর শরীরে পৃথক্ পৃথক্ প্রবেশ করিলেন। অত্যাশ্চর্য্য শাম্বের তেজ কার্ত্তিকে, বসুদেবের কশ্যপে, দৈবকী-তেজ অদিতিদেহে প্রবিষ্ট হইল। তখন সেই সমুদ্র প্রফুল্লবদন হইয়া রুক্মিণীর মন্দির ত্যাগ করিয়া সমুদয় দ্বারকাপুরী গ্রহণ করিলেন। লবণসমুদ্র মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক আসিয়া পুরুষোত্তমকে স্তব করিলেন ও তাঁহার বিচ্ছেদে একান্ত কাতর ও সবাষ্পনয়ন হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ৩৬—৪৬। হে নারদ! পরে গঙ্গা, সরস্বতী, পদ্মাবতী, যমুনা, গোদাবরী, স্বর্ণরেখা কাবেরী, নর্ম্মদা, শরাবতী, বাহুদা ও পুণ্যদায়িনী কৃতমালা এই সকল নদী সমাগত হইলেন ও পরমেশ্বরকে প্রণাম করিলেন। তখন সেই অতিদীনা বিচ্ছেদ-দুঃখিতা দেবী গঙ্গা সজলনয়নে রোরুদ্যমানা হইয়া পরমেশ্বরকে কহিলেন, হে নাথ! হে রমণশ্রেষ্ঠ। আপনি শ্রেষ্ঠ গোলোকধামে চলিলেন! হে নাথ! কলিযুগে আমাদিগের কি গতি হইবে? শ্রীভগবান কহিলেন, হে জাহ্নবি! তুমি কলির পঞ্চসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ভূতলে অবস্থান কর। পাপিগণ তোমাতে স্নান করিয়া যে সকল পাপ দিবে, ঐ সকল পাপ আমার মন্ত্রোপাসকদিগের স্পর্শে, স্নানে ও দর্শনে সদ্যই ভস্মীভূত হইবে। যথায় হরিনাম, পুরাণপাঠ হইবে, সেই স্থানে এই নদীগণের সহিত গমন করিয়া সাবধানে শ্রবণ করিবে। পুরাণশ্রবণ ও হরিনামসংকীর্ত্তনে পাপসমুদায় ক্ষণকালমধ্যে ভস্মীভূত হইবে। ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যে কোন পাপ সকলই বিষ্ণুভক্তের আলিঙ্গনে ভস্মীভূত হয়। যেমন অগ্নিতে তৃণ ও শুষ্ক কাষ্ঠনিচয় দগ্ধ হয়, সেইরূপ হরিভক্ত ব্যক্তির সহিত আলাপে পাপিগণের পাপ দগ্ধ হয়। হে জাহ্নবি! পৃথিবীতে যে সকল পবিত্র তীর্থ আছে, আমার ভক্তগণের দেহে সর্ব্বদাই তাহারা রহিয়াছে। ৪৭—৫৭। আমার ভক্তের পাদধূলিস্পর্শে পৃথিবী সদ্য পূতা হন এবং তীর্থসকল ও জগৎ সদ্য পবিত্র হয়। যে ব্রাহ্মণগণ আমার মন্ত্র উপাসনা করে বা আমার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া আমাকেই নিয়ত ধ্যান করে, তাহারা আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়; তাহাদিগের স্পর্শমাত্রে বায়ু ও অগ্নি পবিত্র হয়; কলির দশ সহস্র বৎসরপর্য্যন্ত ভূতলে আমার ভক্তগণ অবস্থান করিবে। উহারা পৃথিবী হইতে গমন করিলে, সমস্ত এক বর্ণ হইবে ও সেই আমার ভক্তশূন্য পৃথিবী কলিগ্রস্তা হইবে। এই কথা বলিতে বলিতে সেই স্থানে

শ্রীকৃষ্ণের দেহ হইতে শত চন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীবৎসলাঞ্ছন চতুর্ভুজ পুরুষ নির্গত হইলেন ও তিনি সুন্দর রথে আরোহণ করিয়া ক্ষীরোদ-সাগরে গমন করিলেন। সেই কৃষ্ণের মন হইতে উৎপন্না সিন্ধুকন্যা মনোহরা মর্ত্ত্যলক্ষ্মীও মূর্ত্তিময়ী হইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপী জগতের পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, শ্বেতদ্বীপে গমন করিলে, তিনি দ্বিধারূপ হইলেন। তাঁহার দক্ষিণাঙ্গ, দ্বিভুজ গোপবালকরূপ, নবীন মেঘের মত শ্যাম, পীতবসন সুশোভিত, শ্রীমান্, সহাস্যবদন, পদ্মনেত্র, ভগবান্ পূর্ণতম, প্রভু, প্রকৃতি-পৃথক্ পরম পুরুষ হইলেন। তিনি শতকোটি চন্দ্রের সৌন্দর্য্য ও শতকোটি কামপ্রভা ধারণ করিয়েছেন; তিনি পরব্রহ্ম ও পরধামস্বরূপ ও স্বয়ং গুণাতীত-সকলের পরমাত্মা, ভক্তজনের অনুগ্রহপ্রকাশার্থ শরীরী, অবিনশ্বর দেহী ও পরমানন্দময়। যোগিগণ তাঁহাকে জ্যোতির্ম্ময় সনাতন কহিয়া থাকেন; ভক্তগণ তাঁহাকে জ্যোতির অভ্যন্তরস্থিত নিত্যরূপ বলিয়া থাকেন। চতুর্ব্বেদ যাঁহাকে সত্যস্বরূপ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা আদিভূত নিত্য পদার্থ, সকল দেবগণ তাঁহাকে স্বেচ্ছাময় পরম প্রভু বলিয়া থাকেন। সিদ্ধশ্রেষ্ঠ সকল মুনিগণ যাঁহাকে সর্ব্বরূপ কহেন ও যোগিবর শঙ্কর যাঁহাকে অনির্ব্বচনীয় বলিয়া থাকেন। বিধাতা স্বয়ং তাঁহাকে কারণেরও কারণ বলিয়া থাকেন, অনন্তদেব সেই নবধা রূপধারী ঈশ্বরকে অনন্ত বলিয়া থাকেন। ষড়্‌বিধ দর্শনে ছয় প্রকার, বৈষ্ণবদিগের অভীষ্ট এক প্রকার, বেদে একরূপ, পুরাণে এক প্রকার; সেই কারণে তাঁহার রূপ নয় প্রকার। ন্যায় ও শঙ্কর যাঁহাকে অনির্ব্বচনীয় কহেন, বৈশেষিকেরা নিত্য ও বিচক্ষণেরা তাঁহাকে আদিভূত কহিয়া থাকেন। সাংখ্য তাঁহাকে জ্যোতীরূপ সনাতন দেব বলিয়া থাকেন; মীমাংসা সর্ব্বরূপ ও বেদান্ত সকলের কারণ কহিয়া থাকেন। পাতঞ্জল তাঁহাকে অনন্ত; চতুর্ব্বেদ সত্যস্বরূপ; পুরাণ স্বেচ্ছাময়; ভক্তগণ নিত্যবিগ্রহ কহেন ও তিনি স্বয়ং গোলোকনাথ রাধাপতি নন্দ-নন্দন ও গোকুলে এবং পুণ্য বৃন্দাবনে গোপবেশধারী। তাঁহার বামাংশ চতুর্ভুজ মহালক্ষ্মীপতি ভগবান্ নারায়ণ। হে নারদ! পুরুষ, মুক্তি-কারণ নারায়ণ, এই নাম একবার উচ্চারণ করিলে তিনশত কল্প গঙ্গাদি সকল তীর্থস্নানের ফল লাভ করে। সেই কৌস্তুভমণি ও বনমালায় ভূষিত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীবৎসলাঞ্ছন সুনন্দ নন্দ কুমুদ প্রভৃতি পার্ষদগণে পরিবৃত ও দেবগণকর্তৃক স্তুত হইয়া স্বস্থান বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ গমন করিলে, প্রভু রাধানাথ স্বয়ং ত্রৈলোক্যমুগ্ধকর পরম বংশীশব্দ করিলেন। হে নারদ! সেই শব্দে দেবগণ ও মুনিগণ মূর্চ্ছিত হইলেন; পার্ব্বতী ভিন্ন ঐ মায়ায় সকলেই অচেতন হইলেন। তখন ঐ সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী সনাতনী বিষ্ণুমায়া পরব্রহ্মরূপিণী পরমাত্মরূপা সগুণা গুণাতীতা স্বেচ্ছাময়ী সতী পার্ব্বতী ভগবান্ সনাতন কৃষ্ণকে কহিলেন; হে প্রভো! গোলোকধাম রাসমণ্ডলে একা আমি রাধিকারূপিণী; এক্ষণে রাসশূন্য গোলোকধাম আপনি পরিপূর্ণ করুন। ৫৮—৮৭। আপনি মুক্তামালায় বিভূষিত স্বীয়রথে আরোহণ করিয়া গমন করুন; আমি তোমার বক্ষঃস্থলে থাকিয়া পরিপূর্ণা হইয়াছি। আমি তোমার আজ্ঞায় বৈকুণ্ঠবাসিনী মহালক্ষ্মী ও সেই স্থানেই হরির বামপার্শ্বে সরস্বতী ও আমি তোমার মনেতে উৎপন্না সিন্ধুকন্যা ও আমি তোমারই আদেশে বেদজননী সাবিত্রী হইয়া অংশরূপে বিধাতার সন্নিধানে অবস্থান করি। পূর্ব্বে সত্যকালে আমি তোমার আদেশে সমস্ত দেবগণের একত্র সমবেত তেজোমধ্যে অধিষ্ঠান করিয়া তথায় দিব্য শরীর ধারণ করিয়াছিলাম এবং অবলীলাক্রমে শুম্ভাদি দৈত্যগণ আমাকর্তৃক নিহত হয়। আমি দুর্গকে বিনাশ করিয়া দুর্গা ও ত্রিপুরাসুরের বধ করিয়া ত্রিপুরা নাম ধারণ করিয়াছি। আমি তোমারই আজ্ঞায় রক্তবীজকে নিধন করিয়া রক্তবীজবিনাশিনী ও সত্যরূপিণী দক্ষকন্যা সতী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছি। আমি তোমার আজ্ঞায় যোগবলে দেহ ত্যাগ করিয়া শৈলকন্যা হইয়াছি ও তুমিই গোলোকে রাসমণ্ডলে আমাকে শঙ্করকে সম্প্রদান করিয়াছিলে। আমি বিষ্ণুভক্তা বলিয়া, বিষ্ণুমায়া বৈষ্ণবী ও আমি নারায়ণের মায়া, সে কারণে নারায়ণী বলিয়া কথিতা। আমি কৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও প্রাণ হইতেও প্রিয়তমা এবং মহদ্বিষ্ণু ও বাসুর জননী স্বয়ং রাধিকা। আমি তোমার আদেশে পঞ্চপ্রকৃতিরূপে পঞ্চপ্রকারে বিভক্তা হইয়াছি ও আমি অংশে ও অংশের অংশক্রমে দেবগণের গৃহে গৃহে দেবপত্নীরূপে রহিয়াছি। ৮৮—৯৭। হে মহাভাগ! সেই গোলোকে আমি বিরহকাতরা হইয়া গোপীগণের সহিত নিয়ত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছি, আপনি শীঘ্র গমন করুন। রসিকবর কৃষ্ণ পার্ব্বতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া রত্নযানে আরোহণপূর্ব্বক সর্ব্বোত্তম গোলোকধামে গমন করিলেন। তখন ঐ সনাতনী বিষ্ণুমায়া পার্ব্বতী, মায়া-

বংশীর শব্দে আচ্ছন্ন দেবগণকে চৈতন্যযুক্ত করিলেন। তাঁহারাও হরিধ্বনি করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। সেই দুর্গাও আনন্দিতা হইয়া মহাদেবের সহিত স্বগৃহে গমন করিলেন। অনন্তর সর্ব্বজ্ঞা রাধিকা প্রাণপতি কৃষ্ণ আসিতেছেন জানিতে পারিয়া গোপীগণের সহিত সানন্দে ব্রজসমীপে যাইলেন। সতী রাধিকা জগন্নাথকে রথ হইতে অবরোহণ করিয়া সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া সকল শক্তির সহিত অবনতমস্তকে নমস্কার করিলেন। তখন গোপগোপীগণ কৃষ্ণের আগমনে আহ্লাদিত ও প্রফুল্লবদন হইয়া দুন্দুভি বাদ্য করিল। জগদীশ্বর বিরজানদী উত্তরণ করিয়া রাধিকাকে দেখিলেন, ও রথ হইতে শীঘ্র অবরোহণপূর্ব্বক রাধিকার হস্ত ধারণ করিয়া, শতশৃঙ্গপর্ব্বত ও রমণীয় রাসমণ্ডলে ভ্রমণ করিলেন এবং পবিত্র অক্ষয়বট অবলোকন করিয়া রম্য বৃন্দাবনে গমন করিলেন। এবং কৃষ্ণ তুলসীকানন দর্শন করিয়া মালতীবনে যাইলেন। তিনি বামভাগে কুন্দবন ও মাধবীকানন, দক্ষিণভাগে অভিমত চম্পকবন রাখিয়া চলিলেন। তিনি শীঘ্রই সুন্দর চন্দন কানন পশ্চাৎ করিলেন। অগ্রে সুন্দর রাধিকার ভবন দেখিলেন। ও রাধার সহিত উৎকৃষ্ট রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। তিনি সকর্পূর তাম্বূল ও সুবাসিত জল সেবন করিলেন ও সুগন্ধি চন্দনচর্চ্চিত পুষ্পশয্যায় শয়ন করত রসসাগরে নিমগ্ন হইয়া রাধার সহিত ক্রীড়া করিলেন। ধর্ম্মের বদন হইতে যেরূপ শুনিয়াছি, এই আমি তদনুসারে রমণীয় গোলোকারোহণ সকলই কহিলাম, পুনরায় কি শুনিতে ইচ্ছা করিতেছ। ৯৮—১১১।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডেঊনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়সমাপ্ত।

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে মহাভাগ! আমার অভিলষিত সকলই শুনিয়াছি, কিছুই অবশিষ্ট নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ কি অপূর্ব্ব অভীষ্টপ্রদ। হে জগদ্‌গুরো! এক্ষণে কি করিব, তাহা আমাকে বলুন; আপনি আজ্ঞা করুন, আমি তপস্যা করিতে হিমালয়ে গমন করি। নারায়ণ কহিলেন, তুমি পূর্ব্বজন্মে পঞ্চাশৎ কামিনীর পতি উপবর্হণ নামে এক গন্ধর্ব্ব ছিলে, এক্ষণে ব্রহ্মার পুত্র হইয়া জন্মিয়াছ। তোমার সেই সকল নারীর মধ্যে রম্যা এক সাধ্বীনারী তপশ্চরণে শঙ্করকে আরাধনা করিয়া তোমার প্রতি বাঞ্ছিত বর লাভ করিয়াছেন। সেই স্বর্ণগ্রীবা মহোদয়া সৃঞ্জয়রাজার কন্যা হইয়াছেন; তাহাকে বিবাহ কর; শিবের আজ্ঞা কখন বৃথা হয় না। ঐ নারী যাবতীয় সুন্দরীমধ্যে প্রধানা সুন্দরী, কোমলা ও লক্ষ্মীর অংশভূতা, পতিব্রতা, মহাভাগা, রম্যা, প্রিয়বাদিনী, কামুকী, কমনীয়া ও নিরন্তর স্থিরযৌবনা। বিধাতৃলিখিত পূর্ব্বকর্ম্মফল কেহ নিবারণ করিতে পারে না। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মভোগ না হইয়া শতকোটিকল্পেও ক্ষয় হয় না। অবশ্যই অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হইবে। সূত কহিলেন, দেবর্ষি নারদ নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিতহৃদয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, সত্বর সৃঞ্জয়ভবনে গমন করিলেন। শৌনক কহিলেন, হে মহাভাগ সূত! অহো, কি অপূর্ব্ব, সরস, অত্যাশ্চর্য্য, পুরাতন রহস্য শুনিলাম। এক্ষণে অতীন্দ্রিয়, ব্রহ্মপুত্র, মুনিবর নারদের বিবাহবৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। ১—১১। সূত কহিলেন, নারদ অলক্ষিতশরীরে বিষ্ণুপরায়ণা তপস্বিনী মহাভাগা সৃঞ্জয়কন্যাকে দর্শন করিয়া সর্ব্বদেবসমাবৃত রমণীয় ব্রহ্মার সভায় যাইলেন ও শান্তভাবে পিতা ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। তখন সত্যবাক্ জগদীশ্বর ব্রহ্মা স্বয়ং তনয়কে পাইয়া হাস্যবদনে ঐ শুভাবহ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সকল দেবগণের সহিত শুভক্ষণে রত্ননির্ম্মিত রথে আরোহণপূর্ব্বক পুত্র নারদকে অগ্রে করিয়া সৃঞ্জয়ভবনে গমন করিলেন। রাজা সৃঞ্জয় তাহা শ্রবণ করিয়া রত্নালঙ্কারভূষিতা সুন্দরী কন্যাকে লইয়া পরমানন্দে নারদকে সম্প্রদান করিলেন ও তিনি মণিমুক্তা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দক্ষিণা দিয়া অঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। যোগিবর রাজা ব্রহ্মাকে কন্যা সমর্পণ করিয়া বৎসে! বৎসে! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ও কহিলেন, হে কমললোচনে! আমার শূন্য ভবন পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছ? আমি ঘোরবনে গমন করিব, তোমায় ত্যাগ করিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছি। তখন কন্যাও রোদন করিতে করিতে রোরুদ্যমান পিতা ও মাতাকে প্রণাম করিয়া বিধাতার রথে আরোহণ করিলেন। বিধাতা আনন্দিত হইয়া সস্ত্রীক সেই পুত্রকে লইয়া দেবেন্দ্রগণ ও মুনিগণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ও মঙ্গলকর্ম্ম সমাধা হইলে দ্বিজ, দেব ও সিদ্ধগণকে ভোজন করাইলেন ও দুন্দুভিধ্বনি করিলেন। হে শৌনক! মুনিবর নারদও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মে বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন। যাহার যে পূর্ব্বতন কর্ম্ম, তাহার ফল কেহ নিবারণ করিতে পারে না। সেই নারদ সুগন্ধি

চন্দনচর্চ্চিত সুরম্য পুষ্পশয্যায় পত্নীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, তখন দিবা ও রাত্রি কিছুই অনুভব করিতে পারেন নাই। ১২—২৪। মুনিবর নারদ এইরূপে বিহার করিয়া ব্রহ্মলোকে মনোহর বটবৃক্ষের মূলে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান সাক্ষাৎ একটী বালকের ন্যায় উলঙ্গবেশ ভগবান্ সনৎকুমার আগমন করিলেন। সৃষ্টির পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ পঞ্চবর্ষবয়স্ক, চূড়া ও উপনয়নরহিত ও বৈদিক সন্ধ্যা-বিবর্জ্জিত। তিনি "কৃষ্ণ" এই মন্ত্র জপ করিতেছিলেন। যাঁহার গুরু নারায়ণ, তিনি অনন্ত কল্পকাল তিন ভ্রাতার সহিত অবস্থিত। তিনি বৈষ্ণবদিগের অগ্রগণ্য ও জ্ঞানীদিগের গুরুরও গুরু। নারদ সেই সাধুশ্রেষ্ঠ ভ্রাতাকে সমীপে দর্শন করিয়া সহসা তাঁহাকে ভূমিতে মস্তকদ্বারা দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। বালক সনৎকুমার হাস্য করিয়া নারদপরমার্থ কহিতে লাগিলেন, ভ্রাতঃ। কি করিতেছ? হে যুবতীপতে! তোমার কুশলত? স্ত্রী-পুরুষের প্রেম ও নিত্য বর্দ্ধিত ও নিত্য নূতন হয়। উহা পরমাত্মজ্ঞান লোপ করে ও ভক্তিদ্বারের কপাট, মোক্ষবিরোধী ও চিরবন্ধনের কারণ। গর্ভে অবস্থানের একমাত্র বীজ ও নরকের পরম কারণ। পাপিষ্ঠ নরাধম অমৃতবোধে বিষ পান করিয়া থাকে। নারায়ণকে পরিত্যাগ করিয়া বিষয়োপভোগে যাহার মন থাকে, সে মায়ায় বঞ্চিত হওয়ায় অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ সেবা করে। ঈশ্বর ভিন্ন সকল কর্ম্মীরই স্ব স্ব কর্ম্মের ফলভোগ হইয়া থাকে; আমরা ব্রহ্মার পুত্র, দেহী আমাদিগেরও ভোগ আছে; যদি তোমার ভোগ নাই, তবে কেন তোমার গন্ধর্ব্বজন্ম হইল? কেনইবা দাসীপুত্র হইলে? ও মুক্তজনের সহবাসে কেনইবা মুক্ত হইলে? হে ভ্রাতঃ! মায়াময়ী প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার্থ গমন কর; পবিত্র ভারতবর্ষে তপস্যাদ্বারা মাধবকে ভজনা কর। মুক্তিদাতা পরম নারায়ণ নিজ অংশে থাকিতে বিষয়ী ব্যক্তি বিষয়াসক্ত হইয়া মায়ায় বঞ্চিত হয়। আমার এই সকল মন্ত্রের সার পরাৎপর 'কৃষ্ণ' এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্র গ্রহণ কর। সকল পুরাণ, চারিবেদ ও অন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে কৃষ্ণ মন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন্ত্র আর কিছুই নাই। সূর্য্যগ্রহণ সময়ে পুষ্করতীর্থে, নারায়ণ আমাকে ঐ মন্ত্র দিয়াছেন; আমি অসংখ্য কল্প উহা জপ করিয়া সর্ব্বপূজিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছি। সনৎকুমার এই সকল কথা বলিয়া স্নান করাইয়া নারদকে ঐ পরম মন্ত্র দিলেন। তদবধি তিনি পবিত্র মণিমালায় রাত্রদিন উহা জপ করিতেছেন বৈষ্ণবাগ্রগণ্য সনৎকুমার তাঁহাকে শুভ আশীর্ব্বাদ ও মন্ত্র প্রদান করিয়া ভগবান্ সনাতন পুরুষকে দেখিবার জন্য গোলোকধামে গমন করিলেন। নারদও সর্ব্বসিদ্ধিকর কর্ম্মনিকৃন্তন ও কৃষ্ণে অচল ভক্তিপ্রদ পরম মন্ত্র পাইয়া মায়াময়ী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করত তপস্যার্থ ভারতে প্রস্থান করিলেন। ২৫—৪৪। নারদ মুনি, কৃতমালানদীর তীরে শঙ্করকে দেখিলেন ও দর্শনমাত্রেই অবনতমস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ভক্তবৎসল জগদীশ্বরও সেই ভক্তকে কহিলেন ;—অয়ে নারদ! আজি তোমায় দেখিয়া আমার চিত্ত সুপ্রসন্ন হইল; ভক্তদিগের দর্শন দেহিগণের প্রার্থনীয়; এই ভক্তসমাগম দেহিগণের পরম লাভ। যে বিষ্ণুভক্তকে দর্শন করে, সে সকল তীর্থে স্নাত হয়। সমুদায় তন্ত্রে দুর্লভ মহামন্ত্র তুমি পাইয়াছ। আমি ঐ মন্ত্র স্বপুত্র গণেশ ও কার্ত্তিককে প্রদান করিয়াছি। কৃষ্ণ গোলোকধামে রাসমণ্ডলে আমাকে, ধর্ম্মকে ও ব্রহ্মাকে ঐ মন্ত্র দিয়াছিলেন; ধর্ম্ম নারায়ণ ঋষিকে, ব্রহ্মা সনৎকুমারকে ও তিনি তোমাকে দিয়াছেন। ঐ মন্ত্র গ্রহণমাত্রেই লোক নারায়ণতুল্য হয়। ঐ মন্ত্রগ্রহণে কালাকাল ও শুভাশুভ-বিচার নাই। পঞ্চলক্ষবার জপে উহার পুরশ্চরণ হয়, উহার ধ্যান সামবেদে উক্ত আছে। উহা পাপনাশক ও কর্ম্মমূলচ্ছেদক; বৈষ্ণব ব্যক্তি উহার দ্বারা ধ্যান করিবে। নবীন মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ ও পীতবাসা কিশোরবয়স্ক অনুপম শতকোটি চন্দ্রের সৌন্দর্য্যধারী ও কোটিকন্দর্পলাবণ্যের মনোহর ক্রীড়াস্থান, অমূল্য রত্ননির্ম্মিত ভূষণসমূহে ভূষিত ও কৌস্তুভবিরাজিত, সর্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত, চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ, মালতী-মালায় ভূষিত, ঈষৎ হাস্যে প্রসন্নবদন, শিবাদি দেবগণের নিত্যোপাস্য, সকলের পরমাত্মা, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশে শরীরধারী, বেদের অনির্ব্বচনীয় সেই সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণকে ভজনা করিবে। তুমি এই ধ্যানে সেই ভগবান্ সনাতনকে ধ্যান করিয়া সেই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম-পরাৎপরকে ভজনাকর। পরমেশ্বর শম্ভু এই কথা বলিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। নারদও সেই জগন্নাথকে প্রণাম করিয়া তপস্যায় গমন করিলেন। পরে নারদ শ্রীহরির স্মরণ করিয়া যোগে দেহ ত্যাগ করত কমলাসেবিত শ্রীহরিপাদপদ্মে বিলীন হইলেন। ৪৫—৬০।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, কি অপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য অতি-গোপনীয় নূতন নূতন রম্য এবং কি অনির্ব্বচনীয় কমনীয় উপাখ্যান শুনিলাম; যাহা পুরাণেও পুরাতন, সেই অতি দুর্লভ কথা কহিয়াছেন। কবে আবার আমাদের এবম্ভূত সুদিন হইবে? তাহার জন্ম সফল ও ধন্য যাহার বৈষ্ণবসমাগমলাভ হয়। যাহাতে গর্ভবাসের ও কর্ম্মবীজের উচ্ছেদ হয় ও যাহা বিশুদ্ধ হরির দাস্যপ্রদ ভক্তগণের ভক্তির উদ্দীপক ও অসাধুসঙ্গ-সঞ্জাত দুর্ব্বুদ্ধি ও পাপের উন্মূলনের কারণ, ঈদৃশ কি অপূর্ব্বই গণেশজন্ম-উপাখ্যান শুনিলাম! কি অপূর্ব্বই তুলসী ও রাধিকার উপাখ্যান শুনিলাম! অন্যান্য অভি-লষিত ব্যক্ত অব্যক্ত রহস্যবিষয় সকলই শুনিলাম। হে মহাভাগ! আমার মন পূর্ণ হইয়াছে। হে মহাভাগ! এক্ষণে অভিলষিত বহ্নির ও সুবর্ণের উৎপত্তিকথা শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন কর। সূত কহিলেন; যেরূপ নিত্যা প্রকৃতি ও মহত্তত্ত্ব সৃষ্টির প্রধান উপযোগী; জল ও অগ্নি তদ্রূপ। যেমন দিক্, মহাকাশ ও এই সৃষ্টি, গোলোক, প্রকৃতি-তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও শব্দতন্মাত্র, অগ্নিও তদ্রূপ; তথাপি তাহার উৎপত্তি কহিতেছি শ্রবণ কর। একদা সৃষ্টিসময়ে ব্রহ্মা, অনন্ত ও মহেশ্বর ইঁহারা সকলে শ্বেতদ্বীপে জগৎপতি বিষ্ণুকে দর্শন করিতে গমন করিলেন। তথায় পরস্পর সম্ভাষণ করিয়া সুন্দর সভামধ্যে বিষ্ণুর সম্মুখে রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ১—১১। তখন সেইস্থানে বিষ্ণুর গাত্রোদ্ভূত ও লক্ষ্মীর অংশভূত কামিনীগণ নৃত্য ও সুন্দরভাবে বিষ্ণুগাথা গান করিতে লাগিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা তাহাদিগের কঠিন শ্রোণি, পীন স্তন-মণ্ডল ও সহাস্য বদনকমল দর্শন করিয়া কামুক হইলেন; চিত্তনিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না; তাহার বীর্য্য পতিত হইল; লজ্জাবশতঃ ভূতলে বস্ত্রদ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিলেন। হে শৌনক! সঙ্গীত নিবৃত্ত হইলে, তিনি সেই কামতাপে প্রতপ্ত বস্ত্রসহিত বীর্য্য ক্ষীরোদসাগরে নিক্ষেপ করিলেন। তখন ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান এক পুরুষ জল হইতে উত্থিত হইয়া সভাস্থলে লজ্জিত ব্রহ্মার ক্রোড়ে উপবেশন করিল। এই সময়ে বরুণদেব কুপিত ও ত্বরান্বিত হইয়া জল হইতে উঠিয়া দেবগণকে প্রণাম করত ঐ বালককে লইতে উদ্যত হইলেন। হে দ্বিজ! বালক ভয়ে রোদন করিতে করিতে বাহুদ্বারা ব্রহ্মাকে ধারণ করিলেন; জগদ্বিধাতা কিছুই কহিলেন না। বরুণও বালকের হস্ত ধারণ করিয়া ক্রোধে আকর্ষণ করিলেন। প্রজাপতি বরুণকে সভামধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তখন দুর্ব্বল বরুণদেব দূরে পতিত হইলেন; পরে ব্রহ্মার কোপদৃষ্টিতে মৃতবৎ মূর্চ্ছিত হইলেন। মহাদেব অমৃতদৃষ্টি বিক্ষেপে তাঁহাকে সচেতন করিলেন। তখন জলপতি চেতনা পাইয়া তাঁহাকে কহিলেন; এই বালক জলে সমুদ্ভূত হইয়াছেন, ইনি আমার পুত্র; এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছি, আমি লইয়া যাইব; ইহাতে ব্রহ্মা আমাকে কেন তাড়না করিলেন। ১২—২২। ব্রহ্মা কহিলেন, হে বিষ্ণো! হে মহেশ্বর! এই বালক আমার শরণাগত হইয়াছে। ভীত, শরণাগত, রোরুদ্য-মান ব্যক্তিকে কিরূপে ত্যাগ করি! যে অপণ্ডিত ব্যক্তি বিপন্ন আর্ত্ত শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা না করে, যাবৎ চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবেন, তাবৎ তাহার নরকভোগ হয়। তখন সর্ব্বজ্ঞ মধুসূদন উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করত যথোচিত বাক্যে কহিলেন। কামিনীগণের নিতম্বদর্শনে ব্রহ্মার যে রেতঃপাত হইয়াছিল, তাহা তিনি লজ্জাবশতঃ নির্ম্মল ক্ষীরোদ-সাগরের জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ঐ বালক তাহা হইতেই উৎপন্ন; সুতরাং ধর্ম্মানুসারে বিধাতার পুত্র এবং শাস্ত্রানুসারে বরুণেরও ক্ষেত্রজ পুত্র হইয়াছে। অনন্তর মহাদেব কহিলেন;—বেদে যে বিদ্যা ও যোনি-সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে পুত্র ও শিষ্য উভয়ই সমান; ইহা বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন অতএব বরুণদেব এই বালককে মন্ত্র ও বিদ্যা প্রদান করুন; সুতরাং এই বালক বিধাতার পুত্র বহ্নি নামে ও বরুণের শিষ্য রূপে বিখ্যাত হইবে। বিষ্ণু তাঁহাকে উৎকৃষ্ট দাহিকা শক্তি প্রদান করুন; সেই দাহিকা শক্তিতেই তিনি সর্ব্বদহন হুতাশন নামে খ্যাত হইবেন; কিন্তু বরুণ-দেব ঐ শক্তি নিবারণ করিতে পারিবেন। ভগবান্ বিষ্ণু শিবের এইরূপ আজ্ঞানুসারে তাহাকে দাহিকা-শক্তি এবং বরুণদেব মন্ত্র, বিদ্যা ও উৎকৃষ্ট রত্নমালা প্রদান করিলেন। তখন বরুণদেব মায়াপ্রভাবে পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া তাহার মুখ চুম্বন করত বিষ্ণু ও মহা-দেবের সমক্ষে সেই বালককে ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করিলেন। পরে ব্রহ্মা ও শম্ভু বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। হে মহর্ষে! আমি অগ্নির উৎপত্তি-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে স্বর্ণোৎপত্তি বিষয় কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। ২৩—৩৩।

একদা সমুদয় দেবগণ, সুরসভাতে সমবেত হইলে, অপ্সরোগণ নৃত্য-গীত করে। তখন অগ্নি, সুশ্রোণী রম্ভাকে অবলোকন করিয়া কামার্ত্ত হওয়াতে তাঁহার বীর্য্যস্খলন হয়, তিনি লজ্জাবশতঃ বস্ত্রদ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহা আচ্ছাদন করেন। অনন্তর, তদুৎপন্ন অতিভাস্বর সুবর্ণরাশি, বস্ত্রাবরণ অতিক্রম-পূর্ব্বক ক্ষণমধ্যে বৃদ্ধি পাইয়া সুমেরুপর্ব্বতরূপে পরিণত হইল। এইজন্য পণ্ডিতগণ, অগ্নিকে "হিরণ্যরেতা" বলিয়া থাকেন। এই সমস্ত তোমার নিকটে বলিলাম, এক্ষণে পুনরায় কি শুনিতে ইচ্ছা কর? ৩৩—৩৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ সূত! সকল বিষয়ই যথার্থরূপে তোমার নিকটে শ্রবণ করিলাম, অবশিষ্ট কিছুই নাই। হে মহাভাগ! এই পুরাণ বৃত্তান্ত পুনরায় আমার নিকটে কীর্ত্তন কর। আমি এরূপ পুরাণ জন্মাবচ্ছেদে শ্রবণ করি নাই; এবং তোমার ন্যায় পুরাণবক্তাও কখন দেখি নাই; শুনি নাই। সূত বলিলেন, হে মহাভাগ! সাবধান ও সংযতভাবে শ্রবণ কর। অধ্যায়শ্রবণ মাত্রেই সমস্ত পুরাণ-শ্রবণফল-লাভ হয়। ব্রহ্মখণ্ডে সাকার, নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ অনির্ব্বচনীয় পরব্রহ্মের নিরূপণ-প্রস্তাব, তত্তৎ-প্রতিপাদক শ্রুতি অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদিগের ধ্যান এবং গোলোকাদির বিষয়ও যথাশক্তি যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। হে দ্বিজ! প্রকৃতার্থের উপযোগী অন্যান্য প্রাসঙ্গিক উপাখ্যান, সঙ্করজাতিনির্ণয়, প্রশ্নমত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট আবশ্যকীয় উপাখ্যান রাধামাধবের ক্রীড়া, মহাবিষ্ণুর উৎপত্তি, সংক্ষেপে ব্রহ্মাণ্ড-বর্ণন, ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদ মুনীন্দ্র নারদের পরমার্থজ্ঞান, ব্রহ্মার আজ্ঞাক্রমে নারদের নারায়ণাশ্রমে গমন, তাঁহাদিগের নারদের সহিত সাক্ষাৎকার এবং নারদের নিজ অভিপ্রায়-নিবেদন—হে দ্বিজোত্তম! এই সকল বিষয়যুক্ত ব্রহ্মখণ্ড, যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। মুনে! সুধাখণ্ডসদৃশ প্রকৃতিখণ্ড শ্রবণ কর। প্রকৃতি-লক্ষণ, প্রকৃতিদিগের বর্ণনা, তাঁহাদিগের উপাখ্যান, পূজাদি-প্রসঙ্গ ও লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী, রাধিকা এবং আরও অনেকের চরিত্রাবলী পৃথক্ পৃথক্ কথিত হইয়াছে। মহালক্ষ্মী, সরস্বতী এবং দুর্গার পরমাশ্চর্য্য উপাখ্যান, শিব-শঙ্খচূড়ের মহাযুদ্ধ, তুলসী-কৃষ্ণসংবাদ, তাঁহাদিগের সম্ভোগবৃত্তান্ত, শঙ্খচূড়-নিধন, শ্রীদামের শাপমোচন, দেবগণের স্বাধিকারপ্রাপ্তি, বিপত্তি-নাশ, জীবগণের মোক্ষবীজ, অভিলষিত গঙ্গোপাখ্যান, আনন্দজনক মনসা-উপাখ্যান, স্বাহা, স্বধা এবং অন্যান্য কতিপয়ের উপাখ্যান, এবং প্রশ্নানুসারী বহুতর প্রাসঙ্গিক উপাখ্যান এই সকল ঘটনাযুক্ত প্রকৃতি খণ্ড বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে গণপতিখণ্ড শ্রবণ কর। ১—১৮। গণপতিখণ্ড সকল পুরাণে গোপনীয় অত্যন্ত রমণীয় এবং সম্পূর্ণ নূতন। এই উপাখ্যান, অতীব দুর্লভ ও শ্রোতৃবৃন্দের পরমপ্রীতিকর। পার্ব্বতী পরমেশ্বরের মহাক্রীড়া, তাঁহাদিগের ক্রীড়াভঙ্গ, কার্ত্তিকেয়োৎপত্তি; পার্ব্বতী-পরিতোষণ, পার্ব্বতীর মানভঞ্জন, পুণ্যকব্রত, দেবী দুর্গার অভিলষিত চরিত্রকীর্ত্তন, সুব্রতা পার্ব্বতীর প্রতি বিষ্ণুর বরদান, হর-পার্ব্বতীর অতিথি-ব্রাহ্মণরূপী নারায়ণদর্শন, কৃপা করিয়া শিবালয়ে গণেশের আবির্ভাব, পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের পুত্রমুখাবলোকন, শিবগৃহে পরমানন্দময় মহোৎসব, নিত্য অনাদি সত্যস্বরূপ, সর্ব্ববিঘ্নহর, শান্ত, সর্ব্বসম্পৎপ্রদাতা, জপ-যজ্ঞ-তপস্যা-ব্রতাদির ফলদাতা, অতি কমনীয়, রমণীমোহন পার্ব্বতী পরমেশ্বরের প্রাণাধিক প্রিয়তম, পরমব্রহ্মস্বরূপী, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বকারণ, পরমাত্মা, সনাতন ভগবান্ স্বয়ং নারায়ণকে বালকরূপে দেবগণের দর্শনদানবৃত্তান্ত, গণেশখণ্ডে বর্ণিত আছে। এই গণেশের, দর্শন, স্তবন, প্রণাম, পূজা এবং ধ্যানে, ধ্যান-পরায়ণদিগের কোটিজন্মার্জ্জিতপাপ নাশ হয়। হে দ্বিজ! কার্ত্তিকানয়ন, কার্ত্তিকাভিষেক, সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন গণেশপূজা, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহিত জমদগ্নির যুদ্ধ, সুরভিহরণ, জমদগ্নিনিধন, পতিব্রতা রেণুকার চিতারোহণ, পরশুরামের একবিংশতিবার ভূমণ্ডল-নিঃক্ষত্রিয়-করণ, সুদারুণ দুষ্কর প্রতিজ্ঞা, গণেশ-পরশুরাম-সংবাদ তাঁহাদিগের পরস্পর যুদ্ধ, গণেশের দন্তভঙ্গ, দুর্গার বিলাপ, পরশুরামের প্রতি অভিশাপ-প্রদান, পরশুরামের স্মরণমাত্রে নারায়ণের আবির্ভাব স্বয়ং প্রভু নারায়ণের পার্ব্বতীকে প্রবোধ-দান, পরমাশ্চর্য্য ঈপ্সিত শিবলোকবর্ণন, পরশুরামকে সর্ব্বসম্পৎপ্রদাতা শঙ্করকর্তৃক মহাস্ত্রপ্রদান, পরমাত্মা কৃষ্ণের মন্ত্র কবচ এবং অভয়দান, পরশুরাম-কর্তৃক একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়বিনাশ, তৎকৃত পৃথিবীর ভারহরণ এবং প্রশ্নানুসারে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব উপাখ্যান; এই সকল ঘটনাবলীপূর্ণ গণেশখণ্ড সংক্ষেপে

কথিত হইয়াছে। জন্ম-মৃত্যু-জরা ব্যাধিহর, পরম-মুক্তিকর, হরিদাস্যপ্রদ, শুদ্ধ, অমৃতসদৃশ, সুশ্রাব্য শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড এক্ষণে সাবধানে শ্রবণ কর। এই খণ্ড অপূর্ব্ব উপাখ্যানপূর্ণ, অত্যন্ত রম্য, সম্পূর্ণ নূতন, পদে পদে সুস্বাদু। জন্মাবচ্ছেদে এ সকল বিষয় শ্রুত হয় নাই। এই খণ্ড সর্ব্বতত্ত্বের প্রদীপ, সংসার-সমুদ্রের উৎকৃষ্ট তরণোপায়, কর্ম্মভোগ-রোগাদি বিনাশক রসায়ন-স্বরূপ। এই কৃষ্ণ-জন্মখণ্ড; শ্রীকৃষ্ণ-চরণকমলপ্রাপ্তির সোপান, বৈষ্ণবগণের জীবনস্বরূপ জগতের পরম পবিত্রতাকারণ। প্রথমে মহর্ষি নারায়ণের নিকটে নারদ মুনির প্রশ্ন, নারদের প্রতি মহর্ষি নারায়ণের প্রত্যুত্তরপ্রদান, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের অতি-প্রশংসা, শ্রীদাম ও রাধিকার দারুণ কলহ, তাঁহাদিগের গোলোক-পরিত্যাগ-নিদান পরস্পর শাপপ্রদান, বিরজার অন্তুতরূপে দেহত্যাগ, নদীরূপে বিরজার উৎপত্তি, গোপীগণপরিত্যাগ, বিরজা নদী ও শ্রীকৃষ্ণের মৈথুন এবং সপ্তসমুদ্রের জন্ম। হে দ্বিজ! এই সকল বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ১৯—৪৫। ব্রহ্মপ্রার্থিত শ্রীকৃষ্ণের ধরাতলে অলৌকিক জন্ম বিবরণ এবং বসুদেবগৃহে তাঁহার আবির্ভাব-বিষয় জন্মখণ্ডে কথিত হইয়াছে। কংসাসুরভয়ে শ্রীকৃষ্ণের গোকুলে প্রস্থান, শ্রীদামের অভিশাপে রাধিকার বৃষভানু-তনয়া-রূপে আবির্ভাব; পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের গোকুলে বাল্যলীলা, দৈত্যাদি-বধ, গর্গমুনির আগমন, শ্রীহরির অন্নপ্রাশন, পূতনাবধ, ক্ষণমধ্যে শকটভঙ্গ, বন্ধনমোচন, যমলার্জ্জুনবৃক্ষভঙ্গ, মুখমধ্যে ত্রিভুবন-দর্শন, গাভী ও বৎসগণের হরণ ও সৃজন, ব্রহ্মকৃত শ্রীকৃষ্ণ-স্তব, ইত্যাদি বৃত্তান্তও কথিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ সহসা গোকুল পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র বৃন্দাবনে গমন করিলে, তাঁহার পিতা নন্দ-ভয়ে তাঁহার অনুগমন করিলেন। তদন্তর অত্যদ্ভুত বৃন্দাবন-নির্ম্মাণ, তথায় বালকগণের সহিত ক্রীড়া, শ্রীকৃষ্ণের ব্রাহ্মণীদত্ত অন্ন-ভোজন, প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে তাঁহাদিগকে বর-প্রদান, স্বর্গবর্ণন, ও বস্ত্রহরণ-বৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে। অনন্তর, হে দ্বিজ! শ্রীকৃষ্ণকৃত গোপীগণের বরদান, কাত্যায়নী-ব্রত, দুর্গাপূজা, যমুনাতীরে গোপীগণকে পার্ব্বতীর বরদান, কৃষ্ণের তালফলভক্ষণ, ইন্দ্রযাগ-ধ্বংস, রাধিকার সহিত কৃষ্ণের বিবাহ ও মিলন, গোপীদিগের ক্রীড়া, কৃষ্ণের ক্রোড়ে রাধিকা, মায়াবলে গৃহমধ্যে ছায়াসৃষ্টি, রাসমণ্ডলে ষোড়শ প্রকারে শৃঙ্গার করিয়া রাধিকার সহিত কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান ও মলয়পর্ব্বতে আগমন, রাধাকৃষ্ণের নিশ্চিত সংবাদ, গোপীদিগের নানাবিধ মুক্তিপ্রভাস্তবর্ণন করিয়াছি। ৪৬—৬১। পবিত্র বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পুনরাগমন, শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন করিয়া গোপীদিগের আনন্দবৃদ্ধি, জল ও স্থলে নানাবিধ ক্রীড়া, গোপীদিগের বিশেষতঃ শ্রীরাধার সৌভাগ্যবর্ণন প্রভৃতি নানাবিধ নূতন নূতন অভিনব বৃত্তান্ত বেদব্যাস বর্ণনা করিয়াছেন। অনন্তর অকূরের আগমন দর্শন, রাসমণ্ডপে রাসক্রীড়াদর্শনে দেবনারীদিগের হৃদয়চাঞ্চল্য, শ্রীহরির মথুরা-প্রবেশ, রজকনিধন, কুব্জাসম্ভোগ ও তাহাকে মুক্তিদান, সুবিন্দনামক মালাকারের প্রতি প্রসন্নতা ও তাহাকে মোক্ষ-দান, হরধনুভঞ্জন, মাতঙ্গবধ, কংসের সভায় প্রবেশ, কংসবধ, তাহার বন্ধুগণের বিলাপ, যথাবিধি অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া-সম্পাদন ও তাহার পিতাকে রাজ্যদান, নন্দের বিলাপ ও আশ্চর্য্য স্তুতি, নির্জ্জনে পিতা-পুত্রের বৃত্তান্ত, জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণের নন্দকে পরম আধ্যাত্মিক যোগ-প্রদান, মুনিগণের গমন এবং সুকুমারকথিত অত্যুত্তম সুদুর্লভ ধন্যোপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। নির্জ্জন রাধিকালয়ে উদ্ধবের আগমন, তাঁহাদিগের কথোপ-কথনে শুভময় জ্ঞানোপদেশ, শ্রীকৃষ্ণের যজ্ঞোপবীত, গুরুগৃহে বিদ্যালাভ, গুরুদেবকে মৃতপুত্র-প্রদান, জরাসন্ধ-দমন, কালযবনের নিধন, দ্বারকানির্ম্মাণ, বিশ্ব-কর্ম্মার অহঙ্কারদমন, দ্বারকাপ্রবেশ, উগ্রসেনের বিলাপ, রুক্মিণী-হরণ, স্বর্গ হইতে পারিজাত-আনয়ন, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে পৃথিবীর ভারমোচন, ঊষাহরণ, বাণ-রাজার ভুজচ্ছেদ, বলির স্তব, অনিরুদ্ধের পরাক্রম, রাধাযশোদা-বৃত্তান্ত, শৃগালের অতি আশ্চর্য্য মুক্তি, তীর্থ-যাত্রা-প্রসঙ্গে গণেশের পূজা, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের রাধিকার সহিত সাক্ষাৎ, রাধা দেবীর সহিত দর্শন, রাধা-ভাবের-প্রকাশন এবং রাধার সহিত রাধানাথের রমণ ও তীর্থে ভ্রমণ প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। হে শৌনক! ব্রহ্মশাপে যদুবংশ-ধ্বংস, পাণ্ডবগণের মোক্ষ, হরির স্বস্থানে গমন, নারদের বিবাহ এবং বহ্নি ও সুবর্ণের উৎপত্তি-প্রকরণ সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। চারি খণ্ডে বিভক্ত ব্রহ্মবৈবর্ত্তনামক পুরাণে ঐ সকল বিষয় বর্ণিত হইল। হে মুনিবর! অনন্তর কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর।

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

শৌনক বলিলেন, আজ আমার জন্ম সফল, দুর্লভ জীবনও সুন্দর ; যেহেতু মোক্ষসাধক ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ফলরূপে নির্ব্বিঘ্নে সেবা করিলাম। হে বৎস! হে তাত! আমাকে অভয় প্রদান কর। তাহা হইলে আমার জিজ্ঞাস্য বিষয় নিবেদন করি। সূত বলিলেন, হে মহাত্মন্! ভয় ত্যাগ করুন। যদি কোন বিষয় জিজ্ঞাস্য থাকে, তাহা হইলে প্রশ্ন করুন। যে যে বিষয় গোপনীয় এবং মনোহর, তাহা সকলই আমি বর্ণন করিব। শৌনক বলিলেন, হে পুত্র! সম্প্রতি পুরাণসমূহের লক্ষণ, সংখ্যা এবং ফল শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। সূত বলিলেন, হে মহাত্মন্! বিস্তৃত পুরাণসমূহ, ইতিহাস সংহিতা এবং পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে বর্ণন করিতেছি। সৃষ্টি, প্রলয়, চন্দ্র এবং সূর্য্যাদি বংশক্রমান্বয়ে চতুর্দ্দশ মনুর অধিকারকীর্ত্তন এবং চন্দ্র-সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের বংশবর্ণন, এই লক্ষণ পাঁচটী অবশ্যই পুরাণে থাকিবে। পণ্ডিতগণ উপপুরাণ ও উক্ত পঞ্চ-লক্ষণাক্রান্ত বলেন। সম্প্রতি মহাপুরাণের বিশেষ লক্ষণ বর্ণন করিতেছি। মহাপুরাণে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, পালন, কর্ম্ম, বাসনা, বর্ণন, চতুর্দ্দশ মনুর প্রত্যেকের নামান্বয়াদি, কীর্ত্তন, প্রলয়-বর্ণন, মোক্ষনিরূপণ, হরির গুণকীর্ত্তন এবং পৃথক্ পৃথক্‌রূপে দেবগণের গুণ কীর্ত্তন এই দশ প্রকার লক্ষণ থাকিবে। পুরাণ-সমূহের সংখ্যা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মপুরাণে দশহাজার, পদ্মপুরাণে পঞ্চান্ন হাজার, পণ্ডিতগণ বিষ্ণুপুরাণে তের হাজার শ্লোক পরিগণিত করেন, শিবপুরাণে চব্বিশ হাজার শ্রীমদ্ভাগবতে আঠার হাজার, নারদপুরাণে পঁচিশ হাজার, মার্কণ্ডেয়পুরাণে নয় হাজার, অগ্নিপুরাণে পনর হাজার চারিশত, ভবিষ্যপুরাণে চৌদ্দহাজার পাঁচশত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আঠারহাজার লিঙ্গপুরাণে একাদশ হাজার এবং বরাহপুরাণে চব্বিশ হাজার শ্লোক আছে। ১—১৭। শতাধিক একাশীতি সহস্র-শ্লোকে শ্রেষ্ঠ স্কন্দ-পুরাণাপুরাণজ্ঞগণ-কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে। অযুত শ্লোকে বামনপুরাণ-সপ্তদশ সহস্র শ্লোকে কূর্ম্ম-পুরাণ, চতুর্দ্দশ সহস্র শ্লোকে মৎস্য-পুরাণ ; পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক পরিকীর্ত্তিত। গরুড়-পুরাণ ঊনবিংশতি সহস্র শ্লোকে কথিত ; ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ দ্বাদশ-সহস্র শ্লোকে কীর্ত্তিত। এইরূপ সমস্ত পুরাণের শ্লোকসংখ্যা চতুর্লক্ষ উক্ত হইয়াছে। এবং পূর্ব্বোক্ত ক্রমে অষ্টাদশপুরাণের নাম পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। পুরাণের ন্যায় অষ্টাদশ উপপুরাণ, ইতিহাস, ভারত, বাল্মীকি-প্রণীত কাব্য প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্যপূর্ণ পাঁচটী পঞ্চরাত্র ; বসিষ্ঠ, নারদ, কপিল, গৌতম, সনৎকুমারকর্ত্তৃক বিরচিত। ব্রহ্মা, শিব, প্রহ্লাদ, গৌতম এবং সনৎকুমারকর্ত্তৃক কৃষ্ণভক্তি-সমন্বিত পাঁচটী সংহিতা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপ যথাক্রমে পৃথক্ পৃথক্ সকলই তোমার নিকটে কহিলাম। এইরূপ প্রভৃত ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, তাহার মধ্যে আমার যথাজ্ঞান,সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম। সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে রাসমণ্ডলে আপনার ভক্ত ব্রহ্মাকে এই পুরাণবক্তা বলিয়াছেন। ব্রহ্মা ধর্ম্ম-নিষ্ঠ ধর্ম্মকে, ধর্ম্ম নারায়ণ ঋষিকে, নারায়ণ নারদকে এবং নারদ নিজ ভক্ত বলিয়া আমাকে করিয়াছিলেন। তুমি মুনিপ্রধান এজন্য তোমাকে আমি এই শ্রেষ্ঠ পুরাণ কহিলাম। এই ঈপ্সিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ অতি দুর্লভ। এই পুরাণে সমস্ত বিশ্ব উক্ত হইয়াছে। ইহাতে প্রাণিগণের পরমাত্মস্বরূপ, কর্ম্মনিরত নরগণের কর্ম্ম ; সাক্ষিস্বরূপ পরব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন। এই পুরাণে পরব্রহ্ম ও তাঁহার উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য নিরূপিত হইয়াছে, এইজন্য পণ্ডিতগণ ইহাকে "ব্রহ্মবৈবর্ত্ত" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই পুরাণ অতি-পুণ্যদায়ক মঙ্গলস্বরূপ ও মঙ্গলপ্রদ। ১৮—৩১। ইহাতে অতি গোপনীয় সুরম্য, হরিভক্তি ও হরিদাস্য-প্রদ, সুখ ও মোক্ষদায়ক, শোকসন্তাপনাশন, নূতন নূতন সার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। নদীনিকরমধ্যে গঙ্গা যেমন সদ্য মুক্তি দান করেন, তীর্থমধ্যে পুষ্কর যেমন পবিত্র, পুরীমধ্যে কাশী যেমন শ্রেষ্ঠ, বর্ষসমূহমধ্যে ভারত যেমন মঙ্গলময় ও সদ্যোমুক্তিপ্রদ, মহীধরমধ্যে যেমন সুমেরু, পুষ্পমধ্যে যেমন পারিজাত, পত্রমধ্যে যেমন তুলসীপত্র, ব্রতমধ্যে একাদশীব্রত, বৃক্ষমধ্যে কল্পবৃক্ষ, সুরগণমধ্যে সুরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, জ্ঞানীন্দ্রমধ্যে মহাযোগী শঙ্কর, যোগীন্দ্রমধ্যে গণপতি, সিদ্ধগণমধ্যে কপিল, তেজস্বী মধ্যে সূর্য্য যেমন শ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুপরায়ণ মধ্যে ভগবান্ সনৎকুমার যেমন অগ্রণী, রাজগণ মধ্যে যেমন রামচন্দ্র, ধনুর্দ্ধরগণমধ্যে যেমন লক্ষ্মণ, দেবীগণ-মধ্যে দুর্গা যেমন পুণ্যবতী ও সাধ্বী, শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীসমূহমধ্যে রাধিকা যেমন প্রাণাধিকা, ঈশ্বরী সমূহমধ্যে যেমন লক্ষ্মী, পণ্ডিতমধ্যে যেমন সরস্বতী, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেইরূপ সমস্ত পুরাণমধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অতএব এই উৎকৃষ্ট, সুখদ, মধুর, পুণ্যপ্রদ, পুরাণ সন্দেহভঞ্জন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই পুরাণ সুখ ও সর্ব্ব-সম্পৎপ্রদ

শুভ ও পুণ্যদায়ক, বিঘ্নবিনাশকর, শ্রেষ্ঠ ও হরিদাস্যপ্রদ অতএব পরলোকে হর্ষপ্রদ। যজ্ঞানুষ্ঠান, তীর্থসেবা, ব্রতপালন, তপশ্চর্য্যা এবং গুরুপ্রদক্ষিণের ফলও ইহার তুল্য নহে। ৩২—৪৩। চারি বেদপাঠ হইতেও উৎকৃষ্ট ফললাভ হয়। যদি অপুত্র ব্যক্তি সংযতভাবে, এই পুরাণ পাঠ করে, তবে সে গুণবান্ বিদ্বান্ বৈষ্ণব পুত্র লাভ করিয়া থাকে। দুর্ভাগা রমণী যদি এই পুরাণ শ্রবণ করে, তাহা হইলে, সে স্বামিসৌভাগ্যলাভে অধিকারিণী হয়। মৃতবৎসা, কাকবন্ধ্যা এবং পাপিষ্ঠা মহাবন্ধ্যাও এই পুরাণশ্রবণফলে, চিরজীবী পুত্র লাভ করে। এই পুরাণশ্রবণফলে, যশোহীন ব্যক্তি যশস্বী, মূর্খ—পণ্ডিত, রোগার্ত্ত—রোগমুক্ত এবং বদ্ধব্যক্তি বন্ধনমুক্ত হয়। ইহা শ্রবণ করিলে ভীত ব্যক্তি ভয়শূন্য, বিপন্ন ব্যক্তি বিপদুত্তীর্ণ, অরণ্য, প্রান্তর এবং দাবাগ্নিরূপ সঙ্কটে পতিত ব্যক্তিও ঐ সকল সঙ্কট হইতেও নিশ্চয় মুক্ত হয়। এই পুরাণশ্রবণমাত্রেই সঞ্চিতপুণ্যবান্ ব্যক্তি অন্ধতা, কুষ্ঠ, দারিদ্র্য ও দারুণ রোগ-শোকের বিষয় জানিতেও পারে না। যে ব্যক্তি সুসংযতভাবে এই পুরাণের অর্দ্ধশ্লোক বা শ্লোকপাদ শ্রবণ করে, সে লক্ষ গোদানফল প্রাপ্ত হয়। ৪৪—৫০। ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক যে ব্যক্তি, শুদ্ধকালে সংকল্প করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক দক্ষিণা প্রদানসহকারে এই চতুর্থ খণ্ড পুরাণ সম্পূর্ণ শ্রবণ করেন, তিনি বাল্য কৌমার বার্দ্ধক্য ও যৌবনের কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন সন্দেহ নাই; এবং শ্রীকৃষ্ণরূপ ধারণপূর্ব্বক রত্নযানে আরোহণ করিয়া নিত্য গোলোকধামে গমন করিয়া কৃষ্ণদাস্য লাভ করেন। অসংখ্য ব্রহ্মপতনেও তাঁহার পতন হয় না। তিনি সামীপ্য-মুক্তিবলে শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বচর হইয়া চিরকাল তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকেন। মানব সুস্নাত, সংযত ও শুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মখণ্ডশ্রবণের পর পাঠককে পায়স পিষ্টক ফল তাম্বূল ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিবে এবং চন্দন, শুভ্র মাল্য, মনোহর সূক্ষ্ম বস্ত্র শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদনপূর্ব্বক পাঠককে দান করিবে। সুশ্রাব্য সুধোপম প্রকৃতি শ্রবণ করিয়া মানব, পাঠককে দধিযুক্ত অন্ন ভোজন করাইয়া তাঁহাকে সবৎসা রম্যা সুরভি গাভী, সংযতভাবে গণপতিখণ্ড শ্রবণ করিয়া শ্রোতা পাঠককে সুবর্ণ, যজ্ঞোপবীত, শ্বেতাশ্ব, শ্বেতচ্ছত্র, শ্বেতমাল্য, স্বস্তিক, তিললড্ডুক এবং কালদেশোদ্ভব পক্ব ফল প্রদান করিবে। ভক্ত ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড শ্রবণ করিয়া পাঠককে উৎকৃষ্ট রত্নাঙ্গুরীয়, সূক্ষ্মবস্ত্র, মাল্য, উত্তম স্বর্ণকুণ্ডল এবং সর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করিয়া স্তব করিবে এবং পরমাদরপূর্ব্বক একশত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিসম্পন্ন হইয়া এই পুরাণ শ্রবণ করে, সে কৃষ্ণভক্তিলাভ করে এবং পূর্ব্বকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়। ৫১—৬৪। হে বিপ্রেন্দ্র! আমি গুরুমুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তৎসমস্তই এই আমি তোমায় নিকটে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে বিদায় দেও; নারায়ণাশ্রমে গমন করি। এখানে বিপ্রমণ্ডলী দর্শন করিয়া নমস্কার করিতে আগমন করি, তৎপরে আপনাদিগের আজ্ঞাক্রমে এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ কথিত হইল। শরীর বাক্য ও মনদ্বারা দিবানিশি ত্রিগুণাতীত সত্য পরমব্রহ্ম রাধাবল্লভকে ভজনা কর। ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার এবং পরমাত্মা কৃষ্ণ, শিব, ব্রহ্মা ও গণেশকে নিত্য বারংবার নমস্কার, সরস্বতী দেবীকে নমস্কার, পুরাণ-গুরু বেদব্যাসকে নমস্কার, সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী দেবী দুর্গাকে বারংবার নমস্কার। শৌনক! আপনাদিগের পবিত্র পাদপদ্ম দর্শন করিয়া, এক্ষণে গণেশাধিষ্ঠিত সিদ্ধাশ্রমে গমন করি। ৬৫—৬৮।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায় সমাপ্ত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ সমাপ্ত।

নবভারত প্রকাশিত তন্ত্র এবং পুরাণগ্রন্থমালা

বৃহৎ তন্ত্রসার
ইন্দ্রজালাদি সংগ্রহ
রুদ্রযামলম
প্রাণতোষিণীতন্ত্র
পূজা-প্রদীপ
সাধন-প্রদীপ
গুরু প্রদীপ
জ্ঞান প্রদীপ
পুরশ্চরণ-প্রদীপ
গীতা-প্রদীপ
মহানির্ব্বাণতন্ত্র
সিদ্ধনাগার্জ্জুন কক্ষপুট
পরশুরাম কল্পসূত্র
তারারহস্য
নীলতন্ত্র
নিরুত্তরতন্ত্র
অন্নদাকল্প
মাতৃকাভেদতন্ত্র
কঙ্কাল মালিনীতন্ত্র
নিত্যোৎসব
জ্ঞানার্ণবতন্ত্র
শারদাতিলক
নিত্যোষোড়শিকার্ণব
যোগিনী হৃদয়
বগলামুখীতন্ত্র
শ্রীমদ্ মধুসূদন সরস্বতীকৃত
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
মহাত্মা বিবেকানন্দ
স্বামী বিবেকানন্দ
আনন্দ লহরী
শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী
দত্তাত্রেয়তন্ত্রম
গৌতমীয় তন্ত্রম
যোগিনীতন্ত্রম
শ্যামারহস্যম
আগম তত্ত্ব বিলাস
কালিকা পুরাণ
দেবী পুরাণ

শিব পুরাণ
সাম্ব পুরাণ
দেবী ভাগবত
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ
বিষ্ণু পুরাণ
মার্কণ্ডেয় পুরাণ
গরুড় পুরাণ
মৎস্য পুরাণ
কূর্ম পুরাণ
লিঙ্গ পুরাণ
বায়ু পুরাণ
বামন পুরাণ
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ
বৃহদ্ধর্ম পুরাণ
বৃহন্নারদীয় পুরাণ
বরাহ পুরাণ
শ্রী মদ্ভাগবত পুরাণ
পদ্ম পুরাণ (স্বর্গ খণ্ড),
পদ্ম পুরাণ (ভূমি খণ্ড),
পদ্ম পুরাণ (পাতাল খণ্ড),
পদ্ম পুরাণ (সৃষ্টি খণ্ড),
ভবিষ্য পুরাণ, সৌর পুরাণ
স্কন্দ পুরাণ ১ম (মাহেশ্বর খণ্ড)
স্কন্দ পুরাণ ২য় (বিষ্ণু খণ্ড)
স্কন্দ পুরাণ ৩য় (ব্রহ্ম খণ্ড)
স্কন্দ পুরাণ ৪র্থ (কাশী খণ্ড)
স্কন্দ পুরাণ ৫ম (আরণ্য খণ্ড)
স্কন্দ পুরাণ ৬ষ্ঠ (নাগর খণ্ড)
স্কন্দ পুরাণ ৭ম (প্রভাস খণ্ড)
তন্ত্রোক্ত নিত্যপূজা পদ্ধতি,
তন্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কার ও
শ্রাদ্ধ পদ্ধতি, পুরশ্চরণোল্লাস,
শ্রীশ্রী দশমহাবিদ্যা তত্ত্ব রহস্য,
ভূতডামর তন্ত্রম, তন্ত্র সংগ্রহ (২খণ্ড)
পঞ্চতত্ত্ব-বিচার, মুণ্ডমালাতন্ত্রম
তন্ত্র আলোকে দুই বাংলার সতীপীঠ

মূল্য ঃ ৪০০ টাকা মাত্র